

শাত্ত তিহাজ্জ সালিহীন

(রিয়াদুস সালিহীনের ব্যাখ্যা)

মূল:

ইয়াহইয়া ইবনে শারফ আন-নববী

ব্যাখ্যা:

মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন

প্রকাশক:

দারুল ওয়াতান পাবলিকেশন্স, রিয়াদ



মোট খন্ড

০৬



شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (ابن عثيمين)
القسم: شروح الحديث

الكتاب: شرح رياض الصالحين
المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت 1421هـ)
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
الطبعة: 1426 هـ
عدد الأجزاء: 6
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431

ইবনে উসাইমীন কর্তৃক শারহ রিয়াদুস সলেহীন (ইবনে উসাইমীন)
বিভাগ: হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ

গ্রন্থ: শারহ রিয়াদুস সলেহীন
লেখক: মুহাম্মদ বিন সালিহ বিন মুহাম্মদ আল-উসাইমীন (ওফাত ১৪২১ হিজরী)
প্রকাশক: দারুল ওয়াতান পাবলিশিং, রিয়াদ
সংস্করণ: ১৪২৬ হিজরী
খণ্ড সংখ্যা: ৬
[গ্রন্থের সংখ্যায়ন মুদ্রিত কপির অনুরূপ]
শামিলা লাইব্রেরিতে প্রকাশের তারিখ: ৮ ফিলহজ ১৪৩১

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلي الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

فإن هذا الكتاب يحتوي على تعليقات نافعة لفضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى - لجمل كبيرة من الأحاديث الواردة في كتاب: ((رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين)) للإمام النووي رحمه الله تعالى .. وقد جاءت تلك التعليقات ضمن أحاديث شيخنا اليومية رحمه الله تعالى - بعد صلاة العصر في الجامع الكبير بعنيزة. وتكررت طباعتها منذ الطبعة الأولى عام 1415هـ التي اعتني بها فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله ابن محمد بن أحمد الطيار جزاه الله خيراً.

وإنفاذاً للقواعد والضوابط والتوجيهات التي قررها وعهد بها إلى اللجنة العلمية لفضيلة شيخنا رحمه الله تعالى - لإخراج مؤلفاته، تم - والله الحمد - إعداد هذا الكتاب للنشر ومراجعة محتواه العلمي على أصوله المسموعة المسجلة.

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، نافعاً لعباده، وان يجزي
فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء،
ويضاعف له المثوبة والأجر، إنه سميع قريب.
وصلي الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان
إلى يوم الدين.

اللجنة العلمية
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
1424/9/15هـ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

ভূমিকা

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকট সাহায্য চাই এবং
তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর আমরা আমাদের নফসের অনিষ্টতা এবং আমাদের মন্দ
আমলসমূহ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে
পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই, আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে পথপ্রদর্শনকারী কেউ নেই।
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো
শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর
বান্দা ও তাঁর রাসূল। তাঁর ওপর, তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর সঙ্গী-সাথী এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা
নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণ করবেন, তাঁদের সকলের ওপর আল্লাহর অজস্র দরুদ ও সালাম
বর্ষিত হোক।

অতঃপর:

এই গ্রন্থটিতে আমাদের শ্রদ্ধেয় শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওপর রহম করুন)-এর অত্যন্ত উপকারী কিছু ব্যাখ্যা ও টীকা সংকলিত হয়েছে—যা ইমাম নববী (আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওপর রহম করুন) সংকলিত ‘রিয়াদুস সালিহীন মিন কালামি সাইয়্যিদিল মুরসালীন’ গ্রন্থের এক বিশাল অংশের হাদিসসমূহের ওপর প্রদান করা হয়েছে। এই ব্যাখ্যাসমূহ শাইখের (আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওপর রহম করুন) সেই প্রতিদিনের পাঠদান থেকে গৃহীত হয়েছে, যা তিনি উনাইজার জামেউল কাবীর মসজিদে আসরের সালাতের পর প্রদান করতেন। ১৪১৫ হিজরীতে এর প্রথম সংস্করণের পর থেকে গ্রন্থটি বারবার মুদ্রিত হয়েছে, যার বিশেষ তত্ত্বাবধানে ছিলেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ আল-ত্বাইয়্যার, আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

আমাদের শ্রদ্ধেয় শাইখ (আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওপর রহম করুন) তাঁর রচনাবলী প্রকাশের জন্য ইলমী কমিটিকে যে নিয়মাবলী ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেছিলেন, তা বাস্তবায়নের লক্ষে—আলহামদুলিল্লাহ—এই গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এর ইলমী বিষয়বস্তু শাইখের রেকর্ডকৃত অডিও মূল উৎসগুলোর সাথে মিলিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

আমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই কাজটিকে কেবল তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন এবং তাঁর বান্দাদের জন্য উপকারী করেন। আর ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে আমাদের শ্রদ্ধেয় শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীনকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করেন এবং তাঁর সওয়াব ও পুরস্কার বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন; নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও অতি নিকটবর্তী।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবীগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসারীদের ওপর আল্লাহর দরুদ, সালাম ও বরকত বর্ষিত হোক।

ইলমী কমিটি

শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন

১৫/০৯/১৪২৪ হিজরী

مقدمة الإمام النووي رحمه الله

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الواحد القهار، العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، تذكرة لأولى القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار، وشغلهم بمراقبة وإدامة الأفكار، وملازمة الاتعاظ والأذكار، ووفقهم للدؤوب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار، والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار.

احمده أبلغ حمد وأزكاه، وأشملة وأنباه.

وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم، الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وحبيبه وخليفيه، الهادي إلى صراط مستقيم، والداعي إلى دين قويم نصلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين، وآل كل وسائر الصالحين.

أما بعد:

فقد قال الله تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) (مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا) (الذريات: 56/57) وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له، والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة؛ فإنها دار نفاد لا محل لإخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور، ومشروع انفصام لا موطن دوام.

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি এক, মহাপরাক্রমশালী, মহা প্রতাপশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল; যিনি রাতকে দিনের ওপর আচ্ছাদিত করেন, যা অন্তর ও চক্ষুস্মানদের জন্য এক উপদেশ এবং বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীলদের জন্য এক বিশেষ শিক্ষা। যিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্য হতে যাদের মনোনীত করেছেন তাদেরকে জাগ্রত করেছেন, ফলে তারা এই নশ্বর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হয়েছেন এবং সর্বদা আল্লাহর পর্যবেক্ষণে থাকা, নিরন্তর চিন্তা-ফিকির করা এবং উপদেশ গ্রহণ ও যিকিরে নিজেদের মশগুল রেখেছেন। তিনি তাদেরকে তাঁর আনুগত্যে অবিচল থাকতে, পরকালের স্থায়ী আবাসের জন্য প্রস্তুতি নিতে, তাঁর অসন্তুষ্টি ও ধ্বংসের কারণ হতে সতর্ক থাকতে এবং জীবনের সকল পরিবর্তন ও পরিস্থিতির মাঝে এসকল বিষয়ে যত্নবান থাকতে তাওফীক দান করেছেন।

আমি তাঁর এমন প্রশংসা করি যা অত্যন্ত উচ্চমানের ও পবিত্র, অত্যন্ত ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল, তাঁর পরম প্রিয় ও খলীল, যিনি সরল পথের দিশারী এবং সুদৃঢ় দ্বীনের দিকে আহ্বানকারী। আল্লাহর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর ওপর এবং অন্য সকল নবীগণের ওপর, তাঁদের প্রত্যেকের পরিবারবর্গ ও সকল নেককার বান্দাদের ওপর।

অতঃপর:

মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে কোনো রিযিক চাই না এবং তারা আমাকে আহ্বার করাবে এমনটিও চাই না।" (সূরা আয-যারিয়াত: ৫৬-৫৭)। এটি এই বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা যে, তাদেরকে ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং তাদের ওপর কর্তব্য হলো যে উদ্দেশ্যে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে তার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা এবং দুনিয়াবী ভোগ-বিলাসের মোহ ত্যাগ করে তা থেকে বিমুখ হওয়া। কেননা এই দুনিয়া তো নিঃশেষ হওয়ার স্থান, চিরস্থায়ী

আবাস নয়; এটি কেবল পারাপারের বাহন, আনন্দের চিরস্থায়ী নিবাস নয়; এবং এটি বিচ্ছিন্ন হওয়ার এক মোহনা, চিরকাল অবস্থানের কোনো স্থান নয়।

(স: 8) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد، وأعقل الناس فيها هم الزهاد؛ قال الله تعالى: (إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَّمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (يونس: 24) والآيات في هذا المعنى كثيرة.

إن لله عبادةً فطنا ... طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة
نظروا فيها فلما علموا ... أنها ليست لحي ووطنا
جعلوها لجة واتخذوا ... صالح الأعمال فيها سفنا

فإذا كان حالها ما وصفته، وحالنا ما خلقنا له، ما قدمته؛ فحق على المكلف أن يذهب بنفه مذهب الأخيار، ويسلك مسلك أولى النهي والأبصار، ويتأهب لها اشر ت إليه، ويهتم بما نبهت عليه.

وأصوب طريق له في ذلك، وأرشد ما يسلكه السالكين: التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين، وأكرم السابقين اللاحقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين، وقد قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) (المائدة: من الآية 2) وقد

صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وأنه قال: ((من

এই কারণেই দুনিয়াবাসীদের মধ্যে যারা সজাগ তারা হলেন ইবাদতগুজার বান্দা, আর মানুষের মধ্যে যারা সর্বাধিক বুদ্ধিমান তারা হলেন সংসারবিরাগী বা যাহেদ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (নিশ্চয়ই পার্থিব জীবনের উদাহরণ হলো সেই বৃষ্টির মতো, যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি, অতঃপর এর মাধ্যমে যমিনের উদ্ভিদসমূহ ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয়—যা থেকে মানুষ ও গবাদি পশু ভক্ষণ করে। এমনকি যখন যমিন তার শোভা ধারণ করে এবং সুশোভিত হয়ে ওঠে, আর তার অধিপতিরা মনে করে যে তারা এর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাশীল, তখন দিনে বা রাতে আমার নির্দেশ তার ওপর নিপতিত হয়; অতঃপর আমি তাকে এমনভাবে কর্তিত তৃণে পরিণত করি যে, মনে হয় যেন গতকালও সেখানে তার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এভাবেই আমি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলি বিস্তারিত বর্ণনা করি।) (ইউনুস: ২৪)। এই অর্থে আরও বহু আয়াত রয়েছে।

নিশ্চয়ই আল্লাহর এমন কিছু বুদ্ধিমান বান্দা রয়েছেন ... যারা দুনিয়া পরিত্যাগ করেছেন এবং ফিতনার ভয় করেছেন।

তারা দুনিয়ার প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করলেন, আর যখন জানলেন ... যে এটি কোনো জীবিত প্রাণীর জন্য চিরস্থায়ী আবাসস্থল নয়;

তখন তারা একে গভীর সমুদ্র হিসেবে গণ্য করলেন এবং ... সেখানে নেক আমলসমূহকে নৌকাস্বরূপ গ্রহণ করলেন।

অতএব দুনিয়ার অবস্থা যখন এমন যা আমি বর্ণনা করলাম, আর আমাদের অবস্থা যখন তেমন যার জন্য আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যা আমি ইতিপূর্বে পেশ করেছি; তখন প্রত্যেক আদিষ্ট ব্যক্তির (মুকাল্লাফ) কর্তব্য হলো মহৎ ব্যক্তিদের পথ অবলম্বন করা, প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্নদের পথে চলা এবং আমি যে বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছি তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা ও যে বিষয়ে সতর্ক করেছি তাতে মনোনিবেশ করা।

এক্ষেত্রে তার জন্য সবচেয়ে সঠিক পথ এবং পথিকদের জন্য সর্বাপেক্ষা হেদায়েতপূর্ণ পন্থা হলো: আমাদের নবী, যিনি পূর্বাপর সকলের সরদার এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের মাঝে

সর্বাধিক সম্মানিত, তাঁর থেকে সহীহ সূত্রে যা বর্ণিত হয়েছে সেই শিষ্টাচারগুলো (আদব) গ্রহণ করা। তাঁর ওপর এবং সকল নবীগণের ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা করো।) (আল-মায়দাহ: আয়াত ২-এর অংশ)। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "আল্লাহ ততক্ষণ বান্দার সাহায্য থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে লিপ্ত থাকে।" এবং তিনি আরও বলেছেন: "যে ব্যক্তি..."

(ম: ৯) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

دل على خير، فله مثل أجر فاعله)) وأنه قال: ((من دعا إلي هدي كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقصه ذلك من أجورهم شيئاً)) وأنه قال لعلي رضي الله عنه: ((فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم)).

فرأيت أن أجمع مختصراً من الأحاديث الصحيحة، مشتملاً على ما يكون طريقاً لصاحبه إلى الآخرة، ومحصلاً لآدابه الباطنة والظاهرة، جامعاً للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين: من أحاديث الزهد، ورياضات النفوس، وتهذيب الأخلاق، وطهارات القلوب وعلاجها، وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها، وغير ذلك من مقاصد العارفين.

والتزم فيه أن لا أذكر حديثاً صحيحاً من الواضحات، مضافاً إلي الكتب الصحيحة المشهورات، وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات، وأوشح ما يحتاج إلي ضبط أو شرح معني خفي بنفائس من التنبيهات.

"...যে ব্যক্তি কোনো কল্যাণের পথ প্রদর্শন করে, সে তার সম্পাদনকারীর অনুরূপ সওয়াব লাভ করে।" এবং তিনি আরও ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে আহ্বান করে, তার জন্য রয়েছে অনুসরণকারীদের সমপরিমাণ সওয়াব, এতে তাদের সওয়াবের বিন্দুমাত্র ঘাটতি হবে না।" এবং তিনি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন: "আল্লাহর শপথ! তোমার মাধ্যমে আল্লাহ যদি একজন ব্যক্তিকেও হিদায়াত দান করেন, তবে তা তোমার জন্য মূল্যবান লাল উট অপেক্ষাও উত্তম।"

তাই আমি সহীহ হাদীসসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন প্রস্তুত করার সংকল্প করলাম, যা এর অধিকারীকে পরকালের পথে পরিচালিত করবে এবং তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ শিষ্টাচার অর্জনে সহায়ক হবে। এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে পরকালের প্রতি উৎসাহদান, পাপের ভয় প্রদর্শন এবং আধ্যাত্মিক পথের পথিকদের যাবতীয় শিষ্টাচার: যথা—দুনিয়াবিমুখতার হাদীসসমূহ, আত্মিক সাধনা, চরিত্র সংশোধন, অন্তরের পবিত্রতা ও তার চিকিৎসা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুরক্ষা ও তার বক্রতা দূরীকরণ এবং তত্ত্বজ্ঞানীদের অন্যান্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ।

আমি এতে কেবল প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহ হতে সংগৃহীত সুস্পষ্ট সহীহ হাদীসসমূহ উল্লেখ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। প্রতিটি অধ্যায় আমি মহান কুরআনের মহিমাম্বিত আয়াত দ্বারা শুরু করব এবং যেখানে শব্দের সঠিক বিন্যাস বা কোনো অস্পষ্ট অর্থের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে, সেখানে অত্যন্ত মূল্যবান ও সূক্ষ্ম টীকা সংযোজন করে তা সুশোভিত করব।

(ص: 10) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وَإِذَا قُلْتُ فِي آخِرِ حَدِيثٍ: ((مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)) فَمَعْنَاهُ: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
وَأَرْجُو أَنْ تَمَّ هَذَا الْكِتَابُ أَنْ يَكُونَ سَائِقًا لِّلْمَعْنَى بِهِ إِلَى الْخَيْرَاتِ، حَاجِزًا لَهُ عَنِ
أَنْوَاعِ الْقَبَائِحِ وَالْمَهْلَكَاتِ.

وَأَنَا سَائِلٌ أَخًا أَنْتَفَعَ بِشَيْءٍ مِنْهُ أَنْ يَدْعُو لِي، وَلِوَالِدِي، وَمَشَايِخِي، وَسَائِرِ أَحِبَّائِنَا،
وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى اللَّهِ الْكَرِيمِ اعْتِمَادِي، وَإِلَيْهِ تَفْوِيضِي وَاسْتِنَادِي، وَحَسْبِي
اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ.

আর যখন আমি কোনো হাদিসের শেষে বলি: 'মুত্তাফাকুন আলাইহি', তখন এর অর্থ হলো: এটি
ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত।

আমি আশা করি এই গ্রন্থটি সম্পন্ন হলে তা এর প্রতি যত্নশীল ব্যক্তিকে কল্যাণের দিকে ধাবিত
করবে এবং যাবতীয় মন্দ ও ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে তাকে বিরত রাখবে।

আমি সেই ভাইয়ের নিকট প্রার্থনা করি যে এটি থেকে সামান্যতম উপকৃত হবে, সে যেন আমার
জন্য, আমার পিতামাতার জন্য, আমার শিক্ষকবৃন্দের জন্য, আমাদের সকল প্রিয়জনদের জন্য
এবং সকল মুসলমানের জন্য দোয়া করে। মহান করুণাময় আল্লাহর ওপরই আমার ভরসা এবং
তাঁরই প্রতি আমার যাবতীয় বিষয় সমর্পণ ও নির্ভরতা। আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি
কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক। আর সুমহান ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোনো উপায়
ও কোনো শক্তি নেই।

(ص: 11) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

مقدمة الشارح

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا؛ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ) (آل عمران: 102) (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) (النساء: 1) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا) (إِصْلَحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) (الأحزاب 71/70) .

أما بعد:

فإن اصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلي الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

فهذه الخطبة الطويلة المفيدة ((لكتاب رياض الصالحين)) الذي ألفه الشيخ الحافظ
النووي رحمه الله وهو كتاب جيد ولم يسبق لنا قراءته.
ورأيت أن نبدأ فيه ونسأل الله تعالى أن نتمه على خير؛ لأنه كتاب نافع للقلوب،
وللأعمال الظاهرة والمتعلقة بالجوارح؛ لذلك ينبغي أن يعتني

ব্যাখ্যাকারকের ভূমিকা

নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা
করি এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের নফসের অনিষ্টতা এবং আমাদের
মন্দ আমলসমূহ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন
তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই, আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে পথ প্রদর্শন করার কেউ
নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক এবং তাঁর
কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
তাঁর বান্দা ও রাসূল।

(হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো এবং মুসলিম হওয়া ছাড়া মৃত্যুবরণ করো না।) (আলে ইমরান: ১০২) (হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের সেই পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর তাদের উভয় থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর অসিলায় তোমরা একে অপরের নিকট যাদ্ধগ্য করো এবং রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়তার ব্যাপারে সতর্ক থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।) (আন-নিসা: ১) (হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমলসমূহ সংশোধন করে দেবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করল।) (আল-আহযাব: ৭০/৭১)।

অতঃপর:

নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা সত্য বাণী হলো আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথনির্দেশ হলো মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পথনির্দেশ। আর নিকৃষ্টতম বিষয় হলো (দ্বীনের মাঝে) নবউদ্ভূদ বিষয়সমূহ, আর প্রতিটি নবউদ্ভূদ বিষয়ই বিদ‘আত এবং প্রতিটি বিদ‘আত হলো পথভ্রষ্টতা।

এটি শায়খ হাফেজ আন-নববী (রহিমাল্লাহ) কর্তৃক সংকলিত "রিয়াদুস সালিহীন" কিতাবের একটি দীর্ঘ ও উপকারী ভূমিকা। এটি একটি অনন্য কিতাব যা ইতিপূর্বে আমাদের পাঠ করা হয়নি।

আমি স্থির করেছি যে আমরা এটি দিয়েই শুরু করব এবং আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি কল্যাণের সাথে এটি সমাপ্ত করার তাওফিক দান করেন; কারণ এটি অন্তরের সংশোধন, বাহ্যিক আমল এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য একটি অত্যন্ত উপকারী কিতাব; তাই এর প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত...

بهذا الكتاب.

وقد طلب رحمه الله ممن انتفع به أن يدعوه له ولوالديه ولسائر المسلمين؛ فنسأل الله أن يغفر له ولوالديه ولسائر المسلمين، وأن يجمعنا وإياه وإخواننا المؤمنين في دار كرامته؛ إنه جواد كريم، وأسأل الله أن يوفقنا لاتباعه، وأن ينفعنا بهن وأن يغفر لمؤلفه وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خيراً، والله البوق.

الشارح

محمد بن صالح العثيمين

এই গ্রন্থের মাধ্যমে।

তিনি (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) এই গ্রন্থ দ্বারা উপকৃত ব্যক্তিদের নিকট তাঁর নিজের জন্য, তাঁর পিতামাতার জন্য এবং সকল মুসলিমের জন্য দোয়া করার আবেদন জানিয়েছেন। অতএব আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি তাঁকে, তাঁর পিতামাতাকে এবং সকল মুসলিমকে ক্ষমা করে দেন এবং আমাদের, তাঁকে ও আমাদের মুমিন ভাইদেরকে তাঁর মর্যাদাপূর্ণ আবাসে একত্রিত করেন; নিশ্চয়ই তিনি মহান দাতা ও পরম দয়ালু। আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের এটি সম্পন্ন করার তাওফিক দান করেন, এর দ্বারা আমাদের উপকৃত করেন, এর লেখককে ক্ষমা করে দেন এবং ইসলাম ও মুসলিমদের পক্ষ থেকে তাঁকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করেন। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

ব্যখ্যাকার

মুহাম্মদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন

1- باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية

قال الله تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) (البينة: 5) وقال تعالى: (لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ) (الحج: من الآية 37) وقال تعالى (قُلْ إِنْ تُخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَرُوهُ يُعْلَبَ بِهِ اللَّهُ) (آل عمران: من الآية 29).

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: ((باب الإخلاص وإحضار النية، في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية)) :

((النية)) محلها القلب، ولا محل لها في اللسان في جميع الأعمال؛ ولهذا كان من نطق بالنية عند إرادة الصلاة، أو الصوم، أو الحج، أو الوضوء، أو غير ذلك من الأعمال كان مبتدعاً قائلاً في دين الله ما ليس منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، ويصلي ويتصدق، ويصوم ويحج، ولم يكن ينطق بتألنية، فلم يكن يقول: اللهم إني نويت أن أتوضأ، اللهم إني نويت أن أصلي، اللهم إني نويت أن أتصدق، اللهم إني نويت أن أحج، لم يكن يقول هذا؛ وذلك لأن النية محلها القلب، والله عز وجل يعلم ما في القلب، ولا يخفي عليه شيء؛ كما قال الله تعالى في الآية التي ساقها المؤلف: (قُلْ إِنْ تُخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ

আল্লাহ তাআলা বলেন: (তোমাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তাঁর প্রতি আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে এবং সালাত কায়েম করে ও জাকাত প্রদান করে। আর এটিই সঠিক ও সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন।) (আল-বায়্যিনাহ: ৫) তিনি আরও বলেন: (আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না এগুলোর গোশত এবং রক্ত, বরং তাঁর কাছে পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া।) (আল-হজ্জ: ৩৭ এর অংশ) তিনি আরও বলেন: (বলুন, তোমাদের অন্তরে যা আছে তা যদি তোমরা গোপন করো কিংবা প্রকাশ করো, আল্লাহ তা জানেন।) (আলে ইমরান: ২৯ এর অংশ)।

[ব্যাক্তা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) বলেন: "সকল প্রকাশ্য ও গোপন কথা ও কাজে ইখলাস ও নিয়ত উপস্থিত রাখার অধ্যায়":

"নিয়ত"-এর স্থান হলো অন্তর। সকল ইবাদতের ক্ষেত্রে রসনার (জিহ্বার) কোনো স্থান নেই। এজন্যই সালাত, সিয়াম, হজ্জ, ওজু বা অন্য কোনো ইবাদতের প্রাক্কালে যিনি মুখে নিয়ত উচ্চারণ করেন, তিনি একজন বিদআতকারী এবং আল্লাহর দ্বীনে এমন কথা বলছেন যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওজু করতেন, সালাত আদায় করতেন, সাদকা করতেন, সিয়াম পালন করতেন এবং হজ্জ পালন করতেন; কিন্তু তিনি কখনো মুখে নিয়ত উচ্চারণ করতেন না। তিনি কখনও বলতেন না: 'হে আল্লাহ! আমি ওজু করার নিয়ত করছি', 'হে আল্লাহ! আমি সালাত আদায়ের নিয়ত করছি', 'হে আল্লাহ! আমি সাদকা করার নিয়ত করছি', কিংবা 'হে আল্লাহ! আমি হজ্জ করার নিয়ত করছি'—এমনটি তিনি বলতেন না। কারণ নিয়তের স্থান হলো অন্তর, আর আল্লাহ তাআলা অন্তরে যা আছে তা জানেন এবং তাঁর কাছে কোনো কিছুই গোপন নয়; যেমনটি আল্লাহ তাআলা লেখক কর্তৃক উদ্ধৃত আয়াতে বলেছেন: (বলুন, তোমাদের অন্তরে যা আছে তা যদি তোমরা গোপন করো কিংবা...)

تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ) (آل عمران: الآية 29) .
ويجب علي الإنسان أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى في جميع عباداته، وأن لا ينوى بعباداته إلا وجه الله والدار الآخرة.

وهذا هو الذي أمر الله به في قوله: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ) ، أي مخلصين له العمل، (وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) وينبغي أن يستحضر النية، أي: نية الإخلاص في جميع العبادات.

فينوى مثلاً الوضوء، وأنه توضاً لله، وأنه توضاً أمثالاً لأمر الله.
فهذه ثلاثة أشياء:

نية العبادة.

ونية أن تكون لله.

ونية أنه قام بها امتثالاً لأمر الله.

فهذا أكمل شيء في النية.

كذلك في الصلاة: تنوي أولاً: الصلاة، وأنها الظهر، أو العصر، أو المغرب، أو العشاء ن أو الفجر، أو ما أشبه ذلك، وتنوي ثانياً: أنك إنما تصلي لله عز وجل لا لغيره، لا تصلي رياء ولا سبعة، ولا لتمدح على صلاتك، ولا لتنال شيئاً من المال أو الدنيا، ثالثاً: تستحضر أنك تصلي امتثالاً لأمر ربك حيث قال: (أَقِمِ الصَّلَاةَ) (فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ) (وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) إلي غير ذلك من الأوامر.

وذكر المؤلف رحمه الله عدة آيات كلها تدل على أن النية محلها

প্রত্যেক মানুষের জন্য তার সকল ইবাদতে মহান আল্লাহর প্রতি নিয়তকে বিশুদ্ধ করা আবশ্যিক এবং তার ইবাদতের মাধ্যমে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পরকাল ব্যতীত অন্য কোনো কিছু নিয়ত করা সমীচীন নয়।

আর এটিই আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর এই বাণীতে: (তাদেরকে এছাড়া আর কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তাঁর প্রতি আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে), অর্থাৎ তাঁর উদ্দেশ্যেই আমলকে একনিষ্ঠ করে, (এবং তারা যেন সালাত কায়েম করে ও জাকাত প্রদান করে। আর এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন)। তাই সকল ইবাদতের ক্ষেত্রে নিয়তকে উপস্থিত করা প্রয়োজন, অর্থাৎ একনিষ্ঠতার নিয়ত রাখা।

উদাহরণস্বরূপ, ওজুর নিয়ত করা—সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ওজু করছে এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে সে ওজু করছে।

এগুলো হলো তিনটি বিষয়:

ইবাদতের নিয়ত।

তা যেন কেবল আল্লাহর জন্য হয়—সেই নিয়ত।

এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে তা সম্পাদন করছে—এই নিয়ত।

এটিই হলো নিয়তের ক্ষেত্রে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ অবস্থা।

অনুরূপভাবে সালাতের ক্ষেত্রেও: প্রথমে আপনি সালাতের নিয়ত করবেন যে, এটি যোহর, আসর, মাগরিব, এশা কিংবা ফজর অথবা এই জাতীয় কোনো সালাত। দ্বিতীয়ত আপনি নিয়ত করবেন যে, আপনি কেবল মহান আল্লাহর জন্যই সালাত আদায় করছেন, অন্য কারো জন্য নয়। আপনি লোক-দেখানো বা লৌকিকতা কিংবা শোনানোর জন্য সালাত আদায় করবেন না এবং আপনার সালাতের প্রশংসা পাওয়ার জন্য কিংবা কোনো ধন-সম্পদ বা পার্থিব কিছু অর্জনের জন্যও নয়। তৃতীয়ত আপনি মনে এটি উপস্থিত করবেন যে, আপনি আপনার রবের নির্দেশ পালনার্থে সালাত আদায় করছেন; যেহেতু তিনি বলেছেন: (সালাত কায়েম করো), (তোমরা সালাত কায়েম করো), (তোমরা সালাত কায়েম করো ও জাকাত প্রদান করো) এবং এই জাতীয় অন্যান্য নির্দেশাবলি।

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) বেশ কিছু আয়াত উল্লেখ করেছেন যার সবই প্রমাণ করে যে, নিয়তের স্থান হলো...

(ص: 15) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

القلب، وأن الله - سبحانه وتعالى - عالم بنية العبد، ربما يعمل العبد عملاً يظهر أمام الناس أنه عمل صالح، وهو عمل فاسد أفسدته النية، لأن الله - تعالى - يعلم ما في القلب، ولا يجازي الإنسان يوم القيامة إلا على ما في قلبه، لقول الله تعالى: (إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ) (يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ) (فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ) (الطارق: 8-10) يعني: يوم تختبر السرائر - القلوب - كقوله: (أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ) (وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ) (العاديات: 9-10) .
ففي الآخرة: يكون الثواب والعقاب، والعمل والاعتبار بما في القلب.

أما في الدنيا: فالعبرة بما ظهر، فيعامل الناس بظواهر أحوالهم، ولكن هذه الظواهر: إن وافقت ما في البواطن، صلح ظاهره وباطنهن وسريته وعلايته، وإن خالفت وصار القلب منطوياً على نية فاسد، نعوذ بالله - فبما أعظم خسارته !! يعمل ويتعب ولكن لا حظ له في هذا العمل؛ كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((قال الله تعالى: أنا أغني الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه)) .

فإن الله!! أيها الاخوة بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى!!
واعلم: أن الشيطان قد يأتيك عند إرادة عمل الخير، فيقول لك: إنك

অন্তর, এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বান্দার নিয়ত সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। অনেক সময় বান্দা এমন আমল করে যা মানুষের সামনে বাহ্যত নেক আমল হিসেবে প্রতীয়মান হয়, অথচ তা মূলত একটি কলুষিত আমল যা নিয়ত নষ্ট করে দিয়েছে। কেননা আল্লাহ তাআলা অন্তরের খবর জানেন। আর কিয়ামতের দিন মানুষকে কেবল তার অন্তরের অবস্থার ওপর ভিত্তি করেই প্রতিদান দেওয়া হবে, যেমনটি আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয়ই তিনি তাকে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম। যেদিন গোপন রহস্যসমূহ পরীক্ষিত হবে। সেদিন তার কোনো শক্তি থাকবে না এবং থাকবে না কোনো সাহায্যকারী।" (সূরা আত-তারিক: ৮-১০)। অর্থাৎ: যেদিন গোপন বিষয়সমূহ—অন্তরসমূহ—পরীক্ষা করা হবে; যেমন তাঁর বাণী: "সে কি জানে না, যখন কবরে যা আছে তা উন্মিত করা হবে? এবং অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে?" (সূরা আল-আদিয়াত: ৯-১০)।

সুতরাং পরকালে সওয়াব, শাস্তি, আমল ও বিচার হবে অন্তরের অবস্থার ভিত্তিতে।

আর দুনিয়াতে বাহ্যিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করেই বিচার করা হয়। মানুষের সাথে তাদের বাহ্যিক অবস্থার আলোকেই আচরণ করা হয়। তবে এই বাহ্যিক দিকগুলো যদি অভ্যন্তরীণ অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ হয়, তবেই তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ এবং গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু সঠিক হবে। আর যদি তা বিপরীত হয় এবং অন্তরে কলুষিত নিয়ত লুকিয়ে থাকে—আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই—তবে তার ক্ষতি কতই না ভয়াবহ! সে আমল করে এবং পরিশ্রম করে, কিন্তু এই আমলে তার কোনো অংশ থাকে না; যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত সহিহ হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন: "আল্লাহ তাআলা বলেছেন: আমি অংশীদারিত্ব (শিরক) থেকে সব অংশীদারের তুলনায় বেশি মুখাপেক্ষীহীন। যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল যাতে আমার সাথে অন্য কাউকে শরিক করল, আমি তাকে এবং তার শিরককে বর্জন করি।"

অতএব আল্লাহকে ভয় করুন! হে ভাইয়েরা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য নিয়তকে খাঁটি করুন!

এবং জেনে রাখুন: শয়তান হয়তো আপনার কাছে কোনো নেক কাজের ইচ্ছার সময় আসবে এবং আপনাকে বলবে: নিশ্চয়ই আপনি...

إنما تعمل هذا رياء، فيحبط همتك ويثبطك ولكن لا تلتفت إلي هذا، ولا تطعه، بل
اعمل ولو قال لك: إنك إنما تعمل رياء أو سبعة؛ لأنك لو سئلت: هل أنت الآن تعمل
هذا رياء وسبعة؟ : لا!!

إذن فهذا الوسواس الذي أدخله الشيطان في قلبك، لا تلتفت له، وافعل لخير؛ ولا
تقل: إني أراي وما أشبه ذلك.

* * *

1- وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي بن
رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤس بن غالب القرشي
العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنما
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوي فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته
إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما
هاجر إليه))؛ متفق على صحته؛ رواه إماما المحدثين: أبو عبد الله محمد بن
إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم
بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيساوي رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين
هما اصح الكتب المصنفة.

নিশ্চয়ই তুমি এটি লোকদেখানোর উদ্দেশ্যেই করছ—শয়তান এভাবেই তোমার সংকল্পকে
নস্যাৎ করতে এবং তোমাকে নিরুৎসাহিত করতে চায়। কিন্তু তুমি সেদিকে লক্ষ্য করো না এবং
তার আনুগত্য করো না; বরং আমল করে যাও, যদিও সে তোমাকে বলে যে: 'তুমি

লোকদেখানো বা সুখ্যাতি অর্জনের জন্য আমল করছ'; কারণ যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়: 'তুমি কি এখন এটি লোকদেখানো ও সুখ্যাতির উদ্দেশ্যে করছ?' তবে তোমার উত্তর হবে: না!! অতএব, শয়তান তোমার অন্তরে যে কুমন্ত্রণা প্রবেশ করিয়েছে, তার প্রতি ভ্রক্ষেপ করো না এবং সংকাজ করে যাও; আর এ কথা বলো না যে: 'আমি রিয়া করছি' বা এই জাতীয় কিছু।

* * *

১- আমিরুল মুমিনীন আবু হাফস উমর ইবনুল খাত্তাব ইবনে নুফায়েল ইবনে আবদিল উযযা ইবনে রাবাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কুরত ইবনে রিয়াহ ইবনে আদী ইবনে কা'ব ইবনে লুওয়াই ইবনে গালিব আল-কুরাশী আল-আদভী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: ((নিশ্চয়ই আমলসমূহ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তা-ই পাবে যার সে নিয়ত করেছে। সুতরাং যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হবে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকেই গণ্য হবে। আর যার হিজরত পার্থিব কোনো সুবিধা অর্জনের জন্য কিংবা কোনো নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হবে, তবে তার হিজরত সেই উদ্দেশ্যেই গণ্য হবে যেজন্য সে হিজরত করেছে।)); হাদিসটির বিশুদ্ধতার ওপর ঐক্যমত রয়েছে; হাদিস বিশারদগণের দুই ইমাম: আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিম ইবনুল মুগীরা ইবনে বারদিযবাহ আল-জু'ফী আল-বুখারী এবং আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তাঁদের 'সহীহ' গ্রন্থদ্বয়ে এটি বর্ণনা করেছেন, যা সংকলিত কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ কিতাব।

لما كان هذا الباب في الإخلاص، إخلاص النية لله عز وجل، وأنه ينبغي أن تكون النية مخلصه لله في كل قول، وفي كل فعل، وعلى كل حال، ذكر المؤلف من الآيات ما يتعلق بهذا المعنى، وذكر رحمه الله من الأحاديث ما يتعلق به أيضاً، وصدر هذا بحديث عمر بن الخطاب الذي قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) :

هاتان الجملتان اختلف العلماء رحمهم الله فيهما: فقال بعض العلماء: إنها جملتان بمعنى واحد، وإن الجملة الثانية تأكيد للجملة الأولى.

ولكن هذا ليس بصحيح، وذلك لأن الأصل في الكلام أن يكون تأسيساً لا تأكيداً، ثم إنها عند التأمل يتبين أن بينهما فرقاً عظيماً؛ فالأولى سبب، والثانية نتيجة: الأولى: سبب يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن كل عمل لابد فيه من نية، فكل عمل يعمله الإنسان وهو عاقل مختار، فلا بد فيه من نية، ولا يمكن لأي عاقل مختار أن يعمل عملاً إلا بنية؛ حتى قال بعض العلماء: ((لو كلفنا الله عملاً بلا نية، لكان من تكليف ما لا يطاق!!)).

وهذا صحيح؛ كيف تعمل وأنت في عقلك، وأنت مختار غير مكره، كيف تعمل عملاً بلا نية؟ ! هذا مستحيل؛ لأن العمل ناتج عن إرادة

[ব্যাখ্যা]

যেহেতু এই অধ্যায়টি ইখলাস বা একনিষ্ঠতা তথা মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিয়তকে বিশুদ্ধ করা প্রসঙ্গে, আর এটি সমীচীন যে প্রতিটি কথা, কাজ ও অবস্থায় নিয়ত যেন আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হয়; সেহেতু লেখক এই অর্থ সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ এবং হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছেন (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন)। তিনি এই অধ্যায়ের সূচনা করেছেন উমর ইবনুল খাত্তাব বর্ণিত সেই হাদীসটি দিয়ে যেখানে তিনি বলেছেন: আমি

আল্লাহর রাসূলকে (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) বলতে শুনেছি: "নিশ্চয়ই সমস্ত আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যার সে নিয়ত করেছে।"

এই বাক্য দুটির ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম (আল্লাহ তাঁদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন) মতভেদ করেছেন:

কিছু আলিম বলেছেন: এই দুটি বাক্য একই অর্থ বহন করে এবং দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যের তাকিদ বা পুনর্নিশ্চিতকরণ স্বরূপ।

কিন্তু এই অভিমতটি সঠিক নয়, কারণ কালাম বা বাক্যের মূল নীতি হলো তা নতুন অর্থ প্রদান বা ভিত্তিস্থাপন করবে (তা'সিস), কেবল পুনরুক্তি (তাকিদ) নয়। তাছাড়া গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এ দুটির মধ্যে এক বিশাল পার্থক্য বিদ্যমান; প্রথমটি হলো কারণ এবং দ্বিতীয়টি হলো ফলাফল:

প্রথম বাক্য: এটি একটি কারণ বা মূলনীতি যাতে নবী (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) স্পষ্ট করেছেন যে, প্রতিটি আমলের জন্যই নিয়ত অপরিহার্য। সুতরাং একজন সুস্থমস্তিষ্কসম্পন্ন ও স্বেচ্ছাধীন মানুষ যে কাজই করে, তাতে অবশ্যই নিয়ত থাকে। কোনো সুস্থমস্তিষ্কসম্পন্ন ও স্বেচ্ছাধীন ব্যক্তির পক্ষে নিয়ত ছাড়া কোনো কাজ করা সম্ভব নয়। এমনকি কোনো কোনো আলিম বলেছেন: "যদি আল্লাহ আমাদের নিয়ত ছাড়া কোনো কাজ করার নির্দেশ দিতেন, তবে তা অসাধ্য কোনো কাজের নির্দেশ প্রদানের অন্তর্ভুক্ত হতো!"

আর এটিই সঠিক; আপনি সুস্থ মস্তিষ্কে এবং কোনো বাধ্যবাধকতা ছাড়া স্বেচ্ছায় কোনো কাজ করবেন অথচ আপনার কোনো নিয়ত থাকবে না—তা কীভাবে সম্ভব?! এটি অসম্ভব; কারণ প্রতিটি কাজই ইচ্ছা বা সংকল্পের বহিঃপ্রকাশ।

(ص: 18) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وقدرة، والإرادة هي النية.

إذن: فالجملة الأولى معناها أنه ما من عامل إلا وله نية، ولكن النيات تختلف اختلافاً عظيماً، وتتباين تبتيناً بعيداً كما بين السماء والأرض.

من الناس من نيته في القبة في أعلي شيء، ومن الناس من نيته في القبامة في أخس شيء وأدني شيء؛ حتى إنك لترى الرجلين يعملان عملاً واحداً يتفقان في ابتدائه وانتهائه وفي أثناؤه، وفي الحركات والسكنات، والأقوال والأفعال، وبينهما كما بين السماء والأرض، وكل ذلك باختلاف النية.

إذن: الأساس أه ما من عمل إلا بنية، ولكن النيات تختلف وتتباين. نتيجة ذلك قال: ((وإنما لكل أمرٍ ما نوي))؛ فكل امريء له ما نوي: إن نوي الله والدار الآخر في أعماله الشرعية، حصل له ذلك، وإن نوي الدنيا، قد تحصل وقد لا تحصل.

قال الله تعالى: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ) (الاسراء: الآية 18) ما قال: عجلنا له ما يريد؛ بل قال: (عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ)، لا ما يشاء هو؛ (لِمَنْ نُرِيدُ) لا لكل إنسان، فقيد المعجل والمعجل له؛ فمن الناس: من يعطي ما يريد من الدنيان ومنهم: من يعطي شيئاً منه، ومنهم: من لا يعطي شيئاً أبداً.

أما: (وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً) (الاسراء: 19) لابد أن يجني ثمرات هذا العمل الذي أراد به وجه الله والدار الآخرة.

...এবং ক্ষমতা, আর সংকল্পই হলো নিয়ত।

অতএব, প্রথম বাক্যটির অর্থ হলো: প্রত্যেক আমলকারীরই একটি নিয়ত থাকে, কিন্তু নিয়তসমূহের মধ্যে রয়েছে বিশাল পার্থক্য এবং আকাশ ও জমিনের ন্যায় বিস্তর ব্যবধান।

মানুষের মাঝে এমন কেউ আছে যার নিয়ত সর্বোচ্চ শিখরে আসীন, আবার এমন কেউ আছে যার নিয়ত আস্তাকুঁড়ের ন্যায় নিকৃষ্টতম ও নিম্নতম স্তরে। এমনকি আপনি হয়তো দেখবেন যে, দুইজন ব্যক্তি একই কাজ করছে, তাদের শুরু, শেষ, কাজের মধ্যবর্তী অবস্থা, নড়াচড়া, স্থিতি, কথা ও কাজ সব একই রকম; অথচ তাদের উভয়ের আমলের মাঝে আকাশ ও জমিনের ন্যায় ব্যবধান রয়েছে। আর এই সবটুকুই হয়েছে নিয়তের ভিন্নতার কারণে।

অতএব, মূল ভিত্তি হলো— নিয়ত ছাড়া কোনো আমল নেই, তবে নিয়তসমূহ ভিন্ন ও বৈচিত্র্যময় হয়।

এর ফলস্বরূপ তিনি বলেছেন: "আর প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পায় যার সে নিয়ত করে।" সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিদান পাবে: সে যদি তার শরীয়তসম্মত আমল দ্বারা আল্লাহ ও পরকাল কামনা করে, তবে সে তা লাভ করবে। আর যদি সে দুনিয়া কামনা করে, তবে তা কখনো অর্জিত হতে পারে, আবার কখনো নাও হতে পারে।

মহান আল্লাহ বলেন: "যে ব্যক্তি ইহকাল কামনা করে, আমি তাকে সেখানে যা ইচ্ছা করি এবং যাকে ইচ্ছা করি দ্রুত দিয়ে দেই।" (সূরা আল-ইসরা: আয়াত ১৮)। তিনি বলেননি যে, 'সে যা চায় আমি তাকে তা দ্রুত দিয়ে দেই'; বরং তিনি বলেছেন: "আমি যা ইচ্ছা করি তাকে সেখানে তা দ্রুত দিয়ে দেই", সে যা চায় তা নয়। আবার বলেছেন: "যাকে আমি ইচ্ছা করি", অর্থাৎ প্রত্যেকের জন্য নয়। এভাবে তিনি যা দ্রুত দেওয়া হবে এবং যাকে দেওয়া হবে— উভয়কেই শর্তযুক্ত করেছেন। সুতরাং মানুষের মধ্যে কেউ আছে যাকে দুনিয়ার যা সে চায় তা প্রদান করা হয়, আবার কাউকে তার সামান্য কিছু দেওয়া হয়, আর কাউকে মোটেও কিছু দেওয়া হয় না।

অন্যদিকে: "আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মুমিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা-সাধনা করে, তাদেরই প্রচেষ্টা হবে মূল্যায়নযোগ্য।" (সূরা আল-ইসরা: ১৯)। অর্থাৎ যে আমলের মাধ্যমে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকাল কামনা করেছে, তার ফল সে অবশ্যই লাভ করবে।

إذن ((إنما لكل امرئ ما نوي)).

وقوله: ((إنما الأعمال بالنيات..إلخ)) هذه الجملة والتي قبلها ميزان لكل عمل؛ لكنه ميزان الباطن، وقوله ص فيما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) ميزان للأعمال الظاهرة.

ولهذا قال أهل العلم: ((هذان الحديثان يجمعان الدين كله)) حديث عمر: ((إنما الأعمال بالنيات)) ميزان للباطن، وحديث عائشة: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا)) ميزان للظاهر.

ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً يطبق هذا الحديث عليه، قال: ((فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه)) :

((الهجرة)): أن ينتقل الإنسان من دار الكفر إلى دار الإسلام. مثل أن يكون رجل في أمريكا - وأمريكا دار كفر - فيسلم، ولا يتمكن من إظهار دينه هناك، فينتقل منها إلى البلاد الإسلامية، فهذه هي الهجرة.

وإذا هاجر الناس، فهم يختلفون في الهجرة.

الأول: منهم من يهاجر، ويدع بلده إلى الله ورسوله؛ يعني إلى شريعة

অতএব ((নিশ্চয়ই প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করবে তাই পাবে))।

আর তাঁর বাণী: ((নিশ্চয়ই সকল আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল... ইত্যাদি))—এই বাক্যটি এবং এর পূর্ববর্তী বাক্যটি প্রতিটি আমলের জন্য একটি মাপকাঠি; তবে তা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ (বাতিনী) মাপকাঠি। আর আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে হাদীসটি শায়খাইন (বুখারী ও মুসলিম) সংকলন করেছেন, যাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: ((যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল যাতে আমাদের কোনো নির্দেশ নেই, তবে তা প্রত্যাখ্যাত))—এটি হচ্ছে বাহ্যিক আমলসমূহের মাপকাঠি।

এ কারণেই আহলে ইলমগণ (বিদ্বানগণ) বলেছেন: ((এই দুটি হাদীস সমগ্র দীনকে অন্তর্ভুক্ত করে))। উমর (রা.)-এর হাদীস: ((নিশ্চয়ই আমলসমূহ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল)) হলো অভ্যন্তরীণ বিষয়ের মাপকাঠি, আর আয়েশা (রা.)-এর হাদীস: ((যে ব্যক্তি এমন আমল করল যাতে আমাদের কোনো নির্দেশ নেই)) হলো বাহ্যিক বিষয়ের মাপকাঠি।

অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই হাদীসটি প্রয়োগের জন্য একটি উদাহরণ পেশ করেছেন; তিনি বলেছেন: ((সুতরাং যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হবে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকেই গণ্য হবে। আর যার হিজরত দুনিয়া অর্জনের জন্য কিংবা কোনো নারীকে বিবাহের উদ্দেশ্যে হবে, তবে তার হিজরত সেদিকেই গণ্য হবে যার উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে)) :

((হিজরত)) হলো: কোনো মানুষের কুফর রাষ্ট্র (দারুল কুফর) থেকে ইসলামি রাষ্ট্রের (দারুল ইসলাম) দিকে স্থানান্তরিত হওয়া। যেমন কোনো ব্যক্তি আমেরিকায় অবস্থান করছে—আর আমেরিকা হলো কুফর রাষ্ট্র—অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করল এবং সেখানে তার দীন প্রকাশ করতে সক্ষম হলো না, ফলে সে সেখান থেকে ইসলামি দেশগুলোতে চলে গেল; এটিই হচ্ছে হিজরত।

আর মানুষ যখন হিজরত করে, তখন হিজরতের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে তারা ভিন্ন ভিন্ন হয়।

প্রথম প্রকার: তাদের মধ্যে কেউ কেউ হিজরত করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে নিজের দেশ ত্যাগ করে; অর্থাৎ তাঁর শরীয়তের দিকে।

(ص: 20) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

اللَّهُ التي شرعها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي ينال الخير،
وينال مقصوده؛ ولهذا قال: ((فهجرت إلى الله ورسوله)) ؛ أي فقد أدرك ما نوي.
الثاني من المهاجرين: هاجر لدنيا يصيبها، يعني: رجل يحب جمع المال، فسمع أن
بلاد الإسلام مرتعاً خصباً يصيبها خصباً لاكتساب الأموال، فهاجر من بلد الكفر إلى

بلد الإسلام؛ من أجل الماء فقط، لا يقصد أن يستقيم دينه، ولا يهتم بدينه، ولكن همه المال.

الثالث: رجل هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؛ يريد امرأة يتزوجها، قيل له: لا نزوجك إلا في بلاد الإسلام، ولا تسافر بها إلى بلد الكفر، فهاجر من بلده - إلى بلاد الإسلام؛ من أجل أن يتزوج هذه المرأة.

فمريد الدنيا ومريد المرأة، لم يهاجر إلى الله ورسوله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ((فهجرتي إلى ما هاجر إليه))، وهنا قال ((إني ما هاجر إليه)) ولم يقل ((فهجرتي إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها)) فلماذا؟

قيل: لطول الكلام؛ لأنه إذا قال: فهجرتي إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها؛ صار الكلام طويلاً، فقال: ((هجرتي إلى ما هاجر إليه))

وقيل: بل لم ينص عليهما؛ احتقاراً لهما، وإعراضاً عن ذكرهما؛ فلأنهما حقيران؛ أي: الدنيا، والزوجة. ونية الهجرة - التي هي من أفضل الأعمال - لإرادة الدنيا والمرأة؛ نية منحطة سافلة، قال: ((فهجرتي إلى ما هاجر إليه)) فلم يذكر ذلك احتقاراً، لأنها نية فاسدة منحطة.

আল্লাহর সেই বিধান যা আল্লাহ তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওপর বিধিবদ্ধ করেছেন, যে ব্যক্তি এটি অনুসরণ করবে সেই কল্যাণ লাভ করবে এবং নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারবে। একারণেই তিনি বলেছেন: "তবে তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকেই হবে"; অর্থাৎ সে যা নিয়ত করেছিল তা সে লাভ করেছে।

দ্বিতীয় প্রকার মুহাজির: যে ব্যক্তি পার্থিব কোনো স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করে। অর্থাৎ: এমন এক ব্যক্তি যে সম্পদ জমা করতে ভালোবাসে, অতঃপর সে শুনতে পেল যে ইসলামী ভূখণ্ড অর্থ উপার্জনের জন্য একটি উর্বর চারণভূমি; তাই সে কুফরি রাষ্ট্র থেকে ইসলামী রাষ্ট্রে হিজরত করল কেবল সম্পদের মোহে। তার উদ্দেশ্য দ্বীনের ওপর অবিচল থাকা নয় এবং সে নিজের দ্বীন নিয়েও চিন্তিত নয়, বরং তার একমাত্র দুশ্চিন্তা হলো সম্পদ।

তৃতীয় প্রকার: এমন এক ব্যক্তি যে কুফরি রাষ্ট্র থেকে ইসলামী রাষ্ট্রে হিজরত করল কোনো এক নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে। তাকে বলা হয়েছিল: "আমরা তোমার সাথে বিয়ে দেব না যদি না তা ইসলামী ভূখণ্ডে হয়, আর তুমি তাকে নিয়ে কুফরি রাষ্ট্রে যেতে পারবে না।" তাই সে নিজ দেশ ছেড়ে ইসলামী রাষ্ট্রে হিজরত করল কেবল সেই নারীকে বিবাহ করার জন্য।

সুতরাং দুনিয়াপ্রত্যাশী এবং নারীপ্রত্যাশী ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করেনি। একারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তবে তার হিজরত সেদিকেই হবে যদিকে সে হিজরত করেছে।" এখানে তিনি "সেদিকেই হবে যদিকে সে হিজরত করেছে" বলেছেন, কিন্তু "তার হিজরত কোনো পার্থিব সম্পদ অর্জনের জন্য অথবা কোনো নারীকে বিবাহের জন্য" কেন বললেন না?

বলা হয়েছে: বাক্য দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়। কারণ যদি তিনি বলতেন: "তবে তার হিজরত কোনো পার্থিব সম্পদ অর্জনের জন্য অথবা কোনো নারীকে বিবাহের জন্য হবে", তবে বাক্যটি অনেক দীর্ঘ হয়ে যেত। তাই তিনি বলেছেন: "তার হিজরত সেদিকেই হবে যদিকে সে হিজরত করেছে।"

আবার এও বলা হয়েছে যে: বরং এই দুটির তুচ্ছতা বুঝাতে এবং তা উল্লেখ করা থেকে বিমুখ থাকতেই তিনি স্পষ্টভাবে তা উচ্চারণ করেননি। কেননা দুনিয়া এবং স্ত্রী—উভয়ই তুচ্ছ। আর হিজরতের মতো নিয়ত—যা শ্রেষ্ঠ আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত—তা যদি দুনিয়া বা নারীর উদ্দেশ্যে হয়, তবে সেই নিয়ত অত্যন্ত হীন ও নিম্নমানের। তিনি বলেছেন: "তবে তার হিজরত সেদিকেই হবে যদিকে সে হিজরত করেছে", আর অবজ্ঞাবশত তিনি বিষয়টি উল্লেখ করেননি, যেহেতু এটি একটি কলুষিত ও নিম্নমানের নিয়ত।

وعلي كل حال، سواء هذا أو الجميع؛ فإن هذا الذي نوي بهجرته الدنيا، أو المرأة التي ينكحها، لا شك أن نية سافلة منحطة هابطة، بخلاف الأول الذي هاجر غلي الله ورسوله صلي الله عليه وسلم.

أقسام الهجرة:

الهجرة تكون للعمل، وتكون للعامل، وتكون للمكان.

القسم الأول: هجرة المكان: فأن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه المعاصي، ويكثر فيه الفسوق، وربما يكون بلد كفر إلي بلد لا يوجد فيه ذلك.

وأعظمه الهجرة من بلد الكفر إلي بلد الإسلام، وقد ذكر أهل العلم إنه يجب علي الإنسان أن يهاجر من بلد الكفر إلي بلد الإسلام إذا كان غير قادر علي إظهار دينه.

وأما إذا كان قادراً علي إظهار دينه، ولا يعارض إذا أقام شعائر الإسلام؛ فإن الهجرة لا تجب عليه، ولكنها تستحب، وبناء علي ذلك يكون السفر إلي بلد الكف أعظم من البقاء فيه، فإذا كان بلد الكفر الذي كان وطن الإنسان؛ إذا لم يستطع إقامة دينه فيه؛ وجب عليه مغادرته، والهجرة منه.

فذلك إذا كان الإنسان من أهل الإسلام، ومن بلاد المسلمين؛ فإنه لا يجوز له أن يسافر إلي بلد الكفر؛ لبا في ذلك من الخطر على دينه، وعلي أخلاقه، ولبا في ذلك من الخطر على دينه، وعلي أخلاقه، ولبا في ذلك من إضاعة ماله، ولبا في ذلك من تقوية اقتصاد الكفار، ونحن مأمورون بأن نغيظ الكفار بكل ما نستطيع، كما قال

যাহোক, এটি হোক বা সবগুলিই হোক; যে ব্যক্তি তার হিজরতের মাধ্যমে দুনিয়া হাসিল করা অথবা কোনো নারীকে বিবাহের নিয়ত করে, নিঃসন্দেহে তার এই নিয়ত অতি হীন, নিচু ও

অধঃপতিত; সেই প্রথম ব্যক্তির বিপরীতে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদ্দেশ্যে হিজরত করেছে।

হিজরতের প্রকারভেদ:

হিজরত কর্মের (আমল) জন্য হয়, কর্মীর (আমিল) জন্য হয় এবং স্থানের জন্য হয়ে থাকে।

প্রথম প্রকার: স্থান ভিত্তিক হিজরত: অর্থাৎ মানুষ এমন কোনো স্থান থেকে প্রস্থান করবে যেখানে পাপাচার ও ফাসেকী অধিক পরিমাণে বিদ্যমান, এমনকি তা কুফরী রাষ্ট্রও হতে পারে; এমন কোনো দেশের দিকে যেখানে এগুলোর প্রাদুর্ভাব নেই।

আর এর মধ্যে সর্বোত্তম হলো কুফরী রাষ্ট্র থেকে ইসলামী রাষ্ট্রে হিজরত করা। আলেমগণ উল্লেখ করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি যদি কুফরী রাষ্ট্রে স্বীয় দীন প্রকাশ করতে সক্ষম হয়, তবে তার জন্য সেখান থেকে ইসলামী রাষ্ট্রে হিজরত করা ওয়াজিব বা আবশ্যিক।

পক্ষান্তরে যদি সে তার দীন প্রকাশ করতে সক্ষম হয় এবং ইসলামের নিদর্শনাবলী পালনে কোনো বাধার সম্মুখীন না হয়, তবে তার জন্য হিজরত করা ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব। এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, কুফরী রাষ্ট্রে সফর করা সেখানে অবস্থানের চেয়েও অধিকতর আশঙ্কাজনক। সুতরাং কুফরী রাষ্ট্র যদি কারো মাতৃভূমিও হয়, আর সেখানে যদি সে তার দীন পালন করতে সক্ষম না হয়, তবে তার জন্য সেই স্থান ত্যাগ করা ও সেখান থেকে হিজরত করা ওয়াজিব।

অনুরূপভাবে, কোনো ব্যক্তি যদি মুসলিম হয় এবং মুসলিম ভূখণ্ডের অধিবাসী হয়, তবে তার জন্য কুফরী রাষ্ট্রে সফর করা বৈধ নয়; কারণ এতে তার দীন ও চরিত্রের ওপর ঝুঁকি বিদ্যমান, তদুপরি এতে সম্পদের অপচয় হয় এবং কাফেরদের অর্থনীতি শক্তিশালী হয়। অথচ আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন আমরা আমাদের সাধ্যমতো কাফেরদের ক্ষোভের কারণ হই, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

الله تبارك وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (التوبة: 123) وقال تعالى: (وَلَا يَطَّأُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) (التوبة: من الآية 120) .

فالكافر إما كان، سواء كان من النصارى، أو من اليهود، أو من الملحدين، وسواء تسمي بالإسلام أم لم يتسم بالإسلام، الكافر عدو لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين جميعاً، مهما تلبس بما تلبس به؛ فإنه عدو!!
فلا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلد الكفر إلا بشروط ثلاثة:
الشرط الأول: أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات؛ لأن الكفار يوردون على المسلمين شبهاً في أخلاقهم، وفي كل شيء يوردون الشبهة؛ ليبقي الإنسان شاكاً متذبذباً، ومن المعلوم أن الإنسان إذا شك في الأمور التي يجب فيها اليقين؛ فإنه لم يقم بالواجب، فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره - الإيمان بهذه - يجب أن يكون يقيناً؛ فإن شك الإنسان في شيء من ذلك فهو كافر.

فالكفار يدخلون على المسلمين الشك، حتى إن بعض زعمائهم صرح قائلاً: لا تحاولوا أن تخرجوا المسلم من دينه إلى دين النصارى، ولكن يكفي أن تشكوه في دينه؛ لأنكم إذا شككتوه في دينه سلبتموه الدين، وهذا كاف، أنتم أخرجوه من هذه الحظيرة التي فيها الغلبة والعزة والكرامة ويكفي. أما أن تحاولوا أن تدخلوه في دين النصارى - المبني

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা ইরশাদ করেন: (হে মুমিনগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো এবং তারা যেন তোমাদের মাঝে কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন) (আত-তাওবা: ১২৩)। এবং তিনি আরও বলেন: (এবং তারা এমন কোনো স্থানে পদক্ষেপ করে না যা কাফিরদের ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত করে এবং শত্রুর পক্ষ থেকে এমন কিছুই অর্জন করে না যার বিনিময়ে তাদের জন্য নেক আমল লেখা হয় না; নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না) (আত-তাওবা: ১২০ আয়াতের অংশ)।

সুতরাং কাফির যে-ই হোক না কেন, সে খ্রিস্টান হোক, বা ইহুদি হোক, অথবা নাস্তিক হোক, আর সে নিজেকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিক বা না দিক; কাফির আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল এবং সকল মুমিনের শত্রু, সে যে বেশেই থাকুক না কেন; সে নিশ্চিতভাবেই শত্রু!!

তাই কোনো ব্যক্তির জন্য কুফরীর দেশে সফর করা বৈধ নয় তিনটি শর্ত ব্যতীত:

প্রথম শর্ত: তার কাছে এমন জ্ঞান থাকতে হবে যার মাধ্যমে সে সংশয়সমূহ নিরসন করতে পারে; কারণ কাফিররা মুসলিমদের নৈতিকতা এবং প্রতিটি বিষয়ে সংশয় ছুড়ে দেয়, যাতে মানুষ সন্দেহপ্রবণ ও দোদুল্যমান থাকে। আর এটি সর্বজনবিদিত যে, যেসব বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা অপরিহার্য, মানুষ যদি তাতে সন্দেহ পোষণ করে, তবে সে তার আবশ্যিক দায়িত্ব পালন করল না। সুতরাং আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, পরকাল এবং ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস—এই বিষয়গুলোর ওপর ঈমান অবশ্যই সুনিশ্চিত হতে হবে; যদি কোনো মানুষ এর কোনো একটির ব্যাপারেও সন্দেহ করে, তবে সে কাফির হয়ে যাবে।

কাফিররা মুসলিমদের মনে সংশয় ঢুকিয়ে দেয়, এমনকি তাদের জনৈক নেতা স্পষ্টভাবে বলেছে: "মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীন থেকে বের করে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করবেন না, বরং তাদের মনে তাদের দ্বীন সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করাই যথেষ্ট; কারণ যদি আপনারা তাকে তার দ্বীন সম্পর্কে সংশয়ে ফেলে দিতে পারেন, তবে আপনারা তার কাছ থেকে তার দ্বীনকে ছিনিয়ে নিলেন, আর এটাই যথেষ্ট। আপনারা তাকে সেই বেষ্টনী থেকে বের করে আনুন যাতে রয়েছে বিজয়, সম্মান ও মর্যাদা; এটাই যথেষ্ট। আর আপনারা তাকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করা—যা মূলত..."

علي الضلال والسفاهة - فهذا لا يمكن، لأن النصارى ضالون، كما جاء في الحديث عن النبي صلي الله عليه وسلم، وإن كان دين المسيح عليه الصلاة والسلام دين حق، لكنه دين الحق في وقته قل أن ينسخ برسالة النبي صلي الله عليه وسلم فإن الهدى والحق فيما جاء به الرسول صلي الله عليه وسلم.

الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات؛ لأن الإنسان يدفع به الشبهات. الذي ليس عنده دين إذا ذهب إلى بلاد الكفر انغمس؛ لأنه يجد زهرة الدنيا، هناك شهوات، من خمر، وزني، ولوط. كل إجرام موجود في بلاد الكفر. فإذا ذهب إلى هذه البلاد يخشي عليه أن ينزلق في هذه الأحوال، إلا إذا كان عنده دين يحميه. فلا بد أن يكون عند الإنسان دين يحميه من الشهوات.

الشرط الثالث: أن يكون محتاجاً إلى ذلك؛ مثل أن يكون مريضاً؛ يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفر للاستشفاء، أو يكون محتاجاً إلى علم لا يوجد في بلد الإسلام تخصص فيه؛ فيذهب إلى هناك ويتعلم، أو يكون الإنسان محتاجاً إلى تجارة، يذهب ويتجر ويرجع. المهم أنه لابد أن يكون هناك حاجة ولهذا أرى أن الذين يسافرون إلى بلد الكفر من أجل السياحة فقط. أرى أنهم آثمون، وأن كل قرش يصرفونه لهذا السفر فإنه

ভ্রষ্টতা ও নির্বুদ্ধিতার ওপর—এটি সম্ভব নয়; কারণ নাসারাগণ (খ্রিস্টানরা) পথভ্রষ্ট, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে। যদিও মসীহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দীন সত্য ছিল, তবে তা ছিল তাঁর নিজ সময়ের জন্য সত্য দীন, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের মাধ্যমে রহিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কার্যকর ছিল। সুতরাং বর্তমান হিদায়েত ও সত্য কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার মধ্যেই নিহিত।

দ্বিতীয় শর্ত: তার মাঝে এমন ধর্মীয় দৃঢ়তা থাকতে হবে যা তাকে প্রবৃত্তির তাড়না থেকে রক্ষা করবে; কেননা মানুষ এর মাধ্যমে সংশয়সমূহ প্রতিহত করে। যার মাঝে দ্বীনদারী নেই, সে যখন কুফরি রাষ্ট্রে যায় তখন সেখানে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে; কারণ সে সেখানে পার্থিব চাকচিক্য দেখতে পায়। সেখানে মদ্যপান, ব্যভিচার ও সমকামিতার মতো নানাবিধ কুপ্রবৃত্তি বিদ্যমান। কুফরি দেশগুলোতে সকল প্রকার অপরাধের উপস্থিতি রয়েছে। তাই কেউ যখন সেই দেশগুলোতে যায়, তখন আশঙ্কা থাকে যে সে এই পক্ষিলতায় নিপতিত হবে, যদি না তার মাঝে এমন ধর্মীয় চেতনা থাকে যা তাকে রক্ষা করবে। অতএব, মানুষের মাঝে অবশ্যই এমন দ্বীনদারী থাকতে হবে যা তাকে প্রবৃত্তি থেকে সুরক্ষা দেবে।

তৃতীয় শর্ত: সেখানে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকা; যেমন কেউ অসুস্থ হলো এবং চিকিৎসার জন্য তাকে কুফরি রাষ্ট্রে গমনের প্রয়োজন পড়ল। অথবা এমন কোনো বিশেষায়িত জ্ঞান বা শিক্ষার প্রয়োজন হলো যা মুসলিম ভূখণ্ডে পাওয়া যায় না; ফলে সে সেখানে গেল এবং শিক্ষা গ্রহণ করল। অথবা কোনো ব্যক্তি ব্যবসার প্রয়োজনে সেখানে গেল এবং ব্যবসা সম্পাদন করে ফিরে এল। মূল কথা হলো, সেখানে যাওয়ার পেছনে অবশ্যই কোনো না কোনো প্রয়োজন থাকতে হবে। এজন্য আমি মনে করি, যারা কেবল পর্যটনের উদ্দেশ্যে কুফরি রাষ্ট্রে সফর করে, তারা গুনাহগার। এবং এই সফরের পেছনে তারা যে প্রতিটি পয়সা ব্যয় করে, তা নিশ্চিতভাবেই...

(ص: 24) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

حرام عليهم، وإضاعة لمالهم، وسيحاسبون عنه يوم القيامة؛ حين لا يجدون مكاناً يتفسحون فيه أو يتنزهون فيه، حين لا يجدون إلا أعمالهم، لأن هؤلاء يضيعون أوقاتهم، ويتلفون أموالهم، ويفسدون أخلاقهم، وكذلك ربما يكون معهم عوائلهم، ومن عجب أن هؤلاء يذهبون إلى بلاد الكفر التي لا يسمع فيها صوت مؤذن، ولا ذكر ذاكر، وإنما يسمع فيها أبواق اليهود، ونواقيس النصراري، ثم يبقون

فِيهَا مَدَّةٌ هُمْ وَأَهْلُوهُمْ وَبَنُوهُمْ وَبَنَاتُهُمْ، فَيَحْصِلُ فِي هَذَا شَرٌّ كَثِيرٌ، نَسْأَلُ اللَّهَ
الْعَافِيَةَ وَالسَّلَامَةَ.

وهذا من البلاء الذي يحل الله به النكبات التي تأتينا، والتي نحن الآن نعيشها كلها
بسبب الذنوب والمعاصي، كما اقل الله تعالى: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ
أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ) (الشورى: 30) نحن غافون، نحن آمنون في بلادنا. كأن
ربنا غافل عنان كأنه لا يعلم، كأنه لا يبلي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته.
والناس يعصرون في هذا الحوادث، ولكن قلوبهم قاسية والعياذ بالله! وقد قال الله
سبحانه: (وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ) (المؤمنون:
76) أخذناهم بالعذاب، ونزل بهم، ومع ذلك ما استكانوا إلى الله، وما تضرعوا إليه
بالدعاء، وما خافوا من سطوته، ولكن قست القلوب - نسأ الله العافية- وماتت؛ حتى
أصبحت الحوادث البصيرية تمر على القلب وكأنها ماء بارد، نعوذ بالله من موت
القلب وقسوته، وإلا لو كان الناس في

এটি তাদের জন্য হারাম এবং এটি তাদের সম্পদের অপচয়, আর কিয়ামতের দিন তাদের এ
বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে; যখন তারা ভ্রমণের বা চিত্তবিনোদনের কোনো স্থান খুঁজে পাবে
না, তখন কেবল নিজেদের আমল ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কেননা এরা নিজেদের
সময় নষ্ট করছে, অর্থ অপচয় করছে এবং নিজেদের চরিত্র কলুষিত করছে। তদুপরি অনেক
সময় তাদের সাথে তাদের পরিবার-পরিজনও থাকে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই লোকগুলো
কুফরি রাষ্ট্রসমূহে গমন করে, যেখানে মুয়াজ্জিনের আজান শোনা যায় না, কোনো যিকিরকারীর
যিকির শোনা যায় না; বরং সেখানে কেবল ইহুদিদের শিঙা আর খ্রিষ্টানদের ঘণ্টার শব্দ শোনা
যায়। অতঃপর তারা সেখানে তাদের পরিবার, পুত্র ও কন্যাদের নিয়ে দীর্ঘ সময় অবস্থান করে,
যার ফলে এতে ব্যাপক অনিষ্টের সৃষ্টি হয়। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও সুস্থতা প্রার্থনা
করছি।

আর এটি সেই পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত যার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের ওপর বিপর্যয় আপতিত করেন, আর বর্তমানে আমরা যে সব সংকটের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করছি তার মূলে রয়েছে আমাদের পাপ ও অবাধ্যতা। যেমনটি মহান আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন: (তোমাদের ওপর যে বিপদই আসুক না কেন, তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল, আর তিনি তোমাদের অনেক অপরাধ ক্ষমা করে দেন) (আশ-শূরা: ৩০)। আমরা উদাসীন হয়ে আছি, নিজেদের ভূখণ্ডে নিরাপদ বোধ করছি। মনে হচ্ছে যেন আমাদের প্রতিপালক আমাদের ব্যাপারে বিমুখ, যেন তিনি কিছুই জানেন না, যেন তিনি জালিমকে অবকাশ দিচ্ছেন না—অথচ যখন তিনি তাকে পাকড়াও করবেন, তখন আর রেহাই দেবেন না।

মানুষ এই সকল ঘটনার আবর্তে পিষ্ট হচ্ছে, কিন্তু তাদের অন্তর অত্যন্ত কঠোর হয়ে গেছে, আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই! মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এরশাদ করেছেন: (আমি তাদেরকে আযাব দিয়ে পাকড়াও করলাম, তবুও তারা তাদের প্রতিপালকের সামনে নতি স্বীকার করল না এবং বিনীতভাবে প্রার্থনাও করল না) (আল-মুমিনুন: ৭৬)। আমি তাদের আযাব দ্বারা পাকড়াও করেছি এবং তাদের ওপর মুসিবত নাজিল হয়েছে, তা সত্ত্বেও তারা আল্লাহর সমীপে বিনয়ানত হয়নি, দোয়ার মাধ্যমে তাঁর কাছে কাকুতি-মিনতি করেনি এবং তাঁর প্রতাপকে ভয় করেনি। বরং তাদের অন্তরগুলো কঠোর হয়ে গেছে—আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাই—এবং মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে; এমনকি ভাগ্যনির্ধারণী ভয়াবহ ঘটনাবলিও অন্তরের ওপর দিয়ে শীতল পানির মতো বয়ে যায় (অর্থাৎ কোনো প্রভাব ফেলে না), আমরা অন্তরের মৃত্যু ও কঠোরতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। নতুবা মানুষ যদি...

(ص: 25) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

عقل، وفي قلوب حية، ما صاروا علي هذا الوضع الذي نحن عليه الآن، مع أننا في وضع نعتبر أننا في حال حرب مدمرة مهلكة، حرب غازات الأعصاب والجنود وغير ذلك، ومع هذا لا تجد أحداً حرك ساكناً إلا أن يشاء الله، هذا لا شك أنه خطأ، إن

أناساً في هذه الظروف العصيبة ذهبوا بأهليهم يتنزهون في بلاد الكفر، وفي بلاد
الفسق وفي بلاد المجون والعياذ بالله!

والسفر إلى بلاد الكفر للدعوة يجوز؛ إذا كان له أثر وتأثير هناك فإنه جائز، لأنه
سفر لمصلحة، وبلاد الكفر كثير من عوامهم قد عمي عليهم الإسلام، لا يدرون عن
الإسلام شيئاً، بل قد ضلّوا، وقيل لهم إن الإسلام دين وحشية وهمجية ورعاع، ولا
سيباً إذا سمع الغرب بمثل هذه الحوادث التي حصلت علي أيدي من يقولون إنهم
مسلمون، سيقولون أين الإسلام؟! هذه وحشية!! وحوش ضارية يعدو بعضها علي
بعض ويأكل بعضها بعضاً، فينفر الناس من الإسلام بسبب أفعال المسلمين، نسأل
الله أن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم.

القسم الثاني: هجرة العمل، وهي أن يهجر الإنسان ما نهاه الله عنه من المعاصي
والفسوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((المسلم من سلم المسلمون من
لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه)) فتهجر كل ما حرم الله

বিবেক এবং জীবন্ত হৃদয় থাকলে তারা বর্তমান এই অবস্থায় উপনীত হতো না যাতে আমরা
রয়েছি; যদিও আমরা এমন এক পরিস্থিতিতে রয়েছি যাকে বিধ্বংসী ও প্রাণঘাতী যুদ্ধাবস্থা
হিসেবে বিবেচনা করা হয়—স্নায়ু যুদ্ধ, সেনাবাহিনী ও অন্যান্য সরঞ্জামের যুদ্ধ। তা সত্ত্বেও
আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কাউকে নড়চড় করতে দেখা যায় না। এটি নিঃসন্দেহে একটি ভুল
যে, এই চরম সংকটাপন্ন পরিস্থিতির মধ্যেও একদল লোক সপরিবারে কুফরি রাষ্ট্রসমূহে,
পাপাচার ও অশ্লীলতার জনপদে প্রমোদভ্রমণে লিপ্ত হয়, আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন!

আর দাওয়াতের উদ্দেশ্যে কুফরি দেশগুলোতে সফর করা বৈধ; যদি সেখানে তার কোনো
প্রভাব ও কার্যকারিতা থাকে তবে তা জায়েজ, কারণ এটি একটি কল্যাণকর সফর। কুফরি
দেশের অনেক সাধারণ মানুষের কাছে ইসলামের প্রকৃত রূপ আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তারা ইসলাম
সম্পর্কে কিছুই জানে না; বরং তাদের বিভ্রান্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, ইসলাম হলো
বর্বরতা, অসভ্যতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার ধর্ম। বিশেষ করে যখন পাশ্চাত্য এমন সব ঘটনার কথা

শোনে যা নিজেদের মুসলিম দাবিদার এক শ্রেণির মানুষের হাতে সংঘটিত হয়, তখন তারা বলে যে, ইসলাম কোথায়?! এটি তো নিছক পাশবিকতা!! যেন হিংস্র পশুরা একে অপরের ওপর চড়াও হচ্ছে এবং একে অপরকে ছিঁড়ে খাচ্ছে। ফলে মুসলমানদের কর্মকাণ্ডের কারণে মানুষ ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে যায়। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের সকলকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

দ্বিতীয় বিভাগ: কর্মের হিজরত। আর তা হলো মানুষ পাপাচার ও অবাধ্যতার সেই সব বিষয় বর্জন করবে যা আল্লাহ তাকে নিষেধ করেছেন; যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ থাকে, আর প্রকৃত মুহাজির সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করে।" সুতরাং আল্লাহ যা কিছু হারাম করেছেন তা আপনি বর্জন করবেন।

(ص: 26) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

عليك، سواء كان مما يتعلق بحقوق الله، أو ما يتعلق بحقوق عباد الله؛ فتجهر
السبب والشتم والقتل والغش وأكل المال بالباطل وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام
وكل شيء حرم الله تهجرة، حتى لو أن نفسك دعتك إلى هذا وألحت عليك، فأذكر أن
الله حرم ذلك حتى تهجرة وتبعد عنه.

القسم الثالث: هجرة العامل، فإن العامل قد تجب هجرته أحياناً، قال أهل العلم:
مثل الرجل المجاهر بالمعصية؛ الذي لا يبالي بها؛ فإنه يشرع هجرة إذا كان في
هجرة فائدة ومصلحة.

والمصلحة والفائدة إنه إذا هجر عرف قدر نفسه، ورجع عن المعصية.

ومثال ذلك: رجل معروف بالغش بالبيع والشراء؛ فيهجرة الناس، فإذا هجروه تاب من هذا ورجع وندم، ورجل ثان يتعامل بالربا، فيهجرة الناس، ولا يسلمون عليه، ولا يكلمونه؛ فإذا عرف هذا خجل من نفسه وعاد إلي صوابه، ورجل ثالث-وهو أعظمهم- لا يصلي؛ فهذا مرتد كافر - والعياذ بالله -؛ يجب أن يهجر؛ فلا يرد عليه السلام، ولا يسلم عليه، ولا تجاب دعوته حتى إذا عرف نفسه ورجع إلي الله وعاد إلي الإسلام انتفع بذلك.

أما إذا كان الهجر لا يفيد ولا ينفعن وهو من أجل معصية، لا من أجل كفر، لأن الهجر إذا كان للكفر فإنه يهجر. والكافر المرتد يهجر على كل حال - أفاد أمر لم يفد - لكن صاحب المعصية التي دون الكفر إذا لم يكن في هجره مصلحة فإنه لا يحل هجره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما

আপনার ওপর আবশ্যক—চাই তা আল্লাহর হকের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক কিংবা আল্লাহর বান্দাদের হকের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক—আপনি যেন গালিগালাজ, মন্দ বাক্য প্রয়োগ, হত্যা, প্রতারণা, অবৈধভাবে সম্পদ ভক্ষণ, পিতামাতার অবাধ্যতা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং আল্লাহ যা কিছু হারাম করেছেন তা সবকিছু বর্জন করেন। এমনকি যদি আপনার নফস আপনাকে এগুলোর দিকে আহ্বান করে এবং প্ররোচিত করে, তবুও স্মরণ রাখবেন যে আল্লাহ তা হারাম করেছেন, যাতে আপনি তা বর্জন করতে পারেন এবং তা থেকে দূরে থাকতে পারেন।

তৃতীয় প্রকার: আমলকারীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ; কেননা কখনও কখনও আমলকারীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। আলেমগণ বলেছেন: যেমন সেই ব্যক্তি যে প্রকাশ্যে পাপে লিপ্ত হয় এবং এর পরোয়া করে না; এমতাবস্থায় তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা শরীয়তসম্মত যদি সেই বর্জনের মধ্যে কোনো ফায়দা ও কল্যাণ থাকে।

আর সেই কল্যাণ ও উপকারিতা হলো এই যে, যখন তাকে বর্জন করা হবে, তখন সে নিজের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারবে এবং পাপ থেকে ফিরে আসবে।

এর উদাহরণ হলো: এমন এক ব্যক্তি যে কেনা-বেচায় প্রতারণার জন্য পরিচিত; মানুষ তার সাথে সম্পর্ক বর্জন করে। যখন তারা তাকে বর্জন করে, তখন সে এ থেকে তওবা করে, ফিরে আসে এবং অনুতপ্ত হয়। দ্বিতীয় ব্যক্তি যে সুদী কারবার করে; মানুষ তার সাথে সম্পর্ক বর্জন করে, তাকে সালাম দেয় না এবং তার সাথে কথা বলে না; তখন সে যখন এটি বুঝতে পারে, তখন লজ্জিত হয় এবং সঠিক পথে ফিরে আসে। তৃতীয় ব্যক্তি—যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য—সে সালাত আদায় করে না; সে মুরতাদ ও কাফের—আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই—তাকে বর্জন করা ওয়াজিব। তাকে সালাম দেওয়া যাবে না, তার সালামের উত্তর দেওয়া যাবে না এবং তার দাওয়াত কবুল করা যাবে না, যতক্ষণ না সে নিজেকে অনুধাবন করে, আল্লাহর দিকে ফিরে আসে এবং ইসলামে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে উপকৃত হয়।

পক্ষান্তরে, যদি সম্পর্কচ্ছেদ কোনো উপকারে না আসে এবং তা কুফরির কারণে না হয়ে কোনো গোনাহের কারণে হয়, তবে বিষয়টি ভিন্ন। কারণ সম্পর্কচ্ছেদ যদি কুফরির জন্য হয়, তবে তাকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে। আর কাফের ও মুরতাদকে সব অবস্থাতেই বর্জন করা হবে—চাই তাতে ফায়দা হোক বা না হোক। কিন্তু কুফরের নিম্নপর্যায়ের পাপে লিপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যদি তাকে বর্জন করায় কোনো কল্যাণ না থাকে, তবে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা বৈধ নয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “কোনো মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখা বৈধ নয়; তাদের দেখা হলে একজন একদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অন্যজন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর তাদের মধ্যে সেই উত্তম...”

(ص: 27) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الذي يبدأ بالسلام.
ومن المعلوم أن المعاصي التي دون الكفر عند أهل السنة والجماعة لا تخرج من
الإيمان.

فیبقی النظر بعد ذلك؛ هل الهجر مفید أو لا؟ فَإِنْ أَفَادَ، وَأَوْجَبَ أَنْ يَدَعَ الْإِنْسَانُ
معصيته فَإِنَّهُ يَهْجُرُ، ودلیل ذلك قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، وهلال بن أمية،
ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم الذين تختلفوا عن غزوة تبوك فهجرهم النبي
صلي الله عليه وسلم وأمر المسلمين بهجرهم، لكنهم انتفعوا في ذلك انتفاعاً عظيماً
ولجأوا إلى الله، وضأقت عليهم الأرض بما رحبت، وضأقت عليهم أنفسهم، وأيقنوا أن
لا ملجأ من الله إلا إليه فتأبوا وتاب الله عليهم.
هذه أنواع الهجرة: هجرة المكان، وهجرة العمل، وهجرة العامل.

2- وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلي
الله عليه وسلم: ((يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم
وآخرهم)) قالت: يا رسول الله، كيف تخسف بأولهم وآخرهم

যে সালামের মাধ্যমে শুরু করে।

আর এটি সুবিদিত যে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নিকট কুফরি নয় এমন পাপরাশি
মানুষকে ঈমান থেকে বের করে দেয় না।

এরপর বিচার্য বিষয় হলো; এই বর্জন কি ফলপ্রসূ হবে নাকি হবে না? যদি তা ফলদায়ক হয়
এবং এর ফলে ব্যক্তি তার পাপ বর্জন করে, তবে তাকে বর্জন করা হবে। এর প্রমাণ হলো কাব
ইবনে মালিক (রা.), হিলাল ইবনে উমাইয়াহ এবং মুরারাহ ইবনে রাবী (রা.)-এর ঘটনা, যারা
তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন। ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের
বর্জন করেছিলেন এবং মুসলিমদেরও তাদের বর্জনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা এর
মাধ্যমে অত্যন্ত উপকৃত হয়েছিলেন এবং আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন। পৃথিবী
তার বিশালতা সত্ত্বেও তাদের নিকট সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত
হয়েছিল। তারা নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো আশ্রয়স্থল
নেই। অতঃপর তারা তওবা করলেন এবং আল্লাহও তাদের তওবা কবুল করলেন।

এগুলোই হলো হিজরতের প্রকারভেদ: স্থান বর্জন, কর্ম বর্জন এবং ব্যক্তিকে বর্জন।

* **

২-উম্মুল মুমিনীন উম্মে আবদুল্লাহ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “একটি বাহিনী কাবার ওপর আক্রমণ করতে আসবে। অতঃপর তারা যখন বিস্তীর্ণ কোনো এক প্রান্তরে পৌঁছাবে, তখন তাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলকে মাটির নিচে ধসিয়ে দেওয়া হবে।” তিনি (আয়েশা রা.) বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! কীভাবে তাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলকে ধসিয়ে দেওয়া হবে?

(ص: 28) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وفيهما اسوافهم، ومن ليس منهم؟ قال: ((يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم)) (متفق عليه) هذا لفظ البخاري.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يغزو جيش الكعبة، الكعبة الشرفة حياها الله وأنقذها من كل شر. هذه الكعبة هي بيت الله؛ بناه إبراهيم، وابنه إسماعيل - عليهما الصلاة والسلام - وكانا يرفعان القواعد من البيت ويقولان (رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (البقرة: من الآية 127)

هذا البيت أراد ابرهة أن يغزو من اليمن، فغزاه بجيش عظيم في مقدمته فيل عظيم؛ يريد أن يهدم به الكعبة - بيت الله - فلما قرب من الكعبة ووصل إلي مكان

يقال له المغس حرن الفيل، وأبي أن يتقدم، فجعلوا ينهرونه ليتقدم إلي الكعبة فأبي، فإذا صرفوه نحو اليمن هرول وأسرع؛ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية لما أن ناقتة حزنت، وبركت من غير علة - قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((مَا خَلَّتِ الْقِصَواءُ وَمَا ذَاكُ لَهَا بِخَلْقٍ!)) فالنبي عليه الصلاة والسلام يدافع عن بهيئة.

এবং তাদের মধ্যে কেনাবেচায় নিয়োজিত সাধারণ লোক রয়েছে এবং এমন সব লোকও রয়েছে যারা তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়? তিনি (সা.) বললেন: "তাদের প্রথম ও শেষ সকলকেই মাটির নিচে ধসিয়ে দেওয়া হবে, অতঃপর তাদের নিয়ত অনুযায়ী তাদের পুনরুত্থিত করা হবে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। এটি বুখারীর শব্দাবলি।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সংবাদ দিয়েছেন যে, একটি বাহিনী কাবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসবে—সেই সম্মানিত কাবা, যাকে আল্লাহ হিফায়ত করেছেন এবং সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন।

এই কাবা হলো আল্লাহর ঘর; ইবরাহীম এবং তাঁর পুত্র ইসমাইল (আলাইহিমাস সালাতু ওয়াস সালাম) এটি নির্মাণ করেছেন। যখন তাঁরা কাবার ভিত্তি স্থাপন করছিলেন, তখন তাঁরা বলছিলেন: "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে এটি কবুল করুন; নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (আল-বাকারাহ: ১২৭ নং আয়াতের অংশবিশেষ)।

ইয়ামেন থেকে আবরাহা এই ঘরটি আক্রমণ করতে চেয়েছিল। সে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করতে আসে যার অগ্রভাগে ছিল একটি প্রকান্ড হাতি; সে এর মাধ্যমে আল্লাহর ঘর কাবাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। যখন সে কাবার নিকটবর্তী হলো এবং 'মুগামিস' নামক স্থানে পৌঁছাল, তখন হাতিটি থমকে দাঁড়াল এবং সামনে অগ্রসর হতে অস্বীকার করল। তারা তাকে কাবার দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করল কিন্তু সে অস্বীকার করল। তবে তারা যখন তাকে ইয়ামেনের দিকে ফিরিয়ে দিত, তখন সে দ্রুতগতিতে চলতে শুরু করত। এ কারণেই হুদায়বিয়ার যুদ্ধে যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উটটি বসে

পড়ল এবং কোনো কারণ ছাড়াই জেদ ধরল, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছিলেন: "কাসওয়া জেদ করেনি এবং এটি তার স্বভাবও নয়!" এভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি অবলা পশুর পক্ষ সমর্থন করছিলেন।

(ص: 29) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

لأن الظلم لا ينبغي، ولو على البهائم.

((مَا خَلَاتِ الْقَصَوَاءَ وَمَا ذَاكَ لَهَا بَخْلَقٍ - أَيُّ عَادَةٍ - وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ))
وحابس الفيل: هو الرب سبحانه وتعالى، ((والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمة الله إلا أعطيتهم إياها))
المهم أن الكعبة غزيت من قبل اليمن، في جيش عظيم، يقوده هذا الفيل العظيم، ليهدم الكعبة، فلما وصلوا إلى المغس أبي الفيل أن يشي، وحرن، فنتهروه، ولكن لا فائدة، فبقوا هناك وانحبسوا، فأرسل الله عليهم طيراً أبابيل، والأبابل: يعني الجماعات الكثيرة من الطيور، وكل طير يحمل حجراً قد أمسكه برجله، ثم يرسله على الواحد منهم، حتى يضربه مع هامته ويخرج إلى دبره) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (الفيل: 5). كأنهم زرع أكلته البهائم، وأندكوا في الأرض، وفي هذا يقول أمية بن الصلت:

حبس الفيل في المغس حتى ظل يحبو كأنه معقور

فحمي الله عز وجل بيته من كيد هذا الملك الظالم الذي جباء ليهدم بيت الله،
وقد قال الله عز وجل: (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) (الحج:
من الآية 25)

في آخر الزمان يغزو قوم الكعبة، جيش عظيم.
وقوله: ((حتى إذا كانوا بידاء من الأرض)) أي بأرض واسعة متسعة، خسف الله
بأولهم وآخرهم.

خسفت بهم الأرض، وساخوا فيها هم وأسواقهم، وكل من معهم.
وفي هذا دليل على أنهم جيش عظيم؛ لأن معهم أسواقهم؛ للبيع

কেননা অবিচার সমীচীন নয়, এমনকি পশুপাখির ক্ষেত্রেও।

((কাসওয়া অবাধ্য হয়নি এবং এটি তার স্বভাব—অর্থাৎ অভ্যাস—নয়, বরং তাকে সেই সত্তাই
আটকে দিয়েছেন যিনি হাতিকে আটকে দিয়েছিলেন)) আর হাতিকে আটকেদানকারী হলেন
মহান রব সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। ((“সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তারা আমার
কাছে এমন কোনো প্রস্তাব বা পরিকল্পনা পেশ করবে না যাতে আল্লাহর পবিত্র নিদর্শনাবলীর
সম্মান বজায় থাকে, আমি অবশ্যই তাদের তা প্রদান করব”))

সারকথা হলো, কাবার ওপর ইয়েমেনের পক্ষ থেকে এক বিশাল বাহিনীর মাধ্যমে আক্রমণ
করা হয়েছিল, যার নেতৃত্বে ছিল এই অতিকায় হাতিটি, যাতে তারা কাবা ধ্বংস করতে পারে।
তারা যখন মুগাম্মাস নামক স্থানে পৌঁছাল, তখন হাতিটি চলতে অস্বীকার করল এবং জেদ ধরে
বসে পড়ল। তারা তাকে অনেক ধমকাল ও চালনা করার চেষ্টা করল, কিন্তু কোনো লাভ হলো
না। ফলে তারা সেখানে আটকা পড়ে রইল। অতঃপর আল্লাহ তাদের ওপর 'আবাবিল' পাখি
প্রেরণ করলেন। আবাবিল অর্থ হলো ঝাঁকে ঝাঁকে আসা অসংখ্য পাখি। প্রতিটি পাখি তার পায়ে
ধরা পাথর বহন করছিল এবং একেকজনের ওপর তা নিক্ষেপ করছিল, যা তাদের মস্তক ভেদ
করে মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। (অতঃপর তিনি তাদের ভক্ষিত তৃণসদৃশ করে দিলেন)
(সূরা আল-ফীল: ৫)। অর্থাৎ তারা যেন এমন শস্য যা গবাদি পশু খেয়ে ফেলেছে এবং তারা
মাটির সাথে পিষ্ট হয়ে মিশে গেল। এ বিষয়ে উমাইয়া ইবনে আস-সালত বলেন:

হাতিটিকে মুগাম্মাস প্রান্তরে আটকে দেওয়া হয়েছিল, ফলে সেটি আহত পশুর মতো হাঁটু গেড়ে বসে রইল।

অতঃপর আল্লাহ আজজাওয়াজাল সেই জালিম বাদশাহর ষড়যন্ত্র থেকে তাঁর ঘরকে রক্ষা করলেন যে আল্লাহর ঘর ধ্বংস করতে এসেছিল। আল্লাহ আজজাওয়াজাল বলেছেন: (আর যে ব্যক্তি সেখানে অন্যায়ভাবে কোনো সীমালঙ্ঘনের ইচ্ছা পোষণ করবে, আমি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আশ্বাদন করাবো) (সূরা আল-হজ্জ: আয়াত ২৫-এর অংশ)।

শেষ জামানায় একদল লোক অর্থাৎ এক বিশাল বাহিনী কাবার ওপর আক্রমণ করতে আসবে। আর তাঁর বাণী: ((যখন তারা ভূমির একটি বিশাল নির্জন প্রান্তরে পৌঁছাবে)) অর্থাৎ একটি প্রশস্ত ও বিস্তৃত ভূমিতে, তখন আল্লাহ তাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবাইকে ধসিয়ে দেবেন। তাদের নিয়ে জমিন ধসে যাবে এবং তারা তাদের বাজার-সদাই ও সাথে থাকা লোকজনসহ সেখানে তলিয়ে যাবে। এটি তারা এক বিশাল বাহিনী হওয়ার প্রমাণ বহন করে; কারণ কেনাবেচার জন্য তাদের সাথে তাদের বাজারও ছিল।

(ص: 30) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

والشراء وغير ذلك.
فيخسف الله بأولهم وآخرهم. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، ورد على
خاطر عائشة رضي الله عنها سؤال، فقالت: يا رسول الله ((كيف يخسف بأولهم
 وآخرهم وفيهم أسواقهم، ومن ليس منهم؟)) أسوأقهم: الذين جاءوا للبيع
والشراء؛ ليس لهم قصد سيء في غزو الكعبة، وفيهم أناس ليسوا منهم تبعوهم من
غير أن يعلموا بخططهم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((يخسف بأولهم

وآخرهم وأسواقهم ومن ليس منهم ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم)) كل له ما نوي.

هذا فرد من أفراد قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوي)).

وفي هذا الحديث عبرة: أن من شارك أهل الباطل وأهل البغي والعدوان، فإنه يكون معهم في العقوبة؛ الصالح والطالح، العقوبة إذا وقعت تعم الصالح والطالح، والبر والفاجر، والمؤمن والكافر، والمصلي والمستكبر، ولا تترك أحداً، ثم يوم القيامة يبعثون علي نياتهم.

يقول الله عز وجل: (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (الأنفال: 25) والشاهد من هذا الحديث قول الرسول صلي الله عليه وسلم: ((ثم يبعثون علي نياتهم)) فهو كقوله: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوي)).

এবং ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি।

অতঃপর আল্লাহ তাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলকে ভূমিধসের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেবেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা বললেন, তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার মনে একটি প্রশ্নের উদয় হলো। তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! ((কীভাবে তাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলকে ধসিয়ে দেওয়া হবে, অথচ তাদের মধ্যে তাদের ব্যবসায়ী বা বাজারকারী এবং এমন লোকও থাকবে যারা তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়?)) বাজারকারী বলতে: যারা কেনা-বেচার জন্য এসেছিল; কাবা আক্রমণ করার কোনো অসৎ উদ্দেশ্য তাদের ছিল না। আর তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও ছিল যারা তাদের দলভুক্ত ছিল না, বরং তাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে না জেনেই তাদের অনুসরণ করেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ((তাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলকে, তাদের বাজারকারী এবং যারা তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়—সবাইকে ধসিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর

কিয়ামতের দিন তারা নিজ নিজ নিয়ত অনুযায়ী পুনরুত্থিত হবে))। প্রত্যেকে যা নিয়ত করেছে তা-ই পাবে।

এটি রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের এই বাণীরই একটি অন্তর্ভুক্ত দৃষ্টান্ত: ((নিশ্চয়ই সমস্ত আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে))।

এই হাদিসে একটি শিক্ষা রয়েছে: যে ব্যক্তি বাতিলপন্থী, বিদ্রোহী ও সীমালঙ্ঘনকারীদের সাথে শরিক হবে, সে শাস্তির ক্ষেত্রেও তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে; হোক সে নেককার বা বদকার। যখন শাস্তি আপতিত হয়, তখন তা নেককার ও বদকার, পুণ্যবান ও পাপী, মুমিন ও কাফির এবং নামাজি ও অহঙ্কারী—সকলকেই গ্রাস করে এবং কাউকে ছেড়ে দেয় না। অতঃপর কিয়ামতের দিন তারা তাদের নিয়ত অনুযায়ী পুনরুত্থিত হবে।

মহান আল্লাহ বলেন: (আর তোমরা সেই ফিতনাকে ভয় করো, যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা জুলুম করেছে কেবল তাদেরই আক্রান্ত করবে না। আর জেনে রেখো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা) (আল-আনফাল: ২৫)। আর এই হাদিস থেকে মূল প্রাসঙ্গিক অংশটি হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: ((অতঃপর তারা নিজ নিজ নিয়ত অনুযায়ী পুনরুত্থিত হবে))। এটি তাঁর সেই বাণীরই মতো: ((নিশ্চয়ই সমস্ত আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে))।

(ص: 31) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم ((لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استفرتم فانفروا)) متفق عليه.
ومعناه: لا هجرة من مكة؛ لأنها صارت دار إسلام.

[الشَّرْحُ]

في هذا الحديث نفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة بعد الفتح، فقال: ((لا هجرة)) وهذا النفي ليس على عمومته، يعني أن الهجرة لم تبطل بالفتح، بل إنه ((وهذا النفي ليس على عمومته، يعني أن الهجرة لم تبطل بالفتح، بل إنه ((لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها)) _ كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - لكن المراد بالنفي هنا نفي الهجرة من مكة كما قاله المؤلف رحمه الله؛ لأن مكة بعد الفتح صارت بلاد إسلام، ولن تعود بعد ذلك بلاد كفر، ولذلك نفي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أن تكون هجرة بعد الفتح. وكانت مكة تحت سيطرة المشركين، وأخرجوا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهاجر صلى الله عليه وسلم بإذن ربه إلى المدينة وبعد ثمان سنوات رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحاً مظفراً منصوراً- صلوات الله وسلامه عليه-. فصارت مكة كونها بلد كفر النبي صلى الله عليه وسلم صارت بلد إيمان وبلد إسلام، ولم يكن منها هجرة بعد ذلك.

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "মক্কা বিজয়ের পর আর কোনো হিজরত নেই, তবে জিহাদ ও নিয়ত অবশিষ্ট আছে; অতএব যখন তোমাদেরকে (জিহাদের জন্য) বের হতে বলা হবে, তখন তোমরা বের হয়ে যেও।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।
এর অর্থ হলো: মক্কা থেকে আর হিজরত নেই; কারণ তা দারুল ইসলাম (ইসলামি ভূখণ্ড) হয়ে গিয়েছে।

[ব্যাক্য]

এই হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের পর হিজরতকে নাকচ করেছেন। তিনি বলেছেন: "কোনো হিজরত নেই।" এই নাকচ করা তার ব্যাপক অর্থে নয়, অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের ফলে হিজরতের বিধান বাতিল হয়ে যায়নি; বরং "তওবা বন্ধ না হওয়া

পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না, আর পশ্চিম দিগন্ত দিয়ে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত তওবা বন্ধ হবে না" — যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে হিজরত নাকচ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মক্কা থেকে হিজরতকে নাকচ করা, যেমনটি লেখক (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন। কারণ মক্কা বিজয়ের পর ইসলামি ভূখণ্ডে পরিণত হয়েছে এবং এরপর তা আর কখনোই কুফরি ভূখণ্ডে পরিণত হবে না। আর এ কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিজয়ের পর হিজরত হওয়াকে নাকচ করেছেন।

মক্কা মুশরিকদের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং তারা সেখান থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বের করে দিয়েছিল। অতঃপর তিনি তাঁর রবের নির্দেশক্রমে মদিনায় হিজরত করেন এবং আট বছর পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিজয়ী ও সাহায্যপ্রাপ্ত অবস্থায় মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন — তাঁর ওপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক। ফলে মক্কা কুফরি ভূখণ্ড থাকার পরিবর্তে ঈমান ও ইসলামের ভূখণ্ডে পরিণত হয়েছে এবং এরপর সেখান থেকে হিজরতের আর কোনো আবশ্যিকতা থাকেনি।

(ص: 32) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وفي هذا دليل على أن مكة لن تعود بلاد كفر، بل ستبقي بلاد إسلام إلي أن تقوم الساعة، أو إلي أن يشاء الله.

ثم قال عليه الصلاة والسلام: ((ولكن جهاد ونية)) ؛ أي الأمر بعد هذا جهاد؛ أي يخرج أهل مكة من مكة إلي الجهاد.

و ((النية)) أي النية الصالحة للجهاد في سبيل الله، وذلك بأن ينوي الإنسان بجهاده، أن تكون كلمة الله هي العليا.

ثم قال عليه الصلاة والسلام ((وإذا استنفرتم فأنفروا)) يعني: إذا استنفركم ولي أمركم للجهاد في سبيل الله، فأنفروا وجوباً، وحينئذ يكون الجهاد فرض عين، إذا

استنفر الناس للجهاد؛ وجب عليهم أن ينفروا، وألا يتخلف أحد إلا من عذره، لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ) (إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا) (التوبة: من الآية 38/39) ، وهذا أحد البواضع التي يكون فيها الجهاد فرض عين.

الموضع الثاني: إذا حضر بلدة العدو، أي جاء العدو حتى وصل إلى البلد وحصر البلد، صار الجهاد فرض عين، ووجي علي كل أحد أن يقاتل، حتى على النساء والشيوخ القادرين في هذه الحال، لأن هذا قتال دفاع. و
فرق بين قتال الدفاع و قتال الطلب.
فيجب في هذا الحال أن ينفر الناس كلهم للدفاع عن بلدهم.

এর মধ্যে এ কথার দলীল রয়েছে যে, মক্কা পুনরায় কখনও কুফর রাষ্ট্রে পরিণত হবে না; বরং কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত অথবা আল্লাহ যা চান তা হওয়া পর্যন্ত এটি ইসলামের ভূখণ্ড হিসেবেই অবশিষ্ট থাকবে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "তবে জিহাদ ও নিয়ত (অবশিষ্ট রয়েছে)"; অর্থাৎ এরপরের বিষয়টি হলো জিহাদ; অর্থাৎ মক্কাবাসী মক্কা থেকে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হবে।

আর "নিয়ত" বলতে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য সৎ নিয়তকে বোঝানো হয়েছে; আর তা হলো মানুষ তার জিহাদের মাধ্যমে এই নিয়ত করবে যে, আল্লাহর বাণীই যেন সর্বোচ্চ হয়। এরপর তিনি আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "আর যখন তোমাদেরকে যুদ্ধের ডাক দেওয়া হবে, তখন তোমরা বেরিয়ে পড়ো।" অর্থাৎ যখন তোমাদের শাসক তোমাদেরকে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ডাক দেবেন, তখন বের হওয়া তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক। আর সেই মুহূর্তে জিহাদ 'ফরজে আইন' হয়ে যায়। যখন মানুষকে জিহাদের জন্য তলব করা হয়, তখন তাদের জন্য বের হওয়া ওয়াজিব হয়ে যায় এবং ওজরগ্রস্ত ব্যক্তি ব্যতীত কারও

পিছিয়ে থাকা বৈধ নয়। মহান আল্লাহর বাণীর কারণে: "হে মুমিনগণ, তোমাদের কী হলো যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে বের হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো, তখন তোমরা ভরাক্রান্ত হয়ে জমিনে লুটিয়ে পড়লে? তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হয়ে গেলে? আখিরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগ-সামগ্রী তো অতি সামান্য। যদি তোমরা বের না হও, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে নিয়ে আসবেন। আর তোমরা তাঁর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না।" (সূরা আত-তাওবাহ: ৩৮-৩৯ আয়াত থেকে)। আর এটি সেই স্থানগুলোর একটি যেখানে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় স্থান: যখন শত্রু কোনো জনপদে উপস্থিত হয়; অর্থাৎ শত্রু এসে শহরে পৌঁছে যায় এবং শহরটি অবরুদ্ধ করে ফেলে, তখন জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সক্ষম নারী ও বৃদ্ধসহ প্রত্যেকের ওপর লড়াই করাওয়াজিব হয়ে পড়ে। কারণ এটি হলো প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ। আর প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ এবং আক্রমণাত্মক যুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাই এমতাবস্থায় নিজ দেশ রক্ষার জন্য সকল মানুষের বেরিয়ে পড়াওয়াজিব।

(ص: 33) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الموضع الثالث: إذا حضر الصف، والتقي الصفان؛ صف الكفار وصف المسلمين؛ صار الجهاد حينئذ فرض عين، ولا يجوز لأحد أن ينصرف كما قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ) (وَمَنْ يُؤْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرُهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (الأنفال: 15، 16).

وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من السبع الموبقات.

الموضع الرابع: إذا احتيج إلي الإنسان؛ بأن يكون السلاح لا يعرفه إلا فرد من الأفراد، وكان الناس يحتاجون إلي هذا الرجل؛ لاستعمال هذا السلاح الجديد مثلاً؛ فإنه يتعين عليه أن يجاهد وإن لم يستنفره الإمام وذلك لأنه محتاج إليه. ففي هذه المواطن الأربعة، يكون الجهاد فرض عين. وما سوي ذلك فإنه يكون فرض كفاية.

قال أهل العلم: ويجب علي المسلمين ان يكون منهم جهاد في العام مرة واحدة، يجاهد أعداء الله؛ لتكون كلمة الله هي العليا، لا لأجل أن يدافعوا عن الوطن من حيث إنه وطن، لأن الدفاع عن الوطن من حيث هو وطن يكون من المؤمن والكافر، حتى الكفار يدافعون عن أوطانهم، لكن

তৃতীয় ক্ষেত্র: যখন রণক্ষেত্রে কাতারসমূহ প্রস্তুত হয় এবং উভয় পক্ষ—কাফিরদের দল ও মুসলিমদের দল—মুখোমুখি হয়; তখন জিহাদ ফরযে আইন (আবশ্যিক কর্তব্য) হয়ে যায় এবং কারও জন্য পিছুটান দেওয়া বৈধ নয়। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা যখন যুদ্ধের ময়দানে কাফিরদের মোকাবিলা করবে, তখন তাদের থেকে পিঠ ফিরিয়ে পলায়ন করো না। আর সেদিন রণকৌশল অবলম্বন কিংবা নিজ দলে যোগ দেওয়া ছাড়া কেউ যদি তাদের থেকে পিঠ ফিরিয়ে নেয়, তবে সে আল্লাহর গজব নিয়ে ফিরল এবং তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম; আর তা কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল!" (আল-আনফাল: ১৫-১৬)।

আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়নকে ধ্বংসাত্মক সাতটি মহাপাপের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

চতুর্থ ক্ষেত্র: যখন কোনো ব্যক্তির বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়; যেমন এমন কোনো সমরাস্ত্র আছে যা কেবল জনৈক ব্যক্তিই চালাতে সক্ষম এবং উদাহরণস্বরূপ, এই নতুন অস্ত্রটি ব্যবহারের জন্য মানুষের তাকে একান্ত প্রয়োজন হয়; এমতাবস্থায় তার ওপর জিহাদ করা ফরয হয়ে যায়, যদিও ইমাম তাকে যুদ্ধে যাওয়ার আহ্বান না জানান; কারণ তাকে প্রয়োজন।

সুতরাং, এই চারটি ক্ষেত্রে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে থাকে।

আর এর বাইরে অন্যান্য ক্ষেত্রে তা ফরযে কিফায়া।

আলেমগণ বলেন: মুসলিমদের জন্য বাঞ্ছনীয় হলো প্রতি বছর অন্তত একবার আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করা; যেন আল্লাহর বাণীই সমুন্নত থাকে। কেবলমাত্র নিছক

দেশপ্রেমের বশবর্তী হয়ে মাতৃভূমি রক্ষার জন্য নয়, কারণ নিছক মাতৃভূমি রক্ষা করার কাজ মুমিন ও কাফির উভয়েই করে থাকে; এমনকি কাফিররাও তাদের নিজ নিজ ভূখণ্ড রক্ষা করে থাকে। কিন্তু...

(ص: 34) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

المسلم يدافع عن دين الله، فيدافع عن وطنه؛ لا لأنه وطنه مثلاً، ولكن لأنه بلد إسلامي؛ فيدافع عنه حماية للإسلام الذي حل في هذه البلد.

ولذلك يجب علينا في مثل هذه الظروف التي نعيشها اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نذكر جميع العامة بأن الدعوة إلى تحرير الوطن، وما أشبه ذلك دعوة غير مناسبة، وأنه يجب أن يعبأ الناس تعبئة دينية، ويقال إننا ندافع عن ديننا قبل كل شيء؛ لأن بلدنا بلد دين، بلد إسلام يحتاج إلى حماية ودفاع، فلا بد أن ندافع عنها بهذه النية. أما الدفاع بنية الوطنية، أو بنية القومية، فهذا يكون من المؤمن والكافر، ولا ينفع صاحبه يوم القيامة، وإذا قتل وهو يدافع بهذه النية فليس بشهيد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية، ويقاتل شجاعة، ويقاتل ليري مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: ((من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)).

أنتبه إلي هذا القيد ((من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا)) لا لأنه وطنه وإذا كنت تقاتل لوطنك؛ فأنت والكافر سواء، لكن قلت لتكون كلمة الله هي العليا، ممثلة في بلدك؛ لأن بلدك بلد إسلام؛ ففي هذه الحال يكون القتال قتالاً في سبيل الله.

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يكلم أحد في سبيل الله - والله أعلم
بمن يكلم في سبيله- أي يخرج - إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب؛ اللون لون
الدم،

একজন মুসলিম আল্লাহর দ্বীনের প্রতিরক্ষা করে, ফলে সে তার স্বদেশেরও প্রতিরক্ষা করে;
কেবল তা তার স্বদেশ হওয়ার কারণে নয়, বরং সেটি একটি ইসলামি দেশ হওয়ার কারণে।
সুতরাং সে ওই ভূখণ্ডে বিদ্যমান ইসলামের সুরক্ষার্থেই তার প্রতিরক্ষা করে।

আর এ কারণেই বর্তমানের মতো পরিস্থিতিতে আমাদের ওপর আবশ্যিক হলো সর্বসাধারণকে
স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, কেবল দেশ স্বাধীন করার ডাক বা এই জাতীয় অন্যান্য ডাকগুলো
অনুপযুক্ত। বরং মানুষকে ধর্মীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ করা উচিত এবং বলা উচিত যে, আমরা সবকিছুর
আগে আমাদের দ্বীনের প্রতিরক্ষা করছি; কেননা আমাদের দেশ হলো দ্বীনের দেশ, ইসলামের
দেশ—যার সুরক্ষা ও প্রতিরক্ষা প্রয়োজন। অতএব, এই নিয়তেই এর প্রতিরক্ষা করা
অপরিহার্য। পক্ষান্তরে দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদী নিয়তে প্রতিরক্ষা করা মুমিন ও কাফির
উভয়ের পক্ষ থেকেই হতে পারে এবং তা কিয়ামতের দিন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোনো উপকারে
আসবে না। যদি এই নিয়তে লড়াই করে কেউ নিহত হয়, তবে সে শহীদ নয়; কারণ রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে বীরত্ব
প্রদর্শনের জন্য লড়াই করে, অভিজাত্যের লড়াইয়ে লিপ্ত হয় কিংবা লোক দেখানোর জন্য যুদ্ধ
করে—এদের মধ্যে কোনটি আল্লাহর পথে? তিনি বললেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমা সমুন্নত
করার লক্ষ্যে লড়াই করে, কেবল সেই আল্লাহর পথে।"

এই শর্তটির প্রতি লক্ষ্য করুন—"যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমা সমুন্নত করার লক্ষ্যে লড়াই
করে"—কেবল নিজের দেশ হওয়ার কারণে নয়। আপনি যদি কেবল স্বদেশের জন্য লড়াই
করেন, তবে আপনি ও কাফির সমান। কিন্তু আপনি যদি বলেন, যাতে আল্লাহর কালিমা সমুন্নত
হয়, যা আপনার দেশে বিদ্যমান (যেহেতু আপনার দেশ একটি ইসলামি রাষ্ট্র); তবে এই
অবস্থায় এই লড়াই আল্লাহর পথে লড়াই হিসেবে গণ্য হবে।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি বলেছেন: "আল্লাহর পথে যে
কেউ জখমপ্রাপ্ত হয়—আর আল্লাহই ভালো জানেন কে তাঁর পথে জখমপ্রাপ্ত হয়—সে

কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে; যার রঙ হবে রক্তের রঙের মতো...

(ص: 35) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

والريح ريح المسك)).

فأنظر كيف اشترط النبي صلى الله عليه وسلم للشهادة أن يكون الإنسان يقاتل في سبيل الله، والقتال في سبيل الله؛ أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فيجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس أن القتال للوطن ليس قتالاً صحيحاً وإنما يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وأقاتل عن وطني؛ لأنه وطن إسلامي؛ فأحبيه من أعدائه وأعداء الإسلام؛ فبهذه النية تكون النية صحيحة والله الموفق.

* * *

4- وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: ((إن بالمدينة لرجالاً ما سرتهم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم؛ حبسهم المرض)) وفي رواية: ((إلا شركوكم في الأجر)) رواه مسلم.

ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: ((رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((إن أقواماً بالمدينة خلفنا، ما سلكننا عباً، ولا وادياً إلا وهم معنا، حبسهم العذر))

...এবং তার সুগন্ধ হবে কস্তুরীর সুগন্ধ।)) .

লক্ষ্য করুন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদাতের জন্য কীভাবে শর্তারোপ করেছেন যে, ব্যক্তিকে আল্লাহর পথে লড়াই করতে হবে; আর আল্লাহর পথে লড়াই হলো—আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য লড়াই করা।

তাই ইলম অন্বেষণকারীদের জন্য আবশ্যিক হলো মানুষের কাছে এটা স্পষ্ট করা যে, কেবল দেশপ্রেমের জন্য লড়াই করা সঠিক লড়াই নয়। বরং লড়াই হতে হবে আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য। আর আমি আমার দেশের পক্ষ হয়ে লড়াই করব কারণ এটি একটি ইসলামি ভূখণ্ড; ফলে আমি একে এর শত্রু এবং ইসলামের শত্রুদের থেকে রক্ষা করব—এই নিয়ত থাকলে নিয়তটি সঠিক হবে। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

* * *

8-আবু আব্দুল্লাহ জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা একটি যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন তিনি বললেন: ((নিশ্চয়ই মদিনায় এমন কিছু লোক রয়েছে, তোমরা যে পথই চলেছ এবং যে উপত্যকাই অতিক্রম করেছ, তারা তোমাদের সাথেই ছিল; অসুস্থতা তাদের আটকে দিয়েছিল))। অন্য এক বর্ণনায় আছে: ((তারা নেকিতে তোমাদের অংশীদার ছিল))। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারি আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: ((আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরছিলাম, তখন তিনি বললেন: ‘নিশ্চয়ই মদিনায় আমাদের পেছনে এমন কিছু জনগোষ্ঠী রয়েছে, আমরা কোনো গিরিপথ বা উপত্যকা অতিক্রম করিনি যেখানে তারা আমাদের সাথে ছিল না; ওজর বা সীমাবদ্ধতা তাদের আটকে দিয়েছিল’))

[الشَّرْحُ]

قوله: ((في غزاة)) أي في غزوة.

فمعني الحديث أن الإنسان إذا نوي العمل الصالح، ولكنه حبسه عنه حابس فإنه يكتب له أجر ما نوي.

أما إذا كان يعمل في حال العذر؛ أي: لما كان قادراً كان يعمل، ثم عجز عنه فيها بعد؛ فإنه يكتب له أجر العمل كاملاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً)). فالتمتني للخير، الحريص عليه؛ إن كان من عادته أنه كان يعمل، ولكنه حبسه عنه حابس، كتب له أجره كاملاً.

فمثلاً: إذا كان الإنسان من عادته أن يصلي مع الجماعة في المسجد، ولكنه حبسه حابس، كنوم أو مرض، أو ما أشبهه فإنه يكتب له أجر المصلي مع الجماعة تماماً من غير نقص.

وكذلك إذا كان الإنسان من عادته أن يصلي تطوعاً، ولكنه منعه منه مانع، ولم يتمكن منه؛ فإنه يكتب له أجره كاملاً، وكذلك إن كان من عادته أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، ثم عجز عن ذلك، ومنعه مانع، فإنه يكتب له الأجر كاملاً. وغيره من الأمثلة الكثيرة.

[ব্যখ্যা]

তাঁর বাণী: ((কোনো এক যুদ্ধে)) অর্থাৎ কোনো এক যুদ্ধাভিযানে।

হাদীসের মর্মার্থ হলো, মানুষ যখন কোনো নেক আমলের নিয়ত করে, কিন্তু কোনো প্রতিবন্ধকতা তাকে তা থেকে বিরত রাখে, তবে সে যা নিয়ত করেছে তার সওয়াব তার জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়।

আর যদি সে ওজরের অবস্থায় আমলটি করতে না পারে; অর্থাৎ যখন সে সক্ষম ছিল তখন সে তা নিয়মিত করত, কিন্তু পরবর্তীতে অক্ষম হয়ে পড়েছে; তবে তার জন্য পূর্ণ আমলের সওয়াব লেখা হবে। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ((বান্দা যখন অসুস্থ হয়

অথবা সফরে থাকে, তখন তার জন্য অনুরূপ আমলের সওয়াব লেখা হয় যা সে সুস্থ ও মুকীম অবস্থায় করত))। সুতরাং কল্যাণের প্রত্যাশী ও তার প্রতি অতি আগ্রহী ব্যক্তি; যদি আমলটি করা তার নিয়মিত অভ্যাস হয়ে থাকে, কিন্তু কোনো প্রতিবন্ধকতা তাকে তা থেকে আটকে দেয়, তবে তার জন্য পূর্ণ সওয়াব লেখা হবে।

উদাহরণস্বরূপ: যদি কোনো ব্যক্তির নিয়মিত অভ্যাস মসজিদে জামাতের সাথে সালাত আদায় করা হয়, কিন্তু কোনো প্রতিবন্ধকতা—যেমন ঘুম, অসুস্থতা বা অনুরূপ কোনো কারণ—তাকে তা থেকে বিরত রাখে, তবে তার জন্য জামাতে সালাত আদায়কারীর পূর্ণ সওয়াব কোনো প্রকার ঘাটতি ছাড়াই লিখে দেওয়া হবে।

অনুরূপভাবে যদি কোনো ব্যক্তির অভ্যাস নফল সালাত আদায় করা হয়, কিন্তু কোনো বাধা তাকে তা থেকে বিরত রাখে এবং সে তা করতে সক্ষম না হয়, তবে তার জন্য পূর্ণ সওয়াব লেখা হবে। তেমনিভাবে যদি তার অভ্যাস প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখা হয়, অতঃপর সে তাতে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং কোনো বাধা তাকে বিরত রাখে, তবে তার জন্য পূর্ণ সওয়াব লেখা হবে।

এর বাইরেও এমন আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে।

(ص: 37) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

أما إذا كان ليس من عادته أن يفعله؛ فإنه يكتب له أجر النية فقط، دون أجر العمل.

ودليل ذلك: أن فقراء الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله سبقنا أهل الدثور بالدرجات العلي، والنعيم المقيم _ يعني: أن أهل الأموال سبقوهم بالصدقة والعق- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أفلا أخبركم بشي إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد إلا من عمل مثل ما عملتم!! فقال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين)) ففعلوا، فعلم الأغنياء بذلك؛

ففعّلوا مثلباً فعّلوا، فجاء الفقراء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله سيع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا؛ ففعّلوا مثله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء)) والله ذو الفضل العظيم. ولم يقل لهم: إنكم أدركتم أجر عملهم، ولكن لا شك أن لهم أجر نية العمل. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيمن آتاه الله مالاً؛ فجعل ينفقه في سبل الخير، وكان رجل فقير يقول: لو أن لي مال فلان لعملت مثل عمل فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((فهو بنيتته النبي صلى الله عليه وسلم فأجرهما سواء)).

পক্ষান্তরে, যদি এটি তার অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত না হয়, তবে তার জন্য কেবল নিয়তের সওয়াবই লিপিবদ্ধ করা হবে, আমলের সওয়াব নয়।

এর প্রমাণ এই যে, দরিদ্র সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) নিবেদন করেছিলেন: ‘হে আল্লাহর রাসূল! বিত্তশালীরা সুউচ্চ মর্যাদা ও চিরস্থায়ী নেয়ামত লাভে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গিয়েছেন’—অর্থাৎ সম্পদশালীরা সদকা ও দাসমুক্তির মাধ্যমে তাঁদের ছাড়িয়ে গিয়েছেন। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: ‘আমি কি তোমাদের এমন কিছু শিখিয়ে দেব না, যা করলে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের স্তরে পৌঁছাতে পারবে এবং তোমাদের পরবর্তীরা তোমাদের নাগাল পাবে না? একমাত্র সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে তোমাদের ন্যায় আমল করবে। তিনি বললেন: তোমরা প্রত্যেক সাতাতের পর তেত্রিশ বার তাসবিহ (সুবহানাল্লাহ), তাকবির (আল্লাহু আকবার) এবং তাহমিদ (আলহামদুলিল্লাহ) পাঠ করবে।’ অতঃপর তাঁরা তাই করলেন। বিত্তবানরা এ খবর জানতে পেরে তারাও অনুরূপ আমল শুরু করলেন। তখন দরিদ্র সাহাবীগণ পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললেন: ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের সম্পদশালী ভাইয়েরা আমাদের আমলের কথা শুনেছেন এবং তাঁরাও অনুরূপ আমল করছেন।’ তদুত্তরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: ‘এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন।’ আর আল্লাহ মহান অনুগ্রহের অধিকারী। তিনি তাঁদের বলেননি যে, তোমরা তাঁদের আমলের সওয়াব পেয়ে গেছো; তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তাঁরা সেই আমলের নিয়তের সওয়াব লাভ করবেন।

এই কারণেই নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন এবং সে তা কল্যাণের পথে ব্যয় করে। আর জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি বলে: ‘যদি আমার নিকট অমুকের মতো সম্পদ থাকত, তবে আমিও তার মতো আমল করতাম।’ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: ‘সে তার নিয়ত অনুযায়ী সওয়াব পাবে, ফলে তাদের উভয়ের সওয়াব সমান হবে।’

(ص: 38) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

أَيُّ سَوَاءٍ فِي أَجْرِ النِّيَّةِ، أَمَّا الْعَمَلُ فَإِنَّهُ لَا يَكْتَبُ لَهُ أَجْرُهُ إِلَّا إِنْ كَانَ مِنْ عَادَتِهِ أَنْ يَعْمَلَهُ.

*وفي هذا الحديث: إشارة إلى من يخرج في سبيل الله، في الغزو، والجهاد في سبيل الله، فإن له أجر ممشاه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَا سَرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا وَلَا شَعْبًا إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ)).

ويدل لهذا قوله تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْأُونَ مَوْطِئًا يُغَيِّظُ الْكَفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) (وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (التوبة: 121/120).

ونظير هذا: أن الرجل إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء، ثم خرج إلى المسجد؛ لا يخرج به إلا الصلاة؛ فإنه لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة.

وهذا من فضل الله عز وجل أن تكون وسائل العمل فيها هذا الأجر الذي بينه
الرسول صلى الله عليه وسلم. والله الموفق. اهـ.

অর্থাৎ, নিয়তের সওয়াবের ক্ষেত্রে তারা সমান; তবে আমল বা কাজের ক্ষেত্রে, তার সওয়াব ততক্ষণ পর্যন্ত লেখা হয় না যতক্ষণ না তা তার নিয়মিত অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত থাকে।

*আর এই হাদিসে সেই ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যে আল্লাহর পথে যুদ্ধে এবং জিহাদে বের হয়; নিশ্চয়ই তার প্রতিটি পদচারণার জন্য সওয়াব রয়েছে। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমরা যে পথই অতিক্রম করো এবং যে উপত্যকা বা গিরিপথই পাড়ি দাও না কেন, তারা তোমাদের সাথেই রয়েছে।”

মহান আল্লাহর এই বাণী একথার প্রমাণ দেয়: “তা এই কারণে যে, আল্লাহর পথে তাদের যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা স্পর্শ করে এবং

তারা এমন কোনো স্থানে পদক্ষেপ করে যা কাফিরদের মনে ক্রোধের উদ্বেক করে এবং শত্রুর পক্ষ থেকে যা কিছু তারা অর্জন করে, তার বিনিময়ে তাদের জন্য একটি নেক আমল লিপিবদ্ধ করা হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। আর তারা ছোট কিংবা বড় যাই ব্যয় করুক এবং যে উপত্যকাই তারা অতিক্রম করুক না কেন, তা তাদের জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়; যাতে আল্লাহ তারা যা করত তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান তাদের দান করেন।” (সূরা আত-তাওবাহ: ১২০/১২১)।

এর একটি অনুরূপ দৃষ্টান্ত হলো: কোনো ব্যক্তি যখন তার ঘরে উত্তমরূপে ওয়ু করে, এরপর মসজিদের দিকে বের হয় এবং

কেবল সালাতই তাকে ঘর থেকে বের করে; তবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে আল্লাহ তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং একটি গুনাহ মোচন করেন।

এটি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ যে, আমলের মাধ্যম বা উপায়সমূহের জন্যও এমন সওয়াব নিহিত রয়েছে যা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই তাওফিকদাতা। সমাপ্ত।

وعن أبي مغن بن يزيد بن الخنس- رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي - يزيد - اخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها، فأتيته بهان فقال: والله ما إياك أردت فخاصمته إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: ((لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا مغن)) رواه البخاري).

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في قصة معن بن يزيد وأبيه رضي الله عنهما، أن أباه يزيد أخرج دراهم عند رجل في المسجد ليتصدق بها على الفقراء، فجاء ابنه معن فأخذها، وربما يكون ذلك الرجل الذي وكل فيها لم يعلم أنه ابن يزيد. ويتحمل أنه أعطاه لأنه من المستحقين. فبلغ ذلك أباه يزيد، فقال له: ((ما إياك أردت _ أي ما أردت أن أتصدق بهذه الدراهم عليك - فذهب إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال النبي صلي الله عليه وسلم: ((لك يا يزيد ما نويت، ولك يا معن ما أخذت)).

فقوله عليه الصلاة والسلام: ((لك يا يزيد ما نويت)) يدل على أن الأعمال بالنيات، وأن الإنسان إذا نوي الخير حصل له، وإن كان يزيد لم ينو أن يأخذ هذه الدراهم ابنه، لكنه أخذها؛ وابن من المستحقين؛

আবু মা'ন ইয়াযিদ ইবনুল আখ্ নাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)—যিনি নিজে, তাঁর পিতা এবং তাঁর দাদা সকলেই সাহাবী ছিলেন—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমার পিতা ইয়াযিদ সদকা করার জন্য কিছু দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) বের করলেন এবং সেগুলো মসজিদের এক ব্যক্তির কাছে রাখলেন।

এরপর আমি এসে তা নিয়ে নিলাম এবং তাঁর কাছে নিয়ে আসলাম। তখন তিনি বললেন: “আল্লাহর শপথ! আমি তো তোমাকে দেওয়ার ইচ্ছা করিনি।” তখন আমি বিষয়টি নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন: “হে ইয়াযিদ! তুমি যা নিয়ত করেছ তা তোমার জন্য, আর হে মা’ন! তুমি যা গ্রহণ করেছ তা তোমার জন্য।” (বুখারী)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) মা’ন ইবনে ইয়াযিদ ও তাঁর পিতার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) যে কাহিনীটি উল্লেখ করেছেন তা হলো, তাঁর পিতা ইয়াযিদ মসজিদের এক ব্যক্তির কাছে কিছু দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) দিয়েছিলেন যাতে তিনি তা দরিদ্রদের মাঝে সদকা করে দেন। তখন তাঁর পুত্র মা’ন এসে সেগুলো নিয়ে নেন। সম্ভবত সেই ব্যক্তি যাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তিনি জানতেন না যে তিনি ইয়াযিদের পুত্র। আবার হতে পারে যে তিনি তাকে দিয়েছিলেন কারণ সে সদকা পাওয়ার উপযুক্ত ছিল।

অতঃপর এই খবর তাঁর পিতা ইয়াযিদের কাছে পৌঁছালে তিনি তাকে বললেন: “আমি তো তোমাকে দেওয়ার ইচ্ছা করিনি”—অর্থাৎ আমি এই দিরহামগুলো তোমার ওপর সদকা করার ইচ্ছা করিনি। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে গেলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: “হে ইয়াযিদ! তুমি যা নিয়ত করেছ তা তোমার জন্য, আর হে মা’ন! তুমি যা গ্রহণ করেছ তা তোমার জন্য।”

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী: “হে ইয়াযিদ! তুমি যা নিয়ত করেছ তা তোমার জন্য” এটি প্রমাণ করে যে, সমস্ত আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। মানুষ যখন কোনো ভালো কাজের নিয়ত করে তখন সে তার সওয়াব পেয়ে যায়; যদিও ইয়াযিদ তাঁর এই দিরহামগুলো তাঁর পুত্র গ্রহণ করবে এমন নিয়ত করেননি, কিন্তু সে তা গ্রহণ করেছে; আর তাঁর পুত্র ছিল সদকা গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত।

فصارت له، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: ((لك يا معن ما أخذت)).

ففي هذا الحديث: دليل لما ساقه المؤلف من أجله أن الأعمال بالنيات، وأن الإنسان يكتب له أجر ما نوي؛ وإن وقع الأمر على خلاف ما نوي، وهذه القاعدة لها فروع كثيرة:

منها: ما ذكره العلماء رحمهم الله أن الرجل لو أعطي زكاته شخصاً يظن أنه من أهل الزكاة، فتبين أنه غني وليس من أهل الزكاة فإن زكاته تجزئ، وتكون مقبولة تبرأ به ذمته؛ لأنه نوي أن يعطيها من هو أهل لها، فإذا نوي فله نيته.

ومنها: أن الإنسان لو أراد أن يوقف - مثلاً - بيتاً صغيراً، فقال: وقفت بيتي الفلاني، وأشار إلي الكبير، لكنه، لكنه خلاف ما نواه بقلبه، فإنه على ما نوي وليس على ما سبق به لسانه.

ومنها: لو أن إنساناً جاهلاً لا يعرف الفرق بين العمرة والحج، فحج مع الناس، فقال لبيك حجاً، وهو يريد عمرة يتمتع بها إلى الحج؛ فإنه له ما نوي، مادام أن قصده يريد العمرة، لكن قال لبيك حجاً مع هؤلاء الناس، فله ما نوي، ولا يضر سبق لسانه بشيء.

ومنها أيضاً: لو قال الإنسان لزوجته: أنت طالق؛ ويريد أنت طالق من قيد لا من نكاح، فله ما نوي، ولا تطلق بذلك زوجته.

فهذا الحديث له فوائد كثيرة وفروع منشرة في أبواب زوجته.

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على ابنه، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة وحث عليها، فأرادت زينب

সেটি তার হয়ে গেল, আর এ কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "হে মা'ন, তুমি যা নিয়ত করেছে তা তোমার জন্যই।"

এই হাদিসে সেই বিষয়ের প্রমাণ রয়েছে যার জন্য লেখক একে উপস্থাপন করেছেন—তা হলো সমস্ত কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল, এবং মানুষ যা নিয়ত করে তার সওয়াব সে লাভ করে; যদিও বিষয়টি তার নিয়তের বিপরীত ঘটে। আর এই মূলনীতির অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে: তন্মধ্যে একটি হলো: উলামায়ে কেরাম (রহিমাহুমুল্লাহ) যা উল্লেখ করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি যদি এমন একজনকে জাকাত প্রদান করে যাকে সে জাকাত গ্রহণের উপযুক্ত মনে করেছিল, কিন্তু পরে প্রকাশ পেল যে সে ব্যক্তি ধনী এবং জাকাত পাওয়ার যোগ্য নয়, তবে তার জাকাত আদায় হয়ে যাবে এবং তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং এর মাধ্যমে সে দায়মুক্ত হবে; কারণ সে তাকেই দেওয়ার নিয়ত করেছিল যে এর উপযুক্ত। সুতরাং যেহেতু সে নিয়ত করেছে, তাই তার নিয়ত অনুযায়ীই ফলাফল পাবে।

আরেকটি হলো: কোনো ব্যক্তি যদি উদাহরণস্বরূপ একটি ছোট ঘর ওয়াকফ করতে চায় এবং সে বলল: 'আমি আমার অমুক ঘরটি ওয়াকফ করলাম' এবং বড় ঘরটির দিকে ইঙ্গিত করল, অথচ এটি তার অন্তরের নিয়তের পরিপন্থী ছিল, তবে বিষয়টি তার নিয়ত অনুযায়ীই ধর্তব্য হবে, তার মুখ ফসকে যা বেরিয়ে গেছে তার ওপর নয়।

আরেকটি উদাহরণ: যদি কোনো অজ্ঞ ব্যক্তি উমরা এবং হজের মধ্যে পার্থক্য না জানে এবং মানুষের সাথে হজ করতে গিয়ে বলে 'লাব্বাইকা হাজ্জান' (হজের জন্য উপস্থিত), অথচ সে হজের সাথে তামাভু করার উদ্দেশ্যে উমরার নিয়ত করে থাকে; তবে সে যা নিয়ত করেছে তা-ই তার জন্য সাব্যস্ত হবে, যতক্ষণ না তার উদ্দেশ্য উমরা থাকে। কিন্তু সে কেবল এই লোকদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে 'লাব্বাইকা হাজ্জান' বলেছে, এমতাবস্থায় তার নিয়ত অনুযায়ীই বিচার হবে এবং মুখ ফসকে বলা কথায় কোনো ক্ষতি হবে না।

আরও একটি হলো: কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বলে: 'তুমি মুক্ত (ত্বালিক)'; আর সে যদি এর দ্বারা কোনো বন্ধন থেকে মুক্তির অর্থ বোঝায়, বিবাহের বিচ্ছেদ (তালাক) নয়, তবে সে যা নিয়ত করেছে তা-ই কার্যকর হবে এবং এর মাধ্যমে তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হবে না।

এই হাদিসের বহু ফায়দা এবং শাখা-প্রশাখা ফিকহ শাস্ত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে ছড়িয়ে আছে।

এই হাদিসের অন্যতম শিক্ষা হলো: কোনো ব্যক্তির জন্য তার নিজ সন্তানকে সদকা দেওয়া বৈধ। এর প্রমাণ হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সদকা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এর প্রতি উৎসাহিত করেছেন, তখন জয়নব ইচ্ছা পোষণ করলেন—

(ص: 41) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

- زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها أن تتصدق بشيء من مالها، فقال لها زوجها أنا وولدك أحق من تصدقت عليه - لأنه كان فقيراً- رضي الله عنه فقالت: لا حتى اسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم))

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز أن يعطي الإنسان ولده من الزكاة، بشرط أن لا يكون في ذلك إسقاط لواجب عليه.

يعني مثلاً: لو كان الإنسان عنده زكاة وأراد أن يعطيها ابنه، من أجل أن لا يطالبه بالنفقة؛ فهذا لا يجزي؛ لأنه أراد بإعطائه أن يسقط واجب نفقته. أما لو أعطاه ليقضي ديناً عليه؛ مثل أن يكون على الابن حادث، ويعطيه أبوه من الزكاة ما يسدد به هذه الغرامة؛ فإن ذلك لا بأس به، وتجزئه من الزكاة، لأن ولده أقرب الناس إليه؛ وهو الآن لم يقصد بهذا إسقاط واجب عليه، إنما قصد بذلك إبراء ذمة ولده؛ لا الإنفاق عليه، فإذا كان هذا قصده فإن الزكاة تحل له. والله الموفق أ. هـ.

6- وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص بن أهييب بن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب النبي صلى الله عليه وسلم مرة بن كعب بن لوي القرشي الزهري رضي الله عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، رضي الله عنهم، قال: ((جاءني رسول الله

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র স্ত্রী তাঁর নিজের সম্পদ থেকে কিছু সদকা করতে চাইলেন। তখন তাঁর স্বামী তাঁকে বললেন, "আমি এবং তোমার সন্তান তোমার সদকা লাভের অধিক হকদার" - কেননা তিনি দরিদ্র ছিলেন রাদিয়াল্লাহু আনহু-। তখন তিনি (স্ত্রী) বললেন, "না, যতক্ষণ না আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করি।" অতঃপর তিনি (নবীজি) বললেন: "ইবনে মাসউদ সত্য বলেছে; তোমার স্বামী ও তোমার সন্তানরাই তাদের ওপর তোমার সদকা করার ক্ষেত্রে অধিক হকদার।"

হাদীসের অন্যতম শিক্ষা হলো: কোনো ব্যক্তির জন্য তার সন্তানকে যাকাত প্রদান করা বৈধ, তবে শর্ত হলো এর মাধ্যমে যেন তার ওপর অর্পিত কোনো আবশ্যিক দায়িত্ব (ভরণপোষণ) এড়িয়ে যাওয়া না হয়।

অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ: যদি কোনো ব্যক্তির নিকট যাকাতের অর্থ থাকে এবং সে তা তার ছেলেকে এই উদ্দেশ্যে প্রদান করতে চায় যেন ছেলে তার নিকট ভরণপোষণ দাবি না করে; তবে এটি যথেষ্ট হবে না। কারণ সে যাকাত প্রদানের মাধ্যমে নিজের ওপর অর্পিত ভরণপোষণের আবশ্যিক দায়িত্বটি রহিত করতে চেয়েছে।

কিন্তু যদি সে তাকে ঋণ পরিশোধের জন্য যাকাত প্রদান করে; যেমন ছেলের কোনো দুর্ঘটনাজনিত আর্থিক দায়বদ্ধতা তৈরি হলো এবং পিতা তাকে যাকাত থেকে সেই পরিমাণ অর্থ প্রদান করলেন যা দিয়ে সে সেই জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করবে; তবে এতে কোনো অসুবিধা নেই এবং এটি যাকাত হিসেবে গণ্য হবে। কারণ তার সন্তান তার নিকটতম ব্যক্তি; আর এক্ষেত্রে সে নিজের ওপর অর্পিত কোনো ওয়াজিব দায়িত্ব এড়ানোর উদ্দেশ্য করেনি, বরং সে এর মাধ্যমে তার সন্তানকে দায়মুক্ত করার ইচ্ছা করেছে, তার ভরণপোষণ করার জন্য নয়। সুতরাং যদি এটাই তার উদ্দেশ্য হয়, তবে তার জন্য যাকাত দেওয়া বৈধ। আল্লাহই তাওফিকদাতা। (সমাপ্ত)

* * *

6- আবু ইসহাক সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ইবনে উহাইব ইবনে আবদে মানাফ ইবনে যুহরাহ ইবনে কিলাব ইবনে মুররাহ ইবনে কাব ইবনে লুয়াই আল-কুরাশি আয-যুহরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, যিনি জালালের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর (আশারা মুবাশশারা) অন্যতম ছিলেন, রাদিয়াল্লাহু আনহুম। তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসলেন..."

(ص: 42) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

صلي الله عليه وسلم عام حجة الوداع من وجع اشتد بين فقلت: يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما تري، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا قلت: فالثلث يا رسول الله، قال: الثلث والثلث كثير - أو كبير - إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تلتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في في أمرتك قال: فقلت: يا رسول الله اخلف بعد أصحابي، قال: إنك لن تخلف فتعمل عملاً تبغي به وجه الله؛ إلا أزدت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أَمْص لأصحابي هجرتهم، ولا تزدهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة)) يرثي له رسول الله صلي الله عليه وسلم أن مات بمكة. (متفق عليه).

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى - فبما نقله عن سعد بن أبي وقاص- رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يعود في مرض ألم به، وذلك في مكة، وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، فتركوا بلدهم لله عز وجل، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعود البرضي من أصحابه، كما أنه يزور منهم؛ لأن صلى الله عليه وسلم كان

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিদায় হজ্জের বছর আমার এক কঠিন অসুস্থতার সময় আমাকে দেখতে এলেন। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি দেখতেই পাচ্ছেন আমার অসুস্থতা কতটা প্রবল হয়েছে; আমি একজন সম্পদশালী মানুষ এবং আমার এক কন্যা ছাড়া আর কোনো উত্তরাধিকারী নেই। আমি কি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ সদকা করে দেব? তিনি বললেন: না। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, তবে কি অর্ধেক? তিনি বললেন: না। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, তবে কি এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন: এক-তৃতীয়াংশ, আর এক-তৃতীয়াংশও অনেক—অথবা বলেছেন বড় অংক। নিশ্চয়ই তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদের সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাবে, এটি তাদের অভাবী ও মানুষের কাছে হাত পাতা অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। আর তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় যা-ই ব্যয় করো না কেন, তোমাকে তার প্রতিদান দেওয়া হবে; এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে খাবার তুলে দাও সেটির জন্যও। তিনি বলেন: আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আমার সঙ্গীদের পেছনে (মক্কায়) থেকে যাব? তিনি বললেন: তুমি যদি পেছনে থেকে যাও এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোনো নেক আমল করো, তবে তার দ্বারা তোমার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বই বৃদ্ধি পাবে। আর সম্ভবত তুমি দীর্ঘায়ু লাভ করবে, যাতে তোমার মাধ্যমে কোনো কোনো জাতি উপকৃত হবে আর অন্য কিছু গোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ! আপনি আপনার সাহাবীদের হিজরতকে স্থায়িত্ব দান করুন এবং তাদের পশ্চাৎপদে ফিরিয়ে দেবেন না। তবে করুণার পাত্র হলেন সা'দ ইবনুল খাওলাহ; আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করেন যেহেতু তিনি মক্কায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে যা বর্ণনা করেছেন তার সারসংক্ষেপ হলো—নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে এক অসুস্থতার সময় দেখতে গিয়েছিলেন যা তাঁকে আক্রান্ত করেছিল, আর তা ছিল মক্কা। সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাদিআল্লাহু আনহু) ছিলেন সেই সকল মুহাজিরদের একজন যারা মক্কা থেকে মদীনাতে হিজরত করেছিলেন এবং মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিজ দেশ ত্যাগ করেছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিয়মিত অভ্যাস ছিল তাঁর অসুস্থ সাহাবীদের রোগশয্যায় দেখতে যাওয়া, যেমনটি তিনি তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতেন; কারণ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন...

(ص: 43) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

أحسن الناس خلقاً؛ على أنه الإمام المتبوع. صلوات الله وسلامه عليه، كان من
أحسن الناس خلقاً، وألينهم بأصحابه، واشدهم تحبباً إليهم.
فجاءه يعود، فقال: يا رسول الله: ((إني قد بلغ بي من الوجع ما تري)) أي: أصابه
الوجع العظيم الكبير.
((وأنا ذو مال كثير أو كبير)) أي: أن عنده مالا كبيراً
((ولا يرثني إلا ابنة لي)) أي: ليس له ورثة بالفرض إلا هذه البنت.
((أفأصدق بثلثي مالي)) يعني بثلثيه: اثنين من ثلاثة!
((قال: لا قلت: الشطر يا رسول)) أي: بالنصف.
((قال: لا: قلت: بالثلث قال: الثلث والثلث كثير)).

فقوله: ((أفأتصدق)) أي أعطيه صدقة؟ فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك؛ لأن سعاداً في تلك الحال كان مريضاً مرضاً يخشى منه الموت، فلذلك منعه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بأكثر من الثلث.

لأن المريض مرض الموت المخوف لا يجوز أن يتصدق بأكثر من الثلث، لأن ماله قد تعلق به حق الغير؛ وهم الورثة. أما من كان صحيحاً ليس فيه مرض، أو فيه مرض يسير لا يخشى منه الموت، فله أن يتصدق بما شاء؛ بالثلث، أو بالنصف، أو بالثلثين، أو بماله كله، لا حرج عليه.

لكن لا ينبغي أن يتصدق بماله كله؛ إلا إن كان عنده شيء يعرف أنه سوف يستغني به عن عباد الله.

المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم منعه أن يتصدق بما زاد عن الثلث.

وقال: ((الثلث والثلث كثير - أو كبير)) وفي هذا دليل على أنه إذا

তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী; যদিও তিনি ছিলেন অনুসরণীয় ইমাম। তাঁর ওপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক। তিনি ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের মানুষ, তাঁর সাহাবীদের প্রতি সবচেয়ে নম্র এবং তাঁদের প্রতি সর্বাধিক স্নেহশীল।

অতঃপর তিনি তাঁকে দেখতে আসলেন এবং তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে আমি কী পরিমাণ ব্যথায় আক্রান্ত হয়েছি। অর্থাৎ, তিনি অত্যন্ত তীব্র ও কঠিন ব্যথায় আক্রান্ত হয়েছিলেন।

"আর আমি প্রচুর সম্পদের অধিকারী।" অর্থাৎ, তাঁর নিকট বিপুল সম্পদ ছিল।

"আর আমার এই এক কন্যা ব্যতীত আর কেউ উত্তরাধিকারী নেই।" অর্থাৎ, নির্দিষ্ট অংশের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে এই কন্যা ছাড়া তাঁর আর কেউ ছিল না।

"তবে কি আমি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ সদকা করে দেব?" অর্থাৎ, তিন ভাগের দুই ভাগ!

"তিনি বললেন: না। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে অর্ধেক?" অর্থাৎ, অর্ধেক অংশ।

"তিনি বললেন: না। আমি বললাম: তবে কি এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন: এক-তৃতীয়াংশ, আর এক-তৃতীয়াংশও অনেক।"

অতঃপর তাঁর উক্তি: "তবে কি আমি সদকা করব?" অর্থাৎ, আমি কি তা দান হিসেবে দেব? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তা করতে নিষেধ করলেন; কারণ সাদ তখন এমন এক রোগে আক্রান্ত ছিলেন যাতে মৃত্যুর আশঙ্কা ছিল। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এক-তৃতীয়াংশের বেশি সদকা করতে নিষেধ করেছিলেন। কারণ মৃত্যু-শঙ্কাপূর্ণ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য এক-তৃতীয়াংশের বেশি সদকা করা বৈধ নয়, যেহেতু তখন তার সম্পদের সাথে অন্যদের অধিকার সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়; আর তারা হলো উত্তরাধিকারীগণ। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি সুস্থ অথবা এমন সামান্য অসুস্থতায় আক্রান্ত যাতে মৃত্যুর আশঙ্কা নেই, সে তার ইচ্ছা অনুযায়ী যা খুশি সদকা করতে পারে; চাই তা এক-তৃতীয়াংশ, অর্ধেক, দুই-তৃতীয়াংশ কিংবা তার পুরো সম্পদ হোক, এতে কোনো বাধা নেই। তবে পুরো সম্পদ সদকা করা উচিত নয়; যদি না তার কাছে এমন কিছু থাকে যা তাকে আল্লাহর বান্দাদের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে বাঁচাবে বলে সে নিশ্চিত থাকে। মূল কথা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এক-তৃতীয়াংশের অধিক সদকা করতে নিষেধ করেছিলেন। এবং তিনি বললেন: "এক-তৃতীয়াংশ, আর এক-তৃতীয়াংশও অনেক—বা বড় অংশ।" এর মধ্যে এই প্রমাণ রয়েছে যে, যখন...

(ص: 44) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

نقص عن الثلث فهو أحسن وأكمل؛ ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع))؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الثلث والثلث كبير)) وقال أبو بكر رضي الله عنه: ((أرضي ما رضي الله لنفسه)) يعني: الخمس، فأوصي بالخمس رضي الله عنه.

وبهذا نعرف أن عمل الناس اليوم؛ وكونهم يوصون بالثلث؛ خلاف الأولي، وإن كان هو جائزاً. لكن الأفضل أن يكون أدني من الثلث؛ أما الربع أو الخمس. قال فقهاءنا رحمهم الله والأفضل أن يوصي بالخمس، لا يزيد عليه؛ اقتداءً بأبي بكر الصديق رضي الله عنه.

ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ((إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)).

أي: كونك تبقي المال ولا تتصدق به؛ حتى إذا مت وورثه الورثة صاروا أغنياء به، هذا خير من أن تذرهم عالة، لا تترك لهم شيئاً ((يتكففون الناس)) أي: يسألون الناس بأكفهم؛ أعطونا أعطونا.

وفي هذا دليل على أن الميت إذا خلف مالا للورثة فإن ذلك خير له. لا يظن الإنسان أنه إذا خلف المال، وورث منه قهراً عليه، أنه لا أجر له في ذلك! لا بل له أجر، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ((إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة... الخ)) لأنك إذا تركت المال للورثة انتفعوا به، وهم أقارب، وإن تصدقت به انتفع به الأبعد.

এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে কম হওয়া অধিকতর উত্তম ও পরিপূর্ণ; একারণেই ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন: "লোকেরা যদি এক-তৃতীয়াংশ থেকে কমিয়ে এক-চতুর্থাংশ করত (তবে তা ভালো হতো)"; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "এক-তৃতীয়াংশ, আর এক-তৃতীয়াংশই অনেক।"

আর আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: "আল্লাহ নিজের জন্য যা পছন্দ করেছেন, আমি তাতেই সন্তুষ্ট।" অর্থাৎ: এক-পঞ্চমাংশ। তাই তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক-পঞ্চমাংশের অসিয়ত করেছিলেন।

এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, বর্তমানে মানুষের যে আমল তথা এক-তৃতীয়াংশের অসিয়ত করা, তা উত্তম কাজের পরিপন্থী; যদিও এটি বৈধ। তবে এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে কম হওয়া অধিকতর উত্তম; যেমন এক-চতুর্থাংশ বা এক-পঞ্চমাংশ।

আমাদের ফকীহগণ (রাহিমাহুমুল্লাহ) বলেছেন যে, এক-পঞ্চমাংশের অসিয়ত করা উত্তম এবং এর চেয়ে বেশি না করা; আবু বকর সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর অনুসরণে।

অতঃপর রাসূল (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদের সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া তাদের অভাবী অবস্থায় মানুষের কাছে হাত পাতার জন্য ছেড়ে যাওয়ার চেয়ে উত্তম।"

অর্থাৎ: তোমার সম্পদ রেখে যাওয়া এবং তা দান না করা; যাতে তোমার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীরা তা লাভ করে সচ্ছল হতে পারে, এটি তাদের নিঃস্ব অবস্থায় ছেড়ে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। তাদের জন্য কিছুই না রেখে যাওয়া যাতে তারা "মানুষের কাছে হাত পাতে"

অর্থাৎ মানুষের কাছে হাত পেতে চায় যে: "আমাদের দিন, আমাদের দিন।"

এতে এই প্রমাণ রয়েছে যে, মৃত ব্যক্তি যদি উত্তরাধিকারীদের জন্য সম্পদ রেখে যায়, তবে তা তার জন্য কল্যাণকর।

কোনো মানুষ যেন এমনটি মনে না করে যে, সে যদি সম্পদ রেখে যায় এবং তার ওপর অর্পিত বিধান অনুযায়ী উত্তরাধিকারীরা তা লাভ করে, তবে এতে তার কোনো প্রতিদান নেই! না, বরং এতে তার সওয়াব রয়েছে। এমনকি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

"নিশ্চয়ই তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদের সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া তাদের অভাবী অবস্থায় ছেড়ে যাওয়ার চেয়ে উত্তম... ইত্যাদি।" কারণ তুমি যদি উত্তরাধিকারীদের জন্য সম্পদ রেখে যাও তবে তারা এর দ্বারা উপকৃত হবে এবং তারা তোমার নিকটাত্মীয়; আর যদি তুমি তা দান করে দাও তবে দূরবর্তী লোকেরা এর দ্বারা উপকৃত হবে।

(ص: 45) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

والصدقة على القريب أفضل علي البعيد، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة.

ثم قال ((إنك لن تنفق نفقة بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعله في في امرأتك)) يقول: لن تنفق نفقة؛ أي: لن تنفق مالا؛ دراهم أو دنانير أو ثياباً، أو فرشاً أو طعاماً أو غير ذلك تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه.

الشاهد من هذا قوله: ((تبتغي به وجه الله)) أي: تقصد به وجه الله عز وجل، يعني تقصد به أن تصل إلي الجنة؛ حتى تري وجه الله عز وجل.

لأن أهل الجنة - جعلني الله وإياكم منهم - يرون الله سبحانه وتعالى، وينظرون إليه عياناً بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوّاً ليس دونها سحب، وكما يرون القمر ليلة البدر. يعني أنهم يرون ذلك حقاً.

((حتى ما تجعله في في امرأتك)) أي: حتى اللقمة التي تطعمها امرأتك تؤجر عليها إذا قصدت بها وجه الله، مع ان الإنفاق على الزوجة أمر واجب، لو لم تنفق لقاتل أنفق أو طلق، ومع هذا إذا أنفقت على زوجتك تريد إذا أنفقت على نفسك تبتغي بذلك وجه الله؛ فإن الله يثيبك علي هذا.

ثم قال رضي الله عنه: ((أخلف بعد أصحابي)) يعني أو خلف بعد أصحابي، أي: هل أتأخر بعد أصحابي فأموت بكفة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يخلف فقال: ((إنك لن تخلف)) وبين له أنه أو خلف ثم عمل عبلاً يبتغي به

নিকটাত্মীয়কে দান করা অনাত্মীয়কে দান করার চেয়ে উত্তম; কারণ নিকটাত্মীয়কে দান করার মধ্যে সদকা এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা—উভয় সওয়াব বিদ্যমান।

অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যা কিছু ব্যয় করবে, তার জন্য তোমাকে প্রতিদান দেওয়া হবে; এমনকি যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও, তার জন্যও।" তিনি বলছেন: তুমি কোনো কিছু ব্যয় করবে না—অর্থাৎ তুমি কোনো সম্পদ যেমন: দিরহাম, দিনার, পোশাক, বিছানাপত্র, খাদ্য বা অন্য

কিছু ব্যয় করবে না—যদি তা দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করো, তবে অবশ্যই তার প্রতিদান পাবে।

এখান থেকে মূল আলোচনার বিষয়টি হলো তাঁর এই উক্তি: "তার মাধ্যমে তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করো," অর্থাৎ এর মাধ্যমে তুমি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির সংকল্প করো। এর অর্থ হলো তুমি এর দ্বারা জান্নাতে পৌঁছানোর সংকল্প করো, যাতে তুমি মহান আল্লাহর চেহারা মুবারক দর্শন করতে পারো।

কেননা জান্নাতবাসীরা—আল্লাহ আমাকে এবং আপনাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে দেখবেন এবং তারা তাদের চাক্ষুষ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাবেন, ঠিক যেভাবে তারা মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশে সূর্য দেখে এবং যেভাবে পূর্ণিমা রাতে চাঁদ দেখে। অর্থাৎ তারা প্রকৃতপক্ষে তা প্রত্যক্ষ করবেন।

"এমনকি যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও" অর্থাৎ এমনকি যে লোকমাটি তুমি তোমার স্ত্রীকে খাওয়াও, তার জন্যও তুমি সওয়াব পাবে যদি তুমি তা দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির সংকল্প করো। যদিও স্ত্রীর জন্য ব্যয় করা একটি আবশ্যিক কর্তব্য; যদি তুমি ব্যয় না করো তবে সে বলবে: 'ভরণপোষণ দাও নতুবা তালাক দাও'। তাসত্ত্বেও, যখন তুমি তোমার স্ত্রীর জন্য ব্যয় করো এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করো, এমনকি যখন তুমি নিজের জন্য ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টির ইচ্ছা করো, তখন আল্লাহ তোমাকে এর জন্য সওয়াব দান করবেন।

অতঃপর তিনি (রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন: "আমি কি আমার সঙ্গীদের পেছনে থেকে যাব?" অর্থাৎ আমি কি আমার সঙ্গীদের প্রস্থানের পর মক্কায় পেছনে পড়ে থাকব এবং এখানেই মৃত্যুবরণ করব? তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্পষ্ট করে দিলেন যে তাকে পেছনে ফেলে রাখা হবে না, তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই তুমি পেছনে থেকে যাবে না।" এবং তিনি তাকে বুঝিয়ে বললেন যে, যদি তাকে পেছনে রেখেও দেওয়া হয় এবং এরপর তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো আমল করেন...

وجه الله إلا زادت به عن الله درجة ورفعة.
يعني: لو فرض أنك خلفت ولم تتمكن من الخروج من مكة، وعملت عملاً تبتغي به وجه الله؛ فإن الله تعالى يزيدك به رفعة ودرجة، رفعة في المقام والمرتبة، ودرجة في المكان.

فيرفعك الله عز وجل في جنات النعيم درجات. حتى لو علمت بكفة وأنت قد هاجرت منها.

ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ولعلك أن تخلف)) أن تخلف: هنا غير أن تخلف الأولي ((لعلك أن تخلف)): أي تعمّر في الدنيا؛ وهذا هو الذي وقع فإن سعد ابن أبي وقاص عمر زماناً طويلاً، حتى إنه- رضي الله عنه كما ذكر العلماء، خلف سبعة عشر ذكراً واثنتي عشر بنتاً.

وكان في الأول ليس عنده إلا بنت واحدة، ولكن بقي وعمر ورزق أولاداً. سبعة عشر ابناً واثنتي عشرة ابنة.

قال: ((ولعلك أن تخلف)) ((حتى ينتفع بك أقواماً ويضر بك آخرون)) وهذا الذي حصل، فإن سعداً _ رضي الله عنه خلف وصار له أثر كبير في الفتوحات الإسلامية، وفتح فتوحات عظيمة كبيرة، فانتفع به أقوام وهم المسلمون، وضربه آخرون وهم الكفار.

ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اللهم أمض لأصحابي هجرتهم)) سأل الله أن يمضي لأصحابه هجرتهم وذلك بأمرين:
الأمر الأول: ثباتهم على الإيمان؛ لأنه إذا ثبت الإنسان على الإيمان ثبت على الهجرة.

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কৃত প্রতিটি কাজই আল্লাহর কাছে তোমার মর্যাদা ও উচ্চতাকে বৃদ্ধি করবে।

এর অর্থ হলো: যদি ধরে নেওয়া হয় যে, তুমি পেছনে রয়ে গেলে এবং মক্কা থেকে বের হতে সক্ষম হলে না, আর সেখানে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় কোনো আমল করলে; তবে মহান আল্লাহ তার বিনিময়ে তোমার মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করবেন—মর্যাদা হবে সম্মান ও স্তরের ক্ষেত্রে, আর উচ্চতা হবে অবস্থানের ক্ষেত্রে।

ফলে আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা জান্নাতুন নাদীমে তোমার মর্তবা বহু গুণ বাড়িয়ে দেবেন। এমনকি যদি তুমি মক্কা থেকে হিজরত করার পর সেখানে অবস্থান করে কোনো আমল করো, তবুও।

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ((হয়তো তোমাকে পেছনে রেখে দেওয়া হবে))। এখানে 'পেছনে রেখে দেওয়া' কথাটি পূর্বোক্ত 'পেছনে থেকে যাওয়া' থেকে ভিন্ন। ((হয়তো তোমাকে পেছনে রেখে দেওয়া হবে)): অর্থাৎ তুমি দুনিয়াতে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে; আর বাস্তবে এটিই ঘটেছিল। কারণ সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন, এমনকি ওলামায়ে কেরাম যেমনটি উল্লেখ করেছেন—তিনি সতেরোটি পুত্র এবং বারোটি কন্যা সন্তান রেখে গিয়েছিলেন।

শুরুতে তাঁর কেবল একটিমাত্র কন্যা ছিল, কিন্তু তিনি দীর্ঘজীবী হলেন এবং আল্লাহ তাঁকে অনেক সন্তান দান করলেন: সতেরো জন পুত্র এবং বারো জন কন্যা।

তিনি বললেন: ((হয়তো তোমাকে পেছনে রেখে দেওয়া হবে)) ((যাতে তোমার মাধ্যমে কিছু সম্প্রদায় উপকৃত হয় এবং অন্যেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়))। আর বাস্তবে তাই ঘটেছিল। কেননা সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বেঁচে থাকলেন এবং ইসলামী বিজয়ে তাঁর এক বিশাল ভূমিকা ছিল। তিনি মহান ও ঐতিহাসিক সব বিজয় সম্পন্ন করেছিলেন। ফলে তাঁর মাধ্যমে একদল লোক অর্থাৎ মুসলিমগণ উপকৃত হয়েছিলেন এবং অন্য দল অর্থাৎ কাফেররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ((হে আল্লাহ, আপনি আমার সাহাবীদের হিজরতকে পূর্ণতা দান করুন))। তিনি আল্লাহর কাছে তাঁর সাহাবীদের হিজরত পূর্ণ করার প্রার্থনা করেছিলেন, যা দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল:

প্রথম বিষয়টি হলো: ঈমানের ওপর তাঁদের অবিচল থাকা; কেননা মানুষ যখন ঈমানের ওপর অটল থাকে, তখন তার হিজরতও সার্থক ও অটুট থাকে।

والأمر الثاني: أن لا يرجع أحدهم منهم إلي مكة بعد أن خرج منها؛ مهاجراً إلي الله ورسوله.

لأنك إذا خرجت من البلد مهاجراً إلي الله ورسوله؛ فهو كالمال الذي تصدق به. يكون البلد مثل المال الذي تصدق به لا يمكن أن ترجع فيه. وهكذا كل شيء تركه الإنسان لله لا يرجع فيه.

ومن ذلك: ما وفق فيه كثير من الناس من إخراج التليفزيون من بيوتهم؛ توبة إلي الله، وابتعاداً عنه، وعما فيه من الشرور. فهؤلاء قالوا هل يمكن أن نعيده إلي البيت؟

نقول: لا، بعد أن أخرجتموه لله لا تعيدوه؛ لأن الإنسان إذا ترك شيئاً لله، وهجر شيئاً لله، فلا يعود فيه. ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن يمضي لأصحابه هجرتهم.

وقوله: ((ولا تردهم علي أعقابهم)) أي لا تجعلهم ينتكسون عن الإيمان فيرتدون علي أعقابهم؛ لأن الكفر تأخر، والإيمان تقدم، وهذا على عكس ما يقوله الملحدون اليوم؛ حيث يصفون الإسلام بالرجعية، ويقولون إن التقدمية: أن ينسلخ الإنسان من الإسلام، وأن يكون علمانياً؛ يعني أنه لا يفرق بين الإيمان والكفر - والعياذ بالله - ولا بين الفسوق والطاعة، فالإيمان هو التقدم في الحقيقة. المتقدمون هم المؤمنون، والتقدم يكون بالإيمان، والردة تكون نكوصاً إلي العقبين؛ كما قال النبي _ عليه الصلاة والسلام هنا: ((ولا تردهم علي أعقابهم)).

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো: তাদের কেউ যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করে মক্কা থেকে বের হওয়ার পর পুনরায় সেখানে ফিরে না যায়।

কারণ, যখন আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে কোনো দেশ থেকে হিজরত করে বেরিয়ে যান, তখন তা সেই সম্পদের মতো যা আপনি সদকা করেছেন। সেই দেশটি তখন এমন সম্পদের ন্যায় হয়ে যায় যা দান করা হয়েছে, যাতে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।

অনুরূপভাবে, মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যা কিছু ত্যাগ করে, সেটিতে সে আর পুনরায় ফিরে যায় না।

এরই অন্তর্ভুক্ত হলো: আল্লাহর কাছে তওবা করে এবং এর মধ্যকার যাবতীয় অনিষ্টতা থেকে দূরে থাকার উদ্দেশ্যে অনেক মানুষ তাদের ঘর থেকে টেলিভিশন বের করে দেওয়ার যে তাওফিক লাভ করেছেন। অতঃপর তারা জিজ্ঞেস করেন, আমরা কি এটি পুনরায় ঘরে ফিরিয়ে আনতে পারি?

আমরা বলি: না, যখন আল্লাহর জন্য এটি বের করে দিয়েছেন, তখন তা আর ফিরিয়ে আনবেন না। কারণ মানুষ যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো কিছু ত্যাগ বা বর্জন করে, তখন সে আর তাতে ফিরে যায় না। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যেন তিনি তাঁর সাহাবীদের হিজরতকে বলবৎ ও পূর্ণতা দান করেন।

এবং তাঁর বাণী: "আর আপনি তাদেরকে পেছনের দিকে ফিরিয়ে দেবেন না"—এর অর্থ হলো, আপনি তাদের ঈমান থেকে বিচ্যুত করবেন না যাতে তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পূর্বাবস্থায় ফিরে না যায়। কেননা কুফর হলো পশ্চাৎপদতা আর ঈমান হলো অগ্রগতি। এটি বর্তমান যুগের নাস্তিকদের বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত; তারা ইসলামকে পশ্চাৎপদতা হিসেবে অভিহিত করে এবং বলে যে প্রগতিশীলতা হলো ইসলাম থেকে বিচ্যুত হওয়া এবং ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া।

অর্থাৎ—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—ঈমান ও কুফরের মধ্যে এবং পাপাচার ও আনুগত্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য না করা। অথচ প্রকৃতপক্ষে ঈমানই হলো প্রকৃত অগ্রগতি।

মুমিনগণই হলেন প্রকৃত অগ্রগামী, আর অগ্রগতি অর্জিত হয় ঈমানের মাধ্যমে। পক্ষান্তরে ধর্মত্যাগ বা বিচ্যুতি হলো পশ্চাৎপসারণ; যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে বলেছেন: "আর আপনি তাদেরকে পেছনের দিকে ফিরিয়ে দেবেন না।"

وفي هذا الحديث من الفوائد عظيمة كثيرة!!
منها: أن من هدي الرسول صلي الله عليه وسلم عيادة المريض، لأنه عاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفي عيادة المريض فوائد للعائد وفوائد للمعود.
أما العائد فإنه يؤدي حق أخيه المسلم؛ لأن من حق أخيك المسلم أن تعود إذا مرض.

ومنها: أن الإنسان إذا عاد المريض فإنه لا يزال في مخرفة الجنة، يعني يجني ثمار الجنة حتى يعود.

ومنها: أن في ذلك تذكيراً للعائد بنعمة الله عليه بالصحة، لأنه إذا رأى هذا المريض، ورأى ما هو فيه من المرض، ثم رجع إلي نفسه، ورأى ما فيها من الصحة والعافية عرف قدر نعمة الله عليه بهذه العافية؛ لأن الشيء إنما يعرف بضده.
ومنها: أن فيها جلباً للمودة والمحبة، فإن الإنسان إذا عاد المريض صارت هذه العيادة في قلب المريض دائماً، يتذكرها، وكلما ذكرها أحب الذي يعود، وهذا يظهر كثيراً فيها إذا برأ المريض، وحصلت منه ملاقة لك تجده يتشكر منك، وتجد أن قلبه ينشرح بهذا الشيء.

أما المعود: فإن له فيها فائدة أيضاً، لأنها تؤنسه، وتشرح صدره، ويزول عنه ما فيه من الهم والغم والمرض. وربما يكون العائد موقفاً يذكره بالخير والتوبة والوصية؛ إذا كان يريد أن يوصي بشيء عليه من الديون وغيرها، فيكون في ذلك فائدة كبيرة للمعود.

ولهذا قال العلماء: ينبغي لمن عاد المريض أن ينفس له في أجله؛ أي

এই হাদীসের মধ্যে অনেক মহান ও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিহিত রয়েছে!!

তার মধ্যে একটি হলো: অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ বা আদর্শের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তিনি সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে দেখতে গিয়েছিলেন। আর রোগী পরিদর্শনে দর্শনকারী এবং রোগী—উভয়ের জন্যই অনেক উপকারিতা রয়েছে।

দর্শনকারীর ক্ষেত্রে উপকার এই যে, সে তার মুসলিম ভাইয়ের অধিকার আদায় করে; কারণ তোমার মুসলিম ভাই অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া তার একটি অধিকার।

আরেকটি শিক্ষা হলো: কোনো ব্যক্তি যতক্ষণ রোগীকে দেখতে থাকে, ততক্ষণ সে জান্নাতের ফল বাগানে অবস্থান করে। অর্থাৎ, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত জান্নাতের ফল আহরণ করতে থাকে।

অন্য একটি দিক হলো: এটি দর্শনকারীকে তার নিজের স্বাস্থ্যের ওপর আল্লাহর নেয়ামত সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়। কেননা সে যখন এই অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখে এবং তার কষ্টের অবস্থা প্রত্যক্ষ করে, এরপর নিজের সুস্থতা ও নিরাপত্তার দিকে তাকায়, তখন সে তার প্রতি আল্লাহর এই সুস্থতার নেয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে। কারণ প্রতিটি জিনিসের মাহাত্ম্য তার বিপরীত অবস্থার মাধ্যমেই স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

এর মাধ্যমে সম্প্রীতি ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। কেননা কোনো ব্যক্তি যখন রোগীকে দেখতে যায়, তখন এই সাক্ষাৎ রোগীর অন্তরে চিরস্থায়ী প্রভাব ফেলে এবং সে তা সর্বদা স্মরণ রাখে। যখনই সে তা মনে করে, তখন যে তাকে দেখতে এসেছিল তার প্রতি তার ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। এটি বিশেষভাবে তখনই প্রকাশ পায় যখন রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে এবং তোমার সাথে তার সাক্ষাৎ হয়; তখন তাকে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে দেখবে এবং অনুভব করবে যে তার অন্তর এই কারণে অত্যন্ত প্রফুল্ল হয়েছে।

রোগীর ক্ষেত্রেও এতে প্রভূত কল্যাণ রয়েছে। কারণ এটি তাকে মানসিকভাবে আশ্বস্ত করে, তার মনকে প্রফুল্ল করে এবং তার ভেতরের দুশ্চিন্তা, দুঃখ ও অসুস্থতার গ্লানি দূর করে দেয়। সম্ভবত দর্শনকারী ব্যক্তি তাকে পুণ্য কাজ, তওবা এবং অসিয়ত করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার তাওফিকপ্রাপ্ত হতে পারেন; যদি তার কোনো ঋণ বা অন্য কিছু অসিয়ত করার প্রয়োজন থাকে। এটি রোগীর জন্য একটি বড় পাওয়া হতে পারে।

এই কারণেই ওলামায়ে কেরাম বলেছেন: রোগীর সাক্ষাৎপ্রার্থীর উচিত রোগীকে তার হায়াত বা দীর্ঘায়ু হওয়ার ব্যাপারে আশ্বস্ত করা; অর্থাৎ—

يفرحه يقول: ما شاء الله، أنت اليوم في خير وما أشبهه، وليس لأزماً أن يقول له: أنت طيب مثلاً؛ لأنه قد يكون اشد مرضاً من أمس، لكن يقول أنت اليوم في خير، لأن المؤمن كل أمره خير، إن أصابه ضراء فهو في خير، وإن أصابه سراء فهو في خير، فيقول: اليوم أنت بخير والحمد لله، وما أشبه ذلك مما يدخل عليه السرور. والاجل محتوم، إن كان هذا المرض أجله مات، وإن كان بقي له شيء من الدنيا بقي.

وينبغي أيضاً أن يذكره التوبة، لكن لا يقول له ذلك بصفة مباشرة؛ لأنه ربما ينزعج، ويقول في نفسه لو أن مرضي غير خطير ما ذكرني بالتوبة. لكن يبدأ بذكر الآيات والأحاديث التي فيها الثناء على التائبين ما يتذكر به المريض، وينبغي كذلك أن يذكره الوصية، لا يقول له: أوص فإن أجلك قريب، لو قال هكذا انزعج. بل مثلاً: يذكره بقصص واردة عليه، يقول مثلاً فلان كان عليه دين، وكان رجلاً حازماً، وكان يوصي أهله بقضاء دينه، وما أشبه ذلك.. من الكلمات التي لا ينزعج بها.

قال أهل العلم: ينبغي أيضاً إذا راي منه تشوفاً إلي أن يقرأ عليه؛ فينبغي أن يقرأ عليه، ينفث عليه بما ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم. مثل قوله: ((أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً)) ومثل قوله: ((ربنا الله الذي في السماء

তাকে আনন্দিত করার জন্য বলবে: "মা-শা-আল্লাহ, আজ আপনি কল্যাণকর অবস্থায় আছেন" বা এই জাতীয় কিছু। তার জন্য এটি বলা আবশ্যিক নয় যে: "আপনি সুস্থ আছেন," উদাহরণস্বরূপ; কারণ হতে পারে সে গতকালের চেয়ে আজ বেশি অসুস্থ। বরং সে বলবে, "আজ

আপনি কল্যাণের মাঝে আছেন," কারণ মুমিনের প্রতিটি বিষয়ই কল্যাণময়; যদি তাকে কোনো বিপদ স্পর্শ করে তবে সেটি তার জন্য কল্যাণ, আর যদি সুখ স্পর্শ করে তবে সেটিও তার জন্য কল্যাণ। তাই সে বলবে: "আজ আপনি ভালো আছেন, আলহামদুলিল্লাহ," এবং এমন কথা বলবে যা তার মনে আনন্দ দেয়।

মৃত্যুর সময় সুনির্ধারিত; এই অসুস্থতাই যদি তার নির্ধারিত সময় হয় তবে সে মারা যাবে, আর যদি দুনিয়াতে তার আয়ু কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে সে বেঁচে থাকবে।

তাকে তাওবার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াও উচিত, তবে সরাসরি বলবে না; কারণ এতে সে হয়তো উদ্ভিগ্ন হতে পারে এবং মনে মনে বলতে পারে, "যদি আমার রোগটি গুরুতর না হতো তবে সে আমাকে তাওবার কথা স্মরণ করিয়ে দিত না।"

বরং এমন আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করা শুরু করবে যাতে তওবাকারীদের প্রশংসা রয়েছে, যার মাধ্যমে রোগী বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে। একইভাবে তাকে অসিয়ত বা অস্তিম ইচ্ছার কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত। তাকে এমন বলবে না: "অসিয়ত করুন কারণ আপনার শেষ সময় ঘনি়ে এসেছে," যদি সে এমনটি বলে তবে রোগী বিচলিত হবে। বরং

উদাহরণস্বরূপ: তার সামনে প্রাসঙ্গিক কিছু ঘটনা উল্লেখ করবে। যেমন বলবে: "অমুক ব্যক্তির ঋণ ছিল, তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি তার পরিবারকে ঋণ পরিশোধের অসিয়ত করতেন," এবং এমন শব্দ ব্যবহার করবে যাতে সে বিচলিত না হয়।

আলেমগণ বলেন: যদি দেখা যায় যে রোগী চায় তার ওপর কিছু পাঠ করা হোক (রুকইয়াহ), তবে তার ওপর পাঠ করা উচিত এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত দোয়াগুলো পড়ে তার ওপর ফুঁ দেওয়া উচিত।

যেমন তাঁর বাণী: "হে মানুষের প্রতিপালক! আপনি কষ্ট দূর করে দিন এবং আরোগ্য দান করুন, আপনিই আরোগ্যদানকারী। আপনার দানকৃত আরোগ্য ব্যতীত অন্য কোনো আরোগ্য নেই, এমন আরোগ্য যা কোনো ব্যাধি অবশিষ্ট রাখে না।" এবং তাঁর বাণী: "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আসমানে রয়েছেন..."

تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، فأجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطيانا أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ)) أو يقرأ عليه بسورة الفاتحة؛ لأن سورة الفاتحة رقية يقرأ بها علي المرضي، وعلي الذين لدغتهم العقرب، أو الحية، أو ما أشبه ذلك، فمتي راي العائد من المريض أنه يحب ان يقرأ عليه فليقرأ لئلا يلجئ المريض علي طلب القراءة، لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ((رأيت مع أمتي سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب)) وقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوؤن ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون))
فقلوه: ((لا يسترقون)) أي: لا يطلبون أحداً يقرأ عليهم، فأنت إذا رأيته يتشوق لتقرأ عليه، اقرأ عليه، لئلا تحرجه إلي طلب القراءة.

আপনার নাম পবিত্র হোক, আকাশে ও পৃথিবীতে আপনারই কর্তৃত্ব যেমন আকাশে আপনার রহমত রয়েছে, তেমনি পৃথিবীতেও আপনার রহমত দান করুন। আমাদের পাপ ও অপরাধসমূহ ক্ষমা করুন, আপনিই পুণ্যবানদের প্রতিপালক। আপনার পক্ষ থেকে বিশেষ রহমত এবং আপনার আরোগ্যভাণ্ডার থেকে বিশেষ নিরাময় এই ব্যথার ওপর অবতীর্ণ করুন যেন তা সুস্থ হয়ে যায়। অথবা তার ওপর সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করা হবে; কারণ সূরা আল-ফাতিহা হলো একটি রুকইয়াহ (ঝাড়ফুঁক) যা অসুস্থদের ওপর এবং যাদেরকে বিছু বা সাপ দংশন করেছে অথবা এই জাতীয় সমস্যায় আক্রান্তদের ওপর পাঠ করা হয়। সুতরাং রোগীকে দেখতে আসা ব্যক্তি যদি অনুভব করেন যে রোগী তার ওপর তিলাওয়াত করা পছন্দ করছেন, তবে তার উচিত পাঠ করা, যাতে রোগীকে পাঠের জন্য অনুরোধ করতে বাধ্য হতে না হয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমি আমার উম্মতের সাথে সত্তর হাজার ব্যক্তিকে দেখেছি যারা হিসাব ও শাস্তি ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে।" তিনি আরও বলেছেন: "তারা হলো ঐ সকল ব্যক্তি যারা অন্যের কাছে রুকইয়াহ প্রার্থনা করে না, আগুনের ছাঁকা দিয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করে না, অশুভ লক্ষণ মানে না এবং তারা তাদের প্রতিপালকের ওপরই ভরসা রাখে।"

সুতরাং তাঁর বাণী: "তারা রুকইয়াহ প্রার্থনা করে না" এর অর্থ হলো: তারা নিজের ওপর পাঠ করার জন্য কারো কাছে আবেদন করে না। অতএব, আপনি যখন দেখবেন যে রোগী তার ওপর পাঠ করার আকাঙ্ক্ষা করছে, তখন আপনি নিজেই পাঠ করুন, যাতে তাকে পাঠ করার অনুরোধ জানানোর বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে না হয়।

(ص: 51) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

كذلك أيضاً إذا رأيت أن المريض يحب أن تطيل المقام عنده، فأطل المقام؛ فأنت على خير وعلي أجر، فأطل المقام عنده، وأدخل عليه السرور، ربما يكون في دخول السرور على قلبه سبباً لشفائه؛ لأن سرور المريض وانسراح صدره من أكبر أسباب الشفاء، فإذا رايت أنه يحبك تبقي فأبق عنده، وأطل الجلوس عنده حتى تعرف أنه قد مل.

أما إذا رأيت ان المريض متكلف ولا يحب أنك تبقي، أو يحب أن تذهب عنه حتى يحضر أهله ويأنس بهم فلا تتأخر، اسأل عن حاله ثم انصرف. ومن فوائده: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً؛ لأن الله تعالى: (ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ) (مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ) (وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ) (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ) (القلم: 4/1). فأعظم الناس خلقاً وأحسن الناس خلقاً رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يعود أصحابه، ويزورهم، ويسلم عليهم، حتى إنه يمر بالصبيان الصغار فيسلم عليهم، صلوات الله وسلامه عليه.

ومن فوائد هذا الحديث: انه ينبغي للإنسان مشاورة أهل العلم، لأن سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يتصدق بشيء من ماله، فقال: يا رسول الله: ((إني ذو مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلاثي مالي؟ قال: لا...)) الحديث.

ففيه استشارة أهل العلم والرأي، وكل إنسان بحسبهن فمثلاً إذا كنت تريد أن تقدم على شيء من أمور الدين، فشاوِر أهل العلم؛ لنهم أعلم بأمور الدين من غيرهم، إذا أردت أن تشتري بيتاً فشاوِر أصحاب المكاتب

একইভাবে, আপনি যদি দেখেন যে অসুস্থ ব্যক্তি আপনার দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করা পছন্দ করছেন, তবে অবস্থান দীর্ঘ করুন; কেননা আপনি কল্যাণের ওপর রয়েছেন এবং পুণ্য লাভ করছেন। সুতরাং তার নিকট দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করুন এবং তাকে আনন্দিত করুন। সম্ভবত তার হৃদয়ে প্রফুল্লতা আনয়নই তার আরোগ্যের কারণ হবে; কারণ অসুস্থ ব্যক্তির আনন্দিত হওয়া এবং চিন্তের প্রশস্ততা আরোগ্যের অন্যতম বড় কারণ। অতএব আপনি যদি দেখেন যে তিনি আপনার অবস্থান কামনা করছেন, তবে তার কাছে অবস্থান করুন এবং যতক্ষণ না বুঝতে পারেন যে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, ততক্ষণ সেখানে আপনার বসা দীর্ঘায়িত করুন।

পক্ষান্তরে যদি দেখেন যে অসুস্থ ব্যক্তি অস্বস্তিবোধ করছেন এবং আপনার অবস্থান পছন্দ করছেন না, অথবা তিনি চাইছেন যে আপনি চলে যান যাতে তার পরিজনরা আসতে পারে এবং তিনি তাদের সান্নিধ্যে স্বস্তি পেতে পারেন, তবে বিলম্ব করবেন না। তার অবস্থার খোঁজ নিন এবং এরপর বিদায় নিন।

এর অন্যতম শিক্ষা হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তম চরিত্র। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চরিত্রের দিক থেকে মানুষের মাঝে সর্বোত্তম ছিলেন; কারণ মহান আল্লাহ বলেন: (নূন। শপথ কলমের এবং তারা যা লিপিবদ্ধ করে তার) (আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে আপনি উন্মাদ নন) (আর আপনার জন্য অবশ্যই রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার) (এবং নিশ্চয়ই আপনি সুমহান চরিত্রের অধিকারী) (সূরা আল-কলম: ১-৪)। সুতরাং মানুষের মধ্যে চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

এ কারণেই তিনি তাঁর সাহাবীগণের খোঁজখবর নিতেন, তাঁদের বাড়িতে যেতেন এবং তাঁদের সালাম দিতেন; এমনকি তিনি ছোট শিশুদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ও তাদের সালাম দিতেন—তাঁর ওপর আল্লাহর দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক।

এই হাদীসের অন্যতম শিক্ষা হলো: মানুষের উচিত বিজ্ঞ আলিমদের সাথে পরামর্শ করা। কেননা সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন তাঁর সম্পদের কিছু অংশ সদকা করতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরামর্শ চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আমার অনেক সম্পদ রয়েছে আর আমার এক কন্যা ব্যতীত কোনো উত্তরাধিকারী নেই; আমি কি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ সদকা করে দেব? তিনি বললেন: না ..." (হাদীসের অবশিষ্টাংশ)।

এতে বিজ্ঞ আলিম ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করার গুরুত্ব নিহিত রয়েছে। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ নিজ ক্ষেত্র অনুযায়ী পরামর্শ দেবে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি দ্বীনি কোনো বিষয়ে অগ্রসর হতে চান, তবে আলিমদের সাথে পরামর্শ করুন; কারণ তারা অন্যদের তুলনায় দ্বীনি বিষয়ে অধিক অভিজ্ঞ। আর যদি আপনি একটি ঘর ক্রয় করতে চান, তবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের (বা রিয়েল এস্টেট অফিসের) ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করুন।

(ص: 52) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

العقارية، إذا أردت أن تشتري سيارة فاستشر المهندسين في السيارات وهكذا. ولهذا يقال: ((ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار)). والإنسان بلا شك لا ينبغي له أن يكمل نفسه. من ادعي الكمال لنفسه فهو الناقص، بل لابد أن يراجع خصوصاً في الأمور الهامة التي تتعلق بمسائل الأمة؛ فإن الإنسان قد يحمله الحما والعاطفة على فعل شيء هو في نفسه حق ولا بأس به، لكن التحدث عنه قد يكون غير مصيب إما في الزمان، أو في المكان أو في الحال.

ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم؛ خوفاً من الفتنة. فقال لعائشة رضي الله عنها: ((لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ولجعلت بابين باباً يدخل منه الناس، وباباً يخرجون منه)).

من أجل أن يتمكن الناس من دخول بيت الله عز وجل، لكن ترك ذلك خوف الفتنة مع كونه مصحلة!!

بل أعظم من ذلك أن الله تعالى نهى أن نسب آلهة المشركين، مع أن آلهة المشركين جديرة بأن تسب وتعاب وينفر منها، لكن لما كان سبها يؤدي إلي سب الرب العظيم المنزه عن كل عيب ونقص، قال الله عز

রিয়েল এস্টেট বা স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়; যদি আপনি একটি গাড়ি কিনতে চান তবে গাড়ি প্রকৌশলীদের পরামর্শ নিন এবং এভাবেই অন্যান্য ক্ষেত্রেও।

এ কারণেই বলা হয়: "যে ইস্তিখারা করে সে ব্যর্থ হয় না, আর যে পরামর্শ করে সে অনুতপ্ত হয় না।"

আর নিঃসন্দেহে মানুষের নিজের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা দাবি করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি নিজের পূর্ণতা দাবি করে সে মূলত অপূর্ণ; বরং বিশেষ করে উম্মাহর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে অন্যদের সাথে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা আবশ্যিক। কেননা মানুষ অনেক সময় আবেগ ও উদ্দীপনার বশবর্তী হয়ে এমন কোনো কাজ করতে চায় যা মূলত সঠিক এবং যাতে কোনো দোষ নেই, কিন্তু সে বিষয়ে কথা বলা বা পদক্ষেপ নেওয়া সময়, স্থান অথবা পরিস্থিতির বিচারে সঠিক না-ও হতে পারে।

এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিতনার আশঙ্কায় কাবা ঘরকে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভিত্তির ওপর পুনর্নির্মাণ করা থেকে বিরত থাকেন। তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলেছিলেন: "যদি তোমার সম্প্রদায় কুফরী থেকে নতুন (ইসলামে) না আসত, তবে আমি অবশ্যই কাবাকে ইবরাহীমের ভিত্তির ওপর নির্মাণ করতাম এবং এতে দুটি দরজা স্থাপন করতাম—একটি মানুষের প্রবেশের জন্য এবং অন্যটি বের হওয়ার জন্য।"

যাতে করে মানুষ মহান আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়; কিন্তু এটি জনকল্যাণকর কাজ হওয়া সত্ত্বেও ফিতনার ভয়ে তিনি তা বর্জন করেন!!

বরং এর চেয়েও বড় দৃষ্টান্ত হলো, আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের উপাস্যদের গালি দিতে নিষেধ করেছেন। যদিও মুশরিকদের উপাস্যগুলো গালি ও নিন্দার যোগ্য এবং সেগুলো থেকে মানুষের দূরে থাকাই কাম্য, কিন্তু যেহেতু তাদের গালি দেওয়া সেই মহান প্রতিপালককে গালি দেওয়ার কারণ হতে পারে যিনি সকল প্রকার দোষ ও ত্রুটি থেকে পবিত্র, তাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন...

(ص: 53) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وَجَل: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَلَيْهِمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (الأنعام: 108)
فَالْبِهِمْ إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يَكُونُ حَسَنًا فِي حَدِّ ذَاتِهِ وَفِي مَوْضُوعِهِ،
لَكِنْ لَا يَكُونُ حَسَنًا، وَلَا يَكُونُ مِنَ الْحِكْمَةِ، لَا مِنَ الْعَقْلِ، وَلَا مِنَ النَّصِيحِ، وَلَا مِنَ
الْأَمَانَةِ أَنْ يَذْكَرَ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ، أَوْ فِي مَكَانٍ مِنَ الْأَمَاكِنِ، أَوْ فِي حَالٍ مِنَ
الْأَحْوَالِ، وَإِنْ كَانَ هُوَ فِي نَفْسِهِ حَقًّا وَصَدَقًا وَحَقِيقَةً وَاقِعَةً، وَمَنْ ثَمَّ كَانَ يَنْبَغِي
لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَسْتَشِيرَ ذَوِي الْعِلْمِ وَالرَّأْيِ وَالنَّصِيحِ فِي الْأَمْرِ قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ عَلَيْهِ، حَتَّى
لَا يَكُونَ لَدَيْهِ بَرَهَانٌ، لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ لِأَشْرَفِ خَلْقِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَسْدِهِمْ رَأْيًا،
وَأَبْلَغِهِمْ نَصْحًا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) (آل عمران: من الآية 159) .

هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أسد الناس رأياً، وأرجهم عقلاً، وأبلغهم نصحاً صلوات الله وسلامه عليه.

والإنسان ربماً تأخذه العطفة فيندفع، ويقول: هذا الله، هذا أنا أفعله، ستصدع بالحقن سأقول: سوف لا تأخذني في الله لومة لائم وما أشبه ذلك من الكلام، ثم تكون العاقبة وخيبة، ثم إن الغالب أن الذي يحكم العاطفة، ويتبع العاطفة، ولا ينظر للعواقب، ولا للنتائج، ولا يقارن بين الأمور، الغالب أنه يحصل علي يديه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، مع أن نيته طيبة، وقصده حسن، لكن لم يحسن أن يتصرف، لأن هناك فرقاً بين حسن النية وحسن التصرف، قد يكون الإنسان حسن

মহান ও মহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন: "আর তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করে, তাদেরকে তোমরা গালি দিও না; ফলে তারা অজ্ঞতাবশত সীমালঙ্ঘন করে আল্লাহকে গালি দেবে। এভাবেই আমি প্রত্যেক জাতির কাছে তাদের কাজকে শোভনীয় করে দিয়েছি; অতঃপর তাদের রবের কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন। তখন তিনি তাদের জানিয়ে দেবেন যা তারা করত।" (সূরা আল-আন'আম: ১০৮)। মূল কথা হলো, আমাদের এটি জানা প্রয়োজন যে, কোনো বিষয় আপন সত্তায় এবং তার নিজ প্রেক্ষাপটে ভালো হতে পারে, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট সময়ে, স্থানে অথবা পরিস্থিতিতে তা উল্লেখ করা কল্যাণকর, প্রজ্ঞাপূর্ণ, যুক্তিসঙ্গত, হিতাকাজী বা আমানতদারিতামূলক কাজ না-ও হতে পারে—যদিও তা স্বয়ং একটি অনস্বীকার্য সত্য এবং বাস্তব ঘটনা হয়ে থাকে। এই কারণেই কোনো কাজে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে সে বিষয়ে অভিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ এবং হিতাকাজীদের সাথে পরামর্শ করা মানুষের জন্য আবশ্যিক, যাতে তার পদক্ষেপটি ভিত্তিহীন না হয়। কারণ আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাধিক সঠিক চিন্তার অধিকারী এবং সর্বোত্তম হিতাকাজী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন: "সুতরাং আপনি তাদের ক্ষমা করুন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন আপনি দৃঢ় সংকল্প করবেন তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করুন।" (সূরা আলে-ইমরান: ১৫৯ আয়াতের অংশবিশেষ)।

ইনি হলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সঠিক মতের অধিকারী, সর্বাধিক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন এবং সর্বোত্তম হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন; তাঁর ওপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক।

মানুষ অনেক সময় আবেগের বশবর্তী হয়ে তাড়াহুড়ো করে এবং বলে: "এটি আল্লাহর জন্য, এটি আমি করব, সত্য প্রকাশ করব, আল্লাহর পথে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে আমি পরোয়া করি না"—এবং এজাতীয় কথা। কিন্তু পরিণামে এর ফল হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। প্রকৃতপক্ষে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়, আবেগের অনুসরণ করে, পরিণতির কথা চিন্তা করে না, ফলাফলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না এবং বিষয়গুলোর মধ্যে তুলনা করে না; তার মাধ্যমে সাধারণত এমন সব বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় যা মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না। অথচ তার নিয়ত ছিল ভালো এবং উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, কিন্তু তার কর্মপদ্ধতি বা পরিচালনা সঠিক ছিল না। কেননা সদিচ্ছা এবং সঠিক কর্মপদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কোনো মানুষ হয়তো সৎ...

(ص: 54) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

النية، لكنه سيء التصرف، وقد يكون سيء النية، والغالب أن سيء النية يكون سيء التصرف، لكن مع ذلك: قد يحسن التصرف لينال غرضه السيء.

فالإنسان يحمد على حسن نيته، لكن قد لا يحمد على سوء فعله، إلا أنه إذا علم منه أنه معروف بالنصح والإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعذر بسوء تصرفه، ويلتمس له العذر، ولا ينبغي أيضاً أن يتخذ من فعله هذا، الذي لم يكن موافقاً للحكمة- لا ينبغي، بل لا يجوز - أن يتخذ منه قدح في هذا المتصرف، وأن يحمل ما لا يتحمله، ولكن يعذر ويبين له وينصح ويرشد، ويقال: يا أخي هذا

كلامك، أو فعلك حسن طيب وصواب في نفسه، لكنه غير صواب في نحله أو في زمانه، أو في مكانه.

المهم أن في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إشارة إلي أنه ينبغي للإنسان أن يستشير من هو أكمل منه رأياً، وأكثر منه علماً. وفيه أيضاً من الفوائد: أنه ينبغي للمستشير أن يذكر الأمر على ما هو عليه حقيقة، وأسبابه، وموانعه وجميع ما يتعلق به، حتى يتبين للمستشار حقيقة الأمر، ويبني مشورته على هذه الحقيقة، ولهذا قال سعد: ((إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة)) فقله: ((إني ذو مال)) بيان لسبب العطية التي يريد أن يعطيها ((ولا يرثني إلا ابنة لي)) بيان لانتفاء المانع، يعني لا مانع من أن أعطي كثيراً لانتفاء الوارث.

والمستشار، عليه أن يتقي الله عز وجل فيما أشار فيه، وأن لا تأخذه العطفة في مراعاة المستشير؛ لأن بعض الناس إذا استشاره

নিয়ত, তবে সে অসংগত আচরণকারী হতে পারে। আবার কখনো নিয়তও মন্দ হতে পারে, আর সাধারণত যার নিয়ত মন্দ হয় তার আচরণও মন্দ হয়ে থাকে। তবে তা সত্ত্বেও: কখনো কেউ তার অসং উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য সুন্দর আচরণ করতে পারে।

সুতরাং মানুষ তার উত্তম নিয়তের জন্য প্রশংসিত হয়, কিন্তু তার মন্দ কার্যের জন্য প্রশংসিত হয় না। তবে যদি কারো সম্পর্কে এটি জানা থাকে যে, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুযায়ী নসিহত ও দিকনির্দেশনার জন্য সুপরিচিত, তবে তার অসংগত আচরণের জন্য তাকে ক্ষমা করা হবে এবং তার জন্য ওজর তলাশ করা হবে। তার এই কাজ—যা প্রজ্ঞার সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল না—সেটিকে ওই ব্যক্তির প্রতি কটাক্ষ করার মাধ্যম বানানো উচিত নয়, বরং তা জায়েজও নয়। তাকে এমন ভার দেওয়া যাবে না যা বহনে সে সক্ষম নয়, বরং তাকে ছাড় দিতে হবে, বিষয়টি বুঝিয়ে বলতে হবে এবং নসিহত ও সঠিক পথের দিশা দিতে হবে। তাকে বলতে হবে: হে ভাই! তোমার এই কথা বা কাজ মূলত ভালো ও সঠিক, কিন্তু এর প্রয়োগের পদ্ধতি অথবা সময় কিংবা স্থানের প্রেক্ষাপটে তা সঠিক নয়।

সারকথা হলো, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদিসে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের উচিত এমন ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করা যার বিচারবুদ্ধি তার চেয়ে অধিক পরিপক্ব এবং জ্ঞান তার চেয়ে অধিক।

এতে আরও যে সকল ফায়দা রয়েছে তা হলো: পরামর্শপ্রার্থীর উচিত বিষয়টি ঠিক যেভাবে আছে সেভাবেই বাস্তব সত্য, এর কারণসমূহ, প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট সবকিছু সবিস্তারে উল্লেখ করা, যাতে পরামর্শদাতার নিকট প্রকৃত বিষয়টি স্পষ্ট হয় এবং তিনি সেই বাস্তবতার ভিত্তিতেই তার পরামর্শ প্রদান করতে পারেন। একারণেই সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন: "নিশ্চয়ই আমি সম্পদশালী আর আমার কেবল একটি কন্যা ছাড়া কোনো উত্তরাধিকারী নেই।" এখানে তার কথা: "নিশ্চয়ই আমি সম্পদশালী" হলো সেই দানের কারণের বর্ণনা যা তিনি দিতে চেয়েছিলেন। আর "আমার কেবল একটি কন্যা ছাড়া কোনো উত্তরাধিকারী নেই" হলো কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকার বর্ণনা; অর্থাৎ উত্তরাধিকারী না থাকার কারণে আমার অধিক পরিমাণে দান করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই।

আর পরামর্শদাতার কর্তব্য হলো যে বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হয়েছে সে ক্ষেত্রে আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লাকে ভয় করা এবং পরামর্শপ্রার্থীর প্রতি নিছক অনুরাগের বশবর্তী না হওয়া; কারণ কিছু মানুষ যখন তাদের কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়...

(ص: 55) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الشخص؛ ورأي أنه يسيل إلي أحد الأمرين، أو أحد الرأيين ذهب يشير عليه به. ويقول: أنا أحب أن أوافق الذي يري أنه يناسبه؛ وهذا خطأ عظيم، بل خيانة. والواجب إذا استشار: أن تقول له ما تري أنه حق، وأنه نافع، سواء أرضاه أم لم يرضه، وأنت إذا فعلت هذا كنت ناصحاً وأديت ما عليك، ثم إن أخذ هـ، وراي أنه

صواب قذاك، وإن لم يأخذ به فقد برئت ذمتك، بل خيانة، مع أنك ربما تستنتج شيئاً خطأ، قد تستنتج أنه يريد كذا، وهو لا يريد، فتكون خسراناً من وجهين: الوجه الأول: من جهة الفهم السيء. الوجه الثاني: من جهة القصد السيء. وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام ((لا)) دليل علي أنه لا حرج أن يستعمل الإنسان كلمة ((لا)) وليس فيها شيء.

فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل كلمة ((لا)) ومن ذلك أن جابراً رضي الله عنه لمأ أعيأ جملة ولحقه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه راعي أمته- أنه يمشي في الآخر، لا يمشي قدامهم؛ بل يمشي وراءهم، لأجل أنه إذا احتاج أحد إلي شيء؛ يساعده عليه الصلاة والسلام، فأنظر إلي التواضع وحسن الرعاية.

((لحق جابراً - وكان جملة قد اعيأ - لا يمشي _ فضرب النبي صلى الله عليه وسلم

কোনো ব্যক্তি; আর দেখা গেল যে সে (পরামর্শদাতা) মনে করছে যে ওই ব্যক্তি কোনো একটি বিষয়ের দিকে অথবা দুটি মতের একটির প্রতি ঝুঁকে আছে, তখন সে তাকে সেই বিষয়েরই পরামর্শ দিতে লাগল।

আর সে বলে: আমি যা তার জন্য উপযোগী মনে হয়, তার সাথে একমত হওয়াই পছন্দ করি; অথচ এটি একটি মহা ভুল, বরং এটি একটি বিশ্বাসঘাতকতা। পরামর্শ চাইলে কর্তব্য হলো: তাকে তা-ই বলা যা আপনি সত্য এবং কল্যাণকর মনে করেন, চাই সেটি তাকে সন্তুষ্ট করুক বা না করুক। আর আপনি যখন এটি করবেন, তখন আপনি একজন প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে গণ্য হবেন এবং আপনার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন। এরপর সে যদি তা গ্রহণ করে এবং মনে করে যে এটিই সঠিক তবে তো উত্তম, আর যদি সে তা গ্রহণ না করে তবে আপনার জিম্মাদারি দায়মুক্ত হবে। এটি তো এক প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা, এছাড়া আপনি হয়তো ভুল কিছু অনুমান করে বসতে পারেন; হতে পারে আপনি এমন কিছু অনুমান করলেন যা সে চাচ্ছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে তা চাচ্ছে না, ফলে আপনি দুই দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন:

প্রথম দিক: ভুল উপলব্ধির কারণে।

দ্বিতীয় দিক: মন্দ উদ্দেশ্যের কারণে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ‘না’ বলার মধ্যে এই প্রমাণ রয়েছে যে, কোনো মানুষের ‘না’ শব্দটি ব্যবহার করায় কোনো দোষ নেই এবং এতে আপত্তির কিছু নেই।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ‘না’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন; এর একটি উদাহরণ হলো জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঘটনা—যখন তাঁর উট ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নিকট পৌঁছালেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অভ্যাস ছিল—যেহেতু তিনি তাঁর উম্মতের অভিভাবক—তিনি সবার শেষে চলতেন, সবার আগে চলতেন না; বরং তিনি তাঁদের পেছনে চলতেন, যেন কারো কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে সাহায্য করতে পারেন। অতএব, তাঁর বিনয় এবং উত্তম তত্ত্বাবধানের প্রতি লক্ষ্য করুন।

((তিনি জাবিরের নাগাল পেলেন—এমতাবস্থায় যে তাঁর উট ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল—সেটি আর চলছিল না—অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেটিকে আঘাত করলেন...

(ص: 56) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الجميل، ودعا له، وقال: ((بغنيه بأوقية)) فقال جابر: لا، ولم ينكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قوله ((لا)) والنبي عليه الصلاة والسلام هنا عند ما قال له سعد: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا إذن: فلا مانع من كلمة ((لا)) فإنها ليست سوء أدب وخلق، وكثير من الناس الآن يأنف أن يقول ((لا)) ويقول بدلاً عنها سلامتك، وهذا طيب أن تدعو له بالسلامة، لكن إذا قلت ((لا)) فلا عيب عليك.

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز للمريض مرضاً مخوفاً أن يعطي أكثر من الثلث إلا إذا أجازته الورثة؛ لأن الورثة تعلق حقهم بالمال لما مرض الرجل، فلا يجوز أن يعطي أكثر من الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الثلثين: لا، وفي النصف: لا، وقال: ((الثلث والثلث كثير)).

وفيه: دليل على أنه ينبغي أن يكون عطاؤه أقل من الثلث، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الثلث والثلث كثير)).

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز للإنسان إذا كان مريضاً مرضاً يخشى منه الموت أن يتبرع بأكثر من الثلث من ماله، لا صدقة، ولا مشاركة في بناء مساجد، ولا هبة، ولا غير ذلك. لا يزيد علي الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع سعد بن أبي وقاص أن يتصدق بها زاد عن الثلث.

উটটি, এবং তিনি তার জন্য দোয়া করলেন এবং বললেন: ((এটি আমার কাছে এক উকিয়া বিনিময়ে বিক্রি করো)) তখন জাবির বললেন: না, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার "না" বলাকে অপছন্দ করেননি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যখন সা'দ বললেন: আমি কি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ সদকা করব? তিনি বললেন: না। অতএব: "না" বলাতে কোনো বাধা নেই; কেননা এটি কোনো অভদ্রতা বা মন্দ আচরণ নয়। বর্তমানে অনেক মানুষ "না" বলতে সংকোচ বোধ করেন এবং এর পরিবর্তে বলেন "আপনার মঙ্গল হোক", আর কারো জন্য মঙ্গলের দোয়া করা ভালো বিষয়, তবে আপনি যদি "না" বলেন তবে আপনার কোনো দোষ হবে না।

হাদিসটির অন্যতম শিক্ষা হলো: কোনো ব্যক্তি মৃত্যুভীতি রয়েছে এমন রোগে আক্রান্ত হলে তার জন্য এক-তৃতীয়াংশের বেশি দান করা বৈধ নয়, যদি না উত্তরাধিকারীরা তা অনুমোদন করে; কারণ ব্যক্তি অসুস্থ হলে তার সম্পদে উত্তরাধিকারীদের অধিকার যুক্ত হয়। তাই এক-তৃতীয়াংশের বেশি দান করা জায়েজ নেই, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই-

তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রে বলেছেন: না, এবং অর্ধেকের ক্ষেত্রেও বলেছেন: না, এবং তিনি বলেছেন: ((এক-তৃতীয়াংশ, আর এক-তৃতীয়াংশও অনেক বেশি))।

আর এতে দলিল রয়েছে যে, দানে পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশ অপেক্ষা কম হওয়া উচিত, যেমনটি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন: মানুষ যদি এক-তৃতীয়াংশ থেকে কমিয়ে এক-চতুর্থাংশে নিয়ে আসত, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((এক-তৃতীয়াংশ, আর এক-তৃতীয়াংশও অনেক বেশি))।

হাদিসটির আরেকটি শিক্ষা হলো: কোনো মানুষ যখন এমন রোগে আক্রান্ত হন যাতে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে, তখন তার জন্য নিজের সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি দান করা বৈধ নয়; সেটা সদকা, মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণ, হেবা (উপহার) বা অন্য যাই হোক না কেন। তিনি এক-তৃতীয়াংশের বেশি বাড়াবেন না, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসকে এক-তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত সদকা করতে নিষেধ করেছেন।

(ص: 57) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

ومن فوائده: أنه ينبغي أن يغض من الثلث؛ يعني: الربع، الخمس، دون ذلك.. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى استحباب الغض من الثلث في قوله ((والثلث كثير))؛ وبهذا استدل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حيث قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الثلث والثلث كثير)).

والوصية كالعطية، فلا يجوز أن يوصي الإنسان بشيء من ماله بعد موته زائداً على الثلث، فليكن من الثلث فأقل.

والأفضل في الوصية أن تكون بخمس المال؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه قال: ارضي بما رضى الله لنفسه: الخمس، فأوصي بالخمس رضي الله عنه ومن ثم فقاؤنا- رحمهم الله: يسن أن يوصي بالخمس إن ترك مالا كثيراً. ومن فوائد هذا الحديث أنه: إذا كان مال الإنسان قليلاً، وكان ورثته فقراء؛ فالأفضل أن لا يوصي بشيء، لا قليل، ولا كثير؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة)) خلافاً لما يظنه بعض العوام أنه لابد من الوصية، فهذا خطأ، والإنسان الذي ماله قليل وورثته فقراء ليس عندهم مال، لا ينبغي له أن يوصي، الأفضل أن لا يوصي.

ويظن بعض العامة أنه لم يوص لم يكن له أجر، وليس كذلك، بل إذا ترك المال لورثته فهو مأجور في هذا، وإن كان الورثة سوف يرثونه قهراً، لكن إذا كان مسترشداً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله: ((إنك أن تذر ورثتك

এর একটি শিক্ষা হলো: এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে পরিমাণ কমিয়ে আনা উচিত; অর্থাৎ এক-চতুর্থাংশ, এক-পঞ্চমাংশ বা তারও কম। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর এই বাণীতে—"আর এক-তৃতীয়াংশও অনেক বেশি"—এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে কমানোর প্রতি উৎসাহিত করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এটি দ্বারাই দলিল পেশ করেছেন যখন তিনি বলেছিলেন: "মানুষ যদি এক-তৃতীয়াংশ থেকে কমিয়ে এক-চতুর্থাংশে নিয়ে আসত; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: এক-তৃতীয়াংশ, আর এক-তৃতীয়াংশও অনেক বেশি।"

ওসিয়ত হলো দানে মতো, তাই কোনো ব্যক্তির জন্য মৃত্যুর পর তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি ওসিয়ত করা জায়েয নয়। সুতরাং তা যেন এক-তৃতীয়াংশ বা তার কম হয়। ওসিয়তের ক্ষেত্রে উত্তম হলো সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করা; কারণ আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছিলেন: "আল্লাহ তাআলা নিজের জন্য যা পছন্দ করেছেন (অর্থাৎ গণিমতের এক-পঞ্চমাংশ), আমিও তাতে সন্তুষ্ট।" তাই তিনি এক-পঞ্চমাংশ ওসিয়ত

করেছিলেন। এজন্যই আমাদের ফকীহগণ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: যদি কেউ প্রচুর সম্পদ রেখে যায়, তবে তার জন্য এক-পঞ্চমাংশ ওসিয়ত করা সুন্নাত।

এই হাদিসের আরেকটি শিক্ষা হলো: যদি কোনো ব্যক্তির সম্পদ অল্প হয় এবং তার উত্তরাধিকারীরা দরিদ্র হয়, তবে কোনো কিছু ওসিয়ত না করাই উত্তম—তা অল্প হোক বা বেশি। কারণ নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদের স্বচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া তাদেরকে অভাবী অবস্থায় মানুষের কাছে হাত পাতা হিসেবে রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম।" এটি সাধারণ মানুষের সেই ধারণার বিপরীত যে ওসিয়ত করা আবশ্যিক; তাদের এই ধারণা ভুল। যে ব্যক্তির সম্পদ সামান্য এবং তার উত্তরাধিকারীরা দরিদ্র ও নিঃস্ব, তার জন্য ওসিয়ত করা সমীচীন নয়, বরং ওসিয়ত না করাই উত্তম।

সাধারণ মানুষের কেউ কেউ মনে করে যে, ওসিয়ত না করলে কোনো সওয়াব পাওয়া যাবে না; বিষয়টি মোটেও তেমন নয়। বরং উত্তরাধিকারীদের জন্য সম্পদ রেখে গেলেও সে সওয়াব পাবে, যদিও উত্তরাধিকারীরা উত্তরাধিকারসূত্রে বাধ্যতামূলকভাবেই তার মালিক হবে। তবে যদি সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশনার অনুসরণে তা রেখে যায়, তবে সে অবশ্যই সওয়াব পাবে। কারণ তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদের..."

(ص: 58) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

أغنياء خير من أن تذرهم عالة)) فَإِنْ أَجْرَهُ فِي ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ
بشئٍ من ماله.
ومن فوائد هذا الحديث: خوف الصحابة المهاجرين من مكة أن يموتوا فيها؛ لأن
سعداً رضي الله عنه قال: ((أخلف بعد أصحابي)) وهذه الجملة استفاهية والمعني
((أخلف؟)) وهذا استفهام توقعي مكروه، يعني أنه لا يحب أن يتخلف فيموت في مكة

وقد خرج منها مهاجراً إلى الله ورسوله، وهكذا كل شيء تركه الإنسان لله لا ينبغي أن يرجع فيه، وقد سبق لنا في شرح الحديث أن من ذلك ما فعله بعض الناس؛ حيث تخلصوا من جهاز التلفزيون لما رأوا من مضارة ومفسدة ما يربو على مصالحه ومنافعه، تركوه لله فكسروه، ثم جاؤوا يسألون: هل يعيدوه مرة ثانية؟ نقول: لا تعده مرة أخرى ما دمت قد تخلصت منه ابتغاء وجه الله فلا ترجع فيها تركته لله.

ومن فوائد الحديث: ظهور معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ((إنك لن تخلف حتى يضر بك أقوام وينتفع بك آخرون)) فإن الأمر وقع كما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سعداً رضي الله عنه بقي إلى خلافة معاوية وعمر طويلاً بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم له، وهذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن يخبر عن شيء مستقبل فيقع كما أخبر به عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا ليس خبراً محضاً، بل توقع، لقوله: ((لعلك أن تخلف)) فلم يجزم، ولكن كان الأمر كما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث: أنه ما من إنسان يعمل عبلاً يبتغي به وجه الله

সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া তাদেরকে নিঃস্ব অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম) কেননা এক্ষেত্রে তার সওয়াব তার সম্পদের কোনো অংশ সদকা করার চেয়েও উত্তম। এই হাদিসের শিক্ষাগুলোর মধ্যে রয়েছে: মুহাজির সাহাবীগণের মক্কায় মৃত্যুবরণ করার ব্যাপারে আশঙ্কা; কারণ সাদ (রা.) বলেছিলেন: (আমি কি আমার সঙ্গীদের পরে পেছনে থেকে যাব?)। এই বাক্যটি একটি প্রশ্নবোধক বাক্য এবং এর অর্থ হলো (আমি কি পেছনে থেকে যাব?)। এটি একটি আশঙ্কামূলক প্রশ্ন যা অপছন্দনীয় ছিল, অর্থাৎ তিনি মক্কায় থেকে গিয়ে সেখানে মৃত্যুবরণ করাকে অপছন্দ করতেন, অথচ তিনি সেখান থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরতকারী হিসেবে বেরিয়ে এসেছিলেন। আর এভাবেই কোনো ব্যক্তি যখন আল্লাহর জন্য কোনো কিছু ত্যাগ করে, তখন তাতে পুনরায় ফিরে আসা তার জন্য উচিত নয়। ইতিপূর্বে আমরা হাদিসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছি যে, এর একটি উদাহরণ হলো যা কিছু মানুষ করেছে; তারা যখন টেলিভিশনের অপকারিতা ও অনিষ্টকে এর উপকারিতা ও উপযোগিতার

চেয়ে বেশি দেখতে পেল, তখন তারা তা বর্জন করল। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তা বর্জন করেছে এবং ভেঙে ফেলেছে, এরপর তারা এসে জিজ্ঞেস করে: তারা কি তা পুনরায় গ্রহণ করবে? আমরা বলি: যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির কামনায় তা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছ, ততক্ষণ তা পুনরায় গ্রহণ করো না। সুতরাং আল্লাহর জন্য যা বর্জন করেছে তাতে পুনরায় ফিরে যেয়ো না।

হাদিসের আরেকটি শিক্ষা হলো: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একটি মুজিজার প্রকাশ; আর তা হলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বলেছিলেন: (নিশ্চয়ই তুমি কক্ষনো পেছনে পড়ে থাকবে না যতক্ষণ না তোমার দ্বারা কিছু জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং অন্যরা উপকৃত হবে)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেমনটি ধারণা করেছিলেন বিষয়টি ঠিক সেভাবেই ঘটেছে। সাদ (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই বাণীর পর মুয়াবিয়া (রা.)-এর খেলাফতকাল পর্যন্ত দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন। এটি নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিদর্শনসমূহের অন্যতম যে, তিনি ভবিষ্যতের কোনো বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দিতেন এবং সেটি সেভাবেই বাস্তবায়িত হতো যেভাবে তিনি (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) সংবাদ দিয়েছেন। তবে এটি নিছক সংবাদ ছিল না বরং একটি সম্ভাবনা ছিল, কারণ তিনি বলেছিলেন: (সম্ভবত তুমি পেছনে থাকবে), তিনি তা নিশ্চিত করে বলেননি, কিন্তু বিষয়টি নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রত্যাশা অনুযায়ীই ঘটেছে।

এই হাদিসের আরেকটি শিক্ষা হলো: কোনো মানুষই যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে...

(ص: 59) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

إلا ازداد به رفعة ودرجة، حتى وإن كان في مكان لا يحل له البقاء فيه، لأن العمل شيء والبقاء شيء آخر.

ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلم: أن الإنسان إذا صلى في أرض مغصوبة فإن صلاته صحيحة، لأن النهي ليس عن الصلاة بل النهي عن الغضب. فالنهي منصب على شيء غير الصلاة فتكون صلاته صحيحة في هذا المكان المغضوب، لكنه آثم ببقائه في هذا المكان المغضوب. نحن نعود لو ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال: ((لا تصل في أرض مغصوبة)) لقلنا: ((إذا صليت في الأرض المغصوبة فصلاتك باطلة، كما نقول: إنك إن صليت في المقبرة والحمام)) هذا غير صلاة الجنائز؛ لأنها تجوز حتى في المقبرة. ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا أنفق نفقة يبتغي وجه الله فإنه يثاب عليها، حتى النفقات على أهله وعلى زوجته، بل وعلى نفسه؛ إذا ابتغي بها وجه الله أثابه الله عليها.

وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يستحضر نية التقرب إلى الله في

বরং এর মাধ্যমে তার মর্যাদা ও স্তর বৃদ্ধি পাবে, এমনকি সে যদি এমন কোনো স্থানেও থাকে যেখানে তার অবস্থান করা বৈধ নয়; কারণ আমল বা কর্ম এক বিষয় এবং সেখানে অবস্থান করা ভিন্ন বিষয়।

আর এ কারণেই আলেমদের অভিমতসমূহের মধ্যে বিশুদ্ধতম মত হলো: মানুষ যদি জবরদখলকৃত জমিতে সালাত আদায় করে, তবে তার সালাত শুদ্ধ হবে। কারণ নিষেধাজ্ঞাটি সালাতের ব্যাপারে নয়, বরং তা জবরদখল করার ব্যাপারে।

সুতরাং নিষেধাজ্ঞাটি সালাত ব্যতীত অন্য একটি বিষয়ের ওপর প্রযুক্ত হয়েছে। ফলে সেই জবরদখলকৃত স্থানে তার সালাত শুদ্ধ হবে, তবে সেই স্থানে অবস্থান করার কারণে সে পাপিষ্ঠ হবে। হ্যাঁ, আমরা পুনরায় বলছি, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমনটি বর্ণিত হতো যে তিনি বলেছেন: "তোমরা জবরদখলকৃত জমিতে সালাত আদায় করো না," তবে আমরা বলতাম: "তুমি যদি জবরদখলকৃত জমিতে সালাত আদায় করো তবে তোমার সালাত বাতিল হবে, যেমনটা আমরা কবরস্থান বা গোসলখানায় সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে বলে থাকি।" তবে জানাজার সালাত এর ব্যতিক্রম; কারণ কবরস্থানেও এটি আদায় করা বৈধ।

এই হাদিসের অন্যতম শিক্ষা হলো: মানুষ যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো কিছু ব্যয় করে, তখন সে তার সওয়াব লাভ করে। এমনকি নিজের পরিবার-পরিজন ও স্ত্রীর জন্য ব্যয়, এমনকি নিজের জন্য ব্যয়ের ক্ষেত্রেও; যদি সে এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, তবে আল্লাহ তাকে এর প্রতিদান দান করবেন।

আর এতে এই বিষয়েরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের উচিত আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়ত জাগ্রত রাখা যখন সে...

(ص: 60) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

كل ما ينفق حتى لا يكون له في ذلك أجر. كل شيء تنفقه صغيراً كان أم كبيراً، على نفسك أو على أهلك أو على أصحابك أو على أي واحد من الناس؛ إذا ابتغيت به وجه الله أثابك الله على ذلك. وقوله: ((لكن البائس سعد بن خولة..)) سعد بن خولة رضي الله عنه من المهاجرين الذين هاجروا من مكة ولكن الله قدر أن يموت فيها؛ فمات فيها، فرثي له النبي عليه الصلاة والسلام؛ أي: توجع له أن مات بمكة؛ وقد كانوا يكرهون للمهاجر أن يموت في الأرض التي هاجر منها.

هذا ما تيسر من الكلام على هذا الحديث، والمؤلف - رحمه الله تعالى - ذكره في باب النية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: ((إنك لن تعمل عملاً تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة)) وقال له: ((إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها)) فأشار في هذا الحديث إلى الإخلاص في كون الإنسان يبتغي بعمله وبإنفاق ماله وجه الله؛ حتى ينال على ذلك الأجر وزيادة الدرجات والرفعة عند الله عز وجل. والله الموفق

7- وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لا ينظر إلي أجسادكم ولا إلي صوركم ولكن ينظر إلي قلوبكم)). (رواه مسلم) .

যা কিছু ব্যয় করা হয়, এমনকি তাতে কোনো সওয়াব না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ নিয়তের অভাবে সওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা)। আপনি ছোট বা বড় যা কিছু ব্যয় করেন—নিজের জন্য কিংবা আপনার পরিবার, আপনার বন্ধু-বান্ধব বা অন্য যে কারো জন্য—যদি আপনি এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রত্যাশা করেন, তবে আল্লাহ আপনাকে তার প্রতিদান দেবেন। আর তাঁর (রাসূলের) বাণী: "কিন্তু হতভাগ্য হলেন সাদ বিন খাওলাহ..." সাদ বিন খাওলাহ (রা.) ছিলেন সেই সকল মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত যারা মক্কা থেকে হিজরত করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর তাকদিরে মক্কাতেই মৃত্যু লিখেছিলেন; ফলে তিনি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। নবী (সা.) তাঁর জন্য সমবেদনা প্রকাশ করেছেন; অর্থাৎ মক্কায় তাঁর মৃত্যুতে তিনি ব্যথিত হয়েছেন। মুহাজিরদের জন্য যে ভূমি থেকে তারা হিজরত করেছেন সেখানে মৃত্যুবরণ করাকে তাঁরা অপছন্দ করতেন।

এই হাদিসের ওপর এটুকু আলোচনাই সহজসাধ্য হয়েছে। লেখক—আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওপর রহম করুন—এটিকে নিয়তের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন; কারণ নবী (সা.) সাদ (রা.)-কে বলেছিলেন: "তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে কাজই করবে, তার মাধ্যমে অবশ্যই তোমার মর্যাদা ও উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে।" তিনি তাকে আরও বলেছিলেন: "তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যা কিছুই ব্যয় করবে, তোমাকে অবশ্যই তার প্রতিদান দেওয়া হবে।" সুতরাং তিনি এই হাদিসে ইখলাস বা একনিষ্ঠতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, মানুষ যেন তার আমল এবং অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে; যাতে সে এর সওয়াব এবং আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার কাছে উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান লাভ করতে পারে। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

৭-আবু হুরায়রা আবদুর রহমান বিন সাখর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের শরীর বা তোমাদের আকৃতির দিকে তাকান না, বরং তিনি তোমাদের অন্তরের দিকে তাকান।" (মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)।

(ص: 61) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث يدل على ما يدل عليه قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) (الحجرات: من الآية 13) .

فإنَّه سبحانه وتعالى لا ينظر إلى العباد إلى أجسامهم هل هي كبيرة أو صغيرة، أو صحيحة، أو سقيمة، ولا ينظر إلى الصور، هل هي جميلة أو ذميمة، كل هذا ليس بشيء عند الله، وكذلك لا ينظر إلى الأنساب؛ هل هي رفيعة أو دنيئة، ولا ينظر إلى الأموال، ولا ينظر إلى شيء من هذا أبداً، فليس بين الله وبين خلقه صلة إلا بالتقوى، فمن كان لله أتقى كان من الله أقرب، وكان عند الله أكرم؛ إذا لا تفتخر بمالك، ولا بجمالك، ولا ببدنك، ولا بأولادك، ولا بقصورك، ولا بسياراتك، ولا بشيء من هذه الدنيا أبداً إنما إذا وفقك الله للتقوى فهذا من فضل الله عليك فأحمد الله عليه قوله عليه الصلاة والسلام: ((ولكن ينظر إلى قلوبكم)) فالقلوب هي التي عليها المدار، وهذا يؤيد الحديث الذي صدر المؤلف به الكتاب؛ ((إنما الأعمال بالنيات)) القلوب هي التي عليها المدار، كم من إنسان ظاهر عمله أنه صحيح وجيد وصالح، لكن لما بني على خراب صار خراباً، فالنية هي الأصل، تجد رجلين يصليان في صف

واحد، مقتدين بإمام واحد، يكون بين صلاتيهما كما بين المشرق والمغرب؛ لأن القلب مختلف، أحدهما قلبه غافل، بل ربما يكون مرأياً في صلاته- والعياذ بالله - يريد بها الدنيا.

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসটি মহান আল্লাহর সেই বাণীর মর্মার্থ প্রকাশ করে যেখানে তিনি বলেছেন: (হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক সম্মানিত, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহভীরু)। (সূরা আল-হুজুরাত: ১৩ নং আয়াতের অংশবিশেষ)।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বান্দাদের দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না—সেটি বিশাল হোক বা ক্ষুদ্র, সুস্থ হোক কিংবা রুগ্ন। তিনি তাদের বাহ্যিক রূপ বা অবয়বের দিকেও তাকান না—সেটি সুন্দর হোক কিংবা কুৎসিত; আল্লাহর নিকট এসবের কোনো গুরুত্ব নেই। তেমনিভাবে তিনি তাদের বংশমর্যাদার দিকেও তাকান না—সেটি উচ্চ হোক কিংবা নিম্ন। তিনি ধন-সম্পদ বা এ জাতীয় পার্থিব কোনো কিছুর দিকেই কখনো দৃষ্টিপাত করেন না। আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টির মাঝে তাকওয়া (আল্লাহভীতি) ছাড়া অন্য কোনো যোগসূত্র নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি অধিক তাকওয়াবান, সে-ই আল্লাহর অধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত এবং তাঁর নিকট অধিক সম্মানিত। অতএব, আপনি আপনার সম্পদ, সৌন্দর্য, দেহ, সন্তানাদি, অট্টালিকা, যানবাহন কিংবা দুনিয়ার কোনো বিষয় নিয়ে কখনো গর্ব করবেন না। বরং আল্লাহ যদি আপনাকে তাকওয়া অর্জনের তাওফিক দান করেন, তবে তা আপনার ওপর আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ; তাই এর জন্য আল্লাহর প্রশংসা করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: ((কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের দিকে তাকান))—মূলত অন্তরই হলো সমস্ত কর্মের আবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু। এটি সেই হাদিসটিরই সমর্থন যোগায় যা দিয়ে গ্রন্থকার এই কিতাবটি শুরু করেছেন: ((নিশ্চয়ই সকল আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল))।

অন্তরই হলো মূল ভিত্তি। কত মানুষ আছে যাদের আমল বাহ্যিকভাবে সঠিক, সুন্দর ও সৎকর্ম বলে মনে হয়, কিন্তু যেহেতু তা ধ্বংসাত্মক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাই তা ধ্বংসেই পর্যবসিত হয়। সুতরাং নিয়তই হলো মূল উৎস। আপনি দেখবেন দুইজন ব্যক্তি একই কাতারে দাঁড়িয়ে

একই ইমামের পেছনে সালাত আদায় করছে, অথচ তাদের সালাতের মর্যাদার ব্যবধান পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের মতো; কারণ তাদের অন্তরের অবস্থা ভিন্ন। তাদের একজনের অন্তর উদাসীন, এমনকি সে হয়তো তার সালাতে লৌকিকতা (রিয়া) করছে—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—যার মাধ্যমে সে পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায়।

(ص: 62) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

والآخر قلبه حاضر يريد بصلاته وجه الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فبينهما فرق عظيم، فالعمل على ما في القلب، وعلي ما في القلب يكون الجزاء يوم القيامة؛ كما قال الله تعالى: (إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ) (الطارق: 8) (يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ) (الطارق: 9/8) أي: تختبر السرائر لا الظواهر. في الدنيا الحكم بين الناس على الظاهر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما أنا بشر وإنكم تختصمون، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو مما أسمع لكن في الآخرة على ما في السرائر، نسأل الله أن يطهر سرائرنا جميعاً.

العلم على ما في السرائر: فإذا كانت السريرة جيدة صحيحة فأبشر بالخير، وإن كانت الأخرى فقدت الخير كله، وقال الله عز وجل: (أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ) (وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ) (العاديات 10/9) فالعلم على ما في القلب. وإذا كان الله تعالى في كتابه، وكان رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته يؤكدان على إصلاح النية؛ فالواجب على الإنسان أن يصلح نيته، يصلح قلبه، ينظر ما في قلبه من الشك فيزيل هذا الشك إلى اليقين. كيف؟ وذلك بنظره في الآيات: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ) (آل عمران: 190)

অন্যজন এমন যার অন্তর সজাগ, সে তার সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর অনুসরণ কামনা করে।

এই উভয়ের মধ্যে এক বিশাল ব্যবধান রয়েছে। আমলের ভিত্তি হলো অন্তরের অবস্থার ওপর, আর কিয়ামতের দিন অন্তরের বিষয়ের ওপরই প্রতিদান প্রদান করা হবে; যেমনটি মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম।" (সূরা আত-তারিক: ৮), "যেদিন গোপন রহস্যসমূহ উন্মোচিত ও পরীক্ষিত হবে।" (সূরা আত-তারিক: ৯)। অর্থাৎ: তখন গোপন বিষয়সমূহের পরীক্ষা নেওয়া হবে, বাহ্যিক বিষয়ের নয়। দুনিয়াতে মানুষের মাঝে বিচার-ফয়সালা বাহ্যিক বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে হয়; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "আমি তো কেবল একজন মানুষ এবং তোমরা আমার কাছে বিচার নিয়ে আসো। সম্ভবত তোমাদের মধ্যে কেউ অন্যের তুলনায় তার প্রমাণ পেশ করতে অধিক বাকপটু হবে, তখন আমি যা শুনি সে অনুযায়ী তার পক্ষে ফয়সালা দিয়ে দিই।" কিন্তু পরকালে ফয়সালা হবে অন্তরের লুকায়িত বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের সকলের অন্তরসমূহকে পবিত্র করে দেন।

মূল বিষয় হলো অন্তরের গোপন অবস্থা: যদি অন্তরের অবস্থা উত্তম ও সঠিক হয়, তবে কল্যাণের সুসংবাদ গ্রহণ করো; আর যদি অন্য কিছু হয়, তবে সে যাবতীয় কল্যাণ হারিয়ে ফেলল।

আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লা ইরশাদ করেছেন: "তবে কি সে জানে না, যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে? এবং অন্তরে যা আছে তা প্রকাশিত হবে?" (সূরা আল-আদিয়াত: ৯-১০)। সুতরাং মূল ভিত্তি হলো অন্তরের বিষয়ের ওপর। যেহেতু আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সুন্নাহতে নিয়ত সংশোধন করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন; তাই মানুষের ওপর আবশ্যিক হলো তার নিয়তকে সংশোধন করা, তার অন্তরকে সংশোধন করা এবং তার অন্তরে কোনো সন্দেহ থাকলে তা পর্যবেক্ষণ করা ও সেই সন্দেহ দূর করে নিশ্চিত বিশ্বাসের (ইয়াকিন) দিকে ধাবিত হওয়া। কীভাবে? তা হলো এই আয়াতসমূহে চিন্তা-গবেষণা করার মাধ্যমে: "নিশ্চয়ই আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।" (সূরা আলে ইমরান: ১৯০)।

(وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (الجاثية: 4) إذا ألقى الشيطان في قلبك الشك فانظر في آيات الله. انظر إلي هذا الكون من يدبره انظر كيف تتغير الأحوال، كيف يداول الله الأيام بين الناس، حتى تعلم أن لهذا الكون مدبراً حكيماً عز وجل.

الشرك؛ طهر قلبك منه. كيف أطهر قلبي من الشرك؟
أطهر قلبي؛ بأن أقول لنفسي: إن الناس لا ينفعوني إن عصيت الله ولا

ينقذونني من العقاب، وإن أطعت الله لم يجلبوا إلي الثواب.
فالذي يجلب الثواب ويدفع العقاب هو الله. إذا كان الأمر كذلك فلماذا تشرك بالله- عز وجل لماذا تنوي بعبادتك أن تتقرب إلي الخلق.
ولهذا من تقرب إلي الخلق بما يتقرب به إلي الله ابتعد عنه، وابتعد عنه الخلق.
يعني لا يزيده تقربه إلي الخلق بما يقربه إلي الله؛ إلا بعداً من الله ومن الخلق؛ لن الله إذا رضي عنك أ رضي عنك الناس، وإذا سخط عليك أسخط عليك الناس، نعوذ بالله من سخطه وعقابه.

المهم يا أخي: عالج القلب دائماً، كن دائماً في غسيل للقلب حتى يطهر؛ كما قال الله عز وجل: (أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ) (البائدة: من الآية 41)
فتطهير القلب أمر مهم جداً، أسأل الله أن يطهر قلبي وقلوبكم، وأن يجعلنا له مخلصين ولسوله متبعين.

(আর তোমাদের সৃষ্টিতে এবং তিনি যে জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন তার মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে) (আল-জাথিয়া: ৪)। শয়তান যদি তোমার অন্তরে সংশয় নিক্ষেপ করে, তবে তুমি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের দিকে তাকাও। এই মহাবিশ্বের দিকে লক্ষ্য করো, কে এর পরিচালনা করছেন? দেখো কীভাবে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, আল্লাহ কীভাবে

মানুষের মধ্যে দিনগুলোর আবর্তন ঘটান; যাতে তুমি জানতে পারো যে, নিশ্চয়ই এই মহাবিশ্বের এক প্রজ্ঞাময় পরিচালক রয়েছেন, যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত। শিরক; তোমার অন্তরকে তা থেকে পবিত্র করো। আমি কীভাবে আমার অন্তরকে শিরক থেকে পবিত্র করব?

আমি আমার অন্তরকে পবিত্র করব এভাবে যে, আমি নিজেকে বলব: আমি যদি আল্লাহর অবাধ্যতা করি তবে মানুষ আমার কোনো উপকারে আসবে না এবং

তারা আমাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না; আর আমি যদি আল্লাহর আনুগত্য করি তবে তারা আমার জন্য কোনো সওয়াব বয়ে আনতে পারবে না।

সুতরাং যিনি সওয়াব দান করেন এবং শাস্তি হরণ করেন তিনি হলেন আল্লাহ। বিষয়টি যদি এমনই হয়, তবে কেন তুমি আল্লাহর সাথে শিরক করবে—যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহান? কেন তুমি তোমার ইবাদতের মাধ্যমে সৃষ্টির নৈকট্য লাভের নিয়ত করবে?

এ কারণেই, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আমল দ্বারা সৃষ্টির নৈকট্য কামনা করে, আল্লাহ তার থেকে দূরে সরে যান এবং সৃষ্টিও তার থেকে বিমুখ হয়ে যায়।

অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য লাভের আমল দ্বারা সৃষ্টির নৈকট্য লাভের চেষ্টা তাকে আল্লাহ এবং সৃষ্টি—উভয় থেকেই কেবল দূরত্বই বাড়িয়ে দেয়; কারণ আল্লাহ যখন তোমার ওপর সন্তুষ্ট হন, তখন তিনি মানুষের হৃদয়েও তোমার প্রতি সন্তুষ্টি দান করেন। আর তিনি যখন তোমার ওপর অসন্তুষ্ট হন, তখন মানুষকেও তোমার ওপর অসন্তুষ্ট করে দেন। আমরা আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও তাঁর শাস্তি থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হে আমার ভাই, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো: সর্বদা অন্তরের চিকিৎসা করো, সর্বদা অন্তর পরিষ্কার করতে থাকো যতক্ষণ না তা পবিত্র হয়; যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: (এরাই তারা, যাদের অন্তরকে আল্লাহ পবিত্র করতে চাননি) (আল-মায়িদা: ৪১ নম্বর আয়াতের অংশ)। সুতরাং অন্তরকে পবিত্র করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমার ও আপনাদের অন্তরসমূহকে পবিত্র করেন এবং আমাদের তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ মুখলিস ও তাঁর রাসূলের একনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে কবুল করেন।

8- وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاقل حمية، ويقاقل ريباه: أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ((من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)) متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

وفي لفظ للحديث: ((ويقاتل ليري مكانة؛ أي ذلك في سبيل الله قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)). .
قوله: ((من قاتل لتكون)) في هذا إخلاص النية لله عز وجل وهذا الذي ساق المؤلف الحديث من أجله؛ إخلاص النية.
فد سئل الرسول صلي الله عليه وسلم عن الذي يقاتل على أحد الوجوه الثلاثة! شجاعة، وحمية، وليري مكانة.
أما الذي يقاتل شجاعة: فمعناه أنه رجل شجاع، يحب القتال؛ لأن الرجل الشجاع متصف بالشجاعة، والشجاعة لا بد لها من ميدان تظهر فيه، فتجد الشجاع يحب أن الله ييسر له قتالاً ويظهر شجاعته، فهو يقاتل لأنه شجاع يحب القتال.
الثاني: يقاتل حمية: حمية على قوميته، حمية على قبيلته، حمية على وطنه، حمية لأي عصبية كانت.
الثالث: يقاتل ليري مكانة: أي ليراه الناس ويعرفوا أنه شجاع، فعدل

৮- আবু মুসা আবদুল্লাহ বিন কায়েস আল-আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে, বীরত্ব বা দলীয় সংহতির জন্য যুদ্ধ করে এবং

লোকদেখানোর জন্য যুদ্ধ করে; এদের মধ্যে কোনটি আল্লাহর পথে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে সম্মুখিত করার জন্য যুদ্ধ করে, সেই আল্লাহর পথে।" (বুখারী ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

হাদীসের অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে: "এবং সে যুদ্ধ করে যাতে তার অবস্থান (মর্যাদা) দেখা যায়; এদের মধ্যে কোনটি আল্লাহর পথে? তিনি বললেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে সম্মুখিত করার জন্য যুদ্ধ করে, সেই আল্লাহর পথে।"

তাঁর বাণী: "যে ব্যক্তি যুদ্ধ করে যাতে..." এর মধ্যে মহান আল্লাহর জন্য নিয়তের একনিষ্ঠতা (ইখলাস) প্রকাশ পেয়েছে; আর একনিষ্ঠ নিয়তের বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্যই লেখক এই হাদীসটি এখানে নিয়ে এসেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে তিনটি কারণের কোনো একটির ভিত্তিতে যুদ্ধ করে: সাহসিকতা, দলীয় সংহতি এবং নিজের বীরত্ব বা মর্যাদা জাহির করা।

যে ব্যক্তি সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে: এর অর্থ হলো সে একজন সাহসী মানুষ, সে যুদ্ধ করতে পছন্দ করে; কারণ সাহসী ব্যক্তি সাহসিকতার গুণে গুণান্বিত এবং সাহসিকতা প্রকাশের জন্য একটি ময়দান বা ক্ষেত্র প্রয়োজন। তাই আপনি দেখবেন সাহসী ব্যক্তি পছন্দ করে যে আল্লাহ তার জন্য যুদ্ধের সুযোগ করে দিন যাতে সে তার সাহসিকতা প্রদর্শন করতে পারে। অতএব, সে যুদ্ধ করে কারণ সে সাহসী এবং যুদ্ধ করাকে সে পছন্দ করে।

দ্বিতীয়টি: সে দলীয় সংহতি বা পক্ষপাতের (হামিয়্যাহ) জন্য যুদ্ধ করে: অর্থাৎ তার জাতীয়তা, তার গোত্র, তার দেশ অথবা যে কোনো প্রকার গোত্রীয় বা দলীয় সংকীর্ণতার কারণে সে যুদ্ধ করে।

তৃতীয়টি: সে তার অবস্থান জাহির করার জন্য যুদ্ধ করে: অর্থাৎ যাতে মানুষ তাকে দেখতে পায় এবং জানতে পারে যে সে সাহসী। অতএব...

النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال كلمة موجزة ميزاناً للقتال فقال: ((من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)).

وعدل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذكر هذه الثلاثة؛ ليكون أعم واشمل؛ لأن الرجل ربما يقاتل من أجل الاستيلاء على الأوطان والبلدان، يقاتل من أجل أن يحصل علي امرأة يسببها من هؤلاء القوم، والنيات لا حد لها، لكن هذا الميزان الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ميزان تام وعدل، ومن هنا نعلم أنه يجب أن تعدل اللهجة التي يتفوه بها اليوم كثير من الناس.

ولذلك؛ على الرغم من قوة الدعاية للقومية العربية لم نستفد منها شيئاً، فاليهود استولوا على بلادنا، ونحن تفككنا، دخل في ميزان هذه القومية قوم كفار؛ من النصاري وغير النصاري، وخرج منها قوم مسلمون من غير العرب، فخسرنا ملايين العالم، ملايين الناس؛ من أجل هذه القومية، ودخل فيها قوم لا خير فيهم، قوم إذا دخلوا في شيء كتب عليه الخذلان والخسارة.

واللهجة الثانية: قوم يقاتلون للوطن، ونحن إذا قاتلنا من أجل

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে (জিজ্ঞাসিত হয়ে) যুদ্ধের মাপকাঠি হিসেবে একটি সংক্ষিপ্ত বাণী প্রদান করে বললেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে সম্মুখীন করার লক্ষ্যে যুদ্ধ করে, সে-ই আল্লাহর পথে।"

নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এই তিনটি বিষয় উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছেন যাতে বিষয়টি আরও ব্যাপক ও সর্বজনীন হয়; কারণ কোনো ব্যক্তি হয়তো দেশ ও ভূখণ্ড দখলের উদ্দেশ্যে লড়াই করে, অথবা ঐ জাতির কোনো নারীকে যুদ্ধবন্দিনী হিসেবে পাওয়ার জন্য লড়াই করে। নিয়তের কোনো শেষ নেই। তবে নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যে মানদণ্ডটি উল্লেখ করেছেন, তা একটি পূর্ণাঙ্গ ও ন্যায্যনিষ্ঠ মানদণ্ড। আর এখান থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, বর্তমানে অনেক মানুষের মুখে উচ্চারিত পরিভাষাগুলো সংশোধন করা আবশ্যিক।

এ কারণেই, আরব জাতীয়তাবাদের ব্যাপক প্রচারণা সত্ত্বেও আমরা তা থেকে বিন্দুমাত্র উপকৃত হইনি। ইহুদিরা আমাদের ভূখণ্ড দখল করে নিয়েছে আর আমরা অনৈক্যে বিভক্ত হয়েছি। এই জাতীয়তাবাদের মাপকাঠিতে খ্রিষ্টান ও অমুসলিমসহ বহু কাফের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, অথচ অনারব মুসলিমরা এর থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। ফলে এই জাতীয়তাবাদের কারণে আমরা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে হারিয়েছি। আর এতে এমন এক গোষ্ঠী প্রবেশ করেছে যাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই; তারা এমন এক দল যে, যখনই তারা কোনো কিছুর অন্তর্ভুক্ত হয়, সেখানে লাঞ্ছনা ও ক্ষতি অবধারিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় পরিভাষাটি হলো: একদল মানুষ যারা স্বদেশের জন্য লড়াই করে; অথচ আমরা যদি লড়াই করি...

(ص: 66) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الوطن؛ لم يكن هناك فرق بين قتالنا وبين قتال الكافر عن وطنه. حتى الكافر يقاتل عن وطنه ويدافع عن وطنه.

والذي يقتل من أجل الدفاع عن الوطن _ فقط- ليس بشهيد. ولك الواجب علينا ونحن مسلمون وفي بلد إسلامي- والله الحمد- ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك، الواجب أن نقاتل من أجل لإسلام في بلادنا، وانتبه للفرق؛ نقاتل من أجل الإسلام في بلادنا، فنحمي الإسلام الذي في بلادنا، ونحمي الإسلام، لو كنا في أقصى الشرق أو الغرب. لو كانت بلادنا في أقصى الشرق أو الغرب قاتلنا من أجل الإسلام في وطننا أو من أجل وطننا لأنه غسلامي؛ ندافع عن الإسلام الذي فيه.

أما مجرد الوطنية فإنها نية باطلة لا تفيد الإنسان شيئاً، ولا فرق بين الإنسان الذي يقول إنه مسلم والإنسان الذي يقول إنه كافر؛ إذا كان القتال من أجل الوطن لأنه وطن.

والذي يقتل من أجل الدفاع عن الوطن - فقط - ليس بشهيد. ولكن الواجب علينا ونحن مسلمون وفي بلد إسلامي - والله الحمد - ونسأل الله أن يثبتنا علي ذلك، الواجب أن نقاتل من أجل الإسلام في بلادنا، وانتبه للفرق، نقاتل من أجل الإسلام في بلادنا، فنحمي الإسلام الذي في أقصى الشرق أو الغرب قاتلنا للإسلام وليس لوطننا ففك، فيجب أن تصح هذه اللهجة، فيقال: نحن نقاتل من أجل الإسلام في وطننا أو من أجل وطننا لأنه إسلامي؛ ندافع عن الإسلام الذي فيه. أما مجرد الوطنية فإنها نية باطلة لا تفيد الإنسان شيئاً، ولا فرق بين الإنسان الذي يقول إنه مسلم والإنسان الذي يقول إنه كافر؛ إذا كان القتال من أجل الوطن لأنه وطن.

وما يذكر من أن ((حب الوطن من الإيمان)) وأن ذلك حديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم كذب.

حب الوطن إن كان لأنه وطن إسلامي فهذا تحبه لأنه إسلامي. ولا فرق بين وطنك الذي هو مسقط رأسك، أو الوطن البعيد من بلاد المسلمين؛ كلها وطن الإسلام يجب أن نحبيه.

স্বদেশ; আমাদের লড়াই এবং কাফিরের নিজের দেশের জন্য লড়াইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকত না। এমনকি কাফিরও তার দেশের জন্য লড়াই করে এবং নিজ স্বদেশ রক্ষা করে।

যে ব্যক্তি শুধুমাত্র দেশ রক্ষার জন্য নিহত হয়—কেবলমাত্র সেই উদ্দেশ্যে—সে শহীদ নয়। কিন্তু আমাদের ওপর ওয়াজিব হলো—যেহেতু আমরা মুসলিম এবং একটি ইসলামি রাষ্ট্রে রয়েছি, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এর ওপর অটল রাখেন—কর্তব্য হলো আমাদের দেশে ইসলামের জন্য লড়াই করা।

পার্থক্যের বিষয়টি লক্ষ্য করুন; আমরা আমাদের দেশে ইসলামের জন্য লড়াই করব, যাতে আমাদের দেশে বিদ্যমান ইসলামকে রক্ষা করা যায়, এবং আমরা ইসলামকে রক্ষা করব, চাই আমরা দূর প্রাচ্যে থাকি বা প্রতীচ্যে। যদি আমাদের দেশ সুদূর প্রাচ্যে বা প্রতীচ্যেও হতো, তবে আমরা আমাদের স্বদেশে ইসলামের জন্য লড়াই করতাম অথবা আমাদের স্বদেশের জন্য লড়াই করতাম এই কারণে যে সেটি ইসলামি; অর্থাৎ আমরা সেখানে বিদ্যমান ইসলামকে রক্ষা করতাম।

তবে কেবল দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদ একটি বাতিল নিয়ত (উদ্দেশ্য), যা মানুষের কোনো উপকারে আসে না। যদি লড়াই কেবল দেশ হওয়ার খাতিরে দেশের জন্য হয়, তবে যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম দাবি করে এবং যে ব্যক্তি নিজেকে কাফির বলে, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না।

যে ব্যক্তি শুধুমাত্র দেশ রক্ষার জন্য নিহত হয়—কেবলমাত্র সেই উদ্দেশ্যে—সে শহীদ নয়। কিন্তু আমাদের ওপর ওয়াজিব হলো—যেহেতু আমরা মুসলিম এবং একটি ইসলামি রাষ্ট্রে রয়েছি, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এর ওপর অটল রাখেন—কর্তব্য হলো আমাদের দেশে ইসলামের জন্য লড়াই করা। পার্থক্যের বিষয়টি লক্ষ্য করুন; আমরা আমাদের দেশে ইসলামের জন্য লড়াই করব, যাতে আমরা ইসলামকে রক্ষা করি, চাই তা দূর প্রাচ্যে হোক বা প্রতীচ্যে, আমরা লড়াই করব ইসলামের জন্য, কেবল আমাদের দেশের জন্য নয়। তাই এই পরিভাষাটি সংশোধন করা আবশ্যিক, এভাবে বলা উচিত যে: আমরা আমাদের স্বদেশে ইসলামের জন্য লড়াই করছি অথবা আমাদের দেশের জন্য লড়াই করছি কারণ এটি ইসলামি; অর্থাৎ আমরা সেখানে বিদ্যমান ইসলামকে রক্ষা করছি।

তবে কেবল দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদ একটি বাতিল নিয়ত, যা মানুষের কোনো উপকারে আসে না। যদি লড়াই কেবল দেশ হওয়ার খাতিরে দেশের জন্য হয়, তবে যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম দাবি করে এবং যে ব্যক্তি নিজেকে কাফির বলে, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না।

আর যা লোকমুখে প্রচলিত আছে যে, "দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ" এবং এটি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী—তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

দেশপ্রেম যদি এই কারণে হয় যে তা একটি ইসলামি ভূখণ্ড, তবে আপনি তাকে ভালোবাসবেন কারণ সেটি ইসলামি। আপনার জন্মভূমি এবং মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সুদূর কোনো দেশ—

উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই; সবই ইসলামের ভূখণ্ড যা রক্ষা করা আমাদের
অবশ্যকর্তব্য।

(ص: 67) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

علي كل حال يجب أن نعلم أن النية الصحيحة هي أن نقاتل من أجل الدفاع عن
الإسلام في بلدنا، أو من أجل وطننا لأنه وطن إسلامي، لا لمجرد الوطنية.
أما قتال الدفاع أي: لو أن أحداً صال عليك في بيتك، يريد أخذ مالك، أو يريد أن
ينتهك عرض أهلك - مثلاً - فإنك تقاتله كما أمرك بذلك النبي عليه الصلاة
والسلام، فقد سئل عن الرجل يأتيه الإنسان ويقول له: أعطني مالك؟ قال: ((لا
تعطه مالك قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت
شهيد قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار!!)) ؛ لأنه معتد ظالم؛ حتى وإن كان
مسلياً، إذا جاءك المسلم يريد أن يقاتلك من أجل أن يخرجك من بلدك، أو من
بيتك فقاتله، فإن قتلته فهو في النار، وإن قتلك فأنت شهيد، ولا تقل كيف أقتل
مسلياً؟ فهو المعتدي، ولو كتفنا أيدينا أمام المعتدين الظالمين الذين لا يرقبون في
مؤمن إلا ولا ذمة ولا ديناً؛ لكان المعتدون لهم السلطة، ولأفسدوا في الأرض بعد
إصلاحها، ولذلك نقول: هذه المسألة ليست من باب قتال الطلب.
قتال الطلب: معلوم أنني لا أذهب أقاتل مسلماً أطلبه، ولكن أدفع عن نفسي، ومالي،
وأهلي، ولو كان مؤمناً؛ مع أنه لا يمكن أبداً أن تكون

যা-ই হোক, আমাদের জানা আবশ্যক যে, সঠিক নিয়ত হলো আমাদের দেশে ইসলামের
প্রতিরক্ষায় লড়াই করা, অথবা আমাদের স্বদেশের জন্য লড়াই করা এই কারণে যে এটি একটি
ইসলামি স্বদেশ, কেবল জাতীয়তাবাদের জন্য নয়।

আর আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের বিষয়টি হলো: উদাহরণস্বরূপ যদি কেউ আপনার ঘরে আপনার ওপর চড়াও হয়, আপনার সম্পদ কেড়ে নিতে চায় অথবা আপনার পরিবারের সম্মানহানি করতে চায়, তবে আপনি তার বিরুদ্ধে লড়াই করবেন যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যার নিকট কেউ এসে বলে: ‘তোমার সম্পদ আমাকে দিয়ে দাও।’ তিনি বললেন: “তাকে তোমার সম্পদ দিও না।” সে বলল: ‘যদি সে আমার সাথে লড়াই করে?’ তিনি বললেন: “তুমিও তার সাথে লড়াই করো।” সে বলল: ‘যদি সে আমাকে হত্যা করে ফেলে?’ তিনি বললেন: “তবে তুমি শহীদ।” সে বলল: ‘যদি আমি তাকে হত্যা করি?’ তিনি বললেন: “সে জাহান্নামী!!” কারণ সে একজন অবিচারী ও আক্রমণকারী; এমনকি সে মুসলিম হলেও। যদি কোনো মুসলিম আপনাকে আপনার দেশ বা আপনার ঘর থেকে বের করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসে, তবে আপনি তার বিরুদ্ধে লড়াই করুন। এমতাবস্থায় যদি আপনি তাকে হত্যা করেন তবে সে জাহান্নামী, আর যদি সে আপনাকে হত্যা করে তবে আপনি শহীদ। আপনি এ কথা বলবেন না যে, ‘আমি কীভাবে একজন মুসলিমকে হত্যা করব?’ কেননা সেই ব্যক্তিই মূলত আক্রমণকারী। আর আমরা যদি সেই সকল অত্যাচারী ও আক্রমণকারীদের সামনে হাত গুটিয়ে বসে থাকি, যারা মুমিনদের ব্যাপারে কোনো আত্মীয়তার বন্ধন, অঙ্গীকার বা ধর্মের তোয়াক্কা করে না, তবে সেই সকল আক্রমণকারীদেরই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তারা পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর পুনরায় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। এই কারণেই আমরা বলি: এই বিষয়টি আক্রমণাত্মক যুদ্ধের অন্তর্ভুক্ত নয়।

আক্রমণাত্মক যুদ্ধ: এটি সর্বজনবিদিত যে, আমি কোনো মুসলিমকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে তাকে খুঁজতে যাব না, বরং আমি নিজের জীবন, সম্পদ ও পরিবারকে রক্ষা করব, এমনকি সে মুমিন হলেও; যদিও এটি কখনোই সম্ভব নয় যে...

(ص: 68) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

شخص معه إيمان يقدم على مسلم يقاتله ليستولي على أهله وماله أبداً.

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)) لا إيمان
لإنسان يقاتل المسلمين إطلاقاً النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان الرجل فاقداً
الإيمان، أو ناقص الإيمان؛ فإنه يجب أن نقاتله دفاعاً عن النفس وجوباً؛ لأن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: ((قاتله)) وقال: ((إن قتلتَه فهو في النار)) وقال: ((وإن
قتلك فأنت شهيد)) لأنك تقاتل دون مالك، ودون أهلِكَ، ودون نفسك.
والحاصل أن هناك قتالين: قتالاً للطلب؛ أذهب أنا أقاتل الناس مثلاً في بلادهم، هذا
لا يجوز إلا بشروط معينة.

مثلاً قال العلماء: إذا ترك أهل قرية الأذان؛ وهو ليس من أركان الإسلام، وجب
على ولي الأمر أن يقاتلهم حتى يؤذِنُوا؛ لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام.

وإذا تركوا صلاة العيد، وقالوا لا نصليها لا في بيوتنا، ولا في الصحراء؛ يجب أن
نقاتلهم، حتى لو فرض أن قوماً قالوا: هل الأذان من أركان الإسلام؟ قلنا: لا، ولكنه
من شعائر الإسلام؛ فنقاتلكم حتى تؤذِنُوا. وإذا اقتتل طائفتان من المؤمنين، مثل:
قبيلتان بينهما عصبية.

একজন ঈমানদার ব্যক্তি কখনোই কোনো মুসলিমকে তার পরিবার ও সম্পদ দখল করার
উদ্দেশ্যে আক্রমণ করতে পারে না।

আর এ কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "মুসলিমকে গালি দেওয়া
ফাসিকি এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরি।" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর
বক্তব্য অনুযায়ী, যে ব্যক্তি মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তার বিন্দুমাত্র ঈমান নেই। সুতরাং
যদি কোনো ব্যক্তি ঈমানহীন হয় অথবা তার ঈমান ত্রুটিপূর্ণ হয়, তবে আত্মরক্ষার খাতিরে তার
বিরুদ্ধে লড়াই করা আমাদের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য; কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তার সাথে লড়াই করো।" তিনি আরও বলেছেন: "যদি তুমি তাকে

হত্যা করো তবে সে জাহান্নামী হবে।" এবং বলেছেন: "যদি সে তোমাকে হত্যা করে তবে তুমি শহীদ," কারণ তুমি তোমার সম্পদ, পরিবার এবং নিজের প্রাণের সুরক্ষায় লড়াই করছ। সারকথা হলো, লড়াই দুই প্রকার: একটি হলো আক্রমণাত্মক যুদ্ধ; যেমন আমি মানুষের দেশে গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করলাম, এটি নির্দিষ্ট কিছু শর্ত ছাড়া বৈধ নয়। উদাহরণস্বরূপ আলেমগণ বলেছেন: যদি কোনো জনপদের মানুষ আযান দেওয়া ত্যাগ করে— অথচ এটি ইসলামের রুকনসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়—তবুও রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ওয়াজিব হবে যতক্ষণ না তারা আযান দেয়; কারণ তারা ইসলামের নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে একটি নিদর্শনকে বর্জন করেছে।

আর যদি তারা ঈদের সালাত বর্জন করে এবং বলে যে আমরা এটি ঘরেও পড়ব না আর ঈদগাহেও পড়ব না, তবে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা আবশ্যিক। এমনকি যদি কোনো কওম এমন ধারণা করে বলে: "আযান কি ইসলামের রুকনসমূহের অন্তর্ভুক্ত?" আমরা বলব: "না, কিন্তু এটি ইসলামের অন্যতম নিদর্শন; তাই যতক্ষণ না তোমরা আযান দিবে ততক্ষণ আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব।" আর যদি মুমিনদের দুটি দল পরস্পরের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, যেমন গোত্রীয় গোঁড়ামির কারণে লিপ্ত দুটি গোত্র,

(ص: 69) ج 1 - شرح رياض الصالحين لابن عثيمين

تقاتلا، وجب علينا أن نصلح بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى وجب أن نقاتلها، حتى تفيء إلي أمر الله، مع أنها مؤمنة، ولكن هناك فرق بين قتال الدفاع وقتال الطلب، الطلب: ما نطلب، إلا من أباح الشارع قتاله، وأما الدفاع فلا بد أن ندافع.

ونرجو منكم أن تنبهوا على هذه المسألة؛ لأننا نرى في الجرائد والصحف: الوطن! الوطن! الوطن! وليس فيها ذكر للإسلام، هذا نقص عظيم، يجب أن توجه الأمة غلي النهج والمسلك الصحيح، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يجب ويرضي.

* * *

9- وعن أبي بكرة نفيح بن الحارث الثقفي _ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقتال والمقتول في النار)) قلت: يا رسول الله، هذا القتال فما بال المقتول؟ قال: ((إنه كان حريصاً على قتل صاحبه)) (متفق عليه).

[الشَّرْحُ]

قوله: ((إذا التقى المسلمان بسيفهما)) أي: يريد كل واحد منهما أن يقتل الآخر، فسل عليه السيف، وكذلك لو اشتهر عليه السلاح؛ كالبنديّة، أو غيرها مما يقتل؛ كحجر ونحوه!

তারা যদি পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে আমাদের কর্তব্য হলো তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়া। এরপর যদি তাদের এক পক্ষ অন্য পক্ষের ওপর অন্যায়ভাবে চড়াও হয়, তবে সীমালঙ্ঘনকারী পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমাদের জন্য ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায়, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে—যদিও তারা মুমিন। তবে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ (কিতালুদ দিফা) এবং আক্রমণাত্মক যুদ্ধের (কিতালুত তালাব) মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আক্রমণাত্মক যুদ্ধ হলো: আমরা কেবল তাদের বিরুদ্ধেই তা পরিচালনা করব যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি শরিয়ত প্রদান করেছে। আর আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে তো অবশ্যই আমাদের প্রতিরক্ষা করতে হবে। আমরা আপনাদের নিকট আশা করি যে, আপনারা এই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন করবেন; কেননা আমরা সংবাদপত্র ও সাময়িকীগুলোতে দেখি কেবল: দেশ! দেশ! দেশ! অথচ সেখানে ইসলামের কোনো উল্লেখ নেই। এটি একটি বিশাল ত্রুটি। উম্মাহকে সঠিক পথ ও পন্থার দিকে

পরিচালিত করা আবশ্যিক। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের ও আপনাদের জন্য সেই তাওফিক প্রার্থনা করি যা ওয়াজিব এবং যা তাঁর সন্তুষ্টির কারণ হয়।

* * *

৯-আবু বাকরা নুফাই ইবনুল হারিস আস-সাকাতী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যখন দুই মুসলমান তাদের তলোয়ার নিয়ে মুখোমুখি হয়, তখন হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামী হবে।" আমি বললাম: "হে আল্লাহর রাসূল! হত্যাকারীর ব্যাপারটি তো বুঝলাম, কিন্তু নিহত ব্যক্তির কী অপরাধ?" তিনি বললেন: "সে-ও তার সঙ্গীকে হত্যা করার জন্য উদগ্রীব ছিল।" (বুখারী ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

তাঁর বাণী: "যখন দুই মুসলমান তাদের তলোয়ার নিয়ে মুখোমুখি হয়" অর্থাৎ: তাদের প্রত্যেকেই অপরকে হত্যা করতে চায়, তাই সে তার বিরুদ্ধে তলোয়ার কোষমুক্ত করেছে। অনুরূপভাবে, যদি তার বিরুদ্ধে কোনো অস্ত্র উঁচিয়ে ধরে; যেমন বন্দুক বা অন্য কোনো মরণাস্ত্র; যেমন পাথর বা অনুরূপ কিছু!

(ص: 70) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

فذكر السيف هنا على سبيل التمثيل، وليس على سبيل التعيين. بل إذا التقى
المسلمان بأي وسيلة يكون بها القتل، فقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في
النار - والعياذ بالله فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: ((هذا القاتل؟)) يعني
أن كونه في النار واضح؛ لأنه قتل نفساً مؤمنة متعمداً؛ والذي يقتل نفساً مؤمنة
متعمداً بغير حق فإنه في نار جهنم.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدِّيًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) (النساء: 93) . فأبوبكر رضي الله عنه قال للنبي صلي الله عليه وسلم: ((هذا القاتل)) وهذه الجملة هي ما يعرف في باب المناظرة بالتسليم، يعني: سلمنا أن القاتل في النار، فما بال المقتول؟ كيف يكون في النار وهو المقتول؟

فقال النبي صلي الله عليه وسلم: ((لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه)) فهو حريص علي قتل صاحبه؛ ولهذا جاء بآلة القتل ليقتله، ولكن تفوق عليه الآخر فقتله. فيكون هذا - والعياذ بالله - بنية القتل، وعمله السبب الموصل للقتل يكون كأنه قاتل؛ ولهذا قال: ((لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه)) ففي هذا الحديث: دليل على أن الأعمال بالنيات، وأن هذا لما نوي قتل صاحبه، صار كأنه فاعل ذلك، أي كأنه قتل. وبهذا نعرف الفرق بين هذا الحديث وبين قوله صلي الله عليه وسلم: ((من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد)). وقوله فيمن أتى لياخذ

এখানে তরবারির উল্লেখ কেবল উদাহরণের জন্য করা হয়েছে, নির্দিষ্টকরণের জন্য নয়। বরং যদি দুইজন মুসলিম হত্যার যেকোনো মাধ্যম নিয়ে একে অপরের মুখোমুখি হয় এবং একজন অন্যজনকে হত্যা করে, তবে হত্যাকারী এবং নিহত উভয়ই জাহান্নামী — আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই। আবু বকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন: "এই তো হত্যাকারী (তার ব্যাপারে তো বুঝলাম)?" অর্থাৎ তার জাহান্নামী হওয়া তো স্পষ্ট; কারণ সে ইচ্ছাকৃতভাবে একজন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করে, সে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হবে। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করবে, তার শাস্তি হবে জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হয়েছেন, তাকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তার জন্য ভয়াবহ আজাব প্রস্তুত রেখেছেন।" (সূরা আন-নিসা: ৯৩)। আবু বকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন: "এই তো

হত্যাকারী।" বিতর্কের পরিভাষায় এই বাক্যটি 'তাসলিম' (স্বীকৃতি) হিসেবে পরিচিত। অর্থাৎ: আমরা মেনে নিলাম যে হত্যাকারী জাহান্নামে যাবে, কিন্তু নিহতের অবস্থা কী? সে নিহত হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে জাহান্নামী হবে?

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "কেননা সে তার সঙ্গীকে হত্যা করার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিল।" সে তার সঙ্গীকে হত্যার জন্য উন্মুখ ছিল; একারণেই সে তাকে হত্যা করতে অস্ত্র নিয়ে এসেছিল, কিন্তু অন্যজন তার ওপর জয়ী হয়ে তাকে হত্যা করে ফেলে। ফলে হত্যার এই নিয়তের কারণে এবং হত্যার দিকে ধাবিত কর্মপদ্ধতির কারণে সেও যেন হত্যাকারীর স্থলাভিষিক্ত হলো — আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই। এই কারণেই তিনি বলেছেন: "কেননা সে তার সঙ্গীকে হত্যা করার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিল।"

এই হাদিসে এ কথাটি প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। যেহেতু সে তার সঙ্গীকে হত্যার দৃঢ় সংকল্প করেছিল, তাই সে যেন সেই কাজের কর্তায় পরিণত হলো, অর্থাৎ সে যেন হত্যা করল। এর মাধ্যমেই আমরা এই হাদিস এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য সেই বাণীর পার্থক্য বুঝতে পারি যেখানে তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি নিজের জীবন বাঁচাতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ, যে ব্যক্তি নিজের পরিবার রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ এবং যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ।" এবং তার সেই বাণী যা এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এসেছে যে নিতে এসেছিল...

(ص: 71) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

مالك: ((إن قتلته فهو في النار، وإن قتلك فأنت شهيد))
وذلك أن الإنسان الذي يدافع عن ماله، وأهله، ونفسه، وعرضه إنما دافع رجلاً
معتدياً صائلاً، لا يندفع إلا بالقتل، فهنا إذا قتل الصائل كان في النار، وإن قتل
المدافع كان شهيداً في الجنة، فهذا هو الفرق بينهما.

فبهذا علم أن من قتل أخاه مريداً لقتله فإنه في النار، ومن قتل أخوه، وهو يريد قتل أخيه، لكن عجز، فالمقتول أيضاً في النار. القاتل والمقتول في النار.

وفي هذا الحديث: دليل على عظم القتل، وإنه من أسباب دخول النار والعياذ بالله. وفيه: دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوردون على الرسول صلى الله عليه وسلم الشبه فيجيب عنها.

ولهذا لا نجد شيئاً من الكتاب والسنة فيه شبهة حقيقة إلا وقد وجد حلها، إما أن تكون حلها بنفس الكتاب والسنة من غير إيراد سؤال، وإما أن يكون بإيراد سؤال يجاب عنه. ومن ذلك أيضاً: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن الدجال يمكث في الأرض أربعين يوماً؛ اليوم الأول كسنة، والثاني كشهر، والثالث كالأسبوع،

মালিক: ((যদি তুমি তাকে হত্যা করো তবে সে জাহান্নামী, আর যদি সে তোমাকে হত্যা করে তবে তুমি শহীদ।))

এর কারণ হলো এই যে, যে ব্যক্তি তার সম্পদ, পরিবার, জীবন ও সম্মানের প্রতিরক্ষা করে, সে মূলত একজন আক্রমণকারী জালেমকে প্রতিহত করে, যাকে হত্যা করা ব্যতীত দমন করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় যদি আক্রমণকারী নিহত হয় তবে সে জাহান্নামী হবে, আর যদি রক্ষণকারী নিহত হয় তবে সে জান্নাতে শহীদ হিসেবে গণ্য হবে; এটাই হলো উভয়ের মধ্যে পার্থক্য।

এর দ্বারা জানা গেল যে, যে ব্যক্তি তার ভাইকে হত্যার ইচ্ছায় তাকে হত্যা করল সে জাহান্নামী, আর যাকে তার ভাই হত্যা করল অথচ সেও তার ভাইকে হত্যার ইচ্ছা পোষণ করছিল কিন্তু অক্ষম ছিল, তবে সেই নিহত ব্যক্তিও জাহান্নামী। হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামী।

আর এই হাদিসে হত্যার ভয়াবহতার প্রমাণ রয়েছে এবং এটি জাহান্নামে প্রবেশের অন্যতম কারণ, আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।

এতে আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সাহাবায়ে কেলাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট বিভিন্ন সংশয় বা অস্পষ্ট বিষয় উত্থাপন করতেন এবং তিনি সেগুলোর উত্তর প্রদান করতেন।

এই কারণেই কুরআন ও সুন্নাহর এমন কোনো বিষয় আমরা পাই না যাতে প্রকৃত কোনো সংশয় রয়েছে অথচ তার সমাধান বিদ্যমান নেই; হয় কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যেই সরাসরি কোনো প্রশ্ন ছাড়াই তার সমাধান দেয়া হয়েছে, অথবা কোনো প্রশ্নের অবতারণা ও তার উত্তরের মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছে। এর অন্যতম উদাহরণ হলো: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সংবাদ দিলেন যে দাজ্জাল পৃথিবীতে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে; তার প্রথম দিনটি হবে এক বছরের সমান, দ্বিতীয় দিনটি এক মাসের সমান এবং তৃতীয় দিনটি হবে এক সপ্তাহের সমান...

(ص: 72) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وبقية الأيام كأيامنا، سأله الصحابة فقالوا: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسبه هل تكفيماً فيه صلاة يوم واحد؟ قال: ((لا)) اقدروا له قدره، ففي هذا أبين دليل على أنه لا يوجد - والله الحمد- في الكتاب والسنة شيء مشتببه ليس له حل، لكن الذي يوجد: قصور في الأفهام تعجز عن معرفة الحل، أو يقصر الإنسان؛ فلا يطلب، ولا يتأمل، ولا يراجع؛ فيشتبه عليه الأمر.

أما الواقع: فليس في القرآن والسنة - والله الحمد - شيء مشتببه إلا وجد حله في الكتاب أو السنة؛ إما ابتداءً، وإما جواباً عن سؤال يقع من الصحابة - رضي الله عنهم والله الموفق.

* * *

10- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة، ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه)) (متفق عليه)

এবং অবশিষ্ট দিনগুলো আমাদের দিনগুলোর মতোই হবে। সাহাবীগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহর রাসূল, এক বছরের সমান দীর্ঘ এই দিনটিতে আমাদের জন্য কি একদিনের সালাত যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন: "না, বরং তোমরা সেই দিনের সময়ের যথাযথ পরিমাপ নির্ধারণ করো।" এতে এটিই সবচেয়ে সুস্পষ্ট দলিল যে—সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য—কিতাব ও সুন্নাহর মধ্যে এমন কোনো অস্পষ্ট বিষয় নেই যার কোনো সমাধান নেই। তবে যা পরিলক্ষিত হয় তা হলো: বুঝের সীমাবদ্ধতা যা সমাধান খুঁজে পেতে অক্ষম হয়, অথবা মানুষের অবহেলা; ফলে সে তা অন্বেষণ করে না, চিন্তা-গবেষণা করে না এবং পর্যালোচনা করে না; ফলশ্রুতিতে বিষয়টি তার কাছে অস্পষ্ট থেকে যায়।

পক্ষান্তরে বাস্তবতা হলো: কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে—সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য—এমন কোনো অস্পষ্ট বিষয় নেই যার সমাধান কিতাব অথবা সুন্নাহর মধ্যে বিদ্যমান নেই; হয় তা সরাসরি বিবৃত হয়েছে, নতুবা সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর পক্ষ থেকে উত্থাপিত কোনো প্রশ্নের উত্তর হিসেবে এসেছে। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

* * *

১০- আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "জামাতে কোনো ব্যক্তির সালাত তার ঘরে বা বাজারে পড়ার চেয়ে বিশের অধিক গুণ বৃদ্ধি পায়। আর এটি একারণে যে, তোমাদের কেউ যখন ওজু করে এবং তা অতি উত্তমভাবে সম্পন্ন করে, অতঃপর মসজিদে আসে এমতাবস্থায় যে সালাত ছাড়া

অন্য কোনো উদ্দেশ্য তার নেই এবং সে কেবল সালাতের জন্যই এসেছে; এমতাবস্থায় সে প্রতিটি কদম ফেলার বিনিময়ে তার মর্যাদা এক ধাপ বৃদ্ধি করা হয় এবং তার একটি গুনাহ মোচন করা হয়, যতক্ষণ না সে মসজিদে প্রবেশ করে। অতঃপর যখন সে মসজিদে প্রবেশ করে, যতক্ষণ সালাত তাকে সেখানে আটকে রাখে ততক্ষণ সে সালাতরত হিসেবেই গণ্য হয়। আর তোমরা যতক্ষণ তোমাদের সালাতের স্থানে অবস্থান করো, ফেরেশতারা তোমাদের জন্য এই বলে দোয়া করতে থাকে: হে আল্লাহ! আপনি তাকে দয়া করুন, হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! আপনি তার তওবা করুন; যতক্ষণ না সে সেখানে কাউকে কষ্ট দেয় এবং যতক্ষণ না তার ওজু নষ্ট হয়।" (বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক ঐক্যমতে বর্ণিত)

(ص: 73) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ينهزه)) هو بفتح الباء والهاء، وبالزاي: أي يخرج به وينهضه.

[الشَّرْحُ]

إذا صلى الإنسان في المسجد مع الجماعة كانت هذه الصلاة أفضل من الصلاة في بيته أو في سوقه سبعاً وعشرين مرة؛ لأن الصلاة مع الجماعة قيام بها أوجب الله من صلاة الجماعة.

فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة فرض عين؛ وأنه يجب علي الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المسجد، لأحاديث وردت في ذلك، ولما أشار الله إليه - سبحانه وتعالى- في كتابه حين قال: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقِمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ) (النساء: من الآية 102).

فَأَوْجِبُ اللهَ الْجَمَاعَةَ فِي حَالِ الْخَوْفِ، فَإِذَا أَوْجِبَهَا فِي حَالِ الْخَوْفِ؛ ففِي حَالِ الْأَمْنِ مِنْ بَابِ أَوَّلَى وَأَحْرَى.

ثم ذكر السبب في ذلك: ((بأن الرجل إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء، ثم خرج من بيته إلى المسجد لا ينهزه، أو لا يخرج به إلا الصلاة، لم يحط خطوة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة))، سواء أقرب مكانه من المسجد أم عد، كل خطوة يحصل بها فائدتان:

الفائدة الأولى: أن الله يرفعه بها درجة.

এটি মুসলিমের শব্দাবলি। তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাণী: ((ইউনহিযুহু))—এটি 'ইয়া' এবং 'হা' বর্ণে ফাতহা (যবর) যোগে এবং 'যা' বর্ণসহ; এর অর্থ হলো: তাকে বের করে আনা এবং উদ্দীপ্ত করা।

[ব্যাক্যা]

যখন কোনো ব্যক্তি মসজিদে জামাতের সাথে সালাত আদায় করে, তখন এই সালাত তার ঘরে বা বাজারে সালাত আদায় করার চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি শ্রেষ্ঠত্ব রাখে; কারণ জামাতের সাথে সালাত আদায় করা আল্লাহর নির্ধারিত জামাতের বিধান পালন করার অন্তর্ভুক্ত।

কেননা আলেমদের মতগুলোর মধ্যে বিশুদ্ধতর মত হলো, জামাতে সালাত আদায় করা ফরজে আইন; এবং বর্ণিত হাদিসসমূহ ও মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা নির্দেশ করেছেন তার প্রেক্ষিতে মানুষের জন্য মসজিদে জামাতের সাথে সালাত আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন: "আর আপনি যখন তাদের মাঝে অবস্থান করবেন ও তাদের জন্য সালাত কায়েম করবেন, তখন তাদের একদল যেন আপনার সাথে দাঁড়ায়..." (সূরা আন-নিসা: ১০২ এর অংশ)।

আল্লাহ তাআলা ভয়ের অবস্থায়ও জামাত ওয়াজিব করেছেন। সুতরাং যদি ভয়ের অবস্থায় এটি ওয়াজিব হয়, তবে নিরাপদ অবস্থায় তা ওয়াজিব হওয়া আরও বেশি সংগত ও বাঞ্ছনীয়।

অতঃপর তিনি এর কারণ উল্লেখ করেছেন: "যদি কোনো ব্যক্তি নিজ ঘরে উত্তমরূপে অজু সম্পাদন করে, অতঃপর মসজিদের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয় এবং সালাত ব্যতীত অন্য কিছু

তাকে বের হতে উদ্বুদ্ধ না করে, তবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে আল্লাহ তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তার একটি পাপ মোচন করেন।" তার স্থান মসজিদ থেকে কাছে হোক বা দূরে, প্রতি কদমে দুটি ফায়দা অর্জিত হয়:

প্রথম ফায়দা: আল্লাহ এর মাধ্যমে তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

(ص: 74) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

والفائدة الثانية: أن الله يحط بها خطيئة، وهذا فضل عظيم. حتى يدخل المسجد؛ فإذا دخل المسجد فصلي ما كتب له، ثم جلس ينتظر الصلاة؛ ((فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة))؛ وهذه أيضاً نعمة عظيمة؛ لو بقيت منتظراً للصلاة مدة طويلة، وأنت جالس لا تصلي، بعد أن صليت تحية المسجد، وما شاء الله - فإنه يحسب لك أجر الصلاة.

وهناك أيضاً شيء رابع: أن الملائكة تصلي عليه ما دام في مجلسه الذي صلي فيه، تقول (0) اللهم صل عليه، اللهم أغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه)) وهذا أيضاً فضل عظيم لمن حضر بهذه النية وبهذه الأفعال.

والشاهد من هذا الحديث قوله: ((ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرج إلا للصلاة)) فإنه يدل على اعتبار النية في حصول هذا الأجر العظيم. أما لو خرج من بيته لا يريد الصلاة، فإنه لا يكتب له هذا الأجر؛ مثل أن يخرج من بيته إلى دكانه؛ ولما أذن ذهب صلي؛ فإنه لا يحصل علي هذا الأجر؛ لأن الأجر إنما يحصل لمن خرج من البيت لا يخرج إلا للصلاة.

لكن رباً يكتب له الأجر من حين أن ينطلق من دكانه، أو من مكان بيعه وشرائه
إلى أن يصل إلى المسجد؛ ما دام انطلق من هذا المكان وهو على طهارة. والله الموفق.

* * *

দ্বিতীয় উপকারিতা হলো: আল্লাহ এর মাধ্যমে একটি পাপ মোচন করেন, আর এটি এক মহান অনুগ্রহ। যতক্ষণ না সে মসজিদে প্রবেশ করে; যখন সে মসজিদে প্রবেশ করে এবং তার জন্য যা নির্ধারিত ছিল তা (সালাত) আদায় করে, অতঃপর সালাতের অপেক্ষায় বসে থাকে;
“নিশ্চয়ই সে ততক্ষণ সালাতের অবস্থাতেই থাকে যতক্ষণ সে সালাতের অপেক্ষায় থাকে।”
এটিও একটি বিশাল নিয়ামত; আপনি যদি দীর্ঘ সময় সালাতের অপেক্ষায় বসে থাকেন অথচ সালাত পড়ছেন না—মসজিদে প্রবেশের অভিবাদন (তাহিয়াতুল মসজিদ) এবং আল্লাহ যা তাওফিক দিয়েছেন তা আদায়ের পর—তবে আপনার জন্য সালাতের সওয়াবই গণনা করা হবে।

সেখানে চতুর্থ আরও একটি বিষয় রয়েছে: যতক্ষণ বান্দা তার সালাতের স্থানে বসে থাকে যেখানে সে সালাত আদায় করেছে, ততক্ষণ ফেরেশতাগণ তার ওপর রহমত কামনা করেন। তারা বলেন: “হে আল্লাহ! আপনি তার ওপর রহমত বর্ষণ করুন, হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! আপনি তার ওপর দয়া করুন, হে আল্লাহ! আপনি তার তাওবা কবুল করুন।” আর যে ব্যক্তি এই নিয়ত ও কার্যাবলিসহ উপস্থিত হয়, এটি তার জন্য এক মহান ফজিলত।

এই হাদিসের প্রাসঙ্গিক বিষয় হলো তাঁর বাণী: “অতঃপর সে তার ঘর থেকে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হলো, সালাত ছাড়া অন্য কিছু তাকে বের করেনি।” এটি এই মহান সওয়াব অর্জনের ক্ষেত্রে নিয়তের বিবেচনার ওপর প্রমাণ বহন করে।

পক্ষান্তরে, যদি কেউ সালাতের সংকল্প ছাড়া ঘর থেকে বের হয়, তবে তার জন্য এই সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে না; যেমন কেউ তার বাড়ি থেকে দোকানের উদ্দেশ্যে বের হলো এবং আযান হওয়ার পর গিয়ে সালাত আদায় করল; তবে সে এই সওয়াব লাভ করবে না। কারণ, এই সওয়াব কেবল তার জন্যই অর্জিত হয় যে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় কেবল সালাতের উদ্দেশ্যই পোষণ করে।

তবে সম্ভবত তার সওয়াব সেই সময় থেকে লেখা হবে যখন সে তার দোকান অথবা ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান থেকে মসজিদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়; যতক্ষণ সে ওই স্থান থেকে পবিত্র অবস্থায় রওনা হবে। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

* * *

(ص: 75) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

11- وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب- رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه- تبارك وتعالى- قال: ((إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعطيها كتبها الله- تبارك وتعالى- عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة)) (متفق عليه) .

[الشَّرْحُ]

قوله: ((إن الله كتب الحسنات والسيئات)) ؛ كتابته للحسنات والسيئات تشمل معنيين:

المعني الأول: كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، فإن الله - تعالى- كتب في اللوح المحفوظ؛ كل شيء كما قال الله: ((إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ)) (القمر: 49) وقال تعالى (وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَقَرٌّ) (القمر: 53) فالله - سبحانه وتعالى- كتب السيئات

والحسنات في اللوح المحفوظ، إذا عملها العبد فإن الله - تعالى - يكتبها حسب ما تقتضيه حكمته، وحسب ما يقتضيه عدله وفضله.

فها تان كتابتان:

كتابة سابقة: لا يعلمها إلا الله عز وجل فكل واحد منا لا يعلم

১১- আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, যা তিনি তাঁর প্রতিপালক—তাবারাকা ওয়া তাআলা—হতে বর্ণনা করেছেন—তিনি বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ নেক আমল ও বদ আমলসমূহ লিখে রেখেছেন, অতঃপর তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো নেক আমলের সংকল্প করল কিন্তু তা সম্পাদন করতে পারেনি, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা তাঁর কাছে তার জন্য একটি পূর্ণ নেকি লিখে দেন। আর যদি সে তার সংকল্প অনুযায়ী তা সম্পাদন করে, তবে আল্লাহ তার জন্য দশটি নেকি হতে সাতশ গুণ, এমনকি তার চেয়েও বহুগুণ লিখে দেন। আর যদি সে কোনো মন্দ কাজের সংকল্প করে কিন্তু তা সম্পাদন না করে, তবে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা তাঁর কাছে তার জন্য একটি পূর্ণ নেকি লিখে দেন। আর যদি সে সংকল্প করে এবং তা সম্পাদন করে, তবে আল্লাহ তার জন্য একটি মাত্র গুনাহ লিপিবদ্ধ করেন।" (বুখারি ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

তাঁর বাণী: "নিশ্চয়ই আল্লাহ নেক আমল ও বদ আমলসমূহ লিখে রেখেছেন"; নেক আমল ও বদ আমল লিখে রাখার বিষয়টিতে দুটি অর্থ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

প্রথম অর্থ: লাওহে মাহফুজে তা লিপিবদ্ধ করা। কেননা মহান আল্লাহ লাওহে মাহফুজে প্রতিটি বিষয় লিখে রেখেছেন, যেমনটি আল্লাহ বলেছেন: "নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।" (আল-কামার: ৪৯)। তিনি আরও বলেন: "এবং প্রতিটি ছোট ও বড় বিষয় লিপিবদ্ধ।" (আল-কামার: ৫৩)। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা লাওহে মাহফুজে পাপ ও পুণ্যসমূহ লিখে রেখেছেন। বান্দা যখন তা সম্পাদন করে, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রজ্ঞা, ন্যায়বিচার এবং অনুগ্রহের দাবি অনুযায়ী তা লিপিবদ্ধ করেন।

সুতরাং এটি দুই ধরনের লিখন:

পূর্ববর্তী লিখন: যা আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লা ব্যতীত আর কেউ জানে না। আমাদের কেউই জানে না...

(স: 76) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

مَاذَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ حَقٌّ يَقَعُ ذَلِكَ الشَّيْءُ.
وَكِتَابَةٌ لَاحِقَةٌ: إِذَا عَمِلَ الْإِنْسَانُ الْعَمَلَ كَتَبَ إِذَا عَمِلَ الْإِنْسَانُ الْعَمَلَ كَتَبَ لَهُ حَسَبَ مَا تَقْتَضِيهِ الْحِكْمَةُ، وَالْعَدْلُ، وَالْفَضْلُ: ((ثُمَّ بَيْنَ ذَلِكَ)) أَيْ: ثُمَّ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ كَيْفَ يَكْتُبُ، فَبَيْنَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا هُمْ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ - تَعَالَى - حَسَنَةً كَامِلَةً.
مِثَالُهُ: رَجُلٌ هُمْ أَنْ يَتَوَضَّأَ لِيَقْرَأَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ وَعَدَلَ عَنْهُ، فَإِنَّهُ يَكْتُبُ لَهُ بِذَلِكَ حَسَنَةً كَامِلَةً.
مِثَالٌ آخَرُ: رَجُلٌ هُمْ أَنْ يَتَصَدَّقَ، وَعَيْنُ الْبَالِ الَّذِي يَرِيدُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ، ثُمَّ أَمْسَكَ وَلَمْ يَتَصَدَّقْ، فَيَكْتُبُ لَهُ بِذَلِكَ حَسَنَةً كَامِلَةً. هُمْ أَنْ يَصِلِيَ رَكَعَتَيْنِ، فَأَمْسَكَ وَلَمْ يَصِلْ، فَإِنَّهُ يَكْتُبُ لَهُ بِذَلِكَ حَسَنَةً كَامِلَةً.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ يَكْتُبُ لَهُ حَسَنَةً وَهُوَ لَمْ يَفْعَلْهَا؟
فَالْجَوَابُ عَلَيَّ ذَلِكَ: أَنْ يَقَالَ إِنَّ فَضْلَ اللَّهِ وَاسِعٌ، هَذَا الْهَمُّ الَّذِي حَدَثَ مِنْهُ يُعْتَبَرُ حَسَنَةً؛ لِأَنَّ الْقَلْبَ هَامًا؛ إِمَّا بِخَيْرٍ أَوْ بِشَرٍّ، فَإِذَا هُمْ بِالْخَيْرِ فَهَذِهِ حَسَنَةٌ تَكْتُبُ لَهُ، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضَعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ.

وهذا التفاوت مبني على الإخلاص والمتابعة؛ فكلماً كان الإنسان في عبادته أخلص لله كان أجره أكثر، وكلماً كان الإنسان في عبادته أتبع للرسول صلى الله عليه وسلم كانت عبادته أكمل، وثوابه أكثر، فالتفاوت هذا يكون بحسب الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

أما السيئة فقال: ((وإن هم بسيئة فلم يتعها كتبها الله حسنة كاملة))

আল্লাহ তাঁর জন্য কল্যাণ বা অকল্যাণ থেকে যা লিখে রেখেছেন, যতক্ষণ না সেই বিষয়টি সংঘটিত হয়।

এবং পরবর্তী লিখন: যখন মানুষ কোনো আমল করে, তখন প্রজ্ঞা, ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহের দাবি অনুযায়ী তা তার জন্য লেখা হয়: “অতঃপর তিনি তা স্পষ্ট করেছেন” অর্থাৎ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করেছেন যে, তা কীভাবে লেখা হয়। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, মানুষ যখন কোনো নেক কাজের সংকল্প করে কিন্তু তা সম্পাদন করে না, তখন আল্লাহ তাআলা তার জন্য একটি পূর্ণ নেকি লিখে দেন।

উদাহরণস্বরূপ: এক ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াতের জন্য ওজু করার সংকল্প করল, অতঃপর সে তা করল না এবং তা থেকে বিরত থাকল, তবে এর বিনিময়ে তার জন্য একটি পূর্ণ নেকি লেখা হবে।

অন্য একটি উদাহরণ: এক ব্যক্তি সদকা করার সংকল্প করল এবং সদকা করার জন্য অর্থও নির্দিষ্ট করল, অতঃপর সে বিরত থাকল এবং সদকা করল না, তবে এর জন্য তার আমলনামায় একটি পূর্ণ নেকি লেখা হবে। সে দুই রাকাত সালাত আদায়ের সংকল্প করল, অতঃপর বিরত থাকল এবং সালাত আদায় করল না, তবে তার জন্য একটি পূর্ণ নেকি লেখা হবে।

যদি কেউ প্রশ্ন করে: সে কাজটি না করা সত্ত্বেও কীভাবে তার জন্য নেকি লেখা হবে?

এর উত্তর হলো: বলা হবে যে, আল্লাহর অনুগ্রহ অত্যন্ত প্রশস্ত। তার পক্ষ থেকে যে সংকল্পটি হয়েছে তা নেকি হিসেবে গণ্য হবে; কারণ অন্তর সর্বদা সংকল্পমুখী; হয় কল্যাণের নয়তো অকল্যাণের। সুতরাং সে যখন কল্যাণের সংকল্প করে, তখন এটি একটি নেকি হিসেবে তার জন্য লিখে দেওয়া হয়। আর যদি সে তা সম্পাদন করে, তবে আল্লাহ তা দশ গুণ থেকে সাতশত গুণ বা তার চেয়েও বহুগুণ বৃদ্ধি করে লিখে দেন।

আর এই তারতম্য ইখলাস (নিষ্ঠা) ও অনুসরণের ওপর ভিত্তি করে হয়; মানুষ তার ইবাদতে আল্লাহর প্রতি যত বেশি নিবেদিতপ্রাণ হবে, তার প্রতিদান তত বেশি হবে। আর মানুষ তার ইবাদতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যত বেশি অনুসারী হবে, তার ইবাদত তত বেশি পূর্ণাঙ্গ হবে এবং সওয়াব তত বেশি হবে। সুতরাং এই তারতম্য আল্লাহর প্রতি ইখলাস এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের ওপর নির্ভরশীল। আর মন্দ কাজের ব্যাপারে তিনি বলেছেন: “আর যদি সে কোনো মন্দ কাজের সংকল্প করে কিন্তু তা সম্পাদন না করে, তবে আল্লাহ তার জন্য একটি পূর্ণ নেকি লিখে দেন।”

(ص: 77) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

কর جل هم أن يسرق، ولكن ذكر الله- عز وجل فأدركه خوف الله فترك السرقة، فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة؛ لأنه ترك فعل العصية لله فأثيب على ذلك كما جاء ذلك مفسراً في لفظ آخر: ((إنما تركها من جراي)) أي من أجلي، هم أن يفعل منكراً كالغيبة مثلاً، ولكنه ذكر أن هذا محرم فتركه لله؛ فإنه يعطي على ذلك حسنة كاملة.

فإن عمل السيئة كتب سيئة واحدة فقط، لا تزيد، لقوله - تعالى- (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) (الأنعام: 160).

وهذا الحديث فيه: دليل على اعتبار النية؛ وأن النية قد توصل صاحبها إلي الخير.

وسبق لنا أن الإنسان إذا نوي الشر، وعمل العمل الذي يوصل إلي الشر، ولكنه عجز عنه؛ فإنه يكتب عليه إثم الفاعل؛ كما سبق فيمن التقياً بسيفهما من المسلمين:

((إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار)) قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: ((لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه)) والله الموفق.

যেমন কোনো ব্যক্তি যে চুরির সংকল্প করেছিল, কিন্তু সে মহান আল্লাহকে স্মরণ করল এবং আল্লাহর ভয় তাকে পেয়ে বসল, ফলে সে চুরি বর্জন করল। এতে তার জন্য একটি পূর্ণ নেকি লেখা হবে; কেননা সে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে গুনাহের কাজ বর্জন করেছে। ফলে তাকে এর প্রতিদান দেওয়া হয়েছে, যেমনটি অন্য শব্দে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে: "সে কেবল আমার কারণেই তা বর্জন করেছে।" অর্থাৎ আমার সন্তুষ্টির নিমিত্তে। সে যদি কোনো মন্দ কাজ করার সংকল্প করে, যেমন গীবত করা, কিন্তু সে স্মরণ করল যে এটি হারাম এবং আল্লাহর জন্য তা বর্জন করল; তবে তাকে এর বিনিময়ে একটি পূর্ণ নেকি প্রদান করা হবে।

আর যদি সে মন্দ কাজটি করে ফেলে, তবে কেবল একটিই গুনাহ লেখা হবে, তার চেয়ে বেশি নয়। কারণ মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো নেক কাজ নিয়ে আসবে, তার জন্য তার দশগুণ সওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তাকে কেবল তারই অনুরূপ প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না।" (সূরা আল-আন'আম: ১৬০)।

আর এই হাদিসটিতে নিয়তের গুরুত্বের প্রমাণ রয়েছে; এবং নিয়ত তার অধিকারীকে কল্যাণের পথে পৌঁছে দিতে পারে।

ইতিপূর্বে আমাদের আলোচনায় অতিক্রান্ত হয়েছে যে, মানুষ যখন মন্দের নিয়ত করে এবং মন্দের দিকে ধাবিত করে এমন পদক্ষেপও গ্রহণ করে, কিন্তু সেটি সম্পন্ন করতে সে অক্ষম হয়; তবে তার আমলনামায় কাজটি সম্পাদনকারীর সমান গুনাহ লেখা হবে। যেমনটি তলোয়ার নিয়ে মুখোমুখি হওয়া দুই মুসলিমের ব্যাপারে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে: "যখন দুই মুসলিম তাদের তলোয়ার নিয়ে একে অপরের মুখোমুখি হয়, তখন হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামে যাবে।" সাহাবীগণ আরজ করলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! এই তো হত্যাকারী (তার বিষয়টি বোধগম্য), কিন্তু নিহত ব্যক্তির কী হলো (যে সেও জাহান্নামে যাবে)?" তিনি বললেন: "কেননা সেও তার সঙ্গীকে হত্যা করার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিল।" আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

12- وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب- رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((انطق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلي غار فدخلوه، فأنحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار؛ فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله - تعالي- بصالح أعمالكم.

قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلها أهلاً ولا مالاً. فنأي بي طلب الشجر يوماً، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما عبوقهما، فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلها أهلاً أو مالاً، فلبثت -والقدح علي يدي- أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر- والصبية يتضاغون عند قدمي- فاستيقظا، فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فأنفرت شيئاً لا يستطيعون الخروج منه.

قال الآخر: اللهم إنه كانت لي بنة عم، كانت أحب الناس إلي - وفي رواية؛ ((كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء)) - فأردتها على نفسها، فامتنعت مني، حتى ألبت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار؛ على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت، حتى إذا قدرت عليها- وفي رواية: ((فلما قعدت بين رجليها)) - قالت: اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فأنصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فأنفرت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها.

১২- আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: “তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের তিন ব্যক্তি পথ চলছিল। পথিমধ্যে রাত কাটানোর প্রয়োজনে তারা

একটি গুহায় আশ্রয় নিল এবং তাতে প্রবেশ করল। হঠাৎ পাহাড় থেকে একটি বিশাল পাথর খসে পড়ে গুহার মুখ তাদের ওপর রুদ্ধ করে দিল। তখন তারা একে অপরকে বলল: ‘নিশ্চয়ই তোমাদের সৎকর্মসমূহের উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া এই পাথর থেকে তোমাদের মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় নেই।’

তাদের মধ্যে একজন বলল: ‘হে আল্লাহ! আমার অতি বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিলেন। আমি তাঁদের আগে পরিবারের কাউকে বা কোনো দাস-দাসী বা গবাদি পশুকে দুধ পান করাতাম না। একদিন গাছের সন্ধানে আমি অনেক দূরে চলে গেলাম। ফলে আমি তাঁদের নিকট ফেরার পূর্বেই তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি তাঁদের জন্য দুধ দোহন করলাম, কিন্তু তাঁদের ঘুমন্ত পেলাম। তাঁদের আগে পরিবার বা গবাদি পশুকে দুধ পান করানো আমি অপছন্দ করলাম। তাই দুধের পাত্র হাতে নিয়ে আমি তাঁদের জেগে ওঠার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকলাম—এভাবে ফজর হয়ে গেল। এমতাবস্থায় ছোট ছেলেমেয়েরা আমার পায়ের কাছে ক্ষুধায় চিৎকার করছিল। অতঃপর তাঁরা জাগ্রত হলেন এবং তাঁদের নৈশ পানীয় পান করলেন। হে আল্লাহ! আমি যদি কেবল তোমার সন্তুষ্টির অন্বেষণে এই কাজ করে থাকি, তবে এই পাথরের কারণে আমরা যে সংকটে পড়েছি তা থেকে আমাদের মুক্তি দাও।’ তখন পাথরটি সামান্য সরে গেল, তবে তারা তা দিয়ে বের হতে পারছিল না।

অন্যজন বলল: ‘হে আল্লাহ! আমার এক চাচাতো বোন ছিল, সে আমার কাছে সকল মানুষের চেয়ে প্রিয় ছিল—অন্য এক বর্ণনায় আছে: ‘আমি তাকে একজন পুরুষের নারীর প্রতি তীব্র ভালোবাসার মতো ভালোবাসতাম’—অতঃপর আমি তার কুপ্রস্তাব দিলাম, কিন্তু সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করল। এক সময় সে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে আমার নিকট এল। আমি তাকে একশত বিশ দিনার এই শর্তে দিলাম যে, সে নিজেকে আমার কাছে সপে দেবে। সে তাই করল। অতঃপর যখন আমি তার ওপর সক্ষম হলাম—অন্য বর্ণনায় আছে: ‘যখন আমি তার দুই পায়ের মাঝে বসলাম’—তখন সে বলল: ‘আল্লাহকে ভয় করো এবং বৈধ অধিকার ব্যতীত সতীত্বের মোহর নষ্ট করো না।’ তখন আমি তাকে সর্বাধিক ভালোবাসা সত্ত্বেও তার থেকে দূরে সরে গেলাম এবং তাকে যে স্বর্ণমুদ্রাগুলো দিয়েছিলাম তাও ছেড়ে দিলাম। হে আল্লাহ! আমি যদি এই কাজটি কেবল তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকি, তবে আমরা যে সংকটে আছি তা থেকে আমাদের মুক্তি দাও।’ তখন পাথরটি আরও কিছুটা সরে গেল, কিন্তু তবুও তারা বের হতে পারছিল না।

وقال الثالث: اللهم أستأجرت أجراً وأعطيتهم أجراً، غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: ((يا عبد الله أد إلي أجري، فقلت: كل ما تري من أجرك: من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزي بي! فقلت: لا استهزيء بك فأخذه كله، فاستاقه، فلم يترك منه شيئاً اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، فخرجوا يمشون)) \ (متفق عليه).

[الشَّرْحُ]

قوله: ((انطلق ثلاثة نفر)) أي: ثلاثة رجال.
((فآواهم المبيت فدخلوا في غار)) يعني: ليبينوا فيهن والغار: هو ما يكون في الجبل مما يدخله الناس يبيتون فيه، أو يتظللون فيه عن الشمس، وما أشبه ذلك. فهم دخلوا حين آواهم المبيت إلي هذا الغار، ولم يستطيعوا أن يزحزحوها؛ لأنها صخرة كبيرة. فرأوا أن يتوسلوا إلي الله - سبحانه وتعالى - بصالح أعمالهم.
فذكر أحدهم برة التأم بوالديه، وذكر الثاني عفته التامة، وذكر الثالث ورعه ونصحه.

এবং তৃতীয় ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহ, আমি কয়েকজন শ্রমিক নিয়োগ করেছিলাম এবং তাদের পারিশ্রমিক প্রদান করেছিলাম, কিন্তু একজন লোক তার পাওনা গ্রহণ না করেই চলে গিয়েছিল। অতঃপর আমি তার সেই পারিশ্রমিক বিনিয়োগ করি, ফলে তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জিত হয়। দীর্ঘকাল পর সে আমার কাছে এসে বলল: 'হে আল্লাহর বান্দা, আমার পারিশ্রমিক আমাকে দিয়ে দিন।' আমি বললাম: 'আপনি যা দেখছেন—এই উট, গরু, ছাগল ও দাস-দাসী—সবই আপনার পারিশ্রমিক থেকে উৎপন্ন।' সে বলল: 'হে আল্লাহর বান্দা, আমার সাথে উপহাস করবেন না!' আমি বললাম: 'আমি আপনার সাথে উপহাস করছি না।' তখন সে তার

সবটুকুই গ্রহণ করল এবং হাঁকিয়ে নিয়ে চলে গেল, তার কিছুই অবশিষ্ট রাখল না। হে আল্লাহ, আমি যদি এই কাজটি একমাত্র আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করে থাকি, তবে আমরা যে বিপদে আছি তা থেকে আমাদের মুক্তি দিন।' তখন পাথরটি সরে গেল এবং তারা হেঁটে বেরিয়ে এল। (বুখারি ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

তাঁর বক্তব্য: "তিনজন ব্যক্তি রওনা হলেন" অর্থাৎ: তিনজন পুরুষ মানুষ।

"রাত যাপনের প্রয়োজনে তারা একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন" অর্থাৎ: সেখানে রাত কাটানোর জন্য। গুহা হলো পাহাড়ের এমন গহ্বর যেখানে মানুষ রাত কাটানোর জন্য প্রবেশ করে অথবা রোদ ইত্যাদি থেকে বাঁচতে ছায়া গ্রহণ করে। সুতরাং রাত যাপনের প্রয়োজন দেখা দিলে তারা এই গুহায় প্রবেশ করলেন, কিন্তু তারা পাথরটি সরাতে সক্ষম হলেন না; কারণ সেটি ছিল একটি বিশাল পাথর। তখন তারা তাদের নেক আমলের উসিলায় মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

তাদের একজন তাঁর পিতা-মাতার প্রতি পূর্ণ সদাচরণের কথা উল্লেখ করলেন, দ্বিতীয়জন তাঁর পূর্ণ চারিত্রিক পবিত্রতার কথা উল্লেখ করলেন এবং তৃতীয়জন তাঁর খোদাভীতি ও আমানতদারিতার কথা উল্লেখ করলেন।

(ص: 80) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

أما الأول: يقول إنه كان له أبوان شيخان كبيران ((وكنت لا أعقب قبلهما أهلاً ولا مالا)) الأهل: مثل الزوجة والأولاد، والمال: مثل الأرقاء وشبهه.

وكان له غنم، فكان يسرح فيها ثم يرجع في آخر النهار، ويجلب الغنم، ويعطي أبويه- الشيخين الكبيران - ثم يعطي بقية أهله وماله.

يقول: ((فنأى به طلب الشجر ذات يوم)) أي: أبعد بي طلب الشجر الذي يرقاه.
فرجع، فوجد أبويه قد ناما، فنظر، هل يسقي أهله وما له قبل أبويه، أو ينتظر حتى
يرق الفجر؛ أي حتى طلع الفجر- وهو ينتظر استيقاظ أبويه-، فلما استيقظا وشربا
اللبن أسقي أهله وما له.

قال: ((اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه)) ومعناه:
اللهم إن كنت مخلصاً في عملي هذا- فعلته من أجلك- فافرج عنا ما نحن فيه.
وفي هذا دليل على الإخلاص لله عز وجل في العمل، وأن الإخلاص عليه مدار كبير في
قبول العمل، فتقبل الله منه هذه الوسيلة وانفرت الصخرة؛ لكن انفراجاً لا
يستطيعون الخروج منه.

أما الثاني: فتوسل إلي الله عز وجل بالعفة التامة؛ وذلك أنه كان له ابنة عم، وكان
يحبها حباً شديداً كاشد ما يحب الرجال النساء ((فأرادها

প্রথম ব্যক্তি সম্পর্কে: সে বলে যে, তার অত্যন্ত বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিলেন। (সে বলত: "আমি
তাদের আগে পরিবার বা সম্পদ কাউকেই পানীয় পান করাতাম না")। 'পরিবার' বলতে এখানে
স্ত্রী ও সন্তানাদি এবং 'সম্পদ' বলতে দাস-দাসী ও অনুরূপ বিষয় বোঝানো হয়েছে।

তার কিছু বকরী ছিল, সে সেগুলো চড়াতে নিয়ে যেত এবং দিনের শেষে ফিরে আসত। এরপর
সে দুধ দহন করত এবং প্রথমে তার বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে পান করাত, তারপর তার পরিবারের
অন্যান্য সদস্য ও অন্যদের দিত।

সে বলল: "একদিন চারণভূমির সন্ধানে আমি অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম।" অর্থাৎ গবাদি
পশুর খাদ্যের সন্ধানে সে দূরে চলে গিয়েছিল। সে যখন ফিরে এল, দেখল তার পিতা-মাতা
ঘুমিয়ে পড়েছেন। সে দ্বিধায় পড়ল যে, সে কি তার পিতা-মাতার আগে তার পরিবার ও
সম্পদকে পান করাবে, নাকি ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে? অর্থাৎ সে তার পিতা-মাতার
জেগে ওঠার প্রতীক্ষায় ভোর হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকল। যখন তাঁরা জাগ্রত হলেন এবং দুধ
পান করলেন, তখন সে তার পরিবার ও অন্যদের পান করাল।

সে বলল: "হে আল্লাহ! আমি যদি কেবল আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এই কাজটি করে থাকি, তবে আমরা যে বিপদে আছি তা থেকে আমাদের মুক্তি দিন।" এর অর্থ হলো: হে আল্লাহ! আমি যদি আমার এই কাজে একনিষ্ঠ হয়ে থাকি—অর্থাৎ কেবল আপনার সন্তুষ্টির জন্যই এটি করে থাকি—তবে আমাদের এই সংকট দূর করে দিন।

এর মধ্যে আমলের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর প্রতি ইখলাস বা একনিষ্ঠতার প্রমাণ নিহিত রয়েছে। আমল কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে ইখলাসই হলো প্রধান ভিত্তি। আল্লাহ তার এই অসীলা কবুল করলেন এবং পাথরটি অপসারিত হলো; তবে তা থেকে বের হওয়ার মতো যথেষ্ট জায়গা তৈরি হলো না।

আর দ্বিতীয় ব্যক্তি: সে পূর্ণ চারিত্রিক পবিত্রতা ও সতীত্বের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নিকট অসীলা পেশ করল। তার এক চাচাতো বোন ছিল, যাকে সে কোনো পুরুষ একজন নারীকে যতটা তীব্রভাবে ভালোবাসতে পারে, ততটাই ভালোবাসত। (সে তাকে পেতে চেয়েছিল...

(ص: 81) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

على نفسها)) أي أراداه- والعياذ بالله- بالزنا؛ ليزني بها، ولكنها لم توافق وابت، فألمت بها سنة من السنين، أي: أصابها فقر وحاجة فاضطرت إلي أن تجود بنفسها في الزنا من أجل الضرورة، وهذا لا يجوز، ولكن على كل حال؛ هذا الذي حصل، فجاءت إليه، فأعطاه مائة وعشرين ديناراً، أي: مائة وعشرين جنيهاً؛ من أجل أن تمكنه من نفسها، ففعلت من أجل الحاجة والضرورة، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته على أنه يريد أن يفعل بها، قالت له هذه الكلمة العجيبة العظيمة: ((اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه)).

فخوفته بالله- عز وجل وأشارت إليه إني إن أراد هذا بالحق فلا مانع عندها. لكن كونه يفيض الخاتم بغير حق، هي لا تريده، تري أن هذا من المعاصي؛ ولهذا قالت له: اتق الله، فلما قالت له هذه الكلمة- التي خرجت من أعماق قلبها- دخلت في أعماق قلبه، وقام عنها وهي أحب الناس غليه، يعني ما زالت رغبته عنها، ولا كرهها، بل حبها في قلبه، لكن أدركه خوف الله عز وجل فقام عنها وهي أحب الناس إليه، وترك لها الذهب الذي أعطاه - مائة وعشرين ديناراً، ثم قال: ((اللهم إن كنت فعلت هذا لأجلك فأفرج عنا ما نحن فيه، فأنفرت الصخرة، إلا أنهم لا يستطيعون الخروج)) وهذا من آيات الله؛ لأن الله على كل شيء قدير، لو شاء الله تعالى لانفرت عنهم بأول مرة.

ولكنه- سبحانه وتعالى- أراد أن يبقى هذه الصخرة؛ حتى يتم لكل واحد منهم ما أراد أن يتوسل به من صالح الأعمال.

তার উপর (অর্থাৎ সে তাকে ব্যভিচারে লিপ্ত করার ইচ্ছা পোষণ করেছিল)—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—যাতে সে তার সাথে ব্যভিচার করতে পারে। কিন্তু সে (নারীটি) তাতে অসম্মতি জানায় ও প্রত্যাখ্যান করে। এরপর কোনো এক বছর তার ওপর দুর্ভিক্ষ আপতিত হয়, অর্থাৎ সে চরম অভাব ও দারিদ্র্যে নিপতিত হয়। তখন সে নিরুপায় হয়ে ব্যভিচারের জন্য নিজেকে সমর্পণ করতে বাধ্য হয়—যদিও এটি কোনোভাবেই বৈধ নয়—তবে যা হওয়ার তা-ই হলো। সে তার কাছে এলো এবং সে তাকে একশ বিশ দিনার প্রদান করলো; যাতে সে তাকে সম্তোগ করতে পারে। অভাব ও চরম সংকটের কারণে সে তাতে রাজি হলো। অতঃপর যখন সে তার সাথে ঠিক সেভাবেই উপবেশন করলো যেভাবে একজন স্বামী তার স্ত্রীর সাথে বসে—অর্থাৎ যখন সে তার সাথে অপকর্মে লিপ্ত হতে উদ্যত হলো—তখন সে তাকে এই বিস্ময়কর ও মহিমাম্বিত বাক্যটি বললো: “আল্লাহকে ভয় করো এবং ন্যায়সঙ্গত অধিকার (বিবাহ) ব্যতীত এই মোহর (সতীত্ব) নষ্ট করো না।”

এভাবে সে তাকে মহান আল্লাহর ভয় প্রদর্শন করলো এবং তাকে ইঙ্গিত দিল যে, সে যদি ন্যায়সঙ্গত পন্থায় (বিবাহের মাধ্যমে) এটি চায় তবে তার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু

অন্যায়ভাবে এই সতীত্ব হরণ করা সে চায় না, কারণ সে মনে করে এটি মহান আল্লাহর অবাধ্যতা। আর এই কারণেই সে তাকে বলেছিল: “আল্লাহকে ভয় করো।” যখন সে এই কথাটি বলল—যা তার হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত হয়েছিল—তা লোকটির হৃদয়ের গভীরে গিয়ে বিদ্ধ হলো। সে তার কাছ থেকে উঠে দাঁড়ালো অথচ সেই নারীটি ছিল তার কাছে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়। অর্থাৎ তার প্রতি তার আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষ হয়ে যায়নি বা সে তাকে ঘৃণা করেনি, বরং তার ভালোবাসা তখনও হৃদয়ে অম্লান ছিল; কিন্তু মহান আল্লাহর ভয় তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। ফলে সে তার কাছ থেকে সরে দাঁড়ালো এমতাবস্থায় যে সে তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছিল। সে তাকে দেওয়া স্বর্ণমুদ্রাগুলোও—একশ বিশ দিনার—তার জন্য ছেড়ে দিল। অতঃপর সে প্রার্থনা করলো: “হে আল্লাহ! আমি যদি কেবল আপনার সন্তুষ্টির জন্যই এই কাজটি করে থাকি, তবে আমাদের ওপর থেকে এই বিপদ সরিয়ে দিন।” তখন পাথরটি সরে গেল, কিন্তু তারা বের হওয়ার মতো পর্যাপ্ত সুযোগ পেল না। এটি আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত; কারণ আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। আল্লাহ তাআলা চাইলে প্রথমবারই পাথরটি সম্পূর্ণ সরিয়ে দিতে পারতেন।

কিন্তু তিনি (সুবহানাছ ওয়া তাআলা) চেয়েছিলেন পাথরটিকে সে অবস্থায় রাখতে, যাতে তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ নেক আমলের উসিলায় তাওসুল বা প্রার্থনা করার সুযোগ পায়।

(ص: 82) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وَأَمَّا الثَّالِثُ: فتوسل إلى الله - سبحانه وتعالى - بالأمانة والإصلاح والإخلاص في العمل، فإنه يذكر أنه استأجر أجراً على عمل من الأعمال؛ فأعطاهم أجورهم، إلا رجلاً واحداً ترك أجره فلم يأخذه ز فقام هذا المستأجر فشر المال، فصار يتكسب به بالبيع والشراء وغير ذلك، حتى نما وصار منه إبل وبقر وغنم ورقيق وأموال عظيمة.

فجاءه بعد حين، فقال له: يا عبد الله أعطني أجري. فقال لهك كل ما تري فهو لك؛ من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فأقل: لا تستهزيء بي، الأجرة التي لي عندك قليلة، كيف لي كل ما أري من الإبل والبقر والغنم والرقيق؟ لا تستهزيء بي. فقلت: هو لك، فأخذه واستأقه كله ولم يترك له شيئاً.

اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، وانفتح الباب، فخرجوا يبشون)) لأنهم توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم التي فعلوها إخلاصاً لله عز وجل.

ففي هذا الحديث من الفوائد والعبر: فضيلة بر الوالدين؛ وأنه من الأعمال الصالحة التي تفرج بها الكربات، وتزال بها الظلمات.

وفيه: فضيلة العفة عن الزنا، وأن الإنسان إذا عف عن الزنا- مع قدرته عليه- فإن ذلك من أفضل الأعمال، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ((رجل دعت امرأته ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله)).

আর তৃতীয় ব্যক্তির কথা: তিনি আমানতদারী, সততা এবং কর্মে একনিষ্ঠতার মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট প্রার্থনা (তওয়াসসুল) করলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, তিনি কোনো একটি কাজের জন্য কিছু শ্রমিক নিয়োগ করেছিলেন। অতঃপর তিনি তাদের সকলের পারিশ্রমিক পরিশোধ করলেন, কিন্তু একজন লোক তার প্রাপ্য না নিয়েই চলে গেল। তখন এই নিয়োগকর্তা সেই অর্থটি বিনিয়োগ করলেন এবং তা দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেন শুরু করলেন। ফলে তা বৃদ্ধি পেয়ে অনেক উট, গরু, ছাগল, দাস-দাসী এবং বিপুল ধন-সম্পদে পরিণত হলো।

দীর্ঘদিন পর সেই ব্যক্তি ফিরে এসে তাকে বলল: হে আল্লাহর বান্দা, আমার পারিশ্রমিক আমাকে দিয়ে দিন। তিনি তাকে বললেন: আপনি যা কিছু দেখছেন—এই উট, গরু, ছাগল ও দাস-দাসী—সবই আপনার। সে বলল: আপনি আমার সাথে উপহাস করবেন না; আপনার কাছে আমার পাওনা ছিল সামান্য, অথচ এই বিপুল সংখ্যক উট, গরু, ছাগল ও দাস-দাসী

আমার হয় কীভাবে? আমার সাথে উপহাস করবেন না। আমি বললাম: এগুলো সবই আপনার। তখন সে সব কিছু গ্রহণ করল এবং তা হাঁকিয়ে নিয়ে চলে গেল, মালিকের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখল না।

হে আল্লাহ, আমি যদি কেবল আপনার সন্তুষ্টির জন্যই এই কাজটি করে থাকি, তবে আমরা যে বিপদে আছি তা থেকে আমাদের মুক্তি দিন। তখন পাথরটি সরে গেল এবং গুহার মুখ খুলে গেল, ফলে তারা হেঁটে বেরিয়ে এলেন। কারণ, তারা মহান আল্লাহর প্রতি একান্ত নিষ্ঠার সাথে কৃত তাদের নেক আমলের মাধ্যমে তাঁর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন।

এই হাদিসের শিক্ষা ও উপদেশের মধ্যে রয়েছে: পিতামাতার প্রতি সদাচরণের বিশেষ মর্যাদা; আর এটি এমন এক নেক আমল যার উসিলায় বিপদ-আপদ দূর হয় এবং সংকট দূরীভূত হয়।

এতে আরও রয়েছে: ব্যভিচার থেকে পবিত্র থাকার ফজিলত। কোনো মানুষ যদি ব্যভিচার করার সুযোগ ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা থেকে নিজেকে বিরত রাখে, তবে তা সর্বোত্তম আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, এমন ব্যক্তি ওই সাত শ্রেণির মানুষের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে আল্লাহ তাআলা তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না: এমন এক ব্যক্তি যাকে কোনো উচ্চবংশীয় ও সুন্দরী নারী (পাপাচারে) আহ্বান করেছে, কিন্তু সে বলেছে: আমি আল্লাহকে ভয় করি।

(ص: 83) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

فهذا الرجل مكنته هذه البرأة التي يحبها من نفسها، فقام خوفاً من الله عز وجل،
فحصل عنده كمال العفة، فيرجي أن يكون ممن يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا
ظله.

وفي هذا الحديث أيضاً: دليل علي فضل الأمانة وإصلاح العمل للغير، فإن هذا الرجل بإمكانه- لما جاءه الأجير- أن يعطيه أجرته، ويبقي هذا المال له، ولكن لأمانته وثقته وإخلاصه لأخيه ونصحه له؛ أعطاه كل ما أثر أجره.

ومن فوائد هذا الحديث: بيان قدرة الله عز وجل حيث إنه تعالى أزاح عنها الصخرة بإذنه، لم يأت آله تزيلها، ولم يأت رجال يزحزونها، وإنما هو أمر الله عز وجل أمر هذه الصخرة أن تنحدر فتطبق عليهم ثم أمرها أن تنفرج عنهم، والله سبحانه- على كل شيء قدير.

وفيه من العبر: أن الله تعالى سميع الدعاء؛ فإنه سمع دعاء هؤلاء واستجاب لهم.

وفيه من العبر: أن الإخلاص من أسباب تفريج الكربات؛ لن كل واحد منهم يقول: ((اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فأفرج عنا ما نحن فيه)).

أما الرياء- والعياذ بالله- والذي لا يفعل الأعمال إلا رياء وسعة، حتى يمدح عند الناس؛ فإن هذا كالزبد يذهب جفاء، لا ينتفع منه صاحبه.

এই ব্যক্তিটি এমন এক নারীকে কাছে পেয়েছিল যাকে সে ভালোবাসত এবং নারীটি তাকে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ দিয়েছিল। অতঃপর সে মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর ভয়ে বিরত হলো, যার ফলে তার মধ্যে পূর্ণ চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জিত হলো। আশা করা যায় যে, সে ওই ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না।

এই হাদিসে আমানতদারিতা এবং অন্যের জন্য কল্যাণকর কাজ করার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণও রয়েছে। কারণ এই ব্যক্তিটির পক্ষে সম্ভব ছিল—যখন সেই শ্রমিক তার নিকট এল—তাকে কেবল তার নির্ধারিত মজুরিটুকু প্রদান করা এবং বাকি সম্পদ নিজের কাছে রাখা। কিন্তু তার আমানতদারিতা, বিশ্বস্ততা এবং মুসলিম ভাইয়ের প্রতি তার আন্তরিকতা ও হিতৈষণার কারণে সে তাকে সেই মজুরি থেকে অর্জিত সমুদয় সম্পদ প্রদান করল।

এই হাদিসের অন্যতম শিক্ষা হলো: মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর অসীম কুদরতের বর্ণনা; কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজ অনুমতিক্রমে তাঁদের ওপর থেকে পাথরটি সরিয়ে দিয়েছেন।

কোনো যন্ত্র সেটি সরাতে আসেনি এবং কোনো মানুষও সেটি সরায়নি; বরং এটি ছিল মহান আল্লাহর নির্দেশ। তিনি পাথরটিকে গড়িয়ে পড়ে তাঁদের আবদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, পুনরায় তিনি একে তাঁদের সম্মুখ থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। আর মহাপবিত্র আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

এর মধ্যে আরও শিক্ষা রয়েছে যে: আল্লাহ তাআলা প্রার্থনা শ্রবণকারী; তিনি তাঁদের প্রার্থনা শুনেছেন এবং তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন।

এর মধ্যে আরও শিক্ষা রয়েছে যে: ইখলাস বা একনিষ্ঠতা বিপদ মুক্তির অন্যতম মাধ্যম; কেননা তাঁদের প্রত্যেকেই বলেছিলেন: "হে আল্লাহ! আমি যদি কেবল আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই এ কাজটি করে থাকি, তবে আমরা যে বিপদে আছি তা থেকে আমাদের মুক্তি দিন।" পক্ষান্তরে রিয়া বা লোকদেখানো আমল—আল্লাহর নিকট তা থেকে আশ্রয় চাই—যা কেবল মানুষের নিকট প্রশংসা ও সুখ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়; তা ভাসমান ফেনার মতো যা বিফলে চলে যায় এবং এর দ্বারা আমলকারী কোনোভাবে উপকৃত হয় না।

(ص: 84) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص له؛ فالإخلاص هو كل شيء لا تجعل لأحد من عبادتك نصيباً، اجعلها كلها لله وحده، عز وجل حتى تكون مقبولة عند الله؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: ((أنا أغني الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)) والله البوق.

আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের এবং আপনাদের তাঁর প্রতি একনিষ্ঠতা (ইখলাস) দান করেন; কারণ ইখলাসই হলো সবকিছুর মূল। আপনি আপনার ইবাদতের কোনো অংশই অন্য কারো জন্য নিবেদিত করবেন না, বরং তা পূর্ণাঙ্গরূপে একমাত্র মহান ও

পরাক্রমশালী আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করুন যাতে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আল্লাহ) বলেছেন: “অংশীদারিত্বের (শিরক) বিষয়ে আমি সকল অংশীদারের তুলনায় সর্বাধিক মুখাপেক্ষীহীন। যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল যাতে সে আমার সাথে অন্য কাউকে শরিক করেছে, আমি তাকে এবং তার শিরককে বর্জন করি।” আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 85) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

2- باب التوبة

قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى، لا تتعلق بحق آدمي؛ فلها ثلاثة شروط. أحدها: أن يقطع عن المعصية. والثاني: أن يندم على فعلها. والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبداً. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة: هذه الثلاثة، وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفو، وإن كانت غيبة استحلها منها. ويجب أن يتوب من جميع الذنب، وبقي عليه الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة: قال الله تعالى: (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (النور: من الآية 31) وقال تعالى: (وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ) (هود: من الآية 3) وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا توبوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً) (التحريم: من الآية 8).

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف- رحمه الله تعالى - باب التوبة:

التوبة لغة: من تاب يتوب، إذا رجع.

২- তওবা অনুচ্ছেদ

উলামায়ে কেরাম বলেন: প্রত্যেক গুনাহ থেকে তওবা করা ওয়াজিব। যদি গুনাহটি বান্দা ও মহান আল্লাহর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং কোনো মানুষের হকের (অধিকারের) সাথে সংশ্লিষ্ট না হয়, তবে তার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে।

প্রথমত: সংশ্লিষ্ট গুনাহটি বর্জন করা।

দ্বিতীয়ত: গুনাহটি করার জন্য অনুতপ্ত হওয়া।

তৃতীয়ত: পুনরায় সেই গুনাহে লিপ্ত না হওয়ার জন্য দৃঢ় সংকল্প করা। যদি এই তিনটির কোনো একটি শর্তও অনুপস্থিত থাকে, তবে তার তওবা সঠিক হবে না।

আর যদি গুনাহটি কোনো মানুষের হকের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তবে তার শর্ত চারটি: উল্লিখিত তিনটি শর্ত এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পাওনা বা হক থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া। যদি তা সম্পদ বা অনুরূপ কিছু হয়, তবে তা তার মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে। আর যদি তা অপবাদের দণ্ড বা অনুরূপ কিছু হয়, তবে নিজেকে তার নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করবে অথবা তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আর যদি তা গীবত (পরনিন্দা) হয়, তবে তার নিকট থেকে তা ক্ষমা করিয়ে নেবে।

সকল গুনাহ থেকেই তওবা করা ওয়াজিব, আর অবশিষ্টগুলো তার জিম্মায় থেকে যাবে।

কুরআন, সুন্নাহ এবং উম্মাহর ইজমা (ঐক্যমত) তওবা ওয়াজিব হওয়ার সপক্ষে সুসংহত প্রমাণ প্রদান করেছে:

মহান আল্লাহ বলেন: "হে মুমিনগণ, তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।" (সূরা আন-নূর: ৩১-এর অংশ) মহান আল্লাহ আরও বলেন: "আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতঃপর তাঁরই দিকে তওবা করে ফিরে এসো।" (সূরা হুদ: ৩-এর অংশ) মহান আল্লাহ আরও বলেন: "হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা করো—বিশুদ্ধ তওবা।" (সূরা আত-তাহরীম: ৮-এর অংশ)।

গ্রন্থকার—মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন—বলেন, তওবা অনুচ্ছেদ:
আভিধানিক অর্থে তওবা: 'তাবা-ইয়াতুবু' মূলধাতু থেকে আগত, যার অর্থ ফিরে আসা।

وشرعاً: الرجوع من معصية الله تعالى إلى طاعته.

وأعظمها وأوجبها التوبة من الكفر إلى الإيمان، قال الله تعالى: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) (الأنفال: من الآية 38)) قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) (الأنفال: من الآية 38)) قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) (الأنفال: من الآية 38)) قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) (الأنفال: من الآية 38)) ثم يليها التوبة من الكبائر؛ كبائر الذنوب.

ثم المرتبة الثالثة: التوبة من صغائر الذنوب.

والواجب علي المرء، أن يتوب إلى الله - سبحانه وتعالى- من كل ذنب.

وللتوبة شروط ثلاثة: كما قال المؤلف رحمه الله، ولكنها بالتتابع تبلغ إلى خمسة:

الشرط الأول: الإخلاص لله، بأن يكون قصد الإنسان بتوبته وجه الله- عز وجل وأن يتوب الله عليه، ويتجاوز عما فعل من المعصية. لا يقصد بذلك مراعاة الناس والتقرب إليهم، ولا يقصد بذلك دفع الأذية من السلطات وولي الأمر.

وإنما يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة، وأن يعفو الله عن ذنوبه.

الشرط الثاني: الندم على ما فعل من المعصية؛ لأن شعور الإنسان بالندم هو الذي يدل علي انه صادق في التوبة؛ بمعنى أن يتحسر على ما سبق منه، وينكسر من أجله، ولا يري أنه في حل منه حتى يتوب منه إلى الله.

الشرط الثالث: أن يقلع عن الذنب الذي هو فيه، وهذا من أهم شروطه. والإقلاع عن الذنب: إن كان الذنب ترك واجب؛ فالإقلاع عنه بفعله؛ مثل أن يكون شخص لا يزكي، فأراد أن يتوب إلى الله، فلا بد من ان

পরিভাষায়: মহান আল্লাহ তা'য়ালার অবাধ্যতা থেকে তাঁর আনুগত্যের দিকে ফিরে আসা।

আর তওবার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা অপরিহার্য হলো কুফর থেকে ঈমানের দিকে ফিরে আসা। মহান আল্লাহ তা'য়ালার ইরশাদ করেছেন: “আপনি কাফেরদের বলে দিন, যদি তারা বিরত হয়, তবে তাদের অতীতে যা হয়ে গেছে তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে।” (আল-আনফাল: ৩৮ নং আয়াতের অংশ) “আপনি কাফেরদের বলে দিন, যদি তারা বিরত হয়, তবে তাদের অতীতে যা হয়ে গেছে তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে।” (আল-আনফাল: ৩৮ নং আয়াতের অংশ) “আপনি কাফেরদের বলে দিন, যদি তারা বিরত হয়, তবে তাদের অতীতে যা হয়ে গেছে তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে।” (আল-আনফাল: ৩৮ নং আয়াতের অংশ) “আপনি কাফেরদের বলে দিন, যদি তারা বিরত হয়, তবে তাদের অতীতে যা হয়ে গেছে তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে।” (আল-আনফাল: ৩৮ নং আয়াতের অংশ) “আপনি কাফেরদের বলে দিন, যদি তারা বিরত হয়, তবে তাদের অতীতে যা হয়ে গেছে তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে।” (আল-আনফাল: ৩৮ নং আয়াতের অংশ), অতঃপর এর পরবর্তী স্তর হলো কবীরা গুনাহ বা বড় পাপসমূহ থেকে তওবা করা।

অতঃপর তৃতীয় স্তর: সগীরা গুনাহ বা ছোট পাপসমূহ থেকে তওবা করা।

আর মানুষের ওপর ওয়াজিব হলো প্রত্যেক গুনাহ থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার নিকট তওবা করা।

তওবার তিনটি শর্ত রয়েছে, যেমনটি লেখক (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন, তবে অনুসন্ধানের মাধ্যমে তা পাঁচটি পর্যন্ত উপনীত হয়:

প্রথম শর্ত: আল্লাহর জন্য ইখলাস বা একনিষ্ঠতা পোষণ করা। অর্থাৎ মানুষ তার তওবার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির ইচ্ছা করবে এবং কামনা করবে যে, আল্লাহ যেন তার তওবা কবুল করেন এবং তার কৃত পাপ মার্জনা করেন। এর মাধ্যমে সে লোকদেখানো বা মানুষের নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্য রাখবে না, এবং কর্তৃপক্ষ বা শাসকের পক্ষ থেকে কোনো কষ্ট বা শাস্তি এড়ানোর উদ্দেশ্যও পোষণ করবে না।

বরং এর মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য হবে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকাল এবং আল্লাহ যেন তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন।

দ্বিতীয় শর্ত: কৃত পাপের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া। কেননা মানুষের অনুশোচনাবোধই প্রমাণ করে যে সে তওবার ক্ষেত্রে সত্যবাদী। এর অর্থ হলো, অতীতে যা ঘটেছে তার জন্য সে আক্ষেপ করবে এবং মনঃকষ্টে ভেঙে পড়বে। সে নিজেকে ততক্ষণ পর্যন্ত দায়মুক্ত মনে করবে না, যতক্ষণ না সে আল্লাহর নিকট তওবা করবে।

তৃতীয় শর্ত: বর্তমানে যে পাপে সে লিপ্ত আছে তা বর্জন করা। এটি তওবার অন্যতম প্রধান শর্ত। গুনাহ বর্জন করার অর্থ হলো: যদি গুনাহটি কোনো ওয়াজিব কাজ পরিত্যাগ করার মাধ্যমে হয়ে থাকে, তবে তা বর্জন করার পদ্ধতি হলো সেই ওয়াজিব কাজটি সম্পাদন করা। যেমন কোনো ব্যক্তি যাকাত প্রদান করত না, এখন সে আল্লাহর কাছে তওবা করতে ইচ্ছুক, এমতাবস্থায় তার জন্য আবশ্যিক হলো যে...

(ص: 87) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

يخرج الزكاة التي مضت ولم يؤدها. وإذا كان الإنسان مقصراً في بر الوالدين؛ فإنه يجب عليه أن يقوم ببرهما، وإذا كان مقصراً في صلة الرحم؛ فإنه يجب عليه أن يصل الرحم.

وإن كانت المعصية بفعل محرم، فالواجب أن يقلع عنه فوراً، ولا يبقى فيه ولا لحظة.

فإذا كانت من أكل الرباً مثلاً، فالواجب أن يتخلص من الرباً فوراً، بتركه والبعد عنه، وإخراج ما اكتسبه عن طريق الرباً، إذا كانت المعصية بالغش والكذب على الناس وخيانة الأمانة، فالواجب عليه أن يرده إلي صاحبه، أو يستحله منه، وإذا كانت غيبة، فالواجب أن يقلع عن غيبة الناس والتكلم في أعراضهم، أما أن يقول إنه تأب إلي الله وهو مصر على ترك الواجب، أو مصر على فعل المحرم، فإن هذه التوبة غير مقبولة. بل إن هذه التوبة كالاستهزاء بالله عز وجل، كيف تتوب إلي الله- عز وجل وأنت مصر علي معصيته؟!

لو أنك تعامل بشراً من الناس، تقول أنا تبت إليك وأنا نادم لا أعود، ثم في نيتك وفي قلبك أنك ستعود، وعدت، فإن هذه سخرية بالرجل، فكيف بالله رب العالمين؟! فالإنسان التائب حقيقة هو الذي يقلع عن الذنب.

ومن الغريب أن بعض الناس تجلس إليه، وتجده يتأوه من وجود الربا، وهو في نفسه يراي والعياذ بالله، أو يتأوه من الغيبة وأكل لحوم

তাকে বিগত সময়ের অনাদায়ী জাকাত প্রদান করতে হবে। যদি কোনো ব্যক্তি পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের ক্ষেত্রে ত্রুটি করে থাকে, তবে তার ওপর আবশ্যিক হলো তাদের প্রতি সদাচরণ করা। আর যদি সে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে অবহেলা করে থাকে, তবে তার জন্য আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা অপরিহার্য।

আর যদি পাপটি কোনো হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে, তবে ওয়াজিব হলো অনতিবিলম্বে তা বর্জন করা এবং এক মুহূর্তের জন্যও তাতে অবিচল না থাকা।

উদাহরণস্বরূপ, যদি তা সুদ খাওয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে, তবে আবশ্যিক হলো অবিলম্বে সুদ থেকে মুক্ত হওয়া—তা বর্জন করার ও তা থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে এবং সুদের পথে অর্জিত

অর্থ সলিম বা সদকা করার মাধ্যমে। যদি পাপটি প্রতারণা, মানুষের সাথে মিথ্যাচার কিংবা আমানতের খেয়ানতের মাধ্যমে হয়, তবে তার ওপর ওয়াজিব হলো তা মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া অথবা তার থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। আর যদি তা গিবত বা পরনিন্দা হয়, তবে আবশ্যিক হলো মানুষের গিবত করা এবং তাদের সম্মানহানি করা থেকে বিরত থাকা। কিন্তু যদি কেউ বলে যে সে আল্লাহর কাছে তওবাকারী, অথচ সে কোনো ওয়াজিব বর্জনে কিংবা হারাম কাজে লিপ্ত থাকায় অবিচল থাকে, তবে তার এই তওবা গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এই তওবা মহান আল্লাহর সাথে উপহাসের শামিল। আপনি কীভাবে মহান আল্লাহর কাছে তওবা করছেন অথচ আপনি তাঁর নাফরমানিতে অবিচল রয়েছেন?!

আপনি যদি কোনো সাধারণ মানুষের সাথে এমন আচরণ করেন—বলেন যে, ‘আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইলাম এবং আমি অনুতপ্ত, আর এমনটি করব না’, অথচ আপনার অন্তরে ও নিয়তে পুনরায় তা করার সংকল্প থাকে এবং আপনি পুনরায় তা করেন—তবে এটি হবে সেই ব্যক্তির সাথে উপহাস। তাহলে রাব্বুল আলামীন আল্লাহর সাথে এমন করা কেমন হবে?!

সুতরাং প্রকৃত তওবাকারী সেই ব্যক্তি, যে পাপকাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকে।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, আপনি যখন কিছু মানুষের কাছে বসবেন, তখন দেখবেন তারা সুদের অস্তিত্ব নিয়ে আক্ষেপ করছে, অথচ সে নিজেই সুদে লিপ্ত—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। অথবা সে গিবত এবং মানুষের গোশত ভক্ষণ (পরনিন্দা) নিয়ে আক্ষেপ করছে...

(ص: 88) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الناس؛ وهو من أكثر الناس غيبة- نسأل الله العافية-، أو يتأوه من الكذب وضياع الأمانة في الناس؛ وهو من أكذب الناس وأضيعهم للأمانة!!

على كل حال، الإنسان لا بد أن يقلع عن الذنب الذي تاب منه، فإن لم يقلع فتوبته مردودة لا تنفعه عند الله عز وجل. والإقلاع عن الذنب إما أن يكون إقلاعاً

عن ذنب يتعلق في حق الله- عز وجل فهذا يكفي أن تتوب بينك وبين ربك، ولا ينبغي- بل قد نقول: لا يجوز- أن تحدث الناس بما صنعت من المحرم أو ترك الواجب. لأن هذا بينك وبين الله، فإذا كان الله قد من عليك بالستر، وسترك عن العباد فلا تحدث أحداً بما صنعت إذا تبت إِي الله.

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((كل أمتي معاني إلا المجاهرين)) ومن المجاهرة، كما جاء في الحديث: ((أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا...إلي آخره)) إلا أن بعض العلماء قال: إذا فعل الإنسان ذنباً فيه حد، فإنه لا بأس أن يذهب إلي الإمام الذي يقيم الحدود- مثل الأمير- ويقول إنه فعل الذنب الفلاني ويريد أن يطهره منه، ومع ذلك فالأفضل أن يستتر على نفسه، هذا

মানুষ; অথচ সে নিজেই মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গীবতকারী—আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি—অথবা সে মানুষের মাঝে মিথ্যা এবং আমানত নষ্ট হওয়ার বিষয়ে বিলাপ করে; অথচ সে নিজেই মানুষের মধ্যে বড় মিথ্যাবাদী এবং সবচেয়ে বড় আমানত বিনষ্টকারী!!

যাহোক, মানুষকে অবশ্যই সেই গুনাহ থেকে বিমুখ হতে হবে যেখান থেকে সে তওবা করেছে। আর যদি সে বিমুখ না হয়, তবে তার তওবা প্রত্যাখ্যাত হবে এবং মহান আল্লাহর নিকট তা তার কোনো উপকারে আসবে না। গুনাহ থেকে বিমুখ হওয়া হয় এমন কোনো গুনাহ থেকে যা মহান আল্লাহর হকের সাথে সংশ্লিষ্ট—সেক্ষেত্রে আপনার ও আপনার রবের মাঝে তওবা করাই যথেষ্ট। আপনার জন্য উচিত নয়—বরং আমরা বলতে পারি যে, জায়েয নেই—আপনি যে হারাম কাজ করেছেন বা ওয়াজিব ত্যাগ করেছেন সে বিষয়ে মানুষের নিকট আলোচনা করা। কারণ এটি আপনার এবং আল্লাহর মধ্যকার বিষয়। সুতরাং আল্লাহ যদি পর্দার মাধ্যমে আপনার ওপর অনুগ্রহ করে থাকেন এবং আপনাকে বান্দাদের থেকে গোপন রাখেন, তবে আল্লাহর নিকট তওবা করার পর আপনি যা করেছেন সে বিষয়ে কাউকে বলবেন না।

আর নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বলেছেন: ((আমার উম্মতের সকলকেই ক্ষমা করা হবে, তবে প্রকাশ্য পাপাচারীরা ব্যতীত))

আর প্রকাশ্য পাপাচারের অন্তর্ভুক্ত হলো—যেমনটি হাদিসে এসেছে: ((কোনো ব্যক্তি রাতে কোনো পাপাচার করল, অতঃপর ভোর হলো এমতাবস্থায় যে আল্লাহ তার পাপটি গোপন রেখেছিলেন, কিন্তু সে নিজেই বলল: হে অমুক! আমি গত রাতে এই এই কাজ করেছি... ইত্যাদি))

তবে কোনো কোনো আলেম বলেছেন: যদি কোনো মানুষ এমন কোনো গুনাহ করে যাতে শরয়ী দণ্ড (হদ) প্রযোজ্য হয়, তবে দণ্ড প্রয়োগকারী ইমামের—যেমন আমীর—নিকট গিয়ে এটি বলায় কোনো বাধা নেই যে সে অমুক গুনাহ করেছে এবং তা থেকে সে নিজেকে পবিত্র করতে চায়। তা সত্ত্বেও, নিজের বিষয়টি গোপন রাখাই হবে উত্তম।

(ص: 89) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

هو الأفضل.

يعني يباح له أن يذهب إلي ولي الأمر إذا فعل معصية فيها حد كالزنا مثلاً، فيقول إنه فعل كذا وكذا؛ يطلب إقامة الحد عليه؛ لأن الحد كفارة للذنوب.
أما المعاصي الأخرى فاسترها على نفسك كما سترها الله، وكذلك الزنا وشبهه، استره على نفسك - بالنسبة لغير ولي الأمر - لا تفضح نفسك.
ما دمت أنك قد تبت فيما بينك وبين الله تعالى، فإن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.
أما إذا كان الذنب بينك وبين الخلق، فإن كان مალأ فلا بد أن تؤديه إلي صاحبه، ولا تقبل التوبة إلا بأدائه مثل أن تكون قد سرقت مالا من شخص وتبت من هذا، فلا بد أن توصل المسروق إلي المسروق منه.

أَوْ جَحَدَتْ حَقًّا لِشَخْصٍ؛ كَانَ يَكُونُ فِي ذِمَّتِكَ دِينَ لِلْإِنْسَانِ وَأَنْكَرْتَهُ، ثُمَّ تَبَتَ، فَلَا بُدَّ أَنْ تَذْهَبَ إِلَى صَاحِبِ الدِّينِ الَّذِي أَنْكَرْتَهُ، وَتَقْرَ عِنْدَهُ وَتَعْتَرِفَ حَتَّى يَأْخُذَ حَقَّهُ. فَإِنْ كَانَ قَدْ مَاتَ، فَإِنَّكَ تَعْطِيهِ وَرَثَتَهُ، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْهُمْ، أَوْ غَابَ عَنْكَ هَذَا الرَّجُلُ وَلَمْ تَعْرِفْ لَهُ مَكَانًا، فَتَصَدَّقْ بِهِ عَنْهُ تَخْلُصًا مِنْهُ، وَاللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - يَعْلَمُهُ وَيَعْطِيهِ إِيَّاهُ.

أَمَّا إِذَا كَانَتْ الْمَعْصِيَةُ الَّتِي فَعَلْتَهَا مَعَ الْبَشَرِ ضَرْبًا وَمَا أَشْبَهَهُ، فَاذْهَبْ إِلَيْهِ وَمَكْنَهُ مِنْ أَنْ يَضْرِبَكَ مِثْلَ مَا ضَرَبْتَهُ؛ إِنْ كَانَ عَلَى الظَّهْرِ فَعَلِي الظَّهْرَ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الرَّأْسِ فَعَلِي الرَّأْسَ، أَوْ فِي أَيِّ مَكَانٍ ضَرَبْتَهُ فَلْيَقْتَصْ مِنْكَ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (سُبْحَانَهُ): (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) (الشُّورَى: مِنَ الْآيَةِ 40) وَلِقَوْلِهِ: (فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) (البَقَرَةُ: مِنَ الْآيَةِ 194).

এটিই উত্তম।

অর্থাৎ, যদি কেউ এমন কোনো পাপে লিপ্ত হয় যার জন্য নির্ধারিত দণ্ড (হদ) রয়েছে—যেমন ব্যভিচার—তবে তার জন্য শাসকের নিকট যাওয়া বৈধ, যেন সে বলতে পারে যে সে অমুক অমুক কাজ করেছে; সে নিজের ওপর হদ কার্যকর করার দাবি জানাবে, কারণ নির্ধারিত দণ্ড হলো পাপের কাফফারা বা মোচনকারী।

তবে অন্যান্য গুনাহের ক্ষেত্রে আল্লাহ যেভাবে তা গোপন রেখেছেন, আপনিও তা নিজের মাঝে গোপন রাখুন। তেমনিভাবে ব্যভিচার বা এই জাতীয় পাপেও—শাসক ব্যতীত অন্যদের নিকট—তা গোপন রাখুন, নিজেকে লোকচক্ষুর সামনে অপমানিত করবেন না।

যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আপনার ও মহান আল্লাহর মাঝে তওবা করেছেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং মন্দ কাজসমূহ ক্ষমা করে দেন।

পক্ষান্তরে, যদি গুনাহটি সৃষ্টির (মানুষের) হকের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তবে তা যদি সম্পদ হয়, তবে অবশ্যই তা তার মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে। সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া ব্যতীত তওবা কবুল হবে না; যেমন আপনি কারো সম্পদ চুরি করেছেন এবং এখন তা থেকে তওবা করেছেন, তবে অবশ্যই অপহৃত সম্পদ যার থেকে চুরি করা হয়েছে তাকে পৌঁছে দিতে হবে।

অথবা যদি আপনি কারো পাওনা অস্বীকার করে থাকেন—যেমন আপনার জিম্মায় কারো ঋণ ছিল এবং আপনি তা অস্বীকার করেছেন, অতঃপর তওবা করেছেন—তবে অবশ্যই আপনাকে সেই পাওনাদারের নিকট যেতে হবে যার পাওনা আপনি অস্বীকার করেছিলেন এবং তার কাছে তা স্বীকার করতে হবে যাতে সে তার প্রাপ্য অধিকার বুঝে নিতে পারে। যদি সে মারা গিয়ে থাকে, তবে তা তার উত্তরাধিকারীদের প্রদান করবেন। আর যদি আপনি তাদের না চেনেন অথবা সেই ব্যক্তি নিখোঁজ হয়ে যায় এবং তার অবস্থান আপনার জানা না থাকে, তবে তা থেকে দায়মুক্ত হওয়ার জন্য তার পক্ষ থেকে তা দান (সাদকা) করে দেবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে জানেন এবং তাকে এর প্রতিদান পৌঁছে দেবেন।

আর যদি মানুষের প্রতি কৃত সেই অপরাধটি আঘাত করা বা এই জাতীয় কিছু হয়, তবে তার নিকট যান এবং আপনাকে ঠিক সেভাবেই আঘাত করার সুযোগ দিন যেভাবে আপনি তাকে করেছিলেন; যদি পিঠে হয়ে থাকে তবে পিঠেই, আর যদি মাথায় হয়ে থাকে তবে মাথাতেই, অথবা শরীরের যে স্থানেই আপনি তাকে আঘাত করেছেন সেখান থেকেই সে যেন সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করে। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন: “আর মন্দের প্রতিফল তো তদ্রূপ মন্দই” (সূরা আশ-শূরা: ৪০) এবং তিনি আরও ইরশাদ করেছেন: “সুতরাং যে তোমাদের ওপর সীমা লঙ্ঘন করবে, তোমরাও তার ওপর অনুরূপ সীমা লঙ্ঘন করো যেমন সে তোমাদের ওপর করেছে” (সূরা আল-বাকারাহ: ১৯৪)।

(ص: 90) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وَإِذَا كَانَ بِقَوْلٍ أَيْ: أَذِيَةً بِالْقَوْلِ، مَثَلُ أَنْ تَكُونَ قَدْ سَبَبْتَهُ أَمَامَ النَّاسِ وَوَبَخْتَهُ
وَعَيْرَتَهُ، فَلَا بُدَّ أَنْ تَذْهَبَ إِلَيْهِ وَتَسْتَحِلَّ مِنْهُ بِمَا تَتَفَقَّانَ عَلَيْهِ. حَتَّى لَوْ قَالَ لَا أَسْجَحُ
لَكَ إِلَّا بِكَذَا وَكَذَا مِنْ الدَّرَاهِمِ فَأَعْطَاهُ.

الرابع: أن يكون الحق غيبة، يعني أنك تكلمت به في غيبته، وقدحت فيه عند الناس وهو غائب.

فهذه اختلف فيها العلماء؛ فمنهم من قال: لا بد أن تذهب إليه، وتقول له يا فلان إني تكلمت فيك عند الناس، فأرجوك أن تسح عني وتحللني.
وقال فيها بعض العلماء؛ لا تذهب إليه، بل فيع التفصيل! فإن كان قد علم بهذه الغيبة فلا بد أن تذهب إليه وتستحله. وإن لم يكن علم فلا تذهب إليه، واستغفر له، وتحدث بمحاسنه في المجالس التي كنت تغتابه فيها؛ فإن الحسنات يهذب السيئات. وهذا القول أصح؛ وهو أن الغيبة إذا كان صاحبها لم يعلم بأنك اغتبتة، فإنه يكفي أن تذكره بمحاسنه في المجالس التي اغتبتة فيها، وأن تستغفر له، تقول: ((اللهم اغفر له)) كما جاء في الحديث: ((كفارة من اغتبتة أن تستغفر له)) فلا بد في التوبة من أن تصل الحقوق إلى أهلها.
أما الشرط الرابع: فهو العزم على أن لا تعود في المستقبل؛ بأنك لن

যদি তা বাচনিক হয়; অর্থাৎ, বাচনিক কষ্ট দেওয়া, যেমন আপনি তাকে মানুষের সামনে গালি দিয়েছেন, তিরস্কার করেছেন এবং বিদ্রূপ করেছেন, তবে আপনার জন্য আবশ্যিক হলো তার কাছে যাওয়া এবং আপনারা উভয়ে যে বিষয়ে একমত হন তার মাধ্যমে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। এমনকি সে যদি বলে যে, আমি তোমাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ দিরহাম প্রদান করা ব্যতীত ক্ষমা করব না, তবে তাকে তা দিয়ে দিন।

চতুর্থত: সেই অধিকারটি যদি গীবত সংক্রান্ত হয়, অর্থাৎ আপনি তার অনুপস্থিতিতে তাকে নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন এবং সে যখন অনুপস্থিত ছিল তখন মানুষের কাছে তার নিন্দা করেছেন। এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে; তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন: আপনাকে অবশ্যই তার কাছে যেতে হবে এবং তাকে বলতে হবে, 'হে অমুক, আমি মানুষের সামনে আপনার ব্যাপারে বিরূপ কথা বলেছি, তাই আমি অনুরোধ করছি আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং দায়মুক্ত করুন।'

আবার কোনো কোনো আলেম এ বিষয়ে বলেছেন; আপনি তার কাছে যাবেন না, বরং এতে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে! যদি সে এই গীবতের কথা জেনে থাকে, তবে অবশ্যই তার কাছে

যেতে হবে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। আর যদি সে না জেনে থাকে, তবে তার কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, বরং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং যে মজলিসগুলোতে আপনি তার গীবত করেছিলেন, সেখানে তার গুণাবলি আলোচনা করুন; কেননা পুণ্য কাজসমূহ মন্দ কাজগুলোকে দূরীভূত করে। আর এই মতটিই অধিকতর সঠিক; তা হলো গীবতের শিকার ব্যক্তি যদি আপনার কৃত গীবত সম্পর্কে অবগত না হয়, তবে যে মজলিসগুলোতে আপনি তার গীবত করেছিলেন সেখানে তার প্রশংসা করা এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করাই যথেষ্ট। আপনি বলবেন: "হে আল্লাহ, আপনি তাকে ক্ষমা করুন", যেমনটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে: "যার গীবত করা হয়েছে তার কাফফারা হলো তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।" সুতরাং তাওবার ক্ষেত্রে হক বা অধিকারসমূহ তার প্রাপ্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া অপরিহার্য। চতুর্থ শর্তের কথা বললে, তা হলো ভবিষ্যতে পুনরায় পাপে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প করা; অর্থাৎ আপনি আর কখনও...

(ص: 91) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

تعود إلي هذا العمل في المستقبل، فإن كنت تنوي ان تعود إليه عندما تسمح لك الفرصة فإن التوبة لا تصح؛ مثل: رجل كان- والعياذ بالله- يستعين بالمال على معصية الله، يشتري به المسكرات، يذهب إلي البلاد يزني- والعياذ بالله- ويسكر. فأصيب بفقر وقال: اللهم إني تبت إليك، وهو كاذب، يقول: تبت إليك، وهو في نيته أنه إذا عادت الأمور إلي مجاريها الأولي فعل فعله الأول.

فهذه توبة عاجز، تبت أمر لم تبت لست بقادر على فعل المعصية، لأنه يوجد بعض الناس يصاب بفقر، فيقول: تركت الذنوب، لكن يحدث قلبه أنه عاد إليه ما افتقده

لَعَادَ إِلَى الْمَعْصِيَةِ مَرَّةً ثَانِيَةً، فَهَذِهِ تَوْبَةٌ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ؛ لِأَنَّهَا تَوْبَةٌ عَاجِزٌ، وَتَوْبَةٌ عَاجِزٌ لَا تَنْفَعُهُ.

الشرط الخامس: أَنْ تَكُونَ فِي زَمَنٍ تَقْبَلُ فِيهِ التَّوْبَةَ، فَإِنْ تَابَ فِي زَمَنٍ لَا تَقْبَلُ فِيهِ التَّوْبَةَ لَمْ تَنْفَعِهِ التَّوْبَةُ. وَذَلِكَ عَلَيَّ نَوَعَيْنِ:

النوع الأول: بِاعْتِبَارِ كُلِّ إِنْسَانٍ بِحَسَبِهِ.

النوع الثاني: بِاعْتِبَارِ الْعُيُومِ.

أَمَّا الْأَوَّلُ: فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ التَّوْبَةُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجْلِ- يَعْنِي الْمَوْتِ-، فَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجْلِ فَإِنَّهَا لَا تَنْفَعُ التَّائِبَ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ) (النساء: من الآية 18) هَؤُلَاءِ لَيْسَ لَهُمْ تَوْبَةٌ!

وَقَالَ تَعَالَى: (فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ) (فَلَمْ يَكُ

يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي

ভবিষ্যতে আপনি এই কাজে ফিরে আসবেন (এমন সংকল্প থাকলে), অর্থাৎ যদি সুযোগ পাওয়া মাত্রই পুনরায় তা করার ইচ্ছা পোষণ করেন, তবে তওবা সঠিক হবে না; উদাহরণস্বরূপ: এক ব্যক্তি—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—তার সম্পদকে আল্লাহর অবাধ্যতায় ব্যয় করত; তা দিয়ে মাদকদ্রব্য ক্রয় করত এবং বিভিন্ন দেশে গিয়ে ব্যভিচার ও মদ্যপানে লিপ্ত হতো—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। অতঃপর সে দারিদ্র্যের শিকার হলো এবং বলল: "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে তওবা করছি।" অথচ সে মিথ্যাবাদী; সে বলছে তওবা করছি, কিন্তু তার অন্তরে এই নিয়ত রয়েছে যে, যদি অবস্থা আগের মতো অনুকূলে ফিরে আসে, তবে সে পুনরায় তার পূর্বের কর্মেই লিপ্ত হবে।

এটি হলো অক্ষমের তওবা। আপনি তওবা করুন বা না করুন, আপনি তো সেই পাপ কাজ করতে সক্ষমই নন। কেননা কিছু মানুষ দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়ে বলে: "আমি পাপসমূহ বর্জন করেছি,"

অথচ তার অন্তর তাকে প্ররোচিত করে যে, যদি সে তার হারানো সম্পদ ফিরে পায় তবে সে পুনরায় পাপে লিপ্ত হবে। এ ধরনের তওবা কবুলযোগ্য নয়; কারণ এটি অক্ষমের তওবা, আর অক্ষমের তওবা তার কোনো উপকারে আসে না।

পঞ্চম শর্ত: তওবা এমন সময়ে হতে হবে যখন তওবা কবুল করা হয়। যদি এমন সময়ে তওবা করা হয় যখন তওবা কবুলের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তবে সেই তওবা কোনো কাজে আসবে না। আর এটি দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব অবস্থার প্রেক্ষিতে।

দ্বিতীয় প্রকার: সাধারণ বা সামগ্রিক অবস্থার প্রেক্ষিতে।

প্রথম প্রকারটি হলো: তওবা অবশ্যই আয়ু শেষ হওয়ার আগে—অর্থাৎ মৃত্যুর আগে—হতে হবে। যদি মৃত্যুর সময় উপস্থিত হওয়ার পর তওবা করা হয়, তবে তা তওবাকারীর কোনো উপকারে আসবে না; মহান আল্লাহর বাণীর কারণে: "আর তওবা তাদের জন্য নয়, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, পরিশেষে যখন তাদের কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলে: 'আমি এখন তওবা করছি'।" (সূরা আন-নিসা: ১৮ নং আয়াতের অংশ)। এদের জন্য কোনো তওবা নেই!

এবং মহান আল্লাহ বলেন: "অতঃপর তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন বলল: 'আমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম এবং আমরা যাদেরকে তাঁর সাথে শরিক করতাম তাদের বর্জন করলাম।' কিন্তু তাদের ঈমান

তাদের কোনো উপকারে এল না যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল। এটিই আল্লাহর সেই বিধান যা তাঁর বান্দাদের মধ্যে অতীত থেকে অতিবাহিত হয়ে আসছে...

(ص: 92) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ) (غافر: 84/85) فَإِلَّا نَسَانِ إِذَا عَلَيْنَ الْمَوْتُ وَحَضَرَهُ
الْأَجَلَ؛ فَهَذَا يَعْنِي أَنَّهُ أَيْسَ مِنَ الْحَيَاةِ، فَتَكُونُ تَوْبَتُهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا! بَعْدَ أَنْ أَيْسَ

من الحياة، وعرف أنه لا بقاء له يذهب فيتوب! هذه توبة اضطرار، فلا تنفعه ولا تقبل منه، لا بد أن تكون التوبة سابقة.

أما النوع الثاني: وهو العزم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن: ((الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها)). فإذا طلعت الشمس من مغربها لم ينفع أحداً من توبة. قال الله سبحانه: (يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا) (الأنعام: من الآية 158) وهذا البعض: هو طلوع الشمس من مغربها كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.

إذا فلا بد أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، فإن لم تكن كذلك فلا توبة للإنسان.

ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره أو لا، في هذا ثلاثة أقوال لأهل العلم !!

منهم من قال: إنها تصح التوبة من الذنب وإن كان مصراً على ذنب آخر، فتقبل توبته من هذا الذنب، ويبقى الإثم عليه في الذنب الآخر بكل حال.

...তাঁর বান্দাদের প্রতি, এবং সেখানে কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হলো) (গাফির: ৮৪-৮৫)। সুতরাং মানুষ যখন মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে এবং তার অন্তিম সময় উপস্থিত হয়, তখন এর অর্থ এই যে সে জীবন থেকে নিরাশ হয়ে পড়েছে; এমতাবস্থায় তার তওবা বা অনুশোচনা যথাস্থানে হবে না। জীবন থেকে নিরাশ হওয়ার পর এবং নিজের নশ্বরতা নিশ্চিতভাবে জানার পর সে যদি তওবা করতে যায়, তবে তা হবে নিরুপায় অবস্থার তওবা। যা তাকে কোনো উপকার দেবে না এবং তার পক্ষ থেকে কবুলও করা হবে না। তওবা অবশ্যই এর পূর্বেই সম্পন্ন হতে হবে। আর দ্বিতীয় প্রকারটি হলো সাধারণ সময়সীমা; কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে: "তওবা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না, আর পশ্চিম দিগন্ত থেকে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত তওবা করার পথ বন্ধ হবে না।"

সুতরাং যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে, তখন কারো তওবাই আর ফলপ্রসূ হবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন: (যেদিন তোমার রবের পক্ষ থেকে বিশেষ কিছু নিদর্শন আসবে, সেদিন এমন কোনো ব্যক্তির ঈমান তার উপকারে আসবে না যে পূর্বে ঈমান আনেনি অথবা যে ব্যক্তি ঈমান এনেও তার মাধ্যমে কোনো কল্যাণ অর্জন করেনি) (আল-আনআম: ১৫৮)। আর এই বিশেষ নিদর্শনটি হলো পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাখ্যা করেছেন।

অতএব, তওবা অবশ্যই এমন সময়ে হতে হবে যখন তা কবুল হওয়ার অবকাশ থাকে। যদি তা না হয়, তবে মানুষের জন্য আর কোনো তওবা নেই।

অতঃপর উলামায়ে কেরাম (রাহিমাহুমুল্লাহ) মতভেদ করেছেন যে, অন্য পাপে লিপ্ত থাকা অবস্থায় কি কোনো নির্দিষ্ট পাপ থেকে তওবা করা গ্রহণযোগ্য হবে কি না? এ বিষয়ে আহলে ইলমগণের তিনটি অভিমত রয়েছে!!

তাদের মধ্যে একদল বলেছেন: কোনো পাপ থেকে তওবা করা সহীহ হবে যদিও সে অন্য পাপে লিপ্ত থাকে। এমতাবস্থায় উক্ত নির্দিষ্ট পাপটি থেকে তার তওবা কবুল হবে, আর অন্য পাপটির গুনাহ সর্বাবস্থায় তার ওপর বহাল থাকবে।

(ص: 93) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا تَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنَ الذَّنْبِ مَعَ الْإِصْرَارِ عَلَى ذَنْبٍ آخَرَ.
وَمِنْهُمْ مَنْ فَصَّلَ فَقَالَ: إِنْ كَانَ الذَّنْبُ الَّذِي أَصْرَ عَلَيْهِ مِنْ جِنْسِ الذَّنْبِ الَّذِي تَابَ مِنْهُ فَإِنَّهَا لَا تَقْبَلُ، وَإِلَّا قَبِلَتْ.
مِثَالُ ذَلِكَ: رَجُلٌ تَابَ مِنَ الرَّبَا وَلَكِنَّهُ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَمَصْرَ عَلَى شَرَبِ الْخَمْرِ.

فَهَذَا مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: إِنْ تَوْبَتَهُ مِنَ الرَّبَا لَا تَقْبَلُ، كَيْفَ يَكُونُ تَائِبًا إِلَى اللَّهِ وَهُوَ

مصر علي معصيته؟

وقال بعض العلماء: بل تقبل؛ لأن الربأ شيء وشرب الخمر شيء آخر، وهذا هو الذي مشي عليه المؤلف- رحمه الله وقال: إنها تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره عند أهل الحق.

فهذا فيه الخلاف: بعضهم يقول: وبعضهم يقول: لا تقبل. أما إذا كان من الجنس؛ مثل أن يكون الإنسان- والعياذ بالله مبتلي بالزنا، ومبتلي أيضاً بالإطلاع على النساء والنظر إليهن بشهوة وما أشبه ذلك، فهل تقبل توبته من الزنا وهو مصر على النظر إلي النساء شهوة؟ أو بالعكس؟ هذا فيه أيضاً خلاف؛ فمنهم من يقول: تصح. ومنهم من يقول: لا تصح التوبة.

ولكن الصحيح في هذه المسألة أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على غيره، لكن لا يعطي الإنسان اسم التائب علي سبيل الإطلاق، ولا يستحق المدح الذي يمدح به التائبون؛ لأن هذا لم يتب توبة تامة بل توبة ناقصة، تاب من هذا الذنب فيرتفع عنه إثم هذا الذنب لكنه لا يستحق

তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন: অন্য কোনো পাপে অবিচল থাকা অবস্থায় কোনো একটি নির্দিষ্ট পাপ থেকে তওবা কবুল হয় না।

আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন: যদি ঐ পাপটি—যাতে সে অবিচল রয়েছে—সেই জাতীয় হয় যা থেকে সে তওবা করেছে, তবে তা কবুল হবে না; অন্যথায় কবুল হবে।

এর উদাহরণ হলো: এক ব্যক্তি সুদ থেকে তওবা করল, কিন্তু সে—আল্লাহর কাছে পানাহ চাই—মদ পান করে এবং মদ পানে অবিচল রয়েছে।

এক্ষেত্রে আলেমদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলেন: সুদ থেকে তার তওবা কবুল হবে না। সে কীভাবে আল্লাহর নিকট তওবাকারী হিসেবে গণ্য হবে যখন সে তাঁর অবাধ্যতায় অবিচল রয়েছে?

আবার কোনো কোনো আলেম বলেন: বরং তা কবুল হবে; কারণ সুদ এক বিষয় এবং মদ্যপান ভিন্ন বিষয়। আর গ্রন্থকার—আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন—এই মতটিই গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন: সত্যপন্থী আলেমদের মতে অন্য পাপে লিপ্ত থাকা অবস্থায়ও নির্দিষ্ট কোনো পাপ থেকে তওবা কবুল হয়।

সুতরাং এতে মতপার্থক্য বিদ্যমান: তাদের কেউ কেউ বলেন (কবুল হবে), আবার কেউ কেউ বলেন: কবুল হবে না। কিন্তু যদি পাপটি একই শ্রেণির হয়; যেমন কোনো ব্যক্তি—আল্লাহর কাছে পানাহ চাই—ব্যভিচারে লিপ্ত এবং সে পরনারীদের প্রতি কুদৃষ্টি দেওয়া ও কামনাসক্ত হয়ে তাকানো বা এই জাতীয় কর্মেও লিপ্ত, এমতাবস্থায় সে কি ব্যভিচার থেকে তওবা করলে তা কবুল হবে যখন সে কামনাসক্ত দৃষ্টিতে তাকানোতে অবিচল রয়েছে? অথবা এর বিপরীতটা? এ বিষয়েও মতপার্থক্য রয়েছে; তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন: শুদ্ধ হবে।

আবার কেউ কেউ বলেন: তওবা শুদ্ধ হবে না।

তবে এ মাসআলায় সঠিক মত হলো, অন্য পাপে লিপ্ত থাকা অবস্থায়ও নির্দিষ্ট কোনো পাপ থেকে তওবা শুদ্ধ হবে। তবে সেই ব্যক্তিকে নিঃশর্তভাবে 'তওবাকারী' নাম দেওয়া যাবে না এবং তওবাকারীদের জন্য যে প্রশংসা রয়েছে সে তারও যোগ্য হবে না; কারণ সে পূর্ণাঙ্গ তওবা করেনি বরং তার তওবাটি ছিল অপূর্ণাঙ্গ। সে এই নির্দিষ্ট পাপটি থেকে তওবা করেছে বিধায় এর গুনাহ তার থেকে মোচন হয়ে যাবে, কিন্তু সে যোগ্য হবে না...

أن يوصف بالتوبة علي سبيل الإطلاق، بل يقال: هذا توبته ناقصة وقاصرة؛ فهذا هو القول الذي تطمئن إليه النفس؛ أنه لا يعطي الوصف علي سبيل الإطلاق، ولا يحرم من التوبة التي تابها من هذا الذنب.

قال المؤلف- رحمه الله إن النصوص من الكتاب والسنة تظاهرت وتضافرت على وجوب التوبة من جميع المعاصي، وصدق-رحمه الله فإن الآيات كثيرة في الحث على التوبة وبيان فضلها وأجرها، وكذلك الأحاديث عن النبي صلي الله عليه وسلم.

وقد بين الله تعالى في كتابه أنه - سبحانه- يحب التوابين ويحب المتطهرين، التوابون: الذين يكثرون التوبة إلى الله- عز وجل؛ كلما أذنبوا ذنباً تابوا إلى الله. ثم ذكر المؤلف من الآيات قول الله تعالى: (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (النور: من الآية 31) هذه الجملة ختم الله بها آيتي وجوب غض البصر، وهي قوله: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا إِلَى) (إِلَى) أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (النور: الآية 30/31) .

ففي هذه الآية دليل على وجوب التوبة من عدم غض البصر وحفظ الفرج؛ لأن غض البصر يعني: قصره وعدم إطلاقه، ولأن ترك غض البصر

তাকে ঢালাওভাবে তাওবাকারী হিসেবে অভিহিত করা যাবে না, বরং বলা হবে: তার তাওবা অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত। এটিই সেই অভিমত যা মনকে প্রশান্ত করে; অর্থাৎ তাকে পূর্ণাঙ্গভাবে তাওবাকারী বলা হবে না, আবার যে নির্দিষ্ট গুনাহ থেকে সে তাওবা করেছে, সেই তাওবা থেকেও তাকে বঞ্চিত করা হবে না।

লেখক —আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন— বলেন যে, কুরআন ও সুন্নাহর দলিলসমূহ সমস্ত পাপাচার থেকে তাওবা করা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে পরস্পর সমর্থিত ও ঐক্যবদ্ধ। তিনি —আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন— সত্যই বলেছেন, কারণ তাওবায় উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে এবং এর ফযীলত ও প্রতিদান বর্ণনায় অসংখ্য আয়াত রয়েছে। অনুরূপভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহও তদ্রূপ।

মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি —সুবহানাছ— তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন। তাওবাকারী হলো তারা, যারা মহান আল্লাহর নিকট অধিক পরিমাণে তাওবা করে; যখনই তারা কোনো পাপে লিপ্ত হয়, তখনই আল্লাহর কাছে তাওবা করে।

অতঃপর লেখক আয়াতসমূহের মধ্য থেকে মহান আল্লাহর এই বাণী উল্লেখ করেছেন: (হে মুমিনগণ, তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তাওবা করো, যেন তোমরা সফলকাম হতে পারো) (সূরা আন-নূর: ৩১ আয়াতের অংশ)। এই বাক্যটির মাধ্যমেই আল্লাহ দৃষ্টি অবনত রাখার ওয়াজিব হওয়া বিষয়ক দুটি আয়াতের সমাপ্তি টেনেছেন, আর তা হলো আল্লাহর বাণী: (মুমিন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফায়ত করে; এটি তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র। তারা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।) (এবং মুমিন নারীদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফায়ত করে এবং তারা যেন...) থেকে (...অথবা সেই সব শিশু যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অবহিত নয়। আর তারা যেন এমনভাবে পদচারণা না করে যাতে তাদের গোপন করা সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তাওবা করো, যেন তোমরা সফলকাম হতে পারো।) (সূরা আন-নূর: ৩০/৩১ আয়াত)।

এই আয়াতে দৃষ্টি অবনত না রাখা এবং লজ্জাস্থান হিফায়ত না করা থেকে তাওবা করা ওয়াজিব হওয়ার দলিল রয়েছে; কারণ দৃষ্টি অবনত রাখার অর্থ হলো: দৃষ্টিকে সংবরণ করা এবং তাকে যত্রতত্র ছেড়ে না দেওয়া, আর যেহেতু দৃষ্টি অবনত রাখা বর্জন করা...

وحفظ الفرج؛ كل ذلك من أسباب الهلاك وأسباب الشقاء، وأسباب البلاء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما تركت بعدي فتنة أضر علي الرجال من النساء))، ((وأن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)) ولهذا كان أعداؤنا- أعداء الإسلام- بل أعداء الله ورسوله من اليهود والنصارى والمشركين والشيوعيين وأشباههم وأذئابهم وأتباعهم كل هؤلاء - يحرصون غاية الحرص على أن يفتنوا المسلمين بالنساء، يدعون إلى التبرج، يدعون إلى اختلاط المرأة بالرجل، يدعون إلى التفسخ في الأخلاق، يدعون إلى ذلك بألسنتهم، وأقلامهم، وأعمالهم، - والعياذ بالله؛ لأنهم يعلمون أن الفتنة العظيمة التي ينسي بها الإنسان ربه ودينه إنما تكون في النساء.

النساء اللاتي يفتن أصحاب العقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لب الرجل الحازم من إحداكن)).

...এবং লজ্জাস্থানের হিফাজত (লজ্জন); এসবের প্রতিটিই ধ্বংস, দুর্ভাগ্য এবং বিপদের কারণসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এটি সুসাব্যস্ত যে, তিনি বলেছেন: "আমি আমার পরে পুরুষদের জন্য নারীদের অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর কোনো ফিতনা রেখে যাইনি" এবং "বনী ইসরাঈলের সর্বপ্রথম ফিতনা সংঘটিত হয়েছিল নারীদের মাধ্যমে।"

এ কারণেই আমাদের শত্রুরা—ইসলামের শত্রু, বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রু—যারা ইহুদি, খ্রিস্টান, মুশরিক, কমিউনিস্ট এবং তাদের সমমনা, অনুচর ও অনুসারীবৃন্দ; তারা সকলেই অত্যন্ত সচেষ্ট যেন নারীদের মাধ্যমে মুসলিমদের ফিতনায় নিপতিত করা যায়। তারা বেহায়াপনা ও নগ্নতার প্রতি আহ্বান জানায়, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ডাক দেয় এবং নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে প্ররোচিত করে। তারা তাদের বক্তব্য, লেখনী এবং কর্মতৎপরতার মাধ্যমে এসবের দিকে আহ্বান করে—আমরা আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি;

কারণ তারা জানে যে, সেই ভয়াবহ ফিতনা যার ফলে মানুষ তার প্রতিপালক এবং তার দ্বীনকে বিস্মৃত হয়, তা মূলত নারীদের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়।

সেই সব নারী যারা বিচক্ষণ ব্যক্তিদেরও বিভ্রান্ত করে ফেলে, যেমনটি নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বলেছেন: "আমি তোমাদের অপেক্ষা বুদ্ধি ও দ্বীনের ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ আর কাউকে দেখিনি, যে একজন দৃঢ়চেতা ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির বিবেককেও হরণ করতে পারে।"

(ص: 96) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

هل تريد شيئاً أبين من هذا.

أذهب للـب الرجل - لعقله - الحازم، فيما بالك بالرجل المهيمن؛ الذي ليس عنده حزم، ولا عزم، ولا دين، ولا رجولة؛ يكون أشد والعياذ بالله.

لكن الرجل الحازم تذهب النساء عقله- نسأل الله العافية-، وهذا هو الواقع لذلك قال الله تعالى عقب الأمر بغض البصر، قال: (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (النور: من الآية 31) وقوله عز وجل: (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً) يدل على أنه ينبغي لنا- بل يجب علينا- أن نتواصى بالتوبة، وأن يتفقد بعضنا بعضاً، هل الإنسان تاب من ذنبه أو بقي مصراً عليه؛ لأنه وجه الخطاب للجميع:: (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ) (النور: من الآية 31) وفي قوله تعالى (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) دليل على أن التوبة من أسباب الفلاح، والفلاح- كما قال أهل العلم بالتفسير وباللغة- الفلاح: كلمة جامعة يحصل بها المطلوب ويزول بها المرهوب، فهي كلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة.

وكل إنسان يطلب خير الدنيا والآخرة. ما تجد إنساناً- حتى الكافر يريد الخير. لكن من الناس من يوفق ومنهم من لا يوفق.

الكافر يريد الخير؛ لكنه يريد خير الدنيا؛ لأنه رجل بهيمي؛ هو شر الدواب عند الله: إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا (لأنفال: من الآية 55) شر من كل دابة تدب على الأرض؛ ومع ذلك هو يريد الخير، ويريد الرفاهية، ويريد التمتع بهذا الدنيا، لكنها- أي الدنيا- جنته، والآخرة - والعياذ بالله-

আপনি কি এর চেয়ে স্পষ্ট কিছু চান?

তারা একজন দৃঢ়চেতা পুরুষের বুদ্ধি—তার প্রজ্ঞা—লোপ করে দেয়; তাহলে সেই পরনির্ভরশীল ব্যক্তির অবস্থা কী হবে, যার না আছে দৃঢ়তা, না সংকল্প, না দ্বীন, আর না পুরুষত্ব? তার অবস্থা তো হবে আরও ভয়াবহ, আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। কিন্তু একজন দৃঢ়চেতা পুরুষের বুদ্ধিও নারীরা হরণ করে নেয়—আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি—আর এটাই হলো বাস্তবতা। এজন্যই আল্লাহ তাআলা দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশের পর বলেছেন: “হে মুমিনগণ, তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।” (সূরা আন-নূর: ৩১-এর অংশ)। আর মহান আল্লাহর বাণী: “তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তওবা করো” একথার প্রমাণ দেয় যে, আমাদের উচিত—বরং আমাদের জন্য আবশ্যিক—পরস্পরকে তওবার অসিয়ত করা এবং একে অপরের খোঁজখবর নেওয়া যে, মানুষটি তার গুনাহ থেকে তওবা করেছে নাকি তাতে অবিচল রয়েছে; কারণ তিনি এই সম্বোধন সকলের উদ্দেশ্যে করেছেন: “হে মুমিনগণ, তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তওবা করো।” (সূরা আন-নূর: ৩১-এর অংশ)। আর আল্লাহ তাআলার বাণী “যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো” এতে প্রমাণ রয়েছে যে, তওবা হলো সফলতার অন্যতম কারণ। আর ‘ফালাহ’ বা সফলতা—যেমনটি তাফসীর ও ভাষাবিদগণ বলেছেন—হলো এমন একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, যার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্জিত হয় এবং ভীতিজনক বিষয় দূরীভূত হয়। সুতরাং এটি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সম্বলিত একটি ব্যাপক শব্দ।

প্রত্যেক মানুষই দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা করে। আপনি এমন কোনো মানুষ পাবেন না—এমনকি কাফিরও—যে কল্যাণ চায় না। তবে মানুষের মধ্যে কেউ (সঠিক পথের) তাওফীক পায়, আবার কেউ পায় না।

কাফির কল্যাণ চায়; তবে সে চায় দুনিয়াবি কল্যাণ; কারণ সে চতুষ্পদ জন্তুর মতো মানুষ। আল্লাহর নিকট সে নিকৃষ্টতম প্রাণী: “নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম প্রাণী তারা, যারা কুফরি করেছে।” (সূরা আল-আনফাল: ৫৫)। সে ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকল প্রাণীর চেয়েও অধম; তাসত্ত্বেও সে কল্যাণ চায়, বিলাসিতা চায় এবং এই দুনিয়ায় ভোগ-বিলাস করতে চায়। তবে এটি—অর্থাৎ দুনিয়া—হলো তার জন্য জাম্নাত, আর আখিরাত—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—।

(ص: 97) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

عذابه وناره.

المهم أن كل إنسان يريد الفلاح، لكن على حسب الهمة، المؤمن يريد الفلاح في الدنيا والآخرة، والكافر لا يؤمن بالآخرة؛ فهو يريد الفلاح في الدنيا. من أسباب الفلاح التوبة إلى الله عز وجل كما في الآية: (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (النور: من الآية 31) أي لتنالوا الفلاح؛ وذلك بحصول المطلوب وزوال المرهوب. والله الموفق.

* * *

13- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((والله إني لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة)) (رواه البخاري).

14- وعن الأعز بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم مائة مرة)) (رواه مسلم).

[الشَّرْحُ]

تقدم الكلام علي ما ذكره المؤلف- رحمه الله من وجوب التوبة

তাঁর আযাব ও তাঁর আগুন।

মূল কথা হলো, প্রত্যেক মানুষই সফলতা কামনা করে, তবে তা প্রত্যেকের হিম্মত বা সংকল্প অনুযায়ী। মুমিন দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা চায়, আর কাফের আখেরাতে বিশ্বাস করে না বিধায় সে কেবল দুনিয়াতেই সফলতা চায়।

সফলতার অন্যতম কারণ হলো মহান আল্লাহর কাছে তাওবা করা, যেমনটি আয়াতে রয়েছে: (আর হে মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো) (সূরা আন-নূর, আয়াত ৩১-এর অংশ)। অর্থাৎ যাতে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারো; আর তা হচ্ছে কাজ্জিত বস্তু লাভ এবং আশঙ্কাজনক বিষয় দূর হওয়ার মাধ্যমে। আল্লাহই তাওফীকদাতা।

* * *

১৩- আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আমি দিনে সত্তরবারেরও

বেশি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর কাছে তাওবা করি।" (ইমাম বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন)।

১৪- আল-আগার ইবনে ইয়াসার আল-মুযানী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। কেননা আমি দিনে একশ বার তাওবা করি।" (ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যাখ্যা]

তাওবা ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে লেখক (রহিমাহুল্লাহ) যা উল্লেখ করেছেন, সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

(ص: 98) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وشروطها، وما ساقه من الآيات الدالة على وجوبها.
وهذان الحديثان ذكرهما المؤلف- رحمه الله ليستدل على ذلك بالسنة.
لأنه كلما تضافرت الأدلة على الشيء قوي، وصار أوكد، وصار أوجب، فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم بأنه يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من سبعين مرة.
وهذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر- يستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة.
وفي حديث الأغر بن يسار المزني أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإنني أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة)).

ففي هذين الحديثين دليل على وجوب التوبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها فقال: ((يا أيها الناس توبوا إلى الله)) فإذا تاب الإنسان إلى ربه حصل بذلك فائدتين:

الفائدة الأولى: امتثال أمر الله ورسوله؛ وفي امتثال أمر الله ورسوله كل الخير. فعلي امتثال أمر الله ورسوله تدور السعادة في الدنيا والآخرة.

والفائدة الثانية: الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث كان صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله في اليوم مائة مرة؛ يعني: يقول: أتوب إلى الله، أتوب إلى الله... والتوبة لا بد فيها من صدق، بحيث إذا تاب الإنسان إلى الله أُلْقِعَ عن الذنب. أما الإنسان الذي يتوب بلسانه وقلبه منطو على فعل العصية، أو على ترك الواجب. أو يتوب إلى الله بلسانه، وجوارحه مصرة على فعل

...এবং এর শর্তাবলি, আর তওবা ওয়াজিব হওয়ার সপক্ষে তিনি যে সকল আয়াতসমূহ পেশ করেছেন।

আর এই দুটি হাদিস লেখক—আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন—উল্লেখ করেছেন সুন্নাহর মাধ্যমে এর সপক্ষে দলিল পেশ করার জন্য।

কেননা কোনো বিষয়ে যখন দলিলসমূহ একত্রিত হয়, তখন তা শক্তিশালী হয়, অধিক সুদৃঢ় হয় এবং অধিক অনিবার্য হয়ে ওঠে। সুতরাং তিনি আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শপথ করে বলেছেন যে তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং দিনে সত্তর বারেরও বেশি তাঁর কাছে তওবা করেন। আর ইনি হলেন সেই রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), যার পূর্বাপর সকল গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন—তিনি প্রতিদিন সত্তর বারেরও বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

এবং আগার ইবনে ইয়াসার আল-মুযানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহর কাছে

তওবা করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। কেননা আমি দিনে একশ বার আল্লাহর কাছে তওবা করি।"

এই দুটি হাদিসে তওবা ওয়াজিব হওয়ার দলিল রয়েছে, কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশ দিয়ে বলেছেন: "হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা করো।" সুতরাং যখন কোনো মানুষ তার রবের কাছে তওবা করে, তখন এর মাধ্যমে দুটি উপকার অর্জিত হয়:

প্রথম উপকার: আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ পালন করা; আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ পালনের মধ্যেই সকল কল্যাণ নিহিত। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ পালনের ওপরই দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য আবর্তিত হয়।

দ্বিতীয় উপকার: রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসরণ করা। যেহেতু তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিনে একশ বার আল্লাহর কাছে তওবা করতেন; অর্থাৎ তিনি বলতেন: আমি আল্লাহর কাছে তওবা করছি, আমি আল্লাহর কাছে তওবা করছি ...

আর তওবার ক্ষেত্রে অবশ্যই সত্যবাদিতা থাকতে হবে, যেন মানুষ যখন আল্লাহর কাছে তওবা করে তখন সে গুনাহটি বর্জন করে। কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল মুখে তওবা করে অথচ তার অন্তর পাপাচার চালিয়ে যাওয়ার অথবা ওয়াজিব কাজ বর্জন করার সংকল্প লালন করে, অথবা সে মুখে আল্লাহর কাছে তওবা করে অথচ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কোনো কাজ করার ওপর (পাপাচারে) অটল থাকে—

(ص: 99) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

المعصية؛ فإن توبته لا تنفعه، بل إنها أشبه ما تكون بالاستهزاء بالله عز وجل!
كيف تقول أتوب إلى الله من معصية وأنت مصر عليها، أو تقول أتوب إلى الله من
معصية وأنت عازم علي فعلها؟

الإنسان لو عامل بشرا مثله بهذه المعاملة لقال هذا يسخر بي، ويستهزئ بي!! كيف يتنصل من أمر عندي وهو متلبس به؟ ما هذا إلا هزو ولعب، فكيف برب العالمين؟

إن من الناس من يقول إنه تأتب من الربا، ولكنه- والعياذ بالله مصر عليه!! يمارس الربا صريحاً، ويمارس الربا مخادعة، وقد مر بنا كثيراً أن الذي يمارس الربا مخادعة أعظم إثماً وجرماً من الذي يمارس الربا بالصراحة. لأن الذي يمارس الربا بالمخادعة جنى علة نفسه مرتين:
أولاً: الوقوع في الربا.

وثانياً: مخادعة الله- عز وجل وكان الله- سبحانه وتعالى- لا يعلم. وهذا يوجد كثيراً في الناس اليوم الذين يتعاملون في الربا صريحاً، أمرهم واضح، لكن من الناس من يتعامل في الربا خيانة ومخادعة؛ تجد عنده أموالاً لها سنوات عديدة في الدكان، فيأتي الغني بشخص فقير يوقده للمذبح والعياذ بالله!! فيأتي إلي صاحب الدكان الذي عنده هذه البضاعة، ويبيعها على الفقير بالدين بيعاً صورياً. وكل يعلم أنه ليس بيعاً حقيقياً؛ لأن هذا المشتري - المدين- لا يقبل المال، ولا ينظر إليه، ولا يهبه، بل لو كان أكياساً من الرمل ويبعث عليه علي أنها رز أو سكر أخذها؛ لأنه لا يهبه؛ الذي يهبه أن يقضي حاجة فيبيعها عليه - مثلاً-

পাপের ওপর; তবে তার তাওবা তার কোনো উপকারে আসবে না, বরং এটি মহান আল্লাহর সাথে উপহাস করারই নামান্তর!

আপনি কীভাবে বলতে পারেন যে, আমি কোনো পাপ থেকে আল্লাহর কাছে তাওবা করছি অথচ আপনি সেই পাপের ওপর অবিচল রয়েছেন? অথবা কীভাবে বলতে পারেন যে, আমি কোনো পাপ থেকে আল্লাহর কাছে তাওবা করছি অথচ আপনি তা করার সংকল্প হৃদয়ে পোষণ করছেন?

একজন মানুষ যদি তার মতো অন্য কোনো মানুষের সাথে এই ধরনের আচরণ করত, তবে সে নিশ্চিতভাবেই বলত, এ ব্যক্তি তো আমাকে নিয়ে তামাশা করছে এবং উপহাস করছে!! সে কীভাবে আমার কাছে কোনো বিষয় থেকে অব্যাহতি চায় অথচ সে নিজেই সেই কাজে লিপ্ত? এটি খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাহলে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের ক্ষেত্রে বিষয়টি কেমন হবে?

মানুষের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা দাবি করে যে সে সুদ থেকে তাওবা করেছে, কিন্তু— আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—সে তার ওপর অবিচল থাকে!! সে স্পষ্টভাবে সুদ আদান-প্রদান করে অথবা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে সুদ গ্রহণ করে। আমাদের আলোচনায় ইতিপূর্বে অনেকবার এসেছে যে, যে ব্যক্তি প্রতারণার মাধ্যমে সুদি কারবার করে তার পাপ ও অপরাধ স্পষ্ট সুদখোরের চেয়েও অনেক বেশি গুরুতর। কারণ, যে ব্যক্তি প্রতারণার মাধ্যমে সুদ গ্রহণ করে সে নিজের ওপর দ্বিগুণ অপরাধ চাপিয়ে নেয়:

প্রথমত: সুদে লিপ্ত হওয়া।

দ্বিতীয়ত: মহান আল্লাহর সাথে প্রতারণা করা—যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিছুই জানেন না। বর্তমানে এমন অনেক মানুষ রয়েছে যারা স্পষ্টভাবে সুদি লেনদেন করে, তাদের বিষয়টি পরিষ্কার। কিন্তু এমন কিছু মানুষও আছে যারা বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে সুদি কারবার করে। দেখা যায়, তাদের দোকানে বহু বছর ধরে পণ্য পড়ে আছে। তখন কোনো এক ধনী ব্যক্তি একজন দরিদ্র মানুষকে নিয়ে আসে যাকে সে যেন বলির পাঁঠা বানাতে চায়—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন!! সে দোকানের মালিকের কাছে আসে যার কাছে এই পণ্য রয়েছে এবং সেই দরিদ্র ব্যক্তির কাছে বাকিতে পণ্যটি নামমাত্র মূল্যে লোকদেখানোভাবে বিক্রি করে। অথচ প্রত্যেকেই জানে যে এটি কোনো প্রকৃত কেনাবেচা নয়। কারণ, এই ক্রেতা—যে মূলত ঋণগ্রহীতা—সে পণ্যটি উল্টেপাল্টে দেখে না, সেটির দিকে তাকায়ও না এবং এ বিষয়ে তার কোনো ভ্রূক্ষেপও নেই। এমনকি যদি সেগুলো বালুর বস্তা হতো আর চাল বা চিনি বলে তার কাছে গছিয়ে দেওয়া হতো, সে তা-ই গ্রহণ করত; কারণ তার আসল উদ্দেশ্য পণ্য নয়। তার উদ্দেশ্য হলো নিজের প্রয়োজন মেটানো। তাই সে পণ্যটি বিক্রি করে দেয়—

উদাহরণস্বরূপ—

بعشرة آلاف لمدة سنة، وينصرف بدون أن ينقلها من مكانها، ثم يبيعها هذا المدين على صاحب الدكان بتسعة آلاف- مثلاً- فيؤكل هذا الفقير من وجهين: من جهة هذا الذي دينه، ومن جهة صاحب الدكان، ويقولون: إن هذا صحيح. بل يسمونه التصحيح، يقول قائلهم: تعال أصحح عليك، أو أصحح لك كذا وكذا. سبحان الله، هل هذا تصحيح؟ هذا تلطيخ بالذنوب والعياذ بالله!!

ولهذا يجب علينا - إذا كنا صادقين مع الله - سبحانه وتعالى- في التوبة- أن نقلع عن الذنوب والمعاصي إقلاعاً حقيقياً، ونكرها، ونندم علي فعلها؛ حتى تكون التوبة توبة نصوحاً.

وفي هذين الحديثين: دليل على أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم اشد الناس عبادة لله، وهو كذلك، فإنه أخشانا لله، وأتقانا لله، وأعلمنا بالله صلوات الله وسلامه عليه.

وفيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام معلم الخير بمقاله وفعاله. فكان يستغفر الله، ويأمر الناس بالاستغفار؛ حتى يتأسوا به امتثالاً للأمر واتباعاً للفعول.

وهذا من كمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه لأُمَّته. فينبغي لنا نحن أيضاً أن نتأسي به، إذا امرنا الناس بأمر أن نكون أول من يمتثل هذا الأمر، وإذا نهيناهم عن شيء أن نكون أول من ينتهي عنه، لأن هذا هو حقيقة الداعي إلى الله، بل هذا حقيقة الدعوة غلي الله عز وجل؛ أن تفعل ما تؤمر به، وتترك ما تنهي عنه. كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا التوبة وهو -عليه

দশ হাজার টাকায় এক বছরের মেয়াদের জন্য [বিক্রি করল], অথচ তা নিজ স্থান থেকে না সরিয়েই সে চলে গেল। অতঃপর এই ঋণগ্রহীতাই দোকানের মালিকের কাছে তা—উদাহরণস্বরূপ—নয় হাজার টাকায় বিক্রি করে দিল। এভাবে এই দরিদ্র ব্যক্তিকে দুই দিক থেকে শোষণ করা হলো: প্রথমত ওই পাওনাদারের পক্ষ থেকে, এবং দ্বিতীয়ত দোকানের মালিকের পক্ষ থেকে। আর তারা বলে: এটি বৈধ। বরং তারা একে ‘তাসহীহ’ (বৈধকরণ) নাম দেয়। তাদের কেউ বলে: ‘এসো, আমি তোমার ওপর এটি সংশোধন করে দিই’ অথবা ‘তোমার জন্য অমুক অমুক বিষয় সংশোধন করে দিই’। সুবহানাল্লাহ! এটি কি কোনো সংশোধন? এটি তো পাপাচারের কলঙ্ক লেপন, আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই!!

আর এই কারণেই আমাদের জন্য অপরিহার্য—যদি আমরা তওবার ব্যাপারে মহান আল্লাহর সাথে সত্যবাদী হই—যে আমরা পাপ ও নাকরমানি থেকে প্রকৃতপক্ষেই বিরত থাকব, সেগুলোকে ঘৃণা করব এবং তা করার জন্য অনুতপ্ত হব; যাতে এই তওবা ‘তওবায়ে নাসুহা’ (একনিষ্ঠ তওবা) হিসেবে গণ্য হয়।

আর এই হাদিসদ্বয়ের মধ্যে এই প্রমাণ রয়েছে যে, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর ইবাদতে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। আর এটিই বাস্তব, কেননা তিনি আমাদের মধ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয়কারী, সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান এবং আল্লাহ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত ছিলেন। তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

এতে আরও প্রমাণ রয়েছে যে, তাঁর ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক, তিনি ছিলেন তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে কল্যাণের শিক্ষক।

তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং মানুষকেও ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ দিতেন; যাতে তারা আদেশ পালনার্থে এবং কর্মের অনুসরণে তাঁর আদর্শ গ্রহণ করতে পারে।

এটি তাঁর উম্মতের প্রতি তাঁর সদুপদেশের পূর্ণতার বহিঃপ্রকাশ, তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। সুতরাং আমাদেরও উচিত তাঁর আদর্শ অনুসরণ করা; আমরা যখন মানুষকে কোনো কাজের আদেশ দেব, তখন যেন আমরাই প্রথম সেই আদেশ পালনকারী হই, আর যখন আমরা তাদের কোনো বিষয়ে নিষেধ করব, তখন যেন আমরাই প্রথম তা থেকে বিরত থাকি।

কারণ এটিই আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রকৃত স্বরূপ, বরং এটিই মহান আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার হাকিকত; তা হলো তুমি যা আদেশ করছ তা নিজে পালন করা এবং যা

থেকে নিষেধ করছ তা নিজে বর্জন করা। যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের তওবা করার আদেশ দিতেন অথচ তিনি নিজে—

(ص: 101) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الصلاة والسلام- يتوب أكثر منا. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، وأن يهدينا وإياكم صراطاً مستقيماً. والله الموفق.

15- وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري- خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم _ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم: سقط على بعيره، وقد أضله في أرض فلاة)) (متفق عليه) .
وفي رواية لمسلم: ((لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فأنفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتي شجرة فاضطجع في ظلها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح)) .

[الشَّرْحُ]

قوله- رحمه الله ((خادم النبي صلى الله عليه وسلم)) وذلك أن أنساً رضي الله عنه حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أتت به أمة إلى رسول الله صلى الله

عليه وسلم وقالت له: هذا أنس ابن مالك يخدمك، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وصار أنس من خدام النبي عليه الصلاة والسلام.
ذكر أنس- رضي الله عنه أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال: ((لله أشد فرحاً بتوبة عبده إذا تاب إليه)) من هذا الرجل الذي سقط على راحلته بعد أن أضلها.

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের চেয়েও বেশি তওবা করতেন। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের তওবা কবুল করেন এবং আমাদের ও আপনাদের সরল পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

* * *

১৫- আবু হামযা আনাস ইবন মালেক আল-আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)—যিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খাদেম ছিলেন—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবায় তোমাদের সেই ব্যক্তির চেয়েও বেশি আনন্দিত হন, যে নির্জন মরুভূমিতে তার হারিয়ে যাওয়া উটটি হঠাৎ ফিরে পায়।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

মুসলিম-এর এক বর্ণনায় রয়েছে: "আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবায় সেই ব্যক্তির চেয়েও অধিক আনন্দিত হন যখন সে তাঁর কাছে তওবা করে, তোমাদের সেই ব্যক্তির চেয়েও বেশি যে তার সওয়ারির ওপর চড়ে এক নির্জন মরুভূমি পাড়ি দিচ্ছিল, অতঃপর সেটি তার কাছ থেকে পালিয়ে গেল, অথচ তার খাদ্য ও পানীয় ছিল সেটির ওপর। সে তা ফিরে পাওয়ার আশা ছেড়ে দিল এবং একটি গাছের নিচে এসে তার ছায়ায় শুয়ে পড়ল। এমতাবস্থায় সে হঠাৎ দেখতে পেল যে, সওয়ারিটি তার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। তখন সে চরম আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠল: 'হে আল্লাহ! আপনি আমার বান্দা আর আমি আপনার রব।' সে অতি আনন্দের চোটে এমন ভুল করে বসল।"

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকারের—আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন—উক্তি: "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খাদেম": এর কারণ হলো, যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদিনায় আগমন

করলেন, তখন আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মা তাঁকে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট নিয়ে এলেন এবং তাঁকে বললেন: "এই যে আনাস ইবন মালেক, সে আপনার সেবা করবে।" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা কবুল করলেন এবং আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খাদেমদের অন্তর্ভুক্ত হলেন। আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবায় অত্যন্ত আনন্দিত হন যখন সে তাঁর নিকট তওবা করে," সেই ব্যক্তির চেয়েও যে তার হারিয়ে যাওয়া সওয়ারিটি খুঁজে পাওয়ার পর তাতে আরোহণ করে,

(ص: 102) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وذكر القصة: رجل كان في أرض فلاة، ليس حوله أحد، لا ماء ولا طعام ولا أناس.. ضل بعيره: أي ضاع، فجعل يطلبه فلم يجده، فذهب إلى شجرة ونام تحتها ينتظر الموت! قد أيس من بعيره، وأيس من حياته؛ لأن طعامه وشرابه على بعيره، والبعير قد ضاع، فبينما هو كذلك إذا بناقته عنده قد تعلق خطامها بالشجرة التي هو نائم تحتها. فبأي شيء يقدر هذا الفرح؟ هذا الفرح لا يمكن أن يتصوره أحد إلا من وقع في مثل هذه الحال!! لأنه فرح عظيم، فرح بالحياة بعد الموت، ولهذا أخذ بالخطام فقال: ((اللهم أنت عبدي وأنا ربك))!! أراد أن يثني على الله فيقول: ((اللهم أنت ربي وأنا عبدك)) لكن من شدة فرحه أخطأ.. فقلب القضية.. وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك.

في هذا الحديث من الفوائد: دليل على فرح الله عز وجل بالتوبة من عبده إذا تاب إليه، وأنه يحب ذلك- سبحانه وتعالى- محبة عظيمة، ولكن لا لأجل حاجته إلي

أعمالنا وتوبتنا؛ فالله غني عنا، ولكن لمحبتته سبحانه للكرم؛ فإنه يحب - سبحانه وتعالى- يفرح، ويغضب، ويكره ويحب، لكن هذه الصفات ليست كصفاتنا؛ لأن الله يقول: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) (الشورى: من الآية 11) بل هو

তিনি সেই কাহিনী বর্ণনা করেছেন: এক ব্যক্তি এক নির্জন মরু প্রান্তরে ছিলেন, যার আশেপাশে কেউ ছিল না; ছিল না কোনো পানি, খাদ্য কিংবা কোনো জনমানুষ। এমতাবস্থায় তাঁর উটটি হারিয়ে গেল। তিনি সেটি অন্বেষণ করতে লাগলেন কিন্তু পেলেন না। অতঃপর তিনি একটি গাছের নিকট গিয়ে তার ছায়ায় মৃত্যুর প্রতীক্ষায় শুয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর উট এবং নিজ জীবনের আশা ত্যাগ করেছিলেন; কেননা তাঁর খাদ্য ও পানীয় ছিল সেই উটের পিঠে, আর উটটি ছিল নিরুদ্দেশ। এমতাবস্থায় হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন যে, তাঁর উষ্ট্রটি তাঁর নিকট দাঁড়িয়ে আছে এবং সেটির লাগাম সেই গাছের সাথে আটকে আছে যার নিচে তিনি শায়িত ছিলেন। এই আনন্দকে কিসের দ্বারা পরিমাপ করা সম্ভব? এমন আনন্দ সেই ব্যক্তি ব্যতীত আর কেউ কল্পনা করতে পারবে না যে অনুরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে! কারণ এটি এক মহাসুখ, মৃত্যুর পর জীবন লাভের আনন্দ। এ কারণেই তিনি উটের লাগাম ধারণ করে বলে উঠলেন: "হে আল্লাহ! আপনি আমার বান্দা এবং আমি আপনার প্রভু!!" তিনি আল্লাহর প্রশংসা করে বলতে চেয়েছিলেন: "হে আল্লাহ! আপনি আমার পালনকর্তা এবং আমি আপনার বান্দা।" কিন্তু আনন্দের আতিশয্যে তিনি ভুল করে বসলেন এবং বিষয়টি উল্টে দিয়ে বললেন: "হে আল্লাহ! আপনি আমার বান্দা এবং আমি আপনার প্রভু।"

এই হাদীসের শিক্ষা ও উপকারিতা সমূহের মধ্যে রয়েছে: বান্দা যখন মহান আল্লাহর নিকট তাওবা করে, তখন আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার আনন্দিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় এবং সুবহানাছ ওয়া তাআলা একে অত্যন্ত ভালোবাসেন। তবে এটি আমাদের আমল কিংবা তাওবার প্রতি তাঁর কোনো মুখাপেক্ষিতার কারণে নয়; কেননা আল্লাহ আমাদের থেকে অমুখাপেক্ষী। বরং এটি সুবহানাছ ওয়া তাআলার পক্ষ হতে দানশীলতার প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। নিশ্চয়ই তিনি সুবহানাছ ওয়া তাআলা আনন্দিত হন, রাগান্বিত হন, অপছন্দ করেন এবং ভালোবাসেন; তবে এই গুণাবলি আমাদের গুণাবলির সদৃশ নয়। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন: "কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়; এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা আশ-শূরা: ১১-এর অংশ বিশেষ)। বরং তিনি...

فرح يليق بعظمته وجلاله ولا يشبه فرح المخلوقين.
وفيه: دليل على أن الإنسان إذا أخطأ في قول من الأقوال ولو كان كفراً سبق لسانه إليه؛ فإنه لا يؤاخذ بهذا الرجل قال كلمة كفر؛ لأن قول سبق اللسان لربه: أنت عبدي وأنا ربك هذا كفر لا شك، لكن لما صدر عن خطأ من شدة الفرح _ أخطأ ولم يعرف أن يتكلم - صار غير مؤاخذ به، فإذا أخطأ الإنسان في كلمة؛ كلمة كفر؛ فإنه لا يؤاخذ بها، وكذلك غيرها من الكلمات؛ لو سب أحداً على وجه الخطأ بدون قصد، أو طلق زوجته على وجه الخطأ بدون قصد، أو أعتق عبده على وجه الخطأ بدون قصد، فكل هذا لا يترتب عليه شيء؛ لأن الإنسان لم يقصده، فهو كاللغو في اليقين، وقد قال الله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ) (البقرة: من الآية 225) بخلاف المستهزئ فإن المستهزئ يكفر إذا قال كلمة الكفر، ولو كان مستهزئاً؛ لقول الله سبحانه (وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ) (لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) (التوبة: من الآية 65/66)، فالبستهزئ قصد الكلام، وقصد

معناه؛ لكن على سبيل السخرية والهزاء؛ فلذلك كان كافراً، بخلاف الإنسان الذي لم يقصده؛ فإنه لا يعتبر قوله شيئاً.
وهذا من رحمة الله عز وجل والله الموفق.

16- وعن أبي موسى عبد الله قيس الأشعري- رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ((إن الله تعالى يبسط يده بالليل لمسيء النهار،

এমন আনন্দ যা তাঁর মহিমা ও প্রতাপের উপযোগী এবং তা সৃষ্টজীবের আনন্দের মতো নয়। আর এতে এই দলীল রয়েছে যে, মানুষ যদি তার কোনো কথায় ভুল করে, এমনকি যদি সেটি কুফরী কথাও হয় যা তার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে; তবে তাকে পাকড়াও করা হবে না। এই ব্যক্তিটি একটি কুফরী কথা বলেছিল; কেননা তার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে মুখ ফসকে বলা এই কথাটি যে: 'আপনি আমার বান্দা আর আমি আপনার রব'—এটি নিঃসন্দেহে কুফরী কথা। কিন্তু যখন তা অত্যধিক আনন্দের আতিশয্যে ভুলবশত প্রকাশ পেয়েছে—সে ভুল করেছে এবং কী বলতে হবে তা বুঝতে পারেনি—তখন তাকে এর জন্য পাকড়াও করা হবে না। সুতরাং মানুষ যদি কোনো কথায় ভুল করে; এমনকি তা কুফরী কথা হলেও; তবে তাকে এর জন্য পাকড়াও করা হবে না। অনুরূপভাবে অন্যান্য কথার ক্ষেত্রেও একই বিধান; যদি সে অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুলবশত কাউকে গালি দেয়, কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুলবশত তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুলবশত তার দাসকে মুক্ত করে দেয়, তবে এর কোনোটির ফলেই কিছু সাব্যস্ত হবে না; কারণ মানুষটি তা উদ্দেশ্য করেনি। এটি শপথের ক্ষেত্রে অসার কথার (লাগভ) মতো। আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করবেন না তোমাদের শপথে যা অসার তার জন্য, কিন্তু তিনি তোমাদের পাকড়াও করবেন তোমাদের অন্তর যা অর্জন করেছে তার জন্য।" (সূরা আল-বাকারা: ২২৫-এর অংশ) পক্ষান্তরে উপহাসকারীর বিষয়টি ভিন্ন; কেননা উপহাসকারী যদি কুফরী কথা বলে তবে সে কাফির হয়ে যাবে, যদিও সে তা উপহাসচ্ছলে বলে থাকে। মহান আল্লাহর বাণীর কারণে: "আর যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো, তবে তারা অবশ্যই বলবে যে, আমরা তো কেবল আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম। বলো, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে উপহাস করছিলে? তোমরা ওজর পেশ করো না, তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করেছ।" (সূরা আত-তাওবা: ৬৫-৬৬ এর অংশ)। সুতরাং উপহাসকারী কথাটি উদ্দেশ্য করেছে এবং উদ্দেশ্য করেছে

তার অর্থ; কিন্তু তা করেছে উপহাস ও বিদ্রূপের ছলে; এই কারণে সে কাফির সাব্যস্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে ঐ ব্যক্তির বিষয়টি ভিন্ন যে কথাটি উদ্দেশ্য করেনি; তার কথাটি কোনো কিছুই গণ্য হবে না।

আর এটি মহান আল্লাহর অন্যতম রহমত। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

* * *

১৬- এবং আবু মুসা আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা রাতে তাঁর হাত প্রসারিত করেন যাতে দিনের পাপিষ্ঠ...

(ص: 104) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها)) رواه مسلم.

17- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه)) (رواه مسلم).

18- وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ((إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)). (رواه الترمذي) وقال: حديث حسن.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله كلها تتعلق بالتوبة. أما حديث أبي موسى فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها)).

وهذا من كرمه- عز وجل أنه يقبل التوبة حتى وإن تأخرت فإذا أذنب الإنسان ذنباً في النهار، فإن الله- تعالي- يقبل توبته ولو تاب في

এবং তিনি দিনের বেলা তাঁর হাত প্রসারিত করেন যাতে রাতের অপরাধী তওবা করে, যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হয়। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

১৭- আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: “সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়ার আগে যে ব্যক্তি তওবা করবে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন।” (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

১৮- আবু আব্দুর রহমান আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত, নবী (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: “নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ বান্দার তওবা কবুল করেন যতক্ষণ না তার প্রাণ কণ্ঠাগত হয় (গড়গড়া শুরু হয়)।” (তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এটি হাসান হাদিস)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) এখানে যে তিনটি হাদিস উল্লেখ করেছেন, তার সবগুলোই তওবা সংক্রান্ত।

আবু মূসা (রা.)-এর হাদিসটি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ রাতে তাঁর হাত প্রসারিত করেন যাতে দিনের অপরাধী তওবা করে, এবং দিনে তাঁর হাত প্রসারিত করেন যাতে রাতের অপরাধী তওবা করে, যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হয়।”

এটি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও বদান্যতার বহিঃপ্রকাশ যে, তিনি তওবা কবুল করেন যদিও তা বিলম্বিত হয়। সুতরাং কোনো মানুষ যদি দিনের বেলা কোনো গুনাহ করে, তবে আল্লাহ তায়ালা তার তওবা কবুল করেন যদিও সে তওবা করে...

الليل. إذا أذنب وتاب في النهار فإن الله-تعالى- يقبل توبته بل إنه - تعالى- يبسط يده حتى يتلقى هذه التوبة التي تصدر من عبده المؤمن.

وفي هذا الحديث: دليل على محبة الله- سبحانه وتعالى- للتوبة، وقد سبق في الحديث السابق - في قصة الرجل الذي أضل راحلته حتى وجدها-: أن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه اشد فرحاً من هذا براحلته. ومن فوائد حديث أبي موسى: إثبات أن الله-تعالى- له يده، وهو كذلك، بل له يداں جل وعلا- كما قال تعالى: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ) (المائدة: من الآية 64) ، وهذه اليد التي أثبتها الله لنفسه- بل الیدان- يجب علينا أن نؤمن بهما؛ وأنها ثابتتان لله.

ولكن لا يجوز أن نتوهم أنها مثل أيدينا؛ لأن الله يقول في كتابه: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) (الشورى: من الآية 11) وهكذا كل ما مر بك من صفات الله فأثبتها لله- عز وجل لكن بدون أن تمثلها بصفات المخلوقين؛ لأن الله ليس كمثله شيء؛ لا في ذاته، ولا في صفاته عز وجل.

وفي هذا الحديث: أن الله- سبحانه وتعالى- يقبل توبة العبد وإن تأخرت، لكن المبادرة بالتوبة هي الواجب؛ لأن الإنسان لا يدري، فقد يفجأه الموت فيموت قبل أن يتوب. فالواجب المبادرة، لكن مع ذلك، لو تأخرت تاب الله على العبد. وفي هذا الحديث: دليل على أن الشمس إذا طلعت من مغربها، انتهى قبول التوبة. وقد يسأل السائل، يقول: هل الشمس تطلع من مغربها؟ المعروف أن الشمس تطلع من المشرق؟! من المشرق؟!!

রাত। যদি কেউ অপরাধ করে এবং দিনে তাওবাহ করে, তবে আল্লাহ তাআলা তার তাওবাহ কবুল করেন। বরং তিনি তাঁর হাত সম্প্রসারিত করেন যাতে তাঁর মুমিন বান্দার পক্ষ থেকে কৃত এই তাওবাহ গ্রহণ করতে পারেন।

এই হাদিসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার তাওবাহর প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ রয়েছে। ইতিপূর্বের হাদিসে—সেই ব্যক্তির ঘটনায় যে তার বাহন হারিয়ে ফেলার পর পুনরায় তা ফিরে পেয়েছিল—বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দার তাওবাহতে সেই ব্যক্তির বাহন ফিরে পাওয়ার আনন্দের চেয়েও অধিক আনন্দিত হন।

আবু মুসা (রা.) বর্ণিত হাদিসটির অন্যতম শিক্ষা হলো: এটি সাব্যস্ত করা যে, মহান আল্লাহর হাত রয়েছে। বিষয়টি তেমনই, বরং তাঁর দুটি হাত রয়েছে—যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আর ইয়াহুদীরা বলে, 'আল্লাহর হাত রুদ্ধ'। তাদের হাতই রুদ্ধ করা হয়েছে এবং তাদের উক্তির কারণে তাদের ওপর লানত করা হয়েছে। বরং তাঁর উভয় হাতই উন্মুক্ত" (সূরা আল-মায়িদাহ: ৬৪-এর অংশ)। আল্লাহ নিজের জন্য যে হাত—বরং দুই হাত—সাব্যস্ত করেছেন, সেগুলোর প্রতি ঈমান আনা আমাদের জন্য অপরিহার্য এবং সেগুলো আল্লাহর জন্য সুসাব্যস্ত।

তবে এই হাত আমাদের হাতের মতো—এমন কল্পনা করা বৈধ নয়। কারণ আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন: "কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা" (সূরা আশ-শূরা: ১১-এর অংশ)। একইভাবে আল্লাহর যে সমস্ত গুণাবলি আপনার সামনে আসবে, তা মহান আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করবেন, তবে সেগুলোকে সৃষ্টির গুণের সাথে সাদৃশ্য না দিয়ে। কারণ মহান আল্লাহর সত্তা কিংবা তাঁর গুণাবলি—কোনোটিই তাঁর সদৃশ নয়।

এই হাদিসে আরও বর্ণিত হয়েছে যে: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বান্দার তাওবাহ কবুল করেন যদিও তা বিলম্বিত হয়। তবে দ্রুত তাওবাহ করাই হলো কর্তব্য; কেননা মানুষ জানে না কখন তার মৃত্যু হঠাৎ চলে আসে এবং তাওবাহ করার পূর্বেই সে মৃত্যুবরণ করে। সুতরাং দ্রুত তাওবাহ করা আবশ্যিক, তবুও যদি দেরি হয়ে যায়, আল্লাহ বান্দার তাওবাহ কবুল করেন।

এই হাদিসে আরও প্রমাণ রয়েছে যে, যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে, তখন তাওবাহ কবুলের সময় শেষ হয়ে যাবে। কোনো প্রশ্নকারী প্রশ্ন করতে পারেন যে, সূর্য কি পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে? সচরাচর তো সূর্য পূর্ব দিক থেকেই উদিত হয়?!

فنقول: نعم هذا هو المعروف، وهذا هو المطرد منذ خلق الله الشمس إلي يومنا هذا. لكن في آخر الزمان يأمر الله الشمس أن ترجع من حيث جاءت فتنعكس الدورة. وتطلع من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا كلهم، حتى الكفار اليهود، والنصارى، والبوذيون، والشيوعيون، وغيرهم؛ كلهم يؤمنون. ولكن الذي لم يؤمن قبل أن تطلع الشمس من مغربها لا ينفعه إيمانه.

كل يتوب أيضاً، لكن الذي لم يتب قبل أن تطلع الشمس من مغربها لا تقبل توبته؛ لأن هذه آية يشهد بها كل أحد، وإذا جاءت الآيات المندرة لم تنفع التوبة ولم ينفع الإيمان! أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أن الله - سبحانه وتعالى - يقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها فهو كحديث أبي موسى. وأما حديث عبد الله بن عمر: ((إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر)) أي: ما لم تصل الروح الحلقوم، فإذا وصلت الروح الحلقوم فلا توبة، وقد بينت النصوص الأخرى أنه إذا حضر الموت توبة؛ لقوله تعالى: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ (النساء: من الآية 18). فعليك يا أخي المسلم أن تبادر بالتوبة إلي الله عز وجل من الذنوب، وأن تقلع عما كنت متلبساً به من المعاصي، وأن تقوم بما فرطت به من الواجبات، وتسال الله قبول تتوبتك. والله الموفق.

* * *

আমরা বলি: হ্যাঁ, এটিই সুপরিচিত বিষয়, এবং আল্লাহ সূর্য সৃষ্টির দিন থেকে আজ অবধি এটিই নিয়মিত নিয়ম হিসেবে চলে আসছে। কিন্তু শেষ জামানায় আল্লাহ সূর্যকে নির্দেশ দেবেন সে যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফিরে যেতে, ফলে আবর্তনের গতিপথ উল্টে যাবে এবং সূর্য

পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। যখন মানুষ এটি দেখবে, তখন তারা সকলেই ঈমান আনবে, এমনকি কাফির ইহুদি, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য সবাই; তারা সকলেই বিশ্বাস স্থাপন করবে। কিন্তু পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার আগে যে ঈমান আনেনি, তার ঈমান তার কোনো উপকারে আসবে না।

প্রত্যেকেই তাওবাও করবে, কিন্তু সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়ার আগে যে ব্যক্তি তাওবা করেনি, তার তাওবা কবুল করা হবে না; কারণ এটি এমন এক নিদর্শন যা প্রত্যেকে প্রত্যক্ষ করবে। আর যখন চরম সতর্ককারী নিদর্শনসমূহ প্রকাশ পায়, তখন তাওবা কোনো কাজে আসে না এবং ঈমানও কোনো উপকারে আসে না!

আর আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসটি, যেখানে বলা হয়েছে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত তাওবা কবুল করেন, তা আবু মুসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসের মতোই।

আর আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত হাদীস: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবা কবুল করেন যতক্ষণ না তার প্রাণ কণ্ঠাগত হয় (গরগরা)", অর্থাৎ: যতক্ষণ না প্রাণ কণ্ঠনালীতে পৌঁছায়। যখন প্রাণ কণ্ঠনালীতে পৌঁছে যায়, তখন আর কোনো তাওবা নেই। অন্যান্য দলীলসমূহ স্পষ্ট করেছে যে, মৃত্যু উপস্থিত হলে আর তাওবা কবুল হয় না; মহান আল্লাহর বাণীর কারণে: "আর তাওবা তাদের জন্য নয়, যারা মন্দ কাজ করতে থাকে, এমনকি যখন তাদের কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলে: আমি এখন তাওবা করছি।" (সূরা আন-নিসা: ১৮ নং আয়াতের অংশবিশেষ)।

অতএব হে আমার মুসলিম ভাই, আপনার উচিত গুনাহ থেকে মহান আল্লাহর নিকট তাওবা করতে ত্বরান্বিত হওয়া এবং আপনি যে সকল পাপে লিপ্ত ছিলেন তা বর্জন করা, আর যে সকল ওয়াজিব পালনে অবহেলা করেছেন তা সম্পাদন করা এবং আল্লাহর নিকট আপনার তাওবা কবুলের জন্য প্রার্থনা করা। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

* * *

19- وعن زر بن حبیش قال: أتیت صفوان بن عسال- رضي الله عنه- اسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، فقلت: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرءاً من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فجئت أسألك: هل سمعته يذكر في ذلك شيئاً؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفراً- أو مسافرين- أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم، فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئاً؟ قال: نعم: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: ((هاؤم)) فقلت له: ويحك أغضض، قال الإعرابي: المرء يحب القوم ولما يحلق بهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة)) فما زال يحثنا حتى ذكر باباً من المغرب مسيرة سفيان- أحد الرواة-: قبل الشام، خلقه الله - تعالى- يوم خلق السماوات والأرض مفتوحاً للتوبة، لا يخلق حتى تطلع الشمس منه)) (رواه الترمذي وغيره وقال: حديث حسن صحيح).

১৯- জির ইবন হুবাইশ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি সাফওয়ান ইবন আসসাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট চামড়ার মোজার ওপর মাসেহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে আসলাম। তিনি বললেন: হে জির, কোন প্রয়োজনে তুমি এসেছ? আমি বললাম: জ্ঞান অন্বেষণের উদ্দেশ্যে। তিনি বললেন: নিশ্চয়ই ফেরেশতারা জ্ঞান অন্বেষণকারীর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাদের ডানা বিছিয়ে দেয়। অতঃপর আমি বললাম: মল-মূত্র ত্যাগের পর মোজার ওপর মাসেহ করার বিষয়টি আমার মনে সংশয় সৃষ্টি করেছে; যেহেতু আপনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অন্যতম সাহাবী ছিলেন, তাই আমি আপনার নিকট এটি জিজ্ঞাসা করতে এসেছি যে, আপনি কি তাঁকে এ বিষয়ে কোনো কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ, আমরা যখন সফরে থাকতাম—অথবা তিনি বলেছিলেন মুসাফির থাকতাম—তখন তিনি আমাদের আদেশ করতেন

যেন আমরা তিন দিন ও তিন রাত আমাদের মোজা না খুলি, তবে বড় নাপাকি (জানাবাত) ব্যতীত; কিন্তু মল-মূত্র ত্যাগ ও ঘুমের কারণে (মোজা খোলার প্রয়োজন নেই)। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কি তাঁকে ভালোবাসা সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। এমতাবস্থায় একজন মরুবাসী আরব উচ্চৈঃস্বরে তাঁকে ডেকে বলল: হে মুহাম্মদ! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার স্বরের অনুরূপ আওয়াজে উত্তর দিলেন: এসো (আমি উপস্থিত)। আমি তাকে বললাম: তোমার দুর্ভোগ হোক! তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করো। মরুবাসী লোকটি বলল: কোনো ব্যক্তি একটি সম্প্রদায়কে ভালোবাসে, অথচ সে এখনো তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি (তার হাশর কি তাদের সাথে হবে)? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: কিয়ামতের দিন মানুষ তার সাথেই থাকবে যাকে সে ভালোবাসে। এরপর তিনি আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা চালিয়ে গেলেন, এমনকি তিনি পশ্চিম দিকে অবস্থিত একটি দরজার কথা উল্লেখ করলেন, জনৈক বর্ণনাকারী সুফিয়ানের মতে যার প্রশস্ততা অতিক্রম করতে সত্তর বছর সময় লাগবে; যা সিরিয়ার পার্শ্বে অবস্থিত। মহান আল্লাহ আসমান ও জমিন সৃষ্টির দিনই তওবার জন্য এটি উন্মুক্ত অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন; সূর্য সেই দিক (পশ্চিম দিক) হতে উদিত না হওয়া পর্যন্ত এটি বন্ধ করা হবে না। (তিরমিযী ও অন্যান্যরা এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন: এটি হাসান সহীহ হাদীস)।

(ص: 108) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث من أحاديث التوبة التي ساقها المؤلف رحمه الله في بيان متى تنقطع التوبة. لكنه يشتمل على فوائد:

منها: أن زر بن حبیش أتى إلی صفوان بن عسال- رضي الله عنه من أجل العلم-
يبتغي العلم- فقال له صفوان بن عسال: ((إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم
رضي بها يطلب)).

وهذه فائدة عظيمة تدل على فضيلة العلم، وطلب العلم؛ والمراد به العلم الشرعي،
أي: علم ما جاء به النبي صلي الله عليه وسلم أما علم الدنيا فللدنيا، لكن طلب
العلم الذي جاء به النبي صلي الله عليه وسلم هو الذي فيه الثناء والمدح، والحث
عليه في القرآن والسنة. وهو نوع من الجهاد في سبيل الله، لأن هذا الدين قام
بأمرين:

قام بالعلم والبيان، وبالسلاح: بالسيف والسنان.

حتى إن بعض العلماء قال: ((إن طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله
بالسلاح)) لأن حفظ الشريعة إنما يكون بالعلم، والجهاد بالسلاح في سبيل الله
مبني على العلم، لا يسير المجاهد، ولا يقاتل، ولا يحجم، ولا يقسم الغنيمة، ولا
يحكم بالأسري؛ إلا عن طريق العلم، فالعلم هو كل شيء.

ولهذا قال الله عز وجل: (إِزِفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ)
(المجادلة: من الآية 11) ووضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب
واحتراماً له، وتعظيماً له، ولا يرد على هذا أن يقول القائل: أنا لا

[ব্যাখ্যা]

এই হাদীসটি তওবা বিষয়ক সেই হাদীসসমূহের অন্তর্ভুক্ত যা লেখক (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম
করুন) তওবা কখন বন্ধ হয়ে যায় তা বর্ণনার ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন। তবে এতে বেশ কিছু
ফায়দা বা শিক্ষা নিহিত রয়েছে:

তন্মধ্যে একটি হলো: যির ইবনে হুবাইশ ইলম বা জ্ঞান অন্বেষণের উদ্দেশ্যে সাফওয়ান ইবনে
আসসাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট এসেছিলেন। তখন সাফওয়ান ইবনে আসসাল তাকে

বললেন: "নিশ্চয়ই ফেরেশতাগণ ইলম অন্বেষণকারীর কাজের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদের ডানা বিছিয়ে দেন।"

এটি একটি মহান ফায়দা যা ইলম ও ইলম অন্বেষণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। আর এখানে ইলম বলতে শরয়ী জ্ঞানই উদ্দেশ্য, অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা নিয়ে এসেছেন সেই জ্ঞান। পক্ষান্তরে দুনিয়াবী জ্ঞান তো দুনিয়ার জন্যই; কিন্তু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা নিয়ে এসেছেন সেই ইলম অন্বেষণ করার ব্যাপারেই কুরআন ও সুন্নাহতে প্রশংসা ও গুণগান করা হয়েছে এবং এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আর এটি আল্লাহর রাস্তায় এক প্রকার জিহাদ; কারণ এই দ্বীন দুটি বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত:

এটি ইলম ও বর্ণনার মাধ্যমে এবং অস্ত্রের মাধ্যমে—অর্থাৎ তলোয়ার ও বর্শার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এমনকি কোনো কোনো আলেম বলেছেন: "ইলম অন্বেষণ করা আল্লাহর রাস্তায় অস্ত্র নিয়ে জিহাদ করার চেয়েও উত্তম।" কারণ শরীয়তকে সংরক্ষণ করা কেবল ইলমের মাধ্যমেই সম্ভব। আর আল্লাহর রাস্তায় অস্ত্র নিয়ে জিহাদ করাও ইলমের ওপর নির্ভরশীল। একজন মুজাহিদ ইলম ব্যতীত পথ চলতে পারে না, লড়াই করতে পারে না, পিছু হটতে পারে না, গণীমত বণ্টন করতে পারে না এবং যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারেও কোনো ফয়সালা করতে পারে না। সুতরাং ইলমই হলো সবকিছুর মূল ভিত্তি।

এ কারণেই মহান আল্লাহ বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করবেন।" (সূরা আল-মুজাদালাহ: ১১)। আর জ্ঞানান্বেষীর অন্বেষণকৃত বিষয়ের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ এবং তার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে ফেরেশতাগণ তাদের ডানা বিছিয়ে দেন। এখানে কোনো প্রশ্নকারীর এ কথা বলার অবকাশ নেই যে: আমি তো...

أحسن بذلك؟ لأنه إذا صح بذلك؟ لأنه إذا صح الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كالمشاهد عياناً.

أرأيت قوله صلى الله عليه وسلم: ((ينزل ربنا- تبارك وتعالى- كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له)).

نحن لا نسمع هذا الكلام من الله- عز وجل لكن لها صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم صار كأننا نسمعه، ولذلك يجب علينا أن نؤمن بها قال الرسول صلى الله عليه وسلم وبها صح عنه مما يذكر في أمور الغيب، وأن نكون متيقنين لها كأننا نشاهدها بأعيننا ونسمعها بأذاننا.

ثم ذكر زر بن حبیش لصفوان بن عسال إنه حك في صدره المسح على الخفين بعد البول والغائط.

يعني أن الله تعالى ذكر في القرآن قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (البائدة: من الآية 6) فيقول إنه حك في صدري؛ أي: صار عندي توقف وشك في المسح على الخفين بعد البول أو الغائط هل هذا جائز أو لا؟

فبين له صفوان بن عسال- رضي الله عنه أن ذلك جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا كانوا سفراً أو مسافرين أن لا ينزعوا خفافهم إلا من جنابة ولكن

তিনি কি তা অনুভব করেছেন? কারণ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো সংবাদ সহীহভাবে প্রমাণিত হয়, তখন তা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করার মতোই।

আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীটি লক্ষ্য করেছেন: "আমাদের প্রতিপালক —তাবারাকা ওয়া তাআলা— প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন: কে আমাকে ডাকবে যে আমি তার ডাকে সাড়া দেব? কে

আমার কাছে চাইবে যে আমি তাকে দান করব? কে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে যে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব?"

আমরা মহান আল্লাহর কাছ থেকে সরাসরি এই কথাগুলো শুনছি না, কিন্তু যখন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এটি সহীহভাবে প্রমাণিত হয়েছে, তখন তা এমন হয়ে গেছে যেন আমরা তা শুনছি। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন এবং গায়েবের বিষয়াবলী সম্পর্কে তাঁর থেকে যা সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে, তার ওপর ঈমান আনা আমাদের জন্য আবশ্যিক। আর সেগুলোর প্রতি আমাদের এমনভাবে দৃঢ়বিশ্বাসী হওয়া উচিত, যেন আমরা সেগুলো নিজ চোখে দেখছি এবং নিজ কানে শুনছি।

অতঃপর যির ইবনে হুবাইশ সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট উল্লেখ করলেন যে, পেশাব ও পায়খানার পর মোজার ওপর মাসেহ করার বিষয়টি তাঁর মনে খটকা সৃষ্টি করেছে।

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা কুরআনে তাঁর এই বাণী উল্লেখ করেছেন: "হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হবে, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতগুলো কনুই পর্যন্ত ধৌত করো, তোমাদের মাথা মাসেহ করো এবং পাগুলো টাখনু পর্যন্ত ধৌত করো।" (সূরা আল-মায়িদাহ: আয়াত ৬-এর অংশ)। তাই তিনি বলছেন যে, এটি তাঁর মনে খটকা সৃষ্টি করেছে; অর্থাৎ পেশাব বা পায়খানার পর মোজার ওপর মাসেহ করা বৈধ কি না, এ বিষয়ে আমার মধ্যে দ্বিধা ও সংশয় তৈরি হয়েছে।

তখন সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর কাছে এটি পরিষ্কার করলেন যে তা বৈধ। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁরা যখন সফরে বা মুসাফির অবস্থায় থাকবেন, তখন যেন জানাবাত (তথা বড় নাপাকি) ছাড়া অন্য কোনো কারণে মোজা না খোলেন, তবে...

من غائط وبول ونوم، فدل هذا على جواز المسح على الخفين، بل إن المسح على الخفين أفضل إذا كان الإنسان لا يسا لهما.

وقد ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة- رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأهوي المغيرة لينزع خفيه فقال: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما)) ففي هذا دليل واضح على أن الإنسان الذي عليه جوارب، أو عليه خفان؛ أن الأفضل أن يمسح عليهما ولا يغسل رجليه.

ومنها: أنه ينبغي إذا أشكل على الإنسان شيء أن يسأل ويبحث عن هو أعلم بهذا الشيء؛ حتى لا يبقى في قلبه حرج مما سمع، لأن بعض الناس يسمع الشيء من الأحكام الشرعية ويكون في نفسه حرج، ويبقى متشككاً متردداً، لا يسأل أحداً يزيل عنه هذه الشبهة، وهذا خطأ، بل الإنسان ينبغي له أن يسأل حتى يصل إلي أمر يطمئن إليه ولا يبقى عنده قلق.

فهذا زر بن حبيش- رحمه الله سأل صفوان بن عسال- رضي الله عنه عن المسح على الخفين؛ وهل عنده شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفراً أو مسافرين ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم.

فهذا الحديث فيه دليل على ثبوت المسح على الخفين، وقد تواترت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأخذ بهذا أهل السنة، حتى إن بعض

মল-মূত্র ত্যাগ এবং ঘুমের কারণে। এটি চর্ম-মোজার (খুফফাইন) ওপর মাসাহ করার বৈধতা নির্দেশ করে; বরং যদি কেউ তা পরিহিত থাকে, তবে তার জন্য মাসাহ করাই উত্তম।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে মুগীরা ইবনে শু'বাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এক সফরে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওয়ু করলেন, তখন মুগীরা তাঁর মোজা খুলে দেওয়ার জন্য

নিচু হলেন। তিনি (নবী) বললেন: "এগুলো থাকতে দাও, কারণ আমি পবিত্র অবস্থায় এগুলো পরিধান করেছি।" এরপর তিনি সেগুলোর ওপর মাসাহ করলেন।

এতে এই বিষয়ের সুস্পষ্ট দলীল রয়েছে যে, যে ব্যক্তি সাধারণ মোজা বা চামড়ার মোজা পরিহিত আছে, তার জন্য সেগুলোর ওপর মাসাহ করাই উত্তম এবং পা ধৌত না করা।

এর মধ্য থেকে আরও একটি শিক্ষা হলো: মানুষের নিকট যখন কোনো বিষয় অস্পষ্ট হয়, তখন তার উচিত সে বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে জিজ্ঞাসা করা এবং অনুসন্ধান করা; যাতে শ্রুত কোনো বিষয়ে তার মনে কোনো প্রকার সংকীর্ণতা না থাকে। কারণ কিছু লোক শরঈ বিধানের কোনো বিষয় শোনার পর মনে দ্বিধা অনুভব করে এবং তারা সন্দেহ ও দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় থেকে যায়; তারা কাউকে জিজ্ঞাসা করে না যারা তাদের এই সংশয় দূর করে দেবে।

এটি একটি ভুল কর্মপদ্ধতি। বরং মানুষের উচিত প্রশ্ন করা, যতক্ষণ না সে এমন এক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে যেখানে তার মন প্রশান্ত হয় এবং আর কোনো অস্থিরতা অবশিষ্ট না থাকে।

যেমন এই যে যির বিন হুবাইশ (রহিমাল্লাহ), তিনি সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে মোজার ওপর মাসাহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন; এবং জানতে চেয়েছিলেন যে তাঁর কাছে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে কোনো জ্ঞান আছে কি না। তিনি উত্তরে বললেন: হ্যাঁ, তিনি আমাদের নির্দেশ দিতেন যে, আমরা যখন সফরে থাকতাম তখন যেন জানাবাত (বড় নাপাকি) ব্যতীত মল-মূত্র ত্যাগ ও ঘুমের কারণে আমাদের মোজা না খুলি।

এই হাদীসটিতে মোজার ওপর মাসাহ সাব্যস্ত হওয়ার দলীল রয়েছে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো মুতাওয়াতির (সুপ্রসিদ্ধ ও অবিচ্ছিন্ন) পর্যায়ে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত এটি গ্রহণ করেছেন, এমনকি অনেক...

أهل العلم، الذين صنفوا في كتب العقائد، ذكروا المسح على الخفين في كتاب العقائد؛ وذلك لأن الرافضة خالفوا في ذلك؛ فلم يثبتوا المسح على الخفين وأنكروه. والعجب أن ممن روي المسح على الخفين علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

ومع ذلك هم ينكرونه ولا يقولون به، فكان المسح على الخفين من شعار أهل السنة ومن الأمور المتوترة عندهم؛ التي ليس عندهم فيها شك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال الإمام أحمد: ((ليس في قلبي من المسح شك)) ، أو قال: ((شيء فيه أربعون حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه)) ولكن لابد من شروط لجواز المسح علي الخفين:

الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه حينما أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((دعهما فإنني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما)).

ولا فرق بين أن تكون هذه الطهارة قد غسل فيها الرجل، أو مسح فيها على خف سابق.

فمثلاً: لو توضأ وضوءاً كاملاً، وغسل رجليه، ثم لبس الجوارب؛ يعني الشراب أو الخفين، فهما لبسهما على طهارة.

كذلك لو كان قد لبس جوارب من قبل ومسح عليهما، ثم احتاج إلي

আলেমগণ, যারা আকীদার কিতাবসমূহ সংকলন করেছেন, তারা মোজার ওপর মাসেহ করার বিষয়টি আকীদার কিতাবে উল্লেখ করেছেন; এর কারণ হলো, রাফেযীরা এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছে; তারা মোজার ওপর মাসেহ করার বিষয়টি সাব্যস্ত করেনি এবং তা অস্বীকার

করেছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যাদের থেকে মোজার ওপর মাসেহ করার বর্ণনা এসেছে, আলী ইবনে আবি তালিব (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) তাদের অন্যতম।

তা সত্ত্বেও তারা একে অস্বীকার করে এবং এটি গ্রহণ করে না। তাই মোজার ওপর মাসেহ করা আহলে সুন্নাতের অন্যতম নিদর্শনে পরিণত হয়েছে এবং তাদের নিকট এটি একটি

'মুতাওয়াতির' বা অকাট্য বিষয় হিসেবে গণ্য; যা আল্লাহর রাসুল (আল্লাহর শান্তি ও আশীর্বাদ তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) থেকে প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে তাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই।

ইমাম আহমাদ বলেছেন: "মাসেহ করার ব্যাপারে আমার অন্তরে কোনো সন্দেহ নেই", অথবা তিনি বলেছেন: "এমন একটি বিষয় যে সম্পর্কে নবী (আল্লাহর শান্তি ও আশীর্বাদ তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) ও তাঁর সাহাবীদের থেকে চল্লিশটি হাদিস বর্ণিত রয়েছে।" তবে মোজার ওপর মাসেহ বৈধ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত থাকা আবশ্যিক:

প্রথম শর্ত: পবিত্র অবস্থায় মোজা পরিধান করা; কারণ নবী (আল্লাহর শান্তি ও আশীর্বাদ তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) মুগীরা ইবনে শু'বা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-কে বলেছিলেন—যখন তিনি নবী (আল্লাহর শান্তি ও আশীর্বাদ তাঁর ওপর বর্ষিত হোক)-এর মোজা জোড়া খুলতে চেয়েছিলেন—তিনি বললেন: "সেগুলো থাকতে দাও, কারণ আমি পবিত্র অবস্থায় পা দুটি মোজার ভেতর ঢুকিয়েছি।" এরপর তিনি সে দুটির ওপর মাসেহ করলেন।

পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে পা ধোয়া হয়েছিল নাকি পূর্ববর্তী কোনো মোজার ওপর মাসেহ করা হয়েছিল—তার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

উদাহরণস্বরূপ: যদি কেউ পূর্ণাঙ্গ ওয়ু করে এবং পা ধৌত করে, এরপর মোজা (অর্থাৎ সুতি বা পশমি মোজা অথবা চামড়ার মোজা) পরিধান করে, তবে সে পবিত্র অবস্থায় তা পরিধান করল।

অনুরূপভাবে, যদি সে ইতিপূর্বে মোজা পরিধান করে থাকে এবং সে দুটির ওপর মাসেহ করে থাকে, এরপর যদি প্রয়োজন হয়...

زيادة جورب ولبسه على الجورب الأول الذي مسحه- وهو علي طهارة-، فإنه يمسح علي الثاني، لكن يكون ابتداء المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني؛ هذا هو القول الصحيح؛ أنه إذا لبس خفاً على خف مسح فإنه يمسح علي الأعلى، لكن يبني على مدة المسح علي الأول.

ولا بد أن تكون الطهارة بالماء، فلو لبسها علي طهارة تيمم فإنه لا يمسح عليها؛ مثل رجل مسافر ليس معه ماء، فتيمم ولبس الخفين علي طهارة تيمم، ثم بعد ذلك وجد الماء، وأراد أن يتوضأ، ففي هذه الحال لا بد أن يخلع الخفين ويغسل قدميه عند الوضوء، ولا يجوز المسح عليها في هذه الحال، لأنه لم يلبسها علي طهارة غسل فيها الرجل، فإن التيمم يتعلق بعضوين فقط؛ وهما الوجه والكفان.

الشرط الثاني: أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر، ولهذا قال صفوان بن عسال: ((إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم)) فإذا صار علي الإنسان جنابة؛ فإنه لا يجزئ أن يمسح علي الجوربين أو الخفين، بل لا بد من نزعهما وغسل القدمين؛ وذلك لأن الطهارة الكبرى ليس فيها مسح إلا للضرورة في الجبيرة، ولهذا لا يمسح فيها الرأس، بل لا بد من غسل الرأس - مع أنه في الحدث الأصغر يمسح؛ لكن الجنابة طهارتهاؤكد وحدثها أكبر، فلا بد من الغسل، ولا يمسح فيها علي الخف؛ لهذا الحديث، ولأن المعني والقياس يقتضي ذلك.

الشرط الثالث: أن يكون المسح في المدة التي حددها النبي صلي الله عليه وسلم وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، كما صح ذلك أيضاً من

একটি মোজার ওপর অতিরিক্ত অন্য একটি মোজা পরিধান করা এবং পবিত্র অবস্থায় প্রথম মোজাটির ওপর মাসাহ করার পর দ্বিতীয়টির ওপর মাসাহ করা হলে—সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়টির ওপর মাসাহ করা যাবে। তবে মাসাহর সময়সীমা শুরু হবে প্রথম মোজাটির ওপর মাসাহ করার সময় থেকে, দ্বিতীয়টির ওপর মাসাহ থেকে নয়। এটিই সঠিক অভিমত; অর্থাৎ যদি কেউ

মাসাহকৃত চামড়ার মোজার (খুফ) ওপর অন্য একটি চামড়ার মোজা পরিধান করে, তবে সে ওপরের মোজাটির ওপর মাসাহ করবে, কিন্তু সময়সীমা গণনার ক্ষেত্রে প্রথমটির ওপর মাসাহর সময়ের ওপর ভিত্তি করবে।

পবিত্রতা অবশ্যই পানি দ্বারা অর্জিত হতে হবে; সুতরাং যদি কেউ তায়ামুমের পবিত্রতা অবস্থায় মোজা পরিধান করে, তবে সেগুলোর ওপর মাসাহ করা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ: জনৈক মুসাফির ব্যক্তি যার কাছে পানি নেই, সে তায়ামুম করল এবং তায়ামুমের পবিত্রতা অবস্থায় মোজা পরিধান করল। এরপর সে পানি পেল এবং ওয়ু করতে চাইল; এমতাবস্থায় ওয়ুর সময় তাকে অবশ্যই মোজা দুটি খুলে পা ধৌত করতে হবে। এমতাবস্থায় সেগুলোর ওপর মাসাহ করা বৈধ হবে না, কারণ সে পা ধৌত করার মাধ্যমে অর্জিত পবিত্রতা অবস্থায় মোজা পরিধান করেনি। কেননা তায়ামুম কেবল দুটি অঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট; আর তা হলো মুখমণ্ডল ও দুই হাতের কবজি পর্যন্ত।

দ্বিতীয় শর্ত: মাসাহ কেবল ছোট নাপাকি বা হাদাসে আসগারের ক্ষেত্রে হতে হবে। একারণেই সাফওয়ান ইবনে আসসাল বলেছেন: "তবে জানাবাত (বড় নাপাকি) থেকে নয়, বরং পায়খানা, প্রস্রাব ও ঘুমের কারণে (মাসাহ করা যাবে)।" সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তির ওপর জানাবাত বা বড় নাপাকি পরিলক্ষিত হয়, তবে মোজা বা খুফদ্বয়ের ওপর মাসাহ করা যথেষ্ট হবে না; বরং সেগুলো খুলে পা ধৌত করা আবশ্যিক। কেননা বড় নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে জাবীরা বা ব্যান্ডেজ এর প্রয়োজনীয়তা ছাড়া অন্য কোনো কিছু ওপর মাসাহর বিধান নেই। একারণেই সেখানে মাথা মাসাহ করা হয় না, বরং মাথা ধৌত করা আবশ্যিক—যদিও ছোট নাপাকির ক্ষেত্রে মাথা মাসাহ করা হয়। জানাবাতের পবিত্রতা অধিক গুরুত্ববহ এবং এর নাপাকিও বড়, তাই গোসল করা আবশ্যিক এবং এই হাদীসের আলোকে ও যৌক্তিক কiyাসের ভিত্তিতে খুফের ওপর মাসাহ করা যাবে না।

তৃতীয় শর্ত: মাসাহ অবশ্যই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে হতে হবে। আর তা হলো মুকিম বা অবস্থানকারীর জন্য একদিন ও একরাত এবং মুসাফিরের জন্য তিন দিন ও তিন রাত। যেমনটি সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে...

حديث علي بن أبي طالب _ رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: ((جعل رسول الله صلي الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم)) يعني: في المسح علي الخفين:

فإذا انتهت المدة فلا مسح، لا بد أن يخلع الجوربين أو الخفين، ثم يغسل القدمين، ولكن إذا انتهت المدة وأنت على طهارة فاستمر على طهارتك، لا تنقض الطهارة، ولكن إذا أردت أن تتوضأ بعد انتهاء المدة فلا بد من غسل القدمين. ثم إن زر بن حبیش سأل صفوان بن عسال: هل سمع من النبي صلي الله عليه وسلم يقول في الهوي شيئاً؟ الهوي: المحبة والميل، فقال: نعم، ثم ذكر قصة الأعرابي الذي كان جهوري الصوت فجاء ينادي: يا محمد؛ بصوت مرتفع. ف قيل له: ويحك أتنادي رسول الله صلي الله عليه وسلم بصوت مرتفع؟ والله عز وجل يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ) (الحجرات: 2) ، ولكن الأعراب لا يعرفون الآداب كثيراً؛ لأنهم بعيدون عن المدن وبعيدون عن العلم.

فأجابه النبي صلي الله عليه وسلم بصوت مرتفع كما سأل الأعرابي، لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم أكمل الناس هدياً، يعطي كل إنسان بقدر ما يتحمله عقله، فخاطبه النبي

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আলী ইবনে আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসে তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুসাফিরের জন্য তিন দিন ও তিন রাত এবং মুকিমের জন্য এক দিন ও এক রাত সময় নির্ধারণ করেছেন।" অর্থাৎ: মোজার ওপর মাসেহ করার ক্ষেত্রে:

সুতরাং যখন সময়সীমা শেষ হয়ে যাবে তখন আর মাসেহ করা যাবে না, অবশ্যই মোজা বা চামড়ার মোজা খুলে ফেলতে হবে, অতঃপর দুই পা ধৌত করতে হবে। তবে সময়সীমা শেষ হওয়ার সময় আপনি যদি পবিত্র অবস্থায় থাকেন তবে আপনার সেই পবিত্রতা বজায় রাখুন, সময় শেষ হওয়ার কারণে ওয়ু ভঙ্গ হবে না; কিন্তু সময় শেষ হওয়ার পর আপনি যখন পুনরায় ওয়ু করতে চাইবেন তখন অবশ্যই দুই পা ধৌত করতে হবে।

অতঃপর যির ইবনে হুবাইশ সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে 'আল-হাওয়া' (অনুরাগ/ভালোবাসা) সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন?

'আল-হাওয়া' অর্থ হলো: ভালোবাসা ও আসক্তি। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ। অতঃপর তিনি সেই বেদুইনের ঘটনা উল্লেখ করলেন যার কণ্ঠস্বর ছিল অত্যন্ত উচ্চ; সে এসে উচ্চৈঃস্বরে ডাকল: হে মুহাম্মদ! - অত্যন্ত উচ্চ কণ্ঠে।

তখন তাকে বলা হলো: তোমার দুর্ভোগ হোক! তুমি কি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে উচ্চস্বরে ডাকছ? অথচ মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন: (হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বলো, তাঁর সাথে তেমন উচ্চস্বরে কথা বলো না; পাছে তোমাদের আমলসমূহ নিষ্ফল হয়ে যায় অথচ তোমরা উপলব্ধিও করতে পারবে না) (সূরা আল-হুজুরাত: ২)। কিন্তু বেদুইনরা শিষ্টাচার সম্পর্কে খুব একটা অবগত ছিল না; কারণ তারা জনপদ এবং ইলম বা জ্ঞানচর্চা থেকে দূরে অবস্থান করত।

অতঃপর নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে উচ্চস্বরেই উত্তর দিলেন ঠিক যেমনটি সেই বেদুইন উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করেছিল। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন শিষ্টাচার ও আদর্শের দিক থেকে মানবজাতির মধ্যে পূর্ণতম। তিনি প্রত্যেক

মানুষকে তার বিবেক-বুদ্ধির সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিদান দিতেন। অতঃপর নবী তাকে সম্বোধন করলেন...

(ص: 114) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

صلي الله عليه وسلم بمثل ما خاطبه به، قال له الأعراي: ((المرء يحب القوم ولما يلحق بهم)) يعني: يحب القوم ولكن عمله دون علمهم؛ لا يساويهم في العمل، مع من يكون؟ أيكون معهم أو لا؟

فقال النبي صلي الله عليه وسلم: ((المرء مع من أحب يوم القيامة)) نعمة عظيمة - والله الحمد- وقد روي أنس بن مالك- رضي الله عنه هذه القطعة من الحديث، أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال لرجل يحب الله ورسوله: ((إنك مع من أحببت)) قال أنس: ((فأنا أحب رسول الله صلي الله عليه وسلم وأبأبكر عمر وأرجو أن أكون معهم)).

وهكذا أيضاً نحن نشهد الله عز وجل على محبة رسول الله صلي الله عليه وسلم، وخلفائه الراشدين، وصحابته، وأئمة الهدى من بعدهم، ونسأل الله أن يجعلنا معهم.

هذه بشري للإنسان؛ أنه إذا أحب قوماً صار معهم وإن قصر به عمله؛ يكون معهم في الجنة ويجمعه الله معهم في الحشر، ويشربون من حوض الرسول صلي الله عليه وسلم جميعاً، وهكذا.. كما أن من أحب الكفرة فإنه رباً يكون معهم _ والعياذ بالله- لأن محبة الكافرين حرام، وأن يعلم أنهم أعداء له مهما أبدوا من الصداقة والبودة والمحبة؛ فإنهم لن يتقربوا إليك لمصلحتك فهذا شيء بعيد. إن كان

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যেভাবে সম্বোধন করেছিলেন, সেই বেদুইন ব্যক্তিটিও তাঁকে সেভাবেই সম্বোধন করে বলল: "একজন ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসে অথচ সে (আমলে) তাদের স্তরে পৌঁছাতে পারেনি।" অর্থাৎ, সে ওই সম্প্রদায়কে ভালোবাসে কিন্তু তার আমল তাদের আমলের তুলনায় কম; সে আমলে তাদের সমপর্যায়ের নয়। এমতাবস্থায় সে কার সাথে থাকবে? সে কি তাদের সাথেই থাকবে নাকি থাকবে না? অতঃপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "কিয়ামতের দিন মানুষ তারই সাথে থাকবে যাকে সে ভালোবাসে।" এটি এক মহান নেয়ামত—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদিসের এই অংশটি বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসেন এমন এক ব্যক্তিকে বলেছিলেন: "নিশ্চয়ই তুমি তারই সাথে থাকবে যাকে তুমি ভালোবাসো।" আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: "আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসি এবং আবু বকর ও উমরকেও ভালোবাসি; আর আমি আশা করি যে আমিও তাঁদের সাথেই থাকব।" একইভাবে আমরাও আল্লাহ তাআলাকে সাক্ষী রেখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর খোলাফায়ে রাশেদিন, তাঁর সাহাবিগণ এবং তাঁদের পরবর্তী হিদায়াতের ইমামদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করছি। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের তাঁদের সাথেই হাশর করান।

এটি মানুষের জন্য এক সুসংবাদ; সে যদি কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসে তবে সে তাদের সাথেই থাকবে, যদিও তার আমল কম হয়। সে জান্নাতে তাদের সাথে থাকবে এবং আল্লাহ হাশরের মাঠে তাদের সাথেই তাকে সমবেত করবেন; তারা সকলে মিলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাউজ থেকে পান করবেন। ঠিক একইভাবে, কেউ যদি কাফিরদের ভালোবাসে তবে সম্ভবত সে তাদের সাথেই থাকবে—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই— কেননা কাফিরদের ভালোবাসা হারাম। মানুষের জানা উচিত যে, কাফিররা যতই বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য ও প্রীতি প্রকাশ করুক না কেন, তারা মূলত তার শত্রু; তারা কখনোই তোমার কল্যাণের জন্য তোমার নিকটবর্তী হবে না—এটি একেবারেই অসম্ভব। যদি...

يُمكن أن نجتمع بين الماء والنار، فيمكن أن نجتمع بين محبة الكفار لنا وعداوتهم لنا؛ لأن الله تعالى سبّاهم أعداء قال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ) (الممتحنة: من الآية 1) وقال عز وجل: (مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ) (البقرة: 98) .
فكل كافر فإن الله عدو له، وكل كافر فإنه عدو لنا، وكل كافر فإنه لا يضر لنا إلا الشر.

ولهذا يجب عليك أن تكره من قلبك كل كاف مهما كان جنسه، ومهما كان تقربه إليك فاعلم أنه عدوك. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ) (الممتحنة: من الآية 1) ، إذا نأخذ من هذه قاعدة أصلها النبي عليه الصلاة والسلام ألا وهي: ((المرء مع من أحب)) فعليك يا أخي أن تشد قلبك على محبة الله تعالى، ورسوله، وخلفائه الراشدين، وصحابته الكرام، وأئمة الهدى من بعدهم لتكون معهم.
نسأل الله أن يحقق لنا ذلك بمنه وكرمه والله الموفق.

20- وعن أبي سعيد بن مالك بن سنان الخدري- رضي الله عنه أن نبي الله صلي

الله عليه وسلم قال: ((كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب، فاتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين

পানি ও আগুনের মিলন যেমন অসম্ভব, কাফিরদের আমাদের প্রতি ভালোবাসা এবং আমাদের প্রতি তাদের শত্রুতাকে একত্র করাও তেমনি অসম্ভব; কারণ মহান আল্লাহ তাদেরকে শত্রু

হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না" (আল-মুমতাহিনা: আয়াতাংশ ১)। এবং মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর রাসূলগণ এবং জিবরাঈল ও মীকাঈলের শত্রু হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদের শত্রু" (আল-বাকারা: ৯৮)। অতএব প্রত্যেক কাফিরই আল্লাহর শত্রু, এবং প্রত্যেক কাফিরই আমাদের শত্রু; আর প্রত্যেক কাফির আমাদের জন্য কেবল অনিষ্টই গোপন করে রাখে।

এই কারণে আপনার জন্য কর্তব্য হলো অন্তর থেকে প্রত্যেক কাফিরকে ঘৃণা করা, তার জাতিসত্তা যাই হোক না কেন এবং আপনার সাথে তার নৈকট্য যতই থাকুক না কেন, জেনে রাখুন যে সে আপনার শত্রু। মহান আল্লাহ বলেছেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না" (আল-মুমতাহিনা: আয়াতাংশ ১)। সুতরাং এখান থেকে আমরা একটি মূলনীতি গ্রহণ করি যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভিত্তি হিসেবে স্থাপন করেছেন, আর তা হলো: "মানুষ তার সাথেই থাকবে যাকে সে ভালোবাসে।" অতএব হে আমার ভাই! আপনাকে আপনার অন্তরকে মহান আল্লাহ, তাঁর রাসূল, তাঁর খোলাফায়ে রাশেদিন, তাঁর সম্মানিত সাহাবীগণ এবং তাঁদের পরবর্তী হিদায়াতের ইমামগণের ভালোবাসার ওপর সুদৃঢ় করতে হবে, যাতে আপনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। আমরা আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ায় আমাদের জন্য এটি বাস্তবায়নের প্রার্থনা করি; আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

* *

২০- আবু সাঈদ মালিক ইবনে সিনান আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল যে নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করেছিল। এরপর সে জমিনের সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তাকে একজন দরবেশের (রাহিব) সন্ধান দেওয়া হলো। সে তার নিকট এসে বলল যে, সে নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করেছে..."

نفساً فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمّل مائة، ثم سأل عن أهل الأرض، فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل مائة نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلي أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله - تعالي- فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلي أرضك فإنها أرض سوء، فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلي الله تعالي، وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط، فاتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم- أي حكماً- فقال: قيسوا ما بين الأرضين فألي أيتها كان أدني فهو له، فقاوسا فوجدوه أدني إلي الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة)) (متفق عليه) .

وفي رواية في الصحيح: ((فكان إلي القرية الصالحة أقرب بشبر، فجعل من أهلها)) وفي رواية في الصحيح: ((فاوحى الله تعالي إلي هذه أن تباعدني، وإلي هذه أن تقربي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلي هذه أقرب بشبر فغفر له)) وفي رواية: ((فنأي بصدرة نحوها)) .

[الشَّرْحُ]

نقل المؤلف- رحمه الله عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري- رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً، ثم إنه ندم وسأل عن أعلم أهل الأرض

মানুষকে হত্যা করেছিল; তবে কি তার জন্য তওবার কোনো পথ আছে? তিনি বললেন: না। তখন সে তাকেও হত্যা করল এবং এভাবে একশ পূর্ণ করল। এরপর সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আলেম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তখন তাকে একজন আলেমের কথা বলা হলো। সে (গিয়ে) বলল যে, সে একশ জন মানুষকে হত্যা করেছে; তার কি তওবার কোনো সুযোগ আছে? তিনি বললেন:

হ্যাঁ, তার এবং তওবার মাঝে কে প্রতিবন্ধক হতে পারে? তুমি অমুক জনপদে চলে যাও, সেখানে এমন কিছু লোক আছে যারা মহান আল্লাহর ইবাদত করে, তুমিও তাদের সাথে আল্লাহর ইবাদত করো এবং তোমার নিজ এলাকায় ফিরে যেয়ো না, কারণ সেটি একটি মন্দ এলাকা। অতঃপর সে রওনা হলো এবং যখন অর্ধেক পথ অতিক্রম করল, তখন তার মৃত্যু উপস্থিত হলো। তাকে নিয়ে রহমতের ফেরেশতা এবং আযাবের ফেরেশতাদের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি হলো। রহমতের ফেরেশতারা বললেন: সে তওবা করে একাগ্র চিন্তে মহান আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছে। আর আযাবের ফেরেশতারা বললেন: সে কখনও কোনো ভালো কাজ করেনি। তখন মানুষের রূপে একজন ফেরেশতা তাদের কাছে আসলেন এবং তারা তাকে তাদের মাঝে বিচারক নিযুক্ত করলেন। তিনি বললেন: তোমরা দুই ভূখণ্ডের মাঝখানের দূরত্ব মেপে দেখ, সে যেটির বেশি নিকটবর্তী হবে, সেটিরই অন্তর্ভুক্ত হবে। তারা মেপে দেখল এবং তাকে উদ্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিক নিকটবর্তী পেল। ফলে রহমতের ফেরেশতারা তার রুহ কবজ করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)।

সহীহ-এর এক বর্ণনায় আছে: "সে সৎকর্মশীলদের জনপদের দিকে এক বিঘত পরিমাণ বেশি নিকটবর্তী ছিল, ফলে তাকে সেই জনপদবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করা হলো।" সহীহ-এর অন্য এক বর্ণনায় আছে: "মহান আল্লাহ এই জনপদকে (মন্দের এলাকা) আদেশ দিলেন যে, তুমি দূরে সরে যাও এবং ওই জনপদকে (সৎকর্মশীলদের এলাকা) আদেশ দিলেন যে, তুমি কাছে আসো। এরপর তিনি বললেন: তোমরা উভয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব মেপে দেখ। তখন তাকে এই জনপদের দিকে এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী পাওয়া গেল এবং তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো।" অন্য এক বর্ণনায় আছে: "সে তার বক্ষ দিয়ে ওই জনপদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল।"

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার—আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন—আবু সাঈদ সা'দ ইবন মালিক ইবন সিনান আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল যে নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করেছিল। এরপর সে অনুতপ্ত হলো এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আলেম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল।

يسأله: هل له من توبة؟ فدل على رجل، فإذا هو راهب -يعني عابداً- ولكن ليس عنده علم، فلما سأله قال إنه قتل تسعة وتسعين نفساً، فهل له من توبة؟ فاستعظم الراهب هذا الذنب وقال: ليس لك توبة! فغضب الرجل وانزعج وقتل الراهب؛ فأتم به مائة نفس، ثم إنه سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم فقط له: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ قال: نعم! ومن الذي يحول بينه وبين التوبة؟ باب التوبة مفتوح، ولكن اذهب إلى القرية الفلانية؛ فإن فيها قوماً يعبدون الله. والأرض التي كان فيها كأنها- والله أعلم- دار كفر فأمره هذا العالم أن يهاجر بدينه إلى هذه القرية التي يعبد فيها الله- سبحانه وتعالى-، فخرج تائباً نادماً مهاجراً بدينه إلى الأرض التي فيها القوم الذين يعبدون الله عز وجل. وفي منتصف الطريق أتاه الموت، فأختصت فيه ملائكة العذاب، والمؤمن تقبض روحه ملائكة الرحمة، فأختصوا؛ ملائكة العذاب تقول: إنه تاب وجاء نادماً تائباً، فحصل بينهما

خصومة، فبعث الله إليهم ملكاً ليحكم بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فأبى أيتها كان أقرب فهو له؛ يعني فهو من أهلها. إن كانت أرض الكفر أقرب إليه فملائكة العذاب تقبض روحه، وإن كان إلى بلد الإيمان أقرب فملائكة الرحمة تقبض روحه. فقاوسا ما بينهما؛ فإذا البلد التي اتجه إليها- وهي بلد الإيمان -أقرب من البلد التي هاجر منها بنحو شبر - مسافة قريبة - فقبضته ملائكة الرحمة.

তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তার জন্য কি তওবার কোনো সুযোগ আছে? তাকে এক ব্যক্তির নিকট পাঠানো হলো, যিনি ছিলেন একজন সন্ন্যাসী—অর্থাৎ ইবাদতকারী—কিন্তু তার কোনো ইলম বা জ্ঞান ছিল না। যখন সে তাকে জিজ্ঞাসা করল যে, সে নিরানব্বইজন মানুষকে হত্যা করেছে, তবে কি তার জন্য তওবার কোনো পথ আছে? সন্ন্যাসী এই গুনাহকে অত্যন্ত গুরুতর

মনে করলেন এবং বললেন: তোমার জন্য কোনো তওবা নেই! এতে লোকটি রাগান্বিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে সেই সন্ন্যাসীকেও হত্যা করল এবং তার মাধ্যমে একশত পূর্ণ করল। অতঃপর সে জমিনের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমের কথা জিজ্ঞাসা করল, তখন তাকে একজন আলিমের সন্ধান দেওয়া হলো। সে তাকে বলল: সে একশত মানুষকে হত্যা করেছে, এমতাবস্থায় তার জন্য কি তওবার কোনো সুযোগ আছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ! তার ও তওবার মাঝে কে প্রতিবন্ধক হতে পারে? তওবার দরজা তো উন্মুক্ত। তবে তুমি অমুক জনপদে চলে যাও; কারণ সেখানে এমন একদল লোক রয়েছে যারা আল্লাহর ইবাদত করে। আর সে যে ভূমিতে ছিল তা সম্ভবত—আল্লাহই ভালো জানেন—কুফরি ভূখণ্ড ছিল। তাই সেই আলিম তাকে নিজের দীন রক্ষার তাগিদে সেই জনপদে হিজরত করার নির্দেশ দিলেন যেখানে মহান আল্লাহর ইবাদত করা হয়। অতঃপর সে তওবাকারী ও অনুতপ্ত অবস্থায় নিজ দীন নিয়ে সেই ভূখণ্ডের উদ্দেশ্যে হিজরত করল যেখানে আল্লাহর ইবাদতকারী লোকেরা বাস করত। পথিমধ্যে তার মৃত্যু উপস্থিত হলো, তখন তাকে নিয়ে আজাবের ফেরেশতাদের মধ্যে বিবাদ দেখা দিল। সাধারণত মুমিনের রুহ কবজ করে রহমতের ফেরেশতারা; তাদের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি হলো। আজাবের ফেরেশতারা বলছিল যে, সে তওবা করেছে এবং অনুতপ্ত হয়ে ফিরে এসেছে, ফলে তাদের মধ্যে এক

বিবাদের সৃষ্টি হলো। তখন আল্লাহ তাদের নিকট একজন ফেরেশতা পাঠালেন ফয়সালা করার জন্য। তিনি বললেন: তোমরা দুই ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাপ করো, সে যেটির নিকটবর্তী হবে সে সেই স্থানের অধিবাসী বলে গণ্য হবে। যদি কুফরি ভূখণ্ড তার অধিক নিকটবর্তী হয় তবে আজাবের ফেরেশতারা তার রুহ কবজ করবে, আর যদি ঈমানের জনপদ নিকটতর হয় তবে রহমতের ফেরেশতারা তার রুহ কবজ করবে।

অতঃপর তারা পরিমাপ করল এবং দেখল যে, সে যে জনপদের দিকে যাচ্ছিল—অর্থাৎ ঈমানের ভূখণ্ড—তা পূর্বের স্থান থেকে প্রায় এক বিঘত পরিমাণ—খুবই সামান্য দূরত্ব—নিকটবর্তী ছিল। ফলে রহমতের ফেরেশতারা তার রুহ কবজ করলেন।

ফফি হুذا দলিল এলি ফুওউদ কথিরে:

منها: أن القاتل إذا قتل إنساناً عبداً ثم تاب فإن الله - تعالى- يقبل توبته، ودليل ذلك في كتاب الله قوله تعالى: ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)) (النساء: من الآية 48) ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)) (النساء: من الآية 48) ، يعني ما دون الشرك، فإن الله تعالى يغفره إذا شاء. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم.

وذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن القاتل ليس له توبة؛ لأن الله يقول: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدِّيًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (النساء: 93).

ولكن ما ذهب إليه الجمهور هو الحق، وما روي عن ابن عباس- رضي الله عنهما فإنه يمكن أن يحصل على أنه ليس توبة بالنسبة للمقتول؛ وذلك لأن القاتل إذا قتل تعلق فيه ثلاثة حقوق:

الحق الأول: لله، والثاني: للمقتول، والثالث: لأولياء المقتول.

أما حق الله؛ فلا شك أن الله تعالى يغفره بالتوبة، لقول الله تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ) (الزمر: من الآية 53).

ولقوله تعالى: (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا) (يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا) (إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَ) (الفرقان: من الآية 68/70).

এর মধ্যে অনেক উপকারের প্রমাণ রয়েছে:

তন্মধ্যে একটি হলো: হত্যাকারী যদি কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করার পর তাওবা করে, তবে আল্লাহ তাআলা তার তাওবা কবুল করবেন। আল্লাহর কিতাবে এর প্রমাণ হলো মহান আল্লাহর বাণী: “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না, তবে এ ছাড়া অন্য যা কিছু আছে তা তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন” (সূরা আন-নিসা: ৪৮ নং আয়াতের অংশ)। “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না, তবে এ ছাড়া অন্য যা কিছু আছে তা তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন” (সূরা আন-নিসা: ৪৮ নং আয়াতের অংশ)। “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না, তবে এ ছাড়া অন্য যা কিছু আছে তা তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন” (সূরা আন-নিসা: ৪৮ নং আয়াতের অংশ)। অর্থাৎ শরিক ব্যতীত অন্য গুনাহসমূহ আল্লাহ তাআলা চাইলে ক্ষমা করে দেবেন।

আর এটিই জমহুর বা অধিকাংশ আলিমের অভিমত।

তবে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেছেন যে, হত্যাকারীর কোনো তাওবা নেই; কারণ আল্লাহ বলেন: “আর যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করবে, তার শাস্তি হবে জাহান্নাম, সেখানে সে চিরস্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন, তাকে লানত করেছেন এবং তার জন্য মহা আজাব প্রস্তুত করে রেখেছেন” (সূরা আন-নিসা: ৯৩)।

কিন্তু জমহুর আলিমগণ যে মত পোষণ করেছেন সেটিই সত্য। আর ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব যে, নিহত ব্যক্তির হকের ক্ষেত্রে কোনো তাওবা নেই; কারণ হত্যাকারী যখন কাউকে হত্যা করে, তখন তাতে তিনটি হক বা অধিকার সংশ্লিষ্ট হয়:

প্রথম হক: আল্লাহর, দ্বিতীয়: নিহত ব্যক্তির, এবং তৃতীয়: নিহতের অভিভাবকদের।

আল্লাহর হকের ব্যাপারে বলতে গেলে—এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তাওবার দ্বারা আল্লাহ তাআলা তা ক্ষমা করে দেবেন। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন: “বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের প্রতি সীমালঙ্ঘন করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন” (সূরা আয-জুমার: ৫৩ নং আয়াতের অংশ)।

এবং মহান আল্লাহর এই বাণীর কারণে: “এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্যকে ডাকে না, আর আল্লাহ যার হত্যা হারাম করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। আর যে ব্যক্তি এ কাজগুলো করবে সে শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের

দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে অপমানিত অবস্থায় চিরকাল থাকবে—তবে তারা ছাড়া যারা তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে; আল্লাহ তাদের গুনাহগুলোকে নেকিতে পরিণত করে দেবেন” (সূরা আল-ফুরকান: ৬৮-৭০ নং আয়াতের অংশ)।

(ص: 119) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وأما حق المقتول؛ فإن توبة القاتل لا تنفعه ولا تؤدي إليه حقه؛ لأنه مات، ولا يمكن الوصول إلى استحلاله، أو التبرؤ من دمه، فهذا هو الذي يبقى مطالباً به القاتل ولو تاب، وإذا كان يوم القيامة فالله يفصل بينهما. وأما حق أولياء المقتول، فإنها لا تصح توبة القاتل؛ حتى يسلم نفسه إلى أولياء المقتول، ويقر بالقتل، ويقول: أنا القاتل، وأنا بين أيديكم، إن شئتم اقتلوني وإن شئتم خذوا الدية، وإن شئتم اسبحوا، فإذا تاب إلى الله، وسلم نفسه لأولياء المقتول- يعني لورثته - فإن توبته تصح، وما بينه وبين المقتول يكون الحكم فيه إلى الله يوم القيامة.

21- وعن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب- رضي الله عنه من بني هاشم، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أنني قد تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون غير قريش حتى جمع الله - تعالى- بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك

أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم

আর নিহত ব্যক্তির হকের ব্যাপারে কথা হলো, হত্যাকারীর তওবা নিহত ব্যক্তির কোনো উপকারে আসে না এবং তার হকও তার কাছে পৌঁছে দেয় না; কেননা সে মারা গেছে। তার কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়া বা তার রক্তের দায় থেকে মুক্ত হওয়া এখন আর সম্ভব নয়। সুতরাং এই হকের দাবি হত্যাকারীর ওপর বজায় থাকবে, যদিও সে তওবা করে। আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মাঝে ফয়সালা করবেন।

আর নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের হকের ব্যাপারে কথা হলো, হত্যাকারীর তওবা ততক্ষণ পর্যন্ত বিশুদ্ধ হবে না, যতক্ষণ না সে নিজেকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের কাছে সোপর্দ করে এবং হত্যার কথা স্বীকার করে এই বলে যে, 'আমিই হত্যাকারী এবং আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত। আপনারা চাইলে আমাকে হত্যা করুন (কিসাস), চাইলে রক্তপণ (দিয়াত) গ্রহণ করুন, আর চাইলে ক্ষমা করে দিন।' যখন সে আল্লাহর কাছে তওবা করবে এবং নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের—অর্থাৎ তার ওয়ারিশদের কাছে নিজেকে সোপর্দ করবে, তখন তার তওবা বিশুদ্ধ হবে। আর তার ও নিহত ব্যক্তির মাঝখানের বিষয়ের ফয়সালা কিয়ামতের দিন আল্লাহর ওপর ন্যস্ত থাকবে।

২১- আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত—তিনি যখন তাঁর পিতা কা'ব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর সন্তানদের মধ্যে তিনিই তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতেন—তিনি বলেন, আমি কা'ব ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে তাঁর সেই কাহিনী বর্ণনা করতে শুনেছি, যখন তিনি তাবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে না গিয়ে পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন। কা'ব বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যতগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, তার কোনোটিতেই আমি পেছনে রয়ে যাইনি—একমাত্র তাবুক যুদ্ধ ছাড়া। তবে আমি বদর যুদ্ধেও অনুপস্থিত ছিলাম, কিন্তু সে সময় অনুপস্থিত থাকার কারণে কাউকে তিরস্কার করা হয়নি। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও মুসলিমগণ কেবল কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন; অবশেষে আল্লাহ তা'আলা পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই তাঁদের ও তাঁদের শত্রুদের মাঝে যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করে দেন। আমি আকাবার রাতেও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম, যখন আমরা ইসলামের ওপর দৃঢ় অঙ্গীকার করেছিলাম। তাবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সফরসঙ্গী হতে না পারাটা আমার কাছে মোটেও প্রিয় ছিল না; অথচ সেই যুদ্ধের সময় আমি যতটা শক্তিশালী ও সচ্ছল ছিলাম, ইতিপূর্বে আর কখনো তেমন ছিলাম না। আল্লাহর কসম! সেই যুদ্ধের আগে আমার কাছে কখনোই একসাথে দুটি সওয়ারি (উট) ছিল না, যা আমি সেই যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় সংগ্রহ করেছিলাম। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)...

(ম: 120) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

يريد غزوة إلا وري بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً واستقبل عدداً كثيراً، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد والمسلمون مع رسول الله كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ (يريد بذلك الديوان) قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفي به ما لم ينزل فيه وحي من الله، وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أعدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقض شيئاً، وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل يتمادي بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غادياً والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئاً ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئاً، فلم يزل يتمادي بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو فهست أن أرتحل فأدرتهم، فياً ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أري لي أسوة، إلا رجلاً مغبوصاً عليه في النفاق، أو رجلاً ممن عذر الله تعالى من الضعفاء، ولم

يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم
بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله صلى الله
عليه وسلم حبسه

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো অভিযানের ইচ্ছা করলে অন্য কিছু
ছদ্মাবরণে তা গোপন রাখতেন, যতক্ষণ না এই বিশেষ যুদ্ধটি সামনে এলো। এই যুদ্ধে আল্লাহর
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মাঝে বের হলেন। তাঁকে এক দীর্ঘ সফর ও
দুর্গম মরুপ্রান্তর পাড়ি দিতে হয়েছিল এবং এক বিশাল শত্রুবাহিনীর মোকাবিলা করতে
হয়েছিল। তাই তিনি মুসলিমদের নিকট বিষয়টি স্পষ্ট করে দিলেন যাতে তারা যুদ্ধের যথাযথ
প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে এবং তাঁদের গন্তব্যস্থল সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করলেন। রাসুলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল অনেক এবং কোনো সংরক্ষিত
তালিকা (অর্থাৎ দিওয়ান) তাঁদের ধারণ করতে সক্ষম ছিল না।

কাব (রা.) বলেন: কোনো ব্যক্তি যদি অনুপস্থিত থাকার ইচ্ছা পোষণ করত, তবে সে ধারণা
করত যে বিষয়টি গোপন থাকবে—যদি না সেই বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি অবতীর্ণ হয়।
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই যুদ্ধে তখন গমন করেন যখন ফলসমূহ পরিপক্ব
হয়েছিল এবং ছায়া ছিল অত্যন্ত স্নিগ্ধ; আর আমার মন সেগুলোর প্রতিই অধিক ঝুঁকে ছিল।

অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথে মুসলিমগণ যুদ্ধের সরঞ্জাম
গুছিয়ে নিলেন। আমিও প্রস্তুতির জন্য সকাল সকাল বের হতাম, কিন্তু কোনো কাজ সমাধান না
করেই ফিরে আসতাম। আমি মনে মনে বলতাম: 'আমি যখন ইচ্ছা তখন তা করতে সক্ষম।'

এভাবে সময়ক্ষেপণ হতে থাকল এবং মানুষের মাঝে যুদ্ধের তৎপরতা চলতে থাকল। একদা
ভোরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথে মুসলিমগণ রওনা হয়ে গেলেন।

অথচ আমি আমার প্রস্তুতির কিছুই সম্পন্ন করতে পারলাম না। এরপর আমি সকালে বের হলাম
কিন্তু কোনো কিছু না করেই ফিরে এলাম। এভাবে আমার অবহেলা চলতেই থাকল, তাঁরা দ্রুত

অগ্রসর হলেন এবং অভিযানের সময় পার হয়ে গেল। তখন আমি সংকল্প করলাম যে

সওয়ারিতে আরোহণ করে তাঁদের সাথে মিলিত হব—হায়, যদি আমি তা করতাম! কিন্তু তা

আমার ভাগ্যে ছিল না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রস্থানের পর আমি যখন

জনসমক্ষে বের হতাম, তখন আমাকে এই দৃশ্য ব্যথিত করত যে, আমি নিজের জন্য এমন

কাউকে দৃষ্টান্ত হিসেবে পাচ্ছি না কেবল সেই ব্যক্তি ছাড়া যাকে মুনাফিক হিসেবে দোষারোপ

করা হয় অথবা সেই সব দুর্বল ব্যক্তি যাদের আল্লাহ তাআলা ওজর কবুল করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারুক পৌঁছানো পর্যন্ত আমার কথা আলোচনা করেননি। তারুকে লোকজনের মাঝে বসা অবস্থায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: কাব ইবনে মালিকের কী হলো? তখন বনু সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাকে আটকে রেখেছে...

(ص: 121) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

برداه، والنظر في عطفه، فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت! والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما هو على ذلك رأى رجلاً مبيضاً يزول به السراب، فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري- وهو الذي تصدق بصلع من التمر حين لمزه المنافقون، قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلاً من تبوك حضرتي بثي فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بم أخرج من سخطه غداً، واستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، فلما قيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادماً زاح عني الباطل، حتى عرفت أنني لم أنج منه بشيء أبداً، فأجمعت صدقة، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادماً، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه، ويحلفون له، وكانوا بضعا وثمانين رجلاً، فقبل منهم علانيتهم، وبأيعهم، واستغفر لهم، ووكّل سرائرهم إلي الله تعالى حتى جئت، فلما سلمت تبسم المغضب، ثم قال: تعال، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي، ما خلفك؟

ألم تكن قد ابتعن ظهرك؟ لرأيت أتي سأخرج من سخطه بعذر؛ لقد أعطيت جدلاً،
لكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضي به عني ليوشكن الله

তাঁর চাদরদ্বয় এবং নিজ পার্শ্বদেশের প্রতি গর্বিত দৃষ্টি তাকে আটকে রেখেছে। তখন মু'আয ইবনে জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেন: তুমি কতই না মন্দ কথা বললে! আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তার সম্পর্কে কল্যাণ ব্যতীত আর কিছুই জানি না। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নীরব রইলেন। এমতাবস্থায় তিনি ধবধবে সাদা পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তিকে মরীচিকা ভেদ করে আসতে দেখলেন। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: তুমি আবু খাইসামাহ হও। দেখা গেল তিনি আবু খাইসামাহ আনসারীই ছিলেন—যিনি মুনাফিকদের উপহাসের শিকার হয়েও এক সা' পরিমাণ খেজুর সাদাকা করেছিলেন। কা'ব বলেন: যখন আমার নিকট সংবাদ পৌঁছাল যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন করছেন, তখন আমার উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা উপস্থিত হলো। আমি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণের কথা ভাবতে লাগলাম এবং মনে মনে বলতে লাগলাম: আগামীকাল আমি কীভাবে তাঁর ক্রোধ থেকে নিষ্কৃতি পাব? এ বিষয়ে আমি আমার পরিবারের প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির পরামর্শ কামনা করলাম। যখন বলা হলো যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আগমন সন্নিহিতে, তখন আমার অন্তর থেকে অলীক চিন্তা দূরীভূত হলো। এমনকি আমি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলাম যে, আমি কোনো কিছুর মাধ্যমেই তাঁর নিকট থেকে কখনোই মুক্তি পাব না। তাই আমি সত্য বলার সংকল্প করলাম। পরদিন সকালে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আগমন করলেন। তাঁর নিয়ম ছিল যে, তিনি যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখন প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকাত নামাজ আদায় করতেন, অতঃপর মানুষের সাথে সাক্ষাতের জন্য বসতেন। যখন তিনি তা করলেন, তখন যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকা ব্যক্তিরা তাঁর নিকট এসে ওজর পেশ করতে লাগল এবং তাঁর সামনে শপথ করতে লাগল। তারা সংখ্যায় আশির কিছু বেশি ছিল। তিনি তাদের বাহ্যিক অজুহাত কবুল করলেন, তাদের নিকট থেকে আনুগত্যের বায়াত গ্রহণ করলেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন; আর তাদের অন্তরের গূঢ় রহস্যসমূহ মহান আল্লাহর ওপর সোপর্দ করলেন। অবশেষে আমি যখন উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে সালাম দিলাম, তখন তিনি রাগান্বিত ব্যক্তির ন্যায় মুচকি হাসলেন। অতঃপর তিনি বললেন: কাছে এসো। আমি হেঁটে গিয়ে তাঁর সামনে বসলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন:

তোমাকে কিসে পিছিয়ে রাখল? তুমি কি তোমার সওয়ারি ক্রয় করোনি? (আমি বললাম:) আমি ভেবেছিলাম যে আমি কোনো ওজরের মাধ্যমে আপনার ক্রোধ থেকে বেঁচে যাব; নিশ্চয়ই আমাকে বাচনভঙ্গি ও বিতর্কের ক্ষমতা দান করা হয়েছে; কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি নিশ্চিত জানি যে, আজ যদি আমি আপনার নিকট কোনো মিথ্যা কথা বলি যার মাধ্যমে আপনি আমার ওপর সন্তুষ্ট হবেন, তবে অচিরেই আল্লাহ আপনার মনে আমার প্রতি ক্রোধ সৃষ্টি করবেন।

(ص: 122) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد عل فيه إني لأرجو فيه عقبي الله عز وجل، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوي ولا أيسر مني حين تخلفت عنك.

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك)) وسار رجال من بني سلمة، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنباً قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي، ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم؛ لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك، قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري، وهلال بن أمية الواقفي؟ قال: فذكروا لي رجلين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال: حين ذكرتهما لي، ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، قال: فاجتنبنا الناس- أو قال: تغيروا لنا- حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف، فلبثنا علي ذلك خمسين ليلة، فأما صاحبائي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب

القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا
يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، وهو في مجلسه بعد
الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه
برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريباً منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر
إلي، وإذا التفت

আপনাকে আমার প্রতি রাগান্বিত করবে। আর যদি আমি আপনার কাছে সত্য কথা বলি, তবে
আপনি হয়তো আমার প্রতি রুষ্ট হবেন, কিন্তু আমি এতে মহান আল্লাহর নিকট উত্তম পরিণামের
আশা রাখি। আল্লাহর কসম! আমার কোনো ওজর (অজুহাত) ছিল না। আল্লাহর কসম! আমি
যখন আপনার থেকে পেছনে থেকে গিয়েছিলাম, তখন আমি শারীরিক ও আর্থিকভাবে কখনও
এর চেয়ে বেশি শক্তিশালী ও সচ্ছল ছিলাম না।

তিনি (কাব) বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "এর ব্যাপারে কথা
হলো—সে সত্য বলেছে। সুতরাং তুমি চলে যাও, যতক্ষণ না আল্লাহ তোমার ব্যাপারে কোনো
ফয়সালা করেন।" বনু সালামাহ গোত্রের কিছু লোক আমার পিছু নিলেন এবং আমাকে বললেন:
"আল্লাহর কসম! আমরা জানি না যে তুমি এর আগে কোনো গুনাহ করেছ। পেছনে থাকা অন্য
লোকেরা যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওজর পেশ করেছে, তুমি
সেভাবে ওজর পেশ করতে কেন ব্যর্থ হলে? তোমার গুনাহ মোচনের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইস্তিগফারই (ক্ষমা প্রার্থনা) যথেষ্ট ছিল।" (তারা আমাকে এমনভাবে
বুঝাতে লাগলেন যে) আমি মনে মনে চাচ্ছিলাম যেন নিজেকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করি। তারপর
আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম: "আমার মতো এই পরিস্থিতির সম্মুখীন আর কেউ হয়েছে কি?"
তারা বললেন: "হ্যাঁ, তোমার সাথে আরও দুজন লোক এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে, তারা
তাই বলেছে যা তুমি বলেছ এবং তাদেরও তা-ই বলা হয়েছে যা তোমাকে বলা হয়েছে।" আমি
জিজ্ঞেস করলাম: "তারা দুজন কে?" তারা বললেন: "মুরারা ইবনে রাবী আল-আমরি এবং
হিলাল ইবনে উমাইয়া আল-ওয়াকিফি।" তিনি বলেন: তারা এমন দুজন ব্যক্তির কথা উল্লেখ
করলেন যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে আমার জন্য অনুসরণীয়
আদর্শ ছিল। তিনি বলেন: যখন তারা আমার কাছে তাদের নাম উল্লেখ করলেন (তখন আমি
আমার সত্যের ওপর অটল থাকলাম)। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেছনে

পড়ে থাকা লোকদের মধ্য থেকে কেবল আমাদের এই তিনজনের সাথে কথা বলতে নিষেধ করে দিলেন। তিনি বলেন: ফলে মানুষ আমাদের এড়িয়ে চলতে লাগল—অথবা তিনি বললেন: আমাদের প্রতি তাদের আচরণ বদলে গেল—এমনকি আমার কাছে পৃথিবীটা সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে হতে লাগল; এ যেন সেই পরিচিত পৃথিবী নয় যাকে আমি চিনি। এভাবে আমরা পঞ্চাশ রাত অতিবাহিত করলাম। আমার অপর দুই সাথী তো নতি স্বীকার করে ঘরে বসে কান্নাকাটি করতে লাগলেন। কিন্তু আমি ছিলাম তাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ও অধিক শক্তিশালী। আমি বাইরে বের হতাম, মুসলমানদের সাথে জামাতে নামাজে উপস্থিত হতাম এবং বাজারে বাজারে ঘোরাফেরা করতাম, কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলত না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসতাম এবং নামাজের পর তাঁর মজলিসে তাঁকে সালাম দিতাম। তখন আমি মনে মনে বলতাম: তিনি কি সালামের উত্তর দিতে তাঁর ওষ্ঠদ্বয় নাড়িয়েছেন নাকি না? তারপর আমি তাঁর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তাম এবং আড়চোখে তাঁর দিকে তাকাতাম। আমি যখন নামাজে মগ্ন হতাম, তিনি আমার দিকে তাকাতেন, কিন্তু আমি যখন তাঁর দিকে ফিরতাম...

(ص: 123) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

نحوه أعرض عني، حتى إذا حال ذلك على من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة؛ وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت له: يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله صلي الله عليه وسلم؟ فسكت، فعدت فنأشدته فسكت، فعدت فنأشدته، فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناوي، وتوليت حتى تسورت الجدار، فبينما أنا أمشي في سوق المدينة؟ إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتاباً من ملك غسان، وكنت كاتباً. فقرأته فإذا فيه: أما بعد؛ فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد

جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسيك، فقلت حين قرأتها: وهذه أيضاً من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرتها حتى إذا مضت أربعون من الخمسين واستلبث الوحي إذا رسول رسول الله صلي الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلي الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أطلقها، أم ماذا أفعل؟ قال: لا بل اعتزلها

فلا تقربنها، وأرسل إلي صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر، فجأت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله إن هلال ابن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا

সে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে যখন মুসলমানদের বিমুখতা আমার জন্য দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠল, তখন আমি হেঁটে গিয়ে আবু কাতাদার বাগানের প্রাচীর টপকে ভেতরে প্রবেশ করলাম। সে ছিল আমার চাচাতো ভাই এবং মানুষের মধ্যে আমার নিকট সবচাইতে প্রিয়। আমি তাকে সালাম দিলাম, কিন্তু আল্লাহর কসম, সে আমার সালামের উত্তর দিল না। আমি তাকে বললাম, "হে আবু কাতাদা, আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি জানো যে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসি?" সে নীরব থাকল। আমি পুনরায় তাকে অনুনয় করলাম, সে তবুও নীরব থাকল। আমি আবারও তাকে অনুরোধ করলে সে বলল, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত।" তখন আমার দুই চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল এবং আমি ফিরে গিয়ে প্রাচীর টপকে প্রস্থান করলাম। এমতাবস্থায় আমি যখন মদিনার বাজারে হাঁটছিলাম, তখন সিরিয়া থেকে খাদ্যশস্য বিক্রি করতে আসা জনৈক নাবাতী কৃষককে বলতে শুনলাম, "কে আমাকে কাব বিন মালিকের ঠিকানা বলে দেবে?" মানুষজন আমার দিকে ইশারা করতে শুরু করল। অবশেষে সে আমার কাছে এসে গাসসানের রাজার পক্ষ থেকে একটি পত্র হস্তান্তর করল। আমি লিখতে জানতাম, তাই আমি সেটি পাঠ করলাম। তাতে লেখা ছিল: "অতঃপর, আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, আপনার সাথী আপনার প্রতি বিমুখ হয়েছেন। আল্লাহ আপনাকে অপমান কিংবা লাঞ্ছনার স্থানে রাখেননি। অতএব আপনি আমাদের নিকট চলে আসুন, আমরা আপনার প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করব।" এটি পড়ার পর আমি বললাম, "এটিও এক নতুন পরীক্ষা।" অতঃপর আমি

সেটি চুল্লিতে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দিলাম। এভাবে যখন পঞ্চাশ রাতের মধ্যে চল্লিশ রাত অতিবাহিত হলো এবং ওহী আসতে বিলম্ব হচ্ছিল, তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন বার্তাবাহক আমার কাছে এলেন। তিনি বললেন, "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে আপনার স্ত্রী থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।" আমি বললাম, "আমি কি তাকে তালাক দেব, না কি অন্য কিছু করব?" তিনি বললেন, "না, বরং তার থেকে পৃথক থাকুন"

এবং তার নিকটবর্তী হবেন না। আমার অপর দুই সাথীর নিকটও তিনি একই নির্দেশ পাঠালেন। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, "তুমি তোমার পরিবারের কাছে চলে যাও এবং সেখানেই অবস্থান করো, যতক্ষণ না আল্লাহ এ বিষয়ে কোনো ফয়সালা করেন।" অতঃপর হিলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রী আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, হিলাল বিন উমাইয়া একজন অতি বৃদ্ধ ও অসহায় মানুষ, তার কোনো সেবক নেই। আমি যদি তার সেবা করি তবে কি আপনি তা অপছন্দ করবেন?" তিনি বললেন, "না, তবে সে যেন..."

(ص: 124) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

يقربنك. فقالت: إنه والله ما به من حركة إلي شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلي يومه هذا، فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك، فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه؟ فقلت: استأذنته فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب! فلبث بذلك عشر ليال، فكمل لنا خسون ليلة من حين نهى عنن كلامنا.

ثم صليت صلاة الفجر صباح ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا، قد ضاقت علة نفسي وضاقت على الأرض بها رحبت،

سمعت صوت صارخ أوفي على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك ابشر،
فخررت ساجداً، وعرفت أنه قد جاء فرج. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الناس بتوبة الله- عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا،
فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا، وسعي ساع من أسلم قبلي وأوفي
على الجبل، وكان الصوت أسرع النبي صلى الله عليه وسلم الفرس، فلما جاءني الذي
سمعت صوته يبشرنى نزعته له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرها
يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم
يتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنئوني بالتوبة ويقولون لي: لتهنك توبة الله عليك، حتى

আপনার নিকটবর্তী হওয়া। তখন সে (আমার স্ত্রী) বলল: আল্লাহর কসম, আমার প্রতি তার
কোনো আসক্তি নেই; আল্লাহর কসম, এই বিষয়টি ঘটার পর থেকে আজ পর্যন্ত সে কেবল
কাঁদছেই। আমার পরিবারের জনৈক ব্যক্তি আমাকে বললেন: আপনি যদি আপনার স্ত্রীর
ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চাইতেন? কারণ তিনি
হিলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রীকে তার খেদমত করার অনুমতি দিয়েছেন। আমি বললাম: আমি
তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি চাইব না; আর আমি
জানি না যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলবেন যখন আমি তাঁর নিকট
অনুমতি চাইব, অথচ আমি একজন যুবক! এভাবে আমি আরও দশ রাত অতিবাহিত করলাম।
ফলে আমাদের সাথে কথোপকথন নিষিদ্ধ করার সময় থেকে পূর্ণ পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হলো।
অতঃপর সেই রাতগুলোর শেষভাগে আমি আমাদের একটি ঘরের ছাদে ফজরের সালাত
আদায় করলাম। আমি তখন সেই অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলাম যা আল্লাহ তাআলা আমাদের সম্পর্কে
উল্লেখ করেছেন যে, আমার জীবন আমার নিকট দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল এবং পৃথিবী তার
বিশালতা সত্ত্বেও আমার কাছে সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় আমি এক উচ্চকণ্ঠ
ঘোষণাকারীর আওয়াজ শুনতে পেলাম, যে সালআ পাহাড়ের ওপর উঠে উচ্চস্বরে বলছিল: ‘হে
কাব বিন মালিক! সুসংবাদ গ্রহণ করো।’ আমি তখনই সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম এবং বুঝতে
পারলাম যে মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের
সালাত আদায়ের পর মহান আল্লাহর—যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত—পক্ষ থেকে
আমাদের তওবা কবুল হওয়ার কথা লোকজনকে জানিয়ে দিলেন। তখন লোকজন আমাদের

সুসংবাদ দেওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। আমার দুই সাথীর নিকট সুসংবাদদাতারা চলে গেলেন। এক ব্যক্তি আমার দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে এলেন এবং আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি দৌড়ে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করলেন। সেই কণ্ঠস্বরটি ঘোড়ার চেয়েও দ্রুততর ছিল। যখন সেই ব্যক্তি আমার কাছে আসলেন যার কণ্ঠস্বর আমি শুনেছিলাম, তখন আমি সুসংবাদের বিনিময়ে আমার পরনের কাপড় দুটি খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম। আল্লাহর কসম, সেদিন ঐ দুটি কাপড় ছাড়া আমার আর কিছুই ছিল না। এরপর আমি দুটি কাপড় ধার করে পরিধান করলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভিমুখে রওনা হলাম। পথে দলে দলে মানুষ আমার সাথে সাক্ষাৎ করে তওবা কবুল হওয়ার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন এবং আমাকে বলছিলেন: ‘আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার তওবা কবুল হওয়া তোমার জন্য মোবারক হোক।’ এমনকি...

(ص: 125) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

دخلت المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله-رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة، قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك: فقلت: أومن عندك يا رسول الله أمر من عند الله؟ قال: لا. بل من عند الله- عز وجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كان وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منهم فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن نخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بغض مالك فهو خير لك، فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخیبر وقلت: يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق،

وإن توبتي أن لا أحدث إلا صدقاً ما بقيت، فوالله ما علمت أحداً من المسلمين أبلاه
الله- تعالى- في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله- تعالى- فيما بقي، قال: فنزل الله تعالى: (لَقَدْ
تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ) حتى بلغ:
(إِنَّهُمْ رَوْوْفٌ رَحِيمٌ)) وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا
رَحَبَتْ (حتى بلغ: (وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) (التوبة: من الآية 117/119) قَالَ
كعب: والله ما أنعم الله على من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي
من صدقي رسول الله

আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম, দেখলাম আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
উপবিষ্ট এবং তাঁর চারদিকে লোকজন ঘিরে আছে। তখন তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ
(রাদিয়াল্লাহু আনহু) দ্রুতবেগে উঠে এলেন এবং আমার সাথে মুসাফাহা করলেন ও আমাকে
অভিনন্দন জানালেন। আল্লাহর কসম, মুহাজিরদের মধ্য থেকে তিনি ব্যতীত আর কেউ
ওঠেননি। কা'ব (রা.) তালহার এই মহানুভবতা কখনো ভুলতেন না। কা'ব বলেন: আমি যখন
আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সালাম দিলাম, তখন তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল
আনন্দের আতিশয্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন: সুসংবাদ গ্রহণ করো!
তোমার জননী তোমাকে জন্ম দেওয়ার পর থেকে তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম দিনের। আমি
বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! এটি কি আপনার পক্ষ থেকে নাকি আল্লাহর পক্ষ থেকে? তিনি
বললেন: না, বরং তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম) যখন আনন্দিত হতেন, তখন তাঁর মুখমণ্ডল এমনভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠত যে মনে
হতো তা যেন চাঁদের একটি অংশ। আমরা তাঁর এই অবস্থা দেখেই তা বুঝতে পারতাম।
অতঃপর আমি যখন তাঁর সামনে বসলাম, তখন বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমার তাওবাহর
অংশ হিসেবে আমি আমার সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে সদকা করে দিতে চাই।
আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: তোমার কিছু সম্পদ নিজের কাছে
রেখে দাও, এটাই তোমার জন্য উত্তম। আমি বললাম: আমি খায়বারে প্রাপ্ত আমার অংশটুকু
নিজের জন্য রেখে দিচ্ছি। আমি আরও বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাআলা আমাকে
সত্যবাদিতার কারণেই নাজাত দিয়েছেন। আর আমার তাওবাহর দাবি হলো, আমি যতদিন

বেঁচে থাকব সর্বদা সত্য কথাই বলব। আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এই অঙ্গীকার করার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো মুসলিমকে সত্য কথা বলার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা আমার চেয়ে অধিক উত্তম অনুগ্রহ দান করেছেন বলে আমি জানি না। আমি আশা রাখি যে, মহান আল্লাহ আমার অবশিষ্ট জীবনেও আমাকে এভাবেই হিফাজত করবেন। এরপর আল্লাহ তাআলা নাজিল করলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ দয়াশীল হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন সময়ে তাঁর অনুসারী হয়েছিল..." "নিশ্চয়ই তিনি তাদের প্রতি পরম করুণাময় ও দয়ালু" পর্যন্ত। এবং "সেই তিনজনের প্রতিও, যাদের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল; পরিশেষে পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের কাছে তা সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল..." "এবং তোমরা সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও" পর্যন্ত (সূরা আত-তাওবাহ: ১১৭-১১৯)। কা'ব বলেন:

আল্লাহর কসম, আল্লাহ আমাকে ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে হিদায়াত দেওয়ার পর থেকে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট সত্য কথা বলার চেয়ে বড় কোনো নেয়ামত আমি আমার মনে আর কখনও অনুভব করিনি।

(ص: 126) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

صلي الله عليه وسلم أن لا أكون كذبتة، فأهلك كما هلك الذين كذبوا: إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى: سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَتُعَرِّضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجُسُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (يَحْلِفُونَ لَكُمْ لَتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ) (التوبة: 96/95) .

قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلي الله عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله صلي الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله- تعالى- فيه بذلك؟ قال الله تعالى: وَعَلَى الثَّلَاثَةِ

الَّذِينَ خُلِفُوا) وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. متفق عليه.

وفي رواية: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس.

وفي رواية: وكان لا يقدم من سفر إلا نهائياً في الضحى، فإذا قدم بدأ بالسجدة فصلي ركعتين ثم جلس فيه.

[الشَّرْحُ]

هذا حديث كعب بن مالك، في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، وكانت غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة.

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আমি যেন মিথ্যা না বলি, পাছে আমি ধ্বংস হয়ে যাই যেমন তারা ধ্বংস হয়েছে যারা মিথ্যা বলেছিল। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ওই সকল লোকদের সম্পর্কে ওহি অবতীর্ণ হওয়ার সময় অত্যন্ত কঠোর কথা বলেছেন যারা মিথ্যা বলেছিল। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তারা তোমাদের নিকট আল্লাহর শপথ করবে যাতে তোমরা তাদের উপেক্ষা করো। সুতরাং তোমরা তাদের উপেক্ষা করো; তারা অপবিত্র এবং তাদের কৃতকর্মের প্রতিদানস্বরূপ জাহান্নামই তাদের আবাসস্থল। তারা তোমাদের নিকট শপথ করবে যেন তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও; তবে তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ সত্যত্যাগী পাপাচারী সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না।" (আত-তাওবাহ: ৯৫/৯৬)।

কাব (রা.) বলেন: আমাদের এই তিনজনের বিষয়টি ওই সকল লোক হতে আলাদা রাখা হয়েছিল যাদের ওজর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গ্রহণ করেছিলেন যখন তারা তাঁর নিকট শপথ করেছিল; তিনি তাদের নিকট থেকে আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। আর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের বিষয়টি পিছিয়ে দিয়েছিলেন যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে ফয়সালা প্রদান

করেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "এবং সেই তিনজনের প্রতিও (তিনি সদয় হলেন), যাদের ফয়সালা স্থগিত রাখা হয়েছিল।" এখানে (আয়াতে) 'পেছনে রাখা' বলতে যুদ্ধে আমাদের অনুপস্থিত থাকাকে বোঝানো হয়নি, বরং যারা শপথ করে ওজর পেশ করেছিল এবং যাদের ওজর গ্রহণ করা হয়েছিল, তাদের তুলনায় আমাদের বিষয়টি স্থগিত রাখা ও পিছিয়ে দেওয়ারকেই বোঝানো হয়েছে। (বুখারি ও মুসলিম)।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে: "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বৃহস্পতিবার তাবুক যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন, আর তিনি বৃহস্পতিবার সফরে বের হতে পছন্দ করতেন।"

অন্য বর্ণনায় আছে: "তিনি সফর থেকে দিনের বেলা চাশতের সময় ছাড়া ফিরে আসতেন না। আর যখন ফিরে আসতেন, তখন প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন, এরপর সেখানে বসতেন।"

[ব্যাখ্যা]

এটি কাব বিন মালিক (রা.)-এর হাদিস, যা তাবুক যুদ্ধে তাঁর অনুপস্থিত থাকার ঘটনা বর্ণনা করে। আর তাবুক যুদ্ধ হিজরি নবম সনে সংঘটিত হয়েছিল।

(ص: 127) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

غزا النبي صلى الله عليه وسلم الروم وهم على دين النصراني حين بلغه أنهم يجمعون له، فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقام بتبوك عشرين ليلة، ولكنه لم ير كيداً ولم ير عدواً فرجع. وكانت هذه الغزوة في أيام الحر حين طابت الثمار وصار المنافقون يحبون الدنيا على الآخرة، فتخلف المنافقون عن هذه الغزوة ولجأوا إلى الظل والرطب والتمر، وبعدت عليهم الشقة والعياذ بالله.

أما المؤمنون الخالص، فإنهم خرجوا مع النبي- عليه الصلاة والسلام ولم يثن عزمهم بعد الشقة ولا طيب الثمار.

إلا أن كعب بن مالك- رضي الله عنه تخلف عن غزوة تبوك بلا عذر، وهو من المؤمنين الخالص، ولهذا قال: ((إنه ما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزوة غزاها قط)) كل غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم قد شارك فيها كعب- رضي الله عنه فهو من المجاهدين في سبيل الله ((إلا في غزوة بدر)) ، فقد تخلف فيها كعب وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة لا يريد القتال، ولذلك لم يخرج معه إلا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً فقط؛ لأنهم كانوا يريدون أن يأخذوا عيرا لقريش، أي إبل محملة قدمت من الشام تريد مكة وتمر بالمدينة.

فخرج النبي - عليه الصلاة والسلام_ من أجل أن يستقبل هذه العير ويأخذها، وذلك لأن أهل مكة أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ديارهم وأموالهم؛ فلهذا كانت أموالهم غنينة للنبي- عليه الصلاة والسلام ويحل له أن يخرج ليأخذها، وليس في ذلك عدوان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন যখন তারা খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত ছিল। এটি তখন ঘটেছিল যখন তাঁর কাছে খবর পৌঁছায় যে তারা তাঁর বিরুদ্ধে সমবেত হচ্ছে। নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান এবং তাদের বিশ রাত অবস্থান করেন, কিন্তু তিনি কোনো ষড়যন্ত্র বা শত্রুর দেখা পাননি, ফলে তিনি ফিরে আসেন। এই যুদ্ধাভিযানটি ছিল প্রচণ্ড গরমের দিনে যখন ফল পেকেছিল এবং মুনাফিকরা আখেরাতের ওপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিতে শুরু করেছিল। ফলে মুনাফিকরা এই যুদ্ধাভিযান থেকে পিছে রয়ে গেল এবং তারা ছায়া, তাজা ও শুকনো খেজুরের আশ্রয়ে আরাম প্রিয়তায় লিপ্ত হলো; আর তাদের কাছে এই পথ অতি দীর্ঘ মনে হলো—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই।

পক্ষান্তরে একনিষ্ঠ মুমিনগণ নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর সাথে বের হলেন এবং দীর্ঘ দূরত্ব কিংবা ফলের মিষ্টতা কোনো কিছুই তাদের সংকল্পকে দুর্বল করতে পারেনি।

তবে কাব ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কোনো ওজর ছাড়াই তাবুক যুদ্ধ থেকে পিছে রয়ে গিয়েছিলেন, অথচ তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত। একারণেই তিনি বলেছিলেন: "তিনি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরিচালিত কোনো যুদ্ধ থেকেই কখনো পিছে থাকেননি।" রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সকল যুদ্ধে কাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাই তিনি আল্লাহর পথের মুজাহিদদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; "তবে বদর যুদ্ধ ব্যতীত"। কাব এবং আরও অনেকে এতে অংশগ্রহণ করেননি, কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যুদ্ধের উদ্দেশ্য নিয়ে মদিনা থেকে বের হননি। এ কারণেই তাঁর সাথে মাত্র তিনশতের কিছু বেশি লোক বের হয়েছিলেন; কারণ তারা কুরাইশদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলা পাকড়াও করতে চেয়েছিলেন, অর্থাৎ শাম থেকে মক্কা মুখী পণ্যবাহী উটের দল যা মদিনার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল।

সুতরাং নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) এই কাফেলাটিকে আটক করার এবং তা হস্তগত করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। এর কারণ ছিল মক্কাবাসীরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীদের তাঁদের ঘরবাড়ি ও ধন-সম্পদ থেকে বিতাড়িত করেছিল; এ কারণে তাদের সম্পদ নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর জন্য গনিমত হিসেবে গণ্য ছিল এবং এটি হস্তগত করার উদ্দেশ্যে বের হওয়া তাঁর জন্য বৈধ ছিল। এতে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীদের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার সীমালঙ্ঘন ছিল না।

(ص: 128) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

بل هذا أخذ لبعض حقهم.

خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً ليس معهم إلا سبعون بعيراً وفرسان فقط؛ وليس معهم عدة والعدد قليل، ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد لينقذ الله ما أراد عز وجل.

فسمع أبو سفيان - وهو قائد العير- أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليه ليأخذ العير؛ فعدل عن سيرة إلي الساحل وأرسل إلي قريش صارخاً يستنجدهم - أي يستغيثهم- ويقول: هلموا أنقذوا العير.

خرجوا كما قال الله عنهم، خرجوا من ديارهم) 'بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ' (لأنفال: من الآية 47)

ولما كانوا في أثناء الطريق وعلوا أن العير نجت تراجعوا فيماً بينهم وقالوا: العير نجت، فلما لنا وللقِتال؟ فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نقدم بداراً فنقيم فيها ثلاثاً ننحر الجزور، ونسقي الخمر، ونطعم الطعام، وتسبح بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبداً!!

هكذا قالوا، بطراً واستكباراً وفخراً، ولكن- الحمد لله- صارت العرب تتحدث بهم بالهزيمة النكراء التي لم يذق العرب مثلها، لما اتقوا بالنبي- عليه الصلاة والسلام وزكان ذلك في رمضان في السنة الثانية من الهجرة، في اليوم السابع عشر منه، اتقوا فأوحى الله عز وجل إلي الملائكة: (أَيُّ مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا

বরং এটি ছিল তাদের হকের কিছু অংশ উদ্ধার করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনশত দশের কিছু বেশি লোক নিয়ে বের হয়েছিলেন, যাদের সাথে মাত্র সত্তরটি উট এবং দুটি ঘোড়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না; তাদের কাছে পর্যাপ্ত যুদ্ধ সরঞ্জাম ছিল না এবং সংখ্যাও ছিল নগণ্য, কিন্তু আল্লাহ কোনো পূর্বনির্ধারিত

সময়সূচী ছাড়াই তাদেরকে তাদের শত্রুর মুখোমুখি দাঁড় করালেন, যাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যা ইচ্ছা করেছিলেন তা বাস্তবায়ন করতে পারেন।

বাণিজ্যিক কাফেলার নেতা আবু সুফিয়ান শুনতে পেলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেলাটি গ্রহণ করার জন্য বের হয়েছেন; ফলে তিনি তার গতিপথ পরিবর্তন করে উপকূলের দিকে চলে গেলেন এবং কুরাইশদের কাছে সাহায্যের জন্য চিৎকার করে বার্তাবাহক পাঠালেন—অর্থাৎ তাদের কাছে উদ্ধারের আবেদন জানালেন—এবং বললেন: তোমরা এসো এবং কাফেলাটিকে রক্ষা করো।

তারা ঠিক সেভাবেই বের হলো যেমনটি আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন, তারা তাদের ঘর থেকে বের হলো (অহংকারবশত, লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহর পথে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে) (সূরা আল-আনফাল: ৪৭ নং আয়াতের অংশ)।

যখন তারা পথিমধ্যে ছিল এবং জানতে পারল যে কাফেলাটি রক্ষা পেয়েছে, তখন তারা নিজেদের মধ্যে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করতে লাগল এবং বলল: "কাফেলা তো রক্ষা পেয়েছে, তাহলে আমাদের আর যুদ্ধের কী দরকার?" তখন আবু জেহেল বলল: "আল্লাহর কসম! আমরা ফিরে যাব না যতক্ষণ না বদরে পৌঁছাই। সেখানে আমরা তিন দিন অবস্থান করব, উট জবাই করব, মদ্যপান করব, ভোজের আয়োজন করব এবং আরবরা আমাদের এই অভিযানের কথা শুনবে, ফলে তারা চিরকাল আমাদের ভয় করতে থাকবে!"।

দম্ভ, অহংকার ও গর্বের বশবর্তী হয়ে তারা এ কথা বলেছিল; কিন্তু—সকল প্রশংসা আল্লাহর—আরবদের মাঝে তাদের সেই শোচনীয় পরাজয়ের কাহিনী ছড়িয়ে পড়ল, যার তিক্ত স্বাদ আরবরা ইতিপূর্বে আর কখনো পায়নি। যখন তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখোমুখি হলো—আর এটি ছিল হিজরি দ্বিতীয় সনের রমজান মাসের সতেরো তারিখে—তারা যখন একে অপরের সম্মুখীন হলো, তখন আল্লাহ মহান ফেরেশতাদের প্রতি প্রত্যাদেশ পাঠালেন: (নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাথে আছি, সুতরাং তোমরা ঈমানদারদের অবিচল রাখো। আমি অচিরেই কাফিরদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করব।)

الرُّعْبِ) (الأنفال: من الآية 12) ، انظر! في الآية تثبت للمؤمنين وإلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا، فما أقرب النصر في هذه الحال؟! رعب في قلوب الأعداء، وثبات في قلوب المؤمنين.

فثبت الله المؤمنين ثباتاً عظيماً، وأنزل في قلوبهم الذين كفروا الرعب.
قال الله سبحانه) فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (الأنفال: من الآية 12) ، أي: كل مفصل، واضربوا فالأمر ميسر لكم.

فجعل المسلمون- ولله الحمد- يجلدون فيهم؛ فقتلوا سبعين رجلاً واسروا سبعين رجلاً، والذين قتلوا ليسوا من أطرفهم، الذين قتلوا كلهم من صناديدهم وكبرائهم، وأخذ منهم أربعة وعشرون رجلاً يسحبون سحباً وألقوا في قليب من قلب بدر، سحبوا حتى ألقوا في القليب جثثاً هامة، ووقف عليهم النبي - عليه الصلاة والسلام - وقال لهم: يا فلان ابن فلان، يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، هل وجدت ما وعد ربكم حقاً؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً. فقالوا: يا رسول الله، كيف تكلم أناساً قد جيفوا؟ قال: ((والله ما أنتم بأسع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبون)) ؛ لأنهم موتى، وهذه - ولله الحمد- نعمة، علينا أن نشكر الله عز وجل عليها كلها ذكرناها.

(আতঙ্ক) (আল-আনফাল: ১২ আয়াতাংশ থেকে), লক্ষ্য করুন! এই আয়াতে মুমিনদের জন্য অবিচলতা এবং কাফিরদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চারের কথা রয়েছে। এমতাবস্থায় বিজয় কতই না নিকটবর্তী! শত্রুদের অন্তরে আতঙ্ক আর মুমিনদের অন্তরে স্থিরতা।

অতঃপর আল্লাহ মুমিনদের এক মহান অবিচলতা দান করলেন এবং যারা কুফরি করেছে তাদের অন্তরে আতঙ্ক অবতীর্ণ করলেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন: (অতএব তোমরা আঘাত করো তাদের ঘাড়ের উপরিভাগে এবং তাদের প্রতিটি আঙুলের জোড়ায় আঘাত করো) (আল-আনফাল: ১২ আয়াতাংশ থেকে), অর্থাৎ:

প্রতিটি গ্রন্থিতে। তোমরা আঘাত করো, কারণ এই বিষয়টি তোমাদের জন্য সহজসাধ্য করা হয়েছে।

অতঃপর মুসলিমগণ—সকল প্রশংসা আল্লাহর—তাদের ওপর আঘাত হানতে শুরু করলেন; ফলে তারা সত্তর জনকে হত্যা করলেন এবং সত্তর জনকে বন্দী করলেন। আর যারা নিহত হয়েছিল তারা সাধারণ কোনো লোক ছিল না, বরং নিহতদের সকলেই ছিল তাদের প্রধান নেতা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ। তাদের মধ্য থেকে চব্বিশ জন ব্যক্তিকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হলো এবং বদরের একটি কূপে নিক্ষেপ করা হলো। তাদের টেনে নিয়ে কূপে নিখর মৃতদেহ হিসেবে নিক্ষেপ করা হলো। অতঃপর নবী কারীম—তাঁর ওপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক—তাদের শিয়রে দাঁড়ালেন এবং বললেন: হে অমুকের পুত্র অমুক, তিনি তাদের নাম ও তাঁদের পিতার নাম ধরে ডাকছিলেন, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সাথে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা কি তোমরা সত্য হিসেবে পেয়েছ? আমি তো আমার প্রতিপালক আমাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি সত্য হিসেবে পেয়েছি। সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এমন সব লোকের সাথে কীভাবে কথা বলছেন যারা পচে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে? তিনি বললেন: "আল্লাহর কসম, আমি যা বলছি তা তোমরা তাদের চেয়ে বেশি শুনতে পাচ্ছ না, কিন্তু তারা উত্তর দিতে সক্ষম নয়।" কারণ তারা মৃত। আর এটি—সকল প্রশংসা আল্লাহর—একটি নিয়ামত, যখনই আমরা এটি স্মরণ করব, তখনই মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আমাদের জন্য আবশ্যিক।

(ص: 130) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

نصر الله نبيه، وسي الله هذا اليوم) عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِي الْجُعَانِ
(الأنفال: من الآية 41) .

هذا اليوم فرق الله فيه الحق والباطل تفريقاً عظيماً. وانظر إلي قدرة الله عز وجل في هذا اليوم، انتصر ثلاثمائة رجل وبضعة عشر رجلاً على نحو ألف رجل أكمل منهم عدة وأقوي، وهؤلاء ليس معهم إلا عد قليل من الإبل والخيول، لكن نصر الله عز وجل إذا نزل لقوم لم يقم أمامهم أحد، وإلي هذا أشار الله بقوله (وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ) (آل عمران: من الآية 123)، ولما كان المسلمون حين فتحوا مكة وخرجوا بأثني عشر ألفاً وأمامهم هوزان وثقيف؛ فأعجب المسلمون بكثرتهم وقالوا: لن نغلب اليوم عن قلة، فغلبهم ثلاثة آلاف وخمس مائة رجل. غلبوا اثني عشر ألف رجل بقيادة النبي صلي الله عليه وسلم، لنهم أعجبوا بكثرتهم، قالوا: لن نغلب اليوم عن قلة، فأراهم الله عز وجل أن كثرتهم لن تنفعهم. قال الله تعالى: (وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ) (التوبة: من الآية 25).

أترون ماذا حصل لأهل بدر؟

اطلع الله عليهم وقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.

كل معصية تقع منهم فإنها مغفورة، لأن الثمن مقدم. فهذه الغزوة صارت سبباً لكل خير، حتى إن حاطب بن أبي بلتعة

আল্লাহ তাঁর নবীকে সাহায্য করেছেন, এবং আল্লাহ এই দিনটিকে "আমাদের বান্দার প্রতি ফয়সালার দিন, যেদিন দুই দল মুখোমুখি হয়েছিল" (আল-আনফাল: ৪১ নং আয়াতের অংশ) হিসেবে নামকরণ করেছেন।

এই দিনে আল্লাহ সত্য ও মিথ্যার মাঝে এক মহান পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। এই দিনে মহান আল্লাহর কুদরতের দিকে লক্ষ্য করুন; তিনশ দশ জনের কিছু বেশি মানুষ প্রায় এক হাজার মানুষের ওপর বিজয়ী হয়েছিলেন, যারা সমর সরঞ্জামের দিক থেকে ছিল অধিকতর পূর্ণাঙ্গ এবং শক্তিশালী। অথচ এই মুসলিমদের সাথে সামান্য কিছু উট ও ঘোড়া ছাড়া আর কিছুই ছিল

না। কিন্তু মহান আল্লাহর সাহায্য যখন কোনো কওমের ওপর অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের সামনে কেউ টিকে থাকতে পারে না। আল্লাহ তাঁর বাণীতে এই দিকেই ইঙ্গিত করেছেন: "আর অবশ্যই আল্লাহ বদরে তোমাদের সাহায্য করেছিলেন যখন তোমরা হীনবল ছিলে" (আল-ইমরান: ১২৩ নং আয়াতের অংশ)। আর যখন মুসলিমগণ মক্কা বিজয়ের সময় বারো হাজার সৈন্য নিয়ে বের হলেন এবং তাঁদের সামনে ছিল হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্র; তখন মুসলিমগণ নিজেদের সংখ্যাধিক্য দেখে মুগ্ধ হলেন এবং বললেন: "আজ আমরা স্বল্পতার কারণে পরাজিত হব না।" ফলে মাত্র তিন হাজার পাঁচশ জন লোক তাঁদের ওপর প্রবল হলো। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে থাকা বারো হাজার মানুষের বাহিনীকে পরাজিত করেছিল; কারণ মুসলিমরা নিজেদের সংখ্যার আধিক্য নিয়ে গর্বিত হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন: "আজ আমরা স্বল্পতার জন্য হারব না।" তখন মহান আল্লাহ তাঁদের দেখিয়ে দিলেন যে, তাঁদের এই আধিক্য কোনো কাজে আসবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন: "এবং হুনায়েনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে আত্মতৃপ্ত করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোনো উপকারে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তা তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল, অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পিছু হটেছিলে" (আত-তাওবাহ: ২৫ নং আয়াতের অংশ)।

আপনারা কি জানেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে কী ঘটেছিল?

আল্লাহ তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে বলেছেন: "তোমরা যা ইচ্ছা করো, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।"

তাঁদের থেকে প্রকাশ পাওয়া প্রতিটি গুনাহই ক্ষমাযোগ্য, কারণ এর বিনিময় অগ্রিম দেওয়া হয়ে গেছে।

এই যুদ্ধটিই প্রতিটি কল্যাণের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এমনকি হাতিব বিন আবি বালতাআহ-এর ক্ষেত্রেও।

- رضي الله عنه لما حصل منه ما حصل في كتابه لأهل مكة عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم غزوة الفتح كتب هو- رضي الله عنه إلي أهل مكة يخبرهم، ولكن الله أطلع نبيه علي ذلكز أرسل حاطب بن أبي بلتعة بن علي أبي طالب وواحداً معه حتى لحقوها في روضة تسمي روضة خاخ، فأمسكوها وقالوا لها: أين الكتاب؟ فقالت: ما معي كتاب، فقالوا لها: أين الكتاب؟ والله ما كبنّا ولا كبنّا، أين الكتاب؟ لتخرجنه أو لننزعن ثيابك؟ فلما رأت ذلك لأخرجته، فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة إلي قريش، فأخذوه.

والحمد لله أنه لم يصل إلي قريش، فصار في هذا نعمة من الله على المسلمين وعلى حاطب، لأن الذي أراد ما حصل من نعمة الله.

فلما ردوا الكتاب إلي النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ((يا حاطب، ما هذا)) ؟ فاعتذر.

فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ((إنه قد شهد بدراً، وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم)).

وكان حاطب من أهل بدر رضي الله عنه.

তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখেছিলেন—যেমনটি মক্কা বিজয়ের অভিযানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের আক্রমণের ইচ্ছা করার সময় ঘটেছিল—তিনি মক্কাবাসীদের সংবাদ জানিয়ে পত্র লিখলেন। কিন্তু আল্লাহ তাঁর নবীকে বিষয়টি অবহিত করেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলী ইবনে আবী তালিব ও তাঁর সাথে অন্য একজনকে পাঠালেন এবং তাঁরা 'রাওয়ায়ে খাখ' নামক স্থানে তাকে (পত্রবাহিকা নারীকে) ধরে ফেললেন। তাঁরা তাকে বললেন: "চিঠিটি কোথায়?" সে বলল: "আমার কাছে কোনো চিঠি নেই।" তাঁরা বললেন: "চিঠিটি কোথায়? আল্লাহর কসম, আমরা মিথ্যা বলছি না এবং আমাদের নিকট মিথ্যা বলাও হয়নি। চিঠিটি কোথায়? হয় তুমি তা বের করো, নতুবা আমরা তোমার পোশাক তল্লাশি করব।" যখন সে বিষয়টি প্রত্যক্ষ করল, তখন সে তা বের করে দিল। দেখা

গেল সেটি হাতিব ইবনে আবি বালতায়ার পক্ষ থেকে কুরাইশদের উদ্দেশ্যে লেখা। অতঃপর তাঁরা সেটি হস্তগত করলেন।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যে, সেটি কুরাইশদের নিকট পৌঁছায়নি। এর ফলে মুসলমানদের ওপর এবং হাতিবের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত বর্ষিত হলো, কেননা আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি যা চেয়েছিলেন তা সফল হয়নি।

অতঃপর যখন তাঁরা চিঠিটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে ফিরিয়ে আনলেন, তিনি তাঁকে বললেন: "হে হাতিব! এটি কী?" তখন তিনি ক্ষমা চাইলেন এবং ওজর পেশ করলেন।

উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার অনুমতি দিন।" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেন:

"নিশ্চয়ই সে বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। তুমি কী জানো? সম্ভবত আল্লাহ তাআলা বদরবাসীদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে বলেছেন: তোমরা যা ইচ্ছা করো, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।"

আর হাতিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের একজন ছিলেন।

(ص: 132) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

فألمهم أن هذه تخلف عنها كعب، لكنها ليست في أول الأمر، إلا في ثاني الحال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج لقتال، وإنما خرج للغير، ولكن الله جمع بيته وبين عدوه على غير ميعاد، وكانت غزاة مباركة والله الحمد. ثم ذكر بيعته النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة في مني، حيث بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وقال: إني لا أحب أن يكون لي بدلها بدر. يعني هي أحب إليه من غزوة؛ لأنها بيعة عظيمة.

লكن يقول: كانت بدر أذكر في الناس منها، أي أكثر ذكراً، لأن الغزوة اشتهرت بخلاف البيعة.

علي كل حال- رضي الله عنه يسلي نفسه بأنه إن فاتته بدر فقد حصلت له بيعة العقبة، فرضي الله عن كعب وعن جميع الصحابة.

يقول رضي الله عنه: ((إني لم أكن قط اقوي ولا ايسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة)) - أي: غزوة تبوك- كان قوي البدن، يأسر الحال، حتى إنه كان عنده راحلتان في تلك الغزوة، وما جمع راحلتين في غزوة قبلها أبداً، وقد استعد وتجهز- رضي الله عنه وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد غزوة وري بغيرها، أي: أظهر خلاف ما يريد، وهذا من حكيمته وحنكته في الحرب، لأن لو أظهر وجهه تبين ذلك لعدوه، فربما يستعد له أكثر، وربما يذهب عن مكانة الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم فيه.

فكان مثلاً إذا أراد أن يخرج إلى الجنوب وري وكأنه يريد أن يخرج إلى الشمال، أو لا أراد أن يخرج إلى الشرق وري وكأنه يريد أن يخرج إلى الغرب حتى لا يطلع العدو على أسرارته. إلا في غزوة تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এতে কাব (রাযিআল্লাহু আনহু) অনুপস্থিত ছিলেন; তবে তা প্রথম অবস্থায় নয়, বরং দ্বিতীয় পর্যায়ে। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হননি, বরং তিনি কাফেলার সন্মানে বের হয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই তাঁর ও তাঁর শত্রুদের একত্র করে দেন। এটি ছিল এক বরকতময় যুদ্ধ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। এরপর তিনি মিনায় আকাবার রাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে তাঁর বাইয়াত গ্রহণের কথা উল্লেখ করেন, যেখানে তাঁরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে ইসলামের ওপর বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন: বদরের বিনিময়ে আমি এটি (আকাবার বাইয়াত) লাভ করাকে বিসর্জন দিতে পছন্দ করি না। অর্থাৎ, এটি তাঁর কাছে ঐ যুদ্ধের চেয়ে অধিক প্রিয় ছিল; কারণ এটি ছিল এক মহান বাইয়াত।

তবে তিনি বলেন: মানুষের নিকট বদরের কথা এর চেয়ে বেশি চর্চিত ছিল; অর্থাৎ এটি অধিক আলোচিত, কারণ বাইয়াতের তুলনায় যুদ্ধটি বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

যাই হোক—তিনি (রাযিআল্লাহু আনহু) নিজেকে এই বলে সন্তুনা দিচ্ছিলেন যে, যদি তাঁর বদর যুদ্ধ ছুটেও গিয়ে থাকে, তবে তিনি আকাবার বাইয়াতে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আল্লাহ তাআলা কাব (রাযিআল্লাহু আনহু) এবং সমস্ত সাহাবীর ওপর সন্তুষ্ট হন।

তিনি (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেন: "আমি যখন সেই যুদ্ধে—অর্থাৎ তাবুক যুদ্ধে—পিছিয়ে থেকেছিলাম, তখন আমি এর চেয়ে শক্তিশালী এবং সচ্ছল আর কখনও ছিলাম না।" অর্থাৎ তিনি শারীরিক ও আর্থিকভাবে তখন অত্যন্ত সচ্ছল ছিলেন; এমনকি সেই যুদ্ধের সময় তাঁর কাছে দুটি বাহন ছিল, অথচ এর আগে কোনো যুদ্ধে তিনি কখনোই দুটি বাহন একত্র করতে পারেননি। তিনি (রাযিআল্লাহু আনহু) যুদ্ধের পাথেয় ও সরঞ্জাম প্রস্তুত করেছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি যখন কোনো যুদ্ধের ইচ্ছা করতেন, তখন তা অস্পষ্ট রেখে অন্য কিছু আভাস দিতেন। অর্থাৎ, তিনি যা করতে চাইতেন তার বিপরীত বিষয় প্রকাশ করতেন। এটি ছিল যুদ্ধে তাঁর প্রজ্ঞা ও রণকৌশলের অংশ; কারণ তিনি যদি তাঁর প্রকৃত গন্তব্য প্রকাশ করে দিতেন, তবে শত্রুপক্ষ তা জেনে ফেলত, ফলে তারা আরও বেশি প্রস্তুতি গ্রহণ করত অথবা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে স্থানের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন সেখান থেকে তারা সরে পড়ত।

উদাহরণস্বরূপ, তিনি যদি দক্ষিণ দিকে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তবে এমনভাবে প্রকাশ করতেন যেন তিনি উত্তর দিকে যেতে চাইছেন। অথবা যদি তিনি পূর্ব দিকে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তবে এমন ভান করতেন যেন তিনি পশ্চিম দিকে যেতে চাইছেন, যাতে শত্রু তাঁর গোপনীয়তা জানতে না পারে। তবে তাবুক যুদ্ধের বিষয়টি ছিল ভিন্ন, কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)...

بين امرها ووضحتها وجلاها لأصحابه؛ وذلك لأمر:

أولاً: إنها كانت في شدة الحر حين طابت الثمار، والنفوس مجبولة عللا الركون إلي الكسل وإلي الرخاء.

ثانياً: أن الهدى بعيد من المدينة إلي تبوك، ففيها مفاوز ورمال وعطش وشمس. ثالثاً: أن العدو كثير وهم الروم، اجتمعوا في عدد هائل حسب نأ بلغ النبي صلي الله عليه وسلم، فلذلك جلي امرها وأوضح أمر الغزاة، وأخبر أنه خارج إلي المسلمون مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ولم يتخلف إلا من خذله الله بالنفاق، وثلاثة رجال فقط هم: كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية، رضي الله عنهم. هؤلاء من المؤمنين الخالص، لكن تخلفوا لأمر أراده الله عز وجل. أما غيرهم ممن تخلف فإنهم منافقون منغمسون في النفاق، نسأل الله العافية. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه- وهم كثير- إلي جهة تبوك حتى نزل بها، ولكن الله تعالي لم يجمع بينه وبين عدوه، بل بقي عشرين يوماً في ذلك المكان، ثم انصرف علي غير حرب.

يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: ((إن الرسول صلي الله عليه وسلم تجهز هو والمسلمون وخرجوا من المدينة.

أما هو رضي الله عنه فتأخر وجعل يغدو كل صباح يرحل راحلته ويقول: ألحق بهم، ولكنه لا يفعل شيئاً، ثم يفعل كل يوم، حتى تبادي به الأمر ولم يدرك.

তিনি এর বিষয়টি বর্ণনা করেছেন, স্পষ্ট করেছেন এবং তাঁর সাহাবীদের কাছে উন্মোচিত করেছেন; আর তা ছিল কয়েকটি কারণে:

প্রথমত: এটি ছিল প্রচণ্ড গরমের সময় যখন ফল পাকার মৌসুম ছিল, আর মানুষের প্রবৃত্তি স্বভাবগতভাবেই অলসতা ও আয়েশের দিকে ঝুঁকে থাকে।

দ্বিতীয়ত: মদিনা থেকে তাবুকের দূরত্ব ছিল অনেক বেশি, যার পথে ছিল জনশূন্য মরুপ্রান্তর, বালুকাশি, তৃষ্ণা এবং প্রখর রোদ।

তৃতীয়ত: শত্রু ছিল বিপুল সংখ্যক এবং তারা ছিল রোমান বাহিনী, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছানো খবর অনুযায়ী তারা বিশাল সংখ্যায় সমবেত হয়েছিল। এই কারণে তিনি অভিযানের বিষয়টি প্রকাশ ও স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন এবং অভিযানকারীদের বিষয়টি পরিষ্কার করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুসলমানদের নিয়ে বের হচ্ছেন এবং কেবলমাত্র তাড়াই পেছনে রয়ে গেল যাদেরকে আল্লাহ নেফাকের কারণে লাঞ্চিত করেছেন, আর মাত্র তিনজন ব্যক্তি (পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন), তাঁরা হলেন: কাব ইবনে মালিক, মুরারা ইবনে রাবি এবং হিলাল ইবনে উমাইয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)। তাঁরা ছিলেন একনিষ্ঠ মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন কোনো কারণে তাঁরা পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন। তবে তাঁদের ব্যতীত অন্য যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিল, তারা ছিল নিফাকের অতলে নিমজ্জিত মুনাফিক, আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। অতঃপর নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম তাঁর বিপুল সংখ্যক সাহাবী নিয়ে তাবুকের অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং সেখানে অবতরণ করলেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর ও তাঁর শত্রুর মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত করাননি, বরং তিনি সেখানে বিশ দিন অবস্থান করার পর যুদ্ধ ছাড়াই ফিরে আসেন।

কাব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানগণ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন এবং মদিনা থেকে বের হলেন।

আর তাঁর (কাব রা.) কথা হলো, তিনি পেছনে রয়ে গেলেন এবং প্রতিদিন সকালে উঠে তাঁর বাহন প্রস্তুত করার সংকল্প করতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন: 'আমি তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হবো', কিন্তু বাস্তবে তিনি কিছুই করতেন না। এভাবে প্রতিদিন একই কাজ করতে থাকলেন, এমনকি বিষয়টি বিলম্বিত হয়ে গেল এবং তিনি আর তাঁদের সাথে মিলিত হতে পারলেন না।

وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يبادر بالعمل الصالح فإنه- حري أن يحرم إياه، كما قال الله سبحانه) وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (الأنعام: 110) فالإنسان إذا علم الحق ولم يقبله ويزعن له من أول وهلة، فإن ذلك قد يفوته ويحرم إياه- والعياذ بالله- كما أن الإنسان إذا لم يصبر علي البصيبة من أول الأمر فإنه يحرم أجرها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((إنما الصبر عند الصدمة الأولى)).

فعليك- يا أخي - أن تبادر بالأعمال الصالحة، ولا تتأخر فتتبادي بك الأيام ثم تعجز وتكسل ويغلب عليك الشيطان والهوى فتتأخر، فهذا هو- رضي الله عنه كل يوم يقول: أخرج، ولكن تمادي به الأمر ولم يخرج.

يقول: فكان يحز في نفسه أنه إذا خرج إلي سوق المدينة وإذا المدينة ليس فيها رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي، ولا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارين إلا رجل مغبوس في النفاق- والعياذ بالله- قد غمسه نفاق فلم يخرج، أو رجل معذور عذره الله عز وجل. فكان يعتب علي نفسه: كيف لا يبقي في المدينة إلا هؤلاء وأقعد معهم. ورسول الله صلي الله عليه وسلم لم يذكره ولم يسأل عنه حتى وصل إلي تبوك. فبينما هو جالس وأصحابه في تبوك سأل عنه، فقال رسول الله أين

এর মধ্যে এই প্রমাণ নিহিত যে, মানুষ যদি সৎকর্মের দিকে দ্রুত অগ্রসর না হয়, তবে সে তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় থাকে। যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: "আর আমি তাদের অন্তরসমূহ ও চক্ষুসমূহকে ফিরিয়ে দেব, যেমন তারা এর ওপর প্রথমবার ঈমান আনেনি; আর আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যে দিশেহারা অবস্থায় ছেড়ে দেব।" (আল-আনআম: ১১০)। সুতরাং কোনো মানুষ যখন সত্য সম্পর্কে অবগত হয় এবং প্রথম সুযোগেই তা গ্রহণ ও তার আনুগত্য না করে, তবে তা তার হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে এবং সে তা থেকে বঞ্চিত হতে পারে—আল্লাহর নিকট এ থেকে পানাহ চাই। ঠিক যেমন মানুষ যদি বিপদের

শুরুতেই ধৈর্য ধারণ না করে, তবে সে তার সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়। কেননা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "প্রকৃত ধৈর্য হলো বিপদের প্রথম আঘাতেই।"

অতএব হে আমার ভাই, আপনার উচিত নেক আমলের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়া এবং বিলম্ব না করা। অন্যথায় দিন অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে আপনি ক্রমাগত পিছিয়ে পড়বেন এবং একসময় অক্ষম ও অলস হয়ে পড়বেন। তখন শয়তান ও কুপ্রবৃত্তি আপনার ওপর জয়ী হয়ে আপনাকে নেক আমল থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। দেখুন, তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) প্রতিদিন বলতেন: "আমি বের হব," কিন্তু এভাবেই গড়িমসি চলতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি বের হতে পারেননি।

তিনি বলেন: এটি তাকে মনে মনে অত্যন্ত ব্যথিত করত যে, তিনি যখন মদীনার বাজারে বের হতেন, তখন দেখতেন যে মদীনাতে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নেই, নেই আবু বকর, উমর, উসমান কিংবা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)। এমনকি মুহাজির ও আনসারদের মধ্য হতে যারা ইসলামের অগ্রপথিক ছিলেন তাদের কেউও নেই। সেখানে কেবল তারাই অবশিষ্ট ছিল যারা মুনাফেকিতে নিমজ্জিত—আল্লাহর নিকট এ থেকে পানাহ চাই—যাদের কপটতা তাদেরকে বের হতে বাধা দিয়েছে, অথবা এমন কোনো ব্যক্তি যাকে মহান আল্লাহ অক্ষমতার কারণে মার্জনা করেছেন। তখন তিনি নিজেকে তিরস্কার করে বলতেন: "এটা কেমন কথা যে, মদীনাতে কেবল এরাই অবশিষ্ট আছে আর আমি তাদের সাথে বসে আছি?" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাবুকে পৌঁছানো পর্যন্ত তার কথা উল্লেখ করেননি এবং তার সম্পর্কে কোনো খোঁজও নেননি।

অতঃপর তিনি যখন তাবুকে তাঁর সাহাবীগণের সাথে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন তিনি তার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "কোথায়..."

كعب بن مالك؟ فتكلم فيه رجل من بني سلمه وغمزه، ولكن دافع عنه معاذ ابن جبل رضي الله عنه فسكت النبي صلي الله عليه وسلم ولم يجب بشيء، لا على الذي غمزه ولا على الذي رد.

فبينما هو كذلك إذ رأي رجلاً مبيضاً، يعني بياضاً يزول به السراب من بعيد، فقال النبي صلي الله عليه وسلم: ((كن أبا خيثمة الأنصاري)) فكان أبا خيثمة. وهذا إما من فراسة النبي عليه الصلاة والسلام وإما من قوة نظره صلي الله عليه وسلم.

ولا شك انه من أقوى الرجال نظراً وسعاً ونطقاً وفي كل شيء.

وأعطي قوة ثلاثين رجلاً بالنسبة للنساء- عليه الصلاة والسلام وكذلك أعطي قوة في غير ذلك، صلوات ربي وسلامه عليه.

وأبو خيثمة هذا هو الذي تصدق بصاع عندما حث النبي صلي الله عليه وسلم علي الصدقة، فتصدق الناس كل بحسب حاله. فكان الرجل إذا جاء بالصدقة الكثيرة قال المنافقون: هذا وراء ما أكثر الصداقة ابتغاء وجه الله، وإذا جاء الرجل الفقير بالصدقة اليسيرة قالوا: إن الله غني عن صاع هذا.

انظر- والعياذ بالله- يلزمون المؤمنين من هنا ومن هنا، كما قال الله (الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ) (التوبة: من الآية 79) أي: إذا تصدقوا بها يستطيعون قالوا: إن الله غني عن صاعك.

وهكذا المنافق شر على المسلمين، فإن رأي أهل البخير لمزهم وإن رأي المقصرين لمزهم، وهو أخبث عباد الله، فهو في الدرك السفلي من النار. والمنافقون في زمننا هذا إذا أرادوا أهل الخير وأهل الدعوة وأهل

কাব ইবনে মালিক? তখন বনু সালিমাহ গোত্রের এক ব্যক্তি তার সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলল এবং তাকে বিদ্রূপ করল, কিন্তু মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার পক্ষ অবলম্বন

করে প্রতিবাদ করলেন। এতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নীরব থাকলেন এবং কোনো উত্তর দিলেন না—না সেই ব্যক্তির প্রতি যে বিদ্রূপ করেছিল, আর না তার প্রতি যে উত্তর দিয়েছিল।

তিনি এমতাবস্থায় থাকাকালীন হঠাৎ দূর থেকে একজনকে শুভ্র পোশাকে দেখতে পেলেন, যাকে মরীচিকার শুভ্রতার কারণে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: “তুমি আবু খাইসামা আনসারী হও।” দেখা গেল তিনি আবু খাইসামাই ছিলেন।

এটি হয় নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর অন্তর্দৃষ্টির (ফিরাসাহ) ফল ছিল, অথবা তাঁর প্রখর দৃষ্টিশক্তির কারণে সম্ভব হয়েছিল।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, বাকশক্তি এবং প্রতিটি বিষয়েই মানবজাতির মধ্যে শারীরিক ও আত্মিকভাবে সর্বাধিক শক্তিশালী ছিলেন।

স্ত্রীদের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে তাঁকে ত্রিশ জন পুরুষের শক্তি প্রদান করা হয়েছিল—তাঁর ওপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক—তেমনিভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁকে অসীম শক্তি দান করা হয়েছিল। আমার রবের সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক।

এই আবু খাইসামাই সেই ব্যক্তি, যিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সদকা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তখন এক 'সা' (পরিমাপক) পরিমাণ দান করেছিলেন। তখন মানুষ তাদের নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সদকা প্রদান করছিল। কোনো ব্যক্তি যখন অধিক পরিমাণে সদকা নিয়ে আসত, তখন মুনাফিকরা বলত: "এ তো লোকদেখানো, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এত অধিক সদকার কী প্রয়োজন!" আর যখন কোনো দরিদ্র ব্যক্তি সামান্য সদকা নিয়ে আসত, তখন তারা বলত: "আল্লাহ এই এক সা' সদকার মুখাপেক্ষী নন।"

দেখুন—আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি—তারা মুমিনদের এভাবে চতুর্দিক থেকে বিদ্রূপ করত, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "মুমিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদকা দেয় এবং যারা নিজেদের শ্রম ব্যতিরেকে আর কিছুই পায় না, তাদের যারা বিদ্রূপ করে..." (সূরা আত-তাওবাহ: ৭৯)। অর্থাৎ, যখন মুমিনরা তাদের সাধ্যমতো সদকা করত, তখন মুনাফিকরা বলত: আল্লাহ তোমার এই এক সা'র মুখাপেক্ষী নন।

এভাবেই মুনাফিকরা মুসলমানদের জন্য অমঙ্গলজনক; তারা কল্যাণকামী বা দানশীল ব্যক্তিদের দেখলে তাদের বিদ্রূপ করে, আবার অভাবীদের দেখলেও তাদের নিয়ে উপহাস

করে। তারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্টতম এবং তারা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে। আমাদের বর্তমান সময়ের মুনাফিকরাও যখন নেককার মানুষ, দাঈ (ইসলামের দিকে আহ্বানকারী) এবং পুণ্যবান ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে...

(ص: 136) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا: هؤلاء متزمتون، هؤلاء متشددون، وهؤلاء أصوليون، هؤلاء رجعيون، وما أشبه ذلك من الكلام.

فكل هذا موروث عن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. لا تقولوا ليس عندنا منافقون بل عندنا منافقون ولهم علامات كثيرة!!

وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - في كتابه ((مدارج السالكين)) في الجزء الأول صفات كثيرة من صفات المنافقين، كلها مبينة في كتاب الله عز وجل متزمت، هذا بخيل، لله غني عن صدقته. وإذا رأيت رجلاً يلزم المؤمنين من هنا ومن هنا، فاعلم أنه منافق والعباد بالله) الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (التوبة: 79)

79) الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (التوبة: 79) الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (التوبة: 79) فَاسْتَفْدْنَا مِنَ الْحَدِيثِ فَأُثِرَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ:

الفائدة الأولى: أن الإنسان لا ينبغي له أن يتأخر عن فعل الخير، بل لابد أن يتقدم ولا يتهاون أو يتكاسل.

وأذكر حديثاً قاله النبي- عليه الصلاة والسلام في الذين يتقدمون إلى المسجد ولكن لا يتقدمون إلى الصف الأول، بل يكونون في مؤخره. قال ((لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم

সং কাজের আদেশ ও অসং কাজের নিষেধ সম্পর্কে তারা বলে: এরা গোঁড়া, এরা চরমপন্থী, এরা মৌলবাদী, এরা প্রতিক্রিয়াশীল এবং এই জাতীয় আরও অনেক কথা।

এসবই রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগ থেকে শুরু করে আজ অবধি মুনাফিকদের থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত।

আপনারা বলবেন না যে আমাদের মাঝে মুনাফিক নেই, বরং আমাদের মাঝে মুনাফিক রয়েছে এবং তাদের অনেক আলামত বা চিহ্ন রয়েছে!!

ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর "মাদারিজুস সালিকিন" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে মুনাফিকদের অনেক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, যার সবই মহান আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

তারা বলে—এ তো গোঁড়া, ও তো কৃপণ, আল্লাহ তার সদকার মুখাপেক্ষী নন। আর আপনি যখন দেখবেন কোনো ব্যক্তি মুমিনদের যত্রতত্র দোষারোপ ও বিদ্রূপ করছে, তখন জেনে রাখুন সে একজন মুনাফিক—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। (মুমিনদের মধ্যে যারা

স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদকা দেয় এবং যারা নিজেদের শ্রম ছাড়া আর কিছুই পায় না, তাদের যারা বিদ্রূপ করে ও উপহাস করে; আল্লাহ তাদের উপহাস করেন এবং তাদের জন্য রয়েছে

যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি) (আত-তাওবাহ: ৭৯)) (মুমিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদকা দেয়

এবং যারা নিজেদের শ্রম ছাড়া আর কিছুই পায় না, তাদের যারা বিদ্রূপ করে ও উপহাস করে;

আল্লাহ তাদের উপহাস করেন এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি) (আত-তাওবাহ:

৭৯)) (মুমিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদকা দেয় এবং যারা নিজেদের শ্রম ছাড়া আর

কিছুই পায় না, তাদের যারা বিদ্রূপ করে ও উপহাস করে; আল্লাহ তাদের উপহাস করেন এবং

তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি) (আত-তাওবাহ: ৭৯) এই হাদিস থেকে আমরা দুটি

মহান শিক্ষা লাভ করি:

প্রথম শিক্ষা: মানুষের উচিত নয় ভালো কাজ করতে বিলম্ব করা, বরং তাকে অবশ্যই অগ্রগামী হতে হবে এবং কোনো প্রকার অবহেলা বা অলসতা করা যাবে না।

আমি সেই হাদিসের কথা উল্লেখ করছি যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐসব লোকদের সম্পর্কে বলেছেন যারা মসজিদে আগেভাগে আসে কিন্তু প্রথম কাতারে এগিয়ে যায় না, বরং পেছনের কাতারে অবস্থান করে। তিনি বলেছেন: ((কোনো সম্প্রদায় সর্বদা পিছিয়ে থাকতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহও তাদের পিছিয়ে দেন...

(ص: 137) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الله) .

إذا عود الإنسان نفسه على التأخير آخره الله عز وجل. فبادر بالأعمال الصالحة من حين أن يأتي طلبها من عند الله عز وجل.

الفائدة الثانية: أن المنافقين يلمزون المؤمنين، إن تصدق المسلمون بكثير قالوا: هؤلاء مراؤون، وإن قللوا بحسب طاقتهم قالوا: إن الله غني عن عملك وغني عن صاعك، كما سبق.

وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: ((من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربها لصاحبه- أي: بما يعادل تمرة- كما يربي أحدكم فلوه- أي مهرة: الحصان الصغير - حتى تكون مثل الجبل، وهي تمرة أو ما يعادلها.

بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ((اتقوا النار ولو بشق تمرة)) ، أي: نصف
تمرة. بل قال الله عز وجل: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ) (وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) (الزلزلة: 8/7) ، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين.

(আল্লাহ)।

যদি কোনো ব্যক্তি নিজেকে বিলম্ব করতে অভ্যস্ত করে তোলে, তবে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্ল তাকে পিছিয়ে দেন। সুতরাং যখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নেক আমলের আহ্বান আসে, তখনই তা পালনে সচেষ্ট হও।

দ্বিতীয় শিক্ষা: মুনাফিকরা মুমিনদের বিদ্রূপ করে; যদি মুসলমানরা অধিক দান করে, তবে তারা বলে: ‘এরা লোকদেখানো কাজ করছে’। আর যদি তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অল্প দান করে, তবে তারা বলে: ‘আল্লাহ তোমার আমল ও তোমার এই এক সা (শস্যের পরিমাণ) থেকে অমুখাপেক্ষী’, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে: “যে ব্যক্তি বৈধ উপার্জন থেকে একটি খেজুর সমপরিমাণ সদকা করে—আর আল্লাহ পবিত্র বস্তু ছাড়া অন্য কিছু কবুল করেন না—নিশ্চয়ই আল্লাহ তা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন, অতঃপর তা দাতার জন্য বৃদ্ধি করতে থাকেন—অর্থাৎ যা একটি খেজুরের সমান ছিল—যেমন তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন-পালন করে বড় করে, এমনকি তা পাহাড়ের সমান হয়ে যায়। অথচ তা ছিল মাত্র একটি খেজুর বা তার সমপরিমাণ।”

বরং রাসূল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেছেন: “তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাকো, একটি খেজুরের অর্ধাংশ দিয়ে হলেও।” অর্থাৎ: অর্ধেক খেজুর। এমনকি আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্ল বলেছেন: “অতঃপর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে” (সূরা যিলযাল: ৭-৮)। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

يقول رضي الله عنه: إنه لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع قافلاً من الغزو، بدأ يفكر ماذا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع؟ يريد أن يتحدث بحديث وإن كان كذباً، من أجل أن يعذره النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وجعل يشاور ذوي الرأي من أهله ماذا يقول، ولكن يقول رضي الله عنه: فلما بلغ من الباطل، وعزم على أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم الحق، يقول: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ودخل المسجد، وكان من عادته وسنته أنه إذا قدم بلده فأول ما يفعل أن يصلي في المسجد عليه الصلاة والسلام، وهكذا أمر جابراً- رضي الله عنه كما سأذكره إن شاء الله، فدخل المسجد وصلي وجلس للناس فجاءه المخلفون الذين تخلفوا من غير عذر من المنافقين، وجعلوا يحلفون له إنهم معذورون، فبايعهم ويستغفر لهم ولكن ذلك لا يفيدهم والعياذ بالله؛ لأن الله قال: (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ) (التوبة: من الآية 80)، فيقول: أما أنا فعزمت أن اصدق النبي - عليه الصلاة والسلام - وأخبره بالصدق، فدخلت المسجد فسلمت عليه، فتبسم تبسم المغضب- أي:

الذي غير راض عني- ثم قال: ((تعال)) فلما دنوت منه قال لي: ((ما خلفك؟)). فقال رضي الله عنه: يا رسول الله إني لم أتخلف لعذر، وما جعت راحلتين قبل غزوتي هذه، وإني لو جلست عند أحد من ملوك الدنيا لخرجت منه بعذر، فلقد أوتيت جدلاً- يعني لو أنني جلست عند شخص من الملوك لعرفت كيف أتخلص منه لأن الله أعطاني جدلاً- ولكني لا

তিনি (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বলেন: যখন তাঁর কাছে সংবাদ পৌঁছাল যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছেন, তখন তিনি চিন্তা করতে শুরু করলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফিরে আসলে তিনি তাঁকে কী বলবেন? তিনি কোনো কথা বলতে চাচ্ছিলেন যদিও তা মিথ্যা হতো, যাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে অব্যাহতি দেন। তিনি তাঁর পরিবারের বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করতে লাগলেন যে তিনি কী বলবেন। কিন্তু তিনি (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বলেন: যখন অসত্যের চিন্তা দূর হয়ে গেল এবং তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে সত্য প্রকাশ করার দৃঢ় সংকল্প করলেন। তিনি বলেন: অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় পৌঁছালেন এবং মসজিদে প্রবেশ করলেন। তাঁর অভ্যাস ও সুন্নাত ছিল যে, যখন তিনি সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখন প্রথম কাজ হিসেবে তিনি মসজিদে সালাত আদায় করতেন (তাঁর ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক)। এভাবেই তিনি জাবির (রা.)-কেও নির্দেশ দিয়েছিলেন—যেমনটি আমি ইনশাআল্লাহ পরে উল্লেখ করব। এরপর তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন, সালাত আদায় করলেন এবং লোকজনের উদ্দেশ্যে বসলেন। তখন পেছনে রয়ে যাওয়া সেই মুনাফিকরা এল যারা কোনো ওজর ছাড়াই যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিল এবং তারা তাঁর কাছে কসম খেতে লাগল যে তারা ওজরগ্রস্ত ছিল। তিনি তাদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, কিন্তু তা তাদের কোনো উপকারে আসবে না, আল্লাহ রক্ষা করুন; কারণ আল্লাহ বলেছেন: (আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা না করুন, আপনি যদি সত্তর বারও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবে আল্লাহ কখনোই তাদের ক্ষমা করবেন না) (সূরা আত-তাওবাহ: ৮০ নং আয়াতের অংশ)। তিনি বলেন: কিন্তু আমি নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর কাছে সত্য বলার এবং তাঁকে প্রকৃত ঘটনা জানানোর সংকল্প করলাম। আমি মসজিদে প্রবেশ করে তাঁকে সালাম দিলাম, তখন তিনি রাগান্বিত ব্যক্তির ন্যায় মুচকি হাসলেন— অর্থাৎ:

যিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট— এরপর তিনি বললেন: "কাছে এসো।" আমি যখন তাঁর নিকটবর্তী হলাম, তিনি আমাকে বললেন: "কিসে তোমাকে পেছনে ফেলে রেখেছিল?"।

তিনি (রা.) বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি কোনো ওজরের কারণে পেছনে থাকিনি। এই যুদ্ধের পূর্বে আমার নিকট কখনোই দুটি বাহন একত্রে ছিল না। আমি যদি দুনিয়ার কোনো রাজাবাদশাহর কাছে বসতাম, তবে ওজর পেশ করে তাঁর নিকট থেকে নিষ্কৃতি পেতাম; কেননা

আমাকে বাকপটুতা দান করা হয়েছে— অর্থাৎ আমি যদি কোনো রাজার কাছে বসতাম তবে জানতাম কীভাবে যুক্তি দিয়ে পার পাওয়া যায়, কারণ আল্লাহ আমাকে তর্কে পারদর্শিতা দান করেছেন— কিন্তু আমি তা করব না...

(ص: 139) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

أحدثك اليوم حديثاً ترضي به عني فيوشك أن يسخط الله على في ذلك. رضي الله عنه.

انظر إلي الإيمان! قال: لا يمكن أن أحدثك بالكذب، ولو حدثتك بالكذب، ورضيت عني اليوم، فإنه يوشك أن يسخط الله علي.
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، فأجله.
وفي هذا من الفوائد:

أولاً: أن الله سبحانه وتعالى قد يمن على العبد فيعصمه من المعصية إذا علم من قلبه حسن النية.
فإن كعباً- رضي الله عنه لما هم أن يزور على الرسول عليه الصلاة والسلام جلي الله ذلك عن قلبه وأزاحه عن قلبه، وعزم على أن يصدق النبي عليه الصلاة والسلام.

ثانياً: أنه ينبغي للإنسان إذا قدم بلدة، أن يعبد إلي المسجد قبل أن يدخل إلي بيته فيصلّي فيه ركعتين، لأن هذه سنة النبي- عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية. أما الفعلية: فكما في حديث كعب بن مالك.

وأما القولية: فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حين باع علي النبي صلى الله عليه وسلم جملة في أثناء الطريق واستثنى أن يركبه إلي المدينة وأعطاه النبي صلى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْطُهُ، فَقَدِمَ جَابِرُ الْمَدِينَةِ وَقَدَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَبْلَهُ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ

আজ আমি আপনার নিকট এমন কথা বলব যাতে আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, কিন্তু অচিরেই আল্লাহ আমার ওপর অসন্তুষ্ট হবেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

ঈমানের গভীরতা লক্ষ্য করুন! তিনি বললেন: আমার পক্ষে আপনার নিকট মিথ্যা বলা সম্ভব নয়; যদি আমি আপনার কাছে মিথ্যা বলতাম এবং আপনি আজ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হতেন, তবে অচিরেই আল্লাহ আমার ওপর রাগান্বিত হতেন।

অতঃপর তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সত্য কথা জানানলেন, ফলে তিনি (নবী) তাকে অবকাশ দিলেন।

এর মধ্যে বেশ কিছু শিক্ষা রয়েছে:

প্রথমত: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোনো বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করতে পারেন এবং তাকে পাপাচার থেকে রক্ষা করতে পারেন, যখন তিনি তার অন্তরে সৎ উদ্দেশ্য দেখতে পান।

কেননা কাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন রাসূল (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর সমীপে মিথ্যা অজুহাত পেশ করার সংকল্প করেছিলেন, তখন আল্লাহ তাঁর অন্তর থেকে সেই চিন্তা দূর করে দিলেন এবং সরিয়ে দিলেন, আর তিনি নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর নিকট সত্য বলার দৃঢ় সংকল্প করলেন।

দ্বিতীয়ত: মানুষের জন্য উচিত হলো যখন সে নিজ শহরে পদার্পণ করবে, তখন নিজ গৃহে প্রবেশের পূর্বে মসজিদে গমন করা এবং সেখানে দুই রাকাত নামাজ আদায় করা। কারণ এটি নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর বাচনিক ও ব্যবহারিক সুন্নাহ। ব্যবহারিক সুন্নাহর বিষয়টি কাব বিন মালিকের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

আর বাচনিক সুন্নাহর বিষয়টি হলো: জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) যখন পথিমধ্যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে নিজের উটটি বিক্রয় করেছিলেন এবং মদিনা পর্যন্ত তাতে আরোহণ করার শর্ত রেখেছিলেন, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর শর্ত মঞ্জুর করেছিলেন। এরপর জাবির মদিনায় পৌঁছালেন, যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পূর্বেই পৌঁছেছিলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহর নিকট এলেন—

فأمره أن يدخل المسجد ويصلي ركعتين.
وما أظن أحداً من الناس اليوم - إلا قليلاً - يعمل هذه السنة، وهذا لجهل الناس
بهذا، وإلا فهو سهل والحمد لله.
وسواء صليت في مسجدك الذي كنت تصلي فيه القريب من بيتك، أو صليت في أدنى
مسجد من مساجد البلد الذي أنت فيه حصلت السنة.
ثالثاً: أن كعب بن مالك - رضي الله عنه - رجل قوي الحجة فصيح، ولكن لتقواه وخوفه
من الله امتنع أن يكذب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحق.
رابعاً: أن الإنسان المغضب قد يتسم، فإذا قال قائل: كيف أعرف أن هذا تبسم
رضاً أو تبسم سخط؟
قلنا: إن هذا يعرف بالقرائن، كتلون الوجه وتغيره.

فالإنسان يعرف أن هذا الرجل تبسم رضاً بما صنع أو تبسم سخطاً عليه.
خامساً: أنه يجوز للإنسان أن يسلم قائماً على القاعد؛ لأن كعباً سلم وهو قائم،
فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ((تعال)).
سادساً: أن الكلام عن قرب أبلغ من الكلام عن بعد، فإنه كان بإمكان الرسول صلى
الله عليه وسلم أن يكلم كعب بن مالك ولو كان بعيداً عنه، لكنه أمره أن يدنو

অতঃপর তিনি তাকে মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকাত সালাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন।
আর আমি মনে করি না যে বর্তমান সময়ে খুব অল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত অন্য কেউ এই
সুন্নতের ওপর আমল করে। মানুষের মাঝে এ বিষয়ে অজ্ঞতাই এর মূল কারণ; অথচ এটি
অত্যন্ত সহজ কাজ, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

আপনি আপনার বাড়ির কাছের সেই মসজিদে সালাত আদায় করুন যেখানে আপনি সচরাচর সালাত আদায় করেন, কিংবা আপনি যে জনপদে অবস্থান করছেন তার নিকটতম কোনো মসজিদে সালাত আদায় করুন—উভয় ক্ষেত্রেই সুন্নতটি আদায় হয়ে যাবে।

তৃতীয়ত: কাব ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অত্যন্ত বাকপটু ও প্রখর যুক্তিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁর আল্লাহভীতি ও তাকওয়ার কারণে তিনি মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকলেন এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সত্য কথা জানালেন।

চতুর্থত: রাগান্বিত ব্যক্তিও অনেক সময় মুচকি হাসেন। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করেন: আমি কীভাবে বুঝব যে এটি সন্তুষ্টির হাসি নাকি অসন্তুষ্টির হাসি?

আমরা বলব: এটি বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক আলামত দ্বারা বোঝা যায়, যেমন চেহারার বর্ণ পরিবর্তন হওয়া বা অবস্থার রূপান্তর।

ফলে মানুষ বুঝতে পারে যে, এই ব্যক্তিটি তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে হেসেছেন নাকি তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে হেসেছেন।

পঞ্চমত: দণ্ডায়মান ব্যক্তির পক্ষে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া বৈধ; কারণ কাব দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় সালাম দিয়েছিলেন, অতঃপর নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বললেন: "কাছে এসো"।

ষষ্ঠত: দূর থেকে কথা বলার চেয়ে নিকট থেকে কথা বলা অধিকতর প্রভাবশালী। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষে কাব ইবনে মালিকের সাথে দূর থেকেও কথা বলা সম্ভব ছিল, কিন্তু তিনি তাকে কাছে আসার নির্দেশ দিলেন।

(ص: 141) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

منه؛ لأن هذا أبلغ في الأخذ والرد والمعاتبة، فلذلك قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ((ادن)).

سابعاً: كمال يقين كعب بن مالك- رضي الله عنه حيث أنه قال: أنني أستطيع أن أخرج بعذر من الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن لا يمكن أن أخرج منه بعذر يعذرني فيه اليوم ثم يغضب الله على فيه غداً.

ثامناً: إن الله يعلم السر وأخفي، فإن كعباً خاف أن يسمع الله قوله ومحاورته للرسول- عليه الصلاة والسلام فينزل الله فيه قرآناً، كما أنزل في قصة البراءة المجادلة التي جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو زوجها حين ظاهر منها، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهَا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ: (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) (المجادلة: 1).

يقول كعب: إنه أتى إلي الرسول صلي الله عليه وسلم وصدقه القول وأخبره أنه لا عذر له لا في بدنه ولا في ماله، بل إنه لم يجمع راحلتين في غزوة قبل هذه. فقال النبي صلي الله عليه وسلم: ((أما هذا فقد صدق)) ويكفي له فخراً أن وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بالصدق: ((أما هذا فقد صدق، فأذهب حتى يقضي الله فيك ما شاء)). فذهب الرجل مستسلاً لأمر الله عز وجل مؤمناً بالله، وأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.

فلحقه قوم من بني سليه من قومه وجعلوا يزينون له أن يرجع عن إقراره، وقالوا له: إنك لم تذنّب ذنباً قبل هذا، يعني مما تخلفت به عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ويكفيك أن ستغفر لك رسول الله صلي الله عليه وسلم وإذا استغفر لك

থেকে; কারণ এটি যুক্তি-তর্ক ও অনুযোগের ক্ষেত্রে অধিক কার্যকর। এজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: "কাছে আসো।"

সপ্তম: কাব ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ইয়াকীনের পূর্ণতা। কেননা তিনি বলেছিলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে কোনো ওজর পেশ করে রেহাই পেতে পারি, কিন্তু এমন কোনো ওজর পেশ করা সম্ভব নয় যার কারণে তিনি আজ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন অথচ কাল মহান আল্লাহ আমার ওপর রাগান্বিত হবেন।

অষ্টম: নিশ্চয়ই আল্লাহ গোপন ও অতি গোপন সবকিছু জানেন। কাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ভয় পাচ্ছিলেন যে, আল্লাহ হয়তো তার কথা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তার কথোপকথন শুনে ফেলবেন এবং তার ব্যাপারে পবিত্র কুরআন নাযিল করবেন; যেমনটি নাযিল করেছিলেন সেই তর্ককারিণী নারীর ঘটনায়, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন যখন সে তার সাথে ‘যিহার’ করেছিল। তখন আল্লাহ তার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত নাযিল করেন: "আল্লাহ অবশ্যই সেই নারীর কথা শুনেছেন, যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছিল এবং আল্লাহর কাছে অভিযোগ পেশ করছিল। আল্লাহ আপনাদের উভয়ের কথোপকথন শোনেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা আল-মুজাদালাহ: ১)।

কাব বলেন: তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন এবং সত্য কথা বললেন। তিনি তাকে জানালেন যে, তার শারীরিক বা আর্থিক কোনো ওজর ছিল না; বরং ইতিপূর্বে কোনো যুদ্ধে তিনি দু’টি বাহন একত্রে সংগ্রহ করতে পারেননি (কিন্তু এই যুদ্ধের সময় পেরেছিলেন)।

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "এর কথা ধরলে, সে সত্য বলেছে।" তার জন্য এই গর্বটুকুই যথেষ্ট যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সত্যবাদী হিসেবে বর্ণনা করেছেন: "এর কথা ধরলে, সে সত্য বলেছে। সুতরাং তুমি যাও, যতক্ষণ না আল্লাহ তোমার ব্যাপারে যা ইচ্ছা ফয়সালা করেন।" অতঃপর সেই ব্যক্তি মহান আল্লাহর নির্দেশের প্রতি আত্মসমর্পণকারী এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে চলে গেলেন; এই বিশ্বাস নিয়ে যে, আল্লাহ যা চান তাই হয়, আর যা চান না তা হয় না।

এরপর তার কওমের বনু সালিমা গোত্রের কিছু লোক তার পিছু নিল এবং তাকে তার স্বীকৃতি থেকে ফিরে আসার জন্য প্রলুব্ধ করতে লাগল। তারা তাকে বলল: "তুমি এর আগে কখনো কোনো গুনাহ করেনি—অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে না গিয়ে পিছিয়ে থাকার মতো কোনো কাজ করেনি। তোমার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনাই যথেষ্ট হবে। আর যদি তিনি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন..."

الرسول صلي الله عليه وسلم غفر الله لك، فارجع كذب نفسك، قل إني معذور، حتى يستغفر لك الرسول عليه الصلاة والسلام فيمن استغفر لهم ممن جاؤوا يعتذرون إليه. فهم أن يفعل رضي الله عنه، ولكن الله سبحانه أنقذه وكتب له هذه المنقبة العظيمة التي تتلي في كتاب الله إلي يوم القيامة.

فسال قونه: هل أحد صنع مثلها صنعت؟ قالوا: نعم، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، قالا مثلها قلت، وقيل لهما مثلها قيل لك.

يقول: ((فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرًا لي فيهما أسوة)).
أحياناً يقيض الله للإنسان ما يجعله يدع الشر اقتداء بغيره وتأسياً به.
فهو- رضي الله عنه لما ذكر له هذان الرجلان- وهما من خيار عباد الله من الذين شهدوا بدرًا - فقال: ((لي فيهما أسوة فمضيت)) أي: لم يرجع إلي النبي عليه الصلاة والسلام.

فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يهجرهم فلا يكلموهم.

فهجرهم المسلمون، ولكنهم بعد ذلك صاروا يمشون وكأنهم بلا عقول، قد ذهلوا، وتنكرت لهم الأرض فما هي بالأرض التي كانوا يعرفونها؛ لأنهم يمشون إن سلموا لا يرد عليهم السلام، وإن قابلهم أحد لم يبدأهم بالسلام. وحتى النبي- عليه الصلاة والسلام وهو أحسن الناس خلقاً- لا يسلم عليهم السلام العادي.
يقول كعب: كنت أحضر واسلم على النبي صلي الله عليه وسلم فلا أدري: أحرك شفتيه برد السلام أم لا.

هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وما ظنك برجل يهجر في هذا

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। সুতরাং আপনি ফিরে যান এবং নিজের বক্তব্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুন; বলুন যে আপনি ওজরগ্রস্ত ছিলেন, যাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই সব ব্যক্তিদের ন্যায় আপনার জন্য ইস্তিগফার করেন যারা তাঁর নিকট এসে ওজর পেশ করেছিল। তিনি (কাআব রাযিয়াল্লাহু আনহু) এমনটি করার সংকল্প করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে রক্ষা করেন এবং তার জন্য এই মহান মর্যাদা নির্ধারিত করেন যা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর কিতাবে পঠিত হবে।

অতঃপর তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করলেন: আমি যা করেছি এমনটি কি আর কেউ করেছে? তারা বলল: হ্যাঁ, হিলাল ইবনে উমাইয়্যাহ এবং মুরারাহ ইবনে রাবি'ও আপনার মতোই বলেছে এবং তাদেরও তেমনটিই বলা হয়েছে যেমনটি আপনাকে বলা হয়েছে।

তিনি বলেন: ((অতঃপর তারা আমার নিকট এমন দুইজন নেককার ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যারা বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন এবং যাদের অনুসরণের মধ্যে আমার জন্য আদর্শ ছিল))।

কখনো কখনো আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য এমন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দেন যা তাকে অন্যের অনুসরণের মাধ্যমে মন্দ কাজ পরিহার করতে সহায়তা করে।

অতঃপর তিনি—রাযিয়াল্লাহু আনহু—যখন তাঁর নিকট এই দুই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হলো যারা আল্লাহর সর্বোত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত এবং যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তখন তিনি বললেন: ((তাদের মধ্যে আমার জন্য আদর্শ রয়েছে, তাই আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল থাকলাম))। অর্থাৎ তিনি নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর নিকট ফিরে গিয়ে নিজের কথা পরিবর্তন করেননি।

অতঃপর নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) লোকদের নির্দেশ দিলেন যেন তারা তাদের বর্জন করে এবং তাদের সাথে কোনো কথাবার্তা না বলে।

অতঃপর মুসলমানরা তাদের বর্জন করল, ফলে তাদের অবস্থা এমন হলো যেন তারা দিশেহারা হয়ে পথ চলছে। তারা স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল এবং পৃথিবী তাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়ে গিয়েছিল; এটি যেন সেই পৃথিবী নয় যা তারা চিনত। কারণ তারা যখন পথ চলত, যদি সালাম দিত তবে কেউ তার উত্তর দিত না, আর যদি কারো সাথে দেখা হতো তবে কেউ আগে বেড়ে

তাদের সালাম দিত না। এমনকি নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)—যিনি চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বোত্তম মানুষ—তিনিও তাদের সাথে স্বাভাবিক সালাম বিনিময় করতেন না।

কাআব বলেন: আমি উপস্থিত হতাম এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সালাম দিতাম, কিন্তু আমি বুঝতে পারতাম না যে তিনি সালামের উত্তর দিতে তাঁর গুপ্তদয় নেড়েছেন কি না।

ইনি স্বয়ং নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম), এমতাবস্থায় সেই ব্যক্তির অবস্থা কেমন হতে পারে যাকে এমন পরিস্থিতিতে বর্জন করা হয়েছে।

(ص: 143) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

المجتمع الإسلامي الذي هو خير القرون؟ إنها ستضيّق عليه الأرض، وفعلاً ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وبقوا علي هذه الحال مدة خمسين يوماً، أي: شهراً كاملاً وعشرين يوماً. والناس قد هجروهم فلا يسلمون عليهم. ولا يردون السلام إذا سلموا. وكأنهم في الناس لإبل جرب لا يقربهم أحد. فضاقت عليهم الأمور وصعبت عليهم الأحوال، وفروا إلى الله عز وجل، ولكن مع ذلك لم يكن كعب بن مالك يدع الصلاة مع الجماعة.

فكان يحضر ويسلم على تانبي عليه الصلاة والسلام ولكن في آخر الأمر ربها يتخلف عن الصلوات لما يجد في نفسه من الضيق والحرّج؛ لأنه يخلّج أن يأتي إلي قوم يصلي معهم وهم لا يكلمونه أبداً، لا بكلمة طيبة ولا بكلمة تأنيب، فتركهم بالكلمة، فضاقت عليهم الأرض، وبقوا علي هذه الحالة خمسين ليلة تامة، ولما تمت لهم أربعون ليلة أرسل إليهم النبي- عليه الصلاة والسلام أن يعتزلوا نساءهم. إلي هذا الحد، فرق بينهم وبين نساءهم.

وما ظنك برجل مثل كعب بن مالك وهو شاب يعزل عن امرأته؟ أمر عظيم: ((إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك)) قال: أطلقها أم ماذا؟ لأنه لو قال أطلقها لطلقها بكل سهولة؛ طاعة الله ورسوله، فسأل قال: أطلقها أم ماذا؟ فقال له رسول الرسول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرك أن تعتزل أهلك. وبقي على ظاهر اللفظ. حتى الصحابي الذي أرسل ما

সেই ইসলামী সমাজ যা সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ ছিল? তাদের জন্য পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, এমনকি তাদের নিজেদের প্রাণও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল এবং তারা নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই। তারা এই অবস্থায় পূর্ণ পঞ্চাশ দিন, অর্থাৎ এক মাস বিশ দিন অতিবাহিত করলেন। লোকজন তাদের সঙ্গে ত্যাগ করেছিল; ফলে তারা তাদের সালাম দিত না এবং তারা সালাম দিলে তার উত্তরও দিত না। মানুষের মাঝে তাদের অবস্থা এমন ছিল যেন তারা খুজলি-পাঁচড়া আক্রান্ত উট, যাদের কাছে কেউ ঘেঁষে না। ফলে বিষয়গুলো তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল এবং পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ল। তারা মহান আল্লাহর দিকে ধাবিত হলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও কাব বিন মালিক জামাতের সাথে সালাত ত্যাগ করেননি।

তিনি উপস্থিত হতেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম দিতেন, কিন্তু শেষ পর্যায়ে সম্ভবত তিনি সালাতসমূহে অনুপস্থিত থাকতেন নিজের অন্তরে অনুভূত সংকীর্ণতা ও বিড়ম্বনার কারণে; কারণ তিনি সেই সম্প্রদায়ের কাছে আসতে লজ্জা বোধ করতেন যাদের সাথে তিনি সালাত আদায় করতেন অথচ তারা কখনোই তাঁর সাথে কথা বলত না—না কোনো ভালো কথা, না কোনো তিরস্কারমূলক কথা। তারা তাদের পুরোপুরি বর্জন করেছিল, ফলে পৃথিবী তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তারা এই অবস্থায় পূর্ণ পঞ্চাশ রাত অতিবাহিত করেন। যখন তাদের চল্লিশ রাত পূর্ণ হলো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিকট এই মর্মে সংবাদ পাঠালেন যে, তারা যেন তাদের স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকে। এই পর্যায় পর্যন্ত তাদের ও তাদের স্ত্রীদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হয়েছিল।

কাব বিন মালিকের মতো একজন ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার কী ধারণা, যিনি ছিলেন একজন যুবক এবং তাঁকে তাঁর স্ত্রী থেকে পৃথক রাখা হয়েছিল? এটি ছিল এক বিশাল ব্যাপার: ((নিশ্চয়ই

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে আপনার স্ত্রী থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন)) তিনি বললেন: আমি কি তাকে তালাক দেব নাকি অন্য কিছু? কারণ যদি তাঁকে বলা হতো তালাক দিতে, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে তিনি অত্যন্ত সহজেই তাকে তালাক দিতেন। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন: আমি কি তাকে তালাক দেব নাকি অন্য কিছু? রাসূলের প্রেরিত ব্যক্তি তাঁকে বললেন: নিশ্চয়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে আপনার পরিবার থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি শব্দের বাহ্যিক অর্থের ওপর অটল থাকলেন। এমনকি যে সাহাবীকে পাঠানো হয়েছিল...

(ص: 144) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

حرف النص، لا معني ولا لفظاً، قال هكذا، قال: ولا أدري.

وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم، ما قال: أظن أنه يريد أن تطلقها، ولا: أظن انه يريد أن لا تطلقها! ما قال شيئاً، بل قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. فقال كعب لزوجته الحقي بأهلك. فدخلت بأهلها.

((فأما صاحبائي فاستكانا في بيوتهما يبكيان)) لأنهما لا يستطيعان أن يمشيا في السواق، والناس قد هجروهم لا يلتفت إليهم أحد، ولا يسلم عليهم أحد، وإذا سلموا لا يرد عليهم السلام، فعجزوا عن تحمل هذه الحال، فبقيا في بيوتهما يبكيان.

يقول: ((وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم)) اشبههم: أقواهم وأجلدهم: أصبرهم. لأنه أشب منهم أصغر منهم سناً، فكان يشهد صلاة الجماعة مع المسلمين، ويطوف بأسواق المدينة لا يكلمه أحد، لا يكلمه أحد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر

بهجرهم، وكان الصحابة- رضي الله عنهم أطوع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

يقول: ((وكنت آتي المسجد فأصلي واسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس للناس بعد الصلاة فأقول: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا)).

أي: ما يرد عليه رداً يسمع، هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً، ولكن امتثالاً لما أوحى الله إليه أن يهجر هؤلاء القوم هجرهم. ويقول: كنت أصلي واسارق النبي صلى الله عليه وسلم النظر، يعني: أنظر إليه أحياناً وأنا أصلي، فإذا قبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت إليه أعرض عني. كل هذا من شدة الهجر.

মূল পাঠের অবিকল বর্ণনা, ভাব বা শব্দ কোনোটিরই পরিবর্তন না করে তিনি এভাবেই বলেছিলেন: আমি জানি না।

আর এটি ছিল সাহাবীগণের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। তিনি এমনটি বলেননি যে: ‘আমার মনে হয় তিনি চাইছেন আপনি তাঁকে তালাক দিয়ে দিন’, অথবা ‘আমার মনে হয় তিনি চাইছেন আপনি তাঁকে তালাক না দিন’! তিনি কিছুই বলেননি, বরং শুধু বলেছেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটি বলেছেন। তখন কাব (রা.) তাঁর স্ত্রীকে বললেন, তুমি তোমার পরিবারের কাছে চলে যাও। ফলে সে তার পরিবারের কাছে চলে গেল।

((তবে আমার অপর দুই সাথী নতিস্বীকার করে ক্রন্দনরত অবস্থায় ঘরেই বসে রইলেন))।

কারণ তাঁরা বাজারে চলাফেরা করতে পারছিলেন না। লোকজন তাঁদের বর্জন করেছিল, কেউ তাঁদের দিকে তাকাচ্ছিল না এবং কেউ তাঁদের সালামও দিচ্ছিল না। এমনকি তাঁরা সালাম দিলে কেউ তার উত্তরও দিচ্ছিল না। এই অবস্থা সহ্য করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না, ফলে তাঁরা ঘরে অবস্থান করে ক্রন্দন করতে থাকলেন।

তিনি বলেন: ((আর আমি ছিলাম লোকদের মধ্যে অধিক তরুণ এবং শক্তিশালী))।

‘আশাব্বাহুম’ অর্থ তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং ‘আজলাদাহুম’ অর্থ তাঁদের মধ্যে

সবচেয়ে ধৈর্যশীল। যেহেতু তিনি তাঁদের তুলনায় অধিক তরুণ এবং বয়সে ছোট ছিলেন, তাই তিনি মুসলমানদের সাথে জামাতে নামাজে উপস্থিত হতেন এবং মদীনার বাজারে ঘোরাফেরা করতেন। কেউ তাঁর সাথে কথা বলত না, কেউ তাঁর সাথে কথা বলত না; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদের বর্জনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি সবচেয়ে অনুগত মানুষ।

তিনি বলেন: ((আমি মসজিদে আসতাম, নামাজ আদায় করতাম এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সালাম দিতাম, যখন তিনি নামাজের পর লোকদের সাথে বসতেন। তখন আমি (মনে মনে) বলতাম: তিনি কি সালামের উত্তর দিতে তাঁর ঠোঁট দুটি নাড়ছেন কি না?))।

অর্থাৎ, তিনি এমন কোনো উত্তর দিতেন না যা শোনা যায়। এটি সত্ত্বেও যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে এই লোকদের বর্জন করার যে ওহী তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল, তা পালন করতেই তিনি তাঁদের বর্জন করেছিলেন।

তিনি আরও বলেন: আমি নামাজ পড়তাম এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দিকে আড়চোখে তাকাতাম। অর্থাৎ, আমি নামাজ পড়া অবস্থায় মাঝে মাঝে তাঁর দিকে তাকাতাম। যখন আমি আমার নামাজের দিকে একাগ্র হতাম, তখন তিনি আমার দিকে তাকাতেন। আর যখন আমি তাঁর দিকে তাকাতাম, তখন তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন। এই সবকিছুই ছিল বর্জনের কঠোরতার কারণে।

(ص: 145) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

يقول: ((فبينما أنا أمشي ذات يوم في أسواق المدينة وطال على جفوة الناس، تسورت حائطاً لأبي قتادة رضي الله عنه) تسورة: دخله من فوق الجدار من دون الباب، وكأن الباب مغلق. والعلم عند الله.

يقول: ((فسلمت عليه، فوالله ما رد على السلام)) وهو ابن عمه وأحب الناس إليه، ومع ذلك لم يرد عليه السلام، مع أن الرجل كان مجفياً من الناس منبوذاً، لا يكلم ولا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام، ومع ذلك لم يعطف عليه ابن عمه أبو قتادة. كل هذا طاعة لله ورسوله؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يحابون أحداً في دين الله ولو كان أقرب الناس إليهم، فقال له: أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يرد عليه.

مرتين يناشده مناشدة هل يعلم أنه يحب الله ورسوله أم لا؟ وأبوقتادة يدرى، ويعلم أن كعب بن مالك يحب الله ورسوله.

فلما رد عليه الثالثة وقال: أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال: الله ورسوله أعلم.

لم يكلمه، فلم يقل: نعم؟ ولا قال: لا.

يقول: ففاضت عيناى، أي: بكى- رضي الله عنه أن رجلاً- ابن عمه- أحب الناس إليه لا يكلمه مع هذه المناشدة العظيمة.

مع أنها- أيضاً- مسألة تعبدية، لأن قوله أنشدك الله هل تعلم أني أحب

তিনি বলেন: "একদিন আমি যখন মদিনার বাজারে হাঁটছিলাম এবং মানুষের এই বিমুখতা যখন আমার কাছে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে গেল, তখন আমি আবু কাতাদা (রা.)-এর বাগানের প্রাচীর টপকে ভেতরে প্রবেশ করলাম।" প্রাচীর টপকানো অর্থ হলো: দরজা দিয়ে না ঢুকে দেয়ালের ওপর দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা, সম্ভবত তখন দরজা বন্ধ ছিল। প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহর নিকট। তিনি বলেন: "আমি তাকে সালাম দিলাম, কিন্তু আল্লাহর শপথ! তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না।" অথচ তিনি ছিলেন তাঁর চাচাতো ভাই এবং মানুষের মধ্যে তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি; তবুও তিনি সালামের উত্তর দেননি। যদিও সে সময় ব্যক্তিটি মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ও বর্জিত অবস্থায় ছিলেন, কেউ তাঁর সাথে কথা বলত না, তাঁকে সালাম দিত না এবং

তাঁর সালামের উত্তরও দিত না; তবুও তাঁর চাচাতো ভাই আবু কাতাদা তাঁর প্রতি কোনো সহানুভূতি দেখাননি।

এই সবকিছুই ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের খাতিরে; কেননা সাহাবীগণ (রা.) আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় পেতেন না এবং আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তারা কাউকেও ছাড় দিতেন না, এমনকি সে যদি তাদের নিকটতম আত্মীয়ও হতো। অতঃপর তিনি তাঁকে বললেন: "আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি জানেন যে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি?" কিন্তু তিনি কোনো উত্তর দিলেন না।

তিনি দুইবার তাকে এভাবে আকুলভাবে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি কি জানেন কি না যে তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসেন? অথচ আবু কাতাদা তা জানতেন, তিনি অবগত ছিলেন যে কাব বিন মালিক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসেন।

যখন তিনি তৃতীয়বার তাকে অনুরোধ করলেন এবং বললেন: "আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি, আপনি কি জানেন যে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি?"

তখন তিনি বললেন: "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত।"

তিনি তাঁর সাথে সরাসরি কথা বলেননি; 'হ্যাঁ'ও বলেননি, আবার 'না'ও বলেননি।

তিনি বলেন: "তখন আমার দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ল," অর্থাৎ তিনি (রা.) কেঁদেছিলেন এই কারণে যে, এক ব্যক্তি—যিনি তাঁর চাচাতো ভাই এবং তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ—এমন মহান দোহাই দেওয়ার পরেও তাঁর সাথে কথা বলছেন না।

অথচ এটি ছিল একটি ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়ও, কারণ তাঁর এই বক্তব্য: "আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি কি জানেন যে আমি ভালোবাসি..."

(ص: 146) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

اللَّهُ ورسوله؟ طلب شهادة، ومع ذلك لم يشهد له، مع أنه يعلم أنه يحب الله ورسوله؛
ففاضت عيناه.

وتسور البستان أي: خرج إلي السوق، فبينما هو يشي إذا برجل نبطي من أنباط الشام- والنبطي الذي ليس بعربي ولا بعجمي، وسوا بذلك لأنهم كانوا يخرجون في البراري يستنبطون الماء- يقول: من يدلني على كعب بن مالك! انظر إلي أهل الشر ينتهزون الفرص! فعندما قال: من يدلني علي كعب بن مالك؟ قلت: أنا هو، فأعطاني الورقة، وكنت كاتباً؛ لأن الكتاب في ذلك العهد قليلون جداً.

يقول: ((فقرأت الكتاب، فإذا فيه: أما بعد، فقد بلغنا أن صاحبك جفاك- يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الملك: ملك غسان كافراً- وإنك لست بدار هوان ولا مضیعة، يعني: تعال إلينا نواسك بأموالنا، وربما نواسيك بملكننا. ولكن الرجل رجل مؤمن بالله تعالي ورسوله، ومحب لله ورسوله صلي الله عليه وسلم. قال: وهذه من البلاء، يعني: هذا من الامتحان. وصد رضي الله عنه، رجل مجفو لا يكلم، مهجور منبوذ حتى من أقرب الناس إليه، لو كان في قلبه ضعف إيمان لا نتهاز الفرصة بدعوة هذا الملك وذهب إليه، لكن عنده إيمان راسخ.

আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে (ভালোবাসেন কি না)? তিনি সাক্ষ্য প্রার্থনা করেছিলেন, তবুও তিনি তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দেননি, যদিও তিনি জানতেন যে তিনি (কা'ব) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসেন; এতে তাঁর চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল।

তিনি বাগানের প্রাচীর টপকে বের হলেন অর্থাৎ বাজারে গেলেন। এমতাবস্থায় তিনি যখন পথ চলছিলেন, তখন সিরিয়ার নাবাতী সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি—নাবাতী বলতে তাদের বোঝায় যারা নিরঙ্কুশ আরবও নয় আবার অনারবও নয়; তাদের এই নামকরণ করা হয়েছে কারণ তারা মরুপ্রান্তরে পানি অনুসন্ধান করে উত্তোলন করত—বলছিল: আমাদের কা'ব ইবনে মালিকের সন্ধান কে দেবে!

পাপাচারী লোকদের দিকে লক্ষ্য করুন, তারা কীভাবে সুযোগের সদ্যবহার করে!

যখন সে বলল: কা'ব ইবনে মালিকের সন্ধান কে আমাকে দেবে? আমি বললাম: আমিই সে।
তখন সে আমাকে একটি পত্র প্রদান করল। আমি লিখতে জানতাম; কারণ সেই যুগে শিক্ষিত বা
লেখকদের সংখ্যা ছিল অতি সামান্য।

তিনি বলেন: "আমি পত্রটি পাঠ করলাম, সেখানে লেখা ছিল: অতঃপর, আমাদের নিকট সংবাদ
পৌঁছেছে যে, তোমার সাথী (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমার সাথে
রুঢ় আচরণ করেছেন—উল্লেখ্য যে, এই রাজা ছিল গাসসান বংশের একজন কাফের—এবং
তুমি তুচ্ছ বা অবহেলিত হওয়ার মতো লোক নও। অর্থাৎ: তুমি আমাদের নিকট চলে এসো,
আমরা আমাদের সম্পদ দ্বারা তোমার সাথে সহমর্মিতা প্রকাশ করব, এমনকি আমাদের
রাজত্বও তোমাকে অংশীদার করতে পারি।

কিন্তু সেই ব্যক্তি (কা'ব) ছিলেন মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি একনিষ্ঠ মুমিন এবং আল্লাহ
ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একনিষ্ঠ অনুরাগী।

তিনি (কা'ব) বললেন: "এটিও একটি মুসিবত," অর্থাৎ এটিও একটি পরীক্ষা। আল্লাহ তাঁর প্রতি
সন্তুষ্ট হোন; তিনি এমন এক ব্যক্তি যাকে বর্জন করা হয়েছিল, যার সাথে কথা বলা হতো না,
এমনকি নিকটতম আত্মীয়দের নিকট থেকেও তিনি ছিলেন পরিত্যক্ত ও নিঃসঙ্গ। যদি তাঁর
অন্তরে ঈমানের সামান্যতম দুর্বলতা থাকত, তবে তিনি এই রাজার আমন্ত্রণের সুযোগ গ্রহণ
করতেন এবং তাঁর নিকট চলে যেতেন। কিন্তু তাঁর ছিল সুদৃঢ় ঈমান।

(ص: 147) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

يقول: قلت: هذه من البلاء. ثم ذهب إلي التنور فسجره فيه: يعني أوقدها بالتنور.
وإنما أوقدها في التنور ولم يجعلها معه لئلا توسوس له نفسه بعد لك ان يذهب إلي
هذا الملك، فأتلفها حتى ييأس منها ولا يحاول ان يجعلها حجة يذهب بها إلي هذا
الملك. ثم بقي علي ذلك مدة.

ففي هذه القطعة من الحديث: دليل على جواز التخلف عن الجماعة إذا كان الإنسان مهجوراً منبوذاً وعجزت نفسه أن تتحمل هذا كما فعل صاحباً كعب بن مالك رضي الله عنهم.

لأنه لا شك أنه من الضيق والحرَج أن يأتي الإنسان إلى المسجد مع الجماعة لا يسلم عليه، ولا يرد سلامه، ومهجور ومنبوذ، هذا تضيق به نفسه ذرعاً ولا يستطيع، وهذا عذر كما قاله العلماء.

ومن فوائد هذا الحديث: شدة امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك ما جري لأبي قتادة رضي الله عنه مع كعب بن مالك رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجب التحرز من أصحاب الشر وأهل السوء الذين ينتهزون الضعف في الإنسان والفرص في إضاعته وهلاكه.

فإن هذا الملك- ملك غسان- انتهز الفرصة في كعب بن مالك- رضي الله عنه يدعوه إلى الضلال لعله يرجع عن دينه إلى دين هذا الملك بسبب هذا الضيق. ومن فوائد الحديث: قوة كعب بن مالك- رضي الله عنه في دين الله وأنه من المؤمنين الخالص، وليس ممن قال الله فيهم) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ

তিনি বলেন: আমি বললাম: এটি এক মহা পরীক্ষা। এরপর তিনি চুল্লির কাছে গিয়ে তাতে তা নিষ্ক্ষেপ করলেন: অর্থাৎ তিনি চুল্লিতে সেটি জ্বালিয়ে দিলেন।

তিনি এটি চুল্লিতে পুড়িয়েছিলেন এবং নিজের কাছে রাখেননি যাতে পরবর্তীতে তার নফস তাকে সেই রাজার কাছে যাওয়ার প্ররোচনা দিতে না পারে। তাই তিনি এটিকে ধ্বংস করে ফেললেন যাতে এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যান এবং সেই রাজার কাছে যাওয়ার জন্য এটিকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা না করেন। এরপর তিনি এভাবেই কিছুদিন অতিবাহিত করলেন।

হাদীসের এই অংশে দলীল পাওয়া যায় যে, কোনো ব্যক্তি যদি সামাজিক বয়কট বা ত্যাজ্য অবস্থায় থাকে এবং তার মন যদি তা সহ্য করতে অক্ষম হয়, তবে জামাতে উপস্থিত না হওয়া জায়েজ; যেমনটি কাব বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর দুই সাথী করেছিলেন।

কারণ এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি অত্যন্ত সংকীর্ণতা ও কষ্টের বিষয় যে, একজন মানুষ জামাতে মসজিদে আসবে অথচ কেউ তাকে সালাম দেবে না, তার সালামের উত্তর দেবে না, সে হবে বয়কটকৃত ও ত্যাজ্য; এতে তার মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং সে তা সহ্য করতে পারে না। আর এটি একটি শরয়ি ওজর হিসেবে গণ্য, যেমনটি উলামায়ে কেরাম বলেছেন।

এই হাদীসের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে একটি হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের কঠোর আনুগত্য। এর প্রমাণ হলো কাব বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে আবু কাতাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর যা ঘটেছিল।

এই হাদীসের আরও একটি শিক্ষা হলো: অশুভ ও মন্দ লোকদের থেকে সতর্ক থাকা আবশ্যিক, যারা মানুষের দুর্বলতা ও সুযোগের অপেক্ষায় থাকে তাকে পথভ্রষ্ট ও ধ্বংস করার জন্য।

কেননা গাসসানের সেই রাজা কাব বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কঠিন পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাকে বিভ্রান্তির দিকে আহ্বান করেছিল, যাতে এই সংকটের কারণে সম্ভবত তিনি নিজ দ্বীন ত্যাগ করে সেই রাজার দ্বীনে ফিরে যান।

এই হাদীসের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হলো: আল্লাহর দ্বীনের ওপর কাব বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর দৃঢ়তা এবং এটি যে তিনি খাঁটি মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আর মানুষের মধ্যে এমনও কেউ আছে যে বলে..."

آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ (العنكبوت: من الآية 10) ،
 فبعض الناس- والعياذ باللّٰه- يقول: آمنا باللّٰه، ولكن إيمانه ضعيف، إذا أُوذِيَ فِي اللَّهِ
 ارتد- والعياذ باللّٰه- وفسق وترك الطاعة، وكعب بن مالك رضي الله عنه أُوذِيَ فِي اللَّهِ
 إيذاءً أيماً أيماً أيذاءً، لكنه صبر واحتسب وانتظر الفرَج، ففرج الله له تفريجاً لم
 يكن لأحد غيره وصاحبيه، أنزل الله فيهم ثناء عليهم آيات تتلي إلي يوم القيامة.
 نحن نقرأ قصتهم في القرآن في صلاتنا! وهذا فضل عظيم النبي صلي الله عليه وسلم
 قصتهم تقرأ في الصلاة، في الصلوات الخمس، في صلاة النافلة، سرا وعلناً.
 ومن فوائد هذا الحديث أيضاً: أنه ينبغي للإنسان إذا رأى فتنة أو خوف فتنة أن
 يتلف هذا الذي يكون سبباً لفتنة.
 فَإِنْ كُفِبَا لَهَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ تَمِيلَ فِيهَا بَعْدَ إِلَيَّ هَذَا الْبَلْكَ وَيَتَّخِذَ هَذِهِ الْوَرَقَةَ
 وَثِيْقَةً، حَرَقَهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
 ومن ذلك: - أيضاً ما جري لسيلمان بن داود- عليهما الصلاة والسلام- حينما عرضت
 عليه الخيل الصافنات الجياد في وقت العصر، فغفل وذهل- بها عرض عليه- عن
 الصلاة حتى غابت الشمس، فلما غابت الشمس وهو لم يصل العصر دعاً بهذه الخيل
 الصافنات الجياد فجعل يضرب أعناقها وسوقها، يعني: جعل يقتلها ويعقرها انتقاماً
 من نفسه لنفسه، لأنه انتقم من نفسه التي لهت بهذه الصافنات الجياد عن ذكر
 الله) فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (ص: 32)
 فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (ص: 32) رُدُّوْهَا
 عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (رُدُّوْهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ)
 (ص: 32/33) . فاليهم أنك إذا رأيت شيئاً من

"আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি; কিন্তু আল্লাহর পথে যখন সে নির্যাতিত হয়, তখন সে
 মানুষের পক্ষ থেকে আসা পরীক্ষাকে আল্লাহর আযাবের ন্যায় গণ্য করে।" (আল-আনকাবুত:
 ১০ নং আয়াতের অংশ)। ফলে কিছু মানুষ—আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি—বলে:

"আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি", কিন্তু তাদের ঈমান অত্যন্ত দুর্বল। যখন আল্লাহর পথে তারা কোনো কষ্টের শিকার হয়, তখন তারা ধর্মত্যাগ করে—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—পাপাচারে লিপ্ত হয় এবং আনুগত্য বর্জন করে। অথচ কাব বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর পথে চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন, সওয়াবের আশা রেখেছিলেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সংকটের অবসানের অপেক্ষা করেছিলেন। ফলে আল্লাহ তাকে এমনভাবে সংকটমুক্ত করেছিলেন যা অন্য কারো এবং তার দুই সাথী ব্যতীত আর কারো ভাগ্যে জোটেনি। আল্লাহ তাদের প্রশংসায় এমন সব আয়াত অবতীর্ণ করেছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত তিলাওয়াত করা হবে।

আমরা আমাদের সালাতে কুরআনের মধ্য থেকে তাদের কাহিনী পাঠ করি! এটি এক মহান মর্যাদা যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে তাদের কাহিনী সালাতে, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাতে, নফল সালাতে, উচ্চস্বরে এবং নিম্নস্বরে পাঠ করা হতো।

এই হাদীসের শিক্ষাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো: মানুষের যখন কোনো ফিতনা বা পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার অথবা ফিতনায় পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়, তখন ফিতনার কারণ হতে পারে এমন বস্তু বিনাশ করে ফেলা উচিত।

কেননা কাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন নিজের ব্যাপারে এই আশঙ্কা করলেন যে, পরবর্তী সময়ে হয়তো তার মন এই রাজার প্রতি ঝুঁকে পড়তে পারে এবং তিনি এই পত্রটিকে একটি প্রমাণপত্র হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন, তখন তিনি সেটি পুড়িয়ে ফেলেছিলেন।

অনুরূপভাবে—দাউদ তনয় সুলাইমান (আলাইহিমাস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর ক্ষেত্রেও যা ঘটেছিল—যখন আসরের সময় তাঁর সামনে সুবিন্যস্ত ও দ্রুতগামী ঘোড়াগুলো প্রদর্শন করা হচ্ছিল, তখন তিনি প্রদর্শিত সেই ঘোড়াগুলোর মোহে মগ্ন হয়ে সালাত থেকে গাফেল ও বিস্মৃত হয়ে যান, এমনকি সূর্য ডুবে যায়। যখন সূর্য ডুবে গেল অথচ তিনি আসরের সালাত আদায় করতে পারেননি, তখন তিনি সেই সুবিন্যস্ত ও দ্রুতগামী ঘোড়াগুলোকে তলব করলেন এবং সেগুলোর ঘাড় ও পা কাটতে শুরু করলেন। অর্থাৎ, তিনি সেগুলোকে হত্যা ও জবেহ করতে লাগলেন নিজের আত্মার বিরুদ্ধে প্রতিশোধস্বরূপ, কারণ তিনি সেই আত্মার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছিলেন যা আল্লাহর জিকির ছেড়ে এই দ্রুতগামী ঘোড়াগুলোর মোহে লিপ্ত হয়েছিল। "তিনি বললেন: আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণের পরিবর্তে পার্থিব সম্পদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছি, এমনকি সূর্য পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে (অস্তমিত হয়েছে)।" (সোয়াদ: ৩২)।

"তিনি বললেন: আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণের পরিবর্তে পার্থিব সম্পদের প্রতি

আসক্ত হয়ে পড়েছি, এমনকি সূর্য পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে (অস্তমিত হয়েছে)।" (সোয়াদ: ৩২)। "ওগুলোকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো।" অতঃপর তিনি সেগুলোর পা ও ঘাড়ে আঘাত করতে শুরু করলেন। (সোয়াদ: ৩৩)। সারকথা হলো, আপনি যখন এমন কিছু দেখবেন যা...

(ص: 149) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

مَا لَكَ يَصْدُكَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَأَبْعِدْهُ عَنْكَ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ تَكُونُ، حَتَّى لَا يَكُونَ سَبَبًا لِإِلْهَائِكَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ.

فَإِنَّ الَّذِي يُلْهِمِي عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ خَسَارَةً، كَمَا قَالَ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) (المنافقون: 9) .

يقول رضي الله عنه: ((فلما تمت لنا أربعون ليلة)) يعني شهر وعشرة أيام، وكان الوحي قد استلبت فلم ينزل كل هذه المدة، وهذه من حكمة الله عز وجل في الأمور الكبيرة العظيمة، يستلبت الوحي ولا ينزل، كما في هذه القصة، وكما في قصة الإفك حين انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا من حكمة الله عز وجل حتى يتشوف الناس غلي الوحي ويتشوفوا إليه: ماذا سينزل رب العالمين عز وجل؟ فبقي الوحي أربعين ليلة ما نزل، فلما تمت أربعون ليلة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلي كعب وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم أن يعتزلوا نساءهم.

وجاءت زوجة هلال بن أمية إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأنه في حاجة إليها لتخدمه؛ لأنه ليس له خادم، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا يقربها، فقالت: ((إنه والله ما به من حركة إلي شيء)) يعني أنه ليس له شهوة في النساء، وأنه يبكي- رضي الله عنه منذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم إلي يومه هذا، أربعون يوماً يبكي؛ لأنه ما يدري ماذا تكون النهاية. يقول رضي الله عنه: ((فلما مضى عشر ليال بعد هذا، وكنت ذات يوم اصلي الصبح على سطح بيت من بيوتنا)) لأنه كما مر كانوا- رضي الله عنهم-

আপনার যে সম্পদ আপনাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ করে, তা যে কোনো উপায়ে আপনার থেকে দূরে সরিয়ে দিন, যেন তা আপনাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করার কারণ না হয়।

নিশ্চয়ই যা আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করে দেয় তা এক মহা ক্ষতি, যেমন মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: "হে মুমিনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন না করে। আর যারা এরূপ করবে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা আল-মুনাফিকুন: ৯)।

তিনি (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন) বলেন: "অতঃপর যখন আমাদের চল্লিশটি রাত পূর্ণ হলো" অর্থাৎ এক মাস দশ দিন। এই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ওহি বিলম্বিত হয়েছিল এবং অবতীর্ণ হয়নি। এটি গুরুত্বপূর্ণ ও মহান বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর হিকমতের অন্তর্ভুক্ত যে, ওহি বিলম্বিত হয় এবং অবতীর্ণ হয় না; যেমনটি ঘটেছে এই ঘটনায় এবং ইফক বা অপবাদের ঘটনার সময়, যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ওহি আসা বন্ধ ছিল। আর এটি মহান আল্লাহর এক হিকমত যাতে মানুষ ওহির প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হয়ে থাকে এবং তারা উন্মুখ হয়ে রয় যে, বিশ্বজাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহ এখন কী অবতীর্ণ করবেন? ওহি চল্লিশ রাত পর্যন্ত অবতীর্ণ হওয়া থেকে স্থগিত থাকল। অতঃপর যখন চল্লিশ রাত পূর্ণ হলো, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাব এবং তাঁর দুই সাথী হিলাল ইবনে উমাইয়া ও মুরারা ইবনে রাবি (আল্লাহ তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট হোন)-এর নিকট এই বার্তা পাঠালেন যে, তাঁরা যেন তাঁদের স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকেন।

হিলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসলেন এবং তাঁকে অবহিত করলেন যে, হিলাল ইবনে উমাইয়ার দেখাশোনার জন্য তাঁর প্রয়োজন রয়েছে, কারণ তাঁর কোনো খাদেম নেই। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে এই শর্তে অনুমতি দিলেন যেন হিলাল তাঁর নিকটবর্তী না হন। তখন তিনি বললেন: "আল্লাহর শপথ, কোনো কিছুর প্রতিই তাঁর কোনো আগ্রহ নেই," অর্থাৎ নারীদের প্রতি তাঁর কোনো আসক্তি নেই। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদের বর্জনের নির্দেশ দেওয়ার দিন থেকে আজ পর্যন্ত তিনি (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন) রোদন করছেন; দীর্ঘ চল্লিশ দিন ধরে তিনি কাঁদছেন, কারণ তিনি জানতেন না এর শেষ পরিণতি কী হবে।

তিনি (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন) বলেন: "এর পরে যখন আরো দশটি রাত অতিবাহিত হলো, তখন একদিন আমি আমাদের এক ঘরের ছাদে ফজরের সালাত আদায় করছিলাম।" কারণ ইতিপূর্বে যেমনটি অতিক্রান্ত হয়েছে যে, তাঁরা (আল্লাহ তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট হোন)——

(ص: 150) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

قد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، واستنكروا الأرض، واستنكروا الناس، يأتون إلي المسجد لا يكلمهم أحد، وإن سلموا لم يرد عليهم، وإن مر بهم أحد لم يسلم عليهم، ضاقت عليهم الأرض. فصار ذات يوم يصلي الصبح في بيته على سطحه. يقول: ((فسبعت صارخاً يقول وهو على سلع- وهو جبل معروف في المدينة- أوفي عليه وصاح بأعلى صوته يقول: ((يا كعب بن مالك أشري يا كعب بن مالك))!))

يقول: ((فخررت ساجداً، وعرفت أنه قد جاء فرج)) وركب فارس من المسجد يؤمر كعب بن مالك ليبشره، وذهب مبشرون غلي هلال بن أمية ومرارة بن الربيع

يُبشرونها بتوبة الله عليهما. فأنظر إلي فرح المسلمين بعضهم مع بعض، كل يذهب يسعي ويركض من جهة.

يقول: فجاء الصارخ، وجاء صاحب الفرس، فكانت البشري للصارخ؛ لأن الصوت أسرع من الفرس، يقول: فأعطيته ثوبي الإزار والرداء، وليس يملك غيرها، لكن استعار من أهله أو من جيرانه ثوبين فلبسهما، وأعطى ثوبيه هذا الذي بشره. أعطاه كل ما يملك، لا يملك غير الثوبين. لكنها والله بشري عظيمة، بشري من الله سبحانه وتعالى عظيمة، أن ينزل الله توبتهم ويسم عليهم بالتوبة. ثم نزل متوجهاً إلي الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزاه الله عن أمته خيراً—قد بشر الناس بعد صلاة الصبح بأن الله أنزل توبته

বিশাল প্রশস্ততা সত্ত্বেও পৃথিবী তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের নিজেদের প্রাণও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। তারা পৃথিবী এবং মানুষের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়েছিল। তারা মসজিদে আসত কিন্তু কেউ তাদের সাথে কথা বলত না। তারা সালাম দিলে কেউ উত্তর দিত না, আর কেউ তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে তাদের সালাম দিত না। পৃথিবী তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। একদিন তিনি তার ঘরের ছাদে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। তিনি বলেন: "আমি একজন ঘোষণাকারীর কণ্ঠ শুনতে পেলাম, যিনি সাল পর্বতের ওপর—এটি মদিনার একটি সুপরিচিত পাহাড়—উঠে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বলছিলেন: 'হে কাব বিন মালিক, সুসংবাদ গ্রহণ করো! হে কাব বিন মালিক!'"

তিনি বলেন: "তখন আমি সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম এবং বুঝতে পারলাম যে মুক্তি ও স্বস্তির সময় এসেছে।" একজন অশ্বারোহী মসজিদ থেকে কাব বিন মালিকের অভিমুখে দ্রুতবেগে ছুটলেন তাকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য। আবার কিছু সুসংবাদদাতা হিলাল ইবনে উমাইয়া ও মুরারা ইবনে রাবি'র নিকট গমন করলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের তওবা কবুলের সুসংবাদ দিতে। একে অপরের প্রতি মুসলমানদের এই আনন্দ ও সহানুভূতি দেখুন; প্রত্যেকেই বিভিন্ন দিক থেকে তৎপর হয়ে ছুটে আসছিল।

তিনি বলেন: ঘোষণাকারী আসলেন এবং অশ্বারোহীও আসলেন; তবে সুসংবাদের অগ্রগামিতা ঘোষণাকারীই লাভ করলেন, কারণ শব্দ ঘোড়ার চেয়েও দ্রুত পৌঁছায়। তিনি বলেন: আমি তাকে আমার পরিধেয় চাদর ও লুঙ্গি দুটি দিয়ে দিলাম, অথচ আমার কাছে তখন এই দুটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অতঃপর তিনি তার পরিবার বা প্রতিবেশীর কাছ থেকে দুটি কাপড় ধার করে পরিধান করলেন এবং যে ব্যক্তি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিল তাকে তার নিজের কাপড় দুটি দিয়ে দিলেন।

তিনি তার মালিকানাধীন সবকিছুই তাকে দিয়ে দিলেন, অথচ সেই দুই প্রস্থ কাপড় ছাড়া তার কাছে আর কিছুই ছিল না। কিন্তু আল্লাহর শপথ, এটি ছিল এক মহিমান্বিত সুসংবাদ; মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহান সুসংবাদ যে, আল্লাহ তাদের তওবা কবুলের বাণী অবতীর্ণ করেছেন এবং তাদের প্রতি তওবার অনুগ্রহ দান করেছেন।

তারপর তিনি মসজিদের অভিমুখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্যে নিচে নেমে এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—আল্লাহ তাঁকে তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন—ফজরের সালাতের পরেই লোকজনকে সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ তাঁর তওবা কবুলের ঘোষণা অবতীর্ণ করেছেন।

(ص: 151) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

علي هؤلاء الثلاثة؛ لأنه يحب من أصحابه وأمته ان يتوبوا ويرجعوا إلى الله. يقول: فذهبت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أقصده. فجعل الناس يلاقوني أفواجا، يعني جماعات، يهنئونه بتوبة الله عليه. رضي الله عنه.

هؤلاء القوم يحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم، فلم يحسدوهم على ما أنعم الله به عليهم من إنزال القرآن العظيم بتوبتهم، بل جعلوا يهنئونهم حتى دخل المسجد.

وفي هذه القطعة من الحديث فوائد:

أولاً: شدة هجر النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الثلاثة، حتى إنه أمرهم أن يعتزلوا نساءهم، والتفريق بين الرجل وامرأته أمره عظيم.

ثانياً: وفيه أن أقول الرجل لامرأته: الحقّي بأهلك؛ ليس بطلاق، لأن كعب بن مالك- رضي الله عنه فرق بين قوله: ألحقّي بأهلك، وبين الطلاق، فإذا قال الرجل لامرأته الحقّي بأهلك ولم ينو الطلاق، فليس بطلاق.

أما إذا نوي الطلاق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (0) إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوي...)) الحديث.

فإذا نوي الإنسان بهذه الكلمة وأمثالها الطلاق فله ما نوي.

ثالثاً: شدة امتثال الصحابة- رضي الله عنهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه- رضي الله عنه ما تردد، ولا قال: لعلي أراجع الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قال للرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليه لعله يسبح،

এই তিনজনের ওপর; কারণ তিনি তাঁর সাহাবী ও উম্মাতের পক্ষ থেকে এটিই পছন্দ করেন যে তারা তওবা করবে এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে।

তিনি বলেন: অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংকল্প করে তাঁর অভিমুখে রওনা হলাম। তখন মানুষ দলে দলে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে লাগল—অর্থাৎ জামাতবদ্ধ হয়ে—তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর তওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদে তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছিল। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

এই ব্যক্তিবর্গ তাঁদের ভাইদের জন্য তা-ই পছন্দ করতেন যা তাঁরা নিজেদের জন্য পছন্দ করেন। তাই আল্লাহ তাঁদের তওবা কবুলের ব্যাপারে মহান কুরআন নাজিল করার মাধ্যমে যে অনুগ্রহ করেছেন, সেজন্য তাঁরা তাঁদের প্রতি কোনো ঈর্ষা করেননি; বরং মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের অভিনন্দন জানাতে থাকেন।

হাদিসের এই অংশে অনেক শিক্ষণীয় দিক রয়েছে:

প্রথমত: এই তিনজনের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কচ্ছেদের কঠোরতা; এমনকি তিনি তাঁদের স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও বড় বিষয়।

দ্বিতীয়ত: এতে প্রমাণিত হয় যে, কোনো ব্যক্তির তার স্ত্রীকে বলা: 'তুমি তোমার পরিবারের সাথে গিয়ে মিলে যাও'—এটি সরাসরি তালাক নয়। কেননা কা'ব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর উক্তি 'তুমি তোমার পরিবারের সাথে মিলে যাও' এবং 'তালাক'-এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে 'তুমি তোমার পরিবারের কাছে চলে যাও' এবং তালাকের নিয়ত না করে, তবে তা তালাক বলে গণ্য হবে না।

কিন্তু যদি সে তালাকের নিয়ত করে, তবে তা কার্যকর হবে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই সমস্ত আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তা-ই পাবে যার সে নিয়ত করবে..." (আল-হাদিস)।

সুতরাং মানুষ যদি এই শব্দ বা এর অনুরূপ শব্দের মাধ্যমে তালাকের নিয়ত করে, তবে সে যা নিয়ত করেছে তা-ই হবে।

তৃতীয়ত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশের প্রতি সাহাবীগণের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) আনুগত্যের দৃঢ়তা। কারণ তিনি (কা'ব ইবনে মালিক) কোনো দ্বিধা করেননি এবং এমনটি বলেননি যে, 'হয়তো আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পুনরায় আবেদন করব', অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দূতকে পাঠিয়েছেন তাকেও বলেননি যে, 'আপনি তাঁর কাছে ফিরে যান, হয়তো তিনি অনুমতি দেবেন'।

(ص: 152) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

بل وافق بكل شيء.

رابعاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيماً بأمرته، فإنه بعد أن أمرهم باعتزال النساء رخص لَهلال بن أمية، لأنه يحتاج لخدمة امرأته.

خامساً: جواز حكاية الحال عند الاستفتاء أو الشهادة أو ما أشبه ذلك، وإن كان المحكي عنه قد لا يحب أن يطلع عليه الناس، لأن امرأة هلال بن أمية ذكرت من حاله أنه ليس فيه حاجة إلى شيء من النساء.

سادساً: أن الإنسان إذا حصل له مثل هذه الحال وهجره الناس، وصار يتأذي من مشاهدتهم ولا يتحمل، فإنه له أن يتخلف عن صلاة الجماعة، وإن هذا عذر؛ لأنه إذا جاء إلى المسجد في هذه الحال سوف يكون متشوشاً غير مطمئن في صلاته؛ ولهذا صلي كعب بن مالك- رضي الله عنه صلاة الفجر على ظهر بيت من بيوته، وسبق لنا ذكر هذه الفائدة في قصة هلال بن أمية ومرارة بن الربيع.

سابعاً: حرص الصحابة رضي الله عنهم علي التسابق إلى لبشرى؛ لأن البشري فيها إدخال السرور على المسلم. وإدخال السرور على المسلم مما يقرب إلى الله عز وجل؛ لأنه إحسان والله- سبحانه وتعالى- يحب المحسنين ولا يضيع أجرهم.

فلذلك ينبغي لك إذا رأيت من أخيك شيئاً يسره، كأن يكون خيراً ساراً أو رؤياً سارة أو ما أشبه ذلك، أن تبشره بذلك، لأنك تدخل السرور عليه.

ثامناً: أنه ينبغي مكافأة من بشرك بهديه تكون مناسبة للحال، لأن كعب بن مالك- رضي الله عنه أعطي الذي بشره ثوبيه، وهذا نظير ما صح

বরং তিনি সকল বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন।

চতুর্থত: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উম্মতের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন; কেননা তিনি সাহাবীদেরকে তাদের স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দেওয়ার পর হিলাল বিন উমাইয়াকে বিশেষ অনুমতি দিয়েছিলেন, কারণ তাঁর স্ত্রীর সেবার প্রয়োজন ছিল।

পঞ্চমত: ফতোয়া জিজ্ঞাসা, সাক্ষ্য প্রদান বা এই জাতীয় ক্ষেত্রে প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করা বৈধ, যদিও যার সম্পর্কে বর্ণনা করা হচ্ছে তিনি হয়তো তা মানুষের সামনে প্রকাশ হওয়া পছন্দ

করবেন না। কারণ হিলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রী তাঁর অবস্থা সম্পর্কে উল্লেখ করেছিলেন যে, নারীদের প্রতি তাঁর কোনো চাহিদা অবশিষ্ট নেই।

যষ্ঠত: কোনো মানুষের যদি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে লোকজন তাকে বর্জন করে এবং তাদের মুখোমুখি হওয়া তার জন্য পীড়াদায়ক ও অসহনীয় হয়ে পড়ে, তবে তার জন্য জামাতে নামাজে অনুপস্থিত থাকা বৈধ এবং এটি একটি গ্রহণযোগ্য ওজর (অজুহাত); কারণ এমতাবস্থায় সে যদি মসজিদে আসে, তবে তার মন বিক্ষিপ্ত থাকবে এবং নামাজে প্রশান্তি পাবে না। এই কারণেই কাব বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর একটি ঘরের ছাদে ফজরের নামাজ আদায় করেছিলেন। হিলাল বিন উমাইয়া ও মুরারা বিন রবির ঘটনায় আমরা ইতিপূর্বে এই শিক্ষার কথা উল্লেখ করেছি।

সপ্তমত: সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) সুসংবাদ প্রদানের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন; কেননা সুসংবাদ প্রদানের মাধ্যমে একজন মুসলমানের মনে আনন্দ সঞ্চার হয়। আর কোনো মুসলমানের মনে আনন্দ প্রদান করা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম; কারণ এটি একটি ইহসান (সদাচরণ), আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মুহসিনদের (সদাচারীদের) ভালোবাসেন এবং তিনি তাদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

অতএব, আপনি যখন আপনার ভাইয়ের মাঝে এমন কিছু দেখবেন যা তাকে আনন্দিত করবে—যেমন কোনো খুশির খবর বা ভালো স্বপ্ন অথবা এই জাতীয় কিছু—তখন তাকে তার সুসংবাদ দেওয়া আপনার জন্য উচিত, কেননা এতে আপনি তাকে আনন্দিত করবেন।

অষ্টমত: যে ব্যক্তি আপনাকে সুসংবাদ দেয়, তাকে পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো উপহার দিয়ে পুরস্কৃত করা উচিত। কেননা কাব বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সুসংবাদদাতাকে তাঁর পরিহিত কাপড় দুটি দান করেছিলেন। আর এটি সেই সহীহ বর্ণনার অনুরূপ...

به الخبر عن عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما وكان يأمر الناس إذا حجوا أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج، يعني ان يأتوا بالعمرة ويحلوا منها ثم يحرموا بالحج في يوم التروية، وكان عمر بن الخطاب- رضي الله عنه ينهي عن المتعة؛ لأنه يحب ان يعتبر الناس في وقت، وأن يحجوا في وقت، حتى يكون البيت دائماً معبراً بالزوار، ما بين معتبرين وحجاج، فعل هذا اجتهداً منه- رضي الله عنه وهو من الاجتهاد المغفور، وإلا فلا شك أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أولى. المهم أن رجلاً استفتي عبد الله بن عباس في هذه المسألة، فأمره أن يتمتع وأن يحرم بالعمرة ويحل منها.

فرأى هذا الرجل في المنام شخصاً يقول له: حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبر بذلك عبد الله بن عباس الذي أفتاه، ففرح بذلك ابن عباس وأمره أن يبقي حتى يعطيه من عطائه، يعني يعطيه هديه على ما بشره به من هذه الريا التي تدل على صواب ما أفتاه به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والمهم أن من بشر بشيء فأقل الأحوال أن تدعو له بالبشارة، أو تهدي له ما تيسر، وكل إنسان بقدر حالة. يقول رضي الله عنه: حتى دخلت المسجد وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله أصحابه، فقام إلي كعب طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فصاحفه وهناه بتوبة الله عليه.

يقول: والله ما قام إلي أحد من المهاجرين رجل غير طلحة، فكان لا

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে এই সংবাদটি বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি লোকদের হজ্জের সময় তামাত্তু করার নির্দেশ দিতেন। অর্থাৎ, তারা উমরাহ পালন করে ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে তারবিয়াহর দিনে হজ্জের ইহরাম গ্রহণ করবে। উমর ইবনুল খাতাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তামাত্তু করতে নিষেধ করতেন; কারণ তিনি পছন্দ করতেন

যেন মানুষ এক সময়ে উমরাহ করে এবং অন্য সময়ে হজ্জ করে, যাতে বাইতুল্লাহ সর্বদা উমরাহকারী ও হজ্জযাত্রীদের মাধ্যমে আবাদ থাকে। তিনি এটি স্থায়ী ইজতিহাদের ভিত্তিতে করেছিলেন এবং এটি একটি ক্ষমাপ্রাপ্ত ইজতিহাদ। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহই অধিক অনুসরণীয়।

মূল বিষয় হলো, এক ব্যক্তি এই মাসআলায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের নিকট ফাতাওয়া প্রার্থনা করলে তিনি তাকে তামাত্তু করার এবং উমরার ইহরাম পালন করে তা থেকে হালাল হওয়ার নির্দেশ দেন।

অতঃপর সেই ব্যক্তি স্বপ্নে একজনকে বলতে শুনলেন: "মকবুল হজ্জ ও কবুল উমরাহ।" তিনি বিষয়টি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে অবহিত করলেন যিনি তাকে ফাতাওয়া দিয়েছিলেন। এতে ইবনে আব্বাস অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং তাকে অপেক্ষা করতে বললেন যাতে তাকে কিছু উপহার দিতে পারেন। অর্থাৎ, তাকে এই সুসংবাদ শোনানোর জন্য হাদিয়া দিতে চাইলেন, যা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) প্রদত্ত ফাতাওয়া সঠিক হওয়ারই প্রমাণ বহন করে।

শিক্ষণীয় বিষয় হলো, কেউ আপনাকে কোনো সুসংবাদ দিলে ন্যূনতম সৌজন্য হলো তার জন্য দুআ করা অথবা সাধ্যমতো কোনো উপহার প্রদান করা। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তা করবে।

তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: অবশেষে আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম এবং দেখলাম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপবিষ্ট আছেন এবং তাঁর চারপাশে সাহাবীগণ রয়েছেন। তখন তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দাঁড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন, আমার সাথে মুসাফাহা করলেন এবং আল্লাহ তাওবা কবুল করায় আমাকে অভিনন্দন জানালেন।

তিনি বলেন: আল্লাহর শপথ! মুহাজিরদের মধ্যে তালহা ব্যতীত আর কোনো ব্যক্তি আমার জন্য উঠে দাঁড়াননি। তাই তিনি কখনও...

ينسأها له، حيث قام ولاقاه وصافحه وهنأه، حتى وقف على النبي صلي الله عليه وسلم وإذا وجهه تبرق أساريره؛ لأنه- عليه الصلاة والسلام سره أن يتوب الله على هؤلاء الثلاثة الذين صدقوا الله ورسوله، وأخبروا بالصدق عن إيمان، وحصل عليهم ما جري من الأمر العظيم، من هجر الناس لهم خمسين يوماً، حتى نسأهم بعد الأربعين أمر الرسول- عليه الصلاة والسلام أن يعتزلوهن.

ثم قال له النبي صلي الله عليه وسلم: ((أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك)).

وصدق النبي صلي الله عليه وسلم خير يوم مر على كعب منذ ولدته أمه هو ذلك اليوم، لأن الله أنزل توبته عليه وعلي صاحبيه في قرآن يتلي، تكلم به رب العالمين عز وجل وأنزله على محمد صلي الله عليه وسلم محفوظاً بواسطة جبريل، ومحفوظاً إلي يوم القيامة، ولا يوجد أحد سوى الأنبياء أو من ذكرهم الله في القرآن حفظت قصته كما حفظت قصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم. بقيت هذه القصة تتلي في كتاب في المحاريب وعلى المنابر وفي كل مكان، ومن قرأ هذه القصة فله بكل حرف عشر حسنات، فهذا اليوم لا شك أنه خير يوم مر على كعب منذ ولدته أمه.

فقال كعب: إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة إلي الله وإلي رسوله، أي: يتخلي عنه ويجعله صدقة إلي الله ورسوله شأنه وتدبيره. فقال النبي صلي الله عليه وسلم: ((أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك)) فأمسكه رضي

তিনি (কাব) তাঁর এই মহানুভবতা কখনো বিস্মৃত হননি, যখন তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করলেন, মুসাফাহা করলেন এবং তাঁকে অভিনন্দন জানানলেন। অবশেষে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর (নবীজির) চেহারা মুবারক

আনন্দের আভা ছড়াচ্ছিল। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহ এই তিন ব্যক্তির তওবা কবুল করেছেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি সত্যনিষ্ঠ ছিলেন এবং ঈমানের সাথে সত্য কথা বলেছিলেন। তাদের ওপর দিয়ে এক কঠিন পরীক্ষা অতিবাহিত হয়েছিল; মানুষ তাদের সাথে দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করে রেখেছিল, এমনকি চল্লিশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে স্বীয় স্ত্রীদের থেকেও পৃথক থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন: "তোমার মাতা তোমাকে জন্ম দেওয়ার পর থেকে অতিক্রান্ত হওয়া তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম দিনের সুসংবাদ গ্রহণ করো।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথার্থই বলেছেন; কাবের মাতা তাঁকে জন্ম দেওয়ার পর থেকে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম দিন ছিল সেটিই। কেননা মহান আল্লাহ তাঁর ও তাঁর দুই সঙ্গীর তওবা কবুল করার বিষয়টি তিলাওয়াতকৃত কুরআনে অবতীর্ণ করেছেন, যা রাক্বুল আলামীন স্বয়ং উচ্চারণ করেছেন এবং জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর মাধ্যমে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ করেছেন। এটি কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে। নবীগণ অথবা যাদের কথা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন, তারা ব্যতীত আর কারো কাহিনী সেভাবে সংরক্ষিত হয়নি যেভাবে কাব বিন মালিক এবং তাঁর দুই সঙ্গীর (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) কাহিনী সংরক্ষিত হয়েছে।

এই কাহিনীটি একটি কিতাব হিসেবে মেহরাবে, মিস্বরে এবং সর্বত্র তিলাওয়াত হতে থাকবে। যে ব্যক্তি এই কাহিনীটি পাঠ করবে, তার জন্য প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে দশটি করে নেকি রয়েছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে এই দিনটিই ছিল কাবের জীবনের শ্রেষ্ঠতম দিন, যা তাঁর জন্মের পর থেকে অতিক্রান্ত হয়েছে।

তখন কাব বললেন: "আমার তওবার অন্যতম অংশ হলো এই যে, আমি মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির নিমিত্তে সাদাকাহ হিসেবে আমার সমস্ত সম্পদ উৎসর্গ করব।" অর্থাৎ তিনি তাঁর সম্পদ ছেড়ে দিতে চাইলেন এবং তা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ইচ্ছাধীন সাদাকাহ হিসেবে বিলিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "তোমার সম্পদের কিছু অংশ তোমার নিজের জন্য রেখে দাও, এটিই তোমার জন্য উত্তম।" ফলে তিনি তা রেখে দিলেন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)।

الله عنه.

ففي هذه القطعة من الحديث فوائد:

أولاً: فيها دليل على أن من السنة إذا أتى الإنسان ما يسره ان يهنأ به ويبشره به، سواء كان خير دين أو خير دنيا.

ولهذا بشرت الملائكة إبراهيم عليه السلام بسلام بسلام حليم وبسلام عليم، الغلام الحليم: إسماعيل. والغلام العليم: إسحاق. بشرت الملائكة إبراهيم بهذين الغلامين.

ثانياً: إنه لا بأس بالقيام إلى الرجل لمصافحته وتهنئته بما يسره. والقيام إلى الرجل لا بأس به قد جاءت به السنة، وكذلك القيام للرجل وأنت باق في مكانك لا تتحرك إليه، فهذا أيضاً لا بأس به إذا اعتاده الناس، لأنه لم يرد النهي عنه؛ وإنما النهي والتحذير من الذي يقام له لا من القائم، فإن من يقام له قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ((من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار)).

قال أهل العلم: والقيام ثلاثة أقسام:

الأول: قيام إلى الرجل.

الثاني: قيام للرجل.

আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

হাদিসের এই অংশে বেশ কিছু শিক্ষা রয়েছে:

প্রথমত: এতে এই প্রমাণ রয়েছে যে, মানুষের কাছে যখন কোনো আনন্দদায়ক সংবাদ আসে, তখন তাকে অভিনন্দন জানানো এবং সুসংবাদ প্রদান করা সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত; চাই তা দ্বীনী কল্যাণ হোক কিংবা পার্থিব কল্যাণ।

এই কারণেই ফেরেশতারা ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে একজন সহনশীল পুত্র এবং একজন জ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। সহনশীল পুত্র হলেন ইসমাইল এবং জ্ঞানী পুত্র হলেন ইসহাক। ফেরেশতারা ইবরাহিমকে এই দুই পুত্রের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত: কোনো ব্যক্তির আনন্দের সংবাদে তাকে অভিনন্দন জানাতে এবং তার সাথে মুসাফাহা করার জন্য উঠে দাঁড়ানোতে কোনো দোষ নেই।

কারো দিকে এগিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই, এটি সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত। একইভাবে নিজের জায়গায় অবস্থানরত অবস্থায় কারো আগমনে দাঁড়িয়ে যাওয়া—যদি এটি মানুষের প্রচলিত অভ্যাস হয়—তবে তাতেও কোনো অসুবিধা নেই, কারণ এ সম্পর্কে কোনো নিষেধাজ্ঞা আসেনি। মূলত নিষেধাজ্ঞা ও সতর্কতা কেবল তার জন্য যার উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো হয়, যে ব্যক্তি দাঁড়ায় তার জন্য নয়। কেননা যার সম্মানে দাঁড়ানো হয় তার সম্পর্কে নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি এটি পছন্দ করে যে মানুষ তার সামনে মূর্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকুক, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।"

বিদ্বানগণ বলেছেন: দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন তিন প্রকার:

প্রথম: কারো দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ানো।

দ্বিতীয়: কারো সম্মানে দাঁড়িয়ে যাওয়া।

(ص: 156) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

والثالث: قيام على الرجل.

فالقيام إلى الرجل: لا بأس به، وقد جاءت به السنة أمراً وإقراراً وفعلًا أيضاً.

أما الأمر: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه عند تحكيمة في بني قريظة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((قوموا إلي سيدكم)) وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد أصيب في غزوة الأحزاب في أكله، والأكل عرق في الإبهام إذا انفجر مات الإنسان، أصيب به- رضي الله عنه فدعا الله أن لا يبيته حتى يقر عينه في بني قريظة، وكانوا حلفاء للأوس، وخانوا عهد النبي عليه الصلاة والسلام وصاروا مع الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما طعن سعد قال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة، وكان من علو منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب له خباء في المسجد- أي خيمة صغيرة- لأجل أن يعود من قريب فكان يعود من قريب. ولما حصلت غزوة بني قريظة ورضوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر سعد إلي بني قريظة، فجاء راكباً على حمار؛ لأنه قد أنهكه الجرح، فلما أقبل قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((قوموا إلي سيدكم)) فقاموا فأنزلوه، فقال النبي- عليه الصلاة والسلام له: إن هؤلاء

তৃতীয়ত: কোনো ব্যক্তির আগমনে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা।

কারো দিকে (তাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য) দাঁড়ানোতে কোনো দোষ নেই। এটি সুন্নাহ দ্বারা নির্দেশ, মৌন সম্মতি এবং আমল—তিনভাবেই প্রমাণিত হয়েছে।

নির্দেশের বিষয়টি হলো: সা'দ ইবন মুআয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন বনু কুরাইজার বিচারের ফয়সালা করার জন্য আসলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন:

"তোমরা তোমাদের নেতার সম্মানে দাঁড়িয়ে যাও।" সা'দ ইবন মুআয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খন্দকের যুদ্ধে তাঁর 'আকহাল' (হাতের শাহরগ) এ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। 'আকহাল' হলো হাতের একটি বিশেষ রগ; এটি ফেটে গেলে মানুষের মৃত্যু হতে পারে। তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এতে আহত হয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করেছিলেন যে, বনু কুরাইজার ব্যাপারে তাঁর চক্ষু শীতল হওয়ার আগে আল্লাহ যেন তাঁর মৃত্যু না দেন। তারা আওস গোত্রের মিত্র ছিল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে আহযাব বা সম্মিলিত বাহিনীর

সাথে যোগ দিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। যখন সা'দ আঘাতপ্রাপ্ত হলেন, তখন তিনি বললেন: হে আল্লাহ! বনু কুরাইজার পরিণাম দেখে আমার চক্ষু শীতল না হওয়া পর্যন্ত আমাকে মৃত্যু দেবেন না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁর সুউচ্চ মর্যাদার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের ভেতরেই তাঁর জন্য একটি তাঁবু—অর্থাৎ একটি ছোট ঘর—স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে তিনি নিকট থেকে তাঁকে দেখতে পারেন; ফলে তিনি নিকট থেকেই তাঁর দেখাশোনা করতেন। যখন বনু কুরাইজার যুদ্ধ সংঘটিত হলো এবং তারা তাদের ব্যাপারে সা'দ ইবন মুআযের ফয়সালা মেনে নিতে সম্মত হলো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দকে বনু কুরাইজায় উপস্থিত করার নির্দেশ দিলেন। তিনি একটি গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে আসলেন; কারণ জখম তাঁকে অত্যন্ত দুর্বল করে দিয়েছিল। তিনি যখন কাছে আসলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তোমরা তোমাদের নেতার সম্মানে দাঁড়িয়ে যাও।" অতঃপর তারা দাঁড়ালেন এবং তাঁকে সওয়ারি থেকে নামালেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন: নিশ্চয়ই এরা...

(ص: 157) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

- يعني اليهود- من بني قريظة حكموك. فقال رضي الله عنه: حكمي نأفد فيهم؟ قال نعم! وأقروا هم به، وقالوا: نعم حكمك نأفد، قال: وفيمن ها هنا - يشير إلي الرسول- عليه الصلاة والسلام والصحابة - قالوا: نعم، فقال: أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، وتسبي ذريتهم ونساءهم، وتغنم أموالهم، حكم صارم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات)) رضي الله عنه.

فنفذ النبي صلى الله عليه وسلم حكمه، وقتل منهم سبعمئة رجل، وسبي نساءهم وذرياتهم، وغنم أموالهم.

الشاهد قوله: ((قوموا إلي سيدكم)) هذا فعل أمر، ولما دخل كعب ابن مالك المسجد قام إليه طلحة بن عبيد الله والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهد ولم ينكر عليه.

ولما قدم وفد ثقيف إلي الرسول- عليه الصلاة والسلام بالجعرانة بعد الغزوة قام لهم- أو قام إليهم عليه الصلاة والسلام، فالقيام إلي الجل لا بأس به. الثاني: القيام للرجل: وهذا أيضاً لا بأس به، لا سيما إذا اعتاد الناس ذلك وصار الداخِل إذا لم تقم له يعد ذلك امتهاناً له، فإن ذلك لا بأس به، وإن كان الأولي تركه كما في السنة، لكن إذا عتاده الناس فلا حرج فيه. الثالث: القيام عليه: كأن يكون جالساً، ويقوم واحد على رأسه تعظيماً له، فهذا منهي عنه.

অর্থাৎ বনু কুরাইজা গোত্রের ইহুদিরা আপনাকে বিচারক হিসেবে মনোনীত করেছে। তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞাসা করলেন: আমার ফয়সালা কি তাদের ওপর কার্যকর হবে? উত্তর দেওয়া হলো: হ্যাঁ! তারাও তা স্বীকার করে নিল এবং বলল: হ্যাঁ, আপনার ফয়সালা কার্যকর। তিনি বললেন: আর এখানে যারা উপস্থিত আছেন—তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং সাহাবীদের দিকে ইশারা করছিলেন—তাদের ক্ষেত্রেও কি তাই? তাঁরা বললেন: হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন: আমি তাদের ব্যাপারে এই ফয়সালা দিচ্ছি যে, তাদের মধ্যকার সক্ষম যোদ্ধাদের হত্যা করা হবে, তাদের সন্তান ও নারীদের বন্দি করা হবে এবং তাদের ধন-সম্পদ গনিমত হিসেবে গ্রহণ করা হবে। এটি ছিল এক সুদৃঢ় ফয়সালা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "তুমি তাদের ব্যাপারে সাত আসমানের উপর থেকে মহান আল্লাহর ফয়সালা অনুযায়ীই বিচার করেছে।" আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হন। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সেই ফয়সালা বাস্তবায়ন করলেন। তাদের মধ্য থেকে সাতশত ব্যক্তিকে হত্যা করা হলো এবং তাদের নারী ও সন্তানদের বন্দি করা হলো এবং সম্পদসমূহ গনিমত হিসেবে গ্রহণ করা হলো।

এখানে দলিল হলো তাঁর বাণী: "তোমরা তোমাদের নেতার দিকে দাঁড়িয়ে এগিয়ে যাও।" এটি একটি আদেশসূচক ক্রিয়া। আর যখন কাব ইবনে মালিক মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন, অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা প্রত্যক্ষ করছিলেন এবং তিনি তা অপছন্দ বা অস্বীকার করেননি।

আর যখন যুদ্ধের পর জিরানা নামক স্থানে সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে উপস্থিত হলো, তখন তিনি তাদের সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলেন— অথবা তাদের দিকে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেলেন। সুতরাং কোনো ব্যক্তির আগমনে তার দিকে দাঁড়িয়ে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে কোনো দোষ নেই।

দ্বিতীয়ত: কারো সম্মানে দাঁড়িয়ে যাওয়া। এটিও দোষণীয় নয়, বিশেষ করে যখন এটি মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয় এবং আগন্তুক ব্যক্তির জন্য না দাঁড়ালে সে বিষয়টিকে নিজের অবমাননা হিসেবে গণ্য করে; এমতাবস্থায় এতে কোনো অসুবিধা নেই। যদিও সুন্নাহ অনুযায়ী তা বর্জন করাই শ্রেয়, তবে মানুষের প্রথায় পরিণত হলে তাতে কোনো সংকীর্ণতা নেই।

তৃতীয়ত: কারো মাথার ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা। যেমন কেউ বসে আছে আর অন্য একজন তাকে সম্মান দেখানোর জন্য তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে; এটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

(ص: 158) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضاً)).

حتى إنه في الصلاة إذا صار الإمام لا يستطيع القيام وصلي جالساً فإن البأميين يصلون جلوساً، ولو كانوا يقدرّون على القيام، لئلا يشبهوا الأعاجم الذين يقومون على ملوكهم)).

فألقيا على الرجل منهى عنه، اللهم إلا إذا دعت الحاجة إلي ذلك، كأن يخاف على الرجل أن يتعدي عليه أحد فلا بأس أن يقوم عليه القائم، وكذلك إذا قام عليه الرجل إكراماً له في حال يقصد فيه إكرامه وإهانة وكذلك إذا قام عليه الرجل إكراماً له في حال يقصد إكرامه وإهانة العدو، مثل ما حصل من المغيرة بن شعبه- رضي الله عنه في صلح الحديبية حينما كانت قريش ترسل النبي صلى الله عليه وسلم للمفاوضة فيما بينهم، كان المغيرة بن شعبه- رضي الله عنه واقفاً على رأس رسول الله وبيده السيف تعظيماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإهانة لرسول الكفار الذين يأتون للمفاوضة.

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা সেভাবে দণ্ডায়মান হয়ো না, যেভাবে অনারবরা একে অপরকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য দণ্ডায়মান হয়।"

এমনকি নামাজের ক্ষেত্রেও যদি ইমাম দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে সক্ষম না হন এবং বসে নামাজ আদায় করেন, তবে মুক্তাদিরোও বসেই নামাজ আদায় করবেন—যদিও তারা দাঁড়াতে সক্ষম হন। এটি এজন্য নির্দেশিত হয়েছে যেন তারা অনারবদের সদৃশ না হয়ে যায়, যারা তাদের রাজাদের সামনে (সম্মানার্থে) দাঁড়িয়ে থাকে।

সুতরাং কোনো ব্যক্তির সামনে (সম্মানার্থে) দাঁড়িয়ে থাকা নিষিদ্ধ; তবে যদি এর আবশ্যকতা দেখা দেয় তবে ভিন্ন কথা। যেমন যদি কোনো ব্যক্তির ওপর হামলার আশঙ্কা থাকে, তবে তাঁর পাহারার উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হওয়াতে কোনো দোষ নেই। অনুরূপভাবে, কোনো ব্যক্তির সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে থাকা বৈধ যদি এমন পরিস্থিতিতে হয় যেখানে তাঁকে সম্মান জানানো এবং শত্রুকে হীন প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য হয়। যেমনটি হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় মুগীরা বিন শু'বা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ক্ষেত্রে ঘটেছিল। যখন কুরাইশরা আলোচনার জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে প্রতিনিধি পাঠাচ্ছিল, তখন মুগীরা বিন শু'বা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং আলোচনার জন্য আগত কাফের প্রতিনিধিদের হীনতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হাতে তলোয়ার নিয়ে তাঁর শিয়রে দণ্ডায়মান ছিলেন।

وفي هذا دليل على أنه ينبغي لنا- نحن المسلمين- أن نغيظ الكفار بالقول وبالفعل؛ لأننا هكذا أمرنا، قال الله سبحانه: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ) (التوبة: من الآية 73) وقال الله تعالى: (وَلَا يَطْأُونَ مَوْطِئًا يُغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ) (التوبة: من الآية 120) ، ومن المؤسف أن منا من يدخل عليهم السرور والفرح، وربما يشاركهم في أعيادهم الكفرية التي لا يرضاها الله بل يسخط عليها، والتي يخشي أن ينزل العذاب عليهم وهم يلعبون بهذه الأعياد. يوجد من الناس - والعياذ بالله من لا قدر للدين عنده، كما قال ابن القيم- رحمه الله في كتابه ((أحكام أهل الذمة)) : ((من ليس عنده قدر للدين يشاركهم في الأعياد ويهنئهم)). وكيف يدخل السرور على أعداء الله وأعدائك؟! ادخل عليهم ما يحزنهم ويغيظهم ويدخل عليهم أشد ما يكون من الضيق، هكذا أمرنا؛ لأنهم أعداء لنا وأعداء لله ولدينه وللملائكة والنبیین والصديقين والشهداء والصالحين.

البهم أن البغيرة بن شعبة وقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وببيده السيف تعظيماً له حتى إنه في أثناء تلك المراسلة فعل الصحابة شيئاً لا يفعلونه في العادة، كان عليه الصلاة والسلام إذا تنخم نخامته تلقوا نخامته بأيديهم بالراحة، ثم يمسحون بها وجوههم وصدورهم مع إنهم ما كانوا يفعلون هذا، لكن لأجل إذا ذهب رسول الكفار بين لهم حال الصحابة- رضي الله عنهم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام.

ولذلك لما رجع رسول قريش إلي قريش قال: والله لقد دخلت على

এর মধ্যে এই প্রমাণ নিহিত রয়েছে যে, আমাদের তথা মুসলিমদের জন্য উচিত কথা ও কাজের মাধ্যমে কাফেরদের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি করা; কেননা আমাদের এমনই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন: "হে নবী! আপনি কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন" (আত-তাওবাহ: ৭৩ এর অংশ)। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "তারা এমন কোনো স্থানে পদার্পণ করে না যা কাফেরদের মনে ক্রোধের সৃষ্টি করে এবং শত্রুর থেকে এমন কোনো কিছু অর্জন করে না, যার বিনিময়ে তাদের জন্য একটি নেক আমল লিপিবদ্ধ করা হয় না" (আত-তাওবাহ: ১২০ এর অংশ)। অত্যন্ত দুঃখজনক যে, আমাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে যারা তাদের মনে আনন্দ ও খুশি সঞ্চর করে, এমনকি সম্ভবত তাদের কুফরি উৎসবগুলোতেও অংশগ্রহণ করে যা আল্লাহ পছন্দ করেন না, বরং এর প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট হন। আর আশঙ্কা করা যায় যে, তারা যখন এই উৎসবগুলো নিয়ে মেতে থাকে তখন তাদের ওপর আল্লাহর আজাব নাজিল হতে পারে। মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে— আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—যাদের নিকট দ্বীনের কোনো মর্যাদা নেই। যেমনটি ইবনুল কায়্যিম (রহ.) তাঁর 'আহকামু আহলিয় যিম্মাহ' গ্রন্থে বলেছেন: "যার নিকট দ্বীনের কোনো মর্যাদা নেই, সেই তাদের উৎসবে অংশগ্রহণ করে এবং তাদের অভিনন্দন জানায়।" আল্লাহর শত্রু এবং আপনার শত্রুদের মনে আপনি কীভাবে আনন্দ সঞ্চর করতে পারেন?! বরং তাদের মনে এমন কিছু প্রবেশ করান যা তাদের দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ করবে এবং তাদের চরম সংকীর্ণতার মধ্যে ফেলবে; আমাদের এমনই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ তারা আমাদের শত্রু এবং আল্লাহ, তাঁর দ্বীন, ফেরেশতাকুল, নবীগণ, সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ (সিদ্দিকীন), শহীদগণ ও নেককার বান্দাদের শত্রু।

সারকথা হলো, মুগীরা ইবনে শু'বাহ (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে হাতে তরবারি নিয়ে তাঁর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এমনকি সেই আলোচনার সময় সাহাবায়ে কেরাম এমন কিছু করেছিলেন যা তারা সাধারণত করেন না; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন থুতু ফেলতেন, তখন তারা তা হাতের তালুতে লুফে নিতেন, এরপর তা দিয়ে তাদের মুখমণ্ডল ও বুক মুছে ফেলতেন। যদিও তারা সচরাচর এমনটি করতেন না, কিন্তু তারা তা করেছিলেন যেন কাফেরদের দূত ফিরে গিয়ে তাদের নবীর সাথে সাহাবীদের (রা.) ভক্তি ও আনুগত্যের অবস্থা বর্ণনা করতে পারে।

এ কারণেই কুরাইশদের দূত যখন কুরাইশদের কাছে ফিরে গেল, তখন সে বলল: আল্লাহর কসম, আমি উপস্থিত হয়েছি...

(ص: 160) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الملك وكسري وقيصرو النجاشي فلم أر أحداً يعظمه أصحابه مثلاً يعظم أصحاب محمد محمداً، رضي الله عنهم وأرضاهم، وجزاهم الله عنا خيراً. البهم أن القيام على الرجل إذا كان المقصود به حفظ الرجل، أو كان المقصود به إغاية العدو، فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيهن وإلا فهو منهي عنه. ثالثاً: إن من أنعم الله عليه بنعمة فإن من السنة أن يتصدق بشيء من ماله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر كعب بن مالك على أن يتصدق بشيء من ماله توبة إلى الله عز وجل لما حصل له من الأمر العظيم الذي كان فخراً له إلى يوم القيامة.

ثم ذكر كعب بن مالك أن من توبته أن لا يحدث بحديث كذب بعد إذ نجاه الله تعالى بالصدق، وما زال كذلك ما حدث بحديث كذب أبداً بعد أن تاب الله عليه، فكان رضي الله عنه مضرب المثل في الصدق، حتى إن الله أنزل فيه وفي صاحبيه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) (التوبة: 119)، أنزل الله تعالى الآيات في بيان منته عليهم بالتوبة من قوله تعالى: (لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِنْهُمْ) (التوبة: من الآية 117) ففي هذه الآية أكد الله سبحانه وتعالى توبته على النبي والمهاجرين والأنصار، أكدها بقوله: (لَقَدْ تَابَ اللَّهُ).

فَأَمَّا النَّبِيُّ فَهُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ الَّذِي غُفِرَ اللَّهُ لَهُ
مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَأَمَّا الْمُهَاجِرُونَ فَهُمْ الَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بِلَادِهِمْ مِنْ

রাজন্যবর্গ, কিসরা, কায়সার এবং নাজ্জাশী; কিন্তু মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-
এর সাহাবীগণ তাঁকে যেভাবে সম্মান করতেন, আমি অন্য কাউকে তাঁর অনুসারীদের নিকট
তেমন সম্মান পেতে দেখিনি। আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁদের সন্তুষ্ট করুন এবং
আমাদের পক্ষ থেকে তাঁদের উত্তম প্রতিদান দান করুন।

সারকথা হলো, কোনো ব্যক্তির সম্মানে দাঁড়িয়ে থাকা যদি তাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে হয়,
অথবা শত্রুকে রাগান্বিত করার উদ্দেশ্যে হয়, তবে তাতে কোনো ক্ষতি নেই এবং কোনো দোষ
নেই; অন্যথায় তা নিষিদ্ধ।

তৃতীয়ত: আল্লাহ যাকে কোনো নি'আমত দান করেছেন, তার জন্য সুন্নাত হলো নিজের সম্পদ
থেকে কিছু সদকাহ করা। কেননা, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কা'ব ইবনে
মালিককে তাঁর সম্পদের কিছু অংশ সদকাহ করার অনুমতি দিয়েছিলেন যা ছিল আল্লাহ
তা'আলার নিকট তাঁর তাওবাহর অংশ, সেই মহান নি'আমতের শুকরিয়া স্বরূপ যা কিয়ামত
পর্যন্ত তাঁর জন্য গৌরবের বিষয় হয়ে থাকবে।

অতঃপর কা'ব ইবনে মালিক উল্লেখ করেন যে, তাঁর তাওবাহর একটি অংশ হলো এই যে,
আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সত্যবাদিতার মাধ্যমে মুক্তি দেওয়ার পর তিনি আর কখনোই কোনো
মিথ্যা কথা বলবেন না। আল্লাহ তাঁর তাওবাহ কবুল করার পর তিনি আর কখনোই কোনো
মিথ্যা কথা বলেননি। ফলে তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সত্যবাদিতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে
রইলেন। এমনকি আল্লাহ তা'আলা তাঁর ও তাঁর দুই সাথীর ব্যাপারে অবতীর্ণ করেন: (হে
মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও) (আত-তাওবাহ:
১১৯)। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের ওপর তাঁর তাওবাহর অনুগ্রহ বর্ণনায় আয়াত অবতীর্ণ
করেছেন তাঁর এই বাণী থেকে: (আল্লাহ তো নবী, মুহাজির ও আনসারদের তাওবাহ কবুল
করেছেন, যারা সংকটময় মুহূর্তে তাঁর অনুসরণ করেছিল, যখন তাদের এক দলের অন্তর বিচ্যুত
হওয়ার উপক্রম হয়েছিল) (আত-তাওবাহ: ১১৭-এর অংশবিশেষ)। এই আয়াতে আল্লাহ
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নবী, মুহাজির ও আনসারদের তাওবাহর বিষয়টি সুনিশ্চিত করেছেন;

তিনি তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে তা সুদৃঢ় করেছেন যে: (আল্লাহ অবশ্যই তাওবাহ কবুল করেছেন)।

আর নবী হলেন আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), যিনি শেষ নবী, যাঁর পূর্বাপর সকল বিচ্ছৃতি আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর মুহাজির হলেন তাঁরা, যাঁরা নিজেদের দেশ থেকে হিজরত করেছিলেন...

(ص: 161) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

مكة إلى المدينة، هاجروا إلى الله، فجمعوا في ذلك بين الهجرة ومفارقة الوطن ومفارقة الديار وبين نصرته النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم إنما هاجروا إلى الله ورسوله، فآلهم أجروا جمعوا بين الهجرة والنصرة. أما الأنصار فهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أهل المدينة- رضي الله عنهم الذين أووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه ومنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم. وقدم الله المهاجرين لأنهم أفضل من الأنصار، لجمعهم بين الهجرة والنصرة.

وقوله: (الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ) وذلك في الخروج معه إلى غزوة تبوك، إلى بلاد بعيدة، والناس في أشد ما يكونون من الحر، والناس في أطيّب ما يكونون لو بقوا في ديارهم، لأن الوقت وقت قيظ، والوقت وقت طيب الثّبار وحسن الظلال، ولكنهم رضي الله عنهم خرجوا في هذه الساعة الحرجة في ساعة العسرة) مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ) فَإِنْ بعضهم كاد أن يتخلف بدون عذر فيزيغ قلبه، ولكن الله عز وجل من عليهم بالاستقامة حتى خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم.

وقوله: (ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ) أكد ذلك مرة أخرى (إِنَّهُمْ بِهِمْ رُؤُوفٌ رَحِيمٌ) شلهم بالرفقة والرحمة، والرفقة أرق من الرحمة؛ لأنها رحمة ألطف وأعظم من الرحمة العامة. ثم قال: (وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا) .
والثلاثة: هم كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية، هؤلاء هم الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم، وخلفوا: أي خلف البت

মক্কা থেকে মদিনায়, তাঁরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হিজরত করেছেন। এর মাধ্যমে তাঁরা হিজরত, স্বদেশ ত্যাগ ও গৃহত্যাগ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সাহায্যের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়েছেন। কেননা তাঁরা কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যেই হিজরত করেছিলেন; ফলে মুহাজিরগণ হিজরত ও সহায়তা—উভয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছেন।
আর আনসাররা হলেন তাঁরা, যারা তাঁদের পূর্বে ঈমান ও বাসস্থানে বসতি স্থাপন করেছিলেন—মদিনার অধিবাসীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম), যাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আশ্রয় দিয়েছেন, তাঁকে সাহায্য করেছেন এবং তাঁকে এমনভাবে সুরক্ষা দিয়েছেন যেভাবে তাঁরা নিজেদের নারী ও সন্তানদের সুরক্ষা প্রদান করেন। আর আল্লাহ মুহাজিরদের অগ্রগণ্যতা দান করেছেন কারণ তাঁরা আনসারদের তুলনায় উত্তম; কেননা তাঁরা হিজরত ও সহায়তা—উভয় বিষয়কে একত্রিত করেছিলেন।

এবং তাঁর বাণী: "যারা সংকটের মুহূর্তে তাঁর অনুসরণ করেছিল"—এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাঁর সাথে তাবুক যুদ্ধের অভিযানে বের হওয়া, যা ছিল এক দূরবর্তী জনপদে। তখন মানুষ অত্যন্ত তীব্র গরমের মধ্যে ছিল এবং তারা যদি নিজ গৃহে অবস্থান করত তবে তা হতো তাদের জন্য পরম আরামদায়ক সময়। কেননা তখন ছিল প্রচণ্ড গ্রীষ্মকাল এবং ফল পাকার ও সুশীতল ছায়ার সময়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এই সংকটের মুহূর্তে, অর্থাৎ "কঠিন সময়ে" বের হয়েছিলেন; "তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর বিচ্যুত হওয়ার উপক্রম হওয়ার পর।" কেননা তাদের কেউ কেউ কোনো ওজর ছাড়াই পেছনে থেকে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, যা তাদের অন্তরকে বিচ্যুত করে দিত; কিন্তু আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা তাঁদের ওপর অটল থাকার অনুগ্রহ দান করলেন, ফলে তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বেরিয়ে পড়লেন।

আর তাঁর বাণী: "অতঃপর তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল হলেন"—তিনি পুনরায় তা নিশ্চিত করেছেন: "নিশ্চয়ই তিনি তাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ও পরম দয়ালু।" তিনি তাঁদেরকে স্নেহ ও দয়া দ্বারা বেঁধে রাখেন। আর 'স্নেহ' (রা'ফাত) হলো দয়ার চেয়েও সূক্ষ্মতর; কেননা এটি সাধারণ দয়ার চেয়েও অধিকতর কোমল ও মহান।

এরপর তিনি বললেন: "এবং সেই তিন ব্যক্তির প্রতিও, যাদের পেছনে রাখা হয়েছিল (যাদের ফয়সালা স্থগিত রাখা হয়েছিল)।"

আর সেই তিন ব্যক্তি হলেন: কাব ইবনে মালিক, মুরারা ইবনুর রবি' এবং হিলাল ইবনে উমাইয়া। তাঁরাই হলেন সেই তিন ব্যক্তি যাঁদের পেছনে রাখা হয়েছিল (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)। আর 'পেছনে রাখা' মানে হলো তাদের চূড়ান্ত ফয়সালা বিলম্বিত করা।

(ص: 162) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

في أمرهم، وليس المراد عن الغزوة، بل خلفهم الرسول- عليه الصلاة والسلام لكي ينظر في أمرهم ماذا يكون حكم الله تعالى فيهم.

وقوله: (حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ) ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ مع سعتها، والرحب هو السعة، والمعني ان الأرض علي سعتها ضَاقَتْ بهم. حتى قال كعب بن مالك: ((لقد تنكرت لي الأرض حتى قلت: لا أدري، هل أنا في المدينة أو غيرها)) من شدة الضيق عليهم، رضي الله عنهم.

(وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ) نفس الإنسان ضَاقَتْ عليه فهي لا تتحمل أن تبقي النبي صلي الله عليه وسلم ولكنهم صبروا- رضي الله عنهم حتى فرج الله عليهم.

وقوله (وَلَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ اللَّهِ إِلاَّ بَعْدَ حُكْمٍ) (التوبة: من الآية 118) ، الظن هنا بمعنى اليقين، أي أيقنوا انه لا ملجأ من الله، أي: أنه لا أحد ينفعهم، ولا ملجأ من الله إلا إلى الله، فالله بيده كل شيء عز وجل.

وقوله: (ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) (التوبة: من الآية 118))
ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) تاب عليهم لينالوا مراتب التوبة التي لا ينالها إلا من وفق، لا ينالها إلا أحباب الله، كما قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة: من الآية 222) .

أما أولئك الذين اعتذروا من المنافقين إلى الرسول- عليه الصلاة والسلام واستغفر لهم ووكّل سرائرهم إلى الله، فإن الله أنزل فيهم شر ما أنزل في بشر فقال:
(سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَنُتَعَرَّضُوا عَنْهُمْ) فلا تلومونهم (فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ) نعوذ بالله رجس، الخمر رجس، القذر الذي يخرج من دبر الإنسان رجس، روث الحمير رجس، هؤلاء مثلهم. (وَمَا وَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (التوبة: من الآية 95) ،

তাদের বিষয়ের ক্ষেত্রে; এখানে উদ্দেশ্য যুদ্ধ থেকে পিছনে ফেলে রাখা নয়, বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছিলেন যাতে তাঁদের বিষয়ে মহান আল্লাহর কী বিধান অবতীর্ণ হয় তা দেখা যায়।

আর তাঁর বাণী: (এমনকি যখন পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে উঠল) পৃথিবী তার প্রশস্ততা সত্ত্বেও তাঁদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। 'আর-রুহব' অর্থ হলো প্রশস্ততা। এর মর্ম হলো, পৃথিবী বিশাল হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের ওপর তা সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এমনকি কাব বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন: ((পৃথিবী আমার কাছে এতটাই অচেনা হয়ে গিয়েছিল যে আমি ভাবতাম: আমি কি মদিনায় আছি নাকি অন্য কোথাও?)) এটি ছিল তাঁদের ওপর সেই সংকীর্ণতার তীব্রতার কারণে, আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

(এবং তাঁদের নিজেদের জীবনও তাঁদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল) মানুষের আত্মা তার ওপর সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, ফলে তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিচ্ছেদ সহ্য করার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু তাঁরা সবর করেছিলেন—আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন—যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁদের জন্য মুক্তির পথ প্রশস্ত করে দিলেন।

আর তাঁর বাণী (এবং তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহ ছাড়া আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই) (আত-তাওবা: ১১৮-এর অংশ), এখানে 'জান্নু' (ধারণা করা) শব্দটি 'ইয়াকিন' বা দৃঢ় বিশ্বাসের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে, আল্লাহ থেকে পালানোর কোনো জায়গা নেই; অর্থাৎ কোনো সত্তাই তাঁদের কোনো উপকারে আসবে না এবং আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ ছাড়া আর কোনো আশ্রয় নেই। কেননা সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ মহান আল্লাহর হাতেই ন্যস্ত।

আর তাঁর বাণী: (অতঃপর তিনি তাঁদের প্রতি অনুগ্রাহক হলেন যেন তাঁরা তওবা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু) (আত-তাওবা: ১১৮-এর অংশ) (অতঃপর তিনি তাঁদের প্রতি অনুগ্রাহক হলেন যেন তাঁরা তওবা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু) তিনি তাঁদের তওবা কবুল করলেন যাতে তাঁরা তওবার সেই উচ্চস্তর লাভ করতে পারেন যা কেবল তাওফিকপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই লাভ করেন। এটি কেবল আল্লাহর প্রিয় বান্দারাই অর্জন করতে পারেন, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: (নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন) (আল-বাকার: ২২২-এর অংশ)।

পক্ষান্তরে মুনাফিকদের মধ্যে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ওজর পেশ করেছিল এবং তিনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন ও তাদের অন্তরের বিষয় আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন, মহান আল্লাহ তাদের সম্পর্কে মানুষের জন্য অবতীর্ণ নিকৃষ্টতম বাণী নাজিল করেছেন। তিনি বলেছেন: (তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা তোমাদের সামনে আল্লাহর শপথ করবে যাতে তোমরা তাদের এড়িয়ে চলো) সুতরাং তোমরা তাদের তিরস্কার করো না (সুতরাং তোমরা তাদের থেকে বিমুখ থাকো, নিশ্চয় তারা অপবিত্র) আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই, 'রিজস' বা অপবিত্র। শরাব হলো অপবিত্র, মানুষের মলদ্বার দিয়ে যা বের হয় তা অপবিত্র, গাধার বিষ্ঠা অপবিত্র; এরাও ঠিক তেমনি। (আর তাদের আবাসস্থল হলো জাহান্নাম, যা তাদের কৃতকর্মের ফল) (আত-তাওবা: ৯৫-এর অংশ)।

بئس المأوى، والعياذ بالله، إنهم ينقلون من الدنيا إلي جهنم، نسأل الله العافية، نار حامية تطلع على الأفئدة، مؤصدة عليهم في عبد ممددة.
(يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ) لأنكم لا تعلمون سرائرهم ولا يبدو لكم إلا الظواهر (فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ) لو رضي الناس عنك كلهم والله لم يرض عنك فإنه لا ينفعك إلا رضا الله عز وجل؛ لأن الله إذا رضي عنك أَرْضَىٰ عنك الناس وأمال قلوبهم إليك، كما جاء في الحديث: ((إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال: أُنِي أَحِبْ فَلَاناً فَأَحِبْهُ)) يعين الله الرجل له فيحبه جبريل، ((ثم ينادي في السماء فيقول: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَاناً فَأَحِبُّوهُ، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض)) فيكون مقبولاً لدى أهل الأرض.
كما قال الله عز وجل: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا) (مريم: 96).

لكن إذا التمس الإنسان رضا الناس بسخط الله فالأمر بالعكس، يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس.

ولهذا لما تولى معاوية- رضي الله عنه الخلافة كتبت له عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله

নিকৃষ্টতম আবাসস্থল, আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তারা দুনিয়া থেকে জাহান্নামের দিকে স্থানান্তরিত হচ্ছে; আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা ও সুস্থতা কামনা করছি। এ হলো এক প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যা হৃদয়সমূহকে গ্রাস করবে, যা দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে তাদের ওপর পরিবেষ্টিত থাকবে।

(তারা তোমাদের নিকট শপথ করে যাতে তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও) কারণ তোমরা তাদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত নও এবং তোমাদের নিকট কেবল বাহ্যিক দিকটুকুই উন্মোচিত হয়। (অতঃপর যদি তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্টও হও, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হন না)। যদি দুনিয়ার সকল মানুষ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয় আর আল্লাহ যদি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট না হন, তবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই তোমার উপকারে আসবে না। কারণ আল্লাহ যখন তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হন, তখন তিনি মানুষের অন্তরকেও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট করে দেন এবং তাদের হৃদয়কে তোমার দিকে ধাবিত করেন। যেমনটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে: “নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তিনি জিবরাঈলকে ডেকে বলেন: আমি অমুককে ভালোবাসি, সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাসো।” আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে তাঁর জন্য মনোনীত করেন এবং জিবরাঈল তাকে ভালোবাসেন। “অতঃপর তিনি আকাশে ঘোষণা করে বলেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুককে ভালোবাসেন, সুতরাং তোমরাও তাকে ভালোবাসো। তখন আকাশের অধিবাসীরাও তাকে ভালোবাসতে শুরু করে। বর্ণনাকারী বলেন: অতঃপর পৃথিবীতে তার জন্য গ্রহণযোগ্যতা স্থাপন করা হয়।” ফলে সে জগদ্বাসীর নিকট সমাদৃত হয়।

যেমনটি মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন: (নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, পরম করুণাময় তাদের জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন) (মারইয়াম: ৯৬)।

কিন্তু যখন কোনো মানুষ আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিনিময়ে মানুষের সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, তখন বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যায়; আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট হন এবং মানুষদেরও তার ওপর অসন্তুষ্ট করে দেন।

এ কারণেই যখন মুয়াবিয়া (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, আয়েশা (রা.) তাঁকে পত্র লিখে জানিয়েছিলেন: আমি নবী করীম (সা.)-কে বলতে শুনেছি: “যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টির বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, আল্লাহ তাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিনিময়ে মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তাকে মানুষের নিকটই সোপর্দ করে দেন।”

الله إلی الناس)) وما أكثر الذين يطلبون رضا الناس بسخط الخالق عز وجل والعياذ بالله .

هؤلاء هم في سخط الله ولو رضي عنهم الناس، فلا ينفعهم رضا الناس قال الله تعالى هنا: (فَإِنْ تَرَضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ) (التوبة: من الآية 96) ، حتى لو رضي عنهم النبي صلي الله عليه وسلم _ اشرف الخلق _ ما نفعهم؛ لأن الله لا يرضي عن القوم الفاسقين.

وفي هذه الآية تحذير من الفسق، وهو ارتكاب المعاصي التي أعظمها الكفر، وكل فسق فإنه ينقص من رضا الله عن الإنسان بحسبه، لأن الحكم المعلق بالوصف يزداد بزيادته وينقص بنقصانه، ويقوي بقوته ويضعف بضعفه. والفسق سبب من أسباب عدم رضا الله (فَإِنْ تَرَضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ) والفسق أنواع كثيرة ومراتب عظيمة. فعقوق الوالدين من الفسوق، وقطيعة الرحم من الفسوق، والكذب من الفسوق، فكل معصية من الفسوق. لكن صفائر الذنوب تكفرها حسنات الأعمال إذا أصلح الإنسان الحسنات، كما قال الله

تعالى: (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) (الاسراء: 78) .

...আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি)) এবং এমন মানুষের সংখ্যা কতই না বেশি যারা মহান সৃষ্টিকর্তার অসন্তুষ্টির বিনিময়ে মানুষের সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এরা আল্লাহর অসন্তুষ্টির মধ্যেই নিপতিত, যদিও মানুষ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। মানুষের সন্তুষ্টি তাদের কোনো উপকারে আসবে না। আল্লাহ তাআলা এখানে বলেন: (যদি তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হন না) (আত-

তাওবাহ: ৯৬ নং আয়াতের অংশ), এমনকি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও যদি তাদের ওপর সন্তুষ্ট হন, তবুও তা তাদের কোনো উপকারে আসবে না; কেননা আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়ের ওপর সন্তুষ্ট হন না।

এই আয়াতে পাপাচার (ফিসক) সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। ফিসক হলো পাপাচার করা, যার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো কুফর। প্রতিটি পাপাচার মানুষের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টিতে তার মাত্রা অনুযায়ী কমিয়ে দেয়। কেননা কোনো বৈশিষ্ট্যের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধান সেই বৈশিষ্ট্যের হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃদ্ধি পায় বা কমে যায় এবং তার শক্তির সাথে সাথে শক্তিশালী হয় ও দুর্বলতার সাথে দুর্বল হয়। আর পাপাচার হলো আল্লাহর অসন্তুষ্টির অন্যতম কারণ (যদি তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হন না)। পাপাচারের অনেক প্রকার ও বিশাল স্তরভেদ রয়েছে। পিতা-মাতার অবাধ্যতা পাপাচারের অন্তর্ভুক্ত, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা পাপাচারের অন্তর্ভুক্ত এবং মিথ্যা বলাও পাপাচারের অন্তর্ভুক্ত। মূলত প্রতিটি গুনাহই পাপাচারের অংশ।

তবে ছোট গুনাহসমূহ নেক আমলের মাধ্যমে মিটে যায় যদি মানুষ তার আমলসমূহকে যথাযথভাবে সম্পাদন করে, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন:

(সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামাজ কায়েম করুন এবং ফজরের কোরআন পাঠের গুরুত্ব দিন; নিশ্চয়ই ফজরের কোরআন পাঠ ফেরেশতাদের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে) (আল-ইসরা: ৭৮)।

(ص: 165) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وقال عز وجل: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (هود: من الآية 114) ، فإذا فعل الإنسان حسنة أذهبت السيئة إذا كانت صغيرة، أما الكبائر فلا ينفع فيها إلا التوبة.

علي كل حال: الفسق من أسباب انتفاء رضا الله عن العبد، والطاعة من أسباب الرضا، فالتزم طاعة الله إن كنت تريد رضاه، وإن كنت تريد رضا الناس فأرض الله، إذا رضي الله عنك كفاك مؤنة الناس وأرضي الناس عنك، وإن أسخطت الله برضا الناس فأبشر بسخط الناس مع سخط الله، والعياذ بالله. وذكر- رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج في يوم الخميس، ولكن ذلك ليس بدائم، أحياناً يخرج يوم السبت، كما خرج في آخر سفره سافرها في حجة الوداع، وربما يخرج في أيام آخر، لكن غالب ما يخرج فيه هو يوم الخميس.

وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينة ضحي، وأنه دخل المسجد فصلي فيه ركعتين، وكان هذا من سنته صلى الله عليه وسلم أنه إذا قدم بلده لم يبدأ بشيء قبل المسجد.

وهاتان الركعتان تشمل كل الوقت، حتى أوقات النهي؛ لأنها صلاة سببية، فليس عنها نهى، في أي وقت وجد سببها حل فعلها. فينبغي إذا قدم الإنسان إلى بلده أن يبدأ قبل كل شيء بالمسجد. وقد تقدم ذكر ذلك.

মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেছেন: "নিশ্চয়ই নেক কাজসমূহ গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয়" (হূদ: ১১৪ নং আয়াতের অংশ)। সুতরাং মানুষ যখন কোনো নেক কাজ করে, তা ছোট গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয়; তবে কবির গুনাহর ক্ষেত্রে তওবা ব্যতিরেকে অন্য কিছু কার্যকর হয় না।

যাই হোক, পাপাচার হলো বান্দার ওপর থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি দূরীভূত হওয়ার অন্যতম কারণ, আর আনুগত্য হলো সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম। সুতরাং আপনি যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি চান, তবে তাঁর আনুগত্যে অবিচল থাকুন। আর আপনি যদি মানুষের সন্তুষ্টি চান, তবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করুন; আল্লাহ যদি আপনার ওপর সন্তুষ্ট হন, তবে তিনি মানুষের ব্যাপারে আপনার জন্য যথেষ্ট হয়ে

যাবেন এবং মানুষকে আপনার প্রতি সন্তুষ্ট করে দেবেন। কিন্তু যদি আপনি মানুষকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করেন, তবে আল্লাহর অসন্তুষ্টির পাশাপাশি মানুষের অসন্তুষ্টির সংবাদ গ্রহণ করুন—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। তিনি (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বৃহস্পতিবার মদিনা থেকে বের হতেন এবং তিনি বৃহস্পতিবার বের হওয়া পছন্দ করতেন। তবে এটি স্থায়ী কোনো নিয়ম ছিল না; কখনো কখনো তিনি শনিবারেও বের হতেন, যেমনটি তিনি তাঁর সর্বশেষ সফর বিদায় হজের সময় করেছিলেন। আবার কখনো অন্য দিনগুলোতেও বের হতেন; তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি বৃহস্পতিবারই বের হতেন।

তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাশতের সময়ে মদিনায় ফিরে আসতেন এবং মসজিদে প্রবেশ করে সেখানে দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন। এটি তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত ছিল যে, যখন তিনি নিজ জনপদে পদার্পণ করতেন, তখন মসজিদের পূর্বে অন্য কিছু দিয়ে শুরু করতেন না। এই দুই রাকাত সালাত সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য, এমনকি নিষিদ্ধ সময়েও; কারণ এটি কারণ-সংশ্লিষ্ট সালাত। তাই এর ক্ষেত্রে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই; যখনই এর কারণ পাওয়া যাবে, তখনই এটি আদায় করা বৈধ হবে।

অতএব, মানুষ যখন তার জনপদে ফিরে আসে, তখন সর্বপ্রথম মসজিদ দিয়ে শুরু করা উচিত। ইতিপূর্বে এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

(ص: 166) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

22- وعن أبي نجيّد- بضم النون وفتح الجيم- عمران بن الحصين الخزاعي- رضي الله عنها أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلي من الزني، فقالت: يا نبي الله، أصبت حداً فأقمه علي، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: ((أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني)) ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم

عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلي عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟! ((رواه مسلم)).

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف- رحمه الله تعالى- فيما نقله عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه: إن امرأة جاءت إلى النبي صلي الله عليه وسلم ((وهي حبلى من الزنا)) يعني حاملاً قد زنت، رضي الله عنها. ((فقالت: يا رسول الله إني قد أصبت حدا فأقمه علي)) أي: أصبت شيئاً يوجب الحد فأقمه علي، فدعا النبي صلي الله عليه وسلم وليها وأمره أن يحسن إليها فإذا وضعت فليأت بها إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم، فلما وضعت أتى بها وليها إلى النبي صلي الله عليه وسلم، ((فأمر بها فشدت عليها ثيابها)) أي: لفت ثيابها وربطت لئلا تنكشف ((ثم أمر بها فرجمت)) أي: بالحجارة: وهي ليست كبيرة ولا صغيرة، حتى ماتت، ثم صلي عليها النبي صلي الله عليه وسلم ودعا لها دعاء الميت: ((فأل له عمر:

২২- আবু নুজাইদ (নূনের ওপর পেশ এবং জিমের ওপর যবর)—ইমরান ইবনুল হুসাইন আল-খুজাঈ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, জুহাইনা গোত্রের একজন নারী আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হলেন, এমতাবস্থায় যে তিনি ব্যভিচারের কারণে গর্ভবতী ছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন: হে আল্লাহর নবী! আমি একটি দগুণীয় অপরাধ (হদ) করেছি, সুতরাং তা আমার ওপর কার্যকর করুন। তখন আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর অভিভাবককে ডাকলেন এবং বললেন: "এর সাথে সদ্যবহার করো। অতঃপর সে যখন সন্তান প্রসব করবে, তখন তাকে আমার নিকট নিয়ে আসবে।" সুতরাং তিনি তাই করলেন। এরপর আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন, তখন তাঁর পোশাক তাঁর শরীরের ওপর ভালো করে বেঁধে দেওয়া হলো। অতঃপর

নবীজি আদেশ দিলেন এবং তাকে রজম (পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড) করা হলো। তারপর নবীজি তাঁর জানাযার সালাত আদায় করলেন। উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে বললেন: হে আল্লাহর নবী! আপনি তাঁর জানাযা পড়ছেন অথচ সে ব্যভিচার করেছে? তিনি বললেন: "সে এমন এক তওবা করেছে যে, যদি তা মদিনার সত্তর জন অধিবাসীর মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হতো, তবে তা তাদের জন্য যথেষ্ট হতো। আপনি কি এর চেয়ে উত্তম কোনো তওবা দেখেছেন যে, সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছে?!" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাহুল্লাহ তাআলা) ইমরান ইবনে হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে যা বর্ণনা করেছেন তাতে বলেন: একজন নারী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এলেন "এমতাবস্থায় যে তিনি ব্যভিচারের কারণে গর্ভবতী ছিলেন", অর্থাৎ গর্ভ ধারণ করেছিলেন ব্যভিচারের মাধ্যমে—আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন।

"অতঃপর তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি দণ্ডনীয় অপরাধ (হদ) করেছি, সুতরাং তা আমার ওপর কার্যকর করুন।" অর্থাৎ: আমি এমন কিছু করেছি যা হদ বা শাস্তি কার্যকর করা ওয়াজিব করে দেয়, তাই আমার ওপর তা প্রয়োগ করুন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর অভিভাবককে ডাকলেন এবং তাকে নির্দেশ দিলেন যাতে তাঁর সাথে সদ্যবহার করা হয়। অতঃপর যখন তিনি সন্তান প্রসব করবেন, তখন যেন তাঁকে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে নিয়ে আসা হয়। যখন তিনি প্রসব করলেন, তাঁর অভিভাবক তাঁকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে নিয়ে এলেন।

"অতঃপর তিনি তাঁর ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন, তখন তাঁর পোশাক তাঁর শরীরের ওপর শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হলো।" অর্থাৎ: তাঁর পোশাক জড়িয়ে বেঁধে দেওয়া হলো যাতে তাঁর শরীর অনাবৃত হয়ে না যায়। "অতঃপর নবীজি নির্দেশ দিলেন এবং তাঁকে রজম করা হলো।" অর্থাৎ: পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে—যা খুব বড়ও ছিল না আবার খুব ছোটও ছিল না, যতক্ষণ না তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর জানাযার সালাত আদায় করলেন এবং মৃতের ন্যায় তাঁর জন্য দোয়া করলেন। "উমর তাঁকে বললেন:"

تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت)) أي: والزني من كبائر الذنوب، فقال: ((لقد تأبّت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم)) يعني: توبة واسعة لو قسمت على سبعين كلهم مذنّب لوسعتهم ونفعتهم، ((وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل) أي: هل وجدت أفضل من هذه الحال، امرأة جاءت فجادت بنفسها؛ يعني: سلمت نفسها من أجل التقرب إلى الله عز وجل والخلوص من إثم الزنى. ما هناك أفضل من هذا؟! ففي هذا الحديث دليل على فوائد كثيرة:

منها: أن الزاني إذا زني وهو محصن- يعني قد تزوج- فإنه يجب أن يرحم وجوباً؛ وقد كان هذا في كتاب الله- عز وجل آية قرأها المسلمون وحفظوها ووعوها ونفذوها، رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء من بعده، ولكن الله بحكمته نسخها من القرآن لفظاً وأبقى حكمها في هذه الأمة. فإذا زني المحصن- وهو الذي د تزوج - فإنه يرحم حتى يموت. يوقف في مكان واسع، ويجتمع الناس، ويأخذون من الحصى يرمونه به حتى يموت.

وهذه من حكمه الله عز وجل، أي: أنه لم يأمر الشرع بأن يقتل بالسيف وينتهي أمرهن بل يرحم بهذه الحجارة حتى يتعذب ويزوق ألم العذاب في مقابل ما وجده من لذة الحرام؛ لأن هذا الزني تلذذ بجميع جسده بالحرام، فكان من الحكمة أن ينال هذا الجسد من العذاب بقدر ما نال من اللذة.

ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إنه لا يجوز أن يرحم بالحجارة الكبيرة؛ لأن الحجارة الكبيرة تجهز عليه ويموت سريعاً فيستريح، ولا

"হে আল্লাহর রাসূল! সে তো ব্যভিচার করেছে, তবুও আপনি তার জানাজা পড়ছেন?" অর্থাৎ ব্যভিচার তো কবিরা গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তখন তিনি বললেন: "সে এমন এক তাওবা করেছে যে, যদি মদীনার সত্তর জন বাসিন্দার মধ্যে তা বণ্টন করে দেওয়া হতো, তবে তা তাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হতো।" অর্থাৎ এটি এমন এক সুপ্রশস্ত তাওবা যে, যদি সত্তর জন অপরাধীর মধ্যে তা বণ্টন করা হতো, তবে তা তাদের সকলের জন্য পর্যাপ্ত ও কল্যাণকর হতো। "আর তুমি কি এর চেয়ে উত্তম কিছু পেয়েছ যে, সে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছে?" অর্থাৎ তুমি কি এই পরিস্থিতির চেয়ে উত্তম কিছু দেখেছ? এক নারী স্বেচ্ছায় এসে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে; অর্থাৎ মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং ব্যভিচারের পাপ থেকে দায়মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেকে সমর্পণ করেছে। এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কী হতে পারে!

এই হাদিসে অনেকগুলো শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রমাণ রয়েছে:

তার মধ্যে একটি হলো: কোনো ব্যভিচারী যদি বিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচার করে—অর্থাৎ সে আগে বিয়ে করেছে—তবে তাকে অবশ্যই পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড (রজম) দিতে হবে। এটি মহান আল্লাহর কিতাবে একটি আয়াত হিসেবে বিদ্যমান ছিল, যা মুসলমানগণ পাঠ করতেন, মুখস্থ রাখতেন, অনুধাবন করতেন এবং তা কার্যকর করতেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রজম করেছেন এবং তাঁর পরবর্তী খলিফাগণও রজম কার্যকর করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রজ্ঞায় কুরআন থেকে এর শব্দগুলো মানসুখ (রহিত) করে দিয়েছেন এবং এই উম্মতের জন্য এর বিধান বহাল রেখেছেন। সুতরাং বিবাহিত ব্যক্তি যদি ব্যভিচার করে, তবে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাকে পাথর নিক্ষেপ করা হবে। তাকে একটি প্রশস্ত স্থানে দাঁড় করানো হবে, মানুষ সমবেত হবে এবং ছোট পাথর নিয়ে তাকে আঘাত করতে থাকবে যতক্ষণ না সে মারা যায়।

এটি মহান আল্লাহর বিশেষ হিকমত বা প্রজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, শরীয়ত তাকে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করে দ্রুত বিষয়টির সমাপ্তি ঘটানোর নির্দেশ দেয়নি; বরং পাথর নিক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছে যাতে সে নিষিদ্ধ উপভোগের বিনিময়ে শাস্তির যন্ত্রণা ভোগ করতে পারে। কারণ, এই ব্যভিচারে তার পুরো শরীর হারামের স্বাদ গ্রহণ করেছে, তাই হিকমতের দাবি হলো—এই শরীর যে পরিমাণ স্বাদ গ্রহণ করেছে, সেই পরিমাণ যন্ত্রণাও যেন সে ভোগ করে।

এই কারণেই উলামায়ে কেরাম (রাহিমাহুমুল্লাহ) বলেছেন: বড় পাথর দিয়ে রজম করা জায়েজ নেই; কারণ বড় পাথর তাকে দ্রুত মেরে ফেলবে এবং সে দ্রুত নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে, অথচ...

(ص: 168) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

بالصغيرة جداً لأن هذه تؤذيه وتطيل موته، ولكن بحصي متوسط حتى يذوق اللـم ثم يموت.

فإذا قال قائل: أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح))، والقتلة بالسيف أريح للمرجوم من الرجم بالحجارة؟

قلنا: بلي قد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إحسان القتلة يكون بموافقتها للشرع، فالرجم إحسان لأنه موافق للشرع، ولذلك لو أن رجلاً جانياً جنى على شخص فقتله عمداً وعزر به قبل أن يقتله فإننا نعزر بهذا الجاني إذا أردنا قتله قبل أن نقتله.

مثلاً: لو أن رجلاً جانياً قتل شخصاً فقطع - مثلاً - يديه، ثم رجليه، ثم لسانه، ثم رأسه. فإننا لا نقتل الجاني بالسيف!! بل نقطع يديه، ثم رجليه، ثم لسانه، ثم نقطع رأسه مثلاً فعل، ويعتبر هذا إحساناً في القتلة، لأن إحسان القتلة أن يكون موافقاً للشرع علي أي وجه كان.

وفي هذا الحديث دليل على جواز إقرار الإنسان على نفسه بالزنى، من أجل تطهيره بالحد لا من أجل فضحه نفسه.

فَالْإِنْسَانُ الَّذِي يَتَحَدَّثُ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ زَنِيٌّ، عِنْدَ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ؛ مِنْ أَجْلِ إِقَامَةِ
الْحَدِّ عَلَيْهِ، هَذَا لَا يِلَامُ وَلَا يَذْمُ.

অতি ক্ষুদ্র পাথর দিয়ে নয়, কারণ এটি তাকে কষ্ট দেয় এবং তার মৃত্যুকে দীর্ঘায়িত করে; বরং মধ্যম আকৃতির পাথর দিয়ে হতে হবে যাতে সে বেদনা আশ্বাদন করে এবং এরপর মৃত্যুবরণ করে।

যদি কেউ প্রশ্ন করে: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি বলেননি যে: "যখন তোমরা কাউকে হত্যা করবে তখন উত্তমভাবে হত্যা করবে, আর যখন তোমরা যবেহ করবে তখন উত্তমভাবে যবেহ করবে"? অথচ তরবারির মাধ্যমে হত্যা করা প্রস্তরাঘাতের (রজম) চেয়ে রজমকৃত ব্যক্তির জন্য অধিক আরামদায়ক।

আমরা বলব: হ্যাঁ, অবশ্যই রাসূল (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) তা বলেছেন। তবে হত্যার উত্তম পদ্ধতি হলো তা শরীয়তের সাথে সংগতিপূর্ণ হওয়া। সুতরাং রজম একটি উত্তম পদ্ধতি, কারণ এটি শরীয়তসম্মত। এই কারণেই যদি কোনো অপরাধী কোনো ব্যক্তির উপর অপরাধ করে এবং তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, আর হত্যার পূর্বে তাকে নির্যাতন করে, তবে আমরাও সেই অপরাধীকে হত্যার পূর্বে একইভাবে শাস্তি প্রদান করব।

উদাহরণস্বরূপ: যদি কোনো অপরাধী কাউকে হত্যা করার সময় তার হাত দুটি, এরপর পা দুটি, এরপর জিহ্বা এবং সবশেষে তার মাথা দ্বিখণ্ডিত করে; তবে আমরা সেই অপরাধীকে সরাসরি তরবারি দিয়ে হত্যা করব না!! বরং সে যেভাবে করেছিল, সেভাবেই প্রথমে তার হাত দুটি, এরপর পা দুটি, এরপর জিহ্বা এবং এরপর তার মাথা দ্বিখণ্ডিত করব। একে হত্যার ক্ষেত্রে ইহসান বা উত্তম পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা হবে, কেননা হত্যার উত্তম পদ্ধতি হলো তা যেভাবেই হোক না কেন শরীয়তের বিধান অনুযায়ী হওয়া।

এই হাদিসে নিজের ব্যভিচারের কথা স্বীকার করার বৈধতার প্রমাণ রয়েছে, যাতে হদ (নির্ধারিত দণ্ড) কার্যকর করার মাধ্যমে নিজেকে পবিত্র করা যায়, নিজেকে লজ্জিত বা অপদস্থ করার উদ্দেশ্যে নয়।

সুতরাং যে ব্যক্তি ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) বা তার প্রতিনিধির নিকট নিজের ব্যভিচারের কথা প্রকাশ করে যাতে তার উপর হদ কায়েম করা হয়, তাকে তিরস্কার বা নিন্দা করা হবে না।

وأما الإنسان الذي يخبر عن نفسه بأنه زني، يخبر بذلك عامة الناس؛ فهذا فاضح نفسه وهو من غير المعافين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ((كل أمتي معافي إلا المجاهرين. قالوا: من المجاهرون؟ قال: الذي يفعل الذنب ثم يستتره الله عليه ثم يصبح يتحدث به)).

إذا قام قائل هل الأفضل للإنسان إذا زني أن يذهب إلي القاضي ليقر عنده، فيقام عليه الحد، أو الأفضل أن يستتر نفسه؟ فالجواب عن هذا أن في ذلك تفصيلاً. قد يكون الإنسان تاب توبة نصوحاً، وندم، وعرف من نفسه أنه لن يعود فهذا الأفضل أن لا يذهب ولا يخبر عن نفسه، بل يجعل الأمر سرا بينه وبين الله، ومن تاب تاب الله عليه.

وأما من خاف أن لا تكون توبته نصوحاً، وخاف أن يعود ويرجع إلي الذنب مرة أخرى؛ فهذا الأفضل في حقه أن يذهب إلي ولي الأمر، أو إلي القاضي أو غيره، ليقر عنده فيقام عليه الحد.

23- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو أن لابن آدم ملاء واد مائلاً: لأحب أن له إليه مثله ولا ييلا عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب)). (متفق عليه).

আর যে ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে সংবাদ দেয় যে সে ব্যভিচার করেছে এবং সাধারণ মানুষের নিকট তা ব্যক্ত করে; সে মূলত নিজের গোপনীয়তা নিজেই উন্মোচনকারী এবং সে ক্ষমা বা নিরাপত্তার বহির্ভূত। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “প্রকাশ্য

গুনাহকারী ব্যতীত আমার উম্মতের সকলকে ক্ষমা করা হবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন: প্রকাশ্য গুনাহকারী কারা? তিনি বললেন: সেই ব্যক্তি যে কোনো পাপ করে, অতঃপর আল্লাহ তা গোপন রাখেন, কিন্তু সে সকালে উঠে তা মানুষের কাছে বর্ণনা করতে থাকে।”

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, কোনো ব্যক্তি ব্যভিচার করলে তার জন্য কি বিচারকের কাছে গিয়ে স্বীকারোক্তি দেওয়া উত্তম—যাতে তার ওপর শরঈ দণ্ডবিধি (হদ) কায়েম করা হয়—নাকি নিজেকে গোপন রাখা উত্তম? এর উত্তর হলো, এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে।

যদি কোনো ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে তওবা করে, অনুতপ্ত হয় এবং নিজের সম্পর্কে নিশ্চিত হয় যে সে আর কখনো ওই পাপে লিপ্ত হবে না, তবে তার জন্য (বিচারকের কাছে) না যাওয়া এবং নিজের পাপের কথা প্রকাশ না করাই উত্তম। বরং তার উচিত বিষয়টিকে তার এবং আল্লাহর মাঝে গোপন রাখা। আর যে ব্যক্তি তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আশঙ্কা করে যে তার তওবা হয়তো একনিষ্ঠ হবে না এবং পুনরায় সেই পাপে জড়িয়ে পড়ার ভয় থাকে, তবে তার ক্ষেত্রে উত্তম হলো উল্লিখিত আমর (কর্তৃপক্ষ), বিচারক বা অন্য কারো নিকট গিয়ে স্বীকারোক্তি প্রদান করা, যাতে তার ওপর শরঈ দণ্ডবিধি কার্যকর করা হয়।

* * *

২৩- ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আদম সন্তানকে যদি ধন-সম্পদে পূর্ণ একটি উপত্যকা দেওয়া হয়, তবে সে তার সাথে অনুরূপ দ্বিতীয় আরেকটি উপত্যকা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে। মূলত মাটি ছাড়া আর কিছুই আদম সন্তানের চোখ পূর্ণ করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।” (বুখারী ও মুসলিম)।

24- وعن أبي هريرة- رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((يضحك الله- سبحانه وتعالى-إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيشهد)) (متفق عليه) .

[الشَّرْحُ]

هذان الحديثان في بيان التوبة، وأن من تاب تاب الله عليه مهما عظم ذنبه؛ لأن الله تعالى قال في كتابه: (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا) (يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) (الفرقان: 68/70) .

فالحديث الأول عن عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما ومعناه: أن ابن آدم لن يشبع من المال، ولو كان له واد واحد ((لا بتغي)) أي طلب أن يكون ل وديان، ولا يملأ غلا التراب؛ وذلك إذا مات ودفن وترك الدنيا وما فيها؛ حينئذ يقتنع؛ لأنها فآتنة، ولكن مع ذلك حث الرسول صلى الله عليه وسلم على التوبة؛ لأن الغالب أن الذي يكون عنده طمع في المال؛ أنه لا يحترز من الأشياء المحرمة من الكسب المحرم.

২৪-আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আল্লাহ তাআলা এমন দুই ব্যক্তির অবস্থা দেখে হাসেন যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করে এবং তারা উভয়েই জান্নাতে প্রবেশ করে। এই ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে এবং শহীদ হয়, অতঃপর আল্লাহ হত্যাকারীর তওবা কবুল করেন, সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং সেও শাহাদাত বরণ করে।" (বুখারি ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিস দুটি তওবার বর্ণনায় এসেছে এবং এটি নির্দেশ করে যে, যে ব্যক্তি তওবা করবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন, তার অপরাধ যতই গুরুতর হোক না কেন। কারণ মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন: "আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যকে ডাকে না, আল্লাহ যা হারাম করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া সেই প্রাণ হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। আর যারা এ কাজ করবে তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে তারা লাঞ্চিত অবস্থায় স্থায়ী হবে। তবে তারা ছাড়া যারা তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে; আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আল-ফুরকান: ৬৮-৭০)।

প্রথম হাদিসটি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, যার অর্থ হলো: আদম সন্তান কখনোই সম্পদ দ্বারা তৃপ্ত হবে না। যদি তার একটি উপত্যকা থাকে তবে সে অবশ্যই দ্বিতীয়টির আকাঙ্ক্ষা করবে, আর মাটি ছাড়া কোনো কিছুই তার উদর পূর্ণ করতে পারবে না। আর তা হবে যখন সে মৃত্যুবরণ করবে, তাকে দাফন করা হবে এবং সে দুনিয়া ও তার যাবতীয় বিষয় ত্যাগ করে চলে যাবে; তখনই সে পরিতৃপ্ত হবে। কারণ দুনিয়া মোহগ্রস্তকারী, কিন্তু তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তওবার প্রতি উৎসাহিত করেছেন; কারণ সাধারণত যার মধ্যে সম্পদের লোভ থাকে, সে হারাম উপার্জনের বিষয়গুলো থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না।

(ص: 171) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

ولكن دواء ذلك بالتوبة إلى الله ولهذا قال: ((ويتوب الله علي من تاب)) فمن تاب من سيئاته- ولو كانت هذه السيئات مما يتعلق بالمال- فإن الله يتوب عليه. أما الحديث الثاني فهو عن أبي هريرة- رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يضحك الله إلى رجلين.. الحديث)).

فضحك الله إلي هذين الرجلين؛ لأنه كان بينهما تمام العداوة في الدنيا؛ حتى إن أحدهما قتل الآخر، فقلب الله هذه العداوة التي في قلب كل واحد منهم، وأوال ما في نفوسهما من الغل، لأن أهل الجنة يطهرون من الغل والحق؛ كما قال الله-تعالى- في وصفهم) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (الحجر: 47) . فهذه وجه العجب من الله- عز وجل لهذين الرجلين أنه كان بينهما تمام العداوة، ثم إن الله-تعالى- من على هذا القاتل الذي كان كافراً فتاب، فتاب الله عليه. ففيه دليل: على أن الكافر إذا تاب من كفره-ولو كان قد قتل أحداً من المسلمين- فإن الله- تعالى- يتوب عليه؛ لأن الإسلام يهدم ما قبله.

কিন্তু এর প্রতিকার হলো আল্লাহর কাছে তওবা করা। এই কারণেই তিনি বলেছেন: "আর আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন যে তওবা করে।" সুতরাং যে ব্যক্তি তার মন্দ কর্মসমূহ থেকে তওবা করে—সেই মন্দ কর্মগুলো যদি অর্থ-সম্পদ সংশ্লিষ্টও হয়—তবে আল্লাহ অবশ্যই তার তওবা কবুল করবেন।

দ্বিতীয় হাদিসটি আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আল্লাহ দুই ব্যক্তির প্রতি হাসেন... (হাদিসের শেষ পর্যন্ত)।"

এই দুই ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর হাসার কারণ হলো, পৃথিবীতে তাদের মধ্যে চরম শত্রুতা বিরাজমান ছিল; এমনকি তাদের একজন অন্যজনকে হত্যাও করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের প্রত্যেকের অন্তরে বিদ্যমান সেই শত্রুতাকে পরিবর্তন করে দিলেন এবং তাদের মন থেকে বিদ্বেষ দূর করে দিলেন। কারণ জান্নাতবাসীদের অন্তরকে হিংসা ও বিদ্বেষ থেকে পবিত্র করা হবে; যেমনটি আল্লাহ তাআলা তাদের বর্ণনায় বলেছেন: "আমি তাদের অন্তর থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেব; তারা ভাই ভাই হিসেবে মুখোমুখি আসনে উপবিষ্ট থাকবে।" (সূরা আল-হিজর: ৪৭)।

এই দুই ব্যক্তির প্রতি মহান আল্লাহর আশ্চর্যান্বিত হওয়ার দিকটি হলো এই যে, তাদের মধ্যে ঘোর শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা কাফির অবস্থায় থাকা সেই হত্যাকারীর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, ফলে সে তওবা করেছে এবং আল্লাহও তার তওবা কবুল করেছেন।

এতে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, কোনো কাফির যদি তার কুফরি থেকে তওবা করে—চাই সে কোনো মুসলিমকে হত্যাই করে থাকুক না কেন—তবে আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল করবেন; কেননা ইসলাম গ্রহণ তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপকে ধুয়ে মুছে দেয়।

(ص: 172) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

3- باب الصبر

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا) (آل عمران: من الآية 200)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا) (آل عمران: من الآية 200) وقال تعالى:
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ
الصَّابِرِينَ (البقرة: 155) وقال تعالى: (إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ)
(الزمر: من الآية 10)) (إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) (الزمر: من
الآية 10) وقال تعالى: (وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) (الشورى: 43)
وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)
(البقرة: 153) وقال تعالى: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ)
(محمد: من الآية 31) والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة.

[الشَّرْحُ]

الصبر في اللغة: الحبس.

والمراد به في الشرع: حبس النفس على أمور ثلاثة:

الأول: على طاعة الله.

الثاني: عن محارم الله.

الثالث: على أقدار الله المؤلفة. هذه أنواع الصبر التي ذكرها أهل العلم.
الأمر الأول: أن يصبر الإنسان على طاعة الله لأن الطاعة ثقيلة على النفس، وتصب على الإنسان، وكذلك ربما تكون ثقيلة على البدن بحيث يكون مع الإنسان شيء من العجز والتعب، وكذلك أيضاً يكون فيها مشقة من الناحية المالية؛ كمسألة الزكاة ومسألة الحج، فالطاعات فيها شيء من المشقة على النفس والبدن، فتحتاج إلى صبر، وإلى معاناة قال الله

৩- ধৈর্য অধ্যায়

আল্লাহ তাআলা বলেন: (হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং ধৈর্যের প্রতিযোগিতায় জয়ী হও) (আলে ইমরান: ২০০ এর অংশ)। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: (আর আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব সামান্য ভয়, ক্ষুধা এবং মাল, জান ও ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে; আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও) (আল-বাকারা: ১৫৫)। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: (কেবল ধৈর্যশীলদেরই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেওয়া হবে কোনো হিসাব ছাড়াই) (আয-যুমার: ১০ এর অংশ)। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: (আর যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয়ই তা দৃঢ়সংকল্পের কাজ) (আশ-শূরা: ৪৩)। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: (হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন) (আল-বাকারা: ১৫৩)। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: (আর আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব যতক্ষণ না আমি তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদের জেনে নেই) (মুহাম্মদ: ৩১ এর অংশ)। ধৈর্য ধারণের আদেশ এবং এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনায় এই আয়াতগুলো ছাড়াও আরও অনেক সুপরিচিত আয়াত রয়েছে।

[ব্যাক্যা]

শাব্দিক অর্থে সবার (ধৈর্য) মানে হলো: আটকে রাখা বা বিরত রাখা।

শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ হলো: তিনটি বিষয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা বা আটকে রাখা:

প্রথমত: আল্লাহর আনুগত্যের ওপর (নিজেকে অবিচল রাখা)।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহর হারামকৃত বিষয়গুলো থেকে (নিজেকে বিরত রাখা)।

তৃতীয়ত: আল্লাহর কষ্টদায়ক ফয়সালার ওপর (ধৈর্য ধারণ করা)। এগুলোই হলো ধৈর্যের সেই প্রকারভেদ যা আলেমগণ উল্লেখ করেছেন।

প্রথম বিষয়টি হলো: মানুষ আল্লাহর আনুগত্যের ওপর ধৈর্য ধারণ করবে, কেননা আনুগত্য নফসের কাছে ভারী এবং মানুষের জন্য তা কঠিন মনে হয়। একইভাবে এটি শরীরের জন্যও ভারী বা কষ্টকর হতে পারে, যেখানে মানুষের মধ্যে কিছুটা অক্ষমতা ও ক্লান্তি দেখা দিতে পারে। আবার আর্থিক দিক থেকেও এতে কিছুটা কষ্ট থাকতে পারে; যেমন যাকাত ও হজের বিষয়গুলো। সুতরাং ইবাদত-আনুগত্যে নফস এবং শরীরের ওপর এক প্রকার কষ্ট রয়েছে, তাই এতে ধৈর্য এবং কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

(ص: 173) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (آل عمران: 200) .

الأمر الثاني: الصبر عن محارم الله بكف الإنسان نفسه عما حرم الله عليه، لأن النفس الأمارّة بالسوء تدعو إلى السوء، فيصبر الإنسان نفسه، مثل الكذب، والغش في المعاملات، وأكل المال بالباطل بالرب أو غيره، والزنا، وشرب الخمر، والسرقة، وما أشبه ذلك من المعاصي الكثيرة.

فيحبس الإنسان نفسه عنها حتى لا يفعلها، وهذا يحتاج أيضاً إلى معاناة، ويحتاج إلى كف النفس والهوى.

أما الأمر الثالث: فهو الصبر على أقدار الله المؤلمة؛ لأن أقدار الله- عز وجل- على الإنسان ملائمة ومؤلمة.

الملاءمة: تحتاج إلى الشكر، والشكر من الطاعات؛ فالصبر عليه من النوع الأول. ومؤلمة: بحيث لا تلائم الإنسان تكون مؤلمة؛ فيبتلي الإنسان في بدنه، ويبتلي في ماله بفقده. ويبتلي في أهله، ويبتلي في مجتمعه، وأنواع البلاء كثيرة تحتاج إلى صبر ومعاناة فيصبر الإنسان نفسه عما يحرم عليه من إظهار الجزع باللسان، أو بالقلب، أو بالجوارح لأن الإنسان عند حلول المصيبة له أربع حالات: الحالة الأولى: أن يتسخط. والحالة الثانية: أن يصبر. والحالة الثالثة: أن يرضي. والحالة الرابعة: أن يشكر.

মহান আল্লাহ বলেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা করো, যুদ্ধের ময়দানে সদা প্রস্তুত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করো, যেন তোমরা সফলকাম হতে পারো।" (আলে ইমরান: ২০০)।

দ্বিতীয় প্রকার: আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়াবলি থেকে ধৈর্য ধারণ করা। অর্থাৎ, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখা। কেননা কুপ্রবৃত্তি সর্বদা মন্দের দিকে প্ররোচিত করে। তাই মানুষ নিজেকে মিথ্যা বলা, লেনদেনে প্রতারণা করা, সুদ বা অন্য কোনো উপায়ে অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ করা, ব্যভিচার, মদ্যপান, চুরি এবং এই জাতীয় বহুবিধ পাপাচার থেকে বিরত রেখে ধৈর্য ধারণ করবে।

মানুষ নিজেকে এ সকল কাজ থেকে রুদ্ধ করে রাখবে যাতে সে তা সংঘটিত না করে। আর এটিও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বিষয় এবং এতে প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনাকে দমনের প্রয়োজন হয়।

তৃতীয় প্রকার: আল্লাহর ব্যথাদায়ক ফয়সালার ওপর ধৈর্য ধারণ করা। কেননা মানুষের ওপর মহান আল্লাহর নির্ধারিত তকদির বা ফয়সালা কখনো অনুকূল হয় আবার কখনো ব্যথাদায়ক হয়।

অনুকূল ফয়সালা: এর ক্ষেত্রে শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন হয়, আর শুকরিয়া আদায় করা আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং এর ওপর ধৈর্য ধারণ করা প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।
ব্যথাদায়ক ফয়সালা: যা মানুষের অনুকূলে থাকে না বরং তা কষ্টকর হয়। যেমন মানুষের শরীরে পরীক্ষা আসতে পারে, সম্পদ হারিয়ে সে বিপদগ্রস্ত হতে পারে, পরিবার-পরিজন কিংবা সমাজে বিপদগ্রস্ত হতে পারে। পরীক্ষার ধরন বহুবিধ যা ধৈর্য ও তিতিক্ষার দাবি রাখে। মানুষ এক্ষেত্রে জিহ্বা, অন্তর বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে অসন্তোষ প্রকাশ করা—যা হারাম করা হয়েছে—তা থেকে নিজেকে বিরত রেখে ধৈর্য ধারণ করবে। কেননা বিপদ আপতিত হওয়ার সময় মানুষের চারটি অবস্থা হতে পারে:

প্রথম অবস্থা: অসন্তুষ্ট হওয়া।

দ্বিতীয় অবস্থা: ধৈর্য ধারণ করা।

তৃতীয় অবস্থা: সন্তুষ্ট থাকা।

চতুর্থ অবস্থা: কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

(ص: 174) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

هذه أربع حالات تكون للإنسان عندما يصاب بالمصيبة.
أما الحال الأولى: أن يتسخط إما بقلبه، أو بلسانه، أو بجوارحه.
التسخط بالقلب: أن يكون في قلبه- والعياذ بالله- شيء على ربه من السخط والشره على الله- والعياذ بالله- وما أشبه. ويشعر وكأن الله قد ظلمه بهذه المصيبة.
وأما السخط باللسان: فأن يدعو بالويل والثبور، يا ويلاه ويا ثبورا، وأن يسب الدهر فيؤذي الله- عز وجل وما أشبه ذلك.

وأما التسخط بالجوارح: مثل أن يلطم خده، أو يصقع راسه، أو ينتف شعرة، أو يشق ثوبه وما أشبه هذا.

هذه حال السخط، حال الهلعين الذين حرموا الثواب، ولم ينجوا من المصيبة، بل الذين اكتسبوا الإثم فصار عندهم مصيبتان، مصيبة في الدين بالسخط، ومصيبة في الدنيا بما أتاهم مما يؤلمهم.

أما الحال الثانية: فالصبر على المصيبة بأن يحبس نفسه، هو يكره المصيبة، ولا يحبها، ولا يحب أن وقعت، لكن يصبر نفسه؛ لا يتحدث باللسان بما يسخط الله، ولا يفعل بجوارحه ما يغضب الله، ولا يكون في قلبه شيء على الله أبداً، فهو صابر لكنه كاره لها.

والحال الثالثة: الرضا؛ بأن يكون الإنسان منشراحاً صدره بهذه المصيبة، ويرضي بها رضاء تاماً وكأنه لم يصب بها.

والحالة الرابعة: الشكر؛ فيشكر الله عليها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يكره قال: ((الحمد لله على كل

মানুষের ওপর যখন কোনো বিপদ আসে, তখন তার চারটি অবস্থা হতে পারে।

প্রথম অবস্থা: অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা; তা হৃদয়ের মাধ্যমে হোক, জিহ্বার মাধ্যমে হোক অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে হোক।

হৃদয়ের মাধ্যমে অসন্তুষ্টি: তা হলো তার অন্তরে—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—তার প্রতিপালকের প্রতি কোনো অসন্তোষ বা আল্লাহর প্রতি কোনো অভিযোগ থাকা—আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই—অথবা এই জাতীয় কিছু। সে এমন অনুভব করে যেন আল্লাহ এই বিপদের মাধ্যমে তার প্রতি জুলুম করেছেন।

আর জিহ্বার মাধ্যমে অসন্তুষ্টি: তা হলো ধ্বংস ও হাহাকার করা, 'হায় কপাল!', 'হায় দুর্ভোগ!' বলে চিৎকার করা এবং কাল বা সময়কে গালি দেওয়া, যার ফলে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা কষ্ট পান এবং এই জাতীয় কাজ করা।

আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে অসন্তুষ্টি: যেমন—গালে চড় মারা, মাথায় আঘাত করা, চুল ছেঁড়া অথবা

কাপড় ছিঁড়ে ফেলা এবং এই জাতীয় কাজ।

এটি হলো অসম্ভবতার অবস্থা, যা সেই সকল ধৈর্যহীনদের অবস্থা যারা সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং বিপদ থেকেও মুক্তি পায়নি; বরং তারা গুনাহ অর্জন করেছে। ফলে তাদের ওপর দুটি বিপদ আপতিত হয়েছে—অসম্ভবতার কারণে দুইটি বিপদ, আর যে কষ্টদায়ক বিষয় তাদের ওপর এসেছে তার কারণে দুনিয়াবি বিপদ।

দ্বিতীয় অবস্থা: বিপদে ধৈর্য ধারণ করা। আর তা হলো নিজেকে সংবরণ করা; সে বিপদকে অপছন্দ করে, এটি কামনা করে না এবং এটি ঘটুক তাও চায় না, কিন্তু সে নিজেকে ধৈর্যশীল রাখে। জিহ্বা দিয়ে এমন কিছু বলে না যা আল্লাহকে অসম্ভব করে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে এমন কিছু করে না যা আল্লাহর ক্রোধের কারণ হয় এবং তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি কোনো অভিযোগ থাকে না। সে ধৈর্যশীল, তবে সে বিষয়টিকে অপছন্দ করে।

তৃতীয় অবস্থা: সম্ভব বা রেয়া। তা হলো এই বিপদে মানুষের অন্তর প্রশান্ত থাকা এবং এতে এমনভাবে পূর্ণ সম্ভব থাকা যেন সে কোনো বিপদে আক্রান্তই হয়নি।

চতুর্থ অবস্থা: শোকর বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। সে বিপদের ওপর আল্লাহর শোকর আদায় করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন অপ্রীতিকর কিছু দেখতেন, তখন বলতেন: "সকল অবস্থায় আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা..."

(ص: 175) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

حال)).

فیشکر الله من أجل أن الله يرتب له من الثواب على هذه المعصية أكثر مما أصابه. ولهذا يذكر عن بعض العابدات أنها أصيبت في أصبعها، فحمدت الله على ذلك، فقالت لها: كيف تحمدين الله والأصبع قد أصابه ما أصابه، قالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. والله الموفق.

ثم ساق المؤلف- رحمه الله تعالى- الآيات التي فيها الحث على الصبر والثناء على فاعليه، فقال: وقول الله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (آل عمران: 200) ، فَأَمَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِتَضْيِ
 إِيْمَانِهِمْ، وبشرف إِيْمَانِهِمْ بهذه الأوامر الأربعة: (اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا
 اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (آل عمران: من الآية 200) .
 فالصبر عن المعصية، والمصابرة على الطاعة، والمرابطة كثرة الخير وتتابع الخير،
 والتقوي تعم ذلك كله. (وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) .
 فاصبروا عن محارم الله: لا تفعلوها، تجنبوها ولا تقربوها.
 ومن المعلوم أن الصبر عن المعصية لا يكون إلا حيث دعت إليه النفس، أما
 الإنسان الذي لم تطرأ على بآله المعصية فلا يقال إنه صبر عنها، ولكن إذا دعتك
 نفسك إلى المعصية فاصبر، واحبس النفس.
 وأما المصابرة فهي على الطاعة؛ لأن الطاعة فيها أمران:

দশা))।

অতঃপর তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন এই কারণে যে, আল্লাহ তাআলা এই পাপে
 নিপতিত হওয়ার বিনিময়ে তার জন্য যে সওয়াব বা প্রতিদান নির্ধারণ করে রেখেছেন, তা তার
 বিপদের চেয়েও অনেক বেশি।

এ কারণেই জনৈকা ইবাদতকারিণী সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তার আঙুলে আঘাত লেগেছিল,
 কিন্তু তিনি তাতে আল্লাহর প্রশংসা (আলহামদুলিল্লাহ) করলেন। তখন তাকে বলা হলো: আপনি
 কীভাবে আল্লাহর প্রশংসা করছেন অথচ আপনার আঙুলে তো অনেক কষ্ট পৌঁছেছে? তিনি
 বললেন: এর প্রতিদানের মিষ্টতা আমাকে ধৈর্যের তিক্ততা ভুলিয়ে দিয়েছে। আর আল্লাহই
 তাওফিকদাতা।

অতঃপর গ্রন্থকার—আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন—ধৈর্যের প্রতি উৎসাহ
 প্রদানকারী এবং ধৈর্যশীলদের প্রশংসাসংবলিত আয়াতসমূহ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন:
 মহান আল্লাহর বাণী: "হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, ধৈর্যের মুকাবিলা করো,
 সুদৃঢ়ভাবে অবস্থান করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"
 (আলে ইমরান: ২০০)। আল্লাহ মুমিনদেরকে তাদের ঈমানের দাবি ও মর্যাদার প্রেক্ষিতে এই
 চারটি আদেশ প্রদান করেছেন: "তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, ধৈর্যের মুকাবিলা করো, সুদৃঢ়ভাবে

অবস্থান করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।" (আলে ইমরান: ২০০ এর অংশ)।

এখানে 'সবর' হলো পাপ থেকে বিরত থাকা, 'মুসাবারা' হলো আনুগত্যের ওপর অটল থাকা, আর 'মুরাবাতা' হলো কল্যাণকর কাজ বেশি বেশি করা এবং তা অব্যাহত রাখা; আর 'তাকওয়া' এই সবগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। "এবং আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা সফল হতে পারো।" অতএব তোমরা আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে ধৈর্য ধারণ করো: তা করো না, তা বর্জন করো এবং তার নিকটবর্তী হয়ো না।

এটি সর্বজনবিদিত যে, পাপ থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা তখনই অর্থবহ হয় যখন প্রবৃত্তি সেদিকে প্ররোচিত করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির মনে পাপের কোনো ধারণাই উদিত হয়নি, তাকে পাপ থেকে ধৈর্য ধারণকারী বলা হয় না। কিন্তু যখন তোমার প্রবৃত্তি তোমাকে পাপের দিকে ডাকবে, তখন তুমি ধৈর্য ধরো এবং নফসকে সংযত রাখো।

আর ধৈর্যের মুকাবিলা বা 'মুসাবারা' হলো আনুগত্যের ওপর অটল থাকা; কারণ আনুগত্যের মধ্যে দু'টি বিষয় রয়েছে:

(ص: 176) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الأمر الأول: فعل يتكلف به الإنسان ويلزم نفسه به.
والأمر الثاني: ثقل على النفس، لأن فعل الطاعة كترك المعصية ثقل على النفوس
الأمارة بالسوء.

فلهذا كان الصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية؛ ولهذا قال الله تعالى:
(وَصَابِرُوا) كان أحدا يصابر كما يصابر الإنسان عدوه في القتال والجهاد.
وأما البرابطة فهي كثرة الخير والاستمرار عليه، ولهذا جاء في الحديث عن رسول
الله صلي الله عليه وسلم أنه قال: ((إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلي

المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط)). لأن فيه استمرار في الطاعة وكثرة لفعلها.

وأما التقوى فإنها تشمل ذلك كله، لأن التقوى اتخاذ ما بقي من عقاب الله، وهذا يكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي.

وعلي هذا فعطفها على ما سبق من باب عطف العام على الخاص، ثم بين الله- سبحانه وتعالى- أن القيام بهذه الأوامر الأربعة سبب للفلاح فقال: (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).

والفلاح كلمة جامعة تدور على شيئين: على حصول المطلوب، وعلى النجاة من المرهوب. فمن اتقى الله- عز وجل حصل له مطلوبة ونجا من مرهوبه.

প্রথম বিষয়টি হলো: এমন একটি কাজ যা মানুষ কষ্টসহকারে সম্পাদন করে এবং নিজের ওপর তা আবশ্যক করে নেয়।

আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো: নফসের ওপর এক প্রকার বোঝা, কারণ ইবাদত ও আনুগত্য করা যেমন পাপ বর্জন করার মতোই মন্দপ্রবণ আত্মার নিকট অত্যন্ত ভারী অনুভূত হয়।

এ কারণেই আনুগত্যের ওপর ধৈর্য ধারণ করা পাপ থেকে বিরত থাকার ধৈর্যের চেয়েও অধিক উত্তম; আর একারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "এবং তোমরা ধৈর্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হও"। এটি এমন যেন কেউ আপনার সাথে ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করছে, যেমন মানুষ যুদ্ধ ও জিহাদের ময়দানে শত্রুর মোকাবিলায় ধৈর্যের পরিচয় দেয়।

আর 'মুরবাতা' (সংবদ্ধ থাকা) হলো কল্যাণের আধিক্য এবং তাতে অবিচল থাকা। এ কারণেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে, তিনি বলেছেন: "কষ্টসাধ্য অবস্থায়ও পূর্ণরূপে ওজু করা, মসজিদের দিকে অধিক পদচারণা করা এবং এক সালাতের পর পরবর্তী সালাতের জন্য অপেক্ষা করা—এটাই হলো রিবাত (সংবদ্ধতা), এটাই হলো রিবাত।" কারণ এর মধ্যে আনুগত্যের ধারাবাহিকতা এবং নেক কাজের আধিক্য বিদ্যমান।

আর তাকওয়া হলো এই সবকিছুরই সমষ্টি; কারণ তাকওয়া মানে আল্লাহর শাস্তি থেকে সুরক্ষা গ্রহণ করা, আর এটি অর্জিত হয় তাঁর আদেশসমূহ পালন এবং নিষেধসমূহ বর্জনের মাধ্যমে।

সেই হিসেবে, পূর্ববর্তী বিষয়গুলোর পর এর উল্লেখ মূলত বিশেষের পর সাধারণের সংযোগ ঘটানোর ব্যাকরণিক রীতি। এরপর মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্পষ্ট করেছেন যে, এই চারটি নির্দেশ পালন করাই হলো সফলতার চাবিকাঠি। তাই তিনি বলেছেন: "যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"

আর 'ফালাহ' (সফলতা) হলো একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ যা দুটি বিষয়ের ওপর আবর্তিত হয়: কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করা এবং ভীতিপ্রদ বিষয় থেকে মুক্তি পাওয়া। সুতরাং যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করবে, সে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করবে এবং আশঙ্কাজনক বিষয় থেকে নাজাত লাভ করবে।

(ম: 177) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وَأَمَّا الْآيَةُ الثَّانِيَةُ فَقَالَ- رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ) (البقرة: 155) ،
هذه الآية فيها قسم من الله- عز وجل أن يختبر العباد بهذه الأمور.
فقوله: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ) أي: لنختبرنكم.
(بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ) لا الخوف كله بل شيء منه؛ لأن الخوف كله مهلك ومدمر. لكن
بشيء منه.

((الخوف)) هو فقد الأمن، وهو أعظم من الجوع، ولهذا قدمه الله عليه، لكن
الخائف- والعياذ بالله- لا يستقر لا في بيته ولا في سوقه، والخائف أعظم من الجائع؛
ولهذا بدأ الله به فقال: (بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ) وأخوف ما نخاف منه ذنوبنا؛
لأن الذنوب سبب لكل الويلات، وسبب للمخاطر، والمخاوف، والعقوبات الدينية،
والعقوبات الدنيوية.
(وَالْجُوعِ) يبتلي بالجوع.

والجوع يحمل معنيين:

المعني الأول: أن يحدث الله- سبحانه- في العباد وباء؛ هو وباء الجوع، بحيث يأكل الإنسان ولا يشبع، وهذا يمر على الناس، وقد مر بهذه البلاد سنة معروفة عند العامة تسمي سنة الجوع. يأكل الإنسان الشيء الكثير ولكنه لا يشبع- والعياذ بالله- نحدث أن الإنسان يأكل من التمر مخفراً كاملاً في آن واحد ولا يشبع-والعياذ بالله- ويأكل الخبز الكثير ولا

আর দ্বিতীয় আয়াতের ব্যাপারে তিনি (রাহিমাল্লাহ) বলেন, মহান আল্লাহর বাণী: “আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে; আর আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন।” (আল-বাকারাহ: ১৫৫)। এই আয়াতে আল্লাহ আজযা ওয়া জাল্লা-র পক্ষ থেকে একটি শপথ রয়েছে যে, তিনি বান্দাদেরকে এই বিষয়গুলোর মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন।

তাঁর বাণী: “আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব”, অর্থাৎ: আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে যাচাই করব।

“কিছু ভয়ের মাধ্যমে”—সম্পূর্ণ ভয় নয়, বরং তার কিয়দাংশ; কেননা পূর্ণ ভয় বিনাশকারী ও ধ্বংসাত্মক। কিন্তু এর কিছুটা অংশ দ্বারা (পরীক্ষা করবেন)।

‘ভয়’ হলো নিরাপত্তার অভাব, আর এটি ক্ষুধার চেয়েও গুরুতর; একারণেই আল্লাহ ক্ষুধাকে ভয়ের পরে উল্লেখ করেছেন। কেননা ভীত ব্যক্তি—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—না নিজের ঘরে স্থির থাকতে পারে, না বাজারে। ক্ষুধার্ত ব্যক্তির চেয়ে ভীত ব্যক্তির কষ্ট অধিকতর; তাই আল্লাহ তাআলা এটি দিয়ে শুরু করে বলেছেন: “কিছু ভয় ও ক্ষুধার মাধ্যমে।” আর আমরা সবচেয়ে বেশি যাকে ভয় করি তা হলো আমাদের গুনাহসমূহ; কেননা গুনাহই হলো সকল বিপদ-আপদ, ঝুঁকি, ভীতি এবং ধর্মীয় ও পার্থিব শাস্তির মূল কারণ।

“এবং ক্ষুধা”—তিনি ক্ষুধার মাধ্যমে পরীক্ষা করেন।

আর ক্ষুধার দুটি অর্থ রয়েছে:

প্রথম অর্থ: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বান্দাদের মধ্যে একটি মহামারি সৃষ্টি করেন; আর তা হলো ক্ষুধার মহামারি, যাতে মানুষ আহার করে কিন্তু তৃপ্ত হয় না। মানুষের ওপর এমন সময় আসে; এই ভূখণ্ডেও সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত এমন একটি বছর অতিবাহিত হয়েছে

যাকে ‘দুর্ভিক্ষের বছর’ বলা হয়। মানুষ প্রচুর পরিমাণে আহার করে কিন্তু তৃপ্ত হয় না—আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই—বর্ণিত আছে যে, একজন মানুষ এক বসায় এক ঝুড়ি খেজুর খেয়ে ফেলত অথচ তৃপ্ত হতো না—আল্লাহর কাছে পানাহ চাই—এবং সে প্রচুর রুটি খেত তবুও...

(ص: 178) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

يشبع لمرض فيه. هذا نوع من الجوع.

النوع الثاني من الجوع: الجذب والسنون المبحلة لا يدر فيها ضرع ولا ينمو فيها زرع، هذا من الجوع.

وقوله (وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ) يعينني: نقص الاقتصاد، بحيث تصاب الأمة بقلّة البادة والفقر، ويتأخر اقتصادها، وترهق حكومتها بالديون التي تأتي نتيجة لأسباب يقدرها الله عز وجل ابتلاء وامتحاناً.

وقوله: (وَالْأَنْفُسِ) أي: الموت؛ بحيث يحل في الناس أوبئة تهلكهم وتقضي عليهم. وهذا أيضاً يحدث كثيراً ولقد حدثنا أنه حدث في هذه البلاد- أي البلاد النجدية- حدث فيها وباء عظيم تسمي سنته عند العامة (سنة الرحمة) إذا دخل الوباء في البيت لم يبق منهم أحد إلا دفن- والعياذ بالله _، يدخل في البيت فيه عشرة أنفس أو أكثر، فيصاب هذا بمرض، ومن غد الثاني والثالث والرابع، حتى يموتوا عن آخرهم وحدثنا أنه قدم هذا المسجد، مسجد الجامع الكبير بعنيزة- وكان الناس بالأول في قرية صغيرة، ليس فيها ناس كثير كما هو الحال اليوم، يقدم أحياناً في فرض الصلاة الواحد سبع إلي ثمان جنائز، نعوذ بالله من الأوبئة. هذا أيضاً نقص من الأنفس.

وقوله: (وَالشَّرَاتِ) أَيْكَ أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ جُوعٌ، وَلَكِنْ تَنْقُصُ الشَّرَاتِ، تَنْزِعُ بَرَكَتَهَا فِي الزَّرْعِ وَالنَّخِيلِ وَفِي الْأَشْجَارِ الْآخَرِي، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَبْتَلِي الْعِبَادَ بِهَذِهِ الْأُمُورِ لِيُذَيِّقَهُمْ بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

فيَقَابِلُ النَّاسَ هَذِهِ الْمَصَائِبَ بِدَرَجَاتٍ مُتَنَوِّعَةٍ، بِالتَّسْخِطِ، أَوْ بِالصَّبْرِ أَوْ بِالرِّضَا، أَوْ بِالشُّكْرِ كَمَا قَلَّنَاهُ فِيهَا سَبَقَ. وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ.

তিনি কোনো রোগের কারণে তৃপ্ত হতে পারেন না। এটি এক প্রকার ক্ষুধা।

ক্ষুধার দ্বিতীয় প্রকার হলো: দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির বছরসমূহ, যাতে পশুর ওলান থেকে দুধ আসে না এবং কোনো ফসল উৎপন্ন হয় না; এটিও ক্ষুধার অন্তর্ভুক্ত।

আর আল্লাহর বাণী: "এবং ধন-সম্পদের হ্রাস" এর অর্থ হলো: অর্থনৈতিক মন্দা, যার ফলে জাতি পার্থিব উপকরণের স্বল্পতা ও দারিদ্র্যে নিপতিত হয়, তাদের অর্থনীতি পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ে এবং তাদের সরকার ঋণের ভারে ন্যুজ হয়ে যায়; যা মহান আল্লাহ পরীক্ষা ও যাচাই স্বরূপ তাঁর নির্ধারিত কারণসমূহের ফল হিসেবে নিয়ে আসেন।

আর তাঁর বাণী: "এবং জীবনের হ্রাস" অর্থাৎ: মৃত্যু; যার ফলে মানুষের মাঝে মহামারি দেখা দেয় যা তাদের বিনাশ করে ও নির্মূল করে দেয়। এটিও প্রায়শই ঘটে থাকে। আমাদের জানানো হয়েছে যে, এই ভূখণ্ডে—অর্থাৎ নজদ অঞ্চলে—এক ভয়াবহ মহামারি দেখা দিয়েছিল, সাধারণ মানুষের নিকট সেই বছরটি "রহমতের বছর" নামে প্রসিদ্ধ। মহামারি যখন কোনো পরিবারে হানা দিত, তখন তাদের কেউই আর কবরস্থ হওয়া ব্যতীত অবশিষ্ট থাকত না—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই। একটি পরিবারে দশজন বা তার অধিক সদস্য থাকত, একজন এই রোগে আক্রান্ত হতো, পরদিন দ্বিতীয়জন, এরপর তৃতীয় ও চতুর্থজন, এমনকি তারা শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করত। আমাদের বলা হয়েছে যে, উনাইজাহর এই কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে—আর মানুষ তখন ছোট জনপদে বাস করত, বর্তমানের ন্যায় জনবহুল ছিল না—মাঝে মাঝে কেবল এক ওয়াক্তের নামাজেই সাত থেকে আটটি জানাজা আনা হতো। মহামারির অনিষ্ট থেকে আমরা আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। এটিও প্রাণের বা জীবনের হ্রাস। আর তাঁর বাণী: "এবং ফল-ফসলের হ্রাস" অর্থাৎ এমন হতে পারে যে ক্ষুধার প্রকোপ নেই, কিন্তু ফল-ফসলে ঘাটতি দেখা দেয়; শস্যখেত, খেজুর বাগান এবং অন্যান্য বৃক্ষরাজির বরকত

ছিনিয়ে নেওয়া হয়। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের এসব বিষয়ে পরীক্ষা করেন যেন তারা তাদের কৃতকর্মের কিঞ্চিৎ স্বাদ আস্বাদন করে, যাতে তারা সঠিক পথে প্রত্যাবর্তন করতে পারে।

মানুষ এই মুসিবত বা বিপদসমূহকে বিভিন্ন স্তরে মোকাবিলা করে; অসম্ভব প্রকাশের মাধ্যমে, অথবা সবরের মাধ্যমে, কিংবা সন্তুষ্টির মাধ্যমে অথবা শুকরিয়ার মাধ্যমে—যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। আর আল্লাহই তৌফিকদাতা।

(179: ص) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الآية الثالثة: قوله تعالى: (إِنَّمَا يُؤَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) (الزمر: من الآية 10) (يُؤَفِّي الصَّابِرُونَ) أي يعطي الصابرون (أَجْرَهُمْ) أي ثوابهم. وقوله (بِغَيْرِ حِسَابٍ) وذلك أن الأعمال الصالحة مضاعفة؛ الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

أما الصبر فإن مضاعفته تأتي بغير حساب من عند الله- عز وجل وهذا لم يقابل بعدد، بل هو أمر معلوم عند الله ولا حساب فيه، لا يقال مثلاً الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعف، بل يقال إنه يؤفي أجره بغير حساب. وفي هذه الآية من الترغيب في الصبر ما هو ظاهر. ثم قال المؤلف:

الآية الرابعة: قوله تعالى: (وَلَكِنْ صَبْرٌ وَغَفْرٌ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) (الشورى: 43) أي: أن الذي يصبر على أذى الناس ويحتلهم ويغفر لهم سيئاتهم التي يسيئون بها إليه؛ فإن ذلك (لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) أي: من مغزوماتها وشدائدها التي تحتاج إلى مقابلة ومصابرة. ولا سيما إذا كان الأذى الذي ينال الإنسان بسبب جهادة في الله- عز وجل وبسبب طاعته؛ لأن أذية الناس لك لها أسباب متعددة

متنوعة. فإذا كان سببها طاعة الله- عز وجل، والجهاد في سبيله، والأمر بالمعروف،
والنهي عن المنكر، فإن الإنسان يثاب على ذلك من وجهين:
الوجه الأول: من الأذية التي تحصل له.
والوجه الثاني: صبره على هذه الطاعة التي أؤذي في الله من أجلها.

তৃতীয় আয়াত: মহান আল্লাহর বাণী: (নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদেরকে তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে প্রদান করা হবে কোনো হিসাব ছাড়াই) (সূরা আয-যুমার: ১০ নং আয়াতের অংশ)। (ধৈর্যশীলদের পূর্ণরূপে প্রদান করা হবে) অর্থাৎ ধৈর্যধারণকারীদের দান করা হবে (তাদের প্রতিদান) অর্থাৎ তাদের সওয়াব বা পুরস্কার।

আর তাঁর বাণী (কোনো হিসাব ছাড়াই), এর কারণ হলো নেক আমলসমূহের সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়; একটি নেকির সওয়াব দশ গুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত, এমনকি তার চেয়েও অনেক গুণ বৃদ্ধি করা হয়।

কিন্তু ধৈর্যের ক্ষেত্রে এর সওয়াব মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো হিসাব ছাড়াই বৃদ্ধি করা হয় এবং এটি কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার ফ্রেমে আবদ্ধ নয়। বরং এটি আল্লাহর নিকট সুনির্ধারিত একটি বিষয় যাতে কোনো গণনা নেই। উদাহরণস্বরূপ এমনটি বলা হবে না যে, একটি নেকির বিনিময়ে দশ গুণ থেকে সাতশ গুণ সওয়াব দেওয়া হবে, বরং বলা হবে যে তাকে তার প্রতিদান কোনো হিসাব ছাড়াই পূর্ণরূপে দেওয়া হবে। এই আয়াতে ধৈর্য ধারণের প্রতি যে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে তা অত্যন্ত স্পষ্ট। এরপর লেখক বলেন:

চতুর্থ আয়াত: মহান আল্লাহর বাণী: (আর অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয়ই তা দৃঢ়সংকল্পের কাজের অন্তর্ভুক্ত) (সূরা আশ-শূরা: ৪৩)। অর্থাৎ: যে ব্যক্তি মানুষের কষ্টদায়ক আচরণে ধৈর্য ধারণ করে, তা সহ্য করে এবং তারা তার সাথে যে মন্দ আচরণ করে তা ক্ষমা করে দেয়; তবে নিশ্চয়ই তা (দৃঢ়সংকল্পের কাজের অন্তর্ভুক্ত) অর্থাৎ এমন সব গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন কাজের অন্তর্ভুক্ত যার জন্য মানসিক দৃঢ়তা ও পরম ধৈর্যের প্রয়োজন। বিশেষ করে যখন মানুষ মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর পথে জিহাদ এবং তাঁর আনুগত্যের কারণে কষ্টের শিকার হয়; কারণ মানুষের পক্ষ থেকে আসা কষ্টের বহুমুখী ও বৈচিত্র্যময় কারণ থাকে। সুতরাং কষ্টের কারণ যদি হয় আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর পথে জিহাদ, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ, তবে মানুষ এর জন্য দুই দিক থেকে সওয়াব প্রাপ্ত হবে:

প্রথম দিক: তার ওপর যে কষ্ট আপতিত হয়েছে তার কারণে।

দ্বিতীয় দিক: সেই আনুগত্যের ওপর অটল থেকে ধৈর্য ধারণ করার কারণে যার জন্য সে আল্লাহর পথে কষ্ট বরণ করেছে।

(ص: 180) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وفي هذه الآية حث على صبر الإنسان على أذية الناس، ومغفرته لهم ما أساءوا إليه فيه. ولكن ينبغي أن يعلم أن المغفرة لمن أساء إليك ليست محدودة على الإطلاق؛ فإن الله تعالى قيد هذا بأن يكون العفو مقروناً بالإصلاح فقال: (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) (الشورى: من الآية 40)، أما إذا لم يكن في العفو والمغفرة إصلاح فلا تعف ولا تغفر.

مثال ذلك: لو كان الذي أساء إليك شخصاً معروفاً بالشر والفساد، وأنت لو عفوت عنه لكان في ذلك زيادة في شره. ففي هذه الحال الأفضل أن لا تعفو عنه، بل تأخذ بحقوقك من أجل الإصلاح، أما إذا كان الشخص إذا عفوت عنه لم يترتب على العفو عنه مفسدة؛ فإن العفو أفضل لأن الله يقول: (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) (الشورى: من الآية 40)، وإذا كان أجرك على الله لكان خيراً لك من أن يكون ذلك بمعارضة تأخذ من أعمال صاحبك الصالحة.

الآية الخامسة: قوله تعالى: (اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) (البقرة: من الآية 153) أمر الله - سبحانه وتعالى - أن نستعين على الأمور بالصبر عليها، لأن الإنسان إذا صبر وانتظر الفرج من الله سهلت عليه الأمور.

فَأَنْتَ إِذَا أَصَبْتَ بِشَيْءٍ يَحْتَاجُ إِلَى الصَّبْرِ فَاصْبِرْ وَتَحْمِلْ ((وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ،
وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكُرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا)).
وَأَمَّا الصَّلَاةُ فَإِنَّهَا تَعِينُ عَلَى الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ، حَتَّى إِنَّ الرَّسُولَ

এই আয়াতে মানুষের পক্ষ থেকে আসা কষ্টের ওপর ধৈর্য ধারণ করার এবং তারা যে মন্দ আচরণ করেছে সে জন্য তাদের ক্ষমা করে দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। তবে এটি জানা উচিত যে, যে আপনার সাথে মন্দ আচরণ করেছে তাকে ক্ষমা করা সর্বাবস্থায় প্রশংসনীয় নয়। কেননা আল্লাহ তাআলা এটিকে সংশোধনের সাথে শর্তযুক্ত করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন: “সুতরাং যে ক্ষমা করে দেয় এবং সংশোধন করে, তবে তার পুরস্কার আল্লাহর জিম্মায়।” (সূরা আশ-শূরা: ৪০ এর অংশবিশেষ)। পক্ষান্তরে, যদি ক্ষমা ও মার্জনা করার মধ্যে কোনো কল্যাণ বা সংশোধন নিহিত না থাকে, তবে ক্ষমা করবেন না এবং মার্জনাও করবেন না।

এর উদাহরণ হলো: আপনার সাথে মন্দ আচরণকারী ব্যক্তিটি যদি মন্দ কাজ ও ফাসাদের জন্য পরিচিত হয় এবং আপনি তাকে ক্ষমা করে দিলে তার দুষ্টামি ও অনিষ্টতা আরও বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায় তাকে ক্ষমা না করাই উত্তম, বরং সংশোধনের উদ্দেশ্যে আপনার নায্য পাওনা বুঝে নিন। তবে ব্যক্তিটি যদি এমন হয় যাকে ক্ষমা করলে কোনো নেতিবাচক ফল বা ফাসাদের আশঙ্কা নেই, তবে ক্ষমা করাই শ্রেয়। কারণ আল্লাহ বলেন: “সুতরাং যে ক্ষমা করে দেয় এবং সংশোধন করে, তবে তার পুরস্কার আল্লাহর জিম্মায়।” (সূরা আশ-শূরা: ৪০ এর অংশবিশেষ)। আর আপনার প্রতিদান যদি আল্লাহর জিম্মায় থাকে, তবে তা আপনার জন্য সেই বিনিময়ের চেয়েও উত্তম যা আপনি আপনার প্রতিপক্ষের নেক আমল থেকে গ্রহণ করার মাধ্যমে লাভ করতেন।

পঞ্চম আয়াত: আল্লাহ তাআলার বাণী: “তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।” (সূরা আল-বাকারাহ: ১৫৩)। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন সকল বিষয়ে ধৈর্যের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করি। কারণ মানুষ যখন ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সংকট মুক্তির প্রতীক্ষা করে, তখন তার জন্য বিষয়গুলো সহজ হয়ে যায়।

তাই আপনি যখন এমন কিছু দ্বারা আক্রান্ত হন যাতে ধৈর্যের প্রয়োজন, তখন ধৈর্য ধারণ করুন ও সহ্য করুন। “আর জেনে রাখুন যে, ধৈর্যের সাথেই বিজয় আসে, বিপদের সাথেই মুক্তি আসে এবং কষ্টের সাথেই আসে স্বস্তি।”

আর সালাতের বিষয়টি হলো, এটি দ্বীনি ও দুনিয়াবি সকল বিষয়ে সাহায্য প্রদান করে। এমনকি রাসুলুল্লাহ...

(ص: 181) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

- عليه الصلاة والسلام ذكر عنه: ((أنه إذا حز به أمر فزع إلى الصلاة)).
وبين الله في كتابه أن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر، فإذا استعان الإنسان بالصلاة على أموره يسر الله له ذلك، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، فيقف الإنسان فيها بين يدي الله، ويناجيه، ويدعوه، ويتقرب إليه بأنواع القربات التي تكون في هذه الصلاة؛ فكانت سبباً للمعونة.

قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) يعني ذلك المعية الخاصة، لأن معية الله- سبحانه وتعالى- تنقسم إلى قسمين:

معية عامة شاملة لكل أحد، وهي المذكورة في قوله تعالى: (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ) (الحديد: من الآية 4)، وفي قوله تعالى: (مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ) (المجادلة: من الآية 7).

وهذه المعية العامة شاملة لجميع الخلق، فبما من مخلوق إلا والله - تعالى - معه يعلمه، ويحيط به سلطاناً وقدرة وسعاً وبصراً وغير ذلك.
أما المعية الخاصة فهي المعية التي تقتضي النصر والتأييد؛ وهذه خاصة بالرسول

وَأَتْبَاعَهُمْ، لَيْسَتْ لِكُلِّ أَحَدٍ، (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ)
(النحل: 128) (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ

তাঁর ওপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক—তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে: "যখনই তিনি কোনো কঠিন বা উদ্বেগের বিষয়ের সম্মুখীন হতেন, তখনই নামাজের দিকে ধাবিত হতেন।"

আল্লাহ তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, নামাজ নিশ্চয়ই অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। সুতরাং মানুষ যখন তার কার্যাবলিতে নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ তার জন্য তা সহজ করে দেন। কেননা নামাজ হলো বান্দা ও তাঁর রবের মাঝে এক নিবিড় সংযোগ। এতে মানুষ আল্লাহর সামনে দাঁড়ায়, তাঁর সাথে একান্তে কথা বলে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করে এবং এই নামাজের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রকার ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ করে; ফলে এটি সাহায্যের এক বিশেষ অসিলা হয়ে দাঁড়ায়।

মহান আল্লাহর বাণী: (নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন) এর অর্থ হলো সেই বিশেষ সান্নিধ্য, কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সান্নিধ্য দুই ভাগে বিভক্ত:

সাধারণ সান্নিধ্য, যা প্রত্যেকের জন্য প্রযোজ্য। এটি মহান আল্লাহর এই বাণীতে উল্লেখিত হয়েছে: (তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন) (সূরা আল-হাদিদ: ৪-এর অংশ), এবং তাঁর এই বাণীতে: (তিন ব্যক্তির এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে তিনি থাকেন না, আর পাঁচ ব্যক্তিরও হয় না যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না; তারা এর চেয়ে কম হোক বা বেশি, যেখানেই থাকুক না কেন, তিনি তাদের সাথেই থাকেন) (সূরা আল-মুজাদালাহ: ৭-এর অংশ)।

এই সাধারণ সান্নিধ্য সকল সৃষ্টির জন্য পরিব্যাপ্ত। এমন কোনো সৃষ্টি নেই যার সাথে মহান আল্লাহ নেই—তিনি তাকে পরিজ্ঞাত আছেন এবং তাঁর আধিপত্য, ক্ষমতা, শ্রবণ, দর্শন ও অন্যান্য গুণাবলির দ্বারা পরিবেষ্টন করে আছেন।

আর বিশেষ সান্নিধ্য হলো সেই সান্নিধ্য যা সাহায্য ও সমর্থনের দাবি রাখে; এটি কেবল রাসূলগণ এবং তাঁদের অনুসারীদের জন্য নির্দিষ্ট, প্রত্যেকের জন্য নয়। (নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল) (সূরা আন-নাহল: ১২৮), (নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন) এবং এই জাতীয় অন্যান্য আয়াতসমূহ।

الآيات الدالة على هذه المعية الخاصة.

ولكن المعيتين كليهما لا تدلان على أن الله - سبحانه وتعالى- فوق سبواته على عرشه، أمكنتهم، بل هو مع الناس وهو- عز وجل- فوق وهو معك. والعرب يقولون: ما زلنا نسير والقمر معنا. وكل يعلم أن القمر في السماء. فما بك بالخالق عز وجل هو وفق كل شيء استوي على عرشه، ومع ذلك هو محيط بكل شيء مع كل أحد. مهما انفردت فإن الله- تعالى- محيط بك؛ علماً وقدره وسلطاناً وسبعا وبصراً وغير ذلك. وفي قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) دليل على أن الله يعين الصابر ويؤيده ويكأه حتى يتم له الصبر على ما يحبه الله عز وجل.

الآية السادسة: قوله تعالى: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ) (محمد: 31) .

(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ) : لنختبركم: فالابتلاء بمعنى الاختيار، أو البلوي بمعنى الاختيار.

يعني: أن الله اختبر العباد في فرض الجهاد عليهم؛ ليعلم من يصبر ومن لا يصبر؛ ولهذا قال الله- تعالى- في آية أخرى: (ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ) (محمد: من الآية 4) (سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ) (محمد: 5) (وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ) (محمد: 6/4)

وقوله عز وجل: (حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ) قد يتوهم بعض من قصر عليه

এই বিশেষ সান্নিধ্যের প্রমাণ বহনকারী আয়াতসমূহ।

তবে এই উভয় প্রকার সান্নিধ্যের কোনোটিই এ কথা নির্দেশ করে না যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর আসমানসমূহের উপরে আরশে সমাসীন নন, বরং তিনি মানুষের সাথেই আছেন

অথচ তিনি মহাপরাক্রমশালী সত্তা সবার উর্ধ্বে এবং তিনি আপনার সাথেই আছেন। আরবরা বলে থাকে: 'আমরা সারাক্ষণ পথ চলছিলাম আর চাঁদ আমাদের সাথেই ছিল।' অথচ প্রত্যেকেই জানে যে চাঁদ আকাশে অবস্থিত। তাহলে মহান স্রষ্টা সম্পর্কে আপনার ধারণা কী হতে পারে? তিনি সবকিছুর উর্ধ্বে আপন আরশে সমাসীন, তা সত্ত্বেও তিনি সবকিছুর পরিবেষ্টনকারী এবং প্রত্যেকের সাথেই আছেন। আপনি যেখানেই একাকী থাকুন না কেন, আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান, ক্ষমতা, রাজত্ব, শ্রবণ ও দৃষ্টি এবং অন্যান্য সবকিছুর মাধ্যমে আপনাকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

মহান আল্লাহর বাণী: (নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন) এর মধ্যে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, আল্লাহ ধৈর্যশীলকে সাহায্য করেন, সমর্থন প্রদান করেন এবং রক্ষা করেন, যাতে সে আল্লাহর সন্তোষজনক বিষয়ে ধৈর্যের পূর্ণতা লাভ করতে পারে।

ষষ্ঠ আয়াত: মহান আল্লাহর বাণী: (আর আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমি তোমাদের মধ্য থেকে মুজাহিদ ও ধৈর্যশীলদের জেনে নেই এবং তোমাদের অবস্থা যাচাই করি) (সূরা মুহাম্মদ: ৩১)।

(আর আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব): অর্থাৎ আমি তোমাদের যাচাই করব। এখানে 'ইবতিলা' বা 'বালওয়া' শব্দের অর্থ হলো পরীক্ষা বা যাচাই করা।

অর্থাৎ: আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের ওপর জিহাদ ফরজ করার মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা করেছেন; যাতে তিনি জেনে নিতে পারেন কে ধৈর্য ধারণ করে আর কে করে না। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেছেন: (এটাই বিধান। আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তবে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের একজনকে অপরের মাধ্যমে পরীক্ষা করতে চান। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তিনি কখনই তাদের কর্মফল বিনষ্ট করবেন না) (সূরা মুহাম্মদ: ৪-এর অংশ) (অচিরেই তিনি তাদের পথপ্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা সংশোধন করে দেবেন) (সূরা মুহাম্মদ: ৫) (আর তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পরিচয় তিনি তাদের জানিয়েছেন) (সূরা মুহাম্মদ: ৪/৬)।

আর মহান আল্লাহর বাণী: (যতক্ষণ না আমি মুজাহিদদের জেনে নেই) এ থেকে স্বল্পজ্ঞানী কেউ কেউ ভ্রান্ত ধারণায় নিপতিত হতে পারে যে...

أَن الله - سبحانه - لا يعلم الشيء حتى تقع؛ وهذا غير صحيح؛ فالله - تعالى - يعلم الأشياء قبل وقوعها، كما قال تعالى: (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) (الحج: 70) .

ومن أدعي أَن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه؛ فإنه مكذب لهذه الآية وأمثالها من الآيات الدالة على أَن الله - تعالى - قد علم الأشياء قبل أَن تقع!!

لكن العلم الذي في هذه الآية (حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ) أي: علماً يترتب عليه الجزاء. وقال بعض أهل العلم: المراد بقوله: (حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ) أي: علم ظهور، يعني حتى يظهر الشيء؛ لأن علم الله بالشيء قبل أَن يكون علم بأنه سيكون، وعلمه بعد كونه علم بأنه كان. وفرق بين العلمين.

فأعلم الأول علم بأنه سيكون، والثاني علم بأنه كان.

ويظهر لك الفرق لو أَن شخصاً قال لك: سوف أفعل كذا وكذا غداً فالآن حصل عندك علم بما أخبر به، ولكن إذا فعله غدا صار عندك علم آخر؛ أي: علم بأن الشيء الذي حدثك انه سيفعله قد فعله فعلاً. فهذان وجهان في تخريج قوله تعالى (حَتَّى نَعْلَمَ) .

الوجه الأول: أَن المراد به العلم الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب، وهذا لا يكون إلا بعد البلوي، بعد أَن يبتلي الله العبد ويختبره.

নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোনো বিষয় ঘটাব পূর্ব পর্যন্ত তা জানেন না—এরূপ ধারণা করা সঠিক নয়; বরং আল্লাহ তাআলা কোনো বিষয় সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তা জানেন, যেমনটি তিনি ইরশাদ করেছেন: “তুমি কি জান না যে, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন? নিশ্চয়ই তা একটি কিতাবে সংরক্ষিত আছে। নিশ্চয়ই এটি আল্লাহর জন্য অত্যন্ত সহজ।” (সূরা আল-হাজ্জ: ৭০)।

যে ব্যক্তি দাবি করে যে, কোনো বিষয় ঘটার আগে আল্লাহ সে সম্পর্কে জানেন না, সে মূলত এই আয়াত এবং এ জাতীয় অন্যান্য আয়াতসমূহকে অস্বীকারকারী বলে গণ্য হবে, যা প্রমাণ করে যে আল্লাহ তাআলা কোনো কিছু ঘটার পূর্বেই তা পরিজ্ঞাত!!

তবে এই আয়াতে অর্থাৎ (যাতে আমি মুজাহিদদের জেনে নিই) উল্লিখিত ‘জ্ঞান’-এর অর্থ হলো এমন জ্ঞান, যার ওপর ভিত্তি করে প্রতিফল (পুরস্কার বা দণ্ড) নির্ধারিত হয়।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন: “যাতে আমি মুজাহিদদের জেনে নিই”—এই বাণীর উদ্দেশ্য হলো দৃশ্যমান জ্ঞান; অর্থাৎ বিষয়টি প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত। কারণ কোনো বিষয় ঘটার পূর্বে সে সম্পর্কে আল্লাহর জ্ঞান হলো—তা ভবিষ্যতে ঘটবে সেই সংক্রান্ত জ্ঞান। আর বিষয়টি ঘটার পরের জ্ঞান হলো—তা ঘটেছে সেই সংক্রান্ত জ্ঞান। এই দুই প্রকার জ্ঞানের মাঝে পার্থক্য রয়েছে।

সুতরাং প্রথম প্রকার জ্ঞান হলো কোনো বিষয় সংঘটিত হবে সেই সংক্রান্ত জ্ঞান, আর দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান হলো তা সংঘটিত হয়েছে সেই সংক্রান্ত জ্ঞান।

এই পার্থক্যের বিষয়টি আপনার নিকট স্পষ্ট হবে যদি কোনো ব্যক্তি আপনাকে বলে: “আমি আগামীকাল অমুক অমুক কাজ করব।” এমতাবস্থায় সে যা খবর দিল সে সম্পর্কে আপনার একটি জ্ঞান অর্জিত হলো। কিন্তু যখন সে আগামীকাল কাজটি করবে, তখন আপনার নিকট অন্য একটি জ্ঞান অর্জিত হবে; অর্থাৎ যে বিষয়টি সে করবে বলেছিল, তা সে প্রকৃতপক্ষে সম্পন্ন করেছে—সেই সংক্রান্ত জ্ঞান। মহান আল্লাহর বাণী “যাতে আমি জেনে নিই”-এর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এই দুটি দিক বা বিশ্লেষণ রয়েছে।

প্রথম দিক: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন জ্ঞান যার ওপর সওয়াব বা আজাব প্রদান করা হয়। আর এটি কেবল পরীক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব, অর্থাৎ আল্লাহ যখন বান্দাকে কোনো পরীক্ষায় ফেলেন এবং তাকে যাচাই করেন, তার পরেই এটি কার্যকর হয়।

الوجه الثاني: أن المراد به علم الظهور؛ لأن علم الله بالشيء قبل أن يكون علم بأنه سيكون، فإذا صار عليه تعالي به علماً بما كان.

وقوله: (الْمُجَاهِدِينَ) المجاهد: صار هو الذي بذل جهده جهده إعلاء كلمة الله، فيشمل المجاهد بعلمه، والمجاهد بعلمه: الذي يتعلم العلم ويعلمه وينشره بين الناس، ويجعل هذا وسيلة لتحكيم شريعة الله، هذا مجاهد. والذي يحمل السلاح لقتال الأعداء هو أيضاً مجاهد في سبيل الله، إذا كان المقصود في الجهاديين أن تكون كلمة الله هي العليا.

وقوله: (وَالصَّابِرِينَ) أي: يصبرون على ما كلفوا فيه من الجهاد ويتحملونه ويقومون به.

وقوله: (وَنَبَلُوا أَخْبَارَكُمْ) أي: نختبرها وتتبين لنا وتظهر لنا ظهوراً يترتب عليه الثواب والعقاب.

لما ذكر الله هذا الابتلاء قال: (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ) ، والخطاب للنبي صلي الله عليه وسلم، ولك من يبلغه هذا الخطاب، يعني: بشر يا محمد، وبشر يا من يبلغه هذا الكلام الصابرين الذين يصبرون على هذه البلوى فلا يقابلونها بالتسخط وإنما يقابلونها بالصبر. وأكمل من ذلك أن يقابلونها بالرضا، وأكمل من ذلك أن يقابلونها بالشكر. كما مر علينا أن المصاب بالمصائب من أقدار الله المؤلمة له أربع حالات: تسخط، وصبر، ورضاً، وشكر، وهنا قال: (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ) (الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) (البقرة: 155/156) .

দ্বিতীয় দিক: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ‘প্রকাশ্য হওয়া সংক্রান্ত জ্ঞান’; কেননা কোনো বিষয় ঘটান পূর্বে সে সম্পর্কে আল্লাহর জ্ঞান হলো এটি ঘটবে এমন জ্ঞান, আর যখন তা ঘটে যায় তখন সে সম্পর্কে মহান আল্লাহর জ্ঞানটি হয়ে যায় যা ঘটেছে তা সংক্রান্ত জ্ঞান।

এবং তাঁর বাণী: (মুজাহিদগণ): মুজাহিদ হলেন তিনি যিনি আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য তার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করেন। এটি তাকেও অন্তর্ভুক্ত করে যিনি স্বীয় ইলম বা জ্ঞানের মাধ্যমে জিহাদ করেন; আর ইলমের মাধ্যমে জিহাদকারী হলেন তিনি যিনি ইলম অর্জন করেন, তা শিক্ষা দেন এবং মানুষের মাঝে প্রচার করেন এবং একে আল্লাহর শরিয়ত প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন; তিনিও একজন মুজাহিদ। আর যিনি শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অস্ত্র ধারণ করেন, তিনিও আল্লাহর পথে মুজাহিদ, যদি উভয় প্রকার জিহাদের উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর বাণীকে সর্বোচ্চ করা।

এবং তাঁর বাণী: (ও ধৈর্যশীলগণ) অর্থাৎ: জিহাদ সংক্রান্ত যে দায়িত্ব তাঁদের ওপর অর্পণ করা হয়েছে তাতে তাঁরা ধৈর্য ধারণ করেন, তা সহ্য করেন এবং তা সম্পাদন করেন।

এবং তাঁর বাণী: (এবং আমি তোমাদের অবস্থাদি পরীক্ষা করব) অর্থাৎ: আমি তা পরীক্ষা করব এবং তা আমাদের নিকট সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য হয়ে উঠবে এমন এক প্রকাশের মাধ্যমে যার ওপর ভিত্তি করে সওয়াব ও আজাব প্রদান করা হবে।

আল্লাহ যখন এই পরীক্ষার কথা উল্লেখ করলেন, তখন বললেন: (এবং আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন)। এই সম্বোধনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এবং যার কাছেই এই বাণী পৌঁছাবে তার প্রতি। অর্থাৎ: হে মুহাম্মদ, আপনি সুসংবাদ দিন, এবং হে ঐ ব্যক্তি যার নিকট এই বাণী পৌঁছাবে আপনি সেই ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন যারা এই পরীক্ষার ওপর ধৈর্য ধারণ করে এবং অসম্ভুতির মাধ্যমে তার মোকাবিলা করে না বরং ধৈর্যের মাধ্যমে মোকাবিলা করে। এর চেয়েও পূর্ণাঙ্গ হলো সম্ভুতির মাধ্যমে মোকাবিলা করা এবং তার চেয়েও বেশি পূর্ণাঙ্গ হলো কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে মোকাবিলা করা। যেমনটি আমাদের নিকট অতিক্রান্ত হয়েছে যে, আল্লাহর যন্ত্রণাদায়ক তাকদিরের বিপদে আক্রান্ত ব্যক্তির চারটি অবস্থা হতে পারে: অসম্ভুতি, ধৈর্য, সম্ভুতি এবং কৃতজ্ঞতা। আর এখানে তিনি বলেছেন: (এবং আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন। যারা তাদের ওপর কোনো বিপদ আপতিত হলে বলে: নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী) (আল-বাকারা: ১৫৫/১৫৬)।

وقوله: (قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ) إِذَا أَصَابَتْهُمْ مَصِيبَةٌ اعترفوا لله عز وجل بعبود ملكه، وأنهم ملك لله، والله أن يفعل في ملكه ما شاء؛ ولهذا قال النبي- عليه الصلاة والسلام لإحدى بناته، قال لها: ((إن الله ما أخذ وله ما أعطي)) فأنت ملك لربك- عز وجل يفعل بك ما يشاء حسب ما تقتضيه حكيمته تبارك وتعالى.

ثم قال: (وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) يعترفون بأنهم لا بد أن يرجعوا إلى الله فيجازيهم. أن تسخطوا جازاهم علي سخطهم، وإن صبروا - كما هو شأن هؤلاء القوم- فإن الله تعالى يجازيهم على صبرهم علي هذه المصائب. فيبتلي عز وجل بالبلاء ويثيب الصابر عليه.

قال تعالى: (أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ) (البقرة: من الآية 157) ، أولئك يعين الصابرين (عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ) والصلوات جمع صلاة وهي ثناء الله عليهم في البلاء الأعلى، يثني الله عليهم عند ملائكته.

وقوله: (وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) الذين هداهم الله- عز وجل عند حلول المصائب فلم يتسخطوا وإنما صبروا على ما أصابهم. وفي هذه الآية دليل على أن صلاة الله- عز وجل ليست هي رحمته، بل هي أخص وأكمل وأفضل، ومن فسرهما من العلماء بأن الصلاة من الله الرحمة، ومن

আর তাঁর বাণী: (তারা বলে: নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য)। যখন তাদের ওপর কোনো বিপদ আপতিত হয়, তখন তারা মহান আল্লাহর নিকট তাঁর নিরঙ্কুশ মালিকানার স্বীকৃতি প্রদান করে এবং স্বীকার করে যে তারা আল্লাহরই মালিকানাধীন। আর আল্লাহর অধিকার রয়েছে তাঁর মালিকানাধীন বিষয়ে যা ইচ্ছা তা-ই করার। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জনৈক কন্যাকে বলেছিলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ যা গ্রহণ করেছেন তা তাঁরই, আর যা তিনি দান করেছেন তাও তাঁরই।" সুতরাং আপনি আপনার মহান রবের মালিকানাধীন; তিনি আপনার ব্যাপারে যা ইচ্ছা তা-ই করেন, যা তাঁর প্রজ্ঞা ও বরকত অনুযায়ী আবশ্যিক হয়।

অতঃপর তিনি বলেছেন: (এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী)। তারা স্বীকার করে যে, অবশ্যই তাদের আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে যাতে তিনি তাদের প্রতিদান প্রদান করেন। যদি তারা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে, তবে তিনি তাদের অসন্তুষ্টির কারণে প্রতিফল দেবেন; আর যদি তারা ধৈর্য ধারণ করে—যেমনটি এই লোকদের অবস্থা—তবে আল্লাহ তাআলা এই বিপদে ধৈর্য ধারণের জন্য তাদের পুরস্কৃত করবেন। সুতরাং মহান আল্লাহ বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন এবং ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে সওয়াব দান করেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন: (তাদের ওপরই তাদের রবের পক্ষ থেকে আশীর্বাদ এবং রহমত বর্ষিত হয়) (সূরা আল-বাকারা: ১৫৭ আয়াতাতংশের অংশবিশেষ)। 'তারা' বলতে ধৈর্যশীলদের বোঝানো হয়েছে (যাদের ওপর তাদের রবের পক্ষ থেকে আশীর্বাদ ও রহমত বর্ষিত হয়)। 'সালাওয়াত' শব্দটি 'সালাত' শব্দের বহুবচন, আর এর অর্থ হলো ঊর্ধ্বলোকে ফেরেশতাদের সমাবেশে আল্লাহ কর্তৃক তাদের প্রশংসা করা। আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের নিকট তাদের প্রশংসা করেন।

আর তাঁর বাণী: (এবং তারাই হেদায়েতপ্রাপ্ত)। যাদেরকে মহান আল্লাহ বিপদ আপতিত হওয়ার সময় সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন, ফলে তারা অসন্তোষ প্রকাশ করেনি বরং তাদের ওপর যা আপতিত হয়েছে তাতে ধৈর্য ধারণ করেছে। আর এই আয়াতে এই কথার প্রমাণ রয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে 'সালাত' বা আশীর্বাদ কেবল 'রহমত' বা দয়া নয়, বরং এটি আরও বিশিষ্ট, আরও পূর্ণাঙ্গ এবং আরও উত্তম। ওলামায়ে কেরামদের মধ্যে যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাতকে রহমত হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, এবং যারা...

(ص: 186) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الملائكة الدعاء، ومن الآدميين الاستغفار؛ فإن هذا لا وجه له، بل الصلاة غير الرحمة؛ لأن الله تعالى عطف الرحمة على الصلوات، والعطف يقتضي المغايرة. ولأن العلماء مجمعون على أنك يجوز لك أن تقول لأي شخص من المؤمنين: اللهم ارحم فلاناً.

واختلفوا؛ هل يجوز أن تقول: اللهم صل عليه. أو لا يجوز؛ على أقوال ثلاثة:
-فمنهم من أجازها مطلقاً، ومنهم من منعها مطلقاً، ومنهم من أجازها إذا كانت
تبعاً.

والصحيح أنها تجوز إذا كانت تبعاً، كما في قوله ((اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد)) ، أو لم تكن ولكن لها سبب؛ كما قال الله (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) (التوبة: من الآية 103) ، فإذا كان لها سبب، ولم تتخذ
شعراً، فإن ذلك لا بأس به. فلا بأس أن تقول: اللهم صل على فلان، فلو جاءك
رجل بذكاته وقال لك خذ زكاتي وفرقها على الفقراء، فلك أن تقول: صلي الله عليك،
تدعو له بأن يصلي الله عليه كما أمر الله نبيه بذلك.

25- وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري- رضي الله عنه قال: قال رسول الله
صلي الله عليه وسلم: ((الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله
والحمد لله تملأ - أو تملأ- ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان،
والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك.

ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে সালাত হলো দোয়া এবং মানুষের পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা—এই
ব্যাখ্যার কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই। বরং সালাত রহমত (দয়া) থেকে ভিন্নতর একটি বিষয়;
কারণ মহান আল্লাহ সালাতের ওপর রহমতকে সংযুক্ত (আতফ) করেছেন, আর ব্যাকরণগত
সংযোগ সাধারণত অর্থের ভিন্নতা দাবি করে। এছাড়া উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে,
যেকোনো মুমিনের ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন: 'হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তির প্রতি রহম করুন'।

তবে তারা এই বিষয়ে মতভেদ করেছেন যে, 'হে আল্লাহ! আপনি তার ওপর সালাত পাঠ করুন' বলা জায়েজ কি না। এ বিষয়ে তিনটি মত রয়েছে:

—তাদের মধ্যে কেউ কেউ একে ঢালাওভাবে জায়েজ বলেছেন, কেউ কেউ একে ঢালাওভাবে নিষেধ করেছেন, আবার কেউ কেউ একে কেবল অন্য কারো অনুগামী হিসেবে জায়েজ বলেছেন।

সঠিক মত হলো, এটি তখন জায়েজ হবে যখন তা অনুগামী হিসেবে আসবে, যেমনটি বলা হয়: "হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং মুহাম্মদের পরিবারের ওপর সালাত বর্ষণ করুন"। অথবা যদি অনুগামী হিসেবে নাও হয় কিন্তু তার বিশেষ কোনো কারণ থাকে; যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: "তাদের ধন-সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, এর মাধ্যমে আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন ও পরিশুদ্ধ করবেন এবং তাদের জন্য সালাত (দোয়া) করুন" (সূরা আত-তাওবাহ: ১০৩ নং আয়াতের অংশ)। সুতরাং যদি এর কোনো কারণ থাকে এবং একে একটি নিয়মিত প্রতীক বা শ্লোগান হিসেবে গ্রহণ না করা হয়, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। তাই আপনি যদি বলেন: "হে আল্লাহ! অমুকের ওপর সালাত বর্ষণ করুন", তবে তাতে কোনো দোষ নেই। যেমন কোনো ব্যক্তি যদি আপনার কাছে তার জাকাত নিয়ে আসে এবং আপনাকে বলে "আমার জাকাত গ্রহণ করুন এবং তা দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করে দিন", তখন আপনি তাকে বলতে পারেন: "আল্লাহ আপনার ওপর সালাত বর্ষণ করুন"। অর্থাৎ আপনি তার জন্য আল্লাহ যেন সালাত বর্ষণ করেন সেই দোয়া করছেন, যেমনটি আল্লাহ তাঁর নবীকে সেই নির্দেশ দিয়েছেন।

* * *

২৫- আবু মালিক আল-হারিস ইবনে আসিম আল-আশআরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ। 'আলহামদুলিল্লাহ' (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য) মিজানের পাল্লাকে পূর্ণ করে দেয়। 'সুবহানাল্লাহ' (আল্লাহ পবিত্র ও মহিমাময়) এবং 'আলহামদুলিল্লাহ' আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানকে পূর্ণ করে দেয়। সালাত হলো নূর (আলো), সদকা হলো দলিল, ধৈর্য হলো জ্যোতি এবং কুরআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রমাণ।"

كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها)) (رواه مسلم) .

[الشَّرْحُ]

سبق لنا الكلام علي الآيات التي ساقها المؤلف- رحمه الله تعالى- في الصبر وثوابه والحث عليه، وبيان محله، ثم شرع رحمه الله في بيان الأحاديث الواردة في ذلك. فذكر حديث أبي مالك الشعري- رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان)) الحديث، غلي قوله ((والصبر ضياء)) فبين النبي صلي الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الصبر ضياء؛ يعني أن يضيء للإنسان، عندما تحتلك الظلمات وتشتد الكربات، فإذا صبر؛ فإن هذا الصبر يكون له ضياء يهديه إلي الحق. ولهذا ذكر الله- عز وجل أنه من جملة الأشياء التي يستعان بها، فهو ضياء للإنسان في قلبه، وضياء له في طريقه ومنهاجه وعلمه؛ لأنه كلما سار إلي الله عز وجل علي طريق الصبر؛ فإن الله تعالى- يزيده هدي وضياء في قلبه ويبصره؛ فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((الصبر ضياء)) .

أما بقية الحديث؛ فقال عليه الصلاة والسلام: ((الطهور شطر الإيمان)) .

الطهور: يعني بذلك طهارة الإنسان.

شطر الإيمان: أي نصف الإيمان.

প্রত্যেক মানুষ সকালে বের হয় এবং নিজেকে বিক্রয় করে; অতঃপর সে নিজেকে (আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে) মুক্ত করে অথবা (পাপের মাধ্যমে) ধ্বংস করে। (মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)।

[ব্যাখ্যা]

ধৈর্য, এর সওয়াব, এর প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং এর ক্ষেত্র বর্ণনার বিষয়ে গ্রন্থকার —আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন— যেসব আয়াত উল্লেখ করেছেন, সে সম্পর্কে আমাদের

আলোচনা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। অতঃপর তিনি —আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন— এ বিষয়ে বর্ণিত হাদিসসমূহের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।

তিনি আবু মালেক আল-আশআরি —রাদিয়াল্লাহু আনহু— এর হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক..." হাদিসের শেষ পর্যন্ত, তাঁর এই বাণী পর্যন্ত যে, "আর ধৈর্য হলো একটি জ্যোতি।" সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদিসে স্পষ্ট করেছেন যে, ধৈর্য হলো আলো; অর্থাৎ তা মানুষের জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে দাঁড়ায় যখন অন্ধকার ঘনীভূত হয় এবং বিপদ-আপদ চরম আকার ধারণ করে। সুতরাং সে যদি ধৈর্য ধারণ করে, তবে এই ধৈর্য তার জন্য এমন একটি জ্যোতি হয় যা তাকে সত্যের পথে পরিচালিত করে।

এই কারণেই আল্লাহ তাআলা —যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত— উল্লেখ করেছেন যে, এটি সেই সকল বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যা দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। সুতরাং তা মানুষের অন্তরের জন্য একটি জ্যোতি এবং তার পথ, কর্মপন্থা ও জ্ঞানের জন্য একটি আলো। কারণ ব্যক্তি যখনই ধৈর্যের পথে আল্লাহ তাআলার দিকে অগ্রসর হয়, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে হেদায়েত ও আলো বৃদ্ধি করে দেন এবং তাকে সঠিক পথ প্রত্যক্ষ করার তাওফিক দান করেন। এই কারণেই নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "ধৈর্য হলো আলো।"

আর হাদিসের বাকি অংশের বিষয়ে নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।"

পবিত্রতা: এর দ্বারা মানুষের পবিত্র হওয়াকে বোঝানো হয়েছে।

ঈমানের অর্ধেক: অর্থাৎ ঈমানের অর্ধেক অংশ।

(ص: 188) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وذلك لأن الإيمان تخلية وتحلية.

أي: تبرؤ من الشرك والفسوق، تبرؤ من المشركين والفساق بحسب ما معهم من
الفسق، فهو تخل.

وهذا هو الطهور؛ أن يتطهر الإنسان طهارة حسيه ومعنوية من كل ما فيه أذى فلهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام شطر الإيمان، ((وسبحان الله)) معناها: تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من العيوب ومبائلة المخلوقات.

فإن الله - عز وجل منزّه عن كل عيب في أسائه، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه، لا تجد في أسائه اسماً يشتمل على نقص أو على عيب؛ ولهذا قال تعالى: (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى) (الأعراف: من الآية 180) ولا تجد في صفاته صفة تشتمل على عيب أو نقص؛ ولهذا قال الله (وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى) بعد قوله: (لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ) فالله عز وجل له الوصف الأكمل الأعلي من جميع الوجوه، وله أيضاً الكمال المنزه عن كل عيب في أفعاله، كما قال الله تعالى: (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِاعْبِينَ) (الدخان: 38) فليس في خلق الله لعب ولهو وإنما هو خلق مبني على الحكمة.

كذلك أحكامه لا تجد فيها عيباً ولا نقصاً كما قال الله تعالى: (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) (التين: 8) ، وقال عز وجل: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (المائدة: 50) .
وقوله صلي الله عليه وسلم: ((سبحان الله والحمد لله تملأن- أو قال تملأ- ما بين

আর এটিই হলো ঈমান, কারণ ঈমান হলো বর্জন এবং ভূষণ।

অর্থাৎ: শিরক ও পাপাচার থেকে মুক্ত হওয়া, এবং মুশরিক ও পাপীদের থেকে তাদের পাপাচারের মাত্রা অনুযায়ী সম্পর্ক ছিন্ন করা; আর এটিই হলো বর্জন বা 'তাখলি'।

আর এটিই হলো প্রকৃত পবিত্রতা; অর্থাৎ মানুষ যেন নিজেকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে এমন সবকিছু থেকে পবিত্র করে যা মলিন বা ক্ষতিকর। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একে ঈমানের অর্ধাংশ হিসেবে গণ্য করেছেন। 'সুবহানাল্লাহ' (আল্লাহর পবিত্রতা

ঘোষণা করছি) এর অর্থ হলো: আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লাকে এমন সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য থেকে পবিত্র ঘোষণা করা যা তাঁর শানের উপযোগী নয়।

সুতরাং আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাঁর নামসমূহ, গুণাবলী, কার্যাবলি এবং বিধানাবলিতে সকল প্রকার ত্রুটি থেকে পবিত্র। আপনি তাঁর নামসমূহের মাঝে এমন কোনো নাম পাবেন না যা কোনো অপূর্ণতা বা ত্রুটিকে অন্তর্ভুক্ত করে; এই কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে অতি সুন্দর নামসমূহ) (আল-আরাফ: ১৮০ নং আয়াতের অংশ)। আপনি তাঁর গুণাবলীর মাঝেও এমন কোনো গুণ পাবেন না যা কোনো ত্রুটি বা অপূর্ণতা ধারণ করে; এই কারণেই আল্লাহ (আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সর্বোচ্চ গুণ) বলেছেন তাঁর এই বাণীর পর যে: (যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তাদের জন্য রয়েছে মন্দ উদাহরণ)। সুতরাং আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা সর্বদিক থেকে সর্বোচ্চ ও পরিপূর্ণ গুণের অধিকারী। তাঁর কার্যাবলিও সকল ত্রুটিমুক্ত পূর্ণতায় মণ্ডিত, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (আমি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এই উভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে তা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি) (আদ-দুখান: ৩৮)। সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো অনর্থক খেলাধুলা নেই, বরং তা প্রজ্ঞার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

অনুরূপভাবে তাঁর বিধানাবলির মাঝেও আপনি কোনো ত্রুটি বা অপূর্ণতা পাবেন না, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন?) (আত-তীন: ৮), এবং তিনি আরও বলেছেন: (তবে কি তারা জাহেলিয়াতের বিধান প্রত্যাশা করে? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান দানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম?) (আল-মায়দাহ: ৫০)।

আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী: (সুবহানাল্লাহ এবং আলহামদুলিল্লাহ [উভয়টি] পূর্ণ করে দেয়—কিংবা তিনি বলেছেন পূর্ণ করে দেয়—তার মধ্যবর্তী যা...)

السموات والأرض)) شك من الرواي: هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: تملأ ما بين السموات والأرض، أو قال تملأ ما بين السموات والأرض.

والمعني لا يختلف. يعني أن سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السموات والأرض، وذلك لأن هاتين الكلمتين مشتملتان على تنزيه الله عن كل نقص في قوله ((سبحان الله)) وعلى وصف الله بكل في قوله: ((والحمد لله)).

فقد جمعت هاتان الكلمتان بين التخلية والتحلية كما يقولون؛ أي بين نفي كل عيب ونقص، وإثبات كل كمال، فسبحان الله فيها نفي النقائص، والحمد لله فيها إثبات الكمالات.

فالتسبيح: تنزيه الله عما لا يليق به في أسائه، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه. والله عز وجل يحمد على كل حال، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابه ما يسر به قال: ((الحمد لله على كل حال)) ثم إن ها هنا كلمة شاعت أخيراً عند كثير من الناس؛ وهي أقوالهم ((الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه)).

هذا الحمد ناقص !!

لأن قولك على مكروه سواه تعبير على قلة الصبر، أو - على

আসমান ও যমীন)) বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে সন্দেহ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছিলেন, ‘তা উভয়ই আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ করে দেয়’, নাকি তিনি বলেছিলেন, ‘তা আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ করে দেয়’।

এর অর্থগত কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ ‘সুবহানাল্লাহ’ এবং ‘আলহামদুলিল্লাহ’ আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান পূর্ণ করে দেয়। এর কারণ হলো, এই শব্দদ্বয় ‘সুবহানাল্লাহ’ বলার মাধ্যমে আল্লাহকে সকল প্রকার ত্রুটি থেকে পবিত্র ঘোষণা করা এবং ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলার মাধ্যমে আল্লাহকে সকল শ্রেষ্ঠত্বের গুণে গুণান্বিত করার বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

এই শব্দদ্বয় তথাকথিত ‘তখলিয়া’ (বর্জন) এবং ‘তহলিয়া’ (অর্জন)-এর সমন্বয় ঘটিয়েছে;

অর্থাৎ সকল দোষ ও ত্রুটির অপনোদন এবং সকল পূর্ণতার সাব্যস্তকরণ। সুতরাং

‘সুবহানাল্লাহ’র মধ্যে রয়েছে ত্রুটির অপনোদন এবং ‘আলহামদুলিল্লাহ’র মধ্যে রয়েছে পূর্ণতার সাব্যস্তকরণ।

তাসবীহ হলো: আল্লাহর নাম, গুণাবলি, কর্ম এবং বিধানসমূহে যা তাঁর শানের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়, তা থেকে তাঁকে পবিত্র ঘোষণা করা।

আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা সর্বাবস্থায় প্রশংসিত। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম যখন আনন্দদায়ক কোনো বিষয়ের সম্মুখীন হতেন, তখন বলতেন: ‘সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা’। এছাড়া বর্তমানে অনেক মানুষের মধ্যে একটি বাক্য বহুল প্রচলিত হয়েছে; তা হলো তাদের এই কথা: ‘সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি ব্যতীত অন্য কারো নিকট অপ্রিয় বিষয়ের জন্য প্রশংসা করা হয় না’।

এই প্রশংসা ত্রুটিপূর্ণ!!

কারণ আপনার এই কথা ‘অপ্রিয় বা কষ্টদায়ক বিষয়ের ওপর তিনি ব্যতীত...’ এটি অল্প ধৈর্যশীলতার বহিঃপ্রকাশ, অথবা—

(ص: 190) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الأقل- عدم كمال الصبر، وأنت كاره لهذا الشيء، ولا ينبغي للإنسان أن يعبر هذا التعبير، بل الذي ينبغي له أن يعبر بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبر به؛ فيقول ((الحمد لله على كل حال))، أو يقول: ((الحمد لله الذي لا يحمد على كل حال سواه)).

أما أن يقول: على مكروه سواه، فهذا تعبير واضح على مضادة ما أصابه من الله- عز وجل وأنه كاره له.

وأنا لا أقول: إن الإنسان لا يكره ما أصابه من البلاء، فالإنسان بطبيعته يكره ذلك، لكن لا تعلن هذا بلسانك في مقام الثناء على الله، بل عبر كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم ((الحمد لله على كل حال)). قوله صلى الله عليه وسلم: ((والصلاة نور)).

فالصلاة نور: نور للعبد في قلبه، وفي وجهه، وفي قبره، وفي حشره، ولهذا تجد أكثر الناس نوراً في الوجوه أكثرهم صلاة، وأخشعهم فيها لله عز وجل. وكذلك تكون نوراً للإنسان في قلبه؛ تفتح عليه باب المعرفة لله- عز وجل، وباب المعرفة في أحكام الله، وأفعاله، وأسيائه، وصفاته، وهي نور في قبر الإنسان؛ لأن الصلاة هي عبود الإسلام، إذا قام العبود قام البناء، وإذا لم يقم العبود فلا بناء. كذلك نور في حشرة يوم القيامة؛ كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: ((أن من حافظ عليه كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهاناً ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان

সর্বনিম্ন পর্যায় হলো—ঐশ্বর্যের অপূর্ণতা এবং এটি প্রমাণ করে যে আপনি এই বিষয়টিকে অপছন্দ করছেন। মানুষের জন্য এ জাতীয় শব্দ চয়ন করা অনুচিত; বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শব্দে অভিব্যক্তি প্রকাশ করতেন, তার মাধ্যমেই প্রকাশ করা উচিত। তিনি বলতেন: "সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা", অথবা বলতেন: "সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি ব্যতীত অন্য কেউ সর্বাবস্থায় প্রশংসিত হন না।"

আর যদি কেউ বলে: "তিনি ব্যতীত অপ্রীতিকর বিষয়ে আল্লাহর প্রশংসা", তবে এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা ফয়সালার প্রতি বিরোধিতার একটি স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ এবং এটি নির্দেশ করে যে ব্যক্তি তা অপছন্দ করছে।

আমি এ কথা বলছি না যে, মানুষ তার ওপর আপতিত বিপদে ব্যথিত হবে না; কারণ মানুষ স্বভাবগতভাবেই তা অপছন্দ করে। কিন্তু আল্লাহর প্রশংসার মুহূর্তে নিজের জিহ্বা দিয়ে তা প্রকাশ করবেন না, বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায় অভিব্যক্তি প্রকাশ করুন: "সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "সালাত হলো নূর (জ্যোতি)।"

সালাত হলো নূর: এটি বান্দার অন্তরে নূর, তার চেহায়ায় নূর, কবরে নূর এবং হাশরের ময়দানেও নূর। এই কারণেই আপনি দেখবেন যে, যাদের চেহারা সবচেয়ে বেশি জ্যোতির্ময়,

তারা মূলত অধিক সালাত আদায়কারী এবং মহান আল্লাহর প্রতি সালাতে সর্বাধিক বিনয়ী ও একাগ্র।

অনুরূপভাবে, এটি মানুষের অন্তরের জন্য নূর স্বরূপ; যা তার সামনে মহান আল্লাহর পরিচয় লাভের দ্বার এবং আল্লাহর বিধানাবলি, কার্যাবলি, নামসমূহ ও গুণাবলি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের পথ উন্মোচন করে দেয়। এটি মানুষের কবরেও নূর হবে; কারণ সালাত হলো ইসলামের স্তম্ভ। যখন স্তম্ভ দণ্ডায়মান থাকে তখন ভবন টিকে থাকে, আর যখন স্তম্ভ থাকে না তখন কোনো ভবনও থাকে না।

তেমনিভাবে কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে এটি নূর হবে; যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন: "যে ব্যক্তি নিয়মিত সালাত আদায় করবে, কিয়ামতের দিন তা তার জন্য নূর, প্রমাণ এবং মুক্তির উপায় হবে। আর যে ব্যক্তি এর হিফায়ত করবে না, কিয়ামতের দিন তার জন্য কোনো নূর, প্রমাণ ও মুক্তি থাকবে না; বরং তার হাশর হবে ফেরাউন ও হামানের সাথে।"

(ص: 191) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وقارون وابي بن خلف)).

فهي نور للإنسان في جميع أحواله، وهذا يقتضي أن يحافظ الإنسان عليها، وأن يحرص عليها، وأن يكثر منها حتى يكثر نوره وعلمه وإيمانه. وأما الصبر فقال: ((إنه ضياء)) فيه نور؛ لكن نور مع حرارة، كما قال الله تعالى (هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا) (يونس: من الآية 5).

فالضوء لا بد فيه من حرارة، وهكذا الصبر، لا بد فيه من حرارة وتعب، لأن فيه مشقة كبيرة، ولهذا كان أجره بغير حساب.

فألفرق بين النور في الصلاة والضيء في الصبر، أن الضياء في الصبر مصحوب بحرارة؛
لما في ذلك من التعب القلبي والبدني في بعض الأحيان.

وقوله: ((الصدق برهان)).

الصدقة: بذل المال تقرباً إلى الله- عز وجل فيبذل المال على هذا الوجه للأهل،
والفقراء، والمصالح العامة، كبناء المساجد وغيرها؛ برهاناً على إيمان العبد، وذلك
أن المال محبوب إلى النفوس، والنفوس شحيحة به، فإذا بذله الإنسان لله، فإن
الإنسان لا يبذل ما يحب إلا لما هو أحب إليه منه. فيكون في بذل المال لله- عز وجل
دليل على صدق الإيمان وصحته.

এবং কারুন ও উবাই ইবনে খালাফ।

সুতরাং তা (নামাজ) মানুষের সকল অবস্থায় তার জন্য একটি জ্যোতি (নূর)। এটি দাবি করে
যে, মানুষ যেন তা রক্ষা করে, এর প্রতি যত্নশীল হয় এবং অধিক পরিমাণে তা আদায় করে,
যাতে তার জ্যোতি, জ্ঞান ও ঈমান বৃদ্ধি পায়।

আর ধৈর্যের ব্যাপারে তিনি বলেছেন: “নিশ্চয়ই তা হলো একটি প্রোজ্জ্বল আভা (যিয়া)।” এতে
আলো রয়েছে; তবে তা উত্তাপযুক্ত আলো, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: “তিনিই সেই
সত্তা যিনি সূর্যকে প্রোজ্জ্বল আভা এবং চন্দ্রকে জ্যোতি বানিয়েছেন” (ইউনুস: ৫ নং আয়াতের
অংশ)।

সুতরাং প্রোজ্জ্বল আভায় আবশ্যিকভাবেই উত্তাপ থাকে। অনুরূপভাবে ধৈর্যও এমন, যাতে
অবশ্যই উত্তাপ ও ক্লান্তি থাকে; কেননা এতে রয়েছে ব্যাপক কষ্ট ও সাধনা। আর এই কারণেই
এর প্রতিদান হিসাবহীন বা অপরিমিত রাখা হয়েছে।

নামাজের নূর এবং ধৈর্যের প্রোজ্জ্বল আভার (যিয়া) মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, ধৈর্যের আভা
উত্তাপের সাথে যুক্ত; কারণ এতে মাঝেমাঝে মানসিক ও শারীরিক ক্লান্তি বিদ্যমান থাকে।

এবং তাঁর বাণী: “দান-সদকাহ হলো একটি দলিল (প্রমাণ)।”

সদকাহ হলো: মহা পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যয়
করা। সুতরাং এই পন্থায় পরিবার-পরিজন, অভাবী ব্যক্তি এবং জনকল্যাণমূলক কাজ—যেমন
মসজিদ নির্মাণ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করা হয়; যা বান্দার ঈমানের সত্যতার এক

অকাট্য প্রমাণ। এর কারণ হলো, সম্পদ মানুষের নিকট অত্যন্ত প্রিয় এবং মানুষের প্রবৃত্তি এর প্রতি কৃপণতা করে থাকে। অতঃপর মানুষ যখন তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করে, তখন এটিই প্রমাণিত হয় যে, মানুষ তার প্রিয় বস্তু কেবল তখনই ব্যয় করে যখন সে তার চেয়েও অধিক প্রিয় কোনো কিছু (অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির) আশা রাখে। সুতরাং মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যয় করা ঈমানের সত্যতা ও বিশুদ্ধতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

(ص: 192) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

ولهذا تجد أكثر الناس إيماناً بالله- عز وجل وبإخلافه؛ تجدهم أكثرهم صدقة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((والقرآن حجة لك أو عليك)) لأن القرآن هو حبل الله المتين، وهو حجة الله على خلقه، فإما أن يكون لك، وذلك فيما إذا توصلت به إلي الله، وقمت بواجب هذا القرآن العظيم من التصديق بالأخبار، وامتنثال الأوامر، واجتناب النواهي، وتعظيم هذا القرآن الكريم واحترامه. ففي هذه الحال يكون حجة لك.

أما إن كان الأمر بالعكس، أهنت القرآن، وهجرته لفظاً ومعني وعملاً، ولم تقم بواجبه؛ فإنه يكون شاهداً عليك يوم القيامة. ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبة هاتين المرتبتين! يعني: لم يذكر أن القرآن لا لك، ولا عليك؛ لأنه لا بد أن يكون إما لك وإما عليك على كل حال. فنسأل الله أن يجعله لنا جميعاً حجة نهتدي به في الدنيا وفي الآخرة؛ إنه جواد كريم. قوله: ((كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها)).

أَي: كل الناس يبدأ يومه من الغدوة بالعمل، وهذا شيء مشاهد. فَإِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - جعل الليل سكناً (وَقَالَ) وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّأَكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ) (الأنعام: من الآية 60) ، فهذا النوم الذي يكون في الليل هو وفاة صغرى، تهدأ فيه الأعصاب، ويستريح فيه البدن، ويستجد نشاطه للعمل المقبل، ويستريح من العمل البأضي.

فَإِذَا كَانَ الصَّبَاحُ - وهو الغدوة - سار الناس واتجهوا كل لعمله.

এই কারণেই আপনি দেখতে পাবেন যে, মহান আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিদান প্রদানের প্রতি যাদের বিশ্বাস যত দৃঢ়; তারাই সর্বাধিক দানশীল।

অতঃপর নবী (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) বলেছেন: "আর কুরআন তোমার পক্ষে অথবা তোমার বিপক্ষে এক অকাঁচ্য দলিল।" কারণ কুরআন হলো আল্লাহর মজবুত রশি এবং তাঁর সৃষ্টির ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে এক চূড়ান্ত প্রমাণ। এটি হয় তোমার পক্ষে হবে—আর তা তখন হবে যখন তুমি এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করবে এবং এই মহান কুরআনের হুক আদায় করবে; অর্থাৎ এর সংবাদসমূহকে সত্য বলে বিশ্বাস করা, এর নির্দেশনাবলী পালন করা, এর নিষেধসমূহ বর্জন করা এবং এই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের যথাযথ মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করার মাধ্যমে। এমতাবস্থায় এটি তোমার পক্ষে দলিল হিসেবে গণ্য হবে।

পক্ষান্তরে বিষয়টি যদি এর বিপরীত হয়, অর্থাৎ তুমি যদি কুরআনের অবমাননা করো এবং শব্দে, অর্থে ও আমলে একে পরিত্যাগ করো, আর এর হুক আদায় না করো; তবে কিয়ামতের দিন এটি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে দণ্ডায়মান হবে।

আর রাসূল (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) এই দুই স্তরের বাইরে অন্য কোনো স্তরের কথা উল্লেখ করেননি!

অর্থাৎ, তিনি এমনটি বলেননি যে, কুরআন তোমার পক্ষেও নয় আবার বিপক্ষেও নয়; কারণ সব অবস্থাতেই এটি হয় তোমার পক্ষে অথবা তোমার বিপক্ষে হতে বাধ্য। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের সবার জন্য একে এমন এক দলিল হিসেবে কবুল

করেন যার মাধ্যমে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে হেদায়েত লাভ করতে পারি। নিশ্চয়ই তিনি পরম দাতা ও অতিশয় দয়ালু।

তাঁর বাণী: "প্রত্যেক মানুষ সকালে বের হয় এবং নিজেকে বিক্রি করে দেয়, অতঃপর হয় সে তাকে মুক্ত করে অথবা ধ্বংস করে দেয়।"

অর্থাৎ: প্রত্যেক মানুষ সকালবেলা কর্মতৎপরতার মাধ্যমে তার দিন শুরু করে, যা এক দৃশ্যমান বাস্তবতা। কেননা মহান আল্লাহ রাতকে প্রশান্তির আধার বানিয়েছেন এবং বলেছেন: "তিনিই সেই সত্তা যিনি রাতে তোমাদের প্রাণ হরণ করেন (নিদ্রা দান করেন) এবং দিনে তোমরা যা কিছু করো তা তিনি জানেন, অতঃপর দিনে তিনি তোমাদের পুনরায় জাগ্রত করেন" (সূরা আল-আন'আম: ৬০ এর অংশবিশেষ)। সুতরাং রাতের এই ঘুম হলো একটি ক্ষুদ্র মৃত্যু, যাতে স্নায়ুসমূহ শান্ত হয়, শরীর বিশ্রাম পায় এবং পরবর্তী কাজের জন্য নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার হয় এবং পূর্বের ক্লান্তি থেকে মুক্তি পায়।

অতঃপর যখন সকাল হয়—যা হলো প্রত্যুষ—তখন মানুষ চলতে শুরু করে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মের দিকে অগ্রসর হয়।

(ص: 193) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

فمنهم من يتجه إلى الخير، وهم المسلمون، ومنهم من يتجه إلى الشر، وهم الكفار والعياذ بالله.

المسلم أول ما يغدو يتوضأ ويتطهر ((والطهور شرط الإيمان)) كما في هذا الحديث، ثم يذهب فيصلي، فيبدأ يومه بعبادة الله- عز وجل؛ بالطهارة، والنقاء، والصلاة، التي هي صلة بين العبد وبين ربه، فيفتتح يومه بهذا العمل الصالح، بل يفتتحه بالتوحيد؛ لأنه يشرع للإنسان إذا استيقظ من نومه أن يذكر الله- عز وجل وأن يقرأ عشر آيات من آخر سورة آل عمران وهي قوله: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ) إِي آخِر السُّورَةِ: 190-200، هَذَا الْمُسْلِمُ هَذَا الَّذِي يَغْدُو فِي الْحَقِيقَةِ وَهُوَ بَائِعٌ نَفْسَهُ، لَكِنْ هَلْ بَاعَهَا بَيْعًا يَعْتَقُهَا فِيهِ؟!

نَقُولُ: الْمُسْلِمُ بَاعَهَا بَيْعًا يَعْتَقُهَا فِيهِ؛ وَلِهَذَا قَالَ: ((فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمَعْتَقُهَا)) هَذَا قِسْمٌ.

((أَوْ مَوْبِقُهَا)) مَعْنَاهَا: بَائِعٌ نَفْسَهُ فَمَوْبِقُهَا. الْكَافِرُ يَغْدُو إِلَى الْعَمَلِ الَّذِي فِيهِ الْهَلَاكُ؛ لِأَنِّ مَعْنَى (أَوْبِقُهَا) أَهْلَكُهَا. وَذَلِكَ أَنَّ الْكَافِرَ يَبْدَأُ يَوْمَهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، حَتَّى لَوْ بَدَأَ وَالشَّرْبُ؛ فَإِنْ أَكَلَهُ وَشَرِبَهُ يِعَاقَبُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَحَاسِبُ عَلَيْهِ. كُلُّ لُقْمَةٍ يَرْفَعُهَا الْكَافِرُ إِلَى فَمِهِ فَإِنَّهُ يِعَاقَبُ عَلَيْهَا، وَكُلُّ شَرْبَةٍ يَبْتَلَعُهَا مِنَ الْمَاءِ فَإِنَّهُ يِعَاقَبُ عَلَيْهَا، وَكُلُّ لِبَاسٍ يَلْبَسُهُ فَإِنَّهُ يِعَاقَبُ عَلَيْهِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) ، لِلَّذِينَ

তাদের মধ্যে কেউ কল্যাণের পথে ধাবিত হয়, আর তারা হলো মুসলিম; আবার তাদের মধ্যে কেউ অকল্যাণের পথে ধাবিত হয়, আর তারা হলো কাফির—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

একজন মুসলিম যখন প্রত্যুষে যাত্রা শুরু করে, প্রথমেই সে ওজু করে এবং পবিত্রতা অর্জন করে; যেমনটি এই হাদিসে এসেছে—'পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক'। এরপর সে নামাজ পড়তে যায়। এভাবে সে তার দিনটি মহান আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে শুরু করে; পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা এবং নামাজের মাধ্যমে—যা বান্দা ও তার রবের মধ্যে এক গভীর সেতুবন্ধন। সে তার দিনের সূচনা করে এই নেক আমলের মাধ্যমে, বরং তাওহীদের মাধ্যমে। কেননা মানুষের জন্য এটি শরিয়তসম্মত বিধান যে, সে যখন ঘুম থেকে জাগবে, তখন মহান আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং সূরা আলে-ইমরানের শেষ দশটি আয়াত তিলাওয়াত করবে; যা শুরু হয়েছে মহান আল্লাহর এই বাণী থেকে: "নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে

বিবেকবানদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে" সূরার শেষ পর্যন্ত (আয়াত ১৯০-২০০)। এই মুসলিম ব্যক্তিই মূলত সেই ব্যক্তি যে সকালে বের হয়ে তার সত্তাকে বিক্রি করে দেয়; কিন্তু সে কি এমনভাবে বিক্রি করেছে যাতে তা মুক্তি পায়?

আমরা বলব: মুসলিম তার নফস বা সত্তাকে এমনভাবে বিক্রি করেছে যাতে সে তাকে মুক্ত করে ফেলে; এজন্যই তিনি বলেছেন: "অতঃপর সে তার নফসকে বিক্রি করে এবং তাকে মুক্ত করে"। এটি একটি প্রকার।

"অথবা তাকে ধ্বংস করে"—এর অর্থ হলো: সে তার নফসকে বিক্রি করে তাকে ধ্বংস করে ফেলে। কাফির ব্যক্তি সকালে এমন কর্মের দিকে ধাবিত হয় যাতে রয়েছে বিনাশ; কারণ "আওবাক্বাহা" শব্দের অর্থ হলো—সে তাকে ধ্বংস করল। তা একারণে যে, কাফির তার দিন শুরু করে আল্লাহর নাফরমানির মাধ্যমে। এমনকি সে যদি পানাহার দিয়েও দিন শুরু করে, তবুও কিয়ামতের দিন তার এই পানাহারের কারণে তাকে শাস্তি পেতে হবে এবং এর হিসাব দিতে হবে।

কাফির তার মুখে প্রতিটি যে লোকমা তোলে, সেজন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হবে; পানির প্রতিটি ঢোক যা সে গ্রহণ করে, সেজন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং প্রতিটি পোশাক যা সে পরিধান করে, তার জন্যও তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

এর প্রমাণ হলো মহান আল্লাহর বাণী: "বলুন, আল্লাহর দেওয়া সেই সৌন্দর্যকে কে হারাম করেছে যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র রিজিকসমূহকে? বলুন, এগুলো পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্য", মুমিনদের জন্য।

(ص: 194) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

آمنوا لا غيرهم.

(خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ) یعنی: ليس عليهم من شوائبها شيء يوم القيامة. فمفهوم الآية الكريمة (قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أنها لغير المؤمنين حرام، وأنها ليست خالصة لهم يوم القيامة، وانهم سيعاقبون عليها. وقال الله في سورة البائدة؛ وهي من آخر ما نزل (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَبُوا) (البائدة: من الآية 93) فمفهوم الآية الكريمة: أن على غير المؤمنين جناح فيما طعموه.

فالكافر من حين ما يصبح- والعياذ بالله- وهو بائع نفسه فيما يهلكها، أما المؤمن فبائع نفسه فيما يعتقها وينجيها من النار. نسأل الله أن يجعلنا جميعاً منهم. في آخر هذا الحديث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس ينقسمون إلى قسمين:

قسم يكون القرآن حجة لهم؛ كما قال: ((والقرآن حجة لك)).

وقسم يعتنقون أنفسهم بأعمالهم الصالحة.

وقسم يهلكونها بأعمالهم السيئة. والله البوق.

26- وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدرى رضي الله عنهما: أن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفذ ما عنده، فقال لهم حين نفذ كل شيء أنفق بيديه: ((ما

মুমিনগণই, অন্য কেউ নয়।

(কিয়ামতের দিন তা হবে বিশেষভাবে তাদের জন্য) অর্থাৎ: কিয়ামতের দিন এগুলোতে তাদের জন্য কোনো পক্ষিলতা বা মলিনতা থাকবে না। সুতরাং এই মহিমান্বিত আয়াতের মর্মার্থ—
(বলুন, তা পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্য এবং কিয়ামতের দিন বিশেষভাবে তাদেরই জন্য)।

হলো যে, এটি মুমিন ব্যতীত অন্যদের জন্য হারাম, এবং কিয়ামতের দিন এটি তাদের জন্য বিশুদ্ধ থাকবে না, বরং এর কারণে তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

আর আল্লাহ তাআলা সূরা আল-মায়িদায় ইরশাদ করেছেন; আর এটি নাযিল হওয়া সর্বশেষ সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত—(যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তারা যা আহার করেছে তাতে তাদের কোনো পাপ নেই) (আল-মায়িদা: ৯৩ নম্বর আয়াতের অংশ)। সুতরাং এই মহিমান্বিত আয়াতের মর্মার্থ হলো: মুমিন ব্যতীত অন্যদের জন্য তারা যা আহার করে তাতে পাপ রয়েছে।

কাজেই কাফের ব্যক্তি সকাল হওয়ার পর থেকেই—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—নিজেকে এমন কিছু বিনিময়ে বিক্রি করে যা তাকে ধ্বংস করে ফেলে। পক্ষান্তরে মুমিন নিজেকে এমন কিছু বিনিময়ে বিক্রি করে যা তাকে মুক্ত করে এবং জাহান্নামের আগুন থেকে নাজাত দেয়। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের সকলকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

এই হাদীসের শেষাংশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে, মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়:

একদল যাদের জন্য কুরআন সপক্ষে প্রমাণ হবে; যেমনটি তিনি বলেছেন: ((আর কুরআন তোমার সপক্ষে দলিল))।

এবং একদল যারা তাদের নেক আমলের মাধ্যমে নিজেদের মুক্ত করে নেয়।

আর অন্য দল যারা তাদের মন্দ আমলের দ্বারা নিজেদের ধ্বংস করে। আর আল্লাহই তাওফীক দাতা।

* * * *

২৬- আবু সাঈদ সা'দ ইবনে মালিক ইবনে সিনান আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত: আনসারদের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু চাইলেন, ফলে তিনি তাদের দান করলেন। এরপর তারা পুনরায় চাইলেন, তিনি আবারও তাদের দান করলেন। এভাবে তাঁর কাছে যা ছিল তা নিঃশেষ হয়ে গেল। যখন তাঁর হাতে থাকা সবকিছু দান করা শেষ হলো, তখন তিনি তাদের বললেন: ((যা

يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستغف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر))

[الشَّرْحُ]

كان من خلق الرسول الكريم- عليه الصلاة والسلام أنه لا يسأل شيئاً يجده إلا أعطاه، وما عهد عنه أنه صلى الله عليه وسلم منع سائلاً، بل كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويعيش في بيته عيش الفقراء، وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع فهو عليه الصلاة والسلام أكرم الناس واشجع الناس.

فلما نفذ ما في يده أخبرهم أنه ما من خير يكون عنده فلن يدخره عنهم؛ أي: لا يمكن أن يدخر شيئاً عنهم فيمنعهم، ولكن ليس عنده شيء.

ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاستغفار والاستغناء والصبر، فقال: ((ومن يستغف يعفه الله، ومن يستغن الله، ومن يتصبر يصبره الله- عز وجل). هذه ثلاثة أمور:

أولاً: من يستغن يغنه الله، أي: من يستغن بما عند الله عما في أيدي الناس؛ يغنه الله عز وجل. وأما من يسأل الناس ويحتاج لما عندهم؛ فإنه

আমার কাছে যে সম্পদই থাকুক না কেন, আমি তা তোমাদের থেকে জমা করে রাখব না। আর যে ব্যক্তি পবিত্র থাকতে চায় আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন, যে অমুখাপেক্ষী হতে চায় আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত করেন এবং যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করে আল্লাহ তাকে ধৈর্য দান করেন। আর ধৈর্য অপেক্ষা অধিক উত্তম ও ব্যাপক কোনো দান কাউকে প্রদান করা হয়নি।

সম্মানিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহান চরিত্র ছিল এই যে, তাঁর কাছে কোনো কিছু চাওয়া হলে এবং তা তাঁর নিকট বর্তমান থাকলে তিনি তা অবশ্যই দান করতেন। তাঁর সম্পর্কে এমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, তিনি কোনো যাপ্ণাকারীকে ফিরিয়ে দিয়েছেন; বরং তিনি এমন অকাতরে দান করতেন যে দারিদ্র্যের কোনো ভয় করতেন না। অথচ তিনি নিজ গৃহে অত্যন্ত সাদাসিধে ও অভাবীদের ন্যায় জীবন যাপন করতেন, এমনকি অনেক সময় ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথরও বাঁধতেন।

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দানশীল ও সর্বাপেক্ষা সাহসী।

অতঃপর তাঁর কাছে যা ছিল তা নিঃশেষ হয়ে গেলে তিনি তাঁদেরকে অবহিত করলেন যে, তাঁর কাছে যে কল্যাণ বা সম্পদই থাকুক না কেন, তিনি তা তাঁদের থেকে কখনোই সরিয়ে বা জমা করে রাখবেন না; অর্থাৎ, তাঁদেরকে বঞ্চিত করে কোনো কিছু জমা রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তবে বর্তমানে তাঁর কাছে দেওয়ার মতো কিছুই অবশিষ্ট নেই।

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্রতা ও অপ্সেতুষ্টি অবলম্বন এবং ধৈর্যের প্রতি উৎসাহিত করে বললেন: "যে ব্যক্তি পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন; যে অমুখাপেক্ষী হতে চায়, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত করেন; এবং যে ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করে, আল্লাহ তাকে ধৈর্য দান করেন।"

এগুলো হলো তিনটি বিষয়:

প্রথমত: যে ব্যক্তি অমুখাপেক্ষী হতে চায় আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত করেন। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মানুষের নিকট যা আছে তা থেকে বিমুখ হয়ে আল্লাহর ভাণ্ডারের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে চায়, আল্লাহ তাকে সমৃদ্ধ করে দেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষের কাছে হাত পাতে এবং তাদের সম্পদের মুখাপেক্ষী হয়; সে মূলত...

سيبقي قلبه فقيراً - والعياذ بالله- ولا يستغني.
والغني غني القلب، فإذا استغني الإنسان بما عند الله عما في أيدي الناس؛ أغناه الله عن الناس، وجعله عزيز النفس بعيداً عن السؤال.
ثانياً: من يستعفف يعفه الله، فمن يستعف عما حرم الله عليه من النساء يعفه الله عز وجل.
والإنسان الذي يتبع نفسه هواها فيما يتعلق بالعفة فإنه يهلك والعياذ بالله؛ لأنه إذا أتبع نفسه هواها وصار يتتبع النساء؛ فإنه يهلك، تزني العين، تزني الأذن، تزني اليد، تزني الرجلن ثم يزني الفرج؛ وهو الفاحشة والعياذ بالله.
فإذا استعف الإنسان عن هذا المحرم أعفه الله- عز وجل وحماه وحمي أهله أيضاً.
ثالثاً: من يتصبر يصبره الله، أي يعطيه الله الصبر.
فإذا تصبرت، وحسبت نفسك عما حرم الله عليم، وصبرت على ما عندك من الحاجة والفقر ولم تلح على الناس بالسؤال فإن الله- تعالي- يصبرك ويعينك على الصبر.
وهذا هو الشاهد من الحديث؛ لأنه في باب الصبر.

ثم قال النبي صلي الله عليه وسلم ((وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر))
أي: ما من الله على أحد بعطاء من رزق، أو غيره؛ خيراً وأوسع من الصبر؛ لأمر الإنسان إذا كان صبوراً تحمل على كل شيء. إن أصابته الضراء صبر، وإن أعرض له الشيطان بفعل المحرم صبر، وإن خذله الشيطان عن ما أمر الله صبر.

তাঁর অন্তর সর্বদা নিঃস্ব রয়ে যাবে—আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি—
এবং তিনি অভাবমুক্ত হতে পারবেন না।

প্রকৃত ঐশ্বর্য হলো অন্তরের ঐশ্বর্য। সুতরাং মানুষ যখন মানুষের নিকট যা আছে তা উপেক্ষা করে আল্লাহর নিকট যা আছে তার মাধ্যমে তুষ্ট থাকে, তখন আল্লাহ তাকে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্তি দান করেন এবং তাকে আত্মমর্যাদাশীল হিসেবে গড়ে তোলেন ও যাচনা করা থেকে দূরে রাখেন।

দ্বিতীয়ত: যে ব্যক্তি পবিত্রতা বজায় রাখতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন। সুতরাং যে ব্যক্তি নারীদের মধ্য থেকে আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা থেকে বিরত থেকে পবিত্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত তাকে পবিত্রতা দান করেন।

আর যে মানুষ চারিত্রিক পবিত্রতার ক্ষেত্রে নিজ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে ধ্বংস হয়ে যায়— আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। কেননা, সে যদি তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে নারীদের পিছু নেয়, তবে সে বিনাশপ্রাপ্ত হয়; চোখ ব্যভিচার করে, কান ব্যভিচার করে, হাত ব্যভিচার করে, পা ব্যভিচার করে, অতঃপর লজ্জাস্থান ব্যভিচারে লিপ্ত হয়; আর এটিই হলো চরম অশ্লীলতা, যা থেকে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।

অতএব মানুষ যখন এই হারাম থেকে পবিত্র থাকে, তখন আল্লাহ পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত তাকে পবিত্র রাখেন, তাকে সুরক্ষা দেন এবং তার পরিবারকেও হেফজত করেন।

তৃতীয়ত: যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করে, আল্লাহ তাকে ধৈর্যশীল করেন; অর্থাৎ আল্লাহ তাকে ধৈর্য দান করেন।

সুতরাং আপনি যখন ধৈর্য ধারণ করবেন, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা থেকে নিজ নফসকে নিবৃত্ত রাখবেন এবং আপনার অভাব ও দারিদ্র্যের ওপর সবর করবেন আর মানুষের নিকট পিড়াপিড়ি করে যাচনা করবেন না, তখন আল্লাহ তাআলা আপনাকে ধৈর্যশীল করবেন এবং ধৈর্যের ওপর অবিচল থাকতে সাহায্য করবেন। আর হাদিসের এই অংশটুকুই হলো মূল আলোচ্য বিষয়; কারণ এটি ধৈর্যের অধ্যায়ভুক্ত।

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও অধিক প্রশস্ত আর কোনো দান কাউকে দেওয়া হয়নি।" অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাকে রিজিক বা অন্য কিছু এমন কোনো নেয়ামত দান করেননি যা ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও

ব্যাপকতর। কেননা মানুষ যখন ধৈর্যশীল হয়, তখন সে সবকিছুর ওপর সবর করতে পারে।

যদি তার ওপর কোনো বিপদ নেমে আসে তবে সে ধৈর্য ধরে, শয়তান যদি তাকে কোনো হারাম কাজে প্ররোচিত করে তবে সে ধৈর্য ধরে বিরত থাকে এবং শয়তান যদি তাকে আল্লাহর কোনো আদেশ পালন থেকে বিমুখ করতে চায় তবুও সে ধৈর্যের সঙ্গে অবিচল থাকে।

فإذا كان الإنسان قد من الله عليه بالصبر؛ فهذا خير ما يعطاه الإنسان، وأوسع ما يعطاه، ولذلك تجد الإنسان الصبور لو أُوذي من قبل الناس، لو سمع منهم ما يكره، لو حصل منهم اعتداء عليه، تجده هادي البال، لا يتصلب، ولا يغضب، لأنه صابر على ما ابتلاه الله به؛ فلذلك تجد قلبه دائماً مطمئناً ونفسه مستريحة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ((ما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر)) والله الموفق.

27- وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له)) (رواه مسلم).

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف- رحمه الله فيما نقله عن صهيب الرومي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير)) أي: إن الرسول عليه الصلاة والسلام أظهر العجب على وجه الاستحسان ((لأمر المؤمن)) أي: لشأنه. فإن شأنه كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن.

সুতরাং যদি আল্লাহ কোনো মানুষের ওপর ধৈর্যের অনুগ্রহ করেন, তবে এটিই মানুষের জন্য প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠতম এবং প্রশস্ততম দান। এ কারণেই আপনি ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে দেখবেন যে, সে যদি

মানুষের পক্ষ থেকে কষ্ট পায়, যদি তাদের থেকে অপ্রীতিকর কিছু শোনে কিংবা তার ওপর কোনো আক্রমণও হয়, তবুও সে শান্তচিত্ত থাকে। সে বিচলিত হয় না এবং রাগান্বিতও হয় না; কারণ সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা পরীক্ষার ওপর ধৈর্য ধারণ করে। ফলে আপনি সর্বদা তার অন্তরকে প্রশান্ত এবং তার মনকে স্বস্তিতে দেখতে পাবেন।

আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও প্রশস্ততর কোনো দান কাউকে দেওয়া হয়নি।" আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

২৭- আবু ইয়াহইয়া সুহাইব ইবনে সিনান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "মুমিনের বিষয়টি কতই না চমৎকার! তার প্রতিটি বিষয়ই তার জন্য কল্যাণকর। আর মুমিন ছাড়া অন্য কারো জন্য এমনটি হয় না: যদি তার কাছে কোনো সুখের বিষয় পৌঁছে তবে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, ফলে তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি তার কাছে কোনো কষ্টের বিষয় পৌঁছে তবে সে ধৈর্য ধারণ করে, ফলে তাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।" (মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) সুহাইব আর-রুমী থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন সে প্রসঙ্গে বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "মুমিনের বিষয়টি কতই না চমৎকার! তার প্রতিটি বিষয়ই তার জন্য কল্যাণকর।" অর্থাৎ, রাসূল (আলাইহিস সালাম) প্রশংসাসূচক বিস্ময় প্রকাশ করেছেন "মুমিনের বিষয়ের প্রতি", অর্থাৎ তার অবস্থার প্রতি। কেননা তার প্রতিটি অবস্থাই কল্যাণকর, আর এটি মুমিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য সম্ভব নয়।

ثم فصل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الخير، فقال: ((إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له)) هذه حال المؤمن. وكل إنسان؛ فإنه في قضاء الله وقدره بين أمرين:

مؤمن وغير مؤمن، فالمؤمن على كل حال ما قدر الله له فهو خير له، إن أصابته الضراء صبر على أقدار الله، وانتظر الفرج من الله، واحتسب الأجر على الله؛ فكان ذلك خيراً له، فنال بهذا أجر الصائين.

وإن أصابته سراء من نعمة دينية؛ كالعلم والعمل الصالح، ونعمة دنيوية؛ كالمال والبنين والأهل شكر الله، وذلك بالقيام بطاعة الله عز وجل. فيشكر الله فيكون خيراً له، ويكون عليه نعمتان: نعمة الدين، ونعمة الدنيا. نعمة الدنيا بالسراء، ونعمة الدين بالشكر، هذه حال المؤمن، فهو علي خير، سواء أصيب بضراء.

وأما الكافر فهو على شر- والعياذ بالله- إن أصابته الضراء لم يصبر بل يتضجر، ودعاً بالويل والثبور، وسب الدهر، وسب الزمن، بل وسب الله- عز وجل ونعوذ بالله. وإن أصابته سراء لم يشكر الله، فكانت هذه السراء عقاباً عليه في الآخرة، لأن الكافر لا يأكله أكلة، ولا يشرب إلا كان عليه فيها إثم،

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই কল্যাণের বিষয়টি বিস্তারিত বর্ণনা করে বলেছেন: "যদি তার কোনো সুখের বিষয় ঘটে, তবে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, ফলে তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি তার কোনো কষ্টের বিষয় ঘটে, তবে সে ধৈর্য ধারণ করে, ফলে তাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।" এটি মুমিনের অবস্থা। আর প্রত্যেক মানুষই আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরের প্রেক্ষিতে দুই ধরনের মানুষের অন্তর্ভুক্ত:

মুমিন এবং অ-মুমিন। মুমিনের ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারণ করেন, তা-ই তার জন্য কল্যাণকর হয়। যদি তাকে কোনো বিপদ স্পর্শ করে, তবে সে আল্লাহর ফয়সালা ওপর ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহর পক্ষ থেকে মুক্তির প্রতীক্ষা করে এবং আল্লাহর নিকট

প্রতিদানের আশা রাখে; ফলে তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। এর মাধ্যমে সে ধৈর্যশীলদের সওয়াব লাভ করে।

আর যদি তার কোনো সুখের বিষয় ঘটে—চাই তা দ্বীনি নেয়ামত হোক; যেমন ইলম ও নেক আমল, অথবা দুনিয়াবি নেয়ামত হোক; যেমন ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার—সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। আর তা প্রকাশ পায় মহান আল্লাহর আনুগত্যের কাজে লিপ্ত থাকার মাধ্যমে।

সে আল্লাহর শোকর আদায় করে, ফলে তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। এভাবে সে দুটি নেয়ামত লাভ করে: দ্বীনের নেয়ামত এবং দুনিয়ার নেয়ামত।

সুখের মাধ্যমে দুনিয়াবি নেয়ামত এবং শোকরের মাধ্যমে দ্বীনি নেয়ামত। এটিই মুমিনের অবস্থা; সে সর্বদাই কল্যাণের ওপর থাকে, এমনকি সে বিপদে আক্রান্ত হলেও।

পক্ষান্তরে কাফির অকল্যাণের ওপর থাকে—আমরা এ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। যদি সে কোনো বিপদে পড়ে, তবে সে ধৈর্য ধরে না, বরং সে অস্থিরতা প্রকাশ করে, আক্ষেপ ও ধ্বংসকে আহ্বান করে, কাল ও সময়কে গালি দেয়, এমনকি মহান আল্লাহকেও গালি দেয়—আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই।

আর যদি তার কোনো সুখের বিষয় ঘটে, তবে সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। ফলে এই সুখের বিষয়টি পরকালে তার জন্য শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা কাফির যা কিছু খায় বা যা কিছু পান করে, তার প্রতিটি লোকমা ও চুমুকে সে পাপের ভাগী হয়।

(ص: 199) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وإن كان ليس فيها إثم بالنسبة للمؤمن، لكن على الكافر إثم، كما قال الله تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ (الأعراف: من الآية 32) ، هي للذين آمنوا خاصة،

وهي خالصة لهم يوم القيامة، أما الذين لا يؤمنون فليست لهم، ويأكلونها حراماً عليهم، ويعاقبون عليها يوم القيامة.

فالكافر شر، سواء أصابته الضراء أم السراء، بخلاف المؤمن فإنه على خير.

وفي هذا الحديث: الحث على الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم وأن المؤمن دائماً في خير ونعمة.

وفيه أيضاً: الحث على الصبر على الضراء، وأن ذلك من خصال المؤمنين. فإذا رأيت نفسك عند إصابة الضراء صابراً محتسباً، تنتظر الفرج من الله- سبحانه وتعالى- وتحسب الأجر على الله؛ فذلك عنوان الإيمان، وإن رأيت العكس فلم نفسك، وعدل مسيرك، وتب إلى الله.

وفي الحديث أيضاً: الحث على الشكر عند السراء، لأنه إذا شكر الإنسان ربه على نعمة فهذا من توفيق الله له، وهو من أسباب زيادة النعم، كما قال الله تعالى: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (ابراهيم: 7)

وإذا وفق الله الإنسان للشكر؛ فهذه نعمة تحتاج إلى شكرها مرة ثالثة... وهكذا، لأن الشكر قل من يقوم به، فإذا من الله عليك وأعانك عليه فهذه نعمة.

যদিও মুমিনের ক্ষেত্রে এতে কোনো পাপ নেই, কিন্তু কাফিরের ওপর পাপ রয়েছে; যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: "বলুন, আল্লাহর সেই সৌন্দর্য-উপকরণকে কে হারাম করেছে, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র জীবনোপকরণসমূহকে? বলুন, এসব পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্য এবং কিয়ামতের দিনে তা কেবল তাদের জন্যই নিবেদিত।" (সূরা আল-আরাফ: আয়াত ৩২-এর অংশ)। এটি বিশেষভাবে মুমিনদের জন্য এবং কিয়ামতের দিন এটি কেবল তাদের জন্যই নির্ধারিত। পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনে না, তাদের জন্য এটি নয়; তারা যা ভক্ষণ করে তা তাদের জন্য হারাম এবং এর জন্য কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি প্রদান করা হবে।

সুতরাং কাফিরের অবস্থা সর্বদা মন্দ, চাই সে বিপদে পড়ুক কিংবা সুখে থাকুক; মুমিনের অবস্থা এর বিপরীত, কারণ সে সর্বদা কল্যাণের ওপর থাকে।

আর এই হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়নের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং জানানো হয়েছে যে, মুমিন সর্বদা কল্যাণ ও নিআমতের মধ্যে থাকে।

এতে আরও রয়েছে বিপদে ধৈর্য ধারণের উৎসাহ এবং এটি যে মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তার বর্ণনা। সুতরাং আপনি যদি বিপদে পড়ার সময় নিজেকে ধৈর্যশীল ও সওয়াব প্রত্যাশী হিসেবে পান, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মুক্তির প্রতীক্ষায় থাকেন এবং আল্লাহর কাছেই প্রতিদানের আশা রাখেন, তবে সেটিই ঈমানের পরিচায়ক। আর যদি এর বিপরীত দেখেন, তবে নিজেকে তিরস্কার করুন, নিজের পথ সংশোধন করুন এবং আল্লাহর কাছে তওবা করুন।

এছাড়াও হাদিসটিতে সুসময়ে শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা আদায়ের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। কারণ মানুষ যখন কোনো নিআমতের ওপর তার রবের শুকরিয়া আদায় করে, তখন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য এক বিশেষ তাওফিক এবং এটি নিআমত বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: "এবং স্মরণ করো, যখন তোমাদের রব ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের আরও বাড়িয়ে দেব; আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।'" (সূরা ইবরাহিম: ৭)। আর আল্লাহ যখন মানুষকে শুকরিয়া আদায়ের তাওফিক দেন, তখন এটি এমন এক নিআমত যা পুনরায় শুকরিয়া আদায়ের দাবি রাখে... এবং এভাবেই চলতে থাকে। কেননা খুব অল্প মানুষই কৃতজ্ঞতা আদায় করে। অতএব, আল্লাহ যদি আপনার ওপর অনুগ্রহ করেন এবং আপনাকে এর জন্য সাহায্য করেন, তবে এটিই একটি নিআমত।

(ص: 200) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

ولهذا قال بعضهم:

إذا كان شكري نعمة الله نعمة على له في مثلها يجب الشكر
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضل الله وإن طالت الأيام واتصل العبر
وصدق رحمه الله فإن الله إذا وفقك للشكر فهذه نعمة تحتاج إلى شكر جديد، فإن
شكرن فهي نعمة تحتاج إلى شكر ثان، فإن شكرت فهي نعمة تحتاج إلى شكر ثالث.
وهلم جراً.

ولكننا- في الحقيقة- في غفلة عن هذا. نسأل الله أن يوقظ قلوبنا وقلوبكم، ويصلح
أعمالنا وأعمالكم؛ إنه جواد كريم.

* * *

28- وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاها،
فقالت فاطمة رضي الله عنهما: واكرب أباه. فقال: ((ليس علي أبك كرب بعد
اليوم)). فلما مات قالت: يا ابتاه أجاب رباه دعاه، يا ابتاه من جنة الفردوس مأواه،
يا أبتاه إلي جبريل ننعاهن فلما قالت فاطمة عليها السلام: يا انس، أطابت أنفسكم
أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ (. رواه البخاري) .

এজন্যই তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন:

আল্লাহর নিআমতের জন্য আমার শুকরিয়া আদায় করা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার ওপর
আরও একটি নিআমত হয়, তবে সেটির জন্যও শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব।

তবে তাঁর অনুগ্রহ ব্যতীত শুকরিয়া পূর্ণ হওয়া কীভাবে সম্ভব, যদিও দিন দীর্ঘ হয় এবং আয়ু
প্রলম্বিত হয়?

তিনি সত্য বলেছেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন। কারণ আল্লাহ যখন আপনাকে শুকরিয়া
আদায়ের তাওফীক দান করেন, তখন এটিই একটি নিআমত যা নতুন করে শুকরিয়া আদায়ের

দাবি রাখে। এরপর যদি আপনি শুকরিয়া আদায় করেন, তবে সেটি দ্বিতীয়বার শুকরিয়া আদায়ের মুখাপেক্ষী একটি নিআমত হবে। আর যদি তাতেও শুকরিয়া আদায় করেন, তবে তা তৃতীয়বার শুকরিয়া আদায়ের মুখাপেক্ষী একটি নিআমত হবে। এভাবেই ধারাটি চলতে থাকবে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা এ বিষয়ে গাফেল। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের অন্তরসমূহকে জাগ্রত করে দেন এবং আমাদের ও আপনাদের আমলসমূহ সংশোধন করে দেন; নিশ্চয়ই তিনি মহানুভব ও অত্যন্ত দয়ালু।

* * *

২৮- আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অসুস্থতা তীব্র হলো, তখন যন্ত্রণার আধিক্যে তিনি বারবার সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ছিলেন। ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) তা দেখে ব্যথিত হয়ে বললেন: "হায়! আমার পিতার কতই না কষ্ট!" তিনি বললেন: "আজকের পর তোমার পিতার আর কোনো কষ্ট নেই।" যখন তাঁর ইন্তেকাল হলো, তখন ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বললেন: "হে আব্বাজান! আপনি আপনার রবের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। হে আব্বাজান! জাল্লাতুল ফিরদাউস আপনার ঠিকানা। হে আব্বাজান! জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে আমরা আপনার মৃত্যুর সংবাদ নিবেদন করছি।" এরপর ফাতিমা (আলাইহাস সালাম) বললেন: "হে আনাস! আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র দেহের ওপর মাটি চাপা দিতে তোমাদের মন কীভাবে সায় দিল?" (এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন)।

(ص: 201) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

[الشَّرح]

قال المؤلف- رحمه الله تعالى- فيما رواه عن أنس بن مالك- رضي الله عنه أن فاطمة بنت محمد صلي الله عليه وسلم لما ثقل رسول الله صلي الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ((جعل يتغشاه الكرب)) أي: من شدة ما يصيبه جعل يغشي عليه من الكرب؛ لأنه عليه الصلاة والسلام يتشدد عليه الوعك والمرض، كأن يوعك كما يوعك الرجلان من الناس.

والحكمة في هذا، من أجل أن ينال صلي الله عليه وسلم أعلي درجات الصبر. فإن الصبر منزلة عالية، لا ينال إلا بامتحان واختبار من الله- عز وجل لأنه لا صبر إلا على مكروه.

فإذا لم يصب الإنسان بشيء يكره فكيف يعرف صبره، ولهذا قال الله تعالى (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ) (محمد: من الآية 31) فكان النبي صلي الله عليه وسلم يوعك كما يوعك الرجلان من الناس. فجعل يتغشاه الكرب، فتقول فاطمة- رضي الله عنها ((وأكرب أباه)) تتوجع له من كربه، لأنها امرأة، والمرأة لا تطيق الصبر.

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ((لا كرب على أبيك بعد اليوم)) لأنه صلي الله عليه وسلم لما انتقل من الدنيا انتقل إلي الرفيق الأعلى، كما كان صلي الله عليه وسلم - وهو يغشاه الموت- يقول ((اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى وينظر

[ব্যখ্যা]

লেখক—আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন—আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে বলেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর অন্তিম রোগে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন "কষ্ট তাঁকে আচ্ছন্ন করতে লাগল।" অর্থাৎ যন্ত্রণার তীব্রতায় তিনি বারবার বেহুঁশ হয়ে পড়ছিলেন; কারণ তাঁর (আলাইহিস সালাতু

ওয়াসাল্লাম) অসুস্থতা ও জ্বরের তীব্রতা ছিল অত্যন্ত বেশি, যেমনটি সাধারণ দুই ব্যক্তির জ্বরের সমতুল্য।

এর রহস্য হলো, যাতে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ধৈর্যের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পারেন। কেননা ধৈর্য একটি সুউচ্চ মর্যাদা, যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা ও যাচাই ছাড়া লাভ করা সম্ভব নয়; কারণ কষ্টদায়ক বিষয় ছাড়া ধৈর্যের কোনো সার্থকতা নেই।

যদি মানুষ কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন না হয়, তবে তার ধৈর্য কীভাবে প্রকাশ পাবে? এই কারণেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "আর আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব যতক্ষণ না আমি তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদের জেনে নিই।" (সূরা মুহাম্মদ: ৩১)। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাধারণ দুই ব্যক্তির সমপরিমাণ জ্বরে আক্রান্ত হতেন।

যখন যন্ত্রণা তাঁকে গ্রাস করছিল, তখন ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলতে লাগলেন, "হায়, আব্বাজানের কতই না কষ্ট!" তিনি তাঁর কষ্টের জন্য ব্যথিত হচ্ছিলেন, কারণ তিনি নারী ছিলেন এবং নারীরা সাধারণত এরূপ কষ্ট দেখে ধৈর্য ধারণে স্থির থাকতে পারে না।

তখন নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম) বললেন: "আজকের পর তোমার পিতার আর কোনো কষ্ট নেই।" কারণ যখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইহকাল ত্যাগ করলেন, তখন তিনি 'রফিকে আলা' বা মহান বন্ধুর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। যেমনটি মৃত্যুযন্ত্রণার সময় তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলছিলেন: "হে আল্লাহ! মহান বন্ধুর সান্নিধ্যে (পৌঁছে দিন), হে আল্লাহ! মহান বন্ধুর সান্নিধ্যে।" আর তিনি তাকিয়ে ছিলেন...

(ص: 202) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

إلى سقف البيت صلى الله عليه وسلم.

توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، فجعلت، رضي الله عنها تندبه، لكنه ندب خفيف، لا يدل على التسخط من قضاء الله وقدره.

وقولها ((أجاب رباً دعاه)) لأن الله- سبحانه وتعالى- هو الذي بيده ملكوت كل شيء،
آجال الخلق بيده، تصرف الخلق بيده، كل شيء إلى الله، إلى الله المنهي وإليه
الرجعي.

فأجاب داعي الله، وهو انه صلي الله عليه وسلم إذا توفي صار كغيره من المؤمنين،
يصعد بروحه حتى توقف بين يدي الله- عز وجل فوق السماء السابعة. فقالت:
وأبتاه، أجب رباً دعاه.

وقولها: ((وا ابتاه جنة الفردوس مأواه)) صلي الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة
والسلام أعلى الخلق منزلة في الجنة، كما قال النبي صلي الله عليه وسلم ((اسألوا الله
لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا
هو)). ولا شك ان النبي صلي الله عليه وسلم مأواه جنة الفردوس، وجنة الفردوس
هي أعلي درجات الجنة، وسقفها الذي فوقها عرش الرب جل جلاله، والنبي عليه
الصلاة والسلام في أعلى الدرجات منها.
قولها: ((يا أبتاه إني جبريل ننعاه)) النعي: هو الإخبار بموت البيت،

ঘরের ছাদের দিকে (নবী কারীম) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করলেন, তখন তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহা)
বিলাপ করতে লাগলেন; তবে তা ছিল মৃদু বিলাপ, যা আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরের প্রতি
অসম্ভুষ্টি প্রকাশ করে না।

তাঁর উক্তি— “তিনি এমন এক রবের ডাকে সাড়া দিয়েছেন যিনি তাঁকে ডেকেছেন”—কেননা
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাই সেই সত্তা যাঁর হাতে সবকিছুর রাজত্ব; মাখলুকের হায়াত তাঁর
হাতে, সৃষ্টির পরিচালনা তাঁর হাতে, সবকিছু আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তনশীল, আল্লাহর নিকটই
শেষ গন্তব্য এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাওয়া।

অতঃপর তিনি আল্লাহর আহ্বায়কের ডাকে সাড়া দিলেন। আর তা হলো—তিনি (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন ইন্তেকাল করলেন, তখন অন্যান্য মুমিনদের মতোই তাঁর রুহ

উর্ধ্বারোহণ করল, এমনকি তা সপ্তম আসমানের উপরে মহামহিম আল্লাহর সামনে নীত হলো। তখন তিনি বললেন: হায় আব্বাজান! তিনি তাঁর রবের ডাকে সাড়া দিয়েছেন যিনি তাঁকে ডেকেছেন।

তাঁর কথা— “হায় আব্বাজান! জান্নাতুল ফিরদাউস যাঁর আবাস”—(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম); কারণ তিনি সৃষ্টির মাঝে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। যেমনটি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমরা আল্লাহর কাছে আমার জন্য ‘ওয়াসিলা’ প্রার্থনা করো; কেননা এটি জান্নাতের এমন একটি সুউচ্চ স্থান যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল একজনই লাভ করবেন, আর আমি আশা করি আমিই হবো সেই ব্যক্তি।” এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঠিকানা হলো জান্নাতুল ফিরদাউস। আর জান্নাতুল ফিরদাউস হলো জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর, যার ছাদ হলো মহান রবের আরশ, আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই জান্নাতের সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করবেন।

তাঁর উক্তি— “হে আব্বাজান! আমরা জিবরাঈল আলাইহিস সালামের কাছে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা করছি।” 'নাঈ' (النعي) অর্থ হলো কোনো মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদ জানানো বা প্রচার করা।

(ص: 203) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وقالت: إِنَّا نُنْعَاهُ إِلَى جَبْرِيلَ لَأَنْ جَبْرِيلَ هُوَ الَّذِي كَانَ يَأْتِيهِ بِالْوَحْيِ صَبَاحًا وَمَسَاءً. فَإِذَا فَقَدَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ؛ فَقَدْ نَزَلَ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ إِلَى الْأَرْضِ بِالْوَحْيِ؛ لَأَنَّ الْوَحْيَ انْقَطَعَ بِمَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ لَمَّا حُمِلَ وَدُفِنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التُّرَابَ؟)) يَعْنِي مِنْ شِدَّةِ وَجْدِهَا عَلَيْهِ، وَحُزْنِهَا، وَمَعْرِفَتِهَا بِأَنَّ

الصحابة- رضي الله عنهم قد ملأ قلوبهم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فهل طابت؟

والجواب: أنها طابت؛ لن هذه ما أراد الله- عز وجل وهو شرع الله، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يفدي بكل الأرض لفداه الصحابة رضي الله عنهم. لكن الله - سبحانه- هو الذي له الحكم، وعليه المرجع، وكما قال الله تعالى في كتابة: (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ) (ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ) (الزمر: 31/30).

الفوائد:

في هذا الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيرة من البشر، يمرض ويجوع، ويعطش، ويبرد، ويحتر جميع الأمور البشرية تعترى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم ((إنما أنا بشر مثلكم، أنسي كما تنسون)).

তিনি বললেন: আমরা জিবরাঈলের কাছে তাঁর বিয়োগের সংবাদ পৌঁছে দিচ্ছি, কারণ জিবরাঈলই ছিলেন তিনি যিনি সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর কাছে ওহি নিয়ে আসতেন। সুতরাং যখন নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) পরলোকগমন করলেন, তখন পৃথিবীতে ওহি নিয়ে জিবরাঈলের (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) আগমন বন্ধ হয়ে গেল; কেননা নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইন্তেকালের মাধ্যমে ওহির ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অতঃপর যখন তাঁকে বহন করা হলো এবং দাফন করা হলো, তখন তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বললেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর মাটি চাপা দিতে কি তোমাদের মন সায় দিল?" অর্থাৎ, তাঁর প্রতি তীব্র অনুরাগ, শোক এবং সাহাবায়ে কিরামের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) অন্তরে রাসূলের প্রতি যে গভীর ভালোবাসা পূর্ণ ছিল তা জানা সত্ত্বেও তিনি এটি বলেছিলেন—আসলেই কি তাঁদের মন সায় দিয়েছিল?

আর এর উত্তর হলো: তাঁদের মন সায় দিয়েছিল; কারণ মহান আল্লাহ এটাই চেয়েছিলেন এবং এটাই আল্লাহর বিধান। আর যদি সমস্ত পৃথিবীর বিনিময়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে মুক্ত করা সম্ভব হতো, তবে সাহাবায়ে কিরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) অবশ্যই তা করতেন।

কিন্তু মহান আল্লাহই হলেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মালিক এবং তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তনস্থল। যেমনটি আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয়ই তুমি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।" "অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমরা তোমাদের রবের নিকট বিবাদে লিপ্ত হবে।" (সূরা যুমার: ৩০-৩১)।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ:

এই হাদিসে এটি সুস্পষ্ট হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্যান্য মানুষের মতোই ছিলেন; তিনি অসুস্থ হতেন, ক্ষুধার্ত হতেন, তৃষ্ণার্ত হতেন, শীত ও গরম অনুভব করতেন। মানবীয় যাবতীয় অবস্থা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল, যেমনটি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই বলেছেন: "আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ, তোমরা যেমন ভুলে যাও আমিও তেমনি ভুলে যাই।"

(ص: 204) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وفيه: رد على هؤلاء القوم الذين يشركون بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام، ويستغيثون به وهو في قبره بل إن بعضهم - والعياذ بالله - لا يسأل الله تعالى ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم؛ كأن الذي يجيب هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولقد ضلوا في دينهم وسفها في عقولهم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرراً ولا نفعاً فكيف يملك لغيره؟! قال الله تعالى آمراً نبيه (قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ) بل هو عبد من عباد الله؛ ولهذا قال (إِنْ أَتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوْحَى إِلَيَّ) (الأنعام: من الآية 50).

وقال الله - سبحانه - له أيضاً (قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلَا رَشْداً) (قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِداً) (إِلَّا بَلَاغاً) أي: هذه وظيفتي (مِنَ اللَّهِ

وَرِسَالَاتِهِ) (الجالنبي صلي الله عليه وسلم: من الآية 23/21) ، ولما أنزل الله تعالى قوله: (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) (الشعراء: 214) ، دعا قرابته صلي الله عليه وسلم وجعل ينادي إلي أن قال: ((يا فاطمة بنت محمد، سألني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئاً)) إلي هذا الحد!! التي هي بضعة منه والتي يريبه ما رابه يقول لها: لا أغني عنك من الله شيئاً.

এর মধ্যে ঐ সকল লোকদের প্রতি খণ্ডন রয়েছে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে শিরক করে; তারা রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আহ্বান করে এবং তিনি কবরে থাকা অবস্থায় তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। এমনকি তাদের কেউ কেউ—আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই—আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা না করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রার্থনা করে; যেন উত্তর দানকারী স্বয়ং রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। তারা তাদের দ্বীনের ব্যাপারে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তাদের বিবেক নির্বুদ্ধিতার শিকার হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জন্যই কোনো অপকার বা উপকারের মালিক নন, তবে তিনি কীভাবে অন্যের জন্য তার মালিক হবেন?

মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন: “বলুন, আমি তোমাদের বলি না যে আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে, আর আমি গায়েব বা অদৃশ্য বিষয় জানি না এবং আমি তোমাদের এ-ও বলি না যে আমি একজন ফেরেশতা।” বরং তিনি আল্লাহর বান্দাদের মধ্য হতে একজন বান্দা; এজন্যই তিনি বলেছেন: “আমার প্রতি যা ওহী করা হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করি।” (সূরা আল-আনআ’ম: আয়াত ৫০ এর অংশবিশেষ)।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে আরও বলেছেন: “বলুন, আমি তোমাদের জন্য কোনো অপকার করার বা সঠিক পথে আনার ক্ষমতা রাখি না। বলুন, আল্লাহ থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং আমি তাঁকে ছাড়া অন্য কোনো আশ্রয়স্থল পাব না। কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে পৌঁছে দেওয়া এবং তাঁর রিসালাত প্রচার করাই আমার কাজ।” (সূরা আল-জিন্ন: আয়াত ২১-২৩), আর যখন মহান আল্লাহ তাঁর বাণী অবতীর্ণ করলেন: “এবং আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন” (সূরা আশ-শুআরা: ২১৪), তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে ডাকলেন এবং এভাবে সম্বোধন করতে থাকলেন যে এক পর্যায়ে

বললেন: “হে মুহাম্মদ-তনয়া ফাতিমা! আমার সম্পদ থেকে তোমার যা ইচ্ছা চেয়ে নাও, কিন্তু আল্লাহর পাকড়াও থেকে তোমাকে বাঁচাতে আমি বিন্দুমাত্র ক্ষমতা রাখি না।” এই সীমা পর্যন্ত!! যিনি তাঁরই কলিজার টুকরো এবং যা তাকে ব্যথিত করে তা নবীকেও ব্যথিত করে, তাকেই তিনি বলছেন: আল্লাহর পাকড়াও থেকে তোমাকে বাঁচাতে আমার কোনো ক্ষমতা নেই।

(ص: 205) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

فهذا دليل على أن من سواها من باب أولي.

ففيه ضلال هؤلاء الذين يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم تجدهم في المسجد النبوي عند الدعاء يتجهون إلى القبر، ويصعدون أمام القبر كصودهم أمام الله في الصلاة أو اشد.

وفي هذا الحديث: دليل على أنه لا بأس بالندب اليسير إذا لم يكن مؤذياً بالتسخط على الله عز وجل، لأن فاطمة نذبت النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ندب يسير، وليس ينم عن اعتراض على قدر الله عز وجل.

وفيه دليل: على أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها بقيت بعد حياته صلى الله عليه وسلم بقيت فاطمة، ولكن ليس لها ميراث، لا هي، ولا زوجاته، ولا عمه العباس، ولا أحد من عصبته؛ لأن الأنبياء لا يورثون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((إنا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة)).

وهذا من حكمة الله عز وجل لأنهم لو ورثوا لقال من يقول: إن هؤلاء جاءوا بالرسالة يطلبون ملكا يورث من بعدهم؛ ولكن الله عز وجل منع ذلك.

فَالْأَنْبِيَاءُ لَا يُوْرَثُونَ، بَلْ مَا يَتْرَكُونَهُ يَكُونُ صَدَقَةً يَصْرِفُ الْمُسْتَخْقِنِينَ لَهُ وَاللَّهُ
الْبَاقِي.

এটি একটি প্রমাণ যে, তাকে ছাড়া অন্য যারা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি প্রযোজ্য।
এতে ওই সমস্ত লোকের পথভ্রষ্টতা প্রমাণিত হয় যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের নিকট প্রার্থনা করে। আপনি তাদের মসজিদে নববীতে দোয়ার সময় কবরের
দিকে মুখ ফিরাতে দেখবেন এবং তারা কবরের সামনে এমনভাবে বিনম্রভাবে দাঁড়িয়ে থাকে
যেমনটি নামাজের মধ্যে আল্লাহর সামনে দাঁড়ায়, কিংবা তার চেয়েও অধিক।
এই হাদিসে এই মর্মে দলিল রয়েছে যে, সামান্য শোক প্রকাশ বা বিলাপ করাতে কোনো
সমস্যা নেই যদি তাতে মহান আল্লাহর ফয়সালার প্রতি কোনো অসন্তুষ্টি প্রকাশ না পায়। কেননা
ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য শোক প্রকাশ
করেছিলেন, তবে তা ছিল সীমিত এবং তা আল্লাহর তকদিরের প্রতি কোনো আপত্তির ইঙ্গিত
বহন করে না।

এতে আরও প্রমাণ রয়েছে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর
ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা জীবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর কোনো উত্তরাধিকার সম্পদ ছিল না। না
তাঁর, না নবীর স্ত্রীগণের, না তাঁর চাচা আব্বাসের, আর না তাঁর আসাবাদের (রক্তসম্পর্কীয়
আত্মীয়) কেউ উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন; কারণ নবীদের কোনো উত্তরাধিকারী হয় না। যেমনটি
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমরা নবী সমাজ, আমাদের কোনো
উত্তরাধিকারী হয় না; আমরা যা রেখে যাই তা সদকা হিসেবে গণ্য হয়।"

এটি মহান আল্লাহর প্রজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত; কেননা তাঁরা যদি উত্তরাধিকার রেখে যেতেন তবে একদল
লোক বলার সুযোগ পেত যে, তারা নবুয়তের বার্তা নিয়ে এসেছিল কেবল এমন এক রাজত্ব
লাভের আশায় যা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য উত্তরাধিকার হিসেবে থাকবে; কিন্তু মহান
আল্লাহ তা হতে দেননি।

সুতরাং নবীদের কোনো উত্তরাধিকার ব্যবস্থা নেই, বরং তারা যা রেখে যান তা সদকা হিসেবে
গণ্য হয় যা এর হকদারদের মধ্যে ব্যয় করা হয়। আর আল্লাহই সঠিক পথ প্রদর্শনকারী।

29- وعن أبي زيد اسامة بن زيد حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبّه وابن حبّه، رضي الله عنهما، قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فأشهدنا، فأرسل يقري السلام ويقول: ((إن الله ما أخذ وله ما أعطي، وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب)) فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتيها فقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، ورجال رضي الله عنهم، فرفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعدته في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناهن فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: ((هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده)) وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء)) (متفق عليه) .
ومعني: ((تقعقع)) تتحرك وتضطرب.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى- فيما نقله عن أبي زيد اسامة بن زيد بن حارثة- رضي الله عنهما، وزيد بن حارثة كان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عبداً، فأهدته إليه خديجة- رضي الله عنها فأعتقه، فصار مولى له، وكان يلقب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي حبيبيه، وابنه أيضاً حب، فأسامة حبه وابن حبه رضي الله عنهما، ذكر أن إحدى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه رسولا،

২৯- আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস, তাঁর প্রিয়ভাজন এবং তাঁর প্রিয়ভাজনের পুত্র আবু যায়িদ উসামাহ বিন যায়িদ বিন হারিসাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক কন্যা তাঁর নিকট সংবাদ পাঠালেন যে, আমার পুত্র মুমূর্ষু অবস্থায় আছে, অতএব আপনি আমাদের এখানে উপস্থিত

হোন। তখন তিনি সালাম পাঠিয়ে বলে পাঠালেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ যা গ্রহণ করেছেন তা তাঁরই, আর যা তিনি দান করেছেন তাও তাঁরই। প্রত্যেকের জন্য তাঁর নিকট একটি সুনির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত রয়েছে। অতএব সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং সওয়াবের প্রত্যাশা করে।" এরপর তিনি (কন্যা) পুনরায় কসম দিয়ে সংবাদ পাঠালেন যেন তিনি অবশ্যই আসেন। তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর সঙ্গে সাদ বিন উবাদাহ, মুয়াজ বিন জাবাল, উবাই বিন কাব, যায়িদ বিন সাবিত ও আরও কয়েকজন ব্যক্তি (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ছিলেন। শিশুটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তুলে দেওয়া হলে তিনি তাকে নিজের কোলে বসালেন, তখন শিশুটির প্রাণ ছটফট করছিল। এতে তাঁর (নবীজির) চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ল। তখন সাদ (রা.) বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! এ কি? তিনি বললেন: "এটি হচ্ছে দয়া, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের হৃদয়ে নিহিত রেখেছেন।" অন্য বর্ণনায় আছে: "তাঁর বান্দাদের মধ্যে তিনি যার জন্য ইচ্ছে করেন। আর আল্লাহ কেবল তাঁর দয়ালু বান্দাদের প্রতিই দয়া করেন।" (বুখারি ও মুসলিম)।

তাকাক'আ শব্দের অর্থ: নড়াচড়া করা ও অস্থির হওয়া (মুমূর্ষু ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাসের অস্থিরতা)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ তাআলা)—আবু যায়িদ উসামাহ বিন যায়িদ বিন হারিসাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যা কিছু উদ্ধৃত করেছেন সে বিষয়ে বলেন— যায়িদ বিন হারিসাহ ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস। তিনি একজন ক্রীতদাস ছিলেন, অতঃপর খাদিজাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে রাসূলুল্লাহর নিকট উপহার হিসেবে দান করেন এবং তিনি তাঁকে মুক্ত করে দেন, ফলে তিনি তাঁর মুক্তদাস হয়ে যান। তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'হিব্ব' বা অত্যন্ত প্রিয়পাত্র উপাধিতে ডাকা হতো। তাঁর পুত্রও একইভাবে প্রিয়পাত্র ছিলেন; সুতরাং উসামাহ হলেন প্রিয়পাত্রের পুত্র প্রিয়পাত্র (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈকা কন্যা তাঁর নিকট একজন সংবাদবাহক পাঠালেন,

تقول له إن ابنها قد احتضر، أي: حضره الموت. وأنها تطلب من النبي صلي الله عليه وسلم أن يحضر، فبلغ الرسول رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال له النبي صلي الله عليه وسلم ((مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطي، وكل شيء عنده بأجل مسمى)).

أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي أرسلته ابنته أن يأمر ابنته- أم هذا الصبي- بهذه الكلمات:

قال: ((فلتصبر)) أي: تحتسب الأجر على الله بصبرها؛ لأن من الناس من يصبر ولا يحتسب، يصبر على المعصية ولا يتضرر، لكنه ما يؤمل أجراً على الله فيفوته بذلك خير كثير، لكن إذا صبر واحتسب الأجر على الله، يعني: أراد بصبره أن يثيبه الله ويأجره، فهذا هو الاحتساب ((مرها فلتصبر)) يعني على هذه المصيبة ((ولتحتسب)) أجراً على الله عز وجل. قوله: ((فإن لله ما أخذ وله ما أعطي)) هذه الجملة عظيمة؛ إذا كان الشيء كله لله، إن أخذ منك شيئاً فهو ملكه، وإن أعطاك شيئاً فهو ملكه، فكيف تسخط إذا أخذ منك ما يملكه هو؟ عليك إذا أخذ الله منك شيئاً محبوباً لك؛ أن تقول: هذا لله، له أن يأخذ ما شاء الله، وله أن يعطي ما شاء.

ولهذا يسن للإنسان إذا أصيب بمصيبة أن يقول ((إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)) يعني: نحن ملك لله يفعل بنا ما يشاء، وكذلك ما نحبه إذا أخذه من بين أيدينا فهو له- عز وجل له ما أخذ وله أعطي، حتى الذي يعطيك أنت لا تملكه، هو لله، ولهذا لا يمكن أن تتصرف فيما أعطاك الله إلا على الوجه الذي أذن لك فيه؛ وهذا دليل على أن ملكنا لما يعطينا الله ملك

তিনি তাঁকে বলছিলেন যে, তাঁর পুত্র মুমূর্ষু অবস্থায় রয়েছে, অর্থাৎ তার মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে। আর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবেদন করছিলেন যেন তিনি উপস্থিত হন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সেই সংবাদ পৌঁছালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে (বার্তাবাহককে) বললেন: "তাকে নির্দেশ দাও সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং সওয়াবের প্রত্যাশা করে। কেননা আল্লাহ যা গ্রহণ করেছেন তা তাঁরই, আর তিনি যা দান করেছেন তাও তাঁরই; এবং তাঁর নিকট প্রতিটি বিষয়ের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সময়কাল নির্ধারিত রয়েছে।"

নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তিকে—যাকে তাঁর কন্যা পাঠিয়েছিলেন—আদেশ করলেন যেন সে তাঁর কন্যাকে (অর্থাৎ এই শিশুটির মাতাকে) এই কথাগুলো বলে:

তিনি বলেছেন: "সে যেন ধৈর্য ধারণ করে" অর্থাৎ সে যেন তার ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট প্রতিদানের আশা রাখে; কারণ মানুষের মধ্যে এমন কেউ আছে যে ধৈর্য ধারণ করে কিন্তু সওয়াবের আশা রাখে না, সে বিপদে ধৈর্য ধরে এবং অস্থিরতা প্রকাশ করে না, কিন্তু আল্লাহর কাছে এর সওয়াব কামনা করে না, ফলে সে এর মাধ্যমে অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়। তবে যদি সে ধৈর্য ধরে এবং আল্লাহর কাছে সওয়াবের আশা রাখে—অর্থাৎ তার ধৈর্যের বিনিময়ে আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করবেন এমন ইচ্ছা পোষণ করে—তবে এটিই হলো 'ইহতিসাব' (সওয়াবের প্রত্যাশা)। "তাকে নির্দেশ দাও সে যেন ধৈর্য ধারণ করে" অর্থাৎ এই বিপদের ওপর, "এবং সওয়াবের প্রত্যাশা করে" অর্থাৎ মহান আল্লাহর নিকট এর প্রতিদানের আশা রাখে। তাঁর বাণী: "কেননা আল্লাহ যা গ্রহণ করেছেন তা তাঁরই এবং তিনি যা দান করেছেন তাও তাঁরই"—এই বাক্যটি অত্যন্ত মহিমাম্বিত; যখন প্রতিটি বস্তু আল্লাহর মালিকানাধীন, তখন তিনি যদি আপনার নিকট থেকে কোনো কিছু নিয়ে নেন তবে তা তাঁরই মালিকানা, আর যদি তিনি আপনাকে কিছু দান করেন তবে তাও তাঁরই মালিকানা। সুতরাং তিনি যখন তাঁর নিজ মালিকানাধীন কোনো কিছু নিয়ে নেন, তখন আপনি কীভাবে অসন্তুষ্ট হতে পারেন?

যখন আল্লাহ আপনার নিকট থেকে আপনার প্রিয় কোনো কিছু নিয়ে নেন, তখন আপনার বলা উচিত: "এটি আল্লাহরই; তিনি যা ইচ্ছা গ্রহণ করবেন এবং যা ইচ্ছা দান করবেন।"

এই কারণেই মানুষের জন্য এটি সুন্নত যে, যখন সে কোনো বিপদে আক্রান্ত হবে তখন বলবে: "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।" অর্থাৎ: আমরা

আল্লাহর মালিকানাধীন, তিনি আমাদের ব্যাপারে যা ইচ্ছা তা-ই করেন। তেমনিভাবে আমাদের প্রিয় কোনো কিছু যদি তিনি আমাদের নিকট থেকে কেড়ে নেন তবে তাও তাঁরই—মহান আল্লাহ যা গ্রহণ করেন তা তাঁর এবং যা দান করেন তাও তাঁর। এমনকি তিনি আপনাকে যা দান করেন সেটিরও প্রকৃত মালিক আপনি নন, বরং তা আল্লাহরই। এ কারণেই আল্লাহ আপনাকে যা দান করেছেন তাতে কেবল সেই পদ্ধতিতেই ব্যবহার বা ব্যয় করা সম্ভব যার অনুমতি তিনি আপনাকে দিয়েছেন; আর এটিই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ আমাদের যা দান করেন তার ওপর আমাদের মালিকানা কেবল একটি প্রদত্ত মালিকানা।

(ম: 208) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

قاصر، ما نتصرف فيه تصرفاً مطلقاً، فلو أراد الإنسان أن يتصرف في ماله تصرفاً مطلقاً على وجه لم يأذن به الشرع قلنا له أمسك، لا يمكن؛ لأن المال مال الله، فلا نتصرف فيه إلا على الوجه الذي أذن لك فيه. ولهذا قال: ((ولله ما أخذ وله ما أعطي)) فإذا كان لله ما أخذ، فكيف نجزع؟ كيف نتسخط أن يأخذ المالك ما ملك سبحانه وتعالى؟ هذا خلاف المعقول وخلاف المنقول!

قال: ((وكل شيء عنده بأجل مسي)) كل شيء عنده بمقدار، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم) وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (الرعد: من الآية 8) بمقدار في زمانه، ومكانه، وذاته، وصفاته، وكل ما يتعلق به فهو عند الله مقدر.

((بأجل مسي)) أي: معين، فإذا أيقنت بهذا؛ إن لله ما أخذ وله ما أعطي، وكل شيء عنده بأجل مسي؛ اقتنعت. وهذه الجملة الأخيرة تعني أن الإنسان لا يمكن أن يغير المكتوب المؤجل لا بتقديم ولا بتأخير، كما قال الله) لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ

أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ) (يونس: من الآية 49) ، فإذا كان الشيء مقدراً لا يتقدم ولا يتأخر؛ فلا فائدة من الجزع والتسخط؛ لأنه وإن جزعت أو تسخطت لن تغير شيئاً من المقدور.

ثم إن الرسول أبلغ بنت النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يبلغه إياها، ولكنها أرسلت إليه تطلب أن يحضر، فقام عليه الصلاة والسلام هو وجماعة من أصحابه، فوصل إليها، فرفع إليه الصبي ونفسه تتعقعق؛ أي تضطرب، تصعد وتنزل، فبكي الرسول عليه الصلاة والسلام ودمعت عيناه. فقال

সীমিত, আমরা এতে নিরঙ্কুশভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারি না। যদি কোনো ব্যক্তি তার সম্পদের ব্যাপারে এমন কোনো নিরঙ্কুশ হস্তক্ষেপ করতে চায় যা শরীয়ত অনুমোদন করেনি, তবে আমরা তাকে বলব, 'থামো, এটা সম্ভব নয়'। কারণ সম্পদ হলো আল্লাহর সম্পদ; সুতরাং তিনি আপনাকে যে পন্থার অনুমতি দিয়েছেন, তা ব্যতীত অন্য কোনোভাবে তাতে হস্তক্ষেপ করবেন না।

এ কারণেই তিনি বলেছেন: "আল্লাহ যা গ্রহণ করেছেন তা তাঁরই, আর যা তিনি দান করেছেন তাও তাঁরই।" সুতরাং যা তিনি গ্রহণ করেছেন তা যদি আল্লাহরই হয়, তবে আমরা কেন অস্থির হব? মালিক সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর মালিকানাধীন বস্তু গ্রহণ করলে আমরা কেন অসন্তুষ্ট হব? এটা যুক্তি ও বর্ণনা—উভয়েরই পরিপন্থী!

তিনি বলেছেন: "এবং তাঁর কাছে প্রতিটি বস্তুরই একটি নির্দিষ্ট সময়কাল রয়েছে।" তাঁর কাছে প্রতিটি বিষয় সুনির্দিষ্ট পরিমাপে রয়েছে, যেমনটি মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন: "এবং তাঁর নিকট প্রতিটি বস্তুরই একটি পরিমাপ রয়েছে।" (সূরা আর-রাদ: আয়াত ৮-এর অংশ)। অর্থাৎ এর সময়, স্থান, সত্তা, বৈশিষ্ট্য এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুর ক্ষেত্রে এটি আল্লাহর নিকট পূর্বনির্ধারিত পরিমাপ অনুযায়ী।

"নির্দিষ্ট সময়কাল" অর্থ হলো সুনির্ধারিত। আপনি যখন এই বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করবেন যে, আল্লাহ যা গ্রহণ করেছেন তা তাঁরই এবং যা প্রদান করেছেন তাও তাঁরই এবং তাঁর নিকট সবকিছুই একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত; তখন আপনি পরিতৃপ্ত হবেন। এই শেষ বাক্যটির অর্থ হলো, মানুষ নির্ধারিত লিপিকে এগিয়ে নিয়ে আসতে বা পিছিয়ে দিতে পারে না।

যেমন আল্লাহ বলেছেন: "প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। যখন তাদের সেই সময়কাল উপস্থিত হয়, তখন তারা এক মুহূর্তও দেরি করতে পারে না এবং এগিয়েও আনতে পারে না।" (সূরা ইউনুস: আয়াত ৪৯-এর অংশ)। সুতরাং যদি বিষয়টি এমনভাবে নির্ধারিত হয় যা আগে বা পরে হওয়ার সুযোগ নেই, তবে অধৈর্য হওয়া বা অসন্তুষ্টি প্রকাশের কোনো ফায়দা নেই; কারণ আপনি অস্থির বা অসন্তুষ্ট হলেও তা তাকদীরের কোনো পরিবর্তন ঘটাবে না।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যাকে সেই বার্তা পৌঁছালেন যা তাঁকে পৌঁছাতে আদেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি পুনরায় সংবাদ পাঠালেন এবং তাঁকে উপস্থিত হওয়ার অনুরোধ জানালেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের একটি দলসহ উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর কাছে পৌঁছালেন। এরপর শিশুটিকে তাঁর কাছে তুলে দেওয়া হলো, তখন শিশুটির প্রাণ ছটফট করছিল; অর্থাৎ অস্থিরভাবে শ্বাস উঠানামা করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেঁদে ফেললেন এবং তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। এরপর তিনি বললেন—

(ص: 209) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

سعد بن عبادہ وكان معه- هو سيد الحرج- ما هذا؟ ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم بكى جزعاً، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ((هذه رحمة)) أي بكت رحمة بالصبي لا جوعاً بالمقدور.

ثم قال عليه الصلاة والسلام: ((إنما يرحم الله من عبادة الرحماء)) ففي هذا دليل على جواز البكاء رحمة بالمصائب.

إذا رأيت مصاباً في عقله أو بدنه، فبكت رحمة به، فهذا دليل على أن الله تعالى جعل في قلبك رحمة، وإذا جعل الله في قلب الإنسان رحمة كان من الرحماء الذين رحمهم الله عز وجل. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته.

ففي هذا الحديث دليل على وجوب الصبر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((مرها فلتصبر ولتحتسب)).

وفيه دليل أيضاً على أن هذه الصيغة من العزاء أفضل صيغة، أفضل من قوله بعض الناس: ((أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لبيتك)) هذه صيغة اختارها بعض العلماء، لكن الصيغة التي اختارها الرسول عليه الصلاة والسلام ((اصبر واحتسب، فإن الله ما أخذ وله ما أعطي، وكل شيء عنده بأجل مسمى)) أفضل؛ لأن المصاب إذا سبها اقتنع أكثر.

والتعزية في الحقيقة ليست تهنئه كما ظنها بعض العوام، يحتفل بها، وتوضع لها الكراسي، وتوقد لها الشبوع، ويحضر لها القراء والأطعمة، بل هي تسلية وتقوية للمصاب أن يصبر، ولهذا لو أن أحداً لم يصب بالمصيبة، كما لو مات له ابن عم ولم يهتم به؛ فإنه لا يعزي، ولهذا قال

সা'দ ইবন উবাদাহ (রা.), যিনি তাঁর সাথে ছিলেন—তিনি ছিলেন খায়রাজ গোত্রের নেতা—জিজ্ঞাসা করলেন, "এটি কী?" তিনি ধারণা করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অস্থিরতা বা অধৈর্য হয়ে কাঁদছেন। তখন নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বললেন: "এটি হলো রহমত (দয়া)।" অর্থাৎ, তিনি শিশুটির প্রতি করুণাবশত কেঁদেছেন, তাকদীরের প্রতি অসন্তুষ্টির কারণে নয়।

অতঃপর তিনি (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বললেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল দয়াবানদের প্রতিই দয়া করেন।" এর মধ্যে মুসিবতগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি করুণাবশত কান্নার বৈধতার দলীল রয়েছে।

আপনি যদি কাউকে মানসিক বা দৈহিকভাবে বিপদগ্রস্ত দেখেন এবং তার প্রতি দয়াবশত আপনার চোখে পানি আসে, তবে এটি এই কথার প্রমাণ যে মহান আল্লাহ আপনার অন্তরে দয়া দান করেছেন। আর আল্লাহ যখন কোনো মানুষের অন্তরে রহমত বা দয়া দান করেন, তখন সে

ঐ সকল দয়াবানদের অন্তর্ভুক্ত হয় যাদের প্রতি আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা দয়া করেন। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ও আপনাদেরকে তাঁর রহমতে ধন্য করেন। এই হাদীসের মধ্যে ধৈর্য ধারণ (সবর) ওয়াজিব হওয়ার দলীল রয়েছে; কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তাকে বলো সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং সাওয়াবের আশা রাখে।"

এতে আরও দলীল রয়েছে যে সমবেদনা প্রকাশের ক্ষেত্রে এই শব্দমালা সর্বোত্তম, যা কিছু মানুষের বলা এই কথা থেকে শ্রেষ্ঠ: "আল্লাহ আপনার প্রতিদান বৃদ্ধি করুন, আপনার শোক সুন্দরভাবে সইবার তাওফীক দিন এবং আপনার মৃত ব্যক্তিকে ক্ষমা করুন।" এটি এমন একটি বাক্য যা কিছু আলিম পছন্দ করেছেন, তবে রাসূলুল্লাহ (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) যে বাক্যটি চয়ন করেছেন তা হলো: "ধৈর্য ধরো এবং সাওয়াবের আশা রাখো; কেননা যা তিনি গ্রহণ করেছেন তা আল্লাহরই এবং যা তিনি দান করেছেন তাও তাঁরই, আর প্রতিটি বস্তুই তাঁর কাছে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত।" এটিই অধিক উত্তম; কারণ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি এটি শুনলে অধিক আশ্বস্ত বোধ করেন।

আর সমবেদনা বা 'তা'যিয়াত' আসলে কোনো অভিনন্দন বা উৎসবের বিষয় নয়, যেমনটি কিছু সাধারণ মানুষ ধারণা করে থাকে—যার জন্য তারা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, চেয়ার সাজায়, মোমবাতি জ্বালায় এবং কারীদের (কুরআন পাঠকদের) ও খাবারের ব্যবস্থা করে। বরং এটি হচ্ছে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে ধৈর্য ধারণের সান্ত্বনা ও সাহস যোগানো। এই কারণেই যদি কেউ কোনো বিপদে আক্রান্ত বোধ না করে—যেমন তার কোনো চাচাতো ভাই মারা গেল অথচ সে তাতে বিচলিত নয়—তবে তাকে সমবেদনা জানানোর প্রয়োজন নেই। আর এ কারণেই বলা হয়েছে

العلماء رحمهم الله ((تسن تعزية المصاب)) ولم يقولوا تسن تعزية القريب، لأن القريب ربما لا يصاب بموت قريبه، والبعيد يصاب لقوة صداقة بينهما مثلاً. فالتعزية للمصاب لا للقريب. أما الآن- مع الأسف- انقلبت الموازين وصارت التعزية للقريب، حتى وإن كان قد فرح وضرب الطبول لموت قريبه فإنه يعزي، ربما يكون بعض الناس فقيراً، وبينه وبين ابن عمه في هذه الحال أو يصاب؟ غالباً يفرح، ويقول: الحمد لله الذي خلصني من مشكلة ورثني ماله! فهذا لا يعزي، هذا يهنأ لو أردنا أن نقول شيئاً. والمهم أنه يجب أن نعلم أن التعازي إنما هي لتقوية المصاب على الصبر وتسليته، فيختار لها من الكلمات أفضل ما يكون وأقرب ما يكون للتعزية، ولا أحسن من الكلمات التي صاغها نبينا صلي الله عليه وسلم. والله الموفق.

30- وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ((كان ملك فيمن كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فأبعث إلي غلاماً أعلمه السحر؛ فبعث إليه غلاماً يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقد إليه وسع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكا ذلك إلي الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حسبي أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حسبي الساحر.

ওলামায়ে কেরাম (রাহিমাতুল্লাহ) বলেছেন, "বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেওয়া সুন্নাত।" তাঁরা এ কথা বলেননি যে, "আত্মীয়কে সান্ত্বনা দেওয়া সুন্নাত।" কারণ, অনেক সময় আত্মীয়ের মৃত্যুতে নিকটাত্মীয় ব্যথিত না-ও হতে পারে, পক্ষান্তরে বন্ধুত্বের গভীরতার কারণে কোনো দূরবর্তী ব্যক্তি অধিক শোকাহত হতে পারে।

অতএব, সান্ত্বনা প্রদানের বিষয়টি বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট, কেবল আত্মীয় হওয়ার কারণে নয়। কিন্তু বর্তমানে—দুঃখজনকভাবে—মাপকাঠি উল্টে গেছে এবং সান্ত্বনা কেবল আত্মীয়দের

জন্য নির্ধারিত হয়ে পড়েছে; এমনকি যদি সে তার স্বজনের মৃত্যুতে আনন্দিত হয় কিংবা ঢোল বাজায়, তবুও তাকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে। হতে পারে কোনো ব্যক্তি দরিদ্র, আর এমতাবস্থায় তার (বিভবান) চাচাতো ভাই মারা গেল; সে কি তখন ব্যথিত হবে? বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে আনন্দিত হয় এবং বলে: "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে এই ঝামেলা থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং তার সম্পদের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন!" এমন ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত নয়, বরং আমরা যদি কিছু বলতেই চাই, তবে তাকে অভিনন্দন জানানো উচিত।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমাদের এটি জানা আবশ্যিক যে, সান্ত্বনা প্রদানের মূল উদ্দেশ্য হলো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে ধৈর্যধারণে উদ্বুদ্ধ করা এবং তার দুঃখ লাঘব করা। তাই সান্ত্বনার ক্ষেত্রে এমন শব্দ চয়ন করা উচিত যা অত্যন্ত সাবলীল ও সান্ত্বনা প্রদানের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। আর আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেসব শব্দ ব্যবহার করেছেন, তার চেয়ে উত্তম কোনো বাক্য হতে পারে না। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

* * *

৩০- সুহাইব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে এক রাজা ছিল এবং তার একজন জাদুকর ছিল। জাদুকর যখন বৃদ্ধ হয়ে গেল, তখন সে রাজাকে বলল: 'আমি তো বৃদ্ধ হয়ে গেছি, সুতরাং আমার কাছে একজন কিশোরকে পাঠান যাতে আমি তাকে জাদু শিক্ষা দিতে পারি।' তখন রাজা তার কাছে শিক্ষা গ্রহণের জন্য একজন কিশোরকে পাঠালেন। কিশোরটির যাতায়াতের পথে একজন দরবেশের আবাস ছিল। সে তাঁর কাছে গেল এবং তাঁর কথা শুনল, যা তাকে মুগ্ধ করল। সে যখনই জাদুকরের কাছে যেত, পথিমধ্যে সেই দরবেশের কাছে বসত। (দেরি করার কারণে) জাদুকরের কাছে পৌঁছালে সে তাকে প্রহার করত। সে বিষয়টি দরবেশের কাছে অভিযোগ করলে তিনি বললেন: 'যখন তুমি জাদুকরের ভয় করবে তখন বলবে—আমার পরিবার আমাকে আটকে রেখেছিল; আর যখন পরিবারের ভয় করবে তখন বলবে—জাদুকর আমাকে আটকে রেখেছিল'।"

فبينما هو علي ذلك إذ أتى علي دابة عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم
 الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجراً فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب
 إليك من أمر الساحر فأقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها ومضي
 الناس، فأتي الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ
 من أمرك ما أري وإنك ستبتلي فإن ابتليت فلا تدل علي؛ وكان الغلام يبرئ الأكمة
 والأبرص، ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه
 بهدايا كثيرة فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني فقال: إني لا أشفي أحداً، إنما
 يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فأمن بالله تعالى فشفاه الله، فأتي
 الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي
 قال: أو لك غيري؟! قال ربي وربك الله، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام،
 فجئ بالغلام فقال له الملك: أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمة والأبرص
 وتفعل وتفعل، فقال: إني لا أشفي أحداً، إنما يشفي الله تعالى، فأخذه فلم يزل
 يعذبه حتى دل على الراهب؛ فجئ بالراهب فقبل له: ارجع عن دينك فأبي فدعا
 بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه
 فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جئ بجليس الملك، فقبل له: ارجع عن دينك، فأبي
 فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جئ بالغلام فقبل له:
 ارجع عن دينك فأبي، فدفعه إلي نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلي جبل كذا وكذا
 فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغت ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه

একদা তিনি এই অবস্থায় ছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি এক বিশাল প্রাণীর দেখা পেলেন যা
 মানুষের পথ রুদ্ধ করে রেখেছিল। তখন তিনি মনে মনে বললেন: আজ আমি জানতে পারব
 জাদুকর শ্রেষ্ঠ নাকি সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ? অতঃপর তিনি একটি পাথর গ্রহণ করলেন এবং বললেন: হে
 আল্লাহ! যদি সন্ন্যাসীর বিষয়টি আপনার নিকট জাদুকরের বিষয়ের চেয়ে অধিক প্রিয় হয়ে

থাকে, তবে এই প্রাণীটিকে সংহার করুন যাতে মানুষ নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে। এরপর তিনি সেটি নিষ্ক্ষেপ করে প্রাণীটিকে হত্যা করলেন এবং মানুষ যাতায়াত শুরু করল। অতঃপর তিনি সন্ন্যাসীর নিকট এসে তাকে সংবাদটি অবহিত করলেন। তখন সন্ন্যাসী তাকে বললেন: হে বৎস! আজ তুমি আমার চেয়েও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছ। তোমার বিষয়টি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যা আমি প্রত্যক্ষ করছি। আর অচিরেই তুমি পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। যদি তুমি পরীক্ষিত হও, তবে আমার কথা প্রকাশ করো না। সেই বালকটি জন্মান্ন ও কুষ্ঠরোগীদের আরোগ্য করত এবং মানুষের যাবতীয় ব্যাধির চিকিৎসা প্রদান করত। বাদশাহর এক অন্ধ পার্শ্বচর এই সংবাদ শুনতে পেলেন। তিনি প্রচুর উপটোকন নিয়ে বালকের নিকট উপস্থিত হলেন এবং বললেন: যদি তুমি আমাকে আরোগ্য করতে পারো, তবে এখানে যা কিছু সংগৃহীত আছে সব তোমার। বালকটি বলল: আমি কাউকে আরোগ্য দান করি না, বরং মহান আল্লাহই আরোগ্য দান করেন। অতএব আপনি যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেন, তবে আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করব এবং তিনি আপনাকে আরোগ্য দান করবেন। তখন তিনি মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলেন এবং আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করলেন। অতঃপর তিনি বাদশাহর নিকট গিয়ে পূর্বের ন্যায় তার পাশে উপবেশন করলেন। বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন: কে তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিল? তিনি বললেন: আমার পালনকর্তা। বাদশাহ বললেন: আমি ব্যতীত তোমার কি অন্য কোনো পালনকর্তা আছে? তিনি বললেন: আমার এবং আপনার পালনকর্তা হলেন আল্লাহ। তখন বাদশাহ তাকে পাকড়াও করলেন এবং ক্রমাগত নির্যাতন করতে থাকলেন, যতক্ষণ না তিনি বালকের সন্ধান দিলেন। অতঃপর বালককে উপস্থিত করা হলো। বাদশাহ তাকে বললেন: হে বৎস! তোমার জাদুর প্রভাব এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তুমি জন্মান্ন ও কুষ্ঠরোগীদের আরোগ্য করছ এবং আরও কত কী করছ! বালকটি উত্তর দিল: আমি কাউকে আরোগ্য করি না, বরং মহান আল্লাহই আরোগ্য দান করেন। তখন বাদশাহ তাকেও পাকড়াও করলেন এবং ক্রমাগত নির্যাতন করতে থাকলেন, যতক্ষণ না সে সন্ন্যাসীর সন্ধান দিল। অতঃপর সন্ন্যাসীকে আনা হলো এবং তাকে বলা হলো: তোমার ধর্ম ত্যাগ করো। কিন্তু তিনি অস্বীকার করলেন। তখন বাদশাহ একটি করাত আনিয়া তা সন্ন্যাসীর মস্তকের মধ্যভাগে স্থাপন করলেন

এবং তা দ্বারা চিরে তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন। অতঃপর বাদশাহর সেই পার্শ্বচরকে আনা হলো এবং তাকেও বলা হলো: তোমার ধর্ম ত্যাগ করো। তিনি অস্বীকার করলে তার মস্তকের মধ্যভাগে করাত বসিয়ে তাকে চিরে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হলো। এরপর সেই বালককে আনা

হলো এবং তাকে বলা হলো: তোমার ধর্ম ত্যাগ করো। সে অস্বীকার করলে বাদশাহ তাকে তার কয়েকজন সহচরের হাতে সঁপে দিয়ে বললেন: একে অমুক অমুক পাহাড়ে নিয়ে যাও এবং পাহাড়ের উপরে আরোহণ করো। যখন তোমরা তার চূড়ায় পৌঁছাবে, তখন যদি সে তার ধর্ম ত্যাগ করে তবে ভালো, অন্যথায় তাকে সেখান থেকে নিষ্ক্ষেপ করবে।

(ص: 212) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفينهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلي الملك فقال له الملك: ما فعل بك بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى، فدفعه إلي نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فأحمله في قرقور وتوسطوا به البحر، فغن رجع عن دينه وإلا فأقذوه، فذهبوا به فقال: اللهم اكفينهم بما شئت فأنكفات بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلي الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى، فقال الملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهماً من كنانتني، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد، وصلبه على جذع ثم أخذ سهماً من كنانتته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم

قال: بسم رب الغلام، ثم رماه فوق السهم في صدغة، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمناً برب الغلام، فأتي الملك ف قيل له: أ رأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرک. قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخذت، واضرم فيها النيران وقال: من لم يرجع عن دينه فأحبهه فيها، أو قيل له: اقتحم، ففعلوا، حتى

جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمّاه اصبري
فإنك على الحق)) (رواه مسلم) .

অতঃপর তারা তাকে নিয়ে গেল এবং পাহাড়ে আরোহণ করল। তখন সে বলল: ‘হে আল্লাহ! আপনি যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবে তাদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুন।’ ফলে পাহাড় প্রকম্পিত হলো এবং তারা সকলে নিচে পড়ে গেল। সে হেঁটে হেঁটে বাদশাহর কাছে ফিরে এল। বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন: ‘তোমার সঙ্গীদের কী হলো?’ সে উত্তর দিল: ‘আল্লাহ তাআলা তাদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন।’ এরপর বাদশাহ তাকে তার একদল সৈন্যের হাতে সোপর্দ করে বললেন: ‘একে নিয়ে যাও এবং একটি নৌকায় করে সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে যাও। যদি সে তার ধর্ম ত্যাগ করে তবে ভালো, অন্যথায় তাকে সমুদ্রের পানিতে নিক্ষেপ করো।’ তারা তাকে নিয়ে গেল। তখন সে প্রার্থনা করল: ‘হে আল্লাহ! আপনি যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবে তাদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুন।’ ফলে নৌকাটি উল্টে গেল এবং তারা সবাই ডুবে গেল। সে পুনরায় হেঁটে হেঁটে বাদশাহর কাছে ফিরে এল। বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন: ‘তোমার সঙ্গীদের কী হলো?’ সে উত্তর দিল: ‘আল্লাহ তাআলা তাদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন।’ তখন সে বাদশাহকে বলল: ‘আপনি আমাকে হত্যা করতে পারবেন না যতক্ষণ না আমি যা বলছি তা আপনি করবেন।’ বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন: ‘সেটা কী?’ সে বলল: ‘আপনি একটি প্রশস্ত ময়দানে সব মানুষকে একত্রিত করবেন এবং আমাকে একটি খেজুর গাছের কাণ্ডের ওপর শূলে চড়াবেন। এরপর আমার তুণীর থেকে একটি তীর নেবেন এবং ধনুকের মাঝখানে তা স্থাপন করবেন। অতঃপর বলবেন: “আল্লাহর নামে, যিনি এই বালকের রব (প্রতিপালক)।” তারপর আপনি আমাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করবেন। আপনি যদি এভাবে করেন তবেই আমাকে হত্যা করতে পারবেন।’ অতঃপর বাদশাহ একটি প্রশস্ত ময়দানে সব মানুষকে একত্রিত করলেন এবং তাকে একটি গাছের কাণ্ডের ওপর শূলে চড়ালেন। তারপর তার তুণীর থেকে একটি তীর নিলেন এবং ধনুকের মাঝখানে স্থাপন করলেন। অতঃপর

বললেন: ‘বালকের রবের নামে।’ এরপর তিনি তীর নিক্ষেপ করলেন। তীরটি বালকের কপালে বিদ্ধ হলো। বালকটি তার কপালে হাত রাখল এবং মৃত্যুবরণ করল। তখন উপস্থিত জনতা বলতে লাগল: ‘আমরা এই বালকের রবের প্রতি ঈমান আনলাম।’ অতঃপর বাদশাহর কাছে

লোক এসে বলল: ‘আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে বিষয়ে আপনি সতর্ক হচ্ছিলেন? আল্লাহর কসম! আপনার সেই আশঙ্কাই বাস্তবে পরিণত হয়েছে। মানুষ সবাই ঈমান এনেছে।’ তখন বাদশাহ রাস্তার মোড়ে মোড়ে দীর্ঘ গর্ত বা খন্দক খনন করার নির্দেশ দিলেন। গর্ত খনন করা হলো এবং তাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হলো। বাদশাহ ঘোষণা দিলেন: ‘যে ব্যক্তি তার ধর্ম থেকে ফিরে আসবে না, তাকে এই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।’ অথবা বলা হলো: ‘তাকে এতে ঝাঁপ দিতে বাধ্য করা হবে।’ তারা তা-ই করতে লাগল। পরিশেষে এক নারী এলেন, যার সাথে তার একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিল। তিনি আগুনে ঝাঁপ দিতে কিছুটা দ্বিধাবোধ করছিলেন। তখন শিশুটি তাকে বলে উঠল: ‘হে জননী! আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, নিশ্চয়ই আপনি সত্যের ওপর অটল আছেন।’ (মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)।

(ص: 213) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

((ذروه الجبل)): أعلاه، وهي بكسر الهمزة وضم الجيم، و ((القرقور)) بضم القافين: نوع من السفن، و ((الصعيد)) هنا: الأرض البارزة، و ((الأخدود)) الشقوق في الأرض كالنهر الصغير، و ((اضرم)) أوقد و ((انكفات)) أي: انقلبت، و ((تقاعست)) 9 توقفت وجبنت)).

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى- في باب الصبر في قصة عجيبة: وهي أن رجلاً من الملوك فيمن سبق كان عنده ساحر اتخذته الملك بطانة؛ من أجل أن يستخدمه في مصالحه ولو على حساب الدين، لأن هذا الملك لا يهتم إلا بما فيه مصلحته، وهو ملك مستبد قد عبد الناس لنفسه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الحديث.

هذا الساحر لما كبر قال للملك: إني قد كبرت فأبعث إلي غلاماً أعلمه السحر.
واختار الغلام لأن الغلام أقبل للتعليم، ولأن التعليم للغلام الشاب هو الذي
يبقى، ولا ينسى، ولهذا كان التعلم في الصغر خيراً بكثير من التعلم في الكبر، وفي
كل خير، لكن التعلم في الصغر فيه فائدتان عظيمتان بل أكثر:
الفائدة الأولى: أن الشاب في الغالب أسرع حفظاً من الكبير، لأن الشاب فارغ البال
ليست عنده مشاكل توجب انشغاله.

((পাহাড়ের চূড়া)): এর অর্থ সর্বোচ্চ অংশ। এটি ‘যাল’ বর্ণে কাসরাহ এবং যাম্মাহ উভয় যোগে
পড়া যায়। আর ((আল-কুরকুর)) উভয় ‘কাফ’ বর্ণে যাম্মাহ যোগে: এক প্রকার জাহাজ বা
জলযান। ((আস-সাদ্দ)) এখানে অর্থ হলো: ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ। ((আল-উখদুদ)) অর্থ হলো:
ভূমিতে দীর্ঘ গর্ত বা ফাটল যা ছোট নহরের ন্যায়। ((আদরামাহ)) অর্থ হলো: প্রজ্বলিত করা।
((ইনকাফাত)) অর্থাৎ: উল্টে গেল। আর ((তাকা’আসাত)) অর্থ হলো: থমকে গেল এবং
ভীর্ণতা প্রদর্শন করল।

[ব্যাক্যা]

গ্রন্থকার —আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন— ধৈর্য বা সবর অধ্যায়ে এই যে হাদিসটি
উল্লেখ করেছেন, তাতে এক বিস্ময়কর কাহিনী রয়েছে। তা হলো: পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে
জনৈক রাজা ছিলেন, যাঁর নিকট একজন জাদুকর ছিল। রাজা তাকে নিজের ঘনিষ্ঠ সহচর
হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন; যেন সে রাজার স্বার্থসিদ্ধিতে কাজ করতে পারে, যদিও তা দ্বীনের
বিনিময়ে হয়। কারণ এই রাজা কেবল নিজের স্বার্থের বিষয়গুলোতেই গুরুত্ব দিতেন। তিনি
ছিলেন একজন স্বৈরাচারী শাসক যিনি মানুষকে নিজের ইবাদত বা দাসত্বে বাধ্য করেছিলেন,
যেমনটি ইনশাআল্লাহ এই হাদিসের শেষাংশে আসবে।

এই জাদুকর যখন বৃদ্ধ হয়ে গেল, তখন সে রাজাকে বলল: আমি তো বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি, সুতরাং
আমার নিকট একটি বালক পাঠান যেন আমি তাকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিতে পারি।

সে একজন বালককেই নির্বাচন করল কারণ বালকরা শিক্ষা গ্রহণে অধিক সক্ষম হয় এবং শৈশব বা কৈশোরের শিক্ষা স্থায়ী হয় ও তা মানুষ বিস্মৃত হয় না। এই কারণে শৈশবে শিক্ষা গ্রহণ করা বার্ষিক্যে শিক্ষা গ্রহণের চেয়ে অনেক বেশি কল্যাণকর। যদিও সব কিছুতেই কল্যাণ রয়েছে, তবে শৈশবে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে দুটি মহান উপকারিতা —বরং তার চেয়েও বেশি— বিদ্যমান:

প্রথম উপকারিতা: যুবকরা সাধারণত বয়স্কদের তুলনায় দ্রুত মুখস্থ করতে পারে। কারণ যুবকদের মন থাকে দুচ্চিত্তামুক্ত এবং তাদের এমন কোনো জাগতিক ঝামেলা থাকে না যা তাকে ব্যস্ত রাখতে পারে।

(ম: 214) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وثانياً: أن ما يحفظه الشاب يبقي، وما يحفظه الكبير ينسي، ولهذا كان من الحكمة الشائعة بين الناس: ((إن العلم في الصغر كالنقش في الحجر)) لا يزول.
وفيه فائدة ثالثة: وهي أن الشاب إذا ثقف العلم من أول الأمر صار العلم كالسجية له والطبيعة له، وصار كأنه غريزة قد شب عليه فيشب عليه.
فهذا الساحر ساحر كبير قد تقدمت به السن وجرب الحياة وعرف الأشياء. فطلب من الملك أن يختار له شاباً غلاماً يعلمه السحر، فبعث إليه غلاماً، فعلمه ما عليه، ولكن الله تعالى قد أراد بهذا الغلام خيراً
مر هذا الغلام يوماً من الأيام براهب، فسمع منه فأعجبه كلامه، لأمر هذا الراهب- يعني العابد- عابد الله عز وجل، لا يتكلم إلا بالخير، وقد يكون راهباً عالمياً لكن تغلب عليه العبادة فسمي بما يغلب عليه من الرهبانية، فصار هذا الغلام إذا خرج من أهله جلس عند الراهب فتأخر على الساحر، فجعل الساحر يضربه، لماذا تتأخر؟

فشكا الغلام إلي الراهب أمر يتخلص به، قال: إذا ذهبت إلي الساحر وخشيت أن يعاقبك فقل: عن الساحر أخرنى؛ حتى تنجو من هذا ومن هذا.
وكان الراهب- والله أعلم- أمره بذلك- مع أنه كذب - لعله رأى أن الصلحة في هذا تربو على مفسدة الكذب، مع أنه يمكن أن يتأول!!

দ্বিতীয়ত: যুবক যা মুখস্থ করে তা স্থায়ী হয়, আর বয়স্ক ব্যক্তি যা মুখস্থ করে তা সে ভুলে যায়। এ কারণেই মানুষের মধ্যে একটি প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে যে: "শৈশবে জ্ঞানার্জন পাথরে খোদাই করার মতো", যা কখনো মুছে যায় না।

এতে তৃতীয় আরেকটি উপকারিতা রয়েছে: আর তা হলো, যুবক যদি শুরু থেকেই জ্ঞান আহরণ করে, তবে সেই জ্ঞান তার স্বভাব ও মজ্জাগত বিষয়ে পরিণত হয়। এটি যেন তার এক সহজাত প্রবৃত্তিতে রূপ নেয়, যার ওপর ভিত্তি করেই সে বেড়ে ওঠে।

এই জাদুকর ছিল এক প্রবীণ ব্যক্তি, যার বয়স হয়েছিল এবং সে ছিল জীবন ও জগত সম্পর্কে অভিজ্ঞ। সে রাজার নিকট আবেদন করল যেন তাকে একজন কিশোর বালক দেওয়া হয় যাকে সে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দেবে। রাজা তার নিকট এক কিশোরকে পাঠালেন এবং সে তাকে জাদু শিক্ষা দিতে শুরু করল। কিন্তু মহান আল্লাহ এই কিশোরের জন্য কল্যাণের ফয়সালা করেছিলেন।

এই কিশোর একদিন এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির (রাহিব) পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর কথা শুনতে পেল এবং তাঁর কথাগুলো কিশোরের পছন্দ হলো। কারণ সেই রাহিব—অর্থাৎ ইবাদতকারী—ছিলেন মহান আল্লাহর একজন উপাসক, যিনি কল্যাণ ব্যতীত অন্য কোনো কথা বলতেন না। তিনি হয়তো একজন বিজ্ঞ রাহিব ছিলেন, তবে তাঁর মধ্যে ইবাদতের প্রাধান্য বেশি থাকায় তাঁকে এই গুণেই অভিহিত করা হতো। অতঃপর কিশোরটি যখন তার ঘর থেকে বের হতো, তখন সে রাহিবের কাছে গিয়ে বসত, ফলে জাদুকরের কাছে পৌঁছাতে তার বিলম্ব হয়ে যেত। এজন্য জাদুকর তাকে মারধর করতে শুরু করল এই বলে যে, 'কেন দেরি করলে?' কিশোরটি রাহিবের নিকট এ বিষয়ে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় জানতে চাইলে তিনি বললেন: যখন তুমি জাদুকরের কাছে যাবে এবং তার শাস্তির ভয় করবে, তখন বলবে: 'আমার পরিবার আমাকে দেরি করিয়ে দিয়েছে'। আর যখন তোমার পরিবারের কাছে যাবে, তখন বলবে: 'জাদুকর আমাকে দেরি করিয়ে দিয়েছে'; যাতে তুমি জাদুকর এবং পরিবার—উভয়ের হাত থেকেই রক্ষা পাও।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ, রাহিব তাকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন—যদিও এটি ছিল মিথ্যা—সম্ভবত তিনি মনে করেছিলেন যে, এর মধ্যে নিহিত কল্যাণ মিথ্যার অপকারিতার চেয়েও বড়; যদিও দ্ব্যর্থবোধক কথার (তাউইল) আশ্রয় নেওয়ার সুযোগ ছিল!!

(ص: 215) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

ففعل، فصار الغلام يأتي إلي الراهب ويسمع منه، ثم يذهب إلي الساحر، فإذا أراد أن يعاقبه على تأخره قال: إن أهلي آخروني، وإذا رجع إلي أهله وتأخر عند الراهب قال: إن الساحر آخري. فمر ذات يوم بدابة عظيمة، ولم يعين في الحديث ما هذه الدابة، قد حسبت الناس عن التجاوز، فلا يستطيعون أن يتجاوزها، فإذا هذا الغلام أن يخبر: هل الراهب خير له أم الساحر، فأخذ حجراً، ودعا الله سبحانه وتعالى إن كان أمر الراهب خير له أن يقتل هذا الحجر الدابة، فرمي بالحجر، فقتل الدابة، فمشي الناس.

فعرف الغلام أن أمر الراهب خير من أمر الساحر، وهذا أمر لا شك فيه؛ لأن الساحر إما معتد ظالم، وإما كافر مشرك، فإن كان يستعين على سحره بالشياطين يتقرب إليهم ويعبدهم ويدعوهم ويستغيث بهم فهو كافر مشرك. وإن كان لا يفعل هذا لكن يعتدي على الناس بأدوية فيها سحر فهذا ظالم معتد. أما الراهب، فإن كان يعبد الله على بصيرة فهو مهتد، وإن كان عنده شيء من الجهل والضلال فنيته طيبة، وإن كان عمله سيئاً. المهم أن الغلام أخبر الراهب بما جري فقال له الراهب: أنت اليوم خير مني، وذلك لأن الغلام دعا الله فاستجاب الله له.

وهذا من نعمة الله على العبد، أن الإنسان إذا شك في المر ثم طلب من الله لآية تبين له شأن هذا الأمر فبينه الله له، فإن هذا من نعمة الله عليه.
ومن ثم شرعت الاستخارة، للإنسان إذا هم بالأمر وأشكل عليه: هل

সে তাই করল, ফলে ছেলেটি রাহিবের (ধর্মপ্রাণ সন্ন্যাসী) কাছে আসত এবং তার কথা শুনত, এরপর সে জাদুকরের কাছে যেত। জাদুকর যখন দেরি করার কারণে তাকে শাস্তি দিতে চাইত, সে বলত: ‘আমার পরিবার আমাকে আটকে রেখেছিল।’ আবার যখন সে পরিবারের কাছে ফিরত এবং রাহিবের কাছে থাকার কারণে দেরি হতো, তখন সে বলত: ‘জাদুকর আমাকে আটকে রেখেছিল।’ একদিন সে এক বিশাল পশুর দেখা পেল—হাদিসে এই পশুটি কী ছিল তা নির্দিষ্ট করা হয়নি—যা মানুষের পথ চলাচলে বাধা সৃষ্টি করছিল এবং তারা সেটি অতিক্রম করতে পারছিল না। তখন ছেলেটি পরীক্ষা করতে চাইল যে, রাহিবের পথটি তার জন্য উত্তম নাকি জাদুকরের পথ। সে একটি পাথর হাতে নিল এবং মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করল যে, যদি রাহিবের বিষয়টি তার কাছে জাদুকরের বিষয়ের চেয়ে অধিক পছন্দনীয় হয়, তবে যেন এই পাথরের আঘাতে পশুটি মারা যায়। এরপর সে পাথরটি ছুঁড়ে মারল এবং পশুটি মারা গেল, ফলে মানুষ চলাচল করতে পারল।

এতে ছেলেটি বুঝতে পারল যে, রাহিবের বিষয়টি জাদুকরের বিষয়ের চেয়ে উত্তম। আর এটি এমন এক বিষয় যাতে কোনো সন্দেহ নেই; কারণ জাদুকর হয় সীমালঙ্ঘনকারী জালেম, নতুবা কাফের ও মুশরিক। যদি সে তার জাদুর জন্য শয়তানদের সাহায্য গ্রহণ করে, তাদের নৈকট্য লাভ করতে চায়, তাদের ইবাদত করে, তাদের আহ্বান করে এবং তাদের কাছে উদ্ধার প্রার্থনা করে, তবে সে কাফের ও মুশরিক। আর যদি সে তা না করে বরং মানুষের ওপর জাদুকরী ঔষধের মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করে, তবে সে জালেম ও সীমালঙ্ঘনকারী।

পক্ষান্তরে রাহিব যদি প্রজ্ঞার সাথে আল্লাহর ইবাদত করেন, তবে তিনি সুপথগামী। আর যদি তার মধ্যে কিছুটা অজ্ঞতা বা ভ্রান্তি থেকেও থাকে, তবে তার নিয়ত ছিল সৎ, যদিও তার আমল ত্রুটিযুক্ত হতে পারে।

মূল কথা হলো, ছেলেটি রাহিবকে যা ঘটেছিল তা জানাল। তখন রাহিব তাকে বললেন: ‘আজ তুমি আমার চেয়েও শ্রেষ্ঠ।’ আর এটি একারণে যে, ছেলেটি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিল এবং আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেছিলেন।

এটি বান্দার প্রতি আল্লাহর একটি বিশেষ অনুগ্রহ যে, মানুষ যখন কোনো বিষয়ে সংশয়ে নিপতিত হয় এবং আল্লাহর কাছে এমন কোনো নিদর্শন প্রার্থনা করে যা তার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করে দেবে, আর আল্লাহ যদি তা তার কাছে স্পষ্ট করে দেন, তবে এটি তার প্রতি আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত।

আর এ কারণেই মানুষের জন্য ইস্তিখারা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, যখন সে কোনো কাজের সংকল্প করে এবং তার নিকট বিষয়টি অস্পষ্ট থাকে যে: এটি কি...

(ص: 216) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

في إقدامه خير أم في إحجامه خير، فإنه يستخير الله، وإذا استخار الله بصدق وإيمان فإن الله تعالى يعطيه ما يستدل به علي أن الخير في الإقدام أو الإحجام. إما بشيء يلقيه في قلبه ينشرح صدره لهذا أو لهذا، وإما برؤيا يراها في المنام، وإما بمشورة أحد من الناس، وإما بغير ذلك.

وكان من كرامات هذا الغلام أنه يبرئ الأكمة والأبرص، يعني أنه يدعو لهم فيبرأون، وهذا من كرامات الله له.

وليس كقصة عيسى بن مريم يسح صاحب العاهة فيبرأ، بل هذا يدعو الله فيستجيب الله تعالى دعاءه، فيبرئ بدعائه الأكمة والأبرص.

وقد اخبر الراهب هذا الغلام بأنه سيبتلي يعني سيكون له محنة واختبار، وطلب منه أن لا يخبر به إن هو ابتلي بشيء.

وكان هذا الغلام - والله أعلم - مستجاب الدعوة، إذا دعا الله تعالى قبل منه.

وكان للملك جليس أعمى - لا يبصر - فأتي بهدايا كثيرة لهذا الغلام حينما سمع عنه ما سمع وقال: لك ما هنا أجمع - أي كله - إن أنت شفيتني، فقال، إنما يشفيك الله.

انظر إلي الإيمان! لم يغتر بنفسه وادعي أنه هو الذي يشفي المرضى، بل قال: إنما يشفيك الله عز وجل، وهذا يشبه من بعض الوجوه ما جري لشيخ الإسلام ابن تيميه- رحمه الله عليه-، حينما جئ إليه برجل مصروع قد صرعه الجن، فقرأ عليه شيخ الإسلام ابن تيميه ولكنه لم يخرج، فجعل شيخ الإسلام يضربه على رقبتة ضرباً شديداً، حتى إن يد شيخ

কোনো কাজে অগ্রসর হওয়াতে কল্যাণ রয়েছে নাকি পিছিয়ে থাকাতে, সে বিষয়ে সে আল্লাহর কাছে ইস্তিখারা (কল্যাণ প্রার্থনা) করবে। আর যদি সে সততা ও ঈমানের সাথে আল্লাহর কাছে ইস্তিখারা করে, তবে আল্লাহ তাআলা তাকে এমন কিছু দিকে পথনির্দেশ দেন যার মাধ্যমে সে বুঝতে পারে যে, কল্যাণ অগ্রসর হওয়াতে নাকি পিছিয়ে থাকাতে। এটি হতে পারে তার অন্তরে কোনো কিছু উদয় হওয়ার মাধ্যমে যার ফলে কোনো একদিকের জন্য তার বক্ষ উন্মোচিত হয়, অথবা স্বপ্নে কোনো নিদর্শনের মাধ্যমে, অথবা অন্য কারো পরামর্শের মাধ্যমে, কিংবা অন্য কোনো উপায়ে।

আর এই বালকের অলৌকিক ঘটনাবলির (কারামত) মধ্যে অন্যতম ছিল এই যে, সে জন্মান্ত ও ধবল রোগীকে সুস্থ করে তুলত। অর্থাৎ সে তাদের জন্য দোয়া করত এবং তারা সুস্থ হয়ে যেত। এটি ছিল তার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ ও কারামত।

এটি ঈসা ইবনে মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-এর ঘটনার মতো নয় যে, তিনি রোগীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন আর সে সুস্থ হয়ে যেত; বরং এই বালক আল্লাহর কাছে দোয়া করত এবং আল্লাহ তাআলা তার দোয়া কবুল করতেন। ফলে তার দোয়ার মাধ্যমে জন্মান্ত ও ধবল রোগী সুস্থ হয়ে উঠত।

সেই দরবেশ (রাহিব) বালকটিকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, সে অচিরেই পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। অর্থাৎ তার জন্য বিপদ ও পরীক্ষা আসবে। দরবেশ তাকে অনুরোধ করেছিলেন যে, যদি সে কোনো পরীক্ষায় পতিত হয়, তবে যেন তার কথা প্রকাশ না করে।

মনে হয় এই বালক—আল্লাহই ভালো জানেন—মুস্তাজাবুদ্ দাওয়াহ (যার দোয়া কবুল হয়) ছিল; যখনই সে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করত, তিনি তা কবুল করে নিতেন।

বাদশাহর একজন অন্ধ সহচর ছিল—যে চোখে দেখতে পেত না। সে যখন এই বালকের কথা শুনতে পেল, তখন সে তার কাছে অনেক উপটৌকন নিয়ে এল এবং বলল: "এখানে যা কিছু আছে সব তোমার, যদি তুমি আমাকে সুস্থ করে দাও।" বালকটি বলল: "নিশ্চয়ই আল্লাহই আপনাকে আরোগ্য দান করবেন।"

ঈমানের অবস্থা দেখুন! সে আত্মগৌরবে লিপ্ত হয়নি এবং নিজেকে রোগীদের সুস্থকারী হিসেবে দাবি করেনি; বরং সে বলেছে: "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহই আপনাকে সুস্থ করবেন।" এটি কিছু দিক থেকে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর সাথে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার সদৃশ। যখন তাঁর কাছে জিনাক্রান্ত এক ব্যক্তিকে আনা হয়েছিল, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ তার ওপর তিলাওয়াত করলেন কিন্তু জিনটি বের হলো না। তখন শাইখুল ইসলাম তার ঘাড়ে সজোরে আঘাত করতে লাগলেন, এমনকি শাইখুল ইসলামের হাত—

(ص: 217) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الإسلام أوجعته من الضرب. فتكلم الجني الذي في الرجل وقال له: أخرج كرامة للشيخ، فقال له الشيخ رحمه الله: لا تخرج كرامة لي ولكن أخرج طاعة لله ولرسوله. لا يريد أن يكون له فضل، بل الفضل لله عز وجل أولاً وآخراً. فخرج الجني. فلما خرج الجني استيقظ الرجل فقال: ما الذي جاء بي إلي حضرة الشيخ؟ لأنه حينما صرع يمكن أنه كان في بيته أو سوقه، قال: ما الذي جاء بي إلي حضرة الشيخ؟ فقالوا: سبحان الله! ألم تحس بالضرب الذي كان يضربك؟ قال: ما أحسست به ولا أوجعني. فأخبروه، فبريء الرجل!

الشاهد أن أهل العلم والإيمان لا ينسبون نعمة الله إليهم، وإنما ينسبونها إلي موليتها عز وجل وهو الله.

وقال له: ((فإن أنت آمنت دعوت الله لك)) فأمن الرجل، فدعا الغلام ربه أن يشفيه، فشفاه الله، فأصبح مبصراً.

فجاء هذا الجليس إلى الملك وجلس عنده على العادة، فسأله الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: وأخبره بالخبر وعذبه تعذيباً شديداً، قال: من الذي علمك بهذا الشيء؟ وكان الراهب قد قال له: إنك ستبتلي، فإن ابتليت فلا تخبر عني. ولكن لعله عجز عن الصبر، فأخبر عن الراهب. وكان هذا الملك الجبار- والعياذ بالله- لمأدوا على الراهب، جئ بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك ولكنه أبي أن يرجع عن دينه.

ইসলামের শিক্ষার আলোকে তিনি তাকে প্রহারের মাধ্যমে ব্যথিত করলেন। তখন ঐ ব্যক্তির ভেতরে থাকা জিনটি কথা বলে উঠল এবং বলল: ‘আমি শাইখের সম্মানে বের হয়ে যাচ্ছি।’ শাইখ (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) তাকে বললেন: ‘আমার সম্মানে বের হয়ো না, বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের খাতিরে বের হও।’ তিনি চাননি যে এতে তাঁর কোনো কৃতিত্ব থাকুক, বরং সকল কৃতিত্ব আদিতো ও অন্তে একমাত্র মহান আল্লাহর। অতঃপর জিনটি বের হয়ে গেল। যখন জিনটি বের হয়ে গেল, তখন লোকটি সজাগ হয়ে বলল: ‘আমাকে শাইখের মজলিসে কে নিয়ে এল?’ কারণ যখন সে আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিল, তখন হয়তো সে তার বাড়িতে কিংবা বাজারে ছিল। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল: ‘আমাকে শাইখের সম্মুখে কে নিয়ে এল?’ তারা বলল: ‘আল্লাহ অতি পবিত্র! তোমাকে যে প্রহার করা হচ্ছিল, তুমি কি তার ব্যথা অনুভব করোনি?’ সে বলল: ‘আমি কিছুই অনুভব করিনি এবং তা আমাকে ব্যথিতও করেনি।’ অতঃপর তারা তাকে ঘটনাটি জানাল এবং লোকটি সুস্থ হয়ে গেল!

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, জ্ঞান ও ঈমানের অধিকারী ব্যক্তিগণ আল্লাহর নেয়ামতকে নিজেদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেন না, বরং তাঁরা তা এর প্রকৃত দাতা মহান আল্লাহর দিকেই সোপর্দ করেন।

আর তিনি তাকে বললেন: “যদি তুমি ঈমান আনো, তবে আমি তোমার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব।” তখন লোকটি ঈমান আনল এবং কিশোরটি তার রবের কাছে তার আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করল। ফলে আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করলেন এবং সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল।

অতঃপর রাজার এই পারিষদ রাজার কাছে এল এবং প্রথা অনুযায়ী তার পাশে বসল। রাজা তাকে জিজ্ঞেস করল: “কে তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিল?” সে বলল: “আমার পালনকর্তা।” রাজা বলল: “আমি ছাড়া তোমার কি আর কোনো পালনকর্তা আছে?” সে তাকে বিস্তারিত জানাল এবং রাজা তাকে কঠোর যন্ত্রণা দিল। রাজা বলল: “তোমাকে এই বিষয় কে শিক্ষা দিয়েছে?” সন্ন্যাসী তাকে আগেই বলেছিলেন: “নিশ্চয়ই তুমি পরীক্ষায় পতিত হবে; যদি তুমি বিপদে পড়ো তবে আমার কথা প্রকাশ করো না।” কিন্তু সম্ভবত সে ধৈর্য ধারণে অক্ষম হলো এবং সন্ন্যাসীর কথা বলে দিল।

এই স্বৈরাচারী রাজা—আল্লাহর কাছে আমরা আশ্রয় চাই—যখন তারা সন্ন্যাসীর সন্ধান পেল, তখন সন্ন্যাসীকে হাজির করা হলো। তাকে বলা হলো: “তোমার ধর্ম থেকে ফিরে আসো।” কিন্তু তিনি তাঁর ধর্ম ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানানেন।

(ص: 218) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

فَأَتُوا بِالْمَنْشَارِ فَشَذَّبُوهُ مِنْ مَفْرَقِ رَأْسِهِ - مِنْ نِصْفِ الْجِسْمِ - فَبَدَأُوا بِالرَّأْسِ، ثُمَّ الرِّقْبَةِ، ثُمَّ الظَّهْرَ حَتَّى انْقَسَمَ قَسَمَيْنِ - شَقَيْنِ: سَقَطَ شَقٌّ هُنَا وَشَقٌّ هُنَا - وَلَكِنَّهُ لَمْ يَثْنِهِ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. أَيْ أَنْ يَرْجِعَ، وَرَضِيَ أَنْ يَقْتُلَ هَذِهِ الْقَتْلَةَ وَلَا يَرْجِعَ عَنْ دِينِهِ - مَا شَاءَ اللَّهُ - !! ثُمَّ جِئَ بِالرَّجُلِ الْأَعْمَى الَّذِي كَانَ جَلِيسًا عِنْدَ الْمَلِكِ وَأَمَّنَ بِاللَّهِ، وَكَفَرَ بِالْمَلِكِ، فَدَعَا أَنْ يَرْجِعَ عَنْ دِينِهِ فَأَبَى، فَفَعَلَ بِهِ كَمَا فَعَلَ بِالرَّاهِبِ، وَلَمْ يَرُدَّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَصْبِرَ. وَلَكِنْ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَصْبِرَ عَلَى الْقَتْلِ، أَوْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ كَلِمَةَ الْكُفْرِ دَفْعًا لِلْإِكْرَاهِ مَعَ طَمَئِينَةِ الْقَلْبِ بِالْإِيمَانِ وَإِنْ شَاءَ أَصْرَ وَأَبَى وَلَوْ قَتَلَ، هَذَا إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَائِدًا إِلَى الْإِنْسَانِ بِنَفْسِهِ يَعْنِي مِثْلًا قِيلَ لَهُ: اسْجُدْ لِلصَّنَمِ، فَلَمْ يَسْجُدْ، فَقَتَلَ، أَوْ سَجَدَ دَفْعًا لِلْإِكْرَاهِ وَلَمْ يَقْتُلْ.

أما إذا كان الأمر يتعلق بالدين، بمعنى أنه لو كفر الكفر، بل يجب أن يصبر ولو قتل، كالجهاد في سبيل الله. المجاهد يقدم على القتل ولو قتل، لأنه يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، فإذا كان إماماً للناس وأجبر على أن يقول كلمة الكفر فإنه لا يجوز أن يقول كلمة الكفر، لا سيما في زمن الفتنة، بل عليه أن يصبر ولو قتل.

ومثل ذلك ما وقع للإمام أحمد بن حنبل- رحمه الله حين امتحن

তারা একটি করাত নিয়ে এল এবং তাঁর মাথার মাঝখান থেকে—অর্থাৎ শরীরের মাঝামাঝি অংশ থেকে—তাঁকে চিরে ফেলল। তারা মাথা থেকে শুরু করল, তারপর ঘাড়, এরপর পিঠ, এভাবে তিনি দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেলেন—এক অংশ এদিকে পড়ে গেল আর অন্য অংশ ওদিকে। কিন্তু এই নৃশংসতা তাঁকে তাঁর দীন থেকে বিচ্যুত করতে পারল না। তিনি সত্য বিমুখ হতে অস্বীকার করলেন এবং এই মর্মান্তিক মৃত্যু বরণ করে নিতে রাজি হলেন, তবুও তিনি নিজের দীন থেকে ফিরে যাননি—মাশাআল্লাহ!! এরপর সেই অন্ধ ব্যক্তিকে আনা হলো, যিনি রাজার সভাসদ ছিলেন এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে রাজাকে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁকে তাঁর দীন থেকে ফিরে আসার আহ্বান জানানো হলে তিনি অস্বীকার করলেন। ফলে তাঁর সাথেও তা-ই করা হলো যা সেই দরবেশের সাথে করা হয়েছিল। আর এটিও তাঁকে তাঁর দীন থেকে ফিরিয়ে নিতে পারেনি। এটি প্রমাণ করে যে, মানুষের জন্য ধৈর্য ধারণ করা আবশ্যিক। তবে কি মানুষের জন্য মৃত্যুর মুখে ধৈর্য ধরা ওয়াজিব, নাকি বাধ্য হওয়ার কারণে অন্তরে ঈমানের দৃঢ়তা বজায় রেখে মুখে কুফরি বাক্য উচ্চারণ করা জায়েয? আবার সে চাইলে নিজের অবস্থানে অনড় থাকতে পারে এবং অস্বীকার করতে পারে যদিও তাকে হত্যা করা হয়। এটি তখন প্রযোজ্য যখন বিষয়টি কেবল ব্যক্তির নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। যেমন উদাহরণস্বরূপ—কাউকে বলা হলো: মূর্তিকে সেজদা করো। সে সেজদা করল না এবং ফলে তাকে হত্যা করা হলো; অথবা সে জবরদস্তি থেকে বাঁচতে সেজদা করল এবং তাকে হত্যা করা হলো না।

কিন্তু বিষয়টি যদি দ্বীনের সাধারণ স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, অর্থাৎ তার কুফরি বাক্য উচ্চারণের কারণে যদি ব্যাপক বিভ্রান্তি বা কুফরের প্রসার ঘটানোর আশঙ্কা থাকে, তবে সেক্ষেত্রে ধৈর্য ধরা আবশ্যিক যদিও তাকে হত্যা করা হয়; যেমন আল্লাহর পথে জিহাদ করা। একজন মুজাহিদ

মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যান যদিও তিনি নিহত হন, কারণ তিনি চান আল্লাহর বাণীই যেন সমুন্নত থাকে। সুতরাং কেউ যদি মানুষের ইমাম বা নেতা হন এবং তাঁকে কুফরি বাক্য বলতে বাধ্য করা হয়, তবে তাঁর জন্য কুফরি বাক্য উচ্চারণ করা জায়েয নেই, বিশেষ করে ফিতনার সময়ে। বরং তাঁর উচিত ধৈর্য ধারণ করা, যদিও তাঁকে হত্যা করা হয়।

আর এর উদাহরণ হলো ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ)-এর সাথে ঘটে যাওয়া সেই ঘটনা, যখন তাঁকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়েছিল।

(ص: 219) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

المحنة العظيمة المشهورة، على أن يقول إن القرآن مخلوق وليس كلام الله، فأبي، فأوذي وعزر، حتى إنه يجر بالبغلة بالأسواق-أمام أهل السنة- يجر بالبغلة بالأسواق ويضرب بالسوط حتى يغشي عليهن ولكنه كلها أفاق قال: القرآن كلام ربي غير مخلوق.

وإنما لم يجر لنفسه ان يقول كلمة الكفر مع الإكراه، لأن الناس ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد، فلو قال: القرآن مخلوق، لصار كل الناس يقولون: القرآن مخلوق، وفسد الدين.

ولكنه- رضي الله عنه جعل نفسه فداء للدين ومع هذا صبر واحتسب، وكانت العاقبة له والله الحمد. مات الخليفة، ومات الخليفة الثاني الذي بعده، واتي الله بخليفة صالح أكرم الإمام أحمد إكراماً عظيماً، فمات الإمام أحمد حتى أقر الله عينه بأن يقول الحق عالياً مرتفع الصوت، ويقول الناس الحق معه. وخذل أعداؤه الذين كانوا يحدثون الخلفاء عليه. والله الحمد. وهذا دليل على أن العاقبة للصابرين، وهو كذلك، والله الموفق.

لما قتل الملك الراهب، وقتل جليسه، جئ بالغلام فطلب منه أن يرجع عن دينه إلي دين الملك، ودين الملك دين شرك؛ لأنه- والعياذ بالله - يدعو الناس إلي عبادته وتأليه.

فأبى الغلام أن يرجع عن دينه، فدفعه الملك إلي نفر من أصحابه 0 - أي جماعة من الناس- وقال لهم: اذهبوا به إلي جبل كذا وكذا، جبل معروف عندهم شاهق رفيع، وقال لهم إذا بلغوا ذروته: فاطرحوه، يعني علي

সেই সুপ্রসিদ্ধ মহা পরীক্ষা, যেখানে তাঁকে বলতে বাধ্য করা হয়েছিল যে কুরআন সৃষ্ট এবং তা আল্লাহর কালাম নয়। তিনি তা অস্বীকার করেন, ফলে তাঁকে নির্যাতন করা হয় এবং শাস্তি দেওয়া হয়। এমনকি আহলুস সুন্নাহর সম্মুখে বাজারের মধ্য দিয়ে খচ্চরের পিঠে চড়িয়ে তাঁকে টেনে নেওয়া হতো এবং চাবুক দিয়ে আঘাত করা হতো যতক্ষণ না তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তেন। কিন্তু প্রতিবার জ্ঞান ফেরার পর তিনি বলতেন: কুরআন আমার রবের কালাম, তা সৃষ্ট নয়।

বাধ্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি কুফরী বাক্য উচ্চারণ করা নিজের জন্য বৈধ মনে করেননি, কেননা সাধারণ মানুষ প্রতীক্ষায় ছিল যে ইমাম আহমাদ কী বলেন তা প্রত্যক্ষ করার জন্য। যদি তিনি বলতেন: কুরআন সৃষ্ট, তবে সমস্ত মানুষই বলতে শুরু করত যে কুরআন সৃষ্ট, এবং এর ফলে দ্বীন কলুষিত হয়ে পড়ত।

কিন্তু তিনি—আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন—নিজেকে দ্বীনের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন এবং এই বিপদে ধৈর্য ধারণ ও সওয়াবের আশা করেছিলেন। পরিণামে শুভ ফল তাঁরই অনুকূলে এসেছিল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। সেই খলিফা মৃত্যুবরণ করলেন, তাঁর পরবর্তী দ্বিতীয় খলিফাও মারা গেলেন এবং আল্লাহ একজন নেককার খলিফাকে পাঠালেন যিনি ইমাম আহমাদকে প্রভূত সম্মান দান করলেন। ইমাম আহমাদের মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ তাঁর চক্ষু শীতল করেছিলেন এই দেখে যে, সত্য উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষ তাঁর সাথে সত্যের ওপর একাত্ম হয়েছে।

আর তাঁর সেই শত্রুরা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হলো যারা খলিফাদের নিকট তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটাত। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। এটি এই কথারই প্রমাণ যে, শুভ পরিণাম ধৈর্যশীলদের জন্য নির্ধারিত, আর প্রকৃত বাস্তবতাও তদ্রূপ। আল্লাহই তাওফিক দানকারী।

যখন রাজা সেই সাধক ও তাঁর সঙ্গীকে হত্যা করল, তখন সেই কিশোরকে উপস্থিত করা হলো এবং তাকে তার দীন ত্যাগ করে রাজার ধর্মে ফিরে আসার আদেশ দেওয়া হলো। রাজার ধর্ম ছিল শিরকপূর্ণ; কেননা সে—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি—মানুষকে নিজের ইবাদত ও উপাসনার প্রতি আহ্বান জানাত।

কিশোরটি তার দীন ত্যাগ করতে অস্বীকার করলে রাজা তাকে তার অনুসারীদের একটি দলের—অর্থাৎ একদল লোকের—হাতে সমর্পণ করল এবং তাদের নির্দেশ দিল: একে অমুক পাহাড়ে নিয়ে যাও—যা তাদের নিকট অত্যন্ত সুউচ্চ পাহাড় হিসেবে পরিচিত ছিল। সে তাদের বলল: যখন তোমরা পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছাবে, তখন তাকে সেখান থেকে নিচে ফেলে দিও, অর্থাৎ...

(ص: 220) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الأرض، ليقع راس الجبل فيموت، بعد أن تعرضوا عليه أن يرجع عن دينه، فإن رجع وإلا فاطر حوه.

فلما بلغوا به قمة الجبل طلبوا منه أن يرجع عن دينه فأبى؛ لأن الإيمان قد وقر في قلبه، ولا يمكن أن يتحول أو يتزحزح، فلما هبوا أن يطرحوه قال: ((اللهم اكفنيهم بما شئت)).

دعوة مضطر مؤمن: ((اللهم اكفنيهم بما شئت)) أي: بالذي تشاء، ولم يعين. فرجف الله بهم الجبل فسقطوا وهلكوا، وجاء الغلام إلي الملك فقال: ما الذي جاء بك؟ أين أصحابك؟ فقال: قد كفانيهم الله عز وجل.

ثم دفعه إلي جماعة آخرين، وأمرهم أن يركبوا البحر في قرقور- أي سفينة- فإذا بلغوا لجة البحر عرضوا عليه أن يرجع عن دينه، فإن لم يفعل رموه في البحر. فلما توسطوا من البحر عرضوا عليه أن يرجع عن دينه- وهو الإيمان بالله- عز وجل فقال: لا! أبي، ثن قال: ((اللهم اكفنيهم بها شئت)) فأنقلبت السفينة وغرقوا وأنجاه الله. ثم جاء إلي الملك فقال له: أين أصحابك؟ فأخبره بالخبر.

ثم قال له: إنك لست قاتلي حتى تفعل ما أمرك به! قال: وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد، كل أهل البلد تجمعهم في مكان واحد، ثم تصلبني على جذع، ثم تأخذ سهماً من كنائتي فتضعه في كبد القوس، ثم ترميني به وتقول: بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني!

فجمع الملك الناس في صعيد واحد، وصلب الغلام، وأخذ سهماً

পৃথিবী, যাতে পাহাড়ের চূড়া থেকে সে নিচে পড়ে যায় এবং মৃত্যুবরণ করে, তবে তা তাকে ধর্ম ত্যাগের প্রস্তাব দেওয়ার পর; যদি সে ফিরে আসে তবে ভালো, নতুবা তাকে সেখান থেকে ফেলে দেবে।

অতঃপর যখন তারা তাকে নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছাল, তখন তারা তাকে তার ধর্ম ত্যাগ করার দাবি জানাল, কিন্তু সে তা প্রত্যাখ্যান করল। কেননা তার হৃদয়ে ঈমান এমনভাবে সুদৃঢ় হয়েছিল যে, সেখান থেকে বিচ্যুত হওয়া বা টলে যাওয়া ছিল অসম্ভব। তারা যখন তাকে পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়ার সংকল্প করল, তখন সে প্রার্থনা করল: "হে আল্লাহ! আপনি যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবে আমাকে তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন।"

এক অনন্যোপায় মুমিনের প্রার্থনা: "হে আল্লাহ! আপনি যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবে আমাকে তাদের থেকে রক্ষা করুন।" অর্থাৎ আপনি যা দিয়ে চান, তিনি কোনো মাধ্যম নির্দিষ্ট করেননি। তখন আল্লাহ তাআলা পাহাড়কে প্রকম্পিত করলেন, ফলে তারা সবাই পাহাড় থেকে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেল। এরপর বালকটি পুনরায় রাজার নিকট ফিরে এল। রাজা বলল: তুমি কীভাবে ফিরে এলে? তোমার সঙ্গীরা কোথায়? সে উত্তর দিল: মহান আল্লাহ আমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

অতঃপর রাজা তাকে অন্য একদল লোকের হাতে সোপর্দ করল এবং তাদের নির্দেশ দিল যে, তারা যেন তাকে একটি ছোট নৌকায় করে গভীর সমুদ্রে নিয়ে যায়। যখন তারা সমুদ্রের মাঝখানে পৌঁছাবে, তখন তাকে ধর্ম ত্যাগের প্রস্তাব দেবে, নতুবা তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। যখন তারা মাঝসমুদ্রে পৌঁছাল, তখন তাকে তার ধর্ম—অর্থাৎ মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস—থেকে সরে আসতে বলা হলো। সে বলল: না! সে অসম্মতি জানাল। অতঃপর সে প্রার্থনা করল: "হে আল্লাহ! আপনি যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবে আমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করুন।" তৎক্ষণাৎ নৌকাটি উল্টে গেল এবং তারা সবাই ডুবে মারা গেল, আর আল্লাহ তাকে উদ্ধার করলেন। পুনরায় সে রাজার নিকট ফিরে এলে রাজা জিজ্ঞাসা করল: তোমার সঙ্গীরা কোথায়? সে তাকে পুরো ঘটনাটি অবহিত করল।

অতঃপর সে রাজাকে বলল: আপনি আমাকে তৎক্ষণ পর্যন্ত হত্যা করতে পারবেন না যতক্ষণ না আমি যা বলছি তা করবেন! রাজা বলল: সেই কাজটি কী? সে বলল: আপনি দেশের সকল মানুষকে একটি বিশাল ময়দানে একত্রিত করবেন, সবাইকে এক স্থানে জমায়েত করবেন। এরপর আমাকে একটি বৃক্ষকাণ্ডের সাথে শূলে চড়াবেন। অতঃপর আমার তুণীর থেকে একটি তীর গ্রহণ করে তা ধনুকের ছিলা বরাবর স্থাপন করবেন এবং আমাকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করার সময় বলবেন: "বালকটির প্রতিপালকের নামে"। আপনি যদি এটি করেন তবেই আমাকে হত্যা করতে পারবেন!

অতঃপর রাজা সকল মানুষকে এক বিশাল ময়দানে একত্রিত করল এবং বালকটিকে শূলে চড়ালো। এরপর সে একটি তীর গ্রহণ করল...

(ص: 221) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

من كُنَّانَتِه فَوْضَعُهَا فِي كَبِدِ الْقَوْسِ، ثُمَّ رَمَاهُ وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغَلَامِ، ثُمَّ رَمَاهُ فَأَصَابَهُ السَّهْمُ مِنْ صَدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَمَاتَ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَقُولُونَ: بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغَلَامِ. وَآمَنُوا بِاللَّهِ وَكَفَرُوا بِالْمَلِكِ. وَهَذَا هُوَ الَّذِي كَانَ يَرِيدُهُ هَذَا الْغَلَامُ. فَفِي هَذِهِ الْقِطْعَةِ مِنَ الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى مَسَائِلَ:

ثانياً: قوة إيمان هذا الغلام، وأنه لم يتزحزح عن إيمانه ولم يتحول.

ثانياً: فيه آية من آيات الله، حيث أكرم الله عز وجل بقبول دعوته، فزلزل الجبل بالقوم الذين يريدون أن يطرحوه من رأس الجبل حتى سقطوا.

ثالثاً: أن الله عز وجل يجيب دعوة المضطر إذا دعا، فإذا دعا الإنسان ربه في حال ضرورة موقناً أن الله يجيبه، فإن الله تعالى يجيبه، حتى الكفار إذا دعوا الله في حال الضرورة أجابهم الله، مع أنه يعلم أنهم سيرجعون إلى الكفر، إذا غشيهم موج كالظل في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا نجاهم أشركوا، فينجيهم لأنهم صدقوا في الرجوع إلى الله عند دعائهم، وهو سبحانه يجيب المضطر ولو كان كافراً. رابعاً: أن الإنسان يجوز أن يغمر بنفسه في مصلحة عامة للمسلمين، فإن هذا الغلام دل الملك على أمر يقتله به ويهلك به نفسه، وهو ان يأخذ سهماً من كنائنه ويضعه في كبد القوس ويقول: بأسم الله رب الغلام.

قال شيخ الإسلام: ((لأن هذا جهاد في سبيل الله، آمنت أمة وهو لم يفتقد شيئاً، لأنه مات وسيبوت إن أجلاً أو عاجلاً)).

তার তুণীর থেকে একটি তীর নিয়ে ধনুকের মাঝখানে রাখলেন, অতঃপর তা নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন: ‘বালকটির রবের নামে’। এরপর তিনি তীর ছুঁড়লেন এবং তা তার ললাটে বিদ্ধ হলো। সে তার হাত সেখানে রাখলো এবং মৃত্যুবরণ করলো। তখন লোকসকল বলতে শুরু করল: ‘আমরা বালকটির রবের প্রতি ঈমান আনলাম’। তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল এবং রাজার সাথে কুফরি করল। আর এটিই ছিল সেই বিষয় যা এই বালকটি চেয়েছিল।

হাদিসের এই অংশে কয়েকটি বিষয়ের প্রমাণ নিহিত রয়েছে:

দ্বিতীয়ত: এই বালকটির ঈমানের দৃঢ়তা; সে তার ঈমান থেকে বিচ্যুত হয়নি এবং সরে যায়নি।

দ্বিতীয়ত: এতে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্য হতে একটি নিদর্শন রয়েছে, যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার প্রার্থনা কবুল করে তাকে সম্মানিত করেছেন; ফলে পাহাড়টি সেই

লোকদের নিয়ে প্রকম্পিত হলো যারা তাকে পাহাড়ের চূড়া থেকে নিক্ষেপ করতে চেয়েছিল, এমনকি তারা সবাই নিচে পড়ে গেল।

তৃতীয়ত: মহান আল্লাহ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির ডাক কবুল করেন যখন সে তাঁকে ডাকে। সুতরাং মানুষ যখন চরম সংকটে পড়ে আল্লাহ তাকে সাড়া দেবেন—এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে তার রবকে ডাকে, তখন মহান আল্লাহ তাকে উত্তর দেন। এমনকি কাফেররাও যখন বিপদে পড়ে আল্লাহকে ডাকে, আল্লাহ তাদের উত্তর দেন; যদিও তিনি জানেন যে তারা পুনরায় কুফরিতে লিপ্ত হবে। সমুদ্রের ঢেউ যখন মেঘমালার মতো তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলে, তখন তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর যখন তিনি তাদের উদ্ধার করেন, তখন তারা শিরক করে। তিনি তাদের উদ্ধার করেন কারণ তারা ডাকার সময় আল্লাহর দিকে ফিরে আসার ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ ছিল। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আর্তের ডাকে সাড়া দেন, যদিও সে কাফের হয়।

চতুর্থত: মুসলমানদের সাধারণ কল্যাণে নিজের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলা বা উৎসর্গ করা বৈধ। কারণ এই বালকটি রাজাকে এমন একটি বিষয়ের পথ বাতলে দিয়েছিল যার মাধ্যমে সে তাকে হত্যা করতে পারবে এবং তার নিজের জীবন উৎসর্গ হবে; আর তা হলো রাজা তার তুণীর থেকে একটি তীর নেবে, ধনুকের মাঝখানে রাখবে এবং বলবে: ‘বালকটির রবের নামে’। শাইখুল ইসলাম বলেছেন: “কেননা এটি আল্লাহর পথে জিহাদ; এর ফলে একটি পুরো জাতি ঈমান আনল, আর সে (বালকটি) বিশেষ কিছু হারায়নি। কারণ সে তো মৃত্যুবরণ করেছে এবং আজ হোক বা কাল তাকে মৃত্যুবরণ করতেই হতো।”

(ص: 222) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

فَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنَ الْإِنْتِحَارِ، بِحَيْثُ يَحْمِلُ آلَاتَ مِتْفَجْرَةٍ وَيَتَقَدَّمُ بِهَا إِلَى الْكَفَّارِ ثُمَّ يَفْجَرُهَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمْ، فَإِنَّ هَذَا مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ.

ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبداً الأبدية، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.

لأن هذا قتل نفسه لا في مصلحة الإسلام، لأنه إذا قتل نفسه وقتل عشرة أو مائة أو مائتين، لم ينتفع الإسلام بذلك، فلم يسلم الناس، بخلاف قصة الغلام، فإن فيها لإسلام كثير من الناس، فكل من حضر في الصعيد اسلموا، أما أن يهتو عشرة أو عشرون أو مائة أو مائتان من العدو، فهذا لا يقتضي أن يسلم، بل ربما يتعنت العدو أكثر ويوغر صدره هذا العمل حتى يفتك بالمسلمين اشد فتك، كما يوجد من صنع اليهود مع أهل فلسطين، فإن أهل فلسطين إذا مات الواحد منهم بهذه المتفجرات وقتل ستة أو سبعة أخذوا من جراء ذلك ستين نفرا أو أكثر، فلم يحصل في ذلك نفع للمسلمين، ولا انتفاع للذين فجرت هذه المتفجرات في صفوفهم. ولهذا تري ان ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار، نري أنه قتل

পক্ষান্তরে, কিছু মানুষ আত্মহত্যার যে পথ বেছে নেয়, যেমন- বিস্ফোরক দ্রব্য বহন করে কাফিরদের দিকে অগ্রসর হওয়া এবং তাদের মাঝে পৌঁছানোর পর সেটির বিস্ফোরণ ঘটানো, তবে এটি নিশ্চিতভাবেই আত্মহত্যার অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহ আমাদের এ থেকে রক্ষা করুন।

আর যে ব্যক্তি নিজেকে হত্যা করে, সে চিরকাল জাহান্নামের আগুনে অবস্থান করবে, যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

কারণ, এটি ইসলামের কোনো বৃহত্তর স্বার্থ বা কল্যাণের উদ্দেশ্যে কৃত আত্মহত্যা নয়। কেননা সে যদি নিজেকে হত্যা করে শত্রুপক্ষের দশ, একশ কিংবা দুইশ জনকেও মেরে ফেলে, তবে তাতে ইসলামের কোনো লাভ হয় না এবং এর ফলে মানুষ ইসলামেও দীক্ষিত হয় না। এটি সেই কিশোরের (গোলাম) ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত, যার আত্মত্যাগের ফলে অসংখ্য মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং সেই ময়দানে উপস্থিত সকলেই মুসলিম হয়েছিল।

কিন্তু শত্রুপক্ষের দশ, বিশ, একশ কিংবা দুইশ জন মারা যাওয়ার কারণে যে তারা ইসলাম গ্রহণ করবে এমন কোনো কথা নেই; বরং এর ফলে শত্রু আরও বেশি হঠকারী হয়ে ওঠে এবং এই ধরনের কর্মকাণ্ড তাদের হৃদয়ে ক্ষোভ ও বিদ্বেষকে আরও উসকে দেয়, যার ফলে তারা

মুসলমানদের ওপর আরও ভয়াবহ আক্রমণ চালায়। যেমনটি ফিলিস্তিনিদের সাথে ইহুদিদের আচরণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়; ফিলিস্তিনিদের কেউ যখন এই বিস্ফোরকের মাধ্যমে প্রাণ দেয় এবং ছয় বা সাতজনকে হত্যা করে, তখন এর প্রতিশোধ নিতে তারা ষাট বা তারও বেশি মানুষকে পাকড়াও করে। ফলে এতে মুসলমানদের কোনো ফায়দা হয় না এবং যাদের মাঝে এই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে তাদের মাঝেও কোনো কল্যাণ অর্জিত হয় না। এই কারণেই আমরা মনে করি, কিছু মানুষ বর্তমানে যে আত্মহত্যার পথ অবলম্বন করছে, তা প্রকৃতপক্ষে আত্মহত্যা।

(ম: 223) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

لِلنَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَأَنَّهُ مُوجِبٌ لِدُخُولِ النَّارِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، وَإِنْ صَحَابَهُ لَيْسَ بِشَهِيدٍ. لَكِنْ إِذَا فَعَلَ الْإِنْسَانُ هَذَا مَتَأَوَّلًا ظَنًّا أَنَّهُ جَائِزٌ، فَإِنَّا نَرْجُو أَنْ يَسْلَمَ مِنَ الْإِثْمِ، وَأَمَّا أَنْ تَكْتُبَ لَهُ الشَّهَادَةَ فَلَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْلُكْ طَرِيقَةَ الشَّهَادَةِ، لَكِنَّهُ يَسْلَمُ مِنَ الْإِثْمِ لِأَنَّهُ مَتَأَوَّلٌ، وَمَنْ اجْتَهِدَ وَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

فِي خَاتِمَةِ هَذَا الْحَدِيثِ الْعَظِيمِ الَّذِي فِيهِ الْعِبْرَةُ لِمَنْ أَعْتَبَرَ، فِيهَا أَنَّ الْبَلَكَ الْكَافِرَ الَّذِي يَدْعُو النَّاسَ إِلَى عِبَادَتِهِ، لِمَا آمَنَ النَّاسُ وَقَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ رَبِّ الْغَلَامِ، جَاءَهُ أَهْلُ الشَّرِّ وَأَهْلُ الْحَقِّ عَلَى الْإِيمَانِ وَأَهْلُهُ، وَقَالُوا لَهُ: أَيُّهَا الْبَلَكُ إِنَّهُ وَقَعَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ مِنْهُ، وَهُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، وَكَانَ يَحْذَرُ طَافِيًا ظَالِمًا، فَأَمَرَ بِالْأَخْذِ عَلَى أَفْوَاهِ السَّكَّ فَخَذَتْ، الْأَخْذُ يَعْنِي خَفَرٌ عَمِيقٌ مِثْلُ السَّوَاقِي عَلَى أَفْوَاهِ السَّكَّ، يَعْنِي عَلَى أَطْرَافِ الْأَزْقَةِ وَالشَّوَارِعِ، وَقَالَ لَجَنُوهُ: مَنْ جَاءَ وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَقْحَبُوهُ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ اضْطُرَّ فِيهَا النِّيرَانُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ- فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَرْتَدُونَ عَنْ دِينِهِمْ وَإِيمَانِهِمْ، فَيَقْحَبُوهُمْ فِي النَّارِ، فَكُلٌّ مِنْهُمْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ الْحَقِيقِيِّ- وَهُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ- قَذَفُوهُ فِي النَّارِ، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا قَذَفُوهُمْ فِي النَّارِ وَاحْتَرَقُوا بِهَا فَإِنَّهُمْ

يَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارِ الْغُرُورِ وَالْبُورِ إِلَى دَارِ النِّعَمِ وَالْإِسْتِقْرَارِ، لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَوَفَّاهُمْ
طَيِّبِينَ يَقُولُونَ: (سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (النحل: من
الآية 32)، وَلَا أَعْظَمَ مِنْ هَذَا الصَّبْرِ، أَنْ يَرَى الْإِنْسَانُ النَّارَ تَتَأَجَّحُ فَيَقْحَتُمُ فِيهَا
خَوْفًا عَلَى إِيْمَانٍ وَصَرَ عَلَيْهِ. فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِي رَضِيعٌ، فَلَمَّا رَأَتْ النَّيِّرَانَ كَانَهَا
تَقَاعَسَتْ أَنْ تَقْتَحِمَ النَّارَ هِيَ وَطِفْلُهَا.

অন্যায়ভাবে আত্মহনন করা জাহান্নামে প্রবেশের কারণ, আল্লাহ আমাদের তা থেকে রক্ষা করুন। আর এরূপ ব্যক্তি শহীদ হিসেবে গণ্য হবে না। তবে যদি কোনো ব্যক্তি ভুল ব্যাখ্যার বশবর্তী হয়ে এটিকে বৈধ মনে করে এমনটি করে, তবে আমরা আশা করি সে পাপ থেকে নিষ্কৃতি পাবে। কিন্তু তার জন্য শাহাদাতের মর্যাদা সাব্যস্ত হবে না; কেননা সে শাহাদাতের পথ অনুসরণ করেনি। তবে ভুল ব্যাখ্যার কারণে সে পাপ থেকে রক্ষা পাবে; কারণ যে ব্যক্তি ইজতিহাদ করে ভুল করে, তার জন্যও সওয়াব রয়েছে।

উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য শিক্ষা সম্বলিত এই মহান হাদিসের শেষাংশে বর্ণিত হয়েছে যে, কাফের বাদশা—যে মানুষকে নিজের ইবাদতের দিকে আহ্বান করত—যখন মানুষ ঈমান আনল এবং বলল ‘আমরা এই বালকের প্রতিপালক আল্লাহর ওপর ঈমান আনলাম’, তখন ঈমান ও ঈমানদারদের প্রতি বিদ্রোহী একদল মন্দ লোক তার কাছে এসে বলল: হে রাজন! আপনি যা আশঙ্কা করছিলেন তা-ই ঘটে গেছে, অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ঈমান। সে ছিল এক জালিম ও অবাধ্য শাসক। অতঃপর সে রাস্তার মোড়গুলোতে পরিখা খনন করার নির্দেশ দিল এবং তা খনন করা হলো। উখদুদ বা পরিখা হলো রাস্তার মুখে অর্থাৎ অলিগলি ও রাজপথের প্রান্তে নালার মতো গভীর গর্ত। সে তার সৈন্যদের নির্দেশ দিল: যে ব্যক্তি আসবে এবং নিজ ধর্ম থেকে ফিরে যাবে না তাকে তাতে নিক্ষেপ করো। কারণ সে তাতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছিল—

আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। ফলে মানুষ আসতে লাগল কিন্তু তারা তাদের দ্বীন ও ঈমান থেকে বিচ্যুত হলো না, তাই তাদের আগুনে নিক্ষেপ করা হলো। সুতরাং যে ব্যক্তিই তার প্রকৃত দ্বীন—অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ঈমান—থেকে ফিরে আসেনি তাকেই তারা আগুনে নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু যখন তাদের আগুনে নিক্ষেপ করা হলো এবং তারা দগ্ধ হলো, তখন তারা এই ধরণীর ধোঁকা ও ধ্বংসের আবাস থেকে চিরসুখ ও স্থায়িত্বের আবাসে স্থানান্তরিত হলো। কারণ ফেরেশতারা পবিত্র অবস্থায় তাদের জান কবজ করেন এবং বলেন: ‘তোমাদের প্রতি শান্তি

বর্ষিত হোক, তোমরা যা আমল করতে তার বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করো।’ (সূরা আন-নাহল: ৩২)। এর চেয়ে মহত্তর ধৈর্য আর হতে পারে না যে, মানুষ দাউদাউ করে জ্বলে ওঠা আগুন দেখেও ঈমানের প্রতি ভালোবাসা ও তার ওপর অটল থাকার দৃঢ়তায় তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। অতঃপর এক নারী তার দুঃখপোষ্য সন্তানসহ সেখানে উপস্থিত হলো। যখন সে আগুন দেখল, তখন সে যেন নিজের ও নিজের সন্তানের নিরাপত্তার কথা ভেবে আগুনে ঝাঁপ দিতে কিছুটা দ্বিধাবোধ করল,

(ম: 224) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

فَقَالَ لَهَا الطِفْلُ: يَا أُمَاهُ اصْبِرِي فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ، يَقُولُهُ وَهُوَ صَغِيرٌ لَا يَتَكَلَّمُ، لَكِنْ أَنْطَقَهُ اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وَهُوَ كَرَامَةٌ لِهَذِهِ الْأُمِّ، أَنَّ اللَّهَ أَنْطَقَ ابْنَهَا مِنْ أَجْلِ أَنْ تَقْوِيَ عَلَى أَنْ تَقْتَحِمَ النَّارَ وَتَبْقِيَ عَلَيَّ إِيْمَانَهَا، لِأَنَّ تَكْلِمَ هَذَا الصَّبِيِّ فِي الْبَهْدِ آيَةٌ عَظِيمَةٌ، وَقَدْ شَهِدَ هَذَا الصَّبِيُّ بِأَنَّ أُمَّهُ عَلَى الْحَقِّ، فَصَبَرَتْ وَاقْتَحَمَتِ النَّارَ، وَهَذَا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى (وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) (الزمر: 61) .

ومريم بنت عمران- رضي الله عنها خرجت من أهلها وذهبت مكاناً قصياً وهي حامل بابنها عيسى الذي خلقه الله تعالى بكلمة كن فكان) فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جَذْعِ النَّخْلَةِ (مريم: من الآية 23) ، يعني الطلق، فوضعت تحت جذع النخلة، وجعل الله تحتها نهراً يمشي، فقبل لها: (وَهَؤُلَاءِ إِلَيْكَ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقُطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا) (مريم: 25) ، رطب يقع من فرع النخلة، جنياً لم يتأثر بسقوطه على الأرض، وهذا من آيات الله، لأن من المعروف أن الرطب لو سقطت من يد الإنسان- ولو كان واقفاً فقط- تمزقت، لكن هذه الرطب لم تتمرق، مع أنها تسقط من فرع النخلة. ثم عن هذه المرأة امرأة ضعيفة ماخض، لم تلد إلا الآن، ومع ذلك تهز النخلة من جذعها

فَتَهْتَزُّ النخلة، فهذا أيضاً من آيات الله، لأن العادة أن النخلة لا تهتز من الجذع إلا إذا هزها أحد قوي من فرعها، فقل لها) فَكُلِّي وَاشْرَبِي وَعَيْنَا (مريم: من الآية 26)، ثم أتت به قومها تحمله، هذا الطفل، فصاحوا بها) أَيَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيّاً (مريم: من الآية 27)، يعني شيئاً عظيماً، لأنهم أيقنوا بأنها زنت

শিশু তাকে বলল: হে মা, আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, কারণ আপনি সত্যের ওপর আছেন। সে এটি ছোট থাকাবস্থায় বলেছিল যখন সে কথা বলত না, কিন্তু আল্লাহ তাকে বাকশক্তি দিয়েছিলেন যিনি সবকিছুকে বাকশক্তি দান করেন। এটি ছিল এই মায়ের জন্য একটি অলৌকিক সম্মান (কারামাত), যাতে আল্লাহ তাঁর পুত্রকে কথা বলানোর মাধ্যমে তাঁকে আগুনে ঝাঁপ দিতে এবং ঈমানের ওপর অটল থাকতে শক্তি প্রদান করেন। কেননা দোলনায় এই শিশুর কথা বলা এক মহান নিদর্শন। এই শিশুটি সাক্ষ্য দিয়েছিল যে তাঁর মা সত্যের ওপর আছেন, ফলে তিনি ধৈর্য ধারণ করলেন এবং আগুনে ঝাঁপ দিলেন। এটি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং এটি এই কথার দলিল যে মহান আল্লাহ বলেন: "যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে আল্লাহ তাদেরকে তাদের সাফল্যের স্থানসহ উদ্ধার করবেন, তাদের কোনো অনিষ্ট স্পর্শ করবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না" (আল-জুমার: ৬১)।

আর ইমরান-কন্যা মারইয়াম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর পরিবার থেকে পৃথক হয়ে এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন। তিনি তখন তাঁর পুত্র ঈসাকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, যাকে আল্লাহ তাআলা 'হও' শব্দের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিনি হয়ে গিয়েছিলেন। অতঃপর প্রসব বেদনা তাঁকে একটি খেজুর গাছের কাণ্ডের নিচে নিয়ে গেল (মারইয়াম: ২৩-এর অংশ), অর্থাৎ প্রসবের যন্ত্রণা। তিনি খেজুর গাছের নিচে অবস্থান নিলেন এবং আল্লাহ তাঁর নিচে একটি প্রবহমান নদী তৈরি করে দিলেন। তাঁকে বলা হলো: "আর তুমি খেজুর গাছের কাণ্ডটি ধরে তোমার দিকে নাড়া দাও, তা তোমার ওপর সুপক্ক তাজা খেজুর ফেলবে" (মারইয়াম: ২৫)। অর্থাৎ খেজুর গাছের ডাল থেকে তাজা খেজুর ঝরে পড়বে; যা মাটিতে পড়ার কারণে নষ্ট হবে না। এটি আল্লাহর একটি নিদর্শন, কারণ এটি সুবিদিত যে মানুষের হাত থেকে—এমনকি সে যদি কেবল দাঁড়িয়ে থাকে—খেজুর পড়ে গেলে তা ফেটে বা খেঁতলে যায়, কিন্তু এই খেজুরগুলো খেঁতলে যায়নি অথচ তা খেজুর গাছের ডাল থেকে পড়েছিল। এরপর এই নারী ছিলেন একজন দুর্বল প্রসূতি, যিনি এইমাত্র সন্তান প্রসব করেছেন, তা সত্ত্বেও তিনি খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে নাড়া দিলেন এবং গাছটি নড়তে লাগল। এটিও আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত, কারণ সাধারণত

খেজুর গাছের কাণ্ড নড়ে না যদি না কোনো শক্তিশালী ব্যক্তি এর ডাল ধরে নাড়া দেয়। তাঁকে বলা হলো: "সুতরাং আহাৰ কৰো, পান কৰো এবং চক্ষু জুড়াও" (মারইয়াম: ২৬-এর অংশ)। অতঃপর তিনি তাঁর সন্তানকে কোলে নিয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন, তখন তারা চিৎকার করে বলল: "হে মারইয়াম, তুমি এক অদ্ভুত কাজ করে বসেছ" (মারইয়াম: ২৭-এর অংশ), অর্থাৎ এক গুরুতর বিষয়, কারণ তারা নিশ্চিত হয়েছিল যে তিনি ব্যভিচার করেছেন।

(ص: 225) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

- والعياذ بالله- كيف يأتيها ولد من دون زوج؟) يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا (مريم: 28) , يعني أن أبك ليس امراً سوء، وكذلك أمك ليست بغياً، ليست بزانية، فمن آيين جاءك هذا؟ وهذا تعريض لها بالقذف، فأشارت إليه؟ يعني: اسأله قالوا: كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (مريم: من الآية 29) فظنوا أنها تسخر بهم، فأنطق الله هذا الصبي) قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ - كلام صحيح-) قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا) وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا) (وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا) وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (مريم: 30-33) .

عشر جبل نتكلم بها هذا الصبي الذي في المهد بأبلغ ما يكون من الفصاحة فأنظر إلي قدرة الله عز وجل، حيث ينطق هؤلاء الصبيان بكلام من أفصح الكلام، بكلام يصدر من ذي عقل، كل ذلك دلالة على قدرة الله، وفيه أيضاً إنقاذ لمريم- رضي الله عنها من التهمة التي قد تلحقها بسبب هذا الحمل بدون زوج. وهكذا أيضاً هذا

الطفل مع المرأة التي تقاعست أن تقتحم النار، أكرمها الله إنطاق هذا الطفل من أجل أن تقتحم النار وتبقي عاى إيمانها. وفي هذه القصص وأمثالها دليل على أن الله- سبحانه وتعالى- برحمته ينجي كل مؤمن في مفازته، وكل متق في مفازته، يعني في موطن يكون فيه هلاكه ولكن الله تعالى ينقذه لها سبق له من التقوي، وشاهد ذلك قوله صلي الله عليه وسلم ((تعرف إلي الله في الرخاء يعرفك في الشدة)) والله البوق.

(আল্লাহর নিকট পানাহ চাই—স্বামী ছাড়াই তাঁর সন্তান কীভাবে এল?) "হে হারুনের বোন! তোমার পিতা কোনো অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও কোনো ব্যভিচারিণী ছিলেন না।" (মারিয়াম: ২৮), অর্থাৎ তোমার পিতা কোনো মন্দ লোক ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ব্যভিচারিণী বা দুশ্চরিত্রা ছিলেন না। তাহলে এই সন্তান তোমার কাছে কোথেকে এল? এটি ছিল তাঁকে লক্ষ্য করে পরোক্ষ অপবাদ। তখন তিনি (মারিয়াম) তাঁর (শিশুর) দিকে ইশারা করলেন। অর্থাৎ: তোমরা তাকেই জিজ্ঞাসা করো। তারা বলল: "যে দোলনায় থাকা শিশু, আমরা তার সাথে কীভাবে কথা বলব?" (মারিয়াম: ২৯ নং আয়াতের অংশ)। তারা মনে করল যে তিনি তাদের সাথে উপহাস করছেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ এই শিশুকে কথা বলিয়ে দিলেন। শিশুটি বলল: "নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর বান্দা" —কতই না সত্য কথা— শিশুটি বলল: "নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। আর আমি যেখানেই থাকি না কেন, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি সালাত ও জাকাত আদায় করতে। আর আমাকে আমার মাতার প্রতি অনুগত করেছেন এবং তিনি আমাকে উদ্ধৃত ও হতভাগ্য করেননি। আর আমার ওপর শান্তি যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন আমি জীবিত হয়ে পুনরুত্থিত হব।" (মারিয়াম: ৩০-৩৩)।

দোলনায় থাকা এই শিশুটি অত্যন্ত অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় দশটি বাক্যে কথা বলেছিলেন। সুতরাং মহান আল্লাহর কুদরতের প্রতি লক্ষ্য করুন, কীভাবে এই শিশুরা অত্যন্ত সাবলীল ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলছে। এ সবই আল্লাহর অসীম ক্ষমতার নিদর্শন। একইসাথে এতে মারিয়াম (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কে সেই অপবাদ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে যা স্বামী ছাড়াই গর্ভধারণের কারণে তাঁর

ওপর আসতে পারত। একইভাবে সেই মহিলার কোলের শিশুর ঘটনাও উল্লেখ্য, যে মহিলা আঙনের গর্তে ঝাঁপ দিতে ইতস্তত করছিলেন; আল্লাহ সেই শিশুকে কথা বলার শক্তি দিয়ে মহিলাকে সম্মানিত করেন যাতে তিনি আঙনে ঝাঁপ দিয়ে নিজ ঈমানের ওপর অটল থাকতে পারেন। এসব কাহিনী এবং অনুরূপ অন্যান্য ঘটনায় প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর রহমতের মাধ্যমে প্রত্যেক মুমিন ও মুত্তাকিকে বিপদের মুহূর্তে রক্ষা করেন। অর্থাৎ এমন সব স্থানে যেখানে তার ধ্বংস অনিবার্য ছিল, সেখানে আল্লাহ তাকে তার পূর্ববর্তী তাকওয়ার কারণে উদ্ধার করেন। এর সাক্ষ্য দেয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বাণী: "সুসময়ে তুমি আল্লাহকে চিনে রাখো, দুঃসময়ে তিনি তোমাকে চিনে নেবেন।" আর আল্লাহই তাওফিক দানকারী।

(ص: 226) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

31- وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: ((أتقي الله واصبري)) فقالت إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فقل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، فقال: ((إنما الصبر عند الصدمة الأولى)) (متفق عليه) .
وفي رواية لمسلم: ((تبكي على صبي لها)).

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى- فيما نقله عن أنس بن مالك- رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي عند قبر صبي لها قد مات، وكانت تحبه حباً

شديداً، فلم تملك نفسها أن تخرج إلى قبره لتبكي عنده. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بتقوى الله والصبر. قال لها: ((اتقي الله واصبري، فقالت له: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي)) إليك عني أي: ابعد عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتني. وهذا يدل على أن المصيبة قد بلغت منها مبلغاً عظيماً، فأنصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنها.

৩১- হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কবরের নিকট ক্রন্দনরত এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন: "আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্য ধারণ করো।" মহিলাটি বলল: "আমার নিকট থেকে দূরে সরে যান, কেননা আমার ওপর যে বিপদ আপতিত হয়েছে তা আপনার ওপর হয়নি।" সে তাঁকে চিনতে পারেনি। অতঃপর তাকে বলা হলো যে, তিনি ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারে উপস্থিত হলো এবং সেখানে কোনো দ্বাররক্ষী দেখতে পেল না। সে আরজ করল: "আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।" তিনি বললেন: "প্রকৃত ধৈর্য হলো বিপদের প্রাথমিক আঘাতেই।" (বুখারি ও মুসলিম)। মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে: "সে তার একটি মৃত শিশুর শোকে কাঁদছিল।"

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যা বর্ণনা করেছেন তার সারমর্ম হলো—নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যিনি তাঁর এক মৃত শিশুর কবরের পাশে ছিলেন। তিনি সন্তানটিকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, ফলে শোকাতুর হয়ে আবেগ সংবরণ করতে না পেরে কবরের পাশে এসে কাঁদতে থাকেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে আল্লাহর তাকওয়া এবং ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিলেন।

তিনি তাকে বললেন: "আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্য ধরো।" তখন সে তাঁকে বলল: "আমার নিকট থেকে দূরে সরে যান, কেননা আমার ওপর যে বিপদ আপতিত হয়েছে তা আপনার ওপর

হয়নি। "ইলাইকা আল্লি" কথাটির অর্থ হলো: আমার থেকে দূরে যান, কেননা আমার মতো মুসিবত আপনার ওপর আসেনি।

এটি প্রমাণ করে যে, শোক তাকে চরমভাবে বিহ্বল করে তুলেছিল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

(ص: 227) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

ثم قيل لها: إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فندمت وجاءت إلي رسول الله، إلي بابه، وليس على الباب بوابون أي: ليس عنده أحد يمنع الناس من الدخول عليه. فأخبرته وقالت: إنني لم أعرفك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الصبر عند الصدمة الأولى)).

الصبر الذي يثاب عليه الإنسان هو أن يصبر عند الصدمة الأولى أول ما تصيبه المصيبة، هذا هو الصبر.

أما الصبر فيما بعد ذلك، فإن هذا قد يكون تسلياً كما تتسلي البهائم. فالصبر حقيقة أن انسان إذا صدم أول ما يصدم يصبر ويحتسب، ويحسن ان يقول: ((إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتني واخلف لي خيراً منها)).

ففي هذا الحديث عدة فوائد:

أولاً: حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته إلي الحق وإلي الخير، فإنه لما رأي هذه المرأة تبكي عند القبر أمرها بتقوى الله والصبر.

ولما قالت: ((إليك عني)) لم ينتقم لنفسه، ولم يضربها، ولم يقمها بالقوة، لأنه عرف أنه أصابها من الحزن ما لا تستطيع أن تملك نفسها، ولهذا خرجت من بيتها لتبكي عند هذا القبر.

فإن قال قائل: أليس زيارة القبور حراماً على النساء؟ قلنا بلي هي حرام على النساء،
بل هي من كبائر الذنوب!! لأن النبي عليه الصلاة

অতঃপর তাকে বলা হলো: ইনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তখন তিনি অনুতপ্ত হলেন এবং আল্লাহর রাসূলের দ্বারে উপস্থিত হলেন। সেখানে কোনো দারোয়ান ছিল না, অর্থাৎ তাঁর কাছে এমন কেউ ছিল না যে মানুষকে তাঁর কাছে প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করে। তিনি তাঁকে জানালেন এবং বললেন: আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "ধৈর্য তো বিপদের প্রথম আঘাতেই।"

যে ধৈর্যের জন্য মানুষ সওয়াব লাভ করে, তা হলো বিপদের প্রথম আঘাতে ধৈর্য ধারণ করা; অর্থাৎ যখন বিপদটি প্রথম আপতিত হয়, সেটিই হলো প্রকৃত ধৈর্য।

আর এর পরবর্তী সময়ের ধৈর্য মূলত সময়ের ব্যবধানে শান্ত হওয়া, যেমনটি চতুষ্পদ জন্তুরাও শান্ত হয়ে যায়। ধৈর্যের প্রকৃত হাকিকত হলো, মানুষ যখন প্রথম আঘাতপ্রাপ্ত হয় তখনই ধৈর্য ধারণ করবে এবং আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা রাখবে। আর তার জন্য এটি বলা উত্তম: "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমার এই বিপদে আমাকে সওয়াব দান করুন এবং আমাকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করুন।"

এই হাদিসে বেশ কিছু শিক্ষা ও উপকারিতা রয়েছে:

প্রথমত: নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর মহান চরিত্র এবং সত্য ও কল্যাণের দিকে তাঁর দাওয়াত। কারণ, তিনি যখন এই নারীকে কবরের পাশে কাঁদতে দেখলেন, তখন তিনি তাকে আল্লাহভীতি ও ধৈর্যের আদেশ দিলেন।

আর যখন সে নারী বলেছিল: "আপনি আমার থেকে দূরে থাকুন", তখন তিনি নিজের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিশোধ নেননি, তাকে প্রহার করেননি এবং তাকে জোরপূর্বক সেখান থেকে সরিয়েও দেননি। কারণ তিনি জানতেন যে, সে এমন শোকে আচ্ছন্ন হয়েছে যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। আর এই কারণেই সে তার ঘর থেকে বের হয়ে কবরের পাশে কাঁদতে এসেছিল।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন: নারীদের জন্য কি কবর জিয়ারত হারাম নয়? আমরা বলব: হ্যাঁ, নারীদের জন্য এটি হারাম, বরং এটি কবির গুনাহের অন্তর্ভুক্ত! কারণ নবী (আলাইহিস সালাতু...

(ص: 228) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

والسلام ((لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج)).
لكن هذه لم تخرج للزيارة، وإنما خرجت لها في قبلها من لوعة فراق هذا الصبي
والحزن الشديد، لم تملك نفسها أن تأتي؛ ولهذا عذرها النبي عليه الصلاة والسلام
ولم يقمها بالقوة، ولم يجبرها على أن ترجع إلي بيتها.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان يعذر بالجهل، سواء أكان جهلاً بالحكم
الشرعي أم جهلاً بالحال، فإن هذه المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إليك
عني، أي: ابعد عني، مع أنه يأمرها بالخير والتقوي والصبر. ولكنها لم تعرف أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهذا عذرنا النبي عليه الصلاة والسلام.
ومنها: أنه لا ينبغي للإنسان المسؤول عن حوائج المسلمين أن يجعل على بيته
بواباً يمنع الناس إذا كان الناس يحتاجون إليه. إلا إذا كان الإنسان يخشى من كثرة
الناس وإرهاق الناس وإشغال الناس عن شيء يمكنهم أن يتداركوا شغلهم في وقت
آخر، فهذا لا بأس به.

এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর জিয়ারতকারী নারী এবং কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণকারী ও বাতি প্রজ্জ্বলনকারীদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন।

তবে এই নারী জিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হননি, বরং তার হৃদয়ে এই শিশুর বিচ্ছেদের যে যাতনা এবং তীব্র শোক ছিল, মূলত সে কারণেই তিনি বের হয়েছিলেন। তিনি নিজেকে সংবরণ

করতে না পেরেই চলে এসেছিলেন; আর এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মার্জনা করেছিলেন এবং তাকে জোরপূর্বক উঠিয়ে দেননি কিংবা বাড়িতে ফিরে যেতে বাধ্য করেননি।

এই হাদিসের শিক্ষাগুলোর মধ্যে একটি হলো: মানুষ অজ্ঞতার কারণে অব্যাহতি পেতে পারে, চাই তা শরীয়তের বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা হোক কিংবা পরিস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞতা হোক।

কেননা, এই নারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন: "আপনি আমার কাছ থেকে সরে যান", অথচ তিনি তাকে কল্যাণ, তাকওয়া এবং ধৈর্যের আদেশ দিচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি চিনতে পারেননি যে ইনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আর এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মার্জনা করেছেন।

এর মধ্যে আরও রয়েছে: মুসলমানদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য দায়বদ্ধ কোনো ব্যক্তির উচিত নয় তার বাড়িতে এমন কোনো দ্বাররক্ষী রাখা যে মানুষকে আসতে বাধা দেবে, যখন মানুষের তার প্রয়োজন হয়। তবে সেই ব্যক্তি যদি অত্যধিক লোকসমাগম কিংবা ক্লান্তির কারণে এমন কাজে ব্যাঘাত ঘটান আশঙ্কা করেন যা পরবর্তীতে সম্পন্ন করা সম্ভব, তবে তাতে কোনো দোষ নেই।

(ص: 229) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وما جعل الاستئذان إلا من أجل النظر، ومن أجل أن الإنسان يتصرف في بيته في إدخال من شاء ومنع من شاء.

ومن فوائد: أن الصبر الذي يحمده فاعله هو الصبر الذي يكون عند الصدمة الأولى ويصبر الإنسان ويحتسب، ويعلم أن الله ما أخذ وله ما أعطي، وأن كل شيء عنده بأجل مسي.

ومن فوائد هذا الحديث: أن البكاء عند القبر ينافي الصبر؛ ولهذا قال لها الرسول صلي الله عليه وسلم: ((اتقي الله واصبري)).

ويوجد من الناس من يبتلي، فإذا مات له ميت صار يتردد على قبره ويبكي عنده، وهذا ينافي الصبر، بل نقول: إذا شئت أن تنفع الميت فادع الله وأنت في بيتك، ولا حاجة أن تتردد على القبر، لأن التردد على القبر يجعل الإنسان يتخيل هذا البيت دائماً في ذهنه ولا يغيب عنه، وحينئذ لا ينسي المصيبة أبداً، مع أن الأفضل للإنسان أن يتلهى وأن ينسي المصيبة بقدر ما يستطيع. والله الموفق.

* * *

অনুমতি গ্রহণ করার বিধান কেবল দৃষ্টির (সুরক্ষার) স্বার্থে এবং মানুষের নিজগৃহে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া বা কাউকে বাধা দেওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার জন্যই প্রদান করা হয়েছে।

এর উপকারিতাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো: যে ধৈর্যের জন্য ধৈর্যধারণকারী প্রশংসার যোগ্য হন, তা হলো সেই ধৈর্য যা বিপদের প্রথম আঘাতেই প্রদর্শিত হয়। এ অবস্থায় মানুষ ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহর নিকট প্রতিদানের আশা রাখে; সে উপলব্ধি করে যে আল্লাহ যা গ্রহণ করেছেন তা যেমন তাঁরই, তেমনি যা তিনি দান করেছেন তাও তাঁরই, এবং তাঁর নিকট প্রতিটি বিষয়ের একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারিত রয়েছে।

এই হাদিসের শিক্ষাগুলোর অন্তর্ভুক্ত হলো: কবরের পাশে ক্রন্দন করা ধৈর্যের পরিপন্থী; এই কারণেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন: "তুমি আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্য ধারণ করো।"

মানুষের মধ্যে এমন অনেকে রয়েছেন যারা বিপদে আক্রান্ত হন; ফলে যখন তাদের কোনো নিকটজন মৃত্যুবরণ করে, তখন তারা বারবার কবরের নিকট যাতায়াত শুরু করে এবং সেখানে কান্নাকাটি করে। এটি ধৈর্যের পরিপন্থী। বরং আমরা বলি: আপনি যদি মৃত ব্যক্তির কোনো কল্যাণ করতে চান, তবে নিজের ঘরে অবস্থান করেই আল্লাহর নিকট দোয়া করুন। বারবার কবরে যাওয়ার কোনো আবশ্যিকতা নেই; কারণ কবরে বারবার যাতায়াত করলে মৃত ব্যক্তির স্মৃতি সর্বদা মানুষের মানসপটে ভেসে থাকে এবং তা কখনো বিস্মৃত হয় না। ফলে সে এই মুসিবত বা বিপদকে কখনোই ভুলতে পারে না, অথচ মানুষের জন্য কল্যাণকর হলো নিজেকে

অন্য কাজে ব্যাপ্ত রাখা এবং যথাসম্ভব এই বিপদকে ভুলে থাকার চেষ্টা করা। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

* * *

(ص: 230) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

32- وعن أبي هريرة- رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة)) (رواه البخاري) .

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، ويسمي العلماء- رحمهم الله هذا القسم من الحديث: الحديث القدسي؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رواه عن الله.

قوله: (صفيه) : الصفي: من يصطفيه الإنسان ويختاره ويرى أنه ذو صلة منه قوية، من ولد، أو أخ، أو عم، أو أب، أو أم، أو صديق، إذا أخذه الله عز وجل ثم احتسبه الإنسان فليس له جزاء إلا الجنة.

ففي هذا دليل على فضيلة الصبر على قبض الصفي من الدنيا، وأن الله عز وجل يجازي الإنسان إذا احتسب، يجازيه الجنة.

وفيه: دليل على فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه على عباده. فإن الملك ملكه، والأمر أمره، وأنت وصفيك كلاهما لله عز وجل، ومع ذلك فإذا قبض الله صفي الإنسان واحتسب، فإن له هذا الجزاء العظيم.

وفي هذا الحديث أيضاً من الفوائد: الإشارة إلى أفعال الله، من قوله: ((إذا قبضت صفيه)) ولا شك أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، ولكن يجب علينا أن نعلم أن فعل الله تعالى كله خير، لا ينسب الشر إلى الله أبداً،

৩২- আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আল্লাহ তাআলা বলেন: আমি যখন আমার মুমিন বান্দার দুনিয়াবাসীদের মধ্য থেকে তার কোনো প্রিয়জনকে তুলে নিই, অতঃপর সে সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণ করে, তবে আমার নিকট তার জন্য জান্নাত ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিদান নেই।" (বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহান আল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। ওলামায়ে কেরাম—আল্লাহ তাঁদের ওপর রহম করুন—হাদিসের এই প্রকারকে 'হাদিসে কুদসি' বলে অভিহিত করেন; কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটি সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন।

তাঁর বাণী: (তার প্রিয়জন): 'সাফি' বা প্রিয়জন হলো ঐ ব্যক্তি যাকে মানুষ পছন্দ করে ও বেছে নেয় এবং মনে করে যে তার সাথে তার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে; যেমন সন্তান, ভাই, চাচা, বাবা, মা অথবা বন্ধু। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল যখন তাকে কবজ করেন (মৃত্যু দেন) এবং মানুষটি সওয়াবের প্রত্যাশা করে ধৈর্য ধারণ করে, তখন তার জন্য জান্নাত ছাড়া আর কোনো প্রতিদান নেই।

এতে দুনিয়া হতে প্রিয়জন বিয়োগের পর ধৈর্য ধারণ করার ফযিলতের প্রমাণ রয়েছে। আর মানুষ যখন সওয়াবের নিয়ত করে সবর করে, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের মাধ্যমে পুরস্কৃত করেন।

এতে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর বান্দাদের প্রতি মহানুভবতার প্রমাণ রয়েছে; কেননা সমস্ত রাজত্ব তাঁরই এবং সকল নির্দেশও তাঁরই। আপনি এবং আপনার প্রিয়জন—উভয়েই মহান আল্লাহর মালিকানাধীন। তা সত্ত্বেও যখন আল্লাহ মানুষের প্রিয়জনকে তুলে নেন এবং সে সওয়াবের আশা করে, তখন তার জন্য এই মহান প্রতিদান বরাদ্দ করেন।

এই হাদিসে আরও কিছু শিক্ষণীয় দিক রয়েছে: আল্লাহর কার্যাবলির প্রতি ইঙ্গিত, যা তাঁর এই বাণী থেকে প্রতীয়মান হয়: "যখন আমি তার প্রিয়জনকে তুলে নিই"। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যা চান তা-ই করেন। তবে আমাদের অবশ্যই জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহর প্রতিটি কাজই কল্যাণময়; মন্দকে কখনোই আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা যাবে না।

(ص: 231) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

والشر إذا وقع فإنما يقع في المفعولات ولا يقع في الفعل.

فمثلاً إذا قدر الله على الإنسان ما يكره، فلا شك أن ما يكرهه الإنسان بالنسبة إليه شر. لكن الشر في هذا المقدر لا في تقدير الله، لأن الله تعالى لا يقدره إلا لحكمة عظيمة، إما للمقدر عليه وإما لعامة الخلق.

أحياناً تكون الحكمة خاصة في المقدر عليه، وأحياناً في الخلق على سبيل العموم. المقدر عليه إذا قدر الله عليه شراً وصبر واحتسب نال بذلك خيراً، وإذا قدر الله عليه شراً ورجع إلي ربه بسبب هذا الأمر، لأن الإنسان إذا كان في نعمة دائماً قد ينسي شكر المنعم عز وجل ولا يلتفت إلى الله، فإذا أصيب بالضرر تذكر ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى، ويكون في ذلك فائدة عظيمة.

أما بالنسبة للآخرين، فإن هذا المقدر على الشخص إذا ضربه قد ينتفع به الآخرون.

ولنضرب لذلك مثلاً برجل عنده بيت من الطين، أرسل الله مطراً غزيراً دائماً، فإن صاحب هذا البيت يتضرر، لكن المصلحة العامة للناس مصلحة ينتفعون بها، فصار هذا شراً على شخص وخيراً للآخرين، ومع ذلك فكونه شراً لهذا الشخص أمر نسبي، إذا إنه شر من وجه لكنه خير له من وجه آخر. فيتعظ به ويعلم أن الملاجئ هو الله عز وجل، لا ملجأ إلا إليه، فيستفيد من هذا فائدة أكبر مما حصل له من المضرة.

المهم أن هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في باب الصبر، لأن

মন্দের অস্তিত্ব যখন ঘটে, তখন তা কেবল সৃষ্ট কার্যাবলি বা ফলাফলের মধ্যেই ঘটে, আল্লাহর কর্মের মধ্যে নয়।

উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ যখন মানুষের জন্য এমন কিছু নির্ধারণ করেন যা সে অপছন্দ করে, তবে নিঃসন্দেহে মানুষের প্রেক্ষিতে যা সে অপছন্দ করে তা মন্দ। কিন্তু এই মন্দত্ব নিহিত রয়েছে সেই নির্ধারিত বিষয়ের (মাকদুর) মধ্যে, আল্লাহর নির্ধারণ বা কর্মের (তাকদির) মধ্যে নয়। কারণ, মহান আল্লাহ কোনো সুমহান হিকমত বা প্রজ্ঞা ব্যতিরেকে কিছু নির্ধারণ করেন না—তা হয় সেই ব্যক্তির কল্যাণে যার ওপর তা আপতিত হয়েছে, অথবা সাধারণ সৃষ্টির কল্যাণে।

কখনো কখনো এই হিকমত নির্দিষ্টভাবে সেই ব্যক্তির জন্য হয়ে থাকে যার ওপর বিপদ আপতিত হয়েছে, আবার কখনো তা সাধারণভাবে সকল সৃষ্টির কল্যাণের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। যাঁর ওপর মন্দ কিছু নির্ধারিত হয়েছে, তিনি যদি তাতে ধৈর্য ধারণ করেন এবং পরকালীন প্রতিদানের আশা রাখেন, তবে তিনি এর মাধ্যমে কল্যাণ লাভ করেন। আর যখন আল্লাহ কারো ওপর কোনো মন্দ বিষয় নির্ধারণ করেন এবং সে কারণে সেই ব্যক্তি তার রবের দিকে প্রত্যাবর্তন করে—কেননা মানুষ যখন সর্বদা নিয়ামতের মধ্যে থাকে, তখন সে মহান দাতার শুকরিয়া আদায় করতে ভুলে যেতে পারে এবং আল্লাহর দিকে দ্রুত ফিরে আসে না। কিন্তু যখন সে বিপদে পড়ে, তখন সে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার মহান রবের দিকে ফিরে আসে; আর এর মধ্যেই রয়েছে বিশাল উপকারিতা।

আর অন্যদের ক্ষেত্রে বিষয় হলো, একজনের ওপর আপতিত এই নির্ধারিত বিষয়টি তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করলেও এর মাধ্যমে অন্যেরা উপকৃত হতে পারে।

এর একটি উদাহরণ হিসেবে এমন একজন ব্যক্তির কথা ধরা যাক যার মাটির ঘর রয়েছে। আল্লাহ যদি অবিরাম প্রবল বৃষ্টিবর্ষণ করেন, তবে সেই ঘরের মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু এতে সাধারণ মানুষের জন্য এমন সামষ্টিক কল্যাণ রয়েছে যা থেকে তারা উপকৃত হবে। ফলে এটি একজনের জন্য মন্দ হলেও অন্যদের জন্য কল্যাণে পরিণত হলো। তদুপরি, এই ব্যক্তির ক্ষেত্রেও একে মন্দ বলাটা একটি আপেক্ষিক বিষয়; কারণ এটি একদিক থেকে মন্দ হলেও অন্যদিক থেকে তার জন্য কল্যাণকর। এর মাধ্যমে সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অনুধাবন করে যে, একমাত্র আশ্রয়স্থল হলেন মহান আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোনো আশ্রয় নেই। ফলে সে এর মাধ্যমে তার বাহ্যিক ক্ষতির তুলনায় অধিকতর বড় ফায়দা লাভ করে।

সারকথা হলো, লেখক (রহিমাহুল্লাহ) এই হাদিসটি ধৈর্য অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, কারণ

(ص: 232) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

فيه فائدة عظيمة فيما إذا صبر الإنسان على قبض صفيه، أنه ليس له جزاء إلا الجنة. والله الموفق.

33- وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كلن عذاباً يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون، فيمكث في بلده صابراً محتسباً، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد)) (رواه البخاري).

[الشَّرْحُ]

نقل المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من الأحاديث الواردة في الصبر حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أن الطاعون عذاب أرسله الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. والطاعون: قيل: إنه وباء معين. وقيل: إنه كل وباء عام يحل بالأرض فيصيب أهلها ويموت الناس منه.

وسواء كان معيناً أم كل وباء عام مثل الكوليرا وغيرها؛ فإن هذه الطاعون عذاب أرسله الله عز وجل. ولكنه رحمة للمؤمنين إذا نزل بأرضه وبقي فيها صابراً محتسباً، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، فإن الله تعالى يكتب له

এতে এক মহান শিক্ষা নিহিত রয়েছে যে, মানুষ যদি তার প্রিয়জনের বিয়োগব্যথায় ধৈর্য ধারণ করে, তবে তার জন্য জাহ্নামে ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিদান নেই। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

* * *

৩৩- আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মহামারি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি তাঁকে অবহিত করেন যে, এটি ছিল একটি আজাব, যা আল্লাহ তাআলা যার ওপর ইচ্ছা তাঁর ওপর প্রেরণ করতেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা একে মুমিনদের জন্য রহমত স্বরূপ করে দিয়েছেন। অতএব, কোনো বান্দা যদি মহামারিতে আক্রান্ত হয়, অতঃপর সে তার শহরে ধৈর্য ধরে ও সওয়াবের আশায় অবস্থান করে এবং এই বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ তার জন্য যা লিখে রেখেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু তাকে স্পর্শ করবে না, তবে তার জন্য শহীদের অনুরূপ সওয়াব নির্ধারিত হবে। (বুখারি)।

[ব্যাক্যা]

গ্রন্থকার (রাহিমাল্লাহ) ধৈর্য সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসসমূহের মধ্যে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর হাদিসটি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মহামারি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তখন তিনি তাঁকে জানান যে, মহামারি হলো এমন একটি শাস্তি যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার ওপর ইচ্ছা প্রেরণ করেন।

আর ‘তাউন’ বা মহামারি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটি একটি বিশেষ রোগ। আবার বলা হয়েছে যে, এটি হলো এমন সব সাধারণ মহামারি যা কোনো ভূখণ্ডে আপতিত হয়, ফলে সেখানকার অধিবাসীরা তাতে আক্রান্ত হয় এবং মানুষ মৃত্যুবরণ করে।

চাই তা নির্দিষ্ট কোনো রোগ হোক কিংবা কলেরা বা অন্য কোনো সাধারণ মহামারি; এই মহামারি মূলত আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা প্রেরিত একটি আজাব। তবে মুমিনদের জন্য এটি রহমত যখন তা তাদের এলাকায় আপতিত হয় এবং তারা সেখানে ধৈর্য ও সওয়াবের প্রত্যাশায় অবস্থান করে এবং এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ তার ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন তা ছাড়া আর কিছুই তাকে স্পর্শ করবে না, তখন আল্লাহ তাআলা তার জন্য লিপিবদ্ধ করেন—

(ص: 233) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

مثل أجر الشهيد، ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف- رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه)).

إذا وقع الطاعون بأرض فإننا لا نقدم عليها، لأن الإقدام عليها إلقاء بالنفس إلى التهلكة، ولكنه إذا وقع في أرض فإننا لا نخرج منها فراراً منه، لأنك مهما فررت من قدر الله إذا نزل بالأرض فإن هذا الفرار لن يغني عنك من الله شيئاً، واذكر القصة التي قصها الله علينا في الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. قال بعض

العلماء في تفسير الآية: إنه نزل في الأرض وباء فخرجوا منها، فقال الله لهم موتوا ثم أحيأهم، ليبين لهم أنه لا مفر من قضاء الله إلا الله.

ففي حديث عائشة- رضي الله عنها دليل على فضل الصبر والاحتساب، وأن الإنسان إذا صبر نفسه في الأرض التي نزل فيها الطاعون ثم مات به، كتب الله له مثل أجر الشهيد.

وذلك أن الإنسان إذا نزل الطاعون في أرضه فإن الحياة غالبية عند الإنسان، سوف يهرب، يخاف من الطاعون. فإذا صبر وبى واحتسب الأجر وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، ثم مات به، فإنه يكتب له مثل أجر الشهيد. وهذا من نعمة الله عز وجل.

শহীদের সওয়াবের ন্যায়; একারণেই আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসে এসেছে যে, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যখন তোমরা কোনো ভূখণ্ডে এর (মহামারীর) কথা শুনবে, তখন সেখানে প্রবেশ করো না; আর যদি এমন কোনো স্থানে এটি আপতিত হয় যেখানে তোমরা অবস্থান করছো, তবে তা থেকে পালিয়ে বের হয়ো না।"

যদি কোনো ভূখণ্ডে প্লেগ বা মহামারী দেখা দেয়, তবে আমরা সেখানে প্রবেশ করব না। কেননা সেখানে প্রবেশ করা নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার শামিল। কিন্তু যদি তা কোনো ভূখণ্ডে দেখা দেয় এবং আমরা সেখানে থাকি, তবে আমরা পলায়নপর হয়ে সেখান থেকে বের হব না। কারণ, যখন কোনো জমিনে আল্লাহর তাকদির বা ফয়সালা অবতীর্ণ হয়, তখন আপনি যতই পলায়ন করুন না কেন, সেই পলায়ন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ফয়সালা থেকে আপনাকে বিন্দুমাত্র রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে সেই লোকদের যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন তা স্মরণ করুন, যারা মৃত্যুর ভয়ে হাজার হাজার সংখ্যায় নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। কোনো কোনো আলেম এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন: সেই জনপদে মহামারী হানা দিয়েছিল, ফলে তারা সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের বললেন, "তোমরা মরে যাও", এরপর তিনি তাদের জীবিত করলেন; যাতে তাদের সামনে এটি স্পষ্ট করে দেন যে, আল্লাহর ফয়সালা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় ছাড়া পালানোর কোনো পথ নেই।

সুতরাং আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদীসে ধৈর্য এবং সওয়াবের আশায় অবস্থান করার ফজিলতের প্রমাণ রয়েছে; আর এটিও প্রমাণিত হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি মহামারীকবলিত স্থানে নিজেকে ধৈর্যসহকারে আটকে রাখে এবং তাতে মৃত্যুবরণ করে, তবে আল্লাহ তার জন্য শহীদের সওয়াবের অনুরূপ পুণ্য লিখে দেন।

এর কারণ হলো, যখন কোনো ভূখণ্ডে মহামারী দেখা দেয়, তখন মানুষের কাছে জীবন অত্যন্ত প্রিয় বলে মনে হয়, সে পলায়ন করতে চায় এবং মহামারীকে ভয় পায়। এমতাবস্থায় যদি সে ধৈর্য ধারণ করে, অবস্থান করে এবং সওয়াবের আশা রাখে আর বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তার তাকদিরে যা লিখে রেখেছেন তার বাইরে কিছুই তার ওপর আপতিত হবে না, এরপর সে যদি তাতে মারা যায়, তবে তার জন্য শহীদের সওয়াবের ন্যায় পুণ্য লেখা হবে। আর এটি মহান আল্লাহর অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত।

(ص: 234) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

34- وعن أنس- رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر، عوضته منها الجنة) 9 يريد عينيه (رواه البخاري) .

في هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ((إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه)) يعني عينيه فيعني، ثم صبر، إلا عوضه الله بهما الجنة. لأن العين محبوبة للإنسان، فإذا أخذها الله سبحانه وتعالى وصبر الإنسان واحتسب، فإن الله يعوضه بهما الجنة، والجنة تساوي كل الدنيا، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لوضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها)). أي مقدار متر في الجنة خير من الدنيا وما فيها؛ لأن ما في الآخرة باق لا يفني ولا

يزول، والدنيا كلها فانية زائلة، فلهذا كانت هذه المساحة القليلة من الجنة خيراً من الدنيا وما فيها.

واعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا قبض من الإنسان حاسه من حواسه، فإن الغالب أن الله يعوضه في الحواس الأخرى ما يخفف عليه ألم فقد هذه الحاسة التي فقدوها. فالأعشى يمين الله عليه بقوة الإحساس والإدراك، حتى إن بعض الناس إذا كان أعشى تجده في السوق يمشي وكأنه مبصر يحس بالمنعطفات في الأسواق، ويحس بالمنحدرات وبالمرتفعات، حتى أن بعضهم يتفق

৩৪- আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ বলেছেন: যখন আমি আমার বান্দাকে তার প্রিয় দু'টি বস্তু দ্বারা পরীক্ষা করি এবং সে ধৈর্য ধারণ করে, তখন আমি তাকে সেই দু'টির বিনিময়ে জান্নাত দান করি।" এখানে 'প্রিয় বস্তু' বলতে তার দু'টি চোখ বোঝানো হয়েছে। (বুখারী বর্ণনা করেছেন)।

এই হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বরকতময় ও মহান রব থেকে সংবাদ দিচ্ছেন যে তিনি বলেছেন: "যখন আমি আমার বান্দাকে তার প্রিয় বস্তুদ্বয় দ্বারা পরীক্ষা করি" অর্থাৎ তার দু'টি চোখ নিয়ে নিই এবং সে অন্ধ হয়ে যায়, অতঃপর সে ধৈর্য ধারণ করে, তবে আল্লাহ তাকে সেই দু'টির বিনিময়ে জান্নাত দান করবেন। কারণ চোখ মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রিয়; সুতরাং যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেগুলো নিয়ে নেন এবং মানুষ ধৈর্য ধারণ করে ও সওয়াবের আশা করে, তখন আল্লাহ তাকে এর বিনিময়ে জান্নাত দান করেন। আর জান্নাত সমগ্র দুনিয়ার সমতুল্য; বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "জান্নাতে তোমাদের কারো একটি চাবুক রাখার স্থান দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছুর চেয়ে উত্তম।" অর্থাৎ জান্নাতে এক মিটার পরিমাণ জায়গাও দুনিয়া ও তার মাঝে যা কিছু আছে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ; কারণ আখিরাতের বিষয়সমূহ চিরস্থায়ী যা কখনো শেষ হবে না এবং বিলীনও হবে না, পক্ষান্তরে দুনিয়া পুরোটাই নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। এই কারণেই জান্নাতের এই সামান্যতম অংশটুকু দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছুর চেয়ে উত্তম।

জেনে রাখুন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যখন মানুষের কোনো একটি ইন্দ্রিয় কেড়ে নেন, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্লাহ অন্য ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে এমন ক্ষমতা দিয়ে ক্ষতিপূরণ করে দেন যা তার সেই ইন্দ্রিয় হারানোর বেদনাকে লাঘব করে।

ফলে অন্ধ ব্যক্তিকে আল্লাহ প্রবল অনুভূতি ও উপলব্ধি শক্তি দ্বারা ধন্য করেন, এমনকি কোনো কোনো অন্ধ ব্যক্তিকে বাজারে এমনভাবে চলাচল করতে দেখা যায় যেন সে দৃষ্টিমান; সে বাজারের বাঁকগুলো অনুভব করতে পারে এবং ঢাল ও উঁচু স্থানসমূহ বুঝতে পারে, এমনকি তাদের কাউকে কাউকে দেখা যায়...

(ম: 235) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

مع صاحب السيارة- سيارة الأجرة- يركب معه من أقصى البلد إلى بيته وهو يقول لصاحب السيارة: خذ ذات اليمين، وهكذا حتى يوقفه عند بابه، وصاحب السيارة لا يعرف البيت، لكن هذا يعرف البيت وهو راكب، سبحانه الله! فالله عز وجل إذا اقتضت حكمته أن يفقد أحداً من عباده حاسه من الحواس، فالغالب أن الله تعالى يخلف عليه حاسة قوية وإدراكاً قوياً يعوض بعض ما فاتته مما أخذته الله منه. والله البوفق.

* * *

وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس- رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلي، قال: هذه المرأة السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع، وإني أتكشف، فادع الله تعالى لي قال: ((إن شئت صبرت ولك

الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى ان يعافيك)) فقالت: اصبر. فقالت: إني انكشف،
فادع الله أن لا اتكشف. فدعا لها (متفق عليه) .

قوله: ((ألا أريك امرأة من أهل الجنة)) : يعرض عليه أن يريه امرأة من أهل
الجنة. وذلك لأن أهل الجنة ينقسمون غلي قسمين: قسم نشهد لهم بالجنة
بأوصافهم، وقسم نشهد لهم بالجنة بأعيانهم.
أما الذين نشهد لهم بالجنة بأوصافهم فكل مؤمن، كل متق، فإننا

গাড়ির চালক—ট্যাক্সি চালক—এর সাথে শহরের এক প্রান্ত থেকে নিজের বাড়ি পর্যন্ত তিনি
সওয়ার হন এবং চালককে বলতে থাকেন: ডানে মোড় নিন, এভাবে চলতে চলতে অবশেষে
তিনি তাকে তার দরজার সামনে থামান। অথচ গাড়ির চালক বাড়িটি চেনেন না, কিন্তু তিনি
সওয়ার অবস্থায় বাড়িটি চিনতে পারেন। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যখন তাঁর
প্রজ্ঞানুসারে তাঁর কোনো বান্দার কোনো একটি ইন্দ্রিয় হরণ করেন, তখন সাধারণত আল্লাহ
তায়লা তাকে এমন এক প্রখর ইন্দ্রিয়শক্তি ও তীক্ষ্ণ বোধশক্তি দান করেন যা আল্লাহ তার
থেকে যা ছিনিয়ে নিয়েছেন তার বিকল্প হিসেবে কাজ করে। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

* * *

আতা ইবনে আবি রাবাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)
আমাকে বললেন, "আমি কি তোমাকে জান্নাতি একজন নারী দেখাব না?" আমি বললাম,
"অবশ্যই।" তিনি বললেন, "এই যে কৃষ্ণবর্ণা নারীটি। তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললেন: আমি মৃগীরোগে আক্রান্ত হই এবং (অজ্ঞান অবস্থায়) আমার
শরীর অনাবৃত হয়ে পড়ে। তাই আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। তিনি
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তুমি যদি চাও তবে ধৈর্য ধারণ করতে পারো, যার
বিনিময়ে তোমার জন্য রয়েছে জান্নাত। আর তুমি যদি চাও তবে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া
করতে পারি যাতে তিনি তোমাকে আরোগ্য দান করেন। তখন তিনি বললেন: আমি ধৈর্যই
ধারণ করব। এরপর তিনি বললেন: আমার শরীর অনাবৃত হয়ে পড়ে, তাই আল্লাহর কাছে

দোয়া করুন যেন আমার শরীর অনাবৃত না হয়। অতঃপর তিনি তার জন্য দোয়া করলেন।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

তাঁর উক্তি: "আমি কি তোমাকে জান্নাতি একজন নারী দেখাব না?": তিনি তার কাছে জান্নাতি একজন নারীকে দেখানোর প্রস্তাব দিচ্ছেন। আর তা এ কারণে যে, জান্নাতিগণ দুই ভাগে বিভক্ত: একদল যাদের গুণাবলীর ভিত্তিতে আমরা তাদের জান্নাতি হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করি এবং অন্য দল যাদের নির্দিষ্টভাবে ব্যক্তি হিসেবে আমরা জান্নাতি হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করি। আর যাদের ব্যাপারে আমরা তাদের গুণাবলীর ভিত্তিতে জান্নাতের সাক্ষ্য দেই, তারা হলো প্রত্যেক মুমিন ও প্রত্যেক মুত্তাকি। কেননা আমরা...

(ص: 236) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

نشهد بأنه من

أهل الجنة. كما قال الله سبحانه وتعالى في الجنة) أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (آل عمران: من الآية 133) وقال: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ) (البينة: 8/7) فكل مؤمن متق يعمل الصالحات فإننا نشهد بأنه من أهل الجنة. ولكن لا نقول هو فلان وفلان، لأننا لا ندري ما يختص له، ولا ندري هل بآطنه كظاهرة، فلذلك لا نشهد له بعينه. فإذا مات رجل مشهود له بالخير قلنا: نرجو أن يكون من أهل الجنة، لكن لا نشهد أنه من أهل الجنة.

قسم آخر نشهد له بعينه، وهم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم

في

الجنة، مثل العشرة المبشرين بالجنة، وهم ابوبكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وسعيد بن زيد، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، والزبير بن العوام، رضي الله عنهم. ومثل ثابت بن قيس بن شماس، ومثل سعد بن معاذ، ومثل عبد الله بن سلام، ومثل بلال بن رباح، وغيرهم، رضي الله عنهم، ممن عينهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء نشهد لهم بأعيانهم، نقول: نشهد بأن أبا بكر في الجنة، ونشهد بأن عمر في الجنة، ونشهد بأن عثمان في الجنة، نشهد بأن علياً في الجنة، وهكذا. ومن ذلك هذه المرأة التي قال ابن عباس لتلميذه عطاء بن أبي رباح: ((ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلي! قال: هذه المرأة السوداء)). امرأة سوداء لا يؤبه لها في المجتمع، كانت تصرع وتنكشف،

আমরা সাক্ষ্য দেই যে, তিনি জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জান্নাত সম্পর্কে বলেছেন: (তা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে) (সূরা আল-ইমরান: ১৩৩ আয়াতের অংশ)। তিনি আরও বলেছেন: (নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারাই সৃষ্টির সেরা। তাদের প্রতিদান তাদের রবের নিকট চিরস্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এটি তার জন্য, যে তার রবকে ভয় করে) (সূরা আল-বাইয়্যিনাহ: ৭-৮)। অতএব প্রত্যেক মুত্তাকী মুমিন যিনি সৎকর্ম সম্পাদন করেন, আমরা সাক্ষ্য দেই যে তিনি জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আমরা নির্দিষ্ট করে বলি না যে তিনি অমুক ব্যক্তি বা অমুক ব্যক্তি; কারণ আমরা জানি না তার শেষ পরিণতি কী হবে, এবং আমরা জানি না তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা তার বাহ্যিক অবস্থার অনুরূপ কি না। এই কারণে আমরা নির্দিষ্টভাবে কারও জন্য সাক্ষ্য দেই না। সুতরাং যখন এমন কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন যার কল্যাণের ব্যাপারে সকলে সাক্ষ্য দেয়, তখন আমরা বলি: আমরা আশা করি তিনি জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন, কিন্তু আমরা সাক্ষ্য দেই না যে তিনি জান্নাতী।

অন্য একটি শ্রেণী রয়েছে যাদের ব্যাপারে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে সাক্ষ্য প্রদান করি, আর তারা হলেন তারা যাদের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন, যেমন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবী। তারা হলেন: আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, সাঈদ ইবনে যায়েদ, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ, আবু উবাইদাহ আমির ইবনুল জাররাহ এবং যুবাইর ইবনুল আওয়াম, রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

আরও যেমন সাবিত ইবনে কাইস ইবনে শাম্মাস, সা'দ ইবনে মুআয, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, বিলাল ইবনে রাবাহ এবং অন্যান্যগণ, রাদিয়াল্লাহু আনহুম—যাদের রাসূল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সুনির্দিষ্ট করেছেন। আমরা তাঁদের প্রত্যেকের জন্য আলাদাভাবে সাক্ষ্য দেই।

আমরা বলি: আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আবু বকর জান্নাতে, উমর জান্নাতে, উসমান জান্নাতে, আলী জান্নাতে—এভাবেই আমরা সাক্ষ্য দেই।

এরই অন্তর্ভুক্ত সেই নারী, যার সম্পর্কে ইবনে আব্বাস তাঁর ছাত্র আতা ইবনে আবি রাবাহকে বলেছিলেন: “আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতী নারী দেখাব না? আমি বললাম: অবশ্যই! তিনি বললেন: এই কৃষ্ণাঙ্গ নারীটি।”

একজন কৃষ্ণাঙ্গ নারী, সমাজে যার প্রতি তেমন দ্রষ্টব্য করা হতো না; তিনি মৃগী রোগে আক্রান্ত হতেন এবং তাঁর শরীর অনাবৃত হয়ে যেত।

(ص: 237) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام وسألته أن يدعو له لها، فقال لها ((إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت: اصبر، وإن كانت تتألم وتتأذي من الصرع، لكنها صبرت من أجل أن تكون من أهل الجنة. ولكنها قالت: يا رسول الله إني أتكشف، فأدع الله أن لا أتكشف. فدعا الله أن لا تتكشف، فصارت تصرع ولا تتكشف.

والصرع- نعوذ بالله منه- نوعان:

صرع بسبب تشنج الأعصاب: وهذا مرض عضوي يمكن أن يعالج من قبل الأطباء الماديين، بإعطاء العقاقير التي تسكنه أو تزيله تماماً.

وقسم آخر بسبب الشياطين والجن، يتسلط الجني على الإنسي فيصرعه ويدخل فيه، ويضرب به على الأرض، ويغبي عليه من شدة الصرع، ولا يحس، ويتلبس الشيطان أو الجني بنفس الإنسان ويبدأ يتكلم على لسانه، الذي يسمع الكلام يقول إن الذي يتكلم الإنسي، ولكنه الجني، ولهذا تجد في بعض كلامه الاختلاف، لا يكون كلامه وهو مستيقظ؛ لأنه يتغير بسبب نطق الجني.

هذا النوع من الصرع- نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه ومن غيره من الآفات - هذا النوع علاجه بالقراءة من أهل العلم والخير، يقرأون على هذا المصروع. فأحياناً يخاطبهم الجني ويتكلم معهم، ويبين السبب الذي جعله يصرع هذا الإنسي، وأحياناً يتكلم.

وقد ثبت صرع الجني للإنسي بالقرآن، والسنة، والواقع.

অতঃপর তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বিষয়টি অবহিত করলেন এবং তাঁর নিকট আবেদন করলেন যেন তিনি আল্লাহর কাছে তাঁর জন্য দুআ করেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বললেন, "তুমি চাইলে আমি তোমার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতে পারি, আর তুমি চাইলে সবর করতে পারো, যার বিনিময়ে তোমার জন্য জান্নাত থাকবে।" তিনি বললেন, "আমি সবরই করব।" যদিও তিনি মৃগীরোগের কারণে অত্যন্ত যাতনা ও কষ্ট পাচ্ছিলেন, তবুও জান্নাতবাসী হওয়ার আশায় তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। তবে তিনি আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! (রোগের প্রকোপে) আমার শরীর অনাবৃত হয়ে পড়ে, তাই আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন আমার শরীর অনাবৃত না হয়।" অতঃপর তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করলেন যেন তাঁর শরীর অনাবৃত না হয়। এরপর থেকে তাঁর মৃগী হতো ঠিকই, কিন্তু তাঁর শরীর অনাবৃত হতো না।

আর মৃগীরোগ—আমরা এটি থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি—দুই প্রকার:
স্নায়বিক উত্তেজনার কারণে সৃষ্ট মৃগী: এটি একটি শারীরিক ব্যাধি, যার চিকিৎসা আধুনিক
চিকিৎসকদের মাধ্যমে সম্ভব,
এমন সব ঔষধ প্রদানের মাধ্যমে যা এই রোগকে প্রশমিত করে অথবা একে সম্পূর্ণ নির্মূল করে
দেয়।

আর অন্য প্রকারটি হলো শয়তান ও জিনের প্রভাবে; যেখানে জিন মানুষের ওপর চড়াও হয়ে
তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং তার ভেতরে
প্রবেশ করে। তাকে সজোরে মাটিতে আছাড় দেয় এবং মৃগীর তীব্রতায় সে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে
ও কিছুই অনুভব করতে পারে না। শয়তান বা জিন মানুষের সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং
তার জিহবা ব্যবহার করে কথা বলতে শুরু করে। যে ব্যক্তি সেই কথা শুনে, সে মনে করে যে
মানুষটিই কথা বলছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে সেটি জিন। এই কারণেই আপনি তার কিছু কথার
মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ্য করবেন; জাগ্রত অবস্থায় সে যেভাবে কথা বলে এটি তেমন হয় না; কারণ
জিনের উচ্চারণের কারণে তা পরিবর্তিত হয়ে যায়।

মৃগীর এই প্রকারটি—আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ও আপনাদেরকে
এটি এবং অন্যান্য বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন—এর চিকিৎসা হলো ইলম ও নেক
আমলের অধিকারী ব্যক্তিদের তিলাওয়াতের মাধ্যমে; তাঁরা এই আক্রান্ত ব্যক্তির ওপর কুরআন
তিলাওয়াত করবেন।

কখনো কখনো জিন তাঁদের সাথে কথা বলে এবং সেই কারণটি ব্যক্ত করে যার ফলে সে এই
মানুষটিকে আক্রমণ করেছে, আবার কখনো সে কেবল কথা বলে যায়।

আর মানুষের ওপর জিনের আছর বা প্রভাবের বিষয়টি কুরআন, সুন্নাহ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা
দ্বারা প্রমাণিত।

ففي القرآن قال الله سبحانه: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ) (البقرة: من الآية 275) ، وهذا دليل على أن الشيطان يتخبط من المس وهو الصرع.

وفي السنة: روي الإمام أحمد في مسنده ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر من أسفاره، فمر بامرأة معها صبي يصرع، فأتت به إلي النبي عليه الصلاة والسلام، وخاطب الجنى وتكلم معه وخرج الجنى. فأعطت أم الصبي الرسول صلى الله عليه وسلم هدية علي ذلك)).

وكذلك أيضاً كان أهل العلم يخاطبون الجنى في المصروع ويتكلمون معه، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر ابن القيم - وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية - أنه جئ إلي شيخ الإسلام برجل مصروع، فجعل يقرأ عليه ويخاطبه ويقول لها: اتقي الله أخرجي- لأنها امرأة- فتقول له: أريد هذا الرجل وأحبه، فقال لها شيخ الإسلام: لكنه لا يحبك أخرجي، قالت إني أريد أن أحج به. قال هو لا يريد أن تحجي به أخرجي. فأبت، فجعل يقرأ عليها ويضرب الرجل ضرباً عظيماً، حتى إن يد شيخ الإسلام أوجعته من شدة الضرب.

فقالت الجنية: أنا أخرج كرامة للشيخ، قال: لا تخرجي كرامة لي، أخرجي طاعة لله ورسوله. فما زال بها حتى خرجت، ولما خرجت

কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন: "যারা সুদ গ্রহণ করে, তারা কেবল সেই ব্যক্তির ন্যায় দণ্ডায়মান হবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা ভরসাম্যহীন করে দিয়েছে।" (সূরা আল-বাকারাহ: ২৭৫ নম্বর আয়াতের অংশবিশেষ)। এটি এই বিষয়ের প্রমাণ যে, শয়তান স্পর্শের মাধ্যমে মানুষের ওপর ভর করে, আর এটিই হলো আছর বা মৃগীরোগ।

সুন্নাহর বর্ণনায় রয়েছে: ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোনো এক সফরে ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি এক মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন যার সাথে আছরগ্রস্ত একটি বালক ছিল। মহিলাটি তাকে নবী আলাইহিস

সালাতু ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে এলে তিনি জিনটিকে সম্বোধন করে কথা বললেন এবং জিনটি বেরিয়ে গেল। এর পরিপ্রেক্ষিতে বালকটির মা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি উপহার প্রদান করেন।

অনুরূপভাবে উলামায়ে কেরামও আছরগ্রস্ত ব্যক্তির ভেতরে থাকা জিনকে সম্বোধন করতেন এবং তার সাথে কথা বলতেন। তাঁদের মধ্যে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) অন্যতম। শাইখুল ইসলামের ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম উল্লেখ করেছেন যে, শাইখুল ইসলামের নিকট আছরগ্রস্ত এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলে তিনি তার ওপর (কুরআন) পাঠ করতে শুরু করেন এবং জিনটিকে সম্বোধন করে বলেন: "আল্লাহকে ভয় করো এবং বেরিয়ে যাও"—যেহেতু জিনটি ছিল একজন নারী। সে তাকে উত্তর দিল: "আমি এই লোকটিকে চাই এবং তাকে ভালোবাসি।" শাইখুল ইসলাম তাকে বললেন: "কিন্তু সে তো তোমাকে ভালোবাসে না, সুতরাং তুমি বেরিয়ে যাও।" সে বলল: "আমি তাকে নিয়ে হজ্জ করতে চাই।" তিনি বললেন: "সে চায় না যে তুমি তাকে নিয়ে হজ্জ করো, তুমি বেরিয়ে যাও।" সে অস্বীকার করলে তিনি তার ওপর তিলাওয়াত চালিয়ে যেতে লাগলেন এবং লোকটিকে সজোরে আঘাত করতে থাকলেন, এমনকি আঘাতের তীব্রতায় শাইখুল ইসলামের হাত ব্যথাতুর হয়ে পড়ল।

অতঃপর জিনটি বলল: "আমি শাইখের সম্মানে বেরিয়ে যাচ্ছি।" তিনি বললেন: "আমার সম্মানে নয়, বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যস্বরূপ বেরিয়ে যাও।" তিনি অনবরত চাপ প্রয়োগ করতে থাকলেন যতক্ষণ না সে বেরিয়ে গেল। আর যখন সে বেরিয়ে গেল...

(ص: 239) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

استيقظ الرجل فقال: ما الذي جاء بي إلي حضرة الشيخ؟ قالوا: سبحان الله! أما أحسست بالضرب الذي كان يضربك اشد ما يكون؟ قال ما أحسست بالضرب ولا أحسست بشيء. والأمثلة علي هذا كثيرة.
هذا النوع من الصرع له علاج يدفعه، وله علاج يرفعه.

فهو نوعان:

أما دفعه: فبأن يحرص الإنسان على الأوراد الشرعية الصباحية والمسائية. وهي معروفة في كتب أهل العلم، منها: آية الكرسي، فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح.

ومنها سورة الإخلاص والفلق والناس، ومنها أحاديث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فليحرص الإنسان عليها صباحاً ومساءً، فإن ذلك من أسباب دفع أذية الجن.

وأما الرفع: فهو إذا وقع بالإنسان فإنه يقرأ عليه آيات من القرآن فيها تخويف وتحذير

وتذكير واستعاذة بالله عز وجل حتى يخرج.

الشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة: ((إن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت: اصبر)) ففي هذا دليل على فضيلة الصبر، وأنه سبب لدخول الجنة. والله الموفق.

36- وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر غلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبينا من الأنبياء، صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فادموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه، وهو يقول: ((اللهم أغفر

লোকটি জাগ্রত হয়ে বলল: আমাকে শাইখের দরবারে কিসে নিয়ে এল? তারা বলল: সুবহানাল্লাহ! আপনার ওপর যখন অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রহার করা হচ্ছিল, আপনি কি তা অনুভব করেননি? তিনি বললেন: আমি কোনো প্রহারও অনুভব করিনি এবং অন্য কিছুই অনুভব করিনি। এ জাতীয় উদাহরণ প্রচুর রয়েছে।

এই প্রকারের মৃগীরোগ (জিন স্পর্শ) প্রতিরোধের প্রতিকার রয়েছে এবং তা দূরীকরণেরও প্রতিকার রয়েছে।

সুতরাং এটি দুই প্রকার:

প্রথমত প্রতিরোধের উপায়: মানুষ সকাল এবং সন্ধ্যার শরয়ি ওযিফা বা দুআসমূহ পালনে যত্নবান হবে। এগুলো

আহলে ইলম তথা আলেমদের কিতাবসমূহে সুপরিচিত। তার মধ্যে অন্যতম হলো: আয়াতুল কুরসি; কেননা যে ব্যক্তি রাতে এটি পাঠ করবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবে এবং ভোর হওয়া পর্যন্ত কোনো শয়তান তার কাছে ভিড়তে পারবে না।

এছাড়া রয়েছে সূরা আল-ইখলাস, আল-ফালাক ও আন-নাস এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ। অতএব, মানুষের উচিত সকাল-সন্ধ্যায় এগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হওয়া; কেননা এটি জিনের কষ্ট ও অনিষ্ট প্রতিরোধের অন্যতম মাধ্যম।

দ্বিতীয়ত দূরীকরণের উপায়: যখন কোনো মানুষের ওপর তা আপতিত হয়, তখন তার ওপর কুরআনের এমন সব আয়াত পাঠ করা হবে যাতে ভয়প্রদর্শন, সতর্কবার্তা, নসিহত এবং মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার বিষয় রয়েছে, যতক্ষণ না সেটি বের হয়ে যায়।

এই হাদীস থেকে মূল শিক্ষণীয় বিষয় হলো এই মহিলার প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী: "তুমি যদি

চাও তবে ধৈর্য ধারণ করো, আর তোমার জন্য রয়েছে জাল্লাত; তখন তিনি বললেন: আমি ধৈর্য ধারণ করব।" এতে ধৈর্যের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রয়েছে এবং জাল্লাতে প্রবেশের এটি একটি অন্যতম কারণ। আর আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

* * *

৩৬- আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকিয়ে আছি, তিনি আশ্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মধ্য থেকে একজন নবীর অবস্থা বর্ণনা করছিলেন—যাঁকে তাঁর কণ্ঠমুখ প্রহার করে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। অতঃপর তিনি তাঁর মুখমণ্ডল থেকে রক্ত মুছছিলেন এবং বলছিলেন: "হে আল্লাহ! ক্ষমা করুন..."

لقومي فإنهم لا يعلمون)) (متفق عليه) .

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث يحكي النبي صلي الله عليه وسلم فيه شيئاً مما جري للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء كلفهم الله تعالى بالرسالة لأنهم اصل لها، كما قال الله تعالى: (اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ) (الأنعام: من الآية 124) ، فهم أهل لها في التحمل والتبليغ والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر علي ذلك، وكان الرسل - عليهم الصلاة والسلام- يؤذنون بالقول وبالفعل، وربما بلغ الأمر إلي قتلهم، وقد بين الله ذلك في كتابه حيث قال لنبيه صلي الله عليه وسلم: (وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ) (استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية) أي: إن استطعت ذلك فافعل (ولو شاء الله لجمعهم على الهدى) ولكن لحكمة اقتضت أن يكذبوك، حتى يتبين الحق من الباطل بعد المصارعة والمجادلة) ي فلا تكونن من الجاهلين) (الأنعام: من الآية 35) .

حكي نبينا صلي الله عليه وسلم عن نبي من الأنبياء أن قومه ضربوه، ولم يضربوه إلا حيث كذبوه حتى أدموا وجهه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وهذا غاية ما يكون من الصبر، لأن الإنسان

আমার সম্প্রদায়ের জন্য, কারণ তারা জানে না" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যখ্যা]

এই হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীদের (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম) ওপর যা ঘটেছিল তার কিছু অংশ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা নবীদের রিসালাতের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন কারণ তাঁরাই এর জন্য উপযুক্ততম, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: "আল্লাহই ভালো জানেন কোথায় তিনি তাঁর রিসালাত অর্পণ করবেন" (আল-আনআম: ১২৪ নং আয়াতের অংশ)। সুতরাং তাঁরাই এর ভার বহন, প্রচার, দাওয়াত, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ এবং এ ক্ষেত্রে ধৈর্যের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি। রসূলগণ (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম) কথা ও কাজের মাধ্যমে কষ্টপ্রাপ্ত হতেন, এমনকি কখনও কখনও বিষয়টি তাঁদের হত্যার পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে যেত। আল্লাহ তাঁর কিতাবে তা বর্ণনা করেছেন যখন তিনি তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলেছেন: "নিশ্চয়ই আপনার পূর্বেও অনেক রসূলকে অস্বীকার করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ও কষ্ট দেওয়ার পরও তাঁরা ধৈর্য ধারণ করেছিলেন, যতক্ষণ না তাঁদের নিকট আমার সাহায্য এসেছে। আল্লাহর বাণীসমূহ পরিবর্তন করার কেউ নেই। আর আপনার কাছে রসূলদের কিছু সংবাদ পৌঁছেছে।" ("যদি আপনি সক্ষম হন জমিনে কোনো সুড়ঙ্গ কিংবা আকাশে কোনো সিঁড়ি অন্বেষণ করতে এবং তাদের কাছে কোনো নিদর্শন নিয়ে আসতে") অর্থাৎ: আপনি যদি তা করতে পারেন তবে করুন। ("আর আল্লাহ যদি চাইতেন তবে অবশ্যই তাদের হেদায়েতের ওপর একত্রিত করতেন") কিন্তু এক হিকমতের কারণে তারা আপনাকে অস্বীকার করা আবশ্যকীয় হয়েছে, যাতে সংগ্রাম ও বিতর্কের পর সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। ("সুতরাং আপনি কিছুতেই অঙ্গদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না") (আল-আনআম: ৩৫ নং আয়াতের অংশ)। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক নবী সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে প্রহার করেছিল। তারা তাঁকে তখনই প্রহার করেছিল যখন তারা তাঁকে অস্বীকার করেছিল, এমনকি তারা তাঁর চেহারা রক্তাক্ত করে ফেলেছিল। এমতাবস্থায় তিনি তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বলছিলেন: হে আল্লাহ! আপনি আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করে দিন, কেননা তারা জানে না। আর এটি ধৈর্যের সর্বোচ্চ পর্যায়, কারণ মানুষ...

لو ضرب على شيء من الدنيا لاستشاط غضباً، وانتقم ممن ضربه، وهذا يدعو إلي الله، ولا يتخذ على دعوته أجراً، مع هذا يضربونه حتى يدموا وجهه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: ((اللهم أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)).

وهذا الذي حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدثنا به عبثاً أو لأجل أن يقطع الوقت علينا بالحديث، وإنما حدثنا بذلك من أجل أن نتخذ منه عبرة نسير عليها، كما قال سبحانه وتعالى: (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ) (يوسف: من الآية 111)، والعبرة من هذا أن نصبر على ما نؤذي به من قول أو فعل في سبيل الدعوة إلي الله، وأن نقول متمثلين:

هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت

وأن نصبر على ما يصيبنا مما نسعه أو ينقل إلينا مما يقا فينا بسبب الدعوة إلي الله، وأن نري أن هذا رفعة لدرجاتنا وتكفير لسيئاتنا، فعسى أن يكون في دعوتنا خلل من نقص في الإخلاص أو من كيفية الدعوة وطريقها، فيكون هذا الأذى الذي نسمع، يكون كفارة لما وقع منا، لأن الإنسان مهما عمل فهو ناقص لا يمكن أن يكمل عمله أبداً، إلا أن يشاء الله، فإذا أصيب وأؤذي في سبيل الدعوة إلي الله فإن هذا من باب تكميل دعوته ورفعة درجته، فليصبر وليحتسب ولا ينكص علي عقبه، لا يقول

যদপি পার্থিব কোনো বিষয়ের জন্য কাউকে প্রহার করা হতো, তবে সে প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হতো এবং প্রহারকারীর নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করত। অথচ ইনি আল্লাহর দিকে আহ্বান করছেন এবং এই দাওয়াতের বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করছেন না; তা সত্ত্বেও তারা তাঁকে এমনভাবে প্রহার করছে যে তাঁর চেহারা মোবারক রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে, আর তিনি নিজ চেহারা থেকে রক্ত মুছছেন এবং বলছেন: "হে আল্লাহ! আপনি আমার কণ্ঠকে ক্ষমা করুন, কেননা তারা অবগত নয়।"

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে যা বর্ণনা করেছেন, তা বৃথা কিংবা নিছক সময় অতিবাহিত করার উদ্দেশ্যে করেননি। বরং তিনি এটি এ জন্য বর্ণনা করেছেন যাতে আমরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সেই অনুযায়ী পরিচালিত হতে পারি। যেমন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন: "অবশ্যই তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য শিক্ষা রয়েছে" (সূরা ইউসুফ: ১১১)। আর এর শিক্ষা হলো, আল্লাহর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমাদের ওপর কথা বা কাজের মাধ্যমে যে কষ্টই আপতিত হোক না কেন, তাতে ধৈর্য ধারণ করা এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ এই পঙ্ক্তিটি উচ্চারণ করা:

তুমি তো সামান্য একটি আঙুল মাত্র যা রক্তাক্ত হয়েছে, আর তুমি যা ভোগ করেছ তা তো আল্লাহর পথেই।

তদ্রূপ দাওয়াতের কারণে আমাদের সম্পর্কে যা বলা হয় কিংবা আমাদের বিরুদ্ধে যা কিছু রটানো হয়, তার দরুন যে কষ্টের সম্মুখীন আমরা হই তাতে ধৈর্য ধারণ করা এবং এটিকে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি ও গুনাহের কাফফারা হিসেবে গণ্য করা। হতে পারে আমাদের দাওয়াতের কাজে ইখলাসের কমতি কিংবা দাওয়াতের কর্মপদ্ধতি ও পন্থায় কোনো ত্রুটি বিদ্যমান, ফলে আমরা যে কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছি তা আমাদের পক্ষ থেকে ঘটে যাওয়া ত্রুটির প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে। কারণ মানুষ যা-ই আমল করুক না কেন তা অপূর্ণাঙ্গ, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কারও কর্মই কখনো পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। অতএব, যদি কেউ আল্লাহর পথে দাওয়াতের ময়দানে বিপদে পড়ে কিংবা লাঞ্চিত হয়, তবে তা তার দাওয়াতের পরিপূরণ এবং মর্যাদা বুলন্দ হওয়ারই সোপান। সুতরাং সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহর নিকট সওয়াবের প্রত্যাশা রাখে, আর কিছুতেই যেন সে পশ্চাদপসরণ না করে; সে যেন না বলে—

(ص: 242) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

لست بملزم، أنا أصابني الأذى، أنا تعبت، بل الواجب الصبر، والدنيا ليست طويلاً!
أيام ثم تزول، فاصبر حتى يأتي الله بأمره.

وفي قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ((كأني أنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي لنا)) فيه دليل على أن المحدث أو المخبر يخبر بما يؤيد ضبطه للخبر والحديث. وهذا أمر شائع عند الناس، يقول: كأني أنظر إلي فلان وهو يقول لنا كذا وكذا، أي: كأني أنظر إليه الآن، وكأني اسمع كلامه الآن. فإذا استعمل الإنسان مثل هذا الأسلوب لتثبيت ما يحدث به فله في ذلك أسوة من السلف الصالح رضي الله عنهم. والله الموفق.

* * *

37- وعن أبي سعيد وابي هريرة- رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما يصيب المسلم من نصب ولا صب، ولا هم ولا حزن، ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياها)) (متفق عليه) ، ((والوصب)) البرض **38-** وعن أبي مسعود- رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إني توعك وعكا شديداً قال: ((أجل إني أوعك كما يوعك رجلا منكم)) قلت: ذلك أن لك أجريين؟ قال: ((أجل ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى؛ شوكة فما فوقها، إلا كفر الله بها سيئاته.

আমি বাধ্য নই, আমি কষ্টের শিকার হয়েছি, আমি ক্লান্ত—(এরূপ ভাবা উচিত নয়), বরং ধৈর্য ধারণ করাই ওয়াজিব। আর এই দুনিয়া তো দীর্ঘ নয়! কয়েক দিন মাত্র, তারপর তা বিলীন হয়ে যাবে। অতএব, ধৈর্য ধারণ করুন যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর ফয়সালা নিয়ে আসেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর উক্তি: "আমি যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকাচ্ছি যখন তিনি আমাদের নিকট বর্ণনা করছিলেন"—এর মধ্যে এই প্রমাণ রয়েছে যে, হাদিস বর্ণনাকারী বা সংবাদ প্রদানকারী এমন বিষয় উল্লেখ করেন যা সংবাদ বা হাদিসটির ওপর তার নির্ভুল স্মৃতি ও আয়ত্তকে সমর্থন করে। এটি মানুষের মধ্যে প্রচলিত একটি বিষয়; সে বলে: "আমি যেন অমুক ব্যক্তির দিকে তাকাচ্ছি যখন সে আমাদের নিকট

এমন এমন কথা বলছিল।" অর্থাৎ: আমি যেন তাকে এখনই দেখছি এবং তার কথা এখনই শুনছি।

যদি কোনো ব্যক্তি তার বর্ণিত বিষয়কে সুদৃঢ় করার জন্য এই ধরনের বাচনভঙ্গি ব্যবহার করে, তবে তার জন্য সালাফে সালাহীন রাদিয়াল্লাহু আনহুমে'র অনুসরণে উত্তম আদর্শ রয়েছে। আল্লাহই তাওফীকদানকারী।

* * *

৩৭- আবু সাঈদ এবং আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "একজন মুসলিমের ওপর যে কোনো ক্লান্তি, ব্যাধি, দুশ্চিন্তা, শোক, কষ্ট কিংবা উদ্বেগ আপতিত হয়, এমনকি তার গায়ে যদি একটি কাঁটাও ফোটে, এর বিনিময়ে আল্লাহ তার পাপসমূহ মোচন করে দেন।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। 'আল-ওয়াসাব' অর্থ ব্যাধি।

৩৮- আবু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলাম যখন তিনি জ্বরে কাঁপছিলেন। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো তীব্র জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছেন। তিনি বললেন: "হ্যাঁ, তোমাদের দুইজন লোক যতটুকু জ্বরে আক্রান্ত হয়, আমি একাই ততটুকু জ্বরে আক্রান্ত হই।" আমি বললাম: এটি কি এজন্য যে আপনার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে? তিনি বললেন: "হ্যাঁ, বিষয়টি এমনই। যে কোনো মুসলিম যখনই কোনো কষ্টের শিকার হয়—তা একটি কাঁটা ফোটাই হোক বা তার চেয়ে বেশি কিছু—আল্লাহ তার বিনিময়ে তার পাপসমূহ মোচন করে দেন,

(ص: 243) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وخطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها)) (متفق عليه) .
و ((الوعك)) مغث الحمي، وقيل: الحمي.

[الشَّرْحُ]

هذان الحديثان: حديث أبي سعيد وأبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهم فيهما دليل علي أن الإنسان يكفر عنه بما يصيبه من الهم والنصب والغم وغير ذلك، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى، يبتلي سبحانه وتعالى عبده بالمصائب وتكون تكفيراً لسيئاته وحطاً لذنوبه.

والإنسان في هذه الدنيا لا يمكن أن يبقى مسروراً دائماً، بل هو يوماً يسر ويوماً يحزن، ويوماً يأتيه شيء ويوماً لا يأتيه، فهو مصاب بمصائب في نفسه ومصائب في بدنه. ومصائب في مجتمعه ومصائب في أهله، ولا تحصي المصائب التي تصيب الإنسان، ولكن المؤمن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له.

فإذا أصبت بالمصيبة فلا تظن أن هذا الهم الذي يأتيك أو هذا الألم الذي يأتيك ولو كان شوكة، لا تظن أنه يذهب سدي، بل ستعوض عنه خيراً منه، ستحط عنك الذنوب كما تحط الشجرة ورقها، وهذا من نعمة الله.

وإذا زاد الإنسان على ذلك الصبر والاحتساب، يعني: احتساب

...এবং তার গুনাহসমূহ ঝরে পড়ে যেভাবে গাছ তার পাতা ঝরিয়ে দেয় (বুখারি ও মুসলিম)।

আর ‘আল-ওয়াক’ হলো জ্বরের তীব্রতা বা কষ্ট, আর বলা হয়েছে: এটি স্বয়ং জ্বর।

[ব্যাক্য]

এই হাদিস দুটি: আবু সাঈদ, আবু হুরায়রা এবং ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) বর্ণিত হাদিসে এই প্রমাণ রয়েছে যে, মানুষের ওপর যে দুশ্চিন্তা, ক্লান্তি, দুঃখ-বেদনা ও অন্যান্য কষ্ট আপতিত হয়, তার মাধ্যমে তার পাপ মোচন করা হয়। এটি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে এক বিশেষ নেয়ামত; তিনি তাঁর বান্দাকে বিপদ-আপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন এবং তা তার মন্দ কাজের কাফফারা ও গুনাহ মোচনের মাধ্যম হিসেবে গণ্য হয়।

দুনিয়াতে মানুষের পক্ষে সর্বদা আনন্দিত থাকা সম্ভব নয়; বরং সে কোনোদিন আনন্দিত হয় আবার কোনোদিন বিষণ্ণ থাকে। কোনোদিন তার অনুকূলে কিছু ঘটে, আবার কোনোদিন ঘটে

না। সে নিজের সত্তা, শরীর, সমাজ এবং পরিবার নিয়ে বিভিন্ন বিপদের সম্মুখীন হয়। মানুষের ওপর আপতিত এই বিপদ-আপদসমূহ গণনা করা সম্ভব নয়। তবে মুমিনের সকল বিষয়ই কল্যাণকর; যদি সে দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয় তবে ধৈর্য ধারণ করে, যা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি সে সুখের দেখা পায় তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, যা তার জন্যও কল্যাণকর হয়।

সুতরাং আপনি যখন কোনো বিপদে আক্রান্ত হন, তখন এমনটি ভাববেন না যে আপনার এই দুশ্চিন্তা বা এই বেদনা—তা সামান্য কাঁটা বিঁধলেও—বৃথা যাচ্ছে। বরং এর বিনিময়ে আপনাকে এর চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে এবং আপনার গুনাহসমূহ এমনভাবে ঝরিয়ে দেওয়া হবে যেমন গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়ে। এটি আল্লাহর অন্যতম নেয়ামত।

আর মানুষ যদি এর সাথে ধৈর্য এবং সওয়াবের আশা (ইহতিসাব) যুক্ত করে, অর্থাৎ সওয়াবের আশা...

(ص: 244) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الأجر، كان له مع هذا أجر.

فالمصائب تكون على وجهين:

تأرة إذا أصيب الإنسان تذكر الأجر واحتسب هذه المصيبة على الله، فيكون فيها

فائدتان: تكفير الذنوب؛ وزيادة الحسنات.

وتأرة يغفل عن هذا فيضيّق صدره، ويصيبه ضجر أو ما أشبه ذلك، ويغفل عن

نية احتساب الأجر والثواب على الله، فيكون في ذلك تكفير لسيئاته، إذا هو رابح على

كل حال في هذه المصائب التي تأتيه.

فإِما أَن يربح تكفير السيئات وخط الذنوب بدون أَن يحصل له أَجر؛ لِأَنه لم ينو شيئاً ولم يصبر ولم يحتسب الأجر. وإِما أَن يربح شيئين: تكفير السيئات، وحصول الثواب من الله عز وجل كما تقدم.

ولهذا ينبغي للإنسان إِذا اصاب ولو بشوكة، فليتذكر احتساب الأجر من الله على هذه المصيبة، حتى يؤجر عليها، مع تكفيرها للذنوب. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه، حيث يبتلي المؤمن ثم يثيبه على هذه البلوى أو يكفر عنه سيئاته. فالحمد لله رب العالمين.

39- وعن أبي هريرة- رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به خيراً يصب منه)) (رواه البخاري) .

সওয়াব বা প্রতিদান; এর সাথে তার জন্য সওয়াবও থাকবে।

সূতরাং বিপদ-আপদ দুই প্রকারের হয়ে থাকে:

প্রথমত: যখন মানুষ বিপদে আক্রান্ত হয় তখন সে সওয়াবের কথা স্মরণ করে এবং আল্লাহর নিকট এই বিপদের বিনিময়ে প্রতিদান প্রত্যাশা করে; এমতাবস্থায় এতে দুটি উপকার রয়েছে: পাপমোচন এবং নেক আমল বৃদ্ধি।

দ্বিতীয়ত: কখনও কখনও সে এ বিষয়ে গাফেল বা উদাসীন থাকে, ফলে তার মন সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং সে বিরক্তি বা অনুরূপ কিছু অনুভব করে। সে আল্লাহর নিকট সওয়াব ও প্রতিদান লাভের নিয়ত করতে ভুলে যায়। এমতাবস্থায় এটি তার পাপের কাফফারা বা মোচন হিসেবে গণ্য হয়। সুতরাং যে বিপদই তার ওপর আসুক না কেন, সে সর্বাবস্থায় লাভবান।

হয় সে কেবল পাপমোচন ও গুনাহ ঝরে যাওয়ার মাধ্যমে লাভবান হবে—কোনো সওয়াব অর্জন ছাড়াই; কারণ সে কোনো নিয়ত করেনি, ধৈর্য ধারণ করেনি এবং সওয়াবও প্রত্যাশা

করেনি। নতুবা সে দুটি বিষয়ে লাভবান হবে: পাপমোচন এবং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সওয়াব প্রাপ্তি, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাই মানুষের উচিত, সে যদি সামান্য কাঁটার আঘাতও পায়, তবে যেন সে এই বিপদের বিনিময়ে আল্লাহর নিকট সওয়াব প্রত্যাশা করার কথা স্মরণ করে, যাতে পাপমোচনের পাশাপাশি সে এর জন্য সওয়াবও লাভ করতে পারে।

আর এটি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিয়ামত, অনুগ্রহ ও বদান্যতা যে, তিনি মুমিনকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর সেই পরীক্ষার বিনিময়ে তাকে সওয়াব দান করেন অথবা তার পাপসমূহ মিটিয়ে দেন।

সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

* **

৩৯-আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে তিনি বিপদে ফেলেন (অর্থাৎ পরীক্ষার সম্মুখীন করেন)।" (বুখারী)।

(ص: 245) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

[الشَّرْحُ]

قوله ((يصب)) قرئت بوجهين: بفتح الصاد (يصب) وكسرهما (يصب) وكلاهما صحيح. أما ((يصب منه)) فالعني أن الله يقدر عليه المصائب حتى يبتليه بها: أيصبر أم يضر. وأما ((يصب منه)) فهي أعم، أي: يصاب من الله ومن غيره. ولكن هذا الحديث المطلق مقيد بالأحاديث الأخرى التي تدل على أن المراد: من يرد الله به خيراً فيصبر ويحتسب، فيصيب الله منه حتى يبلوه.

أما إذا لم يصبر فإنه قد يصاب الإنسان ببلايا كثيرة وليس فيه خير، ولم يرد الله به خيراً.

فالكفار يصابون بمصائب كثيرة، ومع هذا يبقون على كفرهم حتى يموتوا عليه، وهؤلاء بلا شك لم يرد بهم خيراً. لكن المراد: من يرد الله به خيراً فيصيب منه فيصبر منه فيصبر علي هذه المصائب، فإن ذلك من الخير له، لأنه سبق أن المصائب يكفر الله بها الذنوب ويحط بها الخطايا، ومن المعلوم أن تكفير الذنوب والسيئات وحط الخطايا لا شك أنه خير للإنسان، لأن المصائب غاية ما فيها أنها مصائب دنيوية تزول بالأيام، كما مضت الأيام خفت عليك المصيبة، لكن عذاب الآخرة باق- والعياذ بالله- فإذا كفر الله عنك بهذه المصائب صار ذلك خيراً لك.

* * *

[ব্যাখ্যা]

তাঁর বাণী "ইউসাব" শব্দটিকে দুইভাবে পাঠ করা হয়েছে: সাদের ওপর জবর (ফাতহা) দিয়ে "ইউসাব" এবং সাদের নিচে যের (কাসরা) দিয়ে "ইউসিব"; এবং উভয় পঠনই সঠিক।

"ইউসাব মিনহু" (বিপদে আক্রান্ত হওয়া) এর অর্থ হলো—আল্লাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপর বিপদাপদ নির্ধারণ করেন যাতে এর মাধ্যমে তাকে পরীক্ষা করতে পারেন: সে কি ধৈর্য ধারণ করে নাকি অস্থির হয়ে পড়ে। আর "ইউসিব মিনহু" (বিপদ আপতিত হওয়া) এর অর্থ অধিক ব্যাপক, অর্থাৎ: সে আল্লাহর পক্ষ থেকে অথবা অন্যের পক্ষ থেকে আক্রান্ত হয়।

তবে এই সাধারণ (মুতলাক) হাদিসটি অন্যান্য হাদিস দ্বারা সীমাবদ্ধ (মুকায়্যাদ), যা নির্দেশ করে যে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো: আল্লাহ যার মঙ্গল চান সে ধৈর্য ধারণ করে এবং সওয়াবের প্রত্যাশা করে, ফলে আল্লাহ তাকে পরীক্ষা করার জন্য বিপদে ফেলেন।

পক্ষান্তরে যদি কেউ ধৈর্য ধারণ না করে, তবে মানুষ অনেক বালা-মুসিবতে আক্রান্ত হলেও তাতে তার জন্য কোনো কল্যাণ নেই এবং আল্লাহ এর মাধ্যমে তার মঙ্গল চাননি।

যেমন কাফেররা অনেক বিপদাপদে আক্রান্ত হয়, তা সত্ত্বেও তারা তাদের কুফরির ওপর অবিচল থাকে এবং সেই অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করে; এদের জন্য নিঃসন্দেহে কোনো কল্যাণ চাওয়া হয়নি।

বরং উদ্দেশ্য হলো: আল্লাহ যার মঙ্গল চান তাকে বিপদে ফেলেন এবং সে এই বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করে, যা তার জন্য কল্যাণের কারণ হয়। কারণ ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, বিপদাপদের মাধ্যমে আল্লাহ গুনাহ মোচন করেন এবং পাপরাশি মিটিয়ে দেন। আর এটি সর্বজনবিদিত যে, গুনাহ ও মন্দ কর্মের মার্জনা এবং পাপ মোচন হওয়া নিঃসন্দেহে মানুষের জন্য কল্যাণকর। কারণ বিপদাপদ বড়জোর পার্থিব কষ্ট যা সময়ের আবর্তে বিলীন হয়ে যায়; দিন অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে বিপদের তীব্রতাও লাঘব হয়। কিন্তু পরকালের শাস্তি চিরস্থায়ী—আমরা এ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। সুতরাং আল্লাহ যদি এই বিপদাপদের বিনিময়ে তোমার গুনাহ মোচন করে দেন, তবে তা তোমার জন্য মঙ্গলের কারণ হলো।

* * *

(ص: 246) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

40- وعن أنس- رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلاً فليقل: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي)) (متفق عليه) .

في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يتمني الموت لضر نزل به. وذلك أن الإنسان ربما ينزل به ضر يعجز عن التحمل ويتعب؛ فيتمني الموت.

يقول: يارب أمتني، سواء قال ذلك بلسانه أو بقبله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ((لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به)). فقد يكون هذا خيراً له. ولكن إذا أصبت بضر فقل: اللهم أعني على الصبر عليه، حتى يعينك الله فتصبر، ويكون ذلك لك خيراً.

أما أن تتمنى الموت فأنت لا تدري، ربما يكون الموت شراً عليك لا يحصل به راحة، كما قال الشاعر:

ليس من مات فاستراح بيت إننا البيت ميت الأحياء

الإنسان ربما يموت فيموت إلي عقوبة- والعياذ بالله- وإلي عذاب قبر، وإذا بقي في الدنيا فربما يستعذب ويتوب ويرجع إلي الله فيكون خيراً له؛ فإذا نزل بك ضر فلا تتمن الموت، وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يتمنى الإنسان للضر الذي نزل به، فكيف بمن

80- আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের কেউ যেন তার ওপর আপতিত কোনো বিপদের কারণে মৃত্যু কামনা না করে। তবে যদি তাকে তা করতেই হয়, তবে সে যেন বলে: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে জীবিত রাখুন যতক্ষণ পর্যন্ত জীবন আমার জন্য কল্যাণকর হয়, আর আমাকে মৃত্যু দান করুন যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয়।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

এই হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষের ওপর কোনো বিপদ আপতিত হলে তার কারণে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করেছেন। এর কারণ হলো, মানুষের ওপর কখনো কখনো এমন বিপদ নেমে আসে যা সহ্য করতে সে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং পরিশ্রান্ত হয়ে যায়; তখন সে মৃত্যু কামনা করে এবং বলে: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে মৃত্যু দিন—চাই সে তা মুখে বলুক বা অন্তরে পোষণ করুক। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা থেকে বারণ করে বলেছেন: "তোমাদের কেউ যেন তার ওপর আপতিত কোনো বিপদের কারণে মৃত্যু কামনা না করে।" কারণ, সম্ভবত এই বিপদটিই তার জন্য কল্যাণকর হতে পারে।

কিন্তু আপনি যখন কোনো বিপদে আক্রান্ত হবেন, তখন বলুন: হে আল্লাহ! আমাকে এর ওপর ধৈর্য ধারণ করার তাওফিক দিন; যাতে আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করেন এবং আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেন, আর তা আপনার জন্য মঙ্গলজনক হয়।

আর মৃত্যু কামনার বিষয়টি এমন যে, আপনি জানেন না—হয়তো মৃত্যু আপনার জন্য অকল্যাণকর হতে পারে যাতে কোনো প্রশান্তি অর্জিত হবে না। যেমনটি কবি বলেছেন: যে মৃত্যুবরণ করে বিশ্রাম পায় সে-ই প্রকৃত মৃত নয়, বরং প্রকৃত মৃত তো সে-ই যে জীবিতদের মাঝে মৃত হিসেবে গণ্য।

মানুষ হয়তো মৃত্যুবরণ করার পর শান্তির দিকে ধাবিত হয়—আল্লাহর কাছে আমরা এ থেকে আশ্রয় চাই—এবং কবরের আজাবের দিকে চলে যায়। অথচ সে যদি পৃথিবীতে বেঁচে থাকত, তবে সম্ভবত সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করত, তাওবা করত এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসত, যা তার জন্য উত্তম হতো। অতএব, আপনার ওপর কোনো বিপদ আপতিত হলে মৃত্যু কামনা করবেন না। যেখানে রাসূল (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) আপতিত বিপদের কারণে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করেছেন, সেখানে সেই ব্যক্তির অবস্থা কেমন হবে যে...

(ص: 247) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

يقتل نفسه إذا نزل به الضر، كما يوجد من بعض الحقيقي الذين إذا نزلت بهم المضائق خنقوا أنفسهم أو نحروها أو أكلوا سباً أو ما أشبه ذلك، فإن هؤلاء ارتحلوا من عذاب إلي أشد منه، لم يستريحوا، لكن- والعياذ بالله- انتقلوا من عذاب إلي أشد. لأن الذي يقتل نفسه يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن قتل نفسه بحديدة- خنجر أو سكين أو مسبار أو غير ذلك - فإنه يوم القيامة في جهنم يطعن نفسه بهذه الحديدة التي قتل بها نفسه.

وإن قتل نفسه بسم فإنه يتحساه في نار جهنم، وإن قتل نفسه بالتردي من جبل فإنه ينصب له جبل في جهنم يتردى من أبد الآبدين وهلم جرا!

فأقول: إذا كان النبي- عليه الصلاة والسلام نهى أن يتمني الإنسان الموت للضر الذي نزل به، فإن أعظم من ذلك أن يقتل الإنسان نفسه ويبادر الله بنفسه، نسأل الله العافية.

ولكن الرسول- عليه الصلاة والسلام لمأ نهى عن شيء، كان من عادته إذا كان له بديل من المباح أن يذكر بديله من المباح كما هي طريقة القرآن، قال الله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا) (البقرة: 104) ، فلما نهى الله عن كلمة ((راعنا)) بين لنا الكلمة الباحة، قال: (وَقُولُوا انْظُرْنَا) . ولما جيء للنبي- عليه الصلاة والسلام بتمر جيد استنكره وقال: ما

যখন কোনো বিপদ নেমে আসে তখন সে আত্মহত্যা করে, যেমনটি কিছু নির্বোধের ক্ষেত্রে দেখা যায় যারা সংকীর্ণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে নিজেদের শ্বাসরোধ করে, অথবা গলা কেটে ফেলে, অথবা বিষ পান করে বা এই জাতীয় কিছু করে। নিশ্চয়ই তারা এক আজাব থেকে আরও কঠোর আজাবের দিকে পাড়ি দিল। তারা শান্তিলাভ করেনি, বরং—আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি—তারা এক আজাব থেকে আরও কঠিন আজাবের দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে। কারণ যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে, জাহান্নামের আগুনে তাকে সেই বস্তু দিয়েই শাস্তি দেওয়া হবে যা দ্বারা সে আত্মহত্যা করেছে। সে সেখানে চিরকাল স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। যদি সে লোহার কোনো বস্তু—যেমন খঞ্জর, ছুরি, পেরেক বা অন্য কিছু—দ্বারা আত্মহত্যা করে, তবে কিয়ামতের দিন জাহান্নামে সে নিজেকে সেই লোহা দিয়ে আঘাত করতে থাকবে যা দ্বারা সে আত্মহত্যা করেছিল।

আর যদি সে বিষ পান করে আত্মহত্যা করে, তবে জাহান্নামের আগুনে সে তা ক্রমাগত পান করতে থাকবে। আর যদি পাহাড় থেকে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যা করে, তবে জাহান্নামে তার জন্য একটি পাহাড় স্থাপন করা হবে এবং সে সেখান থেকে অনন্তকাল ধরে নিচে পড়তে থাকবে। বিষয়টি এভাবেই চলতে থাকবে!

অতএব আমি বলব: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আপতিত বিপদের কারণে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করে থাকেন, তবে আত্মহত্যা করা এবং নিজের জীবনের বিষয়ে আল্লাহর সিদ্ধান্তের আগেই ত্বরান্বিত হওয়া এর চেয়েও বড় অপরাধ। আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা কামনা করি।

তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো বিষয় নিষেধ করতেন, তখন তাঁর রীতি ছিল—যদি এর কোনো বৈধ বিকল্প থাকত—তবে কুরআনের পদ্ধতির ন্যায় সেই বৈধ বিকল্পটি উল্লেখ করে দেওয়া। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা 'রাইনা' বলো না, বরং 'উনযুরনা' বলো।" (সূরা আল-বাকারা: ১০৪)। সুতরাং আল্লাহ যখন 'রাইনা' শব্দটি বলতে নিষেধ করলেন, তখন তিনি আমাদের জন্য বৈধ শব্দটি স্পষ্ট করে দিলেন এবং বললেন: "এবং তোমরা 'উনযুরনা' বলো।"

আর যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উৎকৃষ্ট মানের খেজুর আনা হলো, তিনি তা অপছন্দ করলেন এবং বললেন: এটি কী...

(ص: 248) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

هذا؟ ((أكل تمر خيبر هكذا؟)) قالوا: لا، والله ي رسول الله، إنا لنشتري الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تفعل، لكن بع الجمع بالدراهم، ثم اتبع بالدراهم جنيباً)) يعني تمرأ طيباً. فلما منعه بين له الوجه المباح.

هنا قال: ((لا يتمنين أحدكم الموت لضر نول به، فإن كان لابد فاعلاً فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي)).

فتح لك الباب لكنه باب سليم، لأن تمني الموت يدل على ضجر الإنسان وعدم صبره
على قضاء الله، لكن هذا الدعاء ((اللهم أحييني ما كنت الحياة خيراً وتوفني إذا علمت
الوفاة خير لي)) هذا الدعاء وكل الإنسان فيه أمره إلى الله، لأن الإنسان لا يعلم
الغيب، فيكل الأمر إلى عالمه عز وجل ((أحييني ما علمت الحياة خير لي، وتوفني إذا
علمت الوفاة خير لي)).

تمني الموت استعجال من الإنسان بأن يقطع الله حياته، وربما يحرمه من خير كثير،
ربما يحرمه من التوبة وزيادة الأعمال الصالحة، ولهذا جاء في الحديث: ((ما من
ميت يموت إلا ندم، فإن كان محسناً ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئاً ندم
أن لا يكون استعتب)) أي: استعتب من ذنبه

এটি কি? ((খায়বরের খেজুর কি এভাবেই খাওয়া হয়?)) তাঁরা বললেন: না, আল্লাহর শপথ, হে
আল্লাহর রাসূল! আমরা এই প্রকারের এক সা' (পরিমাপক) দুই সা'র বিনিময়ে এবং দুই সা'
তিন সা'র বিনিময়ে ক্রয় করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:
((এমনটি করো না; বরং সাধারণ মানের খেজুরগুলো দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করো,
অতঃপর সেই দিরহাম দিয়ে উন্নত মানের 'জানীব' (খেজুর) ক্রয় করো)) অর্থাৎ উত্তম মানের
খেজুর। সুতরাং যখন তিনি তাকে এটি করতে নিষেধ করলেন, তখন তার সামনে বৈধ পথটি
স্পষ্ট করে দিলেন।

এখানে তিনি বলেছেন: ((তোমাদের কেউ যেন তার ওপর আপতিত কোনো বিপদের কারণে
মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা না করে। তবে যদি তাকে তা করতেই হয়, তবে সে যেন বলে: হে আল্লাহ!
আপনি যতক্ষণ আমার জন্য বেঁচে থাকাকে কল্যাণকর মনে করেন, ততক্ষণ আমাকে জীবিত
রাখুন; আর যখন আমার জন্য মৃত্যুকে কল্যাণকর মনে করেন, তখন আমার মৃত্যু দান করুন))।

তিনি আপনার জন্য একটি পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, তবে এটি একটি নিরাপদ পথ। কারণ
মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করা মানুষের বিরক্তি এবং আল্লাহর ফয়সালার প্রতি ধৈর্যহীনতাকে নির্দেশ
করে। কিন্তু এই দু'আটি: ((হে আল্লাহ! যতক্ষণ জীবন আমার জন্য কল্যাণকর হয় আমাকে
জীবিত রাখুন এবং যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয় আমাকে মৃত্যু দান করুন)) - এই
দু'আর মাধ্যমে মানুষ তার বিষয়াদি আল্লাহর ওপর সোপর্দ করে। যেহেতু মানুষ গায়েব বা

অদৃশ্য সম্পর্কে জানে না, তাই সে তার বিষয়টি তার মহাজ্ঞানী প্রতিপালক আজ্ঞা ওয়া জাল্লা-র ওপর ছেড়ে দেয়। ((যতক্ষণ আপনি জানেন যে জীবন আমার জন্য কল্যাণকর, আমাকে জীবিত রাখুন এবং যখন আপনি জানেন যে মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর, আমাকে মৃত্যু দান করুন))। মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করা হলো মানুষের পক্ষ থেকে আল্লাহর নিকট দ্রুত জীবনাবসানের আবেদন করা, যা তাকে অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করতে পারে। এটি সম্ভবত তাকে তাওবা এবং নেক আমল বৃদ্ধি করা থেকে বঞ্চিত করবে। এই কারণেই হাদিসে এসেছে: ((প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিই মৃত্যুর পর অনুতপ্ত হয়। যদি সে নেককার হয়, তবে সে অনুতাপ করে যে কেন সে আরও বেশি নেক আমল করল না। আর যদি সে গুনাহগার হয়, তবে সে অনুতাপ করে যে কেন সে তাওবা করে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ফিরে এল না))। অর্থাৎ: তার গুনাহ থেকে তওবা করে আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করা।

(ص: 249) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وطلب العتبي، وهي المعذرة.

فإن قال قائل: كيف يقول ((اللهم أحييني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيراً لي؟)).

نقول: نعم؛ لأن الله سبحانه يعلم ما سيكون، أما الإنسان فلا يعلم، كما قال الله قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ (النمل: من الآية 65) وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ (لقمان: من الآية 34) فأنت لا تدري قد تكون الحياة خيراً لك، وقد تكون الوفاة خيراً لك. ولهذا ينبغي للإنسان إذا دعا لشخص بطول العمر أن يقيّد هذا فيقول: أطل الله بقاءك على طاعته، حتى يكون في طول بقائه خير.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّهُ قَدْ جَاءَ تَمَنِّي الْمَوْتِ مِنْ مَرْيَمَ ابْنَةِ عِمْرَانَ حَيْثُ قَالَتْ: (يَا لَيْتَنِي
مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا) (مريم: من الآية 23) ، فكيف وقعت فيما فيه
النهى؟

فالجواب عن ذلك أن نقول:

أولاً: يجب أن نعلم أن شرع من قبلنا إذا ورد شرعنا بخلافه فليس بحجة، لأن
شرعنا نسخ كل ما سبقه من الأديان.

ثانياً: أن مريم لم تتمن الموت، لكنها تبنت الموت قبل هذه الفتنة ولو بقيت ألف
سنة، المهم أن تموت بلا فتنة، ومثله قول يوسف عليه الصلاة والسلام (أَأَنْتَ وَلِيِّي
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي)

এবং 'উতবা' অন্বেষণ করা, আর তা হলো ক্ষমা প্রার্থনা করা।

যদি কেউ প্রশ্ন করে: তবে তিনি কীভাবে বলবেন, "হে আল্লাহ! আমার জন্য জীবন যতদিন
কল্যাণকর হয় ততদিন আমাকে জীবিত রাখুন, আর যখন আপনি জানেন যে মৃত্যু আমার জন্য
কল্যাণকর তখন আমাকে মৃত্যু দান করুন"?

আমরা বলি: হ্যাঁ; কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানেন ভবিষ্যতে কী হবে, কিন্তু মানুষ
তা জানে না। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "বলুন, আসমানসমূহ ও জমিনে আল্লাহ ব্যতীত
কেউ অদৃশ্যের খবর জানে না" (আন-নামল: ৬৫)। এবং "কোনো সত্তাই জানে না কাল সে কী
অর্জন করবে এবং কোনো সত্তাই জানে না কোন ভূমিতে তার মৃত্যু হবে" (লুকমান: ৩৪)।

সুতরাং আপনি জানেন না যে জীবন আপনার জন্য কল্যাণকর হতে পারে, নাকি মৃত্যু আপনার
জন্য কল্যাণকর হতে পারে।

এই কারণেই কারো দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়া করার সময় মানুষের উচিত একে শর্তযুক্ত করা এবং
এভাবে বলা: 'আল্লাহ আপনার জীবনকে তাঁর আনুগত্যের ওপর দীর্ঘায়িত করুন', যাতে তার
দীর্ঘ জীবন কল্যাণের কারণ হয়।

যদি কেউ প্রশ্ন করে: ইমরান-কন্যা মারইয়ামের পক্ষ থেকে তো মৃত্যু কামনার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে যেখানে তিনি বলেছিলেন: "হায়! আমি যদি এর পূর্বেই মারা যেতাম এবং আমি যদি বিস্মৃত ও বিলুপ্ত হয়ে যেতাম!" (মারইয়াম: ২৩)। তবে তিনি কেন সেই কাজে লিপ্ত হলেন যা নিষিদ্ধ?

এর উত্তরে আমরা বলব:

প্রথমত: আমাদের জানা উচিত যে, আমাদের পূর্ববর্তীদের শরিয়ত যদি আমাদের শরিয়তের বিপরীত হয় তবে তা দলিল হিসেবে গণ্য হবে না; কারণ আমাদের শরিয়ত পূর্ববর্তী সকল ধর্মকে রহিত করে দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত: মারইয়াম (সাধারণভাবে) মৃত্যু কামনা করেননি, বরং তিনি এই পরীক্ষার (ফিতনা) পূর্বেই মৃত্যু কামনা করেছিলেন চাই তিনি এর পর আরও এক হাজার বছর বেঁচে থাকতেন; মূল উদ্দেশ্য ছিল ফিতনাহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা। এর অনুরূপ হলো ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উক্তি: "আপনিই দুনিয়া ও আখিরাতে আমার অভিভাবক; আপনি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে (নেককারদের সাথে) মিলিত করুন..."

(ص: 250) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

بِالصَّالِحِينَ) (يوسف: من الآية 101) ليس معناه سؤال الله أن يتوفاه، بل هو يسأل أن يتوفاه الله علي الإسلام، وهذا لا بأس به، كأن يقول: اللهم توفني على الإسلام وعلى الإيمان وعلى التوحيد والإخلاص، أو توفني وأنت راض عني وما أشبه ذلك. فيجب معرفة الفرق بين شخص يتمني الموت من ضيق نزل به، وبين شخص يتمني الموت على صفة معينة يرضاه الله عز وجل!.
فالأول: هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام.
والثاني: جائز

وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تمنى الموت لضر نزل به؛ لأن من تمنى الموت لضر نزل به ليس عنده صبر، الواجب أن يصبر الإنسان علي الضر، وأن يحتسب الأجر من الله عز وجل، فإن الضر الذي يصيبك من هم أو غم أو مرض أو أي شيء مكفر لسيئاتك، فإن احتسبت الأجر كان رفعة لدرجاتك. وهذا الذي ينال الإنسان من الأذى والمرض وغيره لا يدوم، لابد أن ينتهي، فإذا انتهى وأنت تكسب حسنات باحتساب. الأجر على الله عز وجل ويكفر عنك من سيئاتك بسببه؛ صار خيراً لك، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له))، فالمؤمن على كل حال

(...নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করুন) (ইউসুফ: ১০১ নম্বর আয়াতের অংশ) এর অর্থ এই নয় যে, তিনি আল্লাহর কাছে নিজের মৃত্যু কামনা করছেন; বরং তিনি প্রার্থনা করছেন যেন আল্লাহ তাঁকে ইসলামের ওপর মৃত্যু দান করেন। আর এতে কোনো দোষ নেই। যেমন কেউ যদি বলে: হে আল্লাহ! আমাকে ইসলাম, ঈমান, তাওহীদ ও ইখলাসের ওপর মৃত্যু দান করুন, অথবা আমাকে এমন অবস্থায় মৃত্যু দান করুন যখন আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং এ জাতীয় অন্যান্য দোয়া। সুতরাং কোনো বিপদ-আপদে পড়ে মৃত্যু কামনা করা ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ অবস্থায় মৃত্যু কামনা করা ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য জানা আবশ্যিক! প্রথম বিষয়টি: যা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। দ্বিতীয় বিষয়টি: বৈধ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল আপতিত কোনো ক্ষতির কারণে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করেছেন; কারণ যে ব্যক্তি বিপদে পড়ে মৃত্যু কামনা করে, তার ধৈর্য নেই। মানুষের জন্য আবশ্যিক হলো বিপদে ধৈর্য ধারণ করা এবং মহান আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা করা। কেননা দুশ্চিন্তা, দুঃখ-কষ্ট, রোগব্যাদি বা অন্য যেকোনো ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া আপনার গুনাহের কাফফারা স্বরূপ। আর যদি আপনি সওয়াবের আশা করেন, তবে তা আপনার মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হবে। মানুষের ওপর আপতিত কষ্ট, ব্যাদি এবং অন্যান্য সমস্যা স্থায়ী হয় না, তা অবশ্যই শেষ হবে। সুতরাং যখন তা শেষ হয় এবং আপনি আল্লাহর নিকট প্রতিদানের আশায় পুণ্য অর্জন করেন এবং এর বিনিময়ে আপনার গুনাহসমূহ মোচন করা হয়, তখন এটি আপনার

জন্য কল্যাণকর হয়ে ওঠে। যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি বলেছেন: "মুমিনের বিষয়গুলো কতই না চমৎকার! তার প্রতিটি বিষয়ই তার জন্য কল্যাণকর। আর মুমিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য এমনটি হয় না। যদি সে কোনো কষ্টের সম্মুখীন হয় তবে সবর (ধৈর্য ধারণ) করে, ফলে তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি সে কোনো সুখের দেখা পায় তবে শোকর (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ) করে, ফলে তাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।" সুতরাং মুমিন সর্বাবস্থায়...

(ص: 251) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

هو خير، في ضراء أو في سراء.

41. وعن عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستضر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون)) (رواه البخاري)

وفي رواية: ((وهو متوسد بردة، وقد لقينا من المشركين شدة))

[الشَّرْحُ]

حديث أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه يحكي ما وجده المسلمون من الأذية من كفار قريش في مكة، فجاءوا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ((وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة)) صلوات الله وسلامه عليه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من كان قبلنا ابتلي في دينه أعظم مما ابتلي به هؤلاء، يحفر له حفرة ثم يلقي فيها، ثم يؤتي بالمنشار على مفرق رأسه ويشق، يمشط بأمشاط الحديد ما بين جلده وعظمه، بأمشاط الحديد

তিনি কল্যাণময়, দুঃখ-কষ্টে কিংবা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে।

* * *

৪১ — আব্দুল্লাহ খাব্বাব ইবনুল আরত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ করলাম, এমতাবস্থায় যে তিনি কাবার ছায়ায় স্বীয় চাদরে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা বললাম: আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করবেন না? তিনি বললেন: তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে এমন ব্যক্তি অতিক্রান্ত হয়েছে যাকে ধরে আনা হতো, তার জন্য জমিনে গর্ত খনন করা হতো এবং তাকে সেখানে রাখা হতো। অতঃপর করাত এনে তার মাথার ওপর রাখা হতো এবং তাকে চিরে দুই খণ্ড করে ফেলা হতো। লোহার চিরণি দিয়ে তার হাড় ও মাংসের মধ্যবর্তী অংশ আঁচড়ানো হতো, কিন্তু এসব যাতনা তাকে তার দ্বীন থেকে বিচ্যুত করতে পারত না। আল্লাহর কসম! আল্লাহ অবশ্যই এই দ্বীনকে পূর্ণতা দান করবেন, এমনকি একজন আরোহী সানআ থেকে হাজরামাউত পর্যন্ত সফর করবে এমতাবস্থায় যে সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় পাবে না এবং তার মেঘপালের ব্যাপারে নেকড়ে বাঘ ছাড়া আর কোনো ভয় থাকবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়ো করছ। (বুখারী)

অন্য এক বর্ণনায় আছে: "এমতাবস্থায় যে তিনি তাঁর চাদরে হেলান দিয়ে ছিলেন এবং আমরা মুশরিকদের পক্ষ থেকে কঠোর নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলাম।"

[ব্যাক্যা]

আবু আব্দুল্লাহ খাফাব ইবনুল আরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসটি মক্কায় কুরাইশ কাফেরদের পক্ষ থেকে মুসলমানরা যে যাতনা ভোগ করেছিলেন তা বর্ণনা করে। অতঃপর তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ নিয়ে আসলেন: "এমতাবস্থায় যে তিনি কাবার ছায়ায় নিজের একটি চাদরে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন"—তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। তখন নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বর্ণনা করলেন যে, আমাদের পূর্ববর্তী মুমিনগণ তাদের দ্বীনের খাতিরে বর্তমানদের তুলনায় অনেক বেশি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাদের জন্য গর্ত খুঁড়ে তাতে নিষ্ক্ষেপ করা হতো। এরপর মাথার সিঁথির ওপর করাত রেখে শরীর দুই ভাগে চিরে ফেলা হতো। লোহার চিরুনি দিয়ে তাদের হাড় ও চামড়ার মাঝখানে আঁচড়ানো হতো, লোহার চিরুনি দিয়ে।

(ص: 252) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

يمشط، وهذا تعزير عظيم وأذية عظيمة.

ثم أقسم عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه سيتم هذا الأمر، يعني سيتم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من دعوة الإسلام، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أي: فاصبروا وانتظروا الفرج من الله، فإن الله سيتم هذا الأمر. وقد صار الأمر كما أقسم النبي عليه الصلاة والسلام.

ففي هذا الحديث آية من آيات الله، حيث وقع الأمر مطابقاً لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام.

وآية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام حيث صدقه الله بما أخبر به، وهذه شهادة له من الله بالرسالة، كما قال الله) لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً (النساء: 166) .

وفيه أيضاً دليل على وجوب الصبر على أذية أعداء المسلمين. وإذا صبر الإنسان ظفر!!

فالواجب على الإنسان أن يقابل ما يحصل من أذية الكفار بالصبر والاحتساب وانتظار الفرج، ولا يظن أن الأمر ينتهي بسرعة وينتهي بسهولة، قد يبتلي الله عز وجل المؤمنين بالكفار يؤذونهم وربما يقتلونهم، كما قتل اليهود الأنبياء الذين هم أعظم من الدعاة وأعظم من المسلمين. فليصبر ولينتظر الفرج ولا يمل ولا يضجر، بل يبقى راسياً كالصخرة، والعاقبة للمتقين، والله تعالى مع الصابرين. فإذا صبر وثابر وسلك الطرق التي توصل إلى المقصود ولكن بدون

আঁচড়ানো হতো, আর এটি ছিল এক ভয়াবহ শাস্তি ও চরম কষ্টদায়ক যাতনা।

এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শপথ করে বললেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই দ্বীনকে পূর্ণতা দান করবেন। অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইসলামের যে দাওয়াত নিয়ে এসেছেন, আল্লাহ তা পূর্ণ করবেন; এমনকি একজন আরোহী সানআ থেকে হাজরামাউত পর্যন্ত ভ্রমণ করবে অথচ সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় পাবে না, আর তার মেষপালের জন্য নেকড়ের ভয় ছাড়া অন্য কোনো ভয় থাকবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়ো করছো। অর্থাৎ, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সংকটে মুক্তির অপেক্ষা করো; কেননা নিশ্চয়ই আল্লাহ এই দ্বীনকে পূর্ণতা দেবেন। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেমন শপথ করেছিলেন, বিষয়টি তেমনই সংঘটিত হয়েছে।

এই হাদিসের মধ্যে আল্লাহর কুদরতের এক নিদর্শন রয়েছে, কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা সংবাদ দিয়েছিলেন, তা হুবহু বাস্তবায়িত হয়েছে।

এটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবুওয়াতেরও একটি নিদর্শন, কেননা তিনি যা সংবাদ দিয়েছিলেন আল্লাহ তা সত্য হিসেবে প্রমাণ করেছেন। আর এটি আল্লাহর পক্ষ

থেকে তাঁর রিসালাতের একটি সাক্ষ্য, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "বরং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যা তিনি আপনার প্রতি নাযিল করেছেন তা তিনি তাঁর নিজ জ্ঞানেই নাযিল করেছেন, আর ফেরেশতারাও সাক্ষ্য দিচ্ছে; আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট" (আন-নিসা: ১৬৬)। এতে মুসলমানদের শত্রুদের পক্ষ থেকে আসা কষ্টের ওপর ধৈর্য ধারণ করার আবশ্যিকতাও প্রমাণিত হয়। আর মানুষ যখন ধৈর্য ধারণ করে, তখনই সে সফলকাম হয়!!

সুতরাং মানুষের কর্তব্য হলো কাফেরদের পক্ষ থেকে আসা যাতনার বিপরীতে ধৈর্য ধরা, সওয়াবের আশা রাখা এবং মুক্তির প্রতীক্ষা করা। সে যেন এমনটি মনে না করে যে, বিষয়টি খুব দ্রুত এবং খুব সহজেই শেষ হয়ে যাবে। হতে পারে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল মুমিনদেরকে কাফেরদের মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলবেন, তারা মুমিনদের কষ্ট দেবে এমনকি কখনো কখনো হত্যাও করবে; যেমন ইহুদিরা নবীদের হত্যা করেছিল, যারা ছিলেন সাধারণ দাঈ ও মুসলমানদের চেয়েও মহান ও শ্রেষ্ঠ। অতএব, সে যেন ধৈর্য ধরে এবং মুক্তির অপেক্ষা করে। সে যেন ক্লান্ত বা বিরক্ত না হয়, বরং পাহাড়ের মতো অটল থাকে। আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য, আর আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

যখন সে ধৈর্য ধরবে, অধ্যবসায় করবে এবং উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ অনুসরণ করবে, তবে তা হতে হবে কোনো...

(ص: 253) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

فوضى وبدون استنفار وبدون إثارة، ولكن بطريق منظمة، لأن أعداء المسلمين من المنافقين والكفار يمشون على خطى ثابتة منظمة ويحصلون مقصودهم. أما السطحيون الذين تأخذهم العواطف حتى يثوروا ويستنفروا، فإنه قد يفوتهم شيء كثير، وربما حصل منهم زلة تفسد كل ما بنوا، إن كانوا قد بنوا شيئاً. لكن المؤمن يصبر ويتأدب، ويعمل بتودة ويوطن نفسه، ويخطط تخطيطاً منظماً يقضي به على أعداء الله من المنافقين والكفار، ويفوت عليهم الفرص؛ لأنهم يتربصون

الدوائر بأهل الخير، يريدون أن يثيروه، حتى إن حصل من بعضهم ما يحصل حينئذ استعملوا عليهم وقالوا: هذا الذي نريد، وحصل بذلك شر كبير.

فأرسل عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه اصبروا، فمن كان قبلكم - وأنتم أحق بالصبر منه - كان يعمل به هذا العمل ويصبر، فأنتم يا أمة محمد أمة الصبر والإحسان، اصبروا حتى يأتي الله بأمره، والعاقبة للمتقين.

فأنتم أيها الإنسان لا تسكت عن الشر، ولكن أعمل بنظام وبتخطيط وبحسن تصرف وانتظر الفرج من الله، ولا تمل، فالدرب طويل، لا سيما إذا كنت في أول الفتنة، فإن القائمين بها سوف يحاولون - ما استطاعوا - أن يصلوا إلى قمة ما يريدون، فاقطع عليهم السبيل، وكن أطول منهم نفساً وأشد منهم مكرًا، فإن هؤلاء الأعداء يبكرون، ويبكر الله، والله خير

কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা, উত্তেজনা বা উদ্দীপনা ছাড়াই বরং সুশৃঙ্খল পন্থায় অগ্রসর হওয়া উচিত; কারণ মুসলিমদের শত্রু—মুনাফিক ও কাফিররা—সুসংগঠিত ও সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যায় এবং তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করে।

পক্ষান্তরে সেই সব অগভীর চিন্তার অধিকারী ব্যক্তির, যারা আবেগের বশবর্তী হয়ে বিদ্রোহ ও উত্তেজনায় ফেটে পড়ে, তারা অনেক কিছু হারিয়ে ফেলে। সম্ভবত তাদের পক্ষ থেকে এমন কোনো পদস্থলন ঘটে যায় যা তাদের তৈরি করা সবকিছুই ধূলিসাৎ করে দেয়—যদি তারা আদৌ কিছু গড়ে তুলে থাকে।

কিন্তু মুমিন ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে এবং ধীরস্থিরতা অবলম্বন করে। সে অত্যন্ত গান্ধীর্যের সাথে কাজ করে এবং নিজেকে প্রস্তুত রাখে। সে সুপরিকল্পিতভাবে কর্মপন্থা নির্ধারণ করে যাতে আল্লাহর শত্রু মুনাফিক ও কাফিরদের অপতৎপরতা রুখে দেওয়া যায় এবং তাদের সুযোগগুলো নস্যাৎ করা যায়। কারণ তারা সর্বদা পুণ্যবানদের অমঙ্গল কামনা করে এবং তাদের উত্তেজিত করতে চায়; যেন তাদের পক্ষ থেকে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ প্রকাশ পায়। তখন তারা বিজয়োল্লাসে মেতে ওঠে এবং বলে, "আমরা তো এটাই চেয়েছিলাম"। এর ফলে বড় ধরনের অনিষ্ট সাধিত হয়।

তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের বলেছিলেন—ধৈর্য ধারণ করো। তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপরও এমন আচরণ করা হতো এবং তারা ধৈর্য ধরতেন; অথচ ধৈর্যের ক্ষেত্রে তোমরা তাদের চেয়েও অধিক হকদার। হে উম্মতে মুহাম্মদী! তোমরা তো ধৈর্য ও ইহসানের উম্মত। সুতরাং ধৈর্য ধরো যতক্ষণ না আল্লাহর ফয়সালা আসে। আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত।

অতএব হে মানুষ! মন্দের মোকাবিলায় তুমি নিশ্চুপ থেকো না, বরং সুশৃঙ্খল কর্মপন্থা, সঠিক পরিকল্পনা ও উত্তম বিচক্ষণতার সাথে কাজ করো এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে মুক্তির অপেক্ষা করো। কখনও ক্লান্ত হয়ো না, কারণ এ পথ অনেক দীর্ঘ; বিশেষ করে যখন তুমি ফিতনার প্রারম্ভে থাকবে। কেননা ফিতনাকারীরা তাদের সাধ্যমতো আকাজ্জার চরম শিখরে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে। সুতরাং তাদের পথ রুদ্ধ করে দাও। তাদের চেয়ে অধিক ধৈর্যশীল হও এবং সুকৌশলে তাদের মোকাবিলা করো। কারণ এই শত্রুরা ষড়যন্ত্র করে, আর আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেন; আর আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী।

(ص: 254) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الباكرين، والله الموفق.

42. وعن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين، أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناساً في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناساً من أشراف العرب وآثرهم يؤمئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله، فقلت: والله لأخبرن رسول الله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتيته فأخبرته بها قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال: ((فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال:

يرحم الله موسى، فقد أؤذي بأكثر من هذا فصبر)) فقلت: لا جرم لا أرفع إليه
بعدها حديثاً (متفق عليه) .
وقوله: ((كالصرف)) هو بكسر الصاد المهملة: وهو صبغ أحمر.

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث الذي نقله المؤلف- رحمه الله عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه
أنه ((لما كان غزوة حنين)) وهي غزوة الطائف التي كانت بعد فتح مكة، غزاهم
الرسول صلى الله عليه وسلم وغنم منهم غنائم كثيرة جداً من إبل، وغنم، ودراهم
ودنانير، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالجعرانة، وهي محل عند

চক্রান্তকারীদের (থেকে), এবং আল্লাহই তাওফিকদাতা।

৪২ - এবং ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন হুনাইনের যুদ্ধের দিন এলো, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বণ্টনের ক্ষেত্রে কিছু মানুষকে অগ্রাধিকার দিলেন। তিনি আকরা বিন হাবিসকে একশত উট দান করলেন, উয়াইনাহ বিন হিসনকেও অনুরূপ দিলেন এবং আরবের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরও দান করলেন; সেদিন বণ্টনের ক্ষেত্রে তিনি তাঁদেরকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল: আল্লাহর কসম! এটি এমন এক বণ্টন যাতে ইনসাফ করা হয়নি এবং এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যও রাখা হয়নি। আমি বললাম: আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এ বিষয়ে সংবাদ দেব। অতঃপর আমি তাঁর নিকট এসে তিনি যা বলেছিলেন তা জানালাম। এতে তাঁর চেহারার রঙ পরিবর্তিত হয়ে গেল, এমনকি তা লাল রঙের (সিরফ) ন্যায় হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন: “আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যদি ইনসাফ না করেন, তবে আর কে ইনসাফ করবে? এরপর তিনি বললেন: আল্লাহ মূসার ওপর রহমত বর্ষণ করুন, তাঁকে এর চেয়েও বেশি কষ্ট দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন।” আমি (ইবনে মাসউদ) বললাম: নিশ্চিতভাবেই এরপর থেকে আমি তাঁর কাছে এ ধরনের কোনো কথা পৌঁছাব না। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

এবং তাঁর উক্তি: ‘আস-সিরফ’ শব্দটি ‘সাদ’ বর্ণে কাসরা (জের) যোগে উচ্চারিত হয়, যার অর্থ হলো লাল রঙ।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদীসটি যা লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, “যখন হুলাইনের যুদ্ধ হলো”—এটি মূলত তায়েফের যুদ্ধ যা মক্কা বিজয়ের পর সংঘটিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং তাঁদের নিকট থেকে প্রচুর পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গণিমত) লাভ করেন, যার মধ্যে ছিল উট, বকরি, দিরহাম ও দিনার। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিরানায় অবতরণ করেন, যা একটি স্থান...

(ص: 255) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

منتهى الحرم من جهة الطائف، نزل بها

وصار صلي الله عليه وسلم يقسم الغنائم، وقسم في المؤلفة قلوبهم-أي ك في كبائر القبائل- يؤلفهم على الإسلام، وأعطاهم عطاء كثيرًا حتى كان يعطي الواحد منهم مائة من الإبل.

فقال رجل من القوم: ((والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله)) نعوذ بالله- يقول هذا القول في قسمة قسمها رسول الله صلي الله عليه وسلم لكن حب الدنيا والشيطان يوقع الإنسان في الهلكة. نسأل الله العافية. هذه الكلمة كلبة كفر، أن ينسب الله ورسوله إلي عدم العدل، وإلي أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يرد بها وجه الله، ولا شك أن النبي صلي الله عليه وسلم أراد بهذه القسمة وجه الله،

أراد أن يؤلف كبار القبائل والعشائر من أجل أن يتقوى الإسلام، لأن أسياد القوم إذا ألفوا الإسلام وقوي إيمانهم بذلك حصل منهم خير كثير، وتبعهم على ذلك قبائل وعشائر، واعتز الإسلام بهذا. ولكن الجهل - والعياذ بالله - يوقع صاحبه في الهلكة.

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سيع هذه الكلبة تقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ورفعها إليه. أخبره بأن الرجل يقول كذا وكذا، فتغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كان كالصرف - أي كالذهب - من صفوته وتغيره، ثم قال: ((فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله)) وصدق النبي عليه الصلاة والسلام! إذا كانت قسمة الله ليست عدلاً، وقسمة رسوله ليست عدلاً، فمن يعدل إذا! ثم قال ((يرحم الله موسى، لقد أؤذي بأكثر من هذا فصبر)).

والشاهد من الحديث هذه الكلبة، وهي أن الأنبياء - عليهم الصلاة

তায়েফের দিক থেকে হারামের শেষ সীমানা, তিনি সেখানে অবতরণ করলেন।

অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গনিমত বণ্টন করতে শুরু করলেন। তিনি 'মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম'—অর্থাৎ গোত্রসমূহের নেতৃবৃন্দের মাঝে বণ্টন করলেন—যাতে ইসলামের প্রতি তাদের অন্তরকে আকৃষ্ট করা যায়। তিনি তাদের প্রচুর পরিমাণে দান করলেন, এমনকি তিনি তাদের একজনকে একশত উট পর্যন্ত প্রদান করেছিলেন।

তখন সেই লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠল: "আল্লাহর কসম! এটি এমন এক বণ্টন যাতে ইনসাফ করা হয়নি এবং এতে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যও রাখা হয়নি।"—আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক কৃত একটি বণ্টনের ব্যাপারে সে এই কথা বলছে! মূলত দুনিয়ার মোহ এবং শয়তান মানুষকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। এই কথাটি একটি কুফরি বাক্য; কারণ এর মাধ্যমে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি অবিচারের অপবাদ দেওয়া হয়েছে এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি চাননি বলে দাবি করা

হয়েছে। অথচ এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই বণ্টনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টিই কামনা করেছিলেন; তিনি চেয়েছিলেন বড় বড় গোত্র ও বংশের প্রধানদের অন্তরকে আকৃষ্ট করতে যাতে ইসলাম শক্তিশালী হয়। কারণ কওমের সর্দারদের অন্তর যদি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এর ফলে তাদের ঈমান মজবুত হয়, তবে তাদের মাধ্যমে অনেক কল্যাণ অর্জিত হয় এবং অন্যান্য গোত্র ও বংশসমূহ তাদের অনুসরণ করে, আর এর মাধ্যমেই ইসলাম মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু অজ্ঞতা—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—তার অধিকারীকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শানে এই ধৃষ্টতাপূর্ণ কথাটি বলতে শুনলেন, তখন তিনি তা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জানালেন এবং বিষয়টি তাঁর কাছে উত্থাপন করলেন। তিনি তাঁকে অবহিত করলেন যে, লোকটি এমন এমন কথা বলেছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চেহারার রং বদলে গেল, এমনকি রাগে ও বিবর্ণতায় তা স্বর্ণের ন্যায় হয়ে উঠল। অতঃপর তিনি বললেন: "যদি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ইনসাফ না করেন, তবে আর কে ইনসাফ করবে?" নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) সত্যই বলেছেন! যদি আল্লাহর ফয়সালা ইনসাফ না হয় এবং তাঁর রাসূলের বণ্টন ইনসাফ না হয়, তবে আর কে ইনসাফ করবে! অতঃপর তিনি বললেন: "আল্লাহ মুসার ওপর রহমত বর্ষণ করুন, তাঁকে এর চেয়েও বেশি কষ্ট দেওয়া হয়েছিল, তবুও তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন।" আর এই হাদিস থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হলো এই বাক্যটি, আর তা হলো—নিশ্চয়ই নবীগণ (আলাইহিমুস সালাত...

(ص: 256) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

والسلام - يؤذون ويصبرون، فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قيل له هذا الكلام بعد ثمانين سنين من هجرته. يعنى ليس في أول، بل بعد ما مكن الله له، وبعد ما عرف

صدقہ وبعدهما أظهر الله آيات الرسول في الآفاق وفي أنفسهم، ومع ذلك يقال: هذه القسمة لم يعدل فيها ولم يرد بها وجه الله.

فإذا كان هذا قول رجل في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تستغرب أن يقول الناس في عالم من العلماء: أن هذا العالم فيه كذا وفيه كذا ويصفونه بالعيوب، لأن الشيطان هو الذي يؤز هؤلاء على أن يقدحوا العلماء، لأنهم إذا قدحوا في العلماء سقطت أقوالهم عند الناس ما بقي للناس أحد يقودهم بكتاب الله. ومن يقودهم بكتاب الله إذا لم يثقوا بالعلماء وأقوالهم؟ تقودهم الشياطين وحزب الشيطان، ولذلك كانت غيبة العلماء أعظم بكثير من غيبة غير العلماء، لأن غيبة غير العلماء غيبة شخصية، إن ضرت فإنها لا تضر إلا الذي اغتاب والذي قيلت فيه الغيبة، لكن غيبة العلماء تضر الإسلام كله؛ لأن العلماء حملة لواء الإسلام، فإذا سقطت الثقة بأقوالهم؛ سقط لواء الإسلام، وصار في هذا ضرر على الأمة الإسلامية.

فإذا كانت لحوم الناس بالغيبة لحوم ميتة، فإن لحوم العلماء ميتة مسبومة، لها فيها من الضرر العظيم، فلا تستغرب إذا سمعت أحدا يسب العلماء! وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل فيه ما قيل، فاصبر، واحتسب الأجر من الله عز وجل، واعلم أن العاقبة للتقوى، فبأدام الإنسان في تقوى وعلى نور من الله عز وجل فإن العاقبة له.

এবং শান্তি বর্ষিত হোক—তঁরা (নবীগণ) কষ্টপ্রাপ্ত হন এবং ধৈর্য ধারণ করেন। এই তো আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তঁর হিজরতের আট বছর পর তঁকে এই কথা বলা হয়েছিল। অর্থাৎ এটি দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে নয়, বরং আল্লাহ তঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার পর, তঁর সত্যবাদিতা সবার নিকট পরিস্ফুটিত হওয়ার পর এবং আল্লাহ দিগন্তজুড়ে ও মানুষের অন্তরে রাসূলের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করার পর; তা সত্ত্বেও বলা হয়েছিল: "এই বণ্টনে ইনসাফ করা হয়নি এবং এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়নি।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে যদি জনৈক ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে এমন কথা বলতে পারে, তবে কোনো আলেম সম্পর্কে মানুষ যদি বলে যে—এই আলেমের মধ্যে এই এই দোষ আছে এবং তাঁকে নানা ত্রুটির বিশেষণে বিশেষিত করে, তবে তাতে আপনি বিস্মিত হবেন না। কারণ শয়তানই এদের আলেমদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে প্ররোচিত করে। কেননা তারা যদি আলেমদের মর্যাদাহানি করতে পারে, তবে মানুষের কাছে তাঁদের বাণীর গুরুত্ব হারিয়ে যাবে এবং আল্লাহর কিতাবের আলোকে মানুষকে পরিচালিত করার মতো আর কেউ থাকবে না। মানুষ যদি আলেম সমাজ ও তাঁদের বক্তব্যের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে, তবে কে তাদের আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করবে? তখন শয়তান ও শয়তানের দলই তাদের নেতৃত্ব দেবে। এই কারণেই আলেমদের গীবত করা অন্যদের গীবত করার চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর। কারণ সাধারণ মানুষের গীবত হলো ব্যক্তিগত বিষয়; তার ক্ষতি কেবল গীবতকারী ও যার গীবত করা হয়েছে তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু আলেমদের গীবত সমগ্র ইসলামের ক্ষতি সাধন করে; কারণ আলেমরা হলেন ইসলামের পতাকাবাহী। ফলে যখন তাঁদের বক্তব্যের ওপর থেকে আস্থা উঠে যায়, তখন ইসলামের পতাকাই ভুলুণ্ডিত হয় এবং এতে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গীবতের কারণে সাধারণ মানুষের গোশত যদি মৃত মানুষের গোশতের ন্যায় হয়, তবে আলেমদের গোশত হলো বিষাক্ত মৃত গোশত; কারণ এর ক্ষতি অত্যন্ত ভয়াবহ। সুতরাং আপনি যদি কাউকে আলেমদের গালি দিতে শোনেন তবে আশ্চর্যান্বিত হবেন না। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কত কিছুই না বলা হয়েছে! অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং মহান আল্লাহর নিকট প্রতিদানের আশা রাখুন। জেনে রাখুন, শুভ পরিণাম কেবল তাকওয়ার জন্যই নির্ধারিত। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত তাকওয়ার ওপর এবং আল্লাহর প্রদত্ত নূরের ওপর অটল থাকবে, ততক্ষণ চূড়ান্ত বিজয় ও শুভ পরিণাম তারই হবে।

وكذلك يوجد بعض الناس يكون له صديق أو قريب يخطئ مرة واحدة فيصفه بالعيب والسب والشتم - والعياذ بالله - في خطيئة واحدة. وعلى هذا الذي وصف بالعيب أن يصبر، وأن الأنبياء قد سبوا وأذوا وكذبوا، وقيل إنهم مجانين، وإنهم شعراء، وإنهم كهنة، وإنهم سحرة) فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا (الأنعام: من الآية 34) وهكذا يقول الله عز وجل. ففي هذا الحديث: دليل على أن للإمام أن يعطى من يرى في عطيته المصلحة ولو أكثر من غيره، إذا رأى في ذلك مصلحة للإسلام، ليست مصلحة شخصية يحابي من يحب ويمنع من لا يحب، ولكن إذا رأى في ذلك مصلحة للإسلام وزاد في العطاء، فإن ذلك إليه وهو مسؤول أمام الله، ولا يحل لأحد أن يعترض عليه، فإن اعترض عليه فقد ظلم نفسه.

وفيه: أن النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر بمن مضى من الرسل، ولهذا قال: لقد أؤذي موسى بأكثر من هذا فصبر، (لأن الله تعالى يقول) لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ (يوسف: من الآية 111) ويقول (أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِهِ) (الأنعام: 90) ، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهدي الأنبياء قبله.

وهكذا ينبغي لنا نحن أن نقتدي بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - في الصبر على الأذى، وأن نحسب الأجر على الله، وأن نعلم أن هذا زيادة في درجاتنا مع الاحتساب، وتكفير لسيئاتنا. والله الموفق.

অনুরূপভাবে, এমন কিছু মানুষ রয়েছে যাদের কোনো বন্ধু বা আত্মীয় মাত্র একবার ভুল করলেই তারা তাকে দোষারোপ করে এবং গালিগালাজ ও মন্দ কথা বলে—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই—কেবল একটি মাত্র ত্রুটির কারণে।

আর যাকে এভাবে দোষারোপ করা হয়েছে তার ধৈর্য ধারণ করা উচিত; কারণ নবীগণকেও গালি দেওয়া হয়েছে, কষ্ট দেওয়া হয়েছে এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এমনকি বলা হয়েছে যে তাঁরা পাগল, কবি, গণক ও জাদুকর। (অতঃপর তাঁরা তাঁদের প্রতি আরোপিত মিথ্যাচার ও কষ্টের ওপর ধৈর্য ধারণ করেছিলেন, যে পর্যন্ত না তাঁদের নিকট আমার সাহায্য এসেছিল) (সূরা আল-আনআম: ৩৪)। মহান আল্লাহ এভাবেই ইরশাদ করেন।

এই হাদিসে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, ইমাম বা নেতার যদি কোনো ব্যক্তিকে দানে ইসলামের কল্যাণ নিহিত আছে বলে মনে হয়, তবে তাকে অন্যদের চেয়ে বেশি দেওয়ার অধিকার তাঁর রয়েছে; যদিও তিনি এতে ইসলামের কল্যাণ দেখেন। এটি ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য নয় যে, তিনি যাকে পছন্দ করেন তাকে বেশি দেবেন আর যাকে অপছন্দ করেন তাকে বঞ্চিত করবেন। বরং যদি তিনি এতে ইসলামের কল্যাণ দেখেন এবং দান বাড়িয়ে দেন, তবে তা তাঁর এখতিয়ারভুক্ত এবং তিনি আল্লাহর কাছে এর জন্য দায়বদ্ধ। সুতরাং কারো জন্য তাঁর ওপর আপত্তি তোলা বৈধ নয়; আর যে আপত্তি তুলল, সে নিজের প্রতিই জুলুম করল।

এতে আরও রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ববর্তী রাসূলগণের আদর্শ থেকে শিক্ষা নিতেন। এ কারণেই তিনি বলেছিলেন: "নিশ্চয়ই মূসাকে এর চেয়েও বেশি কষ্ট দেওয়া হয়েছিল, তবুও তিনি ধৈর্য ধরেছিলেন।" কারণ মহান আল্লাহ বলেন: (অবশ্যই তাঁদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য শিক্ষা রয়েছে) (সূরা ইউসুফ: ১১১)। তিনি আরও বলেন: (তাঁরাই ছিলেন ঐসব লোক যাদের আল্লাহ হিদায়াত দান করেছিলেন, সুতরাং আপনি তাঁদের হিদায়াতের অনুসরণ করুন) (সূরা আল-আনআম: ৯০)। আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে আমাদেরও উচিত কষ্ট ও যাতনায় নবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) আদর্শ অনুসরণ করে ধৈর্য ধারণ করা এবং আল্লাহর কাছে সওয়াবের আশা রাখা। আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, সওয়াবের আশায় এই ধৈর্য ধারণ করা আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ এবং আমাদের পাপসমূহের কাফফারা বা মোচনকারী। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

43. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أراد الله بعبده خيراً عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة)).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن أعظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي الله فله الرضى، ومن سخط فله السخط)) (رواه الترمذي وقال: حديث حسن).

[الشَّرْحُ]

الأمر كلها بيد الله عز وجل وبإرادته، لأن الله تعالى يقول عن نفسه (فَعَالٌ لِّمَآ يُرِيدُ) (البروج: 16)، ويقول إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (الحج: من الآية 18)، فكل الأمور بيد الله.
والإنسان لا يخلو من خطأ ومعصية وتقصير في الواجب؛ فإذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا: إما بماله، أو بأهله، أو بنفسه، أو بأحد ممن يتصل به؛ لأن العقوبة تكفر السيئات، فإذا تعجلت العقوبة وكفر الله بها عن العبد، فإنه يوافي الله وليس عليه ذنب، قد طهرته المصائب والبلايا، حتى إنه ليشدد على الإنسان موته لبقاء سيئة أو سيئتين عليه، حتى يخرج من الدنيا نقياً من الذنوب، وهذه نعمة؛ لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.

৪৩ — আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যখন আল্লাহ তাঁর কোনো বান্দার কল্যাণ চান, তখন দুনিয়াতেই তার শাস্তিকে ত্বরান্বিত করেন। আর যখন তিনি তাঁর কোনো বান্দার অমঙ্গল চান, তখন তার গুনাহের শাস্তি স্থগিত রাখেন যাতে কিয়ামতের দিন তাকে পূর্ণ প্রতিফল প্রদান করা যায়।"

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলেছেন: "বিপদের গুরুত্ব অনুসারে পুরস্কারের পরিমাণও মহত্তর হয়ে থাকে। আর মহান আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তাদের পরীক্ষায় ফেলেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তাতে সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি বরাদ্দ থাকে। আর যে ব্যক্তি তাতে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য আল্লাহর অসন্তুষ্টি বরাদ্দ থাকে।" (তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এটি হাসান হাদিস।

[ব্যাখ্যা]

সকল বিষয় মহান আল্লাহর হাতে এবং তাঁরই ইচ্ছাধীন; কারণ মহান আল্লাহ নিজের সম্পর্কে বলেছেন: (তিনি যা ইচ্ছা তা-ই সুনিপুণভাবে সম্পাদনকারী) (আল-বুরূজ: ১৬), এবং আরও বলেছেন: (নিশ্চয়ই আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই করেন) (আল-হাজ্জ: ১৮-এর অংশ)। সুতরাং সকল বিষয় আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন।

মানুষ ভুল, গুনাহ এবং ওয়াজিব পালনে ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। তাই আল্লাহ যখন তাঁর কোনো বান্দার কল্যাণ চান, তখন দুনিয়াতেই তার শাস্তিকে ত্বরান্বিত করেন: হয় তার সম্পদের ক্ষেত্রে, না হয় তার পরিবারের ক্ষেত্রে, অথবা তার নিজের জীবনের ক্ষেত্রে কিংবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে। কারণ দুনিয়ার কষ্ট ও শাস্তি গুনাহের কাফফারা বা মোচনকারী হিসেবে কাজ করে। যখন শাস্তি ত্বরান্বিত হয় এবং আল্লাহ এর মাধ্যমে বান্দার গুনাহ মোচন করে দেন, তখন সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হয় যে তার ওপর কোনো গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না; বিপদ-আপদ ও পরীক্ষা তাকে পবিত্র করে দেয়। এমনকি কোনো কোনো মানুষের মৃত্যুর সময় কষ্টকে তীব্রতর করা হয় যাতে তার অবশিষ্ট এক বা দুটি গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায় এবং সে দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ অবস্থায় বিদায় নিতে পারে। আর এটি একটি বিশেষ নেয়ামত; কারণ দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতে শাস্তির তুলনায় অনেক সহজ।

لكن إذا أراد الله بعبده الشر أمهل له واستدرجه وأدر عليه النعم ودفع عنه النقم حتى يبطر . والعياذ بالله . ويفرح فرحاً مزموماً بما أنعم الله به عليه، وحينئذ يلاقى ربه وهو مغبور بسيئاته فيعاقب بها في الآخرة. نسأل الله العافية. فإذا رأيت شخصاً يبارز الله بالعصيان وقد وقاه الله البلاء وأدر عليه النعم، فاعلم إنَّما أراد به شراً؛ لأن الله أخر عنه العقوبة حتى يوافي بها يوم القيامة.

ثم ذكر في هذا الحديث: ((إن عظم الجزاء من عظم البلاء)) يعنى أنه كلما عظم البلاء عظم الجزاء. فالبلاء السهل له أجر يسير، والبلاء الشديد له أجر كبير، لأن الله عز وجل ذو فضل على الناس، إذا ابتلاهم بالشدائد أعطاهم عليها الأجر الكبير، وإذا هانت المصائب هان الأجر. ((وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضى فله الرضى ومن سخط فله السخط)). وهذه - أيضاً - بشرى للمؤمن، إذا ابتلى بالمصيبة فلا يظن أن الله سبحانه يبغضه، بل قد يكون هذا من علامة محبة الله للعبد، يبتليه سبحانه بالمصائب، فإذا رضى الإنسان وصبر واحتسب فله الرضى، وإن سخط فله السخط. وفي هذا حث على أن الإنسان يصبر على المصائب حتى يكتب له الرضى من الله عز وجل. والله الموفق.

কিন্তু আল্লাহ যখন তাঁর কোনো বান্দার অমঙ্গল চান, তখন তাকে অবকাশ দেন এবং ধীরে ধীরে তাকে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করেন; তার ওপর নেয়ামতসমূহ অবিরাম বর্ষণ করতে থাকেন এবং বিপদাপদ দূর করে দেন, যতক্ষণ না সে উদ্ধত হয়ে ওঠে—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই—এবং আল্লাহ তাকে যা দান করেছেন তা নিয়ে সে নিন্দনীয়ভাবে উল্লাস করে। এমতাবস্থায় সে তার রবের সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যখন সে পাপে নিমজ্জিত থাকবে, ফলে পরকালে তাকে সেই পাপের শাস্তি পেতে হবে। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। অতএব, যখন আপনি কাউকে দেখবেন যে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত অথচ আল্লাহ তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন এবং নেয়ামত বাড়িয়ে দিচ্ছেন, তখন জেনে রাখুন যে

তিনি তার অমঙ্গলই চেয়েছেন; কেননা আল্লাহ তার শাস্তি বিলম্বিত করেছেন যাতে কিয়ামতের দিন তাকে এর পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হয়।

অতঃপর এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে: "নিশ্চয়ই বিপদের গুরুত্ব অনুযায়ী প্রতিদান নির্ধারিত হয়।" অর্থাৎ বিপদ যত বড় হয়, প্রতিদানও তত মহান হয়। সামান্য বিপদে সওয়াবও সামান্য, আর কঠিন বিপদে সওয়াবও অনেক বেশি। কেননা মহান আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল; তিনি যখন তাদের কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেন, তখন তার বিনিময়ে তাদের মহা পুরস্কার দান করেন। আর যখন বিপদ লঘু হয়, তখন সওয়াবও লঘু হয়।

"আর নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তাদের পরীক্ষায় ফেলেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তাতে সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি নির্ধারিত হয়; আর যে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য আল্লাহর অসন্তুষ্টি থাকে।"

এটি মুমিনের জন্য একটি সুসংবাদও বটে; সে যখন বিপদে পড়ে তখন যেন সে মনে না করে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে ঘৃণা করেন, বরং এটি বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসার নিদর্শনও হতে পারে। তিনি তাকে বিপদের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন; অতঃপর মানুষ যদি সন্তুষ্ট থাকে, ধৈর্য ধরে এবং সওয়াবের প্রত্যাশা করে, তবে তার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে। আর যদি সে অসন্তুষ্ট হয়, তবে তার জন্য আল্লাহর অসন্তুষ্টি রয়েছে।

এতে মানুষকে বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য সন্তুষ্টি লিখে দেওয়া হয়। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 260) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

44- وعن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة، فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم - وهي أم الصبي -: هو أسكن ما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: واروا الصبي، فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فأخبره، فقال ((أعرستم الليلة؟)) قال: نعم، قال: (0 اللهم بآرك لهما؛ فولدت غلاماً، فقال: لي أبو طلحة: أحمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث معه بتمرات، ((أمره شيء؟)) قال: نعم، تمرات، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. (متفق عليه).

وفي رواية للبخاري: قال ابن عيينه: فقال رجل من الأنصار، فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله الولد.

وفي رواية لمسلم: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بآبائه حتى أكون أنا أحدثه، فجاء، فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها، فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، رأيت لو أن

88- আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবু তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর এক পুত্র অসুস্থ ছিল। এমতাবস্থায় আবু তালহা বাইরে বের হলেন এবং শিশুটি মারা গেল। আবু তালহা যখন ফিরে এলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন: আমার ছেলের কী অবস্থা? উম্মে সুলাইম—যিনি শিশুটির মা ছিলেন—বললেন: সে এখন আগের চেয়ে অনেক শান্ত রয়েছে। অতঃপর তিনি তাঁর সামনে রাতের খাবার পেশ করলেন এবং তিনি আহার করলেন। এরপর তিনি স্ত্রীর সাথে মিলিত হলেন। যখন তিনি অবসর হলেন, উম্মে সুলাইম বললেন: শিশুটিকে দাফন করে দিন। যখন ভোর হলো, আবু তালহা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বিষয়টি জানালেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "তোমরা কি গত রাতে মিলিত হয়েছিলে?" তিনি বললেন: হ্যাঁ। তিনি দুআ করলেন: "হে আল্লাহ! তাদের উভয়ের ওপর বরকত নাযিল করুন।" পরবর্তীতে তিনি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। আবু তালহা আমাকে বললেন: একে নিয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট যাও। তিনি তাঁর সাথে কিছু খেজুর পাঠালেন। তিনি (নবীজি) জিজ্ঞেস করলেন: "তার সাথে কি কিছু আছে?" তিনি বললেন: হ্যাঁ, কিছু খেজুর। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেগুলো নিলেন এবং

চিবালােন, তারপর তা নিজের মুখ থেকে বের করে শিশুটির মুখে দিলেন এবং তার তাহনিক করলেন ও তার নাম রাখলেন আবদুল্লাহ। (বুখারী ও মুসলিম)।

বুখারীর এক বর্ণনায় রয়েছে: ইবনে উয়াইনাহ বলেন: আনসারদের জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, আমি সেই নবজাতক আবদুল্লাহর নয়জন সন্তানকে দেখেছি, যারা সকলেই কুরআন পাঠ করেছিলেন (অর্থাৎ আলিম বা হাফেজ হয়েছিলেন)।

মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে: উম্মে সুলাইমের গর্ভজাত আবু তালহার এক পুত্র মারা গেল। তখন তিনি তাঁর পরিবারের লোকদের বললেন: তোমরা আবু তালহাকে তাঁর ছেলের ব্যাপারে কিছু বলবে না যতক্ষণ না আমি নিজেই তাকে বলি। অতঃপর তিনি আসলেন, উম্মে সুলাইম তাঁর সামনে রাতের খাবার দিলেন, তিনি আহাৰ করলেন ও পান করলেন। এরপর তিনি স্বামীর জন্য আগের চেয়েও চমৎকারভাবে সাজসজ্জা করলেন যা তিনি ইতিপূর্বে কখনো করেননি এবং তিনি তাঁর সাথে মিলিত হলেন। যখন তিনি দেখলেন যে তিনি (আবু তালহা) তৃপ্ত হয়েছেন এবং তাঁর সাথে মিলিত হয়েছেন, তখন তিনি বললেন: হে আবু তালহা! আপনি কি মনে করেন, যদি...

(ص: 261) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

قوماً أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعهم؟ قال: لا، فقالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب، ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني؟ ! فأنطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله: ((بارك الله في ليلتكما)) قال: فحملت، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقتها طروقاً، فدنوا من المدينة، فضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة، وأنطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل،

وقد احتبست بها ترى. تقول أم سليم؟ يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد،
انطلق، فأنطلقاً، وضربها المخاض حين قدماً فولدت غلاماً، فقالت لي أُمِّي: يا أنس،
لا

يرضعه أحد حتى تغدو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح احتملته،
فأنطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تمام الحديث.

[الشَّرْحُ]

حديث انس بن مالك عن أبي طلحة أنه كان له ابن يشتكى، يعني مريضاً، وأبو
طلحة كان زوج أم أنس بن مالك رضي الله عنهم. وكان هذا الصبي يشتكى، فخرج
أبو طلحة لبعض حاجاته، فقبض الصبي. يعني مات، فلما رجع سأل أمه عنه فقال:
كيف ابني؟ قالت: ((هو أسكن ما يكون)) وصدقت في قولها، هو أسكن ما يكون؛ لأنه
مات، ولا سكون أعظم من الموت. وأبو طلحة رضي الله عنه فهم أنه اسكن ما يكون
من

এক সম্প্রদায় তাদের কোনো সম্পদ এক পরিবারকে ধার দিয়েছিল, অতঃপর তারা তাদের
সেই ধারের বস্তু ফেরত চাইল। তাদের কি অধিকার আছে সেটি দিতে অস্বীকার করার? তিনি
বললেন: না। তখন তিনি (উম্মু সুলাইম) বললেন: তবে আপনি আপনার পুত্রের ক্ষেত্রে আল্লাহর
নিকট সওয়াবের আশা করুন। বর্ণনাকারী বলেন: তিনি (আবু তালহা) রাগান্বিত হলেন এবং
বললেন: তুমি আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই জানালে না যতক্ষণ না আমি অপবিত্র হলাম
(সহবাস করলাম), তারপর এখন আমাকে আমার পুত্রের সংবাদ দিচ্ছ? অতঃপর তিনি আল্লাহর
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলেন। আল্লাহর
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "আল্লাহ তোমাদের গত রাতে বরকত দান
করুন।" বর্ণনাকারী বলেন: এরপর তিনি গর্ভবতী হলেন। তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে ছিলেন এবং উম্মু সুলাইমও তাঁর সাথে ছিলেন।
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো সফর থেকে মদিনায় ফিরতেন

তখন রাতের বেলা অতর্কিত প্রবেশ করতেন না। যখন তাঁরা মদিনার নিকটবর্তী হলেন, তখন উম্মু সুলাইমের প্রসব বেদনা শুরু হলো। ফলে আবু তালহা তাঁর কারণে আটকে গেলেন এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগিয়ে গেলেন। বর্ণনাকারী বলেন: আবু তালহা বলছিলেন: হে প্রতিপালক! আপনি তো জানেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বের হন তাঁর সাথে বের হতে এবং যখন তিনি প্রবেশ করেন তাঁর সাথে প্রবেশ করতে আমি পছন্দ করি। কিন্তু আপনি যা দেখছেন তার কারণে আমি আটকে গেলাম। তখন উম্মু সুলাইম বললেন: হে আবু তালহা, আমি এখন আর তেমন কোনো বেদনা অনুভব করছি না যা আগে অনুভব করছিলাম, সুতরাং আপনি চলুন। অতঃপর তাঁরা রওনা হলেন। তাঁরা যখন মদিনায় পৌঁছালেন তখন তাঁর প্রসব বেদনা শুরু হলো এবং তিনি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। তখন আমার মা আমাকে বললেন: হে আনাস, কেউ যেন তাকে দুধপান না করায় যতক্ষণ না তুমি সকালে তাকে নিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাও। যখন সকাল হলো, তখন আমি শিশুটিকে বহন করে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে গেলাম। অতঃপর তিনি হাদিসের অবশিষ্ট অংশ উল্লেখ করলেন।

[ব্যাখ্যা]

আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিস যে, তাঁর এক পুত্র অসুস্থ ছিল। আর আবু তালহা ছিলেন আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মাতার স্বামী। সেই শিশুটি অসুস্থ ছিল। আবু তালহা তাঁর কোনো প্রয়োজনে বাইরে গেলে শিশুটির প্রাণ হরণ করা হয়, অর্থাৎ সে মারা যায়। তিনি যখন ফিরে আসলেন তখন তার মায়ের কাছে শিশুটির অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন: আমার ছেলের কী অবস্থা? মা বললেন: "সে সর্বোচ্চ প্রশান্তিতে আছে।" তিনি তাঁর কথায় সত্যই বলেছিলেন যে সে সর্বোচ্চ প্রশান্তিতে আছে; কারণ সে মারা গেছে, আর মৃত্যুর চেয়ে বড় কোনো স্থিরতা বা প্রশান্তি নেই। আর আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু 'সর্বোচ্চ প্রশান্তি' বলতে বুঝেছিলেন যে...

المرض، وأنه في عافية، فقدمت له العشاء فتعشى على أن أبنيه برئى وطيب. ثم أصاب منها، يعني جامعها، فلما انتهى قالت له: ((واروا الصبي)) أي: ادفنوا الصبي؛ فإنه قد مات، فلما أصبح أبو طلحة رضي الله عنه ووارى الصبي وعلم بذلك النبي صلي الله عليه وسلم، وسأل: ((هل أعرستم الليلة)) فولدت غلاماً سماه عبد الله، وكان لهذا الولد تسعة من الولد كلهم يقرأون القرآن ببركة دعاء النبي صلي الله عليه وسلم.

ففي هذا الحديث: دليل على قوة صبر أم سليم رضي الله عنها وأن ابنها الذي مات بلغ بها الحال إلى أن تقول لزوجها هذا القول وتوري هذه التورية، وقدمت له العشاء، ونال منها، ثم قالت: ادفنوا الولد.

وفي هذا دليل على جواز التورية، يعني أن يتكلم الإنسان بكلام تخالف نيته ما في ظاهرة هذا الكلام. فله ظاهر هو المتبادر إلى ذهن المخاطب، وله معنى آخر مرجوح، لكن هو المراد في نية المتكلم، فيظهر خلاف ما يريد.

وهذا جائز، ولكنه لا ينبغي إلا للحاجة، إذا احتاج الإنسان إليه لمصلحة أو دفع مضرة فليور، وأما مع عدم الحاجة فلا ينبغي أن يوري؛ لأنه إذا وري وظهر الأمر على خلاف ما يظنه المخاطب نسب هذا الموري إلى الكذب وأساء الظن به، لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس.

ومن التورية المفيدة التي يحتاج إليها الإنسان: لو أن شخصاً ظالماً يأخذ أموال الناس بغير حق، وأودع إنسان عندك مالا قال: هذا مالي عندك

অসুস্থতা এবং সে সুস্থ আছে এই মর্মে। অতঃপর তিনি তাঁর জন্য রাতের খাবার পেশ করলেন এবং তিনি এই বিশ্বাস নিয়ে আহ্বার করলেন যে তাঁর সন্তান রোগমুক্ত ও ভালো আছে। এরপর তিনি তাঁর সাথে মিলিত হলেন, অর্থাৎ সহবাস করলেন। যখন তিনি অবসর হলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন: "শিশুটির ব্যবস্থা করো" অর্থাৎ শিশুটিকে দাফন করো; কারণ সে মৃত্যুবরণ করেছে। যখন সকাল হলো, আবু তালহা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) শিশুটিকে দাফন করলেন এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ বিষয়ে জানতে পারলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন:

"তোমরা কি গত রাতে বাসর যাপন করেছ?" পরবর্তীতে তিনি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন যার নাম নবীজি রেখেছিলেন আবদুল্লাহ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দোয়ার বরকতে এই সন্তানের নয়জন পুত্র সন্তান হয়েছিল এবং তারা সকলেই কুরআনের হাফেজ ছিলেন।

এই হাদিসের মধ্যে উম্মে সুলাইম (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর ধৈর্যের এক সুদৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাঁর সন্তান মারা যাওয়া সত্ত্বেও তাঁর অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে তিনি তাঁর স্বামীর সাথে এই ধরনের কথা বলেছিলেন এবং এমন কৌশল (তাওরিয়াহ) অবলম্বন করেছিলেন। তিনি তাঁকে রাতের খাবার দিলেন, তাঁর সাথে দাম্পত্য মিলন ঘটালেন এবং তারপর বললেন: "সন্তানকে দাফন করো।"

এতে 'তাওরিয়াহ' বা দ্ব্যর্থবোধক কথা বলার বৈধতার প্রমাণ রয়েছে। অর্থাৎ মানুষ এমন কথা বলবে যার প্রকাশ্য অর্থ তার অন্তরের নিয়তের বিপরীত হবে। এর একটি প্রকাশ্য অর্থ থাকে যা শ্রোতার মনে তৎক্ষণাৎ উদয় হয়, আবার এর একটি গোঁণ অর্থ থাকে যা মূলত বক্তার নিয়তে উদ্দিষ্ট থাকে; ফলে সে যা চায় তার বিপরীত কিছু প্রকাশ পায়।

আর এটি বৈধ, তবে প্রয়োজন ছাড়া এমনটি করা সমীচীন নয়। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কল্যাণের স্বার্থে বা ক্ষতি প্রতিহত করতে এর প্রয়োজন অনুভব করে, তবে সে তাওরিয়াহ করতে পারে। কিন্তু প্রয়োজন ছাড়া তাওরিয়াহ করা উচিত নয়; কারণ সে যদি তাওরিয়াহ করে এবং বিষয়টি শ্রোতার ধারণার বিপরীতে প্রকাশিত হয়, তবে সেই ব্যক্তিকে মিথ্যার দায়ে অভিযুক্ত করা হবে এবং তার প্রতি কুধারণা সৃষ্টি হবে। তবে যদি প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই।

এমন কিছু উপকারী তাওরিয়াহ যা মানুষের প্রয়োজন হতে পারে, তার উদাহরণ হলো: যদি কোনো জালিম ব্যক্তি অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ কেড়ে নেয় এবং কোনো ব্যক্তি আপনার কাছে কিছু সম্পদ আমানত রেখে বলে: "এটি আপনার কাছে আমার গচ্ছিত সম্পদ"

وديعة، أخشى أن يطلع عليه هذا الظالم فيأخذه، فجاء الظالم إليك وسألك: هل عندك مال لفلان؟ فقلت والله ما له عندي شيء.

المخاطب يظن أن هذا نفي، وأن المعني: ما عندي له شيء. لكن أنت تنوي ب (ما) الذي، أي: الذي عندي له شيء، فيكون هذا الكلام مثبتاً لا منفيّاً. هذا من التورية المباحة، بل قد تكون مطلوبة إذا دعت الحاجة إليها، وإلا ففياً عدا ذلك فلا. وفي هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أنس بن مالك بأخيه من أمه ابن أبي طلحة جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه تمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ومضغ التمرات، ثم جعلها في في الصبي، يعني أدخلها فيه وحنكه، أي: أدخل أصبعه وداره في حنكه؛ وذلك تبركا بريق النبي عليه الصلاة والسلام، ليكون أول ما يصل إلى بطن الصبي ريق الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة يفعلون هذا إذا ولد لهم أولاد - بنون أو بنات - جاءوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا بالتمرات معهم من أجل أن يحنكه. وهذا التحنيك هل هو لبركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو من أجل أن يصل طعم التمرات إلى معدة الصبي قبل كل شيء؟ إن قلنا بالأول صار التحنيك من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يحنك أحد صبيّاً؛ لأنه لا أحد يتبرك بريقه وعرقه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وإن قلنا بالثاني: إنه من أجل التمرات ليكون هو أول ما يصل إلى

একটি আমানত, আমি আশঙ্কা করছি যে এই অত্যাচারী ব্যক্তি এর খোঁজ পেয়ে যাবে এবং তা ছিনিয়ে নেবে। এমতাবস্থায় অত্যাচারী লোকটি আপনার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল: 'অমুকের কোনো সম্পদ কি আপনার কাছে আছে?' তখন আপনি বললেন: 'আল্লাহর কসম, তার জন্য আমার কাছে কিছু নেই।'

শ্রোতা মনে করবে যে এটি একটি অস্বীকৃতি, এবং এর অর্থ হলো: তার কোনো সম্পদ আমার কাছে নেই। কিন্তু আপনি 'মা' (যা) দ্বারা 'আল্লায়ী' (যা কিছু) উদ্দেশ্য করেছেন, অর্থাৎ: যা আমার নিকট আছে তা তারই সম্পদ; ফলে এই কথাটি অস্বীকৃতিমূলক না হয়ে বরং ইতিবাচক হয়ে যায়। এটি বৈধ দ্ব্যর্থবোধকতা বা তাওরিয়াহ-এর অন্তর্ভুক্ত, বরং প্রয়োজন দেখা দিলে এটি কাম্যও হতে পারে; অন্যথায় এটি করা যাবে না।

এই হাদিসে রয়েছে: আনাস ইবনে মালিক যখন তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই ইবনে আবু তালহাকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলেন এবং তাঁর সাথে কিছু খেজুর ছিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটি নিলেন এবং খেজুরগুলো চিবালেন। এরপর তিনি তা শিশুটির মুখে দিলেন, অর্থাৎ তাঁর মুখে প্রবেশ করালেন এবং তাহনিক করলেন; অর্থাৎ তাঁর আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে তা শিশুর তালুর চারপাশে ঘুরিয়ে দিলেন। আর এটি করা হয়েছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লালার মুবারকের বরকত লাভের উদ্দেশ্যে, যেন শিশুর উদরে সর্বপ্রথম যা প্রবেশ করে তা যেন হয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লালার। সাহাবীগণ যখনই তাঁদের কোনো সন্তান—পুত্র হোক বা কন্যা—জন্মগ্রহণ করত, তখনই তাঁরা তাঁদের রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিয়ে আসতেন এবং সাথে খেজুর নিয়ে আসতেন যেন তিনি তাহনিক করে দেন।

এই তাহনিক করার বিষয়টি কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লালার বরকতের জন্য? নাকি অন্য সবকিছুর আগে শিশুর পাকস্থলীতে খেজুরের স্বাদ পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে?

যদি আমরা প্রথম কারণটি গ্রহণ করি, তবে তাহনিক করা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনন্য বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, ফলে অন্য কেউ কোনো শিশুর তাহনিক করবে না; কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য কারও লালার বা ঘাম থেকে বরকত গ্রহণ করা হয় না।

আর যদি আমরা দ্বিতীয় কারণটি বলি যে, এটি খেজুরের কারণে ছিল যেন সেটিই প্রথম বস্তু হয় যা পৌঁছাবে...

معدة الصبي؛ لأنه يكون لها بمنزلة الدباغ، فإننا نقول: كل مولد يحنك.
وفي هذا الحديث: آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم حيث دعا لهذا الصبي
فبارك الله فيه وفي عقبه، وكان له كما ذكرنا تسعة من الولد، كلهم يقرأون القرآن
ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام.

وفيه: أنه يستحب تسمية بعبد الله، فإن التسمية بهذا وبعبد الرحمن أفضل ما
يكون، قال النبي صلى الله عليه وسلم ((إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد
الرحمن)).

وأما ما يروى أن ((خير الأسماء ما حمد وعبد)) فلا أصل له، وليس حديثاً عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح: أحب الأسماء إلى الله عبد الله
وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهبام). وحارث وهبام أصدق الأسماء لأنها مطابقة
للواقع، فكل واحد من بني آدم فهو حارث يعمل، وكل واحد من بني آدم فهو هبام
يهم وينوي ويقصد وله إرادة.

قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ (الانشقاق: 6) ،
وكل إنسان يعمل، فأصدق الأسماء حارث وهبام؛ لأنه مطابق للواقع، وأحبها إلى الله
عبد الله، وعبد الرحمن.

শিশুর পাকস্থলী; কেননা এটি তার জন্য চর্মশোধনকারীর সমতুল্য। তাই আমরা বলি: প্রত্যেক
নবজাতকেরই তাহনিক করা উচিত।

এই হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম একটি নিদর্শন বা মোজাজা
বিদ্যমান, যেখানে তিনি এই শিশুর জন্য দোয়া করেছিলেন। ফলে আল্লাহ তাআলা তার মাঝে
এবং তার বংশধরের মাঝে বরকত দান করেন। যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি যে, তার নয়জন

সন্তান ছিল এবং তারা সবাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়ার বরকতে কুরআন তিলাওয়াতকারী ছিলেন।

এতে আরও প্রমাণিত হয় যে, আব্দুল্লাহ নাম রাখা মুস্তাহাব। কেননা এই নাম এবং আব্দুর রহমান নাম রাখা হলো সর্বোত্তম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের নামসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় হলো আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রহমান।"

আর যা বর্ণিত হয় যে, "সর্বোত্তম নাম হলো যাতে প্রশংসা ও দাসত্ববোধক অর্থ রয়েছে," তার কোনো ভিত্তি নেই এবং এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো হাদিস নয়। সহিহ হাদিস হলো: "আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম হলো আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান এবং সবচেয়ে সত্যনিষ্ঠ নাম হলো হারিস ও হাম্মাম।" হারিস ও হাম্মাম সবচেয়ে সত্যনিষ্ঠ নাম হওয়ার কারণ হলো এগুলো বাস্তবতার সাথে সংগতিপূর্ণ। কেননা বনী আদমের প্রতিটি ব্যক্তিই 'হারিস' অর্থাৎ পরিশ্রমী বা কর্মজীবী, এবং বনী আদমের প্রতিটি ব্যক্তিই 'হাম্মাম' অর্থাৎ সে কোনো কিছুর সংকল্প করে, নিয়ত করে, লক্ষ্য স্থির করে এবং তার ইচ্ছা শক্তি রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "হে মানুষ, তোমাকে তোমার প্রতিপালক পর্যন্ত পৌঁছাতে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, অতঃপর তুমি তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে।" (সূরা আল-ইনশিকাক: ৬)। প্রতিটি মানুষই কর্মতৎপর, তাই সবচেয়ে সত্যনিষ্ঠ নাম হলো হারিস ও হাম্মাম; কারণ এটি বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম হলো আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান।

(ص: 265) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

ولهذا ينبغي للإنسان أن يختار لأبنائه وبناته أحسن الأسماء؛ لينال بذلك الأجر،
وليكون محسناً إلى أبنائه وبناته.

أما أن تأتي بأسماء غريبة على المجتمع، فإن هذا قد يوجب مضايقات نفسية للأبناء والبنات في المستقبل، ويكون كل هم ينال الولد أو الابن أو البنت من هذا الاسم فعليك إثمه ووباله؛ لأنك أنت المتسبب لمضايقته بهذا الاسم الغريب الذي يشار إليه، ويقال، انظر إلى هذا الاسم، أنظر إلى هذا الاسم !! .
ولهذا ينبغي للإنسان أن يختار أحسن الأسماء.
ويحرم أن يسمى الإنسان بأسماء من خصائص أسماء الكفار، مثل جورج وما أشبه ذلك من الأسماء التي يتلقب بها الكفار؛ لأن هذا من باب التشبه بهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ((من تشبه بقوم فهو منهم)).

ويجب علينا - نحن المسلمين - أن نكره الكفار كرها عظيما، وأن نعاديهم، وأن نعلم أنهم أعداء لنا مهما تزينوا لنا وتقربوا لنا، فهم أعداؤنا حقا، وأعداء الله عز وجل، وأعداء الملائكة، وأعداء الأنبياء، وأعداء الصالحين، فهم أعداء ولو تلبسوا بالصدقة أو زعموا أنهم أصدقاء، فإنهم والله الأعداء، فيجب أن نعاديهم، ولا فرق بين الكفار الذين لهم شأن وقية في العالم أو الكفار الذين ليس لهم شأن، حتى الخدم والخدمات.

এই কারণে মানুষের উচিত তার সন্তানদের জন্য সুন্দরতম নাম নির্বাচন করা; যাতে এর মাধ্যমে সওয়াব অর্জিত হয় এবং সন্তানদের প্রতি ইহসান বা সদাচরণ করা হয়।
পক্ষান্তরে, সমাজে প্রচলিত নয় এমন অদ্ভুত ও বিজাতীয় নাম রাখা ভবিষ্যতে সন্তানদের জন্য মানসিক যাতনার কারণ হতে পারে। এই নামের কারণে সন্তান যে পরিমাণ দুশ্চিন্তা বা কষ্টের সম্মুখীন হবে, তার পাপ ও দায়ভার আপনার ওপর বর্তাবে; কেননা এই অদ্ভুত নামের মাধ্যমে তাকে অস্বস্তিতে ফেলার মূল হোতা আপনিই, যার প্রতি মানুষ আঙুল তুলবে এবং বলবে, ‘এই নামটির দিকে তাকাও, ওই নামটির দিকে তাকাও!!’
ফলে মানুষের জন্য কর্তব্য হলো সর্বোত্তম নাম নির্বাচন করা।

কাফেরদের জন্য নির্দিষ্ট বা তাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নাম রাখা হারাম, যেমন ‘জর্জ’ বা এই জাতীয় নামসমূহ যা দ্বারা কাফেররা পরিচিতি লাভ করে; কারণ এটি তাদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বনের অন্তর্ভুক্ত। আর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।”

আর আমাদের—অর্থাৎ মুসলিমদের—জন্য অপরিহার্য হলো কাফেরদের চরমভাবে ঘৃণা করা এবং তাদের শত্রু হিসেবে গণ্য করা। আমাদের জানতে হবে যে, তারা আমাদের প্রকাশ্য শত্রু; তারা আমাদের সাথে যতই বাহ্যিক সৌন্দর্য বা নৈকট্য প্রদর্শন করুক না কেন। তারা প্রকৃতপক্ষে আমাদের শত্রু, মহান আল্লাহর শত্রু, ফেরেশতাদের শত্রু, নবিগণের শত্রু এবং নেককার বান্দাদের শত্রু। তারা শত্রু হিসেবেই গণ্য হবে যদিও তারা বন্ধুত্বের ছদ্মবেশ ধারণ করে কিংবা বন্ধু হওয়ার দাবি করে; আল্লাহর কসম, তারাই প্রকৃত শত্রু। সুতরাং তাদের শত্রু মনে করা ওয়াজিব। এক্ষেত্রে বিশ্বে প্রভাবপ্রতিপত্তি সম্পন্ন কাফের এবং গুরুত্বহীন কাফেরদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, এমনকি তারা চাকর বা পরিচারিকা হলেও।

(ص: 266) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

يجب أن نكره أن يكون في بلدنا خادم أو خادمة من غير المسلمين، ولا سيما وأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول ((أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب)) ويقول: ((لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً))، ويقول في مرض موته، في آخر حياته وهو يودع الأمة: ((أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)).

وبعض الناس الآن - نسأل الله العافية - يخيّر بين العامل مسلم وعامل كافر فيختار الكافر! قلوب زائغة ضالة، ليست إلى الحق مأثلة، يختارون الكفار!! يزين لهم

الشيطان أعمالهم، ويقولون كذباً وزوراً وبهتاناً: إن الكافر أخلص في عمله من المسلم! أعوذ بالله! .

يقولون: أن الكافر لا يصلي، بل يستغل وقت الصلاة في العمل، ولا يطلب الذهاب إلى العبرة أو الحج، ولا يصوم، وهو دائماً في عمل.
ولا يهيمهم هذا الشيء مع أن خالق الأرض والسموات يقول: (وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ) (البقرة: من الآية 221) ، فيجب عليكم أيها الإخوة أن تناصحوا إخوانكم الذين اغتروا وزين لهم الشيطان جلب الكفار إلى بلادنا خدماً وعبداً وما أشبه ذلك، يجب أن يعلموا أن في ذلك إغانة للكفار

আমাদের দেশে অমুসলিম খাদেম বা খাদেমা থাকা আমাদের নিকট অপছন্দনীয় হওয়া উচিত। বিশেষ করে যখন আমাদের নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা জাযিরাতুল আরব (আরব উপদ্বীপ) থেকে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বের করে দাও" এবং তিনি বলেছেন: "আমি অবশ্যই জাযিরাতুল আরব থেকে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বিতাড়িত করব, যতক্ষণ না সেখানে মুসলমান ছাড়া আর কাউকে বাকি রাখব।" এমনকি তাঁর অন্তিম রোগশয্যায়, জীবনের শেষ মুহূর্তে উম্মতকে বিদায় জানানোর সময় তিনি বলেছেন: "তোমরা জাযিরাতুল আরব থেকে মুশরিকদের বের করে দাও।"

বর্তমানে কিছু মানুষ—আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি—মুসলিম কর্মী ও কাফের কর্মীর মধ্যে পছন্দ করার সুযোগ পেলে কাফেরকেই বেছে নেয়! এগুলো বিচ্যুত ও পথভ্রষ্ট অন্তর, যা সত্যের দিকে অনুরাগী নয়; তারা কাফেরদের পছন্দ করে!! শয়তান তাদের কর্মকে তাদের সামনে সুশোভিত করে রেখেছে। আর তারা মিথ্যা, বানোয়াট ও অপবাদমূলকভাবে বলে: "কাফেররা কাজের ক্ষেত্রে মুসলিমদের চেয়ে বেশি একনিষ্ঠ!" আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই!

তারা বলে: কাফেররা তো সালাত আদায় করে না, বরং সালাতের সময়টুকু কাজের পেছনে ব্যয় করে; তারা উমরাহ বা হজ্জে যাওয়ার আবেদন করে না, রোজা রাখে না এবং সর্বদা কাজেই ব্যস্ত থাকে।

তারা এ বিষয়টির তোয়াক্কা করে না, অথচ আসমান ও জমিনের স্রষ্টা বলেছেন: "আর একজন মুমিন দাস একজন মুশরিকের চেয়েও উত্তম, যদিও সে তোমাদের মুঞ্চ করে। তারা আগুনের দিকে আহ্বান করে, আর আল্লাহ তাঁর নিজ অনুমতিক্রমে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন" (সূরা আল-বাকারাহ: ২২১ এর অংশবিশেষ)। সুতরাং হে ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমাদের ওপর কর্তব্য হলো সেইসব ভাইদের নসিহত করা যারা বিভ্রান্ত হয়েছে এবং শয়তান যাদের কাছে আমাদের দেশে খাদেম ও শ্রমিক হিসেবে কাফেরদের নিয়ে আসাকে সুশোভিত করেছে। তাদের জানা উচিত যে, এর মধ্যে কাফেরদের সহায়তা করা নিহিত রয়েছে।

(ص: 267) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

على المسلمين؛ لأن هؤلاء الكفار يؤدون ضرائب لحكوماتهم لتقويتها على المسلمين. والشواهد على هذا كثيرة، فالواجب علينا أن نتجنب الكفار، بقدر ما نستطيع، فلا نتسبى بأسائهم، ولا نوادهم، ولا نحترمهم، ولا نبداهم بالسلام، ولا نفسح لهم الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه)).

أين نحن من هذه التعليقات!؟ أين نحن من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى؟ لماذا لا نحذر إذا كثر فينا الخبث من الهلاك؟ استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة محمرا وجهه فقال ((لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب)) إنذار وتحذير، ويل للعرب حملة لواء الإسلام من شر قد

اقترب ((فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعه الإبهام والتي
تليها، قالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث))

الخبث العملي والخبث البشري، فإذا كثر الخبث في أعبالنا فنحن عرضة للهلاك، وإذا
كثر البشر النجس في بلادنا فنحن عرضة للهلاك، والواقع شاهد بهذا، نسأل الله أن
يحيي بلادنا من أعدائنا الظاهرين

মুসলমানদের ওপর; কারণ এই কাফিররা তাদের সরকারকে কর প্রদান করে যাতে তারা
মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে শক্তিশালী করতে পারে।

এ বিষয়ে প্রমাণ অনেক। তাই আমাদের কর্তব্য হলো যথাসম্ভব কাফিরদের এড়িয়ে চলা।
আমরা যেন তাদের নামে নিজেদের নামকরণ না করি, তাদের সাথে হৃদতাপূর্ণ সম্পর্ক না রাখি,
তাদের সম্মান না করি, তাদের আগে সালাম না দেই এবং তাদের জন্য রাস্তা প্রশস্ত না করে
দেই। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের
আগে সালাম প্রদান করো না; যখন তোমরা তাদের কারো সাথে পথে সাক্ষাৎ করো, তখন
তাকে সংকীর্ণ পথে চলতে বাধ্য করো।"

এই নির্দেশনাবলি থেকে আমরা আজ কোথায়! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-
এর বাণী থেকে আমরা আজ কোথায়, যিনি নিজ প্রবৃত্তি থেকে কোনো কথা বলেন না?
আমাদের মধ্যে যখন পাপাচার ও মন্দের আধিক্য ঘটে, তখন কেন আমরা ধ্বংসের ব্যাপারে
সতর্ক হই না? এক রাতে নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম রক্তিম চেহারায় জাগ্রত হলেন
এবং বললেন, "আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই; নিকটবর্তী এক অনিষ্টের কারণে
আরবদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।" এটি একটি সতর্কবাণী ও হুঁশিয়ারি। ইসলামের পতাকাবাহী
আরবদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য সেই অনিষ্টের কারণে যা ঘনিয়ে এসেছে। "আজ ইয়াজুজ ও
মাজুজের প্রাচীর থেকে এই পরিমাণ উন্মুক্ত হয়েছে"—এই বলে তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তার
পাশের আঙুল দিয়ে বৃত্ত তৈরি করলেন। যয়নব (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের
মধ্যে পুণ্যবান লোক থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, যখন
পাপাচার ও কদর্যতা বৃদ্ধি পাবে।'

কর্মগত কদর্যতা এবং মানবীয় কদর্যতা; সুতরাং আমাদের কর্মে যখন পাপাচার বৃদ্ধি পায়, তখন আমরা ধ্বংসের সম্মুখীন হই। আর যখন আমাদের ভূখণ্ডে অপবিত্র মানুষের আধিক্য ঘটে, তখন আমরা ধ্বংসের সম্মুখীন হই। বাস্তব পরিস্থিতিই এর সাক্ষী। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের প্রকাশ্য শত্রুদের হাত থেকে আমাদের দেশসমূহকে রক্ষা করেন।

(ص: 268) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

والباطنين، وأن يكبت المنافقين والكفار، ويجعل كيدهم في نحورهم، إنه جواد كريم.

قول أم سليم رضي الله عنها ((أرأيت لو أن قوماً أعاروا عاريتهم أهل بيت ثم طلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا، فقالت فاحتسب ابنك)) يعني أن الأولاد عندنا عارية، وهم ملك لله عز وجل متى شاء أخذهم، فضربت له هذا المثل من أجل أن يقتنع ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى.

وهذا يدل على ذكائها رضي الله عنها وعلى أنها امرأة عاقلة صابرة محتسبة، وإلا فإن الأم كالأب ينالها من الحزن على ولدها مثل ما ينال الأب، وربما تكون أشد حزنًا؛ لضعفها وعدم صبرها.

وفي هذا الحديث بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان له تسعة من الولد كلهم يقرأون القرآن، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم.

وفيه - أيضاً - كرامة لأبي طلحة رضي الله عنه؛ لأن أبا طلحة كان قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكانت معه أم سليم بعد أن حملت، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من السفر أتتها المخاض، أي: جاءها الطلق قبل أن يصلوا إلى

المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يحب أن يطرق أهله طروقاً)) أي: لا يحب أن يدخل عليهم ليلاً دون أن يخبرهم بالقدوم. فدعا أبو طلحة رضي الله عنه ربه وقال: اللهم إنك تعلم أنني أحب أن لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مخرجاً إلا وأنا معه ولا يرجع مرجعاً إلا وأنا معه، وقد أصابني ما ترى - ينادي ربه سبحانه وتعالى تقول أمر سليم: ((فما وجدت الذي كنت أجده من قبل)) يعني هان

...এবং অভ্যন্তরীণ (শত্রুদের) দমন করতে, আর মুনাফিক ও কাফিরদের পর্যুদস্ত করতে এবং তাদের চক্রান্ত তাদেরই বিরুদ্ধে ফিরিয়ে দিতে; নিশ্চয়ই তিনি পরম দাতা ও মহানুভব।
উম্মে সুলাইম (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর উক্তি: "আপনার কী মনে হয়, যদি কোনো সম্প্রদায় তাদের কোনো বস্তু কোনো পরিবারকে ধার দেয়, অতঃপর তারা সেই ধার দেওয়া বস্তুটি ফেরত চায়, তবে কি তাদের বাধা দেওয়ার কোনো অধিকার আছে? তিনি (আবু তালহা) বললেন: না। তখন তিনি বললেন: তবে আপনি আপনার পুত্রের ব্যাপারে সওয়াবের প্রত্যাশায় ধৈর্য ধরুন।"
এর অর্থ হলো, আমাদের নিকট সন্তানরা হলো আমানতস্বরূপ এবং তারা মহান আল্লাহর মালিকানাধীন; তিনি যখন ইচ্ছা তাদের নিয়ে নেন। তিনি তাঁর নিকট এই উপমাটি পেশ করেছেন যাতে তিনি আশ্বস্ত হন এবং মহান আল্লাহর নিকট এর প্রতিদান আশা করেন।

এটি তাঁর (রাদিয়াল্লাহু আনহা) প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় এবং তিনি যে একজন বিদূষী, ধৈর্যশীলা ও পুণ্যপ্রত্যাশী নারী ছিলেন তা প্রমাণ করে। অন্যথায় একজন মা তো পিতার মতোই সন্তানের শোকে বিচলিত হন, বরং দুর্বলতা ও ধৈর্যহীনতার কারণে তাঁর শোক অনেক সময় আরও তীব্রতর হতে পারত।

এই হাদীসে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দোয়ার বরকত ফুটে উঠেছে, যার ফলে তাঁর নয়জন সন্তান হয়েছিল এবং তাঁরা সকলেই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দোয়ার বরকতে পবিত্র কুরআনের ধারক ও বাহক (আলিম) হয়েছিলেন।

এতে আবু তালহা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের (কারামত) বর্ণনাও রয়েছে; কারণ আবু তালহা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে এক সফরে বের হয়েছিলেন এবং উম্মে সুলাইম গর্ভবতী অবস্থায় তাঁর সাথে ছিলেন। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সফর থেকে ফিরছিলেন, তখন মদীনায় পৌঁছানোর পূর্বেই তাঁর

প্রসব বেদনা শুরু হয়। আর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতের বেলা অতর্কিতে পরিবারের নিকট উপস্থিত হওয়া অপছন্দ করতেন। তখন আবু তালহা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে বললেন: হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখনই কোনো সফরে বের হন, আমি তাঁর সাথে থাকতে পছন্দ করি এবং যখনই তিনি প্রত্যাভর্তন করেন, আমি তাঁর সাথেই ফিরতে ভালোবাসি। অথচ এখন আমার ওপর এমন অবস্থা আপতিত হয়েছে যা আপনি দেখছেন— তিনি তাঁর মহান প্রতিপালকের নিকট এই নিভৃত প্রার্থনা করছিলেন। তখন উম্মে সুলাইম বললেন: "আমি পূর্বে যে কষ্ট অনুভব করছিলাম, এখন তা আর পাচ্ছি না।" অর্থাৎ তাঁর সেই কষ্ট লাঘব হয়ে গেল।

(ম: 269) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

عليها الطلق، ولا كأنها تطلق.

قالت أم سليم لزوجها أبي طلحة: انطلق، فأنطلق، ودخل المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما وصلوا إلى المدينة وضعت. ففي هذا كرامة لأبي طلحة رضي الله عنه حيث خفف الله الطلق على امرأته بدعائه، ثم لما وضعت قالت أم سليم لابنها أنس بن مالك - وهو أخو هذا الحمل الذي ولد، أخوه من أمه - قالت: احتمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم نمر، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم التمرة فيبضعها بفيه ثم يحنك بها الصبي، لأن في ذلك فائدتين:

الفائدة الأولى: بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بريق النبي صلى الله عليه وسلم وبعرقه، حتى كان من عادتهم أنه إذا كان في الصباح وصلى الفجر أتوا بآنية فيها ماء فغس النبي صلى الله عليه وسلم يديه في

الماء، وعرك يديه في الماء، فيأتي الصبيان بهذا الماء ثم ينطلقون به إلى أهلهم يتبركون بأثر النبي صلى الله عليه وسلم.

وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام كادوا يقتتلون على وضوئه، أي: فضل الماء، يتبركون به، وكذلك من عرقه وشعره.

حتى كان عند أم سلمة - إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وإحدى أمهات المؤمنين - عندها ججل من فضة، أي مثل ((الطابوق)) فيه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم يستشفون بها، أي يأتون بشعرتين أو ثلاثة

তার প্রসব বেদনা শুরু হয়েছিল, অথচ মনে হচ্ছিল না যে তার প্রসব বেদনা হচ্ছে।

উম্মু সুলাইম তার স্বামী আবু তালহাকে বললেন: "রওনা হোন।" অতঃপর তিনি রওনা হলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মদিনায় প্রবেশ করলেন। যখন তারা মদিনায় পৌঁছালেন, তখন তিনি সন্তান প্রসব করলেন। এতে আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি কারামত নিহিত রয়েছে, কারণ আল্লাহ তাআলা তাঁর দোয়ার বরকতে তাঁর স্ত্রীর প্রসব বেদনা লাঘব করে দিয়েছিলেন। অতঃপর যখন তিনি সন্তান প্রসব করলেন, উম্মু সুলাইম তাঁর পুত্র আনাস ইবনে মালিককে—যিনি এই নবজাতকের মাতৃকুলীয় ভাই—বললেন: "একে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে যাও।" তাঁদের সাথে খেজুর ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরটি নিলেন এবং সেটি নিজের মুখে চিবিয়ে তা দিয়ে শিশুটির তাহনিক করলেন। কারণ এতে দুটি উপকারিতা রয়েছে:

প্রথম উপকারিতা: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র লালা মুবারকের বরকত। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লালা ও ঘাম থেকে বরকত গ্রহণ করতেন। এমনকি তাদের রীতি ছিল যে, ভোরবেলা যখন তিনি ফজরের সালাত আদায় করতেন, তখন তারা পানিভর্তি পাত্র নিয়ে আসতেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই পানিতে নিজের হাত ডুবিয়ে দিতেন এবং হাত নাড়াতেন। অতঃপর শিশুরা এই পানি নিয়ে তাদের পরিবারের কাছে চলে যেত যাতে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতিচিহ্ন থেকে বরকত হাসিল করতে পারে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অজু করতেন, তখন সাহাবায়ে কেলাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম তাঁর অজুর অবশিষ্ট পানির জন্য প্রায় লড়াই করার উপক্রম করতেন; অর্থাৎ তারা সেই অবশিষ্ট পানি দিয়ে বরকত গ্রহণ করতেন। একইভাবে তাঁর ঘাম ও চুল মুবারক থেকেও বরকত নেওয়া হতো।

এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম সহধর্মিণী ও মুমিনদের জননী উম্মু সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট রূপার তৈরি একটি ঘণ্টির ন্যায় ছোট পাত্র ছিল, যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি চুল মুবারক সংরক্ষিত ছিল। তারা এর মাধ্যমে আরোগ্য কামনা করতেন; অর্থাৎ তারা দুই বা তিনটি চুল নিয়ে আসতেন...

(ص: 270) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

فيضعونه في الماء ثم يحركونها من أجل أن يتبركوا بهذا الماء، لكن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام.

الفائدة الثانية من التمر الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحنكه الصبيان: أن التمر فيه خير وبركة، وفيه فائدة للمعدة، فإذا كان أول ما يصل إلى معدته من التمر كان ذلك خيرا للمعدة.

فحنكه الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا له بالبركة.

والشاهد من هذا الحديث: أن أم سليم قالت لأبي طلحة: احتسب ابنك، يعني: أصبر على ما أصابك من فاقة، واحتسب الأجر على الله. والله الموفق.

45. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس

الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)) (متفق عليه)

((والصرعة)) بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب: من يصرع الناس كثيرا.

46. وعن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورجلان يستبان، وأحدهما قد أحمر وجهه، وانتفخت أوداجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من

তারা সেটি পানিতে রাখতেন এবং অতঃপর তা নাড়াচাড়া করতেন যাতে এই পানির মাধ্যমে বরকত লাভ করা যায়; তবে এটি কেবল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্যই নির্দিষ্ট ছিল।

খেজুর দ্বারা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিশুদের যে তাহনিক করতেন তার দ্বিতীয় উপকারিতা হলো: খেজুরে রয়েছে কল্যাণ ও বরকত এবং এটি পাকস্থলীর জন্য উপকারী। সুতরাং শিশুর পাকস্থলীতে সর্বপ্রথম যা পৌঁছায় তা যদি খেজুর হয়, তবে তা পাকস্থলীর জন্য কল্যাণকর হবে।

অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে তাহনিক করলেন এবং তার জন্য বরকতের দোয়া করলেন।

এই হাদিসের শিক্ষণীয় দিক হলো: উম্মে সুলাইম আবু তালহাকে বলেছিলেন: "তোমার পুত্রের বিয়োগব্যথায় সওয়াব প্রত্যাশা করো," অর্থাৎ: তাকে হারানোর শোকে ধৈর্য ধারণ করো এবং আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা রাখো। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

৪৫ — আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "কুস্তিতে অন্যকে ধরাশায়ীকারী প্রকৃত শক্তিশালী নয়; বরং প্রকৃত শক্তিশালী সে, যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংবরণ করতে পারে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

"আস-সুরাআহ" (সোয়াদ বর্ণে পেশ এবং রা বর্ণে জবর সহযোগে), আরবদের নিকট এর মূল অর্থ হলো: যে ব্যক্তি মানুষকে কুস্তিতে বারবার আছাড় দেয়।

৪৬ — সুলাইমান ইবনে সুরাদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, এমতাবস্থায় দুজন লোক একে অপরকে গালিগালাজ করছিল। তাদের একজনের মুখমণ্ডল লাল হয়ে গিয়েছিল এবং ঘাড়ের

রগগুলো ফুলে উঠেছিল। তখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "আমি নিশ্চয়ই এমন একটি বাক্য জানি, যদি সে তা পাঠ করে তবে তার বর্তমান উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যাবে; সে যদি বলত: আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি..."

(ص: 271) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الشيطان الرجيم، ذهب منه ما يجد)) فقالوا له: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تعوذ بالله من الشيطان الرجيم)) (متفق عليه).

[الشَّرْحُ]

هذان الحديثان اللذان ذكرهما المؤلف في الغضب، والغضب جرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، فيستشيط غضباً، ويحتني جسده، وتنتفح أوداجه، ويحمر وجهه، ويتكلم بكلام لا يعقله أحياناً، ويتصرف تصرفاً لا يعقله أيضاً. ولهذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني قال: ((لا تغضب)). وبين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن الشديد ليس بالصرعة فقال: ((ليس الشديد بالصرعة)) أي: ليس القوي في الصرعة الذي يكثر صرع الناس فيطرحهم ويغلبهم في المصارعة، هذا يقال عنه عند الناس إنه شديد وقوي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس هذا الشديد حقيقة، ((إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)) أي: القوي حقيقة هو الذي يصرع نفسه إذا صارعته وغضب ملكها وتحكم فيها، لأن هذه هي القوة الحقيقية، قوة داخلية

বিতাড়িত শয়তান থেকে (আশ্রয় প্রার্থনা করছি), তবে তার থেকে ওই অবস্থা দূর হয়ে যেত। অতঃপর তারা তাকে বলল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তুমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো।” (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাখ্যা]

এই দুটি হাদীস যা লেখক ক্রোধ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। ক্রোধ হলো একটি প্রজ্বলিত আগুনের ফুলকি যা শয়তান আদম সন্তানের হৃদয়ে নিক্ষেপ করে, ফলে সে ক্রোধে ফেটে পড়ে, তার শরীর উত্তেজিত হয়, ঘাড়ের রগগুলো ফুলে ওঠে, মুখমণ্ডল লাল হয়ে যায় এবং কখনো কখনো সে এমন সব কথা বলে যা সে নিজেও বুঝতে পারে না, এবং এমন আচরণ করে যা সে নিজেও অনুধাবন করতে পারে না।

এ কারণেই এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল: আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন: “তুমি রাগ করো না।”

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) আবু হুরায়রা (রাডিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, সেখানে নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম স্পষ্ট করেছেন যে, প্রকৃত বীর পালোয়ান সেই নয় যে কুস্তিতে অন্যকে আছাড় দেয়। তিনি বলেন: “কুস্তিতে অন্যকে কুপোকাত করা ব্যক্তি প্রকৃত বীর নয়।” অর্থাৎ কুস্তিতে সেই শক্তিশালী নয় যে মানুষকে অধিক আছাড় দেয়, তাদের মাটিতে ফেলে দেয় এবং কুস্তিতে জয়লাভ করে। সাধারণ মানুষের নিকট তাকেই শক্তিশালী বা বীর বলা হয়। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: প্রকৃতপক্ষে সে শক্তিশালী নয়। বরং “প্রকৃত বীর সেই যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।” অর্থাৎ প্রকৃত শক্তিশালী সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসকে কুপোকাত করতে পারে যখন তা তার সাথে লড়াই করে এবং সে যখন রাগান্বিত হয় তখন নিজেকে সংবরণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কেননা এটাই হলো প্রকৃত শক্তি, যা একটি অভ্যন্তরীণ শক্তি।

معنوية يتغلب بها الإنسان على الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يلقي الجمرة في قلبك من أجل أن تغضب.

ففي هذا الحديث الحث على أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب، وأن لا يسترسل فيه، لأنه يندم بعده، كثيراً ما يغضب الإنسان فيطلق امرأته، وربما تكون هذه الطلقة آخر تطلقة!

كثيراً ما يغضب الإنسان فيتلف ماله، إما بالحرق أو بالتكسير. كثيراً ما يغضب على ابنه حتى يضربه، وربما مات بضربه. وكذلك يغضب على زوجته مثلاً فيضربها ضرباً مبرحاً، وما أشبه ذلك من الأشياء الكثيرة التي تحدث للإنسان عند الغضب؛ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان لأن الغضب يمنع القاضي من تصور المسألة، ثم من تطبيق الحكم الشرعي عليها، فيهلك ويحكم بين الناس بغير الحق.

وكذلك ذكر المؤلف رحمه الله حديث سليمان رضي الله عنه في رجلين أسبا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما حتى انتفخت أوداجه واحمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)) أعوذ بالله أي: أعتصم به.

من الشيطان الرجيم: لأن ما أصابه من الشيطان، وعلى هذا فيقول: المشروع للإنسان إذا غضب أن يحبس نفسه وأن يصبر، وأن يتعوذ بالله من

এটি একটি আত্মিক শক্তি যার মাধ্যমে মানুষ শয়তানের ওপর বিজয় লাভ করে; কারণ শয়তানই তোমার হৃদয়ে ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করে যাতে তুমি রাগান্বিত হও।

এই হাদিসে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার এবং তাতে গা ভাসিয়ে না দেওয়ার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কেননা এর পরিণামে মানুষকে অনুতপ্ত হতে হয়। প্রায়শই মানুষ রাগান্বিত হয়ে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, আর সম্ভবত এই তালাকটিই হয় তার শেষ তালাক!

মানুষ প্রায়ই রাগান্বিত হয়ে নিজের সম্পদ ধ্বংস করে ফেলে—হয় পুড়িয়ে ফেলে, অথবা ভেঙে ফেলে। অনেক সময় সে তার সন্তানের ওপর রাগান্বিত হয় এবং তাকে এমনভাবে প্রহার করে যে, সম্ভবত সে তার প্রহারেই মারা যায়। অনুরূপভাবে সে তার স্ত্রীর ওপর রাগান্বিত হয়ে তাকে কঠোরভাবে প্রহার করে। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মানুষের জীবনে এই ধরনের আরও বহু ঘটনা ঘটে থাকে। একারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিচারককে ত্রুদ্ব অবস্থায় দুই পক্ষের মধ্যে বিচার করতে নিষেধ করেছেন। কেননা ক্রোধ বিচারককে বিষয়টি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে এবং এর ওপর শরীয়তের বিধান প্রয়োগ করতে বাধা প্রদান করে। ফলে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং মানুষের মাঝে অন্যায় বিচার করে ফেলে।

অনুরূপভাবে লেখক (রহিমাহুল্লাহ) সুলাইমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন যাতে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে দুই ব্যক্তি একে অপরকে গালি দিচ্ছিল। এতে তাদের একজন এতটাই রাগান্বিত হলো যে তার ঘাড়ের রগগুলো ফুলে উঠল এবং মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "আমি এমন একটি বাক্য জানি, সে যদি তা বলত তবে তার এই অবস্থা দূর হয়ে যেত; যদি সে বলত: আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার অর্থ হলো: আমি তাঁর নিকট নিরাপত্তা ও আশ্রয় গ্রহণ করছি।

বিতাড়িত শয়তান থেকে: কারণ তার ওপর যা আপতিত হয়েছে তা শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায়: মানুষের জন্য শরীয়তসম্মত বিধান হলো, যখন সে রাগান্বিত হবে তখন নিজেকে সংবরণ করবে, ধৈর্য ধারণ করবে এবং আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে...

الشيطان الرجيم، يقول: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَأَنْ يَتَوَضَّأَ، فَإِنْ الْوَضُوءُ يَطْفِئُ الْغَضَبَ، وَإِنْ كَانَ قَائِمًا فَلْيَقْعُدْ، وَغَنَ كَانَ قَاعِدًا فَلْيُضْطَجِعْ، وَإِنْ خَافَ خَرَجَ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، حَتَّى لَا يَنْفِذَ غَضَبَهُ فَيَنْدَمَ بَعْدَ ذَلِكَ. وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ.

47. وعن معاذ بن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظًا، وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء)) رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن.

48. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: ((لا تغضب)) فردد مراراً، قال ((لا تغضب)) (157) (رواه البخاري).

49. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده حتى يلقي الله تعالى وما عليه خطيئة)) (رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح).

বিতাড়িত শয়তান; সে বলবে: 'আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' আর সে যেন অজু করে, কেননা অজু ক্রোধ নির্বাপিত করে। যদি সে দণ্ডায়মান থাকে তবে যেন বসে পড়ে, আর যদি বসা থাকে তবে যেন শুয়ে পড়ে। আর যদি সে (অসংযত হওয়ার) আশঙ্কা করে, তবে সে যেন ঐ স্থান ত্যাগ করে যেখানে সে অবস্থান করছে, যাতে সে তার ক্রোধ প্রয়োগ না করে এবং পরবর্তীতে অনুতপ্ত না হয়। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

৪৭ — মুয়াজ ইবনে আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধ সংবরণ করে—অথচ সে তা প্রয়োগ করতে সক্ষম—কিয়ামতের দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে সকল সৃষ্টির সামনে আহ্বান করবেন এবং তাকে জান্নাতের হ্রদের মধ্য থেকে যা ইচ্ছা বেছে নেওয়ার অধিকার দেবেন।" (আবু দাউদ ও তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন: এটি হাসান হাদিস)।

৪৮ — আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন: "আমাকে অসিয়ত (উপদেশ) করুন।" তিনি বললেন: "তুমি

রাগান্বিত হযো না।" লোকটি বারবার একই আবেদন করলে তিনি বললেন: "তুমি রাগান্বিত হযো না।" (১৫৭) (বুখারি এটি বর্ণনা করেছেন)।

৪৯ — আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর ওপর—তার নিজের ক্ষেত্রে এবং তার সন্তানের ক্ষেত্রে—বিপদ-আপদ আসতেই থাকে, যতক্ষণ না সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করে যে, তার কোনো গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না।" (তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এটি হাসান সহিহ হাদিস)।

(ص: 274) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

[الشُّرْحُ]

هذه الأحاديث في باب الصبر تدل على فضيلة الصبر.

أما الحديث الأول: حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة))

الغيظ: هو الغضب الشديد، والإنسان الغاضب هو الذي يتصور نفسه أنه قادر على أن ينفذ؛ لأن من لا يستطيع لا يغضب، ولكنه يحزن، ولهذا يوصف الله بالغضب ولا يوصف بالحزن؛ لأن الحزن نقص، والغضب في محله كمال؛ فإذا اغتأظ الإنسان من شخص وهو قادر على أن يفتك به، ولكنه ترك ذلك ابتغاء وجه الله، وصبر على ما حصل له من أسباب الغيظ؛ فله هذا الثواب العظيم أنه يدعى على رؤوس الخلائق يوم القيامة ويخير من أي الحور شاء.

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِي. قَالَ: ((لَا تَغْضَبُ)) فَرَدَدَ مَرَرًا فَقَالَ: ((لَا تَغْضَبُ)) فَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ.

والحديث الثالث فهو أيضاً دليل على أن الإنسان إذا صبر واحتسب الأجر عند الله كفر الله عنه سيئاته، وإذا أصيب الإنسان ببلاء في نفسه أو ولده أو ماله، ثم صبر على ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يزال يبتليه بهذا حتى لا يكون عليه خطيئة. ففيه دليل على أن البصائب في النفس والولد والمال تكون كفارة للإنسان، حتى يمشي على الأرض وليس عليه

[ব্যাখ্যা]

ধৈর্য অধ্যায়ের এই হাদিসগুলো ধৈর্যের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেয়।

প্রথম হাদিসটি হলো মুয়াজ ইবনে আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: ((যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধ সংবরণ করল অথচ সে তা কার্যকর করতে সক্ষম ছিল, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন সকল সৃষ্টির সামনে আহ্বান করবেন))

‘আল-গাইয’ হলো তীব্র ক্রোধ। রাগান্বিত ব্যক্তি মূলত নিজেকে তা বাস্তবায়নে সক্ষম মনে করে; কারণ যে সক্ষম নয় সে রাগান্বিত হয় না বরং ব্যথিত বা দুঃখিত হয়। এই কারণেই আল্লাহ তাআলাকে ক্রোধের গুণে গুণান্বিত করা হয় কিন্তু দুঃখ বা ব্যথার গুণে নয়; কারণ দুঃখ হলো এক প্রকার অপূর্ণতা, আর যথাস্থানে ক্রোধ প্রকাশ করা হলো পূর্ণতা। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি কারো প্রতি রাগান্বিত হয় এবং তাকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তা বর্জন করে এবং রাগের কারণসমূহের ওপর ধৈর্য ধারণ করে, তবে তার জন্য রয়েছে এই মহান পুরস্কার যে, কিয়ামতের দিন তাকে সকল সৃষ্টির সামনে ডাকা হবে এবং জান্নাতের হুরদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা বেছে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হবে।

আর আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসটি, যেখানে এক ব্যক্তি বলেছিল: হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন: ((রাগ করো না))। লোকটি কয়েকবার

একই কথার পুনরাবৃত্তি করলে তিনি প্রতিবারই বললেন: ((রাগ করো না))। এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় হাদিসটিও এই বিষয়ের দলিল যে, মানুষ যখন ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশা রাখে, তখন আল্লাহ তার পাপরাশি মোচন করে দেন। কোনো মানুষ যখন তার নিজের জান, সন্তান বা মালের ক্ষেত্রে কোনো বিপদে আক্রান্ত হয় এবং ধৈর্য ধারণ করে, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে এই পরীক্ষার মধ্যে নিবদ্ধ রাখেন যতক্ষণ না তার আর কোনো গুনাহ অবশিষ্ট থাকে। এতে প্রমাণিত হয় যে, জান, মাল ও সন্তানের ওপর আপতিত বিপদ-আপদ মানুষের জন্য পাপমোচন বা কাফফারা স্বরূপ হয়, এমনকি সে জমিনের ওপর এমন অবস্থায় বিচরণ করে যে তার ওপর আর কোনো (পাপ থাকে না)।

(ص: 275) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

خطيئة، ولكن هذا إذا صبر.

أما إذا تسخط فإن من تسخط فله السخط. والله البوق.

50. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه

الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدينهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء

أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته، كهولا كانوا أو شباباً، فقال عيينة لابن

أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، فاستأذن، فأذن له

عمر. فلما دخل قال: هيه يا ابن الخطاب، فو الله ما تعطينا الجزل، ولا تحكم فينا

بأعدل، فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير

المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) (الأعراف: 199) ، وإن هذا من الجاهلين، والله ما جاوزها
عمر حين تلاها، وكان وقافاً عند كتاب الله تعالى)) (رواه البخاري) .

[الشَّرْحُ]

مَا زال المؤلف رحمه الله يأتي بالأحاديث الدالة على الصبر وكظم الغيظ، فذكر هذا
الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير
المؤمنين، وثالث رجل في هذه الأمة

পাপ, কিন্তু এটি তখনই হবে যখন সে ধৈর্য ধারণ করে।

কিন্তু সে যদি অসন্তুষ্ট হয়, তবে যে অসন্তুষ্ট হবে তার জন্য অসন্তুষ্টই নির্ধারিত। আর আল্লাহই
তাওফীকদাতা।

৫০ — ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: উয়ায়না ইবনে হিসন
এসে তার ভ্রাতুষ্পুত্র হুর ইবনে কায়েসের নিকট অবস্থান করলেন। হুর সেই ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত
ছিলেন যাদের উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজের সান্নিধ্যে রাখতেন। আর আল-কুরআনের
কারীগণই ছিলেন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মজলিসের সদস্য ও তাঁর পরামর্শদাতা, তারা
প্রৌঢ় হোক বা যুবক। অতঃপর উয়ায়না তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বললেন: হে ভ্রাতুষ্পুত্র! এই আমিরের
নিকট তোমার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, সুতরাং আমার জন্য তাঁর সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা
করো। তিনি অনুমতি চাইলেন এবং উমর তাকে অনুমতি দিলেন। যখন তিনি প্রবেশ করলেন,
তখন বললেন: ওহে খাতাবের পুত্র! আল্লাহর কসম, আপনি আমাদের পর্যাণ্ড দান করেন না
এবং আমাদের মাঝে ইনসাফের সাথে বিচার করেন না। এতে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অত্যন্ত
রাগান্বিত হলেন, এমনকি তিনি তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলেন। তখন হুর তাকে বললেন: হে
আমিরুল মুমিনীন! আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলেছেন:
"আপনি ক্ষমা প্রদর্শন করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং মূর্খদের পরিহার করুন" (সূরা আল-
আরাফ: ১৯৯)। আর নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর কসম, উমর যখন
আয়াতটি শুনলেন তখন তিনি তা মোটেও অতিক্রম করলেন না। তিনি আল্লাহর কিতাবের
বিধানের নিকট অত্যন্ত অনুগত ও সীমাবদ্ধ থাকতেন। (বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাল্লাহ) ধৈর্য ধারণ এবং ক্রোধ সংবরণ নির্দেশক হাদীসসমূহ উপস্থাপন করে চলেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি আমিরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাতাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, যিনি এই উম্মতের মাঝে (নবী ও আবু বকরের পর) তৃতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

(ص: 276) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الإسلامية، بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد الخليفة الأول، فعمر هو الخليفة الثاني.

وكان قد اشتهر بالعدل بين الرعية، وبالتواضع للحق، حتى أن المرأة ربما تذكره بالآية في كتاب الله فيقف عندها ولا يتجاوزها، فقد قدم عليه عيينة بن حصن - وكان من كبار قومه - فقال له: هيه يا ابن الخطاب. هذه كلمة استنكار وتلوم. وقال له: إنك لا تعطينا الجزل، ولا تحكم فينا بالعدل.

انظر إلى هذا الرجل يتكلم عن هذا الخليفة المشهور بالعدل بهذا الكلام، مع أن عمر كما قال ابن عباس رضي الله عنه (0 كان جلساؤه القراء) القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم جلساؤه، سواء كانوا شيوخاً أو كهولاً أو شباباً، يشاورهم ويدينهم، وهكذا ينبغي لكل أمير أو خليفة أن يكون جلساؤه الصالحين؛ لأنه أن قبيض له جلساء غير صالحين؛ هلك وأهلك الأمة، وإن يسر الله له جلساء صالحين نفع الله به الأمة. فالواجب على ولي الأمر أن يختار من الجلساء أهل العلم

والإيمان. وكان الصحابة رضي الله عنهم القراء منهم هم أهل العلم، لأنهم لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل.
لما قال الرجل هذا الكلام لعمر: إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، غضب رضي الله عنه غضباً حتى كاد يوقع به، أي: يضر به أو يبطش به.

ولكن ابن أخي عيينة الحر بن قيس قال له: يا أمير

ইসলামী উম্মাহর, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং প্রথম খলিফার পর উমর হলেন দ্বিতীয় খলিফা।

তিনি প্রজাসাধারণের মাঝে ন্যায়বিচার এবং সত্যের প্রতি বিনয়ের জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন, এমনকি কোনো নারী যদি তাঁকে আল্লাহর কিতাবের কোনো আয়াত স্মরণ করিয়ে দিতেন, তবে তিনি সেখানে থেমে যেতেন এবং তা লঙ্ঘন করতেন না। উয়াইনা ইবনে হিসন—যিনি তাঁর কওমের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন—তাঁর নিকট এলেন এবং বললেন: "হে ইবনুল খাত্তাব!" এটি ছিল মূলত একটি অস্বীকৃতি ও তিরস্কারসূচক সম্বোধন। তিনি আরও বললেন: "আপনি আমাদের পর্যাণ্ড দান করেন না এবং আমাদের মাঝে ন্যায়বিচার করেন না।"

লক্ষ্য করুন, এই ব্যক্তি ন্যায়বিচারের জন্য প্রসিদ্ধ খলিফার সাথে এমন ভাষায় কথা বলছে, অথচ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যেমনটি বলেছেন: "কুরআনের কারীগণই (বিদ্বান) ছিলেন তাঁর মজলিসের সদস্য।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে যারা কারী ছিলেন, তাঁরাই ছিলেন তাঁর সহচর; তাঁরা বৃদ্ধ হোন কিংবা যুবক, তিনি তাঁদের সাথে পরামর্শ করতেন এবং তাঁদের সান্নিধ্য দিতেন। এভাবেই প্রত্যেক আমির বা খলিফার জন্য সংগত যে, তাঁর মজলিসের সঙ্গীরা যেন সৎ ও নেককার হয়; কারণ যদি তাঁর জন্য অসৎ সঙ্গী নির্ধারিত হয়, তবে সে নিজেও ধ্বংস হবে এবং উম্মাহকেও ধ্বংস করবে। আর আল্লাহ যদি তাঁর জন্য সৎ সঙ্গীর ব্যবস্থা করেন, তবে আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে উম্মাহর কল্যাণ করবেন। সুতরাং রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য হলো মজলিসের সদস্য হিসেবে ইলম ও ঈমানদার ব্যক্তিদের নির্বাচন করা। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর মধ্যে যারা কারী ছিলেন, তাঁরাই

ছিলেন মূলত ইলম ও জ্ঞানের অধিকারী; কারণ তাঁরা দশটি আয়াত অতিক্রম করতেন না যতক্ষণ না সেগুলোর ইলম এবং আমল সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতেন।

যখন ওই ব্যক্তি উমরকে এই কথা বললেন যে, "আপনি আমাদের পর্যাণ্ড দান করেন না এবং আমাদের মাঝে ন্যায়বিচার করেন না", তখন তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন, এমনকি তিনি তাকে শাস্তি দিতে বা পাকড়াও করতে উদ্যত হলেন।

কিন্তু উয়াইনার ভ্রাতুষ্পুত্র হুর ইবনে কায়স তাঁকে বললেন: হে আমির...

(ম: 277) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الأعراف: 199) ، وإن هذا من الجاهلين. فوقف عمر ولم يتجاوزها؛ لأنه كان وقافاً عند كتاب الله رضي الله عنه وأرضاه. فوقف، وما ضرب الرجل وما بطش به؛ لأجل الآية التي تليت عليه. وانظر إلى أدب الصحابة رضي الله عنهم عند كتاب الله؛ لا يتجاوزونه. إذا قيل لهم هذا قول الله وقفوا، مهما كان.

فقوله تعالى (خذ العفو) أي: خذ ما عفا من الناس وما تيسر، ولا تطلب حقه كله؛ لأنه لا يحصل لك، فخذ منهم ما عفا وسهل. وقوله: (وأمر بالعرف) أي: الأمر بما عرفه الشرع وعرفه الناس، ولا تأمر بمنكر، ولا بغير العرف، لأن الأمور ثلاثة أقسام:

1. منكر يجب النهي عنه.
2. وعرف يؤمر به.
3. وما ليس بهذا ولا بهذا فإنه يسكت عنه.

ولكن على سبيل النصيحة ينبغي للإنسان ألا يقول إلا قولاً فيه خير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (0) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت)).

হে মুমিনদের আমি, মহান আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন:

"আপনি ক্ষমা ও উদারতা অবলম্বন করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞদের থেকে বিমুখ থাকুন" (আল-আ'রাফ: ১৯৯); আর এই ব্যক্তি তো অজ্ঞদেরই অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর উমর (রা.) থমকে গেলেন এবং সীমা অতিক্রম করলেন না; কেননা তিনি আল্লাহর কিতাবের নির্দেশের সামনে বিনম্রভাবে থেমে যেতেন — ফলে তিনি থেমে গেলেন, এবং সেই লোকটিকে প্রহার করলেন না কিংবা তার প্রতি কোনো কঠোরতা প্রদর্শন করলেন না; কেবলমাত্র তাঁর সামনে পাঠ করা সেই আয়াতের সম্মানে।

আল্লাহর কিতাবের প্রতি সাহায্যে কেলাম (রা.)-এর আদব লক্ষ্য করুন; তাঁরা তা কখনো অতিক্রম করতেন না। যখনই তাঁদের বলা হতো, "এটি আল্লাহর বাণী", তখন পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, তাঁরা থমকে যেতেন।

মহান আল্লাহর বাণী—"আপনি ক্ষমা ও উদারতা অবলম্বন করুন"—এর অর্থ হলো: মানুষের পক্ষ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যা আসে এবং যা সহজলভ্য তা গ্রহণ করুন, এবং আপনার পূর্ণ পাওনা বা হকের দাবি করবেন না; কেননা তা সর্বদা লাভ করা আপনার জন্য সম্ভব নাও হতে পারে। সুতরাং তাদের পক্ষ থেকে যা অনায়াসলব্ধ এবং সহজসাধ্য, তাই গ্রহণ করুন।

আর তাঁর বাণী—"সৎকাজের নির্দেশ দিন"—এর অর্থ হলো: শরিয়ত যা ভালো বলে সাব্যস্ত করেছে এবং মানুষ যা কল্যাণকর বলে জানে, তার নির্দেশ প্রদান করুন। মন্দ কাজের কিংবা ভালো প্রথা-বিরুদ্ধ কোনো কাজের আদেশ দেবেন না। কারণ যাবতীয় বিষয় তিন ভাগে বিভক্ত:

১. মন্দ বা গর্হিত কাজ, যা থেকে নিষেধ করা ওয়াজিব।

২. ভালো বা কল্যাণকর কাজ, যার নির্দেশ দিতে হবে।

৩. এবং যা এর কোনোটির মধ্যেই পড়ে না, সে বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করা হবে।

তবে উপদেশের খাতিরে মানুষের উচিত কেবল কল্যাণকর কথাই বলা; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা নীরব থাকে।"

وأما لقوله: (وأعرض عن الجاهلين) فالمعني: أن من جهل عليك وتطاول عليك فأعرض عنه لاسيما إذا كان إعراضك ليس ذلا وخنوعا. مثل عمر بن الخطاب إعراضه ليس ذلا ولا خنوعا، فهو قادر على أن يبطش بالرجل الذي تكلم، لكن امتثل هذا الأمر وأعرض عن الجاهلين. والجهل له معنيان: أحدهما: عدم العلم بالشيء.

والثاني: السفه والتطاول، ومنه قول الشاعر الجاهلي:
ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين

أي لا يسفه علينا أحد ويتطاول علينا فنكون أشد منه، لكن هذا شعر جاهلي!! أما الأدب الإسلامي فإن الله تعالى يقول: (وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) (فصلت: 34)، سبحانه الله!! إنسان بينك وبينه عداوة أساء إليك، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا دفعت بالتي هي أحسن ففورا يأتيك الثواب والجزاء: أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ)، وقوله (ولي حميم) أي قريب صديق في غاية ما يكون من الصداقة والقرب، والذي يقول هو الله عز وجل مقلب القلوب، ما من قلب من قلوب بني آدم إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يصرفه كيف يشاء فهذا الذي كان عدوا لك ودافعته بالتي هي أحسن، فإنه ينقلب بدل العداوة صداقة (وكأنه ولي حميم).

فالحاصل أن هذه الآية الكريمة) خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ

আর মহান আল্লাহর বাণী: "এবং অজ্ঞদের এড়িয়ে চলো" এর অর্থ হলো: যে ব্যক্তি তোমার সাথে মূর্তাসুলভ আচরণ করে এবং তোমার ওপর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, তুমি তাকে এড়িয়ে চলো; বিশেষত যখন তোমার এই এড়িয়ে চলা হীনমুণ্ডতা বা ভীৰুতা থেকে না হয়। যেমন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর এড়িয়ে চলা কোনো হীনমুণ্ডতা বা ভীৰুতা ছিল না; তিনি সেই কথা বলা লোকটির ওপর কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সামর্থ্য রাখতেন, কিন্তু তিনি আল্লাহর এই নির্দেশ পালন করেছেন এবং অজ্ঞদের এড়িয়ে চলেছেন।

আর 'জাহল' বা অজ্ঞতার দুটি অর্থ রয়েছে:

প্রথমটি: কোনো বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব।

দ্বিতীয়টি: নির্বুদ্ধিতা ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা। জাহেলি যুগের কবির উক্তি এই অর্থেরই অন্তর্ভুক্ত: সাবধান! কেউ যেন আমাদের সাথে অজ্ঞতাসুলভ আচরণ না করে, অন্যথায় আমরাও অজ্ঞদের অজ্ঞতাকেও ছাড়িয়ে যাব।

অর্থাৎ কেউ যেন আমাদের ওপর নির্বুদ্ধিতা না দেখায় এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশ না করে, নতুবা আমরা তার চেয়েও কঠোর হব। কিন্তু এটি তো জাহেলি যুগের কবিতা!! পক্ষান্তরে ইসলামি শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ বলেন: "ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না। আপনি মন্দের মোকাবিলা করুন উত্তম পন্থায়; ফলে আপনার ও যার মধ্যে শত্রুতা ছিল, সে যেন আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে।" (সূরা ফুসসিলাত: ৩৪)। সুবহানাল্লাহ!! একজন মানুষ যার সাথে আপনার শত্রুতা রয়েছে এবং সে আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে, আপনি তার মোকাবিলা করুন উত্তম পন্থায়। যখনই আপনি উত্তম পন্থায় তা প্রতিহত করবেন, তখনই আপনি এর সওয়াব ও প্রতিদান লাভ করবেন: "...মন্দের বিপরীতে তাই করুন যা উৎকৃষ্ট; ফলে আপনার ও যার মধ্যে শত্রুতা ছিল, সে যেন আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে।" আর মহান আল্লাহর বাণী "অন্তরঙ্গ বন্ধু" এর অর্থ হলো এমন ঘনিষ্ঠ বন্ধু যে বন্ধুত্ব ও নৈকট্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আর যিনি এ কথা বলছেন, তিনি হলেন মহান আল্লাহ, যিনি অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী। আদম সন্তানদের প্রতিটি অন্তর দয়াময় আল্লাহর দুই আঙুলের মাঝে অবস্থিত, তিনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে তা পরিবর্তন করেন।

সুতরাং এই ব্যক্তি যে আপনার শত্রু ছিল এবং যার সাথে আপনি উত্তম আচরণ করেছেন, সে শত্রুতার বদলে বন্ধুত্বে পরিবর্তিত হয়ে যায় (যেন সে আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু)।

সারকথা হলো, এই মহান আয়াতটি: "আপনি ক্ষমাশীলতা অবলম্বন করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞদের এড়িয়ে চলুন..."

(ص: 279) شرح رِياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الْجَاهِلِينَ) (الأعراف: 199) ، لَهَا تَلِيَتْ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَفَ وَلَمْ يَبْطِشْ بِالرَّجْلِ ، وَلَمْ يَأْخُذْهُ عَلَى جِهَلِهِ .
فَيَنْبَغِي لَنَا إِذَا حَصَلَتْ مِثْلُ هَذِهِ الْأُمُورِ ، كَالْغَضَبِ وَالْغِيظِ ، أَنْ نَتَذَكَّرَ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ أَنْ نَسِيرَ عَلَى هَدْيِهِمَا ، حَتَّى لَا نَضِلَّ ، فَإِنْ مِنْ تَمَسَّكَ بِهِدْيِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: (فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى) (طه: من الآية 123) ، وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ .

51 . وَعَنْ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تَنْكُرُونَهَا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ: تَوَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ)) (متفق عليه) .
((والأثره)) الانفراد بالشياء عن له فيه حق .

52 . وَعَنْ أَبِي يَحْيَى أُسَيْدِ بْنِ خُضَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمِلْتَ فَلَانًا؟ فَقَالَ ((إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ)) (متفق عليه) .

(এবং মূর্থদের পরিহার করুন) (সূরা আল-আরাফ: ১৯৯), যখন এই আয়াতটি আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সামনে পাঠ করা হলো, তখন তিনি থমকে গেলেন এবং সেই ব্যক্তির ওপর কোনো কঠোরতা প্রদর্শন করলেন না, আর তার মূর্থতার জন্য তাকে পাকড়াও করলেন না।

কাজেই যখন ক্রোধ ও উত্তেজনার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তখন আমাদের উচিত আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহকে স্মরণ করা, যাতে আমরা সেই হেদায়াতের ওপর চলতে পারি এবং পথভ্রষ্ট না হই। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহর হেদায়াত অনুসরণ করে, তার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন: (অতঃপর যে আমার হেদায়াত অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং দুর্ভাগ্যও হবে না) (সূরা ত্বা-হা: ১২৩-এর অংশ)। আর আল্লাহই তাওফিক দানকারী।

৫১. ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয়ই আমার পরে স্বজনপ্রীতি ও বৈষম্য দেখা দেবে এবং এমন অনেক বিষয় ঘটবে যা তোমরা অপছন্দ করবে।" সাহাবীগণ আরজ করলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের কী নির্দেশ দিচ্ছেন?" তিনি বললেন: "তোমাদের ওপর যে হক (দায়িত্ব) রয়েছে তা তোমরা আদায় করবে এবং তোমাদের পাওনা অধিকার আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে।" (বুখারী ও মুসলিম)।

"আল-আসারাহ" (পক্ষপাতিত্ব) হলো অন্যের অধিকার রয়েছে এমন কোনো বিষয়কে নিজের জন্য একচেটিয়া করে নেওয়া।

৫২. আবু ইয়াহইয়া উসাইদ বিন খুদাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক আনসারী ব্যক্তি আরজ করলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অমুককে দায়িত্ব দিয়েছেন, আমাকে কেন নিয়োগ দিচ্ছেন না?" তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই তোমরা আমার পরে স্বজনপ্রীতি ও অধিকার হরণ দেখতে পাবে, সুতরাং তোমরা ধৈর্য ধারণ করো যতক্ষণ না হাউজে কাওসারে আমার সাথে সাক্ষাৎ করো।" (বুখারী ও মুসলিম)।

(ص: 280) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

((وَأَسِيد)) بضم الهزة. ((وحضير)) بحاء مهلهة مضبوطة وضاد معجمة مفتوحة.
والله أعلم.

[الشَّرْحُ]

هذان الحديثان: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحديث أسيد بن حضير رضي الله عنه ذكرهما المؤلف في باب الصبر لأنهما يدلان على ذلك.

أما حديث عبد الله بن مسعود فأخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنها ستكون بعدي أثره) والأثره يعني: الاستئثار بالشيء عن له فيه حق. يريد بذلك صلى الله عليه وسلم أنه سيستولي على المسلمين ولأه يستأثرون بأموال المسلمين يصرفونها كما شاءوا ويمنعون المسلمين حقهم فيها. وهذه أثره وظلم الولاة، أن يستأثروا بالأموال التي للمسلمين فيها الحق، ويستأثروا بها لأنفسهم عن المسلمين. ولكن قالوا: ما تأمرنا؟

قال: ((تودون الحق الذي عليكم)) يعني: لا يمنعكم استئثارهم بالمال عليكم أن تمنعوا ما يجب عليكم نحوهم من السمع والطاعة وعدم الإثارة وعدم التشويش عليهم، بل اصبروا واسمعوا وأطيعوا ولا تنازعوا الأمر الذي أعطاهم الله ((وتسألون الله الذي لكم)) أي: اسألوا الحق الذي لكم من الله، أي: اسألوا الله أن يهديهم حتى يؤدوكم الحق الذي عليهم لكم، وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه عليه الصلاة والسلام علم أن النفوس

'উসাইদ' শব্দটি হামযাহ-এর পেশযোগে। 'হুদাইর' শব্দটি নুকতাহীন 'হা'-এর পেশ এবং 'দদ' অক্ষরের যবরযোগে গঠিত, আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

[ব্যখ্যা]

এই হাদিসদ্বয়: আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদিস এবং উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা.)-এর হাদিস। গ্রন্থকার এই দুটিকে ধৈর্যের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, কারণ এই হাদিস দুটি ধৈর্যের আবশ্যিকতা নির্দেশ করে।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণিত হাদিসের ক্ষেত্রে তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, নবী (সা.) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আমার পরে স্বার্থপরতা ও স্বজনপ্রীতি (আসারাহু) দেখা দেবে।" আর 'আসারাহু' মানে হলো: কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করা যার তাতে নায্য অধিকার রয়েছে।

এর দ্বারা তিনি (সা.) বুঝাতে চেয়েছেন যে, অচিরেই মুসলিমদের ওপর এমন একদল শাসক কর্তৃত্বশীল হবে যারা মুসলিমদের সাধারণ ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করবে, তারা নিজেদের ইচ্ছামতো তা ব্যয় করবে এবং মুসলিমদের তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে। আর এটি হলো শাসকদের স্বার্থপরতা ও জুলুম যে, তারা সেই সম্পদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে যাতে মুসলিমদের সাধারণ অধিকার রয়েছে এবং মুসলিমদের বাদ দিয়ে তা কেবল নিজেদের জন্য বরাদ্দ করবে। তবে সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন: আপনি আমাদের কী আদেশ দিচ্ছেন?

তিনি বললেন: "তোমাদের ওপর যে কর্তব্য রয়েছে তা তোমরা পালন করবে।" অর্থাৎ: তাদের সম্পদ কুক্ষিগত করা যেন তোমাদেরকে তাদের প্রতি তোমাদের যে ওয়াজিব দায়িত্ব রয়েছে—শোনা ও আনুগত্য করা, বিদ্রোহ না করা এবং তাদের বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করা—তা থেকে বিরত না রাখে। বরং তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, কথা শোনো ও আনুগত্য করো এবং আল্লাহ তাদেরকে যে শাসন ক্ষমতা দান করেছেন তা নিয়ে তাদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। "আর তোমাদের প্রাপ্য অধিকার আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো।" অর্থাৎ: তোমাদের নায্য অধিকারটুকু আল্লাহর কাছে চাও; অর্থাৎ আল্লাহর কাছে দোয়া করো যেন তিনি তাদেরকে সঠিক পথ দেখান যাতে তারা তোমাদের প্রতি তাদের যে দায়িত্ব রয়েছে তা আদায় করে। আর এটি নবী (সা.)-এর হিকমতের অন্তর্ভুক্ত; কেননা তিনি (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) জানতেন যে মানুষের প্রবৃত্তি...

شحيحة، وأنها لن تصبر على من يستأثر عليهم بحقوقهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أمر قد يكون فيه الخير، وذلك بأن نؤدي ما علينا نحوهم من السمع والطاعة وعدم منازعة الأمر وغير ذلك، ونسأل الله الذي لنا، وذلك إذا قلنا: اللهم اهدهم حتى يعطونا حقنا، كان في هذا خير من جهتين.

وفيه دليل على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أخبر بأمر وقع، فإن الخلفاء والأمراء منذ عهد بعيد كانوا يستأثرون بالمال، فنجدهم يأكلون إسرافاً، ويشربون إسرافاً، ويلبسون إسرافاً، ويسكنون ويركبون إسرافاً، وقد استأثروا ببال الناس لمصالح أنفسهم الخاصة، ولكن هذا لا يعني أن ننزع يداً من طاعة، أو أن ننابذهم، بل نسأل الله الذي لنا، ونقوم بالحق الذي علينا.

وفيه - أيضاً - استعمال الحكمة في الأمور التي قد تقتضي الإثارة، فإنه لا شك أن استئثار الولاة بالمال دون الرعية يوجب أن تثور الرعية وتطالب بحقها، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر على هذا، وأن نقوم بما يجب علينا، ونسأل الله الذي لنا.

أما حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه فهو كحديث عبد الله بن مسعود أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ((إنها ستكون أثرة)) ولكنه قال: ((اصبروا حتى تلقوني على الحوض)).

يعني: اصبروا ولا تنابذوا الولاة أمرهم حتى تلقوني على الحوض، يعني أنكم إذا صبرتم فإن من جزاء الله لكم على صبركم أن يسقيكم من

কৃপণতা স্বভাবজাত, এবং তারা এমন কাউকে সহ্য করবে না যে তাদের অধিকার আত্মসাৎ করে বা কুক্ষিগত করে। তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন একটি বিষয়ের দিকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন যাতে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর তা হলো, তাদের প্রতি আমাদের পক্ষ থেকে শ্রবণ ও আনুগত্য এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রশ্নে বিবাদে লিপ্ত না

হওয়া সহ অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা এবং আমাদের প্রাপ্য অধিকার আল্লাহর কাছে চাওয়া। যেমন আমরা যদি বলি: "হে আল্লাহ! আপনি তাদের হেদায়াত দিন যেন তারা আমাদের হক বুঝিয়ে দেয়", তবে এতে দু'টি দিক থেকে কল্যাণ রয়েছে।

এতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবুওয়াতের প্রমাণ রয়েছে; কারণ তিনি এমন একটি বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন যা বাস্তবে ঘটেছে। দীর্ঘকাল পূর্ব থেকেই খলিফা ও আমীরগণ সম্পদ কুক্ষিগত করে আসছেন। ফলে আমরা দেখতে পাই যে, তারা আহর, পানীয়, পোশাক, আবাসন এবং যানবাহনের ক্ষেত্রে চরম অপচয় ও বিলাসিতা করছেন। তারা জনসাধারণের সম্পদকে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করছেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমরা তাদের আনুগত্য পরিহার করব কিংবা তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করব; বরং আমাদের যা প্রাপ্য তা আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব এবং আমাদের উপর অর্পিত হক বা দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করব।

এতে আরও রয়েছে সেইসব বিষয়ে হিকমত বা প্রজ্ঞার প্রয়োগ যা উত্তেজনা সৃষ্টির কারণ হতে পারে। কেননা এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রজাসাধারণকে বঞ্চিত করে শাসকদের সম্পদ কুক্ষিগত করা প্রজাদের ক্ষুব্ধ হওয়া এবং তাদের অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হওয়ার কারণ হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমাদের ওপর যা ওয়াজিব তা পালন করে আল্লাহর নিকট আমাদের পাওনা প্রার্থনা করতে বলেছেন।

আর উসাইদ ইবনে হুযাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদিসটিও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিসের অনুরূপ। নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সংবাদ দিয়েছেন যে, "শীঘ্রই পক্ষপাতিত্ব ও সম্পদ কুক্ষিগত করার প্রবণতা দেখা দেবে।" তবে তিনি বলেছেন: "তোমরা ধৈর্য ধারণ করো যে পর্যন্ত না হাউযের নিকটে আমার সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হয়।"

অর্থাৎ: তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং শাসকদের সাথে ক্ষমতা নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না যে পর্যন্ত না হাউযের নিকট আমার সাথে সাক্ষাৎ করো। এর অর্থ হলো, তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করো, তবে তোমাদের সেই সবর বা ধৈর্যের বিনিময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য পুরস্কার এই যে, তিনি তোমাদের পান করাবেন...

حوضه، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا جميعاً ممن يردده ويشرب منه.

هذا الحوض الذي يكون في يوم القيامة في مكان وزمان أحوج ما يكون الناس إليه؛ لأنه في ذلك المكان وفي ذلك الزمان، في يوم الآخرة، يحصل على الناس من الهم والغم والكرب والعرق والحر ما يجعلهم في أشد الضرورة إلى الماء، فيردون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر، يصب عليه ميزابان من الكوثر، وهو نهر في الجنة أعطية النبي صلى الله عليه وسلم، يصبان عليه ماء، أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك، وفيه أوان كنجوم السماء في اللعان والحسن والكثرة، من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبداً. اللهم اجعلنا ممن يشرب منه.

فأرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يصبروا ولو وجدوا الأثرة، فإن صبرهم على ظلم الولاة من أسباب الورد على الحوض والشرب منه.

وفي هذين الحديثين: حث على الصبر على استئثار ولاة الأمور في حقوق الرعية، ولكن يجب أن نعلم أن الناس كما يكونون يولى عليهم، إذا أساءوا فيما بينهم وبين الله فإن الله يسلط عليهم ولاتهم، كما قال تعالى: (وَكَذَلِكَ نُؤَيِّ بِعُضِّ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (الأنعام: 129)، فإذا صلحت الرعية يسر الله لهم ولاة صالحين، وإذا كانوا بالعكس كان الأمر بالعكس.

- ويذكر أن رجلاً من الخوارج جاء إلى علي بن أبي طالب - رضي الله

তাঁর হাওয, অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাওয। হে আল্লাহ, আমাদের সবাইকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা এর নিকট উপস্থিত হবে এবং তা থেকে পান করবে।

এই হাওয কিয়ামতের দিন এমন এক স্থানে ও সময়ে থাকবে যখন মানুষের এর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে। কারণ সেই স্থানে এবং সেই সময়ে—পরকালে—মানুষের ওপর এমন দুশ্চিন্তা, বিষণ্ণতা, কষ্ট, ঘাম ও উত্তাপ চেপে বসবে যা তাদের পানির তীব্র মুখাপেক্ষী করে তুলবে। তখন তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাওযের নিকট উপস্থিত হবে। এটি একটি বিশাল হাওয যার দৈর্ঘ্য এক মাসের পথ এবং প্রস্থ এক মাসের পথ। জান্নাতের ‘কাউসার’ নামক নদী থেকে দুটি নাল দিয়ে এতে পানি প্রবাহিত হবে, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করা হয়েছে। সেই পানি দুধের চেয়েও সাদা, মধুর চেয়েও মিষ্টি এবং মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুঘ্রাণযুক্ত। এতে আকাশের নক্ষত্ররাজির মতো উজ্জ্বল, সুন্দর ও অসংখ্য পানপাত্র থাকবে। যে ব্যক্তি তা থেকে একবার পান করবে, সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না। হে আল্লাহ, আমাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা তা থেকে পান করবে।

অতঃপর নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন ধৈর্য ধারণ করে—এমনকি যদি তারা বৈষম্যের শিকারও হয়। কেননা শাসকদের অন্যায়ের ওপর ধৈর্য ধারণ করা হাওযের নিকট উপস্থিত হওয়া এবং তা থেকে পান করার অন্যতম কারণ।

এই দুটি হাদিসে প্রজাদের অধিকারের ক্ষেত্রে শাসনকর্তাদের স্বৈরাচারী ও পক্ষপাতমূলক আচরণের ওপর ধৈর্য ধারণের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। তবে আমাদের জানা উচিত যে, জনগণ যেমন হবে, তাদের ওপর তেমনই শাসক নিযুক্ত করা হবে। তারা যদি নিজেদের ও আল্লাহর মধ্যকার সম্পর্কের অবনতি ঘটায়, তবে আল্লাহ তাদের ওপর তাদের শাসকদের চাপিয়ে দেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: (এভাবেই আমি জালিমদের একে অপরের ওপর প্রবল করে দিই তাদের অর্জিত কর্মের কারণে) (আল-আনআম: ১২৯)। সুতরাং প্রজারা যদি সংশোধন হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের জন্য নেককার শাসক সহজ করে দেন; আর যদি এর বিপরীত হয়, তবে ফলাফলও বিপরীত হয়।

বর্ণিত আছে যে, খারেজিদের জনৈক ব্যক্তি আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট এসে...

عنه - وقال له: يا علي، ما بال الناس انتقضوا عليك ولم ينتقضوا على أبي بكر وعمر؟ فقال له: إن رجال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنا وأمثالي، أما أنا فكان رجالي أنت وأمثالك، أي: ممن لا خير فيه؛ فصار سببا في تسلط الناس وتفرقهم على بن أبي طالب رضي الله عنه وخروجهم عليه، حتى قتلوه رضي الله عنه.

- ويذكر أن أحد ملوك بني أمية سعى مقالة الناس فيه، فجمع أشراف الناس ووجهاءهم وكلمهم - وأظنه عبد الملك بن مروان - وقال لهم: أيها الناس، أتريدون أن نكون لكم مثل أبي بكر وعمر؟

وقالوا: نعم! فال إذا كنتم تريدون ذلك فكونوا لنا مثل رجال أبي بكر وعمر!! فالله سبحانه وتعالى حكيم، يولي على الناس من يكون بحسب أعمالهم، إن أسأؤوا فإنه يساء إليهم، وإن أحسنوا أحسن إليهم.

ولكن مع ذلك لا شك أن صلاح الراعي هو الأصل، وأنه إذا صلح الراعي صلحت، لأن الراعي له سلطة يستطيع أن يعدل من مال، وأن يؤدب من عال وجار. والله البوفق.

53 - وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام فيهم فقال: ((يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا

তার থেকে (বর্ণিত) — এবং তিনি তাঁকে বললেন: হে আলী, মানুষের কী হলো যে তারা আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল, অথচ তারা আবু বকর ও উমরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেনি? তখন তিনি তাঁকে বললেন: নিশ্চয়ই আবু বকর ও উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর লোকবল ছিলাম আমি এবং আমার মতো ব্যক্তির; পক্ষান্তরে আমার লোকবল হলো তুমি এবং তোমার মতো ব্যক্তির—অর্থাৎ যাদের মাঝে কোনো কল্যাণ নেই। ফলে এটিই মানুষের অবাধ্যতা ও আলী ইবনে আবি তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং তাঁর বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ করার কারণ হয়ে দাঁড়ালো, এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে শহীদ করল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

বর্ণিত আছে যে, উমাইয়া বংশের জনৈক শাসক তাঁর সম্পর্কে মানুষের সমালোচনা শুনতে পেলেন। তখন তিনি গণ্যমান্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের একত্রিত করলেন এবং তাঁদের সাথে কথা বললেন — আমার ধারণা তিনি আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান ছিলেন — এবং তাঁদের বললেন: হে লোকসকল, তোমরা কি চাও যে আমরা তোমাদের জন্য আবু বকর ও উমরের মতো হই?

তাঁরা বলল: হ্যাঁ! তখন তিনি বললেন: যদি তোমরা তেমনটিই চাও, তবে তোমরা আমাদের জন্য আবু বকর ও উমরের লোকবলের মতো হয়ে যাও!! মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রজ্ঞাবান; তিনি মানুষের ওপর তেমন শাসকই নিযুক্ত করেন যেমনটা তাদের আমল বা কর্ম। তারা যদি মন্দ কাজ করে তবে তাদের প্রতিও মন্দ করা হয়, আর যদি তারা ভালো কাজ করে তবে তাদের সাথেও ভালো ব্যবহার করা হয়।

তবে তা সত্ত্বেও এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, শাসকের সংশোধনই হলো মূল ভিত্তি। শাসক যদি সংশোধিত হন তবে সমাজও সংশোধিত হয়; কেননা শাসকের হাতে এমন ক্ষমতা থাকে যার মাধ্যমে তিনি বিচ্যুত ব্যক্তিকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পারেন এবং অত্যাচারী ও সীমালঙ্ঘনকারীকে শাসন করতে পারেন। আর আল্লাহই তাওফিক দানকারী।

৫৩ — আবু ইবরাহিম আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর কোনো এক যুদ্ধের দিন যখন শত্রুর মুখোমুখি হলেন, তখন সূর্য হেলে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। অতঃপর তিনি তাঁদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন: "হে লোকসকল! তোমরা শত্রুর সাথে মুকাবিলার আকাঙ্ক্ষা করো না, বরং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো..."

الله العافية، فإذا لقيتموهم فأصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف)). ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم: ((اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم)) (متفق عليه).

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض غزواته، فانتظر حتى مالت الشمس، أي: زالت الشمس، وذلك من أجل تقبل البرودة ويكثر الظل وينشط الناس، فانتظر حتى مالت الشمس قام فيهم خطيباً.

وكان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس خطباً دائمة ثابتة كخطبة يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم وخطباً عارضة إذا دعت الحاجة إليها قام فخطب عليه الصلاة والسلام وهذه كثيرة جداً، فقال في جملة ما قال: ((لا تتبنوا لقاء العدو)). أي: لا ينبغي للإنسان أن يتمنى لقاء العدو ويقول: اللهم ألقني عدوي! ((واسألوا الله العافية)) قل: اللهم عافنا.

((فإذا لقيتموهم)) وابتليتكم بذلك ((فأصبروا))، هذا هو الشاهد من الحديث، أي: اصبروا على مقاتلتهم واستعينوا بالله عز وجل، وقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا.

আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। অতঃপর যখন তোমরা তাদের মুখোমুখি হবে, তখন ধৈর্য ধারণ করো এবং জেনে রেখো যে, জান্নাত তলোয়ারের ছায়ার নিচে।

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে বললেন: "হে আল্লাহ! কি তাব অবতীর্ণকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী এবং সম্মিলিত বাহিনীকে পরাভূতকারী! তুমি তাদের পরাজিত করো এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো (বিজয় দান করো)।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাক্য]

লেখক (রহিমাল্লাহ) আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আউফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসের বর্ণনায় বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোনো এক যুদ্ধে ছিলেন। তিনি সূর্য হেলে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, অর্থাৎ সূর্য যখন মধ্যাকাশ থেকে ঢলে পড়ল। এটি এজন্য ছিল যাতে আবহাওয়া শীতল হয়, ছায়া বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের মাঝে কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। অতঃপর তিনি সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার খুতবার মতো নিয়মিত নির্ধারিত ভাষণ দিতেন, আবার কোনো বিশেষ প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক ভাষণও প্রদান করতেন। এ ধরনের তাৎক্ষণিক ভাষণ অনেক ছিল। তিনি তাঁর ভাষণের মধ্যে বলেছিলেন: "তোমরা শত্রুর সাথে যুদ্ধের আকাজ্জা করো না।"

অর্থাৎ, মানুষের জন্য শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আকাজ্জা করা এবং "হে আল্লাহ! আমাকে শত্রুর মুখোমুখি করে দিন" বলা সমীচীন নয়।

"বরং তোমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা (আফিয়াত) প্রার্থনা করো।" অর্থাৎ বলো: "হে আল্লাহ! আমাদের নিরাপত্তা দিন।"

"আর যখন তোমরা তাদের মুখোমুখি হবে" এবং এ পরিস্থিতির দ্বারা পরীক্ষিত হবে "তখন ধৈর্য ধারণ করো।" এটিই হাদীসের মূল আলোচ্য বিষয়। অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবিচল থাকো এবং মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করো। আর যুদ্ধ করো যাতে আল্লাহর বাণীই সুউচ্চ হয়।

(ص: 285) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

((واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف)) نسأل الله من فضله!

فالجنة تحت ظلال السيوف التي يحملها المجاهد في سبيل الله؛ لأن المجاهد في سبيل الله إذا قتل صار من أهل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى:

(وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ) (آل عمران: 169-171)

والشهيد إذا قتل في سبيل الله فإنه لا يحس بالطعنة أو بالضربة، كأنها ليست بشيء، ما يحس إلا أن روحه تخرج من الدنيا إلى نعيم دائم أبداً، نسألك اللهم من فضلك.

ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف)). وكان من الصحابة رضي الله عنهم أنس بن النضير، قال: ((أني لأجد ريح الجنة دون أحد)).

انظر كيف فتح الله مشامة حتى شم ريح الجنة حقيقة دون أحد، ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه فوجد فيه بضع وثمانون ضربة ما بين سيف، ورمح، وسهم، وغير ذلك؛ فقتل شهيدا رضي الله عنه؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ((واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف)).

((জেনে রাখো যে, জান্নাত তরবারির ছায়ার নিচে)) আমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি!

বস্তুত জান্নাত সেই সকল তরবারির ছায়ার নিচে যা আল্লাহর পথের মুজাহিদগণ বহন করেন; কারণ আল্লাহর পথের মুজাহিদ যখন নিহত হন, তখন তিনি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হন। যেমনটি মহান আল্লাহ তাঁর বাণীতে বলেছেন: (আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো মৃত মনে করো না; বরং তারা তাদের রবের নিকট জীবিত এবং তারা রিযিকপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দান করেছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পেছনে যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি তাদের জন্য তারা এই সুসংবাদ দেয় যে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত

ও অনুগ্রহের সুসংবাদ দেয় এবং এই যে, আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না) (সূরা আলে ইমরান: ১৬৯-১৭১)।

আর শহীদ যখন আল্লাহর পথে নিহত হন, তখন তিনি বর্ষার আঘাত বা তলোয়ারের জখম অনুভব করেন না, যেন তা কিছুই নয়। তিনি কেবল এটাই অনুভব করেন যে, তাঁর রুহ এই নশ্বর দুনিয়া থেকে চিরস্থায়ী সুখ ও নিয়ামতের দিকে বেরিয়ে যাচ্ছে। হে আল্লাহ, আমরা তোমার কাছে তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।

এই কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ((জেনে রাখো যে, জান্নাত তরবারির ছায়ার নিচে))।

সাহাবীগণের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) মধ্যে আনাস ইবনুস নুসায়র ছিলেন, তিনি বলেছিলেন: ((নিশ্চয়ই আমি উহুদ পাহাড়ের পাদদেশেই জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি))।

লক্ষ্য করুন, আল্লাহ কীভাবে তাঁর দ্ব্যগেন্দ্রিয় উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন যে তিনি বাস্তবে উহুদ পাহাড়ের সন্নিগটেই জান্নাতের সুঘ্রাণ পেয়েছিলেন। অতঃপর তিনি লড়াই করলেন যতক্ষণ না শহীদ হলেন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। তাঁর শরীরে তলোয়ার, বর্ষা ও তীরের আঘাতসহ আশিরও বেশি জখম পাওয়া গিয়েছিল। অতঃপর তিনি শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করেন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। আর এই কারণেই নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেছেন: ((জেনে রাখো যে, জান্নাত তরবারির ছায়ার নিচে))।

(ص: 286) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

ثم قال عليه الصلاة والسلام: ((اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهأزم الأحزاب، أهزمهم وانصرنا عليهم)) وهذا دعاء ينبغي للمجاهد أن يدعو به إذا لقي العدو.

فهنا توسل النبي- عليه الصلاة والسلام بالآيات الشرعية والآيات الكونية.

তوسل بآنزال الكتاب وهو القرآن الكريم، و يشمل كل كتاب، ويكون المراد به الجنس، أي: منزل الكتب على محمد وعلى غيره.

((ومجري السحاب)): هذه آية كونية، فالسحاب المسخر بين السماء والأرض لا يجريه إلا الله عز وجل، لو اجتمعت الأمم كلها بجميع السماء والأرض لا يجريه إلا الله عز وجل، لو اجتمعت الأمم كلها بجميع آلاتها ومعداتها على أن تجري هذا السحاب أو أن تصرف وجهه ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، وإنما تجري هذا السحاب أو أن تصرف وجهه ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، وإنما يجريه من إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون.

((وهازم الأحزاب)): فإن الله عز وجل وحده هو الذي يهزم الأحزاب. ومن ذلك: أن الله هزم الأحزاب في غزوة الأحزاب، والتي قد تجمع فيها أكثر من عشرة آلاف مقاتل حول المدينة ليقاتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الله تعالى: (وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا) (الأحزاب: من الآية 25)، فأرسل عليهم ريحاً وجنوداً زلزلت بهم وكفأت قلوبهم وأسقطت خيامهم، وصار لا يستقر لهم قرار، ريح شديدة باردة شرقية حتى ما بقوا وانصرفوا. قال الله عز وجل: (وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ) (الأحزاب: من الآية 25) فالله عز وجل هو هازم الأحزاب، ليست

এরপর তিনি (তাঁর ওপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক) বললেন: "হে আল্লাহ! কিতাব অবতীর্ণকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী এবং শত্রু বাহিনীকে পরাজিতকারী! আপনি তাদের পরাজিত করুন এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন।" শত্রুর মুখোমুখি হলে মুজাহিদের জন্য এই দোয়া করা সমীচীন।

এখানে নবী (তাঁর ওপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক) শরয়ি নিদর্শনাবলি এবং মহাজাগতিক নিদর্শনাবলি দিয়ে উসিলা গ্রহণ করেছেন।

তিনি কিতাব অবতীর্ণ করার মাধ্যমে উসিলা ধরেছেন, যা হলো পবিত্র কুরআন। অথবা এটি সকল কিতাবকে শামিল করে এবং এখানে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এর জাতি বা শ্রেণি; অর্থাৎ মুহাম্মদ এবং অন্যদের ওপর কিতাব অবতীর্ণকারী।

"মেঘমালা পরিচালনাকারী": এটি একটি মহাজাগতিক নিদর্শন। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী বশীভূত এই মেঘমালা মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ পরিচালনা করেন না। যদি সমস্ত জাতি তাদের সকল যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম নিয়ে এই মেঘমালাকে প্রবাহিত করতে বা এর দিক পরিবর্তন করতে একত্রিত হয়, তবে তারা এর কোনো পথ পাবে না। বরং এটি তিনিই পরিচালনা করেন, যিনি কোনো কিছু ইচ্ছা করলে বলেন 'হও', আর তা হয়ে যায়।

"শত্রু বাহিনীকে পরাজিতকারী": নিশ্চয়ই একমাত্র মহান আল্লাহই দলবদ্ধ শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করেন।

এর অন্তর্ভুক্ত হলো: আহজাব বা খন্দকের যুদ্ধে আল্লাহ শত্রু জোটকে পরাজিত করেছিলেন, যেখানে মদিনার চারদিকে দশ হাজারের বেশি যোদ্ধা রাসুল (তাঁর ওপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়েছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ বলেন: "আর আল্লাহ কাফেরদেরকে তাদের ক্ষোভসহ ফিরিয়ে দিলেন, তারা কোনো কল্যাণ লাভ করতে পারেনি" (আল-আহজাব: ২৫)। অতঃপর তিনি তাদের বিরুদ্ধে প্রবল বায়ু এবং এমন এক অদৃশ্য বাহিনী প্রেরণ করলেন যারা তাদের প্রকম্পিত করে দিল, তাদের রান্নার পাত্রগুলো উল্টে দিল এবং তাবুগুলো উপড়ে ফেলল। ফলে তাদের আর স্থির থাকা সম্ভব হলো না; এক প্রচণ্ড শীতল পুবালা বাতাস বইতে শুরু করল, যতক্ষণ না তারা প্রস্থান করল।

মহান আল্লাহ বলেন: "আর আল্লাহ কাফেরদেরকে তাদের ক্ষোভসহ ফিরিয়ে দিলেন, তারা কোনো কল্যাণ লাভ করতে পারেনি। আর আল্লাহ মুমিনদের জন্য যুদ্ধে যথেষ্ট হয়ে গেছেন" (আল-আহজাব: ২৫)। সুতরাং মহান আল্লাহই হলেন দলবদ্ধ শত্রু বাহিনীকে পরাজিতকারী, অন্য কেউ নয়।

قوة الإنسان هي التي تهزم، بل القوة سبب قد تنفع وقد لا تنفع، لكننا مأمورون بفعل السبب المباح، لكن الهازم حقيقة هو الله عز وجل.
ففي هذا الحديث عدة فوائد:

منها: أن لا يتمني الإنسان لقاء العدو، وهذا غير تمني الشهادة! تمني الشهادة جائز وليس منهياً عنه، بل قد يكون مأموراً به، أما تمني لقاء العدو، فلا تتمناه؛ لأن الرسول النبي صلى الله عليه وعلي آله وسلم قال: ((لا تتمنوا لقاء العدو)).
ومنها: أن يسأل الإنسان الله العافية، لأن العافية والسلامة لا يعدلها شيء، فلا تتمن الحروب ولا المقاتلة، واسأل الله العافية والنصر لدينه، ولكن إذا لقيت العدو، فاصبر.

ومنها: أن الإنسان إذا لقي العدو فإن الواجب عليه أن يصبر، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) (الأنفال: 46/45).

ومنها: أنه ينبغي لأمر الجيش أو السرية أن يرفق بهم، وأن لا يبدأ القتال إلا في الوقت المناسب، سواء كان مناسباً من الناحية اليومية أو من الناحية الفصلية. فمثلاً في أيام الصيف لا ينبغي أن يتحرى القتال فيه؛ لأن فيه مشقة. وفي أيام البرد الشديد لا يتحر ذلك أيضاً؛ لأن في ذلك مشقة، لكن إذا أمكن أن يكون بين بين، بأن يكون في الربيع أو في الخريف، فهذا أحسن ما يكون.

মানুষের শক্তিই যে পরাজিত করে তা নয়; বরং শক্তি একটি মাধ্যম মাত্র, যা কখনো উপকারে আসে আবার কখনো আসে না। তবে আমাদের বৈধ মাধ্যম বা উপকরণ অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত পরাজয় দানকারী হলেন মহান আল্লাহ।

এই হাদীসে বেশ কিছু শিক্ষা ও উপকারিতা রয়েছে:

তার মধ্যে অন্যতম: মানুষ যেন শত্রুর মোকাবিলা করার বা যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা না করে; আর এটি শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা করার চেয়ে ভিন্ন বিষয়! শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা করা বৈধ এবং তা নিষিদ্ধ নয়, বরং কখনো কখনো তা আদিষ্ট বা নির্দেশিতও বটে। তবে শত্রুর সাথে মুখোমুখি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করো না; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

"তোমরা শত্রুর সাথে সাক্ষাতের (যুদ্ধের) আকাঙ্ক্ষা করো না।"

আরেকটি হলো: মানুষ যেন আল্লাহর কাছে 'আফিয়াত' বা নিরাপত্তা ও কল্যাণ প্রার্থনা করে। কারণ নিরাপত্তা ও সুস্থতার সমতুল্য আর কিছু নেই। সুতরাং তোমরা যুদ্ধ বা লড়াই কামনা করো না, বরং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা এবং তাঁর দীনের জন্য বিজয় প্রার্থনা করো। তবে যখন শত্রুর মুখোমুখি হবে, তখন ধৈর্য ধারণ ও অবিচল থাকো।

আরও একটি শিক্ষা হলো: মানুষ যখন শত্রুর মুখোমুখি হয়, তখন তার ওপর ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব বা আবশ্যিক। মহান আল্লাহ বলেন: "হে মুমিনগণ, তোমরা যখন কোনো দলের মোকাবিলা করো, তখন স্থির থাকো এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না, নতুবা তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হবে। আর ধৈর্য ধারণ করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" (সূরা আল-আনফাল: ৪৫-৪৬)।

আরেকটি বিষয় হলো: সেনাদল বা বিশেষ বাহিনীর আমিরের উচিত তাদের (সৈন্যদের) প্রতি নম্রতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করা এবং উপযুক্ত সময় না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ শুরু না করা; চাই তা দিনের সময়ের দিক থেকে হোক কিংবা ঋতুর দিক থেকে। উদাহরণস্বরূপ, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমের দিনগুলোতে যুদ্ধের সময় নির্ধারণ করা উচিত নয়; কারণ এতে চরম কষ্ট রয়েছে। তেমনি তীব্র শীতের দিনেও তা করা সমীচীন নয়; কারণ তাতেও কষ্ট রয়েছে। তবে যদি মাঝামাঝি কোনো সময়ে সম্ভব হয়—যেমন বসন্তকাল বা শরৎকালে—তবে সেটিই হবে সর্বোত্তম।

ومنها - أيضاً- أنه ينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء: ((اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم)).
ومنها: الدعاء على الأعداء بالهزيمة؛ لأنهم أعداؤك وأعداء الله، فإن الكافر ليس عدواً لك وحدك، بل هو عدو لك ولربك ولأنبيائه وللائكته ولرسله ولكل مؤمن. فالكافر عدو لكل مؤمن. وعدو لكل رسول، وعدو لكل نبي، وعدو لكل ملك، فهو عدو، فينبغي لك أن تسأل الله دائماً أن يخذل الأعداء من الكفار، وأن يهزمهم، وأن ينصرنا عليهم والله موفق.

এর অন্তর্ভুক্ত এ-ও যে, মানুষের উচিত এই দুআর মাধ্যমে প্রার্থনা করা: "হে আল্লাহ! কিতাব অবতীর্ণকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী এবং সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিতকারী! আপনি তাদেরকে পরাজিত করুন এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।"

এর অন্তর্ভুক্ত হলো: শত্রুদের পরাজয়ের জন্য প্রার্থনা করা; কেননা তারা আপনার শত্রু এবং আল্লাহর শত্রু। বস্তুত কাফির কেবল আপনার একার শত্রু নয়, বরং সে আপনার, আপনার প্রতিপালকের, তাঁর নবীগণের, তাঁর ফেরেশতাগণের, তাঁর রাসূলগণের এবং প্রত্যেক মুমিনের শত্রু। সুতরাং কাফির প্রত্যেক মুমিনের শত্রু, প্রত্যেক রাসূলের শত্রু, প্রত্যেক নবীর শত্রু এবং প্রত্যেক ফেরেশতার শত্রু। যেহেতু সে শত্রু, তাই আপনার সর্বদা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা উচিত যেন তিনি কাফির শত্রুদের লাঞ্ছিত করেন, তাদেরকে পরাজিত করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয় দান করেন। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) (التوبة: 119) ،
وقال تعالى: (وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ) (الأحزاب: من الآية 35) وقال تعالى: (فَلَوْ
صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ) (محمد: من الآية 21) .

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصدق.
الصدق: معناه مطابقة الخبر للواقع، هذا في الأصل.
ويكون في الإخبار، فإذا أخبرت بشيء وكان خبرك مطابقاً للواقع قيل: إنه صدق،
مثل أن تقول عن هذا اليوم: اليوم يوم الأحد، فهذا خبر صدق؛ لأن اليوم يوم
الأحد.
وإذا قلت: اليوم يوم الاثنين، فهذا خبر كذب.
فالخبر إن طابق الواقع فهو صدق، وإن خالف الواقع فهو كذب. وكما يكون الصدق
في الأقوال يكون أيضاً في الأفعال.
فالصدق في الأفعال: هو أن يكون الإنسان باطنه موافقاً لظاهره، بحيث إذا عمل عملاً
يكون موافقاً لها في قلبه.
فالبرائي مثلاً ليس بصادق؛ لأنه يظهر للناس أنه من العابدين وليس كذلك.
والمشرك مع الله ليس بصادق؛ لأنه يظهر أنه موحد وليس كذلك.
والمنافق ليس بصادق، لأنه يظهر الإيمان وليس بمؤمن.

8- সত্যবাদিতার অধ্যায়

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: (হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং
সত্যবাদীদের সাথে হও) (আত-তাওবাহ: ১১৯), এবং তিনি আরও বলেন: (এবং সত্যবাদী

পুরুষ ও সত্যবাদী নারীগণ) (আল-আহযাব: ৩৫ নং আয়াতের অংশ), এবং তিনি আরও বলেন: (যদি তারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারে সত্যনিষ্ঠ হতো, তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো) (মুহাম্মদ: ২১ নং আয়াতের অংশ)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) বলেন: সত্যবাদিতার অধ্যায়।

সত্যবাদিতা: এর অর্থ হলো বাস্তবের সাথে সংবাদের মিল থাকা, মূলত এটাই এর সংজ্ঞা।

এটি সংবাদ প্রদানের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সুতরাং আপনি যখন কোনো বিষয়ে সংবাদ দেবেন এবং আপনার সংবাদটি বাস্তবের সাথে হুবহু মিলে যাবে, তখন বলা হয়: এটি সত্য। যেমন আপনি আজকের দিন সম্পর্কে বললেন: আজ রবিবার। এটি একটি সত্য সংবাদ; কারণ আজ প্রকৃতপক্ষে রবিবার।

আর যদি আপনি বলেন: আজ সোমবার, তবে এটি একটি মিথ্যা সংবাদ।

সুতরাং সংবাদ যদি বাস্তবের সাথে মিলে যায় তবে তা সত্য, আর যদি বাস্তবের পরিপন্থী হয় তবে তা মিথ্যা। আর যেভাবে কথায় সত্যবাদিতা থাকে, তেমনিভাবে কর্মেও সত্যবাদিতা থাকে।

কর্মে সত্যবাদিতা হলো: মানুষের অভ্যন্তরীণ অবস্থা তার বাহ্যিক অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ হওয়া, যাতে সে যখন কোনো কাজ করবে, তা যেন তার অন্তরের বিশ্বাসের অনুকূলে হয়।

উদাহরণস্বরূপ, লোক-প্রদর্শনকারী (রিয়াকার) ব্যক্তি সত্যবাদী নয়; কারণ সে মানুষের সামনে নিজেকে ইবাদতকারী হিসেবে প্রকাশ করে, অথচ সে বাস্তবে তেমন নয়।

তেমনিভাবে আল্লাহর সাথে শিরককারী ব্যক্তিও সত্যবাদী নয়; কারণ সে নিজেকে একেশ্বরবাদী হিসেবে জাহির করে, অথচ সে বাস্তবে তেমন নয়।

আর মুনাফিক ব্যক্তিও সত্যবাদী নয়; কারণ সে ঈমান প্রকাশ করে অথচ সে প্রকৃতপক্ষে মুমিন নয়।

والمبتدع ليس بصادق، لأنه يظهر الاتباع للرسول- عليه الصلاة والسلام وليس بمتبع.

المهم أن الصدق مطابقة الخبر للواقع، وهو من سمات المؤمنين وعكسه الكذب، وهو من سمات المنافقين، نعوذ بالله.

ثم ذكر آيات في ذلك:

فقال: وقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) (التوبة: 119).

هذه الآية نزلت بعد ذكر قصة الثلاثة الذين خلفوا، وقد تخلفوا عن غزوة تبوك، ومنهم: كعب بن مالك، وقد تقدم حديثه.

وكان هؤلاء الثلاثة حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وكانوا قد تخلفوا عنها بلا عذر، واخبروا النبي عليه الصلاة والسلام- بأنهم لا عذر لهم، فخلفهم، أي: تركهم.

فمعني: (وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا) أي: تركوا، فلم يبت في شأنهم؛ لأن المنافقين لما قدم الرسول- عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك جاؤوا إليه يعتذرون إليه ويحلفون بالله إنهم معذورون، وفيهم أنزل الله هذه الآية (سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَتُعَرِّضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجُسُوا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (يَحْلِفُونَ لَكُمْ لَتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ) (التوبة: 96).

أما هؤلاء الثلاثة فصدقوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخبروه

আর বিদআতি ব্যক্তি সত্যবাদী নয়, কারণ সে রাসূলের—তাঁর ওপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক—অনুসরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় অথচ সে প্রকৃতপক্ষে অনুসারী নয়।

মূল কথা হলো, সত্যবাদিতা হলো সংবাদের সাথে বাস্তবতার মিল থাকা, আর এটি মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর বিপরীত হলো মিথ্যা, যা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য; আমরা আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

অতঃপর তিনি এ বিষয়ে কিছু আয়াত উল্লেখ করেছেন:

তিনি বলেন: মহান আল্লাহর বাণী: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।" (আত-তাওবাহ: ১১৯)।

এই আয়াতটি সেই তিন ব্যক্তির ঘটনার উল্লেখের পর অবতীর্ণ হয়েছে যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন। তারা তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন কা'ব বিন মালিক, যার হাদিস ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন, তখন এই তিন ব্যক্তি—যারা কোনো ওজর ছাড়াই যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত ছিলেন—তাকে সংবাদ দিলেন যে তাদের কোনো ওজর ছিল না। ফলে তিনি তাদের পেছনে রেখে দিলেন, অর্থাৎ তাদের বিষয়টি স্থগিত রাখলেন।

সুতরাং "এবং সেই তিন ব্যক্তির ওপর যাদের পেছনে রাখা হয়েছিল" এর অর্থ হলো: যাদের স্থগিত রাখা হয়েছিল, তাদের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়নি। কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসলেন, তখন মুনাফিকরা তাঁর কাছে এসে ওজর পেশ করতে লাগল এবং আল্লাহর কসম খেয়ে বলতে লাগল যে তারা অপারগ ছিল। তাদের বিষয়েই আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন: "যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা তোমাদের সামনে আল্লাহর কসম খাবে যাতে তোমরা তাদের থেকে বিমুখ থাকো। সুতরাং তোমরা তাদের থেকে বিমুখ হও; নিশ্চয়ই তারা অপবিত্র এবং তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল স্বরূপ তাদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। তারা তোমাদের কাছে কসম খাবে যেন তোমরা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হও। অতঃপর যদি তোমরা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হও, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়ের ওপর সন্তুষ্ট হবেন না।" (আত-তাওবাহ: ৯৫-৯৬)। কিন্তু এই তিন ব্যক্তি রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে সত্য কথা বললেন এবং তাঁকে জানালেন...

بالصدق بأنهم تخلفوا بلا عذر.

فَأَرْجَاهُمْ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خَمْسِينَ لَيْلَةً، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ (التوبة: من الآية 118) ثم انزل الله توبته عليهم.

ثم قال بعد ذلك: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) (التوبة: 119)، فأمر الله تعالى المؤمنين بأن يتقوا الله، وأن يكونوا مع الصادقين لا مع الكاذبين.

وقال الله تعالى: (وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ) (الأحزاب: من الآية 35) هذه في جملة الآية الطويلة التي ذكرها الله في سورة الأحزاب، وهي، (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) إِلَى أَنْ قَالَ: (وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ) إِلَى أَنْ قَالَ: (أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً) (الأحزاب: من الآية 35).

فذكر الله الصادقين والصادقات في مقام الثناء، وفي بيان ما لهم من الأجر العظيم. وقال تعالى: (فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ) أي: لو عاملوا الله بالصدق لكان خيراً لهم، ولكن عاملوا الله بالكذب فنافقوا وأظهروا خلاف ما في قلوبهم، وعاملوا النبي صلي الله عليه وسلم بالكذب، فأظهروا أنهم متبعون له وهم مخالفون له. فلو صدقوا الله بقلوبهم وأعمالهم وأقوالهم لكان خيراً لهم، ولكنهم كذبوا الله فكان شراً لهم.

وقال الله: (لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ) (الأحزاب: من الآية 24) فقال: (لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ).

সত্যবাদিতার সাথে (স্বীকার করলেন) যে তারা কোনো ওজর ছাড়াই পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন।

অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের বিষয়টি পঞ্চাশ রাত পর্যন্ত পিছিয়ে দিলেন, (ততদিন পর্যন্ত) যতক্ষণ না পৃথিবী তার প্রশস্ততা সত্ত্বেও তাদের কাছে সংকীর্ণ হয়ে গেল এবং তাদের নিজেদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়ে উঠল, আর তারা বুঝতে পারল যে আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই (সূরা আত-তাওবা: ১১৮ নং আয়াতের অংশবিশেষ)। এরপর আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করলেন।

এরপর তিনি এর পরপরই বললেন: (হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও) (সূরা আত-তাওবা: ১১৯)। সুতরাং আল্লাহ তাআলা মুমিনদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা আল্লাহকে ভয় করে এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকে, মিথ্যাবাদীদের সাথে নয়।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: (এবং সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারীগণ) (সূরা আল-আহজাব: ৩৫ নং আয়াতের অংশবিশেষ)। এটি সূরা আল-আহজাবে বর্ণিত সেই দীর্ঘ আয়াতের অংশ, যা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন; আর তা হলো: (নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী...) যে পর্যন্ত তিনি বলেছেন: (এবং সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারীগণ) যে পর্যন্ত তিনি বলেছেন: (আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন) (সূরা আল-আহজাব: ৩৫ নং আয়াতের অংশবিশেষ)।

আল্লাহ সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারীদের কথা প্রশংসার স্থলে এবং তাদের জন্য যে মহান প্রতিদান রয়েছে তা বর্ণনার ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন: (যদি তারা আল্লাহর প্রতি সত্যনিষ্ঠ হতো তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো) অর্থাৎ: যদি তারা আল্লাহর সাথে সত্যবাদিতার আচরণ করত তবে তা তাদের জন্য উত্তম হতো, কিন্তু তারা আল্লাহর সাথে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে এবং মুনাফকি করেছে, আর তাদের অন্তরে যা ছিল তার বিপরীতটা প্রকাশ করেছে। তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথেও মিথ্যাচার করেছে এবং প্রকাশ করেছে যে তারা তাঁর অনুসারী, অথচ তারা ছিল তাঁর বিরোধী। সুতরাং তারা যদি তাদের অন্তরে, কাজে ও কথায় আল্লাহর সাথে সত্যনিষ্ঠ হতো তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো, কিন্তু তারা আল্লাহর সাথে মিথ্যাচার করেছে ফলে তা তাদের জন্য অমঙ্গলজনক হয়েছে।

আল্লাহ বলেন: (যাতে আল্লাহ সত্যবাদীদের তাদের সত্যবাদিতার জন্য পুরস্কৃত করেন এবং মুনাফিকদের শাস্তি দেন যদি তিনি চান অথবা তাদের তওবা কবুল করেন) (সূরা আল-

আহজাব: ২৪ নং আয়াতের অংশবিশেষ)। তিনি বলেছেন: (যাতে আল্লাহ সত্যবাদীদের তাদের সত্যবাদিতার জন্য পুরস্কৃত করেন)।

(ص: 292) شرح رِياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

فدل ذلك على أن الصدق أمره عظيم، وأنه محل للجزاء من الله سبحانه وتعالى. إذن علينا أن نصدق، وعلينا أن نكون صادقين، وعلينا أن نكون صرحاء، وعلينا أن لا نخفي الأمر عن غيرنا مDAHنة أو مراعاة. كثير من الناس إذا حدث عن شيء فعله وكان لا يرضيه كذب وقال: ما فعلت. لماذا؟ لا تستح من الخلق وتبارز الخالق بالكذب؟! قل الصدق ولا يهينك أحد، وأنت إذا عودت نفسك الصدق فإنك في المستقبل سوف تصلح حالك، أما إذا أخبرت بالكذب وصرت تكتم عن الناس وتكذب عليهم، فإنك سوف تستمر في غيك، ولكن إذا صدقت فإنك سوف تعدل مسيرتك ومنهاجك. فعليك بالصدق فيما لك وفيما عليك؛ حتى تكون مع الصادقين الذين أمرك الله أن تكون معهم: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) (التوبة: 119).

54. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى

এটি প্রমাণ করে যে সত্যবাদিতা এক মহান বিষয় এবং এটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট থেকে প্রতিদান লাভের ক্ষেত্র।

অতএব, আমাদের সত্য বলা উচিত, আমাদের সত্যবাদী হওয়া উচিত, আমাদের স্পষ্টভাষী হওয়া উচিত এবং তোষামোদ বা লোকদেখানোর বশবর্তী হয়ে অন্যের কাছে কোনো বিষয় গোপন করা আমাদের উচিত নয়।

অনেক মানুষ এমন যে, যখন সে তার নিজের কৃত কোনো কাজ সম্পর্কে কথা বলে যা তার কাছে সন্তোষজনক নয়, তখন সে মিথ্যা বলে এবং বলে: "আমি এটি করিনি।"

কেন এমন করো? তুমি কি সৃষ্টির কাছে লজ্জিত হও আর মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে স্রষ্টার অবাধ্যতায় লিপ্ত হও?! সত্য বলো এবং কাউকে পরোয়া করো না। তুমি যদি নিজেকে সত্যবাদিতায় অভ্যস্ত করো, তবে ভবিষ্যতে তোমার অবস্থা সংশোধন হয়ে যাবে। কিন্তু যদি তুমি মিথ্যা বলো এবং মানুষের কাছে সত্য গোপন করো ও তাদের সাথে মিথ্যাচার করো, তবে তুমি তোমার ভ্রান্তিতেই লিপ্ত থাকবে। পক্ষান্তরে, যদি তুমি সত্য বলো, তবে তুমি তোমার পথ ও কর্মপন্থাকে সঠিক করে নিতে পারবে।

সুতরাং তোমার নিজের পক্ষে যাক বা বিপক্ষে—সর্বাবস্থায় তোমার সত্যবাদিতাকে আঁকড়ে ধরা আবশ্যিক; যাতে তুমি সেই সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারো যাদের সাথে থাকার নির্দেশ আল্লাহ তোমাকে দিয়েছেন: (হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও) (আত-তাওবাহ: ১১৯)।

৫৪ — ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই সত্যবাদিতা পুণ্যের দিকে পরিচালিত করে, আর পুণ্য জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে। মানুষ সত্য বলতে থাকে যতক্ষণ না সে আল্লাহর নিকট 'সিদ্দিক' (মহাসত্যবাদী) হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়। আর নিশ্চয়ই মিথ্যা পাপাচারের দিকে পরিচালিত করে, আর পাপাচার নিয়ে যায়..."

(ص: 293) شرح رِياض الصَّالِحِينَ لابن عثيمين - ج 1

النَّار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً)) (متفق عليه) .

[الشَّرْحُ]

هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله للصدق فقال: باب الصدق، وذكر آيات سبق الكلام عليها، أما الأحاديث فقال: عن بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. . .))

قوله: (عليكم بالصدق)) .. أي: ألزموا الصدق، والصدق: مطابقة الخير للواقع، يعني: أن تخبر بشيء فيكون الخبر مطابقاً للواقع، مثال ذلك: إذا قلت لمن سألك: أي يوم هذا؟ فقلت اليوم يوم الأربعاء (وهو يوم الأربعاء فعلاً) فهذا صدق، ولو قلت يوم الثلاثاء لكان كذباً، فالصدق مطابقة الخبر للواقع، وقد سبق في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه ما يدل على فضيلة الصدق وحسن عاقبته، وأن الصادق هو الذي له العاقبة، والكاذب هو الذي يكون عمله هباءً. ولهذا يذكر أن بعض العامة قال: إن الكذب ينجي، فقال له أخوه الصدق أنجي وأنجي. وهذا صحيح.

واعلم أن الخبر يكون باللسان ويكون بالأركان.
وأما باللسان فهو القول، وأما بالأركان فهو الفعل، ولكن كيف يكون

জাহান্নাম; আর নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি মিথ্যা বলতে থাকে যতক্ষণ না সে আল্লাহর নিকট চরম মিথ্যাবাদী হিসেবে লিখিত হয়। (বুখারি ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) এই অধ্যায়টি সত্যবাদিতা সম্পর্কে রচনা করেছেন। তিনি বলেছেন: 'সত্যবাদিতার অধ্যায়', এবং এমন কিছু আয়াত উল্লেখ করেছেন যে সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আর হাদীসসমূহের ব্যাপারে তিনি বলেন: ইবনে মাসউদ (রাতিয়াল্লাহু আনহু)

থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের কর্তব্য হলো সত্যবাদিতা অবলম্বন করা; কেননা সত্যবাদিতা পুণ্যের দিকে পরিচালিত করে, আর পুণ্য জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে..."

তাঁর বাণী: "তোমাদের কর্তব্য হলো সত্যবাদিতা অবলম্বন করা" অর্থাৎ সত্যকে আঁকড়ে ধরো। আর সত্যবাদিতা হলো: খবরের বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া। অর্থাৎ, তুমি কোনো বিষয়ে সংবাদ দিলে এবং সেই সংবাদটি বাস্তবতার সাথে হুবহু মিলে গেল। এর উদাহরণ হলো: তোমাকে কেউ জিজ্ঞেস করল, আজ কী বার? তুমি বললে আজ বুধবার (এবং বাস্তবেও যদি আজ বুধবার হয়), তবে এটিই সত্য। আর যদি তুমি বলতে মঙ্গলবার, তবে তা হতো মিথ্যা। সুতরাং সত্যবাদিতা হলো খবরের বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া। ইতিপূর্বে কাব বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর দুই সঙ্গীর হাদীসে সত্যবাদিতার শ্রেষ্ঠত্ব এবং এর সুন্দর পরিণাম সম্পর্কে যা গত হয়েছে তা একথারই প্রমাণ দেয় যে, সত্যবাদীর জন্যই রয়েছে শুভ পরিণাম, আর মিথ্যাবাদীর আমল ধূলিকণার ন্যায় নিষ্ফল হয়ে যায়। এজন্যই বর্ণিত আছে যে, জনৈক সাধারণ মানুষ বলেছিল: 'মিথ্যা মুক্তি দেয়', তখন তার ভাই তাকে বলল: 'সত্য অধিকতর এবং আরও বেশি মুক্তিদানকারী'। আর এটিই সঠিক কথা।

জেনে রেখো যে, সংবাদ প্রদান জিহ্বা বা জবানের মাধ্যমেও হয় আবার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমেও হয়।

জবানের মাধ্যমে সংবাদ প্রদান হলো কথা বলা, আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সংবাদ প্রদান হলো কর্ম। কিন্তু এটি কীভাবে হয়—

(ص: 294) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الكذب بالفعل؟! إذا فعل الإنسان خلاف ما يبطن فهذا قد كذب بفعله، فالمنافق مثلاً كاذب لأنه يظهر للناس أنه مؤمن، يصلي مع الناس ويصوم مع الناس،

ويتصدق ولكنه بخيل. وربما يحج، فمن رأى أفعاله حكم عليه بالصلاح، ولكن هذه الأفعال لا تنبئ عما في الباطن، فهي كذب.

ولهذا نقول: الصدق يكون باللسان، ومتى طابقت أعمال الجوارح ما في القلب فهي صدق بالأفعال.

ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمر بالصدق - عاقبته فقال: ((إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة)).

البر كثرة الخير، ومنه أسماء الله: ((البر)) أي كثير الخير والإحسان عز وجل. فالبر يعني كثرة الخير، وهو من نتائج الصدق، وقوله: ((يهدي إلى الجنة)) فصاحب البر - نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم - يهديه برة إلى الجنة، والجنة غاية كل مطلب، ولهذا يؤمر الإنسان أن يسأل الله الجنة ويستعين به من النار (فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ) (آل عمران: 185).

وقوله: ((إن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً)) وفي رواية: ((ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً)).
والصديق في المرتبة الثانية من مراتب الخلق من الذين أنعم الله عليهم كما قال الله سبحانه: (وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

কর্মের মাধ্যমে কি মিথ্যা হতে পারে? হ্যাঁ, মানুষ যদি তার অন্তরের বিপরীতে কোনো কাজ করে, তবে সে তার কর্মের দ্বারা মিথ্যা বলল। উদাহরণস্বরূপ, মুনাফিক একজন মিথ্যাবাদী, কারণ সে মানুষের সামনে নিজেকে মুমিন হিসেবে প্রকাশ করে; সে মানুষের সাথে সালাত আদায় করে, সিয়াম পালন করে এবং দান-সদকা করে, অথচ সে অন্তরে কৃপণ। সম্ভবত সে হজও করে। যে ব্যক্তি তার বাহ্যিক কর্ম দেখে সে তাকে নেককার বলে গণ্য করে, কিন্তু এই কাজগুলো তার অন্তরের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করে না, তাই এগুলো মিথ্যা।

এই কারণে আমরা বলি: সত্যবাদিতা যেমন জবানের মাধ্যমে হয়, তেমনি যখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল অন্তরের অবস্থার সাথে মিলে যায়, তখন তা কর্মের মাধ্যমে সত্যবাদিতা হিসেবে গণ্য হয়।

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সত্যবাদিতার নির্দেশ দিলেন, তখন এর পরিণাম বর্ণনা করে বললেন: "নিশ্চয়ই সত্যবাদিতা পুণ্যের দিকে পরিচালিত করে, আর পুণ্য জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে।"

‘বির’ (পুণ্য) হলো কল্যাণের আধিক্য। আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের মধ্যে একটি হলো ‘আল-বারু’, যার অর্থ হলো মহান আল্লাহ অত্যধিক কল্যাণকারী ও অনুগ্রহশীল।

সুতরাং ‘বির’ মানে প্রচুর কল্যাণ, যা সত্যবাদিতার অন্যতম ফল। আর তাঁর বাণী: "জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে"—পুণ্যবান ব্যক্তিকে (আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন) তার পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়।

জান্নাতই হলো প্রতিটি প্রত্যাশার চূড়ান্ত লক্ষ্য। এ কারণেই মানুষকে আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করার এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: "যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই সফলকাম হবে। আর পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।" (সূরা আল-ইমরান: ১৮৫)।

আর তাঁর বাণী: "নিশ্চয়ই মানুষ সত্য বলতে থাকে যতক্ষণ না আল্লাহর নিকট তাকে মহাসত্যবাদী (সিদ্দিক) হিসেবে লিখে দেওয়া হয়।" অন্য বর্ণনায় এসেছে: "মানুষ সত্য বলতে থাকে এবং সত্যের অন্বেষণে সচেষ্ট থাকে যতক্ষণ না আল্লাহর নিকট তাকে মহাসত্যবাদী (সিদ্দিক) হিসেবে লিখে দেওয়া হয়।"

সৃষ্টির মধ্যে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন তাদের স্তরসমূহের মধ্যে ‘সিদ্দিক’ হচ্ছে দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন: "আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তারা তাদের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন—"

مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ (النساء: 69) ، فالرجل الذي يتحرى الصدق يكتب عند الله صديقاً، ومعلوم أن الصديقية درجة عظيمة لا ينالها إلا أفاض من الناس، وتكون في الرجال وتكون في النساء، قال الله تعالى: (مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ) (المائدة: 75) .

وأفضل الصديقين على الإطلاق أصدقهم، هو أبو بكر رضي الله عنه: عبد الله بن أبي قحافة، الذي استجاب للنبي صلي الله عليه وسلم حين دعاه إلى الإسلام، ولم يحصل عنده أي تردد وأي توقف، بمجرد ما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أسلم، وصدق النبي صلي الله عليه وسلم حين كذبه قومه، وصدقه حين تحدث عن الإسراء والمعراج وكذبه الناس وقالوا: كيف تذهب يا محمد من مكة إلى بيت المقدس وترجع في ليلة واحدة ثم تقول: إنك صعدت السماء؟ هذا لا يمكن. ثم ذهبوا إلى أبي بكر وقالوا له: أما تسمع ما يقول صاحبك؟ قال: ماذا قال؟ قالوا: إنه قال كذا وكذا ! قال: ((إن كان قد قال ذلك فقد صدق)) ، فمنذ ذلك اليوم سمي الصديق، رضي الله عنه.

وأما الكذب قال النبي صلي الله عليه وسلم ((وإياكم والكذب)) ((إياكم)) للتحذير، أي: أحذروا الكذب، والكذب هو الإخبار بما يخالف الواقع، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل.

فإذا قال لك قائل: ما اليوم؟ فقلت يوم الخميس، أو يوم الثلاثاء (وهو يوم الأربعاء) فهذا كذب؛ لأنه لا يطابق الواقع؛ لأن اليوم يوم الأربعاء.

...নবীগণ, সত্যনিষ্ঠ (সিদ্দীক), শহীদ এবং পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত (আন-নিসা: ৬৯)। সুতরাং যে ব্যক্তি সর্বদা সত্যের অন্বেষণ করে, আল্লাহর নিকট তাকে 'সিদ্দীক' (মহাসত্যবাদী) হিসেবে লিখে রাখা হয়। আর এটি সর্বজনবিদিত যে, সিদ্দীকিয়াত বা সত্যনিষ্ঠতা এক সুমহান মর্যাদা, যা কেবল অতি নগণ্য সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই অর্জন করতে সক্ষম হন। এটি যেমন পুরুষদের

ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি নারীদের ক্ষেত্রেও হতে পারে। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "মারইয়াম-তনয় মসীহ তো একজন রাসূল বৈ আর কিছু নন; তাঁর পূর্বে আরও অনেক রাসূল গত হয়েছেন এবং তাঁর জননী ছিলেন সত্যনিষ্ঠ (সিদ্দীকা)" (আল-মায়িদাহ: ৭৫)।

আর সকল সিদ্দীকদের মধ্যে নিরঙ্কুশভাবে শ্রেষ্ঠ হলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সত্যবাদী ব্যক্তি, তিনি হলেন আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু): আবদুল্লাহ ইবনে আবি কুহাফাহ। যিনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আহ্বানে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দিয়েছিলেন যখন তিনি তাঁকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেন। তাঁর মধ্যে কোনো প্রকার দ্বিধা বা ইতস্ততবোধ কাজ করেনি; বরং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া মাত্রই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিলেন যখন তাঁর কওম তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছিল। তিনি তাঁকে তখন সত্যায়ন করেছিলেন যখন তিনি ইসরা ও মিরাজ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন এবং মানুষ তাঁকে মিথ্যাবাদী বলছিল। তারা বলছিল: "হে মুহাম্মদ! আপনি কীভাবে মক্কা থেকে বায়তুল মাকদিসে গিয়ে এক রাতেই ফিরে আসলেন, আবার বলছেন যে আপনি আসমানে আরোহণ করেছেন? এটি অসম্ভব।" এরপর তারা আবু বকর (রা.)-এর নিকট গিয়ে বলল: "আপনার সঙ্গী কী বলছে তা কি আপনি শুনেছেন?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "তিনি কী বলেছেন?" তারা বলল: "তিনি এই এই কথা বলছেন!" তিনি বললেন: "যদি তিনি এমনটি বলে থাকেন, তবে অবশ্যই সত্য বলেছেন।" ফলে সেই দিন থেকেই তাঁকে 'সিদ্দীক' (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নামে অভিহিত করা হয়।

আর মিথ্যার ব্যাপারে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকো।"

"তোমরা বেঁচে থাকো" শব্দটি সতর্কীকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে; অর্থাৎ তোমরা মিথ্যা থেকে সতর্ক থাকো। আর মিথ্যা হলো বাস্তবতার বিরোধী কোনো সংবাদ প্রদান করা, তা কথার মাধ্যমে হোক কিংবা কাজের মাধ্যমে।

যদি কেউ আপনাকে জিজ্ঞাসা করে: "আজ কী বার?" আর আপনি উত্তরে বললেন:

"বৃহস্পতিবার" অথবা "মঙ্গলবার" (অথচ দিনটি ছিল বুধবার), তবে এটি হবে মিথ্যা। কারণ এটি বাস্তবতার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়; যেহেতু দিনটি হলো বুধবার।

والمناق كاذب؛ لأن ظاهرة يدل على أنه مسلم وهو كافر، فهو كاذب بفعله.

وقوله: ((وإن الكذب يهدي إلى الفجور)) الفجور: الخروج عن طاعة الله؛ لأن الإنسان يفسق ويتعدى طوره ويخرج عن طاعة الله إلى معصيته، وأعظم الفجور الكفر - والعياذ بالله -؛ فإن الكفر فجرة، كما قال الله: (أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ) (عبس: 42)، وقال تعالى: (كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ) (المطففين: 7 - 11)، وقال تعالى: (وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ) (الانفطار: 14).

فالكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار نعوذ بالله منها.

وقوله: ((وإن الرجل ليكذب)) وفي لفظ ((لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً)) الكذب من الأمور المحرمة، بل قال بعض العلماء: إنه من كبائر الذنوب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعده بأنه يكتب عند الله كذاباً.

ومن أعظم الكذب: ما يفعله بعض الناس اليوم، يأتي بالمقالة كاذباً يعلم أنها كذب، لكن من أجل أن يضحك الناس، وقد جاء في الحديث الوعيد على هذا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ((ويل للذي يحدث

মুনাফিক হলো মিথ্যাবাদী; কেননা তার বাহ্যিক অবস্থা নির্দেশ করে যে সে একজন মুসলিম, অথচ সে মূলত কাফির। ফলে সে তার কর্মের মাধ্যমে মিথ্যাচারী।

তাঁর বাণী: "নিশ্চয়ই মিথ্যা পাপাচারের (ফুজুর) দিকে ধাবিত করে।" পাপাচার (ফুজুর) হলো: আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া; কেননা মানুষ পাপাচার করে এবং নিজের সীমা লঙ্ঘন করে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের হয়ে তাঁর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়। আর সবচেয়ে বড় পাপাচার হলো কুফর —আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—। কেননা কুফর হলো পাপাচার, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (তারাই হলো কাফির ও পাপাচারী) (আবাসা: ৪২)। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: (কখনই নয়, নিশ্চয়ই পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জিনে রয়েছে। আপনি কি জানেন সিজ্জিন কী? তা একটি লিপিবদ্ধ খাতা। সে দিন ধ্বংস ঐসব মিথ্যারোপকারীদের জন্য, যারা বিচার দিবসকে অস্বীকার করে) (আল-মুতাফফিফিন: ৭-১১)। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: (নিশ্চয়ই পাপাচারীরা জাহান্নামে থাকবে) (আল-ইনফিতার: ১৪)।

সুতরাং মিথ্যা পাপাচারের দিকে ধাবিত করে, আর পাপাচার জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে। আমরা আল্লাহর নিকট তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

তাঁর বাণী: ((আর কোনো ব্যক্তি যখন মিথ্যা বলতে থাকে)) এবং অন্য বর্ণনায় এসেছে ((কোনো ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যার অন্বেষণ করে, এমনকি শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট তাকে চরম মিথ্যাবাদী হিসেবে লিখে দেওয়া হয়))। মিথ্যা বলা হারাম কাজসমূহের অন্তর্ভুক্ত, বরং কোনো কোনো আলিম বলেছেন: এটি কবির গুনাহের অন্তর্ভুক্ত; কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মর্মে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে, তাকে আল্লাহর নিকট চরম মিথ্যাবাদী হিসেবে লিখে দেওয়া হবে।

আর সবচেয়ে বড় মিথ্যাচারের অন্তর্ভুক্ত হলো: বর্তমানে কিছু মানুষ যা করে থাকে; সে মিথ্যা জেনেও কোনো কথা বলে কেবল মানুষকে হাসানোর উদ্দেশ্যে। অথচ হাদীসে এ ব্যাপারে কঠোর ধমক এসেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ((ধ্বংস তার জন্য, যে কথা বলে...))

فيكذب ليضحك القوم، ويل له، ويل له))، وهذا وعيد على أمر سهل عند كثير من الناس.

فالكذب كله حرام، وكله يهدي إلى الفجور، ولا يستثنى منه شيء.
ورد في الحديث، أنه يستثنى من ذلك ثلاثة أشياء: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث المرأة زوجها وحديثه إياها.
ولكن بعض أهل العلم قال: إن المراد بالكذب في هذا الحديث التورية وليس الكذب الصريح.

وقال التورية قد تسمى كذباً، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: ثنتين منهن في ذات الله تعالى قوله (إِنِّي سَقِيمٌ) (الصفافات: 89) وقوله: (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا) (الانبياء: 63) وواحدة في شأن سارة. . .)) الحديث، وهو لم يكذب، وإنما ورى تورية هو فيها صادق.

وسواء كان هذا أو هذا؛ فإن الكذب لا يجوز إلا في هذه الثلاث على

অতএব সে মিথ্যা বলে যাতে মানুষ হাসে; তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস। এটি এমন একটি বিষয়ের ওপর কঠোর সতর্কবাণী যা অনেক মানুষের নিকট অতি নগণ্য।

সুতরাং সকল মিথ্যাই হারাম এবং তা পাপাচারের দিকে ধাবিত করে, আর এর থেকে কোনো কিছুই ব্যতিক্রম নয়।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনটি বিষয় এর ব্যতিক্রম: যুদ্ধের ময়দানে, মানুষের মধ্যে বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে এবং স্ত্রীর সাথে স্বামীর ও স্বামীর সাথে স্ত্রীর কথোপকথনের ক্ষেত্রে।

তবে কোনো কোনো আলেম বলেছেন: এই হাদিসে মিথ্যা বলতে 'তাওরিয়াহ' (দ্ব্যর্থবোধক কথা) উদ্দেশ্য, স্পষ্ট মিথ্যা নয়।

তারা আরও বলেন যে, তাওরিয়াহ-কেও অনেক সময় মিথ্যা বলা হয়, যেমনটি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম) মাত্র তিনটি মিথ্যা বলেছিলেন; যার মধ্যে দুটি ছিল

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে—তাঁর বাণী (নিশ্চয়ই আমি অসুস্থ) (আস-সাফফাত: ৮৯) এবং তাঁর বাণী (বরং তাদের এই বড়টিই এটি করেছে) (আল-আম্বিয়া: ৬৩)—আর একটি ছিল সারার বিষয়ে..." (হাদিস)। অথচ তিনি মিথ্যা বলেননি, বরং তিনি তাওরিয়াহ বা দ্ব্যর্থবোধক শব্দ প্রয়োগ করেছিলেন যাতে তিনি সত্যবাদীই ছিলেন।

বিষয়টি এমন হোক বা তেমন—এই তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোথাও মিথ্যা বলা বৈধ নয়...

(ম: 298) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

رأي كثير من أهل العلم، وبعض العلماء يقول: الكذب لا يجوز مطلقاً: لا مزحاً، ولا جاداً، ولا إذا تضمن أكل مال أو لا.

وأشد شيء من الكذب أن يكذب ويحلف ليأكل أموال الناس بالباطل، مثل أن يدعي عليه بحق ثابت فينكر ويقول: والله ما لك علي حق، أو يدعي ما ليس له فيقول: لي عندك كذا وكذا، وهو كاذب، فهذا إذا حلف على دعواه وكذب؛ فإن ذلك هو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم، ثم تغمره في النار والعياذ بالله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر؛ لقي الله وهو عليه غضبان))، فالحاصل أن الكذب حرام، ولا يجوز للإنسان أن يكذب مطلقاً، لا هازلاً ولا جاداً، إلا في المسائل الثلاث، على خلاف بين العلماء في معنى الحديث السابق.

55. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب، رضي الله عنهما، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فإن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة)) رواه الترمذي وقال: حديث صحيح.

এটি অধিকাংশ জ্ঞানতাপস বা আলিমগণের অভিমত, এবং কতিপয় আলিম বলেন: মিথ্যা বলা কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়—চাই তা ঠাট্টাচ্ছলে হোক কিংবা গুরুত্বের সাথে, আর এর মাধ্যমে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা হোক বা না হোক।

আর মিথ্যার মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য রূপ হলো—মিথ্যা বলা এবং শপথ করা যাতে অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করা যায়; যেমন: কারো নিকট পাওনা সাব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও সে তা অস্বীকার করে বলে: 'আল্লাহর কসম, তোমার আমার কাছে কোনো পাওনা নেই', অথবা নিজের পাওনা নয় এমন কিছু দাবি করে বলে: 'তোমার কাছে আমার অমুক অমুক পাওনা রয়েছে', অথচ সে মিথ্যা বলছে। এমতাবস্থায় সে যদি তার দাবির স্বপক্ষে মিথ্যা শপথ করে, তবে সেটিই হলো 'আল-ইয়ামীনুল গামূস' (ডুবিয়ে দেওয়া শপথ), যা এর অধিকারীকে পাপে নিমজ্জিত করে এবং অতঃপর জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে—আল্লাহর কাছে আমরা এ থেকে আশ্রয় চাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এটি প্রমাণিত যে তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে জানেশ্বনে মিথ্যা শপথ করবে, সে আল্লাহর সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যখন তিনি তার ওপর অত্যন্ত রাগান্বিত থাকবেন।" সুতরাং সারকথা হলো, মিথ্যা বলা হারাম এবং মানুষের জন্য কোনো অবস্থাতেই মিথ্যা বলা বৈধ নয়—চাই তা ঠাট্টাচ্ছলে হোক কিংবা গুরুত্বের সাথে, কেবল তিনটি বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত; আর পূর্বোক্ত হাদিসের অর্থের ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

৫৫ — আবু মুহাম্মাদ হাসান ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই বাণীটি মুখস্থ করেছি: "সন্দেহযুক্ত বিষয় ত্যাগ করে নিঃসন্দিগ্ধ বিষয়টি গ্রহণ করো; কেননা সত্য হলো প্রশান্তি আর মিথ্যা হলো সংশয়।" ইমাম তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এটি একটি সহিহ হাদিস।

قوله: ((يريبك)) هو بفتح الياء وضمة؛ ومعناه: اترك ما تشك في حله، واعدل إلى ما لا تشك فيه.

[الشَّرْحُ]

قوله: ((دع)) أي: اترك. ((ما لا يريبك)) بفتح الياء، أي: إلى الشيء الذي لا ريب فيه.

وهذا الحديث من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث جامع مهم، وهو باب من أبواب الورع والاحتياط.

وقد سلك أهل العلم رحمهم الله في أبواب الفقه هذا المسلك، وهو الأخذ بجانب الاحتياط، وذكروا لذلك أشياء كثيرة.

منها: إنسان أصابه ثوبه نجاسة، ولا يدري هل في مقدم الثوب أو في مؤخره، إن غسل المقدم عنده ريبة لاحتمال أن تكون في مؤخرة الثوب! فبأ هو الاحتياط؟ الاحتياط أن يغسل مقدمه ومؤخره، حتى تزول ريبتة ويطمئن.

ومنها: لو شك الإنسان في صلاته: هل صلى ركعتين أو ثلاث ركعات، ولم يترجح عنده شيء؟ فهنا، إن أخذ بركعتين صار عنده ريبه فلعله نقص، وإن أخذ بالثلاث صار عنده ريبه، فلعله لم ينقص، لكن يبقى قلقاً؛ فهنا يعمل بما لا ريبة فيه فيعمل بالأقل، فإذا شك هل هي ثلاث أو

তাঁর উক্তি: ((যা তোমাকে সংশয়ে ফেলে)) এটি 'ইয়া' বর্ণে ফাতহাহ (যবর) ও যম্মাহ (পেশা) উভয় যোগে পড়া যায়; এর অর্থ হলো: যে বিষয়টি হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে তোমার মনে সন্দেহ তৈরি করে তা বর্জন করো এবং যাতে তোমার কোনো সন্দেহ নেই তার দিকে ফিরে যাও।

[ব্যাক্যা]

তাঁর উক্তি: ((পরিত্যাগ করো)) অর্থাৎ: ছেড়ে দাও। ((যা তোমাকে সংশয়ে ফেলে না)) ইয়া বর্ণে ফাতহাহ যোগে, অর্থাৎ: এমন বিষয়ের দিকে (ফিরে যাও) যাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আর এই হাদীসটি ইমাম নববী সংকলিত 'আরবাস্টিন নববী'র অন্তর্ভুক্ত, এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক অর্থবোধক হাদীস এবং এটি তাকওয়া (পরহেযগারী) ও সতর্কতার একটি অন্যতম মূলনীতি।

বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম (রাহিমাহুমুল্লাহ) ফিকহ শাস্ত্রের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে এই পথই অবলম্বন করেছেন, আর তা হলো সতর্কতার দিকটিকে গ্রহণ করা। তাঁরা এ প্রসঙ্গে অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ: কোনো ব্যক্তির কাপড়ে নাপাকি লেগেছে, কিন্তু সে জানে না যে তা কাপড়ের সামনের অংশে নাকি পেছনের অংশে লেগেছে। সে যদি কেবল সামনের অংশ ধৌত করে তবে তার মনে সন্দেহ থেকে যাবে যে, হয়তো নাপাকিটি কাপড়ের পেছনের অংশে রয়ে গেছে! এমতাবস্থায় সতর্কতা কী হবে?

সতর্কতা হলো কাপড়ের সামনের ও পেছনের উভয় অংশই ধুয়ে ফেলা, যাতে তার সন্দেহ দূর হয় এবং সে প্রশান্তি লাভ করে।

আরেকটি উদাহরণ হলো: যদি কোনো ব্যক্তি নামাজের রাকাত সংখ্যা নিয়ে সংশয়ে পড়ে যে, সে কি দুই রাকাত পড়েছে নাকি তিন রাকাত, অথচ কোনো একটির ব্যাপারেও তার মনে প্রবল ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে না? এমতাবস্থায় সে যদি দুই রাকাত ধরে নেয় তবে তার মনে সন্দেহ থেকে যায় যে হয়তো সে কম পড়ল, আবার যদি তিন রাকাত ধরে নেয় তবে তার মনে সন্দেহ হয় যে হয়তো সে এক রাকাত কম পড়ল (তিনটি পূর্ণ হয়নি), ফলে সে দ্বিধাগ্রস্ত থাকে। এক্ষেত্রে সে যা নিশ্চিত (অর্থাৎ সন্দেহমুক্ত) তার ওপর ভিত্তি করে আমল করবে এবং সর্বনিম্ন সংখ্যাটি গ্রহণ করবে। সুতরাং যখন তার সন্দেহ হবে যে এটি তিন রাকাত নাকি...

(ص: 300) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

أربع، فيجعلها ثلاثاً، وهكذا.

فهذا الحديث أصل من أصول الفقه، أن الشيء الذي تشك فيه اتركه إلى شيء لا شك فيه.

ثم إن فيه تربية نفسية، وهي أن الإنسان يكون في طمأنينة ليس قلق، لأن كثيراً من الناس إذا أخذ ما يشك فيه يكون عنده قلق إذا كان حي القلب، فهو دائماً يفكر: لعلي فعلت... لعلي تركت، فإذا قطع الشك باليقين زال عنه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((فإن الصدق طمأنينة)) وهذا وجه الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب (باب الصدق).

فالصدق طمأنينة، لا يندم صاحبه أبداً، ولا يقول: ليتني وليتني؛ لأن الصدق منجاة، والصادقون ينجيهم الله بصدقهم، وتجد الصادق دائماً مطمئناً؛ لأنه لا يتأسف على شيء حصل أو شيء يحصل في المستقبل؛ لأنه قد صدق، و ((من صدق نجاً)).

أما الكذب، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ريبة، ولهذا تجد أول من يرتاب في الكذب نفسه، فيرتاب الكاذب: هل يصدق الناس أو لا يصدقونه؟ ولهذا تجد الكاذب إذا أخبرك بالخبر قام يحلف بالله أنه صدق؛ لئلا يرتاب في خبره، مع أنه محل ريبة.

تجد المنافقين مثلاً يحلفون بالله ما قالوا: ولكنهم في ريبة، قال الله تعالى (وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ بِمَا لَمْ يَنَالُوا)

চার (রাকাত), তবে সে যেন সেটাকে তিন সাব্যস্ত করে, এভাবেই।

এই হাদিসটি ফিকহের মূলনীতিসমূহের অন্যতম একটি মূলনীতি, আর তা হলো—যে বিষয়ে তোমার সন্দেহ হয় তা ছেড়ে এমন বিষয়ের দিকে ফিরে যাও যাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অতঃপর এতে মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষা রয়েছে; আর তা হলো মানুষ প্রশান্তির মধ্যে থাকবে, দুশ্চিন্তায় নয়। কারণ অনেক মানুষ যখন সন্দেহযুক্ত বিষয় গ্রহণ করে, তখন তার মধ্যে অস্থিরতা তৈরি হয়—যদি তার অন্তর জীবিত থাকে। সে সর্বদা চিন্তা করে: হয়তো আমি এটা করেছি... হয়তো

আমি এটা ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু যখন সে নিশ্চিত বিশ্বাসের মাধ্যমে সন্দেহকে দূর করে দেয়, তখন তার থেকে সেই অস্থিরতা দূরীভূত হয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই সত্য হলো প্রশান্তি।" আর এই অধ্যায়ের (সত্যবাদিতার অধ্যায়) জন্য এই হাদিসটির প্রাসঙ্গিক অংশ এটাই।

সুতরাং সত্যবাদিতা হলো প্রশান্তি; সত্যবাদী ব্যক্তি কখনো লজ্জিত হয় না এবং সে এ কথা বলে না: 'হায় যদি আমি এমন করতাম, হায় যদি আমি তেমন করতাম'; কারণ সত্যবাদিতা হলো মুক্তির পথ, আর সত্যবাদীদের আল্লাহ তাআলা তাদের সত্যবাদিতার কারণেই মুক্তি দান করেন। আপনি সত্যবাদীকে সর্বদা প্রশান্ত দেখতে পাবেন; কেননা সে যা ঘটে গেছে বা ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা নিয়ে অনুশোচনা করে না; কারণ সে সত্য বলেছে। আর "যে সত্য বলে সে মুক্তি পায়"।

পক্ষান্তরে মিথ্যার ব্যাপারে নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে, তা হলো সন্দেহ ও সংশয়। এজন্যই আপনি দেখতে পাবেন যে, মিথ্যুক ব্যক্তির ব্যাপারে সর্বপ্রথম সে নিজেই সংশয়ে থাকে। মিথ্যুক সংশয় বোধ করে যে: মানুষ কি তাকে বিশ্বাস করবে নাকি করবে না?

এ কারণেই আপনি দেখতে পাবেন যে, মিথ্যুক যখন আপনাকে কোনো সংবাদ দেয়, তখন সে আল্লাহর নামে কসম করতে শুরু করে যে সে সত্য বলছে; যাতে তার সংবাদের ব্যাপারে কেউ সন্দেহ না করে, যদিও সে নিজেই সন্দেহের পাত্র।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি মুনাফিকদের দেখতে পাবেন যে তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলে যে তারা তা বলেনি; অথচ তারা সংশয়ের মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "তারা অবশ্যই কুফরি বাক্য উচ্চারণ করেছে এবং তাদের ইসলাম গ্রহণের পর তারা কুফরি করেছে। আর তারা এমন বিষয়ের সংকল্প করেছিল যা তারা অর্জন করতে পারেনি।"

فالكذب لا شك أنه ريبة وقلق للإنسان، ويرتاب الإنسان: هل علم الناس بكذبه
أمر لم يعلموا؟ فلا يزال في شك واضطراب.

فنأخذ من هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يدع الكذب إلى الصدق؛ لأن
الكذب ريبة، والصدق طمأنينة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((دع ما يريبك
إلى ما لا يريبك)) : والله الموفق.

56. عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل،
قال هرقل: فماذا يأمركم - يعني النبي صلي الله عليه وسلم - قال أبو سفيان: قلت:
يقول: ((اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً، واتركوا ما يقول آبائكم، ويأمرنا
بالصلاة والصدق، والعفاف، والصلة)) (متفق عليه) .

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه
وكان أبو سفيان مشركاً لم يسلم إلا متأخراً فيما بين صلح الحديبية وفتح مكة.
وصلح الحديبية كان في السنة السادسة من الهجرة، وفتح مكة كان في السنة الثامنة
من الهجرة.

(আত-তাওবাহ: ৭৪)।

নিঃসন্দেহে মিথ্যা মানুষের জন্য সংশয় ও অস্থিরতার কারণ। মানুষ দ্বিধাস্থিত থাকে যে—
লোকেরা কি তার মিথ্যা ধরে ফেলেছে নাকি ফেলেনি? ফলে সে সর্বদা সন্দেহ ও অস্থিরতার
মধ্যে কালতিপাত করে।

এই হাদিস থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, মানুষের জন্য মিথ্যা পরিহার করে সত্যের পথ
অবলম্বন করা অপরিহার্য; কেননা মিথ্যা হলো সংশয়যুক্ত আর সত্য হলো প্রশান্তিদায়ক। নবী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যা তোমাকে সংশয়ে নিপতিত করে তা ত্যাগ করে যা তোমাকে সংশয়মুক্ত রাখে তার দিকে ধাবিত হও।" আল্লাহই তাওফিকদাতা।

৫৬— আবু সুফিয়ান সাখর ইবনে হারব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হিরাক্লিয়াসের দীর্ঘ ঘটনার হাদিসে রয়েছে, হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করলেন: তিনি—অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)—তোমাদের কিসের আদেশ দেন? আবু সুফিয়ান বলেন: আমি বললাম: তিনি বলেন, "তোমরা কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা যা বলত তা বর্জন করো।" আর তিনি আমাদের সালাত, সত্যবাদিতা, চারিত্রিক শুভ্রতা এবং আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখার নির্দেশ দেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার—আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন—আবু সুফিয়ান সাখর ইবনে হারব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন সে প্রসঙ্গে বলেন: আবু সুফিয়ান তখনো মুশরিক ছিলেন, তিনি হৃদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী সময়ে বেশ বিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। হৃদায়বিয়ার সন্ধি হিজরি ষষ্ঠ সনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর মক্কা বিজয় হয়েছিল হিজরি অষ্টম সনে।

(ص: 302) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

قدم أبو سفيان ومعه جماعة من قريش إلى هرقل في الشام، وهرقل كان ملك النصارى في ذلك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد قرأ في التوراة والإنجيل وعرف الكتب السابقة، وكان ملكاً ذكياً، فلما سمع بأبي سفيان ومن معه وهم قادمون من الحجاز دعا بهم، وجعل يسألهم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وعن نسبه، وعن أصحابه، وعن توقيرهم له، وعن وفائه صلى الله عليه وسلم وكلها ذكر

আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই—তিনি তাঁর রাজত্বের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লেন, ফলে আল্লাহর হিকমত বা প্রজ্ঞার কারণে তিনি ইসলাম গ্রহণ করতে পারেননি।

অতঃপর তিনি আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের কিসের নির্দেশ দেন? আবু সুফিয়ান জানালেন যে, তিনি তাঁদের নির্দেশ দেন যেন তাঁরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করেন এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক না করেন। তাঁরা যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর ইবাদত না করেন—চাই সে ফেরেশতা হোক বা রাসূল, গাছ হোক বা পাথর, সূর্য হোক বা চন্দ্র কিংবা অন্য কিছু। ইবাদত হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন, তা সকল রাসূলই নিয়ে এসেছিলেন; তাঁরা এই তাওহিদ বা একত্ববাদ নিয়েই এসেছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: (আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই পাঠিয়েছি, তাঁর প্রতি এই ওহিই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো) (আল-আম্বিয়া: ২৫)।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: (আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো) (আন-নাহল: ৩৬), অর্থাৎ: আল্লাহর ইবাদত করো এবং শরিক থেকে দূরে থাকো।

এটিই ছিল সকল রাসূলের দাওয়াত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের মতো একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের আহ্বান নিয়ে এসেছিলেন, যাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি বলতেন: ((তোমাদের পিতৃপুরুষরা যে রীতিনীতির ওপর ছিল, তা বর্জন করো)) দেখুন সত্য প্রকাশে কত স্পষ্টবাদিতা! তাঁদের পিতৃপুরুষদের মূর্তিপূজার যা কিছু ছিল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সবই ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

তবে তাঁদের পিতৃপুরুষদের মধ্যে যেসব চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব ও মহৎ গুণাবলী বিদ্যমান ছিল, তিনি তা বর্জন করতে বলেননি।

كما قال الله تعالى: (وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا) فقال سبحانه مكذبا لهم: (قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ) (الأعراف: 28) .
فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أمته الذين بأشر دعوتهم أن يدعوا ما كان عليه آبائهم من الإشراك بالله.

وقوله: ((وكان يأمرنا بالصلاة)) الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وهي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وبها يتميز المؤمن من الكافر، فهي العهد الذي بيننا وبين المشركين والكافرين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركه فقد كفر)) أي: كفر كفرا مخرجا عن الملة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة)) ، وهذا حد فاصل بين المؤمنين وبين الكافرين.
ولقد أبعد النجعة من قال من العلماء: إن المراد بالكفر الأصغر، كالذي في قوله صلى الله عليه وسلم: ((اثنان في الناس هما بهم كفر)) ؛ لأنه من تدبر الحديث علم أن هذا تأويل خاطئ، وأن الصواب المتعين أن المراد بالكفر هنا الكفر الأكبر المخرج عن الملة؛ لأن الفاصل بين شيئين، بين

মহান আল্লাহ যেমন বলেছেন: (যখন তারা কোনো অশ্লীল কাজ করে, তখন তারা বলে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এই পথেই পেয়েছি এবং আল্লাহ আমাদের এর নির্দেশ দিয়েছেন) অতঃপর পবিত্র সত্তা (আল্লাহ) তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বললেন: (বলো, নিশ্চয়ই আল্লাহ অশ্লীলতার নির্দেশ দেন না) (আল-আরাফ: ২৮)।

সারকথা হলো, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সেই উম্মতকে—যাদের নিকট তিনি সরাসরি দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন—নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা আল্লাহর সাথে শিরক করার যে পথে তাদের পিতৃপুরুষরা ছিল, তা বর্জন করে।

এবং তাঁর উক্তি: ((তিনি আমাদের সালাতের নির্দেশ দিতেন)) সালাত হলো বান্দা ও তার প্রতিপালকের মাঝে একটি যোগসূত্র, এবং শাহাদাতদ্বয়ের পর এটি ইসলামের সবচেয়ে সুদৃঢ় স্তম্ভ। এর মাধ্যমেই মুমিন ও কাফিরের মাঝে পার্থক্য করা হয়। এটিই সেই অঙ্গীকার যা আমাদের এবং মুশরিক ও কাফিরদের মাঝে বিদ্যমান, যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ((আমাদের ও তাদের মাঝে যে অঙ্গীকার রয়েছে তা হলো সালাত, সুতরাং যে ব্যক্তি তা পরিত্যাগ করল সে কুফরি করল)) অর্থাৎ: এমন কুফরি যা তাকে মিল্লাত বা দ্বীন থেকে বহিস্কার করে দেয়; কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ((আমাদের ও তাদের মাঝে অঙ্গীকার হলো সালাত)), এবং এটি মুমিন ও কাফিরদের মাঝে একটি চূড়ান্ত বিভাজনরেখা।

আর আলেমদের মধ্যে যারা বলেছেন যে এখানে কুফর দ্বারা 'কুফরে আসগার' বা ছোট কুফরি উদ্দেশ্য—যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণীতে রয়েছে: ((মানুষের মাঝে দুটি বিষয় এমন রয়েছে যা কুফরি))—তারা সত্য থেকে অনেক দূরে বিচ্যুত হয়েছেন। কেননা যে ব্যক্তি হাদীসটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবে সে বুঝতে পারবে যে এটি একটি ভ্রান্ত ব্যাখ্যা। বরং সুনিশ্চিত সঠিক অভিমত হলো, এখানে কুফর দ্বারা 'কুফরে আকবর' বা বড় কুফরি উদ্দেশ্য যা দ্বীন থেকে বহিস্কার করে দেয়; কারণ দুটি বিষয়ের মধ্যবর্তী ব্যবধানকারী রেখা, যা...

(ص: 304) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الإيمان والكفر، لا بد أن يميز أحدهما من الآخر، وإلا لما صلح أن يكون فاصلاً، كالحدود التي بين أرضين إحداها لزيد والأخرى لعمرو، فإن هذه الحدود فاصلة لا تدخل أرض زيد في أرض عمرو ولا أرض عمرو في أرض زيد. وكذلك الصلاة حد فاصل، من كان خارجاً منها فليس دخلاً فيها وراءها.

إذا الصلاة من بين سائر الأعمال إذا تركها الإنسان فهو كافر، لو ترك الإنسان صيام رمضان وصار يأكل ويشرب بالنهار ولا يبالي لم نقل إنه كافر. لكن لو ترك الصلاة قلنا إنه كافر، ولو ترك الزكاة وصار لا يزكي، يجمع الأموال ولا يزكي، لم نقل إنه كافر، لكن لو ترك الصلاة قلنا إنه كافر. ولو لم يحج مع قدرته على الحج لم نقل إنه كافر، لكن لو ترك الصلاة قلنا إنه كافر.

قال عبد الله بن شقيق رحمه الله، وهو من التابعين، وهو مشهور: ((كان أصحاب محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة)).

إذا الصلاة التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام ت يأمر بها، إذا تركها الإنسان فهو كما لو ترك التوحيد، أي: يكون كافر مشركاً والعياذ بالله. وإلى هذا يشير حديث جابر الذي رواه مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم

ঈমান ও কুফরের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য থাকতে হবে, অন্যথায় এদের মধ্যকার বিভাজক রেখাটি কার্যকর হবে না। যেমন দুই ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী সীমানা—যার একটি জায়েদের এবং অন্যটি আমরের; এই সীমানা এমন এক বিচ্ছেদকারী রেখা যা জায়েদের জমিকে আমরের জমিতে প্রবেশ করতে দেয় না এবং আমরের জমিকে জায়েদের জমিতে অন্তর্ভুক্ত হতে দেয় না। তদ্রূপ সালাত হলো একটি সুনির্দিষ্ট সীমারেখা; যে ব্যক্তি এর বাইরে অবস্থান করে, সে এর পরবর্তী স্তরে দাখিল হতে পারে না।

অতএব, সমস্ত আমলের মধ্যে সালাত এমন একটি ইবাদত যা কোনো ব্যক্তি ত্যাগ করলে সে কাফির হিসেবে গণ্য হয়। যদি কোনো ব্যক্তি রমজানের রোজা বর্জন করে এবং দিনের বেলায় নির্ভয়ে পানাহার করতে থাকে, তবুও আমরা তাকে কাফির বলি না। কিন্তু যদি সে সালাত ত্যাগ করে, তবে আমরা তাকে কাফির বলি। যদি সে জাকাত প্রদান বন্ধ করে দেয় এবং সম্পদ পুঞ্জীভূত করতে থাকে কিন্তু জাকাত না দেয়, তবুও আমরা তাকে কাফির বলি না; কিন্তু যদি সে সালাত বর্জন করে, তবে আমরা তাকে কাফির বলি। এমনকি হজের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি সে হজ না করে, তবে আমরা তাকে কাফির বলি না; কিন্তু সালাত বর্জন করলে আমরা তাকে কাফির বলি।

প্রখ্যাত তাবেয়ি আব্দুল্লাহ বিন শাকিক (রহিমাল্লাহ) বলেছেন: "মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণ সালাত ব্যতীত অন্য কোনো আমল ত্যাগ করাকে কুফর মনে করতেন না।"

সুতরাং রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সালাতের নির্দেশ দিয়েছেন, কোনো মানুষ তা বর্জন করলে তার অবস্থা এমন হয় যেন সে তাওহিদই বর্জন করল; অর্থাৎ সে কাফির ও মুশরিকে পরিণত হয়—আল্লাহর নিকট এ থেকে পানাহ চাচ্ছি। জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসটি এই দিকেই ইঙ্গিত করে, যা ইমাম মুসলিম তাঁর গ্রন্থে জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন।

(ম: 305) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

أنه قال: ((بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة)).
وقوله: ((وكان يأمرنا بالصدق)) وهذا هو الشاهد من الحديث، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أمته بالصدق، وهذا كقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) (التوبة: 119).

والصدق خلق فاضل، ينقسم إلى قسمين:
صدق مع الله، وصدق مع عباد الله، وكلاهما من الأخلاق الفاضلة. وضد الصدق الكذب، وهو الإخبار بخلاف الواقع، والكذب ذميم من أخلاق المنافقين، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ((آية المنافق ثلاث)) وذكر منها: ((إذا حدث كذب)) وبعض الناس - والعياذ بالله - مبتلى بهذا المرض، فلا يستأنس ولا ينشرح صدره إلا بالكذب، يكذب دائماً، إن حدثك بحديث إذا هو كاذب، إن جلس في المجلس جعل

يَفْتَعِلُ الْإِفَاعِيلَ لِيُضْحِكَ بِهَا النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((وَيْلَ لِمَنْ
حَدَّثَ فَكَذَبَ لِيُضْحِكَ بِهَا الْقَوْمَ... وَيْلَ لَهُ، ثُمَّ وَيْلَ لَهُ، ثُمَّ وَيْلَ لَهُ)) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
وَقَوْلُهُ ((الْعَفَافُ)) أَيُّ: الْعَفَةِ، وَالْعَفَةِ نَوْعَانِ: عَفَةٌ نَوْعَانِ: عَفَةٌ عَنْ شَهْوَةِ الْفَرْجِ،
وَعَفَةٌ عَنْ شَهْوَةِ الْبَطْنِ.
أَمَّا الْعَفَةُ الْأُولَى: فَهِيَ أَنْ يَبْتَغِدَ الْإِنْسَانُ عَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِ مِنَ الزِّنَى وَوَسَائِلِهِ وَذُرَائِعِهِ؛
لَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً

তিনি বলেছেন: "ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফরের মাঝে ব্যবধান হলো সালাত ত্যাগ করা।"
এবং তাঁর উক্তি: "তিনি আমাদের সত্যবাদিতার নির্দেশ দিতেন" আর এটিই হলো হাদীসের মূল
প্রামাণ্য অংশ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে সত্যবাদিতার নির্দেশ
দিতেন, আর এটি মহান আল্লাহর বাণীর মতোই: (হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো
এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও) (আত-তাওবাহ: ১১৯)।

সত্যবাদিতা একটি মহৎ গুণ, যা দুই ভাগে বিভক্ত:

আল্লাহর সাথে সত্যবাদিতা এবং আল্লাহর বান্দাদের সাথে সত্যবাদিতা; এবং উভয়টিই উন্নত
চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। সত্যের বিপরীত হলো মিথ্যা, আর তা হলো বাস্তবতার পরিপন্থী কোনো
সংবাদ প্রদান করা। মিথ্যাচার মুনাফিকদের স্বভাবের এক নিন্দনীয় দিক, যেমনটি রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি," যার মধ্যে তিনি উল্লেখ
করেছেন: "যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে।" আর কিছু মানুষ—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয়
চাই—এই ব্যাধিতে আক্রান্ত; মিথ্যা বলা ছাড়া তারা স্বস্তি পায় না এবং তাদের অন্তর প্রশান্ত হয়
না। সে সর্বদা মিথ্যা বলে; সে আপনার সাথে কথা বললে মিথ্যা বলে, কোনো মজলিসে বসলে
মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা গল্প বা কৃত্রিম বিষয় তৈরি করে। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "ধ্বংস তার জন্য যে কথা বলে এবং মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা
বলে... তার জন্য ধ্বংস, তারপর তার জন্য ধ্বংস, তারপর তার জন্য ধ্বংস।" তিনি এটি
তিনবার বলেছেন।

এবং তাঁর উক্তি "আল-আফাফ" অর্থাৎ: পবিত্রতা। পবিত্রতা দুই প্রকার: লজ্জাস্থানের লালসা
থেকে পবিত্রতা এবং পেটের লালসা থেকে পবিত্রতা।

প্রথম প্রকার পবিত্রতা হলো: মানুষ ব্যভিচার এবং এর যাবতীয় মাধ্যম ও পথ থেকে দূরে থাকবে যা তার জন্য হারাম করা হয়েছে; কারণ আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেন: (তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, নিশ্চয়ই তা অশ্লীলতা)

(ص: 306) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وَسَاءَ سَبِيلًا (الاسراء: 32) .

وأوجب على الزاني أن يجلد مائة جلدة، ويطرد عن البلد سنة كاملة إن كان لم يتزوج من قبل، أما إذا كان قد تزوج وجامع زوجته وزنى بعد ذلك فإنه يجرم رجماً بالحجارة حتى يموت، كل هذا ردعاً للناس عن أن يقعوا في هذه الفاحشة؛ لأنها تفسد الأخلاق والأديان والأنساب، وتوجب أمراضاً عظيمة ظهرت آثارها في هذا الزمان لما كثرت فاحشة الزنى والعياذ بالله.

ومنع الله كل ما يوصل إلى الزنا ويكون ذريعة له، فمنع المرأة أن تخرج متبرجة فقال: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) (الأحزاب: 33) ، فأفضل مكان للمرأة أن تبقي في بيتها ولا تخرج إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك، فلتخرج كما أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام تافلة، أي: غير متطيبة ولا متبرجة. وكذلك أمر باحتجاب المرأة - إذا خرجت - عن كل رجل ليس من محارمها، والاحتجاب الشرعي هو أن تغطي المرأة جميع ما يكون النظر إليه ذريعة إلى الفاحشة، وأهيه الوجه، فإن الوجه يجب حجب حبه عن الرجال الأجانب أكثر مما يجب حجب الرأس وحجب الذراع وحجب القدم. ولا

...এবং এটি অত্যন্ত মন্দ পথ। (আল-ইসরা: ৩২)।

এবং তিনি ব্যভিচারীর ওপর একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য দেশান্তর করা আবশ্যিক করেছেন যদি সে ইতিপূর্বে বিবাহিত না হয়ে থাকে। আর যদি সে বিবাহিত হয়ে থাকে এবং স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তাকে পাথর নিক্ষেপ করে মৃত্যু অবধি শাস্তি (রজম) প্রদান করা হবে। এসবই মানুষকে এই অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে; কেননা এটি চরিত্র, দীন এবং বংশধারাকে ধ্বংস করে দেয়। তদুপরি এটি এমন সব মারাত্মক ব্যাধি সৃষ্টি করে যার কুপ্রভাব বর্তমান যুগে ব্যভিচারের ব্যাপক বিস্তারের কারণে প্রকাশ পেয়েছে—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর আল্লাহ ব্যভিচার পর্যন্ত পৌঁছানোর সকল পথ ও মাধ্যমকে নিষিদ্ধ করেছেন। তাই তিনি নারীকে সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বের হতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন: (তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান করো এবং প্রাচীন জাহেলিয়াতের যুগের ন্যায় নিজেদের প্রদর্শন করো না) (আল-আহযাব: ৩৩)। অতএব নারীর জন্য সর্বোত্তম স্থান হলো তার ঘরে অবস্থান করা এবং প্রয়োজন বা বিশেষ আবশ্যিকতা ছাড়া বাইরে বের না হওয়া। আর যদি বের হতে হয়, তবে যেন সে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী সুগন্ধিহীন ও অনাড়ম্বরভাবে বের হয়। একইভাবে তিনি নারীকে—যখন সে বের হবে—তার মাহরাম নয় এমন প্রত্যেক পুরুষ থেকে পর্দা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর শরয়ি পর্দা হলো নারী তার শরীরের এমন প্রতিটি অংশ ঢেকে রাখবে যা দর্শনের ফলে অশ্লীলতার পথ উন্মুক্ত হতে পারে, যার মধ্যে প্রধান হলো মুখমন্ডল। কেননা পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে মুখমন্ডল ঢেকে রাখা মাথা, বাহু ও পা ঢেকে রাখার চেয়েও অধিক আবশ্যিক। আর...

(ص: 307) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

عبرة بقول من يقول: إنه يجوز كشف الوجه؛ لأن قوله هذا فيه شيء من التناقض.

কিফ يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، ويجب عليها عند هذا القائل أن تستر قدميها؟ أيهما أعظم فتنة وأيهما أقرب إلى الزنى: أن تكشف المرأة وجهها أو تكشف قدميها؟ كل إنسان عاقل يفهم ما يقول، يقول: إن الأقرب إلى الزنى والفتنة أن تكشف وجهها.

ومن ذلك أيضاً: ألا تخرج المرأة متطيبة، فإن خرجت متطيبة فقد أتت بوسيلة الفتنة منها وبها، فيفتن الناس بها، وهي تفتتن أيضاً حيث تمشي في الأسواق وهي متطيبة. نسأل الله العافية. ولا يجوز لأحد أن يمكن أهله من ذلك أبداً، وعليه أن يتفقدهم، سواء كانت الزوجة أو البنت، أو الأخت، أو الأم، أو غير ذلك، ولا يجوز لأحد أن يمكن أهله من الخروج على غير الوجه الشرعي.

أما النوع الثاني من العفاف: فهو العفاف عن شهوة البطن، أي: عما في أيدي الناس، كما قال تعالى: (يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ) (البقرة: 273)، يعني: من التعفف عن سؤال الناس، بحيث لا يسأل الإنسان أحد شيئاً، لأن السؤال مذلة، والسائل يده دنياً، سفلى، والمعطي يده علياً، فلا يجوز أن تسأل أحداً إلا ما لا بد منه، كما لو كان الإنسان مضطراً أو محتاجاً حاجة شبه ضرورية، فحينئذ لا بأس أن يسأل. أما بدون حاجة ملحة أو ضرورة فإن السؤال محرم، وقد وردت أحاديث في التحذير منه، حتى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن السائل يأتي

যারা মুখমণ্ডল উন্মুক্ত রাখা বৈধ বলেন, তাদের বক্তব্যের মাঝে শিক্ষা রয়েছে; কারণ তাদের এই বক্তব্যে এক ধরনের স্ববিরোধিতা বিদ্যমান।

একজন নারীর জন্য তার মুখমণ্ডল খোলা রাখা কীভাবে বৈধ হতে পারে, যেখানে উক্ত প্রবক্তার নিকট তার পদযুগল ঢেকে রাখা আবশ্যিক? ফিতনার দিক থেকে কোনটি অধিক ভয়াবহ এবং কোনটি ব্যভিচারের অধিক নিকটবর্তী: নারী তার মুখমণ্ডল উন্মুক্ত রাখা নাকি তার পা উন্মুক্ত রাখা? প্রত্যেক বিবেকসম্পন্ন মানুষ, যিনি নিজ বক্তব্যের মর্ম উপলব্ধি করেন, তিনি বলবেন: মুখমণ্ডল উন্মুক্ত রাখাই ব্যভিচার ও ফিতনার অধিক নিকটবর্তী।

এর অন্তর্ভুক্ত আরও হলো: নারী সুগন্ধি মেখে বাইরে বের হবে না। যদি সে সুগন্ধি মেখে বের হয়, তবে সে নিজের পক্ষ থেকে এবং নিজের মাধ্যমে ফিতনার উপকরণ নিয়ে এল। ফলে মানুষ তার দ্বারা ফিতনায় পড়বে এবং সে নিজেও ফিতনাগ্রস্ত হবে যখন সে সুগন্ধি মেখে বাজারে চলাফেরা করবে। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। কারো জন্য তার পরিবারকে কখনো এমন কাজের সুযোগ দেওয়া বৈধ নয়; বরং তার কর্তব্য হলো তাদের খোঁজখবর রাখা—চাই তিনি স্ত্রী হোন, বা কন্যা, বা বোন, বা মা কিংবা অন্য কেউ। শরিয়ী পদ্ধতি বহির্ভূতভাবে পরিবারের সদস্যদের বাইরে বের হওয়ার সুযোগ দেওয়া কারো জন্যই সংগত নয়।

পবিত্রতা বা আত্মসংযমের দ্বিতীয় প্রকার হলো: উদরের প্রবৃত্তি তথা মানুষের কাছে যা আছে তা থেকে বিমুখ থাকা। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: (অজ্ঞ লোকেরা তাদের আত্মসংযমের কারণে তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে) (সূরা আল-বাকারা: ২৭৩), অর্থাৎ মানুষের কাছে হাত পাতা থেকে বিরত থাকা, যাতে মানুষ কারো কাছে কোনো কিছু যাদ্ধ না করে। কেননা হাত পাতা বা সাহায্য চাওয়া হলো লাঞ্ছনা; যাচনাকারীর হাত থাকে নিচে এবং দাতার হাত থাকে উপরে। সুতরাং অপরিহার্য প্রয়োজন ব্যতীত কারো কাছে কিছু চাওয়া বৈধ নয়। যেমন মানুষ যদি নিরুপায় হয় কিংবা তার এমন কোনো প্রয়োজন দেখা দেয় যা প্রায় অপরিহার্য, তবে সেই ক্ষেত্রে চাওয়ায় কোনো দোষ নেই। কিন্তু তীব্র প্রয়োজন বা বিশেষ আবশ্যিকতা ব্যতীত হাত পাতা হারাম। এ বিষয়ে সতর্ক করে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে, এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, যাচনাকারী (কিয়ামতের দিন) এমনভাবে উপস্থিত হবে...

(ص: 308) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم - والعياذ بالله - قد ظهر منه العظم أمام الناس
في هذا المقام العظيم المشهود.

ثم إن الصحابة رضي الله عنهم بأيعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسألوا الناس شيئاً، حتى كان سوط أحدهم يسقط من على راحلته ولا يقول لأحد: ناولني السوط، بل ينزل ويأخذ السوط.

والإنسان الذي أكرمه الله بالغنى والتعفف لا يعرف قدر السؤال إلا إذا ذل أمام المخلوق، كيف تمد يدك إلى مخلوق وتقول له أعطني وأنت مثله؟ ((وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله)).
أما الخامس، قوله: ((الصلة))

والصلة أن تصل ما أمر الله به أن يوصل من الأقارب الأدنى فالأدنى، وأعلاهم الوالدان، فإن صلة الوالدين بر وصلة. والأقارب لهم من الصلة بقدر ما لهم من القرب، فأخوك أوكد صلة من عمك، وعمك أشد صلة من عم أبيك، وعلى هذا فقس الأدنى فالأدنى.

والصلة جاءت في الكتاب والسنة غير مقيدة، وكل ما جاء في الكتاب والسنة غير مقيد فإنه يحمل على العرف، فما جرى العرف على أنه صلة فهو صلة، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان والأماكن. مثلاً إذا كان قريبك مستغنياً عنك وصحيح البدن وتسرع عنه أنه لا يحتاج إلى شيء، فهذا صلته لو تحدثت بشهر أو شهر ونصف وما أشبه ذلك فإن هذه صلة بعرفنا، وذلك لأن الناس - والحمد لله - قد استغنى بعضهم عن بعض، وكل واحد منهم لا يجد على الآخر، لكن لو كان هذا

কিয়ামতের দিন তার মুখে এক টুকরো মাংসও থাকবে না—আল্লাহর নিকট তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি—সেই মহান উপস্থিতির স্থানে লোকজনের সামনে তার হাড়ি প্রকাশিত হয়ে পড়বে।

অতঃপর সাহাবীগণ (আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হন) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এই মর্মে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন যে, তাঁরা মানুষের কাছে কিছুই চাইবেন না।

এমনকি তাঁদের কারো চাবুক যদি সওয়ারি থেকে নিচে পড়ে যেত, তিনি কাউকে বলতেন না:

'আমাকে চাবুকটি তুলে দাও', বরং তিনি নিজেই সওয়ারি থেকে নামতেন এবং চাবুকটি তুলে নিতেন।

যে মানুষকে আল্লাহ সচ্ছলতা ও পবিত্রতা (অভাবমুক্ততা) দিয়ে সম্মানিত করেছেন, সে যাদু বা চাওয়ার নীচতা ততক্ষণ অনুধাবন করতে পারে না, যতক্ষণ না সে কোনো সৃষ্টির সামনে লিপ্ত হয়। আপনি কীভাবে আপনারই মতো এক সৃষ্টির দিকে হাত বাড়িয়ে বলবেন, 'আমাকে দিন'? "আর যখন তুমি চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই চাও; যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করো।"

পঞ্চম বিষয়টি হলো তাঁর বাণী: "সিলহ" বা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা।

আর আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা হলো—আল্লাহ যে সম্পর্কগুলো বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা বজায় রাখা; যা নিকটতম আত্মীয় থেকে পর্যায়ক্রমে শুরু হয়। আর তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথমে হলেন পিতা-মাতা; কেননা পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা হলো সদাচরণ ও পরম আত্মীয়তা। নিকটাত্মীয়দের অধিকার তাঁদের নৈকট্যের পরিমাণ অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। সুতরাং আপনার ভাই আপনার চাচার চেয়ে অধিক সম্পর্কের হকদার, আর আপনার চাচা আপনার বাবার চাচার চেয়ে অধিক সম্পর্কের হকদার। এভাবেই নিকটতম থেকে পর্যায়ক্রমে অন্যান্যদের বিষয়টি অনুমান করে নিন।

কুরআন ও সুন্নাহতে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার বিষয়টি কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হয়নি। আর কুরআন ও সুন্নাহতে যা কিছু নিঃশর্ত বা অপ্রতিবন্ধী হিসেবে এসেছে, তা প্রচলিত সামাজিক রীতি বা 'উরফ'-এর ওপর ন্যস্ত থাকে। সুতরাং প্রচলিত প্রথায় যা আত্মীয়তা রক্ষা হিসেবে গণ্য, শরীয়তের দৃষ্টিতে তাই আত্মীয়তা রক্ষা। আর এটি ব্যক্তি, অবস্থা, কাল ও স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার আত্মীয় আপনার থেকে অভাবমুক্ত হন এবং শারীরিকভাবে সুস্থ থাকেন এবং আপনি জানেন যে তাঁর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই, তবে তাঁর সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক মাস বা দেড় মাস পর পর যোগাযোগ করা আমাদের সামাজিক প্রথা অনুযায়ী আত্মীয়তা রক্ষা হিসেবে গণ্য হবে। কারণ মানুষ—সকল প্রশংসা আল্লাহর—একে অপরের থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে গেছে এবং একে অপরের প্রতি কোনো ক্ষোভ পোষণ করে না। কিন্তু যদি এই ব্যক্তি...

الرجل قريباً جداً كالأب، والأم، والأخ، والعم؛ فإنه يحتاج إلى صلة أكثر، وكذلك لو كان فقيراً فإنه يحتاج إلى صلة أكثر، وكذلك لو مرض فإنه يحتاج إلى صلة أكثر. وهكذا.

المهم أن الصلة لما جاءت في القرآن غير مقيدة فإنه يتبع في ذلك العرف، ويختلف هذا باختلاف الأمور التي ذكرنا: القرب، وحال الشخص، والزمان، والمكان، وما جرت العادة بأنه صلة فهو صلة؛ وما جرت العادة بأنه قطيعة فهو قطيعة. وقد وردت النصوص الكثيرة في فضل صلة الرحم والتحذير من قطيعتها.

57. عن أبي ثابت، وقيل: أبي سعيد، وقيل: أبي الوليد سهل بن حنيف، وهو بدري، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه)) (رواه مسلم)

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في باب الصدق، والشاهد منه قوله: ((من سأل الله تعالى الشهادة بصدق)). والشهادة مرتبة عالية بعد الصديقية، كما قال الله سبحانه: (وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ

যদি কোনো ব্যক্তি অত্যন্ত নিকটাত্মীয় হয়, যেমন: পিতা, মাতা, ভাই ও চাচা; তবে সে অধিক আত্মীয়তা রক্ষার দাবি রাখে। অনুরূপভাবে সে যদি দরিদ্র হয়, তবে তার অধিক সম্পর্ক ও সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। তেমনিভাবে সে যদি অসুস্থ হয়, তাহলেও সে অধিক সাহচর্য ও সমবেদনার মুখাপেক্ষী হয়। এভাবেই বিষয়টি বিবেচিত হবে।

মূল কথা হলো, পবিত্র কুরআনে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার বিষয়টি যেহেতু কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখায় সীমাবদ্ধ করা হয়নি, তাই এক্ষেত্রে প্রচলিত প্রথা বা 'উরফ'-এর অনুসরণ করা

হবে। আর এটি আমরা পূর্বে যা উল্লেখ করেছি—আত্মীয়তার নৈকট্য, ব্যক্তির অবস্থা, সময় ও স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। সুতরাং প্রচলিত প্রথায় যা সুসম্পর্ক বা আত্মীয়তা রক্ষা হিসেবে গণ্য, তা-ই আত্মীয়তা রক্ষা; আর যা লোকসমাজে আত্মীয়তা ছিন্ন করা হিসেবে গণ্য, তা-ই সম্পর্কচ্ছেদ।

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ফযীলত এবং তা ছিন্ন করার বিষয়ে সতর্কবাণী সম্বলিত অনেক বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে।

৫৭ — আবু সাবিত (কারো মতে আবু সাঈদ, আবার কারো মতে আবুল ওয়ালীদ) সাহল ইবনে হুнайফ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি একনিষ্ঠতার সাথে মহান আল্লাহর কাছে শাহাদাত প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে শহীদদের সুউচ্চ মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দেন, যদিও সে তার বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রাহিমাল্লাহ) এই হাদীসটি 'সত্যবাদিতা' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন এবং এখানে দলিল হিসেবে পেশকৃত অংশটি হলো তাঁর বাণী: "যে ব্যক্তি একনিষ্ঠতার সাথে মহান আল্লাহর কাছে শাহাদাত প্রার্থনা করে।" শাহাদাত হলো 'সিদ্দীকিয়াত'-এর পরবর্তী একটি উচ্চতর স্তর, যেমনটি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন: "আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, তারা তাদের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি..."

(ص: 310) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ (النساء: 69) ،
وهي أنواع كثيرة:

منها: الشهادة بأحكام الله عز وجل على عباد الله، وهذه شهادة العلماء التي قال الله فيها: (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ) (آل عمران: 18).

وقد ذهب كثير من العلماء في تفسير قوله: (وَالشُّهَدَاءِ) إلى أنهم العلماء ولا شك أن العلماء شهداء، فيشهدون بأن الله تعالى أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، ويشهدون على الأمة بأنها بلغت شريعة الله، ويشهدون في أحكام الله: هذا حلال، وهذا حرام، وهذا واجب، وهذا مستحب، وهذا مكروه، ولا يعرف هذا إلا أهل العلم؛ لذلك كانوا شهداء.

ومن الشهداء أيضاً: من يصاب بالطعن والبطن والحرق والغرق: البطعون والمبطون والحريق والغريق وما أشبههم.

ومن الشهداء: الذين قتلوا في سبيل الله.

ومن الشهداء: الذين يقتلون دون أموالهم ودون أنفسهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله رجل وقال: ((أرأيت يا رسول الله إن جاءني رجل يطلب مالي - أي عنة - قال: ((لا تعطيه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار - لأنه معتد ظالم - قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد قال: أرأيت إن قتلته؟

যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন—নবীগণ, সত্যনিষ্ঠগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মশীলগণ (আন-নিসা: ৬৯)। আর এটি অনেক প্রকারের:

তার মধ্যে একটি হলো: আল্লাহর বান্দাদের ওপর মহান আল্লাহর বিধানাবলীর সাক্ষ্য প্রদান

করা। এটি হলো ওলামায়ে কেরামের সাক্ষ্য, যে প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন:

(আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; এবং ফেরেশতাগণ ও ইলমের অধিকারীগণও অনুরূপ সাক্ষ্য দিয়েছেন) (আল-ইমরান: ১৮)।

অনেক আলেম ‘শহীদগণ’ শব্দের ব্যাখ্যায় এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, তাঁরা হলেন আলেম সমাজ। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আলেমগণ হলেন সাক্ষী; তাঁরা সাক্ষ্য দেন যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহ প্রেরণ করেছেন। তাঁরা উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহর শরীয়ত তাদের নিকট পৌঁছেছে। তাঁরা আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেন যে: এটি হালাল, এটি হারাম, এটি ওয়াজিব, এটি মুস্তাহাব, এটি মাকরুহ। আর ইলমের অধিকারীগণ ব্যতীত কেউ এই বিষয়গুলো অবগত নন; একারণেই তাঁরা হলেন সাক্ষী বা শহীদ।

শহীদদের অন্তর্ভুক্ত তাঁরাও যারা মহামারী, পেটের পীড়া, অগ্নিদগ্ধ হওয়া এবং পানিতে ডুবে মারা যান: অর্থাৎ মহামারী আক্রান্ত, পেটের রোগে আক্রান্ত, অগ্নিদগ্ধ ও নিমজ্জিত ব্যক্তি এবং তাদের সদৃশ ব্যক্তিবর্গ।

শহীদদের অন্তর্ভুক্ত তাঁরাও যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছেন।

শহীদদের মধ্যে আরও রয়েছেন তাঁরা যারা নিজেদের সম্পদ ও জীবন রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হন। যেমনটি নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বলেছিলেন যখন এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: “হে আল্লাহর রাসূল! আপনার অভিমত কী যদি কোনো ব্যক্তি এসে আমার সম্পদ (জোরপূর্বক) নিতে চায়?” তিনি বললেন: “তাকে তোমার সম্পদ দিও না।” সে বলল: “আপনার অভিমত কী যদি সে আমার সাথে লড়াই করে?” তিনি বললেন: “তুমিও তার সাথে লড়াই করো।” সে বলল: “আপনার অভিমত কী যদি আমি তাকে হত্যা করি?” তিনি বললেন: “সে জাহান্নামী—কেননা সে একজন জালেম ও সীমালঙ্ঘনকারী।” সে বলল: “আপনার অভিমত কী যদি সে আমাকে হত্যা করে?” তিনি বললেন: “তবে তুমি শহীদ।” সে বলল: “আপনার অভিমত কী যদি আমি তাকে হত্যা করি?”

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ((من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد)).

ومن الشهداء أيضاً: من قتل ظلماً، كأن يعتدي عليه إنسان فيقتله غيلة - ظلماً - فهذا شهيد.

ولكن أعلى الشهداء هم الذين يقتلون في سبيل الله؛ كما قال تعالى: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ) (آل عمران 169-171) ، هؤلاء الشهداء في الآية وهم: الذين قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، فما قاتلوا لحظوظ أنفسهم، وما قاتلوا لأموالهم، وإنما قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا. كما قال لك النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: ((من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)).

هذا الميزان ميزان عدل، لا يخيس ميزان وضعه النبي صلى الله عليه وسلم يزن الإنسان به عمله.

তিনি বললেন, "সে জাহান্নামী।"

এবং নবী (তাঁর ওপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক) বলেছেন: "যাকে নিজের জীবন রক্ষার্থে হত্যা করা হয় সে শহীদ, যাকে নিজের পরিবার রক্ষার্থে হত্যা করা হয় সে শহীদ এবং যাকে নিজের সম্পদ রক্ষার্থে হত্যা করা হয় সেও শহীদ।"

শহীদদের অন্তর্ভুক্ত আরও তারা যারা অন্যায়ভাবে নিহত হয়; যেমন কোনো ব্যক্তি যদি অন্য কারো ওপর চড়াও হয়ে তাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে—অর্থাৎ অন্যায়ভাবে—হত্যা করে, তবে সেও শহীদ।

কিন্তু শহীদদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হলেন তারা যারা আল্লাহর পথে নিহত হন; যেমনটি মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: (আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের রবের নিকট জীবিত এবং রিযিকপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তাদের দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং যারা এখনও তাদের পেছনে রয়ে গেছে, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি, তাদের ব্যাপারে তারা এই সুসংবাদ পেয়ে আনন্দিত হয় যে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। তারা আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের সুসংবাদ পেয়ে আনন্দবোধ করে এবং এই সংবাদেও যে, আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না) (আলে ইমরান ১৬৯-১৭১)। আয়াতে উল্লিখিত এই শহীদগণ হলেন তারা: যারা আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য লড়াই করেছেন। তারা নিজেদের প্রবৃত্তির স্বার্থে লড়াই করেননি, সম্পদের জন্যও লড়াই করেননি, বরং তারা লড়াই করেছেন কেবল আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য। নবী (তাঁর ওপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক) যেমনটি বলেছিলেন যখন তাঁকে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য লড়াই করে, আভিজাত্যের লড়াই করে এবং লোক দেখানোর জন্য লড়াই করে—এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে? তিনি বললেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে লড়াই করে, কেবল সেই আল্লাহর পথে।"

এই মানদণ্ডটি এক ন্যায়নিষ্ঠ মানদণ্ড, যা কখনো বিচ্যুত হয় না; এটি এমন এক মানদণ্ড যা নবী (তাঁর ওপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক) স্থাপন করেছেন, যার মাধ্যমে মানুষ তার আমলকে পরিমাপ করতে পারে।

(ص: 312) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

فمن قاتل لهذه الكلمة فهو في سبيل الله، إن قتلت فأنت شهيد، وإن غنيت فأنت سعيد، كما قال الله سبحانه: (قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ) إما الشهادة وإما الظفر والنصر. (وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيِّدِينَا) (التوبة: 52)، أي: إما أن الله يعذبكم، وبقينا شركم، كما فعل الله تعالى

بِأَحْزَابِ الَّذِينَ تَجَمَّعُوا عَلَى الْمَدِينَةِ يَرِيدُونَ قَتْلَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا وَأَلْقَى فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، (أَوْ بِأَيْدِينَا) كَمَا حَصَلَ فِي بَدْرٍ، فَإِنَّ اللَّهَ عَذَّبَ الْمُشْرِكِينَ بِأَيْدِي الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ، هَذَا الَّذِي يُقَاتِلُ لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعَلِيَا هُوَ الشَّهِيدُ.

فَإِذَا سَأَلَ الْإِنْسَانُ رَبَّهُ وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الشَّهَادَةَ فِي سَبِيلِكَ - وَلَا تَكُونَ الشَّهَادَةُ إِلَّا بِالْقِتَالِ؛ لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعَلِيَا - فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا عَلِمَ مِنْهُ صَدَقَ الْقَوْلَ وَالنِّيَّةَ أَنْزَلَهُ مَنَازِلَ الشَّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ. بَقِيَ عَلَيْنَا الَّذِي يُقَاتِلُ دِفَاعًا عَنْ بَلَدِهِ: هَلْ هُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لَا؟

نَقُولُ: إِنْ كُنْتَ تَقَاتِلُ دِفَاعًا عَنْ بَلَدِكَ لِأَنَّهَا بِلَدٌ إِسْلَامِيَّةٌ فَتَرِيدُ أَنْ تُحْيِيَهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا بِلَدٌ إِسْلَامِيَّةٌ فَهَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لِأَنَّكَ قَاتِلْتَ لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعَلِيَا. إِمَّا إِذَا قَاتِلْتَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا وَطَنٌ فَقَطْ فَهَذَا لَيْسَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ لِأَنَّ الْمِيزَانَ الَّذِي وَضَعَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعَلِيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلِهَذَا يُجِبُ أَنْ نَصَحَّ لِلْإِنْسَانِ نِيَّتَهُ فِي الْقِتَالِ لِلدِّفَاعِ عَنْ بَلَدِهِ، بِأَنَّ

সুতরাং যে ব্যক্তি এই কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধ করবে, সে আল্লাহর পথে রয়েছে। যদি তুমি নিহত হও তবে তুমি শহীদ, আর যদি তুমি গনিমত লাভ করো তবে তুমি সৌভাগ্যবান। যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইরশাদ করেছেন: (বলুন, তোমরা কি আমাদের জন্য দুটি কল্যাণের একটির প্রতীক্ষায় আছো?) অর্থাৎ হয় শাহাদাত, নতুবা বিজয় ও সাহায্য। (আর আমরা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি যে, আল্লাহ তোমাদের ওপর তাঁর পক্ষ থেকে কোনো আজাব পাঠাবেন অথবা আমাদের হাতের মাধ্যমে তোমাদের শাস্তি দেবেন) (সূরা আত-তাওবা: ৫২)। অর্থাৎ: হয় আল্লাহ তোমাদের শাস্তি দেবেন এবং আমাদের তোমাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন, যেমনটি আল্লাহ তায়ালা সেই আহযাব বা সম্মিলিত বাহিনীর সাথে করেছিলেন যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার উদ্দেশ্যে মদিনায়

সমবেত হয়েছিল; অতঃপর আল্লাহ তাদের ওপর প্রচণ্ড বায়ু ও এক অদৃশ্য বাহিনী প্রেরণ করেন এবং তাদের হৃদয়ে ত্রাস সৃষ্টি করেন। (অথবা আমাদের হাতের মাধ্যমে) যেমনটি বদরের যুদ্ধে ঘটেছিল, কেননা আল্লাহ মুশরিকদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের হাতের মাধ্যমে শাস্তি দিয়েছিলেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে সর্বোচ্চ করার জন্য যুদ্ধ করে, সে-ই প্রকৃত শহীদ।

যদি কোনো ব্যক্তি তার রবের কাছে প্রার্থনা করে বলে: হে আল্লাহ! আমি আপনার পথে শাহাদাত কামনা করছি—আর আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার লড়াই ছাড়া শাহাদাত অর্জিত হয় না—তবে আল্লাহ তায়ালা যদি তার কথা ও নিয়তের সত্যতা সম্পর্কে অবগত হন, তবে তাকে শহীদদের মর্যাদায় আসীন করবেন, যদিও সে তার বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।

এখন আমাদের সামনে প্রশ্ন থেকে যায়, যে ব্যক্তি স্বদেশের প্রতিরক্ষায় যুদ্ধ করে, সে কি আল্লাহর পথে জিহাদকারী হিসেবে গণ্য হবে কি না?

আমরা বলব: আপনি যদি আপনার দেশের প্রতিরক্ষায় এই উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেন যে এটি একটি ইসলামী দেশ এবং আপনি একে একটি ইসলামী দেশ হওয়ার কারণে রক্ষা করতে চান, তবে এটি আল্লাহর পথে জিহাদ হিসেবে গণ্য হবে। কারণ আপনি আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্যই লড়াই করেছেন।

কিন্তু আপনি যদি কেবল স্বদেশ বা মাতৃভূমি হওয়ার কারণে লড়াই করেন, তবে তা আল্লাহর পথে হবে না; কারণ নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যে মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন তা এর ওপর প্রযোজ্য নয়। মানদণ্ডটি হলো: যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য লড়াই করে, সে আল্লাহর পথে রয়েছে। এর বাইরে অন্য কিছু আল্লাহর পথে নয়। এই কারণে দেশের প্রতিরক্ষায় যুদ্ধরত ব্যক্তির নিয়ত সংশোধন করা আবশ্যিক, যেন...

ينوي بذلك بأن يقاتل عن هذا البلد لأنه بلد إسلامية فيريد أن يحفظ الإسلام الذي فيه، وبهذا إذا قتل شهيدا له أجر الشهداء، وإذا غنم صار سعيدا وربح، إما ربح الدنيا وإما ربح الآخرة، وقد وتقدم الكلام على هذه المسألة. والله الموفق.

58. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((غزا نبي من الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها. فغزا، فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم، فجاءت - يعني النار - لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبأيعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، فليبأيعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول، فجأؤوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، فوضعها فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا)) (متفق عليه).

তিনি এর মাধ্যমে এই নিয়ত করবেন যে, তিনি এই ভূখণ্ডের প্রতিরক্ষায় লড়াই করছেন যেহেতু এটি একটি ইসলামি রাষ্ট্র, তাই তিনি এর অভ্যন্তরে ইসলামের সুরক্ষা কামনা করেন। এভাবে তিনি যদি নিহত হন, তবে তিনি শহীদ হিসেবে গণ্য হবেন এবং শহীদদের মর্যাদা লাভ করবেন। আর যদি তিনি গনিমত লাভ করেন, তবে তিনি সৌভাগ্যবান ও সফল হবেন—হয় ইহকালীন সফলতা নতুবা পরকালীন সফলতা। এই বিষয়টি নিয়ে ইতিপূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা বা সঠিক পথ প্রদর্শনকারী।

৫৮ — আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "নবীগণের মধ্য হতে জনৈক নবী—তাদের ওপর আল্লাহর

রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক—একদা জিহাদের অভিযানে বের হলেন। তখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন: ‘এমন কোনো ব্যক্তি যেন আমার অনুসরণ না করে (যুদ্ধে না আসে) যে কোনো নারীর পাণিগ্রহণ করেছে এবং তার সাথে বাসর যাপনের ইচ্ছা রাখে অথচ এখনও তা সম্পন্ন করেনি; আর এমন কেউও নয় যে ঘর নির্মাণ করেছে কিন্তু তার ছাদ এখনও উত্তোলন করেনি; এবং এমন কেউও নয় যে বকরি বা গর্ভবর্তী উটনী ক্রয় করেছে আর সেগুলোর বাচ্চা প্রসবের প্রতীক্ষায় রয়েছে।’ অতঃপর তিনি যুদ্ধ পরিচালনা করলেন এবং আসরের সালাতের সময় বা তার কাছাকাছি সময়ে সেই জনপদের নিকটবর্তী হলেন। তখন তিনি সূর্যকে সম্বোধন করে বললেন: ‘নিশ্চয়ই তুমিও আল্লাহর আদিষ্ট এবং আমিও আদিষ্ট। হে আল্লাহ! আমাদের বিজয়ী না করা পর্যন্ত একে আটকে দিন।’ অতঃপর সূর্যকে আটকে রাখা হলো যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁকে বিজয় দান করলেন। এরপর তিনি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গনিমত) একত্রিত করলেন, তখন আগুন তা ভক্ষণ করার জন্য আসলো কিন্তু তা খেলো না। তিনি বললেন: ‘নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে গনিমতের মাল আত্মসাতের (খেয়ানত) ঘটনা ঘটেছে। সুতরাং প্রত্যেক গোত্র হতে একজন ব্যক্তি আমার কাছে আনুগত্যের শপথ (বায়আত) গ্রহণ করুক।’ তখন জনৈক ব্যক্তির হাত তাঁর হাতের সাথে আটকে গেল। তিনি বললেন: ‘তোমাদের গোত্রেই আত্মসাৎকারী রয়েছে, অতএব তোমার পুরো গোত্র আমার কাছে শপথ গ্রহণ করুক।’ তখন দুই বা তিন ব্যক্তির হাত তাঁর হাতের সাথে আটকে গেল। তিনি বললেন: ‘তোমাদের মধ্যেই আত্মসাৎকারী আছে।’ অতঃপর তারা একটি গাভীর মাথার ন্যায় স্বর্ণের একটি মাথা নিয়ে আসলো। তিনি তা রাখলেন এবং আগুন এসে তা ভক্ষণ করলো। আমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য গনিমত হালাল ছিল না। অতঃপর আল্লাহ আমাদের জন্য গনিমত হালাল করেছেন যখন তিনি আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখলেন, তখন তিনি তা আমাদের জন্য বৈধ করে দিলেন।” (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

(ص: 314) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

((الخلافت)) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام: جمع خلفه، وهي الناقة الحامل.

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث الذي نقله المؤلف فيه آيات عظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن نبي من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أنه غزا قوماً أمر بجهادهم، لكنه عليه الصلاة والسلام منع كل إنسان عقد على امرأة ولم يدخل بها، وكل إنسان بنى بيتاً ولم يرفع سقفه، وكل إنسان اشترى غنماً أو خلفات وهو ينتظر أولادها. وذلك لأن هؤلاء يكونون مشغولين بآهلهم، فالرجل المتزوج مشغول بزوجه التي لم يدخل بها، فهو في شوق إليها، وكذلك الرجل الذي رفع بيتاً ولم يسقفه، هو أيضاً مشغول بهذا البيت الذي يريد أن يسكنه هو وأهله، وكذلك صاحب الخلفات والغنم مشغول بها ينتظر أولادها. والجهاد ينبغي أن يكون الإنسان فيه متفرغاً، ليس له هم إلا الجهاد، ولهذا قال الله سبحانه: (فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ) (الشرح: 7) أي: إذا فرغت من شؤون الدنيا بحيث لا تشغل بها فانصب للعبادة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ((لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان)).

((আল-খালাফাত)) ‘খা’ বর্ণে জবর এবং ‘লাম’ বর্ণে যের যোগে: এটি ‘খালফাহ’ শব্দের বহুবচন, যার অর্থ গভর্বতী উষ্ট্রী।

[ব্যাক্যা]

লেখক কর্তৃক উদ্ধৃত এই হাদিসটিতে মহান নিদর্শনসমূহ রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ববর্তী আশ্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের মধ্য থেকে একজন নবীর কথা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এমন এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন যাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে তিনি আদিষ্ট হয়েছিলেন। তবে তিনি (সেই নবী) এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করেছিলেন, যে কোনো নারীকে বিবাহ করেছে অথচ এখনও বাসর সম্পন্ন করেনি; এবং

এমন ব্যক্তিকে যে ঘর নির্মাণ করেছে কিন্তু ছাদ দেয়নি; আর এমন ব্যক্তিকে যে বকরি বা গর্ভবতী উষ্ট্রী ক্রয় করেছে এবং সেগুলোর শাবক প্রসবের অপেক্ষায় রয়েছে। এর কারণ হলো, এই শ্রেণির লোকগণ তাদের নিজ নিজ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকবে। নববিবাহিত ব্যক্তি তার স্ত্রীর চিন্তায় মগ্ন থাকবে যার সাথে তার এখনও মিলন হয়নি, ফলে সে তার স্ত্রীর সান্নিধ্য লাভের ব্যাকুলতায় থাকবে। একইভাবে, যে ব্যক্তি ঘর তৈরি করেছে কিন্তু ছাদ দেয়নি, সেও সেই ঘর নিয়ে ব্যস্ত থাকবে যেখানে সে তার পরিবারসহ বসবাস করার ইচ্ছা পোষণ করে। তদ্রূপ গর্ভবতী উষ্ট্রী ও বকরির মালিকও সেগুলোর চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে এবং শাবক প্রসবের প্রতীক্ষা করবে।

জিহাদের ময়দানে মানুষের উচিত যাবতীয় ব্যস্ততা থেকে মুক্ত থাকা, যেন জিহাদ ছাড়া তার আর কোনো চিন্তা না থাকে। এই কারণেই আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন: “অতএব, যখনই তুমি অবসর পাও, তখনই কঠোর শ্রমে (ইবাদতে) প্রবৃত্ত হও” (সূরা আশ-শারহ: ৭)। অর্থাৎ, যখন তুমি পার্থিব কাজ থেকে এমনভাবে অবসর লাভ করবে যে কোনো কিছু তোমাকে ব্যতিব্যস্ত রাখবে না, তখন ইবাদতের জন্য দাঁড়িয়ে যাও।

নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আরও ইরশাদ করেছেন: “খাবার উপস্থিত থাকলে এবং মল-মূত্রের বেগ থাকলে কোনো সালাত নেই (অর্থাৎ সালাত আদায় করা সমীচীন নয়)।”

(ص: 315) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

فدل على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد طاعة أن يفرغ قلبه وبدنه لها، حتى يأتيها وهو مشتاق إليها، وحتى يؤديها على مهل وطأنينة وإنشراح صدر.

ثم إنه غزا، فنزل بالقوم بعد صلاة العصر، وقد أقبل الليل، وخاف إن أظلم الليل أن لا يكون هناك انتصار، فجعل يخاطب الشمس يقول: أنت مأمورة وأنا مأمور. لكن أمر الشمس أمر كوني وأما أمره فأمر شرعي.

فهو مأمور بالجهاد والشمس مأمورة أن تسير حيث أمرها الله عز وجل، قال الله: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (يُصَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 38) منذ خلقها الله عز وجل وهي سائرة حيث أمرت لا تتقدم ولا تتأخر ولا تنزل ولا ترتفع.

قال: ((اللهم فاحبسها عنا)) فحبس الله الشمس ولم تغب في وقتها، حتى غزا هذا النبي وغنم غنائم كثيرة، ولما غنم الغنائم وكانت الغنائم في الأمم السابقة لا تحل للغزاة، بل حل الغنائم من خصائص هذه الأمة والله الحمد، أما الأمم السابقة فكانوا يجمعون الغنائم فتنزل عليها مار من السماء فتحرقها، فجمعت الغنائم فلم تنزل النار ولم تأكلها، فقال هذا النبي: فيكم الغلول.

ثم أمر من كل قبيلة أن يتقدم واحد يبأيعه على أنه لا غلول، فلما بأيعوه على أنه لا غلول لزقت يد أحد منهم بيد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لزقت قال: فيكم الغلول- أي: القبيلة هذه- ثم أمر بأن يبأيعه كل واحد على حدة من هذه القبيلة، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة منهم، فقال:

এটি নির্দেশ করে যে, যখন কোনো মানুষ কোনো ইবাদত বা আনুগত্যের কাজ করার সংকল্প করে, তখন তার জন্য উচিত তার অন্তর ও দেহকে সেই কাজের জন্য একাত্ম করে নেওয়া; যাতে সে তার প্রতি ব্যাকুলতা ও আগ্রহ নিয়ে উপস্থিত হতে পারে এবং ধীরস্থিরভাবে, প্রশান্ত চিত্তে ও প্রশস্ত হৃদয়ে তা সম্পাদন করতে পারে।

অতঃপর তিনি অভিযানে বের হলেন এবং আসরের সালাতের পর সেই জাতির জনপদে পৌঁছালেন। তখন রাত ঘনিয়ে আসছিল, এবং তিনি আশঙ্কা করলেন যে যদি রাত হয়ে যায় তবে বিজয় অর্জিত হবে না। তাই তিনি সূর্যকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন: "তুমিও আদিষ্ট এবং আমিও আদিষ্ট।" তবে সূর্যের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ হলো মহাজাগতিক, আর তাঁর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ হলো শরীয়তগত।

তিনি জিহাদের জন্য আদিষ্ট হয়েছেন, আর সূর্য আল্লাহর নির্দেশিত পথে আবর্তিত হওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আর সূর্য তার নির্ধারিত গন্তব্যের দিকে চলতে থাকে। এটি মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের সুনির্ধারিত নিয়ন্ত্রণ।" (সূরা ইয়াসিন: ৩৮)। আল্লাহ তাআলা যখন থেকে একে সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে এটি তাঁর নির্দেশ অনুযায়ীই অবিরাম চলছে; এটি সময়ের আগে বাড়ে না, পেছনেও পড়ে না, নিচেও নামে না আবার উপরেও ওঠে না।

তিনি বললেন: "হে আল্লাহ! একে আমাদের জন্য আটকে দিন।" অতঃপর আল্লাহ সূর্যকে আটকে দিলেন এবং তা যথাসময়ে অস্তমিত হলো না, যতক্ষণ না এই নবী যুদ্ধ জয় করলেন এবং প্রচুর গনিমতের মাল লাভ করলেন। যখন তিনি গনিমতের মাল লাভ করলেন—আর পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য গনিমতের মাল যোদ্ধাদের জন্য হালাল ছিল না, বরং গনিমতের মাল হালাল হওয়া এই উম্মতেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য, আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই—পূর্ববর্তী উম্মতগণ গনিমতের মাল একত্রিত করতেন এবং আকাশ থেকে আগুন এসে তা পুড়িয়ে দিত। সুতরাং গনিমতের মালগুলো একত্রিত করা হলো কিন্তু আগুন নামল না এবং তা ভস্মীভূত করল না। তখন সেই নবী বললেন: "তোমাদের মধ্যে মাল আত্মসাৎকারী রয়েছে।"

তারপর তিনি নির্দেশ দিলেন যেন প্রতিটি গোত্র থেকে একজন করে প্রতিনিধি এগিয়ে আসে এবং তাঁর নিকট এই মর্মে বায়আত গ্রহণ করে যে তারা কোনো আত্মসাৎ করেনি। যখন তারা বায়আত গ্রহণ করল, তখন তাদের মধ্যে একজনের হাত নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর হাতের সাথে আটকে গেল। যখন হাত আটকে গেল, তখন তিনি বললেন: "তোমাদের মধ্যে অর্থাৎ এই গোত্রের মধ্যে আত্মসাৎকারী রয়েছে।" অতঃপর তিনি নির্দেশ দিলেন যেন এই গোত্রের প্রত্যেকে আলাদা আলাদাভাবে তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ করে। তখন তাদের মধ্য থেকে দুই বা তিনজনের হাত আটকে গেল, তখন তিনি বললেন:

فيكم الغلول: فجاءوا به. والغلول هو السرقة من الغنينة، بأن تخفي شيئاً منها، فإذا هم قد اخفوا مثل راس الثور من الذهب، فلما جيء به ووضع مع الغنائم أكلتها النار- سبحان الله- وهذه من آيات الله عز وجل.

ففي هذا الحديث دليل على فوائد عديدة:

منها: أن الجهاد مشروع في الأمم السابقة كما هو مشروع في هذه الأمة، وقد دل علي هذا كتاب الله في قوله: (وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا) (آل عمران: من الآية 146)، وكذلك قصة طالوت وجالوت وداود عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة، الآيات 252/246.

ومنها أيضاً من الفوائد: دليل على عظمة الله عز وجل، وأنه هو مدبر الكون، وأنه- سبحانه وتعالى- يجري الأمور على غير طبائعها، أما لتأييد الرسول، وأما لدفع شر عنه، وإما لمصلحة في الإسلام.

المهم أن آيات الأنبياء فيها تأييد لهم بأي وجه كانت. وذلك لأن الشمس حسب طبيعتها التي خلقها الله عليها تجري دائماً ولا تقف ولا تتقدم ولا تتأخر إلا بأمر الله، لكن الله هنا أمرها أن تنحس، فطال وقت ما بين صلاة العصر إلى الغروب، حتى فتح الله على يد النبي صلي الله عليه وسلم.

وفي هذا رد على أهل الطبيعة الذين يقولون إن الأفلاك لا تتغير؟! سبحان الله من الذي خلق الأفلاك؟ الله عز وجل، فالذي خلقها قادر على تغييرها، ولكن هم يرون أن هذه الأفلاك تجري بحسب الطبيعة ولا أحد يتصرف فيها والعياذ بالله؛ لأنهم ينكرون الخالق.

তোমাদের মধ্যে গনীমতের মাল আত্মসাৎকারী রয়েছে: অতঃপর তারা তা নিয়ে এল। 'গুলুল' হলো গনীমতের সম্পদ থেকে কোনো কিছু গোপন করা বা চুরি করা। দেখা গেল তারা একটি যাঁড়ের মাথার সমান স্বর্ণ লুকিয়ে রেখেছিল। যখন তা নিয়ে আসা হলো এবং অন্যান্য গনীমতের

সাথে রাখা হলো, তখন আকাশ থেকে আগুন এসে তা ভস্মীভূত করে দিল—সুবহানাল্লাহ! এটি মহান আল্লাহর কুদরতের অন্যতম নিদর্শন।

এই হাদিসে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও উপকারিতা রয়েছে:

তন্মধ্যে একটি হলো: এই উম্মতের ন্যায় পূর্ববর্তী উম্মতগণের ওপরও জিহাদ বিধিবদ্ধ ছিল। আল্লাহর কিতাব কুরআনের এই বাণী এর প্রমাণ দেয়: "এবং কত নবী যুদ্ধ করেছেন, তাঁদের সাথে বহু আল্লাহওয়ালা লোক ছিলেন। আল্লাহর পথে তাদের ওপর যে বিপদ এসেছিল তাতে তারা সাহস হারাননি, দুর্বল হননি এবং দমে যাননি।" (সূরা আলে ইমরান: ১৪৬)। একইভাবে সূরা বাকারার ২৪৬-২৫২ নং আয়াতে বর্ণিত তালুত, জালুত এবং দাউদ (আলাইহিস সালাম) ওয়াস সালাম)-এর ঘটনাও এর সপক্ষে দলীল।

আরও একটি শিক্ষা হলো: এটি মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ এবং তিনিই এই মহাবিশ্বের একমাত্র নিয়ন্ত্রক। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) অনেক সময় বিষয়াদিকে তাদের স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে পরিচালনা করেন; হয় রাসুলের সত্যতা প্রমাণের জন্য, না হয় তাঁর থেকে কোনো ক্ষতি দূর করার জন্য, অথবা ইসলামের কোনো কল্যাণের স্বার্থে।

মূল কথা হলো, নবীদের মুজিজাসমূহ যে রূপেই হোক না কেন, তা তাঁদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ সাহায্য। কারণ সূর্য তার স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুযায়ী, যা আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন, সর্বদা বহমান থাকে; আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া তা কখনো স্থির হয় না, সামনে যায় না বা পেছনেও যায় না। কিন্তু এখানে আল্লাহ তাকে থেমে থাকার নির্দেশ দিলেন, যার ফলে আসরের সালাত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় দীর্ঘায়িত হলো, যতক্ষণ না আল্লাহ উক্ত নবীর (আলাইহিস সালাম) হাতে বিজয় দান করলেন।

এতে সেই প্রকৃতিবাদীদের খণ্ডন রয়েছে যারা দাবি করে যে, মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের কোনো পরিবর্তন হয় না। সুবহানাল্লাহ! এই গ্রহ-নক্ষত্র কে সৃষ্টি করেছেন? মহান আল্লাহ। সুতরাং যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, তিনি এগুলোর পরিবর্তন ঘটাতেও পূর্ণ সক্ষম। কিন্তু তারা মনে করে যে, এই গ্রহ-নক্ষত্রসমূহ কেবল প্রকৃতির নিয়মে আবর্তিত হয় এবং এগুলোর ওপর কারও কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই—নাউজুবিল্লাহ! কারণ তারা মূলত সৃষ্টিকর্তাকেই অস্বীকার করে।

وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الأفلاك تتغير بأمر الله؛ فهذا النبي دعا الله ووقفت الشمس، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منه المشركون أن يريهم آية تدل على صدقة فأشار صلى الله عليه وسلم إلى القبر فانشق شقتين وهم يشاهدون، شقة على الصفا وشقة على المروة.

وفي هذا يقول الله عز وجل: (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَبْرُ) (وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَبِرٌّ) (القبر 1، 2).

قالوا: هذا محمد سحرنا والقبر لم ينشق، بل محمد سحرنا، أفسد نظرنا وعيوننا، لأن الكافر - والعياذ بالله - الذي حقت عليه كلمة الله لا يؤمن، كما قال الله: (إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ) (وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ) (يونس: 96، 97) . نسأل الله لنا ولكم العافية، وأن يهدي قلوبنا.

القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ويصرفها كيف يشاء. فالذي حقت عليه كلمة العذاب لا يؤمن أبداً ولو جئته بكل آية، ولهذا طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم آية، وأراهم هذه الآية العجيبة، التي لم يقدر أحد عليها، وقالوا: (اسْحَرُ مُسْتَبِرٌّ) (وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ) (القبر 2، 3).

وفي هذا الحديث من الفوائد: بيان نعمة الله على هذه الأمة، حيث أحل لها المغنم التي تنغمها من الكفار - وكانت حراماً على من سبقا - لأن هذه الغنائم فيها خير كثير على الأمة الإسلامية، تساعد على الجهاد وتعينها عليه.

কুরআন ও সুন্নাহর দলিলসমূহ একথার প্রমাণ দেয় যে, আল্লাহর নির্দেশে মহাকাশীয় গোলকসমূহের পরিবর্তন ঘটে; যেমন এই নবী আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আর সূর্য থেমে গেল। আর আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে মুশরিকরা তাঁর সত্যতার প্রমাণস্বরূপ একটি নিদর্শন দেখানোর দাবি করল; তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চাঁদের দিকে ইশারা করলেন এবং তাদের চোখের সামনেই চাঁদ দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেল; যার এক খণ্ড সাফা পাহাড়ের ওপর এবং অন্য খণ্ড মারওয়া পাহাড়ের ওপর দৃশ্যমান হলো।

এই প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন: (কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে) (আর তারা যদি কোনো নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, "এ তো এক চলমান জাদু") (সূরা আল-কামার: ১, ২)।

তারা বলেছিল: মুহাম্মদ আমাদের ওপর জাদু করেছে, প্রকৃতপক্ষে চাঁদ বিদীর্ণ হয়নি; বরং মুহাম্মদ আমাদের দৃষ্টি ও চোখের ওপর জাদু করে তা বিভ্রান্ত করেছে। কারণ কাফির—আমরা আল্লাহর কাছে তা থেকে আশ্রয় চাই—যার ওপর আল্লাহর বাণী অবধারিত হয়েছে, সে ঈমান আনবে না; যেমনটি আল্লাহ বলেছেন: (নিশ্চয়ই যাদের ওপর তোমার রবের বাণী অবধারিত হয়েছে, তারা ঈমান আনবে না) (যদিও তাদের নিকট প্রতিটি নিদর্শন উপস্থিত হয়) (সূরা ইউনুস: ৯৬, ৯৭)। আমরা আমাদের ও আপনাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুস্থতা ও নিরাপত্তা এবং আমাদের অন্তরসমূহের হিদায়াত প্রার্থনা করছি।

অন্তরসমূহ দয়াময় আল্লাহর আঙুলসমূহের মধ্য হতে দুটি আঙুলের মাঝে রয়েছে, তিনি যেভাবে ইচ্ছা সেগুলোকে পরিবর্তন করেন এবং যেভাবে ইচ্ছা পরিচালিত করেন। সুতরাং যার ওপর আজাবের ফয়সালা অবধারিত হয়েছে, সে কখনও ঈমান আনবে না, এমনকি আপনি তার কাছে প্রতিটি নিদর্শন নিয়ে আসলেও। এই কারণেই তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে নিদর্শন চেয়েছিল এবং তিনি তাদের এই বিস্ময়কর নিদর্শন দেখালেন যা করার ক্ষমতা কারও নেই, তবুও তারা বলল: (এটি তো এক চলমান জাদু) (তারা সত্যকে অস্বীকার করল এবং নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করল, অথচ প্রতিটি বিষয়ই সুনির্ধারিত) (সূরা আল-কামার: ২, ৩)।

এই হাদিসের শিক্ষাগুলোর মধ্যে রয়েছে: এই উম্মতের ওপর আল্লাহর নেয়ামতের বর্ণনা, যেখানে তিনি তাদের জন্য কাফিরদের নিকট থেকে প্রাপ্ত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গনিমত) হালাল করেছেন—যা পূর্ববর্তীদের জন্য হারাম ছিল। কারণ এই গনিমতের মালে ইসলামি উম্মাহর জন্য অনেক কল্যাণ রয়েছে, যা জিহাদের পথে সাহায্য ও সহায়ক হয়।

(ص: 318) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

فهم يغنمون من الكفار أموالا يقاتلون بها مرة أخرى، وهذا من فضل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي... وذكر منها: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي)) وفي الحديث أيضا من آيات الله أن الذين غلوا لزقت أيديهم بأيدي النبي، وهذا خلاف العادة، ولكن الله على كل شيء قدير؛ لأن العادة إذا صافحت اليد يدا أخرى أنها تنطلق، ولكن الذين غلوا لم تنطلق أيديهم، أمسكوا بيد النبي، فهذه علامة، فالنبي لا يعلم الغيب. ومن فوائد الحديث: أن الأنبياء لا يعلمون الغيب - وهو واضح - إلا ما أطلعهم الله عليه، أما هم فلا يعلمون الغيب. وشواهد كثيرة فيما جرى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، حيث يخفى أشياء كثيرة، كما قال الله: (قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ) (التحریم: 3) ، أما هو فلا يعلم الغيب. وأصحابه - رضوان الله عنهم - يكونون معه يخفون عليه، فكان معه ذات يوم أبو هريرة رضي الله عنه وكان عليه جنابة، فأنخنس ليغتسل، فقال له عندما رجع من غسل الجنابة: ((أين كنت يا أبا هريرة؟)) ، إذا فالرسول

ফলে তারা কাফেরদের নিকট হতে এমন ধন-সম্পদ গনীমত হিসেবে লাভ করেন যা দ্বারা তারা পুনরায় যুদ্ধ করেন, আর এটি আল্লাহর অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আমাকে পাঁচটি এমন বিষয় দান করা হয়েছে যা আমার পূর্বে অন্য কোনো নবীকে প্রদান করা হয়নি... এবং তিনি এগুলোর মধ্যে উল্লেখ করেছেন: আর আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে যা আমার পূর্বে আর কারো জন্য হালাল করা হয়নি।”

এই হাদিসে আল্লাহর নিদর্শনাদির মধ্য হতে আরও একটি নিদর্শন হলো, যারা গনীমতের সম্পদ আত্মসাৎ করেছিল তাদের হাত নবীর হাতের সাথে আটকে গিয়েছিল। এটি স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী বিষয়, তবে আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান; কেননা প্রথাগতভাবে যখন এক হাত অন্য হাতের সাথে মুসাফাহা করে তখন তা পৃথক হয়ে যায়, কিন্তু যারা আত্মসাৎ করেছিল তাদের হাত পৃথক হয়নি বরং তারা নবীর হাত ধরে রেখেছিল। এটি একটি নিদর্শন; কারণ নবী গায়ব বা অদৃশ্যের সংবাদ জানতেন না।

হাদিসের শিক্ষণীয় দিকসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলো: নবীগণ গায়ব বা অদৃশ্যের খবর জানেন না— এটি সুস্পষ্ট—কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলা তাদের যতটুকু অবগত করেন ততটুকু ছাড়া।

পক্ষান্তরে তারা নিজেরা অদৃশ্যের কোনো জ্ঞান রাখেন না।

আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাপ্রবাহে এর অনেক প্রমাণ রয়েছে, যেখানে অনেক কিছুই তাঁর নিকট গোপন ছিল। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (সে বলল, ‘আপনাকে এটি কে জানিয়েছে?’ তিনি বললেন, ‘আমাকে সর্বজ্ঞাত ও সম্যক অবহিত সত্তা এটি জানিয়েছেন।’) (আত-তাহরীম: ৩)। সুতরাং তিনি নিজে গায়ব জানতেন না।

এবং তাঁর সাহাবীগণ—আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন—তাঁর সাথেই থাকতেন অথচ অনেক বিষয় তাঁর নিকট অপ্রকাশিত থাকত। একদিন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে ছিলেন এমতাবস্থায় যে তিনি অপবিত্র (জানাবাত) অবস্থায় ছিলেন; ফলে তিনি গোসল করার জন্য চুপিসারে সরে পড়লেন। যখন তিনি জানাবাতের গোসল সেরে ফিরে এলেন, তখন নবী তাঁকে বললেন: “হে আবু হুরায়রা! তুমি কোথায় ছিলে?” অতএব, রাসুল...

۔ عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولا أحد من الخلق يعلم الغيب، كما قال الله عز وجل: (عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا) (إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا) (الجن 26، 27) .

وفي هذا الحديث أيضاً دليل على قدرة الله من جهة أن هذه النار لا يدرى من أين جاءت، بل تنزل من السماء، لا هي من أشجار الأرض، ولا من حطب الأرض، بل من السماء يأمرها الله فتنزل فتأكل هذه الغنيمة التي جمعت. والله البوفق.

59. عن أبي خالد حكيم بن حزام، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البيعان بالخيار ما لم يفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما)) (متفق عليه) .

[الشَّرْحُ]

((البيعان)) أي: البائع والمشتري، وأطلق عليهما اسم البيع من باب التغليب، كما يقال: القبران: للشمس والقمر، والعبران: لأبي بكر وعمر، فالبيعان يعني: البائع والمشتري.

وقوله: ((بالخيار)) أي: كل منهما يختار ما يريد ما لم يتفرقا، أي:

তাঁর ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক, তিনি অদৃশ্য বা গায়েব জানেন না এবং সৃষ্টির কেউই গায়েব জানে না, যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: (তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও কাছে প্রকাশ করেন না) (তবে তাঁর মনোনীত কোনো রাসূল ব্যতীত। সেক্ষেত্রে তিনি তাঁর সামনে ও পেছনে প্রহরী নিযুক্ত করেন) (সূরা জিন: ২৬, ২৭)। এই হাদিসে আল্লাহর অসীম কুদরতেরও প্রমাণ রয়েছে এই দিক থেকে যে, এই আগুন কোথা থেকে এসেছে তা জানা যায় না, বরং তা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়। এটি যমিনের কোনো গাছপালা বা কাঠ থেকে উৎপন্ন নয়, বরং আকাশ থেকে আসে; আল্লাহ একে নির্দেশ দেন, ফলে

তা নেমে আসে এবং সংগৃহীত এই গনিমতের মাল ভক্ষণ করে ফেলে। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

৫৯ — আবু খালিদ হাকিম ইবনে হিয়াম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "ক্রেতা ও বিক্রেতা যতক্ষণ পর্যন্ত পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়, ততক্ষণ তাদের ইখতিয়ার (চুক্তি বহাল রাখা বা বাতিল করার অধিকার) থাকে। যদি তারা সত্য কথা বলে এবং (পণ্যের ক্রটি) স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে, তবে তাদের বেচাকেনায় বরকত দান করা হয়। আর যদি তারা মিথ্যা বলে এবং গোপন করে, তবে তাদের বেচাকেনার বরকত মিটিয়ে দেওয়া হয়।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাখ্যা]

"আল-বাই'আন" অর্থাৎ: বিক্রেতা ও ক্রেতা। এখানে আধিক্যের নীতি বা 'তাগলিব' হিসেবে উভয়ের ক্ষেত্রে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রে 'আল-কামারান' (দুই চাঁদ) বলা হয়, এবং আবু বকর ও উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে একত্রে 'আল-উমরান' বলা হয়। সুতরাং "আল-বাই'আন" মানে বিক্রেতা ও ক্রেতা।

এবং তাঁর বাণী: "বিল-খিয়ার" অর্থাৎ: যতক্ষণ তারা বিচ্ছিন্ন না হবে, ততক্ষণ তাদের প্রত্যেকেরই নিজের পছন্দমতো সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকবে, অর্থাৎ:

(ص: 320) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

ما دام في مكان العقد لم يتفرقا فإنهما بالخيار.
ومثاله: رجل باع على آخر سيارة بعشرة آلاف، فبأ داما في مكان العقد ولم يتفرقا
فهما بالخيار، إن شاء البائع فسخ البيع، وإن شاء المشتري فسخ البيع، وذلك من
نعمة الله سبحانه وتعالى وتوسيعه على العباد، لأن الإنسان إذا كانت السلعة عند
غيره صارت غالية في نفسه يحب أن يحصل عليها بكل وسيلة، فإذا حصلت له فربما

تَزُولُ رَغْبَتُهُ عَنْهَا لِأَنَّهُ أَدْرَكَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ الشَّارِعَ لَهُ الْخِيَارَ
لِأَجْلِ أَنْ يَتَرَوَى وَيَتَزَوَّدَ بِالتَّائِي وَالنَّظَرِ.

فَمَا دَامَ الرَّجُلَانِ - الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي - لَمْ يَتَفَرَّقَا فِيهَا بِالْخِيَارِ وَإِنْ طَالَ الْوَقْتُ، حَتَّى
بَقِيََا عَشْرَ سَاعَاتٍ، فَلَوْ بَاعَ عَلَيْهِ السَّلْعَةُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَبَقِيََا مُصْطَحِبَيْنِ إِلَى الظَّهْرِ فِيهَا
بِالْخِيَارِ؛ لَعُومَرُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا)) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ:
((أَوْ يَخِيرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ)) أَيْ: أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: الْخِيَارُ لَكَ وَحَدِّكَ، فَحِينَئِذٍ
يَكُونُ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ، وَالثَّانِي لَا خِيَارَ لَهُ. أَوْ يَقُولَا جَمِيعًا: لَا خِيَارَ بَيْنَنَا.
فَالصُّورُ أَرْبَعُ:

1 - إِمَّا يَثْبُتَ الْخِيَارُ لِهَذَا، وَذَلِكَ عِنْدَ الْبَيْعِ الْمَطْلُوقِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ شَرْطٌ، يَكُونُ
الْخِيَارُ لِهَذَا - لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي - وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَهُ الْحَقُّ أَنْ

যতক্ষণ তারা চুক্তির স্থানে অবস্থান করবেন এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবেন না, ততক্ষণ তাদের
উভয়ের ইখতিয়ার (চুক্তি বহাল রাখা বা বাতিলের অধিকার) থাকবে।
এর উদাহরণ হলো: এক ব্যক্তি অন্য একজনের কাছে দশ হাজার টাকায় একটি গাড়ি বিক্রি
করল; যতক্ষণ তারা চুক্তিস্থলে অবস্থান করবে এবং বিচ্ছিন্ন হবে না, ততক্ষণ তাদের উভয়ের
ইখতিয়ার থাকবে। যদি বিক্রেতা চায় তবে সে বিক্রয় চুক্তি বাতিল করতে পারে, আবার ক্রেতা
চাইলে সেও বিক্রয় চুক্তি বাতিল করতে পারে। আর এটি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ এবং
বান্দাদের প্রতি তাঁর প্রশস্ততার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, কোনো বস্তু যখন অন্যের মালিকানায় থাকে
তখন মানুষের মনে সেটির গুরুত্ব অনেক বেশি থাকে এবং সে যেকোনো উপায়ে তা লাভ
করতে চায়। কিন্তু যখন সে তা পেয়ে যায়, তখন সম্ভবত তার আগ্রহ কমে যায় কারণ সে তা
অর্জন করে ফেলেছে। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশনায় শরীয়ত প্রণেতা
মানুষের জন্য ইখতিয়ারের বিধান রেখেছেন, যাতে সে গভীরভাবে চিন্তা করার এবং
ধীরস্থিরভাবে ও বিচার-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ পায়।

সুতরাং যতক্ষণ এই দুই ব্যক্তি — বিক্রেতা ও ক্রেতা — পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবেন না, ততক্ষণ তাদের ইখতিয়ার থাকবে, যদিও সময় দীর্ঘ হয়। এমনকি তারা যদি দশ ঘণ্টাও অবস্থান করে (তবুও ইখতিয়ার থাকবে)। সুতরাং দিনের শুরুতে যদি সে তার কাছে পণ্যটি বিক্রি করে এবং তারা দুপুর পর্যন্ত একত্রে অবস্থান করে, তবে তাদের ইখতিয়ার থাকবে; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণীর ব্যাপকতা রয়েছে: "যতক্ষণ না তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়।" আর ইবনে উমরের হাদিসে এসেছে: "অথবা তাদের একজন অন্যজনকে ইখতিয়ার প্রদান করবে।" অর্থাৎ: একজন অন্যজনকে বলবে: ইখতিয়ার বা সিদ্ধান্তের অধিকার কেবল তোমারই, তখন ইখতিয়ার কেবল তার জন্যই সাব্যস্ত হবে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির কোনো ইখতিয়ার থাকবে না। অথবা তারা উভয়েই বলবে: আমাদের মাঝে চুক্তি বাতিলের কোনো ইখতিয়ার থাকবে না।

এক্ষেত্রে অবস্থা চারটি হতে পারে:

১ — হয় তো ইখতিয়ার উভয়ের জন্যই সাব্যস্ত হবে; আর তা হলো সেই নিঃশর্ত বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যাতে কোনো অতিরিক্ত শর্ত নেই। তখন বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের জন্যই ইখতিয়ার থাকবে এবং তাদের প্রত্যেকেরই অধিকার থাকবে যে...

(ص: 321) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

يفسخ العقد.

2. وإما أن يتبايعا على أن لا يكون الخيار لواحد منهما، وحينئذ يلزم البيع لمجرد العقد ولا خيار لأحد.

3. وإما أن يتبايعا أن الخيار للبائع وحده دون المشتري، وهنا يكون الخيار للبائع، والمشتري لا خيار له.

4. وإما أن يتبايعا على أن الخيار للمشتري والبائع لا خيار له، وحينئذ يكون الخيار للمشتري، وليس للبائع خيار. وذلك لأن الخيار حق للبائع والمشتري فإذا رضينا بإسقاطه أو رضي أحدهما دون الآخر، فالحق لهما لا يعدوهما، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((المسلمون على شروطهم إلا شرطا حراما حلالا أو أحل حراما)).

وقول النبي عليه الصلاة والسلام: (ما لم يتفرقا)) لم يبين التفرق، ولكن المراد التفرق بالبدن، يعني ما لم يتفرق أحدهما عن الآخر، فإن تفرقا بطل الخيار ولزم البيع.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما)) وهذا هو الشاهد من الحديث في الباب؛ لأن الباب باب الصدق.

قوله: ((فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما)). ((إن صدقا)) فيما يصفان السلعة به من الصفات المرغوبة، ((وبينا)) فيما يصفان به السلعة من

চুক্তি বাতিল হয়ে যায়।

২. অথবা তারা উভয়ে এই শর্তে ক্রয়-বিক্রয় করবে যে, তাদের কারও জন্যই কোনো ইখতিয়ার (পছন্দ করার অধিকার) থাকবে না। এমতাবস্থায় কেবল চুক্তির মাধ্যমেই বিক্রয়টি চূড়ান্ত হয়ে যাবে এবং কারও জন্য কোনো ইখতিয়ার থাকবে না।

৩. অথবা তারা এই শর্তে ক্রয়-বিক্রয় করবে যে, ইখতিয়ার কেবল বিক্রেতার থাকবে, ক্রেতার নয়। এক্ষেত্রে ইখতিয়ার বিক্রেতার জন্যই সাব্যস্ত হবে এবং ক্রেতার কোনো ইখতিয়ার থাকবে না।

৪. অথবা তারা এই শর্তে ক্রয়-বিক্রয় করবে যে, ইখতিয়ার কেবল ক্রেতার থাকবে এবং বিক্রেতার কোনো ইখতিয়ার থাকবে না। এমতাবস্থায় ইখতিয়ার ক্রেতার জন্য নির্ধারিত হবে এবং বিক্রেতার কোনো ইখতিয়ার থাকবে না। এর কারণ হলো, ইখতিয়ার বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়েরই অধিকার। সুতরাং যদি আমরা তা বাতিল করতে সম্মত হই অথবা তাদের একজন

অন্যজনের অনুমতি সাপেক্ষে তাতে সম্মত হয়, তবে তা তাদেরই অধিকার এবং তাদের বাইরে যাবে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "মুসলমানগণ তাদের (আরোপিত) শর্তসমূহের ওপর অটল থাকবে, তবে এমন কোনো শর্ত ব্যতিরেকে যা কোনো হালালকে হারাম করে অথবা হারামকে হালাল করে।"

আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "যতক্ষণ না তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়", এখানে 'বিচ্ছিন্ন হওয়া'র ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি, তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শারীরিকভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া; অর্থাৎ যতক্ষণ না একজন অপরজন থেকে আলাদা হয়ে যায়। যদি তারা পৃথক হয়ে যায়, তবে ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে এবং বিক্রয়টি চূড়ান্ত হয়ে যাবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "যদি তারা সত্য বলে এবং (ত্রুটি) প্রকাশ করে, তবে তাদের কেনা-বেচায় বরকত দান করা হয়।" অত্র অধ্যায়ে এই হাদীসটির প্রাসঙ্গিকতা এখানেই; কেননা অধ্যায়টি হলো সত্যবাদিতা বিষয়ক।

তাঁর বাণী: "যদি তারা সত্য বলে এবং প্রকাশ করে, তবে তাদের কেনা-বেচায় বরকত দেওয়া হয়।" "যদি তারা সত্য বলে" অর্থাৎ পণ্যের কাঙ্ক্ষিত গুণাগুণ বর্ণনার ক্ষেত্রে তারা উভয়ে সত্যবাদিতার পরিচয় দেয়, এবং "প্রকাশ করে" অর্থাৎ পণ্যের যে সকল বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দিচ্ছে সে ক্ষেত্রে...

(ص: 322) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الصفات المكروهة. فمثلا لو باع عليه هذه السيارة وقال: هذه السيارة جديدة صنع عام كذا، ونظيفة وفيها كذا وكذا، ويمدحها بما ليس فيها، نقولا: هذا كذب فيما قال: وإذا باعه السيارة وفيها عيب ولم يخبره بالعيب نقول: هذا كتم ولم يبين. والبركة في الصدق والبيان. فالفرق بين الصدق والبيان أن الصدق فيما يكون

مرغوباً من الصفات، والبيان فيما يكون مكروهاً من الصفات، فكتبان العيب هذا ضد البيان، ووصف السلعة بما ليس فيها هذا ضد الصدق. ومثال آخر: باع عليه شاة ويقول: هذه الشاة لبنها كثير، وفيها كذا وكذا في اللبن، وهو يكذب، فهذا ضد الصدق؛ لأنه وصف السلعة بصفات مطلوبة مرغوبة، أما لو باع عليه الشاة وفيها مرض غير بين لكنه كتمه، نقول: هذا لم يبين. وإذا وصفها بما ليس فيها من الصفات المطلوبة فهذا قد كذب ولم يصدق، فالبيان إذاً للصفات المكروهة، والصدق للصفات المطلوبة، إذا وصفها بما ليس فيها من الصفات المطلوبة فهذا قد كذب ولم يصدق، وإذا كتم ما فيها من الصفات المكروهة فهذا كتم ولم يبين.

ومن هذا ما يفعله بعض الناس الآن - نسأل الله العافية- يجعل الطيب من البال فوق والرديء أسفل، فهذا لم يبين ولم يصدق أيضاً، لم يبين لأنه ما بين التمر المعيب، ولم يصدق لأنه أظهر التمر بظهر طيب وليس كذلك. ومن هذا ما يفعله بعض الذين يبيعون السيارات، يبيعونها في المعارض، والبائع يعلم علم اليقين أن فيها عيباً، لكن يكتمه ويقول

অপ্রিয় গুণাবলি। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ কারো কাছে একটি গাড়ি বিক্রি করে এবং বলে: এই গাড়িটি নতুন, অমুক সালে তৈরি, এটি পরিষ্কার এবং এতে এই এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে— এভাবে সে গাড়িটির এমন প্রশংসা করল যা তাতে নেই; তাহলে আমরা বলব: সে যা বলেছে তা মিথ্যা। আর যদি সে গাড়িটি বিক্রি করে অথচ তাতে কোনো ত্রুটি রয়েছে যা সে ক্রেতাকে জানায়নি, তবে আমরা বলব: সে বিষয়টি গোপন করেছে এবং তা স্পষ্ট করেনি। আর বরকত রয়েছে সততা ও স্পষ্টতার মধ্যে। সুতরাং সততা ও স্পষ্টতার মধ্যে পার্থক্য হলো, সততা হলো পছন্দনীয় গুণাবলির ক্ষেত্রে, আর স্পষ্টতা হলো অপ্রিয় বা ত্রুটিপূর্ণ গুণাবলির ক্ষেত্রে। অতএব, ত্রুটি গোপন করা স্পষ্টতার পরিপন্থী, আর পণ্যের মধ্যে নেই এমন গুণের বর্ণনা দেওয়া সততার পরিপন্থী।

অন্য একটি উদাহরণ: কেউ কোনো বকরি বিক্রি করল এবং বলল: এই বকরির দুধ অনেক বেশি, এর দুধের মধ্যে এই এই গুণ রয়েছে, অথচ সে মিথ্যা বলছে। এটি সততার পরিপন্থী; কারণ সে পণ্যটিকে এমন কিছু কাঙ্ক্ষিত ও পছন্দনীয় গুণে গুণান্বিত করেছে যা তাতে নেই। পক্ষান্তরে, সে যদি বকরিটি বিক্রি করে আর তাতে এমন কোনো রোগ থাকে যা স্পষ্ট নয় কিন্তু সে তা গোপন রাখল, তবে আমরা বলব: সে বিষয়টি স্পষ্ট করেনি। আর যখন সে পণ্যটিকে এমন কোনো কাঙ্ক্ষিত গুণে গুণান্বিত করে যা তাতে নেই, তখন সে মিথ্যা বলল এবং সত্য প্রকাশ করল না। অতএব, স্পষ্টতা হলো অপ্রিয় বা ত্রুটিপূর্ণ গুণাবলির ক্ষেত্রে, আর সততা হলো কাঙ্ক্ষিত গুণাবলির ক্ষেত্রে। যদি সে পণ্যটিকে এমন কাঙ্ক্ষিত গুণে গুণান্বিত করে যা তাতে নেই, তবে সে মিথ্যা বলল এবং সত্যবাদী হলো না; আর যদি তাতে বিদ্যমান কোনো অপ্রিয় বা ত্রুটিপূর্ণ গুণ গোপন করে, তবে সে তা গোপন করল এবং স্পষ্ট করল না।

বর্তমান সময়ে কিছু মানুষ যা করে—আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি—তা হলো উন্নতমানের পণ্য উপরে রাখা এবং নিম্নমানের পণ্য নিচে রাখা। এটি যেমন স্পষ্টতার পরিপন্থী, তেমনি সততারও পরিপন্থী। সে স্পষ্ট করেনি কারণ সে ত্রুটিপূর্ণ খেজুরগুলো প্রকাশ করেনি, আর সে সত্যবাদী হয়নি কারণ সে খেজুরগুলোকে উন্নতমানের হিসেবে উপস্থাপন করেছে অথচ বাস্তবে তা তেমন নয়।

এরই অন্তর্ভুক্ত হলো গাড়ি বিক্রেতাদের কারো কারো কর্মকাণ্ড, যারা শোরুমগুলোতে গাড়ি বিক্রি করে; বিক্রেতা নিশ্চিতভাবে জানে যে এতে ত্রুটি রয়েছে, কিন্তু সে তা গোপন করে এবং বলে

(ص: 323) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

للمشتري: ابصر بكل عيب فيها، فيبصر المشتري. لكن لو عين له العيب وحدده له ما اشتراها، وإنما يلبسون على الناس ويقولون لهم: فيها كل عيب ولم لأبع إليك إلا الإطارات أو مصابيح الإنارة، وهو يكذب ويدري ان فيها عيباً لكن لا يخبر المشتري،

وهذا حرام على الدلال (صاحب المعرض) وصاحب السيارة، فعليهما أن يبيّنا للمشتري ويقولوا له: فيها العيب كذا وكذا ويخبرانه في الشراء. أما إذا كان لا يعلم العيب فلا بأس أن يبيعها، ويشترط أنه بريء من كل عيب.

ক্রেতাকে বলা হয়: "এর মধ্যকার প্রতিটি ত্রুটি দেখে নিন", ফলে ক্রেতা তা পর্যবেক্ষণ করেন। কিন্তু যদি বিক্রেতা দোষটি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে দিতেন, তবে ক্রেতা হয়তো তা ক্রয় করতেন না। প্রকৃতপক্ষে তারা মানুষের সাথে প্রতারণা করে এবং বলে: "এতে সব ধরনের ত্রুটি বিদ্যমান এবং আমি আপনার কাছে কেবল টায়ার অথবা হেডলাইটগুলো বিক্রি করছি।" অথচ সে মিথ্যা বলছে এবং সে জানে যে এতে ত্রুটি রয়েছে, কিন্তু ক্রেতাকে তা জানায় না। এটি দালাল (শোরুম মালিক) এবং গাড়ির মালিক—উভয়ের জন্যই হারাম। বরং তাদের কর্তব্য হলো ক্রেতার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করা এবং তাকে বলা যে, এতে এই এই ত্রুটি রয়েছে এবং বিক্রয় চুক্তির সময় তাকে তা অবহিত করা।

পক্ষান্তরে, যদি বিক্রেতা ত্রুটি সম্পর্কে অবগত না থাকেন, তবে তা বিক্রি করাতে কোনো দোষ নেই এবং তিনি এই শর্তারোপ করতে পারেন যে, তিনি সকল প্রকার ত্রুটির দায় থেকে মুক্ত।

(ص: 324) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

5- باب المراقبة

قال الله تعالى: (الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ) (وَتَقْلُبَكَ فِي السَّاجِدِينَ) (الشعراء: 219/218) وقال الله تعالى (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ) (الحديد: من الآية 4) وقال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ) (آل عمران: 5) وقال تعالى: (إِنَّ رَبَّكَ لَبَاسِرٌ صَادِرٌ) (الفجر: 14) وقال تعالى: (يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ) (غافر: 19) ، والآيات في الباب كثيرة معلومة.

[الشَّرْحُ]

لما ذكر المؤلف- رحمه الله باب الصدق، وذكر الآيات والأحاديث الواردة في ذلك أعقب هذا باب المراقبة. المراقبة لها وجهان: الوجه الأول: أن تراقب الله عز وجل. والوجه الثاني: أن الله تعالى رقيب عليك كما قال تعالى: (وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا) (الأحزاب: من الآية 52).

أما مراقبتك لله فأن تعلم أن الله- تعالى- يعلم كل ما تقوم به من أقوال وأفعال واعتقادات، كما قال الله تعالى: (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ) (وَتَقْلُبْكَ فِي السَّاجِدِينَ) (الشعراء: 219/217)، يراك حين تقوم، أي: في الليل حين يقوم الإنسان في مكان خال لا يطلع عليه أحد، فالله سبحانه وتعالى يراه. حتى ولو كان في أعظم ظلمة وأحلك ظلمة؛ فإن الله تعالى يراه. وقوله: (وَتَقْلُبْكَ فِي السَّاجِدِينَ) (الشعراء: 219) أي: وأنت تتقلب في الذين

৫- পরিচ্ছেদ: মুরাকাবা (সতর্ক পর্যবেক্ষণ)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি [সালাতের জন্য] দণ্ডায়মান হন) (এবং সিজদাকারীদের মাঝে আপনার চলাফেরাও দেখেন) (আশ-শুআরা: ২১৮-২১৯)। আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন: (তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন) (আল-হাদিদ: আয়াত ৪-এর অংশ)। তিনি আরও ইরশাদ করেছেন: (নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে আসমান ও জমিনের কোনো কিছুই গোপন নেই) (আলে ইমরান: ৫)। তিনি আরও ইরশাদ করেছেন: (নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক ওত পেতে আছেন) (আল-ফজর: ১৪)। তিনি আরও ইরশাদ করেছেন: (চোখের খিয়ানত এবং অন্তর যা গোপন করে, সে সম্পর্কে তিনি পরিজ্ঞাত) (গাফির: ১৯)। এই পরিচ্ছেদে এ-সংক্রান্ত আরও অনেক পরিচিত আয়াত রয়েছে।

[ব্যাখ্যা]

যখন লেখক—আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন—সত্যবাদিতা (সিদ্দক) পরিচ্ছেদ এবং এ সম্পর্কে বর্ণিত আয়াত ও হাদিসসমূহ উল্লেখ করেছেন, তখন এরপরই তিনি মুরাকাবা বা সতর্ক পর্যবেক্ষণের পরিচ্ছেদটি নিয়ে এসেছেন। মুরাকাবার দুটি দিক রয়েছে:

প্রথম দিক: আপনি আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে সজাগ থাকবেন।

দ্বিতীয় দিক: আল্লাহ তাআলা আপনার ওপর সদা পর্যবেক্ষক, যেমনটি তিনি ইরশাদ করেছেন: (আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে পূর্ণ পর্যবেক্ষক) (আল-আহজাব: আয়াত ৫২-এর অংশ)।

আল্লাহর প্রতি আপনার মুরাকাবা বা সচেতনতা হলো—আপনি জানবেন যে আল্লাহ তাআলা আপনার সকল কথা, কাজ ও বিশ্বাসের কথা জানেন; যেমনটি আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (আর আপনি নির্ভর করুন পরাক্রমশালী পরম দয়ালুর ওপর,) (যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি দণ্ডায়মান হন) (আশ-শুআরা: ২১৭-২১৯)। তিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি দণ্ডায়মান হন, অর্থাৎ: রাতে যখন কোনো ব্যক্তি এমন নির্জন স্থানে দাঁড়ায় যেখানে কেউ তাকে দেখতে পায় না, আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা তাকে তখনো দেখেন। এমনকি যদি সে চরম ও নিবিড় অন্ধকারেও থাকে, তবুও আল্লাহ তাআলা তাকে দেখেন।

আর তাঁর বাণী: (এবং সিজদাকারীদের মাঝে আপনার চলাফেরাও দেখেন) (আশ-শুআরা: ২১৯) অর্থাৎ: আপনি যখন তাদের মাঝে অবস্থান করেন যারা...

(ص: 325) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

يسجدون في هذه الساعة، يعني تقلبك فيهم، أي: معهم، فإن الله- سبحانه وتعالى- يري الإنسان حين قيامه وحين سجوده.
وذكر القيام والسجود؛ لأن القيام في الصلاة أشرف من السجود بذكره، والسجود أفضل من القيام بهيئته.

أما كون القيام أفضل من السجود بذكره؟ فلأن الذكر المشروع في القيام هو قراءة القرآن، والقرآن أفضل الكلام.

أما السجود فهو أشرف من القيام بهيئته؛ لأن الإنسان الساجد أقرب ما يكون من ربه عز وجل، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)).

ولهذا أمرنا أن نكثر من الدعاء في السجود، كذلك من مراقبتك لله، أتعلم أن الله يسمعك، فأبي قول تقوله؛ فإن الله تعالى يسمعك؛ كما قال الله: (أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ) (الزخرف: 80)، بلي: يعني نسمع ذلك.

ومع هذا فإن الذي تتكلم به - خيراً كان أم سراً، معلناً أم ميسراً - فإنه يكتب لك أو عليك؛ كما قال الله تبارك وتعالى: (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) (ق: 18) فراقب هذا الأمر، وإياك أن تخرج من لسانك قولاً تحاسب عليه يوم القيامة، اجعل دائماً لسانك يقول الحق أو يصمت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر،

তারা এই সময়ে সিজদা করে, অর্থাৎ তাদের মাঝে আপনার বিচরণ, অর্থাৎ তাদের সাথে; কেননা মহান আল্লাহ মানুষকে তার দণ্ডায়মান অবস্থায় এবং তার সিজদাবনত অবস্থায় দেখেন। কিয়াম ও সিজদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; কারণ সালাতে কিয়াম তার জিকিরের কারণে সিজদা অপেক্ষা অধিক মর্যাদাপূর্ণ, আর সিজদা তার কাঠামোগত অবস্থার কারণে কিয়াম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

কিয়াম কেন তার জিকিরের কারণে সিজদা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? কারণ কিয়ামের সময় শরিয়তসম্মত জিকির হলো কুরআন তিলাওয়াত, আর কুরআন হলো সর্বোত্তম বাণী।

আর সিজদা তার কাঠামোগত অবস্থার প্রেক্ষিতে কিয়াম অপেক্ষা অধিক মর্যাদাপূর্ণ; কেননা সিজদাবনত মানুষ তার মহান রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী থাকে, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন: "বান্দা তার রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় যখন সে সিজদাবনত থাকে।"

একারণেই আমাদের সিজদায় অধিক পরিমাণে দোয়া করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তদ্রূপ আল্লাহর প্রতি আপনার সচেতনতার বিষয়টিও; আপনি কি জানেন যে আল্লাহ আপনাকে শুনছেন? সুতরাং আপনি যা-ই বলুন না কেন, আল্লাহ তাআলা তা শোনেন; যেমনটি আল্লাহ বলেছেন: "নাকি তারা মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও গোপন পরামর্শ শুনি না? অবশ্যই (শুনি), আর আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তো তাদের নিকটেই অবস্থান করে লিপিবদ্ধ করছে" (যুখরুফ: ৮০)। 'অবশ্যই' এর অর্থ হলো- আমি তা শুনি।

এর পাশাপাশি আপনি যা বলেন—তা ভালো হোক বা মন্দ, গোপন হোক বা প্রকাশ্য—তা আপনার পক্ষে অথবা বিপক্ষে লিপিবদ্ধ করা হয়; যেমনটি বরকতময় ও সুউচ্চ আল্লাহ বলেছেন: "মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্য সদাপ্রস্তুত প্রহরী রয়েছে" (ক্বাফ: ১৮)। অতএব এই বিষয়টি স্মরণে রাখুন এবং আপনার জিহ্বা দিয়ে এমন কোনো কথা উচ্চারণ করা থেকে বেঁচে থাকুন যার জন্য কিয়ামতের দিন আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে। সর্বদা আপনার জিহ্বাকে সত্য কথা বলার কাজে নিয়োজিত রাখুন অথবা নীরব থাকুন, যেমনটি নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে...

(ص: 326) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

فليقل خيراً أو ليصمت)).

الثالث: أن تراقب الله في شرك وفي قلبك، انظر ماذا في قلبك من الشرك بالله والرياء، والانحرافات، والحق على المؤمنين، وبغضاء، وكرهية، ومحبة للكافرين، وما اشبه ذلك من الأشياء التي لا يرضاها الله عز وجل؟

راقب قلبك، تفقده دائماً؛ فإن الله يقول: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوَسُّوهُ بِهِ نَفْسُهُ) (ق: من الآية 16) ، قبل أن ينطق به.

فراقب الله في هذه المواضع الثلاثة، في فعلك، وفي قولك، وفي سريرتك، وفي قلبك، حتى تتم لك المراقبة، ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال: ((أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)) .

اعبد الله كأنك تراه، كأنك تشاهده رأي عين، فإن لم تكن تراه فانزل إلي المرتبة الثانية: ((فإنه يراك)) .

فالأول: عبادة رغبة وطمع، أن تعبد الله كأنك تراه، والثاني: عبادة رهبة وخوف، ولهذا قال: ((فإن لم تكن تراه فإنه يراك)) .

فلا بد أن تراقب ربك، وأن تعلم أن الله رقيب عليك، أي شيء تقوله، أو تفعله، أو تضره في شرك فالله تعالى عليم به، وقد ذكر المؤلف- رحمه الله من الآيات ما يدل على هذا، فبدأ بالآية التي ذكرناها؛ وهي قوله- تعالى- لنبيه محمد النبي صلى الله عليه وعلي آله وسلم: (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ) (الَّذِي يَرَاكَ حِينَ

...তবে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা নীরব থাকে।"

তৃতীয়ত: আপনি আপনার নিভূতে ও অন্তরে আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করবেন (মুরাকাবা করবেন)। আপনার অন্তরে আল্লাহর সাথে শিরক, রিয়া (লোকদেখানো ইবাদত), বিচ্যুতি, মুমিনদের প্রতি বিদ্বেষ, ঘৃণা, অপছন্দ, কাফিরদের প্রতি ভালোবাসা এবং এ জাতীয় আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল যা পছন্দ করেন না এমন কী কী বিষয় রয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করুন।

আপনার অন্তরের তদারকি করুন, সর্বদা এর খোঁজখবর নিন; কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন: "নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার মন তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি" (সূরা ক্বাফ: আয়াতের অংশ ১৬), সে তা মুখে উচ্চারণ করার পূর্বেই।

সুতরাং এই তিনটি ক্ষেত্রে আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করুন—আপনার কর্মে, আপনার কথায় এবং আপনার গোপনীয়তা ও অন্তরে; যাতে আপনার মুরাকাবা বা আল্লাহ-সচেতনতা পূর্ণতা পায়। এই কারণেই যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহসান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা

হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন: "তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ, আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তবে (জেনে রেখো) নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে দেখছেন।"

আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করুন যেন আপনি তাঁকে দেখছেন, যেন আপনি চর্মচক্ষে তাঁকে প্রত্যক্ষ করছেন। আর যদি আপনি তাঁকে দেখতে না পান, তবে দ্বিতীয় স্তরে নেমে আসুন: "নিশ্চয়ই তিনি আপনাকে দেখছেন।"

প্রথমটি হলো: অনুরাগ ও আকাঙ্ক্ষার ইবাদত—যে আপনি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখছেন। আর দ্বিতীয়টি হলো: সম্মম ও ভীতির ইবাদত। এই কারণেই তিনি বলেছেন: "যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তবে নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে দেখছেন।"

অতএব আপনার রবের তদারকি (মুরাকাবা) করা আবশ্যিক এবং এটা জানা জরুরি যে আল্লাহ আপনার ওপর সদা দৃষ্টিমান। আপনি যা-ই বলুন না কেন, বা যা-ই করুন না কেন, অথবা অন্তরে যা-ই গোপন রাখুন না কেন, আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কে পূর্ণ পরিজ্ঞাত। লেখক (রহিমাল্লাহ) এ বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ বেশ কিছু আয়াত উল্লেখ করেছেন। তিনি সেই আয়াতটি দিয়ে শুরু করেছেন যা আমরা উল্লেখ করেছি; আর তা হলো মহান আল্লাহর বাণী যা তিনি তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন: "আর আপনি নির্ভর করুন পরাক্রমশালী পরম দয়ালুর ওপর, যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি..."

(ص: 327) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

تَقُومُوا (وَتَقْلُبُكَ فِي السَّاجِدِينَ) (إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (الشعراء: 217-220) .

الآية الثانية التي ساقها المؤلف- رحمه الله تعالى- في باب المراقبة: قوله تعالى: (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ) (الحديد: من الآية 4) الضمير (هو) يعود على الله، أي: الله سبحانه وتعالى مع عباده أينما كانوا: في بر أو بحر، أو جو، أو في ظلمة، أو في ضياء. وفي

أي حال هو معكم أينما كنتم. وهذا يدل على كمال إحاطته عز وجل بنا علماً وقدرة
 وسلطاناً وتدبيراً وغير ذلك. ولا نعني أنه سبحانه وتعالى معنا في نفس المكان الذي
 نحن فيه؛ لأن الله فوق كل شيء، كما قال الله تعالى: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى)
 (الطالب: ٥: 5) ، وقال (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ) (الأنعام: من الآية 18) وقال تعالى:
 (أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ) (الملك: من الآية 16) وقال: (وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) (البقرة:
 من الآية 255) وقال (سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) (الأعلى: 1) ، إلي غير ذلك من الآيات
 الكثيرة الدالة على أنه فوق كل شيء، لكنه عز وجل ليس كمثله شيء في جميع نعوته
 وصفاته، وهو على دنوه، قريب في علوه جل وعلا، كما قال الله تعالى: (وَإِذَا سَأَلَكَ
 عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
 إِذَا دَعَانِ) (البقرة: من الآية 186) ، ولكن يجب أن نعلم أنه ليس في الأرض، لأننا
 لو توهنا هذا، لكان فيه إبطال لعلو الله سبحانه وتعالى. وأيضاً فإن الله سبحانه لا
 يسعه شيء من مخلوقاته: (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) (البقرة: من الآية 255)
 .
 الكرسي محيط بالسموات والأرض كلها، والكرسي هو موضع قدي الرحمن عز وجل،
 والعرش أعظم وأعظم وأعظم، كما جاء في الحديث: ((إن السموات السبع والأرضيين
 السبع بالنسبة للكرسي كحلقة القيت في

...যখন আপনি দণ্ডায়মান হন। এবং সিজদাকারীদের মাঝে আপনার পদচারণা। নিশ্চয়ই তিনি
 সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা আশ-শুআরা: ২১৭-২২০)।

মুরাকাবা (আল্লাহর নজরদারির অনুভূতি) অধ্যায়ে লেখক -আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত
 বর্ষণ করুন- যে দ্বিতীয় আয়াতটি উপস্থাপন করেছেন, তা হলো মহান আল্লাহর বাণী: "তোমরা
 যেখানেই থাকো না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন।" (সূরা আল-হাদীদ: ৪ নং
 আয়াতের অংশ)। এখানে 'তিনি' সর্বনামটি আল্লাহর প্রতি নির্দেশিত। অর্থাৎ: আল্লাহ সুবহানাছ
 ওয়া তাআলা তাঁর বান্দাদের সাথেই আছেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন—স্থলে কিংবা

জলে, অন্তরীক্ষে, অন্ধকারে কিংবা আলোতে। তোমরা যে অবস্থাতেই এবং যেখানেই থাকো না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। এটি জ্ঞান, ক্ষমতা, রাজত্ব, পরিচালনা এবং অন্যান্য সকল দিক দিয়ে আমাদের ওপর মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ পরিবেষ্টনের প্রমাণ বহন করে। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি সুবহানাছ ওয়া তাআলা আমাদের সাথে একই স্থানে অবস্থান করছেন; কারণ আল্লাহ সব কিছুর উর্ধ্বে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "পরম করুণাময় আরশের ওপর সমাসীন হয়েছেন।" (সুরা তোয়াহা: ৫), এবং তিনি বলেছেন: "আর তিনি তাঁর বান্দাদের ওপর প্রবল পরাক্রমশালী।" (সুরা আল-আনআম: ১৮ নং আয়াতের অংশ), এবং আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছ তাঁর থেকে যিনি আকাশে আছেন?" (সুরা আল-মুলক: ১৬ নং আয়াতের অংশ), এবং তিনি বলেছেন: "আর তিনি সমুন্নত, সুমহান।" (সুরা আল-বাকারাহ: ২৫৫ নং আয়াতের অংশ), এবং তিনি বলেছেন: "আপনি আপনার সুউচ্চ রবের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন।" (সুরা আল-আলা: ১), এছাড়া আরও অসংখ্য আয়াত রয়েছে যা প্রমাণ করে যে তিনি সব কিছুর উর্ধ্বে। তবে তাঁর সকল গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যে তাঁর সদৃশ কেউ নেই। তিনি সুউচ্চ হয়েও অতি নিকটবর্তী এবং নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর উচ্চতা বজায় থাকে, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আর আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তবে নিশ্চয়ই আমি অতি নিকটে। যখন কোনো আহ্বানকারী আমাকে আহ্বান করে, আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই।" (সুরা আল-বাকারাহ: ১৮৬ নং আয়াতের অংশ)। তবে আমাদের অবশ্যই জানতে হবে যে, তিনি পৃথিবীতে নেই। কারণ যদি আমরা এমন ধারণা করি, তবে তা আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলার সুউচ্চতাকে অস্বীকার করার নামান্তর হবে। তাছাড়া আল্লাহর কোনো সৃষ্টিই তাঁকে ধারণ করতে পারে না: "তাঁর কুরসি আসমান ও জমিন পরিব্যাপ্ত করে আছে।" (সুরা আল-বাকারাহ: ২৫৫ নং আয়াতের অংশ)। কুরসি সমগ্র আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টন করে আছে। আর কুরসি হলো মহান রহমানের দুই কদম রাখার স্থান, আর আরশ হলো তার চেয়েও বিশাল, আরও অনেক বিশাল। যেমনটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে: "সাত আসমান ও সাত জমিন কুরসির তুলনায় মরুভূমিতে নিষ্কিণ্ট একটি আংটির ন্যায়..."

فلاة من الأرض)).

حلقة كحلقة المغفر صغيرة في فلاة من الأرض، أي مكان متسع. نسبة هذه الحلقة إلى الأرض ليست بشيء.

قال: ((زإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة)) ، فما بالك بالخالق جل وعلا! الخالق - سبحانه وتعالى- لا يمكن أن يكون في الأرض، لأنه - سبحانه وتعالى- أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته) وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ (الحديد: من الآية 4) .

واعلم أن البعية التي أضافها الله إلى نفسه تنقسم بحسب السياق والقرائن. فتارة يكون مقتضاها الإحاطة بالخلق علماً وقدرة وسلطاناً وتدبيراً وغير ذلك، مثل هذه الآية: (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ) ومثل قوله تعالى: (مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ) (البجادلة: من الآية 7) .

وتارة يكون المراد بها التهديد والإنذار، كما في قوله تعالى: (يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً) (النساء: 108) ، فإن هذا تهديد وإنذار لهم أن يبينوا ما لا يرضي من القول يكتبونه عن الناس، يظنون أن الله لا يعلم،

(জনশূন্য প্রান্তর)।

একটি শিরশ্রাণের ছোট কড়ার মতো যা কোনো বিশাল মরুপ্রান্তরে পড়ে আছে; অর্থাৎ এক প্রশস্ত স্থান। এই বিস্তীর্ণ ভূমির তুলনায় সেই কড়াটির অস্তিত্ব নগণ্য বললেই চলে।

তিনি বলেছেন: "আর কুরসির তুলনায় আরশের শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক তেমনি, যেমন এই কড়াটির তুলনায় সেই বিশাল মরুপ্রান্তরের শ্রেষ্ঠত্ব।" তাহলে মহান স্রষ্টা সম্পর্কে আপনার ধারণা কী!

ব্রহ্মা—তিনি অতি পবিত্র ও সুউচ্চ—পৃথিবীতে অবস্থান করতে পারেন না। কারণ তিনি—পবিত্র ও মহান—এতই মহান যে তাঁর কোনো সৃষ্টি তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না। (আর তিনি তোমাদের সাথেই আছেন তোমরা যেখানেই থাকো না কেন) (সূরা আল-হাদীদ: ৪ এর অংশ)।

জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তাআলা নিজের সাথে যে 'সানিধ্য' বা 'সাথে থাকা' (মাঈয়াত) গুণটিকে সম্পৃক্ত করেছেন, তা প্রেক্ষাপট এবং পারিপার্শ্বিক প্রমাণের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত। কখনো এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় জ্ঞান, ক্ষমতা, রাজত্ব, পরিচালনা এবং অন্যান্য বিষয়ের মাধ্যমে সৃষ্টির ওপর তাঁর পরিবেষ্টন। যেমন এই আয়াতটি: (আর তিনি তোমাদের সাথেই আছেন তোমরা যেখানেই থাকো না কেন) এবং মহান আল্লাহর এই বাণী: (তিনি ব্যক্তির এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থ জন হিসেবে উপস্থিত না থাকেন এবং পাঁচ ব্যক্তিরও হয় না যাতে তিনি ষষ্ঠ জন না হন; তারা এর চেয়ে কম হোক বা বেশি, তারা যেখানেই থাকুক না কেন, তিনি তাদের সাথেই থাকেন) (সূরা আল-মুজাদালাহ: ৭ এর অংশ)।

আবার কখনো এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় ভীতিপ্রদর্শন ও সতর্কীকরণ। যেমন মহান আল্লাহর এই বাণীতে রয়েছে: (তারা মানুষের কাছ থেকে আত্মগোপন করতে চায়, কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে আত্মগোপন করতে পারে না; অথচ তিনি তাদের সাথেই থাকেন যখন তারা রাতে এমন কথার ষড়যন্ত্র করে যা তিনি পছন্দ করেন না। তারা যা করে আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে আছেন) (সূরা আন-নিসা: ১০৮)। মূলত এটি তাদের জন্য এক কঠোর হুঁশিয়ারি ও সতর্কবাণী যে, তারা এমন সব কথা বা ষড়যন্ত্র করছে যা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় এবং তা তারা মানুষের কাছে গোপন রাখছে; তারা মনে করছে যে আল্লাহ তা জানেন না।

(ص: 329) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

والله - سبحانه - عليم بكل شيء.

وتارة يراد بها النصر والتأييد والتثبيت وما أشبه ذلك، مثل قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) (النحل: 128) ، وكما في قوله تعالى: (فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكُمُ أَعْمَالُكُمْ) (محمد: 35) ، والآيات في هذا كثيرة.

وهذا القسم الثالث من أقسام المعية تارة يضاف إلي المخلوق بالوصف، وتارة يضاف إلي المخلوق بالعين.

فقوله: (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) (النحل: 128) ، هذا مضاف إلي المخلوق بالوصف، فأبي إنسان يكون كذلك فالله معه.

وتارة يكون مضافاً إلي المخلوق بعين الشخص، مثل قوله تعالى: (إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) (التوبة: من الآية 40) ، فهذا مضاف إلي الشخص بعينه، وهي للرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر رضي الله عنه وهما في الغار، لما قال أبو بكر للرسول النبي صلي الله عليه وعلي آله وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلي قدميه لأبصرنا، لأن قريشاً كانت تطلب الرسول النبي صلي الله عليه وعلي آله وسلم وأباً بكر- رضي الله عنه بكل جد! ما من جبل إلا صعدت عليه، وما من واد إلا هبطت فيه، وما من فلاة إلا بحثت، وجعلت لمن يأتي بالرسول- عليه الصلاة والسلام وأبي بكر مائتي بعير، مائة للرسول، ومائة لأبي بكر، وتعب الناس وهم يطلبونها، ولكن الله معها. حتى وقفوا على الغار، يقول أبو بكر: لو نظر أحدهم إلي قدميه لأبصرنا، فيقول له الرسول عليه

এবং আল্লাহ—পবিত্র তিনি—সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।

আর কখনো তা দ্বারা সাহায্য, সমর্থন, সুদৃঢ়করণ এবং তদনুরূপ অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়, যেমন মহান আল্লাহর বাণী: (নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং

যারা সৎকর্মশীল) (আন-নাহল: ১২৮), এবং যেমনটি মহান আল্লাহর বাণীতে রয়েছে: (সুতরাং তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির আহ্বান জানিও না, যখন তোমরাই হবে বিজয়ী; আল্লাহ তোমাদের সাথেই আছেন এবং তিনি কখনো তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করবেন না)

(মুহাম্মাদ: ৩৫), আর এই বিষয়ে আয়াত অনেক রয়েছে।

আর ‘মায়িয়াহ’ বা সাথে থাকার এই তৃতীয় প্রকারটি কখনো সৃষ্টির গুণের সাথে সম্পর্কিত হয়, আবার কখনো সৃষ্টির নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত হয়।

সুতরাং তাঁর বাণী: (নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল) (আন-নাহল: ১২৮)—এটি সৃষ্টির গুণের সাথে সম্পর্কিত; সুতরাং যে কোনো মানুষ যখন এমন গুণের অধিকারী হবে, আল্লাহ তার সাথেই থাকবেন।

আর কখনো এটি সৃষ্টির নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত হয়, যেমন মহান আল্লাহর বাণী: (যদি তোমরা তাকে সাহায্য না করো, তবে আল্লাহ তো তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফিররা তাকে বের করে দিয়েছিল, সে ছিল দুইজনের দ্বিতীয়জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল; যখন সে তার সঙ্গীকে বলছিল, ‘চিন্তা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন’)

(আত-তাওবাহ: ৪০ এর অংশবিশেষ)। সুতরাং এটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত, আর তা ছিল রাসূল (সালাত ও সালাম তাঁর ওপর) এবং আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর জন্য যখন তাঁরা গুহার মধ্যে ছিলেন। যখন আবু বকর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলেছিলেন: হে আল্লাহর রাসূল, যদি তাদের কেউ নিজের পায়ের দিকে তাকাত, তবে অবশ্যই আমাদের দেখে ফেলত। কারণ কুরাইশরা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম) এবং আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে খুঁজছিল! এমন কোনো পাহাড় ছিল না যাতে তারা চড়েনি, এমন কোনো উপত্যকা ছিল না যেখানে তারা নামেনি এবং এমন কোনো মরুপ্রান্তর ছিল না যেখানে তারা তল্লাশি চালায়নি।

আর তারা ঘোষণা করেছিল যে, যে ব্যক্তি রাসূল (সালাত ও সালাম তাঁর ওপর) এবং আবু বকরকে নিয়ে আসবে তাকে দুইশত উট প্রদান করা হবে—একশত রাসূলের জন্য এবং একশত আবু বকরের জন্য। মানুষ তাঁদের খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু আল্লাহ তাঁদের সাথে ছিলেন। এমনকি যখন তারা গুহার মুখে এসে দাঁড়াল, আবু বকর বলছিলেন: যদি তাদের কেউ নিজের পায়ের দিকে তাকাত তবে আমাদের দেখে ফেলত, তখন রাসূল (সালাত ও সালাম তাঁর ওপর) তাঁকে বলছিলেন...

الصلاة والسلام: ((لا تحزن إن الله معنا، فما ظنك بأثنين الله ثالثهما؟))

والله ظننا لا يغلبهما أحد، ولا يقدر عليهما أحد. وفعلنا هذا الذي حصل؛ ما رأوهما
عدم البائع، فلم هناك عش كما يقولون ولا حمامة وقعت على الغار، ولا شجرة نبتت
على فم الغار، وما كان إلا عناية الله عز وجل؛ لأن الله معهما.

وكما في قوله - سبحانه - لموسى وهارون، لما أمر الله موسى وأرسله إلى فرعون هو
وهارون: (قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى) (قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا
أَسْمِعُ وَأَرَى) (طه 45، 46).

الله أكبر: (إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمِعُ وَأَرَى) إذا كان الله معهما هل يمكن أن يضرهما فرعون
وجنوده؟ لا يمكن، فهذه معية خاصة مقيدة بالعين: (إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمِعُ وَأَرَى).
المهم أنه يجب علينا أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى مع الخلق، لكنه فوق عرشه
ولا يساميه أحد في صفاته، ولا يدانيه أحد في صفاته، ولا يمكن أن تورث على ذهرك
أو على غيرك كيف يكون الله معنا وهو في السماء؟

نقول: الله عز وجل لا يقاس بخلقه، مع أن العلو والمعية لا منافاة بينهما حتى في
المخلوق. فلو سألنا سائل: أين موضع القبر؟ قلنا: في السماء، كما قال الله: (وَجَعَلَ
الْقَبْرَ فِيهِ نُورًا) (نوح: 16)، وإذا قال: أين موضع النجوم؟ قلنا: في السماء، واللغة
العربية يقول المتكلمون فيها: ما زلنا نسير والقبر معنا، وما زلنا نسير القبر
والنجم معنا! مع أن القبر في السماء

দরুদ ও সালাম: ((দুশ্চিন্তা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। সেই দুজনের
ব্যাপারে তোমার ধারণা কী, যাদের তৃতীয়জন স্বয়ং আল্লাহ?))

আল্লাহর কসম, আমাদের ধারণা এই যে, কেউ তাদের ওপর জয়ী হতে পারবে না এবং কেউ তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে না। বস্তুত বাস্তবেও তাই ঘটেছিল; কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকা সত্ত্বেও তারা তাদের দেখতে পায়নি। সেখানে কোনো পাখির বাসা ছিল না যেমনটি লোকে বলে থাকে, কোনো কবুতরও গুহার মুখে বসে থাকেনি, কিংবা কোনো গাছও গুহার মুখে গজিয়ে ওঠেনি। বরং এটি ছিল কেবল মহান আল্লাহর বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণ; কারণ আল্লাহ তাদের সাথে ছিলেন।

যেমন পবিত্র আল্লাহ মূসা ও হারুনকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, যখন আল্লাহ মূসাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাকে ও হারুনকে ফেরআউনের নিকট প্রেরণ করেছিলেন: (তারা উভয়ে বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশঙ্কা করছি যে, সে আমাদের ওপর বাড়াবাড়ি করবে অথবা অবাধ্যতায় লিপ্ত হবে) (আল্লাহ বললেন, তোমরা ভয় করো না, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উভয়ের সাথে আছি, আমি সবকিছু শুনি এবং দেখি) (ত্বহা ৪৫, ৪৬)।

আল্লাহ আকবার: (নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাথে আছি, আমি শুনি এবং দেখি)। আল্লাহ যদি তাদের সাথে থাকেন, তবে ফেরআউন ও তার বাহিনী কি তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে? কখনোই না। এটি একটি বিশেষ সঙ্গ (মা'ইয়্যাত), যা সরাসরি পর্যবেক্ষণের সাথে যুক্ত: (নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাথে আছি, আমি শুনি এবং দেখি)।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমাদের অবশ্যই এই বিশ্বাস পোষণ করতে হবে যে, মহান আল্লাহ সৃষ্টির সাথেই আছেন, তবে তিনি তাঁর আরশের উপরে সমাসীন। তাঁর গুণাবলিতে কেউ তাঁর সমকক্ষ নয় এবং কেউ তাঁর সমপর্যায়ের নয়। তোমার মনে বা অন্য কারও মনে যেন এই প্রশ্ন উদ্ভিত না হয় যে, আল্লাহ আকাশে থাকা সত্ত্বেও কীভাবে আমাদের সাথে থাকতে পারেন?

আমরা বলি: মহান আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির সাথে তুলনা করা চলে না। অথচ উচ্চতায় অবস্থান করা এবং সাথে থাকা—এই দুইয়ের মধ্যে এমনকি সৃষ্টির ক্ষেত্রেও কোনো বৈপরীত্য নেই। যদি কেউ আমাদের জিজ্ঞেস করে: চাঁদের অবস্থান কোথায়? আমরা বলব: আসমানে, যেমনটি আল্লাহ বলেছেন: (এবং তিনি সেখানে চন্দ্রকে করেছেন আলো) (নূহ: ১৬)। আর যদি সে জিজ্ঞেস করে: নক্ষত্ররাজির অবস্থান কোথায়? আমরা বলব: আসমানে। অথচ আরবি ভাষায় কথা বলার সময় লোকেরা বলে থাকে: "আমরা চলছিলাম আর চাঁদ আমাদের সাথেই ছিল",

এবং "আমরা চলছিলাম আর চাঁদ ও নক্ষত্র আমাদের সাথেই ছিল!" অথচ চাঁদ আসমানেই থাকে।

(ص: 331) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

والنجم في السماء، لكن هو معنا، لأنه ما غاب عنا. فالله - تعالى - وهو على عرشه - سبحانه - فوق جميع الخلق.

وتقتضي هذه الآية بالنسبة للأمر السلبي المنهجي بأنك إذا آمنت بأن الله معك، فإنك تتقيه وتراقبه؛ لأنه لا يخفى عليه عز وجل حالك مهما كنت، لو كنت في بيت مظلم ليس فيه أحد ولا حولك أحد فإن الله تعالى معك، لكن ليس في نفس المكان، وإنما محيط بك عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمرك. فتراقب الله، وتخاف الله، وتقوم بطاعته، وتترك مناهيه. والله الموفق. (إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ ...)

الآية الثالثة التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى - في باب المراقبة قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ) (آل عمران: 5) ، (شَيْءٌ) نكرة في سياق النفي في قوله: (لَا يَخْفَى) فتعم كل شيء، فكل شيء لا يخفي على الله في الأرض ولا في السماء، وقد فصل الله هذا في قوله تبارك وتعالى: (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) (الأنعام: 59) .

قال العلماء: إذا كانت الأوراق الساقطة يعلمها؛ فكيف بالأوراق النامية التي ينبتها ويخلقها؛ فهو بها أعلم عز وجل.

أما قوله: (وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ) . (حَبَّةٌ) : نكرة في سياق النفي المؤكد بمن. إذا يشمل كل ورقة صغيرة كانت أو كبيرة.

ولنفرض أن حبة صغيرة منغمسة في طين البحر، فهي في خمس

নক্ষত্র আকাশে অবস্থান করলেও তা আমাদের সাথেই রয়েছে, কারণ তা আমাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়নি। আল্লাহ তাআলা—যিনি তাঁর আরশের উপর সমাসীন এবং সকল সৃষ্টির উর্ধ্বে—তিনি পবিত্র ও সুমহান।

পদ্ধতিগত ও আচরণগত বিষয়ের ক্ষেত্রে এই আয়াতটি দাবি করে যে, আপনি যখন বিশ্বাস করবেন যে আল্লাহ আপনার সাথে আছেন, তখন আপনি তাঁকে ভয় করবেন এবং তাঁর নজরদারির কথা স্মরণে রাখবেন; কারণ আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, পরাক্রমশালী আল্লাহর নিকট আপনার কোনো অবস্থাই গোপন থাকে না। আপনি যদি এমন কোনো অন্ধকার ঘরে থাকেন যেখানে কোনো মানুষ নেই এবং আপনার আশেপাশেও কেউ নেই, সেখানেও আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে আছেন। তবে তিনি সেই নির্দিষ্ট স্থানে সশরীরে নন, বরং তিনি তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতার দ্বারা আপনাকে পরিবেষ্টন করে আছেন—মহামহিম তিনি—আপনার কোনো বিষয়ই তাঁর অগোচরে নয়। সুতরাং আপনি আল্লাহকে ভয় করবেন, তাঁর পর্যবেক্ষণে থাকার অনুভূতি লালন করবেন, তাঁর আনুগত্য করবেন এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজগুলো বর্জন করবেন। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা। (নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট কোনো কিছুই গোপন থাকে না ...)

'মুরাকাবা' (আল্লাহর নজরদারি) অধ্যায়ে লেখক—রহিমাহুল্লাহ তাআলা—তৃতীয় যে আয়াতটি উল্লেখ করেছেন তা হলো মহান আল্লাহর বাণী: "নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের কোনো কিছুই আল্লাহর নিকট গোপন থাকে না" (আলে ইমরান: ৫)। এখানে 'কিছুই' শব্দটি না-বোধক বাক্যের প্রেক্ষাপটে অনির্দিষ্ট বিশেষ্য (নাকিরাহ) হিসেবে আসায় তা সবকিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং আসমান ও যমীনের কোনো কিছুই আল্লাহর অগোচরে নয়। আল্লাহ তাআলা বিষয়টি আরও বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন তাঁর এই বাণীতে: "আর তাঁর কাছেই রয়েছে অদৃশ্যের চাবিকাঠি, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। স্থল ও সমুদ্রে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও ঝরে না এবং যমীনের গভীর অন্ধকারের মধ্যে এমন কোনো শস্যদানাও পড়ে না, আর কোনো আর্দ্র বা শুষ্ক বস্তুও নেই যা এক সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই" (আল-আনআম: ৫৯)।

উলামায়ে কেরাম বলেন: ঝরে পড়া পাতার খবর যদি তিনি রাখেন, তবে যে পাতাগুলো গজাচ্ছে এবং যা তিনি সৃষ্টি করছেন ও বৃদ্ধি করছেন, সে সম্পর্কে তিনি কত বেশি অবগত! নিশ্চয়ই তিনি সে বিষয়ে সমধিক পরিজ্ঞাত।

আর তাঁর বাণী: "আর যমীনের অন্ধকারের মধ্যে কোনো শস্যদানাও নেই"। এখানে 'শস্যদানা' শব্দটি 'মিনের' (من) মাধ্যমে সুনিশ্চিতকৃত না-বোধক প্রেক্ষাপটে অনির্দিষ্ট বিশেষ্য হিসেবে এসেছে। ফলে এটি ছোট বা বড় প্রতিটি পাতাকেই অন্তর্ভুক্ত করে।
ধরা যাক, একটি ক্ষুদ্র দানা সমুদ্রের তলদেশের কাদার মধ্যে নিমজ্জিত আছে, তবে তা পাঁচটি...

(ص: 332) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

ظلمات:

الظلمة الأولى: ظلمة الطين المنغمسة فيه.

الثانية: ظلمة الماء في البحر.

الثالثة: ظلمة الليل.

الرابعة: ظلمة السحاب المتراكم.

الخامسة: ظلمة المطر النازل.

خمس ظلمات فوق هذه الحبة الصغيرة؛ والله عز وجل يعلمها.

وقوله: (أَوَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) مكتوب،

مبين، بين، ظاهر، معلوم عند رب العالمين عز وجل.

إذا من كان هذا سعة عليه فعلي المؤمن أن يراقب الله سبحانه وتعالى، وأن يخشاه في

السر كما يخشاه في العلانية، لأن خشية الله في السر أقوى في الإخلاص، لأنه ليس

عندك أحد؛ لأن خشية الله في العلانية ربما يقع في قلبك الرياء ومراعاة الناس.

فأحرص- يا أخي المسلم- على مراقبة الله- عز وجل وأن تقوم بطاعته امتثالاً لأمره واجتناباً لنهيهِ، ونسأل الله العون على ذلك؛ لأن الله إذا لم يعننا، فإننا مخذولون؛ كما قال تعالى: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) (الفاتحة: 5) فإذا وفق العبد للهداية والاستعانة في إطار الشريعة فهذا هو الذي أنعم الله عليه.

অন্ধকারসমূহ:

প্রথম অন্ধকার: যে কাদার মধ্যে তা নিমজ্জিত রয়েছে তার অন্ধকার।

দ্বিতীয়: সমুদ্রের পানির অন্ধকার।

তৃতীয়: রাতের অন্ধকার।

চতুর্থ: পুঞ্জীভূত মেঘের অন্ধকার।

পঞ্চম: বর্ষগরত বৃষ্টির অন্ধকার।

এই ক্ষুদ্র শস্যদানাটির উপর পাঁচটি অন্ধকার বিদ্যমান; এবং আল্লাহ আযযা ওয়া জাল তা জানেন।

এবং আল্লাহর বাণী: (জমিনের গভীর অন্ধকারে কোনো শস্যদানা হোক কিংবা কোনো আর্দ্র বা শুষ্ক বস্তু হোক—সবই এক সুস্পষ্ট কিতাবে রয়েছে)। এটি রাব্বুল আলামীন আযযা ওয়া জালের নিকট লিখিত, সুস্পষ্ট, সুপ্রকাশিত এবং পরিজ্ঞাত।

অতএব, যাঁর জ্ঞানের পরিধি এত ব্যাপক, মুমিনের কর্তব্য হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে পর্যবেক্ষণ করা (মুরাকাবা) এবং নির্জনেও তাঁকে তেমন ভয় করা যেমনটি সে প্রকাশ্যে করে থাকে। কেননা নির্জনের খোদাভীতি ইখলাস বা একনিষ্ঠতার ক্ষেত্রে অধিক শক্তিশালী, কারণ সেখানে আপনার সাথে কেউ থাকে না; অন্যদিকে প্রকাশ্যে খোদাভীতির ক্ষেত্রে হুদয়ে রিয়া বা লোক-দেখানোর প্রবণতা তৈরি হতে পারে।

সুতরাং হে মুসলিম ভাই! আপনি আল্লাহর পর্যবেক্ষণে (মুরাকাবা) অবিচল থাকতে সচেষ্ট হোন এবং তাঁর আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জনের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য সম্পন্ন করুন। আমরা এ বিষয়ে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি; কারণ আল্লাহ যদি আমাদের সাহায্য না করেন, তবে আমরা সাহায্যবঞ্চিত ও লাঞ্ছিত হব; যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: (আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং কেবল আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি) [আল-ফাতিহা: ৫]।

অতএব, কোনো বান্দা যখন শরীয়তের কাঠামোর মধ্যে হেদায়েত ও আল্লাহর সাহায্য লাভের তাওফিক পায়, তবে সে-ই আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামতপ্রাপ্ত।

(ص: 333) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

(إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) (الفاتحة: 6/5) ، لا بد أن تكون العبادة في نفس هذا الصراط المستقيم، وإلا كانت ضرراً على العبد. فهذه ثلاثة أمور، هي منهج الذين أنعم الله عليهم، ولهذا قال (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) (: 6) (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) (الفاتحة: 7/6) .

الآية الرابعة التي ذكرها المؤلف- رحمه الله تعالى- في باب المراقبة: قوله تعالى: (إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ) (الفجر: 14) ، وهذه الآية ختم الله بها ما ذكره من عقوبة عاد (إِرمَ ذَاتِ الْعِمَادِ) (الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ) (وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ حَتَّىٰ جَاءُوا الصَّخِرَ بِالْوَادِ) (وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَارِ) (10) (الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ) (فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفُسَادَ) (فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ) (إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ) (الفجر: 7-14) ، فبين، عز وجل أنه بالمرصاد لكل طاغية، وأن كل طاغية فإن الله تعالى يقصم ظهره ويبيده ولا يبقى له باقية.

فعاد إرم ذات العباد، ذات البيوت العظيمة المبنية على العمد القوية، أعطاهم الله شديدة النبي صلى الله عليه وسلم فاستكبروا في الأرض وقالوا: من اشد منا قوة؟ ! فقال الله عز وجل: (؟ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً) (فصلت: من الآية 15) ، فبين الله عز وجل أنه هو اشد منهم قوة، واستدل لذلك بدليل عقلي، وهو أن الله هو الذي خلقهم، ولهذا قال: (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ)

(فصلت: من الآية 15) ؛ ولم يقل: ((أو لم يروا أن الله هو اشد منهم قوة)) قال
(الَّذِي خَلَقَهُمْ) ؛ لانه من المعلوم بالعقل علماً ضرورياً أن الخالق اقوي من
المخلوق، فالذي خلقهم هو اشد منهم قوة:)) وَكَانُوا بِآيَاتِنَا

(আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং একমাত্র আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি)
(আমাদের সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন) (আল-ফাতিহা: ৫/৬)। অবশ্যই ইবাদত হতে হবে
এই সরল পথেই, অন্যথায় তা বান্দার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এই তিনটি বিষয়ই হলো
তাদের কর্মপন্থা যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। আর এ কারণেই তিনি বলেছেন,
(আমাদের সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন) (৬) (তাদের পথ যাদের আপনি নিয়ামত দান
করেছেন, যারা ক্রোধের শিকার হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্টও নয়) (আল-ফাতিহা: ৬/৭)।
মুরাকাবা (আত্ম-পর্যবেক্ষণ) অধ্যায়ে লেখক—আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন—কর্তৃক
উল্লিখিত চতুর্থ আয়াতটি হলো মহান আল্লাহর বাণী: (নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক ওৎ পেতে
আছেন) (আল-ফজর: ১৪)। আদ জাতির শাস্তির বর্ণনার সমাপ্তিতে আল্লাহ এই আয়াতটি উল্লেখ
করেছেন: (সুউচ্চ স্তম্ভের অধিকারী ইরাম গোত্র) (যাদের মত শক্তিশালী ইতিপূর্বে পৃথিবীতে
সৃষ্টি করা হয়নি) (এবং সামুদ জাতি, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে ঘর নির্মাণ করেছিল) (এবং
বহু কীলকের অধিকারী ফেরাউন) 10) (যারা দেশসমূহে সীমালঙ্ঘন করেছিল) (এবং সেখানে
চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল) (অতঃপর আপনার প্রতিপালক তাদের ওপর শাস্তির কশাঘাত বর্ষণ
করলেন) (নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক ওৎ পেতে আছেন) (আল-ফজর: ৭-১৪)। ফলে মহান
আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি প্রতিটি জালেমের প্রতি লক্ষ্য রাখছেন। আর নিশ্চয়ই
আল্লাহ তাআলা প্রতিটি অত্যাচারীর মেরুদণ্ড ভেঙে দেন, তাকে ধ্বংস করেন এবং তার কোনো
অবশিষ্টাংশ রাখেন না।

সুউচ্চ স্তম্ভের অধিকারী ইরামের আদ বংশীয়দের বিশাল অট্টালিকা ছিল যা শক্তিশালী স্তম্ভের
ওপর নির্মিত। আল্লাহ তাদের প্রবল শক্তি দান করেছিলেন। কিন্তু তারা জমিনে অহংকার করল
এবং বলল: ‘আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আর কে আছে?’ তখন মহান আল্লাহ বললেন: (তারা
কি লক্ষ্য করেনি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ—যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন—তিনি তাদের চেয়েও
অধিক শক্তিশালী?) (ফুসসিলাত: আয়াত ১৫-এর অংশ)। এভাবে আল্লাহ স্পষ্ট করলেন যে,
তিনি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। এর স্বপক্ষে তিনি একটি যৌক্তিক প্রমাণ উপস্থাপন
করেছেন, আর তা হলো তিনিই তাদের সৃষ্টি করেছেন। এই কারণেই তিনি বলেছেন: (তারা কি

লক্ষ্য করেনি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ—যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন); তিনি কেবল এটুকু বলেননি যে (তারা কি দেখেনি যে আল্লাহ তাদের চেয়ে শক্তিশালী), বরং বলেছেন (যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন); কারণ এটি বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে একটি স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান যে, সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। সুতরাং যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী: (আর তারা আমাদের নিদর্শনসমূহকে...)

(ص: 334) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

يَجْحَدُونَ) (فصلت: من الآية 15) ، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ - سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى - بِالْقَحْطِ الشَّدِيدِ، وَأَمْسَكَتِ السَّمَاءُ مَاءَهَا فَجَعَلُوا يَسْتَقُونَ، أَي: يَنْتَظِرُونَ أَنْ اللَّهُ يَغِيْثَهُمْ، فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ فِي صَبَاحِ يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ، أَقْبَلَتْ رِيحٌ عَظِيمَةٌ تَحْمِلُ مِنَ الرَّمَالِ وَالْأُتْرُبَةِ مَا صَارَ كَأَنَّهُ سَحَابٌ مُرْكُومٌ.

(فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أُوْدِيِّتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُّبْطِرٌنَا) (الاحقاف: من الآية 24) ، حِكْمَةٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَمْ تَأْتِهِمُ الرِّيحُ هَكَذَا، وَإِنَّمَا جَاءَتْهُمْ وَهُمْ يُؤْمَلُونَ أَنَّهُ غَيْثٌ لِيَكُونَ وَقْعُهَا أَشَدَّ، شَيْءٌ أَقْبَلَ فِظْنُوهُ رِيحًا تَسْقِيهِمْ فَإِذَا هُوَ رِيحٌ تَدْمِرُهُمْ، فَكَوْنَ الْعَذَابُ يَأْتِي فِي حَالٍ يَتَأَمَّلُ فِيهَا الْإِنْسَانُ كَشَفِ الضَّرَرِ يَكُونُ أَعْظَمَ وَأَعْظَمَ.

مثل ما لو منيت شخصاً بـدراهم ثم سحبتها منه صار أشد وأعظم: (فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أُوْدِيِّتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُّبْطِرٌنَا) (الاحقاف: من الآية 24) ، لَأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَحَدَّثُونَ نَبِيَّهُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ: إِنْ كَانَ عِنْدَكَ عَذَابٌ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا، فَجَاءَتْهُمْ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ)) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا

يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ) والعياذ باللهاجت عليهم سبع ليال وثمانية أيام، لأنها بدأت من الصباح وانتهت بالغروب، فصارت سبع ليال وثمانية أيام حسوماً متتابعة قاطعة لدابرهم تحسبهم حسباً، حتى إنها تحمل الواحد منهم إلى عنان السماء، ثم ترمي به، فصاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي: مثل أصول النخل الخاوية ملتوين على ظهورهم - والعياذ بالله - كهيئة السجود؛ لأنهم يريدون أن يتخلصوا من هذه الريح بعد أن تحملهم وتضرب بهم الأرض، ولكن لم ينفعهم هذا.

অস্বীকার করছিল) (ফুসসিলাত: ১৫ নং আয়াতের অংশ), ফলে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা তাদেরকে চরম দুর্ভিক্ষের কবলে ফেললেন। আকাশ তার বারিধারা রুদ্ধ করল এবং তারা বৃষ্টির প্রতীক্ষা করতে লাগল, অর্থাৎ তারা আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যাশী ছিল। অতঃপর আল্লাহ কোনো একদিন সকালে তাদের ওপর এক 'বক্ষ্যা বায়ু' (অকল্যাণকর ঝড়) প্রেরণ করলেন। এক প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ ধেয়ে এল যা বালু ও ধূলিকণা বহন করে এমন রূপ নিল যা দেখতে স্তূপীকৃত মেঘমালার মতো মনে হচ্ছিল।

) অতঃপর তারা যখন তাদের উপত্যকার দিকে মেঘপুঞ্জ ধেয়ে আসতে দেখল, তখন তারা বলল, 'এটি তো আমাদের বৃষ্টি দানকারী মেঘ' (আল-আহকাফ: ২৪ নং আয়াতের অংশ), এটি আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার পক্ষ থেকে এক বিশেষ হিকমত। বাতাসটি এমনি এমনি আসেনি, বরং তা এমন এক অবস্থায় এসেছিল যখন তারা বৃষ্টির আশা করছিল, যাতে এর আঘাত ও প্রতিক্রিয়া আরও তীব্রতর হয়। যা ধেয়ে এল সেটিকে তারা নিজেদের সিদ্ধকারী বাতাস ভেবেছিল, অথচ সেটি ছিল তাদের সমূলে বিনাশকারী এক ঝড়। বস্তুত আযাব যখন এমন এক মুহূর্তে আপতিত হয় যখন মানুষ বিপদ মুক্তির আশা করে, তখন তা আরও বহুগুণ ভয়াবহ ও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দাঁড়ায়।

যেমন আপনি যদি কাউকে অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরে তা প্রত্যাহার করে নেন, তবে তা যেমন অনেক বেশি বেদনাদায়ক হয়, এখানেও তাই হয়েছে: (অতঃপর তারা যখন তাদের উপত্যকার দিকে মেঘপুঞ্জ ধেয়ে আসতে দেখল, তখন তারা বলল, 'এটি তো আমাদের বৃষ্টি দানকারী মেঘ' (আল-আহকাফ: ২৪ নং আয়াতের অংশ), কারণ তারা তাদের নবীর সাথে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করছিল এবং বলছিল: 'যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে তোমার প্রতিশ্রুত আযাব

আমাদের ওপর নিয়ে এসো।' তখন তাদের ওপর আপতিত হলো (এমন এক ঝড় যাতে ছিল যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)) (যা তার রবের আদেশে সবকিছুকে লগুভগু করে দিল। অতঃপর তারা এমন অবস্থায় উপনীত হলো যে, তাদের জনশূন্য ঘরবাড়ি ছাড়া আর কিছুই দৃশ্যমান রইল না) - আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এটি তাদের ওপর সাত রাত ও আট দিন নিরবচ্ছিন্নভাবে তাগুব চালাল। যেহেতু এটি সকালবেলা শুরু হয়েছিল এবং সূর্যাস্তের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছিল, তাই এটি সাত রাত ও আট দিন বিরামহীনভাবে তাদের অস্তিত্ব বিলীন করার জন্য প্রবাহিত হতে থাকল। এমনকি সেই ঝড় তাদের একজনকে আকাশের উচ্চতা পর্যন্ত তুলে নিয়ে যেত এবং অতঃপর সজোরে নিচে আছাড় মারত। ফলে তারা যেন অসার বা অন্তঃসারশূন্য খেজুর গাছের কাণ্ডের মতো হয়ে পড়ল। অর্থাৎ শিকড়চ্যুত খেজুর গাছের গোড়ার ন্যায় তারা পিঠের ওপর দুমড়ে-মুচড়ে সিজদাবনত ব্যক্তির মতো পড়ে রইল—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই। তারা সেই প্রলয়ংকরী বায়ু থেকে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিল যখন তা তাদের উপরে তুলে সজোরে ভূমিতে নিক্ষেপ করছিল, কিন্তু এটি তাদের কোনো কাজে আসেনি।

(ص: 335) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ (فصلت: 16) والعياذ بالله. أَمَّا وَتُؤَدُّ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (الفجر: 9) ، فهم أيضاً عندهم عتو وطغيان وتحد لنبيهم، حتى قالوا له: كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا (هود: من الآية 62) ، أَي كُنَّا نَرْجُوكَ وَنُظَنُّكَ عَاقِلًا، أَمَّا الْآنَ فَأَنْتَ سَفِيهٌ؛ لِأَنَّهُ مَا مِنْ رَسُولٍ أَرْسَلَ إِلَّا قَالَ لَهُ قَوْمُهُ: سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، كَمَا قَالَ اللَّهُ: كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (الذريات: 52) .

فَانظُرْهُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ (هود: من الآية 65) ، فَلَمَّا تَمَّتِ الثَّلَاثَةُ - والعياذ بالله - ارْتَجَفَتْ بِهِمُ الْأَرْضُ، وَصَبَحَ

بهم؛ فأصبحوا كهشيم المحتظر، أي: مثل سعف النخل إذا طالت عليه المدة صار كأنه هشيم محترق من الشمس والهواء، صاروا كهشيم المحتظر وماتوا عن آخرهم.

أما فرعون - وما أدراك ما فرعون- فهو ذلك الرجل الجبار المتكبر، الذي طغي وأنكر الله- عز وجل وقال لبوسى: ما رب العالمين؟ وقال لقومه: ما لكم من إله غيري نعوذ بالله، وقال لهامان وزيره: ابْنِ لِي صَرْحًا) يعني: بناءً عاليًا (لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ) (أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى) يقول تهكمًا-والعياذ بالله- (وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا) (غافر: 36، 37).

মহান আল্লাহ বলেন: "অতঃপর আমি তাদের ওপর অশুভ দিনগুলোতে প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া প্রেরণ করলাম, যাতে তাদের পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাকর আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাতে পারি; আর পরকালের আযাব তো আরও বেশি লাঞ্ছনাকর এবং তারা কোনো সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।" (ফুসসিলাত: ১৬)। আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই।

আর "সামুদ জাতি, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল" (আল-ফজর: ৯), তাদের মধ্যেও অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্য এবং তাদের নবীর প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার প্রবণতা ছিল। এমনকি তারা তাকে বলেছিল: "এর আগে আমাদের মাঝে আপনি অত্যন্ত আশাপ্রদ ব্যক্তিত্ব ছিলেন" (হুদ: ৬২-এর অংশ), অর্থাৎ আমরা আপনার প্রতি আশাবাদী ছিলাম এবং আপনাকে বুদ্ধিমান মনে করতাম; কিন্তু এখন আপনি নির্বোধ। কারণ এমন কোনো রাসূল প্রেরিত হননি যাকে তাঁর জাতি 'জাদুকর' বা 'উন্মাদ' বলেনি, যেমনটি আল্লাহ বলেছেন:

"এভাবেই, তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই কোনো রাসূল এসেছে, তখনই তারা বলেছে—সে একজন জাদুকর কিংবা পাগল।" (আয-যারিয়াত: ৫২)।

অতঃপর তিনি তাদের তিন দিনের অবকাশ দিলেন: "তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের ঘরে তিন দিন জীবনোপভোগ করে নাও, এটি এমন এক প্রতিশ্রুতি যা মিথ্যা হওয়ার নয়।" (হুদ: ৬৫-এর অংশ)। যখন তিন দিন পূর্ণ হলো—আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি—তখন পৃথিবী তাদের নিয়ে প্রকম্পিত হলো এবং এক প্রচণ্ড গর্জন তাদের আঘাত করল। ফলে তারা পশুপালকের খোঁয়াড়ের শুষ্ক খড়কুটোর মতো হয়ে গেল। অর্থাৎ, খেজুরের ডালপালা দীর্ঘ সময়

অতিবাহিত হওয়ার পর রোদ ও বাতাসে যেমন জীর্ণ ও বিগুষ্ক হয়ে যায়, তারা তেমনি হয়ে পড়ল এবং তাদের শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করল।

আর ফেরাউন—আপনি কি জানেন ফেরাউন কে ছিল?—সে ছিল সেই প্রতাপশালী ও অহংকারী ব্যক্তি, যে সীমালঙ্ঘন করেছিল এবং মহান আল্লাহকে অস্বীকার করেছিল। সে মূসাকে বলেছিল: "জগতসমূহের প্রতিপালক আবার কে?" এবং সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল: "আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো উপাস্য আছে বলে আমি জানি না"—আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই। সে তার মন্ত্রী হামানকে বলেছিল: "আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করো" অর্থাৎ অনেক উঁচু একটি অটালিকা, "যাতে আমি পৌঁছাতে পারি সেই সব পথে— আকাশমন্ডলীর পথসমূহে, আর উঁকি দিয়ে দেখতে পারি মূসার উপাস্যকে।" সে এ কথাটি বলেছিল উপহাসভরে—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—"আর আমি তো তাকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী মনে করি।" (গাফির: ৩৬-৩৭)।

(ص: 336) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وكذب في قوله: وإني لأظنه كاذباً؛ لأنه يعلم أنه صادق، كما قال الله تعالى في مناظر مع موسى، قال له موسى: لَقَدْ عَلِمْتَ يَا فِرْعَوْنُ مَا أُنْزِلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَائِرٍ وَإِنِّي لأظنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مُثْبُوراً (الاسراء: من الآية 102)، ما أنكر، مقال: علمتبل سكت، والسكوت في مقام التحدي والمناظرة يدل على الانقطاع وعدم الجواب.

وقال الله تعالى عنه وعن قومه: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًّا (النمل: من الآية 14).

فهم- والعياذ بالله- فرعون وجنوده- يعلمون أن موسى صادق، لكنهم مستكبرون جاحدون. ماذا حصل لهم؟

حصل لهم- والعياذ بالله- هزائم، أعظمها الهزيمة التي حصلت للسحرة
جمع جميع السحرة في بلاده باتفاق مع موسى- عليه الصلاة والسلام وموسى هو الذي
عين الموعد أمام فرعون، مع ان موسى أمام فرعون يعتبر ضعيفاً لولا أن الله نصره
وأيده.

قال لهم موسى: (مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُخْشَرَ النَّاسُ ضُحًى) (طه: من الآية 59) ،
يوم الزينة يوم العيد، لأن الناس يتزينون فيه ويلبسون الزينة. وقوله: (وَأَنْ
يُخْشَرَ) (النَّاسُ ضُحًى) لا في الليل في الخفاء. فجمع فرعون جميع من عنده من
عظماء السحرة وكبرائهم، واجتمعوا بموسى- عليه الصلاة والسلام وألقوا حبالهم
وعصيهم. الحبال معروفة، والعصا معروفة، ألقوها في الأرض فصارت الأرض كلها
ثعابين- حيات - تمشي،

এবং সে তার একথায় মিথ্যা বলেছে: "আর নিশ্চয় আমি তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি"; কারণ
সে জানত যে তিনি (মূসা) সত্যবাদী, যেমনটি আল্লাহ তাআলা মূসার সাথে তার বিতর্কের
বর্ণনায় বলেছেন, মূসা তাকে বলেছিলেন: "তুমি অবশ্যই জানো যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর
প্রতিপালকই এই নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্ট প্রমাণস্বরূপ নাযিল করেছেন এবং হে ফিরআউন! আমি
তো তোমাকে ধ্বংসোন্মুখ মনে করি।" (আল-ইসরা: ১০২), সে এটি অস্বীকার করেনি এবং
বলেনি যে 'আমি জানি', বরং সে চুপ ছিল। আর চ্যালেঞ্জ ও বিতর্কের ক্ষেত্রে নীরবতা দালিলিক
অক্ষমতা ও নিরন্তর হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

আর আল্লাহ তাআলা তার এবং তার সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেছেন: "তারা অন্যায় ও
অহংকারবশত নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করল, যদিও তাদের অন্তর সেগুলো সত্য বলে
দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিল।" (আন-নামল: ১৪)।

সুতরাং তারা - আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই - ফিরআউন ও তার বাহিনী - জানত যে মূসা
সত্যবাদী, কিন্তু তারা ছিল অহংকারী ও প্রত্যাখ্যানকারী। তাদের কী পরিণতি হয়েছিল?

তাদের ওপর আপতিত হয়েছিল - আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই - চরম পরাজয়, যার মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল জাদুকরদের ক্ষেত্রে সংঘটিত পরাজয়টি।

সে মূসা (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর সাথে সম্মতিক্রমে তার রাজ্যের সমস্ত জাদুকরকে একত্রিত করল। আর মূসাই ফিরআউনের সম্মুখে সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করেছিলেন, যদিও ফিরআউনের সামনে মূসা বাহ্যত অত্যন্ত দুর্বল বিবেচিত হতেন, যদি না আল্লাহ তাকে সাহায্য ও শক্তিশালী করতেন।

মূসা তাদের বললেন: "তোমাদের নির্ধারিত সময় হলো উৎসবের দিন এবং যখন পূর্বাহ্নে জনগণকে সমবেত করা হবে।" (তহা: ৫৯)। উৎসবের দিন হলো ঈদের দিন, কারণ সেদিন মানুষ সুসজ্জিত হয় এবং সুন্দর পোশাক পরিধান করে। আর তাঁর কথা: "সমবেত করা হবে" অর্থাৎ "মানুষকে পূর্বাহ্নে" একত্রিত করা হবে—রাতে বা গোপনে নয়। অতঃপর ফিরআউন তার নিকটস্থ সকল বড় ও প্রধান জাদুকরদের সমবেত করল এবং তারা মূসা (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর মুখোমুখি হলো। তারা তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো নিক্ষেপ করল। দড়ি ও লাঠি সবার পরিচিত বস্তু। তারা যখন সেগুলো মাটিতে নিক্ষেপ করল, তখন সমগ্র ভূমি সাপে-অর্থাৎ সচল বড় সাপে- পরিপূর্ণ হয়ে গেল যা দ্রুত বিচরণ করছিল।

(ص: 337) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

أرهبت الناس كلهم، حتى موسى أوقف في نفسه خيفةً فأيده الله وقال له: (لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى) (68) (وَأَلْتِ مَا فِي يَمِينِكَ) (طه: 69/68) .

فالقي ما في يمينه وهي العصا، عصاً واحدة فقط؛ فإذا هي تلقف ما يأفكون، كل الحبال والعصي أكلتها هذه العصا، سبحان الله العظيم أنت تعجب: أين ذهبت العصا؟ ليست كبيرة حتى تأكل كل هذا، لكن الله عز وجل على كل شيء قدير، فالتهمت الحبال والعصي، وكأن السحرة أعلم الناس بالسحر بلا شك، فعرفوا أن الذي حصل

লুসী ও عصاه ليس بسحر، وأنه آية من آيات الله عز وجل، فألقي السحرة
ساجدين.

وانظر إلي كلمة (ألقي) كأن هذه السجود جاء اندفاعاً بلا شعور، ما قال: سجدوا ألقوا
ساجدين، كأنهم من شدة ما رأوا اندفعوا بدون شعور ولا اختبار؛ حتى سجدوا
مؤمنين بالله ورسوله.

(قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ) (رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ) فتوعدهم فرعون واتهمهم وهو الذي
جاء بهم، فقال: (إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ) (طه: من الآية 71)، سبحان
الله! علمهم السحر وأنت الذي أتيت بهم؟! سبحان الله! لكن المكابرة تجعل البرء
يتكلم بلا عقل.

(قَالَ:) لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ) أقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى).
وَلَأَصْلَبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمَنَّ أَنَّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى) (طه: من الآية 71)، ما
الذي قالوا له؟

(قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ) ما يمكن أن نقدمك على ما رأينا من
البيّنات! أنت كذاب لست برّب، الرب رب موسى وهارون.

তারা সমস্ত মানুষকে আতঙ্কিত করেছিল, এমনকি মূসা (আলাইহিস সালাম) মনে মনে কিছুটা
ভয় পেয়েছিলেন। তখন আল্লাহ তাকে শক্তিশালী করলেন এবং বললেন: "ভয় পেয়ো না,
নিশ্চয়ই তুমিই বিজয়ী হবে (৬৮)। এবং তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ করো" (ত্বাহা:
৬৮/৬৯)।

অতঃপর তিনি তাঁর ডান হাতে যা ছিল অর্থাৎ লাঠিটি নিক্ষেপ করলেন, যা ছিল মাত্র একটি
লাঠি; আর তৎক্ষণাৎ সেটি তাদের জাদুমন্ত্রে প্রদর্শিত অলীক বস্তুগুলোকে গিলে ফেলতে লাগল।
সুবহানাল্লাহিল আযীম! এই লাঠিটি তাদের সমস্ত রশি ও লাঠি গ্রাস করে ফেলল। আপনি
হয়তো আশ্চর্যান্বিত হবেন যে, সেই লাঠিগুলো কোথায় গেল? লাঠিটি তো আকারে এত বড় ছিল

না যে সব কিছু খেয়ে ফেলবে! কিন্তু মহান আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। লাঠিটি যখন জাদুকরদের রশি ও লাঠিগুলো গ্রাস করে ফেলল, তখন জাদুকররা—যারা নিঃসন্দেহে জাদুবিদ্যা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পারদর্শী ছিল—বুঝতে পারল যে মূসা (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর লাঠির মাধ্যমে যা প্রকাশ পেয়েছে তা কোনো জাদু নয়, বরং তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা এক মহান নিদর্শন। ফলশ্রুতিতে জাদুকররা সিজদাবনত হয়ে লুটিয়ে পড়ল।

এখানে 'উলকিয়া' (তারা সিজদাবনত হয়ে পড়ল) শব্দটির প্রতি লক্ষ্য করুন; মনে হচ্ছে যেন তাদের এই সিজদাটি অবচেতন মনের এক তীব্র তাড়না থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসেছিল। এখানে এ কথা বলা হয়নি যে 'তারা সিজদা করল', বরং বলা হয়েছে 'তারা সিজদাবনত হয়ে পড়ল'। যেন তারা যা প্রত্যক্ষ করেছিল তার প্রভাবে কোনো প্রকার বিচার-বিবেচনা বা স্বেচ্ছার অপেক্ষা না করেই তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়েছিল; অবশেষে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে সিজদাবনত হলো।

(তারা বলল: "আমরা বিশ্বজগতের রবের প্রতি ঈমান আনলাম, যিনি মূসা ও হারুনের রব")। এমতাবস্থায় ফেরাউন তাদের হুমকি প্রদান করল এবং তাদের ওপর দোষারোপ করল, অথচ সে নিজেই তাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে এসেছিল। সে বলল: "নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রধান, যে তোমাদের জাদু শিক্ষা দিয়েছে" (ত্বহা: ৭১ নং আয়াতের অংশ)। সুবহানাল্লাহ! সে তাদের জাদু শিখিয়েছে অথচ আপনিই তাদের নিয়ে এসেছেন?! সুবহানাল্লাহ! মূলত দস্ত ও অহংকার মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ও বিবেকহীন কথা বলতে বাধ্য করে।

সে বলল: "আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব" অর্থাৎ ডান হাত ও বাম পা কেটে ফেলব। "এবং আমি অবশ্যই তোমাদের খেজুর গাছের কাণ্ডে শূলে চড়াব; তখন তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে কার আজাব অধিক কঠোর ও দীর্ঘস্থায়ী" (ত্বহা: ৭১ নং আয়াতের অংশ)। এর বিপরীতে তারা তাকে কী উত্তর দিয়েছিল?

(তারা বলল: "আমাদের কাছে আগত সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহের ওপর আমরা কখনোই তোমাকে প্রাধান্য দেব না")। আমরা যা সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দেখেছি, তার ওপর তোমাকে কোনোভাবেই অগ্রাধিকার দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়! তুমি মিথ্যাবাদী, তুমি কোনো রব নও; প্রকৃত রব হচ্ছেন মূসা ও হারুনের রব।

(قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ) (طه: من الآية 72)
 انظر إلي الإيمان إذا دخل القلوب! رخصت عليهم الدنيا كلها (فاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ)
 أي: افعل ما تريد) إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا) إذا قضيت علينا أن نفارق الدنيا
 (إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ) لأنه قد أكرههم
 لكي يأتوا ويقابلوا موسى (وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى) (طه: من الآية 73) ، فالإيمان إذا دخل
 القلب، واليقين إذا دخل القلب لا يفتنه شيء، وإلا فإن السحرة جنود فرعون، كانوا
 في أول النهار سحرة كفر، وفي آخر النهار مؤمنين برره، يتحدثون فرعون لما دخل في
 قلبهم من الإيمان، فهذه هزيمة نكراء لفرعون، لكن مع ذلك ما زال في طغيانه.
 وفي النهاية جمع الناس على أنه سيقضي على موسى فخرج موسى في قومه هرباً منه
 متجهاً بأمر الله إلي البحر الأحمر ويسمي ((بحر القلزم)) متجهاً إليه مشرقاً، فتكون
 مصر خلفه غرباً، فلما وصل إلي البحر وإذا فرعون بجنوده العظيمة وجحافل القوية
 خلفهم والبحر أمامهم،) قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ) البحر أمامنا وفرعون
 وجنوده خلفنا، اين نفر؟ (قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ) (الشعراء: 62) ، اللهم
 صل وسلم عليه، هكذا يقين الرسل- عليهم الصلاة والسلام- في المقامات الحرجة
 الصعبة، تجد عندهم من اليقين ما يجعل الأمر العسير- بل الذي يظن أنه
 متعذر- أمراً يسيراً سهلاً (إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ) فلما فوض الأمر إلي الله - سبحانه
 وتعالى- أوحى الله إليه: أن اضرب بعصاك البحر الأحمر. فضرب البحر بعصاة ضربة
 واحدة فأنفلق البحر اثني عشر طريقاً؛ لأن بني إسرائيل كانوا

তারা বলল, ‘আমাদের কাছে যে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি এসেছে এবং যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন,
 তাঁর ওপর আমরা তোমাকে কিছুতেই প্রাধান্য দেব না। কাজেই তুমি যা ফয়সালা করার করো’
 (সূরা ত্ব-হা: আয়াত ৭২-এর অংশ)। লক্ষ্য করুন, ঈমান যখন অন্তরে প্রবেশ করে! তাদের

নিকট সমগ্র দুনিয়া তুচ্ছ হয়ে গেল। (কাজেই তুমি যা ফয়সালা করার করো) অর্থাৎ: তুমি যা চাও তা-ই করো। (তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবনের ওপরই ফয়সালা করবে); অর্থাৎ যদি তুমি আমাদের এই পৃথিবী থেকে বিদায় করার ফয়সালাও করো। (নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি, যেন তিনি আমাদের ভুল-ত্রুটিগুলো এবং তুমি আমাদের যে জাদুর ওপর বাধ্য করেছ, তা ক্ষমা করে দেন।) কারণ সে (ফেরাউন) তাদের বাধ্য করেছিল যেন তারা আসে এবং মূসার (আলাইহিস সালাম) মোকাবেলা করে। (আর আল্লাহই শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী) (সূরা ত্ব-হা: আয়াত ৭৩-এর অংশ)। সুতরাং ঈমান যখন অন্তরে প্রবেশ করে এবং ইয়াকিন (দৃঢ় বিশ্বাস) যখন অন্তরে স্থান পায়, তখন কোনো কিছুই তাকে বিভ্রান্ত করতে পারে না। অন্যথায় এই জাদুকররা তো ফেরাউনেরই সৈন্য ছিল; তারা দিনের শুরুতে ছিল কাফির জাদুকর, আর দিনের শেষে হয়ে গেল পুণ্যবান মুমিন। অন্তরে ঈমান প্রবেশ করায় তারা ফেরাউনকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল। এটি ছিল ফেরাউনের জন্য এক শোচনীয় পরাজয়, কিন্তু তবুও সে তার অবাধ্যতায় অবিচল থাকল।

অবশেষে সে মানুষকে এই মর্মে একত্রিত করল যে, সে মূসাকে শেষ করে দেবে। তখন মূসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর কওমসহ তার হাত থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নির্দেশে লোহিত সাগরের দিকে বেরিয়ে পড়লেন—যাকে ‘কালজুম সাগর’ বলা হয়। তিনি পূর্ব দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, ফলে মিসর তাঁর পেছনে পশ্চিম দিকে রয়ে গেল। যখন তিনি সাগরের তীরে পৌঁছালেন, তখন দেখা গেল ফেরাউন তার বিশাল বাহিনী ও শক্তিশালী লস্কর নিয়ে তাদের পেছনে অবস্থান করছে, আর সামনে সমুদ্র। (মূসার সাথীরা বলল, ‘নিশ্চয়ই আমরা ধরা পড়ে যাচ্ছি’। সামনে সমুদ্র আর পেছনে ফেরাউন ও তার বাহিনী, আমরা পালাব কোথায়? (তিনি বললেন, ‘কখনোই নয়, নিশ্চয়ই আমার রব আমার সাথে আছেন, তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন’) (সূরা আশ-শুআরা: ৬২)। আল্লাহ তাঁর ওপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন।

সংকটময় ও কঠিন মুহূর্তে রাসূলগণের—তাঁদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক—ইয়াকিন এমনই হয়ে থাকে। তাঁদের মাঝে এমন ইয়াকিন খুঁজে পাবেন যা অত্যন্ত কঠিন বিষয়কে—বরং যা অসম্ভব বলে মনে হয় তাকেও—সহজ ও সরল করে দেয়। (নিশ্চয়ই আমার রব আমার সাথে আছেন, তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন)। অতঃপর যখন তিনি বিষয়টি মহান আল্লাহর ওপর সোপর্দ করলেন, তখন আল্লাহ তাঁর প্রতি ওহী পাঠালেন: তুমি তোমার লাঠি দিয়ে লোহিত সাগরে আঘাত করো। ফলে তিনি তাঁর লাঠি দিয়ে সমুদ্রের ওপর একটি আঘাত করলেন এবং সমুদ্র বিভক্ত হয়ে বারোটি রাস্তায় পরিণত হলো; কারণ বনী ইসরাঈলরা ছিল...

اثنتي عشرة قبيلة، اثني عشر سبطاً، والسبط بمعنى القبيلة عند العرب.

فَضْرِبْهُمْ وَبَلِّغْهُمْ يَبْسَ (فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً لَا تَخَافُ دَرْكاً وَلَا تَخْشَى) (طه: من الآية 77) ، فعبر موسى بقومه في أمن وأمان؛ الماء بين هذه الطرق مثل الجبال كأنه جبل واقف، الماء جوهر سيال، لكنه بأمر الله صار واقفاً كالجبال. حتى إن بعض العلماء قال: إن الله- سبحانه وتعالى - جعل في كل طود من هذه المياه، جعل فيها فرجا حتى ينظر بنو إسرائيل بعضهم إلي بعض؛ لئلا يظنوا أن أصحابهم قد غرقوا وهلكوا، من أجل أن يطمئنوا.

فلما انتهى موسى وقومه خارجين دخل فرعون وقومه، فلما تكاملوا أمر الله البحر أن يعود على حاله فانطبق عليهم، وكان بنو إسرائيل من شدة خوفهم من فرعون وقع في نفوسهم أن فرعون لم يغرق، فأظهر الله جسد فرعون على سطح الماء، قال: (فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً) (يونس: من الآية 92) ، حتى يشاهدوه بأعينهم، واطمأنوا أن الرجل قد هلك.

فتأمل هؤلاء الأمم الثلاث الذين هم في غاية الطغيان، كيف أخذهم الله- عز وجل وكان لهم بالمرصاد، وكيف أهلكوا بمثل ما يفتخرون به. فقوم عاد قالوا: من اشد منا قوة؛ فأهلكوا بالريح، وهي أصلاً لطيفة وسهلة.

وقوم صالح: أهلكوا بالرجفة والصيحة.

وفرعون أهلك بالماء والغرق، وكان يفتخر بالماء، يقول لقومه: (أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ) (أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ

অতঃপর তিনি সেগুলোতে আঘাত করলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে তা শুষ্ক হয়ে গেল: "তাদের জন্য সমুদ্রে একটি শুষ্ক পথ তৈরি করো, তুমি পিছন থেকে এসে ধরে ফেলার ভয় করবে না এবং আশঙ্কাও করবে না।" (ত্বাহা: আয়াত ৭৭ এর অংশ), ফলে মুসা তাঁর কওমকে নিয়ে অত্যন্ত নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে পার হলেন। এই পথগুলোর মধ্যবর্তী পানি ছিল পাহাড়ের মতো, যেন তা কোনো দাঁড়িয়ে থাকা পর্বত। পানি একটি প্রবাহমান তরল পদার্থ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর নির্দেশে তা পাহাড়ের ন্যায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

এমনকি কোনো কোনো আলিম বলেছেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পানির এই প্রত্যেকটি স্তূপের মাঝে কিছু ফাঁক বা গবাক্ষ তৈরি করে দিয়েছিলেন যাতে বনী ইসরাঈলরা একে অপরকে দেখতে পায়; যাতে তারা এমনটি ধারণা না করে যে তাদের সঙ্গীরা ডুবে মারা গেছে, বরং তারা যেন আশ্বস্ত হতে পারে।

যখন মুসা ও তাঁর কওম সমুদ্র পার হয়ে বেরিয়ে এলেন, তখন ফেরাউন ও তার বাহিনী তাতে প্রবেশ করল। যখন তারা সবাই সমুদ্রের ভেতরে সমবেত হলো, আল্লাহ সমুদ্রকে নির্দেশ দিলেন যেন তা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে; ফলে তা তাদের ওপর আপতিত হয়ে তাদের গ্রাস করল। ফেরাউনের প্রতি প্রবল ভয়ের কারণে বনী ইসরাঈলদের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে ফেরাউন হয়তো ডুবে মরেনি। তাই আল্লাহ ফেরাউনের দেহকে পানির উপরে ভাসিয়ে দিলেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন: "আজ আমি তোমার দেহকে রক্ষা করছি যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকো।" (ইউনূস: আয়াত ৯২ এর অংশ), যাতে তারা স্বচক্ষে তাকে দেখতে পায় এবং তারা নিশ্চিত হয় যে ব্যক্তিটি ধ্বংস হয়ে গেছে।

অতএব লক্ষ্য করুন সেই তিনটি জাতির প্রতি যারা ছিল চরম অবাধ্যতায় লিপ্ত; আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা কীভাবে তাদের পাকড়াও করলেন—নিশ্চয়ই তিনি ওত পেতে ছিলেন—এবং কীভাবে তাদের সেই জিনিস দিয়েই ধ্বংস করা হলো যা নিয়ে তারা গর্ব করত।

আদ জাতি বলেছিল: "শক্তিতে আমাদের চেয়ে প্রবল আর কে আছে?" ফলে তাদের ধ্বংস করা হলো বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে, অথচ বায়ু মূলত একটি সূক্ষ্ম ও সাবলীল বস্তু।

আর সালেহ (আ.)-এর কওম: তাদের ধ্বংস করা হয়েছিল প্রকম্পন ও বিকট চিৎকারের মাধ্যমে।

আর ফেরাউনকে ধ্বংস করা হলো পানি ও নিমজ্জনের মাধ্যমে, অথচ সে পানি নিয়ে গর্ব করত।
সে তার কওমকে বলত: "মিশরের রাজত্ব কি আমার নয়? আর এই নদীগুলো কি আমার নিচ
দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে না? তবে কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ না? নাকি আমিই শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তির
চেয়ে যে..."

(ص: 340) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ) يعني موسى (وَلَا يَكَادُ يُبِينُ) (فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ
جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ) (الزخرف: 51-53) ، فَأَغْرَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْمَاءِ .

فهذه جملة ما تشير إليه هذه الآية الكريمة: (إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ) (الفجر: 14) .
الآية الخامسة: قوله عز وجل: (يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ) (غافر: 19)
، يعلم يعني الله عز وجل (يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ) وخائنة الأعين خيانتها. فالخائنة
هنا مصدر كالعاقبة والعافية وما أشبهها.

ويجوز أن تكون اسم فاعل على أنها من خان يخون؛ فيكون من باب إضافة الصفة
إلى موصوفها.

على كل حال هذه مسألة نحوية ما تهم هنا، المهم أن للأعين خيانة، وذلك أن
الإنسان ينظر إلى الشيء ولا تظن أنه ينظر إليه نظراً محرماً، ولكن الله عز وجل
يعلم أنه ينظر نظراً محرماً.

كذلك ينظر إلى الشخص نظر كراهية، والشخص المنظور لا يدري أن هذا نظر
كراهية، ولكن الله تعالى يعلم أنه ينظر نظر كراهية، كذلك ينظر الشخص إلى شيء

محرم ولا يدري الإنسان الذي يري هذا الناظر أنه ينظر إلي الشيء نظر إنكار رضا،
ولكن الله سبحانه هو يعلم ذلك- فهو- سبحانه وتعالى- يعلم خائنة الأعين.
ويعلم أيضاً ما تخفي الصدور أي: القلوب؛ لأن القلوب في الصدور، والقلوب هي التي
يكون بها الفهم، ويكون

...এই ব্যক্তিটি যে তুচ্ছ (অর্থাৎ মূসা) এবং সে স্পষ্টভাবে কথা বলতেও পারে না। তার কাছে কেন সোনার কাঁকন পাঠানো হলো না অথবা তার সাথে সারিবদ্ধভাবে ফেরেশতারা কেন এলো না? (যুখরুফ: ৫১-৫৩), অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাকে পানিতে ডুবিয়ে মারলেন।

এটিই হলো সেই ব্যাপক মর্মার্থ যার প্রতি এই সম্মানিত আয়াতটি ইঙ্গিত করে: নিশ্চয় আপনার রব ওত পেতে আছেন। (ফাজর: ১৪)।

পঞ্চম আয়াত: মহান আল্লাহর বাণী: তিনি চোখের খিয়ানত এবং অন্তর যা গোপন করে সে সম্পর্কে অবগত। (গাফির: ১৯), 'তিনি জানেন' অর্থাৎ মহান আল্লাহ জানেন 'চোখের খিয়ানত' আর চোখের খিয়ানত হলো তার বিশ্বাসঘাতকতা। এখানে 'খাইনাহ' শব্দটি 'আকিবাহ' এবং 'আফিয়াহ' বা এই জাতীয় শব্দগুলোর মতো মাসদার (ক্রিয়ামূল)।

আবার এটি 'খান-ইয়াখুনু' থেকে আগত হওয়ার কারণে 'ইসম ফায়েল' (কর্তৃবাচক বিশেষ্য) হওয়াও সম্ভব; সেক্ষেত্রে এটি গুণকে (সিফাত) গুণান্বিতের (মাউসূফ) দিকে সম্বন্ধ করার অন্তর্ভুক্ত হবে।

যাই হোক, এটি একটি ব্যাকরণগত মাসআলা যা এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়; গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো চোখেরও খিয়ানত রয়েছে। আর তা হলো মানুষ কোনো জিনিসের দিকে তাকায় এবং আপনি মনে করেন না যে সে নিষিদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, কিন্তু মহান আল্লাহ জানেন যে সে নিষিদ্ধ দৃষ্টিতেই তাকাচ্ছে।

অনুরূপভাবে সে কোনো ব্যক্তির দিকে বিদ্বেষের দৃষ্টিতে তাকায়, অথচ যাকে দেখা হচ্ছে সে জানে না যে এটি বিদ্বেষের দৃষ্টি, কিন্তু আল্লাহ তাআলা জানেন যে সে বিদ্বেষের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। একইভাবে কোনো ব্যক্তি কোনো নিষিদ্ধ বিষয়ের দিকে তাকায় এবং যে ব্যক্তি এই দর্শককে দেখছে সে বুঝতে পারে না যে সে কি এটি ঘৃণাভরে দেখছে নাকি সন্তুষ্টির সাথে, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহ তাআলা তা জানেন—কারণ তিনি—পবিত্র ও মহান আল্লাহ—চোখের খিয়ানত সম্পর্কে সম্যক অবগত।

তিনি আরও জানেন যা বক্ষসমূহ অর্থাৎ অন্তরসমূহ গোপন করে; কারণ অন্তর বক্ষের ভেতরেই অবস্থিত, আর অন্তর দিয়েই বোধশক্তি ও উপলব্ধি সম্পন্ন হয় এবং...

(ص: 341) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

بها التدبير، كما قال الله: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا) (الحج: من الآية 46) (فَإِنَّهَا لَا تَعْيَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْيَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) (الحج: من الآية 46) .

سبحان الله! كأن هذه الآية تنزل على حال الناس اليوم، بل حال الناس في القديم.
يعني: هل العقل في الدماغ أو العقل في القلب؟

هذه مسألة أشكلت على كثير من النظار الذين ينظرون إلى الأمور نظرة مادية لا يرجعون فيها إلى قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم.
وإلا فالحقيقة أن الأمر فيها واضح أن العقل في القلب، وأن القلب في الصدر) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا) وقال (فَإِنَّهَا لَا تَعْيَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْيَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) (الحج: من الآية 46) ولم يقل القلوب التي في الأدمغة قال (الَّتِي فِي الصُّدُورِ) ، فالأمر فيه واضح جداً أن العقل يكون في القلب، ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، إلا وهي القلب)).

فما بالك بأمر شهد به كتاب الله، والله تعالى هو الخالق العالم بكل شيء، وشهدت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم!

إن الواجب علينا إزاء ذلك أن نطرح كل قول يخالف كتاب الله تعالى

এর মাধ্যমেই ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনা সম্পন্ন হয়, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তবে কি তারা জমিনে ভ্রমণ করেনি, যাতে তাদের এমন হৃদয় হত যা দিয়ে তারা বুঝতে পারত অথবা এমন কান হত যা দিয়ে তারা শুনতে পারত?" (আল-হজ্জ: ৪৬-এর অংশবিশেষ)। "বস্তুত চোখ তো অন্ধ হয় না, বরং অন্ধ হয় বক্ষস্থিত হৃদয়সমূহ।" (আল-হজ্জ: ৪৬-এর অংশবিশেষ)। সুবহানাল্লাহ! মনে হয় যেন এই আয়াতটি বর্তমান যুগের মানুষের অবস্থার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে, বরং তা অতীতের মানুষের ক্ষেত্রেও সত্য। অর্থাৎ: বুদ্ধি কি মস্তিষ্কে থাকে, নাকি বুদ্ধি হৃদয়ে থাকে?

এটি এমন একটি মাসআলা যা অনেক চিন্তাবিদ বা পর্যবেক্ষকদের নিকট অস্পষ্ট রয়ে গেছে, যারা বিষয়গুলোকে নিছক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন এবং এক্ষেত্রে মহান আল্লাহর বাণী ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণীর দিকে ফিরে আসেন না।

নতুবা প্রকৃত সত্য হলো এই যে, বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট যে বুদ্ধি হৃদয়ে থাকে, আর সেই হৃদয় বক্ষে অবস্থিত। (আল্লাহ বলেন:) "তবে কি তারা জমিনে ভ্রমণ করেনি, যাতে তাদের এমন হৃদয় হত যা দিয়ে তারা বুঝতে পারত।" এবং তিনি বলেছেন, "কিন্তু অন্ধ হয় সেই হৃদয় যা বক্ষস্থিত।" (আল-হজ্জ: ৪৬)। তিনি এ কথা বলেননি যে, সেই হৃদয় যা মস্তিষ্কে থাকে; বরং বলেছেন, "যা বক্ষস্থিত।" সুতরাং বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার যে, বুদ্ধি হৃদয়েই থাকে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণীও একে সমর্থন করে: "জেনে রেখো, শরীরের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে; যদি তা সঠিক থাকে তবে পুরো শরীরই সঠিক থাকে, আর যদি তা নষ্ট হয়ে যায় তবে পুরো শরীরই নষ্ট হয়ে যায়; জেনে রেখো, তা হলো কলব বা হৃদয়।"

সুতরাং যে বিষয়ে আল্লাহর কিতাব সাক্ষ্য প্রদান করেছে—অথচ মহান আল্লাহই হলেন সবকিছুর স্রষ্টা ও সর্বজ্ঞাতা—এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহও সাক্ষ্য দিয়েছে, সে বিষয়ে আর কী বলার থাকতে পারে!

এমতাবস্থায় আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব হলো মহান আল্লাহর কিতাবের পরিপন্থী প্রতিটি বক্তব্য বা মতবাদকে বর্জন করা।

وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن نجعله تحت أقدامنا، وأن لا نرفع به رأساً.

إذا: القلب هو محل العقل ولاشك، ولكن الدماغ محل التصور، ثم إذا تصورهما
وجهزها بعث بها إلي القلب، ثم القلب يأمر أو ينهي النبي صلى الله عليه وسلم فكأن
الدماغ (سكرتير) يجهز الأشياء ثم يدفعها إلي القلب، ثم القلب يوجه، يأمر أو
ينهي، وهذا ليس بغريب) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (الذريات: 21) ، وفي هذا
الجسم أشياء غريبة تحار فيها العقول، فليس بغريب أن الله- سبحانه وتعالى-
يجعل التصور في الرأس، فيتصور الدماغ وينظم الأشياء، حتى إذا لم يبق إلا الأوامر
أرسلها إلي القلب، ثم القلب يحرك، يأمر أو ينهي.

لأن النبي- عليه الصلاة والسلام قال: (0 إذا صلحت صلح الجسد) فلو أن الأمر
للقلب ما كان إذا صلح صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله.

إذاً: فالقلوب هي محل العقل والتدبير للشخص، ولكن لا شك أن لها اتصالاً
بالدماغ، ولهذا إذا اختل الدماغ فسد التفكير وفسد العقل! فهذا مرتبط بهذا،
لكن العقل المدبر في القلب، والقلب في الصدر) وَلَكِنْ تَعَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ
(الحج: من الآية 46) .

* * *

...এবং তাঁর রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্যাহকে, আর আমরা যেন একে (ভ্রান্ত
মতবাদকে) আমাদের পদতলে রাখি এবং এর দ্বারা মাথা তুলে না দাঁড়াই।

সুতরাং: অন্তরই হলো বুদ্ধিবৃত্তির আধার, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে মস্তিষ্ক হলো
উপলব্ধির স্থান; মস্তিষ্ক যখন কোনো বিষয় কল্পনা ও বিন্যস্ত করে, তখন তা অন্তরের নিকট
প্রেরণ করে। এরপর অন্তর আদেশ দেয় অথবা নিষেধ করে। নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম)-এর বর্ণনা অনুযায়ী বিষয়টি এমন যে, মস্তিষ্ক যেন একজন সচিবের ন্যায়, যে

বিষয়গুলো গুছিয়ে অন্তরের নিকট পেশ করে। এরপর অন্তর দিকনির্দেশনা দেয় এবং আদেশ বা নিষেধ করে। আর এটি কোনো বিস্ময়কর বিষয় নয়। (আল্লাহ তাআলা বলেন:) "এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও (নিদর্শনাবলি রয়েছে), তবে কি তোমরা দেখবে না?" (আয-যারিয়াত: ২১)। এই দেহের মধ্যে এমন বিস্ময়কর সব বিষয় রয়েছে যাতে মানববুদ্ধি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। সুতরাং এটি আশ্চর্যের কিছু নয় যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উপলব্ধি করার শক্তি মাথায় রেখেছেন; ফলে মস্তিষ্ক বিষয়গুলো কল্পনা ও সুসংগঠিত করে। এরপর যখন কেবল আদেশের পর্যায় বাকি থাকে, তখন তা অন্তরের নিকট পাঠিয়ে দেয়; তখন অন্তর ক্রিয়াশীল হয় এবং আদেশ বা নিষেধ প্রদান করে।

কারণ নবি (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বলেছেন: "যদি তা (অন্তর) সংশোধিত হয়, তবে সমগ্র শরীর সংশোধিত হয়।" সুতরাং কর্তৃত্ব যদি অন্তরের হাতে না থাকত, তবে অন্তর ঠিক হলে পুরো শরীর ঠিক হতো না; আর যদি তা নষ্ট হয়ে যায়, তবে পুরো শরীরই নষ্ট হয়ে যায়। অতএব: অন্তরই হলো মানুষের বুদ্ধি ও পরিচালনার মূল কেন্দ্র, তবে মস্তিষ্কের সাথে এর যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই কারণেই মস্তিষ্কে বিকৃতি ঘটলে চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধি লোপ পায়! সুতরাং একটি অন্যটির সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে মূল পরিচালক বুদ্ধি অন্তরেই থাকে, আর অন্তর থাকে বক্ষস্থলে। (আল্লাহ তাআলা বলেন:) "বরং বক্ষস্থিত অন্তরসমূহ অন্ধ হয়ে যায়।" (আল-হাজ্জ: ৪৬)।

* * *

(ص: 343) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

60- وأما الأحاديث: فالأول: عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه قال: ((بيننا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلي ركبتيه، ووضع كفيه على

فخذيہ، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقت. فعجبنا يسأله ويصدقہ! قال: أخبرني عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته، وكتبه، ورسوله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن تري الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطق فلبثت ملياً، ثم قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)) (رواه مسلم).

ومعني ((تلد الأمة ربتها)) أي: سيدتها ومعناه: أن تكثر السراري

৬০- আর হাদিসসমূহ: প্রথমটি: উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট বসা ছিলাম, এমন সময় আমাদের সামনে অত্যন্ত ধবধবে সাদা কাপড় এবং কুচকুচে কালো চুল বিশিষ্ট একজন লোক উপস্থিত হলেন। তাঁর ওপর সফরের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না এবং আমাদের মধ্যে কেউ তাঁকে চিনত না। তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে বসলেন এবং তাঁর হাঁটুর সাথে নিজের হাঁটু মিলিয়ে দিলেন আর নিজের দু’হাত তাঁর দুই উরুর ওপর রাখলেন। এরপর বললেন: হে মুহাম্মদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: ইসলাম হলো—আপনি সাক্ষ্য দেবেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল; সালাত কায়েম করবেন; জাকাত প্রদান করবেন; রমজান মাসে রোজা পালন করবেন এবং সামর্থ্য থাকলে বায়তুল্লাহর হজ করবেন। তিনি বললেন: আপনি সত্য বলেছেন। আমরা তাঁর ওপর আশ্চর্যান্বিত হলাম যে, তিনি নিজেই তাঁকে প্রশ্ন করছেন আবার নিজেই তাঁর উত্তর সত্যায়ন করছেন! তিনি বললেন: আমাকে ইমান সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন: ইমান হলো—আপনি বিশ্বাস করবেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, পরকালের প্রতি এবং

ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি। তিনি বললেন: আপনি সত্য বলেছেন। তিনি বললেন: এবার আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন: ইহসান হলো—আপনি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন; আর আপনি যদি তাঁকে দেখতে নাও পান, তবে নিশ্চিতভাবে তিনি আপনাকে দেখছেন। তিনি বললেন: আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন: যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে অধিক কিছু জানেন না। তিনি বললেন: তবে এর আলামতসমূহ সম্পর্কে আমাকে বলুন। তিনি বললেন: যখন দাসী তার মুনিবকে জন্ম দেবে এবং আপনি নগ্ন পদ, বিবস্ত্র দেহ ও দরিদ্র মেঘপালকদের সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করতে দেখবেন। এরপর লোকটি চলে গেলেন এবং আমি দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তখন তিনি বললেন: হে উমর! তিনি ছিলেন জিবরাইল; তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শেখাতে এসেছিলেন।” (মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)।

আর “দাসী তার মুনিবকে জন্ম দেবে”—এর অর্থ হলো: তার মালিক বা কত্রীকে। এর তাৎপর্য হলো: দাসীদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাওয়া।

(ص: 344) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

حتى تلد الأمة السرية بنتاً لسيدها، وبنت السيد في معني السيد، وقيل غير ذلك.
(والعالة)) الفقراء وقوله: ((ملياً)) أي: زمان طويلاً، وكان ذلك ثلاثاً.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله حديث عمر بن الخطاب- رضي الله عنه هذا الحديث العظيم،
الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في آخره: ((أتدري من السائل)) قال:
الله ورسوله أعلم. قال: ((فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)) إذا ديننا في هذا
الحديث؛ لأنه مشتبه على كل الدين، على الإسلام، والإيمان، والإحسان.

قوله: ((بينما)) هذه ظرف تدل على المفاجأة، ولهذا تأتي بعدها ((إذا)) المفيدة للمفاجأة، وكان الصحابة- رضي الله عنهم يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يغيب عن أصحابه أو أهله: إما في البيت: في شؤون بيته- صلوات الله وسلامه عليه- يحلب الشاة ويرقع الثوب ويخصف النعل. وإما مع أصحابه في المسجد، وإما ذاهباً إلى عيادة مريض، أو زيارة قريب، أو

غير ذلك من الأمور التي لا يمضي منها لحظة إلا وهو في طاعة الله عليه الصلاة والسلام، قد حفظ الوقت، وليس مثلنا نضيع الأوقات. والغريب أن أغلي شيء عند الإنسان هو الوقت، وهو أرخص شيء عند الإنسان، قال الله: (حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ)

যাতে দাসী তার মনিবের জন্য এক কন্যা সন্তান প্রসব করে, আর মনিবের কন্যা মনিবের মর্যাদাতেই গণ্য হয়, এবং এ সম্পর্কে অন্য কথাও বলা হয়েছে। 'আল-আলা' অর্থ দরিদ্রগণ। আর তাঁর বক্তব্য: 'মালিয়ান' অর্থ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত; এবং তা ছিল তিন দিন ব্যাপী।

[ব্যাক্য]

লেখক (রহিমাল্লাহ) উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত এই মহান হাদিসটি উল্লেখ করেছেন, যার শেষাংশে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উমরকে বলেছিলেন: "তুমি কি জানো প্রশ্নকারী কে ছিলেন?" তিনি বললেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন জিবরীল, তিনি তোমাদের নিকট এসেছিলেন তোমাদের দ্বীন শেখানোর জন্য।" সুতরাং আমাদের দ্বীন এই হাদিসের মধ্যেই নিহিত; কারণ এটি সমগ্র দ্বীনকে অর্থাৎ ইসলাম, ঈমান এবং ইহসানকে অন্তর্ভুক্ত করে।

তাঁর কথা: "বাইনামা" (যখন আমরা ছিলাম)—এটি এমন একটি কালবাচক শব্দ যা আকস্মিকতা বুঝায়, একারণেই এরপর আকস্মিকতা প্রকাশক "ইয়া" আসে। সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট প্রচুর সময় অতিবাহিত

করতেন, কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবী বা তাঁর পরিবারবর্গ থেকে বিমুখ থাকতেন না:

হয় ঘরের ভেতর: নিজ গৃহস্থালির কাজে—তাঁর ওপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক—
তিনি ছাগল দোহন করতেন এবং তালি দিতেন
পোশাকে ও জুতা মেরামত করতেন।

অথবা মসজিদে তাঁর সাহাবীগণের সাথে থাকতেন, অথবা অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যেতেন,
কিংবা কোনো নিকটাত্মীর সাথে সাক্ষাৎ করতেন, অথবা

অন্য কোনো কাজে লিপ্ত থাকতেন যার একটি মুহূর্তও আল্লাহর আনুগত্য ব্যতীত অতিবাহিত হতো না—তাঁর ওপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক। তিনি সময়ের গুরুত্ব রক্ষা করতেন, আমাদের মতো সময় অপচয় করতেন না। আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, মানুষের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু হলো সময়, অথচ মানুষের কাছে এটিই সবচেয়ে সস্তা ও গুরুত্বহীন বিষয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "পরিশেষে যখন তাদের কারো কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলে, হে আমার রব! আমাকে পুনরায় (দুনিয়ায়) ফেরত পাঠান।"

(ص: 345) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

(لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ) (المؤمنون: 99, 100), حتى لا يضيع على الوقت. ما يقول: لعلِّي أتمتع في المال، أو أتمتع بالزوجة، أو أتمتع في المركوب، أو أتمتع في القصور، بل يقول: لعلِّي أعمل صالحاً فيما تركت. مضي على الوقت وما استفدت منه، فالوقت هو أغلي شيء، لكن هو أرخص شيء عندنا الآن، نمضي أوقاتنا كثيرة بغير فائدة، بل نمضي أوقاتنا كثيرة فيما يضر، ولست أتحدث عن رجل واحد، بل عن عموم المسلمين. اليوم- مع الأسف الشديد- أنهم في سهو وهو وغفلة، ليسوا جادين في أمور دينهم، أكثرهم في غفلة وفي ترف،

ينظرون ما يتترف به أبدانهم وإن أتلّفوا أديانهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان دائماً في المصالح الخاصة أو العامة، عليه الصلاة والسلام.

فبينما الصحابة عنده جلوس، إذا طلع عليهم رجل ((شديد بياض الثياب النبي صلي الله عليه وسلم شديد سواد الشعر، لا يري عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد)) وهذا غريب! ليس مسافراً حتى نقول إنه غريب عن البلد، ولا يعرف فنقول إنه من أهل البلد.

فتعجبوا منه، ثم هذا الرجل الذي جاء نظيفاً: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، أي: شاب لا يري عليه أثر السفر، لأن المسافر- لا سيما في ذلك الوقت- يكون أشعث أغبر؛ لأنهم يمشون على الإبل، أو على الإقدام، والأرض غير مسفلتة، كلها غبار، لكن هذا لا يري عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، فهو غريب ليس بغريب!

(যাতে আমি যা পেছনে রেখে এসেছি সে বিষয়ে নেক আমল করতে পারি) (আল-মুমিনুন: ৯৯, ১০০), যাতে সময় নষ্ট না হয়ে যায়। সে এ কথা বলে না যে: হয়তো আমি অর্থ-সম্পদ ভোগ করব, অথবা স্ত্রীর সাহচর্য উপভোগ করব, কিংবা বাহন নিয়ে আমোদ করব, অথবা প্রাসাদে বিলাসিতা করব; বরং সে বলে: হয়তো আমি যা পেছনে রেখে এসেছি সে বিষয়ে নেক আমল করতে পারি।

সময় অতিবাহিত হয়ে গেল অথচ আমি তা থেকে কোনো উপকার গ্রহণ করলাম না। সময় হলো সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু, কিন্তু বর্তমানে আমাদের কাছে এটিই সবচেয়ে সস্তা জিনিস। আমরা আমাদের প্রচুর সময় কোনো উপকার ছাড়াই ব্যয় করি, এমনকি অনেক সময় ব্যয় করি ক্ষতিকর কাজে। আর আমি কেবল একজন ব্যক্তির কথা বলছি না, বরং সাধারণ মুসলিমদের কথা বলছি। আজকের দিনে—অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে—তারা অমনোযোগিতা, খেল-তামাশা ও গাফলতির মধ্যে নিমজ্জিত। তারা তাদের দ্বীনের বিষয়ে নিষ্ঠাবান নয়। তাদের অধিকাংশই গাফলতি ও বিলাসিতায় মত্ত। তারা তাদের শরীরকে কীভাবে আরাম-আয়েশে রাখবে তা নিয়েই চিন্তিত, যদিও তা তাদের দ্বীনকে ধ্বংস করে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক কল্যাণের কাজে নিয়োজিত থাকতেন, তাঁর ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

একদা যখন সাহাবীগণ তাঁর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন, হঠাৎ তাঁদের সামনে এক ব্যক্তি আবির্ভূত হলেন, যাঁর পোশাক ছিল ধবধবে সাদা এবং চুল ছিল কুচকুচে কালো। তাঁর ওপর সফরের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না এবং আমাদের কেউ তাঁকে চিনতও না। আর এটিই ছিল বিস্ময়কর! তিনি মুসাফির ছিলেন না যে আমরা বলব তিনি এই জনপদের অপরিচিত কেউ, আবার পরিচিতও ছিলেন না যে আমরা বলব তিনি এই জনপদেরই অধিবাসী।

তাঁরা এতে আশ্চর্যান্বিত হলেন। অতঃপর এই ব্যক্তি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন অবস্থায় এসেছিলেন: ধবধবে সাদা পোশাক, কুচকুচে কালো চুল; অর্থাৎ এমন এক যুবক যাঁর ওপর সফরের কোনো ছাপ ছিল না। কারণ মুসাফির—বিশেষ করে সেই সময়ে—এলোমেলো চুল ও ধূলিধূসরিত অবস্থায় থাকতেন; কারণ তাঁরা উটের পিঠে চড়ে কিংবা পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করতেন এবং রাস্তাঘাট ছিল কাঁচা ও ধুলোবালিতে পূর্ণ। কিন্তু তাঁর মাঝে সফরের কোনো চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছিল না এবং আমাদের কেউ তাঁকে চিনতও না। সুতরাং তিনি একজন অপরিচিত ব্যক্তি হয়েও যেন অপরিচিত ছিলেন না!

(ص: 346) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

حتى جاء وجلس إلي النبي- عليه الصلاة والسلام وهذا الرجل هو جبريل- عليه الصلاة والسلام أحد الملائكة العظام، بل هو أفضل الملائكة فيعلم؛ لشرف عمله؛ لأنه يقوم بحمل الوحي من الله إلي الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهو ملك عظيم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها مرتين: مرة في الأرض، ومرة في السماء.

— مرة في الأرض وهو في غار حراء، رآه وله ستمائة جناح، قد سد الأفق - كل الأفق —
أمام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يري السماء من فوق، لأن هذا الملك قد سد
الأفق؛ لأنه له ستمائة جناح.

سبحان الله!! لأن الله يقول في الملائكة: (جَاعِلِ الْمَلَائِكَةَ رُسُلًا أُولِي أَجْنَحَةٍ) (فاطر:
من الآية 1) ، لهم أجنحة يطيرون بها طيراناً سريعاً.

والمرة الثانية عند سدرة المنهي. قال الله تبارك وتعالى: (إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى)
(النجم: 4) (عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى) (وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى) (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى) (فَكَانَ قَابَ
قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى) (النجم: 9/4) .

هذا في الأرض، دنا جبريل من فوق فتدلي، أي: قرب إلي محمد صلي الله عليه وسلم
فأوحى إلي عبده- الرسول عليه الصلاة والسلام ما أوحاه من وحي الله الذي حملة
إياه.

أما الثانية: فقال: (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى) (عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى) (النجم: 14/13) ،
فهذا جبريل. ولكن الله جعل للملائكة قدرة على أن يتشكوا بغير أشكالهم الأصلية،
فها هو قد جاء في صورها هذا الرجل.

قوله: ((حتى جلس إلي النبي صلي الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلي ركبتيه)) أي
أسند

পরিশেষে তিনি আসলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে বসলেন। এই
ব্যক্তিটি হলেন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম, যিনি মহান ফেরেশতাদের একজন; বরং
আমাদের জানামতে তিনিই ফেরেশতাদের মধ্যে সর্বোত্তম; তাঁর কর্মের মর্যাদার কারণে। কারণ
তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) নিকট ওহী বহন করার দায়িত্ব
পালন করেন। তিনি এক মহান ফেরেশতা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তাঁর
প্রকৃত সৃষ্টিগত আকৃতিতে দুই বার দেখেছেন: একবার পৃথিবীতে এবং একবার আকাশে।

— একবার পৃথিবীতে যখন তিনি হেরা গুহায় ছিলেন। তিনি তাঁকে দেখেছিলেন এমতাবস্থায় যে তাঁর ছিল ছয়শত ডানা, যা দিগন্তকে—সমগ্র দিগন্তকে—আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উপরের দিকে আকাশ দেখা যাচ্ছিল না, কারণ এই ফেরেশতা দিগন্তকে রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন; যেহেতু তাঁর ছিল ছয়শত ডানা।

সুবহানাল্লাহ!! কারণ ফেরেশতাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: (যিনি ফেরেশতাদের করেছেন বার্তাবাহক, যারা পক্ষবিশিষ্ট) (সূরা ফাতির: আয়াত ১-এর অংশ), তাঁদের ডানা রয়েছে যার মাধ্যমে তাঁরা দ্রুতগতিতে উড্ডয়ন করেন।

আর দ্বিতীয়বার সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন: (এটি তো কেবল ওহী যা প্রত্যাদেশ করা হয়)

(সূরা আন-নাজম: ৪) (তাঁকে শিক্ষা দান করেন এক শক্তিশালী সত্তা,) (যিনি উচ্চ দিগন্তে ছিলেন,) (অতঃপর তিনি নিকটবর্তী হলেন এবং ঝুলে পড়লেন,) (ফলে তাঁদের মধ্যে দুই ধনুক পরিমাণ বা তার চেয়েও কম ব্যবধান রইল।) (সূরা আন-নাজম: ৪/৯)।

এটি ছিল পৃথিবীতে, জিবরাঈল উপর থেকে নিকটবর্তী হলেন এবং ঝুলে পড়লেন, অর্থাৎ: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হলেন এবং তাঁর দাসের প্রতি—অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি—আল্লাহর সেই ওহী পৌঁছে দিলেন যা তাঁকে বহন করতে দেওয়া হয়েছিল।

আর দ্বিতীয়বারের ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন: (আর অবশ্যই তিনি তাঁকে আরেকবার দেখেছিলেন,) (সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে,) (সূরা আন-নাজম: ১৩/১৪),

ইনিই জিবরাঈল। তবে আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে তাঁদের মূল রূপ ব্যতিরেকে অন্য রূপে আত্মপ্রকাশ করার ক্ষমতা দান করেছেন। তাই তিনি এই ব্যক্তির অবয়বে আগমন করেছেন।

তাঁর উক্তি: ((পরিশেষে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে বসলেন এবং তাঁর দুই হাঁটু তাঁর (নবীর) দুই হাঁটুর সাথে মেলালেন)) অর্থাৎ ঠেকিয়ে রাখলেন।

শিষ্টাচারের পূর্ণতা, যাতে সে অত্যন্ত বিনয় ও প্রস্তুতির সাথে বসে এবং যা বলা হচ্ছে তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে।

তিনি এভাবে বসলেন এবং এরপর বললেন: ((হে মুহাম্মদ, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন)) - তিনি 'হে আল্লাহর রাসূল' বলেননি - যেমনটা গ্রাম্য মরুবাসী বেদুইনরা করে থাকে; কারণ বেদুইনরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসত, তখন তারা বলত: হে মুহাম্মদ।

পক্ষান্তরে যারা মহান আল্লাহর শেখানো শিষ্টাচার সম্পর্কে অবগত হয়েছেন, তারা 'হে মুহাম্মদ' বলেন না; বরং তারা বলেন: হে আল্লাহর রাসূল। কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে ইরশাদ করেছেন: "তোমরা রাসূলের আহ্বানকে তোমাদের একে অপরের আহ্বানের মতো গণ্য করো না" (সূরা আন-নূর: ৬৩)। এটি তাঁকে নাম ধরে ডাকার ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি তাঁর আদেশ বা নিষেধের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুতরাং আমরা তাঁর আদেশকে সাধারণ মানুষের আদেশের মতো মনে করব না যে, ইচ্ছা হলে পালন করলাম আর ইচ্ছা হলে বর্জন করলাম; এবং তাঁর নিষেধকেও মানুষের নিষেধের মতো মনে করব না যে, ইচ্ছা হলে ছেড়ে দিলাম আর ইচ্ছা হলে লিপ্ত হলাম।

অনুরূপভাবে আমরা যখন তাঁকে সম্বোধন করব, তখন একে অপরকে ডাকার মতো করে ডাকব না যে বলব: হে অমুক, হে অমুক, যেভাবে আপনি আপনার বন্ধুকে ডাকেন। বরং আপনি বলবেন: হে আল্লাহর রাসূল। কিন্তু বেদুইনরা—ইলম থেকে দূরে থাকার কারণে এবং তাদের অধিকাংশের অজ্ঞতার দরুন—যখন আসত, তখন তারা তাঁকে নাম ধরে ডাকত এবং বলত: হে মুহাম্মদ।

তিনি বললেন: ((আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন)) অর্থাৎ: ইসলাম কী? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ((তুমি এই সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল))।

এটি প্রথম রুকন: আপনি মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে এবং অন্তরে স্বীকৃতির মাধ্যমে সাক্ষ্য দেবেন যে: আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই...

الله، يعني: لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى.
والوهية الله فرع عن ربوبيته؛ لأن من تاله الله أقر بالربوبية، إذ إن المعبود لا بد أن يكون رباً، ولا بد أن يكون أيضاً كامل الصفات، ولهذا تجد الذين ينكرون صفات الله- عز وجل عندهم نقص عظيم في العبودية، لنهم يعبدون من لا شيء.
فأرب لا بد أن يكون كامل الصفات، حتى يعبد بمقتضي هذه الصفات، ولهذا قال الله تعالى: (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا) (الأعراف: من الآية 180) ، ((أدعوه)) أي: تعبدوا له وتوسلوا بأسمائه إلي مطلوبكم. فالدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة.

المهم أنه قال: ((أن تشهد أن لا إله إلا الله)) ، فلا له من الخلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا شمس، ولا قمر ولا سجود ولا حجر، ولا بر، ولا بحر، ولا ولي، ولا صديق، ولا شهيد، ولا إله إلا الله وحده.
وهذه الكلمة أرسل الله بها جميع الرسل، فقال الله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ) (الأنبياء: 25) وقال تعالى: (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ) (النحل: من الآية 36) أي: ابتعدوا عن الشرك.

فهذه الكلمة إذا حققها الإنسان وقالها من قلبه ملتزماً بها تقضيه من الإيمان والعمل الصالح، فإنه يدخل الجنة بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل

আল্লাহ, অর্থাৎ: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ব্যতীত আর কোনো সত্য উপাস্য নেই।
আল্লাহর উলুহিয়াত (উপাস্য হওয়া) তাঁর রুবুবিয়াতের (প্রভুত্ব) একটি শাখা; কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে, সে তাঁর রুবুবিয়াতকেও স্বীকার করে নেয়। কারণ

উপাস্যকে অবশ্যই প্রতিপালক হতে হয় এবং তাঁকে অবশ্যই সকল গুণের দিক থেকে পরিপূর্ণ হতে হয়। এই কারণেই আপনি দেখতে পাবেন যে, যারা মহান আল্লাহর গুণাবলীকে অস্বীকার করে, তাদের ইবাদতে এক বিশাল ঘাটতি রয়েছে; কারণ তারা মূলত এমন কিছুই ইবাদত করেছে যার কোনো (সত্তাগত) অস্তিত্ব নেই।

সুতরাং প্রতিপালককে অবশ্যই পূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে, যাতে সেই গুণাবলীর দাবি অনুযায়ী তাঁর ইবাদত করা যায়। এই কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ, সুতরাং তোমরা তাঁকে সেই নামসমূহেই ডাকো।" (সূরা আল-আরাফ: ১৮০-এর অংশ)। "তাঁকে ডাকো" অর্থাৎ: তাঁর ইবাদত করো এবং তোমাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাঁর নামসমূহের উসিলা গ্রহণ করো। এখানে 'আহবান' বা 'ডাকা' শব্দটি প্রার্থনা এবং ইবাদত উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে।

মূল কথা হলো তাঁর এই বাণী: "তুমি সাক্ষ্য দাও যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই।" সুতরাং সৃষ্টির মধ্যে তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই—না কোনো নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা, না কোনো প্রেরিত নবী, না সূর্য, না চন্দ্র, না কোনো সিজদাহর বস্তু, না কোনো পাথর, না স্থলভাগ, না জলভাগ, না কোনো ওলী, না কোনো সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি, আর না কোনো শহীদ; বরং একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই।

এই বাণী দিয়েই আল্লাহ তাআলা সকল রাসূলকে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাঁর প্রতি এই ওহীই নাযিল করেছি যে, আমি ছাড়া অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো।" (সূরা আল-আম্বিয়া: ২৫)। তিনি আরও বলেন: "আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো।" (সূরা আন-নাহল: ৩৬-এর অংশ)। অর্থাৎ: শিরক থেকে দূরে থাকো।

অতএব, মানুষ যখন এই বাণীর মর্মার্থ উপলব্ধি করে এবং ঈমান ও নেক আমলের দাবি অনুযায়ী তা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উচ্চারণ করে, তখন সে এর মাধ্যমেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "দুনিয়াতে যার শেষ কথা হবে 'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই', সে প্রবেশ করবে (জান্নাতে)।"

الجنة)) ، جعلنا الله وإياكم منهم.

وقوله: ((وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ)) أي: تشهد بأن محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العربي رسول الله، ولم يذكر من سواه من الرسل؛ لأنه نسخ جميع الأديان كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ناسخ لما قبله من الأديان.

فكل الأديان باطلة ببعثه الرسول عليه الصلاة والسلام، فدين اليهود باطل، ودين النصراني باطل غير مقبول عند الله؛ لقول الله تعالى: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (آل عمران: 85).

يتعبدون في عبادتهم التي ابتدعوها تعبدًا عظيمًا، وينصبون نصبًا عظيمًا، وكل هذا هباء لا ينفعهم بشيء، لن تقبل منهم.

وقوله: (وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) فلو ربخوا في الدنيا ما ربخوا في الآخرة؛ لأن أديانهم باطلة، فالذين يدعون الآن من النصراني أنهم ينتسبون إلي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هم كذابون، والمسيح بريء منهم، ولو جاء المسيح لقاتلهم، وسنزل في آخر الزمان ولا يقبل إلا الإسلام. فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية فلا يقبلها من أحد، لا يقبل إلا الإسلام.

وقوله: ((وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ)) أي: إلي الخلق كافة، كما قال الله:

জান্নাত)) , আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

এবং তাঁর বাণী: ((আর নিশ্চয়ই মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল)) অর্থাৎ: আপনি এই সাক্ষ্য দেবেন যে, হাশেমী কুরাইশী আরবীয় মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ হলেন আল্লাহর রাসূল। তিনি অন্য কোনো রাসূলের নাম উল্লেখ করেননি; কারণ তিনি সমস্ত ধর্মকে রহিত করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা পূর্ববর্তী সকল ধর্মের জন্য রহিতকারী।

অতএব রাসূল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের প্রেরণের মাধ্যমে সকল ধর্ম বাতিল হয়ে গেছে, তাই ইহুদি ধর্ম বাতিল এবং খ্রিস্টান ধর্মও বাতিল যা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়; মহান আল্লাহর এই বাণীর কারণে: (আর যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করবে, তার থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে) (আলে ইমরান: ৮৫)।

তারা তাদের উদ্ভাবিত ইবাদতে চরম ক্লান্তি স্বীকার করে এবং কঠোর পরিশ্রম করে, অথচ এসবই ধূলিকণার মতো যা তাদের কোনো উপকারে আসবে না, তাদের পক্ষ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না।

এবং তাঁর বাণী: (আর সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে) সুতরাং তারা দুনিয়াতে যতই লাভবান হোক না কেন, আখিরাতে তারা লাভবান হবে না; কারণ তাদের ধর্মসমূহ বাতিল। সুতরাং বর্তমানে খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের অনুসারী হওয়ার দাবি করে তারা মিথ্যাবাদী এবং মসীহ তাদের থেকে মুক্ত। আর যদি মসীহ আসতেন তবে তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন। তিনি শেষ জামানায় অবতরণ করবেন এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করবেন না। তিনি দ্রুত ভেঙে ফেলবেন, শূকর নিধন করবেন এবং জিঘিষা রহিত করবেন, ফলে তিনি কারো পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করবেন না, ইসলাম ছাড়া আর কিছুই কবুল করবেন না।

এবং তাঁর বাণী: ((আর নিশ্চয়ই মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল)) অর্থাৎ: সমগ্র সৃষ্টির প্রতি, যেমনটি আল্লাহ বলেছেন:

(ص: 350) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

(تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا) (الفرقان: 1) ،
للعالمين كلهم .

وقال الله تعالى: (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) (الأعراف: 158) ، فهو رسول إلي جميع الخلق.

وقد أقسم صلي الله عليه وسلم: ((أنه لا يسع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به؛ إلا كان من أصحاب النار)). .
ولذلك نحن نؤمن ونعتقد بأن جميع النصارى واليهود وغيرهم من الكفرة كلهم من أصحاب النار، لأن هذه شهادة النبي عليه الصلاة والسلام، والجنة حرام عليهم، لأنهم كفرة أعداء الله تعالى ولرسله عليهم الصلاة والسلام، أعداء لإبراهيم، ولنوح، ولإسماعيل، ولعيسى، ولجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام.
وقوله: ((أن تشهد أن لا إله إلا الله)) مع قوله: ((وأن محمداً رسول الله)) هذان جمعا شرطي العبادة، وهما: الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله صلي الله عليه وسلم؛ لأن من قال: لا إله إلا الله أخلص لله، ومن شهد أن محمداً رسول الله

‘মহা মহিমাম্বিত সেই সত্তা, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী কিতাব) অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তিনি বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন’ (সূরা আল-ফুরকান: ১), অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য।

এবং আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: ‘বলুন, হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসূল, যাঁর রয়েছে আসমান ও জমিনের রাজত্ব। তিনি ছাড়া অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই; তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। অতএব তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো এবং তাঁর প্রেরিত নিরক্ষর নবীর প্রতি, যিনি আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের ওপর বিশ্বাস রাখেন; আর তোমরা তাঁর অনুসরণ করো, যেন তোমরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হতে পারো’ (সূরা আল-আ’রাফ: ১৫৮)। সুতরাং তিনি সকল সৃষ্টির প্রতি প্রেরিত রাসূল।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শপথ করে বলেছেন: ‘এই উম্মতের (তথা বর্তমান বিশ্বের) কোনো ব্যক্তি—সে ইহুদি হোক কিংবা খ্রিস্টান—যদি আমার কথা শুনে থাকে

অথচ আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার ওপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে অবশ্যই জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।’

আর এই কারণেই আমরা বিশ্বাস ও সুদৃঢ় ধারণা পোষণ করি যে, সকল খ্রিস্টান, ইহুদি এবং অন্যান্য কাফিররা সকলেই জাহান্নামবাসী; কেননা এটি নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লামের সাক্ষ্য। আর জান্নাত তাদের জন্য হারাম, কারণ তারা কাফির এবং আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াসাল্লাম) শত্রু। তারা ইবরাহিম, নূহ, মুহাম্মদ, মুসা, ঈসা এবং সকল রাসূলের (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াসাল্লাম) শত্রু।

আর তাঁর বাণী: ‘সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই’ এবং ‘মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল’—এই দুটি ঘোষণা ইবাদত কবুলের দুটি শর্তকে একত্রিত করেছে, তা হলো: আল্লাহর জন্য ইখলাস (একনিষ্ঠতা) এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তিবা (অনুসরণ)। কারণ, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই’, সে আল্লাহর জন্য নিজেকে একনিষ্ঠ করে। আর যে সাক্ষ্য দেয় ‘মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল’...

(ص: 351) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

اتبع رسول الله ولم يتبع سواه.

ولهذا عد هذان ركناً واحداً من أركان الإسلام، لأنهما يعودان إلى شئ واحد، وهو تصحيح العبادات، لان العبادات لا تصح إلا بمقتضى هاتين الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله التي يكون بها الإخلاص، وان محمد رسول الله التي يكون بها الاتباع.

وقوله: ((وان محمداً رسول الله)) يجب أن تشهد بلسانك، مقراً بقلبك، أن محمداً رسول الله، أرسله إلى العالمين جميعاً رحمةً بالعالمين، كما قال الله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) (الأنبياء: 107) وأن تؤمن بأن خاتم النبيين، كما قال الله تعالى: (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ) (الأحزاب: من

الآية 40) فلا نبي بعده، ومن ادعى النبوة بعده فهو كافر كاذب، ومن صدقه فهو كافر. ويلزم من هذه الشهادة أن تتبعه في شريعته وسنته، وأن لا تبتدع في دينه ما ليس منهن ولهذا نقول: أن أصحاب البدع الذين يبتدعون في شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس منها انهم لم يحققوا شهادة: شهادة أن محمدا رسول الله! حتى وأن قالوا أننا نحبه ونعظمه، فإنهم لو أحبوه تمام المحبة وعظموه تمام التعظيم ما تقدموا بين يديه، ولا ادخلوا في شريعته ما ليس منها. فالبدعة مضمونها حقيقة القد لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يقول هذا المبتدع: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكمل الدين ولا الشريعة، لان هناك ديناً وشرية ما جاء بها! ثم في البدعة محذور آخر، وهو عظيم جداً، وهو انه يتضمن تكذيب

তিনি আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ করেছেন এবং তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে অনুসরণ করেননি। এজন্যই এই দুটিকে ইসলামের রুকনসমূহের মধ্যে একটি রুকন হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, কারণ এই উভয়টি একটি বিষয়ের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে, আর তা হলো ইবাদতসমূহকে শুদ্ধ করা। কেননা ইবাদতসমূহ এই দুই শাহাদাতের দাবি পূরণ ব্যতিরেকে শুদ্ধ হয় না: আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই—এই সাক্ষ্য প্রদান, যার মাধ্যমে ইখলাস (একনিষ্ঠতা) অর্জিত হয় এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল—এই সাক্ষ্য প্রদান, যার মাধ্যমে ইত্তিবা (অনুসরণ) বাস্তবায়িত হয়।

আর তাঁর কথা: "এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল" এর অর্থ হলো আপনার জিহ্বার মাধ্যমে সাক্ষ্য দেওয়া এবং অন্তরের মাধ্যমে স্বীকার করে নেওয়া যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল; আল্লাহ তাকে বিশ্বজগতের রহমত হিসেবে সমস্ত মানুষের প্রতি প্রেরণ করেছেন, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আমি আপনাকে বিশ্বজগতের জন্য কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।" (আল-আস্বিয়া: ১০৭)। আরও বিশ্বাস করা যে তিনি সর্বশেষ নবী, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারও পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।" (আল-আহযাব: ৪০ নং আয়াতের অংশবিশেষ)। অতএব তাঁর পরে আর কোনো নবী

নেই। তাঁর পরে যে নবুওয়াতের দাবি করবে সে মিথ্যেবাদী কাফের এবং যে তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে সেও কাফের। আর এই সাক্ষ্যের দাবি হলো তাঁর শরীয়ত ও সুন্নাহর ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করা এবং তাঁর দ্বীনের মধ্যে এমন কিছুর উদ্ভাবন না করা যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। একারণেই আমরা বলি: বিদআতীরা যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শরীয়তের মধ্যে এমন নতুন বিষয় উদ্ভাবন করে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তারা মূলত 'মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল'—এই সাক্ষ্যকে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করেনি! যদিও তারা দাবি করে যে তারা তাঁকে ভালোবাসে এবং সম্মান করে; কেননা তারা যদি তাঁকে পূর্ণাঙ্গভাবে ভালোবাসত এবং যথাযথভাবে সম্মান করত, তবে তারা তাঁর সামনে অগ্রসর হতো না এবং তাঁর শরীয়তের মধ্যে এমন কিছু প্রবেশ করাত না যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। বস্তুত বিদআতের প্রকৃত অর্থ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবমাননা করা; যেন সেই বিদআতী ব্যক্তি বলছে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীন বা শরীয়তকে পূর্ণ করেননি, কারণ সেখানে এমন দীন বা শরীয়ত রয়েছে যা তিনি নিয়ে আসেননি! তদুপরি বিদআতের মধ্যে আরও একটি অত্যন্ত গুরুতর আশঙ্কাজনক বিষয় রয়েছে, আর তা হলো এটি মিথ্যা প্রতিপন্ন করাকে অন্তর্ভুক্ত করে...

(ص: 352) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

قول الله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) (المائدة: من الآية 3) لان الله تعالى إذا كان اكمل الدين، فمعناه انه لا دين بعدما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء المبتدعون شرعوا في دين الله ما ليس منه، من تسبيحات وتهليلات وحركات وغير ذلك، فهم في الحقيقة مكذبون لمضمون قوله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) (المائدة: من الآية 3) وكذلك قاذحون برسول الله صلى الله عليه وسلم متهمون إياه بأنه لم يكمل الشريعة للبشر، وحاشاه من ذلك. ومن شهادة أن محمدا رسول الله أن تصدقه فيما اخبره به، فكل ما صح عنه وجب عليك أن تصدق به.

وَأَنْ لَا تَعَارِضَ هَذَا بِعَقْلِكَ وَتَقْدِيرَاتِكَ وَتَصَوُّرَاتِكَ، لِأَنَّكَ لَوْ لَمْ تُؤْمِنْ لَا بَيِّدُ صَدَقَ بِهِ عَقْلُكَ لَمْ تَكُنْ مُؤْمِنًا حَقِيقَةً، بَلْ مُتَّبِعًا لِهَوَاكَ وَلَا أَخْذًا بِهَدَاكَ، الَّذِي يُؤْمِنُ بِالرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَقًّا يَقُولُ فِيمَا صَحَّ عَنْهُ مِنَ الْأَخْبَارِ: سَمِعْنَا وَأَمْنًا وَصَدَقْنَا. إِمَّا أَنْ يَقُولَ: كَيْفَ كَذَا؟ كَيْفَ يَكُونُ كَذَا؟ وَهَذَا غَيْرُ مُؤْمِنًا حَقِيقَةً، وَلِذَلِكَ يَخْشَى عَلَى أَوْلَئِكَ الْقَوْمِ الَّذِينَ يَحْكُمُونَ عَقُولَهُمْ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، لِأَنَّهُمْ أَنْ كَانُوا لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا بِهَا شَهِدَتْ بِهِ عَقُولُهُمْ وَعَقُولُهُمْ لَا شَكَّ إِنَّهَا قَاصِرَةٌ فَأَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا حَقًّا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَشْهَدُوا أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجْهِ الْحَقِيقَةِ، عِنْدَهُمْ مِنْ ضَعْفِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ بِمَقْدَارِ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ التَّشَكُّكِ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ. كَذَلِكَ مِنْ تَحْقِيقِ شَهَادَةِ: ((أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ)) إِلَّا تَغْلُو فِيهِ وَتَنْزِلُهُ بِمَنْزِلَةِ أَكْبَرِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ الَّتِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا، مِثْلَ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ يَعْتَقِدُونَ أَنْ

মহান আল্লাহর বাণী: (আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম) (আল-মায়িদাহ: ৩ নং আয়াতের অংশ); কেননা মহান আল্লাহ যখন দীনকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন, তখন এর অর্থ হলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা নিয়ে এসেছেন তারপরে আর কোনো দীন নেই। আর এই বিদআতির আলাহর দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু প্রবর্তন করেছে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়—যেমন বিভিন্ন তসবিহ, তাহলিল, অঙ্গভঙ্গি এবং আরও অনেক কিছু। তারা মূলত মহান আল্লাহর বাণীর মর্মার্থকে অস্বীকারকারী: (আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম) (আল-মায়িদাহ: ৩ নং আয়াতের অংশ)। অনুরূপভাবে তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিন্দা জ্ঞাপনকারী এবং তাঁর ওপর এই অভিযোগ আরোপকারী যে, তিনি মানবজাতির জন্য শরীয়তকে পূর্ণাঙ্গ করেননি; অথচ তিনি এসব থেকে অত্যন্ত পবিত্র। আর 'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল'—এই সাক্ষ্য প্রদানের অন্যতম দাবি হলো, তিনি যা সংবাদ দিয়েছেন তাতে তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করা। সুতরাং তাঁর পক্ষ থেকে যা সহীহভাবে প্রমাণিত হয়েছে, তা বিশ্বাস করা আপনার ওপর ওয়াজিব। আর আপনার বিবেক, অনুমান বা কল্পনার মাধ্যমে এর বিরোধিতা করবেন না; কারণ আপনি যদি শুধুমাত্র আপনার বিবেক যা সমর্থন করে তা ব্যতীত ঈমান না আনেন, তবে আপনি প্রকৃত মুমিন নন; বরং আপনি

নিজ প্রবৃত্তির অনুসারী এবং হেদায়েত গ্রহণকারী নন। যিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি প্রকৃত ঈমান পোষণ করেন, তিনি তাঁর সহীহ সংবাদসমূহের ক্ষেত্রে বলেন: "আমরা শুনলাম, ঈমান আনলাম এবং সত্য বলে মেনে নিলাম।" পক্ষান্তরে কেউ যদি বলে: "এটি এমন কেন? এটি কীভাবে সম্ভব?" তবে সে প্রকৃত মুমিন নয়। এ কারণে সেই সম্প্রদায়ের ব্যাপারে আশঙ্কা করা হয় যারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা সংবাদ দিয়েছেন সে ক্ষেত্রে তাদের বিবেককে বিচারক বানায়। কারণ তারা যদি এমন কিছু গ্রহণ না করে যা কেবল তাদের

বিবেক সাক্ষ্য দেয়—অথচ তাদের বিবেক যে দ্রুতিপূর্ণ তাতে কোনো সন্দেহ নেই—তবে তারা প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ঈমান আনেনি এবং যথার্থভাবে সাক্ষ্য দেয়নি যে তিনি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তিনি যা সংবাদ দিয়েছেন সে বিষয়ে তাদের যতটুকু সংশয় রয়েছে, তাদের এই সাক্ষ্যের দুর্বলতাও ঠিক ততটুকুই। একইভাবে 'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল'—এই সাক্ষ্যের বাস্তবায়নের অন্যতম শর্ত হলো তাঁর ব্যাপারে অতিশয়োক্তি না করা এবং আল্লাহ তাঁকে যে মর্যাদা দিয়েছেন তাঁর চেয়ে বড় কোনো মর্যাদায় তাঁকে আসীন না করা। যেমন যারা বিশ্বাস করে যে—

(ص: 353) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الرسول صلى الله عليه وسلم يكشف الضر، حتى انهم عند قبره يسألون النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أن يكشف الضر عنهم، وان يجلب النفع لهم. هذا غلو في الرسول _ عليه الصلاة والسلام _ وشرك بالله عز وجل!! لا يقدر أحد علي ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بعده موته لا يملك لنفسه شيئاً أبداً. حتى الصحابة لما أصابهم القحط في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه _ واستسقوا في مسجد الرسول _ عليه الصلاة والسلام _ ما جاءوا إلى

القبر يسألون الرسول أو يقولون ادع لنا اله أو اشفع لنا عند الله حتى ينزل الغيث.
قال عمر يدعو الله: ((اللهم أنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلي الله عليه وسلم
فتسقيننا، وأنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقيننا))

ثم أمر العباس أن يقوم ويدعوا الله تعالى بأنزال الغيث. لماذا؟ لان النبي صلي الله
عليه وسلم ميت لا عمل له بعد موته، هو الذي قال: ((إذا مات الإنسان انقطع عنه
عمله الا من ثلاث: الا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)).
فالنبي صلي الله عليه وسلم بنفسه لا يملك شيئاً، لا يملك أن يدعو لك وهو في قبره
أبداً. فمن أنزله فوق منزلته التي أنزله الله فانه لم يحقق شهادة
((أن محمداً

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিপদ দূর করেন—এমনকি তারা তাঁর কবরের
নিকট এসে সরাসরি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে বিপদ দূর করার এবং
কল্যাণ বয়ে আনার প্রার্থনা করে। এটি রাসূল (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর ব্যাপারে
সীমালঙ্ঘন এবং মহান আল্লাহর সাথে শিরক!! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ব্যতীত আর
কেউ তা করতে সক্ষম নয়। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ইন্তেকালের পর
নিজের জন্য কোনো কিছুই মালিক নন। এমনকি সাহাবীগণও যখন আমীরুল মুমিনীন উমর
ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর যুগে দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছিলেন এবং মসজিদে
নববীতে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, তখন তাঁরা কবরের নিকট এসে রাসূলের কাছে
সাহায্য চাননি কিংবা এ কথাও বলেননি যে, "আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া
করুন" অথবা "আমাদের হয়ে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করুন যাতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়।" উমর
(রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর কাছে দোয়া করে বললেন: "হে আল্লাহ! আমরা ইতিপূর্বে
আমাদের নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাধ্যমে আপনার নিকট উসিলা ধরতাম এবং
আপনি আমাদের বৃষ্টি দিতেন। এখন আমরা আমাদের নবীর চাচার মাধ্যমে আপনার নিকট
উসিলা ধরছি, অতএব আপনি আমাদের বৃষ্টি দান করুন।"

অতঃপর তিনি আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে দাঁড়াতে এবং বৃষ্টি বর্ষণের জন্য মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করতে নির্দেশ দিলেন। কেন? কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তেকাল করেছেন এবং মৃত্যুর পর তাঁর কোনো আমল অবশিষ্ট নেই। তিনিই তো বলেছেন: "যখন কোনো মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তখন তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়: সদকায়ে জারিয়াহ, এমন ইলম যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং এমন নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।" সুতরাং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে কোনো কিছুই ক্ষমতা রাখেন না; কবরে অবস্থানরত অবস্থায় তিনি আপনার জন্য কখনোই দোয়া করার ক্ষমতা রাখেন না। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁকে সেই মর্যাদার উর্ধ্বে স্থান দেয় যা আল্লাহ তাঁকে দান করেছেন, সে মূলত এই সাক্ষ্য প্রদান করেনি ((যে মুহাম্মাদ...

(ص: 354) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

رسول الله)) بل شهد أن محمداً رب مع الله نعوذ بالله، لأن معني كونه رسولا انه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، نحن في صلاتنا كل يوم نقول: ((اشهد أن لا اله إلا الله وان محمدا عبده ورسوله)). فهو عبد كغيره من العباد محبوب، والله هو المعبود عز وجل وهو الرب. إذا نقول لهؤلاء الذين نجدهم يغفلون برسول الله صلي الله عليه وسلم وينزلونه فوق منزلته التي أنزله الله، نقول لهم: أنكم لم تحققوا لا شهادة أن لا اله إلا الله، ولا شهادة أن محمداً رسول الله. فإليهم أن هاتين الشهادتين عليهما مدار عظيم، كل الإسلام فهو عليهما. لذلك لو أراد الإنسان أن يتكلم علي ما يتعلق بهما منطوقاً ومفهوماً ومضموماً وإشارة لاستغرق أياماً! ولكن نحن أشرنا إشارة إلى ما يتعلق بهما، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحققهما عقيدة، وقولا، وفعلًا،

الركن الثاني: أقام الصلاة: الصلاة سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وبين الله، فإن الإنسان إذا قام يصلي فإنه يناجي ربه ويحاوره، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن أبي هريرة _ رضي الله عنه _ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال: ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدني ما سأل، فإذا قال: ((الحمد لله رب العالمين) قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال:

রাসূলুল্লাহ)) বরং তিনি সাক্ষ্য দিলেন যে মুহাম্মদ আল্লাহর সাথে একজন রব; আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। কেননা তাঁর রাসূল হওয়ার অর্থ হলো তিনি এমন এক বান্দা যাঁর ইবাদত করা হবে না এবং এমন এক রাসূল যাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যাবে না। আমরা প্রতিদিন আমাদের সালাতে বলি: "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।" তিনি অন্যান্য বান্দাদের মতোই একজন অনুগত বান্দা, আর আল্লাহই হলেন ইবাদতের একমাত্র যোগ্য সত্তা এবং তিনিই রব। তাই আমরা তাদের বলি যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে এবং তাঁকে সেই মর্যাদার উর্ধ্বে স্থান দেয় যা আল্লাহ তাঁকে দান করেছেন; আমরা তাদের বলি: তোমরা 'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই' এবং 'মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল'—এই সাক্ষ্যদ্বয়কে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করোনি। মূল বিষয় হলো, এই দুটি সাক্ষ্যের ওপর এক বিশাল ভিত্তি স্থাপিত, সমগ্র ইসলামই এই দুটির ওপর আবর্তিত। তাই কোনো ব্যক্তি যদি এই দুটির শাব্দিক অর্থ, ভাবার্থ, বিষয়বস্তু এবং ইঙ্গিত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে চায়, তবে তা দীর্ঘ দিন সময় নিয়ে নেবে! তবে আমরা এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর প্রতি সামান্য ইঙ্গিত প্রদান করেছি। আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা বিশ্বাস, কথা ও কর্মের মাধ্যমে এই সাক্ষ্যদ্বয়কে পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন করে।

দ্বিতীয় রুকন: সালাত কায়েম করা। সালাতকে 'সালাত' নামে অভিহিত করা হয়েছে কারণ এটি বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে একটি সুদৃঢ় সংযোগ। কেননা মানুষ যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন সে তার রবের সাথে একান্তে কথা বলে এবং তাঁর সাথে সংলাপে লিপ্ত হয়। যেমনটি আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: "আমি সালাতকে আমার এবং আমার

বান্দার মধ্যে দুই ভাগে বিভক্ত করেছি, আর আমার বান্দা যা যা প্রার্থনা করবে তা-ই সে পাবে।
অতঃপর যখন সে বলে: 'সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য', তখন আল্লাহ
তায়াল্লা বলেন: 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল'। আর যখন সে বলে:

(ص: 355) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

(الرحمن الرحيم) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَتْنِي عَلِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ، (مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ) قَالَ
مَجْدُنِي عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي،
وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْغَضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) قَالَ اللَّهُ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ)). . فتأمل
محاورة ومناجاة بين الإنسان وبين ربه، ومع ذلك فالكثير منا في هذه المناجاة
معرض بقلبه، تجده يتجول يميناً وشمالاً، مع انه يناجي من يعلم ما في الصدور عز
وجل. وهذا من جهلنا وغفلتنا. فالواجب علينا _ ونسأل الله أن يعيننا عليه _ أن
تكون قلوبنا حاضرة في حال الصلاة حتى تبرا ذمتنا وحتى ننتفع بها، لان الفوائد
المرتبة علي الصلاة إنما تكون علي صلاة كاملة،
ولهذا كننا يقرأ قول الله عز وجل: (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ)
(العنكبوت: من الآية 45) ومع ذلك يأتي الإنسان ويصلي فلا يجد في قلبه إنكاراً
لمنكر، أو عرفاً لمعروف زائداً عما سبق حين دخوله في الصلاة. يعني لا يتحرك القلب
ولا يستفيد، لان الصلاة ناقصة، هذه الصلاة هي اعظم أركان الإسلام بعد
الشهادتين. وقد فرضها الله _ عز وجل _ علي نبيه محمد صلي الله عليه وسلم بدون
واسطة من الله إلى الرسول، وفرضها عليه في اعلي مكان وصله بشر، وفرضها عليه في

(পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু) আল্লাহ তাআলা বলেন: আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল। আর যখন সে বলে, (বিচার দিবসের মালিক), তখন তিনি বলেন: আমার বান্দা আমাকে মহিমাম্বিত করল। আর যখন সে বলে: (আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমারই সাহায্য চাই), তখন তিনি বলেন: এটি আমার ও আমার বান্দার মাঝে, আর আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে যা সে চেয়েছে। অতঃপর যখন সে বলে: (আমাদের সরল পথ দেখাও, তাদের পথ যাদের তুমি অনুগ্রহ করেছ, তাদের পথ নয় যারা ক্রোধের শিকার এবং যারা পথভ্রষ্ট), তখন আল্লাহ বলেন: এটি আমার বান্দার জন্য, আর আমার বান্দার জন্য তাই যা সে চেয়েছে। সুতরাং মানুষ ও তার প্রতিপালকের মধ্যকার এই কথোপকথন ও আকুতি নিয়ে চিন্তা করুন। অথচ আমাদের মধ্যে অনেকেই এই আকুতির সময় অন্তরে বিমুখ থাকে; আপনি দেখবেন সে ডানে-বামে মনকে ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে, যদিও সে তাঁর সাথে কথোপকথন করছে যিনি অন্তরের সকল রহস্য সম্পর্কে অবগত, তিনি মহা সম্মানিত ও মহিমাম্বিত। আর এটি আমাদের অজ্ঞতা ও উদাসীনতারই অংশ। অতএব আমাদের ওপর কর্তব্য হলো—এবং আমরা আল্লাহর কাছে এ বিষয়ে সাহায্য চাই—সালাতের অবস্থায় আমাদের অন্তর যেন উপস্থিত থাকে, যাতে আমরা দায়মুক্ত হতে পারি এবং এর মাধ্যমে উপকৃত হতে পারি। কেননা সালাতের ওপর নির্ভরশীল সুফলসমূহ কেবল পূর্ণাঙ্গ সালাতের মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

আর এই কারণেই আমরা সবাই মহান আল্লাহর বাণী পাঠ করি: (নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে) (সূরা আল-আনকাবুত: আয়াত ৪৫-এর অংশ)। তা সত্ত্বেও মানুষ আসে এবং সালাত আদায় করে, কিন্তু তার অন্তরে মন্দ কাজের প্রতি কোনো ঘৃণা বা সালাতে প্রবেশের আগের অবস্থার তুলনায় ভালো কাজের প্রতি কোনো অতিরিক্ত অনুরাগ অনুভব করে না। অর্থাৎ অন্তর স্পন্দিত হয় না এবং উপকৃতও হয় না, কারণ সালাতটি অপূর্ণাঙ্গ। এই সালাত হলো শাহাদাতদ্বয়ের (কালিমা) পর ইসলামের মহানতম রুকন। আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা এটি তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর কোনো মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি ফরজ করেছেন। তিনি এটি তাঁর ওপর এমন এক সর্বোচ্চ স্থানে ফরজ করেছেন যেখানে কোনো মানুষ পৌঁছাতে পেরেছে, এবং তিনি এটি তাঁর ওপর ফরজ করেছেন...

أشرف ليلة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ليلة المعراج، وفرضها عليه خمسين صلاة في اليوم، فهذه أربعة أمور:

أولاً: لم يكن فرضها كفرض الزكاة والصيام والحج، بل هو من الله تعالى مباشرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام.

ثانياً: من ناحية المكانة فهو في اعلي مكان وصل إليه البشر، تفرض علي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض.

ثالثاً: من ناحية الزمان في اشرف ليلة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ليلة المعراج.

رابعاً: في الكمية: لم تفرض صلاة واحدة، بل خمسون صلاة، مما يدل علي محبة الله لها، وانه يحب من عبده أن يكون مشغولاً بها. ولكن الله جعل لكل شئ سبباً، لها نزل الرسول عليه الصلاة والسلام _ مسلماً أتمر الله قانعاً بفريضة الله، وممر بموسى _ عليه الصلاة والسلام _ وسأله موسى: ماذا فرض الله علي أمتك؟ قال: ((خمسين صلاة في اليوم والليلة)) ، قال: أن أمتك لا تطيق ذلك، إنني جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل اشد المعالجة اذهب إلى ربك وأسأله أن يخفف علي أمتك! فذهب إلى الله، وجعل يتردد بين موسى _ عليه الصلاة والسلام _ وبين الله _ عز وجل _ حتى جعلها الله خمسا، لكن الله بمنه وكرمه _

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের শ্রেষ্ঠতম রজনী ছিল মিরাজের রাত। সেই রাতে তাঁর ওপর দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করা হয়েছিল। এখানে চারটি বিষয় লক্ষ্যণীয়:

প্রথমত: সালাতের বিধান জাকাত, সিয়াম বা হজের মতো (মধ্যস্থতার মাধ্যমে) ছিল না; বরং তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর অর্পিত হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত: মর্যাদার দিক থেকে এটি ছিল মানুষের পৌঁছানো সর্বোচ্চ শিখরে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জমিনে অবস্থান করতেন তখন অন্যান্য বিধান ফরজ করা হতো, (কিন্তু এটি উর্ধ্বজগতে অর্পিত হয়েছে)।

তৃতীয়ত: সময়ের দিক থেকে, এটি ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের সবচেয়ে মহিমাম্বিত রাতে, আর তা হলো মিরাজের রাত।

চতুর্থত: পরিমাণের দিক থেকে; কেবল একটি সালাত নয় বরং পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করা হয়েছিল, যা প্রমাণ করে যে আল্লাহ তাআলা এই ইবাদতটিকে কতটা ভালোবাসেন এবং তিনি চান তাঁর বান্দা যেন সর্বদা এতেই মগ্ন থাকে। তবে আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ের জন্য একটি কারণ নির্ধারণ করে রেখেছেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর আদেশের প্রতি পূর্ণ অনুগত ও সন্তুষ্টচিত্তে নিচে অবতরণ করছিলেন, তখন মূসা আলাইহিস সালামের সাথে তাঁর দেখা হলো। মূসা আলাইহিস সালাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: আল্লাহ আপনার উম্মতের ওপর কী ফরজ করেছেন? তিনি বললেন: "দিন ও রাতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত।" মূসা আলাইহিস সালাম বললেন: আপনার উম্মত তা পালনে সক্ষম হবে না; আমি আপনার পূর্বে মানুষের স্বভাব পরীক্ষা করেছি এবং বনী ইসরাঈলকে নিয়ে অত্যন্ত কঠোর অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। তাই আপনি আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের জন্য এটি সহজ করার আবেদন জানান! অতঃপর তিনি আল্লাহর নিকট ফিরে গেলেন এবং মূসা আলাইহিস সালাম ও মহান আল্লাহর মধ্যে বারবার যাতায়াত করতে থাকলেন, যতক্ষণ না আল্লাহ তা পাঁচ ওয়াক্তে নির্ধারিত করলেন। তবে আল্লাহ তাঁর দয়া ও দাক্ষিণ্যে...

(ص: 357) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وله الحمد والفضل _ قال: هي خمس بالفعل، وخمسون في الميزان، وليس هذا من باب قبيل الحسنة بعشر أمثالها، بل من باب قبيل الفعل الواحد يجزئ عن خمسين فعلاً، فهذه خمس صلوات عن خمسين صلاة، فكأننا صلينا خمسين صلاة، كل صلاة الوحدة بعشر أمثالها لأنه لو كان هذا من باب مضاعفة الحسنات لم يكن

هناك فرق بين الصلوات وغيرها، لكن هذه خاصة، صل خمس كأنها صليت خمسين صلاة، قال: هي خمس في الفعل وخمسون في الميزان، وهذا يدل على عظم هذه الصلوات، ولهذا فرضها

الله _ سبحانه وتعالى _ علي عبادة في اليوم والليلة. خمس مرات لا بد منها. لا بد أن تكون مع الله خمس مرات تناجيه في اليوم والليلة. ولو أن أحدا من الناس حصل علي مقابلة بينه وبين الملك خمس مرات باليوم لعد ذلك من مناقبه ولفرح بذلك وقال: كل يوم أجالس الملك خمس مرات! فأنت تناجي ملك الملوك _ عز وجل _ في اليوم خمس مرات علي الأقل، فلماذا لاتفرح بهذا؟ احمد الله علي هذه النعمة وأقم الصلاة. وقول النبي صلي الله عليه وسلم: ((وتقيم الصلاة)) يعني: تأتي بها قومية تامة بشروطها وأركانها وواجباتها.

فمن أهم شروطها: الوقت: لقول الله سبحانه: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) (النساء: من الآية 103) وإذا كانت الصلوات خمسا فأوقاتها خمسة لغير أهل الأعذار، وثلاثة

সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ তাঁরই প্রাপ্য। তিনি বলেছেন: এটি কর্মের দিক থেকে পাঁচটি, আর মিজানে (দাঁড়িপাল্লায়) পঞ্চাশটি। এটি কেবল একটি নেকির বদলে দশটি নেকি পাওয়ার সাধারণ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এটি এমন যে, একটি আমল পঞ্চাশটি আমলের জ্বালাভিষিক্ত হওয়া। সুতরাং এই পাঁচটি সালাত পঞ্চাশটি সালাতের সমান। যেন আমরা পঞ্চাশটি সালাতই আদায় করলাম, যেখানে প্রতিটি সালাতের একক সওয়াব আবার দশ গুণ হারে বৃদ্ধি পায়। কারণ যদি এটি কেবল সাধারণ নেকি বৃদ্ধির অন্তর্ভুক্ত হতো, তবে সালাত ও অন্যান্য ইবাদতের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকত না। কিন্তু এটি একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য; পাঁচটি সালাত আদায় করো, যেন তুমি পঞ্চাশটি সালাত আদায় করলে। তিনি বলেছেন: এটি কর্মের দিক থেকে পাঁচটি কিন্তু মিজানে পঞ্চাশটি। এটি এই সালাতসমূহের মাহাত্ম্য প্রমাণ করে। আর এই কারণেই আল্লাহ

সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর বান্দাদের ওপর দিন ও রাতে এগুলো ফরজ করেছেন। পাঁচবার এটি পালন করা অপরিহার্য। দিন ও রাতে পাঁচবার আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকা এবং তাঁর সাথে নিভৃতে সংলাপে মিলিত হওয়া আবশ্যিক। যদি মানুষের মধ্যে কেউ প্রতিদিন কোনো বাদশাহর সাথে পাঁচবার সাক্ষাতের সুযোগ পেত, তবে সেটিকে সে নিজের বিশেষ মর্যাদা বলে গণ্য করত এবং এতে আনন্দিত হয়ে বলত: "আমি প্রতিদিন রাজার সাথে পাঁচবার বসি!" অথচ আপনি প্রতিদিন অন্তত পাঁচবার রাজাধিরাজ মহান আল্লাহর সাথে নিভৃতে কথা বলছেন; তবে কেন আপনি এতে আনন্দিত হবেন না? এই নিয়ামতের জন্য আল্লাহর প্রশংসা করুন এবং সালাত কায়েম করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "তুমি সালাত কায়েম করবে"—এর অর্থ হলো: সালাতকে তার শর্তাবলি, রুকনসমূহ এবং ওয়াজিব বিষয়গুলোসহ যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করা।

সালাতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো ওয়াক্ত বা সময়; মহান আল্লাহর বাণী: "নিশ্চয়ই সালাত মুমিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে" (আন-নিসা: ১০৩)। সালাত যেহেতু পাঁচটি, তাই ওজর বা বিশেষ কারণ নেই এমন ব্যক্তিদের জন্য এর সময়ও পাঁচটি, আর (ওজরগ্রস্তদের জন্য) তিনটি...

(ص: 358) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

لأهل الأعذار الذين يجوز لهم الجمع، فالظهر والعصر يكون وقتاً واحداً إذا جاز الجمع. والغرب والعشاء يكون وقتاً واحداً إذا جاز الجمع. هذان وقتان. والفجر وقت واحد، ولهذا فصلها الله عز وجل: (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ) (الإسراء: من الآية 78)، ولم يقل: لدلوك الشمس إلى طلوع الفجر! بل قال: (إلى غسق الليل) وغسق الليل يكون عند منتصفه، لأن اشد ما يكون ظلمة في الليل منتصف الليل، لأن منتصف الليل هو أبعد ما تكون الشمس

عن النقطة التي فيها هذا المنتصف، ولهذا كان القول الراجح أن الأوقات خمسة كما يلي:

1_ الفجر من طلوع الفجر الثاني_ وهو البياض المعترض في الأفق_ إلى أن تطلع الشمس.

وهنا انبه فأقول: أن تقويم أمر القرى فيه تقديم خمس دقائق في آذان الفجر علي مدار السنة، فالذي يصلي أول ما يؤذن يعتبر انه صلي قبل الوقت، وهذا شيء اختبرناه في الحساب الفلكي، واختبرناه إضافي الرؤية. فلذلك لا يعتمد هذا بالنسبة لآذان الفجر، لأنه مقدم، وهذه مسالة خطيرة جدا، لو تكبر للإحرام فقط قبل أن يدخل الوقت ما صحت صلاتك وما صارت فريضة. وقد حدثني انس كثيرون ممن يعيشون في البر وليس حولهم أنوار، انهم لا يشاهدون الفجر ال بعد هذا التقويم بثلاث ساعة، أي: عشرين دقيقة أو ربع ساعة أحياناً، لكن التقاويم الأخرى الفلكية التي

ওজরসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যাদের জন্য দুই সালাত একত্রে আদায় করা (জাম‘) বৈধ, তাদের ক্ষেত্রে যখন জাম‘ করা বৈধ হয়, তখন যোহর ও আসরের সময় মিলে একটি ওয়াক্ত হয়ে যায়। একইভাবে মাগরিব ও এশার সময়ও মিলে একটি ওয়াক্ত হয়ে যায় যখন জাম‘ করা বৈধ হয়। এগুলো হলো দুটি সংযুক্ত ওয়াক্ত। আর ফজর হলো একটি একক ওয়াক্ত, আর এ কারণেই মহান আল্লাহ একে পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন: (সূর্য ঢলে পড়ার পর হতে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করো এবং ফজরের কুরআন পাঠ অর্থাৎ সালাত কায়েম করো) (সূরা আল-ইসরা: আয়াত ৭৮-এর অংশ), তিনি এ কথা বলেননি: 'সূর্য ঢলে পড়া থেকে ফজরের উদয় হওয়া পর্যন্ত!' বরং তিনি বলেছেন: (রাতের অন্ধকার পর্যন্ত)। আর রাতের চরম অন্ধকার হয় মধ্যরাতে, কারণ রাতের সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন সময় হলো মধ্যরাত; যেহেতু মধ্যরাতে সূর্য সেই নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে সবচাইতে দূরে অবস্থান করে যেখানে মধ্যরাত সংঘটিত হচ্ছে। এই কারণে অগ্রাধিকারযোগ্য মত হলো এই যে, ওয়াক্তসমূহ নিম্নোক্তভাবে পাঁচটি:

১_ ফজর: দ্বিতীয় ফজর উদয় হওয়া থেকে—আর তা হলো দিগন্তের প্রস্থ বরাবর উদ্ভাসিত শুভ্রতা—সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত।

এখানে আমি একটি বিষয়ে সতর্ক করতে চাই: উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডারে সারা বছর ফজরের আযানে পাঁচ মিনিট সময় অগ্রিম দেওয়া থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি আযান হওয়ার সাথে সাথেই সালাত আদায় করে নেয়, তার সালাত ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বেই আদায় করা হয়েছে বলে গণ্য হবে। এটি এমন একটি বিষয় যা আমরা জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবের মাধ্যমে এবং সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখেছি। অতএব, ফজরের আযানের ক্ষেত্রে এই ক্যালেন্ডারের ওপর নির্ভর করা যাবে না, কারণ এটি অগ্রিম সময় নির্দেশ করে। এটি একটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয়; আপনি যদি ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে শুধুমাত্র সালাতের ইহরামের তাকবীরও প্রদান করেন, তবে আপনার সালাত সহীহ হবে না এবং তা ফরয হিসেবে আদায় হবে না। মরুভূমিতে বসবাসকারী এবং যাদের চারপাশে কোনো কৃত্রিম আলো নেই এমন অনেক লোক আমাদের জানিয়েছেন যে, তারা এই পঞ্জিকার সময়ের অন্তত বিশ মিনিট পর ফজর প্রত্যক্ষ করেন; অর্থাৎ বিশ মিনিট বা কখনও পনের মিনিট পর। তবে অন্যান্য জ্যোতির্বিজ্ঞানিক ক্যালেন্ডারসমূহ যা...

(ص: 359) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

بالحساب بينها وبين هذا التقويم خمس دقائق. علي كل حال: وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني_ وهو البياض المعترض_ إلى طلوع الشمس.

2_ الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. لكن بعد أن تخضم ظل الزوال، لان الشمس خصوصاً في أيام الشتاء يكون لها ظل نحو الشمال، هذا ليس بعبارة، بل العبارة انك تنظر إلى الظل مادام ينقص فالشمس لم تزل، فإذا بدا يزيد

ادني زيادة فان الشمس قد زالت، فأجعل علامة علي ابتداء زيادة الظل: فإذا صار ظل الشيء كطوله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر.

3_ ووقت العصر إلى أن تصفر الشمس والضرورة إلى غروبها.

4_ ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، وهو يختلف، أحياناً يكون بين الغروب وبين مغيب الشفق ساعة وربع، وأحياناً يكون ساعة واثنين وثلاثين دقيقة، ولذلك وقت العشاء عند الناس الآن لا بأس به، واحدة ونصف (1,30) غروبي.

5_ وقت العشاء من خروج وقت المغرب إلى منتصف الليل. بمعنى انك تقدر ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ثم تنصفه. فالنصف هو منتهى صلاة العشاء. ويترتب علي هذا فائدة عظيمة: لو طهرت المرأة من الحيض في الثلث الأخير من الليل فليس عليها صلاة العشاء ولا المغرب، لأنها طهرت بعد الوقت.

হিসাব অনুযায়ী এর এবং এই বর্ষপঞ্জির মধ্যে পাঁচ মিনিটের ব্যবধান রয়েছে। যা-ই হোক: ফজর সালাতের সময় হলো দ্বিতীয় ফজর—যা দিগন্তে বিস্তৃত শুভ্রতা—উদিত হওয়া থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত।

২- যোহরের সময় হলো সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে কোনো বস্তুর ছায়া তার সমান হওয়া পর্যন্ত; তবে সেটি জাওয়ালের সময়কার ছায়া বাদ দেওয়ার পর। কারণ সূর্য, বিশেষ করে শীতকালে, উত্তর দিকে কিছুটা ছায়া ফেলে; এটি ধর্তব্য নয়। বরং ধর্তব্য বিষয় হলো—আপনি ছায়ার দিকে লক্ষ্য করবেন, যতক্ষণ তা কমতে থাকবে ততক্ষণ সূর্য ঢলে পড়েনি। যখনই তা সামান্যতম বৃদ্ধি পেতে শুরু করবে, তখনই সূর্য ঢলে পড়েছে। সুতরাং ছায়া বৃদ্ধি পাওয়ার শুরুতে একটি চিহ্ন দিয়ে রাখুন: যখন বস্তুর ছায়া তার দৈর্ঘ্যের সমান হবে, তখন যোহরের সময় শেষ হবে এবং আসরের সময় শুরু হবে।

৩- আসরের সময় হলো সূর্য হলুদ বর্ণ হওয়া পর্যন্ত, আর জরুরি অবস্থা সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

8- মাগরিবের সময় হলো সূর্যাস্ত থেকে লাল আভা অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত। এটি পরিবর্তিত হয়; কখনো সূর্যাস্ত ও আভা অদৃশ্য হওয়ার মাঝে এক ঘণ্টা পনের মিনিট সময় থাকে, আবার কখনো এক ঘণ্টা বত্রিশ মিনিট। তাই বর্তমানে মানুষের মাঝে এশার যে সময় প্রচলিত তা ঠিক আছে, অর্থাৎ সূর্যাস্তের দেড় ঘণ্টা (১:৩০) পর।

৫- এশার সময় হলো মাগরিবের সময় শেষ হওয়া থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত। এর অর্থ হলো— আপনি সূর্যাস্ত থেকে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত সময়টুকু হিসাব করবেন এবং তারপর তাকে অর্ধেক করবেন। এই অর্ধাংশই হলো এশা সালাতের শেষ সময়। এর ওপর ভিত্তি করে একটি মহান উপকারিতা অর্জিত হয়: যদি কোনো নারী রাতের শেষ তৃতীয়াংশে ঋতু থেকে পবিত্র হন, তবে তার ওপর এশা বা মাগরিবের সালাত আদায় করা আবশ্যিক নয়; কারণ তিনি সময় পার হওয়ার পর পবিত্র হয়েছেন।

(ص: 360) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ((وقت العشاء إلى نصف الليل)). وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث علي أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر أبداً. ولهذا فإن القول الراجح إلى نصف الليل، والآية الكريمة تدل على هذا، لأنه فصل الفجر عن الأوقات الأربعة (أقم الصلاة لدلوك الشمس) أي: زوالها (إلى غسق الليل) جمع الله بينها لأنها ليس بينها فاصل، فمن ساعة خروج الظهر يدخل العصر، ومن ساعة خروج العصر يدخل المغرب، ومن ساعة خروج المغرب يدخل العشاء، إما الفجر فقال: (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً) (الإسراء: من الآية 78) فالفجر لا تتصل بصلاة لا قبلها ولا بعدها، لان بينها وبين الظهر نصف النهار الأول، وبينها وبين صلاة العشاء نصف الليل الآخر. واعلم أن

الصلاة قبل دخول الوقت لا تقبل حتى ولو كبر المصلي تكبيرة الإحرام ثم دخل الوقت بعد التكبيرة مباشرة، فإنها لا تقبل علي إنها فريضة، لان الشئ الموقت بوقت لا يصح قبل وقته، كما لو أراد الإنسان أن يصوم قبل رمضان ولو بيوم واحد فإنه لا يجزئه عن رمضان، كذلك لو كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت فإن الصلاة لا تقبل منه علي إنها فريضة، لكن أن كان جاهلا لا يدري صارت نافلة ووجب عليه إعادتها

সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) বর্ণিত হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "এশার সময় মধ্যরাত পর্যন্ত।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এমন কোনো হাদীস নেই যা নির্দেশ করে যে, এশার ওয়াক্ত সুবহে সাদিক পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। এ কারণে অগ্রগণ্য মত হলো, এশার শেষ সময় মধ্যরাত পর্যন্ত; এবং পবিত্র আয়াতটি একথারই প্রমাণ দেয়। কেননা আল্লাহ তাআলা ফজরের সালাতকে অন্য চারটি সালাতের সময় থেকে পৃথক করেছেন। ইরশাদ হয়েছে: (সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে সালাত কায়েম করো) অর্থাৎ সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া থেকে শুরু করে (রাতের অন্ধকার ঘনীভূত হওয়া পর্যন্ত)। আল্লাহ তাআলা এই সময়গুলোকে একত্রে উল্লেখ করেছেন কারণ এগুলোর মাঝে কোনো ছেদ বা বিচ্ছিন্নতা নেই। যোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়া মাত্রই আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়, আসরের ওয়াক্ত শেষ হওয়া মাত্র মাগরিবের এবং মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হওয়া মাত্রই এশার ওয়াক্ত শুরু হয়। আর ফজরের ব্যাপারে তিনি বলেছেন: (আর ফজরের সালাত কায়েম করো, নিশ্চয়ই ফজরের সালাত প্রত্যক্ষ করা হয়) [আল-ইসরা: ৭৮]। সুতরাং ফজরের সালাত তার আগের বা পরের সালাতের সাথে সংযুক্ত নয়; কেননা ফজর ও যোহরের মাঝে দিনের প্রথম অর্ধাংশ ব্যবধান হিসেবে অবস্থিত এবং এশা ও ফজরের মাঝে রাতের শেষ অর্ধাংশ ব্যবধান হিসেবে রয়েছে। জেনে রাখুন যে,

ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগে সালাত কবুল হয় না, এমনকি যদি মুসল্লি তাকবীরে তাহরিমা বলার পরপরই ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়, তবুও তা ফরয হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ সময় নির্ধারিত কোনো ইবাদত সময়ের পূর্বে আদায় করা শুদ্ধ নয়। যেমন কোনো ব্যক্তি যদি রমজান

মাস শুরু হওয়ার একদিন আগেও রোজা রাখতে চায়, তবে তা রমজানের রোজা হিসেবে গণ্য হবে না। তেমনিভাবে যদি কেউ ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগে তাকবীরে তাহরিমা বলে, তবে তার সালাত ফরয হিসেবে কবুল হবে না। তবে সে যদি অজ্ঞতাবশত এমনটি করে থাকে, তবে তা নফল হিসেবে গণ্য হবে এবং তাকে পুনরায় সেই সালাত আদায় করতে হবে।

(ص: 361) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

فريضة. إما إذا صلاها بعد الوقت فلا يخلو من حالين:
_ إما أن يكون معذورا بجهل، أو نسيان، أو نوم، فهذا تقبل منه.
_ الجهل: مثل أن لا يعرف أن الوقت قد دخل وقد خرج، فهذا لا شيء عليه، فإنه يصلي الصلاة متى علم وتقبل منه، لأنه معذور.
_ النسيان: مثل أن يكون الإنسان اشتغل بشغل عظيم اشغله وألهاه حتى خرج الوقت، فإن هذا يصليها ولو بعد خروج الوقت، والنوم كذلك، فلو أن شخصاً نام علي أنه سيقوم عند الأذان، ولكن صار نومه ثقيلاً فلم يسمع الأذان، ولم يسمع المنبه الذي وضعه عند رأسه حتى خرج الوقت، فإنه يصلي إذا استيقظ، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك))

ب_ فأما الحلة الثانية: فإن يؤخر الصلاة عن وقتها عمداً بدون عذر، فاتفق العلماء علي أنه آثم وعاص لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وقال بعض العلماء: أنه يكفر بذلك كفراً مخرجاً عن الملة، نسأل الله العافية!
فالعلماء متفقون علي أنه لو آخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فإنه آثم عاص، ولكن

منهم من قال انه يكفر، ولكن الجهور _ وهو الصحيح _ انه لا يكفر، ولكن اختلفوا
فيماً لو صلاحها في هذه الحال، يعني: بعد أن أخرجها عب وقتها عبداً بلا عذر ثم
صلي، فمنهم من قال: إنها تقبل _ أي

ফরজ বিধান। তবে যদি কেউ নির্ধারিত সময়ের পর সালাত আদায় করে, তবে বিষয়টি দুই
অবস্থার বাইরে নয়:

ক_ হয় সে অজ্ঞতা, বিস্মৃতি বা ঘুমের কারণে অপারগ (মাজুর) হবে; এমতাবস্থায় তা কবুল করা
হবে।

_ অজ্ঞতা: যেমন সালাতের সময় প্রবেশ করেছে কি না অথবা পার হয়ে গেছে কি না সে
সম্পর্কে না জানা। এক্ষেত্রে তার কোনো গুনাহ হবে না; বরং সে যখন জানতে পারবে তখনই
সালাত আদায় করবে এবং তা কবুল হবে, কেননা সে অপারগ বা মাজুর হিসেবে গণ্য হবে।

_ বিস্মৃতি: যেমন কোনো ব্যক্তি এমন কোনো গুরুতর কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ল যা তাকে এতটাই
ব্যস্ত ও আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে সালাতের সময় পার হয়ে গেল। এমতাবস্থায় সে সময় পার
হওয়ার পরেও সালাত আদায় করবে। ঘুমের বিষয়টিও তদ্রূপ; যেমন কোনো ব্যক্তি এই নিয়তে
ঘুমাল যে সে আযানের সময় জাগ্রত হবে, কিন্তু তার ঘুম এত গভীর হলো যে সে আযান শুনতে
পেল না এবং তার মাথার কাছে রাখা অ্যালার্মের শব্দও শুনল না, ফলে সময় পার হয়ে গেল।
এমতাবস্থায় সে জাগ্রত হওয়া মাত্রই সালাত আদায় করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি সালাত আদায় করতে ভুলে যায় অথবা সালাত না
পড়েই ঘুমিয়ে থাকে, তবে যখনই তার মনে পড়বে তখনই যেন সে তা আদায় করে নেয়। এ
ছাড়া এর আর কোনো কাফফারা নেই।"

খ_ দ্বিতীয় অবস্থাটি হলো: কোনো ওজর ছাড়াই ইচ্ছাকৃতভাবে সালাতকে তার নির্ধারিত সময়
থেকে বিলম্বিত করা। এক্ষেত্রে উলামায়ে কেরাম একমত হয়েছেন যে, সে পাপী এবং আল্লাহ
তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবাধ্যকারী।

জনৈক আলেম বলেছেন: এর মাধ্যমে সে এমন কুফরি করল যা তাকে ইসলাম থেকে বের করে
দেয়। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি! উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে,
ওজর ছাড়া সালাত বিলম্বিত করলে সে পাপী ও অবাধ্য হবে; তবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ
তাকে কাফির বলেছেন। কিন্তু জমহূর বা অধিকাংশ আলেমের মত—যা সঠিক—হলো, সে

কাফির হবে না। তবে এমতাবস্থায় অর্থাৎ কোনো ওজর ছাড়াই ইচ্ছাকৃতভাবে সময় পার করে সালাত আদায় করলে তা কবুল হবে কি না সে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন: তা কবুল হবে—অর্থাৎ

(ص: 362) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

صلاته_ لأنه عاد إلى رشده وصوابه ولأنه إذا كان الناسي تقبل منه الصلاة بعد الوقت فالتعمد كذلك. ولكن القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة إنها لا تقبل منه إذا آخرها عن وقتها عمدا ولو صلي ألف مرة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد))، يعني مردود غير مقبول عند الله، وإذا كان مردودا فلن يقبل، وهذا الذي اخرج الصلاة عمدا عن وقتها إذا صلاها فقد صلاها علي غير أمر الله ورسوله، فلا تقبل منه. وأما المعذور فهو معذور، ولهذا أمره الشارع أن يصليها إذا ذال عذره، إما من ليس بمعذور فإنه لو بقي يصلي كل دهره فإنها ل اتقبل منه هذه الصلاة التي أخرجها عن وقتها بلا عذر، ولكن عليه أن يتوب إلى الله ويستقيم، ويكثر من العمل الصالح والاستغفار ((ومن تاب

تاب الله عليه)).

الشرط الثاني من أقام الصلاة: الطهارة، فإنه لا تقبل صلاة بغير طهور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)). فلا بد أن يقوم الإنسان بالطهارة علي الوجه الذي أمر به، فإن أحدث حدثا اصغر مثل: البول والغائط والريح والنوم واكل لحم الإبل فإنه يتوضأ.

...তার সালাত; কেননা সে তার বিবেক ও সঠিক পথে ফিরে এসেছে। আর বিস্মৃত ব্যক্তির সালাত যদি সময়ের পরে গ্রহণযোগ্য হয়, তবে ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত পরিত্যাগকারীর ক্ষেত্রেও বিষয়টি তদ্রূপ হওয়ার কথা। কিন্তু দলিল-প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত সঠিক মতটি হলো—যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে সালাতকে তার নির্ধারিত সময়ের পরে বিলম্বিত করে, তবে তা তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না, এমনকি সে যদি তা হাজার বারও আদায় করে। এর কারণ হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল যাতে আমাদের কোনো নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।" অর্থাৎ, তা আল্লাহর নিকট অগ্রাহ্য ও অগ্রহণযোগ্য। আর যা প্রত্যাখ্যাত, তা কখনোই কবুল হবে না। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সালাতকে তার নির্ধারিত সময়ের বাইরে নিয়ে গেছে, সে যখন তা আদায় করে, তখন সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পদ্ধতি বহির্ভূতভাবে তা আদায় করল; সুতরাং তা তার পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হবে না। পক্ষান্তরে ওজরসম্পন্ন ব্যক্তি ওজরগ্ৰস্ত হিসেবেই বিবেচিত। এ কারণেই শরীয়ত প্রণেতা তাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যখনই তার ওজর দূর হবে তখনই যেন সে তা আদায় করে নেয়। কিন্তু যার কোনো ওজর নেই, সে যদি সারা জীবনভর এই সালাত আদায় করতে থাকে যা সে ওজর ছাড়াই সময়ের বাইরে নিয়ে গিয়েছিল, তবে তা তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না। বরং তার কর্তব্য হলো আল্লাহর নিকট তওবা করা, সঠিক পথে অবিচল থাকা এবং অধিক পরিমাণে নেক আমল ও ইস্তিগফার করা। "আর যে তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।"

সালাত কায়ম করার দ্বিতীয় শর্ত হলো: পবিত্রতা। কেননা পবিত্রতা ব্যতীত সালাত কবুল হয় না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন: "তোমাদের কেউ যখন অপবিত্র হয়ে পড়ে, তখন ওযু না করা পর্যন্ত তার সালাত কবুল করা হয় না।" সুতরাং মানুষের উচিত নির্দেশিত পন্থায় পবিত্রতা অর্জন করা। যদি সে ছোট নাপাকি বা হাদাসে আসগার দ্বারা অপবিত্র হয়, যেমন: প্রস্রাব, পায়খানা, বায়ু নির্গমন, নিদ্রা এবং উটের গোশত ভক্ষণ, তবে তাকে ওযু করতে হবে।

وفروض الوضوء كما يلي: غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، كما أمر الله بذلك في قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (المائدة: من الآية 6)

ومن الرأس: الأذن، ومن الوجه: المضضة والاستنشاق في الفم والأنف، فلا بد في الوضوء من تطهير هذه الأعضاء الأربعة، غسل في ثلاثة ومسح في واحد.

وأما الاستنجاء، أو الاستجمار: فهو اذالة النجاسة، ولا علاقة له بالوضوء، فلو أن الإنسان بال أو تغوط واستنجد ثم ذهب لشغله، ثم دخل الوقت، فإنه يتوضأ بتطهيره الأعضاء الأربعة، ولا حاجة لأن يستنجد، لأن الاستنجاء إزالة نجاسة، متى أزيلت فإنه لا يعاد الغسل مرة ثانية، إلا إذا رجعت مرة ثانية.

والصحيح: أنه لو نسي أن يستجمر استجماراً شرعياً ثم توضأ، فإن وضوءه صحيح، لأنه هناك ليس علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء أما إذا كان محدثاً حدثاً أكبر مثل الجنابة فعليه أن يغتسل، فيعمم جميع بدنه بالماء لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) (المائدة: من الآية 6) ومن ذلك: المضضة والاستنشاق، لأنها داخلان في الوجه، فيجب تطهيرهما كما يجب تطهير الجبهة والخد واللحية. والغسل الواجب الذي يكفي أن تعم جميع بدنك بالماء، سواء بدأت

ওযুৰ ফরযসমূহ নিম্নরূপ: মুখমণ্ডল ধৌত করা, কনুই পর্যন্ত উভয় হাত ধৌত করা, মাথা মাসাহ করা এবং টাখনু পর্যন্ত উভয় পা ধৌত করা; যেমনটি আল্লাহ তাআলা তাঁর এই বাণীতে নির্দেশ দিয়েছেন: (হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াবে, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতগুলো কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও এবং তোমাদের মাথা মাসাহ করো এবং তোমাদের পাগুলো টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে নাও) (আল-মায়িদাহ: ৬ নম্বর আয়াতের অংশ)

আর কান মাথার অন্তর্ভুক্ত, আর মুখ ও নাকের অভ্যন্তরে কুলি করা ও পানি টেনে নেওয়া মুখমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ওযুর ক্ষেত্রে এই চারটি অঙ্গ পবিত্র করা অপরিহার্য—তন্মধ্যে তিনটিতে ধৌত করা এবং একটিতে মাসাহ করা।

আর ইস্তিনজা বা ইস্তিজমার (ঢেলা ব্যবহার) বিষয়টি হলো অপবিত্রতা দূর করা, ওযুর সাথে এর কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি পেশাব বা পায়খানা করার পর ইস্তিনজা করে নিজের কাজে চলে যায় এবং পরবর্তীতে নামাযের সময় হয়, তবে সে কেবল উক্ত চারটি অঙ্গ পবিত্র করার মাধ্যমে ওযু করবে, তার পুনরায় ইস্তিনজা করার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ ইস্তিনজা হলো নাপাকি দূর করা; একবার তা দূর করা হয়ে গেলে পুনরায় ধৌত করার পুনরাবৃত্তি করতে হয় না, যতক্ষণ না পুনরায় অপবিত্রতা প্রকাশ পায়।

সঠিক মত হলো: যদি কেউ শরয়ি পদ্ধতিতে ইস্তিজমার কথা ভুলে গিয়ে ওযু করে ফেলে, তবে তার ওযু সহীহ হবে; কেননা ইস্তিনজা ও ওযুর মধ্যে কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই। তবে যদি কেউ বড় নাপাকিতে (হাদাসে আকবার) আক্রান্ত হয়, যেমন জানাবাত (যৌন অপবিত্রতা), তবে তার ওপর গোসল করা ফরয। সে ক্ষেত্রে সে তার পুরো শরীরে পানি পৌঁছাবে, আল্লাহ তাআলার এই বাণীর কারণে: (আর যদি তোমরা অপবিত্র হও, তবে সারা শরীর পবিত্র করে নাও) (আল-মায়িদাহ: ৬ নম্বর আয়াতের অংশ)। এর অন্তর্ভুক্ত হলো কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া, যেহেতু এই দুটি মুখমণ্ডলের অংশ। সুতরাং কপাল, গাল ও দাড়ির ন্যায় এই দুটিও পবিত্র করা ওয়াজিব। আর ওয়াজিব গোসলের ক্ষেত্রে পুরো শরীরে পানি পৌঁছানোই যথেষ্ট, চাই আপনি যেভাবেই শুরু করেন...

(ص: 364) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

بالرأس أو بالصدر أو بالظهر أو بأسفل البدن، أو انغمست في بركة وخرجت منها
بنية الغسل. والوضوء في الغسل سنة وليس بواجب، ويسن أن يتوضأ قبل أن
يغتسل، وإذا اغتسل فلا حاجة إلى الوضوء مرة ثانية، لأنه لم يثبت عن النبي عليه

الصلاة والسلام_ انه توضاً بعد اغتساله فإذا لم يجد الماء، أو كان مريضاً يخشي من استعمال الماء، أو كان برد شديد وليس عنده ما يسخن به الماء، فانه يتييم، لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (البائدة: 6) فبين الله حال السفر والمرض انه يتييم فيها إذا لم يجد الماء في السفر. إما خوف البرد فدليله قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في سرية فأجنب، فتييم وصلي بأصحابه إماماً. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: نعم يا رسول الله! ذكرت قول الله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) (النساء: من الآية 29) فخفت البرد فتييمت صعيداً طيباً فصليت)). فآقره النبي صلى الله عليه وسلم علي ذلك ولم يأمره بالإعادة، لان من خاف الضرر كمن فيه الضرر، لكن بشرط أن يكون الخوف غالباً أو قاطعاً، إما مجرد

মাথা, বুক, পিঠ কিংবা শরীরের নিম্নাংশ দিয়েই হোক না কেন, অথবা গোসলের নিয়তে কোনো পুকুরে নিমজ্জিত হয়ে উঠে আসলে গোসল সম্পন্ন হয়ে যাবে। গোসলের মধ্যে অজু করা সুন্নাত, ওয়াজিব নয়। গোসল করার পূর্বে অজু করা সুন্নাত, আর যদি কেউ গোসল করে নেয় তবে পুনরায় অজু করার প্রয়োজন নেই। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে গোসলের পর পুনরায় অজু করার বিষয়টি প্রমাণিত নয়। অতঃপর যদি কেউ পানি না পায়, অথবা এমন অসুস্থ হয় যে পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, কিংবা প্রচণ্ড শীত থাকে এবং পানি গরম করার মতো কোনো মাধ্যম না থাকে, তবে সে তায়ামুম করবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আর যদি তোমরা অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্যে কেউ শৌচাগার থেকে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে সঙ্গত হও, অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়ামুম করো এবং তা দিয়ে তোমাদের মুখমণ্ডল

ও হাত মাসেহ করো। আল্লাহ তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা সৃষ্টি করতে চান না, বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।" (আল-মায়দাহ: ৬)। এখানে আল্লাহ তাআলা সফর ও অসুস্থতার অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে, সফরে পানি না পাওয়া গেলে এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করতে হবে। আর ঠান্ডার ভয়ের কারণে তায়াম্মুমের দলিল হলো আমার ইবনুল আস (রা.)-এর ঘটনা: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে একটি অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন, সেখানে তিনি অপবিত্র (জানাবাত) হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি তায়াম্মুম করে তাঁর সঙ্গীদের ইমামতি করেন। যখন তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ফিরে এলেন, তিনি তাঁকে বললেন: "হে আমার! তুমি অপবিত্র অবস্থায় তোমার সঙ্গীদের নিয়ে সালাত আদায় করলে?" তিনি বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহ তাআলার বাণী স্মরণ করলাম: (তোমরা নিজেদের হত্যা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু) (আন-নিসা: ২৯)। তাই আমি ঠান্ডার ভয় করলাম এবং পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করলাম।" তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এই কাজকে সমর্থন করলেন এবং তাঁকে সালাত পুনরায় আদায়ের নির্দেশ দেননি। কেননা যে ক্ষতির আশঙ্কা করে, সে প্রকৃতপক্ষে ক্ষতির সম্মুখীন ব্যক্তির ন্যায়। তবে শর্ত হলো যে, এই ভয় প্রবল বা নিশ্চিত হতে হবে; নিছক...

(ص: 365) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الوهم فهذا ليس بشيء. واعلم أن طهارة التيمم تقوم مقام طهارة الماء، ولا تنتقص إلا بآبئ تنتقص به طهارة الماء، أو بزوال العذر المبيح للتيمم، فمن تيمم لعدم وجود الماء ثم وجده فإنه لا بد أن يتطهر بالماء، لأن الله تعالى إنما جعل التراب طهارة إذا عدم الماء. وفي الحديث الذي أخرجه أهل السنن عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الصعيد الطيب وضوء المسلم أو قال طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليسه بشرته فإن

ذلك خير)). وفي صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل، في قصة الرجل الذي اعتزل فلم يصل مع النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: ((ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم حضر الماء فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ماء وقال: أفرغه علي نفسك)) أي: اغتسل به. فدل هذا علي أنه إذا وجد الماء بطل التيمم، وهذه_ لله الحمد_ قاعدة حتى عند العامة، يقولون: ((إذا حضر الماء بطل التيمم)). إما إذا لم يحضر الماء ولم يذل العذر، فإنه يقوم مقام طهارة الماء ولا يبطل بخروج الوقت، فلو تيمم الإنسان وهو مسافر وليس عنده ماء وتيمم

সংশয় বা কল্পনা, তবে এটি কোনো ধর্তব্য বিষয় নয়। আর জেনে রাখুন যে, তায়ামুমের পবিত্রতা পানির পবিত্রতার স্থলাভিষিক্ত হয়। পানির পবিত্রতা যা দ্বারা নষ্ট হয়, তায়ামুমের পবিত্রতাও কেবল তা দ্বারাই নষ্ট হয়, অথবা তায়ামুম বৈধকারী ওজর বা অপারগতা দূর হওয়ার মাধ্যমে তা বাতিল হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি পানির অনুপস্থিতির কারণে তায়ামুম করেছে, এরপর সে পানি পেয়ে যায়, তবে তার জন্য পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা আবশ্যিক। কেননা মহান আল্লাহ মাটিকে পবিত্রতার মাধ্যম হিসেবে তখনই নির্ধারণ করেছেন যখন পানি অনুপস্থিত থাকে।

আর সুনান গ্রন্থপ্রণেতাদের বর্ণিত হাদীসে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "পবিত্র মাটি মুসলমানের ওয়ুর মাধ্যম—অথবা তিনি বলেছেন পবিত্রতার মাধ্যম—যদিও সে দশ বছর পানি না পায়। তবে যখন সে পানি পাবে, তখন যেন তা নিজ চামড়ায় স্পর্শ করায় (অর্থাৎ ব্যবহার করে), কেননা এটিই উত্তম।" সহীহ বুখারীতে ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসে জনৈক ব্যক্তির ঘটনায় এসেছে, যে ব্যক্তি পৃথক ছিল এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সালাত আদায় করেনি। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন: "আমাদের সাথে সালাত আদায়ে তোমাকে কিসে বাধা দিল?" সে বলল: "আমি অপবিত্র (জানাবাতগ্রস্ত) হয়েছি অথচ কোনো পানি নেই।" তিনি বললেন: "তোমার জন্য পবিত্র মাটিই যথেষ্ট।" এরপর যখন পানির ব্যবস্থা হলো, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই ব্যক্তিকে কিছু পানি প্রদান করলেন এবং বললেন: "এটি তোমার শরীরের ওপর ঢেলে দাও।" অর্থাৎ এটি দিয়ে গোসল করে নাও। এটি প্রমাণ

করে যে, পানি পাওয়া গেলে তায়ামুম বাতিল হয়ে যায়। আর আল্লাহর শুকরিয়া যে, এটি সাধারণ মানুষের মাঝেও একটি প্রতিষ্ঠিত নিয়ম; তারা বলে থাকে: "পানি উপস্থিত হলে তায়ামুম বাতিল হয়ে যায়।" আর যদি পানি পাওয়া না যায় এবং ওজর দূর না হয়, তবে তা পানির পবিত্রতার স্থলাভিষিক্ত হিসেবেই বহাল থাকবে এবং ওয়াক্ত শেষ হওয়ার কারণে তা বাতিল হবে না। সুতরাং কোনো মানুষ যদি সফররত অবস্থায় পানি না থাকায় তায়ামুম করে এবং তায়ামুম...

(ص: 366) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

لصلاة الظهر مثلاً، وبقي لم يحدث إلى العشاء فإنه لا يلزمه إعادة التيمم، لان التيمم لايبطل بخروج الوقت، لأنه طهارة شرعية، كما قال الله في القرآن الكريم: (فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) (البائدة: من الآية 6) فبين الله أن طهارة التيمم طهارة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) بفتح الطاء، أي أنها تطهر: ((فأيماً رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل)). وفي حديث آخر: ((فعنده مسجدة وطهورة)). يعني: فليتطهر وليصل هذا من الأشياء البهمة في إقامة الصلاة: المحافظة علي الطهارة. واعلم أن من المحافظة علي الطهارة: إزالة النجاسة من ثوبك وبدنك، ومصلاك الذي تصلي عليه. فلا بد من الطهارة في هذه المواضع الثلاث: البدن، والثوب، والمصلي.

1_ أما الثوب فدليله: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللاتي يصلين في ثيابهن وهن يحضن بهذه الثياب أن تزيل البرأة الدم الذي أصابها من الحيض من

ثوبها، تحكه بظفرها ثم تقرصه بإصبعيها الإبهام والسبابة ثم تغسله، ولما صلي ذات يوم بأصحابه وعليه نعال خلع نعليه فخلع الناس نعالهم،

উদাহরণস্বরূপ জোহরের নামাজের জন্য তায়াম্মুম করা হলো এবং এশা পর্যন্ত যদি কোনো অযু ভঙ্গের কারণ না ঘটে, তবে তার জন্য তায়াম্মুম পুনরায় করা আবশ্যিক নয়। কেননা সময় অতিবাহিত হওয়ার মাধ্যমে তায়াম্মুম বাতিল হয় না; কারণ এটি একটি শরয়ি পবিত্রতা। যেমনটি মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন: "সুতরাং তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করো; আল্লাহ চান না তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা সৃষ্টি করতে, বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান।" (সূরা আল-মায়িদাহ: আয়াত ৬-এর অংশ)। আল্লাহ তায়ালা এখানে স্পষ্ট করেছেন যে, তায়াম্মুমের পবিত্রতা হলো প্রকৃত পবিত্রতা। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন: "আমার জন্য জমিনকে সিজদাহর স্থান ও পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম করা হয়েছে।" এখানে 'ত্বহর' শব্দটি 'ত্ব' বর্ণে জবর সহকারে পাঠিত, যার অর্থ হলো—এটি পবিত্র করে: "সুতরাং আমার উম্মতের যেকোনো ব্যক্তির সামনে যখন নামাজের সময় উপস্থিত হয়, সে যেন নামাজ আদায় করে নেয়।" অন্য এক হাদিসে এসেছে: "তার নিকটেই রয়েছে তার সিজদাহর স্থান এবং পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ।" অর্থাৎ: সে যেন পবিত্রতা অর্জন করে এবং নামাজ পড়ে নেয়। নামাজ কায়েমের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর একটি হলো: পবিত্রতার প্রতি যত্নশীল হওয়া। জেনে রাখুন যে, পবিত্রতার প্রতি যত্নশীল হওয়ার অন্তর্ভুক্ত হলো: আপনার পোশাক, শরীর এবং যে স্থানে নামাজ পড়বেন তথা জায়নামাজ থেকে অপবিত্রতা দূর করা। সুতরাং এই তিনটি স্থানে পবিত্রতা থাকা আবশ্যিক: শরীর, পোশাক এবং নামাজের স্থান।

১ _ পোশাক পবিত্র রাখার দলিল হলো: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই সকল নারীদেরকে—যারা ঋতুস্রাব অবস্থায় পরিহিত পোশাকেই নামাজ পড়তেন—নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, নারী যেন তার পোশাকে লেগে থাকা ঋতুস্রাবের রক্ত দূর করে দেয়; তা নখ দিয়ে খুঁটে ফেলবে, এরপর বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী দিয়ে কচলাবে এবং তারপর তা ধুয়ে ফেলবে। একদা তিনি যখন তাঁর সাহাবীদের নিয়ে নামাজ পড়ছিলেন এবং তাঁর পায়ে জুতো ছিল, তখন তিনি তাঁর জুতো জোড়া খুলে ফেললেন, ফলে লোকেরাও তাদের জুতো খুলে ফেলল,

فلم سلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم! قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: ((أن جبريل أتاني فاخبرني أن فيها قدرا)) فدل هذا علي انه لا بد من اجتناب النجاسة في الملبوس.

2_ أما المكان: فدليله أن أعرابياً جاء فبال في طائفة من المسجد، أي: في طرف من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أعرابي_ والأعراب الغالب عليهم الجهل_ فصاح به الناس وزجروه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمته نهاهم وقال: اتركوه. فلما قضي بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ((أن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة، وقراءة القرآن)) فقال الأعرابي: ((اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا))، لان الصحابة زجروه، وأما النبي_ عليه الصلاة والسلام_ فكلبه بلطف، فظن أن الرحمة ضيقة لا تتسع للجميع، وقال: ((اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا)) ويذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ((لقد حجرت واسعا يا أبا العرب)) (،) وأمر النبي_ عليه الصلاة والسلام_ أن يصب علي البول ذنوب من ماء، مثل الدلو، لتطهر الأرض.

অতঃপর তিনি যখন সালাম ফিরালেন, তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন কেন তারা তাদের পাদুকা খুলে ফেলেছে! তারা উত্তর দিল: আমরা আপনাকে আপনার পাদুকা খুলতে দেখেছি, তাই আমরাও আমাদের পাদুকা খুলে ফেলেছি। তখন তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই জিবরাঈল আমার নিকট আগমন করেছিলেন এবং আমাকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, ঐ দুটিতে অপবিত্রতা লেগে আছে।" এটি প্রমাণ করে যে, পরিহিত পোশাকে নাপাকি বা অপবিত্রতা পরিহার করা আবশ্যিক।

২- আর স্থানের পবিত্রতার দলীল হলো: এক গ্রাম্য আরব এসে মসজিদের এক পাশে প্রস্রাব করে দিল, অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদের এক প্রান্তে। তবে সে ছিল

এক বেদুঈন—আর বেদুঈনদের ওপর সাধারণত মূর্খতা প্রবল থাকে—তাই উপস্থিত লোকজন তাকে দেখে চিৎকার শুরু করল এবং তাকে ধমক দিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থায়ী হিকমত ও প্রজ্ঞা দ্বারা তাদেরকে নিষেধ করলেন এবং বললেন: তাকে ছেড়ে দাও। যখন সে প্রস্রাব শেষ করল, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডাকলেন এবং তাকে বললেন: "নিশ্চয়ই এই মসজিদসমূহ প্রস্রাব বা এই জাতীয় কোনো অপবিত্রতার জন্য উপযুক্ত নয়; বরং এগুলো কেবল মহান আল্লাহর যিকির, সালাত এবং কুরআন তিলাওয়াতের জন্য।" তখন সেই বেদুঈন বলল: "হে আল্লাহ! আমার ওপর এবং মুহাম্মাদের ওপর রহম করুন এবং আমাদের সাথে অন্য কারো ওপর রহম করবেন না।" কারণ সাহাবায়ে কিরাম তাকে ধমক দিয়েছিলেন, পক্ষান্তরে নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তার সাথে অত্যন্ত কোমলভাবে কথা বলেছিলেন। ফলে সে ধারণা করেছিল যে, আল্লাহর রহমত অত্যন্ত সংকীর্ণ যা সকলকে শামিল করে না। তাই সে বলেছিল: "হে আল্লাহ! আমার ওপর এবং মুহাম্মাদের ওপর রহম করুন এবং আমাদের সাথে অন্য কারো ওপর রহম করবেন না।" বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন: "হে আরবের ভাই! তুমি একটি প্রশস্ত বিষয়কে সংকীর্ণ করে দিয়েছ।" অতঃপর নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নির্দেশ দিলেন যেন সেই প্রস্রাবের ওপর এক বালতি পানি ঢেলে দেওয়া হয়, যাতে মাটি বা স্থানটি পবিত্র হয়ে যায়।

(ص: 368) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

3_ وَأَمَّا طَهَارَةُ الْبَدَنِ: فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِينَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: ((أَنَّهُمَا لِيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ)) وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. فَدَلَّ هَذَا: عَلَيَّ أَنَّهُ لَا بَدَّ التَّنْزَهُ مِنَ الْبَوْلِ. وَهَكَذَا بَقِيَّةُ النِّجَاسَاتِ، وَلَكِنْ لَوْ فَرَضَ أَنَّ الْإِنْسَانَ فِي الْبَرِّ وَتَنَجَّسَ

ثوبه وليس معه ما يغسله به، فهل يتيمم من اجل صلاته في هذا الثوب؟ لا يتيمم، وكذلك لو اصاب بدنه نجاسة رجليها ويده أو ساقه أو ذراعه وهو في البر وليس عنه ما يغسله، فإنه لا يتيمم، لان التيمم إنما هو في طهارة الحدث فقط، أما النجاسة فلا يتيمم لها، لان النجاسة عين قذرة تطهيرها بإزالتها أن أمكن فذلك، وان لم يمكن تبقي حتى يمكن إزالتها. والله اعلم.

أحكام المسح علي الخفين والجبيرة:

سبق أن الطهارة تتعلق بأربعة أعضاء من البدن، وهي: الوجه، واليدين، الرأس، والرجلان، فأما الوجه فيغسل، وأما اليدين فتغسلان، وأما الرأي فيمسح، وأما الرجلان فتغسلان أو تمسحان. اثنان غسل، وواحد يمسح، وواحد يغسل أو يمسح!

৩_ শারীরিক পবিত্রতা প্রসঙ্গে: সহীহাইন-এ (বুখারী ও মুসলিম) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং বললেন: “নিশ্চয়ই তাদের আযাব দেওয়া হচ্ছে, আর তাদের বড় কোনো বিষয়ের জন্য (যা ছেড়ে দেওয়া অসম্ভব ছিল) আযাব দেওয়া হচ্ছে না। তাদের একজন প্রস্রাব থেকে আড়াল করত না (অন্য বর্ণনায়: প্রস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করত না), আর অন্যজন চোগলখুরি করে বেড়াত।” আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এটি প্রমাণ করে যে, প্রস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করা আবশ্যিক। একইভাবে অন্যান্য অপবিত্রতার (নাপাকি) বিধানও তাই। কিন্তু যদি ধরে নেওয়া হয় যে, কোনো ব্যক্তি মরুভূমিতে রয়েছে এবং তার পোশাকে নাপাকি লেগেছে অথচ তা ধোয়ার মতো পানি তার কাছে নেই, তবে সে কি এই পোশাকে সালাত আদায়ের জন্য তায়ামুম করবে? না, সে তায়ামুম করবে না। একইভাবে যদি তার শরীরের কোনো অংশে—যেমন হাত, পা, পিন্ডলি বা বাহুতে—নাপাকি লাগে এবং সে মরুভূমিতে থাকে আর তার কাছে তা ধোয়ার মতো পানি না থাকে, তবে সে তায়ামুম করবে না। কেননা তায়ামুম কেবল হাদাছ (অজু বা গোসলের আবশ্যিকতা) থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য; নাপাকির জন্য তায়ামুম নেই। কারণ নাপাকি হলো একটি দৃশ্যমান অপবিত্র বস্তু যার পবিত্রতা অর্জিত হয় তা অপসারণের মাধ্যমে। যদি তা অপসারণ করা সম্ভব হয় তবে তা-ই করতে হবে, অন্যথায় অপসারণ করা সম্ভব না হওয়া পর্যন্ত তা থেকে যাবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

চামড়ার মোজা (খুফফাইন) এবং জাবীরার (ব্যান্ডেজ বা প্লাস্টার) ওপর মাসেহ করার
বিধানসমূহ:

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পবিত্রতা শরীরের চারটি অঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট, সেগুলো হলো:
মুখমন্ডল, দুই হাত, মাথা এবং দুই পা। মুখমন্ডল ধৌত করতে হয়, দুই হাত ধৌত করতে হয়,
মাথা মাসেহ করতে হয় এবং দুই পা ধৌত অথবা মাসেহ করতে হয়। অর্থাৎ দুটি অঙ্গ ধৌত
করার জন্য, একটি মাসেহ করার জন্য এবং একটি অঙ্গ ধৌত অথবা মাসেহ করার জন্য
নির্ধারিত!

(ম: 369) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

أما الوجه فلا يمكن أن يمسح إلا إذا كان هناك جبيرة، أي: لزقة علي جرح أو ما
شابه ذلك. فلو أن إنساناً غطي وجهه بشيء من سبوم الشمس أو غيره فإنه لا
يمسح عليه، بل يزيل القطاء ويغسل الوجه. إلا إذا كان هناك ضرورة فإنه يمسح ما
غطي به وجهه علي سبيل البدل من الغسل. وأما اليدين فكذا لا تمسحان، بل لا
بد م غسلهما إلا إذا كان هناك ضرورة، مثل أن يكون فيهما حساسية يضرها الماء
وجعل عليهما لفافة، أو لبس قفازين من اجل لا يأتيهما الماء، فلا بأس أن يمسح
مسح جبيرة للضرورة. وأما الرأس فيمسح، وطهارته أخف من غيره ولهذا لو كان علي
راس المرأة حناء ملبد عليه، ألبد المحرم رأسه في حال إحرامه كما فعل النبي _ عليه
الصلاة والسلام _ فإنه يمسح هذا الملبد ولا حاجة لان يزيله. أما الرجلان فتغسلان
وتمسحان، ولهذا جاء القران الكريم علي وجهين في قراءة قوله تعالى: ((وارجلكم))
بافتح والكسر. ففي قراءة (وارجلكم) وفي قراءة (وارجلكم). أما قراءة الكسر
(ارجلكم) فهي عطفاً علي قوله: (وامسحوا برؤوسكم) أي: وامسحوا بأرجلكم. وأما

النصب (وارجلکم) فهي عطفاً علي قوله تعالى: (اغسلوا وجوهکم) يعني: واغسلوا
أرجلكم.

মুখমণ্ডলের বিধান হলো যে, সেখানে মাসাহ করা সম্ভব নয় যতক্ষণ না সেখানে কোনো 'জাবীরাহ' বা পট্টি থাকে; অর্থাৎ কোনো ক্ষতের ওপর লাগানো প্লাস্টার বা অনুরূপ কিছু। যদি কোনো ব্যক্তি প্রখর রোদ বা অন্য কোনো কারণে তার মুখমণ্ডল ঢেকে রাখে, তবে সে তার ওপর মাসাহ করবে না; বরং আবরণটি অপসারণ করে মুখমণ্ডল ধৌত করবে। তবে যদি বিশেষ কোনো ওজর বা আবশ্যিকতা থাকে, তবেই সে ধৌত করার বিকল্প হিসেবে সেই আবরণের ওপর মাসাহ করতে পারবে। আর উভয় হাতের ক্ষেত্রেও একই বিধান; সেগুলো মাসাহ করা যাবে না বরং ধৌত করা আবশ্যিক, যদি না সেখানে কোনো বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকে—যেমন হাতে এমন কোনো অ্যালার্জি থাকা যাতে পানি ব্যবহার ক্ষতিকর এবং তার ওপর ব্যান্ডেজ পঁচানো থাকে, অথবা পানি থেকে রক্ষার জন্য হাতমোজা পরিধান করা হয়; এমতাবস্থায় প্রয়োজনের খাতিরে জাবীরাহ বা পট্টির ন্যায় মাসাহ করাতে কোনো বাধা নেই। আর মাথার বিধান হলো মাসাহ করা, এবং এর পবিত্রতা অর্জনের বিধান অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় শিথিল। এই কারণেই যদি কোনো মহিলার মাথায় জমাটবদ্ধ মেহেদির প্রলেপ থাকে, কিংবা কোনো মুহরিম ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় স্থায়ী মস্তক জমাটবদ্ধ করেন—যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) করেছিলেন—তবে তিনি সেই জমাটবদ্ধ আবরণের ওপরই মাসাহ করবেন এবং তা অপসারণ করার প্রয়োজন নেই। আর উভয় পায়ের ক্ষেত্রে ধৌত করা ও মাসাহ করা উভয় বিধানই রয়েছে। একারণেই পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহর বাণী: "এবং তোমাদের পা সমূহ" এর পাঠরীতিতে 'ফাতহা' (জবর) ও 'কাসরা' (জের) উভয় পদ্ধতিই বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ এক কীরাতে "ওয়া আরজুলাকুম" এবং অন্য কীরাতে "ওয়া আরজুলিকুম" পাঠিত হয়েছে। 'কাসরা' বা জেরযুক্ত পাঠরীতি অনুযায়ী শব্দটি "তোমাদের মাথা মাসাহ করো" অংশটির অনুগামী, যার অর্থ দাঁড়ায়: "এবং তোমাদের পা মাসাহ করো"। আর 'নাসব' বা জবরযুক্ত পাঠরীতি অনুযায়ী এটি মহান আল্লাহর বাণী "তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত করো" অংশের অনুগামী, যার অর্থ হলো: "এবং তোমাদের পা ধৌত করো"।

ولكن متى تمسح الرجل؟ تمسح الرجل

إذا لبس عليها الإنسان جوارب أو خفين.

الجوارب: ما كان من القطن أو الصوف أو نحوه.

والخفان: ما كان من الجلد أو شبهه، يمسح عليهما، لكن بشروط أربعة.

الشرط الأول: الطهارة: أي طهارة الخفين أو الجوربين، فلو كانا من جلد نجس فإنه

لا يصح المسح عليهما، لأن النجس خبيث لا يتطهر مهياً مسحته وغسلته. أما إذا

كانتا متنجستين، فمن المعلوم أن الإنسان لا يصلي فيهما، فلا يمسح عليهما.

الشرط الثاني: أن يلبسهما علي طهارة بالباء: فإن لبسهما علي تيمم فإنه لا يمسح

عليهما. فلوان شخصاً مسافراً لبس الجوارب علي طهارة تيمم ثم قدم البلد فإنه لا

يمسح عليهما، لأنه لبسهما علي طهارة تيمم، وطهارة التيمم إنما تتعلق بأوجه

والكفين، ولا علاقة لها بالرجلين. وعلي هذا يكون الشرط مأخوذ من قول النبي صلي

الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: ((إني أدخلتهما طاهرتين)).

الشرط الثالث: أن يكونا في الحدث الأصغر: أي: في الوضوء، أما

তবে পা কখন মাসেহ করতে হয়? পা মাসেহ করতে হয়

যখন কোনো ব্যক্তি পায়ে মোজা (জাওরাব) কিংবা চামড়ার মোজা (খুফ) পরিধান করে।

জাওরাব (মোজা): যা তুলা, পশম বা এ জাতীয় বস্তু দ্বারা তৈরি।

খুফফাইন (চামড়ার মোজা): যা চামড়া বা এ জাতীয় বস্তু দ্বারা তৈরি; এ দুটির ওপর মাসেহ করা হয়, তবে তার জন্য চারটি শর্ত রয়েছে।

প্রথম শর্ত: পবিত্রতা: অর্থাৎ খুফ বা মোজা দুটির পবিত্র হওয়া। সুতরাং যদি তা অপবিত্র

(নাজিস) চামড়া দ্বারা তৈরি হয়, তবে তার ওপর মাসেহ করা শুদ্ধ হবে না। কারণ অপবিত্রতা

(নাজাতাস) হলো এমন এক অপবিত্র বস্তু যা আপনি যতই মাসেহ বা ধৌত করুন না কেন, তা পবিত্র হয় না। আর যদি সেগুলো অপবিত্রতা লেগে কলুষিত (মুতানাজজিস) হয়ে থাকে, তবে এটি সর্বজনবিদিত যে মানুষ তা পরিধান করে সালাত আদায় করবে না, তাই এগুলোর ওপর মাসেহও করা যাবে না।

দ্বিতীয় শর্ত: পানি দ্বারা অর্জিত পবিত্রতা সহকারে তা পরিধান করা: যদি কেউ তায়ামুমের পবিত্রতা অবস্থায় তা পরিধান করে, তবে সে এগুলোর ওপর মাসেহ করতে পারবে না।

উদাহরণস্বরূপ, কোনো মুসাফির ব্যক্তি যদি তায়ামুমের পবিত্রতাবস্থায় মোজা পরিধান করে এবং পরবর্তীতে নিজ এলাকায় ফিরে আসে, তবে সে এগুলোর ওপর মাসেহ করতে পারবে না। কারণ সে তা তায়ামুমের পবিত্রতাবস্থায় পরিধান করেছে, আর তায়ামুমের পবিত্রতা কেবল মুখমণ্ডল ও দুই হাতের কবজি পর্যন্ত অংশের সাথে সংশ্লিষ্ট; দুই পায়ের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এই শর্তটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মুগীরা ইবনে শু'বাকে উদ্দেশ্য করে বলা এই বাণী থেকে গৃহীত: "নিশ্চয়ই আমি এ দুটিকে পবিত্র অবস্থায় (পায়ে) প্রবেশ করিয়েছি।"

তৃতীয় শর্ত: হাদাসে আসগার বা ছোট নাপাকির ক্ষেত্রে হওয়া: অর্থাৎ ওজুর ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে...

(ص: 371) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الغسل فلا تسمع فيه الخفان ولا الجوارب، بل لابد من خلعهما وغسل الرجلين، فلو كان علي الإنسان جنابة فإنه لا يمكن أن يمسح علي خفيه.

الشرط الرابع: أن يكون في المدة المحددة شرعاً: وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر، تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث، أما ما قبل المسح الأول فلا يحسب من المدة. فلو فرضان شخصاً لبسها علي طهارة في صباح اليوم الثلاثاء، وبقي إلى صلي العشاء في طهارته، ثم نام في ليلة الأربعاء، ولما قام لصلاة الفجر

مسح، فيوم الثلاثاء: لا يحسب عليه، لأنه قبل المسح، بل يحسب عليه من فجر يوم الأربعاء، لان حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه _ قأغل: ((جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم)). وقال صفوان بن عسال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً إلا ننزع خناقنا ثلاث أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم)) (،) فآلعبرة بالمسح لا باللبس، ولا بالحدث بعد اللبس. فيتم المقيم يوم وليلة، أي: أربعاً وعشرين ساعة، ويتم المسافر

গোসলের ক্ষেত্রে চামড়ার মোজা (খুফফাইন) কিংবা সাধারণ মোজার ওপর মাসেহ করা বৈধ নয়; বরং এগুলো খুলে ফেলে উভয় পা ধৌত করা আবশ্যিক। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি জানাবাত (অপবিত্রতা) অবস্থায় থাকে, তবে তার পক্ষে তার মোজার ওপর মাসেহ করা সম্ভব নয়।

চতুর্থ শর্ত: এটি শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হতে হবে। আর তা হলো মুকিমের (স্বস্থানে অবস্থানকারীর) জন্য এক দিন ও এক রাত এবং মুসাফিরের (ভ্রমণকারীর) জন্য তিন দিন ও তিন রাত। এই সময়সীমা শুরু হয় ওজু ভঙ্গের পর প্রথমবার মাসেহ করার মুহূর্ত থেকে; আর প্রথম মাসেহের পূর্ববর্তী সময়টুকু মেয়াদের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য হবে না।

উদাহরণস্বরূপ: যদি কোনো ব্যক্তি মঙ্গলবার সকালে পবিত্র অবস্থায় মোজা পরিধান করেন এবং এশা পর্যন্ত পবিত্র থাকেন, অতঃপর বুধবার রাতে ঘুমান এবং ফজরের নামাজের জন্য যখন জাগ্রত হয়ে মাসেহ করেন, তবে মঙ্গলবার তার মেয়াদের মধ্যে গণ্য হবে না; কারণ এটি মাসেহ করার পূর্ববর্তী সময়। বরং তার মেয়াদ বুধবারের ফজর থেকে গণ্য হবে। কেননা আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসাফিরের জন্য তিন দিন ও তিন রাত এবং মুকিমের জন্য এক দিন ও এক রাত নির্ধারণ করেছেন।"

সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা.) বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের নির্দেশ দিতেন যে, আমরা যখন সফরে থাকি তখন যেন তিন দিন ও তিন রাত আমাদের মোজা না খুলি, তবে জানাবাত (বড় নাপাকি) হলে ভিন্ন কথা; কিন্তু মলত্যাগ, প্রস্রাব ও ঘুমের কারণে (মোজা খোলার প্রয়োজন নেই)।" সুতরাং মূল বিবেচ্য বিষয় হলো মাসেহ করা; মোজা পরিধান করা কিংবা পরিধানের

পর ওজু ভঙ্গ হওয়া নয়। অতএব, মুকিম এক দিন ও এক রাত অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ণ করবেন এবং মুসাফির পূর্ণ করবেন...

(ص: 372) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

ثلاثة أيام بلياليهن، أي: اثنتين وسبعين ساعة، فإن مسح الإنسان وهو مقيم وسافر قبل أن تتم الهدية، فإنه يتم مسح مسافر ثلاثة أيام.

مثلاً: لو لبس اليوم لصلاة الفجر ومسح لصلاة الظهر، ثم سافر بعد الظهر، فإنه يتم ثلاثة أيام، يمسح ثلاثة أيام

ولو كان بالعكس: مسح وهو مسافر ثم أقام، فإنه يتم مسح مقيم، لان العبرة بالنهاية لا بالبداية، العبرة في السفر أو الإقامة بالنهاية لا بالبداية. وهذا هو الذي رجع إليه الإمام احمد - رحمه الله - وكان بالأول يقول: أن الإنسان إذا مسح مقيماً ثم سافر أتم مسح مقيم، لكنه رجع عن هذه لرواية وقال: إنه يتم مسح مسافر. ولا تستغرب أن العالم يرجع عن قوله، لان الحق يجب أن يتبع، فمقي تبين للإنسان الحق وجب عليه اتباعه، فالإمام احمد - رحمه الله - أحياناً يروي عنه في المسألة الواحدة أكثر من أربعة أقوال أو خمسة إلى سبعة أقوال في مسألة واحدة. وهو رجل واحد، أحياناً يصرح بأنه رجع وأحياناً لا يصرح، أن صرح بأنه رجع عن قوله الأول فإنه لا يجوز أن ينسب إليه القول الذي رجع عنه، ولا يجوز أن ينسب له الا مقيداً، فيقال: قاله أولاً ثم رجع، أما إذا لم يصرح بالجوع فإنه يجب أن تسحب الأقوال كلها عنه، فيقال: له قولان، أو له ثلاث أقوال، أو أربعة أقوال.

والإمام أحمد تكثر الرواية عنه، لأنه اثري يأخذ بالآثار، والذي يأخذ بالآثار ليس تأتية الآثار دفعة واحدة حتى يحيط بها مرة واحدة ويستقر علي قوله منها، لكن الآثار تتجدد، ينقل له حديث

তিন দিন ও তিন রাত, অর্থাৎ বাহাত্তর ঘণ্টা। যদি কোনো ব্যক্তি মুকিম (নিবাসী) থাকা অবস্থায় মাসাহ শুরু করে এবং সময় শেষ হওয়ার পূর্বে সফরে বের হয়, তবে সে মুসাফিরের মাসাহ অর্থাৎ তিন দিন পূর্ণ করবে।

উদাহরণস্বরূপ: যদি সে আজ ফজরের সালাতের জন্য মোজা পরিধান করে এবং জোহরের সালাতের জন্য মাসাহ করে, অতঃপর জোহরের পর সফরে বের হয়, তবে সে তিন দিন পূর্ণ করবে; অর্থাৎ সে তিন দিন মাসাহ করবে।

আর যদি এর বিপরীত হয়: মুসাফির অবস্থায় মাসাহ শুরু করল এবং এরপর মুকিম হয়ে গেল, তবে সে মুকিমের মাসাহ পূর্ণ করবে। কারণ নির্ভরযোগ্য বিষয় হলো শেষ অবস্থা, শুরু নয়। সফর বা ইকামতের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হলো শেষ অবস্থা, শুরুর অবস্থা নয়। আর এটিই সেই মত যার দিকে ইমাম আহমাদ (রাহিমাল্লাহু) ফিরে এসেছেন। ইতিপূর্বে তিনি বলতেন: কোনো ব্যক্তি যদি মুকিম অবস্থায় মাসাহ শুরু করে অতঃপর সফরে বের হয়, তবে সে মুকিমের মাসাহ পূর্ণ করবে। কিন্তু পরে তিনি একটি বর্ণনার কারণে এই মত থেকে ফিরে আসেন এবং বলেন: সে মুসাফিরের মাসাহ পূর্ণ করবে। কোনো আলিম তার মত থেকে ফিরে আসাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কারণ সত্যের অনুসরণ করা আবশ্যিক। যখনই কোনো মানুষের নিকট সত্য স্পষ্ট হয়ে যায়, তখনই তার জন্য তা অনুসরণ করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। ইমাম আহমাদ (রাহিমাল্লাহু) থেকে কখনো কখনো একটি মাসআলায় চারটির বেশি কিংবা পাঁচ থেকে সাতটি পর্যন্ত মত বর্ণিত হয়েছে। অথচ তিনি একজন ব্যক্তি; কখনো তিনি ফিরে আসার কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতেন, আবার কখনো করতেন না। যদি তিনি প্রথম মত থেকে ফিরে আসার কথা স্পষ্ট করেন, তবে যে মতটি থেকে তিনি ফিরে এসেছেন তা আর ঢালাওভাবে তার দিকে সম্বন্ধ করা বৈধ নয়, বরং তা শর্তযুক্তভাবে বলা যেতে পারে। যেমন বলা হবে: 'তিনি এটি প্রথমে বলেছিলেন, পরে ফিরে এসেছেন'। পক্ষান্তরে যদি তিনি ফিরে আসার কথা স্পষ্ট না করেন, তবে সবগুলো অভিমতই তার থেকে বর্ণিত বলে গণ্য করা আবশ্যিক। তখন বলা হবে: 'এ বিষয়ে

তার দুটি অভিমত রয়েছে', অথবা 'তিনটি অভিমত', কিংবা 'চারটি অভিমত'। ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণনার সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ার কারণ হলো, তিনি ছিলেন 'আছারি' (হাদিস ও আসারের অনুসারী)। আর যারা আছারের ওপর ভিত্তি করে চলেন, তাদের নিকট সকল আছার বা বর্ণনা একযোগে পৌঁছে না যে, তারা সবগুলোকে একবারে আয়ত্ত করে একটি স্থায়ী সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। বরং আছার বা বর্ণনাগুলো ক্রমান্বয়ে আসতে থাকে; কখনো তার কাছে একটি হাদিস বর্ণিত হয়...

(ص: 373) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

اليوم،

وينقل له حديث في اليوم الثاني، وهكذا. واعلم أن الإنسان إذا تمت المدة وهو علي طهارة فإنه لا تنتقص طهارته، لكن أن انتقضت فلا بد من خلع الخفين وغل القدمين، لكن مجرد تمام المدة لا ينقص الوضوء. كذلك أيضاً إذا خلعها بعد المسح وهو علي طهارة، فإنها لا تنتقص طهارته، بل يبقى علي طهارته، فإذا أراد أن يتوضأ فلا بد من أن يغسل قدميه بعد أن نزع. والقاعدة في هذا حتى لا تشتبه: انه متى نزع المسح فإنه لايعاد لمسح، بل لابد من غسل الرجل ثم إعادته إذا اراد الوضوء.

الشرط الثالث: استقبال القبلة: فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، لان الله تعالى أمر به وكرر الأمر به. قال تعالى: (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) (البقرة: من الآية 150)، أي: جهته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس، فيجعل الكعبة خلف ظهره والشام قبل وجهه، ولكن

بعد ذلك ترقب أن الله سبحانه وتعالى _ يشرع له خلاف ذلك، فجعل يقلب وجهه في السماء ينتظر متى ينزل عليه جبريل بالوحي في استقبال بيت الله الحرام، كما قال الله تعالى: (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ أُيُولِينِكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) (البقرة: من الآية 144) ، فأمره الله

আজ,

এবং দ্বিতীয় দিনে তার জন্য হাদীস বর্ণিত হয়, এভাবেই চলতে থাকে। জেনে রাখুন যে, সময়সীমা শেষ হওয়ার সময় যদি কোনো ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় থাকে, তবে তার পবিত্রতা নষ্ট হবে না। তবে যদি অযু ভেঙে যায়, তবে চামড়ার মোজা (খুফফাইন) খুলে পা ধৌত করা অপরিহার্য। কিন্তু কেবল সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়া অযু ভঙ্গ করে না। অনুরূপভাবে, মাসাহ করার পর পবিত্র অবস্থায় যদি মোজা খুলে ফেলা হয়, তবে পবিত্রতা নষ্ট হয় না, বরং সে পবিত্র অবস্থাতেই থাকে। এরপর যদি সে অযু করতে চায়, তবে মোজা খোলার পর অবশ্যই পা ধৌত করতে হবে। এ বিষয়ে মূলনীতি হলো—যাতে কোনো সংশয় না থাকে—যখনই মাসাহ করা বস্তু (মোজা) খুলে ফেলা হবে, তা পুনরায় মাসাহ করার জন্য পরিধান করা যাবে না; বরং পা ধৌত করতে হবে এবং এরপর পুনরায় অযু করার সময় তা পরিধান করতে পারবে।

তৃতীয় শর্ত: কিবলামুখী হওয়া: কিবলামুখী হওয়া সালাতের শর্তসমূহের অন্যতম, যা ব্যতীত সালাত শুদ্ধ হয় না। কেননা আল্লাহ তাআলা এটি নির্দেশ করেছেন এবং বারংবার এর আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর তুমি যেখান থেকেই বের হও না কেন, তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তোমাদের চেহারা সেদিকেই ফিরাও” (আল-বাকারাহ: ১৫০ নম্বর আয়াতের অংশ), অর্থাৎ: তার দিকে। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদিনায় আগমনের প্রথম দিকে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করতেন; তখন তিনি কাবাকে নিজের পেছনে এবং শাম অঞ্চলকে সামনে রাখতেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি আকাজ্জা করছিলেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এর বিপরীত কোনো বিধান অবতীর্ণ করবেন। ফলে তিনি আকাশের দিকে তাকাতে লাগলেন এবং অপেক্ষা করতে লাগলেন যে কখন জিবরীল (আলাইহিস সালাম) বায়তুল্লাহ হারামের দিকে ফেরার ওহী নিয়ে অবতীর্ণ হবেন। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: “আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানো আমি অবশ্যই দেখছি। সুতরাং আমি অবশ্যই

তোমাকে এমন এক কিবলার দিকে ফিরিয়ে দেব যা তুমি পছন্দ করো। অতএব তুমি তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও” (আল-বাকারাহ: ১৪৪ নম্বর আয়াতের অংশ)। এরপর আল্লাহ তাকে নির্দেশ দিলেন।

(ص: 374) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

__ عز وجل_ أن يستقبل المسجد الحرام، أي: جهته. إلا انه يستثني من ذلك ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: إذا عاجزا كمریض وجهه إلى غير القبلة، ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، فإن استقبال القبلة يسقط عنه في هذه الحال، لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (التغابن: من الآية 16) وقوله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) (البقرة: من الآية 286) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم))

المسألة الثانية: إذا كان في شدة الخوف، كانسان هارب من عدو، أو هارب من سبع، أو هارب من نار، أو هارب من واد يغرقه! المهم انه في شدة خوف، فهنا يصلي حيث كان وجهه. ودليل ذلك قوله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) (البقرة: 239) ، فإن قوله: (فإن خفتم) عام يشمل أي خوف. وقوله: (فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) (البقرة: من الآية 239) علي أن أي ذكر تركه الإنسان من اجل الخوف فلا حرج عليه فيه، ومن ذلك الآيتين الكريميتين والحديث النبوي في أن الوجوب معاق بالاستطاعة

_ মহান আল্লাহ _ নির্দেশ দিয়েছেন যেন মাসজিদুল হারামের দিকে, অর্থাৎ সেদিকে মুখ করা হয়। তবে এ থেকে তিনটি বিষয়কে ব্যতিক্রম ধরা হয়:

প্রথম বিষয়: যদি কেউ অক্ষম হয়, যেমন এমন কোনো অসুস্থ ব্যক্তি যার মুখ কিবলা ছাড়া অন্য দিকে ফেরানো এবং সে কিবলামুখী হতে সক্ষম নয়; এমতাবস্থায় তার ওপর থেকে কিবলামুখী হওয়ার আবশ্যিকতা রহিত হয়ে যায়। কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন: (অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করো) (আত-তাগাবুন: ১৬) এবং মহান আল্লাহর বাণী: (আল্লাহ কোনো প্রাণীর ওপর তার সাধ্যের অতীত কোনো বোঝা চাপিয়ে দেন না) (আল-বাকারা: ২৮৬) এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: ((আমি যখন তোমাদের কোনো নির্দেশ দেই, তখন তোমরা সাধ্যমতো তা পালন করো))

দ্বিতীয় বিষয়: যখন কেউ চরম ভীতিকর অবস্থায় থাকে, যেমন শত্রু থেকে পলায়নরত ব্যক্তি, অথবা হিংস্র পশু থেকে পলায়নরত, অথবা আগুন থেকে পলায়নরত, অথবা এমন কোনো প্লাবিত উপত্যকা থেকে পলায়নরত ব্যক্তি যা তাকে ডুবিয়ে দিতে পারে! মূল কথা হলো, সে যখন চরম আতঙ্কের মধ্যে থাকে, তখন সে যেকোনো মুখ করে আছে সেদিকেই সালাত আদায় করবে। এর দলিল হলো মহান আল্লাহর বাণী: (আর যদি তোমরা ভয়ের মধ্যে থাকো, তবে পদব্রজে কিংবা আরোহী অবস্থায় (সালাত আদায় করো)। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করো যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যা তোমরা জানতে না) (আল-বাকারা: ২৩৯)। এখানে মহান আল্লাহর বাণী: (যদি তোমরা ভয়ের মধ্যে থাকো) এটি সাধারণ অর্থবোধক যা সব ধরনের ভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। আর তাঁর বাণী: (অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করো যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যা তোমরা জানতে না) (আল-বাকারা: ২৩৯) থেকে বোঝা যায় যে, ভয়ের কারণে মানুষ সালাতের কোনো যিকর বা নিয়ম বর্জন করলে তাতে কোনো দোষ নেই। এ থেকে এবং পূর্বোক্ত দুটি আয়াত ও নববী হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোনো বিধানের আবশ্যিকতা সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল।

المسألة الثالثة: في النافلة في السفر، سواء كان علي طائفة، أو علي سيارة، أو علي بعير، فإنه يصلي حيث كان وجهه في صلاة النفل، مثل الوتر وصلاة الليل والضحي ومل أشبه ذلك. والمسافر ينبغي له أن تنفل بجميع النوافل كالمقيم سواء إلا في الرواتب، كراتبه الظهر والمغرب والعشاء، فالسنة تركها، وماعدا ذلك من النوافل فإنه باقي علي مشروعيته للمسافر، كما هو مشروع للمقيم. فإذا أراد أن يتنفل وهو مسافر علي طائرتة، أو علي بعيره، أو علي حماره، فليتنفل حيث كان وجهه، لان ذلك هو الثابت في الصحيحين عن رسول الله صلي الله عليه وسلم.

فهذه ثلاث مسائل لا يجب فيها استقبال القبلة! أما الجاهل فيجب عليه استقبال القبلة، لكن إذا اجتهد وتحري ثم تبين له الخطأ بعد الاجتهاد، فإنه لا أعاده عليه، ولا نقول انه يسقط عنه الاستقبال، بل يجب عليه الاستقبال ويتحري بقدر استطاعته، فإذا تحري بقدر استطاعته ثم تبين له الخطأ، فإنه لا يعد صلاته، ودليل ذلك أن الصحابة الذين لم يعلموا بتحويل القبلة إلى الكعبة، كانوا يصلون ذات يوم صلاة الفجر في مسجد قباء، فجاءهم رجل فقال: أن النبي صلي الله عليه وسلم انزل عليه قران وأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فاستداروا، بعد أن كانت الكعبة

তৃতীয় মাসআলা: সফর অবস্থায় নফল নামাজ সম্পর্কে। চাই তা বিমানে হোক, অথবা গাড়িতে, কিংবা উটের পিঠে হোক; নফল নামাজের ক্ষেত্রে সে যদিকে মুখ করে আছে সেদিকেই নামাজ আদায় করবে, যেমন বিতর, রাতের নামাজ (তাহাজ্জুদ), চাশত এবং এই জাতীয় অন্যান্য নামাজ। আর মুসাফিরের জন্য মুকিমের (স্থস্থানে অবস্থানকারী) মতোই সকল প্রকার নফল নামাজ আদায় করা সংগত, তবে সুন্নতে রাতেবা (ফরজ নামাজের সাথে সংশ্লিষ্ট নিয়মিত সুন্নত) ব্যতীত, যেমন জোহর, মাগরিব ও এশার সুন্নত। এগুলো বর্জন করাই সুন্নাহ। এগুলো ব্যতীত অন্যান্য নফল নামাজ মুকিমের জন্য যেমন বিধিবদ্ধ, মুসাফিরের জন্যও তেমনি বিধিবদ্ধ হিসেবে বলবৎ থাকে। সুতরাং সফর অবস্থায় কেউ যদি তার বিমানে, উটে কিংবা গাধার পিঠে নফল নামাজ আদায় করতে চায়, তবে তার অভিমুখ যদিকে আছে সেদিকেই সে নামাজ

আদায় করবে; কারণ এটিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহাইন-এ প্রমাণিত।

এই হলো তিনটি মাসআলা যাতে কিবলামুখী হওয়া ওয়াজিব নয়। তবে অজ্ঞ ব্যক্তির ক্ষেত্রে কিবলামুখী হওয়া ওয়াজিব; কিন্তু সে যদি ইজতিহাদ ও অনুসন্ধান করে এবং অনুসন্ধানের পর তার ভুল প্রকাশ পায়, তবে তাকে নামাজ পুনরায় পড়তে হবে না। আমরা এটি বলব না যে তার ওপর থেকে কিবলামুখী হওয়ার বাধ্যবাধকতা উঠে গেছে, বরং তার ওপর কিবলামুখী হওয়া ওয়াজিব এবং সাধ্যমতো তা অনুসন্ধান করাও জরুরি। অতঃপর সে সাধ্যমতো চেষ্টা করার পর যদি তার ভুল ধরা পড়ে, তবে সে নামাজ পুনরায় আদায় করবে না। এর দলিল হলো সেই সাহাবীগণ যারা কাবার দিকে কিবলা পরিবর্তনের খবর জানতেন না; তারা একদিন মসজিদে কুবাতে ফজরের নামাজ আদায় করছিলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি এসে তাদের বললেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাঁকে কাবার দিকে মুখ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, সুতরাং আপনারাও সেদিকে অভিমুখ করুন। তখন তারা ঘুরে গেলেন, অথচ এর আগে কাবার অবস্থান ছিল...

(ص: 376) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وراءهم جعلوها أمامهم، فاستداروا وبقوا في صلاتهم وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن إنكار له، فيكون ذلك مشروعاً، فإذا أخطأ الإنسان في القبلة جاهلاً فإنه ليس عليه إعادة، ولكن إذا تبين ولو في أثناء الصلاة وجب عليه أن يستقيم إلى القبلة، فجاءه إنسان وقال له: القبلة عن يمينك أو يسارك، وجب عليه أن يستدير على اليمين أو على اليسار دون أن يستأنف الصلاة، لأنه في الأول كان عن اجتهاد وعن وجه شرعي فلا يبطل. فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، إلا في

المواضع الثلاث التي ذكرناها. وإلا إذا أخطأ الإنسان بعد الاجتهاد والتحري.
وهنا مسألة: يجب علي من نزل علي شخص ضعيفاً وأراد أن يتنفل أن يسأل صاحب
البيت عن القبلة، فإذا أخبره اتجه إليها، لأن بعض الناس تأخذ العزة بالإثم،
ويمنعه الحياء_ وهو حياء في غير محله_ عن السؤال عن القبلة. فبعض الناس
يستحي من السؤال حتى لا يقول الناس لا يعرف! لا يضر، فليقولوا ما يقولونه، بل
أسأل عن القبلة حتى يخبرك صاحب البيت. وأحياناً بعض الناس تأخذ العزة بالإثم
أو الحياء، ويتجه بناء علي ظنه إلى جهة ما يتبين له إنها ليست القبلة، وفي هذه
الحال وجب عليه أن يعيد الصلاة، لأنه استند إلي غير مستند شرعي. والمستند إلى
غير مستند شرعي لا تقبل عبادته، لقول النبي صلي الله علي وسلم: ((من

যা তাদের পেছনে ছিল তা তারা সামনে নিয়ে এল, ফলে তারা ঘুরে গেল এবং তাদের সালাত
চালিয়ে গেল। এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ঘটেছিল এবং এতে কোনো
আপত্তি জানানো হয়নি, সুতরাং এটি বিধিসম্মত সাব্যস্ত হয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি
অজ্ঞতাবশত কিবলার দিকে মুখ করতে ভুল করে, তবে তাকে সালাত পুনরায় আদায় করতে
হবে না। কিন্তু সালাতরত অবস্থায় থাকলেও যদি সঠিক দিকটি স্পষ্ট হয়ে যায়, তবে তার জন্য
কিবলার দিকে সোজা হওয়া ওয়াজিব। এমতাবস্থায় যদি কোনো ব্যক্তি এসে তাকে বলে:
কিবলা তোমার ডানে অথবা বামে, তবে সালাত নতুন করে শুরু না করেই তার জন্য ডানে বা
বামে ঘুরে যাওয়া ওয়াজিব। কারণ শুরুতে তার অভিমুখ নির্ধারণ ছিল ইজতিহাদ ও শরয়ি
পদ্ধতির ভিত্তিতে, তাই তা বাতিল হবে না। সুতরাং কিবলার অভিমুখী হওয়া সালাতের
শর্তসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি শর্ত, যা ব্যতীত সালাত শুদ্ধ হয় না; তবে আমরা ইতিপূর্বে যে
তিনটি অবস্থার কথা উল্লেখ করেছি এবং গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর যদি কোনো ব্যক্তি ভুল
করে থাকে সেই ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত।

এখানে একটি মাসআলা রয়েছে: কোনো ব্যক্তি যদি মেহমান হিসেবে কারও বাড়িতে অবস্থান
করে এবং নফল সালাত আদায়ের ইচ্ছা করে, তবে তার জন্য গৃহকর্তাকে কিবলা সম্পর্কে
জিজ্ঞাসা করা ওয়াজিব। গৃহকর্তা তাকে অবহিত করলে সে সেই অনুযায়ী কিবলামুখী হবে।
কারণ কিছু মানুষ দম্ভবশত ভুল পথে অটল থাকে এবং লজ্জা তাদের কিবলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

করা থেকে বিরত রাখে—অথচ এই লজ্জা অনর্থক। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করে পাছে লোকে তাকে অজ্ঞ মনে করে! এতে কোনো সমস্যা নেই, লোকেরা যা বলে বলুক। বরং আপনি কিবলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন যেন গৃহকর্তা আপনাকে সঠিক দিকটি জানিয়ে দেন। কখনও কখনও কিছু মানুষ অহমিকা বা লজ্জার বশবর্তী হয়ে নিজের ধারণার ওপর ভিত্তি করে এমন কোনো দিকে মুখ করে সালাত আদায় করে যা পরে কিবলা নয় বলে প্রমাণিত হয়। এমতাবস্থায় তার জন্য সালাত পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব, কারণ সে কোনো শরয়ি দলিলের ওপর ভিত্তি করেনি। আর যে ব্যক্তি শরয়ি ভিত্তিহীন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, তার ইবাদত কবুল হয় না। যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি

(ম: 377) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

عمل عبداً ليس عليه امرنا فهو رد)).

الشرط الرابع: فإن الصلاة لا تصح إلا بنيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوي)) الحديث. وقد دلت الآيات الكريمة علي اعتبار النية في العبادات، مثل قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: (تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا) (الفتح: من الآية 29) والآيات في هذا كثيرة، وقال: (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْوُتُّ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) (النساء: من الآية 100) فالنية شرط من شرط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، وهي في الحقيقة ليست بالأمر الصعب، كل إنسان عاقل مختار يفعل فعلاً فإنه قد نواه. فلا تحتاج إلى تعب ولا علي نطق محلها القلب: ((إنما الأعمال بالنيات)). ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية، ولا أمر أمته بالنطق بها، ولا فعلها أحد من أصحابه فأقره علي ذلك، فالنطق بالنية بدعة، هذا هو القول الراجح، لأنك كأنما تشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه

يصلون ليس فيهم أحد نطق قال: اللهم إني نويت أن أصلي. وما اظرف قصة ذكرها
لي بعض الناس_ عليه رحمة الله_ قال لي: أن

((কেউ এমন কোনো আমল করল যাতে আমাদের এই নির্দেশের কোনো ভিত্তি নেই, তবে তা প্রত্যাখ্যাত))।

চতুর্থ শর্ত: নিয়ত ব্যতিরেকে সালাত শুদ্ধ হয় না; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ((নিশ্চয়ই সকল আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল, আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করবে তাই সে পাবে)) - আল-হাদীস। ইবাদতে নিয়ত বিবেচনার বিষয়ে পবিত্র আয়াতসমূহ প্রমাণ পেশ করে, যেমন মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীদের গুণাবলি বর্ণনায় বলেন: (তুমি তাদের রুকু ও সিজদা করতে দেখবে; তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে) (সূরা আল-ফাতহ: ২৯-এর একাংশ)। এই বিষয়ে আয়াত অনেক রয়েছে। তিনি আরও বলেন: (আর যে ব্যক্তি নিজ ঘর থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরতকারী হিসেবে বের হয়, অতঃপর তাকে মৃত্যু পেয়ে বসে, তবে তার পুরস্কার আল্লাহর ওপর অবধারিত হয়) (সূরা আন-নিসা: ১০০-এর একাংশ)। সুতরাং নিয়ত সালাত শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলির অন্তর্ভুক্ত একটি শর্ত; এটি ব্যতীত সালাত শুদ্ধ হবে না। আর এটি— প্রকৃতপক্ষে—কোনো কঠিন বিষয় নয়; প্রত্যেক বিবেকবান ও স্বেচ্ছায় কর্মসম্পাদনকারী ব্যক্তি যখনই কোনো কাজ করে, তখন সে মূলত তার নিয়ত করেই তা করে। তাই এর জন্য কোনো কষ্ট বা মুখে উচ্চারণের প্রয়োজন নেই, বরং এর স্থান হলো অন্তর: ((নিশ্চয়ই আমলসমূহ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল))। আর যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে মুখে নিয়ত উচ্চারণ করেননি, তাঁর উম্মতকেও মুখে উচ্চারণের নির্দেশ দেননি এবং তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কেউ তা করেননি যা তিনি অনুমোদন করেছেন—তাই মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা একটি বিদআত (নব-উদ্ভাবিত প্রথা)। এটিই অগ্রগণ্য অভিমত। কারণ আপনি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের সালাত আদায় করতে দেখছেন, অথচ তাঁদের কাউকেই মুখে বলতে শুনছেন না যে: ‘হে আল্লাহ, আমি সালাত আদায়ের নিয়ত করছি।’ জনৈক ব্যক্তি—আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন—আমার কাছে একটি অতি চমৎকার ঘটনা বর্ণনা করেছেন; তিনি আমাকে বললেন: যে

شخصاً في المسجد الحرام_ قديماً_ أراد أن يصلي، فأقيمت الصلاة فقال: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات لله تعالى خلف إمام المجد الحرام. لما أراد أن يكبر قال له الرجل إلى جواره: اصبر بقي عليك! قال: ما الباقي؟ قال له: قل في اليوم الفلاني وفي التاريخ الفلاني من الشهر والسنة حتى لا تضيع، هذه وثيقة. فتعجب الرجل! والحقيقة انه محل التعجب، هل أنت تعلم الله_ عز وجل_ بما تريد؟ الله يعلم ما توسوس به نفسك. هل تعلم الله بعدد الركعات والأوقات؟ لا داعي له، الله يعلم هذا. فالنية محلها القلب. ولكن كما نعلم أن الصلوات تنقسم إلى أقسام: نفل مطلق، و نفل معين، وفريضة.

الفرائض خمس: الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء. إذا جئت إلى المسجد في وقت الفجر، فماذا تريد أن تصلي؟ أتريد أن تصلي المغرب؟! لا، بل الفجر. جئت وكبرت وأنت ناوي الصلاة، لكن غاب عن ذهنك إنها الفجر.

وهناك مسألة: إذا جئت وكبرت، وغاب عن ذهنك أي صلاة هي، وهذا يقع كثيراً، لا سيما إذا جاء بسرعة يخشى أن تفوته الركعة، فمثلاً جئت وحضرت وكبرت ولكنك لم تستحضر أنك تريد الفجر. فهنا لا حاجة، ووقوع هذه الصلاة في وقتها دليل على أنه إنما أردت هذه الصلاة. ولهذا لو سألك أي واحد: هل أردت الظهر أو العصر أو المغرب أو

অতীতে মসজিদুল হারামে এক ব্যক্তি সালাত আদায়ের ইচ্ছা করলেন। সালাতের ইকামত হলে তিনি বললেন: হে আল্লাহ! আমি মসজিদুল হারামের ইমামের পেছনে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য চার রাকাত জোহরের ফরজ সালাত আদায়ের নিয়ত করছি। যখন তিনি তকবির দিতে উদ্যত হলেন, তখন তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তি তাকে বললেন: ধৈর্য ধরুন, আপনার আরও কিছু বলা বাকি

রয়ে গেছে! তিনি বললেন: আর কী বাকি আছে? সেই ব্যক্তি বললেন: আপনি বলুন যে, এটি অমুক মাসের অমুক বছরের অমুক তারিখে আদায় করছেন, যাতে এটি হারিয়ে না যায়; এটি তো একটি দলিল স্বরূপ। তখন সেই ব্যক্তি বিস্মিত হলেন! আর প্রকৃতপক্ষে এটি বিস্ময়েরই বিষয়। আপনি কি মহান আল্লাহকে—যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত—আপনার ইচ্ছা সম্পর্কে অবহিত করছেন? আপনার অন্তরে যা কিছু উদ্ভিত হয়, আল্লাহ সে সম্পর্কেও অবগত। আপনি কি আল্লাহকে রাকাতের সংখ্যা এবং ওয়াক্ত সম্পর্কে জানাচ্ছেন? এর কোনো প্রয়োজন নেই, আল্লাহ তা জানেন। কারণ নিয়তের স্থান হলো অন্তর। তবে আমরা যেমনটি জানি যে, সালাত তিন ভাগে বিভক্ত: সাধারণ নফল, নির্দিষ্ট নফল এবং ফরজ। ফরজ সালাত পাঁচটি: ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব ও এশা। আপনি যখন ফজরের সময় মসজিদে আসলেন, তখন আপনি কোন সালাত আদায় করতে চান? আপনি কি মাগরিব পড়তে চান?! না, বরং ফজর। আপনি আসলেন এবং তকবির পাঠ করলেন এমতাবস্থায় যে আপনি সালাত আদায়ের নিয়তকারী, কিন্তু আপনার মন থেকে এটি বিস্মৃত হলো যে এটি ফজর সালাত ছিল।

এখানে একটি মাসয়ালা রয়েছে: যদি আপনি আসেন এবং তকবির বলেন, আর আপনার মন থেকে এটি হারিয়ে যায় যে এটি কোন সালাত—এবং এটি প্রায়শই ঘটে থাকে, বিশেষ করে যদি কেউ দ্রুত আসার কারণে রাকাত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা করে—উদাহরণস্বরূপ, আপনি আসলেন, উপস্থিত হলেন এবং তকবির বললেন কিন্তু আপনি অন্তরে এটি আনলেন না যে আপনি ফজর পড়তে চাচ্ছেন। এমতাবস্থায় এর কোনো প্রয়োজন নেই; কারণ এই সালাতটি তার নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন হওয়াই এর প্রমাণ যে আপনি এই সালাতটিই আদায় করতে চেয়েছিলেন। এজন্যই যদি কেউ আপনাকে জিজ্ঞাসা করে: আপনি কি জোহর, আসর নাকি মাগরিব অথবা...

العشاء؟ لقت: أبدا، ما أردت لا الفجر. إذا لا حاجة إلى أن انوي إنها الفجر، صحيح أن نويتها الفجر اكمل، لكن أحيانا يغيب عن الذهن التعيين، فنقول: يعينها الوقت. إذا الفرائض يكون تعيينها علي وجهين:

الوجه الأول: أن يعينها بعينها بقلبه انه نوي الظهر مثلا، وهذا واضح.

الوجه الثاني: الوقت، فبما دمت تصلي الصلاة في هذا الوقت فهي هي الصلاة.

هذا الوجه الثاني إنما يكون في الصلاة المؤداة في وقتها، أما لو فرض أن علي إنسان صلوات مقضية، كما لو كان نائم يوما كاملا عن الظهر والعصر والمغرب، فهنا إذا أراد أن يقضي لابد يعينها بعينها، لأنه لا وقت لها. النوافل المعنية، مثل الوتر وركعتي الضحى والرواتب للصلوات الخمس، فهذه لابد أن تعينها بالاسم، لكن بالقلب لا باللسان، فإذا أردت أن تصلي الوتر مثلا وكبرت ولكن ما نويت الوتر، وفي أثناء الصلاة نويتها الوتر، فهذا لا يصح، لان المتر نفل معين، والنوافل والمعينة لابد أن تعين بعينها. إذا أراد الإنسان أن ينتقل في أثناء الصلاة من نية إلى نية، هل هذا

এশা? আমি বললাম: কখনোই না, আমি কেবল ফজরই চেয়েছিলাম। সুতরাং এটি যে ফজর তা আলাদাভাবে নিয়ত করার প্রয়োজন নেই; এটা ঠিক যে আমি যদি ফজরের নিয়ত করতাম তবে তা পূর্ণ হতো, তবে কখনো কখনো নির্দিষ্ট করার বিষয়টি স্মৃতি থেকে বিলীন হয়ে যায়, তাই আমরা বলি: ওয়াক্ত বা সময় তা নির্ধারণ করে দেয়। অতএব, ফরজ নামাজ নির্ধারণের দুটি পদ্ধতি রয়েছে:

প্রথম পদ্ধতি: অন্তরের মাধ্যমে সুনির্দিষ্টভাবে তা নির্ধারণ করা যে সে জোহরের নিয়ত করেছে উদাহরণস্বরূপ, এবং এটি স্পষ্ট।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: ওয়াক্ত; যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এই সময়ের মধ্যে নামাজ আদায় করবেন, ততক্ষণ তা সেই নির্দিষ্ট ওয়াক্তেরই নামাজ।

এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটি কেবল সেই নামাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা তার নির্ধারিত সময়ে (আদা) আদায় করা হয়। কিন্তু যদি ধরে নেওয়া হয় যে কোনো ব্যক্তির ওপর কাজা নামাজ রয়েছে, যেমন সে জোহর, আসর এবং মাগরিবের সময় ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে, তবে এক্ষেত্রে সে যখন কাজা আদায় করতে চাইবে তখন অবশ্যই তাকে নামাজটি সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে,

কারণ [কাজা নামাজের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো] সময় নেই যা তাকে নির্ধারণ করে দেবে। সুনির্দিষ্ট নফল নামাজসমূহ, যেমন বিতর, দুই রাকাত চাশত (দুহা) এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সুন্নতে রাওয়াতীব—এগুলো অবশ্যই নামে নির্দিষ্ট করতে হবে, তবে তা অন্তরের সংকল্পের মাধ্যমে, জিহ্বার উচ্চারণে নয়। সুতরাং আপনি যদি বিতর নামাজ পড়তে চান এবং তাকবির বলেন কিন্তু বিতরের নিয়ত না করেন, আর নামাজের মাঝপথে বিতরের নিয়ত করেন, তবে তা শুদ্ধ হবে না। কারণ বিতর হলো একটি নির্দিষ্ট নফল নামাজ, আর নির্দিষ্ট নফল নামাজসমূহকে নির্দিষ্টভাবেই নির্ধারণ করতে হয়। যদি কোনো ব্যক্তি নামাজের মাঝখানে এক নিয়ত থেকে অন্য নিয়তে স্থানান্তরিত হতে চায়, তবে কি এটি...

(ص: 380) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

مكن؟ ننظر، الانتقال من معين إلى معين، أو من مطلق إلى معين لا يصح. مثال المطلق: إنسان قام يصلي صلاة نافلة مطلقة، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم راتبة الفجر، فنواها لراتبة الفجر. نقول: لا تصح لراتبة الفجر، لأنه انتقال من مطلق إلى معين، والمعين لا بد أن تنويه من أوله، فراتبة الفجر من التكبير إلى التسليم. ومثال معين إلى معين: رجل قام يصلي العصر، وفي أثناء صلاته ذكر أنه لم يصل الظهر، أو أنه صلاها بغير وضوء، فقال: الآن نويتها للظهر، فهل تصح للظهر أم لا؟ هنا لا تصح للظهر، لأنه من معين إلى معين، ولا تصح أيضاً صلاة العصر التي أبتدأ، لأنه قطعها بانتقاله إلى الظهر. إذ لا تصح ظهراً ولا عصرًا، فهي لا تصح عصرًا لأنه قطعها، ولا ظهراً لأنه لم يبتدئها ظهراً، وصلاة الظهر من تكبيرة الإحرام إلى السلام. أما الانتقال من معين إلى مطلق فانه يصح ولا بأس، مثل إنسان شرع في صلاة الفريضة، ثم لما شرع ذكر أنه علي ميعاد لا يمكنه أن يتأخر فيه، فنواها نفلاً، فإنها تصح إذا كان الوقت متسعاً ولم يفوت الجماعة. هذان

شرطان: الشرط الأول: إذا كان أُلقت متسعاً، والثاني: إذا لم يفوت الجماعة. فمثلاً إذا كان في صلاة جماعة فلا يمكن أن يحولها إلى نفل مطلق، لان هذا يستلزم أن يدع صلاة الجماعة. إذا كان الوقت ضيقاً

فلا يصح أن يحولها إلى نفل مطلق، لان صلاة

এটা কি সম্ভব? আমরা লক্ষ্য করি, নির্দিষ্ট থেকে নির্দিষ্টতে অথবা সাধারণ থেকে নির্দিষ্টতে পরিবর্তন করা শুদ্ধ নয়।

সাধারণের উদাহরণ: একজন ব্যক্তি সাধারণ নফল নামাজ পড়তে দাঁড়াল, নামাজের মধ্যে তার মনে পড়ল যে সে ফজরের রাতিবা (সুন্নতে মুয়াক্কাদা) পড়েনি, তখন সে সেটাকে ফজরের রাতিবার নিয়তে পরিবর্তন করল। আমরা বলি: এটি ফজরের রাতিবার জন্য শুদ্ধ হবে না, কারণ এটি সাধারণ থেকে নির্দিষ্টতে পরিবর্তন; আর নির্দিষ্ট নামাজের ক্ষেত্রে শুরু থেকেই নিয়ত করা আবশ্যিক, কারণ ফজরের রাতিবা তাকবীর থেকে সালাম পর্যন্ত বিস্তৃত। নির্দিষ্ট থেকে নির্দিষ্টতে পরিবর্তনের উদাহরণ: এক ব্যক্তি আসরের নামাজ পড়তে দাঁড়াল, নামাজের মাঝে তার মনে পড়ল যে সে জোহরের নামাজ পড়েনি অথবা সে তা অজু ছাড়া পড়েছে, তখন সে বলল: এখন আমি এটাকে জোহরের নিয়তে পরিবর্তন করলাম; তবে কি এটি জোহরের জন্য শুদ্ধ হবে কি না? এক্ষেত্রে এটি জোহরের জন্য শুদ্ধ হবে না, কারণ এটি নির্দিষ্ট থেকে নির্দিষ্টতে পরিবর্তন। আবার যে আসরের নামাজ সে শুরু করেছিল তাও শুদ্ধ হবে না, কারণ জোহরের দিকে স্থানান্তরের মাধ্যমে সে তা বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। সুতরাং এটি জোহর বা আসর কোনোটি হিসেবেই শুদ্ধ হবে না; আসর হিসেবে শুদ্ধ নয় কারণ সে তা মাঝপথে কেটে দিয়েছে, আর জোহর হিসেবে শুদ্ধ নয় কারণ সে জোহরের নিয়ত করে তা শুরু করেনি, অথচ জোহরের নামাজ তাকবীরে তাহরিমা থেকে সালাম পর্যন্ত। আর নির্দিষ্ট থেকে সাধারণে পরিবর্তন করা শুদ্ধ এবং এতে কোনো অসুবিধা নেই। যেমন কোনো ব্যক্তি ফরজ নামাজ শুরু করল, এরপর শুরু করার পর তার মনে পড়ল যে তার একটি নির্ধারিত সাক্ষাতের সময় রয়েছে যাতে সে দেরি করতে পারবে না, তখন সে তা নফলের নিয়তে পরিবর্তন করল; তবে এটি তখন শুদ্ধ হবে যখন ওয়াক্ত প্রশস্ত থাকবে এবং জামাত ছুটে যাবে না। এখানে দুটি শর্ত রয়েছে: প্রথম শর্ত: যদি ওয়াক্ত প্রশস্ত থাকে, এবং দ্বিতীয়টি: যদি জামাত না ছুটে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ জামাতের

নামাজে থাকে তবে সেটিকে সাধারণ নফলে রূপান্তর করা সম্ভব নয়, কারণ এর ফলে তাকে জামাত ত্যাগ করতে হবে। যদি ওয়াক্ত সংকীর্ণ হয়

তবে সেটিকে সাধারণ নফলে রূপান্তর করা শুদ্ধ হবে না, কারণ নামাজ...

(ص: 381) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الفريضة اذا ضاق وقتها لا يتحمل الوقت سواها، لكن الوقت في سعة والجماعة قد فأتته، نقول: لا بأس أن تحولها إلى نفل مطلق وتسلم من ركعتين وتذهب إلى وعدك، ثم بعد ذلك تعود إلى فريضتك، فصار الانتقال ثلاثاً:

- 1_ من مطلق إلى معين: لا يصح الميعن ويبقى المطلق صحيحاً.
 - 2_ من معين إلى معين: يبطل الأول ولا ينعقد الثاني.
 - 3_ من معين إلى مطلق: يصح ويبقى الميعن عليه.
- نية الإمامة والإتيام: الجماعة تحتاج إلى إمام ومأموم، وأقلها اثنان: إمام ومأموم. وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، ولا بد من نية المأموم والإتيام، وهذا شيء متفق عليه، يعني إذا دخلت في جماعة فلا بد أن تنوي الإتيام بأمامك الذي دخلت معه. ولكن كما قلنا_ النية لا تحتاج إلى كبير عمل، لان من أتى إلى المسجد فإنه قد نوي أن يتم. أما الإمام فقد اختلف العلماء_ رحمهم الله_ هل يجب أن ينوي أن يكون أو لا يجب؟! فقال بعض أهل العلم: لابد أن ينوي انه الإمام، وعلي هذا لو جاء رجلان ووجد رجل يصلي ونوياً أن يكون الرجل إماماً لهما، فصفاً خلفه وهولا يدرى بهما، لكن هم نوياً انه إمام لهما وصاراً يتابعانه، فمن قال

ফরজ সালাতের সময় যখন সংকীর্ণ হয়ে যায়, তখন সেই সময় ঐ সালাত ব্যতীত অন্য কিছু করার অবকাশ থাকে না। কিন্তু সময় যদি প্রশস্ত থাকে এবং জামাত ছুটে গিয়ে থাকে, তবে আমরা বলব: আপনার সালাতটিকে সাধারণ নফলে পরিবর্তন করে দুই রাকাত পূর্ণ করে সালাম ফিরিয়ে আপনার ওয়াদাকৃত কাজে চলে যেতে কোনো বাধা নেই; এরপর ফিরে এসে আপনি আপনার ফরজ সালাত আদায় করবেন। সুতরাং নিয়ত পরিবর্তনের প্রকার তিনটি:

১_ সাধারণ থেকে সুনির্দিষ্টে পরিবর্তন: এতে সুনির্দিষ্ট ইবাদতটি সহিহ হবে না, তবে সাধারণ ইবাদতটি সহিহ হিসেবে বহাল থাকবে।

২_ সুনির্দিষ্ট থেকে অন্য সুনির্দিষ্টে পরিবর্তন: এতে প্রথমটি বাতিল হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয়টিও শুদ্ধ হবে না।

৩_ সুনির্দিষ্ট থেকে সাধারণে পরিবর্তন: এটি সহিহ হবে, তবে মূল সুনির্দিষ্ট ইবাদতটি আদায় করার দায় তার ওপর বাকি থাকবে।

ইমামতি এবং অনুসরণের নিয়ত: জামাতের জন্য একজন ইমাম ও একজন মুক্তাদি প্রয়োজন, আর এর সর্বনিম্ন সংখ্যা হলো দুইজন: একজন ইমাম এবং একজন মুক্তাদি। জামাতে সংখ্যা যত বেশি হয়, তা আল্লাহর নিকট তত বেশি প্রিয়। আর মুক্তাদির জন্য অনুসরণের নিয়ত করা অপরিহার্য এবং এটি একটি সর্বসম্মত বিষয়। অর্থাৎ আপনি যখন কোনো জামাতে শরিক হবেন, তখন আপনার ইমামের অনুসরণের নিয়ত করা আবশ্যিক যার সাথে আপনি সালাতে প্রবেশ করেছেন। তবে—যেমনটি আমরা বলেছি—নিয়তের জন্য বিশেষ কোনো আয়োজনের প্রয়োজন নেই, কারণ যে ব্যক্তি মসজিদে এসেছে সে অনুসরণের নিয়ত নিয়েই এসেছে। কিন্তু ইমামের ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরাম—আল্লাহ তাঁদের ওপর রহম করুন—মতভেদ করেছেন যে, তার জন্য ইমাম হওয়ার নিয়ত করা কি ওয়াজিব, নাকি ওয়াজিব নয়?! জনৈক আলেমগণ বলেছেন: তাকে অবশ্যই ইমামতির নিয়ত করতে হবে। এই মতের ভিত্তিতে, যদি দুইজন ব্যক্তি আসে এবং দেখে যে এক ব্যক্তি সালাত আদায় করছে এবং তারা তাকে ইমাম হিসেবে সাব্যস্ত করার নিয়ত করে তার পেছনে কাতারবন্দী হয়, অথচ সে তাদের সম্পর্কে কিছুই জানে না, কিন্তু তারা তাকে ইমাম হওয়ার নিয়ত করে তার অনুসরণ করতে থাকে, তবে যারা বলেন...

انه لا بد للإمام أن ينوي الإمامة قال: أن صلاة الرجلين لا تصح، وذلك لان الإمام لم ينوي الإمامة. ومن قال انه لا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة قال: أن صلاة هذين الرجلين صحيحة، لأنها ائتما به.

فالأول: هو المشهور من مذهب الإمام احمد رحمه الله.

والثاني: هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في رمضان وحده، فدخل أناس المسجد فصلوا خلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما دخل الصلاة لم ينو أن يكون إماماً. واستدلوا كذلك بأن ابن عباس رضي الله عنهما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قام يصلي وحده، فقام ابن عباس فتوضأ ودخل معه في الصلاة. ولكن لا شك أن هذا الثاني ليس في دلالة، لان النبي صلى الله عليه وسلم نوي الإمامة، لكن نواها في أثناء الصلاة، ولا بأس بأن ينويها في أثناء الصلاة. وعلي كل حال الاحتياط في هذه المسألة أن نقول: انه إذا جاء رجلان إلى شخص يصلي فلينبهاه علي انه إمام لهما، فإن سكت فقد اقرهما، وان رفض وأشار بيده أن لا تصلياً خلفي فلا يصلياً خلفه. هذا هو الاحوط والأولى.

ইমামের জন্য ইমামতির নিয়ত করা আবশ্যক—যারা এ কথা বলেন, তাদের মতে (এমতাবস্থায়) দুই ব্যক্তির সালাত সহীহ হবে না; কারণ ইমাম ইমামতির নিয়ত করেননি। আর যারা ইমামের জন্য ইমামতির নিয়ত করা শর্ত নয় বলে মনে করেন, তাদের মতে এই দুই ব্যক্তির সালাত সহীহ; যেহেতু তারা তাকে অনুসরণ করেছে।

প্রথম মতটি ইমাম আহমাদ (রাহিমাল্লাহ)-এর মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত।

আর দ্বিতীয়টি ইমাম মালিক (রাহিমাল্লাহ)-এর মাযহাব। তিনি দলিল হিসেবে পেশ করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমজানের এক রাতে একাকী সালাত আদায় করছিলেন, তখন কিছু লোক মসজিদে প্রবেশ করে তাঁর পেছনে সালাত শুরু করেন; অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাতে প্রবেশের শুরুতে ইমাম হওয়ার নিয়ত করেননি। তারা আরও দলিল পেশ করেন যে, ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এক রাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট রাত যাপন করেছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন রাতে সালাত আদায়ে দাঁড়ালেন, তখন তিনি একাকী পড়ছিলেন; এরপর ইবনে আব্বাস উঠে অজু করলেন এবং তাঁর সাথে সালাতে শরিক হলেন। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই দ্বিতীয় যুক্তিটি অকাট্য দলিল নয়। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইমামতির নিয়ত করেছিলেন, তবে তিনি তা সালাতের মাঝপথে করেছিলেন; আর সালাতের মাঝপথে নিয়ত করাতে কোনো অসুবিধা নেই। যা-ই হোক, এই মাসআলায় সতর্কতা হলো—আমরা বলব: যখন দুই ব্যক্তি সালাতরত কোনো ব্যক্তির নিকট আসবে, তখন তারা তাকে সংকেত দেবে যে সে তাদের ইমাম। যদি সে নীরব থাকে তবে সে তাদের স্বীকৃতি প্রদান করল। আর যদি সে অস্বীকৃতি জানায় এবং হাতের ইশারায় ইঙ্গিত করে যে ‘আমার পেছনে সালাত পড়ো না’, তবে তারা যেন তার পেছনে সালাত না পড়ে। এটিই অধিকতর সতর্কতাপূর্ণ ও উত্তম।

(ص: 383) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

ثانياً: هل يشترط أن تتساوى صلاة الإمام مع صلاة المأموم في جنس المشروعية؟
 بمعنى: هل يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة، أو أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة؟ ننظر في هذا: أما الإنسان الذي يصلي نافلة خلف من يصلي فريضة فلا بأس بهذا، لأن السنة قد دلت على ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاة الفجر ذات يوم في مسجد الخيف بمكة، فوجد رجلين لم يصليا، فقال: ما منعكما أن تصليا في القوم؟ قالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا—
 يحتمل انهما صليا في رحالهما لظنهما انهما لا يدركان صلاة الجماعة، أو لغير ذلك من الأسباب— فقال: ((إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهما،

فإنها لكما نافلة)). ((فإنها)) أي: الثانية، لان الأولى حصلت بها الفريضة وانتهت وبرئت الذمة. إذا إذا كان المأموم هو الذي يصلي النافلة والأمام هو الذي يصلي الفريضة فلا بأس بذلك، كما دلت عليه هذه السنة.

দ্বিতীয়ত: ইমামের সালাত ও মুক্তাদির সালাত কি শরয়ী প্রকৃতির দিক থেকে অভিন্ন হওয়া শর্ত? অর্থাৎ: নফল আদায়কারীর পেছনে কি ফরজ আদায় করা যাবে, অথবা ফরজ আদায়কারীর পেছনে কি নফল আদায় করা যাবে? আমরা বিষয়টি পর্যালোচনা করি: যে ব্যক্তি ফরজ আদায়কারীর পেছনে নফল সালাত আদায় করে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ সুন্নাহ এর সপক্ষে প্রমাণ পেশ করেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মিনায় মসজিদে খায়ফে ফজরের সালাত শেষে ফেরার সময় দেখলেন দুই ব্যক্তি সালাত আদায় করেনি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: 'লোকদের সাথে জামাতে তোমাদের সালাত আদায়ে কিসে বাধা দিল?' তারা বললেন: 'হে আল্লাহর রাসুল, আমরা আমাদের আবাসস্থলে সালাত আদায় করে নিয়েছি।' —সম্ভবত তারা জামাত পাবে না মনে করে অথবা অন্য কোনো কারণে আবাসস্থলে সালাত আদায় করেছিলেন— তখন তিনি বললেন: "যখন তোমরা তোমাদের আবাসস্থলে সালাত আদায় করে ফেলবে এবং এরপর কোনো জামাত চলাকালীন মসজিদে আসবে, তখন তাদের সাথে পুনরায় সালাত আদায় করে নিবে। আর তা তোমাদের জন্য নফল হিসেবে গণ্য হবে।" "আর তা" অর্থাৎ দ্বিতীয় সালাতটি; কারণ প্রথম সালাতের মাধ্যমেই ফরজ আদায় সম্পন্ন হয়েছে এবং দায়মুক্তি ঘটেছে। সুতরাং যদি মুক্তাদি নফল আদায়কারী হয় এবং ইমাম ফরজ আদায়কারী হন, তবে তাতে কোনো দোষ নেই, যেমনটি এই সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

(ص: 384) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

أما العكس: إذا كان الإمام يصلي النافلة والمأموم يصلي الفريضة، واقرب مثال لذلك في أيام رمضان، إذا دخل الإنسان وقد فاتته صلاة العشاء ووجد الناس

يصلون صلاة التراويح، فهل يدخل معهم بنية العشاء أو يصلي الفريضة وحده ثم يصلي التراويح؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: لا يصح أن يصلي الفريضة خلف النافلة، لان الفريضة اعلي من صلاة الإمام. ومنهم من قال: بل يصح أن يصلي الفريضة خلف النافلة، لان السنة وردت بذلك، وهي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلّي بهم تلك الصلاة. فهي له نافلة ولهم فريضة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فان قال قائل: لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم؟ فالجواب عن ذلك أن نقول: أن كان قد علم فقد تم الاستدلال، لان معاذ بن جبل رضي الله عنه قد شكى إلى الرسول عليه الصلة والسلام في كونه يطول صلاة العشاء، فألظأه الله اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بكل القضية وبكل القصة. وإذا قدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم أن معاذًا معه، ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم، فان رب الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم، وهو الله جلا وعلا، لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وإذا كان الله قد علم ولم ينزل علي نبيها نكارا لهذا العمل دل هذا علي جوازه، لان الله تعالى لا يقدر عباده علي

পক্ষান্তরে বিপরীত বিষয়টি হলো: যখন ইমাম নফল সালাত আদায় করেন এবং মুক্তাদী ফরয সালাত আদায় করেন। এর সবচেয়ে নিকটবর্তী উদাহরণ হলো রমজান মাসে, যখন কোনো ব্যক্তি এমন অবস্থায় প্রবেশ করে যে তার এশার সালাত ছুটে গেছে এবং সে দেখল মানুষ তারাবিহ সালাত পড়ছে, এমতাবস্থায় সে কি এশার নিয়তে তাদের সাথে শরীক হবে নাকি একা ফরয পড়ে নিয়ে তারপর তারাবিহতে যোগ দেবে? এটি আলেমদের মাঝে মতভেদের বিষয়। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন: নফল আদায়কারীর পেছনে ফরয সালাত আদায় করা শুদ্ধ নয়; কারণ ফরয সালাত ইমামের সালাতের চেয়ে মর্যাদায় উচ্চতর। আবার কেউ কেউ বলেছেন: বরং নফল আদায়কারীর পেছনে ফরয সালাত আদায় করা বৈধ; কারণ সুন্নাহর মাধ্যমে তা প্রমাণিত। আর তা হলো মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে এশার সালাত আদায় করতেন, এরপর তিনি তাঁর কওমের কাছে ফিরে গিয়ে তাঁদের নিয়ে সেই সালাত আদায় করতেন। এটি তাঁর জন্য ছিল নফল এবং তাঁদের জন্য ছিল ফরয, অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর এই কাজের বিরোধিতা করেননি। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে: সম্ভবত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিষয়টি জানতেন না? এর উত্তরে আমরা বলব: যদি তিনি জেনে থাকেন তবে তো দলিল সুপ্রতিষ্ঠিত হলো, কারণ মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে অভিযোগ করা হয়েছিল যে তিনি এশার সালাত দীর্ঘ করেন। সুতরাং বাহ্যত—আর আল্লাহই ভালো জানেন—নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে পুরো ঘটনা ও বিষয়টি জানানো হয়েছিল। আর যদি ধরেও নেওয়া হয় যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানতেন না যে মুয়াজ তাঁর সাথে সালাত পড়ে আবার নিজ কওমের কাছে গিয়ে ইমামতি করেন, তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রব তো অবশ্যই জানতেন, আর তিনি হলেন আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা, আসমান ও জমিনের কোনো কিছুই তাঁর কাছে গোপন থাকে না। আর যখন আল্লাহ বিষয়টি জানতেন এবং তাঁর নবীর ওপর এই কাজের প্রতিবাদস্বরূপ কোনো বিধান অবতীর্ণ করেননি, তবে তা এর বৈধতারই প্রমাণ দেয়। কারণ আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের এমন কোনো বিষয়ের ওপর স্থির থাকতে দেন না যা...

(ص: 385) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

شئ غير مشروع لهم إطلاقاً. فتم الاستدلال حثيئذ علي كل تقدير. إذا فالصحيح انه يجوز أن يصلي الإنسان صلاة الفريضة خلف من يصلي صلاة النافلة، والقياس الذي ذكر استدلالاً علي المنع قياس في مقابلة النص فيكون مطروحاً فاسداً لا يعتبر. إذن إذا أتيت في أيام رمضان والناس يصلون صلاة التراويح ولم تصل العشاء فادخل معهم بنية صلاة العشاء، ثم أن كنت قد دخلت معهم في أول ركعة،

فإذا سلم الإمام فصل ركعتين لتتم الأربع، وإن كنت قد دخلت في الثانية فصل إذا سلم الإمام ثلاث ركعات. وهذا منصوص الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - مع أن مذهبه خلاف ذلك، لكن منصوصه الذي نص عليه وهو شخصياً أن هذا جائز. إذن تلخص الآتي: من صلي فريضة خلف من يصلي فريضة جائز. من صلي فريضة خلف من يصلي نافلة فيها خلاف. من صلي نافلة خلف من يصلي فريضة جائز قولاً واحداً.

المثالة الثالثة: في جنس الصلاة، هل يشترط أن تتفق صلاة الإمام والمأموم في نوع الصلاة؟ أي: ظهر مع ظهر، وعصر مع عصر، وهكذا، أم لا؟ جـ في هذا أيضاً خلاف، فمن العلماء من قال: يجب أن تتفق الصلاتان، فيصلّي الظهر خلف من يصلي الظهر، ويصلي العصر خلف من يصلي العصر، ويصلي المغرب خلف من يصلي المغرب، ويصلي العشاء

এটি তাদের জন্য মোটেও শরিয়তসম্মত নয়। সুতরাং তখন সব অবস্থাতেই দলিল প্রতিষ্ঠিত হলো। অতএব, সঠিক মত হলো এটি যে, একজন ব্যক্তির জন্য নফল নামাজ আদায়কারীর পেছনে ফরজ নামাজ আদায় করা জায়েজ। আর এই নিষেধাজ্ঞার সপক্ষে দলিল হিসেবে যে কiyাস বা তুলনা পেশ করা হয়েছে, তা সরাসরি নস (স্পষ্ট বিধান)-এর বিপরীতে হওয়ার কারণে তা বর্জনীয় ও বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং, আপনি যদি রমজানের দিনগুলোতে এমন সময়ে আসেন যখন মানুষ তারাবিহ পড়ছে অথচ আপনি এশার নামাজ পড়েননি, তবে এশার নামাজের নিয়তে তাদের সাথে शामिल হয়ে যান। অতঃপর আপনি যদি প্রথম রাকাতেই তাদের সাথে যোগ দেন, তবে ইমাম সালাম ফিরালে আপনি আরও দুই রাকাত পড়ে চার রাকাত পূর্ণ করবেন। আর যদি আপনি দ্বিতীয় রাকাতে যোগ দেন, তবে ইমামের সালামের পর আপনি তিন রাকাত পড়বেন। আর এটি ইমাম আহমাদ (আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন)-এর সুস্পষ্ট বর্ণনা, যদিও তাঁর মাযহাবের (প্রচলিত মত) এর বিপরীত; কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগতভাবে বর্ণিত সুস্পষ্ট অভিমত হলো এটি জায়েজ।

সুতরাং সারসংক্ষেপ হলো নিম্নরূপ: ফরজ আদায়কারীর পেছনে ফরজ নামাজ আদায় করা জায়েজ।

নফল আদায়কারীর পেছনে ফরজ নামাজ আদায় করার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

ফরজ আদায়কারীর পেছনে নফল নামাজ আদায় করা সর্বসম্মতভাবে জায়েজ।

তৃতীয় মাসআলা: নামাজের প্রকারভেদ প্রসঙ্গে। ইমাম ও মুক্তাদির নামাজের ধরন কি এক হওয়া শর্ত? অর্থাৎ: জোহরের পেছনে জোহর, আসরের পেছনে আসর—এভাবে, নাকি নয়?

উত্তর: এ বিষয়েও মতভেদ রয়েছে। আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন: উভয় নামাজ একই হওয়া ওয়াজিব। সুতরাং জোহর আদায়কারীর পেছনে জোহর পড়তে হবে, আসর আদায়কারীর পেছনে আসর পড়তে হবে, মাগরিব আদায়কারীর পেছনে মাগরিব পড়তে হবে এবং এশা আদায়কারীর পেছনে এশা...

(ص: 386) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

خلف من يصلي العشاء، ويصلي الفجر خلف من يصلي الفجر، وهكذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه)) ومن العلماء من قال: لا يشترط، فيجوز أن تصلي العصر خلف من يصلي الظهر، أو الظهر خلف من يصلي العصر، أو العصر خلف من يصلي العشاء، لان الإتمام في هذه الحال لا يتأثر، وإذا جاز أن يصلي الفريضة خلف النافلة مع اختلاف الحكم، فكذلك اختلاف الاسم لا يضر، وهذا القول اصح. فإذا قال قائل: حضرت لصلاة العشاء بعد أن إذن، ولما أقيمت الصلاة تذكرت أنني صليت الظهر بغير وضوء، فكيف أصلي الظهر خلف من يصلي العشاء؟ نقول له: ادخل مع الإمام وصلي الظهر، أنت نيتك الظهر والإمام نيته العشاء ولا يضر، ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوي)) وأما قول

النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه))، فليس معناه فلا تختلفوا عليه في النية، لأنه فصل وبين فقال: ((فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فأسجدوا، وإذا رفع فأرفعوا)) أي: تأبعوه ولا تسبقوه، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضاً. وهذا البحث يفرع عليه بحث آخر: إذا اتفقت الصلاتان في العدد والهيئة فلا إشكال في هذا، مثل ظهر خلف عصر. العدد واحد والهيئة

...এশা আদায়কারীর পেছনে (এশা), এবং ফজর আদায়কারীর পেছনে ফজর পড়বে। অনুরূপভাবে অন্যান্য সালাতও। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে কেবল তাঁর অনুসরণের জন্য, সুতরাং তোমরা তাঁর সাথে কোনো বিষয়ে ভিন্নতা করো না।" আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন: (নিয়তের অভিন্নতা) শর্ত নয়। তাই জোহর আদায়কারীর পেছনে আসর পড়া, অথবা আসর আদায়কারীর পেছনে জোহর পড়া, কিংবা এশা আদায়কারীর পেছনে আসর পড়া বৈধ। কেননা এই অবস্থায় অনুসরণের ক্ষেত্রে কোনো ব্যত্যয় ঘটে না। আর যদি বিধানের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও নফলের পেছনে ফরজ পড়া জায়েজ হয়, তবে (সালাতের) নামের ভিন্নতাও কোনো ক্ষতির কারণ হবে না। আর এই অভিমতটিই অধিকতর সঠিক। যদি কেউ প্রশ্ন করে: আমি আজানের পর এশার সালাতের জন্য উপস্থিত হলাম, আর যখন সালাতের ইকামত দেওয়া হলো তখন আমার মনে পড়ল যে, আমি অজু ছাড়াই জোহরের সালাত আদায় করেছি। এমতাবস্থায় আমি কীভাবে এশা আদায়কারীর পেছনে জোহর পড়ব? আমরা তাকে বলব: আপনি ইমামের সাথে শরিক হয়ে জোহর আদায় করুন। আপনার নিয়ত হবে জোহরের আর ইমামের নিয়ত এশার; এতে কোনো অসুবিধা নেই। "নিশ্চয়ই সমস্ত আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তা-ই পাবে যার সে নিয়ত করবে।" আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে কেবল তাঁর অনুসরণের জন্য, সুতরাং তোমরা তাঁর সাথে ভিন্নতা করো না"—এর অর্থ এই নয় যে তোমরা নিয়তের ক্ষেত্রে ভিন্নতা করো না। কারণ তিনি এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন: "যখন তিনি তাকবির বলেন তখন তোমরাও তাকবির বলো, যখন তিনি সিজদা করেন তখন তোমরাও সিজদা করো, আর যখন তিনি মাথা তোলেন তখন তোমরাও মাথা তোলো।" অর্থাৎ: তোমরা তাঁকে অনুসরণ করো এবং তাঁর চেয়ে অগ্রগামী হয়ো

না। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর একাংশ অপর অংশের ব্যাখ্যা প্রদান করে। এই মাসআলা থেকে আরেকটি মাসআলা উদ্ভূত হয়: যদি উভয় সালাত রাকাত সংখ্যা ও পদ্ধতির দিক থেকে এক হয়, তবে এতে কোনো অস্পষ্টতা বা সমস্যা নেই। যেমন আসর আদায়কারীর পেছনে জোহর পড়া। রাকাত সংখ্যা অভিন্ন এবং পদ্ধতিও...

(ص: 387) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

واحدة، هذا لا إشكال فيه. لكن إذا اختلفت الصلاتان، بأن كانت صلاة المأموم ركعتين والإمام أربعاً، أو بالعكس، أو المأموم ثلاثاً والإمام أربعاً، أو بالعكس. فنقول: أن كانت صلاة المأموم أكثر فلا إشكال، مثل رجل دخل المسجد يصلي المغرب، ولما أقيمت الصلاة ذكر أنه صلي العصر بلا وضوء، فهنا صار عليه صلاة العصر. نقول: ادخل مع الإمام بنية صلاة العصر، وإذا سلم الإمام فأنك تأتي بواحدة لتتم لك الأربع. وهذا لا إشكال فيه. أما إذا كانت صلاة الإمام أكثر من صلاة المأموم فهذا نقول: أن دخل المأموم في الركعة الثانية فبأ بعدها فلا إشكال، وإن دخل في الركعة الأولى فحيثنذ يأتي الإشكال، ولنمثل: إذا جئت والإمام يصلي العشاء، وهذا يقع كثيراً في أيام الجمع. يأتي الإنسان من البيت والمسجد جامع للبطر أو ما أشبه ذلك، فإذا جاء وجدهم يصلون العشاء، لكن وجدهم يصلون في الركعتين الأخيرتين، نقول: ادخل معهم بنية المغرب، صل الركعتين، وإذا سلم الإمام تأتي بركعة ولا إشكال. وإذا جئت ووجدتهم يصلون العشاء الآخرة لكنهم في الركعة الثانية، نقول: ادخل معهم بنية المغرب وسلم مع الإمام ولا يضر، ما زدت ولا نقصت، هذا أيضاً لا إشكال فيه.

وعند بعض الناس فيه إشكال: يقول: إذا دخلت معه في الركعة الثانية ثم جلست في الركعة التي هي للإمام الثانية، وهي لك الأولى، فتكون جلست في الأولى للتشهد.

একটি রাকাত, এতে কোনো সমস্যা নেই। তবে যদি দুই সালাত ভিন্ন হয়, যেমন মামুমের সালাত দুই রাকাত আর ইমামের চার রাকাত, অথবা এর বিপরীত; কিংবা মামুমের তিন রাকাত আর ইমামের চার রাকাত, অথবা এর বিপরীত। এমতাবস্থায় আমরা বলি: যদি মামুমের সালাত (রাকাত সংখ্যায়) বেশি হয়, তবে তাতে কোনো সমস্যা নেই। যেমন জনৈক ব্যক্তি মাগরিবের সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে প্রবেশ করল, আর যখন সালাতের ইকামত দেওয়া হলো তখন তার স্মরণে এল যে সে আসরের সালাত অজু ব্যতীত আদায় করেছে। এমতাবস্থায় তার ওপর আসরের সালাত (পুনরায় আদায় করা) আবশ্যিক হলো। আমরা বলব: আপনি আসরের সালাতের নিয়তে ইমামের সাথে शामिल হোন; অতঃপর ইমাম যখন সালাম ফেরাবেন তখন আপনি আপনার চার রাকাত পূর্ণ করতে আরও এক রাকাত আদায় করে নিন। এতে কোনো সমস্যা নেই। আর যদি ইমামের সালাত মামুমের সালাতের চেয়ে বেশি হয়, তবে আমরা বলি: মামুম যদি দ্বিতীয় রাকাত বা তার পরবর্তী কোনো রাকাতে शामिल হয়, তবে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যদি সে প্রথম রাকাতেই शामिल হয়, তবেই জটিলতা দেখা দেয়। আমরা একটি উদাহরণ দিই: মনে করুন আপনি আসলেন এবং দেখলেন ইমাম এশার সালাত পড়াচ্ছেন—বৃষ্টির কারণে দুই সালাত একত্রে আদায়ের দিনগুলোতে এমনটি প্রায়ই ঘটে থাকে। আপনি এসে দেখলেন তারা এশার শেষ দুই রাকাত আদায় করছেন। আমরা বলব: তাদের সাথে शामिल হোন

মাগরিবের নিয়তে; দুই রাকাত আদায় করুন এবং ইমাম সালাম ফেরানোর পর আপনি এক রাকাত পড়ে নিন, এতে কোনো সমস্যা নেই। আর যদি আপনি এমন সময় আসেন যখন তারা এশার সালাত আদায় করছেন কিন্তু তারা দ্বিতীয় রাকাতে আছেন, তবে আমরা বলব: আপনি মাগরিবের নিয়তে তাদের সাথে शामिल হোন এবং ইমামের সাথেই সালাম ফেরান; এতে কোনো অসুবিধা নেই, কারণ আপনি সালাতে কোনো কিছু বাড়ানওনি আবার কমানওনি। এটিও কোনো সমস্যা নয়। তবে কিছু মানুষের নিকট এতে জটিলতা রয়েছে; তারা বলেন: আপনি যদি দ্বিতীয় রাকাতে ইমামের সাথে शामिल হন এবং ইমামের দ্বিতীয় রাকাতে (বৈঠকে) বসেন—যা আপনার জন্য প্রথম রাকাত—তবে আপনি প্রথম রাকাতেই তাশাহুদেদে জন্য বসে পড়লেন।

نقول: هذا لا يضر، الست إذا دخلت مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية فالإمام سوف يجلس للتشهد وهي لك الأولى؟ هذا نفسه ولا إشكال، وإنما الإشكال إذا جئت إلى المسجد ووجدتهم يصلون العشاء وهم في الركعة الأولى ودخلت معهم في الركعة الأولى، حينئذ ستصلي ثلاثاً مع الإمام والإمام سيقوم للرابعة، فبماذا تصنع؟ أن قمت معه زدت ركعة، صليت أربعاً والمغرب ثلاثاً لا أربع، وإن جلست تخلفت عن الإمام، فبماذا تصنع؟ نقول: اجلس، وإذا كنت تريد أن تجمع فأنو مفارقة الإمام وأقرا التحيات وسلم، ثم ادخل مع الإمام فيها بقي من صلاة العشاء، لأنك يمكن أن تدركه. أما إذا كنت لا تنوي الجمع، أو ممن لا يحق له الجمع، فأنك في هذه الحال مخير، أنشئت فاجلس للتشهد وانتظر الإمام حتى يكمل الركعة ويتشهد وتسلم معه، وإن شئت فأنو الانفراد وتشهد وسلم. هذا الذي ذكرناه هو القول الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. ونية الانفراد هنا للضرورة، لأن الإنسان لا يمكن أن يزيد في المغرب علي ثلاث، فالجلوس لضرورة شرعية، ولا بأس بهذا. ومما يدخل في قوله: ((وتقيم الصلاة)) أركان الصلاة، والأركان هي الأعمال القولية والفعلية التي لا تصح الصلاة إلا بها، ولا تقوم إلا بها. فمن ذلك: تكبيرة الإحرام: أن يقول الإنسان عند الدخول في

আমরা বলব: এতে কোনো ক্ষতি নেই। আপনি যখন যোহরের সালাতের দ্বিতীয় রাকাআতে ইমামের সাথে शामिल হন, তখন কি ইমাম তাশাহুদের জন্য বসেন না, অথচ সেটি আপনার জন্য প্রথম রাকাআত? এটিও ঠিক তাই এবং এতে কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা কেবল তখনই হয় যখন আপনি মসজিদে এসে দেখেন তারা এশার সালাত আদায় করছে এবং তারা প্রথম রাকাআতে আছে, আর আপনি তাদের সাথে প্রথম রাকাআতে शामिल হলেন। এমতাবস্থায় আপনি ইমামের সাথে তিন রাকাআত পড়বেন অথচ ইমাম চতুর্থ রাকাআতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবেন; তখন আপনি কী করবেন? আপনি যদি তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে যান তবে আপনি একটি

রাকাত বৃদ্ধি করলেন, অর্থাৎ আপনি চার রাকাত পড়লেন অথচ মাগরিব তিন রাকাত, চার রাকাত নয়। আর যদি আপনি বসে থাকেন তবে আপনি ইমামের অনুবর্তিতা ত্যাগ করলেন। এমতাবস্থায় আপনি কী করবেন? আমরা বলব: আপনি বসে পড়ুন। আর আপনি যদি সালাত জমা করতে চান, তবে ইমামের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার নিয়ত করুন এবং তাশাহুদ পড়ে সালাম ফিরিয়ে দিন। এরপর এশার সালাতের অবশিষ্ট অংশে ইমামের সাথে শামিল হোন, কারণ আপনি সম্ভবত তাঁকে পেয়ে যাবেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি জমা করার নিয়ত না করেন অথবা আপনি এমন ব্যক্তি হন যার জন্য সালাত জমা করা বৈধ নয়, তবে এই অবস্থায় আপনি পছন্দের অধিকারী। আপনি চাইলে তাশাহুদের জন্য বসে অপেক্ষা করতে পারেন ইমাম যতক্ষণ না রাকাত পূর্ণ করেন এবং তাশাহুদ পড়েন, অতঃপর আপনি তাঁর সাথে সালাম ফেরাবেন। আর আপনি চাইলে একাকী সালাত শেষ করার নিয়ত করে তাশাহুদ পড়ে সালাম ফিরিয়ে দিতে পারেন। আমরা যা উল্লেখ করেছি তা-ই অধিকতর বিশুদ্ধ মত এবং এটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর পছন্দকৃত অভিমত। আর এখানে একাকী হওয়ার নিয়ত করা প্রয়োজনের খাতিরে, কারণ কোনো মানুষের পক্ষে মাগরিবের সালাতে তিনের অধিক রাকাত বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। সুতরাং এই বসা শারঈ প্রয়োজনের কারণে, আর এতে কোনো অসুবিধা নেই। আর "সালাত কায়েম করা" - আল্লাহর এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত হলো সালাতের রুকনসমূহ। রুকন হলো সেই সকল বাচনিক ও শারীরিক কাজ যা ব্যতীত সালাত শুদ্ধ হয় না এবং যা ব্যতীত সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না। তারই একটি হলো: তাকবীরে তাহরীমা: যা মানুষ সালাতে প্রবেশের সময়...

(ص: 389) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الصلاة: ((الله اكبر)) لا يمكن أن تنعقد الصلاة فلو نسي الإنسان تكبيرة الإحرام، جاء ووقف في الصف ثم نسي وشرع في القراءة وصلي فصلاته غير صحيحة وغير منعقدة إطلاقاً، لان تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل علمه كيف يصلي، قال: ((إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم

استقبل القبلة فكبّر)) فلا بد من التكبير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مداوماً على ذلك. ومن ذلك أيضاً: قراءة الفاتحة: فإن قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا به، لقوله تعالى: (فَأَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) (المزمل: من الآية 20)، وهذا أمر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبهم في قوله: (ما تيسر) وإن هذا هو الفاتحة، فقال صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) وقال: ((من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج)) أي: فاسدة غير صحيحة. فقراءة الفاتحة ركن علي كل مصل: الإمام، والمأموم، والمنفرد، لأن النصوص الواردة في ذلك عامة لم تستثن شيئاً، وإذا لم يستثن الله تعالى ورسوله شيئاً فإن الواجب الحكم بالعموم، لأنه لو كان هناك مستثنى

সালাত: (আল্লাহ্ আকবার) এ ছাড়া সালাত শুরু হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি তাকবীরে ইহরামের কথা ভুলে যায়—অর্থাৎ সে কাতারে এসে দাঁড়াল, কিন্তু ভুলে গিয়ে সরাসরি তিলাওয়াত শুরু করে সালাত আদায় করল—তবে তার সালাত আদৌ শুদ্ধ হবে না এবং তা মোটেও সম্পন্ন হবে না; কারণ তাকবীরে ইহরাম ব্যতীত সালাত শুরুই হয় না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে সালাত শিখিয়ে দেওয়ার সময় বলেছিলেন: “যখন তুমি সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হবে, তখন উত্তমরূপে অজু সম্পন্ন করো, অতঃপর কিবলামুখী হয়ে তাকবীর বলো।” সুতরাং তাকবীর বলা অপরিহার্য, আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা এটি পালন করতেন। এর অন্তর্ভুক্ত আরও একটি বিষয় হলো: সূরা ফাতিহা পাঠ করা। সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা সালাতের একটি রোকন বা স্তম্ভ, যা ব্যতীত সালাত শুদ্ধ হয় না। মহান আল্লাহর বাণীর কারণে: “অতএব তোমরা কুরআন থেকে যা সহজ হয়, তা পাঠ করো।” (সূরা আল-মুয্যামিল: ২০ নম্বর আয়াতের অংশবিশেষ), এটি একটি নির্দেশ। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম “যা সহজ হয়” এই অস্পষ্ট বা সাধারণ নির্দেশটির ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যে, এটি হলো সূরা ফাতিহা। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবের প্রারম্ভিকা (সূরা ফাতিহা) পাঠ করল না, তার সালাত হবে না।” তিনি আরও বলেছেন: “যে ব্যক্তি এমন সালাত আদায় করল যাতে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পাঠ করা হয়নি, তবে তা অসম্পূর্ণ।” অর্থাৎ তা বাতিল ও অশুদ্ধ। সুতরাং সূরা ফাতিহা পাঠ করা প্রত্যেক সালাত আদায়কারীর জন্য একটি রোকন; চাই তিনি

ইমাম হোন, মুক্তাদি হোন কিংবা একাকী সালাত আদায়কারী হোন। কারণ এ সংক্রান্ত বর্ণিত দলীলসমূহ সাধারণ, যাতে কোনো কিছুই ব্যতিক্রম করা হয়নি। আর যখন আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল কোনো কিছুকে ব্যতিক্রম করেননি, তখন সেই সাধারণ বিধান অনুযায়ী হুকুম প্রদান করা ওয়াজিব; কেননা যদি সেখানে কোনো ব্যতিক্রমী বিষয় থাকত...

(ص: 390) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

لبينه الله ورسوله، كما قال الله تعالى: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ) (النحل: من الآية 89) ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح في سقوط الفاتحة عن المأموم، لا في السرية والجهرية، لكن الفرق بين السرية والجهرية، أن الجهرية لا تقرا فيها إلا الفاتحة، وتسكت وتسبح لقراءة إمامك. أما السرية فتقرا الفاتحة وغيرها حتى يركع الإمام، لكن دلت السنة علي انه يستثني من ذلك ما إذا جاء الإنسان والإمام راكع، فانه إذا جاء والإمام راكع تسقط عنه قراءة الفاتحة، ودليل ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه انه دخل والنبي صلى الله

عليه وسلم راكع في المسجد، فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، ثم دخل في الصف، قلباً سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أبكم الذي ركع دون الصف ثم مشي إلى الصف؟!)) قال أبو بكرة: أنا يا رسول الله! قال: ((زادك الله حرصاً ولا تعد)) (،) لان النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الذي دفع أبا بكرة لسرعته والركوع قبل بأن يصل إلى الصف هو الحرص علي إدراك الركعة، فقال له: ((زادك الله حرصاً ولا تعد)) أي: لا تعد لمثل هذا العمل فتركع قبل الدخول في الصف

وتسرع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدرکتكم فصلوا، وما فاتکم فأتموا)).

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল একে সুস্পষ্ট করেছেন, যেমনটি মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: (এবং আমি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা প্রতিটি বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা) (আন-নাহল: ৮৯ নম্বর আয়াতের অংশবিশেষ)। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পাঠের বাধ্যবাধকতা রহিত হওয়া সম্পর্কে কোনো সহীহ ও স্পষ্ট হাদীস বর্ণিত হয়নি, তা সিররি (নীরব) বা জাহরি (সশব্দ) কোনো নামাযেই হোক না কেন। তবে সিররি এবং জাহরি নামাযের মধ্যে পার্থক্য এই যে, জাহরি নামাযে আপনি কেবল ফাতিহা পাঠ করবেন এবং এরপর নীরব থেকে আপনার ইমামের কিরাত শ্রবণ করবেন। পক্ষান্তরে সিররি নামাযে আপনি ফাতিহা এবং ইমাম রুকুতে যাওয়া পর্যন্ত অন্যান্য কিরাত পাঠ করবেন। তবে সুন্নাহ এ বিষয়ের প্রতি নির্দেশনা দিয়েছে যে, এর থেকে একটি অবস্থা ব্যতিক্রম, আর তা হলো যদি কোনো ব্যক্তি এমন সময় আসে যখন ইমাম রুকুতে রয়েছেন। কেননা যদি কেউ আসে এবং ইমাম রুকুতে থাকেন, তবে তার ওপর থেকে সূরা ফাতিহা পাঠের বাধ্যবাধকতা রহিত হয়ে যায়। এর দলীল হলো ইমাম বুখারী আবু বাকরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন এমতাবস্থায় যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে ছিলেন, ফলে তিনি দ্রুত এগিয়ে গেলেন এবং কাতারে শামিল হওয়ার আগেই রুকু করলেন, এরপর কাতারে প্রবেশ করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাম ফেরালেন, তখন তিনি বললেন: "তোমাদের মধ্যে কে কাতারে শামিল হওয়ার আগেই রুকু করে এরপর হেঁটে কাতারে প্রবেশ করেছে?" আবু বাকরা বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল, আমি!" তিনি বললেন: "আল্লাহ তোমার আগ্রহ বৃদ্ধি করুন, তবে পুনরায় এমনটি করো না।" কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন যে, আবু বাকরাকে যে বিষয়টি দ্রুত গতিতে চলতে এবং কাতারে পৌঁছানোর আগেই রুকু করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা হলো রাকাত পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। তাই তিনি তাকে বললেন: "আল্লাহ তোমার আগ্রহ বৃদ্ধি করুন, তবে পুনরায় এমনটি করো না।" অর্থাৎ: পুনরায় এরূপ কাজ করো না যেখানে কাতারে প্রবেশের আগেই রুকু করবে এবং তড়িঘড়ি করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যখন তোমরা সালাতের জন্য আসবে, তখন ধীরস্থিরভাবে আসবে। অতঃপর সালাতের যতটুকু অংশ পাবে তা আদায় করবে এবং যা ছুটে যাবে তা পূর্ণ করবে।"

ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة التي أسرع لإدراكها، ولو كان لم يدركها لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لأنه مبلغ، والمبلغ يبلغ متى احتيج الي التبليغ، فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل له انك لم تدرك الركعة علم انه قد أدركها، وفي هذه الحال تسقط عنه الفاتحة. وهناك تعليل أيضاً مع الدليل، وهو أن الفاتحة إنما تجب مع القيام، والقيام في هذه الحال قد سقط من اجل متابعة الإمام، فإذا سقط القيام سقط الذكر الواجب فيه. فصار الدليل والتعليل يدلان علي أن من جاء والإمام راكع فانه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ولا يقرأ، بل يركع، لكن أن كبر للركوع مرة ثانية فهو افضل، وان لم يكبر فلا حرج، وتكفيه التكبيرة الأولى. ويجب أن يقرأ الإنسان الفاتحة وهو قائم، وأما ما يفعله بعض الناس إذا قام الإمام للركعة الثانية مثلاً، تجده يجلس ولا يقوم مع الإمام وهو يقرأ الفاتحة، فتجده يجلس إلى أن يصل نصف الفاتحة، ثم يقوم وهو قادر علي القيام: نقول لهذا الرجل: أن قراتك للفاتحة غير صحيحة، لان الفاتحة يجب أن تقرا في حال القيام، وأنت قادر علي القيام وقد قرأت بعضها وأنت قاعد، فلا تصح هذه القراءة. أما ما زاد عن الفاتحة فهو سنة في الركعة الأولى والثانية، وأما في الركعة الثالثة في المغرب، أو في الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء فليس بسنة، فالسنة الاقتصار فيما بعد الركعتين علي الفاتحة، وان قرا

এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে সেই রাকাতটি পুনরায় আদায় করার নির্দেশ দেননি যার জন্য তিনি দ্রুত অগ্রসর হয়েছিলেন; যদি তিনি তা না পেতেন, তবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অবশ্যই তাকে তা পুনরায় আদায়ের নির্দেশ দিতেন। কারণ নবী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষে প্রয়োজনের মুহূর্ত থেকে বিধান বর্ণনা করতে বিলম্ব করা সম্ভব নয়; যেহেতু তিনি একজন প্রচারক, আর প্রচারকের কাজ হলো যখনই বাণীর প্রয়োজন হয় তখনই তা পৌঁছে দেওয়া। সুতরাং যখন রাসূল (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) তাকে বলেননি যে তিনি রাকাতটি পাননি, তখন বুঝা গেল যে তিনি তা পেয়েছেন; এমতাবস্থায় তার ওপর থেকে সূরা ফাতিহা পাঠের আবশ্যিকতা রহিত হয়ে যায়। দলিলের পাশাপাশি এখানে একটি যুক্তিও রয়েছে, তা হলো: সূরা ফাতিহা পাঠ দণ্ডায়মান অবস্থায় (কিয়াম) সাথে সম্পৃক্ত ওয়াজিব; অথচ এমতাবস্থায় ইমামের অনুসরণের খাতিরে কিয়াম রহিত হয়ে গেছে। আর যখন কিয়াম রহিত হয়, তখন তাতে পঠিতব্য ওয়াজিব জিকিরও রহিত হয়ে যায়। অতএব, দলিল ও যুক্তি উভয়টিই প্রমাণ করে যে, কেউ যদি এমন অবস্থায় আসে যখন ইমাম রুকুতে আছেন, তবে সে দণ্ডায়মান অবস্থায় তাকবীরে তাহরিমা বলবে এবং কোনো কিছু পাঠ করবে না, বরং রুকুতে চলে যাবে। তবে যদি রুকুর জন্য দ্বিতীয়বার তাকবীর বলে তবে তা উত্তম, আর যদি না বলে তবে কোনো সমস্যা নেই; প্রথম তাকবীরটিই তার জন্য যথেষ্ট। আর মানুষের জন্য আবশ্যিক হলো দণ্ডায়মান অবস্থায় সূরা ফাতিহা পাঠ করা। কিন্তু কিছু মানুষ যা করে—যেমন ইমাম যখন দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়ান, তখন দেখা যায় সে বসে থাকে এবং ইমামের সাথে দাঁড়ায় না অথচ ইমাম সূরা ফাতিহা পড়ছেন; সে ফাতিহার অর্ধেক পর্যন্ত বসে থাকে এবং তারপর দাঁড়ায় অথচ সে দাঁড়াতে সক্ষম ছিল। আমরা এই ব্যক্তিকে বলি: আপনার সূরা ফাতিহা পাঠ শুদ্ধ হয়নি; কারণ ফাতিহা অবশ্যই কিয়াম বা দণ্ডায়মান অবস্থায় পাঠ করতে হবে, অথচ আপনি দাঁড়াতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও এর কিছু অংশ বসা অবস্থায় পাঠ করেছেন, তাই এই কিরাত সहीহ হবে না। আর সূরা ফাতিহার অতিরিক্ত অংশ পাঠ করা প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাতে সুন্নাত। কিন্তু মাগরিবের তৃতীয় রাকাতে অথবা যোহর, আসর ও ইশার তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে তা সুন্নাত নয়। সুন্নাত হলো প্রথম দুই রাকাতের পরবর্তী রাকাতগুলোতে কেবল সূরা ফাতিহার ওপর সীমাবদ্ধ থাকা; যদিও কেউ পাঠ করে...

أحياناً في العصر والظهر شيئاً زائداً عن الفاتحة فلا بأس به. لكن الأصل الاقتصار على الفاتحة في الركعتين اللتين بعد التشهد الأول أن كانت رباعية، أو الركعة الثالثة أن كانت ثلاثية. ومن أركان الصلاة: الركوع، وهو الانحناء تعظيماً لله عز وجل، لأنك تستحضر أنك واقف بين يدي الله، فتحنى تعظيماً له عز وجل، ولها قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((أما الركوع فعظّموا فيه الرب عز وجل)) (،) أي: قولوا سبحان ربي العظيم، لأن الركوع تعظيم بالفعل، وقول: ((سبحان ربي العظيم)) تعظيم بالقول، فيجتمع التعظيمان بالإضافة إلى التعظيم الأصلي وهو تعظيم القلب لله، لأنك لا تنحني هكذا إلا لله تعظيماً له، فيجتمع في الركوع ثلاثة تعظيماً:

1_ تعظيم القلب.

2_ تعظيم الجوارح.

3_ تعظيم اللسان.

فألقب: تستشعر أنك ركعت لله، واللسان: تقول سبحان ربي العظيم، والجوارح: تحني ظهرك. والواجب في الركوع الانحناء بحيث يتمكن الإنسان من مس ركبتيه بيديه. فالانحناء اليسير لا ينفع، فلا بد من أن تعصر ظهرك حتى تتمكن من

মাঝে মাঝে আসর এবং যোহরের সালাতে সূরা ফাতিহার অতিরিক্ত কিছু পাঠ করা হলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই, তবে মূল নিয়ম হলো চতুর্দশ সালাতে প্রথম তাশাহুদে পরবর্তী দুই রাকাত অথবা তিন রাকাত বিশিষ্ট সালাতে তৃতীয় রাকাতে কেবল ফাতিহার ওপর সীমাবদ্ধ থাকা। সালাতের রুকনসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো রুকু। আর রুকু হলো মহান আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা-র মহিমা প্রকাশের উদ্দেশ্যে অবনত হওয়া। কেননা আপনি এই চেতনা লালন করবেন যে, আপনি আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান আছেন, তাই তাঁর মহানুভবতার সম্মানে আপনি মাথা নত করছেন। এ কারণেই নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেছেন: "রুকুতে তোমরা রবের মহিমা ঘোষণা করো।" অর্থাৎ তোমরা বলবে: 'সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম' (আমার মহান রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি)। কারণ রুকু হলো কর্মের মাধ্যমে মহিমা

প্রকাশ, আর 'সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম' বলা হলো বাচনিক মহিমা প্রকাশ। এর ফলে মূল সম্মান প্রদর্শনের সাথে এই দুই প্রকারের সম্মান প্রদর্শনের সমন্বয় ঘটে; আর মূল বিষয়টি হলো অন্তরের মাধ্যমে আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করা। কেননা আপনি তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ব্যতীত অন্য কোনো কারণে এভাবে মস্তক অবনত করেন না। সুতরাং রুকুতে তিন প্রকারের মহিমা ঘোষণার সমন্বয় ঘটে:

- ১_ অন্তরের মহিমা ঘোষণা।
- ২_ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে মহিমা ঘোষণা।
- ৩_ জিহ্বার মাধ্যমে মহিমা ঘোষণা।

অন্তর হলো: আপনি এই অনুভূতি জাগ্রত করবেন যে আপনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে রুকু করেছেন। আর জিহ্বা হলো: আপনি বলবেন 'সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম'। এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হলো: আপনার পিঠ অবনত করা। রুকুতে ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় হলো এমনভাবে অবনত হওয়া যাতে মানুষ তার দুই হাত দিয়ে দুই হাঁটু স্পর্শ করতে সক্ষম হয়। সামান্য অবনত হওয়া যথেষ্ট নয়, বরং আপনার পিঠকে এমনভাবে প্রসারিত করতে হবে যাতে আপনি সক্ষম হন...

(ص: 393) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

مس ركبتيه بيديه. وقال بعض العلماء: أن الواجب أن يكون إلى الركوع التام اقرب منه إلى القيام التام والمؤدي متقارب. المهم انه لا بد من هصر الظهر. ومما ينبغي في الركوع أن يكون الإنسان مستوي الظهر لا محدودياً، وان يكون رأسه محاذياً لظهره، ولن يضع يديه علي ركبتيه مفرجتي الأصابع، وان يجافي عضديه عن جنبيه، ويقول سبحان ربي العظيم، يكررها ويقول: ((سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي)) ويقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح)). ومن أركان الصلاة: السجود، قال الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ) (الحج: من الآية 77) وقال النبي صلي الله عليه وسلم ((أمرت أن نسجد علي سبعة

اعظم: علي الجبهة_ وأشار بيده إلى انفه_ واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين))
، فالسجود لا بد منه، لأنه ركن لا تتم الصلاة إلا به. ويقول في سجوده ((سبحان ربي
الأعلى))
. وتأمل الحكمة انك في الركوع انك تقول: ((سبحان ربي العظيم)) لان الهيئة هيئة
تعظيم، وفي السجود

তিনি তাঁর দুই হাত দিয়ে হাঁটু স্পর্শ করবেন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন: ওয়াজিব বা
আবশ্যিক হলো এই যে, রুকুর অবস্থাটি পূর্ণাঙ্গ দণ্ডায়মান অবস্থার চেয়ে পূর্ণাঙ্গ রুকুর অধিকতর
নিকটবর্তী হতে হবে, তবে উভয় মতের সারকথা প্রায় কাছাকাছি। মূল বিষয় হলো, পিঠ
অবশ্যই সোজা ও প্রসারিত রাখতে হবে। রুকুর ক্ষেত্রে যা বাঞ্ছনীয় তা হলো, মানুষ তার পিঠ
সমান্তরাল রাখবে, কুঁজো হয়ে থাকবে না; এবং তার মাথা পিঠের বরাবর থাকবে। সে তার হাত
দুটি আঙুল ফাঁকা করে হাঁটুর ওপর স্থাপন করবে এবং বাহুদ্বয়কে পার্শ্বদেশ থেকে দূরে সরিয়ে
রাখবে। সে বলবে: 'আমার মহান রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি'—এটি বারবার পাঠ করবে
এবং আরও বলবে: 'হে আল্লাহ, আমাদের রব! আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি আপনারই
প্রশংসার সাথে। হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন' এবং বলবে: 'অতি পবিত্র, অতি পুত-পবিত্র,
ফেরেশতাকুল ও রূহের রব'। সালাতের অন্যতম রুকন বা স্তম্ভ হলো সিজদাহ। আল্লাহ আযযা
ওয়া জাল্লা বলেছেন: (হে মুমিনগণ, তোমরা রুকু করো, সিজদাহ করো এবং তোমাদের রবের
ইবাদত করো) (সূরা হাজ্জ: ৭৭ নম্বর আয়াতের অংশ)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
বলেছেন: 'আমি সাতটি অঙ্গের ওপর সিজদাহ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি: কপাল—এ কথা
বলে তিনি হাত দিয়ে নাকের দিকে ইশারা করেন—উভয় হাত, উভয় হাঁটু এবং উভয় পায়ের
আঙুলের অগ্রভাগ'। সুতরাং সিজদাহ অপরিহার্য, কেননা এটি এমন এক রুকন যা ব্যতীত
সালাত সম্পন্ন হয় না। সে তার সিজদাহর মধ্যে বলবে: 'আমার সর্বোচ্চ রবের পবিত্রতা ঘোষণা
করছি'।

এই হিকমত বা রহস্যটি অনুধাবন করুন যে, রুকুতে আপনি বলছেন: 'আমার মহান রবের
পবিত্রতা ঘোষণা করছি', কারণ রুকুর ভঙ্গিটি হলো মহানুভবতা ও মহিমা প্রকাশের ভঙ্গি। আর
সিজদাহর ক্ষেত্রে...

تقول: ((سبحان ربي الأعلى)) لان الهيئة هيئة نزول. فالإنسان نزل اعلى أفي جسده_ وهو الوجه _ إلى اسفل ما في جسده_ وهو القدمين_ فتري في السجود أن الجبهة والقدمين في مكان واحد، وهذا غاية ما يكون في التنزيه، ولهذا تقول: ((سبحان ربي الأعلى)) أي أنزه ربي الأعلى الذي هو فوق كل شيء عن كل سفلى ونزول. أما أنا فبنزل رأسي واشرف أعضائي إلى محل القدمين ومداسها، فتقول: ((سبحان ربي العلي)) تكررهما ما شاء الله، ثلاثاً أو أكثر حسب الحال، وتقول: ((سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي)) (،) وتقول ((سبح قدوس رب الملائكة والروح)) وتكثر من الدعاء بما شئت من أمور الدين ومن أمور الدنيا، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم)) (،) وقال عليه الصلاة والسلام: ((اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)) (،) فأكثر من الدعاء بما شئت، من سؤال الجنة، والتعوذ من النار، وسؤال علم نافع، وعمل صالح، وإيمان راسخ، وهكذا. وسؤال بيت جميل، وامرأة صالحة، وولد صالح، وسيارة، وما شئت من خير الدين والدنيا، لان الدعاء عبادة ولو في أمور الدنيا، قال

তুমি বলবে: ((আমার সুউচ্চ প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি)); কারণ এই ভঙ্গিটি হলো অবনত হওয়ার ভঙ্গি। মানুষ তার দেহের সর্বোচ্চ অঙ্গ—অর্থাৎ মুখমণ্ডল—শরীরের সর্বনিম্ন অংশ—অর্থাৎ দুই পায়ের—বরাবর নিচে নামিয়ে আনে। তুমি সিজদাহর অবস্থায় দেখতে পাও যে, কপাল এবং দুই পা একই স্থানে অবস্থান করছে; আর এটি হলো আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনার চূড়ান্ত অবস্থা। এ কারণেই তুমি বল: ((আমার সুউচ্চ প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি))। অর্থাৎ, আমি আমার সেই সুউচ্চ প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি যিনি সকল কিছুর উর্ধ্বে এবং যিনি সকল প্রকার হীনতা ও নিম্নগামিতা থেকে পবিত্র। আর আমি তো আমার মস্তক এবং আমার শরীরের সবচেয়ে সম্মানিত অঙ্গকে পায়ের স্থানে ও তার পদতলে

অবনমিত করেছি। অতএব তুমি বলবে: ((আমার উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি)); এটি আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তিনবার বা অবস্থাভেদে তার চেয়েও বেশি বার পুনরাবৃত্তি করবে। তুমি আরও বলবে: ((হে আল্লাহ, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার প্রশংসাসহ আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন)) (,) এবং বলবে: ((তিনি অতি পবিত্র, পরম মহিমাম্বিত, ফেরেশতাকুল ও রুহের প্রতিপালক))। এছাড়া দ্বীন ও দুনিয়ার বিষয়ে যা কিছু চাও, তা নিয়ে অধিক পরিমাণে দুআ করবে; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ((আর সিজদাহর অবস্থায় তোমরা দুআ করার ব্যাপারে সচেষ্টি হও, কারণ এটি তোমাদের দুআ কবুল হওয়ার উপযুক্ত সময়)) (,) এবং তিনি (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বলেছেন: ((বান্দা তার প্রতিপালকের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় যখন সে সিজদারত থাকে)) (,) সুতরাং জান্নাত প্রার্থনা, জাহান্নাম থেকে পানাহ চাওয়া, উপকারী জ্ঞান, নেক আমল এবং সুদৃঢ় ঈমান লাভের জন্য যা ইচ্ছা অধিক পরিমাণে দুআ করো। অনুরূপভাবে সুন্দর ঘর, নেককার স্ত্রী, সৎ সন্তান, যানবাহন এবং যা কিছু তুমি চাও দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ থেকে; কারণ দুআ হলো ইবাদত, এমনকি তা দুনিয়াবী বিষয়ে হলেও। তিনি বলেছেন

(ص: 395) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الله: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) (غافر: من الآية 60) ، قال: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ) (البقرة: من الآية 186) وفي هذه الآية العصيبة ينبغي أن نطيل السجود، وإن كثرت الدعاء بأن يأخذ الله علي أيدي الظالمين المعتدين، ونلج ولا نستبطئ الإجابة، لأن الله حكيم قد لا يستجيب الدعوة بأول مرة أو ثانية أو ثالثة، من أجل أن يعرف الناس شدة افتقارهم إلى الله فيزدادوا دعاء، والله سبحانه وتعالى يحكم الحاكمين بحكمته بالغة لا نستطيع أن نصل إلى معرفتها، ولكن علينا أن نفعل ما أمرنا به من كثرة

الدعاء. ويسجد الإنسان بعد الرفع من الركوع، ويسجد علي ركبتيه أولاً ثم كفيه، ثم جبهته وانفه، ولا يسجد علي اليدين أولاً، لان النبي صلي الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير)) (،) وبروك البعير يكون علي اليدين أولاً كما هو مشاهد، كل من شاهد البعير إذا بركت يجد إنها تقدم يديها، فلا تقدم اليدين، والرسول_ عليه الصلاة والسلام_ نهى عن ذلك، لان

تشبه بني آدم بالحيوان _ ولا سيما في الصلاة_ أمر غير مرغوب فيه.

আল্লাহ: (এবং তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব) (সূরা গাফির: আয়াত ৬০ এর অংশ), তিনি আরও বলেন: (আর আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তখন নিশ্চয়ই আমি তাদের অতি নিকটে। যখন কোন আহ্বানকারী আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দেই) (সূরা আল-বাকারাহ: আয়াত ১৮৬ এর অংশ)। আর এই কঠিন মুহূর্তে আমাদের উচিত সেজদাহ দীর্ঘায়িত করা এবং বেশি বেশি দোয়া করা যাতে আল্লাহ জালেম ও সীমালঙ্ঘনকারীদের পাকড়াও করেন। আমাদের উচিত কাকুতি-মিনতি করা এবং উত্তর পেতে বিলম্ববোধ না করা; কারণ আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান, হতে পারে তিনি প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারে প্রার্থনায় সাড়া দেবেন না, যাতে মানুষ আল্লাহর প্রতি তাদের মুখাপেক্ষিতার তীব্রতা উপলব্ধি করতে পারে এবং তাদের দোয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হলেন শ্রেষ্ঠ বিচারক; তাঁর প্রজ্ঞা অত্যন্ত গভীর যার হাকিকত আমরা উপলব্ধি করতে অক্ষম। তবে আমাদের কর্তব্য হলো সেই কাজ করা যা তিনি আমাদের আদেশ করেছেন, আর তা হলো অধিক পরিমাণে দোয়া করা। রুকু থেকে ওঠার পর মানুষ সেজদাহ করবে। সে প্রথমে তার দুই হাঁটু রাখবে, এরপর দুই হাতের তালু, তারপর কপাল ও নাক। সে যেন প্রথমে হাত না রাখে, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিষেধ করে বলেছেন: ((তোমাদের কেউ যখন সেজদাহ করবে, সে যেন উটের মতো না বসে)) (,) আর উট বসার সময় প্রত্যক্ষ করা যায় যে সে আগে হাত রাখে। যে ব্যক্তি উটকে বসতে দেখেছে সে জানে যে এটি প্রথমে তার হাত অগ্রসর করে। সুতরাং হাত আগে বাড়ানো যাবে না। রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তা নিষেধ করেছেন, কারণ

মানুষের পশুর সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা—বিশেষ করে নামাজের মধ্যে—একটি অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়।

(ص: 396) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

ولم يذكر الله تعالى تشبيه بني آدم بالحيوان إلا في مقام الذم. استمع إلى قول الله تعالى: (وَإِثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكُوبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ) (الأعراف: من الآية 175 إلى 176)، وقال تعالى: (مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ) (الجمعة: من الآية 5)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((العائد في هبته كالبيق ثم يعود في قيئه)) (،) وقال صلى الله عليه وسلم: ((الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا)). فأنت ترى تشبيه بني آدم بالحيوان لم يكن إلا في مقام الذم، ولهذا نهى المصلي أن يبرك كما يبرك البعير فيقدم يديه! بل قدم الركبتين إلا إذا كان هناك عذر، كرجل كبير يشق عليه أن ينزل الركبتين أولاً، فلا حرج أو إنسان مريض، أو إنسان في ركبتيه أذى، وما أشبه ذلك. ولا بد أن يكون السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة، والأنف تبع لها، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. فهذه سبعة امرنا أن نسجد

আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানকে পশুর সাথে তুলনা করার বিষয়টি কেবল নিন্দার ক্ষেত্রেই উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহর বাণী শ্রবণ করুন: (এবং আপনি তাদের সেই ব্যক্তির সংবাদ

পাঠ করে শোনান, যাকে আমি আমার নিদর্শনসমূহ দান করেছিলাম, অতঃপর সে তা থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় এবং শয়তান তার পিছু নেয়, ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর আমি চাইলে এর মাধ্যমে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করতাম, কিন্তু সে দুনিয়ামুখী হলো এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত কুকুরের ন্যায়, যার ওপর তুমি বোঝা চাপালে সে জিহ্বা বের করে হাঁপায় অথবা তাকে ছেড়ে দিলেও সে হাঁপায়) (আল-আরাফ: ১৭৫-১৭৬ নং আয়াতের অংশবিশেষ), এবং আল্লাহ তাআলা বলেন: (যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা তা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধার ন্যায় যে কিতাবের বোঝা বহন করে। সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত কতই না নিকৃষ্ট যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে) (আল-জুমুআহ: ৫ নং আয়াতের অংশবিশেষ)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "দান করার পর তা ফিরিয়ে গ্রহণকারী ব্যক্তি সেই কুকুরের ন্যায় যে বমি করে পুনরায় তা ভক্ষণ করে।" এবং তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন: "জুমার দিন ইমামের খুতবা চলাকালীন যে ব্যক্তি কথা বলে, তার দৃষ্টান্ত হলো সেই গাধার মতো যে কিতাবের বোঝা বহন করে।" সুতরাং আপনি দেখছেন যে, মানুষের সাথে পশুর সাদৃশ্য প্রদান কেবল নিন্দার ক্ষেত্রেই করা হয়েছে। এই কারণেই সালাত আদায়কারীকে উটের মতো করে বসতে নিষেধ করা হয়েছে—যেখানে উট আগে তার হাত রাখে! বরং সে হাঁটু আগে রাখবে, যদি না কোনো সংগত কারণ থাকে; যেমন কোনো বৃদ্ধ ব্যক্তি যার জন্য আগে হাঁটু রাখা কষ্টসাধ্য, তবে কোনো অসুবিধা নেই অথবা অসুস্থ ব্যক্তি, কিংবা এমন ব্যক্তি যার হাঁটুতে কোনো সমস্যা রয়েছে এবং অনুরূপ কিছু। আর সিজদাহ অবশ্যই সাতটি অঙ্গের ওপর হতে হবে: কপাল—নাকও এর অন্তর্ভুক্ত, উভয় হাতের তালু, উভয় হাঁটু এবং উভয় পায়ের আঙুলের অগ্রভাগ। এই সাতটি অঙ্গের ওপরই আমাদের সিজদাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

عليهما كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي امرنا ربنا عز وجل فنقول: سبعا وطاعة، ونسجد علي الأعضاء السبعة في جميع السجود، فما دمنا ساجد ينفلا يجوز أن نرفع شيئا من هذه الأعضاء، بل لابد أن تبقي هذه الأعضاء ما دمنا ساجدين. وفي حال السجود ينبغي للإنسان أن يضم قدميه بعضها إلى بعض ولا يفرج. أما الركبتان فلم يرد فيها شيء، فتبقي علي ما هي عليه علي الطبيعة. وأما اليدان فتكونان علي حذو المنكبين، أي: الكتفين، أو تقدمهما قليلا حتى تسجد بينهما، فلها صفتان: الصفة الأولى أن تردها حتى تكون علي حذاء الكتف، والصفة الثانية: أن تقدمهما قليلا حتى تكون علي حذاء الجبهة، كلتاهما وردتا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن تجأني عضديك عن جنبيك، وان ترفع ظهرك. ألا إذا كنت في الصف وخفت أن يتأذى جارك من مجافاة العضدين فلا تؤذي جارك، لأنه لا ينبغي أن تفعل سنة يتأذى بها أخوك المسلم وتشوش عليه. وقد رأيت بعض الاخوة الذين يحبون أن

يطبقوا السنة ويمتدون في حال السجود امتدادا طويلا، حتى تكاد تقول انهم منبطحون، وهذا لا شك انه خلاف السنة، وهو بدعة. بل السنة أن ترفع ظهرك وان تعلو فيه. وهذه الصفة التي أشرت إليها من بعض الاخوة كما إنها خلاف السنة ففيها إرهاق عظيم للبدن، لان التحمل في هذه الحال يكون علي الجبهة والأنف، وتجد الإنسان يضجر من أطل السجود.

সেই দুটির ওপর (সিজদা করা), যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন এবং যা আমাদের প্রতিপালক আযযা ওয়া জাল্লা নির্দেশ দিয়েছেন; ফলে আমরা বলি: আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম। আর আমরা সমস্ত সিজদাতেই সাতটি অঙ্গের ওপর সিজদা করি। যতক্ষণ আমরা সিজদারত থাকি, ততক্ষণ এই অঙ্গগুলোর কোনোটি উঠিয়ে নেওয়া বৈধ নয়; বরং যতক্ষণ আমরা সিজদায় থাকব, ততক্ষণ এই অঙ্গগুলো জমিনে স্থিত থাকা আবশ্যিক। সিজদারত অবস্থায় মানুষের উচিত তার উভয় পা একে অপরের সাথে মিলিয়ে রাখা এবং ফাঁক না করা। আর হাঁটু দুটির ব্যাপারে নির্দিষ্ট কিছু বর্ণিত হয়নি, তাই তা স্বাভাবিক অবস্থাতেই

থাকবে। আর হাত দুটির অবস্থান হবে কাঁধ বরাবর, অথবা তা সামান্য সামনে এগিয়ে দেবে যাতে সে দুটির মাঝখানে সিজদা করা যায়। এর দুটি পদ্ধতি রয়েছে: প্রথম পদ্ধতি হলো হাত দুটিকে পেছনে রাখা যাতে তা কাঁধ বরাবর হয়। আর দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো সেগুলোকে সামান্য সামনে এগিয়ে দেওয়া যাতে তা কপাল বরাবর হয়। উভয় পদ্ধতিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর তোমার উচিত উভয় বাহুকে পার্শ্বদেশ থেকে পৃথক রাখা এবং পিঠকে ভূমি থেকে উপরে রাখা। তবে যদি তুমি কাতারে থাকো এবং আশঙ্কা করো যে বাহু প্রসারিত করার কারণে তোমার পার্শ্ববর্তী মুসল্লি কষ্ট পাবে, তবে তাকে কষ্ট দেবে না। কারণ এমন কোনো সুন্নাত আমল করা উচিত নয় যার মাধ্যমে তোমার মুসলিম ভাই কষ্ট পায় অথবা তার ইবাদতে বিঘ্ন ঘটে। আমি কিছু ভাইকে দেখেছি যারা চান যে সুন্নাহ অনুসরণ করতে এবং সিজদারত অবস্থায় শরীরকে এতটাই দীর্ঘায়িত করেন যে, দেখে মনে হয় তারা উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। নিঃসন্দেহে এটি সুন্নাত পরিপন্থী এবং একটি বিদ'আত। বরং সুন্নাত হলো পিঠকে উপরে রাখা এবং তাতে উচ্চতা বজায় রাখা। কতিপয় ভাইয়ের যে পদ্ধতির কথা আমি উল্লেখ করলাম, তা যেমন সুন্নাত বিরোধী, তেমনি এতে শরীরের ওপর প্রচণ্ড ধকল পড়ে। কারণ এমতাবস্থায় সমস্ত ভার কপাল ও নাকের ওপর নিপতিত হয়, ফলে সিজদা দীর্ঘ হলে মানুষকে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে দেখা যায়।

(ص: 398) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

ففيها مخالفة السنة وتعذيب البدن، فهذا ينبغي إذا رأيتم أحدا يسجد علي هذه الكيفية أن ترشدوه إلى الحق، وتقولوا له: هذا ليس بسنة. وينبغي في حال السجود أيضاً أن يكون الإنسان خاشعاً لله _ عز وجل _ مستحضراً علو الله سبحانه وتعالى، لأنك سوف تقول: سبحانه ربي الأعلى، أي تنزيهاً له بعلوه _ عز وجل _ عن كل سفل ونزول، ونحن نعتقد بأن الله عال بذاته فوق جميع مخلوقاته، كما قال الله: (سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) (الأعلى: 1) ، وإثبات علو الله في القرآن والسنة أكثر من أن

يحضر. والإنسان إذا دعا يرفع يديه إلى السماء إلى الله عز وجل، وفي السماء فوق كل شيء، وقد ذكر الله أن استوي علي عرشه في سبع آيات من القرآن، والعرش اعلي المخلوقات، والله فوق العرش جلا وعلا. ومن أركان الصلاة: الطأينة، أي: الاستقرار والسكون في أركان الصلاة، فيطمئن في القيام، وفي الركوع، وفي القيام بعد الركوع، وفي السجود، وفي الجلوس بين السجدين، وفي بقية أركان الصلاة، وذلك لما أخرج الشيطان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل المسجد فصلي، ثم سلم علي النبي صلي الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال: ((ارجع فصل فأنك لم تصل)) يعني: لم تصلي صلاة تجزئك. فرجع الرجل فصلي، ثم جاء فسلم علي النبي صلي الله عليه وسلم فرد عليه

এতে সূন্যহর লঙ্ঘন এবং শরীরের কষ্ট দেওয়া রয়েছে; তাই আপনারা যদি কাউকে এভাবে সিজদা করতে দেখেন, তবে তাকে সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করবেন এবং বলবেন: এটি সূন্যহসম্মত নয়। সিজদার সময় মানুষের উচিত মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিনয়াবনত হওয়া এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উচ্চতাকে অন্তরে জাগ্রত রাখা। কেননা আপনি বলবেন: "আমার সুউচ্চ প্রতিপালক অতি পবিত্র", অর্থাৎ মহান আল্লাহকে তাঁর সুউচ্চ মর্যাদার মাধ্যমে যাবতীয় হীনতা ও অবনমন থেকে পবিত্র ঘোষণা করা। আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ স্বীয় সত্তাগতভাবে তাঁর সকল সৃষ্টির ঊর্ধ্বে অবস্থান করছেন, যেমনটি আল্লাহ বলেছেন: "আপনার সুউচ্চ প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন" (আল-আলা: ১)। কুরআন ও সূন্যহতে আল্লাহর উচ্চতা প্রমাণের দলিল এত বেশি যে তা এখানে উল্লেখ করে শেষ করা সম্ভব নয়। মানুষ যখন দোয়া করে, তখন সে আকাশের দিকে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে হাত উত্তোলন করে; আর আকাশ হলো সবকিছুর উপরে। কুরআন মজিদের সাতটি আয়াতে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। আরশ হলো সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বোচ্চ, আর আল্লাহ আরশের উপরে সুমহান ও সুউচ্চ। নামাজের রুকনসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো: ধীরস্থিরতা, অর্থাৎ:

নামাজের রুকনগুলোতে স্থিরতা ও প্রশান্তি বজায় রাখা। সুতরাং দণ্ডায়মান অবস্থায়, রুকুতে, রুকু থেকে দাঁড়ানোর পর, সিজদায়, দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে এবং নামাজের অবশিষ্ট রুকনগুলোতে ধীরস্থির হতে হবে। আর এটি এ কারণে যে, ইমাম বুখারী ও মুসলিম আবু

হুয়ায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামাজ আদায় করল। এরপর সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সালাম দিলে তিনি সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন: "ফিরে যাও এবং পুনরায় নামাজ পড়ো, কারণ তুমি নামাজ পড়োনি।" অর্থাৎ: তুমি এমন নামাজ পড়োনি যা শরিয়তসম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য হয়। অতঃপর লোকটি ফিরে গিয়ে পুনরায় নামাজ পড়ল এবং ফিরে এসে পুনরায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সালাম দিল এবং তিনি উত্তর দিলেন।

(ص: 399) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وقال: ((ارجع فصل فانك لم تصل)) فرجع وصلي ولكن كصلاته الأولى، ثم جاء إلى النبي صلي الله وسلم عليه، فرد عليه وقال: ((ارجع فصل فانك لم تصل)) فقال: والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلني. وهذه هي الفائدة من كون النبي صلي الله عليه وسلم لم يعلمه لأول مرة، برده حتى صلي ثلاث مرات، من اجل أن يكون متشوقاً للعلم، مشتاقاً إليه، حتى يأتيه العلم ويكون كالطير النازل علي ارض يابسة تقبل الباء، ولهذا اقسم بأنه لا يحسن غير هذا، وطلب من النبي صلي الله عليه وسلم أن يعلمه. ومن المعلوم أن النبي صلي الله عليه وسلم سوف يعلمه، لكن فرق بين المطلوب والمجرب، إذا كان هو الذي طلب أن يعلم صار اشد تمسكاً وحفظاً لما يلقي إليه. وتأمل قسمة بالذي بعث النبي صلي الله عليه وسلم بالحق. فقال: ((والذي بعثك بالحق)) وما قال ((والله!)) لاجل أن يكون معترفاً غاية الاعتراف بأن ما يقوله النبي صلي الله عليه وسلم حق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ((إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء)) أي: توضأ وضوءاً كاملاً، ((ثم استقبل القبلة فكبر)) أي: قل: الله اكبر، وهذه تكبيرة الإحرام. ((ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن)) وقد بينت السنة انه لابد من قراءة الفاتحة. ((ثم اركع

حتى تطئن راکعاً)) أي: لا تسرع، بل اطمئن واستقر. ((ثم ارفع حتى تطئن قائماً)) أي: إذا رفعت من الركوع اطمئن كما كنت في الركوع، ولهذا من السنة أن يكون الركوع، ولهذا من السنة أن يكون الركوع والقيام بعد الركوع متساويين أو متقاربين. ((ثم اسجد حتى تطئن ساجداً)) أي: تطئن وتستقر. ((ثم ارفع حتى تطئن جالساً)) وهذه الجلسة بين

এবং তিনি বললেন: “তুমি ফিরে গিয়ে পুনরায় সালাত আদায় করো, কারণ তুমি সালাত আদায় করোনি।” ফলে সে ফিরে গিয়ে সালাত আদায় করল কিন্তু তার প্রথম সালাতের মতোই। অতঃপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো, তিনি তাকে পুনরায় ফিরিয়ে দিয়ে বললেন: “তুমি ফিরে গিয়ে পুনরায় সালাত আদায় করো, কারণ তুমি সালাত আদায় করোনি।” তখন সে বলল: “সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি এর চেয়ে উত্তম সালাত আদায় করতে জানি না, অতএব আমাকে শিক্ষা দিন।” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রথমবারেই শিক্ষা না দিয়ে বারবার ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্যে এই হিকমত ছিল যে, সে যেন জ্ঞান অর্জনের জন্য উদগ্রীব ও লালায়িত হয়ে ওঠে, যতক্ষণ না তার কাছে জ্ঞান আসে এবং তা যেন শুষ্ক ভূমিতে পতিত বৃষ্টির মতো হয় যা পানি গ্রহণ করে নেয়। এই কারণেই সে শপথ করে বলেছিল যে, সে এর চেয়ে উত্তম কিছু জানে না এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শেখার আবেদন করেছিল। আর এটি সবারই জানা যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অবশ্যই শেখাতেন, কিন্তু যা যাচিত এবং যা অযাচিতভাবে প্রদত্ত, এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যখন সে নিজেই শেখার আবেদন করল

তখন তার প্রতি যা কিছু উপস্থাপন করা হবে, তা সে আরও দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং স্মরণ রাখবে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যিনি সত্যসহ প্রেরণ করেছেন সেই সত্তার নামে তার শপথ করার বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করুন। সে বলেছিল: “সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন”, সে কেবল “আল্লাহর শপথ!” বলেনি, যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলছেন তা যে ঐশ্বর সত্য—এ ব্যাপারে তার চূড়ান্ত পর্যায়ের স্বীকৃতি প্রকাশ পায়। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: “যখন তুমি সালাতের জন্য দাঁড়াবে, তখন পূর্ণাঙ্গভাবে ওজু করবে;” অর্থাৎ ওজু পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করবে।

“অতঃপর কিবলার দিকে মুখ করে তাকবীর বলবে;” অর্থাৎ বলবে ‘আল্লাহু আকবার’, আর এটিই হলো তাকবীরে তাহরীমা। “অতঃপর কুরআনের যা তোমার পক্ষে সহজ হয় তা পাঠ করো;” আর সুন্নাহ দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে যে, সূরা ফাতিহা পাঠ করা অপরিহার্য। “অতঃপর রুকু করো যতক্ষণ না রুকুতে স্থির হও;” অর্থাৎ তাড়াহুড়ো করবে না বরং শান্ত ও স্থির হবে। “অতঃপর রুকু হতে মাথা তোলো যতক্ষণ না সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে স্থির হও;” অর্থাৎ যখন রুকু থেকে উঠবে তখন রুকু করার সময়ের মতোই স্থিরতা অবলম্বন করবে। এই কারণেই সুন্নাহ হলো রুকু এবং রুকু পরবর্তী দাঁড়ানোর সময় সমান অথবা কাছাকাছি হওয়া। “অতঃপর সিজদা করো যতক্ষণ না সিজদাতে স্থির হও;” অর্থাৎ শান্ত ও স্থির হবে। “অতঃপর সিজদা হতে মাথা তোলো যতক্ষণ না বসে স্থির হও;” আর এটি হলো দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠক।

(ص: 400) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

السجدين. ((ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا)) هذا هو السجود الثاني. قال: ((ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)) أي: افعل هذه الأركان: القيام، والركوع، والرفع منه، والسجود، والجلوس بين السجدين، والسجدة الثانية، في جميع الصلاة. الشاهد من هذا قوله: ((حتى تطمئن)) وقوله فيما قبل: ((انك لم تصل)) فدل هذا علي انه من لا يطمئن في صلاته في صلاة له. ولا فرق في هذا بين الركوع والقيام بعد الركوع، والسجود والجلوس بين السجدين، كلها لابد أن يطمئن الإنسان فيها. قال بعض العلماء والطمئية أن يستقر بقدر ما يقول الذكر الواجب في الركن، ففي الركوع بقدر ما تقول: ((سبحان ربي الأعلى))، وفي الجلوس بين السجدين بقدر ما تقول: ((رب اغفر لي))، في القيام بعد الركوع بقدر ما تقول: ((ربنا ولك الحمد))، فهكذا. ولكن الذي يظهر من السنة أن الطمئية أمر فوق ذلك، لأن كون الطمئية بمقدار أن تقول ((سبحان ربي العظيم)) في الركوع لا يظهر لها أثر، لان

الإنسان إذا قال: الله أكبر، سبحان ربي العظيم، ثم يرفع، أين الطمأنينة؟ فالظاهر انه لابد من استقرار بحيث يقال: هذا الرجل مطمئن. وعجباً لابن آدم كيف يلعب به الشيطان!! هو واقف بين يدي الله _ عز وجل _ يناجي الله ويتقرب إليه بكلامه وبإثناء عليه وبالدعاء، ثم كأنه ملحق في صلاته، كان عدوا للاحق له، فتراه يهرب من الصلاة، لماذا؟

দুই সিজদাহ। "অতঃপর সিজদাহ করো যতক্ষণ না তুমি সিজদাবনত অবস্থায় স্থিরতা অর্জন করো।" এটি হলো দ্বিতীয় সিজদাহ। তিনি বললেন: "অতঃপর তোমার পূর্ণ সালাতে এরূপ করো।" অর্থাৎ: সালাতের সকল অংশে এই রুকনগুলো—দাঁড়ানো, রুকু করা, রুকু থেকে মাথা তোলা, সিজদাহ করা, দুই সিজদাহর মাঝে বসা এবং দ্বিতীয় সিজদাহ—সম্পাদন করো। এখান থেকে প্রামাণ্য বিষয়টি হলো তাঁর বাণী: "যতক্ষণ না তুমি স্থিরতা লাভ করো" এবং তাঁর পূর্বের উক্তি: "নিশ্চয়ই তুমি সালাত আদায় করোনি।" এটি প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তি তার সালাতে স্থিরতা বা তমানীনাহ বজায় রাখে না, তার কোনো সালাত আদায় হয় না। এ ক্ষেত্রে রুকু, রুকু পরবর্তী দন্ডায়মান অবস্থা, সিজদাহ এবং দুই সিজদাহর মধ্যবর্তী বৈঠকের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই; এই সকল ক্ষেত্রে মানুষকে অবশ্যই স্থিরতা অবলম্বন করতে হবে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, স্থিরতা হলো কোনো রুকনের মধ্যে ওয়াজিব জিকিরটুকু আদায় করতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু স্থির থাকা। যেমন: রুকুতে "সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা" (মূল পাঠে এমনটিই রয়েছে) বলা পরিমাণ সময়, দুই সিজদাহর মাঝে "রব্বিগফিরলী" বলা পরিমাণ সময়, রুকু থেকে ওঠার পর "রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ" বলা পরিমাণ সময়—এরূপ। তবে সুন্নাহ থেকে যা স্পষ্ট হয় তা হলো, স্থিরতা বা তমানীনাহ এর চেয়েও বেশি কিছু। কেননা রুকুতে কেবল "সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম" বলা পরিমাণ স্থিরতার কোনো প্রভাব প্রকাশ পায় না। কারণ কোনো ব্যক্তি যদি "আল্লাহু আকবার" বলে "সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম" বলেই তৎক্ষণাৎ মাথা তুলে ফেলে, তবে সেখানে স্থিরতা কোথায়? অতএব প্রতীয়মান হয় যে, এমনভাবে স্থির হওয়া আবশ্যিক যাতে বলা যায়: এই ব্যক্তিটি ধীরস্থিরভাবে সালাত আদায় করছে। আদম সন্তানের জন্য বিস্ময় যে, শয়তান তাকে নিয়ে কীভাবে খেলা করে!! সে মহান আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হয়ে আল্লাহর সাথে একান্তে কথা বলছে এবং তাঁর বাণী, তাঁর প্রশংসা ও দোয়ার মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য প্রার্থনা করছে, অথচ এরপরও তাকে দেখে মনে হয়

যেন সে সালাতের মধ্যে পশ্চাদ্ধাবিত হচ্ছে—যেন কোনো শত্রু তাকে তাড়া করছে; ফলে আপনি তাকে সালাত থেকে পলায়ন করতে দেখেন। কেন এমনটি হবে?

(ص: 401) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

أنت لو وقفت بين يدي ملك من ملوك الدنيا يناجيك ويخاطبك، لو بقت معه ساعتين
تكلمه لوجدت ذلك سهلاً، تقف علي قدميك، ولا تنتقل من ركوع إلى سجود، والي جلوس، وتفرح أن هذا الملك يكلمك ولو جلس معك مدة طويلة، فكيف وأنت تناجي ربك الذي خلقك، ورزقك، وأمدك، واعدك، تناجيه وتهرب هذا الهروب؟! لكن الشيطان عدو للإنسان، والعاقل الحازم المؤمن هو الذي يتخذ الشيطان عدواً، كما قال الله تعالى (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ) (فاطر: 6). فالواجب علي الإنسان أن يطمئن في صلاته طمأنينة تظهر عليه في جميع أفعال الصلاة، وكذلك أقوالها. مسألة: ما حكم من لم يقيم الصلاة؟ الجواب عن ذلك أن نقول: أما من لم يقمها علي وجه الكمال، يعني انه أخل ببعض الأشياء المكمل للصلاة، فان هذا محروم من الأجر الذي يحصل له بأكمل، لكنه ليس بإثم، فمثلاً: لو اقتصر علي ((سبحان ربي العظيم)) في الركوع مع الطمأنينة لكان كافياً، لكنه محروم من زيادة الأجر في التسبيح. وأما من لم يقمها أصلاً، يعني انه تركها بالكلية، فهذا كافر مرتد عن الإسلام كفراً مخرجاً عن الملة، يخرج من عداد المسلمين في الدنيا، ويكن في عداد الكافرين في الآخرة، اخبر النبي صلي الله عليه وسلم انه يحشر مع فرعون وهامان، وقارون، وأبي خلف، وهؤلاء رؤوس الكفرة يحشر معهم.

আপনি যদি দুনিয়ার কোনো বাদশাহর সামনে দাঁড়াতেন, যিনি আপনার সাথে একান্তে কথা বলছেন এবং আপনাকে সম্বোধন করছেন, আর আপনি যদি তাঁর সাথে দুই ঘণ্টা কথা বলে অতিবাহিত করতেন, তবে আপনি তা অত্যন্ত সহজ মনে করতেন। আপনি নিজের পায়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন, অথচ তখন রুকু থেকে সিজদায় কিংবা বসার দিকে স্থানান্তরিত হতেন না। বরং আপনি আনন্দিত হতেন যে এই বাদশাহ আপনার সাথে কথা বলছেন, যদিও তিনি আপনার সাথে দীর্ঘক্ষণ অতিবাহিত করতেন। তাহলে আপনার অবস্থা এমন কেন যে আপনি আপনার প্রতিপালকের সাথে একান্তে কথা বলছেন—যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, রিযিক দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন—অথচ আপনি তাঁর সাথে মুনাজাত করা থেকে এভাবে পলায়নের পথ খুঁজছেন?! আসলে শয়তান মানুষের চিরশত্রু। আর বুদ্ধিমান, দৃঢ়চেতা মুমিন সেই ব্যক্তি যে শয়তানকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ করে, যেমনটি আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু, অতএব তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ কর। সে তার অনুসারীদের কেবল এজন্যই ডাকে যেন তারা প্রজ্বলিত আগুনের অধিবাসী হয়।" (সূরা ফাতির: ৬)। সুতরাং মানুষের জন্য আবশ্যিক হলো তার সালাতে এমন স্থিরতা ও প্রশান্তি অবলম্বন করা, যা সালাতের সকল কার্যাবলি ও বাচনিক বিষয়াবলিতে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

মাসআলা: যে ব্যক্তি সালাত কায়েম করে না তার বিধান কী? এর উত্তর হলো: যে ব্যক্তি সালাত পরিপূর্ণরূপে আদায় করেনি—অর্থাৎ সালাতের পরিপূরক কিছু বিষয়ে ত্রুটি করেছে—সে ওই সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে যা পূর্ণাঙ্গ আদায়ের মাধ্যমে অর্জিত হতো, তবে সে গুনাহগার হবে না। উদাহরণস্বরূপ: কেউ যদি রুকুতে স্থিরতার সাথে শুধুমাত্র একবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' পাঠের ওপর সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তা যথেষ্ট হবে, কিন্তু সে তাসবীহ বৃদ্ধির অতিরিক্ত সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। আর যে ব্যক্তি সালাত মোটেও কায়েম করে না—অর্থাৎ তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে—তবে সে কাফির এবং ইসলাম থেকে বিচ্যুত মুরতাদ; তার এই কুফর তাকে ধর্মান্দর্শ থেকে বের করে দেয়। সে দুনিয়াতে মুসলিমদের গণনা থেকে বহির্ভূত হয়ে যায় এবং আখেরাতে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হবে। নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, তাকে ফেরাউন, হামান, কারুন এবং উবাই ইবনে খালাফের সাথে পুনরুত্থিত করা হবে; আর এরা হলো কুফরের মূল হোতা, তাদের সাথেই তাকে হাশরের ময়দানে সমবেত করা হবে।

والعياذ بالله أما في الدنيا فإنه كافر مرتد يجب علي ولي الأمر أن يدعوه للصلاة، فإن صلي فذاك، وإن لم يصل قتله قتل ردة والعياذ بالله، وإذا قتل قتل ردة حمل في سيارة بعيدا عن البلد، وحفر له حفرة ورمس فيها حتى لا يتأذى الناس برائحته ولا يتأذى أهله وأصحابه بمشاهدته، فلا حرمة له لو ابقى علي وجه الأرض هكذا، ولهذا لا نغسله، ولا نكفنه، ولا نصلي عليه، ولا ندينه من مساجد المسلمين للصلاة عليه، لأنه كافر مرتد. فإذا قال قائل: ما هذا الكلام؟ أهذا جزاف أم تحامل أم عاطفة؟ قلنا: ليس جزافا، ولا تحاملا، ولا عاطفة، ولكننا نقول بمقتضى دلالة كلام الله تعالى وكلام رسوله صلي الله عليه وسلم وكلام أصحاب رسوله رضي الله عنهم. أما كلام الله: فقد قال الله تعالى في سورة التوبة عن المشركين: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ) (التوبة: من الآية 11) وإن لم يكن؟ فليس أخوانا لنا في الدين، وإذا لم يكونوا أخوانا لنا في الدين فهم كفرة، لأن كل مؤمن ولو كان عاصيا أكبر معصية لكنها لا تخرج من الإسلام فهو أخ لنا، إذا اقتتل طائفتان من المؤمنين فمن المعلوم أن قتال المسلم كفر، لكن لا يخرج من الملة، لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)) (.) ومع ذلك افن هذا المقاتل لأخيه أخ لنا، ولا يخرج من دائرة،

আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই; দুনিয়ার বুকে সে একজন ধর্মত্যাগী কাফির। শাসনকর্তার ওপর ওয়াজিব হলো তাকে সালাতের প্রতি আহ্বান জানানো; সে যদি সালাত আদায় করে তবে তো ভালো, অন্যথায় তাকে মুরতাদ হিসেবে হত্যা করা হবে—আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই। আর যখন তাকে মুরতাদ হিসেবে হত্যা করা হবে, তখন তাকে গাড়িতে করে লোকালয় থেকে দূরে নিয়ে যাওয়া হবে এবং একটি গর্ত খুঁড়ে সেখানে মাটিচাপা দেওয়া হবে, যাতে মানুষ তার লাশের দুর্গন্ধে কষ্ট না পায় এবং তার পরিবার ও সঙ্গীরা তাকে দেখে ব্যথিত না হয়। তাকে

যদি এভাবে ভূ-পৃষ্ঠে ফেলে রাখা হয় তবে তার কোনো মর্যাদা অবশিষ্ট থাকে না। একারণেই আমরা তাকে গোসল দেব না, কাফন পরাব না, তার জানাজা পড়ব না এবং জানাজা পড়ার জন্য তাকে মুসলিমদের মসজিদের ধারেকাছেও নেব না; কারণ সে একজন ধর্মত্যাগী কাফির। যদি কেউ প্রশ্ন করে: "এসব কী ধরনের কথা? এটা কি কোনো ভিত্তিহীন উক্তি, নাকি পক্ষপাতিত্ব অথবা নিছক আবেগ?" আমরা উত্তরে বলব: এটা কোনো ভিত্তিহীন কথা নয়, পক্ষপাতিত্বও নয় এবং আবেগও নয়; বরং আমরা মহান আল্লাহর বাণী, তাঁর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী এবং রাসুলের সাহাবীগণের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) বাণীর নির্দেশনার আলোকেই এ কথা বলছি। আল্লাহর বাণীর ক্ষেত্রে কথা হলো: আল্লাহ তাআলা সুরা আত-তাওবায় মুশরিকদের সম্পর্কে বলেছেন: "অতঃপর তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং জাকাত প্রদান করে, তবে তারা দ্বীনের ক্ষেত্রে তোমাদের ভাই।" (সুরা আত-তাওবা: ১১)। আর যদি তারা তা না করে? তবে তারা দ্বীনের ক্ষেত্রে আমাদের ভাই নয়। আর যখন তারা দ্বীনের ক্ষেত্রে আমাদের ভাই নয়, তখন তারা কাফির হিসেবে গণ্য। কেননা প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তি—চাই সে যত বড় পাপিষ্ঠই হোক না কেন, যতক্ষণ সেই পাপ তাকে ইসলাম থেকে বের করে না দেয়—ততক্ষণ সে আমাদের ভাই। যখন মুমিনদের দুটি দল পরস্পরের সাথে লড়াই করে, তখন এটি সর্বজনবিদিত যে, মুসলিমের সাথে লড়াই করা কুফরি; তবে এটি তাকে ধর্মান্দর্শ থেকে বের করে দেয় না। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরি।" তা সত্ত্বেও, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে লড়াই করছে সে আমাদের ভাই-ই থাকে এবং ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায় না।

(ص: 403) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الإيمان، لقول الله تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (الحجرات: من الآية 9)

إذا الطائفتان المقتتلتان اخوة لنا مع إنها معصية عظيمة. فإذا قال الله في المشركين: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ) (التوبة: من الآية 11) ، إذا لم يقوموا بهذه الأعمال فلسوا بأخوة لنا، هذا من القرآن أما من السنة: فاستمع إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر ابن عبد الله _ رضي الله عنهما _ أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال: ((بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة)) (،) والبينية تقتضي

التمييز والتفريق، وان كل واحد غير الآخر، ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) فإذا تركها صار غير مسلم، صار مشركاً أو كافراً. وما رواه أهل السنن عن بريدة بن الحصيب _ رضي الله عنه _ أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر)) ، العهد الذي بيننا وبين الكفار أي: الشيء الفاصل الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، صار منهم وليس منا.

ঈমান সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার বাণী: "যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের ওপর জুলুম করে, তবে তোমরা জুলুমকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচারের সাথে ফয়সালা করো এবং সুবিচার করো। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন।" (সূরা আল-হুজুরাত: ৯ এর অংশবিশেষ)। সুতরাং এই যুদ্ধরত দুই দল আমাদের ভাই, যদিও এই যুদ্ধ করা একটি বড় গুনাহ। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের বিষয়ে বলেছেন: "যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে, তবে তারা দীনের ক্ষেত্রে তোমাদের ভাই।" (সূরা আত-তাওবাহ: ১১ এর অংশবিশেষ)। সুতরাং তারা যদি এই কাজগুলো না করে, তবে তারা আমাদের ভাই নয়। এটি কুরআন থেকে প্রাপ্ত দলিল। আর সুন্নাহর দলিল হলো: ইমাম মুসলিম তার 'সহিহ' গ্রন্থে জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা

করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "একজন ব্যক্তি এবং শিরকের মাঝে পার্থক্য হলো সালাত ত্যাগ করা।"

এখানে 'মাঝে' বা 'পার্থক্য' শব্দটি দুই বিষয়ের মধ্যে পৃথকীকরণ ও ব্যবধান দাবি করে এবং এটি বুঝায় যে একটি অপরটি থেকে ভিন্ন। "একজন ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফরের মাঝে ব্যবধান হলো সালাত বর্জন করা।" সুতরাং যদি কেউ সালাত ত্যাগ করে, সে আর মুসলিম থাকে না; বরং মুশরিক বা কাফিরে পরিণত হয়। সুনান গ্রন্থকারগণ বুরাইদাহ ইবনুল হুসাইব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আমাদের এবং তাদের মাঝে যে অঙ্গীকার বা পার্থক্য বিদ্যমান, তা হলো সালাত; সুতরাং যে তা ত্যাগ করল, সে কুফরি করল।" আমাদের এবং কাফেরদের মাঝে এই 'অঙ্গীকার' বলতে মূলত আমাদের ও তাদের মধ্যবর্তী পার্থক্যকারী বিষয়কে বোঝানো হয়েছে, আর তা হলো সালাত। অতএব যে ব্যক্তি সালাত ত্যাগ করল, সে কাফের হয়ে গেল; সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হলো এবং আমাদের অন্তর্ভুক্ত থাকল না।

(ص: 404) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وهذا نص في الموضوع! أما ما قاله الصحابة رضي الله عنهم: فاستمع إلى ما قاله عبد الله بن شقيق_ وهو من التابعين المشهورين_ قال رحمه الله: ((كان أصحاب محمد صلي الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة)). وقد نقل إجماع الصحابة علي كفر تارك الصلاة إسحاق بن راهويه الإمام المشهور رحمه الله، وبعض أهل العلم. وإذا قدر أن فيهم من خالف فإن جمهورهم_ أهل الفتوى منهم_ يقولون انه كافر. هذه أدلة من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلي الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونأهيك به: ((لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة)) ولا نافية للجنس، تنفي الكثير والقليل،

والذي لاحظ له لا قليل ولا كثير في الإسلام ما هو إلا كفر، إذن فمن ترك الصلاة فهو كافر. ويترب علي ترك الصلاة أمور دنيوية وأمور أخروية: الأمور الدنيوية: أولاً: انه يدعي إلى الصلاة، فإن صلي وإلا قتل، وهذا واجب علي ولاية الأمور وجوباً، وهم إذا فرطوا في هذا فسوف يسألهم الله تعالى إذا

এটি এ বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট দলিল! আর সাহাবায়ে কিরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) যা বলেছেন, সে সম্পর্কে শুনুন যা বিখ্যাত তাবেয়ী আবদুল্লাহ ইবনে শাকিক (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: "মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীগণ সালাত ব্যতীত অন্য কোনো আমল ত্যাগ করাকে কুফর গণ্য করতেন না।" প্রখ্যাত ইমাম ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ (রাহিমাহুল্লাহ) এবং আরও কতিপয় আলিম সালাত ত্যাগকারীর কাফির হওয়ার বিষয়ে সাহাবীগণের ইজমা বা ঐকমত্য বর্ণনা করেছেন। আর যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, তাঁদের মধ্যে কেউ ভিন্ন মত পোষণ করেছেন, তবুও তাঁদের জমহুর বা সংখ্যাগরিষ্ঠ—যাঁরা ফতোয়া প্রদানের অধিকারী ছিলেন—তাঁরা বলতেন যে সে কাফির। এগুলো হলো আল্লাহ তাআলার কালাম, তাঁর রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাণী এবং সাহাবায়ে কিরামের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) উক্তি থেকে সংগৃহীত দলীলসমূহ। উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন—আর তাঁর কথা তো আপনার জন্য যথেষ্ট—: "সালাত বর্জনকারীর ইসলামে কোনো অংশ নেই।" এখানে 'লা' (না-বোধক অব্যয়টি) হলো 'নাফিয়া লিল জিনস', যা সামান্য বা অধিক সবটুকুই নাকচ করে দেয়। আর ইসলামে যার সামান্য বা বেশি কোনো অংশই নেই, সেটি কুফর ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি সালাত ত্যাগ করল, সে কাফির। আর সালাত ত্যাগের ওপর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কিছু বিষয় বা বিধান বর্তায়। দুনিয়াবী বিষয়সমূহ: প্রথমত: তাকে সালাতের প্রতি আহ্বান জানানো হবে; যদি সে সালাত আদায় করে তবে ভালো, অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে। এটি শাসকদের ওপর একটি অপরিহার্য দায়িত্ব। আর তারা যদি এ বিষয়ে অবহেলা করে, তবে আল্লাহ তাআলা তাদের এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন যখন...

وقفوا بين يديه، لان كل مسلم ارتد عن الإسلام فانه يدعي إليه، فان رجع وإلا قتل. قال الرسول صلي الله عليه وسلم: ((من بدل دينه فاقتلوه)) ثانياً: لا يزوج إذا خطب، وان زوج فالعقد باطل، والبرأة لا تحل له أن يطأها، وهو يطاءً أجنبية والعياذ بالله، لان العقد غير صحيح، لقوله تعالى: (؟) فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ (الممتحنة: من الآية 10) ثالثاً: انه لا ولاية له علي أولاده، ولا علي أخواته، ولا علي أحد من الناس، لان الكافر لا يمكن أن يكون ولياً علي مسلم أبداً، حتى بنته لا يزوجهما. ولو فرضنا واحدا بعدما تزوج، وكبر وصار له بنات، لا يصلي والعياذ بالله، فانه لا يمكن أن يزوج بنته. ولكن إذا قال قائل: هذا مشكل، يوجد أناس عندهم بنات وهم لا يصلون، كيف نعمل؟ نقول: في مثل هذا الحال إذا كان لا يمكن التخلص من أن يعقد النكاح للبنات فان الزوج يجعل أخاها أو عمها مثلاً أو أحداً من عصابات الأقرب فالأقرب، حسب ترتيب الولاية، يعقد له بالسر عن أبيها حتى

তারা তাঁর সামনে দণ্ডায়মান হলো, কেননা যে মুসলিমই ইসলাম ত্যাগ করে তাকে ফিরে আসার আহ্বান জানানো হয়; যদি সে ফিরে আসে তবে ভালো, অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি তার পরিবর্তন করে দ্বীন, তাকে হত্যা করো।" দ্বিতীয়ত: সে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তার বিবাহ সম্পন্ন করা হবে না, আর বিয়ে দেওয়া হলেও সেই চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় স্ত্রী তার জন্য বৈধ হবে না এবং সে যা করছে তা ব্যভিচার—আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইছি—কারণ বিবাহটি সঠিক নয়; মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: (অতঃপর যদি তোমরা জানতে পারো যে তারা মুমিন নারী, তবে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠিও না। তারা কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিররাও তাদের জন্য বৈধ নয়) (সূরা আল-মুমতাহিনা: ১০ নং আয়াতের অংশবিশেষ)। তৃতীয়ত: তার সন্তানাদি, বোন কিংবা অন্য কারো ওপর তার কোনো অভিভাবকত্ব থাকবে না; কেননা একজন কাফির কখনোই কোনো মুসলিমের অভিভাবক হতে পারে না, এমনকি সে তার

কন্যার বিবাহও দিতে পারবে না। ধরা যাক, জনৈক ব্যক্তি বিবাহের পর বৃদ্ধ হলো এবং তার কন্যারা বড় হলো, কিন্তু সে সালাত ত্যাগ করল—আল্লাহর নিকট পানাহ চাইছি—তবে সে তার কন্যার বিবাহ দিতে পারবে না। কিন্তু যদি কেউ প্রশ্ন করে: এটি তো এক সংকটপূর্ণ অবস্থা, এমন অনেক মানুষ আছেন যাদের কন্যা রয়েছে অথচ তারা সালাত পড়েন না, এমতাবস্থায় আমরা কী করব? উত্তরে আমরা বলব: এমন পরিস্থিতিতে যদি পিতার মাধ্যমে বিবাহের আকদ সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তির কোনো উপায় না থাকে, তবে বর কনের ভাই অথবা চাচা কিংবা আসাবাভুক্ত নিকটাত্মীয়দের মধ্য থেকে অভিভাবকত্বের ক্রম অনুযায়ী কাউকে দিয়ে তার পিতার অগোচরে বিবাহের আকদ সম্পন্ন করাবে যেন

(ম: 406) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

يتزوج امرأة بعقد صحيح، أما عقد أبيها لها وهو مرتد كافر فلا يصح، ولو يعقد ألف مرة فليس بشيء. رابعاً: لو ترك الصلاة في أثناء زواجه انفسخ نكاحه، ومثاله: رجل تزوج أمراه وهي تصلي وهو يصلي، وبعد ذلك ترك الصلاة، فإننا نقول: يجب التفريق بينه وبين المرأة وجوباً حتى يصلي، فإذا فرقنا بينهما واعتدت فإنه لا يمكن أن يرجع إليها، أما قبل انتهاء العدة، فإنه إذا أسلم ورجع إلى الإسلام وصلي فهي زوجته، أما إذا انتهت العدة فقد انفصلت منه، ولا تحل له إلا بعقد جديد علي قول جمهور أهل العلم، وبعضهم يقول: إنها إذا انتهت من العدة ملكت نفسها، ولكن لو أسلم أرادت أن ترجع إليه فلا بأس بدون عقد، وهذا القول هو الراجح، دلالة السنة عليه، لكن فائدة العدة هو إنها قبل العدة إذا أسلم لا خيار لها، وأما بعد العدة فلها الخيار إذا أسلم، أن شاءت رجعت إليه، وإن شاءت لم ترجع. خامساً: ومن ذلك أيضاً أنه لا ولاية له علي أحد ممن يتولاه لو كان مسلماً، لأن من شروط الولاية العدالة، والكافر ليس بعدل، فلا يكون تارك الصلاة

ولياً علي أحد من عباد الله المسلمين أبداً، حتى لو كانت ابنته فإنه لا يزوجها، لأنه ليس له ولاية عليها. سادساً: ومن ذلك أيضاً انه لا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلي عليه، ولا يدفن مع المسلمين، وإنما يخرج به إلى البر ويحفر له حفرة يرمس فيها رمسا لا قبراً، لأنه ليس له رحمة.

তিনি একজন নারীকে সহীহ চুক্তির মাধ্যমে বিবাহ করবেন। পক্ষান্তরে, তার পিতা মুরতাদ কাফির থাকা অবস্থায় যদি তার বিবাহ দেন, তবে সেই বিবাহ বৈধ হবে না; এমনকি তিনি যদি হাজার বারও বিবাহ দেন তবুও তা অকার্যকর। চতুর্থত: বৈবাহিক জীবন চলাকালীন যদি কেউ সালাত ত্যাগ করে, তবে তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ: এক ব্যক্তি এমন এক নারীকে বিবাহ করল যে সালাত আদায় করে এবং সে নিজেও সালাত আদায় করত; কিন্তু পরবর্তীতে সে সালাত ত্যাগ

করল। এমতাবস্থায় আমরা বলব: সে সালাত আদায় না করা পর্যন্ত আবশ্যিকভাবে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে হবে। অতঃপর আমরা যদি তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেই এবং মহিলার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়, তবে সে আর ওই মহিলার কাছে ফিরে আসতে পারবে না। তবে ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে, ইসলামের দিকে ফিরে আসে এবং সালাত আদায় করে, তবে সে তার স্ত্রী হিসেবেই বহাল থাকবে। কিন্তু যদি ইদ্দত শেষ হয়ে যায়, তবে সে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং জুমহুর উলামায়ে কিরামের মতানুযায়ী নতুন বিবাহ বা আকদ ব্যতীত সে তার জন্য হালাল হবে না। আবার কোনো কোনো আলিম বলেন: ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে মহিলাটি নিজের মালিক হয়ে যাবে (অর্থাৎ স্বাধীন হয়ে যাবে), কিন্তু এরপর যদি পুরুষটি ইসলাম গ্রহণ করে এবং মহিলাটি তার কাছে ফিরে যেতে চায়, তবে নতুন আকদ ছাড়াই ফিরে যেতে পারবে এবং এতে কোনো বাধা নেই। এই মতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ, যেহেতু সুন্নাহর দলিল একেই সমর্থন করে। তবে ইদ্দতের বিষয়টি হলো—ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে পুরুষটি ইসলাম গ্রহণ করলে মহিলার কোনো ইখতিয়ার বা পছন্দ থাকে না, কিন্তু ইদ্দত শেষ হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করলে মহিলার ইখতিয়ার থাকে; সে চাইলে তার কাছে ফিরে যেতে পারে, আবার চাইলে নাও যেতে পারে। পঞ্চমত: এর অন্তর্ভুক্ত আরেকটি বিষয় হলো, সে মুসলিম থাকাকালীন যাদের অভিভাবক হতে পারত, এখন তাদের কারো ওপরই তার কোনো অভিভাবকত্ব থাকবে না। কারণ অভিভাবকত্বের অন্যতম শর্ত হলো ন্যায়পরায়ণতা, আর কাফির ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ নয়। সুতরাং সালাত ত্যাগকারী ব্যক্তি আল্লাহর কোনো মুসলিম

বান্দার ওপর কখনোই অভিভাবক হতে পারবে না; এমনকি সে তার নিজ কন্যারও বিবাহ দিতে পারবে না, কারণ কন্যার ওপর তার কোনো অভিভাবকত্ব নেই। যষ্ঠত: এর অন্তর্ভুক্ত আরও বিষয় হলো, তাকে গোসল দেওয়া হবে না, কাফন পরানো হবে না, তার জানাজা পড়া হবে না এবং মুসলিমদের কবরস্থানে দাফনও করা হবে না। বরং তাকে কোনো নির্জন প্রান্তরে নিয়ে গিয়ে একটি গর্ত খুঁড়ে সেখানে কেবল মাটিচাপা দিয়ে রাখা হবে, একে কবর বলা যাবে না; কারণ তার জন্য আল্লাহর কোনো রহমত নেই।

(ص: 407) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

ولا يحل لاحد يموت عنده شخص وهو يعرف انه لا يصلي أن يغسله أو يكفنه أو يقدمه للمسلمين يصلون عليه، لأنه يكون بذلك غاشياً للمسلمين، فإن الله تعالى قال لنبيه _ عليه الصلاة والسلام _ في حق المنافقين، وهم كفار لكن يظهرون الإسلام، قال: (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ) (التوبة: من الآية 84) فدل هذا علي أن الكفر مانع من الصلاة، ومن القيام علي القبر بعد الدفن. وقال الله تعالى: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) (التوبة: 113) ويسأل بعض الناس عن الرجل المتهم بترك الصلاة يقدم للصلاة عليه بعد موته وأنت شاك هل هو يصلي أولاً؟ فنقول: إذا كان هذا الشك مبنيّاً علي اصل فأنك إذا أردت أن تدعوا له تقول: اللهم أن كان مؤمناً فأغفر له وارحمه)) فتقيده، وبهذا تسلم من شره. وأما الأمور الأخروية المترتبة علي ترك الصلاة فمنها: العذاب الذي في قبره، كما يعذب الكافر واشد. انه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. انه يدخل النار فيخلد فيها ابد الآبدين.

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يكفر كفراً خارجاً عن الملة، واستدلوا ببعض النصوص، ولكن هذه النصوص لا تخرجه عن أحوال خسة.

কারও সামনে এমন কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে যার সম্পর্কে সে জানে যে সে নামাজ পড়ত না, তবে তার জন্য তাকে গোসল করানো বা কাফন পরানো কিংবা মুসলমানদের সামনে জানাজার জন্য উপস্থিত করা বৈধ নয়; কারণ এর মাধ্যমে সে মুসলমানদের সাথে প্রতারণা করল। কেননা মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে (সা.) মুনাফিকদের বিষয়ে—যারা কাফির হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম প্রকাশ করত—বলেছেন: "তাদের মধ্যে কারও মৃত্যু হলে আপনি কখনো তার জন্য জানাজার সালাত পড়বেন না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবেন না; তারা তো আল্লাহকে অস্বীকার করেছে।" (সূরা আত-তাওবা: ৮৪-এর অংশ)। এটি প্রমাণ করে যে, কুফর জানাজার নামাজ পড়া এবং দাফনের পর কবরের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে অন্তরায়। মহান আল্লাহ আরও বলেছেন: "নবী ও মুমিনদের জন্য উচিত নয় যে তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়; যখন তাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে তারা জাহান্নামী।" (সূরা আত-তাওবা: ১১৩)। কেউ কেউ এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যার বিরুদ্ধে নামাজ ত্যাগের অভিযোগ আছে এবং তার মৃত্যুর পর জানাজার জন্য পেশ করা হলে আপনি যদি সংশয়ে থাকেন যে সে নামাজ পড়ত কি না? এমতাবস্থায় আমরা বলি: যদি এই সংশয় কোনো যুক্তিসঙ্গত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে আপনি তার জন্য দোয়া করতে চাইলে এভাবে বলবেন: "হে আল্লাহ, সে যদি মুমিন হয়ে থাকে তবে তাকে ক্ষমা করুন এবং তার ওপর দয়া করুন।" এভাবে আপনি দোয়াটিকে শর্তযুক্ত করবেন এবং এর মাধ্যমে আপনি তার দায়বদ্ধতা থেকে রক্ষা পাবেন। আর নামাজ ত্যাগের কারণে পরকালীন যে বিষয়গুলো অবধারিত হয়, তার মধ্যে রয়েছে: কবরের আজাব, যেমন কাফির ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হয় এমনকি তার চেয়েও কঠোর। কিয়ামতের দিন তাকে ফেরাউন, হামান, কারুন এবং উবাই বিন খালাফের সাথে হাশর করা হবে। সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করবে। কিছু আলেম মনে করেন যে, এটি এমন কুফর নয় যা তাকে মিল্লাত থেকে বের করে দেয় এবং তারা কিছু দলীলও উপস্থাপন করেছেন; কিন্তু এই দলীলগুলো তাকে পাঁচটি অবস্থার বাইরে নিয়ে যায় না।

أما انه ليس فيها دلالة أصلاً علي هذه المسألة. مثل قول بعضهم: أن هذا يعارضه قول الله: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) (النساء: من الآية 48) ومن جملته تارك الصلاة. فنقول: أن تارك الصلاة في ظاهر حديث جابر الذي رواه مسلم انه مشرك وان كان لا يسجد للصنم، لكنه أتبع لهواه، وقد قال الله: (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ) (الجاثية: من الآية 23) ثم علي فرض أن مفهوم الآية أن ما دون الشرك تحت المشيئة، فإن هذا المفهوم خص بالأحاديث الدالة علي أن تارك الصلاة كافر، وإذا كان المنطوق— وهو اقوي دلالة من المفهوم— يخصص عمومها بها دل علي التخصيص، فما بالك بالمفهوم؟ أو استدلوا بأحاديث مقيدة بها لا يمكن لمن اتصف به أن يدع الصلاة. مثل قول النبي صلي الله عليه وسلم: ((أن الله قد حرم علي النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)) (،) فإن قوله: ((يبتغي بذلك وجه الله))، تمنع منعاً باتاً أن

يدع الإنسان الصلاة، لان من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله، فلا بد أن يعمل عملاً لما يبتغيه وهو وجه الله. واعظم عمل يحصل به رضا الله— عز وجل— هو الصلاة. فهذا الحديث ليس فيه دليل علي أن تارك الصلاة لا يفكر. لأنه مقيد بقيد يمتنع معه غاية الامتناع أن يدع الإنسان الصلاة.

বস্তুত এই মাসআলার ক্ষেত্রে এসবের কোনো দলীল হওয়ার সুযোগ নেই। যেমন কেউ কেউ বলে থাকেন: এটি আল্লাহর এই বাণীর পরিপন্থী— (নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না, তবে এছাড়া অন্য যা কিছু আছে তা যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন) (আন-নিসা: ৪৮ নং আয়াতের অংশ); আর সালাত বর্জনকারীও এর অন্তর্ভুক্ত। এর উত্তরে আমরা বলব: ইমাম মুসলিম বর্ণিত জাবির (রা.)-এর হাদীসের বাহ্যিক মর্ম অনুযায়ী সালাত বর্জনকারী একজন মুশরিক, যদিও সে মূর্তিকে সিজদা করে না; বরং সে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। যেমন

আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহ জেনে-বুঝে তাকে বিভ্রান্ত করেছেন?) (আল-জাসিয়া: ২৩ নং আয়াতের অংশ)। অতঃপর যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া হয় যে, আয়াতের নিহিতার্থ (মাফহুম) হলো শিরকের নিম্নপর্যায়ের গুনাহসমূহ আল্লাহর ইচ্ছাধীন; তবে এই নিহিতার্থটি ঐসব হাদীসের মাধ্যমে বিশেষায়িত (খাছ) হয়ে গেছে যা প্রমাণ করে যে সালাত বর্জনকারী কাফির। আর যদি স্পষ্ট ভাষ্য (মানতুক)—যা নিহিতার্থের চেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ—বিশেষায়িতকারী দলীলের মাধ্যমে সাধারণ হুকুম থেকে নির্দিষ্ট হতে পারে, তবে নিহিতার্থের ক্ষেত্রে তা কেন হবে না? অথবা তারা এমন সব হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন যা এমন কিছু শর্তের সাথে যুক্ত যে, সেই গুণের অধিকারী ব্যক্তির পক্ষে সালাত ত্যাগ করা সম্ভব নয়। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: ((আল্লাহ ঐ ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিয়েছেন যে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে))। তাঁর এই বাণী: ((কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে)), সালাত ত্যাগ করাকে চূড়ান্তভাবে প্রতিহত করে।

কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে, তাকে অবশ্যই সেই কাজ্জিত সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে আমল করতে হবে। আর মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সর্বশ্রেষ্ঠ আমল হলো সালাত। সুতরাং এই হাদীসে এমন কোনো দলীল নেই যে সালাত বর্জনকারী কাফির হবে না। কারণ এটি এমন একটি শর্তের সাথে সীমাবদ্ধ যা বিদ্যমান থাকলে মানুষের পক্ষে সালাত ত্যাগ করা একেবারেই অসম্ভব।

(ص: 409) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

3_ أو مقيد بحال يعذر فيها من ترك الصلاة. مثل حديث حذيفة الذي أخرجه بعض أهل السنن في قوم لا يعرفون من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله، وهذا في وقت اندراس الإسلام، وصار لا يعلم عن شيء منه إلا قول لا إله إلا الله فإنها تنجيهم من النار، لانهم مذودون بعدم العلم بفرائض الإسلام، ونحن نقول

بهذا، لو أن قوماً في بادية بعيدون عن المدن، وبعيدون عن العلم، لا يفهمون من الإسلام إلا ((لا إله إلا الله)) وماتوا علي ذلك فليسوا كفاراً.

4_ واستدلوا بأحاديث عامة، وهذه الأحاديث من قواعد أصول الفقه أن العام يخص بالخاص، فالأحاديث العامة الدالة علي أن من قال لا إله إلا الله فهو في الجنة، وما أشبه ذلك، نقول: هذه مقيدة أو مخصوصة بأحاديث كفر تارك الصلاة.

৩_ অথবা এটি এমন অবস্থার সাথে সীমাবদ্ধ যাতে সালাত ত্যাগকারীকে ওজরগ্রস্ত বা ক্ষমযোগ্য মনে করা হয়; যেমন হুয়াইফা (রা.) বর্ণিত সেই হাদীসটি যা কোনো কোনো সুন্নাহ গ্রন্থকার এমন এক সম্প্রদায় সম্পর্কে উদ্ধৃত করেছেন যারা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা ছাড়া ইসলাম সম্পর্কে আর কিছুই জানে না। এটি ইসলামের বিলুপ্তির সময়ের কথা, যখন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা ছাড়া দ্বীনের আর কোনো কিছু সম্পর্কেই জানা থাকবে না; তখন এটিই তাদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবে। কারণ তারা ইসলামের ফরজ বিধানসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে ওজরগ্রস্ত বা অপারগ। আমরাও এই কথাই বলি যে, যদি কোনো মরুচারী সম্প্রদায় জনপদ ও জ্ঞানচর্চা থেকে দূরে থাকার কারণে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ব্যতীত ইসলাম সম্পর্কে আর কিছুই না বোঝে এবং সেই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে তারা কাফির নয়।

8_ তারা কিছু সাধারণ হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। অথচ উসুলুল ফিকহের অন্যতম মূলনীতি হলো—সাধারণ বক্তব্যকে বিশেষ বক্তব্য দ্বারা সুনির্দিষ্ট করা হয়। সুতরাং, যে সকল সাধারণ হাদীস প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং এই জাতীয় অন্যান্য হাদীসগুলো সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হলো: এগুলো সালাত ত্যাগকারীর কুফর সংক্রান্ত হাদীসগুলোর দ্বারা সীমাবদ্ধ বা সুনির্দিষ্ট।

5_ واستدلوا بأحاديث ضعيفة لا تقاوم الأحاديث الصحيحة الدالة علي كفر تارك الصلاة، فضلا عن أن تعارضها، فهي لا تعارض ولا تقاوم الأحاديث الدالة علي كفر تارك الصلاة. ثم أن بعضهم لم يتيسر له إقامة الدليل علي أن تارك الصلاة لا يكفر قال: انه يحمل قوله صلي الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة))، علي الكفر الأصغر والشرك الأصغر، فيكون بمعني قول ابن عباس رضي الله عنهما: ((كفر دون كفر)) فيقال: ما الذي يوجب لنا أن نحمل الحديث علي ذلك، لان الكفر إذا أطلق ولم يوجد له معارض فهو الكفر الحقيقي الأكبر. كيف وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ((بين الرجل وبين الكفر والشرك))، فجعل هنا حدا فاصلا ((بين)) والبينية تقتضي المتباينين منفصلان بعضهما عن بعض، وان المراد بالكفر الكفر الأكبر. وحيث تكون أدلة القول بكفر تارك الصلاة موجبة لا معارض لها ولا مقاوم لها، والواجب علي العبد المؤمن إذا دل كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم علي حكم من الأحكام أن يقول به، لأننا نحن ليس بمشرعين، بل المشرع الله، ما قاله تعالى وما قاله رسوله صلي الله عليه وسلم فهو الشرع، نأخذ به ونحكم بمقتضاه.

ونؤمن به سواء وافق أهواءنا أم خالفها، فلا بد أن نأخذ بما دل عليه الشرع.

৫_ তারা এমন কিছু দুর্বল হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যা সালাত পরিত্যাগকারীর কুফুরির ওপর নির্দেশকারী সহিহ হাদিসগুলোর সমকক্ষ নয়, তদুপরি সেগুলোর বিরোধিতা করার তো প্রশ্নই আসে না। সুতরাং সেগুলো সালাত পরিত্যাগকারীর কুফুরির ওপর নির্দেশকারী হাদিসগুলোর বিরোধিতা করতে পারে না এবং সেগুলোর সমকক্ষও হতে পারে না। অতপর তাদের মধ্যে কেউ কেউ যখন সালাত পরিত্যাগকারী কাফির নয়—এ কথার ওপর দলিল কায়েম করতে সক্ষম হননি, তখন তিনি বলেছেন: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: ((ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফরের মাঝে ব্যবধান হলো সালাত বর্জন করা))—একে ছোট কুফর ও ছোট শিরকের ওপর প্রয়োগ করা হবে। ফলে এটি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু

আনহুমাৰ উক্তি: ((কুফরের চেয়ে নিম্নস্তরের কুফর))-এর অর্থে গণ্য হবে। এর উত্তরে বলা হবে: কোন বিষয়টি আমাদের এই হাদিসটিকে সেদিকে ধাবিত করতে বাধ্য করে? কেননা 'কুফর' শব্দটি যখন নিঃশর্তভাবে ব্যবহৃত হয় এবং এর বিপরীতে কোনো প্রতিবন্ধক না থাকে, তখন তা প্রকৃত বড় কুফরকেই বোঝায়। আর তা কীভাবে সম্ভব যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((ব্যক্তি এবং কুফর ও শিরকের মধ্যে))? এখানে তিনি 'মধ্যে' শব্দটির মাধ্যমে একটি পৃথককারী সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন। আর 'মাঝে' শব্দটি দুটি ভিন্ন ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন বিষয়কে দাবি করে। সুতরাং এখানে কুফর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বড় কুফর। এমতাবস্থায় সালাত পরিত্যাগকারীর কুফুরির প্রবক্তাদের দলিলসমূহ অকাট্য সাব্যস্ত হবে যার কোনো বিরোধিতাকারী নেই এবং কোনো প্রতিপক্ষ নেই। মুমিন বান্দার ওপর আবশ্যিক হলো, যখন আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ কোনো বিধানের ওপর প্রমাণ পেশ করে, তখন সে অনুযায়ী কথা বলা। কারণ আমরা বিধানদাতা নই, বরং বিধানদাতা হলেন আল্লাহ। মহান আল্লাহ যা বলেছেন এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, তা-ই শরিয়ত; আমরা তা গ্রহণ করব এবং তার দাবি অনুযায়ী ফয়সালা করব,

এবং আমরা তার ওপর ঈমান রাখব, তা আমাদের খেয়ালখুশির অনুকূলে হোক বা প্রতিকূলে। সুতরাং শরিয়ত যা নির্দেশ করে তা গ্রহণ করা অপরিহার্য।

(ص: 411) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

واعلم أن كل خلاف يقع بين الأمة إذا كان الحامل عليه حسن القصد مع بذل الجهد في التحري، لا يلام عليه ولا يضل، لأنه مجتهد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ، ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)). . وليس من حق الإنسان أن يقدر في أخيه إذا خالفه في

الرأي بمقتضي الدليل عنده. أما من عاند واصر بعد قيام الحجة عليه فهذا هو الذي يلام. وبهذا التقرير نعرف انه يجب الحذر التام من التهاون بالصلاة، وانه يجب علي من رأي شخصاً متهاوناً فيها أن ينصحه بعزيمة وجد، لعل الله أن يهديه علي يده فينال بذلك خيراً كثيراً. وقوله: ((إيتاء الزكاة)): إيتاء بمعني إعطاء، وإتيان بمعني مجيء، وأتى بمعني جاء، وأتى بمعني أعطى، فأيتاء الزكاة يعني إعطائها لمن عين الله سبحانه أن يعطوا إياها، والزكاة مأخوذة من الزكاة، وهو الطهارة والنبأ، لان الذكي يطهر نفسه من البخل، وينمي ماله بالزكاة قال الله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

জেনে রাখুন যে, উম্মাহর মধ্যে সংঘটিত প্রতিটি মতপার্থক্য—যদি তা সত্যানুসন্ধানে যথাযথ প্রচেষ্টা ও সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়—তবে তার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তিরস্কার করা যাবে না এবং তাকে পথভ্রষ্টও বলা যাবে না; কারণ তিনি একজন মুজতাহিদ। নবী (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) বলেছেন: "যখন কোনো বিচারক ফয়সালা করেন এবং ইজতিহাদ (গবেষণা) করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তখন তার জন্য রয়েছে দুটি সওয়াব। আর যদি তিনি ফয়সালা করার সময় ইজতিহাদ করে ভুল করেন, তবে তার জন্য রয়েছে একটি সওয়াব।" কোনো ব্যক্তির জন্য এটি সমীচীন নয় যে, সে তার ভাইয়ের সমালোচনা করবে কেবল এ কারণে যে, সে তার কাছে বিদ্যমান দলিলের ভিত্তিতে ভিন্ন মত পোষণ করেছে। তবে যে ব্যক্তি অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপিত হওয়ার পরেও হঠকারিতা ও একগুঁয়েমি প্রদর্শন করে, তাকেই তিরস্কার করা হবে। এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, সালাতের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন থেকে পুরোপুরি সতর্ক থাকা আবশ্যিক। আর যে ব্যক্তি কাউকে সালাতে অবহেলা করতে দেখবে, তার উচিত হবে তাকে দৃঢ়তা ও গুরুত্বের সাথে নসিহত করা; হতে পারে আল্লাহ তার মাধ্যমে তাকে হেদায়েত দান করবেন, যার ফলে সে প্রভূত কল্যাণ লাভ করবে। আর তাঁর বাণী: "যাকাত প্রদান": এখানে 'ইতা' শব্দের অর্থ প্রদান করা। আর 'ইতইয়ান' শব্দের অর্থ আগমন করা। 'আতা' (হ্রস্ব স্বরে) অর্থ আসা এবং 'আতা' (দীর্ঘ স্বরে) অর্থ দান করা। সুতরাং যাকাত প্রদানের অর্থ হলো—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যাদেরকে যাকাত প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট করেছেন, তাদের নিকট তা পৌঁছে দেওয়া। 'যাকাত' শব্দটি 'যাকা' থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ পবিত্রতা ও প্রবৃদ্ধি। কারণ যাকাত প্রদানকারী ব্যক্তি

কৃপণতা থেকে নিজের আত্মাকে পবিত্র করেন এবং যাকাতের মাধ্যমে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "আপনি তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন।"

(ص: 412) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

تُطَهَّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) (التوبة: من الآية 103) والزكاة تعريفها: نصيب مقدرا شرعا من المال مخصوص لطائفة مخصوصة. ((نصيب من المال)) وليس كل المال، بل أموال معينه بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعضها مبين في القرآن. وليس كل هذه الأجناس من المال تجب فيه الزكاة، بل لابد من شروط. والزكاة جزء بسيط يؤدي بها الإنسان ركنا من أركان الإسلام، يطهر بها نفسه من البخل والرييلة، ويطهر بها صفحات كتابه من الخطايا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الصدقة تطفي الخطيئة كما يطفئ الماء النار))، وفضل الصدقات الزكاة، فدرهم تخرجه في زكاتك افضل من درهم تخرجه طوعا، لان الله تعالى قال في الحديث القدسي: ((وما تقرب إلى عبدي بشي احب إلى مما افترضته عليه))، وركعة من صلاة مفروضة افضل من ركعة من صلاة تطوع، فالفرائض افضل من التطوع. ففي الصلاة تكفير الخطايا، وفيها الإحسان إلى الخلق، لان المزكي يحسن إلى المدفوع إليه الزكاة فيدخل في عداد المحسنين الذين يدخلون

যার মাধ্যমে আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশুদ্ধ করবেন) (আত-তাওবাহ: ১০৩ নম্বর আয়াতের অংশ) আর জাকাতের সংজ্ঞা হলো: শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সম্পদের এমন একটি নির্দিষ্ট অংশ যা বিশেষ একদল লোকের জন্য নির্দিষ্ট। ((সম্পদের একটি অংশ)) এবং পুরো

সম্পদ নয়, বরং নির্দিষ্ট কিছু সম্পদ যা রাসূলুল্লাহ (সা.) বর্ণনা করেছেন এবং যার কিছু অংশ কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আর এ জাতীয় সকল সম্পদের ওপর জাকাত ফরজ হয় না, বরং এর জন্য কিছু শর্ত থাকা আবশ্যিক। জাকাত হলো সম্পদের একটি সামান্য অংশ যার মাধ্যমে মানুষ ইসলামের অন্যতম একটি রুকন বা স্তম্ভ পালন করে, এর মাধ্যমে সে নিজের নফসকে কৃপণতা ও পক্ষিলতা থেকে পবিত্র করে এবং তার আমলনামার পাতাগুলোকে গুনাহ থেকে পরিচ্ছন্ন করে, যেমনটি নবী (সা.) বলেছেন: ((সদকা গুনাহকে নিভিয়ে দেয় যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়)), আর সর্বশ্রেষ্ঠ সদকা হলো জাকাত; সুতরাং জাকাত হিসেবে আপনার প্রদানকৃত একটি দিরহাম স্বেচ্ছায় দান করা দিরহামের চেয়ে উত্তম, কারণ আল্লাহ তাআলা হাদিসে কুদসিতে বলেছেন: ((আমার বান্দা আমার নিকট ফরজকৃত ইবাদতের চেয়ে প্রিয় আর কোনো কিছুর মাধ্যমে নৈকট্য লাভ করতে পারে না)), আর এক রাকাত ফরজ নামাজ এক রাকাত নফল নামাজের চেয়ে উত্তম; সুতরাং নফল ইবাদতের চেয়ে ফরজ ইবাদত শ্রেষ্ঠ। নামাজের মধ্যে রয়েছে গুনাহের কাফফারা এবং এর মধ্যে রয়েছে সৃষ্টির প্রতি ইহসান বা সদাচরণ; কেননা জাকাতদাতা যাকে জাকাত প্রদান করা হয় তার প্রতি ইহসান করেন, ফলে তিনি সেইসব মুহসিন বা অনুগ্রহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন যারা প্রবেশ করবেন

(ص: 413) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

في محبة الله، كما قال الله تعالى: (؟) وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقرة: من الآية 195) وفي الزكاة أيضاً: تأليف بين الناس، لان الفقراء إذا أعطاهم الأغنياء من الزكاة، ذهب ما في نفوسهم من الحقد علي الأغنياء، أما إذا منعهم الأغنياء ولم يتفضلوا عليهم بشيء صار في نفوسهم أحقاد علي الأغنياء. وفي الزكاة أيضاً إغناء للفقراء عن التسلط، لان الفقير إذا قدر أن الغني لا يعطيه شيئاً فإنه يخشى منه أن يتسلط وان يكسر الأبواب وينهب الأموال، لأنه لا بد أن يعيش، لا بد أن يأكل ويشرب، فإذا كان لا يعطي شيئاً فإن

الجوع والعطش والعري يدفعه علي أن يتسلط علي الناس بالسرقه والنهب وغير ذلك. وفي الزكاة أيضاً: جلب للخيرات من السماء، فإنه قد ورد في الحديث: ((ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء)). فإذا أدى الناس زكاة أموالهم انزل الله لهم بركات من السماء والأرض، وحصل في هذا نزول المطر ونبات الأرض وشبع البواشي وسقي الناس بهذا الماء الذي ينزل من السماء، وغير ذلك من المصالح الكثيرة.

মহান আল্লাহর ভালোবাসা লাভে, যেমনটি আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: “তোমরা সৎকর্ম করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।” (সূরা আল-বাকার: আয়াত ১৯৫-এর অংশ)। এছাড়া যাকাতের মধ্যে মানুষের মাঝে হৃদয়তা সৃষ্টির বিষয়টিও নিহিত রয়েছে; কেননা ধনীরা যখন দরিদ্রদের যাকাত প্রদান করে, তখন ধনীদের প্রতি দরিদ্রদের হৃদয়ে যে বিদ্বেষ থাকে তা দূর হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, ধনীরা যদি তাদের যাকাত প্রদানে বিরত থাকে এবং তাদের প্রতি কোনো অনুগ্রহ না করে, তবে তাদের মনে ধনীদের প্রতি ক্ষোভ ও শত্রুতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হয়। যাকাতের আরেকটি দিক হলো দরিদ্রদের অভাব দূর করে তাদের সম্ভাব্য আগ্রাসন থেকে সমাজকে রক্ষা করা। কারণ দরিদ্র ব্যক্তি যখন বুঝতে পারে যে ধনী ব্যক্তি তাকে কিছুই দিচ্ছে না, তখন তার পক্ষ থেকে চড়াও হওয়ার, ঘরবাড়ির দরজা ভেঙে প্রবেশ করার এবং সম্পদ লুণ্ঠন করার আশঙ্কা তৈরি হয়। কেননা তার বেঁচে থাকা এবং পানাহারের ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যিক। এমতাবস্থায় তাকে যদি কিছুই দেওয়া না হয়, তবে ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং বস্ত্রহীনতা তাকে চুরি, লুণ্ঠন ও এজাতীয় অপরাধের মাধ্যমে মানুষের ওপর চড়াও হতে প্ররোচিত করে। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে আসমানি কল্যাণও ত্বরান্বিত হয়; কেননা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে: “যখন কোনো সম্প্রদায় তাদের সম্পদের যাকাত দেওয়া বন্ধ করে দেয়, তখন তাদের থেকে আসমানের বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেওয়া হয়।” সুতরাং মানুষ যদি তাদের সম্পদের যাকাত আদায় করে, তবে আল্লাহ তাদের জন্য আসমান ও জমিনের বরকত নাজিল করবেন। এর ফলে বৃষ্টিপাত হবে, ভূমি শস্য উৎপাদন করবে, গবাদিপশু তৃপ্ত হবে এবং আসমান থেকে অবতীর্ণ এই পানির মাধ্যমে মানুষের পানির অভাব দূর হবে। এছাড়াও এতে আরও বহুবিধ কল্যাণ ও উপকারিতা নিহিত রয়েছে।

وفي الزكاة أيضاً: أعانه للجاهدين في سبيل الله، لان من أصناف الزكاة الجهاد في سبيل الله، كما قال الله: (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) (التوبة: من الآية 60) وفي الزكاة تحرير الرقيق من الرق، فان الإنسان يجوز له أن يشتري عبداً مملوكاً من الزكاة فيعتقه، لان الله قال: (?) (وَفِي الرِّقَابِ) (التوبة: من الآية 60) وفي الزكاة أيضاً: فك اذمم من الديون. كم من إنسان ابتلي بتراكم الديون عليه فتؤدي عنه من الزكاة، فيحصل في هذا خير كثير، فكاك لذمته ورد حق لمن له الحق. وفي الزكاة أيضاً: إعانة المسافرين الذين تنقطع بهم السبل، فيضيع ماله الذي أتى به معه ولا يجد ما يوصله إلى بلده، فهذا يعطي من الزكاة مل يوصله إلى بلده ولو كان غنياً في بلده. المهم أن الزكاة فيها مصالح كثيرة، ولهذا صارت ركناً من أركان الإسلام. واختلف العلماء فيما لو تهاون الإنسان بها: هل يكفر كما يكفر بالتهاون بالصلاة أو لا؟ والصحيح انه لا يكفر، ودليل ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة _ رضي الله عنه _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحي له صفائح من نار فأحبي عليها في نار جهنم، فيكوي بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضي بين العباد فيري سبيله: أما إلى

আর যাকাতের অন্তর্ভুক্ত আরও একটি বিষয় হলো: আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের সাহায্য করা। কারণ যাকাত ব্যয়ের অন্যতম খাত হলো আল্লাহর পথে জিহাদ, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: "এবং আল্লাহর পথে" (সূরা আত-তাওবাহ: ৬০ নম্বর আয়াতের অংশ)। যাকাতের মাধ্যমে দাসত্ব থেকে দাসদের মুক্ত করাও সম্ভব; কেননা কোনো ব্যক্তির জন্য যাকাতের অর্থ দিয়ে দাস ক্রয় করে তাকে মুক্ত করে দেওয়া বৈধ, কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "এবং দাসমুক্তির জন্য" (সূরা আত-তাওবাহ: ৬০ নম্বর আয়াতের অংশ)। যাকাতের মাঝে আরও

রয়েছে: ঋণগ্রস্তদের ঋণের দায় থেকে মুক্ত করা। কত মানুষ ঋণের চাপে পিষ্ট হয়, অতঃপর তাদের পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করা হয়, ফলে এতে প্রভূত কল্যাণ নিহিত রয়েছে; এতে যেমন তার দায়মুক্তি ঘটে, তেমনি পাওনাদারের প্রাপ্য হকও আদায় হয়। যাকাতের মাঝে আরও রয়েছে: ঐসব মুসাফিরদের সহায়তা করা যারা পশ্চিমধ্যে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে, ফলে তার সাথে থাকা অর্থ হারিয়ে গেছে এবং সে নিজ দেশে ফেরার পাথেয় খুঁজে পাচ্ছে না। এমতাবস্থায় তাকে যাকাত থেকে নিজ দেশে পৌঁছানোর সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে, যদিও সে তার নিজ দেশে সম্পদশালী হয়। মূলকথা হলো, যাকাতের মাঝে অনেক কল্যাণ রয়েছে, আর একারণেই এটি ইসলামের অন্যতম স্তম্ভে পরিণত হয়েছে। কোনো ব্যক্তি যদি যাকাত আদায়ে অবহেলা করে, তবে সে কি কাফির হয়ে যাবে—যেমনটি সালাত ত্যাগের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে—নাকি হবে না, এ বিষয়ে উলামায়ে কেরাম মতভেদ করেছেন। তবে বিশুদ্ধ মত হলো সে কাফির হবে না। এর দলিল হলো যা ইমাম মুসলিম আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে কোনো সোনা বা রূপার মালিক তার হক (যাকাত) আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের পাত তৈরি করা হবে এবং সেগুলোকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তার পার্শ্বদেশ ললাট ও পৃষ্ঠদেশ দক্ষ করা হবে। যখনই তা ঠান্ডা হবে, পুনরায় তা উত্তপ্ত করা হবে এমন এক দিনে যার দৈর্ঘ্য হবে পঞ্চাশ হাজার বছর, যতক্ষণ না বান্দাদের মাঝে বিচার-ফয়সালা সম্পন্ন হয়। এরপর সে তার পথ দেখতে পাবে: হয় জান্নাতের দিকে অথবা..."

(ص: 415) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الجنة وأما إلى النار)) ، فإن هذا الحديث يدل على أنه لا يكفر، لأنه لو كان كافراً بترك الزكاة لم يكن له سبيل إلى الجنة، والحديث يقول: ثم يري سبيله: أما إلى الجنة وأما إلى النار)) وعن الإمام أحمد - رحمه الله - رواية أنه يكفر إذا بخل بالزكاة، قال: لأنها ركن من أركان الإسلام، وإذا فات ركن من أركان البيت سقط

البيت. ولكن الصحيح انه: لا يكفر، إلا انه علي خطر عظيم_ والعياذ بالله_ وفيه هذا الوعيد الشديد. مسألة في الأموال الزكوية: لان الأموال ليست كلها فيها زكاة، بل منها ما فيه الزكاة ومنها ما لا زكاة فيه، فالزكاة واجبة في أمور: أولاً: الذهب والفضة: فتجب الزكاة فيهما علي أي حال كانا، سواء كانت نقوداً كالدرهم والدنانير، أو تبراً كالقطع من الذهب والفضة، أو حلياً يلبس أو يستعار، أو غير ذلك. فهذا المصدق_ وهو الذهب والفضة_ فيه الزكاة علي كل حال، لكن بشرط أن يبلغ النصاب لمدة سنة كاملة. والنصاب من الذهب: خمسة وثلاثون جراماً، والنصاب من الفضة ستة وخمسون ريالاً سعودياً، وهي خمس مائة وخمسة وتسعون جراماً. فمن عنده من الذهب أو الفضة هذا المقدار ملك النصاب، فإذا استمر ذلك إلى تمام السنة ففيه الزكاة، وان نقص فلا زكاة فيه.

...জান্নাত কিংবা জাহান্নামের দিকে))। নিশ্চয়ই এই হাদিসটি প্রমাণ করে যে, সে কাফির হয়ে যায় না। কারণ সে যদি জাকাত বর্জনের কারণে কাফির হয়ে যেত, তবে তার জান্নাতে যাওয়ার কোনো পথ থাকত না। অথচ হাদিসে বলা হয়েছে: "অতঃপর সে তার পথ দেখতে পাবে: হয় জান্নাতের দিকে, নয়তো জাহান্নামের দিকে।" ইমাম আহমাদ—আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন—থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, কেউ যদি কৃপণতাবশত জাকাত প্রদান না করে তবে সে কাফির হয়ে যাবে। তিনি বলেন: কারণ এটি ইসলামের অন্যতম একটি রুকন বা স্তম্ভ; আর ঘরের কোনো একটি স্তম্ভ যদি ধসে যায়, তবে পুরো ঘরই ধসে পড়ে। তবে সঠিক মত হলো: সে কাফির হবে না, তবে সে এক মহা বিপদের ওপর রয়েছে—আল্লাহর নিকট তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি—এবং এ বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারি বর্ণিত হয়েছে। জাকাতযোগ্য সম্পদের মাসআলা: কেননা সকল সম্পদে জাকাত ওয়াজিব হয় না; বরং কিছু সম্পদে জাকাত রয়েছে এবং কিছু সম্পদে জাকাত নেই। জাকাত কয়েকটি বিষয়ে ওয়াজিব: প্রথমত: সোনা ও রূপা: এগুলো যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন তাতে জাকাত ওয়াজিব হবে। চাই তা দিরহাম বা দিনারের মতো মুদ্রা হোক, কিংবা সোনা-রূপার খণ্ড হোক, অথবা পরিহিত বা ব্যবহারের জন্য ধার দেওয়া অলংকার হোক কিংবা অন্য কিছু। এই ধাতু অর্থাৎ সোনা ও রূপার ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় জাকাত ওয়াজিব, তবে শর্ত হলো তা পূর্ণ এক বছর সময় পর্যন্ত নিসাব পরিমাণ

থাকতে হবে। সোনার নিসাব হলো পঁচাশি গ্রাম এবং রূপার নিসাব হলো ছাপ্পান্ন সৌদি রিয়াল, যা পাঁচশত পঁচানব্বই গ্রাম। সুতরাং যার কাছে এই পরিমাণ সোনা বা রূপা থাকবে সে নিসাবের মালিক বলে গণ্য হবে। অতঃপর যদি তা পূর্ণ এক বছর পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে তবে তাতে জাকাত ওয়াজিব হবে, আর যদি নিসাব থেকে কমে যায় তবে তাতে কোনো জাকাত নেই।

(ص: 416) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

لو كان عنده ثمانون جراماً فلا زكاة عليه، او كان عنده خمس مائة وتسعون جراماً من الفضة فلا زكاة عليه. واختلف العلماء: هل يكمل نصاب الذهب بالفضة أو لا؟ يعني لو ملك نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، فهل يكمل بعضها ببعض ونقول انه ملك نصاباً فتجب عليها الزكاة أو لا؟ الصحيح تنه لا يكمل الذهب من الفضة ولا الفضة من الذهب، فكل واحد مستقل بنفسه، كما انه لا يكمل البر من الشعير، أو الشعير من البر، فكذلك لا يكمل الذهب بالفضة، ولا الفضة بالذهب، فلو كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب، ونصف نصاب من الفضة، فلا زكاة عليه. ويلحق بالذهب والفضة ما يجري مجرى الذهب والفضة، وهي العملة النقدية، من ورق أو نحاس أو غيره، فان هذه فيها الزكاة إذا بلغت نصاباً بأحد النقيدين، بالذهب أو بالفضة، فان لم تبلغ فلا زكاة. فمثلاً: إذا كان عند الإنسان ثلاثمائة من الريالات الورقية، لكنها لا تبلغ نصاباً من الفضة، فلا زكاة عليه، لان هذه مربوطة بالفضة. وأما الجواهر الثمينة من غير الذهب والفضة، مثل اللؤلؤ والمرجان والمعادن

الأخرى، كاللّباس وشبهه، فهذه ليس فيها زكاة ولو كثر ما عند الإنسان منها، إلا ما
اعد للتجارة ففيه الزكاة من أي صنف كان، أما ما لا يعد للتجارة فلا زكاة فيه، إلا
الذهب والفضة. الصنف الثاني مما تجب فيه الزكاة: بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر

কারো নিকট আশি গ্রাম (স্বর্ণ) থাকলে তার ওপর জাকাত নেই, অথবা কারো নিকট পাঁচশত
নব্বই গ্রাম রূপা থাকলেও তার ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে না। উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে
মতভেদ করেছেন যে: স্বর্ণের নিসাব কি রূপার মাধ্যমে পূর্ণ করা হবে কি না? অর্থাৎ যদি কেউ
অর্ধেক নিসাব স্বর্ণ এবং অর্ধেক নিসাব রূপার মালিক হয়, তবে কি একটির দ্বারা অন্যটি পূর্ণ
করে ধরা হবে যে সে নিসাবের মালিক হয়েছে এবং তার ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে কি না?
বিশুদ্ধ মত এই যে, স্বর্ণের দ্বারা রূপা কিংবা রূপার দ্বারা স্বর্ণ পূর্ণ করা যাবে না, বরং প্রতিটি
স্বতন্ত্র। যেমনটি গমের দ্বারা যব কিংবা যব দ্বারা গম পূর্ণ করা হয় না, তেমনি স্বর্ণের দ্বারা রূপা
অথবা রূপার দ্বারা স্বর্ণ পূর্ণ করা যাবে না। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তির কাছে অর্ধেক নিসাব স্বর্ণ
এবং অর্ধেক নিসাব রূপা থাকে, তবে তার ওপর জাকাত ফরয হবে না। আর স্বর্ণ ও রূপার
স্থলাভিষিক্ত বিষয়গুলো এর অন্তর্ভুক্ত হবে, আর তা হলো কাগজের নোট বা তাম্রমুদ্রা বা অন্য
কোনো মাধ্যমে প্রচলিত মুদ্রা। এগুলোতে জাকাত ওয়াজিব হবে যখন তা স্বর্ণ বা রূপা—
যেকোনো একটির নিসাব পরিমাণ হবে, আর যদি নিসাব পরিমাণ না হয় তবে জাকাত আসবে
না। উদাহরণস্বরূপ: যদি কোনো ব্যক্তির নিকট তিনশত কাগজের রিয়াল থাকে, কিন্তু তা রূপার
নিসাব পরিমাণ না হয়, তবে তার ওপর জাকাত নেই; কারণ এগুলো রূপার সাথে সম্পৃক্ত। আর
স্বর্ণ ও রূপা ব্যতীত অন্যান্য মূল্যবান রত্নরাজি যেমন মুক্তা, প্রবাল এবং অন্যান্য খনিজ সম্পদ
যেমন হীরা ও তদ্রূপ বস্তুসমূহে জাকাত নেই, চাই মানুষের নিকট তা বিপুল পরিমাণই থাকুক না
কেন; তবে যদি তা ব্যবসার উদ্দেশ্যে হয় তবে যেকোনো প্রকারের পণ্যেই জাকাত আসবে।
কিন্তু ব্যবসার উদ্দেশ্য না থাকলে স্বর্ণ ও রূপা ব্যতীত অন্য কোনো কিছুতে জাকাত নেই।
জাকাত ওয়াজিব হওয়ার দ্বিতীয় প্রকার সম্পদ হলো: গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু, আর তা হলো
উট এবং গরু।

والغنم، ففيها الزكاة، لكن بشرط أن تبلغ نصاباً، وقل نصاب في الإبل خمس، وقل نصاب في البقر ثلاثون، وقل نصاب في الغنم أربعون. والبهيمة ليست كغيرها من الأموال إذا بلغت النصاب، فما زاد فبحسبانه، لا بل هي مرتبة. ففي أربعين من الغنم شاة أيضاً حتى تبلغ مائة واحدي وعشرين فيكون فيها شاتان. فالوقص ما بين النصابين ليس فيه زكاة، فمن أربعين إلى مائة وعشرين كلها ليس فيها إلا شاة واحدة. ومن مائة وواحدي وعشرين إلى مائتين فيه شاتان. وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، وفي ثلاثمائة وتسع وتسعين ثلاث شياه، وفي أربعمائة: أربع شياه. وكذلك الإبل: من أربع وعشرين فأقل زكاتها من الغنم علي كل خمس شاة، ومن الخمس وعشرين فما فوق زكاتها من الإبل، لكنها بأسنان مختلفة. وبهيمة الأنعام يشترط لوجوب الزكاة فيها أن تبلغ النصاب، وإن تكون سائمة، والسائمة الراعية التي ترعي في البر ولا تلحف، أما

السنة كلها وأما أكثر السنة. فإذا كان عند الإنسان أربعون شاة تسرح وترعي كل السنة ففيها زكاة، وإذا كانت تسرح وترعي ثمانية أشهر ففيها الزكاة، ومثلها سبع أشهر، وإذا كانت ستة أشهر ترعي وستة أشهر تلحف فليس فيها زكاة، وإذا كانت تلحف

এবং ছাগল-ভেড়া, এগুলোতে যাকাত রয়েছে, তবে শর্ত হলো তা নিসাব পরিমাণ হতে হবে।
উটের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন নিসাব হলো পাঁচটি, গরুর ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন নিসাব হলো ত্রিশটি এবং
ছাগল-ভেড়ার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন নিসাব হলো চল্লিশটি। গবাদি পশু অন্যান্য সম্পদের মতো নয় যে
নিসাব পূর্ণ হওয়ার পর অতিরিক্ত পরিমাণের ওপর আনুপাতিক হারে যাকাত আসবে, বরং এটি
বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত। যেমন—চল্লিশটি ছাগল-ভেড়াতে একটি বকরি দিতে হয়, যতক্ষণ না তা
একশ একুশটিতে পৌঁছায়; তখন তাতে দুটি বকরি ওয়াজিব হয়। দুই নিসাবের মধ্যবর্তী সংখ্যা
(অকাস)-এর জন্য কোনো যাকাত নেই; সুতরাং চল্লিশ থেকে একশ বিশ পর্যন্ত সবক্ষেত্রেই মাত্র
একটি বকরি প্রদান করতে হবে। আর একশ একুশ থেকে দুইশ পর্যন্ত তাতে দুটি বকরি দিতে
হবে। দুইশ একটিতে তিনটি বকরি এবং তিনশ নিরানব্বই পর্যন্ত তিনটি বকরিই ওয়াজিব

থাকবে; আর চারশটিতে চারটি বকরি দিতে হবে। উটের ক্ষেত্রেও অনুরূপ: চব্বিশটি বা তার কম হলে তার যাকাত ছাগল-ভেড়া থেকে দিতে হবে—প্রতি পাঁচটির বিপরীতে একটি বকরি। আর পঁচিশ বা তার বেশি হলে যাকাত উট থেকেই দিতে হবে, তবে তা ভিন্ন ভিন্ন বয়সের হবে। গবাদি পশুর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো তা নিসাব পরিমাণ হওয়া এবং 'সায়িমা' (তৃণভূমিতে বিচরণকারী) হওয়া। 'সায়িমা' হলো সেই চারণকারী পশু যা কোনো চারণভূমিতে চরে বেড়ায় এবং যাকে ঘাস বা খাদ্য কিনে খাওয়ানো হয় না, চাই তা পুরো বছর হোক অথবা বছরের অধিকাংশ সময়। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তির নিকট চল্লিশটি ছাগল থাকে যা পুরো বছর মাঠে চরে বেড়ায়, তবে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। যদি তা আট মাস চরে বেড়ায় তবে তাতেও যাকাত আসবে, একইভাবে সাত মাস হলেও। কিন্তু যদি ছয় মাস চরে বেড়ায় এবং ছয় মাস ঘাস কিনে খাওয়ানো হয়, তবে তাতে যাকাত নেই। আর যদি খাদ্য কিনে খাওয়ানো হয়...

(ص: 418) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

كل السنة فليس فيها زكاة، لأنه يشترط أن تكون سائمة، أما السنة كلها أو أكثرها. ولكن إذا كان الإنسان متاجراً في الغنم مثلاً وليس يبقّيها للتنمية والنسل، وإنما يشتري البهيمة اليوم ويبيعها غداً يطلب الربح، فهذا عليه الزكاة، ولم لم يكن عنده إلا واحدة إذا بلغت نصاباً في الفضة، لأن عروض التجارة فيها الزكاة بكل حال، ونصابها مقدر بنصاب الذهب أو الفضة، والغالب أن لاحظ للفقراء هو الفضة في زماننا، لأن الذهب غال. الثالث من الأموال الزكوية: الخارج من الأرض من حبوب وثمار، مثل التمر، والبر، والأرز، والشعير، وما أشبهها. وهذا لا بد فيه من بلوغ النصاب وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. ويعرفه الذين يأخذون الزكاة من الفلاحين. فإذا كان عند الإنسان نخل يثمر، وبلغت ثماره نصاباً وجب

عليه الزكاة، ويجب عليه أن يخرج من متوسط الثمر، لا من الطيب فيظلم، ولا من الردئ فيظلم، وإنما يكون من

الوسط. وإذا باع الإنسان ثمره فإنه يزكي من الثمن، ومقدار الزكاة في الخارج من الأرض العشر، أن كان يشرب سبيحاً بدون مكائن أو مواتير فإن فيه العشر كاملاً، واحد من عشرة. فإذا كان عنده مثلاً عشرة آلاف كيلو فالواجب عليه ألف كيلو. أما إذا كان يستخرج الماء بوسيلة، كالمواتير والمكائن وشبهها، فإن عليه نصف العشر، ففي عشر آلاف كيلو خمسمائة فقط، وذلك لأن الذي

পুরো বছর (খাওয়ানো হলে) তাতে কোনো জাকাত নেই, কারণ শর্ত হলো গবাদি পশুটিকে চারণভূমিতে চরে বেড়ানো (সায়েমাহ) হতে হবে, পুরো বছর অথবা বছরের অধিকাংশ সময়। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি উদাহরণস্বরূপ ছাগলের ব্যবসা করে এবং সেগুলোকে বংশবৃদ্ধি বা লালন-পালনের উদ্দেশ্যে না রেখে বরং লাভের আশায় আজ পশু কেনে ও আগামীকাল বিক্রি করে দেয়, তবে তার ওপর জাকাত ফরয হবে। এমনকি তার কাছে যদি মাত্র একটি পশু থাকে এবং তা যদি রূপার নিসাব পরিমাণ মূল্যের হয়, তবে জাকাত দিতে হবে; কারণ ব্যবসায়িক পণ্যের ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় জাকাত প্রযোজ্য। এর নিসাব স্বর্ণ বা রূপার নিসাব দ্বারা নির্ধারিত হয়। বর্তমান সময়ে সাধারণত রূপার নিসাবই দরিদ্রদের জন্য অধিক কল্যাণকর, কারণ স্বর্ণের দাম অনেক বেশি। জাকাতযোগ্য মালের তৃতীয় প্রকার হলো: ভূমি থেকে উৎপাদিত শস্য ও ফলমূল, যেমন— খেজুর, গম, ধান, যব এবং এ জাতীয় ফসল। এতেও নিসাব পূর্ণ হওয়া আবশ্যিক, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সা' অনুযায়ী তিনশ সা'। কৃষকদের নিকট থেকে যারা জাকাত সংগ্রহ করেন তারা এটি জানেন। সুতরাং যদি কারো ফলবান খেজুর গাছ থাকে এবং তার ফল নিসাব পরিমাণ হয়, তবে তার ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে। তাকে মধ্যম মানের ফল থেকে জাকাত প্রদান করতে হবে; অতি উৎকৃষ্ট মানের ফল থেকে নয়—যাতে মালিকের প্রতি জুলুম না হয়, আবার অতি নিম্নমানের ফল থেকেও নয়—যাতে দরিদ্রদের প্রতি জুলুম না হয়। বরং তা হতে হবে

মধ্যম মানের। আর যদি কোনো ব্যক্তি তার ফল বিক্রি করে দেয়, তবে সে প্রাপ্ত মূল্য থেকে জাকাত আদায় করবে। ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসলের জাকাতের পরিমাণ হলো উশর (দশমাংশ); যদি তা যন্ত্র বা মোটরের সাহায্য ছাড়াই প্রাকৃতিকভাবে সেচপ্রাপ্ত হয়, তবে তাতে

পূর্ণ উশর অর্থাৎ দশ ভাগের এক ভাগ জাকাত দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কারো দশ হাজার কেজি ফসল হয়, তবে তার ওপর এক হাজার কেজি জাকাত ওয়াজিব। আর যদি পানি উত্তোলনের জন্য কোনো মাধ্যম যেমন মোটর, মেশিন বা এ জাতীয় উপকরণের প্রয়োজন হয়, তবে তার ওপর নিসফ উল-উশর (অর্ধ-উশর) ওয়াজিব হবে। সেক্ষেত্রে দশ হাজার কেজিতে মাত্র পাঁচশ কেজি জাকাত দিতে হবে। এর কারণ হলো যা...

(ص: 419) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

يسقي بمؤونة يغرم فيه الفلاح اكثر من الذي يسقي بلا مؤونة. فكان من حكمة الله عز وجل ورحمته أن خفف الزكاة علي هذا الذي يسقيه بالمؤونة والتعب. أما الربع من أصناف الزكاة فهو عروض التجارة: وعرض التجارة: كل ما أعده الإنسان للتجارة، من عقارات وأقمشة واواني وسيارات وغيرها، فليس لها شئ معين، فكل ما عرضته للتجارة، يعني ملكته من اجل أن تنتظر فيه الكسب، فانه عروض تجارة يجب عليك أن تزكيه. ومقدار الزكاة فيه ربع العشر كالذهب والفضة، أي: واحد في الأربعين. وفي المائة اثنان ونصف. وإذا كان لديك مال وارتد أن تعرف مقدار الزكاة فالمسالة سهلة، اقسم المال علي اربعين والخارج بالقسمة هو الزكاة. فإذا كان عند الإنسان أربعون ألفاً من الدراهم، فزكاتها ألف درهم، وفي مائة وعشرين ألف ريال، وهلم جرا، المهم إذا أردت حساب زكاتك من المال فأقسم المال علي أربعين، فأخرج بالقسمة هو الزكاة. وسبي عروض التجارة عروضاً، لأنه ليس بثابت، بل يعرض ويزول، فكل شئ يعرض ويزول يسبي عرضاً، كما قال الله تعالى: (تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) (النساء: من الآية 94) والآمال التجارية هكذا عند

التجّار، يشتري الإنسان السلعة لا يريد عينها، وإنما يريد ما وراءها من كسب،
ولهذا تجده يشتريها في الصباح

সেচকার্যে ব্যয়ভার ও শ্রমের প্রয়োজন হলে কৃষককে এমন ব্যক্তির চেয়ে বেশি খরচ করতে হয় যে বিনা ব্যয়ে সেচ দেয়। এটি মহান আল্লাহ—যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত—এর প্রজ্ঞা ও করুণার অন্তর্ভুক্ত যে, তিনি এমন ব্যক্তির ওপর জাকাতের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছেন যার সেচকার্যে ব্যয় ও কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। জাকাতযোগ্য সম্পদের চতুর্থ প্রকার হলো বাণিজ্যিক পণ্য: আর বাণিজ্যিক পণ্য হলো যা কিছু মানুষ ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত রাখে—তা স্থাবর সম্পত্তি, কাপড়-চোপড়, বাসনপত্র, যানবাহন যাই হোক না কেন। এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো বস্তু নির্ধারিত নেই; বরং ব্যবসার জন্য যা কিছু আপনি উপস্থাপন করেন অর্থাৎ মুনাফা লাভের প্রত্যাশায় যা আপনি নিজের মালিকানাধীন করেছেন, তা-ই বাণিজ্যিক পণ্য এবং তার ওপর জাকাত প্রদান করা আপনার জন্য ওয়াজিব। এতে জাকাতের পরিমাণ হলো স্বর্ণ ও রৌপ্যের মতো এক-দশমাংশের চার ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। আর প্রতি একশতে আড়াই ভাগ। যদি আপনার কাছে অর্থ থাকে এবং আপনি জাকাতের পরিমাণ জানতে চান, তবে বিষয়টি অত্যন্ত সহজ; মোট অর্থকে চল্লিশ দিয়ে ভাগ করুন, ভাগফল যা আসবে তাই হলো জাকাত। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তির কাছে যদি চল্লিশ হাজার দিরহাম থাকে, তবে তার জাকাত হবে এক হাজার দিরহাম। আর এক লক্ষ বিশ হাজার রিয়াল হলে (তার জাকাত হবে তিন হাজার রিয়াল), এবং এভাবেই চলতে থাকবে। মূল কথা হলো, আপনি যদি আপনার অর্থের জাকাত হিসাব করতে চান, তবে সেই অর্থকে চল্লিশ দিয়ে ভাগ করবেন, আর ভাগফলই হবে আপনার জাকাত। বাণিজ্যিক পণ্যকে 'উরুদ' বলা হয় কারণ এটি স্থায়ী নয়, বরং তা ক্ষণস্থায়ী ও বিলীন হয়ে যায়। আর যা কিছু প্রকাশ পায় ও বিলীন হয়ে যায় তাকেই 'আরদ' (ক্ষণস্থায়ী সম্পদ) বলা হয়; যেমনটি মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "তোমরা পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী সম্পদ অন্বেষণ করো" (সূরা আন-নিসা: আয়াত ৯৪-এর অংশবিশেষ)। ব্যবসায়ীদের নিকট বাণিজ্যিক প্রত্যাশাগুলো এমনই হয়। মানুষ যখন কোনো পণ্য ক্রয় করে, তখন সে পণ্যটির সত্তাকে উদ্দেশ্য করে না, বরং এর পেছনে নিহিত মুনাফাকেই সে কামনা করে। একারণেই দেখা যায় সে সকালে পণ্যটি ক্রয় করে...

وتكسبه في آخر النهار فيبيعها. فعروض التجارة إذن كل ما أعده الإنسان للتجار فيه زكاة. وكيفية زكاة العروض انه إذا جاء وقت الزكاة في مال تقوم كل ما عندك من هذه العروض وتخرج ربع عشر قيمتها، حتى وان كنت لم تشتريها إلا أخيراً. مثال ذلك: تحل زكاته في شهر رجب، واشتري سلعة في شهر ربيع، فنقول له: إذا جاء شهر رجب فقدر قيمتها بما تساوي واخرج زكاتها. فإذا قال: انها لم تتم عندي سنة؟ قلنا: لا عبرة في عروض التجارة بالسنة! عروض التجارة مبنية علي القيمة، والقيمة لها سنة عندك، فتقدرها بما تساوي وقت الوجوب، سواء كانت اكثر مما اشتريتها به أم اقل. فإذا قدر انك اشتريتها بعشرة آلاف ريال وكانت عند وجوب الزكاة تساوي ثمانية آلاف ريال فالزكاة علي ثمانية. وإذا اشتريتها بثمانية وكانت تساوي عند وجوب الزكاة عشرة، فالزكاة علي العشرة. وإذا كنت لا تدري هل ستكسب أو لا تكسب فآلعتبر راس المال، فأعتبر راس المال. مصارف الزكاة: تصرف الزكاة علي الذين عينهم الله بحكمته، فقال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ) (التوبة: من الآية 60) أي: لا بد أن

এবং দিনশেষে তিনি সেগুলো অর্জন করেন ও বিক্রি করেন। সুতরাং, বাণিজ্যিক পণ্য হলো সেই সবকিছু যা মানুষ ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত রেখেছে, আর তাতে জাকাত ওয়াজিব। বাণিজ্যিক পণ্যের জাকাত প্রদানের পদ্ধতি হলো, যখন মালের জাকাত আদায়ের সময় উপস্থিত হবে, তখন আপনার নিকট গচ্ছিত এ সকল পণ্যের বর্তমান বাজারমূল্য নির্ধারণ করবেন এবং তার মূল্যের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ জাকাত হিসেবে প্রদান করবেন, এমনকি পণ্যটি যদি আপনি একেবারে শেষ সময়েও ক্রয় করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ: কারো জাকাত আদায়ের সময় রজব মাসে উপস্থিত হয়, অথচ তিনি একটি পণ্য রবিউল আউয়াল মাসে ক্রয় করেছেন; আমরা তাকে বলব: যখন রজব মাস আসবে, তখন পণ্যটি যে মূল্যের সমান হয় তা নির্ধারণ

করুন এবং তার জাকাত আদায় করুন। যদি তিনি বলেন: "এটি তো আমার নিকট এক বছর পূর্ণ হয়নি?" তবে আমরা বলব: "বাণিজ্যিক পণ্যের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে বছর অতিক্রান্ত হওয়া ধর্তব্য নয়!" বাণিজ্যিক পণ্য মূলত মূল্যের ওপর নির্ভরশীল, আর সেই মূল্য বা মূলধন আপনার নিকট এক বছর ধরে বিদ্যমান ছিল। সুতরাং, জাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময় পণ্যটির বর্তমান যে মূল্য দাঁড়াবে, সে অনুযায়ী আপনি মূল্যায়ন করবেন; চাই তা আপনার ক্রয়মূল্যের চেয়ে বেশি হোক বা কম। মনে করুন, আপনি দশ হাজার রিয়ালে পণ্যটি ক্রয় করেছিলেন, কিন্তু জাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময় এর মূল্য দাঁড়িয়েছে

আট হাজার রিয়াল, তবে আট হাজার রিয়ালের ওপরই জাকাত দিতে হবে। আর যদি আপনি আট হাজারে ক্রয় করেন এবং জাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময় তার মূল্য দশ হাজার হয়, তবে দশ হাজারের ওপরই জাকাত দিতে হবে। আর যদি আপনি না জানেন যে লাভ হবে কি হবে না, তবে মূলধনই ধর্তব্য হবে; অতএব মূলধনকেই হিসেবে ধরুন। জাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ: আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রজ্ঞাময় বিধানে যাদের জন্য জাকাত নির্দিষ্ট করেছেন, তাদের মাঝেই তা ব্যয় করতে হবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন: (নিশ্চয়ই সদকা হলো ফকির, মিসকিন, জাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারী, যাদের অন্তর জয় করা উদ্দেশ্য, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের জন্য। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক নির্ধারিত বিধান) (সূরা আত-তাওবাহ: ৬০ এর অংশ) অর্থাৎ: অবশ্যই...

(ص: 421) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

تكون الزكاة في هذه الاصناف (وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة: من الآية 60) فالفقراء والمساكين: هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عوائلهم لمدة سنة. مثاله: رجل موظف براتب شهري قدره أربعة آلاف ريال، لكن عنده عائلة يصرف ستة آلاف ريال، فهذا يكون فقيراً، لأنه لا يجد ما يكفيه. فنعطيه أربعة وعشرين ألفاً من الزكاة من اجل أن نكمل نفقته. ورجل آخر راتبه ستة آلاف في الشهر، لكنه عنده

عائلة كبيرة، والمؤنة شديدة لا يكفيها لا يكفيها الا اثنا عشر ألفاً، فنعطيه من الزكاة اثنين وسبعين ألفاً. يقول العلماء: يعطيه ما يكفيها لمدة سنة. ولا نعطيه اكثر من كفاية سنة، لأنه علي مدار السنة تأتي زكاة جديدة تسد حاجته، فلهذا قدرها العلماء بالسنة. فإذا قال قائل: أيها اشد حاجة: الفقير أو المسكين؟ قال العلماء: إنما يبدأ بالأهم فالأهم، والله تعالى قد بدا بالفقير، فيكون الفقير اشد حاجة من المسكين. الثالث: العاملون عليها: أي: الذين ولاهم رئيس الدولة أمر الزكاة يأخذونها من أهلها وينفقونها في مستحقها، بالعمل لا بالحاجة. فإذا قال ولي الأمر: هؤلاء الواحد منهم إذا عمل بالشهر فراتبه ألف ريال، فنعطيه ألف ريال من الزكاة، وذلك لانهم يتصرفون في الزكاة لمصلحة الزكاة فأعطوا منها. لكن إذا احب ولي الأمر أن يعطيهم من

এই শ্রেণিগুলোর মধ্যেই জাকাত সীমাবদ্ধ (আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়) (আত-তাওবাহ: ৬০ নম্বর আয়াতের অংশবিশেষ)। ফকির ও মিসকিন হলো তারা, যারা নিজেদের এবং তাদের পরিবারের এক বছরের প্রয়োজনীয় ভরণপোষণের সংস্থান পায় না। উদাহরণস্বরূপ: একজন চাকুরিজীবী ব্যক্তির মাসিক বেতন চার হাজার রিয়াল, কিন্তু তার পরিবার পরিচালনায় ব্যয় হয় ছয় হাজার রিয়াল; এই ব্যক্তি ফকির হিসেবে গণ্য হবে, কারণ সে তার পর্যাপ্ত সংস্থান পাচ্ছে না। অতএব, তার ব্যয়ের ঘাটতি পূরণ করার জন্য আমরা তাকে জাকাত থেকে চব্বিশ হাজার রিয়াল দেব। আবার অন্য একজন ব্যক্তি যার মাসিক বেতন ছয় হাজার রিয়াল, কিন্তু তার পরিবার বড় এবং জীবনযাত্রার ব্যয় অত্যন্ত বেশি হওয়ায় মাসে বারো হাজার রিয়াল ছাড়া তার সংকুলান হয় না; তাকে আমরা জাকাত থেকে বাহাত্তর হাজার রিয়াল দেব। উলামায়ে কেরাম বলেন: তাকে এক বছরের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে।

আমরা তাকে এক বছরের প্রয়োজনের অতিরিক্ত দেব না, কারণ বছর ঘুরে আবার নতুন জাকাত আসবে যা তার প্রয়োজন মেটাবে; এ কারণেই উলামায়ে কেরাম এর সময়সীমা এক বছর নির্ধারণ করেছেন। যদি কেউ প্রশ্ন করে: অভাবের দিক থেকে কে বেশি অভাবী—ফকির নাকি মিসকিন? উলামায়ে কেরাম বলেন: আল্লাহ তাআলা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি দিয়ে শুরু করেন এবং মহান আল্লাহ যেহেতু ফকিরের কথা আগে উল্লেখ করেছেন, সেহেতু ফকির,

মিসকিনের তুলনায় অধিক অভাবী। তৃতীয়ত: জাকাত সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণ; অর্থাৎ, রাষ্ট্রপ্রধান যাদেরকে জাকাত সংগ্রহের দায়িত্ব প্রদান করেছেন, যারা জাকাতদাতাদের থেকে তা গ্রহণ করে এবং উপযুক্ত খাতে ব্যয় করে। তারা তাদের অভাবের কারণে নয় বরং কাজের বিনিময়ে এটি পায়। যদি রাষ্ট্রপ্রধান নির্দেশ দেন যে, তাদের প্রত্যেকের মাসিক বেতন এক হাজার রিয়াল, তবে আমরা তাদের জাকাত থেকে এক হাজার রিয়াল করেই প্রদান করব। কারণ তারা জাকাতের স্বার্থে কাজ করছে, তাই জাকাতের মাল থেকেই তাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। তবে শাসক যদি তাদের অন্য কোনো উৎস থেকে দিতে পছন্দ করেন...

(ص: 422) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

بيت مال المسلمين المال العام ليوفر الزكاة لمستحقيها فلا بأس. الرابع: لا مؤلفة قلوبهم: وهم الذين يؤلفون علي الإسلام، يكون رجلا آمن حديثا ويحتاج أن نقوي إيمانه، فنعطيه من الزكاة من أجل أن يآلف الإسلام ويحب المسلمين ويتقوي، ويعرف إن دين الإسلام دين صلة ودين رابطة. ثانياً: ومن التأليف أن نعطي شخصاً للتخلص من شره، حتى يزول ما في قلبه من الحقد علي المسلمين والعداوة. واختلف العلماء: هل يشترط في المؤلفة قلوبهم أن يكون لهم سيادة وشرف في قومهم أو لا يشترط؟ والصحيح أنه لا يشترط، حتى لو أعطيت فرداً من الناس لتؤلفه علي الإسلام كفي. أما إذا أعطيت فرداً منه الناس من أجل أن تدفع شره فهذا لا يجوز، لأن الواحد من الناس ترفعه إلى ولاية الأمور ويأخذون حقه منه. الخامس: (وَفِي الرِّقَابِ) (البقرة: من الآية 177): ذكر العلماء إنها تشمل ثلاثة أنواع: النوع الأول: أن تشتري عبداً فتعتقه. النوع الثاني: أن تساعد مكاتباً في مكاتبته، والمكاتب هو العبد الذي اشتري نفسه من سيده. الثالث: أن تفك بها أسيراً مسلماً عند الكفار أو عند غيرهم، حتى لو اختطف مسلم عند أناس ظلمة ولم

يفكوه إلا بفداء من الزكاة فلا بأس. السادس: قوله: (وَالْغَارِمِينَ) (التوبة: من الآية 60): والغارم: هو الذي يكون في ذمته

মুসলিমদের বায়তুল মাল হলো জনসাধারণের সম্পদ যা হকদারদের জন্য জাকাত সরবরাহ করে, এতে কোনো দোষ নেই। চতুর্থত: যাদের অন্তর জয় করা উদ্দেশ্য (মুয়াল্লাফাতুল কুলুব): তারা হলো এমন লোক যাদের ইসলামের প্রতি অনুরাগী করা হয়; যেমন এমন ব্যক্তি যে সম্প্রতি ঈমান এনেছে এবং তার ঈমানকে মজবুত করা প্রয়োজন, এমতাবস্থায় তাকে জাকাত থেকে প্রদান করা হবে যাতে সে ইসলামের প্রতি অনুরাগী হয়, মুসলিমদের ভালোবাসে এবং শক্তিশালী হয়, আর জানতে পারে যে ইসলাম ধর্ম হলো সম্প্রীতি ও বন্ধনের ধর্ম। দ্বিতীয়ত: অন্তর জয় করার আরেকটি দিক হলো কোনো ব্যক্তিকে তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রদান করা, যাতে মুসলিমদের প্রতি তার অন্তরে যে বিদ্বেষ ও শত্রুতা রয়েছে তা দূরীভূত হয়। ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন যে: যাদের অন্তর জয় করা উদ্দেশ্য, তাদের ক্ষেত্রে কি নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হওয়া শর্ত, নাকি শর্ত নয়? সঠিক মত হলো এটি শর্ত নয়; এমনকি যদি আপনি সাধারণ কোনো ব্যক্তিকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য প্রদান করেন তবে তাই যথেষ্ট হবে। তবে যদি আপনি সাধারণ কোনো ব্যক্তিকে কেবল তার অনিষ্ট প্রতিহত করার জন্য জাকাত প্রদান করেন তবে তা জায়েজ হবে না; কারণ সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আপনি তাকে কর্তৃপক্ষের কাছে সোপর্দ করতে পারেন এবং তারা আপনার হক তার থেকে আদায় করে দিবে। পঞ্চমত: (এবং দাসমুক্তির জন্য) (সূরা আল-বাকারাহ: ১৭৭ নম্বর আয়াতের অংশ): ওলামায়ে কেরাম উল্লেখ করেছেন যে এটি তিন প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে: প্রথম প্রকার: কোনো ক্রীতদাস ক্রয় করে তাকে মুক্ত করে দেওয়া। দ্বিতীয় প্রকার: কোনো মুকাতাবকে তার চুক্তির অর্থ পরিশোধে সহায়তা করা; আর মুকাতাব হলো সেই দাস যে তার মনিবের কাছ থেকে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। তৃতীয়ত: এর মাধ্যমে কাফের বা অন্যদের নিকট বন্দি কোনো মুসলিম যুদ্ধবন্দিকে মুক্ত করা; এমনকি যদি কোনো মুসলিমকে কোনো জালেম ব্যক্তি অপহরণ করে এবং জাকাতের অর্থ থেকে মুক্তিপণ দেওয়া ব্যতীত তাকে মুক্ত না করা যায়, তবে তাতে কোনো বাধা নেই। ষষ্ঠত: মহান আল্লাহর বাণী: (এবং ঋণগ্রস্তদের জন্য) (সূরা আত-তাওবাহ: ৬০ নম্বর আয়াতের অংশ): আর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি হলো সেই, যার জিম্মায় ঋণ রয়েছে...

دين لا يستطيع وفاءه، أو يكون في ذمته دين لمصلحة عامة وإن كان يستطيع وفاءه. ولهذا قال العلماء: أن الغرم نوعان: النوع الأول: الغارم لغيره. والثاني: الغارم لنفسه. الغارم لغيره: هو الذي يغرم مالا لإصلاح ذات البين، مثل أن يكون بين قبيلتين نزاع ومشاجرة ومخاصمة ومعاداة وبغضاء، فيقوم رجل من أهل الخير فيصلح بين القبيلتين علي مال يلتزم به ذمته، فهنا يكون غارماً لكن ليس لنفسه، بل لمصلحة عامة، وهي الإصلاح بين هاتين القبيلتين. قال العلماء: فيعطي هذا الرجل ما يوفي به من العزم وإن كان غنياً، لأن هذا ليس لنفسه، بل لمصلحة الغير. فلو قدر أن رجلاً عنده مائة ألف فاصلح بين قبيلتين بعشرة آلاف ريال يستطيع أن يوفيهما من ماله، لكن نقول لا يلزمه، بل نعطيه من الزكاة ما يدفع به هذا الغرم، لأن ذلك لمصلحة الغير، ولأن هذا يفتح باب الإصلاح للناس، لأننا لو لم نعن هذا الرجل ونعطه ما غرم، لتكاسل الناس عن الإصلاح بين الفئات المتناحرة أو المتعادية، فإذا أعطينا من غرم فيكون هذا تنشيط له. أما النوع الثاني: فهو الغارم لنفسه، مثل رجل استأجر بيتاً بخمسة آلاف ريال وليس عنده ما يدفع به الإجار. هو نفسه في أكله وشربه ولباسه ليس محتاجاً، لكن يحتاج إلى وفاء الدين الذي لزمه بالاستئجار للبيت، فنعطي هذا الرجل أجره البيت من

ঋণ যা তিনি পরিশোধ করতে অক্ষম, অথবা তার জিম্মায় জনস্বার্থে কোনো ঋণ রয়েছে যদিও তিনি তা পরিশোধ করতে সক্ষম। এই কারণে আলেমগণ বলেছেন যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দুই প্রকার: প্রথম প্রকার: অপরের কল্যাণে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি। দ্বিতীয় প্রকার: নিজের প্রয়োজনে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি। অপরের কল্যাণে ঋণগ্রস্ত: তিনি সেই ব্যক্তি যিনি বিবাদমান পক্ষগুলোর মধ্যে মীমাংসার জন্য অর্থ প্রদানের দায়ভার গ্রহণ করেন। যেমন দুই গোত্রের মধ্যে বিবাদ, ঝগড়া, শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হলো, তখন কোনো এক পুণ্যবান ব্যক্তি তাদের মধ্যে আপস-মীমাংসার জন্য

নিজের জিম্মায় নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের অঙ্গীকার করে উভয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপন করলেন। এক্ষেত্রে তিনি ঋণগ্রস্ত হলেন ঠিকই, কিন্তু নিজের স্বার্থে নয় বরং জনস্বার্থে, আর তা হলো এই দুই গোত্রের মধ্যে সদ্ভাব ফিরিয়ে আনা। আলেমগণ বলেছেন: এই ব্যক্তিকে তার ঋণের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে যদিও তিনি সম্পদশালী হন। কারণ এই ঋণ তার নিজের জন্য নয়, বরং অন্যের উপকারের জন্য। সুতরাং ধরা যাক, কোনো ব্যক্তির কাছে এক লক্ষ টাকা আছে এবং তিনি দশ হাজার রিয়ালের বিনিময়ে দুই গোত্রের মধ্যে আপস করলেন, যা তিনি নিজের সম্পদ থেকে পরিশোধ করতে সক্ষম। তবুও আমরা বলব যে, তা পরিশোধ করা তার জন্য বাধ্যতামূলক নয়, বরং আমরা তাকে জাকাত থেকে সেই পরিমাণ অর্থ প্রদান করব যা দিয়ে তিনি এই ঋণ পরিশোধ করতে পারেন। কেননা এটি অন্যের কল্যাণে করা হয়েছে এবং এটি মানুষের জন্য শান্তি ও সংস্কারের পথ উন্মোচন করে। কারণ আমরা যদি এই ব্যক্তিকে সাহায্য না করি এবং তার ঋণের অর্থ প্রদান না করি, তবে মানুষ বিবাদমান বা পরস্পর শত্রুতাবাপন্ন দলগুলোর মধ্যে শান্তি স্থাপনে নিরুৎসাহিত হবে। কিন্তু আমরা যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে জাকাত থেকে প্রদান করি, তবে তা তাকে এবং অন্যদের এই কাজে উৎসাহিত করবে। আর দ্বিতীয় প্রকার হলো: নিজের প্রয়োজনে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি। যেমন কোনো ব্যক্তি পাঁচ হাজার রিয়ালে একটি ঘর ভাড়া করলেন কিন্তু তার কাছে সেই ভাড়া পরিশোধ করার মতো অর্থ নেই। তিনি তার পানাহার ও পোশাক-আশাকের ক্ষেত্রে হয়তো অভাবী নন, কিন্তু ঘর ভাড়ার কারণে তার ওপর যে ঋণের দায় চেপেছে তা পরিশোধ করা তার জন্য জরুরি। এমতাবস্থায় আমরা এই ব্যক্তিকে ঘর ভাড়ার অর্থ প্রদান করব... থেকে।

(ص: 424) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الزكاة، لأنه من الغارمين. كذلك إنسان أصيب بجائحة اجتاحت ماله، مثل الحريق أو الغرق أو ما أشبه ذلك، وقد لحقه في هذا دين، فنعطيه ما يسدد دينه، لأنه غير

قادر علي الوفاء. هذا النوع من الغرم يشترط فيه أن يكون الغارم عاجزا عن وفاء الدين، فإن كان قادرا، فإنه لا يعطي، ولكن هل يجوز أن يذهب الإنسان لمن له الدين ويقول له: هذا الطلب الذي لك علي فلان خذه، وينويه من الزكاة؟ الجواب: نعم يجوز، وليس بشرط أن تعطي الغارم ليعطي الدائن، بل لو ذهبت للطالب منذ أول الأمر وقلت له: يا فلان بلغني انك تطلب من فلان عشرة آلاف ريال، قال نعم، واثبت ذلك، فتعطيه إياها، ولا حاجة لإخبار المدين، وذلك لان المقصود هنا إبراء الذمة، وهو حاصل سواء أخبرته أم لم تخبره. وتأمل التع (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) (التوبة: من الآية 60) كل هذه الثلاث معطوفة علي قوله (لِلْفُقَرَاءِ) (البقرة: من الآية 273) باللام (وَفِي الرِّقَابِ) (التوبة: من الآية 60) ولم يقل وللرقاب، بل قال (وَفِي) (التوبة: من الآية 60) الدالة علي الظرفية، يعني انك إذا صرفت الزكاة في هذه الجهات يجوز وان لم تعط صاحبه. (وَالْغَارِمِينَ) (التوبة: من الآية 60) معطوفة علي (وَفِي الرِّقَابِ) (التوبة: من الآية 60) فيه من دخول في، أي: وفي الغارمين، فلا حاجة لان تملك الغارم ليعطي الدين، بل يكفي أن تذهب وتعطي الدائن ليبرئ المدين. فإذا قال قائل: هل الأحسن أن اذهب إلى الدائن وأوفيه، أو أعطي

যাকাত, কারণ তিনি ঋণগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে, কোনো ব্যক্তি যদি এমন কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হন যা তার সম্পদ বিনাশ করে দেয়, যেমন অগ্নিকাণ্ড, নিমজ্জন বা এই জাতীয় কিছু, এবং এর ফলে তিনি ঋণের জালে জড়িয়ে পড়েন, তবে আমরা তাকে তার ঋণ পরিশোধের জন্য যাকাত প্রদান করব, কারণ তিনি তা পরিশোধে সক্ষম নন। এই প্রকারের ঋণের ক্ষেত্রে শর্ত হলো ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধে অক্ষম হতে হবে; কিন্তু যদি তিনি সক্ষম হন, তবে তাকে যাকাত দেওয়া হবে না। তবে কি কোনো ব্যক্তির জন্য পাওনাদারের কাছে যাওয়া এবং তাকে বলা জায়েয যে: "অমুক ব্যক্তির নিকট আপনার যে পাওনা রয়েছে তা আমার কাছ থেকে নিয়ে নিন" এবং মনে মনে তা যাকাত হিসেবে নিয়ত করা?

উত্তর হলো: হ্যাঁ, এটি জায়েয। আর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে অর্থ প্রদান করা শর্ত নয় যাতে সে পাওনাদারকে পরিশোধ করে, বরং আপনি যদি শুরুতেই পাওনাদারের কাছে গিয়ে বলেন: "হে অমুক, আমি জানতে পেরেছি যে আপনি অমুক ব্যক্তির কাছে দশ হাজার রিয়াল পাওনা আছেন", তিনি যদি হ্যাঁ বলেন এবং বিষয়টি প্রমাণিত হয়, তবে আপনি তাকে তা দিয়ে দেবেন। এক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতাকে জানানোর কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ এখানে মূল উদ্দেশ্য হলো দায়মুক্তি নিশ্চিত করা, আর আপনি তাকে জানান বা না জানান, তা অর্জিত হয়ে যায়। আর আল্লাহ তাআলার এই বাণীর প্রতি লক্ষ্য করুন: (নিশ্চয়ই সাদাকাহ হলো কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত সংশ্লিষ্ট কর্মচারী এবং যাদের চিত্তাকর্ষণ করা প্রয়োজন তাদের জন্য) (আত-তাওবাহ: আয়াত ৬০-এর অংশ)। এই তিনটি শ্রেণীই 'লাম' অব্যয়সহ "ফকীরদের জন্য" (আল-বাকারাহ: আয়াত ২৭৩-এর অংশ) অংশের উপর সংযোজিত হয়েছে। আবার বলা হয়েছে (এবং দাসমুক্তির জন্য) (আত-তাওবাহ: আয়াত ৬০-এর অংশ); এখানে "দাসদের জন্য" বলা হয়নি, বরং "ফি" (মধ্যে/ক্ষেত্রে) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা আধারের অর্থ প্রদান করে। এর অর্থ হলো, আপনি যখন এই ক্ষেত্রগুলোতে যাকাত ব্যয় করবেন, তখন তা জায়েয হবে যদিও আপনি সরাসরি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তার মালিকানা প্রদান না করেন। আর (এবং ঋণগ্রস্তগণ) (আত-তাওবাহ: আয়াত ৬০-এর অংশ) শব্দটি (এবং দাসমুক্তির জন্য) অংশের সাথে সংযোজিত হয়েছে, যার মধ্যে "ফি" অব্যয়টি নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ: "এবং ঋণগ্রস্তদের ক্ষেত্রেও"। সুতরাং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেওয়া জরুরি নয় যাতে সে ঋণ পরিশোধ করে, বরং পাওনাদারের নিকট গিয়ে তা পরিশোধ করে ঋণগ্রহীতাকে দায়মুক্ত করাই যথেষ্ট। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে: আমার জন্য কি পাওনাদারের নিকট গিয়ে ঋণ পরিশোধ করা উত্তম হবে, নাকি প্রদান করা...

(ص: 425) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الغريم لكي يوفي بنفسه؟ نقول: في هذا تفصيل: إذا كنت تخشى انك لو أعطيت
الغريم لم يوف، بل أكل الدراهم وترك الدين علي ما هو عليه فهنا لا تعط

الغريم، بل أعط الدائن، لأنك لو أعطيت الغارم سينفق الأموال في أمور غير مهمة وترك الدين، وبعض الناس لا يهتمون بالدين الذي عليهم، فإذا كنت تعلم أن المدين (الغارم) لو أعطيته لأفسد المال وبقت ذمته مشغولة، فلا تعطه وأعط الدائن، أما إذا كان الغريم صاحب عقل ودين، ولا يمكن أن يرضي ببقاء ذمته مشغولة، ويغلب علي ظني كثيراً أنني إذا أعطيته سوف يذهب فوراً إلى الدائن ويقضي من دينه، فهنا نعطي الغريم، نقول: خذ هذه الدراهم أوف بها عن نفسك، لان هذا استر له واحسن، ولكن يجب علينا إذا كنا نوزع الزكاة أن نحذر من حيلة بعض الناس! بعض الناس يقدم لك كشفاً بالدين عليه، وتوفي ما شاء الله أن توفي، وبعد سنة يقدم لك نفس الكشف ولا يخصم الذي أوفي عنه، فانتبه لهذا، لان بعض الناس_ والعياذ بالله_ لا يهمه حلال ولا حرام، المهم اكتساب المال، فيأتي بالقائمة الأولى التي قد قضي نصفها ويعرضها عليك، فأنبه لذلك. وقد قدم لنا من هذا النوع أشياء، وذهبنا نسلم الدائن بناء علي الكشف الذي قدم، فقال الدائن: انه قد اوفائي. وهذه مشكلة، لكن الإنسان يتحرز، وهو إذا اتقى الله ما استطاع، ثم تبين فيما بعد أن الذي اخذ الزكاة

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি কি নিজেই তা পরিশোধ করবে? আমরা বলব: এ ক্ষেত্রে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে: আপনি যদি আশঙ্কা করেন যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে দিলে সে তা পরিশোধ করবে না, বরং অর্থ খরচ করে ফেলবে এবং ঋণ অপরিবর্তিত থেকে যাবে, তবে এক্ষেত্রে ঋণগ্রস্তকে না দিয়ে সরাসরি পাওনাদারকে দিন। কারণ আপনি যদি ঋণগ্রস্তকে দেন, তবে সে অর্থগুলো গুরুত্বহীন কাজে ব্যয় করে ফেলবে এবং ঋণ রয়েই যাবে। কিছু মানুষ তাদের ওপর থাকা ঋণের ব্যাপারে কোনো গুরুত্বই দেয় না। সুতরাং আপনি যদি জানেন যে, দেনাদারকে দিলে সে সম্পদ নষ্ট করবে এবং তার দায়বদ্ধতা অবশিষ্ট থেকে যাবে, তবে তাকে না দিয়ে সরাসরি পাওনাদারকে দিন। পক্ষান্তরে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি বুদ্ধিমান ও দীনদার হয় এবং ঋণের বোঝা বহন করে থাকা পছন্দ না করে, আর আমার প্রবল ধারণা হয় যে তাকে দিলে সে অবিলম্বে পাওনাদারের কাছে গিয়ে ঋণ পরিশোধ করে দেবে, তবে এক্ষেত্রে আমরা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকেই দেব। আমরা বলব: এই অর্থ গ্রহণ করুন এবং আপনার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করে দিন; কারণ এটি তার জন্য

অধিক সম্মানজনক ও উত্তম। তবে যাকাত বণ্টনের সময় আমাদের কিছু মানুষের প্রতারণা থেকে সতর্ক থাকা আবশ্যিক! কিছু মানুষ আপনার কাছে ঋণের একটি তালিকা পেশ করে এবং আপনি সাধ্যমতো তা পরিশোধ করেন, কিন্তু এক বছর পর সে পুনরায় সেই একই তালিকা পেশ করে এবং ইতোমধ্যে যা পরিশোধ করা হয়েছে তা বিয়োগ করে না। সুতরাং এ বিষয়ে সতর্ক থাকুন; কারণ কিছু মানুষ—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই—হালাল বা হারামের তোয়াক্কা করে না, তাদের কাছে মূল বিষয় হলো অর্থ উপার্জন। তাই সে পূর্বের তালিকাটি নিয়ে আসে যার অর্ধেক ইতোমধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে এবং তা আপনার কাছে উপস্থাপন করে। এ ব্যাপারে সজাগ থাকুন। আমাদের কাছে এই জাতীয় অনেক ঘটনা এসেছে; আমরা পেশকৃত তালিকার ভিত্তিতে

পাওনাদারের নিকট তা পরিশোধ করতে গেলাম, তখন পাওনাদার বলল: সে তো আমাকে ইতোমধ্যেই পরিশোধ করে দিয়েছে। এটি একটি সমস্যা। তবে মানুষের উচিত সতর্কতা অবলম্বন করা। আর সে যদি সাধ্যমতো আল্লাহকে ভয় করে চলে এবং পরবর্তীতে এটি স্পষ্ট হয় যে, যে ব্যক্তি যাকাত গ্রহণ করেছে...

(ص: 426) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

ليس أهلاً لها فإن ذمته تبرأ، وهذه من نعمة الله. يعني لو أعطيت زكاتك شخصاً ثم تبين لك أنه ليس من أهل الزكاة رغم أنك اجتهدت فلا شيء عليك، وزكاتك مقبولة. السابع قوله: (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) (التوبة: من الآية 60) : والجهد في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا، هكذا حدده النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقا تل حمية، ويقا تل ليبري مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: ((من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله))، وهذه كلمة جامعة مانعة. وقد تقدم الكلام علي هذا. تنبيه: يجوز قتل المسلم الظالم في الحرب وإن كان مسلماً. فإذا قال قائل: وإن كان مكرهاً؟ الجواب: أن شيخ الإسلام

ابن تيمية_ رحمه الله_ قال: إذا قاتل المسلمون مع التتار فإنهم يقاتلون وان كانوا مسلمين، ولو كانوا مكرهين. فإن كانوا صادقين بأنهم مكرهون فإن لهم اجر الشهيد، لانهم قتلوا ظلماً من الذي اكرههم، لان الظلم علي الذي اكرههم. وان كانوا غير صادقين، بل هم مختارون طائعون، فهذا ما أصابهم

তিনি এটার যোগ্য নন, তবুও তার দায়মুক্তি ঘটবে; আর এটি আল্লাহর অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, আপনি যদি কাউকে আপনার যাকাত প্রদান করেন এবং পরবর্তীতে আপনার নিকট স্পষ্ট হয় যে তিনি যাকাতের যোগ্য নন—অথচ আপনি সাধ্যমতো যাচাই-বাছাই করেছিলেন—তবে আপনার ওপর কোনো দায় নেই এবং আপনার যাকাত কবুল হবে। সপ্তম খাত হলো মহান আল্লাহর বাণী: (এবং আল্লাহর পথে) (আত-তাওবাহ: ৬০ নম্বর আয়াতের অংশ): আর আল্লাহর পথে জিহাদ বলতে সেই যুদ্ধকে বোঝায় যা আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য করা হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এভাবেই একে সংজ্ঞায়িত করেছেন যখন তাঁকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে, গোত্রপ্রীতির জন্য যুদ্ধ করে কিংবা নিজের অবস্থান প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে—এদের মধ্যে কোনটি আল্লাহর পথে? তিনি বললেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে, সে-ই আল্লাহর পথে।” এটি একটি ব্যাপক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ কথা। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে। সতর্কতা: যুদ্ধে জালেম মুসলিমকে হত্যা করা বৈধ, যদিও সে মুসলিম হয়। যদি কেউ প্রশ্ন করে: যদি সে বাধ্য হয়ে থাকে? উত্তর হলো: শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ—আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন—বলেছেন: যখন মুসলিমরা তাতারীদের পক্ষে হয়ে যুদ্ধ করবে, তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে যদিও তারা মুসলিম হয় এবং যদিও তারা বাধ্য হয়ে যুদ্ধে আসে। যদি তারা বাধ্য হওয়ার দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাকে, তবে তারা শহীদের সওয়াব পাবে; কারণ যারা তাদের বাধ্য করেছে তাদের হাতে তারা অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছে, কেননা জুলুমের দায় ওই ব্যক্তির ওপর যে তাদের বাধ্য করেছে। আর যদি তারা সত্যবাদী না হয়, বরং স্বেচ্ছায় ও আনুগত্যের সাথে যোগ দেয়, তবে এটিই তাদের প্রাপ্য যা তাদের ওপর আপত্তিত হয়েছে।

وهم الذين جروه علي أنفسهم. وقد قال: _ رحمه الله _ في تعليل ذلك: انه لا يعلم المكره من غير المكره، لان ذلك محله القلب، فالاختيار والكرهه محلها القلب، فلا يعلم المطره من غيره، فيقتل المكره دفاعاً عن الحق وحسابه علي الله. نعم، لو فرض انه اسر وهو مسلم حقيقة فانه لا يجوز قتله، أما في ميدان القتال فانه يقتل. وقد ذكرها رحمه الله في الفتاوى في كتاب الجهاد ج ص (544_553). وقوله سبحانه وتعالى: (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) (التوبة: من الآية 60) يشمل إعطاء الزكاة للمجاهدين أنفسهم، وشراء الأسلحة لهم. ف شراء الأسلحة من الزكاة جائز من اجل الجهاد في سبيل الله. قال أهل العلم: ومن ذلك: أن يتفرغ شخص لطلب العلم وهو قادر علي التكسب، لكنه تفرغ من اجل أن يطلب العلم، فانه يعطي من الزكاة مقدار حاجته، لان طلب العلم جهاد في سبيل الله. أما من تفرغ للعبادة فلا يعطي من الزكاة، بل يقال اكتسب. وبهذا عرفنا شرف العلم علي العبادة. فلو جاء رجلان أحدهما دين طيب ويقول: أنا أستطيع أن أتكسب لكن احب أن أتفرغ للعبادة من الصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن فأعطوني من الزكاة واكفوني العمل! نقول: لا نعطيك بل اكتسب. وجاء رجل آخر قال: أنا أريد أن أتفرغ لطلب العلم وأنا قادر علي التكسب، لكن أن ذهبت أتكسب لم اطلب العلم فأعطوني ما يكفيني من

এবং তারাই যারা এটি নিজেদের ওপর টেনে এনেছে। তিনি—আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন—এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন: বাধ্য হওয়া ব্যক্তি এবং বাধ্য না হওয়া ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য করা যায় না, কারণ এর অবস্থান হলো অন্তরে। পছন্দ ও অপছন্দের স্থান হলো অন্তরে। তাই বাধ্য হওয়া ব্যক্তিকে অন্যজন থেকে পৃথক করা সম্ভব হয় না। ফলে সত্যের প্রতিরক্ষার্থে বাধ্য হওয়া ব্যক্তিকেও হত্যা করা হবে এবং তার হিসাব আল্লাহর ওপর ন্যস্ত থাকবে। হ্যাঁ, যদি ধরে নেওয়া হয় যে তাকে বন্দি করা হয়েছে এবং সে প্রকৃতপক্ষে একজন মুসলিম, তবে তাকে

হত্যা করা বৈধ হবে না। তবে রণক্ষেত্রে তাকে হত্যা করা হবে। তিনি (রহ.) এটি ফাতাওয়া গ্রন্থের জিহাদ অধ্যায়ে (পৃষ্ঠা ৫৪৪-৫৫৩) উল্লেখ করেছেন। আর মহান আল্লাহর বাণী: "এবং আল্লাহর পথে" (আত-তাওবাহ: ৬০ নম্বর আয়াতের অংশ) মুজাহিদদের নিজেদের জাকাত প্রদান করা এবং তাদের জন্য অস্ত্র ক্রয় করাকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে জাকাতের অর্থ দিয়ে অস্ত্র ক্রয় করা জায়েজ। বিজ্ঞ আলেমগণ বলেছেন: এর মধ্যে এটিও অন্তর্ভুক্ত যে, কোনো ব্যক্তি উপার্জন করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও যদি দ্বীনি ইলম অন্বেষণে নিজেকে উৎসর্গ করে, তবে তাকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী জাকাত প্রদান করা হবে। কেননা ইলম অন্বেষণ করাও আল্লাহর পথে এক প্রকার জিহাদ। কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল ইবাদতের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করে, তাকে জাকাত দেওয়া হবে না; বরং তাকে বলা হবে উপার্জন করো। এর মাধ্যমেই আমরা ইবাদতের ওপর ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জানতে পারলাম। যদি দুইজন লোক আসে যাদের একজন বেশ ধার্মিক এবং সে বলে: "আমি উপার্জন করতে সক্ষম, কিন্তু আমি নামাজ, রোজা, জিকির ও কুরআন তিলাওয়াতের মতো ইবাদতে নিজেকে মগ্ন রাখতে চাই। তাই আমাকে জাকাত প্রদান করুন এবং আমার কাজের ভার গ্রহণ করুন!" তবে আমরা বলব: "আমরা তোমাকে জাকাত দেব না, বরং তুমি উপার্জন করো।" এবং অন্য একজন লোক এসে বলল: "আমি ইলম অন্বেষণে আত্মনিয়োগ করতে চাই অথচ আমি উপার্জনে সক্ষম। কিন্তু আমি যদি উপার্জন করতে যাই তবে ইলম অর্জন করতে পারব না। তাই আমাকে এমন কিছু প্রদান করুন যা আমার জন্য যথেষ্ট হবে..."

(ص: 428) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

اجل أن أتفرغ لطلب العلم، قلنا: نعطيك ما يكفيك لطلب العلم، وهذا دليل علي شرف العلم وطلبه. الثامن: (ابن السَّبِيلِ) (التوبة: من الآية 60): وهو الصنف الثامن من أصناف أهل الزكاة. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ونفدت نفقته، فلم يكن معه ما يوصله إلى بلده. وليس هذا من باب الفقراء

والمساكين، لأنه غني في بلده. لكن قصرت به النفقة في أثناء السفر، فيعطي ما يوصله إلى بلده ولو كان غنياً. وسمي ابن سبيل لمصاحبته للسفر، كما يقال ابن الماء في طير الماء الذي يألف الماء فيقع عليه. هؤلاء ثمانية أصناف لا يجوز صرف الزكاة في غيرهم، فلا يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المساجد، ولا في إصلاح الطرق، ولا في بناء المدارس، ولا غيرها طرق الخير، لان الله ذكر هذه الأصناف بصيغة محصورة فقال: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ) (التوبة: من الآية 60) و (إِنَّمَا) (التوبة: من الآية 60) تفيد الحصر، وهو إثبات الحكم في الذكور ونفيه عما سواه. ولو قلنا بجواز صرف الزكاة في جميع وجوه الخير لفاتت فائدة الحصر، ولكن بناء المساجد وإصلاح الطرق وبناء المدارس وما أشبهها تفعل من طرق أخرى، من طرق البر والصدقات والتبرعات. هذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام الذي ذكره النبي صلي الله عليه وسلم لجبريل_ عليه الصلاة والسلام_ في حديثه الطويل!

যাতে আমি ইলম অর্জনে নিজেকে পূর্ণরূপে নিয়োজিত করতে পারি, আমরা বললাম: তোমার জ্ঞান অর্জনের জন্য যা প্রয়োজন তা আমরা তোমাকে প্রদান করব; আর এটি ইলম এবং তা অন্বেষণের উচ্চ মর্যাদার একটি প্রমাণ। অষ্টম: (মুসাফির বা পথচারী) (তওবা: আয়াত ৬০-এর অংশ): এটি জাকাত গ্রহণের যোগ্য আটটি শ্রেণির মধ্যে অষ্টম শ্রেণি। ইবনুস সাবিল হলো এমন এক সফরকারী যার সফরের পাথেয় নিঃশেষ হয়ে গেছে, ফলে নিজ দেশে ফেরার মতো কোনো সম্বল তার কাছে অবশিষ্ট নেই। তাকে দরিদ্র বা মিসকিনদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে না, কারণ সে নিজ দেশে সচ্ছল হতে পারে; কিন্তু সফরকালীন তার পাথেয় ফুরিয়ে যাওয়ায় তাকে নিজ গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দেওয়া হবে, যদিও সে ধনী হয়। সফরের সাথে নিরন্তর সংশ্লিষ্টতার কারণে তাকে ‘পথের সন্তান’ বলা হয়েছে, যেমন জলচর পাখিকে ‘পানির সন্তান’ বলা হয় কারণ তারা সর্বদা পানির সান্নিধ্যে থাকে। এই আটটি নির্দিষ্ট শ্রেণি ব্যতীত অন্য কোথাও জাকাত ব্যয় করা বৈধ নয়। সুতরাং মসজিদ নির্মাণে, রাস্তা সংস্কারে, বিদ্যালয় নির্মাণে বা অন্য কোনো জনহিতকর কাজে জাকাত প্রদান করা সমীচীন নয়। কারণ আল্লাহ তাআলা এই শ্রেণিগুলোকে সীমাবদ্ধতা জ্ঞাপক অবয়বে উল্লেখ করে বলেছেন: (নিশ্চয়ই সদকা...) (তওবা: আয়াত ৬০-এর অংশ)। আর ‘ইল্লামা’ (নিশ্চয়ই) শব্দটি সীমাবদ্ধতা বা ‘হাসর’ প্রকাশ করে,

যার অর্থ হলো উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলোতে বিধানটি সাব্যস্ত করা এবং এর বাইরে অন্য সব ক্ষেত্র থেকে তা নাকচ করা। যদি আমরা সকল প্রকার জনকল্যাণমূলক কাজে জাকাত ব্যয় করা বৈধ বলে ধরে নিই, তবে এই সীমাবদ্ধকরণের গুরুত্ব হারিয়ে যায়। তবে মসজিদ নির্মাণ, রাস্তা মেরামত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং এ জাতীয় কাজগুলো নেক আমল, সাধারণ সদকা ও ঐচ্ছিক অনুদানের মতো অন্যান্য খাতের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। এটিই ইসলামের সেই তৃতীয় রুকন, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈল আলাইহিস সালামের নিকট তাঁর দীর্ঘ হাদিসে বর্ণনা করেছেন।

(ص: 429) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

أما الرابع فقد قال: ((وصوم رمضان)): ورمضان شهر بين شعبان وشوال، وسمي رمضان بهذا الاسم، قيل: لأنه عند أول تسمية الشهور صلدف انه كان في شدة الرمضاء والحر فسمي رمضان. وقيل: لأنه تطفأ به حرارة الذنوب، لان الذنوب حارة: و ((من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) والبهم أن هذا الشهر معلوم للمسلمين، ذكره الله سبحانه وتعالى بأسسه في كتابه فقال: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) (البقرة: من الآية 185)، ولم يذكر الله اسماً لشهر من الشهور سوى هذا الشهر. وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام لا يتم الإسلام إلا به، ولكنه لا يجب إلا علي من تمت فيه الشروط الآتية. أن يكون مسلماً، وان يكمن بالغاً، وعاقلاً، قادراً، مقيماً، سالماً من الموانع. هذه ستة شروط. _ فان كان صغيراً لم يجب عليه الصوم، أن كان مجنوناً لم يجب عليه الصوم، أن كان كافراً لم يجب عليه الصوم، أن كان

عاجزاً فعلي قسامين:

أَنْ كَانَ عَجْزُهُ يَرْجِي زَوَالَهُ كَالرَّضِ الطَّارِئِ افْطَرَ، ثُمَّ قَضَى أَيَّامًا بَعْدَ مَا فِطَرَ

চতুর্থ বিষয় সম্পর্কে তিনি বলেছেন: ((রমজানের রোজা রাখা)) : রমজান হলো শাবান ও শাওয়াল মাসের মধ্যবর্তী একটি মাস। একে রমজান নামকরণ করার কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যখন মাসের নামসমূহ প্রথম নির্ধারণ করা হচ্ছিল, তখন এটি প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ ও গরমের সময়ে পড়েছিল, ফলে এর নাম রমজান রাখা হয়েছে। আবার বলা হয়েছে: কারণ এর মাধ্যমে গুনাহের উষ্ণতা নির্বাপিত হয়, যেহেতু গুনাহ হলো উত্তপ্ত। আর "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় রমজানের রোজা পালন করবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে"। মূল কথা হলো, এই মাসটি মুসলিমদের কাছে সুপরিচিত, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর কিতাবে এর নাম উল্লেখ করে বলেছেন: (রমজান মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে) (আল-বাকার: ১৮৫ নং আয়াতের অংশ)। আল্লাহ তাআলা এই মাস ব্যতীত অন্য কোনো মাসের নাম উল্লেখ করেননি। রমজানের রোজা ইসলামের রুকনসমূহের অন্যতম একটি রুকন, যা ব্যতীত ইসলাম পূর্ণতা পায় না। তবে এটি কেবল তার ওপরই ফরজ হয়, যার মাঝে নিম্নোক্ত শর্তাবলি পূর্ণ হয়: মুসলিম হওয়া, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়া, সক্ষম হওয়া, মুকিম (স্থায়ী বাসিন্দা) হওয়া এবং প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত থাকা। এই হলো ছয়টি শর্ত। অতএব, যদি কেউ শিশু হয় তবে তার ওপর রোজা ফরজ নয়, যদি কেউ পাগল হয় তবে তার ওপর রোজা ফরজ নয়, যদি কেউ কাফের হয় তবে তার ওপর রোজা ফরজ নয়, আর যদি কেউ

অক্ষম হয় তবে তা দুই প্রকার:

ক— যদি তার অক্ষমতা দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে—যেমন সাময়িক অসুস্থতা—তবে সে রোজা ভঙ্গ করবে এবং পরবর্তীতে যতগুলো রোজা ভঙ্গ করেছে তার সমসংখ্যক রোজা কাজা আদায় করবে।

ب_ وان كان عجزا لا يرجي زواله كالكبر والأمراض التي لا يرجي برؤها فإنه يطعم
عن كل يوم مسكينا. _ و ((مقيماً)) ضده المسافر، فالمسافر ليس عليه صوم، ولكنه
يقضي من أيام آخر. ((سألباً من البوانع)) احترازاً من الحائض والنفساء، فأنهما لا
يجب عليهما الصوم، بل ولا يجوز أن تصوماً، ولكنها تقضيان. وصوم رمضان يكمن
بعدد أيامه، أما تسعة وعشرين، وأما ثلاثين حسب رؤية الهلال، لان النبي صلي
الله عليه وسلم قال: ((إذا رأيتوه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم
فأكبلوا العدة ثلاثين)) (عدة شعبان أن كان في أول الشهر، وعدة رمضان أن كان في
آخر الشهر. الركن الخامس: ((حج البيت)) وهو بيت الله سبحانه وتعالى_ أي:
قصده لأداء المناسك التي بينها الله سبحانه في كتابه وعلي لسان رسوله صلي الله
عليه وسلم. فحج البيت أحد أركان الإسلام، ومن حج البيت العمرة، فإن النبي صلي
الله عليه وسلم سألها حجا اصغراً. ولكن له شروط، منها البلوغ، والعقل،

খ) আর যদি এটি এমন অক্ষমতা হয় যা দূর হওয়ার আশা নেই, যেমন বার্ধক্য এবং এমন ব্যাধি
যা থেকে আরোগ্য লাভের প্রত্যাশা নেই, তবে সে প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে একজন মিসকিনকে
খাবার খাওয়াবে। আর 'মুসাফির' হলো 'মুফ্রিম' বা অবস্থানকারীর বিপরীত; সুতরাং মুসাফিরের
ওপর রোজা রাখা আবশ্যিক নয়, তবে তাকে অন্য দিনগুলোতে এর কাজা আদায় করতে হবে।
'প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত' বলতে ঋতুবতী এবং প্রসূতি নারীকে বোঝানো হয়েছে; কেননা
তাদের ওপর রোজা রাখা ওয়াজিব নয়, বরং তাদের জন্য রোজা রাখা জায়েজও নয়, তবে তারা
এর কাজা আদায় করবে। আর রমজানের রোজা এর দিন সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল, যা চাঁদ
দেখার ওপর ভিত্তি করে উনত্রিশ দিন অথবা ত্রিশ দিন হয়ে থাকে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা যখন তা দেখবে তখন রোজা রাখো, আর যখন তা
দেখবে তখন ইফতার করো। আর যদি মেঘের কারণে তোমাদের নিকট তা অস্পষ্ট থাকে, তবে
সংখ্যা ত্রিশ পূর্ণ করো।" অর্থাৎ শাবান মাসের সংখ্যা পূর্ণ করা যদি তা মাসের শুরুতে হয়, এবং
রমজানের সংখ্যা পূর্ণ করা যদি তা মাসের শেষে হয়। পঞ্চম রুকন: 'বাইতুল্লাহর হজ' এবং তা
হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ঘর—অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর কিতাবে এবং তাঁর রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে যে বিধি-বিধানসমূহ বর্ণনা করেছেন তা পালনের

উদ্দেশ্যে উক্ত গৃহের সংকল্প করা। সুতরাং বাইতুল্লাহর হজ ইসলামের অন্যতম রুকন, আর উমরাও বাইতুল্লাহর হজের অন্তর্ভুক্ত, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে 'ছোট হজ' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তবে এর কিছু শর্ত রয়েছে, যার মধ্যে সাবালক হওয়া এবং সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হওয়া অন্যতম।

(ص: 431) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

والإسلام، والحرية، والاستطاعة، خمسة شروط! فإذا اختل شرط واحد منها فإنه لا يجب. ولكن العجز عن الحج أن كان بالمال فإنه لا يجب عليه، لا بنفسه ولا بنائبه. وان كان بالبدن: فإن كان عجزاً يرجي زواله انتظر حتى يعافيه الله ويزول المانع، وان كان لا يرجي زواله كالكبر، فإنه يلزمه أن ينيب عنه من يأتي بالحج، لان امرأة سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ((أن أبي أدركته فريضة الله علي عبادة شيخاً لا يثبت علي الراحة، أف أحج عنه)) قال: ((نعم)). فاقرها النبي صلى الله عليه وسلم. على إنها سمت هذا فريضة مع انه لا يستطيع، لكنه قادر بآله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ((حجي عنه))! هذه خمسة أركان هي أركان الإسلام: شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لها أخبره بذلك، قال له: ((صدقت)). قال عمر: ((فعجبنا له يسأله ويصدق له لان الذي صدق الشخص بقوله يعني أن عنده علماً من ذلك. فعجبنا كيف يسأله ثم يقول صدقت. والسائل إذا

এবং ইসলাম, স্বাধীনতা ও সামর্থ্য; এ হলো পাঁচটি শর্ত! সুতরাং যদি এগুলোর মধ্য থেকে একটি শর্তও অনুপস্থিত থাকে, তবে তা আর ওয়াজিব বা আবশ্যিক থাকে না। তবে হজের

ক্ষেত্রে অক্ষমতা যদি আর্থিক কারণে হয়, তবে তার ওপর হজ ওয়াজিব নয়—না ব্যক্তিগতভাবে, আর না প্রতিনিধির মাধ্যমে। আর যদি অক্ষমতা শারীরিক হয়: তবে সেটি যদি এমন অক্ষমতা হয়

যা দূর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সে ব্যক্তি অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করেন এবং সেই প্রতিবন্ধকতা অপসারিত হয়। কিন্তু যদি তা এমন অক্ষমতা হয় যা দূর হওয়ার সম্ভাবনা নেই, যেমন বার্ধক্য, তবে তার পক্ষ থেকে হজ করার জন্য কাউকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা তার ওপর আবশ্যিক হয়ে পড়ে। কারণ জনৈক নারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "নিশ্চয়ই বান্দাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ফরয কাজ (হজ) আমার পিতার ওপর এমন বৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হয়েছে যে, তিনি সওয়ারির ওপর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারেন না। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ আদায় করব?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ।" অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথার স্বীকৃতি দিলেন। এই স্বীকৃতি প্রদানের কারণ হলো, সেই নারী বিষয়টিকে 'ফরয' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন যদিও তার পিতা শারীরিকভাবে অক্ষম ছিলেন, কিন্তু তিনি আর্থিকভাবে সক্ষম ছিলেন। তাই নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম বললেন: "তুমি তার পক্ষ থেকে হজ সম্পাদন করো!" এই পাঁচটি স্তম্ভ হলো ইসলামের রুকন: এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রমজান মাসের সিয়াম পালন করা এবং আল্লাহর পবিত্র ঘরের হজ সম্পাদন করা। যখন জিবরাঈল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে সংবাদ দিলেন, তখন তিনি তাকে বললেন: "আপনি সত্য বলেছেন।" উমর (রা.) বললেন: "আমরা তাঁর কাণ্ড দেখে অবাক হলাম যে, তিনি তাঁকে প্রশ্ন করছেন আবার তাঁর বক্তব্যের সত্যতাও প্রতিপাদন করছেন; কারণ যে ব্যক্তি কারও কথার সত্যতা স্বীকার করে, তার অর্থ হলো এ বিষয়ে তার পূর্বজ্ঞান রয়েছে। তাই আমরা বিস্ময়বোধ করলাম যে, কীভাবে তিনি তাঁকে প্রশ্ন করছেন এবং পরক্ষণেই বলছেন যে আপনি সত্য বলেছেন। আর প্রশ্নকারী যখন..."

أَجِيبَ يَقُولُ فَهَيْتَ، لَا يَقُولُ صَدَقْتَ، لَكِنْ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ هَذَا، وَلِهَذَا قَالَ: ((صَدَقْتَ)). وَقَوْلُهُ: ((اخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ)) الْإِيمَانُ مَحَلُّهُ الْقَلْبُ، الْإِسْلَامُ مَحَلُّهُ الْجَوَارِحُ وَلِهَذَا نَقُولُ: الْإِسْلَامُ عَمَلٌ ظَاهِرِي وَالْإِيمَانُ أَمْرٌ بَاطِنِي، فَهُوَ فِي الْقَلْبِ.

فَالْإِيمَانُ: هُوَ اعْتِقَادُ الْإِنْسَانِ لِلشَّيْءِ اعْتِقَادًا جَازِمًا بِهِ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الشَّكُّ وَلَا الْإِحْتِمَالُ، بَلْ يُؤْمِنُ بِهِ كَمَا يُؤْمِنُ بِالشَّمْسِ فِي رَابِعَةِ النَّهَارِ لَا يَطْرُقُ فِيهِ، فَهُوَ إِقْرَارٌ جَازِمٌ لَا يَلْحَقُهُ شَكٌّ بِوَجوبِ لِقَبُولِ مَا جَاءَ فِي شَرَعِ اللَّهِ، وَالْإِذْعَانُ لَهُ إِذْعَانًا تَامًا. فَقَالَ لَهُ: ((الْإِيمَانُ أَنْ تَوْمِنَ بِاللَّهِ) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) (البقرة: من الآية 185)، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكِتَابِهِ، وَرَسُولِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتَوْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ)) هَذِهِ سِتَّةُ أَرْكَانٍ هِيَ أَرْكَانُ الْإِيمَانِ: قَوْلُهُ: ((أَنْ تَوْمِنَ بِاللَّهِ)): أَيُ: تَوْمِنُ بَأَنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ مَوْجُودٌ، حَيٌّ، عَلِيمٌ، قَادِرٌ، أَنَّهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَبُّ الْعَالَمِينَ، لَا رَبَّ سِوَاهُ، وَأَنْ لَهُ الْمُلْكُ الْمَطْلُوقُ، وَلَهُ الْحَمْدُ الْمَطْلُوقُ، وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، وَأَنَّهُ سَبْحَانَهُ هُوَ الْمُسْتَحَقُّ لِلْعِبَادَةِ لَا يَسْتَحِقُّهَا أَحَدٌ سِوَاهُ، سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ التَّكْلَانِ، وَمِنْهُ النُّصْرُ وَالتَّوْفِيقُ، وَأَنَّهُ مُتَصِفٌ بِكُلِّ صِفَاتِ الْكَمَالِ عَلَى وَجْهِ لَا يِمَازِلُ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ، لِأَنَّهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) (الشورى: من الآية 11) إِذَا تَوْمِنَ بِوُجُودِ اللَّهِ، وَبِرَبُوبِيَّتِهِ، وَأَلُوْهِيَّتِهِ، وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، لَا بَدَ

উত্তরদাতা বলবে "আমি বুঝেছি", সে "আপনি সত্য বলেছেন" বলবে না। কিন্তু জিবরীল (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর এ বিষয়ে জ্ঞান ছিল, তাই তিনি বলেছিলেন: "আপনি সত্য বলেছেন"। এবং তাঁর কথা: "আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন"। ঈমানের স্থান হলো অন্তর, আর ইসলামের স্থান হলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এই কারণে আমরা বলি: ইসলাম হলো বাহ্যিক আমল এবং ঈমান হলো অভ্যন্তরীণ বিষয়, যা অন্তরে থাকে।

সুতরাং ঈমান হলো: কোনো বিষয়ের প্রতি মানুষের এমন দৃঢ় বিশ্বাস যাতে কোনো প্রকার সন্দেহ বা সংশয়ের অবকাশ থাকে না; বরং সে তাতে এমনভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে যেভাবে সে মধ্যদিনের প্রখর সূর্যের প্রতি বিশ্বাস রাখে যার ব্যাপারে কোনো সংশয় থাকে না। সুতরাং

এটি এমন এক দৃঢ় স্বীকৃতি যাতে কোনো সন্দেহ স্পর্শ করে না, যা আল্লাহর শরীয়তে যা এসেছে তা গ্রহণ করা এবং তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশের দাবি রাখে। অতঃপর তিনি তাকে বললেন: "ঈমান হলো এই যে, তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে আল্লাহর প্রতি (রমজান মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে) (আল-বাকারা: ১৮৫ এর অংশ), তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, পরকাল এবং ভাগ্যের ভালো ও মন্দের প্রতি।" এই ছয়টি বিষয়ই হলো ঈমানের রুকন বা মূল স্তম্ভ। তাঁর কথা: "আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে": অর্থাৎ, তুমি বিশ্বাস করবে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বিদ্যমান, চিরঞ্জীব, সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান এবং তিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক, তিনি ছাড়া অন্য কোনো প্রতিপালক নেই। নিশ্চয়ই সার্বভৌম রাজত্ব তাঁরই এবং সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য, সকল বিষয় তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য, তিনি ব্যতীত আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। তিনিই সেই সত্তা যার ওপর ভরসা করা হয় এবং তাঁর পক্ষ থেকেই সাহায্য ও তাওফীক আসে। তিনি সমস্ত পূর্ণতার গুণে গুণান্বিত এমনভাবে যা সৃষ্টির গুণাবলির সদৃশ নয়, কারণ তিনি সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন: (তাঁর সদৃশ কোনো কিছুই নেই) (আশ-শূরা: ১১ এর অংশ)। অতএব, আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর রুবুবিয়াহ (প্রভুত্ব), উলুহিয়াহ (উপাস্যত্ব) এবং তাঁর নাম ও গুণাবলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য।

(ص: 433) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

من هذا، فمن أنكر وجود الله فهو كافر، - العيادة بالله-
مخلد في النار، ومن تردد في ذلك أو شك فهو كافر، لأنه لا بد في الإيمان من الجزم
بأن الله حي، عليم، قادر، موجود. ومن شك في ربو بيته فإنه كافر. ومن أشرك معه
أحد في ربو بيته فهو كافر، ومن قال أن الأولياء يدبرون الكون ولهم تصرف في
الكون ودعاهم واستغاث بهم وانتصر بهم فإنه كافر والعياذ بالله، لأنه لم يؤمن
بالله. ومن صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فهو كافر، لأنه لم يؤمن بأنفراده

بِالْأُلُوهِيَّةِ. فَمَنْ سَجَدَ لِلشَّمْسِ أَوْ الْقَمَرِ، أَوْ لِلشَّجَرِ، أَوْ لِلنَّهْرِ، أَوْ لِلْبَحْرِ، أَوْ لِلْجِبَالِ، أَوْ لِلْمَلِكِ، أَوْ لِنَبِيِّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، أَوْ لَوَلِيٍّ مِنَ الْأَوَّلِيَاءِ، فَهُوَ كَافِرٌ كَفَرًا مَخْرَجًا عَنِ الْمِلَّةِ. لِأَنَّهُ أَشْرَكَ بِاللَّهِ مَعَهُ غَيْرَهُ. وَكَذَلِكَ مَنْ أَنْكَرَ عَلَى وَجْهِ التَّكْذِيبِ شَيْئًا مِمَّا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ، لِأَنَّهُ مَكْذُوبٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَإِذَا أَنْكَرَ صِفَةً مِنَ صِفَاتِ اللَّهِ عَلَى وَجْهِ التَّكْذِيبِ فَهُوَ كَافِرٌ، لِتَكْذِيبِهِ لِمَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. فَإِذَا قَالَ مِثْلًا: أَنْ اللَّهَ لَمْ يَسْتَوْ عَلَى الْعَرْشِ وَلَا يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَهُوَ كَافِرٌ. وَإِذَا أَنْكَرَهَا عَلَى وَجْهِ التَّأْوِيلِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ: هَلْ تَأْوِيلُهُ سَائِغٌ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَحَلًّا لِلاِجْتِهَادِ أَوْ لَا، فَإِنْ كَانَ سَائِغًا فَإِنَّهُ لَا يَكْفُرُ، لَكِنَّهُ يَفْسُقُ، لَخُرُوجِهِ عَنْ مَنَهْجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. وَأَمَّا إِذَا كَانَ لَيْسَ لَهُ مَسْوُغٌ، فَإِنْ أَنْكَارَ التَّأْوِيلَ الَّذِي لَا مَسْوُغَ لَهُ

এই কারণে, যে ব্যক্তি আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে সে কাফের—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি—

সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে। আর যে ব্যক্তি এ বিষয়ে দ্বিধাবোধ বা সন্দেহ পোষণ করে সেও কাফের; কারণ ঈমানের ক্ষেত্রে আল্লাহ যে চিরঞ্জীব, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এবং বিদ্যমান—সে বিষয়ে সুনিশ্চিত বিশ্বাস থাকা অপরিহার্য। আর যে ব্যক্তি তাঁর রুবুবিয়াত (প্রভুত্ব)-এ সন্দেহ পোষণ করে, সে কাফের। যে ব্যক্তি তাঁর রুবুবিয়াতে অন্য কাউকে শরিক করে, সে কাফের। আর যে ব্যক্তি বলে যে, আওয়লিয়াগণ মহাবিশ্ব পরিচালনা করেন এবং মহাবিশ্বের ওপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং সে তাঁদের নিকট প্রার্থনা করে, তাঁদের নিকট সাহায্য চায় এবং তাঁদের মাধ্যমে বিজয় কামনা করে, তবে সে কাফের—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি—

কেননা সে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেনি। যে ব্যক্তি ইবাদতের কোনো প্রকার আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে সে কাফের, কারণ সে আল্লাহর নিরঙ্কুশ উলুহিয়াত (উপাস্য হওয়ার একচ্ছত্র অধিকার)-এ বিশ্বাস স্থাপন করেনি। সুতরাং যে ব্যক্তি সূর্য, চন্দ্র, বৃক্ষ, নদী, সমুদ্র, পাহাড়, ফেরেশতা অথবা কোনো নবী কিংবা কোনো ওলি-কে সিজদা করবে, সে এমন কুফুরিতে লিপ্ত হলো যা তাকে মিল্লাত (ইসলামের গণ্ডি) থেকে বহিষ্কার করে দেয়; কেননা সে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করেছে। তদ্রূপ, যে ব্যক্তি অস্বীকার করার ছলে আল্লাহ তাআলা

নিজের জন্য যা বর্ণনা করেছেন তার কোনো কিছু অস্বীকার করে, সে কাফের; কারণ সে আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। অতএব, যখন সে অস্বীকারের মাধ্যমে আল্লাহর কোনো গুণাবলি (সিফাত) অস্বীকার করে তখন সে কাফের, যেহেতু সে কিতাব ও সুন্নাহর যা এসেছে তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। যেমন সে যদি বলে: আল্লাহ আরশের ওপর সমাসীন হননি কিংবা তিনি দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন না, তবে সে কাফের। আর যদি সে ব্যাখ্যার (তাবিল) মাধ্যমে তা অস্বীকার করে, তবে লক্ষ্য করতে হবে: তার সেই ব্যাখ্যা কি গ্রহণযোগ্য এবং ইজতিহাদের অবকাশ রাখে কি না? যদি তা গ্রহণযোগ্য হয়, তবে সে কাফের হবে না, তবে ফাসেক হবে; যেহেতু সে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মানহাজ

থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আর যদি তার কোনো গ্রহণযোগ্য কারণ না থাকে, তবে গ্রহণযোগ্যতাহীন ব্যাখ্যার মাধ্যমে এই অস্বীকার করা...

(ص: 434) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

كَانْكَارِ التَّكْذِيبِ، فَيَكُونُ أَيْضًا كَافِرًا- وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ- . وَإِذَا آمَنْتَ بِاللَّهِ عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ، فَإِنَّكَ سَوْفَ تَقُومُ بِطَاعَتِهِ مِمَثْلًا أَمْرَهُ مُجْتَنِبًا نَهْيَهُ، لِأَنَّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ، لَا يَدَّ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ تَعْظِيمُ اللَّهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَلَا يَدَّ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ مَحَبَّةُ اللَّهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ حُبًّا مُطْلَقًا لَا يَسَاوِيهِ أَيْ حُبًّا، وَإِذَا عَظَّمَ تَعْظِيمًا مُطْلَقًا لَا يَسَاوِيهِ أَيْ تَعْظِيمًا، فَإِنَّهُ بِذَلِكَ يَقُومُ بِأَمْرِ اللَّهِ وَيَنْتَهِي عَمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. كَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْكَ مِنْ جُمْلَةِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ أَنْ تَوْمِنَ بِأَنَّ اللَّهَ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، عَلَى عَرْشِهِ اسْتَوَى، وَالْعَرْشُ فَوْقَ الْمَخْلُوقَاتِ كُلِّهَا، وَهُوَ اعْظَمُ الْمَخْلُوقَاتِ الَّتِي نَعْلَمُهَا، لِأَنَّهُ جَاءَ فِي الْأَثَرِ: ((أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِيَّينَ السَّبْعَ بِالنِّسْبَةِ لِلْكَرْسِيِّ كَحَلْقَةِ الْقَيْتِ فِي فَلَائِةٍ مِنَ الْأَرْضِ)) السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ عَلَى سَعْتِهَا وَالْأَرْضِيَّينَ السَّبْعَ

بالنسبة للكرسي كحلقة بالنسبة للأرض. الق حلقة من حلق المغفر في فلاة من الأرض وانظر نسبة هذه الحلقة بالنسبة للفلاة ماذا تكون؟ لا شيء! وهذه الحلقة بالنسبة للفلاة؟ ليست بشيء. وفي بقية الأثر: ((وان فضل العرش علي الكرسي كفضل الفلاة علي هذه الحلقة)). إذا الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة أقيت في فلاة من الأرض. فأنظر

যেমন মিথ্যারোপ করার বিষয়টি অস্বীকার করা, এমতাবস্থায় সে ব্যক্তিও কাফির হয়ে যাবে— আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর যদি আপনি সঠিক পদ্ধতিতে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করেন, তবে অবশ্যই আপনি তাঁর নির্দেশসমূহ পালন এবং নিষেধসমূহ বর্জনের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্যে রত হবেন। কেননা, যে ব্যক্তি সঠিক পন্থায় আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, তার হৃদয়ে অনিবার্যভাবে আল্লাহর নিরঙ্কুশ মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রোথিত হবে এবং অনিবার্যভাবেই তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি পরম ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। সুতরাং যখন সে আল্লাহকে এমন নিরঙ্কুশভাবে ভালোবাসবে যার সমতুল্য অন্য কোনো ভালোবাসা নেই, এবং যখন সে তাঁকে এমন পরমভাবে মহিমান্বিত করবে যার সমকক্ষ অন্য কোনো সম্মান নেই, তখন সে এর মাধ্যমেই আল্লাহর আদেশসমূহ পালন করবে এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকবে। অনুরূপভাবে, আল্লাহর প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে আপনার জন্য এটি বিশ্বাস করা আবশ্যিক যে, আল্লাহ সবকিছুর উর্ধ্বে, তিনি তাঁর আরশের ওপর সমাসীন হয়েছেন। আর আরশ হলো সমস্ত সৃষ্টির উর্ধ্বে এবং আমাদের জানা সকল সৃষ্টির মধ্যে এটিই সর্ববৃহৎ। কারণ বর্ণিত হয়েছে যে: "কুরসির তুলনায় সাত আকাশ ও সাত জমিনের দৃষ্টান্ত হলো বিশাল এক মরুভূমিতে নিক্ষিপ্ত একটি আংটির ন্যায়।" সাত আকাশ তার বিশালতা সত্ত্বেও এবং সাত জমিন—কুরসির তুলনায় পৃথিবীর বুকে একটি আংটির সমতুল্য। আপনি একটি লৌহবর্মের আংটি বিশাল এক প্রান্তরে নিক্ষেপ করুন এবং দেখুন সেই প্রান্তরের তুলনায় আংটিটির অনুপাত কতটুকু? কিছুই নয়! আর প্রান্তরের তুলনায় আংটিটি কি কোনো ধর্তব্যের বিষয়? মোটেও না। বর্ণনার অবশিষ্টাংশে রয়েছে: "আর কুরসির ওপর আরশের শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক তেমনই, যেমন এই আংটির ওপর বিশাল মরুপ্রান্তরের শ্রেষ্ঠত্ব।" সুতরাং আরশের তুলনায় কুরসি হলো বিশাল এক মরুভূমিতে পড়ে থাকা একটি আংটির মতো। অতএব লক্ষ্য করুন—

إلى عظم هذا العرش، ولهذا وصفه الله بالعظيم، كما قال: (رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) (التوبة: من الآية 129)، وقال: (ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ) (البروج: 15)، فوصفه الله بالمجد والعظمة، وكذلك بالكرم. فهذا العرش استوي الله تعالى فوقه، فالله فوق العرش، والعرش فوق جميع المخلوقات، والكرسي وهو صغير بالنسبة للعرش وسع السماوات والأرض، كما قال تعالى: (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ) (البقرة: من الآية 255)، فيجب عليك أن تؤمن بأن الله تعالى فوق كل شيء، وإن جميع الأشياء ليست بالنسبة إلى الله شيئاً، فالله تعالى اعظم وأجل من أن يحيط به العقل أو الفكر، بل حتى البصر إذا رآه الله وسبحانه وتعالى يراه المؤمنون في الجنة لا يمكن أن يدركوه أو يحيطوا به، كما قال الله: (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ) (الأنعام: من الآية 103)، فشان الله اعظم شان وأجل شان، فلا بد أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى علي هذا الوجه العظيم حتى يوجب لك أن تعبده حق عبادته. ومن الإيمان بالله: أن تؤمن بأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علماً، وأنه يعلم خائنه الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض من قليل وكثير، وجليل ودقيق (إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ) (آل عمران: 5). ولك1 لك تؤمن بأن الله تعالى علي كل شيء قدير، وأنه إذا أراد شيئاً إنما يقول له كن فيكون، مهما كان هذا الأمر. وانظر إلى بعث الناس وخلق الناس، الناس ملايين لا يحصيهم إلا الله عز وجل وقد قال الله

এই আরশের বিশালত্বের কারণে আল্লাহ একে 'মহান' হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যেমনটি তিনি বলেছেন: (তিনি মহান আরশের রব) (আত-তাওবাহ: ১২৯ নং আয়াতাতাংশ), এবং তিনি বলেছেন: (মর্যাদাপূর্ণ আরশের অধিপতি) (আল-বুরূজ: ১৫)। আল্লাহ একে মর্যাদা, মহিমা এবং সেইসাথে মহত্বের গুণাবলীতে গুণান্বিত করেছেন। এই আরশের উপরেই আল্লাহ তাআলা

সমাসীন (ইস্তিওয়া) হয়েছেন; সুতরাং আল্লাহ আরশের উপরে এবং আরশ সকল সৃষ্টির উপরে অবস্থিত। আর কুরসি—যা আরশের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র—তা আসমান ও জমিন পরিবেষ্টন করে আছে, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: (তাঁর কুরসি আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টন করে আছে) (আল-বাকারাহ: ২৫৫ নং আয়াতাতংশ)। তাই আপনার জন্য এটি বিশ্বাস করা আবশ্যিক যে, আল্লাহ তাআলা সবকিছুর ঊর্ধ্বে এবং আল্লাহর তুলনায় কোনো কিছুই কোনো ধর্তব্যের বিষয় নয়। আল্লাহ তাআলা এতই মহান ও মহিমাম্বিত যে কোনো বুদ্ধি বা চিন্তা তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না; এমনকি জান্নাতে মুমিনগণ যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে দেখবেন, তখনও তাঁরা তাঁকে দৃষ্টির মাধ্যমে পরিবেষ্টন করতে পারবেন না। যেমনটি আল্লাহ বলেছেন: (দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না, অথচ তিনি সকল দৃষ্টিকে আয়ত্ত করেন) (আল-আনআম: ১০৩ নং আয়াতাতংশ)। আল্লাহর শান বা মর্যাদা অতি মহান ও অতি মহিমাম্বিত। সুতরাং আপনাকে অবশ্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি এভাবে ঈমান আনতে হবে যাতে এটি আপনাকে তাঁর যথাযথ ইবাদত করতে উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহর প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হলো এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর জ্ঞান দ্বারা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন, এবং তিনি চোখের খিয়ানত এবং অন্তরের লুকায়িত বিষয় সম্পর্কেও সম্যক অবগত। আসমান ও জমিনের সামান্য কিংবা অধিক, তুচ্ছ কিংবা গুরুত্বপূর্ণ—সবকিছুই তিনি জানেন: (নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট আসমান ও জমিনের কোনো কিছুই গোপন নয়) (আল-ইমরান: ৫)। অনুরূপভাবে আপনি বিশ্বাস করবেন যে, আল্লাহ তাআলা সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তিনি যখন কোনো কিছু করার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি শুধু বলেন ‘হও’, ফলে তা হয়ে যায়—বিষয়টি যাই হোক না কেন। মানুষের পুনরুত্থান এবং সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য করুন; অগণিত মানুষ যাদের সংখ্যা আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা ছাড়া আর কেউ জানে না—এবং আল্লাহ বলেছেন...

(ص: 436) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

تعالى: (مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْثُبُكُمْ إِلَّا كَنُفُسٍ وَاحِدَةٍ) (لقمان: من الآية 28) ، كل
الخلائق خلقهم وبعثهم كنفس واحدة. وقال الله عز وجل في البعث: (فَأَنبَأَ هِيَ

زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ (فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ) (النَّازِعَات: 14, 13) , وتري شيئاً من آيات الله في حياتك اليومية، فإن الإنسان إذا نام فقد توفاه الله، كما قال الله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ) (الأنعام: من الآية 60) ، لكنها ليست وفاة تامة تفارق فيه الروح الجسد مفارقة تامة، لكن مفارقة لها نوع اتصال بالبدن، ثم يبعث الله النائم من نومه فيحس بأنه قد حي حياة جديدة، وكان اثر هذا يظهر قبل أن توجد هذه الأنوار الكهربائية، لما كان الناس إذا

غشيهـم الليل أحسوا بالظلمة وأحسوا بالوحشة وأحسوا بالسكون، فإذا انبلج الصبح أحسوا بالأسفار، والنور والانشراح، فيجدون لذة لأدبار الليل وإقبال النهار. أما اليوم فقد أصبحت الليالي كأنها النهار، فلا نجد اللذة التي كنا نجدها من قبل، ولكن مع ذلك يحس الإنسان بأنه إذا استيقظ من نومه فكأنما استيقظ إلى حياة جديدة، وهذه من رحمة الله وحكمته. وكذلك نؤمن بأن الله سميع بصير، يسمع كل ما نقول وان كان خفياً، قال الله تبارك وتعالى: (أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ) (الزخرف: 80) ، وقال الله عز وجل: (يَعْلَمُ السِّرَّ وَالْخُفَى) (طه: من الآية 7) ، أي: اخفي من السر، وهو ما يكنه الإنسان في نفسه، كما قال الله تعالى: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ) (ق: من الآية 16) ، أي: ما تحدث به

মহান আল্লাহ বলেন: (তোমাদের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান কেবল একটি প্রাণের ন্যায়)। (সূরা লোকমান: আয়াত ২৮ এর অংশ)। সকল মাখলুকাতের সৃষ্টি ও তাদের পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণের সৃষ্টির ন্যায়। পুনরুত্থান সম্পর্কে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেন: (তা তো কেবল একটি বিকট শব্দ মাত্র, অমনি তারা এক উন্মুক্ত প্রান্তরে উপস্থিত হবে)। (সূরা আন-নাযিয়াত: ১৩, ১৪)। আপনি আপনার প্রাত্যহিক জীবনে আল্লাহর নিদর্শনাদির কিছু নমুনা দেখতে পান; কেননা মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ তার মৃত্যু ঘটান, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: (আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি রাতে তোমাদের মৃত্যু ঘটান)। (সূরা আল-আন'আম: আয়াত ৬০ এর অংশ)। তবে এটি এমন পূর্ণাঙ্গ মৃত্যু নয় যাতে রূহ শরীর থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়,

বরং এটি এমন এক বিচ্ছেদ যার সাথে শরীরের এক প্রকার সম্পর্ক থাকে। অতঃপর আল্লাহ ঘুমন্ত ব্যক্তিকে তার নিদ্রা হতে জাগ্রত করেন, ফলে সে অনুভব করে যে সে এক নতুন জীবন লাভ করেছে। এই বৈদ্যুতিক আলোগুলো আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হতো; যখন মানুষের ওপর যখন

রাত আচ্ছন্ন হতো, তখন তারা অন্ধকার, নির্জনতা ও নিস্তব্ধতা অনুভব করত। অতঃপর যখন সকাল উদ্ভাসিত হতো, তারা দিনের আলো, উজ্জ্বলতা ও প্রশান্তি অনুভব করত; ফলে তারা রাতের বিদায় ও দিনের আগমনে এক প্রকার তৃপ্তি লাভ করত। কিন্তু বর্তমানে রাতগুলো যেন দিনে পরিণত হয়েছে, ফলে আমরা ইতিপূর্বে যে স্বাদ পেতাম তা আর পাই না। তবে তা সত্ত্বেও মানুষ অনুভব করে যে, যখন সে ঘুম থেকে জাগে, তখন যেন সে এক নতুন জীবনে পদার্পণ করে; আর এটি আল্লাহর রহমত ও হিকমতের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা; আমরা যা বলি তিনি তা শ্রবণ করেন, যদিও তা অত্যন্ত গোপন হয়। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন: (তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন কথা ও তাদের কানাকানি শুনি না? অবশ্যই শুনি, আর আমার ফেরেশতারা তাদের নিকট উপস্থিত থেকে সবকিছু লিখে রাখে)। (সূরা আয-যুখরুফ: ৮০)। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা আরও বলেন: (তিনি গোপন ও অতি গোপন বিষয়ও জানেন)। (সূরা ত্বহা: আয়াত ৭ এর অংশ)। অর্থাৎ যা গোপনের চেয়েও গোপনতর, আর তা হলো মানুষ তার নিজের মনে যা লুকিয়ে রাখে। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: (আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার মন তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি)। (সূরা ক্বাফ: আয়াত ১৬ এর অংশ)। অর্থাৎ তার মনে যে কথার উদয় হয়।

(ص: 437) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

نفسه يعلمه الله وان كان لم يظهر للعباد. وهو عز وجل بصير، يبصر ديب النمل
الأسود علي الصخرة السوداء في ظلمة الليل، لا يخفي عليه. فإذا آمنت بعلم الله،

وقدّرتّه، وسبّعه، وبصره، أوجب لك ذلك تراعي ربك_ عز وجل_ وان لا تسبّعه إلا ما يرضي

به، وان لا تفعل إلا ما يرضي به، لأنك إن تكلمت سبّعتك، وان فعلت أراك الله، فأنت تخشى ربك، وتخاف من ربك إن يراك حيث نهاك، أو يفقدك حيث أمرك، وكذلك تخشى من ربك إن تسبّعه ما لا يرضاه، وان تسكت عما أمرك به، كذلك إذا آمنت بتمام قدرة الله فأنك تسأله كل ما تريده مما لا يكون فيه اعتداء في الدعاء. ولا تقل إن هذا بعيد، وان هذا شيء لا يمكن! كل شيء ممكن علي قدرة الله. فهذا هو موسى_ عليه الصلاة والسلام_ لما وصل إلى البحر الأحمر هارباً من فرعون وقومه، أمره الله إن يضرب البحر بعصاه، فضربه، فأنفلق اثني عشر طريقاً، كان الماء بين هذه الطرق كالجبال. وفي لحظة يبس البحر وصار يشون عليه كأنما يشون علي صحراء لم يصبها الماء أبداً بقدرة الله سبحانه وتعالى. ويذكر إن سعد بن أبي وقاص_ رضي الله عنه_ لما كان يفتح بلاد فارس ووصل إلى دجلة_ النهر المعروف في العراق_ عبر الفرس النهر مشرقين وكسروا الجسور واغرقوا السفن لئلا يعبر إليهم المسلمون، فاستشار_ رضي الله عنه_ الصحابة، وفي النهاية قرروا إن يعبروا النهر، فعبروا النهر

সৃষ্টিজীবের নিকট প্রকাশ না পেলেও আল্লাহ তা জানেন যা একজন ব্যক্তি নিজের অন্তরে গোপন রাখে। মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা; তিনি ঘোর অন্ধকার রাতে কালো পাথরের ওপর দিয়ে কালো পিঁপড়ার হেঁটে চলা প্রত্যক্ষ করেন, যা তাঁর নিকট গোপন থাকে না। যখন আপনি আল্লাহর জ্ঞান, ক্ষমতা, শ্রবণ ও দর্শনের ওপর ঈমান আনবেন, তখন তা আপনার জন্য আপনার রবের প্রতি এই সচেতনতা আবশ্যক করে তুলবে যে, আপনি তাঁকে এমন কিছু শোনাবেন না যা ব্যতীত তিনি সন্তুষ্ট হন না

তার মাধ্যমে, এবং এমন কিছু করবেন না যা ব্যতীত তিনি সন্তুষ্ট হন না। কেননা, আপনি কথা বললে তিনি তা শোনে এবং আপনি কোনো কাজ করলে আল্লাহ আপনাকে দেখেন। অতএব, আপনি আপনার রবকে ভয় করুন এবং এই আশঙ্কা পোষণ করুন যে, তিনি যেন আপনাকে

এমন কোনো অবস্থায় না দেখেন যা তিনি নিষিদ্ধ করেছেন, অথবা এমন কোনো স্থানে আপনাকে অনুপস্থিত না পান যেখানে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তদ্রূপ আপনি আপনার রবের ব্যাপারে এই ভয় রাখুন যে, আপনি তাঁকে এমন কিছু শোনাবেন না যা তাঁর নিকট অপছন্দনীয় অথবা তিনি যা বলার নির্দেশ দিয়েছেন সে বিষয়ে আপনি নীরব থাকবেন। একইভাবে, যখন আপনি আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতার ওপর ঈমান আনবেন, তখন আপনি আপনার কাক্ষিত সবকিছুই তাঁর কাছে প্রার্থনা করবেন, যতক্ষণ না সেই দোয়ায় কোনো সীমালঙ্ঘন থাকে। আপনি কখনো বলবেন না যে, 'এটি অনেক সুদূরপরাহত' অথবা 'এটি অসম্ভব'! আল্লাহর কুদরতের কাছে সবকিছুই সম্ভব। এই তো মুসা (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)—যখন তিনি ফেরাউন ও তার দলবল থেকে পলায়ন করে লোহিত সাগরের তীরে উপনীত হলেন, তখন আল্লাহ তাঁকে তাঁর লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত করার নির্দেশ দিলেন। তিনি আঘাত করলেন এবং সমুদ্র বারোটি পথে বিভক্ত হয়ে গেল; সেই পথগুলোর মধ্যবর্তী পানি পাহাড়ের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিল। মুহূর্তের মধ্যে সমুদ্রের তলদেশ শুকিয়ে গেল এবং তাঁরা তার ওপর দিয়ে এমনভাবে চলতে লাগলেন যেন কোনো এক মরুভূমির ওপর দিয়ে হাঁটছেন যা কখনো পানি স্পর্শ করেনি—আর এটি মহান আল্লাহ সুবহানাল্ ওয়া তাআলার কুদরতেরই নিদর্শন। বর্ণিত আছে যে, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন পারস্য বিজয় করছিলেন এবং দজলা (টাইগ্রিস) নদীর—যা ইরাকের একটি সুপরিচিত নদী—তীরে পৌঁছালেন, তখন পারসিকরা পূর্ব দিকে নদী পার হয়ে গিয়ে সেতুগুলো ধ্বংস করে দিল এবং নৌকাগুলো ডুবিয়ে দিল যাতে মুসলমানরা তাদের নিকট পৌঁছাতে না পারে। এমতাবস্থায় তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করলেন এবং পরিশেষে তাঁরা নদী পার হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, অতঃপর তাঁরা নদীটি পার হলেন।

(ص: 438) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

يَمشون علي سطح الماء بخيلهم وابلهم ورجلهم لم يمسهم سوء! فمن الذي امسك
هذا النهر حتى صار كالصفاء، كالحجر يسير

عليه الجند من غير إن يغرقوا؟ انه هو الله _ عز وجل _ الذي علي كل شئ قدير .
 وكذلك جري للعلاء بن الحضرمي _ رضي الله عنه _ حينما غزا البحرين واعترض
 لهم البحر، دعا الله _ سبحانه وتعالى _ فعبروا علي سطح الماء من غير أن يمسهم
 سوء . وآيات الله كثيرة، فكل ما اخبره الله به في كتابه أو اخبر به رسوله _ عليه
 الصلاة والسلام _ أو شاهده الناس من خوارق العادات فان الإيمان به من الإيمان
 بالله، لأنه إيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى . ومن الإيمان بالله _ سبحانه وتعالى _ إن
 تعلم انه يراك، فان لم تكن تراه فانه يراك، إن تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن
 تراه فانه يراك . وهذه مسالة يغفل عنها كثير من الناس، تجده يتعبد لله وكان
 العبادة أمر عادي يفعله علي سبيل العادة، لا يفعلها كأنه يشاهد ربه عز وجل، وهذا
 نقص في الإيمان ونقص في العمل . ومن الإيمان بالله: إن تؤمن بأن الحكم لله العلي
 الكبير! الحكم الكوني والشرعي كله لله لا حاكم إلا الله _ سبحانه وتعالى _ وبيده كل
 شئ، كما قال الله تعالى: (قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ
 مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ
 بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (آل عمران: 26) . فكم من ملك سلب ملكه
 بين عشية وضحاها، وكم من إنسان عادي

তারা তাদের ঘোড়া, উট এবং পদাতিক বাহিনী নিয়ে পানির ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, অথচ
 তাদের কোনো অনিষ্ট স্পর্শ করেনি! তবে কে এই নদীকে এমনভাবে ধরে রেখেছিলেন যাতে
 তা কাঁচের মতো স্বচ্ছ ও পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়, যার ওপর দিয়ে সৈন্যরা না ডুবেই
 চলতে পারে?

নিশ্চয়ই তিনি হলেন মহান আল্লাহ, যিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। অনুরূপ ঘটনা আলা বিন আল-
 হাদরামি (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ক্ষেত্রেও ঘটেছিল যখন তিনি বাহরাইন আক্রমণ করেন এবং
 সমুদ্র তাদের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তখন তিনি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন এবং
 তারা পানির ওপর দিয়ে কোনো প্রকার ক্ষতির শিকার না হয়েই পার হয়ে যান। আল্লাহর
 নিদর্শনাবলী অগণিত; সুতরাং আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা কিছু সংবাদ দিয়েছেন, কিংবা তাঁর

রাসূল (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) যা সংবাদ দিয়েছেন, অথবা মানুষ অলৌকিক ঘটনারূপে যা প্রত্যক্ষ করেছে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা মূলত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এটি মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাসের নামান্তর। আর মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানের অংশ হলো এটি জানা যে, তিনি আপনাকে দেখছেন; যদি আপনি তাকে দেখতে নাও পান, নিশ্চয়ই তিনি আপনাকে দেখছেন। আপনি আল্লাহর ইবাদত করবেন যেন আপনি তাকে দেখছেন, আর যদি তাকে দেখতে না পান তবে মনে রাখবেন যে তিনি আপনাকে দেখছেন। এটি এমন একটি বিষয় যা সম্পর্কে অনেক মানুষই উদাসীন। দেখা যায় যে, কেউ আল্লাহর ইবাদত করছে অথচ সেই ইবাদতটি যেন নিছক প্রথাগত কোনো অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে করা হচ্ছে; সে এমনভাবে ইবাদত করে না যেন সে তার মহান রবকে প্রত্যক্ষ করছে। আর এটি হচ্ছে ঈমান ও আমলের ত্রুটি। আর আল্লাহর প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হলো এই বিশ্বাস করা যে, সকল বিধান কেবল সুউচ্চ ও মহান আল্লাহর জন্যই! মহাজাগতিক এবং শরয়ি—সব বিধানই আল্লাহর; মহান আল্লাহ ব্যতীত কোনো বিধানদাতা নেই এবং সব কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। যেমনটি আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "বলুন, হে আল্লাহ! আপনিই রাজত্বের মালিক। আপনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন। আপনি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন। আপনার হাতেই সকল কল্যাণ। নিশ্চয়ই আপনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।" (সূরা আল-ইমরান: ২৬)

কত রাজা রয়েছে যাদের রাজত্ব রাতারাতি কেড়ে নেওয়া হয়েছে, আবার কত সাধারণ মানুষ...

(ص: 439) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

صار ملكا بين عشية وضحاها، لان الأمر بيد الله. وكم من إنسان عزيز يري انه غالب لكل أحد، فيكون أذل عباد الله بين عشية وضحاها! وما من إنسان ذليل يكون عزيزا بين عشية وضحاها، لان الملك والحكم لله سبحانه وتعالى. وكذلك الحكم الشرعي لله، ليس لاحد، فالله تعالى هو الذي يحلل ويحرم ويوجب، وليس

أحد من الخلق له الفصل في ذلك. فالإيجاب والتحليل والتحریم لله، ولهذا نهى الله عباده إن يصفوا شيئاً بالحلّال والحرام بدون إذن، فقال الله تبارك وتعالى: (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ) (مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (النحل: 116، 117). فالحاصل إن الإیمان بالله بآبه واسع جداً، ولو ذهب الإنسان يتكلم عليه لبقى أياماً كثيرة، ولكن الإشارة تغني عن طويل العبارة. وقوله صلي الله عليه وسلم: ((وملائكته)) : والملائكة: هم عالم غيبي، خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، وجعل لهم أعمالاً خاصة، كل منهم يعمل بآ أمره الله به، وقد قال الله في ملائكة النار: (عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) (التحریم: من الآية 6)، فهم ليس عندهم استكبار عن الأمر ولا عجز عنه، يفعلون ما أمروا به ويقدرّون عليه، بخلاف البشر، فالبشر قد يستكبرون عن الأمر، وقد يعجزون عنه، أما الملائكة فخلقوا لتنفيذ أمر الله، سواء في العبادات المتعلقة بهم أو في مصالح الخلق.

তিনি রাতারাতি রাজা হয়ে যান, কারণ সকল বিষয় আল্লাহর হাতে। কতই না সম্মানিত মানুষ রয়েছে যে নিজেকে সবার ওপর বিজয়ী মনে করে, অথচ সে রাতারাতি আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে লাঞ্ছিত হয়ে যায়! আবার কতই না হীন মানুষ রাতারাতি সম্মানিত হয়ে যায়, কারণ রাজত্ব ও কর্তৃত্ব একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার। অনুরূপভাবে শরয়ি বিধানও একমাত্র আল্লাহর জন্য, অন্য কারও জন্য নয়। আল্লাহ তাআলাই হালাল, হারাম এবং ওয়াজিব নির্ধারণ করেন; সৃষ্টির কারও এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ার অধিকার নেই। সুতরাং ওয়াজিব করা, হালাল করা এবং হারাম করার অধিকার আল্লাহর। একারণেই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো কিছুকে হালাল বা হারাম বলতে নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন: “তোমাদের জিহ্বা থেকে মিথ্যাচার প্রকাশ পায় এমন বিষয়ে তোমরা বলো না যে, এটি হালাল এবং এটি হারাম; আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করার জন্য। নিশ্চয় যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে তারা সফলকাম হবে না। (এটি তো) সামান্য সুখভোগ, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।” (আন-নাহল: ১১৬, ১১৭)। মোদাকথা হলো,

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার বিষয়টি অত্যন্ত বিস্তৃত। যদি কোনো মানুষ এ নিয়ে কথা বলতে শুরু করে তবে বহু দিন অতিবাহিত হবে, কিন্তু দীর্ঘ আলোচনার পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতই যথেষ্ট। এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী: “এবং তাঁর ফেরেশতাগণ”: ফেরেশতারা হলো এক অদৃশ্যের জগত। মহান আল্লাহ তাঁদেরকে সৃষ্টি করেছেন নূর (আলো) থেকে, এবং তাঁদের জন্য বিশেষ কিছু কাজ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকে আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী আমল করেন। আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের ফেরেশতাদের সম্পর্কে বলেন: “তার উপর নিয়োজিত রয়েছে কঠোর ও শক্তিশালী ফেরেশতাগণ, আল্লাহ তাঁদেরকে যা নির্দেশ দিয়েছেন তাঁরা তার অবাধ্যতা করেন না এবং তাঁরা তাই করেন যা তাঁদের আদেশ করা হয়।” (আত-তাহরীম: ৬-এর অংশবিশেষ)। সুতরাং তাঁদের মধ্যে আল্লাহর নির্দেশের প্রতি কোনো অহংকার নেই এবং তা পালনে কোনো অক্ষমতাও নেই। তাঁরা যা নির্দেশিত হন তাই করেন এবং তা পালন করার সামর্থ্যও রাখেন। পক্ষান্তরে মানুষের বিষয়টি ভিন্ন; মানুষ কখনো নির্দেশের প্রতি অহংকার করতে পারে, আবার কখনো তা পালনে অক্ষম হতে পারে। কিন্তু ফেরেশতাদের সৃষ্টিই করা হয়েছে আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নের জন্য—চাই তা তাঁদের ইবাদত সংশ্লিষ্ট হোক কিংবা সৃষ্টির কল্যাণ সংশ্লিষ্ট হোক।

(ص: 440) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

فمثلا جبريل عليه الصلاة والسلام_ اشرف الملائكة_ موكل بالوحي، ينزل به من الله علي رسله وأنبيائه، فهو موكل بإشراف شئ ينتفع به الخلق والعباد، وهو ذو قوة، أمين مطاع بين الملائكة، ولهذا كان اشرف الملائكة. كما إن محمد صلي الله عليه وسلم اشرف الرسل قال الله سبحانه وتعالى: (عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى) (ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى) (لنجم: 5، 6)، يعني علم النبي صلي الله عليه وسلم القرآن (شَدِيدُ الْقُوَى) أي ذو القوة الشديدة وهو جبريل، (ذُو مِرَّةٍ) أي ذو هيئة حسنة (فَاسْتَوَى) أي: كمل وعلا) وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْأَعْلَى). وقال عز وجل: (إِنَّهُ

لَقَوْلِ رَسُولٍ كَرِيمٍ (أي: جبريل) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (التكوير: 20، 21) ومن هؤلاء أيضاً من وكلوا بمصالح الخلق من جهة أخرى في حياة الأرض والنبات، مثل ميكائيل_ عليه الصلاة والسلام_ فان ميكائيل موكل بالقطر_ المطر_ والنبات، وفيهما حياة الأبدان، حياة الناس وحياة البهائم. فالأول جبريل موكل بها فيه حياة القلوب وهو الحي وميكائيل موكل بها فيه حياة الأبدان وهو القطر والنبات. ومنهم اسرافيل_ عليه الصلاة والسلام_ وهو أحد حملة العرش العظام، وهو موكل بالنفخ في الصور، وهو قرن عظيم دائرته ما بين السماء والأرض، ينفخ فيه اسرافيل. فان سمعه الناس سمعوا صوتاً لا عهد لكم به، صوتاً مزعجاً، فيفزعون ثم يصقعون، أي يموتون من شدة هذا الصوت، (ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ

উদাহরণস্বরূপ, জিবরীল (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)—যিনি ফেরেশতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—ওহীর দায়িত্বে নিয়োজিত। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূল ও নবীদের নিকট ওহী নিয়ে অবতরণ করেন। সুতরাং তিনি এমন একটি বিষয়ের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত যা দ্বারা সৃষ্টিজগত ও বান্দাগণ উপকৃত হয়। তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী, বিশ্বস্ত এবং ফেরেশতাদের মাঝে মান্যবর; আর এই কারণেই তিনি ফেরেশতাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ। যেমন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাসূলগণের মাঝে শ্রেষ্ঠ। মহান আল্লাহ বলেন: "তাকে শিক্ষা দান করে এক শক্তিশালী সত্তা, অত্যন্ত শক্তিধর, অতঃপর সে স্থির হলো" (সূরা আন-নাজম: ৫, ৬)। অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন 'শাদীদুল কুওয়া' তথা প্রচণ্ড শক্তিশালী এক সত্তা, আর তিনি হলেন জিবরীল। 'যু মিররাতিন' অর্থ সুন্দর অবয়বের অধিকারী। 'ফাসতাওয়া' অর্থ তিনি পূর্ণতা লাভ করলেন এবং উচ্চ আরোহণ করলেন (যখন সে ছিল উর্ধ্ব দিগন্তে)। আল্লাহ প্রতাপশালী আরও বলেন: "নিশ্চয় এটি এক সম্মানিত রাসূলের আনীত বাণী" অর্থাৎ জিবরীল। "যিনি শক্তিশালী, আরশের অধিপতির নিকট মর্যাদাশীল, সেখানে তিনি মান্যবর এবং বিশ্বাসভাজন" (সূরা আত-তাকভীর: ২০, ২১)। তাদের মধ্যে এমনও রয়েছেন যারা পৃথিবী ও উদ্ভিদের জীবনের প্রেক্ষিতে অন্য দিক থেকে সৃষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত, যেমন মিকাইল (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)। মিকাইল বৃষ্টির পানি ও উদ্ভিদের দায়িত্বে নিয়োজিত, আর এই দুটির মধ্যে রয়েছে দেহের জীবন—মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর জীবন। সুতরাং প্রথমজন জিবরীল এমন বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত যাতে

রয়েছে অন্তরের জীবন তথা ওহী, আর মিকাইল এমন বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত যাতে রয়েছে শরীরের জীবন তথা বৃষ্টি ও উদ্ভিদ। তাদের মধ্যে আরও রয়েছেন ইসরাফীল (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম), যিনি আরশ বহনকারী মহান ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি সূরে (শিঙায়) ফুৎকার দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত। এটি একটি বিশাল শিঙা যার পরিধি আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানের সমান, ইসরাফীল তাতে ফুঁ দেবেন। যখন মানুষ তা শুনবে, তারা এমন এক শব্দ শুনবে যা তারা কখনো শোনেনি—একটি প্রকম্পিত আওয়াজ। ফলে তারা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে, অতঃপর সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে, অর্থাৎ এই শব্দের তীব্রতায় তারা মৃত্যুবরণ করবে। (অতঃপর তাতে ফুঁ দেওয়া হলো...

(ম: 441) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (الزمر: من الآية 68) ، تتطأير الأرواح من هذا القرن، من هذا الصور، ثم ترجع كل روح إلى بدنھا الذي تعمره في الدنيا، لا تخطئه شعرة بأمر الله عز وجل. فكل هؤلاء الثلاثة موكلون بما فيه الحياة! فجبريل موكل بما فيه حياة القلوب، وميكائيل بما فيه حياة النبات والأرض، واسرافيل بما فيه حياة الأبدان. ولهذا كان النبي صلي الله عليه وسلم يثني علي الله بربو بيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة في افتتاح صلاة الليل، فكان يقول في افتتاح صلاة الليل بدل ((سبحانك اللهم وبحمدك)) ، يقول: ((اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك قيماً كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، انك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)). ومنهم من وكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت، وله أعوان يساعدونه علي ذلك، وينزلون بالكفن والحنوط للروح التي تخرج من الجسد إن كان من أهل الإيمان_ جعلنا الله منهم_ فأنهم ينزلون بكفن من

...অতঃপর দ্বিতীয়বার (ফুঁক দেওয়া হবে), তখন তারা দাঁড়িয়ে দেখতে থাকবে (সূরা আয-যুমার: ৬৮ নম্বর আয়াতের অংশ)। সেই শিংগা বা সুর থেকে রুহসমূহ উড়ে আসবে, অতঃপর প্রতিটি রুহ তার সেই দেহে ফিরে যাবে যাতে সে দুনিয়াতে বসবাস করত। আল্লাহর নির্দেশে এর চুল পরিমাণও এদিক-সেদিক হবে না। সুতরাং এই তিন ফেরেশতাই জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর নিয়োজিত। জিবরাঈল হৃদয়ের জীবনের (ওহী) সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিয়োজিত, মিকাইল উদ্ভিদ ও জমিনের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিয়োজিত এবং ইসরাফিল দেহের জীবনের

সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিয়োজিত। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতের সালাত শুরু করার সময় এই তিন ফেরেশতার প্রতিপালক হিসেবে আল্লাহর প্রশংসা করতেন। তিনি রাতের সালাত শুরুর প্রাক্কালে 'সুবহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বিহামদিকা'-এর পরিবর্তে বলতেন: "হে আল্লাহ! জিবরাঈল, মিকাইল ও ইসরাফিলের প্রতিপালক, আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, আপনিই আপনার বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন সেসব বিষয়ে যাতে তারা মতভেদ করত। সত্যের বিষয়ে যে মতভেদ তৈরি হয়েছে, আপনার অনুমতিক্রমে আমাকে তাতে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। নিশ্চয়ই আপনি যাকে ইচ্ছা সরল পথের দিকে পরিচালিত করেন।" আর তাদের মধ্যে কেউ রুহ কবজ করার দায়িত্বে নিয়োজিত, তিনি হলেন মালাকুল মাউত (মৃত্যুর ফেরেশতা)। তাঁর সাহায্যকারী ফেরেশতাগণ রয়েছেন যারা তাঁকে এ কাজে সহযোগিতা করেন। যখন কোনো দেহ থেকে রুহ নির্গত হয়, তখন তারা সেই রুহের জন্য কাফন ও সুগন্ধি নিয়ে নেমে আসেন। যদি সে মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়— আল্লাহ আমাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন—তবে তারা কাফন নিয়ে অবতরণ করেন...

(ص: 442) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الجنة وحنوط من الجنة، وان كانوا من أهل النيران نزلوا بحنوط من النار وكفن من النار، ثم يجلسون عند المحتضر الذي حضر أجله ويخرجون روحه حتى تبلغ الحلقوم، فإذا بلغت الحلقوم استلها ملك الموت ثم أعطاها إياها فوضعوها في الحنوط

والكفن، فالملائكة تكفن وتحنط الروح، والشر يكفنون ويحنطون البدن، فأنظر إلى عناية الله بالآدمي، ملائكة يكفنون روحه، وبشر يكفنون بدنه، ولهذا قال الله عز وجل: (حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ) (الأنعام: من الآية 61)، لا يفرطون في حفظها: ولا يفرطون فيها. وملك الموت أعطاه الله تعالى قدرة علي قبض الأرواح في مشارق الأرض ومغاربها، يقبضها ولو ماتوا في لحظة واحدة، لو فرض إن جماعة أصابهم حادث وماتوا في إن واحد، فإن ملك الموت يقبض أرواحهم في إن واحد. ولا تستغرب، لان الملائكة لا يقاسون بالبشر، لان الله أعطاهم قدرة عظيمة اشد من الجن. فالجن اقوي من البشر، والملائكة اقوي من الجن. وانظر إلى قصة سليمان_ عليه الصلاة والسلام_ حيث قال: (قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ عِفْرِيْتُ مِنَ الْجِنِّ) (النمل: من الآية 39) عفریت یعنی قوی شدید (أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ) (النمل: من الآية 39) وكان سليمان عادة يقوم من مقامه في ساعة معينة، ف (قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ

জান্নাত এবং জান্নাতের সুগন্ধি; আর যদি তারা জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তারা জাহান্নামের সুগন্ধি এবং জাহান্নামের কাফন নিয়ে অবতীর্ণ হয়। অতঃপর তারা সেই মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট উপবেশন করে যার অন্তিম সময় উপস্থিত হয়েছে এবং তারা তার রুহ বের করে আনে যতক্ষণ না তা কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অতঃপর যখন তা কণ্ঠনালীতে পৌঁছে, তখন মালাকুল মাউত (মৃত্যুদূত) তা বের করে নেন, এরপর তিনি তা তাদের (অন্য ফেরেশতাদের) হাতে সমর্পণ করেন এবং তারা তা সেই সুগন্ধি ও কাফনের মধ্যে রাখে। সুতরাং ফেরেশতাগণ রুহের কাফন ও সুগন্ধি প্রদানের কাজ করেন, আর মানুষ দেহের কাফন ও সুগন্ধি প্রদানের কাজ সম্পন্ন করে। অতএব, আদমসন্তানের প্রতি আল্লাহর বিশেষ যত্নের দিকে লক্ষ্য করুন; ফেরেশতাগণ তার রুহকে কাফন পরাচ্ছেন, আর মানুষ তার শরীরকে কাফন পরাচ্ছে। আর এ কারণেই আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা ইরশাদ করেছেন: (অবশেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন আমাদের প্রেরিত ফেরেশতারা তার জান কবজ করে

এবং তারা কোনো ত্রুটি করে না) (সূরা আল-আনআম: আয়াত ৬১-এর অংশ)। তারা রুহ সংরক্ষণে এবং এর রক্ষণাবেক্ষণে কোনো অবহেলা বা ত্রুটি করে না। আল্লাহ তাআলা মালাকুল মাউতকে পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের রুহ কবজ করার ক্ষমতা দান করেছেন; তারা একই মুহূর্তে মৃত্যুবরণ করলেও তিনি তা কবজ করতে পারেন। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, একদল লোক কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়ে একই সময়ে মারা গেল, তবে মালাকুল মাউত একই মুহূর্তে তাদের সকলের রুহ কবজ করবেন। আর এতে বিস্মিত হবেন না, কারণ ফেরেশতাদের মানুষের সাথে তুলনা করা চলে না; কেননা আল্লাহ তাদের জিনদের চেয়েও অধিক শক্তিশালী ও মহান ক্ষমতা দান করেছেন। জিনরা মানুষের চেয়ে শক্তিশালী, আর ফেরেশতারা জিনদের চেয়েও অধিক শক্তিশালী। সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর কাহিনীর দিকে লক্ষ্য করুন যেখানে তিনি বলেছিলেন: (তিনি বললেন, ‘হে পরিষদবর্গ, তারা অনুগত হয়ে আমার কাছে আসার আগে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসনটি আমার কাছে নিয়ে আসবে?’ জিনদের একজন শক্তিশালী ইফ্রিত বলল) (সূরা আন-নামল: আয়াত ৩৯-এর অংশ)। ‘ইফ্রিত’ অর্থ অত্যন্ত শক্তিশালী ও কঠোর। (আমি আপনার মজলিস শেষ হওয়ার আগেই সেটি আপনার কাছে নিয়ে আসব এবং আমি এ কাজে অবশ্যই শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত) (সূরা আন-নামল: আয়াত ৩৯-এর অংশ)। সুলাইমান (আ.) সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর মজলিস শেষ করে উঠতেন। অতঃপর (যাঁর কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল তিনি বললেন...)

(ص: 443) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ (النمل: من الآية 40) ، والثاني أسرع من الأول، أي: مدة بصرِكَ ما تردده إلا وقد جاءك (فَلَمَّا رَأَاهُ) (النمل: من الآية 40) حَالًا رَأَاهُ (مُسْتَقْرًا عِنْدَهُ) (النمل: من الآية 40) قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِنَّ هَذَا الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ دَعَا اللَّهَ بِأَسْمِهِ الْأَعْظَمِ، فَحَمَلَتْ الْمَلَائِكَةُ الْعَرْشَ

من اليمين إلى الشام في هذه اللحظة. إذا فالبلائكة اقوي من الجن. فلا تستغرب إن يموت الناس في مشارق الأرض ومغاربها وان يقبض أرواحهم ملك واحد، كما قال الله: (قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ) (السجدة: 11) إذا قال الله لهذا الملك اقبض روح كل من مات، هل يمكن إن يقول لا؟ لا يمكن! لانهم لا يعصون الله ما أمرهم، ولهذا لما قال الله للقلم اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، والقلم جباد، كتب ما هو قائم إلى يوم القيامة، فالله عز وجل— إذا أمر بأمر لا يمكن إن يعصي إلا المردة من الجن أو من بني آدم، أما البلائكة فلا يعصون الله؟! وهؤلاء أربعة من البلائكة. والملك الخامس مالك، الموكل بالنار، وهو خازنها، وقد ذكره الله في قوله عن أهل النار: (وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كَثُوثٌ) (الزخرف: 77) ، يعني: ليمتنا ويهلكنا ويرحنا مما نحن فيه! قال: أنكم ما كثون!

কিতাবের জ্ঞান যার কাছে ছিল সে বলল, 'আপনার চোখের পলক আপনার দিকে ফিরে আসার পূর্বেই আমি তা আপনার কাছে নিয়ে আসব' (আন-নামল: ৪০ আয়াতঃ), আর দ্বিতীয় বিষয়টি প্রথমটির চেয়েও দ্রুততর ছিল, অর্থাৎ আপনার দৃষ্টি ফিরিয়ে আনার আগেই তা আপনার কাছে উপস্থিত হবে। (অতঃপর যখন তিনি তা দেখলেন)

(আন-নামল: ৪০ আয়াতঃ) তাৎক্ষণিকভাবে তিনি দেখলেন (তা তাঁর সামনে স্থির হয়ে আছে) (আন-নামল: ৪০ আয়াতঃ)। আলেমগণ বলেন: যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল, তিনি আল্লাহর কাছে তাঁর ইসমে আযম বা মহত্তম নাম দ্বারা দোয়া করেছিলেন, ফলে ফেরেশতারা মুহূর্তের মধ্যেই সিংহাসনটি ইয়েমেন থেকে শামে বহন করে নিয়ে এসেছিলেন। অতএব ফেরেশতারা জিনদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। তাই পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে মানুষ মৃত্যুবরণ করলে এবং একজন ফেরেশতা তাদের রুহ কবজ করলে তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই, যেমনটি আল্লাহ বলেছেন: (বলুন, মৃত্যুর ফেরেশতা—যাকে তোমাদের ওপর নিযুক্ত করা হয়েছে—সে তোমাদের প্রাণ হরণ করবে, এরপর তোমাদেরকে তোমাদের রবের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে) (আস-সাজদাহ: ১১)। আল্লাহ যদি এই ফেরেশতাকে বলেন যে যারা মারা গেছে তাদের সবার রুহ কবজ করো, তবে কি তাঁর পক্ষে 'না' বলা সম্ভব? কক্ষনো নয়! কারণ আল্লাহ

তাদের যা আদেশ করেন তাঁরা তার অবাধ্য হন না। এ কারণেই যখন আল্লাহ কলমকে আদেশ করেছিলেন কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তা লিখতে—অথচ কলম একটি জড় বস্তু—সে কিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে তা লিখে ফেলেছিল। সুতরাং আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লা যখন কোনো আদেশ দেন, তখন জিনদের মধ্যে অবাধ্যরা অথবা আদম সন্তানরা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে অবাধ্য হওয়া সম্ভব নয়; কিন্তু ফেরেশতারা কি আল্লাহর অবাধ্য হতে পারে?! আর এঁরা হলেন চারজন ফেরেশতা। আর পঞ্চম ফেরেশতা হলেন মালেক, যিনি আগুনের দায়িত্বে নিয়োজিত এবং এর প্রহরী। আল্লাহ জাহান্নামীদের সম্পর্কে তাঁর কথা উল্লেখ করে বলেছেন: (তারা চিৎকার করে বলবে, হে মালেক! আপনার রব যেন আমাদের শেষ করে দেন। তিনি বলবেন, নিশ্চয়ই তোমরা এভাবেই অবস্থান করবে) (আয-যুখরুফ: ৭৭), অর্থাৎ: তিনি যেন আমাদের মৃত্যু দেন, ধ্বংস করেন এবং আমরা যে কষ্টের মধ্যে আছি তা থেকে আমাদের নিষ্কৃতি দেন! তিনি বললেন: নিশ্চয়ই তোমরা এখানেই অবস্থানকারী!

(ص: 444) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

السادس: خازن الجنة: وورد في بعض الآثار إن اسمه (رضوان) وهذا وكل بالجنة كما إن مآلكا وكل بالنار. فمن علمنا اسمه من الملائكة آمنا به بأسه، ومن لم نعلم بأسه آمنا به علي سبيل الإجمال، آمنا بعمله الذي نعلمه وبوصفه وبكل ما جاء به الكتاب والسنة من أوصاف هؤلاء الملائكة. مسألة: قلنا إن الملائكة عالم غيبي، فعل يمكن إن يروا؟ الجواب: نعم قد يرون، أما علي صورتهم التي خلقوا عليها، وأما علي صورة من أراد الله إن) أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (الأنفال: من الآية 12) يكون علي صورته! فجبريل رآه النبي صلي الله عليه وسلم علي صورته التي خلقه الله عليها في موضعين، في الأرض وفي السماء: في الأرض عند قار حراء قرب مكة، وفي السماء

عند سدرۃ المنتهى، كما قال الله (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ) (لنجم: 14، 13)، رآه وله ستمائة جناح قد سد الأفق، أي: ملا الأفق كله وله ستمائة جناح، ولا يعلم قدرة الأجنحة إلا الله عز وجل، لكن إذا كان الشيء عالياً سد الأفق فمعناه انه واسع جداً. هذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم علي صورته مرتين، أحياناً يأتيه بصورة إنسان كما في حديث عمر _ رضي الله عنه _ الذي معنا في قصة جبريل، فقد جاءه بصورة رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يري عليه اثر السفر، ولا يعرفه الصحابة، والله علي كل شيء قدير، قد أعطاهم الله سبحانه وتعالى ذلك إن يتصوروا بصور البشر، أما باختيارهم وأما باختيار

ষষ্ঠত: জান্নাতের রক্ষক: কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে যে তাঁর নাম 'রিজওয়ান'। তাঁকে জান্নাতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, যেমন মালিককে জাহান্নামের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। ফেরেশতাদের মধ্যে যাদের নাম আমরা জানতে পেরেছি, আমরা তাদের নামে তাদের প্রতি ঈমান রাখি। আর যাদের নাম আমরা জানি না, আমরা তাদের প্রতি সাধারণভাবে ঈমান আনি। আমরা তাদের কার্যাবলি সম্পর্কে যা জানি এবং কিতাব ও সুন্নাহতে এসব ফেরেশতাদের যেসব গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে, তার সবকিছুর ওপর আমরা ঈমান রাখি। মাসআলা: আমরা বলেছি যে ফেরেশতারা অদৃশ্যের জগতভুক্ত; তবে তাদের কি দেখা সম্ভব? উত্তর: হ্যাঁ, তাদের দেখা যেতে পারে; হয়তো তাদের সেই সৃষ্টিগত আসল অবয়বে যে রূপ দিয়ে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, অথবা আল্লাহ যার রূপ ধারণ করার ইচ্ছা করেন তার আকৃতিতে। (যেমন আল্লাহ বলেছেন:) "আমি তোমাদের সাথে আছি, সুতরাং মুমিনদের অবিচল রাখো। আমি অচিরেই কাফিরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করব; অতএব তোমরা তাদের গর্দানে আঘাত করো এবং তাদের প্রতিটি আঙুলের মাথায় আঘাত করো।" (আল-আনফাল: ১২)। জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সেই আসল অবয়বে দুই স্থানে দেখেছেন যে রূপে আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি করেছেন: একটি পৃথিবীতে এবং অন্যটি আকাশে। পৃথিবীতে মক্কার নিকটবর্তী হেরা গুহার কাছে এবং আকাশে সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে; যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "নিশ্চয়ই তিনি তাকে আরেকবার দেখেছিলেন, সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে।" (আন-নাজম: ১৩, ১৪)। তিনি তাঁকে দেখেছিলেন এমতাবস্থায় যে তাঁর ছিল ছয়শত ডানা যা দিগন্তকে আবৃত করে ফেলেছিল, অর্থাৎ পুরো দিগন্তকে পূর্ণ করে দিয়েছিল। ডানাগুলোর বিশালতা

আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ জানেন না। তবে কোনো বস্তু যদি সুউচ্চ হয়ে দিগন্তকে আবৃত করে ফেলে

তবে এর অর্থ হলো এটি অত্যন্ত বিশাল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে তাঁর আসল আকৃতিতে দুবার দেখেছেন। কখনো কখনো তিনি মানুষের আকৃতিতে তাঁর কাছে আসতেন, যেমন জিবরাঈলের কাহিনী সংবলিত আমাদের কাছে থাকা উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসে এসেছে। তিনি অতিশয় কুচকুচে কালো চুল এবং অত্যন্ত ধবধবে সাদা পোশাক পরিহিত একজন মানুষের বেশে এসেছিলেন, যাঁর ওপর সফরের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না এবং সাহাবীদের মধ্যে কেউ তাঁকে চিনতেনও না। আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁদের সেই ক্ষমতা দান করেছেন যাতে তাঁরা মানুষের রূপ ধারণ করতে পারেন; হয় তাঁদের নিজেদের ইচ্ছায় অথবা আল্লাহর ইচ্ছায়...

(ص: 445) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

اللَّهُ، اللَّهُ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَكُونُوا عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ فَأَلَّهِ اعْلَم. إِنَّمَا هَذِهِ حَالُ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَتَفَاصِيلُ مَا وَرَدَ فِيهِمْ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَكِنْ عَلَيْنَا أَنْ نُوْمِنَ بِهِؤُلَاءِ الْمَلَائِكَةِ وَأَنَّهُمْ أَقْوِيَاءُ أَشْدَاءُ، قَالَ اللَّهُ لَهُمْ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ: (أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ) (الأنفال: 12)، فَكَانُوا يَقَاتِلُونَ مَعَ الصَّحَابَةِ فِي بَدْرٍ، فَيَرِي الْكَافِرُ يَسْقُطُ مَضْرُوبًا بِالسَّيْفِ عَلَى رَأْسِهِ وَلَا يَدْرِي مِنَ الَّذِي قَتَلَهُ، وَالَّذِي قَتَلَهُ هُمُ الْمَلَائِكَةُ، لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ لَهُمْ: (فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (الأنفال: 12، 13) فَعَلَيْنَا أَنْ نُوْمِنَ بِهِمْ، مِنْ عَلَمَانِهِ بَعِينَهُ آمَنَّا بِهِ بَعِينَهُ،

وإلا فبالإجمال. وإن نؤمن بمن جاء عنهم من عبادات وأعمال علي وفق ما جاء في الكتاب والسنة، والإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة، ومن أنكرهم، أو كذب بهم، أو قال: انهم لا وجود لهم، أو قال: أهم هم قوي الخير، والشياطين هم قوي الشر، فقد كفر كفراً مخرجاً عن الملة، لأنه مكذب لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. وقد ضل قوم غاية الضلال حيث أنكروا إن يكون هنالك ملائكة_ والعياذ بالله_ وقالوا: إن الملائكة عبارة عن قوي الخير وليس هناك شيء يسمى عالم الملائكة. وهؤلاء إن قالوا ذلك متاولين فإن الواجب إن نبين لهم إن هذا تأويل باطل، بل تحريف، وإن قالوا غيره متاولين فانهم كفار، مكذبون لها

আল্লাহই ভালো জানেন, আল্লাহই তাঁদের এই রূপ ধারণ করার নির্দেশ দেন। প্রকৃতপক্ষে এটি ফেরেশতাদের—তাঁদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক—অবস্থা। তাঁদের সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ মহান আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহতে উল্লিখিত আছে। তবে আমাদের কর্তব্য হলো এই ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা এবং বিশ্বাস করা যে তাঁরা অত্যন্ত শক্তিশালী ও কঠোর। বদর যুদ্ধে আল্লাহ তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন: (আমি তোমাদের সাথে আছি, সুতরাং তোমরা মুমিনদের অবিচল রাখো। আমি অচিরেই কাফিরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করব; অতএব তোমরা তাদের গর্দানের ওপর আঘাত করো এবং আঘাত করো তাদের প্রতিটি আঙুলের জোড়ায়) (সূরা আল-আনফাল: ১২ নম্বর আয়াতের অংশবিশেষ)। তাঁরা বদর যুদ্ধে সাহাবীগণের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। ফলে দেখা যেত যে, কোনো কাফির তার মাথায় তলোয়ারের আঘাত খেয়ে লুটিয়ে পড়ছে অথচ সে জানে না কে তাকে হত্যা করেছে; আর মূলত ফেরেশতাই তাকে হত্যা করছিল। কারণ আল্লাহ তাঁদের নির্দেশ দিয়েছিলেন: (অতএব তোমরা তাদের গর্দানের ওপর আঘাত করো এবং আঘাত করো তাদের প্রতিটি আঙুলের জোড়ায়। এটি এজন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করেছে। আর কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করলে নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর) (সূরা আল-আনফাল: ১২, ১৩)। সুতরাং আমাদের জন্য তাঁদের প্রতি ঈমান আনা আবশ্যিক। যাঁদের পরিচয় আমরা সুনির্দিষ্টভাবে জানতে পেরেছি, তাঁদের প্রতি সুনির্দিষ্টভাবে ঈমান আনব; অন্যথায় সামগ্রিকভাবে ঈমান রাখব। আর কিতাব ও সুন্নাহ

অনুযায়ী তাঁদের ইবাদত ও কার্যাবলি সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের ছয়টি রুকনের অন্যতম। যে ব্যক্তি তাঁদের অস্বীকার করবে, মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে কিংবা বলবে যে তাঁদের কোনো অস্তিত্ব নেই, অথবা বলবে যে ফেরেশতারা কেবল শুভ শক্তির প্রতীক আর শয়তান হলো অশুভ শক্তির প্রতীক—তবে সে এমন কুফরিতে লিপ্ত হলো যা তাকে ধর্ম থেকে বহিষ্কার করে দেবে। কেননা সে মহান আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং মুসলিমদের ঐকমত্যকে অস্বীকার করল। একদল লোক চরম পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়েছে যখন তারা ফেরেশতাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—এবং বলেছে যে, ফেরেশতা বলতে মূলত শুভ শক্তির বহিঃপ্রকাশকে বোঝায় এবং ফেরেশতা জগত বলে বাস্তবে কিছু নেই। তারা যদি ভুল ব্যাখ্যার বশবর্তী হয়ে একথা বলে থাকে, তবে আমাদের দায়িত্ব হলো তাদের সামনে এটি স্পষ্ট করে দেওয়া যে এটি একটি বাতিল ব্যাখ্যা, বরং এটি বিকৃতি। আর যদি তারা এটি ছাড়া অন্য কোনোভাবে বলে থাকে তবে তারা কাফির এবং সেই সব বিষয়কে অস্বীকারকারী যা...

(ص: 446) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

جاء به الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة من وجود الملائكة، والله قادر غلي إن يخلق عالماً كاملاً لا يحس به البشر عن طريق حواسهم المعتادة، فها هم الجن وجودن ولا إشكال في وجودهم، ومع ذلك لا تدركهم حواسنا الظاهرة كما تدرك الأشياء الظاهرة. والله تعالى في خلقه شؤون. وقوله: (وَكُتِبَ) وهو الركن الثالث، والكتب جمع كتاب، والمراد به الكتاب الذي أنزله الله علي الرسل. فكل رسول له كتاب، كما قال تعالى (اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْبَيِّنَاتِ) (الشورى: من الآية 17)، وقال: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) (الحديد: من الآية 25). لكن من لا كتب ما لا

نَعْلِمُه ومنها مَا لَا نَعْلِمُه! فَالتَّوْرَةُ، وَهِيَ الْكِتَابُ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ مُوسَىٰ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ—مَعْلُومٌ، وَالْإِنْجِيلُ، وَهُوَ الْكِتَابُ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَيَّ عِيسَىٰ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ—مَعْلُومٌ، وَصَحْفُ إِبْرَاهِيمَ—عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ—مَذْكُورَةٌ فِي
الْقُرْآنِ، وَزَبُورُ دَاوُدَ—عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ—مَذْكُورٌ فِي الْقُرْآنِ، وَصَحْفُ مُوسَىٰ—عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ—إِنْ كَانَتْ غَيْرُ التَّوْرَةِ مَذْكُورَةٌ فِي الْقُرْآنِ أَيْضًا. فَمَا ذَكَرَ اللَّهُ اسْمَهُ فِي
الْقُرْآنِ وَجَبَ الْإِيْيَانُ بِهِ بِعَيْنِهِ وَاسْمِهِ، وَمَا لَمْ يَذْكُرْ فَأَنَّهُ يُؤْمِنُ بِهِ إِجْبَالًا. فَنُؤْمِنُ
بِأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ عَلَيَّ مُوسَىٰ—عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ—كِتَابًا هُوَ التَّوْرَةُ، وَعَلَيَّ عِيسَىٰ كِتَابًا
هُوَ الْإِنْجِيلُ، وَعَلَيَّ دَاوُدَ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ—كِتَابًا هُوَ

ফেরেশতাদের অস্তিত্বের বিষয়টি কুরআন, সুন্নাহ এবং উম্মাহর ঐকমত্য (ইজমা) দ্বারা
প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা এমন এক পূর্ণাঙ্গ জগত সৃষ্টি করতে সক্ষম যা মানুষ তাদের সাধারণ
ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করতে পারে না। যেমন জিনেরা বিদ্যমান এবং তাদের অস্তিত্বের ব্যাপারে
কোনো সংশয় নেই, তবুও আমাদের বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গুলো তাদের অনুভব করতে পারে না
যেভাবে আমরা দৃশ্যমান বস্তুসমূহকে প্রত্যক্ষ করি। আর আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিজগত নিয়ে তাঁর
নিজস্ব হিকমত ও মহিমা রয়েছে। তাঁর বাণী: (এবং তাঁর কিতাবসমূহ); এটি হলো ঈমানের
তৃতীয় রুকন। 'কুতুব' শব্দটি 'কিতাব'-এর বহুবচন, যার অর্থ হলো সেই কিতাব যা আল্লাহ
তাআলা তাঁর রাসূলগণের ওপর অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং প্রত্যেক রাসূলেরই কিতাব রয়েছে,
যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (আল্লাহই সত্যসহ কিতাব ও মিয়ান অবতীর্ণ
করেছেন) (আশ-শূরা: ১৭), এবং তিনি আরও ইরশাদ করেছেন: (নিশ্চয়ই আমি আমার
রাসূলগণকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও মিয়ান অবতীর্ণ
করেছি, যাতে মানুষ ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে) (আল-হাদিদ: ২৫)। তবে এমন কিছু
কিতাব আছে যা আমাদের জানা নেই এবং কিছু আমাদের জানা নেই! যেমন তাওরাত—যা
আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর ওপর অবতীর্ণ করেছেন—তা
সুবিদিত। ইনজীল—যা আল্লাহ তাআলা ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর ওপর
অবতীর্ণ করেছেন—তাও সুবিদিত। ইব্রাহীম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর সহীফাসমূহ
কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে। দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর যাবুর কুরআনে

উল্লিখিত হয়েছে। আর মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর সহীফাসমূহ—তা যদি তাওরাত থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে—তবে তাও কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা কুরআনে যার নাম উল্লেখ করেছেন তার ওপর সুনির্দিষ্টভাবে এবং তার নামে ঈমান আনা ওয়াজিব; আর যার নাম উল্লেখ করা হয়নি তার ওপর সামগ্রিকভাবে ঈমান আনতে হবে। তাই আমরা ঈমান রাখি যে, আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর ওপর একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যা হলো তাওরাত, ঈসা আলাইহিস সালাম-এর ওপর একটি কিতাব যা হলো ইনজীল এবং দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর ওপর একটি কিতাব যা হলো...

(ص: 447) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الزبور، وعلي إبراهيم عليه الصلاة والسلام صحفاً. هكذا نقول. ولا يعني ذلك إن ما وجد عند النصارى اليوم هو الذي نزل علي عيسى، لان الأنجيل الموجودة عند النصارى اليوم محرفة ومغيرة ومبدلة. لعب بها قساوسة النصارى فزادوا فيها ونقصوا وحرفوا، ولهذا تجدها تنقسم إلى أربعة أقسام أو خمسة، ومع ذلك فإن الكتاب الذي نزل علي عيسى كتاب واحد، لكن الله تعالى إنما تكفل بحفظ الكتاب الكريم الذي نزل علي محمد صلي الله عليه وسلم، لانه لا نبي بعده، يبين للناس ما هو الصحيح، وما هو المحرف. أما الكتب السابقة فإنها لم تخل من التحريف، لانه سيبعث أنبياء يبينون فيها الحق ويبينون فيها المحرف، وهذا هو السر في إن الله تكفل بحفظ القران دون غيره من الكتب، من اجل إن يعلم الناس حاجتهم إلى الأنبياء إذا وجدوا الكتب محرفة، فتأتي الأنبياء وتبين الحق. فآلهم إن نؤمن بأن الكتاب الذي نزل علي النبي المعين حق من عند الله، لا علي إن الكتاب الذي في أيدي أتباعه اليوم هو الكتاب الذي نزل، بل قطعاً انه محرف ومغير ومبدل. ومن

الإيمان بالكتب إن تؤمن بأن كل خبر جاء فيها فهو حق، كما إن كل خبر في القرآن فهو حق، لان

الأخبار التي جاءت في الكتب التي نزلت علي الأنبياء من عند الله فهو حق، يعني كل حكم لم يحرف ولم يغير فهو حق، لان جميع أحكام الله التي الزم الله بها عباده كلها حق، لكن هل هي بقيت إلى الآن غير محرفة؟ هذا السؤال بينا الجواب عليه بأنها غير

জাবুর এবং ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর ওপর সহীফাসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে—আমরা এভাবেই বলে থাকি। এর অর্থ এই নয় যে, বর্তমানে খ্রিস্টানদের কাছে যা পাওয়া যায় তা-ই ঈসা (আ.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল; কারণ বর্তমানে খ্রিস্টানদের নিকট বিদ্যমান ইঞ্জিলসমূহ বিকৃত, পরিবর্তিত এবং রূপান্তরিত। খ্রিস্টান পাদ্রীরা এগুলো নিয়ে যথেষ্টাচারে লিপ্ত হয়েছিল, ফলে তারা এতে সংযোজন ও বিয়োজন করেছে এবং একে বিকৃত করেছে। এই কারণেই আপনি সেগুলোকে চার বা পাঁচটি ভাগে বিভক্ত দেখতে পান, অথচ ঈসা (আ.)-এর ওপর অবতীর্ণ কিতাবটি ছিল মূলত একটিই। কিন্তু মহান আল্লাহ কেবল সেই সম্মানিত কিতাব সংরক্ষণের জিম্মাদারি নিয়েছেন যা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে; কারণ তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন না যিনি মানুষের কাছে কোনটি সঠিক এবং কোনটি বিকৃত তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবেন। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ বিকৃতি থেকে মুক্ত থাকেনি, কারণ পরবর্তীতে এমন সব নবীদের পাঠানো হতো যারা সেগুলোর সত্য এবং বিকৃত অংশসমূহ স্পষ্ট করে দিতেন। আর এটিই হলো অন্যান্য কিতাব বাদ দিয়ে কেবল কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করার অন্তর্নিহিত রহস্য; যেন মানুষ যখন কিতাবসমূহকে বিকৃত অবস্থায় পায় তখন নবীদের প্রতি তাদের মুখাপেক্ষিতা অনুভব করতে পারে, আর তখন নবীরা এসে সত্যকে উন্মোচিত করে দেন। সুতরাং মূল বিষয় হলো আমাদের এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, কোনো নির্দিষ্ট নবীর ওপর অবতীর্ণ মূল কিতাবটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ধ্রুব সত্য ছিল। তবে বর্তমানে সেই নবীর অনুসারীদের হাতে যে কিতাব বিদ্যমান তা-ই সেই অবতীর্ণ কিতাব—এমনটি বিশ্বাস করা যাবে না, বরং সেটি নিশ্চিতভাবেই বিকৃত, পরিবর্তিত এবং রূপান্তরিত। কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার অন্তর্ভুক্ত

হলো এটি বিশ্বাস করা যে, তাতে বর্ণিত প্রতিটি সংবাদই সত্য ছিল, যেমন কুরআনের প্রতিটি সংবাদই সত্য। কারণ

আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীদের ওপর অবতীর্ণ কিতাবসমূহে যে সংবাদসমূহ এসেছিল তা সত্য; অর্থাৎ প্রতিটি বিধান যা বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়নি তা-ই সত্য, কেননা আল্লাহর সকল বিধান যা তিনি তাঁর বান্দাদের ওপর আবশ্যক করেছেন তার সবই সত্য। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সেগুলো কি বর্তমান সময় পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় অবশিষ্ট আছে? আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি যে, সেগুলো অবিকৃত অবস্থায় নেই...

(ص: 448) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

مأمونة، بل مغيرة ومحرفة ومبدلة. ولكن هل علينا إن نعمل بالأحكام التي جاءت بها الكتب السابقة؟ نقول: أما ما قصة الله علينا من هذه الكتب، فأننا نعمل به ما لم يرد شرعنا بخلافه. مثاله قوله تعالى عن التوراة: (وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِهَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (المائدة: من الآية 45)، هذه مكتوبة في التوراة ونقلها الله عز وجل لنا في القرآن، لكن الله عز وجل، لم يقصها علينا إلا من أجل إن نعتبر ونعمل بها، كما قال الله: (لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ) (يوسف: من الآية 111)، وقال: (أُولَئِكَ الَّذِينَ

هَدَى اللَّهُ فَبِهَدَاهُمْ اقْتَدِهْ) (الأنعام: من الآية 90)، فما قصة الله علينا وما نقه لنا من الكتب السابقة فهو شرع لنا، لان الله لم يذكره عبثاً، إلا إذا ورد شرعنا بخلافه، فإذا ورد شرعنا بخلافه صار ناسخاً لها. كما إن من الآيات الشرعية النازلة في شرعنا ما يكون منسوخاً بآيات أخرى، فكذا ما ذكره الله عن الكتب السابقة

نقلا فإنه قد ينسخ بهذه الشريعة. أما ما جاء في كتبهم فأننا لا نصدقهم ولا نكذبهم،
كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما إذا حدثنا بنو إسرائيل أن لا
نصدقهم ولا نكذبهم، لأننا ربما نصدقهم بالباطل وربما نكذبهم بحق، فنقول:
آمنّا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، ولا نصدقهم ولا نكذبهم إذا كان لم
يشهد

সুরক্ষিত নয়, বরং পরিবর্তিত, বিকৃত এবং পরিমার্জিত। কিন্তু পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে যেসব
বিধান এসেছে, আমাদের কি সে অনুযায়ী আমল করা কর্তব্য? আমরা বলি: আল্লাহ তাআলা
এই কিতাবসমূহ থেকে আমাদের কাছে যা বর্ণনা করেছেন, আমরা সে অনুযায়ী আমল করব
যতক্ষণ না আমাদের শরীয়ত তার পরিপন্থী কোনো বিধান প্রদান করে। এর উদাহরণ হলো
তাওরাত সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী: (আর আমি তাদের জন্য তাতে বিধান দিয়েছিলাম যে,
প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের
বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে সমপরিমাণ কিসাস। অতঃপর যে ব্যক্তি তা সদকা (ক্ষমা) করে
দেবে, তা তার জন্য কাফফারা স্বরূপ হবে। আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, যারা সে অনুযায়ী
বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই জালিম।) (আল-মায়িদাহ: ৪৫)। এটি তাওরাতে লিপিবদ্ধ ছিল
এবং আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা কুরআনে তা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তবে আল্লাহ
আয্যা ওয়া জাল্লা এগুলো আমাদের কাছে কেবল এজন্যই বর্ণনা করেছেন যাতে আমরা তা
থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি এবং সে অনুযায়ী আমল করি, যেমনটি আল্লাহ বলেছেন: (অবশ্যই
তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।) (ইউসুফ: ১১১)। এবং তিনি বলেছেন:
(তারাই এসব লোক যাদের

আল্লাহ হেদায়েত দান করেছেন, সুতরাং আপনি তাদের পথ অনুসরণ করুন।) (আল-আনআম:
৯০)। সুতরাং আল্লাহ আমাদের কাছে যা বর্ণনা করেছেন এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ থেকে যা
আমাদের জন্য উদ্ধৃত করেছেন, তা আমাদের জন্য শরীয়ত হিসেবে গণ্য। কারণ আল্লাহ
তাআলা এগুলো অনর্থক উল্লেখ করেননি; তবে যদি আমাদের শরীয়তে এর বিপরীত কিছু
বর্ণিত হয়, তবে তা ভিন্ন কথা। যখন আমাদের শরীয়তে এর বিপরীত কিছু বর্ণিত হয়, তখন তা
পূর্ববর্তী বিধানের জন্য রহিতকারী হিসেবে গণ্য হয়। যেমনভাবে আমাদের শরীয়তে অবতীর্ণ
কিছু আয়াত অন্য আয়াত দ্বারা রহিত হয়, ঠিক তেমনি আল্লাহ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ থেকে

উদ্ধৃতি হিসেবে যা উল্লেখ করেছেন, তা এই শরীয়ত দ্বারা রহিত হতে পারে। আর তাদের কিতাবসমূহে যা বর্ণিত আছে, আমরা তা সত্য বলেও গণ্য করি না, আবার মিথ্যাও বলি না—যেভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বনী ইসরাঈলের বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন তাদের সত্য বলে গ্রহণ না করি এবং মিথ্যা বলেও প্রত্যাখ্যান না করি। কারণ, হতে পারে যে আমরা কোনো মিথ্যা বিষয়কে সত্য বলে গ্রহণ করছি অথবা কোনো সত্য বিষয়কে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করছি। তাই আমরা বলব: আমরা আল্লাহর ওপর এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপর ঈমান এনেছি। আমরা তাদেরকে সত্য বা মিথ্যা বলব না যদি না তার সপক্ষে কোনো প্রমাণ থাকে...

(ম: 449) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

شرعنا بصحته ولا بكذبه. فان شهد بصحته أو بكذبه علمنا ما تقتضيه هذه الشهادة، إن شهد بصحته صدقناه، وان شهد بكذبه كبناه. ومن ذلك ما ينسب في أخبار بني إسرائيل إلى أخبار بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما ذكر عن داود انه أعجبتة امرأة رجل من جنده وطلب من الجندي إن يذهب إلى العدو ويقاتل لعله يقتل فيأخذ امرأته من بعده! وانه أرسل الجندي فبعث الله إليه جماعة من الائمة يختصمون إليه فقال أحد الخصمين: (إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ) (ص: من الآية 24، 23) ضربه الله لداود حيث كان عنده من النساء ما يبلغ تسعاً وتسعين امرأة، فحاول إن يأخذ امرأة هذا الجندي ليكون بها المأثرة! فهذه القصة كذب واضح، لان داود عليه الصلاة

والسلام۔ نبی من الأنبياء، ولا يمكن إن يتحيل هذه الحيلة، بل لو إن غير نبی ما فعل هذا وهو عاقل فكيف وهو نبی؟! فمثل هذه القصة التي جاءت عن بني إسرائيل نقول إنها كذب، لانها

আমাদের শরীয়ত এর সত্যতা বা মিথ্যা হওয়া সম্পর্কে কোনো সাক্ষ্য দেয়নি। সুতরাং যদি তা (শরীয়ত) এর সত্যতা বা মিথ্যা হওয়ার সাক্ষ্য দেয়, তবে আমরা সেই সাক্ষ্যের দাবি অনুযায়ী আমল করব। যদি তা সত্য হওয়ার সাক্ষ্য দেয়, তবে আমরা তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করব; আর যদি মিথ্যা হওয়ার সাক্ষ্য দেয়, তবে আমরা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করব। এর অন্তর্ভুক্ত হলো বনী ইসরাঈলের বর্ণনাসমূহে কোনো কোনো নবী—আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম—সম্পর্কে যা কিছু সম্প্রসৃত করা হয়েছে। যেমন দাউদ (আ.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর নিকট তাঁর এক সৈন্যের স্ত্রী পছন্দ হয়েছিল এবং তিনি সেই সৈন্যকে নির্দেশ দিয়েছিলেন শত্রুর মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধ করতে, যেন সে নিহত হয় এবং পরবর্তীতে তিনি তার স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারেন! আর তিনি যখন সেই সৈন্যকে পাঠালেন, তখন আল্লাহ তাঁর নিকট একদল ফেরেশতা পাঠালেন যারা তাঁর নিকট বিবাদ নিয়ে এল। অতঃপর বিবাদমান দুই পক্ষের একজন বলল: বিবাদমান এক পক্ষ বলল: (নিশ্চয় এ আমার ভাই, তার কাছে নিরানব্বইটি দুম্বা রয়েছে এবং আমার কাছে আছে মাত্র একটি দুম্বা। অতঃপর সে বলল, ওটি আমাকে দিয়ে দাও এবং সে কথা বলার ক্ষেত্রে আমার ওপর প্রবল হয়ে গেল।) সে বলল, তোমার দুম্বাটিকে নিজের দুম্বাগুলোর সাথে যুক্ত করার দাবি করে সে অবশ্যই তোমার ওপর জুলুম করেছে। আর শরীকদের অনেকেই একে অপরের ওপর বাড়াবাড়ি করে থাকে, তবে তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে; আর তারা সংখ্যায় অতি নগণ্য। দাউদ বুঝতে পারলেন যে, আমি তাকে পরীক্ষা করেছি। অতঃপর তিনি তাঁর রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন ও তাঁর অভিমুখী হলেন। (সূরা সাদ: আয়াত ২৩, ২৪ এর অংশবিশেষ)। আল্লাহ এটি দাউদ (আ.)-এর জন্য একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করেছেন যে, যেখানে তাঁর নিকট নিরানব্বইজন স্ত্রী বিদ্যমান ছিল, সেখানে তিনি সেই সৈন্যের স্ত্রীকে গ্রহণ করে শততম পূর্ণ করার চেষ্টা করেছিলেন! এই কাহিনীটি স্পষ্ট মিথ্যা; কারণ দাউদ—আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম—আল্লাহর একজন নবী ছিলেন। তাঁর পক্ষ থেকে এ জাতীয় হীন কৌশল অবলম্বন করা অসম্ভব। বরং কোনো সাধারণ বিবেকবান মানুষও এমন কাজ করতে পারে না, তবে একজন

নবী হয়ে তিনি কীভাবে এমনটা করবেন?! সুতরাং বনী ইসরাঈলের পক্ষ থেকে আসা এ ধরনের কাহিনী সম্পর্কে আমরা বলব যে, এটি মিথ্যা। কারণ তা...

(ص: 450) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

لا تليق بالنبي، ولا تليق بأي عاقل، فضلا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الخلاصة: إن ما جاء في كتبهم ينقسم إلى قسمين رئيسيين: أولا: ما قصة الله علينا في القرآن أو قصة علينا رسول الله صلي الله عليه وسلم فهذا مقبول صحيح. والثاني: ما نقلوه هم، فهذا لا يخلوا من ثلاث حالات: الحالة الأولى: إن يشهد شرعنا بكذبه، فيجب علينا إن نكذبه ونرده. والثانية: ما شهد شرعنا بصدقه فنصدق ونقبله لشهادة شرعنا به. والثالث: ما ليس هذا ولا هذا، فيجب علينا إن نتوقف، لانهم لا يؤمنون، ويحصل في خبرهم الكذب والتغيير والزيادة والنقص. قوله: (وَرُسُلِهِ) هذا هو الركن الرابع. الرسل هم البشر الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى الخلق وجعلهم واسطة بينه وبين عبادة في تبليغ شرائعه، وهو بشر خلقوا من أب وأم، إلا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فإن الله خلقه من أمر بلا أب. أرسلهم الله سبحانه وتعالى رحمة بالعباد واقامة بالحجة عليهم، كما قال الله تعالى: (إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ) إلى قوله: (رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) (النساء: من الآية 163_165). وهم عدد كثير، أولهم نوح وآخرهم محمد صلي الله عليه وسلم ودليل ذلك قوله تعالى: (أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ) (النساء: من الآية 163) وقد صح

যা নবীর শানে মোটেও শোভনীয় নয় এবং কোনো বিবেকবান ব্যক্তির জন্যও সমীচীন নয়, নবীগণের (তাদের ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক) কথা তো বলাই বাহুল্য। সারসংক্ষেপ: তাদের কিতাবসমূহে যা বর্ণিত হয়েছে তা প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত: প্রথমত: যা আল্লাহ তাআলা কুরআনে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন অথবা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন; এটি গ্রহণযোগ্য ও সঠিক।

দ্বিতীয়ত: যা তারা নিজেরা বর্ণনা করেছে, এটি তিনটি অবস্থার বাইরে নয়: প্রথম অবস্থা: যদি আমাদের শরীয়ত এর মিথ্যা হওয়ার সাক্ষ্য দেয়, তবে আমাদের ওপর আবশ্যিক হলো একে মিথ্যা সাব্যস্ত করা এবং প্রত্যাখ্যান করা। দ্বিতীয় অবস্থা: যার সত্যতার ব্যাপারে আমাদের শরীয়ত সাক্ষ্য দিয়েছে, তবে আমাদের শরীয়তের সাক্ষ্যের কারণে আমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস করব এবং গ্রহণ করব। তৃতীয় অবস্থা: যা এর কোনটিই নয়, সেক্ষেত্রে আমাদের জন্য অপরিহার্য হলো কোনো মন্তব্য না করে থেমে যাওয়া (তাওয়াক্কুফ করা), কারণ তারা মুমিন নয় এবং তাদের সংবাদে মিথ্যাচার, বিকৃতি, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন ঘটে থাকে। তাঁর বাণী: (এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি) এটি হলো চতুর্থ রুকন। রাসূলগণ হলেন সেই সকল মানুষ যাদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সৃষ্টির নিকট প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর শরীয়ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিজের ও বান্দাদের মাঝে মাধ্যম হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তাঁরা এমন মানুষ যারা পিতা ও মাতার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছেন, তবে ঈসা ইবনে মারিয়াম (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) ব্যতীত; কেননা আল্লাহ তাঁকে পিতা ছাড়াই মাতার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁদেরকে বান্দাদের প্রতি রহমতস্বরূপ এবং তাদের বিরুদ্ধে দলিল প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণ করেছেন, যেমনটি আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন: (নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যেমন ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহের নিকট এবং তাঁর পরবর্তী নবীগণের নিকট...) তাঁর এই বাণী পর্যন্ত: (রাসূলগণ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন, যাতে রাসূলগণের পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোনো অজুহাত না থাকে) (সূরা আন-নিসা: ১৬৩-১৬৫)। তাঁদের সংখ্যা অনেক, যাদের প্রথমজন হলেন নূহ এবং সর্বশেষ জন হলেন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। এর দলিল হলো মহান আল্লাহর বাণী: (নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যেমন ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহের নিকট এবং পরবর্তী নবীগণের নিকট) (সূরা আন-নিসা: ১৬৩)। আর এটি বিসৃদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছে...

في الصحيحين وغيرهما في حديث الشفاعة: ((إن الناس يوم القيامة يأتون آل نوح فيقولون له: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض)). أما دليل كون النبي عليه الصلاة والسلام آخر الرسل فهو قوله تعالى: (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ) (الأحزاب: من الآية 40) وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: ((أنا خاتم النبيين)). فعلينا إن نؤمن بأن جميع الرسل الذين أرسلهم الله صادقون فيما ابلغوا به عن الله وفي رسالتهم. _ علينا إن نؤمن بأسماء من عينت أسماؤهم لنا ومن لم تعين أسماؤهم لنا، فأنا نؤمن بهم علي سبيل الإجمال. _ علينا أيضا إن نؤمن إن ما من أمة إلا أرسل الله إليها رسولا لتقوم عليهم الحجة، كما قال الله تعالى: (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ) (النحل: من الآية 36)، وقال تعالى: (وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ) (فاطر: من الآية 24) وعلينا إن نصدق بكل ما أخبرت به الرسل إذا صح عنهم من جهة النقل

সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) ও অন্যান্য গ্রন্থে সুপারিশ বিষয়ক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: ((কিয়ামতের দিন মানুষ নূহের কাছে আসবে এবং বলবে: হে নূহ, আপনিই পৃথিবীবাসীর প্রতি প্রেরিত প্রথম রাসূল))। আর নবী —তঁার ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক— যে সর্বশেষ রাসূল, তার প্রমাণ হলো মহান আল্লাহর বাণী: (মুহাম্মদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং নবীগণের সমাপ্তি বিধানকারী) (সূরা আল-আহযাব: ৪০ নম্বর আয়াতের অংশ)। এবং তাঁর —তঁার ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক— থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন: ((আমিই নবীগণের সমাপ্তি বিধানকারী))। সুতরাং আমাদের জন্য এটি আবশ্যিক যে, আমরা বিশ্বাস করব যে আল্লাহ তাআলা যে সকল রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু পৌঁছে দিয়েছেন সে বিষয়ে এবং তাঁদের রিসালাতের ব্যাপারে তাঁরা সত্যবাদী। — আমাদের ওপর আবশ্যিক হলো যাঁদের নাম

আমাদের কাছে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যাঁদের নাম নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি, তাঁদের সকলের প্রতি ঈমান আনা; যাঁদের নাম স্পষ্টভাবে বলা হয়নি তাঁদের প্রতি আমরা সামগ্রিকভাবে ঈমান পোষণ করব। — আমাদের আরও বিশ্বাস করতে হবে যে, এমন কোনো উম্মত বা জাতি নেই যাদের কাছে আল্লাহ কোনো রাসূল প্রেরণ করেননি যাতে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: (আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো) (সূরা আন-নাহল: ৩৬ নম্বর আয়াতের অংশ), এবং মহান আল্লাহ আরও বলেন: (এমন কোনো উম্মত নেই যার কাছে সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি) (সূরা ফাতির: ২৪ নম্বর আয়াতের অংশ)। আর রাসূলগণ যা কিছু সংবাদ দিয়েছেন তার সবটুকুই আমাদের সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে, যদি তা নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়।

(ص: 452) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

ونعلم انه الحق. وعلينا

إن نتبع خاتمهم محمد صلي الله عليه وسلم، لانه هو الذي فرض علينا اتباعه، قال الله تعالى: (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) (الأعراف: من الآية 158)، فامرنا الله تعالى باتباعه. وقال تعالى (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ) (آل عمران: من الآية 31)، أما ما سواه من الرسل فأنا نتبعهم إذا ورد شرعنا بالأمر باتباعهم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ((أفضل الصلاة صلاة أخي داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وأفضل الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً)) (،) فهذا حكاية لتعبد داود وتهجده في الليل، وكذلك صيامه، من

اجل إن نتبعه فيه. أما إذا لم يرد شرعنا بالأمر باتباعه فقد اختلف العلماء_
رحمهم الله_ هل شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بالأمر بخلافه، أو انه
ليس بشرع لنا حتى يرد شرعنا
بالأمر باتباعه؟ والصحيح إن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافه،
لأنه تعالى لما ذكر الأنبياء والرسل قال لنبيه صلي الله عليه وسلم: (أُولَئِكَ الَّذِينَ
هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِ) (الأنعام: من الآية 90) ، فأمر الله نبيه محمدا صلي الله
عليه وسلم إن يقتدي بهدي

এবং আমরা জানি যে এটিই সত্য। আর আমাদের ওপর
নবীগণের পরিসমাপ্তি ঘটানো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা
অপরিহার্য, কারণ আল্লাহ তাআলা তাঁরই অনুসরণ আমাদের ওপর ফরয করেছেন। মহান
আল্লাহ বলেন: (বলুন, হে লোকসকল! আমি তোমাদের সকলের কাছে আল্লাহর রাসূল, যাঁর
রয়েছে আসমান ও যমীনের রাজত্ব; তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই; তিনিই জীবন দান
করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং তোমরা আল্লাহর ওপর এবং তাঁর প্রেরিত নিরঙ্কর নবীর ওপর
ঈমান আনো, যিনি আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের ওপর ঈমান রাখেন; এবং তোমরা তাঁর
অনুসরণ করো, যেন তোমরা হিদায়াত প্রাপ্ত হও) (আল-আরাফ: ১৫৮ নং আয়াতের
অংশবিশেষ)। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আমাদের তাঁর অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি
আরও বলেন: (বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ
তোমাদেরকে ভালোবাসবেন) (আল-ইমরান: ৩১ নং আয়াতের অংশবিশেষ)। আর তিনি
ব্যতীত অন্য রাসূলগণের ক্ষেত্রে বিষয়টি হলো, আমরা তাঁদের অনুসরণ তখনই করি যখন
আমাদের শরীয়তে তাঁদের অনুসরণের নির্দেশ আসে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের বাণী: ((শ্রেষ্ঠ সালাত হলো আমার ভাই দাউদের সালাত, তিনি রাত্রির অর্ধেক
সময় ঘুমাতেন, এক-তৃতীয়াংশ ইবাদতে কাটাতেন এবং পুনরায় এক-ষষ্ঠাংশ সময় ঘুমাতেন।
আর শ্রেষ্ঠ সিয়াম হলো আমার ভাই দাউদের সিয়াম, তিনি একদিন রোজা রাখতেন এবং
একদিন ভঙ্গ করতেন))। এটি মূলত দাউদ আলাইহিস সালামের ইবাদত, রাত্রিকালীন
তাহাজ্জুদ এবং সিয়াম পালনের বিবরণ, যেন আমরা এ ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করি। কিন্তু যদি
আমাদের শরীয়তে তাঁদের অনুসরণের ব্যাপারে কোনো নির্দেশ না আসে, তবে আলেমগণ—

আল্লাহ তাঁদের ওপর রহম করুন—মতভেদ করেছেন যে, পূর্ববর্তীদের শরীয়ত কি আমাদের জন্য শরীয়ত হিসেবে গণ্য হবে যতক্ষণ না আমাদের শরীয়তে তার বিপরীত কোনো নির্দেশ আসে? নাকি যতক্ষণ না আমাদের শরীয়তে তা অনুসরণের সুনির্দিষ্ট আদেশ আসে ততক্ষণ তা আমাদের শরীয়ত হিসেবে গণ্য হবে না?

সঠিক মত হলো, পূর্ববর্তীদের শরীয়ত আমাদের জন্যও শরীয়ত বলে গণ্য, যদি আমাদের শরীয়তে তার বিপরীত কিছু বর্ণিত না হয়ে থাকে। কারণ আল্লাহ তাআলা যখন নবী ও রাসূলগণের উল্লেখ করেছেন, তখন তিনি তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেছেন: (এরাই তাঁরা, যাঁদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেছেন, সুতরাং আপনি তাঁদের হিদায়াতের অনুসরণ করুন) (আল-আনআম: ৯০ নং আয়াতের অংশবিশেষ)। সুতরাং আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁদের আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

(ص: 453) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

من سبقه وقال الله تعالى: (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ) (يوسف: من الآية 111) ، وهذه آخر سورة يوسف التي قص الله تعالى علينا قصته مطولة من اجل إن نعتبر بها فيها. ولهذا اخذ العلماء رحيمهم الله_ من سورة يوسف فوائد كثيرة، في أحكام شرعية في القضاء وغيره، واخذوا منها: العمل بالقرائن عند الحكم، لقوله تعالى: (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (يوسف: الآية 27، 26) ، فقالوا: هذه قرينة، لأنه إذا كان القميص قد من قبل فالرجل هو الذي طلبها فقدت قميصه، وإذا كان من دبر_ من الخلف_ فهي التي طلبته وقدت قميصه حتى انقد، فهذه قرينة ثبت بها الحكم، والعلماء

اعتمدوا هذه القرينة وان كان في السنة ما يدل علي الحكم بالقرائن في غير هذه المسألة. لكن القول الراجح في ((شرع من قبلنا ما لم يرد شرعنا بخلافه)) ، وللرسل_ عليهم الصلاة والسلام_ علينا: إن نحبهم، وان نعظمهم بما يستحقون، وان نشهد بأنهم في الطبقة العليا من طبقات أهل الخير والصلاح، كما قال الله: (وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا) (النساء: 69) . أما الركن الخامس فهو: ((الإيمان باليوم الآخر)).

যারা তাঁর পূর্বে অতিবাহিত হয়েছেন এবং মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: (নিশ্চয়ই তাঁদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য শিক্ষা রয়েছে) (সূরা ইউসুফ: আয়াত ১১১-এর অংশ), এটি সূরা ইউসুফের শেষ অংশ, যেখানে মহান আল্লাহ আমাদের নিকট তাঁর কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন যাতে আমরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। এই কারণে উলামায়ে কিরাম— আল্লাহ তাঁদের ওপর রহম করুন—সূরা ইউসুফ থেকে বিচারিক আহকামসহ অন্যান্য শরয়ী বিধানে অনেক উপকারিতা লাভ করেছেন। তাঁরা তা থেকে গ্রহণ করেছেন: বিচারের সময় আলামত বা পারিপার্শ্বিক প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে ফয়সালা করা। কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন: (আর তার পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল, "যদি তার জামা সামনের দিক থেকে ছেঁড়া হয় তবে সে সত্য বলেছে এবং সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি তার জামা পিছন দিক থেকে ছেঁড়া হয় তবে সে মিথ্যা বলেছে এবং সে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত") (সূরা ইউসুফ: আয়াত ২৬, ২৭)। ফলে তাঁরা বললেন: এটি একটি আলামত বা প্রমাণ; কারণ যদি জামাটি সামনের দিক থেকে ছেঁড়া হয় তবে ওই পুরুষই তাকে কামনা করেছিল, ফলে সে তার জামা ছিঁড়ে ফেলেছে। আর যদি তা পিছন দিক থেকে ছেঁড়া হয়—অর্থাৎ পিছন থেকে—তবে ওই নারীই তাকে কামনা করেছিল এবং তার জামা টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে, এমনকি তা ছিঁড়ে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। সুতরাং এটি একটি আলামত যার মাধ্যমে বিধান সাব্যস্ত হয়েছে। উলামায়ে কিরাম এই আলামতের ওপর নির্ভর করেছেন, যদিও এই মাসআলা ব্যতিরেকে সুন্নাহর মধ্যেও আলামত দ্বারা বিচার করার প্রমাণ রয়েছে। তবে অগ্রগণ্য মত হলো: ((আমাদের পূর্ববর্তীদের শরীয়ত আমাদের জন্যও শরীয়ত, যতক্ষণ না আমাদের শরীয়ত তার পরিপন্থী কিছু নিয়ে আসে))। আর রাসূলগণের—তাঁদের ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক—আমাদের ওপর

হক হলো: আমরা তাঁদের ভালোবাসব, তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা অনুযায়ী তাঁদের সম্মান করব এবং সাক্ষ্য দেব যে, তাঁরা পুণ্যবান ও সৎকর্মশীলদের সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছেন। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: (আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তারা ওই ব্যক্তিদের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; অর্থাৎ নবীগণ, সত্যনিষ্ঠগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মশীলগণ। আর সঙ্গী হিসেবে তাঁরা কতই না উত্তম!) (সূরা আন-নিসা: ৬৯)। আর পঞ্চম রুকন হলো: ((পরকাল বা শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনা))।

(ص: 454) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

واليوم الآخر: هو يوم القيامة، وسي يوم القيامة باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده. فالإنسان له مراحل أربع: مرحلة في بطن أمه، ومرحلة في الدنيا، ومرحلة في البرزخ، ومرحلة يوم القيامة، وهي آخر المراحل، ولهذا سمي اليوم الآخر، يسكن فيه الناس، أما في الجنة نسأل الله إن يجعلنا منهم، وأما في النار والعياذ بالله - فهذا هو البصير. والإيمان باليوم الآخر يدخل فيه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في كتاب ((العقيدة الواسطية)) وهو كتاب مختصر في عقيدة أهل

السنة والجماعة، من احسن ما كتبه شيخ الإسلام - رحمه الله - في جمعه ووضوحه وعدم الاستطرادات الكثيرة. يقول رحمه الله: يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت)) - فمن ذلك: فتنة القبر: إذا دفن الميت أتاه ملكان يجلسانه ويسألانه ثلاثة أسئلة، يقولان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟!

فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت - أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم - فيقول المؤمن: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد، فينادي منادي من السماء أن صدق

عبدى فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له باب إلى الجنة. ويفسح له في قبره مد البصر ويأتية من الجنة روحها، ويشاهد فيها ما يشاهد من النعيم.

পরকাল হলো কিয়ামতের দিন। কিয়ামতের দিনকে শেষ দিবস বলা হয় কারণ এর পরে আর কোনো দিন নেই। মানুষের চারটি পর্যায় রয়েছে: মাতৃগর্ভের পর্যায়, পার্থিব জীবনের পর্যায়, বারযাখ তথা কবরের অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায় এবং কিয়ামত দিবসের পর্যায়; যা হলো সর্বশেষ পর্যায়। একারণেই একে পরকাল বা শেষ দিবস বলা হয়। এই দিনে মানুষ স্থায়ী আবাস গ্রহণ করবে; হয় জান্নাতে—আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন—অন্যথায় জাহান্নামে (আল্লাহর নিকট তা থেকে আশ্রয় চাই), আর এটিই হলো চূড়ান্ত পরিণতি। পরকালের প্রতি বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলি সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ‘আল-আকিদাহ আল-ওয়াসিতিয়াহ’ গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। এটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল

জামাআতের আকিদা বিষয়ক একটি সংক্ষিপ্ত ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, যা শায়খুল ইসলাম (রহিমাহুল্লাহ)-এর লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে এর বিষয়বস্তুর সমন্বয়, স্পষ্টতা এবং বাহুল্য বর্জননের দিক থেকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। তিনি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: “মৃত্যুর পরবর্তী বিষয়াবলি সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা কিছু সংবাদ দিয়েছেন, তার প্রতি ঈমান রাখা পরকালের প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।” এর অন্যতম হলো: কবরের পরীক্ষা। মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর তাঁর নিকট দুইজন ফেরেশতা আগমন করেন, তাঁরা তাঁকে বসান এবং তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন: “তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী? তোমার নবী কে?”

তখন আল্লাহ ঈমানদারদের শাস্ত বাণীর ওপর অটল রাখেন—আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাকে ও আপনাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন—অতঃপর মুমিন ব্যক্তি উত্তর দেয়: “আমার রব আল্লাহ, আমার দ্বীন ইসলাম এবং আমার নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।” তখন আকাশ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করেন: “আমার বান্দা সত্য বলেছে, সুতরাং তোমরা তার জন্য জান্নাতের বিছানা পেতে দাও, তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও।” এরপর তাঁর কবরকে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হয় এবং তাঁর নিকট জান্নাতের সুস্বাদু ও প্রশান্তি আসতে থাকে এবং তিনি সেখানে জান্নাতের নেয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করতে থাকেন।

وأما المنافق_ والعياذ بالله_ أو الكافر، فيقول: هأت هأت.. لا أدري، سبعت الناس يقولون شيئاً فقلته، لان الإيمان لم يصل إلى قلبه، إنما هو بلسانه فقطن فهو يسمع ولا يدري ما المعنى، لا ويفتح عليه في قبره. هذه فتنة عظيمة جدان ولهذا امرنا النبي_ عليه الصلاة والسلام_ أن نستعيز بالله منها في كل صلاة ((اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر، وعذاب النار)) _ ومن ذلك أيضاً أن نؤمن بنعيم القبر وعذاب القبر. نعيم القبر لمن يستحق النعيم من المؤمنين، وعذاب القبر لمن يستحق العذاب، وقد جاء ذلك في القران والسنة، واجمع عليه أهل السنة والجماعة. _ ففي كتاب الله يقول تبارك وتعالى: (كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (النحل: 32) ويقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الواقعة: (فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ) (الواقعة: 89) يقول هذا في حال ذكر المحتضر إذا جاءه الموت. إذا كان من المقربين فله روح وريحان وجنة نعيم في نفس اليوم. أما عذاب القبر فاستمع إلى قول الله عز وجل: (وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ

আর মুনাফিক—আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—অথবা কাফির বলবে: হায়! হায়! আমি জানি না। আমি মানুষকে যা বলতে শুনেছি, আমিও তাই বলেছি। কারণ ঈমান তার অন্তরে পৌঁছেনি, বরং তা ছিল কেবল তার মুখে। সে শুনেছে কিন্তু তার মর্মার্থ বুঝতে পারেনি; বরং তার ওপর তার কবরে বিপত্তি উন্মুক্ত করা হবে। এটি অত্যন্ত বড় এক পরীক্ষা। আর এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের প্রতিটি সালাতে আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন: "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কবরের আযাব ও জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" এরই অন্তর্ভুক্ত হলো কবরের নিয়ামত এবং কবরের আযাবের প্রতি ঈমান রাখা। মুমিনদের মধ্যে যারা নিয়ামতের যোগ্য, তাদের জন্য

রয়েছে কবরের নিয়ামত; আর যারা শাস্তির যোগ্য, তাদের জন্য রয়েছে কবরের আযাব। এ কথা কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত হয়েছে এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত এর ওপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন। মহান আল্লাহর কিতাবে বরকতময় ও সুউচ্চ আল্লাহ এরশাদ করেন: "আল্লাহ এভাবেই মুত্তাকীদের প্রতিদান দেন। ফেরেশতারা যাদের জান কবজ করেন পবিত্র থাকা অবস্থায়; তারা বলে: তোমাদের ওপর শাস্তি বর্ষিত হোক। তোমরা যা আমল করতে তার বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করো।" (সূরা আন-নাহল: ৩২)

মহান আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তাআলা সূরা আল-ওয়াকিআহ-এর শেষে এরশাদ করেছেন: "অতঃপর যদি সে নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তার জন্য রয়েছে আরাম, সুগন্ধি ও সুখময় জান্নাত।" (সূরা আল-ওয়াকিআহ: ৮৯)। মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার সময় মুমূর্ষু ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনায় তিনি এটি বলেছেন। যদি সে নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন হয়, তবে সেই দিন থেকেই তার জন্য আরাম, সুগন্ধি ও সুখময় জান্নাত রয়েছে। আর কবরের আযাব সম্পর্কে মহান আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার বাণী লক্ষ্য করুন: "আর আপনি যদি দেখতে পেতেন যখন..."

(ص: 456) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ (الأنعام: من الآية 93) أَي: سَكَرَاتِ الْمَوْتِ (وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ) مَا دِينَ أَيْدِيهِمْ لِهَذَا الْمُحْتَضِرِ مِنَ الْكُفَّارِ (أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ) وَكَأَنَّهُمْ شَحِيحُونَ بِأَنْفُسِهِمْ، لِأَنَّهَا تَبْشُرُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ بِالْعَذَابِ، فَتَهْرَبُ فِي الْبَدَنِ وَتَتَفَرَّقُ وَيَشْحُ بِهَا الْإِنْسَانُ، فَيَقَالُ: (أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ) (الأنعام: من الآية 93) ، أَي: الْيَوْمَ يَوْمَ مَوْتِهِمْ عِنْدَ احْتِضَارِهِمْ.

وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي آلِ عِمْرَانَ: (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ) (غافر: 46) فَقَالَ: (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا) هَذَا قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ

الْعَذَابِ) . ولكن يجب علينا أن نعلم أن هذا النعيم والعذاب أمر غيبي لا نطلع عليه، لأننا لو اطلعنا عليه ما دفنا أمواتنا، لان الإنسان لا يمكن أن يقدم ميتة لعذاب يسعه، يفرع، لان الكافر أو المنافق إذا عجز عن الإجابة يضرب بمرزبة_ قطعة من الحديد مثل البطرقة_ من حديد، فيصبح صيحة يسعها كل شيء إلا الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ولو سيعها الإنسان لصعق)). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسيعكم عذاب القبر)) ، ولكن من نعمة الله أننا لا نعلم به حسا، بل نؤمن به غيباً ولا

(যালিমরা যখন মৃত্যুর সংকটে লিপ্ত থাকে) (আল-আন'আম: ৯৩ নং আয়াতের অংশ) অর্থাৎ: মৃত্যুর যন্ত্রণাসমূহ। (আর ফেরেশতারা তাদের হাত প্রসারিত করে রাখে) তারা কাফিরদের মধ্য থেকে যারা মৃত্যুপথযাত্রী তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। (তোমাদের প্রাণ বের করো) যেন তারা তাদের প্রাণের ব্যাপারে অত্যন্ত কৃপণতা করছে, কারণ তাদের প্রাণকে আজাবের সুসংবাদ দেওয়া হয়—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—ফলে তা দেহের ভেতর পালিয়ে বেড়ায় এবং ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ তা বের করতে কার্পণ্য করে। তখন বলা হয়: (তোমাদের প্রাণ বের করো; আজ তোমাদের লাঞ্ছনাকর আজাবের বিনিময় দেওয়া হবে, যেহেতু তোমরা আল্লাহর প্রতি অসত্য বলতে এবং তাঁর নিদর্শনাবলী থেকে অহংকার করতে) (আল-আন'আম: ৯৩ নং আয়াতের অংশ), অর্থাৎ: আজ তাদের মুমূর্ষু অবস্থার সময় তথা তাদের মৃত্যুর দিন। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা আলে ইমরানে বলেন: (তাদেরকে সকাল ও সন্ধ্যায় আগুনের সামনে উপস্থিত করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে সেদিন বলা হবে, ফিরআউনের অনুসারীদের কঠোরতম আজাবে দাখিল করো) (গাফির: ৪৬)। তিনি বলেছেন: (তাদেরকে সকাল ও সন্ধ্যায় আগুনের সামনে উপস্থিত করা হয়) এটি কিয়ামত কায়েম হওয়ার পূর্বের অবস্থা। (এবং যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে সেদিন বলা হবে, ফিরআউনের অনুসারীদের কঠোরতম আজাবে দাখিল করো)। তবে আমাদের জেনে রাখা আবশ্যিক যে, এই নেয়ামত ও আজাব অদৃশ্যের বিষয় যা আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না। কারণ যদি আমরা তা দেখতে পেতাম, তবে আমরা আমাদের মৃতদের দাফন করতাম না। কেননা মানুষের পক্ষে তার মৃতকে এমন আজাবের সামনে উপস্থাপন করা সম্ভব নয় যা সে শুনতে পায়, সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। কারণ কাফির বা মুনাফিক যখন জবাব দিতে অক্ষম হয়, তখন তাকে লোহার মুণ্ডর—যা

হাতুড়ির মতো লোহার খণ্ড—দিয়ে আঘাত করা হয়, ফলে সে এমন তীব্র চিৎকার করে যা মানুষ ব্যতীত প্রতিটি সৃষ্টি শুনতে পায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আর মানুষ যদি তা শুনত, তবে সে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ত।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যদি তোমরা দাফন করা ছেড়ে না দিতে, তবে আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতাম যেন তিনি তোমাদের কবরের আজাব শুনিয়ে দেন।" কিন্তু এটি আল্লাহর অন্যতম নেয়ামত যে, আমরা ইন্দ্রিয়গতভাবে এটি অনুভব করি না, বরং অদৃশ্যের বিষয় হিসেবে এতে বিশ্বাস স্থাপন করি এবং না...

(ص: 457) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

নদরকে حسা. كذلك لو كان عذاب القبر شهادة وحسا لكان فيه فضيحة! إذا مرت بقبر إنسان وسمعته يعذب ويصيح ففيه فضيحة له. ثالثاً: ولو أن شهادة يحس لكان هذا قلقاً علي أهله وذويه، فلا ينامون في الليل وهم يسمعون صاحبهم يصيح ليلاً ونهاراً من العذاب، لكن من رحمة الله _ سبحانه وتعالى _ أن الله جعله غيباً لا يعلم عنه، فلا يأتي شخص ويقول: أننا لو حفرنا القبر بعد يومين لم نجد أثراً للعذاب؟ نقول: لان هذا أمر غيبي، علي أن الله تعالى قد يطلع علي هذا الغيب من شاء من عبادة، فربما يطلع عليه، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين في المدينة وقال: انهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرة، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة))، فاطلع الله نبيه علي هذين القبرين انهما يعذبان فالحاصل انه يجب علينا أن نؤمن بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين عن ربه ودينه ونبيه، وان نؤمن بنعيم القبر لو عذابه، _

ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر: أن يؤمن الإنسان بما يكون في نفس اليوم الآخر، وذلك انه إذا نفخ في الصور النفخة الثانية قام الناس في قبورهم لله رب العالمين حفاة ليس عليهم نعال، وعراة ليس عليهم ثياب.

আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে তা উপলব্ধি করি। অনুরূপভাবে, কবরের আযাব যদি চাক্ষুষ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হতো, তবে তাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মানহানি হতো! আপনি যদি কোনো ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শুনতে পেতেন যে তাকে আযাব দেওয়া হচ্ছে এবং সে চিৎকার করছে, তবে তা তার জন্য অপমানজনক হতো। তৃতীয়ত: এটি যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হতো, তবে তা তার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য চরম উদ্বেগের কারণ হতো; তারা রাতে ঘুমাতে পারত না যখন তারা শুনত যে তাদের আপনজন আযাবের কারণে দিন-রাত চিৎকার করছে। কিন্তু মহান আল্লাহ —সুবহানাহু ওয়া তাআলা— এর রহমত এই যে, তিনি একে অদৃশ্যের বিষয় হিসেবে রেখেছেন যা সম্পর্কে কেউ জানতে পারে না। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যেন এসে এই কথা না বলে যে: আমরা যদি দুই দিন পর কবর খনন করি, তবে আযাবের কোনো চিহ্ন দেখতে পাই না কেন? আমরা বলব: কারণ এটি একটি অতীন্দ্রিয় বিষয়। তবে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এই অদৃশ্যের বিষয় সম্পর্কে অবগত করতে পারেন। সম্ভবত তিনি কাউকে তা অবগত করেন, যেমনটি সহীহাইন-এ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে: ((নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং বললেন: এই দুই ব্যক্তিকে আযাব দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের কোনো বড় বিষয়ে (যা বর্জন করা কঠিন ছিল) আযাব দেওয়া হচ্ছে না; তাদের একজন পেশাবের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকত না, আর অন্যজন চোগলখোরি করে বেড়াত))। মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে এই দুই কবরের আযাব সম্পর্কে অবগত করেছিলেন। সুতরাং সারকথা হলো, কবরের ফিতনার ওপর ঈমান আনা আমাদের জন্য ওয়াজিব, আর তা হলো কবরে দুই ফেরেশতা কর্তৃক বান্দাকে তার রব, দীন ও নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ; এবং কবরের নিয়ামত বা আযাবের ওপর ঈমান আনা।

পরকালের প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হলো: কিয়ামতের দিনে যা কিছু ঘটবে তার ওপর ঈমান আনা। আর তা হলো, যখন দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে, তখন মানুষ তাদের কবর থেকে বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর উদ্দেশ্যে খালি পাবে (যাদের পাবে কোনো জুতো থাকবে না) এবং বিবস্ত্র অবস্থায় (যাদের গায়ে কোনো পোশাক থাকবে না) দণ্ডায়মান হবে।

وغرلا ليس مختونين، وبهما ليس معهم مال، كل الناس حتى الأنبياء والرسول يبعثون هكذا، كما قال الله تعالى: (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ) (الأنبياء: من الآية 104)، فكما أن الإنسان يخرج من بطن أمه هكذا عارياً غير منتعل، غير مختون، ليس معه مال، فكذلك يخرج من بطن الأرض يوم القيامة علي هذه الصفة، يقومون لرب العالمين الرجال والنساء، والصغار والكبار، والكفار والمؤمنون، كلهم علي هذا الوصف حفاة غرلا بهما، ولا ينظر بعضهم إلى بعض، لأنه قد دهاهم من الأمر ما يشغلهم عن نظر بعضهم إلى بعض، فالأمر اعظم من أن ينظر بعض الناس إلى بعض. ربما تكون المرأة إلى جنب الرجل ولا ينظر إليها ولا تنظر إليه، كما قال الله عز وجل: (فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (وَأُمُّهُ وَأَبِيهِ) (وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ) (لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ) (عبس: 33-37). ومن الإيمان باليوم الآخر: أن تؤمن بأن الله _ سبحانه وتعالى _ يبسط هذه الأرض ويمدها كما يمد الأديم أي الجلد، لان أرضنا اليوم كرة مستديرة منبعجة بعض الشيء من الجنوب والشمال، لكنها مستديرة كما يفيد قوله تعالى: (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) (وَأُذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ) (وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ) (1-3)، معناه إنها لا تمد إلا إذا انشقت السماء، وذلك يوم القيامة، فتبسط الأرض كما يسط الجلد المدبوغ، ليس فيها أودية ولا أشجار ولأبناء ولا جبال، يذرها الرب _ عز وجل _ قاعاً صفصفاً لا تري فيها عوجاً ولا أمتاً، يحشر الناس عليها علي الوصف المذكور أنفاً، وتطوي السماوات، يطويها الرب _ عز وجل _ بيمينه، وتدني الشمس من

খতনাবিহীন এবং রিক্তহস্ত অবস্থায়, তাদের সাথে কোনো সম্পদ থাকবে না। নবী ও রাসূলগণসহ সকল মানুষ এভাবেই পুনরুত্থিত হবে, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবেই আমি তার পুনরাবৃত্তি করব) (আল-

আম্বিয়া: ১০৪ নম্বর আয়াতের অংশ)। সুতরাং মানুষ যেভাবে তার মায়ের গর্ভ থেকে নগ্ন, নগ্নপদ, খতনাবিহীন এবং রিক্তহস্ত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়, ঠিক সেভাবেই কিয়ামতের দিন সে জমিনের উদর থেকে এই বৈশিষ্ট্যে বের হয়ে আসবে। তারা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হবে—পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড়, কাফির ও মুমিন—সকলেই এই বর্ণনামতে নগ্নপদ, খতনাবিহীন ও রিক্তহস্ত অবস্থায় থাকবে। তারা একে অপরের দিকে তাকাবে না, কারণ তাদের ওপর এমন এক গুরুতর বিষয় আপতিত হবে যা তাদের একে অপরের দিকে তাকানো থেকে বিমুখ করে রাখবে। পরিস্থিতি একে অপরের দিকে তাকানোর চেয়েও অনেক বেশি ভয়াবহ হবে। সম্ভবত একজন নারী একজন পুরুষের পাশেই থাকবে, তবুও সে তার দিকে তাকাবে না এবং পুরুষটিও তার দিকে তাকাবে না, যেমনটি আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেছেন: (অতঃপর যখন সেই কর্ণবিদারক বিকট শব্দ আসবে) (যেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাইয়ের কাছ থেকে) (এবং তার মা ও তার পিতার কাছ থেকে) (আর তার স্ত্রী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে) (সেদিন তাদের প্রত্যেকেরই এমন এক গুরুতর অবস্থা হবে যা তাকে অন্য সবার থেকে উদাসীন করে দেবে) (আবাসা: ৩৩-৩৭)। আর পরকালের প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হলো: এই বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই জমিনকে সমতল করবেন এবং একে প্রসারিত করবেন যেমন চামড়া প্রসারিত করা হয়। কারণ আমাদের এই পৃথিবী আজ একটি গোলাকার গোলক যা উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর দিকে কিছুটা চাপা, কিন্তু এটি গোলাকার যেমনটি আল্লাহ তাআলার এই বাণী থেকে প্রতীয়মান হয়: (যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে) (এবং তার প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে ও এটাই তার জন্য সংগত) (এবং যখন জমিনকে প্রসারিত করা হবে) (আল-ইনশিকাক: ১-৩)। এর অর্থ হলো, আকাশ বিদীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জমিনকে প্রসারিত করা হবে না, আর তা হবে কিয়ামতের দিন। তখন জমিনকে এমনভাবে বিছিয়ে দেওয়া হবে যেমন পাকা করা চামড়া বিছানো হয়; সেখানে কোনো উপত্যকা, বৃক্ষলতা, দালানকোঠা বা পাহাড়-পর্বত থাকবে না। মহান প্রতিপালক একে এমন এক সমতল মসৃণ প্রান্তরে পরিণত করবেন যেখানে কোনো বক্রতা বা উঁচু-নিচু দেখতে পাবে না। এই জমিনেই পূর্বোক্ত বর্ণনামতে মানুষকে সমবেত করা হবে। আর আসমানসমূহকে গুটিয়ে নেওয়া হবে, মহান প্রতিপালক তাঁর ডান হাত দিয়ে সেগুলো গুটিয়ে নেবেন এবং সূর্যকে নিকটবর্তী করা হবে।

الخلق حتى تكون فوق رؤوسهم بقر ميل، أم مسافة وأما ميل البكحلة وأياً كان في قريباً من الرؤوس، لكننا نؤمن بأن من الناس من يسلم من حرها، وهو الذين يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنه السبع الذين ذكرهم الرسول في نسق واحد، فقال عليه الصلاة والسلام: ((سبعة يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه،

ورجل دعتة امرأة ذات منصب وجمال فقال: أني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شأله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه)) الإمام العادل: هو الذي عدل في رعيته، ولا عدل اقوم ولا أوجب من أن يحكم فيهم شريعة الله، هذا راس العدل، لان الله يقول: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ) (النحل: من الآية 90)، فمن حكم شعبه بغير شريعة الله فإنه ما عدل، بل هو كافر والعياذ بالله، لان الله قال: (وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (البائدة: من الآية 44) فإذا وضع هذا الحاكم قوانين تخالف الشريعة وهو يعلم إنها تخالف الشريعة، لكنه عدل عنها وقال: أنا لا اعدل عن القانون، فإنه كافر وان صلي، ولو تصدق، ولو صام، ولو حج، ولو ذكر الله تعالى، ولو شهد للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، فإنه كافر مخلص في جهنم

সৃষ্টিজগতকে সমবেত করা হবে যতক্ষণ না সূর্য তাদের মাথার উপরে মাত্র এক মাইল পরিমাণ দূরত্বে অবস্থান করবে—চাই তা দূরত্বের পরিমাপক মাইল হোক কিংবা সুরমাদানীর শলাকা (মিল) হোক—তা যা-ই হোক না কেন, তা মাথার অত্যন্ত সন্নিহিত হবে। তবে আমরা বিশ্বাস করি যে, একদল মানুষ এর প্রচণ্ড উত্তাপ থেকে নিরাপদ থাকবে; আর তারা হলেন ঐ সকল ব্যক্তি যাদের আল্লাহ তাআলা তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। এদের অন্তর্ভুক্ত হলো সেই সাত শ্রেণীর ব্যক্তি যাদের কথা রাসূলুল্লাহ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একাধারে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে আল্লাহ তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না: ন্যায়পরায়ণ শাসক, এমন যুবক যার বেড়ে ওঠা হয়েছে আল্লাহর ইবাদতের মধ্য দিয়ে, এমন ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকে, এমন দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালোবাসে— আল্লাহর মহক্বতেই তারা একত্রিত হয় এবং আল্লাহর মহক্বতেই তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়, এমন ব্যক্তি যাকে কোনো উচ্চবংশীয় ও রূপবতী নারী (কুকর্মের জন্য) আহ্বান জানায় কিন্তু সে বলে: 'নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে ভয় করি', এমন ব্যক্তি যে দান করে কিন্তু তা অত্যন্ত সংগোপনে—এমনকি তার বাম হাতও জানতে পারে না তার ডান হাত কী ব্যয় করছে, এবং এমন ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে ফলে তার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়।" ন্যায়পরায়ণ শাসক: তিনি হলেন ঐ ব্যক্তি যিনি তাঁর প্রজাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করেন। আর আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী তাদের শাসন করার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ও অধিকতর অনিবার্য কোনো ইনসাফ নেই। এটাই হলো ইনসাফের মূল ভিত্তি; কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের নির্দেশ দেন" (সূরা আন-নাহল: ৯০)। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়ত ব্যতিরেকে তার জনগণের ওপর শাসনকার্য পরিচালনা করে, সে আদতে ইনসাফ করেনি; বরং সে কাফির—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আর যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই কাফির" (সূরা আল-মায়িদাহ: ৪৪)। সুতরাং যদি কোনো শাসক শরীয়ত বিরোধী আইন প্রণয়ন করে এবং সে জ্ঞাত থাকে যে এটি শরীয়ত পরিপন্থী, তদুপরি সে শরীয়ত থেকে বিমুখ হয়ে বলে: 'আমি প্রচলিত আইন থেকে বিচ্যুত হব না', তবে সে কাফির—যদিও সে সালাত কায়েম করে, সদকা দেয়, সিয়াম পালন করে, হাজ্জ সম্পাদন করে, আল্লাহ তাআলার জিকির করে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করে তবুও। নিশ্চয়ই সে কাফির এবং জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে।

يوم القيامة ولا يجوز أن يتولى عن شعب مسلم إذا قدر الشعب علي إزاحته عن الحكم. فأهم العدل في الإمام أن يحكم في الناس بشريعة الله. ومن العدل أن يسوي بين الفقير والغني، وبين العدو والولي، وبين القريب والبعيد، حتى العدو يسوي بينه وبين

الولي في مسألة الحكم، حتى أن العلماء رحمهم الله قالوا: لو دخل علي القاضي رجلان أحدهما كافر والثاني مسلم، حرم عليه أن يميز المسلم بشيء، فيدخلان جميعاً ويجلسان جميعاً، فلا يتحدث لواحد دون الآخر، ولا يبش في وجه المسلم ويكشر في وجه الكافر! وهما في مقام الحكم، بل يجب أن يسوي بينهما، مع أن الكافر لا شك أنه ليس كالمسلم (أَفَنَجِلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ) (مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) (القلم: 36، 35)، لكن في باب الحكم الناس سواء. ومن العدل: أن يقيم الحدود التي فرضها الله عز وجل علي كل أحد، حتى علي أولاده وذريته، فإن النبي صلي الله عليه وسلم وهو اعدل الأئمة، لما شفع إليه أسامة رضي الله عنه فيها، فقال له: ((أتشفع في حد من حدود الله))؟! أنكر عليه، ثم قام النبي صلي الله عليه وسلم فخطب الناس، فحمد الله واثنى عليه ثم قال: ((أما بعد.. فإنما اهلك الذين قبلكم انهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد! وايم الله أي حلف بالله لو أن

কিয়ামত দিবসে; আর কোনো মুসলিম জনগোষ্ঠীর দায়িত্বভার ত্যাগ করা তার জন্য বৈধ নয় যদি ওই জনগোষ্ঠী তাকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করার সামর্থ্য রাখে। শাসকের ইনসাফের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মানুষের মাঝে আল্লাহর শরিয়ত অনুযায়ী বিচার করা। ইনসাফের অন্তর্ভুক্ত হলো ধনী ও দরিদ্র, শত্রু ও মিত্র এবং নিকটজন ও দূরবর্তীদের মাঝে সমতা বিধান করা; এমনকি বিচারের ক্ষেত্রে শত্রুর সাথেও সমতা রক্ষা করতে হবে যেমনটি রক্ষা করা হয় আপন মিত্রের ক্ষেত্রে। এমনকি উলামায়ে কেরাম (রাহিমাহুমুল্লাহ) বলেছেন: যদি বিচারকের কাছে দুজন ব্যক্তি আসে যাদের একজন কাফির ও অন্যজন মুসলিম, তবে মুসলিমকে কোনো বিষয়ে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া বিচারকের জন্য হারাম। তারা উভয়ে একত্রে প্রবেশ করবে এবং

একত্রে বসবে। বিচারক একজনের সাথে কথা বলে অন্যজনকে উপেক্ষা করবেন না, এবং মুসলিমের সাথে হাসিমুখে কথা বলে কাফিরের সামনে ঞ্কুটি করবেন না! বিচারের আসনে তারা উভয়েই সমান। বরং তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব, যদিও এতে কোনো সন্দেহ নেই যে কাফির ব্যক্তি মুসলিমের সমান নয় (আল্লাহ বলেন: “আমি কি মুসলিমদের অপরাধীদের ন্যায় গণ্য করব? তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা কেমন ফয়সালা করছ?”) (আল-কালাম: ৩৫-৩৬)। তবে বিচারের অধ্যায়ে সকল মানুষ সমান। আর ইনসাফ হলো: মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত দণ্ডবিধি প্রত্যেকের ওপর কার্যকর করা, এমনকি তা যদি নিজের সন্তান ও বংশধরদের ওপরও হয়। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)—যিনি শ্রেষ্ঠতম ইনসাফকারী ইমাম—উসামা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন এ ব্যাপারে তাঁর কাছে সুপারিশ করলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন: “তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ডবিধির ব্যাপারে সুপারিশ করছ?!” তিনি এ বিষয়ে তাঁর ওপর আপত্তি জানালেন। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাঁড়িয়ে মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি জ্ঞাপন করার পর বললেন: “অতঃপর কথা হলো... তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ কেবল এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত; আর যখন কোনো দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তার ওপর দণ্ডবিধি কার্যকর করত! আল্লাহর কসম—অর্থাৎ আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি—যদি...

(ص: 461) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

فأطبة بنت محمد سرت لقطعت يدها)) صلى الله عليه وسلم، فأطبة بنت محمد اشرف النساء! سيدة نساء أهل الجنة، بنت افضل البشر، لو سرت لقطع يدها وهو أبوها. وتأمل ((لقطعت يدها)) ولم يقل ل أمرت بقطع يدها! فظاهرة هو الذي يباشر قطعها لو سرت. هذا العدل، وبهذا قامت السماوات والأرض. ومن عدل الإمام أن يولي المناصب من هو أهل لها في دينه وفي قوته، فيكون أميناً

وقوياً، أهلاً للأمر الذي ولي عليه. وأركان الولاية اثنان: القوة، والأمانة، قال الله تعالى: (قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنَّ) (النمل: من الآية 39) إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ) (القصص: من الآية 26) لسليمان: (أَنَا آتِيكَ بِهِ) (النمل: من الآية 39) أي: بعرش بلقيس (قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ) (النمل: من الآية 39)، فمن العدل أن لا يولي أحداً منصباً ألا وهو أهل له في قوته وفي أمانته، فإن ولي من ليس أهلاً ويوجد من هو خير منه فليس بعادل. فالنبي صلي الله عليه وسلم جعل الإمام العادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وجعله أول هؤلاء السبعة، لان العدل في الرعية صعب جداً، فإذا وفق البرء الذي يوليه الله علي عباده للعدل أن في هذا خيراً كثيراً، وانتفعت الأمة في عصره ومن بعده أيضاً، لأنه يكون قدوة صالحة، فهذا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

"মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমা যদি চুরি করত তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম" — রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই বাণী। ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ নারীজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ! তিনি জান্নাতবাসী নারীদের নেত্রী, সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের কন্যা; তবুও যদি তিনি চুরি করতেন, তবে তাঁর পিতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর হাত কেটে দিতেন। লক্ষ্য করুন, তিনি বলেছেন: "আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম", তিনি বলেননি "আমি তার হাত কাটার নির্দেশ দিতাম"। এর বাহ্যিক অর্থ হলো, তিনি নিজেই সরাসরি তা কার্যকর করতেন। এটিই প্রকৃত ইনসাফ, আর এর ওপরই আসমান ও জমিন দণ্ডায়মান। শাসকের ন্যায়পরায়ণতার অন্যতম দিক হলো, তিনি দায়িত্বপূর্ণ পদে তাকেই নিয়োগ দেবেন যে দ্বীনদারি ও কর্মক্ষমতার বিচারে এর যোগ্য। ফলে সে হবে বিশ্বস্ত ও শক্তিশালী এবং অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষম। নেতৃত্বের মূল ভিত্তি দুটি: শক্তি (যোগ্যতা) ও আমানতদারি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (এক ইফরিত জিন বলল) (আন-নামল: ৩৯ আয়াতের অংশ) "নিশ্চয়ই আপনার মজুর হিসেবে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত" (আল-কাসাস: ২৬ আয়াতের অংশ)। সুলাইমান (আলাইহিস সালাম)-কে সে বলেছিল: "আমি তা আপনার নিকট নিয়ে আসব" (আন-নামল:

৩৯), অর্থাৎ বিলকিসের সিংহাসন, "আপনার স্থান থেকে উঠে দাঁড়ানোর পূর্বেই। আর নিশ্চয়ই আমি এর ওপর শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত" (আন-নামল: ৩৯)। সুতরাং ন্যায়বিচারের দাবি হলো, শক্তি ও আমানতদারির বিচারে যে যোগ্য নয় তাকে কোনো পদে অধিষ্ঠিত না করা। যদি এমন কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয় যে অযোগ্য, অথচ সেখানে তার চেয়ে উত্তম ও যোগ্য ব্যক্তি বর্তমান থাকে, তবে সেই শাসক ন্যায়পরায়ণ নন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ন্যায়পরায়ণ শাসককে সেই সাত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করেছেন যাদেরকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। আর তিনি এই সাত শ্রেণির মধ্যে তাকেই সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন, কারণ প্রজাদের মাঝে ইনসাফ কায়ম করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। যদি কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অভিভাবক নিযুক্ত করেন এবং সে ন্যায়বিচার করার তাওফিক লাভ করে, তবে তাতে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয় এবং তার সময়ে ও পরবর্তীকালেও উম্মাহ এর দ্বারা উপকৃত হয়, কেননা সে তখন এক সৎ আদর্শে পরিণত হয়; ফলে এমন ব্যক্তিই কিয়ামতের দিনে আল্লাহর ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করবেন।

(ص: 462) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

ثانياً: ((سلب نشأ في طاعة الله)): الشاب ما بين الخامس عشرة سنة إلى الثلاثين. ولا شك أن يكون للشباب اتجاهات وأفكار، ولا يستقر علي شيء، لأنه شاب غض، كل شيء يجذبه، وكل شيء يختطفه، ولهذا أمر الرسول صلي الله عليه وسلم في الحرب أن تقتل شيوخ المقاتلين المشركين وسيتبقي شبابهم، لان الشباب إذا عرض عليهم الإسلام ربما يسلمون. فالشباب لما كان في سن الشباب يكون له أفكار وأهواء واتجاهات فكرية وخلقية وسلوكية، صار الذي يمين الله عليه وينشأ في طاعته من الذين يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وطاعة الله هي امتثال أمر الله واجتناب نهيه، ولا امتثال للأمر واجتناب للنهي إلا بمعرفة أن هذا أمر وهذا نهى، إذن لا بد

من سبق العلم، فيكون هذا الشاب طالباً للعلم، ممثلاً للأمر، مجتنباً للنهي.
الثالث: ((رجل قلبه معلق بالمساجد)): أي: يحب المساجد. وهل المقصود أماكن
السجود؟ أي أن يحب الصلاة، أو المقصود المساجد المخصوصة؟ يحتمل هذا وهذا.
هذا رجل قلبه دائماً معلق بالمساجد، وهو مشغول في أماكن الصلاة، وفي الصلاة. إذا
انتهى من صلاة انتظر الأخرى، وهكذا. وهنا فرق بين قول الإنسان: (اللهم أرحني بالصلاة))، و ((اللهم أرحني من الصلاة)). أرحني بالصلاة: هذا خير،
أي اجعل الصلاة راحة لقلبي. وأرحني من الصلاة: أي فكني عنها. أعوذ بالله! فهذا
الرجل قلبه معلق بالمساجد

দ্বিতীয়ত: "এমন যুবক যে আল্লাহর ইবাদত-আনুগত্যের মাঝে বেড়ে উঠেছে": পনেরো থেকে
ত্রিশ বছর বয়সের সময়কালকেই যৌবনকাল বলা হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যুবকদের
বিভিন্ন ঝোঁক ও চিন্তাধারা থাকে এবং তারা কোনো একটি বিষয়ে স্থির হতে পারে না। কারণ
যুবক বয়সটি হলো অত্যন্ত কোমল; প্রতিটি বিষয় তাকে আকর্ষণ করে এবং প্রতিটি বিষয় তাকে
বিচ্যুত করতে চায়। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের ময়দানে
মুশরিক যোদ্ধাদের মধ্যে যারা বয়োবৃদ্ধ তাদের হত্যা করার এবং যুবকদের ছেড়ে দেওয়ার
নির্দেশ দিয়েছিলেন; কারণ যুবকদের সামনে যখন ইসলাম পেশ করা হবে, তখন সম্ভাবনা
থাকে যে তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। যুবক যখন তার এই বয়সে বিভিন্ন চিন্তা, কামনা-বাসনা
এবং বুদ্ধিগত, চারিত্রিক ও আচরণগত নানাবিধ ঝোঁকের বশবর্তী থাকে, তখন যার ওপর
আল্লাহ অনুগ্রহ করেন এবং সে তাঁরই আনুগত্যের মাঝেই বড় হয়ে ওঠে, সে ঐ ব্যক্তিদের
অন্তর্ভুক্ত হয় যাদেরকে আল্লাহ সেদিন তাঁর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া
ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। আর আল্লাহর আনুগত্য হলো তাঁর আদেশ পালন করা
এবং তাঁর নিষেধ থেকে দূরে থাকা। তবে আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জন করা সম্ভব নয় যতক্ষণ
না এটি জানা যায় যে কোনটি আদেশ আর কোনটি নিষেধ। সুতরাং এর জন্য আগে জ্ঞানের
প্রয়োজন। তাই সেই যুবক হবে একজন জ্ঞান অন্বেষণকারী, যে আদেশসমূহ পালন করবে এবং
নিষিদ্ধ কাজসমূহ পরিহার করবে। তৃতীয়ত: "এমন ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে
থাকে"; অর্থাৎ সে মসজিদকে ভালোবাসে। এখন এর দ্বারা কি সিজদার স্থানসমূহ উদ্দেশ্য?
অর্থাৎ সে সালাতকে ভালোবাসবে; নাকি নির্দিষ্টভাবে মসজিদগুলো উদ্দেশ্য? এখানে

উভয়টিরই সম্ভাবনা রয়েছে। এই ব্যক্তি এমন যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথে লেগে থাকে এবং সে সালাতের জায়গা ও সালাত নিয়েই মশগুল থাকে। এক সালাত শেষ হলে সে পরবর্তী সালাতের অপেক্ষায় থাকে—এভাবেই চলতে থাকে। এখানে মানুষের দুটি কথার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে:

"হে আল্লাহ! সালাতের মাধ্যমে আমাকে প্রশান্তি দান করুন" এবং "হে আল্লাহ! সালাত থেকে আমাকে মুক্তি দিন।" সালাতের মাধ্যমে প্রশান্তি চাওয়া হলো কল্যাণকর; অর্থাৎ সালাতকে আমার অন্তরের প্রশান্তি বানিয়ে দিন। আর সালাত থেকে মুক্তি চাওয়া মানে হলো এটি থেকে রেহাই পাওয়া। আমি আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই! এই ব্যক্তির অন্তরই মসজিদের সাথে সর্বদা যুক্ত থাকে।

(ص: 463) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

دائماً، وهو مشغول بما كان الصلاة وبالصلاة، إذا انتهى من صلاة انتظر الأخرى، وهكذا. الرابع: ((رجلان تحاباً في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه)) أي: أحب بعضهما بعضاً لا لشيء سوي الله عز وجل فليس بينهما قرابة ولا صلة مالية، وليس بينهما صداقة طبيعية، إنما أحب في الله عز وجل لأنه رآه عابداً لله مستقيماً على شرعه فأحبه، وإذا كان قريباً أو صديقاً وما أشبه ذلك فلا مانع أن يحبه من وجهين: من جهة القرابة والصداقة، ومن الجهة الإيمانية. فهذان تحاباً في الله وصاراً كالأخوين، لما بينهما من الرابطة الشرعية الدينية، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. ((اجتمعا عليه)) في الدنيا ((وتفرقا عليه)) أي: لم يفرق بينهما إلا الموت، يحبه إلى أن مات، هذان يظلهما الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ويكونان يوم القيامة علي محبتهما وعلي خلتها، كما قال الله تعالى: (الْإِخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ) (الزخرف: 67)،

تبقى الصداقة بينهما في الدنيا والآخرة. اللهم أنا نسألك من فضلك. الخامس:
(ورجل دعتة امرأة ذات منصب وجمال فقال: أُنِي أَخَافُ اللَّهَ: رجل قادر علي الجماع,
دعتة امرأة ليجامعها بالزنا_ والعياذ بالله_ ذات منصب وجمال، أي إنها من خبائل
معروفة، ليست من سقط النساء بل من الخبائل المعروفة، وهي جميلة، دعتة إلى
نفسها في مكان خالي لا يطلع عليها أحد، وهو فيه شهوة، ويحب النساء، لكنه قال:
أُنِي أَخَافُ

সর্বদা, তিনি সালাতের স্থান এবং সালাত নিয়ে ব্যস্ত থাকেন; যখন এক সালাত শেষ করেন
তখন অন্য সালাতের অপেক্ষায় থাকেন, এভাবেই চলতে থাকে। চতুর্থ: ((এমন দুই ব্যক্তি যারা
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একে অপরকে ভালোবেসেছে, তারা এই মহব্বতের ওপরই একত্রিত
হয়েছে এবং এর ওপরই বিচ্ছিন্ন হয়েছে)) অর্থাৎ: তারা একে অপরকে শুধুমাত্র মহান ও
মহিমাম্বিত আল্লাহর জন্যই ভালোবাসে। তাদের মধ্যে কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই, কোনো
আর্থিক স্বার্থ নেই এবং কোনো সাধারণ বন্ধুত্বও নেই; বরং সে তাকে আল্লাহর জন্যই
ভালোবেসেছে, কারণ সে তাকে আল্লাহর একজন ইবাদতকারী এবং তাঁর শরিয়তের ওপর
অবিচল হিসেবে দেখেছে, তাই সে তাকে ভালোবেসেছে। আর যদি সে নিকটাত্মীয় বা বন্ধু
অথবা এই জাতীয় কেউ হয়, তবে তাকে দুই দিক থেকে ভালোবাসতে কোনো বাধা নেই:
আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের দিক থেকে এবং ঈমানি দিক থেকে। ফলে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির
উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালোবাসলো এবং দুই ভাইয়ের মতো হয়ে গেল সেই ধর্মীয় ও
শরিয়তসম্মত বন্ধনের কারণে, যা হলো মহান ও পবিত্র আল্লাহর ইবাদত। ((তারা এর ওপরই
একত্রিত হয়েছিল)) দুনিয়াতে, ((এবং এর ওপরই বিচ্ছিন্ন হয়েছে)) অর্থাৎ: মৃত্যু ছাড়া আর
কিছুই তাদের আলাদা করতে পারেনি, সে মৃত্যু পর্যন্ত তাকে ভালোবেসে গেছে। আল্লাহ
তাআলা এই দুই ব্যক্তিকে তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন সেই দিন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত
আর কোনো ছায়া থাকবে না। কিয়ামতের দিনও তারা তাদের এই ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের
ওপর অটল থাকবে, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: (বন্ধুরা সেই দিন একে অপরের শত্রু
হবে, তবে মুত্তাকির নয়) (সূরা আয-যুখরুফ: ৬৭),
দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের মধ্যে এই বন্ধুত্ব বজায় থাকবে। হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট
আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। পঞ্চম: ((এবং সেই ব্যক্তি যাকে উচ্চবংশীয় ও সুন্দরী কোনো

নারী আহ্বান জানিয়েছে, তখন সে বলেছে: আমি আল্লাহকে ভয় করি: এমন এক ব্যক্তি যে মিলনে সক্ষম, তাকে কোনো নারী ব্যভিচারের—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই— উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়েছে, যে উচ্চবংশীয় ও সুন্দরী, অর্থাৎ সে কোনো সাধারণ নারী নয় বরং পরিচিত ও সম্ভ্রান্ত বংশের নারী, এবং সে সুন্দরী। সে তাকে একটি নির্জন স্থানে নিজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যেখানে কেউ তাদের দেখতে পাচ্ছিল না, আর সেই ব্যক্তির মনেও আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং সে নারীদের পছন্দ করত, কিন্তু তবুও সে বলল: আমি ভয় করি...

(ص: 464) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الله! لم يمنعه من فعل هذا إلا خوف الله عز وجل! فأنظر إلى هذا الرجل! المقتضي موجود، لأنه قادر علي الجماع، والمرأة جميلة، وهي ذات منصب، والمكان خال، لكن منه مانع اقوي من هذا المقتضي، وهو خوف الله، قال: ((أني أخاف الله)) ما قال: أني لا اشتهي النساء، وما قال: لست بجميلة، وما قال: أنت من اسافل النساء، وما قال: أن حولنا أحدا، قال: ((أني أخاف الله)) فهذا ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وانظر إلى يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام عشقته امرأة العزيز ملك مصر، وكانت امرأة ملك علي حال من الجمال والدلال. غلقت الأبواب بينها وبين الناس: (وَقَالَتْ هَيْت لَكَ) يعني تدعوه إلى نفسها، وكان رجلا شابا، وبمقتضي الطبيعة البشرية هم بها وهت به، ولكن رأي برهان ربه وقع في قلبه خوف الله فامتنع، فهددته بالسجن فقال: (؟ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ) (فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّيِّعُ الْعَلِيمُ) (ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَجُنَّهُ حَتَّى حِينٍ) (يوسف: 35، 33)، وسجن في ذات الله وامتنع عن الزنا مع قوة أسبابه، لكنه رأي برهان ربه فخاف الله، السادس: ((ورجل تصدق بصدقة

فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)) : وهذا فيه كمال الإخلاص، يخلص الله،
لا يريد من الناس أن يطلعوا على عمل من أعماله، بل يريد أن يكون بينه وبين
ربه فقط. ولا

আল্লাহ! আল্লাহ তাআলার ভয় ছাড়া অন্য কিছু তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখেনি। এই লোকটির দিকে লক্ষ্য করুন! প্ররোচিত হওয়ার সকল উপকরণ সেখানে বিদ্যমান ছিল; কেননা সে ছিল সক্ষম, নারীটিও ছিল সুন্দরী ও প্রভাবশালী বংশমর্যাদার অধিকারী এবং স্থানটিও ছিল নির্জন। কিন্তু তার মধ্যে এই প্ররোচনার চেয়েও শক্তিশালী এক প্রতিবন্ধক ছিল, আর তা হলো আল্লাহর ভয়। সে বলেছিল: "নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে ভয় করি।" সে এ কথা বলেনি যে, "নারীদের প্রতি আমার কোনো আসক্তি নেই", কিংবা বলেনি "তুমি সুন্দরী নও", অথবা বলেনি "তুমি নিচুবংশীয় নারী", কিংবা বলেনি "আমাদের আশেপাশে কেউ আছে"; বরং সে বলেছিল: "নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে ভয় করি।" সুতরাং সে ঐসব ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাঁর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। আর ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহিম—তাঁদের সবার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক—এর প্রতি লক্ষ্য করুন। মিসরের অধিপতি আজিজের স্ত্রী তাঁকে প্রলুব্ধ করেছিল। সে ছিল এক রাজকীয় নারী, রূপ-লাবণ্য ও জৌলুসে অনন্য। সে তাদের ও বাইরের মানুষের মাঝে সকল দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল এবং বলেছিল: "এসো, তোমার জন্য আমি প্রস্তুত।" অর্থাৎ সে তাঁকে নিজের কামনার দিকে আহ্বান করেছিল। তিনি ছিলেন একজন যুবক এবং মানবীয় স্বভাবজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী তিনি তার প্রতি আসক্ত হতে যাচ্ছিলেন এবং সেও তাঁর প্রতি আসক্ত হয়েছিল। কিন্তু তিনি তাঁর রবের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করলেন এবং তাঁর হৃদয়ে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হলো, ফলে তিনি নিজেকে রক্ষা করলেন। এরপর সে তাঁকে কারাবরণের ভয় দেখালে তিনি বললেন: "হে আমার রব! তারা আমাকে যার দিকে আহ্বান করছে, তার চেয়ে কারাগারই আমার নিকট অধিক প্রিয়। আপনি যদি তাদের ছলনা আমার থেকে ফিরিয়ে না নেন, তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হব।" অতঃপর তাঁর প্রতিপালক তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন এবং তাদের চক্রান্ত তাঁর থেকে দূর করে দিলেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। তারপর নিদর্শনসমূহ দেখার পরও এক পর্যায়ে তাদের নিকট এটাই যুক্তিযুক্ত মনে হলো যে, তারা তাঁকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কারাবদ্ধ করে রাখবে (ইউসুফ: ৩৩, ৩৫)। আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে তিনি কারাবরণ করলেন এবং

ব্যভিচারের প্রবল কারণ থাকা সত্ত্বেও তা থেকে বিরত থাকলেন; কারণ তিনি তাঁর রবের স্পষ্ট প্রমাণ দেখেছিলেন এবং আল্লাহকে ভয় করেছিলেন। ষষ্ঠ ব্যক্তি: "এমন ব্যক্তি যে দান করে এবং তা এমন সংগোপনে করে যে, তার ডান হাত যা ব্যয় করে তার বাম হাতও তা জানতে পারে না।" এতে ইখলাসের পূর্ণতা রয়েছে; সে আল্লাহর জন্য কাজটিকে একনিষ্ঠ করে, সে চায় না মানুষ তার কোনো আমল সম্পর্কে জানুক, বরং সে চায় বিষয়টি কেবল তার ও তার প্রতিপালকের মধ্যেই থাকুক। এবং না

(ص: 465) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

يريد أن يظهر للناس بمظهر المنة علي أحد، لان الذي يعطي إمام الناس تكون له منة علي من أعطاه. فهو يخفي الصدقة حتى لا تعلم شمالك ما تنفق يمينه، أي: من شدة إخفائه لو أمكن أن لا تعلم يده الشمال ما أنفقت يده اليمين لفعل، فهذا مخلص غاية الإخلاص وهو بعيد عن المن بالصدقة، يظله الله في ظله يوم لا ظل الاظله، ولكن لاحظ أن إخفاء الصدقة افضل_ بلا شك_ إلا انه ربما يعرض لهذا الأفضل ما يجعله مفضولاً، مثل أن يكون في إظهار الصدقة تشجيع للناس علي الصدقة، فهنا قد يكون إظهار الصدقة افضل، ولهذا امتدح الله سبحانه وتعالى_ الذين ينفقون سرا وعلانية علي حسب ما تقتضيه المصلحة. فالحال لا تخلوا من ثلاث مراتب: أما أن يكون السر انفع، أو الإظهار انفع، فإن تساوي الأمران فالسر انفع. السابع: ((رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه)) ذكر الله بلسانه وبقلبه، ليس عنده أحد يرائيه بهذا الذكر، خالياً من الدنيا كلها، قلبه معلق بالله عز وجل. فلما ذكر الله بلسانه وبقلبه، وتذكر عظمة الرب_ عز وجل_ اشتاق إلى الله ففاضت عيناه. فهذا أيضاً ممن يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذه الأعمال السبعة قد يوفق الإنسان فيحصل علي واحد منها أو اثنين أو ثلاثة أو

أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة، هذا ممكن، ولا يناقض بعضه بعضاً، فقد يوفق الإنسان فيأخذ من كل واحدة من هذه بنصيب، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام: ((أن للجنة أبواباً، من كان من أهل

তিনি মানুষের সামনে এমনভাবে প্রকাশ পেতে চান না যে তিনি কারও প্রতি অনুগ্রহ করছেন, কারণ যে ব্যক্তি মানুষের সামনে দান করে, তার প্রতি গ্রহীতার একটি অনুগ্রহের দায় সৃষ্টি হয়। তাই তিনি দানকে এমনভাবে গোপন করেন যে তার বাম হাত জানতে পারে না তার ডান হাত কী ব্যয় করেছে। অর্থাৎ, গোপনীয়তার এমন চরম পর্যায়ে তিনি থাকেন যে, যদি সম্ভব হতো তার বাম হাত না জানুক তার ডান হাত কী দান করেছে, তবে তিনি তাই করতেন। এই ব্যক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ের একনিষ্ঠ এবং দানের মাধ্যমে অনুগ্রহ প্রকাশের মানসিকতা থেকে বহু দূরে।

আল্লাহ তায়ালা তাকে

তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন সেই দিন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতিরেকে অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। তবে লক্ষ্যণীয় যে, দান গোপন রাখা নিঃসন্দেহে উত্তম; কিন্তু কখনও কখনও এমন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে যা এই উত্তম বিষয়টিকে অনুত্তমে পরিণত করে। যেমন, দান প্রকাশ করার মাধ্যমে যদি অন্য মানুষকে দানের প্রতি উৎসাহিত করার বিষয়টি জড়িয়ে থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে দান প্রকাশ করা অধিকতর উত্তম হতে পারে। এ কারণেই মহান আল্লাহ সুবহানাঙ্হু ওয়া তায়ালা তাঁদের প্রশংসা করেছেন যারা জনস্বার্থ ও পরিস্থিতির প্রয়োজনে গোপনে এবং প্রকাশ্যে ব্যয় করেন। সুতরাং অবস্থাটি তিনটি স্তরের বাইরে নয়: হয় গোপন রাখা অধিক ফলপ্রসূ হবে, অথবা প্রকাশ করা অধিক ফলপ্রসূ হবে; আর যদি উভয়টি সমান হয়, তবে গোপন রাখাই অধিক শ্রেয়। সপ্তম: ((এমন এক ব্যক্তি যে নিভৃতে আল্লাহকে স্মরণ করেছে এবং তার দুই চোখ অশ্রুসিক্ত হয়েছে))। সে তার জিহ্বা ও অন্তর দিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করেছে, যখন তার পাশে এমন কেউ ছিল না যাকে দেখানোর জন্য সে এই জিকির করবে; বরং সে দুনিয়ার সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল এবং তার অন্তর মহান আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত ছিল। অতঃপর যখন সে তার জিহ্বা ও অন্তর দিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করল এবং মহান রবের মহিমা উপলব্ধি করল, তখন আল্লাহর প্রতি তার ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পেল এবং তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। এই ব্যক্তিও সেই সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের আল্লাহ তায়ালা তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন সেই দিন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। এই সাতটি আমলের ক্ষেত্রে হতে পারে যে কোনো মানুষ একটি, দুটি, তিনটি, চারটি, পাঁচটি, ছয়টি কিংবা সাতটি আমল করাই

তাওফিক লাভ করবে। এটি সম্ভব এবং একটির সাথে অন্যটির কোনো বিরোধ নেই। বস্তুত মানুষ তাওফিকপ্রাপ্ত হয়ে এই প্রতিটি আমল থেকে অংশ গ্রহণ করতে পারে, যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন: ((জান্নাতের কতগুলো দরজা রয়েছে; যে ব্যক্তি যে শ্রেণির আমলকারী হবে...))

(ص: 466) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان

من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان)) ذكر أربعة! فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما علي من دعي علي واحد من هذه الأبواب من ضرورة_ أي: الذي يدعي من باب واحد سهل_ فهل يدعي أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: ((نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبو بكر)) نسأل الله من فضله. وهذا يعني أن أبا بكر يدعي من كل الأبواب، لأنه صاحب صلاة، وصدقة، وجهاد، وصيام، فكل مسائل الخير قد اخذ منها بنصيب. رضي الله عنه وأرضاه، وألحقنا به في جنات النعيم. وهنا مسألة احب أن انبه عليها، وهي أن بعض الطلبة يظنون أن المراد بالظل ((في ظل يوم لا ظل إلا ظله)) انه ظل الرب_ عز وجل_ وهذا ظن خاطئ جدا، لا يظنه الأرجل جاهل، وذلك أن من المعلوم أن الناس في الأرض، وان الظل هذا يكون عن الشمس، فلو قدر أن المراد به ظل الرب_ سبحانه وتعالى_ لزم من هذا أن تكون الشمس فوق الله، ليكون حائلا بينها وبين الناس، وهذا شيء مستحيل ولا يمكن، لان الله_ سبحانه وتعالى_ قد ثبت

সালাত আদায়কারীকে সালাতের দরজা দিয়ে আহ্বান করা হবে, আর দান-সদাকারীকে সদকার দরজা দিয়ে আহ্বান করা হবে, আর জিহাদকারীকে জিহাদের দরজা দিয়ে আহ্বান করা হবে, আর যারা ছিল

সিয়াম পালনকারী তাদের ‘রাইয়ান’ নামক দরজা দিয়ে আহ্বান করা হবে)) (তিনি) চারটি দরজার কথা উল্লেখ করলেন! তখন আবু বকর বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! যাকে এগুলোর যেকোনো একটি দরজা থেকে ডাকা হবে, তার জন্য আর কোনো অভাব বা উৎকর্ষ থাকবে না—অর্থাৎ, যেকোনো একটি দরজা দিয়ে যাকে আহ্বান করা হবে তার জন্য বিষয়টি সহজসাধ্য—কিন্তু এমন কি কেউ আছে যাকে এই সব কটি দরজা থেকেই ডাকা হবে? তিনি বললেন: ((হ্যাঁ, আর আমি আশা করি তুমি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে, হে আবু বকর)) আমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। এর অর্থ হলো, আবু বকরকে প্রতিটি দরজা থেকেই ডাকা হবে; কারণ তিনি ছিলেন সালাত, সদকা, জিহাদ ও সিয়ামের অধিকারী এবং কল্যাণের প্রতিটি বিষয়েই তিনি উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করুন এবং আমাদেরকেও তাঁর সাথে জান্নাতুন নাঈমে সমবেত করুন। এখানে একটি বিষয়ে আমি সতর্ক করতে চাই, তা হলো—কিছু শিক্ষার্থী মনে করেন যে, ‘যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না’—এই ছায়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মহান রবের—যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত—নিজস্ব ছায়া। এটি অত্যন্ত ভুল ধারণা, যা কেবল কোনো অজ্ঞ ব্যক্তিই পোষণ করতে পারে। কেননা এটি সর্বজনবিদিত যে, মানুষ যমীনে অবস্থান করবে আর এই ছায়া তৈরি হয় সূর্যের কারণে। এখন যদি ধরে নেওয়া হয় যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য মহান আল্লাহর—যিনি পবিত্র ও মহান—ছায়া, তবে এর অনিবার্য পরিণতি হবে সূর্য আল্লাহর উপরে অবস্থিত থাকা, যাতে তিনি সূর্য ও মানুষের মাঝে অন্তরায় হতে পারেন। আর এটি অসম্ভব ও অকল্পনীয় একটি বিষয়, কারণ মহান আল্লাহ—এটি সুপ্রমাণিত যে...

له العلو المطلق من جميع الجهات، ولكن المراد ظل يخلقه الله في ذلك اليوم يظل من يستحقون أن يظلمهم الله في ظله، وإنما أضافه الله إلى نفسه لأنه في ذلك اليوم لا يستطيع أحد أن يظل بفعل مخلوق، فليس هناك بناء ولا شيء يوضع علي الرؤوس، إنما يكون الظل ما خلقه الله لعبادة في ذلك اليوم، فلهذا أضافه الله إلى نفسه لاختصاصه به ومما يكون في ذلك اليوم: نشر الدواوين أي: صحائف الأعمال التي كتبت علي المرء في حياته، وذلك لان الله _ سبحانه وتعالى _ وكل بكل إنسان ملكين: أحدهما عن اليمين، والثاني عن الشمال، كما قال الله تبارك وتعالى: (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ) (إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ) (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) (ق: 16_18) . هذان الملكان الكريمان يكتبان كل ما يعلمه المرء من قول أو فعل، أما ما يحدث به نفسه فإنه لا يكتب عليه، لان النبي صلي الله عليه وسلم قال: ((أن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به)). لكن القول والفعل يكتب علي الإنسان، كاتب الحسنات علي اليمين وكاتب السيئات علي الشمال، فيكتبان كل ما أمرا بكتابته، فإذا كان يوم القيامة الزم كل إنسان هذا الكتاب في عنقه، كما قال الله تعالى (وَكُلَّ

তাঁর জন্য সকল দিক থেকে নিরঙ্কুশ উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত, কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হলো এমন এক ছায়া যা আল্লাহ সেই কিয়ামতের দিনে সৃষ্টি করবেন। এই ছায়া দ্বারা তিনি তাদেরকে ছায়া দান করবেন যারা আল্লাহর ছায়াতলে স্থান পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ এই ছায়াকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন কারণ সেই

দিনে কোনো সৃষ্টির কর্মের মাধ্যমে ছায়া দান করা কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। সেখানে কোনো দালানকোঠা থাকবে না এবং মাথার উপরে দেওয়ার মতো কোনো বস্তুও থাকবে না। বরং সেই ছায়া হবে কেবল তা-ই যা আল্লাহ সেই দিনে তাঁর বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করবেন। এই কারণেই আল্লাহ একে নিজের জন্য বিশিষ্ট করেছেন। আর সেই দিনে যা ঘটবে তার মধ্যে অন্যতম হলো: আমলনামাসমূহ উন্মুক্ত করা; অর্থাৎ সেই কর্মলিপি যা মানুষের জীবদ্দশায় তার সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর তা এজন্য যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রত্যেক মানুষের জন্য দুইজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন: একজন ডান দিকে এবং দ্বিতীয়জন বাম দিকে। যেমন

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেছেন: (আর আমি তার শাহরগ বা গ্রীবাঙ্কিত ধমনীর চেয়েও নিকটতর) (যখন ডানে ও বামে উপবিষ্ট দুইজন ফেরেশতা তার আমল গ্রহণ করে) (মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার কাছে একজন সদা প্রস্তুত পর্যবেক্ষক নিয়োজিত থাকে) (ক্বাফ: ১৬-১৮)। এই দুইজন সম্মানিত ফেরেশতা মানুষের প্রতিটি কথা ও কাজ যা তারা অবগত হন, তা লিপিবদ্ধ করেন। তবে মানুষ নিজের মনে যে চিন্তা বা জল্পনা-কল্পনা করে, তা তার আমলনামায় লেখা হয় না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মতের মনের কল্পনা ক্ষমা করে দিয়েছেন, যতক্ষণ না তারা তা কার্যে পরিণত করে অথবা মুখে ব্যক্ত করে।" কিন্তু মানুষের প্রতিটি কথা ও কাজ লিপিবদ্ধ করা হয়। সওয়াব লেখক ফেরেশতা থাকেন ডান দিকে এবং গুনাহ লেখক ফেরেশতা থাকেন বাম দিকে। তাঁদেরকে যা কিছু লেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা তা-ই লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর যখন কিয়ামত দিবস উপস্থিত হবে, তখন প্রত্যেক মানুষের জন্য এই কিতাব বা আমলনামা তার গলায় সংলগ্ন করে দেওয়া হবে, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন (আর প্রত্যেক...

(ص: 468) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ

طَائِرُهُ فِي عُنُقِهِ) (الإسراء: من الآية 13) ويخرج له هذا الكتاب فيقال: (اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا) (الإسراء: 14) ، فيقرأه له، ويتبين كل ما عنده. هذا الكتاب المنشور من الناس من يأخذه بيمينه، ومن الناس من يأخذه بشماله من وراء ظهره. أما من يأخذه بيمينه _ أسأل الله أن يجعلنا منهم _ فإنه يقول للناس (هَآؤُمْ اقْرَءُوا كِتَابِيَهٗ) (الحاقة: من الآية 19) ، يريهم إياه فرحاً ومسروراً بما انعم الله به عليه. وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول حزا وقها وهما (يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهٗ) (الحاقة: من الآية 25) . ومما يجب الإيمان به في ذلك اليوم: أن تؤمن بالحساب، بأن الله تعالى يحاسب الخلائق، كما قال الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ مُثْقَلًا حَبَّةً

مِنْ خَزْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ (الأنبياء: من الآية 47) ، وقال الله تعالى:
(فَسَوْفَ يَحَاسِبُ حِسَاباً يَسِيرًا) (الانشقاق: 8) ، فيحاسب الله الخلائق، ولكن
حساب المؤمن حساب يسير ليس فيه مناقشة، يخلو الله سبحانه وتعالى بعبد
المؤمن ويضع عليه ستره، ويقرره بذنوبه، يقول: أتذكر كذا؟ حتى يقول: نعم،
ويقر
بذلك كله، فيقول الله عز وجل له: ((أني قد سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها
لك اليوم)) ، وما أكثر الذنوب التي

প্রত্যেক মানুষের কর্মফল আমি তার গলগল করেছি
(আল-ইসরা: ১৩ এর অংশ) এবং তার জন্য এই কিতাবটি (আমলনামা) বের করা হবে, তখন
বলা হবে: (তুমি তোমার কিতাব পাঠ করো; আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমি নিজেই
যথেষ্ট) (আল-ইসরা: ১৪)। অতঃপর সে তা পাঠ করবে এবং তার কাছে যা কিছু আছে তা স্পষ্ট
হয়ে যাবে। এই উন্মুক্ত কিতাব মানুষের মধ্যে কেউ তার ডান হাতে গ্রহণ করবে, আবার কেউ
তার বাম হাতে পিঠের পেছন দিক দিয়ে গ্রহণ করবে। আর যে ব্যক্তি তা ডান হাতে গ্রহণ
করবে—আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন—সে
মানুষকে বলবে: (এই যে, তোমরা আমার আমলনামা পড়ে দেখো) (আল-হাক্কাহ: ১৯)। আল্লাহ
তাকে যা নিয়ামত দান করেছেন তাতে আনন্দিত ও প্রফুল্ল হয়ে সে তা মানুষকে দেখাবে। আর
যাকে তার আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে, সে চরম দুঃখ, অনুতাপ ও দুশ্চিন্তার সাথে বলবে:
(হায়, আমাকে যদি আমার আমলনামা না দেওয়া হতো!) (আল-হাক্কাহ: ২৫)। আর সেই
দিনের প্রতি ঈমান আনার আবশ্যিক বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো: হিসাব-নিকাশের ওপর
বিশ্বাস স্থাপন করা; অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সকল সৃষ্টির হিসাব গ্রহণ করবেন। যেমন আল্লাহ
তাআলা বলেছেন: (যদি তা সরিষার দানা পরিমাণও হয়, তবে আমি তা উপস্থিত করব এবং
হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আমিই যথেষ্ট) (আল-আম্বিয়া: ৪৭)। এবং আল্লাহ তাআলা আরও
বলেন: (অচিরেই তার হিসাব সহজভাবে নেওয়া হবে) (আল-ইনশিকাক: ৮)। সুতরাং আল্লাহ
সৃষ্টিজীবের হিসাব নেবেন, তবে মুমিনের হিসাব হবে অত্যন্ত সহজ যাতে কোনো কঠোর
জিজ্ঞাসাবাদ থাকবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর মুমিন বান্দার সাথে একান্তে
মিলিত হবেন এবং তার ওপর তাঁর পর্দা (আড়াল) টেনে দেবেন। এরপর তাকে তার

গুনাহসমূহের স্বীকারোক্তি করাবেন এবং বলবেন: তুমি কি অমুক গুনাহের কথা মনে করতে পারো? এভাবে শেষ পর্যন্ত সে বলবে: হ্যাঁ, এবং সে সবকিছুরই স্বীকৃতি দেবে। তখন আল্লাহ—যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত—তাকে বলবেন: "আমি দুনিয়াতে তোমার এই গুনাহগুলো গোপন রেখেছিলাম এবং আজ আমি তা তোমার জন্য ক্ষমা করে দিচ্ছি।" আর কতই না অধিক সেই সব গুনাহ যা...

(ص: 469) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

سترها الله علينا! فإذا كان الإنسان مؤمناً قال الله له: ((فأني قد سترتها عليك في الدنيا، وأني اغفرها لك اليوم)) الخ. أما الكافر والعياذ بالله_ فإنه يفضح ويخزي، وينادي علي رؤوس الأشهاد: (هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين) (هود: من الآية 18). ومما يجب الإيمان به مما يكون في يوم القيامة: الحوض المورود لنبينا محمد صلي الله عليه وسلم وهو حوض يصب عليه ميزابان من الكوثر، وهو النهر الذي أعطيه النبي صلي الله عليه وسلم في الجنة، كما قال الله تعالى (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) (الكوثر: 1)، فيصب منه ميزابان علي الحوض الذي يكون في عرصات يوم القيامة. وصفه النبي_ عليه الصلاة والسلام_ بأن ماءه اشد بياضاً من اللبن، واحلي من العسل، وأطيب من رائحة المسك، وان أنيته كنجوم السماء، وان طوله شهر وعرضه شهر، وان من شرب منه مرة واحدة فإنه لا يظمأ بعدها أبداً. هذا الحوض يردّه المؤمنون من أمة النبي صلي الله عليه وسلم_ أسأل الله أن يوردي وإياكم إياه_ يرد المؤمنون يشربون منه، وأما من لم يؤمن بالرسول_ عليه

আল্লাহ আমাদের দোষসমূহ গোপন রাখুন! যখন কোনো ব্যক্তি মুমিন হবে, তখন আল্লাহ তাকে বলবেন: "নিশ্চয়ই আমি দুনিয়াতে তোমার এসব (গুনাহ) গোপন রেখেছিলাম এবং আজ আমি তোমার জন্য তা ক্ষমা করে দিচ্ছি" ইত্যাদি। পক্ষান্তরে কাফির—আমরা আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই—সে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে এবং সকল সাক্ষীর সামনে তাকে উচ্চস্বরে ঘোষণা করা হবে: "এরাই তারা, যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। জেনে রেখো, যালিমদের ওপর আল্লাহর লানত (অভিশাপ)।" (সূরা হূদ: আয়াত ১৮-এর অংশ)।

কিয়ামতের দিন যা কিছু সংঘটিত হবে তার মধ্যে ঈমান আনা আবশ্যিক এমন একটি বিষয় হলো: আমাদের নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য নির্ধারিত ‘হাওয-ই-মাও রুদ’ (আগমনস্থল)। এটি এমন একটি হাওয যাতে ‘কাওসার’ থেকে দুটি নহর (পরনালা) এসে পড়েছে। কাওসার হলো সেই জান্নাতী নদী যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জান্নাতে দান করা হয়েছে, যেমনটি আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি।" (সূরা আল-কাওসার: ১)। কিয়ামতের সুবিশাল ময়দানে অবস্থিত সেই হাওযের মধ্যে জান্নাতের কাওসার থেকে দুটি নহরের পানি এসে পড়বে। নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, এর পানি দুধের চেয়েও বেশি সাদা, মধুর চেয়েও বেশি মিষ্টি এবং এর সুগন্ধ কস্তুরীর সুবাসের চেয়েও উত্তম। এর পানপাত্রগুলো আকাশের নক্ষত্ররাজির ন্যায় (অসংখ্য)। এর দৈর্ঘ্য এক মাসের পথ এবং প্রস্থও এক মাসের পথ। যে ব্যক্তি এখান থেকে একবার পান করবে, সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না। এই হাওযের নিকট নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উম্মতের মুমিনগণ উপস্থিত হবে—আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাকে এবং আপনাদেরকে সেখানে পৌঁছান—মুমিনগণ সেখানে উপস্থিত হয়ে পানি পান করবে। পক্ষান্তরে যারা রাসূল (আলাইহি...) এর প্রতি ঈমান আনেনি...

الصلاة والسلام_ فإنه يطرد عنه ولا يشرب منه، نسأل الله العافية. وهذا الحوض الذي جعله الله للنبي_ عليه الصلاة والسلام_ هو اعظم حياض الأنبياء، ولكل نبي حوض يرده المؤمنون من أمته، لكنها لا تنسب إلى حوض الرسول صلي الله عليه وسلم لان هذه الأمة يتمثلون ثلثي أهل الجنة، فلا جرم أن يكون حوض النبي_ عليه الصلاة والسلام_ اعظم الحياض وأكبرها وأوسعها أعظمها واشبهها. ومما يجب الإيذان به أيضاً في ذلك اليوم: الإيذان بالصراط. والصراط جسر منصوب علي جهنم، وهو أدق من الشعر واحد من السيف، يمر الناس عليه علي قدر أعمالهم، من كان مسارعاً في الخيرات في الدنيا كان سريعاً في المشي علي هذا الصراط، ومن كان متباطئاً، ومن كان قد خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً ولم يعف الله عنه فإنه ربما يكدر في النار والعياذ بالله! يختلف الناس في المشي عليه، فمنهم من يمر كالمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من يلقي في جهنم. وهذا الصراط لا يمر عليه إلا المؤمنون فقط، أما الكافرون فإنهم لا يبرون عليه، وذلك أنهم يساقون في عرصات القيامة إلى النار مباشرة، نسأل الله العافية. فإذا عبروا علي الصراط وقفوا علي قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص

(রাসূলুল্লাহর ওপর) দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক—অতঃপর তাকে সেখান থেকে বিতাড়িত করা হবে এবং সে তা থেকে পান করতে পারবে না; আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। আর আল্লাহ তাআলা নবী কারীম—তাঁর ওপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক—এর জন্য যে হাওয নির্ধারণ করেছেন, তা নবীদের হাওযসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রত্যেক নবীর জন্য একটি করে হাওয রয়েছে, যেখানে তাঁর উম্মতের মুমিনগণ উপস্থিত হবে। কিন্তু সেগুলো আল্লাহর রাসূল—তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক—এর হাওযের সমতুল্য হতে পারে না; কারণ এই উম্মত জান্নাতবাসীদের দুই-তৃতীয়াংশ হবে। সুতরাং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নবী কারীম—তাঁর ওপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক—এর হাওয হবে সকল

হাওয়ের চেয়ে মহান, বৃহত্তম, প্রশস্ততম এবং অধিক পরিবেষ্টনকারী। সেই দিবসের বিষয়াবলির মধ্যে আরও যা বিশ্বাস করা অপরিহার্য তা হলো: সিরাতের প্রতি ঈমান। আর সিরাত হলো জাহান্নামের ওপর স্থাপিত একটি সেতু, যা চুল অপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং তলোয়ার অপেক্ষা অধিক ধারালো। মানুষ তাদের নিজ নিজ আমল অনুযায়ী এর ওপর দিয়ে পার হবে। দুনিয়াতে যারা নেক কাজে অগ্রগামী ছিল, তারা এই সিরাত পার হওয়ার ক্ষেত্রেও দ্রুতগতি সম্পন্ন হবে। আর যারা ধীরগতি সম্পন্ন ছিল এবং যারা নেক আমলের সাথে মন্দ আমল মিশ্রিত করেছে আর আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেননি, তারা সম্ভবত জাহান্নামে স্তূপীকৃত হয়ে নিষ্কিণ্ড হবে; আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি! এর ওপর দিয়ে চলার ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হবে। তাদের মধ্যে কেউ চোখের পলকে পার হয়ে যাবে, কেউ বিজলীর গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ তেজস্বী ঘোড়ার গতিতে, কেউ উষ্ট্রারোহীর গতিতে পার হবে। আবার কেউ হেঁটে এবং কেউ হামাগুড়ি দিয়ে পার হবে, আর কেউ কেউ জাহান্নামে নিষ্কিণ্ড হবে। আর এই সিরাত শুধুমাত্র মুমিনরাই পার হবে

শুধুমাত্র, পক্ষান্তরে কাফেররা এর ওপর দিয়ে পার হবে না; বরং হাশরের ময়দান থেকে তাদের সরাসরি জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে। আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। অতঃপর তারা যখন সিরাত পার হবে, তখন জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী এক সেতুতে অবস্থান করবে, সেখানে পারস্পরিক হকের মীমাংসা করা হবে।

(ص: 471) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

من بعضهم لبعض، وهذا القصاص غير القصاص الذي يكون في عرصات يوم القيامة، هذا لقصاص_ والله اعلم_ يراد به أن تتخلى القلوب من الأضغان والأحقاد والغل، حتى يدخلوا الجنة وهم علي أكمل حال، وذلك أن الإنسان وإن اقتص له ممن اعتدي عليه فلا بد أن يبقى في قلبه شيء من الغل والحقد علي الذي اعتدي عليه، ولكن أهل الجنة لا يدخلون الجنة حتى يقتص لهم اقتصاصاً كاملاً، فيدخلونها

علي احسن وجه، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، ولكن لا يفتح باب الجنة لأحد قبل الرسول صلي الله عليه وسلم ولهذا يشفع هو بنفسه لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، كما انه شفع للخلائق أن يقضي بينهم ويستريحوا من الهول والكرب والغم الذي أصابهم في عرصات القيامة، وهاتان الشفاعتان خاصتان برسول الله صلي الله عليه وسلم. اعني الشفاعة في أهل الموقف حتى يقضي بينهم، والشفاعة في أهل الجنة حتى يدخلوا الجنة، فيكون له، _ صلي الله عليه وسلم _ شفاعتان: إحداهم في نجاة الناس من الكرب والهول، والثانية في حصول مطلوبهم، وهو فتح باب الجنة فيفتح. فأول من يخل الجنة من الناي رسول الله صلي الله عليه وسلم، قبل كل الناس، وأول من يدخلها من الأمم أمة النبي صلي الله عليه وسلم، أما أهل النار _ والعياذ بالله _ فيساقون إلى النار زمرا، ويدخلونها أمة بعد أمة، (كَلِمًا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا) والعياذ بالله. الثانية تلعن الأولى وهكذا، ويتبرأ بعضهم من بعض، نسأل الله العافية. فإذا أتوا إلى النار وجدوا أبوابها مفتوحة، حتى يبتغوا بعذابها

একে অপরের থেকে; আর এই কিসাস সেই কিসাস নয় যা কিয়ামতের ময়দানে সংঘটিত হবে। এই কিসাস—আল্লাহই সর্বজ্ঞ—দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অন্তরসমূহকে হিংসা, বিদ্বেষ ও কলুষতা থেকে পবিত্র করা, যাতে তারা পূর্ণাঙ্গ ও শ্রেষ্ঠ অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে। কারণ মানুষের ওপর যে সীমালঙ্ঘন করা হয়েছিল তার প্রতিশোধ গ্রহণ করা সত্ত্বেও সীমালঙ্ঘনকারীর প্রতি তার অন্তরে কিছুটা ঘৃণা বা বিদ্বেষ অবশিষ্ট থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু জান্নাতবাসীরা ততক্ষণ জান্নাতে প্রবেশ করবেন না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কিসাস সম্পন্ন হয়, যাতে তারা সর্বোত্তম অবস্থায় সেখানে প্রবেশ করতে পারেন। যখন তারা পরিশোধিত ও পরিচ্ছন্ন হবেন, তখন তাদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে কারো জন্য জান্নাতের দরজা খোলা হবে না। এ কারণেই তিনি স্বয়ং জান্নাতবাসীদের জান্নাতে প্রবেশের জন্য সুপারিশ করবেন, যেমনটি তিনি হাশরের ময়দানে সমবেত সকল সৃষ্টির বিচারকাজ সম্পন্ন করার এবং কিয়ামতের ময়দানে তাদের আচ্ছন্ন করা ভয়াবহ আতঙ্ক, কষ্ট ও দুঃশ্চিন্তা থেকে মুক্তির জন্য সুপারিশ

করবেন। এই দুই প্রকারের সুপারিশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যই নির্দিষ্ট; অর্থাৎ হাশরবাসীদের বিচারকাজ শেষ করার সুপারিশ এবং জান্নাতবাসীদের জান্নাতে প্রবেশের সুপারিশ। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য দুটি সুপারিশ রয়েছে: এর একটি হলো মানুষকে বিপদ-আপদ ও দুঃশিস্তা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য, আর দ্বিতীয়টি হলো তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য, অর্থাৎ জান্নাতের দরজা খোলার সুপারিশ, যার ফলে তা উন্মুক্ত করা হবে। মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সকল মানুষের আগে। আর উম্মতদের মধ্যে প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত। পক্ষান্তরে জাহান্নামীদের—আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই—দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে এবং তারা এক উম্মতের পর আরেক উম্মত হয়ে প্রবেশ করবে। (যখনই কোনো উম্মত তাতে প্রবেশ করবে, তারা তাদের সমজাতীয় অন্য উম্মতকে অভিশাপ দেবে)—আল্লাহর পানাহ চাই। পরবর্তী দল পূর্ববর্তী দলকে লানত করবে এবং এভাবে তারা একে অপরের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে; আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। যখন তারা জাহান্নামের কাছে উপস্থিত হবে, তখন তারা এর দরজাগুলো উন্মুক্ত দেখতে পাবে, যাতে তারা এর আযাবের সম্মুখীন হয়।

(ص: 472) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

والعياذ بالله، وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً (إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله يسيراً) (168، 169). فيدخونها ويخلد فيها الكفار ابد الأبد، إلى ابد لا منتهى له، كما قال الله عز وجل _ في كتابه: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: (إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعيراً) (خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لَا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً) (يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا

اللّٰهُ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ) (وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ) (رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمُ لَعْنًا كَبِيرًا) (الأحزاب: 68, 64). وقال سبحانه وتعالى: (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا) (الجن: من الآية 23) !! فهذه ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل كلها فيها التصريح بأن أهل النار خالدون فيها أبدا، ولا لأحد بعد كلام الله عز وجل. كما أن أهل الجنة خالدون فيها أبدا. فان قال قائل: أن الله تعالى قال في سورة هود: (فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ) (خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ) (وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرٌ مَّجْدُودٍ) (هود: 108, 106) ، ففي أهل الجنة قال: (عَطَاءٌ غَيْرٌ مَّجْدُودٍ) يعني غير مقطوع، بل هو دائم. وفي أهل النار قال:

(إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ) فهل هذا يعني أن أهل النار ينقطع عنهم العذاب؟
فالجواب: نقول لا، ولكن لما كان أهل الجنة يتقلبون بنعمة الله بين

আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি—(যারা কুফরি করেছে) ও জুলুম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোনো পথও দেখাবেন না; কেবল জাহান্নামের পথ ব্যতীত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটি আল্লাহর জন্য অত্যন্ত সহজ। (১৬৮, ১৬৯)। অতঃপর কাফিররা সেখানে প্রবেশ করবে এবং অনন্তকাল অবস্থান করবে, এমন এক চিরস্থায়িত্ব যার কোনো শেষ নেই; যেমনটি মহামহিম আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন: (নিশ্চয়ই যারা কুফরি করেছে...) এবং পবিত্র ও মহান আল্লাহ বলেছেন: (নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদের অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছেন। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, তারা কোনো অভিভাবক বা সাহায্যকারী পাবে না। যেদিন আগুনের মধ্যে তাদের মুখমণ্ডল ওলট-পালট করা হবে, তারা বলবে, হায়! আমরা যদি

আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসূলের আনুগত্য করতাম। তারা আরও বলবে, হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের আনুগত্য করেছিলাম, ফলে তারা আমাদের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছিল। হে আমাদের রব! আপনি তাদের দ্বিগুণ আজাব দিন এবং তাদের ওপর

মহা অভিশাপ বর্ষণ করুন।) (আল-আহযাব: ৬৪, ৬৮)। এবং পবিত্র ও মহান আল্লাহ বলেছেন: (আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।) (আল-জিন: ২৩ এর অংশবিশেষ)!! সুতরাং মহান আল্লাহর কিতাব থেকে এই তিনটি আয়াত, যার সবকটিতেই সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে, জাহান্নামবাসীরা সেখানে চিরকাল থাকবে; আর মহান আল্লাহর বাণীর পর অন্য কারো কোনো কথা থাকতে পারে না। ঠিক যেভাবে জান্নাতবাসীরা সেখানে চিরকাল থাকবে। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে: আল্লাহ তাআলা তো সূরা হুদে বলেছেন: (অতঃপর যারা হতভাগ্য, তারা আগুনের মধ্যে থাকবে, সেখানে তাদের জন্য থাকবে চিৎকার ও আত্ননাদ। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে যতদিন আসমান ও জমিন বিদ্যমান থাকে, তবে তোমার রব যা ইচ্ছে করেন। নিশ্চয়ই তোমার রব যা ইচ্ছে তা-ই করেন। আর যারা সৌভাগ্যবান, তারা জান্নাতে থাকবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে যতদিন আসমান ও জমিন বিদ্যমান থাকে, তবে তোমার রব যা ইচ্ছে করেন; এ এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।) (হুদ: ১০৬, ১০৮)। এখানে জান্নাতবাসীদের ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন: (নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার) অর্থাৎ যা কখনো ছিন্ন হবে না, বরং তা চিরস্থায়ী। আর জাহান্নামবাসীদের ক্ষেত্রে বলেছেন: (নিশ্চয়ই তোমার রব যা ইচ্ছে তা-ই করেন)। তবে কি এর অর্থ এই যে, জাহান্নামবাসীদের থেকে আজীব বন্ধ করে দেওয়া হবে? উত্তরে আমরা বলব: না; বরং জান্নাতবাসীরা যখন আল্লাহর নিআমতের মাঝে বিচরণ করতে থাকবে তখন...

(ص: 473) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الله سبحانه وتعالى أن أعطاهم لا ينقطع، أما أهل النار فلما كانوا يتقلبون بعدل الله قال: (إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ) فلا معقب لحكمه وقد أراد أن يكون أهل النار في النار، فهو يفعل ما يريد. هذا هو الفرق بين أهل النار وأهل الجنة، فأهل الجنة عطاؤهم غير مجذوذ، وأمر أهل النار فإنهم يتقلبون بعدل الله، والله سبحانه وتعالى

فعال لما يريد. هذا الكلام فيما تيسر مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. وقوله:
 ((وان تؤمن بالقدر خيره وشره)) هذا الركن السادس. والقدر: هو تقدير الله—
 سبحانه وتعالى—لما يكون يوم القيامة، وذلك أن الله—سبحانه وتعالى—خلق القلم
 فقال له اكتب! قال: ربي وما اكتب؟ قال: اكتب وهو كائن؟ فجري في تلك الساعة
 بما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم
 يكن ليصيبه، وقد ذكر الله هذا في كتابه إجمالاً فقال: (الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَدِّ فِي
 السَّائِغِ السَّائِغِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ
 إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) (الحج: 70) وقال تعالى: (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا
 فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) (الحديد: 22)،
 من قبل أن نبرأها أي: من قبل أن نخلقها، أي: من قبل أن نخلق الأرض، ومن
 قبل أن نخلق أنفسكم، ومن قبل أن نخلق المصيبة. فإن الله كتب هذا من قبل
 خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের যা দান করেছেন তা নিরবচ্ছিন্ন। পক্ষান্তরে
 জাহান্নামীদের যেহেতু আল্লাহর ন্যায়বিচারের মাধ্যমে দণ্ড দেওয়া হবে, তাই তিনি বলেছেন:
 (নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তা-ই করেন)। সুতরাং তাঁর হুকুম রদ করার কেউ নেই;
 তিনি চেয়েছেন জাহান্নামীরা জাহান্নামেই থাকুক, আর তিনি যা চান তা-ই করেন। জাহান্নামী ও
 জান্নাতীদের মধ্যে পার্থক্য এটাই; জান্নাতীদের প্রতি দান কখনো শেষ হবার নয়, আর
 জাহান্নামীরা আল্লাহর ন্যায়বিচারের আবর্তে দণ্ডিত হতে থাকবে। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া
 তাআলা যা ইচ্ছা তা-ই সম্পাদনকারী। পরকালের প্রতি ঈমান সংক্রান্ত বিষয়ে এ পর্যন্ত যা
 সহজলভ্য হয়েছে তা বর্ণিত হলো। আর তাঁর (রাসূলুল্লাহর) বাণী: "এবং আপনি ভাগ্যের ভালো
 ও মন্দের প্রতি ঈমান আনবেন"—এটি হলো ঈমানের ষষ্ঠ রুকন। কদর বা ভাগ্য হলো:
 কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পূর্বনির্ধারণ।
 আর তা এভাবে যে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কলম সৃষ্টি করে তাকে নির্দেশ
 দিলেন, "লেখো!" সে বলল, "হে আমার প্রতিপালক, আমি কী লিখব?" তিনি বললেন,
 "ভবিষ্যতে যা কিছু ঘটবে তা লেখো।" ফলে সেই মুহূর্তেই কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তা

লিপিবদ্ধ হয়ে গেল। সুতরাং মানুষের ওপর যা আপতিত হয়েছে তা তাকে এড়িয়ে যাওয়ার ছিল না, আর যা তাকে এড়িয়ে গেছে তা তার ওপর আপতিত হওয়ার ছিল না। আল্লাহ তাঁর কিতাবে বিষয়টি সংক্ষেপে উল্লেখ করে বলেছেন: (তুমি কি জানো না যে, আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন? নিশ্চয়ই তা একটি কিতাবে সংরক্ষিত আছে।

নিশ্চয়ই এটি আল্লাহর জন্য অত্যন্ত সহজ।) (আল-হজ্জ: ৭০)। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: (পৃথিবীতে কিংবা তোমাদের নিজেদের ওপর যে বিপদই আসুক না কেন, তা আমি সৃষ্টি করার পূর্বেই একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয়ই এটি আল্লাহর জন্য সহজ।) (আল-হাদিদ: ২২)। "সৃষ্টি করার পূর্বে" এর অর্থ হলো: পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে, তোমাদের নিজেদের সৃষ্টির পূর্বে এবং সেই বিপদ সৃষ্টির পূর্বে। কেননা আল্লাহ আসমান ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই এসব লিখে রেখেছেন।

(ص: 474) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

قال أهل العلم: ولا بد للإيمان بالقدر من أن تؤمن بكل مراتبه الأربع: المرتبة الأولى: أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، وهذا كثير في الكتب العظيم، يذكر الله عموم علمه بكل شيء، كما قال الله تعالى: (لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا) (الطلاق: من الآية 12)، ولقوله تعالى: (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) (الأنعام: من

الآية 59). المرتبة الثانية: أن تؤمن بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، كتبه قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فكل شيء كائن فانه مكتوب قد انتهى منه، جفت الأقلام وطويت الصحف، فبأصابعك لم يكن ليخطئك،

وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإذا أصابك شيء لا تقل لو فعلت كذا ما أصابني، إن هذا الشيء مكتوب لا بد إن يقع كما كتب سبحانه وتعالى، قلا مفر منه مهما عملت، فالأمر سيكون علي ما وقع لا يتغير أبدا، لان هذا أمر قد كتب. فان قال قائل: ألم يكن قد جاء في الحديث: ((من احب إن يبسط له في رزقه، وينسى له في أثره، فليصل رحمه))؟.

আলিমগণ বলেন: তাকদীরের ওপর ঈমান আনার জন্য তার চারটি স্তরের প্রতিই বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। প্রথম স্তর: এই বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহ—সুবহানাছ ওয়া তাআলা—প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত। মহান কিতাবসমূহে এর উল্লেখ প্রচুর পরিমাণে রয়েছে, যেখানে আল্লাহ তাঁর জ্ঞানের সর্বব্যপ্ততা উল্লেখ করেছেন, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: (যাতে তোমরা জানতে পারো যে, আল্লাহ সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহর জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে) (সূরা আত-ত্বালাক: ১২ নং আয়াতের অংশ), এবং আল্লাহ তাআলার বাণী: (অদৃশ্যের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। স্থলে ও জলে যা কিছু আছে, তা তিনিই জানেন। একটি পাতাও ঝরে না যা তিনি জানেন না। মাটির অন্ধকারের গভীরে এমন কোনো শস্যকণাও নেই, কিংবা রসযুক্ত বা শুষ্ক এমন কিছু নেই, যা এক সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই) (সূরা আল-আনআম: ৫৯ নং আয়াতের অংশ)। দ্বিতীয় স্তর: এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তার তাকদীর লিখে রেখেছেন; তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই তা লিখে রেখেছেন। সুতরাং যা কিছু অস্তিত্বশীল হয়, তা পূর্বেই লিখিত এবং তার ফয়সালা হয়ে গিয়েছে; কলমসমূহ শুকিয়ে গেছে এবং দফতরসমূহ গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। অতএব, তোমার ওপর যা আপতিত হয়েছে তা তোমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করার ছিল না, আর যা তোমাকে স্পর্শ করেনি তা তোমার ওপর আপতিত হওয়ার ছিল না। সুতরাং যখন তোমার ওপর কোনো কিছু আপতিত হয়, তখন বলো না যে—‘যদি আমি এমন করতাম তবে তা আমার ওপর ঘটত না’; বরং এই বিষয়টি লিখিত এবং মহান আল্লাহ যেভাবে লিখেছেন সে অনুযায়ী তা ঘটা অনিবার্য ছিল। তুমি যা-ই করো না কেন তা থেকে নিষ্কৃতির কোনো উপায় নেই। বিষয়টি যা ঘটেছে সে অনুযায়ীই সাব্যস্ত হবে এবং তা কখনো পরিবর্তিত হবে না, কারণ এটি একটি লিখিত বিষয়। এখন যদি

কেউ প্রশ্ন করে: হাদীসে কি আসেনি যে: “যে ব্যক্তি কামনা করে যে তার রিযিক প্রশস্ত করা হোক এবং তার আয়ু দীর্ঘ করা হোক, সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে”?

(ص: 475) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

فالجواب: بلي قد جاء هذا، ولكن الإنسان الذي قد بسط له في رزقه ونسئ له في أثره من اجل الصلة، قد كتب انه سيصل رحمه، وانه سييسط له في الرزق، وانه سينسى له في الأثر، لابد إن يكون الأمر هكذا، ولكن الرسول _ عليه الصلاة والسلام _ قال: ((من احب إن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره)) الحديث، من اجل إن نبادر ونسارع في صلة الرحم، وإلا فهو مكتوب إن الرجل سوف يصل رحمه ويحصل له هذا الثواب، أو انه لن يصل رحمه ويحرم من هذا الثواب، أمر منته، لكن اخبرنا الرسول _ عليه الصلاة والسلام _

بهذا من اجل إن نحصر علي صلة الرحم. واعلم إن الكتابة في اللوح المحفوظ يعقبها كتابات آخر. منه: إن الجنين في بطن أمه إذا تم له أربعة اشهر أرسل الله إليه ملكا موكلا بالأرحام فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، واجله، وعمله، وشقي أم سعيد، فيكتب ذلك، وهذه الكتابة غير الكتابة في اللوح المحفوظ، هذه كتابة في مقتبل عمر الإنسان، ولهذا يسميها العلماء: الكتابة العبرة، يعني نسبة العمر. كذلك: هناك كتابة أخرى تكون في كل سنة، وهي في ليلة القدر، فإن ليلة القدر يكتب الله فيها ما يكون في تلك السنة، كما قال الله تعالى: (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ) (فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ) (الدخان: 4، 3) ، ((يفرق)) أي: يبين ويفصل، ولهذا سبيت ليلة القدر.

উত্তর হলো: হ্যাঁ, এটি বর্ণিত হয়েছে। তবে যে ব্যক্তির আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে তার রিজিকে প্রশস্ততা দেওয়া হয় এবং তার আয়ু বৃদ্ধি করা হয়, তার ক্ষেত্রে এটি পূর্বেই লিপিবদ্ধ ছিল যে সে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে এবং তার রিজিকে প্রশস্ততা ও আয়ু বৃদ্ধি করা হবে। বিষয়টি এভাবেই হওয়া অপরিহার্য। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে তার রিজিকে প্রশস্ততা দেওয়া হোক এবং তার আয়ু বৃদ্ধি করা হোক..." (পুরো হাদিস), যাতে করে আমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করি এবং ত্বরান্বিত হই। অন্যথায়, এটি পূর্বনির্ধারিত যে কোনো ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে এবং এই সওয়াব লাভ করবে, অথবা সে তা করবে না এবং এই সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে; বিষয়টি চূড়ান্ত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এ সংবাদ দিয়েছেন

যাতে আমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষায় যত্নবান হই। জেনে রাখুন, লাওহে মাহফুজে যে লিখন রয়েছে তার পরবর্তীতে আরও কিছু লিখন অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে একটি হলো: মাতৃগর্ভে দ্রুতের বয়স চার মাস পূর্ণ হলে আল্লাহ তাআলা জরায়ুর দায়িত্বে নিয়োজিত জনৈক ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তিনি তাতে রুহ ফুঁকে দেন এবং তাকে চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়: তার রিজিক, মৃত্যুক্ষণ বা আয়ু, আমল এবং সে কি দুর্ভাগা হবে নাকি সৌভাগ্যবান। অতঃপর তা লিখে রাখা হয়। এই লিখনটি লাওহে মাহফুজের লিখনের থেকে ভিন্ন। এটি মানুষের জীবনের প্রারম্ভে সংঘটিত লিখন, তাই ওলামায়ে কেরাম একে 'জীবনকালীন লিখন' বা আল-কিতাবাহ আল-উমরিয়্যাহ বলে অভিহিত করেন। একইভাবে, প্রতি বছর আরেকটি লিখন অনুষ্ঠিত হয়, যা হলো লাইলাতুল কদরের রাতে। নিশ্চয়ই লাইলাতুল কদরের রাতে আল্লাহ তাআলা সেই বছরের জন্য নির্ধারিত বিষয়াদি লিপিবদ্ধ করেন, যেমনটি আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন: "নিশ্চয়ই আমি এটি নাথিল করেছি এক বরকতময় রাতে, নিশ্চয়ই আমি ছিলাম সতর্ককারী। সেই রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থির করা হয়।" (সূরা আদ-দুখান: ৩-৪)। "স্থির করা হয়" অর্থ হলো: সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়; আর একারণেই একে লাইলাতুল কদর বা মহিমাম্বিত রজনী বলা হয়।

المرتبة الثالثة للإيمان بالقدر: إن تؤمن بأن كل شيء بمشيئة الله، لا يخرج عن
 مشيئته شيء، ولا فرق بين إن يكون هذا الواقع مما يختص الله به، كإنزال المطر
 وإحياء الموتى وما أشبه ذلك، أي مما يعلمه الخلق، كالصلاة والصيام وما أشبهها،
 فكل هذا بمشيئة الله. قال الله تعالى: (لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ)
 (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) (التكوير: 29، 28). وقال الله تعالى: (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا
 فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَتَلُوا وَلَكِنْ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ)
 (البقرة: من الآية 253)، فين الله سبحانه وتعالى لنا انه لا مشيئة لنا إلا
 بمشيئة الله، فلا يكون في ملكه ما لا يشاء أبدا، ولهذا اجمع المسلمون علي هذه
 الكلمة العظيمة: ((ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن)). وأما المرتبة الرابعة:
 فهي الإيمان بأن كل شيء مخلوق لله، لقول الله تبارك وتعالى: (اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
 وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ) (الزمر: 62)، وقال تعالى: (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا)
 (الفرقان: من الآية 2) فكل شيء واقع مخلوق لله عز وجل، فالإنسان مخلوق لله
 وعمله مخلوق لله، قال الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب قومه:
 (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) (الصافات: 96)، ففعل العبد مخلوق
 لله، لكن المباشر للفعل هو العبد وليس الله، لكن الله هو الذي خلق هذا الفعل
 ففعله العبد،

তাকদীরের প্রতি ঈমানের তৃতীয় স্তর: আপনি বিশ্বাস করবেন যে সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছায়
 সংঘটিত হয়, তাঁর ইচ্ছার বাইরে কিছুই ঘটে না। এক্ষেত্রে আল্লাহ যে বিষয়গুলো নিজের জন্য
 নির্দিষ্ট রেখেছেন যেমন—রূপটি বর্ষণ করা, মৃতকে জীবিত করা এবং এজাতীয় বিষয়, আর যা
 সৃষ্টির আমলের সাথে সংশ্লিষ্ট যেমন—সালাত, সিয়াম এবং এজাতীয় বিষয়, এ দুইয়ের মাঝে

কোনো পার্থক্য নেই; এই সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছাধীন। মহান আল্লাহ বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায় তার জন্য।"

"আর তোমরা ইচ্ছা করতে পারো না যদি না বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছা করেন।"

(আত-তাকভীর: ২৮, ২৯)। মহান আল্লাহ আরও বলেছেন: "আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তবে তাদের পরবর্তী লোকেরা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর পরস্পর লড়াই করত না। কিন্তু তারা মতভেদ করল; ফলে তাদের কেউ ঈমান আনল এবং কেউ কুফরী করল। আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে তারা যুদ্ধ করত না, কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই করেন।" (আল-বাকারাহ: ২৫৩ আয়াতের অংশবিশেষ)। মহান আল্লাহ আমাদের কাছে স্পষ্ট করেছেন যে, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত আমাদের কোনো ইচ্ছা নেই। সুতরাং তাঁর রাজত্বে এমন কিছুই ঘটে না যা তিনি চান না। এজন্যই মুসলিমগণ এই মহান বাক্যের ওপর ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন: "আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন তা হয়েছে, আর যা তিনি ইচ্ছা করেননি তা হয়নি।" আর চতুর্থ স্তর হলো: এই বিশ্বাস পোষণ করা যে প্রতিটি বস্তু আল্লাহর সৃষ্টি। মহান আল্লাহর বাণী: "আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর ওপর তত্ত্বাবধায়ক।" (আয-যুমার: ৬২)। তিনি আরও বলেছেন: "তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলোকে যথাযথভাবে পরিমিত করেছেন।" (আল-ফুরকান: ২ আয়াতের অংশবিশেষ)। সুতরাং বিদ্যমান প্রতিটি বস্তুই মহান আল্লাহর সৃষ্টি। মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি এবং মানুষের কর্মও আল্লাহর সৃষ্টি। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) তাঁর কওমকে সম্বোধন করে যা বলেছিলেন সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: "অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা করো তা সৃষ্টি করেছেন।" (আস-সাফফাত: ৯৬)। সুতরাং বান্দার কর্ম আল্লাহর সৃষ্টি,

তবে কর্মের সরাসরি সম্পাদনকারী হলো বান্দা, আল্লাহ নন। কিন্তু আল্লাহ সেই কর্মটি সৃষ্টি করেছেন যা বান্দা সম্পাদন করেছে।

فهو منسوب لله خلقاً ومنسوب إلى العبد كسباً وفعلاً، فالفاعل هو العبد والكاسب هو العبد، والخالق هو الله. فكل شيء مما يحدث فإنه مخلوق لله _ عز وجل _ لكن ما كان من صفات الله فليس بمخلوق، فالقرآن مثلاً أنزله الله علي محمد صلي الله عليه وسلم لكنه ليست بمخلوق. هذه أربع مراتب للإيمان بالقدر! يجب إن تؤمن بها كلها، وإلا فأنك لم تؤمن بالقدر. وفائدة الإيمان بالقدر عظيمة جداً، لان الإنسان إذا علم إن الشيء لا بد إن يقع كما أمر الله استراح، فإذا أصيب بضراء صبر وقال هذا من عند الله، وان اصاب بسراء شكر وقال هذا من عند الله، وقد ثبت عن _ النبي عليه الصلاة والسلام _ انه قال: ((عجبت لامر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له)) لان المؤمن يؤمن بأن كل شيء بقضاء الله، فيكون دائماً في سرور، ودائماً في انشراح، لأنه يعلم إن ما أصابه فإنه من الله: إن كان ضراء صبر وانتظر الفرج من الله ولجأ إلى الله تعالى في كشف هذه الضراء، وان كان سراء شكر وحمد الله وعلم إن ذلك لم يكن بحوله ولا قوته لكن بفضل من الله ورحمة.

সুতরাং তা সৃষ্টির দিক থেকে আল্লাহর প্রতি এবং অর্জন ও কর্মের দিক থেকে বান্দার প্রতি সম্পর্কিত। অতএব, প্রকৃত কর্তা হলো বান্দা এবং উপার্জনকারী হলো বান্দা, আর সৃষ্টিকর্তা হলেন আল্লাহ। সুতরাং যা কিছু ঘটে তার সবই পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহর সৃষ্টি; কিন্তু যা আল্লাহর গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত তা সৃষ্ট নয়। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ মুহাম্মাদ (তাঁর ওপর আল্লাহর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক)-এর ওপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, কিন্তু তা সৃষ্ট নয়। এগুলোই তকদিরে বিশ্বাসের চারটি স্তর! এর প্রত্যেকটির প্রতি ঈমান রাখা আবশ্যিক, অন্যথায় তকদিরে বিশ্বাস সাব্যস্ত হবে না। আর তকদিরে বিশ্বাসের উপকারিতা অত্যন্ত সুমহান; কেননা মানুষ যখন জানতে পারে যে কোনো বিষয় আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ঘটবেই, তখন সে প্রশান্তি লাভ করে। ফলে যদি সে বিপদে পতিত হয় তবে সবর করে এবং বলে যে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যদি সে সুখের দেখা পায় তবে শোকর করে এবং বলে যে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে। নবী (তাঁর ওপর আল্লাহর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক) থেকে প্রমাণিত যে তিনি

বলেছেন: "মুমিনের বিষয়টি কতই না চমৎকার! তার প্রতিটি কাজই কল্যাণকর। যদি সে সচ্ছলতা লাভ করে তবে শোকর করে, যা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি সে বিপদের সম্মুখীন হয় তবে সবর করে, যা তার জন্য কল্যাণকর হয়।" কারণ মুমিন বিশ্বাস করে যে প্রতিটি বিষয় আল্লাহর ফয়সালায় সম্পন্ন হয়, ফলে সে সর্বদা আনন্দ ও চিত্তের প্রশস্ততার মধ্যে থাকে। কেননা সে জানে যে তার ওপর যা আপতিত হয়েছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই। যদি তা বিপদ হয় তবে সে ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে মুক্তির অপেক্ষা করে এবং সেই বিপদ দূর করার জন্য মহান আল্লাহর কাছেই বিনয়াবনত হয়। আর যদি তা সুখের বিষয় হয় তবে সে শোকর আদায় করে ও আল্লাহর প্রশংসা করে এবং বিশ্বাস করে যে এটি তার নিজস্ব কোনো শক্তি বা সামর্থ্যে অর্জিত হয়নি বরং তা আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ায় হয়েছে।

(ص: 478) ج 1 - شرح رياض الصالحين لابن عثيمين

وقوله عليه الصلاة والسلام: ((خيرُهُ وشرُّهُ)): الخَيْرُ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْإِنْسَانُ وَيَلَائِمُهُ، مِنْ عِلْمٍ نَافِعٍ، وَمَالٍ وَاسِعٍ طَيِّبٍ، وَصَحَّةٍ، وَأَهْلٍ وَبَنِينَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَالشَّرُّ ضِدُّ ذَلِكَ، مِنَ الْجَهْلِ وَالْفَقْرِ وَالْبَرُصِ وَفَقْدَانِ الْأَهْلِ وَالْأَوْلَادِ وَمَا أَشْبَهَ هَذَا. كُلُّ هَذَا مِنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقْدِرُ الْخَيْرَ لِحِكْمَةٍ وَيَقْدِرُ الشَّرَّ لِحِكْمَةٍ، كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ((وَنَبَلُّوكُمُ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) (الأنبياء: من الآية 35)). فَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ مِنَ الْخَيْرِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ يَقْدِرُ الشَّرَّ قُدْرَةً لِمَلٍ يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَظِيمَةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) (الروم: 41)). فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ تَجْمَعُ بَيْنَ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ((وَأَنْ تَوَكَّلْ عَلَى الْقَدْرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ)) وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ))، فَنَفِيَّ إِنَّ يَكُونُ

الشر إليه؟ فالجواب علي هذا إن نقول: إن الشر المحض لا يكون بفعل الله أبداً،
فالشر المحض الذي ليس فيه خيراً لا حالاً ولا مآلاً لا يمكن أن يوجد في
فعل الله أبداً، هذا من وجه، لأنه حتى الشر الذي قدره الله شراً لا بد أن

এবং তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাণী: "তার ভালো ও মন্দ": ভালো হলো তা যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং যা তার অনুকূল হয়, যেমন উপকারী জ্ঞান, পর্যাণ্ড ও পবিত্র সম্পদ, সুস্বাস্থ্য, পরিবার ও সন্তান-সন্ততি এবং এই জাতীয় বিষয়গুলো। আর মন্দ হলো এর বিপরীত, যেমন মূর্খতা, দারিদ্র্য, অসুস্থতা, পরিবার ও সন্তান হারানো এবং এই জাতীয় বিষয়সমূহ। এই সব কিছুই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালায় পক্ষ থেকে—কল্যাণ এবং অকল্যাণ; কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা হিকমতের কারণে কল্যাণ নির্ধারণ করেন এবং হিকমতের কারণেই অকল্যাণ নির্ধারণ করেন, যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: "এবং আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভালো দ্বারা পরীক্ষা করি ফিতনা হিসেবে, আর আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে" (সূরা আল-আশ্বিয়া: ৩৫ এর অংশবিশেষ)। সুতরাং আল্লাহ যখন জানেন যে, অকল্যাণ নির্ধারণ করার মাঝেই কল্যাণ ও হিকমত নিহিত রয়েছে, তখন তিনি তা নির্ধারণ করেন সেই মহান কল্যাণসমূহের কারণে যা এর পরিণামে অর্জিত হয়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী: "জলে ও স্থলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে, যাতে তিনি তাদেরকে তাদের কিছু কৃতকর্মের ফল আশ্বাদন করান, যেন তারা ফিরে আসে" (সূরা আর-রুম: ৪১)। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে: নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বাণী: "এবং তুমি তাকদিরের ভালো ও মন্দের প্রতি ঈমান আনবে" এবং তাঁর অন্য বাণী: "মন্দ আপনার প্রতি (সম্পর্কিত) নয়"—এই দুইয়ের মধ্যে আপনি কীভাবে সমন্বয় করবেন? যেখানে তিনি মন্দের সম্পর্ক আল্লাহর দিকে হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। এর উত্তরে আমরা বলব: নিরঙ্কুশ মন্দ কখনো আল্লাহর কর্ম হতে পারে না। সুতরাং যে নিরঙ্কুশ মন্দের মধ্যে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে কোনো প্রকার কল্যাণ নেই, তা আল্লাহর কর্মে থাকা কখনো সম্ভব নয়। এটি এক দিক থেকে, কারণ আল্লাহ যা কিছু অকল্যাণ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন তার মধ্যেও অবশ্যই

يكون له عاقبة حميدة، ويكون شرا علي قوم وخيرا علي آخرين. أرايت لو انزل الله المطر مطرا كثيرا فأغرق زرع إنسان، لكنه نفع الأرض وانتفعت به أمة، لكان هذا خيرا بالنسبة لمن انتفع به، شرا لمن تضرر به، فهو خير من وجه وشر من وجه. ثانياً: حتى الشر الذي يقدره الله علي الإنسان هو خير في الحقيقة، لان إذا صبر واحتسب الأجر من الله نال بذلك أجرا اكثر بأضعاف مضاعفة مما ناله من الشر، وربما يكون سبباً للاستقامة ومعرفة قدر نعمة الله علي العبد فتكون العاقبة حميدة. ولهذا ذكر عن بعض العابدات إنها أصيبت في إصبعها أو يدها فأنجرحت فصبرت وشكرت الله علي هذا وقالت: ((إن حلاوة اجرها أنستم مرارة صبرها))! ثم نقول: إن الشر في الحقيقة ليس في فعل الله نفسه، بل في مفعولاته، فالمفعولات هي التي فيها خير وشر، أما الفعل نفسه فهو خير، ولهذا قال الله عز وجل: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) (مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ) (الفلق: 2، 1)، أي: من شر الذي خلقه الله، فالشر إنما يكون في المفعولات لا في الفعل نفسه، أما فعل الله فهو خير. ويدلك لهذا انه لو كان عندك مريض وقيل

إن من شفاؤه إن تكويه بالنار، فكويته بالنار، فالنار مؤلمة بلا شك، لكن فعلك هذا ليس بشر، بل هو خير للمريض، لأنك إنما تنتظر عاقبة حميدة بهذا الكي، كذلك فعل الله للأشياء المكروهة والأشياء التي فيها شر، هي بالنسبة لفعله وإيجاد خير،

এর একটি প্রশংসনীয় পরিণতি থাকে; এটি এক সম্প্রদায়ের জন্য অকল্যাণ এবং অন্য সম্প্রদায়ের জন্য কল্যাণ হতে পারে। আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে, আল্লাহ যদি প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাতে কোনো ব্যক্তির ফসল তলিয়ে যায়, কিন্তু এর দ্বারা জমিন উপকৃত হয় এবং একটি জাতি তার দ্বারা সুফল লাভ করে, তবে যারা এর মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে তাদের জন্য এটি কল্যাণকর, আর যার ক্ষতি হয়েছে তার জন্য এটি অকল্যাণকর। সুতরাং এটি এক দিক থেকে কল্যাণ এবং অন্য দিক থেকে অকল্যাণ। দ্বিতীয়ত: আল্লাহ মানুষের জন্য যে অকল্যাণ

নির্ধারণ করেন, তা প্রকৃতপক্ষে কল্যাণই। কারণ, মানুষ যদি ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহর কাছে এর বিনিময়ে প্রতিদানের আশা রাখে, তবে সে এর মাধ্যমে যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি প্রতিদান লাভ করে। সম্ভবত এটি তার দ্বীনের ওপর অটল থাকা এবং বান্দার ওপর আল্লাহর নিয়ামতের মর্যাদা অনুধাবনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, ফলে এর পরিণতি প্রশংসনীয় হয়। এই কারণেই জনৈক ইবাদতকারী নারী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তার আঙুলে বা হাতে আঘাত পেয়েছিলেন এবং তা জখম হয়েছিল। তখন তিনি ধৈর্য ধারণ করেন এবং এর জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেছিলেন: "নিশ্চয়ই এর প্রতিদানের মিষ্টতা আমাকে এর ধৈর্যের তিক্ততা ভুলিয়ে দিয়েছে!" এরপর আমরা বলি: অকল্যাণ মূলত আল্লাহর স্বীয় কর্মের মধ্যে নেই, বরং তাঁর সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে। সৃষ্টি বা কর্মফলের মধ্যেই কল্যাণ ও অকল্যাণ নিহিত, কিন্তু কর্মটি (আল্লাহর কাজ) স্বয়ং কল্যাণ। এই কারণেই পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহ বলেছেন: (বলো, আমি উষার রবের আশ্রয় প্রার্থনা করছি) (তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে) (সূরা আল-ফালাক: ১, ২); অর্থাৎ: আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে। সুতরাং অনিষ্ট কেবল সৃষ্টি বা কর্মফলের মধ্যে বিদ্যমান, স্বয়ং কর্মের মাঝে নয়; আর আল্লাহর কর্ম তো কল্যাণময়। এর প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় যে, যদি তোমার কাছে কোনো রোগী থাকে এবং বলা হয় যে তার আরোগ্য এতে নিহিত যে তুমি তাকে আগুন দিয়ে ছাঁকা দেবে, অতঃপর তুমি তাকে ছাঁকা দিলে, তবে আগুন নিঃসন্দেহে যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু তোমার এই কাজটি কোনো মন্দ বা অকল্যাণ নয়, বরং এটি রোগীর জন্য কল্যাণকর। কারণ তুমি এই দাহনের মাধ্যমে একটি প্রশংসনীয় পরিণতির প্রত্যাশা করছ। তদ্রূপ আল্লাহ তাআলার অপ্ৰীতিকর ও অকল্যাণকর বিষয়সমূহ সৃষ্টি করাও তাঁর কর্ম এবং অস্তিত্ব প্রদানের বিবেচনায় কল্যাণই।

(ص: 480) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

لأنه يترتب عليها خير كثير. فان قال قائل: كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى: (مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ) يعني من فضله، هو الذي من عليك بها أولاً وأخراً

(وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُمْ) أي: أنت سببها، وإلا فالذي قدرها هو الله، لكن أنت السبب، كما في قوله تعالى: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ) (الشورى: 30). وخلاصة الكلام: إن كل شيء واقع فانه بقدر الله، سواء كان خيراً أم شراً. ثم قال عمر رضي الله عنه فيما نقله عن جبريل عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ((اخبرني عن الإحسان؟ قال: إن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك)). الإحسان: ضد الإساءة، والمراد هنا بالإحسان هنا إحسان العمل، فبين النبي عليه الصلاة والسلام إن الإحسان إن تعبد الله كأنك تراه، يعني:

تصلي وكأنك تري الله عز وجل، وتزكي وكأنك تراه، وتصوم وكأنك تراه، وتحج وكأنك تراه، تتوضأ وكأنك تراه، وهكذا بقية الأعمال. وكون الإنسان يعبد الله كأنه يراه دليل علي الإخلاص لله عز وجل وعلي إتقان العمل في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لان كل من عبد الله علي هذا الوصف فلا بد إن يقع في قلبه من محبة الله وتعظيمها يحمله علي إتقان

কারণ এর ফলে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। যদি কেউ প্রশ্ন করে: তবে এর সাথে মহান আল্লাহর এই বাণীর কীভাবে সমন্বয় করবেন: "তোমার কাছে যে কল্যাণই পৌঁছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে" অর্থাৎ তাঁর অনুগ্রহে; তিনিই আদিতো ও অন্তে তোমার প্রতি করুণা করেছেন; "আর তোমার কাছে যে অকল্যাণ পৌঁছে, তা তোমার নিজের কারণে" অর্থাৎ: তুমিই এর কারণ, নতুবা এটি নির্ধারণকারী তো স্বয়ং আল্লাহই, কিন্তু তুমিই হচ্ছে এর নিমিত্ত। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: "তোমাদের যে বিপদ-আপদ স্পর্শ করে, তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল; আর তিনি অনেক কিছুই ক্ষমা করে দেন" (সূরা আশ-শূরা: ৩০)। আলোচনার সারকথা হলো: যা কিছু ঘটে, তা আল্লাহর ফয়সালা বা তাকদির অনুযায়ীই ঘটে, তা কল্যাণকর হোক বা অকল্যাণকর। এরপর উমর (রাঃ) আল্লাহ জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) থেকে বর্ণিত বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বললেন: "আমাকে ইহসান সম্পর্কে অবহিত করুন।" তিনি বললেন: "তা হলো এই যে, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এমনভাবে যেন তুমি তাঁকে দেখছো; আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তবে নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে

দেখছেন।" ইহসান হলো মন্দের বিপরীত। আর এখানে ইহসান বলতে আমলের উৎকর্ষ বা নিপুণতা বুঝানো হয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বর্ণনা করেছেন যে, ইহসান হলো আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করা যেন তুমি তাঁকে দেখছো, অর্থাৎ:

তুমি সালাত আদায় করবে যেন তুমি মহান আল্লাহকে দেখছো, জাকাত দেবে যেন তাঁকে দেখছো, রোজা রাখবে যেন তাঁকে দেখছো, হজ করবে যেন তাঁকে দেখছো, অজু করবে যেন তাঁকে দেখছো—এভাবেই অন্যান্য সকল আমল সম্পাদন করবে। মানুষের পক্ষ থেকে আল্লাহকে এমনভাবে উপাসনা করা যেন সে তাঁকে দেখছে—এটি মহান আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণে আমল নিখুঁতভাবে করার প্রমাণ। কারণ, যে কেউ এই বৈশিষ্ট্যের সাথে আল্লাহর ইবাদত করবে, তার হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও তাঁর মহত্ত্বের এমন প্রভাব পড়বেই, যা তাকে কর্ম নিপুণ করতে উদ্বুদ্ধ করবে।

(ص: 481) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

العمل وأحكامه. ((فإن لم تكن تراه فإنه يراك)) أي: فإن لم تعبد الله علي هذا الوصف فأعبدته علي سبيل المراقبة والخوف ((فإنه يراك)) ومعلوم إن عبادة الله علي وجه الطلب اكمل من عبادته علي وجه الهرب! فهنا مرتبتان: المرتبة الأولى: إن تعبد الله كأنك تراه، وهذه مرتبة الطلب. والثانية: إن تعبد الله وأنت تعلم انه يراك، وهذه مرتبة الهرب، وكلتاهما مرتبتان عظيمتان، لكن الأولى اكمل وافضل. ثم قال جبريل: ((اخبرني عن الساعة)) ، أي: عن قيام الساعة التي يبعث فيها الناس ويجازون فيها علي أعمالهم، فقال النبي صلي الله عليه وسلم: ((ما المسؤول عنها بأعلم من السائل)) ، المسؤول عنها: يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، بأعلم من السائل: يعني جبريل، يعني: انك إذا كنت يا جبريل تجهلها، فأنا

كذلك أجهلها. فهذان رسولان كريمان أحدهما رسول ملكي، والثاني رسول بشري، وهما أكمل الرسل، ومع ذلك فكل منهما ينفي إن يكون له علم بالساعة، لان علم الساعة عند من بيده إقامتها عز وجل، وهو الله تبارك وتعالى، كما قال الله في آيات متعددة: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي) (الأعراف: من الآية 187)، (يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ) (الأحزاب: من الآية 63)، فعلیها عند الله، فمن ادعی علم الساعة فإنه كاذب، ومن أين له إن یعلم ورسول الله صلی الله علیه وسلم لا یعلم، وجبریل_ علیه الصلاة والسلام_ لا یعلم، وهما افضل الرسل.

কর্ম ও তার বিধানসমূহ। "যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তবে নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে দেখছেন।" অর্থাৎ: যদি তুমি এই গুণের ভিত্তিতে আল্লাহর ইবাদত করতে না পারো, তবে মুরাকাবা (সতর্ক পর্যবেক্ষণ) ও ভীতির সাথে তাঁর ইবাদত করো, কেননা "নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে দেখছেন।" আর এটি সুপরিচিত যে, পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আল্লাহর ইবাদত করা, ভয়ের কারণে পলায়নপর মনোবৃত্তি নিয়ে ইবাদত করার চেয়ে অধিকতর পূর্ণাঙ্গ! এখানে দুটি স্তর রয়েছে: প্রথম স্তর: আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করা যেন তুমি তাঁকে দেখছো, আর এটি হলো অন্বেষণ বা তলবের স্তর। দ্বিতীয় স্তর: আল্লাহর ইবাদত করা এই জ্ঞানে যে তিনি তোমাকে দেখছেন, আর এটি হলো পলায়ন বা ভয়ের স্তর। এই উভয়ই অত্যন্ত মহান স্তর, তবে প্রথমটি অধিকতর পূর্ণাঙ্গ ও শ্রেষ্ঠ। অতঃপর জিবরীল বললেন: "আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করুন।" অর্থাৎ, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পর্কে, যে দিন মানুষকে পুনরুত্থিত করা হবে এবং তাদের আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "এই বিষয়ে যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে অধিক জ্ঞাত নন।" এখানে 'যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে' বলতে তিনি নিজেকে (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বুঝিয়েছেন, আর 'প্রশ্নকারীর চেয়ে অধিক জ্ঞাত নন' বলতে জিবরীলকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ: হে জিবরীল, যদি তুমি এটি না জানো, তবে আমিও

তা জানি না। তাঁরা দু'জন হলেন সম্মানিত রাসূল; একজন ফেরেশতাদের মধ্য থেকে প্রেরিত রাসূল এবং অন্যজন মানবজাতির মধ্য থেকে প্রেরিত রাসূল। তাঁরা রাসূলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের প্রত্যেকেই কিয়ামতের জ্ঞান থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। কারণ

কিয়ামত সংঘটিত করার জ্ঞান কেবল তাঁরই কাছে, যাঁর হাতে এর নিয়ন্ত্রণ—যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত, আর তিনি হলেন বরকতময় ও সুমহান আল্লাহ। যেমন আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন আয়াতে বলেছেন: "তারা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যে, তা কখন ঘটবে? বলে দাও, এর জ্ঞান কেবল আমার রবের কাছেই আছে।" (সূরা আল-আরাফ: ১৮৭ নং আয়াতাতংশ), "লোকেরা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; বলে দাও, এর জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই রয়েছে।" (সূরা আল-আহজাব: ৬৩ নং আয়াতাতংশ)। সুতরাং কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই। অতএব, যে ব্যক্তি কিয়ামতের জ্ঞান থাকার দাবি করবে, সে একজন মিথ্যাবাদী। সে কোথা থেকে এই জ্ঞান লাভ করবে যখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা জানেন না এবং জিবরীল (আলাইহিস সালাম)ও তা জানেন না, অথচ তাঁরা হলেন রাসূলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

(ص: 482) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

ولكن الساعة لها إمارات، كما قال الله تعالى: (فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا) (محمد: من الآية 18)، أي: علاماتها. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جبريل إن لا علم له بذلك قال: ((فأخبرني عن إماراتها)) أي: علاماته الدالة على قربها. فقال: ((إن تلد الأمة ربتها، وإن تري الحفاة العراة العالة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان)) الأول: ((إن تلد الأمة ربتها)) يعني: إن تكون الأمة المملوكة تتطور بها الحال حتى تكون ربة للماليك الآخرين، وهو كناية عن كثرة الأموال. وكذلك الثاني: ((وان تري الحفاة العراة العالة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان)) الحفاة: الذين ليس لهم نعال من الفقر، والعراة: ليس لهم كسوة من الفقر، العالة: الفقراء. يتطاولون في البنيان: يعني انهم لا يلبثون إلا إن يكونوا أغنياء يتطاولون في البنيان حسا بأن

يرفعوا بنيانهم إلى السماء، ويتطاولون فيها معني إن يحسنوها ويزينوها ويدخلوا عليها كل ما يكون من مكملاتها، لان لديهم وفرة من المال. وكل هذا وقع. وهناك إمارات أخرى وعلامات أخرى ذكرها أهل العلم في باب الملاحم والفتن وأشرط الساعة وهي كثيرة. ثم انطلق جبريل_ عليه الصلاة والسلام_ ولبثوا ما شاء إن يلبثوا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: ((أتدرى من السائل؟ قال: الله ورسوله اعلم!)) قال: ((فانه جبريل آتكم ليعلمكم دينكم)). وفي هذا الحديث من الفوائد:

কিন্তু কিয়ামতের কিছু নিদর্শন রয়েছে, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: (তবে কি তারা কেবল এই অপেক্ষায় আছে যে, কিয়ামত তাদের নিকট আকস্মিকভাবে চলে আসুক? অথচ এর নিদর্শনসমূহ তো এসেই পড়েছে) (মুহাম্মাদ: আয়াত ১৮-এর অংশ), অর্থাৎ এর চিহ্নসমূহ। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন জিবরাঈলকে জানালেন যে এই বিষয়ে তাঁর কোনো জ্ঞান নেই, তখন তিনি বললেন: "তাহলে আমাকে এর নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে বলুন," অর্থাৎ কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার নির্দেশক চিহ্নসমূহ। তখন তিনি বললেন: "তা হলো দাসী তার মনিবকে জন্ম দেবে এবং তুমি দেখবে যে নগ্নপদ, বস্ত্রহীন, নিঃস্ব মেষপালকরা সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করছে।" প্রথমটি:

"দাসী তার মনিবকে জন্ম দেবে" অর্থাৎ: দাসীর অবস্থা এমন পর্যায়ে উন্নীত হবে যে সে অন্যান্য দাসদের কত্রী হয়ে উঠবে, যা মূলত ধন-সম্পদ বৃদ্ধির একটি রূপক প্রকাশ। তেমনিভাবে দ্বিতীয়টি: "এবং তুমি দেখবে যে নগ্নপদ, বস্ত্রহীন, নিঃস্ব মেষপালকরা সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করছে।" নগ্নপদ: যারা দারিদ্র্যের কারণে জুতোহীন, বস্ত্রহীন: যারা দারিদ্র্যের কারণে পোশাকহীন, নিঃস্ব: অভাবী মানুষ। অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করা: অর্থাৎ তারা শীঘ্রই ধনী হয়ে যাবে এবং বাহ্যিকভাবে অট্টালিকা আকাশচুম্বী করার মাধ্যমে এবং অর্থগতভাবে সেগুলোকে সুশোভিত ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধায় পূর্ণ করার মাধ্যমে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করবে, কারণ তাদের কাছে প্রচুর সম্পদ থাকবে। এই সবকিছুই সংঘটিত হয়েছে এবং আরও অনেক নিদর্শন ও চিহ্ন রয়েছে যা বিজ্ঞ আলেমগণ মহাসংগ্রাম, ফিতনা ও কিয়ামতের আলামত অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন এবং সেগুলো সংখ্যায় অনেক। এরপর জিবরাঈল (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) চলে গেলেন এবং সাহাবীগণ কিছুক্ষণ

অপেক্ষা করলেন। এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন: "তুমি কি জানো প্রশ্নকারী কে ছিলেন? তিনি বললেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন!" তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন জিবরাঈল, তোমাদের নিকট তোমাদের দ্বীন শেখাতে এসেছিলেন।" আর এই হাদিসের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষাগুলো হলো:

(ص: 483) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

1_ إلقاء السائل علي الطلبة ليمتحنهم، كما القى النبي عليه الصلاة والسلام_ المسألة علي عمر رضي الله عنه. 2_ وفيه أيضاً: جواز قول الإنسان: الله ورسوله اعلم، ولا يلزمه إن يقول: الله ثم رسوله اعلم، لان علم الشريعة الذي يصل إلى النبي _ عليه الصلاة والسلام _ من علم الله، فعلم الرسول من علم الله _ سبحانه وتعالى _ فصح إن يقال: الله ورسوله اعلم، كما قال الله تعالى (وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ) (التوبة: من الآية 59) ، ولم يقل: ثم رسوله، لان الإيتاء هنا إيتاء شرعي، وإيتاء النبي صلي الله عليه وسلم الشرعي من إيتاء الله. فالمسائل الشرعية يجوز إن تقول: الله ورسوله، بدون (ثم) أما المسائل الكونية، كالشيئة وما أشبهها، فلا تقال: الله ورسوله، بل: الله ثم رسوله، ولهذا لما قال رجل للنبي صلي الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: ((اجعلي لله ندا، بل ما شاء الله وحده))، 3_ وفي هذا دليل علي إن السائل إذا سال عن شيء يعلمه من اجل إن ينتفع الآخرون فإنه يكون معلماً لهم، لا الذي أجاب: النبي _ عليه الصلاة والسلام _ وجبريل سائل لم يعلم الناس، لكن كان سبباً في هذا الجواب الذي ينتفع به الناس. فقال بعض العلماء: انه ينبغي لطالب العلم إذا جلس إذا مع عالم في مجلس إن يسأل عن المسائل التي تهم الحاضرين وان كان يعلم حكمها،

১_ শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা করার জন্য তাদের নিকট প্রশ্ন উপস্থাপন করা, যেমনটি নবি (তাঁর ওপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক) উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সামনে মাসয়ালা পেশ করেছিলেন। ২_ এতে আরও রয়েছে: কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল অধিক জ্ঞাত' বলার বৈধতা; তার জন্য 'আল্লাহ অতঃপর তাঁর রাসুল অধিক জ্ঞাত' বলা আবশ্যিক নয়। কারণ নবি (তাঁর ওপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক)-এর নিকট যে শরিয়তের জ্ঞান পৌঁছেছে, তা আল্লাহর জ্ঞান থেকেই প্রাপ্ত। সুতরাং রাসুলের জ্ঞান হলো মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাহর জ্ঞান থেকেই উৎসারিত। তাই 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল অধিক জ্ঞাত' বলা সঠিক, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: (আর যদি তারা সন্তুষ্ট হতো যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তাদের দিয়েছেন) [সূরা আত-তাওবাহ: ৫৯ এর অংশ বিশেষ]। এখানে 'অতঃপর তাঁর রাসুল' বলা হয়নি, কারণ এখানকার দানটি হলো শরিয়তগত দান, আর নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শরিয়তগত দান মূলত আল্লাহরই দান। অতএব, শরিয়ত সংক্রান্ত মাসয়ালাসমূহে 'অতঃপর' শব্দ ছাড়াই 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল' বলা বৈধ। তবে মহাজাগতিক বা সৃষ্টিগত বিষয়ের ক্ষেত্রে, যেমন ইচ্ছা এবং এ জাতীয় অন্য কিছুতে, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল' (একত্রে) বলা যাবে না, বরং 'আল্লাহ অতঃপর তাঁর রাসুল' বলতে হবে। এই কারণেই যখন এক ব্যক্তি নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলেছিল: 'যা আল্লাহ চান এবং আপনি চান', তখন তিনি বলেছিলেন: ((তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে দিলে? বরং যা আল্লাহ একাই চান))। ৩_ এতে এই মর্মে দলিল রয়েছে যে, কোনো প্রশ্নকারী যদি এমন কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করে যা সে ইতিপূর্বেই জানে, যাতে অন্যেরা তা থেকে উপকৃত হতে পারে, তবে সে তাদের জন্য একজন শিক্ষক হিসেবে গণ্য হবে। কেবল যিনি উত্তর দিয়েছেন (নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনিই যে শিক্ষক এমন নয়; বরং জিবরাইল প্রশ্নকারী হিসেবে যদিও সরাসরি মানুষকে শিক্ষা দেননি, কিন্তু তিনি এমন একটি উত্তরের কারণ হয়েছিলেন যার মাধ্যমে মানুষ উপকৃত হয়েছে। এ কারণে কোনো কোনো আলিম বলেছেন: একজন ইলম অন্বেষণকারীর জন্য উচিত যখন সে কোনো মজলিসে কোনো আলিমের সাথে বসে, তখন এমন সব মাসয়ালা সম্পর্কে প্রশ্ন করা যা উপস্থিতদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যদিও সে নিজে বিষয়টির বিধান সম্পর্কে অবগত থাকে।

من اجل إن ينفع

الحاضرين ويكون معلماً لهم. 4_ وفي هذا دليل علي بركة العلم، وان العلم ينتفع به السائل والمجيب، كما قال هنا: ((يعلمكم دينكم)). 5_ وفيه أيضاً دليلاً إن هذا الحديث حديث عظيم يشتمل علي الدين كله، ولهذا قال: ((يعلمكم دينكم)) لأنه مشتمل علي أصول العقائد وأصول الأعمال. أصول العقائد وأصول الأعمال هي أركان الإسلام الخمسة. والله الموفق. 61_ الثاني: عن أبي ذر جندب بن جنادة، وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل، رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن)) رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الشرح هذا الحديث من أحاديث الأربعين النووية للمؤلف رحمه الله، وفيه إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاث وصايا عظيمة

যাতে উপকৃত হতে পারেন

উপস্থিতরা এবং এটি তাদের জন্য শিক্ষণীয় হয়। ৪_ এতে ইলমের বরকতের প্রমাণ রয়েছে, আর ইলম দ্বারা প্রশংসকারী ও উত্তরদাতা উভয়েই উপকৃত হন, যেমনটি এখানে বলা হয়েছে: "তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দিচ্ছেন।" ৫_ এতে আরও প্রমাণ রয়েছে যে, এটি একটি মহান হাদীস যা সমগ্র দ্বীনকে শামিল করে; এই কারণেই তিনি বলেছেন: "তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দিচ্ছেন", কারণ এটি আকিদাহর মূলনীতি এবং আমলের মূলনীতিসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে। আকিদাহ ও আমলের মূলনীতিসমূহ হলো ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ। আর আল্লাহই তৌফিকদাতা। ৬১_ দ্বিতীয়: আবু যার জুনদুব বিন জুনাহদাহ এবং আবু আব্দুর রহমান মুয়াজ বিন জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তুমি যেখানেই থাকো আল্লাহকে ভয় করো, মন্দের পর ভালো কাজ করো যা তাকে মিটিয়ে দেবে, আর মানুষের সাথে উত্তম আচরণের মাধ্যমে মেলামেশা করো।" তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদীসটি হাসান। ব্যাখ্যা: এই

হাদীসটি লেখকের (রহিমাল্লাহ) সংকলিত 'আরবাস্টিন আন-নববী' এর অন্তর্ভুক্ত, এতে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনটি মহান উপদেশ প্রদান করেছেন।

(ص: 485) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الوصية الأولى: قال: ((اتق الله حيثما كنت)) وتقوي الله هي اجتناب المحارم وفعل الأوامر، هذه هي التقوى! إن تفعل ما أمرك الله به إخلاصاً لله، واتباعاً لرسول الله صلي الله عليه وسلم وان تترك ما نهى الله عنه امتثالاً لنهي الله عز وجل وتنزهها عن محارم الله، فتقوم بها أوجب الله عليك في اعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة،

فتأتي بها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها وتكملها بالكلمات، فمن أخل بشيء من شروط الصلاة أو واجباتها أو أركانها فإنه لم يتق الله، بل نقص من تقواه بقدر ما ترك ما أمر الله به في صلاته، وفي الزكاة تقوى الله فيها إن تحصي جميع أموالك التي فيها الزكاة وتخرج زكاتك طيبو بها نفسك من غير بخل ولا تقتير ولا تأخير، فمن لم يفعل فإنه لم يتقي الله. وفي الصيام تأتى بالصوم كما أمرت، مجتنباً فيه اللغو والرفث والصخب والغيبة والنميمة، وغير ذلك مما ينقص الصوم ويزيل روح الصوم ومعناه الحقيقي، وهو الصوم عما حرم الله عز وجل. وهكذا بقية الواجبات تقوم بها طاعة لله، وامتثالاً لأمره، وإخلاصاً له، واتباعاً لرسوله، وكذلك في المنهيات تترك ما نهى الله عنه، وامتثالاً لنهي الله عز وجل حيث نهاك فأنته. الوصية الثانية: ((اتبع السيئة الحسنة تمحاً)) أي: إذا عملت سيئة فاتبعها بحسنة، فإن الحسنات يذهبن السيئات، ومن الحسنات بعد السيئات إن تتوب إلى الله من السيئات فإن

التوبة من افضل الحسنات، كما قال الله عز وجل: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَّطِّهِينَ) (البقرة: من الآية 222) ، وقال الله

প্রথম উপদেশ: তিনি বলেছেন: "তুমি যেখানেই থাকো না কেন আল্লাহকে ভয় করো।" আর আল্লাহর তাকওয়া হলো নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বর্জন করা এবং আদেশসমূহ পালন করা; এটাই হলো তাকওয়া! আপনি আল্লাহর প্রতি ইখলাস এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ আপনাকে যা নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করবেন, এবং মহান আল্লাহর নিষেধের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে নিজেকে পবিত্র রেখে তিনি যা বর্জন করতে বলেছেন তা বর্জন করবেন। সুতরাং আপনি শাহাদাতদ্বয়ের পর ইসলামের মহানতম রুকন তথা সালাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ আপনার ওপর যা ফরজ করেছেন তা সম্পাদন করবেন।

আপনি সালাতকে এর শর্তাবলি, রুকনসমূহ এবং ওয়াজিবসমূহ সহকারে পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করবেন এবং পরিপূরক বিষয়গুলোর মাধ্যমে একে পূর্ণতা দান করবেন। সুতরাং যে ব্যক্তি সালাতের শর্ত, ওয়াজিব বা রুকনসমূহের কোনোটিতে ত্রুটি করল, সে আল্লাহকে ভয় করল না; বরং তার সালাতে আল্লাহর নির্দেশ যতটুকু বর্জন করা হয়েছে, সেই পরিমাণ তার তাকওয়ায় ঘাটতি দেখা দিল। আর জাকাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর তাকওয়া হলো—আপনার যে সকল সম্পদে জাকাত ফরজ হয়েছে তার সবটুকুর হিসাব করা এবং কোনো প্রকার কৃপণতা, সংকীর্ণতা কিংবা বিলম্ব না করে সন্তুষ্টচিত্তে জাকাত প্রদান করা। যে ব্যক্তি তা করল না, সে আল্লাহকে ভয় করল না। সিয়ামের ক্ষেত্রে আপনি নির্দেশিত পন্থায় সিয়াম পালন করবেন—অসার কথা, অশ্লীলতা, শোরগোল, গিবত ও চোগলখুরি এবং সিয়ামের সওয়াব কমিয়ে দেয় ও সিয়ামের প্রাণশক্তি ও প্রকৃত তাৎপর্য বিনষ্ট করে দেয় এমন সব বিষয় থেকে দূরে থেকে। আর তা হলো মহান আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা থেকে বিরত থাকা। অনুরূপভাবে অবশিষ্ট ওয়াজিব কাজগুলোও আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর আদেশের অনুবর্তিতা, তাঁর প্রতি একনিষ্ঠতা এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণে আঞ্জাম দেবেন। তদ্রূপ নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের ক্ষেত্রেও মহান আল্লাহর নিষেধের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তিনি যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করবেন; যেখানে তিনি আপনাকে নিষেধ করেছেন, সেখানে থেমে যাবেন। দ্বিতীয় উপদেশ: "মন্দ কাজের পরপরই ভালো কাজ করো, তা মন্দটিকে মিটিয়ে দেবে।" অর্থাৎ: যখন আপনি কোনো মন্দ কাজ করবেন, তখন তার পর একটি নেক আমল করুন; কেননা পুণ্যরাশি পাপসমূহকে দূর করে দেয়। আর পাপাচারের

পর পুণ্যকর্মের অন্যতম হলো—সেই পাপ থেকে আল্লাহর কাছে তওবা করা; কেননা তওবা হলো অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুণ্যকর্ম। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরও ভালোবাসেন।" (সূরা আল-বাকারা: ২২২-এর অংশবিশেষ)। এবং আল্লাহ বলেছেন...

(ص: 486) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

تعالى: (وَتُوبُوا
إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (النور: من الآية 31). وكذلك الأعمال
الصالحة تكفر السيئات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((الصلوات الخمس،
والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر)).
وقال: ((العبرة إلى العبرة كفارة لما بينهما)) فالحسنات يذهبن السيئات. الوصية
الثالثة: ((خالق الناس بخلق حسن))! الوصيتان الأوليتان في معاملة الخالق،
والثالثة في معاملة الخلق، إن تعاملهم بخلق حسن تحمد عليه ولا تذر فيه، وذلك
بطلاقة الوجه، وصدق القول، وحسن المخاطبة، وغير ذلك من الأخلاق الحسنة. وقد
جاءت النصوص الكثيرة في فضل الخلق الحسن، حتى قال النبي عليه الصلاة
والسلام: ((أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً))، واخبر إن أولى الناس به صلي
الله عليه وسلم وأقربهم من منزلة يوم القيامة أحسنهم أخلاقاً

মহান আল্লাহ বলেন: (হে মুমিনগণ, তোমরা সবাই

আল্লাহর কাছে তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো) (সূরা আন-নূর: ৩১ নম্বর আয়াতের অংশ)। অনুরূপভাবে নেক আমলসমূহ মন্দ কাজগুলোকে মিটিয়ে দেয়, যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ((পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমুআ থেকে অন্য জুমুআ এবং এক রমজান থেকে অন্য রমজান; এই সময়ের মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের জন্য

কাফফারা স্বরূপ, যদি কবির গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকা হয়))। তিনি আরও বলেছেন: ((এক উমরাহ থেকে অন্য উমরাহ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহের কাফফারা))। সুতরাং পুণ্যসমূহ মন্দ কাজগুলোকে দূর করে দেয়। তৃতীয় অসিয়ত: ((মানুষের সাথে উত্তম আচরণের মাধ্যমে মেলামেশা করো))! প্রথম দুটি অসিয়ত ছিল স্রষ্টার সাথে আচরণের ব্যাপারে, আর তৃতীয়টি হলো সৃষ্টির সাথে আচরণের বিষয়ে। আপনি যদি তাদের সাথে উত্তম আচরণের মাধ্যমে কার্যাদি সম্পন্ন করেন তবে আপনি প্রশংসিত হবেন এবং নিন্দিত হবেন না; আর তা অর্জিত হয় হাস্যোজ্জ্বল মুখাবয়ব, সত্য কথা, সুন্দর সম্বোধন এবং অন্যান্য উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে। সচরিত্রের ফজিলত সম্পর্কে অসংখ্য বর্ণনা এসেছে, এমনকি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ((মুমিনদের মধ্যে ঈমানে পূর্ণতম সেই ব্যক্তি, যে চরিত্রে সর্বাধিক উত্তম)), এবং তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিন তাঁর সর্বাধিক নিকটবর্তী এবং উচ্চ মর্যাদাবান সেই ব্যক্তি হবে যে চরিত্রে সর্বোত্তম।

(ص: 487) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

فالأخلاق الحسنة مع كونها مسلكاً حسناً في المجتمع ويكون صاحبها محبوباً إلى الناس فيها اجر عظيم يناله الإنسان يوم القيامة. فاحفظ هذه الوصايا الثلاثة من النبي صلى الله عليه وسلم لتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق

الناس بخلق حسن. والله الموفق. 62_ الثالث: عن ابن عباس_ رضي الله عنهما_ قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوماً فقال: ((يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فأسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم: إن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك،

رفعت الأقلام، وجفت الصحف)). رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: ((احفظ الله تجده أمأمك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم إن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك أمر يكن ليخطئك، واعلم إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا)).

উত্তম চরিত্র সমাজে একটি প্রশংসনীয় পথ হওয়ার এবং এর অধিকারী মানুষের নিকট প্রিয় হওয়ার পাশাপাশি এতে রয়েছে মহান প্রতিদান, যা মানুষ কিয়ামতের দিন লাভ করবে। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই তিনটি উপদেশ স্মরণ রেখো: তুমি যেখানেই থাকো আল্লাহকে ভয় করো, মন্দের পর ভালো কাজ করো যা মন্দকে মিটিয়ে দেবে এবং মানুষের সাথে আচরণ করো

উত্তম চরিত্রের সাথে। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা। ৬২_ তৃতীয়: ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদিন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে ছিলাম, তখন তিনি বললেন: "হে বৎস, আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি: আল্লাহর বিধানসমূহ রক্ষা করো, তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন; আল্লাহর হুকুমসমূহ সংরক্ষণ করো, তুমি তাঁকে তোমার সামনেই পাবে। যখন কিছু চাইবে তখন আল্লাহর নিকটই চাও, আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে তখন আল্লাহর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করো। আর জেনে রেখো, যদি সমগ্র উম্মত তোমার কোনো উপকারের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়, তবে তারা তোমার ততটুকু উপকারই করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। আর যদি তারা তোমার কোনো ক্ষতির উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়, তবে তারা তোমার ততটুকু ক্ষতিই করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার প্রতিকূলে লিখে রেখেছেন। কলমসমূহ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠাসমূহ শুকিয়ে গেছে।" এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদীসটি হাসান সহীহ। তিরমিযী ব্যতীত অন্য বর্ণনায় এসেছে: "আল্লাহর বিধানসমূহ রক্ষা করো, তুমি তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে। সচ্ছল অবস্থায় আল্লাহর পরিচয় লাভ করো (তাঁকে স্মরণ করো), তবে তিনি তোমাকে কঠিন অবস্থায় স্মরণ করবেন। জেনে রেখো, যা তোমার নিকট পৌঁছায়নি তা তোমার নিকট পৌঁছানোর ছিল না, আর যা তোমার নিকট পৌঁছেছে তা তোমাকে এড়িয়ে যাওয়ার ছিল না। আরও জেনে রেখো যে, ধৈর্যের সাথেই বিজয় আসে, বিপদের সাথেই মুক্তি আসে এবং নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই স্বস্তি রয়েছে।"

الشرح قوله: ((كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم)) أي راكباً معه. قوله: ((فقال لي يا غلام... احفظ الله يحفظك)) قال له: يا غلام، لان ابن عباس_ رضي الله عنهما_ كان صغيراً فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو قد ناهز الاحتلال، يعني من الخامسة العشرة إلى السادسة عشرة أو اقل. فكان راكباً خلف الرسول صلى الله عليه وسلم فوجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم

هذا النداء: ((يا غلام، احفظ الله يحفظك)) كلمة جليلة عظيمة، احفظ الله، وذلك بحفظ شرعه ودينه، بأن تمتثل لأوامره وتجتنب نواهيه، وكذلك بأن تتعلم من دينه ومن شريعته_ سبحانه وتعالى_ ما تقوم به عباداتك ومعاملاتك، وتدعوا به إلى الله _ عز وجل_ لان كل هذا من حفظ الله، فالله_ سبحانه وتعالى_ نفسه ليس بحاجة إلى أحد حتى يحفظ، ولكن المراد حفظ دينه وشريعته، كما قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ) (محمد: من الآية 7) ، وليس المعني: تنصرون ذات الله، لان الله_ سبحانه وتعالى_ غني عن كل أحد، ولهذا قال في آية أخرى: (ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ) (محمد: من الآية 4) ، ولا يعجزونه: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ) (فاطر: من الآية 44) . إذا: ((احفظ الله يحفظك)) جملة تدل علي إن الإنسان كلما حفظ دين الله حفظه الله تعالى في بدنه، وحفظه في ماله وأهله، وفي دينه، وهذه أهم الأشياء، إن يحفظك الله في دينك، وهو إن يسلمك من الزيغ والضلal، لان الإنسان كلما اهتدي زاده الله هدي، كما قال تعالى:

(وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ) (محمد: 17) ، وكلما ضل_ والعياذ بالله_ فانه

ব্যাখ্যা: তাঁর কথা: ((আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে ছিলাম)) অর্থাৎ তাঁর সাথে সওয়ারী অবস্থায় ছিলাম। তাঁর কথা: ((তিনি আমাকে বললেন, হে বৎস ... তুমি আল্লাহর বিধান রক্ষা করো, তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন))। তিনি তাঁকে বলেছেন: হে বৎস, কারণ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তখন অল্পবয়স্ক ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তিনি সাবালক হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন, অর্থাৎ পনেরো থেকে ষোলো বছর বা তার কম বয়সী ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে আরোহী ছিলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতি এই আহ্বানটি করলেন: ((হে বৎস, তুমি আল্লাহর বিধান রক্ষা করো, তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন))। এটি এক মহিমাম্বিত ও মহান বাণী। আল্লাহর বিধান রক্ষা করো—এর অর্থ হলো তাঁর শরীয়ত ও দ্বীনের হিফাজত করা; অর্থাৎ তাঁর আদেশসমূহ পালন করা এবং তাঁর নিষেধসমূহ বর্জন করা। অনুরূপভাবে মহান আল্লাহর দ্বীন ও শরীয়ত থেকে এমন বিষয়গুলো শিক্ষা করা যা দ্বারা তোমার ইবাদত ও মুয়ামালাত (লেনদেন) সুসম্পন্ন হয় এবং যার মাধ্যমে তুমি মহান আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাও। কেননা এসবই আল্লাহর বিধান রক্ষার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্বয়ং কারও মুখাপেক্ষী নন যে কেউ তাঁকে রক্ষা করবে; বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো তাঁর দ্বীন ও শরীয়ত রক্ষা করা। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: (হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন) (সূরা মুহাম্মদ: আয়াত ৭-এর অংশ)। এর অর্থ এই নয় যে, তোমরা আল্লাহর সত্তাকে সাহায্য করবে; কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সকল সৃষ্টি থেকে অমুখাপেক্ষী। এ কারণেই তিনি অন্য আয়াতে বলেছেন: (এটাই বিধান, আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিজেই তাদের ওপর জয়ী হতে পারতেন) (সূরা মুহাম্মদ: আয়াত ৪-এর অংশ)। কোনো কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে না: (আসমান ও জমিনের কোনো কিছুই আল্লাহকে অক্ষম করতে পারে না) (সূরা ফাতির: আয়াত ৪৪-এর অংশ)। সুতরাং: ((তুমি আল্লাহর বিধান রক্ষা করো, তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন))—এই বাক্যটি একথাই নির্দেশ করে যে, মানুষ যখনই আল্লাহর দ্বীনকে রক্ষা করে, আল্লাহ তাআলা তাকে তার শরীরে, তার সম্পদে ও পরিবারে এবং তার দ্বীনের ব্যাপারে রক্ষা করেন। আর এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, আল্লাহ তোমাকে তোমার দ্বীনের ওপর অটল রাখবেন; আর তা হলো তিনি তোমাকে সত্যবিদ্যুতি ও পথভ্রষ্টতা থেকে নিরাপদ রাখবেন। কারণ মানুষ যখনই হিদায়াতের পথে চলে, আল্লাহ তার হিদায়াত আরও বাড়িয়ে দেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

(আর যারা সৎপথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তাদের হিদায়াত বৃদ্ধি করে দেন এবং তাদের তাকওয়া দান করেন) (সূরা মুহাম্মাদ: ১৭)। আর যখনই কেউ পথভ্রষ্ট হয়—আল্লাহর কাছে তা থেকে আশ্রয় চাই—তখন সে...

(ص: 489) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

يزداد ضلالا، كما جاء في الحديث: ((إن العبد فإذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه)) وان اذنب ثانية انضم إليها نكتة ثانية وثالثة ورابعة، حتى يطبع علي قلبه. نسأل الله العافية. إذا: يحفظك في دينك وفي بدنك ومالك واهلك، أهمها حفظ الدين، نسأل الله تعالى إن يحفظ علينا وعلكم ديننا. وقوله: ((احفظ الله تجده تجاهك)) وفي لفظ آخر: ((تجده أمامك)). احفظ الله أيضاً بحفظ شريعته، بالقيام بأمره واجتناب نهيه تجده تجاهك وأمامك، ومعناها واحد، يعني تجد الله أمامك يدلك علي كل خير ويزود عنك كل شر، ولا سيما إن حفظت الله بالاستعانة به، فإن الإنسان إذا استعان بالله وتوكل علي الله كان الله حسبه، أي كافية، ومن كان الله حسبه فإنه لا يحتاج إلى أحد بعد الله. قال الله: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (الأنفال: 64)، أي: وحسب من اتبعك من المؤمنين. (وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ) (الأنفال: من

الآية 62)، فإذا كان الله حسب الإنسان، أي كافية، فإنه لن يناله سوء، ولهذا قال: ((احفظ الله تجده تجاهك)) أو ((تجده أمامك))! والبراد بحفظه حفظ شريعته، ولا سيما بالتوكل عليه والاستعانة به.

তিনি আরও বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হন, যেমনটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে: "নিশ্চয়ই বান্দা যখন কোনো গুনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। এরপর যদি সে তা পরিত্যাগ করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তওবা করে, তবে তার অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করা হয়।" আর যদি সে পুনরায় গুনাহ করে, তবে তার সাথে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দাগ যোগ হতে থাকে, এমনকি পরিশেষে তার অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি।

অতএব: তিনি আপনাকে আপনার দ্বীন, আপনার শরীর, আপনার সম্পদ ও আপনার পরিবারের ব্যাপারে রক্ষা করবেন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো দ্বীন রক্ষা করা। আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের ও আপনাদের দ্বীন রক্ষা করেন। আর তাঁর বাণী: "তুমি আল্লাহর (বিধানের) সুরক্ষা করো, তবে তাঁকে তোমার সামনে পাবে।" অন্য শব্দে এসেছে: "তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে।" আল্লাহর শরিয়ত রক্ষার মাধ্যমেও তাঁকে রক্ষা করো; অর্থাৎ তাঁর আদেশসমূহ পালন ও নিষেধসমূহ বর্জনের মাধ্যমে। তাহলে তুমি তাঁকে তোমার সামনে ও সম্মুখে পাবে। এ দুটির অর্থ অভিন্ন; অর্থাৎ তুমি আল্লাহকে তোমার সামনে পাবে— যিনি তোমাকে প্রতিটি কল্যাণের দিকে পরিচালিত করবেন এবং তোমার থেকে প্রতিটি অকল্যাণ দূর করবেন। বিশেষ করে, যদি তুমি তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহর বিধানের সুরক্ষা করো। কেননা মানুষ যখন আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তখন আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হন। আর আল্লাহ যার জন্য যথেষ্ট হন, আল্লাহর পর তার আর কারো প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "হে নবী, আপনার জন্য এবং মুমিনদের মধ্য থেকে যারা আপনার অনুসরণ করেছে তাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।" (আল-আনফাল: ৬৪)। অর্থাৎ: মুমিনদের মধ্য থেকে যারা আপনার অনুসরণ করেছে, তাদের জন্যও তিনি যথেষ্ট। "আর তারা যদি আপনাকে প্রতারণা করতে চায়, তবে আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।" (আল-আনফাল: অংশবিশেষ আয়াত ৬২)। সুতরাং আল্লাহ যখন কোনো মানুষের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান, তখন কোনো মন্দই তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। একারণেই তিনি বলেছেন: "তুমি আল্লাহর বিধানের সুরক্ষা করো, তবে তাঁকে তোমার সামনে পাবে" অথবা "তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে!" আর আল্লাহকে রক্ষার অর্থ হলো তাঁর শরিয়তকে রক্ষা করা, বিশেষ করে তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল এবং তাঁর কাছে সাহায্যের আবেদনের মাধ্যমে।

ثم قال له: ((إذا سألت فأسأل الله)) أي لا تعتمد علي أحد مخلوق، إذا سألت فأسأل الله. مثلاً: إنسان فقير ليس عنده مال، يسأل الله يقول: اللهم ارزقني، اللهم هب لي رزقاً. فيأتيه الرزق من حيث لا يحتسب. لكن لو سأل الناس فربما يعطونه أو يمنعونه، ولهذا جاء في الحديث: ((لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب علي ظهره، خير له من أن يأتي رجلاً، أعطاه أو منعه)). فكذلك أنت، إذا سألت فأسأل الله، قل: ((اللهم ارزقني)) اللهم أغني بفضلك عن سواك)) وما أشبه ذلك من الكلمات التي تتجه بها إلى الله عز وجل. وقوله: ((إذا استعنت فاستعن بالله)) الاستعانة طلب العون، فلا تطلب العون من أي إنسان إلا للضرورة القصوى، ومع ذلك إذا اضطررت إلى الاستعانة بالمخلوق فاجعل ذلك وسيلة وسبباً لا ركناً تعتمد عليه! اجعل الركن الأصيل هو الله عز وجل، إذا سألت فأسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي هاتين الجملتين دليل علي أنه من نقص التوحيد إن الإنسان يسأل غير الله، ولهذا تكره المسألة لغير الله _ عز وجل _ في قليل أو كثير. لا تسأل إلا الله عز وجل، ولا تستعن إلا بالله.

অতঃপর তিনি তাকে বললেন: "যখন তুমি কিছু চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে।" অর্থাৎ কোনো সৃষ্টির ওপর নির্ভর করো না; যখন তুমি কিছু প্রার্থনা করবে, আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করো। উদাহরণস্বরূপ: জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি যার কোনো অর্থ-সম্পদ নেই, সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলে: "হে আল্লাহ! আমাকে রিযিক দান করুন, হে আল্লাহ! আমার জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করে দিন।" তখন তার কাছে এমনভাবে রিযিক আসে যা সে কল্পনাও করতে পারে না। কিন্তু সে যদি মানুষের কাছে চাইত, তবে তারা তাকে দান করতেও পারত আবার নাও করতে পারত। এজন্যই হাদীসে এসেছে: "তোমাদের কারো রশি নিয়ে পিঠে কাঠের বোঝা বহন করা কোনো ব্যক্তির কাছে হাত পাতার চেয়ে উত্তম, সে তাকে দান করুক বা না করুক।" সুতরাং তুমিও যখন কিছু চাইবে, আল্লাহর কাছেই চাইবে। বলো: "হে আল্লাহ! আমাকে রিযিক দান

করুন, হে আল্লাহ! আপনার অনুগ্রহে আমাকে অন্য সবার থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিন" এবং এ জাতীয় শব্দসমূহ যার মাধ্যমে তুমি মহান আল্লাহর অভিযুক্ত হও। আর তাঁর বাণী: "যখন তুমি সাহায্য চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাও।" সাহায্য প্রার্থনা করা হলো কেবল আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া। সুতরাং একান্ত বাধ্য হওয়া ব্যতীত কোনো মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো না। তা সত্ত্বেও যদি তুমি সৃষ্টির সাহায্য নিতে বাধ্য হও, তবে সেটাকে কেবল একটি মাধ্যম ও উসিলা হিসেবে গণ্য করো, এমন কোনো অবলম্বন হিসেবে নয় যার ওপর তুমি নির্ভর করবে! বরং প্রকৃত অবলম্বন হিসেবে মহান আল্লাহকেই গ্রহণ করো; যখন চাইবে আল্লাহর কাছে চাইবে এবং যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে আল্লাহর কাছেই করবে। আর এই দুটি বাক্যের মাঝে এ কথার দলিল রয়েছে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে চাওয়া তাওহীদের অপূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত। একারণেই অল্প হোক বা বেশি, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে যাদু করা অপছন্দনীয়। মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে কিছু চেয়ো না এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো না।

(ص: 491) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

والله سبحانه إذا أراد عونك يسر لك العون، سواء كان بأسباب معلومة أو بأسباب غير معلومة. قد يعينك الله بسبب غير معلوم لك، فيدفع عنك من الشر ما لا طاقة لاحد به، وقد يعينك الله علي يد أحد من الخلق يسخره لك ويذلله لك حتى يعينك، ولكن مع ذلك لا يجوز لك _ إذا أعانك الله علي يد أحد _ إن تنسي السبب وهو الله عز وجل، كما يفعله بعض الجهلة الآن من تعلقهم بالسبب وضعف اعتمادهم علي الله سبحانه وتعالى لما حصل عون ظاهر من دول كافرة، وما علموا إن الكفرة هم أعداء لهم إلى يوم القيامة سواء أعانهم أم لا؟. بل النافع الضار هو الله عز وجل وهذا من تسخير _ سبحانه وتعالى _ لعباده المؤمنين، كما جاء في الحديث: ((إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)) فيجب علينا إن لا ننسي فضل الله

الذي سخرهم لنا، ويجب علينا إن ننبه العامة، إذا سبعا أحدا يركن إليهم ويقول هم الذين نصرونا مائة بالائة، وهم الأول والآخر، فيجب علينا إن نبين لهم إن هذا خلل في التوحيد. والله اعلم. وقوله: ((واعلم إن الأمة لو اجتمعت علي إن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك)). فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة إن الأمة لو

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা যখন আপনাকে সাহায্য করতে চান, তখন তিনি আপনার জন্য সাহায্যের পথ সহজ করে দেন, তা পরিচিত কোনো উপায়ের মাধ্যমে হোক কিংবা অপরিচিত উপায়ের মাধ্যমে। আল্লাহ হয়তো আপনাকে এমন কোনো অপরিচিত উপায়ের মাধ্যমে সাহায্য করতে পারেন, যার ফলে আপনার থেকে এমন কোনো অনিষ্ট দূর করে দেবেন যা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারও নেই। আবার আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির কোনো একজনের মাধ্যমেও আপনাকে সাহায্য করতে পারেন, যাকে তিনি আপনার জন্য নিয়োজিত ও বশীভূত করে দেন যাতে সে আপনাকে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, আল্লাহ যদি কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে আপনাকে সাহায্য করেন, তবে মূল কারণ তথা মহান আল্লাহকে ভুলে যাওয়া আপনার জন্য বৈধ নয়। যেমনটি বর্তমানে কিছু অজ্ঞ লোক করে থাকে যে, তারা উপকরণের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার ওপর তাদের নির্ভরতা দুর্বল হয়ে যায় যখন তারা কাফের রাষ্ট্রগুলোর পক্ষ থেকে কোনো বাহ্যিক সাহায্য পায়। তারা কি জানে না যে, কাফেররা তাদের সাহায্য করুক বা না করুক, কিয়ামত পর্যন্ত তারা তাদের শত্রু? বরং প্রকৃত উপকারকারী ও অপকারকারী হলেন মহান আল্লাহ। আর এটি মুমিন বান্দাদের স্বার্থে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার পক্ষ থেকে সৃষ্টিজগতকে বশীভূত করে দেওয়ারই অংশ, যেমনটি হাদিসে এসেছে: "নিশ্চয়ই আল্লাহ এই দুইনকে কোনো পাপাচারী ব্যক্তির মাধ্যমেও শক্তিশালী করেন।" সুতরাং আল্লাহ যে তাদের আমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন, সেজন্য তাঁর অনুগ্রহ আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়। আর আমাদের কর্তব্য হলো সাধারণ মানুষকে সচেতন করা; যখন আমরা কাউকে তাদের ওপর নির্ভরশীল হতে দেখি এবং বলতে শুনি যে, তারাই আমাদের শতভাগ সাহায্য করেছে এবং তারাই সবকিছুর শুরু ও শেষ, তখন আমাদের উচিত তাদের সামনে এটি স্পষ্ট করা যে এটি তাওহীদের পরিপন্থী একটি ত্রুটি। আর আল্লাহই

সবচেয়ে ভালো জানেন। এবং তাঁর বাণী: "জেনে রেখো, যদি সমগ্র উম্মাত তোমার কোনো উপকার করার জন্য

একত্রিত হয়, তবে তারা তোমার কোনোই উপকার করতে পারবে না—কেবল ততটুকুই পারবে যা আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন।" সুতরাং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই বাক্যে স্পষ্ট করেছেন যে, যদি উম্মাত...

(ص: 492) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

اجتمعت كلها علي إن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك! فإذا وقع منهم نفع لك فأعلم انه من الله، لأنه هو الذي كتبه، فلم يقل النبي صلي الله عليه وسلم: لو اجتمعت علي إن ينفعوك بشيء لم ينفعوك. بل قال: ((لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك)). فالناس بلا شك ينفع بعضهم بعضاً، ويعين بعضهم بعضاً، ويساعد بعضهم بعضاً، لكن كل هذا مما كتبه الله للإنسان، فالفضل لله فيه أولاً عز وجل، هو الذي سخر لك من ينفعك ويحسن إليك ويزيل كربتك، وكذلك بالعكس، لو اجتمعوا علي إن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والإيمان بهذا يستلزم إن يكون الإنسان متعلقاً بربه ومتكلاً عليه لا يهتم بأحد، لأنه يعلم انهم لو اجتمع كل الخلق علي إن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. وحيث يعلق رجاءه بالله ويعتصم به، ولا يهمله الخلق ولو اجتمعوا عليه، ولهذا نجد الناس في سلف هذه الأمة لبأ اعتمدوا علي الله وتوكلوا عليه لم يضرهم كيد الكائدين ولا حسد الحاسدين: (وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ) (آل عمران: من الآية 120). ثم قال عليه الصلاة والسلام: ((رفعت الأقلام وجفت الصحف)) يعني

إن ما كتبه الله فقد انتهى، والصحف جفت من المداد، ولم يبقه مراجعة. فما أصابك لم يكن ليخطئك، كما في اللفظ الثاني: ((وما أخطأك لم يكن ليصيبك)).

তারা সবাই যদি তোমার কোনো উপকার করার জন্য একত্রিত হয়, তবে আল্লাহ তোমার জন্য যা লিখে রেখেছেন তা ব্যতীত তারা তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না! সুতরাং তাদের পক্ষ থেকে যদি তোমার কোনো উপকার সাধিত হয়, তবে জেনে রেখো তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই; কারণ তিনিই তা লিখে রেখেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেননি যে: 'যদি তারা তোমার উপকার করার জন্য একত্রিত হয় তবে তারা তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না।' বরং তিনি বলেছেন: 'আল্লাহ তোমার জন্য যা লিখে রেখেছেন তা ব্যতীত তারা তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না'। নিঃসন্দেহে মানুষ একে অপরের উপকার করে, একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে; কিন্তু এসবই আল্লাহ মানুষের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রথমত সমস্ত অনুগ্রহ মহান আল্লাহরই; তিনিই তোমার জন্য এমন ব্যক্তিকে অনুগত করে দিয়েছেন যে তোমার উপকার করে, তোমার প্রতি সদাচরণ করে এবং তোমার দুঃখ-কষ্ট দূর করে। অনুরূপভাবে এর বিপরীত ক্ষেত্রেও, তারা যদি তোমার কোনো ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়, তবে আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন তা ব্যতীত তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এর প্রতি ঈমান রাখা এই দাবি করে যে, মানুষ তার রবের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে এবং তাঁর ওপরই ভরসা করবে; সে অন্য কারও পরোয়া করবে না। কেননা সে জানে যে, সমস্ত সৃষ্টি যদি তার কোনো ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়, তবে আল্লাহ তার ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন তা ছাড়া তারা তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এমতাবস্থায় সে তার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আল্লাহর সাথে জুড়ে দেয় এবং তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করে; সৃষ্টিজগৎ তার বিরুদ্ধে একত্রিত হলেও সে বিচলিত হয় না। এ কারণেই আমরা এই উম্মতের পূর্বসূরিদের মাঝে দেখতে পাই যে, যখন তারা আল্লাহর ওপর নির্ভর করেছিলেন এবং তাঁর ওপর ভরসা রেখেছিলেন, তখন ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র কিংবা হিংসুকদের হিংসা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি: (আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিবেষ্টন করে আছেন) (আলে ইমরান: ১২০-এর অংশ)। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 'কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং দফতরসমূহ শুকিয়ে গেছে'। এর অর্থ হলো, আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন তা চূড়ান্ত

হয়ে গেছে, কাগজ থেকে কালি শুকিয়ে গেছে এবং এতে পুনঃনিরীক্ষণের আর কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং যা তোমার ভাগ্যে জুটেছে তা তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার ছিল না; যেমনটি অন্য বর্ণনায় এসেছে: 'আর যা তোমাকে এড়িয়ে গেছে তা তোমার ভাগ্যে জুটবার ছিল না'।

(ص: 493) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وفي اللفظ الثاني قال عليه الصلاة والسلام: ((واعلم إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسراً)). يعني: اعلم علم يقين إن النصر مع الصبر، فإذا صبرت وفعلت ما أمرك الله به من وسائل النصر فإن الله تعالى ينصرك. والصبر هنا يشمل الصبر على طاعة الله، وعن معصيته، وعلى أقداره المؤلمة، لأن العدو يصيب الإنسان من كل جهة، فقد يشعر الإنسان أنه لن يطيق عدوه فيتحسر ويدع الجهاد، وقد يشرع في الجهاد ولكن إذا أصابه الأذى استحسر وتوقف، وقد يستمر ولكنه يصيبه الألم من عدوه، فهذا أيضاً يجب إن يصبر عليه. قال الله تعالى: (إِنْ يَسْسُكُمُ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ) (آل عمران: من الآية 140)، وقال تعالى: (وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْكُونُ فَإِنَّهُمْ يَأْكُونُ كَمَا تَأْكُونُ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) (النساء: 104)، فإذا صبر الإنسان وصابر ورابط فإن الله سبحانه وتعالى ينصره. وقوله: ((واعلم إن الفرج مع الكرب)). كلما اكثرت الأمور وضقت فإن الفرج قريب، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: (أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِلَهِ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ) (النمل: 62)، فكلما اشتدت الأمور فانتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. وقوله: ((إن مع العسر يسراً)) فكل عسر بعده يسر، بل إن العسر

দ্বিতীয় বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আর জেনে রাখো যে, ধৈর্যধারণের সাথেই বিজয় আসে, কষ্টের সাথেই মুক্তি আসে এবং কাঠিন্যের সাথেই স্বস্তি থাকে।" অর্থাৎ: তুমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করো যে, ধৈর্যের সাথেই বিজয় সুনিশ্চিত। সুতরাং তুমি যদি ধৈর্য ধরো এবং আল্লাহ তোমাকে বিজয়ের যেসব উপায় অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করো, তবে মহান আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন। আর এখানে ধৈর্য বলতে আল্লাহর আনুগত্যের ওপর অটল থাকা, তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা এবং তাঁর বেদনাদায়ক তাকদীরের ওপর ধৈর্য ধারণ করা—সবই অন্তর্ভুক্ত। কারণ শত্রু মানুষকে চারপাশ থেকে আক্রমণ করে। কখনো মানুষ অনুভব করতে পারে যে সে তার শত্রুর মোকাবিলা করতে পারবে না, ফলে সে আক্ষেপ করে জিহাদ ছেড়ে দেয়। আবার কখনো সে জিহাদ শুরু করে কিন্তু আঘাতপ্রাপ্ত হলে ক্লান্ত হয়ে থেমে যায়। আবার কখনো সে চলতে থাকে কিন্তু শত্রুর পক্ষ থেকে কষ্ট পায়; এই সব কিছুর ওপরই ধৈর্য ধারণ করা আবশ্যিক। মহান আল্লাহ বলেন: "যদি তোমাদের ওপর কোনো আঘাত এসে থাকে, তবে অনুরূপ আঘাত তো সেই সম্প্রদায়ের ওপরও এসেছে।" (সূরা আল-ইমরান: ১৪০), এবং তিনি আরও বলেন: "আর তোমরা শত্রুপক্ষের সন্ধানে শিথিলতা প্রদর্শন করো না। যদি তোমরা যাতনা অনুভব করো, তবে তোমাদের মতোই তারাও তো যাতনা অনুভব করছে। অথচ তোমরা আল্লাহর কাছে এমন কিছু আশা করছো যা তারা আশা করে না। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আন-নিসা: ১০৪)। সুতরাং মানুষ যদি ধৈর্য ধরে, সহিষ্ণুতা দেখায় এবং সীমান্তে পাহারায় নিয়োজিত থাকে, তবে মহান আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। আর তাঁর বাণী: "আর জেনে রাখো যে, বিপদের সাথেই মুক্তি আসে।" পরিস্থিতি যখনই সংকটাপন্ন ও সংকীর্ণ হয়ে আসে, তখন মুক্তি নিকটবর্তী হয়। কারণ মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেন: "বরং তিনি কে, যিনি আতের আহ্বানে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ দূর করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি বানান? আল্লাহর সাথে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? তোমরা খুব সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করো।" (সূরা আন-নামল: ৬২)। তাই বিষয়গুলো যখনই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, তখনই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মুক্তির প্রতীক্ষা করো। আর তাঁর বাণী: "নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি"। সুতরাং প্রতিটি কষ্টের পরেই স্বস্তি আছে, বরং প্রতিটি কঠিন পরিস্থিতির...

محفوظ بيسرين، يسر سابق ويسر لاحق. قال الله تعالى: (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا))
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (الشرح: 6، 5)، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ((لن
يغلب عسر يسرين)). فهذا الحديث الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عبد
الله بن عباس رضي الله عنهما ينبغي للإنسان إن يكون علي ذكر له دائماً، وإن
يعتمد علي هذه الوصايا النافعة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه
عبد الله بن

عباس رضي الله عنهما والله الموفق. 63_ الرابع: عن انس رضي الله عنه _
قال: ((إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعهداً علي عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات)) الشرح انس بن مالك رضي الله
عنه _ من المعمرين، فبقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم حالي تسعين سنة.
فتغيرت الأمور في عهده رضي الله عنه _ واختلفت أحوال الناس، وصاروا يتهاونون
في بعض الأمور العظيمة في عهد الصحابة رضي الله عنهم. مثل صلاة الجماعة، فقد
كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتخلف أحد عنها إلا منافق أو مريض معذور،
ولكن الناس تهاونوا بها ولم يكونوا

দুই স্বস্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত; একটি পূর্ববর্তী স্বস্তি এবং অপরটি পরবর্তী স্বস্তি। আল্লাহ তাআলা
ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি রয়েছে। নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি রয়েছে।"
(আশ-শারহ: ৫, ৬)। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন: "একটি কষ্ট কখনোই
দুটি স্বস্তির ওপর প্রবল হতে পারবে না।" নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে
আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে যে হাদিসের উপদেশ দিয়েছেন, মানুষের উচিত তা সর্বদা
স্মরণে রাখা এবং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনে
আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে যে ফলপ্রসূ উপদেশগুলো দিয়েছেন, তার ওপর আস্থা রাখা।
আর আল্লাহই তাওফিকদাতা। ৬৩- চতুর্থ: আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি

বলেন: "নিশ্চয় তোমরা এমন সব আমল করো যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম, অথচ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সেগুলোকে ধ্বংসাত্মক পাপের অন্তর্ভুক্ত মনে করতাম।" ব্যাখ্যা: আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) দীর্ঘজীবী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর প্রায় নব্বই বছর জীবিত ছিলেন। ফলে তাঁর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) জীবদ্দশায় পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে এবং মানুষের অবস্থার বিবর্তন হয়। তারা এমন কিছু বিষয়ে অবহেলা করতে শুরু করে যা সাহাবায়ে কিরামের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) যুগে অত্যন্ত গুরুতর বিষয় হিসেবে গণ্য হতো। যেমন জামাতে সালাত আদায় করা; কেননা সাহাবায়ে কিরামের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) অবস্থা এমন ছিল যে, মুনাফিক অথবা ওজরগ্রস্ত অসুস্থ ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ তা থেকে পিছিয়ে থাকত না। কিন্তু মানুষ এতে শিথিলতা প্রদর্শন করতে শুরু করে এবং তারা পূর্বের ন্যায় সুদৃঢ় ছিল না...

(ص: 495) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

علي ما كان عليه الصحابة_ رضي الله عنهم_ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الناس في عهدنا صاروا يتهاونون بالصلاة نفسها لا بصلاة الجماعة فقط، فلا يصلون، أو يصلون ويتركون، أو يوخرون الصلاة عن وقتها، كل هذه أعمال يسيرة عند بعض الناس، لكنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة_ رضي الله عنهم_ كانت تعد من الموبقات. وكذلك أيضاً الغش في عهد النبي _ عليه الصلاة والسلام_ قال: ((من غش فليس مني)). لكن انظر إلى الناس اليوم تجد إن الغش عندهم أهون من

الأشياء، الأشياء، بل إن بعضهم_ والعياذ بالله_ يعد الغش من الشطارة في البيع والشراء والعقود، ويرى إن هذا من باب الحذق والذكاء والدهاء نسأل الله العافية_ مع إن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الإنسان الذي يغش الناس. ومن ذلك

الكذب: والكذب من الأشياء العظيمة في عهد الصحابة رضي الله عنهم فيرونه من الموبقات، لكن كثيرا من الناس يعدّه أمرا هينا، فتجده يكذب ولا يبالي بالكذب، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا)) وربما يكذب في أمور اخطر فيجحد ما يجب عليه الناس، أو يدعي ما

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) যে আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বরং আমাদের বর্তমান সময়ের মানুষ খোদ সালাত নিয়েই অবহেলা শুরু করেছে, কেবল জামাতে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে নয়; ফলে তারা হয় সালাত আদায় করে না, অথবা কখনও পড়ে আবার কখনও ছেড়ে দেয়, কিংবা সালাতকে তার নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বিত করে। এই কাজগুলো কিছু মানুষের নিকট অত্যন্ত নগণ্য বিষয়, অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং সাহাবীগণের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) যুগে এগুলোকে ধ্বংসাত্মক পাপ হিসেবে গণ্য করা হতো। অনুরূপভাবে নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর যুগে প্রতারণার বিষয়টিও; তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।" কিন্তু বর্তমান কালের মানুষের দিকে তাকালে আপনি দেখবেন যে, প্রতারণা তাদের নিকট অতি তুচ্ছ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, অতি তুচ্ছ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি তাদের কেউ কেউ—আল্লাহর নিকট এ থেকে পানাহ চাই—ক্রয়-বিক্রয় ও চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতারণাকে এক ধরনের চাতুর্য মনে করে এবং একে দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা হিসেবে গণ্য করে। আমরা আল্লাহর নিকট সুস্থতা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ ব্যক্তি থেকে সম্পর্ক ছিন্দের ঘোষণা দিয়েছেন যে মানুষকে ধোঁকা দেয়। এর অন্তর্ভুক্ত হলো মিথ্যা: সাহাবীগণের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) যুগে মিথ্যা বলা ছিল অত্যন্ত গুরুতর বিষয় এবং তারা একে ধ্বংসাত্মক গোনাহ হিসেবে দেখতেন। কিন্তু বর্তমানে অনেক মানুষই একে অতি সামান্য বিষয় মনে করে; ফলে দেখা যায় সে অবলীলায় মিথ্যা বলে এবং মিথ্যার ব্যাপারে কোনো দ্রুক্ষেপই করে না। অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "কোনো ব্যক্তি অনবরত মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যার ওপর অটল থাকে, যতক্ষণ না আল্লাহর নিকট তাকে চরম মিথ্যাবাদী হিসেবে লিখে দেওয়া হয়।" এমনকি কখনও কখনও সে আরও গুরুতর বিষয়ে মিথ্যা বলে,

ফলে মানুষের যে হক তার ওপর ওয়াজিব তা অস্বীকার করে বসে, অথবা এমন কিছু দাবি করে যা...

(ص: 496) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

ليس له ويحاسبهم عند القاضي ويحلف علي ذلك، فيكون_ والعياذ بالله_ ممن يلقي الله وهو عليه غضبان. إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة التي يعدها الصحابة من المهلكات، ولكن الناس اختلفوا فصارت في أعينهم أدق من الشعر، وذلك لأنه كلما قوي الإيمان عظمت المعصية عند الإنسان، وكلما ضعف الإيمان خفت المعصية في قلب الإنسان ورآها أمراً هيناً، يتهاون ويتكاسل عن الواجب ولا يبالي، لأنه ضعيف الإيمان. 64_ الخامس: عن أبي هريرة _ رضي الله عنه _ عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ((إن الله تعالى

يغار، وغيره الله تعالى إن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه)) متفق عليه. والغيرة: بفتح الغين واصلها: الأنفة. الشرح قال المؤلف _ رحمه الله تعالى _ فيما نقله عن أبي هريرة _ رضي الله عنه _ قال: إن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ((إن الله تعالى يغار وغيره الله تعالى إن يأتي المرء ما حرم الله)). قوله: ((محارمه)) أي: محارم الله. والغيرة صفة حقيقية ثابتة لله _ عز وجل _ ولكنها ليست كغيرتنا، بل

তার অধিকার নেই তবুও সে তাদের বিরুদ্ধে বিচারকের কাছে মামলা করে এবং সে বিষয়ে মিথ্যা শপথ করে, ফলে সে—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয় যারা আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যখন তিনি তার ওপর ভীষণ রাগান্বিত থাকবেন। এছাড়া আরও অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলোকে সাহাবীগণ ধ্বংসাত্মক কাজ হিসেবে গণ্য করতেন, কিন্তু মানুষের অবস্থা বদলে গেছে এবং সেগুলো এখন তাদের চোখে চুলের

চেয়েও সূক্ষ্ম ও তুচ্ছ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর কারণ হলো, ঈমান যখনই শক্তিশালী হয়, মানুষের নিকট গুনাহ তত বড় মনে হয়। আর ঈমান যখনই দুর্বল হয়, মানুষের অন্তরে গুনাহ তত হালকা হয়ে যায় এবং সেটিকে সে অত্যন্ত নগণ্য মনে করে। সে আবশ্যকীয় ইবাদতের ক্ষেত্রে অবহেলা ও অলসতা করে এবং কোনো পরোয়া করে না, কারণ তার ঈমান দুর্বল। ৬৪- পঞ্চম: আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা

আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন; আর আল্লাহর আত্মমর্যাদাবোধ হলো মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ যা হারাম করেছেন তাতে লিপ্ত হওয়া।” এটি বুখারি ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। 'আল-গাইরাহ' শব্দটি 'গাইন' অক্ষরে ফাতহা (যবর) যোগে গঠিত এবং এর মূল অর্থ হলো আত্মমর্যাদাবোধ ও ঘৃণা। ব্যাখ্যা: গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন তাতে তিনি বলেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন এবং আল্লাহর আত্মমর্যাদাবোধ হলো মানুষ আল্লাহ যা হারাম করেছেন তাতে লিপ্ত হওয়া।” তাঁর উক্তি: “তাঁর হারামসমূহ” অর্থাৎ আল্লাহর হারামকৃত বিষয়সমূহ। আর ‘গাইরাহ’ বা আত্মমর্যাদাবোধ আল্লাহর একটি প্রকৃত ও সুসাব্যস্ত গুণ, তবে তা আমাদের আত্মমর্যাদাবোধের মতো নয়, বরং তা...

(ص: 497) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

هي اعظم واجل، والله _ سبحانه وتعالى _ بحكمته أوجب علي العباد أشياء، وحرم عليهم أشياء، واحل لهم أشياء. فما أوجبه عليهم فهو خير لهم في دينهم ودنياهم، وفي حاضرهم ومستقبلهم، وما حرمه عليهم فانه شر لهم في دينهم ودنياهم، وحاضرهم ومستقبلهم، فإذا حرم الله علي عباده أشياء فانه _ عز وجل _ يغار إن يأتي الإنسان محارمه، وكيف يأتي الإنسان محارم ربه والله _ سبحانه وتعالى _ إنما حرمها من اجل مصلحة العبد، أما الله _ سبحانه وتعالى _ فلا يضره إن يعصي

الإنسان ربه، لكن يغار كيف يعلم الإنسان إن الله سبحانه حكيم، ورحيم، ولا يحرم علي عبادة شيئاً بخلا منه عليهم به، ولكن من اجل مصلحتهم، ثم يأتي العبد فيتقدم فيعصي الله عز وجل ولا سيما في الزنا نسأل الله العافية فانه ثبت عن النبي صلى الله عنه وسلم انه قال: ((ما أحد أغير من الله إن يزني عبده أو يزني أمته)) لان الزنا فاحشة، والزنا طريق سافل سيئ، ومن ثم حرم الله علي عبادة الزنا وجميع وسائله، كما قال الله سبحانه: (وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا) (الإسراء: 32) ، فإذا زني العبد والعياذ بالله فان الله يغار غيرة اشد واعظم من غيرته علي ما دونه من المحارم. وكذلك أيضاً ومن باب أولى واشد اللواط، وهو إتيان الذكر، فان

তিনি সুমহান ও মহিমাম্বিত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর প্রজ্ঞা অনুযায়ী বান্দাদের ওপর কিছু বিষয় আবশ্যিক করেছেন, কিছু বিষয় নিষিদ্ধ করেছেন এবং কিছু বিষয় বৈধ করেছেন। তিনি তাদের ওপর যা আবশ্যিক করেছেন, তা তাদের দ্বীন ও দুনিয়া এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য কল্যাণকর। আর তিনি যা তাদের ওপর নিষিদ্ধ করেছেন, তা তাদের দ্বীন ও দুনিয়া এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য অমঙ্গলজনক। সুতরাং আল্লাহ যখন তাঁর বান্দাদের ওপর কোনো কিছু হারাম করেন, তখন কেউ তাঁর নিষিদ্ধ সীমারেখা লঙ্ঘন করলে তিনি—আযযা ওয়া জাল্লা—গাইরাত বা আত্মমর্যাদাবোধ পোষণ করেন। আর মানুষ কীভাবে তার রবের নিষিদ্ধ কাজ করতে পারে, অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তা কেবল বান্দার কল্যাণেই হারাম করেছেন! বস্তুত কোনো মানুষ তার রবের অবাধ্য হলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কোনো ক্ষতি হয় না; কিন্তু তিনি আত্মমর্যাদাবোধ পোষণ করেন এই কারণে যে, মানুষ এটা জানা সত্ত্বেও কীভাবে অবাধ্য হয় যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মহাপ্রজ্ঞাবান ও পরম দয়ালু এবং তিনি কৃপণতাবশত কোনো কিছু তাঁর বান্দাদের জন্য হারাম করেননি, বরং তা করেছেন তাদেরই কল্যাণে। এরপরও বান্দা অগ্রসর হয়ে আল্লাহ—আযযা ওয়া জাল্লা—অবাধ্য হয়, বিশেষ করে

ব্যভিচারের ক্ষেত্রে—আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন: "আল্লাহর চেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন আর কেউ নেই যে, তাঁর কোনো দাস বা দাসী ব্যভিচারে লিপ্ত হবে।" কারণ

ব্যভিচার একটি অশ্লীল কাজ এবং এটি এক নিকৃষ্ট ও মন্দ পথ। এজন্যই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর ব্যভিচার এবং এর যাবতীয় মাধ্যমকে নিষিদ্ধ করেছেন, যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন: "আর তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না; নিশ্চয় এটি একটি অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।" (আল-ইসরা: ৩২)। সুতরাং বান্দা যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়—আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই—তখন আল্লাহ অন্য সব নিষিদ্ধ কাজের চেয়েও অধিকতর ও সুমহান আত্মমর্যাদাবোধ পোষণ করেন। তদ্রূপ এবং অগ্রাধিকারভিত্তিতে আরও কঠোরভাবে প্রযোজ্য হলো সমকামিতা, যা হলো পুরুষের সাথে কামভাব নিয়ে মিলিত হওয়া; কেননা...

(ম: 498) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

هذا اعظم واعظم، ولهذا جعله الله تعالى اشد في الفحش من الزنا. فقال لوط لقومه: (أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ) (الأعراف: من الآية 80). قال هنا: (الفاحشة) وفي الزنا قال: (فاحشة) أي: فاحشة من الفواحش، أما اللواط فجعله الفاحشة العظمي نسأل الله العافية. وكذلك أيضاً السرقة وشرب الخمر وكل المحارم يغار الله منها، لكن بعض المحارم تكون اشد غيرة من بعض، حسب الجرم، وحسب الضرر التي تترتب علي ذلك. وفي هذا الحديث: إثبات الغيرة لله تعالى، وسبيل أهل السنة والجماعة فيه وفي غيره من آيات الصفات وأحاديث الصفات انهم يثبتونها لله _ سبحانه وتعالى _ علي الوجه اللائق به، يقولون: إن الله يغار لكن ليس كغيرة المخلوق، وإن الله يفرح ولكن ليس كفرح المخلوق، وإن الله _ سبحانه وتعالى _ له من الصفات الكاملة ما يليق به، ولا تشبه صفات المخلوقين (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّبِيعُ الْبَصِيرُ) (الشورى: من الآية 11). والله الموفق. 65_ السادس: عن أبي هريرة _ رضي الله عنه _ انه سمع النبي صلي الله عليه وسلم يقول: ((إن ثلاثة من بني إسرائيل: ابرص، واقرع، واعمي، أراد الله

إِنْ يَبْتَلِيهِمْ، فَبِعِثْ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْ
حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذَرَنِي النَّاسُ، فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ.
وَاعْطَى لَوْنًا حَسَنًا. قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْإِبِلُ— أَوْ قَالَ الْبَقَرُ— شَكَّ
الرَّاهِي— فَأَعْطَى نَاقَةً عَشْرَاءَ، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا. فَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ
أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَذَرَنِي النَّاسُ، فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ
عَنْهُ، وَاعْطَى شَعْرًا حَسَنًا. قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، قَالَ:

এটি গুরুতর এবং অত্যন্ত গুরুতর, আর এ কারণেই আল্লাহ তাআলা একে ব্যভিচারের চেয়েও
কঠোর অশ্লীলতা হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। লুত তাঁর কওমকে বলেছিলেন: (তোমরা কি এমন
অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের আগে জগতের কেউ করেনি?) (আল-আরাফ: আয়াত ৮০ এর
অংশ)। এখানে তিনি ‘আল-ফাহিশাহ’ (নির্দিষ্টভাবে বড় অশ্লীলতা) শব্দ ব্যবহার করেছেন, আর
ব্যভিচারের ক্ষেত্রে বলেছেন ‘ফাহিশাহ’ (একটি অশ্লীলতা); অর্থাৎ এটি অশ্লীলতাসমূহের
অন্তর্ভুক্ত একটি অশ্লীলতা। কিন্তু সমকামিতাকে তিনি সর্ববৃহৎ অশ্লীলতা হিসেবে নির্ধারণ
করেছেন—আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। অনুরূপভাবে চুরি, মদ্যপান এবং
সকল হারাম বিষয়ের প্রতিও আল্লাহর আত্মমর্যাদাবোধ বা গায়রাত কাজ করে। তবে অপরাধের
মাত্রা এবং এর ফলে সৃষ্ট ক্ষতির ভয়াবহতা অনুযায়ী কিছু হারাম বিষয়ের প্রতি আল্লাহর গায়রাত
অন্যের চেয়ে অধিক তীব্র হয়। এই হাদিসে আল্লাহ তাআলার জন্য ‘গায়রাত’
(আত্মমর্যাদাবোধ) সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে এবং সিফাত বা গুণাবলী সংক্রান্ত অন্যান্য
আয়াতের ক্ষেত্রে

ও গুণাবলী সংক্রান্ত হাদিসসমূহের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের কর্মপন্থা হলো—
তাঁরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য সেই গুণাবলীগুলো তাঁর শানের উপযোগী করে
সাব্যস্ত করেন। তাঁরা বলেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ আত্মমর্যাদাবোধ পোষণ করেন, তবে তা সৃষ্টির
আত্মমর্যাদাবোধের মতো নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ আনন্দিত হন, তবে তা সৃষ্টির আনন্দের মতো
নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এমন পূর্ণাঙ্গ গুণাবলী রয়েছে যা তাঁর জন্য
শোভনীয় এবং তা সৃষ্টিজীবের গুণাবলীর সদৃশ নয়। (কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়; তিনি
সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।) (আশ-শুরা: আয়াত ১১ এর অংশ)। আর আল্লাহই তাওফিকদানকারী।
৬৫_ ষষ্ঠ: আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন: “বনী ইসরাঈলের তিন জন লোক ছিল: একজন শ্বেতী রোগী, একজন টাকমাথা এবং একজন অন্ধ। আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা করতে চাইলেন, তাই তিনি তাদের কাছে একজন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা শ্বেতী রোগীর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন: তোমার কাছে কোন জিনিসটি সবচেয়ে প্রিয়? সে বলল: সুন্দর গায়ের রঙ এবং সুন্দর চামড়া; আর আমার থেকে এই অবস্থাটি দূর হয়ে যাক যার কারণে মানুষ আমাকে অপছন্দ করে। তখন ফেরেশতা তার শরীরে হাত বুলিয়ে দিলেন, এতে তার রোগ দূর হয়ে গেল এবং তাকে সুন্দর রঙ দান করা হলো। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন: তোমার কাছে কোন সম্পদ সবচেয়ে প্রিয়? সে বলল: উট (অথবা তিনি গরু বলেছেন—বর্ণনাকারী এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন)। অতঃপর তাকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী প্রদান করা হলো এবং ফেরেশতা বললেন: আল্লাহ এতে তোমার জন্য বরকত দান করুন। এরপর ফেরেশতা টাকমাথা ব্যক্তির কাছে এসে বললেন: তোমার কাছে কোন জিনিসটি সবচেয়ে প্রিয়? সে বলল: সুন্দর চুল; আর আমার থেকে এই অবস্থা দূর হয়ে যাক যার জন্য মানুষ আমাকে অপছন্দ করে। তখন ফেরেশতা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, এতে তার টাক দূর হয়ে গেল এবং তাকে সুন্দর চুল দান করা হলো। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন: তোমার কাছে কোন সম্পদ সবচেয়ে প্রিয়? সে বলল: ”

(ص: 499) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

البقر، فأعطى بقرة حاملاً، وقال: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا. فَأَتَى الْأَعْمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: إِنْ يَرِدُ اللهُ إِلَى بَصْرِي فَأَبْصُرُ النَّاسَ. فَمَسَحَهُ، فَرَدَّ إِلَيْهِ بَصْرَهُ. قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ، فَأَعْطَى شَاةً وَالدَّاءِ. فَانْتَجَ هَذَانِ، وَوُلِدَ هَذَا، فَكَانَ لِهَذَا وَادٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَلِهَذَا وَادٌ مِنَ الْبَقَرِ، وَلِهَذَا وَادٌ مِنَ الْغَنَمِ. ثُمَّ أَنَّى الْأَبْرَصُ فِي صَوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مَسْكِينٌ قَدْ انْقَطَعَتْ بِي الْحَبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بَكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنُ

الحسن، والجلد الحسن، والمال، بغيراً أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال: كأي أعرفك، ألم تكن ابرص يقذرک الناس، فقيراً فأعطاك الله؟! فقال: إنما ورثت هذا المال كابرأ عن كابر، فقال: إن كنت كاذباً في دعواك فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا، فقال: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعلى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك، ساعة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت اعبي فرد

গরু; অতঃপর তাকে একটি গর্ভবতী গাভী প্রদান করা হলো এবং তিনি বললেন, "আল্লাহ এতে তোমার জন্য বরকত দান করুন।" এরপর তিনি অন্ধ ব্যক্তির নিকট আসলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার নিকট কোন বস্তু সবচেয়ে প্রিয়?" সে বলল, "আল্লাহ যদি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন যেন আমি মানুষকে দেখতে পাই।" তখন তিনি তাকে স্পর্শ করলেন, ফলে আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার নিকট কোন প্রকারের সম্পদ সবচেয়ে প্রিয়?" সে বলল, "ছাগল।" অতঃপর তাকে একটি গর্ভবতী ছাগল দেওয়া হলো। এরপর এগুলো বংশবৃদ্ধি করল এবং প্রজনন হলো; ফলে একজনের উটের একটি উপত্যকা পূর্ণ হলো, একজনের গরুর একটি উপত্যকা এবং অপরজনের ছাগলের একটি উপত্যকা হলো। অতঃপর তিনি (ফেরেশতা) কুষ্ঠরোগীর নিকট তার পূর্বের সেই রূপ ও আকৃতিতে আসলেন এবং বললেন, "আমি এক নিঃস্ব ব্যক্তি, সফরে আমার সমস্ত উপায় ও পাথেয় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আজ আল্লাহ ছাড়া এবং আপনার সাহায্য ব্যতীত গন্তব্যে পৌঁছানোর আর কোনো পথ নেই। আমি আপনার নিকট সেই মহান সত্তার দোহাই দিয়ে একটি উট প্রার্থনা করছি, যিনি আপনাকে সুন্দর গায়ের রঙ, সুন্দর চামড়া এবং সম্পদ দান করেছেন, যেন আমি আমার সফরে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারি।" সে উত্তর দিল, "অনেক দায়-দায়িত্ব ও পাওনাদার রয়েছে।" তখন তিনি বললেন, "আমি যেন তোমাকে চিনি; তুমি কি সেই কুষ্ঠরোগী নও যাকে মানুষ ঘৃণা করত? তুমি কি দরিদ্র ছিলে না, অতঃপর আল্লাহ তোমাকে সম্পদ দান করেছেন?" সে বলল, "আমি তো এই সম্পদ বংশপরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।" তখন তিনি বললেন, "তুমি যদি তোমার দাবিতে মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ তোমাকে তোমার পূর্বের

অবস্থায় ফিরিয়ে দিন।" এরপর তিনি টাকওয়ালার নিকট তার পূর্বের রূপ ও আকৃতিতে আসলেন এবং তাকে ঠিক তাই বললেন যা তিনি কুষ্ঠরোগীকে বলেছিলেন। সেও তদ্রূপ উত্তর দিল। তখন তিনি বললেন, "তুমি যদি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ তোমাকে তোমার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দিন।" এরপর তিনি অন্ধ ব্যক্তির নিকট তার পূর্বের রূপ ও আকৃতিতে আসলেন এবং বললেন, "আমি এক নিঃস্ব ব্যক্তি ও মুসাফির, সফরে আমার সমস্ত উপায় ও পাথেয় শেষ হয়ে গেছে। আজ আল্লাহ ছাড়া এবং আপনার সাহায্য ব্যতীত গন্তব্যে পৌঁছানোর আর কোনো উপায় নেই। আমি আপনার নিকট সেই সত্তার দোহাই দিয়ে একটি ছাগল প্রার্থনা করছি, যিনি আপনার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন, যেন এর দ্বারা আমি আমার সফরে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারি।" তখন সে বলল, "আমি তো অন্ধ ছিলাম, অতঃপর আল্লাহ আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন..."

(ص: 500) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الله لي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال: امسك مالك فإنما ابتليتكم، فقد رضي عنك، وسخط علي صاحبك)) متفق عليه.

(والناقة العشاء)) بضم العين وفتح الشين وبالممد: هي الحامل. قوله: ((انتج)) وفي رواية ((فنتج)) معناه: تولي نتاجها، والنتاج للناقة كالقابلة للمرأة. وقوله: ((ولد هذا)) هو بتشديد اللام: أي: تولي ولادتها، وهو بمعنى انتج في الناقة. فالمولد، والنتاج، والقابلة بمعنى، لكن هذا للحيوان وهذا لغيره. قوله: ((انقطعت بي الحبال)) هو بالحاء المهملة والباء الموحدة: أي الأسباب. وقوله: ((لا أجهدك)) معناه: لا اشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. وفي رواية البخاري ((لا أحمك)) بالحاء المهملة والميم، ومعناه: لا أحمك بترك شيء تحتاج إليه، كما قالوا: ليس علي طول

الحياة ندم، أي علي فوات طولها. الشرح قوله: ((ثلاثة من بني إسرائيل)) إسرائيل هو إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أخو إسماعیل، ومن ذرية إسرائيل موسى وهارون وعيسى وجميع بني إسرائيل، كلهم من ذرية إسحاق عليه الصلاة والسلام. وإسماعیل أخو إسحاق، فهم والعرب أبناء اعم، وقد جاءت أخبار

আল্লাহ আমাকে আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন; সুতরাং আপনি যা ইচ্ছা গ্রহণ করুন এবং যা ইচ্ছা রেখে দিন। আল্লাহর কসম! মহান আল্লাহর সম্ভূষ্টির উদ্দেশ্যে আজ আপনি যা কিছু গ্রহণ করবেন, সে জন্য আমি আপনার ওপর কোনো সংকীর্ণতা বা কাঠিন্য আরোপ করব না। তখন তিনি (ফেরেশতা) বললেন: "আপনার সম্পদ আপনার কাছেই রাখুন। আপনাদের কেবল পরীক্ষা করা হয়েছে। আপনার প্রতি আল্লাহ সম্ভূষ্ট হয়েছেন আর আপনার অন্য দুই সঙ্গীর প্রতি তিনি অসম্ভূষ্ট হয়েছেন।" (বুখারি ও মুসলিম)।

"দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী" (আল-উশারা): 'আইন' বর্ণে পেশ এবং 'শিন' বর্ণে জবরসহ দীর্ঘস্বরে পঠিত; যার অর্থ হলো গর্ভবতী। তাঁর উক্তি: "বাচ্চা প্রসবে সাহায্য করা" (আন্তাজা) এবং অন্য বর্ণনায় (ফান্তাজা): এর অর্থ হলো তার প্রসবের তদারকি করা। উষ্ট্রীর প্রসব সহায়তাকারী (নাতিজ) নারীর ধাত্রীর (কাবিলাহ) ন্যায়। আর তাঁর উক্তি: "এটিকে জন্ম দিল" (ওয়াল্লাদা): এটি 'লাম' বর্ণে তাশদিদসহ পঠিত, অর্থাৎ তার প্রসবকার্য পরিচালনা করা; যা উষ্ট্রীর ক্ষেত্রে 'আন্তাজা' শব্দের সমার্থক। সুতরাং 'মুওয়াল্লিদ', 'নাতিজ' এবং 'কাবিলাহ' সমার্থক শব্দ, তবে কোনটি পশুর ক্ষেত্রে এবং কোনটি মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তাঁর উক্তি: "আমার সকল উপায় ও মাধ্যম ছিন্ন হয়ে গেছে" (আল-হিবাল): এটি নুকতাহীন 'হা' এবং 'বা' বর্ণ দ্বারা গঠিত, যার অর্থ হলো উপকরণ বা উপায়সমূহ। তাঁর উক্তি: "আমি আপনাকে সংকটে ফেলব না" (লা আজহাদুকা): এর অর্থ হলো, আমার সম্পদ থেকে আপনি যা গ্রহণ করবেন বা যা চাইবেন, তা প্রদানের ক্ষেত্রে আমি আপনার ওপর কোনো সংকীর্ণতা করব না। বুখারি শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে "লা আহমাদুকা" (নুকতাহীন 'হা' এবং 'মিম' বর্ণযোগে): এর অর্থ হলো, আপনার প্রয়োজন হতে পারে এমন কোনো বস্তু যদি আপনি (না নিয়ে) ছেড়ে যান, তবে আমি আপনার সেই ছেড়ে দেওয়ার প্রশংসা করব না (বরং আপনি স্বচ্ছন্দে তা গ্রহণ করুন)। যেমনটি আরবরা বলে থাকে: "দীর্ঘ জীবনের ওপর কোনো আক্ষেপ নেই", অর্থাৎ জীবনের আয়ু ফুরিয়ে যাওয়ার ওপর কোনো আক্ষেপ নেই। ব্যাখ্যা: তাঁর উক্তি "বনী ইসরাঈলের তিনজন ব্যক্তি": ইসরাঈল হলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পুত্র ইসহাক, যিনি ইসমাঈলের

ভ্রাতা। ইসরাঈলের বংশধরদের মধ্যে রয়েছেন মূসা, হারুন, ঈসা এবং বনী ইসরাঈলের সকল নবী; তাঁরা সবাই ইসহাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বংশধর। ইসমাঈল হলেন ইসহাকের ভ্রাতা, ফলে তাঁরা এবং আরবরা হলো পরস্পরের চাচাতো ভাই। এ সংক্রান্ত অনেক সংবাদ বা বর্ণনা এসেছে...

(ص: 501) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

كثيرة عن ابني إسرائيل، وهي ثلاث أقسام: الأول: ما جاء في القرآن. والثاني: ما جاء في صحيح السنة. والثالث: ما جاء عن أخبارهم وعن علمائهم. فأما الأول والثاني فلا شك في أنه حق، ولا شك في قبوله، مثل قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) (البقرة: من الآية 246). ومن السنة مثل هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما ما روي عنهم عن أخبارهم وعلمائهم فإن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما شهد الشرع بطلانه، فهذا باطل يجب رده، وهذا يقع كثيرا فيما ينقل من الإسرائيليات في تفسير القرآن، فإنه ينقل في تفسير القرآن كثير من الأخبار الإسرائيلية التي يشهد الشرع بطلانها. والثاني: ما شهد الشرع بصدقه، فهذا يقبل، لا لأنه من أخبار بني إسرائيل، ولكن لأن الشرع شهد بصدقه وأنه حق. والثالث: ما لم يكن في الشرع تكذيبه ولا تصديقه، فهذا يتوقف فيه، لا يصدقون ولا يكذبون، لأننا إن صدقناهم فقد يكون باطلا، فنكون قد صدقناهم بباطل، وإن كذبناهم فقد يكون حقا، فقد كذبناهم بحق، ولهذا نتوقف فيه، ولكن مع ذلك لا حرج من التحديث به فيما ينفع في ترغيب أو ترهيب. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن ثلاثة من بني

বনী ইসরাঈল সম্পর্কে অনেক বর্ণনা রয়েছে, যা তিন ভাগে বিভক্ত: প্রথমত: যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত: যা সহীহ সুন্নাহতে এসেছে। তৃতীয়ত: যা তাদের ধর্মগুরু ও আলেমদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রকারের ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নেই যে তা সত্য এবং তা গ্রহণেও কোনো সংশয় নেই, যেমন মহান আল্লাহর বাণী: (তুমি কি মূসার পরবর্তী বনী ইসরাঈলের একদল নেতার প্রতি লক্ষ্য করোনি? যখন তারা তাদের নবীর উদ্দেশ্যে বলেছিল, ‘আমাদের জন্য একজন রাজা নিযুক্ত করে দিন যেন আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি’) (আল-বাক্বারা: ২৪৬ নং আয়াতের অংশবিশেষ)। আর সুন্নাহ থেকে দৃষ্টান্ত হলো এই হাদিসটি যা আবু হুরায়রা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তাদের ধর্মগুরু ও আলেমদের থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা তিন ভাগে বিভক্ত: প্রথম: শরীয়ত যার অসারতার সাক্ষ্য দেয়; এটি বাতিল এবং তা প্রত্যাখ্যান করা ওয়াজিব। কুরআনের তাফসীরে উদ্ধৃত ইসরাঈলী বর্ণনাগুলোর ক্ষেত্রে এটি প্রায়ই ঘটে থাকে, কারণ কুরআনের তাফসীরে এমন অনেক ইসরাঈলী সংবাদ উদ্ধৃত হয়েছে যার অসারতার সাক্ষ্য শরীয়ত প্রদান করে। দ্বিতীয়: শরীয়ত যার সত্যতার সাক্ষ্য দেয়; এটি গ্রহণযোগ্য, বনী ইসরাঈলের সংবাদ হওয়ার কারণে নয়, বরং শরীয়ত এর সত্যতার এবং এটি যে সত্য সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার কারণে। তৃতীয়: যার সত্যতা বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কোনো বর্ণনা শরীয়ত দেয়নি; এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হবে—তাদেরকে সত্য বলে বিশ্বাস করা যাবে না আবার মিথ্যাও বলা যাবে না। কারণ আমরা যদি তাদের সত্য বলে মেনে নিই তবে তা হয়তো বাতিলও হতে পারে, ফলে আমরা একটি বাতিল বিষয়কে সত্য বলে বিশ্বাস করলাম। আর যদি আমরা তাদের মিথ্যা বলি তবে তা হয়তো সত্যও হতে পারে, ফলে আমরা একটি সত্য বিষয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলাম। একারণেই আমরা এ বিষয়ে বিরত থাকি, তবে এতদসত্ত্বেও, উৎসাহ প্রদান বা ভীতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে যা উপকারী হয় তা বর্ণনা করতে কোনো বাধা নেই। নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) এই হাদিসে উল্লেখ করেছেন যে, বনী [ইসরাঈলের] তিন ব্যক্তি...

إسرائيل ابتلاهم الله_

عز وجل_ بعاهات في أبدانهم، أحدهم ابرص، والثاني اقرع ليس علي رأسه شعر،
والثالث اعمي لا يبصر. فأراد الله_ سبحانه وتعالى_ إن يبتليهم ويختبرهم، لان الله
سبحانه يبتلي العبد بما شاء ليبلوه هل يصبر أو يضجر إذا كان ابتلاء بضراء، وهل
يشكر أو يقتدر إذا كان قد ابتلاء بسراء. فبعث الله إليهم ملكا من الملائكة واتاهم
يسألهم: أي شيء احب إليهم؟ فبدا بالأبرص فقال: ((أي شيء احب إليك؟ قال: لون
حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به)) لان أهم شيء عند الإنسان
إن يكون معافي من العاهات، ولا سيما العاهات المكروهة عند الناس. فمسحه الملك
فبرا بإذن الله، وزال عنه البرص، وأعطى لونا حسنا وجلدا حسنا. ثم قال له: ((أي
المال احب إليك؟ قال: الإبل_ أو قال _ البقر!)) والظاهر انه قال: الإبل، لأنه في
قصة الأقرع أعطي البقر، فأعطاه ناقة عشراء، وقال له: بآرك الله لك فيها. فذهب
عنه الفقر، وذهب عنه العيب البدني، ودعا له الملك بأن يبارك الله له في هذه الناقة.
ثم أتى الأقرع وقال: ((أي شيء احب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي
قذرني الناس)) فمسحه، فأعطى شعرا حسنا. وقيل له: ((أي المال احب إليك؟ قال
البقر، فأعطى بقرة حاملا،
وقال له: بآرك الله لك فيها أما الأعشى فجاء الملك فقال له: ((أي شيء احب إليك؟
قال: إن يرد

বনী ইসরাঈলভুক্ত তিন ব্যক্তি, যাদের মহান আল্লাহ্

পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত_ শারীরিক বিভিন্ন ব্যাধি দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন; তাঁদের একজন ছিল কুষ্ঠরোগী, দ্বিতীয়জন ছিল টেকো যার মাথায় কোনো চুল ছিল না এবং তৃতীয়জন ছিল অন্ধ যে চোখে দেখতে পেত না। অতঃপর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা_ চাইলেন যে তাঁদের পরীক্ষা ও যাচাই করবেন, কারণ আল্লাহ সুবহানাহু তাঁর বান্দাকে যা দিয়ে ইচ্ছা পরীক্ষা করেন—যাতে তিনি দেখেন যে, বিপদে পতিত হলে বান্দা কি ধৈর্য ধারণ করে নাকি অসন্তোষ প্রকাশ করে, আর সুখে থাকলে সে কি গুরুরিয়া আদায় করে নাকি কৃপণতা করে। সুতরাং

আল্লাহ তাঁদের নিকট ফেরেশতাদের মধ্য হতে একজন ফেরেশতা পাঠালেন এবং তিনি তাঁদের নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন: তাঁদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কোনটি? তিনি কুষ্ঠরোগী থেকে শুরু করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন: "তোমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কোনটি?" সে উত্তর দিল: "সুন্দর রঙ এবং সুন্দর চামড়া, আর আমার থেকে যেন সেই ব্যাধি দূর হয়ে যায় যার কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করে।" কারণ মানুষের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শারীরিক ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা, বিশেষ করে সেসব ত্রুটি যা মানুষের নিকট ঘৃণ্য। অতঃপর ফেরেশতা তাকে স্পর্শ করলেন এবং আল্লাহর নির্দেশে সে আরোগ্য লাভ করল, তার কুষ্ঠরোগ দূর হলো এবং তাকে সুন্দর রঙ ও সুন্দর চামড়া দান করা হলো। এরপর তিনি তাকে বললেন: "তোমার নিকট কোন সম্পদ সবচেয়ে প্রিয়?" সে বলল: "উট _ অথবা বলেছিল _ গরু!" এবং স্পষ্টত সে উটের কথাই বলেছিল, কারণ টেকো ব্যক্তির ঘটনায় তাকে গরু দেওয়ার কথা উল্লেখ আছে। সুতরাং তিনি তাকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী দান করলেন এবং তাকে বললেন: আল্লাহ তোমার জন্য এতে বরকত দান করুন। ফলে তার দারিদ্র্য দূর হলো এবং শারীরিক ত্রুটিও ঘুচে গেল, আর ফেরেশতা তার জন্য এই উষ্ট্রীতে বরকতের দোয়া করলেন। এরপর তিনি টেকো ব্যক্তির নিকট আসলেন এবং বললেন: "তোমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কোনটি?" সে বলল: "সুন্দর চুল, আর আমার থেকে যেন সেই ত্রুটি দূর হয় যার কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করে।" তখন তিনি তাকে স্পর্শ করলেন এবং তাকে সুন্দর চুল দান করা হলো। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো: "তোমার নিকট কোন সম্পদ সবচেয়ে প্রিয়?" সে বলল: "গরু।" তখন তাকে একটি গর্ভবতী গাভী প্রদান করা হলো, এবং তাকে বললেন: আল্লাহ তোমার জন্য এতে বরকত দান করুন। আর অন্ধ ব্যক্তির নিকট ফেরেশতা এসে বললেন: "তোমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কোনটি?" সে বলল: "যেন (আল্লাহ আমার দৃষ্টি) ফিরিয়ে দেন..."

الله علي بصري فأبصر به الناس)) ، وتأمل قول الأعشى هذا، فإنه لم يسأل إلا بصرا يبصر به الناس فقط، أما الأبرص والأقرع فإن كل واحد منهما تمنى شيئاً أكبر من الحاجة، لان الأبرص قال: جلدا حسناً ولونا حسناً، وذاك قال: شعراً حسناً، فليس مجرد جلداً أو شعراً أو لوناً، بل تمنياً شيئاً أكبر، أما هذا فإن عنده زهداً، لذا لم يسأل إلا بصرا يبصر به الناس فقط. ثم أسأله: ((أي الهال أحب إليك؟ قال: الغنم)) وهذا أيضاً من زهده، فلم يتمنى الإبل ولا البقر، بل الغنم، ونسبة الغنم للبقر والإبل قليلة، فأعطاه شاة والداً وقال: بارك الله لك فيها. فبارك الله سبحانه وتعالى للآول في ابله، والثاني في بقره، وللثالث في غنمه، وصار لكل واحد منهما واد مما أعطي، للآول واد من الإبل، وللثاني واد من البقر، وللثالث واد من الغنم. ثم إن هذا الملك أتى الأبرص في صورته وهيئته، صورته البدنية، وهيئته الرثة، ولباسه لباس الفقير، وقال له: ((رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك)). فتوسل إليه بذكر حاله انه فقير، وانه ابن سبيل

أي مسافر، وان الحبال أي الأسباب التي توصله إلى أهله قد انقطعت به، وانه لا بلاغ له إلا بالله ثم به. وقال له: ((أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والهمال، بعيداً أتبلغ به في سفري)) لكنه قال: ((الحقوق كثيرة)) وبخل بذلك، مع إن له وادياً من الإبل، لكنه قال: الحقوق كثيرة، وهو فيما يظهر والله اعلم

"আল্লাহ আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিন যেন আমি তা দিয়ে মানুষকে দেখতে পাই।" অন্ধ ব্যক্তির এই উক্তিটি নিয়ে চিন্তা করুন; তিনি কেবল এমন দৃষ্টিই চেয়েছিলেন যা দিয়ে তিনি কেবল মানুষকে দেখতে পান। পক্ষান্তরে কুষ্ঠরোগী এবং টাকমাথা ব্যক্তি—তাদের প্রত্যেকেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু কামনা করেছিল। কারণ কুষ্ঠরোগী বলেছিল: "সুন্দর চামড়া এবং সুন্দর রঙ", আর অন্যজন বলেছিল: "সুন্দর চুল"। এটি কেবল নিছক চামড়া, চুল কিংবা রঙ ছিল না, বরং তারা তার চেয়েও বড় কিছু কামনা করেছিল। অপরদিকে এই ব্যক্তির (অন্ধ) মধ্যে

অনাসক্তি বা যুহুদ ছিল। তাই তিনি কেবল এমন দৃষ্টিই চেয়েছিলেন যা দিয়ে তিনি মানুষকে দেখতে পান। এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: "কোন সম্পদ তোমার কাছে অধিক প্রিয়?" সে বলল: "ছাগল।" এটিও তার অনাসক্তিরই পরিচয় বহন করে। তিনি উট বা গরু কামনা করেননি, বরং ছাগল চেয়েছিলেন। গরু ও উটের তুলনায় ছাগলের সংখ্যা বা গুরুত্ব কম। অতঃপর তাকে একটি গর্ভবতী ছাগল দেওয়া হলো এবং বলা হলো: "আল্লাহ তোমার জন্য এতে বরকত দান করুন।" আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রথম ব্যক্তির উটে, দ্বিতীয় ব্যক্তির গরুতে এবং তৃতীয় ব্যক্তির ছাগলে বরকত দান করলেন। ফলে তাদের প্রত্যেকের নিকট প্রাপ্ত সম্পদ দ্বারা একেকটি উপত্যকা পূর্ণ হয়ে গেল। প্রথম জনের জন্য উটের উপত্যকা, দ্বিতীয় জনের জন্য গরুর উপত্যকা এবং তৃতীয় জনের জন্য ছাগলের উপত্যকা। অতঃপর সেই ফেরেশতা কুষ্ঠরোগীর কাছে তার (পূর্বের) রূপ ও বেশভূষায় আসলেন—অর্থাৎ তার শারীরিক অবয়ব ও জরাজীর্ণ অবস্থায় এবং দরিদ্রের পোশাকে। তিনি তাকে বললেন: "আমি একজন নিঃস্ব ব্যক্তি, সফরে আমার সমস্ত উপায়-উপকরণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আজ আল্লাহ ছাড়া এবং এরপর আপনার সাহায্য ছাড়া গন্তব্যে পৌঁছানোর আর কোনো পথ নেই।" তিনি নিজের অবস্থার কথা উল্লেখ করে তার নিকট মিনতি করলেন যে, তিনি একজন অভাবী এবং মুসাফির। তার গন্তব্যে পৌঁছানোর উপায়সমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং আল্লাহ ও তারপর তার সাহায্য ছাড়া গন্তব্যে পৌঁছানোর আর কোনো উপায় নেই। তিনি তাকে আরও বললেন: "আমি আপনার কাছে সেই সত্তার দোহাই দিয়ে চাচ্ছি যিনি আপনাকে সুন্দর রঙ, সুন্দর চামড়া এবং সম্পদ দান করেছেন—একটি উট, যা দিয়ে আমি আমার সফরে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারি।" কিন্তু সে উত্তর দিল: "দাবি ও দায়-দায়িত্ব অনেক।" সে কার্পণ্য করল, অথচ তার কাছে উটের একটি উপত্যকা ছিল। কিন্তু সে বলল: "পাওনাদারের সংখ্যা অনেক।" আর এর দ্বারা যা প্রকাশ পায়—আল্লাহই ভালো জানেন—

انه لا يؤدي شيئاً منها، لان هذا من أحق ما يكون، لأنه مسافر وفقير وانقطعت به الحبال، ومن أحق ما يكون استحقاقاً للبال، ومع ذلك اعتذر له! فذكره بما كان عليه من قبل فقال له: ((كأني أعرفك، ألم تكن ابرص يقدرك الناس، فقيراً فأعطاك الله)) أي أعطاك البال وأعطاك اللون الحسن والجلد الحسن، ولكنه قال والعياذ بالله: ((إنما ورثت هذا البال كابرًا عن كابر)) وانكر نعمة الله. فقال له الملك: ((إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت)) أي: إن كنت كاذباً فيمَا تقول فصيرك الله إلى ما كنت من الفقر والبرص. والذي يظهر إن الله استجاب دعاء الملك وان كان دعاء مشروطاً، لكنه كان كاذباً بلا شك، فإذا تحقق الشرط تحقق المشروط. وأتى القرع فقال له مثلاً قال للأبرص، ورد عليه مثلاً رد عليه الأبرص، فقال: ((إن كنت كاذباً فصيرك الله

إلى ما كنت عليه)) وأتى الأعلى وذكره بنعمة الله عليه: ((فقال: كنت اعبي فرد الله إلي بصري)) فأقر بنعمة الله عليه ((فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل). أي: لا أمنعك ولا أشف عليك بالمنع بشيء أخذته لله عز وجل. فأنظر إلى الشكر والاعتراف بالنعمة. فقال له الملك: ((امسك مالك، فإنما ابتليتكم، فقد رضي الله عنك وسخط علي صاحبك)). وهذا يدل علي إن القصة كانت مشهورة بين الناس، ولهذا قال: ((سخط علي صاحبك))، فامسك ماله وبقي قد انعم الله

সে এ থেকে কিছুই প্রদান করল না, কারণ এটি ছিল প্রাপ্তিযোগ্য হওয়ার অত্যন্ত জোরালো দাবি, যেহেতু সে ছিল একজন মুসাফির ও নিঃস্ব এবং তার সকল উপায়-উপকরণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মালের সর্বাধিক দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও সে তার কাছে ওজর পেশ করল! ফলে তিনি তাকে তার পূর্বাবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন: "আমি যেন তোমাকে চিনতে পারছি, তুমি কি সেই কুষ্ঠরোগী ছিলে না যাকে মানুষ ঘৃণা করত? তুমি কি দরিদ্র ছিলে না, অতঃপর আল্লাহ তোমাকে দান করেছেন?" অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে সম্পদ দিয়েছেন এবং সুন্দর গাত্রবর্ণ ও লাভণ্যময় চামড়া দান করেছেন। কিন্তু সে বলল—আল্লাহর পানাহ—: "আমি তো এই সম্পদ

বড়দের থেকে উত্তরসূরি হিসেবে প্রাপ্ত হয়েছি" এবং সে আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করল। তখন ফেরেশতা তাকে বললেন: "যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ তোমাকে তোমার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিন।" অর্থাৎ তুমি যা বলছ তাতে যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ যেন তোমাকে তোমার পূর্বের দারিদ্র্য ও কুষ্ঠব্যাধিতে ফিরিয়ে দেন। আর এটিই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ ফেরেশতার দুআ কবুল করেছিলেন, যদিও তা ছিল একটি শর্তযুক্ত দুআ, তবে সে নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী ছিল। সুতরাং যখন শর্ত পাওয়া গেল, তখন শর্তের ফলও বাস্তবায়িত হলো। অতঃপর তিনি টেকো ব্যক্তির নিকট আসলেন এবং তাকে তা-ই বললেন যা কুষ্ঠরোগীকে বলেছিলেন, আর সে-ও ঠিক তেমন উত্তর দিল যা কুষ্ঠরোগী দিয়েছিল। তখন তিনি বললেন: "যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ তোমাকে ফিরিয়ে দিন তোমার পূর্বাবস্থায়।" এরপর তিনি অন্ধ লোকটির নিকট আসলেন এবং তাকে তার ওপর আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। তখন সে বলল: "আমি অন্ধ ছিলাম, অতঃপর আল্লাহ আমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন।" সে আল্লাহর নিয়ামতের স্বীকৃতি দিল এবং বলল: "আপনার যা ইচ্ছা নিয়ে নিন আর যা ইচ্ছা রেখে দিন। আল্লাহর কসম, আজ আপনি আল্লাহর জন্য যা কিছু গ্রহণ করবেন তাতে আমি আপনার প্রতি কোনো কঠোরতা করব না।" অর্থাৎ আমি আপনাকে বাধা দেব না এবং আল্লাহর জন্য যা আপনি গ্রহণ করবেন তাতে আমি কোনো সংকীর্ণতা দেখাব না। লক্ষ করুন কৃতজ্ঞতা ও নিয়ামতের স্বীকৃতির নমুনা! তখন ফেরেশতা তাকে বললেন: "তোমার সম্পদ তোমার কাছেই রাখো। তোমাদের কেবল পরীক্ষা করা হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তোমার সঙ্গীদ্বয়ের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন।" এটি প্রমাণ করে যে, এই ঘটনাটি মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ ছিল, একারণেই তিনি বলেছিলেন: "তোমার সঙ্গীদ্বয়ের ওপর।" অতঃপর সে তার সম্পদ নিজের কাছেই রেখে দিল এবং আল্লাহর অনুগ্রহে ধন্য হয়ে থাকল।

عليه بالصبر، وأما الآخرون فإن الظاهر إن الله ردهما إلي ما كنا عليه من الفقر والعاهة والعياذ بالله. وفي هذا دليل علي إن شكر نعمة الله علي العبد من أسباب بقاء النعم وزيادتها، كما قال الله تعالى: (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ) (إبراهيم: 7). وفي قصتهم آيات من آيات الله عز وجل: منها: إثبات الملائكة، والملائكة عالم غيبي خلقهم الله _ عز وجل _ من نور، وجعل لهم قوة في تنفيذ أمر الله، وجعل لهم إرادة في طاعة الله، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما

يؤمرون. ومنها: إن الملائكة قد يكونون علي صورة بني آدم، فإن الملك أتي لهؤلاء الثلاث بصورة إنسان. ومنها أيضاً: انهم _ أي الملائكة _ يتكيفون بصورة الشخص المعين، كما جاء إلى الأبرص والأقرع والأعشى غفي البرة الثانية بصورته وهيئته. ومنها أيضاً: انه يجوز الاختبار للإنسان في إن يأتي الشخص علي هيئة معينة ليختبره، فإن هذا الملك جاء علي صورة الإنسان المحتاج المصاب بالعاهة ليرق له هؤلاء الثلاثة، مع إن الملك فيما يبدو _ والعلم عند الله _ لا يصاب في الأصل بالعاهات، ولكن الله _ سبحانه وتعالى _ جعلهم يأتون علي هذه الصورة من اجل الاختبار. ومنها: إن الملك مسح الأقرع والأبرص والأعشى مسحة واحدة فأزال الله عيبتهم بهذه المسحة، لان الله _ سبحانه وتعالى _ إذا أراد شيئاً قال

ধৈর্য ধারণ করা তাঁর জন্য আবশ্যিক ছিল। আর অপর দু'জনের বিষয়টি হলো, স্পষ্টত আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে তাঁদের পূর্বের অবস্থা অর্থাৎ দারিদ্র্য ও শারীরিক ত্রুটির দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন; আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এর মধ্যে এই বিষয়ের প্রমাণ রয়েছে যে, বান্দার ওপর আল্লাহর নিআমতের শুকরিয়া আদায় করা নিআমত স্থায়িত্ব লাভ করা এবং তা বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম কারণ। যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: (এবং স্মরণ করো, যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তবে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে আরও বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর') (সূরা ইব্রাহিম: ৭)। তাঁদের এই কাহিনীর মধ্যে মহান আল্লাহর

নিদর্শনাদির মধ্য হতে অনেক নিদর্শন রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো: ফেরেশতাদের অস্তিত্বের প্রমাণ। ফেরেশতাকুল এক অদৃশ্য জগৎ, মহান আল্লাহ তাঁদেরকে নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নের জন্য তাঁদেরকে শক্তি দান করেছেন এবং আল্লাহর আনুগত্যের জন্য তাঁদেরকে ইচ্ছা শক্তি প্রদান করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তাঁদেরকে যা আদেশ করেন সে ব্যাপারে তাঁরা তাঁর অবাধ্য হন না এবং তাঁরা যা আদিষ্ট হন তাই করেন। আরও একটি বিষয় হলো: ফেরেশতারা আদম সন্তানের আকৃতি ধারণ করতে পারেন; কেননা ফেরেশতা এই তিন ব্যক্তির নিকট মানুষের আকৃতিতে এসেছিলেন। আরও একটি বিষয় হলো: তাঁরা—অর্থাৎ ফেরেশতারা—নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির অবয়ব ধারণ করতে পারেন, যেমন তিনি শ্বেতী রোগী, নেড়া মাথা ব্যক্তি এবং অন্ধ ব্যক্তির নিকট দ্বিতীয়বার তাঁদেরই আকৃতি ও অবস্থায় এসেছিলেন। আরও একটি বিষয় হলো: মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য কোনো ব্যক্তির নির্দিষ্ট কোনো বেশে আসা বৈধ যাতে তাকে পরীক্ষা করা যায়। কেননা এই ফেরেশতা অভাবী ও শারীরিক ত্রুটিগ্রস্ত মানুষের রূপ ধরে এসেছিলেন যাতে এই তিন ব্যক্তি তাঁর প্রতি দয়াপরবশ হন; যদিও বাহ্যত—আর প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহর নিকট—ফেরেশতারা মূলত শারীরিক ত্রুটি দ্বারা আক্রান্ত হন না। কিন্তু মহান আল্লাহ পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁদেরকে এই রূপে আসার ব্যবস্থা করেছেন। আরও একটি বিষয় হলো: ফেরেশতা নেড়া মাথা ব্যক্তি, শ্বেতী রোগী এবং অন্ধ ব্যক্তিকে একবার করে স্পর্শ করলেন, ফলে আল্লাহ তাআলা এই স্পর্শের মাধ্যমেই তাঁদের শারীরিক ত্রুটি দূর করে দিলেন। কেননা মহান আল্লাহ যখন কোনো কিছু করার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি বলেন—

(ص: 506) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

له كن فيكون، ولو شاء الله لذهب عنهم العاهة بدون هذا الملك، ولكن الله جعل هذا سبباً للابتلاء والامتحان. ومنها: إن الله قد يبارك للإنسان بالمال حتى ينتج منه الشيء الكثير، فإن هؤلاء النفر الثلاث صار لواحد واد من الإبل، وللثاني واد من

البقر، ولثالث واد من الغنم، وهذا من بركة الله عز وجل. وقد دعا الملك لكل واحد منهم بالبركة. ومنها: تفاوت بني آدم في شكر نعمة الله ونفع عباد الله، فإن الأبرص والأقرع وقد أعطاهم الله المال الأهم والأكبر، ولكن جحدا نعمة الله، قالوا: إنما ورثنا هذا المال كابرًا عن كابر، وهم كذبة في ذلك، فإنهم كانوا فقراء أعطاهم الله المال، لكنهم—والعياذ بالله—جحدوا نعمة الله وقالوا: هذا من آبائنا وأجدادنا. أما الأعلى فإنه شكر نعمة الله واعترف لله بالفضل، ولذلك وفق وهداه الله وقال للملك: ((خذ ما شئت ودع ما شئت)) ومنها أيضًا: إثبات الرضا والسخط لله سبحانه وتعالى، أي أنه يرضي علي ما شاء ويسخط علي ما شاء، وهما من الصفات التي يجب إن ثبتتها لربنا سبحانه وتعالى، لأنه وصف نفسه بها. ففي القرآن الكريم: الرضا: (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) (التوبة: من الآية 100)، وفي القرآن الكريم: (أَنْ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ) (البائدة: من الآية 80)، وفي القرآن العظيم الغضب: (وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ) (النساء: من الآية 93)، وهذه الصفات وأمثالها يؤمن بها أهل السنة

তাঁর নিকট রয়েছে ‘হও, অমনি তা হয়ে যায়’ এর ক্ষমতা। আল্লাহ চাইলে এই ফেরেশতা ছাড়াই তাদের রোগ দূর করে দিতে পারতেন, কিন্তু আল্লাহ একে পরীক্ষা ও আজমাইশের মাধ্যম হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এর মধ্য থেকে আরেকটি শিক্ষা হলো: আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে সম্পদে এমন বরকত দান করতে পারেন যে, তা থেকে প্রচুর উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এই তিনজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখা যায়, একজনের এক উপত্যকা উট হলো, দ্বিতীয় জনের এক উপত্যকা গরু এবং তৃতীয় জনের এক উপত্যকা বকরী হলো। এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ বরকত। আর ফেরেশতা তাদের প্রত্যেকের জন্যই বরকতের দোয়া করেছিলেন। এর মধ্যে আরও রয়েছে: আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় এবং আল্লাহর নেয়ামত দ্বারা আল্লাহর বান্দাদের উপকারে আসার ক্ষেত্রে আদম সন্তানদের মধ্যকার পার্থক্য। শ্বেতী রোগী ও টেকো ব্যক্তি—আল্লাহ তাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশাল সম্পদ দান করেছিলেন, কিন্তু তারা আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করল। তারা বলল: ‘আমরা এই সম্পদ উত্তরাধিকারসূত্রে পূর্বপুরুষদের থেকে পেয়েছি।’ তারা এ বিষয়ে মিথ্যাবাদী ছিল, কারণ তারা

মূলত ছিল দরিদ্র এবং আল্লাহই তাদের সম্পদ দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা—আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই—আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করল এবং বলল: ‘এগুলো আমাদের বাপ-দাদার সম্পদ।’ পক্ষান্তরে অন্ধ ব্যক্তিটি আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করল এবং আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্বীকার করল। আর এ কারণেই আল্লাহ তাকে তাওফিক দান করলেন ও সঠিক পথ দেখালেন। সে ফেরেশতাকে বলল: ‘আপনার যা ইচ্ছে গ্রহণ করুন আর যা ইচ্ছে রেখে দিন।’ এর অন্তর্ভুক্ত আরও একটি বিষয় হলো: মহান আল্লাহর জন্য সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির গুণ সাব্যস্ত করা। অর্থাৎ তিনি যার প্রতি ইচ্ছা সন্তুষ্ট হন এবং যার প্রতি ইচ্ছা অসন্তুষ্ট হন। এগুলো এমন কিছু গুণ যা আমাদের মহান রবের জন্য সাব্যস্ত করা আবশ্যিক, কারণ তিনি নিজে নিজেকে এসব গুণ দ্বারা বিশেষায়িত করেছেন। পবিত্র কুরআনে সন্তুষ্টির ব্যাপারে এসেছে: (আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে) (আত-তাওবাহ: ১০০ নং আয়াতের অংশ), পবিত্র কুরআনে আরও এসেছে: (আল্লাহ তাদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আজাবের মধ্যে তারা চিরকাল থাকবে) (আল-মায়িদাহ: ৮০ নং আয়াতের অংশ), এবং মহান কুরআনে ক্রোধ সম্পর্কে এসেছে: (আর আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত হয়েছেন এবং তাকে অভিশপ্ত করেছেন) (আন-নিসা: ৯৩ নং আয়াতের অংশ)। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারীরা এসকল গুণাবলী ও অনুরূপ অন্যান্য গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন।

(ص: 507) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

والجماعة بأنها ثابتة لله علي وجه الحقيقة، لكنها لا تشبه صفات المخلوقين، كما إن الله عز وجل لا يشبه المخلوقين، فذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. ومن فوائد هذا الحديث: إن في بني إسرائيل من العجب والآيات ما جعل النبي صلي الله عليه وسلم ينقل لنا من أخبارهم حتى نتعظ. ومثل هذا الحديث قصة النفر الثلاث الذين لجأوا إلى غار فأنطبقت عليهم صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار وعجزوا عن زحزحتها، وتوسل كل واحد منهم إلى الله

تعالى بصالح عمله. فالنبي _ عليه الصلاة والسلام _ يقص علينا من أنباء بني إسرائيل ما يكون فيه الموعظة والعبرة. فعلياً إن نأخذ من هذا الحديث عبرة بأن الإنسان إذا شكر نعمة الله، واعترف لله بالفضل، وادي ما يجب عليه في ماله، فإن ذلك من أسباب البقاء والبركة في ماله. والله الموفق. 66_ السابع: عن أبي يعلى شداد بن اوس _ رضي الله عنه _ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الكيس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها، وتبني علي الله))

এবং জামাআতের মতে তা আল্লাহর জন্য প্রকৃত অর্থেই সাব্যস্ত, তবে তা সৃষ্টির গুণাবলীর সদৃশ নয়; যেমন আল্লাহ—আযযা ওয়া জাল্লা—সৃষ্টির সদৃশ নন, তদ্রূপ তাঁর গুণাবলীও সৃষ্টির গুণাবলীর সদৃশ নয়। এই হাদীসের শিক্ষাসমূহের মধ্যে রয়েছে: বনী ইসরাঈলের মাঝে এমন বিস্ময়কর বিষয় ও নিদর্শনাবলী রয়েছে যার দরুন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিকট তাদের সংবাদসমূহ বর্ণনা করেছেন যাতে আমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারি। এই হাদীসের অনুরূপ হলো সেই তিন ব্যক্তির কাহিনী যারা এক গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল, অতঃপর পাহাড় থেকে একটি পাথর ধসে পড়ে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায় এবং তারা তা সরাতে অক্ষম হয়ে পড়ে; তখন তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নিকট উসিলা পেশ করে। সুতরাং নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম) আমাদের নিকট বনী ইসরাঈলের এমন সব সংবাদ বর্ণনা করেন যাতে উপদেশ ও শিক্ষা নিহিত রয়েছে। অতএব আমাদের কর্তব্য হলো এই হাদীস থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করা যে, মানুষ যখন আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে, আল্লাহর অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেয় এবং তার সম্পদের ওপর অর্পিত হক আদায় করে, তখন তা তার সম্পদে স্থায়িত্ব ও বরকত লাভের অন্যতম কারণ হয়। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা। ৬৬- সপ্তম: আবু ইয়ালা শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাতিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "বিচক্ষণ সেই ব্যক্তি যে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য আমল করে। আর অক্ষম সেই ব্যক্তি যে নিজের নফসকে প্রবৃত্তির অনুসারী করে এবং আল্লাহর নিকট অবান্তর আশা পোষণ করে।"

رواه الترمذي وقال صحيح حسن. قال الترمذي وغيره من العلماء: معني: ((دان نفسه)) أي: حاسبها. الشرح قوله: ((الكيس)) معناه الإنسان الحازم الذي يغتنم الفرص ويتخذ لنفسه الحيطة حتى لا تفوت عليه الأيام والليالي فيضيع. وقوله: ((من دان نفسه)) أي: من حاسبها ونظر ما فعل من البأمورات وماذا ترك من المهيئات: هل قام بما أمر به، وهل ترك ما نهى عنه، فإذا رأى من نفسه تفريطاً في الواجب استدركه إذا أمكن استدراكه، وقام به أو بدله، وإذا رآه من نفسه انتهاكاً لحرم اقلع عنه وندم وتاب واستغفر. وقوله: ((عمل لها بعد الموت)) يعني عمل للآخرة، لأن كل ما بعد الموت فانه من الآخرة، وهذا هو الحق والحزم، إن الإنسان يعمل لما بعد الموت، لأنه في هذه الدنيا ماراً بها مروراً، والمآل هو ما بعد الموت، فإذا فرط ومضت عليه الأيام وأضاعها في غير ما ينفعه في الآخرة فليس بكيس، الكيس هو الذي يعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وصار لا يهتم إلا بأمور الدنيا، فيتبع نفسه هواها في التفريط في الأوامر، ويتبع نفسه هواها في فعل النواهي، ثم يتمني علي الله الأمان فيقول: الله غفور رحيم، وسوف أتوب إلى الله في المستقبل، وسوف أصلح من حالي إذا كبرت، وما أشبه من الأمان الكاذبة التي يملئها الشيطان عليه، فربما

তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান সহীহ বলেছেন। ইমাম তিরমিযী এবং অন্যান্য আলেমগণ বলেছেন: "সে নিজেকে দমিত করল" এর অর্থ হলো: সে নিজের হিসাব গ্রহণ করল। ব্যাখ্যা: "বিচক্ষণ" বলতে সেই দৃঢ়সংকল্প ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে যিনি সুযোগের সদ্যবহার করেন এবং নিজের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করেন, যাতে দিন ও রাতগুলো তাকে অবহেলায় অতিবাহিত করে ধ্বংস করে না দেয়। তাঁর বাণী: "যে নিজের হিসাব গ্রহণ করল" অর্থাৎ, যে নিজের আত্মার হিসাব নিল এবং লক্ষ্য করল যে সে নির্দেশিত বিষয়গুলো

কতটা পালন করেছে এবং বর্জনীয় বিষয়গুলো কতটা পরিহার করেছে: সে কি নির্দেশিত বিষয়গুলো যথাযথভাবে পালন করেছে? আর সে কি নিষিদ্ধ বিষয়গুলো বর্জন করেছে? যদি সে নিজের মাঝে ওয়াজিব পালনে কোনো ত্রুটি দেখতে পায়, তবে সম্ভব হলে সে তা সংশোধন করে নেয় এবং তা সম্পাদন করে অথবা তার ক্ষতিপূরণ করে। আর যদি সে নিজের মাঝে কোনো হারামের লঙ্ঘন দেখতে পায়, তবে তা থেকে বিরত হয়, অনুতপ্ত হয়, তওবা করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে। তাঁর বাণী: "এবং মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য আমল করল" অর্থাৎ আখেরাতের জন্য আমল করল; কারণ মৃত্যুর পরবর্তী যা কিছু আছে সবই আখেরাতের অন্তর্ভুক্ত। আর এটাই হলো সত্য ও দূরদর্শিতা যে, মানুষ মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য কাজ করবে; কারণ সে এই পৃথিবীতে কেবল একজন পথচারী মাত্র। প্রকৃত প্রাপ্তি হলো মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা। যদি সে অবহেলা করে এবং দিনগুলো তার ওপর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে যায় এবং সে তা আখেরাতে কল্যাণ দেয় না এমন কাজে বিনষ্ট করে, তবে সে বিচক্ষণ নয়। বিচক্ষণ তো সেই ব্যক্তি, যে মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য আমল করে। আর অক্ষম সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে কুপ্রবৃত্তির অনুসারী করে ফেলে এবং যার নিকট পার্থিব বিষয় ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা থাকে না। ফলে সে আল্লাহর নির্দেশ পালনে অবহেলা এবং নিষিদ্ধ কাজ করার ক্ষেত্রে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। অতঃপর সে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আশা পোষণ করে বলে: "আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু, অচিরেই ভবিষ্যতে আমি আল্লাহর কাছে তওবা করব, বড় হলে আমি আমার অবস্থা সংশোধন করে নেব"—এ জাতীয় শয়তান কর্তৃক প্ররোচিত মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ফলে হয়তো...

(ص: 509) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

يذكرها وربما لا يذكرها. ففي هذا الحديث: الحث علي انتهاء الفرص، وعلي إن لا يضيع الإنسان من وقته فرصة إلا فيما يرضي الله عز وجل_وان يدع الكسل والتهاون والتمني، فان التمني لا يفيد شيئاً، كما

قال الحسن البصري رحمه الله: ((ليس الإيمان بالتصني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال)). فعليناً أيها الاخوة إن ننتهز الفرصة في كل ما يقرب إلى الله من فعل الاوامر واجتناب النواهي، حتى إذا قدمنا على الله كنا على اكمل ما يكون من حال. نسأل الله إن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. 67_ الثامن: عن أبي هريرة_ رضي الله عنه_ قال: فالرسول الله صلي الله عليه وسلم: ((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) حديث حسن رواه الترمذي وغيره. الشرح إسلام المرء هو استسلامه لله_ عز وجل_ ظاهراً وباطناً. فأما باطناً فاستسلام العبد لربه بإصلاح عقيدته وإصلاح قلبه، وذلك بأن يكون مؤمناً بكل ما يجب الإيمان به علي ما سبق في حديث جبريل.

তিনি তা অর্জন করতে পারেন, আবার কখনো পারেন না। এই হাদিসে সুযোগের সদ্ব্যবহার করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং মানুষ যেন তার সময়ের কোনো মুহূর্তই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজ ছাড়া অন্য কিছুতে নষ্ট না করে, সে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আর সে যেন অলসতা, অবহেলা ও অলীক আকাঙ্ক্ষা বর্জন করে; কেননা আকাঙ্ক্ষা কোনো কাজে আসে না, যেমন

হাসান বসরী (রাহিমাল্লাহ) বলেছেন: "ঈমান কেবল অলীক আকাঙ্ক্ষা কিংবা বাহ্যিক সাজসজ্জার নাম নয়; বরং ঈমান হলো তা যা অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয় এবং কর্ম যার সত্যতা নিশ্চিত করে।" সুতরাং হে প্রিয় ভাইয়েরা, আল্লাহর নির্দেশনাবলি পালন ও তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের প্রতিটি সুযোগ গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য, যাতে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার সময় আমরা সর্বোত্তম অবস্থায় থাকতে পারি। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের তাঁর স্মরণ, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং উত্তমরূপে ইবাদত করার তৌফিক দান করেন। ৬৭_ অষ্টম: আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "কোনো ব্যক্তির ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হলো তার জন্য অপ্রয়োজনীয় বা অনর্থক বিষয় ত্যাগ করা।" হাদিসটি হাসান, তিরমিজি ও অন্যান্যরা এটি বর্ণনা করেছেন। ব্যাখ্যা: মানুষের ইসলাম হলো প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে মহান আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা। আর অপ্রকাশ্যভাবে আত্মসমর্পণ হলো—বান্দা তার আকিদা (বিশ্বাস)

ও অন্তর সংশোধনের মাধ্যমে তার রবের অনুগত হবে। আর এটি অর্জিত হবে সেই সকল বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার মাধ্যমে যার প্রতি ঈমান আনা আবশ্যিক, যেমনটি জিবরাইল (আলাইহিস সালাম)-এর হাদিসে ইতঃপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

(ص: 510) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وَأَمَّا الْإِسْلَامُ ظَاهِرًا فَهُوَ إِصْلَاحُ عَمَلِهِ الظَّاهِرِ، كَأَقْوَالِهِ بِلِسَانِهِ وَأَفْعَالِهِ بِجَوَارِحِهِ. وَالنَّاسُ يَخْتَلِفُونَ فِي الْإِسْلَامِ اخْتِلَافًا ظَاهِرًا كَثِيرًا، كَمَا أَنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِي أَشْكَالِهِمْ وَصُورِهِمْ، مِنْهُمْ الطَّوِيلُ وَمِنْهُمْ الْقَصِيرُ، وَمِنْهُمْ الضَّخْمُ وَمِنْهُمْ مَنْ دُونَ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ الْقَبِيحُ وَمِنْهُمْ الْجَمِيلُ، فَيَخْتَلِفُونَ اخْتِلَافًا ظَاهِرًا. فَكَذَلِكَ أَيْضًا يَخْتَلِفُونَ فِي إِسْلَامِهِمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: (لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى) (الحديد: من الآية 10). وَإِذَا كَانَ النَّاسُ يَخْتَلِفُونَ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنَّ مَا يَزِيدُ فِي حَسَنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ إِنْ يَدْعُ مَا لَا يَعْنِيهِ وَلَا يَهْمُهُ لَا فِي دِينِهِ وَلَا فِي دُنْيَاهُ. فَالْإِنْسَانُ الْمُسْلِمُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ إِسْلَامَهُ حَسَنًا فَلْيَدْعُ مَا لَا يَعْنِيهِ، فَالشَّيْءُ الَّذِي لَا يَهْمُهُ يَتْرُكُهُ. فَمِثْلًا: إِذَا كَانَ هُنَاكَ عَمَلٌ وَتَرَدَّدَتْ هَلْ تَفْعَلُ أَوْ لَا تَفْعَلُ؟ انْظُرْ هَلْ هُوَ مِنَ الْأُمُورِ الْهَامَةِ فِي دِينِكَ وَدُنْيَاكَ فَافْعَلْهُ، وَإِلَّا فَاتْرُكْهُ، وَالسَّلَامَةُ اسْلَمَ. كَذَلِكَ أَيْضًا إِنْ لَا تَدْخُلُ فِي شُؤْنِ النَّاسِ إِذَا كَانَ هَذَا لَا يَهْمُكَ، وَهَذَا خِلَافَ مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ الْيَوْمَ، مِنْ حَرَصِهِ عَلَيَّ إِطْلَاعِهِ عَلَيَّ أَعْرَاضِ النَّاسِ وَأَحْوَالِهِمْ، وَيَجِدُ اثْنَانِ يَتَكَلَّمَانِ فَيَحَاوِلُ أَنْ يَتَقَرَّبَ مِنْهُمَا حَتَّى يَسْمَعَ مَا يَقُولَانِ، وَيَجِدُ شَخْصًا جَاءَ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ فَتَرَاهُ يَبْحَثُ وَرَبَّمَا يَبَادِرُ الشَّخْصَ نَفْسَهُ وَيَقُولُ لَهُ: مَنْ أَينَ جِئْتَ؟ وَمَاذَا قَالَ لَكَ فُلَانٌ؟ وَمَاذَا قُلْتَ لَهُ؟ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فِي أُمُورٍ

لا تعنيه ولا تهمة. فالأمر التي لا تعنيك اتركها. فان هذا من حسن إسلامك، وهو
أيضاً

আর বাহ্যিক আত্মসমর্পণের বিষয়টি হলো নিজ বাহ্যিক আমলসমূহ সংশোধন করা; যেমন জিহ্বা দ্বারা উচ্চারিত কথা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কৃত কাজ। আর মানুষেরা ইসলামের ক্ষেত্রে বাহ্যিকভাবে অনেক পার্থক্য রাখে, যেমনটি তারা তাদের গঠন ও আকৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে; তাদের মধ্যে কেউ দীর্ঘকায়, কেউ খর্বকায়, কেউ স্থূলকায় আবার কেউ এর চেয়ে কম; কেউ কুৎসিত আবার কেউ রূপবান। এভাবে তারা বাহ্যিকভাবে পরস্পর ভিন্ন হয়ে থাকে। ঠিক তেমনি তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রেও ভিন্নতর হয়। এমনকি আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে বলেছেন: (তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে তারা সমান নয়

তাদের মর্যাদা সেই সব লোকদের চেয়ে বড় যারা পরে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ প্রত্যেকের কাছেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন) (আল-হাদীদ: ১০ এর অংশবিশেষ)। আর যখন মানুষ ইসলামের ক্ষেত্রে ভিন্ন স্তরের হয়, তখন কোনো ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য বর্ধনকারী বিষয়গুলোর একটি হলো—সেসব বিষয় বর্জন করা যা তার কোনো উপকারে আসে না এবং যা তার দ্বীন বা দুনিয়ার কোনো গুরুত্ব বহন করে না। অতএব, একজন মুসলিম যদি তার ইসলামকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে চায়, তবে সে যেন অনর্থক বিষয় ত্যাগ করে; অর্থাৎ যে বিষয়টি তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, তা সে বর্জন করবে। উদাহরণস্বরূপ: যদি কোনো কাজ সামনে আসে এবং আপনি তা করবেন কি করবেন না সে বিষয়ে দ্বিধায় ভোগেন, তবে লক্ষ্য করুন যে এটি কি আপনার দ্বীন ও দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত? যদি হয় তবে তা করুন, অন্যথায় তা বর্জন করুন; আর নিরাপদ থাকাই অধিক শ্রেয়। একইভাবে মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়েও হস্তক্ষেপ করবেন না যদি তা আপনার জন্য প্রয়োজনীয় না হয়। এটি বর্তমান যুগের কিছু মানুষের কর্মপদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত, যারা অন্যের মান-সম্মান ও অবস্থা অনুসন্ধান অতিশয় আগ্রহী। দেখা যায় দুজন মানুষ কথা বলছে, আর সে তাদের নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করছে যাতে তারা কী বলছে তা শুনতে পায়। অথবা দেখল কোনো ব্যক্তি কোনো এক দিক থেকে আসছে, অমনি সে অনুসন্ধান শুরু করে দেয়; এমনকি হতে পারে সে নিজেই তাকে আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে বসে: আপনি কোথা থেকে এলেন? অমুক আপনাকে কী বলেছে? আপনি তাকে কী বলেছেন? এই জাতীয় বিষয়গুলো যা তার কোনো প্রয়োজনে আসে না এবং তার

জন্য গুরুত্বপূর্ণও নয়। সুতরাং যে বিষয়গুলো আপনার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় তা বর্জন করুন,
কেননা এটি আপনার ইসলামের সৌন্দর্যের পরিচায়ক এবং এটি আরও...

(ص: 511) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

فيه راحة للإنسان، فكون الإنسان لا يهمله إلا نفسه هذا هو الراحة، أما الذي يتتبع أحوال الناس ماذا قيل؟ وماذا حدث لهم؟ ... فإنه سوف يتعب تعباً عظيماً، ويفوت علي نفسه خيراً كثيراً، مع أنه لا يستفيد شيئاً، فأجعل دأبك داب نفسك، وهبك هم نفسك، وانظر إلى ما ينفعك فافعله، والذي لا ينفعك اتركه، وليس من حسن إسلامك إن تبحث عن أشياء لا تهيك. ولو أننا مشيناً علي هذا وصار الإنسان دأبه داب نفسه ولا ينظر إلا إلى فعله، لحصل خيراً كثيراً. أما بعض الناس تجده مشغولاً بشؤون غيره فيما لا فائدة له فيه، فيضيع أوقاته ويشغل قلبه ويشتت فكره، وتضيع عليه مصالح كثيرة. أما بعض الناس تجده مشغولاً بشؤون غيره فيما لا فائدة له فيه، فيضيع أوقاته ويشغل قلبه ويشتت فكره، وتضيع عليه مصالح كثيرة. وتجدر الرجل الدؤوب الذي ليس له هم إلا نفسه وما يعنيه، تحده ينتج ويثمر ويحصل، ويكون في راحة فكرية وقلبية وبدنية، ولذا يعد هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أردت شيئاً فعلاً أو تركاً انظر هل يهيك أو لا؟! إن كان لا يهيك اتركه ولا تتعرض له واسترح منه، وأرح قلبك وفكرك وعقلك وبدنك، وإن كان يهيك فاشتغل به بحسبه، فعلي كل حال كل إنسان عاقل كما جاء في الحديث السابق: ((الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت)). فكل إنسان عاقل يحرص علي إن يعمل لما بعد الموت، ويحاسب نفسه علي أعمالها. والله الموفق. التاسع: عن عمر رضي الله عنه

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يسال الرجل فيمأ ضرب امرأته)) رواه أبو داود وغيره

এতে মানুষের জন্য স্বস্তি রয়েছে; কেননা মানুষের জন্য নিজের সংশোধন ব্যতীত অন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ না হওয়াটাই প্রকৃত স্বস্তি। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষের অবস্থা অনুসন্ধান করে বেড়ায়—কী বলা হলো? তাদের কী হলো?

... সে চরমভাবে ক্লান্ত হবে এবং নিজের অনেক কল্যাণ হাতছাড়া করবে, অথচ এতে সে কোনোভাবেই উপকৃত হয় না। সুতরাং আপনার অভ্যাসকে নিজের সংশোধনে নিবদ্ধ করুন এবং আপনার চিন্তাকে নিজের কল্যাণে সীমাবদ্ধ রাখুন। আপনার জন্য যা উপকারী তা দেখুন এবং তা পালন করুন, আর যা আপনার উপকারে আসে না তা বর্জন করুন। আপনার জন্য জরুরি নয় এমন বিষয় অনুসন্ধান করা আপনার ইসলামের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমরা যদি এই পথে চলতাম এবং মানুষের অভ্যাস কেবল নিজের সংশোধনের জন্য হতো এবং সে নিজের আমল ব্যতীত অন্য কিছুর দিকে না তাকাত, তবে প্রভূত কল্যাণ অর্জিত হতো। কিন্তু কিছু মানুষকে আপনি অন্যের এমন সব বিষয়ে লিপ্ত পাবেন যাতে তার কোনো ফায়দা নেই; ফলে সে তার সময় নষ্ট করে, অন্তরকে ব্যস্ত রাখে এবং নিজের চিন্তাশক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে তোলে, আর এতে তার অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়। কিন্তু কিছু মানুষকে আপনি অন্যের এমন সব বিষয়ে লিপ্ত পাবেন যাতে তার কোনো ফায়দা নেই; ফলে সে তার সময় নষ্ট করে, অন্তরকে ব্যস্ত রাখে এবং নিজের চিন্তাশক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে তোলে, আর এতে তার অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আপনি এমন কর্মঠ ব্যক্তিকে দেখতে পাবেন যার নিজের সংশোধন ও জরুরি বিষয় ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা নেই; আপনি তাকে সফল, উৎপাদনশীল ও অর্জনকারী হিসেবে পাবেন এবং সে বৌদ্ধিক, মানসিক ও শারীরিক প্রশান্তিতে থাকবে। এই কারণেই এই হাদিসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ‘জাওয়ামিউল কালিম’ বা ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত বাণীর অন্তর্ভুক্ত। অতএব, আপনি যখন কোনো কাজ করতে বা ছাড়তে চাইবেন, তখন লক্ষ্য করুন তা আপনার জন্য জরুরি কি না। যদি তা আপনার জন্য প্রয়োজন না হয়, তবে তা ত্যাগ করুন, এর সাথে লিপ্ত হবেন না এবং তা থেকে বিশ্রামে থাকুন। এভাবে আপনি আপনার অন্তর, চিন্তা, বুদ্ধি ও শরীরকে শান্ত রাখুন। আর যদি তা আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়, তবে সাধ্যমতো তাতে আত্মনিয়োগ করুন। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই পূর্ববর্তী হাদিসে বর্ণিত এই গুণসম্পন্ন: “বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে

নিজের নফসের হিসাব নেয় এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে।” সুতরাং প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করতে আগ্রহী হয় এবং নিজের আমলসমূহের হিসাব গ্রহণ করে। আল্লাহই তাওফিকদাতা। নবম হাদিস: উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন: “ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে না কেন সে তার স্ত্রীকে প্রহার করেছে।” আবু দাউদ ও অন্যান্যরা এটি বর্ণনা করেছেন।

(ص: 512) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الشرح تساهل المؤلف _ رحمه الله _ في هذا الحديث حيث قال: ((رواه أبو داود وغيره)) ، لان الغير يشمل جميع من خرج الأحاديث، وان كان مثل هذه الصيغة لا يذكر الأعلى، فمثلاً إذا قيل: ((رواه أبو داود وغيره)) فيعني ذلك انه لم يروه البخاري ولا مسلم ولا من هو اعلي من أبي داود، وإنما رواه أبو داود وغيره ممن هو دونه. ومعني الحديث: إن الرجل المتقي الله _ عز وجل _ الذي انتهى به الأمر إلى آخر المراتب الثلاث التي أشار الله إليها في قوله L وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء: من الآية 34) ، فالضرب آخر المراتب، فقد يضرب الرجل زوجته علي أمر يستحيا من ذكره، فإذا علم تقوي الرجل لله _ عز وجل _ وضرب امرأته فإنه لا

يسال، هذا إن صح الحديث، ولكن الحديث ضعيف. أما من كان سيئ العشرة فهذا يسال فيم ضرب امرأته، لأنه ليس عنده من تقوي الله تعالى ما يردعه عن ظلمها وضربها، حيث لا تستحق أن تضرب. والله الموفق

ব্যাখ্যা: লেখক —আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন— এই হাদীসটির ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন যখন তিনি বলেছেন: "এটি আবু দাউদ ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন", কারণ "অন্যান্যরা" শব্দটির পরিধি সেই সকল সংকলককে শামিল করে যারা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন; যদিও সাধারণত এই ধরনের শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তিদের বাদ রাখা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন বলা হয়: "এটি আবু দাউদ ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন", তখন এর অর্থ দাঁড়ায় যে, এটি ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম কিংবা আবু দাউদের চেয়ে উচ্চস্তরের কোনো মুহাদ্দিস বর্ণনা করেননি; বরং এটি আবু দাউদ এবং তাঁর চেয়ে নিম্নস্তরের সংকলকগণ বর্ণনা করেছেন। হাদীসের মর্মার্থ হলো: যে ব্যক্তি আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লাকে ভয় করে এবং যার বিষয়টি সেই তিনটি স্তরের শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যেগুলোর দিকে আল্লাহ তাআলা তাঁর এই বাণীতে ইঙ্গিত করেছেন: "আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা করো, তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা বর্জন করো এবং তাদের প্রহার করো। এরপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অব্বেষণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমুন্নত, মহান।" (সূরা আন-নিসা: ৩৪ এর অংশ)। এখানে প্রহার হলো সর্বশেষ স্তর। কখনো কখনো কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এমন কোনো কারণে প্রহার করতে পারে যা লোকসমক্ষে প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ হয়। এমতাবস্থায় যদি আল্লাহর প্রতি ঐ ব্যক্তির তাকওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় এবং সে তার স্ত্রীকে প্রহার করে, তবে তাকে

জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না—এটি তখনই প্রযোজ্য যদি হাদীসটি সহীহ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হাদীসটি দুর্বল। পক্ষান্তরে, যার আচরণ মন্দ, তাকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে যে কেন সে তার স্ত্রীকে প্রহার করল; কারণ তার মধ্যে আল্লাহর এমন তাকওয়া নেই যা তাকে স্ত্রীর প্রতি জুলুম করা বা তাকে অহেতুক প্রহার করা থেকে বিরত রাখবে। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

(ص: 513) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

التقويم اسم مأخوذ من الوقاية، وهو إن يتخذ الإنسان ما يقيه من عذاب الله. والذي يقيه من عذاب الله هو فعل أوامر الله عز وجل، إن تأخذ أوامر الله وإن تترك ما نهى عنه. واعلم إن التقوى أحياناً تقترب بالبر، فيقال بر وتقوى كما في قوله تعالى (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) (المائدة: من الآية 2) . وتارة تذكر وحدها، فإذا قرنت بالبر صار البر فعل الأوامر واجتناب النواهي. وإذا أفردت صارت شاملة، تعم فعل الأوامر واجتناب النواهي، وقد ذكر الله تعالى في كتابه إن الجنة أعدت للمتقين، فأهل التقوى هم أهل الجنة جعلنا الله منهم ولذلك يجب علي الإنسان إن يتقي الله عز وجل، امثالاً لأمره وطلباً لثوابه والنجاة من عقابه. ثم ذكر المؤلف آيات متعددة فقال رحمه الله: قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ) (آل عمران: من الآية 102) . وقال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (التغابن: من الآية 16) ، وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى. وقال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا) (الأحزاب: 70) ، والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة، وقال تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا) (وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) (الطلاق: من الآية 3، 2) ، وقال تعالى: (إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) (الأنفال: من الآية 29) ، والآيات في الباب كثيرة ومعلومة.

৬- তাকওয়া (আল্লাহ-ভীতি) অধ্যায়

তাকওয়া শব্দটি 'আল-উইকায়া' (সুরক্ষা) থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো মানুষ এমন কিছু অবলম্বন করবে যা তাকে আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষা করে। আর যা আপনাকে আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষা করবে তা হলো মহান আল্লাহর নির্দেশাবলি পালন করা; অর্থাৎ আপনি আল্লাহর আদেশসমূহ মেনে চলবেন এবং যা তিনি নিষেধ করেছেন তা বর্জন করবেন। জেনে রাখুন যে, তাকওয়া কখনো কখনো 'বির' (পুণ্য)-এর সাথে যুক্ত হয়ে আসে, তখন বলা হয় 'বির ও তাকওয়া', যেমনটি মহান আল্লাহর বাণীতে রয়েছে: "তোমরা পুণ্য ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো" (সূরা আল-মায়িদাহ: আয়াত ২-এর অংশ)। আবার কখনো এটি

এককভাবে উল্লেখ করা হয়। যখন এটি 'বির'-এর সাথে যুক্ত হয়, তখন 'বির' মানে হয় আদেশসমূহ পালন করা এবং 'তাকওয়া' হয় নিষেধসমূহ বর্জন করা। আর যখন এটি এককভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন তা ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করে এবং আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জন উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, জান্নাত মুত্তাকীদের (তাকওয়াবলস্বীদের) জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। সুতরাং তাকওয়াবানরাই হলেন জান্নাতের অধিবাসী—আল্লাহ আমাদের তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এই কারণে মানুষের জন্য অপরিহার্য হলো মহান আল্লাহকে ভয় করা, তাঁর আদেশের আনুগত্য স্বরূপ, তাঁর সওয়াব বা প্রতিদানের আশায় এবং তাঁর শাস্তি থেকে মুক্তি লাভের কামনায়। অতঃপর লেখক বেশ কিছু আয়াত উল্লেখ করে বলেন—আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন: মহান আল্লাহ বলেছেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো" (সূরা আল-ইমরান: আয়াত ১০২-এর অংশ)। তিনি আরও বলেছেন: "অতএব তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় করো" (সূরা আত-তাগাবুন: আয়াত ১৬-এর অংশ); আর এই আয়াতটি প্রথম আয়াতের উদ্দেশ্যকে সুস্পষ্ট করেছে। মহান আল্লাহ আরও বলেছেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো" (সূরা আল-আহজাব: ৭০)। তাকওয়ার নির্দেশ সম্বলিত আয়াতসমূহ অনেক এবং সুবিদিত। মহান আল্লাহ আরও বলেছেন: "আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার জন্য (বিপদ থেকে) বের হওয়ার পথ করে দেবেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রিয়িক দেবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না" (সূরা আত-তালাক: আয়াত ২-৩-এর অংশ)। তিনি আরও বলেছেন: "যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তবে তিনি তোমাদের জন্য (হক-বাতিল পার্থক্যের) মানদণ্ড প্রদান করবেন, তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল" (সূরা আল-আনফাল: আয়াত ২৯-এর অংশ)। এই অধ্যায়ের আয়াতসমূহ সংখ্যায় অনেক এবং সুপরিচিত।

الشرح قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ) فوجه الأمر إلى المؤمنين، إلى المؤمنين، لا المؤمن يحملُه إيمانه علي تقوي الله. وقوله: (اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ) وحق التقوى مفسراً بما عقبه المؤلف من قوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) بعد هذه الآية أي: إن معني قوله: (حَقَّ تُقَاتِهِ) إن تتقي الله ما استطعت، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. وهذه الآية: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) ليست آية يقصد بها التهاون بتقوى الله، ونما يقصد بها الحث علي التقوى بقدر المستطاع، أي: لا تدخر وسعي في تقوي الله، ولك الله لا يكلف الإنسان شيئاً لا يستطيعه، كما قال تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) (البقرة: من الآية 286)، ويستفاد من قوله: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) إن الإنسان إذا لم يستطع القيام بأمر الله علي وجه الكمال، فإنه يأتي منه بما قدر عليه، ومن ذلك قول النبي صلي الله عليه وسلم لعمران بن حصين: ((صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلي جنب))، فرتب النبي صلي الله عليه وسلم الصلاة بحسب الاستطاعة، وبأن يصلي قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلي جنب، وهكذا أيضاً بقية الأوامر، ومثله الصوم، إذا لم يستطع الإنسان إن يصوم في رمضان، فإنه يؤخره (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ

ব্যাখ্যা: তাঁর বাণী: (হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো) - এখানে নির্দেশটি মুমিনদের প্রতি করা হয়েছে; কারণ একজন মুমিনকে তার ঈমানই আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করে। আর তাঁর বাণী: (তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো), এখানে 'যথাযথ ভয়'-এর ব্যাখ্যা লেখক এই আয়াতের পরবর্তী আল্লাহর বাণী: (তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করো)-এর মাধ্যমে করেছেন। অর্থাৎ: (যথাযথভাবে ভয় করো) এর অর্থ হলো তুমি তোমার সাধ্যমতো আল্লাহকে ভয় করো, কারণ আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেন না। আর এই আয়াত: (তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করো) এমন কোনো আয়াত নয় যা দ্বারা আল্লাহর তাকওয়ার ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন উদ্দেশ্য, বরং এর দ্বারা

উদ্দেশ্য হলো সাধ্য অনুযায়ী তাকওয়া অবলম্বনে উৎসাহিত করা। অর্থাৎ: আল্লাহর তাকওয়া অর্জনে কোনো প্রচেষ্টাই অবশিষ্ট রাখবে না, তবে আল্লাহ মানুষকে এমন কিছু নির্দেশ দেন না যা সে করতে সক্ষম নয়, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (আল্লাহ কোনো ব্যক্তির ওপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না) (সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৮৬-এর অংশবিশেষ)। আর তাঁর বাণী: (তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করো) থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যখন আল্লাহর কোনো নির্দেশ পূর্ণাঙ্গভাবে পালন করতে সক্ষম হয় না, তখন সে তার সাধ্য অনুযায়ী তা পালন করবে। এরই উদাহরণ হলো ইমরান ইবন হুসাইন (রা.)-এর প্রতি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী: ((দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করো, যদি সক্ষম না হও তবে বসে, আর যদি তাও সক্ষম না হও তবে কাত হয়ে শুয়ে))। এভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সামর্থ্য অনুযায়ী সালাতকে বিন্যস্ত করেছেন যে, প্রথমে দাঁড়িয়ে পড়বে, সক্ষম না হলে বসে পড়বে, আর সক্ষম না হলে কাত হয়ে পড়বে। একইভাবে অন্যান্য নির্দেশের ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রযোজ্য। এর সদৃশ হলো রোযা; মানুষ যখন রমযান মাসে রোযা রাখতে সক্ষম হয় না, তখন সে তা বিলম্বিত করে (আর যে ব্যক্তি অসুস্থ থাকে অথবা সফরে থাকে, সে অন্য দিনগুলোতে এই সংখ্যা পূর্ণ করে নেবে...)

(ص: 515) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

أُخِرَ) (البقرة: من الآية 185)، وفي الحج أيضاً: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) (آل عمران: من الآية 97) فإذا لم تستطع الوصول إلى البيت فلا حج عليك، لكن إن كنت قادراً بمالك دون بدنك، وجب عليك إن تقيم من يحج ويعتبر عنك، والحاصل إن التقوى كغيرها منوطة بالاستطاعة، فمن لم يستطع شيئاً من أوامر الله فإنه يعدل على ما يستطيع، ومن اضطر إلى شيء من محارم الله، حل له ما ينتفع به في دفع الضرورة.

لَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمْ إِلَيْهِ) (الأنعام: من الآية 119)، حتى إن الرجل لو اضطر إلى أكل لحم البئيرة، أو أكل لحم الخنزير، أو أكل لحم الحمار، أو غير ذلك من المحرمات، فإنه يجوز له إن يأكل منه ما تندفع به ضرورته، فهذه هي تقوى الله! إن تفعل أوامر ما استطعت وتجنب نواهيه ما استطعت. وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) فأمر الله تعالى بأمرين، بتقوى الله، وإن يقول الإنسان قولا سديدا، أي صوابا. وقد سبق الكلام علي التقوى، وإنها فعل أوامر الله واجتناب نواهيه. أما القول السديد، فهو قول الصواب وهو يشمل كل قول فيه خير سواء كان من ذكر الله، أو من طلب العلم، أو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو من الكلام الحسن الذي يستجلب به الإنسان مودة الناس

(অন্য দিনগুলোতে) (আল-বাকারাহ: ১৮৫ নং আয়াতের অংশ), এবং হজের ক্ষেত্রেও: (আল্লাহর সম্ভূষ্টির উদ্দেশ্যে মানুষের মধ্যে যাদের সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, তাদের ওপর এই ঘরের হজ করা ফরজ।) (আলি ইমরান: ৯৭ নং আয়াতের অংশ)। সুতরাং আপনি যদি বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম না হন, তবে আপনার ওপর হজ নেই। কিন্তু যদি আপনি আর্থিকভাবে সক্ষম হন অথচ শারীরিকভাবে অক্ষম হন, তবে আপনার পক্ষ থেকে হজ ও ওমরাহ করার জন্য কাউকে নিযুক্ত করা আপনার ওপর ওয়াজিব হবে। সারকথা হলো, তাকওয়াও অন্যান্য বিষয়ের মতো সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর কোনো আদেশ পালনে সক্ষম নয়, সে যতটুকু সম্ভব ততটুকুর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর কোনো হারাম জিনিসের ব্যাপারে নিরুপায় হয়ে পড়ে, তবে জরুরি অবস্থা দূর করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু তার জন্য হালাল হয়ে যায়।

মহান আল্লাহর বাণীর কারণে: (নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন যা তিনি তোমাদের ওপর হারাম করেছেন, তবে যার জন্য তোমরা বাধ্য হও তা ছাড়া।) (আল-আনআম: ১১৯ নং আয়াতের অংশ), এমনকি কোনো ব্যক্তি যদি মৃত প্রাণীর মাংস, শূকরের মাংস, গাধার মাংস বা এ জাতীয় অন্যান্য হারাম জিনিস খেতে বাধ্য হয়, তবে তার জন্য জরুরি অবস্থা নিরসনের পরিমাণ আহার করা বৈধ। আর এটাই হলো আল্লাহর তাকওয়া—সাধ্যমতো

তাঁর আদেশসমূহ পালন করা এবং সাধ্যমতো তাঁর নিষেধসমূহ পরিহার করা। এবং মহান আল্লাহর বাণী: (হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমলসমূহ সংশোধন করে দেবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন।) এখানে মহান আল্লাহ দুটি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন: আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করা এবং সঠিক কথা বলা, অর্থাৎ সত্য ও সঠিক কথা। তাকওয়া সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, তা হলো আল্লাহর আদেশসমূহ পালন করা এবং তাঁর নিষেধসমূহ বর্জন করা। আর সঠিক কথা (কাওলুন সাদীদ) বলতে বোঝায় সঠিক ও সত্য কথা, যা কল্যাণকর সকল কথাকে অন্তর্ভুক্ত করে—তা আল্লাহর জিকির হোক, বা জ্ঞান অন্বেষণ, অথবা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ, কিংবা এমন কোনো সুন্দর কথা যার মাধ্যমে মানুষের ভালোবাসা অর্জন করা যায়।

(ص: 516) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

ومحبتهم، أو غير ذلك، ويجمعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت)) (،) وضد ذلك القول غير السديد، وهو القول الذي ليس بصواب، بل خطأ أما في موضوعه وأما في محله: أما في موضوعه: بأن يكون كلاماً فاحشاً يشتمل على السب، والشتم، والغيبة، والنميمة، وما أشبه ذلك. أو في محله: أي إن يكون هذا القول في نفسه هو خير، لكن كونه يقال في هذا المكان ليس بخير، لأن لكل مقام مقالاً، فإذا قلت كلاماً هو في نفسه ليس بشراً، لكنه يسبب شراً إذا قلته في هذا المحل فلا تقله، لأن هذا ليس بقول سديد، ففي هذا الموضوع لا يكون قولاً سديداً، بل خطأ، وإن كان ليس حراماً بذاته. فمثلاً، لو فرض إن شخصاً راء إنساناً علي منكر، ونهاه عن المنكر، لكن نهاه في حال لا ينبغي إن يقول له فيها شيئاً، أو اغلظ له في القول، أو ما

أشبهه، لعد هذا قولا غير سديد. فإذا اتقى الإنسان ربه، وقال قولا سديدا، حصل علي فائدتين: (يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) (الأحزاب: من الآية 71) فبالتقوى صلاح الإيمان ومغفرة الذنوب، وبالقول السديد صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. وعلم من هذه الآية إن من لم يتق الله ويقل قولا سديدا، فإنه حري بأن لا يصلح الله له أعماله، ولا يغفر له ذنبه، ففيه الحث علي تقوي الله وبيان فوائدها. وقال تعالى_ وهي الآية الرابعة_ (: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا)

...এবং তাদের প্রতি ভালোবাসা অথবা অনুরূপ কিছু। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীটি এসব বিষয়কে একত্রিত করে: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা নীরব থাকে।" এর বিপরীত হলো বেঠিক কথা, যা সঠিক নয় বরং ভ্রান্ত; তা হয় বক্তব্যের মূল বিষয়ের ক্ষেত্রে, না হয় তা প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্রের বিচারে। বিষয়ের ক্ষেত্রে ভ্রান্ত হওয়ার অর্থ হলো: কুরচিপূর্ণ কথা বলা, যা গালিগালাজ, মন্দ বাক্য, পরনিন্দা, চোগলখোরি এবং এ জাতীয় বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। অথবা প্রয়োগস্থলের বিচারে ভ্রান্ত হওয়া: অর্থাৎ কথাটি স্বয়ং ভালো, কিন্তু এই নির্দিষ্ট স্থানে তা বলা ভালো নয়; কারণ প্রত্যেক স্থানের জন্যই উপযুক্ত বক্তব্য রয়েছে। সুতরাং আপনি যদি এমন কথা বলেন যা নিজ থেকে মন্দ নয়, কিন্তু ওই বিশেষ স্থানে বলার কারণে তা অনিষ্টের কারণ হয়, তবে তা বলবেন না। কারণ তা 'সঠিক কথা' (কাওলুন সাদীদ) নয়। এমতাবস্থায় তা সঠিক কথা হিসেবে গণ্য হবে না বরং ভুল হিসেবে বিবেচিত হবে, যদিও তা সত্তাগতভাবে হারাম নয়।

উদাহরণস্বরূপ, যদি ধরা হয় কোনো ব্যক্তি কাউকে অপকর্মে লিপ্ত দেখল এবং তাকে বাধা দিল, কিন্তু তাকে এমন এক পরিস্থিতিতে বাধা দিল যখন কিছু বলা সমীচীন ছিল না, অথবা তার সাথে কঠোর ব্যবহার করল বা অনুরূপ কিছু করল—তবে এটি বেঠিক কথা হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং মানুষ যখন তার রবকে ভয় করে এবং সঠিক কথা বলে, তখন সে দুটি উপকার লাভ করে: "তিনি তোমাদের আমলসমূহ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন।" (সূরা আল-আহজাব: ৭১)। সুতরাং তাকওয়ার মাধ্যমে ঈমানের সংশোধন ও পাপ মোচন হয়, আর সঠিক কথার মাধ্যমে আমলসমূহের সংশোধন ও পাপ মোচন হয়। এই আয়াত

থেকে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না এবং সঠিক কথা বলে না, আল্লাহ তার আমলসমূহ সংশোধন করবেন না এবং তার গুনাহও মাফ করবেন না—এ কথাটিই সঙ্গত। এতে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বনের প্রতি উৎসাহ এবং এর সুফল বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ আরও বলেন—যা চতুর্থ আয়াত—: "আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে, তিনি তার জন্য (সংকট থেকে) উত্তরণের পথ করে দেবেন।"

(ম: 517) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

(وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) يتق الله بفعل ما أمر به، ويترك ما نهى عنه. يجعل له مخرجاً من كل ضيق، فكلماً ضاق عليه الشيء وهو متق لله عز وجل جعل له مخرجاً، سواء كان في معيشة، أو في أموال، أو في أولاد، أو في مجتمع، أو غير ذلك. متى كنت متقياً الله فثق إن الله سيجعل لك مخرجاً من كل ضيق، واعتمد ذلك، لأنه قول من يقول للشيء كن فيكون (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) وما أكثر الذين اتقوا الله فجعل لهم مخرجاً، ومن ذلك قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فنزلت صخرة علي باب الغار فسدته، فأرادوا إن يزيحوها فعجزوا، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله إلى الله عز وجل، ففرج الله عز وجل عنهم وزالت الصخرة وجعل الله لهم مخرجاً، والأمثلة علي هذا كثيرة! وقوله (وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) هذا أيضاً فائدة عظيمة، إن الله يرزقك من حيث لا تحتسب، فمثلاً لو فرضنا أن رجلاً يكتسب المال من طريق محرم، كطريق الغش أو الربا أو ما أشبه ذلك، ونصح في هذا وتركه لله، فإن الله سيجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولكن لا تتعجل، ولا تظن إن الأمر إذا تأخر فلن يكون، ولكن قد يبتلي الله

العبد فيؤخر عنه الثواب، ليختبره هل يرجع إلى الذنب أم لا، فمثلاً إذا كنت تتعامل بالربا، ووعظك من يعظك من الناس، وتركت ذلك، ولكنك بقيت شهراً أو شهرين وجددت ربها، فلا تياس.

"এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিজিক দান করবেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না।" যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশসমূহ পালন এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বর্জনের মাধ্যমে তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য প্রতিটি সংকীর্ণতা থেকে উত্তরণের পথ করে দেন। যখনই কোনো বিষয় তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে অথচ সে মহান আল্লাহর প্রতি তাকওয়াবান থাকে, আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ তৈরি করে দেন; সেটি জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে হোক, কিংবা ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, সামাজিক অবস্থা বা অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে। আপনি যখনই আল্লাহর প্রতি তাকওয়াবান হবেন, তখন দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন যে, আল্লাহ অবশ্যই আপনার জন্য প্রতিটি সংকট থেকে মুক্তির পথ করে দেবেন; এবং এই কথার ওপরই আস্থা রাখুন, কারণ এটি তাঁরই বাণী যিনি কোনো কিছুকে 'হও' বললে তা হয়ে যায়— "আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করে দেন।" এমন অনেক মানুষ অতিবাহিত হয়েছেন যারা আল্লাহকে ভয় করেছেন এবং আল্লাহ তাদের জন্য সংকটের সমাধান করে দিয়েছেন। এর একটি উদাহরণ হলো সেই তিন ব্যক্তির ঘটনা যাদের ওপর গুহামুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল; একটি বিশালাকার পাথর গুহামুখে পড়ে তা রুদ্ধ করে দিয়েছিল। তারা তা সরানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অতপর তাদের প্রত্যেকেই নিজেদের সৎকাজের অছিলা দিয়ে মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন। ফলে মহান আল্লাহ তাদের বিপদ দূর করলেন, পাথরটি অপসারিত হলো এবং আল্লাহ তাদের জন্য বের হওয়ার পথ করে দিলেন। এই বিষয়ে উদাহরণ অনেক! আর তাঁর বাণী— "এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিজিক দান করবেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না"— এটিও একটি মহান শিক্ষা। নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে এমন উৎস থেকে রিজিক দেবেন যা আপনার ধারণার বাইরে। উদাহরণস্বরূপ, যদি ধরা হয় কোনো ব্যক্তি হারাম উপায়ে অর্থ উপার্জন করছিল, যেমন ধোঁকাবাজি বা সুদ অথবা অনুরূপ কোনো পন্থায়; অতপর তাকে নসিহত করা হলো এবং সে আল্লাহর ভয়ে তা বর্জন করল, তবে আল্লাহ অবশ্যই তার জন্য সমাধানের পথ করে দেবেন এবং তাকে ধারণাতীত উৎস থেকে রিজিক দেবেন। কিন্তু আপনি তাড়াহুড়ো করবেন না এবং এমনটি মনে করবেন না যে, বিষয়টি বিলম্বিত হওয়ার অর্থ তা আর ঘটবে না। বরং আল্লাহ মাঝে মাঝে বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য প্রতিদান প্রদানে বিলম্ব করেন, যাতে

তিনি দেখতে পারেন বান্দা পুনরায় পাপে ফিরে যায় কি না। যেমন ধরুন, আপনি সুদের কারবার করতেন এবং কারো উপদেশে তা ত্যাগ করলেন; কিন্তু এক বা দুই মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও আপনি কোনো মুনাফা লাভ করলেন না, এমতাবস্থায় আপনি নিরাশ হবেন না।

(ص: 518) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

ولا تقل أين الرزق من حيث لا احتسب، بل انتظر، وسق بوعد الله وسق به، وستجده، ولا تتعجل، ولهذا جاء في الحديث: ((يستجاب لأحدكم أي إذا دعا ما لم يعجل، قالوا: كيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي))، فأصبر، واترك ما حرم الله عليك، وانتظر الفرج والرزق من حيث لا تحتسب. الآية الخامسة قوله تعالى: (إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) (أنفال: من الآية 29)، هذه ثلاث فوائد عظيمة: الفائدة الأولى: (يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا) أي يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل، وبين الضار والنافع، وهذا يدخل فيه العلم، بحيث يفتح الله علي الإنسان من العلوم ما لغا يفتحها لغيره، فإن التقوى يحصل بها زيادة الهدي، وزيادة العلم، وزيادة الحظ، ولهذا يذكر عن الشافعي رحمه الله تعالى: شكوت إلى وكيع سوء حفظي ... فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ... ونور الله لا يؤتیه عاصي

আর এ কথা বলো না যে, ‘অভাবনীয় উৎস থেকে রিজিক কোথায়?’ বরং অপেক্ষা করো, আল্লাহর প্রতিশ্রুতির ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখো, তুমি তা অবশ্যই পাবে। তাড়াহুড়ো করো না। এই কারণেই হাদিসে এসেছে: "তোমাদের প্রত্যেকের দোয়া কবুল করা হয়—অর্থাৎ যখন সে দোয়া করে—যতক্ষণ না সে তাড়াহুড়ো করে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন: হে আল্লাহর রাসুল!

সে কীভাবে তাড়াহুড়ো করে? তিনি বললেন: সে বলে, আমি দোয়া করলাম কিন্তু আমার দোয়া কবুল হলো না।" অতএব ধৈর্য ধরো, আল্লাহ যা তোমার ওপর হারাম করেছেন তা বর্জন করো এবং অভাবমুক্তি ও অভাবনীয় উৎস থেকে রিজিকের প্রতীক্ষা করো। পঞ্চম আয়াত হলো মহান আল্লাহর বাণী: "যদি তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তিনি তোমাদের জন্য (সত্য-মিথ্যা) পার্থক্যের মানদণ্ড তৈরি করে দেবেন, তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।" (সূরা আল-আনফাল: ২৯ নং আয়াতের অংশ)। এখানে তিনটি মহান উপকারিতা রয়েছে: প্রথম উপকারিতা: "তোমাদের জন্য পার্থক্যের মানদণ্ড দান করবেন" অর্থাৎ তিনি তোমাদের জন্য এমন সামর্থ্য দেবেন যার মাধ্যমে তোমরা সত্য ও মিথ্যার মাঝে এবং ক্ষতিকর ও উপকারী বিষয়ের মাঝে পার্থক্য করতে পারবে। আর জ্ঞানও এর অন্তর্ভুক্ত, যার ফলে আল্লাহ মানুষের জন্য জ্ঞানের এমন সব দ্বার উন্মোচন করেন যা অন্যদের জন্য করেন না। কেননা তাকওয়ার মাধ্যমে হেদায়েত বৃদ্ধি পায়, জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং কল্যাণ বৃদ্ধি পায়। এই কারণেই ইমাম শাফেয়ি (রহমতুল্লাহি আলাইহি) থেকে বর্ণিত আছে: আমি ওকির কাছে আমার মুখস্থ শক্তির দুর্বলতার অভিযোগ জানালাম ... তখন তিনি আমাকে পাপাচার বর্জনের নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, জেনে রেখো যে জ্ঞান হলো আলো ... আর আল্লাহর আলো কোনো পাপিষ্ঠকে দান করা হয় না।

(ص: 519) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

ولا شك إن الإنسان كلما ازداد علماً، ازداد معرفة، وازداد فرقاً بين الحق والباطل، وبين الضار والنافع، وكذلك يخل فيه ما يفتح الله علي الإنسان من الفهم، لان التقوى سبب لقوة الفهم يحصل بها زيادة العلم، فانك ترى الرجلين يحفظان آية من كتاب الله، يستطيع أحدهما إن يستخرج منها ثلاث أحكام مثلاً، ويستطيع الآخر إن يستخرج أربعة، أو خمسة، أو عشرة، أو أكثر من هذا بحسب ما آتاه من

الفهم. فالتقوى سبب لزيادة الفهم، ويدخل في ذلك أيضاً الفراسة. إن الله يعطي المتقي فراسة يميز بها حتى بين الناس، فبمجرد ما يري الإنسان يعرف انه كاذب أو صادق، أو انه بر أو فاجر، حتى انه ربما يحكم علي الشخص وهو لم يعاشره ولم يعرف عنه شيئاً. بسبب ما أعطاه الله من الفراسة. ويدخل في ذلك أيضاً: ما يحصل للمتقين من الكرامات التي لا تحصل لغيرهم، ومن ذلك: ما حصل لكثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم يخطب علي المنبر في المدينة، فسمعه يقول في أثناء الخطبة: ((يا سارية الجبل، يا سارية الجبل))، فتعجبوا من يخاطب وكيف يقول هذا الكلام في أثناء الخطبة، فإذا الله سبحانه وتعالى قد كشف له عن سرية في العراق كان

নিঃসন্দেহে মানুষ যতই জ্ঞান অর্জন করে, ততই তার প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পায় এবং সত্য-মিথ্যা ও ক্ষতিকর-উপকারীর মাঝে পার্থক্য করার সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। একইভাবে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য উপলব্ধির যে দ্বার উন্মোচন করে দেন তাও এর অন্তর্ভুক্ত; কারণ তাকওয়া বা খোদাভীতি হলো প্রখর বোধশক্তির কারণ, যার মাধ্যমে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। আপনি লক্ষ্য করবেন যে, দুজন ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত মুখস্থ করেছেন; তাদের একজন হয়তো সেখান থেকে তিনটি বিধান বের করতে পারেন, আবার অন্যজন তার প্রজ্ঞা অনুযায়ী চারটি, পাঁচটি, দশটি বা তার চেয়েও বেশি বিধান আহরণ করতে সক্ষম হন। সুতরাং তাকওয়া হলো প্রখর ধীশক্তি লাভের মাধ্যম। মানুষের অন্তর্দৃষ্টি বা ‘ফিরাসা’ও এর অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মুত্তাকী ব্যক্তিকে এমন অন্তর্দৃষ্টি দান করেন যার মাধ্যমে তিনি মানুষের চারিত্রিক পার্থক্যও নিরূপণ করতে পারেন। এমনকি কোনো মানুষকে দেখামাত্রই তিনি বুঝতে পারেন যে সে মিথ্যাবাদী না সত্যবাদী, কিংবা সে পুণ্যবান না পাপিষ্ঠ। এমনকি সেই ব্যক্তির সাথে মেলামেশা না করে বা তার সম্পর্কে কোনো কিছু না জেনেও কেবল আল্লাহর প্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টির কারণে তিনি তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিতে পারেন। মুত্তাকীদের ক্ষেত্রে প্রকাশিত অলৌকিক নিদর্শনাদি বা কারামতসমূহও এর অন্তর্ভুক্ত যা অন্যদের ক্ষেত্রে ঘটে না। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবয়ীনদের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) অনেকের জীবনেই এমনটি ঘটেছে। যেমন—একদা উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মদীনায় মিসরের ওপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। খুতবা চলাকালীন উপস্থিত লোকেরা তাকে বলতে শুনল: “হে সারিয়া, পাহাড়ের দিকে! হে সারিয়া,

পাহাড়ের দিকে!” তারা আশ্চর্য হয়ে ভাবল যে তিনি কাকে সম্বোধন করছেন এবং খুতবার মাঝখানে কেনই বা এমন কথা বলছেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরাকে অবস্থানরত একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদলের (সারিয়া) অবস্থা তার সামনে উন্মোচন করে দিয়েছিলেন যা খুতবার মধ্যে...

(ص: 520) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

قائدها سرية بن زعيم، وكان العدو قد حصرهم، فكشف الله لعمرك عن هذه السرية، كأنها يشاهدها راء عين، فقال لقائدها: ((يا سارية الجبل)) أي: تحصن بالجبل، فسمعه سارية وهو القائد، وهو في العراق، ثم اعتصم بالجبل. هذه من التقوى، لان كرامات الأولياء كلها جزاء لهم علي تقواهم لله عز وجل. فآلهم إن من آثار التقوى إن الله تعالى يجعل للمتقين فرقا يفرق به بين الحق والباطل، وبين البر والفاجر، وبين أشياء كثيرة لا تحصل إلا للمتقي. الفائدة الثانية: (وَيُغْفِرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ) وتكفير السيئات يكون بالأعمال الصالحة تكفر الأعمال السيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر)). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((العبرة إلى العبرة كفارة لما بينهما))، فالكفارة تكون بالأعمال الصالحة، وهذا يعني إن الإنسان إذا اتقى الله سهل له الأعمال الصالحة التي يكفر الله بها عنه. الفائدة الثالثة: قوله (وَيَغْفِرُ لَكُمْ) بأن يسركم للاستغفار والتوبة، فإن هذا من نعمة الله علي العبد إن ييسره للاستغفار والتوبة.

এর সেনাপতি ছিলেন সারিয়াহ ইবনে জানিম। শত্রু তাদের অবরুদ্ধ করে ফেলেছিল, অতঃপর আল্লাহ তাআলা উমর (রা.)-এর নিকট এই বাহিনীর অবস্থা উন্মোচিত করে দিলেন, যেন তিনি

সচক্ষে তা দেখছিলেন। তখন তিনি বাহিনীর সেনাপতিকে উদ্দেশ্য করে বললেন: "হে সারিয়াহ, পাহাড়ের দিকে যাও!" অর্থাৎ: পাহাড়কে দুর্গ হিসেবে গ্রহণ করো। সারিয়াহ ইরাকে অবস্থান করা সত্ত্বেও উমর (রা.)-এর সেই আহ্বান শুনতে পান এবং পাহাড়ের আশ্রয়ে আত্মরক্ষা করেন। এটি তাকওয়ারই অন্তর্ভুক্ত; কারণ আউলিয়াগণের (আল্লাহর প্রিয়ভাজনদের) যাবতীয় অলৌকিক নিদর্শন (কারামত) মূলত মহান আল্লাহর প্রতি তাঁদের তাকওয়ারই প্রতিদান। মূল বিষয়টি হলো, তাকওয়ার অন্যতম প্রভাব এই যে, আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের জন্য এমন এক 'ফুরকান' (মানদণ্ড) দান করেন যার মাধ্যমে তারা সত্য ও মিথ্যা, পুণ্যবান ও পাপাচারী এবং এমন অনেক বিষয়ের মাঝে পার্থক্য করতে পারে যা মুত্তাকী ব্যতীত আর কেউ অর্জন করতে পারে না। দ্বিতীয় উপকারিতা: "তিনি তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন।" আর পাপ মোচন হয় সৎকাজের মাধ্যমে যা মন্দ কাজসমূহকে মিটিয়ে দেয়; যেমনটি নবী (সা.) বলেছেন: "পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমা থেকে পরবর্তী জুমা এবং এক রমজান থেকে পরবর্তী রমজান— এগুলোর মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত গুনাহের কাফফারা (ক্ষতিপূরণ) স্বরূপ, যদি কবির গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা হয়।" নবী (সা.) আরও বলেছেন: "এক উমরা থেকে অন্য উমরা— এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফফারা স্বরূপ।" সুতরাং কাফফারা সৎকাজের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। এর তাৎপর্য হলো, মানুষ যদি আল্লাহকে ভয় করে (তাকওয়া অবলম্বন করে), তবে আল্লাহ তার জন্য সেই সকল সৎকাজ সহজ করে দেন যার মাধ্যমে তিনি তার পাপরাশি মোচন করেন। তৃতীয় উপকারিতা হলো মহান আল্লাহর বাণী: "এবং তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন।" অর্থাৎ তিনি তোমাদের তওবা ও ইস্তিগফারের (ক্ষমাপ্রার্থনা) তাওফিক দান করবেন। কারণ এটি বান্দার প্রতি আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত যে, তিনি তাকে তওবা ও ইস্তিগফারের জন্য পথ সহজ করে দেন।

ومن البلاء للعبد، إن يظن إن ما كان عليه من الذنوب ليس بذنوب، فيصر عليه والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا) (الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا) (الكهف: 104، 103)، فكثي من الناس لا يقلع عن الذنب، لأنه زين له_ والعياذ بالله_ فألفه وصعب عليه إن ينتشل نفسه منه، لكن إذا كان متقياً لله_ عز وجل_ سهل الله له الإقلاع عن الذنوب حتى يغفر له، وربما يغفر الله له بسبب تقواه، فتكون تقواه مكفرة لسيئاته، كما حصل لأهل بدر رضي الله عنهم، ((فإن الله اطلع علي أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم))، فتقع الذنوب منهم مغفورة لما حصل لهم فيها، أي في الغزوة من الأجر العظيم. وقوله: (وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) (الأنفال: من الآية 29)، أي: صاحب الفضل العظيم الذي لا يعدله شيء ولا يوازيه شيء، فإذا كان الله موصوفاً بهذه الصفة، فاطلب الفضل منه سبحانه وتعالى، وذلك بنقواه والرجوع إليه. والله اعلم. 69_ وأما الأحاديث فالأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس، قال: ((اتقاهم)) فقالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: ((فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله)) قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال ((فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية

বান্দার জন্য এটি এক কঠিন পরীক্ষা যে, সে মনে করে সে যে সকল পাপে লিপ্ত রয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে পাপ নয়, ফলে সে তাতে অবিচল থাকে—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই—যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: “বলুন, আমি কি তোমাদেরকে আমলের দিক থেকে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সংবাদ দেব? তারা সেই সব লোক যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিভ্রান্ত হয়েছে, অথচ তারা মনে করে যে তারা সৎকাজ করছে।” (আল-কাহাফ: ১০৩-১০৪)। অনেক মানুষ গুনাহ পরিত্যাগ করে না কারণ গুনাহকে তার নিকট সুশোভিত করা হয়েছে—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই—ফলে সে তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং তা থেকে নিজেকে মুক্ত করা তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু যদি সে মহান আল্লাহর প্রতি তাকওয়া অবলম্বনকারী হয়, তবে আল্লাহ তার জন্য গুনাহ বর্জন করা সহজ করে দেন যাতে তিনি তাকে ক্ষমা করতে পারেন।

সম্ভবত আল্লাহ তার তাকওয়ার কারণেই তাকে ক্ষমা করে দেন, ফলে তার তাকওয়া তার মন্দ কর্মসমূহের মোচনকারী হয়ে যায়; যেমনটি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের (আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) ক্ষেত্রে ঘটেছিল। “নিশ্চয়ই আল্লাহ বদরবাসীদের অবস্থা অবগত হয়েছেন এবং বলেছেন: তোমরা যা ইচ্ছা করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।” সুতরাং সেই যুদ্ধে অর্জিত সুমহান প্রতিদানের কারণে তাদের পক্ষ থেকে সংঘটিত পাপসমূহ ক্ষমাযোগ্য হয়ে যায়। আর আল্লাহর বাণী: “আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী” (আল-আনফাল: ২৯), অর্থাৎ: তিনি এমন মহান অনুগ্রহের মালিক যার সমতুল্য বা সমকক্ষ কিছুই নেই। সুতরাং আল্লাহ যখন এই গুণে গুণান্বিত, তখন তাঁর কাছেই অনুগ্রহ প্রার্থনা করো, আর তা তাকওয়া ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমেই সম্ভব। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। ৬৯- আর হাদিসসমূহের ক্ষেত্রে প্রথমটি হলো: আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: জিজ্ঞাসা করা হলো: হে আল্লাহর রাসূল, মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত কে? তিনি বললেন: “তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক মুত্তাকী (আল্লাহভীরু)।” তাঁরা বললেন: আমরা আপনাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছি না। তিনি বললেন: “তবে আল্লাহর নবী ইউসুফ, যিনি আল্লাহর নবীর পুত্র, যিনি আল্লাহর নবীর পুত্র, যিনি আল্লাহর খলিলুল্লাহর (ইব্রাহিম আ.) পুত্র।” তাঁরা বললেন: আমরা আপনাকে এ বিষয়েও জিজ্ঞাসা করছি না। তিনি বললেন: “তাহলে কি তোমরা আরবের বংশমর্যাদা সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করছ? তাদের মধ্যে যারা জাহেলি যুগে শ্রেষ্ঠ ছিল...”

(ص: 522) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

خيرهم في الإسلام إذا فقهوا)). متفق عليه. و ((فقهوا)) بضم القاف علي المشهور، وحكي كسرهما، أي: اعلوا أحكام الشرع. الشرح قوله: من كرم الناس؟ قال: ((اتقاهم)) يعني إن اكرم الناس اتقاهم لله عز وجل وهذا الجواب مطابق تماماً لقوله تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) (الحجرات: من الآية 13)، فالله

سبحانه وتعالى_ لا ينظر إلى الناس من حيث النسب، ولا من حيث الحسب، ولا من حيث المال، ولا من حيث الجمال، وإنما ينظر سبحانه إلى إلا عمال، فأكرم الناس عنده اتقاهم له، ولهذا يمد أهل التقوى بما يمدهم به من الكرامات الظاهرة أو الباطنة، لانهم هم اكرم خلقه عنده، ففي هذا حث علي تقوي الله عز وجل، وانه كلما كان الإنسان اتقي لله فهو اكرم عنده، ولكن الصحابة لا يريدون بهذا السؤال الاكرم عند الله! ((قالوا: لسنا عن هذا نسألك)) ثم ذكر لهم إن اكرم الخلق يوسف

ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، فهو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فانه_ عليه الصلات والسلام_ كان نبياً من سلالة الأنبياء، فكان من اكرم الخلق.

"ইসলামে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তারাই যারা দ্বীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করেছে।" এটি সর্বসম্মত। আর 'ফাকুহ' শব্দটি প্রসিদ্ধ মতে 'ক্বাফ' বর্ণে যম্মাহ (পেশা) যোগে পঠিত হয়, তবে এটি কাসরাহ (যের) যোগেও বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ: শরীয়তের বিধানাবলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। ব্যাখ্যা: তাঁর বাণী: মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত কে? তিনি বললেন: "তাদের মধ্যে সবচেয়ে মুত্তাকী (আল্লাহভীরু) ব্যক্তি।" অর্থাৎ, মানুষের মাঝে সবচেয়ে মর্যাদাবান সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার প্রতি সর্বাধিক তাকওয়া পোষণ করে। আর এই উত্তরটি আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর সাথে পূর্ণাঙ্গভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ: "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মাঝে সেই সর্বাধিক সম্মানিত, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী।" (সূরা আল-হুজুরাত: ১৩)। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষের বংশমর্যাদা, বংশগৌরব, ধন-সম্পদ কিংবা বাহ্যিক সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না; বরং তিনি কেবল তাদের আমল বা কর্মের দিকেই লক্ষ্য করেন। তাই তাঁর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি হলো সেই, যে তাঁর প্রতি সবচেয়ে বেশি তাকওয়া অবলম্বনকারী। এই কারণেই তিনি মুত্তাকী বান্দাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিভিন্ন সম্মান ও অনুগ্রহের দ্বারা ধন্য করেন; কারণ তারাই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তাঁর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ও সম্মানিত। এতে মহান আল্লাহর তাকওয়া অর্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং এটি ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মানুষ আল্লাহর প্রতি যত বেশি মুত্তাকী হবে, তাঁর

নিকট সে তত বেশি মর্যাদাবান হবে। কিন্তু সাহাবীগণ এই প্রশ্নের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট কে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত তা জানতে চাচ্ছিলেন না। তাঁরা বললেন: "আমরা আপনাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি না।" অতঃপর তিনি তাঁদের নিকট বর্ণনা করলেন যে, সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি হলেন ইউসুফ যিনি আল্লাহর নবীর পুত্র, যিনি আল্লাহর নবীর পুত্র, যিনি আল্লাহর খলীল বা বন্ধুর পুত্র। তিনি হলেন ইউসুফ বিন ইয়াকুব বিন ইসহাক বিন ইব্রাহিম। কেননা তিনি—তাঁর ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক—ছিলেন নবীদের বংশধারা থেকে আগত একজন নবী, তাই তিনি ছিলেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত।

(ص: 523) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

((قَالُوا: لَسْنَا عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟)) مَعَادِنُ الْعَرَبِ يَعْنِي أَصُولُهُمْ وَأَنْسَابُهُمْ! ((خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَّهُوا)) يَعْنِي إِنْ أَكْرَمَ النَّاسُ مِنْ حَيْثُ النَّسَبُ وَالْمَعَادِنُ وَالْأَصُولُ، هُمُ الْخِيَارُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، لَكِنْ بِشَرْطٍ إِذَا فَقَّهُوا. فَمِثْلًا بَنُو هَاشِمٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ هُمُ الْخِيَارُ قَرِيشٌ فِي الْإِسْلَامِ، لَكِنْ بِشَرْطٍ إِنْ يَفْقَهُوا فِي دِينِ اللَّهِ، وَإِنْ يَتَعَلَّمُوا مِنْ دِينِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَقَّهَاءَ فَانْهَمُ—وَإِنْ كَانُوا مِنْ خِيَارِ الْعَرَبِ مَعْدِنًا—فَانْهَمُ لَيْسُوا أَكْرَمَ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ، وَلَيْسُوا خِيَارَ الْخَلْقِ. فَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَيَّ إِنْ الْإِنْسَانُ يَشْرَفُهُ بِنَسَبِهِ، لَكِنْ بِشَرْطٍ إِنْ يَكُونُ لِيهِ فِقْهُ فِي دِينِهِ، وَلَا شَكَّ إِنْ النَّسَبُ لَهُ أَثَرٌ، وَلِهَذَا كَانَ بَنُو هَاشِمٍ أَطْيَبَ النَّاسِ وَأَشْرَفَهُمْ نَسَبًا، وَمَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي هُوَ أَشْرَفُ الْخَلْقِ (اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ) (الْأَنْعَامُ: مِنَ الْآيَةِ 124)، فَلَوْلَا إِنْ هَذَا الْبَطْنُ مِنْ بَنِي آدَمَ أَشْرَفَ الْبَطُونِ، مَا كَانَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَبْعَثُ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسلم إلا في اشرف البطون واعلي الأنساب، والشاهد من هذا الحديث قول الرسول
صلي الله عليه وسلم إن اكرم الخلق اتقاهم لله. فإذا كنت تريد أن تكون كريماً
عند الله وذا منزلة عنده، فعليك بالتقوى، فكلما كان الإنسان لله اتقي كان عنده
اكرم. أسأل الله أن يجعلني وإيّاكم من المتقين.

(তারা বললেন: "আমরা আপনাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি না।" তিনি বললেন: "তাহলে কি তোমরা আরবের খনিসমূহ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করছ?") আরবের খনি বলতে তাদের মূল এবং বংশপরম্পরা বোঝায়। (জাহেলি যুগে যারা শ্রেষ্ঠ ছিল, ইসলামেও তারা শ্রেষ্ঠ যদি তারা দ্বীনি সম্যক জ্ঞান অর্জন করে)। অর্থাৎ বংশমর্যাদা, উৎস এবং মূলের বিচারে যারা সর্বাধিক সম্মানিত, জাহেলি যুগে তারাই ছিল শ্রেষ্ঠ; তবে শর্ত হলো যদি তারা দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ, বনু হাশিম ইসলামের মাঝে কুরাইশদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে পরিচিত, তবে শর্ত হলো তারা যেন আল্লাহর দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করে এবং আল্লাহর দ্বীন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। অতঃপর তারা যদি ফকিহ তথা গভীর জ্ঞানসম্পন্ন না হয়, তবে তারা আরবের শ্রেষ্ঠ বংশোদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর নিকট সৃষ্টির মধ্যে অধিক সম্মানিত নয় এবং তারা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও নয়। এতে এই প্রমাণ রয়েছে যে, মানুষ তার বংশের মাধ্যমে মর্যাদা লাভ করে, তবে শর্ত হলো তার দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞান থাকতে হবে। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে বংশমর্যাদার একটি প্রভাব রয়েছে; এই কারণেই বনু হাশিম ছিল বংশগতভাবে পবিত্রতম এবং সবচেয়ে সম্মানিত। সে কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি (আল্লাহ ভালো জানেন কোথায় তাঁর রিসালাত অর্পণ করতে হবে) (সূরা আল-আনআম: ১২৪)। যদি বনী আদমের এই শাখাটি সর্বোত্তম শাখা না হতো, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্তর্ভুক্ত হতেন না। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল শ্রেষ্ঠতম শাখা এবং উচ্চতম বংশেই প্রেরিত হন।

আর এই হাদিসের মূল বক্তব্য হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী যে, সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর প্রতি সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান। সুতরাং আপনি যদি আল্লাহর নিকট সম্মানিত এবং উচ্চ মর্যাদাবান হতে চান, তবে আপনার জন্য তাকওয়া অবলম্বন করা আবশ্যিক। কেননা মানুষ আল্লাহর প্রতি যতটা বেশি তাকওয়াবান হবে, সে তাঁর কাছে ততটাই বেশি সম্মানিত হবে। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাকে এবং আপনাদেরকে মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

70_ الثاني: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)) رواه مسلم.

الشرح هذا الحديث ساقه المؤلف _ رحمه الله _ لما فيه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى، بعد إن ذكر حال الدنيا فقال: ((إن الدنيا حلوة خضرة)) حلوة في المذاق خضرة في المرامي، والشيء إذا كان خضرا حلوا فإن العين تطلبه أولا، ثم تطلبه النفس ثانيا، والشيء إذا اجتمع فيه طلب العين وطلب النفس، فإنه يوشك للإنسان إن يقع فيه. فالدنيا حلوة في مذاقها، خضرة في مراها، فيغتر الإنسان بها وينهمك فيها ويجعلها أكبر همه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين إن الله _ تعالى _ مستخلفنا فيها فينظر كيف نعمل، فقال: ((إن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون)) هل تقومون بطاعته، وتنهون النفس عن الهوى، وتقومون بما أوجب الله عليكم، ولا تغترون بالدنيا، أو إن الأمر بالعكس؟ ولهذا قال: ((فاتقوا الدنيا)) أي: قوموا بما أمركم به، واتركوا ما نهاكم عنه، ولا تغرنكم حلاوة الدنيا ونضرتها. كما قال تعالى: (فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ) (لقمان: من الآية 33).

৭০_ দ্বিতীয়: আবু সাঈদ আল-খুদরী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণিত, নবী (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) বলেছেন: "নিশ্চয়ই দুনিয়া সুমিষ্ট ও সবুজ-শ্যামল। আর আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এতে স্ফুর্ভাষিত করেছেন যেন তিনি দেখতে পারেন তোমরা কীভাবে কাজ করো। অতএব, তোমরা দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকো এবং নারী থেকে বেঁচে থাকো। কারণ বনী ইসরাঈলের প্রথম ফিতনা বা বিপর্যয় নারীদের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছিল।" এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন। ব্যাখ্যা: গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন) এই হাদীসটি এখানে উল্লেখ করেছেন কারণ এতে দুনিয়ার অবস্থা বর্ণনার পর নবী (তাঁর ওপর

আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) তাকওয়া বা আল্লাহভীতির নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই দুনিয়া সুমিষ্ট ও সবুজ-শ্যামল।" এটি স্বাদে মিষ্টি এবং দর্শনে সবুজ ও সজীব। কোনো বস্তু যখন সজীব ও মিষ্টি হয়, তখন প্রথমে চোখ তা অনুসন্ধান করে এবং পরবর্তীতে মন তা পেতে চায়। আর যখন কোনো জিনিসের প্রতি চোখ এবং মন উভয়ের আকাঙ্ক্ষা একত্রিত হয়, তখন মানুষের পক্ষে তাতে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। দুনিয়া এর স্বাদে মিষ্টি এবং সৌন্দর্যে সবুজ-শ্যামল, ফলে মানুষ এর দ্বারা প্রতারিত হয় এবং এতে নিমগ্ন হয়ে যায় ও একেই তার জীবনের প্রধান চিন্তার বিষয় বানিয়ে নেয়। কিন্তু নবী (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের এই পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত করেছেন যাতে তিনি আমাদের আমল পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এতে স্থলাভিষিক্ত করেছেন যেন তিনি দেখতে পারেন তোমরা কীভাবে কাজ করো।" অর্থাৎ, তোমরা কি তাঁর আনুগত্য করবে, নিজেদের নফসকে প্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহ তোমাদের ওপর যা ফরজ করেছেন তা পালন করবে এবং দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন হবে না? নাকি বিষয়টি এর উল্টো হবে? এই কারণেই তিনি বলেছেন: "অতএব দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকো।" অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে যা আদেশ করেছেন তা পালন করো এবং যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো। দুনিয়ার মিষ্টতা ও সজীবতা যেন তোমাদের প্রলুব্ধ না করে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কোনোভাবেই প্রতারিত না করে এবং সেই মহাপ্রতারক (শয়তান) যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।" (সূরা লুকমান: আয়াত ৩৩ এর অংশ)।

(ص: 525) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

ثم قال: ((فأتقوا الدنيا واتقوا النساء))، أي: احذروهن وهذا يشمل الحذر من المرأة في كيدها مع زوجها، ويشمل أيضاً الحذر من النساء وفتنتهن، ولهذا قال: ((فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)) . فافتنوا في النساء، فضلوا وأضلوا

والعياذ بالله_ ولذلك نجد أعداءنا وأعداء ديننا_ أعداء شريعة الله عز وجل_ يركزون اليوم علي مسألة النساء، وتبرجهن، واختلاطهن بالرجال، ومشاركتهم للرجال في الأعمال، حتى يصبح الناس كأنهم الحمير، لا يهتمهم إلا بطونهم وفروجهم والعياذ بالله، وتصبح النساء وكأنهن دمي، أي صور، لا يهتم الناس إلا بشكل المرأة، كيف يزينوها، وكيف يجهلونّها، وكيف يأتون لها بالجميلات والمحسنات، وما يتعلق بالشعر، وما يتعلق بالجلد، ونتف الشعر، والساق، والذراع، والوجه، وكل شيء، حتى يجعلوا أكبرهم النساء إن تكون المرأة كالصورة من البلاستيك. لا يهتمها عبادة ولا يهتمها أولاد. ثم إن أعداءنا_ أعداء دين الله، وأعداء شريعته، وأعداء الحياء_ يريدون إن يقحبوا المرأة في وظائف الرجال، حتى يضيّقوا علي الرجال الخناق، ويجعلوا الشباب يتسكعون في الأسواق، ليس لهم شغل، ويحصل من فراغهم هذا شر كبير وفتنة عظيمة، لان الشباب والفراغ والغني من اعظم المفسد كما قيل: إن الشباب والفراغ والجد ... مفسدة للبرء أي مفسده

এরপর তিনি বলেছেন: "তোমরা দুনিয়া সম্পর্কে সতর্ক থাকো এবং নারী সম্পর্কে সতর্ক থাকো", অর্থাৎ: তাদের ব্যাপারে সাবধান হও। এটি স্বামীর সাথে স্ত্রীর চক্রান্তের ব্যাপারে সাবধানতাকে অন্তর্ভুক্ত করে, আবার নারী ও তাদের ফিতনা বা প্রলোভন থেকেও সাবধানতাকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই কারণেই তিনি বলেছেন: "বনী ইসরাঈলের প্রথম ফিতনা ছিল নারীদের নিয়ে।" তারা নারীদের মাধ্যমে প্রলুদ্ধ হয়েছিল, ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করেছে—আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। এজন্যই আমরা দেখি যে, আমাদের শত্রুগণ এবং আমাদের দ্বীনের শত্রুগণ—মহান আল্লাহর শরীয়তের শত্রুগণ—আজ নারী বিষয়ক বিষয়াদি, তাদের রূপ প্রদর্শন, পুরুষদের সাথে তাদের অবাধ মেলামেশা এবং কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে তাদের অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। ফলে মানুষ যেন গাধার ন্যায় হয়ে পড়ছে, যাদের উদরপূর্তি এবং কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া আর কোনো চিন্তা নেই—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। আর নারীরা যেন পুতুলের মতো হয়ে পড়ছে, অর্থাৎ কেবলই অবয়ব। মানুষ এখন কেবল নারীর বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রতিই গুরুত্ব দিচ্ছে—কীভাবে

তাদের সাজাবে, কীভাবে তাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে, কীভাবে তাদের জন্য প্রসাধনী ও সৌন্দর্যবর্ধক সামগ্রী নিয়ে আসবে এবং যা কিছু চুলের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং যা কিছু ত্বকের সাথে সংশ্লিষ্ট, পশম উপড়ানো, পা, বাহু, মুখমণ্ডল এবং সবকিছুর সাথে সংশ্লিষ্ট; এমনকি তারা তাদের প্রধান লক্ষ্য বানিয়েছে যেন নারী একটি প্লাস্টিকের মূর্তির মতো হয়ে যায়। তার কাছে ইবাদতের কোনো গুরুত্ব নেই, সন্তানদেরও কোনো পরোয়া নেই। অধিকন্তু আমাদের শত্রুগণ—আল্লাহর দ্বীনের শত্রু, তাঁর শরীয়তের শত্রু এবং লজ্জাশীলতার শত্রুগণ—নারীদের পুরুষদের কর্মক্ষেত্রে ঠেলে দিতে চায়, যাতে তারা পুরুষদের জন্য পথ সংকীর্ণ করে দেয় এবং যুবকদের বাজারে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য করে, যাদের কোনো কাজ থাকবে না। আর তাদের এই অবসর থেকে বড় ধরনের অনিষ্ট ও ভয়াবহ ফিতনার সৃষ্টি হয়। কারণ যৌবন, অবসর এবং সচ্ছলতা হলো মানুষের বড় ধ্বংসাত্মক বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত, যেমনটি বলা হয়েছে: নিশ্চয়ই যৌবন, অবসর এবং প্রাচুর্য ... মানুষের জন্য চরম ধ্বংসের কারণ।

(ص: 526) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

فهم يقحمون النساء الآن بالوظائف الرجالية ويدعون الشباب، ليفسد الشباب وليفسد النساء. أتدرون ماذا يحدث؟ يحدث بتوظيفهن مع الرجال مفسدة الاختلاط، ومفسدة الزنا والفاحشة، سواء في زني العين، أو زني اللسان، أو زني اليد، أو زني الفرج، كل ذلك محتمل إذا كانت المرأة مع الرجل في الوظيفة. وما أكثر الفساد في البلاد التي بتوظف الرجال فيها مع النساء. ثم إن المرأة إذا وظفت، فإنها سوف تنعزل عن بيتها، وعن زوجها، وتصبح الأسرة متفككة، ثم إنها إذا وظفت سوف يحتاج البيت إلى خادم، وحيث نستجلب نساء العالم من كل مكان، وعلي كل دين، وعلي كل خلق، ولو كان

الدين علي غير دين الإسلام، ولو كان الخلق خلقاً فاسداً، نستجلب النساء ليكن
خدماً في البيوت، ونجعل نساءنا تعمل في محل رجالنا، فنعطل رجالنا ونشغل
نساءنا، وهذا أيضاً فيه مفسدة عظيمة وهي تفكك الأسرة، لان الطفل إذا نشأ وليس
أمامه إلا الخادم، نسي أمه ونسي أباه، وفقد الطفل تعلقه بهما. ففسدت البيوت،
وتشتت الأسر، وحصل في ذلك من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. ولا شك إن أعداءنا
وأذناب أعداءنا_ لأنه يوجد فينا أذناب لهؤلاء الأعداء، درسوا عندهم وتلطخوا
بأفكارهم السيئة، ولا أقول انهم غسلوا أدمغتهم، بل أقول انهم لوثوا أدمغتهم
بهذه الأفكار الخبيثة المعارضة لدين الإسلام_ وقد يقولون: إن هذا لا يعارض
العقيدة، بل نقول انه يهدم العقيدة بأن يقول الإنسان بأن الله له شريك، أو إن

তারা বর্তমানে নারীদের পুরুষোচিত পেশাসমূহে ঠেলে দিচ্ছে এবং যুবকদের কর্মবিমুখ করছে,
যাতে যুবক ও নারী উভয়ই পথভ্রষ্ট হয়। আপনারা কি জানেন এর ফলে কী ঘটছে? পুরুষদের
সাথে নারীদের নিয়োগের ফলে অবাধ মেলামেশার ফিতনা এবং ব্যভিচার ও অশ্লীলতার অনিষ্ট
সাধিত হচ্ছে; চাই তা চোখের ব্যভিচার হোক, জিহ্বার ব্যভিচার হোক, হাতের ব্যভিচার হোক
কিংবা যৌনাঙ্গের ব্যভিচার—কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ একত্রে থাকলে এই সবকিছুই প্রবল
সম্ভাবনা থাকে। যেসব দেশে পুরুষ ও নারী একত্রে কাজ করে, সেখানে ফিতনা-ফ্যাসাদ কতই
না প্রকট! তদুপরি, নারী যখন কর্মে নিযুক্ত হয়, তখন সে তার গৃহ ও স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে
পড়ে এবং পরিবারটি ভেঙে যায়। অতঃপর যখন সে কর্মজীবী হয়, তখন গৃহের কাজের জন্য
একজন পরিচারিকার প্রয়োজন পড়ে; এমতাবস্থায় আমরা বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে বিভিন্ন ধর্ম
ও চরিত্রের নারীদের নিয়ে আসি—যদিও সেই ধর্ম

ইসলামি আদর্শের পরিপন্থী হয় এবং চরিত্র কলুষিতও হয়। আমরা ভিনদেশি নারীদের ঘরের
পরিচারিকা হিসেবে আনছি আর আমাদের নিজেদের নারীদের পুরুষদের স্থলে কাজে নিয়োগ
দিচ্ছি। এর ফলে আমরা আমাদের পুরুষদের কর্মহীন করছি এবং নারীদের শ্রমে নিয়োজিত
করছি। এর মধ্যে এক মহা অনিষ্ট নিহিত রয়েছে, আর তা হলো পরিবারের বিপর্যয়; কারণ
একটি শিশু যখন কেবল গৃহকর্মীর সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠে, তখন সে তার মা ও বাবাকে ভুলে যায়
এবং তাদের প্রতি মমতা হারিয়ে ফেলে। এভাবে গৃহগুলো শ্রীহীন হয়, পরিবারগুলো ছিন্নভিন্ন
হয়ে যায় এবং এর মাধ্যমে এমন সব অনিষ্টের দ্বার উন্মোচিত হয় যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ

জানেন না। নিঃসন্দেহে আমাদের শত্রু এবং তাদের অনুচরেরা—কেননা আমাদের মাঝে এমন কিছু দোসর রয়েছে যারা তাদের কাছে পাঠ গ্রহণ করেছে এবং তাদের কুৎসিত ধ্যান-ধারণায় নিমজ্জিত হয়েছে; আমি বলবো না যে তারা তাদের মগজ ধোলাই করেছে, বরং আমি বলবো যে তারা ইসলামি আদর্শের পরিপন্থী এই নিকৃষ্ট চিন্তাধারা দিয়ে তাদের মস্তিষ্ককে অপবিত্র করেছে—হয়তো তারা বলবে: এটি আকিদার (বিশ্বাসের) সাথে সাংঘর্ষিক নয়, বরং আমরা বলবো এটি আকিদাকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়। যেমন কোনো মানুষ যদি বলে যে আল্লাহর কোনো শরিক আছে অথবা...

(ম: 527) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الله ليس موجودا وما أشبهه فحسب، بل هذه المعاصي تهدم العقيدة هدمًا، لان الإنسان يبقي ويكون كأنه ثور أو حمار، لا يهتم بالعقيدة ولا بالعبادة، لأنه متعلق بالدنيا وزخارفها وبالنساء، وقد جاء في الحديث الصحيح: ((ما تركت بعدي الضر علي الرجال من النساء)). ولهذا يجب علينا نحن_ ونحن_ والحمد لله_ أمة مسلمة_ إن نعارض هذه الأفكار، وان نقف ضدها في كل مكان وفي كل مناسبة، علما بأنه يوجد عندنا قوم_ لا أكثرهم الله ولا أنالهم مقصودهم_ يريدون هذا الأمر، ويريدون الفتنة والشر لهذا البلد المسلم المسالم المحافظ، لانهم يعلمون إن آخر معقل للمسلمين هو هذه البلاد، التي تشمل مقدسات المسلمين، وقبله المسلمين، ليفسدوها حتى تفسد الأمة الإسلامية كلها، فكل الأمة الإسلامية ينظرون إلى هذه البلاد ماذا تفعل، فإذا انهدم الحياء والدين في هذه البلاد فسلام عليهم، وسلام علي الدين والحياء. لهذا أقول، يا إخواني، يجب علينا شبابًا، وكهولًا، وشيوخًا، وعلماء، ومتعلمين، إن نعارض هذه الأفكار، وان نقيم الناس كلهم ضدها، حتى لا تسري فينا سريان النار في الهشيم فتحرقنا، نسأل الله

تعالى إن يجعل كيد هؤلاء الذين يدبرون مثل هذه الأمور في نحورهم، وإن لا يبلغهم منازلهم، وإن يكتبهم برجال صالحين حتى تخذ فتنتهم، انه جواد كريم.

বিষয়টি কেবল এমন নয় যে আল্লাহর অস্তিত্ব বা তদ্রূপ বিষয়ের ওপর এর প্রভাব পড়ে, বরং এই পাপসমূহ আকীদাহ বা বিশ্বাসকে সমূলে বিনাশ করে দেয়। কেননা এর ফলে মানুষ এমন এক অবস্থায় উপনীত হয় যেন সে একটি বলদ বা গাধা; সে আকীদাহ কিংবা ইবাদতের কোনো পরোয়াই করে না, কারণ সে দুনিয়া, এর বাহ্যিক চাকচিক্য এবং নারীদের মোহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: "আমি আমার পর পুরুষদের জন্য নারীদের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর কোনো ফিতনা রেখে যাইনি।" এই কারণেই আমাদের জন্য—আর আলহামদুলিল্লাহ আমরা এক মুসলিম উম্মাহ—অপরিহার্য হলো এসব ভ্রান্ত ধারণার বিরোধিতা করা এবং প্রতিটি স্থানে ও প্রতিটি সুযোগে এর বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করা। এ কথা স্মর্তব্য যে, আমাদের মাঝে এমন একদল লোক রয়েছে—আল্লাহ তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি না করুন এবং তাদের উদ্দেশ্য সফল না করুন—যারা এই বিষয়টি কামনা করে এবং এই শান্তিকামী, রক্ষণশীল মুসলিম ভূখণ্ডের অমঙ্গল ও ফিতনা চায়। কারণ তারা জানে যে, মুসলিমদের সর্বশেষ দুর্গ হলো এই দেশ, যা মুসলিমদের পবিত্র স্থানসমূহ এবং তাদের কিবলাকে বেষ্টিত করে আছে; তারা একে কলুষিত করতে চায় যাতে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর অবক্ষয় ঘটে। কেননা সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এই দেশের কর্মপন্থার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। সুতরাং যদি এই ভূখণ্ডে লজ্জা ও দ্বীন বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে তাদের ওপর এবং দ্বীন ও লজ্জার ওপর চিরবিদায়ের সালাম। হে আমার ভ্রাতৃবৃন্দ! এজন্য আমি বলি, আমাদের যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, আলিম এবং শিক্ষার্থী—সকলের জন্য আবশ্যিক হলো এই চিন্তাধারার বিরোধিতা করা এবং সর্বস্তরের মানুষকে এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করা; যাতে এটি আমাদের মাঝে শুষ্ক কাঠে অগ্নির ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে আমাদের ভস্মীভূত না করে দেয়। আমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, যারা এ জাতীয় ষড়যন্ত্র করছে তিনি যেন তাদের চক্রান্ত তাদের নিজেদের দিকেই ফিরিয়ে দেন, তাদের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ করে দেন এবং নেককার ব্যক্তিদের মাধ্যমে তাদের এমনভাবে পরাভূত করেন যেন তাদের ফিতনা নির্বাপিত হয়ে যায়। নিশ্চয়ই তিনি পরম করুণাময় ও মহানুভব।

71_ الثالث: عن أبي مسعود رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغني)) رواه مسلم الشرح من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في باب التقوى هذا الحديث: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء: ((اللهم أني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغني)). ((الهدى)) هنا بمعنى العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى العن كغيره من الناس، لان الله سبحانه وتعالى قال له: (وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا) (طه: من الآية 114). وقال الله له: (وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا) (النساء: من الآية 113)، فهو عليه الصلاة والسلام محتاج إلى العلم، فيسال الله الهدى. والهدى إذا ذكر وحده يشمل العلم والتوفيق للحق، أما إذا قرن معه ما يدل علي التوفيق للحق فإنه يفسر بمعنى العلم، لان الأصل في اللغة العربية إن العطف يقتضي المغايرة، فيكون الهدى له معني، وما بعده مما يدل علي التوفيق له معني آخر. وأما قوله: ((والتقى)) فالمراد بالتقى هنا: تقوي الله عز وجل، فسال

৭১_ তৃতীয়: আবু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন: "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে হেদায়াত, তাকওয়া (আল্লাহভীতি), পবিত্রতা ও সচ্ছলতা প্রার্থনা করছি।" (মুসলিম)। ব্যাখ্যা: গ্রন্থকার (রাহিমাহুল্লাহ) তাকওয়া অধ্যায়ে যে হাদিসগুলো উল্লেখ করেছেন এটি তার অন্তর্ভুক্ত। নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) মহান আল্লাহর কাছে এই দোয়ার মাধ্যমে প্রার্থনা করতেন: "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে হেদায়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা ও সচ্ছলতা প্রার্থনা করছি।" এখানে 'হেদায়াত' বলতে জ্ঞান বোঝানো হয়েছে। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্য সব মানুষের মতো জ্ঞানের মুখাপেক্ষী ছিলেন, কারণ মহান আল্লাহ তাঁকে বলেছেন:

"আপনার প্রতি আল্লাহর ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার আগে আপনি কুরআন পাঠে তাড়াহুড়া করবেন না এবং বলুন: হে আমার পালনকর্তা! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।" (সূরা ত্ব-হা: ১১৪)। আল্লাহ তাঁকে আরও বলেছেন: "আর তিনি আপনাকে এমন সব বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন যা আপনি জানতেন না এবং আপনার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ অত্যন্ত মহান।" (সূরা আন-নিসা: ১১৩)। অতএব তিনি (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) জ্ঞানের মুখাপেক্ষী ছিলেন, তাই তিনি আল্লাহর কাছে হেদায়াত প্রার্থনা করতেন। হেদায়াত শব্দটি যখন এককভাবে উল্লেখ করা হয়, তখন তা জ্ঞান এবং সত্যের পথে চলার তাওফিক—উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু যখন এর সাথে এমন কোনো শব্দ যুক্ত হয় যা সত্যের পথে চলার তাওফিক নির্দেশ করে, তখন হেদায়াত শব্দটি কেবল 'জ্ঞান' অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়। কারণ আরবি ভাষার মূল নীতি হলো, সংযোজক অব্যয় অর্থের ভিন্নতা দাবি করে। সেক্ষেত্রে হেদায়াতের একটি অর্থ থাকবে এবং তার পরে যা তাওফিক নির্দেশ করে তার ভিন্ন অর্থ থাকবে। আর তাঁর বাণী: "তাকওয়া"; এখানে তাকওয়া বলতে মহান আল্লাহর ভয় উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তিনি প্রার্থনা করেছেন...

(ص: 529) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

النبي صلي الله عليه وسلم ربه التقي أي: إن يوفقه إلى تقوي الله، لان الله عز وجل هو الذي بيده مقاليد كل شيء، فإذا وكل العبد إلى نفسه ضاع ولم يحصل علي شيء، فإذا وفقه الله عز وجل، ورزقه التقي، صار مستقيماً علي تقوي الله عز وجل. وأما قوله: ((العفاف)) فالمراد به إن يمين الله عليه بالعفاف والعفة عن كل ما حرم الله عليه، فيكون عطفه علي التقوي من باب عطف الخاص علي العام، إن خصصنا العفاف بالعفاف عن شيء معين، وإلا فهو من باب عطف المترادفين. فالعفاف: إن يعف عن كل ما حرم الله عليه فيما يتعلق بجميع المحارم التي حرمها الله عز وجل. وأما ((الغني)) فالمراد به الغني عما سوي الله، أي: الغني عن الخلق، بحيث لا يفتقر الإنسان إلى أحد سوي ربه عز وجل. والإنسان إذا وفقه الله ومن عليه بالاستغناء

عن الخلق، صار عزيز النفس غير ذليل، لان الحاجة إلى الخلق ذل ومهانة،
والحاجة إلى الله تعالى عز وعبادة، فهو عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل
الغني. فينبغي لنا إن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء، وان
نسأل الله الهدي والتقي والعفاف والغني. وفي هذا الحديث دليل علي إن النبي صلي
الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وان الذي يملك ذلك هو الله. وفي دليل
أيضا علي أبطال من تعلقوا بالأولياء والصالحين في جلب

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবের কাছে 'আত-তুকা' (তাকওয়া) প্রার্থনা করেছেন;
অর্থাৎ আল্লাহ যেন তাঁকে তাকওয়া অর্জনে তাওফীক দান করেন। কেননা মহান আল্লাহই হলেন
সেই সত্তা, যাঁর হাতে সমস্ত কিছু চাবিকাঠি। বান্দাকে যদি তার নিজের ওপর ছেড়ে দেওয়া
হয়, তবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং কিছুই অর্জন করতে পারবে না। সুতরাং মহান আল্লাহ যখন
তাকে তাওফীক দান করেন এবং তাকওয়ার রিযিক নসীব করেন, তখন সে আল্লাহর
তাকওয়ার ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

আর তাঁর বাণী: 'আল-আফাফ' (পবিত্রতা) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ যেন তাঁকে সেই পবিত্রতা
ও আত্মসংযম দান করেন যার মাধ্যমে তিনি আল্লাহর নিষিদ্ধ সকল বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে
পারেন। এখানে তাকওয়ার পর আফাফ-এর উল্লেখ করা 'সাধারণের পর বিশেষের উল্লেখ'
(আতফ আল-খাস আলাল আম) পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত—যদি আমরা 'আফাফ'কে কোনো নির্দিষ্ট
বিষয়ের পবিত্রতা হিসেবে গণ্য করি। অন্যথায় এটি সমার্থক শব্দের সমন্বয়। সুতরাং 'আফাফ'
হলো: আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা যা কিছু হারাম করেছেন, সেই সকল নিষিদ্ধ বিষয় থেকে
নিজেকে পবিত্র রাখা। আর 'আল-গিনা' (অমুখাপেক্ষিতা) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ ব্যতীত
অন্য সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়া। অর্থাৎ সৃষ্টির মুখাপেক্ষিতা থেকে বিমুখ হওয়া, যাতে
মানুষ তার প্রতিপালক ব্যতীত অন্য কারো মুখাপেক্ষী না হয়। আল্লাহ যখন কোনো মানুষকে
সৃষ্টির অমুখাপেক্ষী হওয়ার তাওফীক ও অনুগ্রহ দান করেন, তখন সে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হয়
এবং লাঞ্চিত হয় না। কেননা সৃষ্টির কাছে হাত পাতা লাঞ্ছনা ও অবমাননাকর, আর মহান
আল্লাহর কাছে মুখাপেক্ষী হওয়া সম্মান ও ইবাদত স্বরূপ। এজন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে অমুখাপেক্ষিতা বা স্বচ্ছলতা প্রার্থনা করেছেন। অতএব, আমাদের
উচিত এই দোয়ার ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা এবং আল্লাহর

কাছে হিদায়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা ও অমুখাপেক্ষিতা প্রার্থনা করা। এই হাদীসে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কোনো কল্যাণ বা অকল্যাণ সাধনের মালিক নন; বরং এর মালিক একমাত্র আল্লাহ। এতে আরও প্রমাণ রয়েছে তাদের দাবির অসারতার, যারা কোনো কিছু লাভের আশায় ওলী ও নেককার বান্দাদের ওপর নির্ভর করে।

(ص: 530) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

المنافع ودفع المضار، كما يفعل بعض الجهال الذين يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كانوا عند قبرة، أو يدعون من يزعمون أنهم أولياء من دون الله، فإن هؤلاء ضالون في دينهم، سفهاء في عقولهم، لان هؤلاء المدعويين هم بأنفسهم لا يملكون لأنفسهم شيئاً، قال الله تعالى لنبيه صلي الله عليه وسلم (قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ) (الأنعام: من الآية 50) ، وقال له: (قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلَا ضَرّاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ) (الأعراف: من الآية 188) ، وقال له: (قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلَا رَشْداً) (قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِداً) (الجن: 22، 21) . فالإنسان يجب إن يعلم إن البشر مهما أتوا من الوجاهة عند الله عز وجل، ومن النزلة والمرتبة عند الله، فإنهم ليسوا بمستحقين إن يدعوا من دون الله، بل انهم_ اعني من لهم جاه عند الله من الأنبياء والصالحين_ يبرؤون تبرؤنا تماماً ممن يدعونهم من دون الله عز وجل. قال عيسى عليه الصلاة والسلام لما قال له الله: (أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ

لِي بِحَقِّ) (المائدة: من الآية 116) ، ليس من حق عيسى ولا غيره إن يقول للناس اتخذوني إلها من دون الله: (إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ) (مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ) (المائدة: من الآية 117، 116) . فالحاصل إننا نسبع عن بعض جهال المسلمين في بعض الأقطار الإسلامية، الذين يأتون إلى قبور من يزعموهم أولياء، فيدعون هؤلاء الأولياء، فإن هذا العمل سفه في العقل، وزلال في الدين. وهؤلاء لن

কল্যাণ লাভ এবং অকল্যাণ দূর করার জন্য, যেমনটি কিছু মূর্খ ব্যক্তি করে থাকে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের কাছে গিয়ে তাঁকে আহ্বান করে, অথবা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের আহ্বান করে যাদেরকে তারা মনে করে যে তারা আল্লাহর ওলি; নিশ্চয়ই তারা তাদের দ্বীনের ব্যাপারে পথভ্রষ্ট এবং তাদের বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে নির্বোধ। কারণ যাদের ডাকা হচ্ছে তারা স্বয়ং নিজেদের জন্যও কোনো কিছুর মালিকানা রাখে না। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন: "আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে, আর না আমি অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত, আর না আমি তোমাদের বলি যে, আমি একজন ফেরেশতা।" (সূরা আল-আনআম: আয়াত ৫০-এর অংশ), এবং তিনি তাঁকে আরও বলেছেন: "আপনি বলুন, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত আমি আমার নিজের কল্যাণ বা অকল্যাণের ওপর কোনো ক্ষমতা রাখি না।" (সূরা আল-আরাফ: আয়াত ১৮৮-এর অংশ), এবং তিনি তাঁকে আরও বলেছেন: "আপনি বলুন, আমি তোমাদের জন্য কোনো অকল্যাণ করার বা তোমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করার মালিক নই। আপনি বলুন, আমাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে কেউই রক্ষা করতে পারবে না এবং আমি তাঁকে ব্যতীত অন্য কোনো আশ্রয়স্থল পাব না।" (সূরা আল-জিন: ২১-২২)। সুতরাং মানুষের জানা উচিত যে, মানুষ মহান আল্লাহর কাছে যতই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হোক না কেন, তারা আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য হিসেবে আহুত হওয়ার যোগ্য নয়। বরং তারা— অর্থাৎ আল্লাহর নিকট মর্যাদাবান নবীগণ ও নেককার বান্দাগণ—আল্লাহ ব্যতীত যারা তাদের আহ্বান করে, তাদের থেকে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও দায়মুক্ত ঘোষণা করবেন। ঈসা আলাইহিস সালাম তখন বলেছিলেন যখন আল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন: "তুমি কি

মানুষকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে এবং আমার মাতাকে দুই উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করো? তিনি বললেন, আপনি অত্যন্ত পবিত্র! যা বলার অধিকার আমার নেই, তা বলা আমার পক্ষে শোভনীয় নয়।" (সূরা আল-মায়িদাহ: আয়াত ১১৬-এর অংশ)। ঈসা (আলাইহিস সালাম) বা অন্য কারোর জন্য এটি বৈধ নয় যে তারা মানুষকে বলবে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করো: "আমি যদি তা বলতাম, তবে আপনি অবশ্যই তা জানতেন। আমার অন্তরে যা আছে তা আপনি জানেন, কিন্তু আপনার সত্তায় যা আছে আমি তা জানি না। নিশ্চয়ই আপনি অদৃশ্য বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। আমি তাদের কেবল তা-ই বলেছি যা আপনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন—অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক।" (সূরা আল-মায়িদাহ: আয়াত ১১৬, ১১৭)। মোদাকথা হলো, আমরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কতিপয় অজ্ঞ মুসলিম সম্পর্কে যা শুনে থাকি—যারা এমন ব্যক্তিদের কবরের কাছে আসে যাদেরকে তারা ওলি মনে করে এবং সেই ওলিদের কাছে প্রার্থনা করে—নিশ্চয়ই এই কাজ বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে নির্বুদ্ধিতা এবং দ্বীনের ক্ষেত্রে এক মহা বিচ্যুতি। আর তারা...

(ص: 531) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

ينفعوا أحدا أبدا، فهم جثث هامة، هم بأنفهم لا يستطيعون الحراك فكيف يتحركون لغيرهم، والله الموفق. 72_ الرابع: عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حلف علي يمين ثم راء اتقي الله منها فليأت التقوى رواه مسلم الشرح اليمين هي الحلف بالله عز وجل، أو باسم من أسبأه، أو صفة من صفاته، ولا يجوز الحلف بغير الله، لا بالنبى صلى الله عليه وسلم، ولا جبريل عليه الصلاة والسلام، ولا بأي أحد من الخلق، لقول النبي صلى

الله عليه وسلم: ((من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)). وقال: ((من حلف بغير
الله فقد كفر أو أشرك)) فمن حلف بغير الله فهو آثم، ولا يمين عليه، لأنها يمين
غير منعقدة.

তারা কখনই কারো কোনো উপকার করতে পারবে না, কারণ তারা নিজীব দেহ; তারা
নিজেরাই নড়াচড়া করতে সক্ষম নয়, তবে কীভাবে তারা অন্যের জন্য নড়াচড়া করবে? আর
আল্লাহই তাওফিক দানকারী। ৭২_ চতুর্থ: আবু তারিফ আদি ইবনে হাতিম আত-তাঈ
(রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: ((যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে শপথ করল, অতঃপর দেখল যে
আল্লাহর প্রতি তাকওয়া অন্য বিষয়ের মধ্যে নিহিত, তবে সে যেন সেই তাকওয়া অনুযায়ী কাজ
করে))। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন। ব্যাখ্যা: ইয়ামিন বা শপথ হলো মহান আল্লাহর নামে
হলফ করা, অথবা তাঁর কোনো নামে, কিংবা তাঁর কোনো গুণের মাধ্যমে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য
কারও নামে শপথ করা বৈধ নয়; নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে নয়,
জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর নামে নয় এবং সৃষ্টির অন্য কোনো কিছুর নামেও নয়।
কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: ((যে ব্যক্তি শপথ করতে চায়, সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে অথবা
চুপ থাকে))। তিনি আরও বলেছেন: ((যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে শপথ করল, সে
কুফরি অথবা শিরক করল))। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে শপথ করল সে
পাপিষ্ঠ হলো এবং তার ওপর কোনো শপথ নেই, কারণ এটি একটি অসিদ্ধ শপথ,

(ص: 532) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رد)). ولا
ينبغي للإنسان إن يكثر من اليمين، فإن هذا هو معنى قوله تعالى: (وَاحْفَظُوا
أَيْمَانَكُمْ) (المائدة: من الآية 89)، علي راء بعض المفسرين، قالوا: واحفظوا

إيمانكم: أي لا تكثروا الحلف بالله، وإذا حلفت ينبغي إن تقيد اليمين بالشيئة، فتقول: والله إن شاء الله، لتستفيد بذلك فائدتين عظيمتين: الفائدة الأولى: إن يتييسر لك ما حلفت عليه. والفائدة الثانية: أنك لو حنثت فلا كفارة عليك، فمن حلف علي يمين وقال إنشاء الله لم يحنث، ولو خالف ما حلف عليه، ولكن اليمين التي توجب الكفارة هي اليمين علي شيء مستقبل، أما اليمين علي شيء ماضي فلا كفارة فيها، ولكن إن كان الحالف كاذباً فهو آثم، وإن كان صادقاً فلا شيء عليه، ومثال هذا لو قال قائل: والله ما فعلت كذا! فهنا ليس عليه كفارة صدق أو كذب، لكن إن كان صادقاً انه لم يفعله فهو سالم من الإثم، وإن كان كاذباً بأن كان قد فعله فهو آثم. وأما اليمين التي فيها الكفارة فهي اليمين علي شيء مستقبل، فإذا حلفت علي شيء مستقبل فقلت: والله لا افعل كذا، فهنا نقول: إن فعلته فعليك الكفارة، وإن لم تفعله فلا كفارة عليك، والله لا افعل كذا، فهذه يمين

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর কারণে: "যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল যাতে আমাদের কোনো নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।" আর মানুষের জন্য অধিক শপথ করা সমীচীন নয়, কারণ কতিপয় তাফসীরবিদের মতে মহান আল্লাহর এই বাণীর মর্মার্থ এটাই: "এবং তোমরা তোমাদের শপথসমূহ রক্ষা করো" (সূরা আল-মায়িদাহ: ৮৯ এর অংশ)। তাঁরা বলেন: "তোমাদের শপথসমূহ রক্ষা করো" অর্থাৎ আল্লাহর নামে অত্যধিক শপথ করো না। আর যখন আপনি শপথ করবেন, তখন সেই শপথকে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে শর্তযুক্ত করা উচিত; তাই আপনি বলবেন: "আল্লাহর কসম, যদি আল্লাহ চান।" এর মাধ্যমে আপনি দুটি মহান উপকার লাভ করবেন। প্রথম উপকারটি হলো: আপনি যে বিষয়ে শপথ করেছেন তা আপনার জন্য সহজসাধ্য হবে। আর দ্বিতীয় উপকারটি হলো: আপনি যদি শপথ রক্ষা করতে না পারেন, তবে আপনার ওপর কোনো কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) আবশ্যিক হবে না। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো শপথ করল এবং "যদি আল্লাহ চান" বলল, সে শপথ ভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য হবে না, যদিও সে তার শপথের বিপরীত কিছু করে। তবে যে শপথ কাফফারা ওয়াজিব করে তা হলো ভবিষ্যৎ কোনো বিষয়ের ওপর করা শপথ। আর অতীত কোনো বিষয়ের ওপর কৃত শপথের ক্ষেত্রে কোনো কাফফারা নেই; তবে শপথকারী মিথ্যাবাদী হলে সে পাপিষ্ঠ হবে, আর সত্যবাদী

হলে তার ওপর কোনো দায় নেই। এর উদাহরণ হলো—কেউ যদি বলে: "আল্লাহর কসম, আমি অমুক কাজ করিনি!" এখানে তার সত্য বলা বা মিথ্যা বলার ওপর কোনো কাফফারা নেই। কিন্তু সে যদি সত্য বলে যে সে কাজটি করেনি, তবে সে গুনাহ থেকে মুক্ত থাকবে। আর সে যদি মিথ্যা বলে যে সে কাজটি করেনি অথচ প্রকৃতপক্ষে সে তা করেছে তবে সে পাপিষ্ঠ হবে। আর যে শপথে কাফফারা রয়েছে তা হলো ভবিষ্যৎ কোনো বিষয়ের ওপর কৃত শপথ। অতএব আপনি যদি ভবিষ্যতের কোনো বিষয়ে শপথ করে বলেন: "আল্লাহর কসম, আমি অমুক কাজ করব না", তবে এ ক্ষেত্রে আমরা বলব: আপনি যদি সেই কাজটি করেন তবে আপনার ওপর কাফফারা আবশ্যিক হবে, আর যদি না করেন তবে আপনার ওপর কোনো কাফফারা নেই। "আল্লাহর কসম, আমি অমুক কাজ করব না"—এটিই হলো সেই শপথ।

(ص: 533) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

منعقدة، فإن فعلته وجبت عليك الكفارة، وإن لم تفعله فلا كفارة عليك، ولكن: هل الأفضل إن افعل ما حلفت علي تركه، أو الأفضل إن لا افعل؟ في هذا الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام: أنك إذا حلفت علي يمين، ورأيت غيرها اتقي لله منها، فكفر عن يمينك، وات الذي هو اتقي. فإذا قال قائل: والله لا اكلم فلاناً، وهو مسلم، فإن اتقي لله إن تكلمه، لأن هجر المسلم حرام، فكلمه وكفر عن يمينك، لأن هذا اتقي لله ولو قلت: والله لا ازور قريبي، فهنا نقول: زيارة القريب صلة رحم، وصلة الرحم واجبة، فصل قريبك، وكفر عن يمينك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ((فراء غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه فليأت الذي هو خير)) وعلي هذا ففس والخلاصة إن نقول: اليمين علي شئ ماض لا يبحث فيها عن

الكفارة. لأنه ليس فيها الكفارة. لكن أما إن يكون الحالف سالماً أو يكون آثماً. فإن كان كاذباً فهو آثم، وإن كان صادقاً فهو سالماً. واليمين علي المستقبل هي التي فيها الكفارة. فإذا حلف الإنسان علي شيء مستقبل وخالف ما حلف عليه، وجبت عليه الكفارة، إلا إن يقرن يمينه بمشيئة الله، فيقول إن شاء الله، فهذا لا كفارة عليه ولو خالف. والله الموفق.

শপথটি কার্যকর; যদি আপনি তা ভঙ্গ করেন তবে আপনার ওপর কাফফারা ওয়াজিব হবে, আর যদি তা না করেন তবে আপনার ওপর কোনো কাফফারা নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো: আমি যা না করার শপথ করেছি তা সম্পাদন করা কি উত্তম, নাকি তা না করাই উত্তম? এই হাদিসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বর্ণনা করেছেন যে: আপনি যখন কোনো বিষয়ে শপথ করেন এবং এরপর অন্য কোনো বিষয়কে আল্লাহর কাছে অধিকতর তাকওয়াপূর্ণ মনে করেন, তবে আপনার শপথের কাফফারা আদায় করুন এবং যা অধিকতর তাকওয়াপূর্ণ তাই সম্পাদন করুন। যেমন কেউ যদি বলে: "আল্লাহর কসম, আমি অমুক মুসলিম ব্যক্তির সাথে কথা বলব না", তবে আল্লাহর প্রতি তাকওয়ার দাবি হলো তার সাথে কথা বলা। কারণ কোনো মুসলিমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন রাখা হারাম। সুতরাং তার সাথে কথা বলুন এবং আপনার শপথের কাফফারা আদায় করুন, কেননা এটিই আল্লাহর কাছে অধিকতর তাকওয়াপূর্ণ কাজ। আর যদি আপনি বলেন: "আল্লাহর কসম, আমি আমার আত্মীয়ের সাথে দেখা করব না", তবে আমরা বলব: আত্মীয়ের সাথে সাক্ষাৎ করা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার অন্তর্ভুক্ত, আর আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ওয়াজিব। সুতরাং আপনার আত্মীয়ের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন এবং আপনার শপথের কাফফারা দিয়ে দিন। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে শপথ করে এবং পরে তার চেয়ে উত্তম কোনো কাজ দেখতে পায়, তবে সে যেন তার শপথের কাফফারা আদায় করে এবং যা উত্তম তাই সম্পন্ন করে।" এর ওপর ভিত্তি করেই অন্যান্য বিষয়গুলো অনুমান করে নিন। সারকথা হলো: অতীত কোনো বিষয়ের ওপর করা শপথের ক্ষেত্রে কাফফারা নিয়ে আলোচনা করা হয় না; কারণ এতে কোনো কাফফারা নেই। বরং এক্ষেত্রে শপথকারী হয় নিরাপদ থাকবে নতুবা গুনাহগার হবে। যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে সে গুনাহগার, আর যদি সত্যবাদী হয় তবে সে নিরাপদ। আর শপথ

ভবিষ্যতের বিষয়ের ওপর করা হলেই কেবল তাতে কাফফারা প্রযোজ্য হয়। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি ভবিষ্যতের কোনো বিষয়ে শপথ করে এবং তার শপথের খেলাফ কোনো কাজ করে, তবে তার ওপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। তবে যদি সে তার শপথকে আল্লাহর ইচ্ছার (ইনশাআল্লাহ) সাথে যুক্ত করে, তবে শপথের খেলাফ করলেও তার ওপর কোনো কাফফারা নেই। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 534) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

73_ الخامس: عن أبي إمامة صدي بن عجلان الباهي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: ((اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم)) رواه الترمذي، في آخر كتاب الصلاة وقال: حديث حسن صحيح)). الشرح كانت خطب الرسول عليه الصلاة والسلام علي قسيتين: خطب راتبة وخطب عارضة. فأما الراتبة: فهي خطبة في الجمع والأعياد، فانه صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس في كل جمعة وفي كل عيد، واختلف العلماء رحهم الله_ في خطبة صلاة الكسوف، هل هي راتبة أو عارضة، وسبب اختلافهم: إن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، ولما صلى قام فخطب الناس عليه الصلاة والسلام، فذهب بعض العلماء فذهب بعض العلماء إلى إنها من الخطب الراتبة، وقال: إن الأصل إن ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت مستقر، ولم يقع الكسوف مرة أخرى فيترك النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة، حتى نقول إنها من الخطب العارضة. وقال بعض العلماء: بل هي من الخطب العارضة، التي إن كان لها ما

৭৩_ পঞ্চম: আবু উমামাহ সুদি ইবনে আজলান আল-বাহিলি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বিদায় হজের ভাষণে খুতবা দিতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: "তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, তোমাদের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করো, তোমাদের (রমজান) মাসের সিয়াম পালন করো, তোমাদের সম্পদের জাকাত প্রদান করো এবং তোমাদের নেতৃবর্গের আনুগত্য করো; তবেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জাল্লাতে প্রবেশ করবে।" ইমাম তিরমিজি এটি 'সালাত' অধ্যায়ের শেষে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদিসটি হাসান সহিহ। ব্যাখ্যা: রাসূলুল্লাহ (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর খুতবা বা ভাষণসমূহ দুই প্রকারের ছিল: নিয়মিত খুতবা এবং অনিয়মিত বা বিশেষ কারণবশত খুতবা। নিয়মিত খুতবা হলো: জুমুআ ও দুই ঈদের খুতবা, কেননা তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি জুমুআ ও ঈদে মানুষের উদ্দেশ্যে খুতবা দিতেন। আলেমগণ—আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন—সূর্যগ্রহণের সালাতের খুতবাটি নিয়মিত নাকি অনিয়মিত, তা নিয়ে মতভেদ করেছেন। তাঁদের এই মতভেদের কারণ হলো: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে সূর্যগ্রহণ মাত্র একবারই হয়েছিল। যখন তিনি সালাত আদায় করলেন তখন নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) দাঁড়িয়ে মানুষের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করলেন। ফলে কিছু আলেম এই অভিমত গ্রহণ করেছেন যে, এটি নিয়মিত খুতবার অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা বলেন: মূলনীতি হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা শরিয়ত হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন তা স্থায়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত। আর সূর্যগ্রহণ দ্বিতীয়বার সংঘটিত হয়নি যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খুতবা প্রদান বর্জন করতেন এবং আমরা তখন একে অনিয়মিত খুতবা বলতে পারতাম। আবার কিছু আলেম বলেছেন: বরং এটি অনিয়মিত খুতবার অন্তর্ভুক্ত, যার জন্য যদি এমন কিছু থাকে যা...

(ص: 535) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

يَدْعُوا إِلَهًا خُطِبَ وَإِلَّا فَلَا، وَلَكِنَّ الْأَقْرَبَ إِنَّهَا مِنَ الْخُطْبِ الرَّاتِبَةِ، وَانْهَ يَسْنَ
لِلْإِنْسَانِ إِذَا صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ إِنْ يَقُومُ فَيُخْطَبُ النَّاسُ وَيُذَكَّرُهُمْ وَيَخُوفُكُمُ كَمَا

فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الخطب العارضة فهي التي يخطبها عند الحاجة إليها، مثل خطبته صلى الله عليه وسلم حينما اشترط أهل بريرة_ وهي جارية اشترتها عائشة رضي الله عنها_ فأشترط أهلها إن يكون الولاء لهم، ولكن عائشة_ رضي الله عنها_ لم تقبل بذلك، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((خذيها فاعتقيها، واشترطي لهم الولاء، ثم قام فخطب الناس وأخبرهم إن الولاء لمن اعتق)). وكذلك خطبته حين شفع أسامة بن زيد_ رضي الله عنه_ في المرأة المخزومية، التي كانت تستعير المتاع فتجدده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إن تقطع يدها، فاهم قريشا شأنها، فطلبوا من يشفع لها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فطلبوا من أسامة بن زيد_ رضي الله عنها_ إن يشفع، فشفع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ((أتشفع في حد من حدود الله)) ثم قال (فخطب الناس وأخبرهم بأن الذي أهلك من كان قبلنا انهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد)) وفي حجة الوداع خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وخطب يوم النحر، ووعظ الناس وذكرهم، وهذه خطبة من الخطب الرواتب التي يسن لقائد

তাকে খুতবা হিসেবে অভিহিত করা হোক বা না হোক, তবে অধিকতর সঠিক অভিমত হলো এটি নিয়মিত খুতবাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমনটি করেছেন, সে অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি যখন কুসূফ বা সূর্যগ্রহণের সালাত আদায় করবে, তখন তার জন্য দাঁড়িয়ে জনসমক্ষে খুতবা প্রদান করা, তাদের নসিহত করা এবং আল্লাহর ভয় প্রদর্শন করা সুন্নত। আর আকস্মিক বা বিশেষ খুতবা হলো সেইগুলি যা বিশেষ প্রয়োজনে প্রদান করা হয়। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই খুতবাটি, যখন বারীরা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)—যিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক দ্রুত এক দাসী ছিলেন—তার মালিক পক্ষ শর্তারোপ করেছিল যে, দাসত্বমুক্তির পরবর্তী উত্তরাধিকার বা ‘ওয়ালা’ তাদেরই থাকবে। কিন্তু আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এতে সম্মত হননি। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি জানালে তিনি বললেন: "তুমি তাকে গ্রহণ করো এবং মুক্ত করে দাও, আর তাদের জন্য উত্তরাধিকারের শর্ত রাখতে দাও।" অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে লোকজনের সামনে খুতবা

দিলেন এবং তাদের জানিয়ে দিলেন যে, 'ওয়ালা' বা উত্তরাধিকার স্বত্ব কেবল তারই প্রাপ্য যে মুক্ত করে। অনুরূপভাবে তাঁর সেই খুতবাটি, যখন উসামা ইবনে যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেই মাখযুমী গোত্রের মহিলার ব্যাপারে সুপারিশ করেছিলেন, যে মহিলাটি আসবাবপত্র ধার নিয়ে তা অস্বীকার করত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত কাটার নির্দেশ দিলে কুরাইশরা বিষয়টি নিয়ে বিচলিত হয়ে পড়ে। তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সুপারিশ করার জন্য কাউকে খুঁজতে লাগল এবং উসামা ইবনে যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে সুপারিশ করতে অনুরোধ করল। তিনি সুপারিশ করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: "তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ডবিধিসমূহের কোনো একটির ব্যাপারে সুপারিশ করছ?" অতঃপর তিনি

জনসমক্ষে খুতবা দিলেন এবং তাদের জানালেন যে, তোমাদের পূর্ববর্তীরা এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করত তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত, আর যখন কোনো সাধারণ বা নিম্নবিত্ত লোক চুরি করত তখন তারা তার ওপর দণ্ডবিধি কার্যকর করত। এছাড়া বিদায় হজ্জের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের দিনে এবং কুরবানীর দিনে খুতবা দিয়েছিলেন এবং মানুষকে নসিহত ও উপদেশ প্রদান করেছিলেন। এটি সেই নিয়মিত খুতবাসমূহের অন্তর্ভুক্ত যা কোনো নেতার জন্য পালন করা সুন্নত।

(ص: 536) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الحجيج إن يخب الناس كما خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من جملة ما ذكر في خطبته في حجة الوداع، انه قال: ((يا أيها الناس اتقوا ربكم)) وهذه كقوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ)) (النساء: من الآية 1)، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس جميعاً إن يتقوا ربهم الذي خلقهم، وأمرهم بنعمه، وأعددهم لقبول رسالاته، فأمرهم إن يتقوا الله. وقوله: ((وصلوا خمسكم)) أي: صلوا الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل _ علي رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله:

((وصوموا شهركم)) أي: شهر رمضان. وقوله: ((وأدوا زكاة أموالكم)) أي: أعطوها مستحقيها ولا تبخلوا بها. وقوله: ((أطيعوا أمراءكم)) أي: من جعلهم الله أمراء عليكم، وهذا يشمل أمراء المناطق والبلدان، ويشمل الأمير العام: أي أمير الدولة كلها، فإن الواجب علي الرعية طاعتهم في غير معصية الله، أما في معصية الله فلا تجوز طاعتهم ولو أمروا بذلك، لان طاعة المخلوق لا تقدم علي طاعة الخالق جل وعلا، ولهذا قال الله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (النساء: من الآية 59). فعطف طاعة ولاية الأمور علي طاعة الله تعالى ورسوله صلي الله عليه وسلم وهذا يدل علي إنها تابعة، لان المعطوف تابع للمعطوف عليها مستقل، ولهذا تجد إن الله جل وعلا قال: ((أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) (النساء: من الآية 59)، فأتي بالفعل ليتبين بذلك إن طاعة النبي صلي الله عليه وسلم طاعة مستقلة أي: تجب طاعته استقلالا كما تجب طاعة الله، ومع هذا فإن طاعته من طاعة الله واجبة، فإن النبي صلي الله عليه وسلم

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে মানুষকে সম্বোধন করে খুতবা প্রদান করেছিলেন, সেভাবেই হাজীদের সম্বোধন করা হয়েছে। বিদায় হজ্জের খুতবায় তিনি যা কিছু উল্লেখ করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম হলো তাঁর এই বাণী: "হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করো।" এটি মহান আল্লাহর এই বাণীর অনুরূপ: "হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করো" (সূরা আন-নিসা: ১)। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানুষকে তাদের সেই প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, নেয়ামত দ্বারা তাদের সমৃদ্ধ করেছেন এবং তাঁর রিসালাত গ্রহণের জন্য তাদের প্রস্তুত করেছেন; তাই তিনি তাদের আল্লাহর তাকওয়া অর্জনের নির্দেশ দিলেন। এবং তাঁর বাণী: "তোমরা তোমাদের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করো"; অর্থাৎ আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন তা আদায় করো। এবং তাঁর বাণী: "তোমরা তোমাদের মাসটিতে রোজা রাখো"; অর্থাৎ রমজান মাসে। এবং তাঁর বাণী: "তোমরা তোমাদের মালের জাকাত প্রদান করো"; অর্থাৎ এর হকদারদের কাছে তা পৌঁছে দাও এবং এতে কৃপণতা করো

না। এবং তাঁর বাণী: "তোমরা তোমাদের আমিরদের (নেতৃবৃন্দের) আনুগত্য করো"; অর্থাৎ আল্লাহ যাদের তোমাদের ওপর শাসক নিযুক্ত করেছেন। এটি বিভিন্ন অঞ্চল ও শহরের গভর্নরদের অন্তর্ভুক্ত করে, আবার সাধারণ আমিরকেও অন্তর্ভুক্ত করে—অর্থাৎ পুরো রাষ্ট্রের প্রধান। কেননা প্রজাসাধারণের ওপর আল্লাহর অবাধ্যতা ব্যতিরেকে তাদের আনুগত্য করা ওয়াজিব

তবে আল্লাহর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করা জায়েজ নয়, যদিও তারা তার নির্দেশ দেয়। কারণ স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া যায় না। এই কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং আনুগত্য করো রাসূলের এবং তোমাদের অন্তর্ভুক্ত উলুল আমর বা দায়িত্বশীলদের" (সূরা আন-নিসা: ৫৯)। এখানে দায়িত্বশীলদের আনুগত্যকে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের অনুগামী করা হয়েছে; যা নির্দেশ করে যে এটি একটি অনুগামী আনুগত্য। কারণ অনুগামী বিষয় সর্বদা মূল বিষয়ের অনুবর্তী হয়। একারণেই আপনি লক্ষ্য করবেন যে, আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা বলেছেন: "তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং আনুগত্য করো রাসূলের" (সূরা আন-নিসা: ৫৯)। এখানে তিনি পুনরায় ক্রিয়াটি ব্যবহার করেছেন এটি স্পষ্ট করতে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য একটি স্বতন্ত্র আনুগত্য; অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্যের ন্যায় তাঁর আনুগত্যও স্বতন্ত্রভাবে ওয়াজিব। তবুও তাঁর আনুগত্য করা আল্লাহরই আনুগত্য করার অন্তর্ভুক্ত এবং তা আবশ্যিক, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম...

(ص: 537) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

لا يأمر إلا بما يرضي الله، أما غيره من ولاية الأمور فإنهم قد يأمرون بغير ما يرضي الله، ولهذا جعل طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. ولا يجوز للإنسان إن يعصي ولاية الأمور في غير معصية الله ويقول إن هذا ليس بدين، لان بعض الجهال، إذا نظم

ولادة الأمور أنظمة لا تخالف الشرع، قال: لا يلزماني إن أقوم بهذه الأنظمة، لأنها ليست بشرع، لأنها لا توجد في كتاب الله

تعالى، ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من جهله، بل نقول: إن امتثال هذه الأنظمة موجود في كتاب الله، موجود في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة انه أمر بطاعة ولادة الأمور، ومنها هذا الحديث، فطاعة ولادة الأمور فيما ينظونه مما لا يخالف أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولو كنا لا نطيع ولادة الأمور إلا بما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن للأمر بطاعتهم فائدة، لان طاعة الله تعالى ورسوله مأمور بها، سواء أمر بها ولادة الأمور أم لم يأمر بها، فهذه الأمور التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: تقوي الله، والصلوات الخمس، والزكاة، والصيام، وطاعة ولادة الأمور، هذه من الأمور الهامة التي يجب علي الإنسان إن يعتني بها، وان يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، والله اعلم.

তিনি কেবল আল্লাহর সম্ভূষ্টিদায়ক বিষয়েরই নির্দেশ প্রদান করেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য শাসনকর্তাগণ এমন নির্দেশও দিতে পারেন যা আল্লাহর সম্ভূষ্টির পরিপন্থী। এই কারণেই তাদের আনুগত্যকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের অনুগামী করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তির জন্য শাসনকর্তাদের অবাধ্য হওয়া বৈধ নয় যদি তা আল্লাহর নাফরমানি না হয়। আর একথা বলাও সংগত নয় যে, 'এটি দ্বীনের অংশ নয়'। কেননা কিছু অজ্ঞ ব্যক্তি যখন দেখে যে শাসনকর্তাগণ শরীয়তবিরোধী নয় এমন কোনো নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করেছেন, তখন তারা বলে: 'এই নিয়মগুলো পালন করা আমার জন্য আবশ্যিক নয়, কারণ এগুলো তো সরাসরি শরীয়ত নয় এবং এগুলো আল্লাহর কিতাব কিংবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহতে খুঁজে পাওয়া যায় না।' এটি তাদের অজ্ঞতা প্রসূত ধারণা। বরং আমরা বলি: এই নিয়মসমূহ মেনে চলার ভিত্তি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লামের সুন্নাহতেই

বিদ্যমান। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো, আর তোমাদের মধ্য হতে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী তাদেরও।" তদুপরি নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম থেকে বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে যেখানে তিনি শাসনকর্তাদের আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন; আলোচ্য হাদিসটিও সেই প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং শাসনকর্তাগণ যখন এমন বিধিবিধান প্রণয়ন করেন যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের বিরোধী নয়, তখন সেই বিষয়ে তাদের আনুগত্য করা মূলত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই নির্দেশ পালন করা। আমরা যদি শাসনকর্তাদের আনুগত্য কেবল সেই সকল বিষয়েই করতাম যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন, তবে তাদের আনুগত্য করার আলাদা নির্দেশের কোনো বিশেষ তাৎপর্য থাকত না। কারণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য তো সর্বাবস্থায় পালনীয়, শাসনকর্তারা সে বিষয়ে নির্দেশ দিন আর নাই দিন। বিদায় হজের ভাষণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব বিষয়ে অসিয়ত করেছেন—যেমন আল্লাহর তাকওয়া, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, জাকাত, সিয়াম এবং শাসনকর্তাদের আনুগত্য—সেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা গুরুত্বের সাথে যত্নসহকারে পালন করা এবং এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মেনে চলা প্রতিটি মানুষের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

(ص: 538) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

7- باب اليقين والتوكل

قال الله تعالى: (وَلَبَّأَ رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا) (الأحزاب: 22) ، وقال تعالى: (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) (فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمَسْسَهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَهُ)

وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (آل عمران: 174، 173) ، وقال تعالى: (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ) (الفرقان: من الآية 58) ، وقال تعالى: (وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) (إبراهيم: من الآية 11) ، وقال تعالى: (فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) (آل عمران: من الآية 159) ، والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) (الطلاق: من الآية 3) ، أي: كافية. وقال تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) (الأنفال: 2) ، والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. الشرح جمع المؤلف بين اليقين والتوكل، لان التوكل ثمرة من ثمرات اليقين، فاليقين هو قوة الإيمان والثبات، حتى كان الإنسان يري بعينه ما أخبر الله به رسوله من شدة يقينه، فاليقين هو ثبات وإيمان ليس معه شك بوجه من الوجوه، فيري الغائب الذي أخبر الله _ تعالى _ عنه رسول الله صلي الله عليه وسلم كأنه حاضر بين يديه، وهو اعلي درجات الإيمان!

৭- অধ্যায়: ইয়াকিন (দৃঢ় বিশ্বাস) ও তাওয়াঙ্কুল (নির্ভরতা)

আল্লাহ তাআলা বলেন: (আর মুমিনরা যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল, তখন তারা বলল, "এটিই তা যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন।" আর এটি তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই বৃদ্ধি করেছিল) (আল-আহযাব: ২২), এবং তিনি বলেন: (যাদেরকে লোকেরা বলেছিল যে, "মানুষ তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে, সুতরাং তাদের ভয় করো", কিন্তু এতে তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পেল এবং তারা বলল, "আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না চমৎকার কর্মবিধায়ক") (ফলে তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এল, কোনো অনিশ্চয়তা তাদের স্পর্শ করেনি এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করল। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী) (আল ইমরান: ১৭৩-১৭৪), এবং তিনি বলেন: (আর তুমি সেই চিরঞ্জীবের ওপর ভরসা করো যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না) (আল-ফুরকান: ৫৮-এর অংশ), এবং তিনি বলেন: (আর মুমিনদের উচিত কেবল আল্লাহর ওপরই ভরসা করা) (ইবরাহিম: ১১-এর অংশ), এবং তিনি বলেন: (অতঃপর যখন তুমি সংকল্প করবে, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করো) (আল ইমরান:

১৫৯-এর অংশ), আর তাওয়াঙ্কুলের নির্দেশ সম্বলিত আয়াতসমূহ অনেক এবং সুপরিচিত। তিনি আরও বলেন: (আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তবে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট) (আত-তালাক: ৩-এর অংশ), অর্থাৎ: তিনিই তার জন্য পর্যাপ্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন: (মুমিন কেবল তারাই, যাদের সামনে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে তাদের অন্তর প্রকম্পিত হয় এবং যখন তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেয় এবং তারা তাদের রবের ওপরই ভরসা করে) (আল-আনফাল: ২), আর তাওয়াঙ্কুলের ফযিলত বিষয়ে আয়াতসমূহ বহু ও সুবিদিত। ব্যাখ্যা: লেখক ইয়াকিন ও তাওয়াঙ্কুলকে একত্রে এনেছেন, কারণ তাওয়াঙ্কুল হলো ইয়াকিনের অন্যতম ফল। ইয়াকিন হলো ঈমানের এমন শক্তি ও দৃঢ়তা, যাতে মানুষ তার ইয়াকিনের তীব্রতার কারণে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যা জানিয়েছেন তা যেন চাক্ষুষ দেখতে পায়। সুতরাং ইয়াকিন হলো এমন এক অবিচলতা ও বিশ্বাস যার সাথে কোনোভাবেই কোনো সন্দেহ যুক্ত থাকে না। ফলে সে গায়েব বা অদৃশ্যের বিষয়সমূহ, যে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করেছেন, তা যেন নিজের সামনে উপস্থিত দেখতে পায়; আর এটিই ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর!

(ص: 539) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

هذا اليقين يثمر ثمرات جليلة، منها التوكل على الله عز وجل، والتوكل على الله اعتماد الإنسان على ربه عز وجل في ظاهره وباطنه، في جلب المنافع ودفع المضار: (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) (الطلاق: من الآية 3). ففي هاتين المرتبتين اليقين والتوكل يحصل للإنسان مقصده في الدنيا والآخرة، ويستريح ويعيش مطمئناً سعيداً، لأنه موقن بكل ما أخبر الله به ورسوله ومتوكل على الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف آيات في هذا الباب، منها قوله تعالى: (وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ

وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ) . الأحزاب: طوائف من قبائل متعددة تألبوا علي رسول الله صلي الله عليه وسلم واجتمعوا علي حربه، وتجمع نحو عشرة آلاف مقاتل من قريش وغيرهم، وحاصروا المدينة، ليقضوا علي النبي صلي الله عليه وسلم، وحصل في هذه الغزوة أزمة عظيمة علي أصحاب الرسول صلي الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في وصفها: (وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ) من شدة الخوف (وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا) الظنون البعيدة) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا) فاقسم الناس في هذه الأزمة العصيبة العظيمة إلى قسيتين، بينهما الله _ عز وجل _ في هذه الآيات قال: (هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا) . القسم الأول: قال الله عنهم: (وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا) (الأحزاب: 12) المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، والذين في قلوبهم مرض من المؤمنين وعندهم نقص في يقينهم،

এই সুদৃঢ় বিশ্বাস মহান ও মহিমাম্বিত ফল দান করে, যার মধ্যে অন্যতম হলো মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল হলো মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল বিষয়ে, কল্যাণ লাভ এবং অকল্যাণ দূর করার ক্ষেত্রে তার রবের ওপর পূর্ণ নির্ভরতা: (আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে, তবে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট) (সূরা আত-তালাক: ৩-এর অংশ)। সুতরাং এই দুই স্তরের—ইয়াকিন ও তাওয়াক্কুল—মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে তার কাজিত লক্ষ্য অর্জন করে এবং সে স্বস্তি লাভ করে ও প্রশান্ত সুখী জীবন অতিবাহিত করে। কারণ সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা কিছু সংবাদ দিয়েছেন সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত বিশ্বাসী এবং মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর ভরসাকারী। এরপর লেখক এই অধ্যায়ে বেশ কিছু আয়াত উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে মহান আল্লাহর এই বাণীটি রয়েছে: (আর মুমিনরা যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল, তখন তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এটি তাই।

এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছিলেন)। আহযাব বা সম্মিলিত বাহিনী বলতে সেই সব বিভিন্ন গোত্র ও দলকে বোঝায় যারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করতে করতে জোটবদ্ধ হয়েছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য একত্রিত

হয়েছিল। কুরাইশ ও অন্যান্যদের মধ্য থেকে প্রায় দশ হাজার যোদ্ধা সমবেত হয়ে মদিনা অবরোধ করেছিল, যাতে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমূলে নির্মূল করতে পারে। এই যুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ এক চরম সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা সেই পরিস্থিতির বর্ণনায় বলেছেন: (যখন প্রচণ্ড ভীতির কারণে দৃষ্টি বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল এবং প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছিল) (এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা ধারণা পোষণ করছিলে) অর্থাৎ বিভিন্ন অমূলক ধারণা। (সেসময় মুমিনদের পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল)। এই কঠিন ও ভয়াবহ সংকটে মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, যা মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ এই আয়াতসমূহে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: (সেসময় মুমিনদের পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল)। প্রথম দল: তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন: (আর যখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল তারা বলছিল, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল আমাদের যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা বৈ আর কিছুই নয়) (সূরা আল-আহযাব: ১২)। মুনাফিক হলো তারা যারা প্রকাশ্য ঈমান প্রদর্শন করে কিন্তু অন্তরে কুফর লুকিয়ে রাখে; আর যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা সেই সব মুমিন যাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস বা ইয়াকিনে ত্রুটি ও দুর্বলতা রয়েছে।

(ص: 540) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

قَالُوا: مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، قَالُوا: كَيْفَ يَقُولُ مُحَمَّدٌ أَنَّهُ سَيَفْتَحُ كُسْرِي وَيَقْصِرُ وَصَنْعَاءُ، وَهُوَ الْآنَ مُحَاصِرٌ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ. كَيْفَ يُمْكِنُ هَذَا؟ فَقَالُوا: مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (الأحزاب: من الآية 12). أَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي: الْيَوْمَنَ، قَالَ اللَّهُ عَنْهُمْ: وَلَكِنَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (الأحزاب: من الآية 22) وانظر إلى الفرق بين الطائفتين، هَؤُلَاءِ لَمْ يَرَوْا الْأَحْزَابَ، وَرَأَوْا هَذِهِ الشَّدَّةَ، عَلِمُوا أَنَّهُ سَيَعْقِبُهَا نَصْرٌ وَفَرَجٌ،

وقالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، فسيكون النصر وستفتح
ممالك قيصر وكسري واليمن، وهكذا كان والله الحمد.

والشاهد قوله: (هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ) (الأحزاب: من
الآية 22) وهذا غاية اليقين، إن يكون الإنسان عند الشدائد، وعند الكرب، ثابتاً
مؤمناً موقناً، عكس من كان توكله ويقينه ضعيفاً، فإنه عند البصائب والكرب ربما
ينقلب على وجهه، كما قال الله: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ) (الحج: من
الآية 11) أي على طرف (فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ
خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ) (الحج: من الآية 11).
كثير من الناس ما دام على عافية فهو مطمئن، ولكن إذا ابتلي_ والعياذ بالله_
انقلب على وجهه، فربما يصل إلى حد الردة والكفر، ويعترض على الله بالقضاء
والقدر، ويكره تقدير الله، وبالتالي يكره الله_ والعياذ بالله، لأنه كان في الأول لم
يصبه أذى ولا فتنة، ولكنه في الثاني أصابته الفتنة فانقلب على وجهه.

তারা বলেছিল: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের কেবল প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতিই দিয়েছেন।
তারা বলেছিল: মুহাম্মদ কীভাবে বলছেন যে তিনি পারস্য সম্রাটের সাম্রাজ্য, রোমান
প্রাসাদসমূহ এবং সানা জয় করবেন, অথচ তিনি এখন এই শত্রুবাহিনীর দ্বারা অবরুদ্ধ। এটি
কীভাবে সম্ভব? তাই তারা বলেছিল: "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের যে প্রতিশ্রুতি
দিয়েছিলেন, তা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।" (আল-আহযাব: ১২ নং আয়াতের অংশ)।
অন্যদিকে দ্বিতীয় পক্ষ হলো মুমিনগণ। আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন: "মুমিনরা যখন
সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল, তখন তারা বলল: এটিই তা যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন।" (আল-আহযাব: ২২ নং
আয়াতের অংশ)। এই দুই দলের মধ্যকার পার্থক্যটি লক্ষ্য করুন; মুমিনরা যখন সম্মিলিত
বাহিনীকে দেখল এবং এই কঠোরতা প্রত্যক্ষ করল, তখন তারা বুঝতে পারল যে এর পরেই
বিজয় ও মুক্তি আসবে। তারা বলল: এটিই সেই প্রতিশ্রুতি যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের
দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। সুতরাং বিজয় আসবেই এবং রোম

সম্রাট, পারস্য সম্রাট ও ইয়েমেনের রাজত্বসমূহ বিজিত হবে। আর আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা, বাস্তবে তাই ঘটেছিল।

এখানে প্রনিধানযোগ্য হলো আল্লাহর বাণী: "এটিই তা যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন" (আল-আহযাব: ২২ নং আয়াতের অংশ)। এটিই হলো একিনের (দৃঢ় বিশ্বাসের) চূড়ান্ত পর্যায়ে যে, মানুষ বিপদ ও সংকটের সময় অবিচল, বিশ্বাসী ও দৃঢ়প্রত্যয়ী থাকবে। এটি সেই ব্যক্তির বিপরীত যার তাওয়াঙ্কুল (নির্ভরতা) ও একিন দুর্বল; কারণ মুসিবত ও সংকটের সময় সে হয়তো বিমুখ হয়ে ফিরে যায়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধার সাথে আল্লাহর ইবাদত করে।" (আল-হাজ্জ: ১১ নং আয়াতের অংশ), অর্থাৎ কিনারায় দাঁড়িয়ে। "যদি তার কোনো কল্যাণ হয় তবে তাতে সে প্রশান্ত হয়, আর যদি কোনো বিপদ তাকে স্পর্শ করে তবে সে উল্টো ফিরে যায়। সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই হারাল; এটিই সুস্পষ্ট ক্ষতি।" (আল-হাজ্জ: ১১ নং আয়াত)।

অনেক মানুষ যতক্ষণ সুখে-শান্তিতে থাকে ততক্ষণ সে প্রশান্ত থাকে। কিন্তু যখনই সে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—তখনই সে বিমুখ হয়ে যায়। এমনকি এটি তাকে ধর্মত্যাগ বা কুফরি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। সে তখন আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদিরের বিষয়ে আপত্তি করতে থাকে এবং আল্লাহর নির্ধারণকে অপছন্দ করে। ফলশ্রুতিতে সে আল্লাহকেই অপছন্দ করতে শুরু করে—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। কারণ প্রথম অবস্থায় সে কোনো কষ্ট বা ফিতনার সম্মুখীন হয়নি, কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া মাত্রই সে বিমুখ হয়ে ফিরে গেছে।

(ص: 541) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وفي هذه الآيات وأشباهها دليل على انه ينبغي للإنسان أن يخاف، ويوجل، ويخشى من زيغ القلب، ويسأل الله دائماً الثبات، فإنه ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو

بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبه كيف يشاء، إن شاء أقامه، وإن شاء أزاعه والعياذ بالله.

فنسال الله مقلب القلوب إن يثبت قلوبنا على طاعته، وإن يرزقنا الاستقامة على دينه والثبات عليه.

الآية الثانية: قوله تعالى: (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) (آل عمران: 173).

هذه الآية نزلت في الصحابة رضي الله عنهم حيث حصل عليهم ما حصل في غزوة أحد، مما أصابهم من القرع والجروح الشهداء، ف قيل لهم: إن أبا سفيان كان قد عزم على الكرة عليكم، وجمع لكم الناس، فندبهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملاقاته ومقابلته، فاستجابوا الله والرسول من بعد ما أصابهم القرع، ووأصيبوا بهذه النكبة العظيمة، فقتل منهم سبعون رجلا استشهدوا في سبيل الله، وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من صحابته رضي الله عنهم ما حصل، ومع هذا استجابوا لله وللرسول.

قال الله تعالى: (الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ) (172) الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ) (آل عمران: من الآية 173)، يعني إن أبا سفيان ومن معه ممن بقي من كبراء قريش جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون استئصاله، ولكن يأبى الله إلا إن يتم نوره.

قيل للصحابة: اخشوا هؤلاء، ولكنهم ازدادوا إيماناً لان المؤمن

এই আয়াতসমূহ এবং এই জাতীয় বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে যে, মানুষের উচিত অন্তরের বিচ্যুতি থেকে ভীত ও শঙ্কিত থাকা এবং আল্লাহর কাছে সর্বদা দৃঢ়তা প্রার্থনা করা। কেননা বনী আদমের প্রতিটি অন্তর পরম দয়াময় আল্লাহর আঙুলসমূহের মধ্য হতে দুটি আঙুলের মাঝে

অবস্থিত; তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা পরিবর্তন করেন। তিনি চাইলে তাকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন, আর চাইলে পথভ্রষ্ট করে দেন—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই।

অতএব আমরা অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের অন্তরসমূহকে তাঁর আনুগত্যের ওপর সুদৃঢ় রাখেন এবং তাঁর দ্বীনের ওপর আমাদের অবিচলতা ও অটলতা দান করেন।

দ্বিতীয় আয়াত: মহান আল্লাহর বাণী: "যাদেরকে লোকেরা বলেছিল যে, শত্রুরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে, সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো। কিন্তু এ কথা তাদের ঈমানকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক।" (আলে ইমরান: ১৭৩)।

এই আয়াতটি সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যখন উহুদের যুদ্ধে তাঁদের ওপর যা ঘটার ঘটেছিল অর্থাৎ তাঁরা জখম ও শাহাদাতের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তখন তাঁদেরকে বলা হয়েছিল যে, আবু সুফিয়ান পুনরায় আপনাদের ওপর আক্রমণের সংকল্প করেছে এবং আপনাদের বিরুদ্ধে লোক জড়ো করেছে। এমতাবস্থায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদেরকে শত্রুর মোকাবিলায় বের হওয়ার আহ্বান জানানেন। জখমপ্রাপ্ত হওয়া এবং এই মহান বিপদের সম্মুখীন হওয়ার পরেও তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে সত্তর জন লোক আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছিলেন এবং স্বয়ং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর অন্যান্য সাহাবীদের ওপর যা ঘটার ঘটেছিল। এতদসত্ত্বেও তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন: "যারা জখম হওয়ার পরেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।" (আলে ইমরান: ১৭২)। "যাদেরকে লোকেরা বলেছিল যে, মানুষ তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে।" (আলে ইমরান: ১৭৩ নং আয়াতের একাংশ)। অর্থাৎ আবু সুফিয়ান এবং কুরাইশ নেতাদের মধ্য থেকে যারা অবশিষ্ট ছিল, তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সমূলে উৎখাত করার অভিপ্রায়ে সৈন্য সমাবেশ করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণ করা ছাড়া অন্য কিছু চান না।

সাহাবীদের বলা হয়েছিল: এদের ভয় করো। কিন্তু এতে তাঁদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পেল, কারণ মুমিন...

كلما اشتدت به الأزمات ازداد إيماناً بالله، لأنه يؤمن بأن النصر مع الصبر وإن
الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسران ولهذا زادهم إيماناً هذا القول وقالوا:
(حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) (حَسْبُنَا) أي كافينا في مهماتنا وملاتنا (وَنِعْمَ الْوَكِيلُ)
انه نعم الكافي جل وعلا فانه نعم الهولي ونعم النصير.

ولكنه إنما يكون ناصراً لمن انتصر به واستنصر به، فانه عز وجل اكرم
الاکرمين وأجود الاجودين، فإذا اتجه الإنسان إليه في أمور، أعانه وساعده وتولاه،
ولكن البلاء من بني ادم، حيث يكون الإعراض كثيراً في الإنسان، ويعتمد على
الأمور المادية دون الأمور المعنوية.

قال تعالى: (فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضِّلْ لَمْ يَمَسُّهُمْ سُوءٌ) ذهبوا ولكنهم لم
يجدوا كيدا، وآبو سفيان ومن معه ولوا على أدبارهم، ولم يكروا على الرسول صلى
الله عليه وسلم، فكتبت للصحابة رضي الله عنهم غزوة من غير قتال. كتبت هذه
الرجعة غزوة من غير قتال، قال الله تعالى: (فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضِّلْ لَمْ
يَمَسُّهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ) (آل عمران: 174).
ثم قال: (إِنَّمَا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ) (آل عمران: 175).

(يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ) أي: يخوفكم انتم أوليائه، أي: يلقي في قلوبكم الخوف من
أوليائه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
فالشيطان يأتي إلى المؤمن، يقول: أخطر إن تتكلم في فلان، لأنه ربما يسجنكن وربما
يفعل كذا وكذا، فيخوفكن ولكن المؤمن لا يمكن

সংকট যখনই তাঁর ওপর ঘনীভূত হয়, আল্লাহর প্রতি তাঁর ঈমান ততই বৃদ্ধি পায়; কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যে, ধৈর্যের সাথেই বিজয় আসে, বিপদের সাথেই মুক্তি আসে এবং কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি। একারণেই এই কথাটি তাঁদের ঈমানকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তাঁরা বলেছিলেন: (আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না চমৎকার কর্মবিধায়ক)। (আমাদের জন্য যথেষ্ট) অর্থাৎ আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও বিপদাপদে তিনিই আমাদের জন্য পর্যাাপ্ত। (কতই না চমৎকার কর্মবিধায়ক) অর্থাৎ নিশ্চয়ই তিনি মহান সত্তা কতই না উত্তম সাহায্যকারী, কেননা তিনি কতই না শ্রেষ্ঠ অভিভাবক এবং কতই না শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী। কিন্তু তিনি কেবল তাদেরই সাহায্যকারী হন, যারা তাঁর মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তাঁর কাছে বিজয় কামনা করে। কেননা তিনি —মহা পরাক্রমশালী ও সুমহান— দানশীলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দানশীল এবং বদান্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বদান্য। সুতরাং মানুষ যখন তার সকল বিষয়ে তাঁর অভিমুখী হয়, তখন তিনি তাকে সাহায্য করেন, সহযোগিতা করেন এবং তার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। তবে পরীক্ষা বা মুসিবত আসে বনী আদমের পক্ষ থেকেই, যখন মানুষের মধ্যে বিমুখতা বেড়ে যায় এবং সে পারমার্থিক বিষয়ের পরিবর্তে কেবল বস্তুগত বিষয়ের ওপর নির্ভর করে।

মহান আল্লাহ বলেন: (অতঃপর তারা আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এল, কোনো অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি)। তারা গিয়েছিল কিন্তু তারা কোনো ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হয়নি। আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করেছিল এবং তারা রাসূলুল্লাহ (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)-এর ওপর পুনরায় আক্রমণ করার সাহস করেনি। ফলে সাহাবীগণের (আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হন) জন্য এটি যুদ্ধ ছাড়াই একটি যুদ্ধাভিযান হিসেবে লিপিবদ্ধ হলো। এই প্রত্যাবর্তনটি যুদ্ধহীন যুদ্ধ হিসেবে গণ্য হলো। মহান আল্লাহ বলেন: (অতঃপর তারা আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এল, কোনো অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করল; আর আল্লাহ অতিশয় অনুগ্রহশীল।) (আল-ইমরান: ১৭৪)।

এরপর তিনি বললেন: (বস্তুত ওটি শয়তান, যে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়। সুতরাং তোমরা যদি মুমিন হও, তবে তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় করো।) (আল-ইমরান: ১৭৫)।

(তার বন্ধুদের ভয় দেখায়) অর্থাৎ: সে তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়, অর্থাৎ: সে তোমাদের হৃদয়ে তার বন্ধুদের প্রতি ভীতি সঞ্চার করে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় করো যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।

শয়তান মুমিনের কাছে আসে এবং বলে: সাবধান! অমুক ব্যক্তির ব্যাপারে কোনো কথা বলো না, কারণ সে হয়তো তোমাকে কারারুদ্ধ করবে অথবা এমন এমন কিছু করবে; এভাবে সে তোমাদের ভয় দেখায়। কিন্তু মুমিনের পক্ষে সম্ভব নয়...

(ص: 543) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

إِنْ يَخَافُ أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، لَانَ اللَّهُ قَالَ: (فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا) (النساء: من الآية 76) بالنسبة للحق.

فعلى الإنسان إن لا يخاف في الله لومة لائم، وإن لا يخاف إلا الله، ولكن يجب إن يكون سيره على هدى من الله عز وجل، فإذا كان سيره على هدى من الله، فلا يخاف أحدا.

الآية الثالثة: قوله تعالى: (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ) (الفرقان: من الآية 58) وهو الله عز وجل، اعتمد عليه في أمورك كلها، دقيقها وجليلها، لان الله عز وجل إذا لم ييسر لك الأمور لم ييسر لك، ومن أسباب تيسيره، أن تتوكل عليه، لا سيما إذا داهمتك الأمور، وكثرت الهوم، وازدادت الخطوب، فإنه لا ملجأ لك إلا الله عز وجل، فعليك بالتوكل عليه والاعتناد عليه حتى يكفيك.

وفي قوله تعالى: (الَّذِي لَا يَمُوتُ) دليل على امتناع الموت على الرب عز وجل، قال الله تعالى: (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) (الرحمن: 27)، فالله عز وجل لا يموت لكمال حياته، فإنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو

الآخر الذي ليس بعده شيء، ثم انه سبحانه وتعالى لا ينام أيضا، لكمال حياته وقيوميته قال الله تعالى: (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ) (البقرة: من الآية 255) أما الإنس والجن فإنهم ينامون ويموتون، وأما الرب عز وجل فإنه لا ينام، لأنه غني عن النوم، أما البشر فإنهم في حاجة إلى النوم، لأن الأبدان تتعب وتسام وتبل، والنوم راحة عما مضى من التعب، وتجديد نشاط عما

শয়তানের বন্ধুদের ভয় পাওয়া অনুচিত, কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (অতএব তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো; নিশ্চয়ই শয়তানের ষড়যন্ত্র দুর্বল) (সুরা আন-নিসা: ৭৬ নং আয়াতের অংশ), সত্যের বিপরীতে তাদের ষড়যন্ত্র অত্যন্ত ক্ষীণ।

সুতরাং মানুষের উচিত আল্লাহর পথে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় না করা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় না করা। তবে তার পথচলা অবশ্যই মহান আল্লাহর হিদায়াতের ওপর হতে হবে। যদি তার পথচলা আল্লাহর হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে সে কাউকে ভয় পাবে না।

তৃতীয় আয়াত: মহান আল্লাহর বাণী: (আর আপনি সেই চিরঞ্জীবের ওপর ভরসা করুন যাঁর মৃত্যু নেই) (সুরা আল-ফুরকান: ৫৮ নং আয়াতের অংশ)। তিনি হলেন মহান আল্লাহ, আপনার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল বিষয়ে তাঁরই ওপর ভরসা করুন। কেননা আল্লাহ তাআলা যদি আপনার জন্য কোনো বিষয় সহজ না করেন, তবে তা সহজ হবে না। আর কোনো বিষয় সহজ হওয়ার অন্যতম কারণ হলো তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল করা; বিশেষত যখন আপনি বিপদে পরিবেষ্টিত হন, দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পায় এবং সঙ্কট ঘনীভূত হয়। কারণ আল্লাহ ব্যতীত আপনার আর কোনো আশ্রয় নেই। সুতরাং আপনার উচিত তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল ও নির্ভর করা যাতে তিনি আপনার জন্য যথেষ্ট হন।

আর মহান আল্লাহর বাণী: (যাঁঁর মৃত্যু নেই) - এর মধ্যে মহান রবের ক্ষেত্রে মৃত্যুর অসম্ভব হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: (ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই নশ্বর। আর কেবল আপনার মহিমাময় ও মহানুভব রবের সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে) (সুরা আর-রহমান: ২৬-২৭)। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর জীবনের পূর্ণতার কারণে মৃত্যুবরণ করেন না। কেননা তিনি হলেন অনাদি যাঁর পূর্বে কিছু নেই এবং তিনি অনন্ত যাঁর পরে কিছু নেই। তদুপরি তিনি

সুমহান ও পবিত্র, তিনি ঘুমানও না। এটি তাঁর পরিপূর্ণ জীবন এবং গুণবাচক বৈশিষ্ট্য 'কাইয়ুমিয়াত'-এর প্রমাণ। আল্লাহ তাআলা বলেন: (আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না) (সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৫ নং আয়াতের অংশ)। পক্ষান্তরে মানুষ ও জিন জাতি নিদ্রা যায় এবং মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু মহান রব ঘুমান না, কারণ তিনি নিদ্রা থেকে অভাবমুক্ত। অন্যদিকে মানুষের ঘুমের প্রয়োজন হয়, কারণ তাদের শরীর ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত হয়। আর ঘুম হলো পূর্ববর্তী ক্লান্তি দূর করার প্রশান্তি এবং কর্মস্পৃহা নবায়নের মাধ্যম...

(ম: 544) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

يستقبل من العمل، وأما الله سبحانه وتعالى فلا تأخذه سنة ولا نوم.
وقال الله تعالى: (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) (الطلاق: من الآية 3) أي: كافيهِ،
فإذا توكلت على الله كفاك كل شيء، وإذا توكلت على غير الله وكلك الله عليه، ولكنك
تخذل ولا تتحقق لك أمورك.

وقال الله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ
آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2)) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ) أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا (الأنفال: من الآية 4).

قوله: (إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ) أي: إذا ذكرت عظمته وجلاله وسلطانه، خافت القلوب، ووجلتن
وتأثر الإنسان، حتى إن بعض السلف إذا تليت عليه آيات الخوف يمرض أياماً حتى
يعوده الناس، أما نحن فقلوبنا قاسية، نسأل الله إن يلينها فانه تتلى علينا آيات
الخوف وتبر وكأنها شراب بارد، فلا نتأثر بذلك، ولا نتعظ إلا من رحم الله، نسأل
الله العافية.

لكن المؤمن: هو الذي إذا ذكر الله وجل قلبه وخاف.
كان بعض السلف إذا قيل له: اتق الله ارتعد، حتى يسقط ما في يده. (وَإِذَا تُلِيَتْ
عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا) (الأنفال: من الآية 2) إذا سمعوا كلام الله عز وجل
ازدادوا إيماناً من وجهين:

الوجه الأول: التصديق بما أخبر الله به من أمور الغيب الباطنية والمستقبلية.

الوجه الثاني: القبول والإذعان لأحكام الله، فيمتثلون ما أمر الله به، فيزداد بذلك
إيمانهم وينتهون عما نهى الله عنه، تقرباً إليه وخوفاً منه.

তিনি কর্ম সম্পাদনে ব্যাপ্ত হন, আর মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা; তাঁকে তন্দ্রা বা
নিদ্রা স্পর্শ করে না।

মহান আল্লাহ বলেন: (আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট)
(আত-তালাক: ৩ এর অংশবিশেষ) অর্থাৎ: তিনিই তার জন্য পর্যাপ্ত। সুতরাং আপনি যখন
আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করবেন, তখন তিনি আপনার সকল বিষয়ের জন্য যথেষ্ট
হয়ে যাবেন। আর যদি আপনি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ওপর ভরসা করেন, তবে আল্লাহ
আপনাকে তার ওপরই ছেড়ে দেবেন; ফলে আপনি লাঞ্চিত হবেন এবং আপনার কোনো
উদ্দেশ্য সফল হবে না।

মহান আল্লাহ বলেন: (মুমিন তো তারাই, যাদের অন্তরসমূহ প্রকম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ
করা হয় এবং যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তা তাদের
ঈমান বৃদ্ধি করে দেয় এবং তারা তাদের রবের ওপরই ভরসা করে। যারা সালাত কায়েম করে
এবং আমি তাদের যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। তারাই প্রকৃত মুমিন।) (আল-
আনফাল: ২-৪ এর অংশবিশেষ)।

তাঁর বাণী: (যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়) অর্থাৎ: যখন তাঁর মহিমা, গান্ধীর্ঘ ও আধিপত্য
স্মরণ করা হয়, তখন অন্তরসমূহ ভীত ও প্রকম্পিত হয় এবং মানুষ প্রভাবিত হয়। এমনকি
সালাফদের মধ্যে কেউ কেউ এমন ছিলেন যে, যখন তাদের সামনে ভীতিপ্রদর্শনমূলক আয়াত
পাঠ করা হতো, তখন তারা কয়েক দিন পর্যন্ত অসুস্থ থাকতেন, এমনকি মানুষ তাঁদের দেখতে

আসত। আর আমাদের অবস্থা হলো আমাদের অন্তরসমূহ অত্যন্ত কঠিন; আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের অন্তরগুলোকে কোমল করে দেন। কেননা আমাদের সামনে ভীতিপ্রদর্শনমূলক আয়াত তিলাওয়াত করা হয় অথচ তা শীতল পানীয়র মতো আমাদের ওপর দিয়ে চলে যায়; আমরা তার দ্বারা প্রভাবিত হই না এবং আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া আমরা উপদেশও গ্রহণ করি না। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও সুস্থতা কামনা করি।

কিন্তু মুমিন তো সেই ব্যক্তি, আল্লাহর যিকির করা হলে যার অন্তর প্রকম্পিত ও ভীত হয়।

কোনো কোনো সালাফ এমন ছিলেন যে, যখন তাঁকে বলা হতো: ‘আল্লাহকে ভয় করো’, তখন তিনি এমনভাবে কেঁপে উঠতেন যে তাঁর হাতের জিনিস পড়ে যেত। (এবং যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে দেয়) (আল-আনফাল: ২)। যখন তারা মহান আল্লাহর কালাম শ্রবণ করেন, তখন দুই দিক থেকে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়:

প্রথম দিক: অতীত এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ক গায়ব বা অদৃশ্য জগতের যেসব সংবাদ আল্লাহ দিয়েছেন, তা সত্য বলে বিশ্বাস করা।

দ্বিতীয় দিক: আল্লাহর বিধানাবলি গ্রহণ করা ও তার সামনে মস্তক অবনত করা। ফলে আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তারা তা পালন করে, যার মাধ্যমে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা থেকে তারা বিরত থাকে—তাঁর নৈকট্য লাভের আশায় এবং তাঁর ভয়ে।

(ص: 545) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

فيزداد أيمانهم فهم إذا تليت عليهم آياته ازدادوا إيماناً من هذين الوجهين.
وهكذا إذا رأيت من نفسك أنك كلما تلوت القرآن ازددت إيماناً، فإن هذا من
علامات التوفيق.

أما إذا كنت تقرا القرآن ولا تتأثر به، فعليك بمداواة نفسك، لا أقول إن تذهب إلى المستشفى، لتأخذ جرعة من حبوب أو مياة أو غيرها، ولكن عليك بمداواة القلب، فإن القلب إذا لم ينتفع بالقران ولم يتعظ به، فإنه قلب قاس مريض، نسأل الله العافية.

فأنت يا أخي طبيب نفسك لا تذهب إلى الناس، أقرأ القرآن فإن رأيت أنك تتأثر به إيمان وتصديقاً وامتثالاً فهنئاً لك، فأنت مؤمن، وإلا فعليك بالدواء، داو نفسك من قبل إن يأتيك موت لا حياة بعده، وهو موت القلب، أما موت الجسد فبعده حياة، وبعده بعث وجزاء وحساب.

وقوله عز وجل: (وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) على ربهم فقط يتوكلون! أي: يفوضون أمورهم كلها إلى مالِكهم ومدبرهم خاصة، لا إلى أحد سواه، كما يدل عليه تقديم المعبول على عامله، والجملة معطوفة على الصلة، إشارة إلى الاختصاص والحصص، وانهم لا يتوكلون إلا على الله عز وجل لان غير الله إذا توكلت عليه، فإنما توكلت على شخص مثلك، ولا يحرص على منفعتك كما تحرص أنت على منفعة نفسك، ولكن اعتمد على الله عز وجل في أمور دينك ودنياك.

(الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) .

ফলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়; যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন এই দুই দিক থেকে তাদের ঈমান বেড়ে যায়।

একইভাবে, যখন আপনি নিজের মাঝে এমনটি অনুভব করবেন যে, যতবার আপনি কুরআন তিলাওয়াত করছেন, ততবারই আপনার ঈমান বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবে এটি তাওফীক বা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহের অন্যতম লক্ষণ।

পক্ষান্তরে, যদি আপনি কুরআন পাঠ করেন অথচ তা দ্বারা প্রভাবিত না হন, তবে আপনার নিজেকে চিকিৎসা করা কর্তব্য। আমি বলছি না যে আপনি হাসপাতালে গিয়ে ঔষধের বড়ি বা তরল ঔষধের ডোজ গ্রহণ করবেন, বরং আপনার কর্তব্য হৃদয়ের চিকিৎসা করা। কারণ অন্তর

যদি কুরআন দ্বারা উপকৃত না হয় এবং তা থেকে উপদেশ গ্রহণ না করে, তবে তা একটি পাষণ্ড ও অসুস্থ অন্তর। আমরা আল্লাহর নিকট এর থেকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

হে আমার ভাই! আপনি নিজেই নিজের চিকিৎসক। মানুষের কাছে যাবেন না; কুরআন পাঠ করুন। যদি দেখেন যে আপনি ঈমান, সত্যায়ন এবং আনুগত্যের মাধ্যমে কুরআন দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন, তবে আপনার জন্য সুসংবাদ, আপনি একজন মুমিন। অন্যথায়, আপনার ঔষধ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এমন মৃত্যু আসার আগেই নিজের চিকিৎসা করুন যার পর আর কোনো জীবন নেই, আর তা হলো অন্তরের মৃত্যু। কেননা শরীরের মৃত্যুর পর তো পুনরায় জীবন আছে, আছে পুনরুত্থান, প্রতিদান ও হিসাব।

এবং মহান আল্লাহর বাণী: (এবং তারা তাদের রবের ওপরই ভরসা করে)। তারা কেবল তাদের রবের ওপরই ভরসা করে! অর্থাৎ: তারা তাদের যাবতীয় বিষয়াদি বিশেষভাবে তাদের মালিক ও পরিচালক আল্লাহর কাছেই ন্যস্ত করে, তিনি ব্যতীত অন্য কারো নিকট নয়। যেমনটি কর্মকে (মামুল) ফ্রিয়ার (আমেল) পূর্বে আনয়ন করার ব্যাকরণিক নিয়ম থেকে স্পষ্ট হয়। বাক্যটি পূর্ববর্তী বর্ণনার সাথে সংযুক্ত, যা নির্দিষ্টকরণ এবং সীমাবদ্ধতার ইঙ্গিত দেয়। আর তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ওপর ভরসা করে না; কারণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ওপর যদি আপনি ভরসা করেন, তবে আপনি আপনার মতোই একজন সাধারণ মানুষের ওপর ভরসা করলেন, যে আপনার উপকারের বিষয়ে ততটা সচেতন নয় যতটা আপনি নিজের উপকারের বিষয়ে সচেতন। সুতরাং আপনার দ্বীন ও দুনিয়ার সকল বিষয়ে মহান আল্লাহর ওপরই নির্ভর করুন।

(যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে)।

(ص: 546) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

يقيمون الصلاة: يأتون بها مستقيمة بواجباتها وشروطها وأركانها. ويكملونها بمكملاتها، ومن ذلك إن يصلوها في أوقاتها، ومن ذلك إن يصلوها مع المسلمين في مساجدهم، لأن صلاة الجماعة كان لا يختلف عنها إلا منافق أو معذور، قال ابن

مسعود رضي الله عنه: ((لقد رايتنا_ يعني مع الرسول عليه الصلاة والسلام_ وما يختلف عنها_ أي عن الصلاة_ إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، ولقد كان الرجل يؤتي به يهادي بين الرجلين، يعني مريض ويحمله رجلان اثنان، حتى يقام في الصف)) لا يثنيهما عن الحضور إلى المساجد حتى المرض رضي الله عنهم. أما كثير من الناس اليوم، فإنهم علي العكس من ذلك، فتراهم يتكاسلون ويتأخرون عن صلاة الجماعة. ولهذا لو قارنت بين الصلوات النهارية وصلاة الفجر، لرأيت فرقاً بينا، لان الناس يلحقهم الكسل في صلاة الفجر من نوم، ولا يهتمون بها كثيراً. (وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) (البقرة: من الآية 3) أي: ينفقون أموالهم في مرضاة الله، وحسب أوامر الله، وفي المحل المناسب. (أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا) (الأنفال: من الآية 74) حقاً: تأكيد

للجملة التي قبلها، أي: أحق ذلك حقاً. (لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) (الأنفال: من الآية 74) نسأل الله إن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه.

তারা সালাত কায়েম করে: অর্থাৎ এর ওয়াজিবসমূহ, শর্তাবলি ও রুকনসমূহ যথাযথভাবে পালন করে তা সম্পাদন করে এবং এর পরিপূরক কার্যাবলীর মাধ্যমে একে পূর্ণতা দান করে। এর অন্তর্ভুক্ত হলো সালাতসমূহকে তাদের নির্ধারিত সময়ে আদায় করা এবং মুসলমানদের সাথে তাদের মসজিদে গিয়ে আদায় করা। কারণ, জামাআতের সালাত থেকে কেবল মুনাফিক অথবা বিশেষ ওজরগ্রস্ত ব্যক্তিই অনুপস্থিত থাকত। ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: “আমি আমাদের দেখেছি—অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে—সুস্পষ্ট মুনাফিক অথবা অসুস্থ ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ সালাত থেকে পিছিয়ে থাকত না। এমনকি কোনো ব্যক্তিকে দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে নিয়ে আসা হতো এবং তাকে কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হতো।” এমনকি অসুস্থতাও তাঁদেরকে মসজিদে উপস্থিত হতে বাধা দিতে পারত না (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)। অথচ বর্তমানকালের অনেক মানুষের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত; আপনি দেখবেন তারা জামাআতের সালাতের ব্যাপারে অলসতা করছে এবং দেরি করে আসছে। একারণেই আপনি যদি দিনের বেলার সালাতসমূহের সাথে ফজরের সালাতের তুলনা করেন, তবে একটি স্পষ্ট পার্থক্য দেখতে পাবেন। কেননা ঘুমের কারণে মানুষ ফজরের

সালাতে অলসতা বোধ করে এবং এর প্রতি অধিক দ্রুতগতি করে না। “এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে” (সূরা আল-বাকারাহ: ৩ নং আয়াতের অংশ); অর্থাৎ তারা তাদের সম্পদ আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে, আল্লাহর নির্দেশানুসারে এবং উপযুক্ত খাতে ব্যয় করে। “তরাই হলো প্রকৃত মুমিন” (সূরা আল-আনফাল: ৭৪ নং আয়াতের অংশ); এখানে ‘প্রকৃতপক্ষে’ শব্দটি নিশ্চয়তাসূচক

পূর্ববর্তী বাক্যের জন্য; অর্থাৎ: এটি অকাট্যভাবে সত্য। “তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিযিক” (সূরা আল-আনফাল: ৭৪ নং আয়াতের অংশ)। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি তাঁর অনুগ্রহ ও দানশীল্যে আমাদের এবং আপনাদের তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

(ص: 547) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

انه جواد كريم. وأما الأحاديث: 74_ فالأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت انهم أمتي، ف قيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، ف قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فإذا سواد عظيم، ف قيل لي هذه أمتك، ومعهم سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب)) ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، فلم يشركوا بالله شيئاً_ وذكروا أشياء_ فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((ما الذي تخوضون فيه؟)) فأخبروه فقال: ((هم الذين

لا يرون، ولا يسترقون ولا يتطيرون، وعلي ربهم يتوكلون)) فقام عكاشة بن محصن فقال، ادع الله إن يجعلني منهم، فقال: ((أنت منهم))
(ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله إن يجعلني منهم فقال: ((سبقك بها عكاشة)) متفق عليه.

নিশ্চয়ই তিনি মহান দাতা ও অত্যন্ত দয়ালু। আর হাদীসসমূহ নিম্নরূপ: ৭৪- প্রথম হাদীস: ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আমার সামনে বিভিন্ন উম্মতকে উপস্থাপন করা হলো। আমি দেখলাম, কোনো নবীর সাথে একটি ছোট দল রয়েছে, কোনো নবীর সাথে মাত্র এক বা দুইজন লোক রয়েছে, আবার কোনো নবী এমনও ছিলেন যাঁর সাথে কেউ নেই। ইতিমধ্যে আমার সামনে এক বিশাল জনসমষ্টি তুলে ধরা হলো। আমি মনে করলাম এটিই হয়তো আমার উম্মত। কিন্তু আমাকে বলা হলো, ইনি মূসা এবং তাঁর কওম। তবে আপনি দিগন্তের দিকে তাকান। আমি তাকালাম এবং দেখলাম এক বিশাল জনসমুদ্র। এরপর আমাকে বলা হলো, আপনি অপর দিগন্তের দিকে তাকান, সেখানেও এক বিশাল জনসমুদ্র। তখন আমাকে বলা হলো, এরা আপনার উম্মত। আর এদের সাথে এমন সত্তর হাজার লোক আছে যারা কোনো হিসাব ও আযাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে।" অতঃপর তিনি উঠে নিজ ঘরে প্রবেশ করলেন। এদিকে লোকজন এসব ব্যক্তিদের ব্যাপারে আলোচনায় লিপ্ত হলো যারা বিনা হিসাবে ও বিনা আযাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। কেউ কেউ বললেন: সম্ভবত তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহচর্য লাভকারী সাহাবীগণ। আবার কেউ বললেন: সম্ভবত তারা সেইসব লোক যারা ইসলামে জন্মগ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করেনি। এভাবে তারা আরও অনেক বিষয় উল্লেখ করলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের সামনে বেরিয়ে আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কী বিষয়ে আলোচনা করছ?" তারা বিষয়টি তাঁকে জানালেন। তখন তিনি বললেন: "তারা হলো সেইসব ব্যক্তি যারা ঝাড়ফুক করায় না, অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করে না এবং তারা কেবল তাদের প্রতিপালকের ওপরই ভরসা রাখে।" তখন উক্বাশা ইবনে মিহসান দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন: "তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত।"

অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন তিনি বললেন: "উক্বাশা এ ক্ষেত্রে তোমার অগ্রগামী হয়েছে।" (হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে বর্ণিত)।

(ص: 548) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

((الرهيطة)) بضم الراء: تصغير رهط، وهم دون عشرة نفس. ((والأفق)): الناحية والجانب. ((وعكاشة)) بضم العين وتشديد الكاف وبتخفيفها وتشديد الفصح. الشرح بعدما ساق المؤلف رحمه الله تعالى الآيات، ذكر هذا الحديث العظيم، الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمم عرضت عليه، أي: أرى الأمم عليه الصلاة والسلام وأنبياءهم. يقول: ((فرأيت النبي ومعه الرهيطة)) أي: معه الرهط القليل، ما بين الثلاثة إلى العشرة. ((والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد)) أي: إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا كلهم قد أطاعهم قوهم، بل بعضهم لم يطعه أحد من قومهم، وبعضهم أطاعه الرهط، وبعضهم أطاعه الرجل والرجلان، وانظر إن نوحاً عليه الصلاة والسلام مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً، يذكرهم بالله، ويدعوهم إلى الله، قال الله تعالى: (وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ) (هود: من الآية 40)، كل هذه المدة ولم يلق منهم قبولا، بل ولا سلم من شرهم، قال نوح: (وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا) (نوح: 7)، وكانوا يهرون به ويسخرون منه. يقول: ((رفع لي سواد)) أي: بشر كثير فيهم جهمة من كثرتهم فظننت انهم أمتي فليل لي هذا موسى وقومه)) لان موسى من اثر الأنبياء اتباعاً،

((আর-রুহাইত)) 'রা' বর্ণে পেশসহ: এটি 'রাহত' শব্দের ক্ষুদ্রার্থবোধক রূপ, যার অর্থ দশ জনের কম ব্যক্তি। ((আল-উফুক)): দিগন্ত ও পার্শ্ব। ((উকাশাহ)) 'আইন' বর্ণে পেশ এবং 'কাফ' বর্ণে তাশদীদসহ অথবা তাশদীদ ছাড়া; তবে তাশদীদসহ উচ্চারণই অধিক বিশুদ্ধ ও প্রাজ্ঞল।

ব্যাখ্যা: গ্রন্থকার—রহিমাল্লাহ—আয়াতসমূহ উল্লেখ করার পর এই মহান হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর সামনে উম্মতদেরকে পেশ করা হয়েছে; অর্থাৎ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সকল উম্মত ও তাঁদের নবীদের দেখানো হয়েছে। তিনি বলেন: ((আমি একজন নবীকে দেখলাম যার সাথে ক্ষুদ্র একটি দল (রুহাইত) ছিল)) অর্থাৎ: তাঁর সাথে তিন থেকে দশ জনের মতো অল্প সংখ্যক অনুসারী ছিল। ((আর এমন নবীকেও দেখলাম যার সাথে মাত্র একজন বা দুইজন ব্যক্তি ছিল, আবার এমন নবীকেও দেখলাম যার সাথে কেউ ছিল না।)) অর্থাৎ: সকল নবী—আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম—এর কওম বা জাতি তাঁদের পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য করেনি। বরং তাঁদের কারো কারো কওমের কেউ তাঁর আনুগত্য করেনি, কারো আনুগত্য করেছে একটি ক্ষুদ্র দল, আবার কারো সাথে ছিল মাত্র একজন বা দুইজন ব্যক্তি। লক্ষ্য করুন, নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তাঁর কওমের মাঝে নয়শত পঞ্চাশ বছর অবস্থান করেছিলেন, তাঁদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন: (আর তাঁর সাথে অল্প সংখ্যক লোকই ঈমান এনেছিল) (সূরা হূদ: আয়াত ৪০)। এই দীর্ঘ সময়েও তিনি তাঁদের পক্ষ থেকে অনুকূল সাড়া পাননি, বরং তাঁদের অনিষ্ট থেকেও নিরাপদ ছিলেন না। নূহ (আলাইহিস সালাম) বলেছিলেন: (আর আমি যতবারই তাঁদেরকে আহ্বান করেছি যাতে আপনি তাঁদেরকে ক্ষমা করেন, তাঁরা দিয়ে রেখেছে

তাঁদের কানে আগুল এবং নিজেদের পোশাক দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করেছে, জেদ ধরেছে ও চরম ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে) (সূরা নূহ: ৭)। তাঁরা তাঁর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে নিয়ে উপহাস করত। তিনি বলেন: ((আমার সামনে একটি বিশাল কালো অবয়ব (সাওয়াদ) উন্মোচিত হলো)) অর্থাৎ: বিপুল সংখ্যক মানুষ, যাদের আধিক্যের কারণে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশাল জনসমষ্টির মতো দেখাচ্ছিল। আমি মনে করলাম তাঁরাই আমার উম্মত। তখন আমাকে বলা হলো, 'ইনি মূসা এবং তাঁর কওম।' কারণ অনুসারী সংখ্যার দিক থেকে মূসা (আলাইহিস সালাম) অধিক অনুসারীপ্রাপ্ত নবীদের অন্তর্ভুক্ত।

بعث في بني إسرائيل، وانزل الله عليه التوراة التي هي أم الكتب الإسرائيلية. قال: ((ثم قيل لي انظر! فنظرت إلى الأفق فإذا سواد عظيم_ وفي لفظ: قد سد الأفق_ فقليل: انظر الأفق الثاني! فنظرت إليه فإذا سواد عظيم، فقليل لي هذه أمتك)) فالرسول صلي الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعاً، لأنه منذ بعث إلى يوم القيامة والناس يتبعونه، صلوات الله وسلامه عليه، فكان أكثر الأنبياء تابعاً، قد ملا اتباعه ما بين الأفقين. ((ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب)) أي: مع هذه الأمة سبعون ألفاً يدخلون الجنة، لا يحاسبون، ولا يعذبون، من الموقف إلى الجنة بدون حساب ولا عذاب! اللهم اجعلنا منهم. وقد ورد إن مع كل واحد من السبعين ألف سبعين ألفاً أيضاً. ((ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك ... قال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلي الله عليه وسلم_ يعني لعلهم الصحابة رضي الله عنهم_، وقال آخرون: ((لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، فلم يشركوا بالله شيئاً وذكروا أشياء)) وكل أتى بما يظن، فخرج عليهم النبي صلي الله عليه وسلم فسألهم عما يخوضون فيه فأخبروه فقال صلي الله عليه وسلم ((هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلي ربهم يتوكلون)) هذا لفظ مسلم وفيه: ((لا يرقون)). والمؤلف رحمه الله قال: انه متفق عليه، وكان ينبغي إن يبين إن هذا اللفظ لفظ مسلم فقط دون رواية البخاري، وذلك إن قوله: ((لا يرقون))

তিনি বনী ইসরাঈলের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং আল্লাহ তাঁর ওপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলেন, যা ইসরাঈলী কিতাবসমূহের মূল। তিনি বলেন: "অতঃপর আমাকে বলা হলো, দেখুন! তখন আমি দিগন্তের দিকে তাকালাম এবং একটি বিশাল জনসমষ্টি দেখতে পেলাম— অন্য বর্ণনায় রয়েছে: তারা দিগন্ত ছেয়ে ফেলেছিল—এরপর বলা হলো: দ্বিতীয় দিগন্তের দিকে

তাকান! আমি সেদিকে তাকালাম এবং সেখানেও একটি বিশাল জনসমষ্টি দেখতে পেলাম। তখন আমাকে বলা হলো, এরা আপনার উম্মত।" সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন নবীদের মধ্যে সর্বাধিক অনুসারীর অধিকারী। কারণ, তাঁর প্রেরিত হওয়ার সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ তাঁর অনুসরণ করছে—তাঁর ওপর আল্লাহর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক। তাই তিনি ছিলেন সর্বাধিক অনুসারী বিশিষ্ট নবী, তাঁর অনুসারীরা দুই দিগন্তের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ করে দিয়েছিল। "এবং তাদের সাথে সত্তর হাজার এমন লোক থাকবে যারা বিনা হিসেবে এবং বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" অর্থাৎ: এই উম্মতের সাথে এমন সত্তর হাজার ব্যক্তি থাকবেন যারা জান্নাতে প্রবেশ করবেন, যাদের কোনো হিসাব নেওয়া হবে না এবং কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না; হাশরের ময়দান থেকে সরাসরি জান্নাতে—বিনা হিসেবে এবং বিনা শাস্তিতে! হে আল্লাহ, আমাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আর এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, সত্তর হাজারের প্রত্যেকের সাথে আরও সত্তর হাজার করে লোক থাকবে। "অতঃপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজ গৃহে প্রবেশ করলেন। তখন মানুষ ঐসব ব্যক্তিদের বিষয়ে আলোচনায় মগ্ন হলো ... তাদের কেউ কেউ বললেন: সম্ভবত তারা ঐসব লোক যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন—অর্থাৎ তারা সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম—আবার অন্যরা বললেন: "সম্ভবত তারা ঐসব লোক যারা ইসলামে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করেননি। এছাড়া তারা আরও অনেক বিষয়ের অবতারণা করলেন।"

প্রত্যেকেই যার যার ধারণা ব্যক্ত করলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে বেরিয়ে আসলেন এবং তারা কী বিষয়ে আলোচনা করছেন তা জানতে চাইলেন। তারা তাঁকে অবহিত করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তারা হলো ঐসব লোক যারা নিজেরা ঝাড়ফুক করে না, অন্যের কাছে ঝাড়ফুক প্রার্থনা করে না, শরীরে আগুনের দাগ দিয়ে চিকিৎসা করে না এবং অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করে না; বরং তারা কেবল তাদের রবের ওপরই ভরসা করে।" এটি মুসলিমের বর্ণনা এবং এতে রয়েছে: "তারা নিজেরা ঝাড়ফুক করে না।" আর লেখক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন যে এটি মুত্তাফাকুন আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম উভয়ে বর্ণিত)। তবে তাঁর উচিত ছিল এটি স্পষ্ট করা যে, এই শব্দগুলো কেবল মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, বুখারীর বর্ণনায় নয়; আর তা হলো তাঁর এই উক্তি: "তারা নিজেরা ঝাড়ফুক করে না।"

كلمة غير صحيحة، ولا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لان معني ((لا يرقون)) أي لا يقرؤون علي المرضي، وهذا باطل، فان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرقى المرضي. وأيضا القراءة علي المرضي إحسان، فكيف يكون انتفاؤها سببا لدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. فآلهم إن هذه اللفظة لفظة شاذة، وخطأ لا يجوز اعتمادها، والصواب: ((هم الذين لا يسترقون)) أي: لا يطلبون من أحد إن يقرأ عليهم إذا أصابهم شيء، لانهم معتمدون علي الله، ولان الطلب فيه شيء من الذل، لأنه سؤال الغير، فربما تخرجه ولا يريد إن يقرأ، وربما إذا قرا عليك لا يبرا المرض فتنهه، وما أشبه ذلك، لهذا قال لا يسترقون. قوله: ((ولا يكتون)) يعني: لا يطلبون من أحد إن يكويهم إذا مرضوا، لان الكي عذاب بالنار، لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة. وقوله: ((ولا يتطيرون)) يعني: لا يتشائمون لا برئي، ولا بمسوم، ولا بمشوم، ولا بمذوق، يعني: لا يتطيرون أبدا. وقد كان العرب في الجاهلية يتطيرون، فإذا طار الطير وذهب نحو اليسار تشاءموا، وإذا رجع تشاءموا، وإذا تقدم نحو الإمام صار لهم نظر آخر، وكذلك نحو اليمين وهكذا. والطيرة محرمة، لا يجوز لاحد إن يتطير لا بطيور، ولا بأيام، ولا بشهور، ولا بغيرها، وتطير العرب فيما سبق بشهر شوال إذا تزوج الإنسان فيه، ويقولون: إن الإنسان إذا تزوج في شهر شوال لم يوفق، فكانت

এটি একটি অশুদ্ধ শব্দ এবং এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। কারণ "তারা রুকইয়াহ করে না" এর অর্থ হলো তারা অসুস্থদের ওপর পাঠ করে না, আর এটি বাতিল। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থদের ওপর রুকইয়াহ করতেন। তদুপরি, অসুস্থদের ওপর পাঠ করা একটি ইহসান (সদয় আচরণ); সুতরাং এর অনুপস্থিতি কীভাবে হিসাব ও আযাব ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশের কারণ হতে পারে? সারকথা হলো, এই শব্দটি একটি শায় (বিচ্ছিন্ন) শব্দ এবং ভুল, যা গ্রহণ করা বৈধ নয়। সঠিক শব্দ হলো: "তারা

হচ্ছে সেই সব লোক যারা রুকইয়াহ (ঝাড়ফুক) কামনা করে না", অর্থাৎ তাদের কোনো বিপদ বা অসুখ হলে তারা কারও কাছে তাদের ওপর পাঠ করার অনুরোধ করে না। কারণ তারা আল্লাহর ওপর পূর্ণ নির্ভরশীল এবং কারও কাছে সাহায্য চাওয়ার মধ্যে এক প্রকার হীনতা রয়েছে, যেহেতু এটি অন্যের কাছে প্রার্থনা করার শামিল। হতে পারে আপনি তাকে বিব্রত করছেন অথচ সে পাঠ করতে চাচ্ছে না, আবার এমনও হতে পারে যে সে আপনার ওপর পাঠ করার পর রোগ মুক্তি হলো না, তখন আপনি তাকে অভিযুক্ত করবেন বা এই জাতীয় কিছু। এ কারণেই বলা হয়েছে: তারা রুকইয়াহ কামনা করে না। তাঁর বাণী: "এবং তারা আগুনের সৈঁক নেয় না" অর্থাৎ তারা অসুস্থ হলে কারও কাছে আগুনের সৈঁক দেওয়ার অনুরোধ করে না। কারণ আগুনের সৈঁক দেওয়া হলো অগ্নি-শান্তির ন্যায়, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া এর আশ্রয় নেওয়া হয় না। তাঁর বাণী: "এবং তারা কুলক্ষণ গ্রহণ করে না" অর্থাৎ তারা দৃশ্যমান, শ্রুত, দ্রাণযুক্ত কিংবা স্বাদযুক্ত কোনো কিছুর মাধ্যমেই অমঙ্গল বা কুলক্ষণ গ্রহণ করে না; অর্থাৎ তারা কক্ষনোই কুলক্ষণ মানে না। জাহেলিয়াতের যুগে আরবরা কুলক্ষণ গ্রহণ করত; যদি পাখি উড়ে বাম দিকে যেত তবে তারা সেটিকে অমঙ্গল মনে করত, যদি ফিরে আসত তবে কুলক্ষণ ধরত, আর যদি সামনের দিকে অগ্রসর হতো তবে তাদের ভিন্ন ধারণা হতো, একইভাবে ডান দিকে যাওয়ার ক্ষেত্রেও। এই কুলক্ষণ গ্রহণ করা হারাম। কারও জন্য পাখি, দিন, মাস বা অন্য কিছুর মাধ্যমে কুলক্ষণ গ্রহণ করা বৈধ নয়। অতীতে আরবরা শাওয়াল মাসে বিবাহ করাকে কুলক্ষণ মনে করত; তারা বলত: যদি কোনো ব্যক্তি শাওয়াল মাসে বিবাহ করে তবে সে সফল হবে না। ফলে এটি ছিল...

(ص: 551) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

عائشة رضي الله عنها تقول: ((سبحان الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في شوال، ودخل بها في شوال، وكانت احب نسائه إليه)) كيف يقال إن الذي يتزوج في شوال لا يوفق. وكانوا يتشاءمون بيوم الأربعاء، ويوم الأربعاء يوم كأيام الأسبوع

ليس فيه تشاؤم. وكان بعضهم يتشاءم بالوجه، إذا راء وجهاً ينكره تشاءم، حتى إن بعضهم إذا فتح دكانه، وكان أول من يأتيه رجل اعور أو اعمى، اغلق دكانه، وقال اليوم لا رزق فيه. والتشاؤم، كما انه شرك اصغر، فهو حسرة علي الإنسان، فيتألم من كل شئ يراه، لكن لو اعتمد علي الله وترك هذه الخرافات، لسلم، ولصار عيشه صافياً سعيداً. أما قوله: (وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) فمعناه: انهم يعتمدون علي الله وحده في كل شئ، لا يعتقدون علي غيره، لأنه جل وعلا قال في كتابه: (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) (الطلاق: من الآية 3)، ومن كان الله حسبه فقد كفي كل شئ. هذا الحديث العظيم فيه صفات من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فهذه أربع صفات: لا يسترقون، ولا يكتون، ولا يتطيرون، وعلي ربهم يتوكلون. والشاهد للبَاب قوله (وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ). فقَام عكاشة بن محصن رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله ((ادع الله إن يجعلني منهم))، بأدر إلى الخير وسبق إليه، فقال النبي صلي الله عليه وسلم: ((أنت منهم))

আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: "সুবহানাল্লাহ, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে শাওয়াল মাসে বিয়ে করেছিলেন এবং শাওয়াল মাসেই তাঁর সাথে বাসর করেছিলেন, অথচ তিনি ছিলেন তাঁর নিকট সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী।" তবে কীভাবে বলা হয় যে, শাওয়াল মাসে যে ব্যক্তি বিয়ে করে সে সফল হয় না? আর তারা বুধবারকে অমঙ্গলজনক মনে করত; অথচ বুধবার সপ্তাহের অন্যান্য দিনগুলোর মতোই একটি দিন, এতে কোনো অশুভ নেই। তাদের কেউ কেউ আবার চেহারা দেখে কুলক্ষণ নির্ধারণ করত; যখন সে কোনো অপছন্দনীয় চেহারা দেখত, তখন সেটিকে অমঙ্গলের প্রতীক মনে করত। এমনকি তাদের কেউ যখন তার দোকান খুলত এবং প্রথম আগন্তুক ব্যক্তি কোনো টারা বা অঙ্ক হতো, তখন সে তার দোকান বন্ধ করে দিত এবং বলত যে, আজ কোনো রিজিক নেই।

এই কুসংস্কার বা অমঙ্গল বিশ্বাসের বিষয়টি যেমন শিরকে আসগর (ছোট শিরক), তেমনি এটি মানুষের জন্য আক্ষেপ ও মনোকষ্টের কারণ; ফলে সে যা দেখে তাতেই ব্যথিত হয়। কিন্তু সে যদি আল্লাহর ওপর ভরসা করত এবং এই সব অলীক ধারণা বর্জন করত, তবে সে নিরাপদ থাকত এবং তার জীবন হতো স্বচ্ছ ও আনন্দময়। আর মহান আল্লাহর বাণী: "এবং তারা

তাদের রবের ওপরই ভরসা করে"—এর অর্থ হলো: তারা প্রতিটি বিষয়ে একমাত্র আল্লাহর ওপরই নির্ভর করে, অন্য কারো ওপর নয়। কেননা মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন: "আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট" (সূরা আত-তালাক: ৩ এর অংশ)। আর যার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হন, তার জন্য সব কিছুই পর্যাপ্ত হয়। এই মহান হাদিসটিতে তাদের গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে যারা বিনা হিসাবে এবং বিনা আজাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এই গুণগুলো চারটি: তারা অন্যের কাছে ঝাড়ফুঁক প্রার্থনা করে না, তারা শরীরে দাগ দিয়ে চিকিৎসা করায় না, তারা কুলক্ষণে বিশ্বাস করে না এবং তারা তাদের রবের ওপরই ভরসা করে। এই অধ্যায়ের জন্য দলিল হলো তাঁর বাণী: "এবং তারা তাদের রবের ওপরই ভরসা করে"। তখন উকাকশাহ বিন মিহসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) দাঁড়িয়ে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! "আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।" তিনি কল্যাণের দিকে ধাবিত হলেন এবং এতে অগ্রগামী হলেন। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তুমি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।"

(ص: 552) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

ولهذا نحن نشهد الآن بأن عكاشة بن محصن رضي الله عنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: ((أنت منهم)). ((فقام رجل آخر فقال: ادع الله إن يجعلني منهم! قال: سبق بها عكاشة)) فرده النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه

رد لطيف، لم يقل لست منهم، بل قال: ((سبقك بها عكاشة)). فقليل: لأنه كان يعلم بأن هذا الذي قال ادع الله إن يجعلني منهم منافق، والمنافق لا يدخل الجنة، فضلا عن كونه يدخلها بغير حساب ولا عذاب. وقال بعض العلماء: بل قال ذلك من أجل إن لا يفتح الباب، فيقوم من لا يستحق إن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ويقول ادع الله إن يجعلني. وعمل كل حال، فنحن لا نعلم علما يقينا بأن

الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدع الله له إلا لسبب معين، فالله اعلم. لكننا نستفيد من هذا فائدة، وهو الرد الجليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان قوله: ((سبقك بها عكاشة)) لا يجرحه ولا يحزنه، وسبحان الله، صارت هذه مثلاً إلى يومنا هذا، كلما طلب الإنسان شيئاً قد سبق به قيل: سبقك بها عكاشة. أورد بعض العلماء إشكالا علي هذا الحديث، وقال: إذا اضطر

এ কারণেই আমরা এখন সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, উকাশাহ ইবনে মিহসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বিনা হিসাবে ও কোনো শাস্তি ছাড়াই জাহ্নাতে প্রবেশ করবেন; কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেছিলেন: "তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত।" (অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন: আল্লাহর নিকট দোয়া করুন যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন! তিনি বললেন: উকাশাহ এতে অগ্রগামী হয়েছে।) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ফিরিয়ে দিলেন, তবে তা ছিল

একটি কোমল প্রত্যুত্তর; তিনি তাকে ‘তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও’—একথা বলেননি, বরং বলেছিলেন: "উকাশাহ এতে তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে।" অতঃপর বলা হয়ে থাকে যে, নবীজি জানতেন যে ব্যক্তিটি—যে বলেছিল ‘আল্লাহর নিকট দোয়া করুন যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন’—সে একজন মুনাফিক ছিল; আর মুনাফিক জাহ্নাতে প্রবেশ করবে না, বিনা হিসাব ও শাস্তি ব্যতিরেকে প্রবেশের তো প্রশ্নই আসে না। কোনো কোনো আলেম বলেছেন: বরং তিনি এটি বলেছিলেন যাতে এই দ্বারটি উন্মোচিত না হয়ে যায়, যার ফলে এমন সব ব্যক্তিও দাঁড়িয়ে যেত যারা বিনা হিসাব ও শাস্তি ব্যতিরেকে জাহ্নাতে প্রবেশের উপযুক্ত নয় এবং বলত ‘আল্লাহর নিকট দোয়া করুন যেন তিনি আমাকে অন্তর্ভুক্ত করেন’। যাই হোক, আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানি না যে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোনো বিশেষ কারণ ব্যতীতই তার জন্য দোয়া করা থেকে বিরত ছিলেন কি না; আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। তবে আমরা এখান থেকে একটি শিক্ষা লাভ করি, আর তা হলো আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে অত্যন্ত সুন্দর ও মার্জিত এক প্রত্যুত্তর। কেননা তাঁর এই কথা—"উকাশাহ এতে তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে"—তাকে ব্যথিত বা মর্মান্বিত করেনি। সুবহানাল্লাহ, এটি আজ পর্যন্ত একটি প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে; যখনই কোনো মানুষ এমন কিছু প্রার্থনা করে যা অন্য কেউ ইতিপূর্বেই হাসিল করে নিয়েছে, তখন বলা

হয়: "উকাশাহ এতে তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে।" কোনো কোনো আলেম এই হাদিসের ওপর একটি সংশয় উপস্থাপন করেছেন এবং বলেছেন: যদি কোনো ব্যক্তি নিরুপায় হয়...

(ص: 553) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الإنسان إلى القراءة، أي إلى إن يطلب من أحد إن يقرأ عليه، مثل إن يصاب بعين، أو بسحر، أو أصيب بجن واضطر، هل إذا ذهب يطلب من يقرأ عليه، يخرج من استحقاق دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال بعض العلماء: نعم هذا ظاهر الحديث، وليعتمد علي الله وليتصبر ويسأل الله العافية. وقال بعض العلماء: بل إن هذا

فيمن استرقى قبل إن يصاب، أي: بأن قال: أقرأ علي إن لا تصيبني العين، أو إن لا يصيبني السحر أو الجن أو الحمي، فيكون هذا من باب طلب الرقية لامر متوقع لا واقع، وكذلك الكي. فإذا قال إنسان: الذين يكونون غيرهم هل يحرمون من هذا؟ الجواب: لا! لان الرسول صلي الله عليه وسلم يقول: ((ولا يكتون)) أي: لا يطلبون من يكويهم، ولم يقل ولا يكونون، وهو عليه الصلاة والسلام قد كوي أكحل سعد بن معاذ رضي الله عنه، فسعد بن معاذ الأوسي الأنصاري رضي الله عنه أصيب يوم الخندق في أكحله فأنفجر الدم، والأكحل إذا انفجر دمه قضي علي الإنسان، فكواه النبي صلي الله عليه وسلم في العرق حتى وقف الدم، والنبي صلي الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالذين يكونون محسنون، والذين يقرؤون علي الناس محسنون، ولكن الكلام علي الذين يسترقون، أي يطلبون من يقرأ عليهم، أو

মানুষের ঝাড়ফুঁকের দ্বারস্থ হওয়া, অর্থাৎ কারো কাছে প্রার্থনা করা যেন সে তার ওপর পড়ে ফুঁ দেয়; যেমন কুনজরে আক্রান্ত হওয়া, জাদুর কবলে পড়া কিংবা জিনের আছরে পড়ে নিরুপায় হওয়া—এমতাবস্থায় সে যদি কারো কাছে গিয়ে ঝাড়ফুঁক প্রার্থনা করে, তবে সে কি বিনা হিসেবে এবং বিনা আজাবে জান্নাতে প্রবেশের যোগ্যতা থেকে বিচ্যুত হবে? এ বিষয়ে কোনো কোনো আলেম বলেছেন: হ্যাঁ, হাদিসের বাহ্যিক দিক এটিই নির্দেশ করে। তাই তার উচিত আল্লাহর ওপর ভরসা করা, ধৈর্য ধরা এবং আল্লাহর কাছে সুস্থতা কামনা করা। আবার কোনো কোনো আলেম বলেছেন: বরং এটি

সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে বিপদগ্রস্ত হওয়ার পূর্বেই ঝাড়ফুঁক করিয়ে নেয়। যেমন সে বলল: ‘আমার ওপর পড়ে ফুঁ দিন যেন কুনজর আমাকে স্পর্শ না করে, কিংবা জাদু, জিন বা জ্বর আমাকে আক্রান্ত করতে না পারে’। এটি মূলত কোনো বিপদ ঘটার আগেই সম্ভাব্য বিষয়ের জন্য ঝাড়ফুঁক চাওয়ার অন্তর্ভুক্ত। আগুনের সৈঁক (কাই) দেওয়ার বিষয়টিও একই রকম। এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে: যারা অন্যকে আগুনের সৈঁক দিয়ে চিকিৎসা করেন, তারা কি এই মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবেন? উত্তর হলো: না! কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তারা আগুনের সৈঁক গ্রহণ করে না" অর্থাৎ তারা নিজের জন্য অন্যের নিকট সৈঁক দেওয়ার আবেদন করে না। তিনি এটি বলেননি যে "তারা অন্যকে সৈঁক দেয় না"। অথচ তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং সাদ বিন মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতের ‘আকহাল’ ধমনীতে আগুনের সৈঁক দিয়েছিলেন। সাদ বিন মুআয আল-আউসি আল-আনসারি রাযিয়াল্লাহু আনহু খন্দকের যুদ্ধের দিন তার হাতের ধমনীতে আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং রক্তক্ষরণ শুরু হয়। হাতের এই মূল ধমনী ফেটে রক্ত বের হলে মানুষ মারা যায়। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই রগে আগুনের সৈঁক দেন যাতে রক্তপাত বন্ধ হয়। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি বিনা হিসেবে ও বিনা আজাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। সুতরাং যারা অন্যকে সৈঁক দেয় তারা কল্যাণকামী, আর যারা মানুষের ওপর কুরআন পাঠ করে ঝাড়ফুঁক করেন তারাও কল্যাণকামী। তবে আলোচনা হচ্ছে তাদের সম্পর্কে যারা ঝাড়ফুঁক প্রার্থনা করে, অর্থাৎ যারা অন্যের কাছে নিজের ওপর পড়ার আবেদন করে, অথবা...

يكتون، أي: من يطلبون من يكوهم، والله الموفق. 76_ الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلي الله عليه وسلم حين القي في النار وقالها محمد صلي الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل)) رواه البخاري. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر قول إبراهيم صلي الله عليه وسلم حين القي في النار: ((حسبي الله ونعم الوكيل)). الشرح وإبراهيم ومحمد_ عليها الصلاة والسلام_ هما خليلان لله عز وجل. قال الله تعالى: (وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا) (النساء: من الآية 125)، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: ((إن الله قد اتخذ خليلًا كما أتخذ إبراهيم خليلًا)) والخليل: معناه الحبيب الذي بلغت محبته الغاية، ولا نعلم إن أحد وصف بهذا الوصف إلا محمدا صلي الله عليه وسلم وإبراهيم، فهما الخليلان. وانك تسمع أحياناً يقول بعض الناس: إبراهيم خليل الله، ومحمد حبيب الله، وموسى كليم الله.

দাগ নেওয়া, অর্থাৎ: যারা অন্যের কাছে গিয়ে দাগ দেওয়ার (আগুনের ছ্যাকা) অনুরোধ করে। আর আল্লাহই তাওফীক দানকারী। ৭৬_ তৃতীয়: ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক"—এই কথাটি ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) তখন বলেছিলেন যখন তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন বলেছিলেন যখন লোকেরা তাঁদের বলেছিল যে, 'নিশ্চয়ই মানুষ তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে, সুতরাং তাদের ভয় করো'; কিন্তু এ কথা শুনে তাঁদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তাঁরা বলেছিল: 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক'—ইমাম বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন। বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় ইবনে আব্বাস

(রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তখন তাঁর শেষ কথা ছিল: "আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক"। ব্যাখ্যা: ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদ—তাঁদের উভয়ের ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক—তাঁরা মহান আল্লাহর দুই 'খলীল' (অন্তরঙ্গ বন্ধু)। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আর আল্লাহ ইব্রাহীমকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন" (সূরা আন-নিসা: ১২৫ এর অংশ বিশেষ), এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন যেমনিভাবে তিনি ইব্রাহীমকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন"। আর 'খলীল' শব্দের অর্থ হলো এমন প্রিয়পাত্র যার প্রতি মহব্বত বা ভালোবাসা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। আমাদের জানা মতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) ছাড়া অন্য কাউকে এই গুণাবলীতে ভূষিত করা হয়নি; সুতরাং তাঁরাই হলেন দুই খলীল। আপনি মাঝেমাঝে কিছু মানুষকে বলতে শুনবেন: ইব্রাহীম আল্লাহর খলীল, মুহাম্মাদ আল্লাহর হাবীব এবং মুসা আল্লাহর কালীম।

(ص: 555) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

والذي يقول: إن محمداً حبيب الله في كلامه نظر، لأن الخلّة ابلغ من المحبة، فإذا قال: محمد حبيب الله، فهذا فيه نوع نقص من حق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أبواب الله كثيرون، فالمؤمنون يحبهم الله، والمحسنون والمقسطون يحبهم الله، والأحباب كثيرون لله. لكن الخلّة لا نعلم إنها ثبتت إلا لمحمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وعلي هذا فنقول: الصواب إن يقال: إبراهيم خليل الله، ومحمد خليل الله، ومسي كليم الله عليهم الصلاة والسلام. علي إن محمداً صلي الله عليه وسلم قد كلمه الله - سبحانه وتعالى - كلاماً بدون واسطة، حيث عرج به إلى السماوات السبع. هذه الكلمة: ((حسبنا الله ونعم الوكيل)) قالها إبراهيم حينما القي في النار، وذلك إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعاً قومه إلى عبادة الله وحده

لا شريك له، وأبوا، وأصروا علي الكفر والشرك. فقام ذات يوم علي أصنامهم فكسرها، وجعلهم جزاذا، إلا كبيرا لهم، فلما رجعوا وجدوا آلهم كسرت، فانتقموا_ والعياذ بالله_ لأنفسهم. فقالوا ما نصنع يا إبراهيم؟ (قَالُوا حَرِّقُوهُ) (الأنبياء: من الآية 68) انتصارا لآلهم (وَأَنْصُرُوا آلَهُتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ) (الأنبياء: من الآية 68) فأوقدوا نار عظيمة جدا، ثم رموا إبراهيم في هذه النار. ويقال انهم لعظم النار لم يتمكنوا من القرب منها، وانهم رموا إبراهيم فيها بالمنجنيق من بعد، فلما رموه قال: ((حسبنا الله ونعم الوكيل)) فبأ الذي حدث؟

যিনি বলেন যে, মুহাম্মদ আল্লাহর হাবীব, তাঁর এই বক্তব্যে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। কারণ 'খুল্লা' (নিবিড় বন্ধুত্ব) 'মুহাব্বাত' (ভালোবাসা) অপেক্ষা অধিকতর অর্থবহ। সুতরাং যখন কেউ বলে: মুহাম্মদ আল্লাহর হাবীব, তখন এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হকের ক্ষেত্রে এক ধরনের অপূর্ণতা হিসেবে গণ্য হয়। কেননা আল্লাহর হাবীব বা প্রিয়পাত্র তো অনেকেই রয়েছেন; মুমিনদের আল্লাহ ভালোবাসেন, সৎকর্মশীল ও ন্যায়নিষ্ঠদেরও আল্লাহ ভালোবাসেন এবং আল্লাহর প্রিয়পাত্রের সংখ্যা অনেক। কিন্তু 'খুল্লা' মর্যাদাটি মুহাম্মদ ও ইবরাহীম আলাইহিমাস সালাতু ওয়াস সালাম ব্যতীত অন্য কারো জন্য সাব্যস্ত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। এর ভিত্তিতে আমরা বলি: সঠিক কথা হলো এটাই বলা যে, ইবরাহীম আল্লাহর খালীল

এবং মুহাম্মদ আল্লাহর খালীল, আর মূসা আল্লাহর কালীম—তাঁদের সকলের ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। অধিকন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোনো মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি কথা বলেছেন, যখন তাঁকে সপ্ত আকাশে আরোহণ করানো হয়েছিল। এই বাণীটি: "আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না চমৎকার কর্মবিধায়ক" ইবরাহীম তখন বলেছিলেন যখন তাঁকে আগুনের কুণ্ডলীতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। বিষয়টি হলো, ইবরাহীম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তাঁর জাতিকে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দিয়েছিলেন যার কোনো অংশীদার নেই, কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করে এবং কুফরী ও শিরকের ওপর অবিচল থাকে। অতঃপর একদিন তিনি তাদের মূর্তিগুলোর কাছে গিয়ে সেগুলো ভেঙে চুরমার করে দেন, কেবল তাদের বড় মূর্তিটি ছাড়া। তারা যখন ফিরে এসে দেখল যে তাদের উপাস্যগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছে,

তখন তারা—আল্লাহর পানাহ—নিজেদের উপাস্যদের অপমানের প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হলো। তারা বলল: আমরা তোমার সাথে কী করব হে ইবরাহীম? (তারা বলল: তাকে পুড়িয়ে দাও) (সূরা আল-আম্বিয়া: ৬৮ এর অংশবিশেষ) নিজেদের উপাস্যদের সাহায্যের নিমিত্তে (এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য করো, যদি তোমরা কিছু করতে চাও) (সূরা আল-আম্বিয়া: ৬৮ এর অংশবিশেষ)। অতঃপর তারা এক বিশাল অগ্নিকুণ্ডালী প্রজ্জ্বলিত করল এবং ইবরাহীমকে সেই আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করল। বর্ণিত আছে যে, আগুনের প্রচণ্ডতার কারণে তারা আগুনের কাছে ঘেঁষতে সক্ষম হয়নি, বরং তারা দূর থেকে মিনজানিক (ক্ষিপণাস্ত্র যন্ত্র) ব্যবহার করে ইবরাহীমকে সেই আগুনে নিক্ষেপ করেছিল। যখন তারা তাঁকে নিক্ষেপ করল, তিনি বললেন: "আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না চমৎকার কর্মবিধায়ক"। তারপর কী ঘটেছিল?

(ص: 556) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

قال الله تعالى: (قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ) (الأنبياء: 69) ، بردا: ضد حر، وسلاماً: ضد هلاكاً، لان النار حارة ومحرقة ومهلكة، فأمر الله هذه النار إن تكون بردا وسلاماً عليه، فكانت بردا وسلاماً. والمفسرون بعضهم ينقل عن بني إسرائيل في هذه القصة، إن الله لما قال (يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ) (الأنبياء: من الآية 69) صارت جميع نيران الدنيا برداً! وهذا ليس بصحيح، لان الله وجه الخطاب إلى نار معينة (يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا) وعلماء النحو يقولون انه إذا جاء التركيب علي هذا الوجه، صار نكرة مقصودة، أي: لا يشمل كل نار، بل هو للنار التي بقي غيها إبراهيم فقط، وهذا هو الصحيح، وبقيّة نيران الدنيا بقيت علي ما هي عليه. وقال العلماء أيضاً: ولما قال الله (كُونِي بَرْدًا) قرن ذلك بقوله: (وَسَلَامًا) لأنه لو اكتفي بقوله: (بَرْدًا) لكانت بردا حتى تهلكه، لان

كل شيء يمثّل لامر الله عز وجل، انظر إلى قوله تعالى: (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً) (فصلت: من الآية 11) فماذا قالتا: (قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ) (فصلت: من الآية 11)، (قَالَتَا أَتَيْنَا) منفادين لامر الله عز وجل. أما الخليل الثاني الذي قال: (حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) فهو النبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه، حين رجعوا من أحد، قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم، يريدون إن يأتوا إلى المدينة ويقضوا عليكم فقالوا: (حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ). قال الله تعالى: (فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَنْسُسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ) (آل عمران: 174)

মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: “আমি বললাম, হে আগুন! তুমি ইব্রাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।” (আল-আম্বিয়া: ৬৯)। 'বারদুন' (শীতলতা) হলো উষ্ণতার বিপরীত এবং 'সালামুন' (নিরাপত্তা) হলো ধ্বংসের বিপরীত; কেননা আগুন উত্তপ্ত, দহনকারী ও ধ্বংসাত্মক। সুতরাং আল্লাহ এই নির্দিষ্ট আগুনকে নির্দেশ দিলেন যেন তা ইব্রাহীমের প্রতি শীতল ও নিরাপদ হয়ে যায়, ফলে তা শীতল ও নিরাপদ হয়ে গেল। কোনো কোনো মুফাসসির এই ঘটনার বর্ণনায় বনী ইসরাঈলি বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, আল্লাহ যখন বললেন, “হে আগুন! তুমি ইব্রাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও”, তখন দুনিয়ার সমস্ত আগুন শীতল হয়ে গিয়েছিল! কিন্তু এটি সঠিক নয়, কারণ আল্লাহ একটি নির্দিষ্ট আগুনের প্রতি সম্বোধন করেছেন: “হে আগুন! তুমি শীতল হয়ে যাও।” ব্যাকরণবিদগণ বলেন যে, যখন বাক্যরীতি এই রূপে আসে, তখন তা 'নাকিরা মাকসুদা' (নির্দিষ্ট সম্বোধনকৃত অনির্দিষ্ট বিশেষ্য) হয়ে যায়; অর্থাৎ এটি প্রতিটি আগুনকে অন্তর্ভুক্ত করে না, বরং কেবল সেই নির্দিষ্ট আগুনকেই বোঝায় যাতে ইব্রাহীমকে নিষ্ক্ষেপ করা হয়েছিল। এটিই সঠিক মত; আর পৃথিবীর অবশিষ্ট আগুনসমূহ নিজের অবস্থাতেই অপরিবর্তিত ছিল। উলামায়ে কেরাম আরও বলেছেন: আল্লাহ যখন বললেন “শীতল হয়ে যাও”, তখন এর সাথে “ও নিরাপদ” কথাটি যুক্ত করেছেন। কারণ তিনি যদি কেবল “শীতল” কথাটি বলতেন, তবে তা তাকে ধ্বংস করা পর্যন্ত শীতল থাকত। কেননা প্রতিটি বস্তু মহান আল্লাহর নির্দেশের অনুগত। মহান আল্লাহর এই বাণীর দিকে লক্ষ্য করুন: “অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন, যা ছিল ধূম্রবিশেষ। এরপর তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আসো ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়।” (ফুসসিলাত:

১১)। তখন তারা কী বলেছিল: “তারা বলেছিল, আমরা অনুগত হয়ে আসলাম।” (ফুসসিলাত: ১১)। অর্থাৎ তারা মহান আল্লাহর নির্দেশের প্রতি আত্মসমর্পণকারী হিসেবে এসেছিল। আর দ্বিতীয় খলীল (বন্ধু), যিনি বলেছিলেন “আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক”, তিনি হলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ। যখন তাঁরা ওহুদ থেকে ফিরছিলেন, তখন তাঁদের বলা হলো: নিশ্চয়ই মানুষ তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে, তারা মদিনায় এসে তোমাদের নির্মূল করতে চায়। তখন তাঁরা বলেছিলেন: “আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক।” মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: “অতঃপর তারা আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এল, কোনো অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করল। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।” (আল-ইমরান: ১৭৪)

(ص: 557) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

فينبغي لكل إنسان راء من الناس جمعاً له، أو عدواناً عليه، إن يقول: ((حسبنا الله ونعم الوكيل)) فإذا قال هكذا كفاه الله شرهم، كما كفي إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام، فجعل هذه الكلمة دائماً علي بالك، إذا رأيت من الناس عدواناً عليك فقل: ((حسبي الله ونعم الوكيل)) يكفك الله عز وجل شرهم وهبهم. والله البوق. 79_ السادس عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لو إنكم تتوكلون علي الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدوا خفافاً وتروح بطاناً)) رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن)). معناه: تذهب أول النهار خفافاً: أي: ضامرة البطون من الجوع وترجع آخر النهار بطاناً: أي: مبتلئة البطون. الشرح يقول النبي عليه الصلاة

والسلام حاثاً أمته علي التوكل ((لو إنكم تتوكلون علي الله حق توكله)) أي: توكلوا
حقيقياً، تعتمدون علي الله _ عز وجل _ اعتماداً تاماً في طلب رزقكم وفي غيره
((لرزقكم كما يرزق الطير))

সুতরাং প্রত্যেক মানুষের জন্য উচিত, যখন সে মানুষের পক্ষ থেকে নিজের বিরুদ্ধে কোনো সংহতি বা শত্রুতা লক্ষ্য করে, তখন যেন সে বলে: "আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক।" যখন সে এমনটি বলবে, আল্লাহ তাকে তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন, যেমনটি তিনি ইব্রাহিম ও মুহাম্মাদ (আলাইহিমাস সালাতু ওয়াস সালাম)-কে রক্ষা করেছিলেন। সুতরাং এই বাক্যটি সর্বদা আপনার স্মরণে রাখুন; যখনই আপনি মানুষের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি শত্রুতা দেখতে পাবেন, তখন বলবেন: "আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক।" তবে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা আপনাকে তাদের অনিষ্ট ও দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষা করবেন। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা। ৭৯_ ষষ্ঠ হাদিস: উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "তোমরা যদি আল্লাহর ওপর যথাযথভাবে তাওয়াক্কুল (নির্ভর) করতে, তবে তিনি তোমাদেরকে এমনভাবে রিযিক দান করতেন যেমন তিনি পাখিদের রিযিক দান করেন; তারা সকালে খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে।" এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন: "হাদিসটি হাসান"। এর অর্থ হলো: তারা দিনের শুরুতে খালি পেটে বের হয়, অর্থাৎ ক্ষুধার কারণে পেট সংকুচিত থাকে; এবং দিনের শেষে পূর্ণ উদরে ফিরে আসে, অর্থাৎ তাদের পেট পূর্ণ থাকে। ব্যাখ্যা: নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) তাঁর উম্মাতকে তাওয়াক্কুলের প্রতি উৎসাহিত করে বলেছেন: "তোমরা যদি আল্লাহর ওপর যথাযথভাবে তাওয়াক্কুল করতে," অর্থাৎ: প্রকৃত তাওয়াক্কুল, যেখানে আপনারা আপনাদের রিযিক অন্বেষণে এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে মহান আল্লাহর ওপর পূর্ণভাবে নির্ভর করবেন, "তবে তিনি তোমাদেরকে এমনভাবে রিযিক দান করতেন যেমন তিনি পাখিদের রিযিক দান করেন।"

الطير رزقها علي الله عز وجل، لانها طيور ليس لها مالك، فتطير في الجو، وتغدوا إلى أوكارها، وتستجلب رزق الله عز وجل. ((تغدوا خصاصاً)) تغدوا: أي تذهب أول النهار، لان الغدوة هي أول النهار. وخصاصاً يعني: جائعة كما قال الله تعالى: (فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (المائدة: من الآية 3)، مخمصة: يعني مجاعة. ((تغدوا خصاصاً)) يعني جائعة: ليس في بطونها شيء، لكنها متوكله علي ربها عز وجل. ((وتروح)) أي ترجع في آخر النهار، لان الرواح هو آخر النهار. ((بطاناً)) أي مبتلئة البطن، من رزق الله عز وجل. ففي هذا دليل علي مسائل: أولاً: انه ينبغي للإنسان إن يعتمد علي الله _ تعالى _ حق الاعتماد. ثانياً: انه ما من دابة في الأرض إلا علي الله رزقها، حتى الطير في جو السماء، لا يسكه في جو السماء إلا الله، ولا يرزقه إلا الله عز وجل. كل دابة في الأرض، من اصغر ما يكون كالذر، أو اكبر ما

يكون، كالفيلة وأشباهها، فان علي الله رزقها، كما قال الله: (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا) (هود: من الآية 6)، ولقد ضل ضلالاً مبيناً من أساء الظن بربه، فقال لا تكثروا الأولاد، تضيق عليكم الأرزاق! كذبوا ورب العرش، فإذا اكثروا من الأولاد اكثرت الله في رزقهم، لأنه ما من دابة علي الأرض إلا علي الله رزقها، فرزق أولادك وأطفالك علي الله عز وجل، هو الذي يفتح لك أبواب الرزق من اجل إن تنفق عليهم، لكن كثير

পাখিদের রিজিক মহান আল্লাহর জিম্মায়, কারণ তারা এমন পাখি যাদের কোনো মালিক নেই। তারা শূন্য আকাশে উড়ে বেড়ায়, নিজেদের বাসায় ফিরে যায় এবং মহান আল্লাহর রিজিক অন্বেষণ করে। "তারা ভোরে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয়"; 'তাগদু' অর্থ: অর্থাৎ দিনের শুরুতে বের হওয়া, কারণ 'গাদওয়াহ' হলো দিনের প্রথমাংশ। আর 'খিমাसान' অর্থ হলো: ক্ষুধার্ত, যেমনটি মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (তবে যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় কোনো পাপের দিকে না ঝুঁকে

নিষিদ্ধ কিছু খেতে বাধ্য হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু) (সূরা আল-মায়িদাহ: আয়াত ৩-এর অংশ), 'মাখমাসাহ' অর্থ: অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ বা তীব্র ক্ষুধা। "তারা ভোরে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয়" অর্থাৎ ক্ষুধার্ত অবস্থায়: তাদের পেটে কিছুই থাকে না, কিন্তু তারা তাদের মহান রবের ওপর ভরসা করে। "এবং সন্ধ্যায় ফিরে আসে" অর্থাৎ দিনের শেষভাগে ফিরে আসে, কারণ 'রাওয়াহ' হলো দিনের শেষভাগ। "তৃপ্ত হয়ে" অর্থাৎ মহান আল্লাহর রিজিক দ্বারা উদর পূর্ণ করে। এতে কতগুলো বিষয়ের প্রমাণ রয়েছে: প্রথমত: মানুষের উচিত মহান আল্লাহর ওপর যথাযথভাবে নির্ভর করা। দ্বিতীয়ত: পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোনো প্রাণী নেই যার রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর ন্যস্ত নয়; এমনকি শূন্য আকাশের পাখিও, যাকে আকাশমণ্ডলে আল্লাহ ছাড়া কেউ ধরে রাখে না এবং মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ তাকে রিজিক দান করে না। জমিনে বিচরণশীল প্রতিটি প্রাণী, তা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পিপীলিকা হোক কিংবা বিশালাকার যা হতে পারে, যেমন হাতি এবং তার সদৃশ প্রাণীসমূহ, তাদের সবার রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহরই। যেমনটি আল্লাহ বলেছেন: (আর পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন কোনো প্রাণী নেই যার রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর নেই। তিনি জানেন তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী আবাসস্থল) (সূরা হুদ: আয়াত ৬-এর অংশ)। যে ব্যক্তি তার রব সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে সে সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতায় লিপ্ত। সে বলে, "সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি করো না, তোমাদের রিজিক সংকুচিত হয়ে যাবে!" আরশের রবের কসম, তারা মিথ্যা বলেছে। যখন তারা সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি করে, আল্লাহ তাদের রিজিকেও প্রবৃদ্ধি দান করেন। কারণ পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোনো প্রাণী নেই যার রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর ন্যস্ত নয়। সুতরাং আপনার সন্তান ও শিশুদের রিজিক মহান আল্লাহর জিম্মায়; তিনিই আপনার জন্য রিজিকের দরজাগুলো উন্মুক্ত করে দেন যাতে আপনি তাদের জন্য ব্যয় করতে পারেন। তবে অনেক...

(ص: 559) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

من الناس عندهم سوء ظن بالله، ويعتمدون على الأمور المادية المنظورة، ولا ينظرون إلى الهدى البعيد، والي قدرة الله عز وجل، وأنه هو الذي يرزق ولو كثر

الأولاد. اكثر من الأولاد تكثر لك الأرزاق، هذا هو الصحيح. وفي هذا دليل_ أيضا_ علي إن الإنسان إذا توكل علي الله حق التوكل فليفعل الأسباب. ولقد ضل من قال لا افعل السبب، وأنا متوكل، فهذا غير صحيح، المتوكل: هو الذي يفعل الأسباب متوكلاً علي الله عز وجل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ((كما يرزق الطير تغدوا خفافاً)) تذهب لتطلب الرزق، ليست الطيور تبقي في أوكارها، لكنها تغدوا وتطلب الرزق. فأنت إذا توكلت علي الله حق التوكل، فلا بد إن تفعل الأسباب التي شرعها الله لك من طلب الرزق من وجه حلال بالزراعة، أو التجارة، بأي شيء من أسباب الرزق، اطلب الرزق معتمدا علي الله، ييسر الله لك الرزق. ومن فوائد هذا الحديث: إن الطيور وغيرها من مخلوقات الله تعرف الله، كما قال الله تعالى: (تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ) (الإسراء: من الآية 44)، يعني: ما من شيء إلا يسبح بحمد الله) (وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ). (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ) (الحج: من الآية 18).

কিছু মানুষের মধ্যে আল্লাহর প্রতি কুধারণা রয়েছে, তারা কেবল দৃশ্যমান বস্তুবাদী বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। তারা সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি রাখে না এবং মহান আল্লাহর কুদরত বা সক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি দেয় না। অথচ সন্তানাদি অধিক হলেও তিনিই রিযিক দানকারী। সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি করলে আপনার রিযিকও বৃদ্ধি পাবে—এটাই সঠিক কথা। এর মধ্যে এই দলীলও রয়েছে যে, মানুষ যখন আল্লাহর ওপর যথাযথ তাওয়াক্কুল (ভরসা) করে, তখন তাকে অবশ্যই উপায়-উপকরণ (অবলম্বন) গ্রহণ করতে হবে। যে ব্যক্তি বলে, "আমি কোনো উপায় গ্রহণ করব না অথচ আমি তাওয়াক্কুলকারী", সে পথভ্রষ্ট হয়েছে; কারণ এটি সঠিক নয়। প্রকৃত তাওয়াক্কুলকারী তো সেই, যে মহান আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে উপায়-উপকরণ অবলম্বন করে। এজন্যই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যেমনভাবে তিনি পাখিকে রিযিক দান করেন, তারা সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয়।" তারা রিযিকের সন্ধানে বের হয়; পাখিরা তাদের বাসায় বসে থাকে না, বরং তারা সকালে বের হয় এবং তালাশ করে

রিষিক। সুতরাং আপনি যখন আল্লাহর ওপর যথাযথ তাওয়াক্কুল করবেন, তখন অবশ্যই আপনাকে সেই সব বৈধ উপায় অবলম্বন করতে হবে যা আল্লাহ আপনার জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন; যেমন—কৃষি, ব্যবসা বা রিষিক অন্বেষণের অন্য যেকোনো হালাল পথ। আল্লাহর ওপর ভরসা করে রিষিক অন্বেষণ করুন, আল্লাহ আপনার জন্য রিষিক সহজ করে দেবেন। এই হাদীসের অন্যতম শিক্ষা হলো: পাখি এবং আল্লাহর অন্যান্য মাখলুক আল্লাহকে চেনে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: "সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত সবকিছুই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। এমন কোনো কিছু নেই যা তাঁর প্রশংসা সহকারে তাসবীহ পাঠ করে না" (সূরা আল-ইসরা: ৪৪)। অর্থাৎ, প্রতিটি বস্তুই আল্লাহর প্রশংসাগীতি গায়, "কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পারো না।" "তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে আকাশমন্ডলীতে ও যা কিছু আছে পৃথিবীতে; আর সূর্য, চাঁদ, নক্ষত্ররাজি, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং মানুষের মধ্যে অনেকে? আবার অনেকের ওপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন তার কোনো সম্মানদাতা নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই করেন" (সূরা আল-হাজ্জ: ১৮)।

(ص: 560) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

فالطيور تعرف خالقاً عز وجل، وتطير تطلب الرزق بما جلبها الله عليه من الفطرة التي تهتدي بها إلى مصالحها، وتغدو إلى أوكارها في آخر النهار بطونها ملاء، وهكذا دواليك في كل يوم، والله عز وجل يرزقها وييسر لها الرزق. وانظر إلى حكمة الله، كيف تغدو هذه الطيور إلى محلات بعيدة، وتهتدي بالرجوع إلى أمكنها، لا تخطئها، لان الله عز وجل أعطي كل شئ خلقه ثم هدي. والله الموفق. 80_ السابع: عن أبي عبارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري

إليك، والجات ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك،
آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فأنك إن مت من ليلتك مت علي
الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيراً)) متفق عليه وفي رواية في الصحيحين عن البراء
قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك
للصلاة، ثم اضطجع علي شقك الأيمن وقل: وذكر نحوه، ثم قال: واجعلن آخر ما
تقول)).

পক্ষীকুল তাদের মহান ও পরাক্রমশালী সৃষ্টিকর্তাকে চেনে এবং আল্লাহ তাদের যে সহজাত
প্রবৃত্তির (ফিতরাত) ওপর সৃষ্টি করেছেন তার মাধ্যমেই তারা জীবিকার সন্ধানে উড়ে বেড়ায়, যা
তাদের স্বীয় কল্যাণের পথে পরিচালিত করে। দিনের শেষে তারা পূর্ণ উদরে নিজ নীড়ে ফিরে
আসে এবং প্রতিদিন এভাবেই পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে।

আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লা তাদের রিজিক দান করেন এবং তাদের জন্য রিজিক প্রাপ্তি সহজ
করে দেন। আল্লাহর প্রজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য করুন, কীভাবে এই পাখিরা দূর-দূরান্তে যায় এবং
পুনরায় নির্ভুলভাবে নিজ স্থানে ফিরে আসার পথ খুঁজে পায়; কারণ আল্লাহ তাআলা প্রতিটি
বস্তুকে তার উপযোগী রূপ দান করেছেন, অতঃপর তাকে পথপ্রদর্শন করেছেন। আর আল্লাহই
তাওফিকদাতা। ৮০- সপ্তম: আবু আমরা বারা ইবনে আযিব (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে
বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "হে অমুক, যখন
তুমি বিছানায় ঘুমাতে যাবে, তখন বলো: হে আল্লাহ, আমি নিজেকে আপনার কাছে সমর্পণ
করলাম, আমার চেহারা আপনার দিকে ফিরলাম, আমার সমস্ত বিষয় আপনার কাছে সোপর্দ
করলাম এবং আপনার আশ্রয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলাম—আপনার প্রতি অনুরাগী হয়ে এবং
আপনার ভয়ে ভীত হয়ে। আপনি ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল নেই এবং আপনার পাকড়াও থেকে
আপনার কাছে ছাড়া অন্য কোথাও মুক্তির উপায় নেই। আমি আপনার অবতীর্ণ কিতাবের ওপর
এবং আপনার প্রেরিত নবীর ওপর ঈমান এনেছি। যদি তুমি সেই রাতে মারা যাও, তবে তুমি
ইসলামের শাস্ত স্বভাবের (ফিতরাত) ওপর মৃত্যুবরণ করলে; আর যদি ভোরে উপনীত হও,
তবে তুমি কল্যাণ লাভ করলে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। সহীহাইন-এর অন্য এক বর্ণনায় বারা
(রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বলেছেন:
"যখন তুমি শয়্যাগ্রহণ করতে আসবে, তখন নামাজের ওজুর মতো ওজু করো, অতঃপর দান

পার্শ্বে কাত হয়ে শুয়ে পড়ো এবং বলো..." (এরপর পূর্বোক্ত দোয়ার অনুরূপ উল্লেখ করেছেন)।
অতঃপর তিনি বললেন: "এই কথাগুলোকেই তোমার শেষ কথা হিসেবে নির্ধারণ করো।"

(ص: 561) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الشرح ثم ذكر المؤلف في باب اليقين والتوكل حديث البراء ابن عازب رضي الله
عنهما، حيث أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم إن يقول عند نومه، إذا أوى إلى
فراشه، إن يقول هذا الذكر، الذي يتضمن تفويض الإنسان أمره إلى ربه، وأنه
معتبد علي الله في ظاهره وباطنه، مفوض
أمره إليه. وفيه إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إن يضجع إلى الجنب الأيمن، لان
ذلك هو الأفضل، وقد ذكر الأطباء إن النوم علي الجني الأيمن افضل للبدن، واصح
من النوم علي الجنب الأيسر. وذكر أيضاً بعض أرباب السلوك والاستقامة، انه اقرب
في استيقاظ الإنسان، لان بالنوم علي الجنب الأيسر ينأم القلب، ولا يستيقظ
بسرعة، بخلاف النوم علي الجنب الأيمن، فإنه يبقي القلب متعلقاً، ويكون اقل
عمقاً في منامه فيستيقظ بسرعة. وفي هذا الحديث: إن النبي صلى الله عليه وسلم
أمره إن يجعلهن آخر ما يقول، مع إن هناك ذكراً بل أذكار عند النوم تقال غير
هذه، مثلاً: التسبيح والتحميد، والتكبير، فإنه ينبغي للإنسان إذا نام علي فراشه
إن يقول: سبحان الله ثلاث وثلاثين، والحمد لله ثلاث وثلاثين، والله اكبر أربع
وثلاثين، هذا من الذكر، لكن حديث البراء رضي الله عنه يدل علي إن ما أوصاه
الرسول صلى الله عليه وسلم به إن يجعلهن آخر ما يقول. وقد اعد البراء بن
عازب رضي الله عنه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليتقنه، فقال:
((أمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت))

ব্যাখ্যা: অতঃপর লেখক 'দৃঢ় বিশ্বাস ও আল্লাহর ওপর ভরসা' অধ্যায়ে বারা ইবনে আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে ঘুমানোর সময়, অর্থাৎ যখন তিনি বিছানায় আশ্রয় নেবেন, তখন এই যিকরটি পাঠ করার অসিয়ত করেছেন। এই যিকরের মূল বিষয়বস্তু হলো মানুষ তার যাবতীয় বিষয় তার রবের নিকট সমর্পণ করবে এবং সে তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হবে ও তাঁর নিকটেই সবকিছুর ভার ন্যস্ত করবে।

এতে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে ডান কাতে শয়ন করার নির্দেশ দিয়েছেন; কারণ এটিই সর্বোত্তম পদ্ধতি। চিকিৎসাবিদগণ উল্লেখ করেছেন যে, ডান কাতে ঘুমানো শরীরের জন্য অধিকতর কল্যাণকর এবং বাম কাতে ঘুমানোর চেয়ে অধিক স্বাস্থ্যসম্মত। আধ্যাত্মিক সাধক ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিবর্গ আরও উল্লেখ করেছেন যে, এটি দ্রুত জাগ্রত হওয়ার জন্য অধিক সহায়ক। কারণ বাম কাতে ঘুমালে হৃদপিণ্ড অধিক বিশ্রামে চলে যায় এবং মানুষ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, ফলে সে দ্রুত জাগ্রত হতে পারে না। পক্ষান্তরে ডান কাতে শয়ন করলে হৃদপিণ্ড সজাগ থাকে এবং ঘুম খুব বেশি গভীর হয় না, ফলে দ্রুত জাগ্রত হওয়া সম্ভব হয়। এই হাদীসে আরও এসেছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে এই বাক্যগুলোকে তাঁর সর্বশেষ পাঠিত কথা হিসেবে নির্ধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও ঘুমানোর সময় পাঠ করার মতো আরও অনেক যিকর রয়েছে; যেমন: তাসবীহ, তাহমীদ ও তাকবীর। একজন মানুষের উচিত যখন সে বিছানায় যাবে তখন তেত্রিশ বার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং চৌত্রিশ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করা। এগুলোও যিকরের অন্তর্ভুক্ত, তবে বারা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসটি প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে যা অসিয়ত করেছেন, তা যেন তাঁর বলা সর্বশেষ কথা হয়। বারা ইবনে আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসটি আত্মস্থ করার জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে তা পুনরাবৃত্তি করেছিলেন এবং বলেছিলেন: "আমি আপনার অবতীর্ণ কিতাবের ওপর এবং আপনার প্রেরিত রাসূলের ওপর ঈমান আনলাম।"

فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال قل: ((ونبيك الذي أرسلت))
 ولا تقل: ((ورسولك الذي أرسلت)). قال أهل العلم: وذلك لان الرسول يكون من
 البشر ويكون من الملائكة، كما قال الله عن جبريل: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي
 قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (التكوير: 20، 19)، وأما النبي صلي الله عليه وسلم فلا
 يكون إلا من البشر. فإذا قال: ((ورسولك الذي أرسلت)) فإن اللفظ صالح، لان
 يكون المراد به جبريل عليه الصلاة والسلام، لكن إذا قال: ((ونبيك الذي أرسلت))
 اختص بمحمد صلي الله عليه وسلم، هذا من وجه، ومن وجه آخر: انه إذا قال:
 ((ورسولك الذي أرسلت)) فإن دلالة هذا اللفظ علي النبوة من باب دلالة الالتزام،
 وأما إذا قال: ((نبيك)) فإنه يدل علي النبوة دلالة مطابقة، ومعلوم إن دلالة
 المطابقة اقوي من دلالة الالتزام. الشاهد من هذا الحديث قوله: ((وفوضت أمري
 إليك)) وقوله: ((لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك)) فإن التوكل: تفويض الإنسان أمره
 إلى ربه، وانه لا يلجأ ولا يطلب منجى من الله إلا إلى الله عز وجل، لأنه إذا أراد الله
 بقوم سوءاً فلا مرد له، فإذا أراد الله بالإنسان شيئاً فلا مرد له إلا الله عز وجل،
 يعني: إلا إن يلجأ إلى ربك _ سبحانه وتعالى _ بالرجوع
 إليه. فينبغي للإنسان إذا أراد النوم إن ينام علي جنبه الأيمن، وان يقول هذا
 الذكر، وان يجعله آخر ما يقول. والله الموفق.

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে উত্তর দিলেন এবং বললেন, বলো: "আপনার সেই
 নবী, যাকে আপনি প্রেরণ করেছেন।"

আর বলো না: "আপনার সেই রাসূল, যাকে আপনি প্রেরণ করেছেন।" আলেমগণ বলেন: এর
 কারণ হলো, 'রাসূল' যেমন মানুষের মধ্য থেকে হতে পারে, তেমনি ফেরেশতাদের মধ্য থেকেও
 হতে পারে, যেমন আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বলেছেন: "নিশ্চয়ই
 এটি এক সম্মানিত রাসূলের (ফেরেশতার) বাণী, যিনি শক্তিশালী এবং আরশের মালিকের
 নিকট উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন" (সূরা আত-তাকভীর: ১৯-২০)। কিন্তু 'নবী' (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
 ওয়াসাল্লাম) কেবল মানুষের মধ্য থেকেই হয়ে থাকেন। সুতরাং যখন কেউ বলে: "আপনার

সেই রাসূল যাকে আপনি প্রেরণ করেছেন", তখন শব্দটি জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-কেও বোঝানোর অবকাশ রাখে। কিন্তু যখন সে বলে: "আপনার সেই নবী যাকে আপনি প্রেরণ করেছেন", তখন তা কেবল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্যই নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এটি একটি দিক। অন্য একটি দিক হলো: যখন সে বলে "আপনার সেই রাসূল যাকে আপনি প্রেরণ করেছেন", তখন নবুওয়াতের ওপর এই শব্দের তাৎপর্য হলো 'দালালাতুল ইলতিজাম' (আবশ্যিক ইঙ্গিতবাহী)। আর যখন সে বলে "আপনার নবী", তখন তা নবুওয়াতের ওপর 'দালালাতুল মুতাবাকাহ' (পূর্ণাঙ্গ আক্ষরিক ইঙ্গিত) প্রদান করে। আর এটি সুবিদিত যে, 'দালালাতুল মুতাবাকাহ', 'দালালাতুল ইলতিজাম'-এর চেয়ে অধিক শক্তিশালী। এই হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য হলো তাঁর এই উক্তি: "আমি আমার সকল বিষয় আপনার নিকট সোপর্দ করলাম" এবং তাঁর এই উক্তি: "আপনার নিকট ছাড়া আপনার (পাকড়াও) থেকে পলায়ন করে আশ্রয় নেওয়ার বা মুক্তি পাওয়ার কোনো স্থান নেই।" কেননা তাওয়াঙ্কুল হলো মানুষের তার যাবতীয় বিষয় তার রবের নিকট সোপর্দ করা। আর সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোথাও আশ্রয় খুঁজবে না এবং আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে তিনি ব্যতীত অন্য কারও কাছে মুক্তি প্রার্থনা করবে না। কারণ, আল্লাহ যখন কোনো সম্প্রদায়ের অমঙ্গল চান, তখন তা রদ করার কেউ নেই। অনুরূপভাবে আল্লাহ যদি কোনো মানুষের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেন, তবে আল্লাহ ছাড়া তা রদ করার আর কেউ নেই। অর্থাৎ বান্দা যেন কেবল তার রবের দিকে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমেই তাঁর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে। অতএব, মানুষের উচিত যখন সে ঘুমানোর ইচ্ছা করবে, তখন তার ডান কাতে শোয়া এবং এই জিকিরটি পাঠ করা, আর এটিকে তার সর্বশেষ কথা হিসেবে গণ্য করা। আল্লাহই তাওফীকদাতা।

(ص: 563) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

81_ الثامن: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه_ وهو وأبوه وأمه صحابة، رضي الله عنهم_ قال: نظرت إلى أقدام

المشركين ونحن في الغار وهم علي رؤوسنا فقلت: يا رسول الله لو إن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ((ما أظنك يا أبا بكر باثنين علي الله ثالثهما)) متفق عليه. الشرح قوله: ((ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما)) أي: ما ظنك، هل أحد يقدر عليهما أو ينالهما بسوء؟ وهذه القصة كانت حينما هاجر النبي صلي الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وذلك إن رسول الله صلي الله عليه وسلم لما جهر بالدعوة، ودعا الناس، وتبعوه، وخاف المشركون، وقاموا ضد دعوته، وضايقوه، أذوه بالقول وبالفعل، فأذن الله له بالهجرة من مكة إلى المدينة ولم يصحبه إلا أبو بكر رضي الله عنه، والدليل، والخادم، فهاجر بأمر الله، وصحبه أبو بكر رضي الله عنه. ولما سمع المشركون بخروجه من مكة، جعلوا لمن جاء به مائتي

৮১_ অষ্টম: আবু বকর আস-সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত—যিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উসমান ইবনে আমির ইবনে উমর ইবনে কাব ইবনে সাদ ইবনে তাইম ইবনে মুররাহ ইবনে কাব ইবনে লুয়াই ইবনে গালিব আল-কুরাশি আত-তাইমি রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি নিজে এবং তাঁর পিতা ও মাতা সকলেই সাহাবী ছিলেন (আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন)। তিনি বলেন: আমরা যখন গুহায় ছিলাম এবং মুশরিকরা আমাদের মাথার উপরে অবস্থান করছিল, তখন আমি তাদের পায়ের দিকে তাকালাম। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! যদি তাদের কেউ নিজের পায়ের নিচের দিকে তাকাত, তবে অবশ্যই আমাদের দেখে ফেলত। তখন তিনি বললেন: "হে আবু বকর! সেই দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার ধারণা কী, যাদের তৃতীয়জন হলেন স্বয়ং আল্লাহ?" (বুখারী ও মুসলিম)। ব্যাখ্যা: তাঁর বাণী: "হে আবু বকর! সেই দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার ধারণা কী যাদের তৃতীয়জন হলেন আল্লাহ?" অর্থাৎ: তোমার কী ধারণা, কেউ কি তাঁদের কাবু করতে পারবে কিংবা তাঁদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে? এই ঘটনাটি ছিল যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করেন। আর তা এই জন্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রকাশ্যে দ্বীনের দাওয়াত দিলেন এবং মানুষকে আহ্বান করলেন, তখন বহু লোক তাঁর অনুসরণ করল। এতে মুশরিকরা ভীত হয়ে তাঁর দাওয়াতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল এবং তাঁকে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করল। তারা তাঁকে কথা ও কাজের মাধ্যমে কষ্ট দিল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার অনুমতি প্রদান করলেন। সে সময় তাঁর সাথে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, একজন পথপ্রদর্শক

এবং একজন খাদেম ব্যতীত আর কেউ ছিল না। তিনি আল্লাহর নির্দেশে হিজরত করলেন এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সফরসঙ্গী হলেন। যখন মুশরিকরা তাঁর মক্কা ত্যাগের সংবাদ শুনতে পেল, তখন তারা ঘোষণা করল যে, যে ব্যক্তি তাঁকে ধরে আনতে পারবে তাকে দুইশত...

(ص: 564) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

بعير، ولمن جاء بأبي بكر مائة بعير، وصار الناس يطلبون الرجلين في الجبال، وفي الأودية وفي المغارات، وفي كل مكان، حتى وقفوا علي الغار الذي فيه النبي صلي الله عليه وسلم وأبو بكر، وهو غار ثور الذي اختفيا فيه ثلاث ليال، حتى يبرد عهما الطلب، فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا، لأننا في الغار تحته، فقال: ((ما ظنك بأثنين الله ثالثهما)) وفي كتاب الله انه قال: (لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) (التوبة: من الآية 40) ، فيكون قال الأمرين كلاهما، أي: قال: ((ما ظنك بأثنين الله ثالثهما)) وقال (لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) . فقلوه: ((ما ظنك بأثنين الله ثالثهما)) يعني: هل أحد يقدر عليهما بأذية أو غير ذلك؟ والجواب: لا أحد يقدر، لأنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع، ولا مذل لمن اعز ولا معز لمن أذل: (قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (آل عمران: 26) . وفي هذه القصة: دليل علي كمال توكل

النبي صلي الله عليه وسلم علي ربه، وانه معتمد عليه، ومفوض إليه أمره، وهذا هو الشاهد من وضع هذا الحديث في باب اليقين والتوكل. وفيه دليل علي أن قصة نسج العنكبوت غير صحيحة، فما يوجد في بعض التواريخ، أن العنكبوت نسجت علي باب

الغار، وانه نبت فيه شجرة، وانه كان علي غصنها حمامة، وان المشركين لما جاءوا
إلي الغار

উট, আর যে ব্যক্তি আবু বকরকে ধরে নিয়ে আসবে তার জন্য একশ উট পুরস্কার ঘোষণা করা হলো। মানুষ পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা, গুহা এবং প্রতিটি স্থানে তাঁদের দুজনকে খুঁজতে শুরু করল, এমনকি তারা সেই গুহার মুখে গিয়ে দাঁড়াল যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আবু বকর অবস্থান করছিলেন। এটি ছিল সওর পাহাড়ের গুহা, যেখানে তাঁরা তিন রাত আত্মগোপন করেছিলেন যাতে তাঁদের সন্ধানের তৎপরতা স্তিমিত হয়ে আসে। তখন আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: হে আল্লাহর রাসুল! তাদের কেউ যদি নিজের পায়ের দিকে তাকায় তবেই আমাদের দেখে ফেলবে, কারণ আমরা তাদের পায়ের নিচেই গুহায় রয়েছি। তিনি বললেন: "সেই দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার ধারণা কী যাদের তৃতীয়জন স্বয়ং আল্লাহ?" আর আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছিলেন: "চিন্তা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন" (আত-তাওবাহ: ৪০ এর অংশ)। অর্থাৎ তিনি সম্ভবত উভয় কথাই বলেছিলেন, যথা: "সেই দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার ধারণা কী যাদের তৃতীয়জন স্বয়ং আল্লাহ?" এবং "চিন্তা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন"। তাঁর উক্তি: "সেই দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার ধারণা কী যাদের তৃতীয়জন স্বয়ং আল্লাহ?" এর অর্থ হলো: কেউ কি তাঁদের কোনো প্রকার ক্ষতি বা অন্য কিছু করার ক্ষমতা রাখে? উত্তর হলো: কেউ সক্ষম নয়, কারণ আল্লাহ যা দান করেন তা রোধ করার কেউ নেই, আর তিনি যা রোধ করেন তা দেওয়ার কেউ নেই। যাকে তিনি সম্মানিত করেন তাকে অপদস্থ করার কেউ নেই এবং যাকে তিনি অপদস্থ করেন তাকে সম্মানিত করার কেউ নেই: (বলুন: হে আল্লাহ, আপনিই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। আপনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন। আপনি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্চিত করেন। আপনার হাতেই সকল কল্যাণ। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান) (আল-ইমরান: ২৬)। এই ঘটনার মধ্যে তাঁর রবের প্রতি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিপূর্ণ তাওয়াঙ্কুলের প্রমাণ রয়েছে এবং এটিই প্রকাশ করে যে তিনি তাঁর ওপর নির্ভরশীল ও তাঁর নিকটই নিজের যাবতীয় বিষয় সমর্পণকারী। "ইয়াকিন ও তাওয়াঙ্কুল" (দৃঢ় বিশ্বাস ও নির্ভরতা) অধ্যায়ে এই হাদিসটি স্থাপনের উদ্দেশ্য এটিই। এতে আরও প্রমাণ রয়েছে যে, মাকড়সার জাল বোনার কাহিনীটি বিশুদ্ধ নয়। বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে যা বর্ণিত হয়েছে যে, মাকড়সা গুহার মুখে জাল

বুনেছিল, সেখানে গাছ জন্মেছিল এবং তার ডালে কবুতর বসে ছিল, আর মুশরিকরা যখন গুহার কাছে পৌঁছাল—

(ص: 565) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

قالوا هذا ليس فيه أحد، فهذه الحمامة علي غصن شجرة علي بابه، وهذه العنكبوت قد عشت علي بابه، كل هذا لا صحة له، لان الذي منع المشركين من رؤية النبي صلي الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر ليست أموراً حسية— تكون لها ولغيرها— بل هي أمور معنوية، وآية من آيات الله عز وجل، حجب الله أبصار المشركين عن رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام، وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه، أما لو كان أمور حسية، مثل العنكبوت التي نسجت، والحمامة، والشجرة، فكلها أمور حسية، كل يختفي بها عن غيره، لكن الأمر آية من آيات الله عز وجل، فالحاصل أن ما يذكر في كتب التاريخ في هذا لا صحة له، بل الحق الذي لا شك فيه، أن الله— تعالى— اعني أعين المشركين عن رؤية النبي صلي الله عليه وسلم وصاحبه— رضي الله عنه— في الغار. والله الموفق. 82_ التاسع: عن أم المؤمنين أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية حديقة المخزومية، رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت علي الله، اللهم إني أعوز بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو اظلم أو اظلم، أو اجهل أو يجهل علي)) حديث صحيح رواه

তারা বলল, “এখানে কেউ নেই; কারণ এই তো কবুতরটি তার প্রবেশপথের গাছের ডালে বসে আছে এবং এই তো মাকড়সাটি তার প্রবেশপথে জাল বুনে রেখেছে।” মূলত এসব কথার কোনো ভিত্তি নেই। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সঙ্গী আবু বকরকে

দেখা থেকে মুশরিকদের যা নিবৃত্ত করেছিল, তা কোনো সাধারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ছিল না—যা তাঁর বা অন্যদের ক্ষেত্রেও হতে পারে—বরং তা ছিল এক আত্মিক বিষয় এবং মহান আল্লাহর নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের দৃষ্টিকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সঙ্গী আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে দেখা থেকে আড়াল করে দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে যদি এটি মাকড়সার জাল বোনা, কবুতর বা গাছের মতো কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হতো, তবে এ জাতীয় বিষয় দ্বারা তো যে কেউ অন্যের নিকট থেকে আত্মগোপন করতে পারে। কিন্তু বিষয়টি ছিল মহান আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন। মোদাকথা হলো, ইতিহাসের কিতাবসমূহে এ প্রসঙ্গে যা কিছু উল্লেখ করা হয় তার কোনো সত্যতা নেই। বরং সুনিশ্চিত সত্য হলো এই যে, মহান আল্লাহ গুহার মধ্যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সঙ্গী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে দেখা থেকে মুশরিকদের দৃষ্টি অন্ধ করে দিয়েছিলেন। আল্লাহই তাওফিকদাতা। ৮২- নবম: থেকে বর্ণিত

উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা), তাঁর নাম হিন্দ বিনতে আবি উমাইয়া হাদিকাহ আল-মাখজুমিয়াহ; নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখনই তাঁর ঘর থেকে বের হতেন, তখন বলতেন: “আল্লাহর নামে, আল্লাহর ওপর আমি ভরসা করলাম। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন আমি পথভ্রষ্ট না হই অথবা আমাকে পথভ্রষ্ট করা না হয়, আমি যেন পদস্থলিত না হই অথবা আমাকে পদস্থলিত করা না হয়, আমি যেন কারো প্রতি জুলুম না করি অথবা আমার ওপর জুলুম করা না হয়, এবং আমি যেন মূর্খতাসূলভ আচরণ না করি অথবা আমার সাথে যেন মূর্খতাসূলভ আচরণ করা না হয়।” এটি একটি সহিহ হাদিস, বর্ণনা করেছেন...

(ص: 566) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

أبو داود، والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود. 83_ العاشر: عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قال_ يعني إذا خرج من بيته_ بسم الله توكلت على الله، ولا

حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت، وتنحي عنه الشيطان)) رواه أبو داود والترمذي، والنسائي وغيرهم. وقال الترمذي: حديث حسن، زاد أبو داود: ((فيقول: _ يعني الشيطان _ لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟)). الشرح الشاهد من هذا الحديث قوله: ((بسم الله توكلت علي الله)) فإن في هذا دليلاً علي أن الإنسان ينبغي له إذا خرج من بيته، أن يقول هذا الذكر، الذي منه التوكل علي الله والاعتصام به، لان الإنسان إذا خرج من بيته فهو عرضة لان يصيبه شيء، أو يعتدي عليه حيوان، من عقرب أو حية أو ما أشبه ذلك، فيقول: (بسم الله توكلت علي الله)) وسبق لنا أن التوكل علي الله، والاعتباد عليه من الثقة به وحسن الظن. وقوله: ((اللهم أني أعوذ بك أن أضل)) أي: أضل في نفسي

আবু দাউদ, তিরমিজি এবং অন্যান্যরা সহিহ সনদে এটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি বলেছেন: এটি একটি হাসান সহিহ হাদিস এবং এটি আবু দাউদের শব্দমালা। ৮৩- দশম হাদিস: আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “যে ব্যক্তি বলে—অর্থাৎ ঘর থেকে বের হওয়ার সময়—আল্লাহর নামে, আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আর কোনো সামর্থ্য বা শক্তি নেই; তখন তাকে বলা হয়: তোমাকে সঠিক পথ দেখানো হয়েছে, তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হয়েছেন এবং তোমাকে রক্ষা করা হয়েছে। আর শয়তান তার থেকে দূরে সরে যায়।” এটি আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসায়ি এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি একে হাসান হাদিস বলেছেন। আবু দাউদ আরও বর্ণিত করেছেন: “অতঃপর এক শয়তান অন্য শয়তানকে বলে: তোমার পক্ষে এমন ব্যক্তির ওপর কী নিয়ন্ত্রণ থাকতে পারে যাকে সঠিক পথ দেখানো হয়েছে, যার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হয়েছেন এবং যাকে রক্ষা করা হয়েছে?” ব্যাখ্যা: এই হাদিসের প্রাসঙ্গিক অংশ হলো তাঁর বাণী: “আল্লাহর নামে, আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম।” এটি প্রমাণ করে যে, মানুষের উচিত যখন সে ঘর থেকে বের হবে, তখন যেন এই জিকিরটি পাঠ করে, যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা এবং তাঁরই আশ্রয় গ্রহণ। কারণ মানুষ যখন ঘর থেকে বের হয়, তখন সে বিভিন্ন বিপদের সম্মুখীন হতে পারে অথবা বিচ্ছু, সাপ বা অনুরূপ কোনো প্রাণীর আক্রমণের শিকার হওয়ার আশঙ্কায় থাকে। তাই সে বলবে: (

(আল্লাহর নামে, আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম))। আর আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি যে, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতা হলো তাঁর প্রতি অগাধ আস্থা ও সুধারণা পোষণের অংশ। আর তাঁর বাণী: “হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন আমি পথভ্রষ্ট না হই”, অর্থাৎ আমি যেন নিজের নফসের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত না হই।

(ص: 567) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

((أو أضل)) أي: يضلني أحد. ((أو أزل)) من الزلل: وهو الخطأ. ((أو أزل)) أي: أحد يتوصل لفعل الخطأ يصدر مني. ((أو اظلم)) أو اظلم غيري. ((أو اظلم)) يظلمني غيري. ((أو اجهل)) اسفه. ((أو يجهل علي)) يسفه علي أحد، ويعتدي علي أحد. فهذا الذكر ينبغي أن يقوله الإنسان إذا خرج من بيته، لئلا فيه من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به. والله والموفق.

((অথবা আমি পথভ্রষ্ট হই)) অর্থাৎ: কেউ আমাকে পথভ্রষ্ট করবে। ((অথবা আমার পদস্থলন ঘটে)) এটি 'আয-যাল্লা' থেকে আগত: যার অর্থ হলো ভুল করা। ((অথবা আমাকে পদস্থলিত করা হয়)) অর্থাৎ: কেউ এমন কোনো উপায় অবলম্বন করবে যাতে আমার দ্বারা ভুল সংঘটিত হয়। ((অথবা আমি জুলুম করি)) অর্থাৎ আমি অন্যের ওপর জুলুম করব। ((অথবা আমি জুলুমের শিকার হই)) অন্য কেউ আমার ওপর জুলুম করবে। ((অথবা আমি অজ্ঞতাসূলভ আচরণ করি)) আমি মূর্খতা প্রদর্শন করব। ((অথবা আমার সাথে অজ্ঞতাসূলভ আচরণ করা হয়)) কেউ আমার সাথে মূর্খতাসূলভ আচরণ করবে এবং আমার ওপর অন্যায্য করবে। সুতরাং এই জিকিরটি মানুষের ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পাঠ করা উচিত, কারণ এর মধ্যে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা এবং তাঁরই অবলম্বন গ্রহণের বিষয়টি নিহিত রয়েছে। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

স্বরূপ’।” (সূরা ফুসসিলাত: ৩০-৩২)। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “নিশ্চয়ই যারা বলে, ‘আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ’, অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, তারা যা করত তার বিনিময়স্বরূপ।” (সূরা আল-আহকাফ: ১৩-১৪)। ব্যাখ্যা: ‘ইস্তেকামাত’ বা অটলতা হলো মানুষ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার শরীয়তের ওপর সেভাবেই অবিচল থাকবে যেভাবে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, আর এর প্রধান শর্ত হলো মহান আল্লাহর প্রতি ইখলাস বা একনিষ্ঠতা। এরপর লেখক এ বিষয়ে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করেছেন। তিনি আল্লাহ তাআলার এই বাণী উল্লেখ করেছেন: “অতএব তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছ তাতে অটল থাক।” এখানে সম্বোধন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি হলেও তা তাঁর এবং তাঁর উম্মতের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য, যতক্ষণ না এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় যা নির্দেশ করে যে তা কেবল তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী: “আমি কি তোমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিইনি?” “এবং আমি তোমার থেকে তোমার সেই ভার লাঘব করেছি, যা তোমার পিঠ ভেঙে দিচ্ছিল।” (সূরা আশ-শারহ: ১-৩)। নিশ্চয়ই এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট। এবং তাঁর এই বাণীর ন্যায়: “আমি তো তোমাকে সাতটি বারবার পঠিত আয়াত এবং মহান কুরআন দান করেছি।”

(ص: 569) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

(الحجر: 87) ، هذا أيضاً خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يقل الدليل علي أن الخطاب للخصوصية، فهو له ولائته، وعلي هذه القاعدة يكون قوله: فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ) عاماً له ولائته، كل واحد يجب عليه أن يستقيم كما أمر، فلا يبدل في دين الله، ولا يزيد فيه ولا ينقص، ولهذا قال في آية أخرى: (وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ) (الشورى: من الآية 15) . الآية الثانية قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا) (فصلت: من الآية 30) . (رَبُّنَا اللَّهُ) أي: خالقنا

وَمَالِكُنْ وَمَدْبِرْ أُمُورِنَا. فَنَحْنُ نَخْلُصُ لَهُ. (ثُمَّ اسْتَقَامُوا) عَلَي ذٰلِكَ، عَلَي قَوْلِهِمْ رَبَّنَا
اَللّٰهُ، فَقَامُوا بِشَرِيْعَةِ اَللّٰهِ. هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ اَتَّصَفُوا بِهٰذِيْنَ الْوَصْفِيْنَ: (قَالُوا رَبَّنَا اَللّٰهُ ثُمَّ
اسْتَقَامُوا) (تَنْزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ) مَلَكًا بَعْدَ مَلَكٍ (اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا) لَا تَخَافُوْا:
فِيْهَا

تَسْتَقْبِلُوْنَ مِنْ اُمُورِكُمْ، وَلَا تَحْزَنُوْا عَلَي مَا مَضٰى مِنْ اُمُورِكُمْ، (وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِي
كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ) لِاَنَّ كُلَّ مَنْ قَالَ رَبِّيَ اَللّٰهُ، وَاسْتَقَامَ عَلَي دِيْنِ اَللّٰهِ، فَاَنَّهُ مِنْ اَهْلِ
الْجَنَّةِ، وَيَقُوْلُنْ لَهُمْ اَيْضًا: (نَحْنُ اَوْلِيَآؤُكُمْ فِي الْحَيٰةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ) فَالْمَلٰٓئِكَةُ
اَوْلِيَآءُ لِلَّذِيْنَ قَالُوا رَبَّنَا اَللّٰهُ ثُمَّ

(আল-হিজর: ৮৭), এটিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট। আর যদি
সম্বোধনটি বিশেষত্বের ওপর হওয়ার কোনো প্রমাণ না থাকে, তবে তা তাঁর এবং তাঁর উম্মতের
জন্য প্রযোজ্য। এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করেই মহান আল্লাহর বাণী: (অতএব আপনি
যেভাবে আদিষ্ট হয়েছেন সেভাবে দৃঢ় থাকুন) এটি তাঁর ও তাঁর উম্মতের জন্য ব্যাপক;
প্রত্যেকের ওপর ওয়াজিব হলো নির্দেশ অনুযায়ী দৃঢ় থাকা, সুতরাং আল্লাহর দ্বীনে কোনো
পরিবর্তন করা যাবে না এবং এতে কোনো কিছু বাড়ানো বা কমানো যাবে না। এ কারণেই তিনি
অন্য আয়াতে বলেছেন: (এবং আপনি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছেন সেভাবে দৃঢ় থাকুন আর তাদের
খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না) (আশ-শূরা: ১৫ আয়াতের অংশবিশেষ)। দ্বিতীয় আয়াতটি
হলো মহান আল্লাহর বাণী: (নিশ্চয় যারা বলে, ‘আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ’, অতঃপর তারা
অবিচল থাকে) (ফুসসিলাত: ৩০ আয়াতের অংশবিশেষ)। (আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ)
অর্থাৎ: আমাদের স্রষ্টা, আমাদের মালিক এবং আমাদের সকল বিষয়ের পরিচালক, তাই আমরা
তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ হই। (অতঃপর তারা অবিচল থাকে) এর ওপর, অর্থাৎ তাদের এই স্বীকৃতির
ওপর যে আল্লাহই আমাদের প্রতিপালক, ফলে তারা আল্লাহর শরীয়ত পালন করে। যারা এই
দুটি গুণে গুণাস্থিত হয়: (তারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, অতঃপর তারা অবিচল
থাকে), তাদের নিকট ফেরেশতারা অবতীর্ণ হন; একের পর এক ফেরেশতা, (তাঁরা বলেন:)
(তোমরা ভয় পেয়ো না এবং চিন্তিত হয়ো না)। ভয় পেয়ো না: তোমাদের ভবিষ্যৎ বিষয়গুলো
নিয়ে

যা তোমাদের সামনে আসছে, আর চিন্তিত হয়ো না যা অতিবাহিত হয়ে গেছে তার ওপর। (এবং তোমরা সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল), কারণ যে ব্যক্তিই বলে ‘আমার প্রতিপালক আল্লাহ’ এবং আল্লাহর দ্বীনের ওপর অবিচল থাকে, সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা তাঁদের আরও বলেন: (আমরাই তোমাদের বন্ধু পার্থিব জীবনে এবং পরকালেও)। সুতরাং ফেরেশতারা তাঁদেরই বন্ধু যারা বলে ‘আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ’ অতঃপর...

(ص: 570) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

استقاموا في الحياة الدنيا، تسددهم وتساعدهم وتعينهم، وكذلك في الآخرة تتلقاهم الملائكة يوم البعث والحساب (هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) (الأنبياء: من الآية 103) فيبشروهم بالخير في مقام الخوف والشدة. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ) (فصلت: من الآية 31) (لَكُمْ فِيهَا) أَي: فِي الْآخِرَةِ مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ، وَذَلِكَ فِي نَعِيمِ الْجَنَّةِ، لَأَنَّ الْجَنَّةَ فِيهِ مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. (وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ) (فصلت: من الآية 31) أَي: تَطْلُبُونَ، بَلْ لَهُمْ فَوْقَ ذَلِكَ: (لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ) (ق: 35)، لَهُمْ زِيَادَةٌ عَلَيَّ مَا يَدْعُونَهُ وَيَطْلُبُونَهُ وَيَتَمَنُونَهُ. (نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ) (فصلت: 32) يَعْنِي: أَنَّ الْجَنَّةَ نَزَلَ لَهُمْ وَضِيْفَةٌ مِنْ

غَفُورٍ رَحِيمٍ. (غَفُورٍ) غَفَرَ لَهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ (رَحِيمٍ) بِهِمْ، رَفَعَ لَهُمْ دَرَجَاتِهِمْ، هَذَا جَزَاءُ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ يَسْتَقِيمُونَ. وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَيَّ أَهْبِيَةِ الْإِسْتِقَامَةِ عَلَيَّ دِينِ اللَّهِ، بَأَنَّ يَكُونُ الْإِنْسَانُ ثَابِتًا لَا يَزِيدُ، وَلَا يَنْقُصُ، وَلَا يَبْدُلُ، وَلَا يَغْيِرُ، فَأَمَّا مَنْ غَلَا فِي دِينِ اللَّهِ، أَوْ جَفَا عَنْهُ، أَوْ بَدَّلَ فَانْهَ لَمْ يَكُنْ مُسْتَقِيمًا عَلَيَّ شَرِيعَةِ اللَّهِ

عز وجل، والاستقامة لا بد لها من الاعتدال في كل شيء، حتى يكون الإنسان مستقيماً على شريعة الله عز وجل.

তারা পার্থিব জীবনে অটল ও অবিচল ছিল, আল্লাহ তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করেন। অনুরূপভাবে পরকালেও পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশের দিনে ফেরেশতারা তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে (এই সেই দিন, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল) (সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৩ নং আয়াতের অংশ); তারা ভীতি ও সংকটের মুহূর্তে তাদেরকে কল্যাণের সুসংবাদ প্রদান করবে। মহান আল্লাহ বলেন: (সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা দাবি করো) (সূরা ফুসসিলাত: ৩১ নং আয়াতের অংশ)। (তোমাদের জন্য সেখানে রয়েছে) অর্থাৎ: পরকালে তোমাদের মন যা কিছু কামনা করে তা-ই বিদ্যমান থাকবে। আর তা জান্নাতের নিআমতের অন্তর্ভুক্ত হবে, কারণ জান্নাতে এমন সবকিছুই রয়েছে যা মানুষের মন কামনা করে এবং যা দেখে চক্ষু জুড়ায়। (সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা দাবি করো) (সূরা ফুসসিলাত: ৩১ নং আয়াতের অংশ) অর্থাৎ যা তোমরা প্রার্থনা করো; বরং তাদের জন্য এর চেয়েও বেশি রয়েছে: (সেখানে তাদের জন্য তারা যা চাইবে তা-ই থাকবে এবং আমাদের কাছে রয়েছে আরও অতিরিক্ত) (সূরা ক্বাফ: ৩৫)। তারা যা দাবি করবে, প্রার্থনা করবে বা কামনা করবে, তার চেয়েও অতিরিক্ত নিআমত তাদের জন্য থাকবে। (পরম ক্ষমাশীল, দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়ন স্বরূপ) (সূরা ফুসসিলাত: ৩২) অর্থাৎ: জান্নাত হলো তাদের জন্য এক বিশেষ মেহমানদারি এবং পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে আতিথেয়তা। (ক্ষমাশীল) তিনি তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করেছেন, (দয়ালু) তিনি তাদের প্রতি দয়া করেছেন এবং তাদের মর্যাদাকে উন্নীত করেছেন। এটি সেইসব লোকদের পুরস্কার যারা বলে, "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ", অতঃপর তারা অটল থাকে। এতে আল্লাহর দ্বীনের ওপর অটল থাকার গুরুত্বের প্রমাণ রয়েছে; আর তা হলো মানুষ এমনভাবে সুদৃঢ় থাকবে যে সে (দ্বীনের বিধানে) কোনো বাড়াবাড়ি করবে না, কোনো ঘাটতি করবে না এবং কোনো পরিবর্তন বা রূপান্তর করবে না। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে চরমপন্থা অবলম্বন করল অথবা শিথিলতা প্রদর্শন করল কিংবা তা পরিবর্তন করল, সে মহান আল্লাহর শরীয়তের ওপর অটল থাকতে পারল না। আর অটল বা অবিচল

থাকার জন্য প্রতিটি বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা অপরিহার্য, যাতে মানুষ মহান আল্লাহর শরীয়তের ওপর যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে।

(ص: 571) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

85_ وعن أبي عمرو، وقيل: أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحد غيرك؟ قال: ((قل: آمنت بالله، ثم استقم)) رواه مسلم. الشرح قوله: ((قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدًا غيرك)) أي: قل لي قولاً لا أسأل عنه أحدًا غيرك، فيكون فصلاً وحاسباً، ولا يحتاج إلي سؤال أحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((قل: آمنت بالله ثم استقم)). فقله عليه الصلاة والسلام: ((قل: آمنت)) ليس المراد بذلك مجرد القول باللسان، فإن من الناس من يقول: آمنت بالله واليوم الآخر، وما هم بمؤمنين. ولكن المراد بذلك قول القلب واللسان أيضاً. أي: أن يقول الإنسان بلسانه، بعد أن يقر ذلك في قلبه، ويعتقده اعتقاداً جازماً لا شك فيه، لأنه لا يكفي الإيمان بالقلب، ولا الإيمان باللسان، لا بد من الإيمان بالقلب واللسان، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو يدعو الناس إلى الإسلام يقول: ((يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)) فقال: ((قولوا)) أي: بألسنتكم. كما أنه لا بد من القول بالقلب. وقوله: ((آمنت بالله)) يشمل الإيمان بوجود الله عز وجل، وبربو بيته، وبألوهيته، وبأسائه وبصفاته، وبأحكامه، وبأخباره، وكل ما يأتي من

৮৫_ আবু আমর, মতান্তরে আবু আমরাহ সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি কথা বলে দিন যা আপনার পর আমি আর কাউকে জিজ্ঞাসা করব না? তিনি বললেন: "বল:

আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, অতঃপর তার ওপর অবিচল থাক।" এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন। ব্যাখ্যা: তাঁর উক্তি: "আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি কথা বলে দিন যা আপনার পর আমি আর কাউকে জিজ্ঞাসা করব না" অর্থাৎ: আমাকে এমন একটি কথা বলুন যা হবে চূড়ান্ত ও মীমাংসাকারী এবং যা অন্য কাউকে প্রশ্ন করার প্রয়োজন রাখবে না। ফলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন: "বল: আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, অতঃপর অবিচল থাক।" তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাণী: "বল: আমি ঈমান এনেছি" এর দ্বারা শুধুমাত্র জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করা উদ্দেশ্য নয়। কারণ কিছু মানুষ এমন আছে যারা বলে: আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ তারা মুমিন নয়। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অন্তর ও জিহ্বা উভয়টির স্বীকৃতি। অর্থাৎ মানুষ তার জিহ্বা দিয়ে বলবে, যখন তা তার অন্তরে স্থির হবে এবং সে বিষয়ে সে এমন দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করবে যাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা কেবল অন্তরের বিশ্বাস যথেষ্ট নয়, আবার কেবল জিহ্বার স্বীকৃতিও যথেষ্ট নয়; বরং অন্তর ও জিহ্বা উভয়ের মাধ্যমে ঈমান থাকা অপরিহার্য। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষকে ইসলামের পথে আহ্বান করার সময় বলতেন: "হে লোকসকল! তোমরা বল: আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তাহলে তোমরা সফল হবে।" তিনি বলেছেন: "বল", অর্থাৎ তোমাদের জিহ্বা দ্বারা। তেমনিভাবে অন্তরের স্বীকৃতিরও প্রয়োজন রয়েছে। আর তাঁর বাণী: "আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি" মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর রুবুবিয়াত (প্রভুত্ব), তাঁর উলুহিয়াত (উপাস্যত্ব), তাঁর নাম ও গুণাবলী, তাঁর বিধানাবলী, তাঁর সংবাদসমূহ এবং তাঁর পক্ষ থেকে আগত সকল বিষয়ের প্রতি ঈমান আনয়নকে অন্তর্ভুক্ত করে।

(ص: 572) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

قبله _ عز وجل _ تؤمن به، فإذا آمنت بذلك فاستقم علي دين الله، ولا تحد عنه
يميناً ولا شمالاً، لا تقصر ولا تزد. فاستقم علي الدين، واستقم علي شهادة أن لا اله
إلا الله وان محمد رسول الله، وذلك بالإخلاص لله عز وجل، والمتابعة لرسول الله

صلي الله عليه وسلم، واستقم علي الصلاة، وعلي الزكاة، والصيام والحج، وعلي جميع شريعة الله. وقوله: ((قل آمنت بالله ثم)) دليل علي أن الاستقامة لا تكون إلا بعد الإيمان، وان من شرط الأعمال الصالحة، أي: من شرط صحتها وقبولها أن تكون مبنية علي الإيمان، فلو أن الإنسان عمل بظاهره علي ما ينبغي، ولكن باطنه خراب، وفي شك، أو في اضطراب، أو في إنكار وتكذيب، فإن ذلك لا ينفعه، ولهذا اتفق العلماء_ رحمهم الله_ علي أن من شروط صحة العبادة وقبولها، أن يكون الإنسان مؤمناً بالله، أي: معترفاً به، وبجميع ما جاء من قبله تبارك وتعالى. ويستفاد من هذا الحديث: انه ينبغي للإنسان_ إذا قام بعمل_ أن يشعر بأنه قام به لله، وانه يقوم به بالله، وانه يقوم به في الله، لأنه لا يستقيم علي دين الله إلا بعد الإيمان بالله عز وجل. فيشعر بأنه يقوم به لله، أي مخلصاً، وبالله، أي مستعيناً، وفي الله، أي متبعاً لشرعه، وهذه مستفادة من قوله تبارك وتعالى: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) فالأول: قيام لله، والثاني: قيام به، والثالث: قيام فيه، أي: في شرعه، ولهذا نقول: أن المراد بالسرطان المستقيم_ في الآية الكريمة_ هو شرع الله عز وجل

মহান আল্লাহর—যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত—পক্ষ থেকে যা এসেছে তার প্রতি আপনি ঈমান আনবেন। যখন আপনি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলেন, তখন আল্লাহর দ্বীনের ওপর অবিচল থাকুন; ডানে বা বামে বিচ্যুত হবেন না, কোনো দ্রুটি করবেন না এবং সীমালঙ্ঘনও করবেন না। সুতরাং দ্বীনের ওপর অটল থাকুন এবং এই সাক্ষ্যের ওপর অবিচল থাকুন যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। আর তা হতে হবে মহান আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের মাধ্যমে। সালাত, জাকাত, সিয়াম, হজ এবং আল্লাহর যাবতীয় শরিয়তের ওপর অবিচল থাকুন। আর তাঁর বাণী: "বলো, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, অতঃপর অবিচল থাকো"—এটি এই কথার প্রমাণ যে, ঈমান ব্যতীত অবিচলতা অর্জন সম্ভব নয়। আর নেক আমল বিশুদ্ধ হওয়া ও কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো তা ঈমানের ওপর

প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। সুতরাং কোনো মানুষ যদি বাহ্যিকভাবে যথাযথ আমল করে, কিন্তু তার অন্তর

বিধ্বস্ত থাকে, কিংবা সন্দেহে, অস্থিরতায় অথবা অস্বীকার ও মিথ্যারোপে নিমজ্জিত থাকে, তবে তা তার কোনো উপকারে আসবে না। এই কারণেই ওলামায়ে কেরাম—আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন—একমত হয়েছেন যে, ইবাদত বিশুদ্ধ হওয়া ও কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো মানুষকে আল্লাহর প্রতি মুমিন হতে হবে; অর্থাৎ তাঁকে এবং বরকতময় ও সুউচ্চ আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে তার সবটুকুকে স্বীকৃতি দিতে হবে। এই হাদিস থেকে এটিও প্রতিভাত হয় যে, কোনো মানুষ যখন কোনো আমল করবে, তখন তার অনুভূত হওয়া উচিত যে—সে এই কাজটি আল্লাহর জন্য করছে, আল্লাহর সাহায্যে করছে এবং আল্লাহর বিধানে থেকে করছে। কারণ মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন ছাড়া তাঁর দ্বীনের ওপর অবিচল থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং সে অনুভব করবে যে, সে আমলটি আল্লাহর জন্য করছে—অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে; আল্লাহর সাহায্যে করছে—অর্থাৎ সাহায্য প্রার্থনা করে; এবং আল্লাহর বিধানে করছে—অর্থাৎ তাঁর শরিয়তের অনুসরণ করে। এটি বরকতময় ও সুউচ্চ আল্লাহর এই বাণী থেকে গৃহীত: "আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং কেবল আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি" এবং "আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন"। এর মধ্যে প্রথমটি হলো আল্লাহর জন্য নিষ্ঠা প্রকাশ, দ্বিতীয়টি হলো তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা এবং তৃতীয়টি হলো তাঁর নির্দেশনার মধ্যে থাকা অর্থাৎ তাঁর শরিয়তের অনুসরণ করা। এই কারণেই আমরা বলি যে, পবিত্র আয়াতে 'সরল পথ' বলতে মহান আল্লাহর শরিয়তকেই বোঝানো হয়েছে।

(ص: 573) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

البوصل إليه. والله البوفق. 86_ وعن أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ((قاربوا وسددوا، واعلموا انه لن ينجو أحد منكم بعمله)) قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ((ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل)) رواه مسلم. و)

((المقاربة)) القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير. و ((السداد)): الاستقامة والإصابة، و ((يتغمدين)) يلبسني ويسترنني. قال العلماء: معني الاستقامة: لزوم طاعة الله تعالى، قالوا: وهي من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور، وبالله التوفيق. الشرح هذا الحديث يدل علي أن الاستقامة علي حسب الاستطاعة، وهو قول النبي صلي الله عليه وسلم ((قاربوا وسددوا)) أي: سددوا علي الإصابة، أي: احرصوا علي أن تكون أعمالكم مصيبة للحق بقدر المستطاع، وذلك لان الإنسان مهما بلغ من التقوى، فإنه لا بد أن يخطئ، كما جاء في الحديث عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: ((كل بني آدم خطاء، وخير الخطاءين التوابون)) ، وقال عليه الصلاة

যা সেখানে পৌঁছে দেয়। আর আল্লাহই তৌফিকদাতা। ৮৬. আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করো এবং সঠিক পথে অবিচল থাকো, আর জেনে রেখো যে, তোমাদের কেউ কেবল নিজের আমলের মাধ্যমে মুক্তি পাবে না।" তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও কি নন?" তিনি বললেন: "আমিও নই, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে রহমত ও অনুগ্রহ দ্বারা আচ্ছাদিত করেন।" (মুসলিম)। এবং ('মুকারাবাহ') এর অর্থ হলো এমন ভারসাম্যপূর্ণ উদ্দেশ্য যাতে কোনো বাড়াবাড়ি বা শিথিলতা নেই। এবং 'সাদাদ' হলো: অবিচলতা ও লক্ষ্যভেদ (সঠিক হওয়া)। আর 'ইয়াতাগম্মাদানি' এর অর্থ হলো তিনি আমাকে পরিহিত করবেন ও আচ্ছাদিত করবেন। উলামায়ে কেরাম বলেন: ইস্তিকামাত (অবিচলতা)-এর অর্থ হলো: মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকা। তাঁরা বলেন: এটি জাওয়ামিউল কালিম (সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক বাণী)-এর অন্তর্ভুক্ত এবং এটি যাবতীয় বিষয়ের মূল চালিকাশক্তি। আর আল্লাহর কাছেই তৌফিক প্রার্থনা করছি। ব্যাখ্যা: এই হাদিসটি নির্দেশ করে যে, অবিচলতা বা ইস্তিকামাত হলো সাধ্যানুযায়ী। আর এটিই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী: "তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করো এবং সঠিক পথে অবিচল থাকো" এর অর্থ। অর্থাৎ সঠিক লক্ষ্যের ওপর অটল থাকো; অর্থাৎ তোমাদের আমলগুলো যেন সাধ্যানুযায়ী হকের অনুসারী হয় সে বিষয়ে সচেতন থাকো। কেননা মানুষ তাকওয়ার যে স্তরেই পৌঁছাক না কেন, তার ভুল হওয়া অনিবার্য। যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে, তিনি বলেছেন: "প্রত্যেক আদম

সন্তানই ভুলকারী, আর ভুলকারীদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম যারা তওবা করে।" আর তিনি (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বলেছেন...

(ص: 574) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

والسلام: ((لو لم تذنبا لذهب الله بكم، ولجا بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم)) فالإنسان مأمور أن يقارب ويسدد بغدر ما يستطيع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ((واعلموا انه لا ينجوا أحد منكم بعمله)) أي: لن ينجوا من النار بعمله. وذلك لان العمل لا يبلغ ما يجب لله عز وجل من الشكر، وما يجب له علي عبادة من الحقوق، ولكن يتغمد الله سبحانه وتعالى العبد برحمته فيغفر له. فلما قال: ((لن ينجوا أحد منكم

بعمله)) قالوا له: ولا أنت؟! قال: ((ولا أنا)) حتى النبي عليه الصلاة والسلام لن ينجو بعمله ((إلا أن يتغمدني الله برحمة منه)). فدل ذلك علي أن الإنسان مهما بلغ من المرتبة والولاية، فإنه لن ينجو بعمله، حتى النبي عليه الصلاة والسلام، لولا أن الله من عليه بأن غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر، ما أنجاه عمله. فان قال قائل: هناك نصوص من الكتاب والسنة تدل علي أن العمل الصالح ينجي من النار ويدخل الجنة، مثل قوله تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّه حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (النحل: 97) ، فكيف يجمع بين هذا وبين الحديث السابق؟

এবং তাঁর ওপর শাস্তি বর্ষিত হোক: "তোমরা যদি পাপ না করতে, তবে আল্লাহ তোমাদের সরিয়ে দিতেন এবং এমন এক সম্প্রদায় নিয়ে আসতেন যারা পাপ করত, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত আর আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিতেন।" সুতরাং মানুষকে তার সামর্থ্য

অনুযায়ী মধ্যপন্থা অবলম্বন ও সঠিক পথে অবিচল থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি (সা.) বললেন: "জেনে রেখো, তোমাদের কাউকেই তার আমল মুক্তি দেবে না।" অর্থাৎ, আমলের মাধ্যমে কেউ জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। এর কারণ হলো, মানুষের আমল মহান আল্লাহর প্রাপ্য কৃতজ্ঞতা এবং তাঁর প্রতি বান্দার যে হক বা অধিকার রয়েছে, তার সমপর্যায়ে পৌঁছাতে পারে না। কিন্তু মহান আল্লাহ বান্দাকে আপন রহমতে আবৃত করেন এবং তাকে ক্ষমা করেন। যখন তিনি বললেন: "তোমাদের কেউ নিজের আমল দ্বারা মুক্তি পাবে না," তখন তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন: আপনিও কি না? তিনি বললেন: "আমিও না," এমনকি নবী (সা.)-ও আমলের উসিলায় মুক্তি পাবেন না, "যদি না আল্লাহ আমাকে তাঁর রহমত দিয়ে আচ্ছাদিত করেন।" এটি একথার প্রমাণ বহন করে যে, মানুষ যে স্তরেই উন্নীত হোক না কেন এবং যত বড় মাকামই লাভ করুক না কেন, সে কেবল নিজের আমলের ওপর নির্ভর করে মুক্তি পাবে না। এমনকি স্বয়ং নবী (সা.)-ও নন; যদি না আল্লাহ তাঁর ওপর এই অনুগ্রহ করতেন যে, তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন, তবে তাঁর আমলও তাঁকে নাজাত দিতে পারত না। যদি কেউ প্রশ্ন করে: কুরআন ও সুন্নাহর এমন অনেক পাঠ রয়েছে যা নির্দেশ করে যে, নেক আমল জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয় এবং জান্নাতে প্রবেশ করায়; যেমন মহান আল্লাহর বাণী: "মুমিন হয়ে পুরুষ বা নারীর মধ্যে যে কেউ নেক আমল করবে, আমি তাকে অবশ্যই পবিত্র জীবন দান করব এবং আমি তাদের অবশ্যই তাদের কৃতকর্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দেব" (আন-নাহল: ৯৭)। এমতাবস্থায় এই আয়াত এবং পূর্বোক্ত হাদিসের মধ্যে কীভাবে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব?

(ص: 575) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

والجواب عن ذلك: أن يقال: يجمع بينهما بأن المنفي دخول الإنسان الجنة بالعمل في المقابلة، أما المثبت: فهو أن العمل سبب وليس عوضاً. فالعمل لا شك أنه سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، لكنه ليس هو العوض، وليس وحده الذي

يدخل به الإنسان الجنة، ولكن فضل الله ورحمته هما السبب في دخول الجنة وهما اللذان يوصلان الإنسان إلى الجنة وينجيانه من النار. وفي هذا الحديث من الفوائد:

أن الإنسان لا يعجب بعمله، مهما عملت من الأعمال الصالحة لا تعجب بعملك، فعملك قليل بالنسبة لحق الله عليك. وفيه أيضاً من الفوائد: انه ينبغي علي الإنسان أن يكثر من ذكر الله دائماً: ((اللهم تغدني برحمة منك وفضل)) لان عملك لن يوصلك إلي مرضاة الله، إلا برحمة الله عز وجل. وفي دليل علي حرص الصحابة رضي الله عنهم علي العلم، ولهذا لما قال: ((لن ينجوا أحد منكم بعمله)) استفسلوا، هل هذا العبور شامل له أم لا؟ فبين لهم صلي الله عليه وسلم انه شامل له.

ومن تدبر أحوال الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وجد انهم احرص الناس على العلم، وانهم لا يتركون شيئاً يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم إلا ابتدروا وسألوا عنه. والله الموفق

এর উত্তর হলো: এ দুটির মধ্যে সমন্বয় এভাবে করা সম্ভব যে, জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে কর্মকে 'বিনিময়' হিসেবে অস্বীকার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যা সাব্যস্ত করা হয়েছে তা হলো, আমল জান্নাতে প্রবেশের একটি কারণ বা মাধ্যম মাত্র, বিনিময় নয়। সুতরাং আমল—নিঃসন্দেহে—জান্নাতে প্রবেশ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি মাধ্যম, কিন্তু তা কোনো বিনিময় নয় এবং কেবল আমলের মাধ্যমেই মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। বরং আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতই জান্নাতে প্রবেশের প্রকৃত কারণ এবং এই দুটিই মানুষকে জান্নাতে পৌঁছে দেয় ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়। এই হাদিসের শিক্ষাগুলো হলো:

মানুষ যেন নিজের আমল নিয়ে আত্মমুগ্ধতায় না ভোগে। আপনি যত বেশি নেক আমলই করুন না কেন, নিজের কাজের প্রতি গর্ব করবেন না। কারণ আপনার ওপর আল্লাহর যে পাওনা বা অধিকার রয়েছে, তার তুলনায় আপনার আমল অত্যন্ত সামান্য। এতে আরও শিক্ষা রয়েছে যে, মানুষের উচিত সর্বদা আল্লাহর এই জিকির বেশি বেশি করা: "হে আল্লাহ, আমাকে আপনার

রহমত ও অনুগ্রহ দিয়ে আবৃত করে নিন।" কারণ আল্লাহর রহমত ছাড়া আপনার আমল আপনাকে তাঁর সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না। এতে আরও প্রমাণ রয়েছে যে, সাহাবীগণ (আল্লাহ তাঁদের ওপর সন্তুষ্টি হোন) ইলম অর্জনে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। এই কারণেই যখন রাসূলুল্লাহ বললেন: "তোমাদের কেউ নিজের আমলের মাধ্যমে মুক্তি পাবে না," তখন তাঁরা বিস্তারিত জানতে চাইলেন যে, এই সাধারণ বক্তব্যটি কি তাঁর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য কি না? তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের নিকট স্পষ্ট করলেন যে, এটি তাঁর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যে ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সাহাবীগণের (আল্লাহ তাঁদের ওপর সন্তুষ্টি হোন) অবস্থা পর্যালোচনা করবে, সে দেখতে পাবে যে তাঁরা ইলম অন্বেষণে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন। তাঁদের দীন ও দুনিয়ার প্রয়োজনীয় কোনো বিষয়ই তাঁরা বাদ দেননি যা অর্জনে তাঁরা দ্রুত পদক্ষেপ নেননি এবং সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেননি। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

(ص: 576) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

9- التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى
وفناء الدنيا وأحوال الآخرة وسائر أمورها
وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة

قال الله تعالى: (إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَىٰ خُزْنٍ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا) (سبأ: 46) من الآية 46) ، وقال تعالى: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ) (آل عمران: 190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) (آل عمران: 191) وقال تعالى: (أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ

خُلِقَتْ (الغاشية: 17) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (الغاشية: 18) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ
نُصِبَتْ (الغاشية: 19) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (الغاشية: 20) فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ
مُذَكِّرٌ (الغاشية: 21) وَقَالَ تَعَالَى: (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا) (محمد: من
الآية 10) ، والآيات في الباب كثيرة.
ومن الأحاديث الحديث السابق: ((الكيس من دان نفسه)).

[الشَّرْحُ]

التفكر: هو أن الإنسان يعمل فكرة في الأمر، حتى يصل فيه إلى نتيجة، وقد أمر الله
تعالى به _ أي بالتفكر _ وحث عليه في كتابه، لما يتوصل إليه الإنسان به من
المطالب العالية والإيمان واليقين.
قال الله تعالى: (قُلْ إِنَّمَا أَعْظُمُ بِوَاحِدَةٍ) (سبأ: من الآية 46) قل يا محمد للناس
جميعاً: ما أعظمكم إلا بواحدة: ما أقدم لكم موعظة إلا بواحدة فقط،

৯- মহান আল্লাহর সুমহান সৃষ্টিরাজি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা

দুনিয়ার নশ্বরতা, পরকালের ভয়াবহতা ও এর যাবতীয় বিষয়াদি

এবং আত্মার ত্রুটি-বিচ্যুতি, এর পরিশুদ্ধি ও একে সত্যপথে পরিচালিত করার বিবরণ

মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (বলুন, আমি তোমাদের একটি মাত্র বিষয়ে নসিহত
করছি যে, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই-দুই জন করে অথবা একা একা দাঁড়িয়ে যাও,
অতঃপর চিন্তা-ভাবনা করো) (সূরা সাবা: ৪৬ আয়াতের অংশ), আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ
করেন: (নিশ্চয় আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে বিবেকবানদের জন্য
নিদর্শনাবলি রয়েছে) (সূরা আল-ইমরান: ১৯০) (যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ
করে এবং আসমান ও জমিনের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে [এবং বলে]: হে আমাদের রব!
আপনি এসব নিরর্থক সৃষ্টি করেননি, আপনি অত্যন্ত পবিত্র; সুতরাং আপনি আমাদের
জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করুন) (সূরা আল-ইমরান: ১৯১)। আল্লাহ তাআলা আরও
ইরশাদ করেন: (তারা কি উটের দিকে লক্ষ্য করে না যে, তা কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে?) (সূরা

আল-গাশিয়াহ: ১৭) (এবং আকাশের দিকে যে, তা কীভাবে উচ্চ করা হয়েছে?) (সূরা আল-গাশিয়াহ: ১৮) (এবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কীভাবে স্থাপন করা হয়েছে?) (সূরা আল-গাশিয়াহ: ১৯) (এবং জমিনের দিকে যে, তা কীভাবে বিছানো হয়েছে?) (সূরা আল-গাশিয়াহ: ২০) (অতএব আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা) (সূরা আল-গাশিয়াহ: ২১)। আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন: (তারা কি জমিনে ভ্রমণ করেনি, যাতে তারা দেখতে পারত) (সূরা মুহাম্মদ: ১০ আয়াতের অংশ)। এই অধ্যায়ে এ সংক্রান্ত আরও অনেক আয়াত রয়েছে।

আর হাদিসসমূহের মধ্যে ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখযোগ্য: “সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান, যে নিজের নফসের হিসাব গ্রহণ করে”।

[ব্যাক্তা]

আত-তাফাক্কুর (চিন্তা-গবেষণা): এটি হলো কোনো বিষয়ে মানুষের আপন চিন্তাশক্তিকে এমনভাবে প্রয়োগ করা, যাতে সে এর মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে এর নির্দেশ দিয়েছেন এবং এর প্রতি উৎসাহিত করেছেন। কেননা চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমেই মানুষ উচ্চতর লক্ষ্য, ঈমান ও ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস) অর্জন করতে সক্ষম হয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (বলুন, আমি তোমাদের একটি মাত্র বিষয়ে নসিহত করছি) (সূরা সাবা: ৪৬ আয়াতের অংশ)। হে মুহাম্মদ, আপনি সকল মানুষকে বলে দিন: আমি তোমাদের একটি বিষয় ছাড়া অন্য কোনো উপদেশ দিচ্ছি না; আমি তোমাদের সামনে কেবল একটি নসিহতই পেশ করছি।

(ص: 577) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

إِذَا قُمْتُمْ بِهَا أَدْرَكْتُمُ الْمَطْلُوبَ، وَنَجَوْتُمْ مِنَ الْمَرْهُوبِ، وَهِيَ: (أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا) .

(تَقُومُوا لِلَّهِ) أي: مخلصين له، فتقومون بطاعة الله عز وجل على الوجه الذي أمرتم به، مخلصين له، ثم بعد ذلك تتفكروا، فإذا فعلتم ذلك فهذه موعظة، وأي موعظة.

وفي هذه الآية إشارة إلى انه ينبغي للإنسان إذا قام لله يعمل، أن يتفكر ماذا فعل في هذا العمل: هل قام به على الوجه المطلوب، وهل قصر، وهل زاد وماذا حصل له من هذا العمل من طهارة القلب، وزكاة النفس، وغير ذلك. لا يكن كالذي يؤدي أعماله الصالحة وكأنها عادات يفعلها كل يوم، بل تفكر، ماذا حصل لك من هذا العبادة، وماذا أثرت على قلبك وعلى استقامتك.

ولنضرب لهذا مثلاً بالصلاة، قال الله تبارك وتعالى: (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ) (البقرة: من الآية 45)، وقال: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) (العنكبوت: من الآية 45)، فلنفكر، هل نحن إذا صلينا زدن طاقة وقوة ونشاطاً على الأعمال الصالحة، حتى تكون الصلاة معينة لنا؟ الواقع أن هذا لا يكون إلا نادراً باعتبار أفراد الناس، فأنظر ماذا حدث لك من الصلاة، هل صارت معينة لك على طاعة الله تعالى، وعلى المصائب وعلى غيرها. كما يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام: ((انه كان إذا حزبه أمر فزع إلى

যদি তোমরা তা পালন করো, তবে তোমরা কাক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে এবং আশঙ্কাজনক বিষয় থেকে মুক্তি পাবে; আর তা হলো: "তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জোড়ায় জোড়ায় অথবা এককভাবে দাঁড়াও, অতঃপর চিন্তা-ভাবনা করো।"

"(তোমরা আল্লাহর জন্য দাঁড়াও)" অর্থাৎ: তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে। তোমরা আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লা-এর আনুগত্যে সেই পদ্ধতিতে দণ্ডায়মান হবে যেভাবে তোমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁর প্রতি নিষ্ঠাবান হয়ে; অতঃপর এরপর তোমরা চিন্তা-ভাবনা করবে। তোমরা যদি তা করো, তবে এটিই হলো উপদেশ, আর তা কতই না উত্তম উপদেশ!

এই আয়াতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষ যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোনো কাজ করতে দাঁড়ায়, তখন তার চিন্তা করা উচিত সে এই কাজে কী করল: সে কি তা কাঙ্ক্ষিত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করেছে? সে কি কোনো ত্রুটি করেছে? নাকি সে তাতে অতিরিক্ত কিছু করেছে? এবং এই কাজের মাধ্যমে তার হৃদয়ের পবিত্রতা, আত্মার পরিশুদ্ধি এবং অন্যান্য কী ফল অর্জিত হয়েছে। সে যেন সেই ব্যক্তির মতো না হয় যে তার নেক আমলগুলোকে প্রতিদিনের অভ্যাস মনে করে সম্পাদন করে; বরং চিন্তা করো, এই ইবাদত থেকে তোমার কী অর্জিত হলো এবং এটি তোমার হৃদয়ে ও তোমার অবিচলতার ওপর কী প্রভাব ফেলল।

আমরা এ বিষয়ে সালাতের উদাহরণ দিতে পারি। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেছেন: "তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো" (আল-বাকারাহ: ৪৫)। তিনি আরও বলেছেন: "সালাত কয়েম করো, নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে" (আল-আনকাবুত: ৪৫)। সুতরাং আমাদের চিন্তা করা উচিত, আমরা যখন সালাত আদায় করি, তখন কি নেক আমলের প্রতি আমাদের শক্তি, সামর্থ্য ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়—যাতে সালাত আমাদের জন্য সহায়ক হতে পারে? বাস্তব সত্য এই যে, ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে এটি খুব কমই ঘটে থাকে। অতএব লক্ষ্য করো, সালাত তোমার মধ্যে কী পরিবর্তন এনেছে; এটি কি আল্লাহর আনুগত্যে এবং বিপদ-আপদ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তোমার জন্য সহায়ক হয়েছে? যেমনটি নবী (তাঁর ওপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে: "যখন কোনো কঠিন বিষয় তাঁকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করত, তখন তিনি সালাতের দিকে ধাবিত হতেন..."

(ص: 578) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

الصلاة)) أي: إذا أهله وأغبه فزع إلى الصلاة.
كذلك قال الله تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ)
(العنكبوت: من الآية 45) فأنظر في صلاتك، هل أنت إذا صليت وجدت في نفسك

كراهية للفحشاء، وكراهية للمنكر، وكراهية المعاصي، أو أن الصلاة لا تفيدك في هذا؟

إذا عرفت هذه الأمور، عرفت نتائج هذه الأعمال الصالحة، وكنت متعظاً بها وعظك به النبي صلى الله عليه وسلم.

ز مثال آخر في الزكاة وهي: المال الواجب في الأموال الزكوية، يصرفه الإنسان في الجهات التي أمر الله بها، وقد بين الله فوائدها، وقد قال الله لرسوله: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) (التوبة: من الآية 103) فإذا أدبت الزكاة فانظر هل طهرتك هذه الزكاة من الأخلاق الرذيلة، هل طهرتك من الذنوب، وهل زكت مالك؟ هل زكت نفسك؟ !

كثير من الناس يؤدي الزكاة وكأنها غرم، يؤديه وهو كاره _ نسأل الله العافية _ يؤديها وهو لا يشعر بأنها تزكي نفسه، وعلى هذا بقية الأعمال، قم لله ثم تفكر ماذا حصل.

فهذه موعظة عظيمة إذا اتعظ الإنسان بها، نفعته وصلحت أحواله، نسأل الله أن يصلح لنا الأعمال والأحوال.

ثم ذكر المؤلف _ رحمه الله تعالى _ قول الله تعالى: (إِنَّ فِي خَلْقِ

(সালাত) অর্থাৎ: যখন কোনো বিষয় তাঁকে চিন্তিত বা শোকগ্রস্ত করত, তখন তিনি সালাতের দিকে ধাবিত হতেন।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (এবং সালাত কায়েম করো, নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে) (সূরা আল-আনকাবুত: ৪৫-এর অংশবিশেষ)। সুতরাং আপনার সালাতের প্রতি লক্ষ্য করুন; আপনি যখন সালাত আদায় করেন, তখন কি নিজের মধ্যে অশ্লীলতা, মন্দ কাজ এবং পাপাচারের প্রতি ঘৃণা অনুভব করেন, নাকি সালাত আপনার ক্ষেত্রে এ বিষয়ে কোনো ফল দিচ্ছে না?

আপনি যদি এই বিষয়গুলো অনুধাবন করেন, তবে এই নেক আমলগুলোর ফলাফল জানতে পারবেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা দ্বারা উপকৃত হতে পারবেন।

যাকাতের ক্ষেত্রে আরেকটি উদাহরণ হলো: যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে যে অর্থ প্রদান করা ওয়াজিব হয়, যা মানুষ আল্লাহর নির্দেশিত খাতসমূহে ব্যয় করে। আল্লাহ তাআলা এর উপকারিতা বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন: (আপনি তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, যা দ্বারা আপনি তাদের পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন) (সূরা আত-তাওবাহ: ১০৩-এর অংশবিশেষ)। সুতরাং যখন আপনি যাকাত আদায় করবেন, তখন লক্ষ্য করুন— এই যাকাত কি আপনাকে হীন চরিত্র থেকে পবিত্র করেছে? এটি কি আপনাকে গুনাহ থেকে মুক্ত করেছে? এটি কি আপনার সম্পদকে পরিশুদ্ধ করেছে? এটি কি আপনার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে?!

অনেক মানুষ যাকাত আদায় করে যেন এটি একটি জরিমানা বা দণ্ড; সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তা আদায় করে—আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি—সে অনুভব করে না যে এটি তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে। অন্যান্য আমলের ক্ষেত্রেও বিষয়টি অনুরূপ। আল্লাহর জন্য দণ্ডায়মান হোন, তারপর চিন্তা করুন কী অর্জিত হলো।

এটি একটি মহান উপদেশ; মানুষ যদি এটি গ্রহণ করে, তবে তা তাকে উপকৃত করবে এবং তার অবস্থা সংশোধন করবে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদের আমল ও অবস্থাসমূহ সংশোধন করে দেন।

এরপর লেখক—আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন—আল্লাহ তাআলার বাণী উল্লেখ করেছেন: (নিশ্চয়ই সৃষ্টিতে...

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (آل عمران: 190)
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ (آل عمران: من الآية 191) .

هذه الآية في أول الآيات العشر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كلها
استيقظ من صلاة الليل فينبغي للإنسان إذا استيقظ من صلاة الليل أن يقرأ من
هذه الآية إلى آخر سورة آل عمران: (العشرة الأخيرة من سورة إلا عمران) .
قوله: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) (البقرة: من الآية 164) يعني في خلقها من
حيث الحجم والكبر والعظمة، وغير ذلك مما أودع الله فيها، في هذا الخلق آيات ففي
النجوم آية من آيات الله، وفي الشمس آية من آيات الله، وكذا القمر، آيات من
آيات الله، وكذا الأشجار والبحار والأنهار، وفي كل ما خلق الله في السماوات والأرض
آيات عظيمة، تدل على كمال وحدانيته جل وعلا، وعلى كمال قدرتهن وعلى كمال
رحمتهم وعلى كمال حكمته، يقول عز وجل: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) (البقرة:
من الآية 164) .

وجمع السماوات وافرد الأرض، لان السماوات سبع كما ذكره الله في عدة آيات: (اللَّهُ
الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ) (الطلاق: من الآية 12) (قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) (المؤمنون: 86) .

أما الأرض، فإن الله تعالى لم يذكرها في القرآن إلا منفردة، لان المراد

নিশ্চয়ই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে বিবেকবানদের জন্য
নিদর্শনাবলী রয়েছে (আলে ইমরান: ১৯০), যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে
স্মরণ করে (আলে ইমরান: ১৯১ এর অংশ বিশেষ)।

এই আয়াতটি সেই দশটি আয়াতের প্রথম দিকে রয়েছে যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
যখনই রাতের নামাযের (তাহাজ্জুদ) জন্য জাগ্রত হতেন তখন পাঠ করতেন। সুতরাং মানুষের

জন্য উচিত হলো যখন সে রাতের নামাযের জন্য জাগ্রত হবে, তখন যেন এই আয়াত থেকে সূরা আলে ইমরানের শেষ পর্যন্ত পাঠ করে (সূরা আলে ইমরানের শেষ দশটি আয়াত)।

তাঁর বাণী: (নিশ্চয়ই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে) (আল-বাকারাহ: ১৬৪ এর অংশ বিশেষ) অর্থাৎ এগুলোর আয়তন, বিশালতা ও মাহাত্ম্য এবং আল্লাহ যা কিছু এগুলোর মধ্যে নিহিত রেখেছেন তার সৃষ্টির বিচারে। এই সৃষ্টির মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে; নক্ষত্ররাজির মধ্যে আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন রয়েছে, সূর্যের মধ্যে আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন রয়েছে এবং তেমনি চাঁদের মাঝেও আল্লাহর নিদর্শনাবলী রয়েছে। একইভাবে বৃক্ষরাজি, সমুদ্র ও নদ-নদী এবং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার প্রতিটিতেই সুমহান নিদর্শনাবলী রয়েছে, যা তাঁর সুমহান একত্ববাদের পূর্ণতা, তাঁর ক্ষমতার পূর্ণতা, তাঁর দয়ার পূর্ণতা এবং তাঁর প্রজ্ঞার পূর্ণতার ওপর প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ প্রতাপশালী ও মহিমান্বিত বলেন: (নিশ্চয়ই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে) (আল-বাকারাহ: ১৬৪ এর অংশ বিশেষ)।

এখানে আকাশমন্ডলীকে বহুবচন হিসেবে এবং পৃথিবীকে একবচন হিসেবে আনা হয়েছে, কারণ আকাশ হলো সাতটি যেমনটি আল্লাহ একাধিক আয়াতে উল্লেখ করেছেন: (আল্লাহ তিনিই যিনি সাতটি আকাশ সৃষ্টি করেছেন) (আত-তালাক: ১২ এর অংশ বিশেষ), (বলুন, সাত আকাশের রব এবং সুমহান আরশের রব কে?) (আল-মুমিনুন: ৮৬)।

আর পৃথিবী সম্পর্কে কথা হলো, আল্লাহ তাআলা কুরআনে একে কেবল একবচন হিসেবেই উল্লেখ করেছেন, কারণ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো

(ص: 580) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

بها الجنس الشامل لجميع الأرضيين، وقد أشار الله في سورة الطلاق إلى أن الأرضيين سبع، فقال: (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ) (الطلاق: من الآية 12)، أي: مثلهن في العدد، وليس مثلهن في الخلقة والعظم، بل السماوات اعظم من الأرض بكثير لكنهن مثل السماوات في العدد، وقد جاءت السنة صريحة

في ذلك، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ((من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع ارضين))

(وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) يكون من وجوه متعددة:

أولاً: من جهة أن الليل مظلم والنهار مضي، كما قال الله تعالى: (وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة) (الإسراء: من الآية 12).
ثانياً: اختلافهما في الطول والقصر، أحياناً يطول الليل، وأحياناً يطول النهار، وأحياناً يتساويان كما قال الله تعالى: (يُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ) (الحج: من الآية 61)، أي: يدخل هذا في هذا مرة فيأخذ منه، وهذا في هذا فيأخذ منهم هذا من اختلاف الليل والنهار.

ثالثاً: ومن اختلاف الليل والنهار اختلافهما في الحر والبرودة تارة يكون الجو بارداً وتارة يكون حاراً.

رابعاً: ومن اختلافهما أيضاً، الخصب والجذب، تارة تكون الدنيا

এর দ্বারা সকল পৃথিবীবাসীকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা সূরা আত-তালাক-এ ইঙ্গিত দিয়েছেন যে পৃথিবী সাতটি। তিনি ইরশাদ করেছেন: (আল্লাহই সেই সত্তা যিনি সাতটি আসমান এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে সৃষ্টি করেছেন) (সূরা আত-তালাক: ১২-এর অংশ)। অর্থাৎ: সংখ্যার দিক থেকে আসমানের সমান, সৃষ্টি বা বিশালতার দিক থেকে সমান নয়। বরং আসমানসমূহ পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়, তবে সংখ্যার বিচারে এগুলো আসমানের সমান। সুন্নাহর বর্ণনায় বিষয়টি স্পষ্টভাবে এসেছে, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী: "যে ব্যক্তি যুলুম করে এক বিঘত জমিন দখল করবে, কিয়ামতের দিন সাত তবক জমিন তার গলায় বেড়ি হিসেবে পরিয়ে দেওয়া হবে।"

(এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের) বিষয়টি বহুমুখী হতে পারে:

প্রথমত: এই দিক থেকে যে রাত অন্ধকার এবং দিন আলোকোজ্জ্বল। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (আমরা রাত ও দিনকে দুটি নিদর্শন করেছি; অতঃপর রাতের নিদর্শনকে আমরা অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছি এবং দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোকোজ্জ্বল) (সূরা আল-ইসরা: ১২-এর অংশ)।

দ্বিতীয়ত: রাত ও দিনের দীর্ঘ হওয়া ও ছোট হওয়ার ক্ষেত্রে পার্থক্য। কখনো রাত দীর্ঘ হয়, আবার কখনো দিন দীর্ঘ হয়, আবার কখনো উভয়ই সমান হয়। যেমনটি আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান) (সূরা আল-হাজ্জ: ৬১-এর অংশ)। অর্থাৎ: এটি কখনো ওটির মধ্যে প্রবেশ করে তার অংশ নিয়ে নেয়, আবার ওটি এটির মধ্যে প্রবেশ করে এর থেকে অংশ নিয়ে নেয়। এটিও রাত ও দিনের বৈচিত্র্যের অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয়ত: রাত ও দিনের বৈচিত্র্যের আরেকটি দিক হলো উষ্ণতা ও শীতলতার পার্থক্য। কখনো আবহাওয়া শীতল থাকে, আবার কখনো উষ্ণ থাকে।

চতুর্থত: এদের মধ্যকার বৈচিত্র্যের আরেকটি দিক হলো উর্বরতা ও অনাবৃষ্টি। কখনো পৃথিবী...

(ص: 581) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

جذباً وقحطاً وسنين، وتارة تكون خصبة وربيعاً ورخاء.
خامساً: ومن اختلاف الليل والنهار اختلافهما في الحرب والسلام، تارة تكون حرباً وتارة تكون سلباً وتارة تكون عزا وتارة تكون ذلة. كما قال الله تعالى: (؟) وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ (آل عمران: من الآية 140).
ومن تأمل اختلاف الليل والنهار وجد فيها من آيات الله عز وجل ما يبهر العقول.
وقوله تعالى: (لَا يَأْتِيهِمْ أَفْئُتٌ) أي: علامات واضحات على وحدانية الله، وكمال قدرته وعزته وعلمه ورحمتهم وغير ذلك من آياته.

وقوله: (؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ) أي: لأصحاب الألباب والألباب جمع لب: وهو العقل، وأولوا الألباب: هم أصحاب العقول وذلك لان العقل لب، والإنسان بلا عقل قشور بلا لب، فالأصل في الإنسان هو العقل، فلهذا نسمي لباً، وأما الإنسان بلا عقل فانه قشور. ولكن ما المراد بالعقل؟ هل المراد بالعقل الذكاء؟

الجواب: لا، الذكاء شيء والعقل شيء آخر، رب ذكي نابغ في ذكائه لكنه مجنون في تصرفاته فالعقل في الحقيقة هو ما يعقل صاحبه عن سوء التصرف، هذا العقل، وأن لم يكن ذكياً فإذا من الله على الإنسان بالذكاء والعقل تمت عليه النعمة، وقد يكون الإنسان ذكياً وليس بعقل، أو عاقلاً وليس بذكى.

جميع الكفار وأن كانوا أذكىاء_ فانهم ليسوا عقلاء، كما قال الله: (إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ) (الأنفال: 22).

অনারূপ্তি, দুর্ভিক্ষ ও কষ্টের বছর, আবার কখনও উর্বরতা, প্রাচুর্য ও সচ্ছলতার বছর।

পঞ্চম: দিন ও রাতের পরিবর্তনের অন্তর্ভুক্ত হলো যুদ্ধ ও শান্তির ক্ষেত্রে এদের পরিবর্তন; কখনও যুদ্ধ, কখনও শান্তি, কখনও সম্মান আবার কখনও লাঞ্ছনা। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (আর এই দিনসমূহকে আমি মানুষের মধ্যে আবর্তিত করি) (আলে ইমরান: ১৪০ নং আয়াতের অংশবিশেষ)।

আর যে ব্যক্তি দিন ও রাতের পরিবর্তনের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করবে, সে তাতে মহান আল্লাহর এমন সব নিদর্শন খুঁজে পাবে যা বুদ্ধিকে অভিভূত করে দেয়।

আর মহান আল্লাহর বাণী: (অবশ্যই নিদর্শনাবলি রয়েছে) অর্থাৎ: আল্লাহর একত্ববাদ, তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা, মহিমা, জ্ঞান, রহমত এবং তাঁর অন্যান্য নিদর্শনের ওপর সুস্পষ্ট প্রমাণাদি।

এবং তাঁর বাণী: (বিবেকসম্পন্নদের জন্য) অর্থাৎ: বুদ্ধিমানদের জন্য। 'আল-আলবাব' হলো 'লুব' শব্দের বহুবচন, যার অর্থ হলো বুদ্ধি বা সারবস্তু। 'উলুল আলবাব' হলো বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গ। কারণ বুদ্ধি হলো সারবস্তু, আর বুদ্ধিহীন মানুষ হলো সারহীন খোসার মতো। মানুষের মূল ভিত্তি হলো তার বুদ্ধি, তাই একে 'লুব' বলা হয়। আর বুদ্ধিহীন মানুষ কেবলই খোসা। কিন্তু এখানে বুদ্ধি বলতে কী বোঝানো হয়েছে? এর অর্থ কি কেবল প্রখর মেধা?

উত্তর: না, মেধা বা ধীশক্তি এক বিষয় আর বুদ্ধি বা বিবেক অন্য বিষয়। অনেক মেধাবী ব্যক্তি তার মেধায় অনন্য হতে পারে কিন্তু আচরণে সে হতে পারে পাগলের মতো। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধি হচ্ছে তা-ই, যা তার অধিকারীকে মন্দ আচরণ থেকে বিরত রাখে। এটাই প্রকৃত বুদ্ধি, যদিও সে প্রথর মেধাবী না হয়। যখন আল্লাহ কোনো মানুষকে মেধা ও বুদ্ধি উভয়টি দান করেন, তখন তার ওপর নেয়ামত পূর্ণ হয়। কোনো মানুষ মেধাবী হয়েও বুদ্ধিহীন হতে পারে, আবার বুদ্ধিমান হয়েও মেধাবী না হতে পারে।

সকল কাফের—যদিও তারা অত্যন্ত মেধাবী হয়ে থাকে—তবুও তারা বুদ্ধিমান বা বিবেকসম্পন্ন নয়। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম বিচরণশীল প্রাণী হলো সেই সব বধির ও বোবা, যারা কিছুই বোঝে না বা বুদ্ধি রাখে না) (আনফাল: ২২)।

(ص: 582) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

كل إنسان يتصرف تصرفاً سيئاً فليس بعاقل، فأولوا الأبواب هم أولوا العقول الذين تفكرون في خلق السماوات والأرض وينظرون في الآيات، ويعتبرون بها، ويستدلون بها على من هي آيات له، هؤلاء هم أصحاب العقول، وهم أصحاب الأبواب فاحرص يا أخي على أن تتفكر في خلق السماوات والأرض، وأن تتدبر ما فيها من الآيات، وكذلك في الأيام والليالي، وكيف تتغير الأحوال، وكيف تنقلب من حال إلى حال وكل ذلك بيد الله عز وجل، وكل ذلك من آياته.

ثم قال تعالى: في وصف أولي الأبواب: (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ) (آل عمران: من الآية 191)، أي: يذكرون الله في كل حال قِيَامًا وقُعُودًا وعلى جنوبهم،

وذكر الله عز وجل_ نوعان: نوع مطلق في كل وقت، وهو الذي يشرع للإنسان دائماً، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً قال له: أن شرائع الإسلام كثرت علي، وأني كبير فأوصيني. فقال: ((لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله))
وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أي في كل حين، فذكر الله هنا مطلق لا يتقيد بعدد، بل هو إلى

যেকোনো মানুষ যে মন্দ আচরণ করে সে বিবেকবান নয়। বস্তুত প্রজ্ঞাবান তারাই যারা আসমান ও জমিনের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে, নিদর্শনাবলির প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং এর মাধ্যমে সেই সত্তার প্রমাণ পেশ করে যাঁর মহিমার নিদর্শন এইগুলো।
তারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান এবং তারাই প্রজ্ঞাবান। সুতরাং হে ভাই! আসমান ও জমিনের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করতে সচেষ্ট হোন এবং এ দুটির মধ্যে নিহিত নিদর্শনসমূহ নিয়ে গভীরভাবে ভাবুন।
তেমনিভাবে দিন ও রাতের পরিবর্তনের বিষয়ে এবং কীভাবে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে ও এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হয়—সে বিষয়েও ভাবুন। এ সবকিছুই পরাক্রমশালী মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন এবং এ সবকিছুই তাঁর কুদরতের নিদর্শন।
অতঃপর মহান আল্লাহ প্রজ্ঞাবানদের বর্ণনায় ইরশাদ করেছেন: "(তারা) যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং পার্শ্বদেশ ঠেকিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে" (আলে ইমরান: ১৯১ নং আয়াতের অংশ)।
অর্থাৎ: তারা সর্বাবস্থায়—দাঁড়িয়ে, বসে এবং শায়িত অবস্থায় আল্লাহর যিকির করে।
আর মহান আল্লাহর যিকির দুই প্রকার: এক প্রকার হলো সাধারণ যিকির যা সর্বসময়ের জন্য এবং যা মানুষের জন্য সর্বদা বিধিবদ্ধ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে অসিয়ত করেছিলেন যে তাঁকে বলেছিল: "ইসলামের বিধানসমূহ আমার জন্য অধিক হয়ে গেছে এবং আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, সুতরাং আমাকে সংক্ষিপ্ত কোনো অসিয়ত করুন।" তিনি বললেন: "তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর যিকিরে সজীব থাকে।"
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর যিকির করতেন, অর্থাৎ সর্বক্ষণ। সুতরাং এখানে আল্লাহর যিকির হলো সাধারণ যা কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার সাথে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা...

الإنسان على حسب نشاطه.

والنوع الثاني: ذكر مقيد بعدد، أو في حال من الأحوال، وهو كثير، منها أذكار الصلوات في الركوع والسجود وبعد السلام، وأذكار الدخول للمنزل، والخروج منه، وأذكار الدخول للمسجد والخروج منه، وأذكار النوم والاستيقاظ وأذكار الركوب على الدابة وأشياء كثيرة شرعها الله عز وجل، لعبادة من أجل أن يكونوا دائماً على ذكر الله عز وجل، فإلهم أن الله شرع لعبادة من الأذكار ما يجعلهم إذا حافظوا عليها يذكرون الله، قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم.

واعلم أن الذكر أيضاً يكون على وجهين: ذكر تام: وهو ما تواطأ عليه القلب واللسان.

وذكر ناقص: وهو ما كان باللسان مع غفلة القلب، وأكثر الناس _ نسأل الله أن يعاملنا جميعاً بعفوه _ عندهم ذكر الله باللسان مع غفلة القلب، فتجده يذكر الله وقلبه يذهب يميناً وشمالاً، في دكانه وسيارته وفي بيعه وشرائه.

لكن هو مأجور على كل حال، ولكن الذكر التام هو الذي يكون ذكراً لله باللسان وبالقلب، يعني أنك تذكر الله بلسانك وتذكر الله بقلبك، فأحياناً يكون الذكر بالقلب انفع للعبد من الذكر المجرد، إذا تفكر الإنسان في نفسه وقلبه، في آيات الله الكونية والشرعية، بقدر ما يستطيع، حصل على خير كثير.

قال: (وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) ويقولون: (رَبَّنَا مَا

মানুষ তার কর্মতৎপরতা অনুযায়ী (জিকির করে থাকে)।

আর দ্বিতীয় প্রকার হলো: সংখ্যা কিংবা বিশেষ কোনো অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট জিকির, যা সংখ্যায় অনেক। যেমন— রুকু, সিজদা ও সালাম পরবর্তী জিকিরসমূহ; ঘরে প্রবেশ ও বের

হওয়ার সময়ের জিকিরসমূহ; মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময়ের জিকিরসমূহ; ঘুমানোর ও ঘুম থেকে ওঠার জিকিরসমূহ; যানবাহনে আরোহণের জিকিরসমূহ এবং এমন আরও বহু বিষয় যা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন, যাতে তারা সর্বদা আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত থাকতে পারে। মূলকথা হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য এমন সব জিকির বিধিবদ্ধ করেছেন যে, তারা যদি সেগুলোর হিফাজত করে, তবে তারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহর জিকিরকারী হিসেবে গণ্য হবে।

জেনে রাখুন, জিকির আবার দুই প্রকার হতে পারে: পূর্ণাঙ্গ জিকির: এটি হলো সেই জিকির যাতে অন্তর ও জিহ্বার সমন্বয় ঘটে।

অপূর্ণাঙ্গ জিকির: এটি হলো অন্তরের অসতর্কতা সত্ত্বেও কেবল জিহ্বার মাধ্যমে সম্পাদিত জিকির। অধিকাংশ মানুষই—আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের সকলকে তাঁর ক্ষমার মাধ্যমে অনুগ্রহ করেন—জিহ্বার মাধ্যমে আল্লাহর জিকির করে অথচ তাদের অন্তর থাকে উদাসীন। ফলে দেখা যায় সে আল্লাহর জিকির করছে ঠিকই, কিন্তু তার মন ডানে-বামে ছুটাছুটি করছে; কখনও তার দোকানে, কখনও তার গাড়িতে, আবার কখনও তার কেনা-বেচায় নিমগ্ন থাকছে।

তবে সে সর্বাবস্থায় সওয়াব লাভ করবে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ জিকির হলো তা-ই, যা জিহ্বা ও অন্তর উভয় দ্বারা সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ আপনি আপনার জিহ্বার মাধ্যমে আল্লাহর জিকির করবেন এবং অন্তরের মাধ্যমেও তাঁর ধ্যান করবেন। ক্ষেত্রবিশেষে অন্তরের জিকির বান্দার জন্য কেবল মৌখিক জিকিরের চেয়েও অধিক উপকারী হতে পারে। যখন কোনো মানুষ সাধ্যানুসারে তার নিজের ভেতরে এবং তার অন্তরে আল্লাহর সৃষ্টিজগত ও শরিয়ত সংক্রান্ত নিদর্শনাদি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে, তখন সে প্রভূত কল্যাণ অর্জন করে।

তিনি বলেন: (এবং তারা আসমান ও জমিনের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে) এবং তারা বলে: (হে আমাদের রব! আপনি...

خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا) يتفكرون في خلق السماوات والأرض لماذا خلقت؟ وكيف خلقت؟ وما أشبه ذلك، ثم يقولون بقلوبهم وألسنتهم (رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا) أي: لا بد أن يكون لخلق السماوات والأرض غاية محدودة، يحمد الرب عليها عز وجل، ليس لخلق السماوات والأرض باطلا، خلقت ليوجد الناس يأكلون ويشربون ويتمتعون كما تتمتع الأنعام! لا، بل هي مخلوقة لغرض عظيم.

قال الله تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) (الذريات: 56).

(رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا) فالذين يظنون خلق السماوات والأرض باطلا، هم أصحاب النار، قال الله تبارك وتعالى: (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ) (ص: 27).

فكل من ظن أن الله _ سبحانه تعالى _ خلق هذه الخليقة لتوجد وتنفى فقط، بدون أن يكون هنالك غاية ومرجع، فانه من الذين كفروا (ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ).

فالناس لا بد أن يموتوا، ولا بد أن يحاسبوا، ولا بد أن يبعثوا، ولا بد أن يؤولوا إلى دارين لا ثالث لهما، أما الجنة وأما النار، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يعيدنا من النار.

وقوله: (سُبْحَانَكَ) أي: تنزيها لك أن تخلق هذه السماوات والأرض باطلا.

(فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) فيتوسلون إلى الله _ عز وجل _ بما يثنون عليه من صفات الكمال، أن يقيهم عذاب النار، والوقاية من عذاب النار تكون بأمرين:

(আপনি এগুলো বৃথা সৃষ্টি করেননি) তারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে যে, কেন এগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে? কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং এজাতীয় বিষয়াবলী। অতঃপর তারা তাদের অন্তরে ও মুখে উচ্চারণ করে বলে, (হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এগুলো বৃথা সৃষ্টি করেননি)। অর্থাৎ: আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির

অবশ্যই একটি প্রশংসনীয় উদ্দেশ্য রয়েছে, যার জন্য মহান প্রতিপালক প্রশংসিত হন। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি; এমন নয় যে এগুলো কেবল এজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যে মানুষ আসবে, আহার করবে, পান করবে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মতো ভোগবিলাসে লিপ্ত হবে! না, বরং এগুলো এক মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: (আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি) (আয-যারিয়াত: ৫৬)।

(হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এগুলো বৃথা সৃষ্টি করেননি) সুতরাং যারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকে বৃথা মনে করে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী। মহান আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন: (আমি আকাশ, পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী কোনো কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি। এটি কাফিরদের ধারণা; সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের ধ্বংস বা দুর্ভোগ) (সোয়াদ: ২৭)।

অতএব যে ব্যক্তিই মনে করে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই সৃষ্টিজগতকে কেবল অস্তিত্ব লাভ করা এবং বিলীন হয়ে যাওয়ার জন্যই সৃষ্টি করেছেন—কোনো লক্ষ্য ও প্রত্যাবর্তনস্থল ব্যতিরেকে—সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত। (এটি কাফিরদের ধারণা; সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের ধ্বংস বা দুর্ভোগ)।

মানুষকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে, অবশ্যই হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে, অবশ্যই পুনরুত্থিত হতে হবে এবং অবশ্যই তাদের এমন দুটি আবাসের দিকে ফিরে যেতে হবে যার তৃতীয় কোনোটি নেই; হয় জান্নাত নতুবা জাহান্নাম। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ দান করেন।

এবং তাঁর বাণী: (আপনি অত্যন্ত পবিত্র) অর্থাৎ: আপনি এই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে বৃথা সৃষ্টি করা থেকে অতীব পবিত্র।

(অতএব আপনি আমাদের জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন) তারা মহান আল্লাহর সেই সকল পূর্ণাঙ্গ গুণাবলির মাধ্যমে তাঁর নিকট প্রার্থনা করে যেগুলোর মাধ্যমে তারা তাঁর প্রশংসা করে, যেন তিনি তাদের জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করেন। আর জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার বিষয়টি দুটি বিষয়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়:

الأمر الأول: أن يعصيك الله من الذنوب، لان الذنوب هي سبب دخول النار.

الأمر الثاني: أن يمين الله عليك إذا عصيت بالتوبة والإقلاع، لان الإنسان بشر لا بد أن يعصي، ولكن باب التوبة مفتوح ولله الحمد، قال الله: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا) (الزمر: من الآية 53)

مهبا عملت من المعاصي، إذا رجعت إلى الله، وتبت، تاب الله عليك، ولكن إذا كانت المعصية تتعلق بآدمي، فلا بد من الاستبراء من حقه، إما بوفائه أو باستحلاله منه، لأنه حق آدمي لا يغفر، فحق الله يغفره مهبا عظم، وحق الآدمي لا بد أن تستبراء منه أما بإبراء أو أداء، بخلاف حق الله.

ومع هذا، لو فرض أنك لم تدرك صاحبك ولم تعرفه، أو لم تتمكن من وفائها، لأنها دراهم كثيرة، وليس عندك وفاء، وعلم الله أن نيتك أنك صادق في توبتك، فإن الله يتحمل عنك يوم القيامة ويرضي صاحبك.

وقوله تعالى: (LL أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (الغاشية: 17) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (الغاشية: 18)

وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (الغاشية: 19) . وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (الغاشية: 20) . (أَفَلَا يَنْظُرُونَ) هذا من باب الحث على النظر في هذه الأمور الأربعة: الأول: (إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ) فتأمل كيف خلقها الله على هذا الجسم الكبير، المتحمل لحمل الأثقال، كما قال تعالى: (وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِالْغِيهِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنْفُسِ) (النحل: من الآية 7) .

প্রথম বিষয়টি হলো: আল্লাহ আপনাকে গুনাহ থেকে রক্ষা করুন, কারণ গুনাহই জাহান্নামে প্রবেশের কারণ।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো: আপনি যদি পাপে লিপ্ত হন, তবে আল্লাহ যেন আপনাকে তওবা করা এবং তা বর্জন করার তৌফিক দিয়ে অনুগ্রহ করেন; কেননা মানুষ হিসেবে পাপে লিপ্ত হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ তওবার দরজা উন্মুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন।) (সূরা আয-যুমার: ৫৩ আয়াতের অংশ) আপনি যত গুনাহই করুন না কেন, যদি আল্লাহর দিকে ফিরে আসেন এবং তওবা করেন, তবে আল্লাহ আপনার তওবা কবুল করবেন। তবে যদি গুনাহটি কোনো মানুষের হকের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তবে অবশ্যই সেই হক থেকে দায়মুক্ত হতে হবে; হয় তা আদায়ের মাধ্যমে অথবা তার থেকে মার্জনা চেয়ে নেওয়ার মাধ্যমে। কারণ এটি মানুষের হক যা (এমনি এমনি) ক্ষমা করা হয় না। আল্লাহর হক তিনি ক্ষমা করে দেন তা যত বড়ই হোক না কেন, কিন্তু মানুষের হক থেকে অবশ্যই দায়মুক্ত হতে হয়—হয় ক্ষমা পাওয়ার মাধ্যমে অথবা আদায়ের মাধ্যমে, যা আল্লাহর হকের বিপরীত।

এর সাথে এও লক্ষণীয় যে, যদি ধরে নেওয়া হয় যে আপনি আপনার সেই সঙ্গীকে (পাওনাদারকে) পাননি এবং তাকে চেনেন না, অথবা তা পরিশোধ করতে সক্ষম হননি কারণ তা ছিল প্রচুর অর্থ এবং আপনার নিকট তা পরিশোধের উপায় নেই, এমতাবস্থায় আল্লাহ যদি জানেন যে আপনার নিয়ত সত্য এবং আপনি তওবায় একনিষ্ঠ, তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ আপনার পক্ষ থেকে সেই দায়ভার বহন করবেন এবং আপনার পাওনাদারকে সন্তুষ্ট করে দেবেন।

এবং মহান আল্লাহর বাণী: (তবে কি তারা উটের দিকে লক্ষ্য করে না যে, তাকে কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? (সূরা আল-গাশিয়াহ: ১৭) এবং আকাশের দিকে, কীভাবে তাকে উচ্ছে স্থাপন করা হয়েছে? (সূরা আল-গাশিয়াহ: ১৮)

এবং পাহাড়ের দিকে, কীভাবে তাকে গোঁথে দেওয়া হয়েছে? (সূরা আল-গাশিয়াহ: ১৯)। এবং যমিনের দিকে, কীভাবে তাকে বিস্তৃত করা হয়েছে?) (সূরা আল-গাশিয়াহ: ২০)।

(তবে কি তারা লক্ষ্য করে না) এটি এই চারটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করার অংশ: প্রথমটি: (উটের দিকে, কীভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে) অর্থাৎ আপনি গভীরভাবে চিন্তা

করুন কীভাবে আল্লাহ তাকে এই বিশাল দেহে সৃষ্টি করেছেন, যা ভারী বোঝা বহনে সক্ষম, যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: (এবং তারা তোমাদের ভারী বোঝা এমন এক দেশে বহন করে নিয়ে যায়, যেখানে প্রাণান্তকর পরিশ্রম ছাড়া তোমরা পৌঁছাতে পারতে না।) (সূরা আন-নাহল: ৭ আয়াতের অংশ)।

(ص: 586) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

هذه الإبل الكبيرة الأجسام القوية زلها الله للعبادة. حتى كان الصبي يقودها إلى ما يريد، مع إنها لو عتت ما استطاع الناس أن يدركوها. ولهذا كان من المشروع أن يقول الإنسان إذا استوى على ظهرها راكباً: (سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ) (الزخرف: من الآية 13) أي: مطيقين، لان قرين الإنسان من كان على مثله وعلى شاكلته، فمعنى المقرن يعني المطيق، أي لسنا مطيقين لها لولا أن سخرها الله عز وجل، سخرها الله للعبادة، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، منها يركب ويحمل عليه، ويكون مرناً على ذلك، ومنها ما يؤكل: يأكله الناس وينتفعون به، وكذلك أيضاً لهم فيها منافع ومشارب فيتخذون من جلودها بيوتا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين، إلى غير ذلك من الآيات

العظيمة التي تحملها هذه الإبل.

الثاني: (وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ) هذه السماء العظيمة، رفعها الله _ عز وجل _ رفعاً عظيماً بأهراً لا يستطيع أن يناله أحد من الخلق، حتى الجن على قوتهم يقولون: (وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّعِيرِ فَمَنْ يَسْتَعِزَّ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَداً) (الجن: 9) يقول الله عز وجل: (وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْفاً مَحْفُوظاً) (الأنبياء: من الآية 32) وفي هذه

السَّمَاوَاتِ الْعَظِيمَةِ، كَيْفَ رَفَعَهَا اللَّهُ تَعَالَى بِغَيْرِ عَمَدٍ: (اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا) (الرعد: من الآية 2) ، أَي: تَرَوْنَهَا مَرْفُوعَةً بِغَيْرِ عَمَدٍ فَاعْتَبِرُوهَا. وَفِي هَذِهِ السَّمَاوَاتِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الشَّيْءِ الْكَثِيرِ، فَهِيَ

এই সূঠামদেহী ও শক্তিশালী উটগুলোকে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যবহারের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন, এমনকি একটি ছোট শিশুও একে তার অভিপ্রায় অনুযায়ী পরিচালনা করতে পারে। অথচ এগুলো যদি অবাধ্য হতো, তবে মানুষের সাধ্য ছিল না এদের আয়ত্তে আনার। এ কারণেই নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ যখন এর পিঠে আরোহণ করে স্থির হবে তখন বলবে: (পবিত্র সেই সত্তা, যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, অথচ আমরা একে বশ করতে সক্ষম ছিলাম না) (সূরা আয-যুখরুফ: ১৩ নং আয়াতের অংশ)। অর্থাৎ: আমরা সক্ষম ছিলাম না। কারণ মানুষের সমজাতীয় বা সমকক্ষ কাউকেই তার 'কারিন' (সঙ্গী) বলা হয়। সুতরাং 'মুকরিন' শব্দের অর্থ হলো সক্ষম বা সামর্থ্যবান। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যদি এদের বশীভূত না করে দিতেন, তবে আমরা এদের আয়ত্তে আনতে সক্ষম হতাম না। আল্লাহ এগুলোকে বান্দাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন; ফলে এগুলোর কোনোটিতে তারা আরোহণ করে এবং কোনোটি থেকে আহার গ্রহণ করে। কোনোটির ওপর আরোহণ করা হয় ও বোঝা বহন করা হয় এবং সেটি সে কাজে অনুগত থাকে। আবার কোনোটি আহারযোগ্য, যা মানুষ ভক্ষণ করে ও এর দ্বারা উপকৃত হয়। তদ্রূপ এতে তাদের জন্য নানাবিধ উপকার ও পানীয় রয়েছে। তারা এদের চামড়া দিয়ে তাবু বা ঘর তৈরি করে এবং এদের পশম, লোম ও চুল থেকে আসবাবপত্র ও ব্যবহার্য সামগ্রী প্রস্তুত করে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। এ ছাড়াও এই উটগুলোতে রয়েছে আরও বহু মহিমাম্বিত নিদর্শন।

দ্বিতীয়ত: (এবং আকাশের দিকে যে, কীভাবে তাকে সমুন্নত করা হয়েছে)। এই সুবিশাল আকাশ, মহান আল্লাহ একে এক বিস্ময়কর উচ্চতায় সমুন্নত করেছেন যা কোনো সৃষ্টির পক্ষে নাগালে পাওয়া সম্ভব নয়। এমনকি জিনরা তাদের শক্তি থাকা সত্ত্বেও বলে: (আর আমরা আগে আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শোনার জন্য বসতাম, কিন্তু এখন কেউ শুনতে চাইলে সে তার জন্য ওত পেতে থাকা এক জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড দেখতে পায়) (সূরা আল-জিন: ৯)। মহান আল্লাহ বলেন: (এবং আমি আকাশকে করেছি এক সুসংরক্ষিত ছাদ) (সূরা আল-আম্বিয়া: ৩২ নং আয়াতের অংশ)। আর এই সুবিশাল আকাশমন্ডলীকে মহান আল্লাহ কীভাবে কোনো স্তম্ভ

ছাড়াই উচ্চ স্থাপন করেছেন: (আল্লাহই সেই সত্তা, যিনি আকাশমন্ডলীকে স্তম্ভ ছাড়াই উচ্চ স্থাপন করেছেন যা তোমরা দেখতে পাচ্ছে) (সুরা আর-রাআদ: ২ নং আয়াতের অংশ)। অর্থাৎ তোমরা একে স্তম্ভ ছাড়াই উত্তোলিত দেখছো, সুতরাং তোমরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। এই আকাশমন্ডলীতে মহান আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শন বিদ্যমান, যা...

(ص: 587) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

رفعت هذا الرفع العظيم، وفيما بينها وبين الأرض آيات عظيمة من الأفلاك، والنجوم، والشمس، والقمر، والرياح، والسحب، وغير ذلك من آيات الله.

الثالث: (وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ) هذه الجبال الصم العظيمة الكبيرة، لو أن الخلق اجتمعوا كلهم بقواهم ما كونوا مثلها. الآن تجد المعدات الكبيرة إذا أرادوا أن يردموا شيئاً لا يردمون إلا شيئاً، يسيرا مع المشقة الشديدة، هذه الجبال الصم يجب أن نتفكر فيها، كيف نصبها الله عز وجل؟ نصبها الله عز وجل على حكمة عظيمة، لان الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه الجبال التي نصبها مصالح عظيمة وكبيرة، منها إنها رواسي ترسي الأرض وتمسكها عن الاضطراب، كما قال الله تعالى: (وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ) (النحل: من الآية 15)، أي: أن تضطرب، فلولا أن الله أرساها بهذه الجبال، لكانت مضطربة كالسفينة على ظهر الماء في شدة الأمواج، ولكن الله جعلها بهذه الجبال ساكنة قارة، لا تضطرب ولا تميد بأهلها. هذه الجبال أيضاً تقي من رياح شديدة عاصفة في بعض الأماكن، وتقي أيضاً من برودة عظيمة تأتي من ناحية القضب، وتقي أيضاً من حرارة شديدة وكذلك من سفوحها آية من آيات الله عز وجل من النبات، والأودية، والمعادن شيء عظيم كثير، فلهذا قال: (وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ).

الرابع: (وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ) فجعلها الله سطحاً، وسخرها للعباد، وجعلها ذلولا
لا مذللة، بحيث لم تكن تربتها لينة جدا لا يستقرون

একে অত্যন্ত উঁচুতে উন্নীত করা হয়েছে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে মহাকাশীয় গোলক, নক্ষত্ররাজি, সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, মেঘমালা এবং আল্লাহর আরও অনেক নিদর্শন রয়েছে। তৃতীয়ত: (আর পাহাড়গুলোর দিকে, কীভাবে সেগুলোকে স্থাপন করা হয়েছে?) এই সুদৃঢ় ও বিশালাকার পাহাড়সমূহ; যদি সমগ্র সৃষ্টিজগত তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে একত্রিত হয়, তবুও তারা এর সমতুল্য কিছু তৈরি করতে পারবে না। বর্তমানে আপনি দেখবেন যে, মানুষ যদি বিশালাকার সরঞ্জামাদির সাহায্যে কোনো কিছু ভরাট করতে চায়, তবে তারা প্রচণ্ড কষ্টের সাথে সামান্য পরিমাণই ভরাট করতে পারে। এই অনড় পাহাড়গুলো নিয়ে আমাদের চিন্তা করা উচিত, মহান আল্লাহ এগুলোকে কীভাবে স্থাপন করেছেন? আল্লাহ এগুলোকে এক মহান প্রজ্ঞার ওপর ভিত্তি করে স্থাপন করেছেন। কেননা মহান আল্লাহ তাঁর স্থাপিত এই পাহাড়গুলোর মধ্যে অনেক মহান ও বৃহৎ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। এর মধ্যে একটি হলো, এগুলো সুদৃঢ় নোঙর যা জমিনকে স্থির রাখে এবং একে দোদুল্যমান হওয়া থেকে রক্ষা করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: (আর তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন যেন তা তোমাদের নিয়ে দোদুল্যমান না হয়) (সূরা আন-নাহল: আয়াত ১৫ এর অংশ), অর্থাৎ যাতে এটি অস্থির না হয়। আল্লাহ যদি এই পাহাড়গুলোর মাধ্যমে জমিনকে স্থির না করতেন, তবে উত্তাল ঢেউয়ের বুকে নৌকার মতো এটিও অস্থির ও টলটলায়মান থাকত। কিন্তু আল্লাহ এই পাহাড়গুলোর মাধ্যমে একে শান্ত ও স্থিতিশীল করেছেন, যাতে এটি এর অধিবাসীদের নিয়ে দোদুল্যমান না হয়। এই পাহাড়গুলো কোনো কোনো স্থানে প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া থেকে সুরক্ষা দেয়, মেরু অঞ্চল থেকে আসা তীব্র শীত থেকে রক্ষা করে এবং প্রচণ্ড তাপ থেকেও সুরক্ষা দেয়। একইভাবে এই পাহাড়গুলোর পাদদেশে উদ্ভিদ, উপত্যকা এবং খনিজ সম্পদের আকারে মহান আল্লাহর অজস্র নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। এজন্যই তিনি বলেছেন: (আর পাহাড়গুলোর দিকে, কীভাবে সেগুলোকে স্থাপন করা হয়েছে?)।

চতুর্থত: (আর পৃথিবীর দিকে, কীভাবে তা বিছানো হয়েছে?) আল্লাহ তাআলা একে সমতল করেছেন এবং বান্দাদের জন্য অনুগত করেছেন। তিনি একে ব্যবহারযোগ্য ও নমনীয় করেছেন, যাতে এর মাটি এতোটা নরম না হয় যে তারা সেখানে স্থির থাকতে পারবে না।

(ص: 588) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

عليها، ولا صلبة جدا لا ينتفعون منها، بل جعلها سبحانه وتعالى رخوة مسطحة مبسوطة، حتى ينتفع الناس على سطحها بما يسر الله سبحانه وتعالى لهم من الأسباب النافعة.

وهذه الأرض المسطحة هي أيضا كروية، أي إنها شبه الكرة، مستديرة من كل جانب، إلا إنها مفلطحة من الناحية الشمالية الجنوبية، من ناحية القضبين الشمالي والجنوبي.

ولذلك لو أن أحدا من الناس ركب طائرة متجهة إلى المغرب على خط مستقيم لكان يخرج إلى المكان الذي أقلت منه الطائرة، وهذا يدل على إنها مستديرة، لان الإنسان يصل طرفها بطرفها.

ويدل على هذا قوله تعالى: (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1) وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (2) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (3) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ) (الانشقاق: 4) ، وهذا يكون يوم القيامة، فقلوه: (وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ) يدل على إنها الآن ليست ممدودة، لكنها مسطحة، يعني إنها كالسطح، لأنها لكبر حجمها لا يتبين فيها الانحناء الذي يكون في الكرة، فهذه الأشياء الأربعة: (أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نَصَبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ) (الغاشية: 20) يثبتنا

الله عز وجل بالنظر فيها بعين البصر، وعين البصيرة، بعين البصر الذي هو الإدراك الحسي ويمين البصيرة التي هي الإدراك العقلي، حتى نستدل بها على ما تدل عليه من آيات الله من قدرة وعلم ورحمة وحكمة وغير ذلك.

وقوله: (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا) ولم يكمل المؤلف الآية.

এর উপর; আবার তা অধিক শক্তও নয় যে তারা তা থেকে উপকৃত হতে পারবে না, বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একে নরম, সমতল ও বিস্তৃত করেছেন, যাতে মানুষ এর উপরিভাগে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের জন্য সহজতর করে দেওয়া কল্যাণকর উপায়সমূহ দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

আর এই সমতল পৃথিবী আবার গোলাকারও বটে, অর্থাৎ এটি গোলকের সদৃশ, চারদিক থেকে বৃত্তাকার; তবে এটি উত্তর-দক্ষিণ দিক থেকে, তথা উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর দিক থেকে কিছুটা চ্যাপ্টা।

এ কারণেই যদি কোনো ব্যক্তি পশ্চিম অভিমুখী কোনো বিমানে আরোহণ করে—সরলরেখা বরাবর—তবে সে সেই স্থানেই ফিরে আসবে যেখান থেকে বিমানটি যাত্রা শুরু করেছিল। এটি প্রমাণ করে যে তা গোলাকার, কারণ মানুষ এর এক প্রান্তকে অন্য প্রান্তের সাথে মিলিয়ে ফেলে।

এর প্রমাণ হলো মহান আল্লাহর বাণী: "(১) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, (২) এবং সে তার রবের আদেশ পালন করবে আর এটাই তার জন্য বাঞ্ছনীয়, (৩) এবং যখন জমিনকে প্রসারিত করা হবে, (৪) এবং সে তার ভেতরে যা আছে তা নিষ্ক্ষেপ করবে ও শূন্য হয়ে যাবে" (আল-ইনশিকাক্ক: ১-৪)। আর এটি কিয়ামতের দিন ঘটবে। সুতরাং তাঁর বাণী: "এবং যখন জমিনকে প্রসারিত করা হবে" প্রমাণ করে যে, বর্তমানে তা (টেনে লম্বা করে) প্রসারিত নয়, বরং এটি সমতল। অর্থাৎ এটি একটি পৃষ্ঠতলের মতো, কারণ এর বিশাল আয়তনের কারণে এতে গোলকের ন্যায় যে বক্রতা থাকে তা স্পষ্ট হয় না। সুতরাং এই চারটি বিষয়: "তবে কি তারা উটের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং আকাশের দিকে যে, তা কীভাবে উচ্চ করা হয়েছে? এবং পাহাড়গুলোর দিকে যে, তা কীভাবে প্রোথিত করা হয়েছে? এবং জমিনের দিকে যে, তা কীভাবে সমতল করা হয়েছে?" (আল-গাশিয়া: ২০)—মহান

আল্লাহ আমাদের এগুলোর প্রতি চাক্ষুষ দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দৃষ্টিপাত করতে উৎসাহিত করেছেন; চাক্ষুষ দৃষ্টি হলো ইন্দ্রিয়লব্ধ উপলব্ধি আর অন্তর্দৃষ্টি হলো বুদ্ধিভিত্তিক উপলব্ধি, যাতে আমরা এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলি যেমন—তাঁর কুদরত, জ্ঞান, রহমত, হিকমত ও অন্যান্য বিষয়াদির প্রমাণ লাভ করতে পারি।

এবং তাঁর বাণী: "তবে কি তারা জমিনে পরিভ্রমণ করেনি, যাতে তারা দেখতে পেত," এখানে লেখক আয়াতটি সম্পূর্ণ করেননি।

(ম: 589) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

لان هذا ورد في عدة آيات من كتاب الله، ففي عدة آيات يحث الله عز وجل عباده إلى أن يسيروا في الأرض، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ومنها قوله تعالى في سورة القتال: (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا) (محمد: 10) فأمر الله بالسير والسير ينقسم إلى قسمين.

سير بالقدم وسير بالقلب.

1 أما السير بالقدم: بأن يسير الإنسان في الأرض على أقدامه، أو على راحلتين من بعير أو سيارة، أو طائرة، أو غيرها حتى ينظر ماذا حصل للكافرين، وماذا كانت حال الكافرين.

2 وأما السير بالقلب: فهذا يكون بالتأمل والتفكير فيما نقل عن أخبارهم. واصح كتاب، وصدق كتاب، وانفع كتاب، نقل أخبار الأولين كتاب الله عز وجل، كما قال الله تعالى: (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ) (يوسف: من الآية 111)

والقرآن مملوء من أخبار الأولين المكذبين للرسول، والمؤيدين للرسول، وبين الله عاقبة هؤلاء وهؤلاء.

ولهذا ينبغي للإنسان أن يقرأ الآيات التي فيها أخبار من سبق، وأن يسأل عن معناها ويستفسر، حتى يكون على بصيرة من الأمر، وكذلك أيضاً ما جاءت به السنة من أخبار الماضين، فإنها جاء بالأحاديث الكثيرة النافعة، وهي إذا صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنها

কারণ এটি আল্লাহর কিতাবের একাধিক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। বহু আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের যমিনে পরিভ্রমণ করতে এবং তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল তা প্রত্যক্ষ করতে উৎসাহিত করেছেন। এর মধ্যে সূরা আল-কিতাল (মুহাম্মদ)-এ মহান আল্লাহর বাণী হলো: (তারা কি যমিনে পরিভ্রমণ করেনি? তবে তারা দেখত তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল; আল্লাহ তাদের সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম) (মুহাম্মদ: ১০)। সুতরাং আল্লাহ পরিভ্রমণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং এই পরিভ্রমণ দুই ভাগে বিভক্ত।

পদব্রজে পরিভ্রমণ এবং অন্তরের মাধ্যমে পরিভ্রমণ।

১_ পদব্রজে পরিভ্রমণ: মানুষ তার নিজের পায়ে হেঁটে অথবা উট, গাড়ি, বিমান বা অন্য কোনো বাহনে আরোহণ করে যমিনে ভ্রমণ করবে, যাতে সে দেখতে পায় কাফিরদের কী পরিণতি হয়েছিল এবং তাদের অবস্থা কেমন ছিল।

২_ অন্তরের মাধ্যমে পরিভ্রমণ: এটি তাদের সংবাদ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তা নিয়ে গভীর চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

পূর্ববর্তীদের সংবাদ বর্ণনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিশুদ্ধ, সত্য এবং কল্যাণকর কিতাব হলো মহান আল্লাহর কিতাব; যেমনটি মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন: (অবশ্যই তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য শিক্ষা রয়েছে) (ইউসুফ: ১১১-এর অংশবিশেষ)।

আল-কুরআন রাসূলদের অস্বীকারকারী এবং রাসূলদের সমর্থনকারী পূর্ববর্তীদের সংবাদে পরিপূর্ণ। আর আল্লাহ এদের এবং ওদের উভয়ের পরিণাম সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

এই কারণে মানুষের উচিত সেইসব আয়াত পাঠ করা যাতে পূর্ববর্তীদের সংবাদ রয়েছে, এবং সেগুলোর অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান করা, যাতে সে এই বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রজ্ঞা ও জ্ঞান লাভ করতে পারে। একইভাবে সুন্নাহর মাধ্যমে পূর্ববর্তীদের যেসব সংবাদ এসেছে সেগুলোও অনুধাবন করা উচিত; কেননা সুন্নাহ বহু কল্যাণকর হাদীস নিয়ে এসেছে। আর সেই হাদীসগুলো যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে সহীহ বা বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়, তখন সেগুলো...

(ص: 590) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

اصدق منقول من الأخبار.

ثم بعد ذلك ما نقله المؤرخون، ولكن يجب أن تكون مما نقله المؤرخون على حذر، لان غالب كتب التاريخ ليس لها اصل وليس لها إسناد، وإنما هي أخبار تتناقل بين الناس، فيجب الحذر كل الحذر منها، وأن يحرص الإنسان على أن يتتبعها برفق، ثم هذه الأخبار الواردة في غير الكتاب والسنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما شهد شرعنا بطلانه، فهذا يجب رده وبيان خطئه وكذبه حتى يكون الناس منه على بصيرة.

القسم الثاني: ما أيده القرآن والسنة، فهذا يقبل بشهادة القرآن والسنة له بالصحة.

القسم الثالث: ما لم يؤيده القرآن ولا السنة، فهذا يتوقف فيه، لان الأمم السابقة ليس بيننا وبينهم إسناد متصل حتى يمكن أن نعرف صحة ما نقل عنهم، ولكنه ينقل، وتكون أخبار إسرائيلية، ينظر فيها، ولكن يتوقف فيها فلا تقبل ولا ترد هذا هو العدل.

ثم أشار المؤلف_ رحمه الله، إلى الحديث السابق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (0) الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني))
الكيس: هو الحازم الفطن المتنبه المنتهز للفرص، هو الذي يدين نفسه، أي يحاسبها، فينظر ماذا أهمل من الواجب وماذا فعل من المحرم،

সংবাদের মধ্যে সবচেয়ে সত্যতম বর্ণনা।

এরপর রয়েছে ঐতিহাসিকদের বর্ণিত তথ্যাবলি। তবে ঐতিহাসিকগণ যা বর্ণনা করেছেন সে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যিক; কারণ অধিকাংশ ইতিহাস গ্রন্থের কোনো নির্ভরযোগ্য মূল ভিত্তি নেই এবং কোনো সনদ বা সূত্রপরম্পরা নেই। এগুলো মূলত লোকমুখে প্রচলিত কিছু সংবাদ মাত্র। সুতরাং এগুলোর ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যিক এবং মানুষের উচিত অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে এগুলোর অনুসন্ধান করা। অতঃপর কুরআন ও সুন্নাহর উৎস বহির্ভূত এই সংবাদসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত:

প্রথম প্রকার: আমাদের শরীয়ত যেগুলোর অসারতা বা বাতিলের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়। এ জাতীয় বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করা এবং এর ভুল ও মিথ্যা হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট করা ওয়াজিব, যাতে মানুষ এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারে।

দ্বিতীয় প্রকার: কুরআন ও সুন্নাহ যা সমর্থন করে। কুরআন ও সুন্নাহর পক্ষ থেকে সত্যতার সাক্ষ্য থাকার কারণে এগুলো গ্রহণযোগ্য।

তৃতীয় প্রকার: যা কুরআন বা সুন্নাহ কোনোটিই সমর্থন করেনি (আবার মিথ্যাও সাব্যস্ত করেনি)। এগুলোর ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান থেকে বিরত থাকতে হবে; কারণ আমাদের এবং পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মাঝে কোনো অবিচ্ছিন্ন সনদ নেই, যার মাধ্যমে তাদের থেকে বর্ণিত তথ্যের বিশ্বস্ততা যাচাই করা সম্ভব। তবে এগুলো 'ইসরাঈলি রেওয়ায়াত' হিসেবে বর্ণিত হয়; এগুলি পর্যালোচনা করা হবে, কিন্তু গ্রহণও করা হবে না আবার বর্জনও করা হবে না—এটাই হলো ইনসাফ বা ন্যায়পন্থা।

অতঃপর লেখক (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) পূর্বোক্ত হাদিসটির দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যা হলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী: "বিচক্ষণ সেই ব্যক্তি, যে নিজের

নফসকে অনুগত রাখে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে। আর অক্ষম সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসকে প্রবৃত্তির অনুসারী করে এবং আল্লাহর প্রতি বৃথা আশা পোষণ করে।" 'আল-কাইয়্যিস' (বিচক্ষণ): তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান, সচেতন এবং সুযোগের সদ্যবহারকারী। তিনি নিজের নফসের হিসাব গ্রহণ করেন, অর্থাৎ নিজের কৃতকর্মের বিচার করেন; তিনি লক্ষ্য করেন যে কর্তব্যের ক্ষেত্রে তিনি কী অবহেলা করেছেন এবং নিষিদ্ধ কাজের মধ্যে কী লিপ্ত হয়েছেন।

(ص: 591) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 1

وماذا أتى به من الواجب، وماذا تجنب من المحرم، حتى يصلح نفسه.
أما العاجز: فهو الذي يتبع نفسه هواها، فما هوت نفسه اخذ به، وما كرهت نفسه لم يأخذ به، سواء وافق شرع الله أم لا.

هذا هو العاجز، وما أكثر العاجزين اليوم، الذين يتبعون أنفسهم هواها، ولا يبألون بمخالفة الكتاب والسنة، ولا يهتمون بهذا، نسأل الله لنا ولهم الهداية.
وقوله: ((تبنى على الله الأمانى)) يعني: يقول سيغفر لي، وسوف استقيم فيها بعد، وسوف أقوم بالواجب فيها بعد، وسوف اترك هذا فيها بعد، أو يقول: الله يهديني، وإذا نصحته قال: أسأل الله لي الهداية، وما أشبه ذلك، هذا عاجز.

والكيس: هو الذي يعمل بحزم وجد، ويحاسب نفسه، ويكون عنده قوة في أمر الله، وفي دين الله، وفي شرع الله، حتى يتمكن من ضبط نفسه، وإلا فإن الله يقول في كتابه: عن زوجة العزيز (وَمَا أُكْبِرُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي) (يوسف: من الآية 53)، نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته، ويعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.

تم بحمد الله تعالى المجلد الأول ويليه بمشيئة الله عز وجل المجلد الثاني

...এবং সে কী ধরনের ওয়াজিব পালন করেছে এবং কী কী হারাম বর্জন করেছে, যাতে সে নিজেকে সংশোধন করতে পারে।

পক্ষান্তরে অক্ষম ব্যক্তি হলো সেই, যে নিজের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে; ফলে তার প্রবৃত্তি যা কামনা করে সে তা-ই গ্রহণ করে এবং যা তার প্রবৃত্তি অপছন্দ করে তা সে গ্রহণ করে না, চাই তা আল্লাহর শরিয়তসম্মত হোক বা না হোক।

এই হলো অক্ষম ব্যক্তি। বর্তমান যুগে এমন অক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা কতই না বেশি, যারা নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং কিতাব ও সুন্নাহর বিরুদ্ধাচরণ করতে দ্রুত পৌঁছায় না কিংবা এ বিষয়ে কোনো গুরুত্বই দেয় না। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের ও তাদের জন্য হেদায়েত প্রার্থনা করছি।

আর তাঁর বাণী: "সে আল্লাহর নিকট অলীক আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে"—এর অর্থ হলো: সে বলে যে, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দেবেন, ভবিষ্যতে আমি সঠিক পথে ফিরে আসব, অদূর ভবিষ্যতে আমি ওয়াজিবসমূহ পালন করব, ভবিষ্যতে আমি মন্দ কাজ ছেড়ে দেব, অথবা সে বলে: আল্লাহ আমাকে হেদায়েত দান করুন। আর যখন তাকে নসিহত করা হয়, তখন সে বলে: আমার জন্য আল্লাহর কাছে হেদায়েত প্রার্থনা করুন—এবং এই জাতীয় কথাবার্তা। এমন ব্যক্তিই হলো অক্ষম।

আর বুদ্ধিমান হলো সেই ব্যক্তি, যে দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সাথে আমল করে, নিজের নফসের হিসাব গ্রহণ করে এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনে, তাঁর দ্বীন ও শরিয়তের ক্ষেত্রে তার মাঝে এমন শক্তি বিদ্যমান থাকে, যাতে সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে আজিজ-পত্নীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন: "আমি নিজের নফসের পবিত্রতা ঘোষণা করছি না, নিশ্চয়ই মানুষের নফস মন্দ কর্মের নির্দেশ দিয়ে থাকে, তবে আমার প্রতিপালক যার প্রতি দয়া করেন তার কথা ভিন্ন।" (সূরা ইউসুফ: আয়াত ৫৩)। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের তাঁর রহমত দ্বারা সিক্ত করেন এবং আমাদের ও আপনাদের তাঁর জিকির, শোকর ও উত্তম ইবাদত পালনে সহায়তা করেন।

মহান আল্লাহ তাআলার প্রশংসার মাধ্যমে প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হলো এবং আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায়
এর পরে দ্বিতীয় খণ্ড আসবে।

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (ابن عثيمين)

القسم: شروح الحديث

الكتاب: شرح رياض الصالحين

المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت 1421 هـ)

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

الطبعة: 1426 هـ

عدد الأجزاء: 6

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431

ইবনে উসাইমীন কর্তৃক রিয়াদুস সালিহীন-এর ব্যাখ্যা (ইবনে উসাইমীন)

বিভাগ: হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ

কিতাব: রিয়াদুস সালিহীন-এর ব্যাখ্যা

লেখক: মুহাম্মদ বিন সালিহ বিন মুহাম্মদ আল-উসাইমীন (মৃত্যু: ১৪২১ হিজরি)

প্রকাশক: দারুল ওয়াতান পাবলিশিং, রিয়াদ

সংস্করণ: ১৪২৬ হিজরি

খণ্ড সংখ্যা: ৬

[গ্রন্থের সংখ্যায়ন মুদ্রিত সংস্করণের অনুরূপ]

শামিলা লাইব্রেরিতে প্রকাশের তারিখ: ৮ ফিলহজ্জ ১৪৩১

10. باب المبادرة إلى الخيرات

وَحِثْ مَنْ تَوَجَّهَ لَخَيْرٍ عَلَى الْإِقْبَالِ عَلَيْهِ بِأَلْجَدِّ مِنْ غَيْرِ تَرَدَّدٍ.
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ) (البقرة: 148)
وَقَالَ تَعَالَى: (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
لِلْمُتَّقِينَ) (آل عمران: 133).

[الشَّرْحُ]

قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: (باب المبادرة إلى الخيرات وحث من أقبل على الخير أن
يتمه من غير تردد) وهذا العنوان تضمن أمرين:
الأول: المبادرة والمصارعة إلى الخير.
والثاني: أن الإنسان إذا عزم على الشيء - وهو خير - فليعض فيه ولا يتردد.

أما الأول: فهو المبادرة، وضد المبادرة التواني والكسل، وكم من إنسان تواني وكسل؛
ففاته خير كثير، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (المؤمن القوي خير وأحب
إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا
تعجز).

فالإنسان ينبغي له أن يسارع في الخيرات، كل ذكر له شيء من الخير

১০. নেক কাজের প্রতি দ্রুত ধাবিত হওয়ার অধ্যায়

এবং যে ব্যক্তি কোনো কল্যাণের সংকল্প করেছে, তাকে দ্বিধাহীনভাবে একাগ্রতার সাথে তাতে
আত্মনিয়োগ করার প্রতি উৎসাহিত করা।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন: (সুতরাং তোমরা সৎকাজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অগ্রণী হও)
(সূরা আল-বাকার: ১৪৮)

মহান আল্লাহ আরও বলেন: (তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং এমন জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও, যার প্রশস্ততা আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে) (সূরা আল-ইমরান: ১৩৩)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাল্লাহু তায়ালা) বলেন: (নেক কাজের প্রতি দ্রুত ধাবিত হওয়ার অধ্যায় এবং যে ব্যক্তি কোনো কল্যাণের সংকল্প করেছে, তাকে দ্বিধাহীনভাবে তা পূর্ণ করার প্রতি উৎসাহিত করা)। এই শিরোনামটি দুটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে:

প্রথমত: কল্যাণের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়া ও প্রতিযোগিতা করা।

দ্বিতীয়ত: মানুষ যখন কোনো বিষয়ে সংকল্প করে—আর তা যদি কল্যাণকর হয়—তবে তার উচিত তাতে অগ্রসর হওয়া এবং দ্বিধাগ্রস্ত না হওয়া।

প্রথম বিষয়টি হলো দ্রুত অগ্রসর হওয়া। এর বিপরীত হলো শৈথিল্য ও অলসতা। কত মানুষ অলসতা ও শৈথিল্য প্রদর্শন করেছে, ফলে সে প্রভূত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: (দুর্বল মুমিনের চেয়ে শক্তিশালী মুমিন অধিক উত্তম এবং আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়, তবে প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। তোমার জন্য যা কল্যাণকর তা লাভে সচেষ্ট হও, আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো এবং অক্ষম হয়ে পড়ো না)।

সুতরাং মানুষের উচিত নেক কাজের প্রতি দ্রুত ধাবিত হওয়া, প্রতিটি জিকিরই তার জন্য কল্যাণের কিছু অংশ বহন করে...

(ص: 6) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

بَادِرْ إِلَيْهِ، فَمِنْ ذَلِكَ الصَّلَاةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالصَّوْمِ، وَالْحَجِّ، وَبِرِّ الْوَالِدَيْنِ، وَصَلَةِ
الْأَرْحَامِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَسَائِلِ الْخَيْرِ الَّتِي يَنْبَغِي الْمَسَارَعَةُ إِلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا

يُدْرِي، فربما يتوانى في الشيء ولا يقدر عليه بعد ذلك، إما بهوت، أو مرض، أو فوات، أو غير هذا، وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا أراد أحدكم الحج فليتعجل؛ فإنه قد يمرض المريض، وتضل الراحلة، وتعرض الحاجة). فقد يعرض له شيءٌ يمنعه من الفعل. فسارع إلى الخير ولا تتوانى.

ثم ذكر المؤلف قول الله تعالى: (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ) واستبقوها: يعني اسبقوا إليها، وهو أبلغ من: سابقوا إلى الخيرات، فالاستباق معناه: أن الإنسان يسبق إلى الخير، ويكون من أول الناس في الخير، ومن المسابقة في الصفوف في الصلاة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها) وقال في النساء: (وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها).

ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواماً في مؤخرة المسجد؛ لم يسبقوا ولم يتقدموا، فقال: (لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل). فانتهاز الفرصة

সেদিকে দ্রুত অগ্রসর হোন। এর মধ্যে রয়েছে সালাত, সদকা, সওম, হজ, পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং এ জাতীয় অন্যান্য নেক কাজ যেগুলোর দিকে দ্রুত ধাবিত হওয়া উচিত; কারণ মানুষ জানে না—হয়তো সে কোনো বিষয়ে চিন্তেই করল কিন্তু পরে তা করার সামর্থ্য হারাল, মৃত্যুর কারণে কিংবা অসুস্থতা, সুযোগ হাতছাড়া হওয়া বা অন্য কোনো কারণে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে: (তোমাদের কেউ যখন হজের ইচ্ছা করে, সে যেন তা দ্রুত সম্পাদন করে; কেননা কখনো মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে, বাহন হারিয়ে যায় অথবা কোনো নতুন প্রয়োজন দেখা দেয়)।

কেননা এমন কিছু বাধা চলে আসতে পারে যা তাকে কাজটি করতে বাধা দেবে। অতএব কল্যাণের দিকে দ্রুত ধাবিত হোন এবং বিলম্ব করবেন না।

অতঃপর লেখক মহান আল্লাহর এই বাণীটি উল্লেখ করেছেন: (তোমরা কল্যাণের কাজে প্রতিযোগিতা করো)। আর প্রতিযোগিতা করার অর্থ হলো: সেদিকে অগ্রবর্তী হওয়া। এটি ‘কল্যাণের দিকে প্রতিযোগিতা করো’ (সাবেক) অপেক্ষা অধিক অর্থবহ। আর ‘আল-ইস্তিবাক’

বা প্রতিযোগিতার অর্থ হলো: মানুষ কল্যাণের দিকে অগ্রগামী হবে এবং পুণ্যকর্মে প্রথম সারির লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। সালাতের কাতারে অগ্রগামী হওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (পুরুষদের কাতারের মধ্যে সর্বোত্তম হলো প্রথম কাতার এবং সবচেয়ে কম ফযীলতপূর্ণ হলো শেষ কাতার)। আর নারীদের ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন: (নারীদের কাতারের মধ্যে সর্বোত্তম হলো শেষ কাতার এবং সবচেয়ে কম ফযীলতপূর্ণ হলো প্রথম কাতার)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের পেছনের অংশে এমন কিছু লোককে দেখলেন যারা অগ্রবর্তী হয়নি, তখন তিনি বললেন: (কিছু লোক সর্বদা পিছিয়েই থাকে, শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তাদের পিছিয়ে দেন)। অতএব সুযোগের সদ্যবহার করুন।

(ص: 7) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وأسبق إلى الخير.

وَقَالَ تَعَالَى: (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ...) (آل عمران: 133، 134). قَالَ: سارعوا إلى المغفرة والجنة.

أما المسارعة إلى المغفرة: فأن يسارع الإنسان إلى ما فيه مغفرة الذنوب؛ من الاستغفار، كقول: أستغفر الله، أو اللهم اغفر لي، أو اللهم إني أستغفرك، وما أشبه ذلك، وكذلك أيضاً: الإسراع إلى ما فيه المغفرة، مثل الوضوء، والصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، فإن الإنسان إذا توضأ، فأسبغ الوضوء، ثم قَالَ: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين؛ فإنه تفتح له أبواب الجنة الثمانية؛ ويدخل من

أيها شاء، وكذلك إذا توضحاً؛ فإن خطاياهم تخرج من أعضاء وضوئه؛ مع آخر قطرة من قطر الماء، فهذه من أسباب المغفرة.
ومن أسباب المغفرة أيضاً: الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر،
الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر،

এবং কল্যাণের পথে অগ্রগামী হও।

এবং মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন: (তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং সেই জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও, যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের সমান, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে; যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে ...) (আল-ইমরান: ১৩৩, ১৩৪)। তিনি বলেন: তোমরা ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও।

আর ক্ষমার দিকে দ্রুত ধাবিত হওয়ার অর্থ হলো: মানুষ এমন সব কাজের দিকে দ্রুত অগ্রসর হবে যাতে গুনাহের ক্ষমা নিহিত রয়েছে; যেমন ইস্তিগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) করা, উদাহরণস্বরূপ বলা: 'আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই', অথবা 'হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন', অথবা 'হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি' এবং এ জাতীয় অন্যান্য দুয়া। অনুরূপভাবে: সেই সব বিষয়ের দিকেও দ্রুত ধাবিত হওয়া যাতে ক্ষমা অর্জিত হয়, যেমন ওজু, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমা থেকে অপর জুমা এবং এক রমজান থেকে অপর রমজান। কেননা মানুষ যখন ওজু করে এবং উত্তমরূপে ওজু সম্পন্ন করে, অতঃপর বলে: 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল; হে আল্লাহ, আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন'; তখন তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হয় এবং সে এর যে কোনোটি দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারে। আর একইভাবে যখন সে ওজু করে, তখন তার ওজুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে পাপসমূহ পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়; সুতরাং এগুলো ক্ষমার অন্যতম উপায়।

ক্ষমার আরও কিছু উপায় হলো: পাঁচ ওয়াক্ত সালাত তাদের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহের মোচনকারী যতক্ষণ পর্যন্ত কবির গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা হয় এবং এক জুমা থেকে অপর জুমা তাদের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহের মোচনকারী যতক্ষণ পর্যন্ত কবির গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা হয়।

رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، فليسارع الإنسان إلى أسباب المغفرة.

الأمر الثاني (وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ) ، وهذا يكون بفعل البأمورات، أي: أن تسارع للجنة بالعمل لها، ولا عمل للجنة إلا العمل الصالح، هذا هو الذي يكون سبباً لدخول الجنة، فسارع إليه.

ثم بين الله هذه الجنة؛ بأن عرضها السماوات والأرض، وهذا يدل على سعتها وعظمتها، وأنه لا يقدر قدرها إلا الله عز وجل. فسارع إلى هذه الجنة بفعل ما يوصلك إليها من الأعمال الصالحة، ثم قال الله عز وجل (أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ) يعني: هيئت لهم، والذي أعدها لهم هو الله عز وجل، كما جاء في الحديث القدسي: (أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر). ومن هم المتقون؟ قال تعالى: (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ وَلَا يَكُفِّرُ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ

এক রমজান থেকে পরবর্তী রমজান পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহের জন্য কাফফারা স্বরূপ, যদি কবির গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাকা হয়। সুতরাং মানুষের উচিত ক্ষমার কারণসমূহের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়া।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো (এবং এমন জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনব্যাপী), আর এটি অর্জিত হয় আদিষ্ট বিষয়সমূহ পালনের মাধ্যমে। অর্থাৎ, আমলের মাধ্যমে জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হওয়া; আর নেক আমল ছাড়া জান্নাতের জন্য অন্য কোনো আমল নেই। এটিই জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম, সুতরাং এর দিকে দ্রুত অগ্রসর হও।

অতঃপর আল্লাহ এই জ্ঞানাতের বর্ণনা দিয়েছেন যে, এর প্রশস্ততা আসমান ও জমিনব্যাপী। এটি এর বিশালতা ও মহত্ত্বের প্রমাণ বহন করে, যার পরিমাণ আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা ছাড়া অন্য কেউ নিরূপণ করতে পারে না। সুতরাং নেক আমলের মাধ্যমে যা তোমাকে সেই জ্ঞানাত পর্যন্ত পৌঁছে দেবে, তার দিকে দ্রুত ধাবিত হও। এরপর আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা বলেন: (যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে)। অর্থাৎ, এটি তাদের জন্য সুসজ্জিত করা হয়েছে, আর যিনি এটি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন তিনি স্বয়ং আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা। যেমনটি হাদিসে কুদসিতে এসেছে: (আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন কিছু প্রস্তুত করে রেখেছি যা কোনো চক্ষু দেখেনি, কোনো কণ্ঠ শ্রবণ করেনি এবং কোনো মানুষের হৃদয়ে তার কল্পনাও উদ্ভূত হয়নি)।

আর মুত্তাকী কারা? আল্লাহ তাআলা বলেন: (যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন। এবং যারা কখনও কোনো অশ্লীল কাজ করলে কিংবা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে—আর আল্লাহ ব্যতীত কে পাপ ক্ষমা করবে?—এবং তারা যা করেছে তাতে জেনে-বুঝে অবিচল থাকে না। এদেরই প্রতিদান হলো তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং এমন জ্ঞানাতসমূহ যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে; আর সৎকর্মশীলদের এই প্রতিদান কতই না চমৎকার!)

(ص: 9) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الْعَامِلِينَ) (آل عمران: 134-136) .

هؤلاء هم المتقون: (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ) يعني: يبذلون أموالهم (في السَّرَّاءِ) يعني في حال الرخاء، وكثرة المال، والسرور، والانبساط، (وَالضَّرَّاءِ) يعني في حال ضيق العيش والانقباض.

ولكن؛ لم يبين الله سبحانه وتعالى هنا مقدار، ولكنه بينه في آيات كثيرة، فقال تعالى (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) (البقرة: 219) .

العفو: يعني ما زاد عن حاجاتكم وضروراتكم فأنفقوه، وقال تعالى: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا) (الفرقان: 67) . فهم ينفقون إنفاقاً ليس فيه إسراف ولا تقتير، وينفقون - أيضاً - العفو، أي: ما عفا وزاد عن حاجاتهم وضروراتهم.

(وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ) أي: الذين إذا اغتاظوا - أي اشتد غضبهم - كظموا غيظهم، ولم ينفذوه، وصبروا على هذا الكظم، وهذا الكظم من أشد ما يكون على النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس الشديد بالصرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) .

الصرعة: يعني يصرع الناس، أي: يغلبهم في المصارعة، فليس هذا هو الشديد، ولكن الشديد: هو الذي يملك نفسه عند الغضب؛

কর্মশীলদের জন্য) (আলে ইমরান: ১৩৪-১৩৬)।

এরাই হলেন মুত্তাকী: (যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে) অর্থাৎ: তারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে (সচ্ছল অবস্থায়) যার অর্থ সচ্ছলতা, প্রাচুর্য, আনন্দ ও খুশির সময়ে, (এবং অসচ্ছল অবস্থায়) অর্থাৎ জীবনযাপনের সংকীর্ণতা ও কষ্টের সময়ে।

তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এখানে পরিমাণের কথা উল্লেখ করেননি, কিন্তু তিনি তা অনেক আয়াতে স্পষ্ট করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন: (তারা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে যে তারা কী ব্যয় করবে? আপনি বলুন: যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত) (আল-বাকারাহ: ২১৯)।

আল-আফউ (উদ্ধৃত): অর্থাৎ যা তোমাদের প্রয়োজন ও আবশ্যকীয় চাহিদার অতিরিক্ত, তা ব্যয় করো। মহান আল্লাহ আরও বলেন: (এবং যারা ব্যয় করার সময় অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না, বরং তাদের ব্যয় এই দুইয়ের মাঝামাঝি ভারসাম্যপূর্ণ হয়) (আল-ফুরকান: ৬৭)। সুতরাং তারা এমনভাবে ব্যয় করে যাতে অপচয় বা কৃপণতা নেই এবং তারা সেই উদ্ধৃত অংশও ব্যয় করে যা তাদের প্রয়োজন ও অত্যাবশ্যকীয় চাহিদার অতিরিক্ত।

(এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী) অর্থাৎ: যারা রাগান্বিত হলে—অর্থাৎ যাদের রাগ তীব্র হলে— তারা সেই ক্রোধকে চেপে রাখে, তা বাস্তবায়ন করে না এবং এই দমনে ধৈর্য ধারণ করে। আর এই ক্রোধ দমন করা আত্মার জন্য অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (সেই ব্যক্তি প্রকৃত বীর নয় যে অন্যকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়, বরং প্রকৃত বীর সেই ব্যক্তি যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে)।

‘সুরাআহ’ (কুস্তিগীর): অর্থাৎ যে মানুষকে আছাড় দেয় বা কুস্তিতে পরাজিত করে। সে প্রকৃত শক্তিশালী নয়, বরং শক্তিশালী হলো সেই ব্যক্তি যে রাগের সময় নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে।

(ص: 10) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

لأن الإنسان إذا غضب ثارت نفسه، فانتفخت أوداجه، واحمرت عيناه، وصار يحب أن ينتقم، فإذا كظم الغيظ وهدأ، فإن ذلك من أسباب دخول الجنة. واعلم أن الغضب جمة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم؛ إذا أتاه ما يهزه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا بما يطفئ هذه الجمة، فمن ذلك: أن يتعوذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم، فإذا أحس بالغضب - وأن الغضب سيغلبه - قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنها: أن يجلس إن كان قائماً، ويضطجع إن كان قاعداً، يعني: يضع نفسه، وينزلها من الأعلى إلى الأدنى، فإن كان قائماً جلس، وإن كان جالساً

اضطجع، ومنها: أن يتوضأ بتطهير أعضائه الأربعة؛ الوجه واليدين والرأس والرجلين، فإن

কারণ মানুষ যখন রাগান্বিত হয়, তখন তার প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তার ঘাড়ের রগগুলো ফুলে যায়, চোখ দুটো লাল হয়ে ওঠে এবং সে প্রতিশোধ নিতে লালায়িত হয়। এমতাবস্থায় যদি সে ক্রোধ সংবরণ করে এবং শান্ত হয়, তবে তা জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম কারণ হিসেবে গণ্য হয়।

আর জেনে রাখুন যে, ক্রোধ হলো একটি জ্বলন্ত অঙ্গার যা শয়তান আদম সন্তানের হৃদয়ে নিক্ষেপ করে; যখন তার কাছে এমন কিছু আসে যা তাকে বিচলিত করে তোলে। তবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের শিখিয়েছেন কিসের মাধ্যমে এই অগ্নিশিখা নির্বাপিত করা যায়। তন্মধ্যে অন্যতম হলো: মানুষ যেন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। সুতরাং যখন সে ক্রোধ অনুভব করে—এবং বুঝতে পারে যে ক্রোধ তাকে পরাভূত করবে—তখন সে যেন বলে: ‘আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম’। এর অন্তর্ভুক্ত আরও একটি উপায় হলো: সে যদি দণ্ডায়মান থাকে তবে যেন বসে পড়ে, আর যদি উপবিষ্ট থাকে তবে যেন শুয়ে পড়ে। অর্থাৎ সে নিজেকে উচ্চাবস্থা থেকে নিম্নাবস্থায় নামিয়ে আনবে। অতএব সে দাঁড়িয়ে থাকলে বসবে এবং বসে থাকলে শুয়ে পড়বে। এর মধ্যে আরও একটি বিষয় হলো: তার চারটি অঙ্গ—মুখমণ্ডল, দুই হাত, মাথা ও দুই পা—ধৌত করার মাধ্যমে ওজু করা। কারণ...

(ص: 11) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

هذا يطفئ الغضب، فإذا أحسست بالغضب؛ فاستعمل هذا الذي أرشدك إليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يزول عنك، وإلا فكم من إنسان أي به غضبه إلى مفارقة أهله فما أكثر الذين يقولون: أنا غضبت على زوجتي فطلقتها ثلاثاً، وربما يغضب ويضرب أولاده ضرباً مبرحاً، وربما يغضب ويكسر أوانيّه، أو يشق ثيابه، أو ما أشبه

ذلك مما يثيرة الغضب، ولهذا قال تعالى: (وَالْكَافِرِينَ الْغِيَظُ) مدحهم لأنهم ملكوا أنفسهم عند ثورة الغضب.

(وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ) يعني الذين إذا أساء الناس إليهم عفوا عنهم، فإن من عفا وأصلح فأجره على الله، وقد أطلق الله العفو هنا، ولكنه بين في قوله تعالى: (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) (الشورى: 40) أن العفو لا يكون خيراً إلا إذا كان فيه إصلاح، فإذا أساء إليك شخص معروف بالأساءة والتمرد والطغيان على عباد الله، فالأفضل ألا تعفو عنه، وأن تأخذ بحقوقك؛ لأنك إذا عفوت ازداد شره، أما إذا كان الإنسان الذي أخطأ عليك قليل الخطأ، قليل العدوان، لكن الأمر حصل على سبيل الندرة، فهذا الأفضل أن تعفو، ومن ذلك حوادث السيارات التي كثرت، فإن بعض الناس يتسرع، ويعفو عن الجاني الذي حصل منه الحادث، وهذا ليس بالأحسن، الأحسن أن تتأمل وتنظر: هل هذا السائق متهور ومستهتر؟ لا يبالي بعباد الله ولا يبالي بالأنظمة؛ فهذا لا ترحمه، خذ بحقوقك منه كاملاً.

এটি ক্রোধকে নির্বাপিত করে। অতএব যখনই আপনি ক্রোধ অনুভব করবেন, তখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে যে নির্দেশনা দিয়েছেন তা প্রয়োগ করুন, যতক্ষণ না তা আপনার থেকে দূরীভূত হয়। অন্যথায় কত মানুষ আছে যাদের ক্রোধ তাদের পরিবার বিচ্ছেদের দিকে নিয়ে গেছে! কত মানুষ তো এমনও বলে যে, "আমি আমার স্ত্রীর ওপর রাগান্বিত হয়ে তাকে তিন তালাক দিয়ে দিয়েছি।" কখনও কখনও কেউ রাগান্বিত হয়ে নিজ সন্তানদের নির্মমভাবে প্রহার করে, কখনও আসবাবপত্র ভাঙচুর করে, কিংবা কাপড় ছিঁড়ে ফেলে অথবা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে এই জাতীয় কাজ করে বসে। এই কারণেই মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: (এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী), তিনি তাদের প্রশংসা করেছেন কারণ তারা ক্রোধের উত্তাল মুহূর্তে নিজেদের সংবরণ করতে সক্ষম হয়েছে।

(এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল), অর্থাৎ যারা তাদের সাথে মানুষের দুর্ব্যবহারের পরেও তাদের ক্ষমা করে দেয়। কেননা যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং আপস-নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট সংরক্ষিত। যদিও মহান আল্লাহ এখানে ক্ষমা করাকে শর্তহীনভাবে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তিনি অন্য আয়াতে তা স্পষ্ট করেছেন: (অতঃপর যে ব্যক্তি ক্ষমা করে দেয় এবং সংশোধন

করে, তার পুরস্কার আল্লাহর যিম্মায়) [সূরা আশ-শূরা: ৪০]। অর্থাৎ, ক্ষমা কেবল তখনই উত্তম বলে বিবেচিত হয় যখন তাতে কোনো সংস্কার বা কল্যাণ থাকে। সুতরাং আল্লাহর বান্দাদের প্রতি অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্য ও দুর্ব্যবহারের জন্য পরিচিত কোনো ব্যক্তি যদি আপনার প্রতি অন্যায় করে, তবে তাকে ক্ষমা না করে বরং আপনার অধিকার আদায় করাই উত্তম। কারণ তাকে ক্ষমা করলে তার অনিষ্ট আরও বৃদ্ধি পাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আপনার প্রতি ভুল করেছে সে যদি খুব কমই ভুল করে বা কদাচিৎ সীমালঙ্ঘন করে থাকে, তবে এক্ষেত্রে ক্ষমা করাই শ্রেয়। সড়ক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রেও বিষয়টি প্রযোজ্য, যা বর্তমানে অধিক হারে ঘটছে। কিছু মানুষ তড়িঘড়ি করে অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়, কিন্তু এটি সর্বদা উত্তম নয়। বরং ভেবে দেখা উচিত: চালক কি বেরোয়া ও খামখেয়ালি? সে কি জনগণের নিরাপত্তা ও আইনের তোয়াক্কা করে না? এমন ব্যক্তির প্রতি দয়া প্রদর্শন করা উচিত নয়; বরং তার থেকে আপনার পূর্ণ হক আদায় করে নিন।

(ص: 12) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

أما إذا كان إنساناً معروفاً بالتأني، وخشية الله، والبعد عن أذية الخلق، والتزام النظام، ولكن هذا أمر حصل من فوات الحرص، فالعفو هنا أفضل؛ لأن الله قال (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) فلا بد من مراعاة الإصلاح عند العفو.

(وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) محبة الله سبحانه وتعالى للعبد هي غاية كل إنسان؛ فكل إنسان مؤمن غايته أن يحبه الله عز وجل، وهي المقصود لكل مؤمن؛ لقول الله تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ) (آل عمران: 31)، ولم يقل: اتبعوني تصدقوا فيما قلت، بل عدل عن هذا إلى قوله (يُحِبُّكُمْ اللَّهُ) لأن الشأن - كل الشأن - أن يحبك الله عز وجل، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أحبائه.

وَأَمَّا الْمُحْسِنُونَ فِي قَوْلِهِ: (وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) فَالْمُرَادُ بِهِمُ الْمُحْسِنُونَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَالْمُحْسِنُونَ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ.

وَالْمُحْسِنُونَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ؛ بَيْنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَرْتَبَتُهُمْ فِي قَوْلِهِ حِينَ سَأَلَهُ جَبْرِيلُ عَنِ الْإِحْسَانِ فَقَالَ: (أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ) يَعْنِي: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِقَلْبٍ حَاضِرٍ؛ كَأَنَّكَ تَرَى رَبَّكَ تَرِيدُ الْوَصُولَ إِلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ؛ فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَرَاكَ، فَاعْبُدْهُ خَوْفًا وَخَشْيَةً، وَهَذِهِ الْمَرْتَبَةُ دُونَ الْمَرْتَبَةِ الْأُولَى.

তবে যদি ব্যক্তিটি ধীরস্থিরতা, আল্লাহভীতি, সৃষ্টির অনিষ্ট সাধন থেকে দূরে থাকা এবং নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি অনুগত হওয়ার জন্য পরিচিত হন, কিন্তু অসাবধানতাবশত কোনো ভুল হয়ে যায়, তবে এক্ষেত্রে ক্ষমা করাই উত্তম; কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "যে ব্যক্তি ক্ষমা করে ও আপস-নিষ্পত্তি করে, তার প্রতিদান আল্লাহর জিম্মায়।" সুতরাং ক্ষমা করার ক্ষেত্রে সংশোধনের বিষয়টি লক্ষ্য রাখা জরুরি।

"আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।" বান্দার প্রতি মহান আল্লাহর ভালোবাসা প্রত্যেক মানুষের পরম লক্ষ্য; প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির লক্ষ্য হলো আল্লাহ তায়ালা যেন তাকে ভালোবাসেন এবং এটাই প্রত্যেক মুমিনের মূল উদ্দেশ্য; মহান আল্লাহর বাণী অনুযায়ী: "বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন" (আলে ইমরান: ৩১)। তিনি একথা বলেননি যে: 'আমার অনুসরণ করো যাতে তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হও', বরং তিনি এর পরিবর্তে বলেছেন "আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন"। কারণ মূল বিষয়—আসলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই হলো—আল্লাহ তায়ালা যেন আপনাকে ভালোবাসেন। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাকে এবং আপনাদের তাঁর প্রিয়ভাজনদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

আর আল্লাহর বাণী: "আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন"-এর মধ্যে 'সৎকর্মশীল' বলতে তাদের বোঝানো হয়েছে যারা আল্লাহর ইবাদতে নিষ্ঠাবান এবং যারা আল্লাহর বান্দাদের প্রতি সদাচারী।

আল্লাহর ইবাদতে নিষ্ঠাবানদের মর্যাদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাণীতে বর্ণনা করেছেন, যখন জিবরীল (আলাইহিস সালাম) তাঁকে 'ইহসান' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "তুমি আল্লাহর এমনভাবে ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ, আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তবে নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে দেখছেন।" অর্থাৎ উপস্থিত হৃদয়ে মহান আল্লাহর ইবাদত করা; যেন তুমি তোমার পালনকর্তাকে দেখছ এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করছ। যদি তা করতে না পারো, তবে জেনে রেখো যে আল্লাহ তোমাকে দেখছেন, তাই ভয় ও ভক্তির সাথে তাঁর ইবাদত করো। আর এই স্তরটি প্রথম স্তরের তুলনায় নিম্নবর্তী।

(ص: 13) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

فالمرتبة الأولى: أن تعبد الله طلباً ومحبة وشوقاً.
والثانية: أن تعبدته هرباً وخوفاً وخشية.

أما الإحسان إلى عباد الله: فأن تعاملهم بها هو أحسن؛ في الكلام، والأفعال، والبذل، وكف الأذى، وغير ذلك، حتى في القول؛ فإنك تعاملهم بالأحسن، قال الله تعالى: (وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا) (النساء: 86)، يعني: إن لم تفعلوا فتردوا بأحسن منها، فلا أقل من أن تردوها؛ ولهذا قال كثير من العلماء: إذا قال المسلم: السلام عليكم ورحمة الله، قل: وعليكم السلام ورحمة الله. هذا أدنى شيء، فإن زدت: (وبركاته) فهو أفضل؛ لأن الله قال: بأحسن منها، فبدأ بالأحسن ثم قال: (أَوْ رُدُّوْهَا) كذلك إذا سلم عليك إنسان بصوت واضح بين؛ ترد عليه بصوت واضح بين على الأقل، كثير من الناس - أو بعض الناس - إذا سلمت عليه رد عليك السلام بأنفه، حتى إنك تكاد لا تسمعه في رد السلام، وهذا غلط؛ لأن هذا خلاف ما سلم عليك به، يسلم عليك بصوت واضح ثم ترد بأنفك!! هذا خلاف ما أمر الله به.

كذلك الإحسان بالفعل؛ مثل معونة الناس ومساعدتهم في أمورهم. فإذا ساعدت إنساناً فقد أحسنت إليه، مساعدة بالمال، بالصدقة بالهدية، بالهبة وما أشبه ذلك هذا من الإحسان.

ومن الإحسان أيضاً: أنك إذا رأيت أخاك على ذنب؛ أن تبين له ذلك وتنهيه عنه؛ لأن هذا من أعظم الإحسان إليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: (أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم

প্রথম স্তর হলো: আল্লাহকে চাওয়া, তাঁর প্রতি ভালোবাসা এবং ব্যাকুলতা নিয়ে তাঁর ইবাদত করা।

আর দ্বিতীয় স্তর হলো: আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে তাঁর প্রতি ভয় ও ভীতি নিয়ে ইবাদত করা।

আর আল্লাহর বান্দাদের প্রতি ইহসান বা সদাচার হলো: কথা, কাজ, দান-সদকা, কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করা; এমনকি কথাবার্তাতেও আপনি তাদের সাথে সর্বোত্তম পন্থায় আচরণ করবেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (যখন তোমাদেরকে অভিবাদন জানানো হয়, তখন তোমরা তার চেয়েও উত্তম অভিবাদন জানাও অথবা অন্তত সেটিই ফিরিয়ে দাও) (আন-নিসা: ৮৬)। অর্থাৎ: যদি তোমরা আরও উত্তম কিছু করতে না পারো, তবে অন্তত সেটির জবাব দাও। এ কারণেই অনেক আলেম বলেছেন: যদি কোনো মুসলিম বলে: "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ", তবে আপনি উত্তরে বলুন: "ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ"। এটি হলো সর্বনিম্ন পর্যায়। আর যদি আপনি "ওয়া বারাকাতুহু" বৃদ্ধি করেন, তবে তা হবে অধিকতর উত্তম; কারণ আল্লাহ বলেছেন: "তার চেয়ে উত্তম পন্থায়", অর্থাৎ তিনি উত্তমটি দিয়ে শুরু করেছেন এবং এরপর বলেছেন: "অথবা সেটিই ফিরিয়ে দাও"। একইভাবে কেউ যদি আপনাকে স্পষ্ট ও পরিষ্কার স্বরে সালাম দেয়, তবে আপনার উচিত অন্তত স্পষ্ট ও পরিষ্কার স্বরেই তার জবাব দেওয়া। অনেক মানুষ—অথবা কিছু মানুষ—এমন আছে যে, তাদের সালাম দিলে তারা কেবল নাকের ভেতর দিয়ে (অস্পষ্টভাবে) জবাব দেয়, এমনকি আপনি প্রায় শুনতে পান না। এটি ভুল; কারণ

এটি ওই আচরণের পরিপন্থী যেভাবে আপনাকে সালাম দেওয়া হয়েছে। সে আপনাকে স্পষ্ট স্বরে সালাম দিল আর আপনি অস্পষ্টভাবে জবাব দিলেন!! এটি আল্লাহর আদেশের পরিপন্থী। একইভাবে কাজের মাধ্যমেও ইহসান হয়; যেমন মানুষের প্রয়োজনে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করা। সুতরাং আপনি যদি কাউকে সাহায্য করেন, তবে আপনি তার প্রতি ইহসান করলেন। অর্থ দিয়ে, সদকা, উপহার কিংবা অনুদান—এই জাতীয় সকল সহযোগিতা ইহসানের অন্তর্ভুক্ত।

ইহসানের আরেকটি দিক হলো: আপনি যখন আপনার ভাইকে পাপে লিপ্ত হতে দেখবেন, তখন তার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করা এবং তাকে তা থেকে বিরত রাখা; কারণ এটি তার প্রতি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইহসান। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: (তোমার ভাইকে সাহায্য করো, সে জালেম হোক বা মজলুম)। তারা আরজ করলেন: হে আল্লাহর রাসুল, মজলুমের বিষয়টি তো স্পষ্ট (বোঝা গেল)...

(ص: 14) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

فكيف ننصر الظالم؟ قال: (أن تمنعه من الظلم) فإن منعك إياه من الظلم نصر له وإحسان إليه، والبهم أنه ينبغي لك - في معاملة الناس - أن تستحضر هذه الآية (وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) فتحسن إليهم بقدر ما تستطيع. (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ) (آل عمران: 135).

(وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً) الفاحشة: ما يستفحش من الذنوب، وهي كبائر الذنوب، مثل الزنا، شرب الخمر، وقتل النفس وما أشبهها، كل مل يستفحش فهو فاحشة (أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ) بها دون الفاحشة من المعاصي الصغار (ذَكَرُوا اللَّهَ) أي: ذكروا عظمته وذكروا عقابه، ثم ذكروا أيضاً رحمته وقبوله للتوبة وثوابها.

فهم يذكرون الله من وجهين:

الوجه الأول: من حيث العظمة، والعقوبة، والسلطان العظيم، فيوجلون ويخجلون ويستغفرون.

والثاني: من حيث الرحمة وقبول التوبة، فيرغبون في التوبة ويستغفرون الله؛ ولهذا قال: (ذَكِّرُوا اللَّهَ فَأَسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ) ومن أفضل ما يستغفر به سيد الاستغفار: (اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

তবে আমরা কীভাবে অত্যাচারীকে সাহায্য করব? তিনি বললেন: (তাকে অত্যাচার থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে)। কেননা তাকে অত্যাচার থেকে বিরত রাখা তার জন্য এক প্রকার সাহায্য এবং তার প্রতি সদাচার। আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মানুষের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে আপনার এই আয়াতটি স্মরণে রাখা উচিত (এবং আল্লাহ সদাচারীদের ভালোবাসেন), ফলে আপনি তাদের প্রতি আপনার সাধ্যমতো সদাচরণ করবেন।

(এবং যারা কোনো অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে) (আলে ইমরান: ১৩৫)।

(এবং যারা কোনো অশ্লীল কাজ করলে) ফাহিশাহ বা অশ্লীলতা হলো: গুনাহের মধ্যে যা অত্যন্ত কদর্য, আর তা হলো গুরুতর পাপ বা কবির গুনাহ, যেমন ব্যভিচার, মদ্যপান, নরহত্যা এবং এই জাতীয় কাজ। যা কিছু জঘন্য বলে গণ্য তাই ফাহিশাহ। (অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে) অশ্লীলতার চেয়ে নিম্নপর্যায়ের লঘু পাপ বা সগিরা গুনাহের মাধ্যমে। (তারা আল্লাহকে স্মরণ করে) অর্থাৎ: তারা আল্লাহর মহিমা ও তাঁর শাস্তির কথা স্মরণ করে, অতঃপর তারা তাঁর রহমত, তওবা কবুল করা এবং এর প্রতিদানের কথাও স্মরণ করে।

তারা আল্লাহকে দুটি প্রেক্ষিত থেকে স্মরণ করে:

প্রথম প্রেক্ষিত: আল্লাহর মহিমা, শাস্তি এবং সুমহান কর্তৃত্বের দিক থেকে, ফলে তারা ভীত ও লজ্জিত হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে।

দ্বিতীয় প্রেক্ষিত: রহমত এবং তওবা কবুলের দিক থেকে, ফলে তারা তওবার প্রতি আগ্রহী হয় এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে; এই কারণেই তিনি বলেছেন: (তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে)। আর ক্ষমা প্রার্থনার সর্বোত্তম মাধ্যম হলো সাইয়িদুল ইস্তিগফার: (হে আল্লাহ, আপনিই আমার প্রতিপালক, আপনি ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই, আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার বান্দা, আমি আমার সাধ্যমতো আপনার সাথে কৃত অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির ওপর অবিচল আছি, আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি...

(ص: 15) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَأَغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ).
قال الله تعالى: (وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ) يعني: لا أحد يغفر الذنوب إلا الله عز وجل لو أن الأمة كلها من أولها إلى آخرها، والجنة والملائكة اجتمعوا على أن يغفروا لك ذنباً واحداً ما غفروه؛ لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل، ولكننا نسأل الله المغفرة، لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأما أن يكون بيدنا أن نغفر، فلا يغفر الذنوب إلا الله.

قال تعالى: (وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ) يعني: لم يستمروا على معاصيهم وظلمهم؛ وهم يعلمون أنها معاصي وظلم، وفي هذا دليل على أن الإصرار مع العلم أمره عظيم، حتى في صغائر الذنوب؛ ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أن الإنسان إذا أصر على الصغيرة صارت كبيرة. ومن ذلك ما يفعله الناس اليوم من حلق اللحية، تجدهم يحلقون اللحية ويصرون على ذلك، ولا يرونها إلا زينة وجمالاً، والحقيقة أنها شين، وأنها قبح؛ لأن كل شيء ينتج عن المعصية فلا خير فيه، بل هو

قبح، وهؤلاء الذين يصرون على هذه المعصية - وإن كانت صغيرة - أخطأوا؛ لأنها
بالإصرار تنقلب كبيرة والعياذ بالله؛ لأن الإنسان لا يبالي بما يفعل، تجده كل يوم،
كلما أراد أن يخرج إلى السوق، أو إلى عمله؛ يذهب وينظر في المرأة، فإذا وجد شعرة
واحدة قد برزت، تجده

আমি আপনার নিকট আমার ওপর আপনার নিআমতের স্বীকৃতি দিচ্ছি এবং আমার গুনাহের
স্বীকৃতি দিচ্ছি, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন, কেননা আপনি ব্যতীত কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে
পারে না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (আর আল্লাহ ব্যতীত কে গুনাহ ক্ষমা করবে?) অর্থাৎ: মহান
ও পরাক্রমশালী আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না। যদি সৃষ্টির শুরু থেকে
শেষ পর্যন্ত গোটা উম্মত এবং জিন ও ফেরেশতারা সকলে মিলে তোমার একটিমাত্র গুনাহ ক্ষমা
করে দেওয়ার জন্য একত্রিত হয়, তবুও তারা তা ক্ষমা করতে পারবে না; কারণ আল্লাহ ব্যতীত
কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারেন না। তবে আমরা আমাদের জন্য এবং আমাদের সেই ভাইদের
জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি যারা ঈমানের সাথে আমাদের অগ্রগামী হয়েছেন। আর
ক্ষমা করার ক্ষমতা আমাদের হাতে থাকা—এটা সম্ভব নয়; কারণ আল্লাহ ব্যতীত কেউ গুনাহ
ক্ষমা করতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (এবং তারা যা করেছে তার ওপর জেনে-বুঝে অটল থাকে
না) অর্থাৎ: তারা তাদের পাপাচার ও অন্যায়ের ওপর অবিচল থাকে না; অথচ তারা জানে যে
এগুলো নারফরমানি ও জুলুম। এতে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কোনো পাপে
অটল থাকা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়, এমনকি তা ছোট গুনাহের ক্ষেত্রে হলেও। এই কারণেই
অনেক আলেম এই মত পোষণ করেছেন যে, মানুষ যখন কোনো সগিরা বা ছোট গুনাহের ওপর
বারবার অটল থাকে, তখন তা কবিরাতা বা বড় গুনাহে পরিণত হয়। আর বর্তমান সময়ে অজ্ঞ
লোকদের দাড়ি মুগুন করার বিষয়টি এরই অন্তর্ভুক্ত। আপনি দেখবেন তারা দাড়ি কাটে এবং
এর ওপর অনড় থাকে, অথচ তারা একে সৌন্দর্য ও শোভা মনে করে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো
এটি একটি কলঙ্ক ও কদর্যতা; কারণ নারফরমানি থেকে যা কিছু জন্ম নেয় তাতে কোনো কল্যাণ
নেই, বরং তা কুশ্রীতা। যারা এই পাপাচারের ওপর অটল থাকে—যদিও তা ছোট গুনাহ হয়—
তারা ভুল করেছে; কারণ বারবার করার কারণে তা বড় গুনাহে রূপান্তরিত হয়, আল্লাহর কাছে

এ থেকে আশ্রয় চাই। কারণ মানুষ যা করছে সে বিষয়ে তখন আর পরোয়া করে না। আপনি তাকে দেখবেন প্রতিদিন, যখনই সে বাজারে বা কর্মস্থলে যাওয়ার ইচ্ছা করে, সে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়; যদি সে একটি মাত্র চুলও বেশি হতে দেখে, তবে তাকে দেখা যায় যে—

(ص: 16) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

يسارع إلى حلقها وإزالتها، نسأل الله العافية، وهذا لا شك أنه معصية للرسول عليه الصلاة والسلام، وإن الإنسان ليخشى عليه من هذا الذنب أن يتدرج به الشيطان إلى ذنوب أكبر وأعظم.

قال الله تعالى: (أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاكُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ).

اللهم اجعلنا من هؤلاء العاملين واجعل جزاءنا ذلك يا رب العالمين.

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ:

87 - فالأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا) رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله فيما رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بادروا بالأعمال) وبادروا: يعني أسرعوا إليها؛ والمراد الأعمال الصالحة؛ والعمل الصالح ما بني على أمرين: الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وأن

তিনি তা মুগুন ও অপসারণ করতে দ্রুততা প্রদর্শন করেন, আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। আর এটি নিঃসন্দেহে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্যতা। আর মানুষের ব্যাপারে এই গুনাহের কারণে আশঙ্কা করা হয় যে, শয়তান তাকে এর মাধ্যমে ধাপে ধাপে আরও বড় ও গুরুতর পাপাচারের দিকে নিয়ে যাবে।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন: (এরাই তারা, যাদের প্রতিদান হলো তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং এমন জান্নাতসমূহ যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর আমলকারীদের প্রতিদান কতই না উত্তম!)।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের এই আমলকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমাদের প্রতিদানও তাই করুন, হে সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক।

* * *

আর হাদিসসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ:

৮৭ — প্রথমটি: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (তোমরা অন্ধকার রাতের টুকরোসমূহের ন্যায় ফিতনা আসার আগেই দ্রুত নেক আমল করো; [সেই সময়] সকালে একজন লোক মুমিন থাকবে কিন্তু সন্ধ্যায় কাফেরে পরিণত হবে, আবার সন্ধ্যায় মুমিন থাকবে কিন্তু সকালে কাফেরে পরিণত হবে। সে দুনিয়ার সামান্য সম্পদের বিনিময়ে নিজের দ্বীন বিক্রি করে দেবে।) মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন, তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (তোমরা আমলের দিকে দ্রুত

অগ্রসর হও)। আর দ্রুত অগ্রসর হওয়ার অর্থ হলো: সেগুলোর দিকে দ্রুততা অবলম্বন করা; আর এখানে আমল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নেক আমল। নেক আমল তা-ই যা দুটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে: আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ। আর এটিই হলো এই সাক্ষ্য প্রদানের প্রকৃত বাস্তবায়ন যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসুল, আর...

(ص: 17) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

محمد رسول الله، فالعمل الذي ليس بخالص ليس بصالح، لو قام الإنسان يصلي؛ ولكنه يرائي الناس بصلاته، فإن عمله لا يقبل؛ حتى لو أتى بشروط الصلاة، وأركانها، وواجباتها، وسننها، وطأنينتها، وأصلحها إصلاحاً تاماً في الظاهر، لكنها لا تقبل منه، لأنها خالطها الشرك، والذي يشرك بالله معه غيره لا يقبل الله عمله. كما في الحديث الصحيح؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك) يعني إذا أحد شاركني؛ فأنا غني عن شركه، (من عمل عبلاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه) .

كذلك أيضاً: لو أن الإنسان أخلص في عمله، لكنه أتى ببدعة ما شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فإن عمله لا يقبل حتى لو كان مخلصاً، حتى لو كان يبكي من الخشوع، فإنه لا ينفعه ذلك؛ لأن البدعة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ضلالة، فقال: (فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة) . ثم قال: (فتناً كقطع الليل المظلم) أخبر أنه ستوجد فتن كقطع الليل المظلم - نعوذ بالله - يعني أنها مدلهمة مظلمة؛ لا يرى فيها النور والعياذ

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। সুতরাং যে আমল একনিষ্ঠ নয়, তা নেক আমল হিসেবে গণ্য নয়। যদি কোনো ব্যক্তি সালাত আদায় করতে দাঁড়ায়, অথচ সে তার সালাতের মাধ্যমে লোক দেখানো প্রদর্শন (রিয়া) করে, তবে তার সেই আমল কবুল হবে না; যদিও সে সালাতের শর্তাবলি, রুকনসমূহ, ওয়াজিবাত, সুন্নাতসমূহ এবং স্তৈর্য (তমানীনাহ) বজায় রাখে এবং বাহ্যিকভাবে তা পরিপূর্ণরূপে সংশোধন করে। তবুও তা তার পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হবে না, কারণ এতে শির্কের সংমিশ্রণ ঘটেছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করে, আল্লাহ তার আমল কবুল করেন না। যেমনটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে; আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: (আল্লাহ তাআলা বলেন: আমি অংশীদারদের অংশীদারিত্ব থেকে বিমুখ ও অভাবমুক্ত)। অর্থাৎ কেউ যদি আমার সাথে কাউকে শরিক করে, তবে আমি তার সেই শির্ক থেকে অভাবমুক্ত। (যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল যাতে আমার সাথে অন্য কাউকে শরিক করল, আমি তাকে এবং তার শির্ককে বর্জন করি)।

অনুরূপভাবে: যদি কোনো মানুষ তার আমলে একনিষ্ঠ হয়, কিন্তু সে এমন কোনো বিদআতের অবতারণা করে যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শরীয়তভুক্ত করেননি, তবে তার সেই আমল কবুল হবে না—যদিও সে একনিষ্ঠ হয় এবং যদিও সে বিনম্রতার (খুশু) আতিশয্যে রোদন করে। এটি তাকে কোনো উপকার দেবে না; কারণ বিদআতকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পথভ্রষ্টতা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: (নিশ্চয়ই প্রতিটি নব উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদআত, আর প্রতিটি বিদআতই পথভ্রষ্টতা)।

এরপর তিনি বলেছেন: (অন্ধকার রাত্রির টুকরোর ন্যায় ফিতনাসমূহ)। তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, অন্ধকার রজনীর খণ্ড সদৃশ ফিতনাসমূহের প্রাদুর্ভাব ঘটবে—আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি—অর্থাৎ সেগুলো অত্যন্ত ঘোর ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে; যাতে কোনো আলো দেখা যাবে না—আল্লাহর নিকট পানাহ চাই।

بِالله، ولا يدري الإنسان أين يذهب؛ يكون حائراً، ما يدري أين المخرج، أسأل الله أن يعيذنا من الفتن.

والفتن منها ما يكون من الشبهات، ومنها ما يكون من الشهوات، ففتن الشبهات: كل فتنة مبنية على الجهل، ومن ذلك ما حصل من أهل البدع الذين ابتدعوا في عقائدهم ما ليس من شريعة الله، أو أهل البدع الذين ابتدعوا في أقوالهم وأفعالهم ما ليس من شريعة الله، فإن الإنسان قد يفتن - والعياذ بالله - فيضل عن الحق بسبب الشبهة.

ومن ذلك أيضاً: ما يحصل في المعاملات من الأمور المشتبهة التي هي واضحة في قلب الموقن، مشتبهة في قلب الضال والعياذ بالله، تجده يتعامل معاملة تبين أنها محرمة، لكن لما على قلبه من رين الذنوب - نسأل الله العافية - يشتبه عليه الأمر، فيزين له سوء عمله، ويظنه حسناً، وقد قال الله في هؤلاء: (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً) (الكهف: 103، 104)، فهؤلاء هم الأخسرون والعياذ بالله. وتكون الفتن - أيضاً - من الشهوات، بمعنى أن الإنسان يعرف أن هذا حرام، ولكن لأن نفسه تدعوه إليه فلا يبالي النبي صلى الله عليه وسلم بل يفعل الحرام، ويعلم أن هذا واجب، لكن نفسه تدعوه للكسل فيترك هذا الواجب، هذه فتنة شهوة، يعني فتنة إرادة، ومن ذلك أيضاً - بل من أعظم ما يكون - فتنة شهوة الزنا أو اللواط والعياذ بالله، وهذه من أضر ما يكون على هذه الأمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من

আল্লাহর শপথ, মানুষ জানে না সে কোন দিকে যাচ্ছে; সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং জানে না তার মুক্তির পথ কোথায়। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের সকল ফিতনা থেকে রক্ষা করেন।

ফিতনা কখনো সংশয় (শুবুহাত) থেকে সৃষ্টি হয়, আবার কখনো প্রবৃত্তি (শাহাওয়াত) থেকে। সংশয়জনিত ফিতনা হলো সেই সব বিপর্যয় যা অজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এর অন্তর্ভুক্ত হলো সেই সব বিদআতিদের কর্মকাণ্ড, যারা তাদের আকিদাহ বা বিশ্বাসে এমন কিছু উদ্ভাবন করেছে যা আল্লাহর শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত নয়, অথবা সেই সব বিদআতি যারা তাদের কথা ও কাজে এমন কিছু উদ্ভাবন করেছে যা আল্লাহর শরিয়তে নেই। কেননা মানুষ কখনও কখনও ফিতনায় নিপতিত হতে পারে—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—ফলে সংশয়ের কারণে সে সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।

এর অন্তর্ভুক্ত আরও রয়েছে লেনদেনের ক্ষেত্রে সংশয়পূর্ণ বিষয়সমূহ, যা একজন সুদৃঢ় বিশ্বাসীর অন্তরে অত্যন্ত স্পষ্ট, কিন্তু বিভ্রান্ত ব্যক্তির অন্তরে তা অস্পষ্ট—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। আপনি তাকে দেখবেন এমন লেনদেন করতে যা স্পষ্টভাবে হারাম, কিন্তু তার হৃদয়ে গুনাহের কালিমা বা মরিচা পড়ার কারণে—আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি—বিষয়টি তার কাছে অস্পষ্ট হয়ে যায়। ফলে তার কাছে তার মন্দ কাজগুলো সুশোভিত হয় এবং সে সেগুলোকে কল্যাণকর মনে করে। এই শ্রেণির লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (বলুন, আমি কি তোমাদেরকে আমলের দিক দিয়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সংবাদ দেব? তারা সেই সব লোক, দুনিয়ার জীবনে যাদের কর্মপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, অথচ তারা মনে করে যে তারা সৎকাজ করেছে।) (সূরা আল-কাহাফ: ১০৩, ১০৪)। এরাই হলো সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত—আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন।

আবার ফিতনা প্রবৃত্তি থেকেও হতে পারে; যার অর্থ হলো মানুষ জানে যে এই কাজটি হারাম, কিন্তু তার নফস তাকে প্ররোচিত করার কারণে সে কোনো পরোয়া করে না বরং হারামে লিপ্ত হয়। সে জানে যে এটি ওয়াজিব বা আবশ্যিক, কিন্তু তার নফস তাকে অলসতার দিকে আহ্বান জানায় ফলে সে সেই ওয়াজিবটি পরিত্যাগ করে। এটি হলো প্রবৃত্তির ফিতনা, অর্থাৎ সংকল্প ও ইচ্ছাশক্তির ফিতনা। এর মধ্যে আরও রয়েছে—বরং যা সবচেয়ে ভয়াবহ—ব্যভিচার কিংবা সমকামিতার লালসার ফিতনা, আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন। এটি এই উম্মতের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর বিষয়গুলোর অন্যতম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (আমি আমার পর পুরুষদের জন্য এর চেয়ে অধিক ক্ষতিকর আর কোনো ফিতনা রেখে যাইনি...)

النساء) وقال: (اتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)، ولدينا الآن - وفي مجتمعنا - من يدعو إلى هذه الرذيلة - والعياذ بالله - بأساليب ملتوية، يلتوون فيها بأسماء لا تمت إلى ما يقولون بصلة، لكنها وسيلة إلى ما يريدون؛ من تهتك لستر المرأة، وخروجها من بيتها لتشارك الرجل في أعماله، ويحصل بذلك الشر والبلاء، ولكن نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يسلب حكماً عليهم؛ بإبعادهم عن كل ما يكون سبباً للشر والفساد في هذه البلاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق لحكامنا بطانة صالحة؛ تدلهم على الخير، وتحثهم عليه.

إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وهي أعظم فتنة، وهناك أناس الآن يحيكون كل حياكة من أجل أن يهدروا كرامة المرأة، من أجل أن يجعلوها كالصورة، كالدمى، مجرد شهوة وزهرة يتمتع بها الفساق والسفلاء من الناس، ينظرون إلى وجهها كل حين وكل ساعة والعياذ بالله، ولكن - بحول الله - أن دعاء المسلمين سوف يحيط بهم، وسوف يكبتهم ويردهم على أعقابهم خائبين، وسوف تكون المرأة السعودية - بل المرأة في كل مكان من بلاد الإسلام - محترمة مصونة، حيث وضعها الله عز وجل.

নারীদের ব্যাপারে) এবং তিনি বলেছেন: (তোমরা নারীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো, কারণ বনী ইসরাঈলের প্রথম ফিতনা বা পরীক্ষা ছিল নারীদের মাধ্যমে)। আর বর্তমানে আমাদের মাঝে—আমাদের এই সমাজে—এমন কিছু লোক রয়েছে যারা এই অশ্লীলতার দিকে—আল্লাহর নিকট তা থেকে আশ্রয় চাই—কুটিল পন্থায় আহ্বান জানায়। তারা এমন সব নাম বা পরিভাষা ব্যবহার করে যার সাথে তাদের মূল বক্তব্যের কোনো সম্পর্ক নেই, বরং তা কেবল তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের একটি মাধ্যম মাত্র; আর তা হলো নারীর পর্দা ও শ্লীলতা লুণ্ঠন করা এবং তাকে ঘর থেকে বের করে এনে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে অংশীদার করা। এর ফলে অনিষ্ট ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। তবে আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি তাদের ষড়যন্ত্র তাদের বিরুদ্ধেই ফিরিয়ে

দেন এবং আমাদের শাসকদের তাদের ওপর শক্তিশালী করেন; যেন তারা এই ভূখণ্ডে অনিষ্ট ও ফাসাদের কারণ হতে পারে এমন সবকিছু থেকে তাদের দূরে সরিয়ে দেন। আমরা মহান আল্লাহর কাছে আরও প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আমাদের শাসকদের সৎ ও নিষ্ঠাবান উপদেষ্টা দান করেন, যারা তাদের কল্যাণের পথ দেখাবেন এবং তার প্রতি উৎসাহিত করবেন।

নিশ্চয়ই বনী ইসরাঈলের ফিতনা ছিল নারীদের মাধ্যমে, আর এটি ছিল সর্বাপেক্ষা বড় ফিতনা। বর্তমানে এমন কিছু মানুষ রয়েছে যারা নারীর মর্যাদা বিলীন করার জন্য নানামুখী চক্রান্ত করে যাচ্ছে, যাতে তাকে স্রেফ একটি জড়চিত্র বা পুতুলের মতো বস্তুতে পরিণত করা যায়—যা হবে কেবল কামনার খোরাক ও বাহ্যিক চাকচিক্য, যা দ্বারা পাপাচারী ও ইতর শ্রেণির মানুষ উপভোগ করবে; তারা প্রতি মুহূর্তে তার চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকবে—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই। তবে আল্লাহর শক্তিতে মুসলিমদের দুআ তাদের পরিবেষ্টন করবে, তাদের পর্যুদস্ত করবে এবং তাদের ব্যর্থ মনোরথে পেছনে ফিরিয়ে দেবে। আর সৌদি নারী—বরং মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তের নারীই—মর্যাদাপূর্ণ ও সুরক্ষিত থাকবেন, ঠিক সেই অবস্থানে যেখানে মহান আল্লাহ তাদের সমাসীন করেছেন।

(ص: 20) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذه الفتن التي هي كقطع الليل المظلم، يصبح الإنسان مؤمناً ويمسي كافراً، والعياذ بالله. يوم واحد يرتد عن الإسلام، يخرج من الدين، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً. نسأل الله العافية. لماذا؟ (يبيع دينه بعرض من الدنيا) ولا تظن أن العرض من الدنيا هو المال، كل متاع الدنيا عرض، سواء مال، أو جاه أو رئاسة، أو نساء، أو غير ذلك، كل ما في الدنيا من متاع فإنه عرض، كما قال تعالى: (تَبْتَغُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ) (النساء: 94) فما في الدنيا كله عرض.

فهؤلاء الذين يصبحون مؤمنين ويمسكون كفاراً، أو يمسكون مؤمنين ويصبحون كفاراً،
كلهم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن.
واستعيذوا دائماً يا أخواني من الفتن، وما أعظم ما أمرنا به نبينا عليه الصلاة
والسلام، حيث قال: (إذا تشهد أحدكم - يعني التشهد الأخير - فليستعذ بالله من
أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة
المحيى والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال) نسأل الله أن يثيبنا وإياكم بالقول
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

* * *

মূল কথা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এমন সব ফেতনা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন যা ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রির খণ্ডের মতো; মানুষ সকালে মুমিন হিসেবে উপনীত হবে আর সন্ধ্যায় কাফেরে পরিণত হবে—আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। মাত্র একদিনেই সে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হবে, দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে; সন্ধ্যায় মুমিন থাকবে আর সকালে কাফের হয়ে যাবে। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। কেন এমন হবে? (সে দুনিয়ার তুচ্ছ সম্পদের বিনিময়ে নিজের দ্বীন বিক্রি করে দেবে)। আর আপনি মনে করবেন না যে দুনিয়ার সম্পদ বলতে কেবল অর্থ-কড়িকে বোঝায়; বরং দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ-সামগ্রীই হলো নশ্বর সম্পদ—চাই তা সম্পদ হোক, পদ-মর্যাদা হোক, ক্ষমতা হোক, নারী হোক বা অন্য কিছু। দুনিয়ার সকল ভোগ-সামগ্রীই তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী বস্তু, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: (তোমরা দুনিয়ার জীবনের তুচ্ছ সম্পদ অন্বেষণ করো, অথচ আল্লাহর কাছে প্রচুর সম্পদ রয়েছে) (আন-নিসা: ৯৪)। সুতরাং দুনিয়ার যা কিছু আছে সবই নশ্বর ও তুচ্ছ।

সুতরাং যারা সকালে মুমিন হয়ে সন্ধ্যায় কাফের হবে, অথবা সন্ধ্যায় মুমিন হয়ে সকালে কাফেরে পরিণত হবে—তারা সবাই দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে নিজেদের দ্বীন বিক্রি করে দেবে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের সকল

ফেতনা থেকে রক্ষা করেন। হে আমার ভাইয়েরা! আপনারা সর্বদা ফেতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কতই না মহান বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন; তিনি বলেছেন: (যখন তোমাদের কেউ তাশাহহুদ পাঠ করবে—অর্থাৎ শেষ তাশাহহুদ—সে যেন চারটি বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায়। সে বলবে: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জাহান্নামের আজাব থেকে, কবরের আজাব থেকে, জীবন ও মরণের ফেতনা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফেতনার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই)। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের এবং আপনাদের দুনিয়ার জীবনে ও পরকালে সুদৃঢ় বাণীর ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

* * *

(ص: 21) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

88 - الثاني: عن أبي سروعة - بكسر السين المهملة وفتحها - عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعاً فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم، فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: (ذكرت شيئاً من تبر عندنا، فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته) رواه البخاري. وفي رواية له: (كنت خلفت في البيت تبراً من الصدقة؛ فكرهت أن أبيتته). (التبر) قطع ذهب أو فضة.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه؛ أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة العصر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين أنصرف من صلاته مسرعاً؛ يتخطي رقاب الناس على بعض حجرات زوجاته، ثم خرج فرأى الناس قد عجبوا من ذلك، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم سبب هذا، وقال (ذكرت شيئاً من تبر عندنا) يعني مما تحب قسيته (فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسيته).

ففي هذا الحديث المبادرة إلى فعل الخير، وألا يتوانى الإنسان عن فعله، وذلك لأن الإنسان لا يدري متى يفاجئه الموت؛ فيفوته الخير، والإنسان ينبغي أن يكون كيساً، يعمل لما بعد الموت ولا يتهاون، وإذا كان الإنسان في أمور دنياه يكون مسرعاً، وينتهاز الفرص، فإن الواجب

৮৮ - দ্বিতীয়: আবু সারওয়াআহ — 'সিন' বর্ণের কাসরাহ (জের) ও ফাতহাহ (জবর) উভয়সহ পঠিত— উকবাহ ইবনে আল-হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি মদীনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে আসরের সালাত আদায় করলাম। তিনি সালাম ফিরিয়ে দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন এবং মানুষের ঘাড় টপকিয়ে তাঁর জনৈক স্ত্রীর কক্ষের দিকে চলে গেলেন। উপস্থিত লোকজন তাঁর দ্রুততায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। অতঃপর তিনি তাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন এবং দেখলেন যে তারা তাঁর দ্রুততায় আশ্চর্যান্বিত হয়েছে। তিনি বললেন: "আমাদের নিকট থাকা কিছু স্বর্ণপিণ্ডের (তিবর) কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল, তাই সেটি আমাকে (আল্লাহর ইবাদত বা হক থেকে) আটকে রাখুক তা আমি অপছন্দ করলাম এবং তা বণ্টন করে দেওয়ার নির্দেশ দিলাম।" (বুখারী কর্তৃক বর্ণিত)। তাঁর (বুখারীর) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: "আমি ঘরে সদকার কিছু স্বর্ণপিণ্ড রেখে এসেছিলাম; তাই তা রাত অবধি রেখে দেওয়া আমি অপছন্দ করলাম।" (তিবর) হলো স্বর্ণ বা রূপার খণ্ড।

[ব্যখ্যা]

লেখক (রাহিমাল্লাহ) উকবাহ ইবনে আল-হারিস (রাতিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন সে বিষয়ে বলেন যে, তিনি একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আসরের সালাত আদায় করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাত শেষ করলেন, তখন তিনি দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন এবং মানুষের ঘাড় টপকিয়ে তাঁর জনৈক স্ত্রীর কক্ষের দিকে চলে গেলেন। অতঃপর তিনি বেরিয়ে আসলেন এবং দেখলেন যে মানুষ এতে আশ্চর্যান্বিত হয়েছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট এর কারণ ব্যাখ্যা করে বললেন: "আমাদের নিকট থাকা কিছু স্বর্ণপিণ্ডের (তিবর) কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল" অর্থাৎ যা বণ্টন করা আবশ্যিক ছিল "তাই সেটি আমাকে (অহেতুক ব্যস্ত রেখে) আটকে রাখুক তা আমি অপছন্দ করলাম এবং তা বণ্টন করে দেওয়ার নির্দেশ দিলাম।"

এই হাদীসটিতে নেক আমলের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার এবং তা করতে মানুষের অলসতা না করার শিক্ষা রয়েছে। কারণ মানুষ জানে না কখন মৃত্যু তাকে অতর্কিতে আক্রমণ করবে, যার ফলে সে কল্যাণকর কাজ থেকে বঞ্চিত হবে। মানুষের উচিত বুদ্ধিমান হওয়া, মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য কাজ করা এবং অবহেলা না করা। যদি মানুষ দুনিয়াবী বিষয়ে দ্রুতগামী হয় এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার করে, তবে অবশ্যই কর্তব্য হলো...

(ص: 22) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

عليه في أمور أخراه أن يكون كذلك بل أولى، قال الله تعالى: (بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى) (الأعلى: 16-19) .

وفي هذا الحديث دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع الناس مبادرة إلى الخير، أنه عليه الصلاة والسلام محتاج إلى العمل؛ كما أن غيره محتاج إلى العمل؛

ولهذا لما حدث فقال: (إنه لن يدخل الجنة أحد بعمله) ، قالوا: لا أنت؟ قال: (ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته) ، هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام.

وفي هذا الحديث دليل على جواز تخطي الرقاب بعد السلام من الصلاة، ولا سيما إذا كان لحاجة، وذلك لأن الناس بعد السلام من الصلاة ليسوا في حاجة إلى أن يبقوا في أماكنهم، بل لهم الانصراف، بخلاف تخطي الرقاب قبل الصلاة، فإن ذلك منهي عنه؛ لأنه إيذاء للناس، ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته يوم الجمعة حين رأى رجلاً يتخطى الرقاب، فقال له: (أجلس فقد آذيت).

وفي هذا الحديث دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر .

পরকালের বিষয়েও তাঁর এমন হওয়া উচিত, বরং আরও বেশি সমীচীন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, অথচ পরকাল অতি উত্তম ও চিরস্থায়ী। নিশ্চয়ই এটি পূর্ববর্তী সহীফাসমূহে বিদ্যমান; ইব্রাহীম ও মূসার সহীফাসমূহে।" (আল-আলা: ১৬-১৯)।

এই হাদীসে এই প্রমাণ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন কল্যাণকর কাজে মানুষের মধ্যে সর্বাধিক দ্রুত অগ্রসরমান। তিনি (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) আমলের মুখাপেক্ষী ছিলেন; যেমনটি অন্যরাও আমলের মুখাপেক্ষী। এ কারণেই যখন তিনি হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন: "কেউই কেবল তার আমলের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না", তারা জিজ্ঞাসা করলেন: আপনিও কি নন? তিনি বললেন: "আমিও নই, যদি না আল্লাহ আমাকে তাঁর রহমত দ্বারা আবৃত করে নেন।" এই হলেন নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)।

এই হাদীসে সালাতের সালাম ফিরানোর পর মানুষের ঘাড় ডিঙিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়ার বৈধতার প্রমাণ রয়েছে, বিশেষ করে যদি তা কোনো প্রয়োজনে হয়। এর কারণ হলো, সালাতের সালাম ফিরানোর পর মানুষের নিজ স্থানে অবস্থান করা আবশ্যিক নয়, বরং তাদের চলে যাওয়ার অধিকার রয়েছে। এটি সালাতের পূর্বে ঘাড় ডিঙানোর মতো নয়, কেননা সেটি নিষিদ্ধ; কারণ তাতে মানুষকে কষ্ট দেওয়া হয়। এ কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) জুমার দিনে খুৎবা প্রদান সাময়িকভাবে স্থগিত করেছিলেন যখন তিনি এক ব্যক্তিকে মানুষের ঘাড় ডিঙিয়ে আসতে দেখেছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন: "বসো, তুমি মানুষকে কষ্ট দিয়েছ।"

এই হাদীসে এই প্রমাণ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্য সকল মানুষের মতোই একজন মানুষ —

(ص: 23) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

يلحقه النسيان، وأنه ينسى كما ينسى غيره، وإذا كان صلى الله عليه وسلم ينسى ما كان معلوماً عنده من قبل، فإنه كذلك من باب أولى يجهل ما لم يكن معلوماً عنده من قبل، كما قال الله له (قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ) (الأنعام: 50) فأمره الله أن يعلن للملأ أنه ليس عنده خزائن الله؛ وأنه لا يعلم الغيب، وأنه ليس بملك صلوات الله وسلامه عليه.

وفي هذا قطع السبيل على من يلتجئون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مهماتهم وملبأتهم، ويدعون، فإن هؤلاء من أعدائه وليسوا من أوليائه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لو كان حياً لاستتابهم، فإن تابوا وإلا قتلهم؛ لأنهم مشركون، فإن الإنسان لا يجوز أن يدعو غير الله عز وجل؛ لا ملكاً مقرباً، ولا نبياً مرسلًا، وهو عليه الصلاة والسلام إنما جاء لحماية التوحيد وتحقيق عبادة الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وينسى ما كان قد علم من قبل، ويحتاج إلى الأكل والشرب واللباس والوقاية من الأعداء، وقد ظاهر - بين درعين في غزوة أحد - يعني لبس درعين - خوفاً من السلاح.

فهو كغيره من البشر، جميع الأحكام البشرية تلحقه عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا قال الله له: (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ) (الكهف: 110) ، فتأمل وصفه بأنه بشر مثلكم، لو لم يقل (مِثْلُكُمْ) لكفى، يعني إذا قال: إِنَّمَا أَنَا بشر علمنا بطريق القياس أنه بشر كالبشر لكن قال (مِثْلُكُمْ) لا أتمييز عليكم بشيءٍ إلا بالوحي، (يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ إِلَهٌ) الآية.

তাঁর ওপর বিস্মৃতি আপতিত হয় এবং তিনি অন্যদের মতোই ভুলে যান। আর যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পূর্বে জানা বিষয়ই ভুলে যেতেন, তখন এটি আরও যুক্তিযুক্ত যে তিনি এমন বিষয় সম্পর্কে অবগত ছিলেন না যা তাঁকে আগে জানানো হয়নি। যেমন আল্লাহ তাআলা তাঁকে বলেছেন: (বলুন, আমি তোমাদের বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডার রয়েছে এবং আমি অদৃশ্য বিষয় জানি না; আর আমি তোমাদের বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা) (আল-আনআম: ৫০)। সুতরাং আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তিনি জনসমক্ষে ঘোষণা করেন যে, তাঁর কাছে আল্লাহর ভাণ্ডার নেই, তিনি অদৃশ্য জানেন না এবং তিনি কোনো ফেরেশতা নন—আল্লাহর দরুদ ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক।

এর মাধ্যমে সেই সব লোকের পথ রুদ্ধ করা হয়েছে যারা তাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে ও বিপদ-আপদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরণাপন্ন হয় এবং তাঁকে আহ্বান করে। নিশ্চয়ই তারা তাঁর শত্রু, তাঁর বন্ধু নয়; কারণ তিনি যদি জীবিত থাকতেন তবে অবশ্যই তাদের তওবা করতে বলতেন; তারা তওবা করলে ভালো, অন্যথায় তিনি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেন; কারণ তারা মুশরিক। কেননা মানুষের জন্য আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকা বৈধ নয়; কোনো নিকটতম ফেরেশতাকেও নয়, কোনো প্রেরিত নবীকেও নয়। তিনি কেবল তাওহীদের সুরক্ষা এবং আল্লাহর ইবাদত প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রেরিত হয়েছেন। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব বা অদৃশ্য বিষয় জানেন না, তিনি পূর্বে জানা বিষয়ও ভুলে যান এবং তাঁর আহ্বার, পানীয়, পোশাক ও শত্রু থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজন হয়। তিনি উহুদের যুদ্ধে অস্ত্রের হাত থেকে রক্ষার জন্য 'জাহারা বাইনা দিরআইন' অর্থাৎ দুটি বর্ম পরিধান করেছিলেন।

তিনি অন্য সব মানুষের মতোই, সকল মানবীয় বৈশিষ্ট্য ও অবস্থা তাঁর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; এই কারণেই আল্লাহ তাঁকে বলেছেন: (বলুন, আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয় যে, তোমাদের ইলাহ কেবল এক ইলাহ) (আল-কাহফ: ১১০)। অতএব, 'তোমাদের মতোই একজন মানুষ' হিসেবে তাঁর এই বর্ণনার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন। যদি তিনি 'তোমাদের মতো' শব্দটি না বলে কেবল 'আমি একজন মানুষ' বলতেন, তবে তা-ই যথেষ্ট হতো। অর্থাৎ যখন তিনি বলতেন 'আমি একজন মানুষ', তখন আমরা যুক্তির নিরিখে বুঝতে পারতাম যে তিনি মানুষের মতোই একজন মানুষ। কিন্তু তিনি বলেছেন 'তোমাদের মতো', যাতে ওহী ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ে আমি তোমাদের থেকে স্বতন্ত্র নই—এ কথাটি স্পষ্ট হয়; (আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয় যে, তোমাদের ইলাহ কেবল এক ইলাহ) আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

(ص: 24) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وفي هذا الحديث أيضاً دليل على شدة الأمانة وعظمتها، وأن الإنسان إذا لم يبادر بأدائها فإنها قد تحبس، ولهذا قال: (فكرهت أن يحبسني)، وإذا كان هذا في الأمانة، فكذلك أيضاً في الدين؛ يجب على الإنسان أن يبادر بقضاء دينه إذا كان حالاً، إلا أن يسح له صاحب الدين فلا بأس أن يؤخر، أما إذا كان لم يسح له؛ فإنه يجب عليه المبادرة لأدائه حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا: إن فريضة الحج تسقط على من عليه الدين؛ حتى يؤديه؛ لأن الدين أمره عظيم، كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يفتح الله عليه الفتوح؛ إذا جئ إليه بالرجل سال: (هل عليه دين؟) فإن قالوا: لا، تقدم وصلى عليه، وإن قالوا نعم، سأل: (هل له وفاء؟) فإن قالوا: نعم، تقدم وصلى، وإن قالوا: لا، تأخر ولم يصل. يترك الصلاة على البيت إذا كان عليه دين. فقدم إليه ذات يوم رجل من الأنصار، ليصلي عليه، فخطأ خطوات، ثم قال: (هل عليه دين؟) قالوا: نعم يا رسول الله: ثلاثة دنائير وليس لها

وفاء، فتأخر وقال: (صلوا على صاحبكم) فعرف ذلك في وجوه القوم، تغيرت
وجوههم، كيف لم يصل عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟! فتقدم أبو قتادة رضي
الله عنه، وقال يا رسول الله، علي

دينه، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه.
ومع الأسف؛ الآن تجد كثيراً من الناس عليه الدين؛ وهو قادر على

এই হাদীসে আমানতের কঠোরতা ও এর গুরুত্বের প্রমাণ রয়েছে। মানুষ যদি দ্রুত আমানত
আদায়ে সচেষ্ট না হয়, তবে তা তাকে আটকে দিতে পারে। একারণেই তিনি বলেছিলেন: (আমি
অপছন্দ করেছি যে তা আমাকে আটকে রাখুক)। আমানতের ক্ষেত্রে যদি এই বিধান হয়, তবে
ঋণের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। ঋণের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে থাকলে মানুষের কর্তব্য হলো দ্রুত তা
পরিশোধ করা; তবে পাওনাদার যদি তাকে সময় দেয়, তবে বিলম্ব করায় কোনো দোষ নেই।
কিন্তু পাওনাদার যদি অবকাশ না দেয়, তবে তা আদায়ে ত্বরিত পদক্ষেপ নেওয়া ওয়াজিব।
এমনকি উলামায়ে কেরাম (রাহিমাহুমুল্লাহ) বলেছেন: যার জিম্মায় ঋণ রয়েছে, তার হজ্জের
ফরজিয়ত স্থগিত হয়ে যায় যতক্ষণ না সে তা পরিশোধ করে; কেননা ঋণের বিষয়টি অত্যন্ত
গুরুতর। আল্লাহ তাআলা বিজয় ও সচ্ছলতা দান করার পূর্বে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট যখন কোনো জানাজা আনা হতো, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করতেন: (তার
কি কোনো ঋণ আছে?) যদি তারা বলতেন: না, তবে তিনি অগ্রসর হতেন এবং তার জানাজা
পড়াতেন। আর যদি তারা বলতেন: হ্যাঁ, তবে তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করতেন: (তা পরিশোধের
মতো কোনো সম্পদ কি সে রেখে গেছে?) যদি তারা বলতেন: হ্যাঁ, তবে তিনি এগিয়ে যেতেন
এবং জানাজা পড়াতেন। আর যদি তারা বলতেন: না, তবে তিনি পিছিয়ে যেতেন এবং জানাজা
পড়াতেন না। অর্থাৎ ঋণী ব্যক্তির জানাজা পড়া তিনি ত্যাগ করতেন। একদিন জনৈক আনসারী
ব্যক্তিকে তাঁর নিকট জানাজার জন্য আনা হলো। তিনি কয়েক কদম অগ্রসর হলেন, অতঃপর
বললেন: (তার কি কোনো ঋণ আছে?) তারা বললেন: হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিন দিনার ঋণ
আছে এবং তা পরিশোধের মতো কোনো সম্পদ নেই। তখন তিনি পিছিয়ে গেলেন এবং
বললেন: (তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাজা পড়ে নাও)। এতে উপস্থিত লোকদের চেহারা
বিষণ্ণতা ফুটে উঠল; নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেন তার জানাজা পড়ালেন

না?! তখন আবু কাতাদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এগিয়ে এসে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমার ওপর

তার ঋণের দায়িত্ব। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সামনে অগ্রসর হলেন এবং তার জানাজা পড়ালেন।

কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হলো, বর্তমানে অনেককেই দেখা যায় যাদের ওপর ঋণের বোঝা রয়েছে; অথচ সে তা পরিশোধে সক্ষম...

(ص: 25) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الوفاء، ولكنه يماطل والعياذ بالله، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال: (مطل الغني ظلم) وأعلم أن الدين ليس كما يفهمه الناس؛ هو الذي يأخذ سلعة بثمن أكثر من ثمنها، الدين كل ما ثبت في الذمة، فهو دين حتى القرض - السلف - حتى إيجار البيت، حتى أجر السيارة، أي شيء يثبت في ذمتك فهو دين؛ عليك أن تبادر بوفائه ما دام حالاً.

وفي هذا الحديث أيضاً دليل على جواز التوكيل في قسم ما يجب على الإنسان قسمته؛ ولهذا قال: (فأمرت بقسمته) فأمر عليه الصلاة والسلام أن يقسم، وهذا التوكيل جائز في كل حق تدخله النيابة من حقوق الله؛ كالْحج مثلاً، وأداء الزكاة، وحقوق الآدميين؛ كالبيع، والشراء، والرهن، وما أشبهها.

وخلاصة هذا الحديث: هو المبادرة إلى فعل الخيرات، وعدم التهاون في ذلك، واعلم أنك إذا عودت نفسك على التهاون اعتادت عليه وإذا عودتها على الحزم والفعل والمبادرة اعتادت عليه. وأسأل الله - تعالى - أن يعينني وإياكم على ذكره، وشكره، وحسن عبادته.

ঋণ পরিশোধ করা, কিন্তু সে টালবাহানা করে—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত যে তিনি বলেছেন: “সামর্থ্যবানের টালবাহানা করা জুলুম।” জেনে রাখুন যে, ঋণ বিষয়টি কেবল মানুষের প্রচলিত ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; যেমন যে ব্যক্তি বাজারদরের চেয়ে চড়া মূল্যে কোনো পণ্য ক্রয় করে। বরং জিম্মায় যা কিছু সাব্যস্ত হয়, তা-ই ঋণ। এমনকি সাধারণ ঋণ (কর্জ), ঘরের ভাড়া, গাড়ির ভাড়া—আপনার জিম্মায় যা কিছু অবধারিত হয় তা-ই ঋণ; সুতরাং তা আদায়ের সময় হওয়া মাত্রই দ্রুত পরিশোধ করা আপনার কর্তব্য।

এই হাদিসে আরও দলিল রয়েছে যে, মানুষের ওপর যা বণ্টন করা আবশ্যিক, তা বণ্টনের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা বৈধ। এজন্যই তিনি বলেছেন: “অতঃপর আমি তা বণ্টনের নির্দেশ দিলাম।” নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা বণ্টন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহর হকের অন্তর্ভুক্ত যে কাজগুলোতে প্রতিনিধিত্ব করার অবকাশ রয়েছে, সেগুলোতে প্রতিনিধি নিয়োগ করা জায়েজ; যেমন হজ্জ, জাকাত প্রদান এবং মানুষের অধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ; যেমন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধক এবং এই জাতীয় কার্যাবলি।

এই হাদিসের সারকথা হলো: সৎকাজে অগ্রণী হওয়া এবং এক্ষেত্রে কোনো প্রকার শিথিলতা প্রদর্শন না করা। মনে রাখবেন, আপনি যদি নিজের নফসকে শিথিলতায় অভ্যস্ত করেন তবে সে তাতেই অভ্যস্ত হবে, আর যদি তাকে দৃঢ়তা, কর্মতৎপরতা ও ক্ষিপ্ততায় অভ্যস্ত করেন তবে সে তাতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। আমি মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাকে ও আপনাদেরকে তাঁর জিকির, শোকর এবং তাঁর উত্তম ইবাদত করার তৌফিক দান করেন।

89 - الثالث: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرايت إن قتلت فأين أنا؟ قال: (في الجنة) فألقى تمرات كن في يده، ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: يا رسول الله، أرايت إن قاتلت حتى قتلت، قال: (أنت في الجنة) ، فألقى تمرات كانت معه، ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، ففي هذا الحديث دليل على مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى الأعمال الصالحة، وأنهم لا يتأخرون فيها، وهذا شأنهم؛ ولهذا كانت لهم العزة في الدنيا، وفي الآخرة.

ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عيد، ثم نزل فتقدم إلى النساء فخطبهن، وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة منهن تأخذ خرصها وخاتمها، وتلقيه في ثوب بلال، يجمعه، حتى أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتأخرن رضي الله عنهن بالصدقة، بل تصدقن حتى من حليهن.

وفي حديث جابر من الفوائد: أن من قتل في سبيل الله؛ فإنه في الجنة، ولكن من هو الذي يقتل في سبيل الله؟ الذي يقتل في سبيل الله: هو

৮৯- তৃতীয়: জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: উহুদের যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বললেন: 'আপনি কি মনে করেন, আমি যদি নিহত হই তবে আমার স্থান কোথায় হবে?' তিনি বললেন: "(জান্নাতে)"। তখন সে তার হাতের খেজুরগুলো ফেলে দিল, অতঃপর যুদ্ধ করল যতক্ষণ না সে নিহত হলো। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন) জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর পিতা থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা হলো, এক ব্যক্তি উহুদ যুদ্ধের দিন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি মনে করেন আমি যদি যুদ্ধ করতে করতে নিহত হই (তবে আমার পরিণতি কী হবে)? তিনি বললেন: "(তুমি জান্নাতে থাকবে)"। তখন সে তার সাথে থাকা খেজুরগুলো ফেলে দিল, অতঃপর সামনে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করতে লাগল যতক্ষণ না সে শহীদ হলো (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। এই হাদীসটিতে সৎকাজের প্রতি সাহায্যে কিরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর দ্রুত ধাবিত হওয়ার প্রমাণ রয়েছে এবং তাঁরা এ ক্ষেত্রে কোনো বিলম্ব করতেন না; এটিই ছিল তাঁদের চিরস্থায়ী বৈশিষ্ট্য। আর একারণেই দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁদের জন্য ছিল সুমহান মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব। এর সদৃশ উদাহরণ হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদের দিন লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন, অতঃপর মিম্বার থেকে নেমে নারীদের কাছে গিয়ে তাঁদের উদ্দেশ্যে নসীহত করলেন এবং তাঁদেরকে সদকা করার নির্দেশ দিলেন। তখন নারীরা তাঁদের কানের দুল ও আংটি খুলে বিলাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাপড়ে ফেলতে লাগলেন এবং তিনি সেগুলো সংগ্রহ করতে লাগলেন, অবশেষে তিনি তা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রদান করলেন। তাঁরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সদকা করতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করেননি, বরং নিজেদের অলঙ্কারাদি থেকেও সদকা করেছেন।

জাবিরের হাদীস থেকে প্রাপ্ত শিক্ষণীয় বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে: যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হবে, সে জান্নাতী। কিন্তু আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তি কে? আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তি হলো সেই যে—

الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا يقاتل حمية ولا شجاعة ولا رياء، وإنما يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، أما من قاتل حمية؛ مثل الذين يقاتلون من أجل القومية العربية مثلاً، فإن هؤلاء ليسوا شهداء؛ وذلك لأن القتال من أجل القومية العربية ليس في سبيل الله، لأنه حمية.

وكذلك أيضاً: من يقاتل شجاعة؛ يعني من تحمله شجاعته على القتال لأنه شجاع، والغالب أن الإنسان إذا اتصف بصفة يحب أن يقوم بها، فهذا أيضاً إذا قتل ليس في سبيل الله.

وكذلك أيضاً: من قاتل مراعاة والعياذ بالله؛ ليرى مكانه، وأنه رجل يقاتل الأعداء الكفار، فإنه ليس في سبيل الله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية، ويقاتل شجاعة، ويقاتل ليرى مكانه؛ أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله).

وفي هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأمور؛ لأن هذا الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا من عاداتهم؛ أنهم لا يفوتون الفرصة حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم يستفيدون من هذا علماً وعملاً، فإن العالم بالشرعية قد من الله عليه بالعلم، ثم إذا عمل به فهذه منه أخرى، والصحابة رضي الله عنهم كان هذا شأنهم، فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم الشرعي من أجل أن يعملوا به، بخلاف ما

যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে সম্মুখীন করার লক্ষ্যে যুদ্ধ করে, সে লোকদেখানো বীরত্ব কিংবা আভিজাত্যের লড়াই করে না; বরং সে কেবল আল্লাহর কালিমাকে সর্বোচ্চ করার জন্যই লড়াই করে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি নিছক আভিজাত্য বা গোত্রপ্রীতির বশবর্তী হয়ে যুদ্ধ করে—যেমন উদাহরণস্বরূপ যারা আরব জাতীয়তাবাদের জন্য লড়াই করে—তারা শহীদ নয়। কারণ আরব জাতীয়তাবাদের জন্য যুদ্ধ করা আল্লাহর পথে (ফী সাবিলিল্লাহ) গণ্য নয়, বরং তা নিছক গোত্রপ্রীতি।

অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি নিজের বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে; অর্থাৎ তার সাহস ও শৌর্য তাকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে কারণ সে একজন সাহসী মানুষ, আর সাধারণত মানুষ যখন কোনো গুণে গুণান্বিত হয়, তখন সে তা প্রয়োগ করতে পছন্দ করে; এমতাবস্থায় সে নিহত হলেও তা আল্লাহর পথে হবে না।

একইভাবে, যে ব্যক্তি লোকদেখানোর (রিয়া) উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—যাতে লোকে তার বীরত্ব দেখে এবং তাকে কাফের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইকারী এক নির্ভীক যোদ্ধা হিসেবে চেনে, তবে তার এই কাজও আল্লাহর পথে হবে না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে গোত্রপীতি, বীরত্ব প্রদর্শন কিংবা নিজের অবস্থান জাহির করার জন্য যুদ্ধ করে—এদের মধ্যে কোনটি আল্লাহর পথে? তিনি বললেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে যুদ্ধ করে, কেবল সে-ই আল্লাহর পথে।"

এর মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের দ্বীনি বিষয়াদি জানার প্রতি গভীর আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ জনৈক ব্যক্তি নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে এই প্রশ্নটি করেছিলেন, আর এটাই ছিল তাদের অভ্যাস; তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করার কোনো সুযোগই হাতছাড়া করতেন না। কারণ এর মাধ্যমে তারা জ্ঞান ও আমল উভয় ক্ষেত্রেই উপকৃত হতেন। কেননা শরীয়তের জ্ঞানে সমৃদ্ধ ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা যেমন জ্ঞানের নেয়ামত দান করেছেন, তেমনি তিনি যদি সেই অনুযায়ী আমল করেন, তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আরেকটি বিশেষ অনুগ্রহ। আর সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের বৈশিষ্ট্যই ছিল এমন; তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শরয়ী বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন সেই অনুযায়ী আমল করার জন্য, যা অন্যদের তুলনায় ব্যতিক্রম...

(ص: 28) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

عليه من الناس اليوم، فإنهم يسألون عن الأحكام الشرعية؛ حتى إذا عملوا بها تركوها، ونبذوها وراء ظهورهم، وكأنهم لا يريدون من العلم لا مجرد المعرفة

النظرية، وهذا في الحقيقة خسران مبین؛ لأن من ترك العمل بعد علمه به فإن الجاهل خير منه.

فإذا قال قائل: لو رأينا رجلاً يقاتلون، ويقولون: نحن نقاتل للإسلام، دفاعاً عن الإسلام، ثم قتل أحد منهم؛ فهل نشهد له بأنه شهيد؟ فالجواب: لا. لا نشهد بأنه شهيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من مكلم يكلم في سبيل الله - والله أعلم بمن يكلم في سبيله - إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثغب دمًا، اللون لون الدم، والريح ريح المسك) فقلوه: (والله أعلم بمن يكلم في سبيله) يدل على أن الأمر يتعلق بالنية المجهولة لنا، المعلومة عند الله، وخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم فقال: أيها الناس، إنكم تقولون: فلان شهيد وفلان شهيد، ولعله أن يكون قد أوقر راحلته؛ يعني قد حملها من الغلول؛ يعني لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: من مات أو قتل في سبيل الله فهو شهيد، فلا تشهد لشخص بعينه أنه شهيد؛ إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تشهد له، وأما من سوى هذا فقل كلاماً عاماً قل: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، وهذا نرجو أن يكون من الشهداء، وما أشبه ذلك. والله الموفق.

বর্তমান সময়ের মানুষের অবস্থা এই যে, তারা শরয়ী বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; কিন্তু যখন তারা সেই অনুযায়ী আমল করার সুযোগ পায়, তখন তারা তা বর্জন করে এবং নিজেদের পেছনে ছুড়ে ফেলে দেয়। মনে হয় যেন তারা ইলম বা জ্ঞান থেকে কেবল তাত্ত্বিক ধারণা ছাড়া আর কিছুই পেতে চায় না। এটি প্রকৃতপক্ষে এক সুস্পষ্ট ক্ষতি; কারণ জ্ঞান অর্জনের পর যে ব্যক্তি আমল ত্যাগ করে, তার চেয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিই শ্রেয়।

এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে: আমরা যদি একদল লোককে যুদ্ধ করতে দেখি যারা বলে যে, আমরা ইসলামের জন্য এবং ইসলাম রক্ষার্থে যুদ্ধ করছি; অতঃপর তাদের কেউ নিহত হয়, তবে কি আমরা তার শহীদ হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেব? উত্তর হলো: না। আমরা তাকে শহীদ বলে

সাক্ষ্য দেব না; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: (আল্লাহর পথে আহত হওয়া এমন কোনো ব্যক্তি নেই—আর আল্লাহই ভালো জানেন কে তাঁর পথে আহত হচ্ছে—যে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে; যার রঙ হবে রক্তের মতো, কিন্তু দ্রাণ হবে কস্তুরীর মতো)। সুতরাং তাঁর বাণী: (আর আল্লাহই ভালো জানেন কে তাঁর পথে আহত হচ্ছে) একথাই প্রমাণ করে যে, বিষয়টি এমন নিয়তের ওপর নির্ভরশীল যা আমাদের কাছে অস্পষ্ট কিন্তু আল্লাহর নিকট সুপরিজ্ঞাত। উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একদিন খুতবা প্রদানকালে বলেছিলেন: হে লোকসকল! তোমরা বলে থাকো যে, অমুক শহীদ এবং অমুক শহীদ; অথচ হতে পারে সে (গনিমতের মাল আত্মসাতের মাধ্যমে) তার সওয়ারিকে ভারাক্রান্ত করেছে। অর্থাৎ তোমরা সুনির্দিষ্ট করে এমন বলো না, বরং বলো: যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করল অথবা নিহত হলো সে শহীদ। অতএব, নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে সে শহীদ বলে সাক্ষ্য দিও না; তবে যার ব্যাপারে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাক্ষ্য দিয়েছেন তার কথা ভিন্ন। আর অন্যদের ক্ষেত্রে সাধারণ কথা বলো যে: যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হবে সে শহীদ, কিংবা আমরা আশা করি সে শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে—এই জাতীয় কথা। আর আল্লাহই সঠিক পথ প্রদর্শনকারী।

* * *

(ص: 29) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

90. الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر، وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان) متفق عليه.

(الحلقوم) : مجرى النفس. و (البريء) : مجرى الطعام والشراب.

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله في باب المبادرة إلى فعل الخيرات، وعدم التردد في فعلها إذا أقبل عليها. فإن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ وهو لا يريد أي الصدقة أفضل في نوعها، ولا في كميتها، وإنما يريد ما هو الوقت الذي تكون فيه الصدقة أفضل من غيرها، فقال له: (أن تصدق وأنت صحيح شحيح) يعني صحيح البدن شحيح النفس؛ لأن الإنسان إذا كان صحيحاً كان شحيحاً بالمال؛ لأنه يأمل البقاء، ويخشى الفقر، أما إذا كان مريضاً، فإن الدنيا ترخص عنده، ولا تساوي شيئاً فتهون عليه الصدقة.

قال: (أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخشى الفقر) وفي رواية: (تخشى الفقر وتأمل الغنى)، ولكن الرواية الأولى أحسن، وقوله: (تأمل البقاء) يعني: أنك لكونك صحيحاً تأمل البقاء وطول

৯০. চতুর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল: হে আল্লাহর রাসূল! কোন সদকায় সওয়াব বা প্রতিদান সবচেয়ে বেশি? তিনি বললেন: ‘তা হলো তোমার এমন অবস্থায় দান করা, যখন তুমি সুস্থ ও কৃপণ (সম্পদের প্রতি অনুরাগী), তুমি দারিদ্র্যের ভয় করো এবং সচ্ছলতার আশা রাখো। আর তুমি (দান করতে) এতটা দেরি করো না যে, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে তখন তুমি বলবে, অমুকের জন্য এতটুকু আর অমুকের জন্য এতটুকু, অথচ তা তো তখন অমুকের (উত্তরাধিকারীদের) হয়েই গেছে।’ (বুখারী ও মুসলিম)।

(হলকুম) : শ্বাসনালী। আর (মারী) : খাদ্য ও পানীয় যাতায়াতের পথ।

[ব্যাক্য]

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) এই হাদিসটি সংকাজে দ্রুত ধাবিত হওয়া এবং যখন কাজের সুযোগ আসে তখন তাতে দ্বিধাবোধ না করার অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। কেননা এই ব্যক্তি নবী করীম

(সা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, কোন সদকাটি সর্বোত্তম? তিনি সদকার ধরণ বা পরিমাণের দিক থেকে কোনটি উত্তম তা জানতে চাননি, বরং তিনি জানতে চেয়েছিলেন কোন সময়ে সদকা করা অন্য সময়ের তুলনায় বেশি উত্তম। তখন তিনি তাকে বললেন: ‘যখন তুমি সুস্থ ও কৃপণ অবস্থায় সদকা করো।’ অর্থাৎ শারীরিক সুস্থতা এবং মনের কৃপণতা বিদ্যমান থাকা অবস্থায়; কারণ মানুষ যখন সুস্থ থাকে তখন সম্পদের প্রতি তার মায়া বা কৃপণতা বেশি থাকে; যেহেতু সে দীর্ঘ জীবন আশা করে এবং দারিদ্র্যের ভয় করে। পক্ষান্তরে সে যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন তার কাছে দুনিয়া তুচ্ছ হয়ে যায় এবং এর কোনো মূল্য থাকে না, ফলে তখন সদকা করা তার জন্য সহজ হয়ে যায়।

তিনি বললেন: ‘যখন তুমি সুস্থ ও কৃপণ অবস্থায় সদকা করো, দীর্ঘ জীবন আশা করো এবং দারিদ্র্যকে ভয় করো।’ অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: ‘দারিদ্র্যের ভয় করো এবং সচ্ছলতার আশা রাখো।’ তবে প্রথম বর্ণনাটিই অধিক উত্তম। আর তাঁর বাণী ‘বেঁচে থাকার আশা করো’ এর অর্থ হলো: যেহেতু তুমি সুস্থ, তাই তুমি বেঁচে থাকা এবং দীর্ঘ...

(ص: 30) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الحياة؛ لأن الإنسان الصحيح يستبعد الموت، وإن كان الموت قد يفجأ الإنسان، بخلاف المريض؛ فإنه يتقارب الموت. وقوله: (وتخشى الفقر) يعني: لطول حياتك، فإن الإنسان يخشى الفقر إذا طالت به الحياة؛ لأن ما عنده ينفد، فهذا أفضل ما يكون؛ أن تتصدق في حال صحتك وشحك. (ولا تهمل) أي لا تترك الصدقة، (حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت لفلان كذا ولفلان كذا) يعني لا تهمل، وتؤخر الصدقة، حتى إذا جاءك الموت وبلغت روحك حلقومك، وعرفت أنك خارج من الدنيا، (قلت: لفلان كذا) يعني صدقة، (ولفلان كذا) يعني

صدقة، (وقد كان لفلان) أي قد كان المال لغيرك، (لفلان) : يعني للذي يرثك. فإن الإنسان إذا مات انتقل ملكه، ولم يبق له شيء من المال. ففي هذا الحديث دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يبادر بالصدقة قبل أن يأتيه الموت، وأنه إذا تصدق في حال حضور الأجل، كان ذلك أقل فضلاً مما لو تصدق وهو صحيح صحيح.

وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا تكلم في سياق الموت فإنه يعتبر كلامه إذا لم يذهل، فإن أذهل حتى صار لا يشعر بما يقول فإنه لا عبرة بكلامه، لقوله: (حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان: كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان). وفيه دليل على أن الروح تخرج من أسفل البدن، تصعد حتى تصل إلى أعلى البدن، ثم تقبض من هناك، ولهذا قال: (حتى إذا بلغت الحلقوم)، وهذا كقوله تعالى: (فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ وَأَنْتُمْ حِينِيذٌ

জীবন; কেননা সুস্থ মানুষ মৃত্যুকে সুদূরপর্যন্ত মনে করে, যদিও মৃত্যু মানুষকে আকস্মিকভাবে পাকড়াও করতে পারে; অসুস্থ ব্যক্তির বিষয়টি ভিন্ন, কারণ সে মৃত্যুর নিকটবর্তী থাকে। আর তাঁর বাণী: (এবং তুমি দারিদ্র্যের আশঙ্কা করো) অর্থাৎ: তোমার দীর্ঘ জীবনের কারণে। কেননা জীবন দীর্ঘ হলে মানুষ অভাব-অনটনের ভয় করে; কারণ তার নিকট যা আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। সুতরাং এটাই হলো সর্বোত্তম অবস্থা; যখন তুমি সুস্থ ও সম্পদের প্রতি আসক্ত থাকা অবস্থায় দান করবে।

(আর অবহেলা করো না) অর্থাৎ দান করা ত্যাগ করো না, (পরিশেষে যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয়, তখন তুমি বলো অমুকের জন্য এতটুকু আর অমুকের জন্য এতটুকু) অর্থাৎ বিলম্ব করো না এবং দানকে পিছিয়ে দিও না, শেষ পর্যন্ত যখন তোমার নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং তোমার রূহ তোমার কণ্ঠনালীতে পৌঁছে যায় এবং তুমি বুঝতে পারো যে তুমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছ, (তখন তুমি বলো: অমুকের জন্য এতটুকু) অর্থাৎ দান হিসেবে, (আর অমুকের জন্য এতটুকু) অর্থাৎ দান হিসেবে, (অথচ তা তো অমুকের হয়েই গেছে) অর্থাৎ সম্পদটি তখন অন্য কারো অধিকারে চলে গেছে, (অমুকের জন্য): অর্থাৎ যে তোমার উত্তরাধিকারী হবে। কারণ মানুষ

যখন মারা যায়, তখন তার মালিকানা হস্তান্তরিত হয়ে যায় এবং সম্পদের কোনো কিছুই তার জন্য অবশিষ্ট থাকে না।

এই হাদিসে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, মানুষের উচিত মৃত্যু আসার পূর্বেই দান-সদকায় অগ্রণী হওয়া। আর যদি সে মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার সময় দান করে, তবে তা ওই সময়ের দানের চেয়ে কম ফযিলতপূর্ণ হবে যখন সে সুস্থ ও সম্পদের প্রতি লালায়িত ছিল।

এতে আরও প্রমাণ রয়েছে যে, মানুষ যদি মৃত্যু যন্ত্রণার সময় কথা বলে, তবে তার কথা ধর্তব্য হবে যদি সে দিশেহারা বা কাণ্ডজ্ঞানহীন না হয়ে পড়ে। কিন্তু সে যদি এতটাই দিশেহারা হয়ে যায় যে সে কী বলছে তা অনুভব করতে না পারে, তবে তার কথার কোনো গুরুত্ব থাকবে না। যেমনটি তিনি বলেছেন: (পরিশেষে যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয়, তখন তুমি বলো অমুকের জন্য এতটুকু আর অমুকের জন্য এতটুকু, অথচ তা তো অমুকের হয়েই গেছে)।

এতে আরও দলিল রয়েছে যে, রুহ দেহের নিম্নভাগ থেকে বের হয় এবং উপরে উঠতে থাকে যতক্ষণ না তা দেহের উপরিভাগে পৌঁছায়, তারপর সেখান থেকে তা কবজ করা হয়। এজন্যই তিনি বলেছেন: (পরিশেষে যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয়), আর এটি মহান আল্লাহর বাণীর মতোই: (অতঃপর কেন নয়, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয়, আর তোমরা তখন...)

(ص: 31) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

تَنْظُرُونَ) (الواقعة: 83-84) فأول ما يموت من الإنسان أسفله، تخرج الروح بأن تصعد في البدن، إلى أن تصل إلى الحلقوم، ثم يقبضها ملك الموت، نسأل الله أن يختتم لنا ولكم بالخير والسعادة. والله الموفق.

* * *

91. الخامس: عن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفاً يوم أحد فقال: (من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا

أنا. قال: (فمن يأخذه بحقه؟) فأحجم القوم، فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه، فأخذه ففلق به هام المشركين. رواه مسلم.

اسم أبي دجانة: سبّاك بن خرشة. قوله: (أحجم القوم) أي توقفوا. و (فلق به): أي شق، (هام المشركين): أي رؤوسهم.

[الشَّرْحُ]

في هذا الحديث يقول أنس: إن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد؛ وغزوة أحد إحدى الغزوات الكبار التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأحد جبل قرب المدينة، وكان سبب الغزوة: أن قريشاً لما أصيبوا يوم بدر بقتل زعمائهم وكبرائهم؛ أرادوا أن يأخذوا بالثأر من النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا إلى المدينة يريدون غزو الرسول صلى الله عليه وسلم فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين علم بقدومهم، فأشار عليه بعضهم بالبقاء في المدينة، وأنهم إذا دخلوا المدينة أمكن أن يرموهم بالنبل وهم متحصنون في البيوت، وأشار بعضهم؛

তোমরা দেখছ) (আল-ওয়াকিআহ: ৮৩-৮৪)। মানুষের শরীরের মধ্যে প্রথম যা মারা যায় তা হলো তার নিম্নাংশ। আত্মা শরীর বেয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে যতক্ষণ না তা কণ্ঠনালীতে পৌঁছায়, এরপর মালাকুল মাউত (মৃত্যুদূত) তা কবজ করেন। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের এবং আপনাদের শেষ পরিণতি কল্যাণ ও সৌভাগ্যের মাধ্যমে সম্পন্ন করেন। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

* * *

৯১ — পঞ্চম: আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উভ্দের যুদ্ধের দিন একটি তলোয়ার হাতে নিলেন এবং বললেন: (কে আমার কাছ থেকে এটি গ্রহণ করবে?) তখন তারা সকলে হাত বাড়ালেন এবং প্রত্যেকেই বলতে লাগলেন: আমি, আমি। তিনি বললেন: (কে একে এর হক আদায় করে গ্রহণ করবে?) তখন লোকেরা

থমকে গেল। অতঃপর আবু দুজানা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: আমি এটি এর হক আদায় করে গ্রহণ করব। সুতরাং তিনি তা গ্রহণ করলেন এবং এর মাধ্যমে মুশরিকদের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করলেন। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

আবু দুজানার নাম ছিল: সিমাক বিন খারাশাহ। তাঁর কথা: (লোকেরা থমকে গেল) অর্থাৎ তারা থেমে গেল। এবং (তা দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করলেন) অর্থাৎ বিদীর্ণ করলেন। (মুশরিকদের 'হাম') অর্থাৎ তাদের মস্তকসমূহ।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসে আনাস (রা.) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উহুদের যুদ্ধের সময়; আর উহুদের যুদ্ধ হলো সেই মহান যুদ্ধগুলোর একটি যাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বয়ং অংশ নিয়েছিলেন। উহুদ হলো মদীনার নিকটবর্তী একটি পাহাড়। এই যুদ্ধের কারণ ছিল: বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের নেতা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নিহত হওয়ার পর তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। তাই তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে মদীনায় উপস্থিত হলো। যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের আগমনের সংবাদ পেলেন, তখন তিনি তাঁর সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মদীনায় অবস্থান করার পরামর্শ দিলেন এবং বললেন যে, তারা যদি মদীনায় প্রবেশ করে তবে ঘরের ভেতরে সুরক্ষিত থেকে তাদের দিকে তীর নিক্ষেপ করা সম্ভব হবে। আবার কেউ কেউ পরামর্শ দিলেন;

(ص: 32) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

ولا سيما الشباب منهم والذين لم يحضروا غزوة بدر؛ أشار أن يخرج إليهم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولبس لامته، يعني لامة الحرب، ثم خرج، وأمر بالخروج إليهم في أحد.

فالتقوا في أحد، وصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه صفاً مرتباً من أحسن ما يكون، وجعل الرماة الذين يحسنون الرمي بالنبل - وهم خمسون رجلاً - على الجبل، وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وقال لهم: لا تبرحوا مكانكم، وابقوا في مكانكم، سواء كانت لنا أو علينا.

فلما التقى الصفان، انهزم المشركون وولوا الأدبار، وصار المسلمون يجمعون الغنائم، فقال الرماة الذين في الجبل: انزلوا نأخذ الغنائم، ونجمعها. فذكرهم أميرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يبقوا في مكانهم، سواء كانت للمسلمين أو عليهم، ولكنهم رضي الله عنهم ظنوا أن الأمر قد انتهى؛ لأنهم رأوا المشركين ولوا ولم يبق إلا نفر قليل، فلما رأى فرسان قريش أن الجبل قد خلا من الرماة؛ كروا على المسلمين من خلفهم، ثم اختلطوا بالمسلمين، فصار ما كان بقدر العزيز الحكيم جل وعلا، واستشهد من المسلمين سبعون رجلاً، ومنهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسد الله وأسد رسوله.

فلما أصيب المسلمون بهذه المصيبة العظيمة؛ قالوا: أنى هذا، كيف نهزم ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جند الله، وأولئك معهم الشياطين: وهم جنود الشياطين، فقال الله عز وجل لهم: (أَوَلَمْآ أَصَابَتْكُم مَّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ) (آل عمران: من الآية 165)، أنتم

বিশেষ করে তাঁদের মধ্যে যারা যুবক ছিলেন এবং যারা বদরের যুদ্ধে উপস্থিত হতে পারেননি, তাঁরা শত্রুদের মোকাবিলায় বের হওয়ার পরামর্শ দিলেন। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর রণসজ্জা পরিধান করলেন। এরপর তিনি বেরিয়ে এলেন এবং ওহুদ অভিযুখে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

তাঁরা ওহুদ প্রান্তরে মিলিত হলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের অত্যন্ত চমৎকার ও সুশৃঙ্খলভাবে কাতারবদ্ধ করলেন। তিনি নিপুণ তীরন্দাজদের মধ্য হতে

পঞ্চাশজন ব্যক্তিকে পাহাড়ের ওপর মোতায়ন করলেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁদের সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। তিনি তাঁদের নির্দেশ দিলেন: "তোমরা তোমাদের স্থান ত্যাগ করবে না এবং সেখানেই অবস্থান করবে, জয় আমাদের অনুকূলে থাক কিংবা প্রতিকূলে।"

অতঃপর যখন দুই পক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হলো, মুশরিকরা পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল। মুসলমানরা গনিমত সংগ্রহ করতে শুরু করলেন। তখন পাহাড়ে অবস্থানরত তীরন্দাজরা বললেন: "নিচে নেমে এসো, আমরা গনিমত সংগ্রহ করি এবং তা একত্র করি।" তাঁদের আমির তাঁদেরকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সেই নির্দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, জয় বা পরাজয় যা-ই হোক না কেন, তাঁদের নিজ স্থানে অবস্থান করতে হবে। কিন্তু তাঁরা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) মনে করেছিলেন যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে; কারণ তাঁরা দেখেছিলেন মুশরিকরা পলায়ন করেছে এবং মাত্র অল্প কয়েকজন অবশিষ্ট আছে। যখন কুরাইশ অশ্বারোহীরা দেখল যে পাহাড় তীরন্দাজ শূন্য হয়ে পড়েছে, তখন তারা পেছন দিক থেকে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অতঃপর তারা মুসলমানদের সাথে মিশে গেল এবং এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। ফলে তা-ই ঘটল যা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ছিল। মুসলমানদের মধ্য থেকে সত্তর জন শাহাদাত বরণ করলেন, যাঁদের মধ্যে আল্লাহর সিংহ ও তাঁর রাসূলের সিংহ এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চাচা হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অন্যতম ছিলেন।

যখন মুসলমানরা এই মহাবিপদের সম্মুখীন হলেন, তখন তাঁরা বললেন: "এটি কীভাবে সম্ভব? আমাদের সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থাকা সত্ত্বেও এবং আমরা আল্লাহর সৈন্য হওয়া সত্ত্বেও আমরা কীভাবে পরাজিত হলাম? অথচ তারা শয়তানের অনুসারী ও শয়তানের বাহিনী।" তখন মহান আল্লাহ তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন: "যখন তোমাদের ওপর একটি বিপদ এল, অথচ তোমরা তো (বদরের যুদ্ধে) এর দ্বিগুণ আঘাত হেনেছিলে; তখন তোমরা বললে—এটি কোথেকে এল? (হে নবী!) আপনি বলুন, এটি তোমাদের নিজেদের পক্ষ থেকেই।" (সূরা আলে ইমরান: ১৬৫ নং আয়াতের অংশ)। তোমরা...

السبب، لأنكم عصيتم، كما قال الله تعالى: (حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ) (آل عمران: من الآية 152) يعني حصل ما تكرهون.

فحصل ما حصل؛ لحكم عظيمة؛ ذكرها الله عز وجل في سورة آل عمران، وتكلم عليها الحافظ ابن القيم رحمه الله كلاماً جيداً لم أر مثله في كتاب (زاد المعاد)؛ في بيان الحكم العظيمة من هذه العزوة.

المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ سيفاً، فقال لأصحابه: (من يأخذ مني هذا السيف؟) كلهم قال: نأخذه، رفعوا أيديهم وبسطوها، يقولون: أنا أنا، فقال: (فمن يأخذه بحقه؟)، فأحجم القوم؛ لأنهم يعلمون ما حقه، يخشون أن حقه يكون كبيراً جداً لا يستطيعون القيام به، ويخشون أيضاً أن يعجزوا عن القيام به، فيكونون قد أخذوا هذا السيف على العهد من رسول الله ثم لا يوفون به، ولكن الله وفق أباً دجانة رضي الله عنه فقال: أنا أخذه بحقه، فأخذه بحقه؛ وهو أن يضرب به حتى ينكسر، أخذه بحقه رضي الله عنه وقاتل به؛ وقلق به هأم المشركين رضي الله عنه.

في هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بالخير، وألا يتأخر، وأن يستعين بالله عز وجل، وهو إذا استعان بالله وأحسن به الظن؛ أعانه الله. كثير من الناس ربما يستكثر العبادة، أو يرى أنها عظيمة، يستعظمها، فينكص على عقبيه، ولكن يقال للإنسان: استعن بالله، توكل على الله، وإذا استعنت بالله، وتوكلت عليه، ودخلت فيها يرضيه عز وجل؛ فأبشر

কারণ তোমরা অবাধ্যতা করেছিলে, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (পরিশেষে যখন তোমরা সাহস হারিয়ে ফেললে এবং (রাসূলের) নির্দেশ পালনে পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হলে এবং

যা তোমরা ভালোবাসতে তা তোমাদের দেখানোর পর তোমরা অবাধ্যতা করলে) (আলে ইমরান: ১৫২ আয়াতের অংশ) অর্থাৎ যা তোমরা অপছন্দ করতে তাই ঘটে গেল।

ফলে যা ঘটান তা ঘটে গেল; এর পেছনে অনেক মহান রহস্য নিহিত ছিল যা মহান আল্লাহ সূরা আলে ইমরানে বর্ণনা করেছেন। হাফেজ ইবনুল কায়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) 'যাদুল মাআদ' গ্রন্থে এই যুদ্ধের মহান রহস্যগুলো বর্ণনায় এমন চমৎকার আলোচনা করেছেন যার কোনো নজির আমি দেখিনি।

মূল কথা হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি তলোয়ার হাতে নিলেন এবং সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন: (কে আমার কাছ থেকে এই তলোয়ারটি নেবে?) সকলে বললেন: আমরা নেব। তারা হাত উঠালেন এবং প্রসারিত করলেন, তারা বলছিলেন: আমি, আমি। এরপর তিনি বললেন: (কে এর হক আদায়ের শর্তে এটি নেবে?) তখন সবাই থমকে গেলেন; কারণ তারা জানতেন এর হক কী হতে পারে। তারা আশঙ্কা করছিলেন যে এর হক হয়তো অনেক বিশাল হবে যা তারা পালন করতে সক্ষম হবেন না। তারা এও ভয় পাচ্ছিলেন যে এটি পালনে অক্ষম হলে রাসূলুল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারের পর তা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ আবু দুজানা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে তাওফিক দান করলেন এবং তিনি বললেন: আমি এর হক আদায়ের শর্তে এটি গ্রহণ করলাম। অতঃপর তিনি এর হকসহ এটি গ্রহণ করলেন; আর এর হক হলো এটি দিয়ে ততক্ষণ আঘাত করা যতক্ষণ না তা ভেঙে যায়। তিনি এটি এর হকসহ গ্রহণ করলেন এবং যুদ্ধ করলেন; তিনি এটি দিয়ে মুশরিকদের মাথা দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেছিলেন।

এতে এই প্রমাণ মেলে যে, মানুষের উচিত কল্যাণের পথে অগ্রণী হওয়া এবং বিলম্ব না করা, আর মহান আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা। মানুষ যদি আল্লাহর সাহায্য চায় এবং তাঁর প্রতি সুধারণা পোষণ করে, তবে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন।

অনেক মানুষ সম্ভবত ইবাদতকে অতিরিক্ত মনে করে অথবা সেটিকে অনেক বড় মনে করে দমে যায় এবং পিছু হটে। কিন্তু মানুষকে বলা উচিত: আল্লাহর সাহায্য চাও, আল্লাহর ওপর ভরসা করো। তুমি যদি আল্লাহর সাহায্য চাও, তাঁর ওপর ভরসা করো এবং তাঁর সন্তুষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করো, তবে সুসংবাদ গ্রহণ করো।

بِالْخَيْرِ وَأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - سَيِّعِينِكَ؛ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) (الطلاق: من الآية 3).

وفي هذا دليل - أيضاً - على حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأُمَّته؛ لأنه لم يخص بالسيف أحد من الناس، ولكنه جعل الأمر لعموم الناس، وهكذا ينبغي للإنسان الذي استرعاه الله رعية، ألا يحابي أحداً، وألا يتصرف تصرفاً يظن أنه محاب فيه، لأنه إذا حابي أحداً، أو تصرف تصرفاً يظن أنه حابي فيه، حصل من القوم فرقة، وهذا يؤثر على الجماعة. أما لو امتاز أحد من الناس ببيعة لا توجد في غيره، ثم خصه الإنسان بشيء، ولكنه يبين للجماعة أنه خصه لهذه البيزة؛ التي لا توجد فيهم؛ فهذا لا بأس به. والله الموفق.

92 - السادس: عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج. فقال: (اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم) سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن الزبير بن عدي؛ أنهم أتوا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه؛ خادماً رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد عمر، وبقي إلى حوالي تسعين سنة من الهجرة النبوية، وكان قد أدرك وقته شيء من

কল্যাণের সাথে এবং নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন; যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: "আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।" (সূরা আত-ত্বালাক: ৩ নং আয়াতের অংশ)।

এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিজ উম্মতের প্রতি উত্তম তত্ত্বাবধান ও পরিচালনারও প্রমাণ রয়েছে; কারণ তিনি তরবারিটি প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ কাউকে নির্দিষ্ট করেননি, বরং বিষয়টি সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত রেখেছেন। আর এভাবেই সেই ব্যক্তির হওয়া উচিত যাকে আল্লাহ কোনো প্রজাসাধারণ বা দলের দায়িত্ব দিয়েছেন; সে যেন কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করে এবং এমন কোনো আচরণ না করে যাতে তাকে পক্ষপাতদুষ্ট মনে করা হয়। কারণ সে যদি কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে বা এমন আচরণ করে যা পক্ষপাতমূলক বলে প্রতীয়মান হয়, তবে দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং এটি জামাআতের ওপর প্রভাব ফেলে। তবে যদি কোনো ব্যক্তির এমন কোনো বিশেষ গুণ থাকে যা অন্যদের মাঝে নেই, আর সে কারণে তাকে কোনো কিছু দিয়ে বিশেষায়িত করা হয় এবং জামাআতের কাছে স্পষ্ট করে দেওয়া হয় যে, তাকে এই বিশেষ গুণের কারণেই মনোনীত করা হয়েছে যা অন্যদের মাঝে নেই, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

* * *

৯২ — ষষ্ঠ: যুবায়ের ইবনে আদী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আসলাম এবং হাজ্জাজের পক্ষ থেকে আমরা যে কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছিলাম সে সম্পর্কে তাঁর কাছে অভিযোগ করলাম। তিনি বললেন: "তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, কারণ তোমাদের ওপর এমন কোনো কাল বা সময় আসবে না যার পরবর্তী সময়টি তার চেয়ে মন্দ হবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে।" আমি এটি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে শুনেছি। (বুখারী)

[ব্যখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) যুবায়ের ইবনে আদী থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন তাতে বলেছেন যে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদেম আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু

আনন্দের কাছে এসেছিলেন; তিনি দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন এবং হিজরীর প্রায় নব্বই বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি তাঁর সময়ে এমন কিছু পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন যা...

(ص: 35) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الفتن، فجاءوا يشكون إليه ما يجدون من الحجاج بن يوسف الثقفي؛ أحد الأمراء لخلفاء بني أمية، وكان معروفاً بالظلم وسفك الدماء، وكان جباراً عنيداً والعياذ بالله.

وهو الذي حاصر مكة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وجعل يرمي الكعبة بالمنجنيق؛ حتى هدمها أو هدم شيئاً منها، وكان قد آذى الناس، فجاءوا يشكون إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال لهم أنس رضي الله عنه: اصبروا؛ أمرهم بالصبر على جور ولاية الأمور، وذلك لأن ولاية الأمور قد يسلطون على الناس؛ بسبب ظلم الناس، كما قال تعالى: (وَكَذَلِكَ نُؤَيِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (الأنعام: 129).

فإذا رأيت ولاية الأمور قد ظلموا الناس في أموالهم، أو في أبدانهم، أو حالوا بينهم وبين الدعوة إلى الله عز وجل، أو ما أشبه ذلك؛ ففكر في حال الناس؛ تجد أن البلاء أساسه من الناس، هم الذين انحرفوا؛ فسلط الله عليهم من سلط من ولاية الأمور، وفي الأثر - وليس بحديث - كما تكونون يولى عليكم.

ويذكر أن بعض خلفاء بني أمية - وأظنه عبد الملك بن مروان - جمع وجهاء الناس؛ لما سمع أن الناس يتكلمون في الولاية، جمع الوجهاء وقال لهم: أيها الناس، أتريدون أن نكون لكم كما كان أبو بكر وعمر؟

قالوا: بلى نريد ذلك، قال: كونوا كالرجال الذين تولى عليهم أبو بكر وعمر؛ لنكون لكم كأبي بكر وعمر، يعني أن الناس على دين ملوكهم، فإذا ظلم ولاة الأمور الناس؛ فإنه غالباً يكون بسبب أعمال الناس.

ফিতনা বা দুৰ্যোগের সময়, তারা তাঁর নিকট এসে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আস-সাকাফী সম্পর্কে অভিযোগ করল, যে ছিল উমাইয়া খলিফাদের অন্যতম প্রশাসক। সে জুলুম ও রক্তপাতের জন্য পরিচিত ছিল এবং সে ছিল এক উদ্ধত ও একগুঁয়ে জালেম; আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই।

সেই ব্যক্তিই আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য মক্কা অবরোধ করেছিল এবং কাবার ওপর মিনজানিক (পাথর নিক্ষেপক যন্ত্র) দিয়ে আঘাত করতে শুরু করেছিল; এমনকি সে কাবাকে ধ্বংস করেছিল অথবা এর কিছু অংশ গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। সে মানুষকে অনেক কষ্ট দিত, ফলে তারা আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে অভিযোগ নিয়ে এল। তখন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের বললেন: 'ধৈর্য ধারণ করো'। তিনি তাদের শাসকদের অন্যায়ের ওপর ধৈর্য ধরার নির্দেশ দিলেন। কারণ, শাসকদের মানুষের ওপর কর্তৃত্ব দেওয়া হয় মানুষের নিজেদেরই জুলুমের কারণে। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: "এভাবেই আমি জালিমদের একে অপরের ওপর কর্তৃত্ব দান করি তাদের কৃতকর্মের কারণে।" (সূরা আল-আন'আম: ১২৯)।

সুতরাং যখন আপনি দেখবেন যে শাসকরা মানুষের ধন-সম্পদ বা জীবনের ওপর জুলুম করছে, অথবা তাদের ও আল্লাহর পথে দাওয়াতের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে কিংবা অনুরূপ কিছু করছে; তখন মানুষের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করুন। আপনি দেখতে পাবেন যে এই বালা-মসিবতের মূলে রয়েছে খোদ মানুষই। তারাই পথচ্যুত হয়েছে; ফলে আল্লাহ তাদের ওপর এই শাসকদের চাপিয়ে দিয়েছেন। আর একটি উক্তি বর্ণিত আছে—যা নবিজির হাদিস নয়— "তোমরা যেমন হবে, তোমাদের ওপর তেমনই শাসক নিযুক্ত করা হবে।"

বর্ণিত আছে যে, বনু উমাইয়ার জনৈক খলিফা—আমার ধারণা তিনি আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান—জনগণকে তাঁর শাসন নিয়ে সমালোচনা করতে শুনে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একত্রিত করলেন এবং তাদের বললেন: হে লোকসকল, তোমরা কি চাও যে আমরা তোমাদের জন্য তেমন হই যেমনটি আবু বকর ও উমর ছিলেন?

তারা উত্তর দিল: হ্যাঁ, আমরা তাই চাই। তিনি বললেন: তবে তোমরাও সেই সব মানুষের মতো হও যাদের ওপর আবু বকর ও উমর শাসন করেছিলেন; তাহলে আমরাও তোমাদের জন্য আবু বকর ও উমরের মতো হতে পারব। অর্থাৎ মানুষ তাদের শাসকদের আদর্শ ও স্বভাব অনুসরণ করে। সুতরাং শাসকরা যখন মানুষের ওপর জুলুম করে, তখন তা মূলত মানুষের নিজেদের কৃতকর্মের কারণেই ঘটে থাকে।

(ص: 36) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وجاء رجل من الخوارج إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: ما بال الناس انتقضوا عليك ولم ينتقضوا على أبي بكر وعمر، قال: لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورجالي أنت وأمثالك؛ يعني أن الناس إذا ظلموا سلطت عليهم الولاة.

ولهذا قال أنس: اصبروا، هذا هو الواجب، الواجب أن يصبر الإنسان، ولكل كربة فرجة، لا تظن أن الأمور تأتي بكل سهولة، الشر ربما يأتي بغتة ويأتي هجمة، ولكنه لن يدال على الخير أبداً، ولكن علينا أن نصبر، وأن نعالج الأمور بحكمة، لا نستسلم ولا نتهور، نعالج الأمور بحكمة وصبر وتأن، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (آل عمران: 200)، إن كنت تريد الفلاح فهذه أسبابه وهذه طرقه؛ أربعة أشياء: (اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).

ثم قال أنس بن مالك: فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده أشد منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده أشد منه). شر منه في الدين،

وهذا الشر ليس شراً مطلقاً عاماً، بل قد يكون شراً في بعض المواضع، ويكون خيراً في مواضع أخرى وهكذا.

ومع هذا؛ فإن الناس كما ازدادوا في الرفاهية، وكلما انفتحوا على الناس؛ انفتحت عليهم الشرور، فالرفاهية هي التي تدمر الإنسان؛ لأن الإنسان إذا نظر إلى الرفاهية وتنعيم جسده؛ غفل عن تنعيم قلبه، وصار

জনৈক খারিজি ব্যক্তি আলী ইবন আবি তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট এসে বলল: "লোকদের কী হয়েছে যে তারা আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল, অথচ আবু বকর ও উমরের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করেনি?" তিনি বললেন: "কারণ আবু বকর ও উমরের অধীনস্থ লোক ছিলাম আমি এবং আমার মতো ব্যক্তির, আর আমার অধীনস্থ লোক হচ্ছে তোমার মতো ব্যক্তির।" অর্থাৎ, মানুষ যখন নিজেরা জুলুম করে, তখন তাদের ওপর এ জাতীয় শাসকদের চাপিয়ে দেওয়া হয়।

এ কারণেই আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: "তোমরা ধৈর্য ধারণ করো।" এটাই হলো কর্তব্য; মানুষের কর্তব্য হলো ধৈর্য ধারণ করা। প্রতিটি বিপদের পরেই মুক্তির পথ থাকে। এমনটা ভাববেন না যে সবকিছু খুব সহজেই অর্জিত হয়। অনিষ্ট বা অকল্যাণ হয়তো অকস্মাৎ এবং অতর্কিত আক্রমণ হিসেবে আসে, কিন্তু তা কল্যাণের ওপর কখনোই চিরস্থায়ী প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে না। তবে আমাদের কর্তব্য হলো ধৈর্য ধারণ করা এবং প্রজ্ঞার সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা। আমরা হাল ছাড়ব না, আবার হঠকারিতাও করব না। আমরা প্রজ্ঞা, ধৈর্য ও ধীরস্থিরতার সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করব। (হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করো, সুসংগঠিত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।) [সূরা আলে ইমরান: ২০০]। আপনি যদি সফলতা চান, তবে এগুলোই তার কারণ ও পথ; চারটি বিষয়: (ধৈর্য ধারণ করো, ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করো, সুসংগঠিত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করো)।

অতঃপর আনাস ইবন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: "মানুষের ওপর এমন কোনো যুগ আসে না যার পরবর্তী যুগ তার চেয়ে অধিক মন্দ নয়, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করবে। আমি এটি তোমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট থেকে শুনেছি।" অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: (মানুষের ওপর এমন কোনো যুগ আসে না যার পরবর্তী যুগ তার চেয়ে অধিক মন্দ নয়)। অর্থাৎ দ্বীনের ক্ষেত্রে অধিক মন্দ। আর এই মন্দটি কোনো নিরঙ্কুশ ও সাধারণ মন্দ নয়, বরং তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে মন্দ হতে পারে, আবার অন্য কোনো ক্ষেত্রে ভালোও হতে পারে—বিষয়টি এমনই।

এর পাশাপাশি, মানুষ যেমন বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেয় এবং যখনই তারা জাগতিক মোহে উন্মুক্ত হয়, তখনই তাদের ওপর নানাবিধ মন্দের দ্বার উন্মোচিত হয়। বিলাসিতাই মানুষকে ধ্বংস করে; কারণ মানুষ যখন কেবল বিলাসিতা এবং দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি মনোযোগী হয়, তখন সে হৃদয়ের প্রশান্তির ব্যাপারে গাফেল হয়ে যায় এবং হয়ে পড়ে...

(ص: 37) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

أكبر همه أن ينعم هذا الجسد الذي مآله إلى الديدان والنتن، وهذا هو البلاء، وهذا هو الذي ضر الناس اليوم، لا تكاد تجد أحداً إلا ويقول: ما قصرنا؟ ما سيارتنا؟ ما فرشنا؟ ما أكلنا؟ حتى الذين يقرءون العلم ويدرسون العلم، بعضهم إنما يدرس لينال رتبة أو مرتبة يتوصل بها إلى نعيم الدنيا. وكأن الإنسان لم يخلق لأمر عظيم، والدنيا ونعيمها إنما هي وسيلة فقط. نسأل الله أن نستعمله وإياكم وسيلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه: ينبغي على الإنسان أن يستعمل المال كما يستعمل الحمار للركوب، وكما يستعمل بيت الخلاء للغائط. فهؤلاء هم الذين يعرفون المال ويعرفون قدره، لا تجعل المال أكبر منك، اركب المال، فإن لم تركب المال ركبك المال، وصار منك هو الدنيا.

ولهذا نقول: إن الناس كلما انفتحت عليهم الدنيا، وصاروا ينظرون إليها، فإنهم يخسرون من الآخرة بقدر ما ربحوا من الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (والله ما الفقر أخشى عليكم) يعني ما أخاف عليكم الفقر، فالدنيا ستفتح. (ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوا كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتكم)، وصدق الرسول

তাঁর প্রধানতম চিন্তা হলো এই নশ্বর দেহকে সুখ প্রদান করা, যার শেষ পরিণতি হলো পোকা-মাকড় আর দুর্গন্ধ। এটাই হলো মূল বিপদ এবং এটাই বর্তমান সময়ে মানুষের ক্ষতির কারণ। আপনি এমন কাউকে খুব কমই পাবেন যে এই কথাগুলো বলে না: আমাদের অট্টালিকা কী হলো? আমাদের গাড়ি কী হলো? আমাদের আসবাবপত্র কেমন হলো? আমাদের খাবার কী? এমনকি যারা ইলম অর্জন করেন এবং জ্ঞান চর্চা করেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ কেবল এমন কোনো পদমর্যাদা বা স্তর লাভের জন্য পড়াশোনা করেন যার মাধ্যমে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা যায়। মনে হয় যেন মানুষকে কোনো মহান কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি, অথচ দুনিয়া ও এর নিয়ামতসমূহ কেবল একটি মাধ্যম মাত্র। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের একে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার তাওফিক দান করেন। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) এর মর্মার্থ অনুযায়ী বলেছেন: মানুষের উচিত সম্পদকে সেভাবেই ব্যবহার করা যেভাবে সে আরোহণের জন্য গাধাকে ব্যবহার করে এবং মলত্যাগের জন্য শৌচাগার ব্যবহার করে। এরাই মূলত সম্পদের প্রকৃত রূপ ও এর মর্যাদা সম্পর্কে অবগত। সম্পদকে আপনার প্রধান উদ্বেগের বিষয় বানাবেন না। আপনি সম্পদের ওপর আরোহণ করুন; কারণ আপনি যদি সম্পদের ওপর আরোহণ না করেন, তবে সম্পদই আপনার ওপর সওয়ার হবে এবং দুনিয়াই আপনার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াবে।

এজন্যই আমরা বলি: মানুষের সামনে যখনই পার্থিব জগত উন্মুক্ত হয় এবং তারা এর মোহে মগ্ন হয়, তখন তারা দুনিয়াতে যতটুকু লাভ করে ঠিক ততটুকুই আখিরাত থেকে হারিয়ে ফেলে। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের ওপর দারিদ্র্যের আশঙ্কা করি না"—অর্থাৎ আমি তোমাদের জন্য অভাব-অনটনের ভয় পাচ্ছি না,

কারণ দুনিয়া অচিরেই তোমাদের সামনে উন্মুক্ত হবে। "বরং আমি এই ভয় করছি যে, তোমাদের সামনে দুনিয়াকে সেভাবেই অব্যাহত করে দেওয়া হবে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের সামনে অব্যাহত করা হয়েছিল; অতঃপর তোমরা এর মোহে একে অপরের সাথে সেভাবেই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে যেভাবে তারা লিপ্ত হয়েছিল, আর তা তোমাদের সেভাবেই ধ্বংস করে দেবে যেভাবে তাদের ধ্বংস করেছিল।" আল্লাহর রাসূল সত্যই বলেছেন।

(স: 38) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

عليه الصلاة والسلام، هذا الذي أهلك الناس اليوم، الذي أهلك الناس اليوم التنافس في الدنيا، وكونهم كأنهم إنما خلقوا لها لا أنها خلقت لهم، فاشتغلوا بما خلق لهم عما خلقوا له، وهذا من الانتكاس نسأل الله العافية.

وفي هذا الحديث وجوب الصبر على ولاية الأمور وإن ظلموا وجأروا، لأنك سوف تقف معهم موقفاً تكون أنت وإياهم على حد سواء؛ عند ملك الملوك، سوف تكون خصمهم يوم القيامة إذا ظلموك، لا تظن أن ما يكون في الدنيا من الظلم سيذهب هباءً أبدًا، حق المخلوق لا بد أن يؤخذ يوم القيامة؛ فأنت سوف تقف معهم بين يدي الله عز وجل ليقضي بينكم بالعدل، فاصبر وانتظر الفرج، فيحصل لك بذلك مطمئن النفس والثبات، وانتظار الفرج عبادة، تتعبد لله به، وإذا انتظرت الفرج من الله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً).

وفي هذا التحذير من سوء الزمان، وأن الزمان يتغير، ويتغير إلى ما هو أشر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم لأصحابه: (من يعيش منكم فسيروا اختلافًا كثيرًا) وأظن أننا - وعيشنا في الدنيا قليل

তাঁর ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক। বর্তমান যুগে মানুষকে যা ধ্বংস করেছে তা হলো দুনিয়ার মোহ ও প্রতিযোগিতা। তাদের অবস্থা দেখে মনে হয় যেন তারা এই দুনিয়ার জন্যই সৃষ্ট হয়েছে, অথচ দুনিয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাদের ব্যবহারের জন্য। ফলে তারা সেই মহান লক্ষ্য থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছে যার জন্য তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সেই নশ্বর জগতের কাজে মগ্ন হয়েছে যা তাদের কল্যাণে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটি এক প্রকার চরম বিচ্যুতি; আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি।

এই হাদিসে শাসকবর্গের যুলুম ও অন্যায়ের মুখেও ধৈর্য ধারণের আবশ্যিকতা বর্ণিত হয়েছে। কারণ কিয়ামতের দিন রাজাধিরাজ আল্লাহর দরবারে আপনি এবং তারা সমপর্যায়ে দণ্ডায়মান হবেন। তারা যদি আপনার ওপর যুলুম করে থাকে, তবে হাশরের ময়দানে আপনি তাদের বিরুদ্ধে বাদী হবেন। পার্থিব জীবনের কোনো যুলুমই কখনো বৃথা যাবে না; সৃষ্টির প্রাপ্য অধিকার কিয়ামতের দিন অবশ্যই আদায় করা হবে। সুতরাং আপনি আল্লাহর সামনে তাদের সাথে উপস্থিত হবেন যাতে তিনি আপনাদের মধ্যে ন্যায়বিচারের সাথে ফয়সালা করেন। অতএব, ধৈর্য ধরুন এবং সংকট মুক্তির প্রতীক্ষায় থাকুন; এর মাধ্যমে আপনার অন্তরে প্রশান্তি ও দৃঢ়তা অর্জিত হবে। সংকট মুক্তির প্রতীক্ষা করাও একটি ইবাদত, যার মাধ্যমে আপনি আল্লাহর উপাসনা করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "জেনে রেখো, ধৈর্যের সাথেই সাহায্য আসে, বিপদের সাথেই মুক্তি আসে এবং কষ্টের সাথেই আসে স্বস্তি।" এতে সময়ের অধঃপতন সম্পর্কে সতর্কবাণী রয়েছে এবং এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, সময় পরিবর্তিত হয় এবং তা উত্তরোত্তর মন্দের দিকে ধাবিত হয়। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম একদা তাঁর সাহাবীগণকে বলেছিলেন: "তোমাদের মধ্যে যারা দীর্ঘজীবী হবে, তারা অনেক মতভেদ ও বিশৃঙ্খলা প্রত্যক্ষ করবে।" আমার মনে হয় আমরা—যদিও পৃথিবীতে আমাদের অবস্থান অতি সংক্ষিপ্ত—

بالنسبة لمن سبق - نرى اختلافاً كثيراً. رأينا اختلافاً كثيراً بين سنين مضت وسنين الوقت الحاضر.

حدثني من أثق به؛ أن هذا المسجد - مسجد الجامع - كان لا يؤذن لصلاة الفجر إلا وقد تم الصف الأول، يأتي الناس إلى المسجد يتجهجدون، أين المتجهجدون اليوم إلا ما شاء الله؟ . قليل!! تغيرت الأحوال، كنت تجد الواحد منهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (كالطير تغدو خصاصاً وتروح بطاناً) إذا أصبح يقول: اللهم ارزقني، قلبه معلق بالله عز وجل فيرزقه الله، وأما الآن، فأكثر الناس في غفلة عن هذا الشيء، يعتمدون على من سوى الله، ومن تعلق شيئاً وكل إليه.

نعم في الآونة الأخيرة - والحمد لله - لا شك أن الله سبحانه وتعالى فتح على الشباب فتحاً؛ أسأل الله تعالى أن يزيدهم من فضله، فتح عليهم وأقبلوا إلى الله، فتجد بين سنواتنا هذه الأخيرة، والسنوات الماضية بالنسبة للشباب فرقاً عظيماً، قبل نحو عشرين سنة؛ كنت لا تكاد تجد الشباب بالمسجد، أما الآن - والله الحمد - فأكثر من في المسجد هم الشباب، وهذه نعمة والله الحمد، يرجو الإنسان لها مستقبلاً زاهراً، وثقوا أن الشعب إذا صلح فسوف تضطر ولادة أمور إلى الإصلاح مهما كان فنحن نرجو لإخواننا في غير هذه البلاد - الذين من الله - عليهم بالإصلاح

পূর্ববর্তীদের কথা যদি বলি—তবে আমরা এক বিশাল পার্থক্য দেখতে পাই। বিগত বছরগুলো এবং বর্তমান সময়ের মাঝে আমরা ব্যাপক ব্যবধান প্রত্যক্ষ করেছি।

আমার নিকট এমন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যাঁকে আমি বিশ্বাস করি; তিনি বলেন, এই মসজিদে—অর্থাৎ জামে মসজিদে—ফজরের আযান তখনই দেওয়া হতো যখন প্রথম কাতার পূর্ণ হয়ে যেত। মানুষ মসজিদে আসতেন তাহাজ্জুদ আদায়ের জন্য। আজ আল্লাহ যাদের তাওফিক দিয়েছেন তারা ছাড়া সেই তাহাজ্জুদ আদায়কারীরা কোথায়? সংখ্যায় অতি নগণ্য!! পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে গেছে। আপনি তাদের একেকজনকে এমন পেতেন যেমনটি নবী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: (পাখির মতো, যারা ভোরে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয় এবং সন্ধ্যায় তৃপ্ত হয়ে ফিরে আসে)। সকাল হলে সে বলত: ‘হে আল্লাহ, আমাকে রিযিক দান করুন’। তার অন্তর মহান আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত থাকত, ফলে আল্লাহ তাকে রিযিক দিতেন। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ এ বিষয়ে গাফেল বা উদাসীন; তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ওপর নির্ভর করে। আর যে ব্যক্তি কোনো কিছুর ওপর (আল্লাহকে ছেড়ে) নির্ভর করে, তাকে সেই জিনিসের ওপরই সোপর্দ করে দেওয়া হয়।

হ্যাঁ, সাম্প্রতিক সময়ে—সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য—এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মহান আল্লাহ যুবসমাজের জন্য কল্যাণের দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছেন। আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ আরও বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ তাদের জন্য পথ প্রশস্ত করেছেন এবং তারা আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়েছে। বিগত বছরগুলোর তুলনায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুবকদের মাঝে আপনি এক বিশাল পার্থক্য দেখতে পাবেন। প্রায় বিশ বছর পূর্বে মসজিদে যুবকদের দেখাই যেত না বললেই চলে; কিন্তু এখন—সকল প্রশংসা আল্লাহর—মসজিদে অবস্থানকারীদের অধিকাংশ হলো যুবক। এটি একটি নেয়ামত যার মাধ্যমে মানুষ এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা পোষণ করে। নিশ্চিত থাকুন যে, জনগণ যখন সংশোধন হয়ে যাবে, তখন তাদের শাসকবর্গও সংশোধন হতে বাধ্য হবে, পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন। আমরা এই দেশের বাইরে আমাদের সেই সকল ভাইদের জন্যও—যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন—সংশোধনের আশা করি।

(ص: 40) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

واستقاموا على الحق - أن يصلح لهم الولاية، ونقول: اصبروا فإن ولاتكم سيصلحون رغماً عنهم، فإذا صلحت الشعوب؛ صلحت الولاية بالاضطرار.
نسأل الله أن يصلح للمسلمين ولاية أمورهم وشعوبهم؛ إنه جواد كريم.

93. السابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (بادروا بالأعمال سبعاً هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غنى مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرمًا مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر). رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

[الشَّرْحُ]

سبق لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في أحاديث متعددة؛ ما يدل على أنه من الحزم أن يبادر الإنسان بالأعمال الصالحة، وفي هذا الحديث أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أشياء متعددة، ينبغي للإنسان أن يبادر بالأعمال حذراً منها. فقال: (بادروا بالأعمال سبعاً) : يعني سبعة أشياء كلها محيطة بالإنسان؛ يخشى أن تصيبه، منها الفقر. قال: (هل تنتظرون إلا فقراً منسياً أو غنى مطغياً). الإنسان بين حالتين بالنسبة للرزق: تارة يغنيه الله عز وجل ويمده بالمال، والبنين، والأهل، والقصور، والمراكب، والجاه، وغير ذلك من أمور الغنى، فإذا رأى نفسه في هذه

এবং সত্যের ওপর অবিচল থাকা—যাতে আল্লাহ তাদের জন্য শাসকদের সংশোধন করে দেন। আমরা বলি: তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, কারণ তোমাদের শাসকরা তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সংশোধিত হবে। যখন জনগণ সংশোধিত হয়, তখন শাসকরাও বাধ্য হয়ে সংশোধিত হয়ে যায়।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি মুসলিমদের শাসকবর্গ এবং জনগণকে সংশোধন করে দেন; নিশ্চয়ই তিনি মহানুভব ও পরম দয়ালু।

৯৩ — সপ্তম: আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: (তোমরা সাতটি বিষয়ের আগে নেক আমলের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও। তোমরা কি কেবল এমন দারিদ্র্যের অপেক্ষা করছ যা সবকিছু ভুলিয়ে দেয়, নাকি এমন প্রাচুর্যের যা উদ্ধত করে তোলে, নাকি এমন অসুস্থতার যা শরীরকে জরাজীর্ণ করে দেয়, নাকি এমন বার্ধক্যের যা বুদ্ধিভ্রষ্ট করে দেয়, নাকি এমন মৃত্যুর যা অতর্কিতে চলে আসে, নাকি দাজ্জালের—যা প্রতীক্ষিত অনুপস্থিত অনিষ্টের মধ্যে নিকৃষ্টতম, নাকি কিয়ামতের—আর কিয়ামত তো অতি ভয়াবহ ও তিক্ততর)। ইমাম তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদীসটি হাসান।

[ব্যাখ্যা]

ইতিপূর্বে আমাদের নিকট অতিক্রান্ত হয়েছে যে, নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) একাধিক হাদীসে এমন কিছু উল্লেখ করেছেন যা প্রমাণ করে যে, নেক আমলের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়া মানুষের দূরদর্শিতার পরিচয়। আর এই হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন বেশ কিছু বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যেগুলোর আশঙ্কায় মানুষের দ্রুত আমল করা উচিত। তিনি বলেছেন: (তোমরা সাতটি বিষয়ের আগে দ্রুত আমল করো): অর্থাৎ এমন সাতটি বিষয় যা মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছে এবং আশঙ্কা করা হয় যে তা তাকে আক্রান্ত করবে, যার একটি হলো দারিদ্র্য। তিনি বলেছেন: (তোমরা কি কেবল এমন দারিদ্র্যের অপেক্ষা করছ যা ভুলিয়ে দেয় অথবা এমন প্রাচুর্যের যা অবাধ্য করে তোলে)। মানুষ রিযিকের ক্ষেত্রে দুই অবস্থার মধ্যে থাকে: কখনো আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাকে সম্পদশালী করেন এবং তাকে অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন, অট্টালিকা, যানবাহন, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং সচ্ছলতার অন্যান্য মাধ্যম দিয়ে সিক্ত করেন। এরপর যখন সে নিজেকে এই অবস্থায় দেখতে পায়...

الحال؛ فإنه يطغى والعياذ بالله، ويزيد ويتكبر، ويستنكف عن عبادة الله، كما قال تعالى: (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَيِّطٌ أَنْ رَأَاهُ اسْتِغْنَى إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ) (العلق: 6-8)، يعني: مها بلغت من الاستغناء والعلو؛ فإن مرجعك إلى الله. ونحن نشاهد أن الغنى يكون سبباً للفساد والعياذ بالله، تجد الإنسان في حال فقره مخبتاً إلى الله، مبنياً إليه، منكسر النفس، ليس عنده طغيان، فإذا أمدّه الله بالمال؛ استكبر - والعياذ بالله - وأطغاه غناه.

أو بالعكس: (فقراً منسياً) الفقر: قلة ذات اليد، بحيث لا يكون مع الإنسان مال، فالفقر ينسي الإنسان مصالح كثيرة؛ لأنه يشتغل بطلب الرزق عن أشياء كثيرة تهمة، وهذا شيء مشاهد؛ ولهذا يخشى على الإنسان من هذين الحالين؛ إما الغنى البطغي؛ أو الفقر المنسي. فإذا من الله على العبد بغنى لا يطغي، وبفقر لا ينسي، وكانت حاله وسطاً، وعبادته مستقيمة، وأحواله قويمة، فهذه هي سعادة الدنيا. وليست سعادة الدنيا بكثرة المال؛ لأنه قد يطغي؛ ولهذا تأمل قوله تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (النحل: 97)، لم يقل: من عمل عملاً صالحاً من ذكر أو أنثى فلنوسع عليه المال ولنعطينه المال الكثير، قال: (فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً)؛ إما بكثرة المال أو بقله المال، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله في الحديث القدسي: (إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده

অবস্থা; কারণ সে সীমা লঙ্ঘন করে—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—এবং সে ঔদ্ধত্য ও অহংকার প্রদর্শন করে এবং আল্লাহর ইবাদত থেকে বিমুখ হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: "কখনই নয়, মানুষ অবশ্যই সীমা লঙ্ঘন করে, যখন সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে।

নিশ্চয়ই তোমার রবের কাছেই ফিরে যাওয়া।" (আল-আলাক: ৬-৮)। অর্থাৎ: আপনি সচ্ছলতা ও উচ্চমর্যাদায় যে পর্যায়েই পৌঁছান না কেন, আপনার প্রত্যাবর্তন আল্লাহর কাছেই।

আমরা দেখতে পাই যে, প্রাচুর্য অনেক সময় ফাসাদ বা বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। আপনি দেখবেন মানুষ তার দারিদ্র্যের অবস্থায় আল্লাহর প্রতি বিনম্র থাকে, তাঁর দিকে অভিমুখী হয়, তার অন্তর বিগলিত থাকে এবং তার মধ্যে কোনো অবাধ্যতা থাকে না। কিন্তু আল্লাহ যখন তাকে সম্পদ দান করেন, তখন সে অহংকার করে—আল্লাহর পানাহ—এবং তার ধন-সম্পদ তাকে সীমা লঙ্ঘনের দিকে ঠেলে দেয়।

অথবা এর বিপরীত: (বিস্মরণ উদ্রেককারী দারিদ্র্য)। দারিদ্র্য হলো নিঃস্বতা, যার ফলে মানুষের কাছে অর্থকড়ি থাকে না। এই দারিদ্র্য মানুষকে তার অনেক প্রয়োজনীয় কল্যাণের কথা ভুলিয়ে দেয়; কারণ সে জীবিকা অন্বেষণে এতটাই মগ্ন থাকে যে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে সে গাফেল হয়ে যায়। আর এটি একটি দৃশ্যমান বিষয়। এজন্যই মানুষের ক্ষেত্রে এই দুই অবস্থা নিয়ে আশঙ্কা করা হয়: হয় এমন সচ্ছলতা যা তাকে সীমা লঙ্ঘনকারী করে তোলে, অথবা এমন দারিদ্র্য যা তাকে সব ভুলিয়ে দেয়। অতএব আল্লাহ যদি তাঁর বান্দাকে এমন সচ্ছলতা দান করেন যা তাকে পথভ্রষ্ট করে না এবং এমন দারিদ্র্য দেন যা তাকে উদাসীন করে তোলে না, বরং তার অবস্থা হয় মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী, তার ইবাদত হয় অবিচল এবং তার জীবনযাত্রা হয় সঠিক, তবে এটিই হলো পার্থিব জগতের প্রকৃত সুখ।

দুনিয়ার সুখ সম্পদের প্রাচুর্যের মধ্যে নয়; কারণ সম্পদ মানুষকে সীমা লঙ্ঘনকারী করে তুলতে পারে। এ কারণেই মহান আল্লাহর এই বাণীর প্রতি লক্ষ্য করুন: "মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে, তাকে আমি অবশ্যই পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের শ্রেষ্ঠ আমল অনুযায়ী পুরস্কার দান করব।" (আন-নাহল: ৯৭)। তিনি এমনটি বলেননি যে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে আমি তার সম্পদ বাড়িয়ে দেব বা তাকে প্রচুর সম্পদ দান করব; বরং তিনি বলেছেন: "আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব"। আর তা সম্পদের আধিক্যের মাধ্যমে হতে পারে আবার স্বল্পতার মাধ্যমেও হতে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন:

"নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যাকে আমি সচ্ছল করে দিলে সেই সচ্ছলতা তাকে কলুষিত করে ফেলত, আবার আমার বান্দাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যাকে আমি দরিদ্র করে দিলে সেই দারিদ্র্য তাকে কলুষিত করত..."

الفقر). وهذا هو الواقع. من الناس من يكون الفقر خيراً له، ومن الناس من يكون الغنى خيراً له، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من غنى مطغٍ وفقر منسٍ.

الثالث: قال: (أو مرضاً مفسداً) المرض يفسد على الإنسان أحواله، فالإنسان ما دام في صحة؛ تجد منشراح الصدر، واسع البال، مستأنساً، لكنه إذا أصيب بالمرض انتكب، وضائق عليه الأرض، وصار همه نفسه، فتجده بمرضه تفسد عليه أمور كثيرة، لا يستأنس مع الناس، ولا ينبسط إلى أهله؛ لأنه مريض ومتعب في نفسه. فالمرض يفسد على الإنسان أحواله، والإنسان ليس دائماً يكون في صحة، فالمرض ينتظره كل لحظة. كم من إنسان أصبح نشيطاً صحيحاً وأمسى ضعيفاً مريضاً، بالعكس؛ أمسى صحيحاً نشيطاً، وأصبح مريضاً ضعيفاً. فالإنسان يجب عليه أن يبادر إلى الأعمال الصالحة؛ حذراً من الأمور.

الرابع: (أو هرمًا منفداً) الهرم: يعني الكبر، فالإنسان إذا كبر وطالت به الحياة، فإنه - كما قال الله عز وجل (يرد إلى أرذل العمر) أي إلى أسوئه وآرائه، فتجد هذا الرجل الذي عهدته من أعقل الرجال، يرجع حتى يكون مثل الصبيان، بل هو أردأ من الصبيان؛ لأن الصبي لم يكن قد عقل، فلا يدري عن شيء، لكن هذا قد عقل وفهم الأشياء، ثم رد إلى أرذل العمر، فيكون هذا أشد عليه؛ ولذلك نجد أن الذين يردون إلى أرذل العمر - من كبار

দারিদ্র্য)। এটিই বাস্তবতা; মানুষের মধ্যে এমন কেউ আছেন যার জন্য দারিদ্র্যই কল্যাণকর, আবার এমন কেউ আছেন যার জন্য সম্বলতা কল্যাণকর। তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন অবাধ্যতা সৃষ্টিকারী ধনাঢ্যতা এবং বিস্মৃতি সৃষ্টিকারী দারিদ্র্য থেকে সতর্ক করেছেন।

তৃতীয়ত: তিনি বলেছেন: (অথবা এমন রোগ যা সবকিছু বিপর্যস্ত করে দেয়)। ব্যাধি মানুষের অবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। মানুষ যতক্ষণ সুস্থ থাকে, ততক্ষণ আপনি তাকে প্রফুল্ল চিত্তে, প্রশস্ত হৃদয়ে এবং সামাজিকতায় সাবলীল দেখতে পাবেন। কিন্তু যখন সে রোগে আক্রান্ত হয়, তখন সে বিপন্ন বোধ করে, পৃথিবী তার কাছে সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং তার একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়ায় নিজের সত্তা। আপনি দেখবেন রোগের কারণে তার অনেক বিষয় পণ্ড হয়ে যাচ্ছে; সে মানুষের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না, পরিবারের সাথেও সাবলীল থাকতে পারে না; কারণ সে অসুস্থ এবং নিজের মাঝে পরিশ্রান্ত। সুতরাং রোগ মানুষের অবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দেয়। আর মানুষ সর্বদা সুস্থ থাকে না; বরং অসুস্থতা প্রতি মুহূর্তে তার অপেক্ষায় থাকে। কত মানুষ সকালে সতেজ ও সুস্থ অবস্থায় ওঠে অথচ সন্ধ্যায় দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়ে, আবার এর বিপরীতটিও ঘটে; সন্ধ্যায় সুস্থ ও সতেজ থাকে আর সকালে অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে পড়ে। অতএব, মানুষের উচিত এই বিষয়গুলো ঘটার আগেই নেক আমলের দিকে দ্রুত ধাবিত হওয়া।

চতুর্থত: (অথবা এমন জরাগ্রস্ত বার্ধক্য যা বিচারবুদ্ধি নিঃশেষ করে দেয়)। 'হারাম' তথা জরা বলতে অতি বার্ধক্যকে বোঝায়। মানুষ যখন বৃদ্ধ হয় এবং তার বয়স বৃদ্ধি পায়, তখন সে—মহান আল্লাহ যেমনটি বলেছেন—(নিকৃষ্টতম বয়সের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়) অর্থাৎ আয়ুর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও দুর্বল অবস্থার দিকে। তখন আপনি দেখবেন যে ব্যক্তিটিকে আপনি প্রজ্ঞাবান পুরুষদের একজন হিসেবে জানতেন, সে শিশুদের মতো হয়ে যাচ্ছে; বরং সে শিশুদের চেয়েও হীনতর অবস্থায় পৌঁছে যায়। কারণ শিশু তো ইতিপূর্বে বুদ্ধিমান ছিল না, সে কোনো কিছু সম্পর্কেই অবগত নয়, কিন্তু এই ব্যক্তিটি এক সময় বুদ্ধিমান ছিলেন এবং সব বিষয় বুঝতেন, এরপর তাকে নিকৃষ্টতম বয়সে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে; ফলে এটি তার জন্য অধিকতর পীড়াদায়ক হয়। এই কারণেই আমরা দেখি যে, যারা নিকৃষ্টতম বয়সে উপনীত হন—বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্য থেকে...

السن - يؤذون أهليهم أشد من إيذاء الصبيان؛ لأنهم كانوا قد عقلوا، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يرد إلى أرذل العمر. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الرد إلى أرذل العمر؛ لأن الإنسان إذا رد إلى أرذل العمر؛ تعب وأتعب غيره، حتى إن أخص الناس به يتمنى أن يموت؛ لأنه آذاه وأتعبه، وإذا لم يتمن بلسان المقال؛ فربما يتمنى بلسان الحال.

أما الخامس: (فالموت المجهز) : يعني أن يموت الإنسان، والموت لا ينذر الإنسان قد يموت الإنسان بدون إنذار، قد يموت على فراشه نائماً، وقد يموت على كرسيه عاملاً، وقد يموت في طريقه ماشياً، وإذا مات الإنسان انقطع عمله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) فبادر بالعمل قبل الموت المجهز، الذي يجهزك ولا يهلك.

السادس: (أو الدجال فشر غائب ينتظر) الدجال: صيغة مبالغة من الدجل؛ وه الكذب والتمويه، وهو رجل يبعثه الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان، يصل إلى دعوى الربوبية، يدعي أنه رب، فيمكث في فتنته

বয়স—তারা তাদের পরিবার-পরিজনকে শিশুদের চেয়েও অধিক কষ্ট দেয়; কারণ তারা একসময় বুদ্ধিমান ও বিবেকসম্পন্ন ছিল। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বার্ধক্যের অতি নিকৃষ্ট ও চরম পর্যায়ে উপনীত হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের বার্ধক্যের সেই নিকৃষ্ট পর্যায়ে থেকে রক্ষা করেন; কারণ মানুষ যখন অতি বার্ধক্যের পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন সে নিজে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং অন্যকেও ক্লান্ত করে দেয়। এমনকি তার সবচেয়ে নিকটজনও তখন তার মৃত্যু কামনা করে; কারণ সে তাদের কষ্ট ও ক্লান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যদি তারা মুখের ভাষায় তা প্রকাশ না-ও করে, তবুও অনেক সময় তাদের অবস্থা ও আচরণের মাধ্যমে সেই কামনাই ফুটে ওঠে।

আর পঞ্চম বিষয়টি হলো: (আকস্মিক মৃত্যু): অর্থাৎ মানুষের মৃত্যু হওয়া। মৃত্যু মানুষকে সতর্ক করে আসে না; মানুষ কোনো পূর্বসংকেত ছাড়াই মারা যেতে পারে। কেউ তার বিছানায় ঘুমন্ত অবস্থায় মারা যেতে পারে, কেউ তার চেয়ারে কর্মরত অবস্থায় মারা যেতে পারে, আবার কেউ পথে চলা অবস্থায় মারা যেতে পারে। আর যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, যেমনটি নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বলেছেন: "যখন আদম সন্তান মারা যায়, তখন তিনটি মাধ্যম ব্যতীত তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়: সদকায়ে জারিয়া, অথবা এমন ইলম বা জ্ঞান যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, অথবা এমন নেককার সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।" অতএব, সেই ত্বরান্বিতকারী মৃত্যুর আগেই আমলের দিকে অগ্রসর হোন, যা আপনাকে পাকড়াও করবে এবং কোনো অবকাশ দেবে না।

ষষ্ঠ বিষয়টি হলো: (অথবা দাজ্জাল, যা অপেক্ষমাণ অদৃশ্য অনিষ্টসমূহের মধ্যে নিকৃষ্টতম)। 'দাজ্জাল' শব্দটি 'দাজাল' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন একটি আধিক্যবোধক শব্দ; এর অর্থ হলো চরম মিথ্যাচার ও প্রতারণা। সে এমন এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শেষ যামানায় পাঠাবেন, যে রুবুবিয়াত বা প্রভুত্বের দাবি পর্যন্ত করবে। সে দাবি করবে যে সে-ই রব বা পালনকর্তা, অতঃপর সে তার ফিতনা নিয়ে অবস্থান করবে।

(ص: 44) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

هذه أربعين يوماً؛ يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع؛ يعني كجمعة. وسائر أيامه كالأيام المعتادة. لكن يعطيه الله عز وجل من القدرات ما لم يعط غيره. حتى إنه يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويأمر الأرض فتجذب، والسماء فتقحط: تمنع المطر، ومعه جنة ونار، لكنها مبوهة؛ جنته نار، وناره جنة.

هذا الرجل أعور العين، كأن عينه عنبة طافية، مكتوب بين عينيه (كافر) كاف. فاء. راء. يقرؤه كل مؤمن؛ الكاتب وغير الكاتب، ولا يقرؤه المنافق ولا الكافر. ولو كان قارئاً كاتباً. وهذا من آيات الله.

هذا الرجل يرسل الله عليه عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، فينزل من السماء فيقتله. كما جاء في بعض الأحاديث بباب لد في فلسطين حتى يقضي عليه. فالحاصل أن الدجال شر غائب ينتظر؛ لأن فتنته عظيمة؛ ولهذا نحن في صلاتنا. في كل صلاة. نقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمبات، ومن فتنة المسيح الدجال. خصبها، لأنها أعظم فتنة تكون في حياة الإنسان.

السابع: (أو الساعة) يعني قيام الساعة الذي فيه الموت العام.

এটি হবে চল্লিশ দিন; একটি দিন এক বছরের মতো, একটি দিন এক মাসের মতো এবং একটি দিন এক সপ্তাহের মতো—অর্থাৎ এক জুমুআর ন্যায়। আর তার অবশিষ্ট দিনগুলো হবে সাধারণ দিনগুলোর মতো, কিন্তু মহান আল্লাহ তাকে এমন কিছু ক্ষমতা দান করবেন যা অন্য কাউকে দেননি। এমনকি সে আকাশকে নির্দেশ দিবে আর বৃষ্টি বর্ষিত হবে, জমিনকে নির্দেশ দিবে আর ফসল উৎপন্ন হবে। আবার সে জমিনকে নির্দেশ দিবে আর তা অনুর্বর হয়ে যাবে, এবং আকাশকে নির্দেশ দিবে ফলে তা অনাবৃষ্টির কবলে পড়বে—অর্থাৎ বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে। তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে, তবে তা হবে বিভ্রান্তিকর; তার জান্নাত মূলত আগুন আর তার জাহান্নাম মূলত জান্নাত।

এই ব্যক্তি হবে এক চোখ কানা, তার চোখটি যেন একটি ভেসে থাকা আঙুরের মতো। তার দুই চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে (কাফির)—কাফ, ফা, রা। প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তি এটি পড়তে পারবে, চাই সে শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত। কিন্তু কোনো মুনাফিক বা কাফির তা পড়তে পারবে না—যদিও সে শিক্ষিত ও লেখক হয়। এটি আল্লাহর নিদর্শনাবলির অন্যতম। এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলা ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে প্রেরণ করবেন। তিনি আসমান থেকে অবতরণ করবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। যেমনটি

কিছু হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, ফিলিস্তিনের লুদ নামক তোরণে তিনি তাকে পরাভূত ও নির্মূল করবেন।

সারকথা হলো, দাজ্জাল হলো এক অপেক্ষমান অনাগত অনিষ্ট; কারণ তার ফিতনা অত্যন্ত ভয়াবহ। আর এ কারণেই আমরা আমাদের নামাজে—প্রত্যেক নামাজে—বলি: "আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের আজাব থেকে, কবরের আজাব থেকে, জীবন ও মরণের ফিতনা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে।" এই ফিতনাটিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ এটি মানুষের জীবনে আসা সর্বাপেক্ষা বড় ফিতনা।

সপ্তম: (অথবা কিয়ামত) অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হওয়া, যার মধ্যে নিহিত রয়েছে সকলের মৃত্যু।

(ص: 45) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

والساعة أدهى وأمر كما قال الله عز وجل: (بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرٌ) (القمر: 46).

فهذه سبع حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، وأمرنا أن نبادر بالأعمال هذه السبع، فبادر يا أخي المسلم بأعمالك الصالحة قبل أن يفوتك الأوان، فأنت الآن في نشاط، وفي قوة، وفي قدرة، لكن قد يأتي عليك زمان لا تستطيع ولا تقدر على العمل الصالح، فبادر وعود نفسك، وأنت إذا عودت نفسك العمل الصالح إعتادته، وسهل علينا وانقادت له، وإذا عودت نفسك الكسل والإهمال؛ عجزت عن القيام بالعمل الصالح، نسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.

94. الثامن: عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: (لأعطين هذه الراية رجلاً يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه) قال عمر رضي الله عنه: ما

أُحِبَّتِ الْإِمَارَةُ إِلَّا يَوْمُئِذٍ، فَتَسَاوَرَتْ لَهَا رِجَاءٌ أَنْ أَدْعَى لَهَا، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، وَقَالَ: (امْشِ وَلَا تَلْتَفْتَ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ) فَسَارَ عَلَى شَيْئًا، ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفْتَ؛ فَصَرَخَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَى مَاذَا أَقَاتِلُ النَّاسَ؟ قَالَ: (قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَسَابِهِمْ عَلَى اللَّهِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

আর কিয়ামত অত্যন্ত ভয়াবহ ও তিক্ততর, যেমনটি আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেছেন: (বরং কিয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময়, আর কিয়ামত অত্যন্ত ভয়াবহ ও তিক্ততর) (আল-কামার: ৪৬)।

এগুলো হলো সেই সাতটি বিষয় যা থেকে নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সতর্ক করেছেন এবং তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরা এই সাতটি পরিস্থিতির পূর্বেই নেক আমলে অগ্রণী হই। অতএব হে আমার মুসলিম ভাই, সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই আপনি আপনার নেক আমলের ক্ষেত্রে তৎপর হোন। আপনি এখন উদ্যম, শক্তি ও সামর্থ্যের মধ্যে রয়েছেন, কিন্তু আপনার জীবনে এমন এক সময় আসতে পারে যখন আপনি নেক আমল করতে সক্ষম হবেন না। সুতরাং দ্রুত পদক্ষেপ নিন এবং নিজেকে অভ্যস্ত করুন। কেননা আপনি যখন নিজেকে সৎকর্মে অভ্যস্ত করবেন, তখন তা আপনার অভ্যাসে পরিণত হবে এবং আপনার জন্য সহজ ও অনুগত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আপনি যদি নিজেকে অলসতা ও অবহেলায় অভ্যস্ত করেন, তবে আপনি নেক আমল করতে অক্ষম হয়ে পড়বেন। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাকে এবং আপনাদেরকে তাঁর যিকির, শোকর ও উত্তম ইবাদত পালনে সাহায্য করেন।

* * *

৯৪ — অষ্টম: তাঁর হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের যুদ্ধের দিন বললেন: (আমি অবশ্যই এই ঋণ্ডা এমন এক ব্যক্তিকে দান করব যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে, আল্লাহ তাঁর হাতে বিজয় দান করবেন।) ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: সেই দিন ব্যতীত আমি কখনো নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা করিনি, ফলে আমি নিজেকে জাহির করছিলাম এই আশায় যে আমাকে যেন তার জন্য ডাকা হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডাকলেন এবং তাকে পতাকাটি প্রদান করলেন। তিনি বললেন: (এগিয়ে যাও এবং আল্লাহ বিজয় দান না করা পর্যন্ত পেছনে ফিরে তাকাবে না।) আলী কিছুটা অগ্রসর হলেন, তারপর থামলেন এবং পেছনে না তাকিয়েই উচ্চস্বরে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমি কোন বিষয়ের ওপর মানুষের সাথে যুদ্ধ করব? তিনি বললেন: (তাদের সাথে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। যখন তারা এটি করবে, তখন তারা তোমার থেকে তাদের রক্ত ও ধন-সম্পদ রক্ষা করে নেবে, তবে ইসলামের হকের বিষয়টি ভিন্ন; আর তাদের প্রকৃত হিসাব আল্লাহর নিকট।) মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

(ص: 46) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

(فتساورت) هو بالسّين المهملة: أي وثبت متطعاً.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: (لأعطين هذه الراية رجلاً يحب الله ورسوله)، وفي لفظ: (ويحبه الله ورسوله) يوم خيبر: يعني يوم غزوة خيبر، وخيبر حصون ومزارع كانت لليهود؛ تبعد عن المدينة نحو مائة ميل نحو الشمال الغربي، فتحها النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف في السير، وكان الذين يعملون فيها اليهود، فصالحهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يبقوا فيها مزارعين بالنصف؛ لهم نصف الثمرة، وللمسلمين نصف الثمرة، وبقوا على ذلك حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، أجلاهم إلى الشام وإلى أذرعات.

قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لأعطينه الراية رجلاً يحب الله ورسوله) الراية: هي ما يسى عندنا العلم، يحمله القائد من أجل أن يهتدي به الجيش وراة، فقال: (لأعطينه الراية رجلاً يحب الله ورسوله) وقوله: (رجلاً) نكرة لا يعلم من هو، قال عمر بن الخطاب: فما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، رجاء أن يصيبه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فتسورت لها وبأت الناس تلك الليلة يخوضون ويدوكون، كل منهم يرجو أن يعطاها، فلما أصبحوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ ابن

(আমি নিজেকে উঁচিয়ে ধরলাম) এটি 'সীন' বর্ণ যোগে গঠিত: অর্থাৎ আমি উঁকি দিয়ে দেখার জন্য সচেষ্টি হলাম।

[ব্যাক্যা]

লেখক—রহিমাল্লাহ তাআলা—আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের দিন বলেছিলেন: "আমি অবশ্যই এই ঝাণ্ডা এমন এক ব্যক্তিকে দেব যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে।" অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: "এবং যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালোবাসেন।" খাইবারের দিন: অর্থাৎ খাইবার যুদ্ধের দিন। খাইবার ছিল ইহুদিদের মালিকানাধীন কিছু দুর্গ ও ফসলি জমি; যা মদিনা থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় একশ মাইল দূরে অবস্থিত। নবী করীম আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম এটি জয় করেছিলেন যেমনটি সিরাত গ্রন্থসমূহে প্রসিদ্ধ আছে। সেখানে ইহুদিরা কাজ করত। নবী করীম আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে এই মর্মে সন্ধি করেছিলেন যে, তারা সেখানে অর্ধেক ফসলের বিনিময়ে কৃষক হিসেবে অবস্থান করবে; অর্থাৎ ফসলের অর্ধেক তাদের এবং অর্ধেক মুসলিমদের। তারা এভাবেই সেখানে অবস্থান করছিল যতক্ষণ না ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খিলাফতকালে তাদের সিরিয়া এবং আজরুআতের দিকে বহিস্কার করেন।

নবী করীম আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন: "আমি অবশ্যই এই ঝাণ্ডা এমন এক ব্যক্তিকে দেব যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে।" ঝাণ্ডা (রায়া): এটি আমাদের নিকট পতাকা বা নিশান নামে পরিচিত, যা সেনাপতি বহন করেন যাতে তাঁর পেছনের সৈন্যবাহিনী তাঁর মাধ্যমে দিকনির্দেশনা লাভ করতে পারে। তিনি বললেন: "আমি অবশ্যই এই ঝাণ্ডা এমন এক ব্যক্তিকে দেব যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে।" তাঁর উক্তি "একজন ব্যক্তি" শব্দটি ব্যাকরণগতভাবে অনির্দিষ্ট (নাকেরা), ফলে সেই ব্যক্তিটি কে তা জানা যাচ্ছিল না। ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: "আমি সেই দিন ছাড়া আর কখনোই নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা করিনি," এই আশায় যে নবী করীম আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তা যেন তাঁর ভাগ্যে জোটে। তাই আমি এর প্রতি লালায়িত হয়ে নিজেকে উঁচিয়ে ধরলাম (যাতে নজরে পড়ি)। সেদিন রাতে লোকেরা জল্পনা-কল্পনা ও আলোচনায় মগ্ন হয়ে রাত পার করল যে, তাদের মধ্যে কাকে এটি প্রদান করা হবে; তাদের প্রত্যেকেই তা পাওয়ার আশা করছিল। সকাল হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আলী ইবনে আবি তালিব কোথায়? ইবনে...

(ص: 47) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

عنه قالوا: يا رسول الله، إنه يشتكي عينيّه، يعني عنده وجع في عينيّه، فدعا به، فجاء، فبصق في عينيّه؛ فبرأ كأن لم يكن به وجع في الحال، والله على كل شيء قدير، ثم أعطاه الراية، وقال له: (امش ولا تلتفت حتى يفتح الله). ففعل رضي الله عنه فلما مشى قليلاً وقف، ولكنه لم يلتفت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تلتفت، فصرخ بأعلى صوته: يا رسول الله، على ماذا أقاتلهم؟ بدون التفات؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تلتفت؛ قال: (قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله)؛ هذه الكلمة كلمة عظيمة، ولو وزنت بها السماوات والأرض لرجعت بالسماوات والأرض، هذه الكلمة يدخل بها الإنسان من

الكفر الإسلام، فهي باب الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله،
(فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)
يعني إذا قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم لا يقاتلون،
منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أي بحق لا إله إلا الله؛ أي بالحقائق التابعة لها؛
لأن لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقوله الإنسان بلسانه، بل لها شروط ولها أمور
لا بد أن تتم، ولهذا قيل لبعض السلف: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مفتاح
الجنة لا إله إلا الله)؟ فقال نعم، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن لا بد من عمل؛
لأن المفتاح يحتاج إلى أسنان، وقد صدق رحمه الله: المفتاح يحتاج إلى

أسنان، لو جئت بمفتاح بدون أسنان ما فتح لك.

إذن: قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (إلا بحقها) يشمل كل شيء

তাঁর চাচাতো ভাই (আলী); তারা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, তিনি চোখের ব্যথায় ভুগছেন, অর্থাৎ তাঁর চোখে যন্ত্রণা আছে। অতঃপর তিনি তাঁকে ডাকলেন এবং তিনি আসলেন। নবীজী তাঁর চোখে লালা (থুথু) দিলেন; ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ এমনভাবে সুস্থ হয়ে গেলেন যেন তাঁর কোনো ব্যথাই ছিল না। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। এরপর তিনি তাঁকে যুদ্ধের পতাকা প্রদান করলেন এবং তাঁকে বললেন: (এগিয়ে চলো এবং আল্লাহ বিজয় দান না করা পর্যন্ত পেছনে ফিরে তাকিও না)।

অতঃপর তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তা-ই করলেন। যখন তিনি সামান্য পথ চললেন, তখন থেমে গেলেন, কিন্তু তিনি পেছনে ফিরে তাকালেন না; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বলেছিলেন: পেছনে ফিরে তাকিও না। তখন তিনি উচ্চস্বরে চিৎকার করে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমি কোন বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব? তিনি ফিরে তাকানো ছাড়াই এ কথা বললেন; কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন পেছনে না তাকাতে। তিনি বললেন: (তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল); এই বাণীটি এক মহান বাণী, যদি আসমান ও জমিনের সাথে এর ওজন করা হতো তবে এটিই ভারী

হতো। এই বাণীর মাধ্যমেই মানুষ কুফর থেকে ইসলামে প্রবেশ করে, আর এটিই হলো ইসলামের প্রবেশদ্বার: এই সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। (যখন তারা তা করবে, তখন তারা তাদের রক্ত ও সম্পদকে তোমার থেকে নিরাপদ করে নিল তবে তার হক ব্যতীত; আর তাদের হিসাব আল্লাহর জিম্মায়), অর্থাৎ যখন তারা বলবে: আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, তখন তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে না; তারা তাদের রক্ত ও সম্পদকে নিরাপদ করে নিল তবে তার হক ব্যতীত। অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর হকের বিনিময়ে বা এর সাথে সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়াবলির অধিকার রক্ষার্থে। কারণ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কেবল মানুষের মুখে উচ্চারিত কোনো শব্দ নয়, বরং এর কিছু শর্ত ও বিষয় রয়েছে যা অবশ্যই সম্পন্ন হতে হবে। এই কারণেই জনৈক সালাফকে (পূর্বসূরিকে) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি বলেননি যে: (জান্নাতের চাবিকাঠি হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)? তিনি বলেন: হ্যাঁ, জান্নাতের চাবিকাঠি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, কিন্তু অবশ্যই আমল থাকতে হবে; কারণ চাবিকাঠির জন্য দাঁত প্রয়োজন। তিনি (রহিমাহুল্লাহ) সত্যই বলেছেন: চাবিকাঠির জন্য

দাঁত প্রয়োজন, আপনি যদি দাঁতহীন চাবিকাঠি নিয়ে আসেন তবে তা আপনার জন্য দ্বার উন্মোচন করবে না।

সুতরাং রাসূল (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর বাণী: (তবে তার হক ব্যতীত) - এই বিষয়টি সব কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে।

(ص: 48) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

يكفر به الإنسان مع قول لا إله إلا الله، فإن من كفر وإن كان يقول لا إله إلا الله
محمد رسول الله، ولكنه أتى بكفر؛ فإن هذه الكلمة لا تنفعه.

ولهذا كان المنافقون يذكرون الله، يقولون: لا إله إلا الله، وإذا رأيتهم تعجبك
أجسامهم، هيئتهم وشكلهم كأنهم أكمل المؤمنين إيماناً، ويأتون للرسول صلى الله

عليه وسلم يقولون له: نشهد إنك لرسول الله، الكلام مؤكد بثلاث مؤكدات (نشهد) و (إن) و (اللام) في (نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ) فقال رب العزة والجلال الذي يعلم ما في الصدور: (وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ) (المنافقون: 1) ، أعطاهم شهادة بشهادة، يشهد إن المنافقون لكاذبون، وأكد الله عز وجل كذب هؤلاء في قولهم: نشهد إنك لرسول الله، بثلاثة مؤكدات، فليس كل من قال لا إله إلا الله؛ يعصم دمه وماله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى فقال: (إلا بحقها) .

ولما منع الزكاة من منعها من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واستعد أبو بكر رضي الله عنه لقتالهم، تكلم معه من تكلم من الصحابة، وقالوا: كيف تقاتلهم وهم يقولون: لا إله إلا الله؟ قال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الزكاة حق المال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إلا بحقها) فقاتلهم رضي الله عنه على ذلك، وانتصر والله الحمد. فالحاصل: أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله، فإنه يسنع دمه وماله، ولكن لابد من حق، ولذلك قال العلماء رحمهم الله: لو أن قرية من القرى تركوا الأذان والإقامة؛ فإنهم لا يكفرون، ولكن يقاتلون، وتستباح دمائهم حتى يؤذنوا ويقيموا، مع أن الأذان والإقامة ليسا من أركان

মানুষ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা সত্ত্বেও এমন কিছু করতে পারে যা তাকে কুফরিতে লিপ্ত করে। কেননা কেউ যদি কুফরি করে, যদিও সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' পাঠ করে, কিন্তু সে ইসলাম বিনষ্টকারী কোনো কাজে লিপ্ত হয়; তবে এই কালিমা তার কোনো উপকারে আসবে না।

এ কারণেই মুনাফিকরা আল্লাহর জিকির করত, তারা বলত: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আপনি যখন তাদের দেখতেন, তাদের দেহাবয়ব আপনাকে মুগ্ধ করত; তাদের গঠন ও অবয়ব এমন ছিল যেন তারা ঈমানের দিক থেকে সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ মুমিন। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলত: আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল। এই

বক্তব্যটি তিনটি তাকিদ বা নিশ্চয়তাসূচক শব্দ দ্বারা জোরদার করা হয়েছিল ('আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি', 'নিশ্চয়ই' এবং 'অবশ্যই' সূচক ল্যাম)। এমতাবস্থায় অন্তর্যামী মহান রসুল ইজ্জত বললেন: "আর আল্লাহ জানেন যে আপনি অবশ্যই তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে মুনাফিকরা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী" (সূরা আল-মুনাফিকুন: ১)। আল্লাহ তাদের সাক্ষ্যের বিপরীতে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলা তাদের এই মিথ্যাচারকে তিনটি তাকিদ দিয়ে নিশ্চিত করেছেন। সুতরাং, যে কেউ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বললেই তার রক্ত ও সম্পদ সংরক্ষিত হয়ে যায় না; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যতিক্রম উল্লেখ করে বলেছেন: "তার হক আদায় করা ব্যতীত।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আরবের যারা জাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন, তখন সাহাবীদের মধ্য থেকে কেউ কেউ তাঁর সাথে আলোচনা করলেন এবং বললেন: আপনি কীভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন অথচ তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলছে? তিনি (রা.) বললেন: আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব যে সালাত ও জাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে। জাকাত হলো সম্পদের হক। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তার হক আদায় করা ব্যতীত।" অতঃপর তিনি (রা.) এই ভিত্তিতেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং আল্লাহর অনুগ্রহে বিজয় লাভ করেন।

সারকথা হলো: যে কেউ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বললেই তার রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ হয়ে যায় না, বরং এর হক আদায় করা আবশ্যিক। একারণেই ওলামায়ে কেরাম (রহ.) বলেছেন: যদি কোনো জনপদের অধিবাসীরা আজান ও ইকামত পরিত্যাগ করে, তবে তারা কাফির হবে না, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে এবং তাদের রক্ত ও সম্পদ বৈধ গণ্য হবে যতক্ষণ না তারা আজান ও ইকামত প্রদান করে; যদিও আজান ও ইকামত ইসলামের রুকনসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়...

الإسلام، لكنها من حقوق الإسلام، قالوا: ولو تركوا صلاة العيد مثلاً، مع أن صلاة العيد ليست من الفرائض الخمس، لو تركوا صلاة العيد وجب قتالهم، يقاتلون بالسيف والرصاص حتى يصلوا العيد، مع أن صلاة العيد فرض كفاية، أو سنة عند بعض العلماء، أو فرض عين على القول الراجح، لكن الكلام على أن القتال قد يجوز مع إسلام المقاتلين؛ ليدعونا لشعائر الإسلام الظاهرة؛ ولهذا قال هنا: (إلا بحقها).

وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقول: لأفعلن كذا في المستقبل، وإن لم يقل: إن شاء الله. ولكن يجب أن نعلم الفرق بين شخص يخبر عما في نفسه، وشخص يخبر أنه سيفعل، يعني يريد الفعل. أما الأول فلا بأس أن يقول سأفعل بدون إن شاء الله؛ لأنه إنما يخبر عما في نفسه، وأما الثاني: الذي يريد أنه يفعل؛ أي يوقع الفعل فعلاً. فهذا لا يقل إلا مقيداً بالشيئة، قال تعالى: (وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ) (الكهف: 23-24)، فهناك فرق بين من يخبر عما في نفسه، وبين من يقول إنني سأفعل غداً. غداً ليس إليك، ربما تموت قبل غد، وربما تبقى، ولكن يكون هناك موانع وصوارف، وربما تبقى ويصرف الله همتك عنه، كما يقع كثيراً. كثيراً ما يريد الإنسان أن يفعل فعلاً غداً أو آخر النهار، ثم يصرف الله همته. ولهذا قيل لبعض الأعراب - والأعراب سبحانه الله عندهم أحياناً جواب فطري - قيل له: بم عرفت ربك؟ فأجاب قائلاً: الأثر يدل على المسير، والبعير تدل على البعير. فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج.

ইসলাম, তবে তা ইসলামের অধিকারসমূহের অন্তর্ভুক্ত। উলামায়ে কেরাম বলেছেন: যদি তারা উদাহরণস্বরূপ ঈদের সালাত ত্যাগ করে—যদিও ঈদের সালাত পঞ্চ ফরযের অন্তর্ভুক্ত নয়—তবুও তারা ঈদের সালাত বর্জন করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব হবে। তারা ঈদের সালাত আদায় না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার ও অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করা হবে, যদিও ঈদের

সালাত ফরযে কিফায়া, অথবা কোনো কোনো আলিমের মতে সুন্নাহ, কিংবা অগ্রগণ্য মতানুসারে ফরযে আইন। তবে আলোচনার বিষয় হলো, যোদ্ধারা মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ হতে পারে; যাতে তারা ইসলামের প্রকাশ্য নিদর্শনাবলি মেনে নিতে বাধ্য হয়। আর একারণেই এখানে বলা হয়েছে: (তবে ইসলামের অধিকার ব্যতীত)।

এই হাদিসে এ কথার দলিল রয়েছে যে, মানুষের জন্য ভবিষ্যতে "আমি অমুক কাজ করব" বলা বৈধ, যদি সে "ইনশাআল্লাহ" নাও বলে। তবে আমাদের সেই ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য বোঝা উচিত যে নিজের মনের অবস্থার কথা বলছে, আর সেই ব্যক্তির মধ্যে যে ভবিষ্যতে কোনো কাজ বাস্তবে করার সংবাদ দিচ্ছে।

প্রথম ব্যক্তির ক্ষেত্রে "ইনশাআল্লাহ" ব্যতিরেকে "আমি করব" বলায় কোনো দোষ নেই; কারণ সে কেবল তার মনের সংকল্পের কথা বলছে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি, যে কাজটি বাস্তবে করার ইচ্ছা পোষণ করে; অর্থাৎ কাজটি সম্পাদন করতে চায়।

এমন ব্যক্তি যেন আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করা ছাড়া কথা না বলে। আল্লাহ তাআলা বলেন: (আর তুমি কোনো বিষয়ে বলো না যে, "আমি এটি আগামীকাল করব", "আল্লাহ যদি চান" বলা ব্যতীত।) (সূরা কাহাফ: ২৩-২৪)। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজ মনের অবস্থার সংবাদ দেয় আর যে বলে যে সে আগামীকাল কাজটি করবে—উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

আগামীকালের বিষয়টি তোমার এখতিয়ারে নেই, হতে পারে আগামীকালের পূর্বেই তোমার মৃত্যু হবে, অথবা তুমি জীবিত থাকবে কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতা ও বিচ্যুতি দেখা দেবে, কিংবা হয়তো তুমি বেঁচে থাকবে কিন্তু আল্লাহ তোমার সংকল্পকে সেই কাজ থেকে ফিরিয়ে দেবেন, যেমনটি অহরহ ঘটে থাকে। অনেক সময় মানুষ আগামীকাল বা দিনের শেষে কোনো কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করে, অতঃপর আল্লাহ তার সেই ইচ্ছা পরিবর্তন করে দেন।

একারণেই কোনো এক বেদুইনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—আর সুবহানালাল্লাহ! বেদুইনদের মাঝে মাঝে অত্যন্ত স্বভাবজাত প্রজ্ঞা থাকে—তাকে জিজ্ঞেস করা হলো: "তুমি কিসের মাধ্যমে তোমার প্রতিপালককে চিনেছ?" সে উত্তরে বলল: "পদচিহ্ন যেমন পথচারীর অস্তিত্ব প্রমাণ করে, আর উট যেমন উটের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। সুতরাং গ্রহ-নক্ষত্রশোভিত আকাশ আর প্রশস্ত পথবিশিষ্ট জমিন..."

وبحار ذات أمواج. ألا تدل على السبيح البصير؟ - الله أكبر - أعراي لا يعرف؛ لكنه استدل بعقله، فهذه الأمور العظيمة ألا تدل على خالق يخلقها ويدبرها؟ بلى والله. وسئل آخر: بم عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم؛ فكيف هذا؟ يعزم الإنسان على شيء ثم تنتقض عزيمته بدون أي سبب ظاهر، إذن: من الذي نقضها؟ الذي نقض العزيمة هو الذي أودعها أولاً، وهو الله عز وجل، وصرف الهمم؛ حيث يهم الإنسان بالشيء - وربما يبدأ به فعلاً - ثم ينصرف. إذن نقول: إن في هذا الحديث دليل على أن الإنسان له أن يقول سأفعل كذا؛ إخباراً عما في نفسه، لا جزمًا بأن يفعل، لأن المستقبل له الله، لكن إذا أخبرت عما في نفسك فلا حرج. والله الموفق.

এবং উত্তাল তরঙ্গমালা সমৃদ্ধ সমুদ্রসমূহ—এগুলো কি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ দেয় না? আল্লাহ্ আকবার! জনৈক মরুচারী আরব, যে বিশেষ কোনো জ্ঞান রাখত না; তবুও সে নিজ প্রজ্ঞা দিয়ে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, এই সুমহান নিদর্শনসমূহ কি এমন এক স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করে না, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেন এবং সুচারুভাবে পরিচালনা করেন? অবশ্যই, আল্লাহর শপথ!

অন্য একজনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: “আপনি আপনার প্রতিপালককে কিসের মাধ্যমে চিনেছেন?” তিনি বললেন: “দৃঢ় সংকল্প ভেঙে যাওয়া এবং অভিপ্ৰায় বিমুখ হওয়ার মাধ্যমে।” এটি কীভাবে সম্ভব? মানুষ কোনো বিষয়ে সুদৃঢ় সংকল্প করে, এরপর কোনো প্রকাশ্য কারণ ছাড়াই তার সেই সংকল্প ভেঙে যায়। তবে কে সেই সংকল্প ভেঙে দিলেন? যিনি সংকল্পটি ভেঙে দিলেন, তিনিই তো প্রথমে তা অন্তরে গচ্ছিত রেখেছিলেন; আর তিনি হলেন মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ। আর অভিপ্ৰায় বিমুখ হওয়া বলতে বুঝায়—মানুষ কোনো বিষয়ের ইচ্ছা পোষণ করে—এমনকি কখনো কাজটির সূচনাও করে দেয়—অতঃপর সে তা থেকে ফিরে আসে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি: এই হাদিসে এই মর্মে দলিল রয়েছে যে, মানুষ বলতে পারে ‘আমি অমুক কাজ করব’; এটি হবে কেবল নিজের মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে, কাজটি নিশ্চিতভাবে করার দাবি হিসেবে নয়। কারণ, ভবিষ্যৎ কেবল আল্লাহর হাতে। তবে আপনি যদি নিজ মনের খবর ব্যক্ত করেন, তবে তাতে কোনো বাধা নেই। আল্লাহই তাওফিক দাতা।

(ص: 51) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

11 . باب المجاهدة

قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) (العنكبوت: 69) . وقال تعالى: (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ) (الحجر: 99) . وقال تعالى: (وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا) (المزمل: 8) ، أي انقطع إليه. وقال تعالى: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ) (الزلزلة: 7) ، وقال تعالى: (وَمَا تُقَدِّرُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا) (المزمل: 20) ، وقال تعالى: (وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ) (البقرة: 273) ، والآيات في الباب كثيرة معلومة.

[الشرح]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب المجاهدة) المجاهدة تعني مجاهدة الإنسان نفسه ومجاهدة غيره، فأما مجاهدة الإنسان نفسه فإنها من أشق الأشياء، ولا تتم مجاهدة الغير إلا بمجاهدة النفس أولاً، ومجاهدة النفس تكون بأن يجاهد الإنسان نفسه على شيئين، على فعل الطاعات، وعلى ترك المعاصي؛ لأن فعل الطاعات ثقیل

على النفس إلا من خففه الله عليه، وترك المعاصي كذلك ثقیل على النفس إلا من خففه الله عليه، فتحتاج النفس إلى مجاهدة لا سيما مع قلة الرغبة في الخير، فإن الإنسان يعاني من نفسه معاناة شديدة؛ ليحملها على فعل الخير. ومن أهم ما يكون من هذا مجاهدة النفس على الإخلاص لله عز وجل في العبادة؛ فإن الإخلاص، أمره عظیم وشاق جداً، حتى إن بعض

১১. পরিচ্ছেদ: মুজাহাদা (সাধনা ও আত্মপ্রচেষ্টা)

মহান আল্লাহ বলেন: "যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন" (আল-আনকাবুত: ৬৯)। তিনি আরও বলেন: "এবং তোমার রবের ইবাদত করো তোমার কাছে ইয়াকীন (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত" (আল-হিজর: ৯৯)। তিনি আরও বলেন: "তুমি তোমার রবের নাম স্মরণ করো এবং তাঁর প্রতি একনিষ্ঠভাবে নিবিষ্ট হও" (আল-মুয়াম্মিল: ৮), অর্থাৎ তাঁর সাথে একাত্ম হয়ে যাও। তিনি আরও বলেন: "কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে সে তা দেখবে" (আয-যালযালাহ: ৭)। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "তোমরা নিজেদের মঙ্গলের জন্য ভালো যা কিছু অগ্রিম পাঠাবে, তা আল্লাহর কাছে পাবে। তা হবে উৎকৃষ্টতর এবং প্রতিদানের ক্ষেত্রে মহত্তর" (আল-মুয়াম্মিল: ২০)। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "তোমরা যে কোনো উত্তম বস্তু ব্যয় করো না কেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত" (আল-বাকারাহ: ২৭৩)। এই অধ্যায় সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ অনেক এবং সুবিদিত।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) বলেন: (মুজাহাদা পরিচ্ছেদ) মুজাহাদা অর্থ হলো মানুষের নিজ কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং অন্যের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করা। তবে মানুষের নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা হচ্ছে সবচাইতে কঠিন বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত। আর নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে অন্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পূর্ণতা পায় না। নফসের মুজাহাদা বা সাধনা দুটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে হয়: আনুগত্যের কাজ সম্পাদন করা এবং পাপাচার বর্জন করা। কেননা নফসের কাছে ইবাদত ও আনুগত্যের কাজসমূহ অত্যন্ত ভারী বা কষ্টকর, তবে

আল্লাহ যার জন্য তা সহজ করে দেন তার কথা ভিন্ন। একইভাবে পাপাচার বর্জন করাও নফসের কাছে ভারী, তবে আল্লাহ যার জন্য সহজ করে দেন তার কথা ভিন্ন। সুতরাং নফসের জন্য নিরন্তর সাধনার প্রয়োজন রয়েছে, বিশেষ করে যখন কল্যাণের প্রতি আগ্রহ কমে যায়; তখন মানুষকে তার নফসের সাথে কঠোর সংগ্রাম করতে হয় যাতে তাকে ভালো কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা যায়।

এর মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো ইবাদতে মহান আল্লাহর জন্য ইখলাস বা একনিষ্ঠতা অর্জনে নফসের সাথে সাধনা করা; কেননা ইখলাসের বিষয়টি অত্যন্ত বিশাল এবং খুবই দুঃসাধ্য। এমনকি কোনো কোনো...

(ص: 52) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

السلف يقول: (ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص ولهذا كان جزاء المخلصين أن من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه حرمه الله على النار).

لكن متى يكون هذا الأمر؟ إن هذا الأمر شديد جداً، فالبجادة على الإخلاص لله من أشق ما يكون على النفوس؛ لأن النفوس لها حظوظ؛ ولأن الإنسان يحب أن يكون مرموقاً عند الناس، ويحب أن يكون محترماً بين الناس، ويحب أن يقال: إن هذا رجل عابد، هذا رجل فيه كذا وكذا من خصال الخير، فيدخل الشيطان على الإنسان من هذا الباب، ويحمله على مراعاة الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به). يعني أظهر أمره للناس حتى ينكشف والعباد بالله.

كذلك أيضاً مما يجاهد الإنسان نفسه عليه: فعل الطاعات الشاقة مثل الصوم، فإن الصوم من أشق الطاعات على النفوس؛ لأن فيه ترك المألوف من طعام وشراب

ونكاح، فتجده يكون شاقاً على الناس إلا من يسره الله عليه وخفف عنه. تجد بعض الناس مثلاً إذا دخل رمضان كأنما وضع على ظهره جبل - والعياذ بالله - لأنه يستثقل الصوم ويرى أنه شاق، حتى إن بعضهم يجعل حظ يومه النوم، وحظ ليله السهر في أمر لا خير له فيه؛ كل ذلك من أجل مشقة هذه العبادة عليه.

সালাফগণ বলতেন: "আমি আমার নফসের সাথে ইখলাসের (নিষ্ঠা) মতো অন্য কোনো বিষয়ে এত কঠোর সংগ্রাম করিনি।" একারণেই মুখলিস তথা নিষ্ঠাবানদের প্রতিদান এই যে, যে ব্যক্তি তার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে একনিষ্ঠভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেবেন।

কিন্তু এই বিষয়টি কখন অর্জিত হয়? নিশ্চয়ই এই বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন; কেননা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইখলাস বা নিষ্ঠা অর্জনের প্রচেষ্টা নফসের ওপর সর্বাপেক্ষা কষ্টসাধ্য বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত। কারণ নফসের নিজস্ব কিছু কুপ্রবৃত্তি ও কামনা থাকে; মানুষ মানুষের কাছে মর্যাদাবান ও সম্মানিত হয়ে থাকতে পছন্দ করে। সে চায় তাকে তাকে বলা হোক: "ইনি একজন ইবাদতগুজার ব্যক্তি, তার মধ্যে অমুক অমুক ভালো গুণাবলি রয়েছে।" শয়তান মানুষের অন্তরে এই পথ দিয়েই প্রবেশ করে এবং তাকে মানুষের কাছে লোক দেখানো ইবাদত বা রিয়া করতে প্ররোচিত করে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি মানুষকে শোনানোর জন্য আমল করে, আল্লাহ তার উদ্দেশ্য মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য আমল করে, আল্লাহ তাকে লজ্জিত ও অপদস্থ করবেন।" অর্থাৎ, আল্লাহ তার আসল উদ্দেশ্য মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেবেন যাতে তার স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে যায়—আমরা এ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

অনুরূপভাবে, মানুষ যে বিষয়ে নিজ নফসের সাথে সংগ্রাম করে তা হলো—কঠিন ইবাদতসমূহ সম্পাদন করা, যেমন রোজা। নিশ্চয়ই রোজা নফসের জন্য অন্যতম কষ্টসাধ্য ইবাদত; কারণ এতে খাদ্য, পানীয় ও দাম্পত্য মিলনের মতো অভ্যাসগত বিষয়গুলো ত্যাগ করতে হয়। ফলে আল্লাহর সহজ করে দেওয়া ও ভারমুক্ত করা বান্দা ব্যতীত সাধারণ মানুষের নিকট এটি অত্যন্ত কঠিন মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি দেখবেন যখন রমজান মাস আসে, তখন কিছু মানুষের অবস্থা এমন হয় যেন তাদের পিঠের ওপর পাহাড় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে—নাউযুবিলাহ। এর কারণ তারা রোজাকে বোঝা মনে করে এবং একে অত্যন্ত কষ্টকর মনে করে। এমনকি তাদের

কেউ কেউ দিনের পুরোটা সময় ঘুমের পেছনে এবং রাতের বড় একটা অংশ এমন সব অনর্থক কাজে ব্যয় করে যাতে কোনো কল্যাণ নেই। এসবই হলো তাদের ওপর এই ইবাদতের কাঠিন্যের কারণে।

(ص: 53) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

كذلك أيضاً من الأشياء التي تحتاج إلى مجاهدة. مجاهدة الإنسان نفسه على الصلاة مع الجماعة؛ كثير من الناس يسهل عليه أن يصلي في بيته، لكن يشق عليه أن يصلي مع الجماعة في المسجد، فتجده مع نفسه في جهاد، يقول: أصبر، أؤدي هذا الشغل، أو أفعل كذا، أو أفعل كذا، حتى.. سوف.. فتفوته صلاة الجماعة، وثقل صلاة الجماعة على الإنسان يدل على أن في قلب الإنسان نفاقاً، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لو يعلمون ما فيها لأتوها ولو حبواً) وهذا يحتاج إلى المجاهدة.

أما مجاهدة النفس على ترك المحرم؛ فبما أكثر المحرمات التي يشق علي بعض الناس تركها، فتجد البعض يعتاد على فعل المحرم ويشق عليه تركه، ولنضرب لهذا مثليين.

المثل الأول: الدخان، فإن كثيراً من الناس ابتلي بشرب الدخان، وأول ما خرج الدخان اختلف العلماء فيه؛ منهم من قال: إنه حلال، ومنهم من قال: إنه حرام، ومنهم من قال: إنه مكروه، ومنهم من ألحقه بالخمر حتى أوجب الحد على شاربه، ولكن بعد أنه مضت الأيام تبين تبيناً لا شك فيه أنه حرام؛ لأن الأطباء أجمعوا على أنه مضر بالصحة، وأنه سبب لأمراض مستعصية تؤدي بالإنسان إلى الموت، ولهذا تجد بعض

একইভাবে, যেসব বিষয়ে মুজাহাদা বা আত্মপ্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো জামাআতের সাথে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে নফসের সাথে সংগ্রাম করা। অনেক মানুষের জন্য নিজ গৃহে সালাত আদায় করা সহজ মনে হলেও মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে সালাত আদায় করা অত্যন্ত কঠিন মনে হয়। ফলে সে নিজের নফসের সাথে দ্বন্দ্ব লিপ্ত থাকে; সে বলতে থাকে: একটু ধৈর্য ধরি, এই কাজটুকু শেষ করি, অথবা এটা করি বা ওটা করি— এভাবে 'করছি-করব' বলে টালবাহানা করতে করতে তার জামাআতের সালাত শেষ পর্যন্ত ছুটে যায়। মানুষের নিকট জামাআতের সালাত আদায় করা ভারী মনে হওয়া তার অন্তরে নিফাক বা কপটতা থাকার প্রমাণ দেয়। এর দলিল হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: (মুনাফিকদের নিকট ইশা ও ফজরের সালাতের চেয়ে অধিক ভারী আর কোনো সালাত নেই। তারা যদি জানত এই দুই সালাতে কী মর্যাদা ও নেকি রয়েছে, তবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এতে উপস্থিত হতো।) আর এটি অর্জনে মুজাহাদার প্রয়োজন রয়েছে।

পক্ষান্তরে হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয় বর্জনের ক্ষেত্রে নফসের সাথে মুজাহাদা করার প্রসঙ্গে বলা যায়, এমন অসংখ্য হারাম কাজ রয়েছে যা বর্জন করা কিছু মানুষের জন্য খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ে। দেখা যায় যে, কেউ কেউ কোনো হারাম কাজে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং তা ছেড়ে দেওয়া তার জন্য দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। আমরা এর জন্য দুটি উদাহরণ পেশ করছি।

প্রথম উদাহরণ: ধূমপান। অনেক মানুষই ধূমপানের পরীক্ষায় নিপতিত। ধূমপানের প্রথা যখন প্রথম শুরু হয়, তখন এটি সম্পর্কে আলেমগণ মতভেদ করেছিলেন; তাদের কেউ একে হালাল বলেছিলেন, কেউ হারাম বলেছিলেন, কেউ মাকরুহ বলেছিলেন, আবার কেউ তো একে মদ্যপানের সাথে তুলনা করে পানকারীর ওপর হদ বা শরয়ি দণ্ড কার্যকর করার কথা বলেছিলেন। তবে কালক্রমে এটি নিসন্দেহে স্পষ্ট হয়েছে যে এটি হারাম; কেননা চিকিৎসাবিজ্ঞানীগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে এটি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং এটি এমন সব দুরারোগ্য ব্যাধির কারণ যা মানুষকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে। এই কারণেই আপনি দেখতে পাবেন কিছু...

المدخنين ييموت وهو يكلبك، ويموت وهو على الفراش، وإذا حمل أدنى شيء انقطع قلبه ومات، وهذا يدل على أنه ضار، والشيء الضار محرم على الإنسان؛ لأن الله يقول: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) (النساء: من الآية 29)، ويشق على بعض المبتلين بهذا الدخان أن يدعه، مع أنه لو عود نفسه على تركه شيئاً فشيئاً، وأبتعد عن الذين يشربونه لسهل عليه الأمر، وصار يكره شم رائحته، لكن المسألة تحتاج إلى عزيمة قوية وإيمان صادق.

المثل الثاني: مما يشق على كثير من الناس، وقد ابتلى به الكثير: حلق اللحية، فإن حلق اللحية محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (خالفوا المجوس). خالفوا المشركين، وفروا اللحية وأحفوا الشوارب). كثير من الناس قد غلبته نفسه فصار يحلق لحيته، ولا أدري ماذا يجني من حلق اللحية؟ لا يجني إلا معاصي تتراكم عليه حتى تضعف إيمانه والعياذ بالله، لأن من مذهب أهل السنة والجماعة أن المعاصي تنقص الإيمان، فيكسب حلق اللحية معاصي تنقص إيمانه، مع أنه لا يزيد نشاطه ولا صحته، ولا تندفع عنه بذلك الأمراض، ولكن ابتلى بهذا الشيء وصار شاقاً عليه، فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه على فعل الأوامر وعلى ترك النواهي، حتى يكون من المجاهدين في الله عز وجل وقد قال الله تعالى في جزائهم:

ধূমপায়ীরা আপনার সাথে কথা বলতে বলতেই মৃত্যুবরণ করে, বিছানায় শুয়ে থাকা অবস্থায় মারা যায়, আর যদি সে সামান্য কিছু বহন করে তবে তার হৃদস্পন্দন থেমে যায় এবং সে মারা যায়। এটি প্রমাণ করে যে এটি ক্ষতিকারক, আর ক্ষতিকারক বস্তু মানুষের জন্য নিষিদ্ধ; কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু) (সূরা আন-নিসা: ২৯ আয়াতের অংশ)। এই ধূমপানে আসক্ত ব্যক্তিদের কারো কারো জন্য এটি ত্যাগ করা কঠিন মনে হয়, অথচ যদি সে ধীরে ধীরে এটি ছেড়ে দেওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলে এবং যারা ধূমপান করে তাদের থেকে দূরে থাকে, তবে বিষয়টি তার জন্য সহজ হয়ে যেত এবং সে এর স্বাধীন নেওয়াকেও অপছন্দ করতে শুরু করত। কিন্তু এই বিষয়টি দৃঢ় সংকল্প এবং অকৃত্রিম ঈমানের দাবি রাখে।

দ্বিতীয় উদাহরণ: যা অনেক মানুষের নিকট কষ্টসাধ্য মনে হয় এবং যাতে অনেকে লিপ্ত হয়েছেন তা হলো: দাড়ি মুগুন করা। দাড়ি মুগুন করা হারাম, কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (তোমরা অগ্নিউপাসকদের বিরুদ্ধাচরণ করো। মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ করো, দাড়ি পূর্ণাঙ্গ রাখো এবং গোঁফ ছেঁটে ফেলো)। অনেক মানুষ নিজের নফসের কাছে পরাজিত হয়েছে, ফলে সে দাড়ি মুগুন করতে শুরু করেছে। আমি জানি না দাড়ি মুগুন করে সে কী অর্জন করে? সে তো কেবল একের পর এক গুনাহই কামাই করে যা তার ওপর পুঞ্জীভূত হতে থাকে, এমনকি তার ঈমানকেও দুর্বল করে দেয়—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। কারণ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নীতি হলো যে, পাপ কাজ ঈমানকে হ্রাস করে। ফলে দাড়ি মুগুনকারী এমন সব গুনাহ অর্জন করে যা তার ঈমানকে কমিয়ে দেয়, অথচ এর মাধ্যমে তার কর্মতৎপরতা বা স্বাস্থ্য বৃদ্ধি পায় না এবং কোনো রোগও এর দ্বারা দূর হয় না। কিন্তু সে এতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে এবং এটি তার জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং মানুষের উচিত আল্লাহর আদেশ পালন এবং নিষেধ বর্জনের ক্ষেত্রে নিজ নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, যাতে সে মহান আল্লাহর পথে মুজাহিদদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আর মহান আল্লাহ তাদের প্রতিদান সম্পর্কে বলেছেন:

(ص: 55) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (العنكبوت: 69) .
 أما مجاهدة الغير فإنها تنقسم إلى قسمين: قسم بالعلم والبيان، وقسم بالسلاح.
 أما من مجاهدته بالعلم والبيان فهو الذي يتسنى بالإسلام وليس من المسلمين؛
 مثل المنافقين وأهل البدع الكفرة وما أشبه ذلك، فإن هؤلاء لا يمكن أن
 نجاهدهم بالسلاح؛ لأنهم يتظاهرون بالإسلام وأنهم معنا، ولكننا نجاهدهم
 بالعلم والبيان، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

وَمَا وَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبُئْسَ الْمَصِيرُ (التوبة: 73) ، فجاهد الكفار يكون بالسلاح، وجهاد المنافقين يكون بالعلم والبيان.

ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم بأن أصحابه منافقين، ويعلمهم بأعيانهم، ولكنه لا يقتلهم، واستؤذن في قتلهم فقال: (لا يتحدث الناس بأن محمداً يقتل أصحابه) ، فذلك الذين ينضون تحت لواء الإسلام من أهل البدع لا نقاتلهم بالسلاح، لكننا نقاتلهم بالعلم والبيان.

ولهذا كان واجباً على شباب الأمة الإسلامية أن يتعلموا العلم على وجه راسخ ثابت، لا على وجه سطحي كما يوجد في كثير من بيوت العلم، حيث يتعلمون علماً سطحياً لا يرسخ بالذهن، علماً يقصد به

"আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা (জিহাদ) চালায়, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহ প্রদর্শন করব; আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন" (আল-আনকাবুত: ৬৯)।

আর অন্যের বিরুদ্ধে জিহাদ করা দুই ভাগে বিভক্ত: এক ভাগ হলো জ্ঞান ও বর্ণনার মাধ্যমে এবং অন্য ভাগ হলো অস্ত্রের মাধ্যমে।

যাদের বিরুদ্ধে জ্ঞান ও বর্ণনার মাধ্যমে জিহাদ করা হয়, তারা হলো সেই সব লোক যারা ইসলামের নাম ধারণ করে অথচ তারা প্রকৃত মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত নয়; যেমন মুনাফিকগণ, কুফরি পর্যায়ে বিদআতে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের সমজাতীয় যারা। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রের মাধ্যমে জিহাদ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়; কারণ তারা প্রকাশ্যে ইসলামের দাবি করে এবং নিজেদেরকে আমাদের অন্তর্ভুক্ত বলে প্রকাশ করে। তবে আমরা জ্ঞান ও বর্ণনার মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব। মহান আল্লাহ বলেন: "হে নবী! আপনি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম এবং তা কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল!" (আত-তাওবাহ: ৭৩)। সুতরাং কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ হয় অস্ত্রের মাধ্যমে এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ হয় জ্ঞান ও বর্ণনার মাধ্যমে।

এই কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন যে তাঁর সাহাবীদের মধ্যে মুনাফিকরা রয়েছে এবং তিনি তাদের নির্দিষ্ট করে চিনতেন, তা সত্ত্বেও তিনি তাদের হত্যা করেননি। যখন তাদের হত্যার অনুমতি চাওয়া হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন: "মানুষ যেন বলতে না পারে যে মুহাম্মদ তাঁর সাহাবীদের হত্যা করে।" ঠিক তেমনিভাবে, বিদআতপন্থী যারা ইসলামের পতাকাতলে शामिल হয়, আমরা তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে লড়াই করব না, বরং জ্ঞান ও বর্ণনার মাধ্যমে তাদের মোকাবিলা করব।

এ কারণেই মুসলিম উম্মাহর যুবকদের ওপর ওয়াজিব হলো তারা যেন সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিতভাবে জ্ঞান অর্জন করে, অনেক বিদ্যাপিঠের মতো ভাসাভাসা পদ্ধতিতে নয়। সেখানে তারা এমন ভাসাভাসা জ্ঞান অর্জন করে যা অন্তরে বদ্ধমূল হয় না; এমন জ্ঞান যার উদ্দেশ্য হলো...

(ص: 56) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الإنسان أن يحصل على بطاقة أو شهادة فقط، ولكن العلم الحقيقي هو العلم الذي يرسخ في القلب، ويكون كالملكة للإنسان، حتى إن الإنسان الذي يوفق لهذا النوع من العلم؛ تجده لا تكاد تأتيه مسألة من المسائل إلا عرف كيف يخرجها على الأدلة من الكتاب والسنة والقياس الصحيح، فلا بد من علم راسخ.

والناس اليوم في عصرنا محتاجون إلى هذا النوع من العلم؛ لأن البدع بدأ يفشو ظلامها في بلدنا هذه؛ بعد أن كانت نزيهة منها، لكن نظراً لانفتاحنا على الناس، وانفتاح الناس علينا، وذهاب بعضنا إلى بلاد أخرى، ومجيء آخرين إلى بلادنا ليسوا على عقيدة سليمة؛ بدأت البدع تظهر ويفشو ظلامها. وهذه البدع تحتاج إلى نور من العلم يضيء الطريق حتى لا يصيب بلادنا ما أصاب غيرها من البدع المنكرة

العظيمة التي قد تصل إلى الكفر - والعياذ بالله .. فلا بد من مجاهدة أهل البدع وأهل النفاق بالعلم والبيان، وبيان بطلان ما هم عليه؛ بالأدلة المقنعة من كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأئمة الهدى من بعدهم.

أما النوع الثاني من جهاد الغير: فهو الجهاد بالسلاح، وهذا في جهاد الأعداء الذين يظهرون العداوة للإسلام ويصرحون بذلك؛ مثل اليهود والنصارى الذين يسمون بالمسيحيين، والمسيح منهم بريء عليه الصلاة والسلام، المسيح لو أنه خرج لقاتلهم وهم ينتسبون إليه، يقول الله عز وجل: (وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ

মানুষের লক্ষ্য কেবল কোনো সনদ বা শংসাপত্র অর্জন করা হওয়া উচিত নয়; বরং প্রকৃত জ্ঞান হলো তা-ই যা হৃদয়ে প্রোথিত হয় এবং মানুষের এক প্রকার মজ্জাগত যোগ্যতায় পরিণত হয়। এমনকি যে ব্যক্তিকে এই ধরনের জ্ঞান লাভের তাওফীক দেওয়া হয়, তার কাছে যে কোনো মাসআলাই আসুক না কেন, সে কুরআন, সুন্নাহ ও সঠিক কিয়াসের দলীলসমূহের আলোকে তা সমাধানের পথ খুঁজে পায়। অতএব সুদৃঢ় ইলম বা জ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই।

আমাদের বর্তমান যুগের মানুষ এই ধরনের ইলমের মুখাপেক্ষী; কারণ আমাদের এই ভূখণ্ডে বিদআতের অন্ধকার ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে, অথচ ইতিপূর্বে এ দেশ বিদআত থেকে মুক্ত ছিল। কিন্তু বিশ্বায়নের ফলে মানুষের সাথে আমাদের এবং আমাদের সাথে মানুষের মেলামেশা বৃদ্ধি পাওয়া, আমাদের এক শ্রেণির মানুষের অন্য দেশসমূহে গমন এবং আমাদের দেশে সঠিক আকিদাহর অধিকারী নয় এমন বহিরাগতদের আগমনের ফলে বিদআত প্রকাশ পেতে শুরু করেছে এবং এর অন্ধকার বিস্তৃতি লাভ করেছে। আর এই বিদআতসমূহ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন ইলম বা জ্ঞানের নূর, যা সঠিক পথকে আলোকিত করবে; যাতে করে অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও এমন সব ঘোরতর ও গর্হিত বিদআত জেঁকে বসতে না পারে, যা মানুষকে কুফরি পর্যন্ত নিয়ে যায়—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। সুতরাং ইলম ও সুস্পষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে বিদআতী ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং আল্লাহর কিতাব, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরাম ও নিষ্ঠার সাথে তাঁদের

অনুসারী তাবেয়ীদের ন্যায় সালাফে সালাহীনের বাণী এবং পরবর্তী হিদায়াতপ্রাপ্ত ইমামগণের বলিষ্ঠ ও অকাট্য দলীলের মাধ্যমে তাদের ভ্রান্ত মতবাদের অসারতা প্রমাণ করা অপরিহার্য। আর অপরের বিরুদ্ধে জিহাদের দ্বিতীয় প্রকার হলো: অস্ত্র দ্বারা জিহাদ। এটি ঐ সকল শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ যারা ইসলামের প্রতি প্রকাশ্য শত্রুতা পোষণ করে এবং স্পষ্টভাবে তা ঘোষণা করে; যেমন ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান—যাদেরকে মসীহী বলা হয়, অথচ মসীহ আলাইহিস সালাম তাদের কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত। মসীহ আলাইহিস সালাম যদি আজ আবির্ভূত হতেন, তবে তিনি স্বয়ং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন, অথচ তারা নিজেদেরকে তাঁর অনুসারী হিসেবে দাবি করে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: (স্মরণ করো, যখন আল্লাহ বলবেন: হে মরিয়ম-পুত্র ঈসা! তুমি কি লোকদের বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার জননীকে দুই উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করো...)

(ص: 57) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

دُونِ اللَّهِ) (المائدة: 116)، فماذا كان جواب عيسى؟ : (قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) (المائدة: 116، 117).

فعيسى بن مريم قال لهم ما أمرهم الله به: اعبدوا الله ربي وربكم، ولكنهم كانوا يعبدون عيسى، ويعبدون مريم، ويعبدون الله ويقولون إن الله ثالث ثلاثة، إذن؛ كيف يصح أن ينتسب هؤلاء إلى عيسى وهو يتبرأ منهم أمام الله عز وجل.

فاليهود والنصارى والمشركون من البوذيين وغيرهم، والشيعيين، كل هؤلاء أعداء للمسلمين؛ يجب على المسلمين أن يقاتلوهم حتى تكون كلمة الله هي العليا. ولكن مع الأسف، فالمسلمون اليوم في ضعف شديد، وفي هوان وذل، يقاتل بعضهم بعضاً أكثر مما يقاتلون أعداءهم، هم فيها بينهم يتقاتلون أكثر مما يتقاتلون مع أعدائهم، ولهذا سلط الأعداء علينا، وصرنا كالكرة بأيديهم؛ يتقاذفونها حيث يشاءون.

فلهذا يجب على المسلمين أن ينتبهوا لهذا الأمر، وأن يعدوا العدة؛ لأن الله تعالى قال: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ) (الأنفال: 60) وقال عز وجل: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا

...আল্লাহ ব্যতীত) (আল-মায়িদাহ: ১১৬), তখন ঈসার উত্তর কী ছিল? : (তিনি বললেন, আপনি পবিত্র! আমার জন্য শোভা পায় না এমন কথা বলা যার অধিকার আমার নেই। আমি যদি তা বলতাম, তবে আপনি অবশ্যই তা জানতেন। আমার অন্তরে যা আছে আপনি তা জানেন, কিন্তু আপনার সত্তায় যা আছে তা আমি জানি না; নিশ্চয় আপনি অদৃশ্য বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। আপনি আমাকে যে আদেশ দিয়েছেন তা ছাড়া আমি তাদের কিছুই বলিনি; তা হলো—তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, যিনি আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা। আর আমি তাদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করছিলাম যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিলেন, তখন আপনিই তো তাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন; আর আপনি সর্ববিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী।) (আল-মায়িদাহ: ১১৬, ১১৭)।

সুতরাং ঈসা ইবনে মারইয়াম তাদের তা-ই বলেছিলেন যা আল্লাহ তাকে আদেশ করেছিলেন: আমার ও তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহর ইবাদত করো। কিন্তু তারা ঈসার ইবাদত করত, মারইয়ামের ইবাদত করত এবং আল্লাহরও ইবাদত করত আর বলত যে, আল্লাহ হলেন

তিনজনের একজন। অতএব, তারা কীভাবে ঈসার সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার দাবি করতে পারে, অথচ তিনি মহান আল্লাহর সামনে তাদের থেকে দায়মুক্তি ঘোষণা করবেন?

ইহুদি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধসহ অন্যান্য মুশরিক এবং কমিউনিস্ট—এরা সবাই মুসলিমদের শত্রু; মুসলিমদের কর্তব্য হলো তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যতক্ষণ না আল্লাহর বাণী সুউচ্চ হয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, বর্তমানে মুসলিমরা চরম দুর্বলতা, লাঞ্ছনা ও অপমানের মধ্যে রয়েছে। তারা তাদের শত্রুদের চেয়ে নিজেদের মধ্যে অধিক লড়াইয়ে লিপ্ত। তারা নিজেদের মধ্যেই এমনভাবে মারামারি করেছে যা শত্রুদের বিরুদ্ধে করার চেয়েও বেশি। আর এ কারণেই শত্রুরা আমাদের ওপর চেপে বসেছে এবং আমরা তাদের হাতের ফুটবলের মতো হয়ে গেছি; তারা যেকোনো ইচ্ছা সেকোনোই আমাদের নিক্ষেপ করে।

সুতরাং মুসলিমদের এই বিষয়ে সচেতন হওয়া এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করা অপরিহার্য; কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (আর তোমরা তাদের মোকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত করো, যার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে এবং তাদের ছাড়াও অন্যদের আতঙ্কিত করবে যাদের তোমরা জানো না, কিন্তু আল্লাহ তাদের জানেন) (আল-আনফাল: ৬০)। আর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ আরও বলেছেন: (তোমরা যুদ্ধ করো তাদের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান আনে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না, তাদের মধ্য থেকে যাদের কিতাব প্রদান করা হয়েছে...)

(ص: 58) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (التوبة: 29) .

(يُعْطُوا الْجِزْيَةَ) أي: يبذلون الجزية لنا (عَنْ يَدٍ) فيها قولان للعلماء: (عَنْ يَدٍ) يعني عن قوة منا علينا، أو (عَنْ يَدٍ) يعني عن واحدة من أيديهم، بحيث يسدها هو

بنفسه - اليهودي أو النصراني - ولهذا قال العلماء: لو أرسل بها خادمه لم نأخذها حتى يأتي بنفسه ويسلمها للمسؤول من المسلمين. وتصوروا؛ كيف يريد الله منا؟ وكيف يكون الإسلام في هذه العزة؟ تضرب عليهم الجزية، ويأتون بها هم بأنفسهم، ولو كان أكبر واحد منهم يأتي بها حتى يسلمها إلى المسؤول في الدولة الإسلامية عن يد وهو صاغر أيضاً، لا يأتي بأبهة وبجنود وبقوم وبحشم، لا. بل يأتي وهو صاغر.

ثم إذا قال قائل: كيف تكون تعاليم الإسلام هكذا؟ أليست هذه عصبية؟ قلنا: عصبية لمن؟ هل المسلمون يريدون عصبية لهم يستطيّلون بها على الناس؟ .. أبداً فالمسلمون أحسن الناس أخلاقاً، لكنهم يريدون أن تكون كلمة الخالق الذي خلقهم وخلق هؤلاء هي العليا، ولا يمكن أن تكون هي العليا حتى يكون المسلمون هم الأعلو، ولكن متى يكون المسلمون هم الأعلو؟ يكونون كذلك إذا تمسكوا بدين الله حقاً ظاهراً وباطناً، وعرفوا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين.

أما أن يذلوا عن دين الله، ثم يذلوا أمام أعداء الله، ثم يصيروا أذنباً لأعداء الله، فأين العزة إذن؟ .. لا يمكن أن تكون بهذا عزة أبداً.
الإسلام دين حق، دين علو، قال الله عز وجل: (فَلَا تَهْنُؤْا وَتَدْعُوا إِلَىٰ

...কিতাবীদের মধ্য থেকে তারা যতক্ষণ না নত হয়ে নিজ হাতে জিজিয়া প্রদান করে। (আত-তাওবাহ: ২৯)।

(তারা জিজিয়া প্রদান করবে) অর্থাৎ: তারা আমাদের কাছে জিজিয়া অর্পণ করবে। (নিজ হাতে) এ বিষয়ে আলেমগণের দুটি অভিমত রয়েছে: (নিজ হাতে) অর্থাৎ আমাদের শক্তির কাছে তাদের আনুগত্য প্রকাশ করে, অথবা (নিজ হাতে) অর্থাৎ সে তার নিজের হাত বাড়িয়ে দিবে, ফলে সেই ব্যক্তি—চাই সে ইহুদি হোক বা খ্রিস্টান—নিজে তা প্রদান করবে। এ কারণেই আলেমগণ বলেছেন: যদি সে তার দাসের মাধ্যমে তা পাঠায়, তবে আমরা তা গ্রহণ করব না

যতক্ষণ না সে নিজে উপস্থিত হয় এবং মুসলিমদের দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাছে তা হস্তান্তর করে। চিন্তা করে দেখুন; আল্লাহ আমাদের থেকে কী চান? আর ইসলাম কীভাবে এই মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত থাকে? তাদের ওপর জিজিয়া ধার্য করা হয় এবং তারা নিজেরাই তা নিয়ে আসে; এমনকি তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিটিও নিজে এসে ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলের কাছে নিজ হাতে তা হস্তান্তর করে এবং সে তখন অবনত অবস্থায় থাকে। সে কোনো আড়ম্বর, সৈন্যসামন্ত, দলবল বা অনুচর নিয়ে আসবে না; বরং সে আসবে বিনীত ও অবনত অবস্থায়।

অতঃপর যদি কেউ প্রশ্ন করে: ইসলামের শিক্ষা এমন কেন? এটি কি কোনো সাম্প্রদায়িকতা নয়? আমরা বলব: কার প্রতি সাম্প্রদায়িকতা? মুসলমানরা কি নিজেদের জন্য এমন কোনো আভিজাত্য চায় যার মাধ্যমে তারা মানুষের ওপর আধিপত্য বিস্তার করবে? .. কখনোই নয়। কেননা মুসলমানরা চরিত্রের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ মানুষ। কিন্তু তারা চায় যে মহান ঐশ্বর তাদের এবং এদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর বাণীই যেন সর্বোচ্চ হয়। আর আল্লাহর বাণী ততক্ষণ পর্যন্ত সর্বোচ্চ হওয়া সম্ভব নয়, যতক্ষণ না মুসলমানরা শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়। কিন্তু মুসলমানরা কখন শ্রেষ্ঠ হবে? তারা তখনই এমন হবে যখন তারা প্রকাশ্য ও গোপনে সত্যিকারভাবে আল্লাহর দ্বীনকে আঁকড়ে ধরবে এবং জানবে যে সকল সম্মান ও মর্যাদা কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের জন্য।

কিন্তু তারা যদি আল্লাহর দ্বীন পরিত্যাগ করে লাঞ্চিত হয়, এরপর আল্লাহর শত্রুদের সামনে হীনবল হয়ে পড়ে এবং তাদের অনুগামী হয়ে যায়, তবে সম্মান কোথায় রইল? .. এর মাধ্যমে কখনোই সম্মান অর্জিত হতে পারে না।

ইসলাম সত্য ধর্ম, শ্রেষ্ঠত্বের ধর্ম। মহান আল্লাহ বলেছেন: (সুতরাং তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না...)

السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ) (محمد: 35) ، أي شيء تريدون بعد؟ .. أنتم الأعلون، والله معكم؛ كيف تدعون إلى السلم؟ كيف تهنون؟ ولكن نظراً لتأخرنا في ديننا، تأخرنا وكنا على العكس من ذلك، كان الناس في عهد السلف الصالح يشي المسلم وهو يرى أنه هو المستحق لأرض الله، لأن الله قال في كتابه: (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ) (الأنبياء: 105) ، فهو يرى أنه صاحب الأرض.

أما الآن فبالعكس . مع الأسف الشديد . ولهذا نحن نحث أبناءنا وشبابنا على أن يفقهوا الدين حقيقة، يتمسكوا به حقيقة، وأن يحذروا أعداء الله عز وجل وأن يعلموا أنه لا يمكن لعدو الله وعدوهم أن يسعى في مصلحتهم إطلاقاً، بل لا يسعى إلا لمصلحة نفسه، وتدمير المسلمين ومن ورائهم الإسلام. فنسأل الله تعالى أن يعزنا بدينه وأن يعز دينه بنا، وأن يجعلنا من دعاة الحق وأنصاره، وأن يهيئ للأمة الإسلامية قادة خير يقودونها لما فيه صلاحها وسعادتها في دينها ودنياها.

وأما الأحاديث:

فالأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني

(শান্তি ও সন্ধি স্থাপন করো না যখন তোমরা প্রবল; আর আল্লাহ তোমাদের সাথেই আছেন)
(মুহাম্মদ: ৩৫), এর চেয়ে বেশি আর কী চাওয়ার থাকতে পারে? তোমরা শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন; তবে কেন তোমরা শান্তির প্রস্তাব দাও? কেন তোমরা হীনবল হয়ে

পড়ো? কিন্তু আমাদের দ্বীন পালনে পিছিয়ে পড়ার কারণে আমরা আজ পিছিয়ে গেছি এবং পরিস্থিতি এর সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সালাফে সালাহীনদের যুগে একজন মুসলিম এমন আত্মবিশ্বাসের সাথে চলতেন যেন তিনি মনে করতেন যে তিনিই আল্লাহর যমীনের প্রকৃত হকদার। কারণ আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন: (আমি যিকরের পর যাবূরেও লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মশীল বান্দারাই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে) (আল-আম্বিয়া: ১০৫)। ফলে তিনি নিজেকেই যমীনের প্রকৃত মালিক মনে করতেন।

কিন্তু বর্তমানে—অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে—পরিস্থিতি এর উল্টো। এই কারণেই আমরা আমাদের সন্তানদের এবং যুবসমাজকে দ্বীনকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে এবং তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে উৎসাহিত করি। তারা যেন মহান আল্লাহর শত্রুদের ব্যাপারে সতর্ক থাকে এবং এটা জানে যে, আল্লাহ ও তাদের শত্রুরা কখনোই তাদের কোনো উপকারে সচেষ্ট হবে না। বরং তারা কেবল নিজেদের স্বার্থ হাসিল এবং মুসলিম ও ইসলামের বিনাশ সাধনেই মগ্ন থাকে। সুতরাং আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের তাঁর দ্বীনের মাধ্যমে সম্মানিত করেন এবং আমাদের মাধ্যমে তাঁর দ্বীনকে বিজয় দান করেন। তিনি যেন আমাদের সত্যের আহ্বায়ক ও সাহায্যকারী করেন এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য এমন সৎ নেতৃত্ব দান করেন যারা তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার সংশোধন ও সৌভাগ্যের পথে পরিচালিত করবে।

* * *

আর হাদীসসমূহের বর্ণনা নিম্নরূপ:

প্রথম হাদীস: আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: (নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা বলেন: যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর (বন্ধুর) সাথে শত্রুতা করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম। আমার বান্দা আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় সেই কাজটির মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করে, যা আমি তার ওপর ফরয করেছি। আর আমার বান্দা ক্রমাগত নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে, যতক্ষণ না আমি তাকে ভালোবাসি। যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে, তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে পাকড়াও করে এবং তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে চলাফেরা করে। সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, তবে আমি অবশ্যই তাকে তা দান করি; আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দেই...)

لأعيزنه) رواه البخاري.

(أذنته): أعلمته بأني محارب له: (استعاذني) روي بالنون وبالباء.

[الشَّرْحُ]

نقل المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (قال الله تعالى: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب) والمعاداة هي المباعدة، وهي ضد الموالاتة، والولي بينه الله عز وجل في قوله: (أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ) (يونس: 62-63)، هؤلاء هم أولياء الله، (الَّذِينَ آمَنُوا) أي حققوا الإيمان في قلوبهم بكل ما يجب الإيمان به، (وَكَانُوا يَتَّقُونَ) أي حققوا العمل الصالح بجوارحهم، فاتقوا جميع المحارم من ترك الوجبات، أو فعل المحرمات، فهم جمعوا بين صلاح الباطن بالإيمان، وصلاح الظاهر بالتقوى، هؤلاء هم أولياء الله.

وليست ولاية الله سبحانه وتعالى تأتي بالدعوى، كما يفعله بعض الدجالين الذين ييهون على العامة بأنهم أولياء الله وهم أعداء والعياذ بالله، فتجد في بعض البلاد الإسلامية أناساً ييهون للعامة؛ يقولون: نحن أولياء، ثم يفعل من العبادات الظاهرة ما ييهوه به على العامة وهو من أعداء الله، لكنه يتخذ من هذه الدعوة وسيلة إلى جمع المال، وإلى إكرام الناس له، وإلى تقربهم إليه وما أشبه ذلك.

(আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দেব) ইমাম বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন।

(আমি তাকে জানিয়েছি): অর্থাৎ আমি তাকে জানিয়েছি যে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি: (সে আমার নিকট আশ্রয় চেয়েছে) এটি 'নুন' এবং 'বা' উভয় বর্ণসহ বর্ণিত হয়েছে।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) আবু হুরায়রা (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: (আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর সাথে শত্রুতা করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিচ্ছি)। আর শত্রুতা হলো দূরত্ব বজায় রাখা, যা বন্ধুত্বের বিপরীত। ওলী কে— তা আল্লাহ তাআলা তাঁর বাণীতে স্পষ্ট করেছেন: (জেনে রেখো, আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে) (ইউনুস: ৬২-৬৩), এরাই হলেন আল্লাহর ওলী। (যারা ঈমান এনেছে) অর্থাৎ তারা তাদের অন্তরে এমন সব বিষয়ের প্রতি ঈমানকে সুদৃঢ় করেছে যেগুলোর প্রতি ঈমান আনা আবশ্যিক, (এবং তারা তাকওয়া অবলম্বন করত) অর্থাৎ তারা তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সৎকাজ সম্পাদন করেছে, ফলে তারা যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বেঁচে থেকেছে—চাই তা ওয়াজিব বর্জন করা হোক বা হারামে লিপ্ত হওয়া। সুতরাং তারা ঈমানের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সংশোধন এবং তাকওয়ার মাধ্যমে বাহ্যিক সংশোধনের সমন্বয় ঘটিয়েছে, এরাই হলেন আল্লাহর ওলী। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ওলী হওয়া কেবল মৌখিক দাবির মাধ্যমে অর্জিত হয় না, যেমনটি করে থাকে কিছু প্রতারক যারা সাধারণ মানুষের সামনে নিজেদের আল্লাহর ওলী হিসেবে জাহির করে ধোঁকা দেয়, অথচ তারা আল্লাহর শত্রু—আমরা এ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আপনি কিছু মুসলিম দেশে এমন কিছু লোক পাবেন যারা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে; তারা বলে: আমরা ওলী, এরপর তারা বাহ্যিক ইবাদতের এমন কিছু প্রদর্শন করে যা দিয়ে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেয়, অথচ সে আল্লাহর শত্রুদের একজন। কিন্তু সে এই দাবিকে কেবল অর্থ উপার্জনের মাধ্যম, মানুষের সম্মান লাভ এবং তাদের নৈকট্য অর্জনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে।

وعندنا . والله الحمد . ضابط بينه الله عز وجل ، وتعريف بين للأولياء (الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ) هؤلاء هم أولياء الله، فالذي يعادي أولياء الله يقول الله عز وجل: (فقد أذنته بالحرب) ، يعني أعلنت عليه الحرب. فالذي يعادي أولياء الله محارب لله عز وجل نسأل الله العافية، ومن حارب الله فهو مهزوم مخذول لا تقوم له قائمة.

ثم قال سبحانه وتعالى: (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه) ، يعني أن الله يقول: ما تقرب إلي الإنسان بشيء أحب إلي مما افترضه عليه، يعني أن الفرائض أحب إلى الله من النوافل، فالصلوات الخمس مثلاً أحب إلى الله من قيام الليل، وأحب إلى الله من النوافل، وصيام رمضان أحب إلى الله من صيام الاثنين والخميس، والأيام الست من شوال، وما أشبهها. كل الفرائض أحب إلى الله من النوافل.

ووجه ذلك أن الفرائض وكدها الله عز وجل فالزم بها العباد، وهذا دليل على شدة محبته لها عز وجل، فلما كان يحبها حباً شديداً ألزم بها العباد، وأما النوافل فالإنسان حر؛ إن شاء تنفل وزاد خيراً، وإن شاء لم يتنفل، لكن الفرائض أحب إلى الله وأوكد، والغريب أن الشيطان يأتي الناس، فتجدهم في النوافل يحسنونها تماماً؛ تجده مثلاً في صلاة الليل يخشع ولا يتحرك، ولا يذهب قلبه يميناً ولا شمالاً، لكن إذا جاءت الفرائض فالحركة كثيرة، والوساوس كثيرة، والهواجس بعيدة، وهذا من تزيين الشيطان، فإذا كنت تزين النافلة؛ فالفريضة أحق بالتزيين، فأحسن الفريضة لأنها أحب إلى الله عز وجل من النوافل.

আমাদের নিকট—সকল প্রশংসা আল্লাহর—আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা কর্তৃক বর্ণিত একটি মানদণ্ড এবং অলীদের একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা রয়েছে: (যারা ঈমান এনেছে এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করত)। এরাই আল্লাহর অলী। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর অলীদের সাথে শত্রুতা

করবে, আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তার সম্পর্কে বলেন: (আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম), অর্থাৎ আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছি। অতএব, যারা আল্লাহর অলীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তারা মূলত আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, সে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয় এবং তার কোনো অস্তিত্বই অবশিষ্ট থাকে না।

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন: (আমার বান্দা আমার প্রতি এমন কোনো কিছুই মাধ্যমে নৈকট্য লাভ করেনি যা আমার কাছে তার ওপর ফরযকৃত বিষয়ের চেয়ে অধিক প্রিয়)। অর্থাৎ আল্লাহ বলেছেন: মানুষ আমার কাছে এমন কোনো বিষয়ের মাধ্যমে নৈকট্য লাভ করতে পারে না যা আমার কাছে তার ওপর ফরয করা ইবাদতের চেয়ে বেশি প্রিয়। এর অর্থ হলো, ফরয কাজগুলো নফল ইবাদতের চেয়ে আল্লাহর কাছে অধিকতর প্রিয়। উদাহরণস্বরূপ, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আল্লাহর কাছে তাহাজ্জুদের চেয়ে বেশি প্রিয় এবং অন্যান্য নফল সালাতের চেয়েও অধিক প্রিয়। তদ্রূপ রমযানের রোযা সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা কিংবা শাওয়ালের ছয় রোযা এবং এই জাতীয় ইবাদতগুলোর চেয়ে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। সকল ফরয ইবাদত নফল ইবাদতের চেয়ে আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়।

এর কারণ হলো, ফরয ইবাদতসমূহকে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বান্দাদের ওপর তা আবশ্যিক করেছেন। এটি উক্ত আমলগুলোর প্রতি মহান আল্লাহর গভীর ভালোবাসার প্রমাণ। যেহেতু তিনি এগুলোকে অত্যন্ত ভালোবাসেন, তাই তিনি বান্দাদের জন্য তা বাধ্যতামূলক করেছেন। পক্ষান্তরে নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে মানুষ স্বাধীন; সে চাইলে নফল আমল করে পুণ্য বৃদ্ধি করতে পারে, আর চাইলে তা নাও করতে পারে। কিন্তু ফরয ইবাদতসমূহ আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় ও সুনিশ্চিত। আশ্চর্যের বিষয় হলো, শয়তান মানুষের কাছে আসে এবং দেখা যায় যে তারা নফল ইবাদতগুলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে সম্পন্ন করছে; যেমন—রাতের সালাতে তাকে দেখা যায় অত্যন্ত বিনয়ী, সে স্থির থাকে এবং তার মন এদিক-ওদিক বিচ্যুত হয় না। কিন্তু যখন ফরয সালাতের সময় আসে, তখন তার নড়াচড়া বৃদ্ধি পায়, কুমন্ত্রণা বেড়ে যায় এবং অবান্তর চিন্তা সুদূরপ্রসারী হয়। এটি শয়তানের প্ররোচনা ও কারসাজি মাত্র। আপনি যদি নফল সালাতকে সুন্দর ও সুশোভিত করতে পারেন, তবে ফরয সালাত সুন্দর করার অধিক হকদার। অতএব ফরয ইবাদতকে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করুন, কারণ তা নফল ইবাদতের চেয়ে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার কাছে অধিক প্রিয়।

(وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه) اللهم نسألك من فضلك. النوافل تقرب إلى الله وهي تكمل الفرائض، فإذا أكثر الإنسان من النوافل مع قيامه بالفرائض، نال محبة الله، فيحبه الله، وإذا أحبه فكما يقول الله عز وجل (كنت سميعه الذي سمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها) يعني أنه يكون مسدداً له في هذه الأعضاء الأربعة؛ في السمع، يسدده في سميحه فلا يسمع إلا ما يرضي الله. كذلك أيضاً بصره، فلا ينظر إلا إلى ما يحب الله النظر إليه، ولا ينظر إلى المحرم، ولا ينظر نظراً محرماً؛ ويده؛ فلا يعمل بيده إلا ما يرضي الله، لأن الله يسدده، وكذلك رجله؛ فلا يمشي إلا إلى ما يرضي الله، لأن الله يسدده، فلا يسعى إلا إلى ما فيه الخير، وهذا يعني قوله: (كنت سميعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها) .

وليس المعنى أن الله يكون نفس السمع، ونفس البصر، ونفس اليد، ونفس الرجل - حاشا لله - فهذا محال، فإن هذه أعضاء وأبعاض لشخص مخلوق لا يمكن أن تكون هي الخالق، ولأن الله تعالى أثبت في هذا الحديث في قوله: (وإن سألتني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه) فأثبت سائلاً ومسؤولاً، وعائداً ومعوذاً به، وهذا غير هذا. ولكن المعنى أنه يسدد الإنسان في سميحه وبصره وبطشه ومشيه. وفي قول سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: (وإن سألتني أعطيته) دليل على أن هذا الولي الذي تقرب إلى الله تعالى بالفرائض ثم

(এবং আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে সর্বদা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে, যতক্ষণ না আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি) হে আল্লাহ, আমরা আপনার কাছে আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। নফল আমলসমূহ আল্লাহর নৈকট্য দান করে এবং তা ফরজ ইবাদতসমূহের

অপূর্ণতা পূরণ করে। সুতরাং মানুষ যখন ফরজ পালনের পাশাপাশি অধিকহারে নফল ইবাদত করে, তখন সে আল্লাহর মহব্বত লাভ করে। ফলে আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। আর যখন তিনি তাকে ভালোবাসেন, তখন মহান ও মহিমাম্বিত আল্লাহ যেমনটি বলেন: (আমি তার শ্রবণশক্তি হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে, তার দৃষ্টিশক্তি হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে পাকড়াও করে এবং তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে চলে)। এর অর্থ হলো এই চারটি অঙ্গের ক্ষেত্রে তিনি তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন; শ্রবণের ক্ষেত্রে, তিনি তার শ্রবণেন্দ্রিয়কে সঠিক পথে রাখেন, ফলে সে কেবল তা-ই শোনে যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। একইভাবে তার দৃষ্টির ক্ষেত্রেও, ফলে সে কেবল তা-ই দেখে যা দেখা আল্লাহ পছন্দ করেন, সে হারামের দিকে তাকায় না এবং নিষিদ্ধ দৃষ্টি দেয় না। তার হাতের ক্ষেত্রে; সে তার হাত দ্বারা কেবল তা-ই করে যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, কারণ আল্লাহ তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। একইভাবে তার পায়ের ক্ষেত্রে; সে কেবল সেদিকেই চলে যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, কারণ আল্লাহ তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। ফলে সে কেবল কল্যাণের দিকেই ধাবিত হয়। আর এটিই আল্লাহর এই বাণীর মর্মার্থ: (আমি তার শ্রবণশক্তি হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে, তার দৃষ্টিশক্তি হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে পাকড়াও করে এবং তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে চলে)।

এর অর্থ এই নয় যে আল্লাহ স্বয়ং শ্রবণশক্তি, স্বয়ং দৃষ্টিশক্তি, স্বয়ং হাত এবং স্বয়ং পা হয়ে যান—আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি—কেননা এটি অসম্ভব। কারণ এগুলো হলো একজন সৃষ্টিজীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অংশবিশেষ, যা কখনো স্রষ্টা হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া আল্লাহ তাআলা এই হাদিসে তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে সাব্যস্ত করেছেন যে: (যদি সে আমার কাছে প্রার্থনা করে, তবে আমি তাকে অবশ্যই দান করি; আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় দিই)। এখানে তিনি একজন প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয় এবং একজন আশ্রয়প্রার্থী ও যার কাছে আশ্রয় চাওয়া হয়—উভয়কেই পৃথক সত্তা হিসেবে প্রমাণ করেছেন। বরং এর প্রকৃত অর্থ হলো এই যে, তিনি মানুষকে তার শ্রবণ, দৃষ্টি, পাকড়াও এবং চলাফেরার ক্ষেত্রে সঠিক পথের দিশা প্রদান করেন।

এই হাদিসে কুদসিতে মহান আল্লাহর বাণী: (আর যদি সে আমার কাছে প্রার্থনা করে, তবে আমি তাকে অবশ্যই দান করি)—এটি এই কথার প্রমাণ বহন করে যে, এই ওলী বা আল্লাহর প্রিয় বান্দা, যে ফরজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেছে এবং এরপর...

بأنوافل إذا سأل الله أعطاه. فكان مجاب الدعوة. وهذا الإطلاق يقيّد بالأحاديث الأخرى الدالة على أنه يعطي السائل سؤاله ما لم يسأل إثماً أو قطيعة رحم، فإن سأل إثماً فإنه لا يجاب، لكن الغالب أن الولي لا يسأل الإثم، لأن الولي هو المؤمن التقي، والمؤمن التقي لا يسأل إثماً ولا قطيعة رحم.

(ولئن استعاذني لأعيذنه) يعني لئن اعتصم بي ولجأ إلى من شر كل ذي شر لأعيذنه، فيحصل له بإعطائه مسئوله وإعادته مما يتعوذ منه المطلوب، ويزول عنه البوهوب.

وفي هذا الحديث عدة فوائد:

أولاً: إثبات الولاية له عز وجل وولاية الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة، وهي السلطة على جميع العباد، والتصرف فيهم بما أراد. كل إنسان؛ فإن الذي يتولى أموره وتدبيره وتصريفه هو الله عز وجل، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى (حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ) (الأنعام: 61، 62)، فهذه ولاية عامة تشمل جميع الخلق، والولاية العامة تكون بغير سبب من الإنسان، ويتولى الله الإنسان، شاء أم أبى، وبغير سبب منه. أما الولاية الخاصة: مثل قوله تعالى: (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ) (البقرة: 257)، والولاية الخاصة تكون بسبب من الإنسان، فهو الذي يتعرض لولاية الله حتى يكون الله ولياً له: (الَّذِينَ آمَنُوا

নফল ইবাদতের মাধ্যমে বান্দা যখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ তাকে তা দান করেন এবং এর ফলে তার দোয়া কবুল হয়। এই সাধারণ বক্তব্যটি অন্যান্য হাদিসের মাধ্যমে

সীমাবদ্ধ, যা নির্দেশ করে যে, আল্লাহ প্রার্থনাকারীকে ততক্ষণ পর্যন্ত তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন যতক্ষণ না সে কোনো পাপের কাজ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার প্রার্থনা করে। যদি সে পাপের কোনো কিছু প্রার্থনা করে, তবে তা কবুল করা হয় না। তবে সাধারণত একজন ওলী বা আল্লাহর প্রিয় বান্দা পাপের প্রার্থনা করেন না; কারণ ওলী হলেন এমন এক মুমিন যিনি মুত্তাকী বা আল্লাহভীরু, আর মুমিন ও মুত্তাকী ব্যক্তি কখনও পাপের বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার প্রার্থনা করেন না।

(আর সে যদি আমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দেব) অর্থাৎ যদি সে আমার নিকট সুরক্ষা প্রার্থনা করে এবং প্রত্যেক অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য আমার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে আমি অবশ্যই তাকে সুরক্ষা দান করব। এর ফলে তার প্রার্থিত বস্তু লাভের মাধ্যমে এবং যা থেকে সে আশ্রয় চেয়েছে তা থেকে সুরক্ষা পাওয়ার মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য সফল হয় এবং তার ভীতি দূর হয়।

এই হাদিসে বেশ কিছু উপকারিতা রয়েছে:

প্রথমত: মহান আল্লাহর জন্য 'বিলায়াত' বা অভিভাবকত্ব ও কর্তৃত্বের বিষয়টি সাব্যস্তকরণ। মহান আল্লাহর বিলায়াত দুই ভাগে বিভক্ত: সাধারণ বিলায়াত—যা সমস্ত বান্দার ওপর তাঁর কর্তৃত্ব এবং তাদের ব্যাপারে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণকে বোঝায়। প্রত্যেক মানুষ—যার যাবতীয় বিষয় পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ মহান আল্লাহ নিজেই করেন। এরই প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা বলেন: (অবশেষে যখন তোমাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তার প্রাণ হরণ করে এবং তারা কোনো ত্রুটি করে না। অতঃপর তাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে আনা হয়।) (সূরা আল-আন'আম: ৬১, ৬২)। এটি এমন এক সাধারণ বিলায়াত যা সমস্ত সৃষ্টিজগতকে পরিবেষ্টন করে আছে। এই সাধারণ বিলায়াত মানুষের কোনো মাধ্যম বা কারণ ছাড়াই অর্জিত হয়; মানুষ চাইুক বা না চাইুক, আল্লাহ মানুষের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন এবং এতে মানুষের নিজের কোনো ভূমিকা থাকে না।

পক্ষান্তরে বিশেষ বিলায়াত: যেমন মহান আল্লাহর বাণী: (যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যান। আর যারা কুফরি করে, তাগুত তাদের অভিভাবক, তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়।) (সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৭)। বিশেষ বিলায়াত মানুষের আমল বা কোনো বিশেষ কারণের ওপর

নির্ভরশীল; মানুষ নিজেই আল্লাহর বিশেষ বিলায়াত বা নৈকট্য লাভের পথে নিজেকে
নিয়োজিত করে যাতে আল্লাহ তার অভিভাবক হন: (যারা ঈমান এনেছে)

(ص: 64) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وَكَاؤُوا يَتَّقُونَ (يونس: 63) .

ومن فوائد هذا الحديث:

فضيلة أولياء الله، وأن سبحانه وتعالى يعادي من عاداهم، بل يكون حرباً عليهم عز وجل.

ومن فوائد هذا الحديث:

أن الأعمال الواجبة من صلاة، وصدقة، وصوم، وحج، وجهاد، وعلم، وغير ذلك؛
افضل من الأعمال المستحبة؛ لأن الله تعالى قال: (ما تقرب إلى عبدي بشيء أحب
إلي مما افترضت عليه) .

ومن فوائد:

إثبات المحبة لله عز وجل، وأن الله تعالى يحب الأعمال بعضها أكثر من بعض، كما
أنه يحب الأشخاص بعضهم أكثر من بعض، فالله عز وجل يحب العاملين بطاعته
ويحب الطاعة، وتتفاوت محبته سبحانه وتعالى على حسب ما تقتضيه حكمته.

ومن فوائد هذا الحديث:

أن الإنسان إذا تقرب إلى الله بالنوافل مع القيام بالواجبات فإنه يكون بذلك معاناً
في جميع أمور؛ لقوله تعالى في الحديث القدسي: (وما يزال عبدي يتقرب إلى
بالنوافل حتى أحبه.. الخ.

وفيه: دليل أيضاً على أن من أراد أن يحبه الله فأمر سهل عليه إذا سهل عليه، يقوم بالواجبات ويكثر من التطوع بالعبادات، فبذلك ينال محبة الله، وينال ولاية الله.

...এবং তারা তাকওয়া অবলম্বন করত) (ইউনূস: ৬৩)।

এই হাদীসের শিক্ষাগুলোর মধ্যে রয়েছে:

আল্লাহর ওলীদের মর্যাদা, এবং এটি যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের শত্রুদের শত্রু হিসেবে গণ্য করেন, বরং মহান আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

এই হাদীসের অন্যতম শিক্ষা হলো:

নামায, সাদাকা, রোযা, হজ, জিহাদ ও ইলম ইত্যাদি ওয়াজিব বা ফরয আমলসমূহ মুস্তাহাব আমলসমূহের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (আমি আমার বান্দার ওপর যা ফরয করেছি, তা অপেক্ষা প্রিয়তর অন্য কোনো বিষয়ের মাধ্যমে সে আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে না)।

এর অন্যান্য শিক্ষার মধ্যে রয়েছে:

আল্লাহ তাআলার জন্য ভালোবাসার গুণটি সাব্যস্ত করা; এবং আল্লাহ তাআলা কোনো কোনো আমলকে অন্য আমলের চেয়ে বেশি ভালোবাসেন, যেমন তিনি কোনো কোনো ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির চেয়ে বেশি ভালোবাসেন। সুতরাং মহান আল্লাহ তাঁর আনুগত্যকারীদের ভালোবাসেন এবং আনুগত্যের কাজকেও ভালোবাসেন। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এই ভালোবাসা তাঁর প্রজ্ঞার দাবি অনুযায়ী কম-বেশি হয়ে থাকে।

এই হাদীসের আরেকটি শিক্ষা হলো:

মানুষ যখন ফরয কাজসমূহ পালনের পাশাপাশি নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য তালাশ করে, তখন সে তার সকল বিষয়ে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়; কারণ হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে, যতক্ষণ না আমি তাকে ভালোবাসি...) ইত্যাদি।

এতে আরও প্রমাণ রয়েছে যে, আল্লাহ যদি সহজ করে দেন তবে আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করা মানুষের জন্য সহজ হয়ে যায়। সে ফরযসমূহ পালন করবে এবং অধিক হারে নফল ইবাদত করবে, এর মাধ্যমেই সে আল্লাহর ভালোবাসা ও তাঁর নৈকট্য (বিলায়াত) লাভ করবে।

ومن فوائد هذا الحديث:

إثبات عطاء الله عز وجل، وإجابة دعوته لوليه، لقوله: (إن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيزنه)

وأقى به المؤلف في باب المجاهدة؛ لأن النفس تحتاج إلى جهاد في القيام بالواجبات، ثم بفعل المستحبات، نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.

97 - الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ) رواه البخاري.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة، والفراغ)، يعني أن هذين الجنسين من النعم مغبون فيهما كثير من الناس، أي مغلوب فيهما، وهما الصحة والفراغ، وذلك أن الإنسان إذا كان صحيحاً كان قادراً على ما أمره الله به أن يفعله، وكان قادراً على ما نهاه الله عنه أن يتركه لأنه صحيح البدن، منشراح الصدر، مطمئن القلب، كذلك الفراغ إذا كان عنده ما يؤويه وما يكفيه من مؤنة فهو متفرغ.

এই হাদীসের কিছু শিক্ষা বা উপকারিতা হলো:

মহান আল্লাহর দান সুনিশ্চিত হওয়া এবং তাঁর অলীর দোয়ায় সাড়া প্রদান; কেননা তিনি বলেছেন: (যদি সে আমার নিকট প্রার্থনা করে, আমি তাকে অবশ্যই দান করব; আর যদি সে আমার নিকট আশ্রয় চায়, আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় দেব)

আর লেখক এটি সাধনা (মুজাহাদা) অধ্যায়ে নিয়ে এসেছেন; কারণ আবশ্যিক কর্তব্য পালন এবং পছন্দনীয় নেক আমল সম্পাদনে নফসের সাথে সংগ্রামের প্রয়োজন হয়। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের তাঁর যিকর, শোকর এবং তাঁর উত্তম ইবাদত পালনে সাহায্য করেন।

* * *

৯৭ — তৃতীয়: ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: (দুটি নেয়ামত এমন রয়েছে যাতে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়: সুস্থতা ও অবসর)। ইমাম বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হাদীসের প্রেক্ষিতে বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: (দুটি নেয়ামত এমন রয়েছে যাতে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়: সুস্থতা ও অবসর), অর্থাৎ এই দুই প্রকার নেয়ামতের ক্ষেত্রে অনেক মানুষ প্রবঞ্চিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তথা তারা এতে হেরে যায়। আর তা হলো সুস্থতা ও অবসর। কারণ মানুষ যখন সুস্থ থাকে তখন আল্লাহ তাকে যা করতে আদেশ করেছেন তা করতে সে সক্ষম হয় এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা বর্জনে সমর্থ হয়; কেননা সে তখন দৈহিকভাবে সুস্থ, মানসিকভাবে প্রফুল্ল এবং চিত্তে প্রশান্ত থাকে। তদ্রূপ অবসরও, যখন তার বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকে এবং জীবিকার প্রয়োজনীয় উপকরণ পর্যাপ্ত থাকে, তখন সে অবসর প্রাপ্ত হয়।

فإذا كان الإنسان فارغاً صحيحاً فإنه يغبن كثيراً في هذا، لأن كثيراً من أوقاتنا تضيع بلا فائدة ونحن في صحة وعافية وفراغ، ومع ذلك تضيع علينا كثيراً، ولكننا لا نعرف هذا الغبن في الدنيا، إنما يعرف الإنسان الغبن إذا حضره أجله، وإذا كان يوم القيامة، والدليل على ذلك قوله تعالى: (حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ) (المؤمنون: 100)، وقال عز وجل في سورة المنافقون: (مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ) (المنافقون: 10)، وقال الله عز وجل: (وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (المنافقون: 11).

الواقع أن هذه الأوقات الكثيرة تذهب علينا سدى، لا تنفع منها، ولا ننفع أحداً من عباد الله، ولا نندم على هذا إلا إذا حضر الأجل؛ يتمنى الإنسان أن يعطى فرصة ولو دقيقة واحدة لأجل أن يستعقب، ولكن لا يحصل ذلك.

ثم إن الإنسان قد لا تفوته هاتان النعتان: الصحة والفراغ بالموت، بل قد تفوته قبل أن يموت، قد يمرض ويعجز عن القيام بما أوجب الله عليه، وقد يمرض ويكون ضيق الصدر لا يشرح صدره ويتعب، وقد ينشغل بطلب النفقة له ولعياله حتى تفوته كثير من الطاعات.

ولهذا ينبغي للإنسان العاقل أن ينتهز فرصة الصحة والفراغ بطاعة الله عز وجل بقدر ما يستطيع، إن كان قارئاً للقرآن فليكثر من قراءة القرآن، وإن كان لا يعرف القراءة يكثر من ذكر الله عز وجل، وإذا كان لا يمكنه؛

যখন মানুষ অবসর এবং সুস্থ থাকে, তখন সে এ বিষয়ে চরম প্রবঞ্চনার শিকার হয়। কারণ আমাদের সময়ের অনেক বড় অংশই কোনো উপকার ছাড়াই নষ্ট হয়ে যায় অথচ আমরা তখন সুস্থতা, নিরাপত্তা ও অবসরের মধ্যে থাকি। তবুও তা আমাদের হাত থেকে অনেক বেশি হারিয়ে

যায়। কিন্তু দুনিয়াতে আমরা এই লোকসান বুঝতে পারি না। মানুষ এই লোকসান কেবল তখনই অনুধাবন করে যখন তার মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং যখন কিয়ামতের দিন ঘনিয়ে আসে। এর প্রমাণ মহান আল্লাহর বাণী: (অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলে: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় পাঠিয়ে দিন, যেন আমি যা ছেড়ে এসেছি তাতে সৎকাজ করতে পারি।) (আল-মুমিনুন: ১০০)। এবং সূরা আল-মুনাফিকুনে মহান আল্লাহ বলেন: (তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বেই ব্যয় করো; অন্যথায় সে বলবে: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরও কিছু সময়ের জন্য অবকাশ কেন দিলেন না? তাহলে আমি দান-সদকা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।) (আল-মুনাফিকুন: ১০)। মহান আল্লাহ আরও বলেছেন: (যখন কারো নির্ধারিত সময় উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ তাকে কখনো অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা করো সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত।) (আল-মুনাফিকুন: ১১)।

বাস্তবতা হলো, আমাদের এই দীর্ঘ সময়গুলো বৃথাই চলে যাচ্ছে; তা থেকে না আমরা কোনো উপকার পাচ্ছি, না আল্লাহর কোনো বান্দার উপকার করতে পারছি। আর মৃত্যু উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা এর জন্য অনুতপ্ত হই না। তখন মানুষ কামনা করে যে, তাকে যদি মাত্র এক মিনিটের জন্যও সুযোগ দেওয়া হতো যাতে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে, কিন্তু তা আর সম্ভব হয় না।

অধিকন্তু, মানুষের হাত থেকে এই দুই নিয়ামত—সুস্থতা ও অবসর—কেবল মৃত্যুর মাধ্যমেই হারিয়ে যায় না, বরং মৃত্যুর আগেই তা হারিয়ে যেতে পারে। মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে এবং আল্লাহ তার ওপর যা ফরজ করেছেন তা পালন করতে অক্ষম হয়ে যেতে পারে। আবার এমনও হতে পারে যে, সে অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং তার অন্তর সংকীর্ণ হয়ে গেল, চিত্ত প্রশান্ত হলো না এবং সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। অথবা সে নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের সন্ধানে এমনভাবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল যে, অনেক ইবাদত ও আনুগত্য তার হাত থেকে ছুটে গেল। তাই বুদ্ধিমান মানুষের উচিত সাধ্যমতো আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে সুস্থতা ও অবসরের সুযোগকে কাজে লাগানো। সে যদি কুরআন পাঠ করতে জানে, তবে যেন অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করে। আর যদি পড়তে না জানে, তবে যেন মহান আল্লাহর জিকির বেশি বেশি করে। আর যদি তাও সম্ভব না হয়;

يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ يَبْذُلُ لِإِخْوَانِهِ كُلَّ مَا يَسْتَطِيعُ مِنْ مَعُونَةٍ وَإِحْسَانٍ، فَكُلُّ هَذِهِ خَيْرَاتٍ كَثِيرَةٌ تَذْهَبُ عَلَيْنَا سَدًى، فَالْإِنْسَانُ الْعَاقِلُ هُوَ الَّذِي يَنْتَهِزُ الْفُرْصَ؛ فُرْصَةَ الصَّحَةِ، وَفُرْصَةَ الْفَرَاغِ.

وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ نِعْمَ اللَّهُ تَتَفَاوَتْ، وَأَنَّ بَعْضَهَا أَكْثَرُ مِنْ بَعْضٍ، وَأَكْبَرُ نِعْمَةٍ يَنْعَمُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا عَلَى الْعَبْدِ: نِعْمَةُ الْإِسْلَامِ، وَنِعْمَةُ الْإِسْلَامِ الَّتِي أَضَلَّ اللَّهُ عَنْهَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) (المائدة: 3)، فَإِذَا وَجَدَ الْإِنْسَانُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ وَشَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لَهُ؛ فَإِنَّ هَذِهِ أَكْبَرُ النِّعَمِ.

ثُمَّ ثَانِيًا: نِعْمَةُ الْعَقْلِ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا رَأَى مَبْتَلًى فِي عَقْلِهِ لَا يَحْسُنُ التَّصَرُّفَ، وَرَبِّمَا يَسِيءُ إِلَى نَفْسِهِ وَإِلَى أَهْلِهِ؛ حَمْدُ اللَّهِ عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ؛ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ. ثَالِثًا: نِعْمَةُ الْأَمْنِ فِي الْأَوْطَانِ، فَإِنَّهَا مِنْ أَكْبَرِ النِّعَمِ، وَنَضْرِبُ لَكُمْ مَثَلًا بِمَا سَبَقَ عَنْ آبَائِنَا وَأَجْدَادِنَا مِنَ الْبُخَاوِفِ الْعَظِيمَةِ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ، حَتَّى إِنَّا نَسْمَعُ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا خَرَجَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ؛ لَا يَخْرُجُ إِلَّا مُصْطَحِبًا سِلَاحَهُ؛ لِأَنَّهُ يَخْشَى أَنْ يَعْتَدِي عَلَيْهِ أَحَدٌ، ثُمَّ نَضْرِبُ مَثَلًا فِي حَرْبِ الْخَلِيجِ الَّتِي مَضَتْ فِي الْعَامِ الْبَاضِي؛ كَيْفَ كَانَ النَّاسُ خَائِفِينَ! أَصْبَحَ النَّاسُ يَخْلُقُونَ شَبَابِيكَهُمْ بِالشَّعْرِ خَوْفًا مِنْ شَيْءٍ مَتَوَهَّمٍ أَنْ يَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، وَصَارَ النَّاسُ فِي قَلْقٍ عَظِيمٍ، فَنِعْمَةُ الْأَمْنِ لَا يَشَابُهَا نِعْمَةٌ غَيْرُ نِعْمَةِ الْإِسْلَامِ وَالْعَقْلِ.

رَابِعًا: كَذَلِكَ مِمَّا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْنَا - وَلَا سِيَّامَا فِي هَذِهِ الْبِلَادِ - رَغْدٌ

তিনি সৎকাজের আদেশ দেন ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করেন, অথবা তাঁর ভাইদের জন্য সাধ্যমতো সাহায্য ও ইহসান প্রদান করেন; এই সবই বহুবিধ কল্যাণ যা আমাদের হাত থেকে

বৃথা চলে যায়। বস্তুত বুদ্ধিমান ব্যক্তি তিনিই, যিনি সুযোগের সদ্যবহার করেন; বিশেষ করে সুস্থতার সুযোগ এবং অবসরের সুযোগ।

আর এতে এই দলীল রয়েছে যে, আল্লাহর নেয়ামতসমূহ স্তরে স্তরে বিভক্ত এবং একটি অন্যটির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তাআলা বান্দার ওপর যে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত দান করেছেন তা হলো ইসলামের নেয়ামত। এটি এমন এক নেয়ামত যা থেকে আল্লাহ অনেক মানুষকে বিচ্যুত রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন: "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নেয়ামত সম্পন্ন করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করলাম" (সূরা আল-মায়দাহ: ৩)। সুতরাং মানুষ যখন দেখে যে আল্লাহ তাকে ইসলামের নেয়ামত দান করেছেন এবং এর জন্য তার অন্তরকে উন্মোচিত করে দিয়েছেন, তখন এটিই হচ্ছে সর্ববৃহৎ নেয়ামত।

দ্বিতীয়ত: বিবেক-বুদ্ধির নেয়ামত। কেননা মানুষ যখন এমন কোনো ব্যক্তিকে দেখে যে তার মানসিক সুস্থতার ক্ষেত্রে বিপদগ্রস্ত, যে সঠিকভাবে আচরণ করতে পারে না এবং সম্ভবত নিজের ও নিজের পরিবারের অনিষ্ট করে থাকে; তখন সে এই নেয়ামতের জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে। নিশ্চয় এটি এক মহান নেয়ামত।

তৃতীয়ত: মাতৃভূমিতে নিরাপত্তার নেয়ামত। কেননা এটি অন্যতম সর্ববৃহৎ নেয়ামত। আমরা এ ক্ষেত্রে আমাদের পিতৃপুরুষ ও পিতামহদের থেকে বর্ণিত এই ভূখণ্ডের অতীত ভয়াবহ ভীতিকর পরিস্থিতির উদাহরণ দিতে পারি। এমনকি আমরা শুনেছি যে, তাদের কেউ যখন ফজরের সালাতের জন্য বের হতেন, তখন তিনি অস্ত্র সাথে না নিয়ে বের হতেন না; কারণ তিনি আশঙ্কা করতেন যে কেউ তাঁর ওপর আক্রমণ করতে পারে। অতঃপর আমরা গত বছরের সংঘটিত উপসাগরীয় যুদ্ধের উদাহরণ দিতে পারি; মানুষ তখন কতটা ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল! মানুষ তাদের জানালাগুলো মোম দিয়ে বন্ধ করে দিত কোনো কাল্পনিক বস্তু নিষ্ক্ষিপ্ত হওয়ার ভয়ে এবং মানুষ চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। সুতরাং নিরাপত্তা এমন এক নেয়ামত যার সমতুল্য ইসলাম ও বিবেক-বুদ্ধির নেয়ামত ছাড়া আর কিছু নেই।

চতুর্থত: একইভাবে আল্লাহ আমাদের ওপর যা নেয়ামত হিসেবে দান করেছেন—বিশেষ করে এই দেশে—তা হলো সচ্ছলতা...

العيش؛ يأتينا من كل مكان، فنحن في خير عظيم والله الحمد؛ البيوت مليئة من الأرزاق، ويقدم من الأرزاق للواحد ما يكفي اثنين أو ثلاثة أو أكثر، هذه أيضاً من النعم. فعلياً أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم العظيمة، وأن نقوم بطاعة الله حتى يمين علينا بزيادة النعم؛ لأن الله تعالى يقول: (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ) (إبراهيم: 7).

* * *

98. الرابع: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً! متفق عليه هذا لفظ البخاري، ونحوه في الصحيحين من رواية البغيرة بن شعبة.

[الشَّرْحُ]

ثم ذكر المؤلف - رحمة الله تعالى - ما نقله عن عائشة رضي الله عنها في باب المجاهدة، وقد سبق لنا: أن من جملة المجاهدة مجاهدة الإنسان

জীবিকা; আমাদের নিকট সকল জ্ঞান থেকে আসে, আমরা এক মহান কল্যাণের মধ্যে রয়েছি এবং সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য; ঘরবাড়ি রিযিকে পরিপূর্ণ, আর একজনের জন্য এমন পরিমাণ খাদ্য পেশ করা হয় যা দুই বা তিন বা তার অধিক ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট, এটিও নিআমতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, এই মহান নিআমতসমূহের জন্য মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং আল্লাহর আনুগত্য করা আমাদের কর্তব্য, যাতে তিনি আমাদের প্রতি নিআমত বৃদ্ধির অনুগ্রহ করেন; কারণ মহান আল্লাহ বলেন: (আর স্মরণ করো, যখন তোমাদের রব

ঘোষণা করেছিলেন, ‘যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে আরও বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয়ই আমার আজাব অত্যন্ত কঠোর’। (ইবরাহীম: ৭)।

* * *

৯৮ — চতুর্থ: আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে (সালাতে) দাঁড়িয়ে থাকতেন যতক্ষণ না তাঁর উভয় পা ফেটে যেত। তখন আমি তাঁকে বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন এরূপ করছেন, অথচ আল্লাহ আপনার পূর্বের ও পরের সকল ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন?! তিনি বললেন: ‘আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পছন্দ করব না?’ (বুখারী ও মুসলিম)। এটি বুখারীর শব্দবিন্যাস, আর অনুরূপ বর্ণনা সহীহাইন-এ মুগীরা ইবনে শু'বা থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

[ব্যাখ্যা]

অতঃপর গ্রন্থকার — আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন — ‘মুজাহাদা’ (সাধনা) অধ্যায়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা উল্লেখ করেছেন। আমাদের নিকট ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, মুজাহাদার অন্তর্ভুক্ত হলো মানুষের নিজের নফসের সাথে সাধনা করা...

(ص: 69) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

نفسه وحمل إياها على عبادة الله، والصبر على ذلك. ذكر المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت: يا رسول الله لم تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: (أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً)، فعائشة رضي الله عنها من أعلم الناس

بحال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يصنعه في السر؛ أي في بيته، وكذلك نساؤه رضي الله عنهن هن أعلم الناس بما يصنعه في بيته.

ولهذا كان كبار الصحابة يأتون إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهن عما كان يصنع في بيته، فكان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل يعني في الصلاة تهجداً. وقد قال الله تعالى في سورة المزمل: (إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ) (المزمل: 20).

فكان يقوم عليه الصلاة والسلام أحياناً أكثر الليل، وأحياناً نصف الليل، وأحياناً ثلث الليل؛ لأنه عليه الصلاة والسلام يعطي نفسه حقها من الراحة مع القيام التام بعبادة ربه - صلوات الله وسلامه عليه -، فكان يقوم أدنى من ثلثي الليل - يعني فوق النصف، ودون الثلثين - ونصفه وثلثه؛ حسب نشاطه عليه الصلاة والسلام؛ وكان يقوم حتى تتورم قدماه وتتفطر من طول القيام؛ أي يتحجر الدم فيها وتنشق. وقد قام معه شباب من الصحابة رضي الله عنهم ولكنهم تعبوا فأبن مسعود رضي الله عنه يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام طويلاً حتى هبت بأمر سوء، قالوا: بما هبت يا أبا عبد الرحمن؟

নিজেকে এবং নিজের নফসকে আল্লাহর ইবাদতে এবং তার ওপর ধৈর্য ধারণে ব্যাপ্ত রাখা। লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন যে তাঁর পদযুগল ফেটে যেত। তখন আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! কেন আপনি এমনটি করছেন, অথচ আল্লাহ আপনার পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন? তিনি বললেন: "আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়া পছন্দ করব না?" আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্জনে বা ঘরে যা করতেন, সে সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অবগত ছিলেন। একইভাবে তাঁর অন্যান্য পত্নীগণও (রাদিয়াল্লাহু আনহুনা) ঘরে তাঁর আমল সম্পর্কে মানুষের মাঝে সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন।

এ কারণেই বড় বড় সাহাবীগণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পত্নীগণের নিকট আসতেন এবং তিনি ঘরে কী আমল করতেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতে ইবাদতে দাঁড়িয়ে যেতেন অর্থাৎ তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেন। মহান আল্লাহ সূরা আল-মুজ্জামিলে ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক জানেন যে, আপনি রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধাংশ আবার কখনো এক-তৃতীয়াংশ সময় দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেন এবং আপনার সাথে যারা আছে তাদের একটি দলও।" (সূরা আল-মুজ্জামিল: ২০)।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো রাতের অধিকাংশ সময়, কখনো অর্ধেক রাত এবং কখনো রাতের এক-তৃতীয়াংশ সময় দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন; কেননা তিনি (তাঁর ওপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক) স্বীয় রবের ইবাদত পূর্ণরূপে পালনের পাশাপাশি নিজের শরীরকেও বিশ্রামের হুক প্রদান করতেন। তিনি রাতের দুই-তৃতীয়াংশের কিছু কম—অর্থাৎ অর্ধেকের বেশি কিন্তু দুই-তৃতীয়াংশের কম—আবার কখনো অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ সময় তাঁর কর্মস্পৃহা অনুযায়ী দাঁড়িয়ে থাকতেন। তিনি এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে তাঁর পদযুগল ফুলে যেত এবং ফেটে যেত; অর্থাৎ দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকার কারণে রক্ত জমাট বেঁধে চামড়া ফেটে যেত।

সাহাবীগণের মধ্যকার যুবকদের কেউ কেউ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) তাঁর সাথে রাতে সালাতে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা ক্লান্ত হয়ে যেতেন। ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: এক রাতে আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সালাত আদায় করলাম। তিনি এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন যে আমি একটি মন্দ কাজের সংকল্প করে বসলাম। লোকেরা জিজ্ঞেস করল: হে আবু আবদুর রহমান! আপনি কিসের সংকল্প করেছিলেন?

قال: همت أن أقعد وأدعه، أي يجلس؛ لعجزه عن أن يصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه قام معه ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة والنساء وآل عمران، الجميع خمسة أجزاء وربع تقريباً، ويقول حذيفة: كلما أتت آية رحمة سأل، وكلما أتت آية تسبيح سبح، وكلما أتت آية وعيد تعوذ، وهو معروف عليه الصلاة والسلام أنه يرتل القراءة. خمسة أجزاء وربع، مع السؤال عند آيات الرحمة، والتعوذ عند آيات الوعيد، والتسبيح عن آيات التسبيح؛ فماذا يكون القيام؟ يكون طويلاً، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الليل. وإذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود أيضاً، فكان يطيل القراءة والركوع والسجود.

فإذا كان يقوم عليه الصلاة والسلام مثلاً في ليلة من ليالي الشتاء وهي اثنتا عشرة ساعة، يقوم أدنى من ثلثي الليل؛ فلنقل إنه صلى الله عليه وسلم يقوم سبع ساعات تقريباً وهو يصلي عليه الصلاة والسلام في الليل الطويل. تصور ماذا يكون حاله عليه الصلاة والسلام؟ ومع هذا فقد صبر نفسه، وجاهد نفسه، وقال: (أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً).

তিনি বললেন: আমি বসে পড়ার এবং তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার মনস্থির করেছিলাম, অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো ধৈর্য ধরতে না পারার অক্ষমতার কারণে তিনি বসে পড়ার উপক্রম করেছিলেন। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু এক রাতে তাঁর সাথে সালাতে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা আল-বাকারাহ, আন-নিসা এবং আল-ইমরান তিলাওয়াত করেন। এই সবটুকু মিলিয়ে প্রায় সোয়া পাঁচ পারা হয়। হুযাইফা বলেন: যখনই কোনো রহমতের আয়াত আসত, তিনি প্রার্থনা করতেন; যখনই কোনো তাসবিহ-এর আয়াত আসত, তিনি তাসবিহ পাঠ করতেন এবং যখনই কোনো শাস্তির ধমক সংবলিত আয়াত আসত, তিনি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। আর এটি সুপরিচিত যে,

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে তারতীলের সাথে তিলাওয়াত করতেন।

রহমতের আয়াতে প্রার্থনা করা, আজাবের আয়াতে আশ্রয় চাওয়া এবং তাসবিহ্-এর আয়াতে তাসবিহ্ পাঠ করাসহ প্রায় সোয়া পাঁচ পারা তিলাওয়াত—তাহলে সেই কিয়াম বা দাঁড়িয়ে থাকা কতটা দীর্ঘ হতে পারে? তা অবশ্যই দীর্ঘ হবে। আর এভাবেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তিলাওয়াত করতেন।

আর যখন তিনি তিলাওয়াত দীর্ঘ করতেন, তখন রুকু এবং সাজদাহও দীর্ঘ করতেন। ফলে তিনি তিলাওয়াত, রুকু এবং সাজদাহ সবই দীর্ঘ করতেন।

উদাহরণস্বরূপ, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি বারো ঘণ্টার দীর্ঘ কোনো শীতের রাতে সালাতে দাঁড়াতেন, তবে তিনি রাতের দুই-তৃতীয়াংশের কিছুটা কম সময় কিয়াম করতেন। ধরা যাক, সেই দীর্ঘ রাতে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় সাত ঘণ্টা সালাত আদায় করতেন। কল্পনা করুন, তখন তাঁর অবস্থা কেমন হতো? এতদসত্ত্বেও তিনি ধৈর্য ধারণ করতেন, নিজের নফসকে ইবাদতে নিয়োজিত রাখতেন এবং বলতেন: "আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়া পছন্দ করব না?"

(ص: 71) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وفي هذا دليل على أن الشكر هو القيام بطاعة الله، وأن الإنسان كلما أزداد في طاعة ربه عز وجل فقد ازداد شكراً لله عز وجل؛ وليس الشكر بأن يقول الإنسان بلسانه: أشكر الله، أحمد الله؛ فهذا شكر باللسان، لكن الكلام هنا على الشكر الفعلي الذي يكون بالفعل بأن يقوم الإنسان بطاعة الله بقدر ما يستطيع.

وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ كل ما تقدم من ذنبه فقد غفر الله له، كل ما تأخر فقد غفر الله له، وقد خرج من الدنيا - صلوات الله وسلامه عليه - سالماً من كل ذنب؛ لأنه مغفور له.

وقد يخص الله أقواماً فيغفر لهم ذنوبهم بأعمال صالحة قاموا بها مثل أهل بدر. فأهل بدر كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً، منهم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في قصة مشهورة: (أما علمت أن الله أطلع على أهل بدر فقال: اعلموا ما شئتم فقد غفرت لكم). وهذا من خصائص أهل بدر؛ أن الله غفر لهم ما يفعلون من الذنوب.

وإلا فإن حاطباً رضي الله عنه فعل ذنباً عظيماً، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يغزو قريشاً حين نقضت العهد الذي بينه وبينهم في صلح الحديبية، أرسل حاطب رضي الله عنه رسالة خطية إلى أهل مكة، يخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قادم عليهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عن طريق الوحي، فأرسل علي بن أبي طالب ورجلاً معه في إثر المرأة فأدركوها في روضة خاخ - روضة معروفة في طريق مكة - فلما أدركوها

এর মধ্যে এই প্রমাণ নিহিত যে, কৃতজ্ঞতা হলো আল্লাহর আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। মানুষ মহান আল্লাহর আনুগত্যে যতই বৃদ্ধি পায়, আল্লাহর প্রতি তার কৃতজ্ঞতাও ততই বৃদ্ধি পায়। কৃতজ্ঞতা কেবল মুখে ‘আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি’ বা ‘আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি’ বলা নয়; এটি মৌখিক কৃতজ্ঞতা। তবে এখানে আলোচনার বিষয় হলো কর্মগত কৃতজ্ঞতা, যা কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ পায়—অর্থাৎ মানুষ তার সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহর আনুগত্যের কাজ সম্পাদন করবে।

এর মধ্যে আরও প্রমাণ রয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বাগত সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাঁর পূর্ববর্তী সকল গুনাহ এবং পরবর্তী সকল গুনাহ

আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন—তাঁর ওপর আল্লাহর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক—যাবতীয় গুনাহ থেকে মুক্ত অবস্থায়; কেননা তিনি ক্ষমাপ্রাপ্ত।

মহান আল্লাহ কোনো কোনো জনগোষ্ঠীকে বিশেষভাবে অনুগ্রহ করতে পারেন এবং তাদের সম্পাদিত সৎকর্মের উসিলায় তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন, যেমনটি বদরবাসীদের ক্ষেত্রে হয়েছে। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা সংখ্যায় তিনশ দশের কিছু অধিক ব্যক্তি ছিলেন, যাঁদের মধ্যে হাতিব বিন আবি বালতাআ রাযিয়াল্লাহু আনহু-ও ছিলেন। এক সুপ্রসিদ্ধ ঘটনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন: “তুমি কি জানো না যে, মহান আল্লাহ বদরবাসীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন এবং বলেছেন: ‘তোমরা যা ইচ্ছা করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি’?” এটি বদরবাসীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, আল্লাহ তাদের কৃত গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

নতুবা হাতিব রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি গুরুতর ভুল করেছিলেন। ঘটনাটি ছিল এই যে, কুরাইশরা যখন হৃদয়বিয়ার সন্ধির চুক্তি ভঙ্গ করল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সংকল্প করলেন, তখন হাতিব রাযিয়াল্লাহু আনহু মক্কাবাসীদের নিকট একটি লিখিত পত্র পাঠিয়েছিলেন। তাতে তিনি তাদের সংবাদ দিয়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অভিমুখে আসছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পারেন। অতঃপর তিনি আলী ইবনে আবি তালিব এবং তাঁর সাথে আরও একজনকে এক মহিলার পিছু নিতে পাঠান। তাঁরা মক্কার পথে ‘রাওজাতু খাখ’—যা মক্কার পথে একটি সুপরিচিত বাগান—নামক স্থানে গিয়ে তাকে ধরে ফেলেন। যখন তাঁরা তাকে নাগাল পেলেন—

(ص: 72) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

أوقفوها وقالوا لها: أخرجي الكتاب الذي معك لأهل مكة، قالت: ما معي كتاب، قالوا: لابد أن تخرجي الكتاب الذي معك، فإما أن تخرجيه وإما أن نفتشك حتى ما تحت

الثياب، فلما عرفت عزيبتهم أخرجت الكتاب من خفها، فإذا فيه خطاب من حاطب رضي الله عنه إلى أهل مكة يخبرهم، فرجعوا به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فاستأذن عمر رضي الله عنه وكان من أقوى الناس في دين الله - النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل حاطباً، قال: إن الرجل نافق، كتب بأسرارنا إلى أعدائنا قال: (أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)، وكان منهم رضي الله عنه وإلا فهذه جريمة كبيرة.

ولهذا يجب على ولي الأمر إذا أدرك جاسوساً يكتب إلى أعدائنا بأخبارنا أن يقتله ولو كان مسلماً؛ لأنه عاث في الأرض فساداً، فقتل الجاسوس ولو كان مسلماً واجب على ولي الأمر لعظم فسادة، ولكن هذا منع منه مانع؛ وهو أنه كان من أهل بدر، ولهذا لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام أما علمت أنه مسلم؟ بل قال: (أما علمت أن اطلع الله على أهل بدر ...).

ففي هذا دليل على أن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا قد يقع - كما قلت - لبعض

তারা তাকে থামাল এবং তাকে বলল: “তোমার কাছে মক্কাবাসীদের জন্য যে পত্রটি রয়েছে তা বের করো।” সে বলল: “আমার কাছে কোনো পত্র নেই।” তারা বলল: “অবশ্যই তোমার কাছে থাকা পত্রটি বের করতে হবে; হয় তুমি তা বের করবে, নতুবা আমরা তোমার পোশাকের ভেতর পর্যন্ত তল্লাশি করব।” যখন সে তাদের দৃঢ় সংকল্প বুঝতে পারল, তখন সে তার চামড়ার মোজা থেকে পত্রটি বের করে আনল। দেখা গেল তাতে মক্কাবাসীদের প্রতি হাতিব (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর একটি বার্তা রয়েছে যাতে তিনি তাদের সংবাদ দিচ্ছিলেন। তারা এটি নিয়ে রাসূল (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)-এর কাছে ফিরে এলেন। তখন উমর (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)—যিনি আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন—নবী (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)-এর কাছে হাতিবকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন এবং বললেন: “নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি মুনাফিকি করেছে, সে শত্রুদের কাছে আমাদের গোপনীয় বিষয় লিখে পাঠিয়েছে।” নবীজি বললেন: “তুমি কি জানো

না যে আল্লাহ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অবস্থা অবগত হয়ে বলেছেন: ‘তোমরা যা ইচ্ছা করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি’?” হাতিব (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) তাদেরই একজন ছিলেন, নতুবা এটি একটি গুরুতর অপরাধ ছিল।

এ কারণে শাসকের জন্য আবশ্যিক যে, তিনি যদি এমন কোনো গোয়েন্দাকে ধরতে পারেন যে শত্রুদের কাছে আমাদের সংবাদ লিখে পাঠায়, তবে তাকে হত্যা করা, যদিও সে মুসলিম হয়; কারণ সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। সুতরাং গোয়েন্দা মুসলিম হলেও তাকে হত্যা করা শাসকের ওপর ওয়াজিব তার ফাসাদের ভয়াবহতার কারণে। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি প্রতিবন্ধক একে বাধা দিয়েছিল, আর তা হলো তিনি বদরবাসীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ কারণেই রাসূল (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) এটি বলেননি যে, ‘তুমি কি জানো না সে একজন মুসলিম?’ বরং তিনি বলেছেন: “তুমি কি জানো না যে আল্লাহ বদরবাসীদের অবস্থা অবগত হয়েছেন ...।”

এর মধ্যে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, রাসূল (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)-এর একটি বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহ তাঁর পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর এটি—যেমনটি আমি বলেছি—কারো কারো ক্ষেত্রে ঘটতে পারে...

(ص: 73) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الصحابة كأهل بدر. قال بعض العلماء: واعلم أن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبناءً عليه: فكل حديث يأتي بأن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإنه حديث ضعيف، لأن هذا من خصائص الرسول، أما (غفر له ما تقدم من ذنبه)، فهذا كثير، لكن (ما تأخر)، هذا ليس إلا للرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وهو من خصائصه، وهذه قاعدة عامة نافعة لطالب العلم؛ أنه إذا أتاك حديث فيه أن من فعل كذا غفر له ما

تقدم من ذنبه وما تأخر؛ فأعلم أن قوله (ما تأخر) ضعيف لا يصح؛ لأن هذا من خصائص محمد - صلوات الله وسلامه عليه.

وفي هذا دليل أيضاً على فضيلة قيام الليل، وطول القيام، وقد أثنى الله على من يقوم الليل ويطيلون، فقال عز وجل (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ) (السجدة: 16)، يعني تبتعد عن الفرش، (يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا) أي: إذا نظروا إلى ذنوبهم خافوا (وَطَبَعًا) أي: إذا نظروا إلى فضل الله طبعوا في فضله، (وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (السجدة: 16، 17)، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم.

وتتجافى جنوبهم عن المضاجع، ليس بالسهر على التلفزيون، أو على لعب الورق أو على أعراض الناس، أو ما أشبه ذلك، ولكنهم يدعون الله، ويعبدونه عز وجل خوفاً وطبعاً (وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) أين هذا

সাহাবায়ে কেরাম, যেমন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন: জেনে রাখুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহ তাঁর অতীতের এবং ভবিষ্যতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। এর ওপর ভিত্তি করে: যে কোনো হাদিস যেখানে বলা হয়েছে যে, কেউ অমুক কাজ করলে তার পূর্বাপর সব গুনাহ মাফ হবে, সেটি দুর্বল (যয়ীফ) হাদিস; কেননা এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনন্য বৈশিষ্ট্য। তবে "অতীতের গুনাহ মাফ হওয়া" সংক্রান্ত বর্ণনা অনেক রয়েছে, কিন্তু "পরবর্তী গুনাহ মাফ হওয়া"—এটি কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যই নির্দিষ্ট এবং এটি তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এটি জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য একটি অত্যন্ত উপকারী মূলনীতি; আপনার কাছে যদি এমন কোনো হাদিস আসে যাতে বলা হয়েছে যে, কেউ অমুক কাজ করলে তার পূর্বাপর সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, তবে জেনে রাখুন যে "পরবর্তী গুনাহ" অংশটি দুর্বল, এটি সহিহ নয়; কেননা এটি কেবল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

এতে রাতের নামাজ এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে ইবাদত করার ফজিলতেরও প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদের প্রশংসা করেছেন যারা রাতে ইবাদত করেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। মহান আল্লাহ বলেছেন: "তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা হতে পৃথক থাকে" (সূরা আস-সাজদাহ: ১৬), অর্থাৎ তারা শয্যা ত্যাগ করে। "তারা তাদের প্রতিপালককে ডাকেন ভয় ও আশার সাথে", অর্থাৎ যখন তারা তাদের পাপের কথা চিন্তা করে তখন ভীত হয় এবং যখন আল্লাহর অনুগ্রহের কথা চিন্তা করে তখন তাঁর অনুগ্রহের প্রত্যাশা করে। "এবং আমি তাদেরকে যে জীবিকা দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে। কেউ জানে না তাদের কৃতকর্মের বিনিময়স্বরূপ তাদের জন্য চোখের শীতলকারী কী কী নেয়ামত লুকিয়ে রাখা হয়েছে।" (সূরা আস-সাজদাহ: ১৬, ১৭)। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাকে ও আপনাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা হতে পৃথক থাকে—এটি টেলিভিশন দেখে, তাস খেলে কিংবা মানুষের গীবত বা এ জাতীয় কোনো কাজে রাত জাগার মাধ্যমে নয়; বরং তারা আল্লাহকে ডাকে এবং ভয় ও আশার সাথে তাঁর ইবাদত করে। "এবং আমি তাদেরকে যে জীবিকা দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে। কেউ জানে না তাদের কৃতকর্মের বিনিময়স্বরূপ তাদের জন্য চোখের শীতলকারী কী কী নেয়ামত লুকিয়ে রাখা হয়েছে।" আজ সেই আমল কোথায়?

(ص: 74) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الذي أخفى لهم؟ جاء في الحديث القدسي ما يبين ذلك حيث قال الله عز وجل: (أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر)، جعلني الله وإياكم من ساكني هذه الجنان، إنه جواد كريم.

99. الخامس: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل، وأيقظ أهله، وجد، وشد المنزر) متفق عليه.

والمراد: العشر الأواخر من شهر رمضان. (والمئزر): الإزار، كناية عن اعتزال النساء، وقيل: المراد تشميرة للعبادة. يقال: شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت، وتفرغت له.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان: إنه إذا دخل العشر شد المئزر، وأحيا ليله، وجد في العبادة، وشمر عليه الصلاة والسلام.

وقد سبق في الحديث السابق: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الليل حتى تتفطر

তাদের জন্য কী গোপন রাখা হয়েছে? হাদীসে কুদসীতে তা বর্ণিত হয়েছে যেখানে মহান আল্লাহ বলেছেন: (আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন কিছু প্রস্তুত করে রেখেছি যা কোনো চক্ষু প্রত্যক্ষ করেনি, কোনো কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং কোনো মানুষের হৃদয়ে যার কল্পনাও উদ্ভিত হয়নি)। আল্লাহ আমাকে ও আপনাদেরকে এই জান্নাতসমূহের অধিবাসী করুন, নিশ্চয়ই তিনি পরম দাতা ও অতি দয়ালু।

৯৯ — পঞ্চম: আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: (যখন রমজানের শেষ দশ দিন আসত, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সারারাত জেগে ইবাদত করতেন, তাঁর পরিবারবর্গকে জাগিয়ে দিতেন, ইবাদতে অতিশয় সচেতন হতেন এবং কটিবাস বা লুঙ্গি কষে বাঁধতেন)। বুখারী ও মুসলিম।

এর উদ্দেশ্য হলো: রমজান মাসের শেষ দশ দিন। (আল-মি'জার) অর্থ ইজার বা লুঙ্গি, যা নারীসংসর্গ বর্জনের রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার বলা হয়েছে: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইবাদতের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করা। বলা হয়ে থাকে: 'আমি এই বিষয়ের জন্য

আমার লুঙ্গি কষে বেঁধেছি', অর্থাৎ আমি কোমর বেঁধেছি এবং এর জন্য নিজেকে পূর্ণ নিয়োজিত করেছি।

[ব্যাখ্যা]

লেখক —রাহিমাল্লাহ তাআলা— মুমিন জননী আয়েশা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে রমজানের শেষ দশ দিনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অবস্থা সম্পর্কে যে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন তাতে বলেছেন: যখন শেষ দশ দিন আসত, তিনি লুঙ্গি কষে বাঁধতেন, রাত জেগে ইবাদত করতেন, ইবাদতে কঠোর পরিশ্রম করতেন এবং কোমর বেঁধে প্রস্তুতি নিতেন (তাঁর ওপর আল্লাহর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক)।

ইতিপূর্বের হাদীসে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন যে তাঁর পা দুটি ফেটে যেত...

(ص: 75) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

قدماء، وأنه يقوم من الليل أكثر من النصف، أو النصف، أو الثلث، أما في ليالي العشر من رمضان؛ فإنه يقوم الليل كله، أي يحيي ليله كله عليه الصلاة والسلام بالعبادة، لكن بالفطور بعد غروب الشمس، والعشاء، وصلاة العشاء، والأشياء التي يرى عليه الصلاة والسلام أنها قربى إلى الله عز وجل وليس معناه أن كل الليل في صلاة؛ بدليل أن صفية بنت حيي بن أخطب كانت تأتي إليه عليه الصلاة والسلام فيحدثها بعد صلاة العشاء، ولكن كل ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام في تلك الليالي، فإنه قربى إلى الله عز وجل؛ إما صلاة، أو تهيؤ لصلاة، أو غير ذلك.

وفي هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحيي العشر الأواخر من رمضان كلها، ولكنه لا يحيي ليلة سواها؛ أي أنه لم يقم ليلة حتى الصباح إلا في العشر الأواخر من رمضان، وذلك تحريماً لليلة القدر، وهي ليلة تكون في العشر الأواخر من رمضان، ولا سيما في السبع الأواخر منه، فهذه الليلة يقدر الله سبحانه وتعالى فيها ما يكون في تلك السنة، وهي كما قال الله تعالى: (خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) (القدر: 3)، فكان يحييها، (ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله معنى قوله: (شد المئزر) فمنهم من قال: إنه كناية عن ترك النساء؛ لأنه يكون معتكفاً، والمعتكف لا يباح له

তাঁর পদযুগল; আর তিনি রাতের অর্ধেকের বেশি, কিংবা অর্ধেক, অথবা এক-তৃতীয়াংশ ইবাদতে দাঁড়িয়ে কাটাতেন। তবে রমজানের শেষ দশ রাতে তিনি পুরো রাত জাগ্রত থাকতেন; অর্থাৎ তাঁর ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক, তিনি ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর পুরো রাতকে প্রাণবন্ত রাখতেন। তবে এর মধ্যে সূর্যাস্তের পর ইফতার, নৈশভোজ, ইশার নামাজ এবং এমন সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল যেগুলোকে তিনি মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় হিসেবে গণ্য করতেন। এর অর্থ এই নয় যে, পুরো রাতই তিনি কেবল নামাজে মগ্ন থাকতেন; এর প্রমাণ হলো যে, সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই বিন আখতাব তাঁর নিকট আসতেন এবং ইশার নামাজের পর তিনি তাঁর সাথে কথা বলতেন। তবে সেই রাতগুলোতে তিনি যা কিছু করতেন, তার সবই ছিল মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম; হোক তা নামাজ, নামাজের প্রস্তুতি, কিংবা অন্য কিছু।

এতে এই প্রমাণ রয়েছে যে, রাসূল (তাঁর ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) রমজানের শেষ দশ রাতের সবটুকুই ইবাদতে অতিবাহিত করতেন, তবে তিনি অন্য কোনো রাত এভাবে পূর্ণ জাগরণে কাটাতেন না; অর্থাৎ তিনি রমজানের শেষ দশ রাত ব্যতীত আর কখনোই সকাল পর্যন্ত পুরো রাত দাঁড়িয়ে ইবাদত করেননি। আর এটি ছিল লাইলাতুল কদরের সন্ধান, যা রমজানের শেষ দশ রাতের মধ্যে হয়ে থাকে, বিশেষ করে শেষ সাত রাতে। এই রাতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই বছরের জন্য নির্ধারিত বিষয়াদি ফয়সালা করেন। আর আল্লাহ তাআলা যেমনটি বলেছেন: (হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) (সূরা আল-কদর: ৩), তাই

তিনি এই রাতটিকে ইবাদতে অতিবাহিত করতেন, এবং (যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় লাইলাতুল কদরে দাঁড়িয়ে ইবাদত করবে, আল্লাহ তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন)।

এরপর লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) তাঁর এই উক্তির অর্থ বর্ণনা করেছেন: (তিনি তাঁর কোমরবন্ধ শক্ত করে বাঁধতেন)। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন: এটি স্ত্রী সহবাস বর্জন করার একটি রূপক অর্থ; কারণ তিনি তখন ইতিকাফ অবস্থায় থাকতেন, আর ইতিকাফকারীর জন্য যা বৈধ নয়...

(ص: 76) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

النساء، كما قال تعالى: (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) (البقرة: 187)، ومنهم من قال: بل هو كناية عن الجد والتشهير في العمل، وكلا الأمرين صحيح. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يأتي أهله في العشر الأواخر من رمضان لأنه معتكف، وكان أيضاً يشد المؤزر، ويجتهد، ويشهر - صلوات الله وسلامه عليه - وهذا من أنواع المجاهدة. فالإنسان يجب أن يجاهد نفسه في الأوقات الفاضلة حتى يستوعبها في طاعة الله.

100 - السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أحرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله، ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان). رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف).
المؤمن القوي: يعني في إيمانه، وليس المراد القوي في بدنه؛ لأن قوة

নারীগণ, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: (আর তোমরা যখন মসজিদে ইতিকাফ অবস্থায় থাকো, তখন তাদের সাথে সহবাস করো না) (আল-বাকারা: ১৮৭)। এবং তাঁদের (আলিমদের) মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন: বরং এটি ইবাদতে কঠোর পরিশ্রম ও কোমর বেঁধে নামার একটি রূপক অর্থ। আর উভয় কথাটিই সঠিক। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমজানের শেষ দশকে তাঁর স্ত্রীদের নিকট যেতেন না, কারণ তিনি ইতিকাফরত থাকতেন। এছাড়াও তিনি কোমর শক্ত করে বাঁধতেন, কঠোর পরিশ্রম করতেন এবং প্রচেষ্টায় সচেষ্ট হতেন—তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক—আর এটি মুজাহাদার (আত্মপ্রচেষ্টা) অন্যতম একটি প্রকার। সুতরাং মানুষের উচিত ফযিলতপূর্ণ সময়ে নিজের নফসের বিরুদ্ধে মুজাহাদা করা যাতে সে সময়গুলোকে আল্লাহর আনুগত্যে পূর্ণরূপে নিয়োজিত রাখা যায়।

* * *

১০০ — ষষ্ঠ: আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: (শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চেয়ে উত্তম এবং আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়, তবে উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। তোমার যা উপকারে আসে তার প্রতি আগ্রহী হও, আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো এবং অক্ষম হয়ে পড়ো না। আর যদি তোমার কোনো বিপদ ঘটে, তবে বলো না: ‘যদি আমি এমন করতাম তবে এমন এমন হতো’, বরং বলো: ‘আল্লাহর নির্ধারণ, তিনি যা চেয়েছেন তা-ই করেছেন’; কেননা ‘যদি’ শব্দটি শয়তানের কার্যের পথ খুলে দেয়)। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাক্যা]

লেখক —রহিমাহুল্লাহ তা'আলা— আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সূত্রে যা বর্ণনা করেছেন তাতে তিনি বলেছেন: (শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চেয়ে উত্তম এবং আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়)।

শক্তিশালী মুমিন: অর্থাৎ তার ঈমানের ক্ষেত্রে শক্তিশালী, এখানে দৈহিক শক্তির কথা বোঝানো হয়নি; কারণ শক্তির...

(ص: 77) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

البدن قد تكون ضرراً على الإنسان إذا استعمل هذه القوة في معصية الله، فقوة البدن ليست محمودة ولا مذمومة في ذاتها، إن كان الإنسان استعمل هذه القوة فيما ينفعه في الدنيا والآخرة صارت محمودة وإن استعان بهذه القوة على معصية الله صارت مذمومة.

لكن القوة في قوله صلى الله عليه وسلم: (المؤمن القوي)، تعني قوة الإيمان، لأن كلمة القوى تعود إلى الوصف السابق وهو الإيمان، كما تقول: الرجل القوي، أي في رجولته، كذلك المؤمن القوي يعني في إيمانه؛ لأن المؤمن القوي في إيمانه تحمله قوة إيمانه على أن يقوم بها أوجب الله عليه، وعلى أن يزيد من النوافل ما شاء الله، والضعيف الإيمان يكون إيمانه ضعيفاً لا يحمله على فعل الواجبات، وترك المحرمات فيقصر كثيراً.

وقوله: (خير) يعني خير من المؤمن الضعيف، وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم قال عليه الصلاة والسلام: (وفي كل خير) يعني المؤمن القوي والمؤمن الضعيف كل

منها فيه خير، وإنما قال: (وفي كل خير) لئلا يتوهم أحد من الناس أن المؤمن الضعيف لا خير فيه، بل المؤمن الضعيف فيه خير، فهو خير من الكافر لا شك. وهذا الأسلوب يسميه البلاغيون الاحتراز، وهو أن يتكلم الإنسان كلاماً يُوهم معنى لا يقصده، فيأتي بجملة تبين أنه يقصد المعنى المعين، ومثال ذلك في القرآن قوله تبارك وتعالى: (لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى) (الحديد: 10)، لها كان قوله: (أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ

শারীরিক শক্তি মানুষের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে যদি সে এই শক্তিকে আল্লাহর অবাধ্যতায় ব্যয় করে। সুতরাং শারীরিক শক্তি মূলত প্রশংসনীয়ও নয়, আবার নিন্দনীয়ও নয়। যদি মানুষ এই শক্তিকে এমন কাজে ব্যয় করে যা দুনিয়া ও আখিরাতে তার উপকারে আসবে, তবে তা প্রশংসনীয়। আর যদি সে এই শক্তি দ্বারা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়, তবে তা নিন্দনীয় হবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: "শক্তিশালী মুমিন"-এ শক্তির অর্থ হলো ঈমানের শক্তি। কারণ 'শক্তিশালী' শব্দটি পূর্ববর্তী গুণ অর্থাৎ 'ঈমান'-এর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। যেমনটি বলা হয়: 'শক্তিশালী পুরুষ', অর্থাৎ তার পুরুষত্বে শক্তিশালী। তদ্রূপ 'শক্তিশালী মুমিন' মানে তার ঈমানে শক্তিশালী; কারণ ঈমানে শক্তিশালী মুমিনকে তার ঈমানি শক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত আবশ্যিক বিধানসমূহ পালন করতে এবং সাধ্যমতো অধিক পরিমাণে নফল ইবাদত করতে উদ্বুদ্ধ করে। পক্ষান্তরে, দুর্বল ঈমানদার ব্যক্তির ঈমান এতোটাই দুর্বল থাকে যে, তা তাকে ওয়াজিব পালন করতে এবং হারাম বর্জন করতে অনুপ্রাণিত করে না, ফলে সে অনেক ক্ষেত্রে ত্রুটি করে ফেলে।

আর তাঁর বাণী: "উত্তম" এর অর্থ হলো দুর্বল মুমিনের চেয়ে উত্তম এবং আল্লাহর কাছে দুর্বল মুমিনের চেয়ে অধিক প্রিয়। এরপর তিনি আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বললেন: "আর উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে"। অর্থাৎ শক্তিশালী মুমিন এবং দুর্বল মুমিন প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। তিনি "আর উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে" কথাটি এ কারণেই বলেছেন যাতে কারো মনে এই ভ্রান্ত ধারণা না জন্মে যে, দুর্বল মুমিনের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। বরং দুর্বল মুমিনের মধ্যেও কল্যাণ রয়েছে; নিঃসন্দেহে সে একজন কাফিরের চেয়ে উত্তম।

এই বিশেষ পদ্ধতিটিকে অলঙ্কারশাস্ত্রবিদগণ 'ইহতিরাজ' (সতর্কতা বা সংশয় নিরসন) বলে অভিহিত করেন। এটি হলো এমন এক বর্ণনাভঙ্গি যেখানে বক্তা এমন কিছু বলেন যা থেকে অনিচ্ছাকৃত কোনো অর্থ বোঝা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাই তিনি পরবর্তীতে এমন একটি বাক্য যোগ করেন যা তার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে দেয়। কুরআনে এর উদাহরণ হলো মহান আল্লাহর বাণী: "তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে (তারা অন্যদের সমান নয়)। তারা মর্যাদায় তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যারা পরবর্তী সময়ে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। আর আল্লাহ প্রত্যেকের সাথেই কল্যাণের (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।" (সূরা আল-হাদীদ: ১০)। যখন তাঁর বাণী: "তারা মর্যাদায় তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যারা ব্যয় করেছে..." এটি উল্লেখ করা হলো—

(ص: 78) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

بَعْدُ وَقَاتِلُوا) يُوْهُمُ أَنْ الْآخِرِينَ لَيْسَ لَهُمْ حِزٌّ مِنْ هَذَا، قَالَ: (وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى).

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ) (الأنبياء: 79)، لَمَّا كَانَ هَذَا يُوْهُمُ أَنَّ دَاوُدَ عِنْدَهُ نَقْصٌ، قَالَ تَعَالَى: (وَكَلَّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا).

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى) (النساء: 95)، فَهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَفِي كُلِّ خَيْرٍ) أَيِ الْمُؤْمِنِ الْقَوِيِّ وَالْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، لَكِنَّ الْقَوِيَّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ.

ثم قال عليه الصلاة والسلام: (احرص على ما ينفعك) هذه وصية من الرسول عليه الصلاة والسلام لأئمة، وهي وصية جامعة مانعة (احرص على ما ينفعك) يعني أجتهد في تحصيله ومباشرته، وضد الذي ينفع الذي فيه ضرر، وما لا ينفع فيه ولا ضرر، وذلك لأن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ينفع الإنسان، وقسم يضره، وقسم لا ينفع ولا يضر.

فالإنسان العاقل الذي يقبل وصية صلى الله عليه وسلم هو الذي يحرص على ما ينفعه، وما أكثر الذين يضيعون أوقاتهم اليوم في غير فائدة، بل في مضرة على أنفسهم وعلى دينهم، وعلى هذا فيجدر بنا أن نقول لمثل هؤلاء: إنكم لم تعملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم؛ إما جهلاً منكم وإما تهاوناً، لكن المؤمن

...পরে এবং যুদ্ধ করেছেন) এই অংশটি এমন একটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে যে অন্যদের এতে কোনো অংশ নেই; তাই মহান আল্লাহ বললেন: (এবং তাদের প্রত্যেকের প্রতিই আল্লাহ কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন)।

অনুরূপভাবে মহান আল্লাহর বাণী: (এবং দাউদ ও সুলায়মান, যখন তারা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করছিল, যাতে রাতের বেলা কওমের মেঘ পাল ঢুকে পড়েছিল। আর আমি তাদের বিচার পর্যবেক্ষণ করছিলাম। অতঃপর আমি সুলায়মানকে বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম) (আল-আম্বিয়া: ৭৯); যেহেতু এটি এমন ধারণার উদ্বেক করতে পারে যে দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর মধ্যে কোনো ঘাটতি ছিল, তাই মহান আল্লাহ বলেন: (এবং আমি তাদের প্রত্যেককেই প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম)।

এর আরেকটি উদাহরণ মহান আল্লাহর বাণী: (মুমিনদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে—অক্ষম ব্যক্তির ছাড়া—এবং যারা আল্লাহর পথে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করে, তারা সমান নয়। আল্লাহ নিজের সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদকারীদের মর্যাদা ঘরে বসে থাকাদের ওপর বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদের প্রত্যেকের প্রতিই আল্লাহ কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন) (আন-নিসা: ৯৫)। এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (এবং প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে) অর্থাৎ শক্তিশালী মুমিন এবং দুর্বল মুমিন উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে, তবে শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর কাছে অধিক উত্তম ও প্রিয়।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (তোমার জন্য যা উপকারী তাতে সচেষ্টি হও)। এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে তাঁর উম্মতের প্রতি একটি উপদেশ, এবং এটি একটি সর্বব্যাপী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ উপদেশ। (তোমার জন্য যা উপকারী তাতে সচেষ্টি হও) অর্থাৎ তা অর্জন করতে এবং তা সম্পাদন করতে কঠোর পরিশ্রম করো। আর উপকারের বিপরীত হলো যাতে ক্ষতি আছে, আর যাতে উপকারও নেই ক্ষতিও নেই। কারণ কাজসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত: এমন অংশ যা মানুষের উপকার করে, এমন অংশ যা তার ক্ষতি করে এবং এমন অংশ যা কোনো উপকার বা ক্ষতি করে না।

অতএব, সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশ গ্রহণ করে, সে তার জন্য যা উপকারী তাতে সচেষ্টি হয়। আর বর্তমানকালে কত অসংখ্য মানুষ আছে যারা তাদের সময়কে কোনো উপকার ছাড়া অপচয় করছে, বরং নিজেদের এবং নিজেদের দ্বীনের ক্ষতির কারণ হিসেবে ব্যয় করছে। এমতাবস্থায় এমন ব্যক্তিদের জন্য আমাদের বলা উচিত: তোমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশের ওপর আমল করোনি; হয়তো তোমাদের অজ্ঞতার কারণে অথবা অবহেলার কারণে। তবে মুমিন...

(ص: 79) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

العاقل الحازم هو الذي يقبل هذه النصيحة، ويحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه. وهذا حديث عظيم ينبغي للإنسان أن يجعله نبراساً له في عمله الديني والدنيوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (احرص على ما ينفعك) وهذه الكلمة كلمة جامعة عامة، (على ما ينفعك) أي على كل شيء ينفعك سواء في الدين أو في الدنيا، فإذا تعارضت منفعة الدين ومنفعة الدنيا فقدم منفعة الدين؛ لأن الدين إذا صلح صلحت الدنيا، أما الدنيا إذا صلحت مع فساد الدين فإنها تفسد.

وفي قوله: (احرص على ما ينفعك) إشارة إلى أنه تعارضت منفعتان إحداها أعلى من الأخرى، فإننا نقدم المنفعة العليا؛ لأن المنفعة العليا فيها المنفعة التي دونها وزيادة، فتدخل في قوله (احرص على ما ينفعك) .

فإذا اجتمع صلة أخ وصلة عم كلاهما سواء في الحاجة، وأنت لا يمكنك أن تصل الرجلين جميعاً، فهنا تقدم صلة الأخ لأنها أفضل وأنفع، وكذلك أيضاً لو أنك بين مسجدين كلاهما في البعد سواء لكن أحدهما أكثر جماعة فإننا نقدم الأكثر جماعة لأنه الأفضل، فقوله (على ما ينفعك) يشير إلى أنه اجتمعت منفعتان إحداها أعلى من الأخرى فإنها تقدم الأعلى.

وبالعكس إذا كان الإنسان لابد أن يرتكب منهياً عنه من أمرين منهي عنهما وكان أحدهما أشد، فإنه يرتكب الأخف، فالمنهي يقدم الأخف منها، والأوامر يقدم الأعلى منها.

একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি তিনিই, যিনি এই উপদেশ গ্রহণ করেন এবং নিজের দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য যা উপকারী তার প্রতি যত্নবান হন।

এটি একটি মহান হাদিস, যা মানুষের জন্য তার ধর্মীয় ও পার্থিব কর্মক্ষেত্রে আলোকবর্তিকা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমার জন্য যা উপকারী, তার প্রতি যত্নবান হও।" এই বাক্যটি একটি ব্যাপক ও অর্থবহ বাক্য। "যা তোমার উপকার করে" অর্থাৎ এমন প্রতিটি বিষয় যা তোমার উপকারে আসে, চাই তা দ্বীনি হোক বা দুনিয়াবি। যদি দ্বীনি স্বার্থ এবং দুনিয়াবি স্বার্থের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়, তবে দ্বীনি স্বার্থকে অগ্রাধিকার দাও; কারণ দ্বীন যদি সঠিক থাকে তবে দুনিয়াও সংশোধিত হয়। কিন্তু দ্বীন বিনষ্ট রেখে দুনিয়া অর্জিত হলেও শেষ পর্যন্ত তা ধ্বংস হয়ে যায়।

তাঁর বাণী "তোমার জন্য যা উপকারী, তার প্রতি যত্নবান হও"-এর মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, যখন দুটি কল্যাণ বা উপকারের মধ্যে সংঘাত হয় এবং একটির গুরুত্ব অন্যটির চেয়ে বেশি হয়, তখন আমরা উচ্চতর কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেব। কেননা উচ্চতর কল্যাণের মধ্যে নিম্নতর

কল্যাণ ও অতিরিক্ত সুফল অন্তর্ভুক্ত থাকে; তাই এটিও "যা তোমার উপকার করে তার প্রতি যত্নবান হও" বাণীর অন্তর্ভুক্ত।

উদাহরণস্বরূপ, যদি ভাইয়ের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা এবং চাচার সাথে সুসম্পর্ক রক্ষার বিষয়টি সামনে আসে এবং উভয়ের প্রয়োজন সমান হয়, কিন্তু আপনার পক্ষে একই সাথে উভয়ের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব না হয়, তবে এক্ষেত্রে ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে; কারণ এটি অধিক উত্তম ও উপকারী। তেমনিভাবে আপনি যদি এমন দুটি মসজিদের মাঝে থাকেন যেগুলোর দূরত্ব সমান, কিন্তু একটির জামাত বড়, তবে আমরা বড় জামাত বিশিষ্ট মসজিদকেই প্রাধান্য দেব; কারণ তা উত্তম। সুতরাং "যা তোমার উপকার করে" কথাটি নির্দেশ করে যে, যখন দুটি উপকার একত্রিত হয় যার একটি অপরটির চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তখন শ্রেষ্ঠতরটিকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

অপরদিকে, যদি মানুষকে দুটি নিষিদ্ধ কাজের কোনো একটি করতে বাধ্য হতে হয় এবং একটি অন্যটির চেয়ে অধিক গুরুতর হয়, তবে সে অপেক্ষাকৃত হালকা বা কম গুরুতরটি করবে।

সুতরাং নিষিদ্ধ কাজের ক্ষেত্রে হালকাটিকে বেছে নিতে হয়, আর আদেশের ক্ষেত্রে উচ্চতরটিকে অগ্রাধিকার দিতে হয়।

(ص: 80) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وقوله عليه الصلاة والسلام: (واستعن بالله): ما أروع هذه الكلمة بعد قوله (أحرص على ما ينفعك) لأن الإنسان إذا كان عاقلاً ذكياً فإنه يتتبع المنافع ويأخذ بالأنفع ويجتهد، ويحرص، وربما تغرّه نفسه حتى يعتمد على نفسه وينسى الاستعانة بالله، وهذا يقع لكثير من الناس، حيث يعجب بنفسه ولا يذكر الله عز وجل ويستعين به، فإذا رأى من نفسه قوة على الأعمال وحرصاً على النافع وفعلاً له، أعجب بنفسه ونسى الاستعانة بالله، ولهذا قال: (أحرص على ما ينفعك واستعن بالله) أي لا تنس

الاستعانة بالله ولو على الشيء اليسير، وفي الحديث: (ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح، وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع) يعني حتى الشيء اليسير لا تنس الاستعانة بالله عز وجل، حتى ولو أردت أن تتوضأ أو تصلي أو تذهب يميناً أو شمالاً أو تضع شيئاً فاستحضر أنك مستعين بالله عز وجل، وأنه لولا عون الله ما حصل لك هذا الشيء.

ثم قال: (ولا تعجز) يعني استمر في العمل ولا تعجز وتتأخر، وتقول: إن المدى طويل والشغل كثير، فما دمت صبت في أول الأمر أن هذا هو الأنفع لك واستعنت بالله وشرعت فيه فلا تعجز. وهذا الحديث في الحقيقة يحتاج إلى مجلدات يتكلم عليه فيها الإنسان؛ لأن له من الصور والمسائل ما لا يحصى، منها مثلاً طالب العلم

নবী (তাঁর ওপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক)-এর বাণী: (এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো): "তোমার জন্য যা উপকারী তাতে সচেষ্টি হও" - এই নির্দেশের পর এই বাক্যটি কতই না চমৎকার! কারণ মানুষ যদি বুদ্ধিমান ও মেধাবী হয়, তবে সে কল্যাণকর বিষয়গুলো অনুসন্ধান করে, সবচেয়ে উপকারীটি গ্রহণ করে, কঠোর পরিশ্রম করে এবং অতি আগ্রহের সাথে তা সম্পাদন করে। কিন্তু অনেক সময় তার প্রবৃত্তি তাকে প্রলুব্ধ করে, ফলে সে নিজের সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনার কথা ভুলে যায়। এটি অনেক মানুষের ক্ষেত্রেই ঘটে; তারা নিজের ওপর মুগ্ধ হয় এবং মহান আল্লাহকে স্মরণ করে না কিংবা তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে না। যখন সে নিজের মধ্যে কাজ করার শক্তি, উপকারী বিষয়ের প্রতি আগ্রহ এবং তা সম্পাদনের সক্ষমতা দেখতে পায়, তখন সে আত্মমুগ্ধতায় ভোগে এবং আল্লাহর সাহায্য কামনার কথা বিস্মৃত হয়। এই কারণেই তিনি বলেছেন: (তোমার জন্য যা উপকারী তাতে সচেষ্টি হও এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো)। অর্থাৎ, আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার বিষয়টি ভুলে যেও না, এমনকি তা যদি অতি সামান্য বিষয়ও হয়। হাদীসে এসেছে: (তোমাদের প্রত্যেকে যেন তার রবের কাছে তার প্রয়োজন চায়, এমনকি লবণের জন্যও যেন প্রার্থনা করে এবং তার জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে তাও যেন তাঁর কাছে চায়)। অর্থাৎ অতি তুচ্ছ

বিষয়ের ক্ষেত্রেও মহান আল্লাহর সাহায্য কামনার কথা ভুলে যেও না। এমনকি তুমি যখন ওয়ু করতে চাও, সালাত আদায় করতে চাও, ডানে বা বামে যেতে চাও অথবা কোনো কিছু রাখতে চাও—তখনো এই অনুভূতি হৃদয়ে জাগ্রত রাখো যে, তুমি মহান আল্লাহর সাহায্য গ্রহণ করছ; এবং আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত তোমার পক্ষে এই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না।

অতঃপর তিনি বললেন: (এবং অক্ষমতা প্রকাশ করো না)। অর্থাৎ কাজ চালিয়ে যাও এবং পরিশ্রান্ত হয়ে পিছিয়ে পড়ো না। এমন বলো না যে: পথ অনেক দীর্ঘ এবং কাজের পরিধি অনেক বেশি। যেহেতু তুমি শুরুতেই দৃঢ় সংকল্প করেছ যে এটিই তোমার জন্য সবচেয়ে উপকারী এবং তুমি আল্লাহর সাহায্য নিয়ে তা শুরু করেছ, তাই এখন আর অক্ষমতা বা দুর্বলতা প্রকাশ করো না।

প্রকৃতপক্ষে এই হাদীসটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য বিশাল বিশাল খণ্ডের প্রয়োজন; কারণ এর এমন অসংখ্য দিক ও মাসআলা রয়েছে যা গণনা করা সম্ভব নয়। তার মধ্যে একটি উদাহরণ হলো ইলম অন্বেষণকারী বা জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীর অবস্থা...

(ص: 81) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الذي يشرع في كتاب يرى أن فيه منفعة ومصلحة له، ثم بعد أسبوع أو شهر يمل، وينتقل إلى كتاب آخر، هذا نقول عنه: إنه استعان بالله وحرص على ما ينفعه ولكنه عجز، كيف عجز؟ بكونه لم يستمر، لأن معنى قوله: (لا تعجز) أي لا تترك العمل؛ بل ما دمت دخلت فيه على أنه نافع فاستمر فيه، ولذا تجد هذا الرجل يمضي عليه الوقت ولم يحصل شيئاً؛ لأنه أحياناً يقرأ في هذا، وأحياناً في هذا.

حتى في المسألة الجزئية؛ تجد بعض طلبة العلم مثلاً يريد أن يرجع مسألة من المسائل في كتاب، ثم يتصفح الكتاب، يبحث عن هذه المسألة، فيعرض له أثناء تصفح الكتاب مسألة أخرى يقف عندها، ثم مسألة ثانية، فيقف عندها، ثم ثالثة.

فيقف، ثم يضيع الأصل الذي فتح الكتاب من أجله، فيضيع عليه الوقت، وهذا ما يقع كثيراً في مثل فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تجد الإنسان يطالعها ليأخذ مسألة، ثم تمر مسألة أخرى تعجبه وهكذا، وهذا ليس بصحيح؛ بل الصحيح أن تنظر الأصل الذي فتحت الكتاب من أجله. كذلك أيضاً في تراجم الصحابة، في الإصابة - مثلاً - لابن حجر رحمه الله حين يبحث الطالب عن ترجمة صحابي من الصحابة، ثم يفتح الكتاب من أجل أن يصل إلى ترجمته، فتعرض له ترجمة صحابي آخر، فيقف عندها ويقرأها، ثم يفتح الكتاب، يجد صحابياً آخر، ثم هكذا يضيع عليه الوقت ولا يحصل الترجمة التي من أجلها فتح الكتاب، وهذا فيه ضياع للوقت.

যে ব্যক্তি কোনো কিতাব পড়া শুরু করে এই ভেবে যে এতে তার জন্য উপকার ও কল্যাণ রয়েছে, অতঃপর এক সপ্তাহ বা এক মাস পর সে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে এবং অন্য কিতাবে চলে যায়; তার সম্পর্কে আমরা বলব: সে আল্লাহর সাহায্য চেয়েছে এবং নিজের উপকারের বিষয়ে আগ্রহী হয়েছে, কিন্তু সে অপারগতা প্রকাশ করেছে। সে কীভাবে অপারগ হলো? তার নিরবচ্ছিন্নতা বজায় না রাখার মাধ্যমে। কারণ (অপারগ হয়ো না) এই বাণীর অর্থ হলো— কাজটি ছেড়ে দিও না; বরং যেহেতু তুমি উপকারী মনে করেই এটি শুরু করেছ, তাই এতে অবিচল থাকো। এ কারণেই দেখা যায়, এমন ব্যক্তির সময় অতিবাহিত হয়ে যায় কিন্তু সে কিছুই অর্জন করতে পারে না; কারণ সে কখনো এটা পড়ে আবার কখনো ওটা পড়ে। এমনকি আংশিক বা ছোটখাটো বিষয়ের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটে; আপনি দেখবেন কোনো ইলম অন্বেষী ছাত্র হয়তো কোনো কিতাবে একটি নির্দিষ্ট মাসআলা অনুসন্ধান করতে চায়, এরপর সে কিতাবটি উল্টাতে থাকে এবং সেই মাসআলাটি খুঁজতে থাকে। কিতাব দেখার সময় তার সামনে অন্য একটি মাসআলা চলে আসে এবং সে সেখানে থেমে যায়, এরপর দ্বিতীয় আরেকটি মাসআলা আসে, সেখানেও সে থেমে যায়, এরপর তৃতীয় আরেকটি আসে এবং সেখানেও সে থেমে যায়। ফলে মূল বিষয়টি হারিয়ে যায় যার জন্য সে কিতাবটি খুলেছিল এবং এভাবে তার সময় নষ্ট হয়। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর ফাতাওয়া বা এ জাতীয় কিতাবগুলোর ক্ষেত্রে এটি অহরহ ঘটে; আপনি দেখবেন একজন মানুষ কোনো একটি মাসআলা জানার জন্য সেটি পড়ছে, এমতাবস্থায় অন্য একটি মাসআলা তার সামনে আসে যা

তাকে মুগ্ধ করে এবং সে সেখানেই মগ্ন হয়ে যায়। এটি সঠিক পদ্ধতি নয়; বরং সঠিক পদ্ধতি হলো—যে মূল বিষয়ের জন্য তুমি কিতাবটি খুলেছ সেদিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা।

অনুরূপভাবে সাহাবীগণের জীবনীর ক্ষেত্রেও এটি ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, হাফেজ ইবনে হাজার (রাহিমাহুল্লাহ)-এর ‘আল-ইসাবাহ’ কিতাবে যখন কোনো ছাত্র কোনো একজন সাহাবীর জীবনী অনুসন্ধান করে এবং সেই জীবনীর কাছে পৌঁছানোর জন্য কিতাবটি খোলে, তখন তার সামনে অন্য কোনো সাহাবীর জীবনী চলে আসে। সে সেখানে থেমে যায় এবং তা পড়তে শুরু করে। এরপর আবার যখন কিতাবটি উল্টায়, তখন অন্য আরেকজন সাহাবীর কথা পায়। এভাবে তার সময় নষ্ট হয়ে যায় এবং যে সাহাবীর জীবনীর জন্য সে কিতাবটি খুলেছিল তা আর অর্জন করা হয় না। এটি সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়।

(ص: 82) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

ولهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بالأهم الذي تحرك من أجله، ولذلك لما دعا عتبان بن مالك الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: أريد أن تأتي لتصلي في بيتي؛ لأتخذ من المكان الذي صليت فيه مصلى لي، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه نفر من أصحابه، فلما وصلوا، إلي بيت عتبان واستأذنوا ودخلوا، وإذا عتبان قد صنع لهم طعاماً، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبدأ بالطعام، بل قال: (أين المكان الذي تريد أن نصلي فيه؟) فأراه إياه، فصلى، ثم جلس للطعام، فهذه دليل على أن الإنسان يبدأ بالأهم، وبالذي تحرك من أجله؛ من أجل ألا يضيع عمله سدى.

فقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا تعجز) أي لا تكسل وتتأخر في العمل إذا شرعت فيه، بل استمر؛ لأنك إذا تركت ثم شرعت في عمل آخر، ثم تركت ثم شرعت ثم تركت، ما تم لك عمل.

ثم قال عليه الصلاة والسلام: (فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا) ويعني بعد أن تحرص وتبذل الجهد، وتستعين بالله، وتستمر، ثم يخرج الأمر على خلاف ما تريد، فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا لأن هذا أمر فوق إرادتك، أنت فعلت الذي تؤمر به، ولكن الله عز وجل غالب على أمره (وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

এই কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ ছিল এই যে, তিনি যে উদ্দেশ্যে বের হতেন, সর্বাগ্রে সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি দিয়েই শুরু করতেন। আর একারণেই যখন ইতবান বিন মালিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমন্ত্রণ জানালেন এবং বললেন: 'আমি চাই আপনি এসে আমার ঘরে সালাত আদায় করুন, যাতে আমি আপনার সালাত আদায়ের স্থানটিকে আমার জন্য সালাত আদায়ের স্থান (মুসাল্লা) হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।' তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর একদল সাহাবীকে সাথে নিয়ে বের হলেন। যখন তাঁরা ইতবানের ঘরে পৌঁছলেন এবং অনুমতি নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন, তখন দেখা গেল ইতবান তাঁদের জন্য খাবার প্রস্তুত করেছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবার দিয়ে শুরু করলেন না, বরং তিনি জিজ্ঞেস করলেন: 'তুমি কোন স্থানে চাও যে আমরা সালাত আদায় করি?' তিনি তাঁকে সেই স্থানটি দেখালেন, অতঃপর নবীজি সালাত আদায় করলেন এবং এরপর খাবারের জন্য বসলেন। এটি এই বিষয়ের প্রমাণ যে, মানুষ যেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং যে উদ্দেশ্যে সে অগ্রসর হয়েছে তা দিয়েই শুরু করে; যাতে করে তার পরিশ্রম বৃথা না যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী (তুমি অক্ষমতা প্রদর্শন করো না)-এর অর্থ হলো—তুমি যখন কোনো কাজ শুরু করবে, তখন তাতে অলসতা করো না এবং পিছিয়ে যেয়ো না, বরং তা অব্যাহত রাখো। কারণ তুমি যদি একটি কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্যটি শুরু করো, আবার সেটি ছেড়ে দিয়ে অন্যটিতে হাত দাও, তবে তোমার কোনো কাজই সুসম্পন্ন হবে না।

অতঃপর তিনি আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বললেন: 'যদি তোমার কোনো বিপদ আপতিত হয়, তবে তুমি এ কথা বোলো না যে—যদি আমি অমুক কাজ করতাম তবে এমন এমন হতো।'।

অর্থাৎ তুমি যখন যত্নশীল হবে, প্রচেষ্টা ব্যয় করবে, আল্লাহর সাহায্য চাইবে এবং কাজ অব্যাহত রাখবে, এরপর যদি বিষয়টি তোমার ইচ্ছার বিপরীতে ঘটে, তবে তুমি বোলো না যে—'যদি আমি অমুক কাজ করতাম তবে এমন হতো'; কারণ এটি তোমার ইচ্ছাশক্তির বাইরের একটি বিষয়। তুমি তা-ই করেছ যা করার নির্দেশ তোমাকে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ও বিজয়ী। (আর আল্লাহ তাঁর কার্যে বিজয়ী, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না...)

(ص: 83) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

يَعْلَمُونَ) (يوسف: 21) ، ونضرب مثلاً لذلك: إذا سافر رجل يريد العمرة، ولكنه في أثناء الطريق تعطلت السيارة، ثم رجع فقال: لو أنني أخذت السيارة والأخرى لكان أحسن، ولما حصل على التعطل، نقول: لا تقل هكذا؛ لأنك أنت بذلت الجهد، ولو كان الله عز وجل أراد أن تبلغ العمرة ليسر لك الأمر، ولكن الله لم يرد ذلك. فالإنسان إذا بذل ما يستطيع مما أمر ببذله، وأخلفت الأمور؛ فحينئذ يفوض الأمر إلى الله؛ لأنه فعل ما يقدر عليه، ولهذا قال: (إن أصابك شيء) يعني بعد بذل الجهد والاستعانة بالله عز وجل (فلا تقل لو أنني فعلت لكان كذا كذا) .

وجزى الله عنا نبينا خير الجزاء؛ فقد بين لنا الحكمة من ذلك، حيث قال: (فإن لو تفتح عمل الشيطان) أي تفتح عليك الوسوس والأحزان والندم والهجوم، حتى تقول: لو أنني فعلت لكان كذا. فلا تقل هكذا، والأمر انتهى، ولا يمكن أن يتغير عما وقع، وهذا أمر مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وسيكون على هذا الوضع مهما عملت.

ولهذا قال (ولكن قل: قدر الله) أي هذا قدر الله، أي تقدير الله وقضاؤه، وما شاء الله عز وجل فعله (إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ) (هود: 107)، لا أحد يمنعه أن يفعل في ملكه ما يشاء، ما شاء فعل عز وجل.

ولكن يجب أن نعلم أنه سبحانه وتعالى لا يفعل شيئاً إلا لحكمة خفيت علينا أو ظهرت لنا، والدليل على هذا قوله تعالى: (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا

তারা জানে না) (ইউসুফ: ২১), এবং আমরা এর একটি উদাহরণ পেশ করছি: যদি কোনো ব্যক্তি ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে সফর করে, কিন্তু পথিমধ্যে তার গাড়িটিকে বিকল হয়ে যায়, অতঃপর সে ফিরে এসে বলে: ‘যদি আমি অন্য গাড়িটি নিতাম তবে তা উত্তম হতো এবং গাড়িটিও বিকল হতো না’, তবে আমরা বলবো: তুমি এমনটি বলো না; কারণ তুমি তোমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছ। মহান আল্লাহ যদি চাইতেন যে তুমি ওমরাহ সম্পন্ন করো, তবে তিনি তোমার জন্য বিষয়টি সহজ করে দিতেন, কিন্তু আল্লাহ তা চাননি।

মানুষ যখন তার ওপর অর্পিত নির্দেশ পালনে সাধ্যমতো চেষ্টা করে এবং ফলাফল প্রত্যাশার বিপরীত হয়; তখন সে যেন বিষয়টি আল্লাহর ওপর সোপর্দ করে; কারণ সে তার সাধ্যমতো কাজ করেছে। এই কারণেই তিনি বলেছেন: (যদি তোমার ওপর কোনো বিপদ আপতিত হয়) অর্থাৎ প্রচেষ্টা ব্যয় এবং মহান আল্লাহর সাহায্য কামনার পর (তবে তুমি বলো না: যদি আমি এমনটি করতাম তবে এমন এমন হতো)।

আমাদের পক্ষ থেকে মহান আল্লাহ আমাদের নবীকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন; তিনি আমাদের কাছে এর অন্তর্নিহিত হিকমত বা প্রজ্ঞা বর্ণনা করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন: (কেমনা ‘যদি’ শব্দটি শয়তানের কাজের পথ খুলে দেয়) অর্থাৎ এটি তোমার ওপর কুমন্ত্রণা, দুঃখ-বেদনা, অনুশোচনা ও দুশ্চিন্তার দ্বার উন্মোচিত করে দেয়, যার ফলে তুমি বলতে থাকো: ‘যদি আমি এটি করতাম তবে এমন হতো’। সুতরাং তুমি এমনটি বলো না; কারণ বিষয়টি সমাপ্ত হয়ে গেছে এবং যা ঘটে গেছে তার কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়। এটি আসমান ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং তুমি যাই করো না কেন, তা এই নির্ধারিত নিয়মেই সংঘটিত হতো।

এই কারণেই তিনি বলেছেন (বরং তুমি বলো: এটি আল্লাহর নির্ধারণ) অর্থাৎ এটি আল্লাহর তাকদীর, তাঁর ফয়সালা এবং তাঁরই কর্ম। আর মহান আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই করেছেন (নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তা-ই সম্পাদনকারী) (হুদ: ১০৭), তাঁর রাজত্বে তিনি যা ইচ্ছা করেন তা করতে তাকে বাধা দেওয়ার কেউ নেই; মহান আল্লাহ যা চেয়েছেন তা-ই করেছেন।

তবে আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, তিনি সুবহানাহু ওয়া তাআলা এমন কোনো কাজ করেন না যার পেছনে কোনো হিকমত নেই, চাই তা আমাদের কাছে অস্পষ্ট থাকুক কিংবা প্রকাশ্য হোক। এর দলিল হলো মহান আল্লাহর বাণী: (আর তোমরা ইচ্ছা করতে পারো না যদি না...)

(ص: 84) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (الإنسان: 30) ، فبين أن مشيئته مقرونة بالحكمة والعلم ، وكم من شيء كره الإنسان وقوعه ، فصار في العاقبة خيراً له ، كما قال تعالى: (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) (البقرة: 216) ، ولقد جرت حوادث كثيرة تدل على هذه الآية ، من ذلك: قبل عدة سنوات أقلعت طائرة من الرياض متجهة إلى جدة ، وفيها ركاب كثيرون ، يزدنون عن ثلاثمائة راكب ، وكان أحد الركاب الذين سجلوا في هذه الطائرة في قاعة الانتظار ، فغلبته عيناه حتى نام ، وأعلن عن إقلاع الطائرة ، وذهب الركاب وركبوا ، فإذا بالرجل يستيقظ بعد أن أغلق الباب ، فندم ندامة شديدة؛ كيف فاتته الطائرة؟ ثم إن الله قدر بحكمته أن تحترق الطائرة وركابها . فسبحان الله! كيف نجا هذا الرجل؟ كره أنه فاتته الطائرة ، ولكن كان ذلك خيراً له .

فَأَنْتَ إِذَا بَذَلْتَ الْجُهْدَ، وَاسْتَعْنْتَ بِاللَّهِ، وَصَارَ الْأَمْرُ عَلَى خِلَافِ مَا تَرِيدُ، لَا تَنْدَمُ، وَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا، إِذَا قُلْتَ هَذَا انْفَتَحَ عَلَيْكَ مِنَ الْوَسَاوِسِ وَالنَّدَمِ وَالْأَحْزَانِ مَا يَكْدُرُ عَلَيْكَ الصَّفْوُ، فَقَدْ انْتَهَى الْأَمْرُ وَرَاحَ، وَعَلَيْكَ أَنْ تَسْلَمَ الْأَمْرَ لِلْجِبَارِ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ: قَدَرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ.

وَاللَّهُ، لَوْ أَنَّنَا سَرْنَا عَلَى هَدْيِ هَذَا الْحَدِيثِ لَاسْتَرْحَنَّا كَثِيرًا، لَكِنْ تَجِدُ الْإِنْسَانَ مِنْهُ؛ أَوَّلًا: لَا يَحْرُسُ عَلَى مَا يَنْفَعُهُ، بَلْ تَمْضِي أَوْقَاتُهُ لَيْلًا وَنَهَارًا بِدُونِ فَائِدَةٍ، تَضَعُ عَلَيْهِ سَدِي. ثَانِيًا إِذَا قَدَرَ أَنَّهُ اجْتَهِدَ فِي أَمْرٍ يَنْفَعُهُ، ثُمَّ فَاتَ الْأَمْرَ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى مَا تَوَقَّعَ، تَجِدُهُ يَنْدَمُ، وَيَقُولُ: لَيْتَنِي

(আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে তোমরা কিছুই ইচ্ছা করতে পারো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়) (সূরা আল-ইনসান: ৩০)। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর ইচ্ছা হিকমত ও ইলমের সাথে সম্পৃক্ত। মানুষ এমন অনেক বিষয় ঘটতে অপছন্দ করে যা পরিণামে তার জন্য কল্যাণকর হয়, যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: (হয়তো তোমরা এমন কোনো বিষয় অপছন্দ করছ যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর) (সূরা আল-বাকারাহ: ২১৬)। এই আয়াতের তাৎপর্য বহন করে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে একটি হলো: কয়েক বছর আগে রিয়াদ থেকে জেদ্দার উদ্দেশ্যে একটি বিমান উড্ডয়ন করে, যাতে তিন শতাধিক যাত্রী ছিল। সেই বিমানে বুকিং করা যাত্রীদের একজন প্রতীক্ষালয়ে থাকাকালীন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। বিমানের উড্ডয়ন ঘোষণা করা হলো এবং যাত্রীরা বিমানে আরোহণ করলেন। বিমানের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর লোকটির ঘুম ভাঙল। এতে তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন—কীভাবে তাঁর ফ্লাইটটি মিস হয়ে গেল! এরপর আল্লাহ তাঁর প্রজ্ঞা অনুসারে ফয়সালা করলেন যে, বিমানটি তার সকল যাত্রীসহ ভস্মীভূত হবে। সুবহানাল্লাহ! এই লোকটি কীভাবে রক্ষা পেলেন? তিনি বিমানটি মিস হওয়াকে অপছন্দ করেছিলেন, অথচ সেটিই ছিল তাঁর জন্য কল্যাণকর।

অতএব আপনি যখন সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন এবং আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইবেন, আর বিষয়টি আপনার ইচ্ছার বিপরীতে ঘটবে, তখন অনুতপ্ত হবেন না এবং এমনটি বলবেন না যে: "আমি যদি অমুক কাজ করতাম তবে এমনটি হতো।" কারণ আপনি যখন এটি বলবেন, তখন আপনার মনে এমন সব কুমন্ত্রণা, আক্ষেপ ও দুঃখ-কষ্টের দুয়ার খুলে যাবে যা আপনার

জীবনকে বিষাদময় করে তুলবে। কেননা যা হওয়ার তা হয়ে গেছে এবং শেষ হয়ে গেছে। আপনার উচিত হলো বিষয়টি মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর ওপর সোপর্দ করা। আপনি বলুন: "এটি আল্লাহর নির্ধারণ এবং তিনি যা চেয়েছেন তা-ই করেছেন।"

আল্লাহর কসম! যদি আমরা এই হাদিসের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করতাম, তবে আমরা অনেক স্বস্তি পেতাম। কিন্তু আপনি আমাদের মাঝে মানুষকে দেখবেন; প্রথমত: সে তার জন্য যা উপকারী সে বিষয়ে যত্নবান নয়, বরং তার দিন-রাতগুলো কোনো উপকার ছাড়াই অনর্থক অতিবাহিত হচ্ছে। দ্বিতীয়ত: যদি সে কোনো কল্যাণকর কাজে শ্রম দেয় এবং তা হাতছাড়া হয়ে যায় অথবা তার প্রত্যাশা অনুযায়ী না হয়, তবে আপনি তাকে অনুতপ্ত হতে দেখবেন এবং সে বলবে: "হায়! যদি আমি..."

(ص: 85) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

مَا فَعَلْتَ كَذَا، وَلَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا، وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ، فَأَنْتَ أَدَّ مَا عَلَيْكَ، ثُمَّ بَعْدَ هَذَا فَوْضَ الْأَمْرِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ احْتَجَجُ بِالْقَدَرِ؟ كَيْفَ أَقُولُ: قَدَرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ؟

وَالْجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: نَعَمْ؛ هَذَا احْتِجَاجٌ بِالْقَدَرِ، وَلَكِنْ الْاحْتِجَاجُ بِالْقَدَرِ فِي مَوْضِعِهِ لَا بِأَسْ بِهِ، وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا) (الأنعام: 106، 107)، فَبَيْنَ لَهُ أَنْ شَرَكَهُمْ بِمَشِئَتِهِ، وَالْاحْتِجَاجُ بِالْقَدَرِ عَلَى الْاسْتِمْرَارِ فِي الْمَعْصِيَةِ هَذَا حَرَامٌ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ: (سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا) (الأنعام: 148)، لَكِنْ الْاحْتِجَاجُ بِالْقَدَرِ فِي مَوْضِعِهِ هَذَا لَا بِأَسْ بِهِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

دخل ذات ليلة على علي بن أبي طالب وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام فوجدهما نائمين، فقال لهما: (ما منعكما أن تقوموا؟) يعني تقوموا تتهجدان، فقال علي: يا رسول الله، إن أنفسنا بيد الله؛ لو شاء أن نقوم لقمنا، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضرب على فخذه، ويقول: (وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا) (الكهف: 54).

هذا جدال لكن احتجاج علي بن أبي طالب في محله؛ لأن النائم

আমি এমনটি করিনি, আর যদি আমি এমন করতাম তবে এমনটি হতো—এটি সঠিক নয়। বরং আপনি আপনার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করুন, অতঃপর বিষয়টি মহান আল্লাহর ওপর সোপর্দ করুন।

যদি কেউ প্রশ্ন করে: তাকদিরের মাধ্যমে কীভাবে দলিল পেশ করা যায়? আমি কীভাবে বলব: ‘আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি যা চেয়েছেন তা-ই হয়েছে’?

উত্তরে আমরা বলব: হ্যাঁ, এটি তাকদিরের মাধ্যমে দলিল পেশ করা; তবে যথাস্থানে তাকদিরের মাধ্যমে দলিল পেশ করাতে কোনো দোষ নেই। এই কারণেই আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন: (আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা ওহি করা হয়েছে তা অনুসরণ করুন, তিনি ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুশরিকদের থেকে বিমুখ থাকুন। আর আল্লাহ যদি চাইতেন তবে তারা শিরক করত না) (আল-আনআম: ১০৬, ১০৭)। এখানে তিনি তাঁর নিকট স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাদের শিরক করা তাঁরই ইচ্ছাধীন ছিল। কিন্তু পাপাচারের ওপর অটল থাকার সপক্ষে তাকদিরকে দলিল হিসেবে পেশ করা হারাম ও নাজায়েজ। কেননা আল্লাহ বলেছেন: (মুশরিকরা শীঘ্রই বলবে, ‘আল্লাহ যদি চাইতেন তবে আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষরা শিরক করতাম না এবং আমরা কোনো কিছু হারাম করতাম না।’ এভাবেই তাদের পূর্ববর্তীরা সত্যকে অস্বীকার করেছিল, যতক্ষণ না তারা আমার শাস্তি আশ্বাদন করেছে) (আল-আনআম: ১৪৮)। তবে যথাস্থানে তাকদিরকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করাতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এক রাতে আলি ইবনে আবি তালিব ও ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের নিকট প্রবেশ করে তাদের ঘুমন্ত অবস্থায় পান। তিনি তাদের বললেন: (তোমরা কেন জাগ্রত হওনি?)

অর্থাৎ তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য। তখন আলি বললেন: হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের প্রাণ আল্লাহর হাতে; তিনি যদি আমাদের জাগ্রত করতে চাইতেন তবে আমরা জাগ্রত হতাম। তখন নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নিজ উরুতে করাঘাত করতে করতে বের হলেন এবং বলছিলেন: (মানুষ অধিকাংশ বিষয়েই বিতর্কপ্রিয়) (আল-কাহফ: ৫৪)।
এটি একটি বিতর্ক হলেও আলি ইবনে আবি তালিবের দলিল পেশ করা যথার্থ ছিল; কারণ ঘুমন্ত ব্যক্তি...

(ص: 86) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

ليس عليه حرج، فهو لم يترك القيام وهو مستيقظ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة) ولا يبعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يختبر على بن أبي طالب: ماذا يقول في الجواب؟ وسواء كان ذلك أم لم يكن. فاحتجاج علي بالقدر هنا حجة وذلك لأنه أمر ليس باختيار؛ هل النائم يستطيع أن يستيقظ إذا لم يوقظه الله؟ ... لا إذن هو حجة. فإلا احتجاج بالقدر ممنوع إذا أراد الإنسان أن يستمر على المعصية ليدفع اللوم عن نفسه، نقول مثلاً: يا فلان، صل مع الجماعة، فيقول: والله لو هداني الله لصليت، فهذا ليس بصحيح. يقال لآخر: اقلع عن حلق اللحية، يقول: لو هداني الله لأقلعت، واقلع عن الدخان، يقول لو هداني الله لأقلعت، فهذا ليس بصحيح؛ لأن هذا يحتج بالقدر ليستمر في المعصية والمخالفة. لكن إن وقع الإنسان في خطأ وتاب إلى الله، وأناب إلى الله وندم وقال: إن هذا الشيء مقدر على، ولكن أستغفر الله وأتوب إليه؛ نقول هذا صحيح، إن تاب واحتج بالقدر فليس هناك مانع.

এতে কোনো দোষ নেই, কারণ তিনি জাগ্রত থাকা অবস্থায় কিয়াম (তাহাজ্জুদ) বর্জন করেননি। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: (তিন শ্রেণির ব্যক্তির ওপর থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে)। আর এটি অসম্ভব নয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আলী ইবনে আবি তালিবকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন যে, তিনি উত্তরে কী বলেন। বিষয়টি যা-ই হোক না কেন, এখানে আলীর তাকদীরের সপক্ষে যুক্তি দেওয়া একটি গ্রহণযোগ্য দলিল, কারণ এটি এমন বিষয় যা তাঁর ইচ্ছাধীন ছিল না। আল্লাহ যদি তাকে জাগ্রত না করেন, তবে নিদ্রিত ব্যক্তি কি নিজে নিজে জাগ্রত হতে সক্ষম? ... না, সুতরাং এটি একটি সঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য যুক্তি।

তাকদীরের দোহাই দেওয়া তখনই নিষিদ্ধ যখন কোনো ব্যক্তি নিজের ওপর থেকে নিন্দা এড়ানোর ছলে পাপে অবিচল থাকতে চায়। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলি: হে অমুক, জামাতের সাথে সালাত আদায় করো, তখন সে বলে: আল্লাহর কসম, আল্লাহ যদি আমাকে হেদায়েত দিতেন তবে অবশ্যই আমি সালাত আদায় করতাম—এটি সঠিক নয়। অন্য একজনকে বলা হয়: দাড়ি মুগুন করা ত্যাগ করো, সে বলে: আল্লাহ যদি আমাকে হেদায়েত দিতেন তবে আমি ছেড়ে দিতাম; আবার ধূমপান ত্যাগের কথা বললে সে বলে: আল্লাহ যদি আমাকে হেদায়েত দিতেন তবে আমি ছেড়ে দিতাম—এটিও সঠিক নয়; কারণ সে তাকদীরের দোহাই দিয়ে অবাধ্যতা ও নাফরমানিতে লিপ্ত থাকতে চাচ্ছে।

কিন্তু মানুষ যদি কোনো ভুলে পতিত হওয়ার পর আল্লাহর কাছে তওবা করে, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং অনুতপ্ত হয়ে বলে: এটি আমার তাকদীরে নির্ধারিত ছিল, তবে আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তাঁর নিকট তওবা করছি; তবে আমরা বলব যে এটি সঠিক। যদি সে তওবা করে এবং তাকদীরের দোহাই দেয় তবে তাতে কোনো বাধা নেই।

* * *

101 . السابع: عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره) متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: (حفت) بدل (حجبت) وهو بمعناه، أي بينه وبينها هذا الحجاب: فإذا فعله دخلها.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (حفت النار بالشهوات) ، وفي لفظ: (حجبت) ، (وحفت الجنة بالمكاره) وفي لفظ: (حجبت الجنة بالمكاره) يعني أحيطت بها، فالنار قد أحيطت بالشهوات، والجنة قد أحيطت بالمكاره. والشهوات: هي ما تميل إليه النفس، من غير تعقل، ولا تبصر، ولا مراعاة لدين، ولا مراعاة لبروءة.
فالزنى - والعياذ بالله - شهوة الفرج، تميل إليها النفس كثيراً، فإذا هتك الإنسان هذا الحجاب، فإنه سيكون سبباً لدخوله النار.
وكذلك شرب الخمر، تهواه النفس وتميل إليه، ولهذا جعل الشارع له عقوبة رادعة بالجلد، فإذا هتك الإنسان هذا الحجاب وشرب الخمر أداه ذلك إلى النار - والعياذ بالله.

১০১ — সপ্তম: তাঁর থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "জাহান্নামকে প্রবৃত্তি দ্বারা আবৃত করা হয়েছে এবং জান্নাতকে কষ্টসাধ্য কাজ দ্বারা আবৃত করা হয়েছে।" (বুখারী ও মুসলিম)।

মুসলিমের এক বর্ণনায় 'আবৃত করা হয়েছে' শব্দের পরিবর্তে 'বেষ্টন করা হয়েছে' শব্দ এসেছে এবং এর অর্থ একই, অর্থাৎ: মানুষের এবং জাহান্নামের মাঝে এই পর্দা বিদ্যমান; সুতরাং সে যদি এটি লঙ্ঘন করে তবে তাতে প্রবেশ করবে।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ তা'আলা) আবু হুরায়রা (রাতিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যা বর্ণনা করেছেন তাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "জাহান্নাম প্রবৃত্তি দ্বারা বেষ্টিত," অন্য শব্দে "আবৃত্ত," এবং "জান্নাত কষ্টসাধ্য কাজ দ্বারা বেষ্টিত," অন্য শব্দে "জান্নাত কষ্টসাধ্য কাজ দ্বারা আবৃত।" অর্থাৎ এগুলোকে উক্ত বিষয়গুলো দ্বারা ঘিরে রাখা হয়েছে। সুতরাং জাহান্নামকে প্রবৃত্তি দ্বারা এবং জান্নাতকে কষ্টসাধ্য বা অপ্রীতিকর বিষয়সমূহ দ্বারা ঘিরে রাখা হয়েছে। আর প্রবৃত্তি হলো তা-ই, যার দিকে মানুষের মন কোনো বিচার-বুদ্ধি, দূরদর্শিতা, দ্বীনের তোয়াক্কা বা মনুষ্যত্বের বিবেচনা ছাড়াই ধাবিত হয়।

ব্যভিচার —আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই— এটি লজ্জাস্থানের একটি প্রবৃত্তি, যার দিকে মানুষের মন প্রবলভাবে ঝুঁকে থাকে। সুতরাং মানুষ যখন এই পর্দা ছিন্ন করে, তখন এটি তার জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অনুরূপভাবে মদ্যপান, মন এটি কামনা করে এবং এর দিকে ঝুঁকে পড়ে। এই কারণেই শরীয়ত প্রণেতা এর জন্য চাবুক মারার মতো প্রতিরোধমূলক শাস্তির বিধান রেখেছেন। অতএব, মানুষ যখন এই পর্দা ছিন্ন করে মদ্যপান করে, তখন তা তাকে জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে — আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(ص: 88) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وكذلك حب المال؛ شهوة من شهوات النفس، فإذا سرق الإنسان بدافع شهوة حب جمع المال، فلرغبة أن يستولي على المال الذي ترغبه نفسه، فإذا سرق فقد هتك هذا الحجاب؛ فيصل إلى النار - والعياذ بالله.
ومن ذلك الغش من أجل أن يزيد ثمن السلعة، هذا تهوؤ النفس، فيفعله الإنسان، فيهتك الحجاب الذي بينه وبين النار، فيدخل النار.

الاستطالة على الناس، والعلو عليهم، والترفع عليهم، كل إنسان يحب هذا، وتهواه النفس، فإذا فعله الإنسان فقد هتك الحجاب الذي بينه وبين النار، فيصل إلى النار . والعياذ بالله.

ولكن ما دواء هذه الشهوة التي تميل إليها النفس الأمارّة بالسوء؟ دواؤها ما بعدها، قال: (وحفت الجنة بالمكاره) أو حجت بالمكاره، يعني أحيطت بها تكرهه النفوس؛ لأن الباطل محبوب للنفس الأمارّة بالسوء، والحق مكروه لها، فإذا تجاوز الإنسان هذا المكروه وأكره نفسه الأمارّة بالسوء على فعل الواجبات وعلى ترك المحرمات، فحينئذ يصل إلى الجنة.

ولهذا تجد الإنسان يستثقل الصلوات مثلاً، ولا سيما في أيام الشتاء وأيام البرد، ولا سيما إذا كان في الإنسان نوم كثير، بعد تعب وجهد، فتجد الصلاة ثقيلة عليه، ويكره أن يقوم ويترك الفراش اللين الدافئ، ولكن إن هو كسر هذا الحجاب، وقام بهذا المكروه؛ وصل إلى الجنة.

وكذلك النفس الأمارّة بالسوء، تدعو صاحبها إلى الزنى شهوة وتحبه النفس الأمارّة بالسوء، لكن إذا عقلها صاحبها وأكرهها على

একইভাবে ধন-সম্পদের প্রতি মোহাচ্ছন্নতা হলো নফসের কুপ্রবৃত্তিগুলোর একটি। অতএব, যদি কোনো ব্যক্তি সম্পদ পুঞ্জীভূত করার লালসায় তাড়িত হয়ে ছুরি করে, তবে তা মূলত তার নফসের কাজ্জিত সম্পদ হস্তগত করার বাসনার কারণেই ঘটে। আর সে যখন ছুরি করে, তখন সে এই পর্দাটিকে বিদীর্ণ করে ফেলে; ফলে সে জাহান্নামে গিয়ে পৌঁছে—আমরা আল্লাহর নিকট এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

এর অন্তর্ভুক্ত হলো পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া। নফস এটিকে পছন্দ করে, ফলে মানুষ তা করে থাকে। এর মাধ্যমে সে তার ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী পর্দাটিকে ছিন্ন করে ফেলে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করে।

মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করা, শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করা এবং তাদের ওপর অহংকার করা— প্রত্যেক মানুষই এটি ভালোবাসে এবং নফস এগুলোর আকাঙ্ক্ষা করে। অতএব, মানুষ যখন এটি করে, তখন সে তার ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী পর্দাটি বিদীর্ণ করে ফেলে এবং পরিণামে জাহান্নামে পৌঁছে যায়—আমরা আল্লাহর নিকট এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

কিন্তু মন্দকর্মে প্ররোচনাকারী এই নফস বা প্রবৃত্তি যে কামনার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তার প্রতিকার কী? এর প্রতিকার পরবর্তী অংশেই বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন: (জান্নাতকে অপ্রীতিকর বিষয়সমূহ দ্বারা ঘিরে রাখা হয়েছে) অথবা জান্নাতকে অপ্রীতিকর বিষয়সমূহ দ্বারা আড়াল করে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, যা নফস অপছন্দ করে, তা দ্বারাই জান্নাত পরিবেষ্টিত। কারণ, মন্দকর্মে প্ররোচনাকারী নফসের কাছে বাতিল বা অসত্য প্রিয় এবং হক বা সত্য তার কাছে অপ্রিয়। সুতরাং মানুষ যখন এই অপ্রীতিকর বিষয়গুলো অতিক্রম করে এবং নিজের অবাধ্য নফসকে ওয়াজিব পালনে ও হারাম ত্যাগে বাধ্য করে, তখনই সে জান্নাতে পৌঁছাতে সক্ষম হয়।

একারণেই আপনি দেখবেন যে মানুষ সালাতকে ভারী বা কষ্টকর মনে করে; উদাহরণস্বরূপ, বিশেষ করে শীতের দিনে এবং প্রচণ্ড ঠান্ডার সময়। আর এটি আরও প্রকট হয় যখন দীর্ঘ পরিশ্রম ও ক্লান্তির পর মানুষের খুব ঘুম পায়। তখন আপনি সালাতকে তার কাছে অত্যন্ত ভারী হিসেবে দেখতে পাবেন এবং সে তার আরামদায়ক উষ্ণ বিছানা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ানোকে অপছন্দ করে। কিন্তু সে যদি এই বাধাটি ভেঙে ফেলে এবং নফসের কাছে অপ্রিয় এই কাজটি সম্পন্ন করে, তবে সে জান্নাতে পৌঁছে যায়।

একইভাবে, মন্দকর্মে প্ররোচনাকারী নফস তার অধিকারীকে কামনার বশবর্তী হয়ে ব্যভিচারের দিকে আহ্বান করে এবং নফস এটি পছন্দও করে। কিন্তু যদি ব্যক্তি তার নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাকে বাধ্য করে...

تجنب هذه الشهوة، فهذا كره له؛ ولكن هو الذي يوصله إلى الجنة؛ لأن الجنة حفت بالمكاره.

وأيضاً، الجهاد في سبيل الله، مكروه إلى النفس (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) (البقرة: 216)، مكروه للنفس فإذا كسر الإنسان هذا الحجاب، كان ذلك سبباً لدخول الجنة، واستمع إلى قوله الله تعالى: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ) (آل عمران: 169، 171)، فإذا كسر الإنسان هذا المكروه وصل إلى الجنة.

كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شديد على النفوس، شاق عليها، وكل إنسان يتهاون فيه ويكرهه، يقول: ما على بالناس؟ أتعب نفسي معهم، وأتعبهم معي؟! ولكنه إذا كسر هذا المكروه، وأمر بالمعروف، ونهى عن المنكر؛ فإن هذا سبب لدخول الجنة.. وهلم جراً، كل الأشياء التي أمر الله بها مكروهة للنفوس، لكن أكره نفسك عليها حتى تدخل الجنة.

فاجتناب المحرمات مكروه إلى النفوس، وشديد عليها، لا سيما مع قوة الداعي، فإذا أكرهت نفسك على ترك هذه المحرمات، فهذا من أسباب دخول الجنة، فلو أن رجلاً شاباً أعزب، في بلاد كفر وحرية فيها

এই প্রবৃত্তি বর্জন করা; এটি তার (নফসের) কাছে অপ্রীতিকর; কিন্তু এটিই তাকে জান্নাতে পৌঁছে দেয়; কেননা জান্নাত অপ্রীতিকর বিষয়সমূহ দ্বারা বেষ্টিত।

অনুরূপভাবে, আল্লাহর পথে জিহাদ করা নফসের কাছে অপছন্দনীয় (তোমাদের ওপর যুদ্ধের বিধান দেওয়া হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। আর হতে পারে যে তোমরা কোনো কিছু অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং হতে পারে তোমরা কোনো কিছু পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না) (আল-বাক্বারাহ: ২১৬), এটি নফসের কাছে অপছন্দনীয়; সুতরাং মানুষ যখন এই পর্দা ছিন্ন করতে পারে, তখন তা জান্নাতে প্রবেশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর মহান আল্লাহর এই বাণী শ্রবণ করুন: (আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের কখনো মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত, তাদের রবের নিকট তারা রিযিকপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দান করেছেন তাতে তারা আনন্দিত। আর তারা তাদের পরবর্তী ওইসব লোকদের জন্য সুসংবাদ কামনা করে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি যে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত ও অনুগ্রহের সুসংবাদ পায় এবং আল্লাহ মুমিনদের শ্রমফল নষ্ট করেন না) (আল-ইমরান: ১৬৯, ১৭১), সুতরাং মানুষ যখন এই অপ্রীতিকর বাধাটি অতিক্রম করে, তখন সে জান্নাতে পৌঁছে যায়।

একইভাবে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করা নফসের জন্য অত্যন্ত কঠিন ও শ্রমসাধ্য বিষয়। প্রতিটি মানুষই এক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করে এবং একে অপছন্দ করে; সে বলে: মানুষের ব্যাপারে আমার কী দায়? কেন আমি তাদের নিয়ে নিজেকে পরিশ্রান্ত করব এবং তাদেরও বিরক্ত করব?! কিন্তু সে যদি এই অপছন্দনীয় বাধাটি চূর্ণ করে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রদান করে, তবে নিশ্চয়ই এটি জান্নাতে প্রবেশের একটি মাধ্যম হবে... এভাবে ধারাবাহিকভাবে, আল্লাহ যেসব বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন তার সবই নফসের কাছে অপ্রীতিকর; কিন্তু জান্নাতে প্রবেশের উদ্দেশ্যে আপনি আপনার নফসকে এগুলোর ওপর বাধ্য করুন।

হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বর্জন করাও নফসের কাছে অপছন্দনীয় এবং তার জন্য অত্যন্ত কঠিন, বিশেষ করে যখন প্ররোচনা অত্যন্ত প্রবল হয়। এমতাবস্থায় আপনি যদি এই হারামগুলো বর্জন করার জন্য নিজের নফসকে বাধ্য করেন, তবে তা জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম কারণ। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো অবিবাহিত যুবক কোনো কুফরি ও স্বাধীনতার দেশে অবস্থান করে যেখানে (অবাধ যৌনাচার বিদ্যমান)

يفعل الإنسان ما شاء، وأمامه من النساء الجميلات فتيات شابات، وهو شاب أعزب، فلا شك أنه سيعاني مشقة عظيمة في ترك الزنى؛ لأنه متيسر له، وأسبابه كثيرة، لكن إذا أكره نفسه على تركها، صار هذا سبباً لدخول الجنة.

واستمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله)، أي يوم القيامة حيث تدنو الشمس الحارة العظيمة، التي نحس بحرارتها الآن، وبيننا وبينها مئات السنين، هذه الشمس تدنو يوم القيامة، حتى تكون على رؤوس الخلائق بمقدار ميل قال بعض العلماء: الميل: البكحلة، وميل البكحلة صغير أصغر من الإصبع، وقال بعضهم: ميل المسافة، وأياً كان الميل فالشمس قريبة من الرؤوس، لكن هناك أناس يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يظله الله.

يظلهم الله: يعني يخلق لهم ما يظلهم يوم لا ظل إلا ظله، وليس في ذلك اليوم بناء، ولا شجر، ولا جبال تظل، وليس هناك إلا ظل رب العالمين، أسأل الله رب العالمين أن يظلي وإياكم به، هذا الظل يظل الله فيه من يشاء من عباده، ومنهم هؤلاء السبعة الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام

মানুষ যা খুশি তা-ই করে; অথচ তার সামনে রয়েছে সুন্দরী নারীদের মধ্য থেকে একদল রূপসী যুবতী, আর সে নিজেও একজন অবিবাহিত যুবক। এমতাবস্থায় ব্যভিচার বর্জন করা তার জন্য যে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই; কারণ তা তার জন্য সহজলভ্য এবং এর উপকরণও বিদ্যমান। কিন্তু সে যদি নিজের নফসের ওপর জোর খাটিয়ে তা বর্জন করে, তবে এটি তার জান্নাতে প্রবেশের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

নবী করীম (সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক)-এর সেই বাণীর দিকে লক্ষ্য করুন:
"সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দেবেন সেদিন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না।" অর্থাৎ কিয়ামতের দিন, যখন সেই প্রচণ্ড উত্তপ্ত সূর্য নিকটবর্তী হবে, যার উত্তাপ আমরা এখন অনুভব করছি অথচ আমাদের ও তার মাঝে শত শত বছরের দূরত্ব রয়েছে। কিয়ামতের দিন এই সূর্য এতটাই নিকটবর্তী হবে যে, তা সৃষ্টির মাথার ওপর মাত্র এক 'মাইল' দূরত্বে অবস্থান করবে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন: 'মাইল' দ্বারা সুরমাদানীর শলাকা বোঝানো হয়েছে; আর সুরমাদানীর শলাকা তো আঙুলের চেয়েও ছোট। আবার কেউ কেউ বলেছেন: এটি দূরত্বের মাইল। মাইল যে প্রকারেরই হোক না কেন, সূর্য মাথার অতি নিকটে থাকবে। তবে সেদিন এমন কিছু মানুষ থাকবেন যাদের আল্লাহ তাআলা তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না—আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাকে ও আপনাদের সেই সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করেন যাদের আল্লাহ ছায়া দান করবেন।

আল্লাহ তাদের ছায়া দেবেন—এর অর্থ হলো: তিনি তাদের জন্য এমন কিছু সৃষ্টি করবেন যা তাদের সেদিন ছায়া প্রদান করবে যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। সেদিন কোনো দালানকোঠা, বৃক্ষরাজি কিংবা পাহাড়-পর্বত থাকবে না যা ছায়া দিতে পারে; রব্বুল আলামীনের ছায়া ব্যতীত সেখানে আর কিছুই থাকবে না। আমি রব্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাকে ও আপনাদের সেই ছায়াতলে আশ্রয় দান করেন। এই ছায়ায় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা আশ্রয় দেবেন। আর তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হলেন সেই সাতজন ব্যক্তি, যাদের কথা রাসূলুল্লাহ (সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) তাঁর এই বাণীতে উল্লেখ করেছেন: "সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দেবেন সেদিন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না: ন্যায়পরায়ণ শাসক...

عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحاباً في الله، اجتماعاً عليه، وتفرقاً عليه، ورجل دعتة امرأة ذات منصب وجمال) ، وهذا هو الشاهد، فالمرأة ذات منصب؛ يعني شريفة، ليست دنيئة، ذات جمال، والجمال يدعو النفس إلى التطلع إلى المرأة، والاتصال بها (فقال إني أخاف الله) ؛ ولم يقل ما في شهوة، أو حولنا أناس وأخاف منهم أن يكشفونا، بل قال: إني أخاف الله. فالرجل شاب وفيه شهوة، وأسباب الزنى قائمة، والموانع معدومة، ولكن هناك مانع واحد وهو خوف الله عز وجل فقال: إني أخاف الله، فكان هذا من الذين يظلمهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله.

والمهم أن النار حجبت بالشهوات، والجنة حجبت بالمكارة، فجاهد نفسك على ما يحب الله وإن كرهت، واعلم علم إنسان مجرب أنك إذا أكرهت نفسك على طاعة الله؛ أحبت الطاعة وألقتها، وصرت - بعد ما كنت تكرهها - تأبي نفسك أن تتخلف عن الطاعة إذا أردت أن تتخلف عنها.

ونحن نجد بعض الناس يكره أن يصلي مع الجماعة، ويثقل عليه ذلك عندما يبدأ في فعله، لكن إذا به بعد فترة تكون الصلاة مع الجماعة قرة عينه، ولو تأمره ألا يصلي لا يطيعك، فأنت عود نفسك وأكرهها أول الأمر، وستلين لك فيما بعد وتنقاد. أسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.

...ন্যায়পরায়ণ শাসক, সেই যুবক যে আল্লাহর ইবাদতের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছে, সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকে, সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একে অপরকে ভালোবেসেছে—সেই ভালোবাসার ভিত্তিতেই তারা একত্রিত হয়েছে এবং সেই ভিত্তিতেই বিচ্ছিন্ন হয়েছে, এবং সেই ব্যক্তি যাকে কোনো উচ্চবংশীয় ও সুন্দরী নারী আহ্বান

করেছে। আর এটাই হলো মূল আলোচ্য বিষয়। সেই নারী ছিল মর্যাদাসম্পন্ন; অর্থাৎ সে ছিল সম্ভ্রান্ত ও কুলীন, হীনচরিত্রা নয়। সে ছিল রূপবতী, আর রূপ-সৌন্দর্য মানুষকে নারীর প্রতি আকৃষ্ট হতে এবং লিপ্ত হতে প্ররোচিত করে। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি বলল, 'নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে ভয় করি'। সে এ কথা বলেনি যে, তার মনে কোনো কামনা নেই, কিংবা আমাদের আশেপাশে মানুষ আছে যারা আমাদের দেখে ফেলবে বলে আমি ভয় পাচ্ছি; বরং সে বলল: 'নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে ভয় করি'। সেই ব্যক্তি ছিল যুবক এবং তার মাঝে জৈবিক তাড়না বিদ্যমান ছিল, ব্যভিচারের সকল উপকরণও উপস্থিত ছিল এবং বাধা দেওয়ার মতো কেউ ছিল না। কিন্তু সেখানে কেবল একটিই প্রতিবন্ধক ছিল, আর তা হলো মহান আল্লাহর ভয়। তাই সে বলল: 'আমি আল্লাহকে ভয় করি'। ফলে এই ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলো, যাদেরকে আল্লাহ তাঁর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন সেই দিন, যে দিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না।

সারকথা হলো, জাহান্নামকে প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা দ্বারা এবং জান্নাতকে অপ্রিয় ও কষ্টসাধ্য বিষয় দ্বারা ঘিরে রাখা হয়েছে। সুতরাং, আল্লাহ যা ভালোবাসেন তা পালনে নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন, যদিও তা আপনার কাছে অপ্রিয় হয়। আর একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে, আপনি যদি আপনার নফসকে আল্লাহর আনুগত্যে বাধ্য করেন, তবে আপনি সেই আনুগত্যকে ভালোবাসতে শুরু করবেন এবং তাতে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন। এক সময় যা আপনার কাছে কষ্টকর ছিল, পরবর্তীতে আপনি যদি সেই ইবাদত ত্যাগ করতেও চান, আপনার নফস তখন আর তা ত্যাগ করতে চাইবে না।

আমরা অনেককে দেখি যারা জামাতের সাথে সালাত আদায় করা অপছন্দ করে এবং শুরুতে এটি তাদের কাছে বেশ কষ্টকর মনে হয়। কিন্তু নিয়মিত আদায়ের ফলে এক সময় এই জামাতের সালাতই তাদের চোখের শীতলতায় পরিণত হয়। তখন আপনি যদি তাকে সালাত বর্জন করতে বলেন, সে আপনার কথা শুনবে না। অতএব, আপনি আপনার নফসকে অভ্যস্ত করে তুলুন এবং শুরুতে তাকে নেক আমলে বাধ্য করুন; অচিরেই তা আপনার জন্য কোমল ও অনুগত হয়ে যাবে। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাকে এবং আপনাদেরকে তাঁর স্মরণ, কৃতজ্ঞতা এবং উত্তম ইবাদত পালনে তাওফিক দান করেন।

* * *

102 . الثامن: عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان، رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء: فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلاً، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: (سبحان ربي العظيم) فكان ركوعه نحواً من قيامه ثم قال: (سبح الله لمن حمده، ربنا ولك

১০২ — অষ্টম: আবু আবদুল্লাহ হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি এক রাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সালাত আদায় করলাম। তিনি সূরা আল-বাকারার শুরু করলেন। আমি (মনে মনে) বললাম যে, তিনি একশা আয়াতের মাথায় রুকু করবেন, কিন্তু তিনি তিলাওয়াত চালিয়ে গেলেন। আমি বললাম যে, তিনি এই সূরাটি দিয়ে এক রাকাত সম্পন্ন করবেন, কিন্তু তিনি তিলাওয়াত অব্যাহত রাখলেন। আমি বললাম যে, তিনি সূরাটি শেষ করে রুকু করবেন, কিন্তু এরপর তিনি সূরা আন-নিসা শুরু করলেন এবং তা পাঠ করলেন। এরপর তিনি সূরা আলে-ইমরান শুরু করলেন এবং তা পাঠ করলেন। তিনি অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে ও স্পষ্টভাবে তিলাওয়াত করছিলেন। যখন তিনি তাসবিহ সম্বলিত কোনো আয়াত অতিক্রম করতেন, তখন তাসবিহ পাঠ করতেন। যখন কোনো যাদ্গার (প্রার্থনার) আয়াত আসত, তখন তিনি প্রার্থনা করতেন। আর যখন কোনো আশ্রয় প্রার্থনার আয়াত আসত, তখন তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। অতঃপর তিনি রুকু করলেন এবং বলতে লাগলেন: (আমার মহান রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি)। তাঁর রুকু ছিল প্রায় তাঁর দণ্ডায়মান অবস্থার (কিয়ামের) কাছাকাছি দীর্ঘ। অতঃপর তিনি বললেন: (আল্লাহ তাঁর প্রশংসা শ্রবণ করেন যে তাঁর প্রশংসা করে; হে আমাদের রব, আপনার জন্যই...)

الحمد) ثم قام قياماً قريباً مما ركع، ثم سجد فقال: (سبحان ربي الأعلى) فكان سجوده قريباً من قيامه) رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة - يعني في ليلة من الليالي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً يصلي معه بعض أصحابه، فمرة صلى معه حذيفة، ومرة صلى معه ابن مسعود رضي الله عنه، ومرة صلى معه ابن عباس رضي الله عنهما، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الليل وحده، لأن صلاة الليل لا تشرع فيها الجماعة إلا في رمضان، لكن لا بأس أن تقام الجماعة فيها أحياناً كما في هذا الحديث، يقول فافتتح سورة البقرة، فقلت يركع عند البائة، فقرأ السورة كاملة، فظن حذيفة أنه يركع بها؛ أي

(আলহামদু) অতঃপর তিনি রুকুৱ কাছাকাছি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন, এরপর সিজদাহ করলেন এবং বললেন: (আমার সুমহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি), আর তাঁর সিজদাহ ছিল তাঁর দণ্ডায়মান অবস্থার কাছাকাছি দীর্ঘ। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক—আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন—হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে যা বর্ণনা করেছেন তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এক রাতে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সালাত আদায় করেছিলেন—অর্থাৎ কোনো এক রাতে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাঝেমধ্যে তাঁর কোনো কোনো সাহাবী সালাত আদায় করতেন; একদা হুযাইফা তাঁর সাথে সালাত আদায় করেছিলেন, আরেকবার ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে সালাত আদায় করেছিলেন এবং আরেকবার ইবনে আব্বাস

রাযিয়াল্লাহু আনহুমা তাঁর সাথে সালাত আদায় করেছিলেন। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম রাতে সচরাচর একাকী সালাত আদায় করতেন, কারণ রমজান মাস ব্যতীত রাতের সালাতে জামাতবদ্ধ হওয়া বিধিবদ্ধ নয়। তবে এই হাদিসের ন্যায় মাঝেমাঝে জামাত করা হলে তাতে কোনো দোষ নেই। তিনি বলেন, তিনি সূরা আল-বাকারাহ শুরু করলেন, আমি মনে মনে ভাবলাম যে তিনি হয়তো একশ আয়াত পড়ার পর রুকু করবেন, কিন্তু তিনি পুরো সূরাটিই পাঠ করলেন। হুযাইফা ধারণা করেছিলেন যে তিনি সূরাটি পাঠ শেষ করে রুকু করবেন; অর্থাৎ

(ص: 94) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

أنه إذا أكمل سورة البقرة ركع، ولكنه مضى صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة النساء كاملة، فقال حذيفة يركع بها، ولكنه مضى فقرأ سورة آل عمران كاملة في ركعة واحدة، يقرأ مترسلاً غير مستعجل، إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ.

فجمع عليه الصلاة والسلام بين القراءة، وبين الذكر، وبين الدعاء، وبين التفكير؛ لأن الذي يسأل عند السؤال، ويتعوذ عن التعوذ، ويسبح عن التسبيح، لا شك أنه يتأمل قراءته ويتفكر فيها، فيكون هذا القيام روضة من رياض الذكر؛ قراءة وتسبيحاً ودعاءً وتفكيراً، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا كله لم يركع. فهذه السور الثلاث: البقرة والنساء وآل عمران أكثر من خمسة أجزاء وربع، إذا كان الإنسان يقرأها بترسل ويستعين عند فتح الوعيد ويسأل عن آية الرحمة، ويسبح عند آية التسبيح، كم تكون المدة؟ لا شك أنها تكون طويلة، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتورم قدماه وتتفطر.

حتى إن ابن مسعود - وهو شاب - لما صلى معه ليلة من الليالي، يقول: أطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام حتى همت بأمر سوء، قالوا: بم همت قال: همت أن أجلس وأدعه، عجز أن يصبر من طول القيام.

ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام ركع بعد أن أتم السور الثلاث فقال: سبحان ربي العظيم، وأطال الركوع نحواً من قيامه، ثم رفع من ركوعه، وأطال القيام بعد الركوع، وقال: سبّح الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، حتى كان قيامه نحو من ركوعه، ثم سجد صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان ربي الأعلى، وأطال السجود، حتى كان سجوده نحواً من قيامه.

وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يصلي فيجعل الصلاة متناسبة؛ إذا أطال القيام؛ أطال الركوع، والسجود، والقيام الذي بعد الركوع والجلوس الذي بين السجدين، وإذا خفف القراءة؛ خفف الركوع والسجود والقيام؛ من أجل أن تكون الصلاة متناسبة، وهذا فعله صلوات الله وسلامه عليه - في الفرض وفي النفل أيضاً، فكان صلى الله عليه وسلم يجعل صلاته متناسبة.

وفي هذا الحديث عدة فوائد:

الفائدة الأولى: وهي التي ساق المؤلف الحديث من أجلها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل عمل المجاهد الذي يجاهد نفسه على الطاعة؛ لأنه يعمل هذا العمل الشاق؛ كل هذه ابتغاء وجه الله ورضوانه، كما قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه (تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا) (الفتح: من الآية 29).

ومنها: جواز إقامة الجماعة في صلاة الليل، لكن هذا ليس دائماً، إنما يفعل أحياناً في غير رمضان، أما في رمضان فإن من السنة أن يقوم الناس في جماعة.

ومنها: أنه ينبغي للإنسان في صلاة الليل إذا مر بآية رحمة أن يقف ويسأل، مثل لو
مر بذكر الجنة يقف ويقول: اللهم اجعلني من أهلها.

যখন তিনি সূরা আল-বাকারা পূর্ণ করলেন তখন তিনি রুকু করবেন বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ চালিয়ে গেলেন এবং সম্পূর্ণ সূরা আন-নিসা তিলাওয়াত করলেন। তখন হুজাইফা (রা.) ভাবলেন তিনি হয়তো এখন রুকু করবেন, কিন্তু তিনি পাঠ চালিয়ে গেলেন এবং এক রাকাআতেই সম্পূর্ণ সূরা আল-ইমরান তিলাওয়াত করলেন। তিনি অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে তিলাওয়াত করছিলেন, কোনো তাড়াহুড়ো ছিল না। যখনই তিনি কোনো তাসবিহ বা পবিত্রতা মহিমার আয়াত অতিক্রম করতেন, তখন তিনি তাসবিহ পাঠ করতেন; যখন কোনো যাক্বা বা প্রার্থনার আয়াত আসত, তখন তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন; আর যখন কোনো আশ্রয় প্রার্থনার আয়াত আসত, তখন তিনি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত, জিকির, দোয়া এবং চিন্তাগবেষণার (তাফাক্কুর) মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। কারণ, যে ব্যক্তি প্রার্থনার সময় প্রার্থনা করে, আশ্রয় চাওয়ার সময় আশ্রয় চায় এবং তাসবিহ-র সময় তাসবিহ পাঠ করে, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সে তার পাঠকৃত আয়াতের অর্থের ওপর গভীর চিন্তা ও নিবিষ্ট মনোযোগ দিচ্ছে। ফলে এই দণ্ডায়মান অবস্থা বা কিয়াম ছিল জিকিরের উদ্যানসমূহের একটি উদ্যান—যা তিলাওয়াত, তাসবিহ, দোয়া ও চিন্তাগবেষণায় পরিপূর্ণ। আর এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু করেননি। এই তিনটি সূরা—আল-বাকারা, আন-নিসা এবং আল-ইমরান—একত্রে পাঁচ পারারও বেশি। যদি কোনো ব্যক্তি অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে এগুলো পাঠ করেন এবং শান্তির বর্ণনায় আশ্রয় চান, রহমতের আয়াতে প্রার্থনা করেন এবং তাসবিহ-র আয়াতে তাসবিহ পাঠ করেন, তবে সেই সময়কাল কতটা দীর্ঘ হতে পারে? নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত দীর্ঘ হবে। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন, এমনকি তাঁর পদযুগল স্ফীত হয়ে যেত এবং ফেটে যেত। এমনকি ইবনে মাসউদ (রা.)—যিনি তখন যুবক ছিলেন—যখন কোনো এক রাতে তাঁর সাথে সালাত আদায় করছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামকে এত দীর্ঘ করলেন যে, আমি একটি মন্দ কাজের সংকল্প করে ফেলেছিলাম। উপস্থিত

ব্যক্তিবর্গ জিজ্ঞেস করলেন: আপনি কীসের সংকল্প করেছিলেন? তিনি বললেন: আমি বসে পড়ার এবং তাঁকে (নামাজে) ছেড়ে দেওয়ার সংকল্প করেছিলাম; দীর্ঘ কিয়ামের কারণে তিনি ধৈর্য বজায় রাখতে অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন।

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই তিনটি সূরা পূর্ণ করার পর রুকু করলেন এবং বললেন: 'আমার সুমহান রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি'। তিনি তাঁর রুকু-কেও কিয়ামের সময়ের কাছাকাছি দীর্ঘ করলেন। এরপর তিনি রুকু থেকে মাথা তুললেন এবং রুকুর পরবর্তী দণ্ডায়মান অবস্থাও দীর্ঘ করলেন। তিনি বললেন: 'আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রশংসা কবুল করেন যে তাঁর প্রশংসা করে; হে আমাদের রব, সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য'। এমনকি তাঁর এই দণ্ডায়মান অবস্থা রুকুর সময়ের প্রায় সমান ছিল। এরপর তিনি সিজদা করলেন এবং বললেন: 'আমার সুউচ্চ রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি'। তিনি সিজদাকেও দীর্ঘ করলেন, এমনকি তাঁর সিজদাও কিয়ামের সময়ের প্রায় কাছাকাছি দীর্ঘ ছিল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই সালাত আদায় করতেন এবং সালাতের বিভিন্ন রুকনের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখতেন। যদি তিনি কিয়াম বা দণ্ডায়মান অবস্থাকে দীর্ঘ করতেন, তবে রুকু, সিজদা, রুকু থেকে ওঠার পর দণ্ডায়মান হওয়া এবং দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকেও দীর্ঘ করতেন। আর যদি তিনি তিলাওয়াত সংক্ষেপ করতেন, তবে রুকু, সিজদা ও দণ্ডায়মান হওয়াকেও সংক্ষেপ করতেন; যাতে সালাতের প্রতিটি অংশ ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

তিনি—আল্লাহর দরুদ ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক—ফরজ এবং নফল উভয় সালাতেই এমনটি করতেন। তিনি তাঁর সালাতকে সর্বদা ভারসাম্যপূর্ণ রাখতেন।

এই হাদিসে বেশ কিছু শিক্ষণীয় দিক রয়েছে:

প্রথম শিক্ষা: যে কারণে লেখক হাদিসটি এখানে উল্লেখ করেছেন তা হলো—নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুজাহিদের মতো আমল করতেন, যিনি আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করেন। কারণ তিনি এই কঠোর পরিশ্রমসাধ্য ইবাদতটি করতেন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ লাভের আশায়। যেমন মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের বর্ণনায় বলেছেন: "তুমি তাদের রুকু ও সিজদাবনত অবস্থায় দেখতে পাবে; তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে।" (সূরা আল-ফাতহ: ২৯ এর অংশবিশেষ)।

দ্বিতীয় শিক্ষা: রাতের নফল সালাতে জামাতবদ্ধ হওয়া জায়েজ বা বৈধ, তবে এটি নিয়মিত বা স্থায়ীভাবে করার জন্য নয়; বরং রমজান মাস ছাড়া অন্য সময়ে মাঝেমধ্যে এমনটি করা যেতে পারে। তবে রমজান মাসে জামাতের সাথে কিয়াম বা তারাবিহ আদায় করা সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় শিক্ষা: রাতের সালাতে মানুষের উচিত যখনই কোনো রহমতের আয়াতের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে, তখন থেমে প্রার্থনা করা। যেমন জান্নাতের আলোচনা আসলে থেমে বলা: "হে আল্লাহ, আমাকে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।"

(ص: 95) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

اللهم إني أسألك الجنة، وإذا مر وعيد يقف، يقول: أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من النار وإذا مر بآية تسبيح، يعني تعظيم لله سبحانه وتعالى؛ يقف ويسبح الله ويعظمه؛ هذا في صلاة الليل، أما صلاة الفريضة فلا بأس أن يفعل هذا، ولكنه ليس بسنة، إن فعله فإنه لا ينهي عنه، وإن تركه فإنه لا يؤمر به، بخلاف صلاة الليل، فإن الأفضل أن يفعل ذلك، أي يتعوذ عند آية الوعيد، ويسأل، عند آية الرحمة، ويسبح عند آية التسبيح.

ومن فوائد الحديث: جواز تقديم السور بعضها على بعض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم سورة النساء على سورة آل عمران، والترتيب أن سورة آل عمران مقدمة على سورة النساء، ولكن هذا - والله أعلم - كان قبل السنة الأخيرة، فإن السنة الأخيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم سورة آل عمران على سورة النساء؛ ولهذا رتبها الصحابة رضي الله عنهم على هذا الترتيب، أي أن آل عمران قبل سورة النساء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرن بين البقرة وآل عمران؛ في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: (اقرأوا الزهراوين: البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم

القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما
يوم القيامة) فإلهم أن الترتيب في الأخير كان تقديم سورة آل عمران على سورة
النساء.

হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করছি; আর যখনই তিনি শাস্তির সতর্কবাণী সম্বলিত কোনো আয়াতের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন, তখন থামতেন এবং বলতেন: আমি আল্লাহর কাছে তা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, আমি জাহান্নামের আগুন থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি। আর যখন তিনি তাসবিহ বা পবিত্রতা মহিমা সম্বলিত কোনো আয়াতের পাশ দিয়ে যেতেন, অর্থাৎ যাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার মহত্ব প্রকাশ পায়; তখন তিনি থেমে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতেন। এটি রাতের সালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে ফরজ সালাতের ক্ষেত্রেও যদি কেউ এমনটি করে তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু এটি সুন্নত নয়। যদি কেউ এটি করে তবে তাকে বারণ করা হবে না, আর যদি বর্জন করে তবে তাকে তা করার আদেশও দেওয়া হবে না। রাতের সালাতের বিষয়টি এর বিপরীত, কারণ সেখানে এমনটি করাই অধিকতর উত্তম; অর্থাৎ শাস্তির আয়াতের সময় আশ্রয় প্রার্থনা করা, রহমতের আয়াতের সময় প্রার্থনা করা এবং তাসবিহর আয়াতের সময় পবিত্রতা ঘোষণা করা। এই হাদিসের অন্যতম শিক্ষা হলো: সুরাসমূহের ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে একটিকে অন্যটির আগে পাঠ করা বৈধ। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরা আন-নিসাকে সুরা আলে-ইমরানের আগে পাঠ করেছিলেন, যদিও সাধারণ বিন্যাস অনুযায়ী সুরা আলে-ইমরান সুরা আন-নিসার অগ্রবর্তী। তবে আল্লাহই ভালো জানেন—এটি নবীজির জীবনের শেষ বছরের আগের ঘটনা হতে পারে। কারণ জীবনের শেষ বছর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরা আলে-ইমরানকে সুরা আন-নিসার পূর্বেই রাখতেন। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এই ক্রমধারা অনুযায়ী পবিত্র কোরআন সংকলন করেছেন, অর্থাৎ সুরা আন-নিসার আগে সুরা আলে-ইমরান। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সুরা আল-বাকারা ও আলে-ইমরানকে জোড়ায় জোড়ায় পাঠ করতেন; যেমনটি তাঁর এই বাণীতে বর্ণিত হয়েছে: (তোমরা দুই উজ্জ্বল সুরা—আল-বাকারা ও আলে-ইমরান পাঠ করো; কেননা কিয়ামতের দিন এই সুরা দুটি এমনভাবে উপস্থিত হবে যেন তারা দুটি মেঘখণ্ড অথবা দুটি ছায়া দানকারী বস্তু অথবা সারিবদ্ধ উড্ডয়নরত পাখির দুটি দল, যারা কিয়ামতের দিন তাদের পাঠকারীর পক্ষে সুপারিশ

করবে)। মোদাকথা হলো, সর্বশেষ বিন্যাস অনুযায়ী সূরা আলে-ইমরানকে সূরা আন-নিসার আগে স্থান দেওয়া হয়েছে।

(ص: 96) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

ومن فوائد هذا الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح ويكرر التسبيح؛ لأن حذيفة قال: كان يقول: سبحان ربي العظيم، وكان يطيل، ويقول سبحان ربي الأعلى، وذكر أنه يطيل، ولم يذكر شيئاً آخر، فدل هذا على أنك مهما كررت من التسبيح في الركوع والسجود فإنه سنة، ولكن مع هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وفي سجوده، ويكثر من هذا القول: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي)، وكان يقول أيضاً: (سبح قدوس رب الملائكة والروح) فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر ودعاء؛ فإنه يسن للإنسان أن يقوله في صلاته. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع رسول صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً، وأن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم.

103 . التاسع: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء! قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

قَالَ الْمُؤَلَّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَحَدَ الَّذِينَ يَخْدُمُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَاحِبَ

এই হাদিসের অন্যতম শিক্ষা হলো: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাসবিহ পাঠ করতেন এবং তাসবিহর পুনরাবৃত্তি করতেন; কেননা হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: তিনি বলতেন: "আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি" এবং তিনি তা দীর্ঘ করতেন, আর বলতেন: "আমার সর্বোচ্চ প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি" এবং উল্লেখ করেছেন যে তিনি তা দীর্ঘ করতেন, অন্য কোনো কিছুর উল্লেখ করেননি। এটি প্রমাণ করে যে, আপনি রুকু ও সেজদায় যতবারই তাসবিহ পুনরাবৃত্তি করুন না কেন তা সুন্নাহ। তবে এর পাশাপাশি নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম তাঁর রুকু ও সেজদায় এই দোয়াটি অধিক মাত্রায় পাঠ করতেন: "হে আল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক! আপনার প্রশংসাসহ আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন।" তিনি আরও বলতেন: "ফেরেশতাকুল ও রুহের প্রতিপালক অতিশয় পবিত্র ও মহিমান্বিত।" সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত প্রতিটি জিকির ও দোয়া সালাতের মধ্যে পাঠ করা মানুষের জন্য সুন্নাহ। আমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদেরকে প্রকাশ্যে ও গোপনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করার তাওফিক দান করেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের ও আপনাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন; নিশ্চয়ই তিনি মহান দাতা ও দয়ালু।

* * *

১০৩ — নবম: ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি এক রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সালাত আদায় করলাম, তিনি কিয়াম এত দীর্ঘ করলেন যে আমি একটি মন্দ কাজের ইচ্ছা করে বসলাম! জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কিসের ইচ্ছা করেছিলেন? তিনি বললেন: আমি বসে পড়ার এবং তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেছিলাম। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাক্তা]

লেখক রহিমুল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে বলেন—আর তিনি (ইবনে মাসউদ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেবকদের একজন এবং তাঁর সহচর...

(ص: 97) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وسادته وسواكه رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فأطال القيام، وقد سبق من حديث عائشة: أنه كان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه. أو حتى تتورم. تتفطر أحياناً، وتتورم أحياناً من طول القيام.

وصح من حديث حذيفة: أنه قرأ في ركعة واحدة بثلاث سور من طوال السور؛ البقرة والنساء وآل عمران.

وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه: صلى معه ذات ليلة، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام، فهم بأمر سوء؛ يعني بأمر ليس يسر البرء فعله، قالوا: بم همت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: همت أن أجلس وأدعه، يعني أجلس وأدعه قائماً؛ لأن ابن مسعود تعب وأعيأ، مع أنه شاب، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتعب لأنه عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس عبادة لله عز وجل وأتقاهم لله، ففي هذا دليل على أنه من السنة أن يقوم الإنسان في الليل، ويطيل القيام، وأنه إذا فعل ذلك فهو مقتدٍ برسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولكن، أعلم أنك إذا أطلت القيام؛ فإن السنة أن تطيل الركوع، والسجود، والجلوس بين السجدين، والقيام بعد الركوع، فإن من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام

أنه كان يجعل صلاته متناسبة؛ إذا أطال القيام أطال بقية الأركان، وإذا خفف القيام خفف بقية الأركان، هذا هو

তাঁর বালিশ এবং মিসওয়াক (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)। এক রাতে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সালাত আদায় করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। আয়েশা (রা.)-এর হাদিস থেকে পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সালাতে) এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে তাঁর পদযুগল ফেটে যেত অথবা ফুলে যেত। দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকার কারণে কখনো তা ফেটে যেত আবার কখনো ফুলে যেত।

হুয়াইফা (রা.)-এর হাদিস থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে: তিনি এক রাকাতাতেই দীর্ঘ তিনটি সূরা পাঠ করেছিলেন; আল-বাকারাহ, আন-নিসা এবং আলে-ইমরান।

অনুরূপভাবে ইবনে মাসউদ (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) এক রাতে তাঁর সাথে সালাত আদায় করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়াম দীর্ঘ করলেন, ফলে তিনি (ইবনে মাসউদ) একটি মন্দ কাজের সংকল্প করলেন; অর্থাৎ এমন কাজ যা করা মানুষের জন্য শোভনীয় নয়। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন: হে আবু আবদুর রহমান! আপনি কিসের সংকল্প করেছিলেন? তিনি বললেন: আমি বসে পড়ার এবং তাঁকে (দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায়) ছেড়ে দেওয়ার সংকল্প করেছিলাম। অর্থাৎ আমি বসে পড়ব এবং তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় রেখে দেব; কারণ ইবনে মাসউদ (রা.) ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, যদিও তিনি যুবক ছিলেন। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্লান্ত হননি, কারণ তিনি ছিলেন মহান আল্লাহর ইবাদতে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রমী এবং আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয়কারী। এর মধ্যে এই দলিল রয়েছে যে, রাতে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা এবং কিয়াম দীর্ঘ করা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি কেউ তা করে, তবে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করল।

তবে জেনে রাখুন যে, আপনি যখন কিয়াম দীর্ঘ করবেন, তখন সুন্নাত হলো রুকু, সিজদাহ, দুই সিজদাহর মধ্যবর্তী বৈঠক এবং রুকু পরবর্তী কিয়ামকেও দীর্ঘ করা। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ছিল যে, তিনি তাঁর সালাতের প্রতিটি অংশকে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখতেন; যখন তিনি কিয়াম দীর্ঘ করতেন, তখন অন্যান্য রুকনগুলোও দীর্ঘ

করতেন, আর যখন কিয়াম সংক্ষিপ্ত করতেন, তখন অন্যান্য রুকনগুলোও সংক্ষিপ্ত করতেন।
এটাই হলো...

(ص: 98) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

السنة.

* * *

104 . العاشر: عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(يتبع البيت ثلاثة: أهله وماله وعمله؛ فيرجع اثنان، ويبقى واحد: يرجع أهله
وماله، ويبقى عمله) متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

إذا مات الإنسان تبعه المشيعون له؛ فيتبعه أهله يشيعونه إلى المقبرة، وما أعجب
الحياة الدنيا، وما أخسها، وما أدناها، يتولى دفنك من أنت أحب الناس إليه،
يدفنوك، ويبعدونك عنهم، ولو أنهم أعطوا أجره على أن تبقى جسداً بينهم ما رضوا
بذلك، فأقرب الناس إليك، ومن أنت أحب الناس إليهم؛ هم الذين يتولون دفنك؛
يتبعونك، ويشيعونك.

ويتبعه ماله: أي عبيده وخدمه المباليك له، وهذا يمثل الرجل الغني الذي له عبيد
وخدم مباليك، يتبعونه، ويتبعه عمله معه، فيرجع اثنان، ويدعونه وحده، ولكن

يبقى معه عمله، نسأل الله أن يجعل عملنا وإياكم صالحاً؛ فيبقى عمله عنده أنيسه
في قبره ينفرد به إلى يوم القيامة.
وفي هذا الحديث دليل على أن الدنيا تزول، كل زينة الحياة الدنيا ترجع ولا تبقى
معك في قبرك، المال والبنون زينة الحياة الدنيا ترجع.

সুন্নাহ।

* * *

১০৪ - দশম: আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "মৃত ব্যক্তির অনুগমন করে তিনটি বস্তু: তার পরিবারবর্গ, তার ধন-সম্পদ এবং তার আমল (কর্ম); অতঃপর দুটি ফিরে আসে এবং একটি অবশিষ্ট থেকে যায়: তার পরিবার ও সম্পদ ফিরে আসে, আর তার আমল থেকে যায়।" (বুখারী ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

যখন কোনো মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তখন জানাযায় অংশগ্রহণকারীরা তার অনুগমন করে; তার পরিবারবর্গ তাকে কবরস্থান পর্যন্ত পৌঁছে দিতে সাথে যায়। এই পার্থিব জীবন কতই না বিস্ময়কর, কতই না তুচ্ছ এবং কতই না হীন! আপনার দাফনকার্যের দায়িত্ব তারাই গ্রহণ করে, যাদের কাছে আপনি ছিলেন সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। তারা আপনাকে দাফন করে এবং নিজেদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। যদি তাদেরকে পারিশ্রমিকও দেওয়া হতো যে আপনি মৃতদেহ হিসেবে তাদের মাঝে অবস্থান করুন, তবে তারা তাতে সম্মত হতো না। সুতরাং আপনার সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি এবং যাদের কাছে আপনি সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন, তারাই আপনার দাফন সম্পন্ন করে; তারা আপনার পেছনে পেছনে যায় এবং আপনাকে বিদায় জানায়।

আর তার ধন-সম্পদ তার অনুগমন করে: অর্থাৎ তার দাস-দাসী ও সেবকেরা। এটি সেই ধনী ব্যক্তির উদাহরণ যার মালিকানাধীন দাস ও সেবক রয়েছে, তারা তার অনুগমন করে। আর তার আমলও তার সাথে যায়। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের আমলসমূহকে নেক বা সৎ করে দেন; ফলে তার আমল তার কবরে তার নির্জনতার সঙ্গী হিসেবে থেকে যায় এবং কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সে আমল নিয়েই সে অবস্থান করে।

আর এই হাদিসে প্রমাণ রয়েছে যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। পার্থিব জীবনের যাবতীয় চাকচিক্য ফিরে আসে এবং তা আপনার কবরে আপনার সাথে অবশিষ্ট থাকে না। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হলো পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য, যা ফিরে যায়।

(ص: 99) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

من الذي يبقى؟ .. العمل فقط، فعليك يا أخي أن تحرص على مراعاة هذا الصاحب الذي يبقى ولا ينصرف مع من ينصرف، وعليك أن تجتهد حتى يكون عملك عملاً صالحاً يؤنسك في قبرك إذا انفردت به عن الأحباب والأهل والأولاد. ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة؛ لأن كثرة العمل يوجب مجاهدة النفس، فإن الإنسان يجاهد نفسه على الأعمال الصالحة التي تبقى بعد موته نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة والعافية، وأن يتولانا وإياكم بعنايته ورعايته. إنه جواد كريم.

* * *

105 - الحادي عشر: عن ابن مسعود رضي الله عنه: قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم (الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعليه، والنار ذلك) . رواه البخاري.

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث يتضمن ترغيباً وترهيباً يتضمن ترغيباً في الجملة الأولى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: (الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله) ، وشراك النعل هو السير الذي يكون على ظهر القدم، وهو قريب من الإنسان جداً، ويضرب به المثل في القرب، وذلك لأنه قد يتكلم الإنسان بالكلمة

কে অবশিষ্ট থাকে? .. কেবল আমলই অবশিষ্ট থাকে। অতএব হে আমার ভাই, আপনার কর্তব্য হলো সেই সঙ্গীর প্রতি যত্নবান হওয়া যে আপনার সাথে থেকে যাবে এবং যারা চলে যায় তাদের সাথে সে প্রস্থান করবে না। আর আপনার উচিত কঠোর পরিশ্রম করা যাতে আপনার আমল একটি সৎকর্মে (নেক আমল) পরিণত হয়, যা কবরে আপনার একাকীত্বের সঙ্গী হবে যখন আপনি প্রিয়জন, পরিবার এবং সন্তানদের ছেড়ে সেখানে একাকী অবস্থান করবেন। এই পরিচ্ছেদের সাথে এই হাদিসের সম্পর্ক সুস্পষ্ট; কারণ অধিক আমল নফসের মুজাহাদা বা আত্মিক সংগ্রামের দাবি রাখে। কেননা মানুষ সেই সকল নেক আমলের জন্য নিজের নফসের সাথে সংগ্রাম করে যা তার মৃত্যুর পর অবশিষ্ট থাকে। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের ও আপনাদের জন্য উত্তম সমাপ্তি এবং নিরাপত্তার প্রার্থনা করছি, এবং তিনি যেন তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে আমাদের ও আপনাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। নিশ্চয়ই তিনি পরম দাতা ও দয়ালু।

* * *

১০৫ — একাদশ: ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "জান্নাত তোমাদের প্রত্যেকের জুতার ফিতার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী, আর জাহান্নামও তদ্রূপ।" (এটি বুখারি বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসটি উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন—উভয় বিষয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। এর প্রথম বাক্যে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, যা হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "জান্নাত তোমাদের কারো জুতার ফিতার চেয়েও নিকটবর্তী।" জুতার ফিতা হলো সেই চামড়ার ফিতা যা পায়ের উপরিভাগে থাকে, যা মানুষের অত্যন্ত নিকটে থাকে এবং নৈকট্য বোঝাতে এর উদাহরণ দেয়া হয়। এর কারণ হলো, মানুষ হয়তো এমন একটি কথা বলে যা...

الواحدة من رضوان الله عز وجل لا يظن أنها تبلغ ما بلغت، فإذا هي توصله إلى جنة النعيم.

ومع ذلك فإن الحديث أعم من هذا؛ فإن كثرة الطاعات، واجتناب المحرمات، من أسباب دخول الجنة، وهو يسير على من يسره الله عليه، فأنت تجد المؤمن الذي شرح الله صدره للإسلام يصلي براحة، وطبائنة، وانشراح صدر، ومحبة للصلاة، ويزكي كذلك، ويصوم كذلك، ويحج كذلك، ويفعل الخير كذلك، فهو يسير عليه، سهل قريب منه، وتجده يتجنب ما حرمه الله عليه من الأقوال والأفعال، وهو يسير عليه.

وأما - والعياذ بالله - من قد ضاق بالإسلام ذرعاً، وصار الإسلام ثقيلاً عليه فإنه يستثقل الطاعات، ويستثقل اجتناب المحرمات، ولا تصير الجنة أقرب إليه من شرك نعله.

وكذلك النار، وهي الجملة الثانية في الحديث، وهي التي فيها التحذير، يقول النبي عليه الصلاة والسلام (والنار مثل ذلك) أي أقرب إلى أحدنا من شرك نعله، فإن الإنسان ربما يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً، وهي من سخط الله، فيهوي بها في النار كذا وكذا من السنين وهو لا يدري. وما أكثر الكلمات التي يتكلم بها الإنسان غير مبال بها، وغير مهتم بدلولها، فتدريه في نار جهنم، نسأل الله العافية. ألم تروا إلى قصة المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، حيث كانوا يتحدثون فيما بينهم، يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً، ولا أكذب سنناً، ولا أجبن عند اللقاء؛ يعنون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির এমন একটি কাজ যা সম্পর্কে মানুষ ধারণাও করতে পারে না যে এটি কত উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাবে, অথচ সেই একটি আমলই তাকে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে পৌঁছে দেয়।

তা সত্ত্বেও এই হাদিসের মূল বক্তব্য এর চেয়েও ব্যাপক; কেননা অধিক পরিমাণে নেক আমল করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বর্জন করা জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম মাধ্যম। আর যে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ সহজ করে দেন, তার জন্য এটি অতি সহজ। আপনি সেই মুমিন ব্যক্তিকে দেখতে পাবেন যার বক্ষকে আল্লাহ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন, সে অত্যন্ত স্বস্তি, স্থিরতা, হৃদয়ের আনন্দ ও নামাজের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা নিয়ে নামাজ আদায় করে। একইভাবে সে জাকাত প্রদান করে, সিয়াম পালন করে, হজ আদায় করে এবং কল্যাণের পথে ধাবিত হয়। এসবই তার জন্য অতি সহজ ও নিকটবর্তী। আপনি তাকে দেখতে পাবেন যে, আল্লাহ যেসব কথা ও কাজ হারাম করেছেন সে তা থেকে দূরে থাকছে, আর এটি তার জন্য অত্যন্ত সহজ। পক্ষান্তরে—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—যার নিকট ইসলাম অত্যন্ত কঠিন ও সংকীর্ণ হয়ে গেছে এবং ইসলাম যার জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে ইবাদত-বন্দেগিকে অত্যন্ত ভারী মনে করে এবং হারাম বর্জনকেও কষ্টসাধ্য মনে করে। ফলে জান্নাত তার জুতোর ফিতার চেয়েও নিকটবর্তী হতে পারে না।

একইভাবে জাহান্নামও; যা এই হাদিসের দ্বিতীয় অংশ এবং যেখানে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আর জাহান্নামও অনুরূপ," অর্থাৎ জাহান্নাম আমাদের কারো নিকট তার জুতোর ফিতার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী। কেননা মানুষ অনেক সময় এমন কথা বলে ফেলে যার প্রতি সে ঝঞ্জেপও করে না, অথচ তা আল্লাহর চরম অসন্তুষ্টির কারণ হয়। ফলে এর কারণে সে জাহান্নামের অগ্নিতে বছরের পর বছর নিষ্কিপ্ত থাকে, অথচ সে তা টেরও পায় না। এমন কত শত কথা মানুষ কোনো গুরুত্ব না দিয়ে কিংবা এর ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা না করে বলে ফেলে, যা শেষ পর্যন্ত তাকে জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিষ্কেপ করে। আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা ও সুস্থতা কামনা করি।

আপনারা কি সেই মুনাফিকদের ঘটনা জানেন না যারা তাবুক যুদ্ধে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিল? তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল: "আমরা আমাদের এই ক্বারী সাহেবদের চেয়ে অধিক পেটুক, এমন মিথ্যাবাদী এবং যুদ্ধের ময়দানে এদের চেয়ে অধিক কাপুরুষ আর কাউকে দেখিনি।" এর দ্বারা তারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীদের উদ্দেশ্য করেছিল।

وأصحابه، يعني أنهم واسعو البطون من كثرة الأكل، وليس لهم هم إلا الأكل. ولا أكذب ألسناً؛ يعني أنهم يتكلمون بالكذب. ولا أجنب عند اللقاء؛ أي أنهم يخافون لقاء العدو، ولا يثبتون بل يفرون ويهربون. هكذا يقول المنافقون في الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

وإذا تأملت وجدت أن هذا ينطبق على المنافقين تماماً، لا على المؤمنين، فالمنافقون من أشد الناس حرصاً على الحياة، والمنافقون من أكذب الناس ألسناً، والمنافقون من أجنب الناس عند اللقاء. فهذا الوصف حقيقته في هؤلاء المنافقين. ومع ذلك يقول الله عز وجل: (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ) ، يعني ما كنا نقصد الكلام، إنما هو خوض في الكلام ولعب؛ فقال الله عز وجل: (قُلْ) ، يعني: قل يا محمد (أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبُ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ) (التوبة: 65، 66) ، فبين الله عز وجل أن هؤلاء كفروا بعد إيمانهم باستهزائهم بالله وآياته ورسوله، ولهذا يجب على الإنسان أن يقيد منطقه، وأن يحفظ لسانه حتى لا يزل فيهلك، نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق، والسلامة من الآثم.

* * *

এবং তাঁর সাথীবৃন্দ; অর্থাৎ তারা অধিক আহারের কারণে বড় পেটের অধিকারী এবং আহার ছাড়া তাদের আর কোনো চিন্তা নেই। এবং তাদের চেয়ে অধিক মিথ্যাবাদী আর কেউ নেই; অর্থাৎ তারা মিথ্যায় লিপ্ত থাকে। এবং যুদ্ধের ময়দানে তাদের চেয়ে ভীরা আর কেউ নেই; অর্থাৎ তারা শত্রুর মোকাবিলা করতে ভয় পায়, রণক্ষেত্রে অটল থাকে না বরং পলায়ন করে।

মুনাফিকরা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীদের সম্পর্কে এভাবেই বলত।

আপনি যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করেন তবে দেখতে পাবেন যে, এটি মুমিনদের ক্ষেত্রে নয় বরং মুনাফিকদের ওপরই পুরোপুরি প্রযোজ্য। কেননা মুনাফিকরাই হলো পার্থিব জীবনের প্রতি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লোভী, মুনাফিকরাই সর্বাধিক মিথ্যাবাদী এবং যুদ্ধের ময়দানে মুনাফিকরাই সবচেয়ে বেশি ভীরা। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে এই বৈশিষ্ট্যগুলো এই মুনাফিকদের মধ্যেই বিদ্যমান।

তা সত্ত্বেও মহান আল্লাহ বলেন: "আর যদি আপনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'আমরা তো কেবল আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম'।" অর্থাৎ আমরা এ কথার কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য রাখিনি, বরং এটি ছিল নিছক কথাচ্ছলে বলা এবং তামাশা মাত্র। তখন মহান আল্লাহ বললেন: "বলুন," অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! আপনি বলুন, "তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসুলকে নিয়ে বিদ্রূপ করছিলে? তোমরা ওজর পেশ করো না, তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরি করেছ। যদি আমি তোমাদের মধ্য থেকে একটি দলকে ক্ষমা করি, তবে অন্য দলকে আজাব দেব, কারণ তারা ছিল অপরাধী।" (সূরা আত-তাওবা: ৬৫, ৬৬)। সুতরাং মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে দিলেন যে, তারা আল্লাহ, তাঁর নিদর্শনাবলি ও তাঁর রাসুলকে নিয়ে উপহাস করার কারণে ঈমান আনার পর কাফেরে পরিণত হয়েছে। এ কারণেই মানুষের উচিত তার বাকশক্তিকে সংযত করা এবং নিজ জিহ্বার হেফাজত করা, যাতে সে পদস্থলিত হয়ে ধ্বংস না হয়। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের ও আপনাদের জন্য সত্যের ওপর অবিচলতা এবং পাপ থেকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি।

* * *

106 . الثاني عشر: عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيه بوضوءه وحاجته، فقال: (سلني) ، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: (أو غير ذلك؟) قلت: هو ذاك، قال: (فأعني على نفسك بكثرة السجود) رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقل عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وكان خادماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أهل الصفة. والذين يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم من الأحرار عدد، منهم ربيعة بن كعب، ومنهم ابن مسعود، ولهم الشرف بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أهل الصفة؛ وأهل الصفة رجال مهاجرون، هاجروا إلى المدينة، وليس لهم مأوى، فوطنهم النبي عليه الصلاة والسلام في صفة في المسجد النبوي، وكانوا أحياناً يبلغون الثمانين، وأحياناً دون ذلك، وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتونهم بالطعام واللبن وغيره، مما يتصدقون به عليهم.

فكان ربيعة بن كعب رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتيه بوضوءه وحاجته. الوضوء بالفتح: الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم: فعل الوضوء، وأما الحاجة فلم يبينها، ولكن المراد: كل ما يحتاجه النبي عليه الصلاة والسلام يأتي به إليه.

106 . দ্বাদশ: আবু ফিরাস রাবিআ ইবনে কাব আল-আসলামী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, যিনি আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাদেম এবং আহলুস সুফফার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে

রাত যাপন করতাম এবং তাঁর ওয়ুর পানি ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে আসতাম। তিনি আমাকে বললেন: (কিছু চাও)। আমি বললাম: আমি জান্নাতে আপনার সান্নিধ্য প্রার্থনা করছি। তিনি বললেন: (এ ছাড়া অন্য কিছু আছে কি?) আমি বললাম: এটাই আমার চাওয়া। তিনি বললেন: (তাহলে অধিক সিজদাহর মাধ্যমে তোমার নিজের স্বার্থে আমাকে সাহায্য করো)। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

[ব্যখ্যা]

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) রাবিআ ইবনে কাব আল-আসলামী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে সে প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাদেম ছিলেন এবং আহলুস সুফফার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। স্বাধীন ব্যক্তিদের মধ্য হতে বেশ কয়েকজন নবী কারীমকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেবা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, যাদের মধ্যে রাবিআ ইবনে কাব এবং ইবনে মাসউদ অন্যতম। রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খেদমত করার মাধ্যমে তারা এই মহান মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তিনি আহলুস সুফফার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; আহলুস সুফফাহ ছিলেন মুহাজির পুরুষগণ, যারা মদিনায় হিজরত করেছিলেন এবং যাদের কোনো আশ্রয়স্থল ছিল না। নবী কারীম (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) তাদের মসজিদে নববীর একটি চত্বরে (সুফফাহ) থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাদের সংখ্যা কখনো আশিতে পৌঁছাতো, আবার কখনো তার কম হতো। সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) তাদের জন্য খাবার, দুধ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে আসতেন যা তারা তাদের সদকা হিসেবে দান করতেন।

রাবিআ ইবনে কাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নবী কারীমের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খেদমত করতেন এবং তাঁর ওয়ুর পানি ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আসতেন। আরবী শব্দ 'ওয়াদু' (যবর যোগে) বলতে ওয়ুর পানিকে বোঝায়, আর 'উদু' (পেশ যোগে) বলতে ওয়ু করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। আর 'হাজত' বা প্রয়োজনের বিষয়টি এখানে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়নি, তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নবী কারীম (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) এর যা কিছু প্রয়োজন হতো, তিনি তা তাঁর নিকট নিয়ে আসতেন।

فَقَالَ لَهُ ذَاتَ يَوْمٍ: (سَلْنِي) ، يَعْنِي: اسْأَلْ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يَكْفِيَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خِدْمَتِهِ إِيَّاهُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْرَمَ الْخَلْقِ، وَكَانَ يَقُولُ: (مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافُوهُ) ، فَأَرَادَ أَنْ يَكْفِيَهُ، فَقَالَ لَهُ: (سَلْنِي) يَعْنِي اسْأَلْ مَا بَدَأَ لَكَ، وَقَدْ يَتَوَقَّعُ الْإِنْسَانُ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ سَيَسْأَلُ مَا لَا، وَلَكِنْ هِمَّتْهُ كَانَتْ عَالِيَةً؛ قَالَ: أَسْأَلُكَ مِرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، يَعْنِي كَأَنَّهُ يَقُولُ: كَمَا كُنْتَ مَرْفَقًا لَكَ فِي الدُّنْيَا، أَسْأَلُكَ مِرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ: (أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؟) يَعْنِي أَوْ تَسْأَلُ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ أَقُومَ بِهِ؟ قَالَ: هُوَ ذَاكَ، يَعْنِي: لَا أَسْأَلُ إِلَّا ذَاكَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَأَعْنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ) .

وَهَذَا هُوَ الشَّاهِدُ؛ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَعْنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ) ، وَكَثْرَةُ السُّجُودِ تَسْتَلْزِمُ كَثْرَةَ الرُّكُوعِ، وَكَثْرَةُ الرُّكُوعِ تَسْتَلْزِمُ كَثْرَةَ الْقِيَامِ؛ لِأَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ مِنْهَا وَسُجُودَانِ، فَإِذَا كَثُرَ السُّجُودُ كَثُرَ الرُّكُوعُ وَكَثُرَ الْقِيَامُ، وَذَكَرَ السُّجُودَ دُونَ غَيْرِهِ، لِأَنَّ السُّجُودَ أَفْضَلُ هَيْئَةٍ لِلْمُصَلِّي، فَإِنْ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، وَإِنْ كَانَ الْمُصَلِّي قَرِيبًا مِنَ اللَّهِ؛ قَائِمًا كَانَ، أَوْ رَاكِعًا، أَوْ سَاجِدًا، أَوْ قَاعِدًا، لَكِنْ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ. وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى فَضْلِ السُّجُودِ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ هَلِ الْأَفْضَلُ

একদিন তিনি তাঁকে বললেন: (আমার কাছে চাও), অর্থাৎ প্রার্থনা করো; যাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর খিদমতের বিনিময়ে তাঁকে পুরস্কৃত করতে পারেন। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ মহানুভব এবং তিনি বলতেন: (কেউ তোমাদের প্রতি কোনো অনুগ্রহ করলে তোমরা তার প্রতিদান দিও)। তাই তিনি তাঁকে প্রতিদান দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন এবং বললেন: (আমার কাছে চাও), অর্থাৎ তোমার মনে যা আসে তা-ই প্রার্থনা করো। কোনো মানুষ হয়তো ধারণা করতে পারে যে এই ব্যক্তিটি ধন-

সম্পদ চাইবেন, কিন্তু তাঁর সংকল্প ছিল অত্যন্ত সুউচ্চ; তিনি বললেন: আমি জান্নাতে আপনার সাহচর্য প্রার্থনা করছি। অর্থাৎ তিনি যেন বলছিলেন: আমি দুনিয়াতে যেভাবে আপনার সাথী ছিলাম, ঠিক তেমনি জান্নাতেও আপনার সান্নিধ্য প্রার্থনা করছি। তিনি (নবীজী) বললেন: (অন্য কিছু কি আছে?) অর্থাৎ আমি পূরণ করতে পারি এমন অন্য কিছু কি তুমি প্রার্থনা করবে? তিনি বললেন: ওটাই আমার চাওয়া, অর্থাৎ আমি ওটি ছাড়া আর কিছুই চাই না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: (তাহলে অধিক সিজদার মাধ্যমে তোমার নিজের প্রয়োজনে আমাকে সাহায্য করো)।

আর এটিই হলো মূল আলোচ্য বিষয়; যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: (অধিক সিজদার মাধ্যমে তোমার নিজের প্রয়োজনে আমাকে সাহায্য করো)। আর সিজদার আধিক্য রুকু'র আধিক্যকে আবশ্যিক করে, আর রুকু'র আধিক্য কিয়ামের (দণ্ডায়মান হওয়া) আধিক্যকে আবশ্যিক করে। কারণ সালাতের প্রতিটি রাকাআতে একটি রুকু' ও দুটি সিজদা থাকে; সুতরাং যখন সিজদা বৃদ্ধি পায় তখন রুকু' এবং কিয়ামও বৃদ্ধি পায়। এখানে অন্য সব বিষয় বাদ দিয়ে সিজদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে কারণ সিজদা হলো একজন মুসল্লির জন্য শ্রেষ্ঠতম অবস্থা। কেননা বান্দা যখন সিজদারত থাকে তখনই সে তার রবের সবচাইতে নিকটবর্তী হয়। যদিও মুসল্লি আল্লাহর সান্নিধ্যেই থাকে; চাই সে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকুক, রুকু'রত থাকুক, সিজদারত থাকুক কিংবা উপবিষ্ট থাকুক; তবে সে তার রবের সবচাইতে নিকটবর্তী হয় সিজদারত অবস্থায়।

এর মধ্যে সিজদার ফযীলতের প্রমাণ নিহিত রয়েছে। আর আলেমগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন যে, শ্রেষ্ঠতর কোনটি—

(ص: 104) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

إطالة القيام أم إطالة الركوع والسجود؟ فمنهم من قال: الأفضل إطالة القيام، ومنهم من قال: الأفضل إطالة الركوع والسجود، والصحيح أن الأفضل أن تكون

الصلاة متناسبة، وإلا فإن القيام بلا شك أطول من الركوع والسجود في حد ذاته، لكن ينبغي إذا أطل القيام أن يطيل الركوع والسجود، وإذا قصر القيام أن يقصر الركوع والسجود.

وفي هذا دليل على أن الصلاة مهماً أكثر منها فهو خير إلا أنه يستثنى من ذلك أوقات النهي، وأوقات النهي هي: من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس مقدر رمح، وعند قيامها في منتصف النهار حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى الغروب، فإن هذه الأوقات الثلاثة لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها صلاة تطوع، إلا إذا كان لها سبب، كتحية المسجد، وسنة الوضوء، وما أشبه ذلك.

وفي الحديث دليل على جواز استخدام الرجل الحر، وأن ذلك لا يعد من المسألة المذمومة، فلو أنك قلت لشخص من الناس ممن يقومون بخدمتك: أعطني كذا، وأعطني كذا، فلا بأس، وكذلك لو قلت لصاحب المنزل: أعطيني ماء، صب لي فنجن قهوة، أو ما أشبه ذلك، فلا بأس، لأن هذا لا يعد من السؤال المذموم، بل هذا من تمام الضيافة، وقد جرب العادة بمثله.

وفيه دليل أيضاً على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يدخل أحداً الجنة، ولهذا لم يضمن لهذا الرجل أن يعطيه مطلوبه، ولكنه قال له: (فأعني على نفسك بكثرة السجود) فإذا قام بكثرة السجود التي أوصاه بها رسول الله

কিয়াম দীর্ঘ করা উত্তম নাকি রুকু ও সিজদা দীর্ঘ করা? তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন: কিয়াম দীর্ঘ করাই উত্তম; আবার কেউ কেউ বলেছেন: রুকু ও সিজদা দীর্ঘ করা উত্তম। তবে সঠিক অভিমত হলো, সালাত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়াই উত্তম। অন্যথায় স্বয়ং কিয়াম তো রুকু ও সিজদার তুলনায় দীর্ঘতর হয়েই থাকে। তবে নিয়ম হলো যদি কেউ কিয়াম দীর্ঘ করে, তবে তার উচিত রুকু ও সিজদাকেও দীর্ঘ করা, আর কিয়াম সংক্ষিপ্ত করলে রুকু ও সিজদাও সংক্ষিপ্ত করা।

এতে এই প্রমাণ রয়েছে যে, সালাত যত বেশি আদায় করা হবে ততই কল্যাণকর, তবে নিষিদ্ধ সময়গুলো এর ব্যতিক্রম। নিষিদ্ধ সময়গুলো হলো: ফজরের সালাত থেকে নিয়ে সূর্য এক বল্লম

পরিমাণ উপরে ওঠা পর্যন্ত, দ্বিপ্রহরে সূর্য ঠিক মাথার উপরে থাকা অবস্থা থেকে ঢলে পড়া পর্যন্ত এবং আসরের সালাত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। এই তিনটি সময়ে মানুষের জন্য নফল সালাত আদায় করা জায়েজ নয়, তবে যদি কোনো কারণ থাকে (যেমন তাহিয়্যাতুল মাসজিদ, ওযুর সুন্নাহ বা অনুরূপ কিছু), তবে তা ভিন্ন কথা।

এই হাদিসে স্বাধীন ব্যক্তিকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া বৈধ হওয়ারও প্রমাণ রয়েছে এবং এটি নিন্দনীয় যাক্বার অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং আপনি যদি আপনার খিদমতে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তিকে বলেন: আমাকে অমুক জিনিস দিন বা আমাকে এটি দিন, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। অনুরূপভাবে আপনি যদি গৃহকর্তাকে বলেন: আমাকে পানি দিন, আমার জন্য এক পেয়ালা কফি ঢালুন—এ জাতীয় কিছু বলেন, তবে তাও দোষণীয় নয়। কারণ এটি নিন্দনীয় যাক্বা হিসেবে গণ্য হয় না, বরং এটি মেহমানদারির পূর্ণতার অংশ এবং প্রথাগতভাবেই সমাজে এমনটি প্রচলিত।

এতে আরও প্রমাণ রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে জালাতে প্রবেশ করানোর একক মালিকানা বা ক্ষমতা রাখেন না। এ কারণেই তিনি সেই ব্যক্তিকে তার কাজ্জিত বিষয়ের নিশ্চয়তা সরাসরি দেননি, বরং তাকে বলেছেন: (অধিক পরিমাণে সিজদার মাধ্যমে তোমার নিজের কল্যাণে আমাকে সাহায্য করো)। সুতরাং সে যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসিয়ত অনুযায়ী অধিক পরিমাণে সিজদা সম্পাদন করে...

(ص: 105) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

صلى الله عليه وسلم، فإنه حري بأن يكون مرافقاً للرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. والله الموفق.

* * *

107 . الثالث عشر: عن أبي عبد الله - ويقال: أبو عبد الرحمن - ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة) . رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (عليك بكثرة السجود) ، وعليك: يعني الزم كثرة السجود، (فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة) ، وهذا كالحديث السابق، حديث ربيعة بن كعب الأسلمي، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: (فأعني على نفسك بكثرة السجود) ففيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من السجود، وقد سبق لنا أم كثرة السجود تستلزم كثرة الركوع، وكثرة القيام والقعود؛ لأن كل ركعة فيها سجودان، وفيها ركوع واحد، ولا يمكن أن تسجد في الركعة الواحدة ثلاث سجودات أو أربعاً، إذن كثرة السجود تستلزم كثرة الركوع والقيام والقعود.

ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يحصل للإنسان من الأجر فيما إذا سجد؛ وهو

আল্লাহ তাঁর ওপর দরুদ ও সালাম বর্ষণ করেন। এটি জান্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত কাজ। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

* * *

১০৭ — ত্রয়োদশ: আবু আবদুল্লাহ—যাকে আবু আবদুর রহমানও বলা হয়—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: (তোমার জন্য অধিক পরিমাণে সেজদা করা আবশ্যিক। কেননা, তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যখনই একটি সেজদা করবে, তার বিনিময়ে আল্লাহ তোমার মর্যাদা এক স্তর বৃদ্ধি করবেন এবং তোমার একটি পাপ মোচন করবেন।) মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক —আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন— রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন তাতে তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: (তোমার জন্য অধিক সেজদা করা আবশ্যিক)। ‘আলাইকা’ অর্থাৎ: অধিক সেজদার ওপর নিজেকে অবিচল রাখো। (কেননা, তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যখনই একটি সেজদা করবে, তার বিনিময়ে আল্লাহ তোমার মর্যাদা এক স্তর বৃদ্ধি করবেন এবং তোমার একটি পাপ মোচন করবেন।) এই হাদীসটি পূর্ববর্তী হাদীসের মতো, যা ছিল রাবিয়াহ ইবনে কাব আল-আসলামীর হাদীস; যেখানে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন: আমি জান্নাতে আপনার সান্নিধ্য প্রার্থনা করছি। তিনি বলেছিলেন: (তবে তুমি অধিক সেজদার মাধ্যমে তোমার নিজের স্বার্থে আমাকে সাহায্য করো)। এর মধ্যে এই দলিল রয়েছে যে, মানুষের উচিত অধিক পরিমাণে সেজদা করা। আর ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, অধিক সেজদা মানেই অধিক রুকু এবং অধিক কিয়াম ও বৈঠক; কারণ প্রতিটি রাকাতে দুটি সেজদা এবং একটি রুকু থাকে। আর এক রাকাতে তিন বা চারটি সেজদা করা সম্ভব নয়। অতএব, অধিক সেজদার অর্থ হলো অধিক পরিমাণে রুকু, কিয়াম ও বৈঠক।

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন মানুষ সেজদা করলে কী প্রতিদান পায়; আর তা হলো:

أنه يحصل له فائدتان عظيمتان:
الفائدة الأولى: أن الله يرفعه بها درجة، يعني منزلة عنده وفي قلوب الناس، وكذلك في عملك الصالح؛ يرفعك الله به درجة.
والفائدة الثانية: يحط عنك بها خطيئة، والإنسان يحصل له الكمال بزوال ما يكره، وحصول ما يحب، فرفع الدرجات مما يحبه الإنسان، والخطايا مما يكره الإنسان، فإذا رفع له درجة وحط عنه بها خطيئة؛ فقد حصل على مطلوبه، ونجا من مرهوبه.

108 - الرابع عشر: عن أبي صفوان عبد الله بن بشر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير الناس من طال عمره وحسن عمله) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن.
(بسر) بضم الباء، وبالسین المهملة.

[الشَّرْحُ]

أما حديث عبد الله بن بسر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: (خير الناس من طال عمره وحسن عمله) لأن الإنسان كلما طال عمره في طاعة الله زاد قرباً إلى الله وزاد رفعة في الآخرة؛ لأن كل عمل يعمل فيملاً زاد فيه عمره فهو يقربه إلى ربه عز وجل فخير الناس من وفق لهذين الأمرين.

এর মাধ্যমে তিনি দুটি মহান কল্যাণ লাভ করেন:

প্রথম কল্যাণটি হলো: এর মাধ্যমে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন; অর্থাৎ মহান আল্লাহর নিকট এবং মানুষের অন্তরে তার একটি উচ্চ মাকাম বা স্তর নির্ধারিত হয়। অনুরূপভাবে আপনার সৎকর্মের মাধ্যমেও আল্লাহ আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

দ্বিতীয় কল্যাণটি হলো: এর মাধ্যমে আপনার পাপরাশি মোচন করা হয়। আর মানুষের পূর্ণতা অর্জিত হয় তার অপছন্দনীয় বিষয় দূরীভূত হওয়া এবং পছন্দনীয় বিষয় অর্জিত হওয়ার মাধ্যমে। মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়া মানুষের কাম্য, আর পাপরাশি মানুষের নিকট ঘৃণিত। সুতরাং যখন তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং তার মাধ্যমে গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হয়, তখন সে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করল এবং তার আশঙ্কাজনক বিষয় থেকে মুক্তি পেল।

* * *

১০৪ — চতুর্দশ: আবু সাফওয়ান আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর আল-আসলামী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “মানুষের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ, যার আয়ু দীর্ঘ হয়েছে এবং তার আমল সুন্দর হয়েছে।” তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এটি হাসান হাদিস।

(বুসর) শব্দটি 'বা' বর্ণে পেশ এবং 'সীন' বর্ণে নুকতাহীন অবস্থায় উচ্চারিত হবে।

[ব্যাখ্যা]

আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই বাণী: “মানুষের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ যার আয়ু দীর্ঘ হয়েছে এবং আমল সুন্দর হয়েছে”—এর তাৎপর্য হলো: মানুষ আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে যত দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করে, আল্লাহর প্রতি তার নৈকট্য তত বৃদ্ধি পায় এবং পরকালে তার মর্যাদা সুউচ্চ হয়। কারণ বর্ধিত জীবনে সে যে আমলই করে, তা তাকে তার মহান রবের আরও নিকটবর্তী করে দেয়। সুতরাং মানুষের মধ্যে সেই সর্বোত্তম ব্যক্তি, যাকে এই উভয় নিআমতের তাওফিক দান করা হয়েছে।

(ص: 107) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

أما طول العمر فإنه من الله، وليس للإنسان فيه تصرف؛ لأن الأعمار بيد الله عز وجل، وأما حسن العمل؛ فإن بإمكان الإنسان أن يحسن عمله؛ لأن الله تعالى جعل له عقلاً، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، وبين المحجة، وأقام الحجة، فكل إنسان

يستطيع أن يعمل عملاً صالحاً، على أن الإنسان إذا عمل عملاً صالحاً؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بعض الأعمال الصالحة سبب لطول العمر، وذلك مثل صلة الرحم؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام: (من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره فليصل رحمه) ، وصلة الرحم من أسباب طول العمر، فإذا كان خير الناس من طال عمره وحسن عمله؛ فإنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائماً أن يجعله ممن طال عمره وحسن عمله، من أجل أن يكون من خير الناس.

وفي هذا دليل على أن مجرد طول العمر ليس خيراً للإنسان إلا إذا أحسن عمله؛ لأنه أحياناً يكون طول العمر شراً للإنسان وضراً عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: (وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُثَلِّي لَهُمْ خَيْرٌ لَّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُثَلِّي لَهُمْ لِيُزَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ) (آل عمران: 178) ، فهؤلاء الكفار يملئ الله لهم - أي يمدهم بالرزق والعافية وطول العمر والبنين والزوجات، لا لخير لهم ولكنه شر لهم - والعياذ بالله لأنهم سوف يزدادون بذلك إثماً.

দীর্ঘায়ু লাভের বিষয়টি আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত, এতে মানুষের কোনো ইচ্ছা বা হাত নেই; কারণ আয়ুষ্কাল মহান ও মহিয়ান আল্লাহর হাতেই ন্যস্ত। পক্ষান্তরে আমলের সৌন্দর্য বা নেক আমলের বিষয়টি এমন যে, মানুষ তার আমলকে সুন্দর করতে সক্ষম; কারণ মহান আল্লাহ তাকে বিবেক দান করেছেন, কিতাবসমূহ নাজিল করেছেন, রাসুলগণকে প্রেরণ করেছেন, হেদায়েতের পথ সুস্পষ্ট করেছেন এবং প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুতরাং প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই নেক আমল করা সম্ভব। তাছাড়া মানুষ যখন নেক আমল করে, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জানিয়েছেন যে, কিছু নেক আমল দীর্ঘায়ু লাভের কারণ হয়ে থাকে। যেমন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা; নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি কামনা করে যে তার রিজিকে প্রশস্ততা দেওয়া হোক এবং তার আয়ু বৃদ্ধি করা হোক, সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে।" আর আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা দীর্ঘায়ু লাভের অন্যতম কারণ। সুতরাং যদি মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি হয় যার আয়ু দীর্ঘ হয়েছে এবং আমল সুন্দর হয়েছে, তবে মানুষের উচিত সর্বদা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা যেন

তিনি তাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন যাদের আয়ু দীর্ঘ হয়েছে এবং আমল সুন্দর হয়েছে, যাতে সে সর্বোত্তম মানুষের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

এর মধ্যে এই প্রমাণ নিহিত রয়েছে যে, কেবল দীর্ঘায়ু লাভ করা মানুষের জন্য কল্যাণকর নয় যতক্ষণ না তার আমল সুন্দর হয়; কারণ কখনো কখনো দীর্ঘ জীবন মানুষের জন্য অমঙ্গল ও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যেমনটি মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আর কাফিররা যেন কখনো মনে না করে যে, আমি তাদের যে অবকাশ দেই তা তাদের নিজেদের জন্য কল্যাণকর; আমি তো তাদের অবকাশ দেই যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।" (সূরা আল-ইমরান: ১৭৮)। এই কাফিরদের আল্লাহ তাআলা অবকাশ দেন—অর্থাৎ তিনি তাদের রিযিক, সুস্থতা, দীর্ঘায়ু, সন্তানসন্ততি ও স্ত্রী দিয়ে সময় দেন—এটি তাদের কল্যাণের জন্য নয় বরং তাদের জন্য অকল্যাণকর—আল্লাহর কাছে আমরা এ থেকে আশ্রয় চাই—কেননা এর ফলে তাদের পাপই কেবল বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

(ص: 108) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

ومن ثم كره بعض العلماء أن يدعى للإنسان بطول البقاء، قال: لا تقل: أطال الله بقاءك إلا مقيداً؛ قل أطال الله بقاءك على طاعته؛ لأن طول البقاء قد يكون شراً للإنسان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله، وحسنت خاتمته وعافيته، إنه جواد كريم.

109 . الخامس عشر: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عني أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت

المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أ صنع. فلما كان يوم أحد أنكشف المسلمون، فقال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء - يعني أصحابه - وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء - يعني المشركين - ثم تقدم، فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، أني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فبا استطعت يا رسول الله ما صنع! قال أنس: فوجدنا به بضعا وثلاثين ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركين، فبا عرفه أحد إلا أخته ببنانه، قال أنس: كنا نرى، أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: (مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ) إلى آخرها. متفق عليه.

قوله: (ليرين الله) رؤى بضم الياء وكسر الراء؛ أي: ليظهرن الله ذلك

এ কারণেই কোনো কোনো আলিম মানুষের জন্য দীর্ঘায়ু লাভের দুআ করাকে অপছন্দ করেছেন। তিনি বলেন: তুমি ‘আল্লাহ তোমার হায়াত বৃদ্ধি করুন’ কথাটি শর্তহীনভাবে বলো না; বরং বলো ‘আল্লাহ তাঁর আনুগত্যের ওপর তোমার হায়াত বৃদ্ধি করুন’; কেননা দীর্ঘ জীবন মানুষের জন্য অকল্যাণকরও হতে পারে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদেরকে এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করেন যাদের জীবন দীর্ঘ হয়েছে এবং আমল সুন্দর হয়েছে, আর যার শেষ পরিণতি এবং সুস্থতাও কল্যাণময় হয়েছে। নিশ্চয়ই তিনি মহানুভব ও পরম দয়ালু।

* * *

১০৯ — পঞ্চদশ: আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমার চাচা আনাস ইবনে নাদর রাদিয়াল্লাহু আনহু বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধে আপনি লড়াই করেছেন আর আমি অনুপস্থিত ছিলাম। যদি আল্লাহ আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সুযোগ দান করেন, তবে আমি কী করব তা অবশ্যই আল্লাহ দেখে নেবেন। যখন উহদের যুদ্ধের দিন মুসলিমগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লেন, তখন তিনি বললেন: হে আল্লাহ! এরা (অর্থাৎ তাঁর সাথীরা) যা করেছে আমি তার জন্য আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং ওরা (অর্থাৎ মুশরিকরা) যা করেছে আমি তা

থেকে আপনার নিকট দায়মুক্ততা ঘোষণা করছি। অতঃপর তিনি অগ্রসর হলেন। পশ্চিমধ্যে সা'দ ইবনে মুআযের সাথে তাঁর দেখা হলে তিনি বললেন: হে সা'দ ইবনে মুআয! নাদরের রবের কসম, জান্নাত! আমি উহুদের এপার হতেই জান্নাতের সুস্রাণ পাচ্ছি। সা'দ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! তিনি যা করেছেন আমি তা করতে পারিনি। আনাস বললেন: আমরা তাঁর শরীরে আশিটিরও বেশি তলোয়ারের আঘাত, বর্শার ক্ষত অথবা তীরের যখম দেখতে পেয়েছি। আমরা তাঁকে মৃত অবস্থায় পেয়েছিলাম এবং মুশরিকরা তাঁর অঙ্গহানি ঘটিয়ে বিকৃতি করেছিল। তাঁর বোন তাঁর আঙুলের অগ্রভাগ দেখে চিনে নেওয়া ছাড়া আর কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। আনাস বললেন: আমরা মনে করতাম বা আমাদের ধারণা ছিল যে, এই আয়াতটি তাঁর এবং তাঁর মতো ব্যক্তিদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে: (মুমিনদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছে...) শেষ পর্যন্ত। মুত্তাফাকুন আলাইহি (বুখারি ও মুসলিম)।

তাঁর কথা: (লিইউরিয়ান্নাল্লাহ) শব্দটি ইয়া-তে পেশ এবং রা-তে যের সহযোগেও পঠিত হয়; অর্থাৎ: আল্লাহ অবশ্যই তা প্রকাশ করে দেবেন।

(ص: 109) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

للناس، وروي بفتحهما، معناه ظاهر، والله أعلم.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أنس بين مالك رضي الله عنه عن عه أنس بن النضر رضي الله عنه أن أنساً لم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنس بن النضر - في بدر، وذلك لأن غزوة بدر خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يريد القتال، وإنما يريد غير قريش وليس معه إلا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً، معهم سبعون بعيراً وفرسان يتعاقبون عليها، وقد تخلف عنها كثير من

الصحابة لأنها ليست غزوة، ولم يدع إليها أحد؛ وإنما خرج إليها الخفاف من الناس.

قال أنس بن النضر للنبي عليه الصلاة والسلام يبين له أنه لم يكن معه في أول قتال قاتل فيه المشركين، وقال: لئن أدركت قتلاً ليرين الله ما أصنع.

فلما كانت أحد، وهي بعد غزوة بدر بسنة وشهر، خرج الناس وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت الدائرة في أول النهار للمسلمين، ولكن، لما تخلف الرماة عن الموقع الذي جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ونزلوا من الجبل؛ كر فرسان المشركين على المسلمين من خلفهم، واختلطوا بهم، وانكشف المسلمون، وصارت الهزيمة. لما انكشف المسلمون تقدم أنس بن النضر رضي الله عنه وقال: (اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء) يعني أصحابه، (وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء)، يعني أصحابه، (وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء) يعني المشركين. ثم تقدم رضي الله عنه فاستقبله سعد بن معاذ، فسأله إلى أين؟

মানুষের জন্য; উভয়টির ‘ফাতাহ’ (যবর) যোগেও বর্ণিত হয়েছে। এর অর্থ সুস্পষ্ট, আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

[ব্যাখ্যা]

লেখক—আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন—আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে হাদীসটি তাঁর চাচা আনাস ইবনুন নাযর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, তাতে বলা হয়েছে যে, আনাস ইবনুন নাযর বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন না। এর কারণ হলো, বদরের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা হয়েছিলেন, তখন তাঁর উদ্দেশ্য যুদ্ধ করা ছিল না; বরং তিনি কেবল কুরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলাটি পাকড়াও করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সাথে মাত্র তিনশতের কিছু বেশি লোক ছিলেন এবং তাঁদের সাথে ছিল সত্তরটি উট ও দুটি ঘোড়া, যা তাঁরা পালাক্রমে ব্যবহার করছিলেন। অনেক সাহাবী এই অভিযানে অংশ নেননি

কারণ এটি কোনো (পূর্বপরিকল্পিত) যুদ্ধ ছিল না এবং এর জন্য কাউকে বিশেষভাবে আহ্বানও জানানো হয়নি; কেবল দ্রুত প্রস্তুত হতে পারা ব্যক্তিরাই এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

আনাস ইবনুন নাযর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধে উপস্থিত থাকতে না পারার বিষয়টি ব্যক্ত করেন এবং বলেন: “যদি আমি পরবর্তীতে কোনো যুদ্ধের সুযোগ পাই, তবে আল্লাহ অবশ্যই দেখবেন আমি কী (বীরত্ব প্রদর্শন) করি।”

অতঃপর যখন উহুদ যুদ্ধের সময় এলো—যা বদর যুদ্ধের এক বছর এক মাস পরে সংঘটিত হয়েছিল—তখন লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে বের হলেন। দিনের শুরুতে বিজয় মুসলিমদের অনুকূলে ছিল। কিন্তু যখন তীরন্দাজ বাহিনী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত স্থান ত্যাগ করে পাহাড় থেকে নিচে নেমে এল, তখন মুশরিকদের অশ্বারোহী বাহিনী পেছন থেকে মুসলিমদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালাল এবং তাদের সাথে মিশে গেল। এতে মুসলিমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল এবং বিপর্যয় নেমে এল। যখন মুসলিমরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল, তখন আনাস ইবনুন নাযর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সামনের দিকে অগ্রসর হলেন এবং বললেন: “হে আল্লাহ! এরা (অর্থাৎ তাঁর সাথীগণ) যা করেছে তার জন্য আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আর ওরা (অর্থাৎ মুশরিকরা) যা করেছে তা থেকে আমি আপনার নিকট দায়মুক্তি ঘোষণা করছি।”

অতঃপর তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আরও সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। এমতাবস্থায় সাদ ইবনে মুআযের সাথে তাঁর দেখা হলো। সাদ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

(ص: 110) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

قال: يا سعد، إني لأجد ريح الجنة دون أحد، وهذا وجدان حقيقي، ليس تخيلاً أو توهماً، ولكن من كرامة الله لهذا الرجل شم رائحة الجنة قبل أن يستشهد رضي الله عنه من أجل أن يقدم ولا يحجم، فتقدم فقاتل، فقتل رضي الله عنه

استشهد، ووجد فيه بضع وثمانون، ما بين ضربة بسيف، أو برمح، أو بسهم، حتى إنه قد تمزق جلده، فلم يعرفه أحد إلا أخته، لم تعرفه إلا ببنانه رضي الله عنه.

فكان المسلمون يرون أن الله قد أنزل فيه وفي أشباهه هذه الآية: (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا) (الأحزاب: 23)، ولا شك أن هذا وأمثاله رضي الله عنهم يدخلون دخولاً أولياً في هذه الآية، فإنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، حيث قال أنس: والله ليرين الله ما أصنع، ففعل، فصنع صنعاً لا يصنعه أحد إلا من من الله عليه بمثله حتى استشهد.

ففي هذا الحديث دليل شاهد للباب، وهو مجاهدة الإنسان نفسه على طاعة الله، فإن أنس بن النضر جاهد نفسه هذا الجهاد العظيم، حتى تقدم يقاتل أعداء الله بعد أن انكشف المسلمون وصارت الهزيمة حتى قتل شهيداً رضي الله عنه والله الموفق.

110 . السادس عشر: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البصري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مرأى وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا: إن

তিনি বললেন: হে সাদ, আমি উল্হদ পাহাড়ের ওপাশ থেকে জান্নাতের সুম্মাগ পাচ্ছি। আর এটি ছিল প্রকৃত অনুভূতি, কোনো কল্পনা বা বিভ্রম নয়। বরং এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে এই ব্যক্তির প্রতি একটি অলৌকিক সম্মান (কারামত), যেন তিনি শহীদ হওয়ার পূর্বেই জান্নাতের সুম্মাগ লাভ করেন, যাতে তিনি পিছু না হটে বরং বীরত্বের সাথে অগ্রসর হন। এরপর তিনি অগ্রসর হলেন এবং যুদ্ধ করলেন, অবশেষে তিনি শাহাদাত বরণ করলেন (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)। তাঁর দেহে আশিটিরও বেশি আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল, যার মধ্যে ছিল

তলোয়ারের আঘাত, বর্শার বিঁধ অথবা তীরের জখম। এমনকি তাঁর শরীর এমনভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল যে, তাঁর বোন ছাড়া আর কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। তাঁর বোন কেবল তাঁর আঙুলের ডগা দেখে তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)।

মুসলিমগণ মনে করতেন যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর এবং তাঁর মতো ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যেই এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেছেন: (মুমিনদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত তাদের অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করেছে। তাদের কেউ কেউ তাদের মৃত্যু তথা শাহাদাত বরণ করেছে, আর কেউ কেউ প্রতীক্ষা করেছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোনো পরিবর্তন করেনি) (সূরা আল-আহযাব: ২৩)। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি এবং তাঁর মতো ব্যক্তিগণ (আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) প্রাথমিকভাবেই এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তাঁরা আল্লাহর সাথে কৃত তাঁদের অঙ্গীকারে সত্যবাদী প্রমাণিত হয়েছেন। যেমনটি আনাস বলেছিলেন: আল্লাহর কসম, আল্লাহ অবশ্যই দেখবেন আমি কী করি। অতঃপর তিনি তা-ই করে দেখালেন; তিনি এমন এক বীরত্ব প্রদর্শন করলেন যা কেবল আল্লাহ যার প্রতি অনুগ্রহ করেন সে-ই করতে পারে, পরিশেষে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

এই হাদিসটি এই অধ্যায়ের জন্য একটি উজ্জ্বল প্রমাণ, আর তা হলো আল্লাহর আনুগত্যের পথে মানুষের নফসের সাথে সংগ্রাম (মুজাহাদা) করা। কেননা আনাস ইবনে নাদর নিজের নফসের সাথে এই মহান সংগ্রাম করেছিলেন, যার ফলে মুসলিমদের ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়া এবং পরাজয়ের উপক্রম হওয়ার পরও তিনি আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে অগ্রসর হয়েছিলেন, এমনকি তিনি শহীদ হন (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)। আল্লাহই তাওফিক দানকারী।

* * *

১১০ — ষোড়শ হাদিস: আবু মাসউদ উকবা ইবনে আমর আনসারি আল-বদরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন সদকা সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন আমরা আমাদের পিঠে বোঝা বহন করে (মজুরি খাটতাম এবং তা থেকে সদকা দিতাম)। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি আসলেন এবং প্রচুর পরিমাণ সম্পদ সদকা করলেন। লোকেরা বলল: সে লোকদেখানো কাজ করেছে। অতঃপর আরেক ব্যক্তি আসলেন এবং মাত্র এক সা পরিমাণ সদকা করলেন। তারা বলল: নিশ্চয়ই...

الله لغني عن صاع هذا! فنزلت: (الَّذِينَ يَكْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ) (التوبة: 79) . متفق عليه.
(نحامل) بضم النون، وبالحاء المهملة: أي يحمل أحداً على ظهره بالأجرة، ويتصدق بها.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - نقلاً عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة: يعني الآية التي فيها الحث على الصدقة، والصدقة هي: أن يتبرع الإنسان بماله للفقراء ابتغاء وجه الله، وسببت صدقة لأن بذل المال لله عز وجل دليل على صدق الإيمان بالله، فإن المال من الأمور المحبوبة للنفوس، قال الله تعالى: (وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا) (الفجر: 20) ، جمًّا: أي كثيراً عظيماً، وحيث إن المحبوب لا يبذل إلا لمن هو أحب منه، فإذا بذله الإنسان ابتغاء وجه الله؛ كان ذلك دليلاً على صدق الإيمان.

فلما نزلت هذه الآية جعل الصحابة رضي الله عنهم يبādرون ويسارعون في بذل الصدقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي عادتهم رضي الله عنهم أنهم إذا نزلت الآيات بالأوامر بādروها وامتثلوها، وإذا نزلت بالنواهي بādروا بتركها، ولهذا لما نزلت آية الخمر التي فيها تحريم

আল্লাহ এই সা‘র (এক প্রকার পরিমাপ) মুখাপেক্ষী নন! তখন অবতীর্ণ হলো: (মু‘মিনদের মধ্য থেকে যারা স্বেচ্ছায় সদাকা প্রদান করে এবং যারা নিজেদের পরিশ্রম ছাড়া আর কিছুই পায় না,

তাদের যারা বিদ্রূপ করে) (আত-তাওবাহ: ৭৯)। এটি সর্বসম্মতভাবে বর্ণিত (বুখারী ও মুসলিম)।

(নুহামিলু) ‘নুন’ বর্ণে পেশ এবং ‘হা’ বর্ণে নুকতাহীনভাবে: অর্থাৎ আমাদের কেউ কেউ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিজের পিঠে বোঝা বহন করতেন এবং তা থেকে সদাকা করতেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক —আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন— আবু মাসউদ উকবাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে উদ্ধৃত করে বলেন: যখন সদাকার আয়াত অবতীর্ণ হলো: অর্থাৎ যে আয়াতে সদাকা করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। আর সদাকা হলো: আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় মানুষ দরিদ্রদের জন্য তার সম্পদ দান করা। একে সদাকা বলা হয় কারণ আল্লাহর উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যয় করা আল্লাহর ওপর ঈমানের সত্যতার প্রমাণ। কেননা সম্পদ মানুষের অন্তরের অত্যন্ত প্রিয় একটি বিষয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (আর তোমরা ধন-সম্পদকে অতিশয় ভালোবাসো) (আল-ফাজর: ২০)। ‘জাম্মান’ অর্থ: অনেক বেশি ও প্রবল। আর যেহেতু প্রিয় বস্তুকে তার চেয়েও অধিক প্রিয় কারও উদ্দেশ্য ছাড়া ত্যাগ করা যায় না, তাই যখন মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় তা ব্যয় করে, তখন তা ঈমানের সত্যতার দলিলে পরিণত হয়।

সুতরাং যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সদাকা নিয়ে আসার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা ও দ্রুততা প্রদর্শন শুরু করলেন। আর এটাই ছিল তাঁদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) অভ্যাস যে, যখনই আদেশ সংবলিত কোনো আয়াত অবতীর্ণ হতো, তাঁরা তৎক্ষণাৎ তা পালনে অগ্রসর হতেন, আর যখন কোনো নিষেধ সংবলিত আয়াত নাজিল হতো, তখন তাঁরা তৎক্ষণাৎ তা বর্জন করতেন। একারণেই যখন মদ্যপান নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ হলো...

الخير، وبلغت قوماً من الأنصار، وكان الخير بين أيديهم يشربون قبل أن يحرم، فمن حين ما سبعوا الخبر أقلعوا عن الخير، ثم خرجوا بالأواني يصبونها في الأسواق حتى جرت الأسواق في الخير.

وهذا هو الواجب على كل مؤمن؛ إذا بلغه عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم شيء أن يبادر بها يجب عليه؛ من امتثال هذا الأمر، أو اجتناب هذا النهي. والمهم هنا أن الصحابة رضي الله عنهم بدءوا يأتون بالصدقة، كل واحد يحمل بقدرته من الصدقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل بصدقة كثيرة، وجاء رجل بصدقة قليلة، فكان المنافقون إذا جاء الرجل بالصدقة الكثيرة؛ قالوا: هذا مراءٍ، ما قصد به وجه الله. وإذا جاء الرجل بالصدقة القليلة قالوا: إن الله غني عنه، وجاء رجل بصاع، قالوا: إن الله غني عن صاعك هذا.

وهؤلاء هم المنافقون، والمنافقون هم الذين يظهرون خلاف ما يبطنون، ويظهرون الشبابة بالمؤمنين دائماً، جعلوا أكبر هبهم وأعذب مقال لهم، وألذ مقال على أسباعهم؛ أن يسمعوا ويقولوا ما فيه سب المسلمين والمؤمنين - والعياذ بالله - لأنهم منافقون، وهم العدو، كما قال الله عز وجل فأحذرهم المنافق الذي يظهر لك خلاف ما يبطن.

فهؤلاء صاروا إذا جاء رجل بكثير، قالوا: هذا مراءٍ، وإن جاء بقليل، قالوا: إن الله غني عن صاعك ولا ينفعك، فأنزل الله عز وجل: (الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا

মদ্যপান; আনসারদের একটি দলের নিকট যখন মদের নিষেধাজ্ঞা পৌঁছাল, তখন তাদের নিকট মদ উপস্থিত ছিল এবং তারা তা পান করছিল। কিন্তু সংবাদটি শোনার মুহূর্ত থেকেই তারা মদ্যপান ছেড়ে দিলেন এবং পাত্রগুলো নিয়ে বের হয়ে বাজারের রাস্তায় তা ঢেলে দিলেন, এমনকি বাজারের পথগুলোতে মদ প্রবাহিত হতে লাগল।

আর প্রত্যেক মুমিনের জন্য এটাই কর্তব্য; যখন মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে কোনো বিধান তার কাছে পৌঁছাবে, তখন তার উপর যা ওয়াজিব তা পালনে ত্বরান্বিত হওয়া; চাই তা আদেশ পালন করা হোক কিংবা কোনো নিষেধ থেকে বিরত থাকা হোক।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) সদকা নিয়ে আসতে শুরু করলেন। প্রত্যেকেই তার সামর্থ্য অনুযায়ী সদকা বহন করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসছিলেন। জনৈক ব্যক্তি অধিক পরিমাণ সদকা নিয়ে আসলেন, আবার অন্য এক ব্যক্তি সামান্য সদকা নিয়ে আসলেন। যখন কেউ বিপুল পরিমাণ সদকা নিয়ে আসতেন, তখন মুনাফিকরা বলত: "এটি লোকদেখানো, এর মাধ্যমে সে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য করেনি।" আর যখন কেউ সামান্য সদকা নিয়ে আসতেন, তারা বলত: "আল্লাহ তার এই সদকার মুখাপেক্ষী নন।" আবার জনৈক ব্যক্তি এক 'সা' (পরিমাপক বিশেষ) শস্য নিয়ে আসলে তারা বলত: "আল্লাহ তোমার এই এক সা-এর মুখাপেক্ষী নন।"

এরাই হলো মুনাফিক। আর মুনাফিক তারাই যারা অন্তরে যা গোপন করে তার বিপরীতটা প্রকাশ করে এবং সর্বদা মুমিনদের বিপদে আনন্দ প্রকাশ করে। তারা তাদের প্রধান চিন্তা, সবচেয়ে প্রিয় বুলি এবং শ্রবণে সবচেয়ে তৃপ্তিদায়ক বিষয়ে পরিণত করেছিল এমন কিছু শোনা বা বলাকে যাতে মুসলিম ও মুমিনদের গালিগালাজ করা হয়—আমরা আল্লাহর নিকট এর থেকে পানাহ চাই। কারণ তারা মুনাফিক এবং তারাই প্রকৃত শত্রু, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: "অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।" মুনাফিক সেই ব্যক্তি যে আপনার সামনে তার অন্তরের বিপরীত কিছু প্রকাশ করে।

সুতরাং এই লোকগুলো এমন হয়ে গিয়েছিল যে, কেউ বেশি সদকা নিয়ে আসলে তারা বলত: "এটি রিয়াকারী বা লোকদেখানো", আর কেউ কম নিয়ে আসলে বলত: "আল্লাহ তোমার এই এক সা থেকে অমুখাপেক্ষী এবং এটি তোমার কোনো উপকারে আসবে না।" তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন: "মুমিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদকা দেয় এবং যারা নিজেদের শ্রম ছাড়া আর কিছুই পায় না, তাদের যারা বিদ্রূপ করে..."

يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ) (التوبة: 79) ويلمزون: يعني يعيبون، والبطوعين: هم المتطوعين المتصدقين، (وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ) ، هذه معطوفة على قوله: (الْمُطَوِّعِينَ) يعني ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم، فهم يلمزون هؤلاء وهؤلاء، (فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) ، فهم سخروا بالمؤمنين فسخر الله منهم، والعياذ بالله.

ففي هذا دليل على حرص الصحابة على استباق الخير، ومجاهدتهم أنفسهم على ذلك، أيضاً على أن الله عز وجل يدافع عن المؤمنين، وأنظر كيف أنزل الله آية في كتاب الله، مدافعة عن المؤمنين الذين كان هؤلاء المنافقين يلمزونهم. وفيه دليل على شدة العداوة من المنافقين للمؤمنين، وأن المؤمنين لا يسلمون منهم؛ إن عملوا كثيراً سبواهم، وإن عملوا قليلاً سبواهم، ولكن الأمر ليس إليهم، بل الله عز وجل ولهذا سخر الله منهم، وتوعدهم بالعذاب الأليم في قوله: (وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) .

أما حكم المسألة هذه؛ فإن الله تعالى قال في كتابه: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) (الزلزلة: 7-8) ، القليل والكثير من الخير سيراه الإنسان، ويجازى به، والقليل والكثير من الشر سيراه الإنسان، ويجازى عليه، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن الإنسان إذا تصدق بعدل تمرّة) أي بما يعادلها (من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله تعالى يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم

"...যারা তাদের শ্রম ব্যতীত আর কিছুই পায় না" (আত-তাওবাহ: ৭৯)। 'ওয়া ইয়ালমিয়ুন'
অর্থাৎ তারা দোষারোপ করে বা খুঁত ধরে। 'আল-মুত্তাওয়িঈঈন' হলো তারা যারা স্বেচ্ছায় দান-

সদকা করে। "আর যারা তাদের শ্রম ব্যতীত আর কিছুই পায় না"—এই বাক্যংশটি "আল-মুত্তাওয়াঈঈন" পদের ওপর আতাফ (সংযুক্ত) হয়েছে। অর্থাৎ তারা তাদেরও দোষারোপ করে যারা তাদের শ্রম ব্যতীত আর কিছু পায় না। সুতরাং তারা এদেরও দোষারোপ করে এবং ওদেরও। "অতঃপর তারা তাদের নিয়ে উপহাস করে; আল্লাহ তাদের প্রতি উপহাস করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" তারা মুমিনদের নিয়ে উপহাস করেছিল, তাই আল্লাহ তাদের প্রতি উপহাস করেছেন। আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এতে সাহাবায়ে কিরামের কল্যাণের পথে প্রতিযোগিতার আগ্রহ এবং সে লক্ষ্যে নিজেদের নফসের সাথে কঠোর প্রচেষ্টার প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া এটিও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল মুমিনদের পক্ষ হয়ে প্রতিরক্ষা করেন। লক্ষ্য করুন, আল্লাহ তাঁর কিতাবে কীভাবে মুমিনদের পক্ষ অবলম্বন করে আয়াত নাজিল করেছেন, যাদের এই মুনাফিকরা বিদ্রূপ করছিল।

এতে মুমিনদের প্রতি মুনাফিকদের চরম শত্রুতার প্রমাণ পাওয়া যায় এবং এটিও যে মুমিনরা তাদের অনিষ্ট থেকে রেহাই পায় না; তারা যদি অধিক আমল করে তবে মুনাফিকরা তাদের মন্দ বলে, আর যদি অল্প আমল করে তবে তাতেও তাদের মন্দ বলে। কিন্তু বিষয়টি তাদের এখতিয়ারে নয়, বরং তা মহান আল্লাহর হাতে। একারণেই আল্লাহ তাদের উপহাস করেছেন এবং তাঁর এই বাণীতে তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন: "এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

আর এই মাসআলার হুকুমের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে ইরশাদ করেছেন:

"অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখতে পাবে" (আয-যিলযাল: ৭-৮)। কল্যাণের সামান্য হোক বা অধিক, মানুষ তা দেখতে পাবে এবং তার প্রতিদান পাবে; আর অকল্যাণের সামান্য হোক বা অধিক, মানুষ তাও দেখতে পাবে এবং তার প্রতিফল ভোগ করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহিহভাবে বর্ণিত হয়েছে যে: "কোনো মানুষ যখন একটি খেজুর সমপরিমাণ" অর্থাৎ তার সমমূল্যের কোনো কিছু "উত্তম বা হালাল উপার্জন থেকে সদকা করে—আর আল্লাহ তো কেবল উত্তম বস্তুই কবুল করেন—তখন আল্লাহ তাআলা তা স্বীয় ডান হাতে গ্রহণ করেন, অতঃপর তা এমনভাবে লালন-পালন করেন যেমনটি তোমাদের কেউ লালন-পালন করে..."

فلوه، حتى تكون مثل الجبل).

وقارن بين حبة من التمر وبين الجبل؛ لا نسبة، الجبل أعظم بكثير، فإله سبحانه وتعالى يجزي الإنسان على ما عمل من خير قل أو كثر، ولكن، احرص على أن تكون نيتك خالصة لله، واحرص على أن تكون متبعاً في ذلك رسول صلى الله عليه وسلم.

111. السابع عشر: عن سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا، يا عبادي، كلّم ضالاً من هديته: فاستهدوني أهدكم، يا عبادي، كلّم جائعاً إلا من أطعته: فاستطعموني أطعكم، يا عبادي، كلّم عارٍ إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم، يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً: فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وأخركم، وأنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئاً، يا عبادي لو

(লালন-পালন করেন) যতক্ষণ না তা পাহাড়ের সমতুল্য হয়ে যায়)।

একটি খেজুর এবং একটি পাহাড়ের মধ্যে তুলনা করে দেখুন; এদের মধ্যে কোনো অনুপাত নেই, পাহাড় অনেক বড়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে তার কৃত ভালো কাজের প্রতিদান প্রদান করেন, তা পরিমাণে কম হোক বা বেশি। তবে আপনি খেয়াল রাখবেন যেন

আপনার নিয়ত আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হয় এবং এ কাজে আপনি যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হন।

* * *

১১১- সপ্তদশ: সাঈদ ইবনে আব্দুল আজিজ হতে বর্ণিত, তিনি রবীআ ইবনে ইয়াযীদ হতে, তিনি আবু ইদ্রিস আল-খাওলানী হতে, তিনি আবু যার জুনদুব ইবনে জুনাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন—যা তিনি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন—যে তিনি বলেছেন: (হে আমার বান্দাগণ! আমি নিজের ওপর জুলুম হারাম করেছি এবং একে তোমাদের পরস্পরের মধ্যেও হারাম করেছি। অতএব, তোমরা একে অপরের ওপর জুলুম করো না। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট, তবে যাকে আমি হিদায়াত দান করেছি সে ব্যতীত। সুতরাং তোমরা আমার নিকট হিদায়াত প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের হিদায়াত দান করব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত, তবে যাকে আমি আহাৰ করিয়েছি সে ব্যতীত। সুতরাং তোমরা আমার নিকট আহাৰ চাও, আমি তোমাদের আহাৰ করাব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলেই বস্ত্রহীন, তবে যাকে আমি বস্ত্র পরিধান করিয়েছি সে ব্যতীত। সুতরাং তোমরা আমার নিকট পরিধেয় বস্ত্র চাও, আমি তোমাদের বস্ত্র পরিধান করাব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা দিন-রাত পাপে লিপ্ত হও, আর আমিই সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করি। সুতরাং তোমরা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা কখনোই আমার কোনো ক্ষতি করার সামর্থ্য রাখো না যে আমার ক্ষতি করবে, আর না আমার কোনো উপকার করার সামর্থ্য রাখো যে আমার উপকার করবে। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী এবং মানব ও জিন সকলে মিলে তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে পরহেজগার ব্যক্তির হৃদয়ের মতো হয়ে যাও, তবে তা আমার রাজত্বে বিন্দুমাত্র বৃদ্ধি ঘটাবে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি...

أَنْ أُولَكُمْ وَأُخْرَكُمْ، وَأَنْسَكُمْ وَجَنْكُمْ، كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ؛ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئاً، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أُولَكُمْ وَأُخْرَكُمْ وَأَنْسَكُمْ وَجَنْكُمْ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ، وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرُ، يَا عِبَادِي، إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أَوْفِيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً فَلْيَحْمِدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ

غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه) قَالَ سعيد: كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ جَثًّا عَلَى رِكَبَتَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَيْنَا عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِأَهْلِ الشَّامِ حَدِيثٌ أَشْرَفُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ.

[الشَّرْحُ]

قَالَ الْمُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِيمَا نَقَلَهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بَابِ الْجَاهِدَةِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَعْنِي أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَدَّثَ عَنِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ ... إِلَى آخِرِهِ، وَهَذَا يَسَى عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ، أَوِ الْحَدِيثِ الْإِلَهِيِّ، أَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ يَسَى بِالْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ. وَهَذَا الْحَدِيثُ الْقُدْسِيُّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ: (يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي)، أَيْ أَلَّا أَظْلِمَ أَحَدًا، لَا بِزِيَادَةِ سَيِّئَاتٍ لَمْ يَعْمَلْهَا، وَلَا

হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রথম ও শেষ, তোমাদের মানুষ ও জিন যদি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে পাপাচারী ব্যক্তির হৃদয়ের ন্যায় হয়ে যায়, তবে তা আমার রাজত্ব থেকে কিছুই কমাতে পারবে না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রথম ও শেষ এবং তোমাদের মানুষ ও জিন যদি এক বিশাল প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আমার কাছে প্রার্থনা করে আর আমি প্রত্যেক মানুষকে তার যাপ্ণ পূর্ণ করি, তবে আমার কাছে যা আছে তা থেকে কিছুই কমবে না, কেবল যতটুকু সমুদ্রের মধ্যে সূঁচ প্রবেশ করালে (পানি) কমে থাকে। হে আমার বান্দাগণ! এগুলো কেবল

তোমাদেরই আমল যা আমি তোমাদের জন্য গণনা করে রাখি, অতঃপর আমি তোমাদের তা পরিপূর্ণভাবে বুঝিয়ে দেব। সুতরাং যে ব্যক্তি কল্যাণ লাভ করবে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে, আর যে ব্যক্তি

অন্য কিছু পাবে সে যেন নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে তিরস্কার না করে। সাঈদ বলেন: আবু ইদরিস যখন এই হাদিস বর্ণনা করতেন তখন তিনি হাঁটু গেড়ে বসতেন। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন এবং আমরা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেছি যে তিনি বলেছেন: শামবাসীদের কাছে এই হাদিসের চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ আর কোনো হাদিস নেই।

[ব্যাখ্যা]

লেখক—আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন—মুজাহাদা অধ্যায়ে আবু যর আল-গিফারি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বরকতময় ও সুমহান রবের পক্ষ থেকে যা বর্ণনা করেছেন—অর্থাৎ রাসূল (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন ... শেষ পর্যন্ত। একে ইলমে হাদিসের পণ্ডিতগণের নিকট ‘হাদিসে কুদসি’ বা ‘হাদিসে ইলাহি’ বলা হয়। পক্ষান্তরে যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিজের হাদিস, তাকে ‘হাদিসে নববী’ বলা হয়। আর এই হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন: (হে আমার বান্দাগণ, নিশ্চয়ই আমি নিজের ওপর জুলুমকে হারাম করেছি), অর্থাৎ আমি কারও প্রতি জুলুম করব না; না এমন কোনো পাপ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে যা সে করেনি, আর না...

(ص: 116) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

بنقص حسنات عملها، بل هو سبحانه وتعالى حكم، عدل، محسن، فحكمه وثوابه لعبادة دائر بين أمرين: بين فضل وعدل، فضل لمن عمل الحسنات، وعدل لمن عمل السيئات، وليس هناك شيء ثالث وهو الظلم.

أما الحسنات فإنه سبحانه وتعالى يجازي الحسنة بعشر أمثالها، من يعمل حسنة
يثاب بعشر حسنات، أما السيئة فبسيئة واحدة فقط، قال الله تعالى في سورة الأنعام
- وهي مكية: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا
مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) (الأنعام: 160) ، ولا يظلمون بنقص ثواب الحسنات، ولا
يظلمون بزيادة جزاء السيئات، بل ربنا عز وجل يقول: (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلُمًا وَلَا هَضْبًا) (طه: 112) ، ظلماً بزيادة في سيئاته، ولا هضباً
بنقص من حسناته.

وفي قوله تعالى: (إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي) دليل على أنه - جل وعلا - يحرم على
نفسه، ويوجب على نفسه، فمما أوجب على نفسه: الرحمة، قال تعالى: (كَتَبَ رَبُّكُمْ
عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) (الأنعام: 54) ، ومما حرم على نفسه: الظلم، وذلك لأنه فعال
لما يريد، يحكم بما يشاء، فكما أنه يوجب على عباده ويحرم عليهم؛ يوجب على
نفسه ويحرم عليها - جل وعلا -، لأن له الحكم التام المطلق.

وقوله تعالى: (وَجَعَلْتَهُ بَيْنَكُمْ مَحْرَمًا فَلَا تَظَالَمُوا) أي لا يظلم بعضكم بعضاً، والجعل
هنا هو الجعل الشرعي، وذلك لأن الجعل الذي أضافه الله إلى نفسه: إما أن يكون
كونياً مثل قوله تعالى: (وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا

তার কৃত সৎকর্মের সওয়াব হ্রাসের মাধ্যমে (অবিচার করা হবে না), বরং তিনি সুবহানাহু ওয়া
তাআলা পরম বিচারক, ন্যায়পরায়ণ এবং অনুগ্রহকারী। সুতরাং তাঁর বান্দাদের প্রতি তাঁর
ফয়সালা ও পুরস্কার দুটি বিষয়ের মধ্যে আবর্তিত হয়: অনুগ্রহ এবং ন্যায়বিচার। যারা সৎকর্ম
করেছে তাদের জন্য অনুগ্রহ, আর যারা মন্দ কাজ করেছে তাদের জন্য ন্যায়বিচার। আর
সেখানে তৃতীয় কোনো বিষয় নেই, যা হলো জুলুম বা অবিচার।

পক্ষান্তরে নেক আমলের ক্ষেত্রে তিনি সুবহানাহু ওয়া তাআলা একটি নেকির বিনিময় দশ গুণ প্রদান করেন। যে ব্যক্তি একটি নেক আমল করবে তাকে দশটি নেকির সওয়াব দেওয়া হবে। আর মন্দ কাজের ক্ষেত্রে শুধু একটি মন্দ কাজেরই প্রতিফল দেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলা মক্কী সূরা আল-আনআমে এরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে, তার জন্য তার দশগুণ প্রতিদান রয়েছে। আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তাকে কেবল তার অনুরূপ প্রতিদানই দেওয়া হবে এবং তাদের ওপর জুলুম করা হবে না।" (আল-আনআম: ১৬০)। তাদের নেক আমলের সওয়াব হ্রাসের মাধ্যমে জুলুম করা হবে না এবং তাদের গুনাহের শাস্তি বৃদ্ধির মাধ্যমেও জুলুম করা হবে না। বরং আমাদের রব আজ্জা ওয়া জাল্লা বলেন: "আর যে ব্যক্তি মুমিন হয়ে নেক আমল করবে, সে না কোনো জুলুমের ভয় করবে, আর না কোনো হকের কমতির ভয় করবে।" (ত্বহা: ১১২)। এখানে জুলুম বলতে তার মন্দ কাজে বৃদ্ধি করা এবং হকের কমতি বলতে তার নেক আমল থেকে কমিয়ে দেওয়াকে বোঝানো হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলার এই বাণী: "নিশ্চয়ই আমি আমার নিজের ওপর জুলুম হারাম করেছি"—এটি এই বিষয়ের দলিল যে, তিনি (জল্লা ওয়া আলা) নিজের ওপর কোনো বিষয় হারাম করেন এবং কোনো বিষয় আবশ্যক করেন। তিনি নিজের ওপর যা আবশ্যক করেছেন তার মধ্যে অন্যতম হলো: রহমত বা দয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন: "তোমাদের রব নিজের ওপর রহমত বা দয়া লিখে নিয়েছেন (আবশ্যক করেছেন)।" (আল-আনআম: ৫৪)। আর তিনি নিজের ওপর যা হারাম করেছেন তা হলো: জুলুম। কারণ তিনি যা ইচ্ছা করেন তা-ই করেন এবং যেভাবে ইচ্ছা ফয়সালা দেন। সুতরাং তিনি যেমন তাঁর বান্দাদের ওপর কোনো কাজ আবশ্যক বা হারাম করেন, তেমনি তিনি নিজের ওপরও (কিছু বিষয়) আবশ্যক বা হারাম করেন—তিনি মহিমাম্বিত ও সুউচ্চ—কারণ তাঁর হাতেই রয়েছে পূর্ণাঙ্গ ও নিরঙ্কুশ শাসন ক্ষমতা।

এবং মহান আল্লাহর বাণী: "আর আমি তা তোমাদের পরস্পরের মাঝেও হারাম করে দিয়েছি, সুতরাং তোমরা একে অপরের ওপর জুলুম করো না।" অর্থাৎ তোমরা একে অপরের প্রতি অবিচার করো না। এখানে 'নির্ধারণ করা' বলতে শরিয়তগত নির্ধারণ বুঝানো হয়েছে। কারণ আল্লাহ তাআলা নিজের দিকে যে সৃষ্টি বা নির্ধারণকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন তা দুই প্রকার: হয় তা সৃষ্টিগত হবে যেমন মহান আল্লাহর বাণী: "আর আমি রাতকে করেছি পোশাকস্বরূপ এবং আমি করেছি..."

النَّهَارَ مَعَاشًا) (النبأ: 10، 11) ، وإما أن يكون شرعياً مثل قوله تعالى: (مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ) (المائدة: 103) ، ما جعل: أي ما شرع. وإلا فقد جعل ذلك كوناً، لأن العرب كانوا يفعلون هذا، ومثل هذا الحديث: (جعلته بينكم محرماً) أي جعلته جعلاً شرعياً لا كونياً، لأن الظلم يقع. وقوله: (جعلته بينكم محرماً) ، الظلم بالنسبة للعباد فيما بينهم يكون في ثلاثة أشياء بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وهو يخطب الناس في حجة الوداع: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، قال: اللهم فأشهد). فهذه ثلاثة أشياء: الدماء، والأموال، والأعراض.

فالظلم فيما بين البشر حرام في الدماء، فلا يجوز لأحد أن يتعدى على دم أحد، ولا على دم تفوت به النفس وهو القتل، ولا على دم يحصل به النقص، كدم الجروح، وكسر العظام، وما أشبهها، كل هذا حرام لا يجوز. وأعلم أن كسر عظم البيت كسره حياً، كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالبيت محترم لا يجوز أن يؤخذ من أعضائه

...দিনকে করেছি জীবিকার মাধ্যম) (আন-নাবা: ১০, ১১), অথবা এটি হতে পারে শরয়ি (বিধানগত), যেমন মহান আল্লাহর বাণী: (আল্লাহ বাহীরাহ, সায়েবাহ, ওয়াসিলাহ ও হাম-এর বিধান দেননি) (আল-মায়িদাহ: ১০৩), 'তিনি নির্ধারণ করেননি' অর্থাৎ তিনি একে শরয়ি বিধান করেননি, অন্যথায় জাগতিক বা সৃষ্টিগতভাবে (কাউনি) তিনি তা নির্ধারণ করেছেন, কেননা আরবরা এসব করত। ঠিক এই হাদিসটির মতো: (আমি একে তোমাদের মধ্যে হারাম বা নিষিদ্ধ করেছি) অর্থাৎ আমি একে শরয়িভাবে নিষিদ্ধ করেছি, সৃষ্টিগতভাবে নয়, কারণ জুলুম তো সংঘটিত হয়ই।

আর তাঁর বাণী: (আমি একে তোমাদের মধ্যে হারাম করেছি), বান্দাদের পারস্পরিক জুলুম তিনটি বিষয়ে হয়ে থাকে যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে লোকদের উদ্দেশে বর্ণনা করেছেন: (নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান তোমাদের জন্য হারাম বা মর্যাদাপূর্ণ, যেমন তোমাদের আজকের এই দিন, তোমাদের এই মাস এবং তোমাদের এই শহর মর্যাদাপূর্ণ। শোনো, আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? তারা বলল: হ্যাঁ। তিনি বললেন: হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন)। সুতরাং এই তিনটি বিষয় হলো: রক্ত, সম্পদ এবং সম্মান।

মানুষের পারস্পরিক জুলুম রক্তের ক্ষেত্রে হারাম, সুতরাং কারো জন্য অন্য কারো রক্তের ওপর সীমালঙ্ঘন করা বৈধ নয়; চাই তা এমন রক্ত হোক যাতে প্রাণহানি ঘটে অর্থাৎ হত্যা, অথবা এমন রক্ত যাতে শারীরিক ক্ষতি হয় যেমন জখম হওয়া, হাড় ভাঙা এবং এই জাতীয় বিষয়; এসবই হারাম ও অবৈধ।

আর জেনে রাখুন যে, মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙা জীবিত ব্যক্তির হাড় ভাঙার মতোই অপরাধ, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং মৃত ব্যক্তি সম্মানিত, তার শরীরের কোনো অঙ্গ নেওয়া বৈধ নয়।

(ص: 118) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

شيء، ولا أن يكسر من أعضائه شيء، لأنه أمانة وسوف يبعث بكامله يوم القيامة، وإذا كان كذلك فلا يجوز أن تأخذ منه شيئاً. ولهذا نص فقهاء الحنابلة رحمهم الله على أنه لا يجوز أن يؤخذ من البيت شيء من أعضائه، ولو أوصى به، وذلك لأن البيت محترم، كما أن الحي محترم. كسر عظم البيت كسره حياً، فإن أخذنا من البيت عضواً، أو كسرنا منه عظماً، كان ذلك جناية عليه، وكل اعتداءً عليه، وكنا آثمين بذلك.

والبيت نفسه لا يستطيع أن يتبرع بشيء من أعضائه، لأن أعضائه أمانة عنده. أمانة لا يحل له أن يفرط فيها، ولهذا قال الله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) ، فسرهما عمرو بن العاص رضي الله عنه بالإنسان إذا كان عليه جنابة، وكان في البرد، وخاف أن اغتسل أن يتضرر، جعل عمرو بن العاص هذا داخلاً في الآية، وذلك حين كان عمرو بن العاص رضي الله عنه في سرية، وأجنب، وكانت الليلة باردة فتييم، وصلى بأصحابه، فلما رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وبلغه الخبر، قال: (يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب) - يعني لم تغتسل ؟ قال: يا رسول الله، إني ذكرت قول الله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) (النساء: 29) ، وخفت البرد فتييمت، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره على فعله وعلى استدلاله بالآية، ولم يقل: إن الآية لا تدل على هذا.

...কোনো কিছু, আর না তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোনো কিছু ভেঙে ফেলা হবে; কেননা এটি আমানত এবং কিয়ামতের দিন এটি পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে। আর যখন বিষয়টি এমন, তখন তা থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করা বৈধ নয়।

এই কারণেই হাম্বলি ফকিহগণ (আল্লাহ তাঁদের ওপর রহম করুন) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, মৃত ব্যক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে কোনো কিছু নেওয়া জায়েজ নয়, এমনকি তিনি যদি এর জন্য অসিয়ত করেও যান। কারণ জীবিত ব্যক্তির মতো মৃত ব্যক্তিও সম্মানিত। মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙা জীবিত অবস্থায় তার হাড় ভাঙার মতোই। সুতরাং আমরা যদি মৃত ব্যক্তির কোনো অঙ্গ গ্রহণ করি কিংবা তার কোনো হাড় ভেঙে ফেলি, তবে তা তার ওপর অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং তা হবে তার প্রতি সীমালঙ্ঘন, আর আমরা এতে পাপী হবো।

মৃত ব্যক্তি নিজেও তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোনো কিছু দান করতে সক্ষম নয়; কারণ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার কাছে আমানতস্বরূপ। এমন এক আমানত যাতে অবহেলা করা তার জন্য বৈধ নয়। এই কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (তোমরা নিজেদের হত্যা করো না)। আমরা ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যার ওপর

গোসল ফরজ হয়েছে এবং প্রচণ্ড শীতের মধ্যে সে যদি গোসল করলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা করে। আমার ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এটি তখন হয়েছিল যখন আমার ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একটি যুদ্ধ অভিযানে ছিলেন এবং তাঁর জানাবাত (অপবিদ্রতা) ঘটে। রাতটি ছিল অত্যন্ত শীতল, ফলে তিনি তায়াম্মুম করেন এবং তাঁর সাথীদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। যখন তাঁরা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে ফিরে এলেন এবং তাঁর কাছে সংবাদ পৌঁছাল, তখন তিনি বললেন: (হে আমার! তুমি অপবিত্র অবস্থায় তোমার সাথীদের নিয়ে সালাত আদায় করেছ?) —অর্থাৎ তুমি গোসল করোনি? তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসুল! আমি আল্লাহ তাআলার এই বাণী স্মরণ করেছিলাম: (তোমরা নিজেদের হত্যা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু) (আন-নিসা: ২৯)। আর আমি শীতের ভয় পাচ্ছিলাম, তাই তায়াম্মুম করেছি। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাসলেন এবং তাঁর কর্ম ও আয়াতের মাধ্যমে দলিল পেশ করার বিষয়টি অনুমোদন করলেন। তিনি এ কথা বলেননি যে, এই আয়াতটি এই অর্থের ওপর দালালাত (প্রমাণ) করে না।

(ص: 119) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

فَإِذَنْ كُلَّ شَيْءٍ يَضُرُّ أَبْدَانَنَا، أَوْ يَفُوتُ مِنْهَا شَيْئًا، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَنَا أَنْ نَفْعَلَهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ). فَمَا حَرَّمَ عَلَيْنَا أَنْ نَتَنَاوَلَ الدِّخَانَ وَغَيْرَهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ إِلَّا مِنْ أَجْلِ حِمَايَةِ الْبَدَنِ، فَالْبَدَنُ مُحْتَرَمٌ. فَقَوْلُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (دِمَاءُكُمْ)، يَشْمَلُ الدَّمَ الَّذِي يَهْلِكُ بِهِ الْإِنْسَانُ وَهُوَ الْقَتْلُ، وَالدَّمَ الَّذِي بَدُونُ ذَلِكَ، وَهُوَ الْجَرَحُ، أَوْ كَسْرُ الْعَظْمِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. أَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَأَمْوَالُكُمْ) فَإِنَّ الْأَمْوَالَ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى بَعْضِنَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، بِأَيِّ نَوْعٍ مِنَ الْأَنْوَاعِ؛ سِوَاءِ أَخْذِهِ غَضَبًا

بأن يأخذ بالقوة، أو أخذه سرقة، أو اختطافاً، أو خيانة، أو غشاً، أو كذباً، بأي نوع من هذه الأنواع يأخذه، فإنه حرام عليه.

وعلى هذا فالذين يبيعون على الناس بالغش - ولا سيما أهل الخضار - فإن كل مالٍ، بل كل قرش يدخل عليهم من زيادة في الثمن بسبب الغش؛ فإنه حرام، فالذين يغشون في البيع أو في الشراء يرتكبون محظورين:
المحظور الأول: العدوان على إخوانهم المسلمين بأخذ أموالهم بغير حق.

المحظور الثاني: أنهم ينالون تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وبئس البضاعة بضاعة يلتحق فيها صاحبها بالبراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: (من غشنا فليس منا) .

সুতরাং যা কিছু আমাদের শরীরের ক্ষতি করে অথবা শরীরের কোনো অংশের বিনাশ ঘটায়, তা করা আমাদের জন্য বৈধ নয়। কেননা মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (তোমরা নিজেদের হত্যা করো না)। ধূমপান ও অন্যান্য ক্ষতিকারক দ্রব্যাদি গ্রহণ করা আমাদের জন্য কেবল শরীরের সুরক্ষার স্বার্থেই হারাম করা হয়েছে; কারণ মানবদেহ অত্যন্ত সম্মানিত। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: (তোমাদের রক্ত), এর অন্তর্ভুক্ত হলো সেই রক্ত যা মানুষের প্রাণহানি ঘটায় অর্থাৎ হত্যা, এবং যা এর চেয়ে কম মাত্রার অর্থাৎ জখম, হাড় ভাঙা বা এই জাতীয় বিষয়।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: (এবং তোমাদের সম্পদসমূহ), নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জন্য একজনের সম্পদ অন্যজন কর্তৃক অন্যায়ভাবে গ্রহণ করা হারাম করেছেন, তা যে কোনো পন্থায়ই হোক না কেন; চাই তা জোরপূর্বক দখল করা হোক, কিংবা চুরি, ছিনতাই, খিয়ানত, প্রতারণা অথবা মিথ্যার মাধ্যমে হোক—যেভাবেই তা গ্রহণ করা হোক না কেন, তা তার জন্য হারাম।

এই প্রেক্ষিতে, যারা মানুষের কাছে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে পণ্য বিক্রি করে—বিশেষ করে সবজি বিক্রেতারা—তাদের কাছে প্রতারণার কারণে অতিরিক্ত মূল্য হিসেবে যে অর্থ, এমনকি

প্রতিটি পয়সাও আসে, তা হারাম। সুতরাং যারা ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারণা করে তারা দুটি নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়:

প্রথম নিষিদ্ধ কাজ: অন্যায়ভাবে সম্পদ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের মুসলিম ভাইদের ওপর সীমালঙ্ঘন করা।

দ্বিতীয় নিষিদ্ধ কাজ: তারা তাদের ওপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিমুখতা ও সম্পর্কহীনতাকে সাব্যস্ত করে নেয়। আর সেই ব্যবসা কতই না মন্দ, যা তার মালিককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্পর্কহীনতার স্তরে পৌঁছে দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসে বলেছেন: (যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়)।

(ম: 120) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

ومن ذلك ما يفعله بعض الجيران، حيث تجده يدخل المراسيم على جاره من أجل أن تزيد أرضه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن (من اقتطع من الأرض شبر بغير حق، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين) يكون يوم القيامة من سبع أرضين، في عنقه طرق من سبع أرضين - والعياذ بالله - يحمله في يوم المحشر. وهذا من الظلم.

ومن الظلم أيضاً: أن يكون لشخص على شخص دراهم، ثم ينكر الذي عليه الحق، ويقول: ليس لك عندي شيء، فهذا من أكل المال بالباطل، حتى لو فرض أنه تحاكم إلى القاضي مع خصمه، وغلبه عند القاضي، فإنه لا يغلبه عند الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام (إنكم تختصمون إلي، لعل بعضهم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه؛

فإنما أقتطع له جرة من نار، فليستقل أو ليستكثر) فلا تظن أنك إن غلبت خصك عند القاضي، وكنت مبطلاً، تسلم بهذا في الآخرة أبداً؛ لأن القاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع ولا يعلم الغيب، ولكن علام الغيوب - جل وعلا - هو الذي يحاسبك يوم القيامة.

এ ধরনের অন্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হলো যা কোনো কোনো প্রতিবেশী করে থাকে; দেখা যায় যে, সে তার জমির সীমানা চিহ্নকে প্রতিবেশীর সীমানার ভেতরে ঢুকিয়ে দেয় যাতে তার নিজের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এক বিঘত পরিমাণ জমিও আত্মসাৎ করবে, কিয়ামতের দিন সাত তবক জমিন পর্যন্ত তাকে কণ্ঠহার স্বরূপ পরিণত দেওয়া হবে।" অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সাত তবক জমিন থেকে একটি ভারী বেষ্টনী তার গলায় পরানো হবে—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি—যা তাকে হাশরের ময়দানে বহন করতে হবে। আর এটি জুলুম বা অন্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

অনুরূপভাবে জুলুমের আরেকটি প্রকার হলো: কারো নিকট অন্য ব্যক্তির অর্থ পাওনা থাকা, অতঃপর দেনাদার ব্যক্তি সেই পাওনা অস্বীকার করা এবং বলা যে: "আমার কাছে তোমার কোনো কিছুই পাওনা নেই।" এটি অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ গ্রাস করার শামিল। এমনকি যদি ধরে নেওয়া হয় যে, সে তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিচারকের নিকট মামলা দায়ের করল এবং বিচারকের সামনে সে জয়লাভ করল, তবুও সে আল্লাহর নিকট কখনোই জয়ী হতে পারবে না। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা আমার নিকট বিবাদ-বিসংবাদ নিয়ে আসো; হতে পারে তোমাদের মধ্যে কেউ অন্যজনের তুলনায় অধিক বাগ্মী ও পারদর্শী তার প্রমাণ উপস্থাপনে, ফলে আমি তার পক্ষেই ফয়সালা প্রদান করি। আমি কেবল যা শুনি তার ভিত্তিতেই ফয়সালা করি। অতএব, আমি যদি কারো জন্য তার ভাইয়ের হকের কোনো অংশ ফয়সালা করে দিই, তবে আমি আসলে তার জন্য জাহান্নামের আগুনের একটি টুকরোই নির্ধারণ করে দিলাম; এখন সে চাইলে তা অল্প গ্রহণ করুক কিংবা অধিক।" সুতরাং মনে করো না যে, তুমি যদি বিচারকের নিকট তোমার প্রতিপক্ষের ওপর জয়ী হও অথচ তুমি অন্যায়ের ওপর ছিলে, তবে এর মাধ্যমে তুমি পরকালে কখনোই রক্ষা পেয়ে যাবে না। কেননা বিচারক কেবল যা শোনেন তার ভিত্তিতেই ফয়সালা করেন এবং তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে জানেন

না। কিন্তু অদৃশ্য জগতের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ তাআলা—যিনি অত্যন্ত মহিমান্বিত ও সুউচ্চ—
তিনিই কিয়ামতের দিন তোমার হিসাব গ্রহণ করবেন।

(ص: 121) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وكذلك أيضاً من أكل الأموال: أن يدعي شخص على آخر ما ليس له، ويقيم على ذلك
البيئة بالشهادة الزور، ويحكم له بذلك، فإن هذا من أكل المال بالباطل، والأمثلة
على ذلك كثيرة، ولكنها كلها محرمة إذا لم تكن بحق ولهذا قال عز وجل (فلا
تظالموا) .

أما الأعراض فهي أيضاً حرام، فلا يحل للإنسان أن يقع في عرض أخيه، فيغتابه في
المجلس أو يسبه، فإن ذلك من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُمُ
بَعْضًا) (الحجرات: 12) أنظر للترتيب: أجتنبوا كثيراً من الظن، فإن ظن الإنسان
بأخيه شيئاً تجسس عليه، ولهذا قال: (وَلَا تَجَسَّسُوا) ، فإذا تجسس صار يغتابه،
ولهذا قال في الثالثة: (وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُمُ بَعْضًا) . ثم قال تعالى: (أَيُّجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ
يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا) ؟ الجواب: لا. لا يجب، بل يكره، ولهذا قال: (فَكَرِهْتُمُوهُ) ،
قال بعض المفسرين: إذا كان يوم القيامة، فإنه يؤتي بالرجل الذي اغتابه الشخص،
يمثل له بصورة إنسان ميت، ثم يقال له: كل من لحمه، ويكره على ذلك، وهو
يكرهه، لكن يكره على هذا عقوبة له، والعياذ بالله.

فَالْغَيْبَةُ - وهي انتهاك عرض أخيك - محرمة، وقد روى أبو داود أن النبي صلى الله
عليه وسلم مر ليلة عرج به بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم

وَصُدُّوهُمْ، يَعْنِي يَكْرُونُ الْوُجُوهَ وَالصُّدُورَ بِهَذِهِ الْأُظْفَارِ الَّتِي مِنَ النَّحَاسِ، فَقَالَ: (يَا جَبْرِيلُ، مَنْ هَؤُلَاءُ؟) قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لَحُومَ

একইভাবে সম্পদ গ্রাস করার আরও একটি দিক হলো: কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অন্য কারো বিরুদ্ধে এমন কিছু দাবি করা যা তার নয়, এবং সে বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণ উপস্থাপন করা, আর তার স্বপক্ষে ফয়সালা করিয়ে নেওয়া। এটি অন্যায়ভাবে সম্পদ আত্মসাতের অন্তর্ভুক্ত। এর উদাহরণ অনেক, তবে ন্যায়সংগত অধিকার ছাড়া এ সবই হারাম। এজন্যই মহান আল্লাহ বলেছেন, (অতএব তোমরা একে অপরের ওপর জুলুম করো না)। আর মান-সম্মানের বিষয়টিও তেমনি হারাম। কোনো মানুষের জন্য তার ভাইয়ের সম্মানহানি করা বৈধ নয়; যেমন মজলিসে তার গিবত (পরিনিন্দা) করা বা তাকে গালি দেওয়া। নিশ্চয়ই এটি কবিরার গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ বলেছেন: (হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে দূরে থাকো; কারণ কোনো কোনো অনুমান পাপ। আর তোমরা একে অপরের গোপনীয়তা অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গিবত করো না) (আল-হুজুরাত: ১২)। এর ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করুন: ‘তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে বেঁচে থাকো’। কারণ মানুষ যখন তার ভাইয়ের ব্যাপারে কোনো কুধারণা পোষণ করে, তখন সে তার পেছনে গোয়েন্দাগিরি বা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করতে শুরু করে। একারণেই তিনি বলেছেন: (আর তোমরা একে অপরের গোপনীয়তা অনুসন্ধান করো না)। আর যখন সে গোপন বিষয় অনুসন্ধান করে, তখন সে তার গিবত করতে লিপ্ত হয়। তাই তৃতীয় পর্যায়ে তিনি বলেছেন: (এবং একে অপরের গিবত করো না)। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে?) উত্তর হলো: না। সে এটি পছন্দ করতে পারে না, বরং ঘৃণা করে। এজন্যই তিনি বলেছেন: (তোমরা তো তা অপছন্দই করো)। কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন: কিয়ামতের দিন যে ব্যক্তির গিবত করা হয়েছিল তাকে নিয়ে আসা হবে এবং তাকে একটি মৃতদেহের রূপ দেওয়া হবে। অতঃপর গিবতকারীকে বলা হবে: তুমি এর গোশত ভক্ষণ করো। তাকে এর জন্য বাধ্য করা হবে, যদিও সে তা অপছন্দ করবে। কিন্তু তার শাস্তি হিসেবে তাকে এটি করতে বাধ্য করা হবে। আল্লাহর কাছে আমরা এ থেকে আশ্রয় চাই।

সুতরাং গিবত—যা হলো আপনার ভাইয়ের সম্মানহানি করা—তা হারাম। আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজের রাতে এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ

দিয়ে যাচ্ছিলেন যাদের নখ ছিল তামার এবং তা দিয়ে তারা তাদের মুখমণ্ডল ও বুক আঁচড়াচ্ছিল। অর্থাৎ তারা এই তামার নখ দিয়ে মুখ ও বুক স্ফটিকিত করছিল। তখন তিনি বললেন: (হে জিবরাঈল! এরা কারা?) তিনি বললেন: এরা তারা, যারা মানুষের গোশত ভক্ষণ করত...

(ص: 122) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الناس ويفعلون في أعراضهم. نعوذ بالله.

ثم أن الإنسان إذا انتهك عرض أخيه، فإن أخاه يأخذ في الآخرة من حسناته، ولهذا يذكر أن بعض السلف قيل له: إن فلان يغتتابك، فقال: مؤكداً؟ قال: نعم، اغتتابك، فصنع هدية له، ثم بعث بها إليه، فاستغرب الرجل! كيف يغتتابه، ويرسل له هدية؟ قال: نحن إنك أهديت إلي حسنات، والحسنات تبقى، وأن أهديت إليك هدية تذهب في الدنيا، فهذه مكافأة على هديتك لي، انظر فقه السلف رضي الله عنهم.

فالحاصل أن الغيبة حرام، ومن كبائر الذنوب، ولا سيما إذا كانت الغيبة في ولاية الأمور من الأمراء أو العلماء، فإن غيبة هؤلاء أشد من غيبة سائر الناس، لأن غيبة العلماء تقلل من شأن العلم الذي في صدورهم، والذي يعلمونه الناس، فلا يقبل الناس ما يأتون به من العلم، وهذا ضرر على الدين، وغيبة الأمراء تقلل من هيبة الناس لهم؛ فيتمردون عليهم وإذا تمرد الناس على الأمراء فلا تسأل عن الفوضى: لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا

فنسأل الله أن يحمينا وإياكم مما يغضبه، إنه جواد كريم.
ثم قال الله تعالى: (يا عبادي، كلّم ضالّ إلا من هديته، فاستهديني أهدكم)، ضالّ
يعني: تائهاً، أي لا يعرف الحق، ضالّ يعني: غاوياً لا

মানুষ এবং তারা অন্যের সম্মানহানি করে। আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই।

অতপর মানুষ যখন তার ভাইয়ের সম্মানহানি করে, তখন তার ভাই আখিরাতে তার নেক আমলসমূহ থেকে অংশ গ্রহণ করবে। এজন্য বর্ণিত আছে যে, জনৈক সালাফকে (পূর্বসূরি পুণ্যবান ব্যক্তি) বলা হলো: "অমুক ব্যক্তি আপনার গিবত (পরিনিন্দা) করছে।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি কি নিশ্চিত?" সে বলল: "হ্যাঁ, সে আপনার গিবত করেছে।" তখন তিনি তার জন্য একটি উপহার তৈরি করলেন এবং তা তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। লোকটি অবাক হয়ে গেল! সে গিবত করল অথচ তিনি তাকে উপহার পাঠালেন? তিনি বললেন: "নিশ্চয় তুমি আমাকে তোমার নেক আমলসমূহ উপহার দিয়েছ, আর নেক আমল চিরস্থায়ী হয়। আর আমি তোমাকে এমন এক উপহার দিয়েছি যা দুনিয়াতেই শেষ হয়ে যায়। সুতরাং এটি ছিল তোমার পক্ষ থেকে আমাকে দেওয়া উপহারের প্রতিদান।" সালাফগণের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) প্রজ্ঞা ও অনুধাবনের দিকে লক্ষ্য করুন।

সারকথা হলো, গিবত হারাম এবং এটি কবিরা গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে যখন সেই গিবত শাসকবর্গ বা উলামায়ে কেরামের মতো দায়িত্বশীলদের ব্যাপারে হয়। কেননা এদের গিবত করা অন্যান্য সাধারণ মানুষের গিবত করার চেয়েও ভয়াবহ। কারণ উলামায়ে কেরামের গিবত তাদের অন্তরে গচ্ছিত ইলম এবং তারা মানুষকে যা শিক্ষা দেন তার গুরুত্ব কমিয়ে দেয়। ফলে মানুষ তাদের পরিবেশিত ইলম বা জ্ঞান গ্রহণ করে না, যা দ্বীনের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। আর শাসকদের গিবত মানুষের মনে তাদের প্রতি যে সম্মম ও মর্যাদা রয়েছে তা কমিয়ে দেয়; ফলে তারা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। আর মানুষ যখন শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তখন সেখানে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে আর বলার অপেক্ষা রাখে না:

নেতৃত্বহীন বিশৃঙ্খলায় মানুষের সংশোধন হয় না,

আবার মূর্খরা যখন নেতা হয়ে যায় তখনও কোনো নেতৃত্ব অবশিষ্ট থাকে না।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের ও আপনাদেরকে তাঁর ক্রোধের কারণসমূহ থেকে রক্ষা করেন; নিশ্চয়ই তিনি অত্যধিক দাতা ও দয়ালু।

অতপর আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট, তবে তাকে ছাড়া যাকে আমি হেদায়েত দান করেছি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে হেদায়েত প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের হেদায়েত দেব।) 'পথভ্রষ্ট' মানে হলো দিশেহারা, অর্থাৎ যে সত্য চেনে না। 'পথভ্রষ্ট' মানে হলো এমন বিভ্রান্ত ব্যক্তি যে জানে না...

(ص: 123) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

يقبل الحق، فالنَّاسُ فِي الضَّلَالِ قِسْمَانِ:
قسم تائه: لا يعرف الحق. من النصارى، فإن النصارى ضالون، تائهون، لا يعرفون الحق إلا بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم عرفوا الحق لكنهم استكبروا عنه، فلم يكن بينهم وبين اليهود فرق في أنهم علموا الحق ولم يتبعوه. وقسم غاو: أي اختار الغي على الرشd بعد أن علم بالرشd، وهؤلاء مثل اليهود، فإن اليهود عرفوا الحق ولكنهم لم يقبلوا، بل ردوه.

ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: (وَأَمَّا ثُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَى عَلَى الْهُدَى) (فصلت: 17)، هداهم الله، وبين لهم، ودلهم، لكنهم استحبوا العى على الهدى، واستحبوا الغي على الرشd، فالنَّاسُ كُلُّهُمْ ضَالُونَ إِلَّا مَنْ هَدَى اللَّهُ. لكن؛ ما هي هداية القسم الأول، وهو الضال الذي لم يعرف الحق؟ هداية القسم الأول: أن يبين الله لهم الحق ويدلهم عليه، وهذه الهداية حق على الله، حق على الله أوجبه الله على نفسه، فكل الخلق قد هداهم الله بهذا المعنى، يعني بمعنى البيان، قال الله تعالى: (إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى) (الليل: 12)، وقال تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ) (البقرة: 185)، هدى للناس عموماً.

ولكن الهداية الثانية، هي هداية التوفيق لقبول الحق، هذه هي التي يختص الله بها من يشاء من عباده، فالهداية هديتان هداية بيان الحق، وهذه عامة لكل أحد، وقد أوجبها الله على نفسه، وبين لعباده الحق من

সত্য গ্রহণ করা; পথভ্রষ্টতার ক্ষেত্রে মানুষ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত:

এক শ্রেণি হলো লক্ষ্যভ্রষ্ট: যারা সত্য জানে না। যেমন খ্রিস্টান সম্প্রদায়; কেননা খ্রিস্টানরা পথভ্রষ্ট ও লক্ষ্যভ্রষ্ট ছিল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তারা সত্য চিনত না। এরপর যখন তারা সত্য জানতে পারল, তখন তারা সত্যের প্রতি অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সত্য জেনেও তা অনুসরণ না করার ক্ষেত্রে তাদের এবং ইহুদিদের মধ্যে কোনো পার্থক্য রইল না।

আর অন্য শ্রেণি হলো বিপথগামী: অর্থাৎ যারা সঠিক পথ জানার পর সঠিক পথের পরিবর্তে ভ্রষ্টতাকে বেছে নিয়েছে। এরা ইহুদিদের মতো; কেননা ইহুদিরা সত্যকে চিনেছিল কিন্তু তারা তা কবুল করেনি, বরং প্রত্যাখ্যান করেছে।

এর উদাহরণ হলো মহান আল্লাহ তাআলার বাণী: "আর সামুদ জাতির ব্যাপারটি হলো, আমি তাদেরকে পথনির্দেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা সৎপথের পরিবর্তে অন্ধ থাকাকেই পছন্দ করল" (ফুসসিলাত: ১৭)। আল্লাহ তাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছিলেন, সত্য স্পষ্ট করেছিলেন এবং দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা হিদায়াতের পরিবর্তে অন্ধত্ব এবং সঠিক পথের পরিবর্তে ভ্রষ্টতাকে বেছে নিয়েছিল। সুতরাং আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেছেন সে ব্যতীত সকল মানুষই পথভ্রষ্ট।

কিন্তু প্রথম শ্রেণির হিদায়াত—অর্থাৎ ওই পথভ্রষ্ট যে সত্য চিনত না—তা কী? প্রথম শ্রেণির হিদায়াত হলো: আল্লাহ তাদের নিকট সত্য সুস্পষ্ট করে দেবেন এবং সেদিকে তাদের পথপ্রদর্শন করবেন। এই হিদায়াত আল্লাহর জিম্মায় একটি হুক, যা তিনি নিজের ওপর আবশ্যক করে নিয়েছেন। সুতরাং সত্য স্পষ্ট করে দেওয়ার অর্থে আল্লাহ সকল সৃষ্টিকেই হিদায়াত দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয়ই পথপ্রদর্শন করা আমারই দায়িত্ব" (লাইল: ১২)। তিনি আরও বলেছেন: "রমজান মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ" (বাকারা: ১৮৫); অর্থাৎ সাধারণভাবে সকল মানুষের জন্য হিদায়াত।

তবে দ্বিতীয় প্রকারের হিদায়াত হলো সত্য কবুল করার তাওফিক লাভ করা। এই হিদায়াত আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। সুতরাং হিদায়াত দুই প্রকার: সত্য সুস্পষ্ট করার হিদায়াত—যা সবার জন্য সাধারণ এবং আল্লাহ তা নিজের ওপর আবশ্যক করেছেন এবং তাঁর বান্দাদের নিকট সত্য বর্ণনা করেছেন—আর...

(ص: 124) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الباطل، وهداية توفيق لقبول الحق والعمل به، تصديقاً للخبر وقياماً بالطلب، وهذه خاصة يختص الله بها من يشاء من عباده. والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقسام:

القسم الأول: من هدي الهدايتين، أي علمه الله ووفقه للحق وقبوله. والقسم الثاني: من حرم الهدايتين، فليس عنده علم، وليس له عبادة. والقسم الثالث: من هدي بالدلالة والإرشاد، ولكنه لم يهد هداية التوفيق، وهذا شر الأقسام، والعياذ بالله. والمهم أن الله عز وجل يقول: (كلكم ضال)، أي كلكم لا يعرف الحق. أو كلكم لا يقبل الحق، إلا من هديته (فاستهدوني أهدكم) يعني: اطلبوا الهداية مني، فإذا طلبتموها؛ فإنني أجيبكم وأهديكم إلى الحق، ولهذا جاء الجواب في: (استهدوني أهدكم)، وكأنه جواب شرط، ليتحقق الشروط عند وجود الشرط، ودليل هذا أن الفعل جزم (استهدوني أهدكم)، فمضى طلبت الهداية من الله بصدق وافتقار إليه، وإلحاح، فإن الله يهديك.

ولكن أكثرنا معرض عن هذا، فأكثرنا قائم بالعبادة، لكن على العادة، وعلى ما يفعل الناس، كأننا لسنا مفتقرين إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الهداية، فالذي يليق بنا: أن نسأل الله دائماً الهداية، والإنسان في كل صلاة يقول: رب اغفر لي، ارحمني واهدني بل إنه في كل صلاة: يقول على سبيل الركنية: (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ

বাতিল, এবং সত্য গ্রহণ ও তদানুযায়ী আমল করার জন্য তৌফিকমূলক হিদায়াত, যা সংবাদের সত্যতা যাচাই ও নির্দেশনার বাস্তবায়নের জন্য; আর এটি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ যা তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দান করেন।

আর এই ক্ষেত্রে মানুষ কয়েক ভাগে বিভক্ত:

প্রথম বিভাগ: যাকে উভয় প্রকার হিদায়াত প্রদান করা হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ তাকে জ্ঞান দান করেছেন এবং সত্য উপলব্ধি ও তা গ্রহণের তৌফিক দিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিভাগ: যে ব্যক্তি উভয় প্রকার হিদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়েছে, ফলে তার কাছে কোনো জ্ঞান নেই এবং তার কোনো ইবাদতও নেই।

তৃতীয় বিভাগ: যাকে পথনির্দেশনা ও দিকনির্দেশনার হিদায়াত দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাকে তৌফিকমূলক হিদায়াত দেওয়া হয়নি; আর এটি হলো নিকৃষ্টতম অবস্থা, আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

সারকথা হলো, আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লা বলেন: (তোমরা সবাই পথভ্রষ্ট), অর্থাৎ তোমরা কেউই সত্য জানো না অথবা তোমরা কেউই সত্য গ্রহণ করো না, কেবল সে ব্যতীত যাকে আমি হিদায়াত দান করেছি। (অতএব তোমরা আমার কাছে হিদায়াত প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের হিদায়াত দেব) অর্থাৎ: তোমরা আমার কাছে হিদায়াত চাও; যখন তোমরা তা চাইবে, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব এবং তোমাদের সত্যের পথ দেখাব। এই কারণেই উত্তরটি এসেছে: (তোমরা হিদায়াত চাও, আমি হিদায়াত দেব) রূপে, যেন এটি একটি শর্তের উত্তর, যাতে শর্ত পূর্ণ হলে তার ফলাফল নিশ্চিত হয়। এর প্রমাণ হলো ক্রিয়াটি জজম অবস্থায় রয়েছে, সুতরাং আপনি যখনই আল্লাহর কাছে একনিষ্ঠতা, পরম মুখাপেক্ষিতা এবং আকুলতার সাথে হিদায়াত চাইবেন, আল্লাহ আপনাকে হিদায়াত দান করবেন।

কিন্তু আমাদের অধিকাংশ লোকই এই বিষয়ে উদাসীন। আমাদের অধিকাংশই ইবাদত করে থাকি অভ্যাসবশত এবং মানুষ যা করছে তার দেখাদেখি, যেন আমরা হিদায়াত প্রার্থনার ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মুখাপেক্ষী নই। অথচ আমাদের জন্য সমীচীন হলো সর্বদা আল্লাহর কাছে হিদায়াত প্রার্থনা করা। মানুষ প্রতিটি সালাতে বলে: হে প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি রহম করুন এবং আমাকে হিদায়াত দান করুন। বরং সে প্রতিটি সালাতেই রুকন হিসেবে পাঠ করে: (আমাদের সরল পথ প্রদর্শন করুন, তাদের পথ যাদের...)

(ص: 125) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

أُنْعِمْتَ عَلَيْهِمْ) (الفاتحة: 7) ، ولكن أين القلوب الواعية؟ ! إن أكثر المصلين يقرأ هذه الآية، وتمر عليه مر الطيف، أي مر الغيم الذي يجري بدون ماء، وبدون شيء، ولا ينتبه لها.

والذي يليق بنا أن نتنبه، وأن نعلم أننا مفتقرون إلى الله عز وجل في الهداية، سواء الهداية العلمية، أو الهداية العملية، أي هداية الإرشاد والدلالة - أو هداية التوفيق، فلا بد أن نسأل الله دائماً الهداية.

(فاستهدوني أهدكم) وربما تشمل هذه الجملة الطريق الحسي، كما تشمل الطريق المعنوي، فالهداية للطريق المعنوي: هي الهداية إلى دين الله، والهداية للطريق الحسي: كأن تكون في أرضه قد ضللت الطريق وضعت، فمن تسأل؟ فإنك تسأل الله الهداية، ولهذا قال الله عن موسى صلى الله عليه وسلم: (وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ) (القصص: 22) ، أي السبيل المستوي الموصل للمقصود بدون تعب، وقد جرب هذا، فإن الإنسان إذا ضلَّ في البر فإنه يلجأ إلى الله تعالى ويقول: رب أهدني سواء السبيل، أو عسى ربي أن يهديني سواء السبيل،، وذلك

لأننا محتاجون إلى الله في الهدايتين؛ هداية الطريق الحسي، كما أننا محتاجون إلى الله في الهداية إلى الطريق المعنوي. نسأل الله أن يهدينا جميعاً الهداية فيسبب هدى. ثم قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: (يا عبادي، كلّم جائعٍ إلا من أطعته، فاستطعوني أطعكم، يا عبادي كلّم عارٍ إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم)، هاتان الجملتان الخاصتان بالجوع والعري ذكرهما

(যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন) (আল-ফাতিহা: ৭), কিন্তু সচেতন অন্তর কোথায়?!

অধিকাংশ সালাত আদায়কারী এই আয়াতটি পাঠ করেন এবং তা তাদের নিকট দিয়ে ছায়ার ন্যায় অতিক্রান্ত হয়ে যায়—অর্থাৎ এমন মেঘের ন্যায় যা কোনো পানি বা কোনো কিছু ছাড়াই প্রবাহিত হয়—এবং তারা এর প্রতি দ্রষ্টব্য করে না।

আর আমাদের জন্য যা সমীচীন তা হলো সচেতন হওয়া এবং এটা জানা যে, হিদায়াতের ক্ষেত্রে আমরা মহান আল্লাহর মুখাপেক্ষী; চাই তা জ্ঞানগত হিদায়াত হোক কিংবা আমলগত হিদায়াত, অর্থাৎ দিকনির্দেশনা ও পথের দিশা কিংবা তাওফিক লাভ; তাই সর্বদা আল্লাহর কাছে হিদায়াত প্রার্থনা করা আমাদের জন্য অপরিহার্য।

(অতএব তোমরা আমার কাছে হিদায়াত চাও, আমি তোমাদের হিদায়াত দান করব) সম্ভবত এই বাক্যটি বাহ্যিক পথ এবং আত্মিক পথ উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। আত্মিক পথের হিদায়াত হলো আল্লাহর দ্বীনের দিকে পরিচালিত হওয়া। আর বাহ্যিক পথের হিদায়াত হলো—যেমন আপনি কোনো ভূখণ্ডে পথ হারিয়ে ফেলেছেন বা দিকবিচ্যুত হয়েছেন, এমতাবস্থায় আপনি কার কাছে সাহায্য চাইবেন? নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর কাছে হিদায়াত বা সঠিক পথের দিশা কামনা করবেন। এই কারণেই মহান আল্লাহ মূসা (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বলেছেন: (আর যখন তিনি মাদইয়ানের অভিমুখে যাত্রা করলেন, তখন বললেন: ‘আশা করি আমার রব আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন’) (আল-কাসাস: ২২)। অর্থাৎ এমন সমতল পথ যা কোনো ক্লান্তি ছাড়াই গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। এটি পরীক্ষিত যে, মানুষ যখন মরুভূমিতে পথ হারিয়ে ফেলে, তখন সে মহান আল্লাহর শরণাপন্ন হয় এবং বলে: ‘হে আমার রব, আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন’ অথবা ‘আশা করি আমার রব আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন’। এর কারণ হলো, আমরা উভয় প্রকার হিদায়াতের ক্ষেত্রেই আল্লাহর মুখাপেক্ষী; বাহ্যিক পথের হিদায়াত যেমন

প্রয়োজন, তেমনি আত্মিক পথের হিদায়াতের ক্ষেত্রেও আমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের সকলকে সেই হিদায়াত দান করেন যা তিনি হিদায়াতপ্রাপ্তদের দান করেছেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করে বলেছেন: (হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত, তবে আমি যাকে আহার করিয়েছি সে ব্যতীত; সুতরাং তোমরা আমার নিকট আহার চাও, আমি তোমাদের আহার দান করব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলেই বস্ত্রহীন, তবে আমি যাকে বস্ত্র পরিধান করিয়েছি সে ব্যতীত; সুতরাং তোমরা আমার কাছে বস্ত্র চাও, আমি তোমাদের বস্ত্র পরিধান করাব।) ক্ষুধা এবং বস্ত্রহীনতা সম্পর্কিত এই বাক্য দুটি তিনি উল্লেখ করেছেন—

(ص: 126) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الله عز وجل بعد أن ذكر الهداية، لأن في الهداية غذاء القلب بالعلم والإيمان، والجوارح بالعمل الصالح.
أما الطعام والشراب والكسوة فهي غذاء البدن، لأن البدن لا يستقيم إلا بالطعام، ولا يستتر إلا بالكسوة، ولهذا قال: (يا عبادي، لكم جائع إلا من أطعته، فاستطعوني أطعمكم) وصدق ربنا عز وجل كلنا جائع إلا من أطعمه الله، ولولا أن الله تعالى يسر لنا ما يكون به طعامنا لهلكننا، يقول الله تعالى مبيناً ذلك في سورة الواقعة: (أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ) .

والجواب: بل أنت - يا ربنا - الذي زرعت، لأن الله يقول: (لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَبُغْرُمُونَ) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (الواقعة: 65، 67) ، وتأمل كيف قال تعالى: (لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا) ، ولم يقل: لو نشاء ما أنبتناه، لأنه إذا نبت

وشاهده الناس؛ تعلقت به قلوبهم، فإذا جعل حطاماً بعد أن تعلق به القلوب؛ صار ذلك أشد نكايه، ولهذا قال تعالى (لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً) ، ولم يقل لو نشاء ما أنبتناه.

وقال تعالى: (أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ) (الواقعة: 69) ، يعني: من السحاب، (أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ) ؛ لأن الماء الذي نشرب من السحاب، ينزله الله عز وجل على الأرض فيسلكه ينابيع، يدخله في الأرض، ويجري فيها تحت الأرض كالأنهار، ثم يستخرج بالأدوات التي سخرها الله عز وجل في كل وقت بحسبه، وهذا من حكمة الله عز وجل أن استودع الماء في بطون الأرض، ولو بقي على ظهر

মহান আল্লাহ হিদায়াতের কথা উল্লেখ করার পর [এ কথাগুলো বলেছেন], কারণ হিদায়াতের মধ্যেই রয়েছে জ্ঞান ও ঈমানের মাধ্যমে অন্তরের খোরাক এবং নেক আমলের মাধ্যমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের খোরাক।

পক্ষান্তরে খাদ্য, পানীয় এবং পোশাক হলো শরীরের খোরাক; কেননা খাদ্য ছাড়া শরীর সুস্থ থাকে না এবং পোশাক ছাড়া শরীর আবৃত হয় না। এ কারণেই তিনি বলেছেন: "হে আমার বান্দারা, তোমরা সবাই ক্ষুধার্ত, তবে আমি যাকে অন্ন দান করি সে ব্যতীত। সুতরাং তোমরা আমার কাছে অন্ন চাও, আমি তোমাদের অন্ন দেব।" আমাদের মহান রব সত্যই বলেছেন, আল্লাহ যাকে অন্ন দান করেন সে ব্যতীত আমরা সবাই ক্ষুধার্ত। মহান আল্লাহ যদি আমাদের খাদ্যের উৎসগুলো সহজলভ্য না করতেন, তবে আমরা ধ্বংস হয়ে যেতাম। আল্লাহ তাআলা সূরা আল-ওয়াকিয়ায় বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেছেন: "তোমরা যে বীজ বপন করো, সে সম্পর্কে কি ভেবে দেখেছ? তোমরা কি তা উৎপন্ন করো, নাকি আমিই উৎপন্নকারী?"

এর উত্তর হলো: বরং হে আমাদের রব, আপনিই তা উৎপন্ন করেছেন। কারণ আল্লাহ বলেন: "আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটোয় পরিণত করতে পারতাম, তখন তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়তে। (বলতে শুরু করতে:) আমরা তো ঋণের দায়ে পড়ে গেলাম। বরং আমরা তো বঞ্চিত।" (সূরা আল-ওয়াকিয়া: ৬৫-৬৭)। লক্ষ্য করুন, মহান আল্লাহ কীভাবে বলেছেন: "আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটোয় পরিণত করতাম", কিন্তু তিনি এটি বলেননি যে: "আমি ইচ্ছা

করলে তা উৎপন্নই করতাম না"। কারণ যখন ফসল ফলে এবং মানুষ তা প্রত্যক্ষ করে, তখন তাদের অন্তর সেটির সাথে জড়িয়ে যায়। সুতরাং যখন অন্তরের আসক্তি সৃষ্টি হওয়ার পর তা খড়কুটোয় পরিণত করে দেওয়া হয়, তখন সেটি অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক হয়। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটোয় পরিণত করতাম", তিনি এটি বলেননি যে: "আমি ইচ্ছা করলে তা উৎপন্নই করতাম না"।

মহান আল্লাহ আরও বলেন: "তোমরা যে পানি পান করো, সে সম্পর্কে কি ভেবে দেখেছ? তোমরা কি তা মেঘ থেকে নামিয়ে আনো?" (সূরা আল-ওয়াকিয়া: ৬৯), অর্থাৎ মেঘমালা থেকে। "নাকি আমিই তা বর্ষণ করি?" কারণ আমরা যে পানি পান করি তা মেঘ থেকে আসে; মহান আল্লাহ তা জমিনের ওপর বর্ষণ করেন, অতঃপর তা প্রস্রবণ হিসেবে প্রবাহিত করেন এবং মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করান। সেটি মাটির নিচ দিয়ে নদীর মতো প্রবাহিত হয়। এরপর আল্লাহ তাআলা কর্তৃক সহজলভ্য করে দেওয়া যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সময় ও প্রয়োজন অনুযায়ী তা উত্তোলন করা হয়। এটি মহান আল্লাহর হিকমতের বহিঃপ্রকাশ যে, তিনি পানিকে জমিনের অভ্যন্তরে গচ্ছিত রেখেছেন। আর যদি তা ভূপৃষ্ঠের ওপর থেকে যেত...

(ص: 127) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الأرض لفسد، وأفسد الهواء وأهلك البواشي، بل وأهلك آدميين من رآحته ومنتنه، ولكن الله عز وجل بحكمته ورحمته جعل هذه الأرض تشربه وتسلكه ينابيع فيها، حتى تأتي حاجة الناس إليه؛ فيحفرونه، فيصلون إليه. والذي أنزله هو الله عز وجل، ولو اجتمع الناس كلهم على أن ينزلوا قطرة من السماء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، ولكن الله عز وجل هو الذي ينزله بقدرته ورحمته، إذن، نحن لا نطعم شيئاً من طعام، أو مأكل، ولا من مشروب؛ إلا بالله عز وجل ولهذا قال: (كلكم جائع إلا من أطعته، فاستطعوني أطعمكم).

واستطاع الله عز وجل يكون بالقول وبالفعل؛ بالقول: بأن تسأل الله عز وجل أن يطعنا وأن يرزقنا، وأما بالفعل، فله جهتان:

الجهة الأولى: العمل الصالح، فإن العمل الصالح سبب لكثرة الأرزاق وسعتها، قال الله عز وجل: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (الأعراف: 96) ، وقال تعالى: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَاهُمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ) (المائدة: 65، 66) ، (مِنْ فَوْقِهِمْ) : أي من ثمار الأشجار، (وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ) : أي من ثمار الزروع، فإليهم أن هذا من أسباب إطعام الله. الجهة الثانية من جهة الاستطعام الفعلي: أن نحرث الأرض، ونحفر

পৃথিবী কলুষিত হয়ে যেত, বাতাস দূষিত হতো এবং এর দুর্গন্ধ ও পচনের কারণে গবাদিপশু তো বটেই, এমনকি মানুষও ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর প্রজ্ঞা ও করুণার মাধ্যমে এই জমিনকে এমন করেছেন যে, তা এই পানি শুষে নেয় এবং একে ভূগর্ভস্থ বারনাধারায় প্রবাহিত করে, যাতে মানুষের প্রয়োজন দেখা দিলে তারা তা খনন করে সংগ্রহ করতে পারে। আর যিনি এটি বর্ষণ করেছেন তিনি মহান আল্লাহ। যদি সমস্ত মানুষ একত্রিত হয়ে আকাশ থেকে এক ফোঁটা পানি বর্ষণ করতে চায়, তবে তারা তার কোনো পথ পাবে না। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর কুদরত ও রহমতে তা বর্ষণ করেন। অতএব, আমরা মহান আল্লাহ ছাড়া কোনো খাবার বা পানীর আশা করি না। এই কারণেই তিনি বলেছেন: (তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত, তবে সে ব্যতীত যাকে আমি অন্ন দান করেছি; সুতরাং তোমরা আমার কাছে খাদ্য প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের খাদ্য দান করব)।

আর মহান আল্লাহর কাছে খাদ্য প্রার্থনা করা কথা ও কাজের মাধ্যমে হয়ে থাকে। মৌখিকভাবে প্রার্থনা হলো: মহান আল্লাহর কাছে এই আবেদন করা যে, তিনি যেন আমাদের আহার ও রিজিক দান করেন। আর কর্মের মাধ্যমে প্রার্থনার দুটি দিক রয়েছে:

প্রথম দিক: নেক আমল বা সৎকর্ম। নিশ্চয়ই নেক আমল রিজিকের প্রাচুর্য ও প্রশস্ততার কারণ। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন: (আর যদি জনপদবাসীরা ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম; কিন্তু তারা অস্বীকার করল, ফলে আমি তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের পাকড়াও করলাম) (আল-আরাফ: ৯৬)। তিনি আরও বলেন: (আর যদি আহলে কিতাবগণ ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে অবশ্যই আমি তাদের পাপসমূহ মোচন করে দিতাম এবং অবশ্যই তাদের নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে দাখিল করতাম। আর তারা যদি তাওরাত, ইঞ্জিল এবং তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত করত, তবে তারা তাদের উপর থেকে এবং তাদের পায়ের নিচ থেকে আহার করত) (আল-মায়দাহ: ৬৫, ৬৬)। 'তাদের উপর থেকে' অর্থাৎ: বৃক্ষের ফলমূল থেকে; 'তাদের পায়ের নিচ থেকে' অর্থাৎ: ফসলাদি থেকে। সারকথা হলো, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে খাদ্যপ্রাপ্তির অন্যতম কারণ। কর্মগতভাবে খাদ্য প্রার্থনার দ্বিতীয় দিকটি হলো: জমি চাষ করা এবং খনন করা...

(ص: 128) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الآبار، ونستخرج المياه، ونزرع الحبوب، ونغرس الأشجار، وما أشبه ذلك.

فلاستطعام يكون بالقول، ويكون بالفعل، والفعل له جهتان: الجهة الأولى: العمل الصالح، والجهة الثانية: الأسباب الحسية المادية كالحرث، وحفر الآبار، وما أشبه ذلك.

وقوله - جل ذكره -: (فاستطعوني أطعمكم) هذا جواب شرط مقدر، أو جواب الأمر الذي كان في الشرط، يعني أنك إذا استطعت الله فإن الله يطعمك، ولكن استطاع الله عز وجل يحتاج إلى أمر مهم، وهو حسن الظن بالله - جل وعلا -، أي أن تحسن الظن بربك أنك إذا استطعته أطعمك، أما أن تدعو الله وأنت غافل لاهٍ، أو تفعل

الأسباب وأنت معتمد على قوتك لا على ربك؛ فإنك قد تكون مخذولاً، والعياذ بالله، لكن استطعم الله وحده وأخلص له وحده في ذلك.

(يا عبادي كلکم عارٍ إلا من کسوته، فاستکسوني اکسکم) ، کلکم عارٍ إلا من کسوته، ذلك لأن الإنسان يخرج من بطن أمه ليس عليه ثياب، بل يخرج مجرداً؛ لا ثياب، ولا شعر یکسوه، كما یکون في الحيوان، وهذا من حکمة الله عز وجل.

فمن حکمته تعالى: أن جعلنا نخرج بادية أبشارنا، بادية جلودنا، حتى نعرف أننا محتاجون إلى کسوة تستر عورتنا حساً، كما أننا محتاجون إلى عمل صالح یستر عورتنا معنی، لأن التقوى لباس، كما قال تعالى: (وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ) (الأعراف: 26) ، فأنت انظر في نفسك تجد أنك

কূপ খনন করা, পানি উত্তোলন করা, শস্য আবাদ করা, বৃক্ষ রোপণ করা এবং এই জাতীয় বিষয়সমূহ।

সুতরাং আহার প্রার্থনা মৌখিকও হতে পারে আবার কর্মের মাধ্যমেও হতে পারে। আর কর্মের দুটি দিক রয়েছে: প্রথম দিকটি হলো নেক আমল, আর দ্বিতীয় দিকটি হলো বাহ্যিক ও বস্তুগত উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা, যেমন চাষাবাদ করা, কূপ খনন করা এবং এই জাতীয় বিষয়াবলি। আর মহান আল্লাহর বাণী: "তোমরা আমার নিকট আহার চাও, আমি তোমাদের আহার দেব"—এটি একটি উহ্য শর্তের উত্তর, অথবা শর্তের অন্তর্ভুক্ত নির্দেশের উত্তর। অর্থাৎ আপনি যদি আল্লাহর নিকট আহার প্রার্থনা করেন তবে আল্লাহ আপনাকে আহার দেবেন। কিন্তু মহান আল্লাহর নিকট আহার প্রার্থনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রয়োজন, আর তা হলো মহান আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা। অর্থাৎ আপনার রবের প্রতি এই সুধারণা রাখা যে, আপনি যদি তাঁর নিকট আহার প্রার্থনা করেন তবে তিনি আপনাকে আহার দেবেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি গাফেল ও অমনোযোগী হৃদয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করেন, অথবা নিজের শক্তির ওপর ভরসা করে উপায়-উপকরণ অবলম্বন করেন—রবের ওপর ভরসা না করে—তবে আপনি

সহায়হীন ও বঞ্চিত হতে পারেন (আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন)। সুতরাং একমাত্র আল্লাহর নিকটই আহ্বার প্রার্থনা করুন এবং এই ক্ষেত্রে কেবল তাঁর জন্যই একনিষ্ঠ হোন।

"হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলেই বস্ত্রহীন, কেবল সে ব্যতীত যাকে আমি পরিধান করিয়েছি। সুতরাং তোমরা আমার নিকট বস্ত্র চাও, আমি তোমাদের বস্ত্র পরিধান করাব।"

তোমরা সকলেই বস্ত্রহীন কেবল সে ব্যতীত যাকে আমি পরিধান করিয়েছি; এর কারণ হলো মানুষ যখন তার মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয় তখন তার শরীরে কোনো পোশাক থাকে না। বরং সে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় বের হয়ে আসে; কোনো পোশাক থাকে না, এমনকি পশুর ন্যায় তাকে আবৃত করার মতো কোনো লোম বা পশমও থাকে না। আর এটি মহান আল্লাহর প্রজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।

তাঁর প্রজ্ঞার আরও একটি দিক হলো: তিনি আমাদের নগ্ন দেহে ও অনাবৃত চামড়ায় ভূমিষ্ঠ করেছেন, যাতে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, বাহ্যিকভাবে আমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য আমরা যেমন পোশাকের মুখাপেক্ষী, ঠিক তেমনিভাবে আধ্যাত্মিকভাবে আমাদের নগ্নতা ও দোষ-ত্রুটি ঢাকার জন্য আমরা নেক আমলের মুখাপেক্ষী। কেননা তাকওয়া হলো পোশাক, যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: "আর তাকওয়ার পোশাকই হলো সর্বোত্তম" (সূরা আল-আ'রাফ: ২৬)। সুতরাং আপনি নিজের অবস্থার দিকে তাকালে দেখতে পাবেন যে আপনি...

(ص: 129) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

محتاج إلى الكسوة الحسية لأنك عار، كذلك أيضاً محتاج إلى الكسوة المعنوية - وهي العمل الصالح - حتى لا تكون عارياً، ولهذا ذكر بعض العابرين للرؤيا أن الإنسان إذا رأى نفسه في المنام عارياً فإنه يحتاج إلى كثرة الاستغفار، لأن هذا دليل على نقصان تقواه، فإن التقوى لباس.

وعلى كل حال؛ فنحن عراة إلا كسوة الله عز وجل وقد سخر الله لنا من الكسوة ما نكسو به أبداننا - والله الحمد - من أصناف اللباس المتنوعة، لا سيما في البلاد الغنية التي ابتلاها الله عز وجل بالمال، فإن المال - في الحقيقة - فتنة يخشى على الأمة منه، كما قال محمد صلى الله عليه وسلم: (والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا، فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم؛ فتهلككم كما أهلكتهم) فالمال ابتلاء وبلوى، تحتاج إلى صبر على أداء ما يجب فيه، وإلى شكر على ما يجب له.

وعلى كل حال، أقول: إن الله سبحانه وتعالى من علينا باللباس، ولولا أن الله يسره لنا ما تيسر، ولو أنك نظرت في الخلق في وقتك الآن، وتأملت لوجدت - كما سمعنا - من يبتون عراة، ليس على أبدانهم ما يستترهم، ربما يسترون السوءة بالأشجار ونحوها، وليس عليهم ما يستترهم دون ذلك، فمن الذي سترك ومن عليك؟ هو الله، ولهذا قال عز وجل (يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم).

ونقول في قوله: (استكسوني أكسكم) كما قلنا في قوله: (استطعوني

আপনি যেমন আপনার নগ্নতা নিবারণের জন্য বাহ্যিক পোশাকের মুখাপেক্ষী, তেমনি আপনি আধ্যাত্মিক পোশাকের—অর্থাৎ নেক আমলের—মুখাপেক্ষী যাতে আপনি নগ্ন না হয়ে যান। এজন্যই কোনো কোনো স্বপ্ন বিশারদ উল্লেখ করেছেন যে, মানুষ যদি স্বপ্নে নিজেকে নগ্ন দেখে, তবে তার অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করা প্রয়োজন। কেননা এটি তার তাকওয়ার ঘাটতির প্রমাণ; কারণ তাকওয়াই হলো প্রকৃত পোশাক।

যাই হোক; আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা যাকে পোশাক দান করেছেন সে ব্যতীত আমরা সকলেই নগ্ন। আল্লাহ তাআলা আমাদের শরীর আবৃত করার জন্য বিবিধ প্রকারের পোশাক সহজলভ্য করে দিয়েছেন—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য—বিশেষ করে সেই সব সমৃদ্ধ দেশসমূহে যাদেরকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়ে পরীক্ষা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সম্পদ এমন এক ফিতনা বা পরীক্ষা যার ব্যাপারে উম্মতের ওপর আশঙ্কা করা হয়, যেমনটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের ওপর দারিদ্র্যের আশঙ্কা করি না; বরং আমি তোমাদের ওপর এ নিয়ে আশঙ্কা করি যে, তোমাদের সামনে দুনিয়া উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে এবং তোমরা একে পাওয়ার জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা শুরু করবে যেমনটি তোমাদের পূর্ববর্তীরা করেছিল; ফলে তা তোমাদের ধ্বংস করে দেবে যেমনটি তাদের ধ্বংস করেছিল)। সুতরাং সম্পদ এক পরীক্ষা ও বিপদ; এতে অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য যেমন ধৈর্যের প্রয়োজন, তেমনি এর জন্য প্রাপ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও আবশ্যিকতা রয়েছে।

যাই হোক, আমি বলছি: আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা আমাদের ওপর পোশাকের মাধ্যমে অনুগ্রহ করেছেন। আল্লাহ যদি এটি আমাদের জন্য সহজ না করতেন, তবে তা সহজ হতো না। আপনি যদি বর্তমান সময়ের সৃষ্টিজগতের দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং গভীরভাবে ভাবেন, তবে দেখতে পাবেন—যেমনটি আমরা শুনে থাকি—এমন মানুষও আছে যারা নগ্ন অবস্থায় রাত কাটায়, তাদের শরীরে আবরণ দেওয়ার মতো কিছুই নেই। সম্ভবত তারা গাছের পাতা বা অনুরূপ কিছু দিয়ে নিজেদের লজ্জাস্থান ঢেকে রাখে, এছাড়া তাদের শরীর ডাকার আর কিছু নেই। এমতাবস্থায় কে আপনাকে আবৃত করলেন এবং কে আপনার ওপর এই অনুগ্রহ করলেন? তিনি মহান আল্লাহ। এজন্যই তিনি আয্যা ওয়া জাল্লা বলেছেন: (হে আমার বান্দারা, তোমরা সবাই উলঙ্গ কেবল সে ব্যতীত যাকে আমি পোশাক পরিয়েছি; সুতরাং তোমরা আমার নিকট পোশাক চাও, আমি তোমাদের পোশাক দান করব)।

তাঁর এই বাণী— (তোমরা আমার নিকট পোশাক চাও, আমি তোমাদের পোশাক দান করব)—প্রসঙ্গে আমরা ঠিক তা-ই বলব, যা আমরা তাঁর এই বাণীর ক্ষেত্রে বলেছি— (তোমরা আমার নিকট খাদ্য চাও...

أطعمكم) ، يعني أن الاستكساء يكون بالقول، ويكون بالفعل؛ أما الذي بالقول: فبأن تسأل الله عز وجل أن يكسوك، وإذا سألت الله أن يكسو بدنك حسيماً، فسأل الله أن يكسو عورتك المعنوية بالتوفيق إلى طاعته.

وأما الاستكساء بالفعل فعلى وجهين:

الوجه الأول: بالأعمال الصالحة، والوجه الثاني: بفعل الأسباب الحسية التي تكون بها الكسوة؛ من إحداث المعامل، والمصانع، وغير ذلك.

وفي الربط بين الطعام والكسوة والهداية مناسبة؛ لأن الطعام في الحقيقة كسوة البدن باطناً، لأن الجوع والعطش معناه خلو المعدة من الطعام والشراب، وهذا تعرُّ لها، والكسوة ستر البدن ظاهراً، والهداية الستر المهم المقصود وهو ستر القلوب والنفوس من عيوب الذنوب.

ثم قال تعالى: (يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم) هذا أيضاً من تمام نعمة الله على العبد، إنه - جل وعلا - يعرض عليه أن يستغفر إلى الله ويتوب إليه، مع أنه يقول: (إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعاً) ، أي جميع الذنوب، من الشرك بالله، والكفر، والكبائر، والصغائر، كلها يغفرها الله، ولكن بعد أن يستغفر الإنسان ربه، ولهذا قال: (فاستغفروني أغفر لكم) ، أي اطلبوا مني المغفرة حتى أغفر لكم. ولكن طلب المغفرة ليس مجرد أن يقول الإنسان: اللهم اغفر لي، بل لابد من توبة صادقة يتوب بها الإنسان إلى الله عز وجل.

(তোমাদের খাইয়েছি), অর্থাৎ পোশাক প্রার্থনা করা মৌখিকভাবে হতে পারে আবার কর্মের মাধ্যমেও হতে পারে। মৌখিকভাবে চাওয়ার বিষয়টি হলো মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা যে তিনি যেন আপনাকে পোশাক পরিধান করান। আর যখন আপনি আপনার শরীরের বাহ্যিক আবরণের জন্য আল্লাহর কাছে পোশাক চাইবেন, তখন আপনার আধ্যাত্মিক আকর রক্ষার

জন্যও তাঁর কাছে তাওফিকের প্রার্থনা করুন যেন তিনি আপনাকে তাঁর আনুগত্যের পথে পরিচালিত করেন।

আর কর্মের মাধ্যমে পোশাক প্রার্থনা করা দুই প্রকার হতে পারে:

প্রথম প্রকার: সৎ আমলের মাধ্যমে, এবং দ্বিতীয় প্রকার: সেই সকল জাগতিক উপায় ও উপকরণ গ্রহণ করার মাধ্যমে যার দ্বারা পোশাক অর্জিত হয়; যেমন কলকারখানা স্থাপন এবং এই জাতীয় অন্যান্য কর্মকাণ্ড।

খাদ্য, বস্ত্র এবং হিদায়াতের বর্ণনার এই পারস্পর্যের মধ্যে একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। কেননা খাদ্য প্রকৃতপক্ষে দেহের অভ্যন্তরীণ পোশাক; যেহেতু ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অর্থ হলো পাকস্থলী খাদ্য ও পানীয় শূন্য থাকা, আর এটি হলো পাকস্থলীর জন্য এক প্রকার নগ্নতা। আর বস্ত্র হলো দেহের বাহ্যিক আবরণ। অন্যদিকে হিদায়াত হলো সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও মূল কাঙ্ক্ষিত আবরণ, যা হলো অন্তর ও আত্মাকে পাপের পঙ্কিলতা থেকে আবৃত রাখা।

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন: (হে আমার বান্দাগণ! নিশ্চয়ই তোমরা দিনরাত গুনাহ করে থাকো, আর আমি সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিই। সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেব)। এটিও বান্দার প্রতি আল্লাহর নিআমতের পূর্ণতা যে, তিনি স্বয়ং বান্দাকে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করার প্রস্তাব দিচ্ছেন। অথচ তিনি বলেছেন: (নিশ্চয়ই তোমরা দিনরাত গুনাহ করো এবং আমি সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করি), অর্থাৎ শিরক, কুফর, কবিরার গুনাহ এবং সগিরার গুনাহ—সবই আল্লাহ ক্ষমা করেন। তবে তা হতে হবে মানুষের ক্ষমা প্রার্থনার পর। এজন্যই তিনি বলেছেন: (সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেব), অর্থাৎ তোমরা আমার কাছে ক্ষমা চাও যাতে আমি তোমাদের ক্ষমা করতে পারি।

তবে ক্ষমা প্রার্থনা করা কেবল মুখে ‘হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন’ বলার নাম নয়, বরং এর জন্য আবশ্যিক হলো এমন একনিষ্ঠ তওবা, যার মাধ্যমে মানুষ মহান আল্লাহর দিকে পরিপূর্ণভাবে ফিরে আসে।

والتوبة الصادقة هي التي تجمع خمسة شروط:

الشرط الأول: أن يكون الإنسان مخلصاً فيها لله عز وجل لا يحمله على التوبة مراعاة الناس، ولا تسبيحهم، ولا أن يتقرب إليهم بشيء، وإنما يقصد بالتوبة الرجوع إلى الله حقيقة، والإخلاص شرط في كل عمل، ومن جملة الأعمال الصالحة: التوبة إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (النور: 31).

الشرط الثاني: أن يندم الإنسان على ما وقع منه من الذنب، يعني أن يحزن، ويتأسف، ويعرف أنه ارتكب خطأ حتى يندم عليه، أما أن يكون ارتكاب الخطأ وعدمه عنده على حد سواء؛ فهذه ليست بتوبة، بل لابد من أن يندم بقلبه ندماً يتمنى أنه لم يقع منه هذا الذنب.

الشرط الثالث: أن يقلع عن الذنب فلا توبة مع الإصرار على الذنوب، كما قال تعالى: (وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (آل عمران: 135)، أما أن يقول إنه تائب من الذنب وهو مصر عليه، فإنه كاذب مستهزئ بالله عز وجل، فمثلاً لو قال: أتوب إلى الله من الغيبة، ولكنه كلما جلس مجلساً اغتاب عباد الله؛ فإنه كاذب في توبته، ولو قال أتوب إلى الله من الربا ولكنه مصر عليه؛ يبيع بالربا ويشترى بالربا، فهو كاذب في توبته، ولو قال: أتوب إلى الله من استماع الأغاني، ولكنه مصر على ذلك، فهو كاذب في توبته، ولو قال: أتوب إلى الله من معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في إعفاء اللحية، وكان يحلقها، وهو يقول أتوب إلى الله من حلقها؛ فإنه كاذب، وهكذا جميع المعاصي إذا كان الإنسان مصراً عليها فإن دعواه

এবং বিশুদ্ধ তওবা হলো তা-ই যা পাঁচটি শর্তকে একত্রিত করে:

প্রথম শর্ত: ব্যক্তিকে এতে মহান আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হতে হবে; লোকদেখানো বা মানুষের কাছে প্রশংসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কিংবা তাদের নৈকট্য লাভের কোনো বিষয় যেন তাকে তওবায় উদ্বুদ্ধ না করে। বরং তওবার মাধ্যমে তার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর দিকে ফিরে আসা। আর প্রতিটি আমলের জন্যই ইখলাস বা একনিষ্ঠতা একটি শর্ত; মহান আল্লাহর কাছে তওবা করাও অন্যতম একটি সৎ আমল। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: "হে মুমিনগণ, তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তওবা করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।" (সূরা আন-নূর: ৩১)।

দ্বিতীয় শর্ত: কৃত গুনাহের জন্য মানুষকে অনুতপ্ত হতে হবে। অর্থাৎ সে দুঃখিত ও ব্যথিত হবে এবং সে যে ভুল করেছে তা স্বীকার করবে যেন সে তজ্জন্য লজ্জিত হয়। আর যদি গুনাহ করা বা না করা তার কাছে সমান হয়, তবে তা তওবা নয়। বরং তাকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এমনভাবে অনুতপ্ত হতে হবে যেন সে মনে-প্রাণে আকাঙ্ক্ষা করে যে, এই গুনাহটি যদি তার দ্বারা সংঘটিত না হতো!

তৃতীয় শর্ত: গুনাহটি পুরোপুরি বর্জন করা। কারণ গুনাহে লিপ্ত থাকা অবস্থায় কোনো তওবা হয় না। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: "এবং তারা যা করেছে তাতে জেনেশুনে অবিচল থাকে না।" (সূরা আলে ইমরান: ১৩৫)। আর যে ব্যক্তি গুনাহে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও বলে যে সে তওবা করেছে, সে একজন মিথ্যাবাদী এবং মহান আল্লাহর সাথে উপহাসকারী। উদাহরণস্বরূপ: যদি কেউ বলে যে সে গীবত (পরনিন্দা) করা থেকে তওবা করেছে, অথচ সে যখনই কোনো মজলিসে বসে তখনই আল্লাহর বান্দাদের গীবত করে, তবে সে তার তওবায় মিথ্যাবাদী। যদি কেউ বলে সে সুদ থেকে আল্লাহর কাছে তওবা করেছে অথচ সে সুদে লিপ্ত রয়েছে; সুদের কারবারে কেনাবেচা করেছে, তবে সে তার তওবায় মিথ্যাবাদী। যদি কেউ বলে সে গান শোনা থেকে আল্লাহর কাছে তওবা করেছে অথচ সে তাতে অবিচল রয়েছে, তবে সে তার তওবায় মিথ্যাবাদী। যদি কেউ দাড়ি রাখার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্যতা থেকে তওবা করার দাবি করে অথচ সে দাড়ি মুগুন করে আর বলে যে আমি দাড়ি মুগুন থেকে তওবা করছি, তবে সে মিথ্যাবাদী। এভাবেই সকল গুনাহের ক্ষেত্রে যদি মানুষ তাতে অবিচল থাকে তবে তার দাবি মিথ্যা বলে গণ্য হবে।

التوبة كذب، ولا تقبل توبته.

ومن التخلي عن الذنب والإقلاع عنه: أن يرد المظالم إلى أهلها إذا كانت المعصية في حقوق العباد، فإن كانت في أخذ مال فليرد المال إلى من أخذه منه، فإن كان قد مات فليرده إلى ورثته، فإن تعذر عليه أن يعرف الورثة، أو نسي الرجل، أو ذهب الرجل إلى مكان لا يمكن العثور عليه، مثل أن يكون أجنبياً، فيرجع إلى بلده، ولا يدري أين هو، ففي هذه الحال يخرج ما عليه صدقة ينويها لصاحب المال الذي يطلبه. وإذا كان الذنب في غيبة، وكان المغتتاب قد علم أن هذا الرجل قد اغتابه، فلا بد أن يذهب إلى المغتتاب ويتحلل منه، وينبغي للمغتتاب إذا جاءه أخوه يعتذر إليه أن يقبل، وأن يسامح عنه، فإذا جاء إليك أخوك معتذراً مقراً بالذنب، فاعف عنه واصفح (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (المائدة: 13)، ولكن إذا لم يقبل أن يتسامح عن غيبته إلا بشيء من المال؛ فأعطه من المال حتى يقتنع ويحللك. كذلك إذا كانت المعصية مسابة بينك وبين أحد حتى ضربته مثلاً، فإن التوبة من ذلك أن تذهب إليه وتستسبح منه، وتقول: ها أنا أمامك اضربني كما ضربتك، حتى يصفح عنك، المهم أن من الإقلاع عن المعصية إذا كانت لآدمي أن تحلل منه، سواء كانت مظلمة مال، أو بدن، أو عرض.

الشرط الرابع: أن يعزم على ألا يعود في المستقبل، فإن تاب وأقلع عن الذنب، لكن في قلبه أنه حانت الفرصة عاد إلى ذنبه، فإن ذلك لا

সেই তাওবা মিথ্যা এবং তার তাওবা কবুল করা হবে না।

পাপ বর্জন করা ও তা থেকে বিমুখ হওয়ার একটি দিক হলো: যদি গুনাহটি বান্দার হকের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তবে হকদারকে তার পাওনা ফিরিয়ে দেওয়া। যদি তা সম্পদ আত্মসাতের মাধ্যমে

হয়ে থাকে, তবে যার কাছে থেকে তা নেওয়া হয়েছে তাকে তা ফেরত দিতে হবে। যদি সে ব্যক্তি মারা গিয়ে থাকে, তবে তার উত্তরাধিকারীদের কাছে তা পৌঁছে দিতে হবে। আর যদি উত্তরাধিকারীদের শনাক্ত করা অসম্ভব হয়, কিংবা সে ব্যক্তির কথা ভুলে যায়, অথবা সে ব্যক্তি এমন কোনো স্থানে চলে যায় যেখানে তাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়—যেমন সে কোনো বিদেশি ছিল এবং নিজ দেশে ফিরে গেছে যার বর্তমান অবস্থান জানা নেই—এমতাবস্থায় উক্ত সম্পদ সেই পাওনাদারের নিয়তে সাদাকা করে দিতে হবে।

আর যদি গুনাহটি গীবত বা পরনিন্দা সংক্রান্ত হয় এবং যার গীবত করা হয়েছে সে যদি জানতে পারে যে এই ব্যক্তি তার গীবত করেছে, তবে অবশ্যই তার নিকট গিয়ে ক্ষমা চেয়ে দায়মুক্ত হতে হবে। আর যার কাছে তার ভাই ক্ষমা চাইতে আসবে, তার উচিত হবে তা গ্রহণ করা এবং তাকে মার্জনা করা। সুতরাং যখন তোমার ভাই লজ্জিত হয়ে এবং নিজের দোষ স্বীকার করে তোমার কাছে আসবে, তখন তাকে ক্ষমা করো ও অনুকম্পা প্রদর্শন করো (নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন) (আল-মায়িদাহ: ১৩)। কিন্তু সে যদি অর্থ প্রদান ব্যতিরেকে গীবতের জন্য ক্ষমা করতে রাজি না হয়, তবে তাকে সন্তুষ্ট করতে এবং দায়মুক্ত হতে অর্থ প্রদান করো।

একইভাবে যদি গুনাহটি কারো সাথে বিবাদ বা গালিগালাজ সংক্রান্ত হয়, এমনকি তুমি তাকে আঘাত করে থাকো, তবে এর তাওবা হলো তার কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং বলা: 'এই যে আমি তোমার সামনে উপস্থিত, তুমি আমাকে সেভাবেই আঘাত করো যেভাবে আমি তোমাকে করেছিলাম', যতক্ষণ না সে তোমাকে ক্ষমা করে। মূল কথা হলো, মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো গুনাহ থেকে বিমুখ হওয়ার পছন্দ হলো তার থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া, চাই তা সম্পদ, শরীর কিংবা সম্মান—যে কোনো ধরনের হকের সাথেই সংশ্লিষ্ট হোক না কেন।

চতুর্থ শর্ত: ভবিষ্যতে পুনরায় এই পাপে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প করা। যদি কেউ তাওবা করে এবং পাপটি ছেড়ে দেয়, কিন্তু তার অন্তরে এমন সুপ্ত বাসনা থাকে যে সুযোগ পেলেই সে পুনরায় সেই পাপে লিপ্ত হবে, তবে তা...

يقبل منه، فهذه توبة لا عب، فلا بد أن يعزم، فإذا عزم قدر أنه نفسه سولت له بعد ذلك، وفعل المعصية، فإن ذلك لا ينقص التوبة السابقة، لكن يحتاج إلى توبة جديدة من الذنب مرة ثانية.

الشرط الخامس: أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه، فإن فات الأوان لم تنفع التوبة، ويفوت الأوان إذا حضر الإنسان الموت. فإذا حضره الموت فلا توبة ولو تاب لم ينفعه، لقوله تعالى: (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ) (النساء: 18)، الآن لا فائدة فيها، ولهذا لما أغرق فرعون (قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ) (يونس: 90) ف قيل له (الآن)، يعني أقول هذا الآن (وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ) (يونس: 91)، فات الأوان، ولهذا يجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة، لأنه لا يدري متى يفجؤه الموت، كم من إنسان مات بغتة وفجأة، فليتب إلى الله قبل أن يفوت الأوان.

أما الثاني الذي يفوت به أوان التوبة: إذا طلعت الشمس من مغربها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشمس إذا غابت سجدت تحت عرش الرحمن عز وجل، واستأذنت الله، فإن أذن لها استمرت في سيرها، وإلا قيل: أرجعي من حيث جئت، فترجع بإذن الله وأمره،

গৃহীত হবে; অন্যথায় এটি হবে ক্রীড়াকারীর তওবা। সুতরাং তাকে অবশ্যই দৃঢ় সংকল্প করতে হবে। আর যখন সে সংকল্প করবে, তখন যদি ধরে নেওয়া হয় যে পরবর্তীতে তার কুপ্রবৃত্তি তাকে প্ররোচিত করেছে এবং সে পুনরায় পাপে লিপ্ত হয়েছে, তবে তা পূর্ববর্তী তওবাকে বিনষ্ট করবে না। তবে সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়বারের গুনাহর জন্য তাকে নতুন করে তওবা করতে হবে।

পঞ্চম শর্ত: তওবা এমন সময়ে হতে হবে যখন তা কবুল করা হয়। যদি সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে তওবা কোনো উপকারে আসবে না। আর মানুষের মৃত্যু উপস্থিত হলে তওবার সময় শেষ হয়ে যায়। সুতরাং যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন আর তওবার সুযোগ থাকে না; তখন তওবা করলেও তা কোনো কাজে আসবে না। মহান আল্লাহ তাআলার বাণীর কারণে: “আর তওবা তাদের জন্য নয়, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলে: ‘আমি এখন তওবা করছি’।” (সূরা আন-নিসা: ১৮)। এখন আর তওবার কোনো ফায়দা নেই। এই কারণেই ফেরাউন যখন ডুবে মরছিল, তখন সে বলেছিল: “আমি বিশ্বাস করলাম যে, বনী ইসরাঈল যে সত্তার প্রতি ঈমান এনেছে তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলাম।” (সূরা ইউনুস: ৯০)। তখন তাকে বলা হয়েছিল: “এখন? অর্থাৎ তুমি কি এখন এ কথা বলছ? অথচ ইতিপূর্বে তুমি অবাধ্যতা করেছ এবং তুমি বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।” (সূরা ইউনুস: ৯১)। সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল। এই কারণেই মানুষের উচিত তওবায় ত্বরান্বিত হওয়া, কারণ সে জানে না কখন মৃত্যু তাকে অতর্কিতে জাপটে ধরবে। কত মানুষই তো আকস্মিক ও হুট করে মৃত্যুবরণ করেছে। সুতরাং সময় ফুরিয়ে যাওয়ার পূর্বেই আল্লাহর কাছে তওবা করা উচিত।

আর দ্বিতীয় যে কারণে তওবার সময় শেষ হয়ে যায় তা হলো: যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, সূর্য যখন অস্ত যায়, তখন তা পরম দয়াময় আল্লাহ তাআলার আরশের নিচে সিজদাবনত হয় এবং আল্লাহর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে। যদি তাকে অনুমতি দেওয়া হয়, তবে সে তার পথ চলতে থাকে। অন্যথায় তাকে বলা হবে: তুমি যেখান থেকে এসেছ সেখানেই ফিরে যাও। তখন সে আল্লাহর অনুমতি ও নির্দেশে (পশ্চিম দিক থেকেই) ফিরে আসবে,

فتطلع على الناس من المغرب، فحينئذ يؤمن جميع الناس، يتوبون ويرجعون إلى الله، ولكن ذلك لا ينفعهم، قال الله تعالى: (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ) يعني عند الموت، (أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ) يعني يوم القيامة للحساب، (أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ) يعني طلوع الشمس من مغربها، (يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا) (الأنعام: 158).

هذه خمسة شروط للتوبة، لا تقبل إلا بها، فعليك يا أخي أن تبادر بالتوبة إلى الله، والرجوع إليه، مآدمت في زمن الإمهال، قبل ألا يحصل لك ذلك، واعلم أنك إذا تبت إلى الله توبة نصوحاً؛ فإن الله يتوب عليك، وربما يرفعك إلى منزلة أعلى من منزلتك، أنظر إلى أبيك آدم، حيث نهاه الله عن الأكل من الشجرة، فعصى ربه بوسوسة الشيطان له، قال الله تعالى: (وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى) (طه: 121، 122)، لما تاب نال الاجتباء. واجتباءه الله، وصار في منزلة أعلى من قبل أن يعصي ربه، لأن العصية أحدثت له خجلاً وحياء من الله، وأنابه إليه، ورجوعاً إليه، فصارت حاله أعلى حالاً من قبل.

واعلم أن الله اشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن من رجل كان على راحلته وعليها طعامه وشرابه في أرض فلاة، لا أحد فيها، فأضاع الناقة، وطلبها فلم يجدها، فنام تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا بخطام ناقته متعلقاً بالشجرة، قد جاء الله بها، فأخذ بخطامها، وقال من شدة الفرح: (اللهم

তখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে মানুষের ওপর উদ্ভিত হবে, আর সেই মুহূর্তে সকল মানুষ ঈমান আনবে, তওবা করবে এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে, কিন্তু তা তাদের কোনো উপকারে আসবে না। মহান আল্লাহ বলেন: (তারা কি কেবল এরই অপেক্ষা করেছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতারা আসবে) অর্থাৎ মৃত্যুর সময়, (অথবা আপনার প্রতিপালক আসবেন) অর্থাৎ কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের জন্য, (কিংবা আপনার প্রতিপালকের কোনো নিদর্শন আসবে) অর্থাৎ পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়া, (যেদিন আপনার প্রতিপালকের কোনো

নিদর্শন আসবে, সেদিন এমন কোনো ব্যক্তির ঈমান কাজে আসবে না যে পূর্বে ঈমান আনেনি কিংবা যে নিজের ঈমানের মাধ্যমে কোনো কল্যাণ অর্জন করেনি) (আল-আনআম: ১৫৮)। এগুলো হলো তওবার পাঁচটি শর্ত, যা ব্যতীত তা কবুল হয় না। অতএব হে আমার ভাই, আপনার কর্তব্য হলো আল্লাহর কাছে তওবা করতে এবং তাঁর দিকে ফিরে আসতে সচেষ্ট হওয়া, যতক্ষণ আপনি অবকাশের সময়ের মধ্যে রয়েছেন, সেই সুযোগ হারানোর আগেই। জেনে রাখুন, আপনি যদি আল্লাহর নিকট খাঁটি তওবা করেন, তবে আল্লাহ আপনার তওবা কবুল করবেন এবং সম্ভবত তিনি আপনাকে আপনার পূর্বের স্তরের চেয়েও উচ্চতর মর্যাদায় আসীন করবেন। আপনার পিতা আদমের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করুন; যখন আল্লাহ তাঁকে বৃক্ষ থেকে ফল ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছিলেন, তখন তিনি শয়তানের কুমন্ত্রণায় স্বীয় প্রতিপালকের অবাধ্য হয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন: (আদম তার প্রতিপালকের অবাধ্য হলো, ফলে সে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল। এরপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন, তার তওবা কবুল করলেন এবং তাকে পথনির্দেশ দিলেন) (ত্বাহা: ১২১, ১২২)। যখন তিনি তওবা করলেন, তখন তিনি আল্লাহর বিশেষ মনোনয়ন লাভ করলেন। আল্লাহ তাঁকে মনোনীত করলেন এবং তিনি তাঁর প্রতিপালকের অবাধ্য হওয়ার পূর্বের অবস্থার চেয়েও শ্রেষ্ঠতর মর্যাদায় পৌঁছালেন। কারণ সেই অবাধ্যতা তাঁর মধ্যে আল্লাহর প্রতি এক প্রকার সংকোচ ও লজ্জাবোধ তৈরি করেছিল এবং তাঁকে আল্লাহর প্রতি অধিক বিনয়ী ও প্রত্যাবর্তনশীল করে তুলেছিল, ফলে তাঁর অবস্থা পূর্বের তুলনায় আরও উন্নত হয়েছিল।

জেনে রাখুন, আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দার তওবায় ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিক আনন্দিত হন, যে এক জনমানবহীন প্রান্তরে তার সওয়ারির ওপর ছিল এবং তার সাথেই ছিল তার খাদ্য ও পানীয়। অতঃপর সে তার উটটি হারিয়ে ফেলল এবং অনেক অন্বেষণ করেও তা পেল না। এরপর সে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় একটি গাছের নিচে শুয়ে পড়ল। হঠাৎ সে দেখল যে, তার উটের লাগামটি গাছের সাথে ঝুলে আছে; আল্লাহ সেটি ফিরিয়ে এনেছেন। তখন সে উটের লাগাম ধরে অতিশয় আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠল: (হে আল্লাহ...

أنت عبدي، وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح) ، أراد أن يقول: اللهم أنت ربي، وأنا عبدك، ولكن أخطأ من شدة الفرح، لأن الإنسان إذا اشتد فرحه لا يدري ما يقول، كما أنه إذا اشتد غضبه لا يدري ما يقول، فאלله بتوبة عبده المؤمن أشد فرحاً من فرح هذا بناقته. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، ويرزقنا الإنابة إليه.

وقوله جل ذكره: (يا عبادي إنكم لن تبخلوا نفعي فتنفعوني ولن تبخلوا ضري فتضروني) ، يعني أنه تبارك وتعالى غني عن العباد، ولا ينتفع بطاعتهم ولا تضره معصيتهم، فإنه عز وجل قال في كتابه: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْبَتِينِ) (الذريات: 56، 58) ، فالله عز وجل لا ينتفع بأحد، ولا يتضرر بأحد لأنه غني عن الخلق. جل وعلا. ، وإنما خلق الخلق لحكمة أرادها تبارك وتعالى خلقهم لعبادته، ثم إنه وعد الطائعين بالثواب، وتوعد العاصين بالعقاب، وحكمة منه؛ لأنه خلق الجنة والنار، وقال: لكل منكما على ملأها ، فالنار لا بد أن تكلأ، والجنة لا بد أن تملأ كما قال عز وجل: (وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَبْتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) (هود: 119) ، إذن فالله تعالى لن ينفعه طاعة الطائعين، ولن تضره معصية العاصين، ولن يبلغ أحد ضرره مهما كان.

ولهذا قال فيما بعد هذه الجملة: (لو أن أولكم وأخركم وأنسكم وجنكم

"তুমি আমার বান্দা আর আমি তোমার প্রভু," অত্যধিক আনন্দের আতিশয্যে সে ভুল করে ফেলেছে। সে বলতে চেয়েছিল: "হে আল্লাহ, আপনি আমার প্রভু এবং আমি আপনার বান্দা," কিন্তু তীব্র আনন্দের কারণে সে ভুল করে বসেছে। কেননা মানুষ যখন অত্যধিক আনন্দিত হয়, তখন সে কী বলছে তা বুঝতে পারে না; ঠিক যেমন চরম রাগান্বিত অবস্থায়ও সে বুঝতে পারে না কী বলছে। সুতরাং মুমিন বান্দার তাওবায় আল্লাহ তাআলা এই ব্যক্তির তার হারানো উট

ফিরে পাওয়ার আনন্দের চেয়েও বেশি আনন্দিত হন। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের তাওবা কবুল করেন এবং তাঁর দিকে একনিষ্ঠভাবে ফিরে আসার তাওফিক দান করেন।

এবং মহান আল্লাহর বাণী: "হে আমার বান্দাগণ! তোমরা কখনোই আমার কোনো উপকার করার সামর্থ্য রাখবে না যে আমার উপকার করবে, আর না আমার কোনো ক্ষতি করার সামর্থ্য রাখবে যে আমার ক্ষতি করবে।" অর্থাৎ, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বান্দাদের থেকে অমুখাপেক্ষী। তিনি তাদের আনুগত্যে উপকৃত হন না এবং তাদের পাপেও তাঁর কোনো ক্ষতি হয় না। কারণ তিনি পরাক্রমশালী, তিনি তাঁর কিতাবে বলেছেন: "আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে কোনো জীবিকা চাই না এবং তারা আমাকে আহ্বার করাবে তাও চাই না। নিশ্চয়ই আল্লাহই তো রিযিকদাতা এবং তিনি প্রবল শক্তির অধিকারী।" (আয-যারিয়াত: ৫৬, ৫৮)। সুতরাং আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা কারও দ্বারা উপকৃত হন না এবং কারও দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তও হন না। কারণ তিনি সৃষ্টির মুখাপেক্ষী নন—তিনি মহিমাম্বিত ও উচ্চ। তিনি সৃষ্টিজগতকে এক নিগূঢ় প্রজ্ঞার কারণে সৃষ্টি করেছেন যা তিনি ইচ্ছা করেছেন; অর্থাৎ তাদের সৃষ্টি করেছেন কেবল তাঁর ইবাদতের জন্য। অতঃপর তিনি অনুগতদের পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং অবাধ্যদের শাস্তির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। আর এটি তাঁরই হিকমতের অংশ; কারণ তিনি জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন এবং বলেছেন: "তোমাদের উভয়কেই পূর্ণ করা হবে।" সুতরাং জাহান্নাম অবশ্যই পূর্ণ হবে এবং জান্নাতও অবশ্যই পূর্ণ হবে যেমনটি আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা বলেছেন: "আর এ জন্যই তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন। আর তোমার প্রতিপালকের কথা পূর্ণ হয়েছে যে, আমি অবশ্যই জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।" (হুদ: ১১৯)। অতএব, আনুগত্যকারীদের আনুগত্য আল্লাহর কোনো উপকার করবে না এবং পাপীদের পাপাচার তাঁর কোনো ক্ষতি করবে না। কেউ কখনোই তাঁর ক্ষতি করার পর্যায়ে পৌঁছাতে পারবে না।

এ কারণেই তিনি এই বাক্যের পরে বলেছেন: "যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী এবং মানুষ ও জিন জাতি সবাই..."

كانوا على اتقى قلب رجل منكم، ما زاد في ملكي شيئاً). لو أن أول الخلق وآخرهم وأنسكم وجنهم كانوا متقين، على اتقى قلب رجل واحد، ما زاد ذلك في ملك الله من شيئاً، لأن الملك ملكه، لا للطاعين ولا للعاصين.

كذلك أيضاً يقول - جل وعلا -: (يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم، وأنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئاً) لو كان العباد كلهم من جن وأنس، وأولهم وآخرهم، لو كانوا كلهم فجاراً وعلى أفجر قلب رجل، فإن ذلك لا ينقص من ملك الله شيئاً، قال الله تعالى: (إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ) (الزمر: 7)، فالله - جل وعلا - لا ينقص ملكه بمعضية العصاة، ولا يزيد بطاعة الطاعين، هو ملك الله على كل حال.

ففي هذه الجمل الثلاث دليل على غنى الله سبحانه وتعالى، وكمال سلطانه، وأنه لا يتضرر بأحد ولا ينتفع بأحد؛ لأنه غني عن كل أحد.

ثم قال تعالى: (يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، وأنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المحيط إذا أدخل البحر)، هذه الجملة تدل على سعة ملك الله عز وجل وعلى كمال غناه تبارك وتعالى لو أن الأولين والآخرين، والأنس والجن، قاموا كلهم في صعيد واحد، فسألوا الله ما تبلغه نفوسهم، من أس مسألة وإن عظمت، فأعطي الله كل إنسان ما سأل، بل أعطي الله كل سائل ما سأل، فإن ذلك لا ينقص من ملك الله شيئاً؛ لأن الله جواد، واجد، عظيم الغني، واسع العطاء عز وجل.

(তারা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে পরহেজগার ব্যক্তির হৃদয়ের মতো হয়ে যেত, তবে তা আমার রাজত্বে কিছুই বৃদ্ধি করত না)। যদি সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ এবং জিন মুত্তাকী বা পরহেজগার হয়ে যেত, সবচেয়ে পরহেজগার একজন ব্যক্তির হৃদয়ের মতো, তবে তা আল্লাহর রাজত্বে কিছুই বৃদ্ধি করত না। কারণ রাজত্ব একান্তই তাঁর; এতে অনুগতদের আনুগত্য বা অবাধ্যদের অবাধ্যতার কোনো প্রভাব নেই।

অনুরূপভাবে আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা বলেন: (হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষ ও জিন তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে পাপিষ্ঠ এক ব্যক্তির হৃদয়ের মতো হয়ে যেত, তবে তা আমার রাজত্ব থেকে কিছুই কমাতে পারত না)। যদি জিন ও মানুষের সকল বান্দা, তাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই পাপিষ্ঠ হয়ে যেত এবং সবচেয়ে পাপিষ্ঠ এক ব্যক্তির হৃদয়ের মতো হয়ে যেত, তবে তা আল্লাহর রাজত্ব থেকে সামান্যতম কিছুও হ্রাস করত না। আল্লাহ তাআলা বলেন: (যদি তোমরা কুফরি করো, তবে আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কুফরি পছন্দ করেন না। আর যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করেন) (সূরা আয-যুমার: ৭)। সুতরাং আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা-র রাজত্ব পাপীদের পাপে কমে যায় না এবং আনুগত্যকারীদের আনুগত্যে বৃদ্ধি পায় না; সর্বাবস্থায় সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহরই।

এই তিনটি বাক্যে মহান আল্লাহর অমুখাপেক্ষিতা, তাঁর সার্বভৌমত্বের পূর্ণতা এবং এই বিষয়ের প্রমাণ রয়েছে যে, তিনি কারও দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হন না এবং কারও দ্বারা উপকৃতও হন না; কারণ তিনি সৃষ্টিজগতের সকলের থেকে অমুখাপেক্ষী।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন: (হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষ ও জিন এক প্রান্তরে দণ্ডায়মান হয়ে আমার কাছে প্রার্থনা করত এবং আমি প্রত্যেক মানুষকে তার প্রার্থিত বস্তু দান করতাম, তবে তা আমার নিকট যা আছে তা থেকে ততটুকুই কমাত যতটুকু একটি সুঁই সাগরে ডুবাতে (সাগরের পানি) কমিয়ে থাকে)। এই বাক্যটি মহান আল্লাহর রাজত্বের বিশালতা এবং তাঁর অভাবহীনতার পূর্ণতার প্রমাণ দেয়। যদি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষ ও জিন এক ময়দানে সমবেত হয়ে আল্লাহর কাছে তাদের মনের সকল আকাঙ্ক্ষা প্রার্থনা করত, তা যত বড়ই হোক না কেন, আর আল্লাহ যদি প্রত্যেক মানুষকে তার চাওয়া দান করতেন—বরং প্রত্যেক প্রার্থনাকারীকে তার প্রার্থিত বিষয় প্রদান করতেন—তবে

তা আল্লাহর রাজত্বে সামান্যতম কোনো ঘাটতি তৈরি করত না। কারণ আল্লাহ মহান দাতা, পরম ঐশ্বর্যশালী, অভাবমুক্ত এবং সুপ্রশস্ত দানশীলতার অধিকারী।

(ص: 137) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

(إلا كما ينقص المحيط إذا أدخل البحر) . أغمس المحيط في البحر، وانظر؛ ماذا ينقص البحر؟ إنه لا ينقص البحر شيئاً، ولا يأخذ المحيط من البحر شيئاً يمكن أن ينسب إليه، وذلك لأنه عز وجل واسع الغنى، جواد، ماجد، كريم سبحانه وتعالى. (يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها، لكم، ثم أوفيكم إياها) ، ومعنى (إنما هي أعمالكم) أي الشأن كله أن الإنسان بعمله - يحصى الله أعماله، ثم إذا كان يوم القيامة وفاه إياها. (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) (الزلزلة: 7، 8) ، (فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه) ؛ لأنه هو الذي أخطأ، وهو الذي منع نفسه الخير، أما إذا وجد خير فليحمد الله؛ لأن الله تعالى هو الذي من عليه أولاً وأخيراً، من عليه أولاً بالعمل، ثم من عليه ثانياً بالجزاء الوافر (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا) (الأنعام: 160) .

فهذا الحديث حديث عظيم، تناوله العلماء بالشرح واستنباط الفوائد والأحكام منه، ومن أفرد له مؤلفاً: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه شرح هذا الحديث في كتاب مستقل، فعلى الإنسان أن يتدبر هذا الحديث ويتأمله، ولا سيما الجملة الأخيرة منه، وهي أن الإنسان يجزى بعمله، إن خير فخير، وإن شراً فشر، وهذا هو وجه وضع المؤلف لهذا الحديث في باب المجاهدة، أن الإنسان ينبغي له أن

يَجَاهِدْ نَفْسَهُ، وَأَنْ يَعْمَلَ الْخَيْرَ حَتَّى يَجِدَ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. وَاللَّهُ
الْبَاقِي.

(...ব্যতীত অন্য কিছু নয়, যেমনটি একটি সূঁচ সমুদ্রে প্রবেশ করালে সমুদ্রের পানি যতটুকু কমে।) একটি সূঁচকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করুন এবং দেখুন; সমুদ্রের পানি কতটুকু কমলো? বস্তুত এটি সমুদ্রের কিছুই কমায় না, এবং সূঁচটিও সমুদ্র থেকে উল্লেখ করার মতো তেমন কিছুই গ্রহণ করে না। আর এটি এই কারণে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা অসীম অভাবমুক্ত, পরম দাতা, মহিমান্বিত ও পরম করুণাময়।

(হে আমার বান্দাগণ! নিশ্চয় এগুলো তোমাদেরই আমল যা আমি তোমাদের জন্য সংরক্ষণ করি, অতঃপর আমি তোমাদের তা পূর্ণরূপে ফিরিয়ে দেব।) আর "নিশ্চয় এগুলো তোমাদেরই আমল"-এর অর্থ হলো, মূল বিষয়টি এই যে মানুষ তার কর্মের মাধ্যমেই পরিচিত হয়—আল্লাহ তায়ালা তার আমলসমূহ গণনা করেন, অতঃপর যখন কিয়ামত দিবস উপস্থিত হবে তখন তিনি তাকে তার বিনিময় পূর্ণরূপে দান করবেন। (অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখতে পাবে) (সূরা যিলযাল: ৭, ৮), (সুতরাং যে ব্যক্তি কল্যাণ লাভ করবে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে, আর যে ব্যক্তি এর ভিন্ন কিছু লাভ করে সে যেন নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে তিরস্কার না করে); কারণ সে নিজেই ভুল করেছে এবং নিজেই নিজেকে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করেছে। আর যদি কল্যাণ পায় তবে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে; কেননা আল্লাহ তায়ালা তার ওপর শুরু এবং শেষে অনুগ্রহ করেছেন—প্রথমত তাকে সৎকর্ম করার তৌফিক প্রদানের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত তাকে পরিপূর্ণ প্রতিদান দেওয়ার মাধ্যমে। (কেউ কোনো সৎকাজ করলে সে তার দশগুণ প্রতিদান পাবে এবং কেউ কোনো অসৎকাজ করলে তাকে কেবল তারই অনুরূপ শাস্তি দেওয়া হবে) (সূরা আন-আম: ১৬০)।

সুতরাং এটি একটি সুমহান হাদিস, যা ওলামায়ে কিরাম ব্যাখ্যা করেছেন এবং তা থেকে বহু শিক্ষা ও হুকুম আহকাম আহরণ করেছেন। যারা এই হাদিসটির ওপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ); তিনি এই হাদিসটিকে একটি পৃথক গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন। অতএব, মানুষের উচিত এই হাদিসটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ও গবেষণা করা, বিশেষ করে এর শেষ অংশটি নিয়ে; আর তা হলো মানুষকে

তার আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে—যদি কল্যাণ হয় তবে তার বিনিময় কল্যাণ, আর যদি মন্দ হয় তবে মন্দ। আর এটিই হলো গ্রন্থকার কর্তৃক 'মুজাহাদা' (আত্মসংগ্রাম) অধ্যায়ে এই হাদিসটি উল্লেখ করার কারণ; যে মানুষের উচিত স্বীয় নফসের সাথে জিহাদ করা এবং সৎকর্ম সম্পাদন করা যাতে সে আল্লাহর কাছে কল্যাণ ও মহোত্তম প্রতিদান লাভ করতে পারে। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 138) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

12 . باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر
قال الله تعالى: (أَوَلَمْ نَعَبِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ) (فاطر: 37)
، قال ابن عباس والمحققون: معناه: أو لم نعمركم سنين سنة؟ ويؤيده الحديث
الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. وقيل: معناه: ثلثي عشرة سنة. وقيل: أربعين سنة.
قاله الحسن والكلبي ومسروق، ونقل عن ابن عباس أيضاً. ونقلوا: أن أهل المدينة
كانوا إذا بلغ أحدهم أربعين سنة تفرغ للعبادة: وقيل هو البلوغ.

وقوله تعالى: (وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ) قال ابن عباس والجمهور: هو النبي صلى الله عليه
وسلم. وقيل الشيب، وقاله عكرمة، وابن عيينة، وغيرهما. والله أعلم.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: (باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر) .
اعلم أن المدار على آخر العمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الرجل ليعمل
بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل

بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنْ أَحَدُكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ
وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا) ، وَلِهَذَا كَانَ
مِنَ الدُّعَاءِ الْمَأْثُورِ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عَمْرِي آخِرَهُ، خَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ، وَصَحَّ عَنْ
النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

১২ — জীবনের শেষভাগে নেক আমল বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান পরিচ্ছেদ
আল্লাহ তাআলা বলেন: “আমি কি তোমাদেরকে দীর্ঘ জীবন দান করিনি, যাতে যে উপদেশ
গ্রহণ করতে চায় সে উপদেশ গ্রহণ করতে পারত? আর তোমাদের কাছে সতর্ককারীও
এসেছিল।” (ফাতির: ৩৭)। ইবনে আব্বাস ও গবেষক আলিমগণ বলেন: এর অর্থ হলো: আমি
কি তোমাদের ষাট বছর বয়স দান করিনি? পরবর্তীতে আমরা যে হাদিসটি উল্লেখ করব
ইনশাআল্লাহ, তা এই মতকে সমর্থন করে। কেউ কেউ বলেছেন: এর অর্থ আঠারো বছর।
আবার কেউ বলেছেন: চল্লিশ বছর। এটি হাসান বসরি, কালবি ও মাসরুফ-এর অভিমত; যা
ইবনে আব্বাস থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা বর্ণনা করেছেন যে, মদিনাবাসীদের কেউ যখন
চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হতেন, তখন তিনি ইবাদতের জন্য নিজেকে পুরোপুরি নিবেদিত
করে দিতেন। কেউ কেউ বলেছেন এটি হলো প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।

আর আল্লাহ তাআলার বাণী: “এবং তোমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল।” ইবনে আব্বাস ও
জমহুর উলামায়ে কিরাম বলেন: তিনি হলেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। কেউ
কেউ বলেছেন এর অর্থ বার্ষিকের শুভ্রতা বা পাকা চুল; ইকরিমা, ইবনে উয়াইনা এবং
অন্যান্যের অভিমতও এটিই। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

[ব্যাক্ত্যা]

গ্রন্থকার — আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন — বলেন: (জীবনের শেষভাগে নেক আমল
বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান পরিচ্ছেদ)। জেনে রাখুন যে, মূল বিষয় হলো জীবনের শেষ পর্যায়ের
ওপর নির্ভরশীল, যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “নিশ্চয়ই কোনো
ব্যক্তি জান্নাতবাসীদের আমল করতে থাকে, এমনকি তার ও জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাতের
ব্যবধান অবশিষ্ট থাকে, এমনভাবে তার ওপর লিখিত ভাগ্য বা তাকদির বিজয়ী হয়, ফলে সে
জাহান্নামীদের আমল করে এবং তাতে প্রবেশ করে। আর তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি

জাহান্নামীদের আমল করতে থাকে, এমনকি তার ও জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাতের ব্যবধান থাকে, এমতাবস্থায় তার ওপর লিখিত ভাগ্য বিজয়ী হয় এবং সে জান্নাতবাসীদের আমল করে, ফলে সে তাতে প্রবেশ করে।” এই কারণেই বর্ণিত দোয়ার অন্তর্ভুক্ত হলো: হে আল্লাহ! আপনি আমার জীবনের শেষ অংশকে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ে পরিণত করুন এবং আমার সর্বশেষ আমলকে আমার শ্রেষ্ঠ আমলে পরিণত করুন। আর নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) থেকে সহিহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে...

(ص: 139) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

والسلام: أن (من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة) .
فالذي ينبغي للإنسان كلاً طال به العبر؛ أن يكثر من الأعمال الصالحة، كما أنه ينبغي للشباب أيضاً أن يكثر من الأعمال الصالحة؛ لأن الإنسان لا يدري متى يموت، قد يموت في شبابه، وقد يؤخر موته، لكن لا شك أن من تقدم به السن فهو إلى الموت أقرب من الشاب؛ لأنه أنهى العبر.
ثم ساق المؤلف قول الله تعالى: (أَوَلَمْ نَعْبُرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ) (ما) : نكرة موصوفة؛ أي أو لم نعبركم عبراً يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، وهذا العبر اختلف المفسرين فيه، فقليل: هو ستون سنة، وقيل ثمانية عشر سنة، وقيل أربعون سنة، وقيل البلوغ. والآية عامة، عبروا عبراً لهم فيه فرصة يتذكر فيه من يتذكر، وهذا يختلف باختلاف الأحوال، فقد يكون الإنسان يتذكر في أقل من ثمانية عشر سنة، وقد لا يتذكر إلا بعد ذلك، حسب ما يأتيه من النذر والآيات، وما يكون حوله من البيئة الصالحة، أو غير الصالحة.
المهم أنه يقال لهم توبيخاً: (أَوَلَمْ نَعْبُرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ) وفي هذا دليل على أنه كلما طال بالإنسان العبر، كان أولى بالتذكر.

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ) فَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّذِيرِ:

এবং শাস্তি বর্ষিত হোক তাঁর ওপর: (দুনিয়া থেকে বিদায়বেলায় যার শেষ কথা হবে ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই’, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে)।

অতএব, মানুষের বয়স যত বৃদ্ধি পায়, তার জন্য তত বেশি নেক আমল করা উচিত।

তেমনিভাবে যুবকদের জন্যও অধিক পরিমাণে নেক আমল করা কর্তব্য; কারণ মানুষ জানে না কখন তার মৃত্যু ঘটবে। সে যৌবনেও মারা যেতে পারে, আবার তার মৃত্যু বিলম্বিতও হতে পারে। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বৃদ্ধ ব্যক্তি যুবকের তুলনায় মৃত্যুর অধিক নিকটবর্তী; কারণ সে তার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছে।

এরপর লেখক মহান আল্লাহর বাণী উল্লেখ করেছেন: (আমি কি তোমাদের এমন আয়ু দেইনি যাতে উপদেশ গ্রহণকারী উপদেশ গ্রহণ করতে পারতো?) এখানে ‘মা’ শব্দটি গুণবাচক অনির্দিষ্ট বিশেষ্য; অর্থাৎ আমি কি তোমাদের এমন আয়ু দান করিনি যাতে উপদেশ গ্রহণকারী ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করতে পারে এবং তোমাদের নিকট সতর্ককারীও এসেছিল। এই আয়ুর সীমা নির্ধারণে তাফসীরকারকগণ মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন: এটি ষাট বছর, কেউ বলেছেন আঠারো বছর, কেউ বলেছেন চল্লিশ বছর, আবার কেউ বলেছেন এটি সাবালকত্ব। তবে আয়াতটি সাধারণ অর্থবোধক; অর্থাৎ তাদের এমন আয়ু দেওয়া হয়েছিল যাতে উপদেশ গ্রহণ করার মতো পর্যাপ্ত সুযোগ ছিল। আর এটি পরিস্থিতির ভিন্নতায় ভিন্ন হতে পারে। কোনো মানুষ আঠারো বছরের কম বয়সেও উপদেশ গ্রহণ করতে পারে, আবার কেউ কেবল তার পরেই তা করতে পারে; এটি মূলত তার কাছে আসা সতর্কবাণী ও নিদর্শনাবলি এবং তার চারপাশের সৎ বা অসৎ পরিবেশের ওপর নির্ভর করে।

মূল কথা হলো, তাদের তিরস্কার স্বরূপ বলা হবে: (আমি কি তোমাদের এমন আয়ু দেইনি যাতে উপদেশ গ্রহণকারী উপদেশ গ্রহণ করতে পারতো?) আর এর মধ্যে এই দলীল রয়েছে যে, মানুষের বয়স যত বৃদ্ধি পায়, তার জন্য উপদেশ গ্রহণ ও সত্য অনুধাবন করা ততই অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

আর মহান আল্লাহর বাণী: (এবং তোমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল) প্রসঙ্গে বিশুদ্ধ মত হলো, সতর্ককারী বলতে বোঝানো হয়েছে:

النبي، وهو اسم جنس يشمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشمل الرسل الذين من قبله، كلهم نذر - عليهم الصلاة والسلام.

فألوجب على الإنسان أن يحرص في آخر عمره على الإكثار من طاعة الله، ولا سيما ما أوجب الله عليه، وأن يكثّر من الاستغفار والحمد، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا) (النصر: 13). هذه السورة يقال أنها آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها قصة عجيبة. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة والعاقبة، وأن يجعل خير أعمارنا وأواخرها، خير أعمالنا وخواتيمها.

112. وأما الأحاديث فالأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أعذر الله إلى امرئ آخر أجله حتى بلغ ستين سنة) رواه البخاري. قال العلماء: معناه: لم يترك له عذراً إذ أمهله هذه المدة. يقال: أعذر الرجل: إذا بلغ الغاية في العذر.

নবী—এটি একটি জাতিবাচক বিশেষ্য যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পূর্ববর্তী সকল রাসূলগণকে অন্তর্ভুক্ত করে; তাঁরা সকলেই ছিলেন সতর্ককারী—তাঁদের সকলের ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক।

কাজেই মানুষের কর্তব্য হলো তার জীবনের শেষ ভাগে আল্লাহর আনুগত্যের কাজে অধিক যত্নবান হওয়া, বিশেষ করে আল্লাহ যা তার ওপর ফরজ করেছেন সে বিষয়ে। আর অধিক

পরিমাণে ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) এবং হামদ (আল্লাহর প্রশংসা) পাঠ করা, যেমনটি মহান আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন: (যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে, এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন; নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী) (আন-নাসর: ১-৩)। এই সূরাটি সম্পর্কে বলা হয় যে, এটিই নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ শেষ সূরা এবং এতে এক বিস্ময়কর ঘটনা রয়েছে।

আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের শেষ পরিণতি সুন্দর করেন, এবং আমাদের জীবনের শেষ অংশকে সর্বোত্তম সময়ে ও আমাদের কর্মসমূহের শেষাংশকে সর্বোত্তম কর্মে পরিণত করেন।

* * *

১১২ — আর হাদীসসমূহের মধ্যে প্রথমটি: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ সেই ব্যক্তির ওজর (অজুহাত) পেশ করার পথ বন্ধ করে দিয়েছেন যার মৃত্যুকে তিনি বিলম্বিত করে ষাট বছর বয়স পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন।" এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।

উলামায়ে কিরাম বলেছেন: এর অর্থ হলো, তিনি তার জন্য কোনো অজুহাত বাকি রাখেননি যেহেতু তিনি তাকে এই দীর্ঘ সময় অবকাশ দিয়েছেন। বলা হয়ে থাকে: 'ব্যক্তিটি ওজরের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছে'—যখন সে ওজর পেশ করার শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়।

(ص: 141) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أعذر الله تعالى إلى امرئ آخر أجله حتى بلغ ستين سنة) .

والمعنى أن الله عز وجل إذا عمر الإنسان حتى بلغ ستين سنة فقد أقام عليه الحجة، ونفى عنه العذر؛ لأن ستين سنة يبقى الله الإنسان إليها؛ يعرف من آيات الله ما يعرف، ولا سيما إذا كان ناشئاً في بلد إسلامي، لا شك أن هذا يؤدي إلى قطع حجته إذا لاقى الله عز وجل لأنه لا عذر له، فلو أنه مثلاً قصر في عمره إلى خمس عشرة سنة، أو عشرين سنة، لكان قد يكون له عذر في أنه لم يتمهل ولم يتدبر الآيات، ولكنه إذا أبقاه إلى ستين سنة، فإنه لا عذر له، قد قامت عليه الحجة، مع أن الحجة تقوم على الإنسان من حين أن يبلغ، فإنه يدخل في التكليف ولا يعذر بالجهل، فإن الواجب على المرء أن يتعلم من شريعة الله ما يحتاج إليه، مثلاً: إذا أراد أن يتوضأ لابد أن يعرف كيف يتوضأ، إذا أراد أن يصلي لابد أن يعرف كيف يصلي، إذا صار عنده مال لابد أن يعرف ما مقدار النصاب، وما مقدار الواجب، وما أشبه ذلك، إذا أراد أن يصوم، لابد أن يعرف كيف يصوم، وما هي المفطرات، وإذا أراد أن يحج أو يعتمر يجب أن يعرف كيف يحج، وكيف يعتمر، وما هي محظورات الإحرام، إذا كان من الباعة الذين يبيعون ويشترون بالذهب مثلاً، لابد أن يعرف الربا، وأقسام الربا، وما الواجب في بيع الذهب بالذهب، أو بيع الذهب بالفضة، وهكذا إذا

[ব্যাখ্যা]

লেখক —মহান আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন— আবু হুরায়রা (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হন) থেকে বর্ণিত যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাতে বলা হয়েছে যে, নবী (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) বলেছেন: "আল্লাহ তায়ালা এমন ব্যক্তির ওজর বা অজুহাত পেশ করার অবকাশ সমাপ্ত করে দিয়েছেন, যার মৃত্যুকে তিনি ষাট বছর বয়স পর্যন্ত বিলম্বিত করেছেন।" এর অর্থ হলো, আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লা যখন কোনো মানুষকে ষাট বছর বয়স পর্যন্ত দীর্ঘায়ু দান করেন, তখন তিনি তার ওপর অকাট্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করে দেন এবং তার ওজর পেশ করার পথ রুদ্ধ করে দেন। কারণ ষাট বছর পর্যন্ত আল্লাহ মানুষকে জীবিত রাখেন; এর মধ্যে সে আল্লাহর নিদর্শনাবলি সম্পর্কে যতটুকু জানার তা জানতে পারে, বিশেষ করে সে যদি কোনো ইসলামী জনপদে লালিত-পালিত হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময় তার সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করে দেয়, কারণ তখন তার আর কোনো

অজুহাত থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, যদি তার আয়ু কম হতো যেমন পনেরো বা বিশ বছর, তবে হয়তো তার এই অজুহাত দেওয়ার সুযোগ থাকত যে, সে পর্যাণ্ট সময় পায়নি এবং নিদর্শনাবলি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারেনি। কিন্তু যখন তিনি তাকে ষাট বছর পর্যন্ত জীবিত রাখলেন, তখন তার আর কোনো অজুহাত রইল না, বরং তার ওপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। যদিও মানুষের ওপর শরীয়ী প্রমাণ বা হুজ্জত তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়, কারণ তখনই সে শরীয়তের বিধিবিধান পালনের বাধ্যবাধকতার (তাকলিফ) অন্তর্ভুক্ত হয় এবং অজ্ঞতার অজুহাতে সে অব্যাহতি পায় না। কেননা মানুষের জন্য আল্লাহর শরীয়ত থেকে তার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো শিখে নেওয়া আবশ্যিক। উদাহরণস্বরূপ: সে যখন অজু করার ইচ্ছা করে, তখন তাকে অবশ্যই জানতে হবে কীভাবে অজু করতে হয়; যখন সে নামাজ পড়ার ইচ্ছা করে, তখন তাকে অবশ্যই জানতে হবে কীভাবে নামাজ পড়তে হয়; যখন তার নিকট সম্পদ জমা হয়, তখন তাকে অবশ্যই জানতে হবে নিসাবের পরিমাণ কত, জাকাতের (ওয়াজিব) পরিমাণ কত এবং এই জাতীয় বিষয়গুলো। যখন সে রোজা রাখার ইচ্ছা করে, তখন তাকে অবশ্যই জানতে হবে কীভাবে রোজা রাখতে হয় এবং রোজা ভঙ্গকারী বিষয়গুলো কী কী। আর যদি সে হজ্জ অথবা উমরা করতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই জানতে হবে কীভাবে হজ্জ করতে হয়, কীভাবে উমরা করতে হয় এবং ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজগুলো কী কী। সে যদি এমন ব্যবসায়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয় যারা উদাহরণস্বরূপ স্বর্ণ কেনা-বেচা করে, তবে তাকে অবশ্যই সুঁদ এবং সুঁদের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে হবে এবং স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ কিংবা স্বর্ণের বিনিময়ে রূপা বিক্রির ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান কী তা জানতে হবে। এভাবেই যখন সে...

(ص: 142) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

كان ممن يبيع الطعام، لابد أن يعرف كيف يبيع الطعام، ولا بد أن يعرف ما هو الغش الذي يمكن أن يكون، وهكذا.

والمهم أن الإنسان إذا بلغ لستين سنة فقد قامت عليه الحجة التامة، وليس له عذر، وكل إنسان بحسبه، كل إنسان يجب عليه أن يتعلم من الشريعة ما يحتاج إليه، في الصلاة والزكاة والصيام والحج والبيوع والأوقاف وغيرها، حسب ما يحتاج إليه.

وفي هذا الحديث دليل على أن الله سبحانه وتعالى له الحجة على عباده وذلك أن الله أعطاهم عقولاً، وأعطاهم أفهاماً، وأرسل إليهم رسلاً، وجعل من الرسالات ما هو خالد إلى يوم القيامة، وهي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الرسالات السابقة محدودة، حيث إن نبي يبعث إلى قومه خاصة، ومحدودة في الزمن؛ حيث أن كل رسول يأتي بنسخ ما قبله، إذا كانت الأمة التي أرسل إليها الرسولان واحدة. أما هذه الأمة فقد أرسل الله إليها محمداً صلى الله عليه وسلم، وجعله خاتماً الأنبياء، وجعل آيته العظيمة الباقية هذا القرآن العظيم، فإن آيات الأنبياء تبوت بموتهم، ولا تبقى بعد موتهم إلا ذكرى، أما محمد صلى الله عليه وسلم فإن آيته هذا القرآن العظيم، باقية إلى يوم القيامة، كما قال تعالى: (وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ) (العنكبوت: 50، 51)، فالكتاب كاف عن كل آية لمن تدبره، وتعقله، وعرف معانيه، وانتفع بأخباره، واتعظ بقصصه، فإنه يغني عن كل شيء من الآيات.

যে ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য কেনাবেচা করে, তাকে অবশ্যই জানতে হবে কীভাবে খাদ্য বিক্রি করতে হয় এবং সেখানে কী ধরনের প্রতারণা বা ভেজাল হতে পারে, সে সম্পর্কে তাকে অবগত থাকতে হবে; এমনিভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মানুষ যখন ষাট বছর বয়সে উপনীত হয়, তখন তার বিরুদ্ধে আল্লাহর চূড়ান্ত প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং তার আর কোনো অজুহাত অবশিষ্ট থাকে না। প্রত্যেক মানুষের জন্য তার নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী শরীয়তের জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যিক; যেমন

সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ, ক্রয়-বিক্রয়, ওয়াকফ এবং অন্যান্য বিষয় যা তার প্রয়োজন পড়ে।

এই হাদীসে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর বান্দাদের ওপর চূড়ান্ত প্রমাণের অধিকার রাখেন। কেননা আল্লাহ তাদের বিবেক ও বোধশক্তি দান করেছেন, তাদের কাছে রাসূলদের পাঠিয়েছেন এবং রিসালাতের এমন এক ধারা নির্ধারণ করেছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত চিরস্থায়ী; আর তা হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত। পূর্ববর্তী রিসালাতসমূহ ছিল সীমাবদ্ধ; কারণ তখন প্রত্যেক নবী কেবল তাঁর নির্দিষ্ট কওমের কাছে প্রেরিত হতেন এবং সময়ের দিক থেকেও তা ছিল সীমিত। কেননা পরবর্তী প্রত্যেক রাসূল তাঁর পূর্ববর্তী রাসূলের বিধানকে রহিত করতেন, যদি সেই দুই রাসূল একই উম্মতের কাছে প্রেরিত হতেন।

কিন্তু এই উম্মতের জন্য আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন এবং তাঁকে সর্বশেষ নবী করেছেন। আর তাঁর মহান ও চিরস্থায়ী নিদর্শন হিসেবে এই মহাগ্রন্থ আল-কুরআন দান করেছেন। অন্যান্য নবীদের অলৌকিক নিদর্শনসমূহ তাঁদের তিরোধানের সাথেই শেষ হয়ে যায় এবং তাঁদের পরে তা কেবল স্মৃতি হিসেবে অবশিষ্ট থাকে; কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিদর্শন এই মহান কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তারা বলে, 'তাঁর রবের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ করা হয় না কেন?' বলুন, 'নিদর্শনসমূহ তো আল্লাহরই কাছে। আর আমি তো কেবল একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।' এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়?" (সূরা আল-আনকাবুত: ৫০-৫১)। সুতরাং যে ব্যক্তি এই কিতাব নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে, একে অনুধাবন করবে, এর অর্থসমূহ জানবে, এর সংবাদসমূহ থেকে উপকৃত হবে এবং এর ঘটনাবলি থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে, তার জন্য অন্য যে কোনো নিদর্শনের বিপরীতে এই কিতাবই যথেষ্ট। এটি অন্য সব নিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা দূর করে দেয়।

লكن الذي يجعلنا نحس بهذا الآيات العظيمة، أننا لا نقرأ القرآن على وجه نتدبره، ونتعظ بها فيه. كثير من المسلمين - إن لم يكن أكثر المسلمين - يتلون الكتاب للتبرك والأجر فقط، ولكن الذي يجب أن يكون هو أن نقرأ القرآن لنتدبره ونتعظ بها فيه، (كِتَابُ أُنْزِلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ) ، هذا الأجر (لِيَذَّبَرُوا آيَاتِهِ) هذه هي الثمرة، (وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ) (ص: 29) . والله الموفق.

* * *

113 . الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياع بدر، فكان بعضهم وجد في نفسه، فقال: لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟! فقال عمر: إنه من حيث علمتم! فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، قال: ما تقولون في قول الله تعالى: (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) (النصر: 1) ؟ فقال بعضهم: امرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً. فقال لي: أؤكدك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له قال: (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) وذلك علامة أجلك: (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً) (النصر: 3) فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري.

কিন্তু যে বিষয়টি আমাদের এই মহান আয়াতসমূহ অনুভব করতে বাধা দেয় তা হলো, আমরা কুরআন এমনভাবে পাঠ করি না যাতে তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করি এবং এর মধ্যকার উপদেশ গ্রহণ করি। অনেক মুসলিমই—বরং অধিকাংশ মুসলিমই বলা চলে—কেবল বরকত ও সওয়াবের আশায় কিতাব তিলাওয়াত করে। কিন্তু যা হওয়া উচিত তা হলো, আমরা কুরআন পাঠ করব তা নিয়ে গভীরভাবে অনুধাবন করতে এবং এর শিক্ষা গ্রহণ করতে। (এটি একটি বরকতময় কিতাব যা আমরা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি) — এটি হলো বরকত; (যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে) — এটিই হলো এর মূল নির্যাস বা ফল;

(এবং যাতে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে) (সূরা সোয়াদ: ২৯)। আর আল্লাহই তৌফিকদাতা।

* * *

১১৩ — দ্বিতীয় হাদিসটি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রবীণ সাহাবীদের মজলিসে সাথে রাখতেন। এতে তাঁদের কেউ কেউ মনে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করলেন এবং বললেন: একে কেন আমাদের সাথে রাখা হয়, অথচ আমাদেরও তো এর মতো বয়সী সন্তান রয়েছে? ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: তার ইলমি মর্যাদা সম্পর্কে তো আপনারা জানেনই! অতঃপর একদিন তিনি আমাকে ডাকলেন এবং তাঁদের সাথে মজলিসে নিয়ে গেলেন। আমার মনে হলো, তিনি সেদিন আমাকে কেবল তাঁদেরকে আমার যোগ্যতা দেখানোর উদ্দেশ্যেই ডেকেছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: আল্লাহর বাণী—(যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে)—এই আয়াত সম্পর্কে আপনারা কী বলেন? তাঁদের কেউ কেউ বললেন: যখন আমাদের সাহায্য করা হবে এবং বিজয় দান করা হবে, তখন আমাদের আল্লাহর প্রশংসা করতে এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্য অনেকে চুপ থাকলেন, কোনো কথা বললেন না। এরপর তিনি আমাকে বললেন: হে ইবনে আব্বাস! তুমিও কি একই কথা বলো? আমি বললাম: না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: তবে তুমি কী বলো? আমি বললাম: এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় ঘনিষ্ঠে আসার সংবাদ, যা আল্লাহ তাঁকে জানিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন: (যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে), অর্থাৎ এটি আপনার ইহকাল ত্যাগের সময় নিকটবর্তী হওয়ার লক্ষণ। (অতএব আপনি আপনার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন; নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী)। তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: তুমি যা বললে, আমি এই আয়াত থেকে এর অতিরিক্ত আর কিছুই জানি না। (ইমাম বুখারী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - كان يدخله في أشياخ بدر وكان من سيره عمر وهديه رضي الله عنه أنه يشاور الناس ذوي الرأي فيما يشكل عليه، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) (آل عمران: 159) ، والشورى الشرعية ليست تكوين مجلس للشورى حتى يكون مشاركاً في الحكم، ولكن الشورى الشرعية أن ولي الأمر إذا أشكل عليه أمر من الأمور، جمع الناس له من ذوي الرأي والأمانة من أجل أن يستشيرهم في القضية الواقعة، فكان من هدي عمر رضي الله عنه ومن سنته المشكورة، وسعيه الحميد أنه يشاور الناس، يجمعهم ليستشيرهم في الأمور الشرعية، والأمور السياسية، وغير ذلك، وكان يدخل مع أشياخ بدر، أي مع كبار الصحابة رضي الله عنهم عبد الله بن عباس، وكان صغير السن بالنسبة لهؤلاء، فوجدوا في أنفسهم: كيف يدخل عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - مع أشياخ القوم ولهم أبناء مثله ولا يدخلهم.

فأراد عمر - رضي الله عنه أن يريهم مكانة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من العلم والذكاء والفتنة، فجمعهم ودعاه، فعرض عليهم هذه السورة: (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، فأنقسوا إلى قسيين لما سألهم عنها ما تقولون فيها؟ قسم سكت، وقسم قال: إن الله أمرنا إذا جاء النصر والفتح، أن نستغفر لذنوبنا، وأن نحمده

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রবীণ সাহাবীদের মজলিসে অন্তর্ভুক্ত করতেন। এটি উমর

(রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কর্মপন্থা ও আদর্শের অন্তর্ভুক্ত ছিল যে, তিনি কোনো জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হলে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করতেন। যেমনটি আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে নির্দেশ দিয়েছেন: "এবং তুমি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করো" (আলে ইমরান: ১৫৯)। আর শরয়ি পরামর্শ (শুরা) মানে কেবল একটি পরামর্শ সভা গঠন করা নয় যা শাসনে অংশীদার হবে, বরং শরয়ি শুরা হলো যখনই রাষ্ট্রপ্রধানের সামনে কোনো জটিল বিষয় উপস্থিত হয়, তখন তিনি বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের একত্রিত করবেন যাতে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা যায়। সুতরাং এটি উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর আদর্শ, প্রশংসনীয় সুন্নাত ও উত্তম প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত ছিল যে, তিনি মানুষের সাথে পরামর্শ করতেন; তিনি শরয়ি, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শের জন্য তাদের সমবেত করতেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকেও বদরের প্রবীণদের সাথে, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) সাথে অন্তর্ভুক্ত করতেন, অথচ তাদের তুলনায় তিনি বয়সে অনেক নবীন ছিলেন। এতে প্রবীণ সাহাবীদের মনে প্রশ্নের উদয় হলো যে: কেন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এই প্রবীণদের মজলিসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, অথচ আমাদেরও তার সমবয়সী সন্তান রয়েছে যাদের এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না?

তখন উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) চাইলেন তাদের কাছে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর জ্ঞান, মেধা ও বিচক্ষণতার সুউচ্চ মর্যাদা প্রদর্শন করতে। তাই তিনি তাদের সমবেত করলেন এবং ইবনে আব্বাসকেও ডাকলেন। এরপর তিনি তাদের সামনে এই সূরাটি উপস্থাপন করলেন: "যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে, এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার রবের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন; নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী।" যখন তিনি তাদের এই সূরাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, "এ বিষয়ে তোমাদের অভিমত কী?" তখন তারা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল নীরবতা অবলম্বন করল এবং অন্যদল বলল: "আল্লাহ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, যখন সাহায্য ও বিজয় আসবে, তখন যেন আমরা আমাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর প্রশংসা করি।"

ونسبح بحمده، ولكن عمر رضي الله عنه أراد أن يعرف ما مغزى هذه السورة، ولم يرد أن يعرف معناها التركيبي من حيث الألفاظ والكلمات.

فسال ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما تقول في هذه السورة؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علامة قرب أجله، أعطاه الله آية: (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) يعني فتح مكة، فإن ذلك علامة أجلك؛ (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا) فقال: ما أعلم فيها إلا ما علمت، وظهر بذلك فضل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يظن لمغزى الآيات الكريمة، فإن المعنى الظاهر الذي يفهم من الكلمات والتركيبات؛ هذا أمر قد يكون سهلاً، لكن مغزى الآيات الذي أراده الله تعالى هو الذي قد يخفي على كثير من الناس، ويحتاج إلى فهم يؤتيه الله تعالى من يشاء.

وقوله تبارك وتعالى: (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ) ، أي سبح الله مصحوباً بالحمد، فالباء هنا للمصاحبة، وذلك لأنه إذا كان التسبيح مصحوباً بالحمد فإنه به يتحقق الكمال، لأن الكمال لا يتحقق إلا بانتقاء العيوب، وثبوت صفات الكمال، فانتقاء العيوب مأخوذ من قوله: (فَسَبِّحْ) لأن التسبيح معناه التنزيه عن كل نقص وعيب، وثبوت الكمالات مأخوذ من قوله: (بِحَمْدِ) لأن الحمد هو وصف المحمود بالصفات الكاملة، وليس هو الثناء كما هو مشهور عند كثير من العلماء، إذا قالوا: الحمد هو الثناء على الله بالجميل، وبعضهم يقول: بالجميل الاختياري وما أشبه ذلك، والدليل على ذلك الحديث القدسي، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن

এবং আমরা তাঁর প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করি, কিন্তু উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) চাইলেন এই সূরার গূঢ় রহস্য অনুধাবন করতে; তিনি শুধু শব্দ ও বাক্যগঠনের দিক থেকে এর আভিধানিক অর্থ জানতে চাননি।

অতঃপর তিনি ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন: এই সূরা সম্পর্কে আপনি কী বলেন? তিনি উত্তর দিলেন: এটি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনের শেষ সময় আসন্ন হওয়ার সংকেত; আল্লাহ তাঁকে একটি চিহ্ন দিয়েছিলেন যে: (যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে) অর্থাৎ মক্কা বিজয়, তখন তা হবে আপনার জীবনের শেষ সময়ের চিহ্ন; (তখন আপনি আপনার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয়ই তিনি পরম তওবা কবুলকারী)। তখন উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: আপনি যা জানেন, এ বিষয়ে আমিও তার অতিরিক্ত কিছু জানি না। আর এর মাধ্যমেই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও গভীর পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হলো।

এর মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের উচিত পবিত্র আয়াতসমূহের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সজাগ হওয়া। কেননা শব্দ ও বাক্যবিন্যাস থেকে যে বাহ্যিক অর্থ অনুধাবন করা যায়, তা সহজ হতে পারে; কিন্তু আয়াতের সেই গূঢ় রহস্য যা আল্লাহ তাআলা উদ্দেশ্য করেছেন, তা অনেক মানুষের কাছেই অস্পষ্ট থেকে যেতে পারে এবং এর জন্য এমন বিশেষ প্রজ্ঞার প্রয়োজন যা আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা দান করেন।

আর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার বাণী: (তখন আপনি আপনার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন), অর্থাৎ প্রশংসার সাথে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করুন। এখানে 'বা' (بِ) অব্যয়টি 'সাথিত্ব' বা 'সহগমন' বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এর কারণ হলো, পবিত্রতা ঘোষণা যখন প্রশংসার সাথে যুক্ত হয়, তখনই পূর্ণতা অর্জিত হয়। কেননা সকল দোষ-ত্রুটির অপনোদন এবং পূর্ণ গুণাবলির সাব্যস্তকরণ ব্যতীত পূর্ণতা লাভ করা সম্ভব নয়। আর দোষ-ত্রুটির অনুপস্থিতি বুঝা যায় 'পবিত্রতা ঘোষণা' (তাসবিহ) থেকে, কারণ তাসবিহ-এর অর্থ হলো সকল প্রকার অসম্পূর্ণতা ও খুঁত থেকে পবিত্র জ্ঞান করা। অন্যদিকে পূর্ণ গুণাবলির সাব্যস্তকরণ গৃহীত হয়েছে 'প্রশংসা' (হামদ) থেকে, কারণ হামদ হলো প্রশংসিত সত্তাকে তাঁর পূর্ণ গুণাবলির মাধ্যমে বিশেষিত করা। এটি কেবল 'স্তুতি' (সানা) নয়, যেমনটি অনেক আলিমের কাছে প্রসিদ্ধ

যে, তাঁরা বলেন: হামদ হলো আল্লাহর সুন্দর গুণাবলির স্তুতি করা; আবার কেউ কেউ বলেন: সুন্দর ঐচ্ছিক কর্মের মাধ্যমে স্তুতি করা ইত্যাদি। এর প্রমাণ হলো সেই হাদিসে কুদসি, যা আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে...

(ص: 146) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي تصفين، يعني الفاتحة، فإذا قال: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) ، قال: حمدني عبدي، وإذا قال: (الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) قال: أثنى على عبدي). ففرق بين الحمد والثناء. والمهم أن الإنسان إذا جمع بين التسبيح والحمد، فقد جمع بين إثبات الكمال لله ونفى النقائص عنه.

أما قوله: (وَاسْتَغْفِرُهُ) ، فمعناه: أطلب منه المغفرة، والمغفرة هي التجاوز عن الذنب والستر، يعني: المغفرة تجمع بين الستر الذنب والتجاوز عنه، وذلك من مدلول اشتقاقها، فإنها مأخوذة من المغفر؛ وهو ما يوضع على الرأس عند الحرب ليقى السهام، فهو واق وساتر.

وأما قوله: (إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا) ، ففيه أن الله عز وجل موصوف بكثرة التوبة، لقوله: (تَوَّابًا) وهي صيغة مبالغة، لكثرة من يتوب؛ فيتوب الله عليه. والله عز وجل تواب على عبده توبة سابقة لتوبته، وتوبة لاحقه لها، كما قال الله تعالى: (ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا) (التوبة: 118) ، فالتوبة السابقة: أن يوفق الله العبد للتوبة، والتوبة اللاحقة: أن يقبل الله منه التوبة إذا تاب إليه.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (নিশ্চয়ই আল্লাহ বলেছেন: আমি সালাতকে— অর্থাৎ সূরা আল-ফাতিহাকে—আমার ও আমার বান্দার মাঝে দুই ভাগে বিভক্ত করেছি। সুতরাং যখন বান্দা বলে: (সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য), তখন আল্লাহ বলেন: আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল। আর যখন সে বলে: (পরম করুণাময়, অতি দয়ালু), তখন তিনি বলেন: আমার বান্দা আমার গুণগান করল।) সুতরাং তিনি প্রশংসা এবং গুণগানের মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মানুষ যখন তাসবীহ (পবিত্রতা ঘোষণা) এবং হামদ (প্রশংসা)-কে একত্রিত করে, তখন সে আল্লাহর জন্য পূর্ণতা সাব্যস্ত করা এবং তাঁর থেকে সকল প্রকার দ্রুটি ও অপূর্ণতা অপনোদন করার বিষয়টিকে একত্রিত করে।

আর তাঁর বাণী: (এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো)-এর অর্থ হলো: তাঁর কাছে মাগফিরাত প্রার্থনা করো। আর মাগফিরাত হলো পাপ মার্জনা করা এবং তা ঢেকে রাখা। অর্থাৎ, মাগফিরাত পাপ গোপন করা এবং তা ক্ষমা করার বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দাবি; কেননা তা 'মিগফার' (শিরস্ত্রাণ) শব্দ থেকে গৃহীত, যা যুদ্ধের সময় তীরের আঘাত থেকে রক্ষা পেতে মাথায় পরিধান করা হয়। সুতরাং তা একই সাথে রক্ষক এবং আচ্ছাদনকারী।

আর তাঁর বাণী: (নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী)-এর মধ্যে এই দিকটি রয়েছে যে, আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা অত্যধিক তওবা কবুল করার গুণে গুণান্বিত। কারণ 'তাওয়াব' শব্দটি একটি আতিশয্যবোধক শব্দ (সিগাতুল মুবালাগাহ), যা তওবাকারীদের আধিক্যের কারণে ব্যবহৃত হয়; ফলে বান্দা তওবা করে আর আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।

আর আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তাঁর বান্দার তওবা কবুল করেন তার তওবা করার পূর্ববর্তী এক তওবার মাধ্যমে এবং তার পরবর্তী অন্য এক তওবার মাধ্যমে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (অতঃপর তিনি তাদের প্রতি দয়াপরবশ হলেন যাতে তারা তওবা করে) (আত-তওবা: ১১৮)। সুতরাং পূর্ববর্তী তওবা হলো: আল্লাহ বান্দাকে তওবা করার তাওফিক দান করা। আর পরবর্তী তওবা হলো: বান্দা যখন তাঁর কাছে তওবা করে তখন আল্লাহ তার সেই তওবা কবুল করে নেওয়া।

وللتوبة شروط خمسة سبق ذكرها.
الأول: الإخلاص لله عز وجل في التوبة.
والثاني: الندم على ما حصل منه من الذنب.
والثالث: الإقلاع عنه في الحال.
والخامس: أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه.

وينبغي للإنسان أن يكثّر من هذا الذكر في الركوع والسجود: (سبحانك اللهم
وبحمدك، اللهم اغفر لي). فإنه جامع بين الذكر والدعاء، وكان النبي صلى الله عليه
وسلم يكثّر أن يقوله في ركوعه وسجوده بعد نزول هذه السورة. والله الموفق.

তওবার পাঁচটি শর্ত রয়েছে যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথমত: তওবার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা অবলম্বন করা।

দ্বিতীয়ত: কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া।

তৃতীয়ত: অবিলম্বে সেই পাপ বর্জন করা।

পঞ্চমত: তওবা এমন সময়ে হতে হবে যখন তা কবুলযোগ্য হয়।

মানুষের উচিত রুকু ও সিজদাহয় এই যিকিরটি অধিক পরিমাণে পাঠ করা: (হে আল্লাহ,
আমাদের প্রতিপালক! আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে
ক্ষমা করুন)। কেননা এটি যিকির ও দোয়ার একটি সমন্বিত রূপ। আর নবী (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই সূরাটি নাযিল হওয়ার পর রুকু ও সিজদাহয় এটি অধিক পরিমাণে
পাঠ করতেন। আর আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

13 - باب بيان كثرة طرق الخير

قال الله تعالى: (وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ) (البقرة: 215) ، وقال تعالى: (وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ) (البقرة: 197) ، وقال تعالى: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ) (الزلزلة: 7) ، وقال تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ) (الجن: 15) ، والآيات في الباب كثيرة.

[الشَّرْحُ]

قال مؤلف - رحمه الله تعالى -: (باب بيان كثرة طرق الخير) ، الخير له طرق كثيرة وهذا من فضل الله عز وجل على عباده من أجل أن تتنوع لهم الفضائل والأجور، والثواب الكثير، وأصول هذه الطرق ثلاثة: إما جهد بدني، وإما بذل مائي، وإما مركب من هذا وهذا، هذه أصول طرق الخير. أما الجهد البدني فهو أعمال البدن؛ مثل الصلاة، والصيام، والجهاد، وما أشبه ذلك، وأما البذل المائي فمثل الزكوات، والصدقات، والنفقات، وما أشبه ذلك، وأما المركب فمثل الجهاد فسيبيل الله بالسلاح؛ فإنه يكون بالمال ويكون بالنفس، ولكن أنواع هذه الأصول كثيرة جداً، من أجل أن تتنوع للعباد الطاعات، حتى لا يملوا. لو كان الخير طريقاً واحداً لمل الناس من ذلك وسئوا، ولما حصل الابتلاء، ولكن إذا تنوع كان ذلك أرفق بالناس، وأشد في الابتلاء.

قال الله تعالى في هذا الباب: (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ) (البقرة: 148) ، وقال

১৩. কল্যাণের পথের প্রাচুর্য বর্ণনা বিষয়ক অধ্যায়

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর তোমরা উত্তম যা কিছু করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।" (আল-বাকার: ২১৫), এবং মহান আল্লাহ বলেন: "আর তোমরা যা কিছু

কল্যাণকর কাজ করবে, আল্লাহ তা জানেন।" (আল-বাকারা: ১৯৭), এবং মহান আল্লাহ আরও বলেন: "অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখতে পাবে।" (আয-যিলযাল: ৭), এবং মহান আল্লাহ বলেন: "যে সৎকাজ করবে, তা সে তার নিজের কল্যাণের জন্যই করবে।" (আল-জাসিয়া: ১৫)। এই অধ্যায়ে এ ধরনের আরও বহু আয়াত রয়েছে।

[ব্যাক্যা]

গ্রন্থকার —আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন— বলেন: (কল্যাণের পথের প্রাচুর্য বর্ণনা বিষয়ক অধ্যায়)। কল্যাণের বহু পথ রয়েছে এবং এটি তাঁর বান্দাদের ওপর মহাপরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ, যাতে তাদের জন্য বিবিধ মর্যাদা, প্রতিদান ও প্রভূত সওয়াব অর্জনের সুযোগ তৈরি হয়। এই পথগুলোর মূল উৎস তিনটি: হয় শারীরিক পরিশ্রম, অথবা আর্থিক দান, কিংবা এ দুইয়েরই সংমিশ্রণ। এগুলোই কল্যাণের পথগুলোর মূল ভিত্তি। শারীরিক পরিশ্রম বলতে শরীরের আমলসমূহকে বোঝায়; যেমন: সালাত, সিয়াম, জিহাদ এবং এই জাতীয় কাজ। আর আর্থিক দান বলতে যাকাত, সদকা, ব্যয় ও অনুরূপ বিষয়কে বোঝায়। আর সংমিশ্রিত বলতে যেমন আল্লাহর পথে অস্ত্রসহ জিহাদ করা; কেননা এতে অর্থের ব্যয় যেমন আছে, তেমনি প্রাণের অংশগ্রহণও রয়েছে। তবে এই মূল ভিত্তিগুলোর প্রকারভেদ অত্যন্ত ব্যাপক, যাতে বান্দাদের জন্য ইবাদতের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকে এবং তারা ক্লান্ত হয়ে না পড়ে। যদি কল্যাণের পথ মাত্র একটিই হতো, তবে মানুষ তাতে একঘেয়েমিতে ভুগত এবং বিরক্ত হয়ে যেত এবং এতে পরীক্ষার বিষয়টিও যথাযথভাবে সম্পন্ন হতো না। কিন্তু যখন এটি বিচিত্র ও বহুমুখী হয়েছে, তখন তা মানুষের জন্য সহজতর হয়েছে এবং পরীক্ষার ক্ষেত্রেও তা অধিকতর কার্যকর হয়েছে। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন: "অতএব তোমরা সৎকাজে একে অপরের প্রতিযোগী হও।" (আল-বাকারা: ১৪৮), এবং তিনি বলেন—

تعالى: (إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ) (الأنبياء: 90) ، وهذا يدل على أن الخيرات ليست خيراً واحداً، بل طرق كثيرة.

ثم ذكر المؤلف آيات تشير إلى الخير له طرق، قال تعالى: (وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ) (البقرة: 197) ، (وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ) (البقرة: 215) ، (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ) (الزلزلة: 7) ، والآيات في هذا كثيرة، تدل على أن الخيرات ليست صنفاً واحداً، أو فرداً واحداً، أو جنساً واحداً.

ويدل لما قلنا أن من الناس من تجده يألف الصلاة، فتجده كثير الصلوات، ومنهم من يألف قراءة القرآن، فتجده كثيراً يقرأ القرآن، ومنهم من يألف الذكر، والتسبيح، والتحميد، وما أشبه ذلك، فتجده يفعل ذلك كثيراً، ومنهم الكريم الطليق اليد الذي يحب بذل المال فتجده دائماً يتصدق، ودائماً ينفق على أهله ويوسع عليهم في غير إسراف.

ومنهم من يرغب العلم وطلب العلم، الذي هو في وقتنا هذا قد يكون أفضل أعمال البدن؛ لأن الناس في الوقت الحاضر، في عصرنا، هذا محتاجون إلى العلم الشرعي، لغلبة الجهل، وكثرة المتعالمين الذين يدعون أنهم علماء، وليس عندهم من العلم إلا بضاعة مزجاة، فنحن في حاجة إلى طلبة علم، يكون عندهم علم راسخ ثابت مبني على الكتاب والسنة، من أجل أن يردوا هذه الفوضى التي أصبحت منتشرة في القرى والبلدان والمدن؛ كل إنسان عنده حديث أو حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصدى للفتيا، ويتهاون بها، وكأنه شيخ الإسلام ابن تيمية، أو الإمام

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: "নিশ্চয়ই তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করত" (আল-আম্বিয়া: ৯০), আর এটি প্রমাণ করে যে নেক কাজ কেবল একটিই নয়, বরং এর বহু পথ রয়েছে।

অতঃপর লেখক এমন কিছু আয়াত উল্লেখ করেছেন যা নির্দেশ করে যে কল্যাণের বহু পথ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন: "তোমরা যে কোনো সৎকাজ করো, আল্লাহ তা জানেন" (আল-বাকারাহ: ১৯৭), "তোমরা যে কোনো নেক আমল করো না কেন, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত" (আল-বাকারাহ: ২১৫), "কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখতে পাবে" (আয-যিলযাল: ৭)। এ বিষয়ে আয়াত অনেক, যা প্রমাণ করে যে নেক কাজ কেবল এক প্রকারের, এক শ্রেণির বা এক জাতীয় নয়।

আমাদের এই বক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণ হলো, কিছু মানুষকে আপনি সালাত আদায়ে অভ্যস্ত পাবেন, ফলে তাদের অধিক পরিমাণে সালাত আদায় করতে দেখা যায়। আবার কেউ কুরআন তিলাওয়াতে অভ্যস্ত, তারা প্রচুর কুরআন পাঠ করে। কারও কাছে যিকির, তাসবীহ, তাহমীদ ও এ জাতীয় আমলগুলো প্রিয়, তারা এগুলোই বেশি করে। আবার কেউ অত্যন্ত দানশীল ও মুক্তহস্ত, যারা অর্থ ব্যয় করতে পছন্দ করে; ফলে তাদের সর্বদা দান-সদকাহ করতে এবং অপব্যয় না করে নিজ পরিবারের প্রয়োজনে অকাতরে খরচ করতে দেখা যায়।

আবার কেউ ইলম বা জ্ঞান অন্বেষণে আগ্রহী, যা বর্তমান সময়ে সর্বোত্তম শারীরিক ইবাদত হতে পারে; কারণ বর্তমান যুগে মানুষ শরয়ী জ্ঞানের অত্যন্ত মুখাপেক্ষী। এর কারণ হলো মূর্খতার ব্যাপকতা এবং এমন সব 'ছদ্ম-বিদ্বান'দের প্রাদুর্ভাব যারা নিজেদের আলেম বলে দাবি করে, অথচ তাদের কাছে অতি সামান্য জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নেই। আমাদের এখন এমন জ্ঞান অন্বেষণকারী প্রয়োজন যাদের কিতাব ও সুন্নাহর ওপর ভিত্তি করে সুদৃঢ় ও গভীর জ্ঞান রয়েছে, যাতে তারা গ্রাম, জনপদ ও শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়া এই বিশৃঙ্খলা রোধ করতে পারে। এখন এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বা দুটি হাদীস জেনেই যে কেউ ফতোয়া দিতে উদ্যত হয় এবং বিষয়টিকে অত্যন্ত হালকাভাবে গ্রহণ করে, যেন সে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ কিংবা ইমাম...

أحمد أو الإمام الشافعي، أو غيرهم من الأئمة، وهذا بنذر بخطر عظيم؛ إن لم يتدارك الله الأمة بعلما راسخين، عندهم علم قوي وحجة قوية.

ولهذا نرى أن طلب العلم اليوم أفضل الأعمال المتعدية للخلق، أفضل من الصدقة، وأفضل من الجهاد، بل هو جهاد في الحقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى جعله عديلاً للجهاد في سبيل الله، وليس الجهاد الذي يشوبه ما يشوبه من الشبهات، ويشك الناس في صدق نية المجاهدين، لا، الجهاد الحقيقي الذي تعلم علم اليقين أن المجاهدين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا، فتجدهم مثلاً يطبقون هذا المبدأ في أنفسهم قبل أن يجاهدوا غيرهم، فالجهاد الحقيقي في سبيل الله: الذي يقاتل فيه المقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا يعادله طلب العلم الشرعي، ودليل ذلك قوله تعالى: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً) ، يعني ما كانوا ليذهبوا إلى الجهاد جميعاً، (فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ) يعني وقعدت طائفة، وإنما قعدوا (لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) (التوبة: 122) ، فجعل الله طلب العلم معادلاً للجهاد في سبيل الله، الجهاد الحق الذي يعلم بقرائن الأحوال وحال المجاهدين أنهم يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا. فآلهم أن طرق الخير كثيرة، وأفضلها فيما أرى - بعد الفرائض التي فرضها الله - هو طلب العلم الشرعي، لأننا اليوم في ضرورة إليه، لقد سبغنا وجاءنا استفتاء عن شخص يقول: من صلى في مساجد البلد الفلاني فإنها لا تصح صلاته، لأن الذين تبرعوا لهذه المساجد فيهم كذا.

আহমদ বা ইমাম শাফেঈ, অথবা অন্যান্য ইমামগণ—আর এটি এক মহা বিপদের সঙ্কেত দিচ্ছে; যদি না আল্লাহ এই উম্মতকে এমন সুপ্রতিষ্ঠিত আলেমদের দ্বারা উদ্ধার করেন, যাদের রয়েছে শক্তিশালী জ্ঞান ও সুদৃঢ় প্রমাণ।

আর একারণেই আমরা মনে করি যে, বর্তমান সময়ে ইলম বা জ্ঞান অন্বেষণ করা সৃষ্টির জন্য কল্যাণকর কর্মসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম কাজ, যা দান-সদকা ও জিহাদের চেয়েও উত্তম; বরং এটি প্রকৃতপক্ষে একটি জিহাদ। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একে আল্লাহর পথে

জিহাদের সমতুল্য করেছেন। আর এটি সেই জিহাদ নয় যা বিভিন্ন সংশয় দ্বারা কলুষিত এবং যার কারণে মানুষ মুজাহিদদের নিয়তের সততা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে; না, বরং এটি সেই প্রকৃত জিহাদ যার ব্যাপারে আপনি নিশ্চিতভাবে জানেন যে, মুজাহিদরা আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার লক্ষ্যেই জিহাদ করছেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি দেখবেন তারা অন্যের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আগেই নিজেদের জীবনে এই নীতিটি বাস্তবায়ন করছেন। সুতরাং আল্লাহর পথে প্রকৃত জিহাদ—যেখানে যোদ্ধারা আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য লড়াই করে—শরয়ী ইলম অন্বেষণ তার সমতুল্য। এর প্রমাণ হলো মহান আল্লাহর বাণী: (আর মুমিনদের পক্ষে সম্ভব নয় যে, তারা সকলে একসাথে অভিযানে বের হবে), অর্থাৎ তারা সকলে জিহাদে যাবে না, (তবে কেন তাদের প্রতিটি দল থেকে একটি অংশ বের হয় না?) অর্থাৎ একটি দল থেকে যাবে, আর তারা থেকে যাবে (যাতে তারা দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায় যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন যেন তারা তাদের সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা বেঁচে থাকতে পারে) (আত-তাওবা: ১২২)। এভাবে আল্লাহ ইলম অন্বেষণকে আল্লাহর পথে জিহাদের সমতুল্য করেছেন—সেই সত্য জিহাদ, যা পরিস্থিতি ও মুজাহিদদের অবস্থা দেখে বোঝা যায় যে তারা আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করতে চায়।

মোদ্দা কথা হলো, কল্যাণের পথ অনেক, আর আমার মতে—আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ফরয কাজগুলোর পর—সবচেয়ে উত্তম হলো শরয়ী ইলম অর্জন করা। কারণ আজ আমরা এর বিশেষ প্রয়োজনে রয়েছি। আমরা শুনেছি এবং আমাদের কাছে এমন এক ব্যক্তির ফতোয়া এসেছে যে বলছে: অমুক শহরের মসজিদগুলোতে যারা সালাত আদায় করবে তাদের সালাত শুদ্ধ হবে না, কারণ যারা এই মসজিদগুলোতে দান করেছে তাদের মধ্যে অমুক অমুক দোষ রয়েছে।

(ص: 151) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وكذا ومن صلى على حسب الأذان، فإنه لا تصح صلاته. لمأذا؟! لأنه مبني على توقيت وليس على رؤية الشمس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (وقت الظهر إذا زالت

الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر) ، أما الآن؛ الأوقات مكتوبة في أوراق، والناس يمشون عليها، هؤلاء كلهم لا تصح صلاتهم، يعني كل المسلمين - على زعمه - لا تصح صلاتهم، وهذه بلبلة.

والمشكلة أن مثل هذا، يقال: إنه رجل عنده شيء من العلم، لكنه علم الأوراق الذي يعطى الإنسان فيه بطاقة تشهد بأنه متخرج من كذا وكذا، ثم يقول: أنا من، أنا،!! فالحاصل أنه لا بد للأمة الإسلامية من علماء راسخين في العلم، أما أن تبقى الأمور هكذا فوضى، فإنهم على خطر عظيم، ولا يستقيم للناس دين، ولا تطمئن قلوبهم، ويصير كل واحدٍ تحت شجرة يفتي، وكل واحد تحت سقف يفتي، وكل واحد على قمة جبل يفتي، وهذا ليس صحيح، لا بد من علماء عندهم علم راسخ ثابت، مبني على الكتاب والسنة، وعلى العقل والحكمة. والله الموفق.

* * *

অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি কেবল আজানের ওপর ভিত্তি করে নামাজ আদায় করে, তার নামাজ শুদ্ধ হবে না। কেন?! কারণ তা সময়সূচির ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত, সূর্য পর্যবেক্ষণের ওপর নয়। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "জোহরের সময় হলো যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে এবং কোনো ব্যক্তির ছায়া তার দৈর্ঘ্যের সমান হয়, যতক্ষণ না আসরের সময় উপস্থিত হয়।" কিন্তু বর্তমানে নামাজের সময়গুলো কাগজে লিপিবদ্ধ থাকে এবং মানুষ তা অনুসরণ করে চলে; তার দাবি অনুযায়ী এই সকলের নামাজই শুদ্ধ হবে না। অর্থাৎ তার বক্তব্য অনুসারে সমস্ত মুসলমানের নামাজই অশুদ্ধ, আর এটি একটি চরম বিভ্রান্তি।

সমস্যা হলো, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয় যে তার কিছুটা জ্ঞান আছে; কিন্তু তা হলো নিছক কাগজের জ্ঞান, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকে একটি সনদ প্রদান করা হয় যা সাক্ষ্য দেয় যে সে অমুক জায়গা থেকে স্নাতক হয়েছে। এরপর সে দস্তভরে বলতে শুরু করে: "আমি কে? আমি তো অমুক...!!" মোদাকথা হলো, মুসলিম উম্মাহর জন্য এমন আলেম প্রয়োজন যারা

জ্ঞানে সুগভীর ও সুপ্রতিষ্ঠিত। বিষয়গুলো যদি এভাবে বিশৃঙ্খল অবস্থায় চলতে থাকে, তবে তারা মহা বিপদের সম্মুখীন হবে। এতে মানুষের দ্বীন সঠিক পথে থাকবে না এবং তাদের অন্তরও প্রশান্ত হবে না। তখন পরিস্থিতি এমন হবে যে, গাছের নিচে বসে একজন ফতোয়া দেবে, ঘরের ছাদের নিচে বসে একজন ফতোয়া দেবে এবং পাহাড়ের চূড়ায় বসেও যে কেউ ফতোয়া দিতে শুরু করবে। এটি মোটেও সঠিক নয়। অবশ্যই এমন আলেম প্রয়োজন যাদের জ্ঞান সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত, যা কুরআন, সুন্নাহ এবং বিবেক ও প্রজ্ঞার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আল্লাহই তাওফিক দাতা।

* * *

(ص: 152) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَكَثِيرَةٌ جَدًّا وَهِيَ غَيْرُ مَنْحَصَرَةٍ فَنَذَكُرُ، وَمِنْهَا طَرَفًا مِنْهَا:
117. الأول: عَنْ أَبِي ذَرٍّ جَنْدَبِ بْنِ جَنْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ) قُلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (أَنْفُسَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَكْثَرَهَا ثَمَنًا) ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: تَعِينَ صَانِعًا، أَوْ تَصْنَعُ (لَا أُخْرَقَ). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعَفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ؟ قَالَ: تَكْفُ شَرَكُ عَنِ النَّاسِ؛ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ عَلَى نَفْسِكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(الصانع) بالصائد المبهلة، هذا هو المشهور، وروي: (ضائعاً) بالمعجمة أي ذا ضياع من فقر أو عيال، ونحو ذلك، و (الأخرق) : الذي لا يتقن ما يحاول فعله.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب كثرة الخير، فيما نقله عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: (الإيمان بالله والجهاد في سبيله) والصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال من أجل أن يقوموا بها، وليسوا كمن بعدهم، فإن من بعدهم رباً يسألون عن أفضل الأعمال، ولكن لا يعملون. أما الصحابة فإنهم يعملون، فهذا ابن مسعود - رضي الله عنه - سأل النبي صلى الله عليه وسلم:

আর হাদিসসমূহ অত্যন্ত অধিক এবং তা অগণিত, ফলে আমরা তার একটি অংশ উল্লেখ করছি: ১১৭ — প্রথম: আবু যার জুনদুব ইবনে জুনাদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন আমলটি সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন: (আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর পথে জিহাদ)। আমি বললাম: কোন গোলাম আজাদ করা সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন: (যা তার মালিকের নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় এবং যার মূল্য সবচেয়ে বেশি)। আমি বললাম: যদি আমি তা করতে না পারি? তিনি বললেন: (তুমি কোনো কারিগরকে সাহায্য করো অথবা এমন ব্যক্তির কাজ করে দাও যে নিজে করতে অক্ষম)। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি মনে করেন যদি আমি কিছু আমল করতে অক্ষম হই? তিনি বললেন: (তুমি মানুষের অনিষ্ট করা থেকে বিরত থাকবে; কেননা এটি তোমার নিজের জন্য তোমার পক্ষ থেকে একটি সাদাকা)। (বুখারি ও মুসলিম)।

'সানি' (কারিগর) শব্দটি 'সোয়াদ' বর্ণযোগে, এটিই প্রসিদ্ধ মত। আবার 'দায়ি' (দুর্দশাগ্রস্ত) 'দাদ' বর্ণযোগেও বর্ণিত হয়েছে, যার অর্থ দারিদ্র্য বা পরিবার-পরিজনের আধিক্যের কারণে অভাবী ব্যক্তি এবং অনুরূপ। আর 'আখরাক' (অক্ষম) হলো এমন ব্যক্তি যে তার কাজ নিপুণভাবে সম্পন্ন করতে পারে না।

[ব্যাখ্যা]

লেখক —রহিমাহুল্লাহ তাআলা— কল্যাণের পথসমূহের আধিক্য অধ্যায়ে আবু যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: কোন আমলটি সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন:

(আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর পথে জিহাদ)। আর সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন সেগুলো সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে, তাঁরা তাঁদের পরবর্তী লোকদের মতো ছিলেন না; কারণ পরবর্তী সময়ের লোকেরা হয়তো সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে কিন্তু আমল করে না। পক্ষান্তরে সাহাবীগণ অবশ্যই আমল করতেন। যেমন এই ইবনে মাসউদ —রাদিয়াল্লাহু আনহু— নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন:

(ص: 153) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

أي العمل أحب إلى الله؟ قال: (الصلاة على وقتها). قلت ثم أي؟ قال (بر الوالدين). قلت ثم أي؟ قال: (الجهاد في سبيل الله).

وهذا أيضاً أبو ذر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال؛ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأعمال إيمان بالله، وجهاد في سبيله، ثم سألته عن الرقاب: أي الرقاب أفضل؟ والبراد بالرقاب: المماليك، يعني: ما هو الأفضل في إعتاق الرقاب؟ فقال: (أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً) وأنفسها عند أهلها يعني: أحبها عن أهلها، وأكثرها ثمناً: أي أغلاها ثمناً، فيجتمع في هذه الرقبة النفاسة، وكثرة الثمن، ومثل هذا لا يبذله إلا الإنسان عنده قوة وإيمان.

ومثال ذلك: إذا كان عند رجل عبيد ومنهم واحد يحبه؛ لأنه قائم بأعماله، ولأنه خفيف النفس، ونافع لسيده، وهو كذلك أيضاً أغلى العبيد عنده ثمناً، فإذا سألا أيهما أفضل؟ أعتق هذا، أو ما بعده، أو ما دونه؟ قلنا أن تعتق هذا، لأن هذا أنفس الرقاب عندك، وأغلاها ثمناً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرقاب: أغلاها

ثُمَّناً، أَنْفُسَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا. وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ)
(آل عمران: 92).

وَكَانَ ابْنُ عِمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا أَعْجَبَهُ شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ تَصَدَّقَ بِهِ، اتِّبَاعاً لِهَذَا
الْآيَةِ.

وَجَاءَ أَبُو طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ

কোন আমল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়? তিনি (সা.) বললেন: (যথাসময়ে সালাত আদায় করা)। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন: (পিতামাতার প্রতি সদ্যবহার করা)। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন: (আল্লাহর পথে জিহাদ করা)।

অনুরূপভাবে আবু যার (রা.)-ও নবী (সা.)-কে সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। নবী (সা.) তাঁর কাছে বর্ণনা করলেন যে, সর্বোত্তম আমল হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা। এরপর তিনি দাসমুক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন: কোন ধরনের দাস মুক্ত করা সবচেয়ে উত্তম? আর 'রিকাব' (দাস) বলতে এখানে মালিকানাধীন দাসদের বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, দাসমুক্তির ক্ষেত্রে কোনটি সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন: (যা তাদের মালিকদের নিকট সবচেয়ে মূল্যবান এবং মূল্যের দিক থেকে সবচেয়ে দামি)। মালিকদের নিকট সবচেয়ে মূল্যবান হওয়ার অর্থ হলো—মালিকের কাছে সবচেয়ে প্রিয়। আর মূল্যের দিক থেকে সবচেয়ে দামি অর্থ হলো—যার বাজারমূল্য সবচেয়ে বেশি। সুতরাং এই দাসের ক্ষেত্রে আভিজাত্য ও প্রিয়তা এবং উচ্চমূল্য উভয়টি একত্রিত হয়েছে। আর এমন ত্যাগ কেবল সেই ব্যক্তিই করতে পারে যার অন্তরে ঈমানী শক্তি সুদৃঢ়।

এর উদাহরণ হলো: যদি কোনো ব্যক্তির নিকট বেশ কিছু দাস থাকে এবং তাদের মধ্যে একজনকে সে খুব ভালোবাসে; কারণ সে তার কাজকর্মে পারদর্শী, চটপটে এবং তার মালিকের জন্য অত্যন্ত উপকারী। একইসাথে সে তার কাছে থাকা দাসদের মধ্যে সবচেয়ে দামি। এখন যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কোনটি উত্তম? একে মুক্ত করা, নাকি এর পরবর্তী স্তরের বা এর চেয়ে নিম্নমানের কাউকে? আমরা বলবো, একেই মুক্ত করা উত্তম। কারণ এটিই আপনার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান এবং সবচেয়ে দামি দাস। আর নবী (সা.) দাসমুক্তির ক্ষেত্রে বলেছেন: (যা

মূল্যের দিক থেকে সবচেয়ে দামি এবং মালিকদের নিকট সবচেয়ে প্রিয়)। এটি মহান আল্লাহর এই বাণীর অনুরূপ: (তোমরা কখনোই প্রকৃত পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু হতে ব্যয় করো) (সূরা আলে ইমরান: ৯২)।

ইবনে উমর (রা.) যখনই তাঁর সম্পদের কোনো কিছু পছন্দ করতেন, এই আয়াতের অনুসরণে তিনি তা সদকা করে দিতেন।

আবু তালহা (রা.)-ও তখন এগিয়ে এলেন যখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলো: (তোমরা কখনোই প্রকৃত পুণ্য লাভ...

(ম: 154) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أنزل قوله: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) وَأَنْ أَحَبَّ مَالِي إِلَى بَيْرِحاءَ، وبيرحاء بستان نظيف قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتني إليه، ويشرب من ماء فيه طيب عذب، وهذا يكون غالباً عند صاحبه، فقال أبو طلحة: وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإني أجعلها صدقة لله ورسوله، فضعها يا رسول الله حيث شئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (بخ. بخ). يعني يتعجب ويقول: (مال رابح، مال رابح) ثم قال: (أرى أن تجعلها في الأقربين)، ففسمها أبو طلحة في قرابته، والشاهد أن الصحابة يتبادرون الخيرات.

ثم سأله أبو ذر: إن لم يجد، يعني رقبة بهذا المعنى، أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمناً؟ قال: (تعين صانعاً أو تصنع لأخرق)، يعني: تصنع لإنسان معروفاً، أو تعين أخرق، ما يعرف، فتساعده وتعينه، فهذا أيضاً صدقة ومن الأعمال الصالحة.

قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: (تَكْفُ شَرَكُ عَنِ النَّاسِ؛ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ)
وهذا أدنى ما يكون؛ أَنْ يَكْفُ الْإِنْسَانُ شَرَّهُ عَنْ غَيْرِهِ، فَيَسْلَمَ النَّاسُ مِنْهُ، وَاللَّهُ
الْبَاقِي.

* * *

(..যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের পছন্দনীয় বস্তু হতে ব্যয় করবে)। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন: আল্লাহ তাআলা তাঁর এই বাণী অবতীর্ণ করেছেন: (তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু হতে ব্যয় করবে)। আর আমার সম্পদের মধ্যে ‘বায়রুহা’ বাগানটি আমার নিকট সবচাইতে প্রিয়। বায়রুহা ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদের নিকটবর্তী একটি পরিচ্ছন্ন বাগান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে আসতেন এবং সেখানকার সুপেয় ও সুমিষ্ট পানি পান করতেন। সাধারণত মালিকের নিকট এমন সম্পদ অত্যন্ত প্রিয় হয়ে থাকে। আবু তালহা বললেন: নিশ্চয়ই বায়রুহা আমার নিকট সবচাইতে প্রিয় সম্পদ এবং আমি এটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য সদকা হিসেবে নিবেদন করছি। হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যেখানে সমীচীন মনে করেন সেখানেই এটি ব্যয় করুন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: (চমৎকার! চমৎকার!)। অর্থাৎ তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন: (এটি লাভজনক সম্পদ, এটি লাভজনক সম্পদ)। অতঃপর তিনি বললেন: (আমি মনে করি তুমি এটি তোমার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করে দাও)। ফলে আবু তালহা তা তাঁর আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। এখানে মূল শিক্ষণীয় বিষয় হলো যে, সাহাবায়ে কেরাম সৎকাজে একে অপরের অগ্রগামী হতেন।

অতঃপর আবু যার (রা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: যদি কেউ তা না পায়—অর্থাৎ মুক্ত করার মতো এমন কোনো দাস যা তার মালিকের নিকট অত্যন্ত মূল্যবান এবং যার মূল্য অনেক বেশি? তিনি বললেন: (তুমি কোনো কারিগরকে সাহায্য করো অথবা কোনো অদক্ষ ব্যক্তির কাজ করে দাও)। অর্থাৎ: তুমি কোনো মানুষের উপকার করো অথবা কোনো আনাড়ি ব্যক্তিকে সাহায্য করো যে কাজ বোঝে না; তাকে সাহায্য করা ও সহযোগিতা করাও সদকা এবং নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত।

তিনি বললেন: আমি যদি তাও করতে না পারি? তিনি বললেন: (তুমি মানুষকে তোমার অনিষ্ট থেকে বিরত রাখো; কেননা এটি তোমার নিজের ওপর তোমার পক্ষ হতে একটি সদকা)। আর এটি হলো আমলের সর্বনিম্ন স্তর; যে মানুষ অন্যকে নিজের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবে যেন মানুষ তার থেকে নিরাপদ থাকে। আর আল্লাহই তাওফিক দানকারী।

* * *

(ম: 155) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

118 - الثاني: عن أبي ذر أيضاً رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليله صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى) رواه مسلم. (السلامي) بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم: المفصل.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في باب كثرة طرق الخيرات، فيما نقله عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة) السلامي هي العظام، أو مفاصل العظام، يعني أنه يصبح كل يوم على كل واحد من الناس صدقة في كل عضو من أعضائه، في كل مفصل من مفاصله، قالوا: والبدن فيه ثلاثمائة وستون مفصلاً، ما بين صغير وكبير، فيصبح على كل إنسان كل يوم ثلاثمائة وستون صدقة.

ولكن هذا الصدقات ليست صدقات مالية، بل هي عامة، كل أبواب الخير صدقة، كل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنك إذا أعنت الرجل في دابته وحملته عليها أو رفعت له

১১৮- দ্বিতীয়: আবু যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে আরও বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের প্রত্যেকের শরীরের প্রতিটি গ্রন্থির জন্য প্রতিদিন ভোরে একটি সদকা দেওয়া আবশ্যিক। অতএব প্রতিটি 'সুবহানাল্লাহ' (আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা) একটি সদকা, প্রতিটি 'আলহামদুলিল্লাহ' (আল্লাহর প্রশংসা) একটি সদকা, প্রতিটি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই বলা) একটি সদকা, প্রতিটি 'আল্লাহু আকবার' (আল্লাহ মহান বলা) একটি সদকা, সৎ কাজের আদেশ দেওয়া একটি সদকা এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা একটি সদকা। আর এ সবকিছুর পক্ষ থেকে চাশতের (দুহা) দুই রাকাত সালাত আদায় করাই যথেষ্ট।" মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন। 'আস-সুলামা' শব্দটি সীন বর্ণে পেশ, লঘু লাম এবং মীম বর্ণে যবর যোগে গঠিত; যার অর্থ: গ্রন্থি বা জোড়া।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) 'কল্যাণের বহুবিধ পথ' অনুচ্ছেদে আবু যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যা বর্ণনা করেছেন তাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি গ্রন্থির পক্ষ থেকে প্রতিদিন সকালে সদকা দেওয়া আবশ্যিক।" 'সুলামা' হলো হাড় অথবা হাড়ের জোড়া। এর অর্থ হলো, প্রতিদিন মানুষের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ ও গ্রন্থির বিনিময়ে প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর একটি করে সদকা অবধারিত হয়। আলিমগণ বলেছেন: মানবদেহে ছোট-বড় মিলিয়ে মোট তিনশত ষাটটি গ্রন্থি রয়েছে। সুতরাং প্রতিদিন প্রত্যেক মানুষের ওপর তিনশত ষাটটি সদকা দেওয়া আবশ্যিক হয়।

তবে এই সদকাগুলো কেবল আর্থিক সদকা নয়, বরং এটি সাধারণ ও ব্যাপক। কল্যাণের সকল পথই সদকা। প্রতিটি 'তাহলীল' (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা) সদকা, প্রতিটি 'তাকবীর' (আল্লাহু আকবার বলা) সদকা, প্রতিটি 'তাসবীহ' (সুবহানাল্লাহ বলা) সদকা, প্রতিটি 'তাহমীদ' (আলহামদুলিল্লাহ বলা) সদকা, সৎ কাজের আদেশ দেওয়া সদকা এবং অসৎ কাজ থেকে

নিষেধ করাও সদকা। এমনকি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তুমি যদি কোনো ব্যক্তিকে তার সওয়ারির (বাহন) ক্ষেত্রে সাহায্য করো এবং তাকে তার ওপর চড়িয়ে দাও অথবা তার জন্য তার আসবাবপত্র উঠিয়ে দাও..."

(ص: 156) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

عليها متعة فهو صدقة) كل شيء صدقة، قراءة القرآن صدقة، طلب العلم صدقة،
وحينئذ تكثر الصدقات، ويمكن أن يأتي الإنسان بها عليه من الصدقات، وهي
ثلاثمائة وستون صدقة.

ثم قال: (ويجزى من ذلك)، يعني: عن ذلك (ركعتان يركعهما من الضحى) يعني
أنك صليت من الضحى ركعتين؛ أجزاء عن كل الصدقات التي عليك، وهذا من تيسير
الله عز وجل على العباد.

وفي الحديث دليل على أن الصدقة تطلق على ما ليس بهال.
وفيه أيضاً دليل على أن ركعتي الضحى سنة، سنة كل يوم، لأنه إذا كان كل يوم عليك
صدقة على كل عضو من أعضائك، وكانت الركعتان تجزي، فهذا يقضي أن صلاة
الضحى سنة كل يوم، من أجل أن تقضي الصدقات التي عليك.

قال أهل العلم: وسنة الضحى يبتدئ وقتها مع ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني حوالي
ربع إلى ثلث ساعة بعد الطلوع، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بعشر دقائق،
كل هذا وقت لصلاة الضحى، في أي وقت فيه تصلي ركعتي الضحى، ما بين ارتفاع
الشمس قدر رمح إلى وقت الزوال، فإنه يجزي لكن الأفضل أن تكون في آخر الوقت،
لقول النبي

(এর ওপর দান রয়েছে, তবে তা সদকা) প্রতিটি কাজই সদকা; কুরআন তিলাওয়াত করা সদকা, ইলম অন্বেষণ করা সদকা; আর এভাবেই সদকার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। মানুষ তার ওপর আবশ্যকীয় সকল সদকা আদায় করতে সক্ষম হয়, আর তা হলো তিনশত ষাটটি সদকা। এরপর তিনি বললেন: (আর এর জন্য যথেষ্ট হবে), অর্থাৎ এর স্থলাভিষিক্ত হবে (চাশতের দুই রাকাত যা সে আদায় করবে)। এর অর্থ হলো, আপনি যদি চাশতের দুই রাকাত সালাত আদায় করেন, তবে তা আপনার ওপর আবশ্যিক সকল সদকার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে। এটি বান্দাদের ওপর আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার পক্ষ থেকে বিশেষ সহজীকরণ। হাদিসটিতে এই মর্মে দলিল রয়েছে যে, যা সম্পদ নয় তার ক্ষেত্রেও সদকা শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এতে আরও প্রমাণ রয়েছে যে, চাশতের দুই রাকাত সালাত প্রতিদিনের জন্য একটি সুন্নাত। কেননা প্রতিদিন যেহেতু আপনার প্রতিটি জোড়ের বিপরীতে সদকা আবশ্যিক এবং দুই রাকাত সালাত যেহেতু তার জন্য যথেষ্ট হয়, তাই এর দাবি হলো চাশতের সালাত প্রতিদিনের সুন্নাত; যাতে আপনার জিম্মায় থাকা সদকাগুলো আদায় হয়ে যায়।

আলেমগণ বলেন: চাশতের সুন্নাত সালাতের সময় শুরু হয় সূর্য যখন এক বর্ষা পরিমাণ ওপরে ওঠে, অর্থাৎ সূর্যোদয়ের প্রায় পনেরো থেকে বিশ মিনিট পর থেকে দ্বিপ্রহরের (যাওয়াল) ঠিক আগ পর্যন্ত, অর্থাৎ যাওয়ালের প্রায় দশ মিনিট আগে পর্যন্ত। এই পুরো সময়টিই চাশতের সালাতের সময়। সূর্য এক বর্ষা পরিমাণ ওপরে ওঠা থেকে যাওয়ালের ওয়াক্ত হওয়া পর্যন্ত যেকোনো সময়ে চাশতের দুই রাকাত সালাত আদায় করলে তা যথেষ্ট হবে। তবে তা শেষ সময়ে আদায় করা উত্তম, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন...

(ص: 157) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

صلى الله عليه وسلم: (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال) ، يعني حين تقوم الفصال من الرمضاء لشدة حرارتها؛ ولهذا قال العلماء: إن تأخير ركعتي الضحى إلى آخر

الوقت أفضل من تقديمها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن تؤخر صلاة العشاء إلى آخر الوقت، إلا مع المشقة.

فالحاصل أن الإنسان قد فتح الله له أبواب طرق الخير كثيرة، وكل شيء يفعله الإنسان من هذه الطرق، فإن الحسنه بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. والله الموفق.

* * *

119. الثالث: عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (عرضت علي أعمال أمتي، حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يباط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن) رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها) عرضت علي: يعني بلغت عنها، وبينت لي، والذي بينها له هو الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحلل ويحرم ويوجب، فعرض الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المحاسن والمساوئ من أعمال الأمة، فوجد من

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (আওয়াবীন বা তওবাকারীদের সালাত তখনই, যখন উটের শাবকসমূহ উত্তাপে পা পুড়তে অনুভব করে), অর্থাৎ বালুর চরম উত্তাপের কারণে যখন উটের শাবকসমূহ উঠে দাঁড়ায়। এই কারণেই উলামায়ে কেরাম বলেছেন: চাশতের দুই রাকাত সালাতকে শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্বিত করা একে প্রথম ওয়াক্তে আদায় করার চেয়ে উত্তম। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার সালাত শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্বিত করা পছন্দ করতেন, যদি না তাতে কোনো কষ্ট হত।

সারকথা হলো, আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য কল্যাণের বহু দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। মানুষ এই পথগুলোর মধ্য থেকে যা কিছুই সম্পাদন করে, প্রতিটি নেক কাজের বিনিময়ে দশ গুণ থেকে সাতশত গুণ, এমনকি তার চেয়েও বহুগুণ সওয়াব লাভ করে। আর আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

* * *

১১৯ — তৃতীয় (হাদীস): তাঁর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (আমার উম্মতের ভালো ও মন্দ সকল আমল আমার সামনে পেশ করা হয়েছে। আমি তাদের ভালো আমলসমূহের মধ্যে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়াকে পেলাম, আর তাদের মন্দ আমলসমূহের মধ্যে পেলাম মসজিদের ভেতরে কফ বা থুথু ফেলা, যা দাফন বা পরিষ্কার করা হয়নি) মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) আবু যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যা বর্ণনা করেছেন তাতে বলা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (আমার উম্মতের ভালো ও মন্দ আমলসমূহ আমার সামনে পেশ করা হয়েছে)। 'আমার সামনে পেশ করা হয়েছে' অর্থাৎ: এ সম্পর্কে আমাকে অবহিত করা হয়েছে এবং আমার নিকট তা বর্ণনা করা হয়েছে। আর যিনি এটি তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন তিনি হলেন আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই সেই সত্তা যিনি হালাল করেন, হারাম করেন এবং ওয়াজিব করেন। সুতরাং আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উম্মতের আমলসমূহের ভালো ও মন্দ উভয় দিক উপস্থাপন করেছেন। এরপর তিনি সেখানে পেলেন...

محاسنها: الأذى يباط عن الطريق، ويباط: يعني يزال، والأذى ما يؤذي المارة؛ من شوك، وأعواد، وأحجار، وزجاج، وأرواث، وغير ذلك. كل ما يؤذي فإمأطته من محاسن الأعمال.

وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن إمأطة الأذى عن الطريق صدقة، فهو من محاسن الأعمال، وفيه ثواب الصدقة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم: أن (الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمأطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان)، فإذا وجدت في الطريق أذى فأمأطته؛ فإن ذلك من محاسن أعمالك، وهو صدقة لك، وهو من خصال الإيمان وشعب الإيمان.

وإذا كان هذا من المحاسن ومن الصدقات، فإن وضع الأذى في طريق المسلمين من مساوئ الأعمال، فهؤلاء الناس الذين يلقون القشور في الأسواق، في ممرات الناس؛ لاشك أنهم إذا آذوا المسلمين فإنهم مأزورون، قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا) (الأحزاب: 58) قال العلماء: لو زلق به حيوان أو إنسان فأنكسر، فعلى من وضعه ضمانه، يضمنه بالدية أو بما دون الدية إذ كان لا يحتمل الدية، المهم أن هذا من أذية المسلمين.

ومن ذلك أيضاً ما يفعله بعض الناس من إراقة المياه في الأسواق

এর সৌন্দর্যসমূহের অন্যতম হলো: পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। এখানে 'ইমাতাহ' শব্দের অর্থ হলো অপসারণ করা। পথচারীদের জন্য যা কিছু কষ্টদায়ক, যেমন—কাঁটা, কাষ্ঠখণ্ড, পাথর, কাঁচ, গবাদি পশুর মলমূত্র বা এজাতীয় অন্য কিছু; এ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। কষ্টদায়ক যেকোনো কিছু অপসারণ করা উত্তম আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া একটি সদকাহ। সুতরাং এটি নেক আমলসমূহের অন্যতম এবং এতে সদকার সওয়াব রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন: (ঈমানের

সত্তরটিরও বেশি শাখা রয়েছে, যার মধ্যে সর্বোচ্চ হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং সর্বনিম্ন হলো পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা; আর লজ্জা ঈমানের একটি বিশেষ শাখা)। সুতরাং আপনি যদি পথে কোনো কষ্টদায়ক বস্তু পান এবং তা সরিয়ে ফেলেন, তবে তা আপনার নেক আমল হিসেবে গণ্য হবে, এটি আপনার জন্য একটি সদকাহ এবং এটি ঈমানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও শাখা।

যদি এই কাজ সৌন্দর্য ও সদকার অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে মুসলিমদের চলাচলের পথে কষ্টদায়ক বস্তু নিষ্ক্ষেপ করা মন্দ আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যেসব লোক বাজারে বা মানুষের চলাচলের পথে ফলের খোসা ইত্যাদি নিষ্ক্ষেপ করে, তারা যদি এর মাধ্যমে মুসলিমদের কষ্ট দেয় তবে নিঃসন্দেহে তারা পাপিষ্ঠ হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে তাদের কোনো অপরাধ ছাড়াই কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করল) (আল-আহযাব: ৫৮)। উলামায়ে কেরাম বলেন: যদি এর কারণে কোনো পশু বা মানুষ পিছলে পড়ে কোনো অঙ্গ ভেঙে যায়, তবে যে ব্যক্তি তা নিষ্ক্ষেপ করেছে তাকে এর দায়ভার গ্রহণ করতে হবে; তাকে দিয়াত (রক্তপণ) বা এর কম পরিমাণ জরিমানা দিতে হবে। মূল কথা হলো, এটি মুসলিমদের কষ্ট দেওয়ারই একটি নামান্তর। অনুরূপভাবে কিছু মানুষ বাজারে পানি ঢেলে যে সমস্যার সৃষ্টি করে, সেটিও এই গর্হিত কাজের অন্তর্ভুক্ত।

(ص: 159) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

فتؤذي الناس، وربما السيارات من عندها، فتفسد على الإنسان ثيابه، وربما يكون فيها فساد لا شك للأسفلت؛ لأن الأسفلت كلها أتى عليه الماء وتكرر؛ فإنه يذوب ويفسد.

فألبهم أننا - مع الأسف الشديد ونحن أمة مسلمة - لا تبالي بهذه الأمور، وكأنها لا شيء، يلقي الإنسان الأذى في الأسواق، ولا يهتم بذلك، يكسر الزجاجات في الأسواق، ولا يهتم بذلك، الأعواد يلقيها؛ لا يهتم بذلك، حجر يضعه لا يهتم بذلك، إذن يستحب لنا كلها رأينا ما يؤدي أن نزيله عن الطريق؛ لأن ذلك صدقة، ومن محاسن الأعمال.

ثم قال: (ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن) النخاعة يعني النخامة، وسميت بذلك لأنها تخرج من النخاع، النخامة تكون في المسجد لا تدفن؛ لأن المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مفروش بالحصباء، بالحصى الصغار، فالنخامة تدفن في التراب، أما عندنا الآن فليس هناك تراب، ولكن إذا وجدت فإنها تحك بالمنديل حتى تذهب، واعلم أن النخامة في المسجد حرام، فمن تنخع في المسجد فقد أثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (البصاق في المسجد خطيئة) فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنها خطيئة وكفارتها دفنها، يعني إذا فعلها الإنسان وأراد أن يتوب فليدفعها، لكن في عهدنا: فليحكها بمنديل أو نحوه حتى تزول.

وإذا كانت هذه النخاعة، فما بالك بما هو أعظم منها، مثل ما كان فيها مضي، حيث يدخل الإنسان المسجد بحذائه ولم يقلبها ويفتش فيها، ويكون فيها الروث الذي ينزل إلى المسجد، فيتلوث به فأنت اعتبر

এটি মানুষকে কষ্ট দেয়, এমনকি সম্ভবত সেখানকার যানবাহনগুলোকেও; ফলে এটি মানুষের পোশাক নষ্ট করে ফেলে। এতে পিচঢালা পথের (অ্যাসফাল্ট) জন্য নিঃসন্দেহে ক্ষতির কারণ রয়েছে; কারণ পিচের ওপর যখন বারবার পানি আসে এবং তা জমে থাকে, তখন তা গলে যায় এবং নষ্ট হয়ে যায়।

মূল কথা হলো—অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমরা একটি মুসলিম উম্মাহ হওয়া সত্ত্বেও এই বিষয়গুলোর প্রতি অক্ষিপ করি না, যেন এগুলোর কোনো গুরুত্বই নেই। মানুষ রাস্তাঘাটে বা

বাজারে কষ্টদায়ক বস্তু ফেলে রাখে অথচ সেদিকে খেয়াল করে না; বাজারে কাঁচের বোতল ভেঙে ফেলে রাখে অথচ দ্রক্ষেপ করে না; কাঠের টুকরো বা কাঠি ফেলে রাখে, তাতেও কোনো গ্রাহ্য নেই; পাথর ফেলে রাখে অথচ পরোয়া করে না। অতএব, আমাদের জন্য মুস্তাহাব হলো যখনই পথে কোনো কষ্টদায়ক বস্তু দেখব, তা পথ থেকে সরিয়ে দেব; কারণ তা সাদাকা এবং সর্বোত্তম আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর তিনি বলেন: (আর আমি আমার উম্মতের মন্দ আমলসমূহের মধ্যে সেই কফ বা শ্লেষ্মা দেখেছি যা মসজিদে ফেলা হয়েছে অথচ তা দাফন করা বা মুছে ফেলা হয়নি)। ‘নুখায়া’ অর্থ হলো কফ বা শ্লেষ্মা। একে এই নামে অভিহিত করার কারণ হলো এটি শরীরের গভীর থেকে নির্গত হয়। মসজিদে কফ ফেলা এবং তা দাফন না করা মন্দ কাজ; কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মসজিদের মেঝেতে কঙ্কর ও ছোট পাথর বিছানো ছিল। ফলে কফ মাটিতে পুঁতে ফেলা যেত। কিন্তু আমাদের বর্তমান সময়ে তো আর (মসজিদের ভেতরে) মাটি নেই। তবে যদি এমন কিছু পাওয়া যায়, তবে তা রুমাল বা টিস্যু দিয়ে ঘষে তুলে ফেলতে হবে যেন তা দূর হয়ে যায়। জেনে রাখুন যে, মসজিদে কফ ফেলা হারাম। সুতরাং যে ব্যক্তি মসজিদে কফ ফেলল, সে পাপে লিপ্ত হলো। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (মসজিদে থুতু ফেলা একটি পাপ)। এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাব্যস্ত করেছেন যে এটি একটি অপরাধ, আর এর কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্ত হলো তা পুঁতে ফেলা। অর্থাৎ যদি কোনো মানুষ এই কাজ করে ফেলে এবং তওবা করতে চায়, তবে সে যেন তা পুঁতে ফেলে। কিন্তু আমাদের যুগে এর নিয়ম হলো: তা রুমাল বা অনুরূপ কিছু দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করে ফেলা যেন তার চিহ্ন না থাকে।

আর যদি কফ বা শ্লেষ্মার বিষয়টিই এমন গুরুতর হয়, তবে এর চেয়ে বড় বিষয়গুলোর অবস্থা কী হবে? যেমন অতীতে দেখা যেত, কোনো ব্যক্তি তার জুতা নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করত এবং তা উল্টে পরীক্ষা করে দেখত না, অথচ তাতে বিষ্ঠা বা নাপাকি লেগে থাকত যা মসজিদে পতিত হতো এবং মসজিদকে কলুষিত করত। সুতরাং আপনি এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন।

بالنخامة، ما هو مثلها في أذية المسجد، أو أعظم منها ومن ذلك أيضاً أن بعض الناس تكون معه المناديل الخفيفة، ثم يتنخع فيها ويرمي بها في أرض المسجد، هذا أذى، ولا شك أن النفوس تتقزز إذا رأت مثل ذلك، فكيف إذا كان ذلك في بيت من بيوت الله، فإذا تنخعت في منديل، فضعه في جيبك، حتى تخرج فترمي به فيها أعد لذلك، على ألا تؤذي به أحداً. والله الموفق.

* * *

120 . الرابع: عنه: أن ناساً قالوا يا رسول الله: ذهب أهل الدثور بالأجر، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: (أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحه صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة) قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: (أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر) رواه مسلم.

(الدثور) بالثاء المثناة: الأموال، وأحدها دثر.

শ্লেষ্মা নিষ্ক্ষেপ করা এবং এর অনুরূপ যা মসজিদের জন্য কষ্টদায়ক বা তার চেয়েও গুরুতর বিষয়সমূহ। এর অন্তর্ভুক্ত এটিও যে, কিছু মানুষের নিকট পাতলা টিস্যু থাকে, অতঃপর তারা তাতে শ্লেষ্মা ত্যাগ করে তা মসজিদের মেঝেতে ফেলে দেয়। এটি একটি কষ্টদায়ক বিষয়, আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এমন দৃশ্য দেখলে ঘৃণাবোধ করে; তবে আল্লাহর ঘরসমূহের কোনো একটিতে এমনটা হওয়া কতটা মন্দ হতে পারে! সুতরাং আপনি যদি টিস্যুতে শ্লেষ্মা ত্যাগ করেন, তবে তা আপনার পকেটে রাখুন, যতক্ষণ না আপনি মসজিদ থেকে

বের হয়ে তা ফেলার জন্য নির্ধারিত স্থানে নিক্ষেপ করেন, যেন এর দ্বারা কেউ কষ্ট না পায়।
আল্লাহই তাওফিকদাতা।

* * *

১২০ - চতুর্থ: তাঁর থেকেই বর্ণিত: কিছু লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! বিত্তবানরা তো সকল সওয়াব নিয়ে গেল। তারা আমাদের মতোই সালাত আদায় করে, আমাদের মতোই সিয়াম পালন করে এবং তাদের উদ্বৃত্ত সম্পদ থেকে সদকা করে। তিনি বললেন: "আল্লাহ কি তোমাদের জন্য এমন কিছু নির্ধারণ করে দেননি যা তোমরা সদকা করতে পারো? নিশ্চয়ই প্রতিটি তাসবিহ (সুবহানাল্লাহ) একটি সদকা, প্রতিটি তাকবির (আল্লাহু আকবার) একটি সদকা, প্রতিটি তাহমিদ (আলহামদুলিল্লাহ) একটি সদকা এবং প্রতিটি তাহলিল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) একটি সদকা। সৎ কাজের আদেশ প্রদান একটি সদকা এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা একটি সদকা। এমনকি তোমাদের কারো দাম্পত্য মিলনেও রয়েছে সদকা।" তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ কি তার জৈবিক চাহিদা পূরণ করবে আর এতেও কি তার জন্য সওয়াব থাকবে? তিনি বললেন: "তোমরা কি মনে করো, সে যদি তা হারাম উপায়ে পূরণ করত তবে কি তার জন্য পাপ হতো না? অনুরূপভাবে সে যখন তা হালাল পথে সম্পন্ন করল, তখন তার জন্য সওয়াব সাব্যস্ত হলো।" (মুসলিম)।

'আদ-দুসূর' (তিন নুক্তাবিশিষ্ট 'সা' সহযোগে): এর অর্থ প্রচুর ধন-সম্পদ, এর একবচন হলো 'দাসর'।

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2 (ص: 161)

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناساً قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني استأثروا بالأجور وأخذوها عنا، وأهل الدثور: يعني أهل الأموال؛ يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم؛ يعني: فنحن وهم سواء في الصلاة وفي الصيام، ولكنهم يفضلوننا بالتصدق بفضول أموالهم، أي بما أعطاهم الله تعالى من فضل المال؛ يعني: ولا نتصدق.

وهذا كما جاء في الحديث الآخر عن فقراء المهاجرين، قالوا: ويعتقون ولا نعتق. فانظر إلى الهمم العالية من الصحابة رضي الله عنهم؛ يغبطون إخوانهم بما أنعم الله عليهم من الأموال التي يتصدقون بها ويعتقون منها، وليسوا يقولون: عندهم فضول أموال؛ يركبون بها المراكب الفخمة، ويسكنون القصور المشيدة، ويلبسون الثياب الجميلة؛ ذلك لأنهم قوم يريدون ما هو خير وأبقى، وهو الآخرة، قال الله تعالى: (بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى) (الأعلى: 16، 17)، وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: (وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى) (الضحى: 4). فهم اشتكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام شكوى غبطة، لا شكوى حسد، ولا اعتراض على الله عز وجل ولكن يطلبون فضلاً يميزون به عن أغناهم الله؛ فتصدقوا بفضول أموالهم.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟!) يعني إذا

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার —আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন— আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেছেন যে, কিছু লোক বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! সম্পদশালী ব্যক্তির সমস্ত সওয়াব নিয়ে গেছেন। অর্থাৎ তাঁরা সওয়াব একচেটিয়া করে নিয়েছেন এবং

আমাদের থেকে অগ্রগামী হয়েছেন। আর 'আহলুদ দুছুর' অর্থ হলো সম্পদশালী ব্যক্তি; তাঁরা আমাদের মতোই সালাত আদায় করেন, আমাদের মতোই রোযা রাখেন এবং তাঁদের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে সদকা করেন। অর্থাৎ সালাত ও রোযার ক্ষেত্রে আমরা ও তাঁরা সমান হলেও তাঁরা তাঁদের অতিরিক্ত সম্পদ সদকা করার মাধ্যমে আমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন, যা আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে অনুগ্রহ স্বরূপ দান করেছেন; পক্ষান্তরে আমরা সদকা করতে পারছি না। আর এটি ঠিক তেমনি, যেমনটি দরিদ্র মুহাজিরদের সম্পর্কে অন্য হাদীসে এসেছে। তাঁরা বলেছিলেন: "তাঁরা দাস মুক্ত করেন, কিন্তু আমরা তা পারি না।" সুতরাং সাহাবায়ে কিরামের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) সুউচ্চ হিম্মত বা আকাঙ্ক্ষার দিকে তাকান; আল্লাহ তাআলা তাঁদের ভাইদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন, যার মাধ্যমে তাঁরা সদকা করেছেন এবং দাস মুক্ত করেছেন, তা দেখে তাঁরা ঈর্ষা (গিবতাহ) করেছেন। তাঁরা এটা বলছেন না যে, তাঁদের কাছে অতিরিক্ত সম্পদ আছে বিধায় তাঁরা দামী বাহনে চড়ছেন, সুউচ্চ প্রাসাদে বসবাস করেছেন কিংবা সুন্দর সুন্দর পোশাক পরিধান করেছেন। এর কারণ হলো তাঁরা এমন এক জাতি, যারা যা উত্তম ও চিরস্থায়ী তাই কামনা করেন, আর তা হলো আখিরাত। আল্লাহ তাআলা বলেন: (বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ আখিরাত হলো অধিকতর উত্তম ও চিরস্থায়ী) (সূরা আল-আলা: ১৬, ১৭)। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে আরও বলেন: (নিশ্চয়ই আপনার জন্য পরকাল ইহকাল অপেক্ষা উত্তম) (সূরা আদ-দুহা: ৪)।

সুতরাং তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যে অভিযোগ করেছিলেন তা ছিল ঈর্ষামূলক (গিবতাহ), বিদ্বেষপ্রসূত হিংসা (হাসাদ) নয় এবং মহান আল্লাহর ফয়সালার প্রতি কোনো আপত্তিও ছিল না। বরং তাঁরা এমন কোনো শ্রেষ্ঠত্ব তালাশ করছিলেন যার মাধ্যমে তাঁরা সেই সকল ব্যক্তিদের সমকক্ষ হতে পারেন যাঁদেরকে আল্লাহ সম্পদশালী করেছেন এবং যাঁরা তাঁদের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে সদকা করেছেন।

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: (আল্লাহ কি তোমাদের জন্য এমন কিছু নির্ধারণ করেননি যা তোমরা সদকা করতে পারো?! অর্থাৎ যখন...

فأتتكم الصدقة بالمال، فهناك الصدقة بالأعمال الصالحة: (إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمرٌ بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة)، وقد سبق الكلام على الأربع الأولى فيما سبق.

أما قوله صلى الله عليه وسلم: (أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة) فإن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر من أفضل الصدقات؛ لأن هذا هو الذي فضل الله به هذه الأمة على غيرها، فقال تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) (آل عمران: 110)، ولكن لا بد للأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر من شروط:

الشرط الأول: أن يكون الأمر والنهي عالمياً بحكم الشرع، فإن كان جاهلاً فإنه لا يجوز أن يتكلم؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأمر بما يعتقد الناس أنه شرع الله - وليس له أن يتكلم في شرع الله بما لا يعلم؛ لأن الله حرم ذلك بنص القرآن، فقال تعالى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأُثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) (الأعراف: 33).

فمن منكرات الأمور: أن يتكلم الإنسان عن شيء يقول إنه معروف، وهو لا يدري أنه معروف، أو يقول: إنه منكر، وهو لا يدري أنه منكر.

الشرط الثاني: أن يكون عالمياً بأن المخاطب قد ترك البأمور أو فعل المحظور، فإن كان لا يدري فإنه لا يجوز له أن يفعل؛ لأنه حينئذ يكون

আপনাদের ধন-সম্পদ দ্বারা সদকা করার সুযোগ হাতছাড়া হলেও সৎকর্মের মাধ্যমে সদকা করার সুযোগ রয়েছে: (নিশ্চয়ই প্রতিটি তাসবিহ [সুবহানাল্লাহ বলা] একটি সদকা, প্রতিটি তাকবির [আল্লাহু আকবার বলা] একটি সদকা, প্রতিটি তাহমিদ [আলহামদুলিল্লাহ বলা] একটি

সদকা, প্রতিটি তাহলিল [লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা] একটি সদকা, সৎকাজের আদেশ দেওয়া একটি সদকা এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা একটি সদকা), আর পূর্বেই প্রথম চারটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: (সৎকাজের আদেশ দেওয়া একটি সদকা এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা একটি সদকা) এর ব্যাখ্যা হলো, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ সর্বোত্তম সদকাগুলোর অন্তর্ভুক্ত; কেননা এর মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে অন্যান্য উম্মতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন: (তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে; তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করো এবং আল্লাহর ওপর ঈমান রাখো) (আলে ইমরান: ১১০)। তবে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের জন্য কিছু শর্ত থাকা আবশ্যিক:

প্রথম শর্ত: আদেশকারী ও নিষেধকারীকে শরিয়তের বিধান সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। যদি সে অজ্ঞ হয়, তবে তার জন্য কথা বলা বৈধ নয়; কারণ সৎকাজের আদেশকারী ও অসৎকাজের নিষেধকারী এমন বিষয়ের আদেশ দেয় যা মানুষ আল্লাহর শরিয়ত বলে বিশ্বাস করে—আর না জেনে আল্লাহর শরিয়ত সম্পর্কে কোনো কথা বলার অধিকার তার নেই। কেননা আল্লাহ তাআলা কুরআনের অকাট্য দলিলের মাধ্যমে তা হারাম করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন: (বলো, নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতাকে, আর পাপকে ও অন্যায় বিদ্রোহকে এবং আল্লাহর সাথে এমন কিছুকে শরিক করাকে যার পক্ষে তিনি কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলাকে যা তোমরা জানো না) (আল-আ'রাফ: ৩৩)।

তাই অত্যন্ত গর্হিত বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত হলো, কোনো ব্যক্তি কোনো বিষয় সম্পর্কে বলবে যে এটি একটি সৎকাজ অথচ সে জানেই না যে সেটি সৎকাজ কি না, অথবা বলবে যে এটি অসৎকাজ অথচ সে জানেই না যে সেটি অসৎকাজ কি না।

দ্বিতীয় শর্ত: তাকে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে, যাকে সম্বোধন করা হচ্ছে সে সত্যিই কোনো আদেশ বর্জন করেছে অথবা কোনো নিষিদ্ধ কাজ করেছে। আর যদি সে না জানে, তবে তার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া বৈধ হবে না; কারণ তখন সে হবে...

قد قفأ ما ليس له به علم، وقد قال الله تعالى: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا) (الإسراء: 36).

يوجد بعض الناس الذين عندهم غيرة، وحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ يتسرع فينكر من غير أن يعلم الحال التي عليها المخاطب. فمثلاً يجد إنساناً معه امرأة في السوق، فيتكلم في ذلك مع الرجل: لماذا تمشي مع المرأة؟ وهو لا يدري أنه محرم لها. هذا خطأ عظيم، إذا كنت في شك فسأله قبل أن تتكلم. أما إذا لم تكن هناك قرائن توجب الشك في هذا الرجل فلا تتكلم. ما أكثر الناس الذين يصطحبون نساءهم في الأسواق. وانظر إلى حال النبي - عليه الصلاة والسلام - كيف يعامل الناس في هذه المسألة.

دخل رجل يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أصليت؟) قال: لا. قال: (قم فصل ركعتين وتجاوز فيهما). ما قال له: لماذا تقعد؟ لأن الإنسان إذا دخل المسجد ينهي أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين، ففي أي وقت تدخل المسجد، في الصباح، في المساء، بعد العصر، بعد المغرب، بعد الفجر؛ لا تجلس حتى تصلي ركعتين، فهذا الرجل جاء وجلس، لكن هناك احتمال أنه صلى قبل أن يجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يره، ولهذا قال له: (أصليت؟) قال: لا. قال: (قم فصل

নিশ্চয়ই তিনি এমন বিষয়ের অনুসরণ করেছেন যার সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান নেই। অথচ মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: (আর যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না; নিশ্চয়ই কান, চোখ ও অন্তঃকরণ—এদের প্রত্যেকের নিকট এ সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে) (আল-ইসরা: ৩৬)।

এমন কিছু লোক রয়েছেন যাদের মাঝে দ্বীনি আত্মমর্যাদাবোধ এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে; তবে তারা তড়িঘড়ি করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবস্থা না জেনেই তাকে বাধা প্রদান বা আপত্তি ব্যক্ত করেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি বাজারে কোনো ব্যক্তিকে একজন নারীর সাথে দেখতে পেলেন এবং সাথে সাথেই সেই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন: আপনি কেন এই নারীর সাথে চলাফেরা করছেন? অথচ তিনি জানেন না যে লোকটি ওই নারীর মাহরাম। এটি একটি মারাত্মক ভুল। যদি আপনার মনে কোনো সন্দেহ থাকে, তবে কথা বলার আগে তাকে জিজ্ঞাসা করুন। আর যদি সেখানে এমন কোনো আলামত বা প্রমাণ না থাকে যা ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করে, তবে কথা বলবেন না। কত মানুষই তো বাজারে তাদের পরিবারের নারীদের সাথে নিয়ে চলেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থার দিকে লক্ষ্য করুন যে, তিনি এ জাতীয় বিষয়ে মানুষের সাথে কেমন আচরণ করতেন।

জুমার দিন এক ব্যক্তি প্রবেশ করলেন যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি বসে পড়লে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: (তুমি কি সালাত আদায় করেছ?) সে উত্তর দিল: না। তিনি বললেন: (দাঁড়াও এবং সংক্ষেপে দুই রাকাত সালাত আদায় করে নাও)। তিনি তাকে এ কথা বলেননি যে: কেন তুমি বসে পড়লে? কারণ মানুষ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন দুই রাকাত সালাত আদায়ের আগে তাকে বসতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং দিনের যে কোনো সময়েই আপনি মসজিদে প্রবেশ করুন না কেন—সকালে, সন্ধ্যায়, আসরের পর, মাগরিবের পর কিংবা ফজরের পর—দুই রাকাত সালাত আদায় না করে বসবেন না। এই লোকটি এসে বসে পড়েছিলেন, কিন্তু এমন একটি সম্ভাবনা ছিল যে তিনি বসার আগেই সালাত পড়ে নিয়েছিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখেননি। একারণেই তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: (তুমি কি সালাত আদায় করেছ?) সে বলল: না। তিনি বললেন: (দাঁড়াও এবং সালাত আদায় করো...

রেকعتين وتجاوز فيهما) يعني خفف. فهنا لم يأمره أن يقوم فيصلي حتى سألته، وهذه هي الحكمة.

الشرط الثالث: من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ألا يترتب على النهي عن المنكر ما هو أنكر منه، فإن ترتب على ذلك ما هو أنكر منه فإنه لا يجوز، من باب درء أعلى المفسدتين بأدناها

فلو فرض أن شخصاً وجدناه على منكر كأن يشرب الدخان مثلاً، ولو نهيناه عن شرب الدخان ذهب يشرب الخمر، فإننا لا ننهاه؛ إذ كنا نعلم أن هذا الرجل سيقدم على ما هو أعظم؛ فإننا لا ننهاه عن شرب الدخان عندئذ. لماذا؟ لأن شرب الدخان أهون من شرب الخمر، ودليل هذه المسألة قول الله تعالى: (وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ) (الأنعام: 108)، فسب آلهة المشركين مصلحة مشروعة، لكن إذا ترتب عليها سب الله عز وجل وهو أهل للثناء والمجد، فإنه ينهى عنه. لهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (لعن الله من لعن والديه)، وقال صلى الله عليه وسلم: (من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه).

فالحاصل: أنه لا بد ألا يتضمن الإنكار ما هو أنكر من المنكر؛ درءاً

(দুই রাকাত এবং সে দুটিতে সংক্ষেপ করা) অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত করা। এখানে তিনি তাকে দাঁড়িয়ে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেননি যতক্ষণ না তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, আর এটাই হলো হিকমত বা প্রজ্ঞা।

তৃতীয় শর্ত: সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের শর্তাবলির অন্যতম হলো—

অসৎকাজের প্রতিবাদ বা নিষেধ করার ফলে যেন তার চেয়েও গুরুতর কোনো অসৎকাজ বা অনিষ্টের সৃষ্টি না হয়। যদি এর ফলে তার চেয়েও গুরুতর কোনো অনিষ্টের জন্ম হয়, তবে তা

আর বৈধ হবে না; এটি মূলত দুটি অনিষ্টের মধ্যে গুরুতরটিকে অপেক্ষাকৃত লঘুটির মাধ্যমে প্রতিহত করার মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত।

ধরা যাক, আমরা কোনো ব্যক্তিকে একটি অসৎকাজে লিপ্ত পেলাম, যেমন সে ধূমপান করছে। এখন যদি আমরা তাকে ধূমপান থেকে নিষেধ করি আর সে গিয়ে মদ্যপান শুরু করে, তবে আমরা তাকে নিষেধ করব না; যেহেতু আমরা জানি যে এই ব্যক্তিটি এর চেয়েও গুরুতর অপরাধে লিপ্ত হবে, তাই তখন আমরা তাকে ধূমপান থেকে নিষেধ করব না। কেন? কারণ মদ্যপানের তুলনায় ধূমপান অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর। আর এই বিষয়ের দলিল হলো মহান আল্লাহর বাণী: “আল্লাহকে ছেড়ে তারা যাদের ডাকে তোমরা তাদের গালি দিও না, অন্যথায় তারা সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকেও গালি দেবে।” (সূরা আল-আন‘আম: ১০৮)। সুতরাং মুশরিকদের উপাস্যদের গালি দেওয়া একটি শরয়ি মাসলাহাত (বৈধ কল্যাণ), কিন্তু যদি এর ফলে মহান আল্লাহকে গালি দেওয়ার উপক্রম হয়—যিনি সমস্ত প্রশংসা ও মহিমা লাভের উপযুক্ত—তবে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। একারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন যে তার পিতামাতাকে অভিশাপ দেয়।” তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন: “কোনো ব্যক্তির নিজ পিতামাতাকে গালি দেওয়া কবিরাত গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! কোনো ব্যক্তি কি তার পিতামাতাকে গালি দিতে পারে? তিনি বললেন: হ্যাঁ, সে অন্যের পিতাকে গালি দেয়, ফলে ওই ব্যক্তিও তার পিতাকে গালি দেয়; এবং সে অন্যের মাকে গালি দেয়, ফলে ওই ব্যক্তিও তার মাকে গালি দেয়।”

সারকথা হলো: অন্যায়ের প্রতিবাদ যেন মূল অন্যায়ের চেয়েও গুরুতর কোনো অন্যায়ের রূপ না নেয়; মূলত (অনিষ্ট) প্রতিহত করার নিমিত্তেই...

(ص: 165) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

لأعلى المفسدين بأدناها.

ثم إنه يجب على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر أن ينوي بهذا إصلاح الخلق. لا الانتصار عليهم، لأن من الناس من يأمر بالمعروف أو ينهي عن المنكر لينفذ سلطته وينتصر لنفسه، وهذا نقص كبير. قد يحصل فيه خير من جهة درء المنكر وفعل المعروف، ولكنه نقص كبير فأنت إذا أمرت بالمعروف، أو نهيت عن المنكر، فأنت بقلبك أنك تريد إصلاح الخلق، لا أنك تتسلط عليهم، وتنتصر عليهم، حتى تؤجر، ويجعل الله في أمرك ونهيك بركة. والله المستعان.

ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: (وفي بضع أحدكم صدقة) يعني أن الرجل إذا أتى امرأته، فإن ذلك صدقة، قالوا يا رسول الله، أيأتي أحداً شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: (أرأيتم لو وضعها في الحرام، أكان عليه وزر؟) يعني لو زنى ووضع الشهوة في الحرام، هل يكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: (فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر) والحمد لله. ومعنى ذلك: أن الرجل إذا استغنى بالحلال عن الحرام، كان له بهذا الاستغناء أجر.

ومن ذلك أيضاً: إذا أكل الإنسان طعاماً، فإنه ينال شهوته بالأكل والشرب، ومع ذلك - لكونه يستغني به عن الحرام - فإنه يكتب له به أجر.

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: (واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعله في فم

দুই অনিষ্টের মধ্যে বৃহত্তর অনিষ্টকে ক্ষুদ্রতরটির মাধ্যমে প্রতিহত করা।

অতঃপর সৎকাজের আদেশকারী এবং অসৎকাজের নিষেধকারীর ওপর এটি আবশ্যিক যে, সে এর মাধ্যমে সৃষ্টির সংশোধনের নিয়ত করবে; তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য নয়।

কারণ মানুষের মধ্যে এমন কেউ আছে যে সৎকাজের আদেশ দেয় বা অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে কেবল নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে এবং নিজের বিজয় ঘোষণা করতে, আর এটি একটি

বড় ত্রুটি। এর মাধ্যমে অসৎকাজ দূরীকরণ এবং সৎকাজ পালনের দিক থেকে হয়তো কোনো কল্যাণ অর্জিত হতে পারে, কিন্তু এটি একটি বিরাট বিচ্যুতি। সুতরাং আপনি যখন সৎকাজের আদেশ দেবেন কিংবা অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবেন, তখন হৃদয়ে এই নিয়ত রাখবেন যে, আপনি সৃষ্টির কল্যাণ ও সংশোধন চাচ্ছেন; তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার বা বিজয় লাভ আপনার উদ্দেশ্য নয়—যাতে আপনি সওয়াব লাভ করেন এবং আল্লাহ তাআলা আপনার আদেশ ও নিষেধের মধ্যে বরকত দান করেন। আর আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করা হয়।

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন: (তোমাদের প্রত্যেকের দাম্পত্য মিলনেও সদকা রয়েছে) অর্থাৎ কোনো পুরুষ যখন তার স্ত্রীর কাছে আসে, তবে সেটি একটি সদকা। তাঁরা আরজ করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ কি তার কামস্পৃহা মেটাতে আর তাতেও তার জন্য সওয়াব থাকবে? তিনি বললেন: (তোমরা কি মনে করো, সে যদি তা হারামে লিপ্ত করত, তবে কি তার ওপর পাপ হতো না?) অর্থাৎ সে যদি ব্যভিচার করত এবং কামস্পৃহাকে হারামে ব্যয় করত, তবে কি তার ওপর গুনাহ হতো? তাঁরা বললেন: হ্যাঁ। তিনি বললেন: (অনুরূপভাবে সে যখন তা হালালে ব্যয় করে, তখন তার জন্য সওয়াব থাকে) আর সকল প্রশংসা আল্লাহর। এর অর্থ হলো: কোনো পুরুষ যখন হারামের পরিবর্তে হালালের মাধ্যমে অমুখাপেক্ষী হয়, তবে এই বিমুখতার কারণে সে সওয়াব লাভ করে।

এরই অন্তর্ভুক্ত হলো: যখন মানুষ আহার গ্রহণ করে, তখন সে পানাহারের মাধ্যমে তার প্রবৃত্তি বা চাহিদা মেটায়; তা সত্ত্বেও—যেহেতু সে এর মাধ্যমে হারাম থেকে বেঁচে থাকে—সেহেতু তার জন্য এতে সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়।

এ কারণেই নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসকে বলেছিলেন: (জেনে রেখো, তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় যা কিছুই ব্যয় করবে, তোমাকে তার প্রতিদান দেওয়া হবে; এমনকি সেই লোকমাটিও যা তুমি মুখে প্রদান করো...)

امراتك) ، مع أن ما يجعله الإنسان في فم امرأته أمر لا بد منه، إذ إن المرأة تقول: أنفق علي أو طلقني، وتخصمه في ذلك، تغلبه إذا لم ينفق، مع قدرته على الإنفاق، فلها الحق في أن تفسخ النكاح. ومع ذلك إذا أنفق عليها ينبغي بذلك وجه الله، فإن الله تعالى يؤجره على ذلك.

وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه تنبيه على ما يسيبه الفقهاء قياس العكس: وهو إثبات نقص حكم الأصل في ضد الأصل لفارقة العلة فهنا العلة في كون الإنسان يؤخر إذا أتى أهله، هو أنه وضع شهوته في حلال، نقيض هذه العلة: إذا وضع شهوته في حرام، فإنه يعاقب على ذلك، وهذا هو ما يسي عند العلماء بقياس العكس، لأن القياس أنواع قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه، وقياس عكس. والله الموفق.

123 - السابع: عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من غدا إلى المسجد أو راح، أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح) متفق عليه.
(النزل): القوت والرزق وما يهيئ للضيف.

124 - الثامن: عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا نساء المسلمين لا

تحقرن

(তোমার স্ত্রী), যদিও মানুষ তার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দেয় তা একটি অনিবার্য বিষয়; কারণ স্ত্রী বলে থাকে: 'আমার ভরণপোষণ দাও অথবা আমাকে তালাক দাও।' সে এ নিয়ে স্বামীর সাথে বিবাদ করে এবং স্বামী সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ব্যয় না করলে সে বিজয়ী হয়; এমতাবস্থায় স্ত্রীর অধিকার রয়েছে বিবাহ বিচ্ছেদ করার। তা সত্ত্বেও, স্বামী যদি এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, তবে আল্লাহ তাআলা তাকে এর জন্য প্রতিদান দান করবেন।

আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসে সেই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যাকে ফকীহগণ 'কিয়াস আল-আকস' (বিপরীত অনুমান) বলেন। তা হলো মূল বিষয়ের বিপরীত ক্ষেত্রে মূল বিধানের বিপরীত বিধান সাব্যস্ত করা, যেহেতু উভয়ের কারণ বা ইল্লাত ভিন্ন। এখানে কারণটি

হলো, মানুষ যখন স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় তখন সে সওয়াব প্রাপ্ত হয়, কারণ সে তার প্রবৃত্তি হালাল পথে ব্যয় করেছে। এই কারণের বিপরীত হলো: যদি সে তার প্রবৃত্তি হারাম পথে ব্যয় করে, তবে সে এর জন্য শাস্তির সম্মুখীন হবে। এটিই আলেমদের নিকট 'কিয়াস আল-আকস' নামে পরিচিত। কেননা কিয়াস কয়েক প্রকার: কিয়াসুল ইল্লাত, কিয়াসুদ দালালাহ, কিয়াসুশ শিবহ এবং কিয়াসুল আকস। আর আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

১২৩ — সগুম: তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি সকালে অথবা সন্ধ্যায় মসজিদের দিকে যায়, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জাম্মাতে মেহমানদারির ব্যবস্থা করেন, যতবার সে সকালে বা সন্ধ্যায় যাতায়াত করে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

(নুয়ুল): খাদ্য, রিযিক এবং মেহমানের আপ্যায়নের জন্য যা কিছু প্রস্তুত করা হয়।

১২৪ — অষ্টম: তাঁর থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "হে মুসলিম নারীগণ, তোমরা যেন তুচ্ছ মনে না করো..."

(ص: 167) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

جَارَةٌ لِّجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الْفَرَسَنُ مِنَ الْبَعِيرِ: كَالْحَافِرِ مِنَ الدَّابَّةِ، قَالَ: رَبَّمَا اسْتَعِيرَ فِي الشَّاةِ.

[الشَّرْحُ]

هذا الحديثان اللذان نقلهما المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أما الأول: فهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: (من غدا إلى المسجد أو راح، أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح)، غدا: يعني ذهب غدوة، أي ذهب أول النهار، وذلك مثل أن يذهب إلى المسجد لصلاة الفجر. (أو راح): الرواح يطلق على بعد الزوال، مثل الذهاب إلى صلاة الظهر أو العصر، وقد يطلق الرواح على مجرد الذهاب، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: (من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى..) إلى آخر الحديث فإن معنى راح في الساعة الأولى: أي ذهب إلى المسجد في الساعة الأولى، لكن إذا ذكرت الغدوة مع الرواح، صارت الغدوة أو النهار، والرواح آخر النهار.

وظاهر الحديث أن من غدا إلى المسجد أو راح، سواء غدا للصلاة،

প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীকে, যদিও তা বকরির পায়ের খুর হয়) মুত্তাফাকুন আলাইহি।
আল-জাওহারী বলেন: উটের ক্ষেত্রে 'ফিরসিন' হলো চতুষ্পদ প্রাণীর খুরের মতো। তিনি আরও
বলেন: কখনো কখনো এটি বকরির ক্ষেত্রে রূপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিস দুটি যা লেখক (রহিমাহুল্লাহ) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা
করেছেন—তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে।

প্রথম হাদিসটি হলো: তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: (যে ব্যক্তি সকালে বা
সন্ধ্যায় মসজিদের দিকে যায়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে আতিথেয়তার ব্যবস্থা করেন যখনই
সে সকালে বা সন্ধ্যায় যায়)। 'গাদা' অর্থ: সে সকালে গিয়েছে, অর্থাৎ দিনের শুরুতে গিয়েছে,
যেমন ফজর সালাতের জন্য মসজিদে যাওয়া। (অথবা সন্ধ্যায় গিয়েছে): 'রাওয়াহ' সাধারণত
সূর্য ঢলে পড়ার পরের সময়কে বলা হয়, যেমন যোহর বা আসর সালাতের জন্য যাওয়া। তবে
কখনো কখনো 'রাওয়াহ' কেবল যাওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু
আনহু) বর্ণিত হাদিসে নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম)-এর বাণী: (যে ব্যক্তি জুমার দিন
গোসল করল, অতঃপর প্রথম প্রহরে গেল...) হাদিসের শেষ পর্যন্ত। এখানে 'প্রথম প্রহরে রাহা'
বা যাওয়ার অর্থ হলো: সে প্রথম প্রহরেই মসজিদের দিকে গিয়েছে। কিন্তু যখন 'গুদওয়াহ' এর

সাথে 'রাওয়াহ' উল্লেখ করা হয়, তখন 'গুদওয়াহ' হলো দিনের শুরু এবং 'রাওয়াহ' হলো দিনের শেষভাগ।

হাদিসের বাহ্যিক অর্থ হলো, যে ব্যক্তি সকালে বা সন্ধ্যায় মসজিদের দিকে যায়, চাই সে সালাতের জন্য সকালে যাক,

(ص: 168) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

أو لطلب علم، أو لغير ذلك من مقاصد الخير، أن الله يكتب له الجنة نزلاً، والنزل: ما يقدم للمضيف من طعام ونحوه على وجه الإكرام، أي أن الله تعالى يعد لهذا الرجل الذي ذهب إلى المسجد صباحاً أو مساءً، يعد له في الجنة نزلاً إكراماً له. ففي هذا الحديث إثبات هذا الجزاء العظيم لمن ذهب إلى المسجد أو النهار أو آخره. وفيه بيان فضل الله عز وجل على العبد، حيث يعطيه على مثل هذه الأعمال اليسيرة هذا الثواب الجزيل.

وأما حديثه الثاني: فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة) ، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حث على الهدية للجار ولو شيئاً قليلاً، قال: (ولو فرسن شاة) الفرسن ما يكون في ظلف الشاة، وهو شيء بسيط زهيد كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو قل.

وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك) . حتى المرق إذا أعطيته جيرانك هدية، فإنك تثاب على ذلك. كذلك أيضاً: (لا تحقرن شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق) فإن هذا من المعروف. إذا لم تلق

أَخَاكَ بوجه عبوس مكفهر، بل بوجه منطلق منشرح، فَإِنَّ هَذَا مِنَ الْخَيْرِ وَمِنَ
الْمَعْرُوفِ، لِأَنَّ أَخَاكَ إِذَا وَاجَهْتَهُ بِهَذِهِ الْمَوَاجَهَةِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ السَّرُورُ وَيَفْرَحُ، وَكُلُّ
شَيْءٍ يَدْخُلُ

অথবা ইলম অন্বেষণের জন্য, কিংবা কল্যাণের অন্য কোনো উদ্দেশ্যে (মসজিদে যায়), তবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে মেহমানদারির ব্যবস্থা করেন। 'নুযুল' হলো মেহমানকে সম্মান প্রদর্শনার্থে যে খাবার বা এই জাতীয় যা কিছু পরিবেশন করা হয়। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতে মেহমানদারির সরঞ্জাম প্রস্তুত করেন যে সকালে অথবা সন্ধ্যায় মসজিদে গমন করে, তাকে সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে।

এই হাদিসে সেই ব্যক্তির জন্য এক মহান প্রতিদানের প্রমাণ রয়েছে যে দিনের শুরুতে বা শেষে মসজিদে গমন করে। এতে বান্দার প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহের বর্ণনা রয়েছে, যেখানে তিনি তাকে এমন সহজ আমলের বিনিময়ে এই বিশাল সওয়াব দান করেন।

আর তাঁর বর্ণিত দ্বিতীয় হাদিসটি হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: (কোনো প্রতিবেশিনী যেন তার অপর প্রতিবেশিনীর উপহারকে তুচ্ছ জ্ঞান না করে, যদিও তা বকরির পায়ের খুর হয়)। এর অর্থ হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদিসে প্রতিবেশীকে উপহার দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন, যদিও তা সামান্য কিছু হয়। তিনি বলেছেন: (যদিও তা বকরির পায়ের খুর হয়)। 'ফিরসান' হলো বকরির খুরের অগ্রভাগ, যা অত্যন্ত তুচ্ছ ও সামান্য বস্তু। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন বলতে চাইছেন: কোনো নেক আমলকেই তুচ্ছ জ্ঞান করো না, যদিও তা পরিমাণে অল্প হয়।

তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: (যখন তুমি ঝোল রান্না করো, তখন তাতে পানির পরিমাণ বাড়িয়ে দাও এবং তোমার প্রতিবেশীদের খবর নাও)। এমনকি ঝোলও যদি তুমি তোমার প্রতিবেশীকে উপহার হিসেবে দাও, তবে তুমি তার জন্য সওয়াব পাবে। অনুরূপভাবে: (কোনো ভালো কাজকেই তুচ্ছ জ্ঞান করো না, এমনকি তোমার ভাইয়ের সাথে হাস্যোজ্জ্বল মুখে সাক্ষাৎ করাকেও)। নিশ্চয়ই এটি নেক কাজের অন্তর্ভুক্ত। তুমি যদি তোমার ভাইয়ের সাথে গোমড়া মুখে বা রুষ্টভাবে সাক্ষাৎ না করে বরং প্রফুল্ল ও হাসিখুশি মনে সাক্ষাৎ করো, তবে এটি কল্যাণ ও পুণ্যের কাজ। কারণ, তুমি যদি

তোমার ভাইয়ের সাথে এভাবে দেখা করো, তবে তার অন্তরে আনন্দ প্রবেশ করে এবং সে খুশি হয়। আর যা কিছুই (আনন্দ) প্রবেশ করায়...

(ص: 169) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

السُّرُورُ عَلَى أَخِيكَ الْمُسْلِمِ؛ فَإِنَّهُ خَيْرٌ وَأَجْرٌ، كُلُّ شَيْءٍ تَغِيظُ بِهِ الْكَافِرَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ وَأَجْرٌ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَلَا يَطْأُونَ مَوْطِئًا يُغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ) (التوبة: 120).

125. التاسع عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة: فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمالة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان) متفق عليه. (البضع) من ثلاثة إلى تسعة بكسر الباء وقد تفتح. (والشعبة): القطعة.

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإيمان ليس خصلة واحدة، أو شعبة واحدة، ولكنه شعب كثيرة؛ بضع وسبعون، يعني من ثلاث وسبعين إلى تسع وسبعين، أو بضع وستون شعبة، ولكن أفضلها كلمة واحدة: وهي لا إله إلا الله، هذه الكلمة لو وزنت بها السماوات والأرض لرجحت بها، لأنها كلمة الإخلاص، وكلمة التوحيد، الكلمة التي سأل الله أن يختم لي ولكم بها، من كانت آخر كلامه من الدنيا دخل

আপনার মুসলিম ভাইয়ের মনে আনন্দ প্রদান করা; এটি কল্যাণকর এবং সওয়াব। আর এমন প্রতিটি বিষয় যা কাফেরদের মনে ক্রোধ সৃষ্টি করে, তাও কল্যাণকর এবং সওয়াব। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আর তারা এমন কোনো স্থানে পদক্ষেপ করে না যা কাফেরদের মনে ক্রোধ উদ্দেক করে এবং তারা শত্রুর কোনো ক্ষতি সাধন করে না যার বিনিময়ে তাদের জন্য কোনো সৎকর্ম লিপিবদ্ধ করা হয় না।" (আত-তাওবা: ১২০)।

* * *

১২৫- নবম (হাদিস), তাঁর থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "ঈমানের সত্তরটিরও বেশি কিংবা ষাটিরও বেশি শাখা রয়েছে। এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই) বলা এবং এর সর্বনিম্ন শাখা হলো পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া। আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

'বিদউন' বলতে তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যাকে বোঝায়; এখানে 'বা' বর্ণটিতে কাসরা (জের) হবে, তবে কখনো ফাতহা (জবর) ও হতে পারে। আর 'শুবাহ' অর্থ হলো অংশ বা শাখা।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করেছেন যে, ঈমান কোনো একটি বৈশিষ্ট্য বা কোনো একটি শাখার নাম নয়, বরং এর অনেকগুলো শাখা রয়েছে; সত্তরটিরও বেশি, অর্থাৎ তিহাতুর থেকে উনআশি পর্যন্ত, অথবা ষাটিরও বেশি শাখা। তবে এর মধ্যে সর্বোত্তম হলো একটি বাক্য: আর তা হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এই বাক্যটির ওজন যদি আসমান ও যমীনের পাল্লায় মাপা হতো, তবে এটিই ভারী হতো। কারণ এটি হলো ইখলাসের বাণী এবং তাওহীদের বাণী; এই বাণীটির মাধ্যমেই যেন আল্লাহ আমার ও আপনাদের জীবনের সমাপ্তি ঘটান (সেই প্রার্থনা করি)। দুনিয়ায় যার শেষ কথা এটি হবে সে প্রবেশ করবে...

الجنة. هذه الكلمة هي أفضل شعب الإيمان، (وأدناها إمطة الأذى عن الطريق) ،
يعني إزالة الأذى عن الطريق، وهو كل ما يؤذي المارين، من حجر، أو شوك، أو
زجاج، أو خرق، أو غير ذلك، كل ما يؤذي المارين إذا أزلته فإن ذلك من الإيمان.
(والحياء شعبة من الإيمان) وفي حديث آخر: (الحياء من الإيمان) . والحياء: حالة
نفسية تعتري الإنسان عند فعل ما يخجل منه، وهي صفة حميدة كانت خلق النبي
عليه الصلاة والسلام فكان من خلقه عليه الصلاة والسلام الحياء، حتى أنه كان أكثر
حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام إلا أنه لا يستحي من الحق.
فالحياء صفة محمودة، لكن الحق لا يستحي منه، فإن الله يقول: (وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي
مِنَ الْحَقِّ) (الأحزاب: 53) ، وقال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا
بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا) (البقرة: 26) الحق لا يستحي منه، ولكن ما سوى الحق فإن من
الأخلاق الحميدة أن تكون حياءً، ضد ذلك من لا يستحي، فلا يبالي بما فعل، ولا
يبالي بما قال. ولهذا جاء في الحديث: (إن مما أردك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا
لم تستح فاصنع ما شئت) . والله الموفق.

* * *

জান্নাত। এই কালিমা বা বাণীটি হলো ঈমানের সর্বোত্তম শাখা। (আর এর সর্বনিম্ন শাখা হলো
পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা)। অর্থাৎ পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা; আর তা
হলো পথচারীদের কষ্ট দেয় এমন সবকিছু, যেমন পাথর, কাঁটা, কাঁচ, ন্যাকড়া বা অন্য কিছুর।
পথচারীদের কষ্ট দেয় এমন সবকিছু যদি আপনি সরিয়ে ফেলেন, তবে তা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।
(লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা)। অন্য এক হাদিসে এসেছে: (লজ্জাশীলতা ঈমানের
অন্তর্ভুক্ত)। আর লজ্জাশীলতা হলো একটি মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা যা মানুষের মধ্যে এমন কাজ করার
সময় জাগ্রত হয় যা তাকে লজ্জিত করে। এটি একটি প্রশংসনীয় গুণ যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের চরিত্র ছিল। লজ্জাশীলতা ছিল তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চরিত্রের

অবিচ্ছেদ্য অংশ, এমনকি তিনি পর্দানশীন কুমারী মেয়ের চেয়েও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। তবে তিনি সত্যের ব্যাপারে লজ্জাবোধ করতেন না।

সুতরাং লজ্জাশীলতা একটি প্রশংসনীয় গুণ, কিন্তু সত্য প্রকাশে কোনো লজ্জা নেই। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন: (আর আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জাবোধ করেন না) (আল-আহযাব: ৫৩)। তিনি আরও বলেন: (নিশ্চয়ই আল্লাহ মশা বা তার চেয়েও ক্ষুদ্র কিছু উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না) (আল-বাকারাহ: ২৬)। সত্যের বিষয়ে লজ্জাবোধ করা অনুচিত, তবে সত্য ছাড়া অন্য বিষয়ে লজ্জাশীল হওয়া উত্তম চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। এর বিপরীত হলো নির্লজ্জতা; যে ব্যক্তি লজ্জা পায় না, সে কী করল বা কী বলল তা নিয়ে পরোয়া করে না। এ কারণেই হাদিসে এসেছে: (পূর্ববর্তী নবুওয়াতের বাণীসমূহের মধ্যে যা মানুষ লাভ করেছে তার অন্যতম হলো: ‘যখন তোমার লজ্জা থাকবে না, তখন তুমি যা ইচ্ছা তা-ই করো’)। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

* * *

(ص: 171) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

126. العاشر: عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئراً، فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه، حتى رقى فسقى الكلب، فشكر له، فغفر له قالوا: يا رسول الله إن لنا في البهائم أجراً فقال في كل كبدٍ رطبةً أجر) متفق عليه.

وفي رواية للبخاري: (فشكر الله له، فغفر له، فأدخله الجنة).

وفي رواي لها: (بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رآته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فأسقت له به، فسقته فغفر لها به).
(الموق): الخف. و (يطيف) يدور حول (ركية) وهي البئر.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف - رحمة الله تعالى - في باب كثرة طرق الخيرات هذه القصة الغريبة التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بينما رجل يمشي في الطريق مسافراً، أصابه العطش، فنزل بئراً فشرب منها، وانتهى عطشه، فلما خرج، وإذا بكلب يأكل الثرى من العطش، يعني: يأكل الطين المبتل الرطب، يأكله من العطش، من أجل أن يمس ما فيه من

১২৬ - দশম: তাঁর থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "এক ব্যক্তি পথ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় তাঁর প্রচণ্ড তৃষ্ণা পেল। সে একটি কূপ দেখতে পেয়ে তাতে নামল এবং পানি পান করল। তারপর সে যখন উঠে এল, তখন দেখল একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে এবং তৃষ্ণার্ত হয়ে ভেজা মাটি চাটছে। লোকটি মনে মনে বলল: এই কুকুরটি তৃষ্ণায় ঠিক সেই পর্যায়ের কষ্টে ভুগছে যেমনটা আমি ভুগছিলাম। অতঃপর সে কূপে নামল এবং নিজের চামড়ার মোজায় পানি ভরে তা মুখ দিয়ে কামড়ে ধরে উপরে উঠে এল এবং কুকুরটিকে পানি পান করাল। আল্লাহ তার এই কাজের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! পশুপাখির সেবাতেও কি আমাদের জন্য পুণ্য রয়েছে?" তিনি বললেন: "প্রত্যেক প্রাণসম্পন্ন সত্তার সেবায় পুণ্য রয়েছে।" (বুখারী ও মুসলিম)।

বুখারীর এক বর্ণনায় রয়েছে: "অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি কৃতজ্ঞ হলেন (তার কাজের কদর করলেন), তাকে ক্ষমা করলেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।"

উভয় ইমামের (বুখারী ও মুসলিম) অন্য এক বর্ণনায় আছে: "একটি কুকুর একটি কূপের চারপাশে ঘুরছিল, তৃষ্ণায় তার প্রাণ ওষ্ঠাগত ছিল। বনী ইসরাঈলের এক ব্যভিচারী নারী তা

দেখতে পেয়ে তার চামড়ার মোজা খুলে তা দিয়ে পানি তুলে তাকে পান করাল। ফলে এর বিনিময়ে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো।"

(মুক) অর্থ: চামড়ার মোজা। (ইয়াতিফু) অর্থ: চারদিকে ঘুরছিল। (রাকিয়্যাহ) অর্থ: কূপ।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার — আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন — 'কল্যাণের নানাবিধ পথ' অধ্যায়ে এই বিস্ময়কর কাহিনীটি উল্লেখ করেছেন যা আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। জনৈক ব্যক্তি পথ দিয়ে চলার সময় অর্থাৎ সফরেরত অবস্থায় প্রচণ্ড তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন। তিনি একটি কূপে নেমে পানি পান করেন এবং তাঁর তৃষ্ণা নিবারণ হয়। যখন তিনি বের হয়ে আসলেন, তখন দেখলেন একটি কুকুর তৃষ্ণার চোটে ভেজা মাটি খাচ্ছে; অর্থাৎ তৃষ্ণার কারণে সে ভেজা বা আর্দ্র কাদা মাটি চাটছে যাতে তা থেকে নির্গত আর্দ্রতা চুষে নিতে পারে...

(ص: 172) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الماء، من شدة عطشه، فقال الرجل: والله لقد أصاب الكلب من العطش ما أصابني، أو بلغ بهذا الكلب من العطش ما يلغي بي، ثم نزل البئر وملاً خفه ماء. الخف: ما يلبس على الرجل من جلود ونحوها، فملأه ماء فأمسكه بفيه، وجعل يصعد بيديه، حتى صعد من البئر، فسقى الكلب، فلما سقى الكلب شكر الله له ذلك العمل، وغفر له، وأدخله الجنة بسببه.

وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: (الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك)، عمل يسير شكر الله به عامل هذا العمل، وغفر له الذنوب، وأدخله الجنة.

ولمّا حدث صلى الله عليه وسلم الصحابة بهذا الحديث، وكانوا رضي الله عنهم -أشدّ الناس حرصاً على العلم، لا من أجل أن يعلموا فقط، لكن من أجل أن يعلموا فيعملوا. سألو النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجراً؟ قال: (في كل ذات كبدٍ رطبةٍ أجر)؛ لأن هذا كلب من البهائم، فكيف يكون لهذا الرجل الذي سقاه هذا الأجر العظيم؟ هل لنا في البهائم من أجر؟ قال: (في كل ذات كبد رطبة أجر) الكبد الرطبة تحتاج إلى الماء؛ لأنه لولا الماء لبيست وهلك الحيوان.

পানি, তার প্রচণ্ড তৃষ্ণার কারণে। তখন লোকটি বলল: আল্লাহর কসম, তৃষ্ণায় এই কুকুরটির ঠিক সেই অবস্থাই হয়েছে যা আমার হয়েছিল। অতঃপর সে কূপে নামল এবং তার চামড়ার মোজা পানি দিয়ে পূর্ণ করল। 'খুফ' হলো চামড়া বা অনুরূপ উপাদান দিয়ে তৈরি পায়ে পরিধান করার বস্তু। সে সেটি পানি দিয়ে পূর্ণ করে মুখে কামড়ে ধরল এবং দুই হাতের সাহায্যে উপরে উঠতে লাগল যতক্ষণ না সে কূপ থেকে উঠে এল। অতঃপর সে কুকুরটিকে পানি পান করাল। যখন সে কুকুরটিকে পানি পান করাল, আল্লাহ তার এই কাজের কদর করলেন, তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং এর বিনিময়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।

আর এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীরই বাস্তব প্রতিফলন: (জান্নাত তোমাদের কারো জুতার ফিতার চেয়েও নিকটতর, আর জাহান্নামও অনুরূপ)। এটি ছিল একটি সামান্য কাজ যার জন্য আল্লাহ আমলকারীকে পুরস্কৃত করেছেন, তার গুনাহ মাফ করেছেন এবং তাকে জান্নাতে দাখিল করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামের নিকট এই হাদীসটি বর্ণনা করলেন—আর তাঁরা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ছিলেন জ্ঞান অর্জনে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী, তবে শুধু জানার জন্য নয় বরং জানার পর তা অনুযায়ী আমল করার উদ্দেশ্যে। তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! চতুষ্পদ প্রাণীর সেবাতেও কি আমাদের জন্য সওয়াব রয়েছে? তিনি বললেন: (প্রত্যেক সজীব প্রাণের সেবাতেই সওয়াব রয়েছে)। যেহেতু এটি একটি কুকুর ছিল, তাই সাহাবীগণ আশ্চর্যান্বিত হয়ে ভাবলেন এই ব্যক্তিকে পানি পান করানোর কারণে কীভাবে এত বিশাল সওয়াব দেওয়া হলো?

পশু-পাখির প্রতি দয়া প্রদর্শনেও কি আমাদের জন্য সওয়াব আছে? তিনি বললেন: (প্রত্যেক সজীব কলিজাধারীর জন্য সওয়াব রয়েছে)। 'আর্দ্র কলিজা' বা সজীব প্রাণের পানির প্রয়োজন হয়; কারণ পানি ব্যতীত তা শুষ্ক হয়ে যায় এবং প্রাণীটি মৃত্যুবরণ করে।

(ص: 173) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

إِذْنِ نَأْخُذُ مِنْ هَذِهِ قَاعِدَةٍ، وَهِيَ أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذَا قَصَّ عَلَيْنَا قِصَّةَ مَنْ بَنَى إِسْرَائِيلَ فَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ نَعْتَبِرَ بِهَا، وَأَنْ نَأْخُذَ مِنْهَا عِبْرَةً، وَهَذَا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ) (يوسف: 111) .

وفي رواية أخرى، ولعلها قصة أخرى، أن امرأة بغياً من بغايا بني إسرائيل، يعني أنها تمارس الزنى - والعياذ بالله - رأت كلباً يطوف بركية، يعني يدور عليها عطشان، لكن لا يمكن أن يصل إلى الماء؛ لأنها ركية بئر، فنزعت موقها - يعني الخف الذي تلبسه - استقت له به من هذا البئر، فغفر الله لها.

فدل هذا على أن البهائم فيها أجر. كل بهيمة أحسنت لها بسقي، أو إطعام، أو وقاية من حر، أو وقاية من برد، سواء كانت لك أو لغيرك من بني آدم، أو كانت من السوائب، فإن لك في ذلك أجراً عند الله عز وجل هذا وهن بهائم؛ فكيف بالآدميين؟ إذا أحسنت إلى الآدميين كان أشد وأكثر أجراً. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام (من سقى مسلماً على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم) ، يعني لو كان ولدك الصغير وقف عند البرادة يقول لك: أريد ماء، وأسقيته وهو ظمآن، فقد

سقيت مسلماً على ظمأ، فإن الله يسقيك من الرحيق المختوم. أجر كثير، والله الحمد،
غنائم

সুতরাং এখান থেকে আমরা একটি মূলনীতি গ্রহণ করতে পারি, আর তা হলো: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন আমাদের কাছে বনী ইসরাঈলের কোনো কাহিনী বর্ণনা করেন, তখন তা এই উদ্দেশ্যে করেন যেন আমরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি এবং উপদেশ লাভ করি। এটি মহান আল্লাহর বাণীর মতোই: (নিশ্চয়ই তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য শিক্ষা রয়েছে) (সূরা ইউসুফ: ১১১)।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে—সম্ভবত এটি ভিন্ন কোনো ঘটনা—বনী ইসরাঈলের এক ব্যাভিচারী নারী, অর্থাৎ সে ব্যাভিচারে লিপ্ত ছিল—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—একটি কুকুরকে একটি কূপের পাশে ঘুরপাক খেতে দেখল। অর্থাৎ কুকুরটি তৃষ্ণার্ত হয়ে কূপের চারধারে ঘুরছিল, কিন্তু পানির নাগাল পাচ্ছিল না; কারণ তা ছিল একটি গভীর কূপ। তখন সেই নারী তার পায়ের মোজা—অর্থাৎ সে যে চামড়ার মোজাটি পরিহিত ছিল—তা খুলে ফেলল এবং তা দিয়ে কূপ থেকে পানি তুলে কুকুরটিকে পান করাল। ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

এটি প্রমাণ করে যে, অবলা প্রাণীদের সেবাতেও সওয়াব রয়েছে। প্রতিটি প্রাণী, যার প্রতি আপনি পানি পান করানো, খাদ্য প্রদান কিংবা রোদ বা শীত থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে দয়া প্রদর্শন করবেন—তা আপনার নিজের হোক কিংবা অন্য কারো, অথবা তা মালিকহীন বিচরণশীল প্রাণীই হোক না কেন—নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর কাছে এর জন্য আপনার প্রতিদান রয়েছে। এটি তো প্রাণীদের ক্ষেত্রে; তাহলে মানুষের ক্ষেত্রে কেমন হবে? যদি আপনি মানুষের প্রতি দয়া ও ইহসান করেন, তবে তার সওয়াব হবে আরও জোরালো এবং অধিক। এইজন্যই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: (যে ব্যক্তি কোনো তৃষ্ণার্ত মুসলিমকে পানি পান করাবে, আল্লাহ তাকে 'রাহীকুল মাখতূম' বা মোহরকৃত জান্নাতী সুধা থেকে পান করাবেন)। এর অর্থ হলো, আপনার ছোট সন্তানও যদি পানির আধারের সামনে দাঁড়িয়ে আপনাকে বলে: 'আমি পানি চাই', আর আপনি তাকে পিপাসার্ত অবস্থায় পানি পান করান, তবে আপনি একজন তৃষ্ণার্ত মুসলিমকে পানি পান করালেন। এর বিনিময়ে আল্লাহ আপনাকে

'রাহীকুল মাখতুম' থেকে পান করাবেন। আল্লাহর অশেষ প্রশংসা যে, এটি এক বিশাল প্রতিদান এবং মহান প্রাপ্তি।

(ص: 174) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

ولكن أين القابل لهذه الغنائم؟ أين الذي يخلص النية، ويحتسب الأجر على الله عز وجل؟ فأوصيك يا أخي ونفسي لأن تحرص دائماً على اغتنام الأعمال بالنية الصالحة حتى تكون لك عند الله ذخراً يوم القيامة، فكم من عمل صغيراً أصبح بالنية كبيراً! وكم من عمل كبير أصبح بالغفلة صغيراً!

* * *

127 - الحادي عشر: عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لقد أريت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة

কিন্তু এই গনীমতসমূহ গ্রহণকারী কোথায়? কোথায় সেই ব্যক্তি, যে নিয়তকে বিশুদ্ধ করবে এবং মহান আল্লাহর নিকট প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখবে? অতএব হে আমার ভাই, আমি আপনাকে ও নিজেকে এই উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি সর্বদা সৎ নিয়তের মাধ্যমে আমলসমূহ অর্জন করতে সচেষ্ট হবেন, যাতে তা কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট আপনার জন্য সঞ্চিত পাথেয় হয়ে থাকে। কারণ কত ছোট আমল নিয়তের কারণে মহান হয়ে যায়! আর কত বড় আমল উদাসীনতার কারণে তুচ্ছ হয়ে যায়!

* * *

১২৭ — একাদশ: তাঁর বর্ণিত সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: (আমি এক ব্যক্তিকে জান্নাতে একটি গাছের কারণে বিচরণ করতে দেখেছি...

قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين). رواه مسلم.
وفي رواية: (مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة).
وفي رواية لهما: (بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له).

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لقد أريت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين). وفي الرواية الأخرى: أنه دخل الجنة، وغفر الله له بسبب غصن أزاله عن طريق المسلمين، وسواء كان هذا الغصن من فوق، يؤذيهم من عند رؤوسهم، أو من أسفل يؤذيهم من جهة أرجلهم. المهم أنه غصن شوك يؤذي المسلمين فأزاله عن الطريق، أبعدته ونحاه، فشكر الله له ذلك، وأدخله الجنة، مع أن هذا الغصن إذا أذى المسلمين فإنما يؤذيهم في أبدانهم، ومع ذلك غفر الله لهذا الرجل، وأدخله الجنة. ففيه دليل على فضيلة إزالة الأذى عن الطريق، وأنه سبب لدخول الجنة.

وفيه أيضاً دليل على أن الجنة موجودة الآن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل يتقلب فيها، وهذا أمر دل عليه الكتاب والسنة، وأجمع عليه أهل السنة والجماعة؛ أن الجنة موجودة الآن، ولهذا قال الله تعالى: (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ) (آل عمران: 133)، أعدت:

يعني هيئت. وهذا دليل على أنها موجودة الآن، كما أن النار أيضاً موجودة الآن، ولا تفنيان أبداً. خلقهما الله عز وجل للبقاء، لا فناء لهما، ومن دخلهما لا يفنى أيضاً. فمن كان من أهل الجنة بقي فيها خالداً مخلداً فيها أبد الآبدين. ومن كان من أهل النار من الكفار دخلها خالداً مخلداً فيها أبداً الآبدين.

وهذا الحديث دليل على أن من أزال عن المسلمين الأذى فله هذا الثواب العظيم في أمر حسي، فكيف بالأمر المعنوي؟ هناك بعض الناس - والعياذ بالله - أهل شر وبلاء، وأفكار خبيثة، وأخلاق سيئة، يصدون الناس

রাস্তা থেকে তিনি সেটি কেটে সরিয়েছিলেন যা মুসলিমদের কষ্ট দিচ্ছিল)। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে: (জনৈক ব্যক্তি রাস্তার ওপর গাছের একটি ডাল পড়ে থাকতে দেখে বললেন: আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই এটি মুসলিমদের পথ থেকে সরিয়ে দেব যাতে এটি তাদের কষ্ট না দেয়। অতঃপর তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো)।

উভয় ইমামের (বুখারি ও মুসলিম) অন্য একটি বর্ণনায় আছে: (এক ব্যক্তি পথ দিয়ে হাঁটার সময় রাস্তায় একটি কাঁটায়ুক্ত ডাল পেলেন এবং সেটি সরিয়ে দিলেন। আল্লাহ তার এই কাজ কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক —রহিমাহুল্লাহ তায়ালা— আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেছেন: (আমি এক ব্যক্তিকে জান্নাতে বিচরণ করতে দেখেছি সেই গাছের কারণে যা তিনি রাস্তার মাঝখান থেকে কেটে সরিয়েছিলেন, কারণ সেটি মুসলিমদের কষ্ট দিচ্ছিল)। অন্য বর্ণনায় এসেছে: তিনি জান্নাতে প্রবেশ করেছেন এবং আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন সেই ডালটির কারণে যা তিনি মুসলিমদের চলাচলের পথ থেকে অপসারিত করেছিলেন। এই ডালটি ওপরের দিক থেকে মাথার কষ্টদায়ক হোক কিংবা নিচের দিক থেকে পায়ের জন্য কষ্টদায়ক হোক তা সমান। মূল কথা হলো, সেটি ছিল একটি কাঁটায়ুক্ত ডাল যা মুসলিমদের কষ্ট দিচ্ছিল, তাই তিনি তা রাস্তা থেকে সরিয়ে দিলেন, দূরে সরিয়ে দিলেন। ফলে আল্লাহ তার এই কাজের কদর করলেন এবং

তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন। যদিও এই ডালটি মুসলিমদের কেবল দৈহিক কষ্ট দিচ্ছিল, তবুও আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করেছেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। এতে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলার ফজিলতের প্রমাণ রয়েছে এবং এটি জান্নাতে প্রবেশের একটি মাধ্যম।

এতে আরও প্রমাণ রয়েছে যে, জান্নাত বর্তমানে বিদ্যমান; কারণ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তিকে সেখানে বিচরণ করতে দেখেছেন। এটি এমন একটি বিষয় যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত এ ব্যাপারে একমত যে, জান্নাত বর্তমানে বিদ্যমান। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: (তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা এবং সেই জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের সমান, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে) (আল-ইমরান: ১৩৩)। 'প্রস্তুত রাখা হয়েছে' অর্থাৎ এটি বর্তমানে তৈরি করে রাখা হয়েছে। এটি যেমন জান্নাত বর্তমানে বিদ্যমান থাকার দলিল, তেমনি জাহান্নামও বর্তমানে বিদ্যমান। আর এই দুটি কখনোই ধ্বংস হবে না। আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লা এগুলোকে স্থায়ীভাবে সৃষ্টি করেছেন, এদের কোনো বিনাশ নেই। আর যারা এগুলোতে প্রবেশ করবে তারাও ধ্বংস হবে না। যারা জান্নাতবাসী হবে তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আর কাফেরদের মধ্য থেকে যারা জাহান্নামী হবে তারা সেখানে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। এই হাদিসটি প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তি মুসলিমদের থেকে কোনো বস্তুগত কষ্টদায়ক বিষয় দূর করে, তার জন্য যদি এত মহান প্রতিদান থাকে, তবে আত্মিক বা আদর্শিক বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রতিদান কেমন হবে? এমন কিছু মানুষ আছে —আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই— যারা মন্দ ও ফিতনার ধারক, যাদের চিন্তা অপবিত্র এবং চরিত্র নিকৃষ্ট, তারা মানুষকে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করে...

عن دين الله، فإزالة هؤلاء عن طريق المسلمين أفضل بكثير وأعظم أجراً عند الله. فإذا أزيل أذى هؤلاء، إذا كانوا أصحاب أفكار خبيثة سيئة الحادية، يرد عليها، وتبطل أفكارهم.

فإن لم يجد ذلك شيئاً قطعت أعناقهم، لأن الله يقول في كتابه العزيز: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (المائدة: 33)، و (أو) هنا قال بعض العلماء: إنها للتنويع، يعني أنهم يقتلون ويصلبون وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينفوا من الأرض حسب جريمتهم.

وقال بعض أهل العلم: بل إن (أو) هنا للتخيير، أي أن ولي الأمر مخير: أن شاء قتلهم وصلبهم، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن شاء نفاهم من الأرض، حسب ما يرى فيه المصلحة، وهذا القول قول جيد جداً؛ اعني أن تكون (أو) هنا للتخيير لأنه ربما يكون هذا الإنسان جرمه ظاهر سهل، ولكنه على المدى البعيد يكون صعباً، ويكون مضلاً للأمة. فهنا مثلاً هل نقول لولي الأمر أن جرم هذا الإنسان سهل. أنفه من الأرض، أطرده يكفي، أو اقطع يده اليمنى ورجله اليسرى يكفي، قد يقول لا يكفي؛ هذا أمر يخشى منه في المستقبل، هذا لا يكفي المسلمين شره إلا أن أقتله؛ نقول: نعم لك ذلك. فكون (أو) هنا للتخيير أقرب للصواب من كونها تنزل على حسب الجريمة.

والواجب على ولاية الأمور أن يزيلوا الأذى عن طريق المسلمين، أي

আল্লাহর দ্বীন থেকে বিচ্যুতকারীদের মুসলমানদের পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া আল্লাহর নিকট অনেক বেশি উত্তম এবং মহত্তর প্রতিদানের কাজ। যদি তাদের এই অনিষ্ট দূর করা সম্ভব

হয়—যদি তারা নিকৃষ্ট, মন্দ এবং নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারার অধিকারী হয়—তবে সেগুলোর দালিলিক প্রত্যুত্তর দিতে হবে এবং তাদের চিন্তাধারাকে অসার প্রতিপন্ন করতে হবে।

কিন্তু যদি তাতে কোনো সুফল না আসে, তবে তাদের প্রাণদণ্ড কার্যকর করতে হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁর মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ইরশাদ করেন: (যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা চালায়, তাদের শাস্তি কেবল এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে কিংবা তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। এটি তাদের জন্য দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি) (সূরা আল-মায়িদাহ: ৩৩)। এখানে 'অথবা' শব্দটির ব্যাপারে কোনো কোনো আলিম বলেছেন: এটি প্রকারভেদের জন্য এসেছে। অর্থাৎ তাদের অপরাধের ধরন অনুযায়ী তাদের হত্যা করা হবে, শূলে চড়ানো হবে, বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কাটা হবে অথবা দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে।

আবার কোনো কোনো আলিম বলেছেন: বরং এখানে 'অথবা' শব্দটি নির্বাচনের (ইখতিয়ারের) জন্য। অর্থাৎ শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধান এ ক্ষেত্রে স্বাধীন ইখতিয়ার রাখেন: তিনি জনকল্যাণ ও মাসলাহাত বিবেচনা করে চাইলে তাদের হত্যা ও শূলে চড়াতে পারেন, চাইলে বিপরীত দিক থেকে হাত ও পা কাটতে পারেন, আবার চাইলে দেশ থেকে নির্বাসিত করতে পারেন। এই অভিমতটি অত্যন্ত চমৎকার; অর্থাৎ এখানে 'অথবা' শব্দটি ইখতিয়ার বা পছন্দের অর্থে হওয়া। কারণ হতে পারে কোনো ব্যক্তির অপরাধ বাহ্যত লঘু মনে হচ্ছে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তা অত্যন্ত ভয়াবহ এবং উম্মাহর জন্য বিভ্রান্তিকর হতে পারে। এমতাবস্থায় আমরা কি শাসককে বলব যে, এই ব্যক্তির অপরাধ তো সাধারণ, তাকে কেবল দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেই চলবে, অথবা তার ডান হাত ও বাম পা কেটে দিলেই যথেষ্ট? শাসক হয়তো বলতে পারেন যে, না, এটি যথেষ্ট নয়; ভবিষ্যতে তার পক্ষ থেকে বড় আশঙ্কার কারণ রয়েছে। তাকে হত্যা করা ছাড়া মুসলমানদেরকে তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। আমরা বলব: হ্যাঁ, আপনার জন্য তা করার অধিকার রয়েছে। সুতরাং এখানে 'অথবা' শব্দটি কেবল অপরাধের মাত্রার ওপর নির্দিষ্ট করার চেয়ে শাসককে ইখতিয়ার প্রদানের অর্থে হওয়াই সত্যের অধিক নিকটবর্তী। আর শাসকদের ওপর আবশ্যকীয় কর্তব্য হলো মুসলমানদের পথ থেকে অনিষ্ট ও ক্ষতিকর বিষয়গুলো দূর করা, অর্থাৎ

أن يزيلوا كل داعية إلى شر، أو إلى إلحاد، أو إلى مجون، أو إلى فسوق بحيث يمنع من نشر ما يريد من أي شيء كان من الشر والفساد، وهذا هو الواجب.

ولكن لا شك أن ولاية الأمور الذين ولاهم الله على المسلمين في بعضهم تقصير، وفي بعضهم تهاون. يتهاونون بالأمر في أوله حتى ينمو ويزداد، وحينئذ يعجزون عن صده. فالواجب أن يقابل الشر من أول أمره بقطع دابره، حتى لا ينتشر ولا يضل الناس به.

المهم أن إزالة الأذى عن الطريق، والطريق الحسي، طريق الأقدام، والطريق المعنوي، طريق القلوب، والعمل على إزالة الأذى عن هذا الطريق كله مما يقرب إلى الله. وإزالة الأذى عن طريق القلوب، والعمل الصالح أعظم أجراً، وأشد إلحاحاً من إزالة الأذى عن طريق الأقدام. والله الموفق.

128. الثاني عشر: عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع، أنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصاً فقد لغأ) رواه مسلم.

তাদের উচিত মন্দের দিকে আহ্বানকারী, নাস্তিকতা, অশ্লীলতা বা পাপাচারের দিকে ডাককারী সকল কিছু নির্মূল করা, যাতে কেউ মন্দের যেকোনো বিষয় ও ফাসাদ যা ইচ্ছা তা প্রচার করা থেকে বিরত থাকে; আর এটিই হলো আবশ্যকীয় কর্তব্য।

তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ মুসলিমদের ওপর যাদেরকে দায়িত্বশীল নিযুক্ত করেছেন, তাদের কারও কারও মধ্যে ত্রুটি ও অবহেলা রয়েছে। তারা কোনো বিষয়ের শুরুতে

শিথিলতা প্রদর্শন করেন, ফলে সেটি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং তখন তারা সেটি প্রতিহত করতে অক্ষম হয়ে পড়েন। সুতরাং কর্তব্য হলো, অনিষ্টের মূলোৎপাটন করে তার সূচনালগ্ন থেকেই তার মোকাবিলা করা, যাতে সেটি বিস্তার লাভ করতে না পারে এবং মানুষ তার দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়।

সারকথা হলো, পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা—তা দৃশ্যমান পথ অর্থাৎ মানুষের চলার পথ হোক অথবা আধ্যাত্মিক পথ অর্থাৎ হৃদয়ের পথ হোক—এবং এই সকল পথ থেকে অনিষ্ট দূর করার প্রচেষ্টা চালানো আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্তর্ভুক্ত। আর হৃদয়ের পথ ও নেক আমলের পথ থেকে প্রতিবন্ধকতা দূর করা চলার পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোর চেয়ে অনেক বেশি সওয়াবের কাজ এবং অধিক জরুরি। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

* * *

১২৮ — দ্বাদশ: তাঁর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: (যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করল, অতঃপর জুমার নামাজে এল এবং মনোযোগ দিয়ে খুতবা শুনল ও নীরব থাকল, তার এক জুমা থেকে অন্য জুমা পর্যন্ত এবং অতিরিক্ত আরও তিন দিনের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি কঙ্কর স্পর্শ করল, সে অনর্থক কাজ করল।) মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

(ص: 178) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

[الشَّرْحُ]

في هذا الحديث دليل على أن الحضور إلى الجمعة بعد أن يحسن الإنسان وضوءه، ثم يستمع إلى الخطيب وهو يخطب، وينصت، فإنه يغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، وفضل ثلاثة أيام، وهذا عمل يسير ليس فيه مشقة على الإنسان؛ أن يتوضأ ويحضر إلى الجمعة ن وينصت لخطبة الإمام حتى يفرغ.

وقوله في هذا الحديث (من توضأ) لا يعارض ما ثبت في الصحيحين وغيرها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) فإن هذا الحديث الثاني فيه زيادة على الحديث الأول، فيؤخذ بها. كما أنه أيضاً أصح منه. فإنه أخرجه الأئمة السبعة، وهذا لم يخرج له إلا مسلم، فيجب أولاً على من أراد حضور الجمعة أن يغتسل وجوباً، فإن لم يفعل كان آثماً، ولكن الجمعة تصح، لأن هذا الغسل ليس عن جنابة حتى نقول أن الجمعة لا تصح؛ بل هو غسل واجب كغيره من الوجبات، إذا تركه الإنسان أثم وإن فعله أثيب.

ويدل على أنه ليس شرطاً لصحة الصلاة وإنما هو واجب؛ أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل ذات يوم وأمير المؤمنين

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসে এই মর্মে প্রমাণ রয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওজু করার পর জুমুআয় উপস্থিত হলে, অতঃপর খতিব যখন খুতবা প্রদান করেন তখন মনোযোগ দিয়ে তা শ্রবণ করলে এবং নীরবতা পালন করলে, তার এক জুমুআ থেকে অন্য জুমুআ পর্যন্ত এবং অতিরিক্ত আরও তিন দিনের (গুনাহ) ক্ষমা করে দেওয়া হয়। এটি একটি অত্যন্ত সহজ কাজ যা পালন করা মানুষের জন্য কষ্টসাধ্য নয়; আর তা হলো ওজু করা, জুমুআয় উপস্থিত হওয়া এবং ইমামের খুতবা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তা শোনা।

এই হাদিসে বর্ণিত তাঁর বাণী (যে ব্যক্তি ওজু করল) সহিহাইন ও অন্যান্য গ্রন্থে সাব্যস্ত হওয়া সেই হাদিসের পরিপন্থী নয় যা আবু সাঈদ আল-খুদরি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: (জুমুআর দিনের গোসল প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের জন্য ওয়াজিব)। কেননা এই দ্বিতীয় হাদিসটিতে প্রথম হাদিসের অতিরিক্ত বিধান বর্ণিত হয়েছে, সুতরাং তা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া এটি প্রথম হাদিসের তুলনায় অধিকতর বিশুদ্ধ। কারণ এটি সাতজন প্রধান ইমাম বর্ণনা করেছেন, আর এটি (প্রথমটি) কেবল ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি জুমুআয় উপস্থিত হতে চায়, তার জন্য প্রথমত আবশ্যিকভাবে গোসল করা আবশ্যিক; যদি সে তা না করে তবে সে গুনাহগার হবে, তবে তার

জুমুআ শুদ্ধ হয়ে যাবে। কারণ এই গোসল জানাবাতের (অপবিত্রতার) কারণে নয় যে আমরা বলব জুমুআ শুদ্ধ হবে না; বরং এটি অন্যান্য ওয়াজিবের ন্যায় একটি ওয়াজিব গোসল, যা বর্জন করলে মানুষ গুনাহগার হয় এবং পালন করলে সওয়াব পায়।

এটি যে সালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয় বরং ওয়াজিব, তার প্রমাণ হলো: একদিন আমিরুল মুমিনীন উসমান ইবন আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রবেশ করলেন এমতাবস্থায় যে আমিরুল মুমিনীন

(ম: 179) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة، فقال أمير المؤمنين عمر: لماذا تأخرت؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت، يعني كأنه شغل رضي الله عنه ولم يتمكن من الحضور مبتكراً. فقال عمر - وهو على المنبر والناس يسمعون - قال الأمير المؤمنين عثمان: والوضوء أيضاً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل) يعني كيف تقتصر على الوضوء؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل) فأمر من أتى الجمعة بالاعتسال؟! ولكن لم يقل له اذهب فاعتسل، لأنه لو ذهب واعتسل، فربما تفوته الجمعة التي من أجلها وجب الغسل فيضيع الأصل إلى الفرع.

فالحاصل أن هذا الحديث الذي ساقه المؤلف، وإن كان يدل على عدم وجوب الاعتسال؛ لكن هناك أحاديث أخرى تدل على وجوب الاعتسال. وفي هذا الحديث دليل على فضيلة الاستماع إلى الخطبة، والإنصات، والاستماع: أن يرفعها سمعه، والإنصات: ألا يتكلم، هذا الفرق بينهما. فيستمع الإنسان ويتابع بسمعه كلام الخطيب، ولا يتكلم. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: أن (من

يتكلم يوم الجمعة والأمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا) والحمار أبلد الحيوانات،

উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জুমার দিনে মানুষের উদ্দেশে খুতবা দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় আমিরুল মুমিনীন উমর (রা.) বললেন: আপনার দেরি হলো কেন? তিনি বললেন: আল্লাহর কসম, হে আমিরুল মুমিনীন! আমি অজুর অতিরিক্ত আর কিছুই করতে পারিনি এবং চলে এসেছি। অর্থাৎ, বিষয়টি এমন ছিল যে, তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কোনো কাজে ব্যস্ত ছিলেন এবং আগেভাগে উপস্থিত হতে সক্ষম হননি। তখন উমর (রা.)—মিসরে থাকা অবস্থায় এবং উপস্থিত সকলে তা শুনছিল—বললেন: কেবল অজুর ওপরই সীমাবদ্ধ থাকলেন? অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: 'তোমাদের কেউ যখন জুমায় আসে, সে যেন গোসল করে।' অর্থাৎ, আপনি কীভাবে কেবল অজুর ওপরই সন্তুষ্ট থাকলেন, যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: 'তোমাদের কেউ যখন জুমায় আসে, সে যেন গোসল করে'? তিনি জুমায় উপস্থিত ব্যক্তিকে গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে উমর (রা.) তাকে এ কথা বলেননি যে, 'যাও, গোসল করে এসো'; কেননা তিনি যদি গোসল করতে যেতেন, তবে সম্ভবত জুমার সালাতই ছুটে যেত, যার খাতিরে গোসল বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। ফলে আনুষঙ্গিক বিষয় (শাখা) রক্ষা করতে গিয়ে মূল বিষয়টিই (আসল) বিনষ্ট হয়ে যেত। সারকথা হলো, লেখক যে হাদিসটি এখানে উল্লেখ করেছেন, তা যদিও গোসল ওয়াজিব না হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত দেয়; কিন্তু এমন আরও অন্যান্য হাদিস রয়েছে যা গোসল ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

আর এই হাদিসের মধ্যে খুতবা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং নীরব থাকার ফযিলতের দলিল রয়েছে। 'ইস্তিমা' (মনোযোগ দিয়ে শোনা) হলো কান পেতে খুতবা শ্রবণ করা, আর 'ইনসাত' (চুপ থাকা) হলো কথা না বলা—এটাই হলো উভয়ের মধ্যে পার্থক্য। সুতরাং মানুষ মনোযোগ দিয়ে খতিবের বক্তব্য শুনবে এবং শ্রবণেন্দ্রিয় দিয়ে তা অনুসরণ করবে, কোনো কথা বলবে না। নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে: 'যে ব্যক্তি জুমার দিনে ইমামের খুতবা চলাকালীন কথা বলে, তার উদাহরণ সেই গাধার ন্যায় যে কিতাবসমূহ বহন করে।' আর গাধা হলো প্রাণিকুলের মধ্যে সবচেয়ে নির্বোধ।

يحمل أسفاراً. يعني كتباً. ولكنه لا ينتفع بالكتب إذا حملها؟ ووجه الشبه بينهما أن هذا الذي حضر لم ينتفع بالخطبة لأنه تكلم، وقال صلى الله عليه وسلم: (والذي يقول له: أنصت - يعني يسكته - فقد لغا) ومعنى لغا أي فاته أجر الجمعة، فالمسألة خطيرة.

ولهذا قال هنا: (ومن مس الحصى فقد لغا) وقد كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يفرش المسجد بالحصى، وهي الحصى الصغار مثل العدس، أو أكبر قليلاً، أو أقل، يفرش بها الفرش التي نفرشها الآن، فكان بعض الناس ربما يعبث بالحصى، يحركها بيده، أو يمسحها بيده، أو ما أشبه ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم (من مس الحصى فقد لغا) لأن مس الحصى يلهيه عن الاستماع للخطبة، ومن لغا فلا جمعة له، يعني يحرم ثواب الجمعة التي فضلت بها هذه الأمة على غيرها. وإذا كان هذا في مس الحصى، فكذلك أيضاً الذي يعبث بغير مس الحصى، الذي يعبث بتحريك القلم، أو الساعة، أو المروحة التي يحركها ويلفها دون حاجة، أو الذي يعبث بالسواك، يريد أن يتسوك والإمام يخطب إلا لحاجة، كأن يأتيه النوم أو النعاس؛ فأخذ يتسوك ليطرده النعاس عنه؛ فهذا لا بأس به، لأنه لمصلحة استماع الخطبة، وقد سئلنا عن الرجل يكتب ما يستمعه في الخطبة؛ لأن بعض الناس ينسى فيقول: أنا كلما مرت

সে কিতাবসমূহ—অর্থাৎ পুস্তকসমূহ—বহন করে, কিন্তু সে যখন কিতাবগুলো বহন করে তখন কি সেগুলো থেকে কোনো উপকৃত হতে পারে? তাদের উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যের দিক হলো, এই ব্যক্তি যে উপস্থিত হয়েছে সে খুতবা থেকে উপকৃত হতে পারেনি কারণ সে কথা বলেছে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (যে ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বলে: ‘চুপ থাক’—অর্থাৎ তাকে নীরব করায়—সে অনর্থক কাজ করল।) আর ‘লাগা’ বা অনর্থক কাজের অর্থ হলো সে জুমার সওয়াব হারাণ; সুতরাং বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর।

একারণেই এখানে বলা হয়েছে: (যে ব্যক্তি কাঁকর স্পর্শ করল সে অনর্থক কাজ করল।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মসজিদে ‘হাসবা’ তথা ক্ষুদ্র পাথর বিছানো থাকত, যা হলো মসুর ডালের মতো বা তার চেয়ে সামান্য বড় বা ছোট কাঁকর; বর্তমানে আমরা যেভাবে কার্পেট বিছিয়ে থাকি সেভাবে এগুলো বিছানো থাকত। ফলে কিছু মানুষ হয়তো কাঁকর নিয়ে খেলা করত, হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করত কিংবা হাত দিয়ে ঘষত অথবা অনুরূপ কিছু করত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: (যে ব্যক্তি কাঁকর স্পর্শ করল সে অনর্থক কাজ করল।) কারণ কাঁকর স্পর্শ করা তাকে খুতবা শোনা থেকে বিমুখ করে দেয়। আর যে অনর্থক কাজ করল তার জন্য কোনো জুমা নেই, অর্থাৎ সে জুমার সেই সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে যার মাধ্যমে এই উম্মতকে অন্যান্য উম্মতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে।

যদি কাঁকর স্পর্শ করার বিধান এমন হয়, তবে কাঁকর ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে নাড়াচাড়া করার বিধানও অনুরূপ। যেমন কলম, ঘড়ি অথবা হাতপাখা নিয়ে প্রয়োজন ছাড়া নাড়াচাড়া করা বা ঘোরানো, অথবা মেসওয়াক নিয়ে ব্যস্ত হওয়া; অর্থাৎ ইমামের খুতবা চলাকালে সে মেসওয়াক করতে চায়—তবে বিশেষ প্রয়োজন থাকলে ভিন্ন কথা। যেমন যদি কারও ঘুম বা তন্দ্রা আসে এবং সে তন্দ্রা দূর করার জন্য মেসওয়াক করতে শুরু করে, তবে এতে কোনো দোষ নেই; কারণ এটি খুতবা শোনার স্বার্থেই করা হচ্ছে। আমাদের কাছে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে যে খুতবায় যা শোনে তা লিখে রাখে; কারণ কিছু মানুষ ভুলে যায়, তাই সে বলে: আমি যখনই কোনো বিষয় শুনি...

(ص: 181) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

على جملة مفيدة أكتبها، هل يجوز أم لا؟ فالظاهر أنه لا يجوز، لأن هذا إذا اشتغل بالكتابة تلهى عما يأتي بعدها، لأن الإنسان ليس له قلبان. فإذا كان يشتغل بالكتابة تلهى عما يقوله الخطيب أثناء كتابته لما سبق، ولكن الحمد لله، الآن قد جعل الله للناس ما يرحهم، حيث جاءت هذه المسجلات. فبإمكانك أن تحضر

المسجل تسجل الخطبة في راحة، وتستمتع إليها في بيتك، أو في سيارتك، على أي وضع كنت. والله الموفق.

129 . الثالث عشر: عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا توضأ العبد المسلم، أو المؤمن، فغسل وجهه، وخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يده مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب) رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه في فضائل الوضوء الذي أمر الله به في كتابه، في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (المائدة: 6) .

একটি অর্থবহ বাক্য লেখার ব্যাপারে প্রশ্ন হলো, এটি কি বৈধ নাকি অবৈধ? বাহ্যত এটি বৈধ নয়; কারণ কেউ যদি লেখায় মগ্ন থাকে, তবে সে পরবর্তী কথাগুলো থেকে বিমুখ হয়ে পড়ে, যেহেতু মানুষের দুটি হৃদয় নেই। সুতরাং সে যখন লিখতে ব্যস্ত থাকে, তখন পূর্ববর্তী কথাটি লেখার সময় খতিব যা বলছেন তা থেকে সে গাফেল হয়ে যায়। তবে আলহামদুলিল্লাহ, বর্তমানে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য স্বস্তিদায়ক উপায় করে দিয়েছেন, যেমন এই রেকর্ডারসমূহ। আপনি চাইলে রেকর্ডার নিয়ে এসে স্বাচ্ছন্দ্যে খুতবা রেকর্ড করতে পারেন এবং আপনার বাড়িতে, গাড়িতে বা যেকোনো অবস্থায় তা শুনতে পারেন। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

* * *

১২৯ — ত্রয়োদশ: তাঁর থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (যখন কোনো মুসলিম বা মুমিন বান্দা অজু করে এবং তার মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন তার চোখ দিয়ে করা প্রতিটি গুনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার মুখ থেকে ঝরে যায়। এরপর যখন সে তার হাত দুটি ধৌত করে, তখন তার হাত দিয়ে করা প্রতিটি গুনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার দুই হাত থেকে ঝরে যায়। অতঃপর যখন সে তার পা দুটি ধৌত করে, তখন তার দুই পা দিয়ে করা প্রতিটি গুনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়, এমনকি সে গুনাহ থেকে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন হয়ে বের হয়।) মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে হাদিসটি লেখক রহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন, তা অজুর ফজিলত সম্পর্কে যা আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: (হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হও, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতগুলো কনুই পর্যন্ত ধৌত করো এবং তোমাদের মাথা মাসাহ করো এবং তোমাদের পাগুলো টাখনু পর্যন্ত ধৌত করো) (আল-মায়িদাহ: ৬)।

(ص: 182) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

هذا الوضوء تطهر فيه الأعضاء الأربعة؛ الوجه، اليدين، والرأس، والرجلان، وهذا التطهير يكون تطهيراً حسيّاً، ويكون تطهيراً معنوياً. أما كونه تطهيراً حسيّاً فظاهر؛ لأن الإنسان يغسل وجهه، ويديه، ورجليه، ويمسح الرأس، وكان الرأس بصدد أن يغسل كما تغسل بقية الأعضاء، ولكن الله خفف في الرأس؛ ولأن الرأس يكون فيه

الشعر، والرأس هو أعلى البدن، فلو غسل الرأس ولا سيما إذا كان فيه الشعر؛ لكان في هذه مشقة على الناس، ولا سيما في أيام الشتاء، ولكن من رحمة الله عز وجل أن جعل فرض الرأس المسح فقط، فإذا توضأ الإنسان لا شك أنه يطهر أعضاء الوضوء تطهيراً حسيماً، وهو يدل على كمال الإسلام؛ حيث فرض على معتنقيه أن يطهروا هذه الأعضاء التي هي غالباً ظاهرة بارزة.

أما الطهارة المعنوية، وهي التي ينبغي أن يقصدها المسلم، فهي تطهيره من الذنوب، فإذا غسل وجهه، خرجت كل خطايا نظر إليها بعينه، وذكر العين - والله أعلم - إنما هو على سبيل التمثيل، وإلا فالأنف قد يخطئ، والفم قد يخطئ؛ فقد يتكلم الإنسان بكلام حرام، وقد يشم أشياء ليس له حق يشمها، ولكن ذكر العين؛ لأن أكثر ما يكون الخطأ في النظر.

فلذلك إذا غسل الإنسان وجهه بالوضوء خرجت خطايا عينيه، فإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه، فإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه، حتى يكون نقياً من الذنوب. ولهذا قال الله تعالى حين ذكر الوضوء

এই ওজুর মাধ্যমে চারটি অঙ্গ পবিত্র করা হয়; মুখমণ্ডল, দুই হাত, মাথা এবং দুই পা। এই পবিত্রতা যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা বাহ্যিক, তেমনি তা আত্মিক বা ভাবগতও বটে। এটি যে বাহ্যিক পবিত্রতা তা অত্যন্ত স্পষ্ট; কারণ মানুষ তার মুখমণ্ডল, দুই হাত ও দুই পা ধৌত করে এবং মাথা মাসেহ করে। মাথাও অন্য অঙ্গগুলোর মতো ধৌত করার বিধান হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা মাথার ক্ষেত্রে বিষয়টি সহজ করে দিয়েছেন; কারণ মাথায় চুল থাকে এবং মাথা হলো শরীরের সর্বোচ্চ অঙ্গ। সুতরাং যদি মাথা ধৌত করার বিধান থাকত, বিশেষ করে তাতে চুল থাকা অবস্থায়, তবে তা মানুষের জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হতো, বিশেষ করে শীতের দিনগুলোতে। কিন্তু মহান আল্লাহর বিশেষ রহমত যে, তিনি মাথার ক্ষেত্রে শুধু মাসেহ করাকে ফরজ করেছেন। অতএব, মানুষ যখন ওজু করে, তখন নিঃসন্দেহে সে ওজুর অঙ্গগুলোকে বাহ্যিকভাবে পবিত্র করে। এটি ইসলামের পূর্ণাঙ্গতারই বহিঃপ্রকাশ; কারণ ইসলাম তার অনুসারীদের ওপর এমন অঙ্গগুলো পবিত্র করা ফরজ করেছে যা সাধারণত প্রকাশ্য ও উন্মুক্ত থাকে।

আর আত্মিক পবিত্রতা—যা একজন মুসলমানের সঙ্কল্প হওয়া উচিত—তা হলো গুনাহ থেকে পবিত্র হওয়া। সুতরাং যখন সে তার মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন তার চোখের দৃষ্টির মাধ্যমে সংঘটিত সমস্ত গুনাহ বের হয়ে যায়। এখানে চোখের কথা উল্লেখ করা—আল্লাহই সর্বজ্ঞ—মূলত উদাহরণস্বরূপ। নতুবা নাকও ভুল করতে পারে, মুখও ভুল করতে পারে; যেমন মানুষ হারাম কথা বলতে পারে কিংবা এমন কিছু দ্রাণ নিতে পারে যা গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ নয়। তবে চোখের কথা এজন্যই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অধিকাংশ গুনাহ দৃষ্টির মাধ্যমেই সংঘটিত হয়।

তাই মানুষ যখন ওজুর মাধ্যমে তার মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন তার চোখের গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়; যখন সে তার দুই হাত ধৌত করে, তখন তার হাতের গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়; আর যখন সে তার দুই পা ধৌত করে, তখন তার পায়ের গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়, এমনকি সে গুনাহ থেকে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। এই কারণেই মহান আল্লাহ ওজুর বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন

(ص: 183) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

والغسل والتيمم: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) ،
يعني ظاهراً وباطناً، حساً ومعنى، (وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (المائدة:
6) ، فينبغي للإنسان إذا تَوَضَّأَ أَنْ يَسْتَشْعِرَ هَذَا الْمَعْنَى، أَيْ أَنْ وَضُوءَهُ يَكُونُ تَكْفِيراً
لِخَطِيئَاتِهِ، حَتَّى يَكُونَ بِهَذَا الْوَضُوءِ مُحْتَسِباً الْأَجْرَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ.

130 . الرابع عشر: عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) رواه مسلم.

131 . الخامس عشر: عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟) قالوا بلى يا رسول الله، قال: (إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط) رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) يعني أن الصلوات

আর গোসল ও তায়াম্মুম প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন: (আল্লাহ তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা সৃষ্টি করতে চান না, বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান), অর্থাৎ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে, দৃশ্যত এবং অর্থগতভাবে, (এবং তিনি তোমাদের ওপর তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করতে চান, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো) (আল-মায়িদাহ: ৬)। সুতরাং মানুষের উচিত যখন সে ওজু করবে, তখন এই বিষয়টি অন্তরে অনুভব করা যে, তার ওজু তার পাপসমূহের মোচনকারী হচ্ছে; যেন সে এই ওজুর মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে সওয়াবের প্রত্যাশা করতে পারে। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

* * *

১৩০ — চতুর্দশ: তাঁর (আবু হুরায়রা রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, এক জুমা থেকে পরবর্তী জুমা এবং এক রমজান

থেকে পরবর্তী রমজান; এদের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহের মোচনকারী, যদি কবির গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকা হয়)। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

১৩১ — পঞ্চদশ: তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (আমি কি তোমাদের এমন কিছু বাতলে দেব না, যার মাধ্যমে আল্লাহ পাপসমূহ মুছে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন?) তারা বললেন: অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন: (কষ্টের মুহূর্তেও পূর্ণাঙ্গভাবে ওজু করা, মসজিদের দিকে অধিক পদচারণা করা এবং এক নামাজের পর পরবর্তী নামাজের জন্য অপেক্ষা করা; আর এটাই হলো রিবাত বা সীমান্ত পাহাড়ার ন্যায় অবিচলতা)। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার —রহিমাহুল্লাহ তাআলা— আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যা বর্ণিত হয়েছে সে বিষয়ে বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, এক জুমা থেকে পরবর্তী জুমা এবং এক রমজান থেকে পরবর্তী রমজান; এদের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহের মোচনকারী, যদি কবির গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকা হয়) অর্থাৎ এই নামাজসমূহ...

(ص: 184) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الخمس تكفر الخطايا ما بين صلاة الفجر إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب، ومن المغرب إلى العشاء، ومن العشاء إلى الفجر، هذه تكفر ما بينها من الخطايا. فإذا عمل الإنسان سيئة وأتقن هذه الصلوات الخمس، فإنها تمحو الخطايا، لكن قال: (إذا اجتنبت الكبائر) يعني إذا اجتنبت كبائر الذنوب. وكبائر الذنوب هي: كل ذنب رتب عليه الشارع عقوبة خاصة، فكل ذنب لعن النبي صلى الله عليه وسلم فأعله فهو من كبائر الذنوب، كل شيء فيه حد في الدنيا كالزنى،

أو وعيد في الآخرة كأكّل الربّ، أو فيه نفي إيمان، مثل (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)، أو فيه براءة منه، مثل (من غشنا فليس منا)، أو ما أشبه ذلك فهو من كبائر الذنوب.

واختلف العلماء رحمهم الله في قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا اجتنبت الكبائر) هل معني الحديث أن الصغائر تكفر إذا اجتنبت الكبائر، وأنها لا تكفر إلا بشرطين هما: الصلوات الخمس، واجتناب الكبائر؟ أو أن معني الحديث أنها كفارة لما بينهن إلا الكبائر فلا تكفرها، وعلى هذا فيكون لتكفير السيئات الصغائر شرط واحد، وهو إقامة هذه الصلوات الخمس، أو الجمعة إلى الجمعة، أو رمضان إلى رمضان، وهذا هو المتبادر - والله

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফজর থেকে যোহর, যোহর থেকে আসর, আসর থেকে মাগরিব, মাগরিব থেকে এশা এবং এশা থেকে ফজর পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের পাপসমূহ মোচন করে দেয়। এগুলো তাদের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহের কাফফারা। সুতরাং মানুষ যখন কোনো মন্দ কাজ করে এবং এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যথাযথভাবে আদায় করে, তখন তা গুনাহসমূহ মুছে ফেলে। তবে তিনি বলেছেন: (যদি কবিরাত গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকে হয়); অর্থাৎ যদি বড় গুনাহগুলো পরিহার করা হয়।

কবিরাত গুনাহ হলো: এমন প্রতিটি গুনাহ যার জন্য শরীয়ত প্রণেতা বিশেষ শাস্তির বিধান রেখেছেন। সুতরাং যে গুনাহের কর্তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন, তা কবিরাত গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া দুনিয়াতে যে অপরাধের জন্য দণ্ডবিধি নির্ধারিত রয়েছে—যেমন ব্যভিচার—অথবা আখিরাতে শাস্তির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে—যেমন সুদ খাওয়া—কিংবা যাতে ঈমান নাকচ করা হয়েছে, যেমন: (তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে), অথবা যাতে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, যেমন: (যে আমাদের সাথে প্রতারণা করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়), অথবা এই জাতীয় যা কিছু আছে, সবই কবিরাত গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী—(যদি কবিরা গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকা হয়)—এর ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম (রহিমাহুমুল্লাহ) ভিন্নমত পোষণ করেছেন। হাদীসের মর্ম কি এই যে, সগিরা গুনাহ কেবল তখনই মোচন করা হবে যদি কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা হয় এবং তা মোচনের জন্য দুটি শর্ত রয়েছে: পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় এবং কবিরা গুনাহ পরিহার করা? নাকি হাদীসের অর্থ এই যে, সালাত তার মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহের কাফফারা হবে কবিরা গুনাহ ব্যতীত, অর্থাৎ তা কবিরা গুনাহকে মোচন করবে না? এই মতানুসারে, ছোট গুনাহগুলো মোচনের জন্য একটি শর্ত থাকবে, আর তা হলো এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কয়েম করা, কিংবা এক জুমা থেকে অন্য জুমা, অথবা এক রমজান থেকে অন্য রমজান। আর এটিই অধিক স্পষ্ট ও বোধগম্য—আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(ص: 185) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

أعلم - أن المعنى: أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها إلا الكبائر فلا تكفرها، وكذلك الجمعة إلى الجمعة، وكذلك رمضان إلى رمضان، وذلك لأن الكبائر لا بد لها من توبة خاصة، فإذا لم يتب توبة خاصة فإن الأعمال الصالحة لا تكفرها، بل لا بد من توبة خاصة.

أما حديث أبي هريرة الثاني، فهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض على أصحابه عرضاً، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيقولون في جوابه، ولكن هذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام، أنه أحياناً يعرض المسائل عرضاً، حتى ينتبه الإنسان لذلك، ويعرف ماذا سيلقى إليه، قال: (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟) يعرض عليهم هل يخبرهم، ومن المعلوم أنهم سيقولون: نعم يا رسول الله أخبرنا، ولكنه عليه الصلاة والسلام اتخذ هذه الصيغة وهذا الأسلوب من

أجل أن ينتبهوا إلى ما سيلقى إليهم، قالوا: بلى يا رسول الله، يعني أخبرنا فإننا نود أن نخبرنا بما ترفع به الدرجات وتمحاً به الخطايا، قال: (إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة) هذه ثلاثة أشياء: أولاً: إسباغ الوضوء على المكاره، يعني إتمام الوضوء في أيام الشتاء؛ لأن أيام الشتاء يكون الماء فيها بارداً. وإتمام الوضوء يعني إسباغه، فيكون فيه مشقة على النفس، فإذا أسبغ الإنسان وضوءه مع هذه المشقة، دل هذا على كمال الإيمان، فيرفع الله بذلك درجات العبد ويحط عنه خطيئته.

ثانياً: كثرة الخطا إلى المساجد، يعني أن يقصد الإنسان المساجد، حيث شرع له إتيانهم، وذلك في الصلوات الخمس، ولو بعد المسجد فإنه كلباً بعد المسجد عن البيت ازدادت حسنات الإنسان، فإن الإنسان إذا توضأ في بيته وأسبغ الوضوء، ثم خرج منه إلى المسجد، لا يخرج إلا الصلاة، لم يخط خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة، وحط

জেনে রাখুন যে এর অর্থ হলো—পাঁচ ওয়াক্ত সালাত তাদের মধ্যবর্তী গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়, তবে কবির গুনাহ (বড় পাপ) ব্যতীত; কেননা সালাত এগুলো মোচন করে না। একইভাবে এক জুমা থেকে পরবর্তী জুমা এবং এক রমজান থেকে পরবর্তী রমজান পর্যন্ত আমলগুলো গুনাহ মোচনকারী। এর কারণ হলো কবির গুনাহর জন্য বিশেষ তওবা আবশ্যিক। যদি কেউ বিশেষ তওবা না করে, তবে সাধারণ নেক আমলসমূহ তা মোচন করে না; বরং এর জন্য বিশেষ তওবাই অপরিহার্য।

আর আবু হুরায়রা বর্ণিত দ্বিতীয় হাদিসটি হলো—নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের সামনে একটি প্রস্তাব পেশ করলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জানতেন যে তাঁরা এর উত্তরে কী বলবেন, কিন্তু এটি ছিল তাঁর চমৎকার শিক্ষাদান পদ্ধতির অংশ যে, তিনি কখনও কখনও বিষয়গুলো প্রশ্ন বা প্রস্তাব আকারে পেশ করতেন যাতে মানুষ সেদিকে মনোযোগী হয় এবং তাঁর নিকট যা উপস্থাপন করা হচ্ছে তা অনুধাবন করতে পারে। তিনি বললেন: (আমি কি তোমাদের এমন কিছুর সন্ধান দেব না যার মাধ্যমে আল্লাহ পাপসমূহ

মোচন করেন এবং মর্যাদা উন্নত করেন?) তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি তাঁদের এ বিষয়ে জানাবেন কি না। আর এটি সুবিদিত যে তাঁরা বলবেন: "হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জানান।" কিন্তু তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই ভঙ্গি ও শৈলী গ্রহণ করেছেন যাতে যা বলা হবে সাহাবীগণ যেন সেদিকে পূর্ণ নিবিষ্ট হন। তাঁরা বললেন: "অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল!" অর্থাৎ আমাদের জানান, কারণ কিসের মাধ্যমে মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং পাপ মোচন হয় তা আমরা জানতে আগ্রহী। তিনি বললেন: (কষ্টকর পরিস্থিতিতেও পূর্ণাঙ্গরূপে অজু করা, মসজিদের দিকে অধিক পদচারণা করা এবং এক সালাতের পর অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষা করা।) এগুলো হলো তিনটি বিষয়:

প্রথমত: প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অজুর পূর্ণতা বিধান করা, অর্থাৎ শীতের দিনগুলোতে পূর্ণাঙ্গরূপে অজু করা; কারণ শীতকালে পানি অত্যন্ত শীতল থাকে। আর অজুর পূর্ণতা বিধান (ইসবাহ) করা মনের জন্য কষ্টকর হতে পারে। এমতাবস্থায় মানুষ যদি এই কষ্ট সত্ত্বেও তার অজু পূর্ণাঙ্গরূপে সম্পন্ন করে, তবে তা ঈমানের পূর্ণতার পরিচায়ক। এর বিনিময়ে আল্লাহ বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তার পাপরাশি মোচন করেন।

দ্বিতীয়ত: মসজিদের দিকে অধিক পদচারণা করা, অর্থাৎ মানুষ মসজিদের দিকে গমনের সংকল্প করবে যেখানে যাওয়ার শরয়ী বিধান রয়েছে, আর তা হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে। এমনকি মসজিদ যদি দূরেও হয়, তবে ঘর থেকে মসজিদের দূরত্ব যত বেশি হবে, মানুষের পুণ্য তত বৃদ্ধি পাবে। কেননা মানুষ যখন নিজ ঘরে সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গরূপে অজু করে, অতঃপর মসজিদের দিকে বের হয় এবং একমাত্র সালাতই তাকে ঘর থেকে বের হতে উদ্বুদ্ধ করে, তবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং একটি পাপ মোচন করেন।

(ص: 186) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

عنه بها خطيئة.

ثالثاً: انتظار الصلاة بعد الصلاة. يعني أن الإنسان من شدة شوقه إلى الصلوات، كلما فرغ من صلاة، فقلبه متعلق بالصلاة الأخرى ينتظرها، فإن هذا يدل على إيمانه ومحبته وشوقه لهذه الصلوات العظيمة، التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم (وجعلت قرة عيني في الصلاة). فإذا كان ينتظر الصلاة بعد الصلاة، فإن هذا مما يرفع الله به الدرجات، ويكفر به الخطايا.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (فذلكم الرباط) أصل الرباط: الإقامة على جهاد العدو بالحرب وارتباط الخيل وإعدادها، وهذا من أعظم الأعمال، فلذلك شبه به ما ذكر من الأفعال الصالحة والعبادة في هذا الحديث، أي أن المواظبة على الطهارة والصلاة والعبادة كالجهاد في سبيل الله.

তার মাধ্যমে তার একটি পাপ মোচন করা হয়।

তৃতীয়ত: এক সালাতের পর অন্য সালাতের প্রতীক্ষা করা। এর অর্থ হলো, সালাতের প্রতি মানুষের তীব্র অনুরাগের আতিশয্যে যখনই সে এক সালাত সমাপ্ত করে, তখন তার অন্তর পরবর্তী সালাতের সাথে লগ্ন হয়ে থাকে এবং সে সেটির অপেক্ষা করে। এটি তার ঈমান এবং এই মহান সালাতসমূহের প্রতি তার মহব্বত ও ব্যাকুলতার প্রমাণ বহন করে, যে সালাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আর আমার নয়নপ্রীতি রাখা হয়েছে সালাতের মধ্যে।" সুতরাং কেউ যদি এক সালাতের পর অন্য সালাতের প্রতীক্ষায় থাকে, তবে এটি এমন এক আমল যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।

আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "এটাই হলো রিবাত।" মূলত রিবাতের মূল অর্থ হলো যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর মোকাবিলায় সীমান্ত পাহারা দেওয়া এবং ঘোড়া প্রস্তুত রাখা। এটি সর্বোত্তম আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর এ কারণেই এই হাদিসে উল্লেখিত নেক আমল ও ইবাদতসমূহকে এর সাথে তুলনা করা হয়েছে; অর্থাৎ পবিত্রতা, সালাত এবং ইবাদতের ওপর অবিচল থাকা আল্লাহর পথে জিহাদ করারই সমতুল্য।

وقيل: إن الرباط هاهنا اسم لما يربط به الشيء، والمعنى: أن هذه الخلال تربط صاحبها عن المعاصي وتكفه عنها.

هذان الحديثان ذكرهما المؤلف في باب كثرة طرق الخير؛ لأن هذه طرق متعددة من الخير؛ الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، كثرة الخطأ إلى المساجد، إسباغ الوضوء على المكاره، انتظار الصلاة بعد الصلاة. والله البوق.

* * *

- 132 - السادس عشر: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من صلى البردين دخل الجنة) متفق عليه.
- (البردان) الصبح والعصر.
- 133 - السابع عشر: عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً) رواه البخاري.

[الشَّرْحُ]

نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى البردين دخل الجنة) .

বলা হয়েছে যে, এখানে ‘রিবাত’ শব্দটি এমন বস্তুর নাম যা দ্বারা কোনো কিছু বাঁধা হয়। এর অর্থ হলো: এই বৈশিষ্ট্যগুলো এর অধিকারীকে পাপাচার থেকে বেঁধে রাখে এবং তাকে তা থেকে বিরত রাখে।

গ্রন্থকার এই হাদিসদ্বয় ‘কল্যাণের নানাবিধ পথ’ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন; কারণ এগুলো কল্যাণের বহুবিধ পথ; যথা: পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, এক জুমা থেকে অন্য জুমা, এক রমজান

থেকে পরবর্তী রমজান, মসজিদের দিকে পদযাত্রার আধিক্য, কষ্টকর মুহূর্তেও পূর্ণাঙ্গরূপে অঙ্গু সম্পাদন এবং এক নামাজের পর অন্য নামাজের অপেক্ষা করা। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

* * *

১৩২ — ষোড়শ: আবু মুসা আল-আশআরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি দুই শীতল সময়ের নামাজ আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

(বারদান) হলো ফজর ও আসর।

১৩৩ — সপ্তদশ: তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যখন কোনো বান্দা অসুস্থ হয় অথবা সফরে থাকে, তখন তার জন্য অনুরূপ সওয়াব লেখা হয় যা সে সুস্থ ও মুকিম (নিজ আবাসে অবস্থানরত) অবস্থায় করত।" (বুখারি)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার—রহিমাহুল্লাহ তাআলা—আবু মুসা আল-আশআরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিসসমূহের মধ্যে যা উদ্ধৃত করেছেন তা হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি দুই শীতল সময়ের নামাজ আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

(ص: 188) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

البردان: هما صلاة الفجر وصلاة العصر، وذلك لأن صلاة الفجر تقع في أبرد ما يكون من الليل، وصلاة العصر تقع في أبرد ما يكون من النهار بعد الزوال، من صلاهما دخل الجنة، يعني أن المحافظة على هاتين الصلاتين وإقامتهما من أسباب دخول الجنة.

وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر) هذا فيه تشبيه الرؤيا بالرؤيا، وليس المعنى تشبيه البري بالبري، لأن الله ليس كمثله شيء، ولكنكم ترونه رؤية حقيقية مؤكدة كما يرى الإنسان القمر ليلة البدر، وإلا فإن الله عز وجل أجل وأعظم من أن يشابهه شيء من مخلوقاته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث: (فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا) يعني بالتي قبل الطلوع الشمس: الفجر، والتي قبل غروبها: العصر، فهاتان الصلاتان هما أفضل الصلوات، وأفضلها صلاة العصر؛ لأنها هي الصلاة الوسطى التي قال الله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) (البقرة: 238). فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة الأحزاب: (ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر)،

'বারদান' বা দুই শীতল সময়ের সালাত বলতে ফজর ও আসরের সালাতকে বোঝানো হয়েছে। এর কারণ হলো, ফজরের সালাত রাতের সবচেয়ে শীতলতম সময়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং আসরের সালাত সূর্য ঢলে পড়ার পর দিনের শীতলতম সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। যে ব্যক্তি এই দুই সালাত (যথাযথভাবে) আদায় করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে; অর্থাৎ এই দুই সালাতের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও তা কায়েম করা জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম কারণ।

নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে এটি প্রমাণিত যে তিনি বলেছেন: (নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে যেভাবে তোমরা এই চাঁদকে দেখছ)। এখানে দেখার প্রক্রিয়াকে দেখার প্রক্রিয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে, দৃশ্যমান সত্তাকে দৃশ্যমান বস্তুর সাথে তুলনা করা হয়নি; কারণ আল্লাহর সদৃশ কোনো কিছুই নেই। তবে তোমরা তাঁকে নিশ্চিত ও প্রকৃতভাবে দেখতে পাবে, যেমন মানুষ পূর্ণিমার রাতে চাঁদকে দেখে থাকে। অন্যথায়, মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির কোনো কিছুর সদৃশ হওয়ার চেয়ে অনেক বেশি মহান ও মর্যাদাবান। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসের শেষে বলেছেন: (সূর্যোদয়ের আগের সালাত এবং সূর্যাস্তের আগের সালাত আদায়ে তোমরা যদি পরাজিত না হওয়ার সামর্থ্য

রাখো, তবে তা করো)। সূর্যোদয়ের আগের সালাত বলতে ফজর এবং সূর্যাস্তের আগের সালাত বলতে আসরকে বোঝানো হয়েছে। এই দুই সালাত হলো শ্রেষ্ঠ সালাতসমূহ, আর তার মধ্যে আসরের সালাত অধিকতর শ্রেষ্ঠ; কারণ এটিই হলো সেই 'সালাতুল উস্তা' বা মধ্যবর্তী সালাত যার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (তোমরা সকল সালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও) (সূরা আল-বাকারা: ২৩৪)। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি আহযাবের যুদ্ধের সময় বলেছিলেন: (আল্লাহ তাদের ঘর ও কবরসমূহকে আগুনে পূর্ণ করে দিন, যেহেতু তারা আমাদের মধ্যবর্তী সালাত অর্থাৎ আসরের সালাত থেকে বিচ্যুত বা ব্যস্ত রেখেছে)।

(ص: 189) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وهذا نص صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.

وقوله عليه الصلاة والسلام: (من صلى البردين) المراد صلاهما على الوجه الذي أمر به، ذلك بأن يأتي بهما في الوقت، وإذا كان من أصحاب الجماعة كالرجال فليأت بهما مع الجماعة، لأن الجماعة واجبة، ولا يحل لرجل أن يدع صلاة الجماعة في المسجد وهو قادر عليها.

أما حديثه الثاني: فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً) يعني أن الإنسان إذا كان من عاداته أن يعمل عملاً صالحاً، ثم مرض فلم يقدر عليه، فإنه يكتب له الأجر كاملاً. والحمد لله على نعمه.

إذا كنت مثلاً من عادتكَ أن تصلي مع الجماعة، ثم مرضت ولم تستطيع أن تصلي مع الجماعة، فكأنك مصل مع الجماعة، يكتب لك سبع وعشرون درجة، ولو سافرت وكان من عادتكَ وأنت مقيم في البلد أن تصلي نوافل، وأن تقرأ قرآناً، وأن تسبح وتهلل وتكبر، ولكنك لما سافرت انشغلت بالسفر عن هذا، فإنه يكتب لك ما كنت تعمله في البلد مقيماً، مثلاً لو سافرت وصليت وحدك في البر ليس معك أحد، فإنه يكتب لك صلاة الجماعة كاملاً إذا كنت في حال الإقامة تصلي مع الجماعة.

وفي هذا تنبيه على أنه ينبغي للعاقل ما دام في حال الصحة والفراغ، أن يحرص على الأعمال الصالحة، حتى إذا عجز عنها لمرض أو شغل كتبت له كاملة. اغتتم الصحة، اغتتم الفراغ، اعمل صالحاً، حتى إذا شغلت عنه بمرض أو غيره كتب لك كاملاً، والله الحمد. ولهذا قال ابن

এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে একটি সুস্পষ্ট বর্ণনা যে, মধ্যবর্তী নামাজ (সালাতুল উসতা) হলো আসরের নামাজ।

আর তাঁর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বাণী: (যে ব্যক্তি দুই শীতল সময়ের নামাজ আদায় করবে) এর মর্মার্থ হলো, সেই নামাজ দুটিকে নির্দেশিত পন্থায় আদায় করা। তা হলো ওয়াক্তমতো নামাজ দুটি আদায় করা; আর যদি সে জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি হয়—যেমন পুরুষ—তবে যেন সে জামাতের সাথেই তা আদায় করে। কেননা জামাত ওয়াজিব, এবং কোনো সক্ষম ব্যক্তির জন্য মসজিদে জামাতে নামাজ ত্যাগ করা বৈধ নয়। আর তাঁর বর্ণিত দ্বিতীয় হাদিসটি হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (যখন কোনো বান্দা অসুস্থ হয় কিংবা সফরে থাকে, তখন তার জন্য ঠিক তেমনই আমলনামা লেখা হয় যা সে সুস্থ ও মুকিম অবস্থায় করত)। এর অর্থ হলো, মানুষের যদি কোনো নেক আমল করার অভ্যাস থাকে, অতঃপর সে অসুস্থ হওয়ার কারণে তা করতে সক্ষম না হয়, তবে তার জন্য পূর্ণ সওয়াব লেখা হবে। আল্লাহর নেয়ামতসমূহের জন্য সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য।

উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার অভ্যাস থাকে জামাতের সাথে নামাজ পড়ার, অতঃপর আপনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং জামাতে নামাজ পড়তে পারলেন না, তবে আপনি জামাতের সাথেই নামাজ পড়েছেন বলে গণ্য হবেন এবং আপনার জন্য সাতাশ গুণ সওয়াব লেখা হবে। আর যদি আপনি সফরে বের হন এবং আপনার অভ্যাস এমন হয় যে মুকিম অবস্থায় আপনি নফল নামাজ পড়তেন, কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং তাসবিহ, তাহলিল ও তাকবির পাঠ করতেন, কিন্তু সফরের কারণে এই কাজগুলো থেকে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, তবে আপনি মুকিম অবস্থায় যা করতেন আপনার জন্য তাই লেখা হবে। যেমন আপনি যদি সফরে একা নির্জন প্রান্তরে নামাজ পড়েন যেখানে আপনার সাথে কেউ নেই, তবুও আপনার জন্য পূর্ণ জামাতের সওয়াব লেখা হবে যদি আপনি মুকিম অবস্থায় জামাতের সাথে নামাজ পড়ার অভ্যস্ত হতেন।

এতে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত যতক্ষণ সে সুস্থ ও অবসর আছে, ততক্ষণ নেক আমলের প্রতি আগ্রহী হওয়া; যাতে করে পরবর্তীতে অসুস্থতা বা ব্যস্ততার কারণে তা করতে অক্ষম হলেও তার আমলনামায় পূর্ণ সওয়াব লেখা হয়। সুস্থতাকে গনিমত মনে করুন, অবসরকে কাজে লাগান, সৎ আমল করুন; যাতে কোনো অসুস্থতা বা অন্য কিছু কারণে তাতে বাধা পড়লেও আপনার জন্য পূর্ণ সওয়াব লেখা হয়—আর সকল প্রশংসা আল্লাহরই। এই কারণেই ইবনে...

(ص: 190) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

عمر: (خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك) ، هكذا جاء في حديث ابن عمر، أما من قوله، وإما من قول النبي عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان ينبغي له في حال الصحة أن يغتني الفرصة، حتى إذا مرض كتب له عمله في الصحة، وأن يحرص - ما دام مقيماً - على كثرة الأعمال الصالحة، حتى إذا سافر كتب له ما كان يعمل في الإقامة. نسأل الله أن يخلص لنا ولكم النية، ويصلح لنا لكم العمل.

134. الثامن عشر: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل معروف صدقة) رواه البخاري، ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله في باب كثرة طرق الخيرات، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل معروف صدقة).

المعروف: ما عرف في الشرع حسنه إن كان مما يتعبد به لله، وإن كان

ওমর: (তোমার সুস্থতা থেকে তোমার অসুস্থতার জন্য এবং তোমার জীবন থেকে তোমার মৃত্যুর জন্য গ্রহণ করো), ইবনে ওমরের হাদিসে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে—এটি হয় তাঁর নিজের উক্তি, অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী। এর মর্মার্থ হলো, মানুষের উচিত সুস্থাবস্থায় সুযোগের সদ্যবহার করা, যাতে সে অসুস্থ হয়ে পড়লে তার সুস্থাবস্থায় কৃত আমলসমূহ সওয়াব হিসেবে লেখা হতে থাকে। আর যতক্ষণ সে মুকিম বা নিজ অবস্থানে থাকে, ততক্ষণ যেন নেক আমল বেশি পরিমাণে করার প্রতি সচেষ্টি থাকে, যাতে সফরে থাকাকালীনও তার জন্য মুকিম অবস্থার আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের নিয়তকে খাঁটি করে দেন এবং আমাদের ও আপনাদের আমলসমূহ সংশোধন করে দেন।

১৩৪ — অষ্টাদশ: জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: (প্রত্যেকটি নেক কাজই সাদাকা)। বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন এবং মুসলিম এটি হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক —রহিমাল্লাহ তাআলা— 'কল্যাণের বহুবিধ পথ' পরিচ্ছেদে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন তাতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: (প্রত্যেকটি নেক কাজই সাদাকা)।

আল-মারুফ (নেক কাজ): শরিয়তের দৃষ্টিতে যার কল্যাণ ও সৌন্দর্য সুনিশ্চিত, চাই তা আল্লাহর ইবাদত সংক্রান্ত কোনো কাজ হোক, অথবা তা যদি হয়...

(ম: 191) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

مِمَّا يَتَعَامَلُ بِهِ النَّاسُ فَهُوَ مِمَّا تَعَارَفَ النَّاسُ عَلَى حَسَنِهِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ (كُلُّ مَعْرُوفٍ) يَشْمَلُ هَذَا وَهَذَا، فَكُلُّ عَمَلٍ تَتَعَبَّدُ بِهِ إِلَى اللَّهِ فَإِنَّهُ صَدَقَةٌ، كَمَا وَرَدَ فِي حَدِيثٍ سَابِقٍ: (كُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ).

وَأَمَّا مَا يَتَعَارَفُ عَلَيْهِ النَّاسُ عَلَى حَسَنِهِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْعَامَلَةِ بَيْنَ النَّاسِ فَهُوَ مَعْرُوفٌ، مِثْلُ الْإِحْسَانِ إِلَى الْخَلْقِ بِالْمَالِ، أَوْ بِالْجَاهِ، أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِحْسَانِ. وَمِنْ ذَلِكَ: أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ لَا بِوَجْهِ عُبُوسٍ، وَأَنْ تَلِينَ لَهُ الْقَوْلَ، وَأَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِ السَّرُورَ؛ وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ إِنَّ مِنَ الْخَيْرِ: إِذَا عَادَ الْإِنْسَانُ مَرِيضًا، أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ السَّرُورُ وَيَقُولَ: أَنْتَ فِي عَافِيَةٍ، وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى خِلَافِ مَا قَالِ، بِأَنْ كَانَ مَرَضُهُ شَدِيدًا، يَقُولُ ذَلِكَ نَاقِيًا أَنَّهُ فِي عَافِيَةٍ أَحْسَنَ مِنْهُ هُوَ دُونَهُ، لِأَنْ إِدْخَالَ السَّرُورِ عَلَى الْمَرِيضِ سَبَبٌ لِلشِّفَاءِ. وَلِهَذَا تَجَدُّ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا كَانَ مَرِيضًا مَرَضًا

عادياً صغيراً، إذا قال له الإنسان إن هذا شيء يسير هين لا يضر سر بذلك ونسى المرض، ونسيان المرض سبب لشفائه، وكون الإنسان يعلق قلبه بالمرض فذلك سبب لبقائه. وأضرب لكم مثلاً لذلك برجل فيه جرح، تجد أنه تلهى بحاجة أخرى لا يحس بألم الجرح، لكن إذا تفرغ تذكر هذا الجرح وآلمه. انظر مثلاً إلى الحمالين الذين يحملون الأشياء على السيارات

মানুষ পরস্পরের সাথে যা লেনদেন করে, তা এমন যা মানুষ ভালো বলে গণ্য করে। এই হাদিসটি (প্রত্যেক ভালো কাজ) একে এবং তাকে—উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং আল্লাহর ইবাদত হিসেবে আপনি যে আমলই করেন না কেন, তা সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে। যেমনটি পূর্ববর্তী একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে: (প্রতিটি তাসবিহ সাদাকা, প্রতিটি তাহলিল সাদাকা, প্রতিটি তাহমিদ সাদাকা, সৎকাজের আদেশ দেওয়া সাদাকা এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করা সাদাকা)।

আর মানুষের পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যা তারা উত্তম বলে গণ্য করে, তাও ‘মা‘রুফ’ বা পুণ্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত। যেমন—নিজের সম্পদ, পদমর্যাদা বা অন্য যেকোনো প্রকার অনুগ্রহের মাধ্যমে সৃষ্টির প্রতি ইহসান বা সদাচরণ করা। এর অন্তর্ভুক্ত হলো: আপনার ভাইয়ের সাথে হাস্যোজ্জ্বল মুখে সাক্ষাৎ করা, বিমর্ষ মুখে নয়; তার সাথে কোমল ভাষায় কথা বলা এবং তার অন্তরে আনন্দ প্রবিষ্ট করা। এজন্য ওলামায়ে কেরাম (রহিমাল্লামুল্লাহ) বলেছেন: কল্যাণের একটি কাজ হলো, যখন কোনো ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাবে, তখন তার মনে আনন্দ দেবে এবং বলবে: ‘আপনি তো সুস্থ আছেন’—যদিও বাস্তবতা তার বিপরীত হয় এবং রোগটি গুরুতর হয়। তিনি এ কথাটি এই নিয়তে বলবেন যে, রোগী তার চেয়েও সংকটাপন্ন অবস্থায় থাকা ব্যক্তির তুলনায় ভালো আছেন। কারণ, রোগীর মনে আনন্দ সঞ্চার করা তার আরোগ্য লাভের একটি মাধ্যম। এজন্যই আপনি দেখতে পাবেন, কোনো মানুষ যখন সাধারণ বা সামান্য অসুস্থ হয় এবং তখন যদি কেউ তাকে বলে যে ‘এটি সামান্য একটি বিষয়, সহজ, কোনো ক্ষতি হবে না’, তখন সে এতে আনন্দিত হয় এবং রোগটি ভুলে যায়। আর রোগ ভুলে যাওয়া সুস্থতা লাভের অন্যতম কারণ। পক্ষান্তরে, মানুষ যদি তার মনকে রোগের সাথে নিবদ্ধ রাখে, তবে তা রোগ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর উদাহরণ হিসেবে আমি এমন এক ব্যক্তির কথা

বলতে পারি যার শরীরে ক্ষত রয়েছে। আপনি দেখবেন, সে যখন অন্য কোনো কাজে মগ্ন থাকে, তখন সে সেই ক্ষতের যন্ত্রণা অনুভব করে না। কিন্তু যখনই সে অবসর হয়, তখনই তার সেই ক্ষতের কথা মনে পড়ে এবং সে যন্ত্রণাবোধ করে।

উদাহরণস্বরূপ লক্ষ্য করুন সেই কুলি বা মাল বহনকারীদের দিকে, যারা যানবাহনে মালামাল বোঝাই করে।

(ص: 192) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وينزلونها، أحياناً يسقط على قدمه شيء فيجرحه، ولكنه ما دام يحمل لا يشعر به ولا يحس به، فإذا فرغ أحس به وتألم.

إذن فغفلة المريض عن المرض، وإدخال السرور عليه، تأميلة بأن الله عز وجل سيشفيه، فهذا خير ينسيه المرض، وربما كان سبباً للشفاء.

إذن كل معروف صدقة. لو أن أحد إلى جنبك ورأيتة محترماً يتصبب العرق من جنبه، فروحت عليه بالبروحة، فإنه لك صدقة، لأنه معروف. لو قابلت الضيوف بالانبساط وتعجيل الضيافة لهم وما أشبه ذلك فهذا صدقة.

انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءتته الملائكة ضيوفاً ماذا صنعه؟ قالوا: سلاماً. قال: سلام. قال العلماء: وقول إبراهيم سلامٌ أبلغ من قول الملائكة سلاماً، لأن قول الملائكة سلاماً يعني نسلم سلاماً، وهو جملة فعلية تدل على التجدد والحدوث. وقول إبراهيم: سلامٌ جملة اسمية تدل على الثبوت والاستمرار فهو أبلغ. وماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين.

(فَرَاغٌ) : قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَاهُ أَنْصَرَفَ مُسْرِعاً بِخَفِيَّةٍ، وَهَذَا مِنْ حَسَنِ الضِّيَافَةِ، ذَهَبَ مُسْرِعاً لئَلَّا يَمْنَعُوهُ، أَوْ يَقُولُوا: أَنْتَظِرْ مَا نَرِيدُ شَيْئاً (فَرَاغٌ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعَجَلٍ سَيِّئٍ) (الذَّرِيَّاتُ: 26) ، وَفِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: (بِعَجَلٍ حَنِيزٍ) (هُود: 69) .

حَنِيزٌ يَعْنِي مَشْوِياً، وَمَعْلُومٌ أَنَّ اللَّحْمَ الْمَشْوِيَّ أُطْعِمَ مِنَ اللَّحْمِ الْمَطْبُوخِ، لِأَنَّ طَعْمَهُ يَكُونُ بَاقِياً فِيهِ (فَجَاءَ بِعَجَلٍ) وَالْعُلَمَاءُ يَقُولُونَ: إِنَّ

...এবং তারা তা নামায়। কখনও কখনও তার পায়ের ওপর কিছু পড়ে তাকে জখম করে, কিন্তু যতক্ষণ সে ভার বহন করে ততক্ষণ সে তা অনুভব করে না। যখন সে কাজ শেষ করে, তখন সে তা অনুভব করে এবং ব্যথিত হয়।

সুতরাং রোগীর রোগ থেকে বিমুখ থাকা, তাকে আনন্দ দান করা এবং মহান আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করবেন—এই আশা জাগানো হলো কল্যাণকর কাজ, যা তাকে রোগ ভুলিয়ে দেয় এবং সম্ভবত তা আরোগ্যের কারণও হয়ে দাঁড়ায়।

অতএব, প্রতিটি সৎকাজই সদকা। যদি তোমার পাশে কেউ থাকে এবং তুমি তাকে গরমে ঘামতে দেখ, আর তুমি তাকে হাতপাখা দিয়ে বাতাস কর, তবে তা তোমার জন্য সদকা হবে; কেননা এটি একটি সৎকাজ। যদি তুমি অতিথিদের সাথে প্রফুল্ল চিত্তে সাক্ষাৎ কর এবং দ্রুত তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা কর কিংবা এই জাতীয় অন্য কিছু কর, তবে তা সদকা হিসেবে গণ্য হবে।

ইবরাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দিকে লক্ষ্য করুন, যখন ফেরেশতারা মেহমান হয়ে তাঁর কাছে এলেন, তখন তিনি কী করেছিলেন? তারা বলল: ‘সালাম’। তিনি বললেন: ‘সালাম’। আলেমগণ বলেন: ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ‘সালাম’ বলা ফেরেশতাদের ‘সালাম’ বলার চেয়ে অধিক অলঙ্কারপূর্ণ। কারণ ফেরেশতাদের ‘সালাম’ বলার অর্থ হলো ‘আমরা সালাম জানাচ্ছি’, যা একটি ক্রিয়াগত বাক্য এবং এটি নতুনত্ব ও আকস্মিকতা নির্দেশ করে। অন্যদিকে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ‘সালাম’ বলা একটি বিশেষ্যমূলক বাক্য, যা স্থায়িত্ব ও নিরবচ্ছিন্নতা নির্দেশ করে, তাই এটি অধিক অর্থবহ। এরপর তিনি আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কী করলেন? তিনি অলক্ষ্যে দ্রুত তাঁর পরিবারের কাছে গেলেন এবং একটি হুঁপুটি বাছুর নিয়ে এলেন।

(ফারা-গা): আলেমগণ বলেন: এর অর্থ হলো গোপনে দ্রুত প্রস্থান করা। এটি উত্তম আতিথেয়তার অন্তর্ভুক্ত। তিনি দ্রুত গিয়েছিলেন যাতে তারা তাঁকে বাধা দিতে না পারে অথবা বলতে না পারে: ‘অপেক্ষা করুন, আমাদের কিছুর প্রয়োজন নেই’। “অতঃপর তিনি অলক্ষ্যে তাঁর পরিবারের কাছে গেলেন এবং একটি হুঁপুঁপ বাছুর নিয়ে এলেন।” (সূরা আয-যারিয়াত: ২৬)। অন্য আয়াতে রয়েছে: “একটি ঝলসানো বাছুর নিয়ে এলেন।” (সূরা হূদ: ৬৯)।

‘হানিয’ মানে হলো ঝলসানো বা ভাজা। আর এটি সুপরিচিত যে, ঝলসানো গোশত রান্না করা গোশতের চেয়ে বেশি সুস্বাদু, কারণ এর স্বাদ এতেই অটুট থাকে। “অতঃপর তিনি একটি বাছুর নিয়ে এলেন” এবং আলেমগণ বলেন যে—

(ص: 193) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

العجل من أفضل أنواع اللحم، لأنَّ للحبه ليناً وطعماً. ثم قال تعالى: (فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ) ما وضعه في مكان بعيد وقال لهم اذهبوا إلى مكان الطعام وإنما قربته إليهم. ثم قال: (أَلَا تَأْكُلُونَ) ولم يقل لهم: كلوا. و (أَلَا) أداة عرض يعني عرض عليهم الأكل ولم يأمرهم.

ولكن الملائكة لم يأكلوا، فهم لا يأكلون، ليس لهم أجواف، بل خلقهم الله من نور جسراً واحداً: (يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ) (الأنبياء: 20)، دائماً يقولون: سبحان الله، سبحان الله، فلم يأكلوا لهذا السبب.

(فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً) لأنهم لم يأكلوا، يقولون: أنه من عادة العرب أن الضيف إذا لم يأكل فقد تأبط شراً، ولهذا فمن عادتنا إلى الآن أنه إذا جاء الضيف ولم يأكل قالوا: مالح، يعني ذق من طعامنا، فإذا لم يبالح قالوا إن هذا الرجل قد نوى بنا

شراً. فنكرهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأوجس منهم خيفة (قَالُوا لَا تَخَفْ) ثم بينوا له الأمر (قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ) (الذريات: 28) وكان قد كبر، وكانت امرأته قد كبرت. (فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ) لها سعت البشرى (فِي صَرَّةٍ) أي في صيحة (فَصَكَّتْ وَجْهَهَا) عجباً. (وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ) ، يعني ألد وأنا عجوز عقيم؟ قالت الملائكة: (كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ) الرب عز وجل يفعل ما يشاء إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون.

ثم قال تعالى: (إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ) (الذريات: 30) ، وهنا قدم الحكيم على العليم، وفي آيات كثيرة يقدم العليم على الحكيم، والسبب

বাছুর সর্বোত্তম ধরণের গোশতসমূহের অন্তর্ভুক্ত, কেননা এর গোশত কোমল ও সুস্বাদু।
অতঃপর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (অতঃপর তিনি তা তাদের সামনে পেশ করলেন)।
তিনি তা দূরবর্তী কোনো স্থানে রাখেননি এবং তাদের বলেননি যে খাবারের স্থানে যাও, বরং তা তাদের নিকটবর্তী করে দিয়েছেন।

অতঃপর তিনি বললেন: (তোমরা কি খাবে না?) তিনি তাদের বলেননি: 'খাও'। আর (আলা) শব্দটি এখানে বিনম্র প্রস্তাবের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ তিনি তাদের খাবারের প্রস্তাব দিয়েছেন, আদেশ করেননি।

কিন্তু ফেরেশতাগণ আহার করেননি, কারণ তাঁরা আহার করেন না; তাঁদের কোনো উদর নেই।
বরং আল্লাহ তাআলা তাঁদের নূর থেকে এক সুসংহত সত্তা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন: (তাঁরা দিবা-রাত্রি তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেন, তাঁরা ক্লান্ত হন না) (আল-আম্বিয়া: ২০)। তাঁরা সর্বদা 'সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ' বলতে থাকেন; মূলত এই কারণেই তাঁরা আহার করেননি।

(ফলে তিনি মনে মনে তাঁদের সম্পর্কে কিছুটা ভীত হলেন) কারণ তাঁরা আহার করেননি। বলা হয়ে থাকে যে, আরবদের রীতি ছিল মেহমান যদি আহার না করে তবে মনে করা হতো সে কোনো অনিষ্টের সংকল্প করেছে। এই কারণেই আমাদের মাঝে আজ পর্যন্ত এই প্রথা বিদ্যমান যে, মেহমান এসে আহার না করলে বলা হয়: 'লবণ চেখে দেখুন', অর্থাৎ আমাদের খাবার আস্বাদন করুন। যদি সে লবণ আস্বাদন না করে তবে বলা হয় যে, এই ব্যক্তি আমাদের প্রতি কোনো অশুভ ইচ্ছা পোষণ করেছে। সুতরাং ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তাঁদের

অপরিচিত মনে করলেন এবং মনে মনে তাঁদের সম্পর্কে শঙ্কিত হলেন। (তাঁরা বলল: ভয় পাবেন না) অতঃপর তাঁরা তাঁর কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করলেন। (তাঁরা বলল: ভয় পাবেন না এবং তাঁরা তাঁকে এক জ্ঞানী পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিলেন) (আয-যারিয়াত: ২৮)। অথচ তখন তিনি বৃদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁর স্ত্রীও বৃদ্ধা হয়েছিলেন। (অতঃপর তাঁর স্ত্রী এগিয়ে এলেন) যখন তিনি সুসংবাদ শুনলেন (চীৎকার করতে করতে) অর্থাৎ উচ্চস্বরে শব্দ করে। (অতঃপর তিনি বিস্ময়ে কপালে করাঘাত করলেন) এবং বললেন, (আমি তো এক বন্ধ্যা বৃদ্ধা!) অর্থাৎ আমি কি এই বৃদ্ধা ও বন্ধ্যা অবস্থায় সন্তান জন্ম দেব? ফেরেশতাগণ বললেন: (তোমার প্রতিপালক এরূপই বলেছেন)। মহান প্রতিপালক যা ইচ্ছা তা-ই করেন; তিনি যখন কোনো কিছুর সংকল্প করেন, তখন তাকে বলেন 'হও', অমনি তা হয়ে যায়।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (নিশ্চয়ই তিনি মহাপ্রজ্ঞাবান, সর্বজ্ঞ) (আয-যারিয়াত: ৩০)। এখানে 'আল-হাকীম' (মহাপ্রজ্ঞাবান) নামটিকে 'আল-আলীম' (সর্বজ্ঞ) নামের আগে আনা হয়েছে, যদিও অনেক আয়াতে 'আল-আলীম' আগে আসে। এর কারণ হলো...

(ص: 194) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

أن هذه المسألة، أي كونها تلد وهي عجوز خرجت عن نظائرها، ما لها نظير إلا نادراً
ن فبدأ بالحكيم الدال على الحكمة، يعني أن الله حكيم أن تلدي وأنت عجوز.

المهم أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - قد ضرب المثل في حسن الضيافة، وحسن
الضيافة من المعروف، وكل معروف صدقة، فأصنع للناس خيراً ومعرفة، واعلم أن
هذه صدقة تثاب عليها ثواب الصدقة. والله الموفق.

135 . التاسع عشر: عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه صدقة، ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة) . رواه مسلم.

وفي رواية له: (فلا يغرس المسلم غرساً فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة) .

وفي رواية له: (لا يغرس مسلم غرساً ولا يزرع زرعاً، فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة) وروياه جميعاً من رواية أنس رضي

নিশ্চয়ই এই বিষয়টি, অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থায় তাঁর সন্তান জন্মদান করা—এটি সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত, বিরল ক্ষেত্র ব্যতীত এর কোনো নজির নেই। তাই তিনি (আল্লাহ) 'হাকিম' (প্রজ্ঞাময়) নাম দিয়ে শুরু করেছেন যা প্রজ্ঞার পরিচায়ক। অর্থাৎ আল্লাহ প্রজ্ঞাময় বলেই তুমি বৃদ্ধাবস্থায় সন্তান জন্ম দিচ্ছ।

সারকথা হলো, ইবরাহিম—তাঁর ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক—উত্তম মেহমানদারির এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আর উত্তম মেহমানদারি সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত, এবং প্রতিটি সৎকর্মই সদকাহ। সুতরাং মানুষের প্রতি কল্যাণ ও সদাচরণ করো এবং জেনে রেখো যে, এটি এমন এক সদকাহ যার বিনিময়ে তুমি সদকাহর সওয়াব লাভ করবে। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

* * *

১৩৫ — উনবিংশ: তাঁর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "কোনো মুসলিম যদি কোনো বৃক্ষ রোপণ করে, তবে তা থেকে যা খাওয়া হয় তা তার জন্য সদকাহ হিসেবে গণ্য হয়, যা চুরি হয় তাও তার জন্য সদকাহ এবং কেউ যদি তা থেকে সামান্য কিছুও গ্রহণ করে তবে তাও তার জন্য সদকাহ।" এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

তাঁর অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: "কোনো মুসলিম যদি কোনো বৃক্ষ রোপণ করে এবং তা থেকে কোনো মানুষ, চতুষ্পদ জন্তু কিংবা পাখি আহার করে, তবে কিয়ামত পর্যন্ত তা তার জন্য সদকাহ হিসেবে গণ্য হবে।"

তাঁর অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: "কোনো মুসলিম কোনো বৃক্ষ রোপণ করলে বা শস্য বপন করলে, তা থেকে কোনো মানুষ, চতুষ্পদ জন্তু বা অন্য কিছু যা-ই আহার করুক না কেন, তা তার জন্য সদকাহ হবে।" তাঁরা উভয়েই (বুখারি ও মুসলিম) এটি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

(ص: 195) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الله عنه.

قوله (يرزؤه) أي ينقصه.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب كثرة طرق الخيرات ما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيمن غرس غرساً، فأكل من شيء، من إنسان، أو حيوان، أو طير، أو غير ذلك، أو نقصه أو سرق منه، فإنه له بذلك صدقة. ففي هذا الحديث حث على الزرع، وعلى الغرس، وأن الزرع والغرس فيه الخير الكثير، فيه مصلحة في الدين، ومصلحة في الدنيا.

أما مصلحة الدنيا: فما يحصل فيه من إنتاج، ومصلحة الغرس والزرع ليست كمصلحة الدراهم والنقود، لأن الزرع والغرس ينفع نفس الزارع والغارس، وينفع البلد كله، كل الناس ينتفعون منه، بشراء الثمر، وشراء الحب، والأكل منه، ويكون في هذا نمو للمجتمع وكثرة لخيراته، بخلاف الدراهم التي تودع في الصناديق ولا ينتفع بها أحد.

أما المنافع الدينية: فإنه إن أكل منه طير؛ عصفور، أو حمامه، أو دجاجة، أو غيرها ولو حبة واحدة، فإنه له صدقة، سواء شاء ذلك أو لم يشأ، حتى لو فرض أن الإنسان حين زرع أو حين غرس لم يكن ببأله هذا

আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হন।

তাঁর উক্তি (ইয়ারজুউহ) অর্থ তাকে হ্রাস করা বা কমিয়ে দেওয়া।

[ব্যাখ্যা]

লেখক —আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন— ‘কল্যাণের নানাবিধ পথ’ অধ্যায়ে জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হন) থেকে যা বর্ণনা করেছেন তাতে উল্লেখ আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যে ব্যক্তি কোনো চারা রোপণ করে, অতঃপর তা থেকে কোনো মানুষ, পশু, পাখি বা অন্য কিছু কোনো কিছু ভক্ষণ করে, অথবা তা থেকে কিছু কমে যায় কিংবা চুরি হয়, তবে তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং এই হাদিসে চাষাবাদ ও বৃক্ষরোপণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আর চাষাবাদ ও বৃক্ষরোপণে রয়েছে প্রভূত কল্যাণ; এতে দ্বীনি ও দুনিয়াবি উভয় স্বার্থ নিহিত রয়েছে।

দুনিয়াবি স্বার্থের বিষয়টি হলো: এর মাধ্যমে যে উৎপাদন অর্জিত হয়। বৃক্ষরোপণ ও চাষাবাদের উপযোগিতা কেবল দিরহাম ও নগদ মুদ্রার উপযোগিতার মতো নয়; কারণ চাষাবাদ ও বৃক্ষরোপণ স্বয়ং চাষি ও রোপণকারীর উপকার করার পাশাপাশি পুরো জনপদকে উপকৃত করে। ফল ও শস্য ক্রয় এবং তা ভক্ষণের মাধ্যমে সকল মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হয়। এর মাধ্যমে সমাজের প্রবৃদ্ধি ঘটে এবং কল্যাণের প্রাচুর্য দেখা দেয়। এটি সেই দিরহাম বা মুদ্রার বিপরীত যা সিন্দুকে তালাবদ্ধ করে রাখা হয় এবং যা থেকে কেউ উপকৃত হতে পারে না। আর দ্বীনি উপকারিতা হলো: যদি তা থেকে কোনো পাখি—তা চড়ুই হোক বা কবুতর কিংবা মুরগি অথবা অন্য কিছু—এমনকি একটি শস্যদানাও ভক্ষণ করে, তবে তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে; সে তা মনে মনে চাক বা না চাক। এমনকি যদি ধরে নেওয়া হয় যে, মানুষটি যখন চাষাবাদ বা বৃক্ষরোপণ করেছিল তখন তার মনে এই চিন্তাটি ছিল না...

الأمر، فإنه إذا أكل منه صار له صدقة، وأعجب من ذلك لو سرق منه سارق، كما لو جاء شخص مثلاً إلى نخل وسرق منه تمراً، فإن لصاحبه في ذلك أجراً، مع أنه لو علم بهذا السارق لرفعه إلى المحكمة، ومع ذلك فإن الله تعالى يكتب له بهذه السرقة صدقة إلى يوم القيامة!

كذلك أيضاً إذا أكل من هذا الزرع دواب الأرض وهوامها كان لصاحبه صدقة. ففي هذا الحديث دلالة واضحة على حث النبي عليه الصلاة والسلام على الزرع وعلى الغرس، لما فيه من المصلحة الدينية والمصالح الدنيوية.

وفيه دليل على كثرة طرق الخير، وأن ما انتفع به الناس من الخير، فإن لصاحبه أجراً وله فيه الخير، سواء نوى أو لم ينو، وهذا كقوله تعالى: (لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا) (النساء: 114)، فذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأشياء فيها خير، سواء نويت أو لم تنو، من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهو خير ومعروف، نوى أم لم ينو، فإن نوى بذلك ابتغاء وجه الله فإن الله يقول: (فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا).

وفي هذا دليل على أن المصالح والمنافع إذا انتفع الناس بها كانت خيراً لصاحبها وأجراً وإن لم ينو، فإن نوى زاد خيراً على خير، وآتاه الله تعالى من فضله أجراً عظيماً. أسأل الله العظيم أن يمن علي وعليكم بالإخلاص والمتابعة لرسول صلى الله عليه وسلم إنه جواد كريم.

বিষয়টি এমন যে, যদি কেউ তা থেকে ভক্ষণ করে, তবে তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হয়।
এর চেয়েও বিস্ময়কর বিষয় হলো, যদি কোনো চোর তা থেকে চুরি করে; যেমন কোনো ব্যক্তি

যদি একটি খেজুর গাছের নিকট এসে তা থেকে খেজুর চুরি করে, তবে এতেও তার মালিকের জন্য সওয়াব রয়েছে। অথচ সে যদি চোর সম্পর্কে জানতে পারত, তবে তাকে আদালতের সোপর্দ করত; তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা এই চুরির কারণে তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত সদকার সওয়াব লিখে দেন!

অনুরূপভাবে, যদি যমিনের কোনো চতুষ্পদ জন্তু বা কীটপতঙ্গ এই শস্য থেকে ভক্ষণ করে, তবে তাও মালিকের জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হয়। এই হাদিসটিতে চাষাবাদ ও বৃক্ষরোপণের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উৎসাহ প্রদানের সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে; কারণ এতে রয়েছে ধর্মীয় ও পার্থিব বহুবিধ কল্যাণ।

এতে কল্যাণের বহুবিধ পথ থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর মানুষ যে কল্যাণ দ্বারা উপকৃত হয়, তার মালিকের জন্য তাতে সওয়াব ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে—চাই সে নিয়ত করুক বা না করুক। এটি আল্লাহ তাআলার এই বাণীর মতো: "তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোনো কল্যাণ নেই, তবে যে সদকা, সৎকাজ কিংবা মানুষের মধ্যে বিবাদ মিমাংসার নির্দেশ দেয় (তা স্বতন্ত্র)। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা করবে, অচিরেই আমি তাকে মহা পুরস্কার দান করব।" (আন-নিসা: ১১৪)। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উল্লেখ করেছেন যে, এই কাজগুলোতে কল্যাণ রয়েছে—চাই আপনি নিয়ত করুন বা না করুন; যেমন সদকা, সৎকাজ বা মানুষের মাঝে বিমাংসার নির্দেশ দেওয়া—তা কল্যাণ ও পুণ্য হিসেবে গণ্য, নিয়ত থাকুক বা না থাকুক। আর যদি কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে তা করে, তবে আল্লাহ বলেন: "অচিরেই আমি তাকে মহা পুরস্কার দান করব।"

আর এতে এই মর্মে দলিল রয়েছে যে, জনস্বার্থ ও উপকারের বিষয়গুলো দ্বারা যখন মানুষ উপকৃত হয়, তখন তা মালিকের জন্য কল্যাণ ও সওয়াবের কারণ হয়—যদি সে নিয়ত না-ও করে থাকে। আর যদি সে নিয়ত করে, তবে তা কল্যাণের ওপর আরও কল্যাণ বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহ তাআলা তাকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে মহান প্রতিদান দান করেন। আমি সুমহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাকে ও আপনাদেরকে একনিষ্ঠতা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের তাওফিক দান করেন; নিশ্চয়ই তিনি পরম দাতা ও দয়ালু।

136 - العشرون: عنه قال: أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: (إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد؟) فقالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك، فقال: (بنو سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم) رواه مسلم.

وفي رواية: (إن بكل خطوة درجة) رواه مسلم. ورواه البخاري أيضاً بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه.

و (بنو سلمة) بكسر اللام: قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم، (وآثارهم) خطاهم.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أراد بنو سلمة أن يقربوا من المسجد، ينتقلوا من ديارهم وأحيائهم حتى يكونوا قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يدركوا الصلوات معه ويتلقوا من عمله، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم، قال: (إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد) قالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دياركم تكتب آثاركم) قالها مرتين، وبين لهم أن لهم بكل خطوة حسنة أو درجة.

ففي هذا الحديث دليل على أنه إذا مشى الإنسان إلى المسجد، فإنه لا

১৩৬-বিংশতি: তাঁর (জাবির রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: বনু সালিমা গোত্র মসজিদের নিকটবর্তী স্থানে স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

নিকট এ সংবাদ পৌঁছালে তিনি তাঁদের বললেন: (আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, তোমরা মসজিদের নিকট চলে আসার ইচ্ছা পোষণ করেছ?) তাঁরা বললেন: হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তা চেয়েছি। তখন তিনি বললেন: (হে বনু সালিমা! তোমরা তোমাদের আবাসস্থলেই অবস্থান করো, তোমাদের পদচিহ্নসমূহ লিপিবদ্ধ করা হবে; তোমরা তোমাদের আবাসস্থলেই অবস্থান করো, তোমাদের পদচিহ্নসমূহ লিপিবদ্ধ করা হবে।) এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: (নিশ্চয়ই প্রতিটি পদক্ষেপে একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।) এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম বুখারী ও আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে অনুরূপ অর্থে এটি বর্ণনা করেছেন।

আর (বনু সালিমা) 'লাম' বর্ণে কাসরা (যের) সহকারে: এটি আনসারদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) একটি সুপরিচিত গোত্র। আর (আসার) হলো তাঁদের পদক্ষেপসমূহ।

[ব্যাক্তা]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ তাআলা) জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে যে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন তাতে তিনি বলেন: বনু সালিমা গোত্র মসজিদের সন্নিহিতে আসার ইচ্ছা পোষণ করল। তারা তাদের ঘরবাড়ি ও জনপদ ছেড়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদের কাছে স্থানান্তরিত হতে চেয়েছিল, যাতে তারা তাঁর সাথে সালাত আদায় করতে পারে এবং তাঁর আমলসমূহ প্রত্যক্ষ করে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ সংবাদ পৌঁছালে তিনি তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন এবং বললেন: (নিশ্চয়ই আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, তোমরা মসজিদের নিকটে চলে আসতে চাচ্ছ।) তাঁরা বললেন: হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তা চেয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: (তোমরা তোমাদের আবাসস্থলেই অবস্থান করো, তোমাদের পদচিহ্নসমূহ লিপিবদ্ধ করা হবে।) তিনি কথাটি দুবার বললেন এবং তাঁদের নিকট স্পষ্ট করে দিলেন যে, তাঁদের প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে একটি করে নেকি বা উচ্চ মর্যাদা রয়েছে।

এই হাদিসে এ বিষয়ের প্রমাণ রয়েছে যে, মানুষ যখন মসজিদের দিকে হেঁটে যায়, তখন সে কোনো পদক্ষিপ ফেলে না যা...

يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة، وقد جاء ذلك مفسراً في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من توضأ فأصبغ الوضوء، ثم خرج من بيته إلى المسجد، لا يخرج به إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا كتب الله له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة) فسيكتب شيئين الأول: أنه يرفع له بها درجة. والثاني: أنه يحط بها عنه خطيئة. هذا إذا توضأ في بيته وأصبغ الوضوء سواء كان ذلك قليلاً. يعني سواء كانت الخطوات قليلة - أمر كثيرة، فإنه يكتب له بكل خطوة شيئين: يرفع بها درجة، ويحط عنه بها خطيئة.

وفي هذا الحديث دليل على أنه نقل للإنسان شيء عن أحد، فإنه يثبت قبل أن يحكم بالشيء، ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة قبل أن يقول لهم شيئاً، قال: بلغني أنكم تريدون كذا وكذا. قالوا: نعم. فيؤخذ منه أنه ينبغي للإنسان إذا نقل له شيء عن أحد أن يثبت قبل أن يحكم بمقتضى الشيء الذي نقل له، حتى يكون إنساناً رزيناً ثقيلاً معتبراً، أما كونه يصدق بكل ما نقل، فإنه يفوته بذلك الشيء الكثير، ويحصل له ضرر، بل الإنسان ينبغي عليه أن يثبت.

وفي هذا الحديث أيضاً دليل على كثرة طرق الخيرات، وأن منها المشي إلى المساجد، وهو كما سبق مما يرفع الله به الدرجات، ويحط به الخطايا، فإن كثرة الخطايا إلى المساجد سبب لبغفرة الذنوب، وتكفير

প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে তাঁর একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। এটি আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে বিস্তারিতভাবে এসেছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওয়ু সম্পাদন করল, অতঃপর শুধুমাত্র সালাতের উদ্দেশ্যেই ঘর থেকে মসজিদের পানে বের হলো, তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে আল্লাহ

তাআলা তাঁর একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং একটি করে পাপ মোচন করবেন।" সুতরাং তাঁর জন্য দুটি বিষয় লিপিবদ্ধ করা হবে। প্রথমত: এর মাধ্যমে তাঁর একটি মর্যাদা উন্নত করা হবে। দ্বিতীয়ত: এর দ্বারা তাঁর একটি পাপ মোচন করা হবে। এটি তখন কার্যকর হয় যখন সে নিজ বাড়িতে উত্তমরূপে ওয়ু করে, চাই তাঁর পদক্ষেপ অল্প হোক কিংবা অধিক—অর্থাৎ পদক্ষেপের সংখ্যা কম হোক বা বেশি—তাঁর প্রতিটি কদমের বিনিময়ে দুটি বিষয় লিপিবদ্ধ করা হবে: একটি মর্যাদা বৃদ্ধি এবং একটি পাপ মোচন।

এই হাদীসে এ বিষয়েরও প্রমাণ রয়েছে যে, যদি কোনো ব্যক্তির কাছে অন্য কারো সম্পর্কে কোনো সংবাদ পৌঁছায়, তবে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়ার আগে তা যাচাই করে নেওয়া আবশ্যিক। এ কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বনু সালিমা গোত্রকে কিছু বলার আগে জিজ্ঞাসা করেছিলেন; তিনি বলেছিলেন: "আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে তোমরা এমন এমনটি করতে চাচ্ছ।" তাঁরা বললেন: "হ্যাঁ।" এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের কাছে যখন অন্য কারো ব্যাপারে কোনো সংবাদ আসে, তখন সেই সংবাদের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়ার আগে তার সত্যতা নিশ্চিত করা উচিত, যাতে সে একজন ধৈর্যশীল, বিচক্ষণ ও মর্যাদাবান ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হতে পারে। পক্ষান্তরে, যা কিছু শোনা যায় তার সবই বিশ্বাস করলে সে অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে এবং ক্ষতির সম্মুখীন হবে। বরং মানুষের কর্তব্য হলো সত্যতা যাচাই করা।

এই হাদীসে কল্যাণের বহুমুখী পথের প্রমাণ পাওয়া যায়, যার অন্যতম হলো মসজিদের দিকে হেঁটে যাওয়া। এটি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং পাপসমূহ মোচন করেন। নিশ্চয়ই মসজিদের দিকে অধিক পদচারণা গুনাহ মাফ ও পাপ মোচনের অন্যতম কারণ।

(ص: 199) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

السيئات، ورفع الدرجات. والله الموفق.

137 . الحادي والعشرون: عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلاً أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقليل له، أو فقلت له اشتريت حماراً تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد، ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد جمع الله لك ذلك كله) رواه مسلم. وفي رواية: (إن لك ما احتسبت) . (الرمضاء) : الأرض التي أصابها الحر الشديد.

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث يتعلق بما قبله من الأحاديث الدالة على كثرة طرق الخير، وأن طرق الخير كثيرة، ومنها الذهاب إلى المساجد، وكذلك الرجوع منها، إذا احتسب الإنسان ذلك عند الله تعالى، فهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في قصة الرجل الذي كان له بيت بعيد عن المسجد، وكان يأتي إلى المسجد من بيته من بعد، يحتسب الأجر على

পাপরাশি মোচন এবং মর্যাদা উন্নীতকরণ। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

১৩৭ — একুশতম: আবুল মুনযির উবাই ইবনে কাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি ছিলেন যার অপেক্ষা মসজিদ থেকে অধিক দূরে বসবাসকারী আর কাউকে আমি চিনতাম না। অথচ কোনো সালাত তার থেকে ছুটে যেত না। তাকে বলা হলো (অথবা আমি তাকে বললাম), যদি আপনি একটি গাধা ক্রয় করতেন যা অন্ধকার রাতে এবং প্রচণ্ড উত্তপ্ত পথে সওয়ার হওয়ার কাজে লাগত। তিনি বললেন: আমার ঘর মসজিদের সংলগ্ন

হওয়াটা আমাকে আনন্দিত করবে না। আমি চাই যে আমার মসজিদে যাওয়ার পদক্ষেপগুলো এবং যখন আমি আমার পরিবারের নিকট ফিরে আসি সেই প্রত্যাবর্তনটুকুও যেন আমার জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "আল্লাহ তোমার জন্য ঐ সব কিছুর সওয়াবই একত্রিত করে দিয়েছেন।" (মুসলিম)।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: "নিশ্চয়ই তুমি যা সওয়াবের নিয়ত করেছ তা তোমার জন্য বরাদ্দ রয়েছে।"

(আর-রামদা): প্রচণ্ড তাপে উত্তপ্ত হয়ে যাওয়া ভূমি।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদীসটি পূর্ববর্তী ঐ সকল হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট যা কল্যাণের বহুবিধ পথের কথা নির্দেশ করে। আর কল্যাণের পথ তো অনেক, যার অন্যতম হলো মসজিদে যাওয়া এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করা— যদি মানুষ আল্লাহ তাআলার নিকট তার প্রতিদান প্রত্যাশা করে। গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) জনৈক ব্যক্তির ঘটনার প্রেক্ষিতে এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যার গৃহ মসজিদ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত ছিল এবং তিনি সওয়াবের আশায় দূরপথ অতিক্রম করে মসজিদে আসতেন...

(ص: 200) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الله، قادماً إلى المسجد وراجعاً منه. فقال له بعض الناس: لو اشتريت حماراً تركبه في الظلماء والرمضاء، يعني في الليل حين الظلام، في صلاة العشاء وصلاة الفجر، أو في الرمضاء، أي في أيام الحر الشديد، ولا سيما في الحجاز، فإن جوهاً حار. فقال رضي الله عنه: ما يسرنى أن يبتني إلى جنب المسجد؛ يعني أنه مسرور بأن بيته بعيد عن المسجد، يأتي إلى المسجد بخطي، ويرجع منه بخطي، وأنه لا يسره أن يكون بيته قريباً من المسجد، لأنه لو كان قريباً لم تكتب له تلك الخطي، وبين أنه يحتسب

أجره على الله عز وجل، قادماً إلى المسجد وراجعاً منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (إن له ما احتسب) .

ففي هذا دليل على أن كثرة الخطى إلى المساجد من طرق الخير، وأن الإنسان إذا احتسب الأجر على الله كتب الله له الأجر حال مجيئه إلى المسجد وحال رجوعه منه. ولا شك أن للنية أثراً كبيراً في صحة الأعمال، وأثراً كبيراً في ثوابها، وكم من شخصين يصليان جميعاً بعضهما إلى جنب بعض، ومع ذلك يكون بينهما في الثواب مثل ما بين السماء والأرض، وذلك بصلاح النية وحسن العمل، فكلما كان الإنسان أصدق إخلاصاً لله وأقوى اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر أجراً، وأعظم أجراً عند الله عز وجل. والله الموفق.

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মসজিদে গমনকারী এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনকারীর ক্ষেত্রে। তখন কিছু লোক তাঁকে বলল: আপনি যদি একটি গাধা ক্রয় করতেন, যাতে আপনি অন্ধকারের সময় এবং প্রচণ্ড উত্তাপের সময় সওয়ার হতে পারতেন; অর্থাৎ রাতের অন্ধকারকালে এশা ও ফজরের সালাতের সময়, অথবা প্রচণ্ড গরমের দিনগুলোতে, বিশেষ করে হিজাজ অঞ্চলে, যেহেতু সেখানকার আবহাওয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত। তখন তিনি (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন) বললেন: আমার ঘর মসজিদের পাশে হওয়াটা আমাকে আনন্দিত করত না; অর্থাৎ তিনি তাঁর ঘর মসজিদ থেকে দূরে হওয়াতেই আনন্দিত ছিলেন, যাতে তিনি পায়ে হেঁটে মসজিদে আসতে পারেন এবং পদব্রজে ফিরে যেতে পারেন। তাঁর ঘর মসজিদের নিকটবর্তী হওয়াটা তাঁকে আনন্দ দিত না, কারণ ঘর নিকটে হলে তাঁর জন্য এই পদক্ষেপগুলো সওয়াব হিসেবে লেখা হতো না। তিনি একনিষ্ঠভাবে মসজিদে আসা এবং যাওয়া উভয় ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর নিকট প্রতিদানের আশা রাখতেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "নিশ্চয়ই সে যা সওয়াব হিসেবে আশা করেছে, তা-ই সে পাবে।"

এতে এই প্রমাণ বিদ্যমান যে, মসজিদের দিকে অধিক পদচারণা কল্যাণের বহুমুখী পথসমূহের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ যখন আল্লাহর নিকট সওয়াবের প্রত্যাশা করে, তখন আল্লাহ তাআলা তার মসজিদে আসার সময় এবং সেখান থেকে ফিরে যাওয়ার সময়—উভয় অবস্থার সওয়াবই লিখে দেন।

আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কর্মের সঠিকতা এবং এর সওয়াবের ক্ষেত্রে নিয়তের এক বিশাল প্রভাব রয়েছে। এমন কত জোড়া মানুষ আছে যারা একে অপরের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একত্রে সালাত আদায় করছে, অথচ তাদের সওয়াবের মাঝে আসমান ও জমিনের ন্যায় ব্যবধান থাকে। আর তা কেবল নিয়তের বিশুদ্ধতা এবং কর্মের উত্তমতার কারণে। মানুষ আল্লাহর প্রতি যত বেশি একনিষ্ঠ হবে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণে যত বেশি দৃঢ় হবে, মহান আল্লাহর নিকট তার প্রতিদান তত অধিক ও মহান হবে। আল্লাহই তাওফিক দানকারী।

* * *

(ص: 201) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

139. الثالث والعشرون: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (اتقوا النار ولو بشق تمرة) متفق عليه. وفي رواية لهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة).

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث في بيان من طرق الخيرات، لأن طرق الخيرات - ولله الحمد - كثيرة، شرعها الله لعباده ليصلوا بها إلى غاية المقاصد، فمن ذلك الصدقة، فإن الصدقة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار) يعني كما لو أنك صببت ماءً على النار انطفأت، فكذلك الصدقة تطفئ الخطيئة.

ثم ذكر المؤلف هذا الحديث الذي بين فيه أن الله سبحانه وتعالى

১৩৯ — তেইশতম: আদী ইবনে হাতিম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: (তোমরা জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকো, যদিও তা খেজুরের এক টুকরো প্রদানের মাধ্যমে হয়)। এটি মুত্তাফাকুন আলাইহি। তাদের অন্য এক বর্ণনায় তাঁর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: (তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সাথে তার রব কথা বলবেন না, এমতাবস্থায় যে তাঁর ও বান্দার মাঝে কোনো দোভাষী থাকবে না। তখন বান্দা তার ডান দিকে তাকাবে এবং সে যা পূর্বে পেশ করেছে তা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না; আর সে তার বাম দিকে তাকাবে এবং সে যা পূর্বে পেশ করেছে তা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না; আর সে তার সামনের দিকে তাকাবে তখন তার চেহারার সম্মুখে জাহান্নামের আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। সুতরাং তোমরা জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকো, যদিও তা খেজুরের একটি টুকরোর বিনিময়ে হয়। আর যে তা-ও খুঁজে পাবে না, সে যেন মিষ্ট ও সুন্দর কথার মাধ্যমে বেঁচে থাকে)।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসটি কল্যাণের পথসমূহের বর্ণনায় এসেছে, কারণ কল্যাণের পথসমূহ —সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য— অনেক। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য এগুলো বিধিবদ্ধ করেছেন যাতে তারা এর মাধ্যমে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। এর অন্যতম হলো সাদকা; কেননা সাদকা সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সহিহভাবে বর্ণিত হয়েছে যে: (সাদকা পাপকে নিভিয়ে দেয় যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়)। অর্থাৎ, আপনি যদি আগুনের ওপর পানি ঢালেন তবে তা যেমন নিভে যায়, তেমনি সাদকাও পাপকে নিভিয়ে দেয়।

এরপর লেখক এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা...

(ص: 202) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

سيكلم كل إنسان على حدة يوم القيامة، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ) (الانشقاق: 6) ، يعني سوف تلاقى ربك ويحاسبك على هذا الكدح، أي الكد والتعب الذي عملت، ولكن بشرى للمؤمن، كما قال الله تعالى: (وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) (البقرة: 223) ، الحمد لله. المؤمن إذا لاقى ربه فإنه على خير.

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث: (ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان) يعني بكلمة الله يوم القيامة بدون مترجم، يكلم الله كل عبد مؤمن، فيقرره بذنوبه، يقول له: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فإذا أقر بها وظن أنه قد هلك، قال: (إني قد سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم) فكم من ذنوب علينا سترها الله عز وجل لا يعلمها إلا هو، فإذا كان يوم القيامة أتم علينا النعمة بمغفرتها وعدم العقوبة علينا. والله الحمد. ثم قال: (فينظر أيمن منه) يعني عن يمينه (فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشام منه) أي عن يساره (فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه) . قال النبي عليه الصلاة والسلام: (فأتقوا النار ولو بشق تمرة) يعني ولو بنصف تمرة أو قل. أتق النار بهذا.

কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষের সাথে পৃথকভাবে কথা বলা হবে। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: (হে মানুষ, নিশ্চয়ই তুমি তোমার রবের দিকে পৌঁছাতে কঠোর পরিশ্রম করছ, অতঃপর তুমি তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে) (আল-ইনশিকাক: ৬), অর্থাৎ আপনি আপনার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবেন এবং তিনি আপনার এই পরিশ্রমের অর্থাৎ আপনি যে কষ্ট ও শ্রম করেছেন তার হিসাব নেবেন। তবে মুমিনের জন্য সুসংবাদ রয়েছে, যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: (আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো যে, তোমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে; আর মুমিনদের সুসংবাদ দাও) (আল-বাকারাহ: ২২৩)। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। মুমিন যখন তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন সে কল্যাণের ওপরই থাকবে।

এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখানে হাদীসে বলেছেন: (তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সাথে তার রব কথা বলবেন না, এমতাবস্থায় যে তাঁর ও বান্দার মাঝে কোনো দোভাষী থাকবে না)। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা কোনো অনুবাদক ছাড়াই কথা বলবেন। আল্লাহ প্রত্যেক মুমিন বান্দার সাথে কথা বলবেন এবং তাকে দিয়ে তার পাপসমূহ স্বীকার করাবেন। তিনি তাকে বলবেন: অমুক দিন তুমি এই এই কাজ করেছিলে। যখন সে তা স্বীকার করবে এবং মনে করবে যে সে ধ্বংস হয়ে গেছে, তখন আল্লাহ বলবেন: (আমি দুনিয়াতে তোমার এই পাপ গোপন রেখেছিলাম, আর আজ আমি তা তোমার জন্য ক্ষমা করে দিচ্ছি)। আমাদের কতই না পাপ রয়েছে যা মহান আল্লাহ গোপন রেখেছেন এবং তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। যখন কিয়ামত দিবস আসবে, তখন তিনি তা ক্ষমা করে দিয়ে এবং আমাদের শাস্তি না দিয়ে আমাদের ওপর তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করবেন। আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা।

অতঃপর তিনি বলেন: (সে তার ডান দিকে তাকাবে, অতঃপর সে তার অতীতে পাঠানো আমল ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। সে তার বাম দিকে তাকাবে, অতঃপর সে তার অতীতে পাঠানো আমল ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। সে তার সামনের দিকে তাকাবে, অতঃপর সে তার চেহারার সামনে জাহান্নামের আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখবে না)। নবী (আলাইহিস সালাম ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: (তোমরা জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকো, যদিও তা একটি খেজুরের অর্ধাংশের বিনিময়ে হয়)। অর্থাৎ অর্ধেক খেজুর বা তার চেয়েও কম সদকা করার মাধ্যমে হলেও। এর মাধ্যমেই নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।

ففي هذا الحديث دليل على كلام الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بكلام مسبوع مفهوم، لا يحتاج إلى ترجمة، يعرفه المخاطب به. وفيه دليل على أن الصدقة ولو قلت تنجي من النار، لقوله: (اتقوا النار ولو شق ثمرة).

قال: (فإن لم يجد فبكلمة طيبة) يعني إن لم يجد شق ثمرة فليتنق النار بكلمة طيبة.

والكلمة الطيبة تشمل قراءة القرآن، فإن أطيب الكلمات القرآن الكريم. وتشمل التسبيح التهليل، وكذلك تشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتشمل تعليم العلم وتعلم العلم، وتشمل كذلك كل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه من القول، يعني إذا لم تجد شق ثمرة فإنك تتقي النار ولو بكلمة طيبة. فهذا من طرق الخير وبيان كثرتها ويسرها، فالحمد لله أن شق الثمرة تنجي من النار، وأن الكلمة الطيبة تنجب من النار. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم من النار.

140. الرابع والعشرين: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها) رواه مسلم.

এই হাদীসে মহান আল্লাহর কালাম বা কথা বলার গুণটির প্রমাণ রয়েছে। তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এমন শব্দে কথা বলেন যা শোনা যায় এবং বোঝা যায়, যার জন্য কোনো অনুবাদের প্রয়োজন হয় না এবং যাকে সম্বোধন করা হয় সে তা বুঝতে পারে।

এতে আরও প্রমাণ রয়েছে যে, দান-সদকা পরিমাণে সামান্য হলেও তা জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেয়। যেমনটি তিনি বলেছেন: “তোমরা জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকো, যদিও তা খেজুরের একটি টুকরোর বিনিময়ে হয়।”

তিনি বলেন: “অতঃপর যদি সে তা না পায়, তবে যেন উত্তম বাক্যের মাধ্যমে তা করে।” অর্থাৎ যদি সে এক টুকরো খেজুরও না পায়, তবে যেন সে উত্তম কথার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা করে।

আর উত্তম বাক্যের অন্তর্ভুক্ত হলো কুরআন তিলাওয়াত, কেননা পবিত্র কুরআনই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী। এর অন্তর্ভুক্ত হলো তাসবীহ (আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা) ও তাহলীল (আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণা)। একইভাবে এতে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, জ্ঞান দান করা ও জ্ঞান অর্জন করা এবং মানুষের মুখের সেই সমস্ত কথা অন্তর্ভুক্ত যার মাধ্যমে সে তার রবের নৈকট্য লাভ করে। অর্থাৎ যদি আপনি এক টুকরো খেজুরও না পান, তবে আপনি অন্তত একটি উত্তম কথার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা করবেন। এটি কল্যাণের বহুমুখী পথ এবং তার সহজলভ্য হওয়ার একটি বর্ণনা। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যে, সামান্য খেজুরের টুকরো জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয় এবং একটি উত্তম কথা জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করেন।

* * *

১৪০ — চব্বিশতম: আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন যে কোনো খাদ্য আহার করার পর আল্লাহর প্রশংসা করে অথবা কোনো পানীয় পান করার পর আল্লাহর প্রশংসা করে।” (মুসলিম)।

والأكلة بفتح الهزة هي الغدوة أو العشوة.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها) وفسر المؤلف رحمه الله الأكلة بأنها الغدوة أو العشوة، أي الغداء أو العشاء.

ففي هذا دليل على أن رضا الله عز وجل قد ينال بأدنى سبب، قد ينال بهذا السبب اليسير والله الحمد. يرضى الله عن الإنسان إذا انتهى من الأكل قال: الحمد لله، وإذا انتهى من الشرب قال: الحمد لله؛ وذلك أن للأكل والشرب آداباً فعلية وآداباً قولية. أما الآداب الفعلية: فإن يأكل باليمين ويشرب باليمين، ولا يحل له أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله، فإن هذا حرام على القول الراجح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله، وأخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وأكل رجل بشماله عنده فقال: (كل بيمينك) قال: لا أستطيع، فقال: (لا استطعت)، فما استطاع الرجل بعد ذلك أن يرفع يده اليمنى إلى فيه؛ عوقب والعياذ بالله.

وأما الآداب القولية: فإن يسمي عند الأكل، يقول: باسم الله،

আর ‘আল-আকলা’ (হামজার ওপর জবর দিয়ে) হলো সকালের খাবার অথবা রাতের খাবার।

[ব্যখ্যা]

আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে লেখক—আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন—উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: (নিশ্চয়ই আল্লাহ ওই বান্দার ওপর সন্তুষ্ট হন, যে খাবার খাওয়ার পর আল্লাহর প্রশংসা করে অথবা কোনো কিছু পান করার পর আল্লাহর প্রশংসা করে)। লেখক

(রহিমাল্লাহ) ‘আকলা’ শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন যে, এটি হলো সকালের বা বিকালের খাবার, অর্থাৎ দুপুরের খাবার বা রাতের খাবার।

এর মধ্যে এই দলিল রয়েছে যে, আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা-র সন্তুষ্টি অতি সামান্য কারণেও লাভ করা যেতে পারে; আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা, এটি এই সহজ কারণটির মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। মানুষ যখন খাবার শেষ করে বলে: আলহামদুলিল্লাহ, এবং পান করা শেষ করে বলে: আলহামদুলিল্লাহ, তখন আল্লাহ তার ওপর সন্তুষ্ট হন। আর এটি এই জন্য যে, পানাহারের কিছু কর্মগত শিষ্টাচার ও কিছু বাচনিক শিষ্টাচার রয়েছে।

কর্মগত শিষ্টাচারগুলো হলো: ডান হাত দিয়ে খাওয়া এবং ডান হাত দিয়ে পান করা। তার জন্য বাম হাত দিয়ে খাওয়া বা বাম হাত দিয়ে পান করা বৈধ নয়। কেননা বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী এটি হারাম। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বাম হাতে খেতে বা বাম হাতে পান করতে নিষেধ করেছেন এবং জানিয়েছেন যে, শয়তান বাম হাতে খায় ও বাম হাতে পান করে। জনৈক ব্যক্তি তাঁর সামনে বাম হাতে খাচ্ছিল, তখন তিনি বললেন: (তোমার ডান হাত দিয়ে খাও)। সে বলল: আমি পারছি না। তখন তিনি বললেন: (তুমি যেন না-ই পারো)। এরপর থেকে সেই ব্যক্তি আর তার ডান হাত মুখ পর্যন্ত তুলতে সক্ষম হয়নি; তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল—আমরা এ থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

আর বাচনিক শিষ্টাচার হলো: খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া, অর্থাৎ বলবে: বিসমিল্লাহ (আল্লাহর নামে)।

(ص: 205) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

والصحيح أن التسوية عند الأكل أو الشرب واجبة، وأن الإنسان يأثم إذا لم يسم الله عند أكله أو شربه، لأنه إذا لم يفعل، إذا لم يسم عند الأكل والشرب، فإن الشيطان يأكل معه ويشرب معه.

ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد يأكل أن يسمي الله، وإذا نسي أن يسمي في أول الطعام ثم ذكر في أثنائه فليقل: باسم الله أوله وآخره، وإذا نسي أحد أن يسمي فذكره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عمر بن أبي سلمة وهو ربيبه بن زوجته أم سلمة رضي الله عنها، حينما تقدم للأكل فأكل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك) وهذا فيه دليل على أن التسمية - إذا كانوا جماعة - تكون من كل واحد، فكل واحد يسمي، ولا يكفي أن يسمي واحد عن الجميع، بل كل إنسان يسمي لنفسه.

أما عند الانتهاء فمن الآداب أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة حيث يسر له هذا الأكل، مع أنه لا أحد يستطيع أن ييسره، كما قال تعالى: (أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ) (الواقعة: 63، 64)، (أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ) (الواقعة (86، 96) لولا أن الله عز وجل نى هذا الزرع حتى كمل، وتيسر حتى وصل بين يديك، لعجزت عنه.

وكذلك الماء، لولا أن الله ييسره فأنزله من المزن وسله ينابيع في

সঠিক অভিমত হলো, আহার বা পান করার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া (বিসমিল্লাহ বলা) ওয়াজিব। মানুষ যদি তার আহার বা পানের সময় আল্লাহর নাম না নেয় তবে সে গুনাহগার হবে; কারণ সে যদি আহার ও পানের সময় আল্লাহর নাম না নেয়, তবে শয়তান তার সাথে আহার ও পান করে।

এই কারণে মানুষের জন্য আহারের ইচ্ছা করলে আল্লাহর নাম নেওয়া আবশ্যিক। যদি কেউ খাবারের শুরুতে আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যায় এবং খাওয়ার মাঝপথে তার মনে পড়ে, তবে সে যেন বলে: 'আল্লাহর নামে এর শুরুতে ও শেষে'। যদি কেউ আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যায় তবে তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা সন্তান ও তাঁর প্রতিপালিত পুত্র উমর ইবনে আবি সালামাহকে তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, যখন সে আহারের জন্য হাত বাড়িয়ে খেতে শুরু

করল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন: (হে বৎস! আল্লাহর নাম নাও, তোমার ডান হাত দিয়ে খাও এবং তোমার সামনের অংশ থেকে খাও)। এতে এই দলিল রয়েছে যে—যখন একদল লোক একত্রে আহার করে—তখন আল্লাহর নাম প্রত্যেকের পক্ষ থেকেই হতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই বিসমিল্লাহ বলবে; একজনের পক্ষ থেকে সবার জন্য বলা যথেষ্ট নয়, বরং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ পক্ষ থেকে আল্লাহর নাম স্মরণ করবে।

আর আহার সমাপ্ত করার পর শিষ্টাচার হলো এই নেয়ামতের জন্য মহান আল্লাহর প্রশংসা করা, যেহেতু তিনি এই আহারকে তার জন্য সহজসাধ্য করেছেন। অথচ আল্লাহ ছাড়া কেউ একে সহজ করার ক্ষমতা রাখে না। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমরা যা বপন করো, তোমরা কি তা উৎপন্ন করো, নাকি আমি উৎপন্নকারী?) (আল-ওয়াকিআ: ৬৩, ৬৪), (তোমরা যে পানি পান করো, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা কি তা মেঘ থেকে নামিয়ে আনো, নাকি আমি বর্ষণকারী?) (আল-ওয়াকিআ: ৮৬, ৯৬)। আল্লাহ তাআলা যদি এই ফসলকে বর্ধিত করে পূর্ণতা না দিতেন এবং তা সহজলভ্য হয়ে আপনার হস্তগত না হতো, তবে আপনি তা অর্জনে অক্ষম হতেন।

অনুরূপভাবে পানির ক্ষেত্রেও; আল্লাহ যদি একে সহজ না করতেন এবং মেঘমালা থেকে তা বর্ষণ করে ভূমিতে প্রস্রবণ হিসেবে প্রবাহিত না করতেন...

(ص: 206) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الأرض حتى استخرجته لها حصل لك هذا، ولهذا قال في الزرع: (لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ) (الواقعة: 65)، وقال في الباء: (لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ) (الواقعة: 70)، فلهذا كان من شكر نعمة الله عليك بهذا الأكل والشرب أن تحمد الله إذا انتهيت من الشرب أو من الأكل، ويكون هذا سبباً لرضا الله عنك.

قوله (الأكلة) فسرّها المؤلف بأنها الغدوة أو العشوة، ليست الأكلة اللقمة، ليس كلباً أكلت لقمة قلت: الحمد لله، أو كلباً أكلت ثمرة قلت: الحمد لله، السنة أن تقول إذا انتهيت نهائياً. وذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان يأكل ويحمد على كل لقمة، فقليل له في ذلك فقال: أكل وحمد خير من أكل وسكوت، ولكن لا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان إذا حمد الله في آخر أكله أو آخر شربه كفى، ولكن إن رأى مصلحة مثلاً في الحمد؛ يذكر غيره أو ما أشبه ذلك، فأرجو ألا يكون في هذا بأس، كما فعله الإمام أحمد رحمه الله. والله الموفق.

* * *

141. الخامس والعشرون: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (على كل مسلم صدقة) قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: (يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق) قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: (يعين ذا الحاجة الملهوف) قال: أرأيت إن لم يستطع قال: (يأمر بالمعروف أو الخير) قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: (يمسك عن الشر فإنها صدقة) متفق عليه.

পৃথিবী থেকে যতক্ষণ না আমি তা নির্গত করছি, ততক্ষণ আপনার জন্য এটি লাভ করা সম্ভব হতো না। এ কারণেই মহান আল্লাহ শস্য সম্পর্কে বলেছেন: (আমি চাইলে তাকে খড়কুটোয় পরিণত করে দিতে পারতাম, তখন তোমরা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়তে) (সূরা আল-ওয়াকিয়াহ: ৬৫), এবং পানি সম্পর্কে বলেছেন: (আমি চাইলে তাকে লবণাক্ত করে দিতে পারতাম, তবে তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না?) (সূরা আল-ওয়াকিয়াহ: ৭০)। সুতরাং এই পানাহারের মাধ্যমে আপনার ওপর আল্লাহর যে অনুগ্রহ অর্জিত হয়েছে, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অন্তর্ভুক্ত হলো পানাহার শেষ করার পর আল্লাহর প্রশংসা (আলহামদুলিল্লাহ) করা; আর এটি আপনার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ হবে।

তাঁর উক্তি (আল-আকলাহ) এর ব্যাখ্যায় লেখক বলেছেন যে, এটি হলো সকালের বা বিকেলের আহার। আহার বলতে প্রতিটি লোকমা বা গ্রাস নয়। এমন নয় যে আপনি প্রতিটি গ্রাস খাওয়ার পর 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবেন, কিংবা প্রতিটি খেজুর খাওয়ার পর 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবেন।

সুন্নাত হলো আহার পুরোপুরি শেষ করার পর প্রশংসা করা। বর্ণিত আছে যে, ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) খাবার গ্রহণের সময় প্রতিটি লোকমায় আল্লাহর প্রশংসা করতেন। এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: "প্রশংসা করতে করতে খাওয়া, চুপচাপ খাওয়ার চেয়ে উত্তম।" তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সর্বোত্তম আদর্শ হলো মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শ। মানুষ যদি তার পানাহারের শেষে আল্লাহর প্রশংসা করে তবে সেটিই যথেষ্ট। কিন্তু যদি কেউ প্রশংসার মধ্যে কোনো কল্যাণ দেখে, যেমন অন্যকে সুরণ করিয়ে দেওয়া বা এই জাতীয় কিছু, তবে আশা করি এতে কোনো দোষ নেই, যেমনটি ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) করেছিলেন। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

* * *

১৪১ — পঁচিশতম: আবু মুসা আল-আশআরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: (প্রত্যেক মুসলিমের ওপর সদকা করা আবশ্যিক)। তিনি বললেন: যদি সে কিছু না পায়? তিনি বললেন: (সে নিজের হাতে কাজ করবে, তাতে নিজের উপকার হবে এবং সদকাও করতে পারবে)। তিনি বললেন: যদি তার সেই সামর্থ্য না থাকে? তিনি বললেন: (সে বিপদগ্রস্ত আত ব্যক্তিকে সাহায্য করবে)। তিনি বললেন: যদি সে তা-ও না পারে? তিনি বললেন: (সে যেন সৎকাজ বা কল্যাণের নির্দেশ দেয়)। তিনি বললেন: যদি সে তাও না করে? তিনি বললেন: (সে যেন মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে, কেননা এটিও একটি সদকা)। (বুখারি ও মুসলিম)।

(ص: 207) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

[الشَّرْحُ]

نقل المؤلف رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (على كل مسلم صدقة) وقد مر علينا مثل هذا التعبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أعم منه، حيث قال: (على كل سلامي من الناس صدقة، كل

يوم تطلع فيه الشمس) ، والسلامى هي مفصل العظام ، وهذا يدل على أن الله عز وجل علينا صدقة كل يوم ، هذه الصدقة متنوعة؛ إما أن تكون تسبيحة ، أو تكبيرة ، أو تهليلة ، أو أمر بمعروف ، أو نهياً عن منكر ، أو أن تعين الملهوف ، المهم أن طرق الخيرات كثيرة. ولكن النفس الأمارة بالسوء تثبط الإنسان عن الخير ، وإذا هم بشيء فتحت له باباً غيره ، ثم إذا هم به فتحت له باباً آخر حتى يضيع عليه الوقت ، ويخسر وقته ولا يستفيد منه شيئاً.

ولهذا ينبغي للإنسان أن يبادر ويسارع في الخير ، كلما فتح له باب من الخير فليسارع إليه؛ لقوله تعالى: (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ) (المائدة: 48) ، ولأن الإنسان إذا انفتح له باب الخير أول مرة ولم يفعل فإنه يوشك أن يؤخره الله عز وجل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله) ، فإلهم أنه ينبغي للإنسان العاقل الحازم المؤمن أن ينتهز سبل الخير ، وأن يحرص غاية الحرص على أن يأخذ من

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) আবু মুসা আল-আশআরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "প্রত্যেক মুসলিমের ওপর সাদাকাহ করা আবশ্যিক।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এই ধরনের বক্তব্য আমাদের সামনে আগেও এসেছে, বরং এর চেয়েও ব্যাপক অর্থবোধক হাদিস বর্ণিত হয়েছে যেখানে তিনি বলেছেন: "মানুষের শরীরের প্রতিটি হাড়ের জোড়ের জন্য প্রতিদিন সাদাকাহ রয়েছে, যে দিনটিতে সূর্য উদিত হয়।" 'সুলামা' অর্থ হলো হাড়ের জোড়সমূহ। এটি প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রতিদিন আমাদের ওপর সাদাকাহ আদায় করা কর্তব্য। এই সাদাকাহ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে; যেমন তসবিহ পাঠ করা, তাকবির বলা, তাহলিল পাঠ করা, সংকাজের আদেশ দেওয়া, অসংকাজে বাধা দেওয়া কিংবা কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করা। মূল কথা হলো, কল্যাণের পথ অনেক। কিন্তু মানুষের মন্দপ্রবণ প্রবৃত্তি তাকে কল্যাণের কাজ থেকে বিরত রাখে। যখন সে কোনো ভালো কাজের সংকল্প করে, তখন প্রবৃত্তি তার সামনে অন্য কোনো পথ খুলে দেয়। এরপর যখন সে সেই

কাজের দিকে অগ্রসর হতে চায়, তখন সে আরও একটি বিকল্প পথ খুলে দেয়, এভাবে তার সময় নষ্ট হতে থাকে এবং সে সময়ের অপচয় ঘটে ও তা থেকে সে কোনো উপকার পায় না। এই কারণে মানুষের উচিত কল্যাণের পথে অগ্রণী হওয়া এবং দ্রুত ধাবিত হওয়া। যখনই কল্যাণের কোনো দ্বার উন্মোচিত হবে, তখনই সেদিকে ছুটে যাওয়া উচিত। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "অতএব তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করো।" (আল-মায়িদাহ: ৪৮)। আর এ কারণেও যে, মানুষের সামনে যখন প্রথমবার কল্যাণের কোনো সুযোগ আসে এবং সে তা গ্রহণ করে না, তখন আশঙ্কা থাকে যে আল্লাহ তাআলা তাকে পিছিয়ে দেবেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে তিনি বলেছেন: "কিছু লোক পিছিয়ে থাকতেই থাকে, অবশেষে আল্লাহও তাদের পিছিয়ে দেন।" তাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, একজন বুদ্ধিমান, দৃঢ়সংকল্প ও মুমিন ব্যক্তির উচিত কল্যাণের সুযোগগুলোকে কাজে লাগানো এবং কল্যাণের পথ থেকে পাথের সংগ্রহে সর্বোচ্চ সচেষ্ট হওয়া।

(ص: 208) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

كل باب منها بنصيب حتى، يكون ممن سارع في الخيرات، وجنى ثمرات هذه الأعمال الصالحة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه جواد كريم.

এর প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে যেন অংশ গ্রহণ করা হয়, যাতে সে ঐ সকল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যারা কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী হয় এবং এই নেক আমলসমূহের ফল আহরণ করে। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদেরকে তাঁর যিকির, শোকর এবং উত্তম ইবাদত পালনে সহায়তা করেন; নিশ্চয়ই তিনি পরম দাতা ও অতিশয় মহানুভব।

14 . باب الاقتصاد في الطاعة

قال الله تعالى: (طه مَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى) (طه: 1، 2) ، وقال تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (البقرة: 185) .

[الشرح]

لما ذكر المؤلف - رحمة الله - في باب السابق كثرة طرق الخير، بين في هذا الباب أنه ينبغي للإنسان أن يقتصد في الطاعة، فقال: (باب اقتصاد في الطاعة) والاقتصاد: هو أن يكون الإنسان وسطاً بين الغلو والتفريط، لأن هذا هو المطلوب من الإنسان في جميع أحواله؛ أن يكون دائراً بين الغلو والتفريط، قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا) (الفرقان: 67) .

وهكذا الطاعة ينبغي أن تقتصد فيها، بل يجب عليك أن تقتصد فيها؛ فلا تكلف نفسك ما لا تطيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر الثلاثة الذين قال أحدهم: إني لا أتزوج النساء، وقال الثاني: أصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أقوم ولا أنام، خطب عليه الصلاة والسلام وقال: (ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وإني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني) فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن رغب عن سنته، وكلف نفسه

মহান আল্লাহ বলেন: (ত্ব-হা, আমি তোমার ওপর কুরআন অবতীর্ণ করিনি তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য) (ত্ব-হা: ১, ২), এবং আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: (আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান এবং তোমাদের জন্য কষ্টকর কিছু করতে চান না) (আল-বাকারাহ: ১৮৫)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক—আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন—পূর্ববর্তী অধ্যায়ে কল্যাণের বহুবিধ পথ সম্পর্কে আলোচনার পর এই অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন যে, মানুষের জন্য ইবাদতের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা উচিত। তাই তিনি বলেছেন: (ইবাদতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন অধ্যায়)। আর 'ইকতিসাদ' বা মধ্যমপন্থা হলো: মানুষের চরমপন্থা ও শৈথিল্যের মাঝে মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকা। কারণ এটিই মানুষের নিকট সকল ক্ষেত্রে কাম্য; অর্থাৎ চরমপন্থা ও শৈথিল্যের মাঝে অবস্থান করা। মহান আল্লাহ বলেন: (এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না; বরং তাদের পন্থা হয় এই দুইয়ের মাঝামাঝি) (আল-ফুরকান: ৬৭)।

অনুরূপভাবে ইবাদতের ক্ষেত্রেও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা উচিত, বরং আপনার জন্য মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা আবশ্যিক। সুতরাং আপনি নিজের ওপর এমন কোনো বোঝা চাপিয়ে দেবেন না যা বহনে আপনি সক্ষম নন। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যখন সেই তিন ব্যক্তির খবর পৌঁছাল যাদের একজন বলেছিল: আমি নারী বিয়ে করব না, দ্বিতীয়জন বলেছিল: আমি বিরতিহীন রোজা রাখব এবং তৃতীয়জন বলেছিল: আমি সারারাত দাঁড়িয়ে ইবাদত করব, ঘুমাব না; তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভাষণ দিলেন এবং বললেন: (লোকদের কী হলো যে তারা এমন এমন কথা বলে? অথচ আমি সালাত আদায় করি এবং ঘুমাই, রোজা রাখি এবং রোজা ভঙ্গ করি, আর নারী বিবাহ করি। অতএব যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ থেকে বিমুখ হবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।) সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তির প্রতি সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করেছেন যে তাঁর সুন্নাহ থেকে বিমুখ হয়েছে এবং নিজের ওপর কষ্টদায়ক বোঝা চাপিয়ে নিয়েছে।

ما لا تطيق.

ثم استشهد المؤلف بقوله تعالى: (طه مَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى) (طه: 1، 2) ، (طه) هذه حرفان من حروف الهجاء، أحدهما طاء والثاني هاء، وليست اسماً من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما زعمه بعضهم، بل هي من الحروف الهجائية التي ابتداءً الله بها بعض السور الكريمة من كتابه العزيز، وهي حروف ليس لها معنى؛ لأن القرآن نزل باللغة العربية، واللغة العربية لا تجعل للحروف الهجائية معنى، بل لا يكون لها معنى إلا إذا ركبت وكانت كلمة.

ولكن لها مغزى عظيم، هذا المغزى العظيم هو التحدي الظاهر لهؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم عجزوا أن يأتوا بشيء مثل القرآن؛ لا سورة ولا بعشرة سور ولا بآية، ومع هذا فإن هذا القرآن الذي أعجزهم لم يأت بحروف غريبة لم يكونوا يعرفونها، بل أتى بالحروف التي يركبون منها كلامهم.

ولهذا لا تكاد تجد سورة ابتدئت بهذه الحروف إلا وجدت بعدها ذكر القرآن، في سورة البقرة: (آلَمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ) ، وفي سورة آل عمران (آلَمْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ) ، وفي سورة الأعراف (المصْ كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ) وفي سورة يونس (آلَمْ تَلِكْ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ) . وهكذا نجد بعد كل حروف هجائية في بداية السورة يأتي ذكر القرآن، إشارة إلى أن هذا القرآن كان من هذه الحروف التي يتركب منها كلام العرب، ومع ذلك أعجز

যা আপনার সামর্থ্যের বাইরে।

অতঃপর লেখক মহান আল্লাহর বাণী দ্বারা দলিল পেশ করেছেন: (ত্ব-হা, আমি আপনার ওপর কুরআন অবতীর্ণ করিনি আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য) (ত্ব-হা: ১, ২)। এই (ত্ব-হা) বর্ণমালার দুটি অক্ষর, একটি হলো ‘ত্ব’ এবং দ্বিতীয়টি হলো ‘হা’। এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামসমূহের কোনো নাম নয় যেমনটি কেউ কেউ দাবি করেছেন, বরং এগুলো সেই বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর মহাগ্রন্থের কিছু সূরা শুরু করেছেন। এই বর্ণগুলোর স্বতন্ত্র কোনো অর্থ নেই; কেননা কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, আর আরবি ভাষায় একক বর্ণের কোনো অর্থ হয় না, যতক্ষণ না তা অন্য বর্ণের সাথে যুক্ত হয়ে শব্দে পরিণত হয়।

তবে এর একটি সুমহান তাৎপর্য রয়েছে। এই মহান তাৎপর্যটি হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি মিথ্যারোপকারীদের জন্য এক প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি এই মিথ্যারোপকারীরা কুরআনের মতো কোনো কিছু নিয়ে আসতে অপারগ হয়েছে; একটি সূরাও না, দশটি সূরাও না, এমনকি একটি আয়াতও না। তা সত্ত্বেও এই কুরআন যা তাদের অক্ষম করে দিয়েছে, তা কোনো অপরিচিত বর্ণ নিয়ে আসেনি যা তারা জানত না, বরং এটি সেই বর্ণগুলো নিয়েই এসেছে যা দিয়ে তারা তাদের নিজেদের কথা বা বাক্য গঠন করে থাকে।

এই কারণেই আপনি এমন কোনো সূরা পাবেন না যা এই বিচ্ছিন্ন বর্ণগুলো দিয়ে শুরু হয়েছে অথচ এরপরই কুরআনের আলোচনা আসেনি। যেমন সূরা আল-বাকারায়: (আলিফ-লাম-মীম। এটি সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই), সূরা আলে-ইমরানে (আলিফ-লাম-মীম। আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক। তিনি আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন), সূরা আল-আ’রাফে (আলিফ-লাম-মীম-ছোয়াদ। এটি একটি কিতাব যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, সুতরাং আপনার মনে যেন এ নিয়ে কোনো সন্দেহ না থাকে) এবং সূরা ইউনুসে (আলিফ-লাম-রা। এগুলো প্রজ্ঞাপূর্ণ কিতাবের আয়াত)। এভাবেই আমরা সূরার শুরুতে প্রতিটি বিচ্ছিন্ন বর্ণের পর কুরআনের আলোচনা দেখতে পাই, যা এই ইঙ্গিত বহন করে যে, এই কুরআন সেই সব বর্ণমালা দিয়েই গঠিত যা দিয়ে আরবদের কালাম বা কথা গঠিত হয়, তা সত্ত্বেও এটি তাদের অপারগ করে দিয়েছে।

العرب، هذا هو الصحيح في المراد من هذه الحروف الهجائية.
وقوله عز وجل: (مَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى) يعني ما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن لينال الشقاء به، ولكن لينال السعادة والخير والفلاح في الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه تعالى في هذه السورة نفسها (قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نُجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى) (طه: 123، 127)، (مَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى) ولكن لتسعد في الدنيا والآخرة؛ ولهذا لما كانت الأمة الإسلامية أمة القرآن تنسك به وتهتدي بهديه، صارت لها الكرامة والعزة والرفعة على جميع الأمم، ففتحوا مشارق الأرض ومغاربها، ولما تخلفت عن العمل بهذا القرآن

تخلف عنها من العزة والنصر والكرامة بقدر ما تخلفت به من العمل بهذا القرآن. ثم ساق المؤلف آية أخرى، وهي قول الله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (البقرة: 185)، يعني أن الله يريد بنا فيما شرع لنا التيسير، وهذه الآية نزلت في آيات الصيام حتى لا يظن الظان أنه ألزم الناس به للمشقة والتعب، فبين الله تعالى أنه يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، ولهذا من سافر لم يجب عليه الصوم، ويقضي من أيام آخر، ومن مرض لم يجب عليه الصوم، ويقضي من أيام آخر، هذا من التيسير (يُرِيدُ

এবং মহান আল্লাহর বাণী: (আমি আপনার ওপর কুরআন অবতীর্ণ করিনি যাতে আপনি কষ্টে নিপতিত হন) অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এই কুরআন এজন্য অবতীর্ণ করেননি যে তিনি এর মাধ্যমে কষ্টে নিপতিত হবেন, বরং যাতে তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে সৌভাগ্য, কল্যাণ ও সফলতা লাভ করেন; যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই সূরার মধ্যেই বলেছেন: (তিনি বললেন, তোমরা উভয়েই জান্নাত থেকে একত্রে নেমে যাও, তোমরা একে অপরের শত্রু। অতঃপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোনো হেদায়াত আসে, তবে যে ব্যক্তি আমার হেদায়াতের অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে নিপতিত হবে না। আর যে আমার সুরণ থেকে বিমুখ হবে, তার জীবন হবে সংকীর্ণ এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবে, হে আমার রব! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় হাশর করলেন? অথচ আমি তো চক্ষুস্বন্দিত ছিলাম। তিনি বলবেন, এভাবেই তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং আজ একইভাবে তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে। এভাবেই আমি তাকে প্রতিদান দেই যে সীমালঙ্ঘন করে এবং তার রবের আয়াতসমূহের ওপর ঈমান আনে না। আর আখেরাতের আযাব তো অতি কঠোর ও দীর্ঘস্থায়ী) (তাহা: ১২৩-১২৭)। (আমি আপনার ওপর কুরআন অবতীর্ণ করিনি যাতে আপনি কষ্টে নিপতিত হন) বরং যাতে আপনি দুনিয়া ও আখেরাতে সুখী হন; একারণেই মুসলিম উম্মাহ যতদিন কুরআনের উম্মাহ হিসেবে এর ওপর সুদৃঢ় ছিল এবং এর হেদায়েতের পথে পরিচালিত হয়েছে, ততদিন সকল জাতির ওপর তাদের মর্যাদা, সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব অটুট ছিল। ফলে তারা পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিজয় লাভ করেছিল। কিন্তু যখনই তারা এই কুরআনের ওপর আমল করা থেকে বিচ্যুত হলো

তখন তাদের থেকে সম্মান, বিজয় ও মর্যাদা ঠিক ততটুকুই দূরে সরে গেল যতটুকু তারা এই কুরআনের ওপর আমল করা থেকে পিছিয়ে পড়েছে।

এরপর লেখক অন্য একটি আয়াত অবতারণা করেছেন, আর তা হলো মহান আল্লাহর বাণী: (আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান এবং তোমাদের জন্য কঠিনতা চান না) (আল-বাকার: ১৮৫); অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য যা বিধান করেছেন তাতে তিনি আমাদের জন্য সহজতা চান। আর এই আয়াতটি সিয়ামের বিধান সম্পর্কিত আয়াতসমূহের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছে যাতে কেউ এমন ধারণা না করে যে, তিনি মানুষকে কষ্ট ও ক্লান্তিতে ফেলার জন্য এটি আবশ্যিক করেছেন। তাই আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তিনি আমাদের জন্য

সহজতা চান এবং কাঠিন্য চান না। এ কারণেই যিনি সফরে থাকেন তার জন্য রোজা রাখা আবশ্যিক নয়, বরং তিনি অন্য দিনগুলোতে এর কাজা আদায় করবেন। আর যিনি অসুস্থ থাকেন তার জন্যও রোজা রাখা আবশ্যিক নয় এবং তিনি অন্য দিনগুলোতে এর কাজা আদায় করবেন। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সহজীকরণেরই অংশ (তিনি চান...

(ص: 212) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ) .

ولهذا كان هذا الدين الإسلامي - والله الحمد - دين السباحة واليسر والخير والسهولة، أسأل الله أن يرزقني وإياكم التمسك به والوفاء عليه وملاقاة ربنا عليه.

142. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال: (من هذه؟) قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها، قال: (مه) ، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا) وكان أجب الذين إليه ما داوم صاحبه عليه. متفق عليه.

(ومه) كلمة نهى وزجر، ومعنى (لا يمل الله) أي: لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم، وبعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتركوا، فينبغي لكم أن تأخذوا مل تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها في باب الاقتصاد في الطاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، فقال: (من هذه؟) قالت: فلانة، وذكرت من صلاتها، يعني أنها تصلي كثيراً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (مه) ومه: يعني أمر بالكف، فهي عند النحويين

(আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান এবং তোমাদের জন্য কঠিনতা চান না)।

আর এ কারণেই এই ইসলামি দ্বীন —সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য— উদারতা, সহজতা, কল্যাণ এবং সাবলীলতার দ্বীন। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাকে এবং আপনাদেরকে এই দ্বীনকে আঁকড়ে ধরার, এর ওপর মৃত্যুলাভ করার এবং এই অবস্থায় আমাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করার তাওফিক দান করেন।

* * *

১৪২. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট প্রবেশ করলেন এবং তখন তাঁর নিকট একজন নারী ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: (ইনি কে?) তিনি বললেন: ইনি অমুক নারী, এবং তিনি তাঁর সালাত সম্পর্কে (অধিক হওয়ার কথা) উল্লেখ করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: (খামো), তোমাদের সামর্থ্যের মধ্যে যা আছে তা-ই তোমাদের জন্য আবশ্যিক। আল্লাহর কসম! আল্লাহ সওয়াব প্রদানে ক্লান্ত হন না যতক্ষণ না তোমরা নিজেরা ক্লান্ত হয়ে আমল ছেড়ে দাও। আর তাঁর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল ছিল সেটিই, যা আমলকারী নিয়মিত পালন করে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

(মাহ) শব্দটি নিষেধ এবং ধমকসূচক শব্দ। আর (আল্লাহ ক্লান্ত হন না) এর অর্থ হলো: তিনি তোমাদের সওয়াব এবং তোমাদের আমলের প্রতিদান বন্ধ করেন না; তিনি তোমাদের সাথে ক্লান্ত হওয়া ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করেন না যতক্ষণ না তোমরা ক্লান্ত হয়ে আমল ছেড়ে দাও। অতএব, তোমাদের উচিত এমন আমল গ্রহণ করা যা তোমরা নিয়মিত করতে সক্ষম, যাতে তোমাদের জন্য তাঁর সওয়াব এবং অনুগ্রহ স্থায়ী হয়।

[ব্যাখ্যা]

লেখক —আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন— ইবাদতে মধ্যপন্থা অধ্যায়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যা উল্লেখ করেছেন তা হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট প্রবেশ করলেন এবং সেখানে একজন নারী ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: (ইনি কে?) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন: অমুক, এবং তিনি তার সালাত সম্পর্কে আলোচনা করলেন, অর্থাৎ তিনি প্রচুর সালাত আদায় করতেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: (মাহ)। আর 'মাহ' এর অর্থ হলো বিরত থাকার আদেশ দেওয়া। এটি ব্যাকরণবিদদের নিকট...

(ম: 213) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

اسم فعل بمعنى اكفف، وصه: بمعنى أسكت.
فالمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر هذه المرأة أن تكف عن عملها الكثير،
الذي قد يشق عليها وتعجز عنه في المستقبل فلا نديبه، ثم أمر النبي عليه الصلاة
والسلام أن نأخذ من العمل بما نطيق، فقال: (عليكم بما تطيقون) يعني لا تكلفوا
أنفسكم وتجهدوها، فإن الإنسان إذا أجهد نفسه، وكلف نفسه، ملت وكلت، ثم
انحسرت وانقطعت.

وذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الدين إليه أدومه، أي: ما دام
عليه صاحبه، يعني أن يعمل وأن قل إذا داومت عليه كان أحسن لك، لأنك تفعل
العمل براحة، وتتركه وأنت ترغب فيه، لا تتركه وأنت تمل منه.

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فوالله لا يبل الله حتى تملوا) يعني أن الله عز وجل يعطيكم من الثواب بقدر عملكم، مهما داومت من العمل فإن الله تعالى يثيبكم عليه.

وهذا الملل الذي يفهم من ظاهر الحديث أن الله يتصف به، ليس كمللنا نحن، لأن مللنا نحن ملل تعب وكسل، وأما ملل الله عز وجل فإنه صفة يختص به جل وعلا، والله سبحانه وتعالى لا يلحقه تعب ولا يلحقه كسل، قال تعالى: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ) (ق: 38) هذه السماوات العظيمة والأرض وما بينهما خلقها الله تعالى في ستة أيام: الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، قال (وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ) يعني ما تعبنا بخلقها

এটি একটি ক্রিয়াবিশেষ্য (ইসমে ফে'ল) যার অর্থ হলো 'বিরত হও', আর 'সাহ' এর অর্থ হলো 'চুপ করো'।

এর অর্থ হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত নারীকে তার অত্যধিক আমল থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, যা হয়তো পরবর্তীতে তার জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে এবং তিনি তা নিয়মিত পালন করতে অক্ষম হয়ে পড়বেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমল করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন: "তোমরা ততটুকুই আমল করো যতটুকু তোমাদের সাধ্যে কুলায়।" অর্থাৎ তোমরা নিজেদের ওপর সাধ্যাতীত কোনো কাজ চাপিয়ে দিও না এবং নিজেদেরকে ক্লিষ্ট করো না; কেননা মানুষ যখন নিজেকে অতিরিক্ত পরিশ্রমে বাধ্য করে এবং সাধ্যাতীত কাজ নিজের ওপর চাপিয়ে দেয়, তখন সে ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, অতঃপর এক সময় সে আমলটি সম্পূর্ণ ছেড়ে দেয়।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা উল্লেখ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল ছিল সেটি যা স্থায়ী বা নিয়মিত করা হয়। অর্থাৎ যা আমলকারী ব্যক্তি নিয়মিত পালন করে। এর উদ্দেশ্য হলো, আমল যদি পরিমাণে অল্পও হয় কিন্তু তা নিয়মিত করা হয়, তবে সেটিই আপনার জন্য উত্তম; কারণ আপনি স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে আমলটি করতে

পারেন এবং আমলটির প্রতি আগ্রহ থাকা অবস্থাতেই আপনি তা বিরতি দেন, অবসাদগ্রস্ত হয়ে তা ত্যাগ করেন না।

এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহর কসম! আল্লাহ তাআলা প্রতিদান দিতে বিরত হন না যতক্ষণ না তোমরা আমল করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ো।" অর্থাৎ আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তোমাদের আমল অনুযায়ী সওয়াব প্রদান করেন; তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত আমল চালিয়ে যাবে, ততক্ষণ আল্লাহ তাআলাও তোমাদেরকে তার সওয়াব বা প্রতিদান দিতে থাকবেন।

হাদীসের বাহ্যিক শব্দ থেকে আল্লাহর প্রতি যে 'শ্রান্তি'র বিষয়টি বোঝা যাচ্ছে, তা আমাদের শ্রান্তির মতো নয়। কারণ আমাদের শ্রান্তি হলো ক্লান্তি ও অলসতাজনিত। পক্ষান্তরে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার শানে এই বিষয়টি তাঁর সুমহান সত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি বিশেষ গুণ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে কোনো প্রকার ক্লান্তি বা অলসতা স্পর্শ করে না। তিনি ইরশাদ করেছেন: "আমি আসমানসমূহ, পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোনো প্রকার ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।" (সূরা ক্বাফ: ৩৮)। এই সুবিশাল আসমানসমূহ, পৃথিবী এবং এদের মাঝে যা কিছু আছে তা আল্লাহ তাআলা ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন: রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার। তিনি বলেছেন: "আমাকে কোনো প্রকার ক্লান্তি স্পর্শ করেনি" অর্থাৎ এগুলো সৃষ্টি করতে গিয়ে আমি ক্লান্ত হইনি।

(ص: 214) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

في هذه المدة الوجيزة مع عظمها.

ففي هذا الحديث فوائد، منها: أن الإنسان ينبغي له إذا رأى عند أهله أحد أن يسأل: من هو؟ لأنه قد يكون هذا الداخل على الأهل ممن لا يرغب في دخوله، فإن من النساء من تأتي إلى أهل البيت تحدثهم بأحاديث ياثمون بها من الغيبة وغيرها.

وربما تدخل امرأة - بحسن نية أو غير حسن نية - تسال مثلاً عن البيت؛ عما يفعل الزوج، وعما يفعل الابن، عما يفعل أخوك، ثم إذا ذكرت ما يفعل قالت: هذا يسير، كيف ما يعطيكم إلا كذا؟ كيف ما يعطيكم إلا هذه الثياب؟ إلا هذا الطعام؟ وما أشبه ذلك، حتى تفسد المرأة على زوجها، فلذلك ينبغي للإنسان إذا وجد عند أهله أحد أن يسأل عنهم: من هؤلاء؟ كما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عائشة عن المرأة التي عندها.

وفيه أيضاً أنه ينبغي للإنسان أن لا يجهد نفسه بالطاعة وكثرة العمل، فإنه إذا فعل هذا مل، ثم ترك، وكونه يبقى على العمل ولو قليلاً مستمراً عليه أفضل، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لأصوم من النهار ولأقوم من الليل ما عشت، قال ذلك رغبة في الخير، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: (أنت الذي قلت ذلك؟) قال: نعم يا رسول الله، قال: (إنك لا تطيق ذلك) ثم أمره أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، فقال: إني لا أطيق أكثر من ذلك، فأمره أن يصوم يوماً ويفطر يومين، فقال: أطيق أكثر من ذلك، فقال: (صم يوماً وأفطر يوماً) قال: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: (لا أكثر من ذلك هذا صيام داود) .

এই স্বল্প সময়ের মধ্যে এর মহত্ত্ব থাকা সত্ত্বেও।

এই হাদিসে অনেক শিক্ষা রয়েছে, তার মধ্যে একটি হলো: কোনো ব্যক্তি যদি তার পরিবারের নিকট কাউকে দেখতে পায়, তবে তার জিজ্ঞাসা করা উচিত যে সে কে? কারণ, পরিবারের কাছে আসা এই ব্যক্তি এমন কেউ হতে পারে যার প্রবেশ পছন্দনীয় নয়। কেননা এমন কিছু নারী আছে যারা গৃহবাসীদের কাছে এসে গীবত বা পরনিন্দাসহ এমন সব কথাবার্তা বলে যার ফলে তারা গুনাহগার হয়। আবার কখনো কোনো নারী—সেটা ভালো বা মন্দ যে উদ্দেশ্যেই হোক—গৃহস্থালি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; যেমন স্বামী কী করে, সন্তান কী করে, কিংবা তোমার ভাই কী করে? অতঃপর যখন কোনো কাজের কথা উল্লেখ করা হয়, তখন সে বলে: 'এটি তো

অতি সামান্য! সে কেন তোমাদের শুধু এতটুকুই দেয়? কেন তোমাদের শুধু এই পোশাক বা এই খাবার দেয়?' অথবা এই জাতীয় কথা, যা শেষ পর্যন্ত স্ত্রীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তোলে। এই কারণেই কোনো ব্যক্তি যদি তার পরিবারের নিকট কাউকে দেখতে পায়, তবে তার জিজ্ঞাসা করা উচিত: এরা কারা? যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তাঁর কাছে থাকা নারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

এতে আরও শিক্ষা রয়েছে যে, কোনো মানুষের উচিত নয় ইবাদত ও অত্যধিক আমলের মাধ্যমে নিজেকে পরিশ্রান্ত করে ফেলা। কারণ সে যদি এমনটি করে তবে সে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে পড়বে এবং পরবর্তীতে আমল ছেড়ে দেবে। বরং কোনো আমল অল্প হলেও তাতে অবিচল থাকা অধিক উত্তম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সংবাদ পৌঁছাল যে, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন: 'আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন অবশ্যই দিনে রোজা রাখব এবং রাতে নামাজ পড়ব।' তিনি কল্যাণের আশায় এ কথা বলেছিলেন। যখন এ সংবাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছাল, তখন তিনি তাকে বললেন: 'তুমি কি সেই ব্যক্তি যে এ কথা বলেছ?' তিনি বললেন: 'হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল!' নবীজি বললেন: 'তুমি এর সামর্থ্য রাখবে না।' অতঃপর তিনি তাকে প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন: 'আমি এর চেয়ে বেশি সামর্থ্য রাখি।' তখন তিনি তাকে একদিন রোজা রাখা এবং দুই দিন বিরতি দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন: 'আমি এর চেয়েও বেশি সামর্থ্য রাখি।' নবীজি বললেন: 'তবে একদিন রোজা রাখো এবং একদিন বিরতি দাও।' তিনি বললেন: 'আমি এর চেয়েও বেশি সামর্থ্য রাখি।' নবীজি বললেন: 'এর চেয়ে বেশি শ্রেষ্ঠ রোজা নেই, এটি দাউদ আলাইহিস সালামের রোজা।'

وكبر عبد الله بن عمرو وصار يشق عليه أن يصوم يوماً ويترك يوماً، فقال: ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صار يصوم خمسة عشر يوماً سرداً، ويفطر خمسة عشر يوماً سرداً.

ففي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يعمل العبادة على وجه مقتصد، لا غلو ولا تفريط، حتى يتمكن من الاستمرار عليها، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل.

والله الموفق.

143 . وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له تقدم من ذنبه وما تأخر؟! قال أحدهم: أما أنا فاصلي الليل أبداً، وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟! أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني) متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বার্ষিক্যে উপনীত হলেন এবং একদিন অন্তর একদিন রোযা রাখা তাঁর জন্য কঠিন হয়ে পড়ল। তখন তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন: "হায়! আমি যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেওয়া ছাড় গ্রহণ করতাম!" পরবর্তীতে তিনি একটানা পনেরো দিন রোযা রাখতেন এবং একটানা পনেরো দিন রোযা ভঙ্গ করতেন। এতে এই প্রমাণ রয়েছে যে, মানুষের উচিত পরিমিতভাবে ইবাদত করা, যাতে কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি বা শিথিলতা না থাকে এবং সে তা স্থায়ীভাবে পালন করতে পারে। আল্লাহর নিকট

সর্বাধিক প্রিয় আমল হলো যা নিয়মিত সম্পাদিত হয়, যদিও তা অল্প হয়। আল্লাহই সুপথ প্রদর্শনকারী।

* * *

১৪৩. আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: তিন ব্যক্তির একটি দল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্নীগণের গৃহসমূহে আসলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইবাদত সম্পর্কে জানতে চাইলেন। যখন তাঁদেরকে অবহিত করা হলো, তখন তাঁরা যেন সেটিকে অপ্রচুর মনে করলেন এবং বললেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আমাদের তুলনা কোথায়? তাঁর তো পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে!" তাঁদের একজন বললেন: "আমি সারা রাত সর্বদা নামায আদায় করব।" অন্যজন বললেন: "আমি বিরতিহীনভাবে সারা বছর রোযা রাখব।" অপরজন বললেন: "আমি নারীবিমুখ থাকব এবং কখনো বিবাহ করব না।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের নিকট আসলেন এবং বললেন: "তোমরাই কি সেই লোক যারা এই এই কথা বলেছে? আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে অধিক মুত্তাকী; কিন্তু আমি রোযাও রাখি আবার রোযা ত্যাগও করি, নামাযও পড়ি আবার নিদ্রাও যাই এবং নারীদের বিবাহও করি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত হতে বিমুখ হবে, সে আমার আদর্শের অনুসারী নয়।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

(ص: 216) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها في باب الاقتصاد في العبادة: أن ثلاثة نفر جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون زوجاته عن عمله الذي يعمله في بيته، وذلك لأن عمل النبي صلى الله عليه وسلم إما ظاهر

يعرفه الناس كلهم؛ كالذي يفعله في المسجد أو في السوق أو في مجتمعاته مع أصحابه، فهذا ظاهر يعرفه غالب الصحابة الذين في المدينة، وإما أن يكون سرّاً لا يعرفه إلا من في بيته، أو من كانوا من خدمه مثل عبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك وغيرهما رضي الله عنهم.

فجاء هؤلاء النفر الثلاثة إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهم كيف كانت عبادته في السر، يعني في بيته، فأخبروا بذلك، فكانهم تقالوها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم ويفطر، وكان يقوم ويرقد، وكان يتزوج النساء عليه الصلاة والسلام ويستمتع بهن، فكانهم تقالوا هذا العمل، لأن معهم نشاطاً رضي الله عنهم على حب الخير، ولكن النشاط ليس مقياساً، المقياس ما جاء به الشرع.

فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم قلتم كذا وكذا، قالوا: نعم، لأن أحدهم قال: أصلي الليل أبداً ولا أرقد، والثاني قال: أصوم النهار أبداً ولا أفطر، والثالث قال: أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فأقروا على أنفسهم بأنهم قالوا ذلك. ولا شك أن هذا الذي قالوا خلاف الشرع، لأن هذا فيه إشفاقاً على النفس وإتباعاً لها؛ يبقى الإنسان لا يرقد أبداً كل الدهر يصلي! هذا لا شك

[ব্যখ্যা]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত ‘ইবাদতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন’ অধ্যায়ের বর্ণনায় যা উল্লেখ করেছেন সে প্রসঙ্গে বলেন: তিনজন ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘরসমূহে আসলেন তাঁর স্ত্রীদের নিকট ঘরের অভ্যন্তরে তাঁর সম্পাদিত আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য। এর কারণ হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমল হয় প্রকাশ্য যা সকল মানুষই জানে; যেমন তিনি মসজিদে, বাজারে অথবা তাঁর সাহাবীদের সাথে মজলিসসমূহে যা করতেন। এটি এমন প্রকাশ্য বিষয় যা মদিনায় অবস্থানকারী অধিকাংশ সাহাবীই জানতেন। আবার কিছু আমল অপ্রকাশ্য যা তাঁর ঘরের মানুষ অথবা তাঁর খাদেমদের মধ্যে যারা ছিলেন—যেমন আবদুল্লাহ

ইবনে মাসউদ, আনাস ইবনে মালিক এবং তাঁদের ব্যতীত অন্যরা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)—
তারা ছাড়া কেউ জানত না।

এই তিন ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীদের নিকট আসলেন এটি
জিজ্ঞাসা করতে যে, নিভৃতে অর্থাৎ তাঁর ঘরে তাঁর ইবাদত কেমন ছিল। যখন তাঁদেরকে এ
সম্পর্কে জানানো হলো, তখন মনে হলো তারা এটিকে অপ্রতুল বা সামান্য মনে করছেন।
কেননা নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) নফল রোজা রাখতেন আবার পালন থেকে
বিরতও থাকতেন, রাতে ইবাদতের জন্য দাঁড়াতেন আবার নিদ্রাও যেতেন, আর তিনি
(আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) নারীদের বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁদের সাথে দাম্পত্য
জীবন অতিবাহিত করতেন। ফলে মনে হলো তারা এই আমলকে অতি সামান্য মনে করছেন;
কারণ তাঁদের মধ্যে কল্যাণের প্রতি ভালোবাসা ও প্রবল উদ্দীপনা ছিল (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)।
কিন্তু উদ্দীপনা বা উৎসাহই কোনো মানদণ্ড নয়, বরং প্রকৃত মানদণ্ড হলো শরিয়ত যা নিয়ে
এসেছে।

অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসলেন এবং বললেন: "তোমরা কি এই এই
কথা বলেছ?" তারা বললেন: "হ্যাঁ"। কারণ তাঁদের একজন বলেছিলেন: "আমি সর্বদা সারা
রাত সালাত আদায় করব এবং কখনো ঘুমাব না"; দ্বিতীয়জন বলেছিলেন: "আমি সর্বদা দিনে
রোজা রাখব এবং কখনো রোজা বাদ দেব না"; আর তৃতীয়জন বলেছিলেন: "আমি নারী সংশ্রব
বর্জন করব এবং কখনো বিবাহ করব না।" অতঃপর তারা স্বীকার করলেন যে তারা এ
কথাগুলো বলেছেন।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা যা বলেছিলেন তা শরিয়ত পরিপন্থী; কারণ এতে নফসের
ওপর কঠোরতা আরোপ এবং তাকে ক্লান্ত করা নিহিত রয়েছে। একজন মানুষ কি কখনো নিদ্রা
না গিয়ে সারা জীবন কেবল সালাত আদায় করতে থাকবে! এতে কোনো সন্দেহ নেই যে...

أنه مشق على النفس ومتعب لها، وأنه داع إلى الملل، وبالتالي إلى كرهة العبادة، لأن الإنسان إذا مل الشيء كرهه.

كذلك الذي قال: أصوم أبداً؛ يبقى صيفاً وشتاءً صائماً! هذا لا شك أنه مشقة. والثالث قال: أعتزل النساء ولا أتزوج أبداً، هذا أيضاً يشق على الإنسان، لاسيما الشباب يشق عليه أن يدع النكاح. ثم إن التبتل وعدم النكاح منهي عنه، قال عثمان بن مظعون: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن التبتل، ولو إذن لنا لاختصينا.

فألهمهم أن هذه العبادة التي أرادها هؤلاء رضي الله عنهم كانت شاقة، وهي خلاف السنة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام سألهم واستقرهم: هل قالوا ذلك؟ قالوا: نعم، قال: (أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني) يعني من رغب عن طريقي واتخذ عبادة أشد، فإنه ليس مني.

ففي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يقتصد في العبادة، بل ينبغي له أن يقتصد في جميع أموره، لأنه إن قصر فاته خير كثير، وإن شدد فإنه سوف يكل ويعجز ويرجع، ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون في أعماله كلها

এটি নফসের জন্য কষ্টসাধ্য ও ক্লান্তিকর, এবং এটি বিরক্তির উদ্বেককারী, যা পরিশেষে ইবাদতের প্রতি অনীহা তৈরি করে; কেননা মানুষ কোনো বিষয়ে বিরক্ত হয়ে গেলে তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে।

অনুরূপভাবে সেই ব্যক্তিও যে বলেছিল: ‘আমি সর্বদা রোজা রাখব’; সে গ্রীষ্ম ও শীত সর্বদাই রোজা অবস্থায় থাকে! এটি যে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আর তৃতীয় ব্যক্তি বলেছিল: ‘আমি নারীসঙ্গ বর্জন করব এবং কখনো বিবাহ করব না’। এটিও মানুষের জন্য অত্যন্ত কঠিন, বিশেষত যুবকদের জন্য বিবাহ বর্জন করা দুঃসাধ্য। তদুপরি, বৈরাগ্য ও বিবাহবিমুখতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উসমান ইবনে মাজউন (রা.) বলেন: নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বৈরাগ্য অবলম্বন করতে নিষেধ করতেন, আর তিনি যদি আমাদের অনুমতি দিতেন তবে আমরা নিজেদের খোজা করে ফেলতাম।

মূল কথা হলো, তারা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) যে ধরনের ইবাদত করতে চেয়েছিলেন তা ছিল কষ্টসাধ্য এবং সুন্নাহর পরিপন্থী। তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জিজ্ঞেস করলেন এবং বিষয়টি নিশ্চিত করলেন: তারা কি সত্যিই তা বলেছে? তারা বললেন: হ্যাঁ। তিনি বললেন: ‘শোনো! আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করি এবং তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়া অবলম্বন করি; তা সত্ত্বেও আমি রোজা রাখি আবার রোজা ভঙ্গও করি, নামাজ পড়ি আবার নিদ্রাও যাই এবং নারীদের বিবাহ করি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ থেকে বিমুখ হবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।’ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার পথ পরিহার করে আরও কঠোর ইবাদতের পথ বেছে নেবে, সে আমার আদর্শের ওপর নেই। এতে এই দলিল পাওয়া যায় যে, মানুষের উচিত ইবাদতের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা; বরং তার উচিত জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরিমিতবোধ বজায় রাখা। কারণ সে যদি অবহেলা করে তবে অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে, আর যদি অতি কঠোরতা অবলম্বন করে তবে সে ক্লান্ত ও অক্ষম হয়ে পড়বে এবং আমল ছেড়ে দেবে। এজন্য মানুষের উচিত তার সকল কর্মে...

(ص: 218) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

مقتصداً.

ولهذا جاء في الحديث: (إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى) والمنبت الذي يشي ليلاً ونهاراً دائماً، هذا لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى، بل يتعب ظهرة، وبالتالي يعجز ويتعب ويحسر ويقعد.

فألاقتصاد في العبادة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لك أيها العبد أن تشق على نفسك، وأمش رويداً رويداً، كما سبق الحديث أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فعليك بالراحة، ولا تقتصر ولا تزد، فإن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من متبعي هديه الذين يمشون على طريقته وسنته.

* * *

144 . وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (هلك المتنطعون) قالها ثلاثاً. رواه مسلم.
المتنطعون: المتعقون المتشددون في غير مواضع التشديد.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (هلك المتنطعون. هلك المتنطعون. هلك المتنطعون) الهلاك: ضد البقاء، يعني أنهم تلفوا وخسروا.

পরিমিত।

আর একারণেই হাদিসে এসেছে: (নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি বাহনকে অতিরিক্ত ক্লান্ত করে ফেলে, সে না কোনো পথ অতিক্রম করতে পারে, আর না তার বাহনের পিঠকে অক্ষত রাখতে পারে)। আর 'মুনবাত্ত' হলো সেই ব্যক্তি যে বিরামহীনভাবে দিন-রাত পথ চলে; সে না কোনো পথ পাড়ি দিতে পারে, আর না তার বাহনকে রক্ষা করতে পারে। বরং সে তার বাহনের পিঠকে অবসন্ন করে ফেলে, ফলে সে নিজে অক্ষম ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং শেষপর্যন্ত অবসাদগ্রস্ত হয়ে বসে পড়ে।

সুতরাং ইবাদতের ক্ষেত্রে পরিমিতি বজায় রাখা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অতএব হে আল্লাহর বান্দা, তোমার নিজের ওপর কঠোরতা করা উচিত নয়। তুমি ধীরস্থিরভাবে অগ্রসর হও, যেমনটি ইতিপূর্বে হাদিসে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা পরিমাণে অল্প হয়। সুতরাং তুমি স্বস্তির সাথে আমল করো; এতে অবহেলা করো না এবং সীমিতরিত্তও করো না। কেননা সর্বোত্তম পথনির্দেশ হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথনির্দেশ। আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাকে ও আপনাদেরকে তাঁর সেই হেদায়েতের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা তাঁর তরীকা ও সুন্নাতের ওপর পরিচালিত হয়।

* * *

১৪৪ — ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (চরমপন্থীরা ধ্বংস হয়েছে)। তিনি কথাটি তিনবার বলেছেন। এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

মুতানাব্দিউন: যারা অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অতি গভীরে প্রবেশ করে এবং কঠোরতা অবলম্বন করে।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার — রহিমাল্লাহ তাআলা — আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন, তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (চরমপন্থীরা ধ্বংস হয়েছে। চরমপন্থীরা ধ্বংস হয়েছে। চরমপন্থীরা ধ্বংস হয়েছে)। 'হালাক' বা ধ্বংস হওয়া হলো টিকে থাকার বিপরীত; অর্থাৎ তারা ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

والمتنطعون: هم المتشددون في أمورهم الدينية والدنيوية، ولهذا جاء في الحديث: (لا تشددوا فيشدد الله عليكم) .

وانظر إلى قصة بني إسرائيل حين قتلوا قتيلاً فأدرؤوا فيه وتنازعوا حتى كادت الفتنة أن تثور بينهم، فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً) (البقرة: 67) ، يعني وتأخذوا جزءاً منها فتضربوا به القتيل، فيخبركم من الذي قتله، فقالوا له (قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا) يعني: تقول لنا اذبحوا بقرة واضربوا ببعضها القتيل ثم يخبركم عن قتله؟ ولو أنهم استسلموا وسلموا لأمر الله وذبحوا أي بقرة كانت لحصل مقصودهم، لكنهم تعنتوا فهلكوا، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي؟ ثم قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها؟ ثم قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي وما عملها؟ وبعد أن شدد عليهم ذبحوها وما كادوا يفعلون.

كذلك أيضاً من التشديد في العبادة، أن يشدد الإنسان على نفسه في الصلاة أو في الصوم أو في غير ذلك مما يسره الله عليه، فإنه إذا شدد على نفسه فيما يسره الله فهو هالك. ومن ذلك ما يفعله بعض المرضى ولا سيما في رمضان حي يكون الله قد أباح له الفطر وهو مريض ويحتاج إلى الأكل والشرب، ولكنه يشدد على نفسه فيبقى صائماً فهذا أيضاً نقول إنه ينطبق عليه الحديث: هلك المتنطعون.

মুতানাতিউন (চরমপন্থী) হলো তারা, যারা তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার বিষয়ে কঠোরতা অবলম্বন করে। এই কারণেই হাদিসে এসেছে: (তোমরা নিজেদের ওপর কঠোরতা করো না, নতুবা আল্লাহ তোমাদের ওপর কঠোরতা আরোপ করবেন)।

বনী ইসরাঈলের ঘটনার দিকে লক্ষ্য করুন; যখন তারা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল এবং তা নিয়ে একে অপরকে অভিযুক্ত করছিল ও বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল, এমনকি তাদের মধ্যে ফিতনা দানা বাঁধার উপক্রম হয়েছিল। তখন মূসা (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) তাদের বললেন: (নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের একটি গাভী জবাই করার নির্দেশ দিচ্ছেন) (আল-বাকারাহ: ৬৭)। অর্থাৎ, তোমরা তার একটি অংশ নিয়ে মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করবে, ফলে সে তোমাদের বলে দেবে কে তাকে হত্যা করেছে। তারা তাঁকে বলল (তারা বলল, আপনি কি আমাদের সাথে

উপহাস করছেন?) অর্থাৎ: আপনি আমাদের বলছেন যে, একটি গাভী জবাই করতে এবং তার একাংশ দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করতে, আর এরপর সে তার হত্যাকারীর কথা বলে দেবে? তারা যদি আল্লাহর নির্দেশের সামনে আত্মসমর্পণ করত এবং যেকোনো একটি গাভী জবাই করে ফেলত, তবেই তাদের উদ্দেশ্য সফল হতো। কিন্তু তারা হঠকারিতা করল, ফলে তারা ধ্বংস হলো। তারা বলল: 'আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন সেটি কেমন?' এরপর তারা বলল: 'আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমাদের জানিয়ে দেন সেটির রঙ কী?' পুনরায় তারা বলল: 'আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমাদের পরিষ্কার করে বলে দেন সেটি কেমন এবং তার কাজ কী?' অতঃপর তাদের ওপর যখন কঠোরতা আরোপ করা হলো, তখন তারা তা জবাই করল—অথচ তারা তা প্রায় করছিলই না।

তদ্রূপ ইবাদতের ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বনের একটি দিক হলো—নামাজ, রোজা কিংবা আল্লাহ যা সহজ করে দিয়েছেন এমন অন্যান্য বিষয়ে কোনো ব্যক্তির নিজের ওপর অনর্থক কড়াকড়ি করা। কেননা আল্লাহ যা সহজ করেছেন, সেই বিষয়ে যদি কেউ নিজের ওপর কঠোরতা আরোপ করে, তবে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এর একটি উদাহরণ হলো—কিছু অসুস্থ ব্যক্তির কর্মকাণ্ড, বিশেষ করে রমজান মাসে; যখন আল্লাহ তার জন্য রোজা ভঙ্গ করা বৈধ করেছেন এমতাবস্থায় যে সে অসুস্থ এবং তার পানাহারের প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু সে নিজের ওপর কঠোরতা করে রোজা পালন অব্যাহত রাখে। এমতাবস্থায় আমরা বলি যে, তার ওপরও এই হাদিসটি প্রযোজ্য হবে: (চরমপন্থীরা ধ্বংস হয়ে গেছে)।

(ص: 220) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

ومن ذلك ما يفعله بعض الطلبة المجتهدين في باب التوحيد؛ حيث تجدهم إذا مرت بهم الآيات والأحاديث في صفات الرب عز وجل جعلوا ينقبون عنها، ويسألون أسئلة ما كلفوا بها، ولا درج عليها سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من بعدهم، فتجد الواحد ينقب عن أشياء ليست من الأمور التي كلف بها تنطعاً وتشقاً.

فَنَحْنُ نَقُولُ لَهُؤَلَاءَ: إِنْ كَانَ يَسْعُكُمْ مَا وَسَّعَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَأَمْسِكُوا، وَإِنْ لَمْ يَسْعُكُمْ فَلَا وَسْعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وَثَقُّوا بِأَنْكُمْ سَتَقْعُونَ فِي شِدَّةٍ وَفِي حَرَجٍ وَفِي قَلَقٍ. مِثَالُ ذَلِكَ: يَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ أَصَابِعٌ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: (إِنْ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلِّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يَصْرِفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ) فَيَأْتِي هَذَا الْمَتْنُطَعُ فَيُبْحَثُ: هَذِهِ الْأَصَابِعُ كَمْ عِدْدُهَا؟ وَهَلْ لَهَا أَنْأَمَلُ؟ وَكَمْ أَنْأَمَلُهَا؟ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. كَذَلِكَ مِثْلًا: (يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَبْقَى الثَّلَاثُ الْآخِرُ) ، يَقُولُ: كَيْفَ يَنْزِلُ؟ كَيْفَ يَنْزِلُ فِي ثَلَاثِ اللَّيْلِ وَثَلَاثِ اللَّيْلِ يَدُورُ عَلَى الْأَرْضِ كُلِّهَا؟ مَعْنَى هَذَا أَنَّهُ نَازِلٌ دَائِمًا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ الْكَلَامَ الَّذِي لَا يُؤْجِرُونَ عَلَيْهِ، وَلَا يَحْمَدُونَ عَلَيْهِ، بَلْ هُمْ إِلَى الْإِثْمِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ

এর অন্তর্ভুক্ত হলো তাওহীদের অধ্যায়ে কিছু উৎসাহী শিক্ষার্থীর কার্যকলাপ; যেখানে দেখা যায় যে, যখনই তাদের সামনে মহান রবের গুণাবলী সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ অতিক্রান্ত হয়, তারা সেগুলোর চুলচেরা বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয় এবং এমন সব প্রশ্ন করতে থাকে যার দায়িত্ব তাদের দেওয়া হয়নি। উম্মতের পূর্বসূরী তথা সাহাবী, তাবিঈন এবং তাদের পরবর্তী হেদায়েতের ইমামগণও এমন পথে চলেননি। ফলে দেখা যায়, কোনো ব্যক্তি কৃত্রিম পাণ্ডিত্য ও অনর্থক কাঠিন্য প্রদর্শনের বশবর্তী হয়ে এমন সব বিষয়ে অনুসন্ধান চালাচ্ছে যা তার জন্য আবশ্যিকীয় বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়। আমরা তাদের উদ্দেশ্য করে বলি: সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) যে নীতিতে তুষ্ট ছিলেন, তা যদি আপনাদের জন্য পর্যাপ্ত হয় তবে আপনারা বিরত থাকুন। আর যদি তা আপনাদের জন্য পর্যাপ্ত না হয়, তবে আল্লাহ যেন আপনাদের জন্য কোনো প্রশস্ততা না রাখেন। এবং নিশ্চিত জানুন যে, আপনারা অতি শীঘ্রই কঠোরতা, সংকীর্ণতা ও অস্থিরতার মধ্যে নিপতিত হবেন।

এর উদাহরণ স্বরূপ: কিছু মানুষ বলে যে, মহান আল্লাহর আঙুল রয়েছে, যেমনটি সহীহ হাদীসে এসেছে: "নিশ্চয়ই বনী আদমের সমস্ত অন্তর দয়াময় আল্লাহর আঙুলসমূহের মধ্য থেকে দুটি আঙুলের মাঝে একটি হৃদপিণ্ডের ন্যায় অবস্থান করে, তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা পরিবর্তন করেন।" এরপর সেই অনর্থক কৌতূহলী ব্যক্তি এসে অনুসন্ধান শুরু করে: এই আঙুলগুলোর

সংখ্যা কত? সেগুলোর কি আঙুলের গিঁট বা অগ্রভাগ রয়েছে? থাকলে তার সংখ্যা কত? এবং এই জাতীয় আরও প্রশ্ন।

তদ্রূপ উদাহরণস্বরূপ: "আমাদের রব প্রতি রাতের শেষ এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন।" তখন সে প্রশ্ন করে: তিনি কীভাবে অবতরণ করেন? রাতের শেষ তৃতীয়াংশে তিনি কীভাবে অবতরণ করেন অথচ রাতের শেষ তৃতীয়াংশ তো পর্যায়ক্রমে পুরো পৃথিবীর ওপর আবর্তিত হতে থাকে? এর অর্থ কি এই যে তিনি সর্বদা অবতরণরত অবস্থায় থাকেন? এবং এই জাতীয় কথাবার্তা যার জন্য তারা কোনো সওয়াব পাবে না এবং প্রশংসিতও হবে না, বরং তারা এর মাধ্যমে পুণ্যের চেয়ে পাপের অধিক নিকটবর্তী।

(ম: 221) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

إلى السلامة وهم إلى الذم أقرب منهم إلى المدح.

هذه المسائل التي يكلف بها الإنسان، وهي من مسائل الغيب، ولم يسأل عنها من هو خير منه، وأحرص منه على معرفة الله بأسمائه وصفاته، يجب عليه أن يمسك عنها، وأن يقول: سبعا وأطعنا وصدقنا وآمنا، أما أن يبحث أشياء هي مسائل الغيب، فإن هذا لا شك أنه من التنطع.

ومن ذلك أيضاً ما يفعله بعض الطلبة من إدخال الاحتمالات العقلية في الدلائل اللفظية؛ فتجده يقول: يحتمل كذا ويحتمل كذا، حتى تضع فائدة النص، وحتى يبقى النص كله مرجوحاً لا يستفاد منه. هذا غلط. خذ بظاهر النصوص ودع عنك هذه الاحتمالات العقلية، فإننا لو سلطنا الاحتمالات العقلية على الأدلة اللفظية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما بقي لنا حديث واحد أو آية واحدة يستدل

بها الإنسان، ولأورد عليها كل شيء، وقد تكون هذه الأمور العقلية وهيبات وخيالات من الشيطان، يلقيها في قلب الإنسان حتى يزعزع عقيدته وإيمانه والعياذ بالله. ومن ذلك أيضاً ما يفعله بعض المتشدددين في الموضوع، حيث تجده مثلاً يتوضأ ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر، وهو في عافية من ذلك. يذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يتوضأ، فإذا وجهه الأرض التي تحته ليس فيها إلا نقط من الماء، من قلة ما يستعمل من الماء، وبعض الناس تجده يشدد في الماء فيشدد الله عليه، فإنه إذا استرسل مع هذه الوسوس ما كفاه أربع ولا خمس ولا ست ولا أكثر من

শান্তির পথে, অথচ তারা প্রশংসার চেয়ে নিন্দারই অধিক নিকটবর্তী।

মানুষের ওপর অর্পিত এই বিষয়গুলো গায়িব বা অদৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর চেয়ে উত্তম এবং আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সম্পর্কে জানার জন্য তাঁর চেয়ে অধিক আগ্রহী ব্যক্তিও (রাসূলুল্লাহ) এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করেননি। সুতরাং মানুষের ওপর কর্তব্য হলো এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করা এবং বলা: "আমরা শুনেছি, আনুগত্য করেছি, সত্য বলে বিশ্বাস করেছি এবং ঈমান এনেছি।" পক্ষান্তরে অদৃশ্যের বিষয়গুলো নিয়ে তদন্ত বা চুলচেরা বিশ্লেষণ করা নিঃসন্দেহে অনর্থক বাড়াবাড়ির অন্তর্ভুক্ত।

এর অন্তর্ভুক্ত আরও একটি বিষয় হলো, কিছু শিক্ষার্থীর ভাষাগত দলিলাদির মধ্যে যৌক্তিক সম্ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটানো; আপনি দেখবেন সে বলছে: "এর সম্ভাবনা এমন হতে পারে, আবার তেমনও হতে পারে", এমনকি একপর্যায়ে মূল পাঠ বা নসের উপকারিতাই নষ্ট হয়ে যায় এবং পুরো পাঠটিই এমনভাবে দোদুল্যমান হয়ে পড়ে যে তা থেকে আর কোনো সুফল পাওয়া যায় না। এটি ভুল। আপনি দলিলের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করুন এবং এই সকল যৌক্তিক সম্ভাবনা বর্জন করুন। কারণ, আমরা যদি আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহর ভাষাগত দলিলাদির ওপর এজাতীয় যৌক্তিক সম্ভাবনাগুলোকে প্রাধান্য দিই, তবে মানুষের জন্য দলিল হিসেবে পেশ করার মতো একটি আয়াত বা একটি হাদিসও অবশিষ্ট থাকবে না এবং সে সবকিছুর ওপরই আপত্তি উত্থাপন করবে। হতে পারে এই যৌক্তিক বিষয়গুলো শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো অমূলক ধারণা ও কল্পনাপ্রসূত বিষয়, যা সে মানুষের অন্তরে ঢেলে দেয় যাতে

তার আকিদা ও ঈমানকে নড়বড়ে করে দেওয়া যায়—আল্লাহর কাছে আমরা এ থেকে আশ্রয় চাই।

এর অন্তর্ভুক্ত আরও একটি বিষয় হলো অযুর ক্ষেত্রে কিছু মানুষের কঠোরতা প্রদর্শন; দেখা যায় যে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া সত্ত্বেও তিনবার, চারবার, পাঁচবার, সাতবার বা তারও বেশি বার অযু করেছে। বর্ণিত আছে যে, ইবনে আব্বাস যখন অযু করতেন, তখন তিনি এতোই অল্প পানি ব্যবহার করতেন যে তাঁর নিচের জমিনে পানির সামান্য ফোঁটা ছাড়া আর কিছুই দেখা যেত না। অথচ কিছু মানুষ পানির ব্যবহারে অহেতুক কড়াকড়ি করে, ফলে আল্লাহও তাদের ওপর কঠোরতা আরোপ করেন। কারণ, সে যদি এই কুমন্ত্রণার বশবর্তী হয়, তবে চারবার, পাঁচবার, ছয়বার বা তার অধিক পানিতেও তার তৃপ্তি হবে না...

(ص: 222) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

ذلك، فيسترسل مع الشيطان حتى يخرج عن طوره. حتى يقول: هل أحد عاقل يتصرف هذا التصرف.
أيضاً في الاغتسال من الجنابة، تجده يتعب تعباً عظيماً عند الاغتسال، في إدخال الماء في أذنيه، وفي إدخال الماء في منخريه، وكل هذا داخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (هلك المتنطعون. هلك المتنطعون. هلك المتنطعون). فكل من شدد على نفسه في أمر قد وسع الله له فيه فإنه يدخل في هذا الحديث. والله الموفق.

145. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الذين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا ابشروا، استعينوا بالغدوة والروحة وشيءٍ من الدلجة) رواه البخاري.

وفي رواية له: (سدّدوا وقاربوا اغدّوا وروحوا، وشيءٌ من الدلجة القصد القصد تبَلّغوا)

قوله: (الذين) هو مرفوع على ما لم يسم فاعله. وروي منصوباً، وروي: (لن يشاد الدين أحد) وقوله صلى الله عليه وسلم: (إلا غلبه) أي: غلبه الدين، وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. (والغدوة) سير أول النهار، (والروحة): آخر النهار. (والدلجة): آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل،

সেই কারণে, সে শয়তানের প্ররোচনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং এক পর্যায়ে নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে; এমনকি মানুষ বলতে বাধ্য হয়: কোনো বিবেকবান ব্যক্তি কি এমন আচরণ করতে পারে?

অনুরূপভাবে অপবিত্রতা থেকে গোসলের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, সে গোসলের সময় অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করে; যেমন কানে পানি প্রবেশ করানো বা নাকের ছিদ্রে পানি পৌঁছানোর ক্ষেত্রে চরম বাড়াবাড়ি করে। আর এসবই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত: (অত্যধিক কড়াকড়ি বা বাড়াবাড়িকারীরা ধ্বংস হয়েছে। বাড়াবাড়িকারীরা ধ্বংস হয়েছে। বাড়াবাড়িকারীরা ধ্বংস হয়েছে)। সুতরাং আল্লাহ যে বিষয়ে প্রশস্ততা দান করেছেন, সেই বিষয়ে যে ব্যক্তি নিজের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করে, সে এই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

* * *

১৪৫- আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (নিশ্চয়ই দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি দ্বীন নিয়ে কড়াকড়ি করবে, দ্বীন তার ওপর প্রবল হয়ে যাবে। সুতরাং তোমরা সঠিক পথে থাকো, মধ্যপন্থা অবলম্বন করো এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো। আর সকাল, সন্ধ্যা ও রাতের শেষাংশের ইবাদতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো)। এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।

তাঁর অন্য এক বর্ণনায় আছে: (তোমরা সঠিক পথে চলো, মধ্যপন্থা অবলম্বন করো, সকালে ও সন্ধ্যায় এবং রাতের শেষাংশে আল্লাহর ইবাদত করো। পরিমিতবোধ ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করো, তবেই তোমরা গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে)।

তাঁর উক্তি: (আদ-দ্বীন) শব্দটি এখানে 'নায়েবে ফায়েল' হিসেবে রফ' অবস্থায় রয়েছে। এটি মানসুব হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে: (কোনো ব্যক্তি দ্বীন নিয়ে কড়াকড়ি করবে না)। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: (বরং দ্বীনই তার ওপর জয়ী হবে) অর্থাৎ দ্বীন তার ওপর প্রবল হয়ে যাবে এবং সেই কড়াকড়িকারী ব্যক্তি দ্বীনের বহুবিধ পদ্ধতির মোকাবিলা করতে অপারগ হয়ে পড়বে। (আল-গাদওয়াহ) অর্থ দিনের শুরুর দিকের পথ চলা, (আর-রাওহাহ) অর্থ দিনের শেষ ভাগের পথ চলা এবং (আদ-দুলজাহ) অর্থ রাতের শেষ ভাগের পথ চলা। এটি একটি রূপক ও উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে।

(ص: 223) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

ومعناه: استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم، كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب. والله أعلم.

[الشَّرْحُ]

ساق المؤلف رحمه الله في باب القصد في العبادة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الدين يسر) يعني: الدين الذي بعث به الله محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يدين به العباد ربهم ويتعبدون له به يسر، كما قال عز وجل (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (البقرة: 185)، وقال تعالى

حين ذكره أمره بالوضوء والغسل من الجنابة والتيمم - عند العدم أو المرض - قال: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) (البائدة: 6) ، وقال تعالى: (وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج: 78) .

فالنصوص كلها تدل على أن هذا الدين يسر، وهو كذلك.

ولو تفكر الإنسان في العبادات اليومية لوجد الصلاة خمس صلوات ميسرة موزعة في أوقات، يتقدمها الطهر؛ طهر للبدن وطهر للقلب، فيتوضأ الإنسان عند كل صلاة، ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فيطهر بدنه أولاً ثم قلبه بالتوحيد ثانياً، ثم يصلي.

ولو تفكرت أيضاً في الزكاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام،

এর অর্থ হলো: তোমরা তোমাদের কর্মতৎপরতা ও হৃদয়ের প্রশান্তির সময়ে আমলের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্যে সাহায্য প্রার্থনা করো, যাতে তোমরা ইবাদতে স্বাদ পাও এবং ক্লান্তিবোধ না করো, আর তোমরা তোমাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে পারো। যেমন একজন দক্ষ ভ্রমণকারী এই উপযুক্ত সময়ে ভ্রমণ করে এবং অন্যান্য সময়ে সে নিজে ও তার বাহন বিশ্রাম নেয়, ফলে সে কোনো ক্লান্তি ছাড়াই গন্তব্যে পৌঁছে যায়। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) ইবাদতে পরিমিতিবোধ অধ্যায়ে আবু হুরায়রা (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হন) থেকে বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (আল্লাহর সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) বলেছেন: "নিশ্চয়ই দ্বীন সহজ"। অর্থাৎ: যে দ্বীন নিয়ে আল্লাহ মুহাম্মাদকে (আল্লাহর সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) পাঠিয়েছেন এবং যার মাধ্যমে বান্দারা তাদের রবের আনুগত্য করে ও ইবাদত করে, তা সহজ। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: "আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান এবং তোমাদের জন্য কঠিনতা চান না" (আল-বাকারাহ: ১৮৫)। আর আল্লাহ তাআলা ওয়ু, জানাবাত থেকে গোসল এবং পানির অভাব বা অসুস্থতার সময় তায়াম্মুমের নির্দেশ প্রদান প্রসঙ্গে বলেছেন: "আল্লাহ তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা

চাপিয়ে দিতে চান না" (আল-মায়িদাহ: ৬)। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি" (আল-হজ্জ: ৭৮)।

অতএব সকল বর্ণনা একথাই প্রমাণ করে যে, এই দ্বীন সহজ এবং এটি বাস্তবেও তদ্রূপ। মানুষ যদি তার প্রাত্যহিক ইবাদতগুলোর দিকে চিন্তা করে, তবে দেখবে যে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কত সহজভাবে বিভিন্ন সময়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। সালাতের পূর্বে রয়েছে পবিত্রতা অর্জন; যা দেহের পবিত্রতা এবং হৃদয়ের পবিত্রতা। মানুষ প্রতিটি সালাতের সময় ওয়ু করে এবং বলে: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসুল; হে আল্লাহ, আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এভাবে সে প্রথমে তার শরীর পবিত্র করে এবং দ্বিতীয়ত তাওহীদের মাধ্যমে তার হৃদয় পবিত্র করে, অতঃপর সালাত আদায় করে। আপনি যদি ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ যাকাতের ব্যাপারেও চিন্তা করেন, যা ইসলামের অন্যতম রকন,

(ص: 224) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

تجد أنها سهلة، فأولاً لا تجب إلا في الأموال النامية، أو ما في حكمها، ولا تجب في كل مال، بل في الأموال النامية التي تنمو وتزيد كالتجارة، أو ما في حكمها كالذهب والفضة وإن كان لا يزيد، أما ما يستعمله الإنسان في بيته، وفي مركوبه، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة)، جميع أواني البيت وفرش البيت والخدم الذين في البيت، والسيارات وغيرها مما يستعمله الإنسان لخاصة نفسه، فإنه ليس فيه زكاة، فهذا يسر. ثم الزكاة الواجبة يسيرة جداً، فهي ربع العشر، يعني واحد من أربعين، وهذا أيضاً يسير، ثم إذا أدت الزكاة فإنها لن تنقص مالك، كما قال النبي عليه الصلاة

والسلام: (ما نقصت صدقة من مال) ، بل تجعل فيه البركة وتنميّه وتزكيه وتطهره.

وانظر إلى الصوم أيضاً، ليس كل السنة ولا نصف السنة ولا ربع السنة، بل شهر واحد من اثني عشر شهراً، ومع ذلك فهو ميسر، إذا مرضت فأفطر، وإذا سافرت فأفطر، وإذا كنت لا تستطيع الصوم في كل دهرك فأطعم عن كل يوم مسكيناً.

أنظر إلى الحج أيضاً ميسر، قال تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ

আপনি দেখতে পাবেন যে এটি অত্যন্ত সহজ; প্রথমত, যাকাত কেবল ক্রমবর্ধমান সম্পদে বা তদ্রূপ বিবেচিত সম্পদের ওপর ওয়াজিব হয়। এটি প্রতিটি সম্পদের ওপর ওয়াজিব নয়, বরং এমন ক্রমবর্ধমান সম্পদের ওপর ওয়াজিব যা বৃদ্ধি পায়, যেমন ব্যবসা; অথবা স্বর্ণ ও রৌপ্যের মতো সম্পদ যা বাস্তবে বৃদ্ধি না পেলেও ক্রমবর্ধমান হিসেবে গণ্য। আর মানুষ তার ঘরে এবং যাতায়াতের বাহন হিসেবে যা ব্যবহার করে, সে প্রসঙ্গে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "মুমিনের ওপর তার দাস এবং তার ঘোড়ার সদকা (যাকাত) নেই।" ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র, বিছানাপত্র, গৃহকর্মী, গাড়ি এবং এ জাতীয় যা কিছু মানুষ নিজস্ব প্রয়োজনে ব্যবহার করে, তাতে কোনো যাকাত নেই। আর এটিই হলো সহজসাধ্যতা। অতঃপর, ওয়াজিব যাকাতের পরিমাণ খুবই সামান্য; তা হলো দশভাগের একভাগের চতুর্থাংশ, অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। এটিও অত্যন্ত সহজ। তদুপরি, আপনি যখন যাকাত আদায় করবেন, তখন তা আপনার সম্পদকে হ্রাস করবে না; যেমনটি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "সদকা সম্পদে কোনো ঘাটতি সৃষ্টি করে না।" বরং এটি সম্পদে বরকত দান করে, একে বৃদ্ধি করে, পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে। রোজার দিকেও লক্ষ্য করুন, এটি সারা বছর নয়, অর্ধেক বছর নয়, এমনকি এক-চতুর্থাংশ বছরও নয়; বরং বারো মাসের মধ্যে মাত্র একটি মাস। তা সত্ত্বেও এটি সহজসাধ্য করা হয়েছে; আপনি যদি অসুস্থ হন তবে রোজা ভঙ্গ করুন, আর যদি সফরে থাকেন তবে রোজা ভঙ্গ করুন। আর যদি আপনি আপনার সারা জীবনেই রোজা রাখতে সক্ষম না হন, তবে প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকিনকে অন্নদান করুন।

হজের দিকেও লক্ষ্য করুন, এটিও সহজসাধ্য। মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ওই গৃহের হজ করা তার ওপর অবশ্যকর্তব্য..."

(ص: 225) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (آل عمران: 97) ومن لم يستطع: إن كان غنياً بماله أناب من يحج عنه، وإن كان غير غني بماله ولا بدنه سقط عنه الحج. فالحاصل أن الدين يسر، يسر في أصل التشريع، ويسر فيما إذا طرأ ما يوجب الحاجة إلى التيسير، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين: (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب) فالدين يسر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ولن يشاد الدين أحداً إلا غلبه) يعني: لن يطلب أحد التشدد في الدين إلا غلب وهزم، وكل ومل وتعب، ثم استحسر فترك، هذا معنى قوله: (لن يشاد الدين أحداً إلا غلبه) يعني أنك إذا شددت الدين وطلبت الشدة، فسوف يغلبك الدين، وسوف تهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: (هلك المتنطعون) .

ثم قال عليه الصلاة والسلام: (فسددوا وقاربوا ابشروا) ، سدد أي افعل الشيء على وجه السداد والإصابة، فإن لم يتيسر فقارب، ولهذا قال: (وقاربوا) ، والواو هنا بمعنى (أو) ، يعني سددوا إن أمكن، وإن لم يمكن فالبقاربة. (وابشروا) يعني ابشروا أنكم إذا سددتم أصبتم، أو قاربتم، فابشروا بالثواب الجزيل والخير

والمعونة من الله عز وجل، وهذا يستعمله النبي عليه الصلاة والسلام كثيراً يبشر أصحابه بما يسرهم،

...যে সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে) (আল ইমরান: ৯৭)। আর যে সামর্থ্য রাখে না: যদি সে ধন-সম্পদের দিক থেকে সচ্ছল হয় তবে সে তার পক্ষ থেকে হজ করার জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করবে, আর যদি সে শারীরিক বা আর্থিক কোনো দিক থেকেই সক্ষম না হয় তবে তার ওপর থেকে হজের আবশ্যকতা রহিত হয়ে যাবে।

সারকথা হলো, দ্বীন সহজ; দ্বীন তার মূল বিধানেও সহজ এবং যখন এমন কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয় যা সহজীকরণের দাবি রাখে তখনও তা সহজ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.)-কে বলেছিলেন: (দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করো, যদি না পারো তবে বসে, আর যদি তাও না পারো তবে কাত হয়ে শুয়ে)। সুতরাং দ্বীন হলো সহজ। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: (দ্বীন নিয়ে যে-ই কঠোরতা করতে যাবে, দ্বীন তার ওপর বিজয়ী হবে)। অর্থাৎ: কেউ যদি দ্বীনের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করতে চায়, তবে সে অবশ্যই পরাভূত ও পরাজিত হবে এবং পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়বে; অতঃপর সে অপারগ হয়ে আমল ছেড়ে দেবে। এটিই তাঁর বাণীর মর্ম যে: (দ্বীন নিয়ে যে-ই কঠোরতা করতে যাবে, দ্বীন তার ওপর বিজয়ী হবে)। অর্থাৎ আপনি যদি দ্বীনকে কঠিন করেন এবং কঠোরতা অন্বেষণ করেন, তবে দ্বীন আপনার ওপর বিজয়ী হবে এবং আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন, যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পূর্ববর্তী হাদিসে বলেছেন: (কঠোরতা অবলম্বনকারীরা ধ্বংস হয়েছে)।

অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: (সঠিক পথে অবিচল থাকো, মধ্যপন্থা অবলম্বন করো এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো)। 'সঠিক পথে চলা' (তাসদীদ) অর্থ হলো কোনো কাজ সঠিক ও নির্ভুলভাবে সম্পাদন করা। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে তার নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করা; এই উদ্দেশ্যেই তিনি বলেছেন: (মধ্যপন্থা অবলম্বন করো)। এখানে 'এবং' অব্যয়টি 'অথবা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সম্ভব হলে কাজটি পরিপূর্ণ নির্ভুলভাবে করো, আর তা সম্ভব না হলে তার কাছাকাছি পৌঁছানোর চেষ্টা করো। (সুসংবাদ গ্রহণ করো) অর্থাৎ আপনারা সুসংবাদ গ্রহণ করুন যে, আপনারা যদি সঠিক পথে চলেন অথবা তার নিকটবর্তী থাকেন, তবে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মহাপুরস্কার, কল্যাণ ও সাহায্যের সুসংবাদ আপনাদের

জন্য রয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবীদেরকে আনন্দদায়ক বিষয়ের মাধ্যমে প্রায়শই এভাবে সুসংবাদ প্রদান করতেন।

(ص: 226) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على إدخال السرور على إخوانه ما استطاع،
بالبشارة والبشاشة وغير ذلك.

ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث أصحابه بأن الله تعالى يقول يوم
القيامة: (يا آدم فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار،
قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين) فاشتد ذلك على
الصحابة وقالوا: يا رسول الله، آينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن من يأجوج
ومأجوج ألفاً، ومنك رجل. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا ربع
أهل الجنة، فكبرنا، فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبرنا، فقال: أرجو أن
تكونوا نصف أهل الجنة، فكبرنا، فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في
جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود).

وهكذا ينبغي للإنسان أن يستعمل البشري لإخوانه ما استطاع. ولكن أحياناً يكون
الإنذار خيراً لأخيه المسلم، فقد يكون أخوك المسلم في جانب تفريط في واجب، أو
انتهاك لمحرّم، فيكون من المصلحة أن تنذره وتخوفه. فالإنسان ينبغي له أن
يستعمل الحكمة، ولكن يغلب جانب البشري، فلو جاءك رجل مثلاً وقال: إنه أسرف
على نفسه، وفعل معاصي كبيرة، وسأل هل له من توبة؟ فينبغي لك أن تقول: نعم
أبشر، إذا ثبت تاب

এজন্য মানুষের উচিত যথাসম্ভব সুসংবাদ প্রদান, হাস্যোজ্জ্বলতা এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয়ের মাধ্যমে নিজের ভাইদের মনে আনন্দ সঞ্চার করার বিষয়ে যত্নশীল হওয়া।

এর একটি উদাহরণ হলো, নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) যখন তাঁর সাহাবীদের কাছে বর্ণনা করলেন যে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন বলবেন: (হে আদম! তখন তিনি উত্তর দেবেন: আমি আপনার দরবারে উপস্থিত এবং আপনার আদেশের অনুগত, আর সমস্ত কল্যাণ আপনার হাতে। তখন আল্লাহ বলবেন: জাহান্নামের দল বের করো। তিনি জিজ্ঞেস করবেন: জাহান্নামের দল কী? আল্লাহ বলবেন: প্রতি এক হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন)। বিষয়টি সাহাবীদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ালো এবং তাঁরা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে সেই একজন কে? তিনি বললেন: (তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, কেননা ইয়াজুজ ও মাজুজ থেকে এক হাজার জন আর তোমাদের মধ্য থেকে হবে একজন)। অতঃপর তিনি বললেন: (সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আমি আশা করি তোমরা জান্নাতবাসীদের এক-চতুর্থাংশ হবে), তখন আমরা তাকবীর ধ্বনি দিলাম। তিনি বললেন: (আমি আশা করি তোমরা জান্নাতবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে), তখন আমরা তাকবীর ধ্বনি দিলাম। তিনি বললেন: (আমি আশা করি তোমরা জান্নাতবাসীদের অর্ধেক হবে), তখন আমরা তাকবীর ধ্বনি দিলাম। এরপর তিনি বললেন: (মানুষের মাঝে তোমরা তো কেবল একটি সাদা ষাঁড়ের চামড়ায় একটি কালো লোমের মতো, অথবা একটি কালো ষাঁড়ের চামড়ায় একটি সাদা লোমের মতো)।

এভাবেই মানুষের উচিত যথাসম্ভব তার ভাইদের জন্য সুসংবাদ ও আশার বাণী ব্যবহার করা। তবে কখনও কখনও সতর্কীকরণ তার মুসলিম ভাইয়ের জন্য অধিকতর কল্যাণকর হতে পারে; হয়তো আপনার মুসলিম ভাই কোনো ওয়াজিব বা আবশ্যিকীয় কর্তব্য পালনে অবহেলা করছে অথবা কোনো নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়েছে, এমতাবস্থায় তাকে সতর্ক করা ও আল্লাহকে ভয় দেখানোই হবে যুক্তিযুক্ত। তাই মানুষের উচিত প্রজ্ঞা বা হিকমত অবলম্বন করা, তবে সুসংবাদের দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া শ্রেয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ব্যক্তি আপনার কাছে এসে বলে যে, সে নিজের ওপর সীমালঙ্ঘন করেছে এবং কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়েছে, আর সে জানতে চায় তার জন্য কি তাওবার সুযোগ আছে? তখন আপনার বলা উচিত: হ্যাঁ, সুসংবাদ গ্রহণ করো, তুমি যদি তাওবা করো তবে আল্লাহ তোমার তাওবা কবুল করবেন।

الله عليك، فتدخل عليه السرور، وتدخل عليه الأمل حتى لا ييأس من رحمة الله عز وجل.

الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (سدّدوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا) يعني معناه: استعينوا في أطراف النهار؛ وأوله وآخره، وشيء من الليل (والقصد القصد تبلغوا) هذا يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يضرب مثلاً للسفر المعنوي بالسفر الحسي، فإن الإنسان المسافر حساً يبتغي له أن يكون سيرة في أول النهار وفي آخر النهار وفي شيء من الليل، لأن ذلك هو الوقت المريح للراحلة والمسافر، ويحتمل أنه أراد بذلك أن أول النهار وآخره محل التسبيح، كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا) (الأحزاب: 41، 42)، وكذلك الليل محل للقيام.

وعلى كل حال فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن لا نجعل أوقاتنا كلها دأباً في العبادة، لأن ذلك يؤدي إلى الملل والاستحسار والتعب والتركة في النهاية. أعانني الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.

146 - وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال: (ما هذا الحبل؟) قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد) متفق عليه.

[الشُّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله فيما نقله أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يعني المسجد النبوي - فإذا حبل ممدود بين ساريتين، أي بين عمودين، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل لزينب تربطه، فإذا تعبت من الصلاة تعلقت به من أجل أن تنشط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (حلوه) يعني أخروه وأزيلوه. ثم قال: (ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر

আপনার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, ফলে আপনি তাঁর মনে আনন্দ প্রবিষ্ট করান এবং তাঁর মাঝে আশার সঞ্চার করেন, যাতে তিনি মহান প্রতাপশালী আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হন।

সারকথা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা সঠিক পথে অটল থাকো, তার নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করো, সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং সকাল, বিকাল ও রাতের শেষাংশের কিছু ইবাদতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। আর মধ্যপন্থা অবলম্বন করো, মধ্যপন্থা অবলম্বন করো; তবেই তোমরা গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে।" অর্থাৎ এর অর্থ হলো: দিনের দুই প্রান্তে; এর শুরুতে ও শেষে এবং রাতের কিছু অংশে সাহায্য প্রার্থনা করো। (আর মধ্যপন্থা অবলম্বন করো, তবেই গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে) এর তাৎপর্য হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আধ্যাত্মিক সফরকে বাহ্যিক সফরের সাথে তুলনা করতে চেয়েছেন। কেননা, কোনো ব্যক্তি যখন বাহ্যিকভাবে সফর করে, তখন তার জন্য উচিত হলো দিনের শুরুতে, দিনের শেষে এবং রাতের কিছু অংশে পথ চলা; কারণ সেটিই হলো সওয়ারি এবং মুসাফিরের জন্য আরামদায়ক সময়। আবার এমনও হতে পারে যে, তিনি এর দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন দিনের শুরু এবং শেষ ভাগ হলো তাসবীহ পাঠের সময়, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।" (আল-আহযাব: ৪১, ৪২)। অনুরূপভাবে, রাত হলো কিয়াম বা ইবাদতে দণ্ডায়মান হওয়ার সময়।

যাই হোক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরা আমাদের পুরো সময়কে ইবাদতের কঠোর পরিশ্রমে ব্যয় না করি। কারণ এটি শেষ পর্যন্ত একঘেয়েমি, অবসাদ, ক্লান্তি এবং ইবাদত পরিত্যাগের দিকে ধাবিত করে। আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদেরকে তাঁর যিকির, শোকর এবং উত্তম ইবাদত পালনে সহায়তা দান করুন।

* * *

১৪৬. আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন যে, দুই খুঁটির মাঝখানে একটি রশি লটকানো রয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "এই রশিটি কিসের?" সাহাবীগণ বললেন: "এটি যায়নাবের রশি; তিনি যখন (সালাতে দাঁড়িয়ে) ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তখন এটি ধরে থাকেন।" তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "এটি খুলে ফেলো। তোমাদের প্রত্যেকের উচিত প্রাণবন্ত থাকা অবস্থায় সালাত আদায় করা; আর যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন সে যেন ঘুমিয়ে নেয়।" (বুখারী ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক রহিমাল্লাহ আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন, তাতে এসেছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে অর্থাৎ মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলেন। তিনি দেখলেন যে দুটি খুঁটির মাঝে একটি রশি টানা হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "এটি কী?" তাঁরা বললেন: "এটি যায়নাবের রশি, যা তিনি বেঁধে রেখেছেন; যখন তিনি সালাত আদায় করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তখন সজীবতা বজায় রাখার জন্য এটি ধরে থাকেন।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "এটি খুলে ফেলো।" অর্থাৎ এটি সরিয়ে দাও এবং দূর করো। এরপর তিনি বললেন: "তোমাদের প্রত্যেকে যেন তার প্রাণচাঞ্চল্য থাকা অবস্থায় সালাত আদায় করে; আর যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়বে..."

ফলিরقد) .

ففي هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعمق وأن يتنطع في العبادة، أن يكلف نفسه ما لا تطيق، بل يصلي ما دام نشيطاً، فإذا تعب فليرقد ولينم، لأنه إذا صلى مع التعب تشوش فكرة وسئم ومل وربما كره العبادة، وربما ذهب ليدعو لنفسه فإذا به يدعو عليها، فلو سجد وأصابه النعاس ربما أراد أن يقول: رب اغفر لي، قال: رب لا تغفر لي، لأنه نائم، فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحل هذا الحبل، وأمرنا أن يصلي الإنسان نشاطه، فإذا تعب فليرقد. وهذا وإن ورد في الصلاة فإنه يشمل جميع الأعمال، فلا تكلف نفسك ما لا تطيق، بل عامل نفسك بالرفق واللين، ولا تتعجل الأمور، الأمور ربما تتأخر لحكمة يريدّها الله عز وجل، لا تقل أنا أريد أن أتعب

। (সে যেন নিদ্রা যায়)।

এতে এই দলীল বিদ্যমান যে, মানুষের জন্য ইবাদতের ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় গভীরতা অবলম্বন করা এবং বাড়াবাড়ি করা সমীচীন নয়। নিজের ওপর এমন কষ্ট চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয় যা সহ্য করার সক্ষমতা তার নেই; বরং যতক্ষণ সে উদ্যমী ও প্রফুল্ল থাকে ততক্ষণ সালাত আদায় করবে। অতঃপর যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন সে যেন বিশ্রাম নেয় এবং ঘুমিয়ে পড়ে। কেননা ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় সালাত আদায় করলে মানুষের চিন্তা-চেতনা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং সে অবসাদ ও বিরক্তির শিকার হয়; এমনকি এর ফলে ইবাদতের প্রতি তার মনে অনীহা জন্মানোরও সম্ভাবনা থাকে। তদুপরি, এমনও হতে পারে যে সে নিজের জন্য দুআ করতে চাইল কিন্তু অসতর্কতাবশত নিজের বিরুদ্ধেই অকল্যাণের প্রার্থনা করে বসল। যেমন সিজদায় থাকা অবস্থায় যদি সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তবে হয়ত সে বলতে চাইল: ‘হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন’, কিন্তু ঘুমের ঘোরে বলে ফেলল: ‘হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করবেন না’। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই দড়িটি খুলে ফেলার নির্দেশ

দিয়েছিলেন এবং তিনি আমাদের এই আদেশ দিয়েছেন যে, মানুষ যেন তার স্বতস্ফূর্ততার সময় সালাত আদায় করে, আর ক্লান্ত হলে যেন শুয়ে পড়ে।

এই নির্দেশনাটি যদিও সালাতের প্রেক্ষাপটে বর্ণিত হয়েছে, তবে তা সকল নেক আমলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অতএব, আপনি নিজের ওপর এমন ভার চাপিয়ে দেবেন না যা বহনের শক্তি আপনার নেই; বরং নিজের সাথে নম্রতা ও কোমলতার আচরণ করুন। কোনো বিষয়ে তাড়াহুড়া করবেন না; কারণ বিষয়গুলো হয়ত মহান আল্লাহর কোনো বিশেষ হিকমতের কারণে বিলম্বিত হতে পারে। এমনটি বলবেন না যে, ‘আমি নিজেকে ক্লান্ত বা কষ্টসাধ্য অবস্থায় ফেলতে চাই’।

(ম: 229) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

نَفْسِي، بَلْ أَنْتَظِرُ وَأَعْطِ نَفْسَكَ حَقَّهَا، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَحْصُلُ لَكَ الْمَقْصُودُ.
وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضاً مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الطُّلَبَةِ، حَيْثُ تَجِدُهُ مِثْلًا يَطَّالِعُ فِي دُرُوسِهِ وَهُوَ نَعْسَانٌ،
فَيَتَعَبُ نَفْسَهُ وَلَا يَحْصُلُ شَيْئاً، لِأَنَّ الَّذِي يَرِاجِعُ وَهُوَ نَعْسَانٌ لَا يَسْتَفِيدُ، وَإِنْ ظَنَّ
أَنَّهُ يَسْتَفِيدُ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَفِيدُ شَيْئاً أَبَداً؛ وَلِهَذَا يَنْبَغِي عَلَى الْإِنْسَانِ إِذَا أَصَابَهُ النَّعَاسُ
وَهُوَ يَرِاجِعُ كِتَباً - سِوَاءَ كِتَابٍ مِنْهَجِيَّةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ - يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَغْلُقَ الْكِتَابَ، وَأَنْ
يَنَامَ وَيَسْتَرِيحَ.

وهذا يعم جميع الأوقات، حتى لو فرض أن الإنسان أصابه النعاس بعد صلاة العصر
وأراد أن يرقد ويستريح فلا حرج، أو بعد صلاة الفجر وأراد أن يرقد ويستريح فلا
حرج، كلما أتاك النوم فنام، وكلما صرت نشيطاً فاعمل (فَإِذَا فَرَّغْتَ فَأَنْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ
فَارْغَبْ) (الشرح: 7، 8، كل الأمور اجعلها بالتيسير، إلا ما فرض الله عليك فلا بد

أَنْ يَكُونَ فِي الْوَقْتِ الْمَحْدَدِ لَهُ، وَأَمَّا الْأُمُورُ التَّطَوُّعِيَّةُ فَالْأَمْرُ فِيهَا وَاسِعٌ، لَا تَتَعَبُ
نَفْسُكَ فِي شَيْءٍ. نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَعْينِي وَإِيَّاكُمْ عَلَى ذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ وَحَسَنِ عِبَادَتِهِ.

147. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا نعس
أحدكم وهو يصلي، فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلي وهو ناعس
لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه) متفق عليه.

আমার সত্তার ওপর, বরং অপেক্ষা করুন এবং আপনার নফসকে তার প্রাপ্য অধিকার দিন,
অতঃপর আপনার উদ্দেশ্য হাসিল হবে।

অনুরূপ একটি বিষয় হলো যা কিছু শিক্ষার্থী করে থাকে; দেখা যায় যে সে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়
পাঠদান বা অধ্যয়ন করছে, ফলে সে নিজেকে ক্লান্ত করে কিন্তু কিছুই লাভ করতে পারে না।
কারণ যে ব্যক্তি তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় পাঠ্য বিষয় পুনরাবৃত্তি করে সে উপকৃত হয় না; যদিও সে
মনে করে যে সে উপকৃত হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে সে মোটেও উপকৃত হয় না। এজন্য মানুষের উচিত
যখন সে কিতাব অধ্যয়নকালে—তা পাঠ্যবই হোক বা অন্য কিছু—তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়, তখন কিতাব
বন্ধ করে দেওয়া এবং ঘুমিয়ে বিশ্রাম নেওয়া।

এটি সর্বসময়ের জন্য প্রযোজ্য। এমনকি যদি ধরে নেওয়া হয় যে, আসরের সালাতের পর
কোনো ব্যক্তি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং সে শুয়ে বিশ্রাম নিতে চায়, তবে তাতে কোনো বাধা
নেই। অথবা ফজরের সালাতের পর যদি সে শুয়ে বিশ্রাম নিতে চায়, তবে তাতেও কোনো দোষ
নেই। যখনই আপনার ঘুম আসবে তখনই ঘুমিয়ে নিন, আর যখনই আপনি সতেজ হবেন
তখনই কাজ করুন (অতএব যখনই আপনি অবসর পান, তখনই কঠোর শ্রমে আত্মনিয়োগ
করুন। আর আপনার রবের প্রতিই অনুরাগী হোন। [সূরা আশ-শারহ: ৭, ৮])। সকল বিষয়কে
সহজভাবে গ্রহণ করুন, তবে আল্লাহ আপনার ওপর যা ফরজ করেছেন তা অবশ্যই নির্দিষ্ট
সময়ে সম্পন্ন করতে হবে। আর ঐচ্ছিক বা নফল বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে প্রশস্ততা রয়েছে, কোনো
কিছুতে নিজেকে ক্লান্ত করবেন না। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাকে ও
আপনাদেরকে তাঁর জিকির, শোকর এবং সুন্দর ইবাদত পালনে সহায়তা করেন।

* * *

১৪৭—আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: (তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সালাত আদায়ের সময় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তবে সে যেন শুয়ে পড়ে যতক্ষণ না তার ঘুম দূর হয়। কেননা তোমাদের কেউ যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সালাত আদায় করে, সে জানে না যে হয়তো সে ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে নিজেকে গালি দিয়ে বসবে)। মুত্তাফাকুন আলাইহি।

(ম: 230) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا نعس أحدكم وهو يصلي، فليرقد حتى يذهب عنه النوم) النعاس هو فترة في الحواس يكون نتيجة غلبة النوم، فلا يستطيع الإنسان معه أن يتحكم في حواسه، ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من غلب عليه النعاس وهو يصلي أن ينصرف من صلاته، ولا يصلي وهو ناعس، ثم علل ذلك بقول: فإن أحدهم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسيب نفسه بدل أن يقول: اللهم اغفر لي ذنبي أو ما أذنبت، يذهب يسب نفسه بهذا الذنب الذي أراد أن يستغفر الله منه، وكذلك ربما أراد أن يسأل الله الجنة فيسأله النار، وربما أراد أن يسأل الهداية فيسأل ربه الضلالة وهكذا، لهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقد.

ومن حكم ذلك أن الإنسان لنفسه عليه حق، فإذا أجبر نفسه على فعل العبادة مع المشقة فإنه يكون قد ظلم نفسه، فأنت يا أخي لا تفرط فتقصر، ولا تفرط فتزيد.

ويؤخذ من هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يحمل نفسه ويشق عليها في
العبادة، وإنما يأخذ ما يطيق. والله الموفق.

* * *

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) আয়েশা (রাঃ) আল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাতে এসেছে যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায়কালে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়, তখন সে যেন ঘুমিয়ে নেয় যতক্ষণ না তার তন্দ্রাভাব দূর হয়।" তন্দ্রা হলো ইন্দ্রিয়সমূহের এমন এক শিথিল অবস্থা যা ঘুমের আধিক্যের কারণে সৃষ্টি হয়, যার ফলে মানুষ তার ইন্দ্রিয়গুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না। এই কারণে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালাতরত অবস্থায় কারো ওপর তন্দ্রা প্রবল হলে তাকে সালাত ছেড়ে দেওয়ার এবং তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সালাত আদায় না করার নির্দেশনা দিয়েছেন। এরপর তিনি এর কারণ বর্ণনা করে বলেছেন: কেননা তোমাদের কেউ যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সালাত আদায় করে, সে জানে না যে হয়তো সে ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে নিজেকে গালি দিয়ে বসবে। অর্থাৎ সে 'হে আল্লাহ! আমার গুনাহ ক্ষমা করুন' বলার পরিবর্তে সেই গুনাহর কারণেই নিজেকে গালি দিয়ে বসবে যে গুনাহ থেকে সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে চেয়েছিল। তেমনিভাবে সম্ভবত সে আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করতে গিয়ে জাহান্নাম প্রার্থনা করে বসবে, কিংবা হিদায়াত চাইতে গিয়ে নিজের রবের কাছে পথভ্রষ্টতা চেয়ে বসবে। এ কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে শুয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

এর অন্যতম রহস্য হলো, মানুষের ওপর তার নিজের হক বা অধিকার রয়েছে। সুতরাং সে যদি কষ্টের সাথে নিজেকে ইবাদত করতে বাধ্য করে, তবে সে নিজের ওপর জুলুম করল। অতএব হে আমার ভাই! আপনি শিথিলতা প্রদর্শন করে দায়িত্বে অবহেলা করবেন না, আবার বাড়াবাড়ি করে সীমানাও লঙ্ঘন করবেন না।

এই হাদিস থেকে এটি শিক্ষণীয় যে, মানুষের জন্য ইবাদতের ক্ষেত্রে নিজের ওপর অতিরিক্ত কষ্ট বা বোঝা চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়; বরং সামর্থ্য অনুযায়ী আমল করা উচিত। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

148 . وعن أبي عبد الله جابر بن سبرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصداً، وخطبته قصداً رواه مسلم. قوله: (قصداً) أي بين الطول والقصر.

[الشَّرْحُ]

حديث جابر بن سبرة رضي الله عنهما، قال إنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه يريد الجمعة، فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً، والقصد معناه التوسط، الذي ليس فيه تخفيف مخل ولا تثقيل ممل، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه) أي علامة على فقهه ودليل عليه، ويؤخذ من هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يجمل نفسه ويشق عليها في العبادة، وإنما يأخذ ما يطيق. والله البوق.

* * *

149 . وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سليمان وأبي الدرداء، فزار سليمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة فقال: ما شأنك: قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء

فصنع له طعاماً، فقال له: كل فإني صائم، قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال له: نم، فنأمر. ثم ذهب يقوم

১৪৮. আবু আবদুল্লাহ জাবির ইবনে সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী (সা.)-এর সাথে সালাতসমূহ আদায় করতাম। তাঁর সালাত ছিল পরিমিত এবং তাঁর খুতবাও ছিল পরিমিত। (মুসলিম)।

তাঁর উক্তি: (পরিমিত) অর্থাৎ দীর্ঘ এবং হ্রস্ব হওয়ার মধ্যবর্তী অবস্থা।

[ব্যাখ্যা]

জাবির ইবনে সামুরা (রা.)-এর বর্ণিত হাদিস, যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে তিনি নবী (সা.)-এর সাথে সালাত আদায় করতেন। বাহ্যত এর দ্বারা তিনি জুমুআর সালাত উদ্দেশ্য করেছেন। তাঁর সালাত ছিল পরিমিত এবং তাঁর খুতবাও ছিল পরিমিত। পরিমিত হওয়ার অর্থ হলো মধ্যপন্থা অবলম্বন করা, যাতে এমন কোনো সংক্ষিপ্ততা নেই যা ইবাদতের অসম্পূর্ণতা তৈরি করে এবং এমন কোনো দীর্ঘতা নেই যা বিরক্তির উদ্বেক করে। নবী (সা.) থেকে এটি প্রমাণিত যে তিনি বলেছেন: "কোনো ব্যক্তির সালাতের দীর্ঘতা এবং খুতবার সংক্ষিপ্ততা তার গভীর প্রজ্ঞার পরিচায়ক।" অর্থাৎ এটি তার ফিকহ বা ধর্মীয় সূক্ষ্ম জ্ঞানের নিদর্শন ও দলিল। এই হাদিস থেকে এ শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, মানুষের উচিত নয় ইবাদতের ক্ষেত্রে নিজের ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেওয়া বা নিজেকে কষ্টে ফেলা, বরং সামর্থ্য অনুযায়ী আমল করা উচিত। আর আল্লাহই তাওফিকদানকারী।

* * *

১৪৯. আবু জুহাইফা ওয়াহব ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সা.) সালমান এবং আবু দারদা (রা.)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করে দিয়েছিলেন। সালমান একবার আবু দারদার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন এবং উম্মুদ দারদাকে জীর্ণ ও মলিন অবস্থায় দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: আপনার এই অবস্থা কেন? তিনি বললেন: আপনার ভাই আবু দারদার দুনিয়ার কোনো কিছুর প্রতি মোহ বা প্রয়োজন নেই। এরপর আবু দারদা আসলেন এবং সালমানের জন্য খাবার তৈরি করলেন। তিনি তাঁকে বললেন: আপনি আহার

করুন, কেননা আমি রোজা রেখেছি। সালমান বললেন: আপনি না খাওয়া পর্যন্ত আমি খাব না। তখন তিনি আহাৰ করলেন। রাত হলে আবু দারদা যখন নফল ইবাদতে দাঁড়াতে চাইলেন, তখন সালমান তাঁকে বললেন: ঘুমিয়ে পড়ো। তখন তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। এরপর তিনি পুনরায় যখন দাঁড়াতে চাইলেন...

(ص: 232) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

فَقَالَ لَهُ: نَمَ فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانَ: قُمْ الْآنَ. فَصَلَيْنَا جَمِيعًا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَدَقَ سَلْمَانُ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

[الشَّرْحُ]

قَالَ الْمُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِيهَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَحِيفَةَ وَهَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَى بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَمِيعًا، أَخَى بَيْنَهُمَا: أَيُّ عَقْدَ بَيْنَهُمَا عَقْدَ أُخُوَّةٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ حِينَ قَدَمُوا الْمَدِينَةَ أَخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْأَنْصَارِ، الَّذِينَ تَبَوَّعُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، فَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ فِي هَذَا الْعَقْدِ لِلْأَنْصَارِ بِمَنْزِلَةِ الْأُخُوَّةِ، حَتَّى إِنَّهُمْ كَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِهَذَا الْعَقْدِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) (الْأَنْفَالُ: 75).

فَجَاءَ سَلْمَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَدَخَلَ عَلَى دَارِ أَخِيهِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ أَنَّ الدَّرْدَاءَ مُتَبَذِّلَةً، يَعْنِي لَيْسَتْ عَلَيْهَا ثِيَابُ الْمَرْأَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ، بَلْ عَلَيْهَا ثِيَابُ

ليست جميلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: إن أخاك أبا الدرداء ليس له شيء من الدنيا. يعني أنه معرض عن الدنيا. وعن الأهل، وعن الأكل، وعن كل شيء.

তিনি তাকে বললেন: "ঘুমাও।" এরপর যখন রাতের শেষভাগ হলো, সালমান বললেন: "এখন ওঠো।" অতঃপর আমরা উভয়েই সালাত আদায় করলাম। তখন সালমান তাকে বললেন: "নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের তোমার ওপর অধিকার রয়েছে, তোমার নিজের ওপর তোমার অধিকার রয়েছে এবং তোমার পরিবারেরও তোমার ওপর অধিকার রয়েছে। অতএব প্রত্যেক অধিকারীকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করো।" এরপর তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বিষয়টি বর্ণনা করলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "সালমান সত্য বলেছে।" এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) আবু জুহাইফা ওয়াহাব ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তাতে বলা হয়েছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালমান ও আবু দারদা (রা.)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের অর্থ হলো: তাঁদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের একটি অঙ্গীকার সম্পন্ন করা। এটি এ কারণে যে, মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদের এবং আনসারদের মাঝে—যারা ইতিপূর্বেই সেখানে ঘরবাড়ি ও ঈমান মজবুত করেছিলেন—ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে দিয়েছিলেন। ফলে এই চুক্তির কারণে মুহাজিরগণ আনসারদের নিকট ভাইয়ের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, এমনকি এই ভ্রাতৃত্বের চুক্তির ভিত্তিতে তাঁরা একে অপরের উত্তরাধিকারীও হতেন; যতক্ষণ না মহান আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন: "আর আল্লাহর কিতাবে আত্মীয়গণ একে অপরের অধিক হকদার।" (আল-আনফাল: ৭৫)।

অতঃপর একদিন সালমান (রা.) তাঁর ভাই আবু দারদা (রা.)-এর ঘরে প্রবেশ করে তাঁর স্ত্রী উম্মুদ দারদাকে অতি সাধারণ ও মলিন পোশাকে দেখতে পেলেন। অর্থাৎ তাঁর পরনে কোনো বিবাহিত নারীর শোভনীয় পোশাক ছিল না, বরং জীর্ণ পোশাক ছিল। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: "আপনার কী হয়েছে?" তিনি উত্তর দিলেন: "আপনার ভাই আবু দারদার দুনিয়ার

কোনো কিছু প্রয়োজন নেই।" অর্থাৎ তিনি দুনিয়া, পরিবার, আহার এবং সব কিছু থেকে বিমুখ হয়ে গেছেন।

(ص: 233) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

ثم إن أبا الدرداء لما جاء صنع لسلمان طعاماً، فقدمه إليه وقال: كل فإني صائم، فقال له: كل وأفطر ولا تصم، لأنه علم من حاله بواسطة كلام زوجته أنه يصوم دائماً، وأنه معرض عن الدنيا وعن الأكل وغيره، فأكل ثم نام، فقام ليصلي، فقال له سلمان: نم، فنام، ثم قام ليصلي، فقال: نم ولما كان آخر الليل قام سلمان رضي الله عنه وصلياً جليلاً.

وقوله صلياً جليلاً: ظاهره أنها صلياً جماعاً، ويحتمل أنها صلياً جليلاً في الزمن وكل يصلي وحده. وهذه المسألة - أعني الصلاة جماعاً في صلاة الليل - جائزة، لكن لا تفعل دائماً، وإنما تفعل أحياناً، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل جماعاً مع ابن عباس رضي الله عنهما، ومع حذيفة بن اليمان، ومع عبد الله بن مسعود، ولكن العلماء يقولون: إن هذا يفعل أحياناً لا دائماً.

ثم قال له سلمان: (إن لنفسك عليك حقاً، وأن لأهلك عليك حقاً، وإن لربك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه) وهذا القول الذي قاله سلمان هو القول الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص رضي الله عنهما.

ففي هذا دليل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يكلف نفسه بالصيام والقيام، وإنما يصلي ويقوم على وجه يحصل به الخير، ويزول به التعب والمشقة والعناء. والله الموفق.

অতঃপর আবু দারদা যখন ফিরে আসলেন, তিনি সালমানের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করলেন এবং তা তাঁর সামনে পেশ করে বললেন: "আপনি আহার করুন, কেননা আমি রোজা রেখেছি।" তখন সালমান তাঁকে বললেন: "আপনিও আহার করুন এবং রোজা ভঙ্গ করুন, আজ রোজা রাখবেন না।" কেননা তিনি (সালমান) আবু দারদার স্ত্রীর কথার মাধ্যমে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন যে, তিনি সর্বদা রোজা রাখেন এবং তিনি পার্থিব জীবন, আহার ও অন্যান্য বিষয় থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছেন। অতঃপর তিনি (আবু দারদা) আহার করলেন এবং নিদ্রা গেলেন। এরপর তিনি সালাত আদায়ের জন্য দণ্ডায়মান হলে সালমান তাঁকে বললেন: "নিদ্রা যান।" তখন তিনি ঘুমালেন। পুনরায় তিনি সালাত আদায়ের জন্য উঠলে সালমান বললেন: "নিদ্রা যান।" অতঃপর যখন রাতের শেষ প্রহর উপস্থিত হলো, তখন সালমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উঠলেন এবং তাঁরা উভয়ে একত্রে সালাত আদায় করলেন।

তাঁর কথা "তাঁরা উভয়ে একত্রে সালাত আদায় করলেন": এর বাহ্যিক অর্থ হলো যে তাঁরা জামাতের সাথে সালাত আদায় করেছেন। আবার এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে তাঁরা একই সময়ে সালাত আদায় করেছেন কিন্তু প্রত্যেকে একাকী। আর এই বিষয়টি—অর্থাৎ রাতের নফল সালাত জামাতের সাথে আদায় করা—বৈধ, তবে তা নিয়মিত করা সমীচীন নয়, বরং মাঝে মাঝে করা যেতে পারে। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা), হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের সাথে জামাতে রাতের সালাত আদায় করেছেন। তবে উলামায়ে কেরাম বলেন যে, এটি মাঝে মাঝে করা হবে, সর্বদা নয়।

অতঃপর সালমান তাঁকে বললেন: "নিশ্চয়ই তোমার ওপর তোমার নফসের অধিকার রয়েছে, তোমার ওপর তোমার পরিবারের অধিকার রয়েছে এবং তোমার ওপর তোমার প্রতিপালকেরও অধিকার রয়েছে। অতএব প্রত্যেক অধিকারীকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করো।" সালমান যে কথাটি বলেছিলেন, তা মূলত সেই একই কথা যা নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) আমর ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে বলেছিলেন।

এতে এই দলীল বিদ্যমান যে, মানুষের জন্য নফল রোজা ও তাহাজ্জুদের মাধ্যমে নিজের নফসকে অসাধ্য সাধনে বাধ্য করা অনুচিত। বরং সে এমনভাবে সালাত ও ইবাদত করবে যাতে কল্যাণ অর্জিত হয় এবং ক্লান্তি, কষ্ট ও ক্লেশ দূরীভূত হয়। আর আল্লাহই সঠিক পথের দিশারী।

* * *

(ص: 234) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

151. وعن أبي ربيع حنظلة بن الربيع الأسدي الكاتب، أحد كتّاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نأفق حنظلة! قال: سبحان الله! ما تقول؟ قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيّعات نسبنا كثيراً. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله لنلقى مثل هذا، فأنطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: نأفق حنظلة يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وما ذاك؟) قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيّعات نسبنا كثيراً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي، وفي الذكر، لصافحكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة) ثلاث مرات، رواه مسلم.

قوله: ربعي) بكسر الراء. (والأسدي) بضم الهزة وفتح السين وبعدها ياء
مكسورة مشددة وقوله: (عافسنا) هو بالعين والسين المبهملتين، أي عالجنا ولا عبنا.
(والضيعات): البعائش.

১৫১ — আবু রিবরী হানজালা বিন রবি' আল-উসাইদী আল-কাতিব (যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম লেখক ছিলেন) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, "হে হানজালা, তুমি কেমন আছো?" আমি বললাম, "হানজালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে!" তিনি বললেন, "সুবহানাল্লাহ! তুমি একি বলছো?" আমি বললাম, "আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থাকি, তখন তিনি আমাদের জ্ঞানাত ও জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, যেন আমরা তা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু যখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে বেরিয়ে আসি, তখন আমরা স্ত্রী-সন্তান ও জীবিকা নির্বাহের বিষয়গুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি এবং অনেক কিছুই ভুলে যাই।" আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আল্লাহর কসম, আমরাও তো ঠিক এমন অবস্থারই সম্মুখীন হই।" অতঃপর আমি ও আবু বকর রওয়ানা হলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলাম। আমি আরজ করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! হানজালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সেটি কী কারণে?" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল, আমরা যখন আপনার কাছে থাকি এবং আপনি আমাদের জ্ঞানাত ও জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, তখন মনে হয় যেন আমরা তা স্বচক্ষে দেখছি। কিন্তু যখন আপনার নিকট থেকে চলে যাই, তখন স্ত্রী-সন্তান ও সহায়-সম্পত্তি নিয়ে মগ্ন হয়ে পড়ি এবং অনেক কিছুই ভুলে যাই।" তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা আমার কাছে যে অবস্থায় থাকো এবং সর্বদা যদি যিকিরের সেই অবস্থায় থাকতে পারতে, তবে ফেরেশতারা তোমাদের বিছানায় এবং তোমাদের পথে চলার সময় তোমাদের সাথে করমর্দন করত। কিন্তু হে হানজালা! কিছু সময় ইবাদতের জন্য এবং কিছু সময় পার্থিব কাজের জন্য।" তিনি কথাটি তিনবার বললেন। এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

তাঁর উক্তি: (রিবরী) 'রা' বর্ণে জের সহকারে। (আল-উসাইদী) 'হামযা' বর্ণে পেশ এবং 'সীন' বর্ণে যবর এবং পরবর্তী 'ইয়া' বর্ণে জের ও তাশদীদ সহকারে। তাঁর উক্তি: (আ-ফাসনা) এটি

'আইন' ও 'সীন' বর্ণযোগে গঠিত, যার অর্থ হলো— আমরা লিপ্ত হলাম বা আমোদ-প্রমোদে মত্ত হলাম। (আদ-দায়'আত) অর্থ— জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমসমূহ।

(ص: 235) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن حنظلة الكاتب، أحد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقلت: نافق حنظلة، يعني نفسه، ومعنى نافق: يعني صار من المنافقين، قال ذلك ظناً منه رضي الله عنه أن ما فعله نفاق، فقال أبو بكر: وما ذاك؟ فقال رضي الله عنه: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر بالجنة والنار حتى كأننا رأى عين، يعني كأننا نرى الجنة والنار رأى عين من قوة اليقين، حيث يخبرهم بذلك صلى الله عليه وسلم، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كالمشاهد، بل قد يكون أعظم؛ لأنه خبر من اصدق الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وأعلم الخلق بالله.

فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، يعني لهونا معهم ونسينا ما كنا عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر عن نفسه أنه يصيبه كذلك، ثم ذهباً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلا إليه قال حنظلة: نافق حنظلة يا رسول الله، قال: وما ذاك؟ فأخبره بأنهم إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فحدثهم عن الجنة والنار، أخذهم من اليقين ما يجعلهم كأنهم يرونها رأي العين، ولكن إذا خرجوا عافسوا الأهل والأولاد والضيعات وتلهوا بهم نسوا كثيراً.

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ تَدْرُمُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ لَصَافِحَكُمْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فَرْشِكُمْ وَفِي طَرِيقِكُمْ) أَيُّ مِنْ شِدَّةِ الْيَقِينِ تَصَافِحَكُمْ إِكْرَاماً لَكُمْ وَتَثْبِيثاً لَكُمْ؛ لِأَنَّهُ كَلِمًا

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন) হানজালা আল-কাতিব—যিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম ওহী লেখক ছিলেন—থেকে যা বর্ণনা করেছেন তাতে তিনি (হানজালা) বলেন: আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে আমার দেখা হলো, তখন আমি বললাম: হানজালা মুনাফিক হয়ে গেছে। এর মাধ্যমে তিনি নিজেকেই বুঝিয়েছেন। আর 'নাফাক' বা মুনাফিক হওয়ার অর্থ হলো সে মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এ কথাটি বলেছিলেন নিজের এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, তিনি যা করছেন তা নিফাক। তখন আবু বকর বললেন: সেটা কী? তখন তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: আমরা যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে থাকি, তিনি আমাদের জান্নাত ও জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, তখন মনে হয় যেন আমরা তা চাক্ষুষ দেখছি। অর্থাৎ, বিশ্বাসের প্রাবল্যের কারণে মনে হয় যেন জান্নাত ও জাহান্নাম চোখের সামনে দেখছেন, যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে সে সংবাদ দিচ্ছেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা সংবাদ দেন তা প্রত্যক্ষ করার মতোই, বরং তার চেয়েও অধিক; কারণ তা সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে সত্যবাদী এবং আল্লাহ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী সত্তার (তাঁর প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) পক্ষ থেকে আসা সংবাদ।

অতঃপর যখন আমরা তাঁর কাছ থেকে চলে আসি, তখন আমরা স্ত্রী, সন্তান এবং বিষয়-সম্পত্তি ও কাজকর্ম নিয়ে মেতে উঠি। অর্থাৎ, আমরা তাদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে থাকাকালীন আমাদের যে অবস্থা ছিল তা ভুলে যাই। তখন আবু বকর নিজের সম্পর্কেও বললেন যে, তাঁরও এমন অবস্থা হয়। তারপর তাঁরা উভয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলেন। যখন তাঁরা তাঁর কাছে পৌঁছালেন, হানজালা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, হানজালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে! তিনি বললেন: সেটা কী? তখন তিনি তাঁকে জানালেন যে, তাঁরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে থাকেন এবং তিনি যখন তাঁদের কাছে জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা দেন, তখন তাঁদের মধ্যে

এমন প্রবল বিশ্বাস জন্মায় যে মনে হয় তাঁরা যেন তা চাক্ষুষ দেখছেন। কিন্তু যখন তাঁরা বেরিয়ে যান এবং পরিবার, সন্তান ও বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন ও তাদের নিয়ে মেতে থাকেন, তখন তাঁরা অনেক কিছুই ভুলে যান।

তখন নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বললেন: (সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা যদি সর্বদা সেই অবস্থায় থাকতে যে অবস্থায় আমার কাছে থাকো এবং জিকিরে মশগুল থাকতে, তবে ফেরেশতারা তোমাদের বিছানায় এবং পথে-ঘাটে তোমাদের সাথে মুসাফাহা বা করমর্দন করত)। অর্থাৎ, বিশ্বাসের প্রাবল্যের কারণে তোমাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে এবং তোমাদের দৃঢ় রাখার জন্য ফেরেশতারা তোমাদের সাথে মুসাফাহা করত; কারণ যখনই...

(ص: 236) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

زاد يقين العبد، فإن الله سبحانه وتعالى يثبته ويقويه، كما قال تعالى: (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ) (محمد: 17)، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة. ساعة وساعة) يعني ساعة للرب عز وجل، وساعة مع الأهل والأولاد، وساعة للنفس حتى يعطي الإنسان لنفسه راحتها، ويعطي ذوي الحقوق حقوقهم.

وهذا من عدل الشريعة الإسلامية وكمالها، أن الله عز وجل له حق فيعطي حقه عز وجل، وكذلك للنفس حق فتعطي حقها، وللأهل حق فيعطون حقوقهم، وللزوار والضيوف حق فيعطون حقوقهم، حتى يقوم الإنسان بجميع الحقوق التي عليه على وجه الراحة، ويتعبد لله عز وجل براحة، لأن الإنسان إذا أثقل على نفسه وشدد عليها مل وتعب، وأضاع حقوقاً كثيرة.

وهذا كما يكون في العبادة وفي حقوق النفس والأهل والضيف، يكون كذلك أيضاً في العلوم، فإذا طلب الإنسان العلم ورأى في نفسه مللاً في مراجعة كتاب ما، فلينتقل إلى كتاب آخر، وإذا رأى من نفسه مللاً من دراسة فن معين، فإنه ينتقل إلى دراسة فن آخر، وهكذا يريح نفسه، ويحصل علماً كثيراً. أما إذا أكره نفسه على الشيء حصل له من الملل والتعب ما يجعله يسأم وينصرف، إلا ما شاء الله؛ فإن بعض الناس يكره نفسه على المراجعة والمطالعة والبحث مع التعب، ثم يأخذ عليه ويكون هذا دأباً له، ويكون ديدناً له، حتى إنه إذا فقد هذا الشيء ضاق صدره، والله يؤتي فضله من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

ঈদের দৃঢ় বিশ্বাস যখন বৃদ্ধি পায়, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তা সুসংহত ও শক্তিশালী করেন, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আর যারা সৎপথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তাদের হিদায়াত বৃদ্ধি করে দেন এবং তাদের তাকওয়া দান করেন" (মুহাম্মদ: ১৭)। কিন্তু হে হানযালা! এক মুহূর্ত এবং এক মুহূর্ত, এক মুহূর্ত এবং এক মুহূর্ত। (এক মুহূর্ত এবং এক মুহূর্ত) অর্থাৎ এক মুহূর্ত মহান রবের জন্য, এক মুহূর্ত পরিবার ও সন্তানদের সাথে এবং এক মুহূর্ত নিজের জন্য, যাতে মানুষ নিজের আত্মাকে প্রশান্তি দিতে পারে এবং পাওনাদারদের তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করতে পারে।

আর এটি ইসলামী শরীয়তের ইনসাফ ও পূর্ণাঙ্গতার বহিঃপ্রকাশ যে, মহান আল্লাহর হক রয়েছে তাই তাঁর হক আদায় করতে হবে, তেমনিভাবে নফসের হক রয়েছে তাই তার হক দিতে হবে, পরিবারের হক রয়েছে তাই তাদের হক প্রদান করতে হবে এবং দর্শনার্থী ও অতিথিদের হক রয়েছে তাই তাদের হকও আদায় করতে হবে। এর ফলে মানুষ তার ওপর অর্পিত সকল দায়িত্ব স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে পালন করতে পারে এবং প্রশান্তির সাথে মহান আল্লাহর ইবাদত করতে পারে। কেননা মানুষ যদি নিজের ওপর বোঝা চাপিয়ে দেয় এবং কঠোরতা অবলম্বন করে, তবে সে বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং অনেক হক নষ্ট করে ফেলে।

ইবাদত এবং নফস, পরিবার ও মেহমানের হকের ক্ষেত্রে বিষয়টি যেমন, ইলম বা জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রেও বিষয়টি ঠিক তদ্রূপ। সুতরাং মানুষ যখন জ্ঞান অন্বেষণ করে এবং কোনো নির্দিষ্ট কিতাব পর্যালোচনায় নিজের মধ্যে একঘেয়েমি অনুভব করে, তখন সে যেন অন্য

কোনো কিতাবের দিকে মনোনিবেশ করে। আর যদি কোনো বিশেষ শাস্ত্র অধ্যয়নে বিরক্তি বোধ করে, তবে সে যেন অন্য বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়। এভাবে সে নিজেকে স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারবে এবং প্রচুর জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। পক্ষান্তরে, সে যদি কোনো বিষয়ের ওপর নিজেকে বাধ্য করে, তবে তার মধ্যে এমন বিরক্তি ও ক্লান্তি জন্ম নেবে যা তাকে পরিশ্রান্ত করে দেবে এবং বিমুখ করে তুলবে; অবশ্য আল্লাহ যা চান তা ভিন্ন। কারণ কিছু মানুষ এমন আছে যারা ক্লান্তি সত্ত্বেও নিজেকে পর্যালোচনা, অধ্যয়ন ও গবেষণায় বাধ্য করে, পরবর্তীতে সে তাতে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং এটি তার মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়। এমনকি সে যদি এটি থেকে বঞ্চিত হয় তবে তার মন সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আপন অনুগ্রহ দান করেন এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

(ص: 237) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

152. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد، ولا يستظل ولا يتكلم، ولا يصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (مروه فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه) رواه البخاري.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله في باب الاقتصاد في العبادة هذا الحديث؛ الذي نذر فيه رجل يقال له أبو إسرائيل؛ أن يقوم في الشمس ولا يقعد، وأن يصمت ولا يتكلم، وأن يصوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فرأى هذا الرجل قائماً في الشمس، فسأل عنه فأخبر عن قصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه).

وهذا النذر كان قد تضمن أشياء محبوبة إلى الله عز وجل، وأشياء غير محبوبة، أما المحبوبة إلى الله فهي الصوم؛ لأن الصوم عبادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)، وأما وقوفه قائماً في الشمس من غير أن يستظل، وكونه لا يتكلم؛ فهذا غير محبوب إلى الله عز وجل، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يترك ما نذر.

وليعلم أن النذر أصله مكروه، بل قال بعض العلماء: أنه محرم، وأنه لا يجوز للإنسان أن ينذر؛ لأن الإنسان إذا نذر كلف نفسه ما لم يكلفه الله،

১৫২- ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ এক ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। তিনি তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা বলল: সে হলো আবু ইসরাঈল, সে মানত করেছে যে সে রোদে দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে না, ছায়ায় আশ্রয় নেবে না, কথা বলবে না এবং রোজা রাখবে। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: (তাকে নির্দেশ দাও যেন সে কথা বলে, ছায়ায় আশ্রয় নেয় ও বসে পড়ে এবং তার রোজা পূর্ণ করে) বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) ইবাদতে ভারসাম্য রক্ষা অধ্যায়ে এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন; যেখানে আবু ইসরাঈল নামক এক ব্যক্তি মানত করেছিলেন যে, তিনি রোদে দাঁড়িয়ে থাকবেন এবং বসবেন না, নীরব থাকবেন এবং কথা বলবেন না, আর রোজা রাখবেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন এই ব্যক্তিকে রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। তিনি তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁকে পুরো ঘটনা জানানো হলো। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: (তাকে নির্দেশ দাও যেন সে কথা বলে, ছায়ায় আশ্রয় নেয়, বসে পড়ে এবং তার রোজা পূর্ণ করে)।

এই মানতটি এমন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছিল যা মহান আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় এবং এমন কিছু বিষয় যা অপছন্দনীয়। আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় বিষয়টি হলো রোজা; কারণ রোজা

একটি ইবাদত। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: (যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মানত করে, সে যেন তাঁর আনুগত্য করে)। আর ছায়া গ্রহণ না করে রোদে দাঁড়িয়ে থাকা এবং কথা না বলা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নয়; তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই ব্যক্তিকে তার মানতের এই অংশগুলো বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আরও জেনে রাখা উচিত যে, মানত করা মূলত অপছন্দনীয় (মাকরুহ), এমনকি কোনো কোনো আলেম একে হারাম বা নিষিদ্ধ বলেছেন এবং মানুষের জন্য মানত করা বৈধ নয় বলে মত দিয়েছেন; কারণ মানুষ যখন মানত করে, তখন সে নিজের ওপর এমন কিছু বিষয় চাপিয়ে নেয় যা আল্লাহ তার ওপর বাধ্যতামূলক করেননি।

(ص: 238) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال (إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل)، ولكن إذا قدر أن الإنسان نذر فالنذر أقسام: قسم حكمه حكم اليمين، وقسم آخر نذر معصية، وقسم ثالث نذر طاعة. أما الذي حكمه حكم اليمين، فهو الذي قصد الإنسان به تأكيد الشيء؛ نفياً أو إثباتاً أو تصديقاً أو تأكيداً، ومثاله: إذا قيل للرجل أخبرتنا بكذا وكذا ولكنك لم تصدق، فقال: إن كنت كاذباً فله على نذر أن أصوم سنة، فلا شك أن غرضه من ذلك أن يؤكد قوله ليصدقه الناس، هذا حكمه حكم اليمين؛ لأنه قصد بذلك تأكيد ما قال، وكذلك أيضاً إذا قصد الحث؛ مثل أن يقول: إن لم افعل كذا فله على نذر أن أصوم سنة، فهذا أيضاً قصد الحث وأن يفعل ما ذكر، حكمه حكم اليمين أيضاً، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، وهذا نوى اليمين فله ما نوى.

أما القسم الثاني: فهو المحرم فالمحرم إذا نذره الإنسان يحرم عليه الوفاء به،
مثل أن يقول: لله عليه نذر أن يشرب الخمر، فهذا نذر محرم، فلا يحل له أن
يشرب الخمر، ولكن عليه كفارة يمين على القول الراجح.

এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানত করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন (নিশ্চয়ই এটি কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না, বরং এর মাধ্যমে কেবল কৃপণের নিকট থেকেই সম্পদ বের করা হয়)। তবে যদি ধরে নেওয়া হয় যে কোনো মানুষ মানত করে ফেলেছে, তবে মানত কয়েক প্রকারের হয়: এক প্রকার যার বিধান কসমের বিধানের ন্যায়, দ্বিতীয় প্রকার হলো নাফরমানি বা পাপের মানত, এবং তৃতীয় প্রকার হলো আনুগত্য বা ইবাদতের মানত। আর যার বিধান কসমের বিধানের ন্যায়, তা হলো যার মাধ্যমে মানুষ কোনো বিষয়কে জোরালোভাবে ব্যক্ত করার ইচ্ছা পোষণ করে; চাই তা অস্বীকৃতি, স্বীকৃতি, সত্যয়ন বা তাকিদ প্রদানের ক্ষেত্রে হোক না কেন। এর উদাহরণ হলো: যদি কোনো ব্যক্তিকে বলা হয় যে, তুমি আমাদের অমুক অমুক বিষয়ে সংবাদ দিয়েছ কিন্তু তুমি সত্য বলনি। তখন সে বলল: আমি যদি মিথ্যাবাদী হই, তবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমার ওপর মানত রইল যে আমি এক বছর রোজা রাখব। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তার উদ্দেশ্য হলো নিজের বক্তব্যকে তাকিদ বা সুদৃঢ় করা যাতে মানুষ তাকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করে। এর বিধান কসমের বিধানের অনুরূপ; কারণ সে এর মাধ্যমে যা বলেছে তা সুনিশ্চিত করার সংকল্প করেছে। তদ্রূপ কোনো কাজে নিজেকে প্রবৃত্ত করার ইচ্ছা করলেও একই বিধান হবে; যেমন কেউ বলল: আমি যদি অমুক কাজ না করি, তবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমার ওপর এক বছর রোজা রাখা মানত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রেও তার উদ্দেশ্য হলো নিজেকে উক্ত কাজের প্রতি তাগিদ দেওয়া এবং যা উল্লেখ করেছে তা সম্পন্ন করা। ফলে এর বিধানও কসমের বিধানের ন্যায় হবে। এর দলিল হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: (নিশ্চয়ই সমস্ত আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যা সে নিয়ত করবে)। আর এই ব্যক্তি কসমের নিয়ত করেছে, সুতরাং সে তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে।

দ্বিতীয় প্রকার হলো: নিষিদ্ধ বা হারাম মানত। কোনো মানুষ যদি কোনো হারাম কাজের মানত করে, তবে তা পূর্ণ করা তার জন্য নিষিদ্ধ। যেমন কেউ বলল: আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমার ওপর

মানত রইল যে আমি মদ পান করব। এটি একটি হারাম মানত, তাই তার জন্য মদ পান করা বৈধ নয়। তবে বিশুদ্ধ মতানুসারে তাকে কসমের কাফফারা আদায় করতে হবে।

(ص: 239) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وإن كان بعض العلماء قال: إنه لا شيء عليه، لأنه غير منعقد، ولكن الصحيح أنه نذر منعقد، ولكن لا يجوز الوفاء به، ومثل ذلك أن تقول المرأة: لله عليها نذر أن تصوم أيام حيضها؛ فهذا حرام، ولا يجوز أن تصوم أيام الحيض، وعليها كفارة يمين.

أما القسم الثالث: فهو نذر الطاعة، أن ينذر الإنسان نذر طاعة، مثل أن يقول: لله على نذر أن أصوم الأيام البيض؛ وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فيلزمه أن يوفي بنذره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)، أو يقول: لله علي نذر أن أصلي ركعتين في الضحى، فيلزمه أن يوفي بنذره لأنه طاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه). فإن اشتمل نذره على طاعة وغير طاعة؛ وجب أن يوفي بالطاعة، وغير الطاعة لا يوفي، ويكفر كفارة يمين، مثل قصة الرجل، حيث نذر أن يقوم في الشمس، وألا يستظل، وألا يتكلم، وأن يصوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم لأنه طاعة، ولكنه قال في القيام، وعدم الاستئصال، وعدم الكلام؛ مرواه فليستظل وليتكم، وكثير من الناس اليوم إذا استبعد الأمر أو أشفق عليه ينذر؛ فمثلاً: إذا مرض له إنسان؛ قال: لله علي نذر إن شفى الله مريضى لأفعلن كذا وكذا، فهذا منهى عنه، إما نهى كراهة أو نهى تحريم، أسأل الله العافية لمريضك بدون نذر، لكن لو فرضنا

أَنَّهُ نَذَرٌ؛ إِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضَهُ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا فَشَفَاهُ اللَّهُ، وَجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يُوْفِيَ
بِالنَّذْرِ. وَاللَّهُ الْوَفِيقُ.

যদ্যপি কোনো কোনো আলেম বলেছেন যে, এতে তার ওপর কিছুই বর্তাবে না, কারণ এটি কার্যকর হয়নি; কিন্তু সঠিক অভিমত হলো এটি একটি কার্যকর মানত, তবে তা পূরণ করা বৈধ নয়। এর উদাহরণ হলো কোনো মহিলার এ কথা বলা যে: আল্লাহর ওয়াস্তে তার ওপর মানত হলো সে তার ঋতুস্রাবের দিনগুলোতে রোজা রাখবে; এটি হারাম এবং ঋতুস্রাবের দিনগুলোতে রোজা রাখা তার জন্য বৈধ নয়, আর তাকে শপথের কাফফারা আদায় করতে হবে।

আর তৃতীয় প্রকার হলো: আনুগত্যের মানত; অর্থাৎ মানুষ কোনো ইবাদত বা আনুগত্যের কাজের মানত করবে। যেমন কেউ বলল: আল্লাহর ওয়াস্তে আমার ওপর মানত হলো আমি আইয়ামে বিজ বা গুরুপক্ষের দিনগুলোতে (অর্থাৎ চান্দ্র মাসের তেরো, চৌদ্দ ও পনেরো তারিখে) রোজা রাখব; এমতাবস্থায় তার জন্য সেই মানত পূর্ণ করা আবশ্যিক। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মানত করে, সে যেন তাঁর আনুগত্য করে।' অথবা কেউ বলল: আল্লাহর ওয়াস্তে আমার ওপর মানত হলো আমি চাশতের দুই রাকাত নামাজ আদায় করব; তবে তার জন্য সেই মানত পূর্ণ করা আবশ্যিক, কারণ এটি একটি আনুগত্যের কাজ। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মানত করে, সে যেন তাঁর আনুগত্য করে।'

যদি তার মানত আনুগত্য এবং আনুগত্য নয় এমন বিষয়ের সংমিশ্রণ হয়, তবে আনুগত্যের অংশটুকু পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে এবং যা আনুগত্য নয় তা পূরণ করবে না, বরং তার পরিবর্তে শপথের কাফফারা দেবে। যেমন সেই ব্যক্তির ঘটনা, যে মানত করেছিল যে সে রোদে দাঁড়িয়ে থাকবে, ছায়ায় আশ্রয় নেবে না, কথা বলবে না এবং রোজা রাখবে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন কারণ এটি ইবাদত, কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকা, ছায়ায় না যাওয়া এবং কথা না বলার ব্যাপারে বললেন: তাকে নির্দেশ দাও যেন সে ছায়ায় যায়, বসে এবং কথা বলে। বর্তমানে অনেক মানুষ যখন কোনো বিষয়কে সুদূরপর্যন্ত মনে করে কিংবা বিচলিত হয় তখন মানত করে; যেমন: কারো কেউ অসুস্থ হলে সে বলে: আল্লাহর ওয়াস্তে আমার মানত হলো যদি আল্লাহ আমার রোগীকে আরোগ্য দান করেন তবে আমি এই এই কাজ করব। এটি একটি নিষিদ্ধ কাজ, যা মাকরুহ কিংবা হারামের অন্তর্ভুক্ত। মানত ছাড়াই আপনি আপনার রোগীর জন্য আল্লাহর কাছে সুস্থতা প্রার্থনা করুন। কিন্তু যদি

এমন হয় যে সে মানত করে ফেলেছে যে তার রোগী সুস্থ হলে সে অমুক অমুক কাজ করবে এবং আল্লাহ তাকে সুস্থ করে দিলেন, তবে তার ওপর সেই মানত পূরণ করা ওয়াজিব হবে। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 240) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

15 . باب المحافظة على الأعمال

قال الله تعالى: (الْمُ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ) (الحديد: 16) ، وقال تعالى: (وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا) (الحديد: 27) ، وقال تعالى: (وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا) (النحل: 92) ، وقال تعالى: (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ) (الحجر: 99) .

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ؛ فَمِنْهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ: وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ وَقَدْ سَبَقَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله: باب المحافظة على الأعمال: يعني الأعمال الصالحة.

لها ذكر رحمه الله باب الاقتصاد في الطاعة، وأن الإنسان لا ينبغي أن يشق على نفسه في العبادة وإنما يكون متمشياً على هدى النبي صلى الله عليه وسلم أعقبه بهذا الباب الذي فيه المحافظة على الطاعة، وذلك أن كثيراً من الناس ربما يكون نشيطاً مقبلاً على الخير فيجتهد، ولكنه بعد ذلك يفتر ثم يتقاعس ويتهاون. وهذا يجري كثيراً للشباب، لأن الشاب يكون عنده اندفاع قوي أو

১৫ - আমলের ওপর অবিচলতা রক্ষা করার পরিচ্ছেদ

মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: “যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য কি এখনো সময় আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের হৃদয় বিগলিত হবে? আর তারা যেন তাদের মতো না হয় যাদেরকে ইতিপূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, অতঃপর তাদের ওপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হলো, ফলে তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল।” (সূরা আল-হাদীদ: ১৬)। এবং তিনি আরও ইরশাদ করেছেন: “আর আমি মারইয়াম-পুত্র ঈসাকে তাদের পশ্চাতে পাঠিয়েছিলাম এবং তাকে ইঞ্জিল দান করেছিলাম। যারা তার অনুসরণ করেছিল তাদের অন্তরে আমি মমতা ও দয়া সঞ্চার করেছিলাম এবং বৈরাগ্যবাদ—তা তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছিল; আমি তাদের ওপর তা অপরিহার্য করিনি, তারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই তা উদ্ভাবন করেছিল। অথচ তারা তা যথাযথভাবে পালন করেনি।” (সূরা আল-হাদীদ: ২৭)। তিনি আরও ইরশাদ করেছেন: “তোমরা সেই নারীর মতো হয়ো না, যে তার সুতা মজবুত করে পাকানোর পর তা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে।” (সূরা আন-নাহল: ৯২)। তিনি আরও ইরশাদ করেছেন: “এবং মৃত্যু আসা পর্যন্ত তোমার প্রতিপালকের ইবাদত করো।” (সূরা আল-হিজর: ৯৯)।

আর হাদীসসমূহের মধ্যে আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসটি অন্যতম: “তাঁর (রাসূলুল্লাহর) নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল ছিল তা-ই, যা আমলকারী নিয়মিতভাবে পালন করত।” এই হাদীসটি ইতিপূর্বে এর আগের পরিচ্ছেদে অতিক্রান্ত হয়েছে।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: আমলের ওপর অবিচল থাকার পরিচ্ছেদ; অর্থাৎ নেক আমলসমূহের ওপর ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

গ্রন্থকার (রাহিমাহুল্লাহ) যখন ইবাদতে মধ্যপন্থা অবলম্বনের পরিচ্ছেদটি উল্লেখ করলেন— যেখানে বলা হয়েছে যে মানুষের জন্য ইবাদতের ক্ষেত্রে নিজের ওপর অতিরিক্ত কষ্ট চাপিয়ে দেওয়া সমীচীন নয়, বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেদায়েত বা আদর্শ অনুযায়ী চলা উচিত—তার পরপরই তিনি এই পরিচ্ছেদটি নিয়ে এসেছেন যা ইবাদতে অবিচল থাকার বিষয়ে। এর কারণ হলো, অনেক মানুষই শুরুতে নেক কাজের প্রতি অত্যন্ত উদ্যমী ও আগ্রহী থাকে এবং কঠোর পরিশ্রম করে, কিন্তু পরবর্তীতে সে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং অলসতা ও অবহেলা করতে শুরু করে।

এটি যুবকদের ক্ষেত্রে প্রায়ই ঘটে থাকে, কারণ যুবকদের মাঝে একটি প্রবল আবেগ বা উদ্দীপনা বিদ্যমান থাকে অথবা...

(ص: 241) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

تأخر شديد؛ إذ إن غالب تصرفات الشباب إنما تكون مبنية على العاطفة دون التعقل، فتجد الواحد منهم يندفع ويشتد في العبادة، ثم يعجز أو يتكاسل فيتأخر، ولهذا ينبغي للإنسان - كما نبه المؤلف رحمه الله أن يكون مقتصدًا في الطاعة غير منجرف، وأن يكون محافظًا عليها لأن المحافظة على الطاعة دليل على الرغبة فيها، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فإذا حافظ الإنسان على عبادته واستمر عليها؛ كان هذا دليلًا على محبته وعلى رغبته في الخير.

وقد ذكر المؤلف عدة آيات، منها قوله تعالى: (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَظَتْ غَزْلُهُا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا) (النحل: 92)، امرأة تغزل، فغزلت غزلًا جيدًا قويًا متينًا، ثم بعد

ذلك ذهبت تنقضه أنكاثاً، حتى لم يبق منه شيء، كذلك بعض الناس يشتر في العبادة ويزيد، ثم بعد ذلك ينقضها فيدعها.

وكذلك ذكر رحمه الله عن بني إسرائيل قول الله عز وجل: (وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا) أي ما استمروا عليها ولا رعوها، ولكنهم أهملوها، وقال تعالى: (وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ) (الحديد: 16)، يعني طال عليهم الأمد - أي الزمن - بالأعمال، فقست قلوبهم وتركوا الأعمال والعياذ بالله، فآلمهم أن الإنسان ينبغي له أن يحافظ على العمل، وألا يتكاسل وألا يدعه، بل يستمر على ما هو عليه.

চরম পশ্চাদপদতা; কেননা যুবকদের অধিকাংশ কর্মকাণ্ডই বিবেক-বুদ্ধির পরিবর্তে আবেগের ওপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে। ফলে দেখা যায় যে, তাদের কেউ কেউ ইবাদতে অত্যন্ত উদ্যমী হয়ে ওঠে এবং কঠোর পরিশ্রম করে, কিন্তু পরবর্তীতে সে অক্ষম হয়ে পড়ে কিংবা অলসতা করে পিছিয়ে যায়। এজন্য মানুষের উচিত—যেমনটি লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) সতর্ক করেছেন—ইবাদত-আনুগত্যে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা এবং আবেগতাড়িত না হওয়া। পাশাপাশি আমল নিয়মিত করা, কারণ ইবাদতে অবিচল থাকা সেটির প্রতি আন্তরিক আগ্রহের প্রমাণ। আল্লাহর কাছে সবচাইতে প্রিয় আমল হলো সেটি যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা পরিমাণে অল্প হয়। অতএব মানুষ যখন তার ইবাদতের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এবং তা অব্যাহত রাখে, তখন এটি আল্লাহর প্রতি তার ভালোবাসা এবং কল্যাণের প্রতি তার আগ্রহের প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয়।

লেখক বেশ কিছু আয়াত উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে মহান আল্লাহর এই বাণীটি অন্যতম:

"তোমরা সেই নারীর মতো হয়ো না, যে তার সুতা মজবুত করে পাকানোর পর নিজেই তা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে" (সূরা আন-নাহল: ৯২)। একজন নারী সুতা কাটছিল এবং সে খুব সুন্দর ও মজবুতভাবে তা তৈরি করল, কিন্তু পরবর্তীতে সে নিজেই তা ছিঁড়ে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলল, ফলে তার আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। একইভাবে কিছু মানুষ ইবাদতে খুব কঠোরতা

অবলম্বন করে এবং তা বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু পরবর্তীতে তারা তা নষ্ট করে ফেলে এবং আমল ছেড়ে দেয়।

তদ্রূপ তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) বনী ইসরাঈল সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী উল্লেখ করেছেন: "আর যারা তাঁর অনুসরণ করেছিল তাদের অন্তরে আমি মমতা ও দয়া সৃষ্টি করেছিলাম। আর তারা বৈরাগ্যবাদ নিজেরাই প্রবর্তন করেছিল, আমি তা তাদের ওপর বিধিবদ্ধ করিনি; তারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই এটি করেছিল, কিন্তু তারা তা যথাযথভাবে পালন করেনি।" অর্থাৎ তারা সেটির ওপর অবিচল থাকেনি এবং সেটির হক আদায় করেনি, বরং তারা তা অবহেলা করেছে। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "আর তারা যেন তাদের মতো না হয় যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, অতঃপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে গিয়েছিল" (সূরা আল-হাদীদ: ১৬)। অর্থাৎ আমলের ওপর দীর্ঘ সময় বা দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার ফলে তাদের অন্তরগুলো কঠিন হয়ে পড়েছিল এবং তারা আমল পরিত্যাগ করেছিল—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। সুতরাং মূল বিষয় হলো, মানুষের উচিত নেক আমলের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা, অলসতা না করা এবং আমল ছেড়ে না দেওয়া; বরং সে যে আমলের ওপর রয়েছে তা অব্যাহত রাখা।

(ص: 242) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الْعِبَادَةِ فَهُوَ أَيْضاً فِي أُمُورِ الْعَادَةِ، فَيَنْبَغِي أَلَّا يَكُونَ لِلْإِنْسَانِ كُلِّ سَاعَةٍ وَجْهَةٌ، وَكُلِّ سَاعَةٍ فِكْرٌ، بَلْ يَسْتَمِرُّ وَيَبْقَى عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَتَّبِعِ الْخَطَأَ، فَإِنْ تَبَيَّنَ الْخَطَأَ فَلَا يَقْرَرُ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ عَلَى خَطَأٍ لَكِنْ مَا دَامَ الْأَمْرُ لَمْ يَتَّبِعِ فِيهِ الْخَطَأَ؛ فَإِنْ بَقَاءَهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ أَحْسَنَ، وَأَدْلَى عَلَى ثَبَاتِهِ، وَعَلَى أَنَّهُ رَجُلٌ لَا يَخْطُو خَطْوَةً إِلَّا عَرَفَ أَيْنَ يَضَعُ قَدَمَهُ وَأَيْنَ يَنْزِعُ قَدَمَهُ.

وبعض الناس لا يهتم بأمور العادة، فتجد كل يوم له فكر، وكل يوم له نظر، وهذا يفوت عليه الوقت ولا يستقر نفسه على شيء، ولهذا يروى عن عمر بن الخطاب

رضي الله عنه، أنه قال: من بورك له في شيء فليلزمه، كربة عظيمة، يعني إذا بورك لك في شيء، أي شيء يكون؛ فالزمه ولا تخرج عنه مرة هنا ومرة هنا، فيضيع عليك الوقت ولا تبني شيئاً، نسأل الله أن يثنتنا وإياكم على الحق، وأن يجعلنا من دعاة الحق وأنصاره.

* * *

153 . وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نام عن حظه من الليل، أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل) رواه مسلم.

আর এটি ইবাদতের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনি জাগতিক অভ্যাসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সূতরাং মানুষের উচিত নয় প্রতি মুহূর্তে তার লক্ষ্য পরিবর্তন করা এবং প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন চিন্তায় মগ্ন হওয়া; বরং যতক্ষণ পর্যন্ত ভুল স্পষ্টভাবে ধরা না পড়ে, ততক্ষণ সে যে অবস্থায় রয়েছে তাতেই অটল থাকা উচিত। যদি ভুল প্রমাণিত হয়, তবে কোনো মানুষের পক্ষেই নিজেকে ভুলের ওপর স্থির রাখা সমীচীন নয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ভুল স্পষ্টভাবে প্রকাশিত না হয়, ততক্ষণ নিজের অবস্থানে অবিচল থাকাই উত্তম এবং এটি তার দৃঢ়তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। এটি নির্দেশ করে যে, সে এমন এক ব্যক্তি যে প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলার আগেই জানে সে কোথায় পা রাখছে এবং কোথা থেকে পা সরেছে।

কিছু মানুষ সাধারণ ও জাগতিক অভ্যাসগত বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করে না; ফলে দেখা যায় প্রতিদিন তাদের নতুন নতুন চিন্তা ও ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। এটি তাদের সময় নষ্ট করে এবং তাদের মনকে কোনো একটি বিষয়ে স্থির হতে দেয় না। এই কারণেই উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "যাকে কোনো বিষয়ে বরকত প্রদান করা হয়েছে, সে যেন তা আঁকড়ে ধরে।" এটি একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বাণী। অর্থাৎ আপনার জন্য যদি কোনো বিষয়ে বরকত নিহিত থাকে—তা যে বিষয়ই হোক না কেন—তবে আপনি তা অটলভাবে আঁকড়ে ধরুন এবং বারবার লক্ষ্য পরিবর্তন করবেন না। অন্যথায় আপনার সময় অপচয় হবে এবং আপনি ফলপ্রসূ কিছু গড়ে তুলতে পারবেন না। আমরা

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের সত্যের ওপর অবিচল রাখেন এবং আমাদের সত্যের আহ্বায়ক ও সাহায্যকারী হিসেবে কবুল করেন।

* * *

১৫৩ — উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি রাতে তার নির্ধারিত আমল (হিজব) কিংবা তার কিয়দংশ আদায় না করেই ঘুমিয়ে পড়ে, অতঃপর ফজর ও যোহরের সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে তা পাঠ করে নেয়, তবে তার আমলনামায় তা এমনভাবে লিপিবদ্ধ করা হবে যেন সে তা রাতেই পাঠ করেছে।" (মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)।

(ص: 243) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

[الشَّرْحُ]

قَالَ الْمُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِيمَا نَقَلَهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَامَ عَنْ حَزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَضَاهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، يَعْنِي فَكَأَنَّمَا صَلَّاهُ فِي لَيْلَتِهِ. هَذَا فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ يَنْبَغِي لَهُ إِذَا كَانَ يَعْتَادُ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَةِ أَنْ يَحَافِظَ عَلَيْهَا، وَلَوْ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِهَا.

وَالْحَزْبُ مَعْنَاهُ: هُوَ الْجُزْءُ مِنَ الشَّيْءِ، وَمِنْهُ أَحْزَابُ الْقُرْآنِ، وَمِنْهُ أَيْضًا الْأَحْزَابُ مِنَ النَّاسِ، يَعْنِي الطَّوَائِفُ مِنْهُمْ، فَإِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ لَدَيْهِ عَادَةٌ يَصِلُهَا فِي اللَّيْلِ؛ وَلَكِنَّهُ نَامَ عَنْهَا، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا فَقَضَاهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ؛ فَكَأَنَّمَا صَلَّاهُ فِي لَيْلَتِهِ، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ يُوتِرُ فِي اللَّيْلِ؛ فَإِنَّهُ إِذَا قَضَاهُ فِي النَّهْرِ لَا يُوتِرُ، وَلَكِنَّهُ يَشْفَعُ الْوُتْرُ، أَيْ يَزِيدُهُ رُكْعَةً، فَإِذَا كَانَ مِنْ عَادَتِهِ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثِ رُكْعَاتٍ فَلْيَقْضِ أَرْبَعَةً، وَإِذَا

كان من عادته أن يوتر بخمس فليقض ستاً، وإذا كان من عادته أن يوتر بسبع فليقض ثمانى وهكذا.

ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع من الليل؛ صلى من النهار تنتي عشرة ركعة، والقضاء فيها

[ব্যাখ্যা]

লেখক—আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন—আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন তাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি রাতের নিয়মিত ইবাদত (হিযব) অথবা এর কোনো অংশ না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে ফজর ও জোহরের নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে তা আদায় করে নেয়, তবে তা যেন তার রাতেই আদায় করার সমতুল্য হবে।"

এতে এই মর্মে দলিল রয়েছে যে, কোনো মানুষ যখন কোনো ইবাদতে অভ্যস্ত হয়, তখন তার উচিত তা নিয়মিত বজায় রাখা, যদিও তার নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে যায়।

‘হিযব’ শব্দের অর্থ হলো কোনো কিছুর অংশ। এর থেকেই কুরআনের ‘আহজাব’ (বিভিন্ন অংশ বা পারা) শব্দটির উৎপত্তি। আবার মানুষের ক্ষেত্রেও ‘আহজাব’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠী। সুতরাং কোনো ব্যক্তির যদি রাতে নামাজ পড়ার অভ্যাস থাকে এবং সে তা না পড়ে ঘুমিয়ে যায় অথবা এর কিছু অংশ ছুটে যায়, আর সে যদি ফজর ও জোহরের নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে তা আদায় করে নেয়, তবে তা যেন তার রাতেই আদায় করার মতোই গণ্য হবে। তবে কেউ যদি রাতে বিতর নামাজ পড়ে থাকেন, তবে দিনের বেলা কাজা আদায়ের সময় তিনি বিতর (বেজোড়) পড়বেন না, বরং তিনি বিতরকে জোড় (শাফআ) বানিয়ে নেবেন। অর্থাৎ, এর সাথে এক রাকাত বাড়িয়ে পড়বেন। যেমন: যদি কারও অভ্যাস তিন রাকাত বিতর পড়ার হয়, তবে সে চার রাকাত কাজা করবে। আর যদি পাঁচ রাকাত বিতর পড়ার অভ্যাস হয়, তবে ছয় রাকাত পড়বে। আর যদি সাত রাকাত পড়ার অভ্যাস হয়, তবে আট রাকাত পড়বে। এভাবেই চলতে থাকবে।

এর দলিল হলো আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদিস, যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর যখন রাতে ঘুম বা অসুস্থতা প্রবল হতো, তখন তিনি দিনের বেলা বারো রাকাত নামাজ আদায় করতেন। আর কাজা করার বিষয়টি...

بين صلاة الفجر وصلاة الظهر مقيد بأحاديث تدل على أن صلاة الفجر لا صلاة بعدها حتى تطلع الشمس، ولا بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، فيقيد عموم هذا الحديث الذي ذكره المؤلف بخصوص الحديث الذي ذكرناه، وأن القضاء يكون من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وقد يقال بأنه لا يقيد، لأن القضاء متى ذكره الإنسان قضاء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك) .

ويؤخذ من الحديث الذي ذكره المؤلف أنه ينبغي للإنسان المداومة على فعل الخير، وألا يدع ما نسيه إذا كان يمكن قضاؤه، أما ما لا يمكن قضاؤه فإنه إذا نسيه سقط، مثل سنة دخول المسجد التي تسمى تحية المسجد، إذا دخل الإنسان المسجد، ونسى وجلس وطالت المدة؛ فإنه لا يقضيها؛ لأن هذه الصلاة سنة مقيدة بسبب، فإذا تأخرت عنه سقطت سنتها، وهكذا كل ما قيد بسبب؛ فإنه إذا زال سببه لا يقضى، إلا أن يكون واجباً من الواجبات؛ كالصلاة المفروضة، وأما ما قيد بوقت فإنه يقضى إذا فات؛ كالسنن الرواتب؛ لو نسيها الإنسان حتى خرج الوقت فإنه يقضيها بعد الوقت، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو فات الإنسان صيام ثلاثة أيام من الشهر - الأيام البيض - فإنه يقضيها بعد ذلك، وإن كان صيام ثلاثة أيام من الشهر واسعاً؛ فتجوز

ফজর ও যোহর সালাতের মধ্যবর্তী সময়টি এমন কিছু হাদিস দ্বারা সীমাবদ্ধ যা নির্দেশ করে যে, ফজরের সালাতের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত কোনো সালাত নেই, এবং সূর্যোদয়ের পর তা এক বল্লম পরিমাণ উপরে না ওঠা পর্যন্ত কোনো সালাত নেই। সুতরাং লেখক যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তার সাধারণ বিধান আমাদের বর্ণিত বিশেষ হাদিস দ্বারা সীমাবদ্ধ হবে, এবং কাজা আদায়

করতে হবে সূর্য এক বল্লম পরিমাণ উপরে ওঠার পর। তবে এও বলা যেতে পারে যে, এটি কোনো নির্দিষ্ট সময়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়; কারণ যখনই কোনো ব্যক্তির স্মরণে আসবে তখনই সে তা কাজা করবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই সাধারণ বাণীর কারণে: "যে ব্যক্তি কোনো সালাত আদায়ের কথা ভুলে যায় অথবা সে সময় ঘুমিয়ে থাকে, তবে সে যেন তা স্মরণ হওয়ামাত্রই আদায় করে নেয়; আর এটি ছাড়া তার আর কোনো কাফফারা নেই।"

লেখকের উল্লিখিত হাদিস থেকে এটিও প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের উচিত সৎকাজে অবিচল থাকা এবং যা সে ভুলে গেছে তা যদি কাজা করা সম্ভব হয় তবে তা বর্জন না করা। তবে যা কাজা করা সম্ভব নয়, তা ভুলে গেলে রহিত হয়ে যায়; যেমন মসজিদে প্রবেশের সুন্নাত যাকে 'তাহিয়্যা'তুল মাসজিদ' বলা হয়। যদি কোনো ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে ভুলে বসে পড়ে এবং দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়, তবে সে আর তা কাজা করবে না। কারণ এই সালাতটি একটি সুনির্দিষ্ট কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট সুন্নাত; সুতরাং যখন সেই কারণটি অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তখন তার সুন্নাত হওয়ার বিধানটিও রহিত হয়। একইভাবে যা কিছু কোনো সুনির্দিষ্ট কারণের সাথে যুক্ত, তার কারণ বিলুপ্ত হয়ে গেলে তা আর কাজা করা হয় না; তবে তা যদি আবশ্যিক কর্তব্য সমূহের অন্তর্ভুক্ত হয়, যেমন ফরজ সালাত। আর যা সময়ের সাথে নির্ধারিত, সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও তা কাজা করা হয়; যেমন সুন্নাহ রাওয়াতীবসমূহ; যদি মানুষ তা ভুলে যায় এমনকি সময় পার হয়ে যায়, তবে সে সময়ের পরেও তা কাজা করবে, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে।

তদ্রূপ যদি কোনো ব্যক্তির মাসের তিন দিনের রোজা—আইয়ামে বিয—ছুটে যায়, তবে সে পরবর্তীতে তা কাজা করবে। যদিও মাসের তিন দিন রোজা রাখার বিষয়টি প্রশস্ত; তাই এটি বৈধ...

في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره، لكن الأفضل في الأيام البيض: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. والله الموفق.

154 . وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل) متفق عليه.

155 . وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثلثي عشرة ركعة) رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل) ساق المؤلف هذا الحديث في باب الاستقامة على الطاعة ودوامها، وأن الإنسان لا يقطعها. وقد وصى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو ألا يكون مثل

মাসের শুরুতে, মাঝে এবং শেষে, তবে উত্তম হলো আইয়্যামে বিয় তথা তেরো, চৌদ্দ ও পনেরো তারিখে রোজা রাখা। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১৫৪ — আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বলেছেন: (হে আবদুল্লাহ! তুমি অমুক

ব্যক্তির মতো হয়ো না, যে রাতে সালাত আদায় করত, অতঃপর রাতের সালাত বর্জন করল) মুত্তাফাকুন আলাইহি।

১৫৫ — আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে রাতে সালাত আদায় করতে না পারলে দিনের বেলা বারো রাকাত সালাত আদায় করে নিতেন) মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রাহিমাহুল্লাহ তাআলা) আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে যে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন তাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বলেছিলেন: (হে আবদুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির মতো হয়ো না, যে রাতে সালাত আদায় করত, অতঃপর রাতের সালাত বর্জন করল)। গ্রন্থকার এই হাদিসটি আনুগত্যের ওপর অবিচল থাকা ও তা নিয়মিত পালনের অধ্যায়ে এনেছেন, এবং এটি বুঝাতে চেয়েছেন যে মানুষের উচিত নয় আমল মাঝপথে বন্ধ করে দেওয়া।

আর নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) আবদুল্লাহ ইবনে আমরকে অসিয়ত করেছেন যেন তিনি সেই ব্যক্তির মতো না হন যে...

(ص: 246) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

فلان ويحتمل هذا الإبهام أن يكون من النبي عليه الصلاة والسلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب ألا يذكر اسم الرجل، ويحتمل أنه من عبد الله بن عمرو أبهمه لئلا يطلع عليه الرواة، ويحتمل أنه من الراوى بعد عبد الله بن عمرو. وأياً كان ففيه دليل على أن المهم من الأمور والقضايا القضية نفسها دون ذكر الأشخاص، ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن ينهي عن

شيء فإنه لا يذكر الأشخاص، وإنما يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وما أشبه ذلك.

وترك ذكر اسم الشخص فيه فائدتان عظيمتان:

الفائدة الأولى: الستر على هذا الشخص.

الفائدة الثانية: أن هذا الشخص ربما تتغير حاله؛ فلا يستحق الحكم الذي يحكم عليه في الوقت الحاضر؛ لأن القلوب بيد الله، فمثلاً: هب أنني رأيت رجلاً على فسق، فإذا ذكرت اسمه، فقلت لشخص: لا تكن مثل فلان؛ يسرق أو يزني أو يشرب الخمر، أو ما أشبه ذلك، فربما تتغير حال هذا الرجل، ويستقيم، ويعبد الله، فلا يستحق الحكم الذي ذكرته من قبل، فهذا كان الإبهام في هذه الأمور أولى وأحسن، لما فيه من ستر، ولما فيه من الإحتياط إذا تغيرت حال الشخص.

وفي قوله عليه الصلاة والسلام (كان يقوم من الليل فترك قيام الليل) التحذير من كون الإنسان يعمل العمل الصالح ثم يدعه، فإن هذا قد ينبئ عن رغبة عن الخير، وكراهة له، وهذا خطر عظيم، وإن كان الإنسان قد يترك الشيء لعذر، فإذا تركه لعذر، فإن كان مما يمكن قضاؤه قضاه وإن

অমুক—এই অস্পষ্টতা বা নাম উল্লেখ না করার বিষয়টি সম্ভবত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে হতে পারে; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়তো পছন্দ করেছেন যে লোকটির নাম যেন উল্লেখ না করা হয়। আবার এটিও সম্ভব যে আবদুল্লাহ ইবনে আমর একে অস্পষ্ট রেখেছেন যাতে বর্ণনাকারীরা তা জানতে না পারেন। অথবা এটি আবদুল্লাহ ইবনে আমরের পরবর্তী কোনো বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকেও হতে পারে।

বিষয়টি যাই হোক না কেন, এতে এই প্রমাণ নিহিত রয়েছে যে, বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যার ক্ষেত্রে মূল বিষয়টিই গুরুত্বপূর্ণ, নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা নয়। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ছিল যে, যখন তিনি কোনো বিষয় থেকে নিষেধ করতে

চাইতেন, তখন তিনি নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করতেন না; বরং তিনি বলতেন: "লোকদের কী হলো যে তারা এমন এমন কাজ করছে?" বা এই জাতীয় কথা।

ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করার মধ্যে দুটি মহান উপকারিতা রয়েছে:

প্রথম উপকারিতা: সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দোষ গোপন রাখা।

দ্বিতীয় উপকারিতা: এই ব্যক্তির অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে; ফলে বর্তমানে তার ওপর যে হুকুম বা বিধান প্রয়োগ করা হচ্ছে, ভবিষ্যতে সে তার যোগ্য নাও থাকতে পারে। কারণ মানুষের অন্তর আল্লাহর হাতে। উদাহরণস্বরূপ: ধরুন আমি একজনকে পাপাচারী হিসেবে দেখলাম। এখন আমি যদি তার নাম উল্লেখ করে কাউকে বলি: "অমুকের মতো হয়ো না; সে চুরি করে বা ব্যভিচার করে বা মদ্যপান করে" বা এই জাতীয় কিছু, তবে হতে পারে সেই লোকটির অবস্থার পরিবর্তন হবে, সে সঠিক পথে ফিরে আসবে এবং আল্লাহর ইবাদত করবে। তখন সে পূর্বে উল্লিখিত ওই হুকুম বা মন্তব্যের যোগ্য থাকবে না। সুতরাং, এই বিষয়গুলোতে নাম অস্পষ্ট রাখা অধিকতর উত্তম ও শ্রেয়; কারণ এতে ব্যক্তির গোপনীয়তা রক্ষা পায় এবং তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে সতর্কতামূলক দিকটি সংরক্ষিত থাকে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী—"সে রাতে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করত, অতঃপর রাতের সালাত ছেড়ে দিয়েছে"—এর মধ্যে একজন মানুষের কোনো নেক আমল গুরু করার পর তা ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা রয়েছে। কেননা এটি কল্যাণের প্রতি অনাগ্রহ এবং তার প্রতি অপছন্দের বহিঃপ্রকাশ হতে পারে, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক। যদিও মানুষ কোনো ওজরের কারণে কোনো কাজ ছেড়ে দিতে পারে; যদি সে কোনো ওজরের কারণে তা ছেড়ে দেয় এবং সেটি এমন আমল হয় যা কাজা করা সম্ভব, তবে সে তা কাজা করবে এবং...

كان مما لا يمكن قضاؤه فإن الله - تعالى - يعفو عنه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً، وكذلك إذا تركه لعذر فإنه يقضه.

وفي حديث عائشة الذي ساقه المؤلف؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ترك القيام الليل من وجع أو غيره، صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بإحدى عشر ركعة، فإذا قضى الليل ولم يوتر لنوم أو شبهه؛ فإنه يقضي هذه الصلاة، لكن لما فات وقت الوتر صار المشروع أن يجعله شفعاً، بناء على ذلك: فمن كان يوتر بثلاث ونام عن وتره فليصل في النهار أربعاً، وإذا كان يوتر بخمس فليصل ستاً، وإن كان يوتر بسبع فليصل ثمانية، وإن كان يوتر بتسع فليصل عشرة، وإن كان يوتر بإحدى عشرة ركعة فليصل اثنتي عشرة ركعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.

وفي هذا دليل على فائدة مهمة وهي: أن العبادة المؤقتة إذا فاتت عن وقتها لعذر فإنها تقضى، أما العبادة المربوطة بسبب؛ فإنه إذا زال سببها لا تقضى، ومن ذلك سنة الوضوء مثلاً؛ إذا توضأ الإنسان فإن من السنة أن يصلي ركعتين، فإذا نسي ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة سقطت عنه، وكذلك إذا دخل المسجد وجلس ناسياً، ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة فإن تحية المسجد تسقط عنه؛ لأن المقرون بسبب لا بد أن يكون موالياً للسبب، فإن فصل بينهما سقط، والله الموفق.

যা কাজা করা সম্ভব নয়, আল্লাহ তাআলা তা ক্ষমা করে দেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, যে ব্যক্তি অসুস্থ হয় অথবা সফরে থাকে, তার জন্য সেই আমলই লিখে রাখা হয় যা সে সুস্থ ও মুকিম (বাসস্থানরত) অবস্থায় করত। একইভাবে, যদি কেউ কোনো ওজরের (সঙ্গত কারণ) কারণে আমল ত্যাগ করে, তবে সে তা কাজা করবে।

এবং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদিসে, যা লেখক উল্লেখ করেছেন, তাতে এসেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো ব্যথা বা অন্য কোনো কারণে রাতের সালাত (কিয়ামুল লাইল) ছেড়ে দিতেন, তখন দিনের বেলা বারো রাকাত সালাত আদায় করতেন। কেননা তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত এগারো রাকাত বিতর আদায় করতেন। সুতরাং যখন রাত শেষ হয়ে যেত এবং ঘুম বা এ জাতীয় কোনো কারণে বিতর আদায় করা সম্ভব হতো না, তখন তিনি এই সালাত কাজা করতেন। তবে যেহেতু বিতরের সময় পার হয়ে যেত, তাই শরীয়তসম্মত নিয়ম হলো সেটিকে জোড় হিসেবে আদায় করা। এর ভিত্তিতে: যে ব্যক্তি তিন রাকাত বিতর আদায় করত এবং বিতর না পড়েই ঘুমিয়ে পড়ত, সে যেন দিনে চার রাকাত পড়ে নেয়। আর যদি পাঁচ রাকাত বিতর পড়ত, তবে সে যেন ছয় রাকাত পড়ে। যদি সাত রাকাত পড়ত, তবে যেন আট রাকাত পড়ে। যদি নয় রাকাত পড়ত, তবে যেন দশ রাকাত পড়ে। আর যদি এগারো রাকাত বিতর আদায় করত, তবে যেন বারো রাকাত সালাত আদায় করে, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতেন।

এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার প্রমাণ রয়েছে, তা হলো: সময়নির্ধারিত ইবাদত যদি ওজরের কারণে সময়মতো আদায় করা না যায়, তবে তা কাজা করতে হয়। কিন্তু যে ইবাদত কোনো বিশেষ কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট, সেই কারণটি চলে গেলে তা আর কাজা করা যায় না।

উদাহরণস্বরূপ ওজুর সুন্নাত; মানুষ যখন ওজু করে, তখন দুই রাকাত সালাত আদায় করা সুন্নাত। এখন সে যদি ভুলে যায় এবং দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তার মনে পড়ে, তবে তা তার ওপর থেকে রহিত হয়ে যাবে। একইভাবে কেউ যদি মসজিদে প্রবেশ করে এবং ভুলে বসে পড়ে, আর দীর্ঘ সময় পর তার মনে পড়ে, তবে তাহিয়্যাতুল মসজিদও তার ওপর থেকে রহিত হয়ে যাবে। কারণ, কোনো বিশেষ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আমলটি সেই বিষয়ের অব্যবহিত পরেই হওয়া আবশ্যিক। যদি দুটির মাঝে দীর্ঘ ব্যবধান হয়ে যায়, তবে আমলটি রহিত হয়ে যায়। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

16. باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها

قال الله تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (الحشر: 7)
وقال تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ) (النجم: 3، 4) وقال تعالى:
(قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) (آل عمران: 31)، وقال تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا) (الأحزاب: 21).

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، السنة: يراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي طريقته التي كان عليها في عباداته وأخلاقه ومعاملاته، فهي أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراراته، هذه هي السنة. ويطلق الفقهاء السنة على العمل الذي يترجح فعله على تركه، وهو الذي يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه.
ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله - تعالى - بالهدى ودين الحق. والهدى: هو العلم النافع ودين الحق: هو العمل الصالح، فلا بد من علم، ولا بد من عمل، ولا يمكن أن يحافظ الإنسان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يعلمها، وعليه فيكون الأمر بالمحافظة على السنة أمراً بالعلم وطلب العلم. وطلب العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فرض عين، وفرض كفاية، وسنة.

১৬ — সুন্নাহ ও এর আদবসমূহ আঁকড়ে ধরার নির্দেশ বিষয়ক অধ্যায়

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "রাসূল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে তোমরা বিরত থাকো।" (সূরা আল-হাশর: ৭)।

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন: "আর তিনি নিজ প্রবৃত্তি থেকে কোনো কথা বলেন না; তা তো কেবল ওহী যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়।" (সূরা আন-নাজম: ৩, ৪)। আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন: "বলো, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন।" (সূরা আলে-ইমরান: ৩১)। আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন: "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা আল-আহযাব: ২১)।

[ব্যাক্থ্যা]

গ্রন্থকার—আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন—বলেন: সুন্নাহ ও এর আদবসমূহ আঁকড়ে ধরার নির্দেশ বিষয়ক অধ্যায়। এখানে সুন্নাহ বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহকে বোঝানো হয়েছে; আর তা হলো তাঁর সেই আদর্শ বা পদ্ধতি যা তিনি তাঁর ইবাদত, আখলাক বা চরিত্র এবং পারস্পরিক লেনদেনে অনুসরণ করতেন। সুতরাং তাঁর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিই হলো সুন্নাহ। আর ফকীহগণ (ইসলামী আইনবিদগণ) 'সুন্নাহ' শব্দটি এমন কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন যা বর্জন করার চেয়ে সম্পাদন করা উত্তম এবং যা সম্পাদন করলে সওয়াব পাওয়া যায় কিন্তু বর্জন করলে কোনো শাস্তি ভোগ করতে হয় না। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন। এখানে 'হিদায়াত' হলো উপকারী জ্ঞান (ইলম) এবং 'সত্য দ্বীন' হলো নেক আমল। সুতরাং জ্ঞান ও আমল—উভয়টিই অপরিহার্য। কোনো মানুষের পক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর ওপর অটল থাকা বা তা সংরক্ষণ করা ততক্ষণ সম্ভব নয় যতক্ষণ না সে তা সঠিকভাবে জানতে পারে। অতএব, সুন্নাহ সংরক্ষণের নির্দেশ মূলত ইলম অর্জন ও জ্ঞান অন্বেষণেরই নির্দেশ। আর ইলম বা জ্ঞান অন্বেষণ তিন ভাগে বিভক্ত: ফরযে আইন, ফরযে কিফায়া এবং সুন্নাহ।

أما فرض العين: فهو علم ما تتوقف العبادة عليه. يعني العلم الذي لا يسع المسلم جهله، مثل العلم بالوضوء، بالصلاة، بالزكاة، بالصيام، بالحج، وما أشبه ذلك، فالذي لا يسع المسلم جهله؛ فإن تعلمه يكون فرض عين. ولهذا نوجب على هذا الشخص أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه ذو مال، ولا نوجب على الآخر أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه ليس ذا مال.

كذلك الحج: نوجب على هذا أن يتعلم أحكام الحج لأنه سوف يحج، ولا نوجب على الآخر أن يتعلمها؛ لأنه ليس بحاجة.

أما فرض كفاية: فهو العلم الذي تحفظ به الشريعة، يعني هو العلم الذي لو ترك لضاعت الشريعة، فهذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، فإذا قدر أن واحداً في البلد قد قام بالواجب في هذا الأمر وتعلم، وصار يفتي ويدرس، ويعلم الناس، صار طلب العلم في حق غيره سنة وهو القسم الثالث.

إذن طالب العلم يدور أجره بين أجر السنة، وأجر فرض الكفاية، وأجر فرض العين. والمهم أنه لا يمكن أن نحافظ على السنة وآدابها إلا بعد معرفة السنة وآدابها.

ثم ذكر المؤلف من كتاب الله عز وجل، منها قوله تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ) (آل عمران: 31)، هذه الآية يسميها بعض العلماء آية المحنة، أي آية الامتحان، لأن الله - تعالى - امتحن قوماً ادعوا أنهم يحبون الله، قالوا: نحن نحب الله، دعوى يسيرة، لكت على المدعي البينة، قال الله تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي) فمن ادعى محبة

ফরজ আইন প্রসঙ্গে বলা যায়: এটি হলো সেই জ্ঞান যার ওপর ইবাদত নির্ভর করে। অর্থাৎ এমন জ্ঞান যা অজানা রাখা কোনো মুসলমানের জন্য সমীচীন নয়, যেমন ওযু, সালাত, জাকাত, সিয়াম, হজ এবং অনুরূপ বিষয়াবলির জ্ঞান। সুতরাং যে বিষয়গুলো সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা কোনো মুসলমানের জন্য বৈধ নয়, সেগুলো শিক্ষা করা ফরজ আইন। এ কারণেই আমরা

নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর জাকাতের বিধান শিক্ষা করা আবশ্যিক করি যেহেতু সে সম্পদের মালিক, কিন্তু অন্য ব্যক্তির ওপর জাকাতের বিধান শিক্ষা করা আবশ্যিক করি না কারণ সে সম্পদের মালিক নয়।

তদ্রূপ হজের বিষয়টিও: আমরা নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর হজের বিধানাবলি শিক্ষা করা আবশ্যিক করি যেহেতু সে হজ পালন করবে, কিন্তু অন্যের ওপর তা আবশ্যিক করি না; কারণ সে হজ পালনকারী নয়।

পক্ষান্তরে ফরজ কিফায়া হলো: সেই জ্ঞান যার মাধ্যমে শরিয়ত সংরক্ষিত হয়। অর্থাৎ এটি এমন জ্ঞান যা বর্জন করা হলে শরিয়ত বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এটি ফরজ কিফায়া; যদি পর্যাপ্ত সংখ্যক লোক এটি সম্পন্ন করে, তবে অবশিষ্টদের ওপর থেকে আবশ্যিকতা রহিত হয়ে যায়। সুতরাং যদি দেখা যায় যে জনপদের কোনো একজন ব্যক্তি এই বিষয়ে তার দায়িত্ব পালন করেছেন এবং জ্ঞান অর্জন করেছেন, আর তিনি ফতোয়া প্রদান ও পাঠদান করেছেন এবং মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছেন, তবে অন্যদের ক্ষেত্রে জ্ঞান অব্বেষণ করা সুন্নাহ হিসেবে গণ্য হবে— আর এটিই হলো তৃতীয় প্রকার।

অতএব জ্ঞান অব্বেষণকারীর সওয়াব সুন্নাহর সওয়াব, ফরজ কিফায়ার সওয়াব এবং ফরজ আইনের সওয়াবের মধ্যে আবর্তিত হয়। আর মূল কথা হলো যে, সুন্নাহ ও এর আদবসমূহ জানা ব্যতীত সুন্নাহ ও এর আদবসমূহ বজায় রাখা সম্ভব নয়।

অতঃপর লেখক মহান আল্লাহর কিতাব থেকে কতিপয় আয়াত উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর বাণী: (বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন) (আলে ইমরান: ৩১)। এই আয়াতটিকে কোনো কোনো আলেম ‘আয়াতুল মিহনা’ বা পরীক্ষার আয়াত হিসেবে অভিহিত করেন। কারণ মহান আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছেন যারা দাবি করেছিল যে তারা আল্লাহকে ভালোবাসে। তারা বলেছিল: আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি—এটি একটি সাধারণ দাবি, কিন্তু দাবিদারের ওপর প্রমাণের দায়ভার থাকে। মহান আল্লাহ বললেন: (বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমাকে অনুসরণ করো)। সুতরাং যে ভালোবাসার দাবি করল...

الله، وهو لا يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فليس صادقاً. بل هو كاذب، فعلامة محبة الله سبحانه وتعالى أن تتبع رسوله صلى الله عليه وسلم.

واعلم أنه بقدر تخلفك عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون نقص محبتك لله، وما نتيجة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جاء ذلك في الآية نفسها (يُحِبُّكُمْ اللَّهُ) وهذه الثمرة؛ أن الله يحبك، لا أن تدعي محبة الله. فإذا أحبك الله؛ فإنه لن يحبك إلا إذا أتيت ما يحب، فليس الشأن أن يقول القائل: أنا أحب الله، ولكن الشأن كل الشأن أن يكون الله عز وجل يحبه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أحبائه. وهذا هو الشأن.

وإذا أحب الله الشخص، يسر الله له أمور دينه ودنياه، ورد في الحديث: (أن الله إذا أحب شخصاً نادى جبريل: أُنِي أَحِب فلاناً فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماوات: أن الله يحب فلاناً فأحبه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض) فيحبه أهل الأرض، ويقبلونه، ويكون إماماً لهم، إذاً محبة الله هي الغاية، ولكنها غاية لمن كان متبعاً للرسول صلى الله عليه وسلم غاية كمن كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه الله. وذكر المؤلف قوله تعالى (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (الحشر: 7) وهذه الآية في سياق قسمة الفيء؛ يعني المال الذي

আল্লাহকে [ভালোবাসার দাবি করে], অথচ সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে না, তবে সে সত্যবাদী নয়। বরং সে একজন মিথ্যাবাদী; কেননা মহান আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন হলো তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা।

জেনে রাখুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে আপনার যতটুকু বিচ্যুতি ঘটবে, আল্লাহর প্রতি আপনার ভালোবাসায় ঠিক ততটুকুই ঘাটতি দেখা দেবে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের ফলাফল কী? তা উক্ত আয়াতেই বর্ণিত হয়েছে: (আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন)। আর এটাই হলো মূল প্রতিদান; অর্থাৎ আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসবেন, কেবল আপনার আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার দাবি করা মূল বিষয় নয়। যখন আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসবেন, তখন তিনি তখনই ভালোবাসবেন যখন আপনি তাঁর পছন্দনীয় কাজগুলো করবেন। সুতরাং কোনো বক্তার "আমি আল্লাহকে ভালোবাসি" বলাটা মূল কৃতিত্বের বিষয় নয়, বরং মূল সার্থকতা হলো মহান আল্লাহ তাকে ভালোবাসা। আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের তাঁর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আর এটিই হলো প্রকৃত উদ্দেশ্য।

যখন আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, তখন আল্লাহ তার জন্য দ্বীন ও দুনিয়ার বিষয়সমূহ সহজ করে দেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: (নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন জিবরীল আলাইহিস সালামকে ডেকে বলেন: "আমি অমুককে ভালোবাসি, সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাসো।" তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম তাকে ভালোবাসেন। এরপর তিনি আসমানবাসীদের মাঝে ঘোষণা করে দেন: "আল্লাহ অমুককে ভালোবাসেন, অতএব তোমরাও তাকে ভালোবাসো।" তখন আসমানবাসীরা তাকে ভালোবাসতে শুরু করে। এরপর জমিনে তার জন্য কবুলিয়ত বা গ্রহণযোগ্যতা স্থাপন করা হয়।) ফলে দুনিয়ার মানুষ তাকে ভালোবাসে, তাকে গ্রহণ করে এবং সে তাদের ইমাম হিসেবে গণ্য হয়। অতএব, আল্লাহর ভালোবাসাই হলো চূড়ান্ত লক্ষ্য; তবে এটি কেবল তাদের জন্য যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী। সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করবে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসবেন।

গ্রন্থকার মহান আল্লাহর বাণী উল্লেখ করেছেন: (আর রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো, আর যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো) (সূরা হাশর: ৭)। এই আয়াতটি মূলত 'ফাই' বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে; অর্থাৎ সেই সম্পদ যা...

يؤخذ من الكفار. يقول الله عز وجل: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ) يعني ما أعطاكم من المال فخذوه ولا تردوه. (وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا) أي لا تأخذوه. ولهذا بعث الرسول عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة في سنة من السنوات، فلما رجع أعطاه فقال: يا رسول الله تصدق به على من هو أفقر مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما جاءك من هذا المال، وأنت غير مشرف ولا سائل فخذة، وما لا فلا تتبعه نفسك) فبأعطانا الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نأخذة، وما نهانا عنه فإننا لا نأخذة. وهذه الآية - وإن كانت في سياق قسمة الفياء - فإنها كذلك بالنسبة للأحكام الشرعية، فبأحلله النبي صلى الله عليه وسلم لنا فإننا نقبله ونعمل به على أنه حلال، وما نهانا عنه فإننا ننتهي عنه، ونتركه ولا نتعرض له، فهي وإن كانت في سياق الفياء فهي عامة تشمل هذا وهذا.

ثم ذكر أيضاً قوله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ) يعني بالأسوة: القدوة. والحسنة: ضد السيئة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أسوتنا وقدوتنا، ولنا فيه أسوة حسنة، وكل شيء تتأسى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه خير وحسن. ويشمل قوله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)

এটি কাফেরদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হয়। মহান আল্লাহ বলেন: (রাসূল তোমাদের যা প্রদান করেন) অর্থাৎ তিনি তোমাদের যে সম্পদ দান করেন তা গ্রহণ করো এবং তা প্রত্যাখ্যান করো না, (আর যা থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো) অর্থাৎ তা গ্রহণ করো না।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো এক বছর উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে সদকা আদায়ের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন। তিনি যখন ফিরে এলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে কিছু প্রদান করলেন। তখন তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! এটি এমন কাউকে দান করে দিন যে আমার চেয়ে অধিক অভাবী। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: (এই সম্পদ থেকে যা তোমার নিকট এমন অবস্থায় আসে যে তুমি তার প্রত্যাশী ছিলে না এবং যাদ্ধগাও করোনি, তা গ্রহণ করো। আর যা আসে না, তার পেছনে নিজের মনকে নিয়োজিত করো না)। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের যা প্রদান করেন আমরা তা গ্রহণ করি, আর যা থেকে আমাদের নিষেধ করেন তা আমরা গ্রহণ করি না।

এই আয়াতটি—যদিও তা ‘ফাই’ (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) বণ্টনের প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ—তথাপি এটি শরয়ি বিধানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুতরাং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের জন্য যা হালাল করেছেন আমরা তা গ্রহণ করি এবং হালাল মনে করে তার ওপর আমল করি। আর যা থেকে তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন তা থেকে আমরা বিরত থাকি, তা বর্জন করি এবং তার ধারেকাছেও যাই না। সুতরাং প্রেক্ষাপট ‘ফাই’ সংক্রান্ত হলেও এর হুকুম ব্যাপক যা এই বিষয় ও ওই বিষয় উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে।

অতঃপর তিনি মহান আল্লাহর এই বাণীও উল্লেখ করেছেন: (নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, এমন ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও পরকাল আশা করে)। ‘উসওয়াহ’ শব্দের অর্থ হলো: অনুসরণীয় অনুকরণ। আর ‘হাসানাহ’ বা উত্তম হলো মন্দের বিপরীত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন আমাদের আদর্শ ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর মাঝে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। আর প্রতিটি বিষয় যাতে আপনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ করবেন, তা কল্যাণকর ও উত্তম। আর এটি মহান আল্লাহর এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত: (নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ)।

معنيين:

المعنى الأول: هو أن كل ما يفعله فهو حسن، فالتأسي به حسن.
الثاني: أننا مأمورون بأن نتأسي به أسوة حسنة، لا نزيد على ما شرع ولا ننقص عنه، لأن الزيادة أو النقص ضد الحسن، ولكننا مأمورون بأن نتأسي به وكل شيء نتأسي به فيه فإنه حسن.

وأخذ العلماء من هذه الآية أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة يحتج بها ويقتدى به فيها، إلا ما قام الدليل على أنه خاص به، فما قام الدليل على أنه خاص به فهو مختص به، مثل قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ) إلى أن قال (وَأَمْرًا مُمْنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) (الأحزاب: 50)، فما كان من خصائصه فهو من خصائصه.

ومن ذلك أيضاً: الوصال في الصوم، أي أن يسدد الإنسان صوم يومين بلا فطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قالوا: يا رسول الله، إنك تواصل، يعني فكيف تنهانا؟ فقال: (إني لست كهيتكم، إني أطعم وأسقي) وفي لفظ: (إني أبيت يطعني ربي ويسقيني) يعني يطعمه الله ويسقيه بما

দুটি অর্থ:

প্রথম অর্থ: তিনি যা কিছু করেন তা-ই উত্তম, তাই তাঁর অনুসরণ করাও উত্তম।

দ্বিতীয় অর্থ: আমাদের আদেশ করা হয়েছে তাঁকে সর্বোত্তমভাবে অনুসরণ করার জন্য। তিনি যা প্রবর্তন করেছেন তাতে আমরা কোনো বৃদ্ধি করব না এবং তা থেকে কোনো কিছু হ্রাসও করব না; কেননা বৃদ্ধি বা হ্রাস করা উত্তমের পরিপন্থী। বরং আমাদের আদেশ করা হয়েছে যেন আমরা তাঁকে অনুসরণ করি এবং যে সকল বিষয়ে আমরা তাঁকে অনুসরণ করি, তা-ই উত্তম।

আলেমগণ এই আয়াত থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কার্যাবলি দলিল হিসেবে গণ্য এবং এতে তাঁকে অনুসরণ করা হবে; তবে যে সকল বিষয়ে প্রমাণ রয়েছে যে তা কেবল তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট, সেগুলো তাঁর জন্যই বিশেষায়িত হবে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী: (হে নবী! আমি আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে বৈধ করেছি যাদের মোহর আপনি প্রদান করেছেন এবং আপনার মালিকানাধীন দাসীদেরও যাদের আল্লাহ গনীমত হিসেবে আপনাকে দান করেছেন) মহান আল্লাহর এই বাণী পর্যন্ত (এবং কোনো মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর নিকট নিবেদন করে আর নবী তাকে বিয়ে করতে চান; এটি কেবল আপনার জন্যই নির্দিষ্ট, অন্য মুমিনদের জন্য নয়) (আল-আহজাব: ৫০)। সুতরাং যা তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত, তা তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট।

এর অন্তর্ভুক্ত আরও একটি বিষয় হলো: সাওমে বিসাল বা বিরতিহীন রোজা রাখা। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি ইফতার না করে একটানা দুই দিন রোজা রাখা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি করতে নিষেধ করেছেন। তারা (সাহাবীগণ) বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো বিসাল বা বিরতিহীন রোজা রাখছেন, তবে আমাদের কেন নিষেধ করেছেন? তখন তিনি বললেন: (আমি তোমাদের অবস্থার মতো নই। আমাকে আহর করানো হয় এবং পান করানো হয়)। অন্য বর্ণনায় এসেছে: (আমি রাত অতিবাহিত করি এমতাবস্থায় যে আমার রব আমাকে আহর করান এবং পান করান)। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁকে আহর ও পান করান এমন কিছু মাধ্যমে যা...

(ص: 253) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

يبدؤه به من ذكره، وتعلق قلبه به حتى ينسى الأكل والشرب ولا يطلبه. ونحن نعلم الآن أن الرجل لو شغل بأمر من أمور الدنيا نسي الأكل والشرب حتى أن الشعراء يمثّلون بهذا بقولهم:

لَهَا أَحَادِيثٌ مِنْ ذِكْرِكَ تَشْغِلُهَا

عن الشراب وتلهيها عن الزاد

يعني أن أحاديثها بك إذا قامت تتحدث؛ ألهاها ذلك عن الشراب وعن الزاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لقوة تعلقه بربه، إذا قام من الليل يتهجد، فإن الله - تعالى - يعطيه قوة بما يحصل له من الذكر، تكفيه عن الأكل والشرب. أما نحن فلسنا كهيئته، ولهذا منع الوصال، وبين أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم.

وذكر المؤلف قوله تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (النساء: 65).

[الشَّرْحُ]

ساق المؤلف رحمه الله تعالى - فيما ساقه من الآيات الدالة على المحافظة على السنة وآدابها قوله تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) هذه الآية لها صلة بما قبلها وهي قوله تعالى (يَا أَيُّهَا

তিনি তাঁকে তাঁর সুরণের মাধ্যমে যা দান করেন এবং তাঁর হৃদয়ের প্রতি তাঁর যে গভীর আসক্তি থাকে, তার ফলে তিনি পানাহার ভুলে যেতেন এবং তা কামনা করতেন না। আমরা বর্তমানে জানি যে, কোনো মানুষ যদি পার্থিব কোনো বিষয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে, তবে সে পানাহার ভুলে যায়; এমনকি কবিরা এ সম্পর্কে উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন:

তোমার স্মৃতির এমন কিছু কথা তার কাছে রয়েছে, যা তাকে পান করা থেকে বিরত রাখে এবং খাদ্য গ্রহণ থেকে তাকে বিমুখ করে দেয়।

অর্থাৎ, যখন সে তোমার কথা বলতে শুরু করে, তখন তোমার সেই আলোচনা তাকে পানাহার ও খাদ্য গ্রহণ থেকে ভুলিয়ে রাখে।

সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবের প্রতি প্রবল অনুরাগের কারণে যখন রাতে তাহাজ্জুদের জন্য দাঁড়াতেন, তখন আল্লাহ তাআলা যিকিরের মাধ্যমে অর্জিত এমন এক শক্তি তাঁকে দান করতেন, যা তাঁর জন্য পানাহারের বিকল্প হিসেবে যথেষ্ট হতো। পক্ষান্তরে আমরা তাঁর অবস্থায় নেই, আর এই কারণেই তিনি নিরবচ্ছিন্ন রোজা (বিসাল) পালন করতে নিষেধ করেছেন এবং স্পষ্ট করেছেন যে এটি তাঁরই বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

* * *

লেখক আল্লাহ তাআলার এই বাণী উল্লেখ করেছেন: "না, আপনার পালনকর্তার শপথ! তারা মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক বিবাদের ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করে, অতঃপর আপনি যে ফয়সালা করেন সে ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং তারা তা পূর্ণরূপে মেনে নেয়।" (আন-নিসা: ৬৫)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) সুন্নাহর প্রতি যত্নবান হওয়া এবং এর আদবসমূহ পালনের প্রমাণস্বরূপ যে আয়াতগুলো উদ্ধৃত করেছেন, তন্মধ্যে আল্লাহ তাআলার এই বাণীটিও রয়েছে: "না, আপনার পালনকর্তার শপথ! তারা মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক বিবাদের ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করে, অতঃপর আপনি যে ফয়সালা করেন সে ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং তারা তা পূর্ণরূপে মেনে নেয়।" এই আয়াতটির সাথে এর পূর্ববর্তী আয়াতের সম্পর্ক রয়েছে, যা হলো আল্লাহ তাআলার বাণী (হে ঈমানদারগণ...)

الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) (النساء: 59) ، فأمر الله - تعالى - بطاعته، وبطاعة رسوله وأولي الأمر منا. وأولو الأمر: يشمل العلماء والأمراء، لأن العلماء ولاية أمورنا في بيان دين الله، والأمراء ولاية أمرنا في تنفيذ شريعة الله ن ولا يستقيم العلماء إلا بالأمراء، ولا الأمراء إلا بالعلماء. فالأمراء عليهم أن يرجعوا إلى العلماء ليستبينوا منهم شريعة الله. والعلماء عليهم أن ينصحوا الأمراء، وأن يخوفوهم بالله، وأن يعظوهم حتى يطبقوا شريعة الله في عباد الله عز وجل.

ثم قال: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) يعني: إن اختلفتم في شيء من الأشياء، فليس قول بعضكم حجة على الآخر، ولكن هناك حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بالرجوع إلى حكم الله - تعالى - وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم أما الرجوع إلى الله فهو الرجوع إلى كتابه، القرآن العظيم، أما الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم إن كان حياً بمراجعته شخصياً، وإن كان ميتاً فبمراجعتة ما صح من سنته صلى الله عليه وسلم، (إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) وهذا حث على الرجوع إلى الله - تعالى - ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن الرجوع إلى الله ورسوله من مقتضيات الإيمان.

(ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) يعني أحسن عاقبة، فالرجوع إلى الله ورسوله خير للأمة وأحسن عاقبة، مهما ظن الظان أن الرجوع إلى الكتاب والسنة يشكل أمراً قد يعجز الناس، وقد لا يطيقون ذلك، فهذا ظن خاطئ

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যকার উলুল আমর বা যারা আদেশ দেওয়ার অধিকারী (নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ), তাদের আনুগত্য করো। অতঃপর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে তা আল্লাহ ও

রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখো। এটাই উত্তম এবং পরিণতির দিক দিয়ে অতি উৎকৃষ্ট।" (আন-নিসা: ৫৯)। সুতরাং মহান আল্লাহ তাঁর আনুগত্য, তাঁর রাসূলের আনুগত্য এবং আমাদের মধ্যকার উলুল আমরের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন।

আর 'উলুল আমর' বা কর্তৃপক্ষ বলতে আলেম (ধর্মতত্ত্ববিদ) এবং উমারা (শাসকগোষ্ঠী) উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ আলেমগণ আল্লাহর দীন বর্ণনার ক্ষেত্রে আমাদের কর্ণধার, আর শাসকগণ আল্লাহর শরীয়ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমাদের কর্ণধার। আলেমদের কর্মকাণ্ড শাসকদের সাহায্য ছাড়া সুচারুভাবে চলতে পারে না, আবার শাসকদের শাসনব্যবস্থাও আলেমদের দিকনির্দেশনা ছাড়া সঠিক পথে থাকতে পারে না। তাই শাসকদের কর্তব্য হলো আলেমদের শরণাপন্ন হওয়া, যাতে তাঁদের নিকট থেকে আল্লাহর শরীয়ত স্পষ্টভাবে জেনে নিতে পারেন। আর আলেমদের দায়িত্ব হলো শাসকদের সদুপদেশ দেওয়া, তাঁদের মনে আল্লাহর ভয় জাগ্রত করা এবং তাঁদের নসিহত করা যাতে তাঁরা আল্লাহর বান্দাদের ওপর মহান আল্লাহর শরীয়ত সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

অতঃপর তিনি বলেছেন: "যদি কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়, তবে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।" অর্থাৎ: তোমরা যদি কোনো বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হও, তবে তোমাদের কারো ব্যক্তিগত মত অন্যের জন্য দলিল বা প্রমাণ নয়। বরং সেখানে মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিধান বিদ্যমান। সুতরাং তোমাদের কর্তব্য হলো মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ফয়সালার দিকে প্রত্যাবর্তন করা। আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করার অর্থ হলো তাঁর কিতাব—মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের দিকে ফিরে আসা। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করার অর্থ হলো তাঁর সুন্নাহর দিকে ফিরে আসা; যদি তিনি জীবিত থাকতেন তবে সরাসরি তাঁর সান্নিধ্যে যাওয়ার মাধ্যমে, আর তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর বিশুদ্ধ সুন্নাহর অনুসরণের মাধ্যমে। "যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখো।" এটি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে ফিরে আসার প্রতি একটি জোরালো তাকিদ এবং এটি স্পষ্ট করে যে, আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করা ঈমানের অন্যতম দাবি ও অনিবার্য অনুষঙ্গ।

"এটাই উত্তম এবং পরিণতির দিক দিয়ে অতি উৎকৃষ্ট।" অর্থাৎ পরিণাম বা ফলাফলের দিক দিয়ে এটাই শ্রেষ্ঠ। কেননা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরে আসা উম্মতের জন্য কল্যাণকর এবং পরিণতির বিচারে সর্বোত্তম, তা কোনো ব্যক্তি যা-ই ধারণা করুক না কেন যে, কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যাওয়া এমন কোনো কঠিন বিষয় যা মানুষের সাধের অতীত হতে পারে কিংবা মানুষ তা সহিতে পারবে না; কারণ এ ধরনের ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

(ص: 255) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

لا قيمة له، فبعض الناس يظنون أن الرجوع إلى الإسلام الذي كان في صدر هذه الأمة لا يتناسب مع الوقت الحاضر والعياذ بالله، ولم يعلم هؤلاء أن الإسلام حاكم وليس محكوماً عليه، وأن الإسلام لا يتغير باختلاف الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص، الإسلام هو الإسلام، فإن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلنرجع إلى الكتاب والسنة (ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) أي: أحسن مآلاً وعافية.

ثم قال تعالى: (الْمُ تَرِ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ) (النساء: 60)، والاستفهام هذا للتعجب ح يعني ألا تتعجب من قوم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل عليك، وبما أنزل من قبلك، ولكنهم لا يريدون التحاكم إلى الله ورسوله، إنما يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؛ وهو كل ما خالف شريعة الله.

ومن هؤلاء القوم ما ابتلى الله به المسلمين من بعض الحكام الذين يريدون أن يرجعوا في الحكم بين الناس إلى قوانين ضالة بعيدة عن الشريعة، وضعها فلان

وفلان من كفار، لا يعلمون عن الإسلام شيئاً، هم أيضاً في عصر قد تختلف العصور عنه، وفي أمة قد تختلف عنها الأمم الأخرى.

لكن - مع الأسف - إن بعض الذين استعبروهم الكفار من البلاد الإسلامية، أخذوا هذه القوانين، وصاروا يطبقونها على الشعب الإسلامي، غير مباليين بمخالفتها لكتاب الله - تعالى - وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم

এর কোনো মূল্য নেই। কিছু মানুষ মনে করে যে, এই উম্মতের সূচনালগ্নে যে ইসলাম ছিল তার দিকে ফিরে যাওয়া বর্তমান সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। তারা জানে না যে ইসলাম হলো বিধায়ক, কোনো কিছুর দ্বারা বিচার্য নয়। সময়, স্থান বা ব্যক্তির পরিবর্তনের সাথে ইসলামের পরিবর্তন ঘটে না; ইসলাম সর্বদা অপরিবর্তনীয়। যদি আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখি, তবে আমাদের উচিত কিताব ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যাওয়া। (এটিই শ্রেষ্ঠ এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর), অর্থাৎ এর পরিণাম ও কল্যাণই সর্বোত্তম। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন: (আপনি কি তাদের দেখেননি যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা ঈমান এনেছে? তারা ফয়সালা পাওয়ার জন্য তাগুতের কাছে যেতে চায়, অথচ তাদেরকে তা অস্বীকার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।) (আন-নিসা: ৬০)। এখানে প্রশ্নটি বিস্ময় প্রকাশের জন্য; অর্থাৎ, আপনি কি ঐসব লোকদের দেখে বিস্মিত হন না যারা আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান আনার দাবি করা সত্ত্বেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে বিচার না চেয়ে বরং তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থনা করে? আর তাগুত হলো তা-ই যা আল্লাহর শরীয়তের পরিপন্থী।

এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হলো তারা যাদের মাধ্যমে আল্লাহ মুসলিমদের পরীক্ষা করেছেন—অর্থাৎ এমন কিছু শাসক যারা মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে শরীয়ত বর্জিত ভ্রান্ত আইনের অনুগামী হতে চায়। এসব আইন এমন সব অমুসলিমদের দ্বারা প্রণীত যারা ইসলাম সম্পর্কে বিন্দুমাত্র জ্ঞান রাখে না। তদুপরি তারা এমন এক যুগ ও জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল যা বর্তমান প্রেক্ষাপট ও জাতিগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারে।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, যেসব মুসলিম দেশ কাফেরদের দ্বারা উপনিবেশিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এই আইনগুলো গ্রহণ করেছে এবং মুসলিম জনসাধারণের ওপর তা প্রয়োগ করতে শুরু করেছে। তারা মহান আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহর প্রতিকূলতার বিষয়ে অক্ষিপ করেনি এবং তারা...

(ص: 256) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

يزعمون أنهم آمنوا بالله ورسوله، كيف ذلك؟ وهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، أمروا أمراً من الله أن يكفروا بالطاغوت، ومع ذلك يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت، (وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا) (النساء: 60)، يريد الشيطان أن يضلهم عن دين الله ضلالاً بعيداً ليس قريباً، لأن من حكم غير شريعة الله فقد ضل أعظم الضلال، وأبعد الضلال. قال الله عز وجل: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتِ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا) (النساء: 61)، أي إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله؛ وهو القرآن، وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً، ولم يقل: رأيتهم لأجل أن يبين أنه هؤلاء منافقين، فأظهر في وضع الإضمار لهذه الفائدة. ولأجل أن يشمل هؤلاء وغيرهم من المنافقين، فإن المنافق - والعياذ بالله - إذا دعي إلى الله ورسوله أعرض وصد.

(فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بَمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا)، يعني كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة وكشفت عوراتهم واطلع عليها، ثم جاءوك يحلفون بالله وهم كاذبون: (إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا) يعني ما

أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين الشريعة وبين القوانين الوضعية، ولا يمكن أن يكون هناك توفيق بين حكم الله وحكم الطاغوت أبداً. حكم الطاغوت لو فرض أنه وافق حكم الله؛ لكان حكماً لله لا للطاغوت؛ ولهذا ما في القوانين الوضعية من السائل

তারা দাবি করে যে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, অথচ তা কীভাবে সম্ভব? তারা বিচারপ্রার্থী হতে চায় তাগুতের কাছে, অথচ তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে; আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তারা তাগুতকে বর্জন করে। এতৎসত্ত্বেও তারা চায় তাগুতের মাধ্যমেই বিচার সম্পন্ন হোক। (আর শয়তান চায় তাদের ঘোর বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত করতে) (আন-নিসা: ৬০)। শয়তান চায় তাদেরকে আল্লাহর দ্বীন থেকে বিচ্যুত করে এক সুদূরপ্রসারী বিভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করতে, যা মোটেও নিকটবর্তী নয়। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়ত ব্যতীত অন্য কিছুর মাধ্যমে বিচার ফয়সালা করে, সে চরম ও সুদূরপ্রসারী ভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন: (আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে আসো, তখন তুমি মুনাফিকদের দেখবে তোমার নিকট থেকে পুরোপুরি মুখ ফিরিয়ে নিতে) (আন-নিসা: ৬১)। অর্থাৎ, যখন তাদের বলা হয় আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন—অর্থাৎ কুরআন—তার দিকে এবং রাসূলের দিকে আসো, তখন আপনি দেখবেন মুনাফিকরা আপনার থেকে বিমুখ হয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। এখানে ‘তাদেরকে’ না বলে ‘মুনাফিকদের’ বলা হয়েছে এটা স্পষ্ট করার জন্য যে, এরা হলো মুনাফিক; অর্থাৎ সর্বনামের পরিবর্তে এখানে বিশেষ্য ব্যবহার করা হয়েছে এই হিকমতের কারণে। আর এটি তাদের এবং অন্যান্য সকল মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যেও করা হয়েছে। কেননা মুনাফিক—আল্লাহর কাছে পানাহ চাই—যখনই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বত হয়, তখনই সে বিমুখ হয় ও বাধা প্রদান করে।

(সুতরাং কেমন হবে যখন তাদের কৃতকর্মের দরুন তাদের ওপর কোনো বিপদ আপতিত হবে, অতঃপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করতে করতে আপনার নিকট আসবে যে, আমরা তো কেবল কল্যাণ ও সম্প্রীতিই চেয়েছিলাম?) অর্থাৎ তখন তাদের অবস্থা কেমন হবে যখন তাদের ওপর কোনো মুসিবত নেমে আসবে এবং তাদের গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁস ও প্রকাশিত হয়ে পড়বে,

অতঃপর তারা আপনার কাছে এসে আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করে বলবে: (আমরা কেবল কল্যাণ ও সম্প্রীতিই চেয়েছিলাম), অর্থাৎ আমরা কেবল শরীয়ত ও মানব রচিত আইনের মধ্যে সমন্বয় ও কল্যাণ সাধন করতে চেয়েছিলাম। অথচ আল্লাহর বিধান এবং তাগুতের বিধানের মধ্যে কখনোই কোনো সমন্বয় বা আপস সম্ভব নয়। যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া হয় যে, তাগুতের কোনো ফয়সালা আল্লাহর বিধানের সাথে মিলে গেছে, তবে সেটি আল্লাহর বিধান হিসেবেই গণ্য হবে, তাগুতের বিধান হিসেবে নয়। এই কারণেই মানব রচিত আইনের বিষয়াবলীতে যা রয়েছে...

(ম: 257) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

النافعة، فإنها سبق إليها الشرع الإسلامي. ولهذا قال: (أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا) (النساء: 63)، يعني: هؤلاء هم الذين يعلم الله ما في قلوبهم، وإن أظهروا للناس أنهم يؤمنون بالله، وأنهم يريدون الإحسان والتوفيق بين الأحكام الشرعية والأحكام القانونية، هؤلاء هم الذين يعلم الله ما في قلوبهم، وماذا أرادوا لأمتهم (فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ) وهذا الأمر بالإعراض عنهم تهديد لهم (وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا) أي قل لهم قولاً بليغاً يبلغ إلى أنفسهم ليتعظوا به.

ثم قال: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ) يعني ما أرسلنا الرسل لتقرأ أقوالهم ويتركون، بل ما أرسلت الرسل إلا ليطاعوا، وإلا فلا فائدة من إرسالهم.

الرسالة معناها ومقتضاها أن الرسول يطاع: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا

উপকারী, কেননা ইসলামী শরীয়ত এ ক্ষেত্রে অগ্রগামী।

এই কারণেই তিনি বলেছেন: "এরাই তারা, যাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা জানেন; সুতরাং আপনি তাদের উপেক্ষা করুন, তাদের উপদেশ দিন এবং তাদের নিজেদের সম্পর্কে মর্মস্পর্শী কথা বলুন।" (সূরা আন-নিসা: ৬৩), অর্থাৎ: এরাই তারা যাদের অন্তরে কী আছে তা আল্লাহ অবগত আছেন, যদিও তারা মানুষের সামনে প্রকাশ করে যে তারা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখে এবং তারা শরীয়তের বিধান ও প্রচলিত আইনের মধ্যে সমন্বয় ও কল্যাণ কামনা করে। মূলত এরাই তারা যাদের অন্তরে কী আছে এবং তারা নিজ জাতির জন্য কী চায় তা আল্লাহ জানেন। (সুতরাং আপনি তাদের উপেক্ষা করুন) - তাদের উপেক্ষা করার এই নির্দেশটি মূলত তাদের জন্য একটি সতর্কতা। (এবং তাদের উপদেশ দিন ও তাদের নিজেদের সম্পর্কে মর্মস্পর্শী কথা বলুন) অর্থাৎ, তাদের এমন সারগর্ভ ও কার্যকর কথা বলুন যা তাদের অন্তরে রেখাপাত করে, যেন তারা এর দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

অতঃপর তিনি বলেন: "আল্লাহর অনুমতিতে কেবল আনুগত্য করার জন্যই আমি রাসূল প্রেরণ করেছি।" অর্থাৎ, আমি রাসূলগণকে কেবল তাদের বাণী পাঠ করার জন্য এবং এরপর তা বর্জন করার জন্য পাঠাইনি; বরং রাসূলগণকে পাঠানো হয়েছে যেন তাদের আনুগত্য করা হয়। অন্যথায়, তাদের প্রেরণের কোনো সার্থকতা নেই।

রিসালাতের অর্থ ও দাবিই হলো রাসূলের আনুগত্য করা: "আল্লাহর অনুমতিতে কেবল আনুগত্য করার জন্যই আমি রাসূল প্রেরণ করেছি। আর তারা যখন নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল, তখন তারা যদি আপনার কাছে আসত এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত আর রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন, তবে তারা অবশ্যই আল্লাহকে তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু হিসেবে পেত।"

رَحِيماً) يعني لو أنهم إذا ظلموا أنفسهم بما أضروا في نفوسهم من الباطن، جاءوك فاستغفروا الله: يعني طلبوا من الله المغفرة، واستغفرت لهم أنت؛ لوجدوا الله تواباً رحيماً، ولكنهم - والعياذ بالله - بقوا على نفاقهم وعلى عنادهم.

وهذه الآية استدلت بها دعاة القبور الذين يدعون القبور ويستغفرونها حيث قالوا: لأن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً) فأنت إذا أذنبت، فأذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، واستغفر الله ليستغفر لك الرسول.

ولكن هؤلاء ضلوا ضلالاً بعيداً؛ لأن الآية صريحة قال: (إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ) ولم يقل: إذا ظلموا أنفسهم جاءوك، فهي تتحدث عن شيء مضى وانقضى، يقول: لو أنهم إذا ظلموا أنفسهم بما أحدثوا، ثم جاءوك في حياتك، واستغفروا الله، واستغفر لهم الرسول، لوجدوا الله تواباً رحيماً، أما بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فإنه لا يمكن أن يستغفر الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد؛ لأنه انقطع عمله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) فعلم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بعد موته لا يمكن، لكنه صلى الله عليه وسلم يكتب له أجر كل ما عملته الأمة، فكل ما عملنا من خير وعمل صالح من فرائض ونوافل، فإنه يكتب أجره للرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه هو الذي علينا، فهذا داخل في قوله: (أو علم ينتفع به).

الحاصل أنه لا دلالة في هذه الآية على ما زعمه هؤلاء الداعون لقبر النبي عليه الصلاة والسلام.

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - قوله تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) هذه الآية ذكرها الله عز وجل عقب قوله تعالى: (وَمَا

পরম দয়ালু) অর্থাৎ, তারা যদি তাদের অন্তরে যা গোপন করেছিল তার মাধ্যমে নিজেদের প্রতি অন্যায় করার পর আপনার নিকট আসত এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত—অর্থাৎ আল্লাহর কাছে মাফ চাইত এবং আপনিও যদি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন—তবে তারা অবশ্যই আল্লাহকে তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু হিসেবে পেত। কিন্তু তারা—আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই—তাদের মুনাফিকি ও হঠকারিতার ওপরই অটল রয়ে গেল।

এই আয়াতটি দ্বারা সেইসব কবরপূজারীরা দলীল পেশ করে থাকে যারা কবরের নিকট দুআ করে এবং সেখানে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তারা বলে: যেহেতু আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন: "আর তারা যখন নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছিল, তখন যদি তারা আপনার কাছে আসত এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত আর রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন, তবে অবশ্যই তারা আল্লাহকে তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু হিসেবে পেত।" অতএব, আপনি যখন কোনো গুনাহ করবেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের কাছে যান এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান যাতে রাসূল আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

কিন্তু এরা চরম ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত; কারণ আয়াতটি অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি বলেছেন: "যখন তারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছিল", তিনি বলেননি: "যদি তারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করে তবে আপনার কাছে আসে"। সুতরাং এটি অতীতকালের কোনো ঘটনার কথা বলছে যা অতিবাহিত হয়ে গেছে। তিনি বলেছেন: তারা যখন তাদের কৃতকর্মের মাধ্যমে নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল, তখন তারা যদি আপনার জীবদশায় আপনার কাছে আসত এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত আর রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন, তবে তারা আল্লাহকে তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু হিসেবে পেত। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর তাঁর পক্ষে কারো জন্য ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা সম্ভব নয়; কারণ তাঁর আমল বন্ধ হয়ে গেছে। যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তিনটি মাধ্যম ব্যতীত তার আমল বন্ধ হয়ে যায়: সদকায়ে জারিয়া, অথবা এমন জ্ঞান যা দ্বারা

মানুষ উপকৃত হয়, অথবা এমন সৎ সন্তান যে তার জন্য দুআ করে।" সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের আমল তাঁর মৃত্যুর পর আর সম্ভব নয়, তবে উম্মত যা কিছু আমল করে তার সওয়াব তাঁর জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়। অতএব, আমরা ফরয বা নফল যে কোনো নেক আমল করি না কেন, তার সওয়াব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলনামায় লেখা হয়; কারণ তিনিই আমাদের তা শিখিয়েছেন। আর এটি তাঁর এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত: "অথবা এমন জ্ঞান যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়।"

সারকথা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের নিকট দুআকারীরা যা দাবি করে, এই আয়াতে তার কোনো প্রমাণ নেই।

অতঃপর লেখক—আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন—আল্লাহ তাআলার এই বাণী উল্লেখ করেছেন: "অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তারা তাদের নিজেদের বিবাদপূর্ণ বিষয়ে তোমাকে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করে, অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং তা সর্বান্তকরণে মেনে নেয়।" এই আয়াতটি মহান আল্লাহ তাঁর এই বাণীর পর উল্লেখ করেছেন: "আর আমরা..."

(ص: 259) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا) وهذه الآية فيها إقسام من الله عز وجل بربوبيته لمحمد صلى الله عليه وسلم، الدالة على عنايته به صلى الله عليه وسلم عناية خاصة، وذلك لأن الربوبية هنا ربوبية خاصة.

والله عز وجل على خلقه ربوبيتان: ربوبية عامة لكل أحد، مثل قوله تعالى: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (الفاتحة: 2) ، وربوبية خاصة لمن اختصه من عباده مثل هذه الآية: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) . وقد اجتمع النوعان في

قوله - تعالى - عن سحرة آل فرعون: (قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ) (الأعراف: 122) ، فرب العالمين عامة، ورب موسى وهارون خاصة.

والربوبية الخاصة تقتضي عناية خاصة من الله عز وجل، فاقسم - سبحانه وبحمده - بربوبيته لعبده محمد صلى الله عليه وسلم فسماً مؤكداً بلا في قوله: (فَلَا وَرَبِّكَ) و (لا) هذه يراد بها التوكيد ولو قال: فوربك لا يؤمنون؛ لثم الكلام، ولكنه أتى بلا للتوكيد، كقوله تعالى: (لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) (القيامة: 1) ، ليس المراد النفي أن الله لا يقسم بيوم القيامة، بل المراد التوكيد، فهي هنا للتوكيد والتنبيه.

(فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) أي يجعلونك حكماً فيما حصل بينهم من النزاع؛ لأن معنى (شجر) أي حصل من النزاع (حَتَّى يُحَكِّمُوكَ) يجعلوك أنت الحكم فيما حصل بينهم من النزاع، في أمور الدين، وفي أمور الدنيا.

"আমি প্রত্যেক রাসুলকেই কেবল এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহর নির্দেশে তাদের আনুগত্য করা হবে। যদি তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করার পর আপনার কাছে আসত এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত আর রাসুলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন, তবে অবশ্যই তারা আল্লাহকে তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু হিসেবে পেত।" এই আয়াতে মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)-এর প্রতি তাঁর প্রভুত্বের (রুবুবিয়াহ) শপথ করেছেন, যা তাঁর প্রতি আল্লাহর বিশেষ বিশেষ তত্ত্বাবধানের প্রমাণ বহন করে। কারণ, এখানকার এই প্রভুত্ব বা রুবুবিয়াহ হলো একটি বিশেষ রুবুবিয়াহ।

সৃষ্টিজগতের ওপর মহান আল্লাহর দুই ধরনের প্রভুত্ব রয়েছে: একটি হলো সাধারণ প্রভুত্ব যা প্রত্যেকের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য, যেমন মহান আল্লাহর বাণী: (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সকল জগতের পালনকর্তা) (আল-ফাতিহা: ২)। আর অন্যটি হলো বিশেষ প্রভুত্ব, যা তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে থেকে যাঁদেরকে বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট, যেমন এই আয়াতে বলা হয়েছে: (সুতরাং আপনার রবের শপথ, তারা মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক বিবাদপূর্ণ বিষয়ে আপনাকে বিচারক হিসেবে মান্য করে)। এই দুই প্রকার প্রভুত্ব একত্রে বর্ণিত হয়েছে ফেরাউনের জাদুকরদের সম্পর্কে

মহান আল্লাহর বাণীতে: (তারা বলল, আমরা সকল জগতের রবের ওপর ঈমান আনলাম, যিনি মূসা ও হারুনের রব) (আল-আ'রাফ: ১২২)। এখানে 'সকল জগতের রব' হলো সাধারণ প্রভুত্ব এবং 'মূসা ও হারুনের রব' হলো বিশেষ প্রভুত্ব।

বিশেষ রুবুবিয়্যাহ বা প্রভুত্ব মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ ও তত্ত্বাবধান দাবি করে। তাই মহাপবিত্র ও প্রশংসিত আল্লাহ তাঁর বান্দা মুহাম্মাদ (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)-এর প্রতি তাঁর প্রভুত্বের শপথ করেছেন তাঁর বাণীতে 'লা' (না) যোগ করে অত্যন্ত জোরালোভাবে: (সুতরাং আপনার রবের শপথ)। এখানে 'লা' দ্বারা গুরুত্বারোপ (তাওকিদ) করা উদ্দেশ্য। যদি তিনি বলতেন, 'সুতরাং আপনার রবের শপথ, তারা মুমিন হতে পারবে না', তবে বাক্যটি পূর্ণ হতো; কিন্তু তিনি গুরুত্বারোপের জন্য 'লা' ব্যবহার করেছেন, যেমন মহান আল্লাহর বাণী: (আমি কিয়ামত দিবসের শপথ করছি) (আল-কিয়ামাহ: ১)। এর অর্থ এটা নয় যে আল্লাহ কিয়ামত দিবসের শপথ করেছেন না, বরং এর অর্থ হলো গুরুত্বারোপ করা। সুতরাং এখানে এটি গুরুত্বারোপ ও সতর্কীকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

(সুতরাং আপনার রবের শপথ, তারা মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক বিবাদপূর্ণ বিষয়ে আপনাকে বিচারক হিসেবে মান্য করে), অর্থাৎ তারা যেন তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদে আপনাকে ফয়সালাকারী বা বিচারক হিসেবে গ্রহণ করে। কারণ 'শাজারা' শব্দের অর্থ হলো যা বিবাদ থেকে উদ্ভূত হয়। (যতক্ষণ না তারা আপনাকে বিচারক মান্য করে) অর্থাৎ তারা যেন আপনাকে তাদের মধ্যকার বিবাদে—তা দুইনি বিষয় হোক বা দুনিয়াবি বিষয়—একমাত্র বিচারক হিসেবে সাব্যস্ত করে।

(ص: 260) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

ففي أمور الدين: لو تنازع رجلان في حكم مسألة شرعية؛ فقال أحدهما: هي حرام، وقال الثاني: هي حلال، فالتحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فلا يؤمن أحد منهما. أي من المتشاجرين. إلا إذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولو تنازع الناس في أمر دنيوي بينهم، كما حصل بين الزبير بن العوام رضي الله عنه وجاره الأنصاري، حين تحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماء الوادي، فحكم بينهما، فهذا تحاكم في أمور الدنيا، المهم أنه لا يؤمن أحد حتى يكون تحاكمه في أمور الدين والدنيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم إن الإيمان المنفي هنا، إن الإنسان لا يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقاً، فهو نفي للإيمان من أصله، لأن من لا يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقاً كافر، - والعياذ بالله - خارج عن الإسلام، وإن كان عدم الرضا بالحكم في مسألة خاصة، وعصى فيها، فإنها - إذا لم تكن مكفرة - فإنه لا يكفر. وقوله عز وجل: (حَتَّى يُحْكُمُوا لَكَ) لو قال قائل: كيف يكون تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ فالجواب أن نقول: يكون تحكيمة بعد موته بتحكيم سنته صلى الله عليه وسلم.

فالشيء الأول: (لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحْكُمُوا لَكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ). والشيء الثاني: (ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ)، يعني أن الإنسان قد يحكم الكتاب والسنة، ولكن يكون في قلبه حرج، يعني ما يطمئن أو ما يرضى إلا رغماً عنه، فلا بد من أن لا يجد الإنسان في نفسه

দ্বিনি বিষয়ে: যদি দুজন ব্যক্তি কোনো একটি শরয়ী মাসআলার বিধান নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়; তাদের একজন বলল: এটি হারাম, আর দ্বিতীয়জন বলল: এটি হালাল; তবে বিচার হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। এমতাবস্থায় বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের কেউই ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা প্রদান করেন।

আর মানুষ যদি নিজেদের মধ্যকার কোনো পার্থিব বিষয়েও বিবাদে লিপ্ত হয়, যেমনটি ঘটেছিল যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর আনসারী প্রতিবেশীর মাঝে, যখন তাঁরা উপত্যকার পানির বণ্টন নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিচার প্রার্থনা

করেছিলেন এবং তিনি তাঁদের মাঝে ফয়সালা করে দিয়েছিলেন। এটি ছিল পার্থিব বিষয়ের বিচার। মূল কথা হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি দীন ও দুনিয়ার সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক হিসেবে মেনে না নেবে, ততক্ষণ সে মুমিন হতে পারবে না।

অতঃপর এখানে যে ঈমান নাকচ করা হয়েছে তা হলো, যখন কোনো মানুষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালাকে একেবারেই মেনে নেয় না। এটি মূলত ঈমানের মূল ভিত্তিকেই নাকচ করে দেয়। কারণ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালা একেবারেই মেনে নেয় না সে কাফির—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—এবং ইসলামের গণ্ডি থেকে বহিস্কৃত। আর যদি বিশেষ কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে ফয়সালা মেনে না নেওয়ার বিষয়টি অবাধ্যতাস্বরূপ হয়, তবে তা যদি কুফরি পর্যন্ত না পৌঁছায়, তবে সে কাফির হবে না।

আর মহান আল্লাহর বাণী: (যতক্ষণ না তারা আপনাকে বিচারক হিসেবে মেনে নেয়)। যদি কেউ প্রশ্ন করে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর তাঁকে বিচারক মানা কীভাবে সম্ভব? এর উত্তর হলো: তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সুন্নাহকে বিচারক মানাই হলো তাঁকে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করা।

প্রথম বিষয়টি হলো: (তারা মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের বিষয়ে আপনাকে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করে)।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো: (অতঃপর আপনি যে ফয়সালা প্রদান করবেন সে বিষয়ে তাদের অন্তরে যেন কোনো সংকীর্ণতা না থাকে)। অর্থাৎ, মানুষ হয়তো কিতাব ও সুন্নাহকে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করে কিন্তু তার অন্তরে দ্বিধা বা সংকীর্ণতা থেকে যায়; অর্থাৎ সে সন্তুষ্টচিত্তে নয় বরং অনিচ্ছাসত্ত্বেও তা মেনে নেয়। অথচ মানুষের মনে কোনো প্রকার দ্বিধা থাকা চলবে না।

حرجاً مما قضى الله ورسوله.

الشيء الثالث: (وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) أي ينقادوا انقياداً تاماً، ليس فيه تأخر ولا تقهقر، فهذه شروط ثلاثة لا يتم الإيمان إلا بها.
أولاً: تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم.

والثاني: أن لا يجد الإنسان في نفسه حرجاً مما قضاه الرسول صلى الله عليه وسلم.
والثالث: أن يسلم تسليماً تاماً بالغاً.

وبناءً على هذا نقول: إن الذين يحكمون القوانين الآن، ويتركون وراءهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هم بمؤمنين؛ ليسوا بمؤمنين، لقول الله تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) ولقوله: (وَمَنْ لَمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (المائدة: 44)، وهؤلاء المحكمون للقوانين لا يحكمونها في قضية معينة خالفوا فيها الكتاب والسنة، لهوى أو لظلم، ولكنهم استبدلوا الدين بهذا القانون، وجعلوا هذا القانون يحل محل شريعة الله، وهذا كفر؛ حتى لو صلوا وصاموا وتصدقوا وحجوا، فهم كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله - وهم يعلمون بحكم الله - وإلى هذه القوانين المخالفة لحكم الله.

(فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (النساء: 65)، فلا تستغرب إذا قلنا: إن من استبدل شريعة الله بغيرها من القوانين فإنه يكفر ولو صام وصلى؛ لأن الكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله، فالشرع لا يتبع، إما تؤمن به جميعاً، وإما أن تكفر به جميعاً، وإذا آمنت ببعض

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা ফয়সালা করেছেন সে ব্যাপারে কোনো সংকীর্ণতা অনুভব না করে।

তৃতীয় বিষয়টি হলো: (এবং তারা পূর্ণ আনুগত্যের সাথে আত্মসমর্পণ করে) অর্থাৎ তারা এমনভাবে পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করবে যাতে কোনো বিলম্ব বা পিছুটান থাকবে না। এই হলো তিনটি শর্ত, যা ব্যতিরেকে ঈমান পূর্ণ হয় না।

প্রথমত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করা।

দ্বিতীয়ত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ফয়সালা করেছেন, সে সম্পর্কে মানুষ যেন নিজের মনে কোনো প্রকার সংকীর্ণতা অনুভব না করে।

তৃতীয়ত: পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্তভাবে আত্মসমর্পণ করা।

এর ওপর ভিত্তি করে আমরা বলি: বর্তমানে যারা মানবরচিত আইন প্রয়োগ করছে এবং আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহকে পেছনে ফেলে রাখছে, তারা মুমিন নয়; তারা মুমিন হতে পারে না। কারণ মহান আল্লাহর বাণী: (অতএব তোমার রবের কসম! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদে তোমাকে বিচারক হিসেবে মান্য করে)। আরও এরশাদ হয়েছে: (আর যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী বিচার করে না, তারাই কাফির) (সূরা আল-মায়িদাহ: ৪৪)। এই আইন প্রণেতারা কোনো একটি বিশেষ ঘটনায় প্রবৃত্তি বা অন্যায়ের বশবর্তী হয়ে কিতাব ও সুন্নাহর বিরোধিতা করে এ আইন প্রয়োগ করছে না; বরং তারা দ্বীনকে এই আইনের মাধ্যমে পরিবর্তন করে ফেলেছে এবং এই আইনকে আল্লাহর শরীয়তের স্থলাভিষিক্ত করেছে। আর এটি কুফর; এমনকি তারা যদি সালাত আদায় করে, সিয়াম পালন করে, সদকা দেয় এবং হজও করে, তবুও তারা কাফির হিসেবেই গণ্য হবে; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহর বিধান সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও তা থেকে বিমুখ হয়ে আল্লাহর বিধান পরিপন্থী এসব আইনের দিকে ধাবিত হবে।

(অতএব তোমার রবের কসম! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদে তোমাকে বিচারক হিসেবে মান্য করে, অতঃপর তুমি যে ফয়সালা দাও সে সম্পর্কে তারা নিজের মনে কোনো প্রকার সংকীর্ণতা অনুভব না করে এবং পূর্ণ আনুগত্যের সাথে তা মেনে না নেয়) (সূরা আন-নিসা: ৬৫)। অতএব, আমরা যখন বলি যে—যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়তকে অন্য কোনো আইনের মাধ্যমে পরিবর্তন করে ফেলে, সে কাফির হয়ে যাবে যদিও সে সিয়াম পালন করে ও সালাত আদায় করে—তখন আপনি বিস্মিত হবেন না। কারণ কিতাবের একাংশের সাথে কুফরি করা মানে পুরো কিতাবের সাথেই কুফরি

করা। শরীয়ত বিভাজ্য নয়; হয় আপনি এর পূর্ণাঙ্গ বিষয়ের ওপর ঈমান আনবেন, না হয় এর সবটুকুই অস্বীকার করবেন। আর যদি আপনি কিয়দাংশের ওপর ঈমান আনেন...

(ص: 262) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وكفرت ببعض، فأنت كافر بالجميع، لأن حالك تقول: إنك لا تؤمن إلا بما لا يخالف هواك. وأما ما خالف هواك فلا تؤمن به. هذا هو الكفر. فأنت بذلك اتبعت الهوى، واتخذت هواك إلهاً من دون الله.

فالحاصل أن المسألة خطيرة جداً، من أخطر ما يكون بالنسبة لحكام المسلمين اليوم، فإنهم قد وضعوا قوانين تخالف الشريعة وهم يعرفون الشريعة، ولكن وضعوها. والعياذ بالله - تبعاً لأعداء الله من الكفرة الذين سنوا هذه القوانين ومشى الناس عليها، والعجب أنه لقصور علم هؤلاء وضعف دينهم، أنهم يعلمون أن واضع القانون هو فلان بن فلان من الكفار، في عصر قد اختلفت العصور عنه من مئات السنين، ثم هو في مكان يختلف عن مكان الأمة الإسلامية، ثم هو في شعب يختلف عن شعوب الأمة الإسلامية، ومع ذلك يفرضون هذه القوانين على الأمة الإسلامية، ولا يرجعون إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين الإسلام؟ وأين الإيمان؟ وأين التصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول إلى الناس كافة؟ وأين التصديق بعلوم رسالته وأنها عامة في كل شيء؟.

كثير من الجهلة يظنون أن الشريعة خاصة بالعبادة التي بينك وبين الله عز وجل فقط، أو في الأحوال الشخصية من نكاح وميراث وشبهه، ولكنهم أخطأوا في هذا الظن، فالشريعة عامة في كل شيء، وإذا شئت أن يتبين لك هذا؛ فسأل ما هي أطول

آية في كتاب الله؟ سيقال لك إن أطول آية هي: آية الدين: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ....) (البقرة: 282) كلها في المعاملات، فكيف نقول إن الشرع الإسلامي خاص

আর যদি আপনি এর কিছু অংশ অস্বীকার করেন, তবে আপনি পূর্ণ শরীয়তকেই অস্বীকার করলেন। কারণ আপনার অবস্থা একথাই বলছে যে: আপনি কেবল তাতেই বিশ্বাস করেন যা আপনার প্রবৃত্তির পরিপন্থী নয়। আর যা আপনার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যায়, তাতে আপনি বিশ্বাস করেন না। এটাই হলো কুফর। এর মাধ্যমে আপনি মূলত প্রবৃত্তির অনুসরণ করলেন এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজের প্রবৃত্তিকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করলেন।

সারকথা হলো, বিষয়টি অত্যন্ত ভয়াবহ; বর্তমান যুগের মুসলিম শাসকদের জন্য এটি চরম উদ্বেগজনক। কেননা তারা শরীয়ত সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও শরীয়ত বিরোধী আইন প্রণয়ন করেছে। তারা এগুলো প্রণয়ন করেছে—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—আল্লাহর শত্রু কাফিরদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, যারা এসব আইন জারি করেছিল এবং মানুষও তা মেনে চলেছিল। আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, এই শাসকদের জ্ঞানের স্বল্পতা এবং দ্বীনের দুর্বলতার কারণে তারা এটা জানা সত্ত্বেও যে, এই আইনের প্রণেতা কাফিরদের অমুক বিন অমুক, যার যুগ কয়েকশ বছর আগে গত হয়েছে, যার প্রেক্ষাপট মুসলিম উম্মাহর প্রেক্ষাপট থেকে ভিন্ন এবং যার জাতি মুসলিম উম্মাহর জাতিসমূহ থেকে ভিন্ন; তবুও তারা এই আইনগুলো মুসলিম উম্মাহর ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। তারা আল্লাহর কিতাব কিংবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্যাহর দিকে ফিরে আসছে না। তাহলে ইসলাম কোথায়? ঈমান কোথায়? মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালাত এবং তিনি যে সকল মানুষের জন্য রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন—সেই স্বীকৃতির স্থান কোথায়? তাঁর রিসালাতের ব্যাপকতা এবং তা যে সবকিছুর জন্য প্রযোজ্য—সেই বিশ্বাসের প্রতিফলনই বা কোথায়?

অনেক মূর্খ লোক মনে করে যে, শরীয়ত কেবল আপনার এবং মহান আল্লাহর মধ্যবর্তী ইবাদতের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, অথবা বিবাহ, উত্তরাধিকার ও অনুরূপ ব্যক্তিগত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু তারা এই ধারণায় ভুল করেছে; কারণ শরীয়ত সবকিছুর জন্যই ব্যাপক। আপনি যদি বিষয়টি স্পষ্ট করতে চান, তবে জিজ্ঞাসা করুন: আল্লাহর কিতাবে দীর্ঘতম আয়াত কোনটি? আপনাকে বলা হবে যে দীর্ঘতম আয়াতটি হলো ঋণের আয়াত: (হে মুমিনগণ! যখন

তোমরা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণের লেনদেন করো....) (সূরা আল-বাকারাহ: ২৮২), যার পুরোটাই লেনদেন সংক্রান্ত। সুতরাং আমরা কীভাবে বলতে পারি যে ইসলামি শরীয়ত কেবল নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য সীমাবদ্ধ?

(ص: 263) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

بالعِبَادَةِ أَوْ بِالأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ. هَذَا جَهْلٌ وَضَلَالٌ، إِنْ كَانَ عَنْ عَمْدٍ فَهُوَ ضَلَالٌ وَاسْتِكْبَارٌ، وَإِنْ كَانَ عَنْ جَهْلٍ فَهُوَ قُصُورٌ، وَالْوَاجِبُ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْإِنْسَانُ وَيَعْرِفَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَهُمُ الْهُدَايَةَ.

المهم أن الإنسان لا يمكن أن يؤمن إلا بثلاثة شروط:

الأول: تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم.

والثاني: ألا يجد في صدره حرجاً ولا يطيق صدره بما قضى النبي عليه الصلاة والسلام.

والثالث: أن يسلم تسليماً، وينقاد انقياداً تاماً. فبهذه الشروط الثلاثة يكون مؤمناً، وإن لم تتم فإنه إما خالي من الإيمان مطلقاً، وإما ناقص الإيمان، والله الموفق.

* * *

وقال تعالى: (مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ).

[الشَّرْحُ]

ثم ينقل المؤلف - رحمه الله تعالى - في سياق الآيات في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها قوله تعالى: (مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) من يطع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. والطاعة: موافقة الأمر، سواء كان ذلك في فعل المأمور أو ترك المحذور، فإذا قيل طاعة ومعصية فالطاعة لفعل المأمور والمعصية لفعل المحذور. أما إذا قيل: طاعة على سبيل الإطلاق، فإنها تشمل الأوامر والنواهي،

ইবাদত কিংবা ব্যক্তিগত বিষয়ের ক্ষেত্রে। এটি মূর্থতা ও পথভ্রষ্টতা; যদি এটি ইচ্ছাকৃত হয় তবে তা পথভ্রষ্টতা ও অহংকার, আর যদি অজ্ঞতাবশত হয় তবে তা এক প্রকার সীমাবদ্ধতা। মানুষের কর্তব্য হলো জ্ঞান অর্জন করা ও জানা। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের ও তাদের জন্য হিদায়াত প্রার্থনা করি।

মূল কথা হলো, একজন মানুষ তিনটি শর্ত পূরণ করা ব্যতীত মুমিন হতে পারে না:

প্রথমত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক হিসেবে মেনে নেওয়া।

দ্বিতীয়ত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ফয়সালা করেন, তা মেনে নিতে অন্তরে কোনো প্রকার সঙ্কীর্ণতা বা দ্বিধা পোষণ না করা।

তৃতীয়ত: পূর্ণমাত্রায় আত্মসমর্পণ করা এবং পরিপূর্ণভাবে অনুগত হওয়া। এই তিনটি শর্ত পূরণ হলেই একজন ব্যক্তি মুমিন হতে পারে। যদি এগুলো পূর্ণ না হয়, তবে সে হয় ঈমান থেকে সম্পূর্ণ রিক্ত, নতুবা তার ঈমান ত্রুটিপূর্ণ। আর আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

* * *

এবং মহান আল্লাহ বলেন: "যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে মূলত আল্লাহরই আনুগত্য করল।"

[ব্যাখ্যা]

অতঃপর গ্রন্থকার —আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন— সুন্নাহর হিফায়ত ও এর আদব বা শিষ্টাচার পালনের আদেশ সম্পর্কিত অধ্যায়ে বর্ণিত আয়াতসমূহের ধারাবাহিকতায়

মহান আল্লাহর এই বাণীটি উল্লেখ করেছেন: "যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে মূলত আল্লাহরই আনুগত্য করল।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল।

আর আনুগত্য হলো: নির্দেশের অনুগামী হওয়া, চাই তা কোনো আদেশ পালন করার মাধ্যমে হোক কিংবা কোনো নিষিদ্ধ বিষয় বর্জনের মাধ্যমে হোক। সুতরাং যখন 'আনুগত্য' ও 'অবাধ্যতা' শব্দ দুটি একত্রে ব্যবহৃত হয়, তখন 'আনুগত্য' বলতে আদেশ পালন করা এবং 'অবাধ্যতা' বলতে নিষিদ্ধ কাজ করা বোঝায়।

কিন্তু যখন সাধারণভাবে 'আনুগত্য' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তখন তা আদেশ ও নিষেধ উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে।

(ص: 264) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

يعني أن امثال الأوامر طاعة واجتناب النواهي طاعة، فالذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه، أي إذا أمره امثل، وإذا نهاه اجتنب، فإنه يكون مطيعاً لله عز وجل، هذا منطوق الآية، ومفهومها: أن من يعص الرسول فقد عصى الله.

وفي هذه الآية دليل على أن ما ثبت في السنة، فإنه كالذي ثبت في القرآن، أي أنه من شريعة الله ويجب التمسك به، ولا يجوز لأحد أن يفرق بين الكتاب والسنة، ولقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام محذراً؛ حينما قال: (لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته، يأتيه الأمر من عندي فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه)، يعني إنه يحذر من أنه ربما يأتي زمان على الناس يقولون: لا نتبع إلا ما في القرآن، أما ما في السنة فلا تأخذ به.

وهذا أمر قد وقع، فوجد من الملاحدة من يقول: لا نقبل السنة، لا نقبل إلا القرآن، والحقيقة لأنهم كذبة، فإنهم لم يقبلوا لا السنة ولا القرآن، لأن القرآن يدل على وجوب اتباع السنة، وأن ما جاء في السنة كالذي جاء في القرآن، ولكنهم يبهون على العامة، ويقولون: إن السنة ما دامت ليست قرآناً يتلى ويتواتر بين المسلمين، فإن ما فيها قابل للشك، وقابل للنسيان، وقابل للوهم وما أشبه ذلك. والله الموفق.

* * *

এর অর্থ হলো আদেশ পালন করা আনুগত্য এবং নিষেধ বর্জন করাও আনুগত্য। সুতরাং যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্য করে— অর্থাৎ তিনি আদেশ করলে তা পালন করে এবং নিষেধ করলে তা বর্জন করে—সে মূলত মহান আল্লাহরই আনুগত্য করল। এটি আয়াতের স্পষ্ট বক্তব্য, আর এর মর্মার্থ হলো: যে ব্যক্তি রাসূলের অবাধ্য হলো সে মূলত আল্লাহরই অবাধ্য হলো।

এই আয়াতে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, সুন্নাহর মাধ্যমে যা প্রমাণিত, তা কুরআনের মাধ্যমে প্রমাণিত বিষয়ের মতোই। অর্থাৎ সেটিও আল্লাহর শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত এবং তা আঁকড়ে ধরা ওয়াজিব। কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহর মাঝে পার্থক্য করার অধিকার কারো নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন: "আমি যেন তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায় না পাই যে, সে তার সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকবে, আর তার কাছে আমার পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ পৌঁছালে সে বলবে, 'আমরা জানি না, আল্লাহর কিতাবে যা পাব কেবল তারই অনুসরণ করব'।" অর্থাৎ তিনি সতর্ক করছেন যে, মানুষের কাছে এমন এক সময় আসতে পারে যখন তারা বলবে: আমরা কুরআন ছাড়া আর কিছুর অনুসরণ করব না, আর সুন্নাহর বিধান গ্রহণ করব না।

এটি এমন এক বিষয় যা বাস্তবে ঘটেছে। পথভ্রষ্টদের মধ্যে এমন একদল পাওয়া গেছে যারা বলে: আমরা সুন্নাহ গ্রহণ করি না, কেবল কুরআন গ্রহণ করি। প্রকৃতপক্ষে তারা মিথ্যাবাদী; তারা সুন্নাহও গ্রহণ করেনি, কুরআনও গ্রহণ করেনি। কারণ কুরআনই সুন্নাহ অনুসরণের

আবশ্যকতা এবং সুন্নাহর বিধান কুরআনের বিধানের অনুরূপ হওয়ার অকাট্য প্রমাণ দেয়। কিন্তু তারা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে এবং বলে: যেহেতু সুন্নাহ এমন কুরআন নয় যা তিলাওয়াত করা হয় এবং মুসলমানদের মাঝে নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্ণিত, তাই এর বিষয়বস্তু সন্দেহ, বিস্মৃতি ও বিভ্রমের উর্ধ্বে নয়। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

* * *

(ص: 265) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وقال تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ).

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف قوله تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (النور: 63)، وهذا تحذير من الله عز وجل للذين يخالفون عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يرغبون عن أمره فيخالفونه، ولهذا لم يقل: يخالفون أمره، وإنما قال: (يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) أي يرغبون عنه فيخالفونه، حذرهم من أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله.

أي أنه إذا رد شيئاً من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فربما يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ويهلك لبس هلاكاً بدنياً، بل هلاكاً دينياً. والهلاك الديني أشد من

الهلاك البدني مثال كل حي، طالت به الحياة أم قصرت، لكن الهلاك الديني خسارة في الدنيا والآخرة والعياذ بالله.

وقوله (أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) يعني أنهم يعاقبون قبل أن تحل بهم الفتنة تسأل الله العافية، ففي هذا دليل على وجوب قبول أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يخالف عنه مهدد بهذه العقوبة (أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ).

* * *

এবং মহান আল্লাহ বলেন: "অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা যেন সতর্ক হয় যে, তাদের ওপর কোনো বিপর্যয় নেমে আসবে অথবা তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে।"

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার মহান আল্লাহর এই বাণীটি উল্লেখ করেছেন: "অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা যেন সতর্ক হয় যে, তাদের ওপর কোনো বিপর্যয় নেমে আসবে অথবা তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে" (সূরা আন-নূর: ৬৩)। এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য একটি সতর্কতা যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে; অর্থাৎ তারা তাঁর আদেশ থেকে বিমুখ হয় এবং এর বিরোধিতা করে। এই কারণেই আল্লাহ 'তারা তাঁর আদেশের বিরোধিতা করে' বলেননি, বরং বলেছেন: 'তারা তাঁর আদেশ থেকে বিরুদ্ধাচরণ করে', যার অর্থ তারা তা থেকে বিমুখ হয়ে তার বিরোধিতা করে। তিনি তাদেরকে কোনো বিপর্যয় বা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। ইমাম আহমাদ (রহ.) বলেন: তুমি কি জানো 'ফিতনাহ' (বিপর্যয়) কী? ফিতনাহ হলো শিরক। সম্ভবত সে যখন রাসূলের কোনো কথা প্রত্যাখ্যান করে, তখন তার অন্তরে কোনো বিচ্যুতি সৃষ্টি হতে পারে, ফলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে—আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই।

অর্থাৎ, যখন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো কথাকে প্রত্যাখ্যান করবে, তখন সম্ভবত তার অন্তরে কিছু বিচ্যুতি দেখা দিবে যার ফলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর

এই ধ্বংস হওয়া শারীরিক ধ্বংস নয়, বরং দ্বীনি বা আধ্যাত্মিক ধ্বংস। আর দ্বীনি ধ্বংস শারীরিক ধ্বংসের চেয়েও ভয়াবহ। প্রতিটি জীবিত সত্তা তো একদিন মৃত্যুবরণ করবেই, তার জীবন দীর্ঘ হোক বা সংক্ষিপ্ত। কিন্তু দ্বীনি ধ্বংস হলো দুনিয়া ও আখেরাতের চরম ক্ষতি— আল্লাহর কাছে আমরা এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

আর তাঁর বাণী "অথবা তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে" এর অর্থ হলো— ফিতনাহ বা বিপর্যয় আসার পূর্বেই তারা শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে, আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাই। এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ মেনে নেয়া যে ওয়াজিব বা আবশ্যিক, তার প্রমাণ রয়েছে। আর যে ব্যক্তি তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করবে, সে এই শাস্তির হুমকির সম্মুখীন হবে যে—"তাদের ওপর কোনো বিপর্যয় নেমে আসবে অথবা তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে।"

* * *

(ص: 266) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وقال الله تعالى: (وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) .

[الشَّرْحُ]

نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما ذكره من الآيات التي صدر بها باب المحافظة على اتباع السنة وآدابها قوله تعالى: (وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله عز وجل أنه يهدي إلى صراط مستقيم؛ يعني يدل إليه ويبينه للناس، والصراط المستقيم بينه الله في قوله: (صِرَاطِ اللَّهِ) يعني الصراط الذي نصبه الله - تعالى -

لعبادة، هو شريعته، وأضافه الله إلى نفسه، لأنه هو الذي نصبه، لأنه يوصل إليه، كما أنه أضافه في سورة الفاتحة إلى الذين أنعم الله عليهم، لأنهم هم الذين يسلكونه.

فالنبي عليه الصلاة والسلام يهدي الناس إلى الصراط، ويدلهم عليه، ويدعوهم إليه، ويرغبهم في سلوكه، ويحذرهم من مخالفته، وهكذا من خلفه في أمته من العلماء الربانيين، فإنهم يدعون إلى الصراط المستقيم، صراط الله العزيز الحكيم. فإذا قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية: (وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) وبين قوله تعالى: (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ) (القصص: 56)، فإن هذه الآية نزلت حين اغتم النبي صلى الله عليه وسلم لعنه أبي طالب، وكان عمه أبو طالب مشركاً، ولكنه كان يدافع عنه، ويرفع منزلته، ويذب عنه، ويقول فيه المدائح والقصائد العظيمة، ولكنه حرم خير الإسلام والعياذ بالله، ومات على الكفر.

قال أهل العلم: الجمع بينهما أن الآية التي وفيها إثبات الهداية يراد بها

আল্লাহ তাআলা বলেন: "এবং নিশ্চয়ই আপনি সরল পথের দিকে পথপ্রদর্শন করেন।"

[ব্যাখ্যা]

লেখক—আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন—সুন্নাহর অনুসরণ ও এর শিষ্টাচার রক্ষার অধ্যায়ের শুরুতে যে আয়াতগুলো উল্লেখ করেছেন, তাতে আল্লাহ তাআলার এই বাণীটিও উদ্ধৃত করেছেন: "এবং নিশ্চয়ই আপনি সরল পথের দিকে পথপ্রদর্শন করেন; আল্লাহর পথ, যিনি আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক।" এখানে সম্বোধন করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তাঁকে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি সরল পথের দিকে হেদায়েত বা পথপ্রদর্শন করেন; অর্থাৎ তিনি মানুষকে সে পথের নির্দেশনা দেন এবং তাদের নিকট তা স্পষ্ট করেন। আর সরল পথকে আল্লাহ তাঁর এই বাণীতে স্পষ্ট করেছেন: "আল্লাহর পথ", অর্থাৎ সেই পথ যা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন, আর তা হলো তাঁর শরীয়ত। আল্লাহ এই পথকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন, কারণ তিনিই এটি প্রবর্তন করেছেন এবং এটি তাঁর কাছেই পৌঁছে দেয়। যেমন তিনি

সূরা আল-ফাতিহায় একে তাদের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, কারণ তারাই এ পথে বিচরণ করে।

সুতরাং নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম মানুষকে এই পথের দিকে পথপ্রদর্শন করেন, এর নির্দেশনা দেন, এর দিকে আহ্বান করেন, এতে চলার প্রতি উৎসাহিত করেন এবং এর বিরোধিতা করার ব্যাপারে সতর্ক করেন। তেমনিভাবে তাঁর উম্মতের মধ্যে যারা তাঁর জ্বলাভিষিক্ত রব্বানী উলামায়ে কেলাম রয়েছেন, তাঁরাও মহান পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পথ—সেই সরল পথের দিকে আহ্বান করেন।

এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে: এই আয়াত—"এবং নিশ্চয়ই আপনি সরল পথের দিকে পথপ্রদর্শন করেন"—এবং আল্লাহ তাআলার এই বাণী—"নিশ্চয়ই আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে হেদায়েত দিতে পারবেন না" (আল-কাসাস: ৫৬)—এই দুটির মধ্যে সমন্বয় কীভাবে হবে? কেননা এই আয়াতটি তখন অবতীর্ণ হয়েছিল যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আবু তালিবের জন্য দুঃখিত হয়েছিলেন। তাঁর চাচা আবু তালিব মুশরিক ছিলেন, তবে তিনি তাঁর পক্ষ হয়ে প্রতিরক্ষা করতেন, তাঁর মর্যাদা তুলে ধরতেন, তাঁকে আগলে রাখতেন এবং তাঁর প্রশংসায় বড় বড় কবিতা আবৃত্তি করতেন। কিন্তু নাউযুবিল্লাহ, তিনি ইসলামের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলেন এবং কুফরির ওপর মৃত্যুবরণ করলেন।

আলেমগণ বলেন: এই দুই আয়াতের মধ্যে সমন্বয় হলো এই যে, যে আয়াতে হেদায়েত সাব্যস্ত করা হয়েছে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো

(ص: 267) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

هداية الدلالة، يعني أنك تدل الخلق، وليس كل من دل على الصراط اهتدى، وأما الهداية التي نفى الله عن رسوله عليه الصلاة والسلام حيث قال: (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ) فهي هداية التوفيق، لا أحد يستطيع أن يوفق أحد للحق، ولو كان أباه، أو ابنه أو عمه، أو أمه، أو خاله، أو جدته، أبداً، من يضل الله فلا هدي له.

ولكن علينا أن ندعو عباد الله إلى دين الله، وأن نرغبهم فيه، وأن نبينه لهم، ثم إن اهتدوا فلنا ولهم، وإن لم يهتدوا فلنا وعليهم، قال الله تعالى: (طَسَمَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ) لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (الشعراء: 1-3) ، يعني لعلك تهلك نفسك بالهم والغم، إذا لم يكونوا مؤمنين، فلا تفعل، إن الهداية بيد الله، بل أَدِّ ما عليك وقد برئت ذمتك، والله الموفق.

* * *

وقال الله تعالى: (وَإِذْ كُنَّا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا) .

[الشُّرْحُ]

ختم المؤلف الآيات بقوله تعالى: (وَإِذْ كُنَّا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا) (الأحزاب: 34) ، والخطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات، هؤلاء النسوة هن أظهر زوجات على وجه الأرض منذ خلق آدم.

وقد حاول المنافقون أن يدنسوا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قصة الإفك؛ التي نسجوا خيوطها ورموا بها الصديقة بنت الصديق رضي الله

পথপ্রদর্শনের হিদায়াত, অর্থাৎ আপনি সৃষ্টিজগতকে পথ দেখাবেন। তবে সরল পথের দিশা প্রদানকারী প্রত্যেকেই যে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে এমনটি নয়। আর যে হিদায়াতকে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পক্ষ থেকে নাকচ করে দিয়েছেন—যেখানে তিনি বলেছেন: (নিশ্চয়ই আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে হিদায়াত দিতে পারবেন না)—তা

হলো তাওফিকের হিদায়াত (সফলতা দানের হিদায়াত)। কেউ কাউকে সত্যের পথে পরিচালিত করার তাওফিক দিতে পারে না, চাই সে তার পিতা হোক, কিংবা তার পুত্র বা চাচা, অথবা তার মা, মামা কিংবা নানি/দাদি হোক; কখনোই না। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোনো হিদায়াতকারী নেই।

কিন্তু আমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে দাওয়াত দেওয়া, তাঁদেরকে এর প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং তাঁদের নিকট তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা। এরপর যদি তাঁরা হিদায়াত লাভ করেন, তবে তা আমাদের এবং তাঁদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি তাঁরা হিদায়াত গ্রহণ না করেন, তবে সওয়াব আমাদের জন্য এবং এর দায়ভার তাঁদের ওপর বর্তাবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (ত্ব-সীন-মীম। এগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। তারা মুমিন হচ্ছে না বলে কি আপনি দুঃখে নিজের প্রাণ বিনাশ করবেন?) (আশ-শুআরা: ১-৩)। অর্থাৎ, তারা মুমিন না হওয়ার কারণে সম্ভবত আপনি চিন্তা ও উদ্বেগে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবেন। এমনটি করবেন না। নিশ্চয়ই হিদায়াত আল্লাহর হাতে; বরং আপনার ওপর যা অর্পিত হয়েছে তা পালন করুন, তবেই আপনি দায়মুক্ত হবেন। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

* * *

এবং আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন: (আর তোমাদের ঘরে আল্লাহর যে আয়াতসমূহ ও হিকমত পঠিত হয় তা তোমরা স্মরণ রেখো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক অবহিত।)

[ব্যাক্যা]

লেখক আয়াতসমূহের ইতি টেনেছেন আল্লাহ তাআলার এই বাণীর মাধ্যমে: (আর তোমাদের ঘরে আল্লাহর যে আয়াতসমূহ ও হিকমত পঠিত হয় তা তোমরা স্মরণ রেখো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক অবহিত।) (আল-আহজাব: ৩৪)। আর এই সম্বোধন করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্রা ও পুত-পবিত্র স্ত্রীগণের প্রতি। আদম সৃষ্টির পর থেকে এই নারীগণই পৃথিবীর বুকে পবিত্রতম স্ত্রী।

আর মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শয্যাকে কলঙ্কিত করার অপচেষ্টা করেছিল, আর তা ছিল অপবাদের (ইফক) ঘটনার সময়; যার জাল তারা বুনেছিল এবং যা দ্বারা তারা সিদ্দিকা বিনতে সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু (আনহার প্রতি অপবাদ আরোপ করেছিল)।

(ص: 268) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

عنها، حيث اتهموها بما هي بريئة منه، فأنزل الله في براءتها عشر آيات من كتابه تتلى إلى يوم القيامة، فقال تعالى: (نَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْأُفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ) إلى قوله تعالى: (تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (النور: 11)، فנסاء النبي عليه الصلاة والسلام يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة ما يتلى، يتلوه النبي عليه الصلاة والسلام ويتلونه هن أيضاً، فيقول عز وجل: اذكرن هذا، اذكرن ما يتلى في البيوت، والتزمن بالسنة، وقمن بما يجب، لأن الذي يتلى في بيته الكتاب والحكمة، لا شك أنه قد حصل على خير كثير، وعلم غزير، وأنه مسؤل عن هذا العلم، فكل من آتاه الله علماً وحكمة، فإنه مسؤل عنه أكثر ممن جهل، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى العلم والحكمة. إنه جواد كريم.

156. فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن

তার সম্পর্কে, যেখানে তারা তাকে এমন বিষয়ে অভিযুক্ত করেছিল যা থেকে তিনি পবিত্র ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনায় তাঁর কিতাব থেকে দশটি আয়াত অবতীর্ণ করেন যা কিয়ামত পর্যন্ত তিলাওয়াত করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন: (নিশ্চয় যারা এই অপবাদ এনেছে তারা তোমাদেরই একটি দল; একে তোমরা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর মনে করো না) আল্লাহর বাণী: (তোদের মধ্যে যে এর প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি) (আন-নূর: ১১) পর্যন্ত। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীদের ঘরে আল্লাহর আয়াত ও হিকমত থেকে যা তিলাওয়াত করা হয় তা পঠিত হতো; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা তিলাওয়াত করতেন এবং তাঁরাও তা তিলাওয়াত করতেন। মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন: তোমরা এটি স্মরণ রেখো, তোমাদের ঘরে যা তিলাওয়াত করা হয় তা স্মরণ করো, সুন্যাহর অনুসরণ করো এবং যা আবশ্যিক তা পালন করো। কেননা যার ঘরে কিতাব ও হিকমত তিলাওয়াত করা হয়, নিঃসন্দেহে সে প্রভূত কল্যাণ ও অগাধ জ্ঞান লাভ করেছে এবং সে এই ইলম সম্পর্কে দায়বদ্ধ। সুতরাং আল্লাহ যাকে ইলম ও হিকমত দান করেছেন, সে অজ্ঞ ব্যক্তির তুলনায় অধিক জিজ্ঞাসিত হবে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের ইলম ও হিকমত অর্জনের তাওফীক দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি পরম দাতা ও অতি দয়ালু।

* * *

১৫৬- প্রথমটি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমি যতক্ষণ তোমাদের কোনো বিষয়ে ছাড় দেই তোমরা আমাকে (অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা থেকে) ছেড়ে দাও। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের অধিক প্রশ্ন করা এবং তাদের নবীগণের সাথে মতবিরোধ করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং আমি যখন তোমাদের কোনো বিষয়ে নিষেধ করি তখন তা পরিহার করো, আর যখন কোনো বিষয়ে আদেশ করি তখন সাধ্যমতো তা পালন করো।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক রহিমুল্লাহ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন সে বিষয়ে বলেন যে...

(ص: 269) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

النبي صلى الله عليه وسلم قال: (دعوني ما تركتكم) قاله النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن بعض الصحابة من حرصهم على العلم ومعرفة السنة، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء قد لا تكون حراماً فتحرم من أجل مسألتهم، أو قد لا تكون واجبة، فتجب من أجل مسألتهم، فلهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه، أن يتركوا ما تركه ما دام لم يأمرهم ولم ينههم، فليحمدوا الله على العافية.

ثم علل ذلك بقوله: (فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم) يعني أن الذين من قبلنا أكثروا المسائل على الأنبياء، فشدد عليهم كما شددوا على أنفسهم، ثم اختلفوا على أنبيائهم أيضاً، فليتهم لها سألوا فأجيبوا قاموا بما يلزمهم، ولكنهم اختلفوا على الأنبياء.

والاختلاف على الإنسان يعني مخالفته، وهنا مثال جاء به القرآن مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، اختلف بنو إسرائيل في قتل قتل بينهم، فادعت كل قبيلة أن الأخرى هي التي قتلتها، وادارعوا فيها، وتنازعوا فيها، ورفعوا الأمر إلى نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً) (البقرة:

(67) ، اذبحوا بقرة وخذوا عضواً من أعضائها واضربوا به القتيل وسيخبركم القتيل من الذي قتله.

فقالوا له: (قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا) أي: أتضحك علينا؟ وما صلة البقرة برجل قتل؟ وكيف يحيا القتيل بعد موته؟ وهذا من جبروت بين إسرائيل وعنادهم، ورجوعهم إلى العقول دون النص، هؤلاء رجعوا إلى عقولهم الوهمية دون النص، ولو أخذوا بالنص لسلموا من هذا (قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ) لأن الذي يسخر بالناس جاهل معتد عليهم، والجهل

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (আমি তোমাদের যে অবস্থায় ছেড়েছি, তোমরা আমাকে সেভাবেই থাকতে দাও)। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এটি এ কারণে বলেছেন যে, কিছু সাহাবী ইলম অর্জন এবং সুন্নাহ জানার প্রবল আগ্রহ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন কিছু বিষয়ে প্রশ্ন করতেন যা হয়তো হারাম ছিল না, কিন্তু তাদের প্রশ্নের কারণে তা হারাম হয়ে যেত; অথবা হয়তো ওয়াজিব ছিল না, কিন্তু তাদের প্রশ্নের কারণে তা ওয়াজিব হয়ে যেত। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা তাকে ছেড়ে দেয় (অর্থাৎ প্রশ্ন না করে), যতক্ষণ তিনি তাদেরকে কোনো আদেশ বা নিষেধ না করেন ততক্ষণ যেন তারা বিষয়টি ছেড়ে রাখে এবং আল্লাহর দেওয়া এই সুস্থির অবস্থার জন্য তাঁর প্রশংসা করে।

অতঃপর তিনি এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: (নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে তাদের অধিক প্রশ্ন করা এবং তাদের নবীদের সাথে মতবিরোধ করার কারণে)। অর্থাৎ আমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ নবীদের কাছে অধিক হারে প্রশ্ন করত, ফলে তাদের ওপর কঠোরতা আরোপ করা হয়েছিল যেমনটি তারা নিজেরা নিজেদের ওপর কঠোরতা করেছিল। অতঃপর তারা তাদের নবীদের সাথে মতবিরোধও করেছিল। আফসোস, তারা যদি প্রশ্ন করার পর যখন উত্তর দেওয়া হয়েছিল, তখন তারা নিজেদের কর্তব্য পালন করত! কিন্তু তারা নবীদের সাথে মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছিল।

কারণ ওপর 'ইখতিলাফ' করার অর্থ হলো তার বিরোধিতা করা। এখানে কুরআন থেকে একটি উদাহরণ এসেছে যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীর সত্যতা প্রমাণ করে।

বনী ইসরাঈলদের মধ্যে একজন নিহত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে মতবিরোধ দেখা দেয়; প্রতিটি গোত্র দাবি করছিল যে অন্য গোত্র তাকে হত্যা করেছে। তারা এ বিষয়ে একে অপরকে অভিযুক্ত করতে লাগল এবং বিবাদে লিপ্ত হলো। এরপর তারা বিষয়টি তাদের নবী মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কাছে উত্থাপন করল। তিনি তাদের বললেন: (নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের একটি গাভী জবাই করার নির্দেশ দিচ্ছেন) (আল-বাকারাহ: ৬৭), তোমরা একটি গাভী জবাই করো এবং সেটির একটি অঙ্গ নিয়ে মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করো, তাহলেই সেই মৃত ব্যক্তি তোমাদের বলে দেবে কে তাকে হত্যা করেছে।

তারা তাকে বলল: (তারা বলল, আপনি কি আমাদের সাথে উপহাস করছেন?) অর্থাৎ: আপনি কি আমাদের নিয়ে ঠাট্টা করছেন? একজন নিহত মানুষের সাথে গাভীর সম্পর্ক কী? আর একজন মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর পর কীভাবে জীবিত হবে? এটি বনী ইসরাঈলদের ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতার পরিচয় এবং ওহীর ভাষ্যের পরিবর্তে নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তির ওপর নির্ভর করার ফল। তারা ওহীর বাণীর পরিবর্তে তাদের কাল্পনিক যুক্তির আশ্রয় নিয়েছিল। অথচ তারা যদি ওহীর বাণী গ্রহণ করত, তবে তারা এ থেকে নিষ্কৃতি পেত। (তিনি বললেন, আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি) কারণ যে ব্যক্তি মানুষের সাথে উপহাস করে, সে একজন সীমা লঙ্ঘনকারী অজ্ঞ ব্যক্তি; আর অজ্ঞতা...

(ص: 270) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

هنا بمعنى العدوان، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.

فلما رأوا أنه صادق، وهو صادق عليه الصلاة والسلام: (قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ) لو أنهم أخذوا أي بقرة من السوق وذبحوها لحصل المقصود، لكن تعنتوا، وتشددوا فشدد الله عليهم (قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ) ؛ لا فارض: يعني لا طاعن في السن كبيرة، ولا بكر: يعني

صغيرة (عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ) (البقرة: 68) ، أمرهم أن يفعلوا، وهذا تأكيد للأمر السابق: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً) لكنهم أبوا، (قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لُونُهَا) عرفنا سنها فأخبرنا ما هو لونها، (قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ) (البقرة: 69) ، شدد عليهم مرة ثانية، لو ذبحوا أي بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك لكفى، لكن تشددوا فشدد عليهم. من يجد بقرة على هذه الصفة؟ صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، لونها جميل صاف بين.

ومع ذلك ما امثلوا: (قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ) (إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِئَةَ فِيهَا) ليس فيها عيب: (قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ) أعوذ بالله من الضلال، وتحكم العقول على النصوص، الآن جئت بالحق، وقبل ما جاء بالحق!! لكن أهواءهم وعقولهم أنكرت ذلك. (قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ) يعني ما قاربوا أن يفعلوا، ولكن بالالاحاح والمساءلات فعلوا.

এখানে এটি সীমানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

যখন তারা বুঝতে পারল যে তিনি সত্যবাদী—আর তিনি তো সত্যবাদীই, তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক—তখন (তারা বলল: "আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাদের নিকট স্পষ্ট করেন যে তা কেমন।") তারা যদি বাজার থেকে যেকোনো একটি গাভী নিয়ে তা জবেহ করত, তবেই উদ্দেশ্য সফল হয়ে যেত; কিন্তু তারা হঠকারিতা প্রদর্শন করেছে এবং নিজেদের ওপর কঠোরতারোপ করেছে, তাই আল্লাহও তাদের ওপর কঠোরতা আরোপ করেছেন। (তারা বলল, "আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমাদের নিকট স্পষ্ট করেন তা কেমন।" তিনি বললেন, "তিনি বলছেন, তা এমন এক গাভী যা অতি বৃদ্ধাও নয় এবং অল্পবয়স্কা বা বাছুরও নয়"); "লা ফারিদ" অর্থ: অধিক বয়স্কা বা অতি বৃদ্ধা নয়, আর "লা বিকর" অর্থ: ছোট বা অল্পবয়স্কা নয়। (তা এ দুইয়ের

মাঝামাঝি বয়সের, সুতরাং তোমাদের যা আদেশ করা হয়েছে তা পালন করো) (আল-বাকারাহ: ৬৮)। তিনি তাদের তা করার আদেশ দিয়েছেন, আর এটি পূর্ববর্তী আদেশেরই (নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের একটি গাভী জবেহ করার নির্দেশ দিচ্ছেন) তাকিদ বা পুনর্নিশ্চিতকরণ। কিন্তু তারা তা করতে অস্বীকৃতি জানাল এবং বলল, (আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমাদের জানান তার রঙ কেমন।) আমরা তার বয়স সম্পর্কে জানলাম, এখন আমাদের জানান তার রঙ কী। (তিনি বললেন, "তিনি বলছেন যে, তা এক উজ্জ্বল গাঢ় হলুদ বর্ণের গাভী, যা দর্শকদের আনন্দ দেয়") (আল-বাকারাহ: ৬৯)। তিনি দ্বিতীয়বার তাদের ওপর কঠোরতা আরোপ করলেন। তারা যদি এমন কোনো গাভী জবেহ করত যা বৃদ্ধাও নয়, অল্পবয়স্কাও নয় বরং মাঝামাঝি বয়সের, তবেই তা যথেষ্ট হতো। কিন্তু তারা কঠোরতা অব্বেষণ করল, তাই তাদের ওপর কঠোরতা চাপিয়ে দেওয়া হলো। এমন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত গাভী কে খুঁজে পাবে? উজ্জ্বল গাঢ় হলুদ বর্ণের গাভী যা দর্শকদের মুগ্ধ করে, যার রঙ অত্যন্ত সুন্দর, স্বচ্ছ ও স্পষ্ট।

এতদসত্ত্বেও তারা তা পালন করল না: (তারা বলল, "আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমাদের নিকট স্পষ্ট করেন যে তা আসলে কী?") অর্থাৎ তার কাজ কী? (নিশ্চয়ই গাভীসমূহ আমাদের কাছে সদৃশ মনে হচ্ছে এবং আল্লাহ চাইলে অবশ্যই আমরা সঠিক পথপ্রাপ্ত হব। তিনি বললেন, "তিনি বলছেন, তা এমন এক গাভী যা বশীভূত বা পরিশ্রমী নয় যে জমি চাষ করবে এবং ক্ষেতে পানি দেবে; তা হবে সুস্থ ও নিখুঁত, যাতে অন্য কোনো রঙের ছাপ নেই।") তাতে কোনো খুঁত নেই: (তারা বলল, "এখন আপনি সত্য নিয়ে এসেছেন।") পথভ্রষ্টতা এবং ওহীর ওপর যুক্তির প্রাধান্য দেওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। "এখন আপনি সত্য নিয়ে এসেছেন"—তার মানে কি এর আগে তিনি সত্য নিয়ে আসেননি?! আসলে তাদের প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি তা মানতে অস্বীকার করেছিল। (তারা বলল, "এখন আপনি সত্য নিয়ে এসেছেন", অতঃপর তারা তাকে জবেহ করল, অথচ তারা তা করবে বলে মনে হচ্ছিল না।) অর্থাৎ তারা তা করার কাছাকাছিও ছিল না, কিন্তু বারবার পিড়াপীড়ি ও জিজ্ঞাসাবাদের পর শেষ পর্যন্ত তারা তা সম্পন্ন করল।

ثم أخذوا جزءاً منها. فضربوا به القتيل فأحياه الله ثم قال: الذي قتلني فلان وانتهت المشكلة. المهم أن كثرة السؤال للأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - قد تسبب شدة الأمر على الأمة.

ومن ذلك ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في قضية الأقرع بن حابس. الأقرع بن حابس من بني تميم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا) فرض الحج مرة، وحيث لم يطلب منا أن نكرر فيكفي مرة واحدة، فقال الأقرع: أفي كل عام يا رسول الله؟ فهذا السؤال في غير محله. قال: (لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من قبلكم: كثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم).

هذا أيضاً من التشديد، ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يسأل عن شيء مسكوت عنه، ولهذا قال: (دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم) أما في عهدنا، وبعد انقطاع الوحي بهوت النبي صلى الله عليه وسلم فسأل، أسأل عن كل شيء تحتاج إليه؛ لأن الأمر مستقر الآن، وليس هناك زيادة ولا نقص، أما في عهد التشريع فيمكن أن يزداد ويمكن أن ينقص، وبعض العوام يفهم من قوله تعالى: (لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ) (البائدة: من الآية 101)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (دعوني ما تركتكم ...) يفهم من ذلك فهماً خاطئاً فتجده يفعل الحرام، ويترك

এরপর তারা সেটির একটি অংশ গ্রহণ করল। অতঃপর তা দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করল, ফলে আল্লাহ তাকে জীবিত করলেন। তখন সে বলল: অমুক ব্যক্তি আমাকে হত্যা করেছে এবং সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। মূল কথা হলো, নবিগণের (তাদের ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) প্রতি অধিক হারে প্রশ্ন করা উম্মতের জন্য বিধানের কঠোরতার কারণ হতে পারে।

এরই অন্তর্ভুক্ত হলো নবি (তাঁর ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক)-এর নিকট আকরা ইবনে হাবিসের ঘটনায় যা ঘটেছিল। আকরা ইবনে হাবিস ছিলেন বনু তামিম গোত্রের। নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: (নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর হজ ফরজ করেছেন, সুতরাং তোমরা হজ করো)। হজ একবার ফরজ করা হয়েছে, এবং যেহেতু আমাদের থেকে এটি পুনরায় করার দাবি করা হয়নি, তাই একবারই যথেষ্ট। তখন আকরা বললেন: হে আল্লাহর রাসুল, প্রতি বছর কি? এই প্রশ্নটি অপ্রাসঙ্গিক ছিল। তিনি বললেন: (আমি যদি 'হ্যাঁ' বলতাম তবে তা ওয়াজিব হয়ে যেত এবং তোমরা তা করতে সক্ষম হতে না। আমি তোমাদের যে অবস্থায় ছেড়েছি, সে অবস্থায় আমাকে থাকতে দাও। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের অধিক প্রশ্ন এবং তাদের নবিদের সাথে মতপার্থক্যের কারণেই ধ্বংস হয়েছে)।

এটিও বিধান কঠোর করার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে যে বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে, সে বিষয়ে প্রশ্ন করা সমীচীন ছিল না। এ কারণেই তিনি বলেছেন: (আমি তোমাদের যে অবস্থায় ছেড়েছি, সে অবস্থায় আমাকে থাকতে দাও। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের অধিক প্রশ্ন এবং তাদের নবিদের সাথে মতবিরোধের কারণেই ধ্বংস হয়েছে)। তবে আমাদের সময়ে, নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওফাতের মাধ্যমে ওহি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর, আপনি প্রশ্ন করুন; আপনার প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয়ে প্রশ্ন করুন। কারণ বিধান এখন সুস্থিত এবং এতে এখন আর কোনো বৃদ্ধি বা হ্রাসের অবকাশ নেই। কিন্তু আইন প্রণয়নের যুগে (শরিয়ি বিধান) হ্রাস বা বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব ছিল। সাধারণ মানুষের কেউ কেউ আল্লাহ তাআলার বাণী: (তোমরা এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা প্রকাশ করা হলে তোমাদের নিকট কষ্টদায়ক হবে) (সূরা আল-মায়িদাহ: ১০১ এর অংশ), এবং রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী: (আমি তোমাদের যে অবস্থায় ছেড়েছি ...) থেকে ভুল ধারণা পোষণ করে। ফলে দেখা যায় সে হারাম কাজ করছে এবং বর্জন করছে...

الواجب ولا يسأل، حتى إن بعضهم يقال له: هذا حرام، اسأل العلماء، فيقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم، وهذا لا يجوز.

فألوجب على الإنسان أن يتفقه في دين الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) .

ثم قال صلى الله عليه وسلم: (وإذا نهيتكم عن شيءٍ فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم) فعم في النهي وخص في الأمر.

أما في النهي فقال: (ما نهيتكم عن شيءٍ فاجتنبوه) . فأبي شيء ينهانا عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فإننا نتجنبه، وذلك لأن المنهي عنه متروك، فالنهي أمر بالترك ليس فيه مشقة. كل إنسان يستطيع أن يترك وليس عليه مشقة ولا ضرر، فما نهانا عنه فإننا نتجنبه، إلا أن هذا مقيد بالضرورة، فإذا اضطر الإنسان إلى شيءٍ محرم، وكان لا يجد سواه، وتندفع به ضرورته، فإنه حلال لقول الله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمْ عَلَيْهِ) (الأنعام: من الآية 119) ، ولقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ...) (إلى قوله: (فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (المائدة: 3) .

فيكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما نهيتكم عن شيءٍ فاجتنبوه) يكون مقيداً بحال الضرورة، يعني أنه وجدت ضرورة إلى شيءٍ محرم صار هذا

কর্তব্য হলো জ্ঞান অন্বেষণ করা এবং বিমুখ না থাকা, এমনকি তাদের কাউকে যখন বলা হয়: "এটি হারাম, আলেমদের নিকট জিজ্ঞাসা করুন," তখন সে বলে: "তোমরা এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না যা তোমাদের নিকট প্রকাশিত হলে তোমাদের জন্য কষ্টদায়ক হবে।" অথচ এটি বৈধ নয়।

অতএব, মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: (আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে দ্বীনের গভীর প্রজ্ঞা দান করেন)।

অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: (আর আমি যখন তোমাদের কোনো বিষয়ে নিষেধ করি তখন তা বর্জন করো, আর যখন তোমাদের কোনো কাজের নির্দেশ দেই তখন তা তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী পালন করো)। এখানে তিনি নিষেধের ক্ষেত্রে সাধারণ নির্দেশ দিয়েছেন এবং আদেশের ক্ষেত্রে সামর্থ্যের শর্তারোপ করেছেন।

নিষেধের বিষয়ে তিনি বলেছেন: (আমি তোমাদের যা কিছু নিষেধ করি তা বর্জন করো)।

সুতরাং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের যা কিছু থেকে নিষেধ করেছেন আমরা তা বর্জন করব। কারণ যা নিষিদ্ধ তা বর্জনীয়; আর নিষেধ হলো মূলত ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ যাতে কোনো কষ্ট নেই। প্রত্যেক মানুষই কোনো কিছু বর্জন করতে সক্ষম এবং এতে তার কোনো কষ্ট বা ক্ষতি নেই। অতএব, তিনি আমাদের যা থেকে নিষেধ করেছেন আমরা তা বর্জন করব, তবে এটি নিরুপায় অবস্থার (জরুরত) সাথে শর্তযুক্ত। যদি কোনো মানুষ কোনো হারাম বিষয়ের প্রতি নিরুপায় হয়ে পড়ে এবং তা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প না পায় এবং তার মাধ্যমে তার চরম সংকট দূরীভূত হয়, তবে মহান আল্লাহর বাণীর কারণে তা তার জন্য বৈধ হয়ে যায়: (তিনি তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন, তবে তোমরা যার প্রতি নিরুপায় হয়ে পড় তা ব্যতীত) (সূরা আল-আনআম: ১১৯ নং আয়াতের অংশ), এবং মহান আল্লাহর বাণীর কারণে: (তোমাদের জন্য মৃত জন্তু, রক্ত ও শূকরের মাংস হারাম করা হয়েছে ...) আল্লাহর এই বাণী পর্যন্ত: (তবে যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় নিরুপায় হয়ে পড়ে, কোনো পাপের দিকে ঝুঁকে না থেকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু) (সূরা আল-মায়িদাহ: ৩)।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই বাণী: (আমি তোমাদের যা কিছু নিষেধ করি তা বর্জন করো) এটি নিরুপায় বা চরম সংকটকালীন অবস্থার সাথে শর্তযুক্ত হবে, অর্থাৎ যদি কোনো হারাম বিষয়ের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা দেখা দেয় তবে তা

(ص: 273) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

المحرم حلالاً بشرطين:

الشرط الأول: أن لا تندفع ضرورته بسواه.

الشرط الثاني: أن يكون مزيلاً للضرورة. وبهذين القيدتين نعرف أنه لا ضرورة إلى دواء محرم، يعني لو كان هناك ولكنه محرم، فإنه لا ضرورة إليه. فلو قال قائل: أنا أريد أن أشرب دماً أشتفي به، كما يدعي بعض الناس أنه إذا شرب من دم الذئب شفي من بعد الأمراض، نقول: هذا لا يجوز. أولاً: لأن الإنسان ربما يشفي بغير هذا المحرم؛ إما من الله، وإما بدعاء، وإما بقراءة، وإما بدواء آخر مباح وثانياً: أنه ليس يقيناً أنه إذا تداوى بالدواء يشفي، فمأ أكثر الذين يتداوون ولا يشفون، بخلاف من كان جائعاً وليس عنده إلا ميتة، أو لحم خنزير، أو لحم حمار، فإنه يجوز أن يؤكل في هذه الحالة؛ لأننا نعلم أن ضرورته تندفع بذلك، بخلاف الدواء.

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: (وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) . فهذا يوافق قول الله عز وجل: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (التغابن: من الآية 16) ، يعني إذا أمرنا بأمر، فإننا نأتي منه ما استطعنا. وما لا نستطيعه يسقط عنا، مثلاً: أمرنا بأن نصلي الفرض قِيَاماً، فإذا لم نستطع صليناً جلوساً، فإذا لم نستطع صليناً على جنب، كما قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن حصين: (صل)

হারাম বস্তু দুটি শর্তে হালাল হয়:

প্রথম শর্ত: তার নিরুপায় অবস্থা বা প্রয়োজন অন্য কোনো কিছু দ্বারা নিবারিত না হওয়া।

দ্বিতীয় শর্ত: তা যেন সেই নিরুপায় অবস্থাকে দূর করতে সক্ষম হয়। এই দুটি সীমাবদ্ধতার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, হারাম ওষুধের ক্ষেত্রে কোনো নিরুপায় অবস্থা বা 'জরুরত' নেই। অর্থাৎ, যদি কোনো ওষুধ বিদ্যমান থাকে কিন্তু তা হারাম হয়, তবে সেক্ষেত্রে 'জরুরত' বা অপরিহার্যতা সাব্যস্ত হবে না।

সুতরাং যদি কেউ বলে: আমি আরোগ্য লাভের জন্য রক্ত পান করতে চাই—যেমনটি কিছু লোক দাবি করে যে, নেকড়ের রক্ত পান করলে কোনো কোনো রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়—তবে আমরা বলব: এটি জায়েয নয়।

প্রথমত: কারণ মানুষ এই হারাম বস্তু ছাড়াও অন্য কিছুর মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করতে পারে; তা সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে হতে পারে, অথবা দোয়ার মাধ্যমে, অথবা কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে, কিংবা অন্য কোনো বৈধ ওষুধের মাধ্যমে।

দ্বিতীয়ত: ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করলেই যে নিশ্চিতভাবে আরোগ্য লাভ হবে তা নয়। কত মানুষই তো চিকিৎসা গ্রহণ করে অথচ সুস্থ হয় না। এর বিপরীতে এমন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি, যার কাছে মৃত জন্তু, শূকরের মাংস অথবা গাধার মাংস ছাড়া অন্য কিছু নেই, তার জন্য এ অবস্থায় তা ভক্ষণ করা বৈধ। কারণ আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, এর মাধ্যমে তার নিরুপায় অবস্থা বা প্রাণ সংশয় দূর হবে, যা ওষুধের ক্ষেত্রে ভিন্নতর।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বাণী: (আমি যখন তোমাদের কোনো নির্দেশ দিই, তখন তোমরা তোমাদের সাধ্যমতো তা পালন করো)। এটি মহান আল্লাহর বাণীর সাথে সংগতিপূর্ণ: (অতএব তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় করো) (সূরা আত-তাগাবুন: ১৬ এর অংশ), অর্থাৎ যখন আমাদের কোনো কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন আমরা তা আমাদের সাধ্যমতো পালন করি, আর যা আমাদের সামর্থ্যের বাইরে তা আমাদের ওপর থেকে রহিত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ: আমাদের ফরয সালাত দাঁড়িয়ে আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যদি আমরা সক্ষম না হই তবে বসে সালাত আদায় করব, আর যদি তাতেও সক্ষম না হই তবে পার্শ্বদেশে শায়িত অবস্থায় সালাত আদায় করব। যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমর ইবনে হুসাইনকে বলেছিলেন: (সালাত আদায় করো...

(ص: 274) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب).

وتأمل قوله: (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) بخلاف النهي، لأن الأمر فعل وإيجاب، قد يكون شاقاً على النفس ولا يستطيع الإنسان أن يقوم به، فلهذا قيده بقوله: (فأتوا منه ما استطعتم)، مع ذلك فإن هذا الأمر مقيد بقيد آخر، وهو ألا يوجد مانع يمنع، فإذا وجد مانع يمنع، فهذا يدخل في قوله: (فأتوا منه ما استطعتم). ولهذا قال العلماء: لا واجب مع عجز، ولا محرم مع الضرورة. والشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم) فإن هذا يدخل في المحافظة على السنة وآدابها.

وأما ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو عفو، وهذا من رحمة الله. فالأشياء إما مأمور بها، أو منهي عنها، أو مسكوت عنها، فبما سكت الله ورسوله فإنه عفو لا يلزمنا فعله ولا تركه، والله البوق.

157. الثاني: عن أبي نجیح العرباض بن ساریة رضي الله عنه قال: (وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: (أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها

দাঁড়িয়ে (সালাত আদায় করো), যদি তাতে সমর্থ না হও তবে বসে, আর যদি তাতেও সমর্থ না হও তবে পার্শ্বদেশ অবলম্বন করে (কাত হয়ে)।

আর তাঁর এই বাণীর প্রতি লক্ষ্য করুন: "যখন আমি তোমাদের কোনো বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করি, তখন তা থেকে তোমাদের সাধ্যানুযায়ী পালন করো।" এটি নিষেধের বিপরীত; কেননা নির্দেশ হলো কোনো কাজ সম্পাদন এবং তা আবশ্যিক করে দেওয়া, যা অনেক সময় নফসের জন্য কষ্টসাধ্য হতে পারে এবং মানুষের পক্ষে তা পালন করা সম্ভব নাও হতে পারে। এ

কারণেই তিনি একে এই বলে সীমাবদ্ধ করেছেন: "তোমাদের সাধ্যানুযায়ী তা পালন করো।" তদুপরি, এই নির্দেশটি আরেকটি শর্তের সাথে যুক্ত, আর তা হলো কোনো প্রতিবন্ধক বিদ্যমান না থাকা। সুতরাং যদি কোনো প্রতিবন্ধক উপস্থিত থাকে, তবে তা "তোমাদের সাধ্যানুযায়ী তা পালন করো"—এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত হবে। এই কারণেই আলেমগণ বলেছেন: অক্ষমতার সাথে কোনো ওয়াজিব থাকে না এবং নিরুপায় অবস্থায় কোনো হারাম (অবৈধতা) থাকে না। এই হাদিস থেকে মূল প্রামাণ্য বিষয় হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "আমি তোমাদের যা নিষেধ করেছি তা বর্জন করো এবং যা আদেশ করেছি তা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী পালন করো।" কেননা এটি সুন্নাহ ও তার আদবসমূহ সংরক্ষণের অন্তর্ভুক্ত।

আর যে বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থেকেছেন, তা ক্ষমা বা মার্জনীয়; আর এটি আল্লাহর রহমতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বিষয়সমূহ হয় আদিষ্ট, অথবা নিষিদ্ধ, নতুবা সে বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। অতএব, যে বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নীরব থেকেছেন, তা মার্জনীয়; যা পালন করা বা বর্জন করা আমাদের জন্য আবশ্যিক নয়। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

* * *

১৫৭- দ্বিতীয়: আবু নাজীহ ইরবাদ ইবনে সারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এমন এক মর্মস্পর্শী নসিহত করলেন যাতে অন্তরসমূহ প্রকম্পিত হলো এবং চোখ থেকে অশ্রু বিগলিত হলো। তখন আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! এটি যেন কোনো বিদায়ী ব্যক্তির উপদেশ, অতএব আমাদের কিছু অসিয়ত করুন। তিনি বললেন: আমি তোমাদের আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করার এবং (নেতার কথা) শোনার ও আনুগত্য করার অসিয়ত করছি, যদিও তোমাদের ওপর কোনো হাবশি দাসকেও নেতা নিযুক্ত করা হয়। তোমাদের মধ্যে যারা আমার পর জীবিত থাকবে, তারা অচিরেই অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমাদের ওপর আবশ্যিক হলো আমার সুন্নাহ এবং হিদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা। তা মাড়ির দাঁত দিয়ে মজবুতভাবে কামড়ে ধরে থাকো।"

بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة) رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
(النواجذ) بالذال المعجمة: الأنياب، وقيل الأضراس.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله في باب الأمور بالمحافظة على السنة وآدابها، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: (وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منا القلوب وذرفت منها العيون) وهذا من دأبه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعظ الناس بالمواعظ أحياناً على وجهٍ راتب، كما في يوم الجمعة، خطب يوم الجمعة، وخطب العيدين. وأحياناً على وجهٍ عارض، إذا وجد سبب يقضي الموعظة، قام عليه الصلاة والسلام فوعظ الناس.
ومن ذلك موعظته صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الكسوف، فإنه خطب ووعظ موعظة عظيمة بليغة، من أحب أن يرجع إليها فعليه بكتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله.

أما هنا فيقول: (وعظنا موعظة بليغة، وجلت منا القلوب، وذرفت منها العيون). وجلت: يعني خافت. وذرفت العيون من البكاء، فأثرت فيهم تأثيراً بالغاً، حتى قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا؛

...মাড়ির দাঁত দিয়ে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো। আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন উদ্ভাবিত বিষয়গুলো (বিদআত) থেকে বেঁচে থাকো, কেননা প্রতিটি বিদআতই হলো পথভ্রষ্টতা।" এটি ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিজি একে 'হাসান সহিহ' হাদিস বলেছেন।

(নাওয়াজিয়) শব্দটি 'যাল' বর্ণযোগে: এর অর্থ হলো সামনের দাঁত, আবার কারো মতে এটি মাড়ির দাঁত।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার—আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন—সুন্নতের অনুসরণ ও এর আদব রক্ষা করার পরিচ্ছেদে ইরবায় বিন সারিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন, তাতে তিনি (ইরবায়) বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের এমন এক মর্মস্পর্শী উপদেশ দিলেন যে, তাতে আমাদের অন্তরসমূহ প্রকম্পিত হলো এবং আমাদের চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হলো।" এটি ছিল নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চিরাচরিত নিয়ম যে, তিনি মানুষকে মাঝে মাঝে নির্ধারিত সময়ে উপদেশ দিতেন, যেমন জুমার দিনের খুতবা এবং দুই ঈদের খুতবা। আবার কখনও কখনও কোনো বিশেষ কারণ উদ্ভূত হলে তিনি দাঁড়িয়ে মানুষকে নসিহত করতেন।

এর একটি উদাহরণ হলো সূর্যগ্রহণের সালাতের পর তাঁর উপদেশ প্রদান। সেদিন তিনি এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সারগর্ভ খুতবা ও নসিহত প্রদান করেছিলেন। কেউ যদি বিষয়টি বিস্তারিত জানতে চায়, তবে তার উচিত ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাল্লাহু)-এর 'যাদুল মাআদ' গ্রন্থটি অধ্যয়ন করা।

আর এখানে তিনি বলছেন: "(তিনি আমাদের এমন এক মর্মস্পর্শী উপদেশ দিলেন যে) তাতে আমাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠল এবং আমাদের চোখ দিয়ে অশ্রু বিগলিত হলো।"

'ওয়াজিলাত' শব্দের অর্থ হলো ভীত হলো। আর ক্রন্দনের আধিক্যে চোখ থেকে অশ্রু ঝরল। এই নসিহত তাঁদের অন্তরে এমন গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল যে তাঁরা আরজ করলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! মনে হচ্ছে এটি যেন কোনো বিদায়বেলায় উপদেশ, সুতরাং আপনি আমাদের কিছু অসিয়ত বা অন্তিম উপদেশ প্রদান করুন।"

لأن المودع إذا أراد المغادرة، فإنه يعظ من خلفه بالموعظ البليغة التي تكون ذكرى لهم فلا ينسونها، ولهذا تجد الإنسان إذا وعظ عند فراقه لسفر أو غيره، فإن الموعظة تمكث في قلب الموعوظ وتبقى، لهذا قالوا: كأنها موعظة مودع فأوصنا.

فقال صلى الله عليه وسلم: (أوصيكم بتقوى الله) وهذه الوصية التي أوصى بها الله عز وجل عباده، كما قال تعالى: (وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ) (النساء: من الآية 131)، والتقوى كلمة جامعة من أجمع الكلمات الشرعية، ومعناها: أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله، ولا يكون هذا إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي، ولا يكون فعل الأوامر واجتناب النواهي إلا بعلم الأوامر والنواهي. إذاً فلا بد من علم، ولا بد من عمل، فإذا اجتمع للإنسان العلم والعمل، نال بذلك خشية الله، وحصلت له التقوى.

فتقوى الله إذن: أن يتخذ الإنسان وقاية من عذابه، بفعل أوامره، واجتناب نواهيه، ولا وصول إلى ذلك إلا بالعلم. وليس المراد بالعلم أن يكون الإنسان بحراً في العلم، بل المراد به العلم بما يعين عليه من أوامر الله. والناس يختلفون في ذلك: فمثلاً من عنده مال يجب أن يعلم أحكام الزكاة، ومن قدر على الحج وجب عليه أن يعلم أحكام الحج، وغيرهم لا يجب عليهم، فعلوم الشريعة فرض كفاية إلا ما تعين على العبد فعله، فإن عليه يكون فرض عين.

قال صلى الله عليه وسلم: (والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي). السمع

কেননা কোনো বিদায়ী ব্যক্তি যখন প্রস্থান করতে চান, তখন তিনি তাঁর পশ্চাতে অবস্থানকারীদের এমন সারগর্ভ নসিহত করেন যা তাদের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে এবং তারা তা ভুলে যায় না। এই কারণেই আপনি দেখতে পাবেন, কোনো ব্যক্তি যখন সফর বা অন্য কোনো বিদায়লগ্নে উপদেশ দেন, সেই নসিহত শ্রোতার হৃদয়ে গেঁথে থাকে ও স্থায়ী হয়। এই কারণেই তাঁরা বলেছিলেন: "এটি যেন কোনো বিদায়ী ব্যক্তির অন্তিম উপদেশ, সুতরাং আমাদের অসিয়ত করুন।"

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "আমি তোমাদের আল্লাহর তাকওয়া (আল্লাহভীতি) অবলম্বনের অসিয়ত করছি।" আর এটিই সেই অসিয়ত যা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের করেছেন, যেমনটি তিনি তায়ালা বলেছেন: "তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের এবং তোমাদেরকেও আমি নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।" (সূরা আন-নিসা: ১৩১)। 'তাকওয়া' হলো শরীয়তের সবচেয়ে অর্থবহ ও ব্যাপক শব্দগুলোর একটি। এর অর্থ হলো: মানুষ আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একটি ঢাল বা সুরক্ষা গ্রহণ করবে। আর এটি কেবল আদেশসমূহ পালন এবং নিষেধসমূহ বর্জনের মাধ্যমেই সম্ভব। আবার আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জন কেবল তখনই সম্ভব যখন সেই আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে জ্ঞান থাকবে। সুতরাং ইলম (জ্ঞান) আবশ্যিক এবং আমল (কাজ) আবশ্যিক। যখন কোনো মানুষের মাঝে ইলম ও আমলের সমন্বয় ঘটে, তখন এর মাধ্যমে সে আল্লাহর ভীতি অর্জন করে এবং তার তাকওয়া হাসিল হয়।

সুতরাং আল্লাহর তাকওয়া হলো: তাঁর আদেশসমূহ পালন এবং নিষেধসমূহ বর্জনের মাধ্যমে তাঁর আজাব থেকে সুরক্ষা গ্রহণ করা; আর ইলম বা জ্ঞান ছাড়া সেখানে পৌঁছানো সম্ভব নয়। এখানে ইলম বলতে এই উদ্দেশ্য নয় যে, মানুষকে ইলমের সমুদ্র হতে হবে; বরং এর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ঐসব নির্দেশ সম্পর্কে জানা যা পালনের দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হয়েছে। এ বিষয়ে মানুষের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে: উদাহরণস্বরূপ, যার সম্পদ আছে তার জন্য জাকাতের বিধান জানা ওয়াজিব, আর যার হজ করার সামর্থ্য আছে তার জন্য হজের বিধান জানা ওয়াজিব; অন্যদের জন্য তা ওয়াজিব নয়। শরীয়তের জ্ঞানসমূহ মূলত 'ফরজে কিফায়া', তবে বান্দার ওপর যা পালন করা নির্দিষ্টভাবে আবশ্যিক হয়ে যায়, সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা তার জন্য 'ফরজে আইন'।

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা কথা শুনবে ও আনুগত্য করবে, যদিও তোমাদের ওপর কোনো হাবশী গোলামকেও আমার (নেতা) নিযুক্ত করা হয়।" শ্রবণ...

والطاعة، يعني لولى الأمر (وإن تأمر عليكم عبد حبشي)، سواء كانت إمرته عامة، كالرئيس الأعلى في الدولة، أو خاصة كأمر بلدة، أو أمير قبيلة وما أشبه ذلك. وقد أخطأ من ظن أن المراد بقوله: (وإن تأمر عليكم عبد حبشي) أن المراد بهم الأمراء الذين دون الولي الأعظم الذي يسميه الفقهاء الإمام الأعظم، لأن الإمارة في الشرع تشمل الإمارة العظمى، وهي الإمامة وما دونها؛ كإمارة البلدان، والمقاطعات والقبائل وما أشبه ذلك. ودليل هذا أن المسلمين منذ تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمون الخليفة (أمير المؤمنين) فيجعلونه أميراً. وهذا لا شك فيه، ثم يسمى أيضاً إماماً، لأنه السلطان الأعظم، ويسمى سلطاناً. لكن الذي عليه الصحابة أنهم يسمونه (أمير المؤمنين).

وقوله: (وإن تأمر عليكم عبد حبشي) يعني حتى ولو لم يكن من العرب، لو كان من الحبشة، وتولى، وجعل الله له السلطة، فإن الواجب السمع والطاعة له، لأنه صار أميراً، ولو قلنا بعدم السمع والطاعة له، لأصبح الناس فوضى، كلٌ يعتدي على الآخر، وكلٌ يضيع حقوق الآخرين، وقوله: (والسمع والطاعة) هذا الإطلاق مقيد بما قيده به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: (إنما الطاعة في المعروف) ثلاث مرات، يعني فيما يقره الشرع، وأما ما ينكره الشرع، فلا طاعة لأحد فيه حتى لو كان الأب أو

এবং আনুগত্য, অর্থাৎ উলিল আমার বা শাসকগোষ্ঠীর প্রতি (যদিও তোমাদের ওপর কোনো আবিসিনীয় দাসকে শাসক নিযুক্ত করা হয়), চাই তার নেতৃত্ব সাধারণ হোক—যেমন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রধান, অথবা বিশেষ কোনো নেতৃত্ব—যেমন কোনো শহরের আমির, গোত্রপ্রধান বা তদ্রূপ কেউ। আর যারা মনে করেন যে, তাঁর বাণী ‘যদিও তোমাদের ওপর কোনো আবিসিনীয় দাসকে শাসক নিযুক্ত করা হয়’-এর মাধ্যমে কেবল রাষ্ট্রপ্রধানের (যাকে ফকিহগণ ইমামে আজম বা প্রধান নেতা বলেন) নিম্নস্থ আমিরদের বোঝানো হয়েছে, তারা ভুল করেছেন। কারণ শরিয়তের পরিভাষায় ‘ইমারত’ বা নেতৃত্ব শব্দটি সর্বোচ্চ নেতৃত্ব তথা ‘ইমামত’ এবং তার নিম্নস্থ অন্যান্য পদমর্যাদা যেমন শহর, জেলা বা গোত্রপ্রধান ইত্যাদিকেও অন্তর্ভুক্ত করে। এর

প্রমাণ হলো, ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর খেলাফতকাল থেকেই মুসলমানগণ খলিফাকে ‘আমিরুল মুমিনিন’ বলে সম্বোধন করতেন, অর্থাৎ তাঁকে আমির হিসেবে গণ্য করতেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই। এরপর তাঁকে ‘ইমাম’ও বলা হয়, কারণ তিনি সর্বোচ্চ সুলতান; আবার তাঁকে ‘সুলতান’ও বলা হয়। তবে সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত রীতি ছিল তাঁকে ‘আমিরুল মুমিনিন’ বলে সম্বোধন করা।

আর তাঁর বাণী ‘যদিও তোমাদের ওপর কোনো আবিসিনীয় দাসকে শাসক নিযুক্ত করা হয়’— এর অর্থ হলো সে যদি আরব বংশোদ্ভূত নাও হয়, এমনকি হাবশার (আবিসিনীয়) নাগরিকও হয় এবং সে ক্ষমতা লাভ করে ও আল্লাহ তাকে কর্তৃত্ব প্রদান করেন, তবে তার কথা শোনা ও আনুগত্য করা ওয়াজিব বা আবশ্যিক। কারণ সে তখন আমিরে পরিণত হয়েছে। যদি আমরা তার কথা শোনা ও আনুগত্য করার বিষয়টি অস্বীকার করি, তবে মানুষের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, প্রত্যেকে অপরের ওপর চড়াও হবে এবং অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে। আর তাঁর বক্তব্য ‘শোনা ও আনুগত্য করা’—এই সাধারণ ঘোষণাটি নবী (সা.)-এর সেই বাণীর দ্বারা সীমাবদ্ধ যেখানে তিনি তিনবার বলেছেন: ‘নিশ্চয়ই আনুগত্য কেবল সৎকাজে’—অর্থাৎ যা শরিয়ত স্বীকৃত। আর যা শরিয়ত পরিপন্থী, তাতে কারো কোনো আনুগত্য নেই, এমনকি সে যদি পিতাও হয় তবুও...

(ص: 278) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الأمر أو الأمير العام أو الخاص، فإنه لا طاعة له.
فمثلاً لو أمر ولي الأمر بأن لا يصلي الجنود، قلنا: لا سماع ولا طاعة، لأن الصلاة
فريضة، فرضها الله على العباد وعليك أنت أيضاً، أنت أول من يصلي، وأنت أول من
تفرض عليه الصلاة، فلا سماع ولا طاعة.

ولو أمرهم بشيء محرم، كحلق اللحي مثلاً. قلنا: لا سيع ولا طاعة، نحن لا نطيعك، إنما نطيع النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: (اعفوا للحي، وحقوا الشوارب).

وهكذا كل ما أمر به ولي الأمر، إذا كان معصية لله، فإنه لا سيع له ولا طاعة، يجب أن يعصى علناً ولا يهتم به، أن من عصى الله وأمر العباد بمعصية الله، فإنه لا حق له في السمع والطاعة. لكن يجب أن يطاع في غير هذا. يعني ليس معنى ذلك أنه إذا أمر بمعصية تسقط طاعته مطلقاً. لا. إنما تسقط طاعته في هذا الأمر المعين الذي هو معصية لله. أما ما سوى ذلك، فإنه تجب طاعته، وقد ظن بعض الناس أنه لا تجب طاعة ولي الأمر إلا فيما أمر الله به، وهذا خطأ، لأن ما أمر الله به فإنه يجب علينا أن ننفذه ونفعله، سواء أمرنا به ولي الأمر أم لا.

فالأحوال ثلاثة: إما أن يكون ما أمر به ولي الأمر مأموراً به شرعاً، كما لو أمر بالصلاة مع الجماعة مثلاً، فهذا يجب امتثاله لأمر الله ورسوله ولأمر

মা কিংবা সাধারণ অথবা বিশেষ কোনো আমির (নেতা), তাদের ক্ষেত্রে কোনো আনুগত্য নেই। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো রাষ্ট্রপ্রধান সেনাদের সালাত আদায় না করার নির্দেশ দেন, তবে আমরা বলব: কোনো শ্রবণ ও আনুগত্য নেই। কারণ সালাত একটি ফরজ বিধান, যা আল্লাহ বান্দাদের ওপর ফরজ করেছেন এবং আপনার ওপরও ফরজ করেছেন। আপনিই প্রথম ব্যক্তি যার সালাত আদায় করা উচিত এবং আপনার ওপরই প্রথম সালাত ফরজ করা হয়েছে; সুতরাং এক্ষেত্রে কোনো শ্রবণ ও আনুগত্য নেই।

আর যদি তিনি তাদের কোনো হারাম কাজের নির্দেশ দেন, যেমন দাড়ি মুগুন করা, তবে আমরা বলব: কোনো শ্রবণ ও আনুগত্য নেই। আমরা আপনার আনুগত্য করব না, বরং আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করব, যিনি বলেছেন: (তোমরা দাড়ি লম্বা করো এবং গোঁফ খাটো করো)।

অনুরূপভাবে রাষ্ট্রপ্রধান যা কিছু নির্দেশ দেবেন, তা যদি আল্লাহর অবাধ্যতা হয়, তবে তার প্রতি কোনো শ্রবণ ও আনুগত্য নেই। এক্ষেত্রে প্রকাশ্যে অবাধ্য হওয়া আবশ্যিক এবং তার নির্দেশের প্রতি ঙ্ক্ষিপ করা যাবে না। কেননা যে ব্যক্তি নিজে আল্লাহর অবাধ্য হয় এবং বান্দাদের আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার নির্দেশ দেয়, শ্রবণ ও আনুগত্য পাওয়ার কোনো অধিকার তার নেই। তবে এছাড়া অন্য সব বিষয়ে তার আনুগত্য করা আবশ্যিক। এর অর্থ এই নয় যে, যদি তিনি কোনো গুনাহের কাজের নির্দেশ দেন, তবে সাধারণভাবে তার সকল আনুগত্য বাতিল হয়ে যাবে। না, বরং কেবল সেই নির্দিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে আনুগত্য রহিত হবে যা আল্লাহর অবাধ্যতা। এছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে তার আনুগত্য করা ওয়াজিব বা আবশ্যিক। কিছু মানুষ মনে করেন যে, রাষ্ট্রপ্রধান কেবল তাতেই আনুগত্য পাবেন যা আল্লাহ নির্দেশ করেছেন; এটি একটি ভুল ধারণা। কারণ আল্লাহ যা নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করা আমাদের ওপর এমনিতেই আবশ্যিক, রাষ্ট্রপ্রধান সেই নির্দেশ দিন বা না দিন।

সুতরাং অবস্থা তিনটি: হয় রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশিত বিষয়টি শরীয়ত কর্তৃক আদিষ্ট কোনো বিষয় হবে, যেমন তিনি যদি জামাতের সাথে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেন; তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের কারণে এবং রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশের কারণে এটি পালন করা আবশ্যিক হবে...

(ص: 279) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

ولي الأمر. وأما أن يأمر ولي الأمر بمعصية الله، من ترك واجب أو فعل محرم، فهذا لا طاعة له ولا سماع. وأما أن يأمر الناس بما ليس فيه أمر شرعي ولا معصية شرعية، فهذا تجب طاعته فيه، لأن الله قال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (النساء: 59) فطاعة ولي الأمر في غير معصية طاعة لله ولرسوله. والله الموفق.

ثم قال صلى الله عليه وسلم: (فإنه من يعش منكم، فسيري اختلافاً كثيراً) يعني أن من يعش منكم ويمد له في عمره، فسيري اختلافاً كثيراً؛ اختلافاً كثيراً في الولاية، واختلافاً كثيراً في الرأي، واختلافاً كثيراً في العمل، واختلافاً كثيراً في حال الناس عموماً، وفي حال بعض الأفراد خصوصاً. وهذا الذي وقع؛ فإن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقضوا حتى حصلت الفتن العظيمة في مقتل عثمان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقبلها مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وغير ذلك من الفتن المعروفة في كتب التاريخ.

والذي يجب علينا - نحن إزاء هذه الفتن، أن نمسك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، وألا نخوض فيه، وألا نتكلم فيه؛ لأنه كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: هذه دماء طهر الله سيوفنا منها، فيجب أن نطهر ألسنتنا منها، وصدق رضي الله عنه، فما فائدتنا أن ننبش عما جرى بين علي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنهما، أو بين علي ومعاوية رضي الله عنهما من الحروب التي مضت وانقضت، ذكر هذه الحروب وتذكرها لا يفيدنا إلا ضللاً؛ لأننا في هذه الحال نحقد على بعض

উলুল আমর বা দায়িত্বশীল। আর যদি দায়িত্বশীল আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ দেন, যেমন কোনো ওয়াজিব বর্জন করা অথবা কোনো হারাম কাজ করা, তবে সে ক্ষেত্রে তার কোনো আনুগত্য নেই এবং তার কথা শোনা যাবে না। আর যদি তিনি মানুষকে এমন বিষয়ে আদেশ দেন যাতে শরিয়তের কোনো সুনির্দিষ্ট আদেশ নেই আবার শরিয়তপরিপন্থী কোনো পাপও নেই, তবে সে ক্ষেত্রে তার আনুগত্য করা ওয়াজিব। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসুলের আনুগত্য করো আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা উলুল আমর (কর্তৃত্বের অধিকারী) তাদেরও" (আন-নিসা: ৫৯)। সুতরাং পাপাচার নয় এমন বিষয়ে দায়িত্বশীলের আনুগত্য করা মূলত আল্লাহ ও তাঁর রাসুলেরই আনুগত্য। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে যে জীবিত থাকবে, সে অচিরেই অনেক মতভেদ দেখতে পাবে।" অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত

থাকবে এবং যাদের দীর্ঘ জীবন দান করা হবে, তারা অনেক মতভেদ দেখতে পাবে; শাসনকার্যে অনেক মতভেদ, মতামতে অনেক মতভেদ, কর্মে অনেক মতভেদ এবং সাধারণভাবে মানুষের অবস্থায় ও বিশেষভাবে কিছু ব্যক্তির অবস্থায় অনেক পরিবর্তন ও মতভেদ দেখতে পাবে। আর এটিই বাস্তবে ঘটেছে; কারণ সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের যুগ শেষ হওয়ার আগেই উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আলি ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের মতো ভয়াবহ ফিতনাগুলো সংঘটিত হয়েছে। আর তারও আগে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত এবং ইতিহাসের কিতাবসমূহে বর্ণিত অন্যান্য ফিতনাগুলো প্রকাশ পেয়েছে।

এই ফিতনাগুলোর ব্যাপারে আমাদের ওপর যা ওয়াজিব তা হলো—সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মধ্যে যে বিবাদ হয়েছিল সে বিষয়ে নিরবতা অবলম্বন করা, তাতে লিপ্ত না হওয়া এবং সে সম্পর্কে কোনো কথা না বলা। কেননা উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহমতুল্লাহি আলাইহি যেমনটি বলেছেন: "এগুলো এমন রক্তপাত যা থেকে আল্লাহ আমাদের তলোয়ারগুলোকে পবিত্র রেখেছেন, সুতরাং আমাদের উচিত আমাদের জিহ্বাগুলোকেও তা থেকে পবিত্র রাখা।" তিনি সত্যই বলেছেন। আলি ইবনে আবি তালিব ও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কিংবা আলি ও মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমা মধ্যে অতীতে যে যুদ্ধগুলো সংঘটিত হয়ে শেষ হয়ে গেছে, সেগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার মধ্যে আমাদের কী ফায়দা আছে? এই যুদ্ধগুলোর চর্চা এবং তা স্মরণ করা আমাদের জন্য পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই বয়ে আনবে না; কারণ এ অবস্থায় আমরা সাহাবাদের কারো কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করব...

(ص: 280) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الصحابية، ونخلو في بعض، كما فعلت الرافضة حين غلوا في آل البيت، فزعموا أنهم يوالون آل البيت، وبالله العظيم إن آل البيت لبراء من غلوهم، وأول من تبرأ من غلوهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن السبئية أتباع عبد الله بن سبأ، وهو

أول من سن الرفض في هذه الأمة، وكان يهودياً، أظهر الإسلام ليفسد الإسلام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو العلم الذي قد سبر حال القوم وعرفها، قال: إن عبد الله بن سبأ يهودي دخل في الإسلام ليفسده، كما دخل بولس في دين النصراني ليفسده، هذا الرجل - أعني عبد الله بن سبأ - عليه من الله ما تولاة - تظاهر بأنه يحب آل البيت،

وبأنه يدافع عنهم، ويدافع عن علي بن أبي طالب، حتى أنه قام بين يدي علي بن أبي طالب يقول له: أنت الله حقاً، قاتله الله، لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر بالأخدود؛ يعني بالحفر فحفرت، ثم ملئت حطباً، ثم دعا بأتباع هذا الرجل ثم أوقد فيهم النار، أحرقهم بالنار؛ لأن ذنبهم عظيم والعياذ بالله، ويقال: إن عبد الله بن سبأ أفلت منه وهرب إلى مصر. والله أعلم.

قال ابن عباس رضي الله عنهما حينما بلغه الخبر: إن علي بن أبي طالب أصاب في قتلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه) وهؤلاء بدلوا دينهم؛ ولكن لو كنت إياهم لم أحرقهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تعذبوا بعذاب الله) فبلغ ذلك علي بن أبي طالب فقال: ما أسقط ابن أمر الفضل

সাহাবীগণ, আর আমরা তাঁদের কারো ব্যাপারে অতিরঞ্জন করি না, যেমনটি রাফেযীরা করেছে যখন তারা আহলে বাইতের ব্যাপারে অতিরঞ্জন করেছিল এবং দাবি করেছিল যে তারা আহলে বাইতকে ভালোবাসে; অথচ মহান আল্লাহর কসম, নিশ্চয়ই আহলে বাইত তাদের অতিরঞ্জন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আর তাদের অতিরঞ্জন থেকে যিনি সর্বপ্রথম দায়মুক্তি ঘোষণা করেছেন তিনি হলেন আলী ইবনে আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। কেননা সাবায়ীরা হলো আবদুল্লাহ ইবনে সাবার অনুসারী, যে এই উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম রাফেযী মতবাদের সূত্রপাত করেছিল। সে ছিল একজন ইহুদি, যে ইসলামকে কলুষিত করার উদ্দেশ্যে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল; যেমনটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রাহিমাল্লাহু) বলেছেন—যিনি এই সম্প্রদায়ের অবস্থা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং তা জানতেন। তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই আবদুল্লাহ ইবনে সাবা একজন ইহুদি ছিল যে ইসলামে প্রবেশ করেছিল একে ধ্বংস করার জন্য, যেমনটি পৌল (পল) খ্রিস্টধর্মে প্রবেশ করেছিল একে ধ্বংস করার জন্য।" এই ব্যক্তি—

অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে সাবা—আল্লাহ তাকে তার কর্মফল প্রদান করুন—সে লোকসমক্ষে প্রকাশ করত যে সে আহলে বাইতকে ভালোবাসে, এবং সে তাঁদের ও আলী ইবনে আবী তালিবের পক্ষাবলম্বন করে। এমনকি সে আলী ইবনে আবী তালিবের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলেছিল: "আপনিই প্রকৃত ইলাহ (আল্লাহ)।" আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন। কিন্তু আলী ইবনে আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) গর্ত খননের নির্দেশ দিলেন; অর্থাৎ নালা সদৃশ গর্ত খনন করা হলো, অতঃপর তাতে প্রচুর কাঠ রাখা হলো এবং এই ব্যক্তির অনুসারীদের ডেকে এনে সেখানে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। তিনি তাদের আগুনে পুড়িয়ে মারলেন; কারণ তাদের অপরাধ ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই। আর বলা হয় যে, আবদুল্লাহ ইবনে সাবা তাঁর নিকট থেকে পালিয়ে মিসরে চলে গিয়েছিল। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) যখন এই সংবাদ পেলেন তখন বললেন: আলী ইবনে আবী তালিব তাদের হত্যা করার ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (যে ব্যক্তি তার দীন পরিবর্তন করবে, তাকে হত্যা করো)। এরাও তাদের দীন পরিবর্তন করেছিল। তবে আমি যদি তাঁর স্থলে থাকতাম, তবে তাদের আগুনে পুড়িয়ে মারতাম না; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (তোমরা আল্লাহর আজাব তথা আগুন দিয়ে কাউকে শাস্তি দিও না)। এই সংবাদ যখন আলী ইবনে আবী তালিবের নিকট পৌঁছাল, তখন তিনি বললেন: উম্মুল ফযলের পুত্র কতই না সঠিক ও নিখুত কথা বলেছে!

(ص: 281) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

على الهنات يعني: العيب، كأنه رضي الله عنه صوب ما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهم.

إنني أقول: إن من مذهب أهل السنة والجماعة؛ أن نسكت عما شجر بين الصحابة، فلا نتكلم فيه، نعرض بقلوبنا وألسنتنا عما جرى بينهم، ونقول: كلهم مجتهدون، المصيب منهم له أجران، والمخطئ منهم له أجر واحد، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت، ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، لو قرأ إنسان التاريخ حول هذه الأمور؛ لوجد العجب العجائب، وجد من ينتصر لبي أمية، ويقدر في علي بن أبي طالب وآل النبي، ووجد من يغلو في علي بن أبي طالب وآل النبي ويقدر قدحاً عظيماً في بني أمية؛ لأن التاريخ يخضع للسياسة.

لذا يجب علينا - نحن - فيما يتعلق بالتاريخ ألا نتعجل في الحكم، لأن التاريخ يكون فيه كذب، ويكون فيه هوى وتغيير للحقائق، ينشر غير ما يكون، ويحذف ما يكون، كل هذا تبعاً للسياسة، ولكن - على كل حال - ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم يجب علينا أن نكف عنه. كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، حتى لا يكون في قلوبنا غل على أحد منهم. نحبههم كلهم، ونسأل الله أن يميّتنا على حبهم، نحبههم كلهم ونقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: (إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً) وهذا هو الذي وقع. ولكن هل هذه الجملة تنزل

'আল-হানাত' বা ঐটি বিচ্যুতি প্রসঙ্গে—অর্থাৎ: দোষ-ঐটি; যেন তিনি (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হন) যা বলেছিলেন, তা সঠিক বলে গণ্য করেছেন।

আমি বলছি: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নীতি হলো সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যে বিবাদ সংঘটিত হয়েছে সে বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করা। আমরা এ নিয়ে কোনো আলোচনা করব না। তাঁদের মধ্যে যা ঘটেছে, তা থেকে আমরা আমাদের অন্তর ও জিহ্বাকে বিমুখ রাখব।

আমরা বলব: তাঁরা সকলেই মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে যিনি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তাঁর জন্য রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান, আর যিনি ভুল করেছেন তাঁর জন্য রয়েছে একটি প্রতিদান। তাঁরা ছিল এমন এক জাতি যারা গত হয়ে গেছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের জন্য, আর তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের জন্য। তারা কী আমল করত সে সম্পর্কে তোমাদেরকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না। কোনো মানুষ যদি এসব বিষয়ে ইতিহাস পাঠ করে, তবে সে চরম বিস্ময়কর সব ব্যাপার দেখতে পাবে। সে এমন কাউকে পাবে যে বনু উমাইয়াদের পক্ষাবলম্বন করেছে এবং আলী ইবনে আবি তালিব ও নবী-পরিবারের নিন্দা করেছে; আবার এমন কাউকে পাবে যারা আলী ইবনে আবি তালিব ও নবী-পরিবারের ব্যাপারে অতিরঞ্জন করেছে এবং বনু উমাইয়াদের চরমভাবে হেয় করেছে। কারণ ইতিহাস অনেক সময় রাজনীতির বশীভূত হয়ে থাকে।

তাই ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমাদের উচিত হবে ফয়সালা প্রদানে তাড়াহুড়ো না করা। কারণ ইতিহাসে মিথ্যা থাকে, থাকে প্রবৃত্তি ও সত্যের বিকৃতি। যা ঘটেনি তা প্রকাশ করা হয়, আর যা ঘটেছে তা বিলোপ করা হয়। এসবই ঘটে রাজনীতির প্রভাবে। তবে যাই হোক না কেন, সাহাবায়ে কেরামের (আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হন) মধ্যে যা ঘটেছে সে বিষয়ে আমাদের বিরত থাকা আবশ্যিক। যেমনটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আদর্শ; যাতে আমাদের অন্তরে তাঁদের কারও প্রতি কোনো বিদ্বেষ না থাকে। আমরা তাঁদের সকলকেই ভালোবাসি এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি তাঁদের ভালোবাসার ওপরই আমাদের মৃত্যু দান করেন। আমরা তাঁদের সবাইকে ভালোবাসি এবং বলি: হে আমাদের রব! আমাদের এবং আমাদের সেই ভাইদের ক্ষমা করুন যারা ঈমানের সাথে আমাদের অগ্রগামী হয়েছেন। আর মুমিনদের প্রতি আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! আপনি অত্যন্ত দয়ালু ও পরম দয়াময়।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)—যিনি সত্যবাদী ও সত্যপ্রত্যাযনকারী—বলেছেন: (তোমাদের মধ্যে যারা আমার পর জীবিত থাকবে, তারা অনেক মতভেদ দেখতে পাবে)। আর এটিই বাস্তবে ঘটেছে। তবে এই বাক্যটি কি প্রয়োগ করা হবে...

على كل زمان، بمعنى أن من عاش من الناس فسوف يرى التغير، أو أن هذا خاص بمن خاطبهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ . نقول: إنه ينطبق على كل زمن، فالذين عمروا منا يجدون الاختلاف العظيم بين أول حياتهم وآخر حياتهم، فمن عاش ومد له في العمر؛ رأى التغير العظيم في الناس، رأى التغير لأنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً) قد وقع، وحصل خلاف بين الأمة في السياسة، وفي العقيدة، وفي الأفعال، والأحكام العملية، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم حث عند هذا الاختلاف على لزوم سنة واحدة فقال: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ) . فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا - عندما نرى هذا الاختلاف - أن نلزم سنته، فقال: (عليكم بسنتي) يعني ألزموها. وكلمة: عليكم، يقول علماء النحو: أنها جار ومجرور محول إلى فعل الأمر، يعني: ألزموا سنتي.

وسنته عليه الصلاة والسلام هي: طريقته التي يمشي عليها، عقيدة، وخلقاً، وعملاً، وعبادةً وغير ذلك، نلزم سنته، ونجعل التحاكم إليها، كما قال الله تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (النساء: 65) ، فسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي سبيل النجاة لمن أراد الله نجاته من الخلافات والبدع، وهي - والله الحمد - موجودة في كتب أهل العلم الذين ألفوا في السنة، مثل الصحيحين للبخاري ومسلم، والسنن والبيان وغيرهما مما ألفه أهل العلم وحفظوا به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

প্রতিটি যুগের ওপর, অর্থাৎ যারাই বেঁচে থাকবে তারা পরিবর্তন দেখতে পাবে, নাকি এটি শুধুমাত্র তাদের জন্য নির্দিষ্ট যাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বোধন করেছিলেন? আমরা বলি: এটি প্রতিটি সময়ের জন্যই প্রযোজ্য। আমাদের মধ্যে যারা দীর্ঘজীবী

হয়েছেন, তারা তাদের জীবনের শুরু এবং শেষের মধ্যে বিশাল পার্থক্য দেখতে পান। সুতরাং যিনি বেঁচে থাকেন এবং যার আয়ু দীর্ঘ হয়, তিনি মানুষের মধ্যে বিশাল পরিবর্তন দেখতে পান। তিনি এই পরিবর্তন দেখেন কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমনটি বলেছিলেন: "তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা অচিরেই অনেক মতপার্থক্য দেখতে পাবে।" এটি বাস্তবে ঘটেছে এবং উম্মাহর মধ্যে রাজনীতি, আকিদা, কর্ম এবং আমলি হুকুম-আহকামে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মতভেদের সময় একটি সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন: "তোমরা আমার সুন্নাহ এবং আমার পরবর্তী হিদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরো; তা দাঁত দিয়ে মজবুতভাবে কামড়ে ধরে থাকো।"

সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে—যখন আমরা এই মতপার্থক্য দেখব—তখন যেন তাঁর সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরি। তিনি বলেছেন: "তোমরা আমার সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরো" অর্থাৎ একে আঁকড়ে ধরো। ব্যাকরণবিদগণ বলেন, 'আলাইকুম' শব্দটি মূলত জার ও মাজরুর, যা আদেশের ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়েছে; যার অর্থ হলো: "তোমরা আমার সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরো।"

আর তাঁর সুন্নাহ হলো তাঁর সেই তরীকা বা পথ যেটির ওপর তিনি চলতেন—আকিদা, আখলাক, আমল, ইবাদত ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে। আমরা তাঁর সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরব এবং সেটিকে ফয়সালার মানদণ্ড বানাবো, যেমনটি মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "কিন্তু না, তোমার রবের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের মধ্যকার বিবাদমান বিষয়ে তোমাকে বিচারক হিসেবে মেনে না নেবে; অতঃপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে সম্পর্কে তাদের অন্তরে কোনো দ্বিধাবোধ থাকবে না এবং তারা তা পূর্ণরূপে মেনে নেবে।" (আন-নিসা: ৬৫)। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ হলো সেই ব্যক্তির জন্য নাজাতের পথ, যাকে আল্লাহ তাআলা মতভেদ ও বিদআত থেকে মুক্তি দিতে চান। আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এই সুন্নাহ সেই সকল আলেমদের কিতাবসমূহে সংরক্ষিত আছে যারা সুন্নাহ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন; যেমন বুখারী ও মুসলিমের সহীহদয়, সুনান ও মাসানিদ গ্রন্থসমূহ এবং আলেমদের রচিত অন্যান্য সংকলন, যার মাধ্যমে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহকে সংরক্ষণ করেছেন।

وقوله: (وسنة الخلفاء الراشدين المهديين). الخلفاء جمع خليفة: وهم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته علماً وعملاً ودعوة وسياسة، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين الأربعة؛ أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم، وألحقنا بهم في جنات النعيم، هؤلاء الخلفاء الأربعة ومن بعدهم من خلفاء الأمة، الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، هم الذين أمرنا باتباع سنتهم، ولكن ليعلم أن سنة هؤلاء الخلفاء تأتي بعد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو تعارضت سنة خليفة من الخلفاء مع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الحكم لسنة محمد صلى الله عليه وسلم لا لغيرها؛ لأنها - أعني سنة الخلفاء - تابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

أقول هذا؛ لأنه قد جرى نقاش بين طالبين من طلبة العلم في صلاة التراويح، أحدهما يقول: السنة أن تكون ثلاثاً وعشرون ركعة. والثاني يقول: السنة أن تكون ثلاث عشرة ركعة، أو إحدى عشرة ركعة. فقال الأول للثاني: هذه سنة الخليفة عمر بن الخطاب أنها ثلاث وعشرون، يريد أن يعارض بهذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الآخر: سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة، هذا إن صح عن عمر أنها ثلاث وعشرون، ومع أن الذي صح عن عمر بأصح إسناد، رواه مالك في الموطأ أنه أمر تميم الداري وأبي بن كعب أن يقوموا للناس بإحدى عشرة ركعة لا ثلاث وعشرون، هذا الذي صح عنه رضي الله عنه. على كل حال لا يمكن أن نعارض سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بسنة أحد من الناس، لا الخلفاء ولا غيرهم، وما خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال الخلفاء، فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به، ولا يجعل حجة على سنة

এবং তাঁর বাণী: (এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত)। 'খুলাফা' শব্দটি 'খলিফা'র বহুবচন: তাঁরা হলেন সেই ব্যক্তিবর্গ যারা জ্ঞান, আমল, দাওয়াত এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে উম্মতের মাঝে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। তাঁদের শীর্ষে রয়েছেন চারজন খুলাফায়ে রাশেদীন; আবু বকর, উমর, উসমান এবং আলী (আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সমুপস্থিত হোন এবং জান্নাতুন নাদীমে আমাদের তাঁদের সঙ্গী করুন)। এই চারজন খলিফা এবং তাঁদের পরবর্তী উম্মতের খলিফাগণ, যারা উম্মতের মাঝে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরাধিকার বহন করেছেন, তাঁদের সুন্নাত অনুসরণের জন্যই আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এটি জেনে রাখা উচিত যে, এই খলিফাদের সুন্নাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের পরবর্তী স্তরের বিষয়। সুতরাং যদি কোনো খলিফার সুন্নাত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তবে ফয়সালা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের ভিত্তিতেই হবে, অন্য কারো নয়; কারণ খলিফাদের সুন্নাত—অর্থাৎ তাঁদের অনুসৃত পথ—নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতেরই অনুগামী মাত্র।

আমি একথা বলছি কারণ, তারাবীহ্ সালাত নিয়ে দুইজন তালিবে ইলমের মধ্যে বিতর্ক হয়েছিল। তাদের একজন বলছিল: সুন্নাত হলো তেইশ রাকাত হওয়া। দ্বিতীয়জন বলছিল: সুন্নাত হলো তেরো রাকাত অথবা এগারো রাকাত হওয়া। তখন প্রথমজন দ্বিতীয়জনকে বলল: এটি খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাবের সুন্নাত যে তা তেইশ রাকাত; সে এর মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের বিরোধিতা করতে চাইছিল। তখন অপরজন বলল: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতই অগ্রগণ্য—যদি উমর (রা.) থেকে তেইশ রাকাতের বিষয়টি সাব্যস্তও হয় তবুও। অথচ উমর (রা.) থেকে সবচাইতে বিশুদ্ধ সনদে যা প্রমাণিত—যা ইমাম মালেক 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন—তাহলো তিনি তামীম আদ-দারী ও উবাই ইবনে কা'বকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তাঁরা মানুষকে নিয়ে এগারো রাকাত সালাত কয়েম করেন, তেইশ রাকাত নয়; তাঁর (রা.) থেকে এটিই সহীহভাবে প্রমাণিত। যাই হোক, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের বিপরীতে কোনো মানুষের সুন্নাত দিয়েই মোকাবিলা করা সম্ভব নয়, তারা খলিফাগণ হোন বা অন্য কেউ। আর খলিফাদের বক্তব্যের মধ্যে যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের পরিপন্থী হবে, সেটির জন্য ওজর পেশ করা হবে (অর্থাৎ ভুলবশত হয়েছে ধরা হবে) কিন্তু তা দিয়ে দলিল পেশ করা যাবে না, এবং সেটিকে সুন্নাতের বিপরীতে হুজ্জত বা প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানো যাবে না।

الرسول صلى الله عليه وسلم.

المهم أن سنة الخلفاء الراشدين تأتي بعد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر!! هذا وهما أبو بكر وعمر فكيف بمن عارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول من دون أبي بكر وعمر بهما.

يوجد بعض الناس إذا قيل له: هذه هي السنة، قال: لكن قال العالم الفلاني كذا وكذا، من المقلدين المتعصبين. أما من احتج بقول عالم وهو لا يدري عن السنة فهذا لا بأس به، لأن التقليد لمن لا يعلم بنفسه جائز ولا بأس به.

ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تمسكوا بها) أي تمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، (عضوا عليها بالنواجذ) والنواجذ: أقصى الأضراس، وهو كناية عن شدة التمسك، فإذا تمسك الإنسان بيديه بالشيء وعض عليه بأقصى أسنانه، فإنه يكون ذلك أشد تمسكاً مما لو أمسكه بيد واحدة، أو بيدين بدون عض، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نمسك أشد التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عليه الصلاة والسلام.

ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وحث على التمسك بها، والعض عليها بالنواجذ، قال: (وأيكم ومحدثان الأمور). يعني أحذركم من محدثات الأمور، أي من الأمور المحدثّة، وهذه الإضافة من باب إضافة الصفة إلى موصوفها.

মূল কথা হলো, খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর পরেই আসে। ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন: অচিরেই তোমাদের ওপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হতে পারে; আমি বলছি: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আর তোমরা বলছো: আবু বকর ও ওমর বলেছেন!! তাঁরা তো আবু বকর এবং ওমর ছিলেন, তবে তাদের অবস্থা কী হবে যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর বিরোধিতা করে এমন সব লোকের কথা দিয়ে যারা আবু বকর ও ওমরের স্তরের অনেক নিচে। কিছু লোক এমন আছে যে, যখন তাকে বলা হয়: এটিই সুন্নাহ, তখন সে বলে: কিন্তু অমুক আলেম এমন এমন বলেছেন, যারা গোঁড়া মুকাল্লিদ (অন্ধ অনুসারী)। আর যে ব্যক্তি কোনো আলেমের উক্তি দ্বারা দলিল পেশ করে অথচ সে সুন্নাহ সম্পর্কে জানে না, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। কারণ যার নিজের জ্ঞান নেই তার জন্য তাকলীদ করা বৈধ এবং এতে কোনো অসুবিধা নেই।

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (তোমরা তা আঁকড়ে ধরো) অর্থাৎ আমার সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরো। (তোমরা তা মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরো) আর 'নাওয়াজিজ' হলো মাড়ির শেষ প্রান্তের দাঁত। এটি সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার একটি রূপক প্রকাশ। কেননা মানুষ যখন কোনো বস্তুকে দুই হাত দিয়ে ধরে এবং তা মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে, তখন তা এক হাত দিয়ে ধরা বা দাঁত দিয়ে না কামড়ে দুই হাত দিয়ে ধরার চেয়ে অনেক বেশি মজবুত হয়। এটি প্রমাণ করে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সুন্নাহ এবং তাঁর পরবর্তী হিদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার আদেশ দিয়েছেন। তাঁর ওপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সুন্নাহ ও হিদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ অনুসরণের নির্দেশ দেওয়ার এবং তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার ও মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরার উৎসাহ প্রদানের পর বললেন: (তোমরা নব উদ্ভাবিত বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকো)। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে নব উদ্ভাবিত বিষয় বা বিদআত সম্পর্কে সতর্ক করছি। আর এখানে শব্দগত সম্বন্ধটি বিশেষণকে বিশেষ্যের সাথে যুক্ত করার অন্তর্ভুক্ত।

والأمر بالحدثة يعني بها صلوات الله وسلامه عليه: المحدثات في دين الله. وذلك لن الأصل قيباً يدين به الإنسان ربه، ويتقرب به إليه، والأصل فيه المنع والتحريم، حتى يقوم دليل على أنه مشروع.

ولهذا أنكر الله عز وجل على من يحللون ويحرمون بأهوائهم؛ فقال تعالى: (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ) (النحل: من الآية 116)، وأنكر على من شرع في دينه ما لم يأذن به؛ فقال: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) (الشورى: من الآية 21)، وقال (قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ) (يونس: من الآية 59).

أما الأمور العادية وأمور الدنيا، فهذه لا ينكر على محدثاتها إلا إذا كان قد نص على تحريمه، أو كان داخلاً في قاعدة عامة تدل على التحريم، فمثلاً السيارات والدبابات وما أشبهها، لا نقول إن هذه محدثة لم توجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز استعمالها، لأن هذه من الأمور الدنيوية، الثياب وأنواعها، لا نقول لا تلبس إلا ما كان يلبسه الصحابة، البس ما شئت مما أحل الله لك؛ لأن الأصل الحل، إلا ما نص الشرع على تحريمه، كتحريم الحرير والذهب على الرجال، وتحريم ما فيه الصورة وما أشبه ذلك.

فقوله صلوات الله وسلامه عليه: (وإياكم ومحدثان الأمور) يعني في دين الله، وفيما يتعبد به الإنسان لربه، ثم قال: (فإن كل بدعة ضلالة) يعني أن كل بدعة في دين الله فهي ضلالة، وإن ظن صاحبها أنها خير، وأنها هدى، فإنها ضلالة لا تزيده من الله إلا بعداً.

আর ‘নবউদ্ভাবিত বিষয়াবলি’ দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর
দ্বীনের মধ্যে নতুন উদ্ভাবিত বিষয়সমূহকে বুঝিয়েছেন। কেননা মানুষ তার রবের ইবাদত ও

নৈকট্য লাভের জন্য যে সকল মাধ্যম গ্রহণ করে, সেগুলোর ক্ষেত্রে মূল নীতি হলো তা নিষিদ্ধ থাকা, যতক্ষণ না তা বিধিসম্মত হওয়ার ব্যাপারে কোনো দলিল সাব্যস্ত হয়।

এ কারণেই মহান আল্লাহ তাদের প্রতি নিন্দা জানিয়েছেন যারা নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো কোনো কিছুকে হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করে। তিনি বলেন: “তোমাদের জিহ্বা থেকে মিথ্যাচার প্রকাশ পায় বলে তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করার জন্য বলো না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম।” (সূরা আন-নাহল: ১১৬)। আর তিনি তাদের প্রতিবাদ করেছেন যারা দ্বীনের মধ্যে এমন বিধান প্রবর্তন করে যার অনুমতি তিনি দেননি। তিনি বলেন: “তবে কি তাদের এমন সব অংশীদার আছে যারা তাদের জন্য দ্বীনের এমন বিধান প্রবর্তন করেছে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?” (সূরা আশ-শূরা: ২১)। তিনি আরও বলেন: “বলুন, আল্লাহ কি তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করছ?” (সূরা ইউনুস: ৫৯)।

তবে সাধারণ ও জাগতিক বিষয়াবলির ক্ষেত্রে কোনো নতুন উদ্ভাবন নিষিদ্ধ নয়, যদি না তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট নস বা বক্তব্য থাকে অথবা তা হারাম নির্দেশক কোনো সাধারণ মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ: গাড়ি, ট্যাংক এবং এই জাতীয় সরঞ্জামাদির ক্ষেত্রে আমরা এ কথা বলি না যে, এগুলো নবউদ্ভাবিত বিষয় যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে ছিল না, সুতরাং এগুলোর ব্যবহার নাজায়েয; কারণ এগুলো জাগতিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও আমরা বলি না যে, সাহাবীগণ যা পরিধান করতেন তা ব্যতীত অন্য কিছু পরিধান করা যাবে না। আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন তার মধ্য থেকে যা ইচ্ছা পরিধান করুন; কেননা জাগতিক বিষয়ে মূল নীতি হলো বৈধতা, কেবল ঐসব বিষয় ব্যতীত যা শরয়ি দলিলে হারাম করা হয়েছে—যেমন পুরুষদের জন্য রেশম ও স্বর্ণ ব্যবহার হারাম হওয়া কিংবা ছবিযুক্ত পোশাক পরিধান করা এবং এই জাতীয় বিষয়গুলো।

অতএব, তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাণী: “তোমরা নবউদ্ভাবিত বিষয়াবলি থেকে বেঁচে থাকো” এর অর্থ হলো আল্লাহর দ্বীনের ক্ষেত্রে এবং ঐ সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে যা দ্বারা মানুষ তার রবের ইবাদত করে। অতঃপর তিনি বলেছেন: “নিশ্চয়ই প্রতিটি বিদআত হলো ভ্রষ্টতা।” অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে প্রতিটি বিদআতই ভ্রষ্টতা, যদিও এর সম্পাদনকারী ব্যক্তি মনে করে যে এটি কল্যাণকর কাজ ও হেদায়েত; প্রকৃতপক্ষে এটি এমন ভ্রষ্টতা যা তাকে আল্লাহ থেকে কেবল দূরেই সরিয়ে দেয়।

وقوله صلوات الله وسلامه عليه: (كل بدعة ضلالة) يشمل ما كان مبتدعاً في أصله، وما كان مبتدعاً في وصفه. فمثلاً: لو أن أحد أراد أن يذكر الله بأذكار معينة بصفته أو عددها، بدون سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا ننكر عليه ولا ننكر أصل الذكر، ولكن ننكر ترتيبه على صفة معينة بدون دليل. فإن قال قائل: ما تقولون في قول عمر رضي الله عنه حين أمر أبي بن كعب وتبياً الداري رضي الله عنهما أن يقوموا بالناس في رمضان في تراويحهم، وأن يجتمع الناس على إمام واحد بعد أن كانوا أوزاعاً، فخرج ذات ليلة والناس خلف إمامهم فقال: (نعمت البدعة هذه) فأثنى عليها ووصفها بأنها بدعة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: (كل بدعة ضلالة).

قلنا: إن هذه البدعة ليست بدعة مبتدأة، لكنها بدعة نسبية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثلاث ليال أو أربع ليال في رمضان، يقوم بهم، ثم تخلف في الثالثة أو الرابعة، وقال: (إني خشيت أن تفرض عليكم) فصار الاجتماع على إمام واحد في قيام رمضان سنة سنّها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تركها خفياً من أن تفرض علينا.

ثم بقيت الحال ما هي عليه، يصلي الرجلان والثلاثة والواحد

এবং তাঁর (আল্লাহর শান্তি ও আশীর্বাদ তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) বাণী: "প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা"—এটি এমন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে যা তার মূলে নবপ্রবর্তিত, আবার যা তার পদ্ধতিতে নবপ্রবর্তিত তাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। উদাহরণস্বরূপ: যদি কেউ আল্লাহকে নির্দিষ্ট কোনো জিকিরের মাধ্যমে স্মরণ করতে চায়—তার ধরন বা সংখ্যা নির্ধারণ করে—অথচ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এর কোনো প্রমাণিত সুন্নাহ নেই, তবে

আমরা তার এই কাজের প্রতিবাদ করব। কিন্তু আমরা জিকিরের মূল বিষয়টিকে অস্বীকার করব না, বরং দলিল ব্যতীত একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তার বিন্যাসকে অস্বীকার করব।

যদি কেউ প্রশ্ন করে: উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সেই উক্তি সম্পর্কে আপনাদের বক্তব্য কী, যখন তিনি উবাই ইবনে কাব ও তামীম আদ-দারি (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে রমজানে লোকদের নিয়ে তারাবিহ পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং বিক্ষিপ্তভাবে নামাজ পড়ার পরিবর্তে লোকদের একজন ইমামের পেছনে সমবেত করেছিলেন? এক রাতে তিনি বের হলেন এবং দেখলেন মানুষ তাদের ইমামের পেছনে সালাত আদায় করছে, তখন তিনি বললেন: "এটি কতই না চমৎকার বিদআত!" তিনি এর প্রশংসা করলেন এবং একে বিদআত হিসেবে অভিহিত করলেন, অথচ রাসূল (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বলছেন: "প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।"

আমরা উত্তরে বলব: এই বিদআতটি কোনো নবউদ্ভাবিত বা মৌলিক বিদআত নয়, বরং এটি একটি আপেক্ষিক বিদআত। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রমজানে তিন বা চার রাত তাঁর সাহাবীদের নিয়ে সালাত আদায় করেছিলেন এবং তাঁদের ইমামতি করেছিলেন।

অতঃপর তৃতীয় বা চতুর্থ রাতে তিনি আর আসলেন না এবং বললেন: "আমি আশঙ্কা করেছিলাম যে এটি তোমাদের ওপর ফরজ করে দেওয়া হবে।" সুতরাং রমজানের কিয়ামে একজন ইমামের পেছনে সমবেত হওয়া এমন একটি সুন্নাহ যা স্বয়ং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রবর্তন করেছেন, তবে তিনি তা পরিহার করেছিলেন আমাদের ওপর ফরজ হয়ে যাওয়ার ভয়ে।

এরপর পরিস্থিতি এভাবেই চলতে থাকল; দুইজন, তিনজন বা একজন একা একা সালাত আদায় করতেন।

على حده؛ في خلافة أبي بكر وفي أول خلافة عمر رضي الله عنهما جمع الناس على إمام واحد، فصار هذا الجمع بدعة بالنسبة لتركه في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي عهد أبي بكر، وفي أو خلافة عمر رضي الله عنهما، فهذه بدعة نسبية، وإن شئت فقل: إنها بدعة إضافية، يعني بالنسبة لترك الناس لها هذه المدة آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلافة أبي بكر وأول خلافة عمر. ثم أنه بعد ذلك استؤنفت هذه الصلاة، وإلا فلا شك أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (كل بدعة ضلالة) عام، وهو صادر من أفصح الخلق وأنصح الخلق عليه الصلاة والسلام وهو كلام واضحة، كل بدعة مهما استحسناها مبتدعها، فإنها ضلالة. والله الموفق.

160. الخامس: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم) متفق عليه.

وفي رواية لمسلم: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأننا يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوماً، فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلاً باديّاً صدره فقال: (عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم) .

পৃথকভাবে; আবু বকর এবং উমর (আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর খিলাফতের শুরুর দিকে জনগণকে একজন ইমামের অধীনে একত্রিত করা হয়েছিল। তাই রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক)-এর জীবনের শেষভাগে, আবু বকরের আমলে এবং উমরের খিলাফতের প্রথমাংশে এই আমলটি স্থগিত থাকার কারণে এই নতুন সমাবেশটি একটি আপেক্ষিক নবপ্রবর্তন হিসেবে গণ্য হয়েছে। আপনি চাইলে একে অতিরিক্ত নবপ্রবর্তনও বলতে পারেন; অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক)-এর জীবনের

শেষ সময়, আবু বকরের খিলাফত এবং উমরের খিলাফতের শুরু পর্যন্ত মানুষ এটি বর্জন করার প্রেক্ষিতে একে এমন বলা হয়েছে। এরপর পুনরায় এই সালাত শুরু করা হয়। অন্যথায় রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক)-এর বাণী: "প্রত্যেক নবপ্রবর্তনই ভ্রষ্টতা" - এটি একটি সাধারণ এবং সর্বজনীন উক্তি। এটি সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে প্রাঞ্জলভাষী এবং পরম কল্যাণকামী (তাঁর ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক)-এর মুখনিসৃত বাণী এবং এটি অত্যন্ত স্পষ্ট বক্তব্য; প্রতিটি নবপ্রবর্তনই ভ্রষ্টতা, চাই নবপ্রবর্তনকারী একে যত উত্তমই মনে করুক না কেন। আল্লাহই সফলতার দাতা।

* * *

১৬০- পঞ্চম: আবু আবদুল্লাহ নুমান ইবনে বশীর (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (আল্লাহর সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক)-কে বলতে শুনেছি: "তোমরা অবশ্যই তোমাদের কাতারগুলো সোজা করবে, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের চেহারা সমূহের মধ্যে বৈপরীত্য সৃষ্টি করবেন।" (বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক ঐক্যমত্যভাবে বর্ণিত)।

মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে: "আল্লাহর রাসূল (আল্লাহর সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) আমাদের কাতারগুলো এমন নিখুঁতভাবে সোজা করতেন যেন মনে হতো তিনি তীরের কাঠ সোজা করছেন। এভাবে যখন তিনি দেখলেন যে আমরা বিষয়টি তাঁর থেকে অনুধাবন করেছি, তখন একদিন তিনি বের হলেন এবং সালাতের জন্য দাঁড়ালেন। যখন তিনি প্রায় তাকবীর বলতে যাবেন, এমন সময় এক ব্যক্তিকে দেখলেন যার বুক কাতার থেকে সামনের দিকে বেরিয়ে আছে। তখন তিনি বললেন: 'হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা অবশ্যই তোমাদের কাতারগুলো সোজা করবে, নতুবা আল্লাহ তোমাদের মুখমন্ডলগুলোর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবেন'।"

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى، فيما نقله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم). الجملة الأولى: مؤكدة بثلاثة مؤكدات؛ بالقسم المقدّر، واللام، ونون التوكيد، (أو ليخالفن الله بين وجوهكم)، يعني إن لم ننسو الصفوف؛ خالف الله بين وجوهكم، وهذا الجملة أيضاً مؤكدة بثلاثة مؤكدات: بالقسم، واللام، والنون. واختلف العلماء رحمهم الله في معنى مخالفة الوجه. فقال بعضهم: إن المعنى أن الله يخالف بين وجوههم مخالفة حسية، بحيث يلوي الرقبة، حتى يكون وجه هذا مخالفاً لوجه هذا، والله على كل شيء قدير، فهو عز وجل قلب بعض بني آدم قردة، قال لهم: كونوا قردة، فكانوا قردة، فهو قادر على أن يلوي رقبة لإنسان حتى يكون وجهه من عند ظهره، وهذه عقوبة حسية.

وقال بعض العلماء: بل المراد بالمخالفة: المخالفة المعنوية، يعني مخالفة القلوب؛ لأن القلب له اتجاه، فإذا اتفقت القلوب على وجهة واحدة حصل في هذا الخير الكثير، وإذا اختلفت تفرقت الأمة. فالمراد بالمخالفة مخالفة القلوب، وهذا التفسير أصح؛ لأنه قد ورد في بعض الألفاظ: (أو ليخالفن الله بين وجوهكم). وفي رواية: (لا تختلفوا فتختلف قلوبكم).

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) নুমান ইবনে বশীর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন তাতে আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা অবশ্যই তোমাদের কাতারগুলো সোজা করবে, অন্যথায় আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের মুখমণ্ডলের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে দেবেন।"

প্রথম বাক্যটি তিনটি তাকিদ (দৃঢ়তাসূচক অব্যয়) দ্বারা সুসংহত করা হয়েছে: উহ্য শপথ, 'লাম' এবং 'নুনি তাকিদ'। "অন্যথায় আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের মুখমণ্ডলের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি

করবেন" অর্থাৎ যদি তোমরা কাতার সোজা না করো, তবে আল্লাহ তোমাদের মুখমণ্ডলের মাঝে বৈপরীত্য সৃষ্টি করবেন। এই বাক্যটিও তিনটি তাকিদ দ্বারা সুসংহত: শপথ, 'লাম' এবং 'নুন'। মুখমণ্ডলের এই বৈপরীত্য বা 'মুখালাফাহ'-এর অর্থ নিয়ে উলামায়ে কেরাম (আল্লাহ তাঁদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন) মতভেদ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন: এর অর্থ হলো আল্লাহ তাদের মুখমণ্ডলের মাঝে বাহ্যিক বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বৈপরীত্য সৃষ্টি করবেন, এভাবে যে তিনি ঘাড় এমনভাবে ঘুরিয়ে দেবেন যাতে একজনের চেহারা অন্যজনের বিপরীত দিকে হয়ে যায়। আর আল্লাহ সবকিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি মহান ও পরাক্রমশালী, তিনি বনী আদমের কিছু লোককে বানরে রূপান্তরিত করেছিলেন; তিনি তাদের বলেছিলেন: "তোমরা বানর হয়ে যাও", ফলে তারা বানর হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং তিনি কোনো মানুষের ঘাড় ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম যাতে তার মুখমণ্ডল তার পিঠের দিকে চলে যায়। এটি মূলত একটি বাহ্যিক শাস্তি।

আবার কিছু আলেম বলেছেন: বরং এখানে বৈপরীত্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অর্থগত বৈপরীত্য, অর্থাৎ অন্তরের বিভেদ। কারণ অন্তরের একটি নির্দিষ্ট অভিমুখ থাকে; যখন অন্তরসমূহ একই অভিমুখে ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন তাতে প্রভূত কল্যাণ নিহিত থাকে। আর যখন অন্তরসমূহে বিভেদ দেখা দেয়, তখন উন্নত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সুতরাং এখানে বৈপরীত্য বলতে অন্তরের বিভেদ উদ্দেশ্য। আর এই ব্যাখ্যাটিই অধিকতর সঠিক; কেননা কোনো কোনো শব্দে এসেছে: "অন্যথায় আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের মুখমণ্ডলের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে দেবেন"। আবার অন্য এক বর্ণনায় এসেছে: "তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না, অন্যথায় তোমাদের অন্তরে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে যাবে"।

(ص: 289) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وعلى هذا فيكون المراد بقوله: (أو ليخالفن الله بين وجوهكم) ، أي بين وجهات
نظركم، وذلك باختلاف القلوب. وعلى كل حال، ففي هذا دليل على وجوب تسوية

الصفوف، وأنه يجب على المأمومين أن تسوى صفوفهم، وأنهم إن لم يفعلوا ذلك، فقد عرضوا أنفسهم لعقوبة الله والعياذ بالله.

وهذا القول - أعني وجوب تسوية الصف - هو الصحيح، والواجب على الأئمة أن ينظروا في الصف، فإذا وجدوا فيه اعوجاجاً أو تقدماً أو تأخراً، نبهوا على ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً -يمشي على الصفوف يسويها بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام، من أول الصف لآخره، ولما كثر الناس في زمن الخلفاء، أمر عمر بين الخطاب رضي الله عنه رجلاً يسوي الصفوف إذا أقيمت الصلاة، فإذا جاء وقال إنها قد سويت كبر للصلاة، وكذلك فعل عثمان رضي الله عنه، وكل رجلاً يسوي صفوف الناس، فإذا جاء وقال قد استوت كبر. وهذا يدل على اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بتسوية الصف.

ولكن مع الأسف الآن نجد أن المأمومين لا يبالون بالتسوية، يتقدم إنسان ويتأخر إنسان ولا يبالي، وربما يكون مستوياً مع أخيه في أول الركعة، ثم عند السجود يحصل من الاندفاع تقدم أو تأخر، ولا يساوون الصف في الركعة الثانية، بل يبقون على ما هو عليه، وهذا خطأ، فالحكم أنه يجب تسوية الصف. فإذا قال قائل: إذا كان هناك إمام ومأموم فقط، فهل يتقدم الإمام

এ থেকে বুঝা যায় যে, তাঁর এই বাণীর— "অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের চেহারাগুলোর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে দেবেন"—উদ্দেশ্য হলো তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হওয়া, আর তা হবে অন্তরের পারস্পরিক ভিন্নতার কারণে। যা-ই হোক, এর মধ্যে কাতারসমূহ সোজা করা ওয়াজিব বা আবশ্যিক হওয়ার প্রমাণ রয়েছে এবং মুক্তাদিদের জন্য তাদের কাতার সোজা করা অপরিহার্য। তারা যদি তা না করে, তবে তারা নিজেদেরকে আল্লাহর শাস্তির সম্মুখীন করল; আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আর কাতার সোজা করা ওয়াজিব হওয়া সংক্রান্ত এই অভিমতটিই সঠিক। ইমামদের দায়িত্ব হলো কাতারের দিকে নজর দেওয়া। যদি তারা তাতে কোনো বক্রতা কিংবা কেউ সামনে এগিয়ে থাকা বা পেছনে সরে থাকা দেখতে পান, তবে সে ব্যাপারে সতর্ক করবেন। নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝে মাঝে কাতারগুলোর মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতেন এবং তাঁর সম্মানিত হাত দিয়ে কাতারের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সোজা করে দিতেন। পরবর্তীতে যখন খলিফাদের যুগে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তখন ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেছিলেন যে সালাত শুরু হওয়ার সময় কাতারগুলো সোজা করে দিত। যখন সে এসে বলত যে কাতার সোজা হয়েছে, তখন তিনি সালাতের তাকবির বলতেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুও অনুরূপ করতেন; তিনি মানুষের কাতার সোজা করার জন্য একজনকে দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। যখন সে এসে বলত যে কাতার সোজা হয়েছে, তখন তিনি তাকবির বলতেন। এটি কাতার সোজা করার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদানের পরিচয় দেয়।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো, বর্তমানে আমরা দেখি যে মুক্তাদির কাতার সোজা করার ব্যাপারে কোনো গুরুত্বই দেয় না। কেউ সামনে এগিয়ে থাকে, কেউ পেছনে পড়ে থাকে অথচ সেদিকে কোনো খেয়াল করে না। হয়তো রাকাতের শুরুতে সে তার পাশের ভাইয়ের সাথে সমানভাবে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু সিজদাহ করার সময় নড়াচড়ার কারণে কিছুটা সামনে বা পেছনে সরে যায়। এরপর দ্বিতীয় রাকাতে তারা আর কাতার ঠিক করে না, বরং যে অবস্থায় ছিল সেভাবেই থেকে যায়। এটি একটি ভুল পদ্ধতি। মূল বিষয় হলো কাতার সোজা করা ওয়াজিব। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে: যদি সেখানে শুধু একজন ইমাম ও একজন মুক্তাদি থাকে, তবে কি ইমাম সামনে এগিয়ে দাঁড়াবেন?

(ص: 290) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

قليلًا، أو يسوي المأموم؟

فالجواب: أنه يساوي المأموم؛ لأنه إذا كان إماماً ومأموم، فالصف واحد، لا يمكن أن يكون المأمون خلف الإمام وحده، بل هم صف واحد، والصف الواحد يسوي فيه

خلافاً لما قال بعض أهل العلم إنه يتقدم الإمام قليلاً؛ لأن هذا لا دليل عليه. بل الدليل على خلافه، وهو أن يسوي بين الإمام والمأموم إذا كانا اثنين. ثم قال في رواية: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح).

والقداح: هي ريش السهم، كانوا يسوونها تماماً، بحيث لا يتقدم شيء على شيء، مثل مشط البندق، يكون مستوياً، فكان يسوي الصفوف كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه، يعني فهنا وعرفنا أن التسوية لا بد منها، خرج ذات يوم فرأى رجلاً بادياً صدره، فقال: (عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم)، فدل هذا على سبب قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لتسون صفوفكم)، لأن سببه أنه رأى رجلاً بادياً صدره فقط، يعني ظاهراً صدره قليلاً من على الصف، فدل ذلك على أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتفقد الصف، وأنه يتوعد من تقدم على الصف بهذا الوعيد: (لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم).

فعلينا أن نبين هذه المسألة لأئمة المساجد، وكذلك للمؤمنين حتى ينتبهوا لهذا الأمر ويعتنوا بشأن تسوية الصف، ولا يحصل تهاون بين الناس. والله الموفق

...সামান্য এগিয়ে থাকবেন, নাকি মুক্তাদির সাথে সমানভাবে দাঁড়াবেন?

এর উত্তর হলো: তিনি মুক্তাদির সাথে সমানভাবে দাঁড়াবেন; কেননা যখন একজন ইমাম ও একজন মুক্তাদি থাকে, তখন কাতার হয় একটিই। মুক্তাদি একা ইমামের পেছনে দাঁড়াতে পারে না, বরং তারা উভয়ে মিলে একটি কাতারে পরিণত হয়। আর একটি কাতারের ক্ষেত্রে নিয়ম হলো সকলে সমানভাবে দাঁড়ানো। কোনো কোনো আলিম যে বলেছেন ইমাম সামান্য এগিয়ে

থাকবেন—তার কোনো দলিল নেই; বরং দলিল এর বিপরীতটিই প্রমাণ করে, আর তা হলো—যখন দু’জন (ইমাম ও মুক্তাদি) থাকে, তখন তারা উভয়ে সমান হয়ে দাঁড়াবে।

অতঃপর এক বর্ণনায় এসেছে: (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাতারগুলো এমনভাবে সোজা করতেন, যেন তিনি তীরের কাঠের অংশ বা তীরের ফলা সোজা করছেন)। ‘আল-কিদাহ’ হলো তীরের ফলাবিহীন দণ্ড; তারা এগুলোকে এমন নিখুঁতভাবে সোজা করত যাতে কোনো অংশ অন্য অংশ থেকে সামান্যতম এগিয়ে না থাকে, অনেকটা বন্দুকের কার্তুজ সাজানোর চিরুনির (ম্যাগাজিন) মতো, যা পুরোপুরি সমান থাকে। তিনি কাতারগুলোকে এমনভাবে সোজা করতেন যেন তিনি তীরের দণ্ড সোজা করছেন। এমনকি যখন তিনি দেখলেন যে আমরা বিষয়টি তাঁর কাছ থেকে অনুধাবন করেছি—অর্থাৎ আমরা গুরুত্ব অনুধাবন করেছি এবং জেনেছি যে কাতার সোজা করা অপরিহার্য—তখন একদিন তিনি বের হলেন এবং এক ব্যক্তিকে দেখলেন যার বুক কাতার থেকে সামান্য সামনের দিকে বেরিয়ে আছে। তখন তিনি বললেন: (হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা অবশ্যই তোমাদের কাতারগুলো সোজা করবে, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের চেহারা সমূহের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেবেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণীর প্রেক্ষাপট এটিই ছিল; কারণ তিনি এক ব্যক্তির বুক কাতার থেকে সামান্য বেরিয়ে থাকতে দেখেছিলেন। এটি প্রমাণ করে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ হলো কাতারের খোঁজখবর নেওয়া এবং কাতার থেকে সামনে বেড়ে যাওয়া ব্যক্তিকে এই হুঁশিয়ারি প্রদান করা: (তোমরা অবশ্যই তোমাদের কাতারগুলো সোজা করবে, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের চেহারা সমূহের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেবেন)।

সুতরাং আমাদের উচিত মসজিদের ইমামগণ এবং সেই সাথে মুক্তাদিদের কাছে এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা, যাতে তারা এ ব্যাপারে সচেতন হয় এবং কাতার সোজা করার বিষয়ে যত্নশীল হয়, আর মানুষের মধ্যে যেন এ নিয়ে কোনো শিথিলতা তৈরি না হয়। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

* * *

161. السادس: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: (إن هذه النار عدو لكم، فإذا نتم فاطفئوها عنكم) متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف في باب الحث على اتباع السنة وآدابها هذا الحديث؛ الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن قوماً احترق عليهم بيتهم في الليل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إن هذه النار عدو لكم فإذا نتم فاطفئوها عنكم). هذه النار التي خلقها الله عز وجل وأنشأ شجرها، امتن الله بها على عباده؛ فقال سبحانه وتعالى: (أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمُ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ) (الواقعة: 71-72)، والجواب؛ بل أنت يا ربنا الذي أنشأتها: (نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكَرَةً وَنَتَاعاً لِلْمُقْوِينَ) (الواقعة: 73) تذكرة يتذكر بها الإنسان جهنم، فإن هذه النار جزء من ستين جزءاً من نار جهنم، كل نار الدنيا الشديدة الحرارة والخفيفة، كلها جزء من ستين جزءاً من نار جهنم، أعاذني الله وإياكم منها. فجعلها الله تذكرة؛ حتى إن بعض السلف كان إذا هم بمعصية ذهب إلى النار، ووضع إصبعه عليها؛ يعني يقول لنفسه: اذكري هذه الحرارة؛ حتى لا تتجرأ نفسه على المعصية التي هي سبب لدخول النار نسأل الله

১৬১- ষষ্ঠ: আবু মুসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মদিনায় এক রাতে একটি পরিবারসহ তাদের ঘর পুড়ে গেল। যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হলো, তখন তিনি বললেন: (নিশ্চয়ই এই আগুন তোমাদের শত্রু; সুতরাং তোমরা যখন ঘুমাতে যাবে, তখন তা নিভিয়ে দিও) বুখারি ও মুসলিম।

[ব্যাখ্যা]

লেখক সুন্নাহর অনুসরণ ও এর শিষ্টাচারের প্রতি উৎসাহ প্রদান অধ্যায়ে এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন; যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে সংঘটিত হয়েছিল। এক সম্প্রদায়ের ঘর রাতের বেলা তাদের ওপর ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল। খবরটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট পৌঁছালে তিনি বলেন: (নিশ্চয়ই এই আগুন তোমাদের শত্রু; সুতরাং তোমরা যখন ঘুমাতে যাবে, তখন তা নিভিয়ে দিও)।

এই আগুন যা আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা সৃষ্টি করেছেন এবং এর বৃক্ষরাজি উৎপন্ন করেছেন, আল্লাহ এর মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন: (তোমরা যে আগুন প্রজ্বলিত করো, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা কি তার বৃক্ষ সৃষ্টি করেছ, নাকি আমিই তার স্রষ্টা?) (আল-ওয়াকিয়াহ: ৭১-৭২)। এর উত্তর হলো; বরং হে আমাদের রব! আপনিই তা সৃষ্টি করেছেন: (আমি একে করেছি একটি স্মারক ও পথচারীদের জন্য জীবনোপকরণ) (আল-ওয়াকিয়াহ: ৭৩)। এটি একটি স্মারক যার মাধ্যমে মানুষ জাহান্নামকে স্মরণ করে। কেননা দুনিয়ার এই আগুন জাহান্নামের আগুনের ষাট ভাগের এক ভাগ। দুনিয়ার তীব্র বা মৃদু উত্তপ্ত সকল আগুনই জাহান্নামের আগুনের ষাট ভাগের এক ভাগ। আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের তা থেকে রক্ষা করুন।

আল্লাহ একে স্মারক হিসেবে নির্ধারণ করেছেন; এমনকি পূর্বসূরিদের মধ্যে কেউ কেউ যখন কোনো পাপের সংকল্প করতেন, তখন আগুনের নিকট গিয়ে তার ওপর নিজের আঙুল রাখতেন। অর্থাৎ তিনি নিজের নফসকে বলতেন: এই উত্তাপের কথা স্মরণ করো; যাতে তার নফস সেই পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার দুঃসাহস না দেখায় যা জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হয়। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি...

(ص: 292) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

العافية.

ومن هذا يقول تعالى: (وَمَتَاعاً لِلْمُقْوِينَ) يعني جعلناها متاعاً للمسافرين وغيرهم من المحتاجين إليها، يتمتعون بها، ويستدفئون بها في الشتاء، ويسخنون بها مياههم، ويطبخون عليها أطعمتهم، فهي مصلحة، ولكن قد تكون مضرة؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: (إن هذه النار عدو لكم) فهي عدو إذا لم يحسن الإنسان ضبطها وقيدتها، وصارت عدواً إذا فرط فيها أو تعدى، فرط فيها بأن لم يبعد ما تكون سبباً لاشتغاله، أو تعدى فيها بأن أوقدها حول ما يشتعل سريعاً، كالبنزين والغاز وما أشبه ذلك، فإنها تكون عدواً للإنسان.

وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يتخذ الاحتياط في الأمور التي يخشى شرها، ولهذا أمر الإنسان عند النوم أن يطفئ النار ولا يقول هذه سهلة أنا آمن من ذلك، ربما يظن هذا الظن ولكن يحدث ما لا يخطر على باله.

ومن ذلك أيضاً صامات الغاز التي حدثت في عصرنا الحاضر، فصامات الغاز يجب على الإنسان أن يتفقدتها؛ لئلا يكون فيها شيء من التسريب؛ فتبلاً الجو من الغز، فإذا أشعل النار احترق المكان كله.

ومن ذلك أيضاً أفياش الكهرباء، ينبغي على الإنسان أن يكون حريصاً عليها ومتفقداً لها، وأن يكون الذي يركبها شخصاً عارفاً مهندساً؛ حتى لا تتركب على وجه الخطأ؛ فيحصل بذلك الاحتراق، إما احتراقاً كلياً للبيت كله أو لجزء منه. المهم أن الإنسان يجب عليه الاحتراز من كل ما يخشى

কল্যাণ ও সুস্থতা।

এখান থেকেই মহান আল্লাহ বলেন: "এবং পথচারীদের জন্য ব্যবহার্য সামগ্রী করেছে।" অর্থাৎ, আমি এটিকে মুসাফিরদের এবং অন্যান্যদের জন্য যারা এর মুখাপেক্ষী তাদের ব্যবহারের

সামগ্রী বানিয়েছি, তারা এর দ্বারা উপকৃত হয়, শীতকালে এর মাধ্যমে উষ্ণতা লাভ করে, তাদের পানি গরম করে এবং এর ওপর তাদের খাবার রান্না করে। সুতরাং এটি একটি কল্যাণকর বস্তু, তবে এটি ক্ষতিকরও হতে পারে; যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে বলেছেন: "নিশ্চয়ই এই আগুন তোমাদের শত্রু।" সুতরাং আগুন তখন শত্রুতে পরিণত হয় যখন মানুষ একে নিয়ন্ত্রণ ও সীমাবদ্ধ করতে সক্ষম হয় না। এটি শত্রুতে পরিণত হয় যখন মানুষ এতে অবহেলা করে অথবা সীমা লঙ্ঘন করে। অবহেলা হলো আগুন ছড়িয়ে পড়ার কারণ হতে পারে এমন বস্তুসমূহ দূরে না সরানো, আর সীমা লঙ্ঘন হলো দ্রুত দাহ্য পদার্থ যেমন পেট্রোল, গ্যাস বা এ জাতীয় জিনিসের আশেপাশে আগুন জ্বালানো; এমতাবস্থায় এটি মানুষের শত্রুতে পরিণত হয়।

এতে এই বিষয়ের প্রমাণ রয়েছে যে, মানুষের উচিত এমন সব বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা যেগুলোর অনিষ্টের আশঙ্কা রয়েছে। এই কারণেই মানুষকে ঘুমানোর সময় আগুন নিভিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সে যেন না বলে যে, "এটি সহজ বিষয়, আমি এ থেকে নিরাপদ।" সম্ভবত সে এমনটিই মনে করে কিন্তু এমন কিছু ঘটে যায় যা তার ভাবনার অতীত। এর অন্তর্ভুক্ত বর্তমান যুগে উদ্ভাবিত গ্যাসের ভালভসমূহও। গ্যাসের ভালভগুলো মানুষের নিয়মিত পরীক্ষা করা উচিত; যাতে তাতে কোনো প্রকার লিক বা ছিদ্র না থাকে; ফলে বাতাস গ্যাসে পূর্ণ হয়ে যায় এবং যখন কেউ আগুন জ্বালায় তখন পুরো স্থানটি পুড়ে যায়।

এর অন্তর্ভুক্ত বৈদ্যুতিক সকেটসমূহও। মানুষের উচিত এগুলোর প্রতি অত্যন্ত যত্নবান হওয়া এবং তা পরীক্ষা করা। আর যিনি এগুলো স্থাপন করবেন তাকে একজন অভিজ্ঞ প্রকৌশলী হতে হবে; যাতে তা ভুলভাবে স্থাপন করা না হয়; যার ফলে অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে, চাই তা পুরো ঘরের হোক বা তার একাংশের। মোদ্দা কথা হলো, যে সকল বিষয়ে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে তা থেকে মানুষের বেঁচে থাকা বা সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যিক।

ضرره.

وإذا كان هذا في نار الدنيا، فكذاك يجب أن يحترس مما يكون سبباً لعذاب النار في الآخرة، من أسباب المعاصي، ووسائلها، وذرائعها ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن الذرائع يجب أن تسد إذا كانت ذريعة إلى محرم، خشية من الوقوع في الهلاك. والله الموفق.

* * *

162. السابع: عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة منا أخرى، أنها هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله، ونفعه بما بعثني الله به، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به) متفق عليه. (فقه) بضم القاف على المشهور، وقيل بكسرهما، أي صار فقيهاً.

তার ক্ষতি।

যদি পার্থিব আগুনের ক্ষেত্রে বিষয়টি এমন হয়, তবে একইভাবে পরকালীন আগুনের শাস্তির কারণ হতে পারে এমন বিষয়সমূহ—যেমন পাপাচারের উপকরণ, মাধ্যম ও পথসমূহ থেকে আত্মরক্ষা করা আবশ্যিক। একারণেই বিজ্ঞ আলিমগণ (আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন) বলেছেন: উপকরণের বিধান মূলত উদ্দেশ্যের বিধানেরই অনুসারী; আর ধ্বংসাত্মক পরিণতির হাত থেকে বাঁচতে হারামের দিকে ধাবিতকারী সকল মাধ্যম রুদ্ধ করা ওয়াজিব। আল্লাহই তাওফীকদাতা।

* * *

১৬২- সপ্তম: তাঁর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (আল্লাহ আমাকে যে হিদায়াত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন, তার উদাহরণ হলো এমন এক প্রচুর বৃষ্টির মতো যা কোনো ভূমিতে পতিত হলো। সেই ভূমির একটি অংশ ছিল উৎকৃষ্ট ও উর্বর, যা পানি গ্রহণ করল এবং প্রচুর ঘাস ও লতাপাতা উৎপন্ন করল। আর ভূমির কিছু অংশ ছিল শক্ত ও অনুর্বর, যা পানি আটকে রাখল। ফলে আল্লাহ তা দ্বারা মানুষের উপকার করলেন; তারা নিজেরা তা থেকে পানি পান করল, অন্যকে পান করাল এবং চাষাবাদ করল। বৃষ্টির কিছু অংশ অন্য এক প্রকার ভূমিতেও পতিত হলো যা ছিল নিছক সমতল ময়দান; তা পানিও ধরে রাখে না এবং ঘাসও উৎপন্ন করে না। এটি হলো সেই ব্যক্তির উদাহরণ যে আল্লাহর দ্বীনে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছে এবং আল্লাহ আমাকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তা তার উপকারে এসেছে; ফলে সে নিজে শিখেছে এবং অন্যকে শিখিয়েছে। আর এটি সেই ব্যক্তির উদাহরণ যে এর প্রতি দ্রুতগতি করেনি এবং আল্লাহর সেই হিদায়াত গ্রহণ করেনি যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি) বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক ঐক্যমত পোষণকৃত।

(ফাকুহা) শব্দটি প্রসিদ্ধ মতে 'কুফ' বর্ণে পেশ যোগে পাঠিত হয়, আবার কেউ কেউ যের দিয়েও পড়ার কথা বলেছেন; এর অর্থ হলো—সে ফকীহ বা বিজ্ঞ হয়েছে।

(ص: 294) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم فقال (مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً) الغيث: يعني المطر، فكانت هذه الأرض ثلاثة أقسام: قسم رياض: قبلت الماء، وأنبتت العشب الكثير والزرع، فانتفع الناس بها، وقسم

آخر قيعان: أمسكت الباء وانتفع الناس به فأسقوا مه ورووا منه، والقسم الثالث:
أرض سبخة: ابتلعت الباء ولم تنبت الكلاً.

فهكذا الناس بالنسبة لما بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والهدى،
منهم من فقه في دين الله، فعلم وعلم، وانتفع الناس بعلمه. وانتفع هو بعلمه،
وهذا كمثال الأرض لتي أنبتت العشب والكلأ فأمل الناس منها، وأكلت منها مواشيه.
والقسم الثاني: في قوم حملوا الهدى، ولكن لم يفقهوا في هذا الهدى شيئاً، بمعنى
أنهم كانوا رواة للعلم والحديث، لكن ليس عندهم فقه، فهؤلاء مثلهم مثل الأرض
التي حفظت الباء، واستقى الناس منه، وشربوا منه، لكن الأرض نفسها لم تنبت
شيئاً؛ لأن هؤلاء يروون أحاديث وينقلونها، ولكن ليس عندهم فيها فقه وفهم.
والقسم الثالث: من لم يرفع بها جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم
والهدى رأساً، وأعرض عنه، ولم يبال به، فهذا لم ينتفع بها جاء به النبي عليه

[ব্যাখ্যা]

লেখক — আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন — আবু মুসা আল-আশআরি (রাযিয়াল্লাহু
আনহু) থেকে বর্ণিত যে উপমাটি নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিয়েছেন তা উল্লেখ
করে বলেন, “আল্লাহ আমাকে যে হিদায়াত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন, তার উদাহরণ হলো
এমন এক বৃষ্টির মতো যা জমিনে বর্ষিত হয়েছে।” ‘গাইস’ অর্থ হলো বৃষ্টি। এই ভূমিটি ছিল
তিন প্রকার: এক প্রকার হলো উর্বর ভূমি, যা পানি গ্রহণ করেছে এবং প্রচুর ঘাস ও শস্য উৎপন্ন
 করেছে, ফলে মানুষ তা দ্বারা উপকৃত হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার হলো শক্ত নিচু ভূমি, যা পানি ধরে
 রেখেছে এবং মানুষ তা দ্বারা উপকৃত হয়েছে; তারা তা থেকে নিজেরা পান করেছে এবং
 অন্যদের পান করিয়েছে। আর তৃতীয় প্রকার হলো অনুর্বর লোনা ভূমি, যা পানি শুষে নিয়েছে
 কিন্তু কোনো ঘাস বা উদ্ভিদ উৎপন্ন করেনি।

অনুরূপভাবে আল্লাহ নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যে ইলম ও হিদায়াত দিয়ে
 পাঠিয়েছেন, সে ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থাও তদ্রূপ। তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহর দীন সম্পর্কে

গভীর জ্ঞান অর্জন করেছে, ফলে সে নিজেও শিখেছে এবং অন্যকেও শিখিয়েছে। মানুষ তার ইলম দ্বারা উপকৃত হয়েছে এবং সে নিজেও উপকৃত হয়েছে। এটি সেই ভূমির মতো যা ঘাস ও চারণভূমি উৎপন্ন করেছে, ফলে মানুষ ও গবাদিপশু তা থেকে আহার করেছে।

দ্বিতীয় প্রকার হলো: এমন একদল লোক যারা হিদায়াত বহন করেছে ঠিকই, কিন্তু এই হিদায়াত সম্পর্কে কোনো গভীর বুঝ অর্জন করেনি। অর্থাৎ তারা ছিল ইলম ও হাদিসের বর্ণনাকারী, কিন্তু তাদের মাঝে ফিকহ বা গভীর উপলব্ধি ছিল না। এদের উদাহরণ হলো সেই ভূমির মতো যা পানি সংরক্ষণ করেছে এবং মানুষ তা থেকে পান করেছে ও পানি সংগ্রহ করেছে, কিন্তু ভূমি নিজে কিছুই উৎপন্ন করেনি; কারণ এই শ্রেণির লোকেরা হাদিস বর্ণনা ও পৌঁছে দেয় ঠিকই, কিন্তু তাদের মাঝে এর ফিকহ ও সম্যক বুঝ নেই।

আর তৃতীয় প্রকার হলো: যে ব্যক্তি নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনীত ইলম ও হিদায়াতের প্রতি দ্রুত গ্রহণ করেনি, তা থেকে বিমুখ হয়েছে এবং এর কোনো পরোয়াই করেনি। সে নবি (আলাইহিস সালাম)-এর আনীত বিষয় দ্বারা বিন্দুমাত্র উপকৃত হয়নি।

(ص: 295) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الصلاة والسلام، ولم ينفع غيره، فمثله كمثل الأرض التي بلغت الماء ولم تنبت شيئاً.

وفي هذا الحديث دليل على أن من فقه في دين الله، وعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعلم فإنه خير الأقسام، لأنه علم وفقه لينتفع وينفع الناس، ويليه من علم ولكن لم يفقه، يعني روى الحديث وحله لكن لم يفقه منه شيئاً، وإنما هو رواية فقط، يأتي في المرتبة الثانية في الفضل بالنسبة لأهل العلم والإيمان. والقسم الثالث: لا خير له، رجل أصابه من العلم والهدى الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يرفع به رأساً ولم ينتفع به، ولم يعمله الناس، فكان -

والعياذ بالله - كمثل الأرض السبخة التي ابتلعت الماء ولم تنبت شيئاً للناس، ولم يبق الماء على سطحها حتى ينتفع الناس به.

وفي هذا الحديث دليل على حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، ذلك بضرب الأمثال لأن ضرب الأمثال الحسية يقرب المعاني العقلية أي: ما يدرك بالعقل يقربه ما يرك بالحس، وهذا مشاهد؛ فإن كثيراً من الناس لا يفهم، فإذا ضربت له مثلاً محسوساً فهم وانتفع، ولهذا قال الله تعالى: (وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ) (العنكبوت: 43) وقال تعالى: (وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ) (الروم: 58) فضرب الأمثال من أحسن طرق التعليم ووسائل العلم. والله الموفق.

(সালাত ও সালাম), এবং অন্যের কোনো উপকার করেনি; তার দৃষ্টান্ত সেই ভূমির মতো যা পানি শুষে নিয়েছে কিন্তু কোনো কিছু উৎপন্ন করেনি।

এই হাদীসে এ বিষয়ের প্রমাণ রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনে প্রজ্ঞা (ফাকাহাত) অর্জন করেছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ থেকে যা শেখার তা শিখেছে, সে-ই শ্রেষ্ঠ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। কারণ সে জ্ঞান অর্জন করেছে ও ব্যুৎপত্তি লাভ করেছে যাতে নিজে উপকৃত হতে পারে এবং মানুষকে উপকৃত করতে পারে। এরপর তার অবস্থান যে ইলম অর্জন করেছে কিন্তু সমঝ লাভ করেনি; অর্থাৎ সে হাদীস বর্ণনা ও বহন করেছে কিন্তু তা থেকে কিছুই অনুধাবন করেনি, বরং তা কেবলই বর্ণনা। ইলম ও ঈমানের অধিকারীদের ক্ষেত্রে মর্যাদার দিক থেকে এর স্থান দ্বিতীয়।

আর তৃতীয় প্রকার: এতে কোনো কল্যাণ নেই; এমন ব্যক্তি যার কাছে নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের আনীত ইলম ও হেদায়াত পৌঁছেছে, কিন্তু সে তাতে আক্ষেপ করেনি, তা থেকে উপকৃত হয়নি এবং মানুষকেও তা শেখায়নি। ফলে সে ছিল—আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই—সেই অনূর্বর লবণাক্ত ভূমির মতো যা পানি শুষে নিয়েছে কিন্তু মানুষের জন্য কিছুই উৎপন্ন করেনি এবং তার উপরিভাগেও পানি ধরে রাখেনি যাতে মানুষ তা দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের শিক্ষা প্রদানের চমৎকার পদ্ধতির প্রমাণ পাওয়া যায়, আর তা হলো দৃষ্টান্ত পেশ করার মাধ্যমে। কারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃষ্টান্ত পেশ করা বুদ্ধিবৃত্তিক বা বিমূর্ত বিষয়কে বোধগম্য করে তোলে। অর্থাৎ যা বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে উপলব্ধি করতে হয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় তাকে সহজবোধ্য করে দেয়। এটি বাস্তবসম্মত; কেননা অনেক মানুষ অনেক কিছু বুঝতে পারে না, কিন্তু যখন তাকে একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উদাহরণ দেওয়া হয়, তখন সে তা বুঝতে পারে এবং উপকৃত হয়। একারণেই মহান আল্লাহ বলেছেন: "আর আমি মানুষের জন্য এসব দৃষ্টান্ত পেশ করি, তবে কেবল জ্ঞানীরাই তা বুঝতে পারে।" (আল-আনকাবুত: ৪৩)। আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন: "আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে সব ধরনের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি।" (আর-রুম: ৫৮)। সুতরাং দৃষ্টান্ত পেশ করা শিক্ষা প্রদানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি ও জ্ঞানার্জনের কার্যকর মাধ্যম। আর আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

(ص: 296) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

163. الثامن: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار، وأنتم تفلتون من يدي) رواه مسلم. (الجنادب): نحو الجراد والفراش، هذا هو المعروف الذي يقع في النار، و (الحجز): جمع حزمة، وهي معقد الإزار والسراويل.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن جابر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً) أراد النبي عليه الصلاة

والسلام بهذا المثل أن يبين حاله مع أمته عليه الصلاة والسلام، وذكر أن هذه الحال كحال رجل في برية، أوقد ناراً، فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها. والجنادب: نزع من الجراد، أما الفراش فمعروف، (يقعن فيها) لأن هذه هي عادة الفراش والجنادب والحشرات الصغيرة، إذا أوقد إنسان ناراً في البر؛ فإنها تأوي إلى هذا الضوء. قال: (وأنا آخذ بحجزكم) يعني لأمنعكم من الوقوع فيها، ولكنكم تفلتون من يدي.

ففي هذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم جزاه الله عنا خيراً. على حماية أمته من النار، وأنه يأخذ بحجزها ويشدها حتى لا تقع في هذه النار، ولكننا نفلت من ذلك، ونسأل الله أن يعاملنا بعفوه. فالإنسان ينبغي له أن ينقاد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون لها طوعاً؛ لأن

১৬৩- অষ্টম: জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: (আমার এবং তোমাদের উদাহরণ সেই ব্যক্তির মতো যে আগুন জ্বালিয়েছে, ফলে ফড়িং ও পতঙ্গরা তাতে পড়তে শুরু করল, আর সে তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। আমি তোমাদের কোমর ধরে আগুন থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছি, কিন্তু তোমরা আমার হাত থেকে ফস্কে যাচ্ছ।) এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। (আল-জানাদিব): পঙ্গপাল ও পতঙ্গ সদৃশ প্রাণী, এটিই সেই সুপরিচিত পতঙ্গ যা আগুনে ঝাঁপ দেয়। এবং (আল-হুজায়): এটি 'হুজজাহ' শব্দের বহুবচন, যা লুঙ্গি বা পাজামা বাঁধার স্থান (কোমর)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: (আমার এবং তোমাদের উদাহরণ সেই ব্যক্তির মতো যে আগুন জ্বালিয়েছে) নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম) এই উদাহরণের মাধ্যমে তাঁর উম্মতের সাথে নিজের অবস্থার বিষয়টি স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। তিনি উল্লেখ

করেছেন যে, এই অবস্থাটি মরুভূমিতে আগুন জ্বালানো এক ব্যক্তির মতো, যার আগুনে ফড়িং ও পতঙ্গরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে। 'আল-জানাদিব' হলো পঙ্গপালের একটি প্রজাতি। আর 'আল-ফারাশ' বা পতঙ্গ তো সবারই পরিচিত। তারা সেখানে (আগুনে) পতিত হয় কারণ এটিই পতঙ্গ, ফড়িং এবং ছোট কীটপতঙ্গের স্বভাব যে, যখনই কোনো ব্যক্তি জনশূন্য প্রান্তরে আগুন জ্বালায়, তারা সেই আলোর দিকে ছুটে আসে। তিনি বলেছেন: (আর আমি তোমাদের কোমর ধরে টেনে ধরছি) অর্থাৎ তোমাদেরকে আগুনে পড়া থেকে বিরত রাখতে চাচ্ছি, কিন্তু তোমরা আমার হাত থেকে ফস্কে যাচ্ছ।

এর মধ্যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সেই ঐকান্তিক আগ্রহ ও ব্যাকুলতার প্রমাণ মেলে—আল্লাহ তাআলা আমাদের পক্ষ থেকে তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন—যার মাধ্যমে তিনি তাঁর উম্মতকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে চান। তিনি তাদের কোমর ধরে সজোরে টেনে ধরেন যেন তারা এই আগুনে নিপতিত না হয়, কিন্তু আমরা তা থেকে ফসকে বেরিয়ে যাই। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের সাথে তাঁর ক্ষমার আচরণ করেন। অতএব, মানুষের উচিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্যাহর প্রতি অনুগত হওয়া এবং সানন্দে তা মেনে চলা; কারণ...

(ص: 297) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يدل على الخير واتقاء الشر، كالذي يأخذ بحجرة غيره، يأخذ بها حتى لا يقع في النار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله في كتابه: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ) (التوبة: 128)، صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان - بل يجب - أن يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به، وفي كل ما نهى عنه، وفي كل ما فعله، وفي كل ما

তর্কে, يلتزم بذلك، ويعتقد أنه الإمام المتبوع صلوات الله وسلامه عليه، لكن من المعلوم أن من الشريعة ما هو واجب يأثم الإنسان بتركه، وما هو محرم يأثم بفعله، ومنها ما هو مستحب؛ إن فعله فهو خير وأجر، وأن تركه فلا أثم عليه. وكذلك من الشريعة ما هو مكروه كراهة تنزيه؛ إن تركه الإنسان فهو خير له، وإن فعله فلا حرج عليه، لكن المهم أن تلتزم بالسنة عموماً، وأن تعتقد أن أمأمك ومتبوعك هو محمد صلى الله عليه وسلم وأنه ليس هناك سبيل إلى النجاة إلا باتباعه، والسير في طريقه، والتمسك بهديه.

ومن فوائد هذا الحديث: بيان عظم حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وأنه كان لا يألو جهداً في منعها وصدّها عن كل ما يضرّها في دينها ودنياها، كما يكون صاحب النار التي أوقدها وجعل الجنادب والفرّاش تقع فيها وهو يأخذ بها.

وبناءً على ذلك، فإذا رأيت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء؛ فأعلم أن فعله شر، ولا تقل هل هو للكرهية أم هو للتحريم، اترك ما نهى عنه، سواء كان

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল কল্যাণের দিকে পথনির্দেশ করেন এবং অনিষ্ট থেকে বাঁচার শিক্ষা দেন। তিনি যেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি অন্যের কোমর শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছেন যেন সে আগুনে নিপতিত না হয়। কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলি এভাবে বর্ণনা করেছেন: "নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে একজন রাসূল এসেছেন, তোমাদের যে কোনো কষ্ট তাঁর জন্য অতি দুঃসহ। তিনি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, মুমিনদের প্রতি তিনি পরম দয়ালু ও অতিশয় মেহেরবান।" (সূরা আত-তাওবাহ: ১২৮), তাঁর প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

এই হাদীসের অন্যতম শিক্ষা হলো: মানুষের উচিত—বরং আবশ্যিক—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি আদেশ ও নিষেধে এবং তাঁর প্রতিটি কাজ ও বর্জনে তাঁর সুন্নাহর অনুসরণ করা। একে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা এবং এই বিশ্বাস রাখা যে, তিনিই হলেন অনুসৃত ইমাম (তাঁর ওপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক)। তবে এটি সুবিদিত যে,

শরীয়তের বিধানাবলির মধ্যে কিছু ওয়াজিব বা আবশ্যিক রয়েছে যা বর্জন করলে মানুষ গুনাহগার হয়, আবার কিছু হারাম বা নিষিদ্ধ রয়েছে যা লিপ্ত হলে গুনাহ হয়। আবার কিছু মুস্তাহাব রয়েছে; যা পালন করলে কল্যাণ ও সওয়াব রয়েছে এবং বর্জন করলে কোনো গুনাহ নেই। তদ্রূপ শরীয়তের কিছু বিষয় মাকরুহে তানযীহি বা অপছন্দনীয়; যা বর্জন করা মানুষের জন্য উত্তম, কিন্তু লিপ্ত হলে কোনো দোষ নেই। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সামগ্রিকভাবে সুন্নাহর অনুসারী হওয়া এবং এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, আপনার অগ্রবর্তী ও অনুসরণযোগ্য ইমাম হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর অনুসরণ, তাঁর প্রদর্শিত পথে গমন ও তাঁর হেদায়াতকে আঁকড়ে ধরা ছাড়া মুক্তির আর কোনো পথ নেই।

এই হাদীসের আরেকটি শিক্ষা হলো: উম্মতের ওপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুমহান হকের বর্ণনা এবং এটি স্পষ্ট করা যে, উম্মতকে দীন ও দুনিয়ার সকল ক্ষতিকর বিষয় থেকে রক্ষা করতে তিনি বিন্দুমাত্র চেষ্টার ত্রুটি করেননি; ঠিক যেমন কোনো ব্যক্তি আগুন জ্বালানোর পর যখন ফড়িং ও পতঙ্গরা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, তখন সে তাদের আগলে ধরে রক্ষা করে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে, আপনি যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো বিষয়ে নিষেধ করতে দেখবেন, তখন জেনে রাখবেন যে তা করা অনিষ্টকর। সেটি কি মাকরুহ নাকি হারাম—এই তর্কে না জড়িয়ে তিনি যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করুন, চাই সেটি...

(ص: 298) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

للكراهة أو للتحريم، ولا تعرض نفسك للمساءلة لأن الأصل في نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه للتحريم، إلا إذا قام دليل على أنه للكراهة التنزيهية. وكذلك إذا أمر بشيء، فلا تقل هذا واجب أو غير واجب، افعل ما أمر به، فهو خير لك، إن كان واجباً فقد أبرأت ذمتك، وحصلت على الأجر، وإن كان مستحباً فقد

حصلت على الأجر، وكنت متبعاً تمام الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم إتباعه ظاهراً وباطناً.

164. التاسع: عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: (إنكم لا تدرُونَ في آية البركة) رواه مسلم. وفي رواية له: (إذا وقعت لقمة أحدكم، فليأخذها فليط ما كان بها من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمندِيل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدرِي في أي طعامه البركة).

وفي رواية له: (إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليط ما كان بها من أذى فليأكلها، ولا يدعها للشيطان).

মাকরুহ হওয়ার জন্য নাকি হারাম হওয়ার জন্য, এবং নিজেকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করো না; কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিষেধাজ্ঞার মূল বিধান হলো তা হারাম হওয়ার জন্য, যতক্ষণ না এমন কোনো দলিল পাওয়া যায় যা প্রমাণ করে যে তা মাকরুহে তানজিহী।

অনুরূপভাবে যখন তিনি কোনো কিছু নির্দেশ দেন, তখন বলো না যে এটি ওয়াজিব নাকি ওয়াজিব নয়। বরং তিনি যা নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করো, তা তোমার জন্য কল্যাণকর। যদি তা ওয়াজিব হয় তবে তুমি তোমার জিম্মাদারি থেকে মুক্ত হলে এবং সওয়াব লাভ করলে। আর যদি তা মুস্তাহাব হয় তবেও তুমি সওয়াব লাভ করলে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্ণ অনুসারী হিসেবে গণ্য হলে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদেরকে তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পূর্ণ অনুসরণের তাওফিক দান করেন।

১৬৪- নবম হাদীস: তাঁর থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঙুল এবং পাত্র চেটে খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন: (তোমরা জানো না খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে)। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

তাঁর (মুসলিম) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: (তোমাদের কারো লোকমা যদি পড়ে যায়, তবে সে যেন তা তুলে নেয় এবং তাতে কোনো ময়লা লেগে থাকলে তা পরিষ্কার করে খেয়ে ফেলে, আর সেটি শয়তানের জন্য ছেড়ে না দেয়। আর হাত মোছার আগে যেন সে তার আঙুলগুলো চেটে নেয়; কারণ সে জানে না তার খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে)।

তাঁর অন্য এক বর্ণনায় আছে: (শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি কাজের সময় উপস্থিত হয়, এমনকি আহারের সময়ও উপস্থিত থাকে। সুতরাং তোমাদের কারো লোকমা যদি পড়ে যায়, তবে সে যেন তাতে লেগে থাকা ময়লা পরিষ্কার করে তা খেয়ে ফেলে এবং শয়তানের জন্য তা ছেড়ে না দেয়)।

(ص: 299) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في آداب من آداب الأكل، منها: إن الإنسان إذا فرغ من أكله فإنه يلعق أصابعه ويلعق الصفحة، يعني يلحسها حتى لا يبقى فيها أثر الطعام، فإنكم لا تدرّون في أي طعامكم البركة، فهذان أدبان: الأول: لعق الصفحة، والثاني: لعق الأصابع، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر أمته بشيء إلا وفيه الخير والبركة.

ولهذا قال الأطباء: إن في لعق الأصابع من بعد الطعام فائدة؛ وهو تيسير الهضم؛ لأن الأنامل فيها مادة - بإذن الله - تفرزها عند اللعق بعد الطعام تيسر الهضم، ونحن نقول: هذا من باب معرفة حكمة الشرع فيما يأمر به، وإلا فالأصل أننا نلحقها امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الناس لا يفهمون هذه السنة، تجده ينتهي من الطعام وحافته التي حوله كلها طعام، تجده أيضاً يذهب ويغسل دون أن يلحق أصابعه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمسح الإنسان يديه بالمنديل حتى يلحقها وينظفها من الطعام، ثم بعد ذلك يمسح بالمنديل، ثم بعد ذلك يغسلها إذا شاء.

كذلك أيضاً من آداب الأكل: أن الإنسان إذا سقطت لقمة على الأرض فإنه لا يدعها؛ لأن الشيطان يحضر للإنسان في جميع شؤونه، كل شؤنك من أكل، وشرب، وجماع، أي شيء يحضر الشيطان، فإذا لم تسم الله عند الأكل شاركك في الأكل، وصار يأكل معك؛ ولهذا تنزع البركة من الطعام إذا لم تسم عليه، وإذا سميت الله على الطعام، ثم سقطت

[ব্যাখ্যা]

লেখক —রাহিমাল্লাহ তাআলা— জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে আহারের শিষ্টাচারসমূহের মধ্য থেকে কিছু বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি হলো: মানুষ যখন আহার শেষ করে, তখন সে যেন তার আঙ্গুলগুলো এবং পাত্রটি চেটে নেয়। অর্থাৎ, সে যেন তা এমনভাবে পরিষ্কার করে যাতে সেখানে খাবারের কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট না থাকে; কেননা তোমরা জানো না যে তোমাদের খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে। সুতরাং এগুলো হলো দুটি শিষ্টাচার:

প্রথমটি: পাত্র চেটে নেওয়া এবং দ্বিতীয়টি: আঙ্গুল চেটে পরিষ্কার করা। নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) তাঁর উম্মতকে এমন কোনো কাজের নির্দেশ দেননি যাতে কল্যাণ ও বরকত নেই।

এ কারণে চিকিৎসাবিজ্ঞানীগণ বলেছেন: খাওয়ার পর আঙ্গুল চেটে নেওয়ার মধ্যে একটি উপকারিতা রয়েছে; আর তা হলো হজমে সহায়তা করা। কারণ আঙ্গুলের অগ্রভাগে আল্লাহর হুকুমে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা আহারের পর চেটে নেওয়ার সময় নির্গত হয় এবং হজম প্রক্রিয়াকে সহজ করে। আমরা বলব: এটি মূলত শরীয়তের নির্দেশের পেছনের প্রজ্ঞা বা রহস্য জানার একটি দিক মাত্র। নতুবা মূল ভিত্তি হলো আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশের আনুগত্য স্বরূপ তা করি। অনেক মানুষ এই সুন্নাহটি বোঝে না। আপনি দেখবেন যে, সে আহার শেষ করেছে অথচ তার পাত্রে চারপাশ খাবারে ভরে আছে। আরও দেখবেন যে, সে তার আঙ্গুলগুলো না চেটেই ধুতে চলে যায়। অথচ নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) আঙ্গুলগুলো চেটে খাবার থেকে পরিষ্কার করার আগে রুমাল দিয়ে হাত মুছতে নিষেধ করেছেন। প্রথমে আঙ্গুল চেটে নেবে, এরপর রুমাল দিয়ে মুছবে, তারপর চাইলে ধৌত করবে। অনুরূপভাবে আহারের আরেকটি শিষ্টাচার হলো: যদি কোনো ব্যক্তির লোকমা মাটিতে পড়ে যায়, তবে সে যেন তা ফেলে না রাখে; কারণ শয়তান মানুষের সকল কাজে উপস্থিত হয়। আপনার পানাহার, সহবাস—সবকিছুতেই শয়তান উপস্থিত হয়। সুতরাং আপনি যদি খাওয়ার শুরুতে আল্লাহর নাম না নেন, তবে সে আপনার আহারে অংশ নেয় এবং আপনার সাথে খেতে শুরু করে। আর এ কারণেই যদি আহারের শুরুতে আল্লাহর নাম না নেওয়া হয়, তবে খাবার থেকে বরকত উঠে যায়। কিন্তু আপনি যদি আহারের শুরুতে আল্লাহর নাম নেন এবং এরপর যদি লোকমা পড়ে যায়...

(ص: 300) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

اللقمة من يدك فإن الشيطان يأخذها، ولكن لا يأخذها ونحن ننظر، لأن هذا شيء غيبي لا نشاهده، ولكننا علمناه بخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام يأخذ الشيطان فيأكلها، وإن بقيت أماناً حسيماً، لكنه يأكلها غيباً، هذه من الأمور الغيبية التي يجب أن نصدق بها.

ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا على الخير فقال: (فليأخذها وليبسط ما بها من أذى، وليأكلها، ولا يدعها للشيطان) خذها وأمط ما بها من أذى - من تراب أو عيدان أو غير ذلك - ثم كلها ولا تدعها للشيطان. والإنسان إذا فعل هذا امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعاً لله عز وجل وحرماناً للشيطان من أكلها؛ حصل على هذه الفوائد الثلاثة: الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والتواضع، وحرمان الشيطان من أكلها. هذه فوائد ثلاث، ومع ذلك فإن أكثر الناس إذا سقطت اللقمة على السفرة أو على سباط نظيف تركها، وهذا خلاف السنة.

وفي هذا الحديث من الفوائد: أنه لا ينبغي للإنسان أن يكل طعاماً فيه أذى، لأن نفسك عندك أمانة، لا تأكل شيئاً فيه أذى، من عيدان أو شوك أو ما أشبه ذلك، وعليه فإننا نذكر الذين يأكلون السمك أن يحتاطوا لأنفسهم، لأن السمك لها عظام دقيقة مثل الإبر، إذا لم يحترز الإنسان منها، فربما تخل إلى بطنه وتجرح معدته أو أمعائه وهو لا يشعر، لهذا ينبغي للإنسان أن يراعي نفسه، وأن يكون لها أحسن راع، فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

আপনার হস্ত হতে খাবারের লোকমা পড়ে গেলে শয়তান তা গ্রহণ করে। তবে আমরা তাকিয়ে থাকাবস্থায় সে তা গ্রহণ করে না, কেননা এটি একটি অতীন্দ্রিয় (গায়েবি) বিষয় যা আমরা প্রত্যক্ষ করি না। কিন্তু আমরা সত্যবাদী ও সত্য প্রত্যাদিষ্ট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সংবাদের মাধ্যমে এটি অবগত হয়েছি যে, শয়তান তা গ্রহণ করে আহার করে; যদিও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে তা আমাদের সামনে বিদ্যমান থাকে, তথাপি সে তা অতীন্দ্রিয়ভাবে আহার করে। এটি সেই অতীন্দ্রিয় বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত যার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আমাদের জন্য অপরিহার্য।

তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কল্যাণের পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন: “সে যেন তা তুলে নেয় এবং তাতে কোনো ময়লা বা কষ্টদায়ক কিছু লেগে থাকলে তা দূর করে এবং তা আহার করে; শয়তানের জন্য তা ফেলে না রাখে।” অতএব আপনি তা তুলে নিন এবং তাতে লেগে থাকা ময়লা—যেমন ধূলিকণা, ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড বা অন্য কিছু—দূর করুন, অতঃপর তা আহার করুন এবং শয়তানের জন্য বর্জন করবেন না। আর মানুষ যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ পালনার্থে, মহান আল্লাহর প্রতি বিনয়বশত এবং শয়তানকে আহার থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে এটি করে, তখন সে এই তিনটি উপকার লাভ করে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের অনুসরণ, বিনয় বা নম্রতা এবং শয়তানকে ভক্ষণ থেকে বঞ্চিত করা। এগুলো হলো তিনটি সুফল; এতৎসত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ যখন দস্তুরখান বা কোনো পরিচ্ছন্ন বিছানায় লোকমা পড়ে যায়, তখন তা ফেলে রাখে। আর এটি সুন্নাহর পরিপন্থী কাজ।

এই হাদিসের অন্যান্য উপকারের মধ্যে রয়েছে: মানুষের জন্য এমন কোনো খাদ্য গ্রহণ করা সমীচীন নয় যাতে ক্ষতিকর কিছু রয়েছে। কেননা আপনার জীবন আপনার নিকট একটি আমানত। কাষ্ঠখণ্ড, কাঁটা বা অনুরূপ কষ্টদায়ক ও ক্ষতিকর কিছু রয়েছে এমন বস্তু ভক্ষণ করবেন না। এরই প্রেক্ষিতে আমরা মৎস্যভক্ষণকারীদের সতর্ক করছি যে, তারা যেন নিজেদের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করেন; কারণ মাছের হাড়গুলো সূঁচের ন্যায় অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়ে থাকে। মানুষ যদি এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন না করে, তবে তা অলক্ষ্যে উদরে প্রবেশ করে পাকস্থলী বা অন্ত্রে ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে। এই কারণে মানুষের উচিত নিজের শরীরের প্রতি খেয়াল রাখা এবং তার সর্বোত্তম রক্ষণাবেক্ষণকারী হওয়া। আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবীগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণ করবেন, তাঁদের সকলের ওপর আল্লাহর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

* * *

165 . العاشر: عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببوعظة فقال: (يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلاً) (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعُدَّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ) (الأنبياء: 104) ، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي، فيؤخذ بهم ذات الشمال؛ فأقول: يا رب أصحابي؛ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: (وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ) إلى قوله (الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (البائدة: 117-118) فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم) متفق عليه.

(غرلاً) : أي غير مختونين.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً؛ وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يخطب أصحابه الخطب الراتبة والخطب العارضة.

أما الخطب الراتبة: فمثل خطبة الجمعة، خطبة العيد، خطبة الاستسقاء، خطبة الكسوف. هذه خطب راتبة، كلما وجد سببها خطب عليه الصلاة والسلام؛ في الجمعة يخطب خطبتين قبل الصلاة، وفي العيد

১৬৫ . দশম: ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের মাঝে উপদেশ প্রদানের উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন এবং বললেন: (হে লোকসকল, নিশ্চয়ই তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলার নিকট নগ্নপদ, নগ্নদেহ এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে। {যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম,

সেভাবেই আমি পুনরায় তা সৃষ্টি করব; এটা আমার কৃত প্রতিশ্রুতি, আর আমি তা পালন করবই} (আল-আম্বিয়া: ১০৪)। জেনে রেখো, কিয়ামতের দিন সৃষ্টির মাঝে সর্বপ্রথম যাকে পোশাক পরানো হবে, তিনি হলেন ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম)। জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আমার উম্মতের কিছু লোককে নিয়ে আসা হবে এবং তাদেরকে বাম দিকে (জাহান্নামের দিকে) নিয়ে যাওয়া হবে; তখন আমি বলব: হে আমার প্রতিপালক, এরা তো আমার সাথী! তখন বলা হবে: নিশ্চয়ই আপনি জানেন না আপনার পরে তারা কী সব নতুন বিষয় উদ্ভাবন করেছিল। তখন আমি বলব যেমন নেককার বান্দা (ঈসা আলাইহিস সালাম) বলেছিলেন: {আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম ততদিন তাদের কার্যাবলির সাক্ষী ছিলাম...} তাঁর এই বাণী {পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়} পর্যন্ত (আল-মায়িদা: ১১৭-১১৮)। তখন আমাকে বলা হবে: আপনি তাদেরকে ছেড়ে আসার পর থেকেই তারা ক্রমাগত তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে গিয়েছিল (ধর্মত্যাগী হয়েছিল)।) মুত্তাফাকুন আলাইহি (বুখারি ও মুসলিম)।

(গুরলান): অর্থাৎ খাতনাবিহীন।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন) ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে যা বর্ণনা করেছেন তাতে তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের মাঝে ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন; আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অভ্যাস ছিল, বরং নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর আদর্শ ছিল যে, তিনি তাঁর সাহাবীগণের নিকট নিয়মিত ভাষণ ও বিশেষ বিশেষ কারণবশত উপস্থিত ভাষণ প্রদান করতেন।

নিয়মিত ভাষণসমূহ: যেমন জুমার খুতবা, ঈদের খুতবা, ইস্তিসকার (বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা) খুতবা এবং কুসূফের (সূর্যগ্রহণের) খুতবা। এগুলো নিয়মিত খুতবা, যখনই এগুলোর কারণ পরিলক্ষিত হতো তখনই তিনি (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) খুতবা দিতেন; জুমায় তিনি নামাজের আগে দুটি খুতবা দিতেন, আর ঈদে...

خطبة واحدة بعد الصلاة، وكذلك في الاستسقاء، وفي كسوف خطبة واحدة بعد الصلاة.

أما الخطب العارضة: فإنها تكون إذا وجد سبب عارض؛ فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام خطيباً يخطب الناس.

فمن ذلك: أن رجلاً بعثه النبي عليه الصلاة والسلام عاملاً على الصدقة يأخذها من أهلها، فرجع إلى المدينة ومعه أبل فقال: هذه لكم وهذه أهديت إلي. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: (ما بال أحدكم نستعمله على العمل، فيرجع ويقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟). وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لم يهد لهذا العمل الذي هو تابع للدولة إلا من أجل أنه عامل، لو كانوا يريدون أن يهدوا إليه لشخصه، لأهدوا إليه في بيت أبيه وأمه.

ومن هذا الحديث نعرف عظمة الرشوة، وأنها من عظام الأمور التي أدت إلى أن يقوم النبي عليه الصلاة والسلام خطيباً يخطب في الناس، ويحذرهم من هذا العمل؛ لأنه إذا فشا في قوم الرشوة هلكوا، وصار كل واحد منهم لا يقول الحق، ولا يحكم بالحق، ولا يقوم بالعدل إلا إذا رشي والعياذ بالله.

সালাতের পর একটি খুতবা, অনুরূপভাবে ইসতিসকা এবং কুসুফের (সূর্যগ্রহণ) ক্ষেত্রেও সালাতের পর একটি খুতবা প্রদান করা হয়।

আর আকস্মিক খুতবাসমূহ: যখন কোনো বিশেষ কারণ বা পরিস্থিতির উদ্ভব হতো তখনই তা প্রদান করা হতো; তখন নবী (সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) খতিব হিসেবে দাঁড়িয়ে মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতেন।

এর একটি উদাহরণ হলো: নবী (সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) এক ব্যক্তিকে সদকা (যাকাত) আদায়ের জন্য কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন, সে মদিনায় ফিরে এল এবং তার সাথে উট ছিল। তখন সে বলল: "এগুলো আপনাদের (রাষ্ট্রীয় সম্পদ) আর

এগুলো আমাকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছে।" তখন নবী (সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) খুতবা দিলেন এবং বললেন: "সেই ব্যক্তির কী হলো যাকে আমরা কোনো কাজে নিয়োগ করি, আর সে এসে বলে: এটি আপনাদের জন্য আর এটি আমাকে উপহার দেওয়া হয়েছে; সে কেন তার বাবা-মায়ের ঘরে বসে থাকল না, যাতে সে দেখতে পেত তাকে উপহার দেওয়া হয় কি না?"।

নবী (সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) সত্যই বলেছেন; রাষ্ট্রীয় কার্যের অন্তর্ভুক্ত এই পদের জন্য তাকে কেবল একারণেই উপহার দেওয়া হয়েছিল যে সে একজন কর্মচারী। যদি তারা তার ব্যক্তিগত কারণে তাকে উপহার দিতে চাইত, তবে তারা তার বাবা-মায়ের ঘরেই তাকে উপহার পাঠাত।

এই হাদিস থেকে আমরা ঘুষের ভয়াবহতা সম্পর্কে জানতে পারি এবং এটি যে কত বড় মাপের গুরুতর বিষয় তা অনুধাবন করতে পারি, যার ফলে নবী (সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) দাঁড়িয়ে খুতবা দিয়েছিলেন এবং মানুষকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন। কারণ যখন কোনো জাতির মধ্যে ঘুষের বিস্তার ঘটে তখন তারা ধ্বংস হয়ে যায়; এবং তাদের প্রত্যেকেই সত্য বলা, সত্য অনুযায়ী ফয়সালা করা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা পরিত্যাগ করে যতক্ষণ না তাকে ঘুষ প্রদান করা হয়—আমরা আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই।

(ص: 303) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

والرشوة ملعون أخذها، وملعون معطيها، إلا إذا كان الآخذ يمنع حق الناس إلا برشوة، فحينئذ تكون اللعنة على هذا الآخذ لا على المعطي؛ لأن المعطي إنما يريد أن يعطي لأخذ حقه، ولا سبيل إلى ذلك إلا بدفع الرشوة، فهو معذور. كما يوجد - والعياذ بالله - الآن في بعض المسؤولين في الدول الإسلامية؛ من لا يمكن أن يقضي

مصالح الناس إلا بهذه الرشوة والعياذ بالله، فيكون أكلاً للمال بالباطل، معرضاً
نفسه للعنة. نسأل الله العافية.
والواجب على من ولاه الله عملاً أن يقوم به بالعدل، وأن يقوم بالواجب فيه بحسب
المستطاع.

ومن ذلك أيضاً: أن بريرة وهي أمة لجباعة من الأنصار، كاتبها أهلها على تسع أوراق
من الفضة، فجاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تستعينها؛ تطلب منها
العون لتقضي كتابتها، فقالت: إن شاء أهلك أن أعدها لهم، يعني أنقدها نقداً،
ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، يعني أسيادها، فقالت لهم ذلك.
فقالوا: لا. الولاء لنا. فرجعت بريرة إلى عائشة رضي الله عنها وأخبرتها بأن أهلها
قالوا: لا بد أن يكون الولاء لنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (خذيها واشترطي
لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق) فأخذتها واشترطت الولاء لهم، ثم خطب الناس
عليه الصلاة والسلام وقال: (ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما
كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة

ঘুস গ্রহণকারী এবং ঘুস প্রদানকারী উভয়ের ওপরই অভিশাপ। তবে যদি গ্রহণকারী ঘুসের
বিনিময় ছাড়া মানুষের প্রাপ্য অধিকার আদায়ে বাধা দেয়, তবে সেক্ষেত্রে অভিশাপ কেবল ওই
গ্রহণকারীর ওপরই হবে, প্রদানকারীর ওপর নয়; কেননা প্রদানকারী কেবল তার প্রাপ্য
অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যেই তা প্রদান করছে এবং ঘুস দেওয়া ছাড়া এর আর কোনো উপায়
তার নেই, তাই সে অপারগ বলে গণ্য হবে। যেমনটি বর্তমানে দেখা যায়—আল্লাহ আমাদের
রক্ষা করুন—কিছু মুসলিম দেশের এমন কিছু দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের মাঝে; যারা ঘুস ব্যতীত
জনগণের কোনো প্রয়োজন পূরণ করে না—নাউয়ুবিল্লাহ—ফলে সে অবৈধভাবে অর্থ
ভক্ষণকারী হিসেবে গণ্য হয় এবং নিজেকে অভিশাপের সম্মুখীন করে। আমরা আল্লাহর কাছে
নিরাপত্তা প্রার্থনা করি।

আল্লাহ যাকে কোনো কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তার ওপর কর্তব্য হলো তা ইনসাফের
সাথে সম্পাদন করা এবং সাধ্যানুযায়ী এতে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা।

এরই একটি দৃষ্টান্ত হলো বারীরাহ (রা.)-এর ঘটনা; তিনি একদল আনসারীর দাসী ছিলেন। তাঁর মালিকরা নয় উকিয়া রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে তাঁর সাথে মুক্তিচুক্তি করেছিল। তিনি উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা.)-এর নিকট সাহায্যের জন্য এলেন এবং তাঁর মুক্তিচুক্তির অর্থ পরিশোধে সহায়তা চাইলেন। আয়িশা (রা.) বললেন: ‘যদি তোমার মালিকরা চায় তবে আমি এককালীন তা তাদের দিয়ে দেব—অর্থাৎ নগদে পরিশোধ করে দেব—তবে শর্ত হলো তোমার ‘ওয়ালা’ (মুক্ত করার পরবর্তী আনুগত্যের অধিকার) আমার অনুকূলে থাকবে।’ বারীরাহ (রা.) তাঁর মালিকদের নিকট গিয়ে তাঁদের এ কথা জানালেন। তারা বলল: ‘না, ওয়ালা আমাদেরই থাকবে।’ অতঃপর বারীরাহ (রা.) আয়িশা (রা.)-এর নিকট ফিরে এসে তাঁকে জানালেন যে, তারা বলেছে—ওয়ালা অবশ্যই তাদেরই হতে হবে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ‘তুমি তাঁকে গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য ওয়ালার শর্তারোপ করো, কেননা ওয়ালা কেবল তারই প্রাপ্য যে মুক্তি দান করেছে।’ এরপর তিনি তাঁকে গ্রহণ করলেন এবং তাদের জন্য ওয়ালার শর্ত মেনে নিলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং বললেন: ‘লোকদের কী হলো যে তারা এমন সব শর্তারোপ করে যার কোনো ভিত্তি আল্লাহর কিতাবে নেই? যে শর্ত আল্লাহর কিতাবে নেই তা বাতিল, যদিও তা একশাট শর্ত হয় না কেন...’

(ص: 304) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق).
ومن ذلك أيضاً: أن امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع، تقول للناس:
أعيروني شيئاً، فيعيرونها المتاع؛ القدر والقربة وما أشبه ذلك من متاع البيت، ثم
بعد ذلك تقول: ما أعرتهموني شيئاً!! تجحد ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن
تقطع يدها؛ لأنها سارقة، هذه سرقة، فاهتمت قريش لهذا الأمر؛ كيف تقطع يد

মুখোমুখি মন বনি মুখোমুখি, মন কবার কবائل আর, ফলবো মন یشفع إلی النبی علیه الصلاة والسلام, فأرسلوا أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويحب أباه, فكلّم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن تلك المرأة یشفع لها, فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (أتشفع في حد من حدود الله؟) يقول منكرًا عليه, لأن حدود الله ليس فيها شفاعة, فإذا وصلت للسلطان فلعن الله الشافع والمشفع له.

ثم قام في الناس يخطب, فقال: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد). وأخبر أن هذا هو الذي أهلك الأمم السابقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: (وايم الله - يعني أحلف بالله - لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) فهل هذه

...শর্ত; আল্লাহর ফয়সালা অধিক হকদার এবং আল্লাহর শর্ত অধিক সুদৃঢ়। আর 'ওয়ালা' (উত্তরাধিকারের অধিকার) কেবল তারই প্রাপ্য, যে দাস মুক্ত করেছে)।
এর আরেকটি উদাহরণ হলো: বনু মাখজুম গোত্রের এক নারী মানুষের কাছ থেকে আসবাবপত্র ধার নিত। সে লোকদের বলত: "আমাকে কিছু ধার দিন", তখন তারা তাকে গৃহস্থালি সামগ্রী যেমন—হাঁড়ি-পাতিল, মশক এবং অনুরূপ জিনিসপত্র ধার দিত। অতঃপর সে বলত: "আপনারা তো আমাকে কিছুই ধার দেননি!" সে তা অস্বীকার করত। ফলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন; কারণ সে ছিল চোর, আর এটি ছিল চুরি। কুরাইশরা এই বিষয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ল; কীভাবে বনু মাখজুমের মতো আরবের এক প্রভাবশালী গোত্রের একজন মাখজুমী নারীর হাত কাটা যাবে! তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে সুপারিশ করার জন্য কাউকে খুঁজছিল। অতঃপর তারা উসামা বিন যায়েদ বিন হারিসা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে পাঠাল; কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে এবং তার পিতাকে ভালোবাসতেন। তিনি সেই মহিলার বিষয়ে সুপারিশ করার জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে কথা বললেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে তিরস্কার করে বললেন: "তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত

সীমাগুলোর (হুদুদ) কোনো একটির বিষয়ে সুপারিশ করছ?" কেননা আল্লাহর হুদুদের ক্ষেত্রে কোনো সুপারিশ চলে না। যখন বিষয়টি শাসকের কাছে পৌঁছে যায়, তখন সুপারিশকারী এবং যার জন্য সুপারিশ করা হয়—উভয়ের ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হয়।

অতঃপর তিনি লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন এবং বললেন: "জেনে রেখো, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ এমন ছিল যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন তাদের মধ্যে কোনো দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তার ওপর শাস্তি কার্যকর করত।" তিনি জানালেন যে, এটিই পূর্ববর্তী জাতিগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "আল্লাহর কসম—অর্থাৎ আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি—যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।" তবে কি এটি ওগুলোর অন্তর্ভুক্ত?

(ص: 305) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

المخزومية أفضل أم فاطمة بنت محمد؟ فاطمة أفضل منها، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطعت يدها) .
فهذه من الخطب العارضة، فكان - صلوات الله وسلامه عليه - من هديه أنه يخطب الناس لأمر راتبة ولأمر عارضة، وسبق لنا حديث العرباض بن سارية قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون.

والخلاصة: أنه يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان من قاض، أو مفتٍ، أو عالم، أو داعية، أن يخطب الناس في الأمور العارضة التي يحتاجون فيها إلى بيان الحق، وفي الأمور الراتبة، مثل الجمعة، والعيدين، والاستسقاء، والكسوف كما مر،

وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن تبليغه، لأن الشيء إذا جاء في وقته عند حاجته صار له قبول أكثر.

وقد نقل المؤلف - رحمه الله - عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم خطيباً، وهذه من خطبه العارضة صلى الله عليه وسلم، فقد قام فيهم خطيباً وقال: (إنكم محشورون يوم القيامة حفاة عراة غرلاً) . محشورون: يعنى مجمعون في صعيد واحد النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه جبال، وليس فيه أودية، ولا بناء، ولا أشجار، يسمعهم الداعي، وينفذهم البصر، يعني لو دعاهم داع لأسعهم جميعاً؛ لأنه ليس هناك ما يحول بينهم وبين إسعاهم وينفذهم البصر أي يدركهم جميعاً.

(حفاة عراة غرلاً) وفي رواية: (بهماً) .

حفاة: ليس عليهم نعال، ولا خفاف، ولا يقوون به أرجلهم.

মাখজুমিয়া গোত্রের সেই নারী কি শ্রেষ্ঠ, নাকি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ? অবশ্যই ফাতিমা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যদি মুহাম্মদ (সা.)-এর কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম।”

এটি ছিল আপৎকালীন বা বিশেষ প্রেক্ষাপটে প্রদত্ত খুতবা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ছিল এই যে, তিনি নিয়মিত এবং বিশেষ ঘটনাপ্রবাহ—উভয় ক্ষেত্রেই মানুষকে সম্বোধন করে খুতবা দিতেন। ইতিপূর্বে আমরা ইরবায় ইবন সারিয়াহ (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসটি জেনেছি, যেখানে তিনি বলেছেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশে এমন এক মর্মস্পর্শী খুতবা প্রদান করলেন, যাতে আমাদের অন্তরসমূহ প্রকম্পিত হলো এবং চক্ষুসমূহ অশ্রুসিক্ত হলো।”

সারসংক্ষেপ হলো: এই হাদীস থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, একজন বিচারক, মুফতী, আলিম বা দ্বীন প্রচারকের উচিত বিশেষ ও জরুরি পরিস্থিতিতে—যখন সত্য স্পষ্ট করার প্রয়োজন হয়—মানুষকে সম্বোধন করে খুতবা প্রদান করা। ঠিক তেমনিভাবে নিয়মিত খুতবাগুলো যেমন: জুমুআ, দুই ঈদ, ইস্তিসকা (বৃষ্টির প্রার্থনা) এবং ইতিপূর্বে বর্ণিত সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের খুতবা প্রদান

করাও বাঞ্ছনীয়। এটি ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ এবং দ্বীন প্রচারের এক চমৎকার পদ্ধতি। কেননা কোনো বিষয় যখন প্রয়োজনের সঠিক সময়ে উপস্থাপিত হয়, তখন তা অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের সামনে খুতবা প্রদানের জন্য দণ্ডায়মান হলেন। এটিও ছিল তাঁর বিশেষ বা আকস্মিক খুতবাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন: “কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে নগ্নপদ, বস্ত্রহীন এবং খতনাবিহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে।” ‘মাহশুরুন’ (সমবেত করা) অর্থ হলো: সকলকে একটি বিশাল সমতল প্রান্তরে একত্রিত করা হবে। সেখানে কোনো পাহাড়, উপত্যকা, দালানকোঠা বা বৃক্ষরাজি থাকবে না। একজন আহ্বানকারী ডাক দিলে সকলেই তা শুনতে পাবে এবং দৃষ্টির সীমানা সকলকে পরিবেষ্টন করবে। অর্থাৎ, কেউ যদি তাদের ডাক দেয়, তবে সেখানে শ্রবণে বাধা দেওয়ার মতো কিছু না থাকায় সকলেই তা শুনতে পাবে এবং দৃষ্টির প্রসারের অর্থ হলো, সকলেই একসাথে দৃষ্টিগোচর হবে। (নগ্নপদ, বস্ত্রহীন এবং খতনাবিহীন) এবং অন্য এক বর্ণনায় এসেছে: (রিক্তহস্ত)। ‘হুফাত’ (নগ্নপদ): অর্থাৎ তাদের পায়ে কোনো জুতো বা চামড়ার মোজা থাকবে না এবং তারা কোনো কিছুর মাধ্যমে নিজেদের পা রক্ষা করতে পারবে না।

(ص: 306) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

عراة: ليس عليهم كسوة، بادية أبشارهم.
غزلاً: يعني غير مختونين.
والختان هو: قطع الجلد التي تكون على الحشفة، وتقطع من أجل تمام الطهارة كما
سنبينه إن شاء الله.

بِهِمَا: قَالَ الْعُلَمَاءُ بِهِمَا: أَيُّ لَيْسَ مَعَهُمْ مَالٌ، فَيَكُونُ الْإِنْسَانُ مَجْرَدًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ثُمَّ اسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعُدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ) (الأنبياء: من الآية 104)، يَعْنِي أَنَّ اللَّهَ يَحْشُرُهُمْ كَمَا بَدَأَهُمْ أَوَّلَ خَلْقٍ، يَخْرُجُونَ مِنْ بَطُونِ الْأَرْضِ كَمَا خَرَجُوا مِنْ بَطُونِ أُمَهَاتِهِمْ، حَفَاةً عِرَاقَةً غِرْلًا؛ (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ). ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: (وَعُدًّا عَلَيْنَا) أَيُّ مُؤَكَّدًا، أَكَّدَهُ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ، لِأَنَّ هَذَا الْمَقَامَ يَقْضِي التَّوَكُّدَ، فَإِنَّ مِنَ الْبَشَرِ مَنْ كَذَبَ بِالْحَشْرِ وَالْعِيَاذِ بِاللَّهِ، وَقَالَ: (إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ) (المؤمنون: 37)، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: (وَعُدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ).

حدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، فقالت عائشة رضي الله عنها: واسوءتاه. الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا عائشة، الأمر أعظم من أن يههم ذلك) الأمر عظيم، ما ينظر أحد لأحد (يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ

নগ্ন: তাদের গায়ে কোনো পোশাক থাকবে না, তাদের দেহ উন্মুক্ত থাকবে।

খতনাবিহীন: অর্থাৎ যাদের খতনা করা হয়নি।

আর খতনা হলো: লিঙ্গাঙ্গের উপরিভাগের চামড়া কেটে ফেলা; পবিত্রতার পূর্ণতার জন্য এটি কাটা হয়, যা আমরা ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চাহেন তো) বর্ণনা করব।

রিক্তহস্ত: উলামায়ে কেরাম বলেছেন 'রিক্তহস্ত' অর্থ তাদের সাথে কোনো ধন-সম্পদ থাকবে না।

ফলে মানুষ সব কিছু থেকে রিক্ত অবস্থায় থাকবে। অতঃপর এর সপক্ষে মহান আল্লাহর এই বাণী দ্বারা দলিল পেশ করা হয়েছে: (যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবেই আমি এর পুনরাবৃত্তি করব। এটি আমার ওপর একটি ওয়াদা, যা আমি অবশ্যই পালন করব)

(সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৪ নম্বর আয়াতের অংশ)। এর অর্থ হলো, আল্লাহ তাদের সেভাবেই

হাশরের ময়দানে সমবেত করবেন যেভাবে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন। তারা মাটির উদর থেকে সেভাবেই নির্গত হবে যেভাবে তাদের মায়ের উদর থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল—নগ্নপদ,

বস্ত্রহীন ও খতনাবিহীন অবস্থায়; (যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবেই আমি

এর পুনরাবৃত্তি করব)। এরপর মহান আল্লাহ বলেন: (এটি আমার ওপর একটি ওয়াদা) অর্থাৎ সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ তা নিজের ওপর অবধারিত করে নিয়েছেন, কারণ এই প্রেক্ষাপটটি দৃঢ়তার দাবি রাখে। কেননা মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা হাশর বা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে—আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই—এবং বলে: (আমাদের এই পার্থিব জীবনই তো সব; এখানেই আমরা মরি ও বাঁচি এবং আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে না) (সূরা আল-মুমিনুন: ৩৭)। তাই মহান আল্লাহ বলেন: (এটি আমার ওপর একটি ওয়াদা, যা আমি অবশ্যই পালন করব)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই হাদিসটি বর্ণনা করলেন, তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন: হায় লজ্জা! পুরুষ ও নারী কি একে অপরের দিকে তাকাবে? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: (হে আয়েশা, বিষয়টি এতোই ভয়াবহ হবে যে তারা এ নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ পাবে না)। পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে, কেউ কারো দিকে তাকাবে না। (সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই থেকে, তার মা ও পিতা থেকে, তার স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে; সেদিন তাদের প্রত্যেকের...)

(ص: 307) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (عبس: 34-37) .
حتى الرسل عليه الصلاة والسلام عند عبور الصراط فدعأؤهم: اللهم سلم، اللهم سلم، لا يدري أحد أينجو أم لا. الأمر عظيم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (الأمر أعظم من أن يههم ذلك) ثم قال: (ألا وأن أول من يكسى إبراهيم) إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، هو أول مي يكسى يوم القيامة. وهذه الخصيصة - أنه يكون أول من يكسى لا تدل على التفضيل المطلق، وأنه أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، لأن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء

والرسل، سيد ولد آدم يوم القيامة، لا يؤذن لأحد يشفع للخلائق يوم القيامة إلا محمد عليه الصلاة والسلام كما في قوله تعالى: (عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً) (الإسراء: من الآية 79)، لكن قد يخص الله بعض الأنبياء بشيء لا يخص به الآخر، مثل قوله تعالى: (يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي) (الأعراف: 144).

فألرسالات كانت موجودة في غيره، لكن في وقته كان هو الرسول لبني إسرائيل، كذلك أيضاً قد يخص الله أحد من الأنبياء أو غيرهم بخصيصة يتميز بها عن غيره، ولا يوجب ذلك الفضل المطلق.

(ألا وإن أول من يكسى إبراهيم) عليه الصلاة والسلام، ولا يقال: لباذا كان أول من يكسى، لأن الفضائل لا يسأل عنها، كما قال الله تعالى: (ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) (الحديد: من الآية 21)، لا يسأل عنها؛ لأن الإنسان قد يصل فيها إلى نتيجة وقد لا يصل، فكما أن الله

তাদের প্রত্যেকের সেদিন এমন এক অবস্থা হবে যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে) (আবাসা: ৩৪-৩৭)।

এমনকি রাসূলগণও (তাদের ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক) যখন সিরাত পার হবেন, তখন তাঁদের দুআ হবে: হে আল্লাহ! নিরাপদ রাখুন, হে আল্লাহ! নিরাপদ রাখুন। কেউ জানে না সে মুক্তি পাবে কি না। বিষয়টি অত্যন্ত ভয়াবহ। এ কারণেই নবী (সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) বলেছেন: (বিষয়টি এতই গুরুতর যে তারা সেদিকে দ্রক্ষেপও করবে না) অতঃপর তিনি বলেন: (জেনে রেখো, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাকে পোশাক পরানো হবে তিনি হলেন ইব্রাহিম) ইব্রাহিম খলিল (তাঁর ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক) হলেন কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম পোশাক পরিধানকারী ব্যক্তি।

আর এই বৈশিষ্ট্যটি—যে তিনি সর্বপ্রথম পোশাক পরিধানকারী হবেন—তা নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্ব নির্দেশ করে না এবং এর অর্থ এই নয় যে তিনি মুহাম্মাদ (সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও

রাসূল এবং কিয়ামতের দিন আদম সন্তানদের সরদার। কিয়ামতের দিন মুহাম্মাদ (সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) ব্যতীত অন্য কাউকে সৃষ্টিজগতের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না, যেমনটি মহান আল্লাহর বাণীতে রয়েছে: (আশা করা যায় আপনার প্রতিপালক আপনাকে মাকামে মাহমুদে তথা প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত করবেন) (আল-ইসরা: ৭৯-এর অংশ), তবে আল্লাহ তাআলা কোনো কোনো নবীকে এমন বিশেষ কিছু দিয়ে নির্দিষ্ট করতে পারেন যা অন্যকে দেননি, যেমন মহান আল্লাহর বাণী: (হে মুসা, আমি আমার রিসালাত ও কালামের মাধ্যমে তোমাকে মানুষের ওপর মনোনীত করেছি) (আল-আরাফ: ১৪৪)। অথচ রিসালাত অন্যদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তাঁর সময়ে তিনি বনী ইসরাঈলের জন্য রাসূল ছিলেন। অনুরূপভাবে, আল্লাহ তাআলা কোনো নবী বা অন্য কাউকে বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র করতে পারেন, আর তা নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্বকে সাব্যস্ত করে না।

(জেনে রেখো, সর্বপ্রথম যাকে পোশাক পরানো হবে তিনি হলেন ইব্রাহিম) আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। আর এ কথা বলা যাবে না যে, কেন তাঁকে সর্বপ্রথম পোশাক পরানো হবে? কারণ ফযীলত বা বিশেষ মর্যাদার রহস্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় না, যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: (এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা এটি দান করেন এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী) (আল-হাদীদ: ২১-এর অংশ)। এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় না; কারণ মানুষ এর কোনো চূড়ান্ত ফলাফলে পৌঁছাতেও পারে আবার নাও পারে। যেমন আল্লাহ...

(ص: 308) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

تعالى . فضل بني آدم بعضهم على بعض في الرزق، وفي كمال الأخلاق والآداب، وكذلك فضل بعضهم على بعض في العلم، وكذلك في البدن والفكر وغير ذلك، فالله . تعالى
بيؤتي فضله من يشاء.

وفي هذا الحديث دليل على أن الناس يكسون بعد أن يخرجون حفاة عراة غرلاً. ولكن بأي طريق يكسون؟ الله أعلم بذلك، ليس هناك خياطون، ولا هناك ثياب تفصل ولا شيء، فالله أعلم بكيفية ذلك. الذي خلقهم هو الذي يكسوهم سبحانه وتعالى، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عن الحديث.

وفي هذا الحديث إشارة إلى الختان، في قوله: (غرلاً) فالأغرل هو الذي بقيت عليه جلدة الحشفة؛ أي لم يختن. والختان اختلف العلماء في وجوبه، فمنهم من قال: إنه واجب على الذكور والإناث، وأنه يجب أن تختن البنت كما يختن الولد.

ومن العلماء من قال: أنه لا يجب الختان لا على الرجال ولا على النساء، وأن الختان من الفطرة المستحبة، وليس من الفطرة الواجبة.

ومنهم من توسط بين القولين فقال: الختان واجب في حق الذكور، وسنة في حق النساء، وهذا القول أوسط الأقوال وأعدلها، فإنه واجب في حق الرجال، لأن الرجل إذا بقيت هذه الجلدة فوق حشفته، فإنها ستكون مجعاً للبول، فيكون في ذلك تلويث للرجل، وربما يحدث إثر هذا التهابات فيما بين الجلدة والحشفة، ويتضرر الإنسان. فالصحيح أن الختان واجب على الذكور، وسنة في حق الإناث، وهو أعدل الأقوال

মহান আল্লাহ আদম সন্তানগণকে রিযিক এবং পূর্ণ চারিত্রিক মাধুর্য ও শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে একে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। একইভাবে তিনি জ্ঞান, শারীরিক গঠন, চিন্তাশক্তি এবং অন্যান্য বিষয়েও একদলকে অন্যদলের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহ দান করেন।

এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, মানুষ যখন নগ্নপদে, উলঙ্গ অবস্থায় এবং খতনাবিহীন অবস্থায় কবর থেকে উত্থিত হবে, এরপর তাদের পোশাক পরিধান করানো হবে। কিন্তু কোন পদ্ধতিতে তাদের বস্ত্র দান করা হবে? আল্লাহই এ বিষয়ে সবচেয়ে ভালো জানেন। সেখানে কোনো দর্জি থাকবে না এবং পোশাক তৈরি বা কাটার কোনো ব্যবস্থাও থাকবে না; সুতরাং এর স্বরূপ

সম্পর্কে আল্লাহই সম্যক অবগত। যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাদের পোশাক পরিধান করাবেন। ইনশাআল্লাহ, এই হাদীসের অবশিষ্টাংশের আলোচনা সামনে আসবে।

এই হাদীসে 'খতনা' বা লিঙ্গাগ্রচর্মচ্ছেদের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যা 'খতনাবিহীন' শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। 'খতনাবিহীন' বলতে তাকেই বোঝায় যার লিঙ্গাগ্রের ত্বক অবশিষ্ট রয়েছে; অর্থাৎ যার খতনা করা হয়নি। খতনা করা আবশ্যিক হওয়ার বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম মতভেদ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন: এটি পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যই ওয়াজিব বা আবশ্যিক; অর্থাৎ ছেলের মতো মেয়েরও খতনা করা আবশ্যিক।

আবার কোনো কোনো আলিম বলেছেন: খতনা করা পুরুষ বা নারী কারো জন্যই ওয়াজিব নয়। বরং এটি একটি মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় স্বভাবজাত বিষয়, এটি আবশ্যিক কোনো বিষয় নয়। তাঁদের মধ্যে একদল উভয় মতের মাঝে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে বলেছেন: খতনা করা পুরুষদের জন্য ওয়াজিব এবং নারীদের ক্ষেত্রে সুন্নাত। এই মতটিই সবচাইতে ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়সংগত। কেননা পুরুষদের ক্ষেত্রে এটি ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো, যদি লিঙ্গাগ্রের এই অতিরিক্ত ত্বকটি রয়ে যায়, তবে সেখানে প্রস্রাব জমা হবে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অপবিত্র হয়ে পড়বে এবং সম্ভবত এই ত্বকের নিচে সংক্রমণের সৃষ্টি হয়ে মানুষের ক্ষতি হতে পারে। সুতরাং সঠিক মত হলো, খতনা পুরুষদের জন্য ওয়াজিব এবং নারীদের জন্য সুন্নাত; আর এটিই সর্বাধিক সঠিক অভিমত।

(ص: 309) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وأحسنها.

ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتي برجال من أمته فيؤخذ بهم ذات الشمال، أي إلى طريق أهل النار والعياذ بالله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم:

(أَصْحَابِي) أي يشفع إلى - الله سبحانه وتعالى فيهم، فيقال له: (إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بِعَدِكَ) فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العبد الصالح؛ يعني به عيسى بن مريم؛ حين يقول يوم القيامة إذا قال الله تعالى له: (أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ) كما يزعم النصارى الذين يقولون: أنهم متبعون له: (قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ) (البائدة: 116) لأن الألوهية ليست حقاً لأحد إلا الله رب العالمين.

ثم يقول: (إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتَ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) (البائدة: 116-117).

فإذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، قال كما قال عيسى بن مريم: (وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ).

ثم يقال للرسول عليه الصلاة والسلام: (إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم) فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: (سُحْقاً سُحْقاً).

قوله: (إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم) تمسك به الرافضة الذين قالوا: إن الصحابة كلهم ارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله،

এবং সর্বোত্তম।

অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর উম্মতের মধ্য থেকে কিছু লোককে আনা হবে এবং তাদেরকে বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, অর্থাৎ জাহান্নামীদের পথে—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলবেন: (আমার সাহাবীগণ), অর্থাৎ তিনি তাদের জন্য মহান আল্লাহর কাছে সুপারিশ

করবেন। তখন তাঁকে বলা হবে: (নিশ্চয়ই আপনি জানেন না যে, আপনার পরে তারা কী নতুন বিষয়ের উদ্ভব ঘটিয়েছিল)। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলবেন যেমনটি সেই পুণ্যবান বান্দা বলেছিলেন—এর দ্বারা মারইয়াম পুত্র ঈসাকে বোঝানো হয়েছে—যখন কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তাঁকে বলবেন: (তুমি কি মানুষকে বলেছিলে যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে ও আমার মাতাকে দুই উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করো?) যেমনটি খ্রিস্টানরা দাবি করে থাকে যারা মনে করে যে তারা তাঁর অনুসারী। তিনি বলবেন: (আপনি মহিমাম্বিত! আমার জন্য এমন কথা বলা শোভা পায় না যা বলার অধিকার আমার নেই) (আল-মায়িদাহ: ১১৬); কারণ ইবাদত লাভের অধিকার বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নেই। অতঃপর তিনি বলেন: (যদি আমি তা বলে থাকতাম, তবে আপনি অবশ্যই তা জানতেন। আপনি জানেন যা আমার অন্তরে আছে, কিন্তু আমি জানি না যা আপনার সত্তায় আছে। নিশ্চয়ই আপনি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। আমি তাদেরকে কেবল তাই বলেছি যা আপনি আমাকে আদেশ করেছেন যে—তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত করো। আর আমি তাদের ওপর সাক্ষী ছিলাম যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর আপনি যখন আমাকে তুলে নিলেন, তখন আপনিই তাদের ওপর পর্যবেক্ষক ছিলেন। আর আপনি সর্ববিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী) (আল-মায়িদাহ: ১১৬-১১৭)।

কিয়ামতের দিন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে যখন বলা হবে যে, নিশ্চয়ই আপনি জানেন না আপনার পরে তারা কী নতুন বিষয় ঘটিয়েছিল, তখন তিনি ঈসা ইবনে মারইয়ামের মতো বলবেন: (আর আমি তাদের ওপর সাক্ষী ছিলাম যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর আপনি যখন আমাকে তুলে নিলেন, তখন আপনিই তাদের ওপর পর্যবেক্ষক ছিলেন। আর আপনি সর্ববিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী)।

অতঃপর রাসূল (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-কে বলা হবে: (আপনি তাদের থেকে পৃথক হওয়ার পর থেকে তারা ক্রমাগত তাদের পেছনে ফিরে গিয়েছিল)। তখন নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বলবেন: (দূর হোক, দূর হোক)।

তাঁর এই উক্তি: (আপনি তাদের থেকে পৃথক হওয়ার পর থেকে তারা ক্রমাগত তাদের পেছনে ফিরে গিয়েছিল)—রাফেজীরা এই কথাটিকে আঁকড়ে ধরেছে, যারা বলে যে: সকল সাহাবী ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই,

ومنهم أبو بكر، عمر، وعثمان رضي الله عنهم. أما على وآل البيت رضي الله عنهم فهم لم يرتدوا على زعمهم.

ولا شك أنهم في هذا كاذبون، وأن الخلفاء الأربعة كلهم لم يحصل منهم ردة ب'جماع المسلمين، وكذلك عامة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل منهم ردة بالإجماع المسلمين، إلا قوماً من الأعراب كانوا حديثي عهد بالإسلام لما مات النبي عليه الصلاة والسلام افتتنوا، وارتدوا على أدبارهم، ومنعوا الزكاة، حتى قاتلهم الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه، وعاد أكثرهم إلى الإسلام. ولكن الرافضة من شدة حنقهم وبغضهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تمسكوا بظاهر هذا الحديث.

أما أهل السنة والجماعة فقالوا: إن هذا الحديث عام يراد به الخاص، وما أكثر العام الذي يراد به الخاص. فقله: (أصحابي) يعني ليسوا كلهم، بل الذين ارتدوا على أدبارهم، لأن هكذا قيل للرسول عليه الصلاة والسلام: (إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم). ومعلوم أن الخلفاء الراشدين، عامة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرتدوا بالإجماع، ولو قدر أنهم ارتدوا لم يبق لنا ثقة بالشريعة. ولهذا كان الطعن في الصحابة يتضمن الطعن في شريعة الله، وستضمن الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتضمن الطعن بالله رب العالمين. الذين يطعنون في الصحابة تضمن طعنهم أربعة محاذير ومنكرات عظيمة والعياذ بالله: الطعن في الصحابة، والطعن في الشريعة، والطعن

তাদের মধ্যে আবু বকর, উমর এবং উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) রয়েছেন। পক্ষান্তরে আলী এবং আহলে বাইত (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর ব্যাপারে তাদের দাবি হলো যে, তাঁরা ধর্মত্যাগ করেননি।

নিঃসন্দেহে তারা এ বিষয়ে মিথ্যাবাদী। মুসলমানদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত বা ইজমা অনুযায়ী চার খলিফার কারো পক্ষ থেকেই কোনো ধর্মত্যাগের ঘটনা ঘটেনি। একইভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাধারণ সাহাবীগণের কারো পক্ষ থেকেও ইজমা অনুযায়ী কোনো ধর্মত্যাগ ঘটেনি; কেবল মরুবাসী বেদুইনদের একটি দল ব্যতীত যারা ইসলামে নতুন ছিল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর তারা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়, ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায় এবং যাকাত দিতে অস্বীকার করে। পরিশেষে খলিফায়ে রাশেদ আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং তাদের অধিকাংশই পুনরায় ইসলামের ছায়াতলে ফিরে আসে।

কিন্তু রাফেযীরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণের প্রতি তাদের তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে এই হাদীসের বাহ্যিক অর্থের ওপর ভিত্তি করে অটল থাকে।

পক্ষান্তরে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ বলেন: এই হাদীসটি এমন একটি ব্যাপক উক্তি যার দ্বারা বিশেষ একদলকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এমন অনেক ব্যাপক অর্থবোধক উক্তি রয়েছে যা দ্বারা মূলত বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকেই বোঝানো হয়। সুতরাং 'আমার সাহাবীগণ' বাক্যাংশ দ্বারা তারা সকলে উদ্দেশ্য নন, বরং কেবল তারাই উদ্দেশ্য যারা ধর্মত্যাগ করে পূর্বাবস্থায় ফিরে গিয়েছিল। কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এভাবেই অবহিত করা হয়েছিল যে: 'আপনি যখন থেকে তাঁদের ছেড়ে এসেছেন, তখন থেকেই তাঁরা ক্রমাগত ধর্মত্যাগ করে ফিরে যাচ্ছিল'। এটি সর্বজনবিদিত যে, খোলাফায়ে রাশেদীন এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাধারণ সাহাবীগণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে কোনো ধর্মত্যাগের কাজে লিপ্ত হননি। যদি ধরে নেওয়া হয় যে তাঁরা ধর্মত্যাগ করেছিলেন, তবে শরীয়তের ওপর আমাদের আর কোনো আস্থা অবশিষ্ট থাকে না। একারণেই সাহাবীগণের নিন্দা করা মানে আল্লাহর শরীয়তের নিন্দা করা, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিন্দা করা এবং বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহরই নিন্দা করার নামান্তর।

যারা সাহাবীগণের নিন্দা বা সমালোচনা করে, তাদের এই সমালোচনা চারটি বড় বিপদ ও জঘন্য অপকর্মকে অন্তর্ভুক্ত করে—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি: সাহাবীগণের নিন্দা করা, শরীয়তের নিন্দা করা এবং নিন্দা করা...

في النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في رب العالمين تبارك وتعالى، لكنهم قوم لا يفقهون (صُمْ بُكُمْ عُمِي فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ) (البقرة: من الآية 171).

أما كونه طعنًا في الشريعة: فلأن الذين نقلوا إلينا الشريعة هم الصحابة، وإذا كانوا مرتدين، والشريعة جاءت من طريقهم، فإنها لا تقبل لأن الكافر لا يقبل خبره، بل الفاسق أيضاً؛ كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا) (الحجرات: 6).

وأما كونه طعنًا برسول الله صلى الله عليه وسلم: فيقول: إذا كان أصحاب النبي بهذه المثابة من الكفر والفسوق، فهو طعن بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القرين على دين قرينه، وكل إنسان يعاب بقرينه إذا كان قرينه سيئاً؛ يقال: فلان ليس فيه خير؛ لأن قرناءه فلان وفلان وفلان من أهل الشر. فالطعن في الأصحاب طعن بالمصاحب.

وأما كونه بالله رب العالمين فظاهر جداً: أن يجعل أفضل الرسالات وأعماها وأحسنها على يد هذا الرجل الذي هؤلاء أصحابه، وأيضاً أن يجعل أصحاب هذا النبي الذي هو أفضل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. مثل هؤلاء الأصحاب الذين زعمت الرافضة أنهم ارتدوا على أدبارهم. ولهذا نعتقد أن هذه فرية عظيمة على الصحابة رضي الله عنهم، وعدوان على الله ورسوله وشريعة الله؛ ولا شك أننا نكن الحب لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولآل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين، ونرى أن لآله المؤمنين حقين: حق الإيمان، وحق قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) (الشورى: من الآية 23)، يعني إلا أن تودوا

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং বিশ্বজগতের প্রতিপালক—যিনি বরকতময় ও সুউচ্চ—তাঁর শানে কটুক্তি করা। কিন্তু তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা অনুধাবন করে না; (তারা বধির, মূক ও অন্ধ, তাই তারা বুঝে না) [আল-বাক্বারাহ: ১৭১]।

শরীয়তের প্রতি কটুক্তি হওয়ার বিষয়টি হলো: কারণ যারা আমাদের কাছে শরীয়ত পৌঁছে দিয়েছেন তারা হলেন সাহাবায়ে কেরাম। তারা যদি ধর্মত্যাগী হতেন এবং তাদের মাধ্যমেই যদি শরীয়ত এসে থাকে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হতো না; কারণ কাফেরের সংবাদ গ্রহণযোগ্য নয়, এমনকি ফাসেক বা পাপাচারীর সংবাদও নয়। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (হে মুমিনগণ! যদি কোনো পাপাচারী তোমাদের কাছে কোনো বার্তা নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা যাচাই করে নাও) [আল-হুজুরাত: ৬]।

আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কটুক্তি হওয়ার কারণ হলো: এটি বলা হয় যে, যদি নবীর সাহাবীগণ কুফর ও পাপাচারের এমন স্তরে থাকতেন, তবে তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই সমালোচনা বলে গণ্য হতো। কারণ সঙ্গী তার সঙ্গীর আদর্শের অনুসারী হয়। কোনো ব্যক্তির সঙ্গী যদি মন্দ হয়, তবে সেই সঙ্গীর কারণে ব্যক্তিটিও দোষী সাব্যস্ত হয়। বলা হয়ে থাকে: অমুকের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই; কারণ তার অমুক অমুক সঙ্গীরা মন্দ লোক। অতএব, সঙ্গীদের প্রতি কটুক্তি মানে যাকে সঙ্গ দেওয়া হচ্ছে তাঁরই প্রতি কটুক্তি।

আর বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি কটুক্তি হওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট: অর্থাৎ তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাধিক ব্যাপক ও সর্বোত্তম রিসালাত এমন এক ব্যক্তির হাতে অর্পণ করবেন যার সঙ্গীরা হবে এমন, এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী—তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক—তাঁর সাহাবীগণকে এমন স্তরের বানানো যাদের সম্পর্কে রাফেযীরা দাবি করে যে তারা দ্বীন থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ফিরে গিয়েছে। একারণেই আমরা বিশ্বাস করি যে, এটি সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর ওপর এক বিশাল অপবাদ এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আল্লাহর শরীয়তের বিরুদ্ধে এক চরম সীমালঙ্ঘন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত সাহাবী এবং তাঁর মুমিন পরিবার-পরিজনের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করি। আমরা মনে করি যে, তাঁর মুমিন পরিজনদের দুটি প্রাপ্য অধিকার রয়েছে: ঈমানের অধিকার এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাদের আত্মীয়তার অধিকার। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (বলুন: আমি এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে

কোনো প্রতিদান চাই না, কেবল আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ব্যতীত) [আশ-শূরা: ২৩], অর্থাৎ কেবল তোমরা যেন ভালোবাসা প্রদর্শন করো।

(ص: 312) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

قرايتي على أحد التفاسير. والتفسير الآخر لقوله تعالى: (إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) أي إلا أن تودوني لقرايتي منكم.

وعلى كل حال، فهذا الحديث ليس فيج مطمع للرافضة في القدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصدق إلا على من ارتدوا، أما من بقوا على الإسلام، وأجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم؛ فإنهم لا يدخلون في هذا الحديث، ويقال: إن الذي خصص هذا الحديث إجماع المسلمين على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يرتدوا، وإنما ارتدت طائفة قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ورجع أكثرهم إلى الإسلام. والله الموفق.

166 - الحادي عشر: عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال: (إنه لا يقتل الصيد، ولا يتكأ العدو، وإنه يفتأ العين، ويكسر السن) متفق عليه. وفي رواية: أن قريباً لابن مغفل حذف؛ فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: (إنها لا تصيد صيداً) ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تحذف؟! لا أكلبك أبداً.

এক তাফসির অনুযায়ী আমার নিকটাত্মীয়তা। আর মহান আল্লাহর বাণী: (নিকটাত্মীয়তার ভালোবাসা ব্যতীত) এর অন্য তাফসির হলো: অর্থাৎ আমার সাথে তোমাদের যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে তার খাতিরে তোমরা আমাকে ভালোবাসবে।

যাই হোক, এই হাদিসে রাফেযীদের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের নিন্দা করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ এই হাদিস কেবল তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যারা ধর্মত্যাগী হয়েছিল। পক্ষান্তরে যারা ইসলামের ওপর অটল ছিলেন এবং যাদের হিদায়াত ও প্রজ্ঞার বিষয়ে মুসলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন, তারা এই হাদিসের অন্তর্ভুক্ত নন। বলা হয়ে থাকে যে, এই হাদিসটিকে বিশেষায়িত করেছে মুসলিমদের সেই ইজমা বা ঐকমত্য যে, সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ধর্মত্যাগ করেননি; বরং কেবল একটি গোষ্ঠী ধর্মত্যাগ করেছিল যাদের বিরুদ্ধে আবু বকর সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যুদ্ধ করেছিলেন এবং তাদের অধিকাংশ পুনরায় ইসলামে ফিরে এসেছিলেন। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

* * *

১৬৬ — একাদশ: আবু সাঈদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'খাজফ' (দুই আঙুলের মাঝে রেখে কঙ্কর নিক্ষেপ) করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন: (নিশ্চয়ই এটি শিকারকে হত্যা করে না এবং শত্রুকে পরাস্ত করে না; বরং এটি চোখ উপড়ে ফেলে এবং দাঁত ভেঙে দেয়)। মুত্তাফাকুন আলাইহি (বুখারি ও মুসলিম)।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে: ইবনে মুগাফফাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর এক নিকটাত্মীয় কঙ্কর নিক্ষেপ করছিল; তিনি তাকে নিষেধ করলেন এবং বললেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঙ্কর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন: (নিশ্চয়ই এটি কোনো শিকার ধরে না)। অতঃপর সে পুনরায় তা করল। তখন তিনি বললেন: আমি তোমাকে বলছি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে নিষেধ করেছেন, আর তুমি পুনরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করছ! আমি তোমার সাথে কখনো কথা বলব না।

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: (إنه يقتل صيداً) وفي لفظ: (لا يصيد صيداً) (ولا ينكأ عدواً، وإنما يفتقأ العين ويكسر). والخذف: قال العلماء: معناه أن يضع الإنسان حصاه بين السبابة والإبهام، فيضع على الإبهام حصاة يدفعها بالسبابة، أو يضع على السبابة ويدفعها بالإبهام. وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلل ذلك بأنه يفتقأ العين وكسر السن إذا أصابه، (ولا يصيد الصيد) لأنه ليس له نفوذ (ولا ينكأ العدو) يعني لا يدفع العدو؛ لأن العدو إنما ينكأ بالسهم لا بهذه الحصاة الصغيرة. ثم إن قريباً له خرج بخذف، فنهاه عن الخذف وقال: أخبرتك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، ثم إنه رآه مرة ثانية يخذف فقال له: (أخبرتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، فجعلت تخذف!! لا أكلبك أبداً) فهجره؛ لأنه خالف نهى النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا كما فعل عبد بن عمر في أحد أبنائه، حين حدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله). فقال أحد أبنائه وهو بلال بن عبد الله بن عمر: (والله لمنعهن)؛ لأن النساء تغيرت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والناس تغيروا، فقال بلال: (والله لمنعهن). فأقبل عليه أبوه عبد الله ابن عمر، وجعل يسبه سباً عظيماً، ما سبه مثله قط، وقال: أحدثك عن

গ্রন্থকার — আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন — আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুই আঙুলের সাহায্যে পাথর নিক্ষেপ (খাজফ) করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন: “নিশ্চয়ই এটি কোনো শিকার হত্যা করে না।” অন্য বর্ণনায় রয়েছে: “এটি কোনো শিকার ধরে না এবং শত্রুকে পরাস্ত করে না; বরং এটি চোখ উপড়ে ফেলে এবং দাঁত ভেঙে ফেলে।”

‘খাজফ’ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম বলেন: এর অর্থ হলো মানুষ তার তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মাঝে ছোট পাথর রাখা; অর্থাৎ সে বৃদ্ধাঙ্গুলির ওপর পাথর রেখে তর্জনী দিয়ে তা নিক্ষেপ করে, অথবা তর্জনীর ওপর রেখে বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে নিক্ষেপ করে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটি করতে নিষেধ করেছেন এবং এর কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন যে, এটি যদি কাউকে আঘাত করে তবে তা চোখ উপড়ে দেয় এবং দাঁত ভেঙে ফেলে। আর “এটি শিকার ধরে না” কারণ এর কোনো ভেদ করার শক্তি নেই; এবং “শত্রুকে পরাস্ত করে না” অর্থাৎ এটি শত্রুকে হটিয়ে দিতে পারে না; কেননা শত্রুকে তীরের সাহায্যে প্রতিহত করা হয়, এই ছোট পাথর দিয়ে নয়। অতঃপর তাঁর এক আত্মীয় পাথর নিক্ষেপ করতে বের হলে তিনি তাকে তা করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন: “আমি তোমাকে জানিয়েছি যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এভাবে পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন।” এরপর তিনি তাকে দ্বিতীয়বার পাথর নিক্ষেপ করতে দেখে বললেন: “আমি তোমাকে খবর দিলাম যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটি করতে নিষেধ করেছেন, আর তুমি পাথর নিক্ষেপ করেই যাচ্ছ!! আমি তোমার সাথে কখনো কথা বলব না।” এভাবে তিনি তাকে বর্জন করলেন; কারণ সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিষেধাজ্ঞার অবাধ্যতা করেছিল।

এটি ঠিক তেমনই যেমনটি আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তাঁর এক ছেলের সাথে করেছিলেন। যখন ইবনে উমর বর্ণনা করলেন যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “তোমরা আল্লাহর দাসীদের আল্লাহর মসজিদে আসতে বাধা দিও না।” তখন তাঁর এক ছেলে বিলাল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন: “আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই তাদের বাধা দেব”; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগের পরে নারীদের মাঝে পরিবর্তন এসেছিল এবং মানুষও বদলে গিয়েছিল। বিলাল বললেন: “আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই তাদের বাধা দেব।” তখন তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর তাঁর দিকে

অগ্রসর হলেন এবং তাঁকে অত্যন্ত কঠোরভাবে তিরস্কার করলেন, যা তিনি ইতিপূর্বে কখনো করেননি। তিনি বললেন: “আমি তোমাকে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে হাদিস বর্ণনা করছি আর তুমি বলছ...”

(ص: 314) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن.
ثم هجرة حتى مات، لم يكلمه، فدل هذا على عظم تعظيم السلف الصالح لأتباع السنة.
فهذا عبد الله بن مغفل أقسم أن لا يكلم قريبه؛ لأنه حذف، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وهكذا يجب على كل مؤمن أن يعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
ولكن إذا قال قائل: هل مثل الأمر يوجب الهجر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هجر المؤمن فوق ثلاث؟ .
فالجواب عن هذا: أن هذين الصحابييين - وأمثالهما ممن فعل مثل فعلهما - فعلا ذلك من باب التعزير، ورأياً في هذا تعزير لهذين الرجلين، وإلا فالأصل أن المؤمن إذا فعل ذنباً وتاب منه، فإنه يغفر له ما سلف، حتى الكفار إذا تابوا غفر الله لهم ما سبق.

قال الله تعالى: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) (الأنفال: من الآية 38) كل ما مضى.

ولكن نظراً لأن هذين الصحابييين رضي الله عنهما، أرادا أن يعزرا من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، إما بقوله وما بفعله، ولو عن اجتهاد لأن بلال بن عبد الله بن عمر، إنما قال ذلك عن اجتهادٍ، لكن لا

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী সত্ত্বেও তিনি বলছিলেন: "আল্লাহর শপথ, আমরা অবশ্যই তাদেরকে বাধা দেব।"

অতঃপর তিনি মৃত্যু পর্যন্ত তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকলেন, তার সাথে আর কথা বলেননি। এটি সুন্নাহর অনুসরণের প্রতি সালাফে সালাহীনের সুমহান শ্রদ্ধাবোধের প্রমাণ দেয়। আর এই আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল শপথ করেছিলেন যে তিনি তার নিকটাত্মীর সাথে কথা বলবেন না; কারণ সে কঙ্কর নিক্ষেপ (খাযফ) করেছিল, অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঙ্কর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছিলেন। এভাবেই প্রত্যেক মুমিনের জন্য নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সুন্নাহকে সম্মান করা আবশ্যিক।

তবে যদি কেউ প্রশ্ন করেন: এ জাতীয় বিষয় কি সম্পর্কচ্ছেদ বা বর্জন করাকে আবশ্যিক করে? অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো একজন মুমিনের সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে নিষেধ করেছেন।

এর উত্তর হলো: এই দুই সাহাবী—এবং তাঁদের মতো যারা এমনটি করেছেন—তা করেছেন মূলত শাসনমূলক শাস্তিস্বরূপ (তা'যীর)। তাঁরা একে এই দুই ব্যক্তির জন্য শাসন হিসেবে গণ্য করেছিলেন। অন্যথায় মূল নিয়ম হলো, কোনো মুমিন যখন কোনো পাপ করে এবং তা থেকে তাওবাহ করে, তখন তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়; এমনকি কাফেররা যদি তাওবাহ করে, তবে আল্লাহ তাদেরও পূর্বের সবকিছু ক্ষমা করে দেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (আপনি কাফেরদের বলে দিন, যদি তারা বিরত হয়, তবে তাদের অতীতে যা গত হয়েছে তা ক্ষমা করা হবে) (সূরা আল-আনফাল: ৩৮ নং আয়াতের অংশ) অর্থাৎ যা কিছু গত হয়েছে।

কিন্তু যেহেতু এই দুই সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) চেয়েছিলেন সেই ব্যক্তিকে শাসন করতে যে নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের নির্দেশের বিরোধিতা করেছিল, চাই তা মৌখিক হোক বা কার্যগত; যদিও তা ইজতিহাদ বা ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। কেননা বিলাল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর কেবল ইজতিহাদের ভিত্তিতেই তা বলেছিলেন, কিন্তু না...

ينبغي للإنسان أن يعارض قول الرسول هذه المعارضة الظاهرة، ولو أنه قال مثلاً: لعل النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهن في زمن كانت النيات فيه سلبية، والأعمال مستقيمة، وتغيرت الأحوال بعد ذلك، وأتى بالكلام على هذا الوجه، لكان أهون. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها وهي فقيهة: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء من بعده لمنعهن - يعني من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. ولكن على كل حال ما فعله عبد الله بن مغفل، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يدل على تعظيم السنة، وأن الإنسان يجب أن يقول في حكم الله ورسوله: سبعتنا وأطعنا. والله الموفق.

167 - وعن عباس بن ربيعة قال: (رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر - يعني الأسود - ويقول: (إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك) متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في باب الأمر باتباع السنة وآدابها، فقد كان رضي الله عنه يطوف بالكعبة، فقبل الحجر الأسود، والحجر كما نعلم حجر من الأرض

কোনো মানুষের জন্য রাসূলের বাণীর বিরুদ্ধে এমন প্রকাশ্য বিরোধিতা করা উচিত নয়। বরং তিনি যদি উদাহরণস্বরূপ এভাবে বলতেন যে: সম্ভবত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের এমন এক সময়ে অনুমতি দিয়েছিলেন যখন মানুষের নিয়তসমূহ ছিল স্বচ্ছ এবং

আমলসমূহ ছিল সঠিক, কিন্তু পরবর্তীতে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে; তিনি যদি কথাটি এভাবে উপস্থাপন করতেন তবে তা অধিকতর সহনীয় হতো।

এই কারণেই আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) — যিনি একজন ফকীহ বা বিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন — বলেছেন: "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যদি তাঁর পরবর্তী সময়ে মহিলারা যা শুরু করেছে তা দেখতেন, তবে অবশ্যই তিনি তাদের মসজিদে যাওয়া থেকে নিষেধ করতেন, যেমনিভাবে বনী ইসরাঈল তাদের নারীদের নিষেধ করেছিল।" যাই হোক, আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) যা করেছেন, তা সুন্নাহর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনেরই পরিচায়ক। আর আল্লাহর বিধান ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের ক্ষেত্রে মানুষের জন্য এটাই বলা কর্তব্য যে: "আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম।" আল্লাহই সঠিক পথের দিশারী।

* * *

১৬৭ — আব্বাস ইবনে রাবিআহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে পাথরটি — অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ — চুম্বন করতে দেখেছি। তখন তিনি বলছিলেন: 'আমি জানি যে তুমি কেবল একটি পাথর, তুমি কোনো উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা রাখো না। যদি আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তবে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।'" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাখ্যা]

সুন্নাহর অনুসরণ এবং এর আদবসমূহ সংক্রান্ত অধ্যায়ে লেখক (রহিমাল্লাহ) উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তা হলো: তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন কাবার তাওয়াফ করছিলেন, তখন হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন। আর এই পাথরটি, যেমনটি আমরা জানি, পৃথিবীর সাধারণ পাথরের মতোই একটি পাথর মাত্র।

جعل في هذا الركن.

وشرع الله سبحانه وتعالى لعباده أن يقبلوه؛ لكمال الذل والعبودية، ولهذا قال عمر رضي الله عنه حين قبله (إني لأعلم حجر أنك لا تضر ولا تنفع). وصدق رضي الله عنه، فإن الأحجار لا تضر ولا تنفع. الضرر والنفع بيد الله عز وجل كما قال تعالى: (قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ (المؤمنون: 88-89)).

ولكن بين - رضي الله عنه - أن تقبيله إياه لمجرد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال (ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك) يعني فأنا أقبلك اتباعاً للسنّة، لا رجاء للنفع، أو خوف الضرر؛ ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولهذا لا يشرع أن يقبل شيء من الكعبة المشرفة إلا الحجر الأسود فقط، أما الركن اليماني فيستلم - يعني يسح ولا يقبل. والحجر الأسود أفضل شيء أن يمسحه بيده اليماني ويقبله، فإن لم يمكن استلمه وقبل يده، فإن

এটি এই কোণে স্থাপন করা হয়েছে।

আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য এটি চুম্বন করা বিধিবদ্ধ করেছেন; চরম বিনয় ও দাসত্বের পূর্ণতা প্রকাশের নিমিত্তে। একারণেই উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এটি চুম্বন করার সময় বলেছিলেন, (নিশ্চয়ই আমি জানি যে তুমি একটি পাথর মাত্র, তুমি কোনো ক্ষতিও করতে পারো না এবং কোনো উপকারও করতে পারো না)। তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সত্যই বলেছেন, কেননা পাথর কোনো অপকার বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না। ক্ষতি ও উপকার মহান আল্লাহর হাতে, যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: (বলুন, 'কার হাতে সমস্ত কিছুর রাজত্ব, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যাঁর বিরুদ্ধে কোনো আশ্রয় নেই, যদি তোমরা জান?' তারা বলবে, 'আল্লাহর') (আল-মুমিনুন: ৮৮-৮৯)।

তবে তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁর এই চুম্বন ছিল নিছক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুকরণের উদ্দেশ্যে। তিনি বলেছিলেন, (আর আমি

যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তবে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না। অর্থাৎ আমি সুন্নাহের অনুসরণে তোমাকে চুম্বন করছি; উপকারের আশায় কিংবা ক্ষতির ভয়ে নয়, বরং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা করেছেন বলেই করছি। একারণেই সম্মানিত কাবার হাজারে আসওয়াদ ব্যতীত অন্য কোনো অংশ চুম্বন করা শরীয়তসম্মত নয়। আর রুকনে ইয়ামানি কেবল 'ইস্তিলাম' করতে হয়—অর্থাৎ হাত দিয়ে স্পর্শ করতে হয়, চুম্বন নয়। আর হাজারে আসওয়াদের ক্ষেত্রে উত্তম পন্থা হলো ডান হাত দিয়ে তা স্পর্শ করা এবং তাতে চুম্বন করা। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে সেটি স্পর্শ করবে এবং নিজের হাতে চুম্বন করবে। আর যদি...

(ম: 317) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

لم يمكن أشار إليه بشيء معه أو بيده، ولكن لا يقبل ما أشار به، لأن هذا الذي أشار به لم يمس الحجر حتى يقبله. أما الركن اليماني فليس فيه إلا استلام فقط، ويكون الاستلام باليد اليمنى. ونرى بعض الجهال الذين لا يدرون لماذا استلموا هذا الحجر يستلم باليد اليسرى، واليد اليسرى كما قال أهل العلم: لا تستعمل إلا في الأذى، في القذر والنجاسات وما أشبهها، أما أن تعظم بها شعائر الله فلا.

ثم أن بقية الأركان: الركن الشامي، والعراقي، يعني الشمالي الشرقي والشمالي الغربي، هذان الركنان لا يقبلان ولا يمسحان، وذلك لأنها ليس على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذلك أن قريشاً لما أرادوا بناء الكعبة، قالوا: لن نبنها إلا ببال طيب، لا نبتها بأموال الربا، وانظر كيف عظم الله بيته حتى على أيدي الكفار، فجمعوا البال الطيب، فلم يكف لبنائها على قواعد إبراهيم، ثم فكروا من أي جانب

ينقصوها. قالوا ننقصها من الشمال؛ لأن الجانب اليماني الجنوبي فيه الحجر الأسود، ولا يمكن أن ننقصها من جانب الحجر الأسود، فتقصوها من هناك، قلم تكن على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لذلك لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يمسح الركن الشمالي الشرقي ولا الركن الشمالي الغربي.

ولما طاف معاوية رضي الله عنه ذات سنة، وكان معه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، جعل معاوية يمسح الأركان الأربعة؛ الحجر الأسود، والركن اليماني، والشمالي، والغربي، فقال له ابن عباس: كيف

যদি সম্ভব না হয়, তবে তিনি তাঁর সাথে থাকা কোনো বস্তু বা হাত দিয়ে সেটির দিকে ইশারা করবেন; কিন্তু তিনি যে বস্তু দিয়ে ইশারা করেছেন তাতে চুমু খাবেন না। কারণ, যে বস্তু দিয়ে ইশারা করা হয়েছে তা পাথরটিকে স্পর্শ করেনি যে তাতে চুমু খেতে হবে।

পক্ষান্তরে রুকনে ইয়ামানি-এর ক্ষেত্রে কেবল স্পর্শ (ইস্তিলাম) করা বিধেয় এবং এই স্পর্শ ডান হাত দিয়েই হতে হবে। আমরা কিছু অজ্ঞ ব্যক্তিকে দেখি, যারা জানে না কেন তারা এই পাথরটি স্পর্শ করছে, তারা বাম হাত দিয়ে তা স্পর্শ করে। অথচ আলেমগণ যেমনটি বলেছেন: বাম হাত কেবল কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ, ময়লা-আবর্জনা ও নাপাকি পরিষ্কার বা অনুরূপ কাজেই ব্যবহৃত হয়। তবে আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে এর মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন করা সমীচীন নয়।

অতঃপর অন্যান্য রুকন বা কোণসমূহ: রুকনে শামি ও রুকনে ইরাকি অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম কোণ—এই দুটি কোণে চুমু খাওয়া হয় না এবং এগুলো স্পর্শও করা হয় না। এর কারণ হলো, এই দুটি ইবরাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের রাখা ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কেননা কুরাইশরা যখন কাবা পুনর্নির্মাণের সংকল্প করেছিল, তখন তারা বলেছিল: 'আমরা কেবল পবিত্র উপার্জনের অর্থ দিয়েই এটি নির্মাণ করব, সুদের অর্থ এতে ব্যয় করব না।' দেখুন, আল্লাহ তাআলা কাফিরদের মাধ্যমেও তাঁর ঘরকে কেমন মহিমান্বিত করেছেন! এরপর তারা পবিত্র অর্থ সংগ্রহ করল, কিন্তু ইবরাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মূল ভিত্তির ওপর পূর্ণাঙ্গ নির্মাণের জন্য সেই অর্থ যথেষ্ট ছিল না। তখন তারা চিন্তা করল কোন দিক থেকে অংশ কমানো যায়। তারা বলল যে, আমরা উত্তর দিক থেকে এটি কমিয়ে দেব; কারণ দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ইয়ামানি অংশে হাজারে আসওয়াদ রয়েছে, আর

হাজরে আসওয়াদের দিক থেকে কমানো সম্ভব নয়। ফলে তারা সেখান থেকে অংশ কমিয়ে দিল, তাই এটি ইবরাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ভিত্তির ওপর অবশিষ্ট থাকল না। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর-পূর্ব বা উত্তর-পশ্চিম কোণে চুমু খাননি এবং সেগুলো স্পর্শও করেননি।

একদা মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন তাওয়াফ করছিলেন এবং তাঁর সাথে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ছিলেন, তখন মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু চারটি কোণই—অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ, রুকনে ইয়ামানি, উত্তর কোণ এবং পশ্চিম কোণ—স্পর্শ করতে লাগলেন। তখন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাঁকে বললেন: আপনি কেন...

(ম: 318) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

تمسح الركنين الشماليين، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يمسح إلا الركن اليماني والحجر الأسود؟ فقال معاوية: إنه ليس شيء من البيت مهجوراً. يعني البيت لا يهجر، كله يحترم ويعظم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما وهو أفقه من معاوية قال: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) (الأحزاب: من الآية 21)، وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح إلا الركنين اليمانيين، يعني ركن الحجر الأسود والركن اليماني، فقال له معاوية: صدقت ورجع إلى قوله. لأن الخلفاء فيها سبق. وإن كانوا كالمملوك في الأبهة والعظمة. لكنهم كانوا يرجعون إلى الحق، ولهذا رجع معاوية رضي الله عنه إلى الحق، وقال له: صدقت، وترك مسح الركنين الشمالي الشرقي والشمالي الغربي.

وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن عمر رضي الله عنه دليل على جهالة أولئك القوم الذين نشاهدهم، يقف أحدهم عن الركن اليماني فيمسحه بيده، ويكون معه

طفل فد حبله، فيمسح الطفل بيده يتبرك بالركن، وكذلك لو تيسر له لمسح على
الحجر الأسود، مسح الطفل للبركة، وهذا لا شك أنه بدعة، وأنه نوع من الشرك
الأصغر؛ لأن هؤلاء جعلوا ما ليس سبباً سبباً، والقاعدة: أن كل أحد يجعل شيئاً
سبباً لشيء بدون إذن من الشارع فإنه يكون مبتدعاً، ولهذا يجب على من رأى
أحداً

আপনি উত্তর দিকের কোণ দুটি স্পর্শ করছেন, অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
কেবল রুকনে ইয়ামানি ও হাজরে আসওয়াদ ব্যতীত অন্য কিছু স্পর্শ করতেন না। তখন
মুয়াবিয়া (রা.) বললেন: আল্লাহর ঘরের কোনো অংশই বর্জনীয় নয়। অর্থাৎ পুরো ঘরটিই
সম্মান ও মর্যাদার পাত্র, এর কোনো অংশকে অবজ্ঞা করা যাবে না। তখন ইবনে আব্বাস
(রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)—যিনি মুয়াবিয়া (রা.) অপেক্ষা অধিক ফকিহ বা বিজ্ঞ ছিলেন—বললেন:
(রাসূলুল্লাহর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ) (সূরা আল-আহযাব: ২১ নম্বর
আয়াতের অংশ)। আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কেবল ইয়ামানি কোণ দুটিই
স্পর্শ করতে দেখেছি, অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ সংলগ্ন কোণ এবং রুকনে ইয়ামানি। তখন
মুয়াবিয়া (রা.) তাকে বললেন: আপনি সত্য বলেছেন, এবং তিনি তার মত পরিবর্তন করে
ইবনে আব্বাসের কথা গ্রহণ করলেন। কারণ পূর্ববর্তী খলিফাগণ—যদিও তাঁরা শান-শওকত ও
আভিজাত্যের দিক থেকে রাজাদের মতো ছিলেন—কিন্তু তাঁরা সর্বদা সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন
করতেন। এজন্যই মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সত্যের দিকে ফিরে এলেন এবং তাঁকে
বললেন: আপনি সত্য বলেছেন। অতঃপর তিনি উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম কোণ দুটি স্পর্শ করা
বর্জন করলেন।

লেখক উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন, তা ঐসব লোকদের
অজ্ঞতার প্রমাণ বহন করে যাদের আমরা দেখি; তাদের কেউ রুকনে ইয়ামানির কাছে দাঁড়িয়ে
হাত দিয়ে তা স্পর্শ করে, আবার তার সাথে থাকা শিশুটিকে বহন করে শিশুটির হাত দিয়েও
রুকনটি স্পর্শ করায় যাতে শিশুটি বরকত লাভ করে। একইভাবে যদি তার পক্ষে সম্ভব হয়,
তবে হাজরে আসওয়াদের ক্ষেত্রেও সে বরকতের আশায় শিশুটিকে দিয়ে তা স্পর্শ করায়। এতে
কোনো সন্দেহ নেই যে এটি একটি বিদআত এবং এক প্রকার ছোট শিরক; কারণ এই লোকেরা

এমন একটি বিষয়কে 'মাধ্যম' হিসেবে গ্রহণ করেছে যা প্রকৃতপক্ষে শরিয়ি কোনো মাধ্যম নয়। আর মূলনীতি হলো: যে ব্যক্তিই শরিয়তদাতার (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের) অনুমতি ব্যতীত কোনো কিছুকে কোনো কিছুর মাধ্যম বা কারণ হিসেবে সাব্যস্ত করবে, সে বিদআতি হিসেবে গণ্য হবে। তাই যে ব্যক্তি কাউকে এমনটি করতে দেখবে তার ওপর কর্তব্য হলো—

(ص: 319) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

يفعل هذا أن ينصحه، يقول له: (هذا غير مشروع، هذا بدعة) حتى لا يظن الناس أن الأحجار تنفع أو تضر، ثم تتعلق قلوبهم بها في شيء أكبر وأعظم من هذا. وقد بين أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه لا يفعل ذلك إلا اتباعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه يعلم أنه لا ينفع ولا يضر، وفي هذا دليل على أن كمال التعبد أن ينقاد الإنسان لله عز وجل، سواء عرف السبب والحكمة في المشروعية أم لم يعرف. فعلى المؤمن إذا قيل له أفعل؛ أن يقول: سبعا وأطعنا، وإن عرفت الحكمة فهو نور على نور، وإن لم تعرف فالحكمة أمر الله - تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.

ولهذا قال الله في كتابه: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) (الأحزاب: من الآية 36). وسئلت عائشة رضي الله عنها لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، كأنها رضي الله عنها تقول: إن وظيفة المؤمن أن يعمل بالشرع، سواء عرف الحكمة أم لم يعرفها، وهذا هو الصواب.

نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمْ اتِّبَاعَ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْ يَتُوفَانَا عَلَيْهَا، وَأَنْ يَحْشُرَنَا فِي زَمَرَّتِهِ، إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ.

এটি করার সময় তাকে উপদেশ দিতে হবে, তাকে বলতে হবে: (এটি শরিয়তসম্মত নয়, এটি বিদআত) যাতে মানুষ এই ধারণা না করে যে পাথর কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে, অন্যথায় তাদের অন্তর এর চেয়েও বড় এবং গুরুতর কোনো বিষয়ে এগুলোর সাথে জড়িয়ে পড়বে।

আমিরুল মুমিনীন উমর (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন) এটি স্পষ্ট করেছেন যে, তিনি কেবল নবী (আল্লাহর শান্তি ও আশীর্বাদ তাঁর ওপর বর্ষিত হোক)-এর সুন্নাতের অনুসরণের উদ্দেশ্যেই এমনটি করছেন, নতুবা তিনি জানতেন যে এটি কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। এর মধ্যে এই প্রমাণ নিহিত রয়েছে যে, ইবাদতের পূর্ণতা হলো মানুষের মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর অনুগত হওয়া, চাই সে শরিয়তের বিধানের কারণ ও রহস্য জানুক কিংবা না জানুক। সুতরাং মুমিনের ওপর যখন কোনো নির্দেশ আসে, তখন তার কর্তব্য হলো এটি বলা যে: "আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম"। যদি রহস্য জানা যায় তবে তা আলোর ওপর আলো, আর যদি জানা না যায় তবে মহান আল্লাহর নির্দেশ এবং তাঁর রাসূল (আল্লাহর শান্তি ও আশীর্বাদ তাঁর ওপর বর্ষিত হোক)-এর আনুগত্য করাই প্রকৃত রহস্য।

এই কারণেই আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন: (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে ফয়সালা দিলে কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর সেই বিষয়ে নিজেদের কোনো ইখতিয়ার বা পছন্দের অধিকার থাকে না) (সূরা আল-আহযাব: ৩৬ নং আয়াতের অংশ)। আয়েশা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, ঋতুবতী নারী কেন রোজা কাজা করে কিন্তু নামাজের কাজা করে না? উত্তরে তিনি বলেছিলেন: "আমাদের সাথে এমনটি ঘটত এবং আমাদের রোজা কাজা করার নির্দেশ দেওয়া হতো কিন্তু নামাজের কাজা করার নির্দেশ দেওয়া হতো না।" যেন তিনি (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন) একথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে: মুমিনের দায়িত্ব হলো শরিয়ত অনুযায়ী আমল করা, চাই সে এর রহস্য জানুক বা না জানুক। আর এটিই হলো সঠিক পথ।

আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের ও আপনাদের নবী (আল্লাহর শান্তি ও আশীর্বাদ তাঁর ওপর বর্ষিত হোক)-এর সুন্নাতের অনুসরণের তাওফিক দান করেন, আমাদের

সেই সূন্নাহের ওপর মৃত্যু দান করেন এবং কিয়ামতের দিন তাঁর দলের অন্তর্ভুক্ত করে আমাদের হাশর করেন। নিশ্চয়ই তিনি মহান দাতা ও অত্যন্ত দয়ালু।

(ص: 320) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

17 . باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى

وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهى عن منكر

قال تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّوْا تَسْلِيمًا) (النساء: 65) .

وقال الله تعالى: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (النور: 51) .

وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله وغيره من الأحاديث فيه.

168 . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ)

১৭ — মহান আল্লাহর বিধানের প্রতি আনুগত্যের আবশ্যকতা বিষয়ক পরিচ্ছেদ

যাকে এর দিকে আহ্বান করা হয় এবং যাকে সৎকাজের আদেশ কিংবা অসৎকাজে নিষেধ করা হয় তার উক্তি প্রসঙ্গে

মহান আল্লাহ বলেন: “অতএব না, আপনার রবের শপথ! তারা মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের ফয়সালার ভার আপনার ওপর ন্যস্ত করে, অতঃপর আপনি যে ফয়সালা প্রদান করবেন সে সম্পর্কে তাদের মনে কোনো প্রকার সংকীর্ণতা না থাকে এবং তারা তা পূর্ণরূপে মেনে নেয়।” (সূরা আন-নিসা: ৬৫) ।

মহান আল্লাহ আরও বলেন: “মুমিনদের উক্তি তো এই যে, যখন তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে: আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম। আর তারাই হলো সফলকাম।” (সূরা আন-নূর: ৫১) ।

এ বিষয়ে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদীসটি এবং অন্যান্য হাদীসসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১৬৮ — আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর এই আয়াত অবতীর্ণ হলো: “আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তোমাদের মনে যা আছে তা তোমরা প্রকাশ করো কিংবা গোপন করো, আল্লাহ তোমাদের নিকট থেকে তার হিসাব গ্রহণ করবেন।”

(ص: 321) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

(البقرة: من الآية 284) ، أشد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم برکوا على الركب فقالوا: أي رسول الله ، كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والجهاد والصيام والصدقة ، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيعها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك البصير) قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك البصير. فلما اقترأها القوم ، وذلت بها ألسنتهم؛ أنزل الله تعالى في أثرها: (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ

وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (البقرة: 285) ، فلما

(আল-বাকারা: ২৮৪ নং আয়াতের অংশ), বিষয়টি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াল। তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলেন এবং হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। এরপর তারা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ওপর এমন সব আমলের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে যা পালন করা আমাদের সাধ্যের মধ্যে, যেমন: সালাত, জিহাদ, সিয়াম ও সদকা। কিন্তু আপনার ওপর এই আয়াতটি নাযিল হয়েছে যা পালন করার সামর্থ্য আমাদের নেই। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: (তোমরা কি তোমাদের পূর্ববর্তী দুই কিতাবধারীদের মতো বলতে চাও যে: আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম? বরং তোমরা বলো: আমরা শ্রবণ করলাম ও আনুগত্য করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন) তারা বললেন: আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন। যখন লোকেরা এটি পাঠ করল এবং তাদের জিহ্বা এতে অভ্যস্ত হয়ে গেল, তখন আল্লাহ তাআলা এর পরপরই নাযিল করলেন: (রাসূল তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছেন এবং মুমিনগণও। প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতাগণের ওপর, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর এবং তাঁর রাসূলগণের ওপর। আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। তারা আরও বলে: আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার নিকটেই আমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল) (আল-বাকারা: ২৮৫), অতঃপর যখন...

(ص: 322) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

فعلوا ذلك نسخها

الله تعالى؛ فأنزل عز وجل: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) قال: نعم (رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا) قال: نعم (رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ) قال: نعم (وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) (البقرة: 286) ، قال: نعم) رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله: (باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى ...) ثم ذكر آيتين سبق الكلام عليهما، منهما قوله تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) (النساء: 65) .

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزل الله على نبيه هذه الآية (وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ) (البقرة: 284) ، كبر ذلك عليهم وشق عليهم ذلك؛ لأن ما في النفس من الحديث أمر لا ساحل له، فالشيطان يأتي الإنسان ويحدثه في نفسه بأشياء منكرة عظيمة، منها ما يتعلق بالنفس، ومنها ما يتعلق بالبال، أشياء كثيرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان ، الله عز وجل يقول: (وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ) (البقرة: 284) فإذا كان كذلك؛ هلك الناس.

فجاء الصحابة، رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجثوا على ركبهم، وقد فعلوا ذلك من شدة الأمر. فالإنسان إذا نزل به أمر شديد يجثو على ركبتيه، وقالوا: يا رسول الله؛ إن الله تعالى أمرنا بنا نطيع؛ الصلاة، والجهد، والصيام، والصدقة،

فَنَصْلِي، وَنَجَاهِد، وَنَتَصَدَّق، وَنُصُوم. لَكِنَّهُ أُنْزِلَ هَذِهِ الْآيَةُ: (وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ) (البقرة: 284) وهذه شديدة عليهم لا أحد يطيق أن يمنع نفسه عما تحدثه به من الأمور التي لو حوسب عليها لهلك.

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِينَ مِنْ قَبْلَكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا) أَهْلُ الْكِتَابِينَ هُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. فَالْيَهُودُ كَتَابَهُمُ التَّوْرَةُ، وَهِيَ أَشْرَفُ الْكُتُبِ الْمَنْزُلةِ بَعْدَ الْقُرْآنِ. وَالنَّصَارَى كَتَابَهُمُ الْإِنْجِيلُ وَهُوَ مَتَمُّ لِلتَّوْرَةِ. وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى عَصَوْا أَنْبِيَاءَهُمْ وَقَالُوا: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، فَهَلْ تَرِيدُونَ أَنْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ؟ (وَلَكِنْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ). هَكَذَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا سَمِعَ أَمْرَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ يَقُولَ: (سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) وَيُمَثِّلُ بِقَدْرِ مَا يَسْتَطِيعُ، وَلَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا، وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الْيَوْمَ يَأْتِي إِلَيْكَ يَقُولُ: إِنْ الرِّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَذَا، هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَوْ سُنَّةٌ؟ وَالوَاجِبُ أَنَّهُ إِذَا أَمَرَكَ فَاَفْعَلْ؛ إِنْ كَانَ وَاجِبًا فَقَدْ أُبْرأتِ الزِّمَةُ، وَحَصَلَتْ خَيْرًا، وَإِنْ كَانَ مُسْتَحَبًّا فَقَدْ حَصَلَتْ خَيْرًا أَيْضًا. أَمَّا أَنْ تَقُولَ: أَهُوَ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ؟! وَتَتَوَقَّفَ عَنِ الْعَمَلِ حَتَّى تَعْرِفَ، فَهَذَا لَا يَمُونُ إِلَّا مِنْ إِنْسَانٍ كَسُولٍ لَا يَحِبُّ الْخَيْرَ

তারা তা করার পর মহান আল্লাহ তা রহিত করে দিলেন; ফলে মহা পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন: (আল্লাহ কোনো সত্তার ওপর তার সাধ্যাতীত কোনো বোঝা চাপিয়ে দেন না; সে যা অর্জন করেছে তা তারই জন্য এবং সে যা কামাই করেছে তা তারই ওপর বর্তাবে। হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদের পাকড়াও করবেন না) তিনি (আল্লাহ) বললেন: হ্যাঁ। (হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ওপর এমন গুরুভার অর্পণ করবেন না, যেমন আপনি আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর অর্পণ করেছিলেন) তিনি বললেন: হ্যাঁ। (হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ওপর এমন ভার চাপিয়ে দেবেন না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই) তিনি বললেন: হ্যাঁ। (আপনি আমাদের মার্জনা করুন, আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই আমাদের অভিভাবক; সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন) (আল-বাকারাহ: ২৮৬), তিনি বললেন: হ্যাঁ। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) বলেছেন: (মহান আল্লাহর বিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের আবশ্যিকতা পরিচ্ছেদ...) এরপর তিনি এমন দুটি আয়াত উল্লেখ করেছেন যে বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো মহান আল্লাহর বাণী: (না, আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক বিবাদপূর্ণ বিষয়ে আপনাকে বিচারক হিসেবে মেনে নেয়) (আন-নিসা: ৬৫)।

অতঃপর তিনি আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, যখন আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর ওপর এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন: (তোমাদের মনের ভেতরে যা আছে তা প্রকাশ করো কিংবা গোপন রাখো, আল্লাহ তোমাদের থেকে তার হিসাব গ্রহণ করবেন) (আল-বাকারাহ: ২৮৪), তখন এটি সাহাবায়ে কিরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর কাছে অত্যন্ত কঠিন ও ভারী মনে হলো। কারণ মনের ভেতরের চিন্তার কোনো কূল-কিনারা নেই। শয়তান মানুষের কাছে আসে এবং তার মনে অনেক বড় বড় গর্হিত বিষয় জাগ্রত করে; তার কিছু নফস সম্পর্কিত, আবার কিছু ধন-সম্পদ সম্পর্কিত। শয়তান মানুষের অন্তরে এমন অনেক কিছুই নিক্ষেপ করে। আর মহান আল্লাহ বলেছেন: (তোমাদের মনের ভেতরে যা আছে তা প্রকাশ করো কিংবা গোপন রাখো, আল্লাহ তোমাদের থেকে তার হিসাব গ্রহণ করবেন) (আল-বাকারাহ: ২৮৪)। বিষয়টি যদি এমনই হয়, তবে তো মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে।

অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এলেন এবং বিষয়ের গুরুত্ব ও কঠিনতার কারণে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। মানুষ যখন কোনো কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, তখন সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। তারা বললেন: হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহ তাআলা আমাদের এমন সব বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন যা আমাদের সাধ্যের মধ্যে; যেমন সালাত, জিহাদ, সিয়াম ও সদকা। ফলে আমরা সালাত আদায় করি, জিহাদ করি, সদকা দিই এবং সিয়াম পালন করি। কিন্তু তিনি এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেছেন: (তোমাদের মনের ভেতরে যা আছে তা প্রকাশ করো কিংবা গোপন রাখো, আল্লাহ তোমাদের থেকে তার হিসাব গ্রহণ করবেন) (আল-বাকারাহ: ২৮৪)। এটি তাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন

ছিল; কারণ মনের ভেতরের এমন সব চিন্তা যা থেকে নিজেকে বিরত রাখার সাধ্য কারো নেই, যার জন্য হিসাব নেওয়া হলে মানুষ ধ্বংস হয়ে যেত।

তখন নবি (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বললেন: (তোমরা কি তোমাদের পূর্ববর্তী দুই কিতাবধারীদের মতো বলতে চাও যে, 'আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম'?) দুই কিতাবধারী বলতে ইহুদি ও নাসারাদের বোঝানো হয়েছে। ইহুদিদের কিতাব হলো তাওরাত, যা কুরআনের পর অবতীর্ণ কিতাবসমূহের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ। আর নাসারাদের কিতাব হলো ইঞ্জিল যা তাওরাতের পরিপূরক। ইহুদি ও নাসারারা তাদের নবীদের অবাধ্য হয়েছিল এবং বলেছিল: 'আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম'। তোমরা কি তাদের মতো হতে চাও? (বরং তোমরা বলো: আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল)। একজন মুসলিমের জন্য এমনটাই হওয়া উচিত যে, যখন সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ শুনবে তখন বলবে: (আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম) এবং সাধ্যমতো তা পালন করবে। কেননা আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো নির্দেশ দেন না। অথচ আজ অনেক মানুষ আপনার কাছে এসে বলে: রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তো এই নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তা কি ওয়াজিব নাকি সুন্নাত? অথচ নিয়ম হলো, যখন তিনি আপনাকে কোনো নির্দেশ দেবেন তখন তা পালন করবেন; যদি তা ওয়াজিব হয় তবে আপনার জিম্মাদারি আদায় হলো এবং আপনি কল্যাণ লাভ করলেন, আর যদি তা মুস্তাহাব হয় তবুও আপনি কল্যাণ লাভ করলেন। কিন্তু আপনি যদি বলেন—এটি কি ওয়াজিব না কি মুস্তাহাব?! এবং জানার আগ পর্যন্ত আমল থেকে বিরত থাকেন, তবে এমনটা কেবল সেই অলস ব্যক্তির দ্বারাই সম্ভব যে কল্যাণকে ভালোবাসে না।

(ص: 323) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

ولا الزيادة فيه. أما الإنسان الذي يحب الزيادة في الخير، فهو إذا علم أمر الله ورسوله قال: سبعنا وأطعنا ثم فعل، ولا يسأل أهو واجب أو مستحب، إلا إذا خالف، فحينئذ يسأل، ويقول: أنا فعلت كذا وقد أمر النبي صلى

الله عليه وسلم بكذا فهل على من إثم؟ ولهذا لم نعهد ولم نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر قالوا: يا رسول الله؛ أعلى سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ ما سبغنا بهذا، كانوا يقولون: سبغنا وأطعنا ويبتثلون.

فأنت افعل وليس عليك من كونه مستحباً أو واجباً، ولا يستطيع الإنسان أن يقول إن هذا الأمر مستحب أو واجب إلا بدليل، والحجة أن يقول لك المفتي: هكذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام.

ونحن نجد ابن عمر رضي الله عنهما لما حدث ابنه بلالاً قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا تمنعوا نساءكم المساجد) وقد تغيرت الحال بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال بلال: (والله لئمنعن) فسيبه عبد الله بن عمر سباً شديداً، لماذا يقول: والله لئمنعن والرسول يقول لا تمنعنون ثم إنه هجره حتى مات.

وهذا يدل على شدة تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما نحن فنقول: هل هذا الأمر واجب أم مستحب، هذا النهي للتحريم أم للكراهة، لكن إذا وقع الأمر فلك أن تسأل حينئذ هل

এবং এতে কোনো সংযোজন নেই। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কল্যাণের পথে বৃদ্ধি ঘটাতে ভালোবাসে, সে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ সম্পর্কে অবগত হয়, তখন বলে: "আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম"; অতঃপর সে তা পালন করে। সে এটি ওয়াজিব নাকি মুস্তাহাব তা নিয়ে প্রশ্ন করে না, যতক্ষণ না সে তার ব্যতিক্রম বা লঙ্ঘন করে ফেলে। এমতাবস্থায় সে জিজ্ঞাসা করে এবং বলে: "আমি এমন কাজ করেছি অথচ নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন নির্দেশ দিয়েছিলেন; তবে কি আমার কোনো গুনাহ হবে?" এই কারণেই আমরা এমনটি দেখিনি এবং আমাদের জানা নেই যে, সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক কোনো বিষয়ে আদিষ্ট হলে বলতেন: "হে আল্লাহর রাসূল! এটি কি ওয়াজিব হওয়ার ভিত্তিতে নাকি মুস্তাহাব হওয়ার ভিত্তিতে?" আমরা এমন কথা শুনিনি; বরং তাঁরা বলতেন: "আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম" এবং তাঁরা তা যথাযথভাবে অনুসরণ করতেন।

সুতরাং আপনি আমল করুন, আর সেটি মুস্তাহাব নাকি ওয়াজিব তা নিয়ে আপনার ভাবার কিছু নেই। আর কোনো মানুষ দলিল ব্যতীত কোনো বিষয়কে মুস্তাহাব বা ওয়াজিব বলার সামর্থ্য রাখে না। মুফতি যখন আপনাকে বলবেন যে—রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এভাবেই নির্দেশ দিয়েছেন—তা-ই আপনার জন্য প্রমাণ।

আমরা দেখতে পাই যে, ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) যখন তাঁর পুত্র বিলালকে হাদীস শোনালেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: (তোমরা তোমাদের নারীদের মসজিদে যেতে বাধা দিও না)। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ওফাতের পর পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটলে বিলাল বললেন: (আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই তাদের বাধা দেব)। এতে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর তাঁকে কঠোরভাবে তিরস্কার করলেন। কেন তিনি বলবেন যে "আল্লাহর কসম আমরা বাধা দেব", অথচ রাসূল বলেছেন "তোমরা বাধা দিও না"? এরপর তিনি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

এটি আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশের প্রতি সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর চরম সম্মান ও মর্যাদাবোধের প্রমাণ দেয়। পক্ষান্তরে আমরা বলি: এই নির্দেশ কি ওয়াজিব নাকি মুস্তাহাব? এই নিষেধ কি হারামের জন্য নাকি মাকরুহের জন্য? তবে কোনো বিষয় ঘটে যাওয়ার পর আপনার জন্য প্রশ্ন করার অবকাশ থাকে যে, তা কি...

أثبتت بذلك أم لا؟ لأجل أنه قيل لك: أنك آثم تجدد توبتك، وإذا قيل إنك غير آثم يستريح قلبك، أما حين يوجه الأمر فلا تسأل عن الاستحباب أو الوجوب، كما أدب الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يفعلون ما أمر، ويتركون ما عنه نهى وزجر.

لكن مع ذلك نحن نبشركم بحديث فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم). الحمد لله، رفع الحرج، كل ما حدثت به نفسك، لكنك ما ركنت إليه، ولا عملت، ولا تكلمت، فهو معفو عنه، حتى ولو كان أكبر من الجبال. فאלلهم لك الحمد.

حتى إن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، نجد في نفوسنا ما نحب أن نكون حَمِيَّةً. يعني فحمة محترقة. ولا نتكلم به قال: (ذاك صريح الإيمان) يعني ذاك هو الإيمان الخالص؛ لأن الشيطان لا يلقي مثل هذه الوسوس في قلب خرب، في قلب فيه شك، إنما يتسلط الشيطان أعاذنا الله منه على قلب مؤمن خالص ليفسده. ولما قيل: إن اليهود إذا دخلوا في الصلاة لا يوسوسون، قال: وما

আপনি কি এতে গুনাহগার হয়েছেন নাকি হননি? কারণ, আপনাকে যদি বলা হয় যে আপনি গুনাহগার, তবে আপনি নতুন করে তওবা করবেন; আর যদি বলা হয় যে আপনি গুনাহগার নন, তবে আপনার অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে। কিন্তু যখন কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন তা মুস্তাহাব নাকি ওয়াজিব—সে সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন না; যেমনটি ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাহাবীগণের আদব। তিনি যা নির্দেশ দিতেন তারা তা পালন করতেন এবং যা থেকে তিনি নিষেধ ও বারণ করতেন তারা তা বর্জন করতেন।

তবুও আমরা আপনাদের এমন একটি হাদিসের সুসংবাদ দিচ্ছি যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মতের মনের কুমন্ত্রণা ক্ষমা করে দিয়েছেন, যতক্ষণ না তারা তা কার্যে পরিণত করে অথবা মুখে উচ্চারণ করে।" সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, তিনি কাঠিন্য দূর করেছেন। আপনার মনে যা কিছু উদিত হয়, কিন্তু আপনি

সেদিকে ঝুঁকে পড়েননি, তা অনুযায়ী কাজ করেননি এবং মুখেও বলেননি—তা ক্ষমাযোগ্য, এমনকি তা যদি পাহাড়ের চেয়েও বড় হয় তবুও। হে আল্লাহ, সকল প্রশংসা আপনারই।

এমনকি সাহাবীগণ রাযিয়াল্লাহু আনহুম বলেছিলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আমাদের মনে এমন সব বিষয়ের উদয় হতে দেখি যা মুখে উচ্চারণ করার চেয়ে আমরা কয়লা (অর্থাৎ পুড়ে ছাই) হয়ে যাওয়াকে অধিক পছন্দ করি। তিনি বললেন: "এটাই হলো স্পষ্ট ঈমান।" অর্থাৎ এটাই হলো বিশুদ্ধ ঈমান; কেননা শয়তান কোনো ধ্বংসপ্রাপ্ত হৃদয়ে বা সংশয়যুক্ত হৃদয়ে এই ধরনের কুমন্ত্রণা দেয় না। বরং শয়তান—আল্লাহ আমাদের তার থেকে রক্ষা করুন—একজন মুমিন ও বিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারীর ওপর চড়াও হয় যাতে সে তাকে কলুষিত করতে পারে। আর যখন বলা হলো যে, ইহুদিরা যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন তাদের মনে কোনো কুমন্ত্রণা আসে না, তখন তিনি বললেন: আর...

(ص: 325) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

يصنع الشيطان بقلب خرب. فاليهود كفار، قلوبهم خربة، فالشيطان لا يوسوس لهم عند صلاتهم، لأنها باطلة من أساسها، إنما الشيطان يوسوس للمسلم الذي صلاته صحيحة مقبولة، ليفسدها، فيأتي للؤمن صريح الإيمان ليفسد هذا الإيمان الصريح، ولكن - والحمد لله - من أعطاه الله تعالى طب القلوب والأبدان، محمد صلى الله عليه وسلم وصف لنا لهذا طباً ودواءً، فأرشد إلى الاستعاذة بالله والانتهاء، فإذا أحسن الإنسان بشي من هذه الوسوس الشيطانية، فإنه يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينته ويعرض عنها ولا يلتفت إليها، ويمضي فيما هو عليه، فإذا رأى الشيطان أنه لا سبيل إلى فساد هذا القلب المؤمن الخالص، نكص على عقبيه ورجع.

ثم إنهم لها قالوا: سيعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ولانت لها نفوسهم،
وذلت لها ألسنتهم أنزل الله بعدها: (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ)
(البقرة 285) يعني: والمؤمنون آمنوا (كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَأَتْهُ وَكُتِبَ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) (البقرة: 285)
، فبين الله عز وجل في هذه الآية الثناء على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى
المؤمنين؛ لأنهم قالوا سيعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

শয়তান ধ্বংসপ্রাপ্ত অন্তর নিয়ে কী-ই বা করবে! ইহুদিরা তো কাফির, তাদের অন্তরসমূহ
জনশূন্য ও বিধ্বস্ত। তাই শয়তান তাদের নামাজের সময় কুমন্ত্রণা দেয় না, কারণ তাদের নামাজ
তো ভিত্তিগতভাবেই বাতিল। শয়তান কেবল সেই মুসলিমেরই কুমন্ত্রণা দেয় যার নামাজ সঠিক
ও কবুলযোগ্য, যেন সে তা নষ্ট করতে পারে। সে খাঁটি ঈমানদার মুমিনের নিকট আসে তার
এই স্বচ্ছ ঈমানকে কলুষিত করতে। তবে—সকল প্রশংসা আল্লাহর—যাকে আল্লাহ তাআলা
অন্তর ও দেহের চিকিৎসার জ্ঞান দান করেছেন, সেই মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)
আমাদের জন্য এর প্রতিকার ও মহৌষধ বর্ণনা করেছেন। তিনি আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করতে
এবং এ থেকে নিবৃত্ত হতে নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং মানুষ যখন এই শয়তানি কুমন্ত্রণার কিছু
অনুভব করবে, তখন সে যেন বলে: ‘আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয়
প্রার্থনা করছি’, এবং সে যেন তা থেকে নিবৃত্ত হয়, তা থেকে বিমুখ হয়, সেদিকে দ্রষ্টব্য না
করে এবং নিজ আমলেই অবিচল থাকে। শয়তান যখন দেখে যে এই একনিষ্ঠ মুমিন হৃদয়ে
ফাসাদ সৃষ্টির কোনো পথ নেই, তখন সে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ফিরে যায়।

অতঃপর যখন তারা বলল: ‘আমরা শ্রবণ করলাম এবং আনুগত্য করলাম; হে আমাদের
প্রতিপালক! আমরা আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকেই আমাদের
প্রত্যাবর্তনস্থল’, এবং এর ফলে তাদের অন্তরসমূহ নমনীয় হলো ও জিহ্বা বিনীত হলো, তখন
আল্লাহ এরপর নাযিল করলেন: (রাসূল তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাঁর প্রতি যা অবতীর্ণ
হয়েছে তাতে ঈমান এনেছেন এবং মুমিনগণও) [বাকারা: ২৮৫]। অর্থাৎ: মুমিনগণও ঈমান
এনেছেন। (প্রত্যেকেই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের
প্রতি ঈমান এনেছে; আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্য হতে কারও মাঝে কোনো পার্থক্য করি না।

এবং তারা বলেছে: আমরা শ্রবণ করলাম ও আনুগত্য করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল) [বাকারা: ২৮৫]। আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লা এই আয়াতে তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম) এবং মুমিনদের প্রশংসা করেছেন; কারণ তারা বলেছিল: ‘আমরা শ্রবণ করলাম ও আনুগত্য করলাম; হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।’

(ص: 326) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

ثم أنزل الله (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) (البقرة: 286) ، فالذي ليس في وسع الإنسان لا يكلفه الله به ، ولا عرج عليه فيه ، مثل الوسواس التي تهجم على القلب ، ولكن الإنسان إذا لم يركن إليها ، ولم يصدق بها ، ولم يرفع بها رأساً فإنها لا تضره ، لأن هذه ليست داخلية في وسعه ، والله عز وجل يقول: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) (البقرة 286) .

فقد يحدث الشيطان للإنسان في نفسه عن أمور فظيعة عظيمة ، ولكن الإنسان إذا أعرض عنها واستعاذ بالله من الشيطان ومنها ، زالت عنه (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) قال نعم . يعني قال الله نعم لا تؤاخذكم إن نسيتم أو أخطأتم (رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا) قال: نعم ، ولهذا قال الله تعالى في وصف رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: (وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ) (الأعراف: 157) ، (رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ) قال الله نعم .

ولهذا لا يكلف الله تعالى في شرعه ما لا يطيقه الإنسان ، بل إذا عجز عن الشيء انتقل إلى بدله إذا كان له بدل ، أو سقط عنه إن لم يكن له بدل ، أما أن يكلف ما لا

طاقة له فإن الله تعالى قال هنا: نعم، يعني لا أحملكم ما لا طاقة لكم به (وَأَعْفُ عَنَّا
وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) (البقرة: 286). قال
الله: نعم.

(وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا) هذه ثلاث كلمات، كل كلمة لها معنى، (وَأَعْفُ عَنَّا) يعني
تقصيرنا في الواجب (وَاعْفِرْ لَنَا) يعني انتهاكنا

অতঃপর আল্লাহ নাযিল করলেন: "আল্লাহ কোনো সত্তাকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়ভার অর্পণ করেন না; সে যা অর্জন করেছে তা তারই জন্য এবং সে যা কামাই করেছে তা তারই ওপর বর্তাবে" (আল-বাকারাহ: ২৮৬)। সুতরাং যা মানুষের সামর্থ্যের বাইরে, আল্লাহ তাকে সে বিষয়ে দায়িত্ব দেন না এবং তাতে কোনো গুনাহও নেই। যেমন হৃদয়ে ধাবিত হওয়া কুমন্ত্রণা বা ওয়াসওয়াসা; মানুষ যখন এর প্রতি ঝুঁকে পড়ে না, একে সত্য বলে বিশ্বাস করে না এবং এর প্রতি দ্রষ্টব্য করে না, তখন তা তার কোনো ক্ষতি করে না। কারণ এটি তার সামর্থ্যের আওতাভুক্ত নয়। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল বলেন: "আল্লাহ কোনো সত্তাকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়ভার অর্পণ করেন না" (আল-বাকারাহ: ২৮৬)।

শয়তান মানুষের মনে অত্যন্ত ভয়াবহ ও জটিল বিষয়ে কুমন্ত্রণা দিতে পারে; কিন্তু মানুষ যখন তা থেকে বিমুখ হয় এবং আল্লাহর কাছে শয়তান ও ঐ কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তখন তা বিদূরিত হয়। "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যদি বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি, তবে আপনি আমাদের পাকড়াও করবেন না।" আল্লাহ বললেন, "হ্যাঁ।" অর্থাৎ আল্লাহ বললেন, "হ্যাঁ, যদি তোমরা ভুলে যাও বা ভুল করো তবে আমি তোমাদের পাকড়াও করব না।" "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ওপর এমন বোঝা অর্পণ করবেন না, যেমন আপনি আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর অর্পণ করেছিলেন।" আল্লাহ বললেন, "হ্যাঁ।" এ কারণেই আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গুণাবলি বর্ণনায় বলেছেন: "এবং তিনি তাদের ওপর থেকে তাদের বোঝা ও সেই শৃঙ্খলসমূহ অপসারিত করেন যা তাদের ওপর বিদ্যমান ছিল" (আল-আরাফ: ১৫৭)। "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ওপর এমন দায় চাপিয়ে দেবেন না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই।" আল্লাহ বললেন, "হ্যাঁ।"

এ কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁর শরীয়তে মানুষের সাধ্যাতিত কোনো কিছু চাপিয়ে দেন না; বরং মানুষ কোনো কাজ করতে অক্ষম হলে তার বিকল্পের দিকে ধাবিত হয় (যদি তার বিকল্প থাকে), আর বিকল্প না থাকলে তা রহিত হয়ে যায়। মানুষের সাধ্যাতিত বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা এখানে বলেছেন: "হ্যাঁ", অর্থাৎ আমি তোমাদের ওপর এমন বোঝা চাপাব না যা বহনের শক্তি তোমাদের নেই। "আমাদের ক্ষমা করুন, আমাদের মার্জনা করুন এবং আমাদের প্রতি রহম করুন। আপনিই আমাদের অভিভাবক; সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন" (আল-বাকারাহ: ২৮৬)। আল্লাহ বললেন: "হ্যাঁ।" "আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের মার্জনা করুন"—এখানে তিনটি শব্দ রয়েছে, প্রতিটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য রয়েছে। "আমাদের ক্ষমা করুন" অর্থ হলো ওয়াজিব পালনে আমাদের যে ত্রুটি হয়েছে তা মার্জনা করা, এবং "আমাদের মার্জনা করুন" অর্থ হলো আমাদের কৃত সীমালঙ্ঘনসমূহ...

(ص: 327) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

للمحرم (وَأَرْحَمْنَا) يعني وفقنا للعمل الصالح. فالإنسان إما أن يترك واجباً أو يفعل محرماً، فإن ترك الواجب فإنه يقول: اعف عنا، أي اعف عنا ما قصرنا فيه من الواجب، وإن فعل المحرم، فإنه يقول: اغفر لنا، يعني ما اقترفنا من الذنوب، أو يطلب تثبيتاً وتأييداً على الخير في قوله (وَأَرْحَمْنَا). (أَنْتَ مَوْلَانَا) أي متولي أمورنا في الدنيا والآخرة، فتولنا في الدنيا وانصرنا على القوم الكافرين (فَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) قد يتبادر للإنسان أن المراد أعداؤنا من الكفار، ولكنه أعم حتى أنه يتناول الانتصار على الشيطان؛ لأن الشيطان رأس الكافرين.

إِذَا نَسْتَفِيدُ مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ الْأَخِيرَةِ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يَحْمِلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَلَا يَكْفِنَا إِلَّا وَسْعُنَا، وَأَنَّ الْوَسَاوِسَ الَّتِي تَجُولُ فِي صُدُورِنَا إِذَا لَمْ نَرْكُنْ إِلَيْهَا، وَلَمْ نَطْمِئِنْ إِلَيْهَا، وَلَمْ نَأْخُذْ بِهَا، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّ، وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ.

নিষিদ্ধ বিষয়ের ক্ষেত্রে (এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন) এর অর্থ হলো—আমাদেরকে সৎকর্ম করার তাওফীক দান করুন। মানুষ হয় কোনো আবশ্যকীয় কর্তব্য (ওয়াজিব) বর্জন করে অথবা কোনো নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়। যদি সে কোনো ওয়াজিব বর্জন করে, তবে সে বলে: ‘আমাদের মার্জনা করুন’, অর্থাৎ ওয়াজিব পালনে আমাদের যে ত্রুটি হয়েছে তা মার্জনা করুন। আর যদি সে কোনো নিষিদ্ধ কাজ করে ফেলে, তবে সে বলে: ‘আমাদের ক্ষমা করুন’, অর্থাৎ আমরা যে পাপ করেছি তা ক্ষমা করে দিন। অথবা সে (এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন) বলার মাধ্যমে কল্যাণের ওপর অটল থাকা এবং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের প্রার্থনা করে। (আপনিই আমাদের অভিভাবক) অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের সকল বিষয়ের কর্মবিধায়ক। সুতরাং দুনিয়াতে আমাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন। (অতএব কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের জয়যুক্ত করুন) কারো মনে হতে পারে যে, এর দ্বারা কেবল আমাদের কাফির শত্রুদের বোঝানো হয়েছে, কিন্তু এর অর্থ আরও ব্যাপক; এমনকি এটি শয়তানের বিরুদ্ধে বিজয়কেও অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ শয়তানই হলো কাফিরদের মূল হোতা।

অতএব, এই মহিমাম্বিত শেষ আয়াতগুলো থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের ওপর এমন কোনো বোঝা চাপিয়ে দেন না যা বহন করার সামর্থ্য আমাদের নেই এবং তিনি আমাদের সাধ্যাতীত কোনো দায়িত্ব অর্পণ করেন না। আর আমাদের অন্তরে যেসব কুমন্ত্রণা জাগ্রত হয়, যদি আমরা সেগুলোর প্রতি ঝুঁকে না পড়ি, সেগুলোতে প্রশান্তি অনুভব না করি এবং সেই অনুযায়ী কাজ না করি, তবে তা কোনো ক্ষতি করবে না। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

18 . باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - (باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور) والبدع هي الأشياء التي يبتدعها الإنسان، هذا هو معناها في اللغة العربية، ومنه قوله تعالى: (بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (البقرة: 117) ، أي خالقها على غير مثال سبق، يعني لم يسبق لها نظير، بل ابتدعها وأنشأها أولاً.

والبدعة في الشرع كل من تعبد لله سبحانه وتعالى بغير ما شرع عقيدة أو قولاً أو فعلاً، فمن تعبد لله بغير ما شرعه الله من عقيدة أو قول أو فعل فهو مبتدع. فإذا أحدث الإنسان عقيدة في أساء الله وصفاته مثلاً فهو مبتدع، أو قال قولاً لم يشرعه الله ورسوله فهو مبتدع، أو فعل لم يشرعه الله ورسوله فهو مبتدع. وليعلم أن الإنسان المبتدع يقع في محاذير كثيرة:

أولاً: أن ما ابتدعه فهو ضلال بنص القرآن والسنة، وذلك أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق، وقد قال الله تعالى: (فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ) (يونس: 32) ، هذا دليل القرآن. ودليل السنة قوله صلى الله عليه وسلم: (كل بدعة ضلالة) ، ومعلوم أن المؤمن لا يختار أن يتبع طريق الضالين الذين يتبرأ منهم المصلي في كل صلاة (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ

১৮ . বিদআত ও নব-উদ্ভাবিত বিষয়াবলি নিষেধের অধ্যায়

লেখক—আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন—বলেছেন: (বিদআত ও নব-উদ্ভাবিত বিষয়াবলি নিষেধের অধ্যায়)। আর বিদআত হলো সেই সব বিষয় যা মানুষ নতুনভাবে উদ্ভাবন করে; আরবি ভাষায় এটিই এর আভিধানিক অর্থ। এ থেকেই মহান আল্লাহর বাণী: (তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর আদি স্রষ্টা। যখন তিনি কোনো বিষয় ফয়সালা করেন, তখন তাকে

শুধু বলেন: ‘হও’, অমনি তা হয়ে যায়।) (আল-বাকারাহ: ১১৭), অর্থাৎ পূর্ববর্তী কোনো নমুনা ছাড়াই তিনি এগুলোর স্রষ্টা। এর অর্থ হলো, এগুলোর সদৃশ কোনো কিছু পূর্বে ছিল না, বরং তিনিই প্রথম এগুলোর উদ্ভাবন ও সৃষ্টি করেছেন।

আর শরিয়তের পরিভাষায় বিদআত হলো—বিশ্বাস, কথা বা কাজের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এমন ইবাদত করা যা তিনি বিধিবদ্ধ করেননি। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ যা বিধিবদ্ধ করেননি এমন বিশ্বাস, কথা বা কাজের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করবে, সে বিদআতী হিসেবে গণ্য হবে।

যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে কোনো নতুন আকিদা বা বিশ্বাস উদ্ভাবন করে তবে সে বিদআতী, অথবা সে এমন কথা বলে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বিধিবদ্ধ করেননি তবে সে বিদআতী, কিংবা সে এমন কাজ করে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বিধিবদ্ধ করেননি তবে সে বিদআতী।

আরও জেনে রাখা উচিত যে, বিদআত অবলম্বনকারী ব্যক্তি অনেকগুলো বিপত্তির সম্মুখীন হয়:

প্রথমত: সে যা উদ্ভাবন করেছে তা কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য বর্ণনা অনুযায়ী ভ্রষ্টতা। এর কারণ হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা নিয়ে এসেছেন তা-ই সত্য, আর মহান আল্লাহ বলেছেন: (সত্যের পর ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কী থাকতে পারে?) (ইউনুস: ৩২)—এটি কুরআনের দলিল। আর সুন্নাহর দলিল হলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী: (প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা)। এটি সর্বজনবিদিত যে, কোনো মুমিন পথভ্রষ্টদের পথ অনুসরণ করতে পছন্দ করবে না, যাদের থেকে সালাত আদায়কারী ব্যক্তি প্রত্যেক সালাতেই মুক্তি চায় এই বলে: (আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন, তাদের পথ যাদের ওপর আপনি নিয়ামত দান করেছেন...)

(ص: 329) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (الفاتحة: 6, 7) .

ثانياً: أن في البدعة خروجاً عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) (آل عمران: 31)، فمن ابتدع بدعة يتعبد لله بها فقد خرج عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعها، فيكون خارجاً عن شرعة الله فيها ابتدعه.

ثالثاً: أن البدعة التي ابتدعها تنافي تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله؛ لأن من حقق شهادة أن محمداً رسول الله فإنه لا يخرج عن التعبد بما جاء به، بل يلتزم شريعته ولا يتجاوزها ولا يقصر عنها، فمن قصر في الشريعة أو زاد فيها قصر في اتباعه، إما بنقص أو زيادة، وحينئذ لا يحقق شهادة أن محمداً رسول الله. رابعاً: أن مضمون البدعة الطعن في الإسلام، فإن الذي يبتدع تتضمن بدعته أن الإسلام لم يكمل، أنه كمل الإسلام بهذه البدعة، وقد قال الله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً) (المائدة: 3)، فيقال لهذا المبتدع: أنت الآن أتيت بشريعة غير التي كمل عليها الإسلام، وهذا يتضمن الطعن في الإسلام وإن لم يكن الطعن فيه باللسان، لكن الطعن فيه هنا بالفعل، أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أين الصحابة عن هذه العبادة التي ابتدعها؟ أ هم جهل منها؟ أم في تقصير عنها؟ إذاً فهذا يكون طعناً في الشريعة الإسلامية.

خامساً: أنه يتضمن الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذه البدعة التي زعمت أنها عبادة أما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بها، وحينئذ يكون

দ্বিতীয়ত: বিদআতের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণের বাইরে চলে যাওয়া নিহিত রয়েছে। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন) (আলে-ইমরান: ৩১)। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করার উদ্দেশ্যে কোনো নতুন প্রথা (বিদআত) আবিষ্কার করল, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গেল। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই বিধান প্রবর্তন করেননি। ফলে সে যা নতুন উদ্ভাবন করল, তাতে সে আল্লাহর শরীয়তের বহির্ভূত বিষয়ে লিপ্ত হলো।

তৃতীয়ত: উদ্ভাবিত বিদআত 'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল'—এই সাক্ষ্যের বাস্তবায়নের পরিপন্থী। কারণ, যে ব্যক্তি 'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল'—এই সাক্ষ্য যথাযথভাবে প্রদান করে, সে রাসুলুল্লাহ (সা.) যা নিয়ে এসেছেন তার বাইরে গিয়ে কোনো ইবাদত করে না; বরং সে তাঁর শরীয়তকে আঁকড়ে ধরে এবং তা অতিক্রম করে না কিংবা তাতে কোনো কমতি করে না। সুতরাং যে ব্যক্তি শরীয়তের মাঝে ঘাটতি করল অথবা তাতে কিছু সংযোজন করল, সে তাঁর অনুসরণে ত্রুটি করল—তা বর্জন করার মাধ্যমে হোক কিংবা বৃদ্ধির মাধ্যমে। আর এমতাবস্থায় সে 'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল'—এই সাক্ষ্যের প্রকৃত বাস্তবায়নকারী হতে পারে না।

চতুর্থত: বিদআতের অন্তর্নিহিত অর্থ হলো ইসলামের ওপর অপবাদ বা ত্রুটির অভিযোগ আনা। কারণ বিদআতকারীর নব-উদ্ভাবিত বিষয়টি একথাই বহন করে যে ইসলাম পূর্ণাঙ্গ ছিল না, বরং তার এই বিদআতের মাধ্যমেই ইসলাম পূর্ণতা পেল। অথচ মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম) (আল-মায়িদাহ: ৩)। সুতরাং এই বিদআতকারীকে বলা হবে: তুমি এখন এমন এক বিধান নিয়ে এসেছ যার ওপর ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেনি। এটি ইসলামের ওপর এক প্রকার অপবাদ হিসেবে গণ্য, যদিও তা মুখে ব্যক্ত করা না হয়; কিন্তু এখানে কর্মের মাধ্যমে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ তোমার উদ্ভাবিত এই ইবাদত সম্পর্কে কোথায় ছিলেন? তারা কি এ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন? নাকি তা পালনে কোনো অবহেলা করেছিলেন? অতএব, এটি ইসলামী শরীয়তের ওপর একটি গুরুতর অপবাদ স্বরূপ।

পঞ্চমত: এতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। কারণ তুমি যে বিদআতটিকে ইবাদত বলে দাবি করছ, সে সম্পর্কে হয়তো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন না—আর এমতাবস্থায়...

(ص: 330) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

جاهلاً، وإما أن يكون قد علم بها ولكنه كتبها، وحينئذ يكون كاتماً للرسالة أو بعضها، وهذا خطير جداً.

سادساً: أن البدعة تتضمن تفريق الأمة الإسلامية؛ لأن الأمة الإسلامية إذا فتح الباب لها في البدع صار هذا يبتدع شيئاً، وهذا يبتدع شيئاً، وهذا يبتدع شيئاً، كما هو الواقع الآن، فتكون الأمة الإسلامية كل حزب منها بما لديه فرح كما قال تعالى: (كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) (الروم: 32)، كل حزب يقول الحق معي، والضلال مع الآخر، وقد قال الله تعالى لنبيه: (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَلِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) (الأنعام: 159)، (160).

فإذا صار الناس يبتدعون تفرقوا، وصار كل واحد يقول الحق معي، وفلان ضال مقصر، ويرميه بالكذب والبهتان وسوء القصد وما أشبه ذلك. ونضرب لهذا مثلاً بأولئك الذين ابتدعوا عيد ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، وصاروا يحتفلون بما يدعون أنه اليوم الذي ولد فيه، وهو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، أتدرون ماذا يقولون لمن لا يفعل هذه البدعة؟ يقولون هؤلاء

يُبغضون الرسول ويكرهونه، لهذا لم يفرحوا بولده، ولم يقيّموا له احتفالاً، وما أشبه ذلك، فتجدهم يرمون أهل الحق بآهم أحق به منهم.
والحقيقة أن المبتدع بدعته تتضمن أنه يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان يدعي أنه يحبه؛ لأنه إذا ابتدع هذه البدعة والرسول عليه الصلاة والسلام

অজ্ঞ ছিলেন, অথবা তিনি এ সম্পর্কে জানতেন কিন্তু তা গোপন করেছেন; আর এমতাবস্থায় তিনি রিসালাত বা এর অংশবিশেষ গোপনকারী হিসেবে গণ্য হবেন, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক।
ষষ্ঠত: বিদআত ইসলামী উম্মাহর মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে; কেননা যখন ইসলামী উম্মাহর জন্য বিদআতের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, তখন এ ব্যক্তি এক নতুন বিষয় উদ্ভাবন করে, ও ব্যক্তি অন্য কিছু উদ্ভাবন করে এবং সে ব্যক্তি আরও কিছু উদ্ভাবন করে—যেমনটি বর্তমানে পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে ইসলামী উম্মাহ এমন স্তরে পৌঁছায় যেখানে প্রতিটি দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লসিত থাকে, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: (প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত) (সূরা আর-রুম: ৩২)। প্রতিটি দলই দাবি করে যে, সত্য তাদের সাথে আছে এবং ভ্রষ্টতা অন্যের সাথে। মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন: (নিশ্চয়ই যারা তাদের দ্বীনকে খণ্ডবিখণ্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোনো কাজের দায়িত্ব আপনার নয়। তাদের বিষয়টি তো আল্লাহর নিকট। অতঃপর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন। যে একটি সৎকাজ নিয়ে আসবে, সে তার দশগুণ প্রতিদান পাবে এবং যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তাকে কেবল তার অনুরূপ প্রতিফলই দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না) (সূরা আল-আনআম: ১৫৯, ১৬০)।

যখন মানুষ বিদআত উদ্ভাবন করতে শুরু করে, তখন তারা বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রত্যেকে বলতে থাকে যে, সত্য আমার সাথে আছে এবং অমুক ব্যক্তি পথভ্রষ্ট ও ত্রুটিপূর্ণ; ফলে তাকে মিথ্যাচার, অপবাদ, অসৎ উদ্দেশ্য এবং এ জাতীয় নানা দোষে অভিযুক্ত করে।

আমরা এর একটি উদাহরণ হিসেবে তাদের উল্লেখ করতে পারি যারা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মবার্ষিকী বা ঈদে মিলাদুন্নবী নামক বিদআতের উদ্ভাবন করেছে। তারা তথাকথিত সেই দিনটি উদযাপন করতে শুরু করেছে যে দিনে তাঁর জন্ম হয়েছে বলে তারা দাবি করে, আর তা হলো রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ। আপনারা কি জানেন, যারা এই বিদআতটি পালন করে না তাদের সম্পর্কে তারা কী বলে? তারা বলে যে, এরা

রাসুলকে ঘৃণা করে এবং তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, আর সে কারণেই তারা তাঁর জন্মে আনন্দিত হয় না এবং কোনো উৎসব পালন করে না। এভাবে আপনি লক্ষ্য করবেন যে, তারা হকপন্থী লোকদের এমন সব অপবাদে অভিযুক্ত করে, যার যোগ্য তারা হকের দাবিদারদের চেয়ে নিজেদেরই বেশি মনে করে।

প্রকৃতপক্ষে বিদআতী ব্যক্তি তার এই বিদআতের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি বিদ্বেষই পোষণ করে, যদিও সে দাবি করে যে সে তাঁকে ভালোবাসে। কারণ সে যখন এই বিদআতটি উদ্ভাবন করে, অথচ রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

(ম: 331) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

لم يشرعها للأمة، فهو كما قلت سابقاً إما جاهل وإما كاتم. سابعاً: أن البدعة إذا انتشرت في الأمة اضمحلت السنة، لأن الناس يعملون؛ فإما بخير وإما بشر، ولهذا قال بعض السلف: ما ابتدع قوم بدعة إلا أضاعوا من السنة مثلها، يعني أو أشد. فالبدع تؤدي إلى نسيان السنن واضمحلالها بين الأمة الإسلامية.

وقد يبتدع بعض الناس بدعة بنية حسنة، لكن يكون أحسن في قصده وأساء في فعله، ولا مانع أن يكون القصد حسناً والفعل سيئاً، ولكن يجب على من علم أنه فعله سيئ أن يرجع عن فعله، وأن يتبع السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثامناً: من المفاسد أيضاً: أن المبتدع لا يحكم الكتاب والسنة؛ لأنه يرجع إلى هواه، يحكم هواه، وقد قال الله تعالى: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ

كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (النساء: 59) (إِلَى اللَّهِ) أَيِ كِتَابِهِ عَزَّ وَجَلَّ،
(وَالرَّسُولِ) أَيِ إِلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ وَإِلَى سُنَّتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ
الْمَوْفِقُ.

169 . عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول صلى الله عليه وسلم: (من أحدث
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) متفق عليه.

তিনি উম্মতের জন্য এটি প্রবর্তন করেননি। সুতরাং ইতিপূর্বে আমি যা বলেছি, তিনি হয় মূর্খ
অথবা সত্য গোপনকারী।

সপ্তম: যখন উম্মতের মাঝে বিদআত ছড়িয়ে পড়ে, তখন সুন্নাহ বিলুপ্ত হয়ে যায়। কেননা মানুষ
তো কর্ম সম্পাদন করবেই—তা হয় কল্যাণের হবে নতুবা অকল্যাণের। এই কারণেই পূর্বসূরি
সালাফগণের কেউ কেউ বলেছেন: "কোনো জাতি যখনই কোনো বিদআত উদ্ভাবন করে,
তখনই তারা তার সমপরিমাণ সুন্নাহ হারিয়ে ফেলে", অর্থাৎ এর চেয়েও বেশি। সুতরাং
বিদআত সুন্নাহ বিস্মৃত হওয়া এবং মুসলিম উম্মাহর মাঝ থেকে তা বিলুপ্ত হওয়ার পথ প্রশস্ত
করে।

কখনো কখনো কোনো ব্যক্তি ভালো নিয়তে বিদআত উদ্ভাবন করতে পারে, তবে তার উদ্দেশ্য
সৎ হলেও কর্মটি মন্দ হিসেবে গণ্য হয়। উদ্দেশ্য সৎ হওয়া সত্ত্বেও কর্ম মন্দ হওয়ার মধ্যে
কোনো বাধা নেই। তবে যার নিকট এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে তার কাজটি মন্দ, তার ওপর
আবশ্যিক হলো তা থেকে ফিরে আসা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের
আনীত সুন্নাহর অনুসরণ করা।

অষ্টম: বিদআতের অপকারিতাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, বিদআতী ব্যক্তি কিতাব ও সুন্নাহকে
ফয়সালাকারী হিসেবে গ্রহণ করে না; কারণ সে নিজ প্রবৃত্তির দিকে ফিরে যায় এবং প্রবৃত্তির
অনুসরণ করে ফয়সালা দেয়। অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন: (যদি তোমরা কোনো বিষয়ে
বিতর্কে লিপ্ত হও, তবে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও—যদি তোমরা আল্লাহ ও
পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখো) (আন-নিসা: ৫৯)। (আল্লাহর দিকে) অর্থাৎ তাঁর মহান কিতাবের
দিকে এবং (রাসূলের দিকে) অর্থাৎ তাঁর জীবদ্দশায় সরাসরি তাঁর কাছে এবং তাঁর ইনতিকালের

পর তাঁর সুন্নাহর দিকে, তাঁর ওপর আল্লাহর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক। আর আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

১৬৯. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: (যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের বিষয়ে নতুন কিছু উদ্ভাবন ঘটালো যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য)। (বুখারী ও মুসলিম)।

(ম: 332) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

[الشَّرْحُ]

أما حديث عائشة هذا فهو نصف العلم؛ لأن الأعمال إما ظاهرة وإما باطنة، فالأعمال الباطنة ميزانها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، وميزان الأعمال الظاهرة حديث عائشة هذا: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) أي مردود على صاحبه غير مقبول منه.

وقول: (أمرنا) المراد به ديننا وشرعنا، قال الله تعالى: (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا) (الشورى: 52)، فأمر الله المراد به في هذا الحديث شرع الله، من أحدث فيه ما ليس منه فهو رد، وفي هذا دليل واضح على أن العبادة إذا لم نعلم أنها من دين الله فهي مردودة، ويستفاد من هذا أنه لا بد من العلم؛ لأن العبادة مشتملة على الشروط والأركان، أو غلبة الظن إذا كان يكفي عن العلم، كما في بعض الأشياء، مثلاً الصلاة إذا شككت في عددها وغلب على ظنك عدد فأبن على ما غلب على ظنك، الطواف بالبيت سبعة أشواط، وإذا غلب على ظنك عدد فأبن على ما غلب على ظنك، كذلك الطهارة إذا غلب على ظنك أنك أسبغت الوضوء كفى.

فألبهم أنه لا بد من العلم أو الظن إذا دلت النصوص على كفايته وإلا فالعبادة
مردودة. وإذا كانت العبادة مردودة فإنه يحرم على الإنسان أن

[ব্যাখ্যা]

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত এই হাদীসটি হলো ইলমের অর্ধাংশ; কেননা আমলসমূহ হয় বাহ্যিক অথবা অভ্যন্তরীণ। অভ্যন্তরীণ আমলসমূহের মানদণ্ড হলো উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত সেই হাদীসটি, যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই সমস্ত আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তা-ই পাবে যার সে নিয়ত করেছে।" আর বাহ্যিক আমলসমূহের মানদণ্ড হলো আয়েশার এই হাদীসটি: "যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে এমন নতুন কিছু উদ্ভাবন করল যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।" অর্থাৎ তা আমলকারীর ওপর ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং তা তাঁর পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না।

আর "আমাদের নির্দেশ" বলতে আমাদের দ্বীন ও শরীয়তকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "আর এভাবেই আমি আপনার প্রতি আমার নির্দেশ থেকে রুহ (ওহী) নাযিল করেছি" (সূরা আশ-শূরা: ৫২)। সুতরাং এই হাদীসে আল্লাহর 'নির্দেশ' বলতে আল্লাহর শরীয়তকে বোঝানো হয়েছে; যে ব্যক্তি এতে এমন কিছু নতুন তৈরি করল যা এর অংশ নয়, তা প্রত্যাখ্যাত। এতে স্পষ্ট দলিল রয়েছে যে, কোনো ইবাদত যদি আল্লাহর দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বলে আমাদের জানা না থাকে, তবে তা বর্জনীয়। এখান থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, ইবাদতের ক্ষেত্রে জ্ঞান থাকা অপরিহার্য; কারণ ইবাদত বিভিন্ন শর্ত ও রুকনের সমন্বয়ে গঠিত। অথবা যদি কোনো ক্ষেত্রে জ্ঞানের পরিবর্তে প্রবল ধারণা যথেষ্ট হওয়ার দলীল থাকে, তবে তা-ই যথেষ্ট হবে। যেমন কিছু ক্ষেত্রে—নামাযের রাকাআত সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ হলে এবং কোনো একটি সংখ্যার প্রতি প্রবল ধারণা জন্মালে সেই প্রবল ধারণার ওপরই ভিত্তি করতে হবে। বাইতুল্লাহর তাওয়াফ সাত চক্র; সেখানে কোনো সংখ্যা নিয়ে প্রবল ধারণা হলে সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। অনুরূপভাবে পবিত্রতার ক্ষেত্রে যদি আপনার প্রবল ধারণা হয় যে আপনি পূর্ণাঙ্গরূপে ওয়ু করেছেন, তবে তা-ই যথেষ্ট হবে।

মূল কথা হলো, জ্ঞান থাকা আবশ্যিক অথবা দলিলাদি যদি প্রবল ধারণাকে যথেষ্ট বলে সাব্যস্ত করে তবে তা-ই গ্রহণীয়, অন্যথায় ইবাদতটি প্রত্যাখ্যাত হবে। আর ইবাদত যখন প্রত্যাখ্যাত হয়, তখন কোনো ব্যক্তির জন্য তা করা হারাম হয়ে পড়ে যে...

(ص: 333) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

يتعبد لله بها؛ لأنه إذا تعبد لله بعبادة لا يرضاها ولم يشرعها لعبادة صار كالستهزئ بالله والعياذ بالله.
حتى إن بعض العلماء قال: إن الإنسان إذا صلى محدثاً متعمداً خرج من الإسلام؛ لأنه مستهزئ، بخلاف الناسي فإنه لا إثم عليه ويعيد.
وفي اللفظ الثاني: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وهو أشد من الأول؛ لأنه قوله: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا) يعني لا بد أن نعلم بأن كل عمل عملنا عليه أمر الله ورسوله وإلا فهو مردود، وهو يشمل العبادات ويشمل المعاملات، ولهذا لو باع الإنسان بيعاً فاسداً، أو رهن رهناً فاسداً، أو أوقف وقفاً فاسداً، فكله غير صحيح ومردود على صاحبه ولا ينفذ، والله أعلم.

170 . وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول: (صبحكم ومساكم) ويقول: (بعثت أنا والساعة كهاتين) ويقرن بين إصبعيه؛ السبابة والوسطى، ويقول: (أما بعد؛ فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة) ثم يقول: أنا أولى

بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا لأهله، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فألي وعلي) رواه مسلم.

এর মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা হয়; কারণ যদি কেউ এমন কোনো ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর উপাসনা করে যা তিনি পছন্দ করেন না এবং তাঁর বান্দাদের জন্য বিধান হিসেবে দেননি, তবে সে যেন আল্লাহর সাথে উপহাসকারী হয়ে গেল—আল্লাহর কাছে আমরা এ থেকে আশ্রয় চাই।

এমনকি কোনো কোনো আলেম বলেছেন: কোনো মানুষ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে অপবিত্র অবস্থায় সালাত আদায় করে, তবে সে ইসলাম থেকে বহিস্কৃত হবে; কারণ সে উপহাসকারী। পক্ষান্তরে বিস্মৃত ব্যক্তির বিষয়টি ভিন্ন, তার কোনো গুনাহ হবে না, তবে সে সালাত পুনরায় আদায় করবে।

আর দ্বিতীয় পাঠে এসেছে: "যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করল যাতে আমাদের কোনো নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।" এটি প্রথম পাঠের চেয়েও অধিক ব্যাপক; কারণ তাঁর বাণী: "যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করল যাতে আমাদের কোনো নির্দেশনা নেই" এর অর্থ হলো—আমাদের অবশ্যই জানতে হবে যে, আমাদের কৃত প্রতিটি কাজ যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ অনুযায়ী হয়, অন্যথায় তা প্রত্যাখ্যাত। এটি ইবাদত এবং লেনদেন উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। এই কারণেই, যদি কোনো ব্যক্তি ফাসিদ কেনাবেচা করে, কিংবা ফাসিদ বন্ধক রাখে, অথবা ফাসিদ ওয়াকফ করে, তবে তার সবই অশুদ্ধ এবং তা সম্পাদনকারীর ওপরই প্রত্যাখ্যাত হবে ও তা কার্যকর হবে না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

* * *

১৭০—জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খুতবা প্রদান করতেন, তখন তাঁর চোখ দুটি লাল হয়ে যেত, কণ্ঠস্বর উচ্চ হতো এবং তাঁর ক্রোধ তীব্র হতো, মনে হতো যেন তিনি কোনো সৈন্যবাহিনীকে সতর্ক করছেন যে, শত্রু তোমাদের ওপর ভোরে বা সন্ধ্যায় আক্রমণ করবে। তিনি বলতেন: "আমি এবং কিয়ামত এই দুটির ন্যায় প্রেরিত হয়েছি" এবং তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল দুটিকে একত্রিত করতেন। তিনি বলতেন: "অতঃপর কথা হলো, সর্বোত্তম কথা আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথনির্দেশ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথনির্দেশ। আর নিকৃষ্টতম বিষয় হলো

নব আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ এবং প্রতিটি বিদ্যাতাই পথভ্রষ্টতা।" অতঃপর তিনি বলতেন: "আমি প্রত্যেক মুমিনের নিকট তার প্রাণের চেয়েও অধিক ঘনিষ্ঠ। যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যায়, তা তার পরিবারের জন্য; আর যে ব্যক্তি ঋণ বা অসহায় পরিবার রেখে যায়, তবে তার দায়িত্ব আমার এবং তা আমারই কাছে।" মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

(ص: 334) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

[الشَّرْحُ]

نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في باب التحذير من البدع، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب) يعني يوم الجمعة، (احمرت عيناه وعلا صوته، واشتد غضبه) وإنما كان يفعل هذا لأنه أقوى في التأثير على السامع، فكان صلى الله عليه وسلم يكون على هذه الحال للمصلحة، وإلا فإنه من المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقاً وألينهم عريكة، لكن لكل مقام مقال، فالخطبة ينبغي أن تحرك القلوب، وتؤثر في النفوس، وذلك في موضوعها، وفي كيفية أدائها.

وكان صلى الله عليه وسلم يقول: (بعثت أنا والساعة كهاتين) ويقرن بين السبابة والوسطى، يعني بين الإصبعين، السبابة وهي التي بين الوسطى والإبهام، والوسطى، وأنت إذا قرنت بينهما وجدتهما متجاورين، ووجدت أنه ليس بينهما إلا فرق يسير، ليس بين الوسطى والسبابة إلا فرق يسير مقدار الظفر أو نصف الظفر، وتسمى السبابة لأن الإنسان إذا أراد أن يسب أحد أشار إليه بها، وتسمى السبابة أيضاً لأن الإنسان عند الإشارة إلى تعظيم الله عز وجل يرفعها، ويشير بها إلى السماء، والمعنى أن أجل الدنيا قريب وأنه ليس ببعيد، وهذا كما فعل صلى الله عليه وسلم ذات يوم

حيث خطب الناس في آخر النهار، والشمس على رؤوس النخل، فقال: (إنه لم يبق من ديناكم إلا مثل ما بقي من هذا اليوم).

[ব্যাখ্যা]

বিদআত সম্পর্কে সতর্কীকরণ অধ্যায়ে লেখক — মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন — জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে যা বর্ণনা করেছেন, তাতে তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খুতবা দিতেন (অর্থাৎ জুমার দিনে), তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় লাল হয়ে যেত, তাঁর কণ্ঠস্বর উচ্চ হতো এবং তাঁর ক্রোধ তীব্রতর হতো। তিনি এরূপ করতেন কারণ এটি শ্রোতার ওপর অধিক প্রভাবশালী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কল্যাণের স্বার্থে এমন অবস্থায় থাকতেন; নতুবা এটি তো সর্বজনবিদিত যে, তিনি ছিলেন মানবজাতির মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং সর্বাধিক নম্র স্বভাবের মানুষ। কিন্তু প্রত্যেক পরিস্থিতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন কথা ও ভঙ্গি প্রযোজ্য। খুতবা বা ভাষণ হওয়া উচিত হৃদয়কে আলোড়িতকারী এবং আত্মায় প্রভাব বিস্তারকারী; তা তার বিষয়বস্তুর দিক থেকেও এবং তার উপস্থাপনার শৈলীর দিক থেকেও।

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন: "আমি এবং কিয়ামত এই দুটির মতো প্রেরিত হয়েছি।" আর তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আঙুলকে একত্রিত করতেন। অর্থাৎ এই দুই আঙুলের মাঝে; তর্জনী যা মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মাঝে অবস্থিত এবং মধ্যমা আঙুল। আপনি যদি এই দুই আঙুলকে একত্র করেন, তবে দেখবেন যে তারা পাশাপাশি অবস্থিত এবং তাদের মধ্যে ব্যবধান অতি সামান্য। মধ্যমা এবং তর্জনীর মধ্যে নখের পরিমাণ বা নখের অর্ধেক পরিমাণের সামান্য পার্থক্য ছাড়া আর কিছু নেই। তর্জনীকে 'সাক্বাবাহ' বলা হয় কারণ মানুষ যখন কাউকে গালি দিতে চায় তখন তা দিয়ে ইশারা করে, আবার তাকে 'সাক্বাবাহ' বলা হয় এই কারণেও যে, মানুষ যখন মহান আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করে তখন তা উত্তোলন করে এবং তা দিয়ে আকাশের দিকে ইশারা করে। এর অর্থ হলো দুনিয়ার সময় ঘনিষে এসেছে এবং তা দূরে নয়। এটি তেমনি যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন করেছিলেন যখন তিনি দিনের শেষভাগে মানুষদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন এবং সূর্য তখন খেজুর গাছের মাথার ওপর ছিল। তখন তিনি বলেছিলেন: "তোমাদের এই দুনিয়ার আর ততটুকুই অবশিষ্ট আছে যতটুকু এই দিনের অবশিষ্ট আছে।"

فإذا كان الأمر كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم الآن مات له ألف وأربعمائة سنة ولم تقم القيامة دل هذا على أن الدنيا طويلة الأمد، ولكن ما يقدره بعض الجيولوجيين من عمر الدنيا الماضي بملايين الملايين فهذا خرس، لا يصدق ولا يكذب، فهو كأخبار بني إسرائيل؛ لأنه ليس لدينا علم من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في مقدار ما مضى من الدنيا، ولا في مقدار ما بقي منها على وجه التحديد، وإنما هو كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمثال، والشيء الذي ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة وهو من أخبار ما مضى، فإنه ليس مقبولاً، وإنما ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما شهد الشرع بصدقه، فهذا يقبل لشهادة الشرع به.
القسم الثاني: ما شهد الشرع بكذبه، فهذا يرد لشهادة الشرع بكذبه.
القسم الثالث: ما ليس فيه هذا ولا هذا، فهذا يتوقف فيه، إما أن يكون حقاً، وإما أن يكون باطلاً، ويدل لهذا قوله تعالى: (أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثمودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ) (إبراهيم: 9) فإذا حصر الله جل وعلا العلم في نفسه فإنه لا يتلقى علم هؤلاء إلا من وحيه عز وجل، لا يعلمهم إلا الله، فأَيُّ أحد يدعي شيئاً فيما مضى مما يتعلق بالبشرية أو بطبيعة الأرض أو الأفلاك أو غيرها فإننا لا نصدقه ولا نكذبه، بل نقسم ما أخبره به إلى الأقسام الثلاثة السابقة.

সুতরাং বিষয়টি যদি এমনই হয় এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর আজ এক হাজার চারশত বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও কিয়ামত সংঘটিত না হয়, তবে এটি প্রমাণ করে যে দুনিয়ার আয়ুষ্কাল অত্যন্ত দীর্ঘ। তবে ভূবিজ্ঞানীগণ পৃথিবীর অতীত বয়স সম্পর্কে যে লক্ষ লক্ষ কোটি বছরের প্রাক্কলন করেন, তা নিছক অনুমানপ্রসূত; যা বিশ্বাসও করা

যায় না, আবার সরাসরি মিথ্যা বলেও প্রত্যাখ্যান করা যায় না। এটি বনী ইসরাঈলের বর্ণনাসমূহের সমপর্যায়ভুক্ত। কেননা দুনিয়ার অতিক্রান্ত সময় কিংবা এর অবশিষ্ট মেয়াদের সুনির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পর্কে মহান আল্লাহর কিতাব কিংবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ থেকে আমাদের কাছে কোনো নিশ্চিত জ্ঞান নেই। বরং বিষয়টি তেমনই যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব উপমার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। আর অতীত ইতিহাস সংক্রান্ত এমন কোনো বিষয় যার স্বপক্ষে কুরআন ও সুন্নাহর কোনো দলীল নেই, তা গ্রহণযোগ্য নয়; বরং তা তিনটি ভাগে বিভক্ত:

প্রথম প্রকার: শরীয়ত যে বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করেছে; শরীয়তের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তা গ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয় প্রকার: শরীয়ত যে বিষয়টিকে মিথ্যা বলে সাব্যস্ত করেছে; শরীয়তের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তা বর্জনীয়।

তৃতীয় প্রকার: যার সত্যতা বা মিথ্যা হওয়া সম্পর্কে শরীয়তে কোনো বর্ণনা নেই; এক্ষেত্রে নিরবতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ তা সত্যও হতে পারে আবার মিথ্যাও হতে পারে। এর প্রমাণ হলো মহান আল্লাহর বাণী: “তোমাদের পূর্ববর্তীদের সংবাদ কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি? নূহের সম্প্রদায়, আদ ও সামূদ এবং তাদের পরবর্তীদের সংবাদ? আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তাদের সম্পর্কে জানে না।” (সূরা ইবরাহীম: ৯)। সুতরাং আল্লাহ তাআলা যখন এই জ্ঞানকে কেবল নিজের সত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন, তখন তাদের সম্পর্কে কোনো জ্ঞান মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা ওহী ব্যতীত লাভ করা সম্ভব নয়। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। অতএব, মানবজাতি, ভূ-প্রকৃতি কিংবা মহাকাশ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট অতীত ঘটনাবলি সম্পর্কে কেউ কোনো দাবি করলে আমরা তাকে সরাসরি সত্য বলে মেনে নেব না, আবার মিথ্যা বলেও উড়িয়ে দেব না; বরং তার প্রদত্ত সংবাদকে উল্লিখিত তিনটি ভাগে বিন্যস্ত করব।

أما المستقبل فـالمستقبل ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ما أخبر الشرع بوقوعه، فهذا لابد أن يقع مثل أخبار يأجوج ومأجوج، وأخبار الدجال، ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أشبه ذلك، مما ثبت في الكتاب والسنة.

القسم الثاني: ما لم يرد به كتاب ولا سنة، فهذا القول فيه من التخمين والظن، بل لا يجوز لأحد أن يصدقه فيما يستقبل؛ لأنه من علم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل.

ثم يقول: (أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة)، وقد سبق الكلام على هذه الجمل.

ثم يقول: (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه) كما قال ربه عز وجل: (النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ) (الأحزاب: 6) فهو أولى بك من نفسك، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، ثم يقول: (من ترك ما لأهله) يعني من ترك من الأموات ما لأهله؛ يرثونه حسب ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. (ومن ترك ديناً أو ضياعاً)، يعني أولاداً صغاراً يضيعون (فإلي وعلي)، يعني فأمرهم إلي، أنا وليهم، والدين علي أنا أقضيه، هكذا كان صلى الله عليه وسلم حين فتح الله عليه.

أما قبل ذلك فكان يؤتي بالرجل ليصلي عليه فيسأل: (هل عليه دين؟) إن قالوا: نعم وليس له وفاء ترك الصلاة عليه، فجاء إليه في يوم من الأيام برجل من الأنصار فتقدم ليصلي عليه، ثم سأل عليه دين؟ قالوا: نعم

ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ভবিষ্যৎ দুই ভাগে বিভক্ত:

প্রথম ভাগ: শরীয়ত যার ঘটার সংবাদ দিয়েছে। এটি অবশ্যই ঘটবে, যেমন ইয়াজুজ ও মাজুজ, দাজ্জালের আগমন এবং ঈসা ইবনে মারইয়াম (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর অবতরণ সংক্রান্ত সংবাদ এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয় যা কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগ: যার স্বপক্ষে কুরআন ও সুন্নাহতে কোনো বর্ণনা আসেনি। এ বিষয়ে কোনো কথা বলা অনুমান ও ধারণার নামান্তর। বরং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এমন কথা কাউকে বিশ্বাস করা জায়েয নয়; কারণ এটি অদৃশ্যের জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, আর মহান আল্লাহ ব্যতীত কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন না।

এরপর তিনি বলেন: (অতঃপর নিশ্চয়ই সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর কিতাব, সর্বোত্তম আদর্শ হলো মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শ, নিকৃষ্টতম বিষয় হলো নবউদ্ভূদ বিষয়সমূহ এবং প্রতিটি বিদআতই হলো পথভ্রষ্টতা)। ইতিপূর্বে এই বাক্যগুলোর আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে।

এরপর তিনি বলেন: (আমি প্রত্যেক মুমিনের কাছে তার জ্ঞানের চেয়েও অধিক নিকটবর্তী) যেমনটি তাঁর মহান প্রতিপালক ইরশাদ করেছেন: (নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ) (সূরা আল-আহযাব: ৬)। সুতরাং তিনি আপনার নিজের চেয়েও আপনার অধিক নিকটবর্তী; আর তিনি মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত মমতাসীল ও দয়ালু (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)। এরপর তিনি বলেন: (যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যায়, তা তার পরিবার-পরিজনের জন্য)। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কেউ সম্পদ রেখে গেলে তা তার পরিবার-পরিজনের প্রাপ্য; তারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী তার উত্তরাধিকার লাভ করবে। (আর যে ব্যক্তি ঋণ কিংবা নিঃস্ব পরিবার রেখে যায়), অর্থাৎ এমন ছোট ছোট সন্তান যারা অসহায় হয়ে পড়বে, (তবে তা আমার জিম্মায় এবং আমার ওপর ন্যস্ত), অর্থাৎ তাদের বিষয়টি আমার ওপর ন্যস্ত, আমিই তাদের অভিভাবক; আর ঋণের দায়ভারও আমার ওপর, আমিই তা পরিশোধ করব। যখন আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন, তখন তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্মপদ্ধতি এমনই ছিল।

কিন্তু এর পূর্বে যখন কোনো ব্যক্তিকে তাঁর নিকট জানাযার নামায পড়ার জন্য নিয়ে আসা হতো, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করতেন: (তার কি কোনো ঋণ আছে?) যদি তারা বলত: হ্যাঁ, এবং তা পরিশোধ করার মতো কোনো সম্পদ নেই, তবে তিনি তার জানাযা পড়ানো ছেড়ে দিতেন। একদিন জনৈক আনসারী ব্যক্তিকে তাঁর নিকট নিয়ে আসা হলে তিনি জানাযা পড়ানোর জন্য সামনে অগ্রসর হলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন: তার কি কোনো ঋণ আছে? তারা বলল: হ্যাঁ।

(ص: 337) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

ثلاثة دنانير، فتأخر وقال: (صلوا على صاحبكم) فعرف ذلك في وجوه القوم. ثم قام أبو قتادة رضي الله عنه وقال: (صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فالتزمها أبو قتادة رضي الله عنه، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلي. وفي هذا دليل على عظم الدين وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، لا يستدين لا لزواج، ولا لبناء بيت، ولا لكفايات في البيت، كل هذا من السفه، يقول الله عز وجل (وَلَيْسَتُغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) (النور: 33)، هذا في النكاح فما بالك بما هو دونه بكثير. وكثير من الجهال يستدين ليشتري مثلاً فراشاً للدرج، أو فراشاً للساحة، أو باباً ينفتح بالكهرباء أو ما أشبه ذلك، مع أنه فقير، ويأخذه بالدين فهو إن اشترى شيئاً بثلثين مؤجل فهو دين؛ لأن الدين عند العلماء كل ما ثبت في الذمة من ثمن بيع أو قرض أو أجر أو غير ذلك، فإياكم والديون احذروها فإنها تهلككم، إلا شيئاً ضرورياً فهذا شيء آخر، لكن ما دمت في غنى فلا تستدن.

وكثير من الناس يستدين مثلاً أربعين ألفاً، فإذا حل الأجل قال: ليس عندي شيء، فيستدين للأربعين ألفاً التي عليه ستين ألفاً، ثم يستدين السنة التالية، ثم تتراكم عليه الديون الكثيرة من حيث لا يشعر، والله الموفق.

তিন দিনার (ঋণ), ফলে তিনি পিছিয়ে গেলেন এবং বললেন: (তোমরা তোমাদের সাথীর জানাজা আদায় করো)। এতে উপস্থিত লোকজনের চেহারা বিমর্ষ ভাব ফুটে উঠল। অতঃপর আবু কাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) দাঁড়িয়ে বললেন: (হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তাঁর জানাজা পড়ান, তাঁর ঋণের দায়ভার আমার ওপর)। আবু কাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তা পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সামনে অগ্রসর হয়ে জানাজা পড়ালেন।

আর এর মধ্যে ঋণের ভয়াবহতার প্রমাণ রয়েছে এবং এটিও প্রমাণিত হয় যে, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কোনো মানুষের ঋণ গ্রহণ করা উচিত নয়। বিবাহের জন্য, বাড়ি তৈরির জন্য কিংবা ঘরের বিলাসসামগ্রীর জন্য ঋণ নেওয়া সমীচীন নয়; এসবই নির্বুদ্ধিতার শামিল। মহান আল্লাহ বলেন: "আর যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে।" (সূরা আন-নূর: ৩৩)। এটি বিবাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলে, তার চেয়ে অনেক নগণ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে কী বিধান হতে পারে তা সহজেই বোধগম্য।

অনেক মূর্থ লোক দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও সিঁড়ির কার্পেট, আঙিনার বিছানা কিংবা বৈদ্যুতিক স্বয়ংক্রিয় দরজা বা এই জাতীয় বিলাসদ্রব্য কেনার জন্য ঋণ গ্রহণ করে। সে যদি বাকিতে কোনো কিছু ক্রয় করে তবে তাও ঋণের অন্তর্ভুক্ত; কারণ আলেমগণের নিকট ঋণ হলো এমন প্রতিটি পাওনা যা বিক্রয়মূল্য, করজ, ভাড়া বা অন্য কোনো কারণে জিম্মায় সাব্যস্ত হয়।

অতএব, তোমরা ঋণ থেকে সাবধান থেকো, এটি পরিহার করো, কেননা এটি তোমাদের ধ্বংস করে দেবে। তবে একান্ত অপরিহার্য কোনো বিষয় হলে তা ভিন্ন কথা। কিন্তু যতক্ষণ সামর্থ্য থাকে ততক্ষণ ঋণ করো না।

অনেক মানুষ উদাহরণস্বরূপ চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ নেয়। পরিশোধের সময় উপস্থিত হলে সে বলে: আমার কাছে কিছুই নেই। তখন ওই চল্লিশ হাজার টাকা শোধ করতে সে আরও ষাট হাজার টাকা ঋণ নেয়। এরপর পরবর্তী বছর পুনরায় ঋণ নেয়। এভাবে তার অলক্ষ্যেই ঋণের বোঝা পাহাড়সম হয়ে যায়। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

19 . باب فيمن سن سنة حسنة أو سيئة

قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِمُنْتَقِينَ إِمَامًا) (الفرقان: 74) وقال تعالى: (وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا) (الأنبياء: 73) .

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - هذا الباب (باب فيمن سن سنة حسنة أو سنة سيئة) ليبين أن من الأشياء ما يكون أصله ثابتاً، فإذا فعله الإنسان وكان أول من يفعله كان كمن سنه وصار له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. وقد سبق لنا أن الدين الإسلامي والله الحمد كامل، لا يحتاج إلى تكميل، ولا إلى بدع؛ لأن الله تعالى قال: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) (المائدة: 3) .

ثم استشهد المؤلف بآيتين من كتاب الله، أولاهما: قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِمُنْتَقِينَ إِمَامًا) (الفرقان: 74) ، هذا من جملة ما يدعو به عباد الرحمن، الذين ذكر الله أوصافهم في آخر سورة الفرقان (وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا) إلى أن قال (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ) (الفرقان: 63، 74) .

(هَبْ لَنَا) يعني أعطنا، و (الأزواج) جمع زوج، وهو صالح للذكر

মহান আল্লাহ বলেন: (এবং যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রীদের ও আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতি দান করুন এবং আমাদের মুত্তাকীদের জন্য আদর্শ স্বরূপ করুন) (আল-ফুরকান: ৭৪) এবং মহান আল্লাহ বলেন: (এবং আমি তাঁদেরকে নেতা বানিয়েছিলাম, তাঁরা আমার নির্দেশে পথ প্রদর্শন করতেন) (আল-আম্বিয়া: ৭৩) ।

[ব্যাখ্যা]

লেখক —আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন— এই পরিচ্ছেদটি (উত্তম কিংবা মন্দ রীতির প্রবর্তনকারীর বিষয়ে পরিচ্ছেদ) উল্লেখ করেছেন এটি স্পষ্ট করার জন্য যে, এমন কিছু বিষয় রয়েছে যার মূল ভিত্তি শরিয়তে সুপ্রতিষ্ঠিত; অতঃপর মানুষ যখন তা সম্পাদন করে এবং সে-ই যদি তা সম্পাদনকারী প্রথম ব্যক্তি হয়, তবে সে ব্যক্তি সেই রীতির প্রবর্তনকারীর ন্যায় গণ্য হবে এবং তার জন্য নিজের আমলের সওয়াব এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা সেই আমল করবে তাদের সওয়াবও নির্ধারিত হবে।

ইতিপূর্বে আমাদের আলোচনা হয়েছে যে, ইসলাম ধর্ম—সকল প্রশংসা আল্লাহর—একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম, যা পূর্ণ করার জন্য কোনো সংযোজন কিংবা বিদআতের (নতুন উদ্ভাবন) মুখাপেক্ষী নয়; কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন: (আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে মনোনীত করলাম) (আল-মায়িদাহ: ৩)।

অতঃপর লেখক আল্লাহর কিতাব থেকে দুটি আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, যার প্রথমটি হলো মহান আল্লাহর বাণী: (এবং যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রীদের ও আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতি দান করুন এবং আমাদের মুত্তাকীদের জন্য আদর্শ করুন) (আল-ফুরকান: ৭৪)। এটি ‘রহমানের বান্দাদের’ সেই সকল দোয়ার অন্তর্ভুক্ত যাদের গুণাবলি আল্লাহ তাআলা সূরা আল-ফুরকানের শেষাংশে উল্লেখ করেছেন: (আর রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে...) এই কথা পর্যন্ত: (এবং যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতি দান করুন) (আল-ফুরকান: ৬৩, ৭৪)।

(আমাদের দান করুন) এর অর্থ হলো আমাদের প্রদান করুন, এবং (স্ত্রী বা সঙ্গিনীগণ) হলো 'যাওজ' শব্দের বহুবচন, যা পুরুষের ক্ষেত্রেও ব্যবহার উপযোগী...

(ص: 339) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

والأنثى، والزوج الذكر يسمى زوجاً ولهذا تجد في الأحاديث: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي اللغة الفصحى أن المرأة تسمى زوجاً، لكن أهل الفرائض رحمهم الله جعلوا للرجل زوج وللمرأة زوجة، من أجل التفريق عند قسمة الموارث، أما في اللغة العربية فالزوج صالح للذكر والأنثى.

فهذا الدعاء (رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ) كما هو صالح للرجال صالح للنساء أيضاً.

(قُرَّةَ أَعْيُنٍ) في المرأة أنك إذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وفي ولدك، وإذا بحثت عنها وجدتتها قانتة لله (فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ) (النساء: 34)، فهذه تسر زوجها.

وكذلك أيضاً الذرية إذا جعلهم الله تعالى قرّة عين للإنسان، يطيعونه إذا أمر، وينتهون عما نهاهم عنه، ويسرونه في كل مناسبة، ويصلحون فهذا من قرّة الأعين للمتقين.

والجملة الأخيرة: (وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا) هي الشاهد لهذا الباب، يعني اجعلنا للمتقين أئمة، يقتدى بنا المتقون في أفعالنا وأقوالنا، فيما نفعل وفيما نترك، فإن المؤمن ولا سيما أهل العلم يقتدى بهم؛ بأقوالهم وأفعالهم، ولهذا تجد العامة إذا أمرتهم بشيء أو نهيتهم عن شيء، قالوا: هذا فلان يفعل كذا وكذا، ممن جعلوه إماماً لهم.

এবং নারী; পুরুষ সঙ্গীকে 'জাওজ' (স্বামী) বলা হয়, আর এ কারণেই আপনি হাদিসসমূহে পাবেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 'জাওজ' (স্ত্রী) আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। এটিই হলো বিশুদ্ধ আরবির রীতি যে, নারীকেও 'জাওজ' বলা হয়। তবে ফারায়েজ শাস্ত্রবিদগণ (উত্তরাধিকার আইনবিদ), আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন, মিরাস বণ্টনের সময় পার্থক্য করার সুবিধার্থে পুরুষের জন্য 'জাওজ' এবং নারীর জন্য 'জাওজাহ' শব্দ নির্ধারণ করেছেন। অথচ আরবি ভাষায় 'জাওজ' শব্দটি নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই ব্যাকরণগতভাবে সঠিক। সুতরাং এই দোয়াটি—"হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জন্য আমাদের জীবনসঙ্গী ও সন্তানদের পক্ষ থেকে নয়নপ্রীতিকর দান করুন"—যেমন পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য, তেমনি নারীদের জন্যও প্রযোজ্য।

নারীর ক্ষেত্রে 'নয়নপ্রীতিকর' হওয়ার অর্থ হলো—যখন আপনি তার দিকে তাকাবেন তখন সে আপনাকে আনন্দিত করবে, যখন আপনি অনুপস্থিত থাকবেন তখন সে আপনার সম্পদ ও আপনার সন্তানের হিফাজত করবে এবং যখন আপনি তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন তখন তাকে আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ অনুগত হিসেবে পাবেন। "কাজেই নেককার নারীরা হয় অনুগত এবং আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণে (স্বামীদের) অনুপস্থিতিতেও (তাদের আমানত) হিফাজতকারী।" (সূরা আন-নিসা: ৩৪)। এটি তার স্বামীকে আনন্দিত করে।

অনুরূপভাবে সন্তানাদিকেও যখন আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য নয়নপ্রীতিকর করেন, তখন তারা নির্দেশ দিলে আনুগত্য করে, নিষেধ করলে বিরত থাকে, প্রতিটি উপলক্ষে তাকে আনন্দিত করে এবং তারা সৎ হয়ে থাকে; মুত্তাকীদের জন্য এটিই হলো চোখের শীতলতা। আর সর্বশেষ অংশটি হলো—"এবং আমাদের মুত্তাকীদের জন্য আদর্শ বা ইমাম বানিয়ে দিন"—যা এই অধ্যায়ের মূল বিষয়। অর্থাৎ আমাদের মুত্তাকীদের জন্য এমন নেতা বানিয়ে দিন, যাদেরকে মুত্তাকীগণ তাদের কথা ও কাজে, বর্জন ও গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুসরণ করবে। কেননা মুমিনদের, বিশেষ করে আলেম সমাজকে তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে অনুসরণ করা হয়। এই কারণেই দেখবেন সাধারণ মানুষকে যখন আপনি কোনো আদেশ দেবেন বা কোনো কিছু থেকে নিষেধ করবেন, তখন তারা বলে: অমুক ব্যক্তি তো এমন এমন কাজ করেন—যাঁদেরকে তারা নিজেদের আদর্শ বা নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছে।

আর এই নেতৃত্বের বিষয়টি দ্বীনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বকেও অন্তর্ভুক্ত করে, যা মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত ইবাদতের অংশ।

(ص: 340) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

والأئمة في الدعوة، وفي التعليم، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من شعائر الدين وشرائعه، اجعلنا للمتقين إماماً في كل شيء.

أما الآية الثانية فقال تعالى: (وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا) (الأنبياء: 73)، أي صيرناهم أئمة علماء يهدون الناس، أي يدلونهم على دين الله بأمر الله عز وجل، ولكن ليت المؤلف ذكر آخر الآية؛ لأن الله بين أنه جعلهم أئمة بسبب (يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ) (السجدة: 24)، لما صبروا على طاعة الله، وصبروا عن معصية الله، وصبروا على أقدار الله؛ صبروا على طاعة الله ففعلوا ما أمر، وصبروا عن معصية الله فتركوا ما نهى عنه، وصبروا على أقدار الله التي تأتيهم من أجل دعوتهم إلى الحق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر؛ لأن الإنسان إذا نصب نفسه داعية للحق آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر، فلا بد أن يصيبه من الأذى ما يصيبه، لأن أكثر الذين يكرهون الحق سوف يكونون أعداء له فليصبر، وكذلك أقدار الله التي تأتي بدون هذا أيضاً يصبرون عليها.

(وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ) يوقنون بها أخبرهم الله به، ويوقنون بالجزاء الذي يحصل لهم في فعل الأوامر، وترك النواهي، وفي الدعوة إلى الله، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي أنهم يعملون وهم يوقنون بالجزاء، وهذه نقطة ينبغي لنا أن ننتبه لها، أن نعمل ونحن نوقن بالجزاء، كثير من الناس يعملون، يصلون ويصومون

ويتصدقون بناء على أن هذا أمر الله، وهذا طيب ولا شك أنه خير، لكن ينبغي أن
تدرك وأن تستحضر بأنك

আর দাওয়াতে, শিক্ষাদানকার্যে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এবং দীনের
অন্যান্য নিদর্শন ও বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে ইমাম (নেতৃত্বদানকারী)। আমাদের প্রত্যেক বিষয়ে
মুত্তাকীদের জন্য ইমাম বানিয়ে দিন।

দ্বিতীয় আয়াতটি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন: "আর আমি তাদের করেছিলাম ইমাম (নেতা),
যারা আমার নির্দেশ অনুযায়ী মানুষকে পথ প্রদর্শন করত" (আল-আম্বিয়া: ৭৩)। অর্থাৎ, আমি
তাদের এমন আলিম ইমাম বানিয়েছি যারা মানুষকে পথ দেখান, অর্থাৎ তারা মহান আল্লাহর
নির্দেশে আল্লাহর দীনের দিকে তাদের পথ প্রদর্শন করেন। তবে লেখক যদি আয়াতের শেষাংশ
উল্লেখ করতেন তবে ভালো হতো; কারণ আল্লাহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাদের
ইমাম বানিয়েছিলেন এই কারণে যে, "তারা আমার নির্দেশ অনুযায়ী পথ প্রদর্শন করত যখন
তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল এবং আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখত" (আস-সাজদাহ:
২৪)। অর্থাৎ যখন তারা আল্লাহর আনুগত্যের ওপর ধৈর্য ধারণ করেছিলেন, আল্লাহর অবাধ্যতা
থেকে বিরত থাকতে ধৈর্য ধারণ করেছিলেন এবং আল্লাহর নির্ধারিত তাকদিরের ওপর ধৈর্য
ধারণ করেছিলেন। তারা আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্য ধরেছেন ফলে তিনি যা আদেশ করেছেন তা
পালন করেছেন; আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকতে ধৈর্য ধরেছেন ফলে তিনি যা নিষেধ
করেছেন তা বর্জন করেছেন; আর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ওপর আপতিত তাকদিরের সেই
সব বিষয়ের ওপর তারা ধৈর্য ধারণ করেছেন যা সত্যের পথে দাওয়াত, সৎ কাজের আদেশ ও
অসৎ কাজের নিষেধ করতে গিয়ে তাদের ওপর এসেছিল। কারণ মানুষ যখন নিজেকে সত্যের
দাঈ হিসেবে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারী হিসেবে নিয়োজিত করে,
তখন তাকে অবশ্যই কোনো না কোনো কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। কেননা সত্য অপছন্দকারী
অধিকাংশ মানুষই তার শত্রুতে পরিণত হবে; তাই তাকে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে।
অনুরূপভাবে, এই কাজ ছাড়াও আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সকল তাকদির বা বিপদাপদ আসে,
সেগুলোর ওপরও তারা ধৈর্য ধারণ করেন।

"আর তারা আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখত।" অর্থাৎ আল্লাহ তাদের যা সংবাদ
দিয়েছেন তাতে তারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। তারা আল্লাহর আদেশ পালন, নিষেধ বর্জন, আল্লাহর

পথে দাওয়াত এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের বিনিময়ে যে প্রতিদান পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। অর্থাৎ তারা আমল করে প্রতিদানের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে। এটি এমন একটি বিষয় যা আমাদের খেয়াল রাখা উচিত—আর তা হলো আমরা যখন কাজ করব তখন প্রতিদানের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে কাজ করব। অনেক মানুষ আমল করেন, সালাত আদায় করেন, সিয়াম পালন করেন এবং সদকা করেন এই ভিত্তিতে যে এটি আল্লাহর নির্দেশ। এটি অবশ্যই উত্তম এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এটি কল্যাণকর, কিন্তু আপনার উপলব্ধি করা এবং অন্তরে জাগ্রত রাখা উচিত যে আপনি...

(ص: 341) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

إِنَّمَا تَفْعَلْ هَذَا رَجَاءَ الثَّوَابِ وَخَوْفَ الْعِقَابِ، حَتَّى تَكُونَ مُوقِنًا بِالْآخِرَةِ.
وقد أخذ شيخ الإسلام رحمه الله من هذه الآية عبارة طيبة، فقال: (بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين) أخذها من قوله تعالى: (لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ) (السجدة: 24)، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم أئمة في دين الله، هداة لعباد الله مهتدين، إنه جواد كريم.

171. عن أبي عمرو، جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة مجتأبي النمار، أو العباء، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر: فتعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لها رأى بهم من الفاقة: فدخل ثم خرج، فأمر بلالاً فأذن وأقام، فصلى ثم خطب: فقال: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ) إلى آخر الآية: (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) (النساء: 1)، والآية الأخرى التي في آخر الحشر:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ) (الحشر: 18) تصدق رجل من ديناره، من درهيه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره) فجاء، رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام

سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن

আপনি কেবল সওয়াবের আশায় এবং শাস্তির ভয়েই এই কাজ করবেন, যাতে আপনি পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী হতে পারেন।

শাইখুল ইসলাম (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন) এই আয়াত থেকে একটি অতি চমৎকার কথা গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন: (ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমেই দ্বীনের নেতৃত্ব লাভ করা যায়)। তিনি এটি মহান আল্লাহর এই বাণী থেকে গ্রহণ করেছেন: (যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল এবং তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখত) (আস-সাজদাহ: ২৪)। অতএব, ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমেই দ্বীনের নেতৃত্ব অর্জিত হয়। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে, তিনি আমাকে ও আপনাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের ইমাম, আল্লাহর বান্দাদের জন্য সঠিক পথের দিশারী এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত হিসেবে কবুল করুন। নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় দানশীল ও মহানুভব।

* * *

১৭১ — আবু আমর জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা দিনের শুরুভাগে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় একদল লোক তাঁর কাছে এল যারা ছিল প্রায় নগ্নদেহ, ডোরাকাটা পশমী বস্ত্র বা কম্বল পরিহিত এবং গলায় তলোয়ার লটকানো। তাদের অধিকাংশ ছিল মুদার গোত্রের, বরং তারা সবাই ছিল মুদার গোত্রের। তাদের এই অভাবগ্রস্ত অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চেহারার রং বদলে গেল। তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং পুনরায় বের হয়ে এলেন। এরপর তিনি বিলালকে নির্দেশ দিলেন, ফলে তিনি আযান ও একামত দিলেন। অতঃপর তিনি সালাত আদায় করলেন এবং এরপর খুৎবা দিলেন। তিনি বললেন: (হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে...) আয়াতের শেষ পর্যন্ত: (নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন) (আন-নিসা: ১)। আর অন্য একটি আয়াত যা সূরা হাশরের শেষে রয়েছে: (হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত এটা লক্ষ্য করা যে, সে আগামীকালের জন্য কী অগ্রিম পাঠিয়েছে) (আল-হাশর: ১৮)। এরপর প্রত্যেক ব্যক্তি তার দীনার থেকে, তার দিরহাম থেকে, তার কাপড় থেকে, তার এক সা' গম থেকে, তার এক সা' খেজুর থেকে সদকা করল, এমনকি তিনি বললেন: (খেজুরের এক টুকরো দিয়ে হলেও যেন সদকা করে)। এরপর আনসারদের এক ব্যক্তি একটি থলে নিয়ে এলেন যা বহন করতে তার হাত প্রায় অক্ষম হয়ে পড়ছিল, বরং সে অক্ষমই হয়ে গিয়েছিল। এরপর মানুষ ধারাবাহিকভাবে সদকা নিয়ে আসতে লাগল, এমনকি আমি খাদ্য ও কাপড়ের দুটি বড় স্তুপ দেখতে পেলাম। তখন আমি দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চেহারা আনন্দের আতিশয্যে উজ্জ্বল হয়ে সোনার মতো ঝলমল করছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: (যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো ভালো রীতির প্রবর্তন করবে, সে তার সওয়াব পাবে এবং পরবর্তীতে যারা সেই অনুযায়ী আমল করবে তাদের সওয়াবও সে পাবে, এতে তাদের সওয়াব থেকে বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো মন্দ রীতির প্রবর্তন করবে, তার ওপর সেই রীতির গুনাহ বর্তাবে এবং পরবর্তীতে যারা সেই অনুযায়ী আমল করবে তাদের গুনাহও তার ওপর বর্তাবে, এতে তাদের গুনাহ থেকে...)

(ص: 342) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

ينقص من أوزارهم شيء). رواه مسلم.

قوله (مجتأى النمار) هو بالجيم وبعد الألف باء موحدة، والنمار: جمع نمرّة، وهي: كساء من صوف مخطط، زمعنى (مجتأببها) أى: لابسبها قد خرّقوها فى رؤوسهم (والجوب): القطع ومنه قوله تعالى: (وَتُؤَدُّ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخُرَ بِالْوَادِ) (الفجر: 9) ، أى: نحتوه وقطعوه. وقوله (تبعر) هو بالعين المبهلة، أى تغبر، وقوله: (رأيت كومين) بفتح الكاف وضمها؛ أى صبربتين. وقوله: (كأنه مذهبة) هو بالذال المعجمة، وفتح الهاء والباء الموحدة. قاله القاضى عىاض وغيره. وصحفه بعضهم فقال: (مدهنة) ببدال مهلة وضم الهاء والنون، وكذا ضبطه الحمىدى، والصحيح المشهور هو الأول. والمراد به على الوجهين: الصفاء والاستنارة.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله فى باب من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها حديث جرير بن عبد اله البجلي رضى الله عنه، وهو حديث عظيم يتبين منه حرص النبى صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمتة صلوات الله وسلامه عليه، فبينما هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أول النهار إذا جاء قوم عامتهم من مضر أو كلهم من مضر مجتأى النمار، مقلدى السيوف رضى الله عنهم، يعنى أن الإنسان ليس عليه إلا ثوبه قد اجتباة يستر به

তাদের পাপসমূহ থেকে কিছুই হ্রাস করা হবে না)। এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। তাঁর উক্তি (মুজতাবিন নামার): এটি 'জিম' বর্ণ এবং আলিফের পর একক নুকতায়ুক্ত 'বা' বর্ণ সহযোগে গঠিত। 'আন-নামার' শব্দটি 'নামিরাহ' এর বহুবচন; যার অর্থ হলো ডোরাকাটা পশমী চাদর। আর 'মুজতাবিহা' শব্দের অর্থ হলো: যারা এটি পরিধান করে এবং তাদের মাথার দিক দিয়ে পরিধানের জন্য এটি ছিদ্র করে নিয়েছে। 'আল-জাওব' শব্দের অর্থ হলো: কাটা। এই অর্থটি আল্লাহ তাআলার এই বাণী থেকে গৃহীত: "এবং সামুদ জাতি, যারা উপত্যকায় পাথর কেটেছিল" (সূরা আল-ফজর: ৯), অর্থাৎ তারা পাথর খোদাই করেছিল ও কেটেছিল। আর তাঁর উক্তি (তামা'আরা): এটি নুকতাহীন 'আইন' বর্ণ যোগে, যার অর্থ হলো বিবর্ণ হওয়া বা পরিবর্তন

হওয়া। আর তাঁর উক্তি: (আমি দুটি স্তূপ দেখলাম); এখানে 'কাফ' বর্ণে ফাতহা (যবর) ও যাম্মাহ (পেশ) উভয়ই পড়া যায়; যার অর্থ হলো শস্যের দুটি স্তূপ। এবং তাঁর উক্তি: (যেন এটি একটি স্বর্ণখণ্ড); এটি নুকতায়ুক্ত 'যাল' এবং 'হা' ও একক নুকতায়ুক্ত 'বা' বর্ণের ফাতহা যোগে গঠিত। কাযী ইয়ায ও অন্যান্যরা এমনটিই বলেছেন। তবে কেউ কেউ শব্দটিতে বর্ণবিভ্রাট ঘটিয়ে (মুদহ্নাহ) বলেছেন; যা নুকতাহীন 'দাল' এবং 'হা' ও 'নূন' বর্ণের পেশ যোগে গঠিত। আল-ভুমাইদীও এভাবেই শব্দটিকে চিহ্নিত করেছেন। তবে প্রথমটিই সর্বাধিক শুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ। উভয় অর্থেই এর উদ্দেশ্য হলো: স্বচ্ছতা ও উজ্জ্বলতা।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহমতুল্লাহি আলাইহি) "যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো উত্তম রীতির সূচনা করবে, তার জন্য এর সওয়াব এবং যারা পরবর্তীতে এটি অনুসরণ করে আমল করবে তাদের সওয়াবও সাব্যস্ত হবে" শীর্ষক অধ্যায়ে জারির ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। এটি একটি মহান হাদিস যা থেকে উম্মতের প্রতি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গভীর অনুরাগ ও মমতা সুস্পষ্ট হয়। একদিন দিনের শুরুর ভাগে তাঁরা যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছিলেন, তখন এমন একদল লোক উপস্থিত হলো যাদের অধিকাংশ অথবা সকলেই ছিল মুযার গোত্রের। তারা ডোরাকাটা পশমী চাদর পরিহিত এবং তলোয়ার গলায় ঝুলানো অবস্থায় ছিল (আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন)। এর অর্থ হলো, তাদের কারোরই পরিধানে একটি চাদর ব্যতীত অন্য কোনো বস্ত্র ছিল না, যা তারা শরীর আবৃত করার জন্য ছিদ্র করে পরিধান করেছিল।

(ص: 343) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

عورته، وقد ربطه على رقبته، ومعهم السيوف استعداداً لها يؤمرون به من الجهاد
رضي الله عنهم.

فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني تغير وتلون لما رأى فيهم من الحاجة، وهم من مضر، من أشرف قبائل العرب، وقد بلغت بهم الحاجة إلى هذا الحال، ثم دخل بيته عليه الصلاة والسلام، ثم خرج، ثم أمر بلالاً فأذن، ثم صلى، ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام، فحمد الله صلى الله عليه وسلم كما هي عادته، ثم قرأ قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) (النساء: 1)، وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (الحشر: 18).

ثم حث على الصدقة، فقال: (تصدق رجل بديناره، وتصدق بدرهمه، تصدق بثوبه، تصدق بصاع بره، تصدق بصاع تمره، حتى ذكر ولو شق تمره) وكان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على الخير، وأسرعهم إليه، وأشدهم مسابقة، فخرجوا إلى بيوتهم فجاءوا بالصدقات، حتى جاء رجل بصرة معه في يده كادت تعجز يده عن حملها، بل قد عجزت من فضة ثم وضعها بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم رأى جرير كومين من الطعام والثياب وغيرها قد جمع في المسجد، فصار وج النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تعمر، صار يتهلل كأنه مذهبة، يعني من شدة بريقه ولبعانه وسروره عليه الصلاة والسلام لما حصل من هذه المسابقة التي فيها سد حاجة هؤلاء الفقراء، ثم قال صلى الله عليه وسلم:

তাদের লজ্জাস্থান, এবং তারা তা তাদের ঘাড়ের সাথে বেঁধে রেখেছিল। জিহাদের জন্য যে কোনো নির্দেশ পালনে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে তাদের সাথে তলোয়ার ছিল, আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

তাদের চরম অভাব দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল, অর্থাৎ তাঁদের দৈন্যদশা দেখে তাঁর চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে গেল। তাঁরা ছিলেন আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গোত্র মুযার-এর অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু অভাব তাঁদের এই করুণ অবস্থায় উপনীত

করেছিল। অতঃপর তিনি (সা.) তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং পুনরায় বের হয়ে এলেন। এরপর তিনি বিলালকে নির্দেশ দিলে তিনি আযান দিলেন। অতঃপর তিনি সালাত আদায় করলেন এবং উপস্থিত মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি তাঁর রীতি অনুযায়ী মহান আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং এরপর আল্লাহর এই বাণী তিলাওয়াত করলেন: "হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর তাঁদের উভয় থেকে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে যাদ্রগ কর এবং রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়তার বন্ধন (ছিन्न করা) হতে সতর্ক থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।" (সূরা আন-নিসা: ১)। আর মহান আল্লাহর বাণী: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেকের দেখা উচিত সে আগামীকালের জন্য কী অগ্রিম পাঠিয়েছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।" (সূরা আল-হাশর: ১৮)।

অতঃপর তিনি সদকা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে বললেন: "কোনো ব্যক্তি তার দিনার থেকে সদকা করুক, তার দিরহাম থেকে সদকা করুক, তার পোশাক থেকে সদকা করুক, তার এক সা' গম থেকে সদকা করুক, তার এক সা' খেজুর থেকে সদকা করুক—এমনকি তিনি খেজুরের একটি টুকরো হলেও উল্লেখ করলেন।" সাহাবীগণ (রাযিআল্লাহু আনহুম) ছিলেন কল্যাণকর কাজে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী, অগ্রগামী এবং সবচেয়ে বেশি প্রতিযোগিতাকারী। তাঁরা নিজেদের ঘরে ফিরে গেলেন এবং সদকা নিয়ে এলেন। এমনকি এক ব্যক্তি রূপার একটি পুঁটলি নিয়ে এলেন যা বহন করতে তাঁর হাত প্রায় অক্ষম হয়ে আসছিল, বরং তিনি তা বহনে অক্ষমই হয়ে পড়েছিলেন; অতঃপর তিনি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে রাখলেন।

অতঃপর জারীর (রা.) মসজিদে খাদ্য ও বস্ত্রসহ অন্যান্য সামগ্রীর দুটি বিশাল স্তূপ জমা হতে দেখলেন। এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা মুবারক—যা ইতিপূর্বে ব্যথিত হয়েছিল—তা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল যেন তা স্বর্গের ন্যায় চমকাচ্ছে। অর্থাৎ এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অভাবীদের প্রয়োজন মিটে যাওয়ায় নবীজির অত্যধিক আনন্দ ও চেহারার উজ্জ্বল্য ফুটে উঠল। এরপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

(من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة قوليها وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء).

والمراد بالسنة في قوله صلى الله عليه وسلم: (من سن في الإسلام سنة حسنة) ابتداءً العمل بسنة، وليس من أحدث؛ لأن من أحدث في الإسلام ما ليس منه فهو رد وليس بحسن، لكن المراد بمن سنّها أي صار أول من عمل بها؛ كهذا الرجل الذي جاء بالصرّة رضي الله عنه، فدل هذا على أن الإنسان إذا وفق لسنة في الإسلام سواء إليها أو أحيّاها بعد أن أميتت.

وذلك لأن السنة في الإسلام ثلاثة أقسام:

سنة سيئة: وهي البدعة، فهي سيئة وإن استحسنتها من سنّها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل بدعة ضلالة).

وسنة حسنة: وهي على نوعين:

النوع الأول: أن تكون السنة مشروعة ثم يترك العمل بها ثم يجدها من يجددها، مثل قيام رمضان بإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأُمته في أول الأمر الصلاة بإمام في قيام رمضان، ثم تخلف خشية أن تفرض على الأمة، ثم ترك الأمر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي أو خلافة عمر، ثم رأى عمر رضي الله عنه أن يجمع الناس على إمام واحد ففعل، فهو رضي الله عنه قد سن في الإسلام سنة حسنة؛ لأنه أحيّا

(যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো উত্তম রীতির প্রবর্তন করবে, তার জন্য রয়েছে এর সওয়াব এবং যারা পরবর্তীতে সে অনুযায়ী আমল করবে তাদের সওয়াবও, এতে তাদের সওয়াবের কোনো

কমতি হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো মন্দ রীতির প্রবর্তন করবে, তার ওপর বর্তাবে এর গুনাহ এবং যারা পরবর্তীতে সে অনুযায়ী আমল করবে তাদের গুনাহও, এতে তাদের গুনাহের কোনো কমতি হবে না)।

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী—"যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো উত্তম রীতির প্রবর্তন করবে"—এখানে 'সুন্নত' বা রীতি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কোনো সুন্নতের ওপর আমল শুরু করা, নতুন কিছু উদ্ভাবন করা নয়; কারণ যে ব্যক্তি ইসলামে এমন কিছু উদ্ভাবন করল যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত এবং তা কখনোই উত্তম নয়। বরং 'যিনি এর সূচনা করলেন' বলতে উদ্দেশ্য হলো—যিনি প্রথম এর ওপর আমল শুরু করলেন; যেমন সেই ব্যক্তি যিনি (দানের) থলে নিয়ে এসেছিলেন (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন)। এটি প্রমাণ করে যে, কোনো মানুষ যদি ইসলামে কোনো রীতির প্রবর্তনের তাওফিক পায়, চাই সেটি (মানুষকে) সেদিকে ধাবিত করার মাধ্যমে হোক কিংবা বিলুপ্ত হওয়ার পর তা পুনরুজ্জীবিত করার মাধ্যমে হোক।

এর কারণ হলো ইসলামে রীতি বা 'সুন্নত' তিন প্রকার:

মন্দ রীতি: আর তা হলো বিদআত। এটি মন্দই হবে, যদিও এর প্রবর্তক একে উত্তম মনে করুক না কেন; কেননা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।"

উত্তম রীতি: এটি আবার দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: কোনো রীতি বা সুন্নত শরিয়তসম্মত হওয়া সত্ত্বেও এক সময় তার ওপর আমল করা ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, অতঃপর কেউ এসে পুনরায় তা চালু করল; যেমন—ইমামের পেছনে রমজানের কিয়াম (তারাবিহ) আদায় করা। কারণ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথম দিকে তাঁর উম্মতের জন্য রমজানের কিয়ামে ইমামের পেছনে নামাজ পড়া বৈধ করেছিলেন। পরবর্তীতে উম্মতের ওপর তা ফরজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি তা হতে বিরত থাকেন। এরপর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনের শেষ সময়ে, আবু বকর (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন)-এর যুগে এবং উমর (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন)-এর খিলাফতের শুরুর দিকে বিষয়টি এভাবেই থেকে যায়। অতঃপর উমর (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন) মানুষকে একজন ইমামের পেছনে সমবেত করা সমীচীন মনে করলেন এবং তা কার্যকর

করলেন। সুতরাং তিনি (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন) ইসলামে একটি উত্তম রীতির প্রবর্তন করেছেন; কারণ তিনি পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন

(ص: 345) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

সنة كانت قد تركت.

والنوع الثاني: من السنن الحسنة أن يكون الإنسان أول من يبادر إليها، مثل حال الرجل الذي بادر بالصدقة حتى تتابع الناس ووافقه على ما فعل.

فالحاصل أن من سن في الإسلام سنة حسنة، ولا سنة حسنة إلا ما جاء به الشرع فله أجره وأجر من عمل بها من بعده.

وقد أخذ هذا الحديث أولئك القوم الذين يبتدعون في دين الله ما ليس منه، فيبتدعون أذكراً وابتدعون صلوات ما أنزل الله بها من سلطان، ثم يقولون: هذه سنة حسنة، نقول: لا، كل بدعة ضلالة وكلها سيئة، وليس في البدع من حسن، لكن المراد في الحديث من سابق إليها وأسرع، كما هو ظاهر السبب في الحديث، أو من أحيائها بعد أن أميتت فهذا له أجرها وأجر من عمل بها.

وفي هذا الحديث الترغيب في فعل السنن التي أميتت وترك وتهاجرت، فإنه يكتب لمن أحيائها أجرها وأجر من عمل بها، وفيه التحذير من السنن السيئة، وأن من سن سنة سيئة؛ فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، حتى لو كانت في أول الأمر سهلة ثم توسعت، فإن عليه وزر هذا التوسع، مثل لو أن أحداً من الناس رخص لأحد في شيء من المباح الذي يكون ذريعة واضحة إلى المحرم وقريباً، فإنه

إِذَا تَوَسَّعَ الْأَمْرُ بِسَبَبِ مَا أَفْتَقَ بِهِ النَّاسُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْوَزَرَ وَوَزَرَ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، نَعَمْ لَوْ كَانَ الشَّيْءُ مَبَاحاً وَلَا يَخْشَى مِنْهُ أَنْ يَكُونَ ذَرْبَةً إِلَى مُحَرَّمٍ، فَلَا

একটি সুন্নাহ যা ইতিপূর্বে পরিত্যক্ত হয়েছিল।

আর দ্বিতীয় প্রকার: উত্তম সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত হলো কোনো ব্যক্তি এর প্রতি সর্বপ্রথম উদ্যোগী হওয়া, যেমন সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে দান-সদকার ক্ষেত্রে প্রথম অগ্রসর হয়েছিল, ফলে মানুষ তার অনুসরণ করল এবং সে যা করেছিল তাতে তার সাথে একাত্ম হলো।

সারকথা হলো, যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো উত্তম রীতির সূচনা করল—আর শরিয়ত যা নিয়ে এসেছে তা ব্যতীত কোনো উত্তম রীতি নেই—তার জন্য রয়েছে এর সওয়াব এবং তার পরবর্তী যারা এর ওপর আমল করবে তাদের সওয়াব।

আর এই হাদিসটিকে সেই সব লোকেরা গ্রহণ করেছে যারা আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু উদ্ভাবন করে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা এমন সব জিকির ও নামাজের উদ্ভাবন করে যার পক্ষে আল্লাহ কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি, অতঃপর তারা বলে: এটি ‘সুন্নাহ হাসানা’ বা উত্তম রীতি। আমরা বলি: না, প্রতিটি নব-উদ্ভাবিত বিষয়ই (বিদআত) ভ্রষ্টতা এবং তার প্রতিটিই মন্দ, আর বিদআতের মধ্যে উত্তম বলে কিছু নেই। বরং হাদিসের উদ্দেশ্য হলো সেই ব্যক্তি যে কোনো আমলের দিকে অগ্রগামী হয়েছে ও দ্রুত অগ্রসর হয়েছে, যেমনটি হাদিসের প্রেক্ষাপট থেকে স্পষ্ট হয়; অথবা যে ব্যক্তি কোনো সুন্নাহকে তা বিলুপ্ত হওয়ার পর পুনরুজ্জীবিত করেছে, তবে তার জন্য রয়েছে এর সওয়াব এবং যারা এর ওপর আমল করবে তাদের সওয়াব।

আর এই হাদিসে সেই সব সুন্নাহর ওপর আমল করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে যা বিলুপ্ত, পরিত্যক্ত ও বর্জিত হয়েছে। কেননা যে ব্যক্তি তা পুনরুজ্জীবিত করবে, তার জন্য এর সওয়াব এবং যারা এর ওপর আমল করবে তাদের সওয়াব লেখা হবে। আর এতে মন্দ রীতির ব্যাপারে সতর্কবাণী রয়েছে; যে ব্যক্তি কোনো মন্দ রীতির সূচনা করবে, তার ওপর এর পাপ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা এর ওপর আমল করবে তাদের পাপ বর্তাবে। এমনকি বিষয়টি শুরুতে সহজ থাকলেও পরে যদি তা বিস্তার লাভ করে, তবে এই বিস্তৃতির পাপও তার ওপর বর্তাবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে এমন কোনো বৈধ বিষয়ে অনুমতি দেয় যা

হারামের দিকে ধাবিত হওয়ার একটি স্পষ্ট ও নিকটবর্তী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, তবে মানুষের মাঝে তার প্রদত্ত ফতোয়ার কারণে যদি বিষয়টি ব্যাপকতা লাভ করে, তবে তার ওপর এর পাপ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা এর ওপর আমল করবে তাদের পাপ বর্তাবে। হ্যাঁ, যদি বিষয়টি বৈধ হয় এবং তা হারামের মাধ্যম হওয়ার কোনো আশঙ্কা না থাকে, তবে তা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

(ص: 346) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

بأس للإنسان أن يبينه للناس، كما لو كان الناس يظنون أن هذا الشيء محرم وليس بمحرم، ثم يبينه للناس من أجل أن يتبين الحق، ولكن لا يخشى عاقبته، فهذا لا بأس به، أما شيء تخشى عاقبته، فإنه يكون عليه وزره ووزر من عمل به. والله أعلم.

মানুষের জন্য তা মানুষের নিকট স্পষ্ট করাতে কোনো দোষ নেই; যেমন যদি মানুষ মনে করে যে এই বিষয়টি হারাম অথচ তা হারাম নয়, অতঃপর সত্য প্রকাশিত হওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি যদি তা মানুষের নিকট বর্ণনা করেন এবং এর কুফলের কোনো আশঙ্কা না থাকে, তবে এতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এমন বিষয় যার মন্দ পরিণামের আশঙ্কা থাকে, তবে তার ওপর নিজের পাপ এবং যারা সেই অনুযায়ী কাজ করবে তাদের পাপও বর্তাবে। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(ص: 347) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

২০. باب في الدلالة على خير
والدعاء إلى هدى أو ضلالة

قال تعالى: (وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ) (الحج: 67) ، وقال تعالى: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ) (النحل: 125) .

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: (باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة)
الدلالة على الخير هي أن يبين الإنسان للناس الخير الذي ينتفعون به في أمور
دينهم ودنياهم، ومن دل على خير فهو كفاعله، أما الدعوة إليه فهي أخص من
الدلالة؛ لأن الإنسان قد يدل فيبين ولا يدعو، فإذا دعا كان هذا أكمل وأفضل،
والإنسان مأمور بالدعوة إلى الخير أي: الدعوة إلى عز وجل، كما قال تعالى: (وَادْعُ إِلَى
رَبِّكَ) وآخر الآية: (إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ) (الحج: 67) .

وقال تعالى: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ) (النحل: 125) ، وقال تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا
وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (آل عمران: 104)،
(105) .

فهذه الآيات وأمثالها كلها تدل على أن الإنسان ينبغي له أن يكون داعياً إلى الله
ولكن لا يمكن أن تتم الدعوة إلا بعلم الإنسان بما يدعو

মহান আল্লাহ বলেন: (আপনি আপনার রবের দিকে আহ্বান করুন) (আল-হুজ্জ: ৬৭), এবং
মহান আল্লাহ বলেন: (আপনি আপনার রবের পথে হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান
করুন) (আন-নাহল: ১২৫)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক —রাহিমাল্লাহ তাআলা— বলেন: (কল্যাণের দিকে পথনির্দেশ করা এবং হিদায়াত বা
গোমরাহির দিকে আহ্বানের পরিচ্ছেদ) কল্যাণের দিকে পথনির্দেশ করার অর্থ হলো মানুষের
সামনে এমন কল্যাণ স্পষ্ট করে বর্ণনা করা, যার মাধ্যমে তারা তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার বিষয়ে
উপকৃত হবে। আর যে ব্যক্তি কল্যাণের পথ দেখাবে সে আমলকারীর সমতুল্য। পক্ষান্তরে
কল্যাণের দিকে আহ্বান করার বিষয়টি পথনির্দেশের চেয়ে আরও সুনির্দিষ্ট; কারণ মানুষ অনেক
সময় পথনির্দেশ করে বা বর্ণনা করে কিন্তু আহ্বান (দাওয়াত) করে না। সুতরাং সে যদি আহ্বানও
করে তবে তা হবে অধিকতর পূর্ণাঙ্গ ও উত্তম। আর মানুষকে কল্যাণের দিকে অর্থাৎ মহান
আল্লাহর দিকে আহ্বান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: (আপনি
আপনার রবের দিকে আহ্বান করুন) এবং আয়াতের শেষাংশ হলো: (নিশ্চয়ই আপনি সরল
পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছেন) (আল-হুজ্জ: ৬৭)।

মহান আল্লাহ বলেন: (আপনি আপনার রবের পথে হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান
করুন এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন উত্তম পন্থায়) (আন-নাহল: ১২৫)। মহান আল্লাহ আরও
বলেন: (তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে,
সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; আর তারাই সফলকাম। আর
তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং
মতভেদ করেছে; তাদের জন্য রয়েছে মহা আজাব) (আলে ইমরান: ১০৪, ১০৫)।

এই আয়াতসমূহ এবং এ জাতীয় সকল আয়াত একথাই প্রমাণ করে যে, মানুষের জন্য আল্লাহর
দিকে আহ্বানকারী হওয়া উচিত, কিন্তু আহ্বানকৃত বিষয়ে জ্ঞান থাকা ছাড়া দাওয়াতের কাজ
সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়।

إليه؛ لأن الجاهل قد يدعو إلى شيء يظنه حقاً وهو باطل، وقد ينهى عن شيء يظنه باطلاً وهو حق، فلا بد من العلم أولاً فيتعلم الإنسان ما يدعو إليه. وسواء كان عالماً متبحراً فاهماً في جميع أبواب العلم، أو كان عالماً في نفس المسألة التي يدعو إليها، فليس بشرط أن يكون الإنسان عالماً متبحراً في كل شيء، بل لنفرض أنك تريد أن تدعو الناس إلى أقام الصلاة، فإذا فقهت أحكام الصلاة وعرفتاً جيداً فادع إليها ولو كنت لا تعرف غيرها من أبواب العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بلغوا عني ولو آية).

ولكن لا يجوز أن تدعو بلا علم ابداً؛ لأن ذلك فيه خطر؛ خطر عليك أنت، خطر على غيرك، أما خطره عليك فلأن الله حرم عليك أن تقول على الله ما لا تعلم، قال الله تعالى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأُثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) (الأعراف: 33)، وقال تعالى: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (الإسراء: 36)، أي لا تتبع ما ليس لك به علم، فإنك مسئول عن ذلك، (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا) (الإسراء: 36).

ولابد أيضاً من أن يكون الإنسان حكيماً في دعوته، ينزل الأشياء في منازلها، ويضعها في مواضعها، فيدعو الإنسان المقبل إلى الله عز وجل

তার প্রতি; কারণ একজন অজ্ঞ ব্যক্তি এমন কোনো বিষয়ের দিকে আহ্বান করতে পারে যা সে সত্য মনে করে অথচ তা আসলে বাতিল, আবার সে এমন কোনো বিষয় থেকে নিষেধ করতে পারে যা সে বাতিল মনে করে অথচ তা আসলে সত্য। সুতরাং সর্বপ্রথম ইলম বা জ্ঞান অর্জন

করা আবশ্যিক, যাতে মানুষ যে বিষয়ের দিকে আহ্বান করবে সে সম্পর্কে আগে জ্ঞান লাভ করতে পারে।

চাই সে জ্ঞানের সকল শাখায় সুগভীর পণ্ডিত ও প্রাজ্ঞ হোক, অথবা কেবল সেই নির্দিষ্ট মাসআলা বা বিষয়েই পারদর্শী হোক যার দিকে সে আহ্বান জানাচ্ছে। কোনো ব্যক্তির জন্য প্রতিটি বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য সম্পন্ন হওয়া শর্ত নয়। বরং মনে করুন, আপনি মানুষকে সালাত কায়েমের দিকে দাওয়াত দিতে চাচ্ছেন; যদি আপনি সালাতের আহকাম বা নিয়মাবলী ভালোভাবে অনুধাবন করেন ও জানেন, তবে সেদিকে আহ্বান জানান, যদিও আপনি ইলমের অন্য কোনো শাখা সম্পর্কে অবগত না হন। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী হলো: "আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও, যদিও তা একটি আয়াত হয়।"

কিন্তু জ্ঞানহীনভাবে দাওয়াত দেওয়া কখনোই বৈধ নয়; কারণ এতে ঝুঁকি রয়েছে—আপনার নিজের জন্য ঝুঁকি এবং অন্যদের জন্যও ঝুঁকি। আপনার জন্য ঝুঁকির কারণ হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্পর্কে এমন কিছু বলা হারাম করেছেন যা আপনি জানেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন: "বলুন, আমার প্রতিপালক তো কেবল অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন—তা প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন—আর হারাম করেছেন গুনাহের কাজ, অসংগত বিদ্রোহ, আল্লাহর সাথে এমন কিছু শরিক করা যার কোনো প্রমাণ তিনি অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর সম্পর্কে এমন কিছু বলা যা তোমরা জানো না।" (সূরা আল-আরাফ: ৩৩)। তিনি আরও বলেন: "যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই তার পিছু নিও না।" (সূরা আল-ইসরা: ৩৬)। অর্থাৎ যে বিষয় সম্পর্কে তোমার ইলম নেই তার অনুসরণ করো না, কেননা তোমাকে এ ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। "নিশ্চয়ই কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয়—এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (সূরা আল-ইসরা: ৩৬)।

পাশাপাশি মানুষের জন্য তার দাওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত বা প্রজ্ঞার অধিকারী হওয়া অপরিহার্য, যাতে সে প্রতিটি বিষয়কে তার উপযুক্ত স্থানে এবং সঠিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করতে পারে। সে মহান আল্লাহর দিকে অগ্রসরমান ব্যক্তিকে আহ্বান জানাবে...

بما يناسبه، ويدعو الإنسان الجاهل بما يناسبه، كل أناس لهم دعوة خاصة حسب ما يليق بحالهم، ودليل هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: (إنك تأتي قومًا أهل كتاب)، فأعلمه بحالهم من أجل أن يستعد لهم وأن ينزلهم منزلتهم؛ لأنهم إذا كانوا أهل كتاب صار عندهم من الجدل بنا عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم، فالشركين جهال ضلال لكن أهل الكتاب عندهم علم، يحتاجون إلى استعداد تام، وأيضاً يجابهون بما يليق بهم؛ لأنهم يرون أنفسهم أهل كتاب وأهل علم - فيحتاج الأمر إلى أن يراعوا في كيفية الدعوة، ولهذا قال له: (إنك تأتي قومًا أهل كتاب).

ولنضرب لهذا مثلاً واقعياً: لو أن رجلاً جاهلاً تكلم وهو يصلي، يظن أن الكلام لا يضر، فهذا لا نوبخه ولا ننهره ولا نشدد عليه، بل نقول له إذا فرغ من صلاته: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، لكن لو علمنا أن شخصاً يعلم أم الكلام في الصلاة حرام ويبطلها، لكنه إنسان مستهتر والعياذ بالله؛ يتكلم ولا يبالي فهذا نخاطبه بما يليق به ونشدد عليه وننهره، فكل مقام مقال.

ولهذا قال تعالى: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ) والحكمة أن تضع الأشياء في مواضعها، وتنزل الناس في منازلهم، فلا تخاطب الناس

যা তার জন্য উপযুক্ত এবং একজন অজ্ঞ ব্যক্তিকে তার উপযোগী পন্থায় দাওয়াত দেবে। প্রতিটি জনগোষ্ঠীর জন্য তাদের অবস্থার সাথে মানানসই বিশেষ দাওয়াতের পদ্ধতি রয়েছে। এর প্রমাণ হলো, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মুআয (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে ইয়ামেনে প্রেরণ করলেন, তখন তাকে বলেছিলেন: "নিশ্চয়ই তুমি কিতাবধারী (আহলে কিতাব) এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছে।" তিনি তাকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত

করেছিলেন যাতে তিনি তাদের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারেন এবং তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে পারেন। কারণ তারা যখন আহলে কিতাব, তখন তাদের অর্জিত জ্ঞানের কারণে তাদের মাঝে এমন বিতর্ক করার ক্ষমতা থাকবে যা অন্যদের নেই। মুশরিকরা হলো পথভ্রষ্ট অজ্ঞ, কিন্তু আহলে কিতাবদের কাছে জ্ঞান আছে, তাই তাদের ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রস্তুতির প্রয়োজন। তদুপরি তাদের সাথে সেভাবেই মুকাবেলা করতে হবে যা তাদের জন্য সমীচীন; কারণ তারা নিজেদের কিতাবধারী ও জ্ঞানী মনে করে। ফলে দাওয়াতের পদ্ধতির ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন। এই কারণেই তিনি তাকে বলেছিলেন: "নিশ্চয়ই তুমি কিতাবধারী এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ।"

আসুন আমরা এর একটি বাস্তব উদাহরণ দিই: যদি কোনো অজ্ঞ ব্যক্তি সালাত আদায়কালে কথা বলে এবং সে মনে করে যে কথা বলায় কোনো সমস্যা নেই, তবে আমরা তাকে তিরস্কার করব না, ধমক দেব না এবং তার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করব না। বরং সালাত শেষ হলে তাকে বলব: "নিশ্চয়ই এই সালাতে মানুষের কোনো কথা বলা সংগত নয়; এটি তো কেবল তাসবীহ, তাকবীর এবং কুরআন তিলাওয়াতের জন্য।" কিন্তু আমরা যদি জানতে পারি যে কোনো ব্যক্তি জানে যে সালাতে কথা বলা হারাম এবং তা সালাত বাতিল করে দেয়, কিন্তু সে একজন বেপরোয়া ব্যক্তি—আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই—সে কথা বলে এবং কোনো পরোয়া করে না, তবে তাকে আমরা তার উপযুক্ত ভাষায় সম্বোধন করব, তার প্রতি কঠোর হব এবং তাকে ধমক দেব। কেননা প্রতিটি পরিস্থিতির ভিন্ন ভিন্ন দাবি থাকে।

এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তুমি তোমার রবের পথের দিকে হিকমতের (প্রজ্ঞার) সাথে আহ্বান করো।" আর হিকমত হলো বিষয়সমূহকে তার সঠিক স্থানে রাখা এবং মানুষকে তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করা। সুতরাং আপনি মানুষের সাথে এমনভাবে সম্বোধন করবেন না...

بخطاب واحد، ولا تدعوهم بكيفية واحدة، بل أجعل لكل إنسان ما يليق به. فلا بد أن يكون الإنسان على علم بحال من يدعوه؛ لأن المدعو له حالات: إما أن يكون جاهلاً، أو معانداً مستكبراً، أو يكون قابلاً للحق ولكنه قد خفي عليه مجتهداً متأولاً، فلكل إنسان ما يليق به.

ثم ذكر المؤلف قوله تعالى: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) وسبيل الله هي دينه وشريعته التي شرعها الله لعباده، وأضافها إلى نفسه لسببين:

السبب الأول: أنه هو الذي وضعها عز وجل للعباد، ودلهم عليها. السبب الثاني: أنها موصلة إليه، فلا شيء يوصل إلى الله إلا سبيل الله التي شرعها لعباده على السنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم.

وقوله: (بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ) الحكمة قال العلماء: إنها من الأحكام وهو الإتيان، إتيان الشيء أن يضعه الإنسان في موضعه فهي وضع الأشياء في مواضعها، وأما الموعظة فهي التذكير المقرون بالترغيب أو الترهيب، فإذا كان الإنسان معه شيء من الأعراض فإنه يوعظ وينصح، فإن لم يفد فيه ذلك فيقول تعالى: (وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) فإذا كان الإنسان عنده شيء من المجادلة فيجادل، والمجادلة بالتي هي أحسن أي من حيث المشافهة، فلا تشدد عليه ولا تخفف عنه، انظر ما هو أحسن، بالتي هي أحسن أيضاً من حيث الأسلوب، والإقناع، وذكر الأدلة التي يمكن أن يقتنع بها؛ لأن من الناس من يقتنع بالأدلة الشرعية أكثر مما يقتنع

একই সম্বোধনে নয়, এবং আপনি তাদের একই পদ্ধতিতে দাওয়াত দেবেন না; বরং প্রত্যেক মানুষের জন্য যা উপযুক্ত, তা নির্ধারণ করুন।

মানুষের জন্য তার দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান রাখা আবশ্যিক; কারণ দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থা থাকে: হয় সে মূর্খ হতে পারে, অথবা হঠকারী ও অহংকারী

হতে পারে, অথবা সে সত্য গ্রহণকারী হতে পারে কিন্তু কোনো ভুল ব্যাখ্যার কারণে সত্য তার কাছে অস্পষ্ট রয়ে গেছে। তাই প্রত্যেক মানুষের জন্য তার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর লেখক মহান আল্লাহর বাণী উল্লেখ করেছেন: "আপনার রবের পথের দিকে প্রজ্ঞা (হিকমত) ও সদুপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করুন এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন সর্বোত্তম পন্থায়।" আর আল্লাহর পথ হলো তাঁর দীন ও শরিয়ত যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন। তিনি একে নিজের দিকে সম্বন্ধিত করেছেন দুটি কারণে:

প্রথম কারণ: মহান আল্লাহ স্বয়ং এটি বান্দাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন এবং তাদের এর দিশা দিয়েছেন।

দ্বিতীয় কারণ: এটি তাঁর নিকট পৌঁছানোর মাধ্যম; কেননা আল্লাহর নির্ধারিত পথ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই আল্লাহর সান্নিধ্য পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না, যা তিনি তাঁর রাসূলগণের (তাঁদের ওপর আল্লাহর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক) মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন।

এবং তাঁর বাণী: "প্রজ্ঞা ও সদুপদেশের মাধ্যমে" প্রসঙ্গে উলামায়ে কেরাম বলেন: হিকমত বা প্রজ্ঞা শব্দটি 'ইহকাম' থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো নিপুণতা। কোনো বিষয়ের নিপুণতা হলো তাকে তার সঠিক স্থানে স্থাপন করা। সুতরাং হিকমত হলো বিষয়বস্তুকে তার উপযুক্ত স্থানে রাখা। আর সদুপদেশ হলো এমন নসিহত যা অনুপ্রেরণা বা ভীতির সাথে যুক্ত। যদি কোনো মানুষের মধ্যে সত্যবিমুখতা দেখা যায়, তবে তাকে সদুপদেশ ও নসিহত প্রদান করতে হবে। যদি তাতে ফলদায়ক না হয়, তবে আল্লাহ তাআলা বলেন: "তাদের সাথে বিতর্ক করুন সর্বোত্তম পন্থায়।" সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তির মাঝে বিতর্কের প্রবণতা থাকে, তবে বিতর্ক করতে হবে। আর সর্বোত্তম পন্থায় বিতর্কের অর্থ হলো বাচনিক দিক থেকে; অর্থাৎ তার ওপর কঠোরতা করা যাবে না, আবার তাকে একেবারে ছেড়েও দেওয়া যাবে না। লক্ষ্য করতে হবে কোনটি উত্তম। এটি পদ্ধতি, যুক্তিপ্রদান এবং এমন সব দলীল উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যার মাধ্যমে সে সন্তুষ্ট হতে পারে; কারণ মানুষের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা শরিয়ী দলীলসমূহের মাধ্যমে অন্য কিছু তুলনায় অধিক আশ্বস্ত হয়।

بالأدلة العقلية، وهذا هو الذي عنده إيمان قوي. ومن الناس من يكون بالعكس لا يقتنع بالأدلة الشرعية إلا إذا ثبت ذلك عنده بالأدلة العقلية، فتجده يعتمد على الأدلة العقلية أكثر مما يعتمد على الأدلة الشرعية، بل ولا يقتنع بالأدلة الشرعية إي حيث تؤيدها عنده الأدلة العقلية، وهذا النوع من الناس يخشى عليه من الزيغ والعياذ بالله؛ إذا كان لا يقبل الحق إلا بما عقله بعقله الفاسد فهذا خطر عليه، ولهذا كان أقوى الناس إيماناً أعظمهم إذعاناً للشرع أي: للكتاب والسنة، فإذا رأيت من نفسك الإذعان للكتاب والسنة والقبول والالتزام؛ فهذا يبشر بخير، وإذا رأيت من نفسك القلق من الأحكام الشرعية إلا حيث تكون مؤيدة عنك بالأدلة العقلية؛ فاعلم أن في قلبك مرضاً؛ لقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) يعني: لا يمكن أن يختاروا شيئاً سوى ما قضاه الله ورسوله، (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) (الأحزاب: 36).

وقوله: (وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) جاء في آية العنكبوت (وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) (العنكبوت: 46)، فهؤلاء لا تليقوا معهم إذا كانوا ظالمين، فقاتلوهم بالسيف حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وعلى هذا فتكون المراتب أربعة: الحكمة، الموعظة، المجادلة بالتي هي أحسن، المجادلة بالسيف لمن كان ظالماً، والله الموفق.

যৌক্তিক দলিলের মাধ্যমে, আর তিনিই সেই ব্যক্তি যার ঈমান সুদৃঢ়।

আবার কিছু মানুষ এর বিপরীত; তারা শারয়ী দলিলের প্রতি ততক্ষণ আশ্বস্ত হয় না যতক্ষণ না তা তাদের কাছে যৌক্তিক দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। আপনি দেখবেন তারা শারয়ী

দলিলের চেয়ে যৌক্তিক দলিলের ওপর বেশি নির্ভর করে। বরং তারা শারয়ী দলিলে সন্তুষ্ট হয় না যদি না যৌক্তিক দলিল দ্বারা তা সমর্থিত হয়। এ ধরনের মানুষের ব্যাপারে পথভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। যখন কেউ তার ত্রুটিপূর্ণ বিবেক দ্বারা অনুধাবন করা ব্যতীত সত্য গ্রহণ করতে চায় না, তখন তা তার জন্য বিপজ্জনক। এই কারণেই মানুষের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ঈমানের অধিকারী তারা, যারা শরিয়তের প্রতি অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি সবচেয়ে বেশি অনুগত। সুতরাং যখন আপনি নিজের মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি আনুগত্য, গ্রহণ ও অনুসরণের মানসিকতা দেখবেন, তবে তা কল্যাণের সুসংবাদ। আর যদি আপনি শারয়ী বিধানের ক্ষেত্রে উৎকর্ষা অনুভব করেন এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তা গ্রহণ না করেন যতক্ষণ না তা যৌক্তিক দলিল দ্বারা আপনার কাছে সমর্থিত হয়, তবে জেনে রাখুন যে আপনার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর জন্য সেই বিষয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে অন্য কোনো সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না।" অর্থাৎ: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা ফয়সালা করেছেন তা ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করা তাদের জন্য সম্ভব নয়। "আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করবে, সে তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত হবে।" (আল-আহজাব: ৩৬)।

এবং মহান আল্লাহর বাণী: "আর তাদের সাথে বিতর্ক করো উত্তম পন্থায়।" সূরা আল-আনকাবূতের আয়াতে এসেছে: "তোমরা কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থা ছাড়া বিতর্ক করো না, তবে তাদের মধ্যে যারা সীমালঙ্ঘনকারী তাদের কথা ভিন্ন।" (আল-আনকাবূত: ৪৬)। সুতরাং তারা যখন জালেম হবে, তখন তাদের সাথে কোমল আচরণ করবে না। বরং তাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না তারা বিনীতভাবে নিজ হাতে জিজিয়া প্রদান করে। এই ভিত্তিতে দাওয়াতের স্তর হলো চারটি: হিকমত (প্রজ্ঞা), সদুপদেশ, সর্বোত্তম পন্থায় বিতর্ক এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে তরবারির মাধ্যমে লড়াই। আর আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

* * *

وقال تعالى (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ) (آل عمران: 104) .

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله في باب الدلالة على الخير، قوله تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (آل عمران: 104) ، وهذا أمر من الله عز وجل بأن يكون منا هذه الأمة، والأمة بمعنى الطائفة، وترد الأمة في القرآن الكريم على أربعة معان: أمة بمعنى الطائفة، وأمة بمعنى الملة، أمة بمعنى السنين، وأمة بمعنى القدوة، فمن الطائفة هذه الآية (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ) أي طائفة (يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ.....) (آل عمران: 104) إلى آخره.

والأمة بمعنى الملة مثل قوله تعالى (وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً) (البؤمنون: 52) أي دينكم دين واحد.

والأمة بمعنى السنين مثل قوله تعالى: (وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ) (يوسف: 45) أي بعد زمن.

والأمة بمعنى القدوة والإمام مثل قوله تعالى: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا) (النحل: 120)

فقوله هنا (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ) اللام في قوله للأمر (وَلْتَكُنْ) ، " ومن " في قوله: (مِنْكُمْ) فيها قولان لأهل العلم: منهم من قال إنها للتبعيض، ومنهم من قال إنها لبيان الجنس، فعلى القول الأول يكون الأمر هنا أمراً كفائياً، أي أنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقيين؛ لأنه قال: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ) يعني بعض منكم يدعون إلى الخير،

এবং মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল যেন থাকে, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে।" (সূরা আল-ইমরান: ১০৪)।

[ব্যাক্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) 'কল্যাণের পথে পথপ্রদর্শন' অধ্যায়ে মহান আল্লাহর এই বাণীটি উল্লেখ করেছেন: "তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল যেন থাকে, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; আর তারাই হলো সফলকাম।" (সূরা আল-ইমরান: ১০৪)। এটি মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে একটি নির্দেশ যেন আমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল বা উম্মত থাকে। এখানে 'উম্মাহ' অর্থ হলো দল বা গোষ্ঠী। পবিত্র কুরআনে 'উম্মাহ' শব্দটি চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে: 'উম্মাহ' অর্থ দল বা গোষ্ঠী, 'উম্মাহ' অর্থ ধর্ম বা আদর্শ, 'উম্মাহ' অর্থ কাল বা সময় এবং 'উম্মাহ' অর্থ অনুসরণীয় আদর্শ বা ইমাম। দল বা গোষ্ঠী অর্থে এই আয়াতটি এসেছে: "তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল (উম্মাহ) যেন থাকে..." অর্থাৎ একটি গোষ্ঠী "যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে..." (সূরা আল-ইমরান: ১০৪) শেষ পর্যন্ত।

আর 'উম্মাহ' ধর্ম বা আদর্শ অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার উদাহরণ হলো মহান আল্লাহর বাণী: "আর তোমাদের এই উম্মত তো একই উম্মত (একই ধর্মাদর্শের অনুসারী)।" (সূরা আল-মুমিনুন: ৫২), অর্থাৎ তোমাদের দ্বীন বা ধর্ম একই।

আর 'উম্মাহ' অর্থ হলো বছর বা সময়, যেমন মহান আল্লাহর বাণী: "তাদের দুজনের মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল, দীর্ঘকাল (উম্মাহ) পরে তার মনে পড়ল।" (সূরা ইউসুফ: ৪৫), অর্থাৎ দীর্ঘ সময় পর।

আর 'উম্মাহ' অর্থ হলো অনুসরণীয় আদর্শ এবং ইমাম, যেমন মহান আল্লাহর বাণী: "নিশ্চয়ই ইবরাহিম ছিলেন একাই এক উম্মত (অনুসরণীয় ইমাম), আল্লাহর একান্ত অনুগত।" (সূরা আন-নাহল: ১২০)।

এখানে আল্লাহর বাণী "তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল যেন থাকে যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে"-এর মধ্যে 'ওয়ালতাকুন' শব্দের 'লাম' অক্ষরটি আদেশের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর "তোমাদের মধ্য থেকে" (মিনকুম) বাক্যাংশের 'মিন' অব্যয়টি সম্পর্কে জ্ঞানীদের দুটি মত রয়েছে: তাঁদের কেউ বলেছেন এটি আংশিকতা (তাবইজ) বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে, আবার

কেউ বলেছেন এটি প্রকার (বায়ানুল জিনস) বর্ণনার জন্য এসেছে। প্রথম মতানুসারে, এখানে নির্দেশটি একটি সামষ্টিক দায়িত্ব (ফরজে কিফায়া), অর্থাৎ যদি একদল লোক এই দায়িত্ব পালন করে তবে বাকিদের ওপর থেকে এর আবশ্যকতা উঠে যাবে; কারণ তিনি বলেছেন: "তোমাদের মধ্য থেকে যেন থাকে" অর্থাৎ তোমাদের মধ্য থেকে একটি অংশ যেন কল্যাণের দিকে আহ্বান করে।

(ص: 353) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وعلى القول الثاني يكون الأمر امرأ عينيناً، وهو أنه يجب على كل واحد أن يكرس جهوده لهذا الأمر.. يدعون إلى الخير، ويأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. الدعوة إلى الخير تشمل كل شيء فيه مصلحة للناس في معاشهم ومعادهم؛ لأن الخير كما يكون في عمل الآخرة يكون في عمل الدنيا، كما قال الله تعالى: (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً) (البقرة: 201) وما ينفع الناس من الأمور الدنيوية فهو خير، ولهذا سى الله سبحانه وتعالى المال خيراً، فقال (وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ) (العاديات: 8)

وقوله:: (وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) (آل عمران: 104) ، المعروف ما عرفه الشرع وأقره، المنكر ما أنكره ونهى عنه، فإذا يكون الأمر بالمعروف هو الأمر بطاعة الله، والنهي عن المنكر هو النهي عن معصية الله، فهم يأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وينهون عن المنكر. لكن لا بد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط هي:

الشرط الأول: أن يكون الأمر أنه الناهي عالياً بأن هذا معروف يأمر به، وهذا منكر ينهى عنه، وهذا، لم يكن عالياً فإنه لا يجوز أن يأمر أو ينهى، لقوله تعالى (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً) (الاسراء: 36)، والتحریم والتحلیل لا يكون بحسب العاطفة؛ لأنه لو كان بحسب العاطفة والهوى لوجدنا من الناس من يكره كل شيء يستغربه، حتى لو حصل شيء ينفع الناس وهو مستغرب له قال هذا منكر، ومن الناس من هو بالعكس يتهاون ويرى أن كل شيء معروف،

দ্বিতীয় অভিমত অনুযায়ী, এই আদেশটি একটি ব্যক্তিগত ফরয হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ, প্রত্যেকের ওপর এটি অনিবার্য যে সে এই কাজের জন্য তার প্রচেষ্টা উৎসর্গ করবে... তারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎকাজে বাধা প্রদান করবে। কল্যাণের দিকে আহ্বানের মধ্যে মানুষের ইহকালীন জীবন ও পরকালীন জীবনের সকল কল্যাণকর বিষয় অন্তর্ভুক্ত; কারণ পরকালের আমলের ন্যায় দুনিয়াবী কাজের মধ্যেও কল্যাণ নিহিত থাকে, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেন: "হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন।" (সূরা আল-বাকারা: ২০১) পার্থিব বিষয়াবলির মধ্যে যা মানুষের উপকারে আসে, তাও কল্যাণ। এই কারণেই মহান আল্লাহ সম্পদকে 'কল্যাণ' হিসেবে অভিহিত করেছেন; তিনি বলেন: "এবং নিশ্চয় সে ধন-সম্পদের মোহে অত্যন্ত আসক্ত।" (সূরা আল-আদিয়াত: ৮)

আর তাঁর বাণী: "তারা সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎকাজে বাধা প্রদান করবে" (সূরা আলে ইমরান: ১০৪)। 'মা'রুফ' (সৎকাজ) হলো তা-ই যা শরীয়ত কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত, আর 'মুনকার' (অসৎকাজ) হলো তা-ই যা শরীয়ত অস্বীকার ও নিষেধ করেছে। সুতরাং সৎকাজের আদেশ দেওয়ার অর্থ হলো আল্লাহর আনুগত্যের আদেশ দেওয়া এবং অসৎকাজে বাধা প্রদানের অর্থ হলো আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখা। তারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজে নিষেধ করে।

তবে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের জন্য কতগুলো শর্ত থাকা আবশ্যিক, সেগুলো হলো:

প্রথম শর্ত: আদেশদাতা বা নিষেধকারীকে এ বিষয়ে জ্ঞান রাখতে হবে যে, এটি একটি সৎকাজ যার আদেশ তিনি দিচ্ছেন এবং এটি একটি অসৎকাজ যা থেকে তিনি নিষেধ করছেন। যদি তিনি এ বিষয়ে জ্ঞানী না হন, তবে তার জন্য আদেশ দেওয়া বা নিষেধ করা বৈধ নয়। কেননা মহান আল্লাহ বলেন: "যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও হৃদয়—এদের প্রত্যেকের কাছে এ বিষয়ে কৈফিয়ত চাওয়া হবে।" (সূরা আল-ইসরা: ৩৬)। এছাড়া হারাম বা হালাল ঘোষণা করা কেবল আবেগের বশবর্তী হয়ে হতে পারে না; কারণ তা যদি আবেগ ও প্রবৃত্তির ওপর ভিত্তি করে হতো, তবে আমরা এমন অনেক মানুষ দেখতে পেতাম যারা তাদের কাছে অপরিচিত যেকোনো বিষয়কে অপছন্দ করে, এমনকি মানুষের জন্য উপকারী কোনো কিছু যদি তাদের কাছে অপরিচিত ঠেকে তবে তারা সেটিকে 'মুনকার' বা মন্দ বলে আখ্যা দেয়। আবার কিছু মানুষ এর উল্টোটিও করে, যারা শিথিলতা প্রদর্শন করে এবং সবকিছুকেই 'মা'রুফ' বা ভালো মনে করে।

(ص: 354) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

فالمعروف والمنكر أمرهما إلى الشارع.
كذلك أول ما ظهرت مكبرات الصوت أنكرها بعض الناس، وقال: إن هذا منكر، كيف
نؤدي الصلاة أو الخطبة بهذه الأبواق التي تشبه بوق اليهود؟ ومن العلماء المحققين
كشيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله قال: إن هذه من نعمة الله؛ أن الله يسر
 لعباده ما يوصل أصوات الحق إلى الخلق، وأن مثل هذه كمثال نظارات العين، فالعين
إذا ضعف النظر تحتاج إلى تقوية بلبس النظارات، فهل نقول لا تلبس النظارات؛
لأنها تقوي النظر وتكبر الصغير؟ لا، لا نقول هكذا.
فالحاصل المعروف والمنكر أمرهما إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا إلى
ذوق الإنسان، أو هوى الإنسان، أو فكر الإنسان.

إِذَا لَا بَدَ أَيْكُونُ الْإِنْسَانُ عَالِمًا بِأَنْ هَذَا مَعْرُوفٌ وَأَنْ هَذَا مَنكَرٌ، هَذَا مَعْرُوفٌ يَأْمُرُ بِهِ، وَهَذَا مَنكَرٌ يَنْهَى عَنْهُ، وَلَكِنْ مَا الطَّرِيقُ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ؟ الطَّرِيقُ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فَقَطْ، وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ، أَوِ الْقِيَاسُ الصَّحِيحُ، وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ وَالْقِيَاسُ الصَّحِيحُ كِلَاهِمَا مُسْتَنَدٌ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلَوْلَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مَا عَرَفْنَا أَنَّ الْإِجْمَاعَ حُجَّةٌ، وَأَنَّ الْقِيَاسَ حُجَّةٌ.

الشرط الثاني: أَنْ يَعْلَمَ بِوُقُوعِ الْمَنكَرِ مِنَ الشَّخْصِ الْمَدْعُوِّ، أَوْ بِتَرْكِهِ لِلْمَعْرُوفِ، فَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ فَإِنَّهُ يَرْجَمُ النَّاسُ بِالْغَيْبِ، مِثْلًا ذَلِكَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَجَلَسَ، فَإِنَّ الَّذِي تَقْتَضِيهِ الْحِكْمَةُ أَنْ يَسْأَلَهُ: لِمَ إِذَا جَلَسَ وَلَمْ يَصِلْ؟ وَلَا يَنْهَاهُ أَوْ يَزْجِرُهُ، بِدَلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ

সুতরাং সৎকাজ ও অসৎকাজের বিধান শরীয়ত প্রণেতার ওপর ন্যস্ত।

অনুরূপভাবে, যখন সর্বপ্রথম লাউডস্পিকারের উদ্ভব হলো, তখন কিছু লোক তা প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং বলেছিল: এটি একটি গর্হিত কাজ; আমরা কীভাবে এই শিঙার ন্যায় যন্ত্রের মাধ্যমে সালাত বা খুতবা প্রদান করব, যা ইহুদিদের শিঙার সদৃশ? মুহাক্কিক আলেমগণের মধ্য হতে আমাদের শায়খ আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: এটি আল্লাহর নেয়ামতসমূহের অন্তর্ভুক্ত; আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য এমন বিষয় সহজ করে দিয়েছেন যা সৃষ্টির কাছে সত্যের বাণী পৌঁছে দেয়। এর উদাহরণ হলো চোখের চশমার মতো; দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে চশমা পরিধানের মাধ্যমে তা শক্তিশালী করার প্রয়োজন হয়। তবে কি আমরা বলব যে, চশমা ব্যবহার করো না; কারণ এটি দৃষ্টিশক্তিকে প্রখর করে এবং ছোটকে বড় করে দেখায়? না, আমরা তা বলি না।

সারকথা হলো, সৎকাজ ও অসৎকাজের বিষয়টি আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওপর নির্ভরশীল, মানুষের রুচি, প্রবৃত্তি কিংবা চিন্তাধারার ওপর নয়।

সুতরাং কোনো ব্যক্তির জন্য এটি অবগত হওয়া আবশ্যিক যে কোনটি সৎকাজ এবং কোনটি অসৎকাজ; যাতে সে সৎকাজের আদেশ দিতে পারে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতে পারে। তবে তা জানার উপায় কী? তা জানার উপায় হলো কেবল কিতাব ও সুন্নাহ, উম্মতের

ইজমা অথবা সঠিক কিয়াস। আর ইজমা ও সঠিক কিয়াস—উভয়ই কিতাব ও সুন্নাহর ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। কিতাব ও সুন্নাহ না থাকলে আমরা জানতে পারতাম না যে ইজমা ও কিয়াস শরীয়তের দলিল।

দ্বিতীয় শর্ত: যাকে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে তার মাধ্যমে কোনো অসৎকাজ সংঘটিত হওয়া বা কোনো সৎকাজ বর্জিত হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া। যদি সে তা না জানে, তবে সে অদৃশ্যের বিষয়ে অনুমানের ভিত্তিতে মানুষের ওপর অপবাদ আরোপ করল। উদাহরণস্বরূপ: যদি কোনো ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে বসে পড়ে, তবে হিকমতের দাবি হলো তাকে জিজ্ঞাসা করা: কেন সে সালাত আদায় না করেই বসে পড়ল? তাকে সরাসরি নিষেধ করা বা ধমক দেওয়া উচিত নয়। এর দলিল হলো, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খুতবা দিচ্ছিলেন...

(ص: 355) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس، فقال له: "أصليت" قال: لا، قال: "قم فصل ركعتين"، فلم يزجره حين ترك الصلاة؛ لأنه يحتمل أن يكون صلى والنبي عليه الصلاة والسلام لم يره. كذلك أيضاً إذا رأيت شخصاً يأكل في نهار رمضان أو يشرب في نهار رمضان فلا تزجره، بل اسأله ربما يكون له عذر في ترك الصيام. قل له لماذا لم تصم؟ فقد يكون مسافراً، وقد يكون مريضاً مرضاً يحتاج معه إلى شرب الماء بكثرة؛ مثل أوجاع الكلى تحتاج إلى شرب ماء كثير، ولو كان الإنسان صحيحاً فيها يظهر للناس، فآلهم أنه لا بد أن تعرف أنه ترك المعروف حتى تأمره به، ولا بد أيضاً أن تعرف أنه وقع في المنكر حتى تنهاه عنه؛ لأنه قد لا يكون واقعاً في المنكر وأنت تظنه واقعاً.

مثال ذلك: إذا رأيت رجلاً في سيارة ومعه امرأة فهناك احتمال أن المرأة أجنبية منه، وهناك احتمال أن تكون المرأة من محارمه، أو أنها زوجته. إذاً لا تنكر عليه حتى تعلم أنه فعل منكراً، وذلك بقرائن الأحوال، لو فرضنا امثالاً أن الإنسان رأى ربة من هذا الشخص لكونه أهلاً لسوء الظن، ورأى حركات، والإنسان العاقل البصير يعرف، فهذا ربماً نقول: يتوجه ويسأله: من هذه المرأة التي معك؟ أو لماذا تحمل امرأة في سيارتك ليست من محارمك؟ ولكن ليس لك لمجرد أن ترى رجلاً يمشي مع امرأة أو حاملاً امرأة في سيارته تنكر عليه وأنت لا تدري هل هذا منكراً أم لا.

মানুষ জুমার দিন (মসজিদে ছিল), এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি প্রবেশ করে বসে পড়ল। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন: "তুমি কি সালাত আদায় করেছ?" সে বলল: "না।" তিনি বললেন: "দাঁড়াও এবং দুই রাকাত সালাত আদায় করো।" তিনি তাকে সালাত বর্জন করার কারণে ধমক দেননি; কারণ এমন সম্ভাবনা ছিল যে সে হয়তো সালাত আদায় করেছে কিন্তু নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) তাকে দেখেননি।

অনুরূপভাবে, আপনি যদি রমজানের দিনে কাউকে আহর করতে বা পান করতে দেখেন, তবে তাকে ধমক দেবেন না। বরং তাকে জিজ্ঞেস করুন, সম্ভবত সিয়াম বর্জন করার পেছনে তার কোনো ওজর থাকতে পারে। তাকে বলুন, আপনি কেন রোজা রাখেননি? সে হয়তো মুসাফির হতে পারে, অথবা এমন কোনো রোগে আক্রান্ত হতে পারে যার কারণে তার প্রচুর পানি পান করার প্রয়োজন হয়; যেমন কিডনির ব্যথা হলে প্রচুর পানি পান করতে হয়, যদিও বাহ্যিকভাবে মানুষের কাছে তাকে সুস্থ মনে হতে পারে। মূল কথা হলো, কাউকে কোনো সৎকাজের নির্দেশ দেওয়ার আগে আপনাকে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে সে তা বর্জন করেছে। তেমনিভাবে কাউকে কোনো অসৎকাজে বাধা দেওয়ার আগে আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে যে সে প্রকৃতপক্ষেই কোনো মন্দ কাজে লিপ্ত হয়েছে; কারণ হতে পারে সে কোনো মন্দ কাজে লিপ্ত নয়, কিন্তু আপনি তাকে মন্দ কাজে লিপ্ত মনে করছেন।

এর উদাহরণ হলো: আপনি যদি কোনো পুরুষকে গাড়িতে দেখেন এবং তার সাথে একজন নারী থাকে, তবে সেখানে সম্ভাবনা রয়েছে যে নারীটি তার জন্য গায়রে-মাহরাম, আবার এমন

সম্ভাবনাও রয়েছে যে নারীটি তার মাহরামদের অন্তর্ভুক্ত অথবা তার স্ত্রী। সুতরাং, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি নিশ্চিত না হচ্ছেন যে সে কোনো অপকর্ম করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে আপত্তি জানাবেন না। আর এটি পারিপার্শ্বিক অবস্থার নিরিখে নির্ধারিত হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ব্যক্তি এমন কারও মধ্যে সন্দেহের উদ্বেক হতে দেখে যে কুধারণার উপযুক্ত, এবং তার কিছু চালচলন লক্ষ্য করে—আর বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি তা বুঝতে পারেন—তবে সেক্ষেত্রে হয়তো আমরা বলব: সে অগ্রসর হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করতে পারে, আপনার সাথে থাকা এই নারীটি কে? অথবা আপনি কেন আপনার গাড়িতে এমন একজন নারীকে বহন করছেন যে আপনার মাহরাম নয়? কিন্তু কোনো পুরুষকে কোনো নারীর সাথে হাঁটতে দেখে অথবা গাড়িতে কোনো নারীকে নিয়ে যেতে দেখেই আপনার জন্য তাকে বাধা দেওয়া সমীচীন নয়, যতক্ষণ না আপনি জানেন এটি কোনো গর্হিত কাজ কি না।

(ص: 356) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وعلى كل حال خلو المرأة بالسيارة وهو غير محرم منكر، لكن لا تدري لعل هذه المرأة من محارمه.
فألهم أنه لا بد من العلم بأن هذا معروف وأن هذا منكر، ولا بد من العلم أن هذا ترك المعروف أو فعل المنكر.
الشرط الثالث: أن لا يتحول المنكر إذا نهى عنه إلى ما هو أنكر منه وأعظم. مثال ذلك: لو رأين اشخصاً يشرب الدخان، وشرب الدخان حرام لا شك ومنكر يجب إنكاره، لكننا لو أنكرنا عليه لتحول إلى شرب الخمر، يعني أنه ذهب إلى الخمارين وشرب الخمر فهنا لا ننهاه عن منكرة الأول؛ لأن منكرة الأول أهون، وارتكاب أهون البفسدتين واجب إذا كان لا بد من ارتكاب العليا.

ودليلُ هذا الشرط قول الله عز وجل: فسبُّ آلهة المشركين من الأمور المطلوبة شرعاً، ويجب علينا أن نسب آلهة المشركين، وأن نسب أعياد الكفار، وأن نحذر منها، وأن لا نرضى بها. وأن نبصر إخواننا الجهال السفهاء بأنه لا يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم؛ لأن الرضا بالكفر يخشى أن يوقع صاحبه في الكفر والعياذ بالله، هل ترضى أن شعائر الكفر تقام وتشارك فيها؟ لا يرضى بهذا أحد من المسلمين، لهذا قال ابن القيم رحمه الله وهو من تلاميذ شيخ الإسلام البارزين: إن الذي يشارك هؤلاء في أعيادهم ويهنئهم فيها، إن لم يكن ألقى الكفر فإنه قد فعل محرماً بلا شك، وصدق رحمه الله، ولهذا يجب علينا أن نحذر إخواننا المسلمين

যাই হোক, কোনো মাহরাম ব্যতিরেকে কোনো নারীর সাথে গাড়িতে নির্জনে অবস্থান করা একটি গর্হিত কাজ; কিন্তু আপনি তো জানেন না, হতে পারে ওই নারী তার মাহরামদেরই কেউ। সুতরাং মূল কথা হলো, কোনটি ভালো কাজ এবং কোনটি মন্দ কাজ, সে সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। আর এটিও নিশ্চিতভাবে জানা প্রয়োজন যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ ত্যাগ করেছে অথবা কোনো মন্দ কাজে লিপ্ত হয়েছে।

তৃতীয় শর্ত: কোনো মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার ফলে তা যেন এর চেয়ে বড় বা গুরুতর কোনো মন্দ কাজের দিকে ধাবিত না হয়। উদাহরণস্বরূপ: আমরা যদি কাউকে ধূমপান করতে দেখি—আর ধূমপান যে নিঃসন্দেহে হারাম এবং একটি মন্দ কাজ যা প্রতিহত করা আবশ্যিক—কিন্তু আমরা যদি তাকে নিষেধ করি আর তার ফলে সে মদ্যপানে লিপ্ত হয়, অর্থাৎ সে মদ্যপদের আড্ডায় গিয়ে মদ পান শুরু করে, তবে এমন পরিস্থিতিতে আমরা তাকে প্রথম মন্দ কাজটি থেকে বাধা দেব না। কারণ তার প্রথম মন্দ কাজটি ছিল অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর। আর যদি বৃহত্তর কোনো অনিষ্ট এড়ানোর উপায় না থাকে, তবে দুটি ক্ষতির মধ্যে অপেক্ষাকৃত লঘুটি বেছে নেওয়া ওয়াজিব।

এই শর্তের দলিল হলো মহান আল্লাহর বাণী। মুশরিকদের উপাস্যদের নিন্দা করা শরয়িভাবে কাম্য একটি বিষয়। আমাদের ওপর আবশ্যিক হলো মুশরিকদের উপাস্যদের নিন্দা করা, কাফেরদের উৎসবসমূহের নিন্দা জানানো, সেগুলো থেকে সতর্ক থাকা, সেগুলোতে সন্তুষ্ট না হওয়া এবং আমাদের অজ্ঞ ভাইদের এ বিষয়ে সচেতন করা যে, কাফেরদের উৎসবে অংশগ্রহণ

করা জায়েজ নয়। কেননা কুফরির প্রতি সম্ভ্রষ্ট ব্যক্তিকে কুফরিতে লিপ্ত করতে পারে—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। কুফরি নিদর্শনসমূহ পালিত হবে আর আপনি তাতে অংশগ্রহণ করবেন, তা কি হতে পারে? কোনো মুসলিমই এতে সম্ভ্রষ্ট হতে পারে না। এই কারণেই শায়খুল ইসলামের অন্যতম প্রখ্যাত ছাত্র ইবনুল কায়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "যে ব্যক্তি এদের উৎসবে অংশগ্রহণ করবে এবং তাদের অভিনন্দন জানাবে, সে যদি কুফরিতে লিপ্ত নাও হয়, তবুও সে নিঃসন্দেহে একটি হারামে লিপ্ত হলো।" তিনি সত্যই বলেছেন। তাই আমাদের মুসলিম ভাইদের এ বিষয়ে সতর্ক করা আবশ্যিক।

(ص: 357) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

من مشاركة الكفار في أعيادهم، لأن مشاركتهم في أعيادهم أو تهنئتهم فيها، مثل قول: عيد مبارك، أو هناك الله بالعيد وما أشبه ذلك، لا شك أنه رضاً بشعائر الكفر والعياد بالله.

أقول: إن شب آلهة المشركين وشعائر المشركين وغيرهم من الكفار الكتابيين أمر مطلوب شرعاً، ولكن إذا كان يؤدي إلى شيء أعظم منه نكراً فإنه يُنهي عنهن يقول الله عز وجل (وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ) يعني الأصنام لا تسبوها (فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًّا بَغِيْرٍ عِلْمٍ) (الأنعام: 108) يعني عدواناً منهم بغير علم، أما أنتم إذا سببتم آلهة المشركين فإنه بعدل وعلم، لكن سبهم لإلهمك عدوان بلا علم، فأنتم لا تسبوهم فیسبوا الله.

إذاً نأخذ من هذه الآيات الكريمة أنه إذا كان نهى الإنسان عن منكر ما يوقع الناس فيما هو أنكر منه، فإن الواجب الصمت، حتى يأتي اليوم الذي يتمكن فيه من النهي عن المنكر ليتحول المنكر إلى معروف.

ويُذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله مرّ في الشام ومعه صاحب له على قوم من التتار- والتتار أمة معروفة تسلطت على المسلمين في سنة من السنوات، وحصل بهم فتنة كبيرة عظيمة - وهم يشربون الخمر فسكت وما نهاهم، فقال له صاحبه: لماذا لم تنه عن هذا المنكر؟ قال له: إن نهيناهم عن هذا الشيء ذهبوا يفسدون نساء المسلمين بالزنا، ويستبيحون أموالهم، وربما يقتلونهم، وشرب الخمر أهون، وهذا من

কাফিরদের উৎসবে অংশগ্রহণ করা থেকে (বিরত থাকা আবশ্যিক), কারণ তাদের উৎসবে অংশগ্রহণ করা বা তাতে তাদের অভিনন্দন জানানো, যেমন বলা: 'ঈদ মুবারক' বা 'আল্লাহ আপনাকে ঈদের শুভেচ্ছা জানান' অথবা এই জাতীয় কিছু—নিঃসন্দেহে কুফরের নিদর্শনসমূহের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করার শামিল এবং এ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আমি বলছি: মুশরিকদের উপাস্যদের এবং মুশরিক ও অন্যান্য আহলে কিতাব কাফিরদের নিদর্শনসমূহকে গালি দেওয়া শরীয়তসম্মতভাবে কাম্য, তবে যদি এটি তার চেয়েও গুরুতর কোনো আপত্তিকর বিষয়ের দিকে ধাবিত করে, তবে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন: "আল্লাহকে ছেড়ে তারা যাদের ডাকে (অর্থাৎ মূর্তিগুলো), তোমরা তাদের গালি দিও না; অন্যথায় তারা সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকেও গালি দেবে" (আল-আনআম: ১০৮)। অর্থাৎ অজ্ঞতাবশত তাদের পক্ষ থেকে এটি হবে শত্রুতামূলক কাজ। পক্ষান্তরে তোমরা যখন মুশরিকদের উপাস্যদের গালি দাও, তা ন্যায্যবিচার ও জ্ঞানের ভিত্তিতেই হয়ে থাকে; কিন্তু তারা তোমাদের ইলাহকে যে গালি দেবে তা হবে অজ্ঞতাবশত সীমালঙ্ঘন। অতএব তোমরা তাদের গালি দিও না, যাতে তারা আল্লাহকে গালি দিতে না পারে।

সুতরাং এই মহিমাম্বিত আয়াতগুলো থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, যদি কোনো ব্যক্তিকে কোনো মন্দ কাজ (মুনকার) থেকে নিষেধ করা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যা মানুষকে আরও বড় কোনো মন্দ কাজে লিপ্ত করবে, তবে নীরব থাকাই ওয়াজিব; যতক্ষণ না এমন দিন আসে যখন মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সম্ভব হয় যাতে সেই মন্দ কাজটি ভালো কাজে (মা'রুফ) রূপান্তরিত হতে পারে।

বর্ণিত আছে যে, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) সিরিয়ায় তাঁর এক সঙ্গীকে নিয়ে তাতারীদের একটি দলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন—তাতারীরা ছিল একটি সুপরিচিত জাতি যারা একটি বিশেষ সময়ে মুসলিমদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং যাদের মাধ্যমে এক বিশাল ফিতনার সৃষ্টি হয়েছিল—সেই সময় তারা মদ পান করছিল। তিনি চুপ থাকলেন এবং তাদের নিষেধ করলেন না। তাঁর সঙ্গী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: "আপনি কেন এই মন্দ কাজটি থেকে নিষেধ করলেন না?" তিনি তাকে বললেন: "যদি আমরা তাদের এই কাজ থেকে নিষেধ করি, তবে তারা মুসলিম নারীদের সতীত্ব নষ্ট করবে, তাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করবে এবং হয়তো তাদের হত্যাও করবে; আর মদ পান করা (এগুলোর তুলনায়) অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর।" এবং এটি ছিল...

(ص: 358) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

فقہ رحمہ اللہ ورضی عنہ، فإذا كان الإنسان يخشى أن يزول المنكر ويتحول إلى ما هو أنكر منه؛ فإن الواجب الصمت. ومن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - وليس من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان أول فاعل للمعروف وأول منته عن المنكر - بمعنى أنه لا يأمر بالمعروف ثم لا يفعل، أو لا ينه عن المنكر ثم يقع فيه؛ لأن هذا داخل في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ) (كَبُرُ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ) (الصف: 2-3)، وفي الحديث الصحيح: "إنه يؤتى بالرجل يوم القيامة، فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه"، يعني أمعاءه، وتندلق: ينعي تتفجر: "فيدور عليها كما يدور الحمار على راحه، فيجتمع إليه أهل

النار ويقولون له: ما لك يا فلان ألسنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر.
فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتية، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتية "

فمن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان أول ممثّل للأمر،
وأول منته عن النهي.

وذكر أن ابن الجوزي- رحمه الله الواعظ المشهور وهو من أصحاب

আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন, এটিই হলো গভীর প্রজ্ঞা। যদি কোনো ব্যক্তি আশঙ্কা করেন যে, কোনো একটি মন্দ কাজ দূরীভূত হওয়ার ফলে তা এর চেয়েও গুরুতর কোনো মন্দের দিকে ধাবিত হবে, তবে সেক্ষেত্রে নীরব থাকাই ওয়াজিব বা আবশ্যিক। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের অন্যতম আদব বা শিষ্টাচার হলো—যদিও এটি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের (শুদ্ধ হওয়ার) শর্ত নয় যে—ব্যক্তিকে নিজে উক্ত ভালো কাজের প্রথম সম্পাদনকারী এবং উক্ত মন্দ কাজ থেকে প্রথম নিবৃত্ত ব্যক্তি হতে হবে। অর্থাৎ সে সৎকাজের আদেশ দেবে অথচ নিজে তা করবে না, কিংবা অসৎকাজে নিষেধ করবে অথচ নিজে তাতে লিপ্ত হবে—এমনটি হওয়া অনুচিত; কেননা এটি মহান আল্লাহর এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত: "হে মুমিনগণ! তোমরা যা করো না, তা কেন বলো? তোমরা যা করো না তা বলা আল্লাহর নিকট অতিশয় ক্রোধের উদ্রেককারী।" (সূরা আস-সাফ: ২-৩)। এছাড়া সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: "কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, ফলে তার পেটের নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে আসবে।" এখানে 'আকতাব' অর্থ হলো অন্ত্র, আর 'তানদালিকু' অর্থ হলো সজোরে বের হয়ে আসা। "অতঃপর সে তার নাড়িভুঁড়ি নিয়ে সেভাবে ঘুরতে থাকবে যেভাবে গাধা তার যাঁতাকলের চারধারে আবর্তন করে। তখন জাহান্নামীরা তার কাছে সমবেত হয়ে বলবে: 'হে অমুক! তোমার এই দশা কেন? তুমি কি আমাদের সৎকাজের আদেশ দিতে না এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে না?' সে বলবে: 'আমি তোমাদের সৎকাজের আদেশ দিতাম অথচ নিজে তা করতাম না, আর তোমাদের মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতাম কিন্তু নিজে তাতে লিপ্ত হতাম'।"

সুতরাং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের অন্যতম শিষ্টাচার হলো, মানুষ যেন নিজেই সেই আদেশের প্রথম অনুসারী হয় এবং সেই নিষেধের ক্ষেত্রে প্রথম বিরত থাকা ব্যক্তি হয়। বর্ণিত আছে যে, প্রখ্যাত ধর্মোপদেশক ইবনুল জাওযী (রাহিমাহুল্লাহ)—যিনি ছিলেন [হাম্বলী] মাযহাবের ইমামগণের অন্যতম—

(ص: 359) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الإمام أحمد رحمه الله يعني ممن يقلدون الإمام أحمد، وكان واعظاً مشهوراً بالوعظ يوضع له كرسي يوم الجمعة ويلقي المواعظ، ويحضره مئات الآلاف، وكان من شدة تأثيره على القلوب أن بعض الحاضرين يصعق ويموت، من شدة تأثيره على القلوب، فجاءه ذات يوم عبد رقيق، فقال له: يا سيدي، إن سيدي يتعبنى، ويشق علي ويأمرني بأشياء ما أطيقها، فلعلك تعظ الناس وتحثهم على العتق فيعتقني، فقال: نعم أفعل فبقي جمعة أو جمعيتين أو ما شاء الله ولم يتكلم عن العتق بشيء، فجاء إليه العبد، وقال له: يا سيدي أنا قلت لك تكلم عن العتق منذ زمن، ولم تتكلم إلى الآن، قال: نعم، لأنني لست أملك عبداً فأعتقه، ولا أحب أن أحث على العتق وأنا لم أعتق- سبحان الله- فلما من الله عليّ بعبد وأعتقته صار لي مجال أن أتكلم في العتق، ثم تكلم يوماً من الأيام عن العتق فأثر ذلك نفوس الناس فأعتق الرجل عبده.

فالحاصل أن هذا من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الداعين إلى الخير الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، إنه جواد كريم.

ইমাম আহমাদ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) অর্থাৎ যারা ইমাম আহমাদকে অনুসরণ করতেন, তিনি ছিলেন তাদেরই একজন; তিনি ছিলেন এমন এক প্রখ্যাত ধর্মোপদেশক যাকে জুমুআর দিনে আলোচনার জন্য বিশেষ আসন প্রদান করা হতো এবং তিনি সেখানে উপদেশ দান করতেন। তাঁর মজলিসে লক্ষাধিক মানুষ উপস্থিত হতো। মানুষের হৃদয়ের ওপর তাঁর আলোচনার প্রভাব এতটাই তীব্র ছিল যে, কোনো কোনো শ্রোতা অভিভূত হয়ে মৃত্যুবরণ করত। একদিন জনৈক ক্রীতদাস তাঁর নিকট এসে নিবেদন করল: হে আমার সাইয়্যিদ! আমার মালিক আমাকে অত্যন্ত পরিশ্রম করান, আমার ওপর কঠোরতা করেন এবং আমাকে এমন সব বিষয়ের আদেশ দেন যা আমার সাধ্যাতীত। আপনি যদি মানুষকে নসিহত করতেন এবং দাসমুক্তির প্রতি উৎসাহিত করতেন, তবে হয়তো তিনি আমাকে মুক্ত করে দিতেন। তিনি বললেন: হ্যাঁ, আমি তা করব। এরপর এক জুমুআ বা দুই জুমুআ অথবা আল্লাহর ইচ্ছায় বেশ কিছুকাল অতিবাহিত হলো অথচ তিনি দাসমুক্তি নিয়ে কিছুই বললেন না। তখন সেই দাস পুনরায় তাঁর কাছে এসে বলল: হে আমার সাইয়্যিদ! আমি আপনাকে অনেক আগে দাসমুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে বলেছিলাম, কিন্তু আপনি এখন পর্যন্ত কিছুই বলেননি। তিনি বললেন: হ্যাঁ, এর কারণ হলো ইতিপূর্বে আমার মালিকানায় কোনো ক্রীতদাস ছিল না যাকে আমি মুক্ত করতে পারি। আর আমি নিজে যা করিনি, সে বিষয়ে মানুষকে উৎসাহিত করা আমি পছন্দ করিনি— সুবহানাল্লাহ। অতঃপর আল্লাহ যখন আমাকে একটি দাসের মালিক করলেন এবং আমি তাকে মুক্ত করে দিলাম, তখন আমার জন্য দাসমুক্তি নিয়ে কথা বলার অবকাশ তৈরি হলো। এরপর একদিন তিনি দাসমুক্তি নিয়ে আলোচনা করলেন এবং তা মানুষের হৃদয়ে এমনভাবে প্রভাব ফেলল যে, সেই ব্যক্তিটি তার ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিল।

মূল কথা হলো, এটি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের অন্যতম আদব। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদেরকে কল্যাণের পথে আহ্বানকারী এবং সৎকাজের আদেশদাতা ও অসৎকাজের নিষেধকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেন। নিশ্চয়ই তিনি পরম দাতা ও মহানুভব।

* * *

174- وعن أبي هريرة- رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً" رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة- رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من دعا إلى هدى؛ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً" من دعا إلى هدى: يعني بينه للناس ودعاهم إليه، مثل أن يبين للناس أن ركعتي الضحى سنة، وأنه ينبغي للإنسان أن يصلي ركعتين في الضحى، ثم تبعه الناس وصاروا يصلون الضحى، فإن له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً؛ لأن فضل الله واسع.

أو قال للناس مثلاً: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً، ولا تناموا إلا على وترٍ إلا من طمع أن يقوم من آخر الليل فليجعل وتره في آخر الليل، فتبعه ناس على ذلك فإن له مثل أجرهم يعني كلما أوتر واحد هداه الله على يده؛ فله مثل أجره، وكذلك بقية الأعمال الصالحة.

" من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً"، أي إذا دعا إلى وزر وإلى ما فيه الإثم، مثل أن يدعو

১৭৪- আবু হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি হেদায়েতের (সৎপথের) দিকে আহ্বান করবে, তার জন্য সেই পথ অনুসরণকারীদের সমপরিমাণ সওয়াব রয়েছে, এতে তাদের সওয়াবের কোনো কমতি হবে

না। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করবে, তার ওপর তার অনুসরণকারীদের সমপরিমাণ গুনাহ বর্তাবে, এতে তাদের গুনাহের কোনো কমতি হবে না।" ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রাহিমাুল্লাহ তাআলা) আবু হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যা বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি হেদায়েতের দিকে আহ্বান করবে, তার জন্য সেই পথ অনুসরণকারীদের সমপরিমাণ সওয়াব রয়েছে, এতে তাদের সওয়াবের কোনো কমতি হবে না।" হেদায়েতের দিকে আহ্বান করার অর্থ হলো: মানুষের কাছে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা এবং তাদের সেদিকে দাওয়াত দেওয়া। যেমন- মানুষের কাছে এটা বর্ণনা করা যে, চাশতের (দুহা) দুই রাকাত সালাত সুন্নাত এবং মানুষের উচিত এই দুই রাকাত সালাত আদায় করা। অতঃপর মানুষ তাকে অনুসরণ করল এবং চাশতের সালাত আদায় করতে শুরু করল; তবে সে তাদের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবে, আর তাদের সওয়াব থেকেও বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবে না; কেননা আল্লাহর অনুগ্রহ অত্যন্ত প্রশস্ত।

অথবা সে মানুষকে উদাহরণস্বরূপ বলল: "তোমরা রাতের শেষ সালাত বিতর করো, আর বিতর না পড়ে ঘুমিও না; তবে যারা শেষ রাতে জাগ্রত হওয়ার আশা রাখে তারা যেন রাতের শেষাংশেই বিতর পড়ে।" এরপর মানুষ এ বিষয়ে তাকে অনুসরণ করল, তবে সে তাদের প্রত্যেকের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে। অর্থাৎ, তার মাধ্যমে পথনির্দেশ পেয়ে যতজন বিতর সালাত পড়বে, সে তাদের প্রত্যেকের অনুরূপ সওয়াব পাবে। অন্যান্য নেক আমলের ক্ষেত্রেও বিষয়টি একই রকম।

"যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করবে, তার ওপর তার অনুসরণকারীদের সমপরিমাণ গুনাহ বর্তাবে, এতে তাদের গুনাহের কোনো কমতি হবে না।" অর্থাৎ যখন সে কোনো পাপ এবং গুনাহের কাজের দিকে মানুষকে ডাকবে, যেমন সে ডাকল...

الناس إلى لهو أو باطل أو غناء أو ربا أو غير ذلك من المحارم، فإن كل إنسان تأثر بدعوته فإنه يكتب له مثل أوزارهم؛ لأنه دعا إلى الوزر، والعياذ بالله. وأعلم أن الدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الوزر تكون بالقول؛ كما لو قال أفعل كذا أفعل كذا، وتكون بالفعل خصوصاً من الذي يقتدي به من الناس، فإنه إذا كان يقتدي به ثم فعل شيئاً فكأنه دعا الناس إلى فعله، ولهذا يحتجون بفعله ويقولون فعل فلان كذا وهو جائز، أو ترك كذا وهو جائز. فإلهم أن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل وزر من تبعه. وفي هذا دليل على أن المتسبب كاللبأشر، فهذا الذي دعا إلى الهدى تسبب فكان له مثل أجر من فعله، والذي دعا إلى السوء أو إلى الوزر تسبب فكان عليه مثل وزر من اتبعه. وقد أخذ العلماء الفقهاء - رحمهم الله من ذلك قاعدة: بأن السبب كاللبأشرة، لكن إذا اجتمع سبب ومباشرة أحالوا الضمان على المباشرة؛ لأنه أمس بالإلتلاف، والله أعلم.

175- وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي- رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: " لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح الله في يديه، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله" فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما

মানুষকে আমোদ-প্রমোদ, অসার কাজ, গান-বাজনা, সুদ কিংবা এজাতীয় অন্যান্য হারাম কাজের দিকে আহ্বান করা হলে, যারা তার আহ্বানে প্রভাবিত হবে, তাদের পাপের সমপরিমাণ পাপ তার জন্যও লেখা হবে; কারণ সে পাপের দিকে আহ্বান করেছে, আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই।

জেনে রাখা উচিত যে, হিদায়াতের দিকে আহ্বান এবং পাপের দিকে আহ্বান বাচনিক হতে পারে; যেমন কাউকে বলা যে, 'তুমি এটি করো' বা 'ওটি করো'। আবার এটি কর্মের মাধ্যমেও হতে পারে, বিশেষত সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে যাকে অনুসরণ করা হয়। কারণ যাকে আদর্শ মানা হয়, সে যখন কোনো কাজ করে, তখন সেটি মানুষকে উক্ত কাজের দিকে আহ্বান করারই নামান্তর। এই কারণেই মানুষ তার কর্মকে দলিল হিসেবে পেশ করে এবং বলে যে, অমুক ব্যক্তি এটি করেছেন সুতরাং এটি বৈধ, অথবা তিনি এটি ত্যাগ করেছেন সুতরাং এটি বৈধ।

মূল কথা হলো, যে ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে আহ্বান করবে, সে তার অনুসারীদের সমপরিমাণ পুণ্য লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করবে, তার ওপর তার অনুসারীদের সমপরিমাণ পাপের বোঝা চাপবে।

এতে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কোনো বিষয়ের কারণ বা উপলক্ষ হওয়া সরাসরি সম্পাদন করার সমতুল্য। সুতরাং যে ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে আহ্বান জানালো সে একটি ভালো কাজের উপলক্ষ হলো, ফলে যে ব্যক্তি সেই কাজটি করল তার সমপরিমাণ সওয়াব সে লাভ করল। আর যে ব্যক্তি মন্দের দিকে বা পাপের দিকে আহ্বান জানালো সে একটি মন্দ কাজের উপলক্ষ হলো, ফলে যে তার অনুসরণ করল তার সমপরিমাণ পাপ তার ওপরও বর্তাবে।

ফকিহ আলিমগণ—আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন—এখান থেকে একটি মূলনীতি আহরণ করেছেন যে: 'উপলক্ষ হওয়া সরাসরি সম্পাদন করার মতোই'। তবে যখন একই ক্ষেত্রে উপলক্ষ এবং সরাসরি সম্পাদনকারী উভয়ই বিদ্যমান থাকে, তখন তাঁরা সরাসরি সম্পাদনকারীর ওপর দায়ভার ন্যস্ত করেন; কারণ সরাসরি কৃতকর্মই বিনাশ বা ক্ষতির নিকটতর। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

175- আবু আব্বাস সাহল বিন সাদ আস-সাদ্দি (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) খায়বারের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন: "আগামীকাল আমি অবশ্যই এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা প্রদান করব যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালোবাসেন।" অতঃপর লোকেরা সেই রাতটি এই জল্পনা-কল্পনার মধ্যে কাটাল যে, তাদের মধ্যে কাকে তা প্রদান করা হবে। অতঃপর যখন...

أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: "أين على بن أبي طالب؟" ف قيل: "يا رسول الله هو يشتكي عينيه قال: " فأرسلوا إليه" فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه، ودعا له، فبرأ حتى كان لم يكن به وجع فأعطاه الراية، فقال على- رضي الله عنه: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: " انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يحب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم" متفق عليه.

[الشُّرْحُ]

قوله صلى الله عليه وسلم: " لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله" هذا يتضمن بشرى عامة، وبشرى خاصة، أما العامة فهي قوله: " يفتح الله على يديه" وأما الخاصة فهي قوله: " يجب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله".

وخبر مزارع وحصون لليهود، كانت نحو مائة ميل في الشمال الغربي من المدينة، وسكنها اليهود كما سكن طائفة منهم المدينة نفسها؛ لأن اليهود يقرؤون في التوراة أنه سيُبْعَث نبي، وسيكون مهاجرة إلى المدينة، وتسمى في العهد القديم يثرب، لكنه نهى عن تسميتها يثرب، وأنه سيهاجر إلى المدينة وسيقاتل وينتصر على أعدائه، فعملوا أن هذا حق،

পরদিন সকালে লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলেন; তাদের প্রত্যেকেই এই আশা করছিলেন যে ঝান্ডাটি তাকেই প্রদান করা হবে। তখন তিনি বললেন: "আলী ইবনে আবী তালিব কোথায়?" বলা হলো: "হে আল্লাহর রাসূল! তিনি চোখের

ব্যথায় ভুগছেন।" তিনি বললেন: "তার নিকট লোক পাঠাও (তাকে ডেকে আনো)।" অতঃপর তাকে আনা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দুই চোখে থুথু দিলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। এতে তিনি এমনভাবে সুস্থ হয়ে গেলেন যেন তার কোনো ব্যথাই ছিল না। অতঃপর তিনি তাকে ঝান্ডা প্রদান করলেন। আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করব যতক্ষণ না তারা আমাদের মতো (মুসলিম) হয়ে যায়?" তিনি বললেন: "তুমি ধীরস্থিরভাবে অগ্রসর হও যতক্ষণ না তাদের আঙিনায় অবতরণ করো। অতঃপর তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দাও এবং তাদের ওপর আল্লাহর যে হুকুমলো আবশ্যিক সে সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করো। আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে যদি আল্লাহ একজন ব্যক্তিকেও হেদায়েত দান করেন, তবে তা তোমার জন্য মূল্যবান লাল উটের চেয়েও উত্তম।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাক্থ্যা]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "আগামীকাল আমি অবশ্যই এমন এক ব্যক্তিকে ঝান্ডা প্রদান করব যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন; সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালোবাসেন।" এই বক্তব্যটি একটি সাধারণ সুসংবাদ এবং একটি বিশেষ সুসংবাদকে অন্তর্ভুক্ত করে। সাধারণ সুসংবাদটি হলো তাঁর বাণী: "আল্লাহ তাঁর হাতে বিজয় দান করবেন।" আর বিশেষ সুসংবাদটি হলো তাঁর বাণী: "সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালোবাসেন।"

খয়বর ছিল ইহুদিদের খামার ও দুর্গের সমষ্টি, যা মদিনার উত্তর-পশ্চিমে প্রায় একশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত ছিল। ইহুদিরা সেখানে বসতি স্থাপন করেছিল যেমনভাবে তাদের একটি গোষ্ঠী মদিনা শহরেও বসবাস করত। কারণ ইহুদিরা তাওরাতে পাঠ করেছিল যে, অচিরেই একজন নবী প্রেরিত হবেন এবং তাঁর হিজরতস্থল হবে মদিনা; পুরাতন নিয়মে একে 'ইয়াসরিব' বলা হতো, কিন্তু তিনি (রাসূল) একে ইয়াসরিব বলতে নিষেধ করেছেন। সেই নবী মদিনায় হিজরত করবেন, যুদ্ধ করবেন এবং তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবেন। ফলে তারা জানত যে এটি সত্য ঘটনা।

وذهبوا إلى المدينة وسكنوها، وسكنوا خيبر، وكانوا يظنون أن هذا النبي سيكون من بني إسرائيل، فلما بُعث من بني إسرائيل من العرب حسدوهم، وكفروا به، والعياذ بالله، بعد أن كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم (فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ) (البقرة: 89) وقالوا ليس هذا هو النبي الذي بُشرنا به.

وحصل منهم ما حصل من العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الخيانة، وكانوا في المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة، وكلهم عاهد النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، ولكنهم نقضوا العهد كلهم.

فهمزهم الله- والحمد لله- على يد النبي صلى الله عليه وسلم وكان آخرهم بني قريظة الذين حكم فيهم سعد بن معاذ- رضي الله عنه بأن تقتل مقاتلتهم، وتسبى نساءؤهم وذريتهم، وتغنم أموالهم، وكانوا سبعمائة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم فحصدوهم عن آخرهم فهكذا اليهود أهل غدر وخيانة ونقض للعهود، منذ بُعث فيهم موسى عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، هم أغدر الناس بالعهد، وأخونهم بالأمانة، ولذلك لا يوثق منهم أبداً؛ لا صرفاً ولا عدلاً، ومن وثق بهم، أو وثق منهم. فإنه في الحقيقة لم يعرف سيرتهم منذ عهد قديم. قوله صلى الله عليه وسلم: " لأعطين الراية رجلاً يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله " هاتان منقبتان عظيمتان.

তারা মদিনায় চলে যান এবং সেখানে বসবাস শুরু করেন, আর তারা খায়বারেও বসবাস করেন। তারা ধারণা করতেন যে, এই নবী বনী ইসরাইল বংশ থেকে আবির্ভূত হবেন। কিন্তু যখন তিনি আরবদের মধ্য থেকে বনী ইসমাইল বংশে প্রেরিত হলেন, তখন তারা তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হলো এবং তাঁর সাথে কুফরি করল—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—অথচ

তারা তাঁকে চিনত যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে। (অতঃপর যখন তাদের নিকট সেই বিষয় আসলো যা তারা চিনত, তখন তারা তা অস্বীকার করল) (আল-বাকারা: ৮৯) এবং তারা বলল যে, ইনি সেই নবী নন যার সুসংবাদ আমাদের দেওয়া হয়েছিল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পাদিত অস্বীকার এবং পরবর্তীতে তাদের বিশ্বাসঘাতকতা থেকে যা ঘটাব ছিল তা-ই ঘটল। মদিনায় তিনটি ইহুদি গোত্র ছিল: বনী কাইনুকা, বনী নাযির এবং বনী কুরাইজা। তারা সকলেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু তারা সকলেই সেই চুক্তি ভঙ্গ করল।

অতঃপর আল্লাহ—সকল প্রশংসা আল্লাহর—নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে তাদের পরাজিত করলেন। তাদের মধ্যে সর্বশেষ ছিল বনী কুরাইজা, যাদের ব্যাপারে সাদ বিন মুয়াজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এই ফয়সালা দিয়েছিলেন যে, তাদের যোদ্ধাদের হত্যা করা হবে, তাদের নারী ও সন্তানদের বন্দি করা হবে এবং তাদের ধন-সম্পদ গণীমত হিসেবে গ্রহণ করা হবে। তারা সংখ্যায় ছিল সাতশ। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের হত্যার নির্দেশ দিলেন এবং তাদের সমূলে নিশ্চিহ্ন করা হলো। ইহুদিরা এভাবেই বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা এবং অস্বীকার ভঙ্গের হোতা, সেই মুসা আলাইহিস সালাম তাদের মাঝে প্রেরিত হওয়ার সময় থেকে শুরু করে আজ অবধি এবং কিয়ামত পর্যন্ত। তারা অস্বীকার পালনে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসঘাতক এবং আমানত রক্ষায় সবচেয়ে বড় খিয়ানতকারী। এই কারণে তাদের কখনোই বিশ্বাস করা যায় না; না কোনো বিনিময় গ্রহণে, না কোনো সাক্ষ্য বা ন্যায়বিচারে। আর যে ব্যক্তি তাদের বিশ্বাস করল বা তাদের ওপর ভরসা করল, সে মূলত প্রাচীনকাল থেকে তাদের ইতিহাস ও চরিত্র সম্পর্কে অবগত নয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "আমি অবশ্যই এমন এক ব্যক্তির হাতে এই ঋণ প্রদান করব যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালোবাসেন।" এ দুটি অতি মহান মর্যাদা।

الأولى: أن يفتح الله على يديه؛ لأن من فتح الله على يديه نال خيراً كثيراً، فإنه إذا هدى الله به رجلاً واحداً، كان خيراً له من حمر النعم: يعني من الإبل الحمر وإنما خص الإبل الحمر؛ لأنها أغلى الأموال عند العرب.

الثانية: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وفي ذلك فضل لعل بن أبي طالب رضي الله عنه لأن الناس في تلك الليلة جعلوا يدوكون يعني يخوضون ويتكلمون من هذا الرجل؟

فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أين علي بن أبي طالب؟ " ف قيل: هو يشتكي عينيه، يعني أن عينيه تؤلمه ويشتكىها، فدعا به فأتي به، فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، وهذه من آيات الله عز وجل فليس هناك قطرة ولا كي وإنما هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه.

وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للناس أن يتحدثوا في الأمر ليتفرسوا فيمن يصيبه؛ لأن الصحابة صاروا في تلك الليلة يدوكون ليلتهم: من يحصل هذا؟ وكل واحد يقول: لعله أنا.

وفيه أيضاً دليل على أن الإنسان قد يهبه الله تعالى من الفضائل ما لم يخطر له على بال، فعلي ليس حاضراً ورباً لا يكون عنده علم بأصل المسألة ومع ذلك جعل الله له هذه المنقبة ففي هذا دليل على أن الإنسان قد يحرم الشيء مع ترقبه له، وقد يُعطى الشيء مع عدم خطورته على باله.

" فأعطاه الراية" الراية يعني العلم الذي يكون علماً على القوم في

প্রথমত: আল্লাহ তাআলা যেন তাঁর হাতে বিজয় দান করেন; কারণ যাঁর হাতে আল্লাহ বিজয় দান করেন, তিনি প্রভূত কল্যাণ লাভ করেন। কেননা, আল্লাহ যদি তাঁর মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকেও হেদায়েত দান করেন, তবে তা তাঁর জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম। লাল উট বলতে উন্নত

জাতের আরবের উট বোঝানো হয়েছে; আর লাল উটকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ তা আরবদের নিকট সবচেয়ে দামী সম্পদ ছিল।

দ্বিতীয়ত: তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাঁকে ভালবাসেন। এর মধ্যে আলী ইবনে আবু তালিব (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে; কারণ সেই রাতে লোকেরা চর্চায় লিপ্ত ছিল, অর্থাৎ তারা এই বিষয়ে আলোচনা ও বিতর্ক করছিল যে, এই ব্যক্তিটি কে হতে পারে?

যখন সকাল হলো, নবী (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) জিজ্ঞাসা করলেন: "আলী ইবনে আবু তালিব কোথায়?" বলা হলো: তিনি চোখের ব্যথায় ভুগছেন, অর্থাৎ তাঁর চোখে ব্যথা হচ্ছে। তখন তাঁকে ডেকে পাঠানো হলো এবং উপস্থিত করা হলো। অতঃপর তিনি তাঁর চোখে থুথু দিলেন এবং তাঁর জন্য দুআ করলেন, ফলে তিনি এমনভাবে আরোগ্য লাভ করলেন যেন তাঁর কোনো ব্যথাই ছিল না। এটি মহান আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি, কেননা সেখানে কোনো ড্রপ বা আগুনের সেক ব্যবহার করা হয়নি, বরং তা ছিল কেবল নবী (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক)-এর পবিত্র লালা এবং তাঁর দুআ।

এই হাদিসে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কোনো সম্মান বা দায়িত্ব কে পেতে পারেন তা অনুমান করার জন্য মানুষের পক্ষে সে বিষয়ে আলোচনা করা বৈধ; কেননা সাহাবীগণ সেই রাতে সারারাত এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করছিলেন যে: এই মর্যাদা কে লাভ করবেন? এবং প্রত্যেকেই বলছিলেন: সম্ভবত আমিই সেই ব্যক্তি।

এতে আরও প্রমাণ রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে এমন সব মর্যাদা দান করতে পারেন যা তার কল্পনাতেও ছিল না। আলী সেখানে উপস্থিত ছিলেন না এবং সম্ভবত বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর জানাও ছিল না, তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য এই বিশেষ মর্যাদাটি নির্ধারিত রেখেছিলেন। এতে এই শিক্ষা রয়েছে যে, মানুষ কোনো বিষয়ের প্রতীক্ষায় থেকেও তা থেকে বঞ্চিত হতে পারে, আবার কোনো বিষয় তার কল্পনাতেও নেই অথচ তাকে তা প্রদান করা হতে পারে।

"অতঃপর তিনি তাঁকে পতাকা দান করলেন" পতাকা বলতে সেই নিশান বা ঝাণ্ডাকে বোঝায় যা কোনো দলের পরিচয়বাহী চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়...

حال الجهاد، لأن الناس في الجهاد يقسمون هؤلاء إلى جانب وهؤلاء إلى جانب، وهذه القبيلة وهذه القبيلة، أو هذا الجنس من الناس كالمهاجرين مثلاً والأنصار، كل له راية أي: علم يدل عليه.

فقال علي رضي الله عنه "يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا" يعني أقاتلهم حتى يكونوا مسلمين أم ماذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم" ومل يقل له قاتلهم حتى يكونوا مثلنا، وذلك لأن الكفار لا يقاتلون على الإسلام ويرغمون عليه، وإنما يقاتلون ليزلوا لأحكام الإسلام فيعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أو يدخلوا في الإسلام.

وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هذا خاص بأهل الكتاب أي مقاتلتهم حتى يعطوا الجزية- أو أنه عام لجميع الكفار؟ فأكثر العلماء يقولون: إن الذي يقاتل حتى يعطي الجزية أو يسلم هم أهل الكتاب اليهود والنصارى، وأما غيرهم فيقاتلون حتى يسلموا ولا يقبل منهم إلا الإسلام، واستدلوا بقوله تعالى (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) (التوبة: 29).

والصحيح أنه عام، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس

জিহাদের অবস্থা; কারণ জিহাদের ময়দানে মানুষকে বিভিন্ন দলে ও বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করা হয়। অথবা মুহাজির ও আনসারদের ন্যায় বিভিন্ন জনসমষ্টির বিন্যাস করা হয়, যাদের প্রত্যেকের জন্য একটি করে নির্দিষ্ট পতাকা বা নিশান থাকে যা তাদের পরিচয় বহন করে।

অতপর আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করব যতক্ষণ না তারা আমাদের মতো হয়ে যায়?" অর্থাৎ, আমি কি তাদের সাথে ততক্ষণ যুদ্ধ করব যতক্ষণ না তারা মুসলিম হয়ে যায়, নাকি অন্য কিছু? তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন: "তুমি তোমার গতিতে এগিয়ে যাও, যতক্ষণ না তাদের আঙিনায় অবতরণ করো।" তিনি তাকে এমনটি বলেননি যে, তারা আমাদের মতো হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করো। এর কারণ হলো, কাফেরদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করতে যুদ্ধ করা হয় না; বরং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় যেন তারা ইসলামের বিধিবিধানের অনুগত হয় এবং লাঞ্ছিত অবস্থায় নিজ হাতে জিযিয়া প্রদান করে, অথবা তারা ইসলামে প্রবেশ করে।

এ বিষয়ে আলেমগণ (রাহিমাহুমুল্লাহ) মতভেদ করেছেন যে, জিযিয়া প্রদান পর্যন্ত যুদ্ধ করার এই বিধানটি কি কেবল আহলে কিতাবদের জন্য নির্দিষ্ট, নাকি এটি সকল কাফেরদের জন্য সাধারণ? অধিকাংশ আলেম বলেন: জিযিয়া প্রদান বা ইসলাম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে তারা হলো আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও খ্রিস্টান। আর অন্যদের বিরুদ্ধে ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে এবং তাদের কাছ থেকে ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করা হবে না। তারা মহান আল্লাহর এই বাণীর মাধ্যমে দলিল পেশ করেন: "তোমরা যুদ্ধ করো আহলে কিতাবদের ঐসব লোকদের সাথে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না; যতক্ষণ না তারা অনুগত হয়ে নিজ হাতে জিযিয়া প্রদান করে।" (সূরা আত-তাওবা: ২৯)।

তবে বিশুদ্ধ মত হলো এটি সাধারণ। এর প্রমাণ হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মজুসি বা অগ্নিউপাসকদের থেকেও জিযিয়া গ্রহণ করেছিলেন।

হজর, وهم ليسوا أهل كتاب كما أخرجه البخاري، ودليل آخر: حديث بريدة بن الحصيب الذي أخرجه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه ومن معه من المسلمين خيراً وذر في الحديث ١، ه يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية فإن أبوا يقاتلهم والصحيح أن هذا عام. ولذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعلي حين سأله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، نعم قاتلهم حتى يكونوا مثلنا، وإنما أرشده أن يفعل ما أمره به، وأن يمشي على رسله، حتى ينزل بساحتهم.

قوله: "على رسلك" أي لا تمسي عجلًا فتتعب أنت، ويتعب الجيش، ويتعب من معك، ولكن على رسلك حتى تنزل بساحتهم أي يجانبهم، قوله صلى الله عليه وسلم: "ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه" فأمره صلى الله عليه وسلم بأمرين:

الأمر الأول: الدعوة إلى الإسلام: بأن يقل لهم: أسلموا إذا كانوا يعرفون معنى الإسلام ويكفي ذلك، وإن كانوا لا يعرفونه، فإنه يبين لهم أن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت.

الأمر الثاني: قال: "وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه"

হাজার অঞ্চলের অধিবাসী, তারা আহলে কিতাব নয়, যেমনটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন। অন্য একটি দলিল হলো: বুরাইদাহ ইবনুল হুসাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদিস, যা ইমাম মুসলিম সংকলন করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো সেনাবাহিনী বা ক্ষুদ্র দলের ওপর কোনো আমীর নিযুক্ত করতেন, তখন তাকে এবং তার সাথে থাকা মুসলিমদের কল্যাণ করার অসিয়ত করতেন। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাদের ইসলামের দাওয়াত দিতে বলতেন; যদি তারা অস্বীকার করে তবে জিজিয়া প্রদানের নির্দেশ দেবেন; আর যদি তারা তাতেও অস্বীকার করে তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করবেন। সঠিক মত

হলো এটি একটি সাধারণ বিধান। একারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, "আমি কি তাদের সাথে ততক্ষণ যুদ্ধ করব যতক্ষণ না তারা আমাদের মতো হয়?", তখন তিনি বলেননি যে, "হ্যাঁ, তাদের সাথে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না তারা আমাদের মতো হয়", বরং তিনি তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যা করার আদেশ তিনি তাকে আগে দিয়েছিলেন এবং যাতে তিনি ধীরস্থিরভাবে অগ্রসর হন যতক্ষণ না তিনি তাদের আঙ্গিনায় উপস্থিত হন।

তাঁর বাণী: "ধীরস্থিরভাবে" এর অর্থ হলো—তুমি তাড়াহুড়ো করে পথ চলবে না, যার ফলে তুমি নিজে ক্লান্ত হয়ে পড়বে এবং সেনাবাহিনী ও তোমার সাথে যারা আছে তারাও ক্লান্ত হয়ে পড়বে; বরং তুমি ধীরস্থিরভাবে অগ্রসর হও যতক্ষণ না তাদের আঙ্গিনায় বা তাদের সন্নিহিতে উপনীত হও। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "অতঃপর তাদের ইসলামের দাওয়াত দাও এবং তাতে আল্লাহর যে হুকুম বা অধিকারসমূহ তাদের ওপর ওয়াজিব তা তাদের অবগত করো।" এখানে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দুটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন:

প্রথম বিষয়টি হলো: ইসলামের দাওয়াত দেওয়া। অর্থাৎ তাদের বলা: "তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো।" যদি তারা ইসলামের মর্মার্থ জানে তবে এতটুকুই যথেষ্ট। আর যদি তারা তা না জানে, তবে তিনি তাদের কাছে স্পষ্ট করবেন যে, ইসলাম হলো—এই সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, নামাজ কায়েম করা, জাকাত প্রদান করা, রমজানের রোজা রাখা এবং বায়তুল্লাহর হজ করা। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো: তিনি বললেন—"এবং তাতে মহান আল্লাহর যে অধিকারসমূহ তাদের ওপর ওয়াজিব সে সম্পর্কে তাদের অবহিত করো।"

(ص: 367) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وهو السمع والطاعة لأوامر الله ورسوله، لأجل أن يكون الداخل في الإسلام داخلاً على بصيرة، لأن بعض الناس يدخل في الإسلام على أنه دين ولكن لا يدري ما هو ثم إذ

بينت له الشرائع ارتد والعياذ بالله، فصار كفره والثاني أعظم من كفره الأول؛ لأن الردة لا يُقر عليها صاحبها، بل يقال له: إما أن ترجع لما خرجت منه، وإما أن نقتلك.

ولهذا ينبغي لنا في هذا العصر لما كثر الكفار بيننا من نصارى وبوذيين ومشركين وغيرهم، إذا دعوناهم إلى الإسلام أن نبين لهم الإسلام أولاً، ونشرحه شرحاً يتبين فيه الأمر، حتى يدخلوا على بصيرة، لا تكتفي بقولنا: اسلموا فقط لأنهم لا يعرفون ما يجب عليهم من حق الله تعالى في الإسلام فإذا دخلوا على بصيرة صار لنا العذر فيما بعد إذا ارتدوا أن نطلب منهم الرجوع إلى الإسلام أو نقتلهم، أما إن بين لهم إجمالاً هكذا، فإنها دعوة قاصرة، والدليل على هذا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي نشرحه.

وفي الحديث، في قوله صلى الله عليه وسلم: "فو الله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم" يهديه: أي يوفقه بسببك إلى الإسلام فإنه خير لك من حمر النعم يعني من الإبل الحمر، وذلك لأن الإبل الحمر عند الغرب كانت من أنفس الأموال، إن لم تكن أنفس الأموال، ففعل رضي الله عنه ونزل بساحتهم، ودعاهم إلى الإسلام ولكنهم لم يسلموا.

ثم في النهاية كانت الغلبة - والله الحمد - للمسلمين، ففتح الله على يدي علي بن أبي طالب - رضي الله عنه والقصة مشهورة في كتب المغازي

তা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের প্রতি শ্রবণ ও আনুগত্য প্রদর্শন করা, যাতে ইসলামে প্রবেশকারী ব্যক্তি পূর্ণ প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার সাথে এতে প্রবেশ করে। কেননা কিছু লোক ইসলামকে একটি ধর্ম মনে করে এতে প্রবেশ করে ঠিকই, কিন্তু এর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে তারা অবগত থাকে না। অতঃপর যখন তাদের সামনে শরীয়তের বিধানাবলি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা

হয়, তখন তারা ধর্মত্যাগ করে (আল্লাহর নিকট এ থেকে পানাহ চাই)। ফলে তাদের এই দ্বিতীয় পর্যায়ের কুফরি প্রথম কুফরির চেয়েও জঘন্য হয়ে দাঁড়ায়। কারণ মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীকে তার অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয় না, বরং তাকে বলা হয়: হয় তুমি যে সত্য থেকে বের হয়ে গিয়েছ তাতে ফিরে এসো, নতুবা তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

এ কারণেই বর্তমান যুগে যখন আমাদের মাঝে খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, মুশরিক ও অন্যান্য কাফিরদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন আমরা যখন তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেব, আমাদের উচিত হবে প্রথমে তাদের নিকট ইসলামকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা এবং এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যাতে বিষয়টি তাদের নিকট পরিষ্কার হয়ে যায়, যেন তারা প্রজ্ঞার সাথে এতে প্রবেশ করতে পারে। আমাদের কেবল এটুকু বলা যথেষ্ট নয় যে, 'তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো', কারণ ইসলামে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ওপর কী কী হুক বা অধিকার অবধারিত হবে সে সম্পর্কে তারা জানে না। সুতরাং তারা যদি প্রজ্ঞার সাথে ইসলামে প্রবেশ করে, তবে পরবর্তীতে যদি তারা ধর্মত্যাগ করে, তাহলে আমাদের জন্য এ অজুহাত থাকবে যে, আমরা তাদের ইসলামে ফিরে আসার দাবি জানাব অথবা তাদের মৃত্যুদণ্ড দেব। কিন্তু যদি তাদের নিকট বিষয়টি কেবল ভাসা-ভাসা বা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়, তবে তা হবে একটি অপূর্ণাঙ্গ দাওয়াত। আর এর প্রমাণ হলো সাহল ইবনে সাদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত সেই হাদিসটি যা আমরা ব্যাখ্যা করছি।

হাদিসে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী: "আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে যদি আল্লাহ একজন ব্যক্তিকেও হিদায়াত দান করেন, তবে তা তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম।" হিদায়াত দান করা অর্থ: তোমার মাধ্যমে আল্লাহ তাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফিক দান করেন। লাল উটের চেয়ে উত্তম অর্থ: তৎকালীন আরবে লাল উট ছিল সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, বরং বলা চলে শ্রেষ্ঠতম সম্পদ। অতঃপর তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তা-ই করলেন এবং তাদের আঙিনায় অবতরণ করলেন এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণ করল না।

অবশেষে চূড়ান্ত বিজয়—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর—মুসলিমদেরই হস্তগত হলো। আল্লাহ তাআলা আলী ইবনে আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাতে বিজয় দান করলেন এবং এই ঘটনাটি মাগাযী বা যুদ্ধাভিযান বিষয়ক গ্রন্থসমূহে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

والسير، ولكن الشهاد من هذا الحديث: أنه أمرهم أن يدعوهم إلى الإسلام، وأن يخبرهم بما يحب عليهم من حق الله تعالى فيه.

وفي هذا الحديث من الفوائد:

ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم وهي أنه لما بصق في عيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه برىء حتى كأن لم يكن به وجع.

وفيه أيضاً آية أخرى: وهي قوله "يفتح الله علي يديه" وهي خبر غيبي، ومع ذلك فتح الله علي يديه.

وفيه أيضاً من الفوائد: أنه ينبغي نصب الرايات في الجهاد، وهي الأعلام، وأن يُجعل لكل قوم راية معينة يعرفون بها كما سبقت الإشارة إليه.

وفيه أيضاً من الفوائد: تحري الإنسان للخير والسبق إليه لأن الصحابة جعلوا في تل الليلة يدوكون ليلتهم، يدوكون ليلتهم، يدوكون ليلتهم يعني يدوكون في ليلتهم، في منصوبة على الظرفية، يعني انهم يبحثون من يكون.

وفيه أيضاً: أن الإنسان قد يعطى الشيء من غير أن يخطر له على بال، وأنه يحرم من كان متوقعاً أن يناله هذا الشيء، لأن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه كان مريضاً في عينيه، ولا أظن أنه يخطر بباله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعطيه الراية، ومع ذلك أدركها وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء والله الموفق.

এবং সীরাত; তবে এই হাদিস থেকে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো: তিনি তাঁদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়ার এবং এতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের ওপর যা ওয়াজিব বা আবশ্যিক হয় সে সম্পর্কে অবহিত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আর এই হাদিসের মধ্যে নিম্নোক্ত ফায়দা বা শিক্ষাসমূহ রয়েছে:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিজাসমূহের মধ্য থেকে একটি নিদর্শনের প্রকাশ;
আর তা হলো—যখন তিনি আলী ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর দুই চোখে লাল প্রদান করলেন, তখন তিনি এমনভাবে আরোগ্য লাভ করলেন যেন তাঁর কোনো ব্যথাই ছিল না।

এতে আরও একটি নিদর্শন রয়েছে: তা হলো তাঁর এই বাণী "আল্লাহ তাঁর দুই হাতে বিজয় দান করবেন"। এটি ছিল একটি অদৃশ্যের সংবাদ, এবং বাস্তবিকই আল্লাহ তাঁর হাত দিয়েই বিজয় দান করেছিলেন।

এর মধ্যে আরও একটি ফায়দা হলো: জিহাদে ঝাণ্ডা বা পতাকা উত্তোলন করা বাঞ্ছনীয়; আর তা হলো নিশানসমূহ। প্রতিটি দলের জন্য একটি নির্দিষ্ট নিশান রাখা উচিত যার মাধ্যমে তাঁদের চেনা যায়, যেমনটি পূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এর মধ্যে আরও একটি ফায়দা হলো: মানুষের কল্যাণের অন্বেষণ করা এবং তার দিকে অগ্রগামী হওয়া। কারণ সাহাবীগণ সেই রাতে দীর্ঘ সময় ধরে জল্পনা-কল্পনা ও আলোচনা করছিলেন যে এটি কার ভাগ্যে জুটবে। অর্থাৎ তাঁরা অনুসন্ধান করছিলেন যে সেই ব্যক্তিটি কে হতে পারেন।

এতে আরও রয়েছে: মানুষ অনেক সময় এমন কিছু লাভ করে যা তার কল্পনাতেও ছিল না, আবার যে ব্যক্তি তা পাওয়ার প্রত্যাশা করেছিল সে হয়তো তা থেকে বঞ্চিত হয়। কেননা আলী ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু চক্ষুরোগে আক্রান্ত ছিলেন, এবং আমার মনে হয় না যে তাঁর মনে এমন কোনো ভাবনা এসেছিল যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকেই ঝাণ্ডা প্রদান করবেন। তা সত্ত্বেও তিনি তা অর্জন করেছেন; আর আল্লাহর অনুগ্রহ তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

* * *

176- وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من اسلم قال: يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به؟ قال: "أنت فلاناً فإنه قد كان تجهز فمرض" فقال: يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به، ولا تحبسى منه شيئاً، فوالله لا تحبسين منه شيئاً فيبارك لك فيه " رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فيه الدلالة على الخير، فإن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطلب منه أن يتجهز إلى الغزو، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم ودله على رجل كان قد تجهز براحلته وما يلزمه لسفرة ولكنه مرض، فلم يتمكن من الخروج إلى الجهاد، فجاء الرجل إلى صاحبه الذي كان قد تجهز فأخبره بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لامرأته: أخرجي ما تجهزت به ولا تحبسي منه شيئاً، فوالله لا تحبسين منه شيئاً فيبارك لنا فيه.

ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا دلّ أحداً على الخير فإنه يثاب على ذلك، وقد سبق أن "من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله". وفيه دليل أيضاً على أن من أراد عملاً صالحاً فحبسه عنه مرض، فإنه ينبغي أن يدفع ما بذله لهذا العمل الصالح إلى من يقوم به حتى يكتب له

১৭৬- হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আসলাম গোত্রের এক যুবক বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চাই, কিন্তু আমার কাছে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের মতো প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নেই। তিনি বললেন: "তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে যাও, কারণ সে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়েছে।" এরপর সে তার কাছে গিয়ে (নবীজির নির্দেশ পৌঁছে দিলে) সে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল: হে অমুক! আমি যুদ্ধের জন্য যা কিছু প্রস্তুত করেছিলাম তা তাকে দিয়ে দাও এবং এর কিছুই আটকে রেখো না। আল্লাহর কসম! তুমি যদি

এর কোনো কিছু আটকে না রাখো, তবেই তোমার জন্য এতে বরকত দান করা হবে।
(মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক এখানে যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাতে কল্যাণের দিকে পথনির্দেশ করার গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। এক ব্যক্তি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট জিহাদের সরঞ্জাম চাওয়ার জন্য উপস্থিত হলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন এবং এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দেন যিনি নিজের বাহন ও সফরের প্রয়োজনীয় সামগ্রীসহ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তিনি জিহাদে বের হতে পারছিলেন না। এরপর সেই ব্যক্তি ওই লোকটির কাছে গিয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা বলেছেন তা তাকে জানালেন। তখন তিনি তার স্ত্রীকে বললেন: আমি যা প্রস্তুত করেছি তা বের করে দাও এবং এর কিছুই আটকে রেখো না। আল্লাহর কসম! তুমি যদি এর কিছুই আটকে না রাখো তবেই আমাদের জন্য এতে বরকত দেওয়া হবে।

এতে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কোনো মানুষ যদি কাউকে কল্যাণের পথ দেখায় তবে সে তার জন্য সওয়াব লাভ করবে। ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, "যে ব্যক্তি কোনো কল্যাণের পথ দেখায়, সে তার সম্পাদনকারীর সমান সওয়াব লাভ করে।"

এতে আরও প্রমাণ রয়েছে যে, যদি কেউ কোনো নেক আমল করার ইচ্ছা পোষণ করে কিন্তু অসুস্থতা তাকে তা থেকে বিরত রাখে, তবে তার উচিত সেই নেক আমলের জন্য সে যা ব্যয় করতে চেয়েছিল তা এমন কাউকে দিয়ে দেওয়া যে তা সম্পাদন করতে পারবে, যাতে তার আমলনামায় সেই কাজের সওয়াব লিখে দেওয়া হয়।

الأجر كاملاً؛ لأن الإنسان إذا مرض وقد أراد العمل وتجهز له، ولكن حال بينه وبين العمل مرضه، فإنه يكتب له الأجر كاملاً والله الحمد، قال الله تعالى: (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) (النساء: 100).

وفيه دليل أيضاً من كلام الصحابة رضي الله عنهم أن الإنسان إذا بذل الشيء في الخير فإن الأفضل أن ينفذه، فمثلاً لو أردت أن تتصدق بمال، وعزلت المال الذي تريد أن تتصدق به أو تبذله في مسجد، أو في جمعية خيرية أو ما أشبه ذلك، فلك الخيار أن ترجع عما فعلت؛ لأنه ما دام الشيء لم يبلغ محله فهو بيدك، ولكن الأفضل أن تنفذه وألا ترجع فيما أردت من أجل أن تكون من السابقين إلى الخير، والله الموفق.

পূর্ণ প্রতিদান; কারণ মানুষ যখন অসুস্থ হয় অথচ সে কোনো আমল করার ইচ্ছা পোষণ করেছিল এবং তার জন্য প্রস্তুতিও গ্রহণ করেছিল, কিন্তু অসুস্থতা তার ও সেই আমলের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল, তবে তার জন্য পূর্ণ সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়, আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করার নিমিত্তে নিজ গৃহ থেকে বের হয়, অতঃপর মৃত্যু তাকে পেয়ে বসে, তবে তার প্রতিদান আল্লাহর ওপর অবধারিত হয়ে যায়।" (সূরা আন-নিসা: ১০০)। এতে সাহাবীগণের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) বক্তব্য থেকেও এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মানুষ যখন কল্যাণের পথে কোনো কিছু ব্যয় করার সংকল্প করে, তখন তা সম্পন্ন করাই শ্রেয়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি কিছু অর্থ সদকা করার ইচ্ছা করেন এবং সেই অর্থ পৃথক করে রাখেন যা আপনি কোনো মসজিদে, দাতব্য প্রতিষ্ঠানে বা অনুরূপ কোথাও প্রদান করতে চান, তবে আপনার গৃহীত সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসার অবকাশ আপনার রয়েছে; কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত দানকৃত সম্পদটি তার নির্দিষ্ট স্থানে না পৌঁছায়, ততক্ষণ তা আপনার নিয়ন্ত্রণেই থাকে। কিন্তু কল্যাণের কাজে অগ্রগামীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে আপনার সংকল্পটি বাস্তবায়ন করা এবং তা থেকে ফিরে না আসাই উত্তম। আর আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

21- باب التعاون على البر والتقوى

قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) (المائدة: 2) ، وقال تعالى: (وَالْعَصْرِ) (إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ) (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) (العصر: 1-3)

قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاماً معناه: إن الناس - أو أكثرهم - في غفلة عن تدبر هذه السورة.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى:- "باب التعاون على البر والتقوى" التعاون معناه: التساعد، وأن يعين الناس بعضهم بعضاً على البر والتقوى فالبر: فعل الخير، والتقوى: اتقاء الشر وذلك أن الناس يعملون على وجهين: على ما فيه الخير، وعلى ما فيه الشر، فأما ما فيه الخير فالتعاون عليه أن تساعد صاحبك على هذا الفعل وتيسر له الأمر؛ سواء كان هذا مما يتعلق بك أو مما يتعلق بغيرك، وأما الشر فالتعاون فيه بأن تحذر منه، وأن تمنع منه ما استطعت، وأن تشير على من أراد أن يفعل بتركه وهكذا، فالبر فعل الخير، والتعاون عليه والتساعد على فعله، وتيسيره للناس، والتقوى اتقاء الشر والتعاون عليه بأن تحول بين الناس وبين فعل الشر وأن تحذرهم منه؛ حتى تكون الأمة أمة واحدة.

والأمر في قوله (وَتَعَاوَنُوا) أمر إيجاب فيها يجب، واستحباب فيها يستحب، وكذلك في التقوى أمر إيجاب فيها يحرم، وأمر استحباب فيها

আল্লাহ তাআলা বলেন: (তোমরা কল্যাণ ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো) (আল-মায়িদাহ: ২), এবং আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: (মহাকালের শপথ) (নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত) (কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে) (আল-আসর: ১-৩) ইমাম শাফিঈ (রহিমাহুল্লাহ) এমন কথা বলেছেন যার মর্মার্থ হলো: মানুষ—বা তাদের অধিকাংশই—এই সূরাটি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার ব্যাপারে গাফিলতির মধ্যে রয়েছে।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ তাআলা) বলেছেন: "কল্যাণ ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতার অধ্যায়।" সহযোগিতার অর্থ হলো: একে অপরকে সাহায্য করা, এবং মানুষ যেন সওয়াব ও আল্লাহভীতির কাজে একে অপরকে সহায়তা করে। 'বির' (কল্যাণ) হলো: পুণ্য কাজ করা, আর 'তাকওয়া' হলো: মন্দ থেকে বেঁচে থাকা। আর তা একারণে যে, মানুষ দুইভাবে কাজ করে: কল্যাণমূলক কাজ এবং মন্দ কাজ। কল্যাণমূলক কাজের ক্ষেত্রে সহযোগিতা হলো—তোমার সাথীকে সেই কাজে সাহায্য করা এবং তার জন্য বিষয়টি সহজ করে দেওয়া; চাই সেটি তোমার নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক বা অন্য কারো সাথে। আর মন্দ কাজের ক্ষেত্রে সহযোগিতা হলো—তাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা, সাধ্যমতো তাকে তা থেকে বিরত রাখা এবং যে ব্যক্তি তা করতে চায় তাকে সেটি বর্জন করার পরামর্শ দেওয়া; এভাবেই। সুতরাং 'বির' হলো সৎকাজ করা, এবং সে কাজে পরস্পরকে সাহায্য করা, তা সম্পাদনে সহায়তা করা ও মানুষের জন্য তা সহজ করে দেওয়া। আর 'তাকওয়া' হলো মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা, এবং এ ক্ষেত্রে সহযোগিতা হলো—মানুষ ও পাপাচারের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং তাদের এ ব্যাপারে সতর্ক করা; যাতে উম্মত একটি সুসংহত জাতিতে পরিণত হয়।

আর আল্লাহর বাণী (তোমরা পরস্পর সহযোগিতা করো)-এর নির্দেশটি ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে ওয়াজিব, আর মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে মুস্তাহাব। অনুরূপভাবে তাকওয়ার ক্ষেত্রেও—হারাম বিষয় বর্জনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা ওয়াজিব, আর অপছন্দনীয় বা মুস্তাহাব বিষয় বর্জনের ক্ষেত্রে তা...

يكره.

وأما الدليل الثاني في التعاون على البر والتقوى، فهو ما ذكره المؤلف رحمه الله من سياق سورة العصر، حيث قال الله تعالى: فَأَقْسِمُ اللَّهُ (وَالْعَصْرِ) (إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ) (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ فَأَقْسِمُ اللَّهُ - تعالى- بالعصر الذي هو الزمن، والناس فيه منهم من يملؤه خيراً ومنهم من يملؤه شراً، فأقسم بالعصر لمناسبة المقسم به للمقسم عليه، وهو من أعمال العباد فقال (إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ) الإنسان عام؛ يشمل كل إنسان، من مؤمن وكافر، وعدل وفاسق، وذكر وأنثى، كل الإنسان في خسر، خاسر كل عمله، خسران عليه، تعب في الدنيا وعدم فائدة في الآخرة، إلا من جبع هذه الأوصاف الأربعة (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) فأصلحوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح، وأصلحوا غيرهم بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر.

فالإيمان: هو الإيمان بكل ما يجب الإيمان به، مما أخبر به الله ورسوله، وقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: "الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسلهن واليوم الآخر، والقدر خيره وشره" ستة أركان. وأما عمل الصالحات، فهو كل ما يقرب إلى الله، ولا يكون العمل

অপছন্দনীয়।

আর সৎকর্ম ও তাকওয়ার বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বিতীয় দলিল হলো সেটিই, যা লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) সূরা আল-আসরের প্রেক্ষাপট থেকে উল্লেখ করেছেন, যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: অতঃপর আল্লাহ শপথ করেছেন (সময়ের কসম) (নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে) (তবে তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং একে অপরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে ও একে অপরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে)।

অতঃপর মহান আল্লাহ সময়ের শপথ করেছেন যা হলো কাল, আর মানুষ এতে দুই ভাগে বিভক্ত; তাদের মধ্যে কেউ একে কল্যাণ দিয়ে পূর্ণ করে, আবার কেউ একে অকল্যাণ দিয়ে পূর্ণ করে। সুতরাং তিনি সময়ের শপথ করেছেন শপথকৃত বিষয়ের সাথে শপথের বিষয়ের সামঞ্জস্যতার কারণে, আর তা হলো বান্দাদের আমল। এরপর তিনি বলেছেন (নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে)। এখানে 'মানুষ' শব্দটি সাধারণ; যা মুমিন ও কাফির, ন্যায়পরায়ণ ও পাপাচারী, পুরুষ ও নারী—প্রত্যেক মানুষকেই অন্তর্ভুক্ত করে। সকল মানুষই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত, তাদের সকল আমল ক্ষতিগ্রস্ত এবং তাদের জন্য লোকসান স্বরূপ; যা দুনিয়াতে ক্লাস্তি এবং আখেরাতে কোনো ফলদায়ক হবে না। তবে সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে এই চারটি গুণকে নিজের মাঝে একত্রিত করেছে: (তবে তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং একে অপরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে ও একে অপরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে)। সুতরাং তারা ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে নিজেদের সংশোধন করেছে এবং সত্য ও ধৈর্যের পারস্পরিক উপদেশের মাধ্যমে অন্যের সংশোধন করেছে।

ঈমান হলো: এমন প্রত্যেকটি বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা যার ওপর ঈমান আনা আবশ্যিক, যে সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সংবাদ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বাণীতে তা স্পষ্ট করেছেন: "ঈমান হলো তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, পরকালের প্রতি এবং ভাগ্যের ভালো ও মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।" এগুলো ঈমানের ছয়টি স্তম্ভ। আর সৎকর্ম হলো: এমন প্রত্যেকটি কাজ যা আল্লাহর নৈকট্য দান করে, আর কোনো আমল...

(ص: 373) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

صَالِحاً إِلَّا بَشْرَ طَيْنٍ، هِمَا: الْإِخْلَاصُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمَتَابَعَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الإخلاص لله: بمعنى ألا تقصد بعملك مراعاة عباد الله، لا تقصد إلا وجه الله والدار الآخرة.

وأما المتابعة: فهي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لا تأت ببدعة؛ لأن البدعة وإن أخلص الإنسان فيها مردودة "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"، والعبادة التي فيها الاتباع ولكن فيها رياء مردودة أيضاً، لقوله تعالى: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ومن عمل عملاً أشرك فيه معي غيري؛ تركته وشركه" وهو حديث قدسي.

وأما قوله: (وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ) يعني أن بعضهم يوصي بعضهم بالحق، وهو ما جاءت به الرسل (وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) لأن النفس تحتاج إلى صبر لفعل الطاعات وترك المحرمات، وأقдар الله المؤلمة.

قال الإمام الشافعي- رحمه الله: لو لم ينزل الله على عباده سورة غير هذه السورة لكفتهم؛ لأنها جامعة مانعة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين العاملين الصالحين، المتواصين بالحق، المتواصين بالصبر. إنه سميع قريب.

(আমল) নেক আমল হিসেবে গণ্য হবে না যতক্ষণ না দুটি শর্ত পূরণ হয়, সেগুলো হলো: মহান আল্লাহর প্রতি ইখলাস বা একাগ্রতা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ।

আল্লাহর প্রতি ইখলাস: এর অর্থ হলো তোমার আমলের মাধ্যমে আল্লাহর বান্দাদের নিকট লোকদেখানোর কোনো উদ্দেশ্য থাকবে না, বরং তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পরকাল অর্জন।

আর অনুসরণ হলো: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন অনুসরণ যাতে কোনো বিদআত বা নবউদ্ভাবিত বিষয় না থাকে; কারণ কোনো মানুষ ইখলাসের সাথে বিদআত করলেও তা প্রত্যাখ্যাত। (রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন:) "যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল যাতে

আমাদের কোনো নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।" আবার যে ইবাদতে অনুসরণ আছে কিন্তু রিয়া বা লোকদেখানোর মানসিকতা আছে, সেটিও প্রত্যাখ্যাত। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "আমি অংশীদারিত্ব থেকে অংশীদারদের তুলনায় অধিক মুখাপেক্ষীহীন। যে ব্যক্তি কোনো আমল করল এবং তাতে আমার সাথে অন্য কাউকে শরিক করল, আমি তাকে এবং তার শরিককে বর্জন করি।" এটি একটি হাদিসে কুদসি।

আর তাঁর বাণী: "এবং তারা পরস্পরকে হকের উপদেশ প্রদান করে" এর অর্থ হলো তারা একে অপরকে সত্যের অসিয়ত বা উপদেশ দেয়, আর তা হলো সেই সত্য যা নিয়ে রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। "এবং তারা পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ প্রদান করে" এর কারণ হলো নফসের ইবাদত বন্দেগি সম্পাদন করতে, পাপাচার বর্জন করতে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা কষ্টদায়ক ফয়সালার ওপর ধৈর্য ধারণ করার জন্য সবরের প্রয়োজন।

ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "যদি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য এই সূরাটি ছাড়া অন্য কোনো সূরা নাজিল না করতেন, তবে এটিই তাদের জন্য যথেষ্ট হতো; কারণ এটি অত্যন্ত ব্যাপক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ।" আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের ঈমানদার, সৎকর্মপরায়ণ এবং যারা পরস্পরকে হক ও সবরের উপদেশ প্রদান করে, তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও নিকটবর্তী।

* * *

(ص: 374) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

177- عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني- رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازياً في أهله بخيرٍ فقد غزا " متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله في باب التعاون على البر والتقوى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: " من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا " وهذا من التعاون على البر والتقوى، فإذا جهز الإنسان غازياً، يعني براحلته ومتاعه وسلاحه، ثلاثة أشياء: الراحلة، والمتاع، والسلاح، إذا جهزه بذلك فقد غزا، أي كتب له أجر الغازي، لأنه أعانه على الخير.

وكذلك من خلفه في أهله بخير فقد غزا، يعني لو أن الغازي أراد أن يغزو ولكنه أشكل عليه أهله من يكون عند حاجاتهم، فانتدب رجلاً من المسلمين وقال: أخلصني في أهلي بخير، فإن هذا الذي خلفه يكون له أجر الغازي؛ لأنه أعانه. إذن فإعانة الغازي تكون على وجهين:

الأول: أن يعينه في رحله، ومتاعه، وسلاحه.

والثاني: أن يعينه في كونه خلفاً عنه في أهله؛ لأن هذا من أكبر

১৭৭- আবু আবদুর রহমান য়ায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোনো যোদ্ধাকে যুদ্ধের সরঞ্জাম সরবরাহ করল, সে যেন স্বয়ং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল। আর যে ব্যক্তি কোনো যোদ্ধার অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের উত্তমরূপে দেখাশোনা করল, সেও যেন স্বয়ং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি বা বুখারি ও মুসলিম কর্তৃক ঐক্যমত অনুসারে বর্ণিত)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) 'সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা' অধ্যায়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোনো যোদ্ধাকে যুদ্ধের সরঞ্জাম সরবরাহ করল, সে যেন স্বয়ং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল; আর যে ব্যক্তি কোনো যোদ্ধার অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের উত্তমরূপে দেখাশোনা করল, সেও যেন স্বয়ং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল।" এটি সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পারস্পরিক

সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যখন কোনো ব্যক্তি একজন যোদ্ধাকে প্রস্তুত করে দেয়—অর্থাৎ তার বাহন, পাথেয় এবং অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে; এই তিনটি বিষয়: বাহন, পাথেয় ও অস্ত্রশস্ত্র—যখন সে তাকে এসব দিয়ে সুসজ্জিত করে, তখন সে যেন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল। অর্থাৎ, তার আমলনামায় একজন যোদ্ধার সমান সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়, কারণ সে তাকে একটি কল্যাণকর কাজে সহায়তা করেছে।

অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি কোনো যোদ্ধার অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের উত্তমরূপে দেখাশোনা করল, সেও যেন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল। এর অর্থ হলো, যদি কোনো যোদ্ধা যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন কিন্তু তার অবর্তমানে পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর জন্য কে থাকবে তা নিয়ে চিন্তিত থাকেন, এমতাবস্থায় যদি কোনো মুসলিম ব্যক্তি এগিয়ে আসেন এবং বলেন: 'আমি আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার পরিবারের দেখাশোনা করব', তবে এই ব্যক্তি যিনি তার স্থলাভিষিক্ত হলেন, তিনি যোদ্ধার সমান সওয়াব লাভ করবেন; কারণ তিনি তাকে সাহায্য করেছেন।

অতএব, যোদ্ধাকে সাহায্য করা দুইভাবে হতে পারে:

প্রথমত: তার বাহন, পাথেয় এবং অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষেত্রে তাকে সাহায্য করা।

দ্বিতীয়ত: তার পরিবারের দেখাশোনার ক্ষেত্রে তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাকে সাহায্য করা; কারণ এটি অন্যতম বড়

(ص: 375) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

العون، فإن كثيراً من الناس يشكّل عليه من يكون عند أهله يقوم بحاجتهم، فإذا قام هذا الرجل بحاجة أهله وخلفه فيهم بخير فقد غزا. ومن ذلك ما جرى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله، اتدعني مع النساء والصبيان، فاق الله: "أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي

بعدي" يعني أن أخلفك في أهلي، كما خلف موسى هارون في قومه، حينما ذهب إلى ميقات ربه.

ويؤخذ من مثال الغازي أن كل من أعان شخصاً في طاعة الله فله مثل أجره، فإذا أعنت طالب علم في شراء الكتب له، أو تأمين السكن، أو النفقة، أو ما أشبه ذلك، فإن لكل أجراً مثل أجره، من غير أن ينقص من أجره شيئاً، وهكذا - أيضاً لو أعنت مصلياً على تسهيل مهمته في صلاته في مكانه وثيابه، أو في وضوئه، أو في أي شيء فإنه يكتب لك في ذلك أجر.

فالقاعدة العامة: أن من أعان شخصاً في طاعة من طاعة الله كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجره شيئاً، والله البوق.

* * *

সহায়তা; নিশ্চয়ই অনেক মানুষের কাছে বিষয়টি অস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি তার পরিবারের নিকট অবস্থান করে তাদের প্রয়োজন পূরণ করে (তার মর্যাদা কী)। মূলত যদি এই ব্যক্তি তার পরিবারের প্রয়োজন মেটায় এবং উত্তমরূপে তাদের দেখাশোনার মাধ্যমে (যোদ্ধার) অনুপস্থিতি পূরণ করে, তবে সে যেন যুদ্ধই করল।

এর উদাহরণ হলো আলী ইবনে আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল, যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাবুক যুদ্ধের সময় তাকে স্থায়ী পরিবারের দেখাশোনার জন্য পেছনে রেখে গিয়েছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে নারী ও শিশুদের সাথে রেখে যাচ্ছেন?" তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ) বললেন: "তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমার নিকট তোমার মর্যাদা ঠিক তেমন হয়, যেমন মুসার নিকট হারুনের ছিল? তবে পার্থক্য হলো আমার পরে আর কোনো নবী নেই।" অর্থাৎ, আমি তোমাকে আমার পরিবারের দেখাশোনার জন্য স্থলাভিষিক্ত করছি, যেমন মুসা তাঁর রবের নির্ধারিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় হারুনকে তাঁর কওমের মধ্যে স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। গাজীর (আল্লাহর পথের যোদ্ধার) এই উদাহরণ থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর কোনো আনুগত্যের কাজে কাউকে সাহায্য করবে, সে তার সমপরিমাণ প্রতিদান লাভ করবে।

সুতরাং আপনি যদি কোনো জ্ঞানাস্থেয়ীকে কিতাব ক্রয়ে, অথবা বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে, কিংবা ভরণপোষণ বা এই জাতীয় কোনো বিষয়ে সাহায্য করেন, তবে আপনি তার অনুরূপ সওয়াব পাবেন, এতে তার সওয়াব থেকে বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবে না। অনুরূপভাবে, আপনি যদি কোনো সালাত আদায়কারীকে তার সালাতের স্থান, পোশাক, অজু কিংবা অন্য কোনো প্রয়োজনে সহযোগিতা করে কাজ সহজ করে দেন, তবে আপনার আমলনামাতেও সেই কাজের সওয়াব লেখা হবে।

অতএব সাধারণ মূলনীতি হলো: যে ব্যক্তি আল্লাহর কোনো ইবাদত বা আনুগত্যের কাজে কাউকে সাহায্য করবে, সে তার সমপরিমাণ সওয়াব পাবে, এতে মূল ব্যক্তির সওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না। আর আল্লাহই তাওফিকদানকারী।

* * *

(ص: 376) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

179- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركباً بالروحاء فقال (من القوم) " قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال: " رسول الله" فرفعت إليه امرأةً صبيّاً فقالت: ألهذا حجٌّ! قال: " نعم ولك أجرٌ" رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى- فيما نقله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم ملقي ركباً بالروحاء والروحاء مكان بين مكة والمدينة، وكان هذا في حجة الوداع، فقال لهم: " من القوم؟ " قالوا: المسلمون، فقالوا: فمن أنت؟ قال: " أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" فرفعت إليه امرأةً صبيّاً فقالت:

لهذا حج؟ قال " نعم ولك أجر " ففي هذا الحديث من الفوائد ما ساقه المؤلف من أجله، وهو أن من أعان شخصاً على طاعة فله أجر؛ لأن هذه البرأة سوف تقوم برعاية ولدها إذا أحرم، وفي الطواف، وفي السعي، وفي الوقوف، وكل شيء، قال: له حج ولك أجر.

وهذا كالذي سبق فيمن جهز غازياً أو خلفه في أهله فإنه يكون له أجر الغازي.

وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان ينبغي له أن يسأل عما يجهله إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل: "من القوم؟" يخشى أن يكونوا من العدو فيخونوا أو ويغدروا، أما إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك فلا

১৭৯- এবং ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাওহা নামক স্থানে একদল আরোহীর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কোন কওম?" তারা উত্তর দিল, "আমরা মুসলিম।" এরপর তারা জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে?" তিনি বললেন, "আমি আল্লাহর রাসূল।" তখন এক মহিলা একটি শিশুকে তাঁর দিকে উঁচিয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল, "এই শিশুর জন্য কি হজ হবে?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আর তোমার জন্য রয়েছে এর সওয়াব।" এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে যা বর্ণনা করেছেন তাতে উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাওহা নামক স্থানে একদল আরোহীর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। রাওহা হলো মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী একটি স্থান। এটি বিদায় হজের সময়কার ঘটনা ছিল। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন: "তোমরা কারা?" তারা বলল: "আমরা মুসলিম।" তারা জিজ্ঞেস করল: "তবে আপনি কে?" তিনি বললেন: "আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।" তখন এক মহিলা একটি শিশুকে তাঁর দিকে উঁচিয়ে ধরে বলল: "এর কি হজ হবে?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ, আর তোমার জন্য রয়েছে সওয়াব।" এই হাদিসে সেই সব শিক্ষা ও উপকারিতা রয়েছে যার উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার এটি এখানে অবতারণা করেছেন। আর তা হলো, যে ব্যক্তি কাউকে

কোনো নেক কাজে সাহায্য করে, তার জন্য সওয়াব রয়েছে; কারণ এই মহিলা তার সন্তানের ইহরাম অবস্থায়, তাওয়াফ, সাঈ, উকুফ (অবস্থান) এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তার দেখাশোনা ও যত্ন নেবেন। তাই তিনি বললেন: তার জন্য হজ হবে এবং তোমার জন্য রয়েছে সওয়াব। এটি পূর্ববর্তী সেই প্রসঙ্গের মতো, যেখানে বলা হয়েছিল যে ব্যক্তি কোনো যোদ্ধার যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত করে দেয় অথবা তার অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের দেখাশোনা করে, সে সেই যোদ্ধার সমান সওয়াব লাভ করে।

এই হাদিস থেকে আরও একটি শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মানুষের জন্য উচিত কোনো অজানা বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা যখন তার প্রয়োজন দেখা দেয়; কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "তোমরা কারা?" কেননা তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে তারা শত্রু হতে পারে যারা বিশ্বাসঘাতকতা বা প্রতারণা করতে পারে। তবে যদি এর প্রয়োজন না থাকে, তবে তা জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই।

(ص: 377) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

حاجة أن تسأل عن الشخص، فتقول: من أنت؟ لأن هذا قد يكون داخلاً فيما لا يعينك، و "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" لكن إذا دعت الحاجة فاسأل حتى تكون على بينة من الأمر وعلى بصيرة. وفي هذا الحديث دليل على أن وصف الإنسان نفسه بالصفات الحميدة إذا لم يقصد الفخر وإنما يقصد التعريف لا بأس به؛ لأن هؤلاء الصحابة لما سئلوا: من أنتم؟ قالوا: مسلمون، والإسلام لا شك أنه وصف مدح، لكن إذا أخبر الإنسان به عن نفسه، فقال: أنا مسلم، أنا مؤمن، وما أشبه ذلك لمجرد الخبر لا من أجل الافتخار فإن ذلك لا بأس به، وكذلك لو قاله على سبيل التحدث بنعمة الله فلو قال: الحمد

لله الذي جعلني من المسلمين، وما أشبه ذلك فإنه لا بأس به، بل يكون محموداً إذا لم يحصل فيه محذور.

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا وصف نفسه بصفة هي فيه بدون فخر، فإنه لا يعدُّ هذا من باب مدح النفس وتزكية النفس الذي نهى عنه في قوله: (فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى) (النجم: 32).

وفيه دليلٌ أيضاً على أن الإنسان ينبغي له أن يغتتم وجود العالم؛ لأن هؤلاء القوم لما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله، جعلوا يسألونه، فينبغي للإنسان أن يغتتم فرصة وجود العالم من أجل أن يسأله عما يشكل

কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে আপনি হয়তো জিজ্ঞেস করবেন:

"আপনি কে?"। কারণ এটি এমন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যা আপনার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।

আর "একজন ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্যের অন্যতম দিক হলো তার জন্য অপ্রয়োজনীয় বিষয় বর্জন করা।" তবে যদি প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে প্রশ্ন করুন যাতে আপনি বিষয়টি সম্পর্কে সুনিশ্চিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লাভ করতে পারেন।

এই হাদিসে এই মর্মে প্রমাণ রয়েছে যে, কোনো মানুষ যদি অহংকার বা আত্মগৌরবের উদ্দেশ্য ছাড়াই নিছক পরিচয়ের উদ্দেশ্যে নিজের প্রশংসা সম্বলিত গুণাবলি উল্লেখ করে, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। কারণ এই সাহাবীদের যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: "তোমরা কে?", তারা উত্তরে বলেছিলেন: "মুসলিম"। আর ইসলাম নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসাসূচক বৈশিষ্ট্য। তবে মানুষ যখন নিজের সম্পর্কে সংবাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলে: "আমি একজন মুসলিম" বা "আমি একজন মুমিন" কিংবা এই জাতীয় কথা—যার উদ্দেশ্য অহংকার নয় বরং নিছক তথ্য প্রদান—তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। একইভাবে যদি আল্লাহর নেয়ামত বর্ণনার উদ্দেশ্যে কেউ বলে: "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন" বা অনুরূপ কিছু, তবে তাও বৈধ। বরং কোনো নিষিদ্ধ বিষয় সংঘটিত না হলে তা প্রশংসনীয় কাজ হিসেবেই গণ্য হবে।

এই হাদিসের অন্যতম শিক্ষা হলো: কোনো ব্যক্তি যদি অহংকার ছাড়াই নিজের মধ্যে বিদ্যমান কোনো গুণের কথা উল্লেখ করে, তবে তা সেই আত্মপ্রশংসা বা আত্মশুদ্ধির (তাজকিয়া) অন্তর্ভুক্ত হবে না, যা মহান আল্লাহর এই বাণীতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে: "অতএব তোমরা নিজেরা

নিজেদের পবিত্রতা ঘোষণা করো না; তিনিই ভালো জানেন কে মুতাকী বা আল্লাহভীরু।" (সূরা আন-নাজম: ৩২)।

এতে আরও প্রমাণ রয়েছে যে, কোনো বিজ্ঞ আলেমের উপস্থিতি ও সান্নিধ্যকে মানুষের কাজে লাগানো উচিত। কারণ এই সম্প্রদায়কে যখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সংবাদ দিলেন যে তিনি আল্লাহর রাসূল, তখন তারা তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। সুতরাং মানুষের উচিত বিজ্ঞ আলেমের উপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করা, যাতে নিজের অস্পষ্ট ও জটিল বিষয়সমূহ সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা যায়।

(ম: 378) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

عليه.

ومن فوائده أيضاً: أن الصبي إذا حج به وليه فله أجر، والحج يكون للصبي لا للولي، وقد اشتهر عند عامة الناس أن الصبي يكون حجة لوالديه، وهذا لا أصل له، بل حج الصبي له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالت المرأة: ألهذا حج؟ قال: " نعم ولك أجر"، فالحج له، وليعلم أن الصبي بل كل من دون البلوغ يكتب له الأجر ولا يكتب عليه الوزر.

واستدل بعض العلماء بقوله: " نعم له حج" أنه إذا أحرم الصبي لزمه جميع لوازم الحج؛ فيلزمه الطواف، والسعي، والوقوف بعرفة، والبيت بمزدلفة ومنى، ورمي الجمرات، فليعل ما يقدر عليه، وما لا يقدر عليه يفعل عنه، إلا الطواف والسعي فإنه يطاف ويُسعى به.

وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يتحلل الصبي ولو بدون سبب؛ لأنه قد رفع عنه القلم، وليس بمكلف، ولا يُقال: إن نفل الحج كفره، لا يجوز الخروج منه، وهذا الصبي متنفل فلا يجوز له أن يخرج، لأن أصل الصبي من غير المكلفين، فلا نلزمه

بشيء وهو غير مكلف، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الصبي لا يلزم بإتمام الحج، ولا بواجبات الحج، ولا باجتنب محظوراته، وأن ما جاء منه قبل، وما تخلف لا يسأل عنه، وهذا يقع كثيراً من الناس الآن، حيث يحرمون بصبيانهم، ثم يتعب الصبي ويأبى أن يكمل ويخلع إحرامه، فعلى مذهب جمهور العلماء لا بد أن نلزمه بالإتمام، وعلى مذهب أبي حنيفة وهو الذي مال إليه صاحب الفروع رحمه الله، من أصحاب الإمام أحمد- رحمه الله ومن تلاميذ شيخ

এর অন্যতম উপকারিতা হলো: কোনো অভিভাবক যদি তার অপ্ৰাপ্তবয়স্ক সন্তানকে নিয়ে হজ্জ সম্পাদন করেন, তবে তিনি সওয়াব পাবেন। আর হজ্জটি সেই শিশুর জন্যই হবে, অভিভাবকের জন্য নয়। সাধারণ মানুষের মাঝে এটি প্রসিদ্ধ যে, শিশুর হজ্জ তার পিতা-মাতার হজ্জ হিসেবে গণ্য হয়, অথচ এর কোনো ভিত্তি নেই; বরং শিশুর হজ্জ তার নিজের জন্যই গণ্য হবে। এর দলিল হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী—যখন এক নারী জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "এর জন্যও কি হজ্জ আছে?" তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন: "হ্যাঁ, আর তোমার জন্য রয়েছে সওয়াব।" সুতরাং হজ্জ সেই শিশুরই। জেনে রাখা আবশ্যিক যে, শিশু বরং সাবালক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেকের নেকি লেখা হয়, কিন্তু তাদের ওপর কোনো পাপ লেখা হয় না।

কিছু আলেম তাঁর (রাসূলের) এই বাণী "হ্যাঁ, তার জন্য হজ্জ রয়েছে" থেকে দলিল পেশ করেছেন যে, শিশু যখন ইহরাম করবে, তখন হজ্জের যাবতীয় কার্যাবলি তার ওপর আবশ্যিক হয়ে যাবে। ফলে তার ওপর তাওয়াফ, সাঈ, আরাফাতের ময়দানে অবস্থান, মুজদালিফা ও মিনায় রাত্রিযাপন এবং জামারাতে পাথর নিক্ষেপ করা আবশ্যিক। সুতরাং সে যা নিজে করতে সক্ষম তা করবে, আর যা করতে সক্ষম নয় তা তার পক্ষ থেকে সম্পন্ন করা হবে। তবে তাওয়াফ ও সাঈর ক্ষেত্রে তাকে সাথে নিয়ে তাওয়াফ ও সাঈ সম্পন্ন করতে হবে।

অন্যান্য আলেমগণ বলেছেন: শিশু যদি কোনো কারণ ছাড়াও ইহরাম ভঙ্গ বা হালাল (তাহাল্লুল) হয়ে যায়, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই; কেননা তার ওপর থেকে 'কলম' উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং সে শরয়ী বিধান পালনে দায়বদ্ধ (মুকাল্লাফ) নয়। এমনটি বলা ঠিক হবে না যে—নফল হজ্জ ফরয হজ্জের মতোই যা থেকে বের হওয়া জায়েজ নয়, আর এই শিশু যেহেতু নফল আদায়কারী তাই তার জন্য বের হওয়া জায়েজ হবে না—কারণ মূলত শিশুরা শরয়ী

দায়বদ্ধতার অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং যা পালনে সে আদিষ্ট নয়, তা পালনে আমরা তাকে বাধ্য করতে পারি না। এটি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাযহাব যে, শিশুকে হজ্জ পূর্ণ করতে, হজ্জের ওয়াজিবসমূহ পালন করতে কিংবা হজ্জের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বর্জন করতে বাধ্য করা হবে না। সে যা আদায় করবে তা কবুল করা হবে, আর যা সে পালন করতে পারবে না সে সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। বর্তমানে অনেকের ক্ষেত্রেই এমনটি ঘটে থাকে যে, তারা তাদের শিশুদের ইহরাম করান, তারপর শিশুটি ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং হজ্জ পূর্ণ করতে অস্বীকার করে ইহরাম খুলে ফেলে। এমতাবস্থায় জমহুর বা অধিকাংশ আলেমের মাযহাব অনুযায়ী আমাদের উচিত তাকে হজ্জ পূর্ণ করতে বাধ্য করা। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মাযহাব অনুযায়ী—যেটির প্রতি ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর মাযহাবের অনুসারী এবং শাইখের ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত 'আল-ফুর' গ্রন্থের রচয়িতা (রহ.) ঝুঁকেছেন—তাকে বাধ্য করা হবে না।

(ص: 379) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الإسلام ابن تيميه- رحمه الله أنه لا يلزم لأنه ليس أهلاً للتكليف.
وفي هذا الحديث أيضاً ما يدل على أن الصبي وإن كان غير مميز فإنه يصح منه الحج، ولكن كيف تصح نيته وهو غير مميز، قال العلماء: ينوي عنه وليه بقلبه أنه أدخله في الإحرام، ويفعل وليه كل ما يعجز عنه.

وفي هذه المناسبة نودُّ أن نبين هل يجب على من دخل في الحج أن ينوي الطواف بنية مستقلة، والسعي بنية مستقلة، والرمي كذلك، أو لا يشترك؟
هذا المسألة فيها خلاف بين العلماء، من العلماء من قال: إذا أحرم الإنسان بالحج وطاف وسعى على النية الأولى، يعني لم يجدد نيته عند الطواف ولا عند السعي، فإن حجه صحيح، قال تعليلاً لقوله: إن الطواف والسعي والوقوف والرمي والمبيت كلها

أجزاء من عبادة فتكفي النية الأولى، كما أن الإنسان إذا صلى ونوى عند الدخول في الصلاة أنه دخل في الصلاة، فإنه لا يلزمه أن ينوي الركوع ولا السجود ولا القيام ولا القعود؛ لأنها أجزاء من العبادة، فكذاك الحج.

وهذا القول ينبغي أن يؤتى به عند الضرورة، يعني لو جاءك مُستفتٍ يقول: أنا دخلت المسجد الحرام وطففت، وفي تلك الساعة لم تكن عندي نية، فهنا ينبغي أن يفتي بأنه لا شيء عليه، وأن طوافه صحيح، أما عند السعة فينبغي أن يقال: إنك إذا نويت أحسن، وهو على كل حال لا بد أن ينوي الطواف، ولكن أحياناً يغيب عن ذهنه أنه طواف الركن، أو طواف التطوع، وما أشبه ذلك، والله أعلم.

* * *

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ-রাহিমাল্লাহ- এর মত হলো যে, এটি আবশ্যিক নয়; কারণ সে (শিশু) শরয়ী বিধান পালনের যোগ্য নয়।

এই হাদিসে এটিও প্রমাণিত হয় যে, শিশু যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক বা অবুঝও হয়, তবুও তার পক্ষ থেকে হজ আদায় হওয়া শুদ্ধ। তবে তার নিয়ত কীভাবে শুদ্ধ হবে অথচ সে তো নির্বোধ? ওলামায়ে কেরাম বলেন: তার অভিভাবক নিজ অন্তরে তার পক্ষ থেকে নিয়ত করবেন যে তিনি তাকে ইহরামে প্রবেশ করিয়েছেন, এবং শিশু যা করতে অক্ষম হবে তার অভিভাবক তা সম্পাদন করবেন।

এই প্রসঙ্গে আমরা এটি স্পষ্ট করতে চাই যে, যে ব্যক্তি হজে প্রবেশ করেছে, তার জন্য কি তাওয়াফ, সাঈ এবং একইভাবে কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য পৃথক পৃথক নিয়ত করা আবশ্যিক, নাকি তা পূর্বের নিয়তের অন্তর্ভুক্ত থাকবে?

এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন: যদি কোনো ব্যক্তি হজের ইহরাম বাঁধে এবং প্রথম নিয়তের ওপর ভিত্তি করেই তাওয়াফ ও সাঈ সম্পন্ন করে—অর্থাৎ তাওয়াফ বা সাঈর সময় নতুন করে নিয়ত না করে—তবে তার হজ শুদ্ধ হবে।

এর সপক্ষে যুক্তি হিসেবে তিনি বলেন: তাওয়াফ, সাঈ, অবস্থান (ওকুফ), কঙ্কর নিক্ষেপ এবং রাতযাপন—এগুলো সবই একটি ইবাদতের অংশবিশেষ। সুতরাং প্রথম নিয়তই যথেষ্ট। যেমন কোনো ব্যক্তি যখন সালাতে প্রবেশের সময় নিয়ত করে, তখন তার জন্য রুকু, সিজদা, কিয়াম

বা বসার জন্য আলাদা করে নিয়ত করা আবশ্যিক হয় না; কারণ এগুলো ইবাদতেরই অংশ। হজের ক্ষেত্রেও বিষয়টি তদ্রূপ।

এই অভিমতটি প্রয়োজনের সময় প্রদান করা উচিত। অর্থাৎ, যদি কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসাকারী আপনার কাছে এসে বলে: "আমি মসজিদে হারামে প্রবেশ করেছি এবং তাওয়াফ করেছি, কিন্তু সে সময় আমার (পৃথক) কোনো নিয়ত ছিল না," তবে এক্ষেত্রে ফতোয়া দেওয়া উচিত যে তার কোনো সমস্যা নেই এবং তার তাওয়াফ শুদ্ধ হয়েছে। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় বলা উচিত: যদি আপনি (পৃথকভাবে) নিয়ত করেন তবে তা উত্তম। মূলত তাকে তো তাওয়াফের সংকল্প করতেই হয়, তবে কখনও কখনও তার মন থেকে এটি হারিয়ে যায় যে এটি রুকন তাওয়াফ নাকি নফল তাওয়াফ কিংবা অনুরূপ কিছু। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

* * *

(ص: 380) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

180- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمره به فيعطيه كاملاً موفراً، طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين" متفق عليه.
وفي رواية: "الذي يُعطي ما أمر به" وضبطوا "المتصدقين" بفتح القاف مع كسر النون على التثنية، وعكسه على الجمع، وكلاهما صحيح.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فبما نقله عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به،

فيعطيه كاملاً موفراً، طيبةً به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين" متفق عليه.

الخازن مبتدأ، وأحد المتصدقين خبر، يعني أن الخازن الذي جمع هذه الأوصاف الأربعة: المسلم، الأمين، الذي ينفذ ما أمر به، طيبة بها نفسه. فهو مسلم احترازاً من الكافر، فالخازن إذا كان كافراً وإن كان أميناً وينفذ ما أمر به ليس له أجر؛ لأن الكفار لا أجر لهم في الآخرة فيما عملوا من الخير، قال الله تعالى: (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً) (الفرقان: 23) ، وقال تعالى: (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ

১৮০- আবু মুসা আল-আশআরি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "সেই আমানতদার মুসলিম কোষাধ্যক্ষ, যে তাকে যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা পালন করে এবং তা পূর্ণ ও যথাযথভাবে প্রদান করে, এমতাবস্থায় যে তার মন তাতে সন্তুষ্ট থাকে, অতঃপর সে তা সেই ব্যক্তিকে প্রদান করে যাকে দেওয়ার জন্য তাকে আদেশ করা হয়েছে—সে দানকারীদের (সদকাকারীদের) একজন।" (বুখারি ও মুসলিম)।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: "যে তাকে যা প্রদান করতে আদেশ করা হয়েছে তা প্রদান করে।" আর আলেমগণ 'আল-মুতাসাদিকীন' শব্দটিকে 'ক্বাফ' বর্ণে জবর এবং 'নুন' বর্ণে যের দিয়ে দ্বিভাচন হিসেবে পড়েছেন, আবার এর বিপরীতে 'ক্বাফ' বর্ণে যের এবং 'নুন' বর্ণে জবর দিয়ে বহুভাচন হিসেবেও পড়েছেন; আর উভয়টিই সঠিক।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহু তাআলা) আবু মুসা আল-আশআরি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন তাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "সেই আমানতদার মুসলিম কোষাধ্যক্ষ যে তাকে যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা পালন করে, অতঃপর তা পূর্ণ ও যথাযথভাবে প্রদান করে, এমতাবস্থায় যে তার মন তাতে সন্তুষ্ট থাকে, অতঃপর সে তা সেই ব্যক্তিকে প্রদান করে যাকে দেওয়ার জন্য তাকে আদেশ করা হয়েছে—সে দানকারীদের একজন।" (বুখারি ও মুসলিম)।

এখানে 'কোষাধ্যক্ষ' শব্দটি হলো উদ্দেশ্য (মুবতাদা), আর 'দানকারীদের একজন' শব্দটি হলো বিধেয় (খবর)। অর্থাৎ, যে কোষাধ্যক্ষ নিজের মধ্যে এই চারটি গুণের সমন্বয় ঘটাবে: সে মুসলিম হবে, আমানতদার হবে, আদিষ্ট বিষয় বাস্তবায়ন করবে এবং তার অন্তর তাতে তুষ্ট থাকবে।

এখানে 'মুসলিম' বলা হয়েছে কাফেরকে বাদ দেওয়ার জন্য। কারণ কোষাধ্যক্ষ যদি কাফের হয়, তবে সে আমানতদার হলেও এবং নির্দেশ পালন করলেও তার জন্য কোনো সওয়াব বা প্রতিদান নেই; কেননা কাফেররা দুনিয়াতে যেসব ভালো কাজ করে, আখেরাতে তার কোনো প্রতিদান তারা পাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব।" (সূরা আল-ফুরকান: ২৩)। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যাবে এবং এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে..."

(ص: 381) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: 217) ، أما إذا عمل خيراً ثم أسلم فإنه يسلم على ما أسلف من خير ويعطى أجره.

الوصف الثاني: الأمين يعني الذي أدى ما أئتمن عليه، فحفظ المال، ولم يفسده، ولم يفرط فيه، ولم يعتد فيه.

الوصف الثالث: الذي ينفذ ما أمر به يعني يفعله؛ لأن من الناس من يكون أميناً لكنه متكاسل، فهذا أمين ومنفذ يفعل ما أمر به، فيجمع بين القوة والأمانة.

الوصف الرابع: أن تكون طيبة به نفسه، إذا نفذ وأعطى ما أمر به أعطاه وهو طيبة به نفسه، يعني لا يمين على المعطى، أو يظهر أن له فضلاً عليه بل يعطيه طيبة به نفسه، فهذا يكون أحد المتصدقين مع أنه لم يدفع من ماله فلساً واحداً.

مثال ذلك: رجل عنده مال، وكان - أمين صندوق للبال - مسلماً أميناً، ينفذ ما أمره به، ويعطيه صاحبه طيبة به نفسه، فإذا قال له صاحب الصندوق: يا فلان أعط هذا الفقير عشرة آلاف ريال، فأعطاه على الوصف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كالذي تصدق بعشري آلاف ريال من غير أن ينقص من أجر المتصدق شيئاً، ولكنه فضل من الله عز وجل. ففي هذا الحديث دليل على فضل الأمانة، وعلى فضل التنفيذ فيما وكل فيه وعدم التفريط فيه، ودليل على أن التعاون على البر والتقوى يكتب لمن أعان مثل ما يكتب لمن فعل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله الموفق.

...আর সে কাফির অবস্থায় (মৃত্যুবরণ করে), তবে দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের আমলসমূহ নিষ্ফল হয়ে যাবে। আর তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (আল-বাকারা: ২১৭)। পক্ষান্তরে, যদি কেউ কোনো কল্যাণকর কাজ করে এবং পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে, তবে সে পূর্বে কৃত সেই কল্যাণের সওয়াবসহ ইসলামে প্রবেশ করবে এবং তাকে তার প্রতিদান দেওয়া হবে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য: বিশ্বস্ত (আল-আমিন), অর্থাৎ যিনি তার নিকট গচ্ছিত আমানত যথাযথভাবে আদায় করেন। ফলে তিনি সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তা বিনষ্ট করেন না, তাতে কোনো প্রকার অবহেলা করেন না এবং কোনো রূপ সীমালঙ্ঘনও করেন না।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য: যিনি আদেশকৃত কাজ বাস্তবায়ন করেন, অর্থাৎ তা সম্পাদন করেন। কারণ মানুষের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা আমানতদার হওয়া সত্ত্বেও অলস প্রকৃতির হয়। কিন্তু এই ব্যক্তি একাধারে আমানতদার ও আদেশ পালনকারী, যিনি আদিষ্ট কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন; ফলে তিনি কর্মদক্ষতা ও বিশ্বস্ততার সমন্বয় ঘটান।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য: প্রফুল্লচিত্ত হওয়া। যখন তিনি আদেশ অনুযায়ী কোনো কিছু প্রদান বা বাস্তবায়ন করেন, তখন তা অত্যন্ত সন্তুষ্টিতে প্রদান করেন। অর্থাৎ, তিনি গ্রহীতার প্রতি কোনো প্রকার অনুগ্রহের খোঁটা দেন না অথবা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করেন না; বরং আন্তরিকতার সাথে তা প্রদান করেন। এর ফলে তিনি অন্যতম সদকাকারীর সওয়াব লাভ করেন, যদিও তিনি নিজের সম্পদ থেকে একটি পয়সাও ব্যয় করেননি।

এর উদাহরণ হলো: জনৈক ব্যক্তির সম্পদ রয়েছে এবং সেই সম্পদের কোষাধ্যক্ষ একজন বিশ্বস্ত মুসলিম, যিনি তার ওপর অর্পিত নির্দেশ পালন করেন এবং প্রফুল্লচিত্তে তা মালিকের পক্ষ থেকে প্রদান করেন। যদি সম্পদের মালিক তাকে বলে: 'হে অমুক, এই দরিদ্র ব্যক্তিকে দশ হাজার রিয়াল প্রদান করো' এবং সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বর্ণিত গুণাবলি অনুযায়ী তা প্রদান করে, তবে সে দশ হাজার রিয়াল দানকারীর সমতুল্য সওয়াব লাভ করবে; অথচ মূল দানকারীর সওয়াবে সামান্যতম ঘাটতি হবে না। বরং এটি মহান আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ।

এই হাদিসে আমানতদারিতার শ্রেষ্ঠত্ব এবং অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলা না করে তা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাহাত্ম্য প্রমাণিত হয়। এটি আরও প্রমাণ করে যে, নেক কাজ ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতার ফলে সহযোগীর আমলনামায়ও মূল সম্পাদনকারীর অনুরূপ সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 382) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

قال تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) (الحجرات: 10) ، وقال تعالى إخباراً عن نوح صلى الله عليه وسلم: (وَأَنْصَحْ لَكُمْ) (الأعراف: 62) ، وعن هود صلى الله عليه وسلم: (وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ) (الأعراف: 68) .

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى:- " باب النصيحة " النصيحة: هي بذل النصح للغير، والنصح معناه أن الشخص يحب لأخيه الخير، ويدعوه إليه، ويبينه له، ويرغبه فيه، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصحية، فقال " الدين النصيحة " ثلاث مرات، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: " لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " وضد النصيحة البكر والغش والخيانة والخديعة.

ثم صدر المؤلف هذا الباب بثلاث آيات.

الآية الأولى: قوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) (الحجرات: 10) ، مثل أي: إذا تحقق فيهم الأخوة واتصفوا بها، فإنه لا بد أن تكون هذه الأخوة مثمرة للنصيحة. والواجب على المؤمنين أن يكونوا كما قال الله عز وجل: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) وهم إخوة في الدين، والأخوة في الدين أقوى من الأخوة

২২- নসীহত (আন্তরিক কল্যাণকামিতা) অধ্যায়

মহান আল্লাহ বলেন: (নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই) (আল-হুজুরাত: ১০)। নূহ (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে মহান আল্লাহ আরও বলেন: (এবং আমি তোমাদের জন্য কল্যাণ কামনা করি) (আল-আরাফ: ৬২)। হুদ (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বলেন: (এবং আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী) (আল-আরাফ: ৬৮)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন) বলেন: "নসীহতের অধ্যায়"। নসীহত হলো: অন্যের প্রতি কল্যাণকামিতা বিলিয়ে দেওয়া। নসীহতের অর্থ হলো, একজন ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য কল্যাণ পছন্দ করবে, তাকে সেদিকে আহ্বান করবে, তার কাছে তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরবে এবং তাকে সে কাজে উৎসাহিত করবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নসীহতকে পূর্ণ দ্বীন হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। তিনি তিনবার বলেছেন, "দ্বীন হলো নসীহত (আন্তরিক কল্যাণকামিতা)"। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন: কার জন্য হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন: "আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিমদের শাসকবর্গের জন্য এবং সাধারণ মুসলিমদের জন্য।" আর নসীহতের বিপরীত হলো ষড়যন্ত্র, প্রতারণা, খেয়ানত এবং ধোঁকাবাজি।

অতঃপর গ্রন্থকার এই অধ্যায়টি তিনটি আয়াত দিয়ে শুরু করেছেন।

প্রথম আয়াত: মহান আল্লাহর বাণী: (নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই) (আল-হুজুরাত: ১০)। অর্থাৎ, যদি তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারা এই গুণে গুণান্বিত হয়, তবে অবশ্যই এই ভ্রাতৃত্ব নসীহত বা কল্যাণকামিতাকে ফলপ্রসূ করবে।

আর মুমিনদের ওপর আবশ্যিক হলো তেমন হওয়া যেমনটি আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেছেন: (নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই)। তারা হলো দ্বিনি ভাই, আর দ্বিনি ভ্রাতৃত্ব সাধারণ ভ্রাতৃত্বের চেয়েও সুদৃঢ়।

(ص: 383) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

في النسب، بل إن الأخوة في النسب مع عدم الدين ليست بشيء، ولهذا قال الله عز وجل لنوح لما قال: (إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ) قَالَ تَعَالَى: (إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ) (هود: 45، 46).
أما المؤمنون فإنهم وإن تباعدت أقطارهم وتباينت لغاتهم، فإنهم إخوة مهمل كان، والأخ لا بد أن يكون ناصحاً لأخيه، مبدياً له الخير، مبيناً ذلك له، داعياً له.

أما الآية الثانية: فهي قول نوح، وهو أول الرسل، يقول لقومه حين دعاهم إلى الله تعالى (وَأَنْصَحْ لَكُمْ وَأَعْلَمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) (الأعراف: 62)، يعني لست بغاش لكم، ولا خادع، ولا غادر، ولكني ناصح.

أما الآية الثالثة: فقول الله تعالى عن هود: (وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ) (الأعراف: 68). وعلى كل حال يجب على البرء أن يكون لإخوانه ناصحاً مبدياً لهم الخير، داعياً لهم إليه، حتى يحقق بذلك الأخوة الإيمانية، والله الموفق.

وأما الأحاديث: 181- فالأول عن أبي رقية تميم بن أوس الدارس- رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الدين النصيحة" قلنا: لمن؟ قال: "لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم" رواه مسلم.

বংশীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বরং দ্বীনহীন বংশীয় ভ্রাতৃত্ব কোনো গুরুত্ব বহন করে না। এই কারণেই মহান আল্লাহ নূহ (আলাইহিস সালাম)-কে বলেছিলেন যখন তিনি আরজ করেছিলেন: "নিশ্চয়ই আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত এবং আপনার ওয়াদা সত্য।" তখন মহান আল্লাহ বললেন: "নিশ্চয়ই সে আপনার পরিবারভুক্ত নয়; কারণ তার কাজ ছিল অসৎ।" (সূরা হূদ: ৪৫, ৪৬)।

আর মুমিনদের ব্যাপারটি হলো, তাদের ভূখণ্ড যতই দূরবর্তী হোক এবং তাদের ভাষা যতই ভিন্ন হোক না কেন, তারা যেকোনো পরিস্থিতিতেই ভাই ভাই। আর একজন ভাইয়ের কর্তব্য হলো তার ভাইয়ের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া, তার সামনে কল্যাণকে উপস্থাপন করা, তা তার কাছে সুস্পষ্ট করা এবং তার জন্য প্রার্থনা করা।

দ্বিতীয় আয়াতটি হলো প্রথম রাসূল নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর বাণী, যা তিনি তাঁর কওমকে মহান আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার সময় বলেছিলেন: "এবং আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষা করি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি এমন কিছু জানি যা তোমরা জানো না।" (সূরা আরাফ: ৬২)। এর অর্থ হলো—আমি তোমাদের সাথে কোনো প্রবঞ্চনা করি না, প্রতারণা করি না এবং বিশ্বাসঘাতকতাও করি না; বরং আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী।

তৃতীয় আয়াতটি হলো হূদ (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী: "এবং আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী।" (সূরা আরাফ: ৬৮)।

মোদাকথা, প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত তার ভাইদের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া, তাদের সামনে কল্যাণকে প্রকাশ করা এবং তাদেরকে সেদিকে আহ্বান করা, যাতে এর মাধ্যমে ঈমানী ভ্রাতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

আর হাদীসসমূহের বর্ণনা: ১৮১- প্রথম হাদীসটি আবু রুকাইয়্যাহ তামীম ইবনে আউস আদ-দারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "দ্বীন হলো নসীহত (একনিষ্ঠ কল্যাণকামিতা)।" আমরা আরজ করলাম: কার জন্য? তিনি বললেন: "আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিমদের শাসকবর্গের জন্য এবং তাদের সাধারণ জনগণের জন্য।" (মুসলিম)।

(ص: 384) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى - في باب النصيحة ثلاثة أحاديث: الحديث الأول عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة" كررها ثلاثاً صلى الله عليه وسلم لأجل أن ينتبه المخاطب والسامع حتى تتلقى ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بانتباه. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: " لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم" خمسة أشياء هي محل النصيحة.

والنصيحة لله- عز وجل تكون بالإخلاص لله تعالى، والتعبد له محبة وتعظيماً؛ لأن الله عز وجل يتعبد له العبد محبة، فيقوم بأوامره طلباً للوصول إلى محبته عز وجل، وتعظيماً فينتهي عن محارمه خوفاً منه سبحانه وتعالى. ومن النصيحة لله: أن يكون الإنسان دائماً ذاكراً لربه بقلبه ولسانه وجوارحه، أما القلب فإنه لا حدود لذكره، والإنسان يستطيع أن يذكر الله بقلبه على كل حال، وفي

كل ما يشاء، وفي كل ما يسمع؛ لأن في كل شيء الله تعالى آية تدل على وحدانيته وعظمته وسلطانه، فيفكر في خلق السماوات والأرض، ويفكر في الليل والنهار، ويفكر في آيات الله من الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وغير ذلك، فيحدث هذا ذكراً لله عز وجل في قلبه. ومن النصيحة لله أن تكون غيرته لله فيغار الله عز وجل إذا انتهكت محارمه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فإنه عليه الصلاة والسلام كان لا ينتقم

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ তাআলা) নসিহত বা শুভকামনা অধ্যায়ে তিনটি হাদিস উল্লেখ করেছেন: প্রথম হাদিসটি তামিম ইবনে আউস আদ-দারি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "দ্বীন হলো নসিহত (একনিষ্ঠতা), দ্বীন হলো নসিহত, দ্বীন হলো নসিহত।" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কথাটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করেছেন যাতে সম্বোধিত ব্যক্তি ও শ্রোতা সজাগ হয় এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা বলছেন তা যেন পূর্ণ মনোযোগের সাথে গ্রহণ করতে পারে। আমরা আরজ করলাম: কার জন্য, হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন: "আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিমদের ইমাম বা নেতৃবৃন্দের জন্য এবং তাদের সাধারণ জনগণের জন্য।" এই পাঁচটি বিষয় হলো নসিহত বা একনিষ্ঠতার ক্ষেত্র।

আর আল্লাহর জন্য নসিহত বা একনিষ্ঠতা হলো—যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহান—তাঁর প্রতি ইখলাস পোষণ করা এবং ভালোবাসা ও মহত্ত্বের সাথে তাঁর ইবাদত করা; কারণ বান্দা ভালোবাসার টানে মহান আল্লাহর ইবাদত করে, ফলে সে তাঁর ভালোবাসা লাভের অন্বেষায় তাঁর আদেশসমূহ পালন করে। আর তাঁকে মহান ও শ্রেষ্ঠ জেনে তাঁকে ভয় করে তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকে।

আল্লাহর প্রতি নসিহতের অন্তর্ভুক্ত হলো: মানুষ সর্বদা তার অন্তর, জিহ্বা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা তার রবের সুরণে রত থাকবে। আর অন্তরের জিকিরের কোনো সীমা নেই; মানুষ তার অন্তরের মাধ্যমে সর্বাবস্থায় এবং তার প্রতিটি ইচ্ছা ও শ্রবণের মধ্য দিয়ে আল্লাহকে সুরণ করতে পারে। কেননা মহান আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যেই তাঁর একত্ববাদ, মাহাত্ম্য ও আধিপত্যের নিদর্শন বিদ্যমান। সে আসমান ও জমিনের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করে, রাত ও দিনের আবর্তন নিয়ে ভাবে

এবং আল্লাহর নিদর্শনাবলি—যেমন সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে। এর ফলে তার অন্তরে মহান আল্লাহর স্মরণ জাগ্রত হয়।

আল্লাহর প্রতি নসিহতের আরেকটি দিক হলো আল্লাহর জন্য আত্মমর্যাদাবোধ (গাইরাত) পোষণ করা। অর্থাৎ যখন আল্লাহর নির্ধারিত পবিত্র সীমা লঙ্ঘিত হয়, তখন সে আল্লাহর সম্মুখিত্বের নিমিত্তে ক্ষুব্ধ হবে; যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন। কেননা তাঁর ওপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক, তিনি নিজের ব্যক্তিগত কারণে কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না।

(ম: 385) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

لنفسه أبداً، مهماً قال الناس فيه، لا ينتقم لنفسه، ولكنه إذا انتهكت محارم الله صار أشد الناس انتقاماً ممن ينتهك حرماً الله تعالى، فيغار الإنسان على ربه؛ فلا يسمع أحداً يسب الله أو يشتم الله أو يتسهزئ بالله إلا غار من ذلك وأنكر عليه حتى ولو رفع أمره لولي الأمر؛ لأن هذا من النصيحة لله عز وجل؟

ومن النصيحة لله: أن يدب عن دين الله تعالى الذي شرعه لعباده، فيبطل كيد الكائدين، ويرد على الملحدين الذين يعرضون الدين وكأنه قيود تقيد الناس عن حرياتهم، والحقيقة أن الدين قيود حرية؛ لأن الإنسان يتقيد لله عز وجل، وبالله، وفي دين الله، ومن لم يتقيد بهذا تقيد للشيطان؛ وفي خطوات الشيطان، لأن النفس هبامه دائماً، فلا تسكن نفس أحد أبداً، بل لابد أن تكون لها هم في أي شيء: إما في خير، وإما شر.

وما أحسن قول ابن القيم رحمه الله في النونية، حيث قال:

هربوا من الرق الذي خلقوا له
وبلوا برق النفس والشيطان
هربوا من الرق الذي خلقوا له وهو عبادة الله، قال تعالى (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) (الذريات: 56)
، ولكنهم هربوا من هذا الرق الذي هو كمال الحرية وكمال السعادة إلى رق النفس
والشيطان

তিনি নিজের জন্য কখনোই প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না, মানুষ তাঁর সম্পর্কে যা-ই বলুক না কেন; তিনি নিজের স্বার্থে প্রতিশোধ নেন না। তবে যখন আল্লাহর পবিত্র বিষয়সমূহ লঙ্ঘিত হয়, তখন তিনি সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোরতম প্রতিশোধ গ্রহণকারী হয়ে ওঠেন যে আল্লাহর পবিত্রতা নষ্ট করে। ফলে মানুষ তার রবের জন্য আত্মমর্যাদাবোধ অনুভব করে; সে কাউকে আল্লাহকে গালি দিতে, গালমন্দ করতে কিংবা আল্লাহকে নিয়ে উপহাস করতে শুনলে তার আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগে এবং সে তার প্রতিবাদ করে, এমনকি বিষয়টি শাসনকর্তার কাছে পেশ করতে হলেও সে পিছপা হয় না; কারণ এটি মহান আল্লাহর প্রতি নসীহতের (একনিষ্ঠতা) অন্তর্ভুক্ত।

আর আল্লাহর প্রতি নসীহতের একটি দিক হলো: আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য যে দ্বীন প্রবর্তন করেছেন তা রক্ষা করা। এর ফলে ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয় এবং সেইসব নাস্তিকদের জবাব দেওয়া যায় যারা দ্বীনকে এমনভাবে উপস্থাপন করে যেন এটি মানুষের স্বাধীনতা হরণকারী কিছু শৃঙ্খল। অথচ প্রকৃত সত্য হলো, দ্বীনই হলো স্বাধীনতার প্রকৃত সীমারেখা; কারণ মানুষ আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার কাছে, আল্লাহর তৌফিকে এবং আল্লাহর দ্বীনের অনুগত থাকে। যে ব্যক্তি এই আনুগত্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয় না, সে শয়তানের শৃঙ্খলে এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণে বন্দি হয়ে যায়। কারণ মানুষের প্রবৃত্তি সর্বদা কোনো না কোনো সংকল্পে লিপ্ত থাকে; কারো প্রবৃত্তি কখনোই কর্মহীন হয়ে পড়ে থাকে না। বরং কোনো না কোনো বিষয়ে তার আগ্রহ বা সংকল্প থাকতেই হবে: হয় তা কল্যাণের পথে, অথবা অকল্যাণের পথে।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রাহিমাতুল্লাহ) তাঁর 'নুনিয়া' কাব্যে কতই না চমৎকার বলেছেন:

তারা সেই দাসত্ব থেকে পালিয়ে গেল যার জন্য তাদের সৃষ্টি করা হয়েছিল
এবং তারা নফস ও শয়তানের দাসত্বের শিকলে জড়িয়ে পড়ল
তারা সেই দাসত্ব থেকে পালিয়ে গেল যার জন্য তাদের সৃষ্টি করা হয়েছিল, আর তা হলো
আল্লাহর ইবাদত। মহান আল্লাহ বলেন: "আমি জিন এবং মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের
জন্যই সৃষ্টি করেছি" (সূরা আয-যারিয়াত: ৫৬)।
তবে তারা এই দাসত্ব থেকে পালিয়ে গেল যা মূলত পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা ও পরম সুখের উৎস, এবং
নফস ও শয়তানের দাসত্বের অতল গহ্বরে হারিয়ে গেল।

(ص: 386) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

والنفس- نعوذ بالله من شرها- تسترق الإنسان وتبلي عليه الهوى فيكون خاضعاً
لهواها. وإذا غلب الهوى؛ زال العقل، وكما قال الشاعر:
سُكران: سُكر هوى وسُكر مدامة
فمِتَى إفاقة من به سكران

يصف شخصاً يشرب الخمر والعياذ بالله، فيقول: إنه فيه سكران، سكر الهوى وسكر
البدامة، فمِتَى إفاقة من به سكران؟ وواضح أن هذا لا ترجى له إفاقة.
فالحاصل أن الإنسان يتعبد لله عز وجل لا للنفس ولا للشيطان، حتى يتحرر من
القيود التي تضره ولا تنفعه.

ومن النصيحة لله عز وجل: أن يكون بائناً دين الله في عباد الله؛ لأن هذا مقام
الرسل كلهم، فهم دُعاة إلى الله يدعون الناس إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى
عنهم: (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ
هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ) (النحل: 36)، وقوله تعالى: (فَمِنْهُمْ) أي

من الأمة التي بعث فيها الرسول. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطه
الستقيم.

ثم قال صلى الله عليه وسلم: "ولكتابيه" يعني أيضاً من الدين النصيحة لكتاب الله عز وجل، وهذا يشمأ كتاب الله الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أنزل من قبل، والنصيحة لهذه الكتب بتصديق أخبارها، أي أن ما أخبرت به يجب أن نصدقه.

أما بالنسبة للقرآن فظاهر؛ لأن القرآن- والله الحمد- نُقل بالتواتر من

নফস (প্রবৃত্তি) — আমরা এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি — মানুষকে দাসে পরিণত করে এবং তার ওপর কুপ্রবৃত্তি চাপিয়ে দেয়, ফলে সে তার প্রবৃত্তির অনুগত হয়ে পড়ে। আর যখন কুপ্রবৃত্তি জয়ী হয়, তখন বিবেক লোপ পায়। যেমন কবি বলেছেন:

দুই নেশা: একটি কুপ্রবৃত্তির নেশা এবং অন্যটি মদের নেশা

তবে যার মাঝে এই দুই নেশা বিদ্যমান, সে কখন সচেতন হবে?

এখানে জনৈক মদ্যপায়ী ব্যক্তির বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে — আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন — যার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তার মধ্যে দুটি নেশা রয়েছে: কুপ্রবৃত্তির নেশা এবং মদের নেশা।

এমতাবস্থায় যার মধ্যে এই দুই নেশা রয়েছে, তার আর চেতনা ফেরার সময় কোথায়? স্পষ্টতই এমন ব্যক্তির স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরার কোনো আশা করা যায় না।

সারকথা হলো, মানুষ মহান আল্লাহর ইবাদত করবে, নফস বা শয়তানের নয়; যাতে সে এমন সব শিকল থেকে মুক্ত হতে পারে যা তার ক্ষতি করে এবং কোনো উপকারে আসে না।

আর মহান আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠার (নসিহাহ) অন্যতম দিক হলো: আল্লাহর বান্দাদের মাঝে তাঁর দ্বীন প্রচার করা; কেননা এটিই সকল রাসূলের সুউচ্চ মর্যাদা। তাঁরা ছিলেন আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী, যারা মানুষকে মহান আল্লাহর পথে ডাকতেন। যেমনটি আল্লাহ তাআলা তাঁদের সম্পর্কে বলেছেন: "আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু লোককে আল্লাহ হিদায়াত দিয়েছেন এবং কিছু লোকের ওপর পথভ্রষ্টতা সাব্যস্ত হয়েছে।" (সূরা আন-নাহল: ৩৬)। এখানে "তাদের মধ্যে" বলতে সেই উম্মাত বা জাতিকে বোঝানো হয়েছে যাদের

মাঝে রাসূল পাঠানো হয়েছিল। আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের তাঁর সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "এবং তাঁর কিতাবের প্রতি।" অর্থাৎ মহান আল্লাহর কিতাবের প্রতি নিষ্ঠা পোষণ করাও দ্বীনের অংশ। এর অন্তর্ভুক্ত হলো সেই কিতাব যা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। এই কিতাবগুলোর প্রতি নিষ্ঠার দাবি হলো এগুলোর সংবাদসমূহকে সত্য বলে বিশ্বাস করা; অর্থাৎ এতে যা কিছু সংবাদ দেওয়া হয়েছে তা বিশ্বাস করা আমাদের ওপর অনিবার্য।

আর কুরআনের বিষয়টি তো সুস্পষ্ট; কারণ আল-কুরআন — সকল প্রশংসা আল্লাহর — আমাদের নিকট মুতাওয়াতির (নিরবচ্ছিন্ন ধারায়) বর্ণিত হয়ে এসেছে...

(ص: 387) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى أن يرفعه الله عز وجل في آخر الزمان، يقرؤه الصغير والكبير، وأما الكتب السابقة فإنها قد حرفت وغيّرت وبدّلت، لكن ما صحّ منها فإنه يجب تصديق خبره واعتقاد صحة حكمه، لكننا لسنا متعبدین بأحكام الكتب السابقة إلا بدليل من شرعنا.

ومن النصيحة لكتاب الله: أن يدافع الإنسان عنه، يدافع من حرفه تحريفاً لفظياً، أو تحريفاً معنوياً، أو من زعم أن فيه نقصاً، أو أن فيه زيادة، فالرافضة مثلاً يدّعون أن القرآن فيه نقص، وأن القرآن الذي نزل على محمد أكثر من هذا الوجود بين أيدي المسلمين. فخالفوا بذلك إجماع المسلمين، والقرآن - والله الحمد- لم ينقص منه شيء، ومن زعم أنه قد نقص منه شيء؛ فقد كذب قوله تعالى: " (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (الحجر: 9) ، فالله عز وجل تكفل

بحفظه، ومن ادعى أنه قد نقص حرفاً واحداً اختزل منه؛ فقد كذب الله عز وجل، فعليه أن يتوب ويرجع إلى الله من هذه الردة.

ومن النصيحة لكتاب الله: أن ينشر الإنسان معناه بين المسلمين؛ المعني الصحيح الموافق لظاهره، بحيث لا يكون فيه تحريف ولا تغيير، فإذا جلس مجلساً فإن من الخير والنصيحة لكتاب الله أن يأتي بأية من كتاب الله عز وجل يبينها للناس، ويوضح معناها، ولا سيما الآيات التي تكثر قراءتها بين المسلمين؛ مثل الفاتحة، فإن الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة؛ للإمام والمأموم والمنفرد، فيحتاج الناس إلى معرفتها، فإذا فسرهما بين يدي الناس وبينها لهم؛ فإن هذا من النصيحة لكتاب الله عز وجل.

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে বর্তমান দিন পর্যন্ত এবং শেষ যামানায় মহান আল্লাহ এটি তুলে নেওয়া পর্যন্ত ছোট-বড় সকলেই এটি পাঠ করে। আর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ বিকৃত, পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়ে গেছে। তবে সেগুলোর মধ্যে যা সঠিক রয়েছে, তার সংবাদকে সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং তার বিধানের সঠিকতা মনে-প্রাণে গ্রহণ করাওয়াজিব। কিন্তু আমাদের শরিয়তের দলিল ব্যতীত আমরা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের বিধান পালনে বাধ্য নই।

আল্লাহর কিতাবের প্রতি হিতৈষণার (নাসিহা) অন্তর্ভুক্ত হলো: মানুষ যেন এর প্রতিরক্ষা করে; যারা একে শাব্দিক বা অর্থগতভাবে বিকৃত করে, কিংবা যারা এতে কোনো ঘাটতি বা আধিক্যের দাবি করে, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। উদাহরণস্বরূপ, রাফেযিরা দাবি করে যে কুরআনে ঘাটতি রয়েছে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ কুরআন বর্তমান মুসলিমদের কাছে থাকা কুরআনের চেয়েও বৃহৎ ছিল। এর মাধ্যমে তারা মুসলিমদের সর্বসম্মত ঐকমত্যের (ইজমা) বিরোধিতা করেছে। অথচ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, কুরআনের কিছুই হ্রাস পায়নি। যে ব্যক্তি এতে কোনো কিছু কমে যাওয়ার দাবি করবে, সে মহান আল্লাহর এই বাণীকেই অস্বীকার করল: "নিশ্চয়ই আমি এই উপদেশবাণী (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী" (আল-হিজর: ৯)। সুতরাং মহান আল্লাহ

নিজেই এর সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যে ব্যক্তি দাবি করবে যে এখান থেকে একটি অক্ষরও কমে গেছে বা অপসারিত হয়েছে, সে মূলত মহান আল্লাহকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। অতএব, তাকে তওবা করতে হবে এবং এই ধর্মত্যাগ (রিদ্বাহ) থেকে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে।

আল্লাহর কিতাবের প্রতি হিতৈষণার আরও একটি দিক হলো: মানুষ যেন মুসলিমদের মাঝে এর সঠিক অর্থ প্রচার করে; এমন সঠিক অর্থ যা এর বাহ্যিক রূপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যাতে কোনো বিকৃতি বা পরিবর্তন নেই। অতএব, কেউ যখন কোনো মজলিসে বসে, তখন আল্লাহর কিতাবের প্রতি কল্যাণকামিতা ও হিতৈষণার দাবি হলো সে মহান আল্লাহর কিতাব থেকে কোনো একটি আয়াত মানুষের সামনে উপস্থাপন করে তার ব্যাখ্যা ও অর্থ স্পষ্ট করবে। বিশেষ করে সেই আয়াতগুলো যা মুসলিমদের মাঝে সচরাচর অধিক পঠিত হয়; যেমন সুরা ফাতিহা। কেননা সুরা ফাতিহা নামাজের প্রতি রাকাতে একটি অপরিহার্য রোকন; যা ইমাম, মুক্তাদি ও একাকী নামাজ আদায়কারী সকলের জন্যই প্রযোজ্য। তাই মানুষের এটি জানা একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং কেউ যদি মানুষের সামনে এর তাফসির বা ব্যাখ্যা তুলে ধরে, তবে এটি মহান আল্লাহর কিতাবের প্রতি হিতৈষণারই অংশ হবে।

(ص: 388) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

ومن النصيحة لكتاب الله: أن تؤمن بأن الله تعالى تكلم بهذا القرآن حقيقة، وأنه كلامه عز وجل؛ الحرف والمعنى، ليس الكلام الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، بل إنه كلام الله لفظاً ومعنىً تكلم به وتلقاه منه جبريل عليه السلام، ثم نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: (وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ) (عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ) (بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) (الشعراء: 192، 195)، وتأمل كيف قال: (عَلَى قَلْبِكَ) مع أن الرسول صلى

الله عليه وسلم يسمعه بأذنيه، ولكن الأذن إن لم يصل مسبوها إلى القلب؛ فإنه لا يستقر في النفس، فلا يستقر في النفس إلا ما وصل إلى القلب عن طريق الأذن، أو عن طريق الرؤيا بالعين، أو المس باليد، أو الشم بالأنف، أو الذوق بالفم، فإلهم القرار وهو القلب، ولهذا قال (عَلَى قَلْبِكَ لَتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ) وعلى هذا فليس من النصيحة أن يقول القائل: إن هذا القرآن عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، أو أن يقول: إنه خلق من مخلوقات الله، أو ما أشبه ذلك، بل من النصيحة أن تؤمن بأنه كلام الله

حقاً: اللفظ والمعنى.

ومن النصيحة لكتاب الله عز وجل أن يقوم الإنسان باحترام هذا القرآن العظيم، فمن ذلك أن لا يمس القرآن إلا وهو طاهر من الحدثين: الأصغر والأكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يمس القرآن إلا طاهر " أو من وراء حائل؛ لأن من مس من وراء حائل فإنه لم يمس في الواقع، وينبغي لا على

আল্লাহর কিতাবের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষার (নাসিহা) অন্তর্ভুক্ত হলো এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, মহান আল্লাহ প্রকৃতপক্ষে এই কুরআনের মাধ্যমে কথা বলেছেন এবং এটি তাঁরই বাণী; এর শব্দ এবং অর্থ উভয়ই তাঁর পক্ষ থেকে। কেবল অর্থহীন শব্দ বা শব্দহীন অর্থকে কথা বলা হয় না, বরং এটি শব্দ ও অর্থ উভয় দিক থেকেই আল্লাহর বাণী। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং এটি ব্যক্ত করেছেন এবং জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) তাঁর নিকট থেকে এটি গ্রহণ করেছেন, অতঃপর তা নিয়ে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছেন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয় এটি বিশ্বজগতের রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। বিশ্বস্ত আত্মা (জিবরাঈল) এটি নিয়ে অবতরণ করেছেন। আপনার হৃদয়ের ওপর, যেন আপনি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হন। সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়।" (সূরা আশ-শুআরা: ১৯২-১৯৫)। লক্ষ্য করুন, তিনি কীভাবে বলেছেন: "আপনার হৃদয়ের ওপর", যদিও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা নিজ কর্ণে শ্রবণ করতেন। কিন্তু শ্রবণকৃত বিষয় যদি হৃদয়ে না পৌঁছায়, তবে তা অন্তরে বদ্ধমূল হয় না। সুতরাং শ্রবণেন্দ্রিয়, দৃষ্টিশক্তি, স্পর্শ, ঘ্রাণ কিংবা

স্বাদের মাধ্যমে যা হৃদয়ে পৌঁছায়, কেবল তা-ই অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব মূল বিষয় হলো গন্তব্যস্থল, আর তা হলো হৃদয়। এ কারণেই তিনি বলেছেন: "আপনার হৃদয়ের ওপর, যাতে আপনি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হন।" সুতরাং এটি কোনোভাবেই হিতাকাঙ্ক্ষার অন্তর্ভুক্ত নয় যে কেউ বলবে: "এই কুরআন আল্লাহর বাণীর একটি অভিব্যক্তি মাত্র, এটি সরাসরি আল্লাহর বাণী নয়", অথবা কেউ বলবে: "এটি আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের মধ্য হতে একটি সৃষ্টি" বা এ জাতীয় অন্য কিছু। বরং হিতাকাঙ্ক্ষা বা নাসিহা হলো এই বিশ্বাস রাখা যে, এটি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর বাণী: শব্দে এবং অর্থে।

মহান আল্লাহর কিতাবের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষার আরও একটি দিক হলো এই মহান কুরআনের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা। এর অন্যতম উদাহরণ হলো, ছোট ও বড় উভয় প্রকার অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়া ব্যতীত কুরআন স্পর্শ না করা। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "পবিত্র ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ যেন কুরআন স্পর্শ না করে।" অথবা কোনো আবরণের আড়াল থেকে স্পর্শ করা যেতে পারে; কারণ আবরণের আড়াল থেকে স্পর্শ করলে বাস্তবে তাকে সরাসরি স্পর্শ করা বোঝায় না। আর একজন মানুষের উচিত নয় যে...

(ص: 389) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

سبيل الوجوب أن لا يقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب إلا متطهراً؛ لأن هذا من احترام القرآن.

ومن النصيحة لكتاب الله عز وجل: أن لا تضعه في موضع يمتهن فيه، ويكون وضعه فيه امتهاناً له، كمحل القاذورات وما أشبه ذلك، ولهذا يجب الحذر مما يصنعه بعض الصبيان إذا انتهوا من الدروس في مدارسهم، ألقوا مقرراتهم والتي من بينها الأجزاء من المصحف في الطرقات أو في الزبالة أو ما أشبه ذلك، والعياذ بالله.

وَأَمَّا وَضْعُ الْمِصْحَفِ عَلَى الْأَرْضِ الطَّاهِرَةِ الطَّيِّبَةِ، فَإِنْ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا حَرَجَ فِيهِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ فِيهِ امْتِهَانٌ لِلْقُرْآنِ، وَلَا إِهَانَةٌ لَهُ، وَهُوَ يَقَعُ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ إِذَا كَانَ يَصْلِي وَيَقْرَأُ مِنَ الْمِصْحَفِ وَأَرَادَ السُّجُودَ يَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَهَذَا لَا يَعْدُ امْتِهَانًا وَلَا إِهَانَةً لِلْمِصْحَفِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَلِرَسُولِهِ " وَالنَّصِيحَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَتَضَمَّنُ أَشْيَاءَ:

الأول: الإِيْمَانُ التَّامُّ بِرِسَالَتِهِ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرْسَلَهُ إِلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ: عَرَبِهِمْ وَعَجَمِهِمْ، بَلْ إِنْسَهُمْ وَجَنَّهُمْ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا) (النساء: 79) ، وَقَالَ تَعَالَى: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا) (الفرقان: 1) ، وَالآيَاتُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ، فَتَوْمَنُ بِأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ مِنْ جِنِّ وَإِنْسٍ.

وَمِنَ النَّصِيحَةِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصْدِيقُ خَبْرِهِ، وَأَنَّهُ صَادِقٌ مُصَدَّقٌ صَادِقٌ فِيمَا يَخْبُرُ بِهِ، مُصَدَّقٌ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ مِنَ الْوَحْيِ، فَمَا كَذَبَ وَلَا كَذَّبَ

আবশ্যিকতার দাবি হলো পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত কুরআন তিলাওয়াত না করা, এমনকি তা মুখস্থ পাঠ হলেও; কেননা এটি কুরআনের প্রতি সম্মানের অন্তর্ভুক্ত।

মহান ও মহিমাম্বিত আল্লাহর কিতাবের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষার অন্যতম দাবি হলো: একে এমন কোনো স্থানে না রাখা যেখানে এটি অবমূল্যায়িত হয় কিংবা সেখানে রাখা এর অবমাননার শামিল হয়, যেমন নাপাক বা অপবিত্র স্থান কিংবা অনুরূপ কোনো জায়গা। এ কারণেই কিছু শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করার পর যা করে, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা কর্তব্য; তারা তাদের পাঠ্যপুস্তকসমূহ—যার মধ্যে কুরআনের অংশবিশেষ থাকে—রাস্তায় বা আবর্জনার স্তুপে বা অনুরূপ কোনো জায়গায় নিক্ষেপ করে। আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। তবে মাসহাফ বা কুরআনের প্রতিলিপি পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন ভূমিতে রাখাতে কোনো দোষ নেই এবং এতে কোনো সংকীর্ণতাও নেই; কেননা এতে কুরআনের কোনো অমর্যাদা বা অবমাননা নেই। অনেক মানুষের ক্ষেত্রে এটি ঘটে থাকে যে, যখন তারা সালাত আদায়কালে মাসহাফ

দেখে তিলাওয়াত করেন এবং সিজদাহ করার ইচ্ছা করেন, তখন সেটি নিজের সামনে ভূমিতে রাখেন; এটি মাসহাফের অবমাননা বা অমর্যাদা হিসেবে গণ্য নয়, সুতরাং এতে কোনো সমস্যা নেই। আল্লাহই সম্যক অবগত।

আর তৃতীয় বিষয়টি সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "এবং তাঁর রাসূলের প্রতি"। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষার বিষয়টি কতগুলো বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে:

প্রথমত: তাঁর রিসালাতের ওপর পূর্ণ ঈমান আনা এবং এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, মহান আল্লাহ তাঁকে সমগ্র সৃষ্টির প্রতি প্রেরণ করেছেন—চাই তারা আরব হোক বা অনারব, বরং মানুষ ও জিন সকলের প্রতি। মহান আল্লাহ বলেন: "আর আমি আপনাকে মানুষের জন্য রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি" (আন-নিসা: ৭৯)। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "পরম বরকতময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দার ওপর ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তিনি বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন" (আল-ফুরকান: ১)। এ বিষয়ে আরও বহু আয়াত রয়েছে। সুতরাং আপনি বিশ্বাস করবেন যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিন ও মানুষসহ সকল সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষার আরও একটি দিক হলো: তাঁর প্রদানকৃত সংবাদকে সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং এটি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে, তিনি সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ। তিনি যা সংবাদ প্রদান করেন তাতে তিনি সত্যবাদী এবং ওহীর মাধ্যমে তাঁকে যা জানানো হয় তাতেও তিনি সত্যবাদী; তিনি কোনো মিথ্যা বলেননি এবং কোনো মিথ্যা সংবাদও দেননি।

(ص: 390) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

صلى الله عليه وسلم.

ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الاتباع له، بحيث لا تتجاوز شريعته ولا تنقص عنها، فتجعله إمامك في جميع العبادات، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام هذه الأمة وهو متبوعها، ولا يحل لأحد أن يتبع سواه، إلا من كان واسطة بينه وبين الرسول، بحيث يكون عنده من علم السنة ما ليس عندك، فحينئذ لا حرج أن تتبع هذا الرجل بشرط أن تكون معتقداً بأنه واسطة بينك وبين الشريعة، لا أنه مستقل؛ لا أحد يستقل بالتشريع إلا الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله، أما من سواه فهو مبلّغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم "بلغوا عني ولو آية".

ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الذب عن شريعته وحمايتها، فالذب عنها بأن لا ينتقصها أحد، والذب عنها بأن لا يزيد فيها أحد ما ليس منها، فتحارب أهل البدع القولية والفعلية والعقدية؛ لأن البدع كلها باب واحد كلها حقل واحد، كلها ضلالة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة" لا يستثنى من هذا بدعة قولية ولا فعلية ولا عقدية، كل ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به في العقيدة أو في القول أو في العمل فهو بدعة، فمن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحارب أهل البدع بمثل ما يحاربون به السنة؛ إن حاربوا بالقول فبالقول، وإن حاربوا بالفعل فبالفعل، جزاء

(তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)।

রাসূলুল্লাহ (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)-এর প্রতি নসিহত বা শুভকামনার অন্তর্ভুক্ত হলো: তাঁর যথাযথ অনুসরণ করা, যাতে তাঁর শরীয়তকে অতিক্রম করা না হয় এবং তা থেকে কোনো কিছু হ্রাস করা না হয়। ফলে আপনি তাকে আপনার সমস্ত ইবাদতের ক্ষেত্রে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করবেন; কারণ রাসূল (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) হলেন এই উম্মতের ইমাম এবং তিনিই অনুসৃত। আর তাঁর ব্যতীত অন্য কারো অনুসরণ করা কারো জন্য বৈধ নয়, তবে সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে আপনার ও রাসূলের মাঝে মাধ্যম হিসেবে

কাজ করে, অর্থাৎ তার কাছে সুন্নাহর এমন জ্ঞান রয়েছে যা আপনার কাছে নেই। এমতাবস্থায় এই ব্যক্তির অনুসরণ করতে কোনো বাধা নেই, তবে শর্ত হলো আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে যে সে আপনার এবং শরীয়তের মাঝে কেবল একটি মাধ্যম মাত্র, সে নিজে স্বতন্ত্র আইনপ্রণেতা নয়। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী একমাত্র রাসূল (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) ব্যতীত কেউ শরীয়ত প্রণয়নে স্বতন্ত্র নয়। আর তিনি ব্যতীত অন্য সবাই রাসূল (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)-এর পক্ষ থেকে প্রচারকারী মাত্র, যেমনটি রাসূল (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) বলেছেন: "আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও, যদি তা একটি আয়াতও হয়।"

রাসূলুল্লাহ (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)-এর প্রতি নসিহতের আরেকটি দিক হলো: তাঁর শরীয়তের প্রতিরক্ষা ও একে হেফাজত করা। শরীয়তের প্রতিরক্ষা হলো যাতে কেউ এতে কোনো ঘাটতি তৈরি করতে না পারে, এবং এর প্রতিরক্ষা হলো যাতে কেউ এতে এমন কিছু সংযোজন করতে না পারে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং আপনি বাচনিক, কর্মগত এবং বিশ্বাসগত বিদআতপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন; কারণ সকল বিদআত একই পর্যায়ভুক্ত এবং একই সমগোত্রীয়, আর তা সবই ভ্রষ্টতা। যেমনটি রাসূল (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) বলেছেন: "প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।" এখান থেকে বাচনিক, কর্মগত বা বিশ্বাসগত কোনো বিদআতই বাদ পড়বে না। নবী (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)-এর আদর্শ এবং আকিদা, কথা বা কাজের ক্ষেত্রে তাঁর আনীত বিধানের যা কিছুই পরিপন্থী, তা-ই বিদআত। অতএব রাসূলুল্লাহ (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)-এর প্রতি নসিহতের দাবি হলো, আপনি বিদআতপন্থীদের বিরুদ্ধে সেভাবেই লড়াই করবেন যেভাবে তারা সুন্নাহর বিরুদ্ধে লড়াই করে; তারা যদি কথার মাধ্যমে লড়াই করে তবে কথার মাধ্যমে, আর যদি তারা কর্মের মাধ্যমে লড়াই করে তবে কর্মের মাধ্যমে, বিনিময়স্বরূপ...

وفاقاً؛ لأن هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم احترام أصحابه وتعظيمهم ومحبتهم؛ لأن صحب الإنسان لا شك أنهم خاصته من الناس وأخص الناس به، ولهذا كان الصحابة- رضي الله عنهم خير القرون؛ لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سب الصحابة أو أبغضهم، أو لمزهم، أو أشار إلى شيء يبهتهم فيه، فإنه لم ينصح للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن زعم أنه ناصح للرسول فهو كاذب، كيف تسب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وتبغضهم وأنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتنصح له؟ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم " المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل " فإذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يسبهم الساب المفترى الكذاب فإنه في الحقيقة قد سب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينصح له، بل هو في الحقيقة قدح في الشريعة؛ لأن حملة الشريعة إلينا هم الصحابة رضي الله عنهم، فإذا كانوا أهلاً للسب والقدح لم يوثق بالشريعة؛ لأن نقلتها أهل ذم وقدح، بل إن سب الصحابة رضي الله عنهم سب لله عز وجل نسأل الله العافية- وقدح في حكمته أن يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم ولحمل دينه من هم أهل للذم والقدح، إذاً من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم

عليه وسلم محبة أصحابه واحترامهم وتعظيمهم، فهذا من الدين. الرابع: قال " ولأئمة المسلمين " الأئمة جمع إمام، والمراد بالإمام

যথার্থই; কারণ এটি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অকৃত্রিম শুভকামনা বা নসিহতের অন্তর্ভুক্ত।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নসিহতের অন্যতম অংশ হলো তাঁর সাহাবীদের শ্রদ্ধা করা, সম্মান করা এবং তাঁদের ভালোবাসা; কেননা কোনো ব্যক্তির সঙ্গীগণ নিঃসন্দেহে তাঁর বিশেষ ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ হয়ে থাকেন। আর এ কারণেই সাহাবীগণ—রাদিয়াল্লাহু আনহুম—শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; যেহেতু তাঁরা ছিলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর। সুতরাং যে ব্যক্তি সাহাবীদের গালি দেয়, তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তাঁদের সমালোচনা করে কিংবা এমন কিছু প্রতি ইঙ্গিত করে যা তাঁদের প্রতি অপবাদস্বরূপ, তবে সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী নয়। যদি সে দাবিও করে যে সে রাসূলের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষী, তবে সে মিথ্যাবাদী। কীভাবে আপনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের গালি দেবেন এবং তাঁদের ঘৃণা করবেন, অথচ আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসার এবং তাঁর প্রতি অকৃত্রিম শুভকামনা রাখার দাবি করবেন? নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, "মানুষ তার বন্ধুর আদর্শের অনুসারী হয়, তাই তোমাদের প্রত্যেকের দেখা উচিত সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।" সুতরাং যদি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের কোনো মিথ্যাবাদী অপবাদকারী গালি দেয়, তবে সে প্রকৃতপক্ষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই গালি দিল এবং তাঁর প্রতি সে হিতাকাঙ্ক্ষী থাকল না। বরং এটি মূলত শরীয়তের ওপরই এক ধরনের আঘাত; কেননা আমাদের নিকট শরীয়ত পৌঁছানোর মাধ্যম হলেন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম। অতএব, তাঁরা যদি গালি ও সমালোচনার যোগ্য হন, তবে শরীয়তের ওপর আর আস্থা রাখা যায় না; কারণ এর বর্ণনাকারীরাই তখন নিন্দিত ও বিতর্কিত বলে গণ্য হন। অধিকন্তু, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম-কে গালি দেওয়া মূলত মহান আল্লাহ তাআলার শানে অবমাননা করার শামিল—আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি—এবং এটি তাঁর প্রজ্ঞার ওপর এক প্রকার অপবাদ যে, তিনি তাঁর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এবং তাঁর দ্বীনের ভার বহনের জন্য এমন সব লোকদের বেছে নিয়েছেন যারা নিন্দা ও সমালোচনার যোগ্য। সুতরাং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের প্রতি অকৃত্রিম শুভকামনার অংশ হলো তাঁর সাহাবীদের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা করা এবং তাঁদের সম্মান করা; এটি দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থত: তিনি বলেছেন, "এবং মুসলিমদের নেতৃবৃন্দের প্রতি।" 'আইম্মাহ' শব্দটি 'ইমাম' এর বহুবচন, আর ইমাম বলতে উদ্দেশ্য হলো...

من يقتدي به ويؤتمر بأمره، وينقسم إلى قسمين: إمامة في الدين، وإمامة في السلطة.

فالإمامة في الدين: هي بيدي العلماء، فالعلماء هم أئمة الدين الذين يقودون الناس لكتاب الله، ويهدونهم إليه، ويدلونهم على شريعة الله، قال الله تبارك وتعالى في دعاء عباد الرحمن (رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا) (الفرقان: 74)، هم ما سألوا الله إمامة السلطة والإمارة، بل سألوا الله إمامة الدين؛ لأن عباد الرحمن لا يريدون السلطة على الناس ولا يطلبون الإمارة، بل قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سبرة- رضي الله عنه " لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها" لكنهم يسألون إمامة الدين، التي قالهم الله عنها: (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ) (السجدة: 24) فقال: (إِمَّةٌ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا).

والنصح لأئمة المسلمين في الدين والعلم، وهو أن يحرص الإنسان على تلقي ما عندهم من العلم، فإنهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أمته، فيحرص على تلقي العلم منهم بكل وسيلة، وقد كثرت الوسائل في وقتنا والله الحمد من كتابة وتسجيل وتلق وغير ذلك، فليحرص على تلقي العلم

এমন ব্যক্তি যাকে অনুসরণ করা হয় এবং যার আদেশ পালন করা হয়; আর এটি দুই প্রকার: দ্বীনের ইমামতি এবং ক্ষমতার ইমামতি।

সুতরাং দ্বীনের ইমামতি হলো আলেমদের হাতে। আলেমরাই হলেন দ্বীনের ইমাম, যারা মানুষকে আল্লাহর কিতাবের দিকে পরিচালিত করেন, তাদের পথপ্রদর্শন করেন এবং আল্লাহর শরীয়তের দিকনির্দেশনা দেন। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা 'ইবাদুর রহমান'-এর দু'আ প্রসঙ্গে বলেছেন: "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের

সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান করো এবং আমাদের মুত্তাকীদের জন্য ইমাম বানিয়ে দাও।" (সূরা আল-ফুরকান: ৭৪)। তারা আল্লাহর কাছে শাসনক্ষমতা বা রাজত্বের ইমামতি চাননি, বরং তারা আল্লাহর কাছে দ্বীনের ইমামতি চেয়েছেন। কারণ, রহমানের বান্দারা মানুষের ওপর ক্ষমতা চান না এবং তারা নেতৃত্ব প্রার্থনা করেন না। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান বিন সামুরা (রা.)-কে বলেছিলেন: "তুমি নেতৃত্ব চেয়ো না। কেননা, যদি চাওয়ার কারণে তোমাকে নেতৃত্ব দেওয়া হয়, তবে তোমাকে সে দায়িত্বের ওপর একাকী ছেড়ে দেওয়া হবে। আর যদি না চাইতেই তোমাকে তা দেওয়া হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে তোমাকে সাহায্য করা হবে।" কিন্তু তারা দ্বীনের ইমামতি চান, যে সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন: "আমি তাদের মধ্য থেকে ইমাম মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশানুসারে পথপ্রদর্শন করত, যখন তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল এবং তারা আমার নিদর্শনসমূহে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখত।" (সূরা আস-সাজদাহ: ২৪)। তিনি বলেছেন: "ইমাম যারা আমার আদেশে পথপ্রদর্শন করে।"

আর দ্বীন ও ইলমের ক্ষেত্রে মুসলিমদের ইমামদের প্রতি কল্যাণকামিতা (নাসিহা) হলো—মানুষ যেন তাদের কাছে থাকা ইলম অর্জনের ব্যাপারে সচেষ্টিত হয়। কারণ, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর উম্মতের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী। সুতরাং সর্বাত্মক উপায়ে তাদের থেকে ইলম গ্রহণ করতে আগ্রহী হতে হবে। আল্লাহর শুকরিয়া যে, বর্তমান সময়ে লিখনী, রেকর্ডিং এবং সরাসরি পাঠ গ্রহণসহ ইলম অর্জনের বহুমুখী মাধ্যম বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব, ইলম অর্জনে সচেষ্টিত হওয়া উচিত।

(ص: 393) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

من العلماء، وليكن تلقيه على وجه التأني لا على وجه التسرع؛ لأن الإنسان إذا تسرع في تلقي العلم فربما يتلقاه على غير ما ألقاه إليه شيخه وقد أدب الله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأدب، فقال تعالى (لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ) (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ) (فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ) (القيامة: 16-19)، لأن النبي صلى

الله وعليه وسلم كان يبأدر جبريل عليه السلام إذا ألقى عليه القرآن فيقرأ، فقال الله تعالى (لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتُجْعَلَ بِهِ) يعني لا تحرك اللسان- ولا سراً - حتى ينتهي جبريل من القراءة، ثم بعد ذلك اقرأه.

(فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ) (ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ) (القيامة: 18-19) ، تكفل الرب عز وجل ببيانه يعني أنك لن تنساه، مع أن المتوقع أن الإنسان إذا سكت حتى ينتهي الملقى من إلقائه ربما ينسى بعض الجمل، لكن قال الله عز وجل: (ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ) .

ومن النصيح أيضاً لعلماء المسلمين: أن لا يتتبع الإنسان عوراتهم وزلاتهم وما يخطئون فيه؛ لأنهم غير معصومين، قد يزلون وقد يخطئون، وكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، ولا سيما من يتلقى العلم فإنه لا يجب أن يكون أبلغ الناس في تحمل الأخطاء التي يخطئ بها شيخه، وينهه عليها، فكم من إنسان انتفع من تلاميذه؛ ينبهونه على بعض الشيء؛ على الخطأ العلمي، أو على الخطأ العملي، وعلى أخطاء كثيرة؛ لأن الإنسان بشر.

لكن الشيء المهم أن لا يكون حريصاً على تلقي الزلات، فإنه جاء في الحديث: " يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه؛ لا تؤذوا

আলেমগণের নিকট হতে জ্ঞান অর্জন হতে হবে ধীরস্থিরভাবে, তাড়াহুড়া করে নয়; কেননা মানুষ যদি জ্ঞান অর্জনে তাড়াহুড়া করে, তবে অনেক সময় সে বিষয়টি তার উস্তাদ যেভাবে প্রদান করেছেন তার বিপরীতে গ্রহণ করে বসে। আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ আদব বা শিষ্টাচার শিখিয়েছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন: “আপনি ওহী দ্রুত আয়ত্ত করার জন্য আপনার জিহ্বা নাড়বেন না। এর সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন।” (সূরা কiyামাহ: ১৬-১৯)। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল আলাইহিস সালাম যখন তাঁর কাছে কুরআন পাঠ করতেন, তখন তিনি দ্রুত তা পড়ার চেষ্টা করতেন। তাই আল্লাহ তাআলা

বললেন: “আপনি ওহী দ্রুত আয়ত্ত করার জন্য আপনার জিহ্বা নাড়বেন না”, অর্থাৎ জিবরাঈলের পাঠ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এমনকি মনে মনেও জিহ্বা নাড়বেন না, অতঃপর তা পাঠ করবেন।

“অতঃপর যখন আমি তা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন। তারপর তার বিশদ বর্ণনার দায়িত্ব আমারই।” (সূরা কিয়ামাহ: ১৮-১৯)। মহান প্রতিপালক স্বয়ং এর বর্ণনার জিম্মাদারী নিয়েছেন, অর্থাৎ আপনি তা বিস্মৃত হবেন না; যদিও ধারণা করা স্বাভাবিক যে, বক্তার বক্তব্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত শ্রোতা নীরব থাকলে হয়তো কিছু বাক্য ভুলে যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেছেন: “অতঃপর তার বর্ণনার দায়িত্ব আমারই।”

মুসলিম উলামায়ে কেরামের প্রতি শুভাকাঙ্ক্ষার আরেকটি দিক হলো: তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং ভুলভ্রান্তি অন্বেষণ না করা; কারণ তাঁরা ‘মাসুম’ বা নিষ্পাপ নন, তাঁদের পদস্থলন ও ভুল হওয়া সম্ভব। প্রত্যেক আদম সন্তানই ভুলকারী, আর ভুলকারীদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা তওবা করে। বিশেষ করে জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য উচিত নয় তার উস্তাদের ভুলগুলো ধরার পেছনে অতি উৎসাহী হওয়া; বরং ভুল হলে তাকে বিনয়ের সাথে সচেতন করা। কত মানুষ এমন আছে যারা তাদের ছাত্রদের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে; ছাত্ররা তাদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সচেতন করেছে, হোক তা ইলমি ভুল কিংবা আমলি ভুল অথবা অন্য কোনো ভুল; কারণ মানুষ হিসেবে ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তাদের বিচ্যুতিগুলো হাতড়ে বেড়ানোর প্রতি লালায়িত হওয়া যাবে না। কেননা হাদিসে এসেছে: “হে সেই সম্প্রদায়, যারা মুখে ঈমান এনেছ কিন্তু অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি! তোমরা মুসলমানদের কষ্ট দিও না...”

(ص: 394) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه فضحه الله ولو في بيت أمه"، هذا وهم مسلمون عمامة فيكف بالعلماء.

إن الذين يلتقطون زلات العلماء ليشيعوها ليسوا مسيئين للعلماء شخصياً وحسب، بل مسيئون للعلماء شخصياً، ومسيئون إلي علمهم الذي يحملونه، ومسيئون إلي شريعة التي تتلقى من جهتهم؛ لأن العلماء إذا لم يثق الناس فيهم، وإذا اطلعوا على عوراتهم التي قد لا تكون عورات إلا على حسب نظر هذا المغرض، فإنه تقل ثقتهم بالعلماء وبما عندهم من العلم، فيكون في هذا جناية على الشرع الذي يحملونه من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام.

لذلك من نصيحتك لأئمة المسلمين من أهل العلم أن تدافع عن عوراتهم، وأن تسترهما ما استطعت، وأن لا تسكت إذا سبعت شيئاً بل نبّه العالم، وابحث معه واسأله، ربما ينقل عنه أشياء غير صحيحة، وقد نُقل عنا وعن غيرنا أشياء غير صحيحة، لكن الناس- نسأل الله العافية- إذا كان لهم هوى وأحبوا شيئاً وعرفوا أحداً من أهل العلم يقبل الناس قوله، نسبوه لهذا العالم، ثم إذا سألت نفس الذي نسب إليه القول، قال أبداً ما قلت كذا، وقد يخطئ السائل مثلاً في صيغة السؤال، فيجب العالم على قدر

...মুসলিমদের এবং তাদের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করো না। কারণ যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের দোষ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তার দোষ প্রকাশ করে দেন—যদিও সে তার নিজ গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থান করে।" এটি তো সাধারণ মুসলিমদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তাহলে আলেমদের মর্যাদা ও অধিকারের বিষয়টি কেমন হবে!

নিশ্চয়ই যারা আলেমদের পদস্থলনগুলো তালাশ করে তা প্রচার করার উদ্দেশ্যে, তারা কেবল আলেমদের ব্যক্তিগতভাবে অপদস্থ করে না; বরং তারা আলেমদের ব্যক্তিগতভাবে অপদস্থ করার পাশাপাশি তাদের বহনকৃত ইলম এবং তাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত শরীয়তকেও হেয় প্রতিপন্ন করে। কেননা মানুষের যদি আলেমদের ওপর আস্থা না থাকে এবং যখন তারা তাদের এমন সব দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে জানতে পারে—যা হয়তো কেবল সেই কুচক্রী ব্যক্তির দৃষ্টিতেই দোষ—তখন আলেমদের প্রতি এবং তাদের নিকট থাকা ইলমের প্রতি মানুষের আস্থা হ্রাস পায়। এর

ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ থেকে আহরিত সেই শরীয়তের ওপর এক প্রকার অপরাধ সংঘটিত হয় যা তারা বহন করছেন।

অতএব, মুসলিমদের ইমাম তথা আলেমদের প্রতি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষার দাবি হলো—তাদের সম্মান রক্ষা করা, সাধ্যানুযায়ী তাদের ত্রুটি গোপন রাখা এবং কোনো নেতিবাচক কথা শুনলে চুপ না থেকে বরং আলেমকে সে বিষয়ে সতর্ক করা, বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করা এবং তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা। কারণ হতে পারে তাঁর পক্ষ থেকে ভুল কোনো তথ্য বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের পক্ষ থেকে এবং অন্যদের পক্ষ থেকেও অনেক ভুল কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু মানুষ—আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি—যখন প্রবৃত্তির অনুসারী হয় এবং কোনো বিষয় পছন্দ করে আর এমন কোনো আলেমকে পায় যার কথা মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য, তখন তারা কথাটি সেই আলেমের নামে চালিয়ে দেয়। অতঃপর যখন আপনি সেই আলেমকে জিজ্ঞাসা করবেন যাঁর প্রতি কথাটি আরোপ করা হয়েছে, তখন তিনি বলবেন: "আমি কখনোই এমন কথা বলিনি।" আবার কখনো এমন হতে পারে যে, প্রশ্নকারী প্রশ্নের ধরনে ভুল করেছে, ফলে আলেম সেই প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী উত্তর দিয়েছেন...

(ص: 395) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

السؤال ويفهمه السائل على حسب ما في نفسه هو، فيحصل الخطأ وقد يجيب العالم بالصواب بعد فهم السؤال لكن يفهمه السائل على غير وجهه فيخطئ في النقل.

وعلى كل حال من النصيحة للأئمة المسلمين في العلم والدين أن لا يتتبع الإنسان عوراتهم، بل يلتبس العذر لهم، اتصل وقل سمعت عنك كذا وكذا هل هذا صحيح فإذا قال: نعم، قل: أظن أن هذا خطأ غلط حتى يبين لك وربما يشرح شيئاً لا تعرفه وتظن أنه أخطأ فيه، وربما قد خفي عليه شيء فتنبيهه أنت، وتكون مشكوراً على هذا، وقد قال أول إمام في الدين والسلطة في هذه الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم،

وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَيْثُ خَظَبَ أَوَّلَ خُطْبَةٍ، قَالَ لِلنَّاسِ وَهُوَ يَخَاطِبُهُمْ يَتَحَدَّثُ عَنْ نَفْسِهِ: إِنْ أَعُوجَجْتَ فَأَقْيِمُونِي. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ بَشَرٌ.

فَقَوْمٌ أَخَاكَ وَلَا سِيَّيَا أَهْلِ الْعِلْمِ، لِأَنَّ الْعَالَمَ خَطَرُهُ عَظِيمٌ، الْخَطَرُ الزَّلِيلِي، وَالْخَطَرُ الرَّفِيعُ، لِأَنَّ كَلِمَةَ الْخَطَرِ تَكُونُ لِلْعُلُوِّ وَالنُّزُولِ، فَهُوَ خَطَرُهُ عَظِيمٌ، إِنْ أَصَابَ هَدَى اللَّهِ عَلَى يَدِهِ خَلْقًا كَثِيرًا، وَإِنْ أَخْطَأَ ضَلَّ عَلَى يَدِ خَلْقٍ كَثِيرٍ فَزَلَةُ الْعَالَمِ مِنْ أَعْظَمِ الزَّلَاتِ. وَلِهَذَا أَقُولُ: يَجِبُ أَنْ نَحْمِيَ أَعْرَاضَ عَلَمَانَا، وَأَنْ نُدَافِعَ عَنْهُمْ، وَأَنْ نَلْتَمِسَ الْعُذْرَ لِأَخْطَائِهِمْ مِنْ وَلَا يَمْنَعُ هَذَا أَنْ نَتَّصِلَ بِهِمْ، وَأَنْ نَسْأَلَهُمْ، وَأَنْ نُبْحَثَ مَعَهُمْ، وَأَنْ نُنَاقِشَهُمْ حَتَّى نَكُونَ مُخْلِصِينَ نَاصِحِينَ لِأُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ.

النوع الثاني من أئمة المسلمين: أئمة السلطة وهم الأمراء، والأمراء في الغالب أكثر خطأ من العلماء؛ لأنه لسطته قد تأخذه العزة بالإثم

প্রশ্ন এবং এটি প্রশ্নকারী নিজের মনের ধারণা অনুযায়ী বোঝেন, যার ফলে ভুল সংঘটিত হয়। কখনো কখনো আলেম প্রশ্নটি সঠিকভাবে বোঝার পর সঠিক উত্তর দেন, কিন্তু প্রশ্নকারী উত্তরটিকে তার ভিন্ন আঙ্গিকে বোঝেন, ফলে বর্ণনার ক্ষেত্রে ভুল হয়ে যায়।

যাই হোক, ইলম ও দ্বীনের ক্ষেত্রে মুসলিমদের ইমামদের (নেতৃবৃন্দের) প্রতি শুভাকাঙ্ক্ষার অন্যতম দাবি হলো মানুষ যেন তাঁদের ভুল-ত্রুটি খুঁজে না বেড়ায়, বরং তাঁদের জন্য সম্মানজনক অজুহাত বা ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করে। আপনি সরাসরি যোগাযোগ করুন এবং বলুন: ‘আমি আপনার সম্পর্কে এমন এমন কথা শুনেছি, এটি কি সত্য?’ যদি তিনি বলেন: ‘হ্যাঁ’, তবে আপনি বলুন: ‘আমার মনে হয় এটি ভুল হতে পারে’—এভাবে কথা বলুন যতক্ষণ না তিনি আপনার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করেন। হতে পারে তিনি এমন কিছু ব্যাখ্যা করবেন যা আপনি জানতেন না, অথচ আপনি মনে করেছিলেন তিনি ভুল করেছেন। আবার এমনও হতে পারে যে, কোনো বিষয় তাঁর দৃষ্টিগোচর ছিল না এবং আপনি তাঁকে সে বিষয়ে সচেতন করেছেন; এমতাবস্থায় আপনি এই কাজের জন্য প্রশংসিত হবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে এই উম্মতের দ্বীন ও রাষ্ট্রের প্রথম ইমাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু

তাঁর প্রথম খুতবায় জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার সময় নিজের সম্পর্কে বলেছিলেন: ‘যদি আমি বিদ্যুত হই, তবে তোমরা আমাকে সোজা করে দিও।’ আর এটি এজন্য যে, মানুষ মাত্রই ভুলভ্রান্তির অধীন।

অতএব আপনার ভাইকে সংশোধন করুন, বিশেষ করে আলেম সমাজকে; কারণ আলেমের গুরুত্ব ও ঝুঁকি অত্যন্ত ব্যাপক—তা বিদ্যুতির দিক থেকে হোক কিংবা মর্যাদার উচ্চতার দিক থেকে। কারণ ‘খাতর’ (মর্যাদা/ঝুঁকি) শব্দটি উচ্চতা ও অবনমন উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তাই তাঁর গুরুত্ব অপরিসীম; যদি তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তবে তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ বহু সৃষ্টিকে হিদায়াত দান করেন, আর যদি তিনি ভুল করেন তবে তাঁর কারণে বহু মানুষ পথভ্রষ্ট হয়। ফলে আলেমের পদস্বলন হলো সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যুতিগুলোর একটি।

এজন্য আমি বলি: আমাদের আলেমদের সম্মান রক্ষা করা, তাঁদের পক্ষ অবলম্বন করা এবং তাঁদের ভুলত্রুটির জন্য যৌক্তিক ব্যাখ্যা অন্বেষণ করা আমাদের কর্তব্য। তবে এটি তাঁদের সাথে যোগাযোগ করতে, তাঁদেরকে প্রশ্ন করতে এবং তাঁদের সাথে পর্যালোচনা ও আলোচনা করতে বাধা দেয় না, যাতে আমরা মুসলিমদের ইমামদের প্রতি একনিষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী হতে পারি।

মুসলিমদের ইমাম বা নেতৃত্ববৃন্দের দ্বিতীয় প্রকার হলো: শাসন ক্ষমতার অধিকারী নেতা বা আমিরগণ। আমিররা সাধারণত আলেমদের তুলনায় অধিক ভুল করে থাকেন; কারণ ক্ষমতার দস্ত অনেক সময় তাঁদেরকে অন্যায়ের ওপর অটল থাকতে প্ররোচিত করে।

(ص: 396) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

فيريده أن يفرض سلطته على الصواب والخطأ، فالغالب من أئمة المسلمين في السلطة وهم الأمراء أن الخطأ فيهم أكثر من العلماء إلا ما شاء الله. والنصيحة لهم هي أن نكف عن مساوئهم، وأن لا ننشرها بين الناس، وأن نبذل لهم النصيحة ما استطعنا، بالباشرة إذا كنا نستطيع أن نبأشرهم أو بالكتابة إذا

কনা لا نستطيع، أو بالاتصال بمن يتصل بهم إذا كانا لا نستطيع الكتابة؛ لأنه أحياناً لا يستطيع الإنسان الكتابة لهم، ولو كتب لم تصل إلى المسؤول، فيتصل بأحد يتصل بالمسؤول وينبهه، فهذا من النصح.

أما نشر مساوئهم فليس فيه عدوان شخصي عليهم فقط، بل هو عدوان شخصي عليهم وعلى الأمة جميعاً؛ لأن الأمة إذا امتلأت صدوراً من الحقد على ولاة أمورها عصت الولاة، ونابذتهم، وحينئذ تحصل الفوضى، ويسود الخوف، ويزول الأمن، فإذا بقيت هيبة ولاة الأمور في الصدور صار لهم هيبة، وحببت أوامرهم ونظمهم التي لا تخالف الشريعة.

فألمهم أن أئمة المسلمين تشمل النوعين، أئمة الدين وهم العلماء، وأئمة السلطان وهم الأمراء، وإن شئت فقل أئمة البيان، وأئمة السلطان، وأئمة البيان وهم العلماء الذين يبينون للناس، وأئمة السلطان وهم الأمراء الذين ينفذون شريعة الله بقوة السلطان، إذاً أئمة المسلمين سواء أئمة العلم والبيان، أو أئمة القوة والسلطان يجب علينا أن نناصرهم، وأن نحرس على بطلان النصيحة لهم، في الدفاع عنهم وستر معائبهم، وعلى أن نكون معهم إذا أخطأوا في بيان ذلك الخطأ لهم بيننا وبينهم؛ لأنه ربما نعتقد أن

ফলে তিনি সঠিক ও ভুলের ওপর নিজের কর্তৃত্ব আরোপ করতে চান। মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত—অর্থাৎ শাসকবর্গ—তাদের মাঝে সাধারণত আলেমদের তুলনায় ভুলের পরিমাণ বেশি পরিলক্ষিত হয়, তবে আল্লাহ যা চান (অর্থাৎ কিছু ব্যতিক্রমও আছে)।

তাদের প্রতি সদুপদেশ (নাসিহা) প্রদানের পদ্ধতি হলো—তাদের দোষত্রুটি চর্চা থেকে বিরত থাকা, জনসাধারণের মাঝে তা প্রচার না করা এবং সাধ্যমতো তাদের হিতোপদেশ প্রদান করা। সরাসরি সম্ভব হলে সরাসরি সাক্ষাতের মাধ্যমে, তা না হলে পত্রের মাধ্যমে, আর পত্র প্রেরণ সম্ভব না হলে এমন ব্যক্তির সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে যিনি তাদের নিকট পৌঁছাতে সক্ষম। কারণ, অনেক সময় ব্যক্তি সরাসরি লিখতে পারে না, অথবা লিখলেও তা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলের

নিকট পৌঁছায় না; এমতাবস্থায় এমন কারো সাহায্য নেওয়া হয় যিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে সতর্ক করতে পারেন। এটিও সদুপদেশেরই অন্তর্ভুক্ত।

পক্ষান্তরে তাদের দোষ-ত্রুটি প্রচার করা কেবল তাদের প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্রদর্শন নয়, বরং এটি তাদের এবং সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে একটি আগ্রাসন। কেননা, জাতির হৃদয় যখন তাদের শাসকদের প্রতি বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হয়, তখন তারা অবাধ্য হয়ে ওঠে এবং বিদ্রোহ করে। ফলে দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। আর যদি শাসকদের প্রতি সমীহবোধ ও মর্যাদা অন্তরে অটুট থাকে, তবে তাদের শাসন সংহত হয় এবং শরীয়ত বিরোধী নয় এমন আইন ও ব্যবস্থা সংরক্ষিত থাকে।

সারকথা হলো, মুসলিমদের ইমাম বা নেতৃবৃন্দ বলতে উভয় শ্রেণীকে বোঝায়: দ্বীনি ইমাম তথা ওলামায়ে কেরাম এবং শাসনক্ষমতার অধিকারী ইমাম তথা শাসকবর্গ। আপনি চাইলে এভাবেও বলতে পারেন—ব্যাখ্যার ইমাম এবং ক্ষমতার ইমাম। ব্যাখ্যার ইমাম হলেন আলেমগণ যারা মানুষের নিকট দ্বীন বর্ণনা করেন, আর ক্ষমতার ইমাম হলেন শাসকগণ যারা রাজদণ্ডের মাধ্যমে আল্লাহর বিধান কার্যকর করেন। সুতরাং মুসলিমদের ইমাম—চাই তিনি ইলম ও বর্ণনার ইমাম হোন কিংবা শক্তি ও কর্তৃত্বের—আমাদের কর্তব্য হলো তাদের কল্যাণকামনা করা, তাদের উপদেশ দানে সচেষ্টিত থাকা, তাদের সুরক্ষা প্রদান করা এবং তাদের ত্রুটি গোপন রাখা। তারা কোনো ভুল করলে একান্ত পরিবেশে আমাদের ও তাদের মাঝে সেই ভুলের বিষয়টি স্পষ্ট করা আমাদের দায়িত্ব; কারণ অনেক সময় আমরা হয়তো মনে করি যে...

(ص: 397) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

هذا العالم مخطئ أو أن هذا الأمير مخطئ وإذا ناقشناه تبين لنا أنه غير مخطئ، كما يقع هذا كثيراً.

كذلك أيضاً ربما تنقل لنا هذه الأشياء عن العالم أو عن الأمير على غير وجهها، وإما لسوء القصد من الناقل؛ لأن بعض الناس - والعياذ بالله - يحب تشهير السوء

بالعلماء وبالأمرء، فيكون سيء القصد ينقل عليهم ما لم يقولوه، وينسب إليهم ما لم يفعلوه، فإذا سمعنا عن عالم أو عن أمير ما نرى أنه خطأ فلا بد من تمام النصيحة مناقشته، وبيان الأمر وتبيينه حتى نكون على بصيرة.

أما آخر الحديث فيقول: "وعامتهم" يعني النصيح لعامة المسلمين، وقدم الأئمة على العامة؛ لأن الأئمة إذا صلحوا صلحت العامة؛ فإذا صلح الأمرء صلحت العامة، وإذا صلح العلماء صلحت العامة، لذلك بدأ بهم، وليعلم أن أئمة المسلمين لا يراد بهم الأئمة الذين لهم الإمامة العظمى، ولكن يراد به ما هو أعم، فكل من له إمرة ولو في مدرسة فإنه يعتبر من أئمة المسلمين، إذا نصح وصلاح، صلح من تحت يده. والنصيحة لعامة المسلمين بأن تحب لهم ما تجب لنفسك، وأن ترشدهم إلى الخير، وأن تهديهم إلى الحق إذا ضلوا عنه، وأن تذكرهم به إذا نسوه، وأن تجعلهم لك بمنزلة الأخوة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "المسلم أخو المسلم"، وقال: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه".

এই আলেম ভুল করছেন অথবা এই আমির (শাসক) ভুল করছেন, কিন্তু যখন আমরা তাঁর সাথে আলোচনা করি, তখন আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে তিনি ভুল করেননি; যেমনটি প্রায়শই ঘটে থাকে।

একইভাবে, আলেম বা আমিরের ব্যাপারে আমাদের কাছে এই বিষয়গুলো ভুলভাবে পৌঁছাতে পারে, যা হয়তো বর্ণনাকারীর অসৎ উদ্দেশ্যের কারণে হতে পারে; কারণ কিছু মানুষ—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—আলেম ও আমিরদের দুর্নাম রটাতে পছন্দ করে। তাই অসৎ উদ্দেশ্যে তারা তাদের নামে এমন কথা প্রচার করে যা তারা বলেননি এবং এমন কাজ তাদের প্রতি আরোপ করে যা তারা করেননি। অতএব, যখন আমরা কোনো আলেম বা আমিরের ব্যাপারে এমন কিছু শুনি যা আমাদের কাছে ভুল মনে হয়, তখন নসিহতের পূর্ণতা হলো তাঁর সাথে আলোচনা করা এবং বিষয়টি পরিষ্কার করা ও যাচাই করা, যাতে আমরা সুনিশ্চিত প্রজ্ঞার ওপর থাকতে পারি।

হাদিসের শেষাংশে বলা হয়েছে: "এবং তাদের সাধারণ জনগণ," অর্থাৎ সাধারণ মুসলিমদের প্রতি নসিহত বা কল্যাণকামিতা। সাধারণ মানুষের আগে ইমাম বা নেতৃবৃন্দের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; কারণ ইমামগণ যদি সংশোধন হয়ে যান, তবে সাধারণ মানুষও সংশোধিত হয়। যদি আমিরগণ সৎ হয়ে যান, তবে সাধারণ মানুষও সৎ হয় এবং আলেমগণ যদি সংশোধন হয়ে যান, তবে সাধারণ জনগণও সংশোধিত হয়। এই কারণেই তাঁদের দিয়ে শুরু করা হয়েছে।

জেনে রাখা উচিত যে, 'মুসলিমদের ইমাম' বলতে কেবল তাঁদের বোঝানো হয়নি যাঁদের হাতে সর্বোচ্চ নেতৃত্ব ন্যস্ত, বরং এর অর্থ আরও ব্যাপক। এমনকি একটি বিদ্যালয়ে যাঁর কর্তৃত্ব রয়েছে তিনিও মুসলিমদের ইমামদের অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হন; যদি তাঁকে নসিহত করা হয় এবং তিনি সংশোধন হন, তবে তাঁর অধীনে থাকা ব্যক্তিরাও সংশোধিত হবে।

আর সাধারণ মুসলিমদের প্রতি নসিহত হলো—আপনি নিজের জন্য যা পছন্দ করেন তাদের জন্যও তাই পছন্দ করবেন, তাদের কল্যাণের দিকে পথপ্রদর্শন করবেন, তারা যদি সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয় তবে তাদের সত্যের দিশা দেবেন, তারা যদি তা ভুলে যায় তবে তাদের স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং তাদের নিজের ভাইয়ের মর্যাদায় স্থান দেবেন; কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই।" তিনি আরও বলেছেন: "একজন মুমিন অপর মুমিনের জন্য একটি ইমারত বা দেয়ালের মতো, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে।"

(ص: 398) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

بعضاً"، وقال: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحيمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو؛ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"، فأنت إذا أحسست بألم في طرف شيء من أعضائك، فإن هذا الألم يسري على جميع البدن، كذلك ينبغي أن تكون للمسلمين هكذا، إذا اشتكى أحد من المسلمين فكأنما الأمر يرجع إليك أنت.

ولْيَعْلَمْ أَنَّ النّصِيحَةَ هِيَ مَخَاطَبَةُ الْإِنْسَانِ سِرّاً بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ؛ لِأَنَّكَ إِذَا نَصَحْتَهُ سِرّاً بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَثَرَتْ فِي نَفْسِهِ، وَعَلِمَ أَنَّكَ نَاصِحٌ، لَكِنْ إِذَا تَكَلَّمْتَ أَمَامَ النَّاسِ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ تَأْخَذُهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَلَا يَقْبَلُ النّصِيحَةَ، وَقَدْ يَظُنُّ أَنَّكَ إِنَّمَا تَرِيدُ الْإِنْتِقَامَ مِنْهُ وَتَوْبِيخَهُ وَوَحْطَ مَنْزِلَتِهِ بَيْنَ النَّاسِ فَلَا يَقْبَلُ، لَكِنْ إِذَا كَانَتِ النّصِيحَةُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ صَارَ لَهَا مِيزَانٌ كَبِيرٌ عِنْدَهُ وَقِيَمَةٌ، وَقَبْلَ ذَلِكَ، وَاللَّهُ الْمَسْئُولُ أَنْ يُوَفِّقَنَا جَمِيعاً لِمَا يَحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ.

* * *

182- الثّانِي: عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنَّصِيحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

পরস্পরকে।" এবং তিনি বলেছেন: "মুমিনদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য, করুণা ও অনুকম্পার উদাহরণ হলো একটি দেহের ন্যায়। যখন দেহের কোনো অঙ্গ আক্রান্ত হয়, তখন শরীরের অন্য সব অঙ্গ অনিদ্রা ও জ্বরের মাধ্যমে তাতে সাড়া দেয়।" সুতরাং আপনি যখন আপনার কোনো অঙ্গে সামান্য ব্যথা অনুভব করেন, সেই ব্যথা সারা শরীরে অনুভূত হয়। মুসলমানদের ক্ষেত্রেও বিষয়টি এমনই হওয়া উচিত যে, কোনো একজন মুসলমান যদি কষ্টে ভোগেন, তবে মনে করতে হবে তা যেন আপনার ওপরই ঘটেছে।

মনে রাখতে হবে যে, নসিহত বা উপদেশ হলো কোনো ব্যক্তির সাথে একান্তে কথা বলা। কারণ আপনি যখন তাকে একান্তে উপদেশ দেবেন, তা তার মনে প্রভাব ফেলবে এবং সে অনুধাবন করবে যে আপনি তার কল্যাণকামী। কিন্তু আপনি যদি মানুষের সামনে তাকে নিয়ে কিছু বলেন, তবে লোকলজ্জা বা অহমিকা তাকে পাপে লিপ্ত করতে পারে এবং সে নসিহত গ্রহণ করবে না। সে হয়তো মনে করবে আপনি তার থেকে প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছেন, তাকে তিরস্কার করছেন অথবা মানুষের সামনে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে চাচ্ছেন, ফলে সে তা গ্রহণ করবে না। কিন্তু নসিহত যদি আপনার ও তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তার কাছে এর বিশেষ গুরুত্ব ও মূল্য

থাকবে এবং সে তা গ্রহণ করবে। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের সকলকে তাঁর পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক কাজের তাওফিক দান করেন।

* * *

১৮২- দ্বিতীয়: জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট সালাত কায়েম করা, জাকাত প্রদান করা এবং প্রত্যেক মুসলমানের হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়ার (নসিহত) শর্তে বায়াত গ্রহণ করেছি।" (বুখারি ও মুসলিম কর্তৃক ঐক্যমতাপূর্ণ)।

(ম: 399) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

183- الثالث: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم؛ هذه ثلاثة أشياء: حق محض لله، وحق للآدمي محض، وحق مشترك، أما الحق المحض لله؛ فهو قوله " أقام الصلاة".

ومعني " إقام الصلاة " أن يأتي بها الإنسان مستقيمة على الوجه المطلوب، فيحافظ عليها في أوقاتها، ويقوم بأركانها وواجباتها وشروطها، ويتم ذلك بمستحباتها. ومن هذا بالنسبة للرجال إقامة الصلاة في المساجد مع الجماعة، فإن هذا من إقامة الصلاة، ومن تخلف عن الجماعة بلا عذر فهو آثم، بل هو عند بعض العلماء - كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا صلى بدون عذر مع غير الجماعة؛ فصلاته

بأطلة مردودة عليه، لا تقبل منه، ولكن الجمهور هو على أنها تصح مع الإثم، وهذا هو الصحيح، فمن ترك صلاة الجماعة بلا عذر؛ فصلاته صحيحة ولكنه آثم، وهذا هو القول الراجح

১৮৩- তৃতীয়: আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" (বুখারী ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি বলেছেন: আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট সালাত কায়েম করা, জাকাত প্রদান করা এবং প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনার (নসিহত) ওপর বায়আত গ্রহণ করেছি। এগুলো তিনটি বিষয়: আল্লাহর নিরঙ্কুশ হক, মানুষের নিরঙ্কুশ হক এবং উভয়ের যৌথ হক। আল্লাহর নিরঙ্কুশ হক হলো তাঁর বাণী: "সালাত কায়েম করা"।

আর "সালাত কায়েম করা"-র অর্থ হলো মানুষ সালাতকে কাঙ্ক্ষিত পদ্ধতিতে সঠিকভাবে আদায় করবে, সুতরাং সে যথাসময়ে তা রক্ষা করবে এবং এর রুকন, ওয়াজিব ও শর্তগুলো পালন করবে এবং মুস্তাহাব কার্যাবলীর মাধ্যমে তা পূর্ণাঙ্গ করবে।

পুরুষদের ক্ষেত্রে এর অন্তর্ভুক্ত হলো মসজিদে জামাআতের সাথে সালাত কায়েম করা; কেননা এটি সালাত কায়েম করারই অংশ। আর যে ব্যক্তি কোনো ওজর ছাড়াই জামাআত থেকে পিছিয়ে থাকল সে গুনাহগার। এমনকি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ)-র মতো কোনো কোনো আলিমের নিকট যদি সে ওজর ব্যতীত জামাআত ছাড়া সালাত আদায় করে, তবে তার সালাত বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত, যা তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না। তবে জমহুর (অধিকাংশ) আলিমের অভিমত হলো এটি গুনাহ হওয়া সত্ত্বেও সহিহ হবে এবং এটিই সঠিক। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো ওজর ছাড়াই জামাআত পরিত্যাগ করল, তার সালাত সহিহ হবে কিন্তু সে গুনাহগার হবে; আর এটিই অগ্রগণ্য মত।

وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد- رحمه الله وهو الذي عليه جمهور من قالوا
بوجوب صلاة الجماعة.

ومن إقامة الصلاة: الخشوع فيها، والخشوع هو حضور القلب وتأمله بما يقوله
المصلي وما يفعله، وهو أمر مهم؛ لأن الصلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح، فأنت إذا
صليت وقلبك يدور في كل وادٍ فإنك تصلي حركات بدنية فقط، فإذا كان قلبك حاضراً
تشعر كأنك بين يدي الله عز وجل، تناجيه بكلامه، وتتقرب إليه بذكره ودعائه،
فهذا هو لبُّ الصلاة روحها.

وأما قوله: " إيتاء الزكاة " يعني: إعطاءها لمستحقها، وهذه جامعة بين حق الله وحق
العباد، أما كونها حقاً لله فلأن الله فرض على عباده الزكاة وجعلها من أركان الإسلام،
وأما كونها حقاً للآدمي فلما فيها من قضاء حوائج المحتاجين، وغير ذلك من
المصالح المعلومه في معرفة أهل الزكاة.

وأما قوله: " النصح لكل مسلم " فهذا هو الشاهد من الحديث للباب، أي: أن ينصح
لكل مسلم: قريب أو بعيد، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى.

وكيفية النصح لكل مسلم هي ما ذكره في حديث أنس- رضي الله عنه: " لا يؤمن
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " هذه هي النصيحة أن تحب لإخوانك ما
تحب لنفسك، بحث يسرك ما يسرهم، ويسوءك ما يسوؤهم، وتعاملهم بما تحب
أن يعاملوك به، وهذا الباب واسع كبير جداً.

فنفي النبي عليه الصلاة والسلام الإيثار عن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه في كل
شيء، ونفي الإيثار قال العلماء: المراد به نفي الإيثار

এটিই ইমাম আহমাদ (রাহিমাল্লাহ)-এর মাযহাবের প্রসিদ্ধ অভিমত এবং এটিই তাদের অধিকাংশের মত যারা জামাআতে সালাত আদায় করাকে ওয়াজিব বলে থাকেন। সালাত কায়েম করার অন্তর্ভুক্ত হলো: সালাতে খুশু (একাগ্রতা) অবলম্বন করা। আর খুশু হলো অন্তরের উপস্থিতি এবং মুসল্লি যা বলছে ও যা করছে তাতে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়; কারণ খুশুহীন সালাত প্রাণহীন দেহের ন্যায়। সুতরাং আপনি যদি সালাত আদায় করেন অথচ আপনার অন্তর নানা চিন্তায় মগ্ন থাকে, তবে আপনি কেবল শারীরিক কিছু অঙ্গভঙ্গিই করছেন। পক্ষান্তরে যদি আপনার অন্তর উপস্থিত থাকে, তবে আপনি অনুভব করবেন যে আপনি যেন মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর কালামের মাধ্যমে তাঁর সাথে গোপনে কথা বলছেন এবং তাঁর যিকির ও দুআর মাধ্যমে তাঁর নিকটবর্তী হচ্ছেন। আর এটিই হলো সালাতের সারবস্তু ও তার প্রাণ।

আর তাঁর কথা: "যাকাত প্রদান করা", এর অর্থ হলো: তা এর হকদারদের নিকট পৌঁছে দেওয়া। এটি আল্লাহর হক এবং বান্দার হকের মাঝে সমন্বয়কারী। এটি আল্লাহর হক হওয়ার কারণ হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের ওপর যাকাত ফরজ করেছেন এবং একে ইসলামের রুকনসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর এটি মানুষের হক হওয়ার কারণ হলো, এর মাধ্যমে অভাবগ্রস্তদের প্রয়োজন পূরণ হয় এবং যাকাত পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে জানা অন্যান্য বিবিধ কল্যাণ এতে নিহিত রয়েছে।

আর তাঁর কথা: "প্রত্যেক মুসলিমের প্রতি কল্যাণকামনা করা", এটিই হলো এই অধ্যায়ের ক্ষেত্রে হাদিসের মূল আলোচ্য অংশ। অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিমের প্রতি কল্যাণকামনা করা: সে নিকটাত্ত্বীয় হোক বা দূরবর্তী, ছোট হোক বা বড়, পুরুষ হোক বা নারী।

প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনার পদ্ধতি হলো যা আনাস (রাডিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে: "তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" এটিই হলো নসিহত বা কল্যাণকামনা—যে আপনি আপনার ভাইদের জন্য তা-ই পছন্দ করবেন যা নিজের জন্য করেন; ফলে যা তাদের আনন্দিত করে তা আপনাকেও আনন্দিত করবে এবং যা তাদের কষ্ট দেয় তা আপনাকেও কষ্ট দেবে। আর আপনি তাদের সাথে তেমন আচরণই করবেন যেমনটি আপনি তাদের নিকট থেকে প্রত্যাশা করেন। এই বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিশাল।

অতএব নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন ব্যক্তির ঈমান নাকচ করেছেন যে তার ভাইয়ের জন্য সবক্ষেত্রে তা পছন্দ করে না যা সে নিজের জন্য করে। আর ঈমান নাকচ করার ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম বলেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঈমানের পূর্ণতা নাকচ করা।

(ص: 401) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الكامل، يعني لا يكمل إيمانك حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وليس المراد انتفاء الإيمان بالكلية.

ويذكر أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه حين بايع النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم، أنه اشترى فرساً من شخص بدرهم، فلما اشتراه وذهب به وجد أنه يساوي أكثر، فرجع إلى البائع وقال له: إن فرسك يساوي أكثر، فأعطاه ما يرى أنها قيمته، فأنصرف وجرب الفرس فإذا به يجده يساوي أكثر مما أعطاه أخيراً، فرجع إليه وقال له: إن فرسك يساوي أكثر فأعطاه ما يرى أنها قيمته، وكذلك مرة ثالثة حتى بلغ من مائتي درهم إلى ثمان مائة درهم؛ لأنه بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وإذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم أحد على شيء لا يختص به فهو عام لجميع الناس، كل الناس مبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم؛ بل على إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم، والمبايعة هنا بمعنى المعاهدة؛ لأن المبايعة تطلق على البيع والشراء، وتطلق على المعاهدة تطلق على البيع والشراء، وتطلق على المعاهدة، كما قال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ) (الفتح: 10)، وسببت مبايعة؛ أن كلاً من المتبايعين يبدؤ بآخه إلى الآخر، يعني يده من أجل أن يمسك بيد الآخر، ويقول:

পূর্ণাঙ্গ, অর্থাৎ আপনার ইমান ততক্ষণ পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না আপনি আপনার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করেন যা নিজের জন্য পছন্দ করেন; আর এখানে ইমানের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হওয়া উদ্দেশ্য নয়।

বর্ণিত আছে যে, জারির ইবন আবদুল্লাহ আল-বাজালি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনার (নাসিহাত) ওপর বায়আত গ্রহণ করেছিলেন, তখন তিনি এক ব্যক্তির নিকট থেকে কিছু দিরহামের বিনিময়ে একটি ঘোড়া ক্রয় করেন। যখন তিনি সেটি ক্রয় করে নিয়ে গেলেন, তখন দেখলেন যে এর মূল্য আরও অনেক বেশি। তখন তিনি বিক্রেতার নিকট ফিরে গিয়ে তাকে বললেন: "আপনার ঘোড়াটির মূল্য এর চেয়েও বেশি।" অতঃপর তিনি তাকে সেই পরিমাণ অর্থ প্রদান করলেন যা তার নিকট ঘোড়াটির সঠিক মূল্য বলে মনে হয়েছিল। এরপর তিনি প্রস্থান করলেন এবং ঘোড়াটি চালিয়ে দেখলেন যে এটি আসলে আরও বেশি মূল্যবান। তিনি পুনরায় বিক্রেতার নিকট ফিরে গিয়ে বললেন: "আপনার ঘোড়াটির মূল্য এর চেয়েও বেশি," এবং তাকে আরও অর্থ প্রদান করলেন। এভাবে তৃতীয়বারও করলেন যতক্ষণ না মূল্য দুইশ দিরহাম থেকে বেড়ে আটশ দিরহামে পৌঁছাল। কারণ তিনি প্রত্যেক মুসলিমের হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়ার বিষয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বায়আত হয়েছিলেন। আর যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কারো নিকট থেকে এমন কোনো বিষয়ে বায়আত গ্রহণ করেন যা কেবল সেই ব্যক্তির সাথে নির্দিষ্ট নয়, তখন তা সকল মানুষের জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য হয়। সকল মানুষই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনা করার ওপর বায়আতবদ্ধ; বরং তারা সালাত কায়েম করা, জাকাত প্রদান করা এবং প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনার ওপর বায়আতবদ্ধ। আর এখানে 'বায়আত' অর্থ হলো অঙ্গীকার বা চুক্তি; কারণ বায়আত শব্দটি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি এটি চুক্তির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: "নিশ্চয় যারা আপনার নিকট বায়আত গ্রহণ করে, তারা মূলত আল্লাহর নিকটই বায়আত গ্রহণ করে" (আল-ফাতহ: ১০)। একে বায়আত নামে অভিহিত করা হয়েছে কারণ বায়আত গ্রহণকারী ও প্রদানকারী উভয়েই

একে অপরের দিকে নিজের বাহু প্রসারিত করে, অর্থাৎ হাত বাড়িয়ে দেয় যাতে একে অপরের হাত ধারণ করতে পারে এবং বলে: "আমি আপনার নিকট এই এই বিষয়ের ওপর বায়আত হলাম।" আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 402) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

23- باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

قال الله تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (آل عمران: 104) ، وقال تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) (آل عمران: 110) ، وقال تعالى: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) (الأعراف: 199) وقال تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) (التوبة: 71) ، وقال تعالى: (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ) (كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) (البائدة: 78-79) .

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى:- " باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " فالمعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات القولية والفعلية، الظاهرة، والباطنة، والمنكر:

كل ما أنكره الشرع ومنعه من أنواع المعاصي؛ من الكفر، والفسوق، والعصيان، والكذب، والغيبة، والنميمة، وغير ذلك.

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب وفرض كفاية، إذا قام به من يكفي حصل المقصود، وإذا لم يقم به من يكفي؛ وجب على جميع المسلمين، كما قال الله تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ

২৩- সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ সংক্রান্ত অধ্যায়

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: (তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; আর তারাই হলো সফলকাম) (আল-ইমরান: ১০৪), এবং আল্লাহ তাআলা বলেন: (তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভূত করা হয়েছে; তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করো) (আল-ইমরান: ১১০), এবং আল্লাহ তাআলা বলেন: (তুমি ক্ষমাশীলতা অবলম্বন করো, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদের এড়িয়ে চলো) (আল-আরাফ: ১৯৯), এবং আল্লাহ তাআলা বলেন: (আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে) (আত-তাওবা: ৭১), এবং আল্লাহ তাআলা বলেন: (বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরি করেছিল, তাদেরকে দাউদ ও ঈসা ইবনে মারইয়ামের ভাষায় অভিশাপ দেওয়া হয়েছে; এটি এ কারণে যে তারা অবাধ্যতা করেছিল এবং তারা সীমালঙ্ঘন করত) (তারা যেসব মন্দ কাজ করত তা থেকে একে অপরকে বারণ করত না; তারা যা করত তা কতই না নিকৃষ্ট!) (আল-মায়িদা: ৭৮-৭৯)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার -আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন- বলেন: "সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ সংক্রান্ত অধ্যায়"। এখানে 'মা'রুফ' বা সৎকাজ বলতে শরিয়ত কর্তৃক পরিচিত ও স্বীকৃত প্রতিটি বিষয়কে বোঝায়, তা কথা বা কাজের ইবাদত হোক, প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য। আর 'মুনকার' বা অসৎকাজ বলতে শরিয়ত কর্তৃক অস্বীকৃত এবং নিষিদ্ধ প্রতিটি

পাপকে বোঝায়; যার মধ্যে রয়েছে কুফরি, পাপাচার, অবাধ্যতা, মিথ্যাচার, গীবত, চোগলখোরি এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয়।

সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎকাজের নিষেধ করা ওয়াজিব এবং ফরজে কিফায়া। যখন পর্যাপ্ত সংখ্যক লোক এটি পালন করে তখন উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়। আর যদি পর্যাপ্ত লোক এটি পালন না করে, তবে সকল মুসলমানের ওপর এটি ওয়াজিব হয়ে যায়, যেমনটি মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (আর তোমাদের মধ্যে যেন এমন একটি দল থাকে যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে...)

(ص: 403) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) فبدأ بالدعوة إلى الخير، ثم ثنى بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وذلك لأن الدعوة إلى الخير قبل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الخير هي بيان الخير للناس، بأن يدعوهم إلى الصلاة وإلى الزكاة، وإلى الحج، وإلى الصيام، وإلى بر الوالدين، وإلى صلة الأرحام، وما أشبه ذلك، ثم بعد هذا يأتي دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيأمر ويقول: صل، إما على سبيل العموم، أو على سبيل الخصوص، بأن يمسك برجل متهاون بالصلاة فيقول له: صل.

وهناك مرحلة ثالثة وهي التخيير الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده" ولم يقل فلينه عنه؛ لأن هذه مرحلة فوق النهي، "فإن لم يستطع فبلسانه" وإن لم يستطع فبقلبه" اللسان هو مرحلة النهي عن المنكر الثانية، فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتكلم فإنه ينكر بقلبه، بكراهته وبغضه لهذا المنكر.

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى أمور:
الأمر الأول: أن يكون الإنسان عالماً بالمعروف والمنكر، فإن لم يكن عالماً
بالمعروف فإنه لا يجوز أن يأمر به، لأنه يأمر بماذا؟ قد يأمر بأمر يظنه معروفاً وهو
منكر ولا يدري، فلا بد أن يكون عالماً أن هذا من المعروف

(সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করে) - এখানে তিনি প্রথমে কল্যাণের দিকে আহ্বানের কথা উল্লেখ করেছেন, এরপর দ্বিতীয়ত সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের কথা বলেছেন। এর কারণ হলো, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের পূর্বে আসে কল্যাণের দিকে আহ্বান। আর কল্যাণের দিকে আহ্বান হলো মানুষের কাছে কল্যাণের স্বরূপ বর্ণনা করা—যেমন তাদের সালাত, জাকাত, হজ, সিয়াম, পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজের দিকে ডাকা। এরপর আসবে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের পর্যায়; তখন সে নির্দেশ প্রদান করবে এবং বলবে: 'সালাত আদায় করো', চাই তা সাধারণ সম্বোধনের মাধ্যমে হোক কিংবা সুনির্দিষ্টভাবে—যেমন সালাতের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শনকারী কোনো ব্যক্তিকে ধরে বলা: 'সালাত আদায় করো'।

এখানে একটি তৃতীয় স্তর রয়েছে, যা হলো পরিবর্তন করা; যে প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোনো অন্যায় দেখে, তবে সে যেন তা নিজের হাত দিয়ে পরিবর্তন করে দেয়।" তিনি এখানে কেবল 'নিষেধ' করার কথা বলেননি; কারণ এটি নিষেধ করার চেয়েও উচ্চতর একটি স্তর। "যদি সে তাতে সক্ষম না হয়, তবে যেন মুখ দিয়ে (প্রতিবাদ করে)," আর যদি তাতেও সক্ষম না হয় তবে যেন অন্তর দিয়ে (ঘৃণা করে)। মুখ বা জবান হলো অসৎকাজের নিষেধের দ্বিতীয় স্তর। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি কথা বলার সামর্থ্য না রাখে, তবে সে তার অন্তরের মাধ্যমে তা অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করবে; অর্থাৎ সেই মন্দ কাজের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করার মাধ্যমে।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের জন্য কিছু বিষয় প্রয়োজন:

প্রথম বিষয়: ব্যক্তিকে সৎকাজ ও অসৎকাজ সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। যদি সে সৎকাজ সম্পর্কে অবগত না হয়, তবে তার জন্য তা আদেশ করা বৈধ হবে না। কারণ সে কিসের ভিত্তিতে আদেশ দেবে? হতে পারে সে এমন কোনো বিষয়ে আদেশ দিচ্ছে যা সে ভালো কাজ

মনে করছে অথচ তা আসলে মন্দ কাজ কিন্তু সে তা জানে না। সুতরাং তাকে অবশ্যই নিশ্চিতভাবে জানতে হবে যে, এটি সংকাজের অন্তর্ভুক্ত।

(ص: 404) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الذي شرعه الله ورسوله، ولا بد أن يكون عالماً بالمنكر، أي: عالماً بأن هذا منكر، فإن لم يكن عالماً بذلك؛ فلا ينه عنه؛ لأنه قد ينهى عن شيء هو معروف فيترك المعروف بسببه، أو ينهى عن شيء وهو مباح فيضيق على عباد الله، بمنعهم مما أباح الله لهم، فلا بد أن يكون عالماً بأن هذا منكر، وقد يتسرع كثير من إخواننا الغيورين، فينهيون عن أمور مباحة يظنونها منكراً فيضيقون على عباد الله.

فالواجب أن لا تأمر بشيء إلا وأنت تدري أنه معروف، وأن لا تنه عن شيء إلا وأنت تدري أنه منكر.

الأمر الثاني: أن تعلم بأن هذا الرجل تارك للمعروف أو فاعل للمنكر، ولا تأخذ الناس بالتهمة أو بالظن، فإن الله تعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا) (الحجرات: 12)، فإذا رأيت شخصاً لا يصلي معك في المسجد، فلا يلزم من ذلك أنه لا يصلي في مسجد آخر؛ بل قد يصلي في مسجد آخر، وقد يكون معذوراً، فلا تذهب من أجل أن تنكر عليه حتى تعلم أنه يتخلف بلا عذر.

نعم لا بأس أن تذهب وتسأله، وتقول: يا فلان، نحن نفقدك في المسجد، لا بأس عليك، أما أن تنكر أو أشد من ذلك أن تتكلم فيه في المجالس، فهذا لا يجوز؛ لأنك لا تدري؛ ربما أنه يصلي في مسجد آخر، أو يكون معذوراً.

ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفهم أولاً قبل أن يأمر، فإنه ثبت في صحيح مسلم أن رجلاً دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب،

যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বিধান হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। (প্রতিহতকারীকে) অবশ্যই 'মুনকার' বা অসৎকর্ম সম্পর্কে অবগত হতে হবে; অর্থাৎ এটি যে একটি মন্দ কাজ, সে সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকতে হবে। যদি সে এ বিষয়ে অবগত না হয়, তবে তার জন্য তা নিষেধ করা উচিত নয়; কারণ সে হয়তো এমন কিছু নিষেধ করে বসবে যা আসলে 'মারুফ' বা সৎকাজ, ফলে তার কারণে সেই নেক আমলটি পরিত্যক্ত হবে। অথবা সে এমন কিছু নিষেধ করবে যা আসলে বৈধ (মুবাহ), ফলে সে আল্লাহর বান্দাদের জন্য যা আল্লাহ হালাল করেছেন তা থেকে বঞ্চিত করে তাদের ওপর সংকীর্ণতা তৈরি করবে। সুতরাং এটি যে মন্দ কাজ তা নিশ্চিতভাবে জানা আবশ্যিক। আমাদের অনেক দ্বীনদার ভাই তাড়াহুড়ো করে ফেলেন এবং অনেক বৈধ কাজকে মন্দ মনে করে নিষেধ করেন, যার ফলে তারা আল্লাহর বান্দাদের ওপর জীবনকে সংকীর্ণ করে তোলেন।

অতএব, আবশ্যিক কর্তব্য হলো—আপনি কোনো কাজের আদেশ ততক্ষণ পর্যন্ত দেবেন না যতক্ষণ না আপনি নিশ্চিত হবেন যে তা একটি 'মারুফ' বা সৎকাজ। অনুরূপভাবে, কোনো কাজ থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত নিষেধ করবেন না যতক্ষণ না আপনি নিশ্চিত হবেন যে তা একটি 'মুনকার' বা অসৎকাজ।

দ্বিতীয় শর্ত হলো: আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি কোনো সৎকাজ বর্জন করছে অথবা কোনো অসৎকাজে লিপ্ত রয়েছে। কেবল অপবাদ বা অনুমানের ভিত্তিতে মানুষকে পাকড়াও করবেন না। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: “হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক অনুমান থেকে বেঁচে থাকো; কারণ কোনো কোনো অনুমান হলো পাপ। আর তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না।” (সূরা আল-হুজুরাত: ১২)। সুতরাং আপনি যদি কাউকে আপনার সাথে মসজিদে সালাত আদায় করতে না দেখেন, তবে এর অর্থ এই নয় যে সে অন্য কোনো মসজিদেও সালাত আদায় করছে না; বরং হতে পারে সে অন্য মসজিদে সালাত পড়ছে অথবা সে কোনো যুক্তিসঙ্গত ওজরের (অপারগতার) কারণে মসজিদে আসতে পারেনি। অতএব, সে যে কোনো গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়াই মসজিদে আসা বর্জন করছে—এটি নিশ্চিতভাবে না জানা পর্যন্ত আপনি তাকে তিরস্কার করতে যাবেন না।

হ্যাঁ, আপনি যদি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে, “হে অমুক! আমরা আপনাকে মসজিদে দেখতে পাচ্ছি না, আপনার কোনো সমস্যা হয়নি তো?”—তবে এতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু তাকে সরাসরি তিরস্কার করা, কিংবা এর চেয়েও গুরুতর বিষয়—বিভিন্ন মজলিসে তার সমালোচনা করা, এটি মোটেও জায়েজ নয়। কারণ আপনি তো জানেন না; হতে পারে সে অন্য কোনো মসজিদে সালাত আদায় করছে অথবা সে কোনো ওজরের কারণে আসতে পারছে না। এই কারণেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো নির্দেশ দেওয়ার আগে বিষয়টি অনুসন্ধান করে নিশ্চিত হতেন। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, জুমার দিনে এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল এমনতাবস্থায় যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন,

(ص: 405) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

فجلس ولم يصل تحية المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أصليت؟" قال: لا، قال: "قم فصل ركعتين"، ولم يأمره أن يصلي ركعتين حتى سأله: هل صلى أم لا؟ مع أن ظاهر الحال أنه رجلٌ دخل وجلس ولم يصل، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون قد صلى وهو لم يشعر به، فقال: "أصليت؟" فقال: لا، قال: "قم فصل ركعتين".

كذلك في المنكر لا يجوز أن تنكر على شخص إلا إذا علمت أنه وقع في المنكر، فإذا رأيت امرأة مع شخص في سيارة مثلاً، فإنه لا يجوز أن تتكلم عليه أو علي المرأة؛ لأنه ربما تكون هذه المرأة من محارمه؛ زوجة، أو أم، أو أخت، أو ما أشبه ذلك، حتى تعلم أنه قد أركب معه امرأة ليست من محارمه، أو وجدت شبهة قوية، وأمثال هذا كثيرٌ. المهم أنه لا بُد من علم الإنسان بأن هذا معروف ليأمر به، أو منكر لينهى

عنه، ولا بد أن يعلم أيضاً أن الذي وجه إليه الأمر أو النهي قد وقع في أمر يحتاج إلى أمر فيه أو نهى عنه.

ثم أن الذي ينبغي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون رفيقاً بأمره في نهيه؛ لأنه إذا كان رفيقاً أعطاه الله سبحانه وتعالى ما لا يعطي على العنف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: "إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف" فأنت إذا عتفت على من تنصح رباً ينفر،

তিনি বসে পড়লেন কিন্তু তাহিয়াতুল মসজিদ (মসজিদে প্রবেশের অভিবাদনমূলক সালাত) আদায় করলেন না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "তুমি কি সালাত আদায় করেছ?" তিনি উত্তর দিলেন: "না।" নবীজি বললেন: "দাঁড়াও এবং দুই রাকাত সালাত আদায় করো।" তিনি তাকে দুই রাকাত সালাত আদায়ের নির্দেশ ততক্ষণ দেননি যতক্ষণ না তাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে তিনি সালাত পড়েছেন কি না। যদিও বাহ্যিক অবস্থা দেখে প্রতীয়মান হচ্ছিল যে ব্যক্তিটি মসজিদে প্রবেশ করে সরাসরি বসে পড়েছেন এবং সালাত পড়েননি, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আশঙ্কা করেছিলেন যে হয়তো তিনি নবীজির অলক্ষ্যে সালাত আদায় করে নিয়েছেন। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "তুমি কি সালাত পড়েছ?" তিনি উত্তর দিলেন: "না।" নবীজি বললেন: "দাঁড়াও এবং দুই রাকাত সালাত আদায় করো।"

অনুরূপভাবে, কোনো অন্যায়ের ক্ষেত্রেও কোনো ব্যক্তিকে ততক্ষণ বাধা দেওয়া বৈধ নয় যতক্ষণ না আপনি নিশ্চিত হন যে সে প্রকৃতপক্ষে সেই অন্যায়ে লিপ্ত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি দেখেন যে কোনো গাড়িতে এক ব্যক্তির সাথে একজন নারী বসে আছেন, তবে সেই পুরুষ বা নারীর বিরুদ্ধে কথা বলা আপনার জন্য বৈধ নয়; কারণ হতে পারে সেই নারী তার কোনো মাহরাম; যেমন স্ত্রী, মা, বোন বা এই জাতীয় কোনো আত্মীয়। যতক্ষণ না আপনি নিশ্চিত হবেন যে তিনি এমন কোনো নারীকে গাড়িতে তুলেছেন যিনি তার মাহরাম নন, অথবা কোনো জোরালো সংশয় বিদ্যমান না থাকে, ততক্ষণ তাকে অভিযুক্ত করা যাবে না। এ জাতীয় দৃষ্টান্ত অনেক রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সৎ কাজের আদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের এই জ্ঞান থাকা আবশ্যিক যে বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে একটি 'মারুফ' বা সৎ কাজ, আর অসৎ কাজ

থেকে নিষেধ করার জন্য এটি জানা জরুরি যে বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে একটি 'মুনকার' বা মন্দ কাজ। পাশাপাশি তাকে এটিও জানতে হবে যে, যাকে আদেশ বা নিষেধ করা হচ্ছে সে প্রকৃতপক্ষে এমন কোনো বিষয়ে লিপ্ত হয়েছে যার জন্য তাকে আদেশ বা নিষেধ করা প্রয়োজন।

অতঃপর সৎ কাজের আদেশদাতা ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধকারীর জন্য বাঞ্ছনীয় হলো তার আদেশ ও নিষেধে কোমলতা অবলম্বন করা; কারণ কেউ কোমল হলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে এমন প্রতিদান দেন যা কঠোরতার বিনিময়ে দেন না। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ কোমলতার ওপর যা দান করেন, কঠোরতার ওপর তা দান করেন না।" সুতরাং আপনি যাকে উপদেশ দিচ্ছেন তার সাথে যদি কঠোর ব্যবহার করেন, তবে হয়তো সে বিমুখ হয়ে পড়বে।

(ص: 406) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وتأخذه العزة بالإثم، ولا ينقاد لك، ولكن إذا جئته بآلتي هي أحسن فإنه ينتفع. ويذكر - قديماً - أن رجلاً من أهل الحسبة- يعني من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر- مرّ على شخص يستخرج الماء من البئر على إبله عند أذان المغرب، وكان من عادة هؤلاء العمال أن يحدوا بالإبل، يعني يُنشدون شعراً من أجل أن تخف الإبل؛ لأن الإبل تطرب لنشيد الشعر، فجاء هذا الرجل ومعه غيره، وتكلم بكلام قبيح على العامل الذي كان متعباً من العمل وضّاقت عليه نفسه فضرب الرجل بعضاً طويلة متينة كانت معه- فشرّد الرجل وذهب إلى المسجد والتقى بالشيخ- عالم من العلماء من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله وقال: إني فعلت كذا وكذا، وإن الرجل ضربني بالعصا، فلما كان من اليوم الثاني ذهب

الشيخ بنفسه إلى المكان قبل غروب الشمس، وتوضأ ووضع مشلحه على خشبه حول البئر، ثم أذن المغرب فوقف كأنه يريد أن يأخذ المشلح، فقال له: يا فلان ... يا أخي جزاك الله خيراً، أنت تطلب الخير في العمل هذا، وأنت على خير، لكن الآن أذن للمغرب، لو أنك تذهب وتصلي المغرب وترجع ما فاتك شيء، وقال له كلاماً هيناً، فقال له: جزاك الله خيراً، مرّ على أمس رجل جلف قام ينتهرني، وقال لي كلاماً سيئاً أغضبني، وما ملكت نفسي حتى ضربته بالعصا، قال:

الأمر لا يحتاج إلى ضرب، أنت عاقل، ثم تكلم معه بكلام لين، فأسند العصا التي يضرب بها الإبل ثم ذهب يصلي بانقياد ورضاً.

তার মধ্যে অন্যায় অহমিকা কাজ করে এবং সে আপনার বশ্যতা স্বীকার করে না; কিন্তু আপনি যদি তার কাছে উত্তম পন্থায় আসেন, তবে সে উপকৃত হবে।

প্রাচীনকালে বর্ণিত আছে যে, হিসবাহর একজন সদস্য—অর্থাৎ যারা সৎকাজের আদেশ দেন এবং অসৎকাজে নিষেধ করেন—মাগরিবের আযানের সময় উটের সাহায্যে কুয়ো থেকে পানি উত্তোলনকারী জনৈক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই শ্রমিকদের অভ্যাস ছিল যে, তারা উট হাঁকানোর সময় ছন্দময় গান গাইত, অর্থাৎ তারা কবিতা আবৃত্তি করত যাতে উটগুলো সতেজ ও হালকা অনুভব করে; কারণ উট কবিতার ছন্দে আনন্দিত ও চনমনে হয়। অতঃপর সেই ব্যক্তি আরও কয়েকজনকে সাথে নিয়ে সেখানে এলেন এবং শ্রমিকের প্রতি কটু ভাষা প্রয়োগ করলেন। শ্রমিকটি কাজের চাপে ক্লান্ত ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল, ফলে সে তার কাছে থাকা একটি লম্বা ও মজবুত লাঠি দিয়ে লোকটিকে আঘাত করল। লোকটি পালিয়ে মসজিদে গিয়ে একজন শাইখের সাথে সাক্ষাৎ করল—যিনি ছিলেন শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহিমাল্লাহ)-এর বংশধরদের মধ্যে একজন প্রখ্যাত আলেম। তিনি বললেন: আমি এমন এমন কাজ করেছি, আর সেই লোক আমাকে লাঠি দিয়ে পিটিয়েছে। পরদিন শাইখ নিজেই সূর্যাস্তের আগে সেই স্থানে গেলেন, ওয়ু করলেন এবং কুয়োর পাশের একটি কাঠের ওপর তার আব্বা (মিশলাহ) রাখলেন। এরপর যখন মাগরিবের আযান হলো, তিনি এমনভাবে দাঁড়ালেন যেন তিনি আব্বাটি নিতে যাচ্ছেন। তিনি তাকে বললেন: হে অমুক ... হে আমার ভাই, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, আপনি এই কাজের মাধ্যমে কল্যাণ অন্বেষণ করছেন

এবং আপনি কল্যাণের ওপরই আছেন। কিন্তু এখন মাগরিবের আযান হয়েছে, আপনি যদি গিয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করে ফিরে আসেন তবে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। তিনি তার সাথে অত্যন্ত নম্র ভাষায় কথা বললেন। তখন সে বলল: আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। গতকাল এক রুম্ম মেজাজের লোক আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমাকে ধমকাতে শুরু করল এবং এমন কুরুচিপূর্ণ কথা বলল যা আমাকে রাগান্বিত করে তুলেছিল; আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে তাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করি। তিনি বললেন:

বিষয়টি আঘাত করার মতো নয়, আপনি একজন বুদ্ধিমান মানুষ। এরপর তিনি তার সাথে কোমল ভাষায় কথা বললেন, ফলে সে উট তাড়ানোর লাঠিটি একপাশে রেখে দিয়ে বিনয় ও সন্তুষ্টির সাথে সালাত আদায়ের জন্য চলে গেল।

(ص: 407) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وكان هذا لأن الأول عامله بالعنف، والثاني عامله بالرفق، ونحن وإن لم نحصل هذه القضية فلدينا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: "إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف" ويقول صلى الله عليه وسلم: "ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما ينزع من شيء إلا شانه" فعلى الأمر أن يحرص على أن يكون أمره ونهيه رقيقاً.

الشرط الثالث: أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم منه، فإن كان هذا المنكر لو نهيناه عنه، زال إلى ما هو أعظم منه، فإنه لا يجوز أن ننهي عنه، درءاً لكبرى المفسدتين بصغريهما؛ لأنه إذا تعارض عندنا مفسدتان وكان إحداها أكبر من الأخرى؛ فإننا نتقي الكبرى بالصغرى.

مثال ذلك: لو أن رجلاً يشرب الدخان أمامك فأردت أن تنهأه وتقييه من المجلس، ولكنك تعرف أنك لو فعلت لذهب يجلس مع السكارى، ومعلوم أن شرب الخمر أعظم من شرب الدخان، فهنا لا ننهأه؛ بل نعالجه بالتي هي أحسن لئلا يؤول الأمر إلى ما هو أنكر وأعظم.

ويُذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله عليه- مرّ بقوم في الشام من التتار ووجدهم يشربون الخمر، وكان معه صاحب له، فمرّ بهم شيخ الإسلام ولم ينههم، فقال له صاحبه: لماذا لم تنههم؟ قال: لو نهيناهم لذهبوا يهتكون أعراض المسلمين وينهبون أموالهم، وهذا أعظم من

এটি এ কারণে ছিল যে, প্রথম ব্যক্তি তার সাথে কঠোরতা প্রদর্শন করেছিলেন এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি তার সাথে নম্রতা প্রদর্শন করেছিলেন। যদি এই ঘটনাটি নাও ঘটত, তবুও আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী রয়েছে, তিনি বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা নম্রতার বিনিময়ে এমন কিছু দান করেন যা তিনি কঠোরতার বিনিময়ে দান করেন না।" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলেন: "নম্রতা কোনো কিছুতে থাকলে তা তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে, আর কোনো কিছু থেকে নম্রতা ছিনিয়ে নেওয়া হলে তা তাকে কলঙ্কিত করে।" সুতরাং সৎকাজের আদেশদাতার উচিত তার আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে কোমল হওয়ার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া।

তৃতীয় শর্ত: মন্দ কাজটি দূর করতে গিয়ে তার চেয়ে বড় কোনো মন্দের সৃষ্টি না হওয়া। যদি বিষয়টি এমন হয় যে, কোনো মন্দ কাজের নিষেধ করলে তার পরিবর্তে আরও বড় কোনো মন্দ কাজের উদ্ভব ঘটবে, তবে সেক্ষেত্রে সেই মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা বৈধ হবে না। এটি মূলত দুটি মন্দের মধ্যে বড়টিকে ছোটটির মাধ্যমে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে করা হয়। কেননা, আমাদের সামনে যখন দুটি ক্ষতিকর বা মন্দ বিষয় উপস্থিত হয় এবং যার একটি অপরটির চেয়ে বড় হয়, তখন আমরা ছোটটির মাধ্যমে বড়টি থেকে বেঁচে থাকি।

এর উদাহরণ হলো: কোনো ব্যক্তি যদি আপনার সামনে ধূমপান করে এবং আপনি তাকে নিষেধ করতে ও মজলিস থেকে উঠিয়ে দিতে চান, কিন্তু আপনি জানেন যে যদি আপনি তা করেন তবে সে গিয়ে মদ্যপায়ীদের সাথে বসবে। আর এটা সর্বজনবিদিত যে মদ্যপান

ধূমপানের চেয়ে বড় অপরাধ। এমতাবস্থায় আমরা তাকে (সেভাবে) নিষেধ করব না; বরং তাকে উত্তম পন্থায় সংশোধনের চেষ্টা করব যাতে বিষয়টি আরও নিকৃষ্ট ও গুরুতর কোনো পরিণতির দিকে না গড়ায়।

বর্ণিত আছে যে, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) শামে তাতারদের একটি দলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তিনি তাদের মদ্যপান করতে দেখেন। তাঁর সাথে তাঁর এক সঙ্গী ছিলেন। শায়খুল ইসলাম তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন কিন্তু তাদের নিষেধ করলেন না। তাঁর সঙ্গী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: আপনি কেন তাদের নিষেধ করলেন না? তিনি বললেন: যদি আমরা তাদের নিষেধ করতাম, তবে তারা মুসলমানদের সম্মানহানি করতে এবং সম্পদ লুণ্ঠন করতে প্রবৃত্ত হতো, আর এটি এর চেয়েও বড়...

(ص: 408) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

شربهم الخمر، فتركهم مخافة أن يفعلوا ما هو أنكر وأعظم، وهذا لا شك أنه من فقهه رحمه الله.

الشرط الرابع: اختلف العلماء- رحمهم الله هل يشترط أن يكون الأمر والنهي فاعلاً لها أمر به، تاركاً لها نهى عنه أو لا؟ والصحيح أنه لا يشترط، وأنه إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر، ولم كان لا يفعل المعروف ولا يتجنب المنكر، فإن ذنبه عليه، لكن يجب أن يأمر وينهى، لأنه إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفعل الأمور ولا يترك المحظور، لأضاف ذنباً إلى ذنبه، لذا فإنه يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كان يفعل المنكر ويترك المعروف.

ولكن في الغالب بمقتضى الطبيعة الفطرية أن الإنسان لا يأمر الناس بشيء لا يفعله، بل يستحي، ويخجل، ولا ينهى الناس عن شيء يفعله. لكن الواجب أن يأمر

بِمَا أَمَرَ بِهِ الشَّرْعُ وَإِنْ كَانَ لَا يَفْعَلُهُ وَأَنْ يَنْهِيَ عَمَّا نَهَى عَنْهُ الشَّرْعُ. وَأَنْ كَانَ لَا يَتَجَنَّبُهُ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَاجِبٌ مُنْفَصِلٌ عَنِ الْآخَرِ، وَهُمَا مُتَلَازِمَيْنِ.

ثمَّ إِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنِ الْمُنْكَرِ أَنْ يَقْصِدَ بِذَلِكَ إِصْلَاحَ الْخَلْقِ وَإِقَامَةَ شَرْعِ اللَّهِ، لَا أَنْ يَقْصِدَ الْإِنْتِقَامَ مِنَ الْعَاصِي، أَوْ الْإِنْتِصَارَ لِنَفْسِهِ، فَإِنَّهُ إِذَا نَوَى هَذِهِ النِّيَّةَ لَمْ يَنْزِلِ اللَّهُ الْبَرَكَةَ فَلَئِي أَمْرِهِ وَلَا نَهْيِهِ؛ بَلْ يَكُونُ كَالطَّبِيبِ يَرِيدُ مُعَالَجَةَ النَّاسِ وَدَفْعَ الْبَلَاءِ عَنْهُمْ، فَيَنْوِي بِأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ أَوَّلًا: إِقَامَةَ شَرْعِ اللَّهِ، وَثَانِيًا: إِصْلَاحَ عِبَادِ اللَّهِ، حَتَّى يَكُونَ مُصْلِحًا وَصَالِحًا، نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنَ الْهُدَاةِ الْمَهْتَدِينَ الْمُصْلِحِينَ إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ.

তাদের মদ্যপান করার বিষয়টি দেখেও তিনি তাদের ছেড়ে দিয়েছিলেন এই আশঙ্কায় যে, তারা হয়তো এর চেয়েও জঘন্য ও বড় কোনো অন্যায়ে লিপ্ত হবে। নিঃসন্দেহে এটি তাঁর ফিকহ বা প্রজ্ঞারই বহিঃপ্রকাশ ছিল, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন।

চতুর্থ শর্ত: আলেমগণ—আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন—এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন যে, সৎকাজের আদেশদাতা ও অসৎকাজের নিষেধকারীর জন্য কি নিজে যা আদেশ করছেন তা পালন করা এবং যা থেকে নিষেধ করছেন তা বর্জন করা শর্ত কি না? আর সঠিক অভিमत হলো এটি শর্ত নয়। যখন কেউ সৎকাজের আদেশ দেয় বা মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে, অথচ সে নিজে সেই নেক কাজ করে না কিংবা মন্দটি বর্জন করে না, তখন তার সেই পাপের ভার তার ওপরই বর্তাবে। তবে তার ওপর আদেশ ও নিষেধ করা ওয়াজিব বা আবশ্যিক। কারণ, সে যদি নিজে নির্দেশিত কাজ না করার কারণে বা নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত না থাকার কারণে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ পরিত্যাগ করে, তবে সে নিজের পূর্বের পাপের সাথে আরও একটি পাপ যুক্ত করল। সুতরাং, তার ওপর সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা কর্তব্য, যদিও সে নিজে মন্দ কাজে লিপ্ত থাকে কিংবা ভালো কাজ বর্জন করে। তবে সাধারণত মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব হলো এই যে, মানুষ যা নিজে করে না তা অন্যকে করতে বলতে সংকোচ ও লজ্জা বোধ করে, এবং যে মন্দ কাজ সে নিজে করে তা থেকে অন্যকে বারণ করে না। কিন্তু মূল কর্তব্য হলো শরীয়ত যা আদেশ করেছে তার আদেশ করা যদিও সে তা নিজে না করে, এবং শরীয়ত যা নিষেধ করেছে তা থেকে বারণ করা যদিও সে তা

থেকে বিরত না থাকে; কারণ এগুলোর প্রতিটিই পৃথক ওয়াজিব, যদিও তারা একে অপরের সাথে সংশ্লিষ্ট।

তদুপরি, সৎকাজের আদেশদাতা ও অসৎকাজের নিষেধকারীর উচিত এর মাধ্যমে সৃষ্টির সংশোধন ও আল্লাহর শরীয়ত প্রতিষ্ঠার সংকল্প করা; পাপাচারীর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ বা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্য যেন না থাকে। কেননা যদি সে এই হীন উদ্দেশ্যে কাজ করে, তবে আল্লাহ তার আদেশ ও নিষেধে বরকত অবতীর্ণ করবেন না। বরং তাকে হতে হবে একজন চিকিৎসকের মতো, যে মানুষের রোগ নিরাময় ও বিপদ দূর করার ইচ্ছা পোষণ করে। সে তার আদেশ ও নিষেধের মাধ্যমে প্রথমত আল্লাহর শরীয়ত প্রতিষ্ঠা এবং দ্বিতীয়ত আল্লাহর বান্দাদের সংশোধনের নিয়ত করবে, যাতে সে নিজেও একজন যোগ্য সংস্কারক ও সৎকর্মশীল হতে পারে। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের হিদায়েতপ্রাপ্ত পথপ্রদর্শক ও সংশোধনকারী হিসেবে কবুল করেন; নিশ্চয়ই তিনি মহান দাতা ও অতীব দয়ালু।

(ص: 409) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وفي ختام الآية يقول الله عز وجل: (وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (وَأُولَئِكَ) المشار إليهم تلك الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والمفلح هو الذي فاز بطلوبه ونجا من مرهوبه.

وهنا قال: (وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) وهذه الجملة تفيد عند أهل العلم باللغة العربية الحصر، أي أن الفلاح إنما يكون لهؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويدعون إلى الخير.

ثم قال الله عز وجل بعدها: (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ) (آل عمران: 105)، والنهي عن التفرق بعد ذكر الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر يدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سب للتفرق، وذلك أن الناس إذا كانت لهم مشارب متعددة مختلفة تفرقوا، فهذا يعمل طاعة، وهذا يعمل معصية، وهذا يسكر، وهذا يصلي، وما أشبه ذلك، فتتفرق الأمة، ويكون لكل طائفة مشرب، ولهذا قال: (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا) .

إذن لا يجمع الأمة إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلو أن الأمة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، وتحأكبت إلى الكتاب والسنة، ما تفرقت أبداً، ولحصل لهم الأمن، ولكن لهم أمن من أشد من كل أمن. كما قال الله تعالى (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ) (الأنعام: 82) ، الدول الكبرى والصغرى- الآن- كلها تركز جهوداً كبيرة جبارة لحفظ الأمن، ولكن كثيراً من المسلمين غفلوا عن هذه الآية، الأمن التام موجود في هاتين الكلمتين: (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا

আয়াতের শেষে মহান আল্লাহ বলেন: “আর তারাই সফলকাম।” ‘তারাই’ বলতে সেই উম্মতকে নির্দেশ করা হয়েছে যারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজে নিষেধ করে। আর সফলকাম হলো সেই ব্যক্তি যে তার কাজ্জিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছে এবং যা সে ভয় করে তা থেকে মুক্তি পেয়েছে।

এখানে তিনি বলেছেন: “আর তারাই সফলকাম।” আরবি ভাষাবিদদের মতে এই বাক্যটি সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করে। অর্থাৎ, প্রকৃত সফলতা কেবল তাদের জন্যই যারা সৎকাজের আদেশ দেয়, অসৎকাজে নিষেধ করে এবং কল্যাণের দিকে আহ্বান জানায়।

অতঃপর মহান আল্লাহ এর পরে বলেন: “আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং মতভেদে লিপ্ত হয়েছে” (আল ইমরান: ১০৫)। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের বর্ণনার পর বিচ্ছিন্নতা থেকে বারণ করা একথাই প্রমাণ করে যে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ বর্জন করাই হলো বিচ্ছিন্নতার মূল কারণ। আর তা এই জন্য যে, মানুষের যখন বহুমুখী ও ভিন্ন ভিন্ন রুচি বা

দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়, তখন তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় কেউ আনুগত্যের কাজ করে, কেউ নাফরমানিতে লিপ্ত হয়, কেউ নেশাগ্রস্ত হয়, আবার কেউ সালাত আদায় করে—এবং এই জাতীয় আরও অনেক কিছু ঘটে। ফলে জাতি বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং প্রতিটি উপদলের জন্য আলাদা পথ তৈরি হয়। এই কারণেই তিনি বলেছেন: “আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে।”

সুতরাং, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ ব্যতীত উম্মতকে অন্য কিছু ঐক্যবদ্ধ করতে পারে না। যদি উম্মত সৎকাজের আদেশ দিত, অসৎকাজে নিষেধ করত এবং কিতাব ও সুন্নাহর বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করত, তবে তারা কখনোই বিচ্ছিন্ন হতো না এবং তারা নিরাপত্তা লাভ করত। আর তাদের জন্য এমন নিরাপত্তা অর্জিত হতো যা যেকোনো নিরাপত্তার চেয়েও সুদৃঢ়। যেমনটি মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: “যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই হেদায়েতপ্রাপ্ত” (আল আনআম: ৮২)। বর্তমান বিশ্বের ছোট-বড় সকল রাষ্ট্রই এখন নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বিশাল ও কঠোর প্রচেষ্টা ব্যয় করছে, কিন্তু অনেক মুসলিম এই আয়াতের ব্যাপারে উদাসীন। পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা নিহিত রয়েছে এই কথাগুলোর মধ্যে: “যারা ঈমান এনেছে এবং কলুষিত করেনি...”

(ص: 410) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

إِيْمَانُهُمْ بِظُلْمٍ) إِذَا تَحَقَّقَ الْإِيْمَانُ فِي الشَّعْبِ، وَلَمْ يَلْبَسْ إِيْمَانُهُ بِظُلْمٍ فَحِينَئِذٍ يَحْصُلُ لَهُ الْأَمْنُ.
وَأُضْرِبَ مَثَلًا قَرِيبًا لِلْأَفْهَامِ بَعِيداً فِي الْأَزْمَانِ، فِي صَدْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُبَارَكَةِ كَانَ أَكْبَرُ مَسْئُولٍ فِيهَا يَنَامُ وَحْدَهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَمْشِي فِي السُّوقِ وَحْدَهُ، لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ، عَمَرَ بِنَ الْخَطَابِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَكُومُ الْحَصْبَةَ فِي الْمَسْجِدِ وَيَنَامُ عَلَيْهَا، لَيْسَ عَنْده

حارس ولا يحتاج لأحد يحرسه؛ لا في السوق ولا في بيته ولا في المسجد؛ لأن الإيمان الخالص الذي لم يلبس بظلم، أي لم يخلط بظلم كان في ذلك الوقت، فكان الناس آمنين.

ثم ذهب عهد الخلفاء الراشدين وجاء عهد بني أمية، وصار في أمراء بني أمية من حاد عن سبيل الخلفاء الراشدين، فحصل الاضطراب، وحصلت الفتن، وقامت الخوارج، وحصل الشر.

ثم جاء عهد عمر بن عبد العزيز - رحمه الله فاستتب الأمن، وأصبح الناس يسافرون ويذهبون ويجيئون وهم آمنون، ولكن الله عز وجل من حكمته لم يُبد له في الخلافة، فكانت خلافته سنتين وأشهرًا. فآلمهم أن الأمن كل الأمن ليس بكثرة الجنود، ولا بقوة السلاح، ولا بقوة الملاحظة والمراقبة، ولكن الأمن في هذين الأمرين فقط (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ). (الأنعام).

(তাদের ঈমানকে যুলমের সাথে) যখন কোনো জনগোষ্ঠীর মাঝে ঈমান বাস্তবায়িত হয় এবং তারা তাদের ঈমানকে যুলমের সাথে কলুষিত করে না, তখনই তাদের জন্য নিরাপত্তা অর্জিত হয়।

আমি অনুধাবনের সুবিধার্থে একটি প্রাচীন কিন্তু প্রাসঙ্গিক উদাহরণ দিচ্ছি। এই বরকতময় উম্মাহর শুরুর যুগে সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল ব্যক্তি মসজিদে একাকী ঘুমাতেন এবং বাজারে একাকী চলাফেরা করতেন, আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পেতেন না। উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মসজিদে কঙ্করের স্তূপ তৈরি করে তার ওপর ঘুমিয়ে পড়তেন। তাঁর কোনো প্রহরী ছিল না এবং কাউকে দিয়ে পাহারা দেওয়ারও প্রয়োজন ছিল না; বাজারেও নয়, ঘরেও নয় এবং মসজিদেও নয়। কারণ সেই সময়ে এমন খাঁটি ঈমান বিদ্যমান ছিল যা যুলমের সাথে অর্থাৎ অন্যায়ের সাথে মিশ্রিত ছিল না, ফলে মানুষ নিরাপদ ছিল।

অতঃপর খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগের অবসান ঘটে এবং বনু উমাইয়্যার শাসনকাল আসে। বনু উমাইয়্যার আমীরদের মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তি ছিলেন যারা খুলাফায়ে রাশিদীনের পথ থেকে

বিচ্যুত হয়েছিলেন। ফলে অস্থিরতা ও ফিতনা দেখা দেয়, খাওয়ারিজদের উত্থান ঘটে এবং অকল্যাণের সূচনা হয়।

এরপর উমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রাহিমাল্লাহ)-এর যুগ আসে এবং নিরাপত্তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষ নিরাপদে ভ্রমণ ও যাতায়াত করতে শুরু করে। কিন্তু আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাঁর হিকমত বা প্রজ্ঞার কারণে তাঁর খিলাফতকাল দীর্ঘ করেননি; ফলে তাঁর খিলাফতের মেয়াদ ছিল মাত্র দুই বছর কয়েক মাস। সারকথা হলো, প্রকৃত নিরাপত্তা সৈন্যবাহিনীর আধিক্যের মধ্যে নেই, অস্ত্রের শক্তির মধ্যেও নেই, আর কঠোর নজরদারি ও পর্যবেক্ষণের মধ্যেও নেই। বরং নিরাপত্তা নিহিত রয়েছে কেবল এই দুটি বিষয়ের মধ্যে: "যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলমের সাথে মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।" (সূরা আল-আনআম)।

(ص: 411) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

ثم ذكر المؤلف رحمه الله في سياق الآيات قول الله تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (التوبة: 71)، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كل واحد يتولى الثاني، ينصره ويساعده، وأنظر إلى هذه الآية في المؤمنين حيث قال (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) وفي المنافقين قال (الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ) (التوبة: 67) وليسوا أولياء لبعض؛ بل المؤمن هو ولي أخيه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

وفي هذه الآية دليل على أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست خاصة بالرجال، بل حتى النساء عليهن أن يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر، ولكن في

حقول النساء، ليس في مجامع الرجال وفي أسواق الرجال، لكن في حقول النساء ومجتمعات النساء؛ في أيام العرس، وفي أيام الدراسة، وما أشبه ذلك، إذا رأت المرأة منكراً تنهى عنه، وإذا رأت تفريطاً في واجب تأمر به؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل مؤمن ومؤمنة (يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (التوبة: 71)، نسأل الله أن يعيننا وإياكم برحمته ومغفرته.

* * *

অতঃপর লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) আয়াতের ধারাক্রমে মহান আল্লাহর বাণী উল্লেখ করেছেন: “আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু; তারা সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে, তারা সালাত কায়েম করে ও জাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে; এদেরকেই আল্লাহ অতি শীঘ্রই দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” (আত-তাওবাহ: ৭১)। মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু; তারা একে অপরের দায়িত্ব গ্রহণ করে, পরস্পরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে। মুমিনদের ব্যাপারে এই আয়াতের দিকে লক্ষ করুন যেখানে তিনি বলেছেন, “আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু”, অথচ মুনাফিকদের ব্যাপারে তিনি বলেছেন, “মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা একে অপরের অংশ” (আত-তাওবাহ: ৬৭), তারা একে অপরের প্রকৃত বন্ধু বা অভিভাবক নয়। বরং মুমিন ব্যক্তি তার ভাইয়ের বন্ধু ও অভিভাবক, তারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজে বাধা প্রদান করে।

আর এই আয়াতে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের দায়িত্বটি কেবল পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং নারীদের ওপরও সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎকাজে বাধা প্রদান করা কর্তব্য। তবে তা হতে হবে নারীদের নিজস্ব পরিমণ্ডলে; পুরুষদের সমাবেশস্থলে বা পুরুষদের বাজারে নয়, বরং নারীদের ক্ষেত্র ও সমাজগুলোতে; যেমন বিবাহের অনুষ্ঠানে, শিক্ষাগ্রহণের দিনগুলোতে এবং এই জাতীয় পরিবেশে। নারী যখন কোনো গর্হিত কাজ দেখবে, তখন সে তা থেকে নিষেধ করবে, আর যখন কোনো ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় পালনে অবহেলা দেখবে, তখন সে বিষয়ে আদেশ দেবে। কারণ সৎকাজের

আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ প্রত্যেক মুমিন নর-নারীর ওপর অর্পিত দায়িত্ব: “তারা সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে, তারা সালাত কায়েম করে ও জাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে; এদেরকেই আল্লাহ অতি শীঘ্রই দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” (আত-তাওবাহ: ৭১)। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের সকলকে তাঁর রহমত ও ক্ষমা দ্বারা ধন্য করেন।

* * *

(ম: 412) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

ذكر رحمه الله هذه الآية: (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ) (البائدة: 78) ، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله، ولا يستحقه إلا من فعل كبيرة من كبائر الذنوب.

وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فإسرائيل هذه لقب ليعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، إبراهيم له ولدان: إسماعيل وإسحاق، إسماعيل هو الولد الأكبر وهو الذي أمره الله بذبحه، ثم من الله عليهما جميعاً برفع هذا الأمر ونسخه، وفداه الله عز وجل بذبح عظيم، وأما إسحاق فهو الولد الثاني إبراهيم وهو من زوجته، وأما إسماعيل فهو من سريره هاجر- رضي الله عنها فبنو إسرائيل هم من نسل يعقوب بن إسحاق، وأرسل الله إليهم الرسل الكثيرة، وكان منهم المعتدون الذين يقتلون الأنبياء بغير حق، والعياذ بالله.

وكانوا أيضاً لا ينهاون عن منكر فعلوه، بل يرى بعضهم المنكر ولا ينهاي عنه، وقصة القرية التي كانت حاضرة البحر مشهورة معلومة في القرآن الكريم، وهم قوم من اليهود حرّم الله عليهم الصيد من البحر يوم السبت، فكان في يوم السبت تأتي الحيتان شرعاً على وجه الماء من كثرتها، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فطال عليهم الأمد، فقالوا: لا بد أن نتخذ حيلة نتوصل بها إلى الصيد فقالوا: نضع شِباكاً في البحر، فإذا جاءت الحيتان يوم السبت مسكتها الشباك، فإذا كان يوم الأحد أخذناها

তিনি (রাহিমাল্লাহ) এই আয়াতটি উল্লেখ করেছেন: "বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরি করেছিল, তাদেরকে দাউদ ও মারয়াম-তনয় ঈসার মুখে অভিশপ্ত করা হয়েছে। এটি এজন্য যে, তারা অবাধ্যতা করেছিল এবং তারা সীমালঙ্ঘন করত।" (সূরা আল-মায়িদাহ: ৭৮)। 'লানত' হলো আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়ন ও বহিস্কার করা—আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই। আর কবীরা গুনাহ বা মহাপাপের লিপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ এর উপযুক্ত হয় না।

বনী ইসরাঈল হলো ইবরাহীম-তনয় ইসহাকের পুত্র ইয়াকূবের বংশধর। এই 'ইসরাঈল' শব্দটি ইয়াকূব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীমের উপাধি। ইবরাহীমের দুই পুত্র ছিলেন: ইসমাঈল ও ইসহাক। ইসমাঈল ছিলেন জ্যেষ্ঠ সন্তান এবং আল্লাহ তাঁকেই জবেহ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং এই আদেশটি প্রত্যাহার ও রহিত করে দিলেন। আল্লাহ মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী এক মহান কোরবানির বিনিময়ে তাঁকে মুক্ত করলেন। আর ইসহাক ছিলেন ইবরাহীমের দ্বিতীয় পুত্র এবং তিনি তাঁর স্ত্রীর গর্ভজাত। অন্যদিকে ইসমাঈল ছিলেন তাঁর দাসী হাজেরা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর গর্ভজাত। সুতরাং বনী ইসরাঈল হলো ইয়াকূব ইবনে ইসহাকের বংশধর। আল্লাহ তাদের নিকট বহু রাসূল প্রেরণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে এমন সীমালঙ্ঘনকারীও ছিল যারা অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করত—আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই।

তারা নিজেরা যে মন্দ কাজ করত তা থেকে একে অপরকে বারণ করত না, বরং তাদের কেউ কেউ মন্দ কাজ দেখত কিন্তু তা থেকে নিষেধ করত না। সমুদ্রতীরবর্তী সেই জনপদের ঘটনাটি

পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত। তারা ছিল ইহুদিদের একটি সম্প্রদায় যাদের ওপর আল্লাহ শনিবারের দিন সমুদ্র থেকে মাছ শিকার করা হারাম করেছিলেন। শনিবারের দিন মাছগুলো আধিক্যের কারণে পানির ওপর স্পষ্টভাবে ভেসে আসত, কিন্তু শনিবার ব্যতীত অন্য দিনগুলোতে সেগুলো আসত না। সুদীর্ঘ কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর তারা বলল: আমাদের অবশ্যই কোনো কৌশল অবলম্বন করতে হবে যার মাধ্যমে আমরা শিকার করতে পারি। তারা বলল: আমরা সমুদ্রে জাল পেতে রাখব; যখন শনিবার মাছগুলো আসবে তখন জালে আটকে যাবে, আর যখন রবিবার হবে তখন আমরা সেগুলো সংগ্রহ করে নেব।

(ص: 413) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

فَفَعَلُوا ذَلِكَ، فَكَانَ مِنْهُمْ قَوْمٌ يَعْظُمُونَ وَيَنْهَوْنَ عَنْ هَذَا الْمَنْكَرِ، وَقَوْمٌ سَاكِتُونَ، وَقَوْمٌ فَاعِلُونَ، فَعَاقَبَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ: (كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ) ، فَكَانُوا - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - قِرْدَةً، بَنُو آدَمَ انْقَلَبُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ أَذْلَةً.

والشاهد من هذا أن فيهم قوماً لم يعطوا ولم يقوموا بها أوجب الله عليهم من النهي عن المنكر، فكانوا ممن دخلوا في هذه اللعنة، ولهذا قال (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ) (المائدة: 78) ، وداود متأخر عن موسى بكثيرة وعيسى بن مريم كذلك، فهذان النسيان الذين لا يتناهون عن منكر فعلوه، وقد حكى الله ذلك عنهما مقراً ذلك، فصار من لا يتناهى عن المنكر من الملعونين، والعياذ بالله. وفي ذلك دليل على وجوب النهي عن المنكر، وعلى أن تركه سبب للعن والطرده عن رحمة الله.

وَقَالَ تَعَالَى (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ) (الكهف: 29) ، وقال تعالى: (فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ) (الحجر: 94) ، وقال تعالى: (أُنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعِزَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) (الأعراف: 165) ، والآيات في الباب كثيرة معلومة.

তারা সেটিই করল। ফলে তাদের মধ্যে একদল লোক ছিল যারা বিষয়টির ভয়াবহতা উপলব্ধি করত এবং এই মন্দ কাজ থেকে বারণ করত; একদল ছিল নীরব, আর একদল ছিল পাপাচারী। অতঃপর মহান আল্লাহ তাদের শাস্তি প্রদান করলেন এবং বললেন: (তোমরা লাঞ্চিত বানর হয়ে যাও)। ফলে তারা—আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি—বানরে পরিণত হলো; আদম সন্তানরা লাঞ্চিত ও অপদস্থ বানরে রূপান্তরিত হলো।

এখান থেকে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, তাদের মধ্যে এমন একদল লোক ছিল যারা দ্রুতশ্রবণ করেনি এবং আল্লাহ তাদের ওপর ‘নাহি আনিল মুনকার’ বা অসৎ কাজে বাধা প্রদানের যে বিধান আবশ্যিক করেছিলেন, তা তারা পালন করেনি। ফলে তারাও এই অভিশাপের অন্তর্ভুক্ত হলো। একারণেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরি করেছিল, তারা দাউদ ও মারয়াম-তনয় ঈসার মুখে অভিশপ্ত হয়েছিল; এটা এ কারণে যে, তারা অবাধ্যতা করেছিল এবং তারা সীমালঙ্ঘন করত) (সূরা আল-মায়িদাহ: ৭৮)। দাউদ আলাইহিস সালাম মূসা আলাইহিস সালামের অনেক পরবর্তী সময়ের নবী এবং ঈসা ইবনে মারয়ামও তেমনি। সুতরাং এই দুই নবীর সময়ের সেই সকল লোক যারা কৃত মন্দ কাজ হতে একে অপরকে বিরত রাখত না, আল্লাহ তাআলা তাদের সেই অবস্থা বর্ণনার মাধ্যমে তা সমর্থন করেছেন। ফলে যারা অসৎ কাজ হতে বিরত রাখে না, তারা অভিশপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই।

এর মধ্যে অসৎ কাজে বাধা প্রদানের আবশ্যিকতা এবং এটি বর্জন করা যে আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়ন ও অভিশাপের কারণ, তার সুস্পষ্ট দলিল রয়েছে।

* * *

মহান আল্লাহ আরও ইরশাদ করেন: (বলো, সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে। সুতরাং যার ইচ্ছা সে ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছা সে কুফরি করুক) (সূরা আল-কাহফ: ২৯)। মহান আল্লাহ আরও ইরশাদ করেন: (অতএব তোমাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা স্পষ্টভাবে প্রচার করো)

(সূরা আল-হিজর: ৯৪)। আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন: (আমি তাদের রক্ষা করলাম যারা মন্দ কাজ থেকে বারণ করত এবং যারা পাপাচার করত তাদের কঠোর শাস্তির মাধ্যমে পাকড়াও করলাম, যেহেতু তারা নাফরমানি করত) (সূরা আল-আরাফ: ১৬৫)। এই অধ্যায়ে এ সংক্রান্ত আয়াতসমূহ বহু এবং সুপরিচিত।

(ص: 414) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

[الشَّرْحُ]

ثم قال المؤلف رحمه الله فيما ساقه من الآيات: (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ) (الكهف: 29) ، الحق من الله عز وجل، من الرب الذي خلق الخلق، والذي له الحق في أن، يوجب على عبادة ما شاء، الحق منه فيجب علينا قبوله.

(فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ) هذه الجملة ليست للتخيير، وأن الإنسان مخير إن شاء آمن وإن شاء كفر، ولكنها للتهديد، والدليل على هذا آخر الآية، وهو قوله: (إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا) (الكهف: 29) ، فمن شاء فليؤمن؛ فله الثواب الجزيل، ومن شاء فليكفر؛ فعليه العقاب الأليم، ويكون من الظالمين كما قال تعالى: (وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (البقرة: 254) ، ففي هذا تهديد لمن لم يؤمن بالله عز وجل، وأن الحق بين وظاهر جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من رب العالمين، فمن اهتدى فقد وفق، نسأل الله لنا الهداية، ومن ضلّ - والعياذ بالله - فقد خُزي، والله المستعان.

ثم قال المؤلف- رحمه الله تعالى - فيما ذكره من الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ساق- رحمه الله تعالى - قوله عز وجل (فَأُصْدِغْ بِمَا تُوَمَّرُ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ) (الحجر: 94) ، والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وليعلم أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين: قسم خاص به وقسم له ولأئمة، والأصل أنه له ولأئمة؛ لأن لأئمة

[ব্যাখ্যা]

অতঃপর লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) কুরআনের যে আয়াতগুলো পেশ করেছেন তার ধারাবাহিকতায় বলেছেন: "আর বলুন, সত্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত। অতএব যার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা কুফরি করুক।" (আল-কাহফ: ২৯)। সত্য হচ্ছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে, সেই রবের পক্ষ থেকে যিনি সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার অধিকার রয়েছে তাঁর বান্দাদের ওপর যা ইচ্ছা তা আবশ্যক করার। সত্য যেহেতু তাঁর পক্ষ থেকে, তাই তা গ্রহণ করা আমাদের জন্য অপরিহার্য।

"অতএব যার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা কুফরি করুক" - এই বাক্যটি মানুষকে স্বাধীনতা প্রদানের জন্য নয় যে মানুষ চাইলে ঈমান আনবে আর চাইলে কুফরি করবে; বরং এটি একটি সতর্কবাণী ও ধমক। এর প্রমাণ হলো আয়াতের শেষাংশ, যেখানে মহান আল্লাহ বলেছেন: "নিশ্চয় আমি জালেমদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে তাদেরকে এমন পানীয় দেওয়া হবে যা গলিত ধাতুর ন্যায়, যা মুখমণ্ডল দক্ষ করবে। কতই না নিকৃষ্ট পানীয় এবং কতই না মন্দ আশ্রয়স্থল!" (আল-কাহফ: ২৯)। সুতরাং যার ইচ্ছা সে ঈমান আনুক, তবে তার জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার; আর যার ইচ্ছা সে কুফরি করুক, তবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর সে জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আর কাফেররাই হলো জালেম।" (আল-বাকারা: ২৫৪)। অতএব, মহান আল্লাহর প্রতি যারা ঈমান আনে না, এতে তাদের জন্য কঠোর ধমক রয়েছে। আর সত্য সুস্পষ্ট ও প্রোজ্জ্বল যা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিয়ে এসেছেন। সুতরাং যে হিদায়াত লাভ করল সে তাওফিকপ্রাপ্ত হলো (আমরা আল্লাহর কাছে হিদায়াত প্রার্থনা করি), আর যে

পথভ্রষ্ট হলো - আল্লাহর কাছে তা থেকে আশ্রয় চাই - সে লাঞ্ছিত হলো। আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।

অতঃপর লেখক (আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন) সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের আবশ্যকতা নির্দেশক যে আয়াতগুলো উল্লেখ করেছেন, তাতে মহান আল্লাহর বাণী উদ্ধৃত করেছেন: "অতএব আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।" (আল-হিজর: ৯৪)। এখানে সম্বোধনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি। আর জেনে রাখা উচিত যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি কৃত সম্বোধন দুই ভাগে বিভক্ত:

এক ভাগ তাঁর জন্য নির্দিষ্ট এবং অন্য ভাগ তাঁর ও তাঁর উম্মতের জন্য। আর মূলনীতি হলো, সম্বোধনটি তাঁর এবং তাঁর উম্মতের উভয়ের জন্য; কারণ তাঁর উম্মতের জন্য...

(ص: 415) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

أُسوة حسنة فيه عليه الصلاة والسلام، لكن إذا وجدت قرينة تدل على أن الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام كان خاصاً به، مثل قوله تعالى (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ) (الشرح: 1) ، ومثل قوله تعالى: (وَالضُّحَى) (وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى) (مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى) (الضحى: 1-3) ، فهذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام.

أما القسم الثاني: فمثل قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) (التحریم: 1) ، فهذا له ولأُمته، (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ) (الطلاق: 1) ، فهذا له ولأُمته، (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) (البائدة: 67) ، فهذا له ولأُمته، لقوله صلى الله عليه وسلم: " بلغوا عني".

فَهَذَا يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ (فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ) ، (الحجر: 94) يَعْنِي أَظْهَرُ مَا تُؤْمَرُ بِهِ وَبَيْنَهُ، وَلَا تَأْخُذْكَ فِي اللَّهِ لَوْمَةٌ لَائِمٌ، وَهَذَا لَهُ وَالْأُمَّةُ، كُلُّ الْأُمَّةِ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَصْدَعَ بِمَا أَمَرَهَا اللَّهُ بِهِ؛ تَأْمُرُ بِهِ النَّاسَ، وَأَنْ تَصْدَعَ بِمَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ؛ تَنْهِي عَنْهُ النَّاسَ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِتَرْكِهِ) فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (الحجر: 94) يَعْنِي لَا تَهْتَمُ بِهِمْ، فِي حَالِهِمْ وَلَا فِيمَا يَأْتِي مِنْ أَذَاهُمْ، يَعْنِي لَا تَحْزَنَ لِعَدَمِ إِيْمَانِهِمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا) (الكهف: 6) .

(لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) (الشعراء: 3) يَعْنِي لَعَلَّكَ مَهْلِكٌ

তাঁর মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ (তাঁর ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক), কিন্তু যদি এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় যা নির্দেশ করে যে রাসূলুল্লাহ (তাঁর ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক)-এর প্রতি এই সম্বোধন কেবল তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট ছিল, যেমন মহান আল্লাহর বাণী: (আমি কি আপনার বক্ষ প্রশস্ত করে দেইনি?) (আশ-শারহ: ১), এবং যেমন মহান আল্লাহর বাণী: (শপথ পূর্বাহ্নের) (শপথ রজনীর যখন তা নিব্বুম হয়) (আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি অসন্তুষ্টও হননি) (আদ-দুহা: ১-৩), তবে তা রাসূলুল্লাহ (তাঁর ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক)-এর জন্যই নির্দিষ্ট।

আর দ্বিতীয় প্রকার হলো: যেমন মহান আল্লাহর বাণী: (হে নবী! আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন আপনি তা কেন হারাম করছেন?) (আত-তাহরীম: ১), এটি তাঁর এবং তাঁর উম্মতের জন্য। (হে নবী! তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও, তখন তাদের ইদ্দত অনুসারে তালাক দাও) (আত-তালাক: ১), এটি তাঁর এবং তাঁর উম্মতের জন্য। (হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা পৌঁছে দিন) (আল-মায়িদাহ: ৬৭), এটি তাঁর এবং তাঁর উম্মতের জন্য, কারণ তিনি (তাঁর ওপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক) বলেছেন: "আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও।"

এখানে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলছেন: (অতএব আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন) (আল-হিজর: ৯৪), অর্থাৎ আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা প্রকাশ

করুন এবং ব্যক্ত করুন, আর আল্লাহর পথে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবেন না। এটি তাঁর এবং তাঁর উম্মতের জন্য; সমগ্র উম্মতের ওপর ওয়াজিব হলো আল্লাহ তাদের যা আদেশ করেছেন তা প্রকাশ্যে প্রচার করা; মানুষকে সেটির আদেশ দেওয়া, এবং আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা; মানুষকে তা থেকে নিষেধ করা; কারণ কোনো বিষয় থেকে নিষেধ করার অর্থই হলো তা বর্জন করার নির্দেশ দেওয়া। (অতএব আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদের এড়িয়ে চলুন) (আল-হিজর: ৯৪), অর্থাৎ তাদের অবস্থা কিংবা তাদের পক্ষ থেকে আসা কোনো কষ্টের প্রতি ভ্রক্ষেপ করবেন না; অর্থাৎ তাদের ঈমান না আনার কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: (তারা যদি এই বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে সম্ভবত আপনি তাদের পেছনে আক্ষেপে নিজের প্রাণ বিনাশ করে ফেলবেন) (আল-কাহফ: ৬)।

(তারা মুমিন হচ্ছে না বলে সম্ভবত আপনি নিজের জীবন বিনাশ করে ফেলবেন) (আশ-শুআরা: ৩) অর্থাৎ সম্ভবত আপনি নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবেন।

(ص: 416) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

نفسك إذا لم يؤمنوا بك، يعني لا تبالي بهم؛ بل أعرض عنهم فيما يحصل منهم من أذى، فإن العاقبة لك، وفعلاً صارت العاقبة للرسول عليه الصلاة والسلام، صبر وظفر.

فإنه عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مهاجراً مختفياً، يخشى على نفسه، قد جعلت قريش لمن يأتي به وبصاحبه أبي بكر مائتين من الإبل، عن كل واحد مائة، ولكن الله تعالى أنجاهما، وبعد مضي سنوات قليلة رجع النبي عليه الصلاة والسلام فاتحاً مكة ظافراً مظفراً، كانت له المنة على الملأ من قريش، حتى وقف على باب الكعبة يقول: "يا معشر قريش، ما ترون إني فاعل بكم؟" كلهم تحته أذلة، قالوا:

خيراً. أخ كريم وابن أخ كريم، قال: " فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ كَمَا قَالَ يُوسُفُ لِإِخْوَتِهِ: لَا تَحْزِنُوا عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ الطَّلَقَاءُ. فَمَنْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَعْدَ أَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِمْ. فَالْحَاصِلُ: أَنَّ قَوْلَهُ (وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ) يَشْمَلُ أَمْرَيْنِ: أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ لَا تَهْتَمُ بِحَالِهِمْ إِذَا لَمْ يُؤْمِنُوا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ فِيمَا يَحْصُلُ لَكَ مِنْ أَذَى، فَإِنَّهُ سَوْفَ تَكُونُ الْعَاقِبَةُ لَكَ، وَهَذَا هُوَ الْوَاقِعُ، وَلِهَذَا قَالَ بَعْدَ الْآيَةِ نَفْسَهَا: (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ) (الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِهَا

আপনার নিজের জন্য আপনি চিন্তিত হবেন না যদি তারা আপনার প্রতি ঈমান না আনে; অর্থাৎ আপনি তাদের পরোয়া করবেন না। বরং তাদের পক্ষ থেকে যে কষ্ট ও উৎপীড়ন আসে তা আপনি উপেক্ষা করুন, কারণ শুভ পরিণাম আপনার জন্যই নির্ধারিত। আর বাস্তবেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য শুভ পরিণামই অর্জিত হয়েছিল; তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন এবং চূড়ান্ত বিজয় লাভ করেছেন।

কেননা তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত সংগোপনে মক্কা থেকে হিজরত করে প্রস্থান করেছিলেন, যখন নিজের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা ছিল। কুরাইশরা তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গী আবু বকরকে ধরে আনার জন্য দুইশত উটের পুরস্কার ঘোষণা করেছিল—প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একশত করে। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁদের উভয়কে উদ্ধার করেছেন। আর মাত্র কয়েক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয়ী ও সাফল্যমণ্ডিত বেশে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন। কুরাইশ নেতৃবৃন্দের ওপর তখন তাঁর মহান অনুগ্রহের সুযোগ ছিল। এমনকি তিনি যখন কাবার দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন: "হে কুরাইশ সম্প্রদায়, তোমাদের কী মনে হয় আমি তোমাদের সাথে কীরূপ আচরণ করব?" তখন তারা সবাই তাঁর সামনে অত্যন্ত হীন ও অবনত অবস্থায় ছিল। তারা বলল: "আমরা মঙ্গলের প্রত্যাশা করি। আপনি একজন সম্মানিত ভাই এবং একজন সম্মানিত ভাইয়ের পুত্র।" তিনি বললেন: "আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে তা-ই বলছি যা ইউসুফ তাঁর ভাইদের বলেছিলেন: 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই; আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন, আর তিনি শ্রেষ্ঠ দয়ালু।' যাও, তোমরা সবাই

আজ মুক্ত।" সুতরাং তাঁদের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের প্রতি ইহসান ও অনুগ্রহ করলেন।

সারকথা হলো: আল্লাহর বাণী (এবং মুশরিকদের উপেক্ষা করণ) দুটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে: প্রথমত, মুশরিকরা ঈমান না আনলে তাদের অবস্থার প্রতি ভ্রক্ষেপ করবেন না এবং তাদের জন্য ব্যথিত হবেন না। দ্বিতীয়ত, মুশরিকদের পক্ষ থেকে আসা দুঃখ-কষ্টের বিষয়ে তাদের এড়িয়ে চলুন, কারণ অচিরেই শুভ পরিণাম আপনার অনুকূলে আসবে। আর বাস্তবে তা-ই ঘটেছে। এ কারণেই এই আয়াতের পরপরই আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (নিশ্চয়ই বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আপনার পক্ষ হতে আমিই যথেষ্ট) (যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করে, তবে তারা শীঘ্রই জানতে পারবে) (আর আমি অবশ্যই জানি যে, তারা যা বলে তাতে আপনার অন্তর সংকুচিত হয়...)

(ص: 417) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

يَقُولُونَ) (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ) (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ)
(الحجر: 95-99)

وتأمل كيف أمر الله تعالى بتسبيحه بحمده بعد أن قال: (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ) (الحجر 97) لأن المقام هنا مقام يحتاج إلى تنزيه الرب عز وجل وحده، من هذه الضائقة التي تصيب النبي عليه الصلاة والسلام من قريش، يعني نزاهة عن كل ما لا يليق به، واعلم أن الذي أجراه الله جل وعلا فهو في غاية الحكمة، هو كذلك، فإنه صار في غاية الحكمة وفي غاية الرحمة التي يُحمد عليها عز وجل.

ثم قال في آخر ما ساقه من الآيات: قال الله عز وجل: (فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا

يَفْسُقُونَ) (لأعراف: 165) ، هذه هي قصة القرية التي أشرنا إليها من قبل، وهي قرية على البحر حرم الله عليهم أن يصطادوا السمك يوم السبت وإبتلاهم عز وجل فصار السمك السبت يأتي بكثرة شُرْعاً على سطح الماء، وفي غير يوم السبت لا يأتي، فطال عليهم الأمد فقالوا: كيف نترك هذا السمك، فتحيلوا بحيلة لم تنفعهم شيئاً، فوضعوا شبكاً في يوم الجمعة فإذا جاءت الحيتان يوم السبت وقعن في هذا الشبك، فإذا صار يوم الأحد أخذوا هذه الحيتان.

فكان النكال من الله عز وجل أن قال لهم (كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ) قال لهم قولاً قديراً: كونوا قرودة خاسئين، فأصبحوا قرودة، ولو قال: كونوا حبيراً لكن قال: كونوا قرودة؛ لأن القرد أشبه ما يكون

(তারা যা বলে) "অতএব আপনি আপনার রবের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হোন। আর আপনার রবের ইবাদত করুন, যতক্ষণ না আপনার কাছে নিশ্চিত বিশ্বাস (মৃত্যু) আসে।" (আল-হিজর: ৯৫-৯৯)

চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ তাআলা এই কথা বলার পর—"আমি অবশ্যই জানি যে তারা যা বলে তাতে আপনার অন্তর সংকুচিত হয়" (আল-হিজর: ৯৭)—কীভাবে তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ এখানে পরিস্থিতি এমন ছিল যে কুরাইশদের পক্ষ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যে সংকীর্ণতা ও কষ্ট আসত, সেজন্য মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল। অর্থাৎ, তাঁকে এমন সব কিছু থেকে পবিত্র ঘোষণা করুন যা তাঁর শানের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। আর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা যা কিছু জারি করেছেন তা পরম প্রজ্ঞাপূর্ণ; এটি তেমনই, কারণ তা ছিল পরম প্রজ্ঞা ও পরম করুণার বহিঃপ্রকাশ, যার জন্য মহান আল্লাহ প্রশংসিত।

অতঃপর তিনি তাঁর উপস্থাপিত আয়াতসমূহের শেষে বলেছেন: মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন—"অতঃপর যখন তারা তা ভুলে গেল যা নিয়ে তাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তখন আমি তাদের মুক্তি দিলাম যারা মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করত এবং যারা সীমালঙ্ঘন করেছিল তাদের পাকড়াও করলাম কঠিন শাস্তির মাধ্যমে, কারণ তারা পাপাচার করত।"

(আল-আরাফ: ১৬৫)। এটি সেই জনপদের কাহিনী যার দিকে আমরা পূর্বে ইঙ্গিত করেছি; আর তা ছিল সমুদ্রতীরবর্তী এক জনপদ। আল্লাহ তাদের ওপর শনিবার মাছ শিকার হারাম করেছিলেন এবং মহান আল্লাহ তাদের পরীক্ষা করেছিলেন। ফলে শনিবার মাছগুলো পানির উপরিভাগে স্পষ্টভাবে দলে দলে আসত, আর শনিবার ছাড়া অন্য দিন আসত না। তাদের ওপর সময় যখন দীর্ঘায়িত হলো, তখন তারা বলল: আমরা কীভাবে এই মাছগুলো ছেড়ে দেব? অতঃপর তারা এমন একটি অপকৌশল অবলম্বন করল যা তাদের কোনো কাজে আসেনি। তারা শুক্রবার জাল পেতে রাখত, ফলে শনিবার মাছগুলো এলে জালে আটকা পড়ত এবং রবিবার হলে তারা সেই মাছগুলো সংগ্রহ করত।

ফলে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ওপর শাস্তি নেমে এল যখন তিনি তাদের বললেন: "তোমরা লাঞ্ছিত বানরে পরিণত হও।" তিনি তাদের তাকদীরের অমোঘ ফয়সালা হিসেবে বললেন: তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও, ফলে তারা বানরে রূপান্তরিত হলো। তিনি যদি বলতেন: "গাধা হয়ে যাও", তবে তারা গাধাই হতো; কিন্তু তিনি বলেছিলেন: "বানর হও", কারণ বানর হচ্ছে মানুষের আকৃতির সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ...

(ص: 418) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

بِالْإِنْسَانِ، وَفَعَلَهُمُ الْخَبِيثُ أَشْبَهَ بِالْحَلَالِ لِأَنَّهُ حِيلَةٌ، فَالَّذِي يَرَاهُمْ ظَاهِرِيًّا يَقُولُ مَا صَادُوا يَوْمَ السَّبْتِ، بَلْ وَضَعُوا الشَّبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَخَذَوْهَا يَوْمَ الْأَحَدِ فَصُورَةٌ ذَلِكَ صُورَةٌ حَلَالٍ لَكِنَّهُ حَرَامٌ، فَصَارَتِ الْعُقُوبَةُ مُنَاسِبَةً تَبَاهُماً لِلْعَمَلِ. وَفِي هَذَا قَاعِدَةٌ ذَكَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ، فَقَالَ: (فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ) (العنكبوت: 40)، كُلُّ إِنْسَانٍ يُوْخَذُ بِمِثْلِ جَرِيمَتِهِ، فَهَؤُلَاءِ قَبْلَ لَهُمْ كُنُوا قَرْدَةً خَاسِئِينَ فَاصْبَحُوا قَرْدَةً يَتَعَاوُونَ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ فِي الْأَسْوَاقِ.

وعلى الجانب الآخر قال تعالى: (أُنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ) (الأعراف: 165) وهم انقسموا ثلاثة أقسام: قسم فعل الحيلة، وقسم سكت، وقسم نهى، وكان الذين سكتوا يقولون للذين ينهون عن السوء (لِمَ تَعْظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا) (الأعراف: 164)، يعني اتركوهم، هؤلاء مُهلكون، لا تعظوهم، لا تنفع فيهم الموعظة (مُعَذِّرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) (الأعراف: 164)، قالوا يعني دعونا نستفيد فائدتين الموعظة إلى الله بأن يكون لنا عذر عند الله عز وجل، ولعلهم يتقون، كما قال الله تعالى في فرعون: (فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى) (طه: 44)، فهنا قال (?لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) ولكن سكت الله عز وجل عن هذه الطائفة الثالثة.

قال الله تعالى (أُنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) (الأعراف: 165)، فاختلف العلماء: هل الطائفة الساكتة أخذت بالعذاب أم أنها نجت؟ والذي ينبغي علينا أن نسكت كما

মানুষের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, এবং তাদের এই জঘন্য কর্মটি বাহ্যত হালালের সদৃশ ছিল কারণ এটি ছিল একটি অপকৌশল। ফলে যে ব্যক্তি তাদের বাহ্যিকভাবে দেখে সে বলবে যে, তারা শনিবার তো শিকার করেনি, বরং তারা শুক্রবার জাল পেতেছিল এবং রবিবার তা সংগ্রহ করেছিল। সুতরাং এর দৃশ্যত রূপটি হালাল হলেও প্রকৃতিপক্ষে তা ছিল হারাম। এ কারণে শাস্তিটিও কর্মের সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ হয়েছে।

আর এর মধ্যে একটি মূলনীতি রয়েছে যা আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লা তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিফল হয় কর্মের ধরন অনুযায়ী। তিনি বলেছেন: (অতঃপর আমি প্রত্যেককে তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি) (আনকাবুত: ৪০)। প্রত্যেক মানুষকে তার অপরাধের অনুরূপ শাস্তি দেওয়া হয়। সুতরাং এই লোকদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল, তোমরা হীন বানর হয়ে যাও। ফলে তারা—আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই—বাজারে চিৎকারকারী বানরে পরিণত হলো।

অন্যদিকে আল্লাহ তাআলা বলেন: (আমি সেই লোকদের মুক্তি দিয়েছি যারা মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করত) (আরাফ: ১৬৫)। তারা তিনটি দলে বিভক্ত ছিল: একদল যারা অপকৌশল করেছিল, একদল যারা চুপ ছিল এবং একদল যারা নিষেধ করেছিল। আর যারা চুপ ছিল তারা যারা মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করত তাদের বলত: (কেন আপনারা এমন এক সম্প্রদায়কে উপদেশ দিচ্ছেন যাদের আল্লাহ ধ্বংস করবেন অথবা কঠোর শাস্তি দেবেন?) (আরাফ: ১৬৪)। অর্থাৎ তাদের ছেড়ে দিন, এরা ধ্বংসপ্রাপ্ত, তাদের উপদেশ দেবেন না, তাদের ক্ষেত্রে উপদেশ কোনো কাজে আসবে না। (নিষেধকারীরা বলেছিল:) (তোমাদের রবের নিকট ওজর পেশ করার জন্য এবং হয়তো তারা তাকওয়া অবলম্বন করবে) (আরাফ: ১৬৪)। তারা বলেছিল, অর্থাৎ আমাদের দুটি ফায়দা হাসিল করতে দিন; আল্লাহর কাছে ওজর পেশ করা যাতে মহান আল্লাহর দরবারে আমাদের কোনো ওজর থাকে এবং হয়তো তারা মুত্তাকী হবে, যেমনটি আল্লাহ তাআলা ফেরাউনের ব্যাপারে বলেছিলেন: (তোমরা তার সাথে নরমভাবে কথা বলো, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় পাবে) (ত্বাহা: ৪৪)। এখানে তিনি বলেছেন (হয়তো তারা তাকওয়া অবলম্বন করবে), কিন্তু আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা এই তৃতীয় দলটি সম্পর্কে নীরব থেকেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন: (আমি সেই লোকদের মুক্তি দিয়েছি যারা মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করত এবং যারা জুলুম করেছিল তাদের আমি তাদের পাপাচারের কারণে কঠোর আজাব দ্বারা পাকড়াও করেছি) (আরাফ: ১৬৫)। এমতাবস্থায় উলামায়ে কেরাম মতভেদ করেছেন: এই নীরব থাকা দলটি কি আজাবের শিকার হয়েছিল নাকি তারা মুক্তি পেয়েছিল? আর আমাদের জন্য যা উচিত তা হলো আমরাও সেভাবে নীরব থাকব যেভাবে...

سكت الله، نقول: أما التي نهت فقد نجت، وأما التي وقعت في الحرام فقط هلكت وأخذت بالعذاب، وأما الساكتة فقط سكت الله عنها ويسعنا ما في كتاب الله عز وجل.

186- الرابع: عن أبي الوليد عُبادة بن الصامت- رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أثره علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم" متفق عليه.

" المنشط والمكره بفتح ميمهما: أي في السهل والصعب. " والأثرُ: الاختصاص بالمشترك، وقد سبق بيانها. " بواحاً" بفتح الباء البوحدة بعدها واو ثم ألف ثم حاءٌ مهملَةٌ: أي ظاهراً لا يحتملُ تأويلاً.

[الشَّرْحُ]

قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو " بايعنا" رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى السمع والطاعة، في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أثره علينا. (بايعنا) أي بايع الصحابة رضي الله عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يعني لمن ولاه

আল্লাহ নীরব থেকেছেন; আমরা বলি: যারা (মন্দ কাজ থেকে) নিষেধ করেছিল তারা মুক্তি পেয়েছে, আর যারা হারামে লিপ্ত হয়েছিল তারা ধ্বংস হয়েছে এবং শাস্তিতে আক্রান্ত হয়েছে; আর যারা নীরব ছিল তাদের ব্যাপারে আল্লাহও নীরব থেকেছেন এবং মহান আল্লাহর কিতাবে যা আছে তা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

১৮৬- চতুর্থ: আবুল ওয়ালিদ উবাদাহ বিন সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট শ্রবণ ও আনুগত্যের শপথ করেছি—কষ্টে ও স্বাচ্ছন্দ্যে, স্বতঃস্ফূর্ততায় ও অনাগ্রহে এবং আমাদের ওপর (অন্যকে) অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রেও। আর এই মর্মে যে, আমরা যেন নেতৃত্বের অধিকারীদের সাথে বিবাদ না করি, যতক্ষণ না তোমরা এমন স্পষ্ট কুফরি দেখতে পাও যার সপক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট অকাট্য দলিল রয়েছে। আর আমরা যেন যেখানেই থাকি সত্য কথা বলি এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় না করি। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

"আল-মানশাত" ও "আল-মাকরাহ" শব্দদ্বয়ের মীম বর্ণটি ফাতহা (যবর) যুক্ত: অর্থাৎ সহজ ও কঠিন অবস্থায়। "আল-আসারাহ" এর অর্থ হলো: যা সবার প্রাপ্য তা কেবল নিজের জন্য নির্দিষ্ট করা, এর ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। "বাওয়াহান" শব্দটি বা-বর্ণে ফাতহা, এরপর ওয়াও, এরপর আলিফ এবং শেষে হা-বর্ণ সহযোগে গঠিত: অর্থাৎ সুস্পষ্ট যা কোনো ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না।

[ব্যাখ্যা]

উবাদাহ বিন সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে হাদীসটি তিনি (রহিমাহুল্লাহ) উদ্ধৃত করেছেন তাতে তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বায়আত করেছি, অথবা বলেছেন "আমরা বায়আত করেছি" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট শ্রবণ ও আনুগত্যের ওপর—কষ্টে ও স্বাচ্ছন্দ্যে, স্বতঃস্ফূর্ততায় ও অনাগ্রহে এবং আমাদের ওপর অন্যদের অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রেও। (আমরা বায়আত করেছি) অর্থাৎ সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট শ্রবণ ও আনুগত্যের শপথ করেছেন, অর্থাৎ যাকে তিনি দায়িত্বশীল নিযুক্ত করবেন তার প্রতি।

الله الأمر؛ لأن الله تعالى قال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (النساء: 59).

وقد سبق لنا بيان من هم أولو الأمر، وذكرنا أنهم طائفتان: العلماء والأمرء، لكن العلماء أولياء أمر في العلم والبيان، وأما الأمرء فهم أولياء أمر في التنفيذ والسطان.

يقول: بايعناه على السمع والطاعة، ويستثنى من هذا معصية الله عز وجل فلا يبايع عليها أحد؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولهذا قال أبو بكر- رضي الله عنه- حين تولى الخلافة: "أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم" فإذا أمر ولي الأمر بمعصية من المعاصي فإنه لا يجوز لأحد أن يسمع له أو يطيع؛ لأن ملك الملوك رب العالمين عز وجل، لا يمكن أن يُعصى سبحانه وتعالى لطاعة من هو مملوك مريبوب؛ أن كل من سوى الله فإنهم مملوكون لله عز وجل، فكيف يقدم الإنسان طاعتهم على طاعة الله؟ إذا يستثنى من قوله السمع والطاعة ما دلت عليه النصوص من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقوله: "في العسر واليسر" يعني سواء كنا معسرين في المال أو كنا مؤسرين، يجب علينا جميعاً أغنيائنا وفقرائنا أن نطيع ولاة أمورنا ونسمع لهم، وكذلك في منشطنا ومكرهنا، يعني سواء كنا كارهين لذلك لكونهم أمرؤا ببا لا نهواه ولا نريده، أو كنا نشيطين في ذلك، لكونهم أمرؤا ببا يلائمنا ويوافقنا. البهم أن نسمع ونطيع في كل حال إلا ما استثني مما

আল্লাহর নির্দেশ; কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্য হতে যারা উলুল আমর বা নেতৃত্বের অধিকারী তাদের) (আন-নিসা: ৫৯)।

আমরা ইতঃপূর্বেই উলুল আমর কারা তা ব্যাখ্যা করেছি এবং উল্লেখ করেছি যে তারা দুই শ্রেণি: আলেম সমাজ এবং শাসকগোষ্ঠী। তবে আলেমগণ হচ্ছেন জ্ঞান ও বর্ণনার ক্ষেত্রে উলুল আমর, আর শাসকগণ হচ্ছেন বাস্তবায়ন ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে উলুল আমর।

তিনি বলেন: আমরা তাঁর নিকট শ্রবণ ও আনুগত্যের শপথ করেছি। আর এর থেকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতাকে ব্যতিক্রম হিসেবে ধরা হয়েছে; কেননা কোনো পাপকাজের ওপর কারো সাথে আনুগত্যের অঙ্গীকার করা যায় না। কারণ স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির কোনো আনুগত্য নেই। এই কারণেই আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের সময় বলেছিলেন: "ততক্ষণ আমার আনুগত্য করো যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করি। কিন্তু আমি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হই, তবে আমার প্রতি তোমাদের আনুগত্যের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।" সুতরাং কোনো দায়িত্বশীল যদি কোনো পাপকাজের নির্দেশ দেন, তবে কারো জন্য তা শোনা বা মানা বৈধ নয়। কারণ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হলেন সকল রাজাধিরাজ। এমন কারো আনুগত্য করতে গিয়ে মহান আল্লাহর অবাধ্য হওয়া সম্ভব নয় যে নিজেই সৃষ্টি ও অন্যের মালিকানাধীন। আল্লাহ ব্যতীত প্রত্যেকেই মহান আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁর দাস। সুতরাং মানুষ কীভাবে স্রষ্টার আনুগত্যের ওপর সৃষ্টির আনুগত্যকে প্রাধান্য দিতে পারে? অতএব, "শ্রবণ ও আনুগত্য" কথাটি থেকে ঐ বিষয়টি স্বতন্ত্র থাকবে যা বিভিন্ন দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোনো আনুগত্য নেই। আর তাঁর উক্তি: "অভাব ও প্রাচুর্যের সময়ে" অর্থাৎ আমাদের আর্থিক অবস্থা সংকটাপন্ন হোক বা সচ্ছল, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে আমাদের সকলের ওপর আবশ্যিক হলো আমাদের দায়িত্বশীলদের কথা শোনা ও তাদের আনুগত্য করা। তেমনিভাবে "আমাদের স্বতঃস্ফূর্ততায় ও অনীহায়", অর্থাৎ তাদের নির্দেশিত বিষয়টি আমাদের অপছন্দ হওয়ার কারণে আমাদের মনে অনীহা থাকুক, অথবা আমাদের পছন্দসই হওয়ার কারণে আমরা তা পালনে উৎসাহী হই না কেন। মূল কথা হলো, সর্বাবস্থায় আমাদের কথা শুনতে হবে এবং আনুগত্য করতে হবে, কেবল ঐ বিষয়গুলো ব্যতীত যা...

سبق.

قال: " وأثرة علينا" أثرة يعني استئثاراً علينا، يعني لو كان وُلاة الأمر يستأثرون على الرعية بالمال أو غيره، مما يرفهون به أنفسهم ويحرمون من ولاهم الله عليهم، فإنه يجب علينا السمع والطاعة، لا نقول: أنتم أكلتم الأموال، وأفسدتوها، وبذرتوها فلا نطيعكم؛ بل نقول: سبعاً وطاعة لله رب العالمين ولو كان لكم استئثار علينا، ولو كنا نحن لا نسكن إلا الأكواخ، ولا نفتش إلا الخلق من الفرش، وأنتم تسكنون القصور، وتتمتعون بأفضل الفرش، لا يهيننا هذا؛ لأن هذا كله متاع الدنيا وستزولون عنه، أو يزول عنكم، أما هذا أو هذا، أما نحن فعلى السمع والطاعة، ولو وجدنا من يستأثر علينا من وُلاة الأمور.

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: " اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك " واعلم أنك سوف تقتص يوم القيامة من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئات من ظلمهم، ثم طرح عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. فالأمر مضبوط ومحكم لا يضيع على الله شيء.

ثم قال: " وألا ننازع الأمر أهله" يعني لا ننازع وُلاة الأمور ما ولاهم الله علينا، لنأخذ الإمرة منهم، فإن هذه المنازعة توجب شراً كثيراً، وفتناً

ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

তিনি বলেছেন: "এবং আমাদের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করলে," 'আসারাহ' অর্থ হলো নিজেদের প্রাধান্য দেওয়া। অর্থাৎ, শাসকবর্গ যদি জনগণের প্রাপ্য সম্পদ বা অন্য কোনো বিষয়ে নিজেদের বিশেষ সুবিধা ভোগ করে, যার মাধ্যমে তারা নিজেরা বিলাসিতা করে এবং

যাদের ওপর আল্লাহ তাদের দায়িত্বশীল করেছেন তাদের বঞ্চিত রাখে, তবে আমাদের ওপর তাদের নির্দেশ শোনা ও আনুগত্য করা ওয়াজিব। আমরা এ কথা বলব না যে: 'আপনারা সম্পদ আত্মসাৎ করেছেন, তা নষ্ট করেছেন এবং অপচয় করেছেন, তাই আমরা আপনাদের আনুগত্য করব না'; বরং আমরা বলব: 'আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর নির্দেশে শুনলাম ও আনুগত্য করলাম, যদিও আপনারা আমাদের ওপর নিজেদের প্রাধান্য দিয়েছেন।' এমনকি আমরা যদি কেবল কুঁড়েঘরে বসবাস করি এবং অতি সাধারণ শয্যা গ্রহণ করি, আর আপনারা প্রাসাদে বাস করেন ও সর্বোত্তম শয্যায় বিলাসিতা করেন, তবুও এটি আমাদের বিচলিত করবে না; কারণ এই সবই দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ভোগসামগ্রী, যা থেকে আপনারা অচিরেই বিচ্ছিন্ন হবেন অথবা তা আপনাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এই দুইয়ের যেকোনো একটি ঘটবেই। আর আমাদের কর্তব্য হলো শোনা ও আনুগত্য করা, যদিও আমরা এমন শাসক পাই যারা আমাদের ওপর নিজেদের প্রাধান্য দান করে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্য এক হাদিসে বলেছেন: "তুমি শোনো এবং আনুগত্য করো, যদিও তোমার পিঠে প্রহার করা হয় এবং তোমার সম্পদ কেড়ে নেওয়া হয়।" আর জেনে রাখুন যে, কিয়ামতের দিন আপনি তার নেক আমল থেকে এর বিনিময় গ্রহণ করবেন। যদি তার নেক আমল থেকে কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তা নেওয়া হবে, অন্যথায় সে যাদের ওপর জুলুম করেছে তাদের পাপরাশি তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে, অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সুতরাং বিষয়টি সুনির্ধারিত ও সুসংহত, আল্লাহর কাছে কোনো কিছুই বিনষ্ট হয় না।

অতঃপর তিনি বলেন: "এবং যেন আমরা নেতৃত্বের বিষয়ে এর উপযুক্ত ব্যক্তিদের সাথে বিবাদ না করি।" অর্থাৎ আল্লাহ যাদের আমাদের ওপর শাসনভার অর্পণ করেছেন, তাদের থেকে কর্তৃত্ব কেড়ে নেওয়ার জন্য আমরা যেন তাদের সাথে বিবাদে লিপ্ত না হই। কেননা এ ধরনের বিবাদ ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ব্যাপক অনিষ্ট ও ফিতনার জন্ম দেয়।

عظيمة وتفرقاً بين المسلمين، ولم يدمر الأمة الإسلامية إلا منازعة الأمر أهله، من عهد عثمان- رضي الله عنه إلى يومنا هذا، ما أفسد الناس إلا منازعة الأمر أهله. قال: "إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان" ثلاثة شروط، إذا رأينا هذا وتمت الشروط الثلاثة فحينئذ ننازع الأمر أهله، ونحاول إزالتهم عن ولاية الأمر، لكن بشروط:

الأول: أن تروا، فلا بد من علم، أما مجرد الظن، فلا يجوز الخروج على الأئمة. الثاني: أن نعلم كفراً لا فسقاً. الفسوق، مهما فسق ولاة الأمور لا يجوز الخروج عليهم؛ لو شربوا الخمر، لو زنوا، لو ظلموا الناس، لا يجوز الخروج عليهم، لكن إذا رأينا كفراً صريحاً يكون بواحاً. الثالث: الكفر البواح: وهذا معناه الكفر الصريح، البواح الشيء البين الظاهر، فأمّا ما يحتمل التأويل فلا يجوز الخروج عليهم، يعني لو قدرنا أنهم فعلوا شيئاً نرى أنه كفر، لكن فيه احتمال أنه ليس بكفر، فإنه لا يجوز أن ننازعهم أو نخرج عليهم، ونولهم ما تولوا.

لكن إذا كان بواحاً صريحاً، مثل: لو أن ولياً من ولاة الأمور قال لشعبه: إن الخمر حلال. اشربوا ما شئتم، وإن اللواط حلال، تلوطوا بمن شئتم، وإن الزنى حلال ازنوا بمن شئتم، فهذا كفر بواح ليس فيه إشكال، هذا يجب على الرعية أن يزيلوه بكل وسيلة ولو بالقتل؛ لأن هذا كفر بواح.

...মহতী এবং মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টিকারী। উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এই উম্মাহকে শাসন ক্ষমতার অধিকারীদের সাথে বিবাদ ছাড়া আর কিছুই ধ্বংস করেনি। মানুষের মাঝে বিপর্যয় কেবল শাসন ক্ষমতার অধিকারীদের সাথে দ্বন্দ্বের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে।

তিনি বলেছেন: "যতক্ষণ না তোমরা প্রকাশ্য কুফরি দেখতে পাও, যে বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।" এখানে তিনটি শর্ত রয়েছে; যখন আমরা এটি

দেখতে পাব এবং তিনটি শর্ত পূর্ণ হবে, তখনই আমরা শাসন ক্ষমতার অধিকারীদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হব এবং তাদেরকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করার চেষ্টা করব। তবে কিছু শর্তসাপেক্ষে:

প্রথমত: "তোমরা দেখতে পাও" অর্থাৎ নিশ্চিত জ্ঞান থাকতে হবে। কেবল ধারণার বশবর্তী হয়ে ইমাম বা শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ নয়।

দ্বিতীয়ত: আমাদের কুফর সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে, পাপাচার বা ফাসিকি নয়। পাপাচার যত বড়ই হোক না কেন, শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ নয়। তারা যদি মদ পান করে, ব্যভিচার করে কিংবা মানুষের ওপর জুলুমও করে, তবুও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ নয়; যতক্ষণ না আমরা সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য কুফরি দেখতে পাই।

তৃতীয়ত: প্রকাশ্য কুফরি। এর অর্থ হলো সুস্পষ্ট কুফরি; 'বুওয়াহ' হলো এমন বিষয় যা একেবারে স্পষ্ট ও দৃশ্যমান। সুতরাং যা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে, তার কারণে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েজ নয়। অর্থাৎ, যদি তারা এমন কোনো কাজ করে যা আমাদের দৃষ্টিতে কুফরি মনে হয়, কিন্তু সেখানে কুফরি না হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে, তবে তাদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হওয়া বা বিদ্রোহ করা জায়েজ হবে না; বরং তারা যে দায়িত্বে আছে তাতেই তাদের বহাল রাখতে হবে।

কিন্তু যদি তা সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য হয়, যেমন: কোনো শাসক যদি তার জনগণকে বলে যে, মদ হালাল, তোমরা যা ইচ্ছা পান করো; সমকামিতা হালাল, তোমরা যা ইচ্ছা করো; কিংবা ব্যভিচার হালাল, তোমরা যার সাথে ইচ্ছা ব্যভিচার করো—তবে এটি এমন এক প্রকাশ্য কুফরি যাতে কোনো সংশয় নেই। এক্ষেত্রে জনগণের ওপর আবশ্যিক হলো যে কোনো উপায়ে তাকে অপসারণ করা, এমনকি প্রয়োজনে যুদ্ধের মাধ্যমে হলেও; কারণ এটি প্রকাশ্য কুফরি।

الشرط الرابع: عندكم فيه من الله برهان، يعني عندنا دليل قاطع على أن هذا كفر، فإن كان الدليل ضعيفاً في ثبوته، أو ضعيفاً في دلالاته، فإنه لا يجوز الخروج عليهم؛ لأن الخروج فيه شر كثير جداً ومفاسد عظيمة.

وإذا رأينا هذا مثلاً فلا يتجاوز المنازعة حتى يكون لدينا قدرة على إزاحته، فإن لم يكن لدينا قدرة فلا تجوز المنازعة؛ لأنه ربما إذا نازعنا وليس عندنا قدرة يقضي على البقية الصالحة، وتتم سيطرته.

فهذه الشروط شروط للجواز أو للوجوب - وجوب الخروج على ولي الأمر - لكن بشرط أن يكون لدينا قدرة، فإن لم يكن لدينا قدرة، فلا يجوز الخروج؛ لأن هذا من إلقاء النفس في التهلكة. أي فائدة إذا خرجنا على هذا الولي الذي رأينا عنده كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان، ونحن لا نخرج إليه إلا بسكين المطبخ، وهو معه الدبابات والرشاشات أي فائدة؟ لا فائدة، ومعنى هذا أننا خرجنا لنقتل أنفسنا، نعم لا بد أن نتحیل بكل حيلة على القضاء عليه وعلى حكمه، لكن بالشروط الأربعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: أن تتروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان. فهذا دليل على احترام حق ولادة الأمور، وأنه يجب على الناس طاعتهم في اليسر والعسر، والمنشط والمكره والأثرة التي يستأثرون بها، ولكن بقي أن نقول: فما حق الناس على ولادة الأمر؟

حق الناس على ولادة الأمر أن يعدلوا فيهم، وأن يتقوا الله تعالى فيهم، وأن لا يشقوا عليهم، وأن لا يولوا عليهم من يجدون خيراً منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اللهم من ولي من أمر امتي شيئاً فشق عليهم فاشقق

চতুর্থ শর্ত: এ বিষয়ে তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অকাট্য প্রমাণ থাকতে হবে। অর্থাৎ, আমাদের নিকট এমন অকাট্য দলিল থাকতে হবে যে এটি কুফর। যদি দলিলের নির্ভরযোগ্যতা

দুর্বল হয় অথবা অর্থবোধকতার দিক থেকে তা অস্পষ্ট হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ হবে না; কারণ বিদ্রোহের পরিণামে অনেক বেশি অনিশ্চিত ও ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। আর উদাহরণস্বরূপ আমরা যদি এটি দেখিও, তবুও তাকে অপসারিত করার ক্ষমতা অর্জন না করা পর্যন্ত ক্ষমতা নিয়ে বিবাদ করা বৈধ নয়। যদি আমাদের সামর্থ্য না থাকে, তবে বিবাদ করা জায়েজ হবে না; কারণ সম্ভবত আমরা যদি সামর্থ্যহীন অবস্থায় বিবাদে লিপ্ত হই, তবে সে অবশিষ্ট সৎকর্মশীলদের নির্মূল করে দেবে এবং তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে।

সুতরাং এই শর্তগুলো হলো বৈধতা কিংবা আবশ্যিকতা—অর্থাৎ শাসনকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত—তবে শর্ত হলো আমাদের সামর্থ্য থাকতে হবে। যদি আমাদের সামর্থ্য না থাকে, তবে বিদ্রোহ করা বৈধ নয়; কারণ এটি নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর। যদি আমরা এমন শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি যার মধ্যে আমরা প্রকাশ্য কুফর দেখেছি এবং যে বিষয়ে আমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অকাট্য দলিল রয়েছে, অথচ আমরা কেবল রান্নাঘরের ছুরি নিয়ে তার বিরুদ্ধে বের হই, আর তার কাছে থাকে ট্যাংক ও মেশিনগান—তাহলে এতে কী লাভ? কোনো লাভ নেই। এর অর্থ হলো আমরা কেবল নিজেদের জীবন দিতেই বের হয়েছি। হ্যাঁ, তাকে এবং তার শাসনব্যবস্থাকে হঠানোর জন্য সম্ভাব্য সকল কলাকৌশল অবলম্বন করতে হবে, কিন্তু তা নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বর্ণিত চারটি শর্তের আলোকেই হতে হবে: যতক্ষণ না তোমরা প্রকাশ্য কুফর দেখতে পাও যে বিষয়ে তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। এটি শাসনকর্তাদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দলিল এবং মানুষ যেন সুদিন-দুর্দিন, স্বতঃস্ফূর্ততা ও অনীহা এবং তারা সম্পদ কুক্ষিগত করলেও তাদের আনুগত্য করে। তবে এখন প্রশ্ন থেকে যায়: জনগণের প্রতি শাসনকর্তাদের অধিকার কী?

জনগণের প্রতি শাসনকর্তাদের অধিকার হলো—তাদের মধ্যে ইনসাফ বা ন্যায্যবিচার প্রতিষ্ঠা করা, তাদের বিষয়ে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা, তাদের উপর কষ্টদায়ক বোঝা না চাপানো এবং তাদের উপর এমন কাউকে শাসক নিয়োগ না করা যার চেয়ে উত্তম কাউকে পাওয়া সম্ভব। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোনো বিষয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করে তাদের কষ্টে ফেলল, আপনিও তাকে কষ্টে ফেলুন।"

عليه". دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام: أمن ولي من أمور المسلمين شيئاً صغيراً كان أم كبيراً وشق عليهم، قال: " فأشقق عليه"، وما ظنك بشخص شقَّ الله عليه والعياذ بالله، إنه سوق يخسر وينحط، وأخبر النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أمة: " ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة"

إن من وليٍّ أحداً من المسلمين على عصابة وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين؛ لأنه يجب أن يولي على الأمور أهلها بدون أي مراعاة، يُنظر لمصلحة العباد فيولي عليهم من هو أولى بهم. والولايات تختلف، فإمام المسجد مثلاً أولى الناس بهم من هو أقرأ لكتاب الله، والأمور الأخرى كالجهاد أولى الناس بها من هو أعلم بالجهاد، وهلم جرا. المهم أنه يجب على ولي المسلمين أن يولي على المسلمين خيرا، ولا يجوز أن يولي على الناس أحداً وفيهم من هو خير منه؛ لأن هذا خيانة.

وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه: " ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاشٌّ لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة" والعياذ بالله.

"...তার ওপর।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি দুআ হলো: "যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোনো বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করল—তা ছোট হোক বা বড়—অতঃপর তাদের জন্য কঠোরতা অবলম্বন করল, আপনিও তার ওপর কঠোরতা করুন।" আর আপনার কী ধারণা এমন ব্যক্তি সম্পর্কে যার ওপর আল্লাহ স্বয়ং কঠোরতা করেন? আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই। এটি এমন এক পথ যাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত ও লাঞ্চিত হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে জানিয়েছেন: "এমন কোনো নেতা নেই যে মুসলমানদের কোনো বিষয়ের

দায়িত্ব গ্রহণ করল, অতঃপর তাদের কল্যাণে জানপ্রাণ দিয়ে চেষ্টা করল না এবং একনিষ্ঠভাবে হিতোপদেশ প্রদান করল না, সে তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোনো দলের ওপর কাউকে নিযুক্ত করল অথচ তাদের মাঝে তার চেয়েও উত্তম ব্যক্তি বিদ্যমান ছিল, সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। কারণ, কোনো প্রকার স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের যোগ্য ব্যক্তিদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা ওয়াজিব। এক্ষেত্রে বান্দাদের সামষ্টিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং তাদের ওপর তাকেই নিযুক্ত করতে হবে যে তাদের জন্য সবচেয়ে বেশি যোগ্য ও কল্যাণকর।

আর দায়িত্ব বা কর্তৃত্বের ক্ষেত্রগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন মসজিদের ইমামতির জন্য মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি যোগ্য যে আল্লাহর কিতাব পাঠে অধিক পারদর্শী। অন্যান্য বিষয় যেমন জিহাদের ক্ষেত্রে, সেই ব্যক্তি সবচেয়ে যোগ্য যে জিহাদ সম্পর্কে অধিক অভিজ্ঞ। এভাবেই অন্যান্য বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে বিবেচিত হবে। মূল কথা হলো, মুসলমানদের অভিভাবকের ওপর কর্তব্য হলো মুসলমানদের মধ্যে যিনি সর্বোত্তম তাকেই দায়িত্ব প্রদান করা। মানুষের ওপর এমন কাউকে নিযুক্ত করা বৈধ নয় যখন তাদের মধ্যে তার চেয়েও যোগ্য ব্যক্তি বিদ্যমান থাকে; কেননা এটি একটি খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা।

তদ্রূপ নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে: "আল্লাহ যদি কোনো বান্দাকে কোনো প্রজাসাধারণের দায়িত্ব অর্পণ করেন, আর সে যেদিন মারা যায় সেদিন যদি সে তার প্রজাদের সাথে প্রতারণা করা অবস্থায় থাকে, তবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।" আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

(ص: 425) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

فولاة الأمور عليهم حقوق عظيمة لمن ولاهم الله عليهم، كما على البولي عليهم حقوقاً عظيمة يجب عليهم أن يقوموا بها لولاة الأمر، فلا يعصونهم حتى وإن استأثر ولاة

الأمر بشيء، فإن الجواب لهم السمع والطاعة في المنشط والمكروه والعسر واليسر، إلا إذا كان ذلك في معصية الله، يعني لو أمروا بمعصية الله، فإنه لا يجوز أن يأمرُوا بمعصية الله، ولا يجوز لأحد أن يطيعهم في معصية الله.

وأما قول بعض الناس من السفهاء: إنه لا تجب علينا طاعة ولاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة، فهذا خطأ، وهذا غلط، وهذا ليس من الشرع في شيء، بل هذا من مذهب الخوارج، الذين يريدون من ولاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء، وهذا لم يحصل منذ زمن فقد تغيرت الأمور.

ويذكر أن أحد ملوك بني أمية سَمِعَ أن الناس يتكلمون فيه وفي خلافته، فجمع أشراف الناس ووجهاءهم وتكلم فيهم، وقال لهم: إنكم تريدون منا أن نكون مثل أبي بكر وعمر؟ قالوا: نعم: أنت خليفة وهم خلفاء، قال: كونوا أنتم مثل رجال أبي بكر وعمر؛ نحن نحن مثل أبي بكر وعمر، وهذا جواب عظيم، فالناس إذا تغيروا لا بد أن يغير الله وولاتهم، كما تكونون يولى عليكم. أما أن يريد الناس من الولاة أن يكونوا مثل الخلفاء وهم أبعد ما يكونون عن رجال الخلفاء، هذا غير صحيح، الله حكيم عز وجل (وَكَذَلِكَ نُؤَيِّ بِعُضِّ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (الأنعام: 129).

وذكروا أن رجلاً من الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب

শাসকদের উপর অর্পিত হয়েছে মহান দায়িত্ব তাদের প্রতি যাদেরকে আল্লাহ তাদের অভিভাবক করেছেন, ঠিক যেমন প্রজাদের উপরও শাসকদের প্রতি সুমহান কর্তব্য রয়েছে যা পালন করা তাদের জন্য অপরিহার্য। সুতরাং তারা তাদের অবাধ্য হবে না, এমনকি শাসকরা যদি নিজেদের জন্য বিশেষ কোনো সুবিধা গ্রহণ করে তবুও। বরং তাদের কর্তব্য হলো স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রতিকূলতায় এবং অভাব ও প্রাচুর্যে শ্রবণ ও আনুগত্য করা, যতক্ষণ না তা আল্লাহর কোনো নাফরমানির কাজ হয়। অর্থাৎ তারা যদি আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কোনো কাজের নির্দেশ দেয়, তবে তাদের জন্য তেমন নির্দেশ দেওয়া বৈধ নয় এবং আল্লাহর অবাধ্যতায় তাদের আনুগত্য করাও কারোর জন্য জায়েয নয়।

আর কিছু নির্বোধের উক্তি যে—শাসকরা যতক্ষণ না পূর্ণাঙ্গরূপে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত হয় ততক্ষণ আমাদের ওপর তাদের আনুগত্য ওয়াজিব নয়—এটি একটি ভুল ও ভ্রান্ত কথা এবং এর সাথে শরীয়তের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং এটি খারেজীদের মতাদর্শ, যারা চায় শাসকরা প্রতিটি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আল্লাহর হুকুমের ওপর কায়েম থাকুক। অথচ দীর্ঘ সময় ধরে এমনটি আর ঘটছে না, কারণ পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়ে গেছে।

বর্ণিত আছে যে, বনু উমাইয়্যার জনৈক বাদশাহ যখন শুনতে পেলেন যে লোকজন তার ও তার খেলাফত নিয়ে সমালোচনা করছে, তখন তিনি সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমবেত করে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন: "তোমরা কি আমাদের কাছ থেকে আবু বকর ও উমরের মতো চরিত্র আশা করো?" তারা বলল: "হ্যাঁ, আপনিও খলিফা আর তারাও খলিফা ছিলেন।" তিনি বললেন: "তবে তোমরা আবু বকর ও উমরের সময়ের প্রজাদের মতো হয়ে যাও, আমরাও আবু বকর ও উমরের মতো হয়ে যাব।" এটি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ একটি উত্তর। কেননা প্রজাসাধারণ যখন পরিবর্তিত হয়, আল্লাহ অবশ্যই তাদের শাসকদেরও পরিবর্তন করে দেন, কারণ 'তোমরা যেমন হবে, তোমাদের ওপর তেমনই শাসক নিযুক্ত করা হবে'। মানুষ শাসকদের কাছে খুলাফায়ে রাশেদীনের মতো ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করবে অথচ নিজেরা সেই যুগের মানুষদের আদর্শ থেকে যোজন যোজন দূরে থাকবে—এটি হতে পারে না। মহান আল্লাহ প্রজ্ঞাবান ও মহিমাম্বিত, তিনি ইরশাদ করেছেন: "আর এভাবেই আমি জালিমদের একে অপরের ওপর কর্তৃত্ব প্রদান করি তাদের কৃতকর্মের কারণে।" (সূরা আল-আনআম: ১২৯)।

বর্ণিত আছে যে, খারেজীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি যে আলী ইবনে আবি তালিবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল...

(ص: 426) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

جاء إلى عليّ، فقال له: يا عليّ، ما بال الناس قد تغيروا عليك ولم يتغيروا على أبي بكر وعمر، قال: لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورجالي أنت وأمثالك، وهذا كلام جيد، يعني أنك لا خير فيك، فلذلك تغير الناس علينا، لكن في عهد أبي بكر

وعمر رجالهم مثل علي بن أبي طالب وعثمان ابن عفان وغيرهم من الصحابة الفضلاء، فلم يتغيروا على وُلاتهم.

وكذلك أيضاً يجب على الرعية أن ينصحوا لولي الأمر، ولا يكذبوا عليه، ولا يخدعوه، ولا يغشوه، ومع الأسف أن الناس اليوم عندهم كذب وتحايل على أنظمة الدولة، ورشاوى وغير ذلك مما لا يليق بالعاقل فضلاً عن المسلم، إذا كانت الدول الكافرة تعاقب من يأخذ الرشوة ولو كان من أكبر الناس، فالذي يعاقب من يأخذ الرشوة هو الله عز وجل، نحن نؤمن بالله وما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لعن الراشي والمرتشى " وعقوبة الله أشد من عقوبة الآدميين.

وكذلك تجد الكذب والدجل من الناس على الحكومة، مثل أن يأتي المزارع ويدخل زرع غيره بأسمه وهو كاذب، ولكن من أجل مصلحة من أجل أن يأكل بها، أحياناً قد تكون الدولة قد استلمت الحب، ولم يبق إلا الدراهم عند الدولة، فيأتي الإنسان يبيعه على آخر، يبيع دراهم بدراهم مع

এক ব্যক্তি আলীর (রা.) নিকট এসে বলল: হে আলী, মানুষের কী হলো যে তারা আপনার বিরুদ্ধাচরণ করছে, অথচ তারা আবু বকর ও উমরের বিরুদ্ধাচরণ করেনি? তিনি উত্তরে বললেন: কারণ আবু বকর ও উমরের সহযোগী ও অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গ ছিলাম আমি ও আমার মতো মানুষেরা, আর আমার সহযোগী ও অধীনস্থ হলো তুমি ও তোমার মতো মানুষেরা। এটি একটি অত্যন্ত চমৎকার ও সারগর্ভ কথা; অর্থাৎ তোমার নিজের মধ্যেই কোনো কল্যাণ নেই, যার ফলে মানুষ আমাদের বিরুদ্ধে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। অথচ আবু বকর ও উমরের যুগে তাদের সাথে ছিলেন আলী ইবনে আবি তালিব, উসমান ইবনে আফফান এবং তাঁদের মতো অন্যান্য মর্যাদাবান সাহাবীগণ; ফলে তাঁরা তাঁদের শাসকদের অবাধ্যতা করেননি।

অনুরূপভাবে প্রজাসাধারণের ওপর আবশ্যিক হলো রাষ্ট্রপ্রধানের কল্যাণ কামনা করা, তাঁর সাথে মিথ্যা না বলা, তাঁকে ধোঁকা না দেওয়া এবং তাঁর সাথে প্রতারণা না করা। কিন্তু অত্যন্ত

পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমান যুগের মানুষের মধ্যে রাষ্ট্রীয় আইনের ব্যাপারে মিথ্যাচার ও নানাবিধ অপকৌশল, ঘুষ এবং এমন সব আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে যা একজন বিবেকবান মানুষের জন্য অনুচিত, একজন মুসলিমের জন্য তো বটেই। যদি অমুসলিম রাষ্ট্রগুলো ঘুষ গ্রহণকারীকে শাস্তি প্রদান করে—যদিও সে অত্যন্ত প্রভাবশালী কেউ হয়—তবে জেনে রাখা উচিত যে, ঘুষখোরকে প্রকৃত শাস্তি প্রদানকারী হলেন মহান আল্লাহ। আমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনীত বিধানের ওপর ঈমান রাখি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "ঘুষদাতা এবং ঘুষগ্রহীতা উভয়ের ওপর আল্লাহর লানত (অভিসম্পাত)।" আর আল্লাহর শাস্তি মানুষের শাস্তির চেয়ে অনেক বেশি কঠোর।

তেমনিভাবে সরকারের সাথে জনগণের মিথ্যাচার ও প্রতারণার দৃষ্টান্তও লক্ষ্য করা যায়। যেমন: কোনো কৃষক মিথ্যা বলে অন্যের ফসল নিজের নামে চালিয়ে দেয়; সে এটি করে কেবল বৈষয়িক লাভের আশায়। কখনো আবার এমন হয় যে, রাষ্ট্র শস্য গ্রহণ করেছে এবং এখন কেবল অর্থ পরিশোধ করা বাকি আছে; এমতাবস্থায় কোনো ব্যক্তি সেই প্রাপ্য অর্থ অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয়—অর্থাৎ দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম বিক্রি করে...

(ص: 427) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

التفاضل ومع تأخير القبض، إلى غير ذلك من المعاصي التي يرتكبها الشعب، ثم يريدون من وولاتهم أن يكونوا مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فهذا ليس بصحيح.

فولاة الأمور عليهم حقوق يجب عليهم النصح بقدر ما يستطيعون لله عز وجل وللمن ولاهم الله عليهم، والشعب أيضاً يجب عليهم حقوق عظيمة لولاة الأمور، يجب عليهم أن يقوموا بها.

ومن الأمور التي يهملها كثير من الناس انهم لا يحترمون أعراض وُلاة الأمور، تجد فأكهة مجالسهم - نسأل اله العافية وأن يتوب علينا وعليهم - أن يتكلموا في أعراض وُلاة الأمور، ولو كان هذا الكلام مجدياً وتصلح به الحال لقنا لا بأس وهذا طيب، لكن هذا لا يجدي، ولا تصلح به الحال، وإنما يوغر الصدور على وُلاة الأمور، سواء كانوا من العلماء أو من الأمراء.

تجد الآن بعض الناس إذا جلس في المجلس لا يجد أنسه إلا إذا تعرض لعالم من العلماء، أو وزير من الوزراء، أو أمير من الأمراء، أو من فوقه ليتكلم في عرضه، وهذا غير صحيح، ولو كان هذا الكلام يجدي لكنا أول من يشجع عليه، ولقلنا لا بأس، المنكر يجب أن يزال، والخطأ يجب أن يصحح، لكنه لا يجدي، وإنما يوغر الصدور ويكره وُلاة الأمور إلى الناس، ويكره العلماء إلى الناس، ولا يحصل فيه فائدة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة مانعة- جزاه الله عن

অসম বিনিময় এবং পণ্য হস্তগত করতে বিলম্বসহ এ জাতীয় অন্যান্য পাপাচার যা জনগণ করে থাকে; অথচ এরপর তারা চায় যে তাদের শাসকরা যেন আবু বকর ও ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর মতো হন, যা মোটেও সঠিক নয়।

দায়িত্বশীলদের ওপর কিছু হক বা অধিকার রয়েছে—তাদের উচিত মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে এবং যাদের ওপর আল্লাহ তাদের দায়িত্বশীল করেছেন তাদের কল্যাণে সাধ্যমতো উপদেশ প্রদান করা। তদ্রূপ জনগণের ওপরও দায়িত্বশীলদের জন্য মহান কিছু হক বা কর্তব্য রয়েছে, যা তাদের পালন করা আবশ্যিক।

অনেক মানুষ যে বিষয়গুলোতে অবহেলা করে, তার মধ্যে একটি হলো তারা দায়িত্বশীলদের সম্মানের সুরক্ষা করে না। আপনি দেখতে পাবেন যে তাদের মজলিসের মূল খোরাকই হলো—আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি এবং তিনি আমাদের ও তাদের ক্ষমা করুন—দায়িত্বশীলদের সম্মানহানি করে কথা বলা। যদি এসব কথাবার্তা ফলপ্রসূ হতো এবং এর মাধ্যমে পরিস্থিতির সংশোধন হতো, তবে আমরা বলতাম এতে কোনো সমস্যা নেই এবং তা

উত্তম। কিন্তু এতে কোনো ফায়দা হয় না এবং পরিস্থিতিরও কোনো উন্নতি ঘটে না; বরং এটি দায়িত্বশীলদের প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, তারা আলেম হন কিংবা শাসক। বর্তমানে আপনি কিছু মানুষকে এমন পাবেন যে, যখন সে কোনো মজলিসে বসে, তখন সে কোনো আলেম, মন্ত্রী, আমীর কিংবা তার উর্ধ্বতন কারো সম্মানহানি করে কথা না বলা পর্যন্ত প্রশান্তি পায় না। অথচ এটি সংগত নয়। যদি এই আলোচনার কোনো সুফল থাকত, তবে আমরাই সর্বাত্মে এতে উৎসাহিত করতাম এবং বলতাম যে এতে কোনো দোষ নেই। নিশ্চয়ই অন্যায় দূরীভূত হওয়া উচিত এবং ভুল সংশোধন করা প্রয়োজন। কিন্তু এভাবে তা সম্ভব হয় না; বরং এটি অন্তরে ক্ষোভের জন্ম দেয় এবং জনগণের কাছে দায়িত্বশীল ও আলেমদের অপ্রিয় করে তোলে এবং এর মাধ্যমে কোনো কল্যাণ অর্জিত হয় না। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি সারগর্ভ ও অর্থবহ কথা বলেছেন—আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে তাঁকে...

(ص: 428) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

أَمْتُهُ خَيْرًا: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت" والعجب أن بعض الناس لو أردت أن تتكلم في شخص عادي من الناس قالوا: لا تغتبه، هذا حرام، ولا يرضى أن يتكلم أحد في عرض أحد عنده، لكن لو تكلمت في واحد من وُلاة الأمور فإنه يرى أن هذا لا بأس به!! وهذه مسألة مرض به كثير من الناس، وأنا أعتبرها مرضاً- نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا الذي ابتلي به كثير من الناس. ولو أن الناس كفوا ألسنتهم ونصحوا لولاة أمورهم، ولا أقول: اسكت على الخطأ، لكن اكتب لولاة الأمور، اكتب كتاباً إن وصل فهذا هو المطلوب، وإذا انتفعوا به فهذا

أحسن، وإذا لم ينتفعوا به فالإثم عليهم، إذا كان خطأ صحيحاً، وإذا لم يصل إليهم فالإثم على من منعه عنهم.

قوله رضي الله عنه فيما بايعوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم: " وأن نقول بالحق أينما كنا" يعني أن نقوم بالحق الذي هو دين الإسلام وشرائعه العظام أينما كنا، يعني في أي مكان؛ سواء في البلد، أو في البر، أو في البحر، أو في أي مكان؛ سواء في بلاد الكفر، أو في بلاد الإسلام، نقوم بالحق أينما كنا.

قوله: " لا نخاف في الله لومة لائم" يعني لا يهمننا إذا لامنا أحد في دين الله؛ لأننا نقوم بالحق.

فمثلاً لو أراد الإنسان أن يطبق سنة يستنكرها العامة، فإن هذا

তাঁর উম্মতকে উত্তম প্রতিদান দিন-: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা নীরব থাকে।" আশ্চর্যের বিষয় হলো, কিছু লোক এমন আছে যে, আপনি যদি সাধারণ কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলতে চান, তারা বলে: তার গিবত করবেন না, এটি হারাম। তারা তাদের সামনে কারো মান-সম্মান নিয়ে কথা বলা পছন্দ করে না। কিন্তু যদি আপনি কোনো শাসক সম্পর্কে কথা বলেন, তবে সে মনে করে এতে কোনো সমস্যা নেই!! এটি এমন একটি ব্যাধি যাতে অনেক মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। আমি একে একটি রোগ হিসেবেই গণ্য করি- আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের এই বিপদ থেকে মুক্ত রাখেন যাতে অনেক লোক লিপ্ত হয়েছে।

যদি মানুষ তাদের জিহ্বাকে সংযত রাখত এবং তাদের শাসকদের কল্যাণ কামনা করত—আমি বলছি না যে ভুলের ব্যাপারে নীরব থাকুন—বরং শাসকদের নিকট লিখুন। একটি চিঠি লিখুন; যদি তা পৌঁছায় তবে সেটিই কাম্য। আর যদি তারা এর দ্বারা উপকৃত হয় তবে তা সর্বোত্তম। আর যদি তারা উপকৃত না হয় এবং বিষয়টি যদি সত্যিই ভুল হয়ে থাকে, তবে তার পাপ তাদের ওপর বর্তাবে। আর যদি চিঠিটি তাদের কাছে না পৌঁছায়, তবে তার পাপ সেই ব্যক্তির ওপর বর্তাবে যে তা পৌঁছাতে বাধা দিয়েছে।

তাঁর (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হন) উক্তি, যা তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বায়আত করার সময় বলেছিলেন: "আমরা যেখানেই থাকি না কেন যেন সত্য কথা বলি।" এর অর্থ হলো আমরা যেখানেই থাকি না কেন সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকব, যা হলো ইসলাম ধর্ম এবং এর মহান বিধানসমূহ। অর্থাৎ যে কোনো স্থানে; তা জনপদে হোক, স্থলে হোক, সমুদ্রে হোক বা অন্য যে কোনো জায়গায় হোক; চাই তা কুফরি রাষ্ট্রে হোক কিংবা ইসলামি রাষ্ট্রে, আমরা যেখানেই থাকব সেখানেই সত্যকে আঁকড়ে ধরব।

তাঁর উক্তি: "আমরা আল্লাহর ব্যাপারে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় পাই না।" এর অর্থ হলো আল্লাহর দ্বীনের ক্ষেত্রে কেউ আমাদের নিন্দা করলে তাতে আমরা অক্ষিপ করি না; কারণ আমরা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ব্যক্তি এমন কোনো সুন্নাহ পালন করতে চায় যা সাধারণ মানুষ অপছন্দ করে, তবে এটি

(ص: 429) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الاستنكار لا يمنع الإنسان من أن يقوم بهذه السنة، ولنضرب لهذا مثلاً: تسوية الصفوف في صلاة الجماعة؛ أكثر العوام يستنكرون إذا قال الإمام استتوا، وجعل ينظر إليهم، ويقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، أو تأخر الإمام عن الدخول في الصلاة حتى تستوي الصفوف، يستنكرون هذا، ويغضبون منه، حتى إن بعضهم قيل له مرة من المرات: يا فلان تأخر إنك متقدم، فقال من شدة الغضب: إن شئت خرجت من المسجد كله وتركتك لك، نعوذ بالله، فمثل هذا الإمام لا ينبغي له أن تأخذه لومة لائم في الله، بل يصبر ويمرن الناس على السنة، والناس إذا تمرنوا على السنة أخذوا عليها وهانت عليهم، لكن إذا رأي أن هؤلاء العوام جفاة جداً، ففي هذه الحال ينبغي

أن يعلمهم أولاً، حتى تستقر نفوسهم، وتألف السنة إذا طبقت، فيحصل بذلك الخير.

ومن ذلك أيضاً: أن العامة يستنكرون سجود السهو بعد السلام، ومعلوم أن السنة وردت به إذا كان السهو عن زيادة، أو عن شك مترجح به أحد الطرفين، فإنه يُسجد بعد السلام لا قبل السلام، هذه هي السنة حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله قال: إنه يجب أن يسجد بعد السلام إذا كان السجود بعد السلام، وقبل السلام إذا كان السجود قبله، يعني لم يجعل هذا على سبيل الأفضلية؛ بل على سبيل الوجوب.

سجد أحد الأئمة بعد السلام لسهو سهأة في صلاته؛ زاد أو شك شكاً مترجحاً فيه وبنى على الراجح، فسجد بعد السلام، فلما سجد بعد السلام ثار عليه العامة ما هذا الدين الجديد؟ هذا غلط، قال رجلٌ من الناس:

অসম্মতি বা অপছন্দ করা একজন মানুষকে এই সুন্নাহ পালন থেকে বিরত রাখবে না। আমরা এর একটি উদাহরণ দিতে পারি: জামাতে নামাজের কাতার সোজা করা; অধিকাংশ সাধারণ মানুষ এতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখায় যখন ইমাম বলেন 'কাতার সোজা করুন' এবং তাদের দিকে তাকাতে থাকেন ও বলেন: 'হে অমুক সামনে অগ্রসর হোন, হে অমুক পেছনে সরুন', অথবা কাতার সোজা না হওয়া পর্যন্ত ইমাম নামাজ শুরু করতে দেরি করেন। তারা বিষয়টিকে অপছন্দ করে এবং এতে রাগান্বিত হয়। এমনকি একবার একজনকে বলা হয়েছিল: 'হে অমুক, একটু পেছনে যান, আপনি সামনে এগিয়ে আছেন', তখন সে প্রচণ্ড রাগে বলেছিল: 'আপনি চাইলে আমি পুরো মসজিদ থেকেই বেরিয়ে যাচ্ছি এবং তা আপনার জন্য ছেড়ে দিচ্ছি।' আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই। সুতরাং এ ধরনের ইমামের জন্য উচিত নয় যে আল্লাহর পথে তিনি কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবেন। বরং তার উচিত ধৈর্য ধারণ করা এবং মানুষকে সুন্নাহর ওপর অভ্যস্ত করানো। মানুষ যখন সুন্নাহর ওপর অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন তারা তা গ্রহণ করে নেয় এবং এটি তাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। তবে তিনি যদি দেখেন যে এই সাধারণ মানুষগুলো অত্যন্ত রুঢ় প্রকৃতির, তবে এমতাবস্থায় উচিত হলো প্রথমে তাদের শিক্ষা

দেওয়া, যাতে তাদের অন্তর প্রশান্ত হয় এবং সুন্নাহ যখন প্রয়োগ করা হবে তখন তারা তার সাথে পরিচিতি লাভ করে। ফলে এর মাধ্যমে কল্যাণ অর্জিত হবে।

এর আরেকটি উদাহরণ হলো: সাধারণ মানুষ সালামের পরে সাহ্ সেজদা করাকে অপছন্দ করে। অথচ এটি সুবিদিত যে, সুন্নাহ অনুযায়ী যদি নামাজের কোনো কাজ বৃদ্ধির কারণে ভুল হয় অথবা এমন কোনো সন্দেহের কারণে হয় যাতে একটি দিক প্রবল হয়ে ওঠে, তবে সালামের পরেই সেজদা করতে হয়, সালামের আগে নয়। এটিই হলো সুন্নাহ। এমনকি শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: যখন সালামের পরে সেজদার নিয়ম তখন সালামের পরেই সেজদা করা ওয়াজিব, আর যখন সালামের আগে নিয়ম তখন সালামের আগেই করা ওয়াজিব। অর্থাৎ তিনি বিষয়টিকে কেবল উত্তম-অনুত্তমের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং ওয়াজিব হিসেবে গণ্য করেছেন।

জনৈক ইমাম তার নামাজে কোনো এক ভুলের কারণে সালামের পর সেজদা করেছিলেন; তিনি হয়তো নামাজে কোনো কিছু বাড়িয়েছিলেন অথবা এমন কোনো সন্দেহ করেছিলেন যাতে এক দিক প্রবল ছিল এবং তিনি সেই প্রবল ধারণার ওপর ভিত্তি করে আমল করেছিলেন। অতঃপর তিনি সালামের পরে সেজদা করেন। কিন্তু তিনি যখন সালামের পরে সেজদা করলেন, তখন সাধারণ মানুষ তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং বলতে লাগল: "এটি কেমন নতুন ধর্ম? এটি ভুল।" জনৈক ব্যক্তি বললেন:

(ص: 430) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

فقلت لهم: هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، سلم الرسول عليه الصلاة والسلام من ركعتين ثم أخبروه فأكل صلاته ثم سلم ثم سجد للسهو بعد السلام، قالوا: أبدا، ولا نقبل، قيل: من ترضون من العلماء؟ قالوا: نرضى فلاناً وفلاناً؛ فلما ذهبوا إليه قال لهم: هذا صحيح، وهذا هو السنة، فبعض الأئمة يأنف أن يسجد بعد

السلام وهو يعلم أن السنة أن السجود بعد السلام خوفاً من السنة العامة، وهذا خلاف ما بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عليه، قم بالحق ولا تخف في الله لومة لائم.

كذلك أيضاً فيما يتعلق الصدق في المعاملة؛ بعض الناس إذا أخبر الإنسان بما عليه الأمر بحسب الواقع، قالوا، هذه وساوس، وليس بلازم أن أعلم الناس بكل شيء، مثلاً عيب في السلعة، قالوا: هذا سهل والناس يرضونه، والواجب أن الإنسان يتقي الله عز وجل ويقوم بالعدل ويقوم باللازم، ولا تأخذه في الله لومة لائم، ولكن كما قلت أولاً: إذا كان عند عامة جفاة، فالأحسن أن يبلغهم الشرع قبل أن يطبق، من أجل أن تهدأ نفوسهم، وإذا طُبق الشرع بعد ذلك إذا هم قد حصل عنده معلم منه، فلم يحصل منهم نفور.

187- الخامس عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مثل القائم في حدود الله، والواقع فيها كمثل قومٍ استهبوا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا،

আমি তাদের বললাম: এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়েছিলেন, অতঃপর সাহাবীগণ তাঁকে অবগত করলে তিনি তাঁর সালাত পূর্ণ করেন, তারপর সালাম ফেরান এবং সালামের পর সাহু সিজদাহ প্রদান করেন। তারা বলল: অসম্ভব, আমরা এটি গ্রহণ করব না। জিজ্ঞাসা করা হলো: আলেমদের মধ্য থেকে কার ফয়সালায় তোমরা সন্তুষ্ট হবে? তারা বলল: আমরা অমুক ও অমুক ব্যক্তির সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট। অতঃপর যখন তারা তাঁর নিকট গেল, তিনি তাদের বললেন: এটি সহীহ এবং এটিই সুন্নাহ। কোনো কোনো ইমাম সালামের পর সিজদা করতে কুঠাবোধ করেন, যদিও তারা জানেন যে সালামের পর সিজদাহ করাই সুন্নাহ; আর এটি কেবল সাধারণ মানুষের

সমালোচনার ভয়ে। এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের থেকে যে বিষয়ের ওপর অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন তার পরিপন্থী। আপনি সত্যের ওপর অটল থাকুন এবং আল্লাহর পথে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবেন না।

অনুরূপভাবে লেনদেনে সততার বিষয়টিও; কিছু মানুষ আছে, যাদেরকে যখন বাস্তবতা অনুযায়ী প্রকৃত অবস্থা জানানো হয়, তখন তারা বলে—এগুলো হলো মনের খুঁতখুঁতেমি, মানুষকে সবকিছু জানানো আবশ্যিক নয়। যেমন পণ্যের কোনো ত্রুটি; তারা বলে: এটি সাধারণ বিষয় এবং মানুষ এতে সন্তুষ্ট থাকে। অথচ আবশ্যিক হলো মানুষ আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লাকে ভয় করবে, ইনসাফ কায়েম করবে এবং যা করণীয় তা সম্পাদন করবে; আর আল্লাহর পথে কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না। তবে আমি প্রথমে যা বলেছি: যদি সাধারণ মানুষের মাঝে রুঢ়তা থাকে, তবে শরয়ী বিধান প্রয়োগ করার আগেই তাদের তা অবহিত করা উত্তম, যাতে তাদের মন শান্ত থাকে। যখন বিধানটি প্রয়োগ করা হবে, তখন যেহেতু তাদের মাঝে এ সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জিত হয়েছে, তাই তাদের মাঝে আর কোনো অনীহা বা বিমুখতা তৈরি হবে না।

* * *

১৮৭- পঞ্চম হাদীস: নুমান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন: "আল্লাহর নির্ধারিত সীমানায় অটল থাকা ব্যক্তি এবং তাতে পতিত হওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্ত সেই সম্প্রদায়ের মতো, যারা লটারির মাধ্যমে একটি জাহাজে নিজেদের স্থান নির্ধারণ করল। ফলে তাদের কিছু লোক জাহাজের ওপরতলায় এবং কিছু লোক নিচতলায় স্থান পেল। যারা নিচতলায় ছিল, তাদের পানির প্রয়োজন হলে ওপরতলার লোকদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতে হতো। তখন তারা বলল: আমরা যদি আমাদের অংশে একটি ছিদ্র করে নিতাম, তবে আমাদের ওপরের লোকদের কষ্ট দিতাম না—"

فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعاً، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعاً" رواه البخاري.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنهما، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " مثل القائم في حدود الله والواقع فيها" القائم يعني الذي استقام على دين الله فقام بالواجب، وترك المحرم، والواقع فيها أي في حدود الله، أي الفاعل للمحرم أو التارك للواجب، كمثّل قوم استهوا على سفينة يعني ضربوا سهماً، وهو ما يسمى بالقرعة، أيهم يكون الأعلى؟ "فصار بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء" يعني إذا طلبوا الماء ليشربوا منه "مروا على من فوقهم" يعني الذين في أعلاها؛ لأن الماء لا يقدر عليه إلا من فوق، "فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا" يعني لو نخرق خرقاً في مكاننا نستقي منه، حتى لا نُؤذي من فوقنا، هكذا قدروا وأرادوا.

قال النبي عليه الصلاة والسلام: " فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعاً" لأنهم إذا خرقوا خرقاً في أسفل السفينة دخل الماء، ثم أغرق

"যদি তারা তাদেরকে তাদের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়, তবে তারা সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে; আর যদি তারা তাদের হাত ধরে (তাদেরকে বিরত রাখে), তবে তারা রক্ষা পাবে এবং সকলেই রক্ষা পাবে।" এটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার —মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন— সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ অধ্যায়ে নু’মান ইবনে বশীর আল-আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে যা বর্ণনা করেছেন, তাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন:

"আল্লাহর নির্ধারিত সীমানার ওপর দণ্ডায়মান (অবিচল) ব্যক্তি এবং তাতে নিপতিত ব্যক্তির উদাহরণ হলো..." আল্লাহর সীমানায় দণ্ডায়মান ব্যক্তি বলতে তাকে বোঝানো হয়েছে, যিনি আল্লাহর দ্বীনের ওপর সুদৃঢ় থেকে তাঁর ওপর অর্পিত আবশ্যকীয় দায়িত্বসমূহ পালন করেন এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বর্জন করেন। আর সীমানায় নিপতিত হওয়া অর্থাৎ আল্লাহর নির্ধারিত সীমানা লঙ্ঘন করা, যা মূলত নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়া অথবা ওয়াজিব কাজ বর্জন করাকে বোঝায়। তাদের উদাহরণ হচ্ছে সেই কওমের মতো যারা একটি জাহাজের ব্যাপারে লটারি করেছিল; অর্থাৎ তারা তীরের মাধ্যমে লটারি (যাকে আরবী পরিভাষায় কুরাহ বলা হয়) করেছিল যে, কারা উপরের তলায় থাকবে? "ফলে তাদের একাংশ উপরের তলায় এবং অপরাংশ নিচের তলায় স্থান পেল। নিচের তলার অধিবাসীদের যখন পানির প্রয়োজন হতো"— অর্থাৎ তারা যখন পান করার জন্য পানি সংগ্রহ করতে চাইত—তখন তারা "উপরের তলার লোকদের নিকট দিয়ে যাতায়াত করত।" কারণ উপরের অংশ ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে পানি পাওয়া সম্ভব ছিল না। "তখন তারা বলল: আমরা যদি আমাদের অংশে একটি ছিদ্র করে নিতাম"—অর্থাৎ আমরা যদি আমাদের অবস্থানের জায়গায় একটি ছিদ্র করে সেখান থেকে সরাসরি পানি সংগ্রহ করতাম, তবে আমাদের উপরের লোকদের আর কষ্ট হতো না। তারা এভাবেই বিষয়টি নির্ধারণ ও পরিকল্পনা করেছিল।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "অতঃপর যদি তারা (উপরের তলার লোকেরা) তাদেরকে তাদের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়, তবে তারা সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে।" কেননা তারা যদি জাহাজের নিম্নভাগে ছিদ্র করে, তবে তাতে পানি প্রবেশ করবে এবং তা সকলকে ডুবিয়ে দেবে।

(ص: 432) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

السفينة " وإن أخذوا على أيديهم " ومنعواهم من ذلك " نجوا ونجوا جميعاً "، يعني
نجاً هؤلاء وهؤلاء.

وهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم هو من الأمثال التي لها مغزى عظيم ومعنى عال، فالناس في أيدي الله كالذين في سفينة في لجة النهر، فهم تتقاذفهم الأمواج، ولا بد أن يكون بعضهم إذا كانوا كثيرين في الأسفل وبعضهم في أعلى، حتى تتوازن حولة السفينة وقد لا يضيق بعضهم بعض، وفيه أن هذه السفينة المشتركة بين هؤلاء القوم إذا أراد أحد منهم أن يخربها فإنه لا بد أن يمسكوا على يديه، وأن يأخذوا على يديه لينجوا جميعاً، فإن لم يفعلوا هلكوا جميعاً، هكذا دين الله، إذا أخذ العقلاء وأهل العلم والدين على الجهال والسفهاء نجوا جميعاً وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، كما قال الله تعالى: (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (الأنفال: 25).

وفي هذا المثل دليل على أنه ينبغي لعلم الناس، يضرب لهم الأمثال، ليقرب لهم المعقول بصورة المحسوس، قال الله تعالى: (وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ) (العنكبوت: 43)، وكم من إنسان تشح له المعنى شرحاً كثيراً وتردده عليه فلا يفهم، فإذا ضربت له مثلاً بشيء محسوس يفهمه ويعرفه. وانظر إلى المثل العجيب الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأعراب،

নৌকা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "আর তারা যদি তাদের হাত ধরে ফেলে" এবং তাদেরকে তা থেকে বিরত রাখে, তবে "তারা মুক্তি পাবে এবং তারা সবাই একত্রে মুক্তি পাবে।" অর্থাৎ, এই দল এবং ঐ দল—উভয়ই মুক্তি পাবে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক বর্ণিত এই দৃষ্টান্তটি এমন এক উদাহরণ যার গুরুত্ব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী এবং অর্থ অতি উচ্চমার্গের। আল্লাহর দ্বীনের ক্ষেত্রে মানুষ হলো নদীর অথৈ পানিতে ভাসমান নৌকার আরোহীদের মতো। উত্তাল ঢেউ তাদের ওপর আছড়ে পড়ে। যখন আরোহী সংখ্যা অধিক হয়, তখন নৌকার ভারসাম্য রক্ষার জন্য এবং একে অপরের জন্য সংকীর্ণতা তৈরি না করতে কিছু লোককে নিচে এবং কিছু লোককে উপরে অবস্থান করতে হয়। এই দৃষ্টান্তটি শিক্ষা দেয় যে, এই যৌথ নৌকায় থাকা লোকদের মধ্যে কেউ যদি তা ধ্বংস

করতে চায়, তবে অন্যদের উচিত তার হাত শক্ত করে ধরা এবং তাকে বিরত রাখা, যাতে তারা সকলেই রক্ষা পায়। যদি তারা তা না করে, তবে তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহর দ্বীনের বিষয়টিও ঠিক তেমন। যদি বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও ধার্মিক ব্যক্তির মূর্খ ও নির্বোধদের বাধা দেন, তবে তারা সবাই মুক্তি পাবেন। আর যদি তারা তাদেরকে তাদের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেন, তবে সবাই ধ্বংস হয়ে যাবেন। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: "আর তোমরা সেই ফিতনাকে ভয় করো যা তোমাদের মধ্যে কেবল যারা জুলুম করেছে তাদেরকেই পাকড়াও করবে না (বরং তা সবার ওপর আপতিত হবে)। আর জেনে রাখো, আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" (আল-আনফাল: ২৫)।

এই উদাহরণের মধ্যে এই প্রমাণ রয়েছে যে, মানুষের শিক্ষকের উচিত তাদের সামনে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা, যাতে বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়গুলোকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা দৃশ্যমান রূপের মাধ্যমে তাদের কাছাকাছি আনা যায়। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: "আর এই সকল দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য পেশ করি, কিন্তু কেবল জ্ঞানীরাই তা অনুধাবন করতে পারে।" (আল-আনকাবুত: ৪৩)। কত মানুষ আছে যাদের সামনে কোনো বিষয় নিয়ে দীর্ঘ ব্যাখ্যা করা হয় এবং বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়, তবুও তারা বুঝতে পারে না; কিন্তু যখন আপনি তাদের সামনে তাদের পরিচিত কোনো দৃশ্যমান জিনিসের উদাহরণ দেন, তখন তারা তা সহজে বুঝে ফেলে। এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন মরুভাসী আরব ব্যক্তির সামনে যে বিস্ময়কর দৃষ্টান্তটি দিয়েছিলেন, তার দিকে লক্ষ করুন।

(ص: 433) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

صاحب بادية إبل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن زوجتي ولدت غلاماً أسود- يعني وأنا أبيض والمرأة بيضاء. من أين جاءنا هذا الأسود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل لك من إبل؟ قال: نعم قال: "ما ألوانها؟" قال: حمر. قال: "هل فيها من أورك؟" يعني أسود ببياض. قال: نعم. قال "من أين

جاءها ذلك؟ " قال: لعله نزعه عرق، يعني ربما يكون له أجداد أو جدات سابقة
لونها هكذا، فنزعة هذا العرق، قال: " فأبئك هذا لعله نزعه عرق"، لعل واحداً من
أجداده أو جداته أو أخواله أو آبائه لونه أسود فجاء الولد عليه، فاقتنع الأعرابي
تمام الاقتناع، لو جاءه النبي عليه الصلاة والسلام يشرح له شرحاً فهو اعرابي لا
يعرف، لكن أتاه بمثال من حياته التي يعيشها، فانطلق وهو مقتنع.
وهكذا ينبغي لطالب العلم، بل ينبغي للمعلم أن يقرب البعاني المعقولة لأذهان
الناس بضرب الأمثال المحسوسة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي هذا الحديث إثبات القرعة وأنها جائزة. وقد وردت الآيات والأحاديث بالقرعة في
موضعين من كتاب الله، في ستة مواضع من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما
الموضعان من كتاب الله فالموضع الأول في سورة آل عمران: (وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ
يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ) (آل عمران: 44)
، والموضع الثاني في سورة الصافات

উটপালক জনৈক মরুচারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন: হে
আল্লাহর রাসূল, আমার স্ত্রী একটি কালো পুত্র সন্তান প্রসব করেছে—অর্থাৎ আমি শ্বেতবর্ণের
এবং আমার স্ত্রীও শ্বেতবর্ণের। এই কালো সন্তান আমাদের মাঝে কোথেকে এল? তখন নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তোমার কি কোনো উট আছে?" সে বলল: হ্যাঁ। তিনি
বললেন: "সেগুলোর বর্ণ কেমন?" সে বলল: লাল। তিনি বললেন: "সেগুলোর মধ্যে কি কোনো
ধূসর রঙের উট আছে?"—অর্থাৎ কালো-সাদা মিশ্রিত বর্ণ। সে বলল: হ্যাঁ। তিনি বললেন:
"সেটি কোথেকে এল?" সে বলল: সম্ভবত কোনো বংশগত টানের কারণে এটি হয়েছে। অর্থাৎ
হতে পারে তার কোনো পূর্বপুরুষের বর্ণ এমন ছিল, ফলে সেই বংশীয় বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ
ঘটেছে। তিনি বললেন: "তোমার এই পুত্রটিও সম্ভবত কোনো বংশগত টানের কারণে এমন
হয়েছে।" হতে পারে তার কোনো পূর্বপুরুষ বা মাতুলদের কেউ কালো বর্ণের ছিল, ফলে
সন্তানটি তার মতো হয়েছে। এতে সেই আরব্য মরুচারী ব্যক্তিটি সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হলো। নবী
আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যদি তাকে তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা করতেন, তবে সে তা বুঝতে

পারত না; কিন্তু তিনি তাকে তার দৈনন্দিন জীবনের একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন, ফলে সে সম্ভ্রষ্ট চিত্তে ফিরে গেল।

এভাবেই ইলম অন্বেষণকারীর জন্য, বরং শিক্ষকের জন্য উচিত হলো মানুষের বোধগম্য করার জন্য তাত্ত্বিক বিষয়গুলোকে বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে নিকটবর্তী করা, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছিলেন।

আর এই হাদিসে লটারির (কুরআ) বৈধতার প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহর কিতাবের দুটি স্থানে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর ছয়টি স্থানে লটারির ব্যাপারে আয়াত ও হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর কিতাবের দুটি স্থানের মধ্যে প্রথমটি হলো সূরা আল-ইমরানে: "আর আপনি তাদের নিকট ছিলেন না যখন তারা তাদের কলমগুলো নিক্ষেপ করছিল যে, তাদের মধ্যে কে মারইয়ামের অভিভাবকত্ব করবে এবং আপনি তাদের নিকট ছিলেন না যখন তারা বিবাদে লিপ্ত ছিল" (আল-ইমরান: ৪৪)। আর দ্বিতীয় স্থানটি হলো সূরা আস-সাফফাতে...

(ص: 434) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

(وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) (إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ) (فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) (فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ) (فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ) (لَلَكِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) (الصافات: 139-144).

يونس عليه السلام أحد الأنبياء ركب مع قوم في سفينة فضاقت به، وقالوا: إن بقينا كلنا على طهرها هلكنا وغرقت، لابد أن ننزل بعضنا في البحر. فمن نزل؟ أول ركب، أم أكبر ركب، أم أكبر بدنًا؟ فعلموا قرعة، فصارت القرعة على جماعة منهم يونس، أو هو وحده؛ لأن الآية تقول (نساهم وكان من: إذا معه ناس، نزلوهم، والذين معه الله أعلم بهم لا نعرف ماذا صار لهم).

أما هو فالتقمه حوت عظيم، أي ابتلعه بلعاً دون أن يعلكه فصار في بطن الحوت، فنأدى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فلفظه الحوت على سيف البحر، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين (يقطين) قال العلماء: إنها قرع النجد. قرع النجد لين وأوراقه لينة كالإبريسم، ومن خصائصه أنه لا يقع عليه الذباب فأنبت الله عليه شجرة من يقطين حتى ترعرع بعد أن بقي في بطن الحوت، ثم أنجاه الله عز وجل.

والقرعة من الأمور المشروعة الثابتة بالكتاب والسنة وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد الفقهية، قاعدة في الأشياء التي تستعمل فيها القرعة، من أول الفقه إلى آخره.

* * *

(আর নিশ্চয় ইউনুস ছিলেন রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত) (যখন তিনি মালবোঝাই নৌযানে পলায়ন করেছিলেন) (অতঃপর তিনি লটারিতে শরিক হলেন এবং তিনি ছিলেন পরাজিতদের অন্তর্ভুক্ত) (অতঃপর মাছ তাঁকে গিলে ফেলল এবং তিনি ছিলেন নিজেকে তিরস্কারকারী) (অতঃপর তিনি যদি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণাকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হতেন) (তবে তাঁকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত তার পেটে অবস্থান করতে হতো) (আস-সাফফাত: ১৩৯-১৪৪) ।

ইউনুস (আলাইহিস সালাম) ছিলেন নবীগণের একজন। তিনি এক সম্প্রদায়ের সাথে একটি নৌযানে আরোহণ করেছিলেন, যা আরোহীদের ভারে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছিল। তারা বলল: আমরা যদি সকলে এর ওপর অবস্থান করি তবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব এবং এটি ডুবে যাবে; আমাদের অবশ্যই কাউকে সমুদ্রে ফেলে দিতে হবে। আমরা কাকে ফেলব? প্রথম আরোহীকে, নাকি সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ আরোহীকে, নাকি সবচেয়ে সুঠাম দেহের অধিকারীকে? অতঃপর তারা লটারি করল এবং লটারি একদল লোকের ওপর পড়ল যাদের মধ্যে ইউনুসও ছিলেন, অথবা কেবল তাঁর একাধিক ওপরই পড়ল; কেননা আয়াত বলছে: (তিনি লটারিতে শরিক হলেন এবং পরাজিতদের অন্তর্ভুক্ত হলেন)। অর্থাৎ তাঁর সাথে আরও লোক ছিল, তারা তাদের ফেলে দিয়েছিল। আর যারা তাঁর সাথে ছিল আল্লাহই তাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত, তাদের ভাগ্যে কী ঘটেছিল তা আমরা জানি না।

আর তাঁর ক্ষেত্রে, একটি বিশাল মাছ তাঁকে গিলে ফেলল। অর্থাৎ চিবানো ছাড়াই তাঁকে সরাসরি উদরস্থ করল এবং তিনি মাছের পেটে স্থান পেলেন। তখন তিনি সেই অন্ধকারের মধ্য থেকে ডেকে বললেন: "আপনি ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই, আপনি অতি পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।" অতঃপর মাছটি তাঁকে সমুদ্রতীরে নিক্ষেপ করল এবং আল্লাহ তাঁর ওপর একটি ইয়াকতীন (এক প্রকার লাউ জাতীয় উদ্ভিদ) গাছ গজিয়ে দিলেন। উলামায়ে কেরাম বলেছেন: এটি হলো নজদ অঞ্চলের লাউ। নজদ অঞ্চলের এই লাউ অত্যন্ত কোমল এবং এর পাতাগুলো রেশমের মতো নরম। এর বৈশিষ্ট্যগুলোর অন্যতম হলো যে, এর ওপর কোনো মাছি বসে না। মাছের পেটে থাকার পর তিনি পূর্ণরূপে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর ওপর সেই ইয়াকতীন গাছটি বড় করলেন। অতঃপর মহান আল্লাহ তাঁকে নাজাত দান করলেন। লটারি (আল-কুরআহ) হলো কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত বৈধ বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত। ইবনে রজব (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'আল-কাওয়ায়িদ আল-ফিকহিয়াহ' গ্রন্থে ফিকহ শাস্ত্রের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেসব ক্ষেত্রে লটারি প্রয়োগ করা হয়, সে সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ মূলনীতি উল্লেখ করেছেন।

* * *

(ص: 435) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

188-السادس: عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برى، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع" قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: "لا، ما أقاموا فيكم الصلاة" رواه مسلم.

معناه: من كره بقلبه ولم يستطع إنكاراً بييد ولا لسان فقد برى من الإثم، وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم، فهو العاصي.

[الشَّرْحُ]

في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف، أخبر عليه الصلاة والسلام " أنه يستعمل علينا أمراء " يعني يولون علينا من قبل ولي الأمر " فتعرفون وتنكرون " يعني أنهم لا يقيسون حدود الله، ولا يستقيسون على أمر الله، تعرف منهم وتنكر، وهم أمراء لولي الأمر الذي له البيعة، فمن كره فقد برىء، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع يعني أنه يهلك كما هلكوا. ثم سألو النبي صلى الله عليه وسلم: ألا نقاتلهم؟ قال: " لا، ما أقاموا فيكم الصلاة".

فدلّ هذا على أ، هم - أي الأمراء - إذا رأينا منهم ما ننكر، فإننا نكره ذلك، وننكر عليهم، فإن اهتدوا فلنا ولهم، وإن لم يهتدوا فلنا وعليهم.

১৮৮-ষষ্ঠ: উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামাহ হিন্দ বিনতে আবি উমাইয়্যাহ হুযাইফাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "অচিরেই তোমাদের ওপর এমন কিছু আমির বা শাসক নিযুক্ত হবেন যাদের কিছু কাজ তোমরা পছন্দ করবে এবং কিছু কাজ অপছন্দ করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি (তাদের অন্যায়কে) অপছন্দ করল, সে দায়মুক্ত হলো। আর যে ব্যক্তি প্রতিবাদ করল, সে নিরাপদ রইল; কিন্তু যে ব্যক্তি তাতে সন্তুষ্ট হলো এবং তাদের অনুসরণ করল (সে-ই ধ্বংস হলো)।" সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না?" তিনি বললেন: "না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মধ্যে নামাজ কায়েম রাখবে।" এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

এর অর্থ হলো: যে ব্যক্তি তার অন্তরে (অন্যায়কে) ঘৃণা করল এবং হাত বা মুখ দিয়ে প্রতিবাদ করার সামর্থ্য রাখল না, সে পাপাচার থেকে মুক্তি পেল এবং নিজের দায়িত্ব পালন করল। আর

যে ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিবাদ করল, সে এই অবাধ্যতা থেকে নিরাপদ থাকল। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের কর্মে সন্তুষ্ট হলো এবং তাদের অনুসারী হলো, সেই মূলত অবাধ্য।

[ব্যাখ্যা]

লেখক যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন, তাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জানিয়েছেন যে, "আমাদের ওপর আমির বা শাসক নিযুক্ত হবেন," অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে তাদের দায়িত্ব দেওয়া হবে। "যাদের কিছু কাজ তোমরা পছন্দ করবে এবং কিছু কাজ অপছন্দ করবে" অর্থাৎ তারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা রক্ষা করবে না এবং আল্লাহর নির্দেশের ওপর সুদৃঢ় থাকবে না। তোমরা তাদের কিছু কাজ ভালো দেখবে এবং কিছু কাজ মন্দ। তারা সেই নেতার অধীনস্থ কর্মকর্তা যাদের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার রয়েছে। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি তাদের মন্দ কাজকে ঘৃণা করল সে দায়মুক্ত হলো এবং যে প্রতিবাদ করল সে রক্ষা পেল। কিন্তু যে ব্যক্তি তাতে সন্তুষ্ট হলো এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করল, সে তাদের মতোই ধ্বংস হবে। এরপর সাহাবীগণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন: আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বললেন: "না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মাঝে নামাজ কায়েম রাখবে।"

এটি একথার প্রমাণ বহন করে যে, তারা—অর্থাৎ সেই শাসকগণ—যখন এমন কিছু করবেন যা আমরা অপছন্দ করি, তখন আমাদের উচিত তা ঘৃণা করা এবং তাদের প্রতিবাদ করা। যদি তারা সঠিক পথে ফিরে আসে তবে তা আমাদের এবং তাদের উভয়ের জন্য মঙ্গলজনক, আর যদি তারা হেদায়েত না পায় তবে এর সুফল আমাদের জন্য এবং এর দায় তাদের ওপর।

(ص: 436) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وأنه لا يجوز أن نقاتل الأمراء الذين نرى منهم المنكر؛ لأن مقاتلتهم فيها شر كثير، ويفوت بها خيرا كثير؛ لأنهم إذا قوتلوا أو نوبذوا لم يزددهم ذلك إلا شر، فإنهم أمراء يرون أنفسهم فوق الناس، فإذا نابذهم الناس أو قاتلوهم؛ ازداد

شرهم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط ذلك بشرط، قال: " ما أقاموا فيكم الصلاة" فدل على أنه إذا لم يقيموا الصلاة فإننا نقاتلهم.

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن ترك الصلاة كفر، وذلك لأنه لا يجوز قتال وُلاة الأمور إلا إذا رأينا كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان، فإذا إذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقاتلهم إذا لم يقيموا الصلاة، دل ذلك على أن ترك الصلاة كفر بواح عندنا فيه من الله برهان.

وهذا هو القول الحق؛ أن تارك الصلاة تركاً مطلقاً، لا يصلي مع الجماعة ولا في بيته كافر كفراً مخرجاً عن الملة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة في الجنة، أو أنه مؤمن، أو أنه ناج من النار، أو ما أشبه ذلك.

فالأوجب إبقاء النصوص على عمومها في كفر تارك الصلاة. ولم يأت أحدٌ بحجة تدل على أنه لا يكفر إلا حُججاً لا تنفع؛ لأنها تنقسم إلى خمسة أقسام:

- 1- إما أنه ليس فيها دليلٌ أصلاً.
- 2- وإما أنها مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة.
- 3- وإما أنها مقيدة بحال يعذر فيه من ترك الصلاة.
- 4- وإما أنها عامة خُصت بنصوص كفر ترك الصلاة.
- 5- وإما أنها ضعيفة.

এবং এটি (বিদিত যে) এমন শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ নয় যাদের থেকে আমরা অন্যায় কাজ হতে দেখি; কারণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার মাঝে অনেক অকল্যাণ রয়েছে এবং এর ফলে অনেক কল্যাণ হাতছাড়া হয়ে যায়। কেননা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হলে বা তাদের অবাধ্যতা করা হলে তা তাদের মন্দ ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করে না। তারা এমন শাসক যারা নিজেদেরকে সাধারণ মানুষের উর্ধ্বে মনে করে; সুতরাং যখন মানুষ তাদের বিরোধিতা করে বা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তখন তাদের অনিষ্ট বৃদ্ধি পায়। তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে একটি শর্তের সাথে যুক্ত করেছেন, তিনি বলেছেন: "যতক্ষণ তারা তোমাদের

মাঝে সালাত কায়েম করবে।" এটি প্রমাণ করে যে, তারা যদি সালাত কায়েম না করে, তবে আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।

আর এই হাদীসে এ কথার দলিল রয়েছে যে, সালাত পরিত্যাগ করা কুফর। আর তা এই কারণে যে, শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ নয় যতক্ষণ না আমরা প্রকাশ্য কুফর দেখতে পাই যার সপক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। অতএব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাদের তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছেন যদি তারা সালাত কায়েম না করে, তবে তা প্রমাণ করে যে, সালাত পরিত্যাগ করা হলো প্রকাশ্য কুফর যার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের নিকট প্রমাণ রয়েছে।

আর এটাই সত্য কথা যে; যে ব্যক্তি নিরঙ্কুশভাবে সালাত পরিত্যাগ করে—সে জামায়াতের সাথেও সালাত পড়ে না এবং নিজের বাড়িতেও পড়ে না—সে এমন কুফরে লিপ্ত যা তাকে মিল্লাত থেকে বহিস্কার করে দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন কিছু বর্ণিত হয়নি যে সালাত পরিত্যাগকারী জান্নাতে যাবে, অথবা সে মুমিন, কিংবা সে জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে, অথবা এ জাতীয় অন্য কিছু।

সুতরাং ওয়াজিব হলো সালাত পরিত্যাগকারীর কুফরের বিষয়ে দলীলসমূহকে তার সাধারণ অর্থের ওপর রাখা। সালাত পরিত্যাগকারী কাফির নয়—এ মর্মে কেউ এমন কোনো দলিল পেশ করতে পারেনি যা ফলপ্রসূ হয়; কারণ সেগুলো পাঁচটি ভাগে বিভক্ত:

- ১- হয় তাতে আদৌ কোনো দলিল নেই।
- ২- অথবা তা এমন কোনো বৈশিষ্ট্যের সাথে শর্তযুক্ত যা বর্তমান থাকলে সালাত পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়।
- ৩- অথবা তা এমন কোনো অবস্থার সাথে শর্তযুক্ত যে অবস্থায় সালাত পরিত্যাগকারী ওজরপ্রাপ্ত বলে গণ্য হয়।
- ৪- অথবা তা সাধারণ যা সালাত পরিত্যাগকারীর কুফর সংক্রান্ত দলীলসমূহের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।
- ৫- অথবা সেগুলো দুর্বল।

فهذه خمسة أقسام لا تخلو أدلة من قال إنه لا يكفر منها أبداً.
فالصواب الذي لا شك فيه عدي: أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة وأنه
أشد كفرة من اليهود والنصارى؛ لأن اليهود والنصارى يُقرّون على دينهم، وأما هو
فلا يُقر؛ لأنه مرتد، يستتاب فإن تاب وإلا قُتل.

189- السادس: عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن
النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزاعاً يقول: لا إله إلا الله " ويل للعرب من شر
قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه " وحلق بأصبعيه الإبهام
والتي تليها، فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفيما الصالحون؟ قال: " نعم إذا كثر
الخبث " متفقٌ عليه.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله فيها نقله عن أم المؤمنين زينب بنت جحش- رضي الله عنها
أن النبي صلى الله عليه وسلم محمراً وجهه يقول: " لا إله إلا الله ويل للعرب من شر
قد اقترب " دخل عليها بهذه الصفة، متغير اللون، محمر الوجه يقول: لا إله إلا الله "
تحقيقاً للتوحيد وتثبيتاً له؛ لأن التوحيد هو القاعدة التي تبنى عليها جميع
الشريعة. قال الله تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) (الذريات: 56) ،
وقال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا

সুতরাং এই পাঁচটি বিভাগ এমন যে, যারা বলেন বেনামাযী কখনোই কাফির হবে না, তাদের
দলিলসমূহ এর বাইরে নয়।

সঠিক মত—যাতে কোনো সন্দেহ নেই—তা হলো: যে ব্যক্তি সালাত পরিত্যাগ করে সে এমন কুফরি করেছে যা তাকে ইসলাম থেকে বহিস্কার করে দেয়। সে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের চেয়েও জঘন্য কাফির; কারণ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের তাদের ধর্মের ওপর বহাল রাখা হয়, কিন্তু তাকে তার অবস্থায় রাখা হবে না; কারণ সে একজন মুরতাদ (ধর্মত্যাগী)। তাকে তাওবা করার আহ্বান জানানো হবে, যদি সে তাওবা করে তবে ভালো, অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে।

* * *

১৮৯- ষষ্ঠ: উম্মুল মুমিনীন উম্মুল হাকাম যয়নব বিনতে জাহাশ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর নিকট ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় প্রবেশ করলেন এবং বলতে লাগলেন: "আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। আরবের জন্য ধ্বংস সেই অনিষ্টের কারণে যা নিকটবর্তী হয়েছে। আজ ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীরে এই পরিমাণ ছিদ্র হয়ে গেছে"—এ কথা বলে তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তার পাশের তর্জনী আঙুল দিয়ে বৃত্ত তৈরি করে দেখালেন। আমি (যয়নব) বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে নেককার লোক থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বললেন: "হ্যাঁ, যখন পাপাচার ও পঙ্কিলতা বৃদ্ধি পাবে।" (বুখারী ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাল্লাহ) উম্মুল মুমিনীন যয়নব বিনতে জাহাশ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে যা বর্ণনা করেছেন তাতে বলা হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রক্তিমভ মুখমণ্ডলে তাঁর কাছে প্রবেশ করলেন এবং বলছিলেন: "আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, আরবের জন্য ধ্বংস সেই অনিষ্টের কারণে যা নিকটবর্তী হয়েছে।" তিনি এই বিশেষ অবস্থায় তাঁর নিকট আসলেন যে, তাঁর গায়ের বর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল এবং চেহারা মুবারক লাল হয়ে গিয়েছিল। তিনি "আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই" বলছিলেন তাওহীদকে সুদৃঢ় ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য; কারণ তাওহীদই হলো সেই মূল ভিত্তি যার ওপর সমস্ত শরীয়ত নির্মাণ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন: "আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি" (আয-যারিয়াত: ৫৬), এবং মহান আল্লাহ আরও বলেন: "আর আমি প্রেরণ করিনি..."

مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ) (الانبياء: 25) .
فتوحيد الله بالعبادة، والمحبة، والتعظيم، والإنابة، والتوكل، والاستعانة، والخشية،
وغير ذلك، هو أساس الملة.

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: " لا إله إلا الله " في هذه الحال التي كان فيها
فزعاً متغير اللون، تثبيتاً للتوحيد وتطبيعاً للقلوب. ثم حذر العرب فقال: " ويل
للعرب من شر قد اقترب " وهم حاملو لواء الإسلام فالله تعالى بعث محمداً صلى الله
عليه وسلم في الأميين، في العرب: (يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) (وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَبَأً يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (الجمعة: 2-3) ، فبين النبي عليها صلاة والسلام هذا الوعيد
للعرب؛ لأنهم حاملوا لواء الإسلام.

وقوله: " من شر قد اقترب " الشر هو الذي يحصل بياجوج ومأجوج، ولهذا فسرهُ
بذلك فقال: " فُتِحَ اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه " وأشار بالسبابة
والإبهام، يعني انه جزء ضعيف ومع ذلك فإنه يهدد العرب.

فالعرب الذين حملوا لواء الإسلام من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا
هذا، مُهددون من قبل يأجوج ومأجوج المفسدين في الأرض، كما حكى تعالى عن ذي
القرنين أنه قيل له: (إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ) فهم أهل الشر وأهل
الفساد. ثم قالت زينب: " يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: " نعم إذا
كُثر الخبث " الصالح لا يهلك

(আপনার পূর্বে আমি এমন কোনো রাসূল প্রেরণ করিনি যার কাছে এই ওহী না পাঠিয়েছি যে, আমি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই; অতএব তোমরা আমারই ইবাদত করো।) (আল-আম্বিয়া: ২৫)।

সুতরাং ইবাদত, ভালোবাসা, মহিমা প্রদর্শন, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন, তাওয়াস্কুল (নির্ভরতা), সাহায্য প্রার্থনা, ভয় এবং অন্যান্য বিষয়ের মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করাই হলো দ্বীনের মূল ভিত্তি।

এজন্যই নবী কারীম (সা.) ভীত-সন্ত্রস্ত এবং বিবর্ণ চেহারার সেই অবস্থায় তাওহীদকে সুদৃঢ় করতে এবং অন্তরকে আশ্বস্ত করতে বলেছিলেন: "আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই।" অতঃপর তিনি আরবদের সতর্ক করে বললেন: "নিকটবর্তী এক অনিষ্টের কারণে আরবদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।" আর তারাই হলো ইসলামের পতাকাবাহী। কেননা আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ (সা.)-কে উম্মীদের বা আরবদের মধ্যে পাঠিয়েছেন: (যিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন; যদিও ইতিপূর্বে তারা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল। আর তাদের অন্যান্যদের জন্যও যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।) (আল-জুমুআহ: ২-৩)। নবী কারীম (সা.) আরবদের জন্য এই সতর্কবাণী স্পষ্ট করেছেন; কারণ তারাই ইসলামের পতাকাবাহী।

আর তাঁর বাণী: "নিকটবর্তী এক অনিষ্ট থেকে"—এখানে অনিষ্ট বলতে ইয়াজুজ ও মাজুজের মাধ্যমে যা ঘটবে তাকে বোঝানো হয়েছে। একারণেই তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেছেন: "আজ ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীরে এই পরিমাণ ছিদ্র হয়ে গেছে"—এ কথা বলে তিনি তাঁর তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে ইঙ্গিত করলেন। অর্থাৎ এটি সামান্য একটি অংশ হওয়া সত্ত্বেও এটি আরবদের জন্য হুমকির কারণ।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত যারা ইসলামের পতাকাবাহী হিসেবে রয়েছেন, সেই আরবরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ইয়াজুজ ও মাজুজের পক্ষ থেকে হুমকির সম্মুখীন। যেমন মহান আল্লাহ যুল-কারনাইন সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁকে বলা হয়েছিল: (নিশ্চয়ই ইয়াজুজ ও মাজুজ পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী)। সুতরাং তারা হলো অনিষ্ট ও বিপর্যয়ের হোতা। অতঃপর যয়নব (রা.) বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাঝে পুণ্যবান লোক

থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ, যখন পাপাচার বৃদ্ধি পাবে।" নেককার ব্যক্তি নিজে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না।

(ص: 439) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وإنما هو سالمٌ ناج، لكن إذا كثرت الخبث هلك الصالحون؛ لقوله تعالى: (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (الأنفال: 25) ،
والخبث هنا يُراد به شيئان:

الأول: الأعمال الخبيثة.

والثاني: البشر الخبيث.

فإذا كثرت الأعمال الخبيثة السيئ في المجتمع ولو كانوا مسلمين، فإنهم عرضوا أنفسهم للهلاك. وإذا كثر فيه الكفار فقد عرضوا أنفسهم للهلاك أيضاً. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من بقاء اليهود والنصارى والمشركين في جزيرة العرب، حذر من ذلك فقال: "أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب" وقال في مرض موته: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب"

وقال في آخر حياته: "لئن عشتُ لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب"

وقال: "لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها"

বস্তুত তিনি নিরাপদ ও পরিত্রাণপ্রাপ্ত, তবে যখন পাপাচার বৃদ্ধি পায়, তখন নেককার লোকেরাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; মহান আল্লাহর বাণীর কারণে: “তোমরা এমন ফিতনা বা পরীক্ষার বিষয়ে সতর্ক থাকো যা বিশেষভাবে কেবল তোমাদের মধ্যকার জালেমদেরকেই গ্রাস করবে না, আর জেনে

রেখো যে, আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর।” (সূরা আল-আনফাল: ২৫)। এখানে পাপাচার বা অনিষ্ট বলতে দুটি বিষয় বোঝানো হয়েছে:

প্রথমত: মন্দ বা নিকৃষ্ট কর্মসমূহ।

দ্বিতীয়ত: মন্দ বা পাপাচারী মানুষ।

সুতরাং যখন সমাজে নিকৃষ্ট ও মন্দ কার্যাবলি বৃদ্ধি পায়, যদিও তারা মুসলিম হয়, তবুও তারা নিজেদেরকে ধ্বংসের সম্মুখীন করে। আর যদি সমাজে কাফেরদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তবে তারাও নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। একারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরব উপদ্বীপে ইহুদি, নাসারা ও মুশরিকদের অবস্থান সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তিনি এ বিষয়ে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন: “তোমরা আরব উপদ্বীপ থেকে ইহুদি ও নাসারাদের বহিষ্কার করো।”

তিনি তাঁর মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন বলেছিলেন: “তোমরা আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদের বের করে দাও।”

তিনি তাঁর জীবনের শেষ ভাগে বলেছিলেন: “আমি যদি বেঁচে থাকি, তবে অবশ্যই আরব উপদ্বীপ থেকে ইহুদি ও নাসারাদের বের করে দেব।”

তিনি আরও বলেছেন: “আমি অবশ্যই আরব উপদ্বীপ থেকে ইহুদি ও নাসারাদের বহিষ্কার করব, যাতে আমি সেখানে কাউকে অবশিষ্ট না রাখি...”

(ص: 440) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

إلا مسلماً" هكذا صحَّ عنه عليه الصلاة والسلام. ومع الأسف الشديد الآن تجد الناس كأنما يتسابقون إلى جلب اليهود والنصارى والوثنيين إلى بلادنا للعبادة، ويدعي بعضهم أنهم أحسن من المسلمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هكذا يلعب الشيطان بعقول بعض الناس حتى يفضل الكافر على المؤمن، والله عز وجل يقول: (وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) (البقرة: 221)

فألحذر الحذر من استجلاب اليهود النصارى والوثنيين من البوذيين وغيرهم إلى هذه الجزيرة؛ لأنها جزيرة إسلام، منها بدأ وإليها يعود، فكيف نجعل هؤلاء الخبث بين أظهرنا وفي أولادنا، وفي أهلنا، وفي مجتمعنا. هذا مؤذنٌ بالهلاك ولا بد. ولهذا من تأمل أحوالنا اليوم وقارن بينها وبين أحوالنا بالأمس، وجد الفرق الكبير، ولولا الناشئة الطيبة التي من الله عليها بالالتزام، والتي نسأل الله أن يثبتها عليه، لولا هذا لرأيت شراً كثيراً ولكن لعل الله أن يرحمنا بعفوه، ثم بهؤلاء الشباب الصالح الذين لهم نهضة طيبة آدام الله عليهم

"...তবে সে যেন মুসলিম হয়"—নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এভাবেই সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমানে দেখা যাচ্ছে মানুষ যেন আমাদের দেশে শ্রমের জন্য ইয়াহুদি, খ্রিস্টান ও মূর্তিপূজকদের নিয়ে আসার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে; এমনকি তাদের কেউ কেউ দাবি করে যে, তারা মুসলিমদের চেয়েও উত্তম। আমরা বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এভাবেই শয়তান কিছু মানুষের বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে খেলা করে, যার ফলে তারা মুমিনের ওপর কাফেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়। অথচ মহান আল্লাহ বলেন: "আর অবশ্যই একজন মুমিন দাস একজন মুশরিকের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদের মুঞ্চ করে। তারা আগুনের দিকে আহ্বান করে, আর আল্লাহ তাঁর অনুমতিক্রমে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন এবং মানুষের জন্য তাঁর নিদর্শনাবলী স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।" (সূরা আল-বাকারাহ: ২২১)।

অতএব, এই উপদ্বীপে ইয়াহুদি, খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধসহ অন্যান্য মূর্তিপূজকদের নিয়ে আসার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে; কারণ এটি ইসলামের ভূখণ্ড, এখান থেকেই ইসলামের সূচনা হয়েছিল এবং এখানেই তা ফিরে আসবে। এমতাবস্থায় আমরা কীভাবে এই অপবিত্রদের

আমাদের মাঝে, আমাদের সন্তানদের মাঝে, আমাদের পরিবারে এবং আমাদের সমাজে জায়গা দিতে পারি? এটি নিশ্চিতভাবেই ধ্বংসের পূর্বাভাস।

এ কারণে আজ যে ব্যক্তি আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির ওপর গভীর দৃষ্টিপাত করবে এবং অতীতের অবস্থার সাথে তুলনা করবে, সে এক বিরাট পার্থক্য দেখতে পাবে। যদি সেই পুণ্যবান নবীন প্রজন্ম না থাকত যাদেরকে আল্লাহ দ্বীনের ওপর অবিচল থাকার তাওফীক দান করেছেন—যাদের জন্য আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি তাদের সুদৃঢ় রাখেন—তবে আপনি অনেক অকল্যাণ দেখতে পেতেন। কিন্তু সম্ভবত আল্লাহ তাঁর ক্ষমার মাধ্যমে এবং এরপর এই নেককার যুবকদের মাধ্যমে আমাদের প্রতি দয়া করবেন যারা এক কল্যাণময় জাগরণ সৃষ্টি করেছে; আল্লাহ তাদের ওপর এই নেয়ামত দীর্ঘস্থায়ী করুন।

(ম: 441) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

فضله، وأعاذنا وإياهم من الشيطان الرجيم.

190- السابع: عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إياكم والجلوس في الطرقات " فقالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد؟ نتحدث فيها! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله قال: " غصُّ البصر، وكف الأذى، وردُّ السلام والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر " متفقٌ عليه.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والجلوس في الطرقات " هذه الصيغة صيغة تحذير،

يعني أحذركم من الجلوس على الطرقات، وذلك لأن الجلوس على الطرقات يؤدي إلى كشف عورات الناس؛ الذهاب والراجع، وإلى النظر فيما معهم من الأغراض التي قد تكون خاصة مما لا يحبون أن يطلع عليها أحد، وبما يفضي أيضاً إلى الكلام والغيبة فيمن يبر، إذا مرَّ من عندهم أحد أخذوا يتكلمون في عرضه.

তাঁর অনুগ্রহ থেকে, এবং তিনি আমাদের ও তাঁদেরকে বিতাড়িত শয়তান থেকে রক্ষা করুন।

* * *

১৯০- সগুম: আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা রাস্তার ওপর বসা থেকে বিরত থাকো।" তাঁরা বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্য আমাদের বসার জায়গাগুলো ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই, যেখানে আমরা কথাবার্তা বলে থাকি।" তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "যদি তোমরা বসতেই চাও (না বসলে নয়-ই মনে করো), তবে রাস্তার হক আদায় করো।" তাঁরা বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! রাস্তার হক কী?" তিনি বললেন: "দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা, সালামের উত্তর দেওয়া এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা।" (বুখারী ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, তাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা রাস্তার ওপর বসা থেকে বিরত থাকো।" এই বাক্যটি সতর্কীকরণের একটি রূপ, অর্থাৎ আমি তোমাদের রাস্তার ওপর বসা থেকে সতর্ক করছি। আর এর কারণ হলো, রাস্তার ওপর বসা মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় বা পর্দার বিষয়গুলো উন্মোচিত হওয়ার দিকে নিয়ে যায়; চাই সে যাতায়াতকারী হোক বা প্রত্যাবর্তনকারী। এছাড়া তাদের সাথে থাকা এমন সব জিনিসের প্রতি দৃষ্টিপাতের কারণ হয় যা একান্ত ব্যক্তিগত হতে পারে এবং যা অন্য কেউ দেখুক তা তারা অপছন্দ করে। তদুপরি এটি পথচারীদের সম্পর্কে আলোচনা ও গীবত বা পরনিন্দার দিকেও ধাবিত করে; যখনই কেউ তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, তারা তার সম্মান নিয়ে চর্চা শুরু করে দেয়।

المهم أن الجلوس على الطرقات يؤدي إلى مفاسد، ولكن لما قال "إياكم والجلوس في الطرقات" وحذرهم. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد، يعني أننا نجلس نتحدث، ويأنس بعضنا ببعض، ويألف بعضنا بعضاً، ويحصل في ذلك خير. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم مَصَّبون على الجلوس قال: "فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه" ولم يشدد عليهم عليه الصلاة والسلام، ولم يمنعهم من هذه المجالس التي يتحدث بعضهم فيها إلى بعض، ويألف بعضهم بعضاً، ويأنس بعضهم ببعض، ولم يشق عليهم في هذا، وكان عليه الصلاة والسلام من صفته أنه بالمومنين رؤوف رحيم فقال: "إن أبيتم إلا المجلس" يعني إلا الجلوس "فأعطوا الطريق حقه" قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال "غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر" خمسة أشياء: أولاً: غض البصر: أن تغضوا أبصاركم عن يمر، سواء كان رجلاً أو امرأة، لأن المرأة يجب أن يغض الإنسان من بصره عنها. والرجل كذلك، تغض المرأة البصر عنه، لا تُحد البصر فيه حتى تعرف ما معه. وكان الناس في السابق يأتي الرجل بأغراض البيت يومياً فيحملها في يده، ثم إذا مرَّ بهؤلاء شاهدوها وقالوا: ما الذي معه؟ وما أشبه ذلك، وكانوا إلى قوت غير بعيد إذا مرَّ الرجل ومعه اللحم لأهل بيته صاروا يتحدثون: فلان قد أتى اليوم بلحم لأهله، فلان أتى بكذا، فلان أتى بكذا، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بغض البصر.

মূল কথা হলো, রাস্তার ওপর বসা নানাবিধ অনিষ্টের কারণ হয়ে থাকে। তবে যখন তিনি বললেন, "রাস্তার ওপর বসা থেকে তোমরা বিরত থাকো" এবং তাঁদের সতর্ক করলেন, তখন তাঁরা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের এই মজলিসগুলো ছাড়া তো গত্যন্তর নেই; অর্থাৎ

আমরা এখানে বসে কথাবার্তা বলি, একে অপরের সাহচর্যে প্রশান্তি পাই, পরস্পরের প্রতি হৃদয়তা গড়ে ওঠে এবং এতে অনেক কল্যাণও সাধিত হয়।

অতঃপর নবী (তাঁর ওপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক) যখন দেখলেন যে তাঁরা সেখানে বসার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তখন তিনি বললেন: "যদি তোমরা বসা ছাড়া ক্ষান্ত না হও, তবে রাস্তার হক আদায় করো।" তিনি (তাঁর ওপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক) তাঁদের প্রতি কঠোর হননি এবং তাঁদের সেসব মজলিসে বসতেও নিষেধ করেননি যেখানে তাঁরা একে অপরের সাথে আলাপচারিতা করেন, হৃদয়তা ও সৌহার্দ্য বিনিময় করেন এবং পরস্পরের সাহচর্যে প্রশান্তি লাভ করেন। তিনি তাঁদের জন্য বিষয়টিকে কঠিন করেননি; কেননা তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তিনি মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত দয়াদ্র্ ও পরম করুণাময়। তাই তিনি বললেন: "যদি তোমরা বসা ছাড়া ক্ষান্ত না হও"—অর্থাৎ সেখানে অবস্থান করতেই চাও— "তবে রাস্তার হক আদায় করো।" তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন: হে আল্লাহর রাসূল, রাস্তার হক কী? তিনি বললেন: "দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্টদায়ক কাজ হতে বিরত থাকা, সালামের উত্তর দেওয়া, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করা।" এই পাঁচটি বিষয়:

প্রথমত: দৃষ্টি অবনত রাখা; অর্থাৎ পথচারী চাই পুরুষ হোক বা নারী, তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া। কেননা একজন মানুষের জন্য যেমন পরনারীর দিক থেকে দৃষ্টি অবনত রাখা আবশ্যিক, তেমনি পুরুষের ক্ষেত্রেও নারীর জন্য একই বিধান; নারী তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে, সে যেন তাঁর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না ফেলে যাতে তাঁর কাছে কী আছে তা জানা যায়। অতীতে মানুষের অভ্যাস ছিল যে, কোনো ব্যক্তি যখন হাতে করে দৈনন্দিন গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়ে আসত, তখন তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লোকেরা তা খুঁটিয়ে দেখত এবং বলাবলি করত: "তার সাথে ওটা কী?" বা অনুরূপ কিছু। এমনকি খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, যখন কোনো লোক তার পরিবারের জন্য গোশত নিয়ে যেত, তখন লোকেরা তা নিয়ে আলোচনা করত যে, "অমুক আজ তার পরিবারের জন্য গোশত এনেছে", "অমুক অমুক জিনিস এনেছে" ইত্যাদি। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ثانياً: كف الأذى: أي كفّ الأذى القولي والفعلية.
أما الأذى القولي فبأن يتكلموا على الإنسان إذ مرّ، أو يتحدثوا فيه بعد ذلك بالغيبة والنميمة.

والأذى الفعلية: بأن يضايقوه في الطريق، بحيث يملؤون الطريق حتى يؤذوا المارة، ولا يحصل المرور إلا بتعب ومشقة.

ثالثاً: ردّ السلام: إذا سلم أحد فردوا عليه السلام، هذا من حق الطريق؛ لأن السنة أن المار يسلم على الجالس، فإذا كانت السنة أن يسلم المار على الجالس فإذا سلم فردوا السلام.

رابعاً: الأمر المعروف: فالمعروف هو كلّ ما أمر الله تعالى به أو أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تأمر به، فإذا رأيت أحداً مقصراً سواء كان من المارين أو من غيرهم فأمره بالمعروف، وحثّه على الخير ورغبه فيه.

خامساً: النهي عن المنكر: فإذا رأيت أحداً مرّ وهو يفعل المنكر، مثل أن يمرّ وهو يشرب الدخان أو ما أشبه ذلك من المنكرات، فأنهوه عن ذلك، فهذا حق الطريق. ففي هذا الحديث يُحذر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين من الجلوس على الطرقات، فإن كان لابد من ذلك، فإنه يجب أن يعطى الطريق حقّه.

وحق الطريق خمسة أمور؛ بينها النبي عليه الصلاة والسلام وهي: " غُضُّ البصر، وكف الأذى، وردّ السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ". هذه حقوق الطريق لمن كان جالساً فيه كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، والله الموفق.

দ্বিতীয়ত: কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা: অর্থাৎ মৌখিক ও শারীরিক কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা।

মৌখিক কষ্ট হলো—কোনো ব্যক্তি পথ অতিক্রম করার সময় তার সমালোচনা করা অথবা পরবর্তীতে গীবত ও চোগলখোরির মাধ্যমে তাকে নিয়ে আলোচনা করা।

শারীরিক কষ্ট হলো—রাস্তায় পথচারীদের সংকীর্ণতায় ফেলা, যেমন পুরো রাস্তা এমনভাবে দখল করে বসা যাতে পথচারীদের কষ্ট হয় এবং চরম ভোগান্তি ও কষ্ট ছাড়া পথ অতিক্রম করা সম্ভব না হয়।

তৃতীয়ত: সালামের উত্তর দেওয়া: কেউ সালাম দিলে তার উত্তর প্রদান করো, এটি রাস্তার অন্যতম হক; কেননা সুন্নাহ হলো পথচারী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম প্রদান করবে। সুতরাং পথচারী যখন সালাম দেয়, তখন তার উত্তর প্রদান করো।

চতুর্থত: সৎকাজের আদেশ দেওয়া: 'মা'রুফ' বা সৎকাজ হলো সেই সব বিষয় যা আল্লাহ তাআলা অথবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা সে কাজের আদেশ দাও। তোমরা যদি পথচারী বা অন্য কাউকে (দীনি বিষয়ে) অবহেলা করতে দেখ, তবে তাকে সৎকাজের আদেশ দাও, কল্যাণের পথে উৎসাহিত করো এবং তাকে সে বিষয়ে আগ্রহী করে তোলো।

পঞ্চমত: অসৎকাজে বাধা দেওয়া: তোমরা যদি পথ অতিক্রমকারী কাউকে কোনো মন্দ কাজে লিপ্ত থাকতে দেখ, যেমন ধূমপান করা বা এজাতীয় কোনো গর্হিত কাজ, তবে তাকে তা থেকে বাধা দাও। এটিই রাস্তার হক।

এই হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের রাস্তায় বসা থেকে সতর্ক করেছেন। আর যদি বসতেই হয়, তবে অবশ্যই রাস্তার হক আদায় করতে হবে।

রাস্তার হক বা অধিকার পাঁচটি যা নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন। সেগুলো হলো: "দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা, সালামের উত্তর দেওয়া, সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎকাজে বাধা প্রদান করা।" রাস্তায় উপবিষ্ট ব্যক্তির জন্য এগুলোই হলো রাস্তার হক যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

* * *

191- الثامن: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجلٍ، فنزعه فطرحه وقال: "يَعْبُدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ" فقليل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذ خاتمك؛ انتفع به قال: لا والله لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

أتى المؤلف- رحمه الله بهذا الحديث في باب: "الأمر المعروف والنهي عن المنكر"؛ لأن فيه تغيير المنكر باليد، فإن لباس الرجل الذهب محرم ومنكر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذهب والحريز، أنها أحلا لنساء أمتي وحُرماً على ذكروها.

فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتماً من ذهب، ولا أن يلبس قلادة من ذهب، ولا أن يلبس ثياباً فيها أزرّة من ذهب، ولا غير ذلك، يجب أن يتجنب الذهب كله، وذلك أن الذهب إنما يلبسه من يحتاج إلى الزينة والتجمل، كالمرأة تتجمل لزوجها حتى يرغب فيها. قال الله عز وجل: (أَوْ مَنْ يُنشَأُ فِي الْحُلِيِّ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) (الزخرف: 18)، يعني النساء. فالنساء ينشأن في الحلية ويربين عليها (في الخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) أي عيية لا تفصح.

على كل حال: الذهب يحتاج إليه الناس للتجمل للأزواج، والرجل

১৯১- অষ্টম: ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তির হাতে স্বর্ণের একটি আংটি দেখতে পেলেন। তিনি সেটি (হাত থেকে) খুলে নিলেন এবং নিক্ষেপ করে দিলেন। অতঃপর বললেন: "তোমাদের কেউ কি

আঙনের একটি অঙ্গার গ্রহণ করার ইচ্ছা করে, যা সে তার হাতে পরিধান করবে?" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চলে যাওয়ার পর লোকটিকে বলা হলো: "তোমার আংটিটি তুলে নাও এবং এটি দ্বারা (অন্য কোনোভাবে) উপকৃত হও।" সে বলল: "না, আল্লাহর কসম! আমি এটি কখনোই গ্রহণ করব না, অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা নিষ্ক্ষেপ করে দিয়েছেন।" (মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) এই হাদিসটি "সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ" অধ্যায়ে নিয়ে এসেছেন; কারণ এতে হাতের মাধ্যমে অসঙ্গতি বা অন্যায় (মুনকার) পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত রয়েছে। কেননা পুরুষের জন্য স্বর্ণ পরিধান করা হারাম ও মুনকার (গর্হিত), যেমনটি নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) স্বর্ণ ও রেশম সম্পর্কে বলেছেন যে, এ দুটি আমার উম্মতের নারীদের জন্য হালাল করা হয়েছে এবং পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে।

সুতরাং কোনো পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি পরিধান করা জায়েয নেই, স্বর্ণের হার বা মালা পরিধান করাও জায়েয নেই এবং এমন পোশাক পরিধান করাও বৈধ নয় যাতে স্বর্ণের বোতাম রয়েছে, অথবা অন্য কিছু। স্বর্ণের সবকিছুই পরিহার করা ওয়াজিব। এর কারণ হলো, স্বর্ণ কেবল সেই পরিধান করে যার সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যের প্রয়োজন হয়, যেমন নারী তার স্বামীর জন্য সৌন্দর্য অবলম্বন করে যাতে স্বামী তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন: "(তারা কি আল্লাহর জন্য এমন সন্তান সাব্যস্ত করে) যে অলংকারে লালিত-পালিত হয় এবং ঝগড়া-বিবাদে সময় স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারে না?" (সূরা আয-যুখরুফ: ১৮), অর্থাৎ নারীরা। নারীরা অলংকারের মধ্যে বেড়ে ওঠে এবং এভাবেই লালিত-পালিত হয়; (বিবাদের সময় অস্পষ্ট) অর্থাৎ সে অক্ষম, স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারে না।

যাই হোক: নারীদের তাদের স্বামীদের জন্য সৌন্দর্য চর্চায় স্বর্ণের প্রয়োজন হয়, কিন্তু পুরুষ...

ليس بحاجة إلى ذلك. الرجل يتجملُ له ولا يتجملُ لغيره، اللهم إلا الرجل فيما بينه وبين زوجته، كل يتجمل للآخر، لما في ذلك من الألفة، ولكن مهما كان، فإن الرجل لا يجوز له أن يلبس الذهب بأي حال من الأحوال.

وأما لباس الفضة فلا بأس به، فيجوز أن يلبس الرجل خاتماً من فضة، ولكن بشرط أن لا يكون هناك عقيدة في ذلك، كما يفعله بعض الناس الذين اعتادوا عادات النصارى في مسألة "الدبلة"، التي يلبسها البعض عند الزواج.

يقولون عن الدبلة: إن النصارى إذا أراد الرجل مهم أن يتزوج، جاء إليه القسيس وأخذ الخاتم ووضعه في أصابعه: إصبع بعد إصبع، حتى ينتهي إلى ما يريد ثم يقول: هذا الرباط بينك وبين زوجتك، فإذا لبس الرجل هذه الدبلة معتقداً ذلك فهو تشبه بالنصارى، مصحوب بعقيدة باطلة، فلا يجوز حينئذ للرجل أن يلبس هذه الدبلة.

أما لو لبس خاتماً عادياً بغير عقيدة، فإن هذا لا بأس به.

وليس التختّم من الأمور المستحبة؛ بل هو من الأمور التي إذا دعت الحاجة إليها فعلت وإلا فلا تفعل، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يلبس الخاتم لكنه لما قيل له: إن الملوك والرؤساء لا يقبلون الكتاب إلا بختم، اتخذ خاتماً نقش في فصّه: "محمد رسول الله" حتى إذا انتهى من الكتاب ختمه بهذا الخاتم.

وفي هذا الحديث دليلٌ على استعمال الشدة في تغيير المنكر إذا دعت

এর কোনো প্রয়োজন নেই। পুরুষ কেবল নিজের জন্যই পরিপাটি হয়, অন্য কারো জন্য নয়; তবে স্বামী-স্ত্রীর বিষয়টি স্বতন্ত্র, যেখানে পারস্পরিক হৃদয়তা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রত্যেকেই অন্যের জন্য সুসজ্জিত হয়। তবে পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, পুরুষের জন্য কোনো অবস্থাতেই স্বর্ণ পরিধান করা বৈধ নয়।

আর রূপা পরিধান করার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা নেই; একজন পুরুষের জন্য রূপার আংটি পরা বৈধ, তবে শর্ত হলো এর পেছনে যেন কোনো বিশেষ আকিদা বা ভ্রান্ত বিশ্বাস না থাকে।

যেমনটি বর্তমানে কিছু মানুষ খ্রিষ্টানদের অনুকরণে 'ডিবলা' বা বিয়ের আংটির ক্ষেত্রে করে থাকে, যা অনেকে বিয়ের সময় পরিধান করে।

এই 'ডিবলা' সম্পর্কে বলা হয় যে, খ্রিষ্টানদের মধ্যে যখন কোনো ব্যক্তি বিয়ের সংকল্প করে, তখন পাদ্রি তার কাছে এসে আংটিটি গ্রহণ করেন এবং একটির পর একটি আঙুলে তা পরাতে থাকেন, যতক্ষণ না তা উদ্দিষ্ট আঙুলে পৌঁছে। অতঃপর তিনি বলেন: "এটি তোমার ও তোমার স্ত্রীর মধ্যকার পবিত্র বন্ধন।" যদি কোনো পুরুষ এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এই আংটি পরিধান করে, তবে তা হবে খ্রিষ্টানদের সাদৃশ্য অবলম্বন এবং একটি বাতিল আকিদার সংমিশ্রণ।

এমতাবস্থায় কোনো পুরুষের জন্য এই আংটি পরিধান করা জায়েজ হবে না।

পক্ষান্তরে, যদি কোনো ভ্রান্ত বিশ্বাস ব্যতিরেকেই সাধারণ আংটি হিসেবে তা পরিধান করা হয়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই।

আংটি পরিধান করা স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো মুস্তাহাব বিষয় নয়; বরং এটি এমন একটি সাধারণ বিষয় যা প্রয়োজন দেখা দিলে করা হয়, অন্যথায় নয়। এর প্রমাণ হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথমে আংটি পরিধান করতেন না। কিন্তু যখন তাঁকে অবহিত করা হলো যে, সমকালীন রাজা-বাদশাহ ও রাষ্ট্রপ্রধানরা সিলমোহর ব্যতীত কোনো পত্র গ্রহণ করেন না, তখন তিনি একটি আংটি তৈরি করালেন যার উপরিভাগে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' খোদাই করা ছিল; যেন পত্র লেখা শেষ হলে তিনি ওই আংটি দ্বারা তাতে মোহর অঙ্কিত করতে পারেন। আর এই হাদিসে কোনো মন্দ কাজ (মুনকার) পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বনের প্রমাণ রয়েছে, যখন তার প্রয়োজন দেখা দেয়।

(ص: 446) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الحاجة إلى ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له: إن الذهب حرام فلا تلبسه، أو فأخلعه؛ بل هو بنفسه خلعه وطرحه في الأرض.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا بَيْنَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَبَيْنَ تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ؛ لِأَنَّ تَغْيِيرَ الْمُنْكَرِ يَكُونُ مِنْ ذِي سُلْطَةِ قَادِرٍ، مِثْلَ الْأَمِيرِ مَنْ جَعَلَ لَهُ تَغْيِيرَهُ، وَمِثْلَ الرَّجُلِ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا وَمَا شَابَهُ ذَلِكَ. فَهَذَا لَهُ السُّلْطَةُ أَنْ يَغْيِرَ بِيَدِهِ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ.

أَمَّا الْأَمْرُ فَهُوَ وَاجِبٌ بِكُلِّ حَالٍ، الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبٌ بِكُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَغْيِيرٌ، بَلْ فِيهِ أَمْرٌ بِالْخَيْرِ وَنَهْيٌ عَنِ الشَّرِّ، وَفِيهِ أَيْضًا دَعْوَةٌ إِلَى الْخَيْرِ وَالْمَعْرُوفِ وَإِلَى تَرْكِ الْمُنْكَرِ، فَهَذِهِ ثَلَاثُ مَرَاتِبٍ: دَعْوَةٌ، وَأَمْرٌ وَنَهْيٌ، وَتَغْيِيرٌ. نَ، يَعْظُمُ وَيُذَكِّرُهُمْ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى.

وَأَمَّا الْأَمْرُ: فَإِنْ يَأْمُرُ أَمْرًا مُوجَّهًا إِلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ إِلَى طَائِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ. يَا فُلَانُ احْرَصْ عَلَى الصَّلَاةِ، وَاتْرِكِ الْكُذْبَ، وَاتْرِكِ الْغَيْبَةَ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

أَمَّا التَّغْيِيرُ: فَإِنْ يَغْيِرُ هَذَا الشَّيْءَ، يَزِيلُهُ مِنَ الْمُنْكَرِ إِلَى الْمَعْرُوفِ، كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَزَعَ الْخَاتَمَ مِنْ صَاحِبِهِ نَزْعًا، وَطَرَحَهُ عَلَى الْأَرْضِ طَرَحًا.

এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেননি যে: "স্বর্ণ হারাম, সুতরাং তা পরিধান করো না" কিংবা "তা খুলে ফেলো"; বরং তিনি নিজেই তা খুলে নিয়ে মাটিতে নিক্ষেপ করেছিলেন।

এটি সুবিদিত যে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ এবং অন্যায় পরিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেননা, অন্যায় পরিবর্তন করা কেবল ক্ষমতাবান ও সামর্থ্যবান ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব; যেমন শাসক বা যাকে পরিবর্তনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে, অথবা পরিবারের সদস্যদের ওপর অভিভাবক পুরুষ কিংবা নিজ গৃহের ওপর নারী এবং অনুরূপ ব্যক্তিবর্গ। এদের নিজ হাতে পরিবর্তন করার কর্তৃত্ব রয়েছে; যদি তাতে সক্ষম না হন তবে জবানের মাধ্যমে, আর তাতেও সক্ষম না হলে অন্তরের মাধ্যমে।

পক্ষান্তরে, আদেশ প্রদান করা সর্বাবস্থায়ওয়াজিব। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ সকল পরিস্থিতিতেই অপরিহার্য; কারণ এতে সরাসরি কোনো পরিবর্তন নেই, বরং এতে রয়েছে কল্যাণের নির্দেশ ও মন্দের বারণ। তদুপরি এতে কল্যাণ ও সৎকাজের প্রতি আহ্বান এবং মন্দ

কাজ বর্জনের দাওয়াতও নিহিত রয়েছে। সুতরাং এর স্তর তিনটি: দাওয়াত (আহ্বান), আদেশ ও নিষেধ এবং পরিবর্তন। তিনি তাদের উপদেশ প্রদান করেন, স্মরণ করিয়ে দেন এবং হিদায়াতের পথে আহ্বান জানান।

আর আদেশের স্বরূপ হলো: কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে সরাসরি কোনো নির্দেশ প্রদান করা। যেমন: 'হে অমুক, নামাজের প্রতি যত্নবান হও, মিথ্যা পরিহার করো, গিবত বর্জন করো' এবং অনুরূপ বিষয়সমূহ।

আর পরিবর্তনের অর্থ হলো: কোনো বিষয়কে বদলে দেওয়া, তা অন্যায় থেকে অপসারিত করে ন্যায্যের পথে নিয়ে আসা; যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছিলেন যখন তিনি এক ব্যক্তির হাত থেকে আংটিটি খুলে নিলেন এবং তা মাটিতে নিক্ষেপ করলেন।

(ص: 447) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وفيه أيضاً دليلٌ على جواز إتلاف ما يكون به المنكر؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طرحه لها نزعاً من يده ولم يقل له: خذه وأعطه أهلك مثلاً، ولهذا كان من فقه هذا الرجل أنه لها قيل له: خذ خاتمك، قال: لا آخذ خاتماً طرحه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه فهم أن هذا من باب التعزيز وإتلافه عليه؛ لأنه حصلت به المعصية، والشيء الذي تحصل به المعصية أو ترك الواجب، لا حرج على الإنسان أن يتلفه انتقاماً من نفسه بنفسه، كما فعل نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، حين عُرِضت عليه الخيل الجياد، ولهي بها حتى غربت الشمس فاشتغل بها عن صلاة العصر ففاته، ثم دعا بها عليه الصلاة والسلام وجعل يضربها، يعقرها ويقطع أعناقها، كما قال تعالى: (فَطَفِقْ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ) (ص: 33)، أتلحقها انتقاماً من نفسه، لرضا الله عز وجل.

فَإِذَا رَأَى الْإِنْسَانُ أَنْ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ أَلْهَاهُ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ، وَأَرَادَ أَنْ يَتْلِفَهُ أَنْتِقَاماً مِنْ نَفْسِهِ وَتَعْزِيزاً لَهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ.

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن لبس الذهب موجب للعذاب بالنار والعياذ بالله؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "يَعْبُدُ أَحَدُكُمْ عَلَى جِبرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَضَعُهَا فِي يَدِهِ" فَإِنَّ الرِّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ هَذَا جِبرَةً مِنْ نَارٍ، يَعْنِي يَعْذِبُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهُوَ عَذَابٌ جَزْئِيٌّ أَيْ عَلَى بَعْضِ الْبَدَنِ، عَلَى الْجِزْءِ الَّذِي حَصَلَتْ بِهِ الْبِخَالْفَةُ. وَنَظِيرُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَمِينُ جَزْءٍ ثَوْبِهِ أَسْفَلَ الْكَعْبَيْنِ

এতে আরও প্রমাণ রয়েছে যে, যার মাধ্যমে কোনো গর্হিত কাজ সংঘটিত হয়, তা ধ্বংস করে ফেলা বৈধ; কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন আংটিটি ওই ব্যক্তির হাত থেকে খুলে নিলেন, তখন তিনি তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন এবং তাকে এমনটি বলেননি যে: 'এটি নিয়ে নাও এবং উদাহরণস্বরূপ তোমার পরিবারকে দিয়ে দাও'। এ কারণেই ওই ব্যক্তির প্রজ্ঞা ও বোধশক্তি (ফিকহ) ছিল এমন যে, যখন তাকে বলা হলো: 'তোমার আংটিটি তুলে নাও', তখন সে বলেছিল: 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন, তা আমি গ্রহণ করব না'। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এটি ছিল এক প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং তার অধিকারভুক্ত সম্পদ বিনষ্টকরণ; কেননা এর মাধ্যমে গুনাহ সংঘটিত হয়েছিল। আর যে জিনিসের মাধ্যমে গুনাহ সংঘটিত হয় কিংবা কোনো ওয়াজিব কাজ পালনে বিঘ্ন ঘটে, নিজের নফসের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে তা ধ্বংস করে ফেলায় কোনো দোষ নেই; যেমনটি আল্লাহর নবী সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) করেছিলেন যখন তাঁর সামনে উৎকৃষ্ট মানের তেজী ঘোড়াগুলো প্রদর্শন করা হয়েছিল। তিনি সেগুলোর মোহে এমনভাবে আবিষ্ট হয়েছিলেন যে সূর্য ডুবে গেল এবং আসরের সালাত তাঁর থেকে ছুটে গেল। অতঃপর তিনি সেগুলো ফিরিয়ে আনালেন এবং সেগুলোর পা ও গর্দান কাটতে শুরু করলেন; যেমনটি মহান আল্লাহ বলেন: "অতঃপর তিনি সেগুলোর পা ও গর্দান মাসাহ (কর্তন) করতে শুরু করলেন।" (সোয়াদ: ৩৩)। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে তিনি নিজ নফসের ওপর প্রতিশোধ হিসেবেই তা করেছিলেন।

সুতরাং কোনো মানুষ যদি মনে করে যে তার কোনো সম্পদ তাকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিমুখ করে রাখছে এবং সে নিজ নফসকে শাসন ও তার ওপর প্রতিশোধ নিতে তা ধ্বংস করতে চায়, তবে তাতে কোনো ক্ষতি নেই।

এই হাদিসে এ কথারও প্রমাণ রয়েছে যে, স্বর্ণ পরিধান করা জাহান্নামের আগুনের শক্তির কারণ (আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই); কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের কেউ আগুনের একটি অঙ্গারের দিকে এগিয়ে যায় এবং তা নিজ হাতে তুলে নেয়।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একে আগুনের অঙ্গার হিসেবে অভিহিত করেছেন, অর্থাৎ কিয়ামতের দিন এর দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে। আর এটি শরীরের কেবল সেই অংশের ওপর একটি আংশিক শাস্তি, যার মাধ্যমে বিধান লঙ্ঘন করা হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত হলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সেই বাণী যা তিনি টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানকারীর ক্ষেত্রে বলেছেন...

(ص: 448) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

قال: " ما أسفل من الكعبين ففي النار " ونظيره أيضاً حين قصر الصحابة في غسل أرجلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ويلٌ للأعقاب من النار " فهذه ثلاثة نصوص من السنة كلها فيه إثبات أن العذاب بالنار قد يكون على جزء معين من البدن.

وفي القرآن أيضاً من ذلك كقوله تعالى: (يَوْمَ يُحْصَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكُوىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ) (التوبة: 35)، ومواقع معينة، فالعذاب كما يكون عاماً على جميع البدن، قد يكون خاصاً ببعض أجزائه وهو ما حصلت به المخالفة.

ومن فوائد هذا الحديث أيضاً: بيان كمال صدق الصحابة رضي الله عنهم في إيمانهم، فإن هذا الرجل لما قيل له: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا آخذ خاتماً طرحه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من كمال إيمانه رضي الله عنه. ولو كان ضعيف الإيمان، لأخذه وانتفع به؛ ببيع أو بإعطائه أهله أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً: أن الإنسان يستعمل الحكمة في تغيير المنكر، فهذا الرجل استعمل معه النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام شيئاً من

তিনি বলেছেন: "পায়ের গোড়ালির নিচের যে অংশ (পোশাকের নিচে থাকবে), তা জাহান্নামের আগুনে পুড়বে।" এর সমরূপ উদাহরণ হলো যখন সাহাবীগণ তাঁদের পা ধোয়ার ক্ষেত্রে ত্রুটি করেছিলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন: "জাহান্নামের আগুনের কারণে গোড়ালিগুলোর জন্য দুর্ভোগ।"

সুন্নাহর এই তিনটি উদ্ধৃতি থেকে এটিই প্রমাণিত হয় যে, জাহান্নামের শাস্তি শরীরের কোনো নির্দিষ্ট অঙ্গের ওপরও হতে পারে।

পবিত্র কুরআনেও এর প্রমাণ রয়েছে, যেমন মহান আল্লাহর বাণী: "(স্মরণ করো সেই দিনকে) যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপাল, পার্শ্বদেশ এবং পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে" (আত-তাওবা: ৩৫)। এগুলি নির্দিষ্ট কিছু অঙ্গ। সুতরাং শাস্তি যেমন সমগ্র শরীরে সাধারণভাবে হতে পারে, তেমনি শরীরের বিশেষ কোনো অঙ্গেও হতে পারে যার মাধ্যমে নাফরমানি করা হয়েছে।

এই হাদিসের অন্যান্য শিক্ষার মধ্যে রয়েছে: সাহাবীগণের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ঈমানের অবিচল সত্যতার বর্ণনা। কেননা যখন এই ব্যক্তিকে বলা হলো: "তোমার আংটিটি তুলে নাও এবং এর দ্বারা উপকৃত হও", তখন তিনি উত্তর দিলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন, আমি তা গ্রহণ করব না।" এটি ছিল তাঁর ঈমানের পূর্ণতার পরিচায়ক। যদি তাঁর ঈমান দুর্বল হতো, তবে তিনি হয়তো তা গ্রহণ করতেন এবং বিক্রয় করে কিংবা পরিবারকে দেওয়ার মাধ্যমে অথবা অন্য কোনো উপায়ে তা থেকে লাভবান হতেন।

এই হাদিসের আরেকটি শিক্ষা হলো: মন্দ কাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে হিকমত বা প্রজ্ঞা প্রয়োগ করা। এই লোকটির ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা...

(ص: 449) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الشدة. لكن الأعرابي الذي بال في المسجد لم يستعلم معه النبي عليه الصلاة والسلام الشدة، ولعل ذلك لأن هذا الذي لبس خاتم الذهب علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عالماً بالحكم ولكنه متساهل، بخلاف الأعرابي، فإنه كان جاهلاً لا يعرف، جاء ووجد هذه الفسحة في المسجد، فجعل يبول، يحسب نفسه أنه في البر!! ولما قال إليه الناس يزجرونه نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكذلك استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الدين مع معاوية بن الحكم السلمي- رضي الله عنه حين تكلم في الصلاة، وكذلك مع الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان، فلكل مقام مقال.

فعليك- يا أخي المسلم - أن تستعمل الحكمة في كل ما تفعل وكل ما تقول، فإن الله تعالى يقول في كتابه: (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ) (البقرة: 269) ، نسأل الله أن يجعلنا ممن أوتي الحكمة ونال بها خيراً كثيراً.

193- العاشر: عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " والذي نفسي بيده، لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم" رواه الترمذي، وقال: حديث

কঠোরতা। তবে যে বেদুইন মসজিদে প্রস্রাব করেছিল, তার সাথে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কঠোরতা অবলম্বন করেননি। সম্ভবত এর কারণ হলো, যিনি সোনার আংটি পরেছিলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জানতেন যে তিনি বিধানটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন কিন্তু শিথিলতা প্রদর্শন করেছিলেন; পক্ষান্তরে বেদুইন ব্যক্তিটি ছিল অজ্ঞ, সে জানত না। সে মসজিদে এসে প্রশস্ত জায়গা দেখতে পেয়ে সেখানে প্রস্রাব করতে শুরু করল, সে মনে করেছিল সে কোনো প্রান্তরে আছে! মানুষ যখন তাকে ধমক দিয়ে বারণ করতে চাইল, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে তা করতে নিষেধ করলেন।

অনুরূপভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুআবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে কোমলতা ব্যবহার করেছিলেন যখন তিনি নামাজের মধ্যে কথা বলেছিলেন। তেমনি সেই ব্যক্তির সাথেও যিনি রমজানের দিনে নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছিলেন। সুতরাং প্রতিটি পরিস্থিতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন সম্বোধন ও কর্মপন্থা রয়েছে।

অতএব হে মুসলিম ভাই! আপনার উচিত প্রতিটি কথা ও কাজে প্রজ্ঞা বা হিকমত অবলম্বন করা। কেননা মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে ইরশাদ করেন: "তিনি যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান করেন; আর যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে। আর বিবেকবানরা ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।" (সূরা আল-বাকারাহ: ২৬৯)। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের সেই সকল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করেন যাদের প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে এবং যারা এর মাধ্যমে প্রভূত কল্যাণ লাভ করেছেন।

* * *

১৯৩- দশম: হুযায়ফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে, অন্যথায় আল্লাহ শীঘ্রই তোমাদের ওপর তাঁর পক্ষ থেকে আজাব পাঠাবেন। এরপর তোমরা তাঁর কাছে দোয়া করবে কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল করা হবে না।" ইমাম তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদিসটি...

حسن.

[الشَّرْحُ]

قوله عليه الصلاة والسلام: "والذي نفسي بيده" هذا قسم، يقسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالله؛ لأنه هو الذي أنفس العباد بيده جل وعلا، يهديها إن شاء، ويضلها إن شاء، ويبيتها إن شاء، ويبقيها إن شاء، فالأنفس بيد الله هدايةً وضلالةً، وإحياءً وإماتةً، كما قال الله تبارك وتعالى: (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا) (فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) (الشمس: 7، 8)، فالأنفس بيد الله وحده، ولهذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقسم كثيراً بهذا القسم: (والذي نفسي بيده) وأحياناً يقول: " (والذي نفس محمد بيده) ؛ لأن نفس محمد صلى الله عليه وسلم أطيّب الأنفس، فأقسم بها لكونها أطيّب الأنفس.

ثم ذكر المقسم عليه، وهو أن نقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو يعيننا الله بعقاب من عنده حتى ندعوه فلا يستجيب لنا. نسأل الله العافية. وقد سبق لنا عدة أحاديث كلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتحذير من عدمه، فالواجب علينا جميعاً أن نأمر بالمعروف، فإذا رأينا أخاً لنا قد قصّر في واجب أمرناه به وحذرناه من المخالفة، وإذا رأينا أخاً لنا قد أتى منكراً نهيناه عنه وحذرناه من ذلك، حتى نكون أمة واحدة؛ لأننا إذا تفرقنا وصار كل واحد منا له مشرب؛

উত্তম।

[ব্যাখ্যা]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: "যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ"— এটি একটি শপথ, যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নামে শপথ করছেন; কেননা মহান ও উচ্চমর্যাদাবান আল্লাহই সেই সত্তা, যাঁর হাতে বান্দাদের প্রাণ নিহিত। তিনি

চাইলে তাকে হিদায়াত দেন, চাইলে পথভ্রষ্ট করেন, চাইলে মৃত্যু দান করেন এবং চাইলে জীবিত রাখেন। সুতরাং হিদায়াত ও গোমরাহি এবং জীবন ও মৃত্যু—সব ক্ষেত্রেই প্রাণসমূহ আল্লাহর হাতে, যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেছেন: "শপথ প্রাণের এবং তাঁর, যিনি তাকে সুসামঞ্জস্য করেছেন। অতঃপর তাকে তার অসতর্কতা ও তার তাকওয়ার জ্ঞান দান করেছেন।" (সূরা আশ-শামস: ৭, ৮)। অতএব প্রাণসমূহ কেবল আল্লাহরই হাতে, আর একারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শপথ করতেন এবং তিনি প্রায়শই এই শব্দে শপথ করতেন: "যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ"। আবার কখনও বলতেন: "যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ"; কেননা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রাণ হলো পবিত্রতম প্রাণ, তাই তিনি পবিত্রতম প্রাণ হওয়ার কারণে তা দ্বারা শপথ করেছেন।

অতঃপর তিনি শপথের মূল বিষয়টি উল্লেখ করেছেন, আর তা হলো এই যে—আমরা যেন সৎকাজের আদেশ প্রদান এবং অসৎকাজের নিষেধ করার দায়িত্ব পালন করি, অন্যথায় আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের সকলকে এমন ব্যাপক শাস্তিতে নিপতিত করবেন যে, এরপর আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করলেও তিনি আমাদের ডাকে সাড়া দেবেন না। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও সুস্থতা প্রার্থনা করছি।

ইতিপূর্বে আমাদের সামনে বেশ কিছু হাদিস অতিক্রান্ত হয়েছে যার সবগুলোই সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ দেয় এবং তা বর্জন করার ব্যাপারে সতর্ক করে। সুতরাং আমাদের সকলের ওপর কর্তব্য হলো সৎকাজের আদেশ দেওয়া। ফলে যখন আমরা আমাদের কোনো ভাইকে কোনো ওয়াজিব পালনে অবহেলা করতে দেখব, তখন আমরা তাকে সেই নির্দেশ দেব এবং অবাধ্যতার পরিণাম সম্পর্কে তাকে সতর্ক করব। আর যখন আমরা আমাদের কোনো ভাইকে কোনো অন্যায্য কাজে লিপ্ত হতে দেখব, তখন আমরা তাকে তা থেকে বারণ করব এবং এ ব্যাপারে সতর্ক করব, যাতে আমরা এক সুসংবদ্ধ জাতি হিসেবে থাকতে পারি; কেননা আমরা যদি বিভক্ত হয়ে পড়ি এবং আমাদের প্রত্যেকের পথ ও মত ভিন্ন হয়ে যায়;

حصل بيننا من النزاع والفرقة والاختلاف ما يحصل، فإذا اجتمعنا كنّا على الحق؛ حصل لنا الخير والسعادة والفلاح.

وفي هذا الحديث دليلٌ على جواز القسم دون أن يُطلب من الإنسان أن يقسم، ولكن هذا لا ينبغي إلا في الأمور التي لها أهلية ولها شأن، فهذه يقسم عليها الإنسان، أما الشيء الذي ليس له أهلية ولا شأن، فلا ينبغي أن تحلف عليه إلا إذا استحلفت للتوكيد فلا بأس.

فهذا دليلٌ على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فرض، وهو من أهم واجبات الدين وفروضه، حتى إن بعض العلماء عدّه ركناً سادساً من أركان الإسلام. والصحيح أنه ليس ركناً سادساً، لكنه من أهم الواجبات وأفرض الفروض. والأمة إذ لم تقم بهذا الواجب، فإنها سوف تتفرق بها الأهواء، وسيكون كل قوم لهم منهاج يسيرون عليه، لكنهم إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، اتفق منهاجهم وصاروا أمة واحدة كما أمرهم الله بذلك: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) (آل عمران: 110)، (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (آل عمران: 104-105).

ولكن على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يلاحظ مسألة مهمة، وهي أن يكون قصده بذلك إصلاح أخيه، لا الانتقام منه والاستئثار عليه؛ لأنه ربما إذا قصد الانتقام منه والاستئثار عليه يُعجب بنفسه

আমাদের মাঝে বিবাদ, বিভেদ ও অনৈক্য যা ঘটার তা ঘটেছে; সুতরাং আমরা যদি সকলে হকের (সত্যের) ওপর ঐক্যবদ্ধ হই, তবে আমাদের জন্য কল্যাণ, সৌভাগ্য ও সফলতা অর্জিত হবে।

এই হাদিসে শপথ করার নির্দেশ না দিয়েও নিজের পক্ষ থেকে শপথ করার বৈধতার প্রমাণ রয়েছে। তবে এটি কেবল সেই সকল গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়েই হওয়া উচিত যা শপথ করার যোগ্য। আর যে বিষয়ের কোনো বিশেষ গুরুত্ব বা মর্যাদা নেই, সে বিষয়ে শপথ করা অনুচিত; অবশ্য যদি কোনো বিষয়কে দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করার জন্য শপথ করতে বলা হয়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই।

এটি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের আবশ্যিকতার (ওয়াজিব হওয়ার) প্রমাণ এবং এটি একটি ফরজ। এটি দ্বীনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও ফরজসমূহের অন্যতম, এমনকি কোনো কোনো আলেম একে ইসলামের ষষ্ঠ রুকন হিসেবেও গণ্য করেছেন। সঠিক মত হলো এটি ষষ্ঠ রুকন নয়, তবে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব ও অত্যন্ত আবশ্যকীয় ফরজসমূহের অন্তর্ভুক্ত। উম্মাহ যখন এই দায়িত্ব পালন করবে না, তখন প্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশির বশবর্তী হয়ে তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়বে এবং প্রতিটি দলের জন্য আলাদা কর্মপন্থা তৈরি হবে যার ওপর তারা পরিচালিত হবে। কিন্তু তারা যদি সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে, তবে তাদের কর্মপন্থা অভিন্ন হবে এবং তারা এক উম্মাহতে পরিণত হবে, যেমনটি আল্লাহ তাআলা তাদের নির্দেশ দিয়েছেন: (তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাহ, যাদেরকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য বের করা হয়েছে; তোমরা সৎকাজের আদেশ দেবে, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান রাখবে) (আল-ইমরান: ১১০), (আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; আর তারাই সফলকাম) (এবং তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা বিভক্ত হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করেছে তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পর; আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি) (আল-ইমরান: ১০৪-১০৫)।

তবে সৎকাজের আদেশদাতা ও অসৎকাজের নিষেধকারীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত, আর তা হলো—তার উদ্দেশ্য যেন হয় স্বীয় ভাইয়ের সংশোধন করা, তার ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা বা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভাব জাহির করা নয়। কারণ, যদি তার উদ্দেশ্য প্রতিশোধ গ্রহণ বা নিজের প্রভাব প্রকাশ করা হয়, তবে তার মধ্যে আত্মমুগ্ধতা বা অহংকার সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

وبعمله، ويحقر أخاه، وربما يستبعد أن يرحمه الله، ويقول: هذا بعيدٌ من رحمة الله، ثم ذلك يحبط عمله. كما جاء ذلك في الحديث الذي صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلاً قال لرجل آخر مسرف على نفسه: "والله لا يغفر الله لفلان" فقال الله عز وجل: "من ذا الذي يتألى عليّ أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرتُ له، وأحببتُ عملك.

فأنظر إلى هذا الرجل؛ تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، هلك كلّ عمله وسعيه؛ لأنه حمله إعجابه بنفسه وإحتفاره لأخيه، واستبعاد رحمة الله على أن يقول هذه المقالة، فحصل بذلك أن أوبقت هذه الكلمة دنياه وآخرته.

فألمهم أنه يجب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يستحضر هذا المعنى، أن يكون قصده الانتصار لنفسه أو الانتقام من أخيه، بل يكون كالطبيب المخلف قصده دواء هذا المربض، الذي مرض بالمنكر فيعمل على أن يعالجه معالجة تقيه شر هذا المنكر، أو ترك واجباً فيعالجه معالجةً تحمله على فعل الواجب. وإذا علم الله من نيته الإخلاص، جعل في سعيه بركة، وهدى به من شاء من عباده، فحصل على خير كثير، وحصل منه خير عظيم، والله الموفق.

এবং নিজের আমল নিয়ে গর্ববোধ করেন, নিজ ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করেন এবং হয়তো আল্লাহর রহমত প্রাপ্তিকে তার জন্য অসম্ভব মনে করেন। তিনি বলেন: "এ ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে অনেক দূরে।" ফলে তার এ আচরণ তার আমলসমূহকে নিষ্ফল করে দেয়। যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসে এসেছে যে, এক ব্যক্তি নিজের

আত্মার প্রতি যুলুমকারী (পাপী) অপর এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলেছিল: "আল্লাহর কসম, আল্লাহ অমুককে ক্ষমা করবেন না।" তখন মহান আল্লাহ বললেন: "সে কে, যে আমার নামে শপথ করে বলছে যে আমি অমুককে ক্ষমা করব না? নিশ্চয়ই আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি এবং তোমার আমলকে বিনষ্ট করে দিয়েছি।"

সুতরাং এই লোকটির দিকে লক্ষ্য করুন; সে এমন একটি কথা বলেছে যা তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয়কেই ধ্বংস করে দিয়েছে। তার সকল আমল ও প্রচেষ্টা নিছক এ কারণেই বরবাদ হয়ে গেছে যে, নিজের প্রতি আত্মমুগ্ধতা, ভাইয়ের প্রতি অবজ্ঞা এবং আল্লাহর রহমতকে সুদূরপর্যন্ত মনে করার প্রবণতা তাকে এমন কথা বলতে বাধ্য করেছিল। ফলে এই একটি বাক্যই তার ইহকাল ও পরকালকে বরবাদ করে দিয়েছে।

সারকথা হলো, সৎ কাজের আদেশদাতা ও অসৎ কাজের নিষেধকারীর জন্য এই বিষয়টি স্মরণে রাখা আবশ্যিক যে, তার উদ্দেশ্য যেন নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ বা ভাইয়ের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ না হয়; বরং তাকে হতে হবে একজন হিতৈষী চিকিৎসকের ন্যায়, যার লক্ষ্য হলো এই রুগীর চিকিৎসা করা। যে ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে অসুস্থ হয়েছে, তিনি তাকে এমনভাবে চিকিৎসা করবেন যা তাকে পাপের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবে; অথবা সে যদি কোনো ওয়াজিব বা আবশ্যিকীয় কাজ বর্জন করে থাকে, তবে তাকে এমনভাবে সংশোধন করবেন যা তাকে সেই ওয়াজিব পালনে উদ্বুদ্ধ করবে। আর আল্লাহ যদি তার নিয়তে একনিষ্ঠতা দেখেন, তবে তিনি তার প্রচেষ্টায় বরকত দান করেন এবং তার মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন। ফলে সে নিজেও প্রভূত কল্যাণ লাভ করে এবং তার মাধ্যমেও মহৎ কল্যাণ সাধিত হয়। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

* * *

194- الحادي عشر: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر" رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر".
فللسطان بطانتان: بطانة السوء، وبطانة الخير.
بطانة السوء: تنظر ماذا يريد السلطان، ثم تزيينه له وتقول: هذا هو الحق، هذا هو الطيب، وأحسن وأفدت، ولو كان - والعياذ بالله - من أجور ما يكون، تفعل ذلك مداهنة للسلطين وطلباً للدنيا.

أما بطانة الحق: فإنها تنظر ما يرضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتدل الحاكم عليه، هذه هي الباطنة الحسنة.
وكلمة الباطل عند سلطان جائر، هذه - والعياذ بالله - ضد الجهاد.
وكلمة الباطل عند سلطان جائر، تكون بأن ينظر المتكلم ماذا يريد السلطان فيتكلم به عنده ويزينه له.
وقول كلمة الحق عند سلطان جائر من أعظم الجهاد. وقال: " عند

১৯৪- একাদশ: আবু সাঈদ আল-খুদরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "অত্যাচারী শাসকের সামনে ন্যায়সঙ্গত কথা বলাই হলো সর্বোত্তম জিহাদ।" এটি আবু দাউদ ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিজি একে হাসান হাদিস বলেছেন।

[ব্যখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) আবু সাঈদ আল-খুদরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিসে যা উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "অত্যাচারী শাসকের সামনে ন্যায়সঙ্গত কথা বলাই হলো সর্বোত্তম জিহাদ।"

শাসকের দুই ধরনের উপদেষ্টা বা পারিষদ থাকে: মন্দ পারিষদ এবং ভালো পারিষদ।

মন্দ পারিষদ: তারা লক্ষ্য করে শাসক কী চান, তারপর সেটাকেই তার সামনে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে এবং বলে: এটিই সত্য, এটিই উত্তম, আপনি চমৎকার ও ফলপ্রসূ কাজ করেছেন; যদিও তা—আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই—চরম পাপাচার হয়ে থাকে। তারা শাসকদের সাথে তোষামোদ করতে এবং পার্থিব লাভের উদ্দেশ্যে এমনটি করে থাকে।

পক্ষান্তরে সত্যনিষ্ঠ পারিষদ: তারা সেই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে যা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সন্তুষ্ট করে এবং তারা শাসককে সেই পথের দিশা দেয়। এটিই হলো সৎ ও উত্তম পারিষদ।

আর অত্যাচারী শাসকের সামনে অন্যায় বা বাতুল কথা বলা—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—জিহাদের পরিপন্থী কাজ।

অত্যাচারী শাসকের নিকট অন্যায় কথা বলা হলো এই যে, বক্তা লক্ষ্য করে শাসক কী চান, এরপর সে অনুযায়ী তার নিকট কথা বলে এবং সেটাকে তার সামনে শোভনীয় করে তোলে।

আর অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা হলো মহানতম জিহাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এবং তিনি বলেছেন: "নিকট (সামনে)..."

(ص: 454) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

سلطان جائر "لأن السلطان العادل، كلمة الحق عنده لا تضر قائلها؛ لأنه يقبل، أما الجائر فقد ينتقم من صاحبها ويؤذيه.

فالآن عندنا أربع أحوال:

1- كلمة حق عند سلطان عادل، وهذه سهلة.

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে, নিজের বিরুদ্ধে হোক বা অন্যের বিরুদ্ধে, সর্বদা সত্য কথা বলে।

* * *

১৯৭- চতুর্দশ: আবু বকর সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হে লোকসকল! তোমরা এই আয়াতটি পাঠ করে থাকো: "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও, তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না" (আল-মায়িদাহ: ১০৫)। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "নিশ্চয়ই মানুষ যখন কোনো অত্যাচারীকে (অন্যায় করতে) দেখে অথচ তার হাত চেপে ধরে না (তাকে বাধা দেয় না), অচিরেই আল্লাহ তাদের সকলকে তাঁর পক্ষ থেকে ব্যাপক শাস্তির অন্তর্ভুক্ত করবেন।" আবু দাউদ, তিরমিযী এবং নাসাঈ সহীহ সনদে এটি বর্ণনা করেছেন।

(ص: 455) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

[الشَّرْحُ]

قَالَ الْمَوْلَفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-فِي مَا نَقَلَهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِمَّا بَعْدَ أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) (البَّائِدَةُ: 105) ، وَهَذِهِ الْآيَةُ ظَاهِرُهَا أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اهْتَدَى بِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ ضَلَالُ النَّاسِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَقَامَ بِنَفْسِهِ، فَإِذَا اسْتَقَامَ بِنَفْسِهِ فَشَأْنُ غَيْرِهِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَقَدْ يَفْسِرُهَا بَعْضُ النَّاسِ وَيَفْهَمُ مِنْهَا مَعْنَى فَاسِدًا، يَظُنُّ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِالْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ اللَّهَ اشْتَرَطَ لَكُونَ مِنْ ضَلَّ لَا يَضُرُّنَا أَنْ نَهْتَدِيَ فَقَالَ: (لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) .

ومن الاهتداء: أن نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فإذا كان هذا من الاهتداء، فلا بد أن نسلم من الضرر، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا قال رضي الله عنه: وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، أو فلم يأخذوا على يد الظالم، أو شك أن يعيهم الله بعقاب من عنده" يعني أنهم يضرهم من ضلّ إذا كانوا يرون الضال ولا يأمرونه بالمعروف، ولا ينهونه عن المنكر، فإنه يوشك أن يعيهم الله بالعقاب؛ الفاعل والغافل، الفاعل للمنكر، والغافل الذي لم يمه عنه المنكر.

وفي هذا دليل على أنه يجب على الإنسان العناية بفهم كتاب الله عز وجل، حتى لا يفهمه على غير ما أراد الله، وأن الناس قد يظنون المعنى على خلاف ما أراد الله في كتابه، فيضلوا بتفسير القرآن، ولهذا جاء في

[ব্যাখ্যা]

লেখক রাহিমাহুল্লাহ তাআলা আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যা বর্ণনা করেছেন তাতে তিনি (আবু বকর) বলেছেন: অতঃপর হে লোকসকল! আপনারা এই আয়াতটি পাঠ করে থাকেন— "হে মুমিনগণ! তোমাদের ওপর তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব। তোমরা যখন সৎপথে পরিচালিত হবে, তখন যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না" (আল-মায়িদাহ: ১০৫)। এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ হলো, মানুষ যখন নিজে সৎপথপ্রাপ্ত হয়, তখন মানুষের পথভ্রষ্টতা তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না; কারণ সে নিজে সঠিক পথে সুপ্রতিষ্ঠিত। আর যখন সে নিজে সঠিক পথে থাকে, তখন অন্যদের বিষয়টি মহান আল্লাহর ওপর ন্যস্ত। কিছু মানুষ হয়তো এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটি ভ্রান্ত অর্থ বুঝে থাকে; তারা মনে করে যে এই সম্মানিত আয়াতের উদ্দেশ্য বোধহয় এটাই, অথচ বিষয়টি তেমন নয়। কারণ যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তারা আমাদের কোনো ক্ষতি করবে না—এর জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদের 'সৎপথপ্রাপ্ত' হওয়াকে শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেছেন: "তোমরা যখন সৎপথে পরিচালিত হবে, তখন যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।"

আর সৎপথপ্রাপ্ত হওয়ার অন্যতম অংশ হলো: সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা। সুতরাং এটি যদি হিদায়াত বা সৎপথপ্রাপ্তির অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে অবশ্যই আমাদের ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে হলে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের মাধ্যমেই তা হতে হবে। এজন্যই তিনি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "নিশ্চয়ই মানুষ যখন কোনো অন্যায় কাজ হতে দেখে অথচ তা পরিবর্তন করে না, অথবা জালেমের হাত রুখে দেয় না, তবে অচিরেই আল্লাহ তাদের সকলকে তাঁর পক্ষ থেকে শাস্তি দিয়ে পরিবেষ্টিত করবেন।" এর অর্থ হলো, যখন তারা পথভ্রষ্ট ব্যক্তিকে দেখেও তাকে সৎকাজের আদেশ দেয় না এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে না, তখন সেই পথভ্রষ্ট ব্যক্তির কারণে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা অচিরেই আল্লাহ অপরাধী এবং উদাসীন উভয়কেই শাস্তির অন্তর্ভুক্ত করবেন—অর্থাৎ যে ব্যক্তি মন্দ কাজটি করছে তাকে এবং সেই উদাসীন ব্যক্তিকে যে মন্দ কাজে বাধা দেয়নি।

এর মধ্যে এই দলিল রয়েছে যে, মানুষের জন্য মহান আল্লাহর কিতাব অনুধাবন করার ক্ষেত্রে বিশেষ যত্নবান হওয়া আবশ্যিক, যাতে সে একে আল্লাহর উদ্দেশ্যের বিপরীত কোনো অর্থে না বোঝে। কারণ মানুষ অনেক সময় আল্লাহর কিতাবে তাঁর উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কোনো অর্থ মনে করতে পারে এবং কুরআনের ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট হতে পারে। একারণেই বর্ণিত হয়েছে যে...

(ص: 456) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الحديث الوعيد على من قال في القرآن برأيه، أي فسر به ما يرى ويهوى، لا بمقتضى اللغة العربية والشرعية الإسلامية، فإذا فسر الإنسان القرآن بهواه ورأيه فليتبوأ مقعده من النار.

أما من فسر به بمقتضى اللغة العربية، وهو ممن يعرف اللغة العربية، فهذا لا إثم عليه؛ إن القرآن نزل باللسان العربي، فيفسر بما يدل عليه. وكذلك إذا كانت

الكلمات قد نقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، وفسرها بمعناها الشرعي
فلا حرج عليه.

فألمهم أنه يجب على الإنسان أن يكون فاهماً لمراد الله عز وجل في كتابه، وكذلك
لمراد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، حتى لا يفسرها إلا بما أراد الله ورسوله،
والله الموفق.

এই হাদিসটি এমন ব্যক্তির প্রতি কঠোর সতর্কবাণী প্রদান করে, যে নিজের রায় বা ব্যক্তিগত
অভিমত অনুযায়ী কুরআনের ব্যাখ্যা করে। অর্থাৎ, আরবি ভাষা ও ইসলামী শরিয়তের
নিয়মনীতি অনুসরণ না করে কেবল নিজের খেয়ালখুশি ও ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী ব্যাখ্যা প্রদান
করে। সুতরাং, কোনো ব্যক্তি যদি স্থায়ী প্রবৃত্তি ও ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে কুরআনের
তাফসির করে, তবে সে যেন জাহান্নামে নিজের আবাসস্থল নির্ধারণ করে নেয়।

পক্ষান্তরে, যিনি আরবি ভাষার দাবি ও নীতি অনুযায়ী এর ব্যাখ্যা করেন এবং তিনি আরবি
ভাষায় পারদর্শী, তবে তার কোনো গুনাহ হবে না। কেননা কুরআন আরবি ভাষায় নাজিল
হয়েছে, সুতরাং তা ভাষার নির্দেশিত অর্থেই ব্যাখ্যা করতে হবে। তদ্রূপ কোনো শব্দ যদি
আভিধানিক অর্থ থেকে পারিভাষিক বা শরিয়তসম্মত অর্থের দিকে স্থানান্তরিত হয় এবং তিনি
তা সেই শরিয়তসম্মত অর্থেই ব্যাখ্যা করেন, তবে তাতে কোনো দোষ নেই।

মোদ্দাকথা হলো, মানুষের জন্য অপরিহার্য হলো মহান আল্লাহর কিতাবে তাঁর কী উদ্দেশ্য এবং
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ বা হাদিসে তাঁর কী উদ্দেশ্য, তা সঠিকভাবে
হৃদয়ঙ্গম করা; যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা উদ্দেশ্য করেছেন, তার বাইরে অন্য কোনোভাবে
এগুলোর ব্যাখ্যা করা না হয়। আর আল্লাহই তাওফিক দানকারী।

(ص: 457) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

24- باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله ففعله

قال الله تعالى: (أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ) (البقرة: 44) ، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ) (كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ) (الصف: 2، 3) ، وقال تعالى إخباراً عن شُعَيْبٍ صلى الله عليه وسلم: (وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَآكُمْ عَنْهُ) (هود: 88) .

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى:- باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف فعله قوله "لما كان الباب الذي قبله في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان المناسب ذكر هذا الباب في تغليظ عقوبة من أمر بمعروف ولم يفعله، أو نهى عن منكر وفعله - والعياذ بالله - وذلك أن من هذه حالة، لا يكون صادقاً في أمره ونهيه؛ لأنه لو كان صادقاً في أمره، معتقداً أن ما أمر به معروف، وأنه نافع؛ لكان هو أول من يفعله لو كان عاقلاً. وكذلك لو نهى عن منكر وهو يعتقد أنه ضار، وأن فعله إثم؛ لكان أول من يتركه لو كان عاقلاً. فإذا أمر بمعروف ولم يفعله، أو نهى عن منكر وفعله؛ علم أن قوله هذا ليس مبنيّاً على عقيدة والعياذ بالله. ولهذا أنكر الله على فعل ذلك فقال تعالى: (أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ

২৪- অনুচ্ছেদ: সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করা সত্ত্বেও যার কথা ও কাজে অমিল থাকে, তার শাস্তির কঠোরতা প্রসঙ্গে

আল্লাহ তাআলা বলেন: "তোমরা কি মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং নিজেদের কথা ভুলে যাও? অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করো। তবে কি তোমরা অনুধাবন করো না?" (আল-বাক্বারাহ: ৪৪)। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা যা করো না, তা কেন বলো? তোমরা যা করো না, তা বলা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ক্রোধের উদ্রেককারী কাজ।"

(আস-সাফ: ২, ৩)। আল্লাহ তাআলা শুআইব (আলাইহিস সালাম)-এর কথা বর্ণনা করে বলেন: "আমি যা তোমাদের নিষেধ করি, তোমাদের ছেড়ে নিজে তা করতে চাই না।" (হূদ: ৮৮)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেন: "সৎ কাজের আদেশ প্রদানকারী বা অসৎ কাজে বাধা দানকারী অথচ যার কাজ তার কথার পরিপন্থী হয়, তার শাস্তির ভয়াবহতা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ।" যেহেতু এর পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদটি সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের আবশ্যিকতা সম্পর্কে ছিল, তাই সৎ কাজের আদেশ দিয়ে নিজে তা পালন না করা অথবা অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে নিজে তাতে লিপ্ত হওয়া ব্যক্তির শাস্তির কঠোরতা নিয়ে এই অনুচ্ছেদটি উল্লেখ করা অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এর কারণ হলো, যার অবস্থা এমন, সে তার আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে সত্যনিষ্ঠ নয়; কারণ সে যদি তার আদেশে সত্যবাদী হতো এবং বিশ্বাস করত যে সে যে কাজের আদেশ দিচ্ছে তা পুণ্যময় ও কল্যাণকর, তবে সে বিবেকবান হলে সবার আগে নিজে তা পালন করত। অনুরূপভাবে, সে যদি কোনো মন্দ কাজ থেকে বারণ করত এবং বিশ্বাস করত যে তা ক্ষতিকর ও পাপের কাজ, তবে সে বিবেকসম্পন্ন হলে সবার আগে তা পরিত্যাগ করত। সুতরাং যখন সে সৎ কাজের আদেশ দেয় অথচ নিজে তা করে না, অথবা অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে অথচ নিজে তাতে লিপ্ত হয়; তখন প্রতীয়মান হয় যে তার এই কথা বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে নয়—আল্লাহর নিকট এ থেকে পানাহ চাই। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা এ ধরনের কাজের নিন্দা জানিয়ে বলেন: (তোমরা কি মানুষকে...

(ص: 458) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (البقرة: 44)
والاستفهام هنا للإنكار، يعني: كيف تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم فلا تفعلونه، وأنتم تتلون الكتاب وتعرفون البر من غير البر (أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟) هذا

الاستفهام للتوبيخ؛ يقول لهم: كيف يقع منكم هذا الشيء؟ أين عقولكم لو كنتم صادقين؟

مثال ذلك: رجل يأمر الناس بترك الربا، ولكنه يتعامل به أو يفعل ما هو أعظم منه فهو يقول للناس مثلاً: لا تأخذوا الربا في معاملات البنوك، ثم يذهب هو فيأخذ الربا بالحيلة والمكر والخداع، ولم يعلم أن ما وقع هو فيه من الحيلة والمكر والخداع أكبر ذنباً، وأعظم إثماً، ممن أتى الأمر على وجهه. ولهذا قال أيوب السخيتي- رحمه الله في أهل الحيل والمكر: "أنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون" وصدق رحمه الله. كذلك أيضاً رجل يأمر الناس بالصلاة، ولكنه هو نفسه لا يصلي!! فيكيف يكون هذا؟ كيف تأمر بالصلاة، وترى أنها معروف، ثم لا تصلي؟ هل هذا من العقل؟ ليس من العقل فضلاً أن يكون من الدين، فهو مخالف للعقل، وسفه في الدين نسأل الله العافية.

"...সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং নিজেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব তিলাওয়াত করো; তবে কি তোমরা অনুধাবন করো না?" (সূরা আল-বাক্বারাহ: ৪৪)। এখানে প্রশ্নটি অস্বীকৃতি জ্ঞাপক, অর্থাৎ: তোমরা কীভাবে মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও অথচ নিজেদের কথা ভুলে যাও এবং নিজেরা তা পালন করো না, যখন তোমরা কিতাব পাঠ করো এবং পুণ্য ও পাপের পার্থক্য অবগত আছো? "তবে কি তোমরা অনুধাবন করো না?"—এই প্রশ্নটি তিরস্কারের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। তাদের বলা হচ্ছে: তোমাদের দ্বারা কীভাবে এমনটি হতে পারে? যদি তোমরা সত্যনিষ্ঠ হতে তবে তোমাদের বিবেক কোথায় থাকত?

উদাহরণস্বরূপ: এক ব্যক্তি মানুষকে সুদ বর্জনের নির্দেশ দেয়, অথচ সে নিজেই সুদী কারবার করে অথবা তার চেয়েও গুরুতর কিছু করে। সে মানুষকে বলে: ব্যাংক লেনদেনে সুদ গ্রহণ করো না, অথচ সে নিজে বিভিন্ন অপকৌশল ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে সুদ গ্রহণ করে। সে

জানে না যে, সে যে প্রতারণা ও অপকৌশলের আশ্রয় নিয়েছে তা সেই ব্যক্তির পাপের চেয়েও অনেক বড় ও গুরুতর যে সরাসরি কোনো ছলনা ছাড়াই সেই পাপে লিপ্ত হয়।

এ কারণেই আইয়ুব আস-সাখতিয়ানী (রহিমাল্লাহ) ধোঁকাবাজ ও চক্রান্তকারীদের সম্পর্কে বলেছেন: "তারা আল্লাহর সাথে এমনভাবে প্রতারণা করে যেন তারা শিশুদের সাথে প্রতারণা করছে। যদি তারা সরাসরি কোনো বিষয় (পাপ) স্পষ্টভাবে করত তবে তা (প্রতারণার চেয়ে) অপেক্ষাকৃত লঘু হতো।" তিনি সত্য বলেছেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন।

অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি মানুষকে সালাতের নির্দেশ দেয়, কিন্তু সে নিজে সালাত আদায় করে না!! এটা কীভাবে সম্ভব? তুমি কীভাবে সালাতের নির্দেশ দাও এবং একে নেক কাজ মনে করো, অথচ তুমি নিজে তা পড়ো না? এটা কি কোনো বুদ্ধিমানের কাজ? এটি কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক পরিপন্থীই নয়, বরং দ্বীনের দিক থেকেও অগ্রহণযোগ্য। এটি বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ এবং দ্বীনের ক্ষেত্রে চরম মূর্খতা। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামনা করছি।

* * *

(ص: 459) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ) (كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ) (الصف: 2-3)

[الشَّرْحُ]

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) خَاطَبَهُم بِالْإِيمَانِ؛ لِأَن مَقْتَضَى الْإِيمَانِ أَلَّا يَفْعَلَ الْإِنْسَانُ هَذَا، وَأَلَّا يَقُولَ مَا لَا يَفْعَلُ، ثُمَّ وَبَخَهُم بِقَوْلِهِ: (لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ) ثُمَّ بَيَّنَّ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مَكْرُوهٌ عِنْدَ اللَّهِ، مَبْغُضٌ عِنْدَهُ أَشَدَّ الْبَغْضِ، فَقَالَ: (كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ) وَالْمَقْتُ: قَالَ الْعُلَمَاءُ: هُوَ أَشَدُّ الْبَغْضِ، فَاللَّهُ تَعَالَى يَبْغِضُ الرَّجُلَ

الذي هذه حاله؛ يقول ما لا يفعل، ويبين الله عز وجل لعباده أن ذلك مما يبغضه من أجل أن يبتعدوا عنه؛ لأن المؤمن حقاً يبتعد عما نهى الله عنه. وقال عن شعيب: (وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَآكُمْ عَنْهُ) (هود: 88)، يعني انه يقول لقومه: لا يمكن أن أنهاركم عن الشرط، وأنهاركم عن نقص المكيال والبيزان وأنا أفعله، لا يمكن أبداً؛ لأن الرسل عليهم السلام هم أنصح الخلق للخلق، وهم أشد الناس تعظيماً لله، وامثالاً لأمره واجتناباً لنهييه، فلا يمكن أن يخالفهم إلى ما ينهارهم عنه فيفعله.

وفي هذا دليل على أن الإنسان الذي يفعل ما ينهى عنه، أو يترك ما أمر به مخالف لطريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ لأنهم لا يمكن أن يخالفوا الناس إلى ما ينهونهم عنه. وستأتي الأحاديث إن شاء الله في بيان عقوبة من ترك ما أمر به، أو فعل ما نهى عنه، والله البوق.

আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (হে মুমিনগণ! তোমরা যা করো না, তা কেন বলো?) (আল্লাহর নিকট এটি অত্যন্ত ক্রোধের বিষয় যে, তোমরা যা করো না তা বলো) (আস-সাফ: ২-৩)

[ব্যাখ্যা]

(হে মুমিনগণ!) তিনি তাদের ঈমানের বিশেষণে সম্বোধন করেছেন; কারণ ঈমানের দাবি হলো মানুষ যেন এমনটি না করে এবং যা সে নিজে করে না তা যেন না বলে। অতঃপর তিনি তাদের তিরস্কার করে বললেন: (তোমরা যা করো না, তা কেন বলো?) এরপর তিনি বর্ণনা করেছেন যে, এই কাজটি আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় এবং তাঁর কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত। তিনি বলেছেন: (আল্লাহর নিকট এটি অত্যন্ত ক্রোধের বিষয় যে, তোমরা যা করো না তা বলো)।

‘মাকত’ (ক্রোধ) সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম বলেছেন: এটি হলো চরম পর্যায়ের ঘৃণা ও ক্ষোভ। সুতরাং আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন যার অবস্থা এমন হয়; অর্থাৎ সে যা করে না তা বলে। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের নিকট এটি স্পষ্ট করে দিচ্ছেন যে, এটি তাঁর অত্যন্ত

ঘণিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যেন তারা তা থেকে দূরে থাকে; কারণ প্রকৃত মুমিন তা থেকেই দূরে থাকে যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন।

আর তিনি শূয়াইব (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বলেছেন: (আমি যা থেকে তোমাদের নিষেধ করছি, তার বিপরীতে নিজে তা করতে চাই না) (হুদ: ৮৮), অর্থাৎ তিনি তাঁর কওমকে বলেছেন: এটি অসম্ভব যে, আমি তোমাদের প্রতারণা থেকে কিংবা মাপে ও ওজনে কম দেওয়া থেকে নিষেধ করব আর আমি নিজেই তা করব; এটি কখনোই হতে পারে না। কারণ রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম) সৃষ্টির কল্যাণে সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বড় হিতাকাঙ্ক্ষী এবং তাঁরা আল্লাহর প্রতি সর্বাধিক সম্মান প্রদর্শনকারী এবং তাঁর আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জনে সবচেয়ে বেশি যত্নশীল। সুতরাং তাঁরা মানুষকে যা করতে নিষেধ করতেন, তার বিরুদ্ধাচরণ করে নিজেরা তা করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

এর মধ্যে এই প্রমাণ বিদ্যমান যে, যে ব্যক্তি এমন কাজ করে যা থেকে সে (অন্যকে) নিষেধ করে, অথবা যা সে আদেশ করে তা নিজে পরিত্যাগ করে, সে রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) পদ্ধতির বিরুদ্ধাচরণ করে; কারণ তাঁরা মানুষকে যা থেকে নিষেধ করতেন তার বিপরীতে গিয়ে নিজেরা তা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অচিরেই ইনশাআল্লাহ এমন ব্যক্তির শাস্তির বর্ণনায় হাদিসসমূহ আসবে যে ব্যক্তি নির্দেশিত বিষয় ত্যাগ করে কিংবা নিষিদ্ধ কাজ সম্পাদন করে। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

* * *

(ص: 460) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

198- وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة- رضي الله عنهما قال: سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " يؤتى بالرجل يوم القيامة فليقي في النار، فتندلق أكتاب بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحا، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا

فلان مالك؟ ألم تك تأمرُ بالمعروفِ وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى كنت أمرُ بالمعروفِ ولا آتية، وأنهى عن المنكر وآتية" متفق عليه.
قوله "تندلقُ" هو بالدلِّ المهملة، ومعناه تخرجُ و " الأقتابُ ": الأمعاءُ، واحداً قتب.

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث فيه التحذير الشديد من الرجل الذي يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه، والعياذ بالله.

يقول: " يئوتى بالرجل يوم القيامة" أي تأتي به الملائكة، فيلقى في النار إلقاء، لا يدخلها برفق، ولكنه يلقي فيها كما يلقي الحجر في اليمِّ، وتندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاءه، الأقتاب: جمع قتب وهو المعنى، ومعنى تندلق: تخرج من بطنه من شدة الإلقاء- والعياذ بالله.

" فيدور بها كما يدور الحمار في الرحا" وهذا التشبيه للتقبيح، شبهه بالحمار الذي يدور على الرحا، وصفة ذلك: أنه في البطاحن القديمة قبل أن توجد هذه المعدات الجديدة، كان يُجعل حجران كبيران وينقشان فيما بينهما أي ينقران، ويوضع للأعلى منها فتحة تدخل منها الحبوب، وفيها

১৯৮- আবু যাস্বিদ উসামাহ ইবনে যাস্বিদ ইবনে হারিসাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এতে তার পেটের নাড়িভুড়ি বের হয়ে পড়বে। এরপর সে তা নিয়ে চারদিকে ঘুরতে থাকবে, যেভাবে গাধা যাঁতাকলকে কেন্দ্র করে ঘোরে। তখন জাহান্নামীরা তার কাছে একত্রিত হয়ে বলবে, হে অমুক! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি কি আমাদের সৎকাজের আদেশ দিতে না এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করতে না? সে বলবে, হ্যাঁ, আমি তোমাদের সৎকাজের আদেশ দিতাম

কিন্তু নিজে তা পালন করতাম না, আর তোমাদের অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতাম কিন্তু নিজে তা করতাম।" (বুখারি ও মুসলিম)।

তাঁর উক্তি "তানদালিকু" শব্দটি 'দাল' বর্ণের দ্বারা গঠিত, এর অর্থ হলো বের হয়ে আসা। আর "আল-আকতাব" অর্থ হলো নাড়িভুঁড়ি, এর একবচন হলো "কিতব"।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসটিতে সেই ব্যক্তির ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে, যে সৎকাজের আদেশ দেয় কিন্তু নিজে তা পালন করে না এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে অথচ নিজে তাতে লিপ্ত হয়; আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

তিনি বলছেন: "কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে" অর্থাৎ ফেরেশতারা তাকে নিয়ে আসবে, অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে—তাকে সেখানে দয়ার সাথে প্রবেশ করানো হবে না, বরং তাকে এমনভাবে নিক্ষেপ করা হবে যেমন সমুদ্রে পাথর নিক্ষেপ করা হয়। আর তার পেটের নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে পড়বে, অর্থাৎ তার অন্ত্রসমূহ। 'আকতাব' হলো 'কিতব' শব্দের বহুবচন যার অর্থ নাড়িভুঁড়ি। আর 'তানদালিকু' এর অর্থ হলো—নিষ্ক্ষেপ করার প্রচণ্ড আঘাতে তার পেট থেকে সেগুলো বের হয়ে আসবে, আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই।

"এরপর সে তা নিয়ে চারদিকে ঘুরতে থাকবে, যেভাবে গাধা যাঁতাকলকে কেন্দ্র করে ঘোরে"—এই উপমাটি দেওয়া হয়েছে বিষয়টিকে কদর্যভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য। তাকে সেই গাধার সাথে তুলনা করা হয়েছে যা যাঁতাকলের চারদিকে ঘোরে। এর ধরণ হলো: বর্তমান যুগের আধুনিক সরঞ্জামাদি আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে প্রাচীনকালের যাতাগুলোতে দুটি বড় পাথর ব্যবহার করা হতো এবং সেগুলোর মাঝখানে খোদাই করা বা গর্ত করা হতো। উপরের পাথরটিতে একটি ছিদ্র রাখা হতো যার ভেতর দিয়ে শস্যদানা প্রবেশ করানো হতো এবং তাতে...

خشبة تربط بمتن الحمار، ثم يستدير على الرحاً، وفي استدارته تطحنُ الرحا. فهذا الرجل الذي يلتقي في النار يدور على أمعائه- والعياذ بالله - كما يدور الحمار على رجاه، فيجتمع إليه أهل النار، فيقولون له: ما لك؟ أي شيء جاء بك إلى هنا، وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول مقرأً على نفسه: "كنت آمر بالمعروف ولا آتية" يقول للناس "صلوا ولا يصلي. ويقول لهم: زكوا أموالكم ولا يزكى. ويقول: بروا الوالدين، ولا يبر والديه، وهكذا يأمر بالمعروف ولكنه لا يأتية.

"وأنهى عن المنكر وآتية" يقول للناس: لا تغتابوا الناس، لا تأكلوا الربا، لا تغشوا في البيع، لا تسيئوا العشرة، لا تسيئوا الجيرة، وما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة التي ينهى عنها، ولكنه يأتيتها والعياذ بالله، يبيع بالربا، ويغش، ويسيء العشرة، ويسئ إلى الجيران وغير هذا، فهو بذلك يأمر بالمعروف ولا يأتية، وينهى عن المنكر ويأتية - نسأل الله العافية- فيعذب هذا العذاب ويخزي هذا الخزي. فالواجب على البرء أن يبدأ بنفسه فيأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر؛ لأن أعظم الناس حقاً عليك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسك.

ابدأ بنفسك فانها عن غيرها

فإذا انتهت عنه فأنت حكيم

ابدأ بها ثم حاول نصح إخوانك، وأمرهم بالمعروف، وانههم عن المنكر، لتكون صالحاً مصلحاً. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين المصلحين، إنه جواد كريم.

একটি কাঠের খণ্ড যা গাধার পিঠের সাথে বেঁধে দেওয়া হয়, এরপর সে যাতাকলের চারপাশে ঘুরতে থাকে এবং তার এই আবর্তনের মাধ্যমে যাতাকলে শস্য পিষ্ট হয়।

সুতরাং এই সেই ব্যক্তি যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং সে তার নাড়িভুঁড়ি নিয়ে ঘুরতে থাকবে—আল্লাহর কাছে আমরা এ থেকে আশ্রয় চাই—যেভাবে গাধা তার যাতাকলের চারপাশে ঘোরে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার চারপাশে সমবেত হবে এবং তাকে বলবে: ‘তোমার কী হয়েছে? কোন বিষয়টি তোমাকে এখানে নিয়ে এল, অথচ তুমি তো সৎকাজের আদেশ দিতে এবং অসৎকাজে বাধা প্রদান করতে?’ তখন সে নিজের অপরাধ স্বীকার করে বলবে: ‘আমি সৎকাজের আদেশ দিতাম কিন্তু নিজে তা পালন করতাম না।’ সে মানুষকে বলত ‘নামাজ পড়ো’ অথচ সে নিজে নামাজ পড়ত না। সে তাদের বলত: ‘তোমাদের সম্পদের জাকাত প্রদান করো’ অথচ সে নিজে জাকাত দিত না। সে বলত: ‘পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করো’ কিন্তু সে নিজে তার পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করত না। এভাবেই সে সৎকাজের আদেশ দিত কিন্তু নিজে তা পালন করত না।

‘এবং আমি মন্দ কাজে নিষেধ করতাম অথচ নিজেই তা করতাম।’ সে মানুষকে বলত: মানুষের গিৰত করো না, সুদ ভক্ষণ করো না, কেনা-বেচায় প্রতারণা করো না, সাহচর্য ও মেলামেশায় অসদাচরণ করো না, প্রতিবেশীর সাথে মন্দ ব্যবহার করো না এবং এই জাতীয় যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় থেকে সে বারণ করত; কিন্তু—আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই—সে নিজেই তা করত। সে সুদের কারবার করত, প্রতারণা করত, মানুষের সাথে মন্দ ব্যবহার করত, প্রতিবেশীর অনিষ্ট করত এবং এ জাতীয় অন্যান্য গর্হিত কাজ করত। ফলে সে সৎকাজের আদেশ দিত কিন্তু নিজে তা করত না এবং অসৎকাজে নিষেধ করত অথচ নিজে তা করত—আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। তাই তাকে এই আজাব দেওয়া হবে এবং এমন লাঞ্ছনার শিকার হতে হবে।

অতএব মানুষের জন্য কর্তব্য হলো নিজের নফস থেকে শুরু করা। সুতরাং সে নিজের আত্মাকে সৎকাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে; কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে আপনার ওপর সবচেয়ে বড় অধিকার হলো আপনার নিজের নফসের।

তুমি নিজের নফস থেকে শুরু করো এবং তাকে তার ভ্রষ্টতা থেকে বারণ করো, যখন সে তা থেকে নিবৃত্ত হবে, তখনই তুমি প্রকৃত প্রজ্ঞাবান হতে পারবে।

নিজের নফস দিয়ে শুরু করো, এরপর তোমার ভাইদের উপদেশ দেওয়ার চেষ্টা করো, তাদের সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করো, যাতে তুমি নিজে নেককার

হওয়ার পাশাপাশি অন্যের সংশোধনকারীও হতে পারো। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাকে ও আপনাদেরকে সৎকর্মশীল সংস্কারকদের অন্তর্ভুক্ত করেন। নিশ্চয়ই তিনি পরম দাতা ও মহানুভব।

(ص: 462) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

25- باب الأمر بأداء الأمانة

قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا) (النساء: 58)

[الشرح]

قال المؤلف رحمه الله: باب الأمر بأداء الأمانة.

الأمانة: تطلق على معان متعددة، منها ما اتئمنه الله على عبادة من العبادات التي كلفهم بها، فإنها أمانة اتئمن الله عليها العباد. ومنها: الأمانة المالية، وهي الودائع التي تعطي للإنسان ليحفظها لأهلها، وكذلك الأموال الأخرى التي تكون بيد الإنسان، لمصلحته أو لمصلحة ماله، وذلك أن الأمانة التي بيد الإنسان؛ إما أن تكون لمصلحة ماله، أو لمصلحة من هي بيده، أو لمصلحتهما جميعاً.

فأما الأول: فالوديعة؛ الوديعة تجعلها عند شخص، تقول مثلاً: هذه ساعتني عندك احفظها لي، أو هذه دراهم احفظها لي وما أشبه هذا، فهذه وديعة بقيت عنده لمصلحة ماله.

وأما التي لمصلحة من هي بيده: فالعارية يعطيك شخص شيئاً يعيرك إياه من إناء، أو فراش، أو ساعة، أو سيارة، فهذه بقيت في يدك لمصلحتك.
أما التي لمصلحة مالكها ومن هي بيده: فالعينُ المستأجرة، فهذه مصلحتها للجميع؛ استأجرت مني سيارة، وأخذتها، فأنت تنتفع بها في قضاء حاجتك، وأنا أنتفع بالأجرة. وكذلك البيت والدكان وما أشبه ذلك. كل هذه من الأمانات.

২৫- অধ্যায়: আমানত আদায়ের নির্দেশ

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: (নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যেন আমানতসমূহ তার মালিকদের নিকট পৌঁছে দাও) (আন-নিসা: ৫৮)

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: আমানত আদায়ের নির্দেশের অধ্যায়।

আমানত: এটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তার মধ্যে একটি হলো—আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর যে সব ইবাদত অর্পণ করেছেন এবং যার দায়িত্ব তাদের দিয়েছেন; কেননা এগুলো এমন আমানত যা আল্লাহ বান্দাদের নিকট গচ্ছিত রেখেছেন।

আরেকটি হলো: আর্থিক আমানত। এটি হচ্ছে সেই গচ্ছিত সম্পদ যা কোনো ব্যক্তিকে তার মালিকের জন্য সংরক্ষণ করতে দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে অন্যান্য সম্পদ যা কোনো ব্যক্তির হাতে থাকে, চাই তা তার নিজের কল্যাণে হোক বা মালিকের কল্যাণে। আর মানুষের হাতে থাকা আমানত হয় মালিকের উপকারের জন্য হবে, অথবা যার হাতে আছে তার উপকারের জন্য হবে, অথবা তাদের উভয়ের উপকারের জন্য হবে।

প্রথমটি হলো: গচ্ছিত আমানত (ওয়াদিয়া); আপনি কোনো ব্যক্তির কাছে কোনো কিছু গচ্ছিত রাখলেন, যেমন বললেন: 'এই ঘড়িটি আপনার কাছে রাখুন এবং আমার জন্য তা হেফাজত করুন', অথবা 'এই দিরহামগুলো আমার জন্য হেফাজত করুন' বা এই জাতীয় কিছু। এটি মালিকের উপকারের জন্য তার কাছে রাখা একটি গচ্ছিত সম্পদ।

আর যা গ্রহীতার উপকারের জন্য: তা হলো ধার করা বস্তু (আরিয়াহ)। যেমন কোনো ব্যক্তি আপনাকে কোনো পাত্র, বিছানা, ঘড়ি বা গাড়ি ব্যবহারের জন্য ধার দিল; এটি আপনার কাছে আপনার উপকারের জন্য রয়েছে।

আর যা মালিক এবং ব্যবহারকারী উভয়ের উপকারের জন্য: তা হলো ভাড়া কৃত বস্তু। এর উপকারিতা সবার জন্য। আপনি আমার কাছে থেকে একটি গাড়ি ভাড়া নিলেন এবং তা গ্রহণ করলেন; আপনি আপনার প্রয়োজন মেটাতে তা থেকে উপকৃত হচ্ছেন, আর আমি তার ভাড়া থেকে উপকৃত হচ্ছি। অনুরূপভাবে ঘর, দোকান এবং এই জাতীয় যা কিছু আছে। এসবই আমানতের অন্তর্ভুক্ত।

(ম: 463) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

ومن الأمانة أيضاً: أمانة الولاية وهي أعظمها مسؤولية، الولاية العامة والولايات الخاصة، فالسلطان مثلاً الرئيس الأعلى في الدولة، أمين على الأمة كلها، على مصالحها الدينية ومصلحتها الدنيوية، على أموالها التي تكون في بيت البأس، لا يبذرها، ولا ينفقها في غير مصلحة المسلمين وما أشبه ذلك.

وهناك أمانات أخرى دونها، كأمانة الوزير مثلاً في وزارته، وأمانة الأمير في منطقته، وأمانة القاضي في عمله، وأمانة الإنسان في أهله، البهم أن الأمانة باب واسع جداً وأصلها أمران:

أمانة في حقوق الله: وهي أمانة العبد في عبادات الله عز وجل.

وأمانة في حقوق البشر" وهي كثيرة جداً، وقد أشرنا إلى شيء منها، وكلها يؤمر الإنسان بأدائها: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا) ، تأمل هذه الصيغة (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ) صيغة قوة وسلطان لم يقل: أدوا الأمانة، ولم يقل: إني آمركم ولكن قال: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ) بأمركم بألوهيته العظيمة، يأمركم أن تؤدوا الأمانات

إلى أهلها، فأقام الخطاب مقام الغائب تعظيماً لهذا المقام ولهذا الأمر، وهذا كقول السلطان - والله المثل الأعلى - إن الأمير يأمركم، أن الملك يأمركم، فذها أبلغ وأقوى من قوله: إني آمركم كما قال ذلك علماء البلاغة.

(أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا) ومن لازم الأمر بأداء الأمانة إلى أهلها الأمر بأداء الأمانة إلى أهلها؛ الأمر بحفظها؛ لأنه لا يمكن أداؤها إلى أهلها إلا بحفظها. وحفظها إلا يتعدى فيها ولا يفرك، بل يحفظها حفظاً تاماً ليس فيه تعدٍ ولا تفريط، حتى

আমানতের (আমানতদারিতা) অন্তর্ভুক্ত হলো শাসনের আমানত, যা দায়দায়িত্বের দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ। তা হতে পারে সাধারণ শাসন বা বিশেষ শাসন। উদাহরণস্বরূপ, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রধান বা সুলতান হলেন সমগ্র উম্মাহর আমানতদার; তাদের দ্বীনী ও পার্থিব স্বার্থ রক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সংরক্ষিত সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে। তিনি তা অপচয় করবেন না এবং মুসলিমদের কল্যাণ বহির্ভূত কোনো কাজে ব্যয় করবেন না—এ জাতীয় বিষয়সমূহ।

এর নিচে আরও কিছু আমানত রয়েছে। যেমন: মন্ত্রীর আমানত তার মন্ত্রণালয়ে, আমীরের আমানত তার নির্দিষ্ট অঞ্চলে, বিচারকের আমানত তার বিচারিক কাজে এবং ব্যক্তির আমানত তার পরিবার-পরিজনের ক্ষেত্রে। সারকথা হলো, আমানতের ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক এবং এর মূল ভিত্তি হলো দুটি বিষয়:

আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে আমানত: আর তা হলো মহান আল্লাহর ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে বান্দার আমানতদারিতা।

এবং মানুষের হকের ক্ষেত্রে আমানত: এর সংখ্যা অনেক। আমরা ইতিপূর্বে এর কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছি। মানুষকে এই সব আমানত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা আমানতসমূহ তার প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও।" এই বাক্যরীতির (নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন) দিকে লক্ষ করুন; এটি একটি শক্তিশালী ও কর্তৃত্বব্যঞ্জক ভঙ্গি। তিনি এটি বলেননি যে, 'তোমরা আমানত আদায় করো', কিংবা বলেননি যে, 'আমি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি', বরং বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন"—অর্থাৎ তিনি তাঁর মহান উলুহিয়াতের মাধ্যমে তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি তোমাদেরকে আমানতসমূহ তার প্রাপকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আদেশ দিচ্ছেন। এখানে সম্বোধনের ক্ষেত্রে নামপূরণের শব্দ চয়ন করা হয়েছে এই স্থান ও বিষয়ের মাহাত্ম্য

প্রকাশের জন্য। এটি অনেকটা সুলতানের উক্তির মতো—আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সর্বোচ্চ উদাহরণ—যেমন বলা হয়: 'আমীর তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন' অথবা 'রাজা তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন'। অলঙ্কারশাস্ত্রবিদদের মতে এটি 'আমি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি' বলার চেয়েও অধিক কার্যকর ও শক্তিশালী পদ্ধতি।

(যেন তোমরা আমানতসমূহ তার প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও)। আমানত তার প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশের একটি আবশ্যিক দাবি হলো আমানত হেফাযত করার আদেশ; কেননা, হেফাযত করা ব্যতীত তা প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়। আর হেফাযত করার অর্থ হলো সে বিষয়ে সীমালঙ্ঘন না করা এবং অবহেলা না করা; বরং তা পূর্ণাঙ্গভাবে রক্ষা করা যাতে কোনো বাড়াবাড়ি বা কমতি না থাকে, যতক্ষণ না...

(ص: 464) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

يُؤديها إلى أهلها.

وأداء الأمانة من علامات الإيمان: فكلما وجدت الإنسان أميناً فيما يؤتمن عليه، مؤدياً له على الوجه الأكمل؛ فاعلم أنه قوي الإيمان. وكلما وجدتته خائناً؛ فاعمل أنه ضعيف الإيمان.

ومن الأمانات: ما يكون بين الرجل وصاحبه من الأمور الخاصة التي لا يحب أن يطلع عليها أحد، فإنه لا يجوز لصاحبه أن يخبر بها، فلو استأمنك على حديث حدثك به، وقال لك: هذا أمانة، فإنه لا يحلّ لك أن تخبر به أحداً من الناس، ولو كان أقرب الناس إليك. سواء أوصاك بأن لا تخبر به أحداً، أو علم من قرائن الأحوال أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد. ولهذا قال العلماء: إذا حدثك الرجل بحديث والتفت فهذه أمانة، لماذا؟ لأنه كونه يلتفت، فإنه يخشى بذلك أن يسمع

أحد، إذا فهو لا يحب أن يطلع عليه أحد، فإذا اتّمتك الإنسان على حديث، فإنه لا يجوز لك أن تفشيّه.

ومن ذلك أيضاً: ما يكون بين الرجل وزوجته من الأشياء الخاصة، فإن شر الناس منزلة عند الله تعالى يوم القيامة، الجل يفضي على امرأته وتفضي إليه، ثم يتحدث بها جرى بينهما، فلا يجوز للإنسان أن يتحدث بها جرى بينه وبين زوجته.

وكثير من الشباب السفهاء يتفكهون في المجالس بذكر تلك الخصوصيات، يقول الواحد منهم: فعلت بامرأتي كذا وكذا، من الأمور التي لا تحب هي أن يطلع عليها أحد. وكذلك كل إنسان عاقل له ذوق

তিনি তা এর হকদারদের নিকট পৌঁছে দেবেন।

আমানত রক্ষা করা ঈমানের অন্যতম নিদর্শন: সুতরাং যখনই আপনি কোনো ব্যক্তিকে তার উপর অর্পিত আমানতের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত এবং তা যথাযথভাবে আদায়কারী হিসেবে পাবেন, তখন জেনে রাখুন যে সে সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী। আর যখনই আপনি তাকে খিয়ানতকারী হিসেবে পাবেন, তখন জেনে রাখুন যে সে দুর্বল ঈমানের অধিকারী।

আমানতের অন্তর্ভুক্ত হলো: দুই ব্যক্তির মাঝে সংঘটিত এমন ব্যক্তিগত বিষয় যা তারা অন্য কেউ অবগত হওয়া পছন্দ করে না; এমতাবস্থায় তার সঙ্গীর জন্য তা অন্য কাউকে জানানো জায়েজ নেই। যদি কেউ আপনাকে কোনো কথা বলে আমানত হিসেবে আপনার জিম্মায় রাখে এবং বলে যে 'এটি একটি আমানত', তবে আপনার জন্য তা মানুষের মধ্যে কাউকে বলা বৈধ নয়, এমনকি সে যদি আপনার নিকটতম কোনো ব্যক্তিও হয়। চাই সে আপনাকে কাউকে না বলতে বিশেষভাবে বলে থাকুক, অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বোঝা যাক যে সে চায় না অন্য কেউ তা জানুক। এ কারণেই ওলামায়ে কেরাম বলেছেন: যদি কোনো ব্যক্তি আপনার সাথে কথা বলার সময় আশপাশে তাকায়, তবে তা একটি আমানত। কেন? কারণ সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে এই ভয়ে যে পাছে কেউ তা শুনে ফেলে; অর্থাৎ সে চায় না অন্য কেউ তা জানুক। সুতরাং কোনো মানুষ যদি কোনো কথা বলে আপনাকে বিশ্বাস করে, তবে তা প্রকাশ করা আপনার জন্য বৈধ নয়।

এর অন্তর্ভুক্ত আরও হলো: স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যকার একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়সমূহ। কেননা কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মর্যাদার দিক থেকে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যে তার স্ত্রীর সাথে একান্তে মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তার সাথে মিলিত হয়, এরপর সে তাদের উভয়ের মাঝে যা ঘটেছে তা মানুষের কাছে বলে বেড়ায়। সুতরাং কোনো মানুষের জন্য তার ও তার স্ত্রীর মাঝে যা ঘটেছে তা আলোচনা করা জায়েজ নয়।

অনেক নির্বোধ যুবক বিভিন্ন মজলিসে এই সকল ব্যক্তিগত বিষয় আলোচনার মাধ্যমে আমোদ-প্রমোদ করে থাকে; তাদের কেউ কেউ বলে: আমি আমার স্ত্রীর সাথে অমুক অমুক কাজ করেছি—যা এমন সব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যা সেই স্ত্রী কখনও চায় না যে অন্য কেউ জানুক। অনুরূপভাবে প্রত্যেক রুচিবান বুদ্ধিমান ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য।

(ص: 465) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

سليم، لا يحب أن يطلع أحد علي ما جرى بينه وبين زوجته.
إِذَا عَلَيْنَا أَنْ نَحَافِظَ عَلَى الْأَمَانَاتِ، وَأَوَّلُ شَيْءٍ أَنْ نَحَافِظَ عَلَى الْأَمَانَاتِ الَّتِي بَيْنَنَا
وَبَيْنَ رَبِّنَا، لِأَنَّ حَقَّ رَبِّنَا أَعْظَمَ الْحَقُوقِ عَلَيْنَا، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يَكُونُ مِنْ حَقُوقِ
الْخَلْقِ الْأَوَّلَى فَالْأَوَّلَى.
(إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ) فَأَثْنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا يَعِظُنَا بِهِ مِنَ الْأَوْامِرِ الَّتِي يَرِيدُ
مِنَّا فَعَلَهَا، وَالنَّوَاهِي الَّتِي يَرِيدُ مِنَّا تَرْكَهَا، ثُمَّ خَتَمَ الْآيَةَ بِقَوْلِهِ: (إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَبِيحًا
بَصِيرًا) (النساء: 58)، سَبِيحًا لِمَا تَقُولُونَ، بَصِيرًا لِمَا تَفْعَلُونَ، وَخَتَمَ الْآيَةَ بِهَذَيْنِ
الْأَسْمَيْنِ الْكَرِيمَيْنِ الْمُتَضَمِّنَيْنِ لَشَامِلِ سَمْعِ اللَّهِ وَبَصَرِهِ يَقْتَضِي التَّهْدِيدَ، فَهُوَ يَهْدِدُ
عَزَّ وَجَلَّ مَنْ لَمْ يَقُمْ بِإِدَاءِ الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا، وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ.

وَقَالَ تَعَالَى: (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا) (الأحزاب: 72)

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف- رحمه الله قوله تعالى: (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا) عرض الله الأمانة وهي التكليف والإلزام بما يجب، على السموات والأرض والجبال، ولكنها أبت أن تحملها لما فيها من المشقة، ولما تخشى هذه الثلاثة - الأرض والجبال والسموات - من إضاعتها.

তিনি সুস্থ চিন্তের অধিকারী, তিনি পছন্দ করেন না যে তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর মাঝে যা ঘটেছে সে সম্পর্কে কেউ অবগত হোক।

অতএব, আমাদের আমানতসমূহ রক্ষা করা আবশ্যিক। আর সর্বপ্রথম আমাদের এবং আমাদের রবের মধ্যকার আমানতগুলো রক্ষা করতে হবে, কারণ আমাদের ওপর আমাদের রবের অধিকারই সর্বশ্রেষ্ঠ। এরপর পর্যায়ক্রমে সৃষ্টির অন্যান্য অধিকারসমূহ আদায় করতে হবে। “নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কতই না চমৎকার।” আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্ল সেই সব উপদেশের প্রশংসা করেছেন যা তিনি আমাদের প্রদান করেন, অর্থাৎ যেসব আদেশ তিনি আমাদের পালন করতে বলেন এবং যেসব নিষেধ তিনি আমাদের বর্জন করতে বলেন। অতঃপর তিনি আযাতের সমাপ্তি টেনেছেন তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে: “নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” (আন-নিসা: ৫৮)। তোমরা যা বলো তিনি তা শোনেন এবং তোমরা যা করো তিনি তা দেখেন। আল্লাহর সর্বব্যাপী শ্রবণ ও দর্শন গুণের ধারক এই দুটি সম্মানিত নামের মাধ্যমে আযাতের ইতি টানা মূলত হুমকির বার্তা বহন করে। অর্থাৎ যারা আমানতসমূহ তার প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দেয় না, আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্ল তাদের সতর্ক করছেন। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “নিশ্চয়ই আমি আসমানসমূহ, যমীন ও পাহাড়সমূহের নিকট আমানত পেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং এতে ভীত হলো, আর মানুষ তা বহন করল; নিশ্চয়ই সে অতিশয় যালিম ও চরম অজ্ঞ।” (আল-আহযাব: ৭২)

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার—রাহিমাহুল্লাহ—আল্লাহ তাআলার এই বাণীটি উল্লেখ করেছেন: “নিশ্চয়ই আমি আসমানসমূহ, যমীন ও পাহাড়সমূহের নিকট আমানত পেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং এতে ভীত হলো, আর মানুষ তা বহন করল; নিশ্চয়ই সে অতিশয় যালিম ও চরম অজ্ঞ।” আল্লাহ আমানত তথা শরীয়তের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও পাহাড়সমূহের নিকট পেশ করেছিলেন। কিন্তু তারা এর ভার বহন করতে অস্বীকার করল কারণ এতে কষ্টসাধ্য শ্রম রয়েছে এবং এই তিনটি সৃষ্টি—যমীন, পাহাড় ও আসমানসমূহ—আমানত বিনষ্ট হওয়ার ভয় পাচ্ছিল।

(ص: 466) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ يَعْرِضُ اللَّهُ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، وَهِيَ جَمَادٌ لَيْسَ لَهَا عَقْلٌ وَلَا تَشْعُرُ.
فَالْجَوَابُ: أَنَّ كُلَّ جَمَادٍ فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلَّهِ عِزٍّ وَجَلٍّ عَاقِلٌ يَفْهَمُ وَيُمَثِّلُ. أُرِيتَ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَهَا خَلَقَ الْقَلَمَ قَالَ لَهُ "اُكْتُبْ". فَخَاطَبَ اللَّهُ الْقَلَمَ وَهُوَ جَمَادٌ، وَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَلَمُ قَالَ: "وَمَاذَا اُكْتُبُ؟" لِأَنَّ الْأَمْرَ مُجْمَلٌ، وَلَا يُمْكِنُ الْاِمْتِثَالُ لِلأَمْرِ الْمَجْمَلِ إِلَّا بَبَيَانِهِ، قَالَ "اُكْتُبْ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" فَكُتِبَ الْقَلْبُ بِأَمْرِ اللَّهِ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. هَذَا أَمْرٌ وَتَكْلِيفٌ وَإِلْزَامٌ.

فهنأ بين الله عز وجل أنه عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال، فأبت أن تحملها.

وقال تعالى (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ) (فصلت: 11)

، فخطبها بالأمر وقال: ائتيا طوعاً أو كرهاً، فقالتا: أتينا طائعين. ففهمت السموات والأرض خطاب الله، وامتثلتا وقالتا: أتينا طائعين، وعصاه بني آدم يقولون: سبعنا وعصينا. وفضله به على كثير ممن خلق تفصيلاً. والرسل الذين أرسلهم الله عز وجل للإنسان. ويبينوا لهم الحق من

যদি কেউ প্রশ্ন করে: আল্লাহ কীভাবে আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও পাহাড়-পর্বতের সামনে আমানত পেশ করলেন, অথচ এগুলো জড়বস্তু যাদের কোনো বুদ্ধি নেই এবং যারা কিছু অনুভব করতে পারে না?

এর উত্তর হলো: মহান আল্লাহর নিকট প্রতিটি জড়বস্তুই বুদ্ধিমান, তারা বুঝতে পারে এবং আনুগত্য করে। আপনি কি মহান আল্লাহর সেই বাণীর প্রতি লক্ষ্য করেছেন যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বর্ণনা করেছেন: "মহান আল্লাহ যখন কলম সৃষ্টি করলেন, তখন তাকে বললেন 'লেখ'।" আল্লাহ কলমকে সম্বোধন করলেন অথচ তা একটি জড়বস্তু, আর কলম তার উত্তরে বলল: "আমি কী লিখব?" কারণ নির্দেশটি ছিল সংক্ষিপ্ত, আর সংক্ষিপ্ত নির্দেশ ব্যাখ্যা ছাড়া পালন করা সম্ভব নয়। তিনি বললেন, "কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তা লেখ।" অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে কলম কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তা লিখে ফেলল। এটি ছিল একটি আদেশ, দায়িত্বরোপ ও অপরিহার্য কর্তব্য।

এখানে মহান আল্লাহ স্পষ্ট করেছেন যে, তিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও পাহাড়-পর্বতের নিকট আমানত পেশ করেছিলেন, কিন্তু তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল।

মহান আল্লাহ আরও বলেন: (অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন যা ছিল ধূম্রকুঞ্জ। তারপর তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে বললেন: তোমরা আসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল: আমরা অনুগত হয়ে আসলাম।) (ফুসসিলাত: ১১)

তিনি তাদের আদেশের মাধ্যমে সম্বোধন করে বললেন: তোমরা ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় আসো; তারা বলল: আমরা অনুগত হয়ে আসলাম। সুতরাং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী আল্লাহর সম্বোধন বুঝতে পেরেছিল এবং তারা আনুগত্য করেছিল ও বলেছিল: আমরা অনুগত হয়ে আসলাম। আর আদম সন্তানের অবাধ্যরা বলে: আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম। আর তিনি তাকে (মানুষকে) তাঁর সৃষ্টির অনেকের ওপর বিশেষভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আর সেই রাসূলগণ যাদের মহান আল্লাহ মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন, যেন তারা তাদের সামনে সত্য স্পষ্ট করেন...

(ص: 467) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الضلال، فلم يبق لهم عذر، ولكن مع ذلك وصف الإنسان بأنه مظلوم جهول، فاختلف العلماء هل " الإنسان " هنا عام، أم خاص بالكافر، فقال بعض العلماء: إنه خاص بالكافر، فهو الظلوم الجهول. أما المؤمن فهو ذو عدل وعلم وحكمة ورشد. وقال بعض العلماء: بل هو عام والمراد الإنسان بحسب طبيعته، أما المؤمن فإن الله من عليه بالهداية، فيكون مستثنى من هذا، وإياً كان فمن قام بالأمانة انتفى عنه وصف الظلم والجهالة التي في قول الله تعالى (وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا) (الأحزاب: 72)

فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على أداء ما حملناه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه جواد كريم.

189- عن أبي هريرة- رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان " متفق عليه.

وفي رواية: " وإن صام وصلى وزعم أنه مسلمٌ".

[الشَّرْحُ]

الآية: يعني العلامة، كما قال تعالى: (أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ) (الشعراء: 197) ، يعني أو لم يكن لهم علامة على صدق ما جاء به

পথভ্রষ্টতা, ফলে তাদের জন্য কোনো ওজর বা অজুহাত অবশিষ্ট থাকেনি। তবে তা সত্ত্বেও মানুষকে ‘অত্যন্ত জালেম ও অতিশয় অজ্ঞ’ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আলেমগণ এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন যে, এখানে ‘মানুষ’ শব্দটি কি সাধারণ বা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, নাকি এটি কাফেরের জন্য নির্দিষ্ট? কোনো কোনো আলেম বলেছেন: এটি কাফেরের জন্য নির্দিষ্ট, কেননা সেই হলো অতিশয় জালেম ও চরম অজ্ঞ। পক্ষান্তরে মুমিন হলো ন্যায়পরায়ণ, জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান ও সুপথগামী। আবার কোনো কোনো আলেম বলেছেন: বরং এটি সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব; কিন্তু মুমিন ব্যক্তি তো সেই ব্যক্তি যার ওপর আল্লাহ হিদায়াতের মাধ্যমে অনুগ্রহ করেছেন, ফলে সে এর থেকে ব্যতিক্রম হবে। যাই হোক না কেন, যে ব্যক্তি আমানত রক্ষা করল, তার থেকে জুলুম ও অজ্ঞতার সেই বৈশিষ্ট্য অপসারিত হলো যা মহান আল্লাহর এই বাণীতে এসেছে: “এবং মানুষ তা বহন করল; নিশ্চয় সে ছিল অতিশয় জালেম ও চরম অজ্ঞ।” (আল-আহজাব: ৭২) অতএব আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আমাদের ও আপনাদেরকে সেই আমানত পালনে সহায়তা করেন যা আমাদের ওপর অর্পিত হয়েছে এবং আমাদের ও আপনাদেরকে সেই কাজের তাওফিক দান করেন যা তিনি পছন্দ করেন ও যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন; নিশ্চয়ই তিনি পরম দাতা ও অত্যন্ত দয়ালু।

* * *

১৮৯- আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি: যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে এবং যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় তখন সে খিয়ানত করে।” (বুখারি ও মুসলিম)।

অন্য বর্ণনায় এসেছে: “যদিও সে রোজা রাখে, নামাজ পড়ে এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে।”

[ব্যাখ্যা]

‘আয়াত’ অর্থ হলো চিহ্ন বা নিদর্শন, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: “বনী ইসরাঈলের আলেমগণ যে এ সম্পর্কে অবগত আছেন, এটা কি তাদের জন্য কোনো নিদর্শন নয়?” (আশ-শুআরা: ১৯৭); অর্থাৎ তিনি যা নিয়ে এসেছেন তার সত্যতার পক্ষে তাদের জন্য কি কোনো নিদর্শন নেই?

(ম: 468) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

النبي صلى الله عليه وسلم، وصحة وشريعته، وأن هذا القرآن حق: (أَنْ يُعَلِّمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ) ويعلمون أنه هو الذي بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك قوله تعالى: (وَأَيُّهُ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ) (يَس: 41) آية يعني علامة. فعلامة المنافق ثلاث.

والمنافق هو الذي يسرُّ الشر ويظهر الخير. ومن ذلك: أن يسر الكفر ويظهر الإسلام. وأصله مأخوذ من نافقاء اليربوع. اليربوع- الذي نسميه اليربوع- يحفر له جحراً في الأرض ويفتح له باباً ثم يحفر في أقصى الجحر خرقاً للخروج، لكنه خرق خفي لا يعلم به، بحيث إذا حجرة أحد من عند الباب، ضرب هذا الخرق الذي في الأسفل برأسه ثم هرب منه. فالمنافق يظهر الخير ويبطن الشر، يظهر الخير ويبطن الكفر.

وقد برز النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، لما قُتِلَ صناديد قريش في بدر، وصارت الغلبة للمسلمين، ظهر النفاق، فأظهر هؤلاء المنافقون أنهم

مَسْلُومُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ) (البقرة: 14) ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) (البقرة: 15) ، وَقَالَ عَنْهُمْ أَيْضًا: (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ) يؤكد كلامهم بالشهادة و "بأن" و "اللام" فقال الله تعالى: (؟) وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ) (المنافقون: 1) .

ফসহদ শহাদে অকুয় মনহা বঁঅনহম লতাডবুন ফি কুলহম: (নশহেদ ইনক লরসুলুল্লাহ) ফি অঁ মচদা রসুলুল্লাহ, ওলেহা অসতরক ফকাল: (والله يعلم إنك

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর শরীয়তের সত্যতা এবং এই কুরআন যে সত্য— এটির প্রমাণ হলো: (বনী ইসরাঈলের পণ্ডিতগণ তা অবগত হওয়া), এবং তারা জানে যে ইনিই সেই ব্যক্তি যাঁর সম্পর্কে ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ দিয়েছিলেন। একইভাবে মহান আল্লাহর বাণী: (আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন এই যে, আমি তাদের পূর্বপুরুষদেরকে বোঝাইকৃত নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম) (ইয়াসীন: ৪১)। এখানে 'আয়াত' শব্দের অর্থ হলো নিদর্শন। সুতরাং মুনাফিকের নিদর্শন হলো তিনটি।

মুনাফিক হলো সেই ব্যক্তি যে মন্দকে গোপন রাখে এবং কল্যাণকে প্রকাশ করে। এরই অন্তর্ভুক্ত হলো: কুফরকে গোপন করা এবং ইসলামকে প্রকাশ করা। এর মূল ব্যুৎপত্তি হলো 'নাফিকাউল ইয়ারবু' (জারবোয়া বা মরুজ ইঁদুরের গর্ত) থেকে। ইয়ারবু—যাকে আমরা 'জারবু' বলে থাকি—মাটির নিচে নিজের জন্য একটি গর্ত খনন করে এবং এর একটি প্রবেশদ্বার রাখে। এরপর সে গর্তের শেষ প্রান্তে বের হওয়ার জন্য একটি সুড়ঙ্গ তৈরি করে, কিন্তু এটি একটি গোপন সুড়ঙ্গ যা সম্পর্কে কেউ জানে না। ফলে কেউ যদি তাকে প্রবেশদ্বারের দিক থেকে আটকানোর চেষ্টা করে, তবে সে নিচের দিকে থাকা এই সুড়ঙ্গপথে মাথা দিয়ে আঘাত করে সেখান দিয়ে পালিয়ে যায়। সুতরাং মুনাফিক কল্যাণ প্রকাশ করে এবং মন্দ গোপন রাখে, সে ভালো কাজ প্রকাশ করে কিন্তু কুফরকে অন্তরে লুকিয়ে রাখে।

বদর যুদ্ধের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নিফাক বা কপটতার উদ্ভব ঘটে। যখন বদর যুদ্ধে কুরাইশদের প্রধান নেতারা নিহত হলো এবং মুসলিমদের বিজয় সুনিশ্চিত হলো, তখন নিফাক প্রকাশ পেল। ফলে এই মুনাফিকরা প্রকাশ করল যে তারা মুসলিম, অথচ

তারা ছিল কাফির; যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: (আর যখন তারা মুমিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি'; আর যখন তারা তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে, 'আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি, আমরা তো কেবল উপহাস করছি') (আল-বাকারা: ১৪)। মহান আল্লাহ আরও বলেন: (আল্লাহ তাদের সাথে উপহাস করেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ানোর অবকাশ দেন) (আল-বাকারা: ১৫)। তাদের সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন: (যখন মুনাফিকরা তোমার কাছে আসে, তখন তারা বলে, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল')। তারা তাদের বক্তব্যকে 'সাক্ষ্য' এবং 'নিশ্চয়' ও 'অবশ্যই' সূচক তাকিদ দ্বারা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করে। তখন মহান আল্লাহ বলেন: (আর আল্লাহ জানেন যে, আপনি নিশ্চয়ই তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী) (আল-মুনাফিকুন: ১)।

অতঃপর তিনি তাদের এই কথার বিপরীতে আরও শক্তিশালী সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, তারা তাদের এই দাবিতে মিথ্যাবাদী: (আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল) — অর্থাৎ মুহাম্মদ যে আল্লাহর রাসূল, এ বিষয়ে তারা মিথ্যাবাদী। একারণেই তিনি বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেন: (আর আল্লাহ জানেন যে, আপনি...)।

(ص: 469) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ) .

والمُنافِق له علامات، يعرفها الذي أعطاه الله تعالى فِرَاسَةً ونوراً في قلبه، يعرف المنافق من تتبّع أحواله.

وهناك علامات ظاهرة لا تحتاج إلى فِرَاسَةٍ؛ منها هذه الثلاث التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا حدث كذب " يقول مثلاً: فلأن فعل كذا وكذا، فإذا بحثت وجدته

কذب، وهذا الشخص لم يفعل شيئاً، فإذا رأيت الإنسان يكذب؛ فاعمل أن في قلبه شعبة من النفاق.

الثاني: "إذا وعد أخلف" يعدك ولكن يخلف، يقول لك مثلاً: سأتي إليك في الساعة السابعة صباحاً ولكن لا يأتي، أو يقول: سأتي إليك غداً بعد صلاة الظهر ولكن لا يأتي.؟ يقول: أعطيك كذا وكذا، ولا يعطيك، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا وعد أخلف"، والمؤمن إذا وعد وفى، كما قال الله تعالى: (وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا) (البقرة: 177)، لكن المنافق يعدك ويغرك، فإذا وجدت الرجل يغدر كثيراً بما يعد، ولا يفي، فاعلم أن في قلبه شعبة من النفاق والعياذ بالله.

الثالث: "إذا أؤتمن خان" وهذا الشاهد من هذا الحديث للباب. فالمنافق إذا أئتمنته على مال خأنك، وإذا أئتمنته على سر بينك وبينه خأنك، وإذا أئتمنته على أهلك خأنك، وإذا أئتمنته على بيع أو شراء خأنك. كلما أئتمنته على شيء يخونك والعياذ بالله، يدل ذلك على أن في قلبه شعبة من النفاق.

(অবশ্যই তিনি তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী)।

মুনাফিকের কিছু নিদর্শন রয়েছে, যা কেবল সেই ব্যক্তিই অনুধাবন করতে পারেন যাকে আল্লাহ তাআলা প্রখর অন্তর্দৃষ্টি এবং হৃদয়ে নূর দান করেছেন। মুনাফিকের অবস্থা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাকে চেনা যায়।

এমন কিছু প্রকাশ্য নিদর্শনও রয়েছে যার জন্য বিশেষ অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন হয় না; এর মধ্যে তিনটি হলো সেই আলামত যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন: "যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে।" উদাহরণস্বরূপ সে বলে: অমুক এই এই কাজ করেছে, কিন্তু অনুসন্ধান করলে দেখা যায় সে মিথ্যা বলছে এবং ঐ ব্যক্তি আদতে কিছুই করেনি। সুতরাং আপনি যখন দেখবেন কোনো ব্যক্তি মিথ্যা বলছে, তখন জেনে রাখবেন তার অন্তরে নিফাকের একটি শাখা রয়েছে।

দ্বিতীয়ত: "যখন সে অঙ্গীকার করে, তখন তা ভঙ্গ করে।" সে আপনাকে কথা দেয় কিন্তু তা রক্ষা করে না। সে হয়তো আপনাকে বলে: আমি সকাল সাতটায় আপনার কাছে আসব, কিন্তু সে আসে না। অথবা বলে: আমি আগামীকাল জোহরের নামাজের পর আসব, কিন্তু সে আসে না। সে বলে: আমি আপনাকে অমুক অমুক জিনিস দেব, কিন্তু সে দেয় না। সে ঠিক তেমনই যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যখন সে অঙ্গীকার করে, তা ভঙ্গ করে।" অথচ মুমিন যখন কোনো অঙ্গীকার করে, তখন তা পূর্ণ করে, যেমনটি মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: (এবং যারা নিজেদের অঙ্গীকার পূর্ণকারী যখন তারা অঙ্গীকার করে) (সূরা আল-বাকারা: ১৭৭)। কিন্তু মুনাফিক আপনাকে অঙ্গীকার দেয় এবং ধোঁকা দেয়। সুতরাং আপনি যখন দেখবেন কোনো লোক তার প্রতিশ্রুতিতে বারবার বিশ্বাসঘাতকতা করছে এবং তা পূর্ণ করছে না, তখন জেনে রাখবেন যে তার অন্তরে নিফাকের একটি শাখা রয়েছে—আল্লাহ আমাদের এ থেকে রক্ষা করুন।

তৃতীয়ত: "যখন তার কাছে কোনো কিছু আমানত রাখা হয়, সে তাতে খেয়ানত করে।" আর এই হাদিসের এই অংশটিই এই অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য। মুনাফিকের কাছে কোনো সম্পদ আমানত রাখলে সে তাতে খেয়ানত করে, কোনো গোপন কথা আমানত রাখলে সে তাতে খেয়ানত করে, আপনার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে বিশ্বাস করলে সে তাতেও খেয়ানত করে, আবার ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আমানত রাখলেও সে খেয়ানত করে। আপনি যখনই তাকে কোনো কিছুর বিষয়ে বিশ্বাস করবেন সে আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে—আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন। এটিই প্রমাণ করে যে, তার অন্তরে নিফাকের একটি শাখা রয়েছে।

(ص: 470) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر لأمرين:
الأمر الأول: أن نحذر من هذه الصفات الذميمة؛ لأنها من علامات النفاق، ويخشى
أن يكون هذا النفاق العملي مؤدياً إلى نفاق في الاعتقاد والعباد بالله، فيكون

الإنسان منافقاً نفاقاً اعتقادياً فيخرج من الإسلام وهو لا يشعر فأخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام لنحذر من ذلك.

الأمر الثاني: لنحذر من يتصف بهذه الصفات، ونعلم أنه منافق يخدعنا ويلعب بنا، ويغرنا بحلاوة لفظه وحسن قوله، فلا نشق به ولا نعتمد عليه في شيء؛ لأنه منافق والعياذ بالله، وعكس ذلك يكون من علامات الإيثار. فالْمُؤْمِنُ إِذَا وَعَدَ أَوْفَى. وَالْمُؤْمِنُ إِذَا أَتَمَّنَ أَدَّى الْأَمَانَةَ عَلَى وَجْهِهَا، وَكَذَلِكَ إِذَا حَدَّثَ كَانَ صَادِقاً فِي حَدِيثِهِ مُخْبِراً بِمَا هُوَ الْوَاقِعُ فِعْلاً.

ومن الأسف فإن قوماً من السفهاء عندنا إذا وعدته بوعده يقول: " وعد انجليزي ام وعد عربي" يعني أن الإنجليز هم الذين يوفون بالوعد، فهذا بلا شك سفه وغرور بهؤلاء الكفرة، والإنجليز فيهم مسلمون ومؤمنون ولكن جعلتهم كفار، ووفاءهم بالوعد لا يبتغون به وجه الله، لكن يبتغون به أن يحسنوا صورتهم عند الناس ليغتر الناس بهم.

والمؤمن في الحقيقة هو الذي يفي تماماً فيمن أوفى بالوعد؛ فهو مؤمن، ومن أخلف الوعد؛ كان فيه من خصال النفاق.

نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النفاق العملي والعقدي، أنه جواد كريم.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সংবাদটি দুটি কারণে প্রদান করেছেন:

প্রথম কারণ: যেন আমরা এই নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে সতর্ক থাকতে পারি; কারণ এগুলো নিফাকের (কপটতার) অন্যতম আলামত। আর আশঙ্কা করা হয় যে, এই আমলি নিফাক (আচরণগত কপটতা) যেন ইতিকাদি নিফাকের (বিশ্বাসগত কপটতা) দিকে ধাবিত না করে— আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। এমতাবস্থায় মানুষ বিশ্বাসগতভাবে মুনাফিক হয়ে পড়বে এবং নিজের অজান্তেই ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এ বিষয়ে অবহিত করেছেন যেন আমরা এ থেকে সতর্ক থাকি।

দ্বিতীয় কারণ: যেন আমরা ওই ব্যক্তি থেকে সতর্ক থাকি যে এই গুণাবলি ধারণ করে এবং বুঝতে পারি যে সে একজন মুনাফিক, যে আমাদের সাথে প্রতারণা করছে, আমাদের নিয়ে খেলছে এবং স্থায়ী বাকচাতুর্য ও মিষ্টভাষার মাধ্যমে আমাদের বিভ্রান্ত করছে। ফলে আমরা যেন তাকে বিশ্বাস না করি এবং কোনো বিষয়েই তার ওপর নির্ভর না করি; কেননা সে একজন মুনাফিক—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। এর বিপরীত বিষয়গুলোই হচ্ছে ইমানের আলামত। তাই মুমিন যখন প্রতিশ্রুতি দেয়, তা পূর্ণ করে। মুমিন যখন আমানতদার নিযুক্ত হয়, সে যথাযথভাবে আমানত আদায় করে। অনুরূপভাবে যখন সে কথা বলে, সে তার কথায় সত্যবাদী হয় এবং যা প্রকৃত বাস্তবতা তাই বর্ণনা করে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের মধ্যে কিছু নির্বোধ লোক রয়েছে যারা কারো কাছ থেকে প্রতিশ্রুতির কথা শুনে বলে: "এটি কি ইংরেজদের প্রতিশ্রুতি নাকি আরবদের প্রতিশ্রুতি?" অর্থাৎ তারা বোঝাতে চায় যে, ইংরেজরাই কেবল প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। এটি নিঃসন্দেহে নির্বুদ্ধিতা এবং কাফিরদের প্রতি এক ধরনের মোহগ্রস্ততা। ইংরেজদের মধ্যে মুসলিম ও মুমিন ব্যক্তিরেও রয়েছেন, তবে তাদের অধিকাংশ লোকই কাফির। আর তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়, বরং তারা এর মাধ্যমে মানুষের কাছে নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে চায় যেন মানুষ তাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়।

প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করে; সুতরাং যে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে সে-ই মুমিন। আর যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, তার মধ্যে মুনাফিকের স্বভাব বিদ্যমান।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের আমলি ও ইতিকাদি নিফাক থেকে আশ্রয় দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় দানশীল ও মহানুভব।

* * *

(ص: 471) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

200- وعن حذيفة بن اليمان- رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما، وأنا انتظر الآخر: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر

قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعملوا من القرآن، وعلّموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: "ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل الوكت، ثم ينام النومة، فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجبر دحرجته على رجله، فنفظ فتراه منتبرا وليس فيه شيء" ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله "فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلاً أميناً، حتى يقال للرجل: ما أجده، ما أظرفه، ما أعقله! وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمانٌ وما أبالي أيكم بايعت: لئن كان مسلماً ليردنه على دينه، ولئن كان نصرانياً أو يهودياً ليردنه على ساعيه، وأما اليوم فما كنتُ أباع منك إلا فلاناً وفلاناً" متفق عليه.

قوله: " جذر " بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة: وهو أصلُ الشيء. و "الوكت" بالتاء المثناة من فوق: الأثر اليسير، " والمجل " بفتح الميم وإسكان الجيم، وهو تنفظ في اليد ونحوها من أثرِ عملٍ وغيره. قوله: " منتبرا " مُرتفعاً قوله: " ساعيه " الوالي عليه.

২০০-হযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিকট দুটি হাদীস বর্ণনা করেছিলেন, যার একটি আমি (বাস্তবে) দেখেছি এবং অন্যটির প্রতীক্ষায় রয়েছি। তিনি আমাদের বর্ণনা করেছিলেন যে, আমানত (বা বিশ্বস্ততা) মানুষের হৃদয়ের মূলে অবতীর্ণ হয়েছিল, এরপর কুরআন অবতীর্ণ হলো, ফলে তারা কুরআন থেকে শিক্ষা লাভ করল এবং সুন্নাহ থেকেও জ্ঞান অর্জন করল। এরপর তিনি আমাদের নিকট আমানত উঠে যাওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করে বললেন: "মানুষ একবার ঘুমাবে, তখন তার অন্তর থেকে আমানত উঠিয়ে নেওয়া হবে, ফলে তার সামান্য চিহ্ন কেবল একটি বিন্দুর মতো অবশিষ্ট থাকবে। এরপর সে পুনরায় ঘুমাবে এবং তার অন্তর থেকে আমানত (পুরোপুরি) উঠিয়ে নেওয়া হবে, তখন তার চিহ্ন আগুনের ফোসকার মতো রয়ে যাবে; যেমন তুমি যদি তোমার পায়ে একটি জ্বলন্ত অঙ্গার গড়িয়ে দাও এবং তাতে ফোসকা পড়ে যায়, তবে তুমি তা ফোলা অবস্থায় দেখতে পাও, অথচ তাতে (সারবস্তু) কিছুই থাকে না।" এরপর তিনি একটি কঙ্কর নিয়ে তা নিজের পায়ের ওপর গড়িয়ে দেখালেন। (তিনি আরও বললেন:)

"অতঃপর মানুষ কেনাবেচা ও লেনদেন করবে, কিন্তু প্রায় কেউ আমানত রক্ষা করবে না। এমনকি বলা হবে যে, অমুক বংশে একজন আমানতদার ব্যক্তি আছে। এমনকি কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হবে: সে কতই না সুদৃঢ়, কতই না রুচিশীল, কতই না বুদ্ধিমান! অথচ তার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান থাকবে না। আমার ওপর এমন এক সময় অতিক্রান্ত হয়েছে যখন আমি তোমাদের মধ্যে কার সাথে লেনদেন করছি তা নিয়ে পরোয়া করতাম না; কারণ সে যদি মুসলিম হতো তবে তার ধর্মই তাকে আমার পাওনা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করত, আর যদি সে খ্রিস্টান বা ইহুদি হতো তবে তার শাসনকর্তা বা কর্মাধ্যক্ষ তাকে তা আদায়ে বাধ্য করত। কিন্তু আজ আমি অমুক অমুক ব্যক্তি ছাড়া আর কারো সাথে লেনদেন করি না।" (বুখারী ও মুসলিম)।

তাঁর উক্তি: "জিজর" (জিম বর্ণে ফাতহ এবং যাল বর্ণে সুকুন যোগে): এর অর্থ বস্তুর মূল বা ভিত্তি। "ওয়াজ্জ" (শেষে দুই নুজ্জাবিশিষ্ট তা যোগে): অতি সামান্য চিহ্ন। "মাজল" (মিম বর্ণে ফাতহ এবং জিম বর্ণে সুকুন যোগে): কাজ বা অন্য কোনো কারণে হাতে বা শরীরের অন্য কোথাও যে ফোসকা পড়ে। তাঁর উক্তি: "মুনতাবিরান": উঁচু বা স্ফীত হয়ে থাকা। তাঁর উক্তি: "সা'য়িহি": তার ওপর নিযুক্ত শাসক বা অভিভাবক।

(ص: 472) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى - فيما نقله عن حذيفة بن اليمان- رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا انتظر الآخر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه أحياناً بما يراه مناسباً، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث بشيء، فإنه حديث له وللأمة إلى يوم القيامة. وحذيفة بن اليمان- رضي الله عنه يُقال له: صاحب السر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم

حدثه عن قوم من المنافقين، عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بهم حذيفة،
وكانوا نحو ثلاثة عشر رجلاً، سباهم بأساءهم.

وكان عمر بن الخطاب- رضي الله عنه لشدة خوفه من الله، يلتقي بحذيفة فيقول:
أنشدك الله هل سباني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سبى من المنافقين؟
هذا وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها وأبي
بكر رضي الله عنهم أجمعين، فهو الثاني بعد الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه
الأمة، وله من اليقين والمقامات العظيمة ما هو معلوم، حتى قال النبي عليه الصلاة
والسلام: "إن يكن فيكم محدثون فعمر" يعني إن كان فيكم أحد ملهم للصواب
فهو عمر، يمدحه ويثني عليه لموافقته للصواب، وإيمانه رضي الله عنه معروف
مشهور ومع ذلك يقول: "أنشدك الله هل سباني لك رسول الله مع من سباهم من
المنافقين؟ فيقول حذيفة: لا. ولا أزكي بعدك أحداً.

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যে
বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন তাতে তিনি বলেছেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
আমাদের কাছে দুটি হাদিস বর্ণনা করেছিলেন, যার একটি আমি বাস্তবে দেখেছি এবং অন্যটির
জন্য অপেক্ষা করছি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাঝেমধ্যে তাঁর সাহাবীদের কাছে
এমন বিষয় আলোচনা করতেন যা তিনি সমীচীন মনে করতেন। আর নবী (আলাইহিস সালাতু
ওয়াস সালাম) যখন কোনো কথা বলতেন, তখন তা তাঁর নিজের জন্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত
আগত উম্মতের জন্য নির্দেশনা হিসেবে গণ্য হতো। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু
আনহু)-কে ‘গোপন রহস্যের অধিকারী’ বলা হতো; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম) তাঁকে একদল মুনাফিকের ব্যাপারে জানিয়েছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম) তাঁদের সম্পর্কে জানতেন এবং হুযাইফাকে তাঁদের সংবাদ দিয়েছিলেন। তাঁরা প্রায়
তেরোজন ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি নাম ধরে তাঁদের পরিচয় দিয়েছিলেন।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর প্রতি গভীর ভীতির কারণে হুযাইফার সাথে দেখা হলেই বলতেন: “আমি তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি মুনাফিকদের তালিকায় আমার নামও উল্লেখ করেছেন?” অথচ তিনি ছিলেন স্বয়ং উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু), যিনি নবী এবং আবু বকরের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন) পর এই উম্মতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। রাসূল (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর পর মর্যাদার দিক থেকে এই উম্মতে তাঁর স্থান দ্বিতীয়। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস এবং সুউচ্চ মর্যাদার বিষয়গুলো সর্বজনবিদিত। এমনকি নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বলেছিলেন: “তোমাদের মধ্যে যদি কোনো ইলহামপ্রাপ্ত (যাঁর অন্তরে আল্লাহ সত্যের স্ফুরণ ঘটান) ব্যক্তি থেকে থাকেন, তবে তিনি উমর।” অর্থাৎ যদি তোমাদের মধ্যে এমন কেউ থাকে যাকে সত্যের পথ দেখানো হয়, তবে তিনি উমর। সত্যের প্রতি তাঁর অবিচলতা এবং ঈমানের কারণে নবীজি তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেছেন। তাঁর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ঈমান সুপ্রসিদ্ধ; তা সত্ত্বেও তিনি বলতেন: “আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহর রাসূল যাঁদের নাম নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কি আমার নামও বলেছেন?” হুযাইফা উত্তরে বলতেন: “না। আর আপনার পর আমি আর কাউকে এমন সত্যতা দিয়ে দায়মুক্ত করব না।”

(ص: 473) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

فذكر رضي الله عنه ما حدثه به النبي صلى الله عليه وسلم من نزع الأمانة من قلوب الرجال، فقلوه صلى الله عليه وسلم: "إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال" يعني في أصلها، ثم أنزل عليهم من القرآن والسنة ما يثبت ويؤيد هذا الأصل، فجاء القرآن والسنة مؤيداً الفطرة التي فطر الناس عليها، وعلّموا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فأزادوا بذلك إيماناً وثباتاً وأداءً للأمانة.

ولكن أخبر بالحديث الثاني أن هذه الأمانة سوف تنزع من قلوب الرجال والعياذ بالله، تنزع فيصبح الناس يتحدثون أن في بني فلان رجلاً أميناً، يعني أنك لا تكاد تجد في القبيلة رجلاً واحداً أميناً، والباقي كلهم على خيانة، لم يؤدوا الأمانة. ولقد شاهد الناس اليوم مصداق هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تستعرض الناس رجلاً رجلاً حتى تبلغ إلى حدّ المائة أو المئات، لا تجد الرجل الأمين الذي أدى الأمانة كما ينبغي في حق الله ولا في حق الناس.

قد تجد رجلاً أميناً في حق الله، ويؤدي الصلاة، ويؤدي الزكاة، ويصوم، يحج، يذكر الله كثيراً، يسبح، لكنه في المال ليس أميناً، إن وكل إليه عملٌ حكومي فرط وصار لا يأتي للدوام إلا متأخراً، ويخرج قبل انتهاء الوقت، ويضيع الأيام الكثيرة في أشغاله الخاصة، ولا يبالي، مع أنك تجده في مقدمة الناس في المساجد، وفي الصدقات، وفي الصيام، وفي الحج، لكنه ليس أميناً من جهة أخرى. كذلك تجد الرجل أميناً في عبادة الله، يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة ويصوم، ويحج، ويتصدق، لكنه ليس أميناً في وظيفته، يعرف أنه لا يجوز

অতঃপর তিনি (আল্লাহ তাঁর প্রতি সম্ভ্রষ্ট হোন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত মানুষের অন্তর থেকে আমানত তুলে নেওয়া সংক্রান্ত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "আমানত মানুষের অন্তরের মূলে অবতীর্ণ হয়েছে" এর অর্থ হলো তার মূলে। এরপর তাদের ওপর কুরআন ও সুন্নাহ নাযিল করা হয়েছে যা এই মূল ভিত্তিকে সুদৃঢ় ও সমর্থিত করে। ফলে কুরআন ও সুন্নাহ সেই ফিতরাত বা স্বভাবজাত প্রকৃতির সমর্থক হিসেবে এসেছে যার ওপর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, ফলে এর মাধ্যমে তাদের ঈমান, অবিচলতা এবং আমানত পালনের স্পৃহা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিন্তু দ্বিতীয় হাদিসে তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, এই আমানত মানুষের অন্তর থেকে তুলে নেওয়া হবে—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। এটি তুলে নেওয়া হবে, ফলে মানুষ বলতে থাকবে যে অমুক বংশে একজন আমানতদার লোক আছে। এর অর্থ হলো, আপনি পুরো গোত্রে

একজন আমানতদার লোকও খুঁজে পাবেন না বললেই চলে; বাকি সবাই খিয়ানতকারী, তারা আমানত রক্ষা করেনি।

মানুষ আজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিসের সত্যতা প্রত্যক্ষ করছে। আপনি যদি একে একে মানুষ পরীক্ষা করতে থাকেন এবং শত বা শত শত মানুষ পর্যন্ত পৌঁছান, তবুও এমন একজন প্রকৃত আমানতদার লোক পাবেন না, যে আল্লাহর হুক এবং বান্দার হকের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে আমানত আদায় করেছে।

হয়তো আপনি এমন একজন লোক পাবেন যে আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত; সে সালাত আদায় করে, যাকাত দেয়, সিয়াম পালন করে, হজ করে, আল্লাহকে প্রচুর স্মরণ করে এবং তাসবীহ পাঠ করে। কিন্তু অর্থের ক্ষেত্রে সে বিশ্বস্ত নয়। তাকে যদি কোনো সরকারি দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তবে সে তাতে অবহেলা করে; সে কর্মস্থলে দেরি করে আসে এবং সময় শেষ হওয়ার আগেই চলে যায়। সে নিজের ব্যক্তিগত কাজে অনেক দিন নষ্ট করে এবং এ ব্যাপারে কোনো দ্রুতগতি করে না। অথচ তাকে আপনি মসজিদের প্রথম কাতারে, দান-সদকা, সিয়াম পালনে এবং হজে অগ্রগামী দেখতে পান; কিন্তু সে অন্য দিক থেকে আমানতদার নয়।

একইভাবে আপনি এমন একজন লোক পাবেন যে আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে আমানতদার; সে সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, সিয়াম পালন করে, হজ করে এবং দান-সদকা করে। কিন্তু সে তার পেশাগত দায়িত্বে আমানতদার নয়। সে জানে যে এটি বৈধ নয়...

(ص: 474) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

للموظف أن يتاجر أو يفتح محل تجارة، ولكنه لا يبالي، ويفتح محل تجارة، إما بأسه صريحاً، أو باسم مستعار، وإما برجل أجنبي يجعله في هذا الدكان وما أشبه ذلك. فيكذب، ويخون الدولة، ويأكل المال بالباطل، ويكون هذا المال الذي يكسبه من كسب حرام مانعاً من إجابة دعوته، والعياذ بالله.

قال النبي عليه الصلاة والسلام: " إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمُ إِتَّاءَةً تَعْبُدُونَ) (البقرة: 172) ، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) (المؤمنون: 51) ، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، اشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأني يستجاب لذلك".

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أني يستجاب لذلك " بعيد أن يستجيب الله لهذا الرجل، الذي هو أشعث أغبر، يمد يديه للسماء: يا رب يا رب، ومع ذلك يبعد أن الله يستجيب له؛ لأنه يأكل الحرام. هذا الذي يكون موظفاً بمقتضى عقد الوظيفة فإنه يمنع من مزاوله التجارة، ثم يزاول التجارة، فكل كسب كسبه من هذه التجارة فهو حرام عليه، سحت والعياذ بالله ولا يبالي، نقول لمثل هذا: أنت الآن بالخيار؛ إن شئت أن تبقي على الوظيفة

একজন কর্মচারীর পক্ষে ব্যবসা করা বা কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান খোলা—অথচ সে (চুক্তির তোয়াক্কা) করে না এবং নিজের নামে সরাসরি অথবা ছদ্মনামে, কিংবা কোনো বহিরাগত লোককে দোকানে বসিয়ে বা এই জাতীয় অন্য কোনো উপায়ে ব্যবসা শুরু করে। এর ফলে সে মিথ্যা বলে, রাষ্ট্রের সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করে এবং অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জন করে। তার এই হারাম উপার্জন তার প্রার্থনা কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই।

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র (হালাল) ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে সেই নির্দেশই দিয়েছেন যা তিনি রাসূলগণকে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন: (হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে পবিত্র রিযিক দিয়েছি তা থেকে আহার করো এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করো) (আল-বাক্বারাহ: ১৭২)। আল্লাহ

তাআলা আরও এরশাদ করেছেন: (হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে আহার করো এবং নেক আমল করো; নিশ্চয়ই তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত) (আল-মুমিনুন: ৫১)। অতঃপর তিনি এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যে দীর্ঘ সফর করে, যার চুলগুলো উস্কোখুস্কো ও শরীর ধূলিমলিন, সে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে ডাকছে: হে আমার রব, হে আমার রব! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম এবং সে হারামের মাধ্যমেই পুষ্ট হয়েছে; এমতাবস্থায় তার প্রার্থনা কীভাবে কবুল হতে পারে?"

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলছেন: "তার প্রার্থনা কীভাবে কবুল হতে পারে"—অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে এই ব্যক্তির ডাক গ্রহণ করা সুদূরপর্যন্ত, যে এলোমেলো চুলে ও ধূলিমলিন অবস্থায় আকাশের দিকে হাত তুলে বলছে: হে আমার রব, হে আমার রব! এতদসত্ত্বেও তার প্রার্থনা কবুল হওয়া অসম্ভবপ্রায়; কারণ সে হারাম ভক্ষণ করছে। যে ব্যক্তি চাকুরির চুক্তির শর্তানুযায়ী ব্যবসা করা থেকে নিষিদ্ধ, তবুও সে ব্যবসা পরিচালনা করে, তবে এই ব্যবসা থেকে তার অর্জিত প্রতিটি উপার্জনই তার জন্য হারাম এবং অত্যন্ত নিকৃষ্ট অবৈধ সম্পদ, আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। অথচ সে কোনো দ্রুক্ষেপই করে না। আমরা এই জাতীয় লোককে বলি: এখন তোমার সামনে পথ খোলা আছে; যদি তুমি চাকুরিতে বহাল থাকতে চাও...

(ص: 475) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

فأترك التجارة، وأن رأيت أن التجارة أنسب لك وأكثر فائدة فأترك الوظيفة.
أمران لا يجتمعان حسب العهد الذي بينك وبين الدولة، أنت تعرف أن الدولة
تمنع من مزاوله التجارة فلماذا تتاجر؟
قال الله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (البائدة: 1) ، (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا)
(الاسراء: 34) ، يتعلل بعض الناس فيقول: كيف تمنعوني من التجارة وهناك وزراء
يتاجرون بالأراضي وعندهم شركات كبيرة، فنقول: إذا ضلّ الناس لم يكن ضلالهم

হেদী، وإذا كانوا هم ضالين ظالمين بآ صنعوا فلا تضل أنت، فإذا قال مثلاً: هذه
النظم جاءت من تحت أيديهم، هم الذين شرعوها فكيف يخالفونها؟ نقول:
حسابهم على الله، سيكونون هم أول من يحزن ويتحسر على ما صنع يوم القيامة،
حيث لا مال عندهم يقدون به أنفسهم، ولا خدم ولا حراس يحجزون عنهم، ولا
نسب ولا قرابة تنفعهم. فأنت لا تتخذ من مخالفات الناس دليلاً وسلياً لبعضية
الله، ولكن عليك بالوفاء بما عاهدت غيرك عليه، وإن كان غيرك يخالف ذلك فليس
لك أن تخالفه أنت.

نسأل الله لنا ولكم الهداية، وأن يجعلنا وإياكم من الأمناء المؤدين للأمانة في حق
الله وحق عباده.

* * *

201- وعن حذيفة، وأبي هريرة- رضي الله عنهما قالاً: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم " يجمع الله تبارك وتعالى الناس، فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة،
فيأتون آدم صلوات الله عليه، فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل

সুতরাং ব্যবসা বর্জন করো, আর যদি তুমি মনে করো যে ব্যবসাই তোমার জন্য অধিক
উপযোগী ও অধিকতর ফায়দাজনক, তবে চাকরি ছেড়ে দাও।
রাষ্ট্রের সাথে তোমার যে অঙ্গীকার রয়েছে, সেই অনুযায়ী এই দুটি বিষয় একত্রে চলতে পারে
না। তুমি জানো যে রাষ্ট্র ব্যবসা পরিচালনা করতে নিষেধ করে, তবে তুমি কেন ব্যবসা করছ?
মহান আল্লাহ বলেন: "তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো" (আল-মায়িদাহ: ১), "এবং তোমরা
প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে" (আল-ইসরা: ৩৪)।
কিছু মানুষ অজুহাত পেশ করে বলে: আপনারা আমাকে কেন ব্যবসা করতে নিষেধ করছেন,
অথচ এমন অনেক মন্ত্রী আছেন যারা জমি কেনাবেচা করেন এবং যাদের বড় বড় কোম্পানি
রয়েছে? আমরা উত্তরে বলি: মানুষ যদি পথভ্রষ্ট হয়, তবে তাদের সেই পথভ্রষ্টতা হেদায়েত বা
পাথেয় হতে পারে না। তারা যদি তাদের কৃতকর্মের কারণে পথভ্রষ্ট ও জালিম হয়ে থাকে, তবে
তুমি পথভ্রষ্ট হয়ো না। যদি সে বলে, উদাহরণস্বরূপ: এই নিয়মগুলো তো তাদের মাধ্যমেই
এসেছে, তারাই এগুলো প্রণয়ন করেছে, তবে তারা কেন এর খেলাফ করছে? আমরা বলি:

তাদের হিসাব আল্লাহর জিম্মায়। কিয়ামতের দিন তাদের কৃতকর্মের জন্য তারাই সর্বপ্রথম দুঃখ ও আক্ষেপ করবে, যখন তাদের কাছে এমন কোনো সম্পদ থাকবে না যা দিয়ে তারা নিজেদের মুক্ত করতে পারবে, না থাকবে কোনো সেবক বা রক্ষী যারা তাদের রক্ষা করবে, আর না থাকবে কোনো বংশমর্যাদা বা আত্মীয়তা যা তাদের উপকারে আসবে। সুতরাং তুমি মানুষের অবাধ্যতাকে আল্লাহর নাফরমানির দলিল বা সোপান হিসেবে গ্রহণ করো না। বরং তোমার কর্তব্য হলো অন্যের সাথে যে অঙ্গীকার করেছ তা পূরণ করা, যদিও অন্য কেউ তা লঙ্ঘন করে, তবুও তোমার জন্য তা লঙ্ঘন করা বৈধ নয়।

আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের এবং আপনাদের জন্য হেদায়েত প্রার্থনা করছি এবং তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের সেইসব আমানতদারদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা আল্লাহর হুক এবং বান্দার হকের ক্ষেত্রে আমানত যথাযথভাবে আদায় করে।

* * *

২০১-হুজাইফা ও আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা মানুষকে একত্রিত করবেন, তখন মুমিনগণ দণ্ডায়মান থাকবে এমনকি জান্নাত তাদের নিকটবর্তী করা হবে। তখন তারা আদম (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট আসবে এবং বলবে: হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য জান্নাতের দ্বার উন্মুক্ত করার প্রার্থনা করুন। তিনি বলবেন: তোমাদের কি...

(ص: 476) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم! لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى إبنی إبراهيم خليل الله، قال: فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلاً من وراء وراء، اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليماً، فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك؛ اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى: لست بصاحب

ذلك، فيأتون محمداً صلى الله عليه وسلم، فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يميناً وشمالاً، فيمر أولكم كالبرق" قلت: بأبي وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: " ألم تروا كيف يمرُّ ويرجعُ في طرفة عين؟ ثم كمر الريح ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائماً على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفاً، وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ونكردس في النار" والذي

نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفاً" رواه مسلم.
قوله: " وراء وراء" هو بالفتح فيهما وقيل: بالضم بلا تنوين ومعناه: لست بتلك الدرجة الرفيعة، وهي كلبة تذكر على سبيل التواضع. وقد بسطت معناها في شرح صحيح مسلم، والله أعلم.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما في حديث الشفاعة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده ربه أن يبعثه مقاماً

তোমাদের পিতাই তো তাঁর ভুলের কারণে তোমাদের জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছেন! আমি এই (সুপারিশের) যোগ্য নই। তোমরা আমার পুত্র আল্লাহর বন্ধু ইবরাহীমের কাছে যাও। তিনি (নবী) বলেন: তারা ইবরাহীমের কাছে আসবে, তখন ইবরাহীম বলবেন: আমি এর যোগ্য নই, আমি তো ছিলাম দূর থেকে দূরবর্তী একজন বন্ধু মাত্র। তোমরা মূসার কাছে যাও যার সাথে আল্লাহ সরাসরি কথা বলেছেন। এরপর তারা মূসার কাছে আসবে, তখন তিনি বলবেন: আমি এর যোগ্য নই; তোমরা আল্লাহর কালিমা ও তাঁর রুহ ঈসার কাছে যাও। তখন ঈসা বলবেন: আমি এর যোগ্য নই। অতঃপর তারা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে আসবে। তখন তিনি দাঁড়াবেন এবং তাঁকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমানত ও আত্মীয়তার

বন্ধনকে পাঠানো হবে এবং তারা সিরাতের দুই পাশে ডানে ও বামে দাঁড়াবে। তোমাদের প্রথম দলটি বিদ্যুতের গতিতে পার হবে। আমি বললাম: আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক, বিদ্যুতের গতির মতো বিষয়টি কী? তিনি বললেন: তোমরা কি দেখনি কীভাবে তা চোখের পলকে চলে যায় এবং ফিরে আসে? এরপর বাতাসের গতির মতো, এরপর পাখির গতির মতো এবং দ্রুতগামী মানুষের গতির মতো তাদের আমলসমূহ তাদের নিয়ে চলতে থাকবে। আর তোমাদের নবী সিরাতের ওপর দাঁড়িয়ে বলবেন: হে রব! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। এভাবে বান্দাদের আমলসমূহ যখন দুর্বল হয়ে পড়বে, এমনকি এক ব্যক্তি আসবে যে হামাগুড়ি দেওয়া ছাড়া চলতে সক্ষম হবে না। সিরাতের দুই কিনারে ঝুলন্ত কিছু কাঁটায়ুক্ত আঁকড়া থাকবে, যাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের পাকড়াও করার জন্য। সুতরাং কেউ হবে জখমপ্রাপ্ত হয়ে মুক্তিপ্রাপ্ত, আর কাউকে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করা হবে। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আবু হুরায়রার প্রাণ! জাহান্নামের তলদেশ সত্তর বছরের দূরত্ব। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

তাঁর উক্তি: "ওয়ারা-অ ওয়ারা-" (দূর থেকে দূরবর্তী)। এটি উভয় শব্দের শেষে ফাতাহ যোগে পঠিত হয়, আবার বলা হয়েছে তানতীন ছাড়া পেশ যোগেও পড়া যায়। এর অর্থ হলো: আমি সেই সুউচ্চ মকামের অধিকারী নই। এটি বিনয় প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত একটি শব্দ। আমি সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যায় এর অর্থ বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

[ব্যাখ্যা]

শাফায়াত বিষয়ক হাদীসে হুযাইফা ও আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত বর্ণনার প্রেক্ষিতে লেখক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: তা হলো এই যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তাঁর রব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাঁকে এক (প্রশংসিত) স্থানে অধিষ্ঠিত করবেন।

محبوداً فقال جل وعلا: (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْبُوداً) (الاسراء: 79) ، وإذا جاءت "عسى" من الله فهي واجبة، بخلاف "عسى" من الخلق، فإنها للترجي. فإذا قلت: عسى الله أن يهديني، عسى الله أن يغفر لي، عسى الله أن يرحمني، فهذا رجاء. أما إذا قال الله "عسى" فهذا وعد لذلك قالوا: "عسى من الله واجبة" مثل قوله تعالى: (فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ) (النساء: 99) ، وقوله (فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنَّ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ) (المائدة: 52) ، وما أشبه ذلك.

فإن الله عز وجل وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبعثه مقاماً محبوداً، أي مقاماً يحمد فيه الأولون والآخرون، وذل من عدة أوجه: منها حديث الشفاعة، فإن الناس يُبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلاً، حفاة ليس عليهم نعال، وعراة ليس عليهم ثياب وغرلاً أي غير مختونين، يعني أن الجلد التي تقطع في الختان للطهارة تعود يوم القيامة كما قال تعالى: (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ) (الانبیاء: 104) . فيجمع الله الخلائق، والشمس فوقهم قدر ميل، أهوال عظيمة، يشاهدون الجبال تمر مر السحاب، تكون هباءً منثوراً، فيلحقهم من الهمم والغم ما لا يطيقون، فيقول بعضهم لبعض: ألا تطلبون من يشفع لنا عند الله، فيذهبون إلى آدم فيطلبونه للشفاعة، فيذكر خطيئته التي وقعت منه. والخطيئة التي وقعت منه هي أن الله سبحانه وتعالى قال له ولزوجه حين أسكنهما الجنة: (وَكُلَا مِنْهَا رَغْداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ) (البقرة: 35) ، شجرة عينها الله عز وجل وليس لنا في معرفة

প্রশংসিত; মহান আল্লাহ বলেন: "এবং রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় করো, এটি তোমার জন্য অতিরিক্ত কর্তব্য। সম্ভবত তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত স্থানে (মাকামে মাহমুদ) অধিষ্ঠিত করবেন।" (আল-ইসরা: ৭৯)। আর যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে "আসা" (সম্ভবত/অচিরেই) শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তখন তা সুনিশ্চিত বিষয় হিসেবে গণ্য হয়; যা

মাখলুকের (সৃষ্টির) পক্ষ থেকে ব্যবহৃত "আসা" এর বিপরীত, কারণ মাখলুকের ক্ষেত্রে তা কেবল আশা বা আকাঙ্ক্ষা বুঝায়। সুতরাং আপনি যদি বলেন: "আশা করি আল্লাহ আমাকে হিদায়াত দেবেন, আশা করি আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন, আশা করি আল্লাহ আমাকে দয়া করবেন", তবে এটি হলো প্রত্যাশা। কিন্তু যখন আল্লাহ "আসা" বলেন, তখন সেটি একটি প্রতিশ্রুতি। এই কারণেই উলামায়ে কিরাম বলেছেন: "আল্লাহর পক্ষ থেকে 'আসা' শব্দটি অবধারিত।" যেমন মহান আল্লাহর বাণী: "অচিরেই আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন।" (আন-নিসা: ৯৯), এবং তাঁর বাণী: "খুব শীঘ্রই আল্লাহ বিজয় অথবা তাঁর পক্ষ থেকে কোনো ফয়সালা নিয়ে আসবেন।" (আল-মায়দাহ: ৫২), এবং এই জাতীয় অন্যান্য আয়াত।

অতএব মহান আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'মাকামে মাহমুদ' বা প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন; অর্থাৎ এমন এক মর্যাদা যেখানে আদি-অন্ত সকল মানুষ তাঁর প্রশংসা করবে। এটি কয়েকভাবে স্পষ্ট হয়: যার মধ্যে একটি হলো শাফায়াতের হাদিস। কিয়ামতের দিন মানুষকে নগ্নপদ, বস্ত্রহীন এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে। নগ্নপদ মানে তাদের পায়ে কোনো জুতো থাকবে না, বস্ত্রহীন মানে তাদের শরীরে কোনো পোশাক থাকবে না, এবং খাতনাবিহীন মানে হলো ত্বকের যে অংশটি পবিত্রতার জন্য খতনার সময় কেটে ফেলা হয়েছিল, কিয়ামতের দিন তা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: "যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবেই আমি পুনরায় তা সৃষ্টি করব।" (আল-আম্বিয়া: ১০৪)।

আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টিজগতকে একত্রিত করবেন এবং সূর্য তাদের মাথার উপরে মাত্র এক মাইল দূরত্বে থাকবে। এক ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হবে; তারা দেখতে পাবে পাহাড়গুলো মেঘমালার মতো উড়ে যাচ্ছে এবং তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হচ্ছে। তাদের ওপর এমন উদ্বেগ ও উৎকর্ষা চেপে বসবে যা সহ্য করার ক্ষমতা তাদের থাকবে না। তখন তারা একে অপরকে বলবে: "তোমরা কি এমন কাউকে খুঁজবে না যিনি আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন?" অতঃপর তারা আদমের (আলাইহিস সালাম) কাছে যাবে এবং তাঁর কাছে সুপারিশের আবেদন করবে। তখন তিনি তাঁর সেই ভুলের কথা স্মরণ করবেন যা তাঁর দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল।

আর তাঁর সেই ভুলটি ছিল এই যে, মহান আল্লাহ যখন তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে জান্নাতে বসবাস করতে দিয়েছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন: "তোমরা উভয়ে তা থেকে স্বাচ্ছন্দ্যে আহার করো

যেখান থেকে তোমাদের ইচ্ছে হয়, কিন্তু এই গাছটির নিকটবর্তী হয়ো না; অন্যথায় তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (আল-বাকারাহ: ৩৫)। এটি ছিল একটি বিশেষ গাছ যা মহান আল্লাহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, আর সেটি চিনে নেওয়ার বিষয়ে আমাদের...

(ص: 478) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

نوعها كبير فائدة، ولهذا فنحن لا نعرف نوع هذه الشجرة؛ هل هي من شجر الزيتون، أم من الحنطة، أم من العنب، أم من النخل، لا ندري، فالواجب أن نبهها كما ابهها الله عز وجل، ولو كان لن في تعيينها فائدة لعينها الله عز وجل. فقال عز وجل لآدم وحواء: وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (البقرة: 35)، فأتاهما الشيطان فوسوس لهما، ودلاهما بغرور، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وهكذا يفعل في بني آدم، يغرهم ويغريهم ويوسوس لهم ويقسم إني ناصح وهو كذوب.

فيذكر خطيئته هو وزوجته أنه أكل من هذه الشجرة، فأمرهم الله عز وجل أن يهبطا من الجنة إلى الأرض؛ فهبطا إلى الأرض وكانت منهم هذه الذرية التي منها الأنبياء والرسل والشهداء والصالحون، ثم يعتذر بهذا العذر، وفي هذا الحديث - أعني حديث الشفاعة- أن آدم يعتذر بأكله من الشجرة دليل على أن القصة التي رويت عن ابن عباس أن حواء حملت فجاءها الشيطان فقال: سي الولد عبد الحارث أو لأجعلن له قرن إيل فيخرج من بطنك فيشقه فأبياً أن يطيعا، وجاءهم في المرة الثانية، فأبياً أن يطيعا، فجاءهما في المرة الثالثة فأدركهما حب الولد فسيياه عبد الحارث. وجعل ذلك تفسيراً لقوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَبْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا

اللَّهُ رَبُّهَا لِيُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدًا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) (الأعراف: 189-190) ,

এর প্রজাতি জানার মধ্যে বড় কোনো উপকারিতা নেই। আর এই কারণেই আমরা এই গাছের ধরণ জানি না; এটি কি জয়তুন গাছ, নাকি গম, নাকি আঙ্গুর গাছ, নাকি খেজুর গাছ—তা আমরা জানি না। সুতরাং কর্তব্য হলো একে অনির্দিষ্ট রাখা যেমনিভাবে মহান আল্লাহ একে অনির্দিষ্ট রেখেছেন। যদি এটি নির্দিষ্ট করার মধ্যে আমাদের জন্য কোনো কল্যাণ থাকত, তবে মহান আল্লাহ অবশ্যই তা নির্দিষ্ট করে দিতেন।

অতঃপর মহান আল্লাহ আদম ও হাওয়াকে বললেন: ‘তোমরা এই গাছের নিকটবর্তী হয়ো না, অন্যথায় তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ (সূরা আল-বাকারাহ: ৩৫)। এরপর শয়তান তাদের কাছে এল এবং তাদের কুমন্ত্রণা দিল, আর প্রবঞ্চনার মাধ্যমে তাদের পদস্বলন ঘটাল। সে তাদের নিকট কসম খেয়ে বলল, ‘নিশ্চয়ই আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন।’ শয়তান আদম সন্তানদের সাথেও এভাবেই আচরণ করে; সে তাদের প্রলুব্ধ করে, প্ররোচিত করে, কুমন্ত্রণা দেয় এবং কসম খেয়ে বলে যে সে হিতাকাঙ্ক্ষী, অথচ সে ডাহা মিথ্যুক।

অতঃপর তিনি নিজের এবং তাঁর স্ত্রীর সেই ভুলের কথা স্মরণ করবেন যে, তিনি ওই গাছ থেকে ভক্ষণ করেছিলেন। ফলে মহান আল্লাহ তাঁদের জ্ঞানাত থেকে পৃথিবীতে নেমে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাঁরা পৃথিবীতে অবতরণ করলেন এবং তাঁদের থেকেই এই মানববংশের বিস্তৃতি ঘটল, যাদের মধ্যে নবী, রাসূল, শহীদ ও পুণ্যবান ব্যক্তিগণ রয়েছেন। এরপর তিনি এই ওজর পেশ করবেন। আর এই হাদিসে—অর্থাৎ শাফাআতের হাদিসে—আদমের সেই গাছ থেকে ভক্ষণ করার কারণে ওজর পেশ করা এই বিষয়ের দলিল যে, ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত সেই ঘটনাটি সঠিক নয় যাতে বলা হয়েছে: ‘হাওয়া গর্ভবতী হলে শয়তান তাঁর কাছে এসে বলল, সন্তানের নাম রাখো ‘আবদুল হারিস’, অন্যথায় আমি তার মাথায় হরিণের শিং গজিয়ে দেব, ফলে সে তোমার পেট ফেঁড়ে বের হবে। তাঁরা শয়তানের আনুগত্য করতে অস্বীকার করলেন। শয়তান দ্বিতীয়বার এল, তাঁরা আবারও অস্বীকার করলেন। তৃতীয়বার যখন সে এল, তখন সন্তানের প্রতি মমতা তাঁদের আবিষ্ট করল এবং তাঁরা তার নাম রাখলেন ‘আবদুল হারিস’।’ আর এই ঘটনাটিকে মহান আল্লাহর এই বাণীর তাফসীর হিসেবে উল্লেখ করা হয়: ‘তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং তার থেকে তার জোড়া তৈরি করেছেন যাতে সে তার নিকট প্রশান্তি লাভ করে। এরপর যখন সে তার সাথে সংগত

হলো, তখন সে এক হালকা গর্ভ ধারণ করল এবং তা নিয়ে চলাফেরা করতে লাগল। যখন গর্ভটি ভারী হলো, তখন তারা উভয়ে তাদের রব আল্লাহর নিকট দোয়া করল—যদি আপনি আমাদের একটি নেক সন্তান দান করেন, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হবো। অতঃপর যখন তিনি তাদের একটি নেক সন্তান দান করলেন, তখন তারা আল্লাহর দানকৃত বিষয়ে তাঁর জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করল। তারা যা শরিক করে আল্লাহ তা থেকে অনেক উর্ধ্বে।’ (সূরা আল-আরাফ: ১৮৯-১৯০)।

(ম: 479) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

فإن هذه القصة قصة مكذوبة ليست بصحيحة، من وجوه:

الأول: أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة من الأخبار التي لا تتلقى إلا عن طريق الوحي.

الثاني: أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء.

الثالث: أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية، ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى. فهذه الوجوه وغيرها تدل على أنه لا يجوز أن يعتقد أن آدم وحواء يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال.

يعتذر آدم عن الشفاعة فيأتي الناس نوحاً عليه السلام وهو أول رسول أرسله الله إلى الأرض، فيخاطبه الناس بهذه البنقبة فيقولون له: أنت أول رسول بعثه الله إلى الأرض اشفع لنا عند ربك فيعتذر؛ لأنه سأل ربه ما ليس له به علم وذلك حين قال: (فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ) (هود: 45).

وكان لنوح ولد كافر به. والده رسول ولكنه كفر بالرسول والعياذ بالله؛ لأن النسب لا ينفع الإنسان. فابن العالم لا يأتي عالماً، بل قد يكون

নিশ্চয়ই এই কাহিনীটি একটি মিথ্যা ও বানোয়াট কাহিনী, এটি সহীহ বা বিশুদ্ধ নয়; এর সপক্ষে কতিপয় কারণ রয়েছে:

প্রথমত: এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো সহীহ সংবাদ নেই। আর এই কাহিনীটি এমন সব সংবাদের অন্তর্ভুক্ত যা ওহী বা প্রত্যাদেশ ব্যতীত অন্য কোনো মাধ্যমে লাভ করার অবকাশ নেই।

দ্বিতীয়ত: ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্য অনুযায়ী নবীগণ শিরক থেকে পবিত্র ও নিষ্পাপ।

তৃতীয়ত: শাফায়াত বা সুপারিশ সংক্রান্ত হাদীসে এটি প্রমাণিত যে, হাশরের ময়দানে মানুষ আদম আলাইহিস সালামের নিকট উপস্থিত হয়ে সুপারিশ প্রার্থনা করবে। তখন তিনি নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের কারণে অপারগতা প্রকাশ করবেন, যা ছিল মূলত একটি অবাধ্যতা। যদি তাঁর পক্ষ থেকে শিরক সংঘটিত হতো, তবে ওজর বা আপত্তি পেশ করার ক্ষেত্রে শিরকের কথা উল্লেখ করাই ছিল অধিক বলিষ্ঠ, বাঞ্ছনীয় ও অধিকতর সঙ্গত। অতএব, এই সকল কারণ ও অন্যান্য প্রমাণাদি এটাই নির্দেশ করে যে, আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালামের পক্ষ থেকে শিরক সংঘটিত হয়েছে—এমন বিশ্বাস কোনো অবস্থাতেই পোষণ করা বৈধ নয়।

আদম আলাইহিস সালাম সুপারিশের বিষয়ে অপারগতা প্রকাশ করবেন, তখন মানুষ নূহ আলাইহিস সালামের নিকট উপস্থিত হবে—যিনি ছিলেন পৃথিবীতে প্রেরিত আল্লাহর সর্বপ্রথম রাসূল। মানুষ তাঁর এই উচ্চমর্যাদা উল্লেখ করে তাঁকে সম্বোধন করে বলবে: আপনিই প্রথম রাসূল যাকে আল্লাহ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করুন। তখন তিনিও অক্ষমতা প্রকাশ করবেন; কারণ তিনি তাঁর প্রতিপালকের নিকট এমন বিষয়ে প্রার্থনা করেছিলেন যা সম্পর্কে তাঁর কোনো জ্ঞান ছিল না। আর তা ছিল সেই মুহূর্তের কথা যখন তিনি বলেছিলেন: (অতঃপর তিনি বললেন: হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র তো আমার পরিবারভুক্ত এবং আপনার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য, আর আপনিই বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক) (সূরা হূদ: ৪৫ আয়াতের অংশ বিশেষ)।

নূহ আলাইহিস সালামের এক পুত্র ছিল যে তাঁর সাথে কুফরি করেছিল। তার পিতা একজন রাসূল হওয়া সত্ত্বেও সে সেই রাসূলের প্রতি কুফরি করেছিল—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। কেননা বংশমর্যাদা মানুষের কোনো উপকারে আসে না। আলেমের সন্তান যে আলেমই হবে এমন কোনো কথা নেই, বরং সে হতে পারে...

(ص: 480) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

جاهلاً، وكذلك ابن العابد لا يأتي عبداً، وقد يكون فاسقاً فاجراً، ابن الرسول لا يكون مؤمناً بل هذا ابن نوح عليه السلام أحد أبنائه كان كافراً كان أبوه يقول: (يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ) (هود: 42) فيجيبه قائلاً: (سَأُوتِي إِلَى جَبَلٍ يَخَصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ) (هود: 43).

غرق الولد مع الكافرين- والعياذ بالله - وكان نوحٌ قد قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين.

فيعتذر نوح بأنه سأل ما ليس له به علم، والشافع لا يكون بينه وبين المشفوع إليه جفوة؛ بل لا بد أن يكون بينهما صلي قوية لا يחדشها شيء مع أن نوحاً عليه الصلاة والسلام غفر الله له، وآدم غفر الله له، اجتباه ربه فتاب عليه، فغفر الله له، ولكن لكمال مرتبتهم وعلو مقامهم، جعلوا هذا الذنب الذي غفر لهم جعلوه مانعاً من الشفاعة، كل هذا تعظيماً لله عز وجل وحياء منه، وخجلاً منه.

ثم يأتون إلى إبراهيم خليل الله عز وجل عليه الصلاة والسلام، فيعتذر ويقول: إنه كذب في ذات الله ثلاث كذبات، وهذه الكذبات التي كذبها ليست كذباً في الواقع؛

لأنه عليه الصلاة والسلام قد تأوّل فيها، والتأوّل ليس بكذب، لكن لشدة الله عز وجل، رأى أن هذا مانع للشفاعة أي من أن يتقدم للشفاعة لأحد.

ثم يأتون موسى عليه الصلاة والسلام ويقولون له: إن الله كلمك، وكتب لك التوراة بيده، فيعتذر بأنه قتل نفساً لم يؤمر بقتلها، وذلك أن

অজ্ঞ হিসেবে; তেমনিভাবে কোনো ইবাদতকারীর সন্তান জন্মগতভাবে ইবাদতকারী হয় না, বরং সে পাপাচারী ও দুরাচারীও হতে পারে। রাসুলের সন্তানও সবসময় মুমিন হয় না; বরং নূহ আলাইহিস সালামের সন্তানদের একজন ছিল কাফির। তার পিতা তাকে বলতেন: (হে আমার প্রিয় বৎস! আমাদের সাথে আরোহণ করো এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না) (হূদ: ৪২)। সে উত্তরে বলত: (আমি এমন এক পাহাড়ে আশ্রয় নেব যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে। তিনি বললেন: আজ আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করার কেউ নেই কেবল তিনি ছাড়া, যাঁর ওপর তিনি দয়া করেছেন। এরপর উভয়ের মাঝে ঢেউ আড়াল হয়ে দাঁড়াল এবং সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হলো) (হূদ: ৪৩)।

ছেলেটি কাফিরদের সাথে ডুবে গেল—আল্লাহর নিকট তা থেকে পানাহ চাই—অথচ নূহ ইতিপূর্বেই বলেছিলেন: হে আমার রব! নিশ্চয়ই আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত, আর আপনার ওয়াদা সত্য এবং আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক।

তখন নূহ এই বলে ওজর পেশ করবেন যে, তিনি এমন বিষয় প্রার্থনা করেছিলেন যে সম্পর্কে তাঁর কোনো জ্ঞান ছিল না। বস্তুত সুপারিশকারী এবং যাঁর নিকট সুপারিশ করা হয়, তাঁদের উভয়ের মাঝে কোনো দূরত্ব থাকা চলে না; বরং তাঁদের মাঝে এমন শক্তিশালী সম্পর্ক থাকা আবশ্যিক যা কোনো কিছু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। যদিও নূহ আলাইহিস সালামে ওয়াস সালামকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আদমকেও আল্লাহ ক্ষমা করেছেন—তাঁর রব তাঁকে মনোনীত করেছেন, তাঁর তাওবা কবুল করেছেন এবং তাঁকে ক্ষমা করেছেন—তথাপি তাঁদের মর্যাদার পূর্ণতা এবং সুউচ্চ মাকামের কারণে, তাঁরা এই ক্ষমাপ্রাপ্ত ত্রুটিকেই সুপারিশের অন্তরায় মনে করেছেন। এ সবই মহান আল্লাহর প্রতি তাঁদের অসীম সম্মান, সম্মম ও লজ্জাবোধের বহিঃপ্রকাশ।

অতঃপর মানুষ আল্লাহর খলিল ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের নিকট আসবে। তিনিও ওজর পেশ করবেন এবং বলবেন: তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তিনটি মিথ্যা বলেছিলেন। অথচ এই কথাগুলো প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা ছিল না; কেননা তিনি সেগুলোতে রূপক অর্থ বা তাউয়িল গ্রহণ করেছিলেন, আর তাউয়িল মিথ্যা নয়। কিন্তু মহান আল্লাহর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভয়ের কারণে তিনি এটিকে সুপারিশের পথে—অর্থাৎ কারও জন্য সুপারিশ করতে এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে—প্রতিবন্ধক হিসেবে গণ্য করবেন।

এরপর তারা মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কাছে আসবে এবং তাঁকে বলবে: আল্লাহ আপনার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন এবং নিজ হাতে আপনার জন্য তাওরাত লিপিবদ্ধ করেছেন। তখন তিনি এই বলে ওজর পেশ করবেন যে, তিনি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন যাকে হত্যা করার নির্দেশ তাঁকে দেওয়া হয়নি। আর তা হলো এই যে...

(ص: 481) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

موسى عليه الصلاة والسلام كان من أشد الرجال وأقواهم، فمر ذات يوم برجلين يقتتلان، هذا من شيعته، يعني من بني إسرائيل، وهذا من عدوه يعني من آل فرعون من القبط، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي عدوه، يعني طلب منه أن يغيثه وأن يعينه على هذا الرجل، فوكزه موسى إي وكز الذي من عدوه ففقد عليه، أي هلك ومات بوكزة واحدة؛ لأنه كان قوياً شديداً عليه الصلاة والسلام. فقال (هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ) (القصص: 15)

وفي الصباح وجد صاحبه الذي كان بالأمس وجده يتنازع مع شخص آخر، قال تعالى (فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِحُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ) (القصص:

، يعني بالأَمْس كنت تنازع رجلاً واليوم تنازع آخر، فهم موسى أن يبطش بالذي هو عدو لها فقال الإسرائيلي (أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ) (القصص: 19) وكان الناس يتحسسون من الذي قتل الرجل بالأَمْس؟ ففطن لذلك الفرعوني، فأخبر الناس أن موسى قاتله، فالشاهد من ذلك أن موسى عليه السلام يعتذر إلى الخلق يوم القيامة؛ لأنه قتلك نفساً لم يؤمر بقتلها.

ثم يذهبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ويقولون له: أنت كلمة الله وروحه. كلمة الله: يعني إنك خلقت بكلمة الله.

وروحه: أي أنك روح من أرواح الله عز وجل التي خلقها، فيعتذر ولكنه لا يذكر ذنباً، أو لا يذكر شيئاً يعتذر به، فيحيلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم

মূসা (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) ছিলেন পুরুষদের মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী ও সুদৃঢ়। একদিন তিনি পথ অতিক্রম করার সময় দুই ব্যক্তিকে বিবাদে লিপ্ত দেখলেন; একজন ছিল তাঁর নিজ দলের তথা বনী ইসরাঈলের লোক, আর অন্যজন ছিল তাঁর শত্রুপক্ষীয় তথা ফেরাউন বংশীয় কিবতী সম্প্রদায়ের লোক। তখন তাঁর নিজ দলের লোকটি শত্রুপক্ষীয় লোকটির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল, অর্থাৎ সে চাইল যে মূসা (আলাইহিস সালাম) তাকে সাহায্য করুন এবং এই লোকটির হাত থেকে তাকে রক্ষা করুন। তখন মূসা (আলাইহিস সালাম) সেই শত্রু লোকটিকে একটি ঘুষি মারলেন এবং তাতেই তার প্রাণনাশ ঘটল। অর্থাৎ মাত্র একটি ঘুষিতেই সে মারা গেল; কারণ মূসা (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) অত্যন্ত শক্তিশালী ও বলবান ছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "এটি শয়তানের কাজ; নিশ্চয়ই সে এক প্রকাশ্য বিভ্রান্তকারী শত্রু।" (আল-কাসাস: ১৫)

পরদিন সকালে তিনি সেই ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন যে গতকাল তাঁর কাছে সাহায্য চেয়েছিল, সে অন্য একজনের সাথে বিবাদে লিপ্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন: "অতঃপর যে ব্যক্তি গতকাল তাঁর কাছে সাহায্য চেয়েছিল, সে উচ্চৈঃস্বরে তাঁকে সাহায্যের জন্য ডাকছে। মূসা তাকে বললেন: 'নিশ্চয়ই তুমি এক প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট ব্যক্তি'।" (আল-কাসাস: ১৮)

অর্থাৎ গতকাল তুমি এক লোকের সাথে ঝগড়া করছিলে আর আজ অন্য একজনের সাথে বিবাদে জড়িয়েছ। এরপর মূসা (আলাইহিস সালাম) যখন চাইলেন যে তাদের উভয়ের শত্রুকে পাকড়াও করবেন, তখন সেই ইসরাঈলী ব্যক্তিটি (ভয় পেয়ে) বলে উঠল, "তুমি কি আমাকে হত্যা করতে চাও যেমন গতকাল একজনকে হত্যা করেছ?" (আল-কাসাস: ১৯)। এদিকে মানুষজন অনুসন্ধান করছিল যে গতকালের সেই লোকটিকে কে হত্যা করেছে? তখন সেই ফেরাউনী গোত্রের লোকটি বিষয়টি বুঝতে পারল এবং মানুষকে জানিয়ে দিল যে মূসাই তাকে হত্যা করেছেন। এখানে মূল বিষয়টি হলো, কিয়ামতের দিন মূসা (আলাইহিস সালাম) সৃষ্টির সামনে ওজর পেশ করবেন (সুপারিশ করতে অপারগতা জানাবেন); কারণ তিনি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন যাকে হত্যা করার আদেশ তাঁকে দেওয়া হয়নি।

অতঃপর তারা ঈসা (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর কাছে যাবে এবং বলবে: আপনি আল্লাহর কালিমা (বাণী) এবং তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত রুহ।

আল্লাহর কালিমা: অর্থাৎ আপনাকে আল্লাহর বিশেষ বাণীর মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে।

এবং তাঁর রুহ: অর্থাৎ আপনি আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার সৃষ্ট রুহসমূহের মধ্য থেকে একটি রুহ। তিনিও অপারগতা প্রকাশ করবেন, তবে তিনি কোনো গুনাহের কথা উল্লেখ করবেন না বা ওজর হিসেবে কোনো সুনির্দিষ্ট ত্রুটি দর্শাবেন না। বরং তিনি তাদেরকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট পাঠিয়ে দেবেন।

(ص: 482) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

فيقول: اذهبوا إلى محمد، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، فيشفع. فيشفع في الناس حتى يُقضى بينهم.

وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله: أَنَّ الأمانة والرحم تقفان على جانبي الصراط.

والصراط: جسر ممدود على متن جهنم. واختلف العلماء في هذا الجسر، هل هو جسر واسع أو هو جسر ضيق، ففي بعض الروايات أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، ولكن الناس يعبرون عليه، والله على كل شيء قدير. وفي بعض الروايات ما يدل على أنه طريق دحض ومزلة.

وعلى هذا الجسر كلاب تخطف الناس بأعمالهم، فمن الناس من يخطف فيلقى في النار، ومنهم من يمر سريعاً كبح البرق، ومنهم من يمر كركاب الإبل أو كالريح حسب درجاتهم وأعمالهم، تجري بهم أعمالهم، كل من كان في هذه الدنيا أسرع إلى التزام صراط الله عز وجل واتباع شريعته، كان على هذا الصراط أسرع مروراً، ومن كان متباطئاً عن الشرع في الدنيا، كان سيره هناك بطيئاً، ودعا الرسل يومئذ: "اللهم سلم سلم" كلٌّ يخاف على نفسه؛ لأن الأمر ليس بهين، الأمر شديد. الناس فيه أشد ما يكونون خوفاً ووجلاً حتى يعبر هذا الصراط إلى الجنة.

তিনি বলবেন: তোমরা মুহাম্মাদের কাছে যাও, তিনি এমন এক বান্দা যার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতঃপর তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসবে। তখন তিনি দাঁড়াবেন এবং তাঁকে অনুমতি দেওয়া হবে, এরপর তিনি সুপারিশ করবেন। তিনি মানুষের জন্য সুপারিশ করবেন যতক্ষণ না তাদের মধ্যে বিচার নিষ্পত্তি করা হয়।

আর লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) উল্লিখিত এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, আমানত ও আত্মীয়তার বন্ধন সিরাতের দুই পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে।

আর সিরাত হলো জাহান্নামের পৃষ্ঠদেশের ওপর স্থাপিত একটি সেতু। এই সেতুর স্বরূপ নিয়ে আলেমগণ মতভেদ করেছেন যে, এটি কি প্রশস্ত কোনো পথ নাকি সংকীর্ণ? কিছু বর্ণনায় এসেছে যে, এটি চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম এবং তলোয়ারের চেয়েও ধারালো, তবে মানুষ এর ওপর দিয়ে পার হবে এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। আবার কিছু বর্ণনায় এমন ইঙ্গিত রয়েছে যে, এটি অত্যন্ত পিচ্ছিল ও স্থলনপ্রবণ পথ।

এই সেতুর ওপর অনেকগুলো আঁকড়া থাকবে যা মানুষকে তাদের আমল অনুযায়ী ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। ফলে মানুষের মধ্যে কাউকে ছোঁ মেরে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, আবার তাদের কেউ বিজলীর চমকের মতো দ্রুত পার হয়ে যাবে। কেউবা উদ্ভারোহীর মতো কিংবা বাতাসের গতিতে পার হবে তাদের মর্যাদা ও আমল অনুযায়ী; তাদের আমলই তাদের বয়ে নিয়ে চলবে। এই পৃথিবীতে যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রদর্শিত পথে অবিচল থাকতে এবং তাঁর শরিয়ত অনুসরণে যত বেশি স্কিপ্র ছিল, এই সিরাতের ওপর তার পার হওয়া তত বেশি দ্রুত হবে। আর দুনিয়ায় যে ব্যক্তি শরিয়ত পালনে ধীরগতিসম্পন্ন ছিল, সেখানেও তার গতি মন্তুর হবে। সেদিন রাসূলগণের প্রার্থনা হবে: "হে আল্লাহ! নিরাপদ রাখুন, নিরাপদ রাখুন।" প্রত্যেকেই নিজের ব্যাপারে শঙ্কিত থাকবে; কারণ বিষয়টি সহজ নয়, বরং অত্যন্ত ভয়াবহ। মানুষ তখন চরম আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকবে যতক্ষণ না তারা এই সিরাত পার হয়ে জান্নাতে পৌঁছাবে।

(ص: 483) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

ومن الناس من يكرّس في نار جهنم ويعذب على حسب عمله.

أما الكفار الخالص فإنهم لا يصعدون على هذا الصراط ولا يبرون عليه، بل يذهب بهم إلى جهنم قبل أن يصعدوا هذا الصراط، ويذهبون إلى جهنم ورداً، إنما يصعد المؤمنون فقط، لكن من كان له ذنوب لم تغفر فإنه قد يقع في نار جهنم، ويعذب بحسب أعماله، والله أعلم.

মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে এবং নিজ নিজ আমল অনুযায়ী শাস্তিপ্ৰাপ্ত হবে।

পক্ষান্তরে যারা নিছক কাফির, তারা এই সিরাতের ওপর আরোহণ করবে না এবং এর ওপর দিয়ে অতিক্রমও করবে না; বরং এই সিরাতে আরোহণের পূর্বেই তাদেরকে জাহান্নামের দিকে

নিয়ে যাওয়া হবে এবং তারা তৃষ্ণার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হবে। মূলত কেবল মুমিনরাই এর ওপর আরোহণ করবে; তবে যাদের এমন কিছু পাপ রয়েছে যা ক্ষমা করা হয়নি, তারা জাহান্নামের আগুনে পতিত হতে পারে এবং তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করবে। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(ص: 484) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

26- باب تحريم الظلم والأمر بردّ المظالم

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَبِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ) (غافر: 18) وَقَالَ تَعَالَى: (وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ) (الحج: 71).

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَمِنْهَا حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْبَتَقْدُمُ فِي آخِرِ بَابِ الْجَاهِدَةِ.
203- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظِلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشَّحَّ فَإِنَّ الشَّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ؛ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ" رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

قَالَ الْمَوْلَى رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:- "بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ وَالْأَمْرُ بِرَدِّ الْمَظَالِمِ" يَعْنِي إِلَى أَهْلِهَا. هَذَا الْبَابُ يَشْتَمِلُ عَلَى أَمْرَيْنِ:

الْأَمْرُ الْأَوَّلُ: تَحْرِيمُ الظُّلْمِ

وَالْأَمْرُ الثَّانِي: وَجُوبُ رَدِّ الْمَظَالِمِ.

واعلم أن الظلم هو النقص، قال الله تعالى (كُنْتُمُ الْغَنِيِّينَ آتَتْكُمْ كُلُّهَا وَلَمْ تَنْظِلْ مِنْهُ شَيْئًا) (الكهف: 33)، يعني لم تنقص منه شيئاً، والنقص إما أن يكون بالتجرؤ على ما لا يجوز للإنسان، وإما بالتفريط فيما يجب عليه. وحينئذٍ يدور الظلم على هذين الأمرين، إما ترك واجب، وإما فعل محرم.

২৬- জুলুম বা অন্যায় করা হারাম হওয়া এবং পাওনা ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ বিষয়ক অধ্যায়

মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "জালিমদের জন্য কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে না এবং এমন কোনো সুপারিশকারীও থাকবে না যার কথা মানা হবে।" (গাফির: ১৮) এবং মহান আল্লাহ আরও ইরশাদ করেছেন: "জালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।" (হাজ্জ: ৭১)। আর হাদিসসমূহের মধ্যে আবু যার (রা.) বর্ণিত সেই হাদিসটি রয়েছে যা ইতিপূর্বে 'মুজাহাদা' অধ্যায়ের শেষে অতিবাহিত হয়েছে।

২০৩- জাবির (রা.) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "তোমরা জুলুম হতে বেঁচে থাকো, কেননা জুলুম কিয়ামতের দিন ঘন অন্ধকার হয়ে দেখা দেবে। আর তোমরা কৃপণতা হতে বেঁচে থাকো, কারণ কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে; এটি তাদেরকে নিজেদের মধ্যে রক্তপাতে লিপ্ত হতে এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে হালাল জ্ঞান করতে প্ররোচিত করেছিল।" (সহিহ মুসলিম)।

[ব্যাক্তা]

গ্রন্থকার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "জুলুম হারাম হওয়া এবং জুলুমকৃত পাওনা ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ বিষয়ক অধ্যায়" অর্থাৎ তার প্রকৃত হকদারদের নিকট। এই অধ্যায়টি দুটি মূল বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে:

প্রথম বিষয়: জুলুম বা অন্যায়ের অবৈধতা ও তা হারাম হওয়া।

দ্বিতীয় বিষয়: পাওনা বা অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব হওয়া।

জেনে রাখুন যে, জুলুম অর্থ হলো হ্রাস করা বা ঘাটতি করা। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "উভয় উদ্যানই তাদের ফল দান করেছিল এবং তাতে কোনো কমতি করেনি" (কাহাফ: ৩৩), অর্থাৎ তা হতে কোনো কিছুই হ্রাস করেনি। আর এই হ্রাসকরণ বা বিচ্যুতি হয়

এমন কাজে দুঃসাহস দেখানোর মাধ্যমে যা মানুষের জন্য বৈধ নয়, অথবা যা তার জন্য অপরিহার্য তাতে অবহেলা করার মাধ্যমে। ফলত, জুলুম এই দুটি বিষয়ের ওপরই আবর্তিত হয়: হয় কোনো ওয়াজিব কাজ বর্জন করা, অথবা কোনো হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া।

(ص: 485) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

والظلم نوعان: ظلم يتعلق بحق الله عز وجل، وظلم يتعلق بحق العباد، فأعظم الظلم هو المتعلق بحق الله تعالى والإشراك به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ فقال: " أن تجعل لله نداً وهو خلقك ويليه الظلم في الكبائر، ثم الظلم في الصغائر.

أما في حقوق عباد الله فالظلم يدور على ثلاثة أشياء، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع، فقال: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا" الظلم في النفس هو الظلم في الدماء، بأن يعتدي الإنسان على غيره، بسفك الدماء أو الجروح أو ما أشبه ذلك، والظلم في الأموال بأن يعتدي الإنسان ويظلم غيره في الأموال، إما بعدم بذل الواجب، وإما بإتيان محرم، وإما بأن يمتنع من واجب عليه، وإما بأن يفعل شيئاً محرماً في مال غيره.

وأما الظلم في الأعراض فيشمل الاعتداء على الغير بالزنا، واللواط، والقذف، وما أشبه ذلك.

وكل الظلم بأنواعه محرم، ولن يجد الظالم من ينصره أما الله تعالى قال الله تعالى (مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ) أي أنه يوم القيامة لا يجد الظالم حميماً إِي صديقاً ينجيه من عذاب الله، ولا يجد شافعياً يشفع له

জুলুম (অবিচার) দুই প্রকার: আল্লাহর অধিকার সংশ্লিষ্ট জুলুম এবং বান্দার অধিকার সংশ্লিষ্ট জুলুম। সবচেয়ে বড় জুলুম হলো আল্লাহর অধিকার সংশ্লিষ্ট জুলুম এবং তাঁর সাথে শরিক করা। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? তিনি উত্তর দিলেন: "তুমি আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করবে, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" এর পরবর্তী স্তরে রয়েছে কবির গুনাহের অন্তর্ভুক্ত জুলুম এবং অতঃপর সগিরা গুনাহের জুলুম।

আর আল্লাহর বান্দাদের হকের ক্ষেত্রে জুলুম তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হজের ভাষণে স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের মান-সম্মান তোমাদের ওপর তেমনই পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়, যেমন পবিত্র তোমাদের আজকের এই দিন, এই মাস এবং তোমাদের এই শহর।" জীবনের ক্ষেত্রে জুলুম হলো রক্তপাত সংক্রান্ত সীমালঙ্ঘন, অর্থাৎ মানুষ কর্তৃক অন্যের ওপর রক্তপাত, জখম বা অনুরূপ কোনো কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অবিচার করা। সম্পদের ক্ষেত্রে জুলুম হলো অন্যের সম্পদের ওপর সীমালঙ্ঘন করা; যা হয় ওয়াজিব (আবশ্যিক) হক আদায় না করার মাধ্যমে, অথবা কোনো হারাম পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে, কিংবা নিজের ওপর অর্পিত কোনো ওয়াজিব দায়িত্ব পালনে বিরত থাকার মাধ্যমে, অথবা অন্যের সম্পদের ক্ষেত্রে কোনো নিষিদ্ধ কাজ করার মাধ্যমে।

আর মান-সম্মানের ক্ষেত্রে জুলুমের অন্তর্ভুক্ত হলো ব্যভিচার, সমকামিতা, অপবাদ এবং অনুরূপ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অন্যের ওপর সীমালঙ্ঘন করা।

সকল প্রকার জুলুমই হারাম এবং মহান আল্লাহর দরবারে জালিম তার সাহায্যকারী কাউকে পাবে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "জালিমদের জন্য কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে না এবং এমন কোনো সুপারিশকারীও থাকবে না যার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।" অর্থাৎ কিয়ামতের দিন জালিম এমন কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু পাবে না যে তাকে আল্লাহর আজাব থেকে মুক্তি দেবে এবং এমন কোনো সুপারিশকারীও পাবে না যে তার পক্ষে সুপারিশ করবে।

فِيُطَاع؛ لِأَنَّهُ مَنبُودٌ بِظُلْمِهِ وَغَشَمِهِ وَعَدْوَانِهِ، فَالظَّالِمُ لَنْ يَجِدَ مِنْ يَنْصُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَقَالَ تَعَالَى (وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ) (البقرة: 270)، يَعْنِي لَا يَجِدُونَ أَنْصَارًا يَنْصُرُونَهُمْ وَيُخْرِجُونَهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ. ثُمَّ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ حَدِيثَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَالَ: "اتَّقُوا الظُّلْمَ" اتَّقُوا: يَعْنِي احْذَرُوا، وَالظُّلْمُ هُوَ كَمَا سَبَقَ يَكُونُ فِي حَقِّ اللَّهِ، وَيَكُونُ فِي حَقِّ الْعِبَادِ، فَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اتَّقُوا الظُّلْمَ " أَي: لَا تَظْلِمُوا أَحَدًا، لَا أَنْفُسَكُمْ وَلَا أَنْفُسَكُمْ وَلَا يَغْرُكُمْ، " فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ هُنَاكَ نُورٌ إِلَّا مَنْ أَنْارَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ، وَالْإِنْسَانُ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَلَهُ نُورٌ بِقَدَرِ إِسْلَامِهِ، وَلَكِنْ إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَقَدْ مَنَ هَذَا النُّورَ بِمَقْدَارِ مَا حَصَلَ مِنَ الظُّلْمِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ".

وَمِنَ الظُّلْمِ: مَطْلُ الْغَنِيِّ يَعْنِي أَنْ لَا يُوفَى الْإِنْسَانُ مَا عَلَيْهِ وَهُوَ غَنِيٌّ بِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ " وَمَا أَكْثَرَ الَّذِينَ يَبَاطِلُونَ فِي حَقِّ النَّاسِ، يَأْتِي عَلَيْهِ صَاحِبُ الْحَقِّ فَيَقُولُ: يَا فَلَانُ أَعْطِنِي حَقِّي فَيَقُولُ: غَدًا، فَيَأْتِيهِ مِنْ غَدٍ فَيَقُولُ: بَعْدَ غَدٍ وَهَكَذَا، فَإِنَّ هَذَا الظُّلْمَ يَكُونُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى صَاحِبِهِ.

অতএব তাকে মান্য করা হবে; কারণ সে তার জুলুম, অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘনের কারণে বর্জিত ও প্রত্যাখ্যাত। জালেম কিয়ামতের দিন এমন কাউকে পাবে না যে তাকে সাহায্য করবে। মহান আল্লাহ বলেন, "আর জালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই" (আল-বাকারাহ: ২৭০), অর্থাৎ সেদিন তারা এমন কোনো সাহায্যকারী পাবে না যারা তাদের সাহায্য করবে এবং মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আজাব থেকে তাদের বের করে আনবে।

এরপর লেখক (রহিমাল্লাহ) জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাতিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত হাদিস উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকো।" 'বেঁচে থাকো' অর্থ সতর্ক থাকো। আর জুলুম—যেমনটি আগে আলোচিত হয়েছে—তা আল্লাহর হকের ক্ষেত্রেও হতে পারে, আবার বান্দার হকের ক্ষেত্রেও হতে পারে।

নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাণী: "তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকো" এর অর্থ হলো: তোমরা কারো প্রতি জুলুম করো না, না নিজেদের ওপর আর না অন্যের ওপর এবং কোনো কিছুই যেন তোমাদের প্রলুব্ধ না করে। "নিশ্চয় জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকার হয়ে দেখা দেবে।" কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ যাকে নূর বা আলো দান করবেন সে ছাড়া আর কারো জন্য কোনো আলো থাকবে না। আর আল্লাহ যার জন্য কোনো আলোর ব্যবস্থা করবেন না, তার কোনো আলোই থাকবে না। মানুষ যদি মুসলিম হয়, তবে তার ইসলামের পরিমাণ অনুযায়ী তার নূর থাকবে। কিন্তু সে যদি জালেম হয়, তবে তার কৃত জুলুমের মাত্রা অনুযায়ী সে এই নূর থেকে বঞ্চিত হবে। কারণ রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকো, কেননা জুলুম কিয়ামতের দিন ঘন অন্ধকার হয়ে দেখা দেবে।"

জুলুমের একটি প্রকার হলো: সামর্থ্যবান ব্যক্তির টালবাহানা করা। অর্থাৎ মানুষের পাওনা পরিশোধ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা পরিশোধ না করা। কারণ রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "ধনী বা সামর্থ্যবান ব্যক্তির (পাওনা আদায়ে) টালবাহানা করা একটি জুলুম।" বর্তমান সময়ে মানুষের পাওনা আদায়ে টালবাহানা করা ব্যক্তির সংখ্যা কতই না বেশি! পাওনাদার তার কাছে এসে বলে: হে অমুক, আমার পাওনা পরিশোধ করো। সে বলে: আগামীকাল এসো। পরের দিন সে আসলে বলে: পরশুদিন। এভাবে সে টালবাহানা করতে থাকে। নিশ্চয় এই জুলুম কিয়ামতের দিন তার অধিকারীর জন্য অন্ধকার হয়ে দেখা দেবে।

(ص: 487) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

"وَاتَّقُوا الشَّحَّ" الحِرْصُ عَلَى الْمَالِ "فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ" لَأَنَّ الْحِرْصَ عَلَى الْمَالِ - نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ - يُوْجِبُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَكْسِبَ الْمَالِ مِنْ أَيْ وَجْهِ كَانَ، مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ؛ بَلْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "حَمْلُهُمْ" إِيَّيْ حَمْلٍ مِنْ كَانَ قَبْلُنَا "عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحْلَوْا مُحَارِمَهُمْ" يَسْفِكُ الشَّحِيحُ الدَّمَاءَ إِذَا لَمْ

يتوصل إلى طبعه إلا بالدماء، كما هو الواقع عند أهل الشَّحِّ، يقطعون الطريق على المسلمين، ويقتلون الرجل، ويأخذون متاعه، ويأخذون بغيره، وكذلك أيضاً يعتدون على الناس في داخل البلاد، يقتلونهم ويهتكون حجب بيوتهم، فيأخذون المال بالقوة والغلبة.

فحذّر النبي صلى الله عليه وسلم من أمرين: من الظلم ومن الشَّحِّ. فالظلم هو الاعتداء على الغير، والشَّحُّ هو الطمع فيما عند الغير. فكل ذلك محرم، ولهاذ قال الله تعالى في كتابه: (وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْبَارِعُونَ) (الحشر: 9)، فدلّت الآية على أن من لم يوق شح نفسه فلا فلاح له. المفلح من وقاه الله شح نفسه. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الظلم، وأن يقينا شح أنفسنا وشرورها.

* * *

204- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لتؤدون الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء" رواه مسلم.

"তোমরা কৃপণতা (অর্থাৎ সম্পদের লালসা) হতে বেঁচে থাকো, কারণ তা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে।" কেননা সম্পদের লালসা—আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করি—মানুষকে যেকোনো উপায়ে সম্পদ উপার্জনে বাধ্য করে, তা হালাল হোক বা হারাম। বরং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "এটি তাদেরকে (অর্থাৎ আমাদের পূর্ববর্তীদের) প্ররোচিত করেছিল যে, তারা নিজেদের রক্তপাত ঘটিয়েছে এবং তাদের নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে হালাল করে নিয়েছিল।" কৃপণ ব্যক্তি রক্তপাত ঘটায় যদি সে তার লালসা চরিতার্থ করতে রক্তপাত ছাড়া অন্য কোনো পথ না পায়; যেমনটি কৃপণ ও অতি লোভী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে, তারা মুসলমানদের পথরোধ করে, মানুষকে হত্যা করে এবং তাদের মালপত্র ও উট ছিনিয়ে নেয়। তেমনিভাবে তারা জনপদের ভেতরেও মানুষের ওপর আক্রমণ করে, তাদের হত্যা করে এবং গৃহের মর্যাদা ও পর্দা ক্ষুণ্ণ করে, ফলে তারা জোরপূর্বক ও আধিপত্যের মাধ্যমে সম্পদ ছিনিয়ে নেয়।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুটি বিষয় থেকে সতর্ক করেছেন: জুলুম বা অবিচার এবং কৃপণতা বা লালসা। জুলুম হলো অন্যের ওপর সীমা লঙ্ঘন করা, আর কৃপণতা হলো অন্যের কাছে যা আছে তার প্রতি লোভ করা। এ সবই হারাম। এজন্যই মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন: "যাদেরকে তাদের নফসের কৃপণতা হতে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম।" (সূরা আল-হাশর: ৯)। সুতরাং এই আয়াত প্রমাণ করে যে, যাকে তার নফসের কৃপণতা থেকে রক্ষা করা হয়নি, তার কোনো সফলতা নেই। সফলকাম সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তার মনের কৃপণতা থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ও আপনাদেরকে জুলুম থেকে আশ্রয় দেন এবং আমাদের নফসের কৃপণতা ও এর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন।

* * *

২০৪- আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "কিয়ামতের দিন অবশ্যই পাওনাদারদের পাওনা ফিরিয়ে দেওয়া হবে, এমনকি শিংবিহীন ছাগলের জন্য শিংবিশিষ্ট ছাগল থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

(ص: 488) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

[الشَّرْحُ]

في هذا الحديث أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدق بغير قسم. أقسم أن الحقوق ستؤدى على أهلها يوم القيامة، ولا يضيع لأحد حق، الحق الذي لك إن لم تستوفه في الدنيا استوفيته في الآخرة ولا بد، حتى إنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الجلحاء: التي ليس لها قرن.

والقرناء: التي لها قرن. والغالب أن التي لها اقرن إذا نأطحت الجلحاء التي ليس لها قرن تؤذيها أكثر، فإذا كان يوم القيامة قضى الله بين هاتين الشاتين، واقتص للشاء الجلحاء من الشاة القرناء.

هذا وهي بهائم لا يعقلن ولا يفهمن؛ لكن الله عز وجل حكم عدل، أراد أن يُري عباده كمال عدله حتى في البهائم العجم، فكيف ببني آدم!!

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن البهائم تُحشر يوم القيامة وهو كذلك، وتحشر الدواب، وكل ما فيه روح يحشر يوم القيامة، قال الله تعالى (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ) (الأنعام: 38)، أمم كثيرة، أمة الذر، أمة الطيور، أمة السباع، أمة الحيات وهكذا (إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) (الأنعام: 38).

وكل شيء مكتوب، حتى أعمال البهائم والحشرات مكتوبة في اللوح المحفوظ (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ)، وقال تعالى: (وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ) (وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ) (التكوير: 4-5)، يحشر يوم القيامة كل شيء، يقضى الله تعالى بينهم بحكمه وعدله، وهو السميع

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শপথ করেছেন, অথচ তিনি শপথ ব্যতিরেকেই পরম সত্যবাদী ও প্রত্যায়িত। তিনি শপথ করেছেন যে, কিয়ামতের দিন হকদারদের হক বা পাওনাগুলো অবশ্যই আদায় করা হবে এবং কারো অধিকারই নষ্ট হবে না। আপনার যে পাওনা আপনি দুনিয়াতে বুঝে পাননি, পরকালে অবশ্যই তা বুঝে পাবেন; এমনকি শিংবিহীন ছাগলের ওপর শিংওয়ালা ছাগলের জুলুমের প্রতিশোধও গ্রহণ করা হবে।
আল-জালহা: যার শিং নেই।
আল-কারনা: যার শিং আছে। সাধারণত শিংওয়ালা প্রাণী যখন শিংবিহীন প্রাণীকে গুঁতো দেয়, তখন সেটি তাকে বেশি কষ্ট দেয়। তাই কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা এই দুই ছাগলের

মধ্যে বিচার করবেন এবং শিংবিহীন ছাগলের জন্য শিংওয়ালা ছাগল থেকে প্রতিশোধের ব্যবস্থা করবেন।

এটি হবে পশুপাখিদের ক্ষেত্রে যাদের বিচারবুদ্ধি বা বোধশক্তি নেই; কিন্তু মহান আল্লাহ পরম ন্যায়বিচারক। তিনি তাঁর বান্দাদের কাছে তাঁর ইনসাফের পূর্ণতা প্রদর্শন করতে চান, এমনকি নির্বাক পশুদের ক্ষেত্রেও। তাহলে আদম সন্তানের অবস্থা কী হবে!!

এই হাদিসে প্রমাণ রয়েছে যে, কিয়ামতের দিন পশুপাখিদের হাশর হবে বা তাদের পুনরুত্থিত করা হবে, এবং এটিই ঠিক সত্য। ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি জীব এবং প্রাণসম্পন্ন প্রতিটি সত্তাকেই কিয়ামতের দিন সমবেত করা হবে। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: "ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোনো প্রাণী নেই এবং এমন কোনো পাখি নেই যা আপন ডানা দিয়ে উড়ে বেড়ায়, যারা তোমাদের মতো একেকটি জাতি নয়।" (আল-আনআম: ৩৮)। বহু জাতি রয়েছে—পিঁপড়ার জাতি, পাখির জাতি, হিংস্র পশুর জাতি, সাপের জাতি ইত্যাদি। "আমি এই কিতাবে কোনো কিছুই বাদ রাখিনি।" (আল-আনআম: ৩৮)।

সবকিছুই লিপিবদ্ধ আছে, এমনকি পশুপাখি ও পোকামাকড়ের কর্মসমূহও লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত। "আমি কিতাবে কোনো কিছুই বাদ রাখিনি, অতঃপর তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট সমবেত হবে।" মহান আল্লাহ আরো বলেন: "যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীসমূহ অনাদৃত হবে, এবং যখন বন্য পশুদের একত্রিত করা হবে।" (আত-তাকভীর: ৪-৫)। কিয়ামতের দিন সবকিছুকে পুনরুত্থিত করা হবে এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রজ্ঞা ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে তাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। আর তিনি সর্বশ্রোতা।

(ص: 489) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

العليم، يقتص من البهائم بعضها مع بعض، ومن آدميين بعضهم مع بعض، ومن الجن بعضهم مع بعض، لأن الإنس قد يعتدون على الجن، والجن قد يعتدون على الإنس، فمن عدوان الجن على الإنس

الشيء الكثير، من عدوان الإنس على الجن أن يستجبر الإنسان بالعظم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بالعظام وقال: "إنها زاد إخوانكم من الجن" الجن يجدون العظام، فإذا استجبر أحد بها فقد اعتدى عليهم وكدرها عليهم، ويخشى أن يؤذوه إذا أذاهم بها.

على كل حال ففي يوم القيامة يُقتص للمظلوم من الظالم، ويؤخذ من حسنات الظالم إلا إذا نفدت حسناته؛ فيؤخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: "من تعدون المفلس فيكم" - أي الذي ليس عنده شيء - قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال: "المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا، وشم هذا، وأخذ مال هذا، وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء، وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه، ثم طرح في النار".

لا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم، ولكن إذا أخذ المظلوم بحقه في الدنيا، فدعا على الظالم بقدر مظلمته، واستجاب الله دعاءه فيه، فقد

সর্বজাত (আল্লাহ), তিনি চতুষ্পদ জন্তুদের একে অপরের থেকে, মানুষদের একে অপরের থেকে, জিনদের একে অপরের থেকে এবং জিন ও মানুষদের একে অপরের থেকে কিসাস বা প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। কেননা মানুষ জিনদের ওপর সীমালঙ্ঘন করতে পারে এবং জিনরাও মানুষের ওপর সীমালঙ্ঘন করতে পারে। মানুষের ওপর জিনদের সীমালঙ্ঘন তো অনেক ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে; পক্ষান্তরে জিনদের ওপর মানুষের সীমালঙ্ঘনের একটি উদাহরণ হলো হাড় দিয়ে ইস্তিজমার (শৌচকার্য) করা। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাড় দিয়ে শৌচকার্য করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন: "নিশ্চয়ই এটি তোমাদের জিন ভাইদের পাথেয় বা খাদ্য।" জিনেরা হাড় প্রাপ্ত হয়, সুতরাং কেউ যদি তা দিয়ে ইস্তিজমার করে, তবে সে তাদের ওপর সীমালঙ্ঘন করল এবং তা তাদের জন্য ব্যবহারের অনুপযোগী বা কলুষিত করে তুলল। এমতাবস্থায় আশঙ্কা থাকে যে, মানুষ যদি তাদেরকে এর মাধ্যমে কষ্ট দেয়, তবে তারাও তাকে কষ্ট দিতে পারে।

যাহোক, কিয়ামতের দিন জালিমের নিকট থেকে মজলুমের পাওনা পরিশোধ করা হবে। জালিমের নেক আমল বা পুণ্যসমূহ থেকে তা গ্রহণ করা হবে; যদি তার পুণ্যসমূহ শেষ হয়ে যায়, তবে মজলুমের পাপরাশি নিয়ে জালিমের ওপর নিষ্ক্ষেপ করা হবে। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে নিঃস্ব কে?"—অর্থাৎ যার নিকট কিছুই অবশিষ্ট নেই। তারা বললেন: আমাদের মধ্যে নিঃস্ব তো সেই ব্যক্তি যার কোনো দিরহাম বা আসবাবপত্র নেই। তিনি বললেন: "প্রকৃত নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন পাহাড়সম পুণ্য নিয়ে উপস্থিত হবে; কিন্তু সে একে প্রহার করেছে, তাকে গালি দিয়েছে, অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করেছে এবং কারো রক্তপাত করেছে। ফলে একে তার পুণ্য থেকে দেওয়া হবে এবং ওকেও তার পুণ্য থেকে দেওয়া হবে। যদি পাওনা পরিশোধের পূর্বে তার পুণ্য শেষ হয়ে যায়, তবে তাদের পাপসমূহ গ্রহণ করে তার ওপর নিষ্ক্ষেপ করা হবে, অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিষ্ক্ষেপ করা হবে।"

অবশ্যই জালিমের নিকট থেকে মজলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। তবে মজলুম যদি দুনিয়াতেই তার অধিকার আদায় করে নেয়—অর্থাৎ সে যদি জালিমের বিরুদ্ধে তার ওপর কৃত জুলুমের সমপরিমাণ বদদোয়া করে এবং আল্লাহ তার সেই দোয়া কবুল করেন—তবে...

(ص: 490) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

اقتص لنفسه قبل أن يموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: " وائق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب " فإذا دعا المظلوم على ظالمه في الدنيا واستجيب لدعائه فقد اقتص منه في الدنيا، أما إذا سكت فلم يدع عليه ولم يعفف عنه فإنه يتقص له منه يوم القيامة، والله المستعان.

205- وعن ابن عمر- رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، ولا ندري ما حجة الوداع، حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره، وقال: " ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمتة: أنذر نوح والنبيون من بعده، وإنه إن يخرج فيكم فماً خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى، كان عينه عنبه طافيةً. ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، إلا هل بلغت؟ " قالوا: نعم، قال: " اللهم أشهد - ثلاثاً - ويلكم، أو ويحكم، انظروا: لا ترجعوا: بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض " رواه البخاري. وروى مسلم بعضه.

তিনি মৃত্যুর পূর্বেই নিজের প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন, কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুয়াজ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেছিলেন: "আর তুমি মজলুমের বদদোয়া থেকে বেঁচে থাকো, কারণ তার এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা নেই।" সুতরাং মজলুম যদি দুনিয়াতে জালেমের বিরুদ্ধে বদদোয়া করে এবং তার দোয়া কবুল করা হয়, তবে দুনিয়াতেই তার প্রতিশোধ নেওয়া হলো। আর যদি সে নীরব থাকে এবং তার বিরুদ্ধে বদদোয়া না করে আবার তাকে ক্ষমাও না করে, তবে কিয়ামতের দিন তার থেকে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। আর আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।

* * *

২০৫- ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা বিদায় হজ সম্পর্কে আলোচনা করতাম যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন, অথচ আমরা জানতাম না বিদায় হজ কী। অবশেষে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন, অতঃপর তিনি মসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং দীর্ঘ বর্ণনা প্রদান করলেন। তিনি বললেন: "আল্লাহ এমন কোনো নবী প্রেরণ করেননি যিনি তাঁর উম্মতকে তার (দাজ্জালের) ব্যাপারে সতর্ক করেননি। নূহ (আলাইহিস সালাম) এবং তাঁর পরবর্তী নবীগণ তাঁদের উম্মতকে সতর্ক করেছেন। যদি সে তোমাদের মাঝে আবির্ভূত হয়, তবে তার অবস্থা তোমাদের কাছে অস্পষ্ট থাকবে না। নিশ্চয়ই তোমাদের রব কানা (একচক্ষুবিশিষ্ট) নন, অথচ সে (দাজ্জাল) ডান চোখে অন্ধ, তার চোখটি

যেন একটি ভেসে থাকা আঙুর। জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের রক্ত এবং তোমাদের সম্পদকে হারাম করেছেন, যেমন পবিত্র তোমাদের আজকের এই দিন, এই শহর এবং এই মাস। শোনো, আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?" তারা বললেন: "হ্যাঁ"। তিনি বললেন: "হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন" - কথাটি তিনবার বললেন। "তোমাদের দুর্ভোগ হোক, অথবা তোমাদের প্রতি আফসোস! তোমরা দেখো, আমার পরে তোমরা কাফির হয়ে ফিরে যেও না যে, তোমরা একে অপরের ঘাড় কাটবে।" ইমাম বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিম এর কিয়দাংশ বর্ণনা করেছেন।

(ص: 491) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى- فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: ما حجة الوداع، ولا ندري ما حجة الوداع، وحجة الوداع هي الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، وودع الناس فيها وقال: "لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا" ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا هذه المرة فقط، وقد ذكر أنه حج قبل الهجرة مرتين، ولكن الظاهر - والله أعلم - أنه حج أكثر؛ لأنه كان هناك في مكة، وكان يخرج في الموسم يدعو الناس والقبائل إلى دين الله عز وجل فيبعد أنه يخرج ولا يحج، وعلى كل حال الذي هبنا أنه صلى الله عليه وسلم حج في آخر عمره في السنة العاشرة من الهجرة، ولم يحج قبلها بعد هجرته، وذلك لأن مكة كانت بأيدي المشركين إلى السنة الثامنة، ثم خرج بعد ذلك إلى الطائف، وغزا ثقيفاً وحصلت غزوة الطائف المشهورة، ثم رجع بعد هذا ونزل في الجعرانة، وأتي بعمره ليلاً، ولم يطلع عليه كثير من الناس، ثم عاد إلى المدينة. هذا في السنة الثامنة.

وفي السنة التاسعة كانت الوفود تردُّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كل ناحية،
فبقي في المدينة، ليتلقى الوفود، حتى لا يثقل عليهم بطلبه، حتى إذا جاء

[ব্যাখ্যা]

লেখক -আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন- আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে যা বর্ণিত হয়েছে সে বিষয়ে বলেন: আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় বলতাম: বিদায় হজ কী? আমরা জানতাম না বিদায় হজ আসলে কী। আর বিদায় হজ হলো সেই হজ যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের দশম বর্ষে পালন করেছিলেন এবং সেখানে তিনি লোকদের বিদায় দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন: "সম্ভবত এই বছরের পর তোমাদের সাথে আমার আর দেখা হবে না।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পর কেবল এই একবারই হজ করেছিলেন। উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি হিজরতের আগে দুইবার হজ করেছিলেন, তবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়—এবং আল্লাহই ভালো জানেন—যে তিনি আরও বেশি হজ করেছেন; কারণ তিনি মক্কায় ছিলেন এবং হজের মৌসুমে লোকজনকে ও বিভিন্ন গোত্রকে মহান আল্লাহর দ্বীনের দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য বের হতেন, তাই তিনি বের হবেন অথচ হজ করবেন না—এমনটি হওয়া সুদূরপর্যায়। যাই হোক, আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের শেষ ভাগে হিজরতের দশম বর্ষে হজ করেছিলেন এবং হিজরতের পর এর আগে তিনি আর হজ করেননি। এর কারণ হলো, অষ্টম হিজরি পর্যন্ত মক্কা মুশরিকদের অধীনে ছিল। এরপর তিনি তায়েফের উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং সাকিফ গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন এবং প্রসিদ্ধ তায়েফ যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এরপর তিনি ফিরে এলেন এবং জি'রানা নামক স্থানে অবতরণ করলেন এবং রাতে একটি উমরাহ পালন করলেন যা অধিকাংশ মানুষ জানতে পারেনি, তারপর তিনি মদিনায় ফিরে যান। এটি ছিল অষ্টম হিজরির ঘটনা।

আর নবম হিজরিতে সব দিক থেকে প্রতিনিধি দলগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসতে শুরু করল, তাই তিনি মদিনায় অবস্থান করলেন যাতে প্রতিনিধি দলগুলোর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন এবং তাদের জন্য তাঁর সন্ধান করা যেন কষ্টকর না হয়, অবশেষে যখন...

الوفود إلى المدينة وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعبدوا في طلبه ويحلقونه يميناً وشمالاً، فلم يحجّ في السنة التاسعة لتلقي الوفود. هذا من وجه. ومن وجه آخر: في السنة التاسعة حجّ مع المسلمين المشركون؛ لأنهم لم يمنعوا من دخول مكة، ثم منعوا من دخول مكة، وانزل الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) (التوبة: 28)، وأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وكان أمير الناس في تلك الحجة- أعني حجة سنة تسع- أبا بكر رضي الله عنه ثم أردفه النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب، وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحج، وقدم المدينة بشرّ كثير يقدرّون بنحو مائة ألف، والمسلمون كلهم مائه وأربعة وعشرون ألفاً، أي لم يتخلف عن المسلمين إلا القليل، فحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحجة التي سميت "حجة الوداع"؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودّع الناس فيها بقوله: "لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا" فصار الأمر كذلك، فإنه توفي بعد رجوعه من المدينة في ربيع الأول، أي بعد حجه. فمضي محرم وصفر وأثنا عشر يوماً من ربيع الأول صلوات الله وسلامه عليه.

كان صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يخطب الناس. فخطبهم في عرفة، وخطبهم في منى، فذكر المسيح الدجال، وعظم من شأنه، وحذر منه تحذيراً بالغاً، وفعل ذلك أيضاً في المدينة، ذكر الدجال وحذر منه، وبالغ في شأنه، حتى قال الصحابة: كنا نظن أنه في أفراخ النخل أي قد جاء ودخل، من شدة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا

মদিনায় আগত প্রতিনিধিদলগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেখানেই পেয়েছিলেন এবং তাঁকে খুঁজে পেতে তাদের ডানে-বামে ছোট্টাছুটি করে ক্লান্ত হতে হয়নি। তাই তিনি এই প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য নবম হিজরিতে হজে যাননি। এটি একটি দিক।

অন্য একটি দিক হলো: নবম হিজরিতে মুসলিমদের সাথে মুশরিকরাও হজ করেছিল; কারণ তখন পর্যন্ত তাদের মক্কায় প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়নি। এরপর তাদের মক্কায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয় এবং মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করেন: (হে মুমিনগণ, নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র; সুতরাং এই বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয়) (আত-তাওবাহ: ২৮)। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে ঘোষণাকারী ঘোষণা করে দেন যে, এই বছরের পর আর কোনো মুশরিক হজ করবে না এবং উলঙ্গ অবস্থায় কেউ বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে না। সেই হজে—অর্থাৎ নবম হিজরির হজে—মানুষের আমীর ছিলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অনুগামী হিসেবে আলী ইবনে আবি তালিবকে পাঠান। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন যে তিনি হজ করবেন। তখন মদিনায় বিপুল সংখ্যক মানুষ সমবেত হন যাদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ ধরা হয়। আর সকল মুসলিমের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ চব্বিশ হাজার; অর্থাৎ খুব অল্প সংখ্যক মুসলিমই হজ থেকে বিরত ছিলেন। এরপর তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এই হজ পালন করেন যাকে "বিদায় হজ" বলা হয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে এই বলে মানুষের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন: "সম্ভবত এই বছরের পর তোমাদের সাথে আমার আর সাক্ষাৎ হবে না।" আর বিষয়টি তেমনই ঘটেছিল। কারণ মদিনায় ফিরে আসার পর রবিউল আউয়াল মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন, অর্থাৎ তাঁর হজের পর। মহররম, সফর এবং রবিউল আউয়ালের বারো দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর মৃত্যু হয়, তাঁর প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

বিদায় হজের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের সামনে খুতবা প্রদান করছিলেন। তিনি আরাফাতে ভাষণ দেন, মিনায় ভাষণ দেন। সেখানে তিনি মাসীহ দাজ্জালের কথা উল্লেখ করেন, তার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন এবং সে সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। তিনি মদিনাতেও দাজ্জালের কথা উল্লেখ করে সতর্ক করেছিলেন এবং তার ভয়াবহতা নিয়ে এত বেশি গুরুত্বারোপ করেছিলেন যে, সাহাবীগণ বলতেন: নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কঠোর বক্তব্যের কারণে আমরা মনে করেছিলাম যে সে হয়তো খেজুর বাগানের আড়ালে চলে এসেছে অর্থাৎ সে চলে এসেছে এবং প্রবেশ করেছে। এরপর নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সংবাদ দেন যে, এমন কোনো নবী নেই যিনি ব্যতীত...

(ص: 493) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

أُنذره قومه، فكل الأنبياء يندرون قومهم من الدجال، يخوفونهم ويعظمون شأنه عندهم. وإنما كانوا يندرون قومهم الدجال مع أن الله يعلم أنه لن يكون إلا في آخر الدنيا، من أجل الاهتمام به، وبيان خطورته، وأن جميع الملل تحذر منه، لأن هذا الدجال- وقانا الله وإياكم فتنته وأمثاله- يأتي إلى الناس، يدعوهم إلى أن يعبدوه، ويقول: أنا ربكم، وإن شئتم أريتكم أني ربكم، فيأمر السماء يقول لها: أمطري فتُطر، ويأمر الأرض فيقول لها: أنبتي فتنبت، أما إذا عصوا أمر الأرض فأُمحلت، والسماء فقحطت، وأصبح الناس محلين. هذا لا شك أنه خطر عظيم، لاسيما في البادية التي لا يتعرف إلا الماء والمرعى، فيتبعه أناسٌ كثيرون إلى من عصم الله. ومع هذا فله علامات بينة تدل على أنه كذاب.

منها: أنه مكتوب بين عينيه كافر (ك. ف. ر.) يقرؤها المؤمن فقط وإن كان لا يعرف القراءة، ويعجز عنها الكافر وإن كان يقرأ؛ لأن هذه الكتابة ليست كتابة عادية، إنما هي كتابة إلهية من الله عز وجل.

ومن علاماته: أنه أعور العين اليمنى: والرب عز وجل ليس بأعور، الرب عز وجل كامل الصفات، ليس في صفاته نقص بوجه من الوجوه. أما هذا فإنه أعور، عينه اليمنى كأنها عنبه طافية. وهذه علامة حسية واضحة

তাঁর জাতি তাঁকে সতর্ক করেছিল, কারণ সকল নবীই তাঁদের উম্মতকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন; তাঁরা তাঁদেরকে ভীত করেছেন এবং তাদের নিকট এর ভয়াবহতা বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহ জানতেন যে দাজ্জালের আবির্ভাব কেবল শেষ জামানাতেই ঘটবে, তবুও নবীগণ তাঁদের উম্মতকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করতেন বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করার জন্য, এর বিপদের ভয়াবহতা বর্ণনা করার জন্য এবং সকল ধর্মাদর্শেই যে এটি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে তা স্পষ্ট করার জন্য। কারণ এই দাজ্জাল—আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদেরকে তার ফিতনা ও এ জাতীয় অন্যান্য ফিতনা থেকে রক্ষা করুন—মানুষের কাছে আসবে এবং তাদেরকে তার ইবাদত করার আহ্বান জানাবে। সে বলবে: "আমি তোমাদের প্রতিপালক; আর তোমরা চাইলে আমি তোমাদের দেখিয়ে দেব যে আমিই তোমাদের প্রতিপালক।" অতঃপর সে আকাশকে নির্দেশ দিয়ে বলবে: "বৃষ্টি বর্ষণ করো", তখন বৃষ্টি হবে। সে ভূমিকে নির্দেশ দিয়ে বলবে: "ফসল উৎপাদন করো", তখন ভূমি ফসল উৎপন্ন করবে। পক্ষান্তরে, যদি তারা তার অবাধ্য হয়, তবে ভূমি শুষ্ক ও অনুর্বর হয়ে পড়বে এবং আকাশে অনাবৃষ্টি দেখা দিবে, ফলে মানুষ দুর্ভিক্ষের শিকার হবে। নিঃসন্দেহে এটি এক মহাসংকট, বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য যারা কেবল পানি ও চারণভূমির ওপর নির্ভরশীল। ফলে আল্লাহ যাদেরকে রক্ষা করবেন তারা ব্যতীত বহু মানুষ তার অনুসারী হয়ে পড়বে। তা সত্ত্বেও, তার মধ্যে এমন কিছু সুস্পষ্ট নিদর্শন বিদ্যমান থাকবে যা প্রমাণ করবে যে সে একজন চরম মিথ্যাবাদী।

সেগুলোর মধ্যে একটি হলো: তার দুই চোখের মাঝখানে 'কাফির' (কাফ. ফা. রা.) লেখা থাকবে। কেবল মুমিন ব্যক্তিই তা পড়তে পারবে, যদিও সে পড়তে না জানে। আর কাফির ব্যক্তি তা পড়তে অপরাগ হবে, যদিও সে শিক্ষিত হয়; কারণ এই লিখন কোনো সাধারণ লিখন নয়, বরং এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ ঐশ্বরিক লিখন।

তার অপর একটি নিদর্শন হলো: সে ডান চোখে কানা হবে। অথচ মহান প্রতিপালক অন্ধ বা একচোখা নন; মহান আল্লাহ সকল গুণের দিক থেকে পূর্ণতা ও মহিমার অধিকারী, তাঁর

গুণাবলিতে কোনো দিক থেকেই কোনো প্রকার খুঁত নেই। কিন্তু সে (দাজ্জাল) হবে কানা, তার ডান চোখটি হবে যেন একটি ভেসে থাকা আঙুর। আর এটি একটি সুস্পষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিদর্শন।

(ص: 494) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

কল يعرفها.

فإن قال قائل: إذا كان فيه هذه العلامة الظاهرة الحسية فكيف يفتتن الناس به؟
نقول: إن الله قال في كتابه: (وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ) (يونس: 101)، الذين أضلهم الله لا تنفعهم علامات الضلال تحذيراً، ولا علامات الهدى تبشيراً، ولا يستفيدون وإن كانت العلامات ظاهرة.

ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه العلامات لا تخفى على أحد، وبين في حديث آخر أنه إن خرج والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم فهو حججه دونهم، يحجه النبي صلى الله عليه وسلم ويكشف زيغه وضلاله قال: " وإن يخرج ولست فيكم فأمروا حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم " فوكل الله عز وجل.

فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من الدجال تحذيراً بالغاً، وأخبر أن الدجال الأكبر يخرج في آخر الزمان، ويبقى في الأرض أربعين يوماً فقط، ولكن اليوم الأول كسنة " اثنا عشر شهراً "

تبقى الشمس في أوج السماء ستة أشهر من المشرق إلى المغرب ما تغيب هذه الفترة الطويلة، وتبقى غائبة ليلاً ستة أشهر، هذا أول يوم. واليوم الثاني كشهر، والثالث كجمعة، وبقية الأيام سبعة وثلاثون يوماً كسائر الأيام، ولما حدث النبي صلى الله

عليه وسلم الصحابة بهذا الحديث، لم يستشكوا كيف تبقى الشمس سنة كاملة لا
تدور على الأرض، وهي تدور عليها في كل أربع

প্রত্যেকেই তা জানে।

সুতরাং যদি কেউ প্রশ্ন করে: যদি তার মধ্যে এই প্রকাশ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিদর্শন বিদ্যমান থাকে, তবে মানুষ কীভাবে তার দ্বারা বিভ্রান্ত হবে?

আমরা বলি: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন: (আর নিদর্শনসমূহ ও সতর্ককারীগণ এমন সম্প্রদায়ের কোনো উপকারে আসে না যারা ঈমান আনে না) (ইউনুস: ১০১)। আল্লাহ যাদের পথভ্রষ্ট করেছেন, সতর্কবাণী হিসেবে পথভ্রষ্টতার নিদর্শনসমূহ তাদের কোনো উপকারে আসে না এবং সুসংবাদ হিসেবে হিদায়াতের নিদর্শনসমূহও তাদের কোনো কাজে আসে না।

নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তারা তা থেকে উপকৃত হয় না।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করেছেন যে, এই নিদর্শনসমূহ কারো কাছে গোপন থাকবে না। তিনি অন্য এক হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, দাজ্জাল যদি এমন সময়ে বের হয় যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মাঝে উপস্থিত আছেন, তবে তিনি তাদের পরিবর্তে তার বিরুদ্ধে দলিল পেশ করবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দালিলিকভাবে পরাস্ত করবেন এবং তার বক্রতা ও পথভ্রষ্টতা উন্মোচন করবেন। তিনি বলেছেন: "আর সে যদি এমন সময়ে বের হয় যখন আমি তোমাদের মাঝে নেই, তবে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই নিজের জন্য দলিল পেশকারী হবে, আর আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আমার প্রতিনিধি (অভিভাবক)।" অতঃপর তিনি মহান আল্লাহর ওপর দায়িত্ব অর্পণ করলেন।

সারকথা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সতর্ক করেছেন এবং সংবাদ দিয়েছেন যে, শেষ জামানায় দাজ্জালে আকবর (মহা দাজ্জাল) আবির্ভূত হবে এবং পৃথিবীতে মাত্র চল্লিশ দিন অবস্থান করবে। কিন্তু প্রথম দিনটি হবে এক বছরের মতো "বারো মাস"।

সূর্য আকাশের মধ্যগগনে ছয় মাস অবস্থান করবে, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে তা অস্ত যাবে না। আবার রাতে তা ছয় মাস পর্যন্ত অনুপস্থিত থাকবে; এটিই হলো প্রথম দিন।

দ্বিতীয় দিনটি এক মাসের মতো, তৃতীয়টি এক সপ্তাহের মতো এবং বাকি সাইত্রিশ দিন হবে সাধারণ দিনগুলোর মতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবীগণের নিকট এই

হাদীস বর্ণনা করলেন, তখন তাঁরা এই প্রশ্ন তোলেননি যে, কীভাবে সূর্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ না করে পুরো এক বছর অবস্থান করবে, অথচ তা প্রতি চার...

(ص: 495) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وعشرين ساعة، فقدرة الله فوق ذلك، والله على شيء قدير. والصحابة لا يسألون في الغالب عن المسائل الكونية والقدرية؛ لأنهم يعلمون قدرة الله عز وجل، لكن يسألون عن الأمور التي تههم، وهي الأمور الشرعية، فلما حدثهم بأن اليوم الأول الذي كسنة: قالوا: يا رسول الله اليوم الذي كسنة. هل تكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال: " لا، اقدروا له قدرة" يعني قدروا ما بين الصلاتين وصلوا.

فمثلاً إذا طلع الصبح نصلي الصبح، وإذا مضى الوقت ما بين الصبح والزوال صلينا الظهر، حتى لو كانت الشمس في أول المشرق، وهي تكون أول المشرق؛ لأنها تبقى ستة أشهر كاملة، فيقدرون له قدرة. إذاً نصلي في اليوم الأول صلاة سنة، والصيام نصوم شهراً، ونقدر للصوم، والزكاة كذلك، وهذا ربما يلغز بها فيقال: " مال لم يمس عليه إلا يوم وجبت فيه الزكاة".

كذلك اليوم الثاني نقدر فيه صلاة شهر، والثالث صلاة أسبوع، والرابع تعود الأيام كما هي، وفي إلهام الله للصحابة أن يسألوا هذا السؤال عبدة؛ لأنه يوجد الآن في شمالي الأرض وجنوبي الأرض، أناسٌ تغيب عنهم الشمس ستة أشهر، لولا هذا الحديث لأشكل على الناس، كيف يصلي هؤلاء، وكيف يصومون، لكن الآن نطبق هذا الحديث على حال هؤلاء فنقول: هؤلاء الذين تكون الشمس عندهم ستة أشهر كاملة يقدرون للصلاة وقتها، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في أيام الدجال.

এবং চব্বিশ ঘণ্টা; আল্লাহর কুদরত এর উর্ধ্বে, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। সাহাবায়ে কেরাম সাধারণত মহাজাগতিক ও তাকদির সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশ্ন করতেন না; কারণ তাঁরা মহান আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে জানতেন। তবে তাঁরা সেইসব বিষয়ে প্রশ্ন করতেন যা তাঁদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল, আর তা হলো শরিয়ত সংক্রান্ত বিষয়সমূহ। সুতরাং যখন তিনি তাঁদেরকে জানালেন যে, দাজ্জালের সময়ের প্রথম দিনটি হবে এক বছরের সমান, তখন তাঁরা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, তাতে কি আমাদের জন্য মাত্র একদিনের নামাজই যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন: "না, বরং তোমরা সেই সময়ের জন্য পরিমাণ নির্ধারণ করে নিও।" অর্থাৎ তোমরা দুই নামাজের মধ্যবর্তী সময়ের পরিমাণ হিসাব করবে এবং নামাজ আদায় করবে।

উদাহরণস্বরূপ, যখন সুবহে সাদিক হবে তখন আমরা ফজরের নামাজ পড়ব। এরপর যখন ফজর ও মধ্যাহ্নের মধ্যবর্তী সময়টুকু অতিবাহিত হবে, তখন আমরা জোহরের নামাজ পড়ব; যদিও সূর্য তখন পূর্ব দিগন্তের শুরুতেই থাকে—আর তা পূর্ব দিগন্তেই থাকবে কারণ তা সেখানে পূর্ণ ছয় মাস অবস্থান করবে। সুতরাং তারা এর জন্য সময় নির্ধারণ করবে। অতএব, আমরা প্রথম দিনে এক বছরের নামাজ আদায় করব। রোজার ক্ষেত্রে আমরা সময় হিসাব করে এক মাস রোজা রাখব, এবং জাকাতের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। আর এটি হয়তো একটি ধাঁধা হিসেবেও বলা যেতে পারে যে: "এমন সম্পদ যার ওপর মাত্র একদিন অতিবাহিত হয়েছে অথচ তাতে জাকাত ওয়াজিব হয়েছে।"

একইভাবে দ্বিতীয় দিনে আমরা এক মাসের নামাজের হিসাব করব, তৃতীয় দিনে এক সপ্তাহের নামাজের হিসাব করব এবং চতুর্থ দিন থেকে দিনগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে।

সাহাবায়ে কেরামকে এই প্রশ্নটি করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যে প্রেরণা দেওয়া হয়েছিল, তাতে এক মহান শিক্ষা রয়েছে। কারণ বর্তমানে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর এমন কিছু অঞ্চল রয়েছে যেখানে সূর্য ছয় মাস পর্যন্ত অস্ত যায় না। এই হাদিসটি না থাকলে মানুষের জন্য এটি অনুধাবন করা কঠিন হতো যে, তারা কীভাবে নামাজ পড়বে এবং কীভাবে রোজা রাখবে। কিন্তু এখন আমরা এই হাদিসটি তাদের অবস্থার ওপর প্রয়োগ করি এবং বলি: যাদের নিকট সূর্য পূর্ণ ছয় মাস অবস্থান করে, তারা নামাজের জন্য সময় হিসাব করে নেবে, যেমনটি নবী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাজ্জালের দিনগুলোর ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

* * *

(ص: 496) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

206- وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين" متفق عليه.

207/5- وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ: (وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ) (هود: 102) متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

نقل المؤلف- رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أرضين" هذا الحديث يتناول نوعاً من أنواع الظلم وهو الظلم في الأرضي. وظلم الأراضي من أكبر الكبائر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم "لعن من غير منار الأرض".

قال العلماء: منار الأرض حدودها؛ لأنه مأخوذ من "المنور" وهو العلامة، فإذا غير إنسان من هذه الأرض، بأن أدخل شيئاً من هذه الأرض إلى أرض غيره، فإنه ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. واللعنة: الطرد والإبعاد عن رحمة الله.

وثمة عقوبة أخرى، وهو ما ذكره في هذا الحديث؛ أنه إذا ظلم قيد

২০৬- আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করবে, কিয়ামতের দিন সাত তবক জমিন তার গলায় বেড়ি হিসেবে পরিয়ে দেওয়া হবে।" মুত্তাফাকুন আলাইহি।

৫/২০৭- আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমকে দীর্ঘ সময় অবকাশ দেন, অতঃপর যখন তিনি তাকে পাকড়াও করেন, তখন আর রেহাই দেন না।" অতঃপর তিনি পাঠ করলেন: (আর তোমার পালনকর্তার পাকড়াও এমনই হয়, যখন তিনি জনপদগুলোকে পাকড়াও করেন এমতাবস্থায় যে তারা জুলুমরত থাকে) (হুদ: ১০২)। মুত্তাফাকুন আলাইহি।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার—আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন—আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করবে, কিয়ামতের দিন সাত তবক জমিন তার গলায় বেড়ি হিসেবে পরিয়ে দেওয়া হবে।" এই হাদিসটি এক প্রকার জুলুম সম্পর্কে আলোচনা করে, আর তা হলো ভূমি সংক্রান্ত জুলুম। আর ভূমির ক্ষেত্রে জুলুম করা বা জমি আত্মসাৎ করা কবীরা গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "ঐ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন যে জমির সীমানা পরিবর্তন করে।"

উলামায়ে কেরাম বলেন: 'মানারুল আরদ' অর্থ হলো জমির সীমানা; কেননা এটি 'আল-মানওয়ার' থেকে গৃহীত যার অর্থ হলো চিহ্ন বা নিদর্শন। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি জমির সীমানা এমনভাবে পরিবর্তন করে যার ফলে অন্যের জমির কোনো অংশ নিজের জমির সাথে शामिल হয়ে যায়, তবে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায় অভিশপ্ত।

আর 'লা'নত' বা অভিশাপের অর্থ হলো: আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত ও দূর করে দেওয়া।

এখানে আরও একটি শাস্তি রয়েছে, যা এই হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে; আর তা হলো যদি সে অন্যায়ভাবে এক বিঘত পরিমাণ...

(ص: 497) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

شبر طوقه يوم القيامة من سبع أرضين؛ لأن الأرضين سبع، كما جاءت به السنة صريحاً، وكما ذكره الله تعالى في القرآن إشارة في قوله تعالى: (الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ) (الطلاق: 12)، ومعلوم أن المباشلة هنا ليست في الكيفية؛ لأن بين السماء والأرض من الفرق كما بينهما من المسافة، السماء أكبر بكثير من الأرض، وأوسع، وأعظم. قال الله تعالى (وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ) (الذريات: 47) أي بقوة، وقال تعالى (وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا) (النبا: 12) أي قوية.

فالإنسان إذا ظلم قيد شبر من الأرض فإنه يطوق من سبع أرضين يوم القيامة، أي يجعل له طوقاً في عنقه والعياذ بالله، يحمله أمام الناس أمام العالم، يخزي به يوم القيامة، ويتعب به. وقوله: "قيد شبر من الأرض" ليس هذا على سبيل القيد، بل هو على سبيل المبالغة، يعني فإن ظلم ما دونه طوقه أيضاً، لكن العرب يذكرون مثل هذا للمبالغة، يعني ولو كان شيئاً قليلاً قيد شبر فإنه سيطوقه يوم القيامة. وفي هذا الحديث دليل على أن من ملك الأرض ملك قعرها إلى الأرض السابعة، فليس لأحد أن يضع نفقاً تحت أرضك إلا بإذنك، يعني لو فرض أن لك أرضاً مسافتها ثلاثة أمتار بين أرضين لجارك، فاراد جارك أن يفتح نفقاً بين أرضيه ويبر من تحت أرضك، فليس له الحق في ذلك؛ لأنك تملك الأرض وما تحتها إلى الأرض السابعة، كما أن الهواء لك إلى السماء، فلا أحد يستطيع أن يبني على أرضك سقفاً إلا

بِأَذْنِكَ. ولهذا قال العلماء: الهواء تابع للقرار، والقرار ثابت إلى الأرض السابعة.
فإنسان

এক বিঘত পরিমাণ জমি (অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করলে) কিয়ামতের দিন তাকে সাত স্তবক জমিনের হার পরানো হবে; কারণ জমিন সাতটি, যেমনটি সূন্নাহতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং মহান আল্লাহ কুরআনে ইঙ্গিতস্বরূপ উল্লেখ করেছেন: "যিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণ" (আত-তালাক: ১২)। এটি সুবিদিত যে, এখানে সাদৃশ্যটি প্রকৃতির দিক থেকে নয়; কারণ আসমান ও জমিনের মধ্যে ব্যবধান তাদের মধ্যকার দূরত্বের মতোই বিশাল। আসমান জমিনের তুলনায় অনেক বড়, প্রশস্ত এবং মহিমাম্বিত। মহান আল্লাহ বলেছেন: "আমি আসমান নির্মাণ করেছি শক্তি দ্বারা" (আয-যারিয়াত: ৪৭) অর্থাৎ প্রবল শক্তির মাধ্যমে। তিনি আরও বলেন: "আমি তোমাদের উপরে নির্মাণ করেছি সুদৃঢ় সাত আসমান" (আন-নাবা: ১২) অর্থাৎ অত্যন্ত শক্তিশালী।

সুতরাং মানুষ যদি এক বিঘত পরিমাণ জমিও অন্যায়ভাবে দখল করে, তবে কিয়ামতের দিন তাকে সাতটি জমিনের হার পরানো হবে। অর্থাৎ—আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই—তার গলায় একটি বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হবে, যা সে বিশ্ববাসীর সামনে বহন করবে। কিয়ামতের দিন এর মাধ্যমে তাকে লাঞ্ছিত করা হবে এবং সে এর ভারে ক্লিষ্ট হবে। তাঁর বাণী: "এক বিঘত পরিমাণ জমি"—এটি কেবল এই নির্দিষ্ট পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা গুরুত্ব বোঝানোর জন্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ, এর চেয়ে কম পরিমাণ অন্যায়ভাবে নিলেও তাকে কিয়ামতের দিন এই হার পরানো হবে। তবে আরবরা আধিক্য বোঝানোর জন্য এমন উদাহরণ ব্যবহার করে থাকে। অর্থাৎ, সেটি যদি এক বিঘত পরিমাণ অতি সামান্য অংশও হয়, তবে কিয়ামতের দিন তা তাকে বেড়ি হিসেবে পরানো হবে।

এই হাদিসে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোনো ভূখণ্ডের মালিক হয়, সে তার গভীরতল থেকে সপ্তম জমিন পর্যন্ত মালিকানা লাভ করে। সুতরাং আপনার অনুমতি ব্যতীত আপনার জমির নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করার অধিকার কারো নেই। অর্থাৎ যদি ধরে নেওয়া হয় যে, আপনার প্রতিবেশীর দুই জমির মাঝখানে আপনার তিন মিটার বিস্তৃত একটি জমি রয়েছে এবং আপনার প্রতিবেশী তার দুই জমির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য আপনার জমির নিচ দিয়ে একটি সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করতে চায়, তবে তার সেই অধিকার নেই; কেননা আপনি উক্ত জমিন এবং তার নিম্নস্থিত সপ্তম স্তর পর্যন্ত সবকিছুর মালিক। ঠিক তেমনিভাবে উপরের আকাশ

পর্যন্ত শূন্যস্থানও আপনারই প্রাপ্য, ফলে আপনার অনুমতি ছাড়া কেউ আপনার জমির ওপর কোনো ছাদ নির্মাণ করতে পারবে না। এজন্যই উলামায়ে কেরাম বলেছেন: উপরিভাগের শূন্যস্থান মূল ভূমির অনুগামী, আর ভূমির এই মালিকানা সপ্তম জমিন পর্যন্ত বিস্তৃত। অতএব মানুষ—

(ص: 498) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

له من فوق ومن تحت، لا أحد عليه يتجراً. قال أهل العلم: ولو كان عند جارك شجرة، فامتدت أغصانها إلى أرضك، وصار الغصن على أرضك، فإن الجار يلويه عن أرضك، فإن لم يمكن له فإنه يقطع، إلا بإذن منك وإقرار؛ لأن الهواء لك وهو تابع للقرار.

أما حديث أبي موسى الأشعري- رضي الله عنه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله ليبيلى للظالم، فإذا أخذه لم يفلته" يبيلى له: يعني يُمهّل له حتى يتبادى في ظلمه والعياذ بالله، فلا يعالجه العقوبة، وهذا من البلاء نسأل الله أن يعيذنا وإياكم. فمن الاستدراج أن يبيلى للإنسان في ظلمه، فلا يعاق له سريعاً حتى تتكدس عليه المظالم، فإذا أخذه الله لم يفلته، أخذه أخذ عزيز مقتدر. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: (وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ) (هود: 102).

فعلى الإنسان الظالم أن لا يغتر بنفسه ولا بإملاء الله له، فإن ذلك مصيبة فوق مصيبتة؛ لأن الإنسان إذا عوقب بالظلم عادلاً، فربما يتذكر ويتعظ ويدع الظلم، لكن إذا أُملي له واكتسب آثاماً أو ازداد ظلماً، ازدادت عقوبته والعياذ بالله فيؤخذ

على غرة، حتى إذا أخذ الله لم يفلته، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاعتبار بآياته
وأن يعيذنا وإياكم من ظلم أنفسنا ومن ظلم غيرنا، إنه جواد كريم.

তাঁর জন্য ওপর এবং নিচ উভয়ই সাব্যস্ত, তাঁর ওপর কেউ স্পর্ধা দেখাবে না।

বিজ্ঞ আলেমগণ বলেছেন: যদি তোমার প্রতিবেশীর কোনো গাছ থাকে এবং তার ডালপালা তোমার ভূমিতে বিস্তৃত হয়, আর সেই ডাল তোমার ভূমির উপরে চলে আসে, তবে প্রতিবেশী তা তোমার ভূমি থেকে সরিয়ে নেবে। যদি সরানো সম্ভব না হয়, তবে তা কেটে ফেলা হবে, যদি না তোমার পক্ষ থেকে (সেটি রাখার) অনুমতি ও স্বীকৃতি থাকে; কারণ শূন্যমার্গ তোমার মালিকানাধীন এবং তা মূল ভূমির মালিকানার অনুগামী।

আর আবু মুসা আল-আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসের ক্ষেত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমকে অবকাশ দেন, অতঃপর যখন তাকে পাকড়াও করেন, তখন আর মুক্তি দেন না।" অবকাশ দেওয়া অর্থ হলো: তাকে সময় দেওয়া যাতে সে তার অন্যায়ে সীমালঙ্ঘন করতে থাকে—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—ফলে তাকে দ্রুত শাস্তি দেওয়া হয় না। এটি একটি পরীক্ষা, আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের এ থেকে রক্ষা করেন। মূলত মানুষকে তার জুলুমের ওপর অবকাশ দেওয়া হলো 'ইস্তিদরাজ' (ধীরে ধীরে ধ্বংসের নিকটবর্তী করা), যাতে তাকে দ্রুত শাস্তি প্রদান না করে তার ওপর অন্যায়ের বোঝা পুঞ্জীভূত করা হয়। অতঃপর যখন আল্লাহ তাকে পাকড়াও করেন, তখন আর ছাড়েন না; বরং তাকে মহাপরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমানের ন্যায় পাকড়াও করেন। এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিলাওয়াত করলেন: "তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও এমনই হয়ে থাকে, যখন তিনি কোনো জনপদকে তার জুলুমের অবস্থায় পাকড়াও করেন। নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ও কঠোর।" (সূরা হুদ: ১০২)।

অতএব, জালিম ব্যক্তির উচিত হবে না নিজের ব্যাপারে কিংবা আল্লাহর দেওয়া অবকাশের কারণে প্রতারিত হওয়া; কেননা তা বিপদের ওপর বিপদ। কারণ মানুষ যখন জুলুমের কারণে দ্রুত দণ্ডপ্রাপ্ত হয়, তখন সম্ভবত সে তা থেকে শিক্ষা নেয় ও উপদেশ গ্রহণ করে এবং জুলুম বর্জন করে। কিন্তু যখন তাকে অবকাশ দেওয়া হয় এবং সে পাপরাশি অর্জন করতে থাকে

অথবা জুলুম বৃদ্ধি করে, তখন তার শাস্তিও বৃদ্ধি পায়—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—
অতঃপর তাকে আকস্মিকভাবে পাকড়াও করা হয়, এমনকি যখন আল্লাহ তাকে পাকড়াও
করেন তখন আর মুক্তি দেন না। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের ও
আপনাদের তাঁর নিদর্শনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণের তাওফিক দান করেন এবং আমাদের ও
আপনাদের নিজের প্রতি জুলুম ও অন্যের প্রতি জুলুম করা থেকে রক্ষা করেন; নিশ্চয়ই তিনি
পরম দাতা ও মহানুভব।

* * *

(ম: 499) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

208-وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك، فأياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب" متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله من حديث معاذ بن جبل- رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وكانت بعثته إياه في ربيع من السنة العاشرة من الهجرة، بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وكانوا أهل كتاب، وقال له: "إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب" أخبره بحالهم لكي يكون مستعداً لهم؛ لأن الذي يجادل أهل الكتاب لا بد أن يكون عنده من الحجة أكثر وأقوى مما عنده

للمشرك؛ لأن المشرك جاهل، والذي أوتي الكتاب عنده علم، وأيضاً أعلمه بحالهم، لينزلهم منزلتهم، فيجادلهم بالتي هي أحسن.
ثم وجهه عليه الصلاة والسلام إلى أول ما يدعوهم إليه: التوحيد والرسالة، قال له:
" ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله " أن يشهدوا أن لا إله إلا الله
أي: لا معبود بحق الله سبحانه وتعالى، فهو

২০৮-মুয়াজ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে পাঠালেন এবং বললেন: "নিশ্চয়ই তুমি আহলে কিতাবদের একটি সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। সুতরাং তুমি তাদের এই সাক্ষ্য দেওয়ার প্রতি আহ্বান জানাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যদি তারা তা মেনে নেয়, তবে তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। যদি তারা এটিও মেনে নেয়, তবে তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের ওপর সদকা (জাকাত) ফরজ করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয়, তবে তাদের সর্বোত্তম মালগুলো গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকো। আর মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করো, কেননা তার মাঝে এবং আল্লাহর মাঝে কোনো অন্তরায় নেই।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক —আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন— মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)-এর বর্ণিত যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাতে তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে ইয়েমেনে প্রেরণ করেন। তাঁর এই প্রেরণ ছিল হিজরি দশম সনের রবিউল আউয়াল মাসে। তিনি তাঁকে ইয়েমেনে পাঠিয়েছিলেন এবং তারা ছিল আহলে কিতাব। তিনি তাঁকে বললেন: "নিশ্চয়ই তুমি আহলে কিতাবদের একটি সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ।" তিনি তাঁকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে আগেভাগেই অবহিত করলেন যাতে তিনি তাদের মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে পারেন; কারণ আহলে কিতাবদের সাথে যিনি বিতর্ক করবেন, তার কাছে মুশরিকদের সাথে বিতর্ককারীর তুলনায় অধিক ও শক্তিশালী দলীল থাকা আবশ্যিক। কেননা মুশরিকরা মূর্খ, আর যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের জ্ঞান রয়েছে। এছাড়াও তিনি তাঁকে তাদের অবস্থা

সম্পর্কে অবহিত করেছেন যেন তিনি তাদের যথাযথ মর্যাদা দিতে পারেন এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করতে পারেন।

অতঃপর নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) তাঁকে প্রথম যে বিষয়ের দিকে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দিলেন তা হলো: তাওহীদ এবং রেসালাত। তিনি তাঁকে বললেন: "তুমি তাদের এই সাক্ষ্য প্রদানের দিকে আহ্বান জানাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল।" অর্থাৎ তারা যেন সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই; আর এর অর্থ হলো: আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা ব্যতীত আর কোনো সত্য উপাস্য নেই, কারণ তিনিই...

(ম: 500) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

المستحق للعبادة، وما عداه فلا يستحق للعبادة، بل عبادته باطلة، كما قال تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) (لقمان: 30) .

"وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ"، يعني مرسله الذي أرسله إلى الإنس والجن، وختم به الرسالات، فيمن لم يؤمن به فإنه من أهل النار.

ثم قال له: "فإن هم أجابوك لذلك" يعني شهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله "فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة" وهي الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، لا يجب شيء من الصلوات اليومية إلا هذه الخمس، فالسنن الرواتب ليست بواجبة، والوتر ليس بواجب، وصلاة الضحى ليست بواجبة، وأما صلاة العيد والكسوف فإن الراجح هو القول بوجوبها، وذلك أمر عارض له سبب يختص به.

ثم قال له: "فن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم" وهذه هي الزكاة، الزكاة صدقة واجبة في المال تؤخذ من الغني وترد في الفقير. الغني هنا من يملك نصاباً زكواً، وليس الغني هنا الذي يملك المال الكثير، بل من يملك نصاباً فهو الغني، ولو لم يكن عنده إلا نصابٌ واحد، فإنه غني. وقوله: "ترد في فقرائهم" أي تصرف في فقراء البلد؛ لأن فقراء البلد أحق من تصرف إليهم صدقات أهل البلد.

ولهذا يخطئ قوم يرسلون صدقاتهم إلى بلاد بعيدة، وفي بلادهم من

তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য, আর তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদত পাওয়ার যোগ্য নয়; বরং তাঁর ব্যতীত অন্যের ইবাদত বাতিল, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: (তা এ কারণে যে, আল্লাহই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা মিথ্যা, আর আল্লাহই সমুচ্চ, সুমহান।) (লুকমান: ৩০)।

"এবং আমি আল্লাহর রাসূল", অর্থাৎ তিনি তাঁর প্রেরিত রাসূল যাকে তিনি মানব ও জিন জাতির নিকট প্রেরণ করেছেন এবং যাঁর মাধ্যমে রিসালাতের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না, সে জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

অতঃপর তিনি তাঁকে বললেন: "যদি তারা তোমার এ কথার আনুগত্য করে," অর্থাৎ তারা যদি সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, "তবে তাদের জানিয়ে দাও যে আল্লাহ তাদের ওপর প্রতি দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন।" সেগুলো হলো জোহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং ফজর। এই পাঁচ ওয়াক্ত ছাড়া প্রতিদিনের অন্য কোনো সালাত ফরজ বা ওয়াজিব নয়। সুতরাং সুন্নতে মুয়াক্কাদাহসমূহ (রাওয়াতীব) ওয়াজিব নয়, বিতর ওয়াজিব নয় এবং চাশতের (দুহা) সালাতও ওয়াজিব নয়। তবে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা এবং সূর্যগ্রহণের সালাতের ক্ষেত্রে শক্তিশালী মত হলো এ দুটি ওয়াজিব; আর এটি একটি সাময়িক বিষয় যার নির্দিষ্ট কারণ রয়েছে।

এরপর তিনি তাকে বললেন: "যদি তারা এ কথারও আনুগত্য করে, তবে তাদের জানিয়ে দাও যে আল্লাহ তাদের ওপর সদকা (যাকাত) ফরজ করেছেন, যা তাদের ধনীদেব থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।" আর এটিই হলো যাকাত। যাকাত হলো

সম্পদের ওপর একটি ফরজ সদকা যা ধনীর কাছ থেকে নেওয়া হয় এবং দরিদ্রকে প্রদান করা হয়। এখানে 'ধনী' বলতে তাকে বোঝানো হয়েছে যে যাকাতের নিসাবের মালিক। এখানে ধনী মানে সেই ব্যক্তি নয় যার প্রচুর সম্পদ রয়েছে, বরং যে নিসাবের মালিক সেই ধনী, যদিও তার কাছে কেবল একটি নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে তবুও সে ধনী হিসেবে গণ্য হবে। আর তাঁর বাণী: "তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করা হবে" এর অর্থ হলো সেই এলাকার দরিদ্রদের মাঝে ব্যয় করা হবে; কারণ সেই জনপদের সদকা বা যাকাত পাওয়ার ক্ষেত্রে ওই এলাকার দরিদ্ররাই সবচেয়ে বেশি হকদার।

এ কারণে সেইসব লোক ভুল করে যারা তাদের সদকা দূরবর্তী দেশগুলোতে পাঠিয়ে দেয়, অথচ তাদের নিজ দেশে এমন লোক রয়েছে যারা...

(ম: 501) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

هو محتاج، فإن ذلك حرامٌ عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تؤخذ من أغنيائهم فتُرَدُّ إلى فقرائهم" ولأن الأقربين أولى بالمعروف، ولأن الأقربين يعرفون المال الذي عندك، ويعرفون أنك غني، فإذا لم ينتفعوا بمالك فإنه سيقع في قلوبهم من العداوة والبغضاء، ما تكون أنت السبب فيه، ربما إذا رأوا أنك تخرج صدقة إلى بلاد بعيدة وهم محتاجون، ربما يعتدون عليك، ويفسدون أموالك، ولهذا كان من الحكمة أنه ما دام في أهل بلدك من هو في حاجة أن لا تصرف صدقتك إلى غيره.

ثم قال له صلى الله عليه وسلم "فإن هم أطاعوا لذلك" يعني انقادوا ووافقوا، "فإياك وكرائم أموالهم" يعني لا تأخذ من أموالهم الطيب، ولكن خذ المتوسط ولا تظلم ولا تُظلم "واتق دعوة المظلوم" يعني أنك إذا أخذت من نفائس أموالهم، فإنك ظالم لهم، وربما يدعون عليك، فاتق دعوتهم "فإنه ليس بينها وبين الله

حجَاب" تصعد إلى الله تعالى، ويستجيبها، هذا هو الشاهد من هذا الحديث في الباب الذي ذكره المؤلف فيه، أن الإنسان يجب عليه أن يتقي دعوة المظلوم. ويُستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة، منها ما يتعلق بهذا الباب، ومنها ما يتعلق بغيره، فينبغي أن يعلم أولاً أن الكتاب والسنة نزلاً ليحكمًا بين الناس فيما اختلفوا فيه، والأحكام الشرعية من الألفاظ، مما دلت عليه منطوقاً ومفهوماً وإشارة. والله سبحانه وتعالى يفضل بعض الناس على بعض في فهم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سأل أبو جحيفة على بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً؟ قال: لا؟ إلا

তিনি অভাবগ্রস্ত হলে তাদের জন্য তা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তা তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।" আর একারণেও যে, নিকটাত্মীয়রাই সদাচরণের অধিক হকদার। নিকটাত্মীয়রা জানে আপনার কাছে কী পরিমাণ সম্পদ আছে এবং তারা জানে যে আপনি সচ্ছল। তাই তারা যদি আপনার সম্পদ দ্বারা উপকৃত না হয়, তবে তাদের অন্তরে শত্রুতা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হবে, যার কারণ হবেন আপনি স্বয়ং। সম্ভবত যখন তারা দেখবে যে আপনি দূরবর্তী কোনো দেশে সদকা পাঠাচ্ছেন অথচ তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত, তখন তারা আপনার ওপর চড়াও হতে পারে এবং আপনার সম্পদ নষ্ট করতে পারে। এজন্যই এটি প্রজ্ঞার দাবি যে, যতক্ষণ আপনার নিজ জনপদের অধিবাসীদের মধ্যে অভাবী লোক বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ আপনার সদকা অন্য কোথাও ব্যয় করবেন না।

অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন: "যদি তারা তা মেনে নেয়"— অর্থাৎ তারা যদি অনুগত হয় ও সম্মত হয়—"তবে তাদের সর্বোত্তম ও মূল্যবান সম্পদ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাক।" অর্থাৎ তাদের সম্পদের মধ্যে যা অতি উৎকৃষ্ট তা গ্রহণ করবেন না, বরং মধ্যম মানের সম্পদ গ্রহণ করুন; আপনি জুলুম করবেন না এবং আপনার ওপরও যেন জুলুম না হয়। "আর মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করো।" অর্থাৎ আপনি যদি তাদের অতি মূল্যবান সম্পদগুলো গ্রহণ করেন, তবে আপনি তাদের ওপর জুলুম করলেন। এতে তারা হয়তো আপনার বিরুদ্ধে বদদোয়া করবে, তাই তাদের বদদোয়া থেকে বেঁচে থাকুন। "কেননা

তার (মজলুমের দোয়া) এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা নেই।" তা মহান আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায় এবং তিনি তা কবুল করেন। লেখক এই অধ্যায়ে যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তার মূল শিক্ষা হলো—মানুষের উচিত মজলুমের বদদোয়া থেকে বেঁচে থাকা।

এই হাদিস থেকে অনেক শিক্ষা অর্জিত হয়, যার কিছু এই অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং কিছু অন্যান্য বিষয়ের সাথে। প্রথমত এটি জানা উচিত যে, মানুষের মতভেদের বিষয়ে ফয়সালা করার জন্যই কুরআন ও সুন্নাহ অবতীর্ণ হয়েছে। শরিয়তের বিধানসমূহ শব্দাবলির স্পষ্ট উচ্চারণ, অন্তর্নিহিত অর্থ এবং ইশারা থেকে গৃহীত হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা স্বীয় কিতাব এবং তাঁর রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুন্নাহ বোঝার ক্ষেত্রে এক মানুষের ওপর অন্য মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। এজন্যই যখন আবু জুহাইফা আলী ইবনে আবী তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি আপনাদের কাছে বিশেষ কোনো নির্দেশনা রেখে গেছেন?" তিনি বললেন: "না, তবে..."

(ص: 502) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

فهما يؤتیه الله تعالى من شاء في كتابه وما في هذه الصحيفة، وبين له ما في تلك الصحيفة فقال: العقل، وفكك الأسير، وأن لا يقتل مسلمٌ بكافر "الشاهد قوله: "إلا فهما يؤتیه من شاء في كتاب الله".

فالناس يختلفون، والذي ينبغي لطالب العلم خاصة، أن يحرص على استنباط الفوائد والأحكام من نصوص الكتاب والسنة؛ لأنها هي المورد المعين، فاستنباط الأحكام منها بمنزلة الرجل يردُّ على الماء فيستقي منه في إنائه فمقلٌّ ومستكثر. وهذا الحديث العظيم الذي بين فيه معاذ بن جبل رضي الله عنه بماذا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن فيه فوائد كثيرة منها:

اولاً: وجوب بعث الدعوة إلى الله، وهاذ من خصائص ولي الأمر، يجب على ولي أمر المسلمين أن يبعث الدعوة إلى الله في كل مكان، كل مكان يحتاج إلى الدعوة، فإن على ولي أمر المسلمين أن يبعث من يدعو الناس إلى دين الله عز وجل؛ لأن هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم وهدية أن يبعث الرسل يدعون إلى الله عز وجل. ومنها: أنه ينبغي أن يُذكر للمبعوث حال المبعوث إليه، حتى يتأهب لهم، وينزلهم منازلهم، لئلا يأتيهم على غرة، فيوردون عليه من الشبهات ما ينقطع به، ويكون في هذا مضرة عظيمة على الدعوة. فينبغي على الداعي أن يكون على أهبة واستعداد لما يلقيه إليه المدعوون، حتى لا يأتيه الأمر على غلة، فيعجز وينقطع، وحينئذ يكون في ذلك ضررٌ على الدعوة.

ومنها: أن أول ما يدعى إليه الناس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً

এটি হলো এমন এক প্রজ্ঞা যা আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাব সম্পর্কে যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং এই সহীফায় যা রয়েছে। আর তিনি সেই সহীফায় যা রয়েছে তা বর্ণনা করে বলেছেন: "রক্তপণ, যুদ্ধবন্দীর মুক্তি এবং কোনো কাফিরের বিনিময়ে কোনো মুসলিমকে হত্যা না করা।" এখানে মূল সাক্ষ্য বা দলিল হলো তাঁর এই বাণী: "তবে এমন প্রজ্ঞা যা আল্লাহ তাঁর কিতাব সম্পর্কে যাকে ইচ্ছা দান করেন।"

সুতরাং মানুষের মাঝে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে ইলম অন্বেষণকারীর জন্য যা উচিত তা হলো কুরআন ও সুন্নাহর মূল পাঠসমূহ থেকে শিক্ষা ও বিধি-বিধান উদ্ভাবনে সচেষ্ট হওয়া; কারণ তা-ই হলো প্রকৃত উৎস। সেখান থেকে বিধি-বিধান উদ্ভাবনের বিষয়টি সেই ব্যক্তির ন্যায় যে পানির ঘাটে উপস্থিত হয়ে নিজের পাত্রে পানি ভরে নেয়—কেউ অল্প গ্রহণ করে, আবার কেউ অধিক।

আর এই মহান হাদিসটিতে, যেখানে মুআয ইবনে জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে কী উদ্দেশ্যে ইয়েমেনবাসীদের নিকট পাঠিয়েছিলেন, তাতে অনেক শিক্ষা রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

প্রথমত: আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী দাঈদের প্রেরণ করা ওয়াজিব বা আবশ্যিক। আর এটি রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসকের অন্যতম দায়িত্ব। মুসলিম উম্মাহর শাসকের ওপর কর্তব্য হলো প্রতিটি স্থানে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী দাঈ প্রেরণ করা। প্রতিটি স্থান যেখানে দাওয়াতের প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে মুসলিম শাসকের উচিত এমন ব্যক্তিদের পাঠানো যারা মানুষকে মহান আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান করবেন; কেননা এটিই ছিল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চিরাচরিত রীতি ও আদর্শ যে, তিনি আল্লাহর পথে দাওয়াতের জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করতেন।

দ্বিতীয়ত: যাকে দাঈ হিসেবে পাঠানো হচ্ছে তার কাছে যাদের কাছে পাঠানো হচ্ছে তাদের অবস্থা বর্ণনা করা উচিত, যাতে সে তাদের জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিতে পারে এবং তাদের যথাযথ মর্যাদা প্রদান করতে পারে। যেন সে অপ্রস্তুত অবস্থায় তাদের কাছে না যায় এবং তারা তার সামনে এমন সংশয় উপস্থাপন না করে যার উত্তর দিতে সে অক্ষম হয়ে পড়ে, যা দাওয়াতের ক্ষেত্রে বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হতে পারে। সুতরাং দাঈর উচিত আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে যা কিছু আসতে পারে সে বিষয়ে পূর্ণ প্রস্তুতি রাখা, যাতে বিষয়টি আকস্মিকভাবে তার সামনে না আসে এবং সে অক্ষম বা বাকবদ্ধ হয়ে না পড়ে। অন্যথায় তা দাওয়াতের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে।

তৃতীয়ত: মানুষকে সর্বপ্রথম যে বিষয়ের দিকে আহ্বান করা হবে তা হলো: এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ...

(ص: 503) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

رسول الله وذلك قبل كل شيء. لا تقل للكفار مثلاً إذا أتيت لتدعوهم: اتركوا الخير اتركوا الزنا، اتركوا الربا، هذا غلط، أصل الأصل أولاً، ثم فرع الفروع، فأول ما تدعو: أن تدعوا إلى التوحيد والرسالة؛ أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ثم بعد ذلك عليك ببقية أركان الدين الأهم فالأهم.

ومنها: أنه إذا كان المدعو فاهماً للخطاب، فإنه لا يحتاج إلى شرح، فإنه قال: " أن تدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله " ولم يشرحها لهم؛ لأنهم يعرفون معناها، لسانهم لسانٌ عربي، لكن لو كنا نخاطب بذلك من لا يعرف المعنى، وجب أن نفهمه المعنى؛ لأنه إذا لم يفهم المعنى لم يستفد من اللفظ، ولهذا لم يرسل الله تعالى رسولاَ إلا بلسان قومهم ولغتهم حتى يبين لهم، فمثلاً إذا كنا نخاطب شخصاً لا يعرف معنى لا إله إلا الله، فلا بد أن نشرحها له، ونقول: معنى لا إله إلا الله: أي لا معبود بحق إلا الله كلُّ ما عبد من دون الله، فهو باطل، كما قال تعالى (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ) (لقمان: 30)

كذلك أيضاً: " أن محمداً رسول الله " لا يكفي أن يقولها الإنسان بلسانه أو يسمعها بأذنه، دون أن يفقهها بقلبه، فبين له معنى أن محمداً رسول الله، فيقال مثلاً: محمد هو ذلك الرجل الذي بعثه الله عز وجل من بني هاشم، بعثه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، أرسله بالهدى ودين الحق، فبين للناس كلَّ خير، ودعاهم إليه، وبين لهم كل شر وحذرهم منه، وهو رسول الله الذي يجب أن يصدق فيما أخبر، ويُطاع

আল্লাহর রাসূল—আর এটিই সবকিছুর আগে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যখন কাফিরদের দাওয়াত দিতে যাবেন, তখন তাদের বলবেন না: মদ ছেড়ে দাও, ব্যভিচার ছেড়ে দাও, সুদ ছেড়ে দাও; এটি ভুল। আগে মূল ভিত্তি সুদৃঢ় করুন, তারপর শাখা-প্রশাখার দিকে যান। সুতরাং দাওয়াতের ক্ষেত্রে আপনার প্রথম কাজ হলো: তাওহীদ এবং রিসালাতের দিকে আহ্বান করা; অর্থাৎ তারা যেন সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। এরপর পর্যায়ক্রমে দ্বীনের অন্যান্য রুকনগুলো গুরুত্ব অনুসারে তাদের সামনে পেশ করবেন।

এর মধ্যে এটিও রয়েছে যে: যাকে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে সে যদি বক্তব্যটি বুঝতে সক্ষম হয়, তবে তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। তিনি বলেছিলেন: "আপনি তাদের সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করবেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই।" তিনি এটি তাদের কাছে ব্যাখ্যা করেননি; কারণ তারা এর অর্থ জানত, তাদের ভাষা ছিল আরবি। কিন্তু আমরা যদি এমন কাউকে সম্বোধন করি যে এর অর্থ জানে না, তবে তাকে অর্থ বুঝিয়ে দেওয়া আবশ্যিক; কারণ সে যদি অর্থই না বোঝে, তবে কেবল শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে সে উপকৃত হবে না। এজন্যই আল্লাহ তাআলা প্রতিটি রাসূলকে তাঁর নিজ কওমের ভাষায় পাঠিয়েছেন যাতে তিনি তাদের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি এমন কাউকে সম্বোধন করি যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর অর্থ জানে না, তবে অবশ্যই আমাদের তা ব্যাখ্যা করতে হবে এবং বলতে হবে: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর অর্থ হলো: আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য মাবুদ নেই। আল্লাহ ব্যতীত অন্য যা কিছু ইবাদত করা হয় তা বাতিল, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: (এটি এ কারণে যে, আল্লাহই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা বাতিল)

(লোকমান: ৩০)

অনুরূপভাবে: "মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল"—এটি কেবল মুখে বলা বা কানে শোনাই কোনো মানুষের জন্য যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ না সে তা হৃদয়ে উপলব্ধি করে। অতএব তাকে 'মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল'-এর অর্থ বুঝিয়ে দিন। যেমন বলা যেতে পারে: মুহাম্মদ হলেন সেই ব্যক্তি যাকে মহান আল্লাহ বনী হাশেম বংশ থেকে পাঠিয়েছেন। তিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনার জন্য। তিনি তাঁকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন। ফলে তিনি মানুষের জন্য যাবতীয় কল্যাণ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন এবং সেদিকে তাদের আহ্বান করেছেন, আর তাদের জন্য যাবতীয় অকল্যাণ বর্ণনা করেছেন এবং তা থেকে তাদের সতর্ক করেছেন। তিনিই আল্লাহর রাসূল, যাঁর প্রদত্ত সংবাদসমূহ সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং যাঁর আনুগত্য করা আবশ্যিক।

فیباً أمر، ویترک ما عنه نهی وزجر.
ویبین له ایضاً بأنه رسول وليس برب، وليس بکذاب، بل هو عبدٌ لا یُعبد، ورسول
لا یکذب صلوات الله وسلامه علیه.
ویبین له ایضاً أن هاتین الشهادتین هما مفتاح الإسلام، ولهذا لا تصح أي عبادة إلا
بشاهدة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
ومن فوائد هذا الحديث: أن أهم شيء بعد الشهادتین هو الصلاة؛ لأن النبي صلى
الله علیه وسلم قال: " فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض علیهم خمس
صلوات فی اليوم والليلة.

ومن فوائد: أن الوتر ليس بواجب؛ لأن النبي صلى الله علیه لم يذكره، ولم يذكر
إلا خمس صلوات فقط، وهذا القول هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. ومن
العلماء من قال: إن الوتر واجب، ومنهم من فصل وقال: من كان له وردٌ من الليل
وقيام من الليل، فالوتر علیه واجب، ومن لا فلا. والصحيح أنه ليس بواجب مطلقاً؛
لأنه لو كان واجباً لبيّنه الرسول صلى الله علیه وسلم.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الزكاة واجبة، وهي فرض من فروض الإسلام، وهي
الركن الثالث من أركان الإسلام، والثاني بعد الشهادتین.
ولهذا قال: " أعلمهم أن الله افترض علیهم صدقة فی أموالهم تؤخذ من أغنيائهم".
ومن فوائد هذا الحديث: أن الزكاة واجبة فی المال لا فی الذمة. لكن الصحيح أنها
واجبة فی المال، ولها تعلق بالذمة، ويتفرع علی هذا فوائد منها:

যাতে তিনি যা আদেশ করেছেন তা পালন করা যায় এবং যা থেকে তিনি নিষেধ ও বারণ
করেছেন তা বর্জন করা যায়।

তাকে আরও বুঝিয়ে দিতে হবে যে, তিনি আল্লাহর রাসূল, কোনো প্রতিপালক নন এবং তিনি মিথ্যাবাদীও নন; বরং তিনি এমন এক বান্দা যাঁর ইবাদত করা যাবে না এবং এমন এক রাসূল যাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যাবে না—তাঁর প্রতি আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক।

তাকে আরও স্পষ্টভাবে জানাতে হবে যে, এই সাক্ষ্যদ্বয়ই হলো ইসলামের চাবিকাঠি। আর এ কারণেই আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল—এই সাক্ষ্য প্রদান ব্যতীত কোনো ইবাদতই শুদ্ধ হবে না।

এই হাদীসের শিক্ষাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো: সাক্ষ্যদ্বয়ের পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সালাত; কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয়, তবে তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের ওপর দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন।"

এর আরও একটি শিক্ষা হলো: বিতর সালাত ওয়াজিব নয়; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটি উল্লেখ করেননি, বরং তিনি কেবল পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের কথা উল্লেখ করেছেন। আলেমদের মতামতের মধ্যে এটিই অধিকতর সঠিক ও নির্ভরযোগ্য মত। কোনো কোনো আলেম অবশ্য বলেছেন যে বিতর ওয়াজিব। আবার কেউ কেউ বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন: যার নিয়মিত রাতের আমল ও কিয়ামুল লাইল রয়েছে, তার জন্য বিতর ওয়াজিব; আর যার নেই তার জন্য নয়। তবে সঠিক মত হলো, এটি মোটেও ওয়াজিব নয়; কারণ এটি যদি ওয়াজিব হতো, তবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবশ্যই তা বর্ণনা করতেন। এই হাদীসের আরও একটি শিক্ষা হলো: যাকাত প্রদান করা ওয়াজিব এবং এটি ইসলামের অন্যতম একটি ফরয বিধান। এটি ইসলামের রুকনসমূহের মধ্যে তৃতীয় রুকন এবং সাক্ষ্যদ্বয়ের পর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিধান।

এজন্যই তিনি বলেছেন: "তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের ধন-সম্পদের ওপর সদকা (যাকাত) ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে।"

এই হাদীসের আরেকটি শিক্ষা হলো: যাকাত মূল সম্পদের ওপর ওয়াজিব, কেবল ব্যক্তির জিম্মার ওপর নয়। তবে সঠিক কথা হলো, এটি সম্পদের ওপর ওয়াজিব এবং ব্যক্তির জিম্মার সাথেও এর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এখান থেকে আরও কিছু মাসআলা বা শিক্ষা উদ্ভূত হয়, যার মধ্যে রয়েছে:

لو قلنا: إنها واجبة في الذمة لسقطت الزكاة على من عليه دين؛ لأن محل الدين الذمة. وإذا قلنا: محل الزكاة الذمة، وكان عليه ألف وبيده ألف، ولم تجب عليه الزكاة؛ لأن الحقين تعارضاً. والصحيح أنها واجبة في المال لقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) (التوبة: 103)، وقال في هذا الحديث: "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم" لكن لها تعلق بالذمة، بمعنى أنها إذا وجبت وفرط والإنسان فيها فإنه يضمن، فلها تعلق بالذمة.

ومن فوائد هذا الحديث أيضاً: أن الزكاة لا تجب على الفقير، لقوله: "من أغنيائهم فتد في فقرائهم" ولكن من هو الغني؟ أهو الذي يملك ملايين؟ الغني في هذا الباب هو الذي يملك نصيباً. إذا ملك الإنسان نصيباً فهو غني تجب عليه الزكاة، وإن كان فقيراً من وجه آخر، لكنه غني من حيث وجوب الزكاة عليه.

ومن فوائد هذا الحديث: أن الزكاة تصرف في فقراء البلد؛ لقوله: فتد في فقرائهم ولا تُخرج عن البلد إلا لسبب، أما ما دام في البلد مستحقون فإنهم أولى من غيرهم. وقد حرم بعض العلماء إخراج الزكاة عن البلد إذا كان فيهم مستحقون، واستدل بهذا الحديث، وبأن فقراء البلد تتعلق أنفسهم بها عند أغنيائهم، وبأن الأغنياء إذا صرفوها إلى خارج البلد ربما يتعدي الفقراء عليهم ويقولون: حرمتونا من حقنا، فيتسلطون عليهم بالتهب والإفساد، ولا شك أنه من الخطأ أن يخرج الإنسان زكاة ماله إلى البلاد البعيدة، مع وجود مستحق في بلده؛ لأن الأقرب أولى

আমরা যদি বলি যে, জাকাত জিম্মায় (দায়িত্বে) ওয়াজিব, তবে যার ওপর ঋণ আছে তার জাকাত রহিত হয়ে যাবে; কারণ ঋণের ক্ষেত্র হলো জিম্মা। আর আমরা যদি বলি জাকাতের ক্ষেত্র হলো জিম্মা, এবং তার নিকট এক হাজার মুদ্রা থাকে আর ঋণও থাকে এক হাজার, তবে

তার ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে না; কারণ দুটি অধিকার পরস্পর সাংঘর্ষিক হয়ে পড়বে। কিন্তু সঠিক মত হলো, জাকাত সম্পদের ওপর ওয়াজিব, কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন: (আপনি তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন) (আত-তাওবা: ১০৩)। আর এই হাদিসে তিনি বলেছেন: "তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের সম্পদের ওপর সদকা ফরজ করেছেন।" তবে জিম্মার সাথেও এর এক প্রকার সম্পর্ক রয়েছে, এর অর্থ হলো যখন জাকাত ওয়াজিব হয় এবং মানুষ তা আদায়ে অবহেলা করে, তখন সে দায়বদ্ধ হয়; সুতরাং জিম্মার সাথেও এর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

এই হাদিসের অন্যতম শিক্ষা হলো: দরিদ্রের ওপর জাকাত ওয়াজিব নয়, কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া হবে।" কিন্তু ধনী কে? সে কি যে বিপুল সম্পদের মালিক? এই পরিভাষায় ধনী সেই ব্যক্তি যে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক। যদি কোনো ব্যক্তি নিসাবের মালিক হয়, তবে সে ধনী এবং তার ওপর জাকাত ওয়াজিব, যদিও সে অন্য কোনো দিক থেকে দরিদ্র হতে পারে; কিন্তু জাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে সে ধনী।

এই হাদিসের আরেকটি শিক্ষা হলো: জাকাত সংশ্লিষ্ট জনপদের দরিদ্রদের মাঝেই ব্যয় করা হবে; কারণ তিনি বলেছেন: "তাদের দরিদ্রদের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া হবে।" বিশেষ কারণ ছাড়া জাকাত সেই জনপদের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই জনপদে হকদার বা যোগ্য লোক বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ তারাই অন্যদের তুলনায় অগ্রাধিকার পাবে। কোনো কোনো আলেম নিজ জনপদের বাইরে জাকাত স্থানান্তর করা হারাম বলেছেন যদি সেখানে হকদার থাকে। তারা এই হাদিস থেকে দলিল গ্রহণ করেছেন এবং এই যুক্তিতে যে, নিজ এলাকার দরিদ্রদের মন তাদের ধনীদের সম্পদের দিকে নিবদ্ধ থাকে। আর ধনীরা যদি সেই জাকাত এলাকার বাইরে পাঠিয়ে দেয়, তবে দরিদ্ররা হয়তো তাদের প্রতি চড়াও হতে পারে এবং বলতে পারে: তোমরা আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছ; ফলে তারা সম্পদ লুণ্ঠন ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে লিপ্ত হতে পারে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নিজ এলাকায় হকদার থাকা সত্ত্বেও দূরের কোনো দেশে জাকাতের অর্থ পাঠানো একটি ভুল কাজ; কারণ নিকটবর্তীরাই অগ্রগণ্য।

بالمعروف. والمراد بالصدقة في هذا الحديث هي الزكاة. وهي بذل النصيب الذي أوجبه الله تعالى في الأموال الزكوية.

وسميت صدقة لأن بذل المال دليلٌ على صدق بآذله، فإن المال محبوب إلى النفوس، كما قال الله تعالى: (وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا) (الفجر: 20)، والإنسان لا يبذل المحبوب إلا لما هو أحب منه، فإذا كان هذا الرجل أو المرأة بذل المال مع حبه له، دل ذلك على أنه يحب ما عند الله أكثر من حبه لماله، وهو دليلٌ على صدق الإيمان، وفي قوله: "تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" دليلٌ على أن لولي الأمر أن يأخذ الزكاة من أهلها ويصرفها في مصارفها، وأنه إذا فعل ذلك برئت الذمة.

ولكن لو قال قائل: أنا لا آمن أن يتلاعب بها من يأخذها ثم يصرفها في غير مصرفها، نقول له: أنت إذا أديت ما عليك؛ فقد برئت ذمتك سواء صُرفت في مصارفها أم لم تصرف، لكن قال الإمام أحمد: إذا رأى أن الإمام لا يصرفها في مصرفها، فلا يعطه إلا إذا طلب منه ذلك، وألزمه به، وحينئذ تبرأ ذمته، وبناء على هذا فلا بأس أن يخفي الإنسان شيئاً من ماله إذا كان الذي يأخذها لا يصرفها في مصارفها، لأجل أن يؤدي هو نفسه الزكاة الواجبة عليه.

وإذا قدر أن ولي الأمر أخذ أكثر مما يجب، فإن ذلك ظلم لا يحل لولي الأمر، أما صاحب المال فعليه السمع والطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

ন্যায্যভাবে। এই হাদীসে সদকা বলতে যাকাতকে বোঝানো হয়েছে, আর তা হলো যাকাতযোগ্য সম্পদের ওপর মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ প্রদান করা। একে 'সদকা' নামকরণ করা হয়েছে কারণ সম্পদ ব্যয় করা দানকারীর সত্যনিষ্ঠার প্রমাণ। কেননা সম্পদ মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রিয়, যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: (আর তোমরা ধন-

সম্পদকে অত্যন্ত গভীরভাবে ভালোবাস) (আল-ফজর: ২০)। মানুষ তার প্রিয় বস্তু কেবল তখনই ব্যয় করে যখন সে তার চেয়েও প্রিয় কোনো কিছুর আশা করে। সুতরাং কোনো পুরুষ বা নারী যখন সম্পদের প্রতি ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও তা ব্যয় করে, তখন এটি প্রমাণ করে যে সে নিজের সম্পদের চেয়ে আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তাকে বেশি ভালোবাসে। আর এটিই হচ্ছে ঈমানের সত্যতার প্রমাণ। আর তাঁর বাণী: "তাদের ধনীদের নিকট থেকে তা গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে ফিরিয়ে দেওয়া হবে"—এর মধ্যে এই দলিল রয়েছে যে, দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের জন্য যাকাত দাতাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করা এবং তার নির্ধারিত খাতে ব্যয় করার অধিকার রয়েছে; আর তিনি যদি তা করেন, তবে দাতার দায়মুক্তি ঘটবে। কিন্তু যদি কেউ বলে: "আমি আশ্বস্ত হতে পারছি না যে, যে ব্যক্তি এটি গ্রহণ করছে সে এতে নয়ছয় করবে এবং পরে তা নির্ধারিত খাত ছাড়া অন্য কোথাও ব্যয় করবে", তবে আমরা তাকে বলব: আপনি যখন আপনার ওপর অর্পিত হক আদায় করেছেন, তখন আপনার দায়মুক্তি ঘটেছে—চাই তা সঠিক খাতে ব্যয় করা হোক বা না হোক। তবে ইমাম আহমাদ বলেছেন: যদি কেউ দেখে যে শাসক এটি সঠিক খাতে ব্যয় করছেন না, তবে তিনি যেন তাকে তা না দেন যতক্ষণ না তার কাছে তা দাবি করা হয় এবং তাকে বাধ্য করা হয়; আর এমতাবস্থায় তার দায়মুক্তি ঘটবে। এর ওপর ভিত্তি করে, যদি যাকাত গ্রহণকারী ব্যক্তি তা সঠিক খাতে ব্যয় না করে, তবে নিজের ওপর ওয়াজিব যাকাত নিজেই আদায় করার উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তির জন্য তার সম্পদের কিছু অংশ গোপন রাখায় কোনো দোষ নেই।

আর যদি ধরে নেওয়া হয় যে, শাসক ওয়াজিব পরিমাণের চেয়ে বেশি গ্রহণ করেছেন, তবে তা হবে জুলুম যা শাসকের জন্য বৈধ নয়। পক্ষান্তরে সম্পদের মালিকের ওপর শোনা ও আনুগত্য করা আবশ্যিক, কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

(ص: 507) شرح رِياض الصَّالِحِينَ لابن عثيمين - ج 2

" اسع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك".

وإذا قدر أن ولي الأمر أخذ دون الواجب، وجب على صاحب المال أن يخرج البقية، ولا يقول إنه أخذ مني وبرئت الذمة؛ لأنه إذا كانت الزكاة ألفاً وأخذ ثمانمائة أن تكمل المائتين فتخرجها.

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز صرف الزكاة في صنف واحد من أصناف الزكاة، وأصناف ثمانية: الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل، فإذا أداها المزكي إلى صنف من هذه الأصناف أجزاء، بل إذا أداها إلى فرد في نوع من هذه الأنواع أجزاء. مثل لو أعطى مُزَكِّ زكاته كلها فقيراً واحداً فلا حرج، فلو قدر مثلاً أن شخصاً عليه مائة ألف ريال ديناً، وزكاته مائة ألف ريال وقضيت دينه كله فإن ذمتك تبرأ بهذا.

وعليه فيكون معني قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ) الآية (التوبة: 60)، بيان المصارف فقط، ولا يجب أن تعطي كل الأصناف الثمانية، ولا يجب أن تعطي ثلاثة من كل صنف، بل إذا أديتها لواحد من صنف واحد أجزاء ذلك كما في هذا الحديث. ويُستفاد منه أن الزكاة تصرف في بلدها أي في بلد المال، وقد سبق ذكر ذلك وبيان أنه لا يجوز أن تخرج الزكاة عن البلد الذي فيه المال، إلا

"শোনো এবং আনুগত্য করো, যদিও তোমার পিঠে গ্রহণ করা হয় এবং তোমার সম্পদ কেড়ে নেওয়া হয়।"

যদি এমনটি ঘটে যে কর্তৃপক্ষ ওয়াজিব পরিমাণের চেয়ে কম গ্রহণ করেছেন, তবে সম্পদের মালিকের জন্য অবশিষ্ট অংশ প্রদান করা আবশ্যিক। সে যেন এ কথা না বলে যে, 'তিনি আমার নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন এবং আমি দায়মুক্ত হয়ে গেছি'; কারণ যদি যাকাত এক হাজার হয় আর তিনি আটশ গ্রহণ করেন, তবে আপনাকে অবশিষ্ট দুইশ পূর্ণ করে তা প্রদান করতে হবে। এই হাদীসের অন্যতম শিক্ষা হলো: যাকাতের আটটি খাতের মধ্য থেকে কেবল একটি খাতেও যাকাত ব্যয় করা বৈধ। যাকাতের খাতসমূহ আটটি: দরিদ্র, মিসকীন, যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারী, যাদের অন্তর জয় করা কাম্য, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, আল্লাহর পথে এবং

মুসাফির। সুতরাং যাকাতদাতা যদি এই খাতগুলোর কোনো একটিতে যাকাত প্রদান করেন, তবে তা যথেষ্ট হবে। এমনকি যদি এই প্রকারগুলোর কোনো একটির অন্তর্ভুক্ত কেবল একজন ব্যক্তিকে যাকাত প্রদান করা হয়, তবুও তা যথেষ্ট হবে। যেমন: যদি একজন যাকাতদাতা তার সমুদয় যাকাত একজন মাত্র দরিদ্র ব্যক্তিকে প্রদান করেন, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ব্যক্তির এক লক্ষ রিয়াল ঋণ থাকে এবং আপনার যাকাতের পরিমাণও এক লক্ষ রিয়াল হয় এবং আপনি তার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করে দেন, তবে এর দ্বারা আপনার দায় মুক্তি ঘটবে।

এর ওপর ভিত্তি করে মহান আল্লাহর বাণী: "নিশ্চয়ই সদাকাত (যাকাত) হচ্ছে দরিদ্রদের জন্য..." (সূরা আত-তাওবাহ: ৬০) আয়াতের অর্থ হলো কেবল ব্যয়ের খাতসমূহ স্পষ্ট করা। আটটি খাতের প্রত্যেকটিতে যাকাত দেওয়া আবশ্যিক নয়, কিংবা প্রতিটি খাত থেকে অন্তত তিনজনকে দেওয়াও জরুরি নয়; বরং আপনি যদি একটি খাতের একজনকে যাকাত প্রদান করেন, তবেই তা যথেষ্ট হবে, যেমনটি এই হাদীসে এসেছে।

এ থেকে আরও বুঝা যায় যে, যাকাত সেই জনপদেই ব্যয় করতে হয় যেখানে সম্পদ বিদ্যমান। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, যে এলাকায় সম্পদ রয়েছে সেই এলাকা থেকে যাকাত অন্যত্র নিয়ে যাওয়া বৈধ নয়, তবে...

(ص: 508) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

إذا كان هناك مصلحة أو حاجة أكثر، وأما ما دام فيه مستحقون فلا يخرجها، بل يؤد الزكاة في نفس البلد.

وفي الحديث أيضاً دليل على تحريم الظلم، وأنه لا يجوز للساعي على الزكاة أن يأخذ أكثر من الواجب، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً، فقال له: "إياك وكرائم أموالهم" والكرائم جمع كريمة وهي الحسنة المرغوبة.

وفيه دليلٌ على أن دعوة المظلوم مستجابة؛ لقوله: " فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".

وفيه دليلٌ على أنه يجب على الإنسان أن يتقي الظلم ويخاف من دعوة المظلوم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال: " اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".

* * *

210- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كانت عنده مظلمة لأخيه، من عرضه أو من شيء، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم؛ إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه" رواه البخاري.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة- رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كان عنده مظلمة لأخيه؛ من عرضه أو من شيء؛

যদি সেখানে বৃহত্তর কোনো কল্যাণ বা প্রয়োজন থাকে, তবে অন্যথা যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে হকদারগণ বিদ্যমান থাকবেন, ততক্ষণ তা অন্য কোথাও পাঠাবে না; বরং নিজ এলাকাতেই জাকাত আদায় করবে।

এই হাদিসে জুলুম হারাম হওয়ার প্রমাণও রয়েছে। জাকাত সংগ্রাহকের জন্য ওয়াজিবের অতিরিক্ত গ্রহণ করা বৈধ নয়। একারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াজ (রা.)-কে সতর্ক করে বলেছিলেন: "তুমি তাদের উৎকৃষ্ট সম্পদ গ্রহণ করা থেকে বেঁচে থাকো।" আর 'কারায়িম' হলো 'কারিমা'র বহুবচন, যার অর্থ হলো উত্তম ও পছন্দনীয় সম্পদ।

এতে আরও প্রমাণ রয়েছে যে, মজলুমের দোয়া কবুল করা হয়; কেননা তিনি বলেছেন:

"কেননা তার এবং আল্লাহর মাঝে কোনো অন্তরায় নেই।"

এতে এ বিষয়েরও প্রমাণ রয়েছে যে, মানুষের জন্য জুলুম থেকে বেঁচে থাকা এবং মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করা আবশ্যিক; কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "মজলুমের বদদোয়া থেকে বেঁচে থাকো, কারণ তার এবং আল্লাহর মাঝে কোনো আড়াল নেই।"

* * *

২১০- আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যার নিকট তার ভাইয়ের কোনো পাওনা বা জুলুম গচ্ছিত আছে—তা তার সম্মানহানি সংক্রান্ত হোক কিংবা অন্য কোনো বিষয়—সে যেন আজই (দুনিয়াতেই) তার থেকে দায়মুক্ত হয়ে নেয়, সেই দিন আসার আগে যেদিন কোনো দিনার বা দিরহাম থাকবে না। যদি তার কোনো নেক আমল থাকে, তবে তার কৃত জুলুমের পরিমাণ অনুযায়ী সেখান থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তার কোনো নেকি না থাকে, তবে তার পাওনাদারের গুনাহসমূহ থেকে নিয়ে তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।" বুখারি এটি বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যার নিকট তার ভাইয়ের কোনো পাওনা রয়েছে; তা তার সম্মানের ক্ষেত্রে হোক কিংবা অন্য কোনো বিষয়ে;"

(ص: 509) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

فليتحلله منه اليوم- يعني في الدنيا - قبل ألا يكون دينار ولا درهم"، وذلك يوم القيامة، فإنه في الدنيا يمكن أن يتحلل الإنسان من المظالم التي عليه بأدائها إلى أهلها، أو استحلّاهم منها، لكن في الآخرة ليس هناك شيء إلا الأعمال الصالحة، فإذا كان يوم القيامة اقتصر من الظالم للمظلوم من حسناته؛ يؤخذ من حسناته التي هي

رأس ماله في ذلك اليوم، فإن بقي منه شيء وإلا أخذ من سيئات المظلوم وحملت على الظالم والعياذ بالله، فإزداد بذلك سيئات إلى سيئاته.

وظاهر هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يتحلل من ظلم أخيه حتى في العرض، سواء علم أم لم يعلم، وذلك كأن المظالم إما أن تكون بالنفس، أو بالمال، أو بالعرض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرامٌ عليكم".

فإن كانت بالنفس مثل أن يكون قد جني عليه، أو ضربه حتى جرحه، أو قطع عضواً من أعضائه، أو قتل له قتيلاً، فإنه يتحلل منه بأن يمكن صاحب الحق من القصاص، أو من بذل الدية إذا لم يكن القصاص.

أما إن كانت في المال فإنه يعطيه ماله، إذا كان عنده مال لأحد، فالواجب أن يعطيه صاحبه، فإن غاب عنه ولم يعرف مكانه وأيس منه فإنه يتصدق به عنه، والله سبحانه وتعالى يعلم ويؤدي إلى صاحب الحق حقه، وإن كان قد مات أي صاحب الحق، فإنه يوصله إلى ورثته؛ لأن المال بعد

"অতঃপর সে যেন আজই—অর্থাৎ দুনিয়াতেই—তার নিকট থেকে দায়মুক্ত হয়ে নেয়, সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন কোনো দিনার বা দিরহাম থাকবে না।" আর তা হলো কিয়ামতের দিন। কেননা দুনিয়াতে মানুষ তার ওপর অর্পিত যুলুমের দায় থেকে তার হকদারদের নিকট তা আদায়ের মাধ্যমে অথবা তাদের কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়ার মাধ্যমে মুক্তি লাভ করতে পারে। কিন্তু পরকালে নেক আমল ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। সুতরাং কিয়ামতের দিন যখন যালেম থেকে মাযলুমের প্রাপ্য আদায় করা হবে, তখন যালেমের নেক আমল থেকে তা কেটে নেওয়া হবে; যা সেদিন তার মূলধন হিসেবে বিবেচিত হবে। যদি তার কাছে নেক আমল অবশিষ্ট থাকে তবে তো ভালো, অন্যথায় মাযলুমের পাপসমূহ নিয়ে যালেমের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে—আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই—ফলে তার নিজের পাপের সাথে আরও পাপ বৃদ্ধি পাবে।

এই হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ হলো, মানুষের জন্য তার ভাইয়ের প্রতি করা যুলুম থেকে দায়মুক্ত হওয়া আবশ্যিক, এমনকি তা যদি মান-সম্মানহানি সংক্রান্তও হয়, চাই সে (মাযলুম) তা জানুক বা না জানুক। আর যুলুমের প্রকারভেদ হলো হয় তা প্রাণের ওপর হবে, নতুবা সম্পদের ওপর, অথবা মান-সম্মানের ওপর; যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের মান-সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম।"

যদি সেই যুলুম প্রাণের ওপর হয়, যেমন কারো ওপর অপরাধ সংঘটন করা, অথবা তাকে প্রহার করা যার ফলে সে যখম হয়েছে, অথবা তার কোনো অঙ্গ বিচ্ছেদ করা, অথবা তার কাউকে হত্যা করা; তবে সে ক্ষেত্রে দায়মুক্ত হওয়ার পস্থা হলো পাওনাদারকে কিসাস (প্রতিশোধ) গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা, অথবা কিসাস সম্ভব না হলে দিয়াত (রক্তপণ) প্রদান করা। আর যদি তা সম্পদের ক্ষেত্রে হয়, তবে সে তার সম্পদ ফিরিয়ে দেবে। যদি কারো কাছে অন্যের সম্পদ থাকে, তবে তা তার মালিককে অর্পণ করা ওয়াজিব। যদি মালিক নিখোঁজ হয় এবং তার সন্ধান পাওয়া না যায় আর তার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যায়, তবে তার পক্ষ থেকে তা সাদাকা করে দেবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এ বিষয়ে সম্যক অবগত এবং তিনি প্রকৃত মালিককে তার হক পৌঁছে দেবেন। আর যদি হকদার ব্যক্তি মারা যায়, তবে তা তার ওয়ারিশদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে; কারণ মৃত্যুর পর সম্পদ...

(ص: 510) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الموت ينتقل إلى الورثة، فلا بد أن يسلمه للورثة، فإن لم يعلمهم بأن جهلهم ولم يدر عنهم تصدق به عنهم، والله تعالى يعلمهم ويعطيهم حقهم.

أما إن كانت في العرض مثل أن يكون قد سب شخصاً في مجلس أو اغتابه، فلا بد أن يتحلل منه إذا كان قد علم بأنه سبه، فيذهب إليه ويقول: إنا فعلت كذا وفعلت

كذا، وأنا جئتكَ معتذراً، فإن عذره فهذا من نعمة الله على الجميع؛ لأن الله يقول: (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) (الشورى: 40) ، وإن لم يعف فليعطه مالاً، ليشبعه من المال حتى يحلله، فإن أبى فإن الله تعالى إذا علم أن توبة الظالم توبة حقيقية، فإنه سبحانه وتعالى يرضي المظلوم يوم القيامة. وقال بعض العلماء في مسألة العرض: أن كان المظلوم لم يعلم فلا حاجة أن يعلمه، مثل أن يكون قد سبه في مجلس من المجالس، وتاب فإنه لا حاجة أن يعلمه، ولكن يستغفر له ويدعو له، ويثني عليه بالخير في المجالس التي كان يسبه فيها، وبذلك يتحلل منه.

ألا إن الأمر خطير، وحقوق الناس لا بد أن تعطى لهم، إما في الدنيا وإما في الآخرة.

* * *

মৃত্যু সম্পদ বা অধিকারকে উত্তরাধিকারীদের কাছে নিয়ে যায়, তাই তাকে অবশ্যই তা উত্তরাধিকারীদের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। যদি সে তাদের সম্পর্কে না জানে বা তাদের কোনো হৃদিস না পায়, তবে সে তাদের পক্ষ থেকে তা সদকা করে দেবে; আল্লাহ তাআলা তাদের জানেন এবং তিনি তাদের পাওনা পৌঁছে দেবেন।

পক্ষান্তরে যদি বিষয়টি মান-সম্মান সংশ্লিষ্ট হয়, যেমন কোনো মজলিসে কাউকে গালি দেওয়া বা তার গিবত করা, তবে সে (মাজলুম) যদি বিষয়টি জেনে থাকে, তবে অবশ্যই তার নিকট থেকে দায়মুক্ত হতে হবে। সে তার কাছে গিয়ে বলবে: আমি অমুক অমুক কাজ করেছি এবং আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। যদি সে ক্ষমা করে দেয়, তবে তা সকলের জন্য আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ; কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন: (অতঃপর যে ব্যক্তি ক্ষমা করে দেয় এবং আপস-নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে। নিশ্চয়ই তিনি জালেমদের পছন্দ করেন না) (আশ-শূরা: ৪০)। আর যদি সে ক্ষমা না করে, তবে তাকে অর্থ প্রদান করবে যাতে সে অর্থের দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে দায়মুক্ত করে দেয়। এরপরও যদি সে অস্বীকার করে, তবে আল্লাহ তাআলা যদি জানেন যে জালেমের তওবা প্রকৃত তওবা, তবে তিনি সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিয়ামতের দিন মাজলুমকে সন্তুষ্ট করে দেবেন।

মান-সম্মানহানির মাসআলার ক্ষেত্রে কোনো কোনো আলেম বলেছেন: যদি মাজলুম বিষয়টি জানতে না পারে, তবে তাকে জানানোর প্রয়োজন নেই। যেমন কোনো এক মজলিসে তাকে গালি দেওয়া হয়েছিল এবং ব্যক্তিটি তওবা করেছে, তবে তাকে জানানোর প্রয়োজন নেই। বরং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তার কল্যাণ কামনা করে দোয়া করবে এবং যেসব মজলিসে তাকে গালি দেওয়া হয়েছিল সেখানে তার প্রশংসা করবে; এর মাধ্যমেই সে তার থেকে দায়মুক্ত হতে পারবে।

মনে রেখো, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর; মানুষের পাওনা অবশ্যই তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে, হয় দুনিয়াতে নতুবা আখিরাতে।

* * *

(ص: 511) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

211- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه " متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله فيما رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ".
والمسلم يطلق على معانٍ كثيرة: منها المستسلم، المستسلم لغيره يُقال له مسلم، ومنه على أحد التفسيرين قوله تعالى: (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا

أَسْلَمْنَا) (الحجرات: 14) ، أي قولوا: استسلمنا، ولم نقاتلكم، والقول الثاني في الآية: إن المراد بالإسلام الإسلام لله عز وجل وهو الصحيح.

والمعني الثاني يطلق الإسلام على الأصول الخمسة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإسلام، فقال: " أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت.

২১১- আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ থাকে। আর মুহাজির সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করে।" (বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক ঐক্যমত পোষণকৃত)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাতে তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ থাকে, আর মুহাজির সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করে।"

'মুসলিম' শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়: তার মধ্যে একটি হলো 'আত্মসমর্পণকারী'। অন্যের কাছে আত্মসমর্পণকারীকে 'মুসলিম' বলা হয়। এ বিষয়ের ওপর ভিত্তি করেই মহান আল্লাহর বাণীর দুই ধরনের ব্যাখ্যার একটি করা হয়: (মরু্বাসীরা বলে: 'আমরা ঈমান এনেছি'। আপনি বলুন: 'তোমরা ঈমান আনোনি; বরং তোমরা বলো, আমরা আত্মসমর্পণ করেছি') (আল-হুজুরাত: ১৪)। অর্থাৎ তোমরা বলো: আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি এবং আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করিনি। এই আয়াতের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো: এখানে ইসলাম দ্বারা মহান আল্লাহর আনুগত্য উদ্দেশ্য, আর এটাই সঠিক মত।

দ্বিতীয় অর্থ হলো, ইসলাম সেই পাঁচটি মূল স্তম্ভের ওপর প্রয়োগ করা হয় যা জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তখন তিনি বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "ইসলাম হলো এই সাক্ষ্য দেওয়া

যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোযা রাখা এবং বায়তুল্লাহর হজ সম্পাদন করা।"

(ص: 512) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

ويطلق الإسلام على السلامة، يعني أن يسلم الناس من شر الإنسان، فيقال: أسلم بمعنى دخل في السلم أي المسالمة للناس، بحيث لا يؤذي الناس، ومنه هذا الحديث: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده".

سلم المسلمون من لسانه فلا يسبهم، ولا يلعنهم، ولا يغتابهم، ولا ينم بينهم، ولا يسعى بينهم بأي نوع من أنواع الشر والفساد، فهو قد كفّ لسانه، وكف اللسان من أشد ما يكون على الإنسان، وهو من الأمور التي تصعب على المرء وربما يستسهل إطلاق لسانه.

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: "أفلا أخبرك ببلاك ذلك كله؟" قلت: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسان نفسه وقال: "كفّ عليك هذا" قلت: يا رسول الله، وإنّا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني هل نؤاخذ بالكلام؟ فقال: "ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم".

فألسان من أشد الجوارح خطراً على الإنسان، ولهذا إذا أصبح الإنسان فإن الجوارح: اليدين والرجلين والعينين، كل الجوارح تكفر اللسان، وكذلك أيضاً الفرج، لأن الفرج فيه شهوة النكاح، واللسان فيه

'ইসলাম' শব্দটি 'সালামাহ' বা নিরাপত্তা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ হলো, মানুষ যেন কোনো ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে। বলা হয়ে থাকে যে, সে ইসলাম গ্রহণ করেছে অর্থাৎ সে শান্তি ও সন্ধির পথে প্রবেশ করেছে; যার মূল কথা হলো মানুষের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করা যাতে কাউকে কষ্ট না দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গেরই একটি হাদিস হলো: "প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলিমরা নিরাপদ থাকে।"

মুসলিমরা তার জিহ্বা থেকে নিরাপদ থাকার অর্থ হলো—সে তাদের গালি দেয় না, অভিশাপ দেয় না, তাদের গিবত বা পরনিন্দা করে না, তাদের মাঝে চোগলখুরি বা কুৎসা রটনা করে না এবং কোনো ধরনের মন্দ বা ফাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে তৎপরতা চালায় না। সে মূলত তার জিহ্বাকে সংযত করেছে। আর জিহ্বাকে সংবরণ করা মানুষের জন্য কঠিনতম কাজগুলোর একটি। এটি এমন এক বিষয় যা মানুষের জন্য বেশ দুষ্কর হয়ে পড়ে, অথচ মানুষ প্রায়শই জিহ্বাকে লাগামহীন ছেড়ে দেওয়াকেই সহজ মনে করে।

এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআয বিন জাবালকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন: "আমি কি তোমাকে এই সবকিছুর মূল ভিত্তি সম্পর্কে বলে দেব না?" আমি বললাম: "অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল!" তখন তিনি নিজের জিহ্বা ধরলেন এবং বললেন: "এটিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখো।" আমি বললাম: "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যা কথা বলি তার জন্যও কি আমাদের পাকড়াও করা হবে?" অর্থাৎ কথার কারণেও কি আমাদের জবাবদিহি করতে হবে? তিনি বললেন: "হে মুআয! তোমার মা তোমাকে হারাক (এটি আরব্য অলংকারিক স্নেহমাখা ধমক), মানুষকে তাদের চেহারার ওপর—অথবা তিনি বলেছিলেন তাদের নাকের ওপর—ভর করে জাহান্নামের আগুনে কি তাদের জিহ্বার অর্জিত ফসল (কথাবার্তা) ছাড়া অন্য কিছু নিক্ষেপ করবে?"

সুতরাং জিহ্বা হলো মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর মধ্যে সবচাইতে বিপজ্জনক। এ কারণেই মানুষ যখন সকালে উপনীত হয়, তখন তার শরীরের সমস্ত অঙ্গ: হাত, পা, চোখ—অর্থাৎ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই জিহ্বার কাছে বিনীত আবেদন ও আনুগত্য প্রকাশ করে। অনুরূপভাবে লজ্জাস্থানও, কারণ লজ্জাস্থানের সাথে জড়িয়ে আছে যৌন চাহিদা, আর জিহ্বার মাঝে রয়েছে...

شهوة الكلام، وقل من سلم من هاتين الشهوتين.

فالمسلم من سهل المسلمون من لسانه أي كف عنهم؛ لا يذكرهم إلا بخير، ولا يسب، ولا يغتاب، ولا ينم، ولا يحرش بين الناس، فهو رجلٌ مسالم، إذا سمع السوء حفظ لسانه، وليس كما يفعل بعض الناس- والعياذ بالله- إذا سمع السوء في أخيه المسلم طار به فرحاً، وطار به في البلاد نشرأ- والعياذ بالله- فإن هذا ليس بمسلم. الثاني: من سلم المسلمون من يده، فلا يعتدي عليهم بالضرب، أو الجرح، أو أخذ المال، أو ما أشبه ذلك، قد كف يده لا يأخذ إلا ما يستحقه شرعاً، ولا يعتدي على أحد، فإذا اجتمع للإنسان سلامة الناس من يده ومن لسانه، فهذا هو المسلم. وعلم من هذا الحديث أن من لم يسلم الناس من لسانه أو يده، فليس بمسلم، فمن كان ليس لهم همٌ إلا القيل والقال في عباد الله، وأكل لحومهم وأعراضهم، فهذا ليس بمسلم، وذلك من كان ليس لهم همٌ إلا الاعتداء على الناس بالضرب، وأخذ المال، وغير ذلك مما يتعلق باليد، فإنه ليس بمسلم.

هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وليس إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد أن نعلم به فقط، بل لنعلم به ونعمل به، وإلا فما الفائدة من كلام لا يعمل به، إذا فاحرص إن كنت تريد الإسلام حقاً على أن يسلم الناس من لسانك ويدك، حتى تكون مسلماً حقاً، أسأل الله تعالى أن يكفنا ويكف عنا، ويعافنا ويعفو عنا، إنه جواد كريم.

প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা থেকে অন্য মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে; অর্থাৎ সে তাদের অনিষ্ট করা থেকে বিরত থাকে। সে তাদের সম্পর্কে ভালো আলোচনা ব্যতীত অন্য কিছু করে না, গালি দেয় না, গিবত (পরনিন্দা) করে না, চোগলখুরি করে না এবং মানুষের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে না। সে একজন শান্তিকামী মানুষ; যখন সে কোনো মন্দ কথা শোনে, তখন সে স্বীয় জিহ্বাকে সংযত রাখে। সে ওই সকল লোকের মতো নয়—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—যারা তাদের মুসলিম ভাইয়ের কোনো দোষ বা মন্দ কথা শুনলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় এবং তা সর্বত্র প্রচার করে বেড়ায়। আল্লাহর কাছে পানাহ চাই, এমন ব্যক্তি প্রকৃত মুসলিম নয়।

দ্বিতীয়ত: যার হাত থেকে অন্য মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে। সে কাউকে প্রহার, আঘাত, সম্পদ হরণ বা অনুরূপ কোনো অন্যায়ের মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করে না। সে তার হাতকে সংবরণ করে এবং শরিয়তসম্মত অধিকার ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করে না, আর কারো ওপর চড়াও হয় না। অতএব, যখন কোনো ব্যক্তির হাত ও জিহ্বা থেকে মানুষ নিরাপদ থাকে, তখন সে-ই হলো প্রকৃত মুসলিম।

এই হাদিস থেকে এটি পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে, যার জিহ্বা বা হাত থেকে মানুষ নিরাপদ নয়, সে প্রকৃত মুসলিম নয়। সুতরাং যাদের লক্ষ্য কেবল আল্লাহর বান্দাদের নিয়ে অনর্থক চর্চা করা এবং তাদের গিবত ও মানহানি করা, তারা প্রকৃত মুসলিম নয়। একইভাবে যাদের লক্ষ্য কেবল মানুষকে প্রহার করা, সম্পদ হরণ করা এবং হাতের মাধ্যমে অন্যান্য জুলুম করা, তারাও প্রকৃত মুসলিম নয়।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এভাবেই সংবাদ দিয়েছেন। আর তাঁর এই সংবাদ প্রদান কেবল নিছক জানার জন্য নয়, বরং আমরা যেন তা জানতে পারি এবং সে অনুযায়ী আমল করতে পারি। অন্যথায় যে কথার ওপর আমল নেই, তার সার্থকতা কোথায়? অতএব, আপনি যদি সত্যিকার অর্থে ইসলামকে ধারণ করতে চান, তবে আপনার জিহ্বা ও হাত থেকে মানুষ যেন নিরাপদ থাকে সে ব্যাপারে যত্নবান হোন, যাতে আপনি প্রকৃত মুসলিম হতে পারেন। আমি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন এবং অন্যদেরও আমাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন, আমাদের নিরাপত্তা দান করেন এবং আমাদের ক্ষমা করেন; নিশ্চয়ই তিনি পরম করুণাময় ও মহানুভব।

* * *

213- وعن أبي بكرة نفيح بن الحارث- رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مقال: " إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض: السنة اثنا عشر شهراً، منها أربعة حُرُم: ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم " فسكت حتى ظننا أنه سيسببه بغير اسمه، قال أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى: قال " فأني بلد هذا؟: قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسببه بغير اسمه قال: " ليس بالبلدة؟" قلنا بلى. قال " في يوم هذا؟ " قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسببه بغير اسمه قال: " أليس يوم النحر؟ " قلنا: بلى قال: " فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، إلا فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض، إلا ليبليغ الشهاد الغائب، فلعل بعض من يلغه أن يكون أوعى له من بعض من سببه " ثم قال إلا هل بلغت، ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال: " اللهم اشهد " متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي بكرة نفيح بن الحارث رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم النحر، وذلك في حجة الوداع، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن الزمان قد استدار كهيئته يوم

২১৩- আবু বাকরা নুফাই ইবনে হারিস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই কাল বা সময় তার নিজস্ব রূপে আবর্তিত হয়ে সেই অবস্থায় ফিরে এসেছে, যেদিন আল্লাহ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছিলেন। বছর হলো বারো

মাসের, তার মধ্যে চারটি হলো নিষিদ্ধ (সম্মানিত) মাস। তিনটি মাস হলো ক্রমান্বয়: যুল কা'দাহ, যুল হিজ্জাহ ও মুহাররম; আর (চতুর্থটি হলো) মুদার গোত্রের রজব মাস, যা জুমাদা ও শাবানের মধ্যবর্তী। এটি কোন মাস?" আমরা বললাম: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত। তিনি নীরব রইলেন, এমনকি আমাদের ধারণা হলো যে তিনি হয়তো এই মাসের নাম বদলে অন্য কোনো নাম দেবেন। তিনি বললেন: "এটি কি যুল হিজ্জাহ নয়?" আমরা বললাম: অবশ্যই। তিনি বললেন: "এটি কোন শহর?" আমরা বললাম: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত। তিনি নীরব রইলেন, এমনকি আমাদের ধারণা হলো যে তিনি হয়তো এর অন্য কোনো নাম দেবেন। তিনি বললেন: "এটি কি পবিত্র নগরী (আল-বালাদ) নয়?" আমরা বললাম: অবশ্যই। তিনি বললেন: "এটি কোন দিন?" আমরা বললাম: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত। তিনি নীরব রইলেন, এমনকি আমাদের ধারণা হলো যে তিনি একে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন: "এটি কি কুরবানির দিন (ইয়াউমুন নাহর) নয়?" আমরা বললাম: অবশ্যই। তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের মান-সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য তেমনি পবিত্র ও হারাম, যেমন পবিত্র ও হারাম তোমাদের আজকের এই দিন, এই শহর এবং এই মাস। অচিরেই তোমরা তোমাদের রবের সাক্ষাৎ লাভ করবে, তখন তিনি তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। সাবধান! আমার পরে তোমরা পুনরায় কাফিরদের মতো হয়ে যেও না, যারা একে অপরের ঘাড় কর্তন করে। সাবধান! উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট (এই বার্তা) পৌঁছে দেয়। কেননা যাকে পৌঁছানো হবে সে শ্রবণকারীর চেয়েও অধিক সংরক্ষণকারী হতে পারে।" অতঃপর তিনি বললেন: "সাবধান! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? সাবধান! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?" আমরা উত্তর দিলাম: হ্যাঁ। তিনি বললেন: "হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।" (বুখারি ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ তাআলা) আবু বাকরা নুফাই ইবনে হারিস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন তাতে উল্লেখ আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরবানির দিন সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেছিলেন, আর তা ছিল বিদায় হজের সময়। তিনি (আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম) তাঁদের অবহিত করেন যে, কাল বা সময় তার সেই আদি চক্রে ফিরে এসেছে যেমনটি ছিল সেই দিনে যেদিন...

خلق الله السموات والأرض، يعني أن الزمان وإن كان قد غير وبدل فيه لما كانوا يفعلون في الجاهلية، حين كانوا يفعلون النسيء فيحلون الشهر الحرام، ويحرمون الشهر الحلال، ولكن صادق في تلك السنة أن النسيء صار موافقاً لما شرعه الله عز وجل في الأشهر الحرم.

ثم بين عليه الصلاة والسلام أن عدة الشهور اثنا عشر شهراً، هي: المحرم، وصفر، وربيع الأول، وربيع الثاني، وجبدي الأول، وجبدي الثانية، ورجب، وشعبان، ورمضان، وشوال، وذو القعدة، وذو الحجة، هذه هي الأشهر الاثنا عشر شهراً، التي جعلها الله شهراً لعبادة منذ خلق السموات والأرض، كانوا في الجاهلية يحلون المحرم، ويحرمون صفر.

وبين عليه الصلاة والسلام، أن هذه الاثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاثة متوالية وواحد منفرد، الثلاثة المتوالية هي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، جعلها الله تعالى شهراً محرمة، يحرم فيها القتال، ولا يعتدي فيها أحد على أحد، لأن هذه الأشهر هي أشهر سير الناس إلى حج بيت الله الحرام، فجعلها الله عز وجل محرمة لئلا يفع القتال في هذه الأشهر والناس سائرون إلى بيت الله الحرام، وهذه من حكمة الله عز وجل.

والصحيح أن القتال ما زال محرماً، وأنه لم ينسخ إلى الآن، وأنه يحرم ابتداء القتال فيها.

يقول النبي عليه الصلاة والسلام: " ورجب مضر الذي بين جمادى

আল্লাহ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন; এর অর্থ হলো, জাহেলি যুগে লোকেদের কৃতকর্মের ফলে সময়ের হিসেবে পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটলেও—যেহেতু তারা 'নাসি' বা মাস পিছিয়ে

দেওয়ার প্রথা পালন করত, যার মাধ্যমে তারা পবিত্র মাসকে হালাল এবং সাধারণ মাসকে পবিত্র (হারাম) ঘোষণা করত—তবে সেই নির্দিষ্ট বছরে 'নাসি'র সেই হিসাবটি মহান আল্লাহর শরিয়ত মোতাবেক পবিত্র মাসসমূহের প্রকৃত সময়ের সাথে কাকতালীয়ভাবে মিলে গিয়েছিল। অতঃপর নবী (তাঁর ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) বর্ণনা করেছেন যে, মাসের সংখ্যা হলো বারোটি; যথা: মহররম, সফর, রবিউল আউয়াল, রবিউস সানি, জুমাদাল উলা, জুমাদাস সানিয়া, রজব, শাবান, রমজান, শাওয়াল, জিলকদ এবং জিলহজ। এই বারোটি মাসই আল্লাহ তাআলা আসমান ও জমিন সৃষ্টির দিন থেকে তাঁর বান্দাদের জন্য (হিসাবের মানদণ্ড হিসেবে) নির্ধারণ করেছেন। জাহেলি যুগে তারা মহররম মাসকে হালাল মনে করত এবং সফর মাসকে হারাম সাব্যস্ত করত।

নবী (তাঁর ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) আরও স্পষ্ট করেছেন যে, এই বারো মাসের মধ্যে চারটি মাস হলো 'হারাম' বা বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ; এর মধ্যে তিনটি ধারাবাহিক এবং একটি পৃথক। ধারাবাহিক তিনটি মাস হলো: জিলকদ, জিলহজ ও মহররম। আল্লাহ তাআলা এগুলোকে নিষিদ্ধ মাস হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, যাতে এই সময়ে যুদ্ধবিগ্রহ হারাম থাকে এবং কেউ কারো ওপর আক্রমণ না করে। কারণ এই মাসগুলো হলো মানুষের আল্লাহর পবিত্র ঘরে হজের উদ্দেশ্যে গমনের মাস। তাই মহান আল্লাহ এগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন যাতে মানুষ যখন আল্লাহর পবিত্র ঘরের দিকে সফররত থাকে, তখন যেন কোনো যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত না হয়। এটি মহান আল্লাহর প্রজ্ঞারই অন্তর্ভুক্ত।

আর বিশুদ্ধ মত হলো, এই মাসগুলোতে যুদ্ধবিগ্রহ এখনও নিষিদ্ধ এবং এই বিধান এখন পর্যন্ত রহিত হয়নি। সুতরাং এই মাসগুলোতে নতুন করে যুদ্ধের সূচনা করা হারাম।

নবী (তাঁর ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) বলেন: "আর মুদার গোত্রের রজব মাস, যা জুমাদা..."

وشعبان" وهو الشهر الرابع، وكانوا في الجاهلية يؤدون العبرة فيه فيجعلون شهر رجب للعبرة، والأشهر الثلاثة للحج، فصار هذا الشهر محرماً يحرم فيه القتال، كما يحرم في ذي القعدة وذي الحجة والمحرّم.

إذاً الأشهر السنوية التي جعلها الله لعبادة اثنا عشر شهراً، منها أربعة حرم، كما في القرآن الكريم: ذو القعدة، وذو الحجة، المحرم، ورجب.

ثم سألهم النبي عليه الصلاة والسلام: أي شهر هذا؟ وأي بلد لهذا؟ وأي يوم هذا؟ سألهم عن ذلك من أجل استحضار هسهم، وانتباههم؛ لأن الأمر أمرٌ عظيمٌ فسألهم: "أي شهر هذا؟" قالوا: الله ورسوله أعلم؛ أنهم استبعدوا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهر وهو معروف أنه ذو الحجة، ولكن من أدبهم رضي الله عنهم أنهم لم يقولوا: هذا شهر ذي الحجة؛ لأن الأمر معلوم، بل من أدبهم أنهم قالوا: الله ورسوله أعلم.

ثم سكت لأجل أن الإنسان إذا تلم ثم سكت انتبه الناس: ما الذي أسكته؟ وهذه طريقة متبعة في الإلقاء، أن الإنسان إذا رأى من الناس الذين حوله عدم إنصات يسكت حتى ينتبهوا؛ لأن الكلام إذا كان مسترسلاً فقد يحصل للسامع غفلة، لكم إذا توقف فإنهم سينتبهون لماذا وقف؟

وسكت النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أبو بكر: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى، ثم قال عليه الصلاة والسلام: "إي بلد هذا؟" قالوا: الله ورسوله أعلم، هم يعلمون أنه مكة، لكن لأدبهم واحترامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقولوا: هذا شيء معلوم يا

এবং শাবান এটি চতুর্থ মাস। জাহেলিয়াতের যুগে তারা এতে ওমরাহ পালন করত, ফলে তারা রজব মাসকে ওমরাহর জন্য এবং (বাকি) তিন মাসকে হজের জন্য নির্ধারণ করত। সুতরাং এই মাসটি একটি পবিত্র মাস হিসেবে গণ্য হলো যাতে যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ, যেমনটি যিলকদ, যিলহজ এবং মুহাররম মাসে নিষিদ্ধ।

অতএব, আল্লাহ তাআলা ইবাদতের জন্য বছরের যে মাসগুলো নির্ধারণ করেছেন তা বারোটি, তন্মধ্যে চারটি মাস অতি মর্যাদাপূর্ণ (হারাম), যেমনটি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে: যিলকদ, যিলহজ, মুহাররম এবং রজব।

অতঃপর নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তাদের জিজ্ঞেস করলেন: এটি কোন মাস? এটি কোন শহর? এবং এটি কোন দিন? তিনি তাদের সংকল্প সুদৃঢ় করতে এবং মনোযোগ আকর্ষণ করতে এই প্রশ্নগুলো করেছিলেন; কারণ বিষয়টি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "এটি কোন মাস?" তারা নিবেদন করলেন: আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তারা মাসটি সুপরিচিত যিলহজ হওয়া সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন প্রশ্নে কিছুটা দ্বিধাশ্রিত হয়েছিলেন; কিন্তু তাঁদের শিষ্টাচার ছিল এমন যে তারা সরাসরি বলেননি: এটি যিলহজ মাস (কারণ বিষয়টি তো সবারই জানা), বরং তাদের আদব ছিল এই যে তারা বললেন: আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত।

এরপর তিনি নীরব থাকলেন, কেননা মানুষ কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলে শ্রোতার মনোযোগী হয় যে, তিনি কেন থামলেন? এটি বক্তব্য প্রদানের একটি বিশেষ কৌশল; বক্তা যখন শ্রোতাদের মাঝে অমনোযোগিতা দেখেন, তখন তিনি নীরবতা অবলম্বন করেন যাতে তারা সচেতন হয়ে ওঠে। কারণ একটানা কথা বলে গেলে অনেক সময় শ্রোতার মাঝে গাফিলতি চলে আসে, কিন্তু কথা থেমে গেলে তারা সজাগ হয়ে ওঠে যে কেন তিনি থেমে গেলেন?

নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নীরব থাকলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে তিনি সম্ভবত মাসটির নাম পরিবর্তন করে অন্য কোনো নাম দেবেন। অতঃপর তিনি বললেন: "এটি কি যিলহজ নয়?" তারা বললেন: "অবশ্যই।" অতঃপর তিনি আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন: "এটি কোন শহর?" তারা বললেন: আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তারা জানতেন যে এটি মক্কা, কিন্তু তাদের শিষ্টাচার ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অগাধ সম্মানের কারণে তারা বলেননি: এটি তো জানা বিষয় হে...

رسول الله. كيف تسأل عنه؟ بل قالوا: الله ورسوله أعلم.

ثم سكت حتى ظنوا أنه سيسبیه بغير اسمه، فقال: " ليس البلدة؟ " والبلدة أسم من أسماء مكة. قالوا: بلى. ثم قال: "أي يوم هذا؟ " قالوا الله ورسوله أعلم، مثل ما قالوا في الأول، قال: " ليس يوم النحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله، وهم يعلمون أن مكة حرام، وأن شهر ذي الحجة حرام، وأن يوم النحر حرام، يعني كلها حرم محترمة.

فقال عليه الصلاة والسلام: " إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا " فأكد عليه الصلاة والسلام تحريم هذه الثلاثة: الدماء والأموال والأعراض، فكلها محرمة، والدماء تشمل النفوس وما دونها، والأموال تشمل القليل والكثير، والأعراض تشمل الزنا واللواط والقذف، وربما تشمل الغيبة والسب والشتم. فهذه الأشياء الثلاثة حرام على المسلم أن ينتهكها من أخيه المسلم. فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.

الأموال أيضاً حرام، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

আল্লাহর রাসুল। আপনি এ সম্পর্কে কেন জিজ্ঞাসা করছেন? বরং তারা বললেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই সম্যক অবগত।

অতঃপর তিনি নীরব রইলেন, এমনকি তারা ধারণা করলেন যে তিনি হয়তো একে অন্য কোনো নামে অভিহিত করবেন। এরপর তিনি বললেন: "এটি কি আল-বালদাহ নয়?" আর 'আল-বালদাহ' মক্কার অন্যতম একটি নাম। তারা বললেন: অবশ্যই। তারপর তিনি বললেন: "আজ কোন দিন?" তারা প্রথমবারের মতোই বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সম্যক অবগত। তিনি বললেন: "এটি কি ইয়াওমুন নাহর (কুরবানির দিন) নয়?" তারা বললেন: অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল। তারা জানতেন যে মক্কা পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়, জিলহজ মাস পবিত্র এবং কুরবানির দিন পবিত্র; অর্থাৎ এ সবই অতি সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ।

অতঃপর তাঁর ওপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক, তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের মান-সম্মান তোমাদের জন্য পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়, যেমন তোমাদের আজকের এই দিনের পবিত্রতা তোমাদের এই শহরে এবং তোমাদের এই মাসে রয়েছে।" এভাবে তাঁর ওপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক, তিনি এই তিনটি বিষয়ের নিষিদ্ধতাকে সুনিশ্চিত করলেন: রক্ত, সম্পদ এবং মান-সম্মান। সুতরাং এ সবই অলঙ্ঘনীয়। রক্ত বলতে জীবন এবং এর চেয়ে কম পর্যায়ে অঙ্গহানি ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত; সম্পদ বলতে অল্প ও বেশি সবটুকু অন্তর্ভুক্ত; এবং মান-সম্মান বলতে ব্যভিচার, সমকামিতা ও অপবাদ অন্তর্ভুক্ত, এমনকি গীবত বা পরনিন্দা ও গালিগালাজও সম্ভবত এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং একজন মুসলমানের জন্য তার অপর মুসলমান ভাইয়ের এই তিনটি বিষয়ের অবমাননা করা হারাম। কোনো মুসলিম ব্যক্তির রক্ত (প্রবাহিত করা) বৈধ নয় তিনটি কারণের কোনো একটি ব্যতীত: বিবাহিত ব্যভিচারী, জীবনের বদলে জীবন, এবং যে নিজের দ্বীন ত্যাগ করে মুসলিম জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

সম্পদও একইভাবে হারাম; কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ তার স্বতঃস্ফূর্ত সন্তুষ্টি ব্যতীত বৈধ নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: (হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না...)

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) (النساء: 29) .

والأعراض أيضاً محترمة، لا يحل للمسلم أن يغتاب أخاه أو أن يقذفه، بل إن القاذف إذا قذف شخصاً عفيفاً بعيداً عن التهمة وقال: يا زانٍ، أو أنت زانٍ، أو أنت لوطي، أو ما أشبه ذلك، فإما أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون على الزنا صريحاً، وإلا فإن هذا القاذف يعاقب بثلاث عقوبات:

العقوبة الأولى: أن يجلد ثمانين جلدة.

والعقوبة الثانية: ألا تقبل له شهادة أبداً كلما شهد عند القاضي ترد شهادته، سواء شهد بالأموال، أو شهد بالدماء، أو شهد بروية الهلال، أو شهد بأي شيء آخر، يرفض القاضي شهادته ويردها.

العقوبة الثالثة: الفسق، أن يكون فاسقاً بعد أن كان عدلاً، فلا يزوج ابنته ولا أخته ولا يتقدم إماماً في المسلمين عند كثير من العلماء، ولا يولى أي ولاية؛ لأنه صار فاسقاً، هذه عقوبة من يرمي شخصاً بالزنا أو اللواط.

إلا أن يأتي بأربعة شهداء، قال الله تعالى وَلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (النور: 13) ، حتى لو فرض أن هذا الرجل من أصدق الناس ولم يأت بأربعة شهداء، فإنه يجلد ثمانين جلدة، ولهذا شهد أربعة من الرجال على رجل بأنه زنى عند عمر بن الخطاب، فجاء بهم عمر فسألهم، قال للأول: تشهد أنه زنى؟ قال: نعم، قال: تشهد أنك رأيت ذكره في فرجها غائباً كما يغيب المرواد في الكحلة؟ قال: نعم، فجاء بالثاني، قال: نعم، فجاء بالثالث: قال: نعم، فجاء

"তবে তা তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা হতে হবে।" (আন-নিসা: ২৯) ।

মানুষের সম্মান ও মর্যাদাও একইভাবে সংরক্ষিত। কোনো মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের গিবত করা বা তাকে অপবাদ দেওয়া বৈধ নয়। বরং কোনো অপবাদকারী যদি কোনো সচ্চরিত্র ও পবিত্র ব্যক্তিকে অপবাদ দিয়ে বলে: ‘হে ব্যভিচারী’, অথবা ‘তুমি ব্যভিচারী’, অথবা ‘তুমি

সমকামী’, বা এই জাতীয় কিছু, তবে তাকে হয় চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে যারা স্পষ্টভাবে ব্যভিচারের সাক্ষ্য দেবে, অন্যথায় সেই অপবাদকারীকে তিনটি দণ্ড প্রদান করা হবে: প্রথম দণ্ড: তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে।

দ্বিতীয় দণ্ড: তার সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করা হবে না। যখনই সে বিচারকের নিকট সাক্ষ্য দেবে, তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হবে; চাই সে আর্থিক বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করুক, কিংবা প্রাণের বিষয়ে (রক্তপাত), অথবা চাঁদ দেখার বিষয়ে, অথবা অন্য যেকোনো বিষয়েই হোক না কেন—বিচারক তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করবেন এবং তা অগ্রাহ্য করবেন।

তৃতীয় দণ্ড: পাপাচার বা ফাসিকি; অর্থাৎ সে ইতিপূর্বে ন্যায়পরায়ণ (আদিল) ব্যক্তি থাকার পর এখন ফাসিক বলে গণ্য হবে। ফলে অনেক আলিমের মতে সে তার কন্যা বা বোনকে বিবাহ দিতে পারবে না (অভিভাবক হিসেবে), মুসলিমদের ইমামতি করতে পারবে না এবং তাকে কোনো রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে নিযুক্ত করা যাবে না; কারণ সে ফাসিক হয়ে গেছে। এটিই হলো সেই ব্যক্তির শাস্তি যে কাউকে ব্যভিচার বা সমকামিতার অপবাদ দেয়।

যদি না সে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “কেন তারা এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করল না? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, তাই আল্লাহর কাছে তারাই মিথ্যাবাদী।” (আন-নূর: ১৩)। এমনকি যদি ধরে নেওয়া হয় যে, এই ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সত্যবাদী, তবুও সে যদি চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তবে তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে। এই কারণেই উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর নিকট চারজন লোক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যভিচারের সাক্ষ্য দিয়েছিল। উমর (রা.) তাদের নিয়ে এলেন এবং প্রশ্ন করলেন। তিনি প্রথমজনকে বললেন: “তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে সে ব্যভিচার করেছে?” সে বলল: “হ্যাঁ।” তিনি বললেন: “তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, তুমি তার লিঙ্গকে তার যৌনাঙ্গে প্রবেশ করা অবস্থায় দেখেছ, যেভাবে সুরমাদানি সুরমার পাত্রে প্রবেশ করে?” সে বলল: “হ্যাঁ।” এরপর দ্বিতীয়জন এল এবং বলল: “হ্যাঁ।” এরপর তৃতীয়জন এল এবং বলল: “হ্যাঁ।” তারপর...

بأربع فتوقف، فقال: أنا لا أشهد بالزنا، لكني رأيت أمراً منكراً، قال: رأيت رجلاً على امرأة يتحرك كتحرك الجامع لكن لا أشهد، فجلد الثلاثة الأولين على ثمانين جلدة؛ لأنه تبين أنهم كذبة وأطلق الرابع.

فالأعراض من أشد الأشياء حرمة، ولهذا كما سيعتم قال الله تعالى (وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْبُحْصَنَاتِ ثُمَّ كَفَرُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) (النور: 4) هذه هي العقوبة الأولى (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا) (النور: 4) وهذه هي الثانية، (وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (النور: 4) وهذه هي الثالثة (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (النور: 5)، يعني لا يكونون فاسقاً، لكن بشرط التوبة والإصلاح، لا يكفي أن يقول: أنا تائب حتى ننظر هل الرجل أصلح أو لم يصلح؟ وعلى هذا فإنه جدير بمن كانت هذه حاله أن يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العظيمة، في مشهد الصحابة، في يوم النحر في منى، يقو عليه الصلاة والسلام: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا".

ثم قال: "ألا لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض" لأن المسلمين لو صاروا يضرب بعضهم رقاب بعض صاروا كفاراً؛ لأنه لا يستحل دم المسلم إلا الكافر، فالمسلم لا يمكن أن يشهر السلاح على أخيه، لكن لا أحد يشهر السلاح على المسلم إلا الكافر، ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إذا اقتتلوا بأنهم كفاراً فقال: "ألا فلا ترجعوا بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض".

চতুর্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে তিনি থেমে গেলেন এবং বললেন: আমি ব্যভিচারের সাক্ষ্য দেব না, তবে আমি একটি গর্হিত বিষয় দেখেছি। তিনি বললেন: আমি একজন পুরুষকে একজন নারীর ওপর

এমনভাবে নড়াচড়া করতে দেখেছি যেমন সহবাসকারী করে থাকে, কিন্তু আমি সাক্ষ্য দেব না। ফলে তিনি প্রথম তিনজনকে আশিটি করে বেত্রাঘাত করলেন; কারণ এটি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে তারা মিথ্যাবাদী এবং চতুর্থজনকে মুক্তি দিলেন।

সুতরাং মানুষের সম্মান ও মর্যাদা সর্বাধিক পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই আপনারা যেমনটি শুনেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (আর যারা সতী-সাপ্তরী নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তোমরা তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করো) [আন-নূর: ৪]—এটি হলো প্রথম শাস্তি। (আর কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না) [আন-নূর: ৪]—এটি হলো দ্বিতীয় শাস্তি। (আর তারাই হলো ফাসেক বা পাপাচারী) [আন-নূর: ৪]—এটি হলো তৃতীয় শাস্তি। (তবে যারা এরপরে তওবা করে এবং সংশোধন করে নেয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু) [আন-নূর: ৫]। অর্থাৎ তারা ফাসেক হিসেবে গণ্য হবে না, তবে তা তওবা ও সংশোধনের শর্তে। কেবল এটুকু বলাই যথেষ্ট নয় যে: 'আমি তওবা করেছি', যতক্ষণ না আমরা পর্যবেক্ষণ করি যে সেই ব্যক্তি নিজেকে সংশোধন করেছে কি না।

এই প্রেক্ষাপটে, যার গুরুত্ব এমন অপরিসীম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এই মহান খুতবায়, সাহাবায়ে কেরামের বিশাল সমাবেশে, মিনায় কুরবানির দিনে তা গুরুত্বের সাথে পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তিনি আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম বলেন: "নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান তোমাদের জন্য তেমনই পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়, যেমন পবিত্র তোমাদের আজকের এই দিন, তোমাদের এই মাস এবং তোমাদের এই শহর।"

অতঃপর তিনি বললেন: "সাবধান! তোমরা আমার পরে পুনরায় কাফের হয়ে যেয়ো না যে, তোমরা একে অপরের ঘাড় কাটবে।" কারণ মুসলমানরা যদি একে অপরের ঘাড় কাটতে শুরু করে তবে তারা কাফেরদের সদৃশ হয়ে যাবে; কেননা কাফের ছাড়া আর কেউ একজন মুসলমানের রক্তকে বৈধ মনে করে না। একজন মুসলমানের পক্ষে তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র উঁচিয়ে ধরা সম্ভব নয়, বরং কাফের ছাড়া কেউ মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে না। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানরা যখন পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয় তখন তাদের কুফরির সাথে তুলনা করে বলেছেন: "সাবধান! তোমরা আমার পরে পুনরায় কাফের হয়ে যেয়ো না, যেন তোমরা একে অপরের ঘাড় কাটতে থাকো।"

وهذه المسألة بحسب النصوص فيها تفصيل؛ إن قاتل المسلم مستحلاً لقتله بغير إذن شرعي فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة وإن قاتله بتأويل، أو لقصد رئاسة، أو لقصد سلطان فهذا لا يكفر كفر ردة، ولكنه كفر دون كفر، ودليل ذلك قوله تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَكَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (النساء: 9، 10)، هذا هو الجمع بين هذه الآية وبين الحديث، فيقال: إن تقاتل المسلمون مستحلاً كل واحد دم أخيه؛ فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة، وإن كان لرئاسة أو عصبية أو حمية أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يكفر كفر ردة، بل يكون كفره كفراً دون كفر، وعليه أن يتوب ويستغفر.

ثم قال عليه الصلاة والسلام: "إلا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟" يسأل الصحابة رضي الله عنهم. قالوا: نعم، أي بلغت، فتأمل كيف يقرر النبي عليه الصلاة والسلام أنه بلغ في المواطن العظيمة الكثيرة الجمع، في عرفة خطبهم عليه الصلاة والسلام، قال: "ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس، يقول اللهم أشهد عليهم أنني بلغتهم، وكذلك أشهد ربه على أنه بلغ أمته وأقروا بذلك في يوم النحر.

ونحن نشهد ونشهد الله وملائكته ومن سبعا من خلقه أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وأنه بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة، فبما ترك خيراً إلا ودل أمته عليه، ولا شراً إلا وحذرهم منه، وأنه ترك أمته على

نصوص বা দলীলসমূহের আলোকে এই বিষয়টি বিস্তারিত ব্যাখ্যার দাবি রাখে; যদি কোনো মুসলিম শরয়ি অনুমতি ব্যতিরেকে রক্তপাতকে বৈধ মনে করে অন্য কোনো মুসলিমকে হত্যা করে, তবে সে দ্বীন থেকে বহিষ্কারকারী কুফরিতে লিপ্ত হবে। আর যদি সে কোনো অপব্যাখ্যা (তাবিল), নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা অথবা ক্ষমতার লোভে লড়াই করে, তবে তা ধর্মত্যাগের কুফরি হিসেবে গণ্য হবে না; বরং তা হবে বড় কুফরির চেয়ে নিম্নপর্যায়ের কুফরি। এর প্রমাণ হলো মহান আল্লাহর বাণী: (আর যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর তাদের একদল যদি অন্য দলের ওপর বাড়াবাড়ি করে, তবে তোমরা সেই দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যে দল বাড়াবাড়ি করে—যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার ও ইনসারফের সাথে মীমাংসা করে দাও; নিশ্চয় আল্লাহ ইনসারফকারীদের ভালোবাসেন। মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই; সুতরাং তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপন করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও।) (সূরা আল-হুজুরাত: ৯, ১০)। এটিই হলো উক্ত আয়াত এবং হাদীসের মধ্যে সমন্বয়। সুতরাং বলা যায়: যদি মুসলিমরা একে অপরের রক্ত বৈধ মনে করে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তবে তা মিল্লাত থেকে বের করে দেওয়ার মতো কুফরি। আর যদি তা নেতৃত্ব, গোত্রপ্রীতি, আবেগ বা এই জাতীয় কোনো কারণে হয়, তবে তা ধর্মত্যাগের কুফরি হবে না, বরং তা হবে ছোট কুফরি; এমতাবস্থায় তাকে তাওবাহ ও ইস্তিগফার করতে হবে।

অতঃপর নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বললেন: "শোনো, আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? শোনো, আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?" তিনি সাহাবীগণের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) কাছে জিজ্ঞাসা করছিলেন। তাঁরা বললেন: হ্যাঁ, আপনি পৌঁছে দিয়েছেন। সুতরাং চিন্তা করে দেখুন, নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) কত মহান ও জনবহুল সমাবেশে তাঁর বাণী পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন। আরাফার ময়দানে তিনি তাঁদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদানকালে বলেছিলেন: "শোনো, আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?" তাঁরা বললেন: হ্যাঁ। তখন তিনি তাঁর আঙুল আকাশের দিকে উত্তোলন করছিলেন এবং মানুষের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন আর বলছিলেন: হে আল্লাহ! আপনি তাদের ওপর সাক্ষী থাকুন যে আমি তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। তেমনিভাবে কুরবানির দিনেও তিনি তাঁর উম্মতের কাছে বার্তা পৌঁছানোর বিষয়ে তাঁর প্রতিপালককে সাক্ষী রেখেছিলেন এবং তাঁরাও তা স্বীকার করে নিয়েছিল।

আমরাও সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল ও সৃষ্টির মধ্যে যারা আমাদের কথা শুনছেন তাদের সাক্ষী রেখে বলছি যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুস্পষ্টভাবে দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন, অর্পিত আমানত রক্ষা করেছেন, রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং উম্মতকে সঠিক উপদেশ দিয়েছেন। এমন কোনো কল্যাণ নেই যার দিকে তিনি তাঁর উম্মতকে পথ দেখাননি, আর এমন কোনো অকল্যাণ নেই যা থেকে তিনি তাদের সতর্ক করেননি। তিনি তাঁর উম্মতকে এক সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল পথের ওপর রেখে গেছেন...

(ম: 521) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

المحجة البيضاء، وأنه ما بقي شيء من أمور الدين أو الدنيا تحتاجه الأمة إلا بينه عليه الصلاة والسلام، ولكن الخطأ ممن يبلغه الخبر، فهو الذي قد يكون قاصراً في فهمه، وقد يكون له نية سيئة فيحرم الصواب، قد يكون هناك أسباب أخرى، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ بلاغاً تاماً كاملاً. جزاه الله عن أمته خير الجزاء.

والصحابه رضي الله عنهم بلغوا جميع ما سبوه منه عليه الصلاة والسلام ولم يكتبوا من سنته شيئاً، وبلغوا ما جاء به من الوحي، ولم يكتبوا منه شيئاً، فجاءت الشرعية- والله الحمد - كاملة من كل وجه، بلغها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، ثم بلغها الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم، ثم التابعون عن قبلهم، هكذا إلى يومنا هذا، والله الحمد والمنة.

ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الشاهد الغائب، يعني يبلغ من شهده وسمع خطبته باقي الأمة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ربما يكون مبلغ أوعى للحديث من سامع، وهذه الوصية من الرسول عليه الصلاة والسلام، وصية لمن حضر في ذلك

اليوم، ووصية لمن سيع حديثه على يوم القيامة، فعلينا إذا سبغنا حديثاً عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن نبلغه إلى الأمة.

ونحن محملون بأن نبلغ، ومنهيون بأن نكون كاليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، وقد وصفهم الله بآبشع وصف، فقال: (مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً) (الجمعة: 5)، فالحمار إذا حمل أسفاراً - يعني كتاباً - فإنه لا ينتفع منها، إذا كان الحمار

এটি এক উজ্জ্বল শুভ পথ; দীন বা দুনিয়ার এমন কোনো বিষয় অবশিষ্ট নেই যার প্রয়োজনীয়তা উম্মতের রয়েছে অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেননি। তবে ভুলভ্রান্তি ঘটে সংবাদ পৌঁছানো ব্যক্তির পক্ষ থেকে; তার বোধগম্যতায় ত্রুটি থাকতে পারে, কিংবা তার নিয়ত মন্দ হতে পারে যার ফলে সে সঠিক পথ থেকে বঞ্চিত হয়, অথবা অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে। অন্যথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গভাবে দীন পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে তাঁকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন।

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে যা কিছু শুনেছেন তার সবকিছুই পৌঁছে দিয়েছেন এবং তাঁর সুন্নাহর কোনো কিছুই গোপন করেননি। ওহীর মাধ্যমে যা কিছু এসেছে তাও তাঁরা প্রচার করেছেন এবং তার কোনো অংশই গোপন রাখেননি। ফলে আল্লাহর শুকরিয়া যে, শরীয়ত সবদিক থেকে পূর্ণাঙ্গ রূপেই আমাদের নিকট পৌঁছেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা তাঁর রবের পক্ষ থেকে পৌঁছে দিয়েছেন, অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম তাঁদের নবীর পক্ষ থেকে পৌঁছে দিয়েছেন, এরপর তাবেয়ীনগণ তাঁদের পূর্ববর্তীদের পক্ষ থেকে পৌঁছে দিয়েছেন। এভাবেই আজ পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত রয়েছে, আর সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ একমাত্র আল্লাহর। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট বার্তা পৌঁছে দেয়। অর্থাৎ, যারা তাঁর উপস্থিতিতে খুতবা শুনেছেন তারা যেন উম্মতের বাকি লোকদের নিকট তা পৌঁছে দেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, কখনো কখনো যার কাছে হাদীস পৌঁছে দেওয়া হয় সে

সরাসরি শ্রবণকারীর তুলনায় অধিক সংরক্ষণকারী বা সমঝদার হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই অসিয়ত বা নির্দেশ সেই দিন উপস্থিত ব্যক্তিদের জন্য যেমন ছিল, তেমনি কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁর হাদীস শ্রবণ করবে তাদের সকলের জন্যই প্রযোজ্য। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো, যখনই আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো হাদীস শুনব, তা উম্মতের নিকট পৌঁছে দেওয়া।

আমাদের ওপর প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে এবং আমাদের সেই সব ইহুদিদের মতো হতে নিষেধ করা হয়েছে, যাদেরকে তাওরাত বহনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তারা তা বহন করেনি। আল্লাহ তাআলা তাদের অত্যন্ত কদর্য উপমায় বর্ণনা করে বলেছেন: "যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা তা বহন করেনি, তাদের উদাহরণ সেই গাধার মতো যে কিতাবের বোঝা বহন করে।" (সূরা আল-জুমুআ: ৫)। গাধা যখন কিতাবের বোঝা বহন করে, তখন সে তা থেকে কোনো উপকার লাভ করতে পারে না। যখন গাধা...

(ص: 522) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

يحمل أسفراً لا ينتفع منها؛ فالذي يحمل القرآن أو السنة ولا ينتفع منها كمثل الحمار يحمل أسفراً. نسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ويُستفاد من هذا الحديث تحذير النبي عليه الصلاة والسلام أمته من قتال بعضهم بعضاً، ولكن مع الأسف أنه قوع بينهم السيف، وصارت الفتن منذ عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى يومنا هذا، وما زالت الفتن قائمة بني الناس، فأحياناً تشتعل اشتعلاً واسعاً، وأحياناً تكون في مناطق معينة نسأل الله العافية.

ولكن الواجب على المسلم أن يتقى دم أخيه ما أتستطاع، نعم إذا بلى الإنسان بنفسه وصيل عليه، ضد نفسه أو ماله أو حرمة، فله أن يدافع عن نفسه، ولكن

بِالْأَسْهَلِ فَاَلْأَسْهَلِ، فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعِ الصَّائِلُ إِلَّا بِالْقَتْلِ قَتْلَهُ، فَإِنْ قَتَلَهُ فَالْصَّائِلُ فِي
النَّارِ، وَإِنْ قُتِلَ الْمُدَافِعُ فَهُوَ شَهِيدٌ، كَمَا جَاءَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَحْذِيرٌ مِنْ أَعْرَاضِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْتَهَكَ
عَرَضَ أَخِيهِ، لَا صَادِقٍ وَلَا كَاذِبًا؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا فَقَدْ اغْتَابَهُ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَقَدْ
بَهَتَهُ، وَأَنْتَ إِذَا رَأَيْتَ مِنْ أَخِيكَ شَيْئًا تَنْتَقِدُهُ فِيهِ فِي عِبَادَاتِهِ أَوْ فِي أَخْلَاقِهِ أَوْ فِي
مَعَامَلَاتِهِ، فَعَلَيْكَ بِنَصِيحَتِهِ، فَهَذِهِ مِنْ حَقُوقِهِ عَلَيْكَ، وَتَنْصَحُهُ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ
مَشَافَهَةٌ أَوْ مَكَاتِبَةٌ، وَبِهَذَا تَبْرَأُ ذِمَّتَكَ.
لَكِنْ هُنَا شَيْءٌ لَا بَدَّ مِنْهُ؛ وَهُوَ أَنَّكَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَحَهُ بِالْمَكَاتِبَةِ

সে এমন কিতাব বহন করে যা থেকে সে উপকৃত হয় না; সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন বা সুন্নাহ
বহন করে কিন্তু তা থেকে উপকৃত হয় না, তার উদাহরণ সেই গাধার ন্যায় যে কিতাব বহন
করে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাকে এবং আপনাদেরকে উপকারী
জ্ঞান ও নেক আমল দান করেন।

এই হাদিস থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তাঁর উম্মতকে একে অপরের সাথে
যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সম্পর্কে সতর্কবাণী পাওয়া যায়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, তাদের
মাঝে তলোয়ারের লড়াই সংঘটিত হয়েছে এবং উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর
যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ফিতনা-বিপর্যয় চলমান রয়েছে। মানুষের মাঝে ফিতনা এখনও বিদ্যমান;
কখনো তা ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে, আবার কখনো নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চলে সীমাবদ্ধ
থাকে। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

তবে একজন মুসলমানের জন্য কর্তব্য হলো যথাসাধ্য তার ভাইয়ের রক্ত থেকে বেঁচে থাকা।
হ্যাঁ, যদি কোনো ব্যক্তি আক্রান্ত হয় এবং তার জীবন, সম্পদ বা সম্মানের ওপর আক্রমণ করা
হয়, তবে তার আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে। তবে তা করতে হবে সহজতর পন্থা থেকে
ক্রমান্বয়ে। যদি আক্রমণকারীকে হত্যা করা ছাড়া প্রতিহত করা সম্ভব না হয়, তবে সে তাকে
হত্যা করতে পারবে। এক্ষেত্রে সে যদি তাকে হত্যা করে তবে আক্রমণকারী জাহান্নামী হবে,
আর যদি প্রতিরোধকারী নিহত হয় তবে সে শহীদ হিসেবে গণ্য হবে, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে।

এই হাদিসে মুসলমানদের মান-সম্মানের ব্যাপারেও সতর্ক করা হয়েছে যে, একজন মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের সম্মানহানি করা বৈধ নয়, চাই তা সত্য হোক বা মিথ্যা। কারণ সে যদি সত্য বলে তবে সে তার গীবত করল, আর যদি মিথ্যা বলে তবে সে তার ওপর অপবাদ আরোপ করল। আপনি যখন আপনার ভাইয়ের ইবাদত, চরিত্র বা লেনদেনের মধ্যে এমন কিছু দেখবেন যার সমালোচনা করা প্রয়োজন, তখন তাকে নসিহত করা আপনার দায়িত্ব। এটি আপনার ওপর তার অন্যতম অধিকার। আপনি তাকে একান্তে মৌখিকভাবে কিংবা লিখিতভাবে নসিহত করবেন, আর এভাবেই আপনি আপনার দায়িত্ব থেকে দায়মুক্ত হবেন। তবে এখানে একটি বিষয় অপরিহার্য; আর তা হলো, আপনি যখন তাকে লিখিতভাবে নসিহত করতে চাইবেন...

(ص: 523) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

فلا بد أن تذكر اسمك، ولا تخف ولا تكن جبناً، اذكر وقل: من فلان إلى أخيه فلان بن فلان ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد ... فأنا انتقد عليك كذا وكذا وكذا، من أجل أنه إذا عرف اسمك دعاك أو أتى إليك وناقشك في الأمر. أما أن تكون جبناً، وترمي من رواء جدار، فهذا لا يليق بالمسلم، ليس هذا بنصح؛ لأنك ستبقى حاملاً عليه في قلبك فيما تراه أنه أخطأ فيه، وهو سيبقى ويستمر على ما هو فيه؛ لأن الذي كتب له بالنصيحة ليس أمه حتى يشرح له وجهة نظره، ويستفسر منه عن وجهة نظره هو الآخر، فيبقى الشر على ما هو عليه، الخطأ على ما هو عليه. لكن إذا كتب اسمه كان مشكوراً على هذا وكان بإمكان المكتوب إليه النصوح أن يخاطبه، وأن يبين له ما عنده، حتى يقتنع أحد الرجلين بما عند الآخر.

216- وعن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفرٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلانٌ شهيدٌ، وفلانٌ شهيدٌ، حتى مروا على رجل فقالوا: فلانٌ شهيدٌ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " كلا إني رأيته في النار في بُردةٍ غلها - أو عباءة " رواه مسلم.

217- وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي- رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وسلم

অতএব আপনাকে অবশ্যই নিজের নাম উল্লেখ করতে হবে, ভয় পাবেন না এবং ভীরা হবেন না। আপনি নাম উল্লেখ করে বলুন: অমুকের পক্ষ থেকে তার ভাই অমুক বিন অমুকের প্রতি ... আপনার ওপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। অতঃপর ... আমি আপনার এই এই বিষয়ের সমালোচনা করছি। এর উদ্দেশ্য হলো, যখন তিনি আপনার নাম জানতে পারবেন, তখন তিনি আপনাকে ডাকবেন অথবা আপনার নিকট এসে বিষয়টি নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা করবেন। কিন্তু আপনি যদি ভীরা প্রদর্শন করেন এবং দেয়ালের আড়াল থেকে আক্রমণ করেন, তবে তা একজন মুসলিমের জন্য শোভনীয় নয়। এটি প্রকৃত নসিহত বা সদুপদেশ নয়; কারণ আপনি আপনার দৃষ্টিতে তার যে ভুলটি দেখছেন, তা নিয়ে নিজের অন্তরে তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে থাকবেন, আর তিনি যা করছেন তাতেই লিপ্ত থাকবেন। কারণ যাকে উদ্দেশ্য করে নসিহতটি লেখা হয়েছে, তার সামনে এমন কেউ নেই যে তাকে তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করবে এবং তার নিকট থেকেও তার দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাইবে। ফলে অনিষ্ট ও ভুল যে অবস্থায় ছিল সেভাবেই থেকে যাবে।

কিন্তু যদি তিনি নিজের নাম লেখেন, তবে তিনি এর জন্য প্রশংসার যোগ্য হবেন এবং যাকে নসিহত করা হয়েছে, তার পক্ষেও সম্ভব হবে তার সাথে যোগাযোগ করা এবং নিজের অবস্থান স্পষ্ট করা, যাতে তাদের উভয়ের একজন অপরজনের বক্তব্যে আশ্বস্ত হতে পারেন।

* * *

২১৬- উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন খায়বরের যুদ্ধের দিন এল, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীদের একটি দল এগিয়ে এলেন এবং বলতে লাগলেন: অমুক শহীদ, অমুক শহীদ। এমনকি তারা যখন এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন বললেন: অমুকও শহীদ। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) বললেন: "কখনোই নয়, আমি তাকে জাহান্নামের আগুনে দেখতে পাচ্ছি এমন একটি চাদরের কারণে যা সে আত্মসাৎ করেছিল—অথবা জুব্বার কারণে।" এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

২১৭- আবু কাতাদা আল-হারিস ইবনে রিবয়ী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন...

(ص: 524) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

أنه قام فيهم، فذكر لهم إن الجهاد في سبيل الله، والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أريت أن قتلت في سبيل الله، تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابرٌ محتسبٌ مقبلٌ غير مدبرٍ " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كيف قلت؟ " قال: أرايت إن قتلت في سبيل الله، أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نعم وأنت صابرٌ محتسبٌ، مقبلٌ غير مدبرٍ إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك " رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في بيان فضيلة الجهاد في سبيل الله والشهادة، فالجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين، وكذلك إذا غلَّ الإنسان شيئاً مما غنمه يعني أخفاه وجحده، ففي الحديث الأول أن نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أقبلوا - يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: فلان شهيد،

فـلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " كلا ... " الحديث.

والبردة نوع من الثياب، العباءة معروفة، غلها: يعني كتبها، غنمها من أموال الكفار وقت القتال، فكتبها يريد أن يختص بها لنفسه، فعُذِبَ بها في نار جهنم، وانتفت عنه هذه الصفة العظيمة وهي الشهادة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كلا"، يعني ليس بشهيد؛ لأنه غلّ هذا الشيء البسيط، فأحبط

তিনি তাদের মাঝে দাঁড়িয়েছিলেন, অতঃপর তাদের নিকট আলোচনা করলেন যে, আল্লাহর পথে জিহাদ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান হচ্ছে সর্বোত্তম আমল। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নিবেদন করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি মনে করেন যে আমি যদি আল্লাহর পথে নিহত হই, তবে কি তা আমার গুনাহসমূহ মোচন করে দেবে? তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন: "হ্যাঁ, যদি তুমি আল্লাহর পথে এমন অবস্থায় নিহত হও যে তুমি ধৈর্যশীল, সওয়াবের প্রত্যাশী এবং সমুখপানে অগ্রসরমান—পশ্চাদপসরণকারী নও।" অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তুমি কী বলেছিলে?" তিনি বললেন: আপনি কি মনে করেন যে আমি যদি আল্লাহর পথে নিহত হই, তবে কি তা আমার গুনাহসমূহ মোচন করে দেবে? তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "হ্যাঁ, যখন তুমি ধৈর্যশীল, সওয়াবের প্রত্যাশী এবং সমুখপানে অগ্রসরমান—পশ্চাদপসরণকারী নও, তবে ঋণ ব্যতীত; কেননা জিবরাঈল আমাকে এ কথা বলেছেন।" মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) আল্লাহর পথে জিহাদ এবং শাহাদাতের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনায় বলেন, আল্লাহর পথে জিহাদ হলো ইসলামের সর্বোচ্চ শিখর, যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সংবাদ দিয়েছেন। আর আল্লাহর পথে শাহাদাত ঋণ ব্যতীত সবকিছু মোচন করে দেয়। তেমনিভাবে যদি মানুষ গনিমতের মাল থেকে কোনো কিছু আত্মসাৎ করে, অর্থাৎ তা লুকিয়ে রাখে এবং অস্বীকার করে (তাও ক্ষমার অযোগ্য)। প্রথম হাদিসে এসেছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একদল সাহাবী খয়বরের যুদ্ধের দিন উপস্থিত হলেন এবং তারা

বলছিলেন: অমুক শহীদ, অমুক শহীদ; এভাবে তারা এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন: অমুক শহীদ। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "কখনো নয় ... " (হাদিসের শেষ পর্যন্ত)।

'বুরদাহ' হলো এক প্রকারের বস্ত্র, আর 'আবায়াহ' তো সুপরিচিত। 'গাল্লাহা' অর্থ: সে তা গোপন করেছে; অর্থাৎ যুদ্ধের সময় কাফিরদের সম্পদ থেকে প্রাপ্ত গনিমত সে গোপন করেছে যাতে তা নিজের জন্য বিশেষায়িত করতে পারে। ফলে এর কারণে তাকে জাহান্নামের আগুনে শাস্তি দেওয়া হলো এবং তার থেকে এই মহান গুণটি অর্থাৎ শাহাদাত রহিত হয়ে গেল; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন: "কখনো নয়," অর্থাৎ সে শহীদ নয়; যেহেতু সে সামান্য এই বস্ত্র আত্মসাৎ করেছে, যা তার আমলকে বিনষ্ট করে দিয়েছে।

(ص: 525) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

جهاده. نسأل الله العافية، وصار في النار، قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (آل عمران: 161)، ففي هذا دليل على أنه لا ينبغي لنا أن نحكم على شخص بأنه شهيد، وإن قُتل في معركة بين المسلمين والكفار، لا نقول: فلان شهيد لاحتمال أن يكون غل شيئاً من الغنائم أو الفبيء، ولو غل قرشاً واحداً، أو مسباراً زال عنه اسم الشهادة، وكذلك لاحتمال أن تكون نيته غير صواب، بأن ينوي بذلك الحمية أو أن يرى مكانه. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يُقاتل شجاعة، ويقا تل حمية، ويقا تل ليُرى مكانه. أي ذلك في سبيل الله؟ قال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله"، والنية أمر باطن في القلب لا يعلمه إلا الله.

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: " ما من مكلوم يكلم في سبيل الله ", أي ما من مجروح يجرح في سبيل الله، " والله أعلم بمن يكلم في سبيله"، انتبه لهذه القضية جيداً، قد نظن أنه يقاتل في سبيل الله ونحن لا نعلم، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، " إلا جاء يوم القيامة وجرحه يشغب دماً، اللون لون الدم، والريح ريح المسك".

ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه قال: باب لا يُقال فلان

তাঁর জিহাদ (ব্যর্থ হলো), আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করি, এবং সে জাহান্নামবাসী হলো। মহান আল্লাহ বলেন: "কোনো নবীর জন্য শোভনীয় নয় যে তিনি খেয়ানত করবেন; আর যে ব্যক্তি খেয়ানত করবে, সে কিয়ামতের দিন সেই খেয়ানতকৃত বস্তু নিয়ে উপস্থিত হবে" (সূরা আলে ইমরান: ১৬১)। এতে এই দলীল রয়েছে যে, আমাদের জন্য উচিত নয় নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে 'শহীদ' বলে বিচার করা, যদিও সে মুসলিম ও কাফিরদের লড়াইয়ে নিহত হয়।

আমরা বলব না যে: 'অমুক ব্যক্তি শহীদ', কারণ এই সম্ভাবনা রয়েছে যে সে গনীমত বা রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে কোনো কিছু আত্মসাৎ করেছে। যদি সে একটি পয়সা কিংবা একটি পেরেকও আত্মসাৎ করে, তবে তার ওপর থেকে শাহাদাতের নাম বিলুপ্ত হয়ে যায়। তদ্রূপ এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে তার নিয়ত সঠিক ছিল না, যেমন সে হয়তো বীরত্ব রক্ষার জন্য কিংবা নিজের শৌর্য-বীর্য জাহির করার জন্য যুদ্ধ করেছে।

এ কারণেই নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য লড়াই করে, বংশীয় মর্যাদাবোধ থেকে লড়াই করে এবং লোকে তার বীরত্ব দেখবে এই উদ্দেশ্যে লড়াই করে। এদের মধ্যে কোনটি আল্লাহর পথে? তিনি বললেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য লড়াই করে, সেই আল্লাহর পথে।" আর নিয়ত হলো হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ বিষয় যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না।

এজন্যই নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেছেন: "যে কোনো আহত ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে আঘাতপ্রাপ্ত হয়"—অর্থাৎ আল্লাহর পথে জখম হয়—"আর আল্লাহই সম্যক অবগত কে তাঁর পথে আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে"—এই বিষয়টি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, হয়তো আমরা মনে করি যে সে আল্লাহর পথে লড়াই করছে অথচ আমরা প্রকৃত সত্য জানি না, আর আল্লাহই ভালো

জানেন কে তাঁর পথে জখম হচ্ছে—"কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় আসবে যে তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বেগে প্রবাহিত হবে, যার রং হবে রক্তের মতো আর সুগন্ধি হবে মিশকের মতো।"

এ কারণেই ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সহীহ গ্রন্থে শিরোনাম দিয়েছেন:
"পরিচ্ছেদ: অমুক ব্যক্তিকে শহীদ বলা যাবে না।"

(ص: 526) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

শহীদ, یعنی لا تعین و تقول فلان شهيد إلا إذا عينه الرسول عليه الصلاة والسلام، أو ذكر عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأقره، فحينئذ يحكم بشهادته بعينه، وإلا فلا تشهد لشخص بعينه.

ونحن الآن في عصرنا هذا أصبح لقب الشهادة سهلاً ويسيراً، كل يُعطى هذا الوسام، حتى لو قتل ونحن نعلم أنه قتل حمية وعصبية، ونعلم عن حاله بأنه ليس بذاك الرجل المؤمن، مع ذلك يقولون: فلان شهيد، استشهد فلان.

وقد نهى عمر رضي الله عنه أن يقال: فلان شهيد، قال: إنكم تقولون: فلان شهيد، فلان قُتل في سبيل الله، ولعله يكون كذا وكذا، يعني غلّ، ولكن قولوا: من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد. عموماً، أما قول فلان شهيد، وإن كان في المعركة يتشط بدمه، فلا تقل شهيداً، عليه عند الله، قد يكون في قلبه شيء لا نعلمه. ثم نحن شهدنا أو لم نشهد، أن كان شهيداً عند الله فهو شهيد وإن لم نقل إنه شهيد، وإن لم يكن شهيداً عند الله فليس بشهيد وإن قلنا إنه شهيد، وإذا نقول: نرجو أن يكون فلان شهيداً، أو نقول عموماً: من قتل في سبيل الله فهو شهيد وما أشبه ذلك.

أما الحديث الثاني ففيه دليلٌ على أن الشهادة إذا قاتل الإنسان في سبيل الله صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر فإن ذلك يكفر عنه خطيئاته وسيئاته إلا الدين، إذا كان عليه دين فإنه لا يسقط بالشهادة؛ لأنه حق آدمي، وحق الآدمي لا بد من وفائه.

শহীদ; অর্থাৎ, আপনি নির্দিষ্ট করে বলবেন না যে অমুক ব্যক্তি শহীদ, যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দিষ্ট করেছেন অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তিনি তা অনুমোদন করেছেন। কেবল তখনই নির্দিষ্টভাবে তার শাহাদাতের ফয়সালা করা হবে; অন্যথায় নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির জন্য শাহাদাতের সাক্ষ্য দেবেন না।

বর্তমানে আমাদের এই যুগে শাহাদাতের উপাধি অত্যন্ত সহজলভ্য হয়ে পড়েছে; প্রত্যেকেই এই সম্মাননা দেওয়া হচ্ছে। এমনকি যদি কেউ নিহত হয় এবং আমরা জানি যে সে কেবল গোত্রীয় উন্মাদনা বা আভিজাত্যের লড়াইয়ে নিহত হয়েছে, আর তার অবস্থা সম্পর্কেও আমরা অবগত যে সে তেমন মুমিন ব্যক্তি ছিল না—এতদসত্ত্বেও মানুষ বলে: অমুক ব্যক্তি শহীদ, অমুক শাহাদাত বরণ করেছেন।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কাউকে নির্দিষ্ট করে 'অমুক শহীদ' বলতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন: তোমরা বলে থাকো যে, অমুক ব্যক্তি শহীদ, অমুক আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে; অথচ হতে পারে সে এমন এমন কাজ করেছে—অর্থাৎ সে গনীমতের মাল আত্মসাৎ করেছে। বরং তোমরা বলো: যে আল্লাহর পথে নিহত হবে অথবা মৃত্যুবরণ করবে, সে-ই শহীদ। কথাটি সাধারণভাবেই বলুন। আর অমুক ব্যক্তি শহীদ—এ কথা বলা প্রসঙ্গে কথা হলো, সে যদি যুদ্ধের ময়দানে রক্তে রঞ্জিত অবস্থায়ও থাকে, তবুও তাকে শহীদ বলবেন না। তার প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই জানেন; হতে পারে তার অন্তরে এমন কিছু ছিল যা আমরা জানি না। অধিকন্তু, আমরা সাক্ষ্য দিই আর না দিই, সে যদি আল্লাহর নিকট শহীদ হিসেবে গণ্য হয় তবে সে শহীদ-ই, যদিও আমরা তাকে শহীদ না বলি। আর যদি সে আল্লাহর নিকট শহীদ না হয়, তবে আমরা তাকে শহীদ বললেও সে শহীদ হবে না। তাই আমরা বলতে পারি: "আমরা আশা করি অমুক ব্যক্তি শহীদ হবেন" অথবা সাধারণভাবে বলতে পারি: "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হবে সে শহীদ" এবং এই জাতীয় কথা।

দ্বিতীয় হাদিসটি এই দলীল পেশ করে যে, মানুষ যদি সবার ও সওয়াবের আশায় সম্মুখপানে অগ্রসর হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, তবে তা তার ভুলত্রুটি ও পাপসমূহ মিটিয়ে দেবে; তবে ঋণ ব্যতীত। যদি তার ওপর কোনো ঋণ থাকে, তবে শাহাদাতের মাধ্যমে তা রহিত হবে না; কারণ এটি মানুষের হক, আর মানুষের হক অবশ্যই পরিশোধযোগ্য।

(ص: 527) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وفي هذا دليل على عظم الدين، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل به، ومع الأسف أننا في عصرنا الآن يتساهل الكثير منا في الدين، فتجد البعض يشتري الشيء وهو ليس في حاجة إليه، بل هو من الأمور الكمالية، يشتريه في ذمته بالتقسيط أو ما أشبه ذلك، ولا يهمه هذا الأمر. وقد تجد إنساناً فقيراً يشتري سيارة بثمانين ألفاً أو يزيد، وهو يمكنه أن يشتري سيارة بعشرين ألفاً، كل هذا من قلة الفقه في الدين، وضعف اليقين، احرص على ألا تأخذ شيئاً بالتقسيط، وإن دعتك الضرورة إلى ذلك فاقصر على أقل ما يمكن لك، الاقتصار عليه بعيداً عن الدين. نسأل الله أن يحمينا وإياكم مما يغضبه، وأن يقضي عنا وعنكم دينه ودين عباده.

218- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أتدرون ما المفلس؟" قالوا: "المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع." فقال: "إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من

حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحه عليه، ثم طرح في النار" رواه مسلم.

আর এটি ঋণের গুরুত্বের ওপর একটি প্রমাণ। মানুষের জন্য উচিত নয় যে সে একে হালকাভাবে গ্রহণ করবে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমান যুগে আমাদের মধ্যে অনেকেই ঋণের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করি। আপনি কাউকে দেখতে পাবেন যে সে এমন কিছু ক্রয় করছে যার কোনো প্রয়োজন তার নেই, বরং তা নিছক বিলাসিতার অন্তর্ভুক্ত। সে তা নিজ জিম্মায় কিস্তিতে বা অনুরূপ উপায়ে ক্রয় করে এবং এই বিষয়টি তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করে না।

আপনি হয়তো একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে দেখবেন যে আশি হাজার বা তার চেয়েও বেশি মূল্যে একটি গাড়ি ক্রয় করছে, অথচ সে বিশ হাজার মূল্যের একটি গাড়িও ক্রয় করতে পারত। এই সবই হচ্ছে দ্বীনের ব্যাপারে প্রজ্ঞার অভাব এবং দৃঢ় বিশ্বাসের দুর্বলতা। তাই আপনি কিস্তিতে কোনো কিছু গ্রহণ না করার বিষয়ে সচেষ্টি হোন। আর যদি প্রয়োজন আপনাকে এর দিকে ধাবিত করে, তবে ঋণের ঊর্ধ্বে থাকা যায় এমন ন্যূনতম যা আপনার জন্য সম্ভব তার ওপরই সীমাবদ্ধ থাকুন। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ও আপনাদেরকে তাঁর অসম্ভবতার কারণসমূহ থেকে রক্ষা করেন এবং আমাদের ও আপনাদের পক্ষ থেকে তাঁর প্রাপ্য এবং তাঁর বান্দাদের পাওনা ঋণসমূহ পরিশোধ করে দেন।

২১৮- আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে?" তাঁরা বললেন: "আমাদের মধ্যে তো সেই ব্যক্তিই নিঃস্ব যার কোনো দিরহাম (টাকা-পয়সা) ও আসবাবপত্র নেই।" তখন তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই আমার উম্মতের মধ্যে সেই ব্যক্তি প্রকৃত নিঃস্ব, যে কিয়ামতের দিন সালাত, সিয়াম ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে; কিন্তু সে (দুনিয়াতে) একে গালি দিয়েছে, ওকে অপবাদ দিয়েছে, এর সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, ওর রক্তপাত করেছে এবং একে প্রহার করেছে। অতঃপর এর নেক আমল থেকে তাকে দেওয়া হবে এবং ওর নেক আমল থেকে তাকে দেওয়া হবে। এরপর যদি তার দেনা পরিশোধ করার পূর্বেই তার নেক আমল শেষ হয়ে যায়, তবে তাদের গুনাহসমূহ নিয়ে তার ওপর নিষ্ক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিষ্ক্ষেপ করা হবে।" (মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)।

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف- رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أتدرون ما المفلس؟" الاستفهام هنا للاستعلام الذي يراد به الإخبار؛ لأن المستفهم تارة يستفهم عن جهل ولا يدري فيسأل غيره، وتارة يستفهم لتنبيه المخاطب لما يلقي إليه، أو لتقرير الحكم، فمثال الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر: "أينقص إذا جف؟" يعني الرطب، قالوا: "نعم" فنهى عن ذلك.

أما في هذا الحديث فسيخبر الصحابة عن أمر لا يعلمونه، أو لا يعلمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم به، قال: أتدرون من المفلس؟، قالوا يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع، يعين ليس عنده نقود ولا عنده متاع، أي: أعيان من المال، أي أن المفلس يعني الفقير، وهذا هو المعروف من المفلس بين الناس، فإذا قالوا: من المفلس؟ يعني الذي ليس عنده نقود، ولا عنده متاع، بل هو فقير.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة"، وفي رواية: "من يأتي بحسان مثل الجبال" أي يأتي بحسنات عظيمة، فهو عنده ثروة من الحسنات لكنه يأتي وقد شتم هذا، وضرب هذا، وأخذ مال

[ব্যখ্যা]

লেখক-আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন- আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তাতে এসেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে?" এখানে প্রশ্নটি করা হয়েছে এমন একটি বিষয় জানানোর উদ্দেশ্যে যার মাধ্যমে মূলত সংবাদ প্রদানই উদ্দেশ্য; কারণ প্রশ্নকারী কখনো কখনো না জানার কারণে অন্যকে জিজ্ঞাসা করেন, আবার কখনো সম্বোধিত ব্যক্তিকে তার প্রতি যা পেশ করা হবে

সে বিষয়ে সচেতন করার জন্য অথবা কোনো বিধান সুনিশ্চিত করার জন্য প্রশ্ন করেন। দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, যখন তাঁকে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: "সেটি কি শুকিয়ে গেলে কমে যায়?" অর্থাৎ তাজা খেজুর। তারা বললেন: "হ্যাঁ"। তখন তিনি তা থেকে নিষেধ করলেন।

আর এই হাদীসে তিনি সাহাবীদেরকে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দেবেন যা তারা জানতেন না, অথবা এই শব্দের দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী তা তারা বুঝতে পারেননি। তিনি বললেন: "তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে?" তারা বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি যার কাছে কোনো দিরহাম নেই এবং কোনো আসবাবপত্র নেই।" অর্থাৎ যার কাছে কোনো নগদ অর্থ নেই এবং কোনো সহায়-সম্পদ নেই; যার অর্থ হলো নিঃস্ব মানে হচ্ছে দরিদ্র। মানুষের মাঝে নিঃস্ব বলতে এটিই পরিচিত। তাই তারা যখন বলেন: "নিঃস্ব কে?" তখন তার দ্বারা এমন ব্যক্তিকে বোঝায় যার কাছে কোনো নগদ অর্থ নেই এবং কোনো আসবাবপত্র নেই, বরং সে অভাবী।

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "নিঃস্ব হলো সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন সালাত, সিয়াম ও জাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে।" অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: "যে পাহাড়ের সমপরিমাণ নেক আমল নিয়ে আসবে", অর্থাৎ সে বিশাল নেক আমল নিয়ে আসবে। সুতরাং তার কাছে নেক আমলের প্রাচুর্য থাকবে ঠিকই, কিন্তু সে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে প্রহার করেছে এবং কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে।

(ص: 529) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

هذا، وسفك دم هذا، أي اعتدى على الناس بأنواع الاعتداء، والناس يريدون أخذ حقهم، ما لا يأخذونه في الدنيا يأخذونه في الآخرة، فيقتص لهم منه؛ فيأخذ هذا

من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته بالعدل والقصاص بالحق، فإن
فנית حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه، ثم طرح في النار، والعياذ بالله.
تنقضي حسناته، ثواب الصلاة ينتهي، وثواب الزكاة ينتهي، وثواب الصيام ينتهي، كل
ما عنده من حسنات ينتهي، فيؤخذ من سيئاتهم ويطرح عليه، ثم يطرح في النار،
العياذ بالله..

وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا هو المفلس حقاً، أما مفلس الدنيا فإن
الدنيا تأتي وتذهب، ربها يكون الإنسان فقيراً فيمسي غنياً، أو بالعكس، لكن
الإفلاس كل الإفلاس أن يفلس الإنسان من حسناته التي تعب عليها، وكانت أمامه
يوم القيامة يشاهدها، ثم تؤخذ منه لفلان وفلان.
وفي هذا تحذير من العدوان على الخلق، وأنه يجب على الإنسان أن يؤدي ما للناس
في حياته قبل مماته، حتى يكون القصاص في الدنيا مما يستطيع، أما في الآخرة فليس
هناك درهم ولا دينارٌ حتى يفدي نفسه، ليس فيه إلا الحسنات، يقول الرسول صلى
الله عليه وسلم: " فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإذا فנית حسناته
أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه وطرح في النار"
ولكن هذا الحديث لا يعني أنه يخلد في النار، بل يعذب بقدر ما حصل عليه من
سيئات الغير التي طرحت عليه، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة؛ لأن المؤمن لا يخلد في
النار، ولكن النار حرهاً شديداً، لا يصبر

একে প্রহার করেছে এবং ওর রক্তপাত করেছে; অর্থাৎ সে মানুষের ওপর বিভিন্ন প্রকারের
জুলুম-অত্যাচার করেছে। আর মানুষ তাদের পাওনা অধিকার বুঝে নিতে চায়; পার্থিব জীবনে
তারা যা নিতে পারেনি, পরকালে তা তারা আদায় করে নেবে। ফলে তাদের পাওনা হিসেবে
তার নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে; ন্যায়বিচার ও যথাযথ হকের ভিত্তিতে এই ব্যক্তি
তার নেক আমল থেকে কিছু নেবে এবং ঐ ব্যক্তি তার নেক আমল থেকে কিছু নেবে। যদি তার
নেক আমল শেষ হয়ে যায়, তবে তাদের গুনাহসমূহ নিয়ে তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে,
অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে—আল্লাহর কাছে আমরা এ থেকে আশ্রয় চাই।

তার পুণ্যসমূহ নিঃশেষ হয়ে যায়; সালাতের সওয়াব শেষ হয়ে যায়, জাকাতের সওয়াব শেষ হয়ে যায় এবং সিয়ামের সওয়াব শেষ হয়ে যায়। তার নিকট গচ্ছিত সকল নেক আমল সমাপ্ত হয়ে যায়; তখন তাদের পাপরাশি গ্রহণ করে তার ওপর নিষ্ক্ষেপ করা হয়, এরপর তাকে জাহান্নামে নিষ্ক্ষেপ করা হয়—আল্লাহর নিকট এ থেকে পানাহ চাই।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যই বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে এটিই হলো চরম নিঃস্বতা। পার্থিব জগতের নিঃস্বতার বিষয় হলো এই যে, দুনিয়া আসে এবং যায়; কোনো মানুষ হয়তো দরিদ্র থাকে কিন্তু পরে সে ধনী হয়ে যায়, অথবা এর বিপরীত ঘটে। কিন্তু প্রকৃত দেউলিয়া হওয়া হলো সেই ব্যক্তির অবস্থা, যে তার সেই কষ্টার্জিত নেক আমলগুলো হারিয়ে ফেলে যা কিয়ামতের দিন সে তার চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করছিল, অতঃপর অমুক ও তমুক ব্যক্তির পাওনার দায়ে সেগুলো তার নিকট থেকে নিয়ে নেওয়া হয়।

এতে সৃষ্টির প্রতি অবিচার ও সীমালঙ্ঘন করার ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে। মানুষের উচিত মৃত্যুর পূর্বেই তার পার্থিব জীবনে অন্যের পাওনা ও অধিকার আদায় করে দেওয়া, যাতে দুনিয়াতেই সম্ভাব্য উপায়ে এর মীমাংসা হয়ে যায়। কেননা পরকালে নিজেকে মুক্ত করার জন্য কোনো দিরহাম বা দিনার থাকবে না; সেখানে নেক আমল ব্যতীত আর কিছুই বিনিময়যোগ্য নয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "অতঃপর এই ব্যক্তি তার নেক আমল থেকে নেবে এবং ঐ ব্যক্তি তার নেক আমল থেকে নেবে। যখন তার নেক আমল ফুরিয়ে যাবে, তখন তাদের পাপরাশি নিয়ে তার ওপর নিষ্ক্ষেপ করা হবে এবং তাকে জাহান্নামে ছুড়ে দেওয়া হবে।"

তবে এই হাদিসের অর্থ এই নয় যে, সে চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে; বরং অন্যের যে পাপগুলো তার ওপর চাপানো হয়েছে, সেগুলোর মাত্রা অনুযায়ী তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে। অতঃপর তার চূড়ান্ত গন্তব্য হবে জান্নাত; কারণ মুমিন ব্যক্তি জাহান্নামে চিরস্থায়ী হয় না। তবে জাহান্নামের উত্তাপ অত্যন্ত প্রচণ্ড, যা সহ্য করা অসম্ভব।

الإنسان على النار ولو للحظة واحدة، هذا على نار الدنيا فضلاً عن نار الآخرة، أجاز الله وإياكم منها.

219- وعن أم سلمة- رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما أنا بشرٌ، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار" متفق عليه.

"ألحن" أي: أعلم.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله باب تحريم الظلم ووجوب رد المظالم إلى أهلها عن أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما أنا بشرٌ مثلكم، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أو يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار".

ففي هذا الحديث دليلٌ على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشرٌ مثلاً، ليس ملاكاً من الملائكة، بل هو بشرٌ يعتريه ما يعتري البشر بمقتضى الطبيعة البشرية، فهو

মানুষ এক মুহূর্তের জন্যও আগুন সহ্য করতে পারে না, আর এটি হলো দুনিয়ার আগুনের ক্ষেত্রে, পরকালের আগুনের কথা তো বলাই বাহুল্য। আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের তা থেকে রক্ষা করুন।

২১৯- উম্মে সালামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আমি কেবল একজন মানুষ, আর তোমরা আমার কাছে তোমাদের বিবাদ নিয়ে আসো। সম্ভবত তোমাদের মধ্যে কেউ অন্যের তুলনায় তার দলিলে অধিক বাগ্মী হতে পারো, ফলে আমি যা শুনি তার ভিত্তিতেই তার পক্ষে ফয়সালা করি। সুতরাং আমি যদি

কারোর জন্য তার ভাইয়ের হকের কোনো অংশ ফয়সালা করে দিই, তবে আমি আসলে তাকে জাহান্নামের একটি আগুনের টুকরোই দিচ্ছি।" (বুখারী ও মুসলিম)।

"আলহান" অর্থ: অধিক পারদর্শী বা বাগ্মী।

[ব্যখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) 'যুলুম হারাম হওয়া এবং হকদারের নিকট হক ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব হওয়া' অনুচ্ছেদে উম্মে সালামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ, আর তোমরা আমার নিকট তোমাদের বিবাদ নিয়ে আসো। সম্ভবত তোমাদের কেউ কেউ অন্যের তুলনায় দলিলে অধিক বাগ্মী হতে পারো, তাই আমি যা শুনি সেই অনুযায়ী তার স্বপক্ষে ফয়সালা দিই। অতএব, আমি যদি কাউকে তার ভাইয়ের হকের কোনো অংশ প্রদানের ফয়সালা করি, তবে আমি মূলত তাকে আগুনের একটি টুকরোই দিচ্ছি।"

এই হাদিসে এই মর্মে দলিল রয়েছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের মতোই একজন মানুষ, তিনি ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত কোনো ফেরেশতা নন; বরং তিনি এমন এক মানুষ যাকে মানবীয় স্বভাব অনুযায়ী সেই সব বিষয় স্পর্শ করে যা অন্য মানুষদের স্পর্শ করে। সুতরাং তিনি...

(ص: 531) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

صلى الله عليه وسلم يجوع ويعطش، ويبرد ويحتر، وينام ويستيقظ، ويأكل ويشرب، ويذكر وينسى، ويعلم ويجهل بعض الشيء كالْبَشَرِ تماماً، يقول صلى الله عليه وسلم "إنما أنا بشرٌ مثلكم".

وهكذا أمره الله عز وجل أن يعلن للملأ فيقول: (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ) (الكهف: 110)، فليست إلهاً يُعبد، ولا رباً ينفع ويضر، بل عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرراً.

وبهذا تنقطع جميع شبه الذين يتعلقون بالرسول صلى الله عليه وسلم ممن يدعونه، أو يعبدونه، أو يؤملونه لكشف الضر، أو يؤملونه لجلب الخير، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يملك ذلك (قُلْ إِنِّي لَا أُمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا) (قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا) (إِلَّا بِلَاغٍ مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ) (الجن: 21-23) لو أراد الله أن يصيبني بسوء ما أجارني منه أحد؛ إلا بلاغاً من الله ورسالاته.

وفي قوله: "إنما أنا بشر مثلكم" تهديد لقوله "وإنكم تختصمون إلي" يعني فإذا كنت بشراً مثلكم فأني لا أعلم من المحق منكم ومن المبطل "تختصمون إلي": يعني تتحاكمون إلي في الخصومة، فيكون بعضكم أحن من البعض الآخر في الحجة، أي أفصح وأقوى كلاماً، يقال: فلان حجيح وفلان ذو جدل، يقوى على غيره في الحجة، كما قال الله تعالى: (فَقَالَ أَكْفُلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ) (ص: 23) أي غلبني في الخطاب والمخاصمة، فهكذا هنا أحن يعني أبين وأفصح وأظهر. وهذا مشاهد، فقد تجد اثنين يتحاكما إلي القاضي؛ أحدهما يكون

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত হতেন, শীত ও গরম অনুভব করতেন, ঘুমাতে ও জাগ্রত হতেন, আহার ও পান করতেন, স্মরণ রাখতেন ও ভুলে যেতেন এবং মানুষের মতোই কোনো কোনো বিষয়ে অবিদিত থাকতেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ।"

আর এভাবেই আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাঁকে জনসমক্ষে ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন: (বলুন, 'আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ, আমার কাছে প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য' - আল-কাহফ: ১১০)। সুতরাং আমি ইবাদতযোগ্য কোনো

ইলাহ নই এবং উপকার বা ক্ষতি করার মালিক কোনো রবও নই; বরং তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্য কোনো উপকার বা ক্ষতির মালিক নন।

এর মাধ্যমে সেই সকল লোকের সকল সংশয় ছিন্ন হয়ে যায় যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এমনভাবে আসক্ত হয় যে তারা তাঁকে আহ্বান করে, অথবা তাঁর ইবাদত করে, কিংবা বিপদ মুক্তির জন্য অথবা কল্যাণ লাভের আশায় তাঁর কাছে প্রত্যাশা রাখে। কেননা তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সবার মালিক নন। (বলুন, 'আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি বা উপকারের মালিক নই।' বলুন, 'আল্লাহর পাকড়াও থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ছাড়া আমি কখনোই কোনো আশ্রয়স্থল পাব না। কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে বার্তা পৌঁছানো এবং তাঁর রিসালাত প্রচার করাই আমার কাজ।' - আল-জিন: ২১-২৩)। যদি আল্লাহ আমাকে কোনো অমঙ্গল দ্বারা আক্রান্ত করতে চান, তবে কেউ আমাকে তা থেকে রক্ষা করতে পারবে না; কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে পৌঁছানো এবং তাঁর বাণী প্রচার করাই আমার কাজ।

আর তাঁর বাণী: "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ" - এটি তাঁর পরবর্তী কথা "এবং তোমরা আমার কাছে বিবাদ নিয়ে আসো" এর জন্য একটি উপক্রমণিকা। অর্থাৎ, আমি যখন তোমাদের মতোই একজন মানুষ, তখন তোমাদের মধ্যে কে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আর কে মিথ্যার ওপর, তা আমি (গায়েবিভাবে) জানি না। "তোমরা আমার কাছে বিবাদ নিয়ে আসো" এর অর্থ হলো: তোমরা তোমাদের বিবাদ মীমাংসার জন্য আমার কাছে বিচার প্রার্থনা করো। এমতাবস্থায় তোমাদের কেউ হয়তো অন্যের তুলনায় প্রমাণ উপস্থাপনে অধিক পটু বা বাগ্মী হয়, অর্থাৎ তার কথা অধিক প্রাঞ্জল ও শক্তিশালী হয়। যেমন বলা হয়ে থাকে: অমুক ব্যক্তি সুবক্তা এবং অমুক ব্যক্তি তর্কপ্রিয়, সে যুক্তির মাধ্যমে অন্যের ওপর প্রবল হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (সে বলল, 'এটি আমাকে দিয়ে দাও' এবং সে কথোপকথনে আমার ওপর প্রবল হলো - সোয়াদ: ২৩)। অর্থাৎ কথাবার্তা ও বিতর্কে সে আমাকে পরাজিত করল। সুতরাং এখানে 'অধিক পটু' বা 'অ্যালহান' অর্থ হলো অধিকতর প্রাঞ্জল ও স্পষ্টভাষী হওয়া। আর এটি দৃশ্যমান বিষয়; আপনি হয়তো দেখবেন দুজন ব্যক্তি বিচারকের কাছে বিচার প্রার্থনা করছে, তাদের মধ্যে একজন...

عنده لسان وعنده بيان وحجة وقوة جدل، والثاني دون ذلك وإن كان الحق معه، فيحكم القاضي للأول، ولهذا قال: "وإنما أقضي بنحو ما أسمع" وفي قوله: "أقضي بنحو ما أسمع" فسحة كبيرة للقضاة، وأنهم لا يكلفون بشيء غاب عنهم، بل يقضون حسب البيانات التي بين أيديهم، فإن أخطئوا فلهم أجر، وأن أصابوا فلهم أجران، ولا يكلفون ما وراء ذلك، بل ولا يحل لهم أن يحكموا بخلاف الظاهر؛ لأنهم لو حكموا بخلاف الظاهر لأدى ذلك إلى الفوضى، وأدى ذلك إلى الاشتباه وإلى التهمة، ولقيل القاضي يحكم بخلاف الظاهر لسبب من الأسباب.

لهذا كان الواجب على القاضي أن يحكم بالظاهر، والباطن يتولاه الله عز وجل، فلو ادعى شخص على آخر بمائة ريال وأتى المدعي بشهود اثنين، فعلى القاضي أن يحكم بثبوت المائة في ذمة المدعي عليه، وإن كان يشتبه في الشهود، إلا أنه في حال الاشتباه يجب أن يتحري، لكن إذا لم يوجد قدح ظاهر فإنه يجب عليه أن يحكم، وإن غلب على ظنه أن الأمر بخلاف ذلك، لقوله: "إنما أقضي بنحو ما أسمع".

ولكن النبي صلى الله عليه وسلم توعده من قضي له بغير حق فقال: "فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار" يعني أن حكم الحاكم لا يبيح الحرام، فلو أن الحاكم حكم للمبطل بمقتضى ظاهر الدعوى، فإن ذلك لا يحل له ما حكم له به، بل إنه يزداد إثماً، لأنه توصل إلى الباطل بطريق باطلة، فيكون أعظم ممن أخذه بغير هذه الطريق.

وفي هذا الحديث التحذير الشديد من حكم الحاكم بغير ما بين يديه

কারো রয়েছে বাকপটুতা, প্রাজ্ঞ বর্ণনাভঙ্গি, যুক্তি এবং বিতর্কের সক্ষমতা; আর দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বটি এসবের দিক থেকে পিছিয়ে, যদিও সত্য তার সাথেই রয়েছে। ফলে বিচারক প্রথম ব্যক্তির

পক্ষেই ফয়সালা দেন। একারণেই তিনি বলেছেন: "আমি কেবল যা শুনি সেই অনুযায়ীই ফয়সালা করি।" তাঁর এই বাণী "আমি যা শুনি সে অনুযায়ীই ফয়সালা করি"-তে বিচারকদের জন্য বড় ধরনের অবকাশ রয়েছে। তাদের অগোচরে থাকা কোনো বিষয়ের জন্য তাদের দায়বদ্ধ করা হয়নি, বরং তাদের সামনে থাকা সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই তারা ফয়সালা দেবেন। এমতাবস্থায় যদি তারা ভুল করেন তবে তাদের জন্য একটি সওয়াব রয়েছে, আর যদি তারা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন তবে তাদের জন্য রয়েছে দুটি সওয়াব। এর বাইরের কিছুই জন্য তাদের বাধ্য করা হয়নি। এমনকি প্রকাশ্য প্রমাণের বিপরীতে গিয়ে ফয়সালা করা তাদের জন্য বৈধ নয়; কেননা যদি তারা প্রকাশ্য বিষয়ের বিপরীতে ফয়সালা করেন তবে তা বিশৃঙ্খলা, সন্দেহ এবং অপবাদের দিকে নিয়ে যাবে। তখন বলা হবে যে, বিচারক কোনো বিশেষ কারণে বাহ্যিক প্রমাণের বিপরীতে রায় দিয়েছেন।

একারণেই বিচারকের ওপর আবশ্যিক হলো বাহ্যিক বিষয়ের ভিত্তিতে ফয়সালা করা, আর অভ্যন্তরীণ বা গোপন রহস্যের বিষয়টি মহান আল্লাহর ওপর ন্যস্ত। সুতরাং কেউ যদি অন্য কারো বিরুদ্ধে একশত রিয়ালের দাবি করে এবং দাবিদার দুইজন সাক্ষী নিয়ে আসে, তবে বিবাদীর জিম্মায় সেই একশত রিয়াল সাব্যস্ত করার রায় দেওয়া বিচারকের দায়িত্ব। যদিও সাক্ষীদের ব্যাপারে তার মনে কোনো খটকা থাকে, তবুও এমতাবস্থায় তার জন্য সত্যতা যাচাই করা আবশ্যিক। কিন্তু যদি কোনো প্রকাশ্য ত্রুটি না পাওয়া যায়, তবে তার জন্য রায় প্রদান করা ওয়াজিব, যদিও তার প্রবল ধারণা এর বিপরীতে হয়। কারণ তাঁর বাণী: "আমি কেবল যা শুনি সেই অনুযায়ীই ফয়সালা করি।"

কিন্তু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই ব্যক্তিকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যার পক্ষে অন্যায়ভাবে ফয়সালা দেওয়া হয়। তিনি বলেছেন: "আমি যদি কারো পক্ষে তার ভাইয়ের হকের ফয়সালা করি, তবে আমি মূলত তার জন্য আগুনের একটি টুকরোই বরাদ্দ করছি।" অর্থাৎ বিচারকের ফয়সালা কোনো হারামকে হালাল করে দেয় না। সুতরাং বিচারক যদি মামলার বাহ্যিক অবস্থার প্রেক্ষিতে কোনো বাতিলপন্থীর পক্ষে রায় দেন, তবে বিচারক যার ফয়সালা করেছেন তা তার জন্য হালাল হবে না; বরং এর মাধ্যমে তার গুনাহ আরও বৃদ্ধি পাবে। কারণ সে একটি বাতিল পন্থার মাধ্যমে বাতিলের নিকট পৌঁছেছে, যা এই পথ ছাড়া অন্য কোনোভাবে দখল করার চেয়েও জঘন্যতর।

আর এই হাদিসে বিচারকের সম্মুখে বিদ্যমান সাক্ষ্য-প্রমাণের বাইরে ফয়সালা করার ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা রয়েছে।

(ص: 533) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

من الوثائق، مهما كان الأمر، ولو كان أقرب قريب لك، وأختلق العلماء رحيمهم الله: هل يجوز للحاكم أن يحكم بعمله أم لا؟ فقول: لا يجوز؛ لأنه قال: " فأقضي له بنحو ما أسمع" ولأنه لو قضى بعلمه لأدى ذلك إلى التهمة؛ لأن العلم ليس شيئاً ظاهراً يعرفه الناس حتى يحكم له به، وقال بعض العلماء: بل يحكم بعلمه، وقال آخرون: بل يتوقف إذا وصلت البيئة إلى ما يخالف علمه. والأصح أنه لا يحكم بعلمه إلا في مسائل خاصة، ومثال ذلك إذا حكم بعلمه بمقتضى حجة المتخاصمين في مجلس الحكم، فمثلاً إذا تحكم شخصان فأقر أحدهما بالحق، ثم مع المداولة والأخذ والرد أنكر ما أقر به أولاً، فهنا للقاضي أن يحكم بعلمه؛ لأنه عليه في مجلس الحكم.

ومثال آخر: إذا كان مشتهداً، مثل أن يشتهد أن هذا الملك وقف عام للمسلمين، أو يشتهد أنه ملك فلان، ويشتهد ذلك بين الناس، فهنا له أن يحكم بعلمه؛ لأن التهمة في هذه الحال منتفية، ولا يتهم القاضي بشيء، ولا يمكن أن يتجرأ أحد للحكم بعلمه وهو خاطئ بناء على أنه أمر مشهور. والقول الصحيح في هذا هو التفصيل، وإلا فإن الواجب أن يكون القضاء على حسب الظاهر لا على حسب علم القاضي.

ولكن إذا جاء الشيء على خلاف علمه تحول المسألة إلى قاضٍ آخر، ويكون هو شاهداً
من الشهود، مثل أن يدعي شخص على آخر بمائة ريال

নথিপত্রের ভিত্তিতে, বিষয়টি যাই হোক না কেন, এমনকি যদি সে আপনার নিকটতম আত্মীয়ও হয়। আর আলেমগণ (আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন) এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন যে: একজন বিচারক কি তার নিজস্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে ফয়সালা করতে পারেন কি না? বলা হয়েছে: তা জায়েজ নয়; কারণ তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বলেছেন: "আমি তার জন্য সে অনুযায়ী ফয়সালা করি যা আমি শুনি।" তাছাড়া তিনি যদি তার নিজস্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে ফয়সালা দেন, তবে তা অভিযোগ বা সন্দেহের উদ্রেক করবে; কারণ জ্ঞান কোনো প্রকাশ্য বিষয় নয় যা মানুষ জানতে পারবে যাতে তার ভিত্তিতে ফয়সালা দেওয়া যায়। আবার কোনো কোনো আলেম বলেছেন: বরং তিনি তার জ্ঞানের ভিত্তিতে ফয়সালা দেবেন। অন্যরা বলেছেন: বরং তিনি বিরত থাকবেন যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ তার জ্ঞানের পরিপন্থী হয়।

আর অধিকতর সঠিক মত হলো এই যে, বিশেষ কিছু ক্ষেত্র ব্যতীত তিনি তার নিজস্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে ফয়সালা দেবেন না। এর উদাহরণ হলো, যখন তিনি বিচারিক মজলিসে বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের উপস্থাপিত দলিলের প্রেক্ষিতে তার লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে ফয়সালা দেন।

উদাহরণস্বরূপ, যদি দুইজন ব্যক্তি বিচারপ্রার্থনা করে এবং তাদের একজন সত্য স্বীকার করে নেয়, অতঃপর আলোচনার পর্যায়ক্রমে সে আগে যা স্বীকার করেছিল তা অস্বীকার করে বসে, তবে এখানে বিচারকের জন্য তার নিজস্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে ফয়সালা দেওয়ার অধিকার রয়েছে; কারণ তিনি বিচারিক মজলিসেই বিষয়টি অবগত হয়েছেন।

অন্য একটি উদাহরণ হলো: যদি বিষয়টি সুপ্রসিদ্ধ হয়, যেমন এটি প্রসিদ্ধ যে এই সম্পত্তিটি মুসলমানদের জন্য একটি সাধারণ ওয়াকফ, অথবা এটি প্রসিদ্ধ যে এটি অমুক ব্যক্তির মালিকানাধীন, এবং মানুষের মাঝে বিষয়টি বহুল প্রচলিত। এমতাবস্থায় বিচারকের জন্য তার জ্ঞানের ভিত্তিতে ফয়সালা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে; কারণ এক্ষেত্রে কোনো প্রকার অভিযোগের অবকাশ নেই এবং বিচারককে কোনো বিষয়ে অভিযুক্ত করা যাবে না। আর বিষয়টি প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে কেউ ভুলভাবে নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে ফয়সালা দেওয়ার দুঃসাহস করবে না। এ বিষয়ে সঠিক বক্তব্য হলো বিস্তারিত ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া, অন্যথায় মূল নীতি হলো ফয়সালা বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে হওয়া উচিত, বিচারকের নিজস্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে নয়।

কিন্তু যদি কোনো বিষয় তার জ্ঞানের বিপরীতে চলে যায়, তবে মামলাটি অন্য বিচারকের কাছে হস্তান্তর করতে হবে এবং তিনি তখন সাক্ষীদের একজন হিসেবে গণ্য হবেন। যেমন কোনো ব্যক্তি অন্যজনের বিরুদ্ধে একশত রিয়ালের দাবি করল।

(ص: 534) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

فينكر المدعى عليه والقاضي عنده علم بثبوت البائة على المدعى عليه، فلا يحكم هنا بعلمه ولا يحكم بخلاف علمه، بل يقول: أحولها على قاضٍ آخر وأنا لك أيها المدعي شاهد، فتحول القضية على قاضٍ آخر، ثم يكون القاضي هذا شاهداً، فيحكم بيمين المدعى وشهادة القاضي.

* * *

220- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً" رواه البخاري.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب تحريم الظلم ووجوب التحلل منه، قال فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً" " لا يزال المؤمن في فسحة": أي في سعة من دينه، " ما لم يصب دماً حراماً" يعني ما لم يقتل مؤمناً أو ذمياً أو معاهدةً أو مستأثماً، فهذه هي الدماء المحرمة، هي أربعة أصناف: دم المسلم، ودم الذمي، ودم المعاهد، ودم المستأمن، وأشدّها وأعظمها دم المؤمن، أما

الكافر الحربي فهذا دمه غير حرام، فإذا أصاب الإنسان دماً حراماً فإنه يضيق عليه دينه، أي أن صدره يضيق به حتى يخرج منه والعياذ بالله ويموت كافراً.

বিবাদী অস্বীকার করে অথচ বিচারকের নিকট বিবাদীর ওপর একশত (পাওনা) সাব্যস্ত থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান রয়েছে; এমতাবস্থায় তিনি এখানে তাঁর নিজ জ্ঞানের ভিত্তিতে ফয়সালা দেবেন না এবং তাঁর জ্ঞানের বিপরীতেও ফয়সালা দেবেন না। বরং তিনি বলবেন: "আমি মামলাটি অন্য একজন বিচারকের কাছে হস্তান্তর করছি এবং হে বাদী, আমি আপনার জন্য একজন সাক্ষী হিসেবে থাকব।" অতঃপর মামলাটি অন্য বিচারকের কাছে হস্তান্তরিত হবে এবং এই বিচারক সেখানে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হবেন। তখন বাদীর শপথ এবং এই বিচারকের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফয়সালা প্রদান করা হবে।

* * *

২২০- ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "একজন মুমিন তার দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রশস্ততার মধ্যে থাকে, যতক্ষণ না সে কোনো হারাম রক্তপাত ঘটায়।" এটি বুখারি বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক—আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন—জুলুম হারাম হওয়া এবং তা থেকে দায়মুক্ত হওয়া ওয়াজিব হওয়া অধ্যায়ে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে উদ্ধৃত করে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "একজন মুমিন তার দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রশস্ততার মধ্যে থাকে, যতক্ষণ না সে কোনো হারাম রক্তপাত ঘটায়।" "একজন মুমিন প্রশস্ততার মধ্যে থাকে": অর্থাৎ সে তার দ্বীনের ক্ষেত্রে সচ্ছলতা ও বিস্তৃতির মধ্যে থাকে। "যতক্ষণ না সে হারাম রক্তপাত ঘটায়": অর্থাৎ যতক্ষণ না সে কোনো মুমিন, জিম্মি (মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম), মুয়াহিদ (চুক্তিভুক্ত অমুসলিম) কিংবা মুস্তামিনকে (নিরাপত্তা প্রাপ্ত অমুসলিম) হত্যা করে। সুতরাং এগুলোই হলো নিষিদ্ধ রক্ত, যা চার প্রকার: মুসলমানের রক্ত, জিম্মির রক্ত, মুয়াহিদের রক্ত এবং মুস্তামিনের রক্ত। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর ও বড় অপরাধ হলো মুমিনের রক্তপাত ঘটানো। পক্ষান্তরে হারবি (ইসলামি রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধরত) কাফেরের রক্তপাত ঘটানো হারাম নয়। সুতরাং মানুষ যখন কোনো হারাম রক্তপাত ঘটায়, তখন তার দ্বীন তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়; অর্থাৎ তার অন্তর এতটাই

সংকুচিত হয়ে পড়ে যে—আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই—সে দ্বীন থেকে বের হয়ে যায় এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

(ص: 535) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وهذا هو السر في قوله تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) (النساء: 93) ، فهذه خمس عقوبات والعياذ بالله: جهنم، خالداً فيها وغضب الله عليه، ولعنه، وأعد له عذاباً عظيماً، لمن قتل مؤمناً متعمداً؛ لأنه إذا قتل مؤمناً متعمداً فقد أصاب دماً حراماً، فيضيق عليه دينه، ويضيق به صدره، حتى ينسلخ من دينه بالكلية، ويكون من أهل النار المخلدين فيها.

وفي هذا دليل على أن إصابة الدم بالحرام من كبائر الذنوب، ولا شك في هذا، فإن قتل النفس التي حرم الله بغير حق من كبائر الذنوب.

ولكن إذا تاب الإنسان من هذا القتل فهل تصح توبته؟

جمهور العلماء على أن توبته تصح؛ لعموم قوله تعالى: (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا) (يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا) (وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا) (الفرقان: 68-71) ، فهنا نص على أن من تاب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وآمن وعمل عملاً صالحاً، فغن الله يتوب عليه. وقال تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) (الزمر: 53) .

ولكن بماذا تكون التوبة؟ قتل المؤمن عبداً يتعلق به ثلاثة حقوق: الحق الأول:
حق الله، الحق الثاني: حق المقتول، الحق الثالث: حق

আর মহান আল্লাহর এই বাণীর অন্তর্নিহিত রহস্য এটাই: "আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করবে, তার শাস্তি হলো জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল থাকবে; আর আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন, তাকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তার জন্য মহা আজাব প্রস্তুত রেখেছেন" (আন-নিসা: ৯৩)। সুতরাং এখানে পাঁচটি শাস্তি রয়েছে—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন: জাহান্নাম, তাতে চিরস্থায়ী অবস্থান, তার ওপর আল্লাহর ক্রোধ, তাঁর অভিশাপ এবং তার জন্য প্রস্তুত রাখা মহা আজাব। এটি সেই ব্যক্তির জন্য যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করে; কারণ সে যখন ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করে, তখন সে নিষিদ্ধ রক্তপাতের অপরাধে লিপ্ত হয়, ফলে তার ধর্মপরায়ণতা তার জন্য সংকুচিত হয়ে যায় এবং তার অন্তর সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, এমনকি শেষ পর্যন্ত সে তার ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়ে যায় এবং জাহান্নামের চিরস্থায়ী অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এতে এই প্রমাণ রয়েছে যে, অন্যায়ভাবে রক্তপাত ঘটানো কবির গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত; আর এতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ আল্লাহ যে প্রাণকে হারাম করেছেন তাকে যথার্থ কারণ ছাড়া হত্যা করা বড় গুনাহগুলোর অন্যতম।

কিন্তু কোনো মানুষ যদি এই হত্যাকাণ্ড থেকে তাওবা করে, তবে কি তার তাওবা শুদ্ধ হবে? অধিকাংশ আলেমের মতে তার তাওবা শুদ্ধ হবে; আল্লাহ তাআলার এই বাণীর ব্যাপকতার কারণে: "আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্যকে ডাকে না এবং আল্লাহ যে প্রাণকে হারাম করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তা হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। আর যে ব্যক্তি তা করবে সে শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তার আজাব দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল থাকবে। তবে যারা তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে; আল্লাহ তাদের গুনাহসমূহকে নেকিতে পরিবর্তন করে দেবেন। আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (আল-ফুরকান: ৬৮-৭০)। এরপর আল্লাহ বলেন: "আর যে ব্যক্তি তাওবা করে এবং সৎকাজ করে, সে মূলত আল্লাহর দিকেই যথাযথভাবে প্রত্যাবর্তন করে" (আল-ফুরকান: ৭১)। সুতরাং এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ যে প্রাণকে হারাম করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তা হত্যার পর যে ব্যক্তি তাওবা করবে, ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর অতিরঞ্জন করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (আয-যুমার: ৫৩)।

কিন্তু তাওবা কিসের মাধ্যমে পূর্ণ হবে? ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যার সাথে তিনটি অধিকার বা হক সংশ্লিষ্ট: প্রথম হক: আল্লাহর হক; দ্বিতীয় হক: নিহত ব্যক্তির হক; তৃতীয় হক: সমর্পিত উত্তরাধিকারীদের হক...

(ص: 536) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

أولياء المقتول.

أما حق الله: فإذا تاب منه تاب اله عليه ولا شك في هذا.

وأما حق المقتول: فالمقتول حقه عنده، وهو قد قتل الآن ولا يمكن التحلل منه في الدنيا، ولكن هل توبته تقتضي أن يتحمل الله عنه حق المقتول فيؤديه عنه أمر لا بد من أخذه بالاعتصاص منه يوم القيامة.

هذا محل نظر؛ فمن العلماء من قال: إن حق المقتول لا يسقط بالتوبة؛ لأن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها، والمقتول لا يمكن رد مظلمته إليه لأنه قتل، فلا بد أن يقتص من قاتله يوم القيامة، ولكن ظاهر الآيات الكريمة التي ذكرناها في سورة الفرقان يقتضي أن الله يتوب على توبة تامة، وأن الله جل وعلا من كرمه ولطفه وإحسانه إذا علم من عبده صدق التوبة فإنه يتحمل عنه حق أخيه المقتول. أما الحق الثالث فهو حق أولياء المقتول، وهذا لا بد من التخلص منه، لأنه يمكن للإنسان أن يتخلص منه، وذلك بأن يسلم نفسه إليهم ويقول لهم: أنا قتلت صاحبكم فافعلوا ما شئتم، حينئذ يخبرون بين أمور أربعة: إما أن يعفوا عنه

مجاناً، وإما أن يقتلوه قصاصاً، وإما أن يأخذوا الدية منه، وإما أن يصالحوه مصالحة على أقل من الدية أو على الدية، وهذا جائز بالاتفاق.

فإن لم يسقط حقهم إلا بأكثر من الدية؛ ففيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول: لا بأس أن يصالحوه على أكثر من الدية؛ لأن الحق لهم، فإن شاءوا قالوا: نقتل، وإن شاءوا قالوا: لا نغفو إلا بعشر ديات، وهذا

নিহতের অভিভাবকগণ।

আল্লাহর হকের বিষয়ে বক্তব্য হলো: যদি সে তওবা করে, তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন এবং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আর নিহতের হকের বিষয়ে বক্তব্য হলো: নিহতের হক তার নিকটেই রয়ে গেছে। যেহেতু সে এখন মৃত, তাই দুনিয়াতে তার থেকে ক্ষমা পাওয়া বা দায়মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তবে প্রশ্ন হলো, ঘাতকের তওবা কি এই দাবি রাখে যে, আল্লাহ তাআলা নিহতের হকের ভার নিজ জিম্মায় নেবেন এবং তার পক্ষ থেকে তা আদায় করে দেবেন, নাকি কিয়ামতের দিন ঘাতকের কাছ থেকে কিসাস বা প্রতিশোধ গ্রহণ করা আবশ্যিক হবে?

এটি পর্যালোচনার বিষয়; আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন: তওবার মাধ্যমে নিহতের হক বাতিল হয় না। কারণ তওবার অন্যতম শর্ত হলো যার ওপর জুলুম করা হয়েছে তার পাওনা ফিরিয়ে দেওয়া। অথচ নিহতের ক্ষেত্রে তার পাওনা বা জুলুমের প্রতিকার ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ সে তো মারা গেছে। সুতরাং কিয়ামতের দিন ঘাতকের কাছ থেকে কিসাস গ্রহণ করা অপরিহার্য। তবে সূরা আল-ফুরকানে বর্ণিত আয়াতসমূহের বাহ্যিক অর্থ এটাই দাবি করে যে, আল্লাহ তাআলা তওবাকারীর তওবা পূর্ণাঙ্গভাবে কবুল করেন। আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা তাঁর মহানুভবতা, দয়া ও করুণার কারণে যদি বান্দার তওবার সত্যতা সম্পর্কে অবগত হন, তবে তিনি তাঁর নিহত ভাইয়ের হকের দায়ভার নিজেই গ্রহণ করেন।

আর তৃতীয় হকটি হলো নিহতের অভিভাবক বা ওয়ারিশদের হক। এই হক থেকে অবশ্যই দায়মুক্ত হতে হবে, কারণ এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব। আর তা হলো, ঘাতক নিজেকে তাদের কাছে সঁপে দিয়ে বলবে: "আমি তোমাদের লোকটিকে হত্যা করেছি, এখন

তোমরা যা ইচ্ছা তা-ই করো।" তখন তাদের সামনে চারটি বিষয়ের ইখতিয়ার বা সুযোগ থাকবে: হয় তারা তাকে নিঃশর্ত ক্ষমা করে দেবে, অথবা কিসাস হিসেবে তাকে হত্যা করবে, অথবা তার কাছ থেকে দিয়াত (রক্তপণ) গ্রহণ করবে, অথবা দিয়াতের চেয়ে কম বা দিয়াতের সমপরিমাণ কোনো কিছুর বিনিময়ে আপস করবে। এটি সর্বসম্মতভাবে জায়েজ।

কিন্তু যদি তারা দিয়াতের চেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ ছাড়া তাদের দাবি ত্যাগ করতে রাজি না হয়, তবে এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন: দিয়াতের চেয়ে বেশি অর্থের বিনিময়ে আপস করাতে কোনো সমস্যা নেই; কারণ অধিকারটি তাদেরই। তারা চাইলে বলতে পারে, "আমরা হত্যা (কিসাস) করব," আবার চাইলে বলতে পারে, "দশ দিয়াতের বিনিময় ছাড়া আমরা ক্ষমা করব না।" আর এটি...

(ص: 537) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه يجوز المصالحة عن القصاص بأكثر من الدية، التعليل هو ما ذكرنا من أن الحق لهم، أي لأولياء المقتول، فلهم أن يمتنعوا عن إسقاطه إلا بما تطيب به نفوسهم من البال. إذن نقول: توبة القاتل عبداً تصح للآية التي ذكرناها من سورة الفرقان، وهي خاصة في القتل، وللآية الثانية العامة: (إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً) (الزمر: 53). حق الله يسقط - بلا شك - بالتوبة، وحق المقتول قيل: إنه يسقط ويتحمله الله عز وجل عن تاب يوم القيامة، وقيل: لا يسقط، والأقرب: أنه يسقط، وأن الله جل وعلا يتحمل عنه، أما حق أولياء المقتول فلا بد منه، فيسلم نفسه لآبناء المقتول وهم ورثته ويقول لهم: الآن افعلوا ما شئتم.

وهذا الحديث يدل على عظم قتل النفس، وأنه من أكبر الكبائر والعياذ بالله، وأن
القاتل عمداً يخشى أن يسلب دينه.

221- وعن خولة بنت عامر الأنصارية، وهي امرأة حمزة- رضي الله عنه قالت: سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن رجلاً يتخوضون في مال الله بغير حق،
فلهم النار يوم القيامة" رواه البخاري.

এটিই ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত যে, দিয়াতের (রক্তপণ) চেয়ে বেশি অর্থের বিনিময়ে কিসাসের (প্রতিশোধ) বিষয়ে সমঝোতা করা বৈধ। এর কারণ হলো যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, এটি নিহতের উত্তরাধিকারীদের অধিকার; তাই তারা তাদের পছন্দমতো সম্পদ লাভ না করা পর্যন্ত কিসাস ক্ষমা করতে অসম্মতি জানানোর অধিকার রাখে।

সুতরাং আমরা বলি: ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারীর তাওবা কবুল হওয়া শুদ্ধ, যা সুরা আল-ফুরকানের সেই আয়াতের ভিত্তিতে যা আমরা উল্লেখ করেছি এবং যা হত্যার বিষয়ে নির্দিষ্ট। এছাড়া দ্বিতীয় সাধারণ আয়াত: (নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন) (সুরা আয-যুমার: ৫৩)-এর ভিত্তিতেও তা প্রযোজ্য। তাওবার মাধ্যমে আল্লাহর হুক—নিঃসন্দেহে—মিটে যায়। আর নিহতের হকের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তাও মিটে যায় এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লা তাওবাকারীর পক্ষ থেকে তা বহন করবেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন: তা মিটে যায় না। তবে অধিকতর সঠিক মত হলো: এটি মিটে যায় এবং আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা তার পক্ষ থেকে এর দায়ভার গ্রহণ করবেন। কিন্তু নিহতের ওয়ারিশদের হকের বিষয়টি অবশ্যই মিটাতে হবে; তাই সে নিজেকে নিহতের সন্তানদের তথা তার উত্তরাধিকারীদের কাছে সমর্পণ করবে এবং বলবে: এখন তোমরা যা ইচ্ছা করো।

এই হাদিসটি কোনো ব্যক্তিকে হত্যার ভয়াবহতা নির্দেশ করে এবং এটি যে অন্যতম কবিরী গুনাহ—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। আর ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারীর ক্ষেত্রে আশঙ্কা করা হয় যে, তার দীন বা ঈমান ছিনিয়ে নেওয়া হবে।

২২১-খাওলা বিনতে আমির আল-আনসারিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, যিনি হামজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর স্ত্রী ছিলেন, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "নিশ্চয়ই কিছু লোক আল্লাহর সম্পদে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করে, কিয়ামতের দিন তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম।" (বুখারি)।

(ص: 538) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن خولة زوجة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن رجلاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة" هذا أيضاً مما يدل على تحريم الظلم في الأموال الذي هو خلاف العدل.

وفي قوله: "يتخوضون" دليلٌ على أنهم يتصرفون تصرفاً طائشاً غير مبني على أصول شرعية، فيفسدون الأموال ببذلها فيما يضر، مثل من يبذل أمواله في الدخان، أو في المخدرات، أو ف شرب الخمر، أو ما أشبه ذلك، وكذلك أيضاً يتخوضون فيها بالسرقات، والغصب، وما أشبه ذلك، وكذلك يتخوضون فيها بالدعوى بالباطلة، كأن يدّعي ما ليس له وهو كاذب، وما أشبه ذلك.

فألهم أن كل من يتصرف تصرفاً غير شرعي في المال - سواء ماله أو مال غيره - فإن له النار - والعياذ بالله - يوم القيامة إلا أن يتوب، فيرد المظالم إلى أهلها، ويتوب مما يبذل ماله فيه من الحرام؛ كالدخان والخمر وما أشبه ذلك، فإنه ممن تاب الله عليه، لقول الله تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) (وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ) (وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّنْ
رَّبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ) (أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا
حَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ) (أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ
هَدَانِي

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) হামজা ইবনে আবদিল মুত্তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর স্ত্রী খাওলা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন, তাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই কিছু মানুষ আল্লাহর সম্পদে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করে; কিয়ামতের দিন তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম।" এটিও সম্পদের ক্ষেত্রে জুলুম বা অন্যায়ের হারামের প্রমাণ বহন করে, যা মূলত ইনসাফ বা ন্যায়ের বিপরীত।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী "তারা অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করে"-এর মধ্যে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, তারা শরয়ী মূলনীতির তোয়াক্কা না করে অবিবেচকের মতো আচরণ করে। ফলে তারা ক্ষতিকর কাজে সম্পদ ব্যয় করে তা নষ্ট করে দেয়। যেমন—কেউ যদি তার সম্পদ ধূমপান, মাদকদ্রব্য, মদ্যপান বা এ জাতীয় কাজে ব্যয় করে। তদ্রূপ তারা চুরি, জবরদখল এবং এই জাতীয় উপায়েও অন্যের সম্পদে হস্তক্ষেপ করে। একইভাবে তারা মিথ্যা দাবির মাধ্যমেও সম্পদে অন্যায়ভাবে লিপ্ত হয়; যেমন কেউ মিথ্যা বলে এমন কিছু দাবি করল যা প্রকৃতপক্ষে তার নয় এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয়।

মূল কথা হলো, যে ব্যক্তিই সম্পদে অশরয়ী পন্থায় হস্তক্ষেপ করবে—চাই তা নিজের সম্পদ হোক বা অন্যের—কিয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নাম রয়েছে (আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই), যদি না সে তওবা করে। তওবার পদ্ধতি হলো—সে পাওনাদারের হক ফিরিয়ে দেবে এবং যে সকল হারামের ক্ষেত্রে সে তার সম্পদ ব্যয় করত—যেমন ধূমপান, মদ ইত্যাদি—তা থেকে ফিরে আসবে। এমনটি করলে মহান আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন: (বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন। অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।) (তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁর

অনুগত হও তোমাদের কাছে আজাব আসার পূর্বেই, এরপর তোমাদের সাহায্য করা হবে না।) (এবং তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার মধ্যে যা উত্তম, তোমরা তার অনুসরণ করো তোমাদের কাছে অতর্কিতে আজাব আসার পূর্বেই, যখন তোমরা তা টেরও পাবে না।) (যাতে কাউকে এ কথা বলতে না হয় যে, 'হায় আফসোস! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে অবহেলার জন্য; আর আমি তো বিদ্রূপকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।') (অথবা বলতে না হয় যে, 'যদি আল্লাহ আমাকে হিদায়াত দিতেন...)

(ম: 539) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) (أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ)
(بَلَى قَدْ جَاءُكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا

وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ) (الزمر: 53-59) .

وفي هذا الحديث تحذير من بذل المال في غير ما ينفع والتخوض فيه؛ لأن المال جعله الله قياماً للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم، فإذا بذله في غير مصلحة كان من المتخوضين في مال الله بغير حق.

তবে আমি অবশ্যই মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।) (অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করার সময় বলবে: হায়! যদি আমার পুনরায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ হতো, তবে আমি অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।) (হ্যাঁ, অবশ্যই তোমার নিকট আমার নিদর্শনসমূহ এসেছিল, কিন্তু তুমি সেগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে

এবং অহংকার করেছিলে ও কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।) (আয-যুমার: ৫৩-৫৯)।

আর এই হাদীসের মধ্যে সম্পদকে অনর্থক খাতে ব্যয় করা এবং তাতে অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে; কেননা আল্লাহ তাআলা সম্পদকে মানুষের জন্য জীবন ধারণের অবলম্বন করেছেন যার মাধ্যমে তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় কল্যাণ সাধিত হয়। সুতরাং যদি তা কোনো কল্যাণকর উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে ব্যয় করা হয়, তবে সে আল্লাহর সম্পদে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(ص: 540) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

27- باب تعظيم حُرْمَاتِ الْمُسْلِمِينَ وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم
قال الله تعالى: (وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ) (الحج: 30) وقال
تعالى: (وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) (الحج: 32) ، (وَاخْفِضْ
جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ) (الحجر: 88) ، وقال تعالى: (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا) (البائدة: 32) .

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: " باب تعظيم حرّمات المسلمين وبيان حقوقهم
والشفقة عليهم ورحمتهم " فالمسلم له حق على أخيه المسلم، بل له حقوق متعددة،
بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة:

منها: إذا لقيه فليسلم عليه، يلقي عليه السلام، يقول: السلام عليكم، ولا يحل له
أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ
بالسلام.

ولكن لك أن تهجره لمدة ثلاثة أيام، إذا رأيت في هذا مصلحة، ولك أن تهجره أكثر إذا رأيت على معصية أصرّ عليها ولم يتب منها، فرأيت أن هجره يحمله على التوبة، ولهذا كان القول الصحيح في الهجر أنهم رخصوا فيه خلال ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك فينظر فيه للمصلحة؛ إن كان فيه خيراً فليفعل، وإلا فلا، حتى لو جاهر بالمعصية، فإذا لم يكن في هجره مصلحة فلا تهجره.

২৭- পরিচ্ছেদ: মুসলিমদের পবিত্রতা ও মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাদের অধিকারসমূহের বর্ণনা এবং তাদের প্রতি মায়া-মমতা ও করুণা

আল্লাহ তাআলা বলেন: “কেউ আল্লাহর পবিত্র বিধানাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তা তার পালনকর্তার নিকট তার জন্য অতি উত্তম।” (আল-হাজ্জ: ৩০) এবং তিনি আরও বলেন: “কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তা তো তার অন্তরের তাকওয়া থেকেই উৎসারিত।” (আল-হাজ্জ: ৩২), “আর আপনি মুমিনদের জন্য আপনার ডানা অবনত করুন (অর্থাৎ তাদের প্রতি বিনয়ী হোন)।” (আল-হিজর: ৮৮), এবং আল্লাহ তাআলা বলেন: “যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করল—মানুষ হত্যার বা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টির অপরাধ ছাড়া—সে যেন পুরো মানবজাতিকেই হত্যা করল।” (আল-মায়িদাহ: ৩২)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক—আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন—বলেছেন: “মুসলিমদের পবিত্রতা ও মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাদের অধিকারসমূহের বর্ণনা এবং তাদের প্রতি মায়া-মমতা ও করুণার পরিচ্ছেদ।” সুতরাং একজন মুসলিমের ওপর তার মুসলিম ভাইয়ের হক বা অধিকার রয়েছে, বরং তার বহুবিধ অধিকার রয়েছে যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন:

তার মধ্যে একটি হলো: যখন তার সাথে সাক্ষাৎ হবে তখন তাকে সালাম দেবে, তাকে সালাম প্রদান করবে, বলবে: আসসালামু আলাইকুম (আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)। আর কোনো ব্যক্তির জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সময় সম্পর্ক ছিন্ন রাখা বা কথাবার্তা বন্ধ

রাখা বৈধ নয়; তারা যখন পরস্পর মিলিত হয় তখন একজন মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অন্যজনও মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর তাদের দুজনের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ যে আগে সালাম দেয়। তবে যদি আপনি এতে কোনো কল্যাণ দেখেন, তবে তিন দিন পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন রাখতে পারেন। আর যদি দেখেন সে কোনো পাপে লিপ্ত এবং তাতে অটল রয়েছে ও তওবা করছে না, এমতাবস্থায় আপনি মনে করেন যে তার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করলে সে তওবা করতে বাধ্য হবে, তবে তিন দিনের বেশি সময়ও সম্পর্ক ছিন্ন রাখতে পারেন। এই কারণেই সম্পর্ক ত্যাগের ব্যাপারে সঠিক কথা হলো—তারা তিন দিন পর্যন্ত অনুমতি দিয়েছেন, আর এর অতিরিক্ত সময়ের ক্ষেত্রে কল্যাণের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে; যদি তাতে কল্যাণ থাকে তবে তা করবে, অন্যথায় নয়। এমনকি সে যদি প্রকাশ্যে পাপে লিপ্ত হয় তবুও; যদি সম্পর্ক ত্যাগে কোনো সুফল না থাকে তবে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন না।

(ص: 541) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

ثم ساق المؤلف عدة آيات منها قوله تعالى: (وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ) (الحج: 30)، ومن يعظم حرماته: أي ما جعله محترماً من الأماكن أو الأزمان أو الأشخاص، فالذي يعظم حرمات الله فهو خيرٌ له عند ربه، ومن كان يكره أو يشق عليه تعظيم هذا المكان كالحرمين مثلاً والمساجد، أو الزمان كالأشهر الحرم "ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب" وما أشبه ذلك، فليحمل على نفسه وليكرهها على التعظيم.

ومن ذلك تعظيم إخوانه المسلمين، وتنزيلهم منزلتهم، فإن المسلم لا يحل له أن يحقر أخاه المسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: "بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم".

"بحسب" الباء هنا زائدة والمعنى: حسبه من الشر أن يحقر أخاه المسلم بقلبه، أو أن يعتدي فيوق ذلك بلسانه أو بيده على أخيه المسلم، فإن ذلك حسبه من الإثم والعياذ بالله، وكذلك أيضاً تعظيم ما حرمه الله عز وجل في المعاهدات التي تكون بين المسلمين وبين الكفار، فإنه لا يحل لأحد أن ينقض عهداً بينه وبين غيره من الكفار.

ولكن المعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الذين أتموا عهدهم فهؤلاء نتم عهدهم

এরপর লেখক বেশ কিছু আয়াত উপস্থাপন করেছেন, যার মধ্যে মহান আল্লাহর এই বাণীটি অন্যতম: "আর যে আল্লাহর পবিত্র বিধানসমূহের সম্মান করে, তার প্রতিপালকের নিকট তা তার জন্য অতি উত্তম।" (হজ: ৩০)। আর 'যে ব্যক্তি আল্লাহর পবিত্র বিষয়াবলিকে সম্মান করে' কথাটির অর্থ হলো: আল্লাহ যেসব স্থান, সময় বা ব্যক্তিকে সম্মানিত করেছেন সেগুলোর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর পবিত্র বিষয়াবলিকে সম্মান করবে, তার রবের নিকট তা তার জন্য কল্যাণকর হবে। আর যার কাছে এই সম্মান প্রদর্শন অপছন্দনীয় বা কষ্টসাধ্য মনে হয়—যেমন হারামাইন (মক্কা ও মদিনা) এবং মাসজিদসমূহ অথবা পবিত্র মাসসমূহ যেমন: "জিলকদ, জিলহজ, মহররম ও রজব" এবং এই জাতীয় বিষয়গুলো—তবে সে যেন নিজ প্রবৃত্তিকে শাসন করে এবং একে সম্মান প্রদর্শনে বাধ্য করে।

এর অন্তর্ভুক্ত হলো আপন মুসলিম ভাইদের সম্মান করা এবং তাদের যথাযথ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা। কেননা একজন মুসলিমের জন্য তার অপার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করা বৈধ নয়। নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "একজন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এটিই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে হেয় প্রতিপন্ন করে।"

"বি হাসবি" শব্দে 'বা' অক্ষরটি এখানে অতিরিক্ত এবং এর অর্থ হলো: কোনো ব্যক্তির মন্দ হওয়ার জন্য এটিই যথেষ্ট যে, সে অন্তরে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করবে অথবা তার জিহ্বা বা হাত দ্বারা মুসলিম ভাইয়ের ওপর আক্রমণ বা সীমালঙ্ঘন করবে। পাপ হিসেবে এটিই তার জন্য যথেষ্ট, আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। একইভাবে মহান আল্লাহ মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যকার চুক্তিতে যা কিছু অলঙ্ঘনীয় করেছেন তার সম্মান রক্ষাও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা কারো সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করা অন্য কারো জন্য বৈধ নয়।

তবে চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত:

প্রথম ভাগ: যারা তাদের চুক্তি পূর্ণরূপে পালন করেছে, আমরাও তাদের সাথে কৃত চুক্তি পূর্ণ করব।

(ص: 542) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

القسم الثاني: الذين خانوا أو نقضوا، قال الله تعالى: (فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) (التوبة: 7)، فهؤلاء ينتقض عهدهم كما فعلت قريش في الصلح الذي جرى بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فإنهم وضعوا الحرب بينهم عشر سنين، ولكن قريشاً نقضوا العهد، فهؤلاء ينتقض عهدهم، ولا يكون بيننا وبينهم عهد، وهؤلاء قال الله فيهم: (أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُواكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ) (التوبة: 13). والقسم الثالث: من لم ينقض العهد لكن نخاف منه أن ينتقض العهد، فهؤلاء نبليهم بأن لا عهد بيننا وبينهم، كما قال تعالى: (وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ) (الأنفال: 58).

فهذه من حرّمات الله عز وجل، وكل الله من زمان أو مكان أو إيمان فهو من حرّمات الله عز وجل فإن الواجب على المسلم أن يحترمه، ولهذا قال الله تعالى: (وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خِيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ) (الحج: 30)، وقال: (وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) (الحج: 32).

الشعائر: العبادات الظاهرة سواء كانت كبيرة أم صغيرة؛ مثل الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والأذان والإقامة، وغيرها من شعائر الإسلام فإنها إذا عظمتها

الإنسان كان ذلك دليلاً على تقواه، فإن التقوى هي التي تحصل العبد على تعظيم الشعائر. أما الآية الثالثة فهي قوله تعالى: وَخُفِّضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কিংবা চুক্তি ভঙ্গ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "যতক্ষণ তারা তোমাদের সাথে চুক্তিতে অটল থাকে, তোমরাও তাদের সাথে অটল থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন" (আত-তাওবা: ৭)। এদের চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে, যেমনটি কুরাইশরা হুদাইবিয়ার সন্ধিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে করেছিল। তারা দশ বছরের জন্য যুদ্ধবিরতির অঙ্গীকার করেছিল, কিন্তু কুরাইশরা সেই চুক্তি ভঙ্গ করে। ফলে তাদের সাথে চুক্তি রহিত হয়ে যায় এবং আমাদের ও তাদের মধ্যে আর কোনো চুক্তি অবশিষ্ট থাকে না। এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: "তোমরা কি সেই কওমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং রাসুলকে বের করে দেওয়ার সংকল্প করেছে, আর তারাই প্রথমবার তোমাদের সাথে শত্রুতা শুরু করেছে?" (আত-তাওবা: ১৩)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: যারা চুক্তি ভঙ্গ করেনি, কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কা রয়েছে। এমতাবস্থায় আমরা তাদেরকে জানিয়ে দেব যে, আমাদের ও তাদের মাঝে আর কোনো চুক্তি নেই। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "যদি তুমি কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা করো, তবে তুমিও সমানভাবে তাদের চুক্তি তাদের দিকে নিক্ষেপ করো (অর্থাৎ বাতিল ঘোষণা করো)। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের পছন্দ করেন না" (আল-আনফাল: ৫৮)।

এগুলো মহান আল্লাহর পবিত্র বিধানাবলির (হুকুমাত) অন্তর্ভুক্ত। সময়, স্থান বা ঈমান সংশ্লিষ্ট আল্লাহ যা কিছু নির্ধারণ করেছেন, তার সবই আল্লাহর পবিত্র নিদর্শনাদির অংশ। একজন মুসলমানের ওপর কর্তব্য হলো এগুলোর যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেন: "কেউ আল্লাহর পবিত্র বিধানাবলিকে সম্মান করলে তার প্রতিপালকের নিকট তা তার জন্য অতি উত্তম" (আল-হাজ্জ: ৩০)। তিনি আরও বলেন: "কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে (শাআইর) সম্মান করলে তা তো অন্তরের তাকওয়ারই বহিঃপ্রকাশ" (আল-হাজ্জ: ৩২)।

‘শাআইর’ বা নিদর্শনাবলি হলো প্রকাশ্য ইবাদতসমূহ, তা বড় হোক কিংবা ছোট; যেমন কাবা গৃহের তাওয়াফ, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা, আযান ও ইকামাত এবং ইসলামের

অন্যান্য নিদর্শনসমূহ। মানুষ যখন এগুলোকে সম্মান করে, তখন তা তার তাকওয়ার প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয়। কেননা তাকওয়াই বান্দাকে এসব নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ করে। আর তৃতীয় আয়াতটি হলো আল্লাহ তাআলার এই বাণী: "আর মুমিনদের প্রতি আপনার বিনয়ের ডানা অবনমিত করুন (অর্থাৎ বিনয়ী হোন)।"

(ص: 543) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

(الحجر: 88) وفي الآية الأخرى: لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (الشعراء: 215) ، والمعني تذلل لهم لهم في المقال والفعال؛ لأن المؤمن مع أخيه رحيم به، شفيق به، كما قال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه: أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (الفتح: 29) .

وفي قوله تعالى: (وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ) (الحجر: 88) ، دليلٌ على أن الإنسان مأمور بالتواضع لإخوانه وإن كان رفيع المنزلة، كما يرتفع الطير بجناحه، فإنه وإن كان رفيع المنزلة فليخفض جناحه وليتذلل ليتواضع لإخوانه. وليعلم أن من تواضع لله رفعه الله عز وجل، والإنسان ربماً يقول لو تواضعت للفقير وكلمت الفقير، أو تواضعت للصغير وكلمته أو ما أشبه ذلك، فربماً يكون في هذا وضع لي، وتنزيل من رتبتي، ولكن هذا من وساوس الشيطان، فالشيطان يدخل على الإنسان في كل شيء، قال تعالى عنه: (قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ) (ثُمَّ لَا تَجِدُ لَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ) (الأعراف: 16-17) .

فالشيطان يأتي الإنسان ويقول له: كيف تتواضع لهذا الفقير؟ كيف تتواضع لهذا الصغير؟ كيف تكلم فلاناً؟ كيف تمشي مع فلان؟ ولكن من تواضع لله رفعه الله عز وجل، حتى وإن كان عالماً أو كبيراً أو غنياً، فإنه ينبغي أن يتواضع لمن كان مؤمناً، أما من كان كافراً فإن الإنسان لا يجوز له أن يخفض جناحه له، لكن يجب عليه أن يخضع للحق بدعوته إلى الدين، ولا يستنكف عنه ويستكبر فلا يدعوه، بل يدعوه ولكن بعزة وكرامة، ودون

(আল-হিজর: ৮৮) এবং অন্য আয়াতে রয়েছে: (মুমিনদের মধ্যে যারা আপনার অনুসরণ করে তাদের প্রতি বিনম্র হোন) (আশ-শুআরা: ২১৫)। এর অর্থ হলো কথা ও কাজে তাদের প্রতি বিনম্র হওয়া; কেননা মুমিন তার ভাইয়ের প্রতি দয়ালু ও সহানুভূতিশীল। যেমন মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গীদের বর্ণনায় বলেছেন: (তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত দয়ালু) (আল-ফাতহ: ২৯)।

এবং মহান আল্লাহর বাণী: (আর মুমিনদের প্রতি আপনার ডানা অবনমিত করুন) (আল-হিজর: ৮৮), এর মধ্যে প্রমাণ রয়েছে যে, মানুষ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হলেও তাকে তার ভাইদের প্রতি বিনয় অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন পাখি তার ডানার সাহায্যে উপরে ওঠে, তেমনি কোনো ব্যক্তি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হলেও সে যেন তার ডানা অবনমিত করে এবং তার ভাইদের প্রতি বিনম্র ও বিনয়ী হয়। আর সে যেন জেনে রাখে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তাকে উন্নত করেন। মানুষ হয়তো মনে করতে পারে যে, আমি যদি দরিদ্রের প্রতি বিনয় প্রকাশ করি এবং তার সাথে কথা বলি, কিংবা কোনো ছোট বা অল্পবয়স্কের প্রতি বিনয়ী হই ও তার সাথে কথা বলি অথবা এ জাতীয় কিছু করি, তবে তাতে হয়তো আমার অমর্যাদা হবে এবং আমার সম্মান হ্রাস পাবে। কিন্তু এটি শয়তানের কুমন্ত্রণা; শয়তান মানুষের প্রতিটি কাজে অনুপ্রবেশ করে। মহান আল্লাহ শয়তান সম্পর্কে বলেছেন: (সে বলল: যেহেতু আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তাই আমি অবশ্যই আপনার সরল পথে তাদের জন্য ওত পেতে বসে থাকব। অতঃপর আমি তাদের কাছে আসব তাদের সমুখ থেকে, তাদের পেছন থেকে, তাদের ডান দিক থেকে এবং তাদের বাম দিক থেকে; আর আপনি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবেন না) (আল-আরাফ: ১৬-১৭)।

শয়তান মানুষের কাছে আসে এবং তাকে বলে: তুমি কীভাবে এই দরিদ্রের প্রতি বিনয়ী হচ্ছে? কীভাবে এই ছোট ছেলেটির প্রতি বিনয়ী হচ্ছে? অমুকের সাথে কীভাবে কথা বলছো? অমুকের সাথে কীভাবে হাঁটছো? কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তাকে সম্মানিত করেন, যদিও সে কোনো আলেম, বড় ব্যক্তিত্ব কিংবা সম্পদশালী হয়। মুমিনদের প্রতি বিনয় অবলম্বন করা উচিত। পক্ষান্তরে কাফিরের ক্ষেত্রে মানুষের জন্য তার ডানা অবনমিত করা বৈধ নয়, তবে তাকে দ্বীনের পথে দাওয়াত দেওয়ার মাধ্যমে হকের প্রতি অনুগত হতে হবে। তার ব্যাপারে বিমুখ হওয়া বা অহংকার করা যাবে না যে তাকে দাওয়াত দেওয়া হবে না, বরং তাকে দাওয়াত দিতে হবে কিন্তু তা হতে হবে আত্মমর্যাদা ও সম্মানের সাথে এবং কোনো প্রকার...

(ص: 544) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

إِهَانَةٌ لَهُ، فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ) (الحجر: 88) .
وفي الآية الثانية: (وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (الشعراء: 215) ،
فهذه وظيفة المسلم مع إخوانه، أَنْ يَكُونَ هِينًا لِيَنَّا بِالْقَوْلِ وَبِالْفِعْلِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا
يُوجِبُ الْبُودَةَ وَالْأَلْفَةَ بَيْنَ النَّاسِ، وَهَذِهِ الْأَلْفَةُ وَالْبُودَةُ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ لِلشَّرْعِ، وَلِهَذَا نَهَى
النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ كُلِّ مَا يُوجِبُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، مِثْلَ الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ
الْمُسْلِمِ، وَالسُّومِ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَعْرُوفٌ لِكَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّهُ
الْبَاقِي.

وَقَالَ تَعَالَى: (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) (المائدة: 32)

222- وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً" وشبك بين أصابعه، متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

سبق ذكر عدة آيات في بيان تعظيم حرمة المسلمين، والرفق بهم، والإحسان إليهم، ومن جملة الآيات التي فيها بيان تعظيم حرمة المسلم

তাকে অপমান করা; আর এটাই মহান আল্লাহর এই বাণীর মর্মার্থ: "এবং মুমিনদের প্রতি তোমার বিনম্র বাহু অবনমিত করো।" (আল-হিজর: ৮৮)।

আর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে: "এবং মুমিনদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে তাদের প্রতি তোমার বিনম্র বাহু অবনমিত করো।" (আশ-শুআরা: ২১৫)। এটিই হলো তার ভাইদের সাথে একজন মুসলিমের দায়িত্ব—কথায় ও কাজে সহজ ও নম্র হওয়া; কেননা এটি মানুষের মাঝে ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে। আর এই সৌহার্দ্য ও ভালোবাসা শরিয়তে কাম্য বিষয়। একারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন সব কিছু থেকে নিষেধ করেছেন যা শত্রুতা ও বিদ্বেষের উদ্বেক করে, যেমন কোনো মুসলিমের কেনাবেচার ওপর কেনাবেচা করা, এবং দরাদরিকৃত পণ্যের ওপর দরদাম করা সহ এই জাতীয় আরও অনেক কিছু যা মানুষের নিকট সুপরিচিত। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

* * *

মহান আল্লাহ আরও ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করল—প্রাণ হত্যার বিনিময় কিংবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ ছাড়া—সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করল। আর যে ব্যক্তি একজনের প্রাণ রক্ষা করল, সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।" (আল-মায়িদাহ: ৩২)

২২২- আবু মুসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য একটি ইমারত সদৃশ, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে।" এবং তিনি তাঁর এক হাতের আঙুল অন্য হাতের আঙুলের মধ্যে প্রবেশ করালেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাখ্যা]

ইতিপূর্বে মুসলিমদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা, তাদের প্রতি কোমল আচরণ এবং সদাচার প্রদর্শনের বিষয়ে বেশ কিছু আয়াত আলোচিত হয়েছে। আর মুসলিমের মর্যাদাকে সমুন্নত রাখার বর্ণনায় আসা আয়াতসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো-

(ص: 545) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

قوله تعالى: (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) (المائدة: 32) ، بين الله في هذه الآية أن من قتل نفساً بغير نفسه أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً؛ لأن حرمة المسلمين واحدة، ومن انتهك حرمة شخص من المسلمين، فكأنما انتهك حرمة جميع المسلمين، كما أن من كذب رسولاً واحداً من الرسل، فكأنما كذب جميع الرسل. ولهذا أقرأ قوله تعالى: (كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ) (الشعراء: 105) ، مع أنهم لم يكذبوا إلا واحداً، فإنه لم يُبعث رسولٌ قبل نوح، وما بعد نوح لم يدركه قومه، لكن من كذب رسولاً واحداً فكأنما كذب جميع الرسل، ومن قتل نفساً محرمة، فكأنما قتل الناس جميعاً؛ لأن حرمة المسلمين واحدة، ومن أحياها أي سعى في إحيائها وإنقاذها من هلكة؛ فكأنما أحيا الناس جميعاً.

وإحيائها وإنقاذها من الهلكة تارة يكوم من هلكة لا قبل للإنسان بها فتكون من الله، مثل أن يشبَّ حريق في بيت رجل، فتحاول إنقاذه، فهذا إحياء للنفس.

وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي فَهُمْ مَا لِلْإِنْسَانِ فِيهِ قَبْلُ، مِثْلُ أَنْ يَحَاوِلَ رَجُلُ الْعَدُوِّ أَنْ يَحْتِلَ بِشَخْصٍ لِيَقْتُلَهُ، فَتَحْوِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَتَحْمِيهِ مِنَ الْقَتْلِ، فَأَنْتَ الْآنَ أَحْيَيْتَ نَفْسًا. وَمِنْ فِعْلٍ ذَلِكَ فَكُنَّا أَحْيَاءَ النَّاسِ جَمِيعًا؛ لِأَنَّ إِحْيَاءَ شَخْصٍ مُسْلِمٍ كَأَحْيَاءِ جَمِيعِ النَّاسِ. وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: (بِغَيْرِ نَفْسٍ) يَسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِنَفْسٍ فَهُوَ مُعْذَرٌ وَلَا حَرْجَ عَلَيْهِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ

মহান আল্লাহর বাণী: (যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করল—অন্যকে হত্যার অপরাধে কিংবা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টির কারণ ছাড়া—সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করল। আর যে ব্যক্তি কারও প্রাণ রক্ষা করল, সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।) (আল-মায়িদাহ: ৩২), আল্লাহ এই আয়াতে বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি প্রাণের বদলে প্রাণ কিংবা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টির অপরাধ ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা করল, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করল; কারণ মুসলিমদের মর্যাদা ও নিরাপত্তা অভিন্ন। আর যে ব্যক্তি একজন মুসলমানের নিরাপত্তা বা অধিকার লঙ্ঘন করল, সে যেন সকল মুসলমানের অধিকারই লঙ্ঘন করল। ঠিক যেমন, যে ব্যক্তি রাসুলগণের মধ্য থেকে কোনো একজন রাসুলকে অস্বীকার করল, সে যেন সকল রাসুলকেই অস্বীকার করল। একারণেই মহান আল্লাহর এই বাণীটি লক্ষ্য করুন: (নূহের কওম রাসুলগণকে অস্বীকার করেছিল) (আশ-শুআরা: ১০৫), অথচ তারা কেবল একজনকেই অস্বীকার করেছিল। কারণ নূহের পূর্বে কোনো রাসুল প্রেরিত হননি এবং নূহের পরবর্তী রাসুলদের সময়কাল তাঁর কওম পায়নি। তথাপি, যে ব্যক্তি একজন রাসুলকে অস্বীকার করল, সে যেন সকল রাসুলকেই অস্বীকার করল। তদ্রূপ যে ব্যক্তি কোনো নিষিদ্ধ প্রাণ সংহার করল, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করল; কারণ সকল মুসলমানের জীবনের নিরাপত্তা ও মর্যাদা এক। আর যে ব্যক্তি প্রাণ রক্ষা করল, অর্থাৎ একে জীবিত রাখার বা ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করল, সে যেন সকল মানুষকে জীবিত করল।

আর প্রাণ রক্ষা করা এবং ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো কখনো এমন বিপদ থেকে হয় যাতে মানুষের কোনো হাত থাকে না, বরং তা আল্লাহর পক্ষ থেকে (প্রাকৃতিক কারণে) হয়ে থাকে। যেমন কোনো ব্যক্তির বাড়িতে আগুন লাগল আর আপনি তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করলেন—এটা হলো জীবনের সুরক্ষা প্রদান বা প্রাণ রক্ষা করা।

আর দ্বিতীয় প্রকারটি হলো এমন বিষয় যেখানে মানুষের হাত থাকে। যেমন কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করতে উদ্যত হলো, এমতাবস্থায় আপনি তাদের মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালেন এবং তাকে হত্যার হাত থেকে রক্ষা করলেন—এক্ষেত্রে আপনি একটি প্রাণ রক্ষা করলেন। আর যে ব্যক্তি এরূপ করল, সে যেন সকল মানুষকে জীবিত করল; কেননা একজন মুসলমানের জীবন রক্ষা করা সকল মানুষের জীবন রক্ষার সমতুল্য। এবং মহান আল্লাহর বাণী: (অন্যকে হত্যার অপরাধ ব্যতিরেকে) থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি প্রাণের বদলে প্রাণ হিসেবে কাউকে হত্যা করবে (অর্থাৎ কিসাস গ্রহণ করবে), সে দায়মুক্ত এবং এতে তার কোনো অপরাধ নেই। মহান আল্লাহ বলেন: (আর আমি তাদের ওপর তাতে লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বদলে প্রাণ...

(ص: 546) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

بِالنَّفْسِ) (المائدة: 45) ، فإذا قتل نفساً بحق أي بنفس أخرى فلا لوم عليه ولا إثم، ويرث القاتل من المقتول إذا قتله بحق، ولا يرث القاتل من المقتول إذا قتله بغير حق.

ولنضرب لهذا مثلاً بثلاثة أخوة قتل الكبير منهم الصغير عمداً، فالذي يرث الصغير أخوه الأوسط، وأخوه الكبير لا يرثه؛ لأنه قتله بغير حق ثم طاب الأوساط بدم أخيه الصغير، فقتل أخاه الكبير قصاصاً، فهل يرث الأوسط من أخيه الكبير وهو قاتله؟ نعم يرث؛ لأنه قتله بحق. والكبير الذي قتل الصغير لا يرث؛ لأنه قتله بغير حق.

فالقتل بحق لا لوم فيه وليس له أثر؛ لأنه قصاص، والله تعالى يقول: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة: 179) .

وقوله عز وجل: (أَوْ فَسَادٍ) والفساد في الأرض ليس معناه أن يسلط الإنسان الحفار فيهدم بيتاً ولو كان ذلك بغير حق. فهذا وإن كان فساداً، لكن لا يحل به دم مسلم، والفساد في الأرض إنما يكون بنشر الأفكار السيئة، أو العقائد الخبيثة، أو قطع الطريق، أو ترويج المخدرات أو ما أشبه ذلك، هذا هو الفساد في الأرض. فمن أفسد في الأرض على هذا الوجه فهدمه هدر حلال، يُقتل لأنه ساع في الأرض بالفساد؛ بل إن الله تعالى قال في نفس السورة: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ) (المائدة: 33)، على حسب جريمتهم، إن كانت كبيرة فبالقتل، وإن كانت دونها فبالصلب، وإن كانت دونها فبقطع

প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ) (আল-মায়িদাহ: ৪৫), সুতরাং যদি কেউ কোনো প্রাণকে ন্যায্যভাবে হত্যা করে—অর্থাৎ অন্য কোনো প্রাণের বিনিময়ে—তবে তার ওপর কোনো নিন্দা বা পাপ নেই। হত্যাকারী যদি নিহত ব্যক্তিকে ন্যায্যভাবে হত্যা করে থাকে, তবে সে তার উত্তরাধিকার লাভ করবে; কিন্তু যদি সে তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে সে তার উত্তরাধিকারী হবে না। এর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক: ধরা যাক তিন ভাই, যাদের মধ্যে বড় ভাই ছোট ভাইকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করল। এক্ষেত্রে মেজ ভাই ছোট ভাইয়ের উত্তরাধিকার লাভ করবে, কিন্তু বড় ভাই করবে না; কারণ সে তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। এরপর মেজ ভাই তার ছোট ভাইয়ের রক্তের বদলা (কিসাস) নিতে বড় ভাইকে হত্যা করল। এখন প্রশ্ন হলো, মেজ ভাই কি তার বড় ভাইয়ের উত্তরাধিকার পাবে অথচ সে তাকে হত্যা করেছে? হ্যাঁ, সে উত্তরাধিকার পাবে; কারণ সে তাকে ন্যায্যভাবে (কিসাস হিসেবে) হত্যা করেছে। আর বড় ভাই যে ছোট ভাইকে হত্যা করেছিল, সে উত্তরাধিকারী হবে না; কারণ সে তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল।

সুতরাং ন্যায্য হত্যায় কোনো নিন্দা নেই এবং এর কোনো প্রভাব নেই; কারণ তা হলো কিসাস। আর মহান আল্লাহ বলেন: (হে বুদ্ধিমানগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন নিহিত রয়েছে, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার) (আল-বাকারাহ: ১৭৯)।

আর মহান আল্লাহর বাণী: (অথবা অনিষ্ট সৃষ্টির কারণে); জমিনে অনিষ্ট সৃষ্টি বা ফাসাদের অর্থ এই নয় যে, কোনো ব্যক্তি একটি খননযন্ত্র লাগিয়ে কোনো ঘর ধ্বংস করে দিল, যদিও তা অন্যায়ভাবে হয়ে থাকে। এটি যদিও এক প্রকার ফাসাদ, কিন্তু এর দ্বারা কোনো মুসলিমের রক্ত বৈধ হয়ে যায় না। মূলত জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি বলতে বোঝায়—মন্দ চিন্তাধারা বা জঘন্য আকিদা প্রচার করা, ডাকাতি বা পথরোধ করা, মাদকদ্রব্যের প্রসার ঘটানো অথবা এই জাতীয় বিষয়সমূহ। এটিই হলো জমিনে ফাসাদ। সুতরাং যে ব্যক্তি জমিনে এভাবে ফাসাদ সৃষ্টি করে, তার রক্তপাত বৈধ; তাকে হত্যা করা হবে কারণ সে জমিনে অনিষ্ট সাধনে সচেষ্ট। বরং মহান আল্লাহ একই সূরায় বলেছেন: (যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি তো কেবল এই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে) (আল-মায়িদাহ: ৩৩), তাদের অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী; অপরাধ যদি বড় হয় তবে হত্যা, তার চেয়ে কম হলে ক্রুশবিদ্ধ করা এবং তার চেয়ে কম হলে অঙ্গচ্ছেদ।

(ص: 547) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

أيديهم وأرجلهم من خلاف تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، وإن كان دون ذلك فبأن ينفوا من الأرض، إما بالحبس مدى الحياة. كما قال بذلك بعض أهل العلم، وإما بالطرد عن المدن كما قاله آخرون، لكن إذا كان لا يندفع شرهم بطردهم من المدن حبسوا إلى الموت.

فالحاصل: أن من قتل نفساً لإفسادها في الأرض فلا لومه عليه؛ بل إن قتل النفس التي تسعى للإفساد في الأرض واجب، وقتل النفس بالنفس مباح إلا على رأي الإمام مالك رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية، فإن قتل الغيلة واجب فيه القصاص، يعني

من غافل شخصاً فقتله فإنه يُقتل حتى ولو عفا أولياء المقتول؛ لأن الغيلة شر وفساد، لا يمكن التخلص منها.

مثلاً يجيء إنساناً لشخص أثناء نومه فيقتله، فهذا يقتل على كل حال، حتى ولو قال أولياء المقتول: عفونا عنه ولا نبغي شيئاً. هذا رأي الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو القول الحق، أنه إذا قتل إنسان غيلة فلا بد من قتل القاتل، ولا خيار لأولياء المقتول في ذلك:

فالحاصل إن الله بين في هذه الآية أن قتل نفس واحدة بغير نفس أو فساد في الأرض كقتل جميع الناس، وإحياء نفس واحدة كإحياء جميع الناس، وهذا يدل على عظم القتل، ولو أن إنساناً أحصى كم قتل من بني آدم بغير حق لم يقدر، ومع ذلك فكل نفس تقتل فعلى ابن آدم الأول الذي قتل أخاه كفل منها، وعليه من إثمه نصيب.

وابن آدم الذي قتل أخاه، قتله حسداً، حيث كان أول ما جاء آدم من الأبناء اثنين من بني آدم، وقد قرباً قرباناً، قربة إلى الله، فتقبل الله من واحد

তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে—অর্থাৎ ডান হাত ও বাম পা। আর অপরাধ যদি এর চেয়ে কম স্তরের হয়, তবে তাদের দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে; হয় আজীবন কারাবাসের মাধ্যমে—যেমনটি কোনো কোনো আলেম বলেছেন, অথবা শহর থেকে বহিস্কারের মাধ্যমে—যেমনটি অন্যরা বলেছেন। কিন্তু যদি শহর থেকে বহিস্কারের মাধ্যমে তাদের অনিষ্ট প্রতিহত করা না যায়, তবে তাদের মৃত্যু পর্যন্ত কারারুদ্ধ রাখা হবে।

সারকথা হলো: যে ব্যক্তি পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির কারণে কাউকে হত্যা করে, তার ওপর কোনো নিন্দা নেই; বরং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ব্যক্তিকে হত্যা করা আবশ্যিক। আর প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ নেওয়া বৈধ, তবে ইমাম মালিক (রহ.) ও শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহর মতে, প্রতারণামূলক গুপ্তহত্যার ক্ষেত্রে কিসাস গ্রহণ করা ওয়াজিব। অর্থাৎ, কেউ যদি কাউকে অপ্রস্তুত অবস্থায় অতর্কিত আক্রমণ করে হত্যা করে, তবে তাকে অবশ্যই হত্যা

করা হবে, এমনকি নিহতের অভিভাবকরা ক্ষমা করে দিলেও। কারণ, গুপ্তহত্যা হলো এমন এক অনিষ্ট ও ফাসাদ যা থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব নয়।

উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি কোনো ব্যক্তির ঘুমের মধ্যে এসে তাকে হত্যা করে, তবে তাকে যেকোনো অবস্থাতেই হত্যা করা হবে, এমনকি যদি নিহতের অভিভাবকরা বলে: ‘আমরা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি এবং আমাদের আর কিছু চাওয়ার নেই।’ এটি ইমাম মালিক ও শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.)-এর অভিমত এবং এটিই সঠিক কথা যে, যখন কোনো মানুষকে প্রতারণামূলকভাবে হত্যা করা হয়, তখন হত্যাকারীকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে এবং এক্ষেত্রে নিহতের অভিভাবকদের কোনো এখতিয়ার থাকবে না।

সারকথা হলো, আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে স্পষ্ট করেছেন যে, প্রাণের বিনিময় বা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা ছাড়া কোনো একজন ব্যক্তিকে হত্যা করা যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করার সমান। আর একজনের প্রাণ রক্ষা করা যেন সমস্ত মানুষের প্রাণ রক্ষা করার সমান। এটি হত্যার ভয়াবহতা প্রমাণ করে। কোনো মানুষ যদি অন্যায়ভাবে নিহত হওয়া আদম সন্তানদের সংখ্যা গণনা করতে চায়, তবে সে তা পারবে না। তা সত্ত্বেও, যত প্রাণই অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, তার একটি নির্দিষ্ট দায়ভার আদমের সেই প্রথম সন্তানের ওপর বর্তাবে যে তার ভাইকে হত্যা করেছিল এবং তার পাপের একটি অংশ তার ওপর থাকবে।

আদমের যে সন্তান তার ভাইকে হত্যা করেছিল, সে তাকে হিংসাবশত হত্যা করেছিল; যখন আদমের সন্তানদের মধ্য থেকে প্রথম দুইজন সন্তান আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কুরবানি পেশ করল, তখন আল্লাহ একজনের পক্ষ থেকে তা কবুল করলেন...

(ص: 548) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

ولم يتقبل من الآخر، فقال الثني الذي لم يتقبل منه لأخيه: لأقتلنك، لبدأ يتقبل الله منك ولا يتقبل مني؟ حسده على فضل الله تعالى عليه، فقال له ربه: (إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) (البائدة: 27)، يعني اتق الله ويقبل الله منك، كلن من

توعد أخاه بالقتل فليس بمتقٍ لله. وفي النهاية قتله والعياذ بالله (فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأُصْبِحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (المائدة: 30) ، خسر- والعياذ بالله- بهذه الفعلة الشنيعة التي أقدم عليها.

ويقال: إنه بقي يحمل أخاه الذي قتله أربعين يوماً على ظهره، ما يدرى ماذا يفعل به، لأن القبور لم تعرف في ذلك لوقت، فبعث الله غراباً يبحث في الأرض، يعني بأظفاره ليبريه كيف يوارى سواة أخيه، وقيل إن غرابين أقتتلا فقتل أحدهما الآخر، فحفر أحدهما للثاني فدفنه، فاقتدى به هذا القاتل ودفن أخاه، وهذا من العجائب، تكن الغربان هي التي علمت بني آدم الدفن.

فالحاصل: أن كل نفس تقتل بغير حق؛ فعلى القاتل الأول من إثنها نصيب والعياذ بالله. وهكذا أيضاً من سنّ القتل بعد أمن الناس وصار يغتال الناس وما أشبه ذلك، وتجراً الناس على هذا من أجل فعله، فإن عليه من الإثم نصيباً؛ لأنه هو الذي كان سبباً في انتهاك هذا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الدين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من دعاة الخير وفاعليه. إنه جواد كريم.

এবং অপরজনের থেকে কবুল করা হলো না। তখন সেই দ্বিতীয় জন, যার কুরবানি কবুল হয়নি, তার ভাইকে বলল: ‘আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। কেন আল্লাহ তোমার পক্ষ থেকে কবুল করবেন আর আমার পক্ষ থেকে করবেন না?’ সে তার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহের কারণে তাকে হিংসা করল। অতঃপর তার রব (তার মাধ্যমে) তাকে বললেন: (নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের থেকেই কবুল করেন) (আল-মায়িদাহ: ২৭)। অর্থাৎ, তুমি আল্লাহকে ভয় করো, তবেই আল্লাহ তোমার থেকে কবুল করবেন। আর যে ব্যক্তি স্বীয় ভাইকে হত্যার হুমকি দেয়, সে আল্লাহর প্রতি তাকওয়াবান বা মুত্তাকী নয়। অবশেষে সে তাকে হত্যা করে বসল—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই—(অতঃপর তার প্রবৃত্তি তাকে নিজ ভাইকে হত্যা করতে প্ররোচিত

করল, ফলে সে তাকে হত্যা করল এবং ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো) (আল-মায়িদাহ: ৩০)। সে তার কৃত এই জঘন্য কর্মের মাধ্যমে—আল্লাহর নিকট পানাহ চাই—ক্ষতিগ্রস্ত হলো। বলা হয় যে, সে তার নিহত ভাইকে চল্লিশ দিন পর্যন্ত নিজ পিঠে বহন করে নিয়ে বেড়িয়েছিল; সে বুঝতে পারছিল না যে তাকে নিয়ে কী করবে। কারণ সেই সময়ে কবরের বিষয়টি জানা ছিল না। অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন যা মাটি খুঁড়ছিল, অর্থাৎ তার নখ দিয়ে মাটি সরিয়ে তাকে দেখাচ্ছিল কীভাবে সে তার ভাইয়ের মৃতদেহ গোপন করবে। কেউ কেউ বলেন যে, দুটি কাক লড়াই করেছিল এবং একটি অপরটিকে হত্যা করেছিল; এরপর একটি কাক অন্যটির জন্য গর্ত খুঁড়ে তাকে দাফন করেছিল। তখন এই হত্যাকারী কাকটিকে অনুসরণ করল এবং তার ভাইকে দাফন করল। এটি এক পরম বিস্ময় যে, কাকই আদম সন্তানকে দাফন করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছিল।

সারকথা হলো: প্রতিটি প্রাণ যা অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, তার পাপের একটি অংশ প্রথম হত্যাকারীর ওপর বর্তাবে—আল্লাহর নিকট এ থেকে পানাহ চাই। অনুরূপভাবে, যারা মানুষের মাঝে শান্তি বিরাজ করার পর হত্যার ধারা শুরু করে এবং মানুষকে অতর্কিতে হত্যা বা এই জাতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে, আর তার এই আচরণের ফলে অন্য মানুষও এমন স্পর্ধা দেখায়, তবে তার ওপর সেই পাপের বোঝা চাপবে; কেননা সে-ই এই নিয়ম লঙ্ঘনের কারণ হয়েছে। আর যে ব্যক্তি কোনো মন্দ প্রথার সূচনা করবে, তার ওপর সেই মন্দ কর্মের পাপ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা এর ওপর আমল করবে তাদের পাপও বর্তাবে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের কল্যাণের পথে আহ্বানকারী ও সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করেন। নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় দাতা ও দয়ালু।

* * *

223- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مر في شيء من مساجدنا، أو أسواقنا، ومعه نبلٌ فيمسهك، وليقبض على نصالها بكفه أن يُصيب أحداً من المسلمين منها بشيء " متفق عليه.

225- وعن أبي هريرة- رضي الله عنه قال: " قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " من لا يرحم لا يرحم " متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله جملة من أحاديث الرفق بالمسلمين، منها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسهك، أو ليقبض على نصالها بكفه".

النبل: السهم التي يُرمى بها، وأطرافها تكون دائماً دقيقة تنفذ فيها تصيبه من البرمي، فإذا أمسك الإنسان بها وقى الناس شرها. وإذا تركها هكذا فربما تؤذي أحداً من الناس، ربما يأتي أحدٌ بسرعة فتخدشه، أو يمرّ الرجل الذي يمسك بها وهي مفتوحة غير ممسكة فتخدشهم أيضاً.

২২৩- আবু মুসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আমাদের কোনো মসজিদে বা বাজারে তীর নিয়ে যাতায়াত করবে, সে যেন সেটির অগ্রভাগ ধরে রাখে অথবা তার হাতের তালু দিয়ে সেটি চেপে ধরে, যাতে কোনো মুসলিম তার দ্বারা সামান্যতম আঘাতপ্রাপ্ত না হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)।

২২৫- আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাসান ইবনে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে চুম্বন করলেন; তখন তাঁর কাছে আকরা বিন হাবিস বসা ছিলেন। আকরা বললেন: আমার দশটি সন্তান রয়েছে, আমি

তাদের কাউকে কখনও চুম্বন করিনি। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার দিকে তাকালেন এবং বললেন: 'যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না'।" (বুখারী ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) মুসলিমদের প্রতি সদয় হওয়ার বিষয়ে বেশ কিছু হাদিস উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে আবু মূসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদিসটি অন্যতম যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আমাদের কোনো মসজিদে বা বাজারে তীর নিয়ে যাতায়াত করবে, সে যেন সেটি শক্ত করে ধরে রাখে অথবা তার হাতের তালু দিয়ে তার ফলার অগ্রভাগ চেপে ধরে।"

'নাবল' (তীর) বলতে এমন তীরকে বোঝায় যা নিক্ষেপ করা হয়। এর অগ্রভাগ সাধারণত সূক্ষ্ম ও ধারালো হয় যা লক্ষ্যবস্তুকে ভেদ করে। সুতরাং মানুষ যদি তা ধরে রাখে, তবে সে মানুষকে এর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করল। আর যদি তা এমনি ছেড়ে রাখে, তবে তা কাউকে কষ্ট দিতে পারে। হতে পারে কেউ দ্রুতগতিতে আসার সময় তার গায়ে আঁচড় লাগে, অথবা বহনকারী ব্যক্তি যদি তা উন্মুক্ত বা আলগা অবস্থায় নিয়ে চলে, তবে তাও অন্যদের শরীরে আঁচড় বা আঘাত দিতে পারে।

(ص: 550) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

ومثل ذلك أيضاً العصي، إذا كان معك عصاً فامسكها طويلاً، يعني اجعل رأسها إلى السماء ولا تجعلها عرضاً؛ لأنك إذا جعلتها عرضاً آذيت الناس الذين وراءك، ربما تؤذي الذين أمامك. ومثله الشمسية أيضاً؛ إذا كان معك شمسية وأنت في السوق فأرفعها، لئلا تؤذي الناس.

فكل شيء يؤذي المسلمين أو يخشى من أذيته فإنه يتجنبه الإنسان؛ لأن أذية المسلمين ليست بالهينة. قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا) (الأحزاب: 58).

ومن الأحاديث التي ذكرها المصنف حديث أبي هريرة- رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي بن أبي طالب، وكان عنده الأقرع بن، والحسن بن علي بن أبي طالب هو ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجده من أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحسن والحسين؛ لأنها سبطاه، يفضل الحسن على الحسين، لأن الحسن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين" فكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت الفتنة في زمن معاوية، وآلت الخلافة إلى الحسن بعد أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تنازل عنها رضي الله عنه لمعاوية بن أبي سفيان حقناً لدماء المسلمين؛ لأنه يعلم أن في الناس أشراً، وأنهم ربما

তদ্রূপ লাঠির ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। যদি তোমার কাছে কোনো লাঠি থাকে, তবে তা লম্বালম্বিভাবে ধরো; অর্থাৎ এর অগ্রভাগ আকাশের দিকে রাখো এবং আড়াআড়িভাবে ধরো না। কারণ, তুমি যদি তা আড়াআড়িভাবে ধরো, তবে তোমার পেছনে থাকা লোকজনকে কষ্ট দেবে, এমনকি সামনে থাকাদেরও কষ্ট হতে পারে। ছাতার ক্ষেত্রেও বিষয়টি একইরূপ; বাজারে চলাচলের সময় তোমার কাছে ছাতা থাকলে তা উঁচিয়ে ধরো, যাতে মানুষের কষ্ট না হয়। সুতরাং যে সকল বিষয় মুসলিমদের কষ্ট দেয় অথবা যা থেকে কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তা থেকে মানুষের বিরত থাকা উচিত; কেননা মুসলিমদের কষ্ট দেওয়া কোনো তুচ্ছ বিষয় নয়। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে তাদের কোনো অন্যায় কাজ ছাড়াই কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই অপবাদ এবং সুস্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করল।" (সূরা আল-আহযাব: ৫৮)।

গ্রন্থকার কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে একটি হলো আবু হুরায়রা (রাডিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীস, যাতে উল্লেখ হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাসান বিন আলী বিন

আবি তালিবকে চুম্বন করেন; তখন সেখানে আকরা ইবনে [হাবিস] উপস্থিত ছিলেন। আর হাসান বিন আলী হলেন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কন্যা ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর পুত্র। সুতরাং মাতামহের দিক থেকে তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বংশধর এবং তাঁর পিতা আলী বিন আবি তালিব হলেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আপন চাচাতো ভাই। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাসান ও হুসাইনকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন; কারণ তাঁরা ছিলেন তাঁর দৌহিত্র। তিনি হাসানকে হুসাইনের ওপর প্রাধান্য দিতেন, কারণ হাসান সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছিলেন: "আমার এই পুত্র একজন নেতা (সায়্যিদ); সম্ভবত আল্লাহ তাআলা তাঁর মাধ্যমে মুসলিমদের দুটি বিশাল দলের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন।" বিষয়টি তেমনই ঘটেছিল যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছিলেন যখন মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর আমলে ফিতনা দেখা দিয়েছিল। তাঁর পিতা আলী বিন আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর পর যখন খিলাফত হাসানের নিকট অর্পিত হলো, তখন তিনি মুসলিমদের রক্তপাত বন্ধের উদ্দেশ্যে মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ানের অনুকূলে তা ত্যাগ করেন। কারণ তিনি জানতেন যে মানুষের মধ্যে অনিষ্টকারী লোক রয়েছে এবং তারা সম্ভবত...

(ص: 551) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

يأتون إليه ويغرونه كما فعلوا بأخيه الحسين بن علي رضي الله عنهم، غره أهل العراق وحصل ما حصل من المقتلة العظيمة في كربلاء وقتل الحسين.

أما الحسن رضي الله عنه فإنه تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، فصار ذلك مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين".

كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع بن حابس من زعماء بني تميم، والغالب أن أهل البادية وأشباههم يكون يهمل جفاء، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلتُ واحداً منهم، أعوذ بالله من قلب قاسٍ لا يقبلهم ولو كانوا صغاراً، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "من لا يرحم لا يُرحم" يعني أن الذي لا يرحم عباد الله لا يرحمه الله، ويُفهم من هذا أن من رحم عباد الله رحمه الله، وهو كذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "الراحمون يرحمهم الرحمن"

ففي هذا دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل الرحمة في معاملة الصغار ونحوهم، وأنه ينبغي للإنسان أن يقبل للإنسان أن يقبل أبناءه، وأبناء بناته، وأبناء أبنائه، يقبلهم رحمة بهم، واقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما يفعله بعض الناس من الجفاء والغلظة بالنسبة للصبيان، فتجده لا يمكن صبيه من أن يحضر على مجلسه، لا أن ييكن صبيه من أن يطلب منه شيئاً، وإذا رآه

তারা তাঁর কাছে আসত এবং তাঁকে প্রলুব্ধ করত, যেমনটি তারা তাঁর ভাই হুসাইন ইবনে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর সাথে করেছিল; ইরাকবাসীরা তাঁকে প্রতারিত করেছিল এবং কারবালায় সেই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল যেখানে হুসাইন (রাযি.) শহীদ হন।

পক্ষান্তরে হাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের অনুকূলে খিলাফত ত্যাগ করেন। ফলে এটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই বাণীর বাস্তব প্রতিফলন হয়ে দাঁড়াল যে: "হয়তো আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে মুসলিমদের দুটি বিবদমান দলের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন।"

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বনী তামীম গোত্রের অন্যতম নেতা আকরা বিন হাবিস উপস্থিত ছিলেন। সাধারণত মরুবাসী এবং তাদের সদৃশ লোকদের স্বভাব রুক্ষ হয়ে থাকে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাসানকে চুম্বন করলেন। তখন আকরা বললেন: "আমার দশজন সন্তান রয়েছে, কিন্তু আমি তাদের কাউকে কখনো চুম্বন করিনি।" আমি এমন

কঠোর অন্তর থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই যা সন্তানদের ছোট হওয়া সত্ত্বেও তাদের চুম্বন করে না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার দিকে তাকালেন এবং বললেন: "যে দয়া করে না, তাকে দয়া করা হয় না।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর বান্দাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না, আল্লাহ তাকে দয়া করেন না। এ থেকে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর বান্দাদের প্রতি দয়া করে, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন। বিষয়টি এমনই, যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "দয়াশীলদের প্রতি দয়াময় আল্লাহ দয়া করেন।"

এতে এ কথার দলিল রয়েছে যে, মানুষের উচিত ছোটদের ও তাদের সমপর্যায়ের অন্যদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে দয়া প্রদর্শন করা। মানুষের জন্য উচিত তার সন্তানদের, তার কন্যাদের সন্তানদের এবং তার পুত্রদের সন্তানদের চুম্বন করা; তাদের প্রতি মমত্ববোধ থেকে এবং আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসরণে তাদের চুম্বন করা বিধেয়। পক্ষান্তরে কিছু লোক শিশুদের প্রতি যে রুঢ়তা ও কঠোরতা প্রদর্শন করে—দেখা যায় যে সে তার সন্তানকে তার মজলিসে উপস্থিত হতে দেয় না, কিংবা তার সন্তানকে তার কাছে কিছু চাওয়ার সুযোগ দেয় না, আর যখনই সে তাকে দেখে...

(ص: 552) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

عند الرجال انتهره، فهذا خلاف السنة وخلاف الرحمة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس إحدى صلاتي العشي، إما العصر وإما الظهر، فجاءته بنت بنته "أمّامة"، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وهو يصلي بالناس؛ إذا قام حملها، وإذا سجد وضعها. فأين هذا الخلق من أخلاقنا اليوم؟ الآن لو يجد الإنسان صبيه في المسجد أخرجه فضلاً عن كونه يحمله في الصلاة.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوماً من الأيام ساجداً فجاءه الحسن أو الحسين فركب عليه - أي جعله راحلة له - فأطال النبي صلى الله عليه السجود، فلما سلم قال: "إن أبنني أرتحلني وإني كرهت أن أقوم حتى يقضي نهيمته".

وكان صلى الله عليه وسلم ليخطب الناس يوماً على المنبر، فأقبل الحسن والحسين وعليهما ثوبان جديدان يعثران بهما، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وحملهما بين يديه وقال: صدق الله (إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ) (التغابن: 15)

، نظرت إلي هذين الصبيين يعثران فلم أصبر "يعني فبا طابت نفسه حتى نزل وحملهما.

ففي هذا كله وأمثاله دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يرحم الصغار، ويلطف بهم، وأن ذلك سبب لرحمة الله عز وجل، نسأل الله أن يعيننا

পুরুষদের উপস্থিতিতে তাকে ধমক দেওয়া হলো—এটি সুন্নাহ পরিপন্থী এবং দয়া ও মমতার আদর্শের পরিপন্থী।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপরাহ্নের দুই নামাজের কোনো একটিতে (হয় যোহর অথবা আসর) ইমামতি করছিলেন। তখন তাঁর নাতনি 'উমামা' তাঁর কাছে এল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের নিয়ে নামাজ পড়া অবস্থায় তাকে কোলে তুলে নিতেন; যখন তিনি দাঁড়াতেন তখন তাকে কোলে নিতেন এবং যখন সিজদাহ করতেন তখন তাকে নামিয়ে রাখতেন। আমাদের বর্তমান চরিত্রের সাথে সেই মহান চরিত্রের কতই না ব্যবধান! বর্তমানে কোনো ব্যক্তি যদি মসজিদে তার সন্তানকে দেখে তবে তাকে বের করে দেয়, নামাজে তাকে কোলে তুলে নেওয়া তো অনেক দূরের কথা।

একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদাবনত অবস্থায় ছিলেন, তখন হাসান অথবা হুসাইন এসে তাঁর পিঠের ওপর চড়ে বসল—অর্থাৎ সে তাঁকে সওয়ারি বানিয়ে নিল। ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদাহ দীর্ঘ করলেন। সালাম ফেরানোর পর তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই আমার এই সন্তান আমাকে সওয়ারি বানিয়েছিল, তাই সে তার মনের সাধ পূরণ করার আগে আমি উঠে দাঁড়ানো অপছন্দ করলাম।"

অন্য একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসরে দাঁড়িয়ে লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় হাসান ও হুসাইন নতুন পোশাক পরে আসছিল এবং তারা তাতে হোঁচট খাচ্ছিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসর থেকে নেমে আসলেন এবং তাঁদেরকে কোলে তুলে নিজের সামনে নিলেন। অতঃপর তিনি বললেন: আল্লাহ সত্যই বলেছেন, "তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তো কেবল এক পরীক্ষা।" (আত-তাগাবুন: ১৫)

— "আমি এই দুই শিশুর দিকে তাকালাম যে তারা হোঁচট খাচ্ছে, তাই আমি স্থির থাকতে পারলাম না।" অর্থাৎ তাদের নিচে নেমে কোলে তুলে নেওয়া পর্যন্ত তাঁর মন প্রশান্ত হয়নি। এই সব কিছু এবং এর সদৃশ ঘটনাবলি একথার প্রমাণ বহন করে যে, মানুষের উচিত শিশুদের প্রতি মমতা প্রদর্শন করা এবং তাদের প্রতি সদয় হওয়া; আর এটিই মহান আল্লাহর রহমত লাভের অন্যতম কারণ। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের সকলকে তাঁর রহমতের অন্তর্ভুক্ত করেন।

(ص: 553) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وإياكم برحمته ولطفه وإحسانه.

* * *

226- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناسٌ من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: "أتقبلون صبيانكم؟" فقال: "نعم" قالوا: لكننا والله ما نقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟" متفق عليه.

227- وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لا يرحم لا يرحم الناس لا يرحمه الله" متفق عليه.

228- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه، فليطول ما شاء " متفق عليه وفي رواية: " وذا الحاجة".

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عائشة- رضي الله عنها قالت: جاء قوم من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا: هل تقبلون صبيانكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "نعم". الأعراب كما نعلم جميعاً جفاة، وعندهم غلظة وشدة ولا سيما رعاة الإبل منهم، فإن عندهم من الغلظة والشدة ما يجعل

এবং তাঁর রহমত, দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারা আপনাদেরকেও (বেষ্টন করুন)।

* * *

২২৬- আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: কতিপয় মরুবাসী লোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসলো। তারা বললো: "আপনারা কি আপনাদের সন্তানদের চুমু দেন?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ।" তারা বললো: "কিন্তু আল্লাহর কসম, আমরা তো চুমু দেই না।" তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তর থেকে রহমত (দয়া) ছিনিয়ে নেন, তবে তাতে আমার কি করার আছে?" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

২২৭- জারীর বিন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন না।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

২২৮- আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন মানুষকে নিয়ে সালাত আদায় করে (ইমামতি করে), সে যেন তা সংক্ষেপ করে। কারণ তাদের মধ্যে দুর্বল, অসুস্থ এবং বৃদ্ধ লোক থাকে। আর যখন কেউ একা সালাত আদায় করে, তখন সে যত ইচ্ছা দীর্ঘ করতে পারে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: "এবং প্রয়োজনগ্রস্ত (ব্যস্ত) ব্যক্তি।"

[ব্যাখ্যা]

লেখক -আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন- আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে যা বর্ণনা করেছেন তাতে তিনি (আয়েশা) বলেছেন: একদল মরুবাসী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে আসলো। তারা জিজ্ঞাসা করলো: আপনারা কি আপনাদের শিশুদের চুমু খান? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "হ্যাঁ।" আমরা সবাই জানি যে, মরুবাসীরা রুম্ম স্বভাবের হয়ে থাকে এবং তাদের মধ্যে কঠোরতা ও কর্কশতা বিদ্যমান, বিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা উট চরায়। কেননা তাদের মধ্যে এমন কঠোরতা ও রুম্মতা থাকে যা তাদের...

(ص: 554) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

قلوبهم كالحجارة. نسأل الله العافية. قالوا: إنا لسنا نقبل صبياننا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: "أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟" يعني لا أملك لكم شيئاً إذا نزع الله الرحمة من قلوبكم.

وفي هذا دليل على تقبيل الصبيان شفقة عليهم ورقة لهم ورحمة بهم. وفيه دليل على أن الله تعالى قد أنزل في قلب الإنسان الرحمة، وإذا أنزل الله في قلب الإنسان الرحمة فإنه يرحم غيره، وإذا رحم غيره رحمه الله عز وجل، كم في الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لا يرحم لا يرحمه الله" نسأل الله العافية.

الذي لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل، والمراد بالناس: الناس الذين هم أهل للرحمة كالمؤمنين وأهل الزمة ومن شبابههم، وأما الكفار الحريون فإنهم لا

يُرحمون، بل يقتلون لأن الله تعالى قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه (أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ) (الفتح: 29) ، وقال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (التوبة: 73) .

ذكر الله تعالى هذه الآية في سورتين من القرآن الكريم بهذا اللفظ نفسه: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) ذكرها الله في سورة التوبة وفي سورة التحريم، وقال تعالى: (وَلَا يَطْأُونَ مَوْطِئًا يُغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ) (التوبة: 120) . وكذلك أيضاً رحمة الدواب والبهائم فإنها من علامات رحمة الله عزَّ

তাদের অন্তরসমূহ পাথরের মতো। আমরা আল্লাহর নিকট সুস্থতা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। তারা বলল: "আমরা তো আমাদের সন্তানদের চুম্বন করি না।" তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তর থেকে দয়া ও মমতা ছিনিয়ে নেন, তবে কি আমি তার ওপর কোনো অধিকার রাখি?" অর্থাৎ, আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তর থেকে রহমত অপসারিত করেন, তবে তোমাদের জন্য আমার কিছুই করার নেই।

এর মধ্যে শিশুদের প্রতি মমতা, কোমলতা ও করুণাবশত তাদের চুম্বন করার প্রমাণ রয়েছে। আর এতে আরও প্রমাণ রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তরে দয়া অবতীর্ণ করেছেন। যখন আল্লাহ মানুষের হৃদয়ে রহমত দান করেন, তখন সে অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে। আর যে অন্যের প্রতি দয়া করে, আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তার প্রতি রহম করেন; যেমনটি আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত দ্বিতীয় হাদিসে এসেছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া করা হয় না।" আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করি।

যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তার প্রতি দয়া করেন না। এখানে 'মানুষ' বলতে সেই সব মানুষকে বোঝানো হয়েছে যারা দয়া পাওয়ার যোগ্য, যেমন মুমিনগণ, জিম্মি (ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম) এবং তাদের অনুরূপ ব্যক্তিবর্গ। তবে হারবি (ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত) কাফেরদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে না, বরং তাদের

হত্যা করা হবে। কারণ আল্লাহ তাআলা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীদের বর্ণনায় বলেছেন: (তারা কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত দয়ালু) (আল-ফাতহ: ২৯)। আল্লাহ তাআলা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আরও বলেছেন: (হে নবী! আপনি কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন; তাদের আশ্রয়স্থল হলো জাহান্নাম, আর তা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল) (আত-তাওবাহ: ৭৩)।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের দুটি সূরায় হুবহু এই শব্দেই আয়াতটি উল্লেখ করেছেন: (হে নবী! আপনি কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন; তাদের আশ্রয়স্থল হলো জাহান্নাম, আর তা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল)। আল্লাহ এটি সূরা আত-তাওবাহ এবং সূরা আত-তাহরীমে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন: (আর তারা এমন কোনো স্থানে পদক্ষেপ করে না যা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করে এবং শত্রুর পক্ষ থেকে এমন কোনো কিছু অর্জন করে না, যার বিনিময়ে তাদের জন্য নেক আমল লিপিবদ্ধ করা হয় না) (আত-তাওবাহ: ১২০)।

অনুরূপভাবে, জীবজন্তু ও চতুষ্পদ প্রাণীর প্রতি দয়া প্রদর্শনও আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লার রহমতের অন্যতম নিদর্শন...

(ص: 555) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وجلّ للإنسان؛ لأنه إذا رق قلب البرء رحم كل شيء ذي روح، وإذا رحم كل شيء ذي روح رحمه الله. قيل: يا رسول الله؛ ألنا في البهائم أجر؟ قال: " نعم، في كل ذات كبد رطبة أجر "

ومن الشفقة والرحمة بالمؤمنين أنه إذا كان الإنسان إماماً لهم، فإنه لا ينبغي له أن يطيل عليهم في الصلاة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: " إذا أمر أحدكم الناس فليخفف، فإن من ورائه السقيم والضعيف وذا الحاجة والكبير " يعني من

ورائه أهل الأعذار الذين يحتاجون إلى التخفيف، والمراد بالتخفيف ما وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو التخفيف وليس المراد بالتخفيف ما وافق أهواء الناس، حتى صار الإمام يركض في صلاته ولا يطمئن. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فكان يقرأ في فجر الجمعة "آلم تنزيل" السجدة كاملة في الركعة الأولى. و (هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ) (الانسان: 1) كاملة في الركعة الثانية، وكان يقرأ بسورة الدخان في المغرب، ويقرأ فيها بالرسلات، ويقرأ فيها بالطور، ربما قرأ فيها بالأعراف، ومع هذا فهي خفيفة، قال أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم.

এবং মানুষের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ; কারণ যখন কোনো ব্যক্তির অন্তর কোমল হয়, তখন সে প্রতিটি প্রাণধারী সত্তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করে। আর যখন সে প্রতিটি প্রাণীর প্রতি দয়া করে, তখন আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন। জিজ্ঞেস করা হলো: হে আল্লাহর রাসূল! চতুষ্পদ প্রাণীর ক্ষেত্রেও কি আমাদের জন্য পুণ্য রয়েছে? তিনি বললেন: "হ্যাঁ, প্রতিটি জীবন্ত প্রাণীর সেবায় পুণ্য রয়েছে।"

মুমিনদের প্রতি মমতা ও করুণার বহিঃপ্রকাশ হলো, যখন কোনো ব্যক্তি তাদের ইমামতি করেন, তখন তাঁর জন্য সালাত দীর্ঘ করা সমীচীন নয়। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের কেউ যখন লোকজনের ইমামতি করবে, সে যেন তা সংক্ষেপ করে; কারণ তার পেছনে অসুস্থ, দুর্বল, প্রয়োজনগ্রস্ত ও বৃদ্ধ মানুষ থাকেন।" অর্থাৎ তাঁর পেছনে এমন ওজরগ্রস্ত ব্যক্তির থাকেন যাদের জন্য সংক্ষেপ করা প্রয়োজন। আর সংক্ষেপ করার অর্থ হলো যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহর সাথে সংগতিপূর্ণ; এটাই হলো প্রকৃত সংক্ষেপকরণ। এর উদ্দেশ্য মানুষের খেয়ালখুশির অনুসরণ করা নয়, যার ফলে ইমাম সালাতে এমনভাবে দৌড়াবেন যে তাতে কোনো স্থিরতা বা প্রশান্তি থাকবে না। আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেয়ে অধিক সংক্ষিপ্ত অথচ অধিকতর পূর্ণাঙ্গ সালাত আর কোনো ইমামের পেছনে কখনও আদায় করিনি। তা সত্ত্বেও তিনি জুমার দিন ফজরের প্রথম রাকাতে পূর্ণ 'আলিফ-লাম-মিম তানজিল' (সূরা আস-সাজদাহ) এবং দ্বিতীয় রাকাতে পূর্ণ 'হাল আতা আলাল ইনসান' (সূরা

আল-ইনসান: ১) তিলাওয়াত করতেন। তিনি মাগরিবের সালাতে সূরা আদ-দুখান পাঠ করতেন, কখনও সূরা আল-মুরসালাত পাঠ করতেন, কখনও সূরা আত-তুর পাঠ করতেন, আবার কখনও হয়তো সূরা আল-আরাফও পাঠ করতেন; তবুও তা সংক্ষিপ্ত মনে হতো। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেয়ে অধিক সংক্ষিপ্ত অথচ অধিকতর পূর্ণাঙ্গ সালাত আর কোনো ইমামের পেছনে কখনও আদায় করিনি।

(ص: 556) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وليس هذا الحديث حجة للذين يريدون من الأئمة أن يخففوا تخفيفاً ينقص الأجر ويخالف السنة. ثم أعلم أنه قد يكون التخفيف عارضاً طارئاً، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يدخل في الصلاة وهو يريد أن يطيل فيها، فيسمع بكاء الصبي فيوجز مخافة أن تفتتن أمه. فإذا حصل طارئ يوجب أن يخفف الإنسان صلاته فليخفف، لكن على وجه لا يخف بالواجب.

فالتخفيف نوعان:

تخفيف دائم: وهو ما وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتخفيف طارئ يكون أخف، وهو ما دعت إليه الحاجة، وهو أيضاً من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة حتى لا تفتتن أمه، والمهم أنه ينبغي للإنسان مراعاة أحوال الناس ورحمتهم.

229- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل. وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم "متفق عليه

এবং এই হাদীসটি তাদের জন্য কোনো দলীল নয় যারা ইমামদের নিকট এমন সংক্ষেপ করার প্রত্যাশা করে যা সওয়াব হ্রাস করে এবং সুন্নাহর পরিপন্থী হয়। অতঃপর জেনে রাখা উচিত যে, সালাত সংক্ষেপ করা কখনও আকস্মিক কোনো কারণে হতে পারে, যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করতেন; তিনি সালাত দীর্ঘ করার ইচ্ছা নিয়ে তা শুরু করতেন, অতঃপর কোনো শিশুর কান্নার শব্দ শুনতে পেয়ে তা সংক্ষেপ করতেন এই আশঙ্কায় যেন তার মা কোনো পরীক্ষায় বা কষ্টে নিপতিত না হন। সুতরাং যখন এমন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যা সালাত সংক্ষেপ করা আবশ্যিক করে তোলে, তখন যেন তা সংক্ষেপ করা হয়; তবে তা এমনভাবে হতে হবে যা ওয়াজিব বা অপরিহার্য বিষয়সমূহকে ক্ষুণ্ণ করবে না।

সংক্ষেপণ দুই প্রকার:

স্থায়ী সংক্ষেপণ: আর তা হলো যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এবং আকস্মিক সংক্ষেপণ যা অধিকতর সংক্ষিপ্ত হয়, আর তা প্রয়োজনের তাগিদে করা হয়; এটিও সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন শিশুর কান্না শুনতেন তখন সালাত সংক্ষেপ করতেন যেন তার মা অস্থির হয়ে না পড়েন। মূল বিষয় হলো, মানুষের অবস্থা বিবেচনা করা এবং তাদের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা মানুষের জন্য আবশ্যিক।

* * *

২২৯- আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোনো আমল করতে পছন্দ করতেন, তবুও তিনি তা ত্যাগ করতেন এই আশঙ্কায় যে পাছে মানুষ তা করতে শুরু করে এবং পরবর্তীতে তা তাদের ওপর ফরয করে দেওয়া হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

230- وعنهما رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست كهيتتكم، إني أبيتُ يُطعمني ربي ويسقيني " متفق عليه.
معناه يجعلُ في قوة من أكل وشرب.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها في باب الرفق بالمسلمين والشفقة عليهم، قالت عائشة رضي الله عنها: " إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يفعله؛ خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم". قولها: " إن كان " " إن " هذه مخففة من الثقيلة، وأصلها " إنَّ"، ويقول النحويون: إن اسبها محذوف ويسمونه ضمير الشأن، وجملة (كان ليدع) خيرها. فالجملة هنا ثبوتية وليست سلبية. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو يحب أن يفعله، لئلا يعمل به الناس، فيفرض عليهم، فيشق عليهم.

ومن ذلك ما فعله في رمضان عليه الصلاة والسلام. صلى في رمضان ذات ليلة، فعلم به أناسٌ من الصحابة، فاجتمعوا إليه وصلوا معه، وفي الليلة الثانية صلوا أكثر، وفي الثالثة أكثر وأكثر، ثم ترك الصلاة في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: " أما بعد، فإنه لم يخف علىّ

২৩০- এবং তাঁদের (আয়েশা ও ইবনে উমর) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাঁদেরকে 'বিরামহীন রোজা' (ইফতার না করে টানা রোজা রাখা) পালন করতে নিষেধ করেছেন। তারা বলল: আপনি তো বিরামহীন রোজা রাখেন? তিনি বললেন: "আমি তোমাদের মতো নই; আমি এমন অবস্থায় রাত কাটাই যে আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করান।" (বুখারি ও মুসলিম)।

এর অর্থ হলো, তিনি তাঁকে পানাহারকারীর অনুরূপ শক্তি দান করেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহমতুল্লাহি আলাইহি) মুসলিমদের প্রতি কোমলতা ও মমতা প্রদর্শন অধ্যায়ে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে যা বর্ণনা করেছেন, তাতে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কাজ করতে পছন্দ করা সত্ত্বেও তা ছেড়ে দিতেন; এই আশঙ্কায় যে মানুষও তা করতে শুরু করবে এবং পরে তা তাদের ওপর ফরজ (আবশ্যিক) করে দেওয়া হবে।" তাঁর কথা: "ইন কানা" - এখানে "ইন" শব্দটি 'ইন্না' (ভারী) থেকে লঘু বা 'মুখাফফাফাহ' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মূল রূপ ছিল "ইন্না"। ব্যাকরণবিদগণ বলেন: এর 'ইসম' (বিশেষ্য) এখানে উহ্য রয়েছে যাকে তারা 'যমীরুশ শান' (বিষয়সূচক সর্বনাম) বলেন। আর "কানা লা ইয়াদাউ" বাক্যটি এর 'খবর' (বিধেয়)। সুতরাং বাক্যটি এখানে ইতিবাচক, নেতিবাচক নয়। এর অর্থ হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কাজ করতে ভালোবাসতেন, তবুও তা বর্জন করতেন যাতে মানুষ তা নিয়মিত পালন না করে এবং তাদের ওপর তা ফরজ করে দেওয়া না হয়, যা পরিশেষে তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে।

এরই একটি উদাহরণ হলো রমজান মাসে তাঁর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) কৃত আমল। এক রাতে তিনি রমজানে সালাত আদায় করছিলেন, সাহাবীদের কিছু লোক তা জানতে পেয়ে তাঁর নিকট সমবেত হলেন এবং তাঁর সাথে সালাত আদায় করলেন। দ্বিতীয় রাতে তাদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেল, এবং তৃতীয় রাতে আরও অনেক বেশি হলো। এরপর তিনি মসজিদে সালাত আদায় করা ছেড়ে দিলেন এবং বললেন: "অতঃপর মূল কথা হলো, তোমাদের বিষয়টি আমার কাছে গোপন ছিল না..."

مكانكم" يعني ما جرى منهم من الاجتماع " ولكنني كرهت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها " فترك هذا القيام جماعة خوفاً من أن يفرض على الأمة وهذا من شفقتة صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: لولا أن أشق على أمتي لفعلت كذا وكذا، أو لأمرت بكذا وكذا، مثل قوله: " لولا أن أشق على أمتي لأمرته بالسواك عند كل صلاة.

ومثله قوله صلى الله عليه وسلم حين تأخر في صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل، فقال: " إنه لوقتها" يعني آخر الوقت. ثم قال: " لولا أن أشق على أمتي " فهو عليه الصلاة والسلام كان يدع العمل ويدع الأمر بالعمل؛ خوفاً من أن يشق على الأمة.

ومن ذلك أيضاً ما روته عائشة رضي الله عنها أنه نهاهم عن الوصال رحمة بهم، يعني نهى الصحابة عن الوصال. والوصال يعني أن يصل الإنسان يومين فأكثر في الصيام من غير فطر، يعني يصوم الليل والنهار يومين أو ثلاثة أو أكثر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولكنهم رضي الله عنهم فهموا أنه نهاهم رحمة بهم لا كراهة للعمل، فواصلوا ثم واصلوا حتى هل شهر شوال، فقال صلى الله عليه وسلم: " لو تأخر الهلال لزدتكم " يعني لأبقيتكم

"তোমাদের স্বস্থানে অবস্থান করো" অর্থাৎ তাদের একত্রিত হওয়ার বিষয়টি বুঝিয়ে তিনি বলেছিলেন "কিন্তু আমি আশঙ্কা করেছিলাম যে এটি তোমাদের ওপর আবশ্যক করে দেওয়া হবে এবং তোমরা তা পালনে অক্ষম হয়ে পড়বে।" ফলে উম্মতের ওপর এটি ফরজ হওয়ার আশঙ্কায় তিনি জামাতে এই সালাত আদায় করা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এটি ছিল তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মমত্ববোধের পরিচায়ক। তিনি বলতেন: "যদি আমার উম্মতের ওপর কষ্টসাধ্য হওয়ার ভয় না থাকত, তবে আমি এমন এমন কাজ করতাম অথবা এমন এমন বিষয়ের আদেশ দিতাম।" যেমন তাঁর বাণী: "যদি আমার উম্মতের ওপর কষ্টসাধ্য হওয়ার ভয় না থাকত, তবে আমি প্রত্যেক সালাতের সময় তাদের মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম।"

অনুরূপ তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই উক্তি, যখন তিনি এশার সালাতে বিলম্ব করেছিলেন এমনকি রাতের বড় একটি অংশ পার হয়ে গিয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন: "নিশ্চয়ই এটিই এর প্রকৃত সময়" অর্থাৎ সালাতের শেষ ওয়াক্ত। এরপর তিনি বললেন: "যদি আমার উম্মতের ওপর কষ্টসাধ্য হওয়ার ভয় না থাকত।" সুতরাং তিনি (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) উম্মতের ওপর কষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় অনেক আমল বর্জন করতেন এবং আমলের আদেশ দেওয়া থেকে বিরত থাকতেন।

এরই অন্তর্ভুক্ত সেই বর্ণনা যা আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) প্রদান করেছেন যে, তিনি (নবীজি) তাদের প্রতি দয়াবশত 'সওমে বিসাল' (বিরতিহীন রোজা) পালন করতে নিষেধ করেছিলেন; অর্থাৎ তিনি সাহাবীগণকে বিসাল থেকে বারণ করেছিলেন। বিসাল হলো কোনো ব্যক্তি ইফতার না করে টানা দুই দিন বা তার বেশি রোজা রাখা, অর্থাৎ দিন-রাত মিলিয়ে দুই বা তিন দিন বা তার অধিক রোজা পালন করা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের এ থেকে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি আমলটির প্রতি অনীহা থেকে নয় বরং তাঁদের প্রতি মমত্ববশতই এটি নিষেধ করেছেন। তাই তাঁরা বিসাল চালিয়ে যেতে থাকলেন যতক্ষণ না শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা দিল। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "যদি চাঁদ উঠতে আরও দেরি হতো, তবে আমি তোমাদের এই বিসাল আরও বাড়িয়ে দিতাম," অর্থাৎ আমি তোমাদের এই অবস্থায় অব্যাহত রাখতাম।

(ص: 559) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

تواصلون، قال ذلك تنكيلاً لهم، حتى يعرفوا ألم الجوع والعطش، ويكفوا عن الوصال من أنفسهم.
الحاصل أنه نهاهم عن الوصال رحمة بهم. فقالوا: إنك تواصل ونحن نقتدي بك.
فقال: "إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني" يعني أنه عليه الصلاة والسلام

ليس كالأمة، بل هو يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يتجهّد بالليل، ويخلو بالله عز وجل بذكره، وقراءة كلامه، وغير ذلك مما يغنيه عن الأكل والشرب، لأن الإنسان إذا اشتغل بالشئ نسي الأكل والشرب، خصوصاً إذا كان الشئ مما يحبه ويرضاه، ولهذا قال الشاعر في محبوبته:
لها أحاديث من ذكراك تشعلها
عن الشراب وتلهيها عن الزاد

يعني أنها إذا قعدت تتحدث عن هذا الرجل تكثر من ذكره حتى يلهيها ذلك عن الطعام والشراب، وهو أمر واقع واضح. حتى إن الإنسان قد يكون في الأشغال يشتغل بها، فيلهو عن الأكل والشرب، مثل طالب العلم الذي يكون منهوماً بالعلم شغوفاً به، ربما يبقى في مكتبته يطالع من الصباح إلى المساء، فينسى الأكل والشرب، ينسى الغداء والعشاء، وربما ينسى النوم، وكذلك طالب الدنيا منهوّم لا يشبع، ربما يبقى في دفاتره وحساباته فينشغل عن الأكل والشرب.
ويذكر أن رجلاً غنياً كان يشتغل بحساباته وكتاباته وماله وله زوجة، وكان له جار فقير متزوج، وكانوا يشعرون بأن هذا الجار الفقير يعاشر

তোমরা বিসাল (বিরতিহীন রোজা) করতে থাকো—তিনি এটি তাদের শাসন করার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, যাতে তারা ক্ষুধা ও পিপাসার যাতনা বুঝতে পারে এবং নিজেরাই বিসাল করা থেকে বিরত হয়।

সারকথা হলো, তিনি তাদের প্রতি করুণাবশত বিসাল থেকে নিষেধ করেছিলেন। তারা বলেছিল: "আপনি তো বিসাল করেন এবং আমরা আপনারই অনুসরণ করি।" তিনি বললেন: "আমি তোমাদের অবস্থার মতো নই; নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আমাকে আহার করান এবং পান করান।" অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মতের সাধারণ মানুষের মতো নন, বরং তিনি তাঁর রবের নিকট রাত্রিযাপন করেন এবং তিনি তাঁকে আহার ও পানীয় দান করেন। এর অর্থ হলো, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করেন এবং আল্লাহর যিকির, তাঁর কালাম তিলাওয়াত ও অন্যান্য নির্জন ইবাদতে আল্লাহর সাথে নিভূতে সময় কাটান, যা তাঁকে পানাহার থেকে অমুখাপেক্ষী করে রাখে। কারণ মানুষ যখন

কোনো কাজে গভীরভাবে নিমগ্ন হয় তখন সে পানাহার ভুলে যায়, বিশেষ করে সেই বিষয়টি যদি তার প্রিয় ও পছন্দনীয় হয়। এ কারণেই জনৈক কবি তাঁর প্রিয়তমা সম্পর্কে বলেছেন: আপনার স্মৃতির এমন সব আলাপ রয়েছে যা তাকে উদ্বেলিত করে তোলে, তা তাকে পানীয় থেকে বিমুখ রাখে এবং আহার থেকে উদাসীন করে দেয়। অর্থাৎ সে যখন এই ব্যক্তিকে নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে বসে, তখন তাকে নিয়ে এত বেশি স্মৃতিচারণ করে যে, তা তাকে পানাহার থেকে উদাসীন করে দেয়। আর এটি একটি বাস্তব ও সুস্পষ্ট বিষয়। এমনকি মানুষ যখন কোনো কাজে ব্যস্ত থাকে, তখন সে পানাহার থেকে বিমুখ হয়ে পড়ে। যেমন কোনো জ্ঞানপিপাসু ইলম অন্বেষণকারী, যে ইলমের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী; সে হয়তো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার পাঠাগারে অধ্যয়নে মগ্ন থাকে, ফলে সে পানাহার ভুলে যায়, দুপুরের খাবার ও রাতের খাবারের কথা ভুলে যায়, এমনকি কখনো ঘুমের কথাও ভুলে যায়। তদ্রূপ দুনিয়া অন্বেষণকারীও অতৃপ্ত; সে হয়তো তার হিসাবের খাতা ও লেনদেন নিয়ে এতই নিমগ্ন থাকে যে, পানাহার থেকে বিমুখ হয়ে পড়ে। বর্ণিত আছে যে, এক বিত্তশালী লোক তার হিসাব-নিকাশ, লেখালেখি ও সম্পদ নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকত। তার একজন স্ত্রী ছিল। তার এক দরিদ্র প্রতিবেশীও ছিল, যে বিবাহিত ছিল। তারা অনুভব করত যে, এই দরিদ্র প্রতিবেশীটি দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করছে...

(ص: 560) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

زوجته المعروف، فغارت زوجة الغني؛ لأن الغني غافل عنها، فقالت له: ألا تنظر إلى جارنا يعاشر زوجته بالمعروف، ويستأنس مع أهله، ففطن الرجل الغني لهذا، فدعا الرجل الفقير وقال له: إنك رجلٌ فقيرٌ تحتاج على المال، وأنا سأعطيك ما لا تتجر به، فأعطاه المال يتجر به، فانشغل به الفقير عن أهله، وصال لا يعاشرهم ولا يؤنسهم، فصار مثل التاجر.

فَالْإِنْسَانُ إِذَا انْشَغَلَ بِالشَّيْءِ الْمَحْبُوبِ إِلَيْهِ أَنْسَاهُ كُلَّ شَيْءٍ، وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "إِنِّي أَبِيتُ عِنْدَ رَبِّي يَطْعَمُنِي وَيَسْقِينِي" فَلَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، وَمَا زَعَمَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَنَّ الْبِرَادَ بِالْإِطْعَامِ وَالْإِسْقَاءِ، الْإِطْعَامُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْإِسْقَاءُ مِنَ الْجَنَّةِ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ طَعِمَ طَعَامًا حَسِيًّا وَشَرِبَ شَرَابًا حَسِيًّا، لَمْ يَكُنْ وَاصِلًا، وَإِنَّمَا الْبِرَادُ بِالطَّعَامِ وَالسَّقْيِ مَا يَشْتَغِلُ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ وَجَوَارِحِهِ.

والْحَاصِلُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوَاصِلُ وَيُنْهَى أُمَّتَهُ عَلَى الْوَصَالِ رَحْمَةً بِهِمْ، فَصَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

* * *

231- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رَبِيعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ- قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي لَأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَأُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعَ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجُوزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةٍ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

তার স্ত্রীর সাথে সদাচার করতেন, এতে সেই ধনীর স্ত্রী ঈর্ষান্বিত হলো; কারণ ধনী ব্যক্তিটি তার স্ত্রীর প্রতি উদাসীন ছিল। সে তাকে বলল: "আপনি কি আমাদের প্রতিবেশীর দিকে তাকিয়ে দেখেন না যে তিনি তার স্ত্রীর সাথে কত সুন্দর আচরণ করেন এবং পরিবারের সাথে সময় কাটান?" ধনী লোকটি বিষয়টি বুঝতে পারল। সে দরিদ্র লোকটিকে ডেকে বলল: "তুমি একজন অভাবী মানুষ, তোমার অর্থের প্রয়োজন। আমি তোমাকে কিছু পুঁজি দিচ্ছি যা দিয়ে তুমি ব্যবসা করতে পারবে।" সে তাকে ব্যবসার জন্য অর্থ দিল। ফলে সেই দরিদ্র লোকটি ব্যবসায় মগ্ন হয়ে তার পরিবারকে ভুলে গেল এবং তাদের সাথে সময় কাটানো ও হৃদয়তা বজায় রাখা বন্ধ করে দিল। এভাবে সে-ও সেই বণিকের মতো হয়ে গেল।

মানুষ যখন তার কোনো প্রিয় বিষয়ে মগ্ন হয়, তখন তা তাকে অন্য সবকিছু ভুলিয়ে দেয়। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমি আমার রবের নিকট রাত যাপন করি, তিনি আমাকে আহার করান এবং পান করান।" সুতরাং আমি তোমাদের মতো নই। কিছু

আলিম যে দাবি করেছেন যে, এখানে আহর ও পান করানো বলতে জালাতের খাদ্য ও পানীয় বোঝানো হয়েছে, তা সঠিক নয়। কারণ তিনি যদি বস্তুগত খাবার ও পানীয় গ্রহণ করতেন, তবে তিনি আর বিরামহীন রোজা পালনকারী থাকতেন না। বরং এখানে আহর ও পানীয় বলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তর, জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আল্লাহর যিকিরে মগ্ন থাকাকে বোঝানো হয়েছে।

সারকথা হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বিরামহীন রোজা রাখতেন, কিন্তু তাঁর উম্মতের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তিনি তাদের তা করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর ওপর, তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর সাহাবীগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণ করবে তাদের ওপর।

* * *

২৩১- আবু কাতাদা আল-হারিস ইবনে রিবঈ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমি সালাতে দাঁড়াই এবং তা দীর্ঘ করার ইচ্ছা পোষণ করি, অতঃপর কোনো শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পাই। তখন আমি আমার সালাত সংক্ষেপ করি এই আশঙ্কায় যে, পাছে তার মায়ের জন্য তা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।" এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।

(ص: 561) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

232- وعن جُنْدُب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذكته بشيء يُدرّكه، ثم يكفه على وجهه في نار جهنم " رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب الرفق بالمسلمين فيما نقله عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري- رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه " هذا الحديث من النماذج التي تدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، كما وصفه الله تعالى به في قوله: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ) (التوبة: 128) ، فهو يدخل في صلاة الجماعة يريد أن يطيل فيها، والمراد الإطالة النسبية، ليست الإطالة الزائدة عما كان يفعله من قبل، فإذا سمع بكاء الصبي أوجز وخفف مخافة أن يشق على أمه؛ لأن أمه إذا سمعت بكاءه فإنه يشق عليها أن تسمع بكاء ابنها، وربما يشغلها كثيراً عن الصلاة، فيخفف عليها الصلاة والسلام لأجل ذلك.

ففي هذا الحديث فوائد منها:

أولاً: رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليها.

ثانياً: جواز حضور النساء إلى المساجد ليصلين مع الجماعة، وهذا

২৩২- জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করল, সে আল্লাহর জিম্মায় (নিরাপত্তায়) থাকল। সুতরাং আল্লাহ যেন তোমাদের কাছে তাঁর জিম্মার ব্যাপারে কোনো দায় দাবি না করেন। কারণ, যার কাছে তিনি তাঁর জিম্মার কোনো দায় দাবি করবেন, তাকে তিনি পাকড়াও করবেন, অতঃপর তাকে উপড় করে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) 'মুসলিমদের প্রতি কোমলতা' পরিচ্ছেদে আবু কাতাদাহ আল-হারিস ইবনে রিবঈ আল-আনসারি (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সা.) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আমি সালাতে দাঁড়াই এবং তা দীর্ঘ করার ইচ্ছা পোষণ করি, কিন্তু যখন কোনো শিশুর কান্না শুনি, তখন তা সংক্ষিপ্ত করি—তার মায়ের জন্য কষ্টদায়ক হওয়াকে অপছন্দ করে।" এই হাদিসটি নবী (সা.)-এর উম্মতের প্রতি দয়ার অন্যতম নিদর্শন, যেমনটি

আল্লাহ তাআলা তাঁর বর্ণনায় বলেছেন: (নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল এসেছেন; তোমাদের যা কষ্ট দেয় তা তাঁর জন্য পীড়াদায়ক, তিনি তোমাদের মঙ্গলাকাজী, মুমিনদের প্রতি তিনি অতি দয়ালু ও পরম করুণাময়।) (আত-তাওবাহ: ১২৮)। তিনি জামাতে সালাত শুরু করতেন এবং তা দীর্ঘ করার ইচ্ছা রাখতেন। এখানে দীর্ঘ করার অর্থ আপেক্ষিক দীর্ঘ করা, যা তিনি সাধারণত করতেন তার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু নয়। এরপর যখন তিনি শিশুর কান্না শুনতেন, তখন সংক্ষেপ ও লঘু করতেন—মায়ের কষ্ট হওয়ার ভয়ে। কারণ মা যখন শিশুর কান্না শোনেন, তখন সন্তানের কান্না শোনা তাঁর জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় এবং সম্ভবত এটি তাঁকে সালাত থেকে অনেকটা বিচ্যুত করে ফেলে। এ কারণেই নবী (সা.) সালাত সংক্ষেপ করতেন।

এই হাদিসে কিছু উপকারিতা রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:

প্রথমত: উম্মতের প্রতি নবী (সা.)-এর দয়া ও মমতা।

দ্বিতীয়ত: নারীদের মসজিদে জামাতে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হওয়া জায়েজ হওয়া, এবং এটি...

(ص: 562) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

مَا لَمْ تَخْرُجِ الْمَرْأَةُ عَلَى وَجْهِ لَا يَجُوزُ، مِثْلَ أَنْ تَخْرُجَ مَتَعَطْرَةً أَوْ مَتَبَرِّجَةً، فَإِنْ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَ: "إِيْمَا امْرَأَةٌ أَصَابَتْ بِخُورًا فَلَا تَشْهَدُ مَعَنَا صَلَاةَ الْعِشَاءِ".

ثالثاً: جواز إدخال الصبيان المسجد، هذا إذا كان صبيها معها، وإن كان خارج المسجد قريباً منه فليس فيه دلالة، لكنه يصعب أن تسمع المرأة بكاء صبيها في البيت وهي في المسجد، فالظاهر أن صبيانهم كانوا معهم فيكون فيه دليل على جواز إدخال الصبيان المساجد، لكن بشرط أن لا يحصل منهم أذية لا على المسجد ولا على المصلين، فإن كان يخشى منهم أذية على المسجد كتلويثه بالبول والنجاسة؛

فإنهم يمنعون، وكذلك إذا كان يخشى منهم التشويش على الناس بالصراخ والركض والجلبة، فإنهم يمنعون أيضاً. أما إذا لم يكن منهم بأس؛ فإنه لا بأس أن يؤتى بهم إلى المساجد.

وأما حديث "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم" فهو ضعيف.

رابعاً: أنه يجوز للمصلي أن يسمع ما حوله ولا يلزمه أن يسدّ أذنيه، بل له أن يسمع، لكن إن كان ما حوله يشوش عليه إذا سبّعه فلا يصلين.

যতক্ষণ না নারী এমনভাবে বের হয় যা অনুমোদিত নয়, যেমন সুগন্ধি মেখে বা সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বের হওয়া; কেননা তা বৈধ নয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"যে নারী সুগন্ধি ব্যবহার করেছে, সে যেন আমাদের সাথে এশার সালাতে উপস্থিত না হয়।"

তৃতীয়ত: শিশুদের মসজিদে প্রবেশের বৈধতা; এটি তখন প্রযোজ্য যখন তার শিশু তার সাথে থাকে। আর শিশুটি যদি মসজিদের বাইরে বা তার নিকটবর্তী স্থানে থাকে, তবে এতে (মসজিদে প্রবেশের) কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু একজন নারীর পক্ষে মসজিদে অবস্থানকালে ঘরে তার শিশুর কান্নার শব্দ শোনা কষ্টকর; তাই প্রতীয়মান হয় যে, তাদের শিশুরা তাদের সাথেই থাকত। সুতরাং এটি মসজিদে শিশুদের প্রবেশের বৈধতার প্রমাণ বহন করে। তবে শর্ত হলো, তাদের পক্ষ থেকে মসজিদ বা মুসল্লিদের যেন কোনো কষ্ট না হয়। যদি মসজিদের কোনো ক্ষতি যেমন— প্রস্রাব বা অপবিত্রতা দ্বারা মসজিদ অপবিত্র করার আশঙ্কা থাকে, তবে তাদের নিষেধ করা হবে। একইভাবে যদি চিৎকার, দৌড়াদৌড়ি ও হট্টগোলের মাধ্যমে মানুষের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে, তবে তাদেরও নিষেধ করা হবে। আর যদি তাদের পক্ষ থেকে কোনো সমস্যা না থাকে, তবে তাদের মসজিদে নিয়ে আসাতে কোনো অসুবিধা নেই।

আর "তোমরা তোমাদের মসজিদগুলোকে শিশুদের ও পাগলদের থেকে দূরে রাখো" মর্মে যে হাদিসটি রয়েছে, তা দুর্বল বা জঈফ।

চতুর্থত: মুসল্লির জন্য তার চারপাশের শব্দ শোনা বৈধ এবং তার জন্য কান বন্ধ রাখা আবশ্যিক নয়। বরং সে শুনতে পারে, তবে চারপাশের শব্দ যদি শোনার ফলে তার সালাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, তবে সে যেন সেখানে সালাত আদায় না করে।

(ص: 563) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

حوله وإنما يبعد، كما لو أراد الإنسان أن يصلي في المسجد وحوله حلقة ذكر أو حلقة قرآن، ويخشى أن يشوشوا عليه إذا دنا منهم، فليبعد، وأما إذ لم يشوشوا فلا بأس أن يسمع بخلاف الاستماع فإن المصلي لا يستمع إلا إلى قراءة إمامه. وعلى هذا إذا كنت تصلي وجاء القارئ يقرأ حديثاً أو موعظة، فلا تشد سمعك إليه، لا تستمع؛ لأن هذا غير مشروع، ولا تجعل تركيزك معه، أما إذا سمعته ولكنك ماضٍ في صلاتك لم تهتم به ولم تلتفت إليه فلا بأس. خامساً: ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمصلي أن يغير نيته من تطويل إلى تخفيف أو بالعكس، إذا وجد سبب لذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة يريد أن يطيلها فيخفف. فإذا دخل الإنسان في صلاته وهو يريد أن يطيل، ثم جاءه شخص وقال له: عند الباب ضيوف أو ما أشبه ذلك؛ فلا بأس أن يخفف ليذهب إلى ضيوفه كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل هذا. سادساً: ومن فوائد هذا الحديث:

أنه لا حرج على الإنسان إذا شق عليه بكاء ابنه أو ما يؤذي ابنه من ألم أو شبهه؛ لأن هذا من الأمور الفطرية الطبيعية، فإن كل إنسان يشق عليه أن يسمع بكاء

أبنه؛ بل إن من الناس من يشق عليه أن يسمع بكاء الصبي مطلقاً حتى ولو لم يكن
أبناء له رحمة بالصبيان، ولا شك أن الرحمة بالصبيان ومراعاتهم واتقاء ما
يؤذيهم من أسباب الرحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من

তার চারপাশ থেকে বরং সে দূরে সরে যাবে; যেমন কোনো ব্যক্তি যদি মসজিদে সালাত আদায় করতে চায় এবং তার আশেপাশে জিকিরের মজলিস বা কুরআনের মজলিস থাকে, আর সে যদি তাদের কাছাকাছি গেলে তারা তার সালাতে বিঘ্ন ঘটাবে বলে আশঙ্কা করে, তবে সে যেন দূরে সরে যায়। কিন্তু যদি তারা বিঘ্ন সৃষ্টি না করে, তবে (অনিচ্ছাকৃতভাবে) শব্দ শোনাতে কোনো দোষ নেই; তবে মনোযোগ দিয়ে শোনার বিষয়টি ভিন্ন, কারণ মুসল্লি তার ইমামের কিরাত ছাড়া অন্য কিছু মনোযোগ দিয়ে শুনবে না।

এর ওপর ভিত্তি করে, আপনি যখন সালাত আদায় করছেন এবং কোনো পাঠক এসে হাদিস বা উপদেশবাণী পাঠ করতে শুরু করেন, তখন আপনি তার দিকে কান পেতে থাকবেন না এবং মনোযোগ দিয়ে শুনবেন না; কারণ এটি বিধিসম্মত নয়। আপনি আপনার মনোযোগ তার দিকে নিবদ্ধ করবেন না। তবে আপনি যদি তা শুনতে পান কিন্তু আপনার সালাত চালিয়ে যান এবং সেদিকে ফ্রক্ষপ না করেন, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

পঞ্চম: এই হাদিসের শিক্ষাগুলোর মধ্যে একটি হলো, কোনো কারণ বিদ্যমান থাকলে মুসল্লির জন্য সালাত দীর্ঘ করার নিয়ত থেকে সংক্ষিপ্ত করার নিয়তে অথবা এর বিপরীত দিকে পরিবর্তন করা বৈধ। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ করার ইচ্ছা নিয়ে সালাত শুরু করতেন, অতঃপর তিনি তা সংক্ষেপ করতেন।

সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি দীর্ঘ করার ইচ্ছা নিয়ে সালাতে প্রবেশ করে, আর এরপর কেউ এসে তাকে বলে যে, দরজায় মেহমান আছে বা অনুরূপ কিছু; তবে তার জন্য সালাত সংক্ষেপ করাতে কোনো দোষ নেই যাতে সে মেহমানদের কাছে যেতে পারে, যেমনটি রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম করতেন।

ষষ্ঠ: এই হাদিসের শিক্ষাগুলোর মধ্য থেকে একটি হলো:

নিজের সন্তানের কান্না কিংবা সন্তানের কোনো ব্যথা বা অনুরূপ কষ্টদায়ক কিছুতে মানুষের মন বিচলিত হওয়াতে কোনো দোষ নেই; কারণ এটি একটি স্বভাবজাত ও প্রাকৃতিক বিষয়।

নিশ্চয়ই প্রতিটি মানুষের জন্যই তার সন্তানের কান্না শোনা কষ্টদায়ক; বরং অনেক মানুষ এমনও

আছেন যাদের কাছে সাধারণভাবে কোনো শিশুর কান্না শোনাই কষ্টদায়ক, এমনকি সে শিশুটি তার নিজের না হলেও, আর এটি হলো শিশুদের প্রতি দয়া বা মমত্ববোধের কারণে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, শিশুদের প্রতি দয়া প্রদর্শন, তাদের প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং তাদের কষ্ট দেয় এমন বিষয় থেকে দূরে থাকা আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির অন্যতম কারণ, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে...

(ص: 564) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

قبل: " من لا يرحم الناس لا يرحمه الله " و " الراحمون يرحمه الرحمن " و " إنما يرحم الله من عبادة الرحماء " وأشباه هذه الأحاديث، فكون الإنسان يشق عليه بكاء الصبيان رحمة لهم، لا شك أن هذا من الخلق المحمود؛ لأنه رحمة بهؤلاء الصغار الذين هم أهل للرحمة، الله الموفق.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من صلى الفجر فهو في ذمة الله " الفجر هي الصلاة الأولى عند بعض العلماء. وعند بعض العلماء أن الصلاة الأولى هي صلاة الظهر، لكن الأصح أن الصلاة الأولى هي صلاة الفجر، والثانية: الظهر، والثالثة: العصر، وهي الوسطى، والرابعة: المغرب، والخامسة: العشاء..

وصلاة الفجر تأتي وكثيراً من الناس نيام، ولهذا يتكاسل عنها المنافقون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أثقل الصلاة على المنافقين: صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لاتوها ولو حبوا "

وهي وصلاة العصر أفضل الصلوات الخمس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من صلى البردين دخل الجنة ".

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে: "যে মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন না", "দয়াশীলদের প্রতি পরম দয়াময় আল্লাহ দয়া করেন" এবং "আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল দয়ালু ব্যক্তিদের প্রতিই দয়া করেন"—এই জাতীয় হাদীসসমূহ। সুতরাং শিশুদের প্রতি দয়াবশত তাদের কান্নায় কোনো মানুষের মনে কষ্ট অনুভূত হওয়া নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় গুণ; কেননা এটি সেইসব শিশুদের প্রতি দয়া প্রদর্শন যারা দয়ার যোগ্য। আল্লাহই তাওফীকদাতা।

অতঃপর গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করল, সে আল্লাহর জিম্মায় (নিরাপত্তায়) থাকল।" কিছু আলিমের মতে ফজর হলো প্রথম সালাত। আবার কোনো কোনো আলিমের মতে প্রথম সালাত হলো যোহর। তবে অধিক সঠিক মত হলো এই যে, প্রথম সালাত হলো ফজর, দ্বিতীয়টি যোহর, তৃতীয়টি আসর—যা মধ্যবর্তী সালাত (সালাতুল উসতা), চতুর্থটি মাগরিব এবং পঞ্চমটি এশা।

ফজরের সালাত এমন সময়ে উপস্থিত হয় যখন অনেক মানুষই নিদ্রাচ্ছন্ন থাকে, এ কারণেই মুনাফিকরা এই সালাতের ক্ষেত্রে অলসতা প্রদর্শন করে। যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "মুনাফিকদের নিকট এশা ও ফজরের সালাতের চেয়ে অধিক কষ্টদায়ক আর কোনো সালাত নেই। যদি তারা জানত এই দুই সালাতে কী পরিমাণ প্রতিদান রয়েছে, তবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে উপস্থিত হতো।"

ফজর এবং আসরের সালাত হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মধ্যে সর্বোত্তম; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি দুই শীতল সময়ের সালাত (ফজর ও আসর) আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

আর 'বারদাইন' বা দুই শীতল সময়ের সালাত হলো ফজর ও আসর; কেননা ফজর হলো রাতের শীতলতা এবং আসর হলো দিনের শীতলতা।

النهار، وقوله: " من صلى الفجر " ظاهرة من صلى في جماعة أو غير جماعة.
وقوله: " فهو في ذمة الله " أي في عهده. يعني أنه دخل في عهد الله فكأنه معاهد لله عز وجل أن لا يصيبه أحد بسوء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: " فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء " يعني لا يترك عهد على من صلى الفجر؛ لأنه في ذمة الله وفي عهده، فإياكم أن يطلبكم الله تعالى من ذمته بشيء، " فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، ثم يكبه على وجهه في النار".

ففي هذا دليل على أنه يجب احترام المسلمين الذين صدقوا إسلامهم بصلاة الفجر؛ لأن صلاة الفجر لا يصليها إلا مؤمن، فالمنافقون لا يشهدون الجماعة، ولا يصلون الفجر أبداً؛ لأنهم إنما يصلون مراعاة للناس، فإذا لم يكن الناس ينتبهون لهم، فإنهم لا يصلون.

والفجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليست كالفجر في يومنا هذا، بل كان الليل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليلاً حالكاً لا يرى الناس فيه، فيأتي الإنسان ويذهب وهو لا يعرف، لكن ليلنا الآن - والله الحمد - كنهارنا بما أنعم الله علينا به من هذه الإضاءة بالكهرباء، لكنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لظلمتها ومشقتها؛ كان المنافقون لا يصلون الفجر والعشاء جماعة. والحاصل أن هذا الحديث يدل على وجوب احترام المسلمين الذين برهنوا على إسلامهم بصلاة الفجر، وإنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم.

দিন, এবং তাঁর বাণী: "যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করল" এর বাহ্যিক অর্থ হলো সে জামাতে পড়ুক বা একাকী পড়ুক।

এবং তাঁর বাণী: "সে আল্লাহর জিম্মায় (নিরাপত্তায়) রয়েছে" অর্থাৎ তাঁর প্রতিশ্রুতি ও আশ্রয়ে রয়েছে। এর অর্থ হলো সে আল্লাহর নিরাপত্তায় প্রবেশ করল, যেন সে মহান আল্লাহর সাথে

চুক্তিবদ্ধ হলো যে কেউ তাকে কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। একারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "অতএব আল্লাহ যেন তাঁর জিম্মার কোনো বিষয়ে তোমাদের নিকট কৈফিয়ত তলব না করেন।" অর্থাৎ যিনি ফজরের সালাত আদায় করেছেন তাঁর নিরাপত্তা ও প্রতিশ্রুতি যেন ক্ষুণ্ণ না করা হয়; কারণ তিনি আল্লাহর জিম্মায় ও তাঁর প্রতিশ্রুতিতে রয়েছেন। সুতরাং সাবধান! আল্লাহ তাআলা যেন তাঁর জিম্মার কোনো বিষয়ে তোমাদের পাকড়াও না করেন, "কেননা আল্লাহ যাঁর নিকট তাঁর জিম্মার কোনো বিষয়ে কৈফিয়ত তলব করবেন, তাকে তিনি পাকড়াও করবেন, অতঃপর তাকে উপুড় করে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।"

এতে এই প্রমাণ নিহিত রয়েছে যে, সেই সকল মুসলিমকে সম্মান করা আবশ্যিক যারা ফজরের সালাতের মাধ্যমে তাদের ইসলামের সত্যতা প্রমাণ করেছেন; কারণ একমাত্র মুমিন ব্যতীত অন্য কেউ ফজরের সালাত আদায় করে না। মুনাফিকরা জামাতে উপস্থিত হয় না এবং তারা কখনোই ফজরের সালাত আদায় করে না; কারণ তারা কেবল মানুষকে দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে। তাই যখন মানুষ তাদের প্রত্যক্ষ করে না, তখন তারা আর সালাত আদায় করে না।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের ফজর বর্তমান সময়ের ফজরের মতো ছিল না, বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে রাত ছিল ঘোর অন্ধকার, যাতে মানুষকে দেখা যেত না। একজন মানুষ আসত এবং যেত কিন্তু তাকে চেনা যেত না। তবে বর্তমান সময়ে আমাদের রাত—আল্লাহর শুকরিয়া—দিনের মতো হয়ে গেছে, বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের ওপর যে নিয়ামত দান করেছেন তার বরকতে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে অন্ধকার ও কষ্টের কারণে মুনাফিকরা ফজর ও এশার সালাত জামাতে আদায় করত না। মোদ্দা কথা হলো, এই হাদিসটি সেই সকল মুসলিমকে সম্মান করা ওয়াজিব হওয়ার ওপর প্রমাণ বহন করে যারা ফজরের সালাতের মাধ্যমে তাদের ইসলামের প্রমাণ দিয়েছেন, এবং তাদের ওপর সীমা লঙ্ঘন করা কারো জন্য বৈধ নয়।

233- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه: كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة؛ من كرب يوم القيامة، من ستر مسلماً؛ ستره الله يوم القيامة" متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسلم أخو المسلم" يعني في الدين، كما قال الله تبارك وتعالى: (فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا) (آل عمران: 103) وقال الله تعالى (فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) (الأحزاب: 5) وهذه الأخوة هي أوثق الأخوات، أوثق من أخوة النسب، فإن أخوة النسب قد يتخلف مقتضاها، فيكون أخوك من النسب عدواً لك كارهاً لك، وذلك يكون في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: (الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ) (الزخرف: 67). أما أخوة الدين فإنها أخوة ثابتة راسخة في الدنيا وفي الآخرة، تنفع الإنسان في حياته وبعد مماته، لكن هذه الأخوة لا يترتب عليها ما يترتب على أخوة النسب من التوارث ووجوب النفقة وما أشبه ذلك.

ثم قال: "لا يظلمه ولا يسلمه" لا يظلمه لا في ماله، ولا في بدنه، ولا

২৩৩- ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "একজন মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করবে না এবং তাকে শত্রুর হাতে সঁপে দেবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট থাকে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের বিপদ দূর করে দেয়, আল্লাহ কিয়ামতের দিনের বিপদসমূহ থেকে তার একটি বিপদ দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।" (বুখারি ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহমাতুল্লাহি তাআলা) আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে সে প্রসঙ্গে বলেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "একজন মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই।" অর্থাৎ দ্বীনের ক্ষেত্রে ভাই, যেমনটি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেছেন: (অতঃপর তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়ে গেলো) (আলে ইমরান: ১০৩) এবং আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন: (অতঃপর যদি তোমরা তাদের পিতৃপরিচয় না জানো, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই ও বন্ধু) (আল-আহযাব: ৫)। আর এই ভ্রাতৃত্ব হলো ভ্রাতৃত্বের সবচাইতে শক্তিশালী বন্ধন, এমনকি বংশীয় ভ্রাতৃত্বের চেয়েও বেশি সুদৃঢ়। কেননা বংশীয় ভ্রাতৃত্বের দাবি অনেক সময় লজ্জিত হতে পারে, ফলে আপনার আপন ভাই-ই আপনার শত্রু বা বিদ্বৈষী হয়ে উঠতে পারে; আর তা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতেই হতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন: (বন্ধুরা সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে, তবে মুত্তাকিররা ছাড়া) (আয-যুখরুফ: ৬৭)।

পক্ষান্তরে দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব হলো দুনিয়া ও আখিরাতে এক অটুট ও সুদৃঢ় বন্ধন, যা মানুষের জীবনে এবং মৃত্যুর পরেও উপকারে আসে। তবে এই ভ্রাতৃত্বের ওপর বংশীয় ভ্রাতৃত্বের মতো উত্তরাধিকার প্রাপ্তি বা ভরণপোষণের আবশ্যিকতা এবং অনুরূপ বিষয়গুলো বর্তায় না। এরপর তিনি বলেছেন: "সে তাকে জুলুম করবে না এবং তাকে শত্রুর হাতে সঁপে দেবে না।" অর্থাৎ সে তার ধন-সম্পদে কিংবা তার দেহে কোনো জুলুম করবে না এবং...

(ص: 567) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

في عرضه، ولا في أهله، يعني لا يظلمه بأي نوع من الظلم "ولا يسلمه يعني لا يسلمه لمن يظلمه، فهو يدافع عنه ويحميه من شره، فهو جامع بين أمرين:

الأمر الأول: أنه لا يظلمه.

والأمر الثاني: أنه لا يسلمه لمن يظلمه بل يدافع عنه.
ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يجب على الإنسان أن يدافع عن أخيه فعرضه وبدنه وماله. في عرضه: يعني إذا سعى أحداً يسبه ويغتابه، يحب عليه أن يدافع عنه. وكذلك أيضاً في بدنه: إذا أراد أحد أن يعتدي على أخيك المسلم وأنت قادر على دفعه، وجب عليك أن تدافع عنه، وكذلك في ماله: لو أراد أحد أن يأخذ ماله، فإنه يجب عليك أن تدافع عنه.

ثم قال عليه الصلاة والسلام: "والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه" يعني أنك إذا كنت في حاجة أخيك تقضيها وتساعده عليها؛ فإن الله تعالى يساعدك في حاجتك ويعينك عليها جزاءً وفاقاً.
ويُفهم من ذلك أن الإنسان إذا ظلم أخاه؛ فإن أخوته ناقصة، وإذا أسلمه إلى من يظلمه؛ فإن أخوته ناقصة، وإذا أسلمه إلى من يظلمه، فإن أخوفه ناقصة، وإذا لم يكن في حاجته، فإن هذا يفوته الخير العظيم، وهو كون الله تعالى في حاجته.

ثم قال: "ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا؛ فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة" الكرب ما يضيق على الإنسان ويشق عليه، ويجد له في نفسه هماً وعبأً، فإذا فرجت عن أخيك هذه الكربة؛ فرج الله عنك كربة

তাঁর সম্মানে কিংবা তাঁর পরিবার-পরিজনের ক্ষেত্রে; অর্থাৎ সে তাঁকে কোনো প্রকার অন্যায় বা জুলুম করবে না। "এবং তাঁকে সোপর্দ করবে না" অর্থাৎ তাঁকে এমন কারো হাতে ছেড়ে দেবে না যে তাঁর ওপর জুলুম করবে; বরং সে তাঁর পক্ষ হয়ে প্রতিরক্ষা করবে এবং অনিষ্ট থেকে তাঁকে রক্ষা করবে। সুতরাং বিষয়টি দুটি বিষয়ের সমষ্টি:

প্রথম বিষয়টি হলো: সে নিজে তাঁর ওপর জুলুম করবে না।

আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো: সে তাঁকে কোনো জালেমের হাতে সোপর্দ করবে না, বরং তাঁর পক্ষ হয়ে প্রতিরক্ষা করবে।

এই কারণেই উলামায়ে কেরাম (রহিমাল্হুমুল্লাহ) বলেছেন: একজন মানুষের জন্য তাঁর ভাইয়ের সম্মান, শরীর এবং সম্পদের প্রতিরক্ষা করা ওয়াজিব। সম্মানের ক্ষেত্রে: অর্থাৎ যদি সে কাউকে তাঁর নিন্দা বা গীবত করতে শোনে, তবে তাঁর পক্ষ হয়ে প্রতিরক্ষা করা তাঁর ওপর কর্তব্য।

অনুরূপভাবে শরীরের ক্ষেত্রেও: যদি কেউ আপনার মুসলিম ভাইয়ের ওপর আক্রমণ করতে চায় এবং আপনি তা প্রতিহত করতে সক্ষম হন, তবে তাঁর প্রতিরক্ষা করা আপনার ওপর ওয়াজিব। তেমনিভাবে সম্পদের ক্ষেত্রেও: যদি কেউ তাঁর সম্পদ কেড়ে নিতে চায়, তবে তাঁর পক্ষ হয়ে প্রতিরক্ষা করা আপনার ওপর ওয়াজিব।

অতঃপর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "আল্লাহ তাআলা বান্দার সাহায্যে থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে।" অর্থাৎ আপনি যদি আপনার ভাইয়ের প্রয়োজনে সাড়া দেন, তা পূরণ করেন এবং তাতে তাঁকে সহায়তা করেন; তবে আল্লাহ তাআলাও আপনার প্রয়োজনে আপনাকে সাহায্য করবেন এবং তা পূরণে সহায়তা করবেন, যা হবে কাজের উপযুক্ত প্রতিদান।

এ থেকে বোঝা যায় যে, মানুষ যখন তাঁর ভাইয়ের ওপর জুলুম করে, তখন তাঁর ভ্রাতৃত্ববোধ অপূর্ণ থেকে যায়; আর যদি সে তাঁকে কোনো জালেমের হাতে সোপর্দ করে দেয়, তবে তাঁর ভ্রাতৃত্ববোধ ক্রটিযুক্ত হয়ে যায়। তদ্রূপ সে যদি তাঁর ভাইয়ের প্রয়োজনে এগিয়ে না আসে, তবে সে এক মহান কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো—আর তা হলো স্বয়ং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য প্রাপ্তি।

এরপর তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের পার্শ্ব বিপদসমূহের মধ্য থেকে কোনো একটি বিপদ দূর করে দেবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিনের বিপদসমূহ থেকে তাঁর একটি বিপদ দূর করে দেবেন।" বিপদ (করব) হলো এমন বিষয় যা মানুষকে সংকীর্ণতায় ফেলে দেয় এবং তাঁর জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়, যার ফলে সে মনে দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা অনুভব করে। সুতরাং আপনি যদি আপনার ভাইয়ের সেই বিপদ দূর করে দেন, তবে আল্লাহ আপনার বিপদ দূর করে দেবেন।

من كرب يوم القيامة.

وتفريج الكربات يكون في أمور متعددة: إن كانت كربة مالية؛ فبإعطائه المال الذي تزول به الكربّة، وإن كانت كربة معنوية؛ فبالحرص على رد معنويته ورد اعتباره حتى تزول عنه الكربّة، وإذا كان كربة هم وغم؛ فبأن توسع عليه وتنفس له، وتبين له أن الأمور لا تدوم، وأن دوام الحال من المحال، وتبين له ما في هذا من الأجر والثواب العظيم، حتى تهون عليه الكربّة.

" ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة " من ستر يعني: غطى عيبه ولم يبينه، فإن الله يستره في الدنيا والآخرة، وهذا ليس على إطلاقه فهناك نصوص تدل على أنه غير مطلق، فالستر قد يكون مأموراً به محموداً، وقد يكون حراماً، فإذا رأينا شخصاً على معصية، وهو رجلٌ شريرٌ منهكٌ في المعاصي، لا يزيده الستر إلا طغياناً؛ فإننا لا نستره، بل نبلغ عنه حتى يُردع ردعاً يحصل به المقصود. أما إذا لم تبدر منه بوادر سيئة، ولكن حصلت منه هفوة، فإن من المستحب أن تستره ولا تبينه لأحد، لا للجهات المسؤولة ولا لغيرها، فإذا سترته ستر الله عليك في الدنيا والآخرة. ومن ذلك أيضاً أن تستر عنه العيب الخلقي، إذا كان فيه عيب في خلقته كجروح مؤثرة في جلده أو برص أو بهق أو ما أشبه ذلك، وهو يتستر ويحب ألا يطلع عليه الناس فإنك تستره، إذا سترته سترك الله في الدنيا والآخرة. وكذلك إذا كان سيئ الخلق لكنه يتظاهر للناس بأنه حسن الخلق

কিয়ামত দিবসের কষ্টসমূহ থেকে।

বিপদ-আপদ বা কষ্ট দূরীকরণ বিভিন্ন উপায়ে হতে পারে: যদি তা আর্থিক কষ্ট হয়, তবে তাকে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে সেই কষ্ট দূর করা; যদি তা মানসিক কষ্ট হয়, তবে তার সম্মান ও মনোবল ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টার মাধ্যমে তা দূর করা; আর যদি তা দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের কারণ হয়, তবে তার জন্য সংকীর্ণতা দূর করে প্রশস্ততা তৈরি করা এবং তাকে সান্ত্বনা দেওয়া। তাকে

এটি বুঝিয়ে দেওয়া যে কোনো পরিস্থিতিই চিরস্থায়ী নয় এবং অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সেই সাথে এই বিপদে ধৈর্য ধারণের বিনিময়ে যে মহান প্রতিদান ও সওয়াব রয়েছে তা তার সামনে স্পষ্ট করা, যাতে তার কষ্ট সহ্য করা সহজ হয়।

"আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন।" গোপন রাখা অর্থ হলো: তার দোষ ঢেকে রাখা এবং তা প্রকাশ না করা। এর ফলে আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ ঢেকে রাখবেন। তবে এই বিষয়টি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; কারণ এমন কিছু দলিল রয়েছে যা নির্দেশ করে যে এটি শর্তহীন নয়। দোষ গোপন রাখা কখনো নির্দেশিত ও প্রশংসনীয় হতে পারে, আবার কখনো তা হারাম হতে পারে। সুতরাং, আমরা যদি কাউকে পাপে লিপ্ত দেখি এবং সে ব্যক্তি যদি মন্দ প্রকৃতির হয় ও পাপাচারেই মগ্ন থাকে, আর তার দোষ গোপন রাখলে তার সীমানাঙ্কন ও অবাধ্যতা আরও বৃদ্ধি পায়; তবে আমরা তার দোষ গোপন রাখব না। বরং তার সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করব যাতে তাকে এমনভাবে নিবৃত্ত করা যায় যার মাধ্যমে কাজীকৃত সংশোধন সম্ভব হয়। কিন্তু যদি তার মাঝে মন্দ কাজের পূর্ব ইতিহাস না থাকে এবং কেবল আকস্মিক কোনো বিচ্যুতি বা ভুল হয়ে যায়, তবে তার দোষ গোপন রাখা মুস্তাহাব; তা কারো কাছে প্রকাশ করা উচিত নয়—না প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাছে, না অন্য কারো কাছে। আপনি যদি তার দোষ গোপন রাখেন, তবে আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে আপনার দোষ গোপন রাখবেন।

এর অন্তর্ভুক্ত হলো অন্যের শারীরিক ত্রুটি গোপন রাখা। যদি কারো শারীরিক গঠনে কোনো খুঁত থাকে, যেমন চামড়ায় গভীর ক্ষতচিহ্ন, শ্বেতী বা এ জাতীয় কিছু, যা সে ঢেকে রাখে এবং পছন্দ করে না যে মানুষ তা জানুক, তবে আপনার কর্তব্য তা গোপন রাখা। আপনি যদি তা গোপন রাখেন, তবে আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে আপনার দোষ গোপন রাখবেন। একইভাবে, যদি কেউ স্বভাবগতভাবে মন্দ চরিত্রের অধিকারী হয় কিন্তু মানুষের সামনে নিজেকে সচ্চরিত্রবান হিসেবে জাহির করে (তবে তার সেই গোপন মন্দ স্বভাবটিও প্রকাশ না করা এর অন্তর্ভুক্ত)।

وواسع الصدر، وأنت تعرف عنه خلاف ذلك، فاستره. فمن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة فالستر كما قلت بالنسبة للأعمال السيئة التي يقوم بها الإنسان ينقسم إلى قسمين:

قسم يكون من شخص منهك في المعاصي مستهتر، فهذا لا نستر عليه.
وقسم آخر حصل منه هفوة، فهذا هو الذي نستر عليه. أما الأمور الأخرى فالستر فيها أكمل وأفضل، الله المستعان.

* * *

234- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرامٌ: عرضه وماله ودمه، التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم" رواه الترمذي وقال: حديث حسن

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسلم أخو المسلم" وقد تقدم الكلام على هذه الجملة. وأن هذه الأخوة أخوة الإيمان، وأنها أقوى رابطة وأوثق من أخوة النسب، وبيننا وجه ذلك فيما سبق.

এবং প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী, অথচ আপনি তার সম্পর্কে এর বিপরীতটা জানেন, তবে তা গোপন রাখুন। কেননা যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। মানুষের কৃত মন্দ কাজের ক্ষেত্রে দোষ গোপন রাখা, আমি যেমনটি বলেছি, দুই ভাগে বিভক্ত:

এক প্রকার হলো এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে পাপে নিমজ্জিত ও বেপরোয়া, এমন ব্যক্তির দোষ আমরা গোপন করব না।

আর অন্য প্রকার হলো যার থেকে কোনো ভুল বা পদস্থলন ঘটে গেছে, এটিই সেই ব্যক্তি যার দোষ আমরা গোপন করব। আর অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে গোপন রাখাই অধিকতর পূর্ণাঙ্গ ও উত্তম। আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করছি।

* * *

২৩৪- আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "একজন মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই। সে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, তার কাছে মিথ্যা বলবে না এবং তাকে লাঞ্ছিত করবে না। প্রত্যেক মুসলিমের সম্মান, সম্পদ ও রক্ত অন্য মুসলিমের জন্য হারাম। তাকওয়া বা আল্লাহভীতি এখানে। একজন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করবে।" তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদীসটি হাসান।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহু তাআলা) আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন তাতে বলেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "একজন মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই।" এই বাক্যটির ওপর ইতিপূর্বেই আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে। আর এই ভ্রাতৃত্ব হলো ঈমানি ভ্রাতৃত্ব, যা বংশীয় ভ্রাতৃত্বের চেয়েও অধিক শক্তিশালী ও সুদৃঢ় বন্ধন। আমরা ইতিপূর্বে এর কারণসমূহ ব্যাখ্যা করেছি।

(ص: 570) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وبين هنا في هذا الحديث أنه " لا يظلمه ولا يخونه ولا يكذبه " لا يخونه يعني لا يغدر به في محل الائتمان، إذا ائتمنه على شيء، أو على مال، أو على سر، أو على غير

ذلك فإنه لا يخونه، والخيانة هي الغدر بالشخص في موضع الائتمان، ولا يجوز لأحد أن يخون أخاه المسلم حتى وإن خانته.

يعني وإن خانك أخوك المسلم فلا تخنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك " فلو فرضنا أن شخصاً خانك في مال؛ بأن أقرضته مالاً أي سلفته، ثم أنكر بعد ذلك وقال: لم تقرضني شيئاً؛ فإنه لا يحل لكل أن تخونه فتقترض منه ثم تنكره، بل أد إليه أمانته وأسال الله الحق الذي لك؛ لقول عليه الصلاة والسلام: " لا تخن من خانك".

كذلك أيضاً " لا يكذبه " أي لا يحدثه بكذب، والكذب حرام، وكلما كان آثاره أسوأ كان أشدّ إثماً. وليس في الكذب شيء حلالاً، وأما من ادعاه بعض العامة حيث يقولون: إن الكذب نوعان: أسود وأبيض، فالحرّم هو الأسود، والحلال هو الأبيض، فجوابه: أن الكذب كله أسود، ليس فيه شيء أبيض، لكن يتضاعف إثمه بحسب ما يترتب عليه، فإذا كان يترتب عليه أكل مال المسلم، أو غررٌ على مسلم، صار أشدّ إثماً، وإذا كان لا يترتب عليه أي شيء من الأضرار، فإنه أخف ولكنّه حرام. لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم " إنه رخص في الكذب عند الإصلاح بين

এই হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, "সে তার ওপর জুলুম করে না, তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে না এবং তার কাছে মিথ্যা বলে না।" 'বিশ্বাসঘাতকতা না করা' মানে হলো আস্থার স্থলে তার সাথে প্রতারণা না করা। যদি কেউ তাকে কোনো বিষয়, সম্পদ, গোপন তথ্য বা অন্য কোনো বিষয়ে বিশ্বাস করে দায়িত্ব অর্পণ করে, তবে সে যেন তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে। আর খেয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা হলো আস্থার জায়গায় কোনো ব্যক্তির সাথে প্রতারণা করা। কোনো মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের সাথে খেয়ানত করা জায়েজ নয়, এমনকি সেই ভাই যদি তার সাথে খেয়ানত করে থাকে তবুও।

অর্থাৎ, আপনার মুসলিম ভাই আপনার সাথে খেয়ানত করলেও আপনি তার সাথে খেয়ানত করবেন না। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে তোমাকে বিশ্বাস করেছে তার আমানত ফিরিয়ে দাও, আর যে তোমার সাথে খেয়ানত করেছে তুমি তার সাথে খেয়ানত করো না।" আমরা যদি ধরে নিই যে, কোনো ব্যক্তি সম্পদের ব্যাপারে আপনার সাথে খেয়ানত করেছে; যেমন আপনি তাকে কিছু টাকা ঋণ দিয়েছেন, কিন্তু পরবর্তীতে সে তা অস্বীকার করে বলল: "তুমি আমাকে কিছুই ঋণ দাওনি।" এমতাবস্থায় আপনার জন্য তার সাথে খেয়ানত করা বৈধ হবে না যে, আপনি তার কাছ থেকে কিছু ধার নিয়ে তা অস্বীকার করবেন। বরং আপনি তার আমানত তাকে পৌঁছে দিন এবং আপনার যে পাওনা হক রয়েছে তা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন; কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে তোমার সাথে খেয়ানত করেছে তুমি তার সাথে খেয়ানত করো না।"

অনুরূপভাবে "সে তার কাছে মিথ্যা বলে না" অর্থাৎ সে তার সাথে কোনো মিথ্যা কথা বলে না। মিথ্যা বলা হারাম, আর এর অশুভ প্রভাব যত বেশি হবে, পাপ তত গুরুতর হবে। মিথ্যার মধ্যে হালাল বলে কিছু নেই। সাধারণ মানুষের মধ্যে কেউ কেউ যে দাবি করে থাকে যে, মিথ্যা দুই প্রকার: কালো ও সাদা; কালো মিথ্যা হারাম এবং সাদা মিথ্যা হালাল—তার উত্তর হলো: সকল মিথ্যাই কালো, এর মধ্যে সাদা বলতে কিছু নেই। তবে এর পরিণতির ওপর ভিত্তি করে এর পাপ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। যদি এর ফলে কোনো মুসলিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা হয় কিংবা কোনো মুসলিমকে প্রতারণা করা হয়, তবে তা অধিকতর গুরুতর পাপে পরিণত হয়। আর যদি এর মাধ্যমে কোনো ধরনের ক্ষতি সাধিত না হয়, তবে তা অপেক্ষাকৃত হালকা হলেও তা হারাম।

তবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, "তিনি মানুষের মধ্যে বিবাদ মীমাংসার সময় মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছেন..."

(ص: 571) شرح رِياض الصَّالِحِينَ لابن عثيمين - ج 2

الناس وفي الحرب، وفي حديث الرجل امرأته. وحديثها إياه"

ولكن كثيراً من العلماء قال: إن المراد بالكذب في هذا الحديث ليس الكذب الصريح، وإنما هو التورية، والتورية تسمى كذباً، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين يأتي الناس له يوم القيامة ليشفع لهم: إنه كذب ثلاث كذبات، وهو لم يكذب ولكنه وري تورية، يعني أظهر للمخاطب شيئاً غير الذي يريد أنه، فبعض العلماء يقول: إن هذا الحديث الذي فيه أن الكذب يجوز في هذه الأشياء الثلاثة، يراد به كذب التورية لا الكذب الصريح، وعلى هذا فلا يستثنى من الكذب شيء، وكل الكذب حرام، ثم أعلم الكذب يحار فيه الإنسان ويعجز عنه معالجته كما قيل:

لي حيلة في من ينمُّ وليس في الكذاب حيلة
من كان يخلق ما يقولُ فحيلتي فيه قليلة

الذي ينمُّ والذي يلقي النسيمة بين الناس، لي فيه حيلة أي يمكن أن احتال واتخلص منه ومن شره، لكن الذي يكذب يقول فعلت وفعلت وهو كاذب. ليس في فيه حيلة إذا كان يخلق ما يقول وما شاء قاله، فهذا مشكل ليس لي فيه حيلة، ولهذا قال هنا: "ولا يكذبه".

وفي لفظ "ولا يحقره" يعني لا يحتقره ولا يستصغره، حتى وإن كان أكبر منه سناً، وإن كان أكثر منه مالاً، وإن كان أغزر منه عالمياً فلا يحقره.

মানুষের মধ্যে (বিবাদ মিমাংসায়), যুদ্ধের ময়দানে এবং স্বামীর নিজ স্ত্রীর সাথে ও স্ত্রীর নিজ স্বামীর সাথে কথোপকথনের ক্ষেত্রে।

কিন্তু অনেক আলেম বলেছেন যে: এই হাদিসে মিথ্যা দ্বারা উদ্দেশ্য স্পষ্ট মিথ্যা নয়, বরং তা হলো তাওরিয়াহ (দ্ব্যর্থবোধক কথা)। আর তাওরিয়াহকেও মিথ্যা বলা হয়, যেমনটি ইবরাহিম (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বলবেন যখন কিয়ামতের দিন মানুষ তাঁর কাছে সুপারিশের জন্য আসবে যে, তিনি তিনটি মিথ্যা বলেছিলেন। অথচ তিনি মিথ্যা বলেননি, বরং তিনি তাওরিয়াহ করেছিলেন। অর্থাৎ, তিনি শ্রোতার সামনে এমন কিছু প্রকাশ করেছিলেন যা তাঁর মূল উদ্দেশ্য থেকে ভিন্ন ছিল। তাই কিছু আলেম বলেন: এই হাদিসটি যাতে তিনটি বিষয়ে

মিথ্যা বৈধ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে, তা দ্বারা তাওরিয়াহমূলক মিথ্যা উদ্দেশ্য, স্পষ্ট মিথ্যা নয়। এই মতানুসারে, মিথ্যার কোনো কিছুই (হারাম হওয়া থেকে) ব্যতিক্রম নয় এবং সব ধরনের মিথ্যাই হারাম। এরপর জেনে রাখুন, মিথ্যা এমন এক বিষয় যাতে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং এর প্রতিকারে অক্ষম হয়ে যায়, যেমনটি বলা হয়েছে:

চোগলখোরের বিরুদ্ধে আমার কৌশল আছে কিন্তু মিথ্যাবাদীর বিরুদ্ধে নেই কোনো উপায় যে ব্যক্তি নিজের কথা নিজেই বানিয়ে বলে, তার বিরুদ্ধে আমার কৌশল অতি নগণ্য যে ব্যক্তি চোগলখোরি করে এবং মানুষের মাঝে কুৎসা রটায়, তার ব্যাপারে আমার কৌশল আছে অর্থাৎ আমি বুদ্ধিবলে তার অনিষ্ট থেকে মুক্তি পেতে পারি। কিন্তু যে মিথ্যা বলে, সে বলে 'আমি এটা করেছি, সেটা করেছি' অথচ সে মিথ্যাবাদী; তার ব্যাপারে কোনো কৌশল খাটে না। যদি সে নিজের কথা নিজেই উদ্ভাবন করে এবং যা ইচ্ছা তাই বলে বেড়ায়, তবে এটি একটি বড় সমস্যা যার বিরুদ্ধে আমার কোনো উপায় নেই। একারণেই এখানে বলা হয়েছে: "এবং সে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে না।"

অন্য বর্ণনায় এসেছে "এবং সে তাকে তুচ্ছজ্ঞান করবে না।" অর্থাৎ সে তাকে অবজ্ঞা করবে না এবং ছোট মনে করবে না; এমনকি সে যদি বয়সে বড় হয়, অধিক ধন-সম্পদের অধিকারী হয় কিংবা অধিক গভীর ইলমের অধিকারী হয়, তবুও তাকে তুচ্ছজ্ঞান করবে না।

(ص: 572) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

واحتقار الناس من الكبر- والعياذ بالله - قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الكبر بطل الحق، وغطت الناس" بطل الحق يعني ردة، وغطت الناس يعني احتقارهم وازدراءهم فالمسلم يرى أخاه بعين الإكبار ويحترمه ويعظمه، والعامّة يقولون: احترام الناس يحترمونك، يعني من رأي النأي يعني الاحتقار وأوه بعين الاحتقار ظن ومن رآهم بين الإكثار والإجلال، راوه بعين والإجلال، وهذا شيء مشاهد.

ولهذا تجد الرجل المتواضع الدين الهين محترماً عند الناس كلهم، لا أحد يكرهه، ولا أحد يسبه والإنسان الشامخ بأنفه المستكبر المحتقر لغيره، تجده مكروهاً مذموماً عند الناس، ولولا حاجة الناس إليه إذا كانوا يحتاجون عليه ما كلبه أحد؛ لأنهم يحتقرونه.

ثم قال عليه الصلاة والسلام: "التقوى ها هنا" أشار إلى صدره ثلاث مرات، يعني أن التقوى في القلب فإذا اتقى القلب؛ أتقت الجوارح، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: "ألا وإن ف الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، إلا وهي القلب" فإذا كان في قلب الإنسان تقوى لله عز وجل وخوفٌ منه وخشيه له، استقامت أعماله الظاهرة؛ لأن الأعمال الظاهرة تتبع القلب.

وقد مثل بعض العلماء ومنهم أبو هريرة رضي الله عن بالقلب بالملك

মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা অহংকারের অন্তর্ভুক্ত—আল্লাহর নিকট তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "অহংকার হলো সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা।" সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার অর্থ হলো তা অগ্রাহ্য করা, আর মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করার অর্থ হলো তাদের অবজ্ঞা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা। সুতরাং একজন মুসলমান তার ভাইকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখবে, তাকে সম্মান করবে এবং মর্যাদা দিবে। সাধারণ মানুষ বলে থাকে: মানুষকে সম্মান করলে তারাও তোমাকে সম্মান করবে। অর্থাৎ যে মানুষকে অবজ্ঞার চোখে দেখে, তাকেও অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়; আর যে তাদের সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখে, তারাও তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখে। এটি একটি প্রত্যক্ষ বাস্তবতা। এ কারণেই আপনি দেখবেন বিনয়ী, নম্র ও সহজ-সরল ব্যক্তি সকল মানুষের নিকট শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকেন; কেউ তাকে ঘৃণা করে না এবং কেউ তাকে গালি দেয় না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অহংকারী এবং অন্যদের প্রতি তুচ্ছজ্ঞান পোষণকারী, তাকে মানুষের নিকট ঘৃণিত ও নিন্দিত হিসেবে পাবেন। যদি তার প্রতি মানুষের কোনো প্রয়োজন না থাকত, তবে কেউ তার সাথে কথাও বলত না; কারণ তারা তাকে মনে মনে তুচ্ছজ্ঞান করে।

অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "তাকওয়া এখানে," এই বলে তিনি তিনবার নিজের বক্ষের দিকে ইশারা করেন। এর অর্থ হলো, তাকওয়ার মূল স্থান হলো অন্তর। সুতরাং যখন অন্তরে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি পয়দা হয়, তখন শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও মুক্তাকী হয়ে যায়। এটি তাঁর সেই বাণীর অনুরূপ যেখানে তিনি বলেছেন: "জেনে রেখো, শরীরের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, যদি তা সংশোধিত হয় তবে পুরো শরীরই সংশোধিত হয়; আর যদি তা কলুষিত হয় তবে পুরো শরীরই কলুষিত হয়। আর তা হলো অন্তর।" সুতরাং যদি মানুষের অন্তরে মহান আল্লাহর প্রতি তাকওয়া, তাঁর ভয় ও গভীর শ্রদ্ধা থাকে, তবে তার বাহ্যিক আমলসমূহও সঠিক ও সুদৃঢ় হবে; কেননা বাহ্যিক কর্মকাণ্ড অন্তরেরই অনুগামী হয়।

কিছু আলেম, যাদের মধ্যে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অন্যতম, অন্তরকে বাদশাহর সাথে তুলনা করেছেন।

(ص: 573) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

المطاع مع جنوده، فالملك المطاع مع جنوده إذا أمرهم بشيء أطاعوه، ولكن بعض العلماء قال: إن هذا المثل أنقص من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا صلحت صلح الجسد كله" وذلك لأن الملك مع جنوده وإن كان مطاعاً فإنهم لا يصلحون بصلاحه، لكن القلب إذا صلح صلح الجسد، وإذا اتقى اتقى الجسد. واعلم أن من الناس من يجادل بالباطل بهذا الحديث، فإذا أمرته بمعروف، أو نهيته عن منكر، قال، التقوى هاهنا تقول له: لا تحلق لحيتك فحلق اللحية حرام، وحلق اللحية من طريقة المجوس والمشركون، وإعفاء اللحية من هدي النبيين والمرسلين وأولياء الله الصالحين. إذا قلت له هذا قال: التقوى هاهنا. التقوى هاهنا.

নقول له: كذبت وإنه ليس في قلبك تقوى، لو كان في قلبك تقوى لاتقيت الله؛ لأن القلب إذا اتقى اتقت الجوارح، وإذا انهك في معصية الله انهكت الجوارح.

وفي قوله: "التقوى ها هنا" وإشارته على صدره دليل على أن العقل في القلب الذي في الصدر، وهذا هو المطابق للقرآن تماماً، قال الله تعالى (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُون لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْنَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْنَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) (الحج: 46)، فقال: (قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا)، ثم قال (وَلَكِنْ تَعْنَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ).

وليس القلب هو الخ كما يظنه بعض الجهال، فالعقل في القلب. ولكن المخ لا شك أن له اثراً في أعمال العبد، في حركاته، وفي سكناته، لكنهم قالوا: إن المخ مثل الخادم، يهيئ الأشياء ويطبخها، ثم يبعث بها

সৈন্যবেষ্টিত অনুগত রাজা; অনুগত রাজা যখন তাঁর সৈন্যদের কোনো নির্দেশ প্রদান করেন, তারা তাঁর আনুগত্য করে। তবে কোনো কোনো আলেম বলেছেন: এই উদাহরণটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী—"যখন তা সংশোধিত হয়, তখন সমগ্র দেহই সংশোধিত হয়"—এর তুলনায় অপূর্ণ। এর কারণ হলো, রাজার আনুগত্য করা হলেও রাজার সততার কারণে তাঁর সৈন্যরা অনিবার্যভাবে সৎ হয়ে যায় না; কিন্তু অন্তর যদি সংশোধিত হয়, তবে দেহও সংশোধিত হয়, আর অন্তরে তাকওয়া থাকলে দেহও তাকওয়া অবলম্বন করে।

জেনে রাখুন, কিছু মানুষ এই হাদিসটি নিয়ে ভ্রান্ত পন্থায় বিতর্ক করে। যখন আপনি তাকে কোনো সৎ কাজের আদেশ দেন কিংবা মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করেন, সে বলে: 'তাকওয়া তো এখানে'। আপনি তাকে বললেন: দাড়ি কাটবেন না, কারণ দাড়ি মুগুন করা হারাম; আর দাড়ি মুগুন করা অগ্নিউপাসক ও মুশরিকদের রীতি, পক্ষান্তরে দাড়ি রাখা নবী-রাসূল ও আল্লাহর নেককার ওলিদের পথ। আপনি যখন তাকে এটি বলেন, সে বলে: 'তাকওয়া তো এখানে, তাকওয়া তো এখানে'। আমরা তাকে বলব: তুমি মিথ্যা বলেছ, তোমার অন্তরে কোনো তাকওয়া নেই। যদি তোমার অন্তরে তাকওয়া থাকত, তবে তুমি আল্লাহকে ভয় করতে; কারণ অন্তর যখন আল্লাহকে ভয় করে, তখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গও আল্লাহকে ভয় করে। আর অন্তর যখন আল্লাহর নাফরমানিতে মগ্ন হয়, তখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গও তাতে মগ্ন হয়।

তাঁর বাণী: "তাকওয়া এখানে" এবং তাঁর বক্ষের দিকে ইশারা করা এ কথার প্রমাণ যে, বিবেক বা বুদ্ধি সেই অন্তরে বিদ্যমান যা বক্ষে অবস্থিত। এটি কুরআনের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (তবে কি তারা জমিনে পরিভ্রমণ করেনি, যাতে তাদের এমন হৃদয় হতো যা দিয়ে তারা অনুধাবন করতে পারত অথবা এমন কান হতো যা দিয়ে তারা শুনতে পারত? বস্তুত চোখ তো অন্ধ হয় না, বরং বক্ষস্থিত হৃদয়ই অন্ধ হয়।) (সূরা আল-হাজ্জ: ৪৬)। এখানে তিনি বলেছেন: (এমন হৃদয় যা দিয়ে তারা অনুধাবন করতে পারে), অতঃপর বলেছেন: (বরং বক্ষস্থিত হৃদয়ই অন্ধ হয়)।

অন্তর কেবল সেই বস্তু নয় যা কিছু মূর্খ লোক ধারণা করে, বরং বুদ্ধি অন্তরেই থাকে। তবে মানুষের কর্মে, চলনে ও স্থিরতায় মস্তিষ্কের যে প্রভাব রয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু উলামায়ে কেরাম বলেছেন: মস্তিষ্ক একজন খাদেমের মতো, যে বিষয়াদি বিন্যস্ত ও প্রস্তুত করে তা প্রেরণ করে।

(ص: 574) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

إلى القلب، ثم يصدر القلب الأوامر على المخ من أجل أن المخ يدبر الأعصاب وبقيّة الجسم، فيكون هذا المخ خادماً للقلب عند تصدير الأشياء إليه واستصدارها منه فالأشياء تمر من القلب ذاهبة وآتية إلى المخ، والمخ هو الذي يحرك البدن، ولذلك إذا اختلف المخ اختلف كل شيء.

ثم قال صلى الله عليه وسلم " بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم " يعني لو لم يكن من الشر للمسلم إلا أن يحقر أخاه ويستصغره ويستذله، لكان كافياً في الإثم والعياذ بالله، في هذا التحليل أعظم زاجر من احتقار أخيك المسلم، وأن الواجب عليك أن تحترمه وتعظم بهاً فيه من الإسلام والإيمان.

ثم قال صلى الله عليه وسلم: " كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه: " " كل المسلم على المسلم حرام، دمه "فلا يعتدي على المسلم بقتل أو جرح أو غير ذلك " وماله " فلا يؤخذ ماله، ولا غصباً، ولا سرقة، ولا خيانة، ولا دعوى ما ليس له، ولا غير ذلك بأي طريق، فلا يحل لك أن تأخذ مال أخيك بغير حق فإنه حرامٌ عليك.

" وعرضه " بأن لا تنتهك عرضه، وتتكلم فيه بين الناس، سواء كنت صادقاً فيها تقول أو كاذباً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة فقال: " ذكرك أخاك بها يكره " قالوا: يا رسول الله، أريت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته "

হৃদপিণ্ডের কাছে, অতঃপর হৃদপিণ্ড মস্তিষ্কের ওপর নির্দেশ জারি করে যাতে মস্তিষ্ক স্নায়ুতন্ত্র এবং শরীরের অবশিষ্ট অংশ পরিচালনা করতে পারে। সুতরাং মস্তিষ্ক হৃদপিণ্ডের সেবকরূপী হয় যখন বিষয়সমূহ এর কাছে প্রেরিত হয় এবং এখান থেকে নির্গত হয়। বিষয়সমূহ হৃদপিণ্ড থেকে মস্তিষ্কের দিকে যাতায়াত করে এবং মস্তিষ্কই দেহকে পরিচালিত করে; তাই যদি মস্তিষ্ক বিকল হয়ে যায়, তবে সবকিছুই বিকল হয়ে যায়।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "কোনো ব্যক্তির মন্দ হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করবে।" অর্থাৎ, কোনো মুসলিমের জন্য যদি তার ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করা, ছোট মনে করা এবং লাঞ্ছিত করা ছাড়া অন্য কোনো মন্দ গুণ নাও থাকে, তবে পাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য এটিই যথেষ্ট হবে (আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন)। এই বিশ্লেষণের মাঝে আপনার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করার বিরুদ্ধে এক মহান হুঁশিয়ারি রয়েছে। আর আপনার ওপর অর্পিত কর্তব্য হলো তাকে সম্মান করা এবং তার মাঝে বিদ্যমান ইসলাম ও ঈমানের কারণে তাকে মর্যাদাবান মনে করা।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "এক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের সবকিছুই হারাম: তার রক্ত, তার সম্পদ এবং তার সম্মান।" "এক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের রক্ত হারাম" অর্থাৎ কোনো মুসলিমকে হত্যা, জখম বা অন্য কোনো উপায়ে আক্রমণ করা যাবে না। "তার সম্পদ" অর্থাৎ অন্যায়ভাবে দখল, চুরি, খিয়ানত,

অনধিকার দাবি বা অন্য কোনো উপায়ে তার সম্পদ গ্রহণ করা যাবে না। সুতরাং আপনার ভাইয়ের সম্পদ ন্যায়সঙ্গত অধিকার ব্যতীত গ্রহণ করা আপনার জন্য বৈধ নয়, কেননা তা আপনার জন্য হারাম।

"এবং তার সম্বন্ধ" অর্থাৎ আপনি তার সম্বন্ধহানি করবেন না এবং মানুষের মাঝে তাকে নিয়ে বিরূপ আলোচনা করবেন না, চাই আপনার কথা সত্য হোক বা মিথ্যা। কারণ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যখন গীবত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি বললেন: "তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কিছু বলা যা সে অপছন্দ করে।" সাহাবীগণ আরজ করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবে আপনার অভিমত কী? তিনি বললেন: "তুমি যা বলছো তা যদি তার মাঝে বিদ্যমান থাকে তবেই তুমি তার গীবত করলে, আর যদি তা তার মাঝে না থাকে তবে তুমি তাকে অপবাদ দিলে।"

(ص: 575) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

فالواجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله وعرضه ودمه كما قال صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه".

235- وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تحاسدوا، ولا تجاسسوا، ولا تبأغضوا، ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم: لا يظلمه ولا يحقره، ولا يخذله، التقوى ها هنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" رواه مسلم.

"النجش" أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها في السوق ونحوه. ولا رغبة له في شرائها بل يقصد أن يغر غيره وهذا حرامٌ " والتدابير " أن يعرض عن الإنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر والدبر.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة- رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحاسدوا " أي لا يحسد بعضهم بعضاً. والحسد أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره هذا الحسد، ومثاله أن تكره أن الله أنعم على هذا الرجل بالمال، أو البنين، أو بالزوجة، أو بالعلم أو بالعبادة، أو بغير ذلك من النعم سواء تمنيت أن تزول أن لم تتمن. وإن كان بعض العلماء يقول: إن الحسد أن يتمنى زوال نعمة الله على

একজন মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের সম্পদ, সম্মান ও জীবনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আবশ্যিক, যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান অন্য মুসলমানের জন্য হারাম (অলঙ্ঘনীয়)।"

* * *

২৩৫- তাঁর (আবু হুরায়রা) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা করো না, একে অপরের প্রতি কৃত্রিমভাবে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিও না, একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না এবং তোমাদের কেউ যেন অন্যের ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর ক্রয়-বিক্রয় না করে। হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ভাই ভাই হয়ে যাও। একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই; সে তার ওপর জুলুম করবে না, তাকে তুচ্ছজ্ঞান করবে না এবং তাকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করবে না। তাকওয়া (আল্লাহভীতি) এখানে - তিনি তিনবার স্বীয় বক্ষের দিকে ইশারা করলেন। একজন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার

মুসলমান ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করবে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান হারাম।" (এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

"নাজশ" হলো বাজারে বা অন্য কোথাও কোনো পণ্যের নিলাম চলাকালীন তার দাম বাড়িয়ে বলা যখন তা কেনার কোনো ইচ্ছা না থাকে, বরং অন্যকে ধোঁকা দেওয়াই উদ্দেশ্য হয়; এটি হারাম। আর "তাদাবুর" হলো কোনো মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং তাকে বর্জন করা, যেন তাকে পিঠের পেছনের কোনো ত্যাজ্য বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাহুল্লাহ তা'আলা) আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন সে সম্পর্কে বলেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা করো না" অর্থাৎ তোমরা কেউ কাউকে হিংসা করবে না। হিংসা হলো—আল্লাহ অন্যকে যে নেয়ামত দান করেছেন তা কোনো মানুষের অপছন্দ করা। এর উদাহরণ হলো, আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী, জ্ঞান কিংবা ইবাদত অথবা অন্য কোনো নেয়ামত দান করেছেন তা তোমার কাছে অপছন্দনীয় হওয়া; চাই তুমি সেই নেয়ামতটি বিলুপ্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করো বা না করো।

যদিও কিছু আলেম বলেন যে: হিংসা হলো অন্য কোনো ব্যক্তির ওপর আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত বিলুপ্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা...

(ص: 576) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

غيره، ولكن هذا أخبث وأشد، وإلا فمجرد كراهة الإنسان أن ينعم الله على الشخص فهو حسد، والحسد، من خصال اليهود، فمن حسد فهو متشبه بهم والعياذ بالله، قال الله تعالى (وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ) (البقرة: 109) وقال تعالى فيهم: (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا

آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا (النساء: 54) ، ولا فرق بين أن تكره ما أنعم الله على غير ليعود هذا الشيء إليك، أو ليرتفع عن أخيك وإن لم يعد إليك. وأعلم أن في الحسد مفسد كثيرة: منها: أنه تشبه باليهود أخبث عباد الله وأخس عباد الله، الذين جعل الله منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت.

ومنها: أن فيه دليلاً على خبث نفس الحاسد، وأنه لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه؛ لأن من أحب لإخوانه ما يحب لنفسه؛ لم يحسد الناس على شيء؛ بل يفرح إذا أنعم الله عليه غيره بنعمة ويقول: اللهم آتني مثلها، كما قال الله تعالى: (وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ) (النساء: 32) . ومنها: أن فيه اعتراضاً على قدر الله عز وجل وقضائه، وإلا فمن الذي أنعم على هذا الرجل؟ الله عز وجل، فإذا كرهت ذلك فقد كرهت قضاء الله وقدره، ومعلوم أن الإنسان إذا كره قضاء الله وقدره فإنه على خطر في دينه - نسأل الله العافية-؛ لأنه يريد أن يزاحم ربّ الأرباب جلّ وعلا في تدبيره

অন্য কিছু, তবে এটিই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও গুরুতর। অন্যথায়, আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে যে নিয়ামত দান করেছেন তা স্রেফ অপছন্দ করাই হলো হিংসা। আর হিংসা হলো ইহুদিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য; সুতরাং যে হিংসা করে সে তাদেরই সাদৃশ্য অবলম্বন করে, আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আহলে কিতাবদের অনেকেই তাদের নিজেদের পক্ষ হতে হিংসাবশত চায় যে, তোমাদের ঈমান আনার পর যদি তোমাদের আবার কাফির বানিয়ে দিতে পারত।” (সূরা আল-বাকারাহ: ১০৯)। তিনি তাদের সম্পর্কে আরও বলেন: “নাকি তারা মানুষকে সে বিষয়ের জন্য হিংসা করে যা আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের দান করেছেন? অবশ্যই আমি ইব্রাহিমের বংশধরদের কিতাব ও হিকমত দান করেছিলাম এবং

তাদের এক বিশাল রাজত্ব দান করেছিলাম।” (সূরা আন-নিসা: ৫৪)। আর আল্লাহ অন্যকে যা দান করেছেন তা আপনার নিজের কাছে ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় অপছন্দ করা, অথবা তা আপনার ভাইয়ের থেকে অপসারিত হওয়ার জন্য অপছন্দ করা—যদিও তা আপনার কাছে ফিরে না আসুক—এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

আর জেনে রাখুন যে, হিংসার মধ্যে বহুবিধ অনিষ্ট ও অপকারিতা রয়েছে:

তন্মধ্যে একটি হলো: এটি আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও হীন জাতি ইহুদিদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা, যাদের মধ্য থেকে আল্লাহ কাউকে বানর ও শূকর বানিয়েছেন এবং যারা তাগুতের উপাসনা করেছে।

আরেকটি হলো: এটি হিংসুকের অন্তরের কলুষতার প্রমাণ বহন করে এবং এটি প্রকাশ করে যে, সে তার ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করে না যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। কেননা যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করে যা নিজের জন্য পছন্দ করে, সে কখনো কোনো বিষয়ে মানুষকে হিংসা করে না; বরং আল্লাহ যখন অন্য কাউকে কোনো নিয়ামত দান করেন তখন সে আনন্দিত হয় এবং বলে: “হে আল্লাহ, আমাকেও এর অনুরূপ দান করুন।” যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর আল্লাহ তোমাদের একে অপরের ওপর যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তার আকাঙ্ক্ষা করো না। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ; আর আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো।” (সূরা আন-নিসা: ৩২)।

আরও একটি হলো: এর মধ্যে মহান আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরের ওপর আপত্তি নিহিত রয়েছে। অন্যথায়, ওই ব্যক্তিকে নিয়ামত কে দান করেছেন? স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। সুতরাং আপনি যদি তা অপছন্দ করেন, তবে আপনি মূলত আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরকেই অপছন্দ করলেন। আর এটা সর্বজনবিদিত যে, মানুষ যদি আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরকে অপছন্দ করে, তবে তার দীন ও ঈমান চরম হুমকির মুখে পড়ে—আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি—কেননা সে এর মাধ্যমে মহান রব্বুল আলামীনের মহাবিশ্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায়।

وتقديره.

ومن مفسد الحسد: أنه كلما أنعم الله على عباده نعمة؛ التهمت نار الحسد في قلبه فصار دائماً في حسده وفي غم، لأن نعم الله على العباد لا تحصى، وهو رجلٌ خبيث كلما أنعم الله على عبده نعمة على ذلك الحسد في قلبه حتى يحرقه.

ومن مفسد الحسد: أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما قال صلى الله عليه وسلم: "إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب" ومن مفسده: أنه يعرقل الإنسان على السعي في الأشياء النافعة؛ لأنه دائماً يفكر ويكون في غم؛ كيف جاء هذا الرجل مالاً؟ كيف جاءهم علم؟ كيف جاءه ولد؟ كيف جاءه زوجة ما أشبه ذلك، فتجده دائماً منحسراً منطوياً على نفسه، ليس له هم إلا تتبع نعم الله على العباد واغتمامه بها، نسأل الله العافية.

ومن مفسد الحسد: أنه ينبئ عن نفس شريرة ضيقة، لا تحب الخير وإنما هي نفس أنانية تريد أن يكون كل شيء لها.

ومن مفسد الحسد أيضاً: أنه لا يمكن أن يغير شيء مما قضاه الله عز وجل ابداً، مهما عملت، ومهما كرهت. ومهما سعت لإخوانك في إزالة نعم الله عليهم، فإنك لا تستطيع شيئاً.

ومن مفسده: أنه ربما يتدرج بالإنسان إلى أن يصل إلى درجة

এবং তাঁর নির্ধারণ (তাকদীর)।

হিংসার অপকারিতাগুলোর মধ্যে একটি হলো: আল্লাহ যখনই তাঁর বান্দাদের ওপর কোনো নেয়ামত বা অনুগ্রহ দান করেন, তখনই হিংসুকের হৃদয়ে হিংসার আগুন প্রজ্বলিত হয়। ফলে সে সর্বদা হিংসা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে নিমজ্জিত থাকে; কেননা বান্দাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ

অগণিত। সে এক মন্দ স্বভাবের লোক, যখনই আল্লাহ কোনো বান্দাকে কোনো নিআমত দান করেন, তার অন্তরে হিংসার মাত্রা বাড়তে থাকে, এমনকি তা তাকে জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয়।

হিংসার আরেকটি অপকারিতা হলো: এটি পুণ্যসমূহকে সেভাবে বিনাশ করে যেভাবে আগুন শুষ্ক কাঠকে ভস্মীভূত করে। যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন: "তোমরা হিংসা থেকে সতর্ক থাকো, কেননা হিংসা পুণ্যসমূহকে সেভাবে খেয়ে ফেলে যেভাবে আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে।"

এর অপকারিতাগুলোর মধ্যে আরও রয়েছে: এটি মানুষকে হিতকর কার্যাবলীর প্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টি করে। কারণ সে সর্বদা চিন্তা ও উদ্বেগের মধ্যে থাকে যে, কীভাবে এই লোকটির সম্পদ হলো? কীভাবে তারা জ্ঞান লাভ করল? কীভাবে তার সন্তান হলো? কীভাবে সে জীবনসঙ্গিনী পেল? এবং এই জাতীয় বিষয়াদি। ফলে আপনি তাকে সর্বদা বিমর্ষ এবং অন্তর্মুখী পাবেন। বান্দাদের ওপর আল্লাহর নিআমতসমূহের অনুসন্ধান করা এবং তা নিয়ে মনঃকষ্টে ভোগা ছাড়া তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। আমরা আল্লাহর কাছে এর থেকে পরিত্রাণ চাই।

হিংসার অন্যতম একটি অপকারিতা হলো: এটি একটি মন্দ ও সংকীর্ণ চিন্তের পরিচয় দেয়, যা কল্যাণকে ভালোবাসে না, বরং তা এমন এক স্বার্থপর আত্মা যা চায় সবকিছু কেবল তারই হোক।

হিংসার আরও একটি অপকারিতা হলো: এটি মহান আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের কোনো কিছুকেই কখনো পরিবর্তন করতে সক্ষম নয়, আপনি যাই করুন না কেন বা যত অপছন্দই করুন না কেন। আপনার ভাইদের থেকে আল্লাহর নিআমত দূর করার জন্য আপনি যতই অপচেষ্টা চালান না কেন, আপনি কোনোভাবেই সফল হবেন না।

এর অপকারিতার মধ্যে এটিও রয়েছে যে: এটি হয়তো মানুষকে ক্রমশ এমন এক স্তরে নিয়ে যায় যে...

الذي يحسد الناس، لأن العائن نفسه شريرة حاسدة حاقدة، فإذا رأى ما يعجبه انطلق من هذه النفس الخبيثة مثل السهم حتى يصيب بالعين، فالإنسان إذا حسد وصار فيه نوع من الحسد، فإنه يترقى به الأمر حتى يكون من أهل العيون الذين يؤذون الناس بأيّهم، ولا شك أن العائن عليه من الوبال والنقمة بقدر ما ضرّ العباد. إن ضرهم بأموالهم فعليه من ذلك إثم أو بأبدانهم أو بجمعتهم، ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى تضييع العائن كل ما أتلّف، يعني إذا عان أحداً وأتلّف شيئاً من ماله أو أولاده أو غيرهم، فإنه يضمن، كما أنهم قالوا: إن من اشتهر بذلك، فإنه يجب أن يُحبس إلا أن يتوب، يحبس أتعاء شره، لأنه يؤذى الناس ويضرهم فيحبس كفّاً لشره.

ومن مفسد الحسد: انه يؤدي إلى تفرق المسلمين؛ لأن الحاسد مكروه عند الناس مبغض، والإنسان الطيب القلب الذي يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، تجده محبوباً من الناس، الكل يحبه، ولهذا دائماً نقول: والله فلان هذا طيب ما في قلبه حسد، وفلان رجلٌ خبيثٌ حسودٌ وحقودٌ وما أشبه ذلك.

فهذه عشر مفسد كلها في الحسد، وبهذا نعرف حكمة النبي صلى الله عليه وسل حيث قال: " لا تحاسدوا" أي لا يحسد بعضكم بعضاً، فإن قال قائل: ربما يجد الإنسان في نفسه إنه يحب أن يتقدم على غيره في الخير، فهل هذا من الحسد؟ فالجواب: أن ذلك ليس من الحسد؛ بل هذا من التنافس في الخيرات، قال الله تعالى: (لِيُثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ) (الصفات: 61) فإذا

যে ব্যক্তি মানুষকে হিংসা করে, কারণ বদনজরকারীর আত্মা অত্যন্ত মন্দ, হিংসুক ও বিদ্বৈষপরায়ণ হয়। যখন সে এমন কিছু দেখে যা তার পছন্দ হয়, তখন এই অপবিত্র আত্মা থেকে তীরের মতো নির্গত হয়ে তা লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করে। মানুষ যখন হিংসা করে এবং তার মধ্যে এক প্রকার হিংসার উদ্বেক ঘটে, তখন বিষয়টি ক্রমাগত এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে সে ঐসব

বদনজরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় যারা তাদের দৃষ্টির মাধ্যমে মানুষকে কষ্ট দেয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বদনজরকারী ব্যক্তি বান্দার যতটুকু ক্ষতি সাধন করেছে, সেই অনুপাতে তার ওপর লাঞ্ছনা ও শাস্তি আপতিত হবে। যদি সে তাদের ধন-সম্পদ, শরীর বা সমাজের ক্ষতি করে, তবে তার ওপর সেই পাপ বর্তাবে। এ কারণেই অনেক আলিম এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, বদনজরকারী ব্যক্তি যা কিছু নষ্ট করবে তার দায়ভার তাকেই গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ সে যদি কাউকে কুদৃষ্টি দেয় এবং তার ফলে তার সম্পদ, সন্তান বা অন্য কিছুর ক্ষতি হয়, তবে সে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। তদ্রূপ তারা আরও বলেছেন: যে ব্যক্তি এর জন্য কুখ্যাত হয়ে গেছে, তাওবা না করা পর্যন্ত তাকে কারারুদ্ধ করা আবশ্যিক। তার অনিষ্ট থেকে সুরক্ষা পাওয়ার জন্য তাকে বন্দি রাখা হবে; যেহেতু সে মানুষকে কষ্ট দেয় ও তাদের ক্ষতি করে, তাই তার অনিষ্ট রোধ করার জন্য তাকে বন্দি করা হবে।

হিংসার অনিষ্টসমূহের মধ্যে আরেকটি হলো: এটি মুসলিমদের মাঝে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি করে; কারণ হিংসুক ব্যক্তি মানুষের নিকট ঘৃণিত ও অপছন্দনীয়। আর যে ব্যক্তি দয়াশীল হৃদয়ের অধিকারী এবং নিজের জন্য যা পছন্দ করেন নিজের ভাইয়ের জন্যও তা-ই পছন্দ করেন, তাকে আপনি মানুষের কাছে জনপ্রিয় হিসেবে পাবেন, সকলেই তাকে ভালোবাসে। এ কারণেই আমরা সর্বদা বলি: আল্লাহর কসম, অমুক ব্যক্তিটি অত্যন্ত সজ্জন, তার অন্তরে কোনো হিংসা নেই; আর অমুক ব্যক্তিটি অতিশয় খবিস, হিংসুক ও বিদ্বেষপরায়ণ ইত্যাদি।

এগুলো হলো হিংসার দশটি অপকারিতা। এর মাধ্যমেই আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রজ্ঞার পরিচয় পাই যেখানে তিনি বলেছেন: "তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা করো না।" এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে: কোনো মানুষ হয়তো নিজের মনে এমন আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে পারে যে সে কল্যাণের কাজে অন্যের চেয়ে অগ্রগামী হবে, তবে কি এটিও হিংসার অন্তর্ভুক্ত? এর উত্তর হলো: এটি হিংসা নয়; বরং এটি হলো সৎকাজে প্রতিযোগিতা করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "এমন সাফল্যের জন্যই আমলকারীদের আমল করা উচিত" (আস-সাফফাত: ৬১)। সুতরাং যদি...

أحب الإنسان أن يتقدم على غيره في الخير، فهذا ليس من الحسد في شيء الحسد أن يكره الخير لغيره.

واعلم أن للحسد علامات: منها أن الحاسد يحب دائماً أن يخفي فضائل غيره، فإذا كان إنسان ذا مال، ينفق ماله في الخير من صدقات وبناء مساجد، وإصلاح طرق، وشراء كتب يوقفها على طلبة العلم وغير ذلك فتجد هذا الرجل الحسود إذا تحدث الناس على هذا المحسن يسكت وكأنه لم يسمع شيئاً، هذا لا شك إن عنده حسداً؛ لأن الذي يحب الخير يحب نشر الخير للغير، فإذا رأيت الرجل إذا تكلم عن أهل الخير بإنصاف وأثنى عليهم وقال: هذا فيه خيرٌ وهذا محسن، هذا كريم، فهذا يدل على طيب قلبه وسلامته من الحسد. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الحسد، ومن منكرات الأخلاق والأعمال.

أما قوله: " ولا تناجشوا " فالنجش هو أن يزيد في السلعة على أخيه وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يضرَّ المشتري، أو ينفع البائع، أو الأمرين جميعاً. مثال ذلك: عرضت سلعة في السوق فصار الناس يتزايدون فيها، فقام رجل فجعل يزيد فيها وهو لا يريد الشراء، تسام بمائة فقال بمائة وعشرة وهو لا يريد أن يشتري، ولكنه يريد أن يزيد الثمن على المشتري، أو يريد أن ينفع البائع فيزيد الثمن له أو الأمرين جميعاً، فهذا حرامٌ ولا يجوز لها فيه من العدوان. أما إذا زاد الإنسان في الثمن عن رغبة في السلعة، ولكن لها ارتفعت قيمتها تركها فهذا لا بأس به، فإن كثيراً من الناس يزيد في

মানুষ যদি অন্যের চেয়ে নেক কাজে অগ্রগামী হওয়া পছন্দ করে, তবে তা কোনোভাবেই হিংসার অন্তর্ভুক্ত নয়। হিংসা হলো অন্যের কল্যাণকে অপছন্দ করা।

জেনে রাখুন, হিংসার কিছু লক্ষণ রয়েছে: তার মধ্যে একটি হলো, হিংসুক ব্যক্তি সর্বদা অন্যের গুণাবলী গোপন রাখতে পছন্দ করে। যদি কোনো সম্পদশালী ব্যক্তি তার সম্পদ নেক কাজে ব্যয় করে—যেমন দান-সদকা, মসজিদ নির্মাণ, রাস্তা সংস্কার এবং জ্ঞানান্বেষীদের জন্য কিতাব ওয়াকফ করা ইত্যাদি—তবে আপনি দেখবেন যে, মানুষ যখন এই মহানুভব ব্যক্তির আলোচনা করে, তখন হিংসুক ব্যক্তিটি এমনভাবে নীরব থাকে যেন সে কিছুই শোনেনি। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তার অন্তরে হিংসা রয়েছে; কারণ যে ব্যক্তি কল্যাণকে ভালোবাসে, সে অন্যের কল্যাণের প্রচারকেও ভালোবাসে। আপনি যখন কোনো ব্যক্তিকে দেখবেন যে সে সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার সাথে নেককারদের প্রশংসা করছে এবং বলছে: 'এই ব্যক্তির মাঝে কল্যাণ রয়েছে', 'তিনি একজন পরোপকারী', 'তিনি অত্যন্ত দানশীল', তবে এটি তার হৃদয়ের পবিত্রতা এবং হিংসা থেকে মুক্ত থাকারই প্রমাণ। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের এবং আপনাদের জন্য হিংসা এবং ঘৃণ্য চরিত্র ও কর্ম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আর তাঁর বাণী: "তোমরা দালালি বা কৃত্রিম মূল্য বৃদ্ধি করো না" প্রসঙ্গে বলা যায় যে, 'নাজশ' হলো নিজের ভাইয়ের ওপর পণ্যের দাম বাড়িয়ে বলা অথচ সে তা ক্রয় করার ইচ্ছা রাখে না; বরং সে ক্রেতার ক্ষতি করতে চায় অথবা বিক্রেতাকে লাভবান করতে চায়, কিংবা উভয় উদ্দেশ্যই পোষণ করে।

এর উদাহরণ হলো: বাজারে কোনো পণ্য বিক্রির জন্য পেশ করা হলো এবং মানুষ সেটির দাম হাঁকতে শুরু করল। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে দাম বাড়িয়ে বলতে লাগল অথচ তার ক্রয় করার কোনো ইচ্ছা নেই। যেমন পণ্যটির দাম একশ বলা হলে সে বলল একশ দশ, অথচ সে কিনতে চায় না। বরং সে ক্রেতার ওপর মূল্য বৃদ্ধি করতে চায় অথবা বিক্রেতাকে সুবিধা দিতে চায় কিংবা উভয় উদ্দেশ্যই রাখে; এটি হারাম এবং জায়েজ নয়, কারণ এতে শত্রুতা ও সীমালঙ্ঘন রয়েছে। তবে যদি কোনো ব্যক্তি পণ্যটির প্রতি আগ্রহের কারণে দাম বাড়ায়, কিন্তু দাম অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ার ফলে তা ছেড়ে দেয়, তবে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কেননা অনেক মানুষই দাম বাড়িয়ে বলে...

السلعة؛ لأنه يرى أنها رخيصة، فإذا زادت قيمتها تركها، فهذا ليس عليه بأس. كما أن من الناس من يزيد في السلعة يريد لها ويزيد في ثمنها حتى تخرج عن قيمتها كثيراً.

فالناس على زيادتهم في السلعة على ثلاث أقسام:

القسم الأول: نجش وهو حرام.

الثاني: يزيد فيها لأنه يرى أنها رخيصة، وأنها ستكسبه، وليس له قصد في عين السلعة ولا يريد لها بعينها، لكن لما رأى أنها رخيصة وأنها ستكسبه جعل يزيد، فلما ارتفعت قيمتها تركها، فهذا لا بأس به.

الثالث: أن يكون له غرض في السلعة، يريد أن يشتري هذه السلعة، فيزيد حتى يطيّب خاطره ويظفر بها، فهذا أيضاً لا بأس به.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تبأغضوا" أي لا يبغض بعضكم بعضاً، وهذا بالنسبة للمؤمنين بعضهم مع بعض، فلا يجوز للإنسان أن يبغض أخاه أي: يكرهه في قلبه؛ أنه أخوه، ولكن لو كان هذا الأخ من العصاة الفسقة، فإنه يجوز لك أن تبغضه من أجل فسقه، ولا تبغضه بغضاً مطلقاً، لكن أبغضه على ما فيه من المعصية، وأحبه على ما فيه من الإيمان.

ومن المعلوم أننا لو وجدنا رجلاً مسلماً يشرب الخمر، ويشرب الدخان، ويجر ثوبه خيلاء، فإننا لا نبغضه كما نبغض الكافر، فمن أبغضه كما يبغض الكافر انقلب على وجهه، كيف تسوي بين مؤمن عاصٍ فاسق، وبين الكافر؟ هذا خطأ عظيم. ربما بعض الناس يكره المؤمن الذي عنده هذا الفسق أكثر مما يكره الكافر، وهذا - والعياذ بالله - من انقلاب

পণ্যটি; কারণ সে মনে করে এটি সস্তা, ফলে যখন এর মূল্য বেড়ে যায় তখন সে তা ছেড়ে দেয়, এতে কোনো দোষ নেই। আবার মানুষের মধ্যে এমন কেউ আছে যে পণ্যটি পাওয়ার

আকাজ্জায় তার দাম বাড়িয়ে দেয় এবং ক্রমাগত দাম বাড়াতে থাকে যতক্ষণ না তা প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে যায়।

পণ্যমূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত:

প্রথম প্রকার: নাজাশ (প্রতারণামূলক দর বৃদ্ধি), যা হারাম।

দ্বিতীয় প্রকার: পণ্যের দাম বাড়িয়ে বলা কারণ সে মনে করে এটি সস্তা এবং এতে সে লাভবান হবে; পণ্যটির প্রতি তার নিজস্ব কোনো প্রয়োজন নেই এবং সে এটি বিশেষভাবে চায়ও না, কিন্তু যখন সে দেখল যে এটি সস্তা এবং এতে মুনাফা হবে তখন সে দাম বাড়াতে থাকল, এরপর যখন মূল্য বেড়ে গেল তখন সে তা ছেড়ে দিল; এতে কোনো সমস্যা নেই।

তৃতীয় প্রকার: পণ্যটির প্রতি তার বিশেষ কোনো প্রয়োজন থাকা, সে পণ্যটি ক্রয় করতে চায়, তাই সে দাম বাড়াতে থাকে যতক্ষণ না তার মনঃপূত হয় এবং সে তা অর্জন করতে সক্ষম হয়; এটিও দোষণীয় নয়।

এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: "তোমরা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না" অর্থাৎ তোমরা একে অপরকে ঘৃণা করো না। এটি মুমিনদের একে অপরের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং কোনো মানুষের জন্য তার ঈমানদার ভাইকে ঘৃণা করা বৈধ নয় অর্থাৎ অন্তরে তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা; কারণ সে তার ভাই। কিন্তু এই ভাই যদি পাপাচারী ও অবাধ্যদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তার পাপাচারের কারণে তাকে ঘৃণা করা তোমার জন্য বৈধ। তবে তাকে নিরঙ্কুশভাবে ঘৃণা করবে না, বরং তার মধ্যকার পাপাচারের জন্য তাকে ঘৃণা করবে এবং তার মধ্যকার ঈমানের জন্য তাকে ভালোবাসবে।

এটি সুবিদিত যে, আমরা যদি কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে মদ্যপান করতে, ধূমপান করতে এবং অহংকারবশত কাপড় ঝুলিয়ে চলতে দেখি, তবে আমরা তাকে কাফেরকে ঘৃণা করার মতো ঘৃণা করি না। যে ব্যক্তি তাকে কাফেরের মতো ঘৃণা করল সে বিভ্রান্তিতে নিপতিত হলো।

আপনি কীভাবে একজন পাপাচারী মুমিন এবং একজন কাফেরকে সমান মনে করবেন? এটি এক মারাত্মক ভুল। সম্ভবত কিছু মানুষ এমন পাপাচারী মুমিনকে একজন কাফেরের চেয়েও বেশি ঘৃণা করে, আর এটি—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই—মানসিক বিপর্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

الفطرة فالْمُؤْمِنُ مَهْمَا كَانَ خَيْرٌ مِنَ الْكَافِرِ.
فَأَنْتَ أَبْغَضُهُ عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الْمَعْصِيَةِ وَأَحْبَبُهُ عَلَى مَا مَعَهُ مِنَ الْإِيمَانِ فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ
يَجْتَمِعُ حُبُّ وَكَرَاهِيَةٍ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ؟

فَالْجَوَابُ: أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ وَكَرَاهَةٍ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الطَّبِيبَ وَصَفَ لَكَ دَوَاءً
مَرَّاً مَنَّتَنِ الرَّائِحَةَ وَلَكِنَّهُ قَالَ: أَشْرِبْهُ وَسَوْفَ تَشْفَى بِإِذْنِ اللَّهِ، فَإِنَّكَ لَا تَحِبُّ هَذَا
الدَّوَاءَ عَلَى سَبِيلِ الْإِطْلَاقِ؛ لِأَنَّهُ مَرٌّ وَخَبِيثُ الرَّائِحَةِ، وَلَكِنَّكَ تَحِبُّهُ مِنْ جِهَةٍ أَنَّهُ سَبَبٌ
لِلشِّفَاءِ، وَتَكْرَهُهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الرَّائِحَةِ الْخَبِيثَةِ وَالطَّعْمِ الْمَرِّ.

هَكَذَا الْبُؤْسُ مِنَ الْمَعَاصِي، لَا تَكْرَهُهُ مُطْلَقاً، بَلْ تَحِبُّهُ عَلَى مَا مَعَهُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَتَكْرَهُهُ
عَلَى مَا مَعَهُ مِنَ الْمَعَاصِي، ثُمَّ إِنْ كَرَاهَتُكَ إِيَّاهُ لَا تَوْجِبُ أَنْ تَعْرُضَ عَنْ نَصِيحَتِهِ، بَلَّأَنَّ
تَقُولُ: أَنَا لَا أَتَحَمَّلُ أَنْ أُوَاجِهَ هَذَا الرَّجُلَ لِأَنِّي أَكْرَهُ مَنَظَرَهُ، بَلْ أَجْبِرُ نَفْسَكَ وَاتَّصِلْ
بِهِ وَانصَحْهُ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَهُ عَلَى يَدَيْكَ وَلَا تَيْأَسْ، كَمْ مِنْ إِنْسَانٍ اسْتَبَعَدَتْ
هُدَايَتَهُ فَهَدَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ.

وَالْأَمْثَلَةُ عَلَى هَذَا كَثِيرَةٌ فِي قَوْتِنَا الْحَاضِرِ وَفِيهَا سَبَقُ؛ فِي وَقْتِنَا الْحَاضِرِ يَوْجَدُ أَنْاسٌ
فَسَقَةٌ يَسِرُّ اللَّهُ لَهُمْ مِنْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْحَقِّ فَاهْتَدَوْا، وَصَارُوا أَحْسَنَ مِنَ الَّذِي
دَعَاهُمْ، وَفِيهَا سَبَقُ مِنَ الزَّمَانِ أَمْثَلَةُ كَثِيرَةٌ، فَهَذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ
سَيْفًا مَسْلُولًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَمَوَاقِفُهُ فِي أَحَدٍ مَشْهُورَةٌ حَيْثُ كَرَّ هُوَ وَفَرَسَانُ مِنْ
قَرِيشٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ عِنْدِ الْجَبَلِ، وَحَصَلَ مَا حَصَلَ مِنَ الْهَزِيمَةِ، ثُمَّ هَدَاهُ اللَّهُ
تَعَالَى. وَعَمَرَ بَنَ

ফিতরাত বা প্রকৃতিগত স্বভাব অনুযায়ী একজন মুমিন ব্যক্তি যেমনই হোক না কেন, সে একজন
কাফিরের চেয়ে উত্তম।

অতঃপর আপনি তার মধ্যে বিদ্যমান পাপাচারের কারণে তাকে ঘৃণা করবেন এবং তার সাথে থাকা ঈমানের কারণে তাকে ভালোবাসবেন। আপনি যদি প্রশ্ন করেন: একই আধারে ভালোবাসা ও ঘৃণা কীভাবে একত্রিত হতে পারে?

এর উত্তর হলো: একই জিনিসের প্রতি অনুরাগ ও বিরাগ একই সঙ্গে থাকা সম্ভব। আপনি কি ভেবে দেখেছেন, যদি একজন চিকিৎসক আপনাকে অত্যন্ত তিক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত কোনো ওষুধের পরামর্শ দেন এবং বলেন: 'এটি সেবন করুন, আল্লাহ চাইলে আপনি আরোগ্য লাভ করবেন'; তবে আপনি সেই ওষুধটিকে নিরঙ্কুশভাবে পছন্দ করবেন না, কারণ তা তিক্ত এবং কটু গন্ধযুক্ত। কিন্তু আপনি একে ভালোবাসবেন এই দিক থেকে যে এটি আপনার আরোগ্যের কারণ, আবার এতে বিদ্যমান দুর্গন্ধ ও তিক্ত স্বাদের কারণে আপনি একে অপছন্দও করবেন। পাপী মুমিনের বিষয়টিও তদ্রূপ; আপনি তাকে নিরঙ্কুশভাবে ঘৃণা করবেন না, বরং তার সাথে থাকা ঈমানের কারণে তাকে ভালোবাসবেন এবং তার মাঝে থাকা পাপাচারের কারণে তাকে ঘৃণা করবেন। তদুপরি, তার প্রতি আপনার এই বিরাগ যেন আপনাকে তাকে নসিহত করা থেকে বিমুখ না করে—এই অজুহাতে যে, 'আমি এই লোকটির সম্মুখীন হওয়া সহ্য করতে পারছি না কারণ তার অবয়ব আমার কাছে ঘৃণ্য'। বরং আপনি আপনার নফসকে বাধ্য করুন, তার সাথে যোগাযোগ করুন এবং তাকে সদুপদেশ দিন। হতে পারে আল্লাহ আপনার মাধ্যমেই তাকে উপকৃত করবেন। আপনি নিরাশ হবেন না; কত এমন মানুষ আছেন যাদের হিদায়াত পাওয়ার বিষয়টিকে আপনি সুদূরপর্যন্ত মনে করেছিলেন, অথচ মহান আল্লাহ তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ ও দাক্ষিণ্যে তাদের হিদায়াত দান করেছেন।

বর্তমান যুগে এবং অতীত ইতিহাসে এর বহু উদাহরণ রয়েছে। বর্তমান সময়েও এমন অনেক পাপাচারী মানুষ রয়েছেন যাদের জন্য আল্লাহ এমন কাউকে সহজ করে দিয়েছেন যারা তাদের সত্যের পথে আহ্বান করেছেন; ফলে তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং এমনকি তারা তাদের আহ্বানকারীর চেয়েও উত্তম ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন। অতীত কালেও এর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। এই যেমন খালিদ বিন ওয়ালিদ (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন), তিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে এক উন্মুক্ত তরবারি স্বরূপ ছিলেন। উহুদ যুদ্ধে তাঁর ভূমিকা সুবিদিত, যেখানে তিনি এবং কুরাইশ অশ্বারোহীরা পাহাড়ের পাশ থেকে মুসলিমদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করেছিলেন, যার ফলে সেই পরাজয়ের বিপর্যয় ঘটেছিল; অতঃপর মহান আল্লাহ তাঁকে হিদায়াত দান করেন। আর উমর বিন

الخطاب رضي الله عنه كان من أكره الناس لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهده الله وكان من أولياء الله، فكان الثاني في هذه الأمة. لذلك فلا تيأس، ولا تقل إنني لا أطيق هذا الرجل لا منقطعاً لا مسبغاً، ولا يمكن أن أذهب إليه، بل اذهب ولا تيأس، فالقلوب بيد الله عز وجل، نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم.

فإن قال قائل: البغضاء هي انفعال في النفس، والأشياء الانفعالية قد لا يطيقها الإنسان كالحب مثلاً، فالحب لا يملك الإنسان أن يحب شخصاً؛ أو يقلل من محبته، أو أن يزيد في محبته إلا بأسباب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم بين زوجاته: " اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما لا أملك " يعني في المحبة، ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجب عائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها من زوجاته، لكن هذا بغير اختيار.

فإذا قال قائل: الغضب انفعال لا يمكن للإنسان أن يسيطر عليه، فالجواب: الانفعال يحصل بفعل، فأنت مثلاً لا تحب شخصاً إلا لأسباب: إيمانه، نفعه للخلق، حسن خلقه، خدمته لك، أو غيرها من الأشياء الكثيرة، تذكر هذه الأسباب فتحبه، ولا تكره شخصاً إلا لسبب، تذكر الأسباب التي توجب الكراهة فتكرهه، لكن مع ذلك ينبغي للإنسان

খাতাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছিলেন তার প্রতি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিদ্বেষ পোষণকারী ছিলেন, অতঃপর আল্লাহ তাঁকে হিদায়াত দান করেন এবং তিনি আল্লাহর ওলিদের অন্তর্ভুক্ত হন; ফলে তিনি এই উম্মতের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিতে পরিণত হন।

অতএব, আপনি নিরাশ হবেন না। আর এমনটি বলবেন না যে, আমি এই লোকটিকে একেবারেই সহ্য করতে পারি না এবং তার কাছে যাওয়া আমার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব নয়; বরং আপনি যান এবং নিরাশ হবেন না, কেননা অন্তরসমূহ মহামহিম আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের তাঁর সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

যদি কেউ প্রশ্ন করে: ঘৃণা হলো মনের একটি আবেগীয় প্রতিক্রিয়া, আর আবেগীয় বিষয়গুলো মানুষ সম্ভবত নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয় না, যেমন ভালোবাসা। কেননা, মানুষ কোনো ব্যক্তিকে ভালোবাসা, অথবা ভালোবাসা কমানো কিংবা বাড়ানোর ক্ষমতা রাখে না নির্দিষ্ট কিছু কারণ ব্যতীত। একারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের মাঝে বন্টন করার সময় বলতেন: "হে আল্লাহ, এটি আমার সক্ষমতার অধীনে থাকা বিষয়ের বন্টন, সুতরাং যে বিষয়ে আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই সে জন্য আপনি আমাকে তিরস্কার করবেন না।" অর্থাৎ হৃদয়ের ভালোবাসার ক্ষেত্রে। আর এটি সর্বজনবিদিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের তুলনায় আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কে অধিক ভালোবাসতেন, তবে এটি ছিল তাঁর ইচ্ছাধীন নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

এরপর যদি কেউ বলে: রাগ হলো একটি আবেগীয় প্রতিক্রিয়া যা মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না; এর উত্তর হলো: এই প্রতিক্রিয়া কোনো না কোনো কারণ বা কাজের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট কিছু কারণ ছাড়া ভালোবাসেন না; যেমন: তার ঈমান, সৃষ্টির প্রতি তার কল্যাণকামিতা, তার উত্তম চরিত্র, আপনার প্রতি তার সেবা বা অন্য কোনো কারণ। আপনি যখন এই কারণগুলো স্মরণ করেন তখন তাকে ভালোবাসেন।

অনুরূপভাবে, আপনি কোনো ব্যক্তিকে কোনো কারণ ছাড়া ঘৃণা করেন না; আপনি যখন ঘৃণা উদ্বেককারী কারণগুলো স্মরণ করেন তখন তাকে ঘৃণা করেন। তা সত্ত্বেও মানুষের উচিত...

أن يعرض عن الأسباب التي توجب البغضاء مع أخيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تبأغضوا"

لكني أقول: إن البغضاء لها أسباب، والمحبة لها أسباب، فإذا عرضت عن أسباب البغضاء وتناسيتها وغفلت عنها زالت بإذن الله، وهذا هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله " لا تبأغضوا" وهو نظير قوله للرجل الذي قال: يا رسول الله أوصني، قال " لا تغضب" قال: أوصني، قال " لا تغضب" قال: " أوصني" قال: " لا تغضب" ردد مراراً قال: " لا تغضب".

قد يقول الإنسان عن الغضب جمة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، كما جاء في الحديث، فلا سبيل له إلى إخماده، ونقول: بل له سبيل، افعل الأسباب التي تخفف الغضب حتى يزول عنك الغضب.

قال: " ولا تدابروا " فهل المراد ألا يولي بعضكم دبر بعض من التدابر الحسي؟ بمعنى مثلاً أن تجلس وتذر الناس وراءك في المجالس. نعم هذا من المدابرة، ومن المدابرة أيضاً المقاطعة في الكلام حين يتكلم أخوك معك وأنت قد صددت عنه، أو إذا تكلم وليت وتركته، فهذا من التدابر وهذا التدابر حسي. وهناك تدابر معنوي، هو اختلاف الرأي، بحيث يكون كل واحد منا

যেন সে তার ভাইয়ের সাথে বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী কারণসমূহ থেকে বিমুখ থাকে; কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না।"

তবে আমি বলি: নিশ্চয়ই বিদ্বেষের কিছু কারণ রয়েছে এবং ভালোবাসারও কিছু কারণ রয়েছে। সুতরাং আপনি যদি বিদ্বেষের কারণগুলো থেকে বিমুখ হন, তা বিস্মৃত হন এবং তা থেকে উদাসীন থাকেন, তবে আল্লাহর ইচ্ছায় তা দূরীভূত হয়ে যাবে। আর নবী (আলাইহিস সালাম) তাঁর "তোমরা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না" বাণীর মাধ্যমে

এটিই বুঝাতে চেয়েছেন। এটি সেই ব্যক্তির বক্তব্যের অনুরূপ যে বলেছিল: "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অসিয়ত করুন", তিনি বললেন: "রাগ করো না", সে বলল: "আমাকে অসিয়ত করুন", তিনি বললেন: "রাগ করো না", সে বলল: "আমাকে অসিয়ত করুন", তিনি বললেন: "রাগ করো না"—এভাবে তিনি বারবার বললেন: "রাগ করো না।"

মানুষ রাগের বিষয়ে বলতে পারে যে, এটি শয়তান কর্তৃক আদম সন্তানের হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত একটি জ্বলন্ত অঙ্গার—যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—সুতরাং এটি নির্বাপণ করার কোনো পথ নেই। আমরা বলব: বরং এর পথ আছে; আপনি সেই সব কারণ বা উপায় অবলম্বন করুন যা রাগকে প্রশমিত করে, যতক্ষণ না আপনার থেকে রাগ দূরীভূত হয়।

তিনি বলেছেন: "আর তোমরা একে অপরের প্রতি পিঠ প্রদর্শন (বিমুখতা) করো না।" তবে এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য হলো যে, তোমরা একে অপরের প্রতি হাকিকি বা বস্তুগতভাবে পিঠ প্রদর্শন করবে না? উদাহরণস্বরূপ, মজলিসে এমনভাবে বসা যাতে আপনি মানুষদেরকে আপনার পেছনে ফেলে রাখেন। হ্যাঁ, এটি বিমুখতার অন্তর্ভুক্ত। আবার আপনার ভাই যখন আপনার সাথে কথা বলছে তখন কথাবার্তা বন্ধ করে দেওয়া এবং আপনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, অথবা সে কথা শুরু করলে আপনি মুখ ঘুরিয়ে তাকে বর্জন করে চলে যাওয়াও বিমুখতার অন্তর্ভুক্ত। এটি হলো বস্তুগত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিমুখতা।

আবার এক প্রকার অর্থগত বা পরোক্ষ বিমুখতাও রয়েছে, আর তা হলো মতানৈক্য; যার ফলে আমাদের প্রত্যেকেই...

(ص: 584) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

له رأى مخالف للآخر، وهذا التدابر في الرأي أيضاً نهي عنه الرسول علي الصلاة والسلام.

وعندي أن من التدابر ما يفعله بعض الأخوة إذا سلم من الصلاة تقدم على الصف مقدار شبر أو نحوه، فهذا فيه نوع من التدابر، ولهذا شك إلى بعض الناس هذه

الحال، قال بعض الناس إذ سلمنا تقدم قليلاً ثم يحول بيني وبين الإمام، لا سيما إذا كان هناك درس فإنه يحول بيني وبين مشاهدة الإمام، ومعلوم أن الإنسان إذا كان يرى المدرس كان أنبه له وأقرب للفهم والإدراك، فبعض الناس يكره هذا الشيء، لذا أيضاً ينبغي للإنسان أن يكون ذا بصيرة وفطنة فلا تتقدم على إخوانك وتجعلهم وراءك، إذا كان بودك أن تتوسع فقم وتقدم بعيداً واجلس إذا كنت في الصف الأول، وإن كنت في الصف الثاني تأخر، أما أن تتقدم على الناس وهم وراء ظهرك، فهذا فيه نوع من سوء الأدب. وفيه نوع من التدابر. فينبغي في هذه المسألة وفي غيرها أن يتفطن الإنسان لغيره، وأن لا يكون أناانياً يفعل فقط ما طراً على بآله فعله، دون مراعاة للناس، ودون حذر من فعل ما يُنتقد عليه.

أما الجملة الخامسة فهي قوله: " ولا يبيع بعضكم على بيع بعض " لا يبيع بعضكم على بيع بعض؛ لأن هذا يؤدي إلى الكراهية والعداوة والبغضاء. ومثال بيع الإنسان على بيع أخيه: أن يذهب لمن اشترى سلعة من شخص بمائة فيقول: أنا أعطيك مثلها بثمانين، أو أعطيك أحسن منها بمائة فيرجع المشتري ويفسخ العقد الأول ويعقد مع الثاني، ففي هذا

একজন মতামত অন্যের চেয়ে ভিন্ন হওয়া এবং মতের এই বিমুখতা থেকেও রাসূল (সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) নিষেধ করেছেন।

আমার মতে, বিমুখতার (তাদাবুর) একটি রূপ হলো যা কিছু ভাই সালাতের সালাম ফিরানোর পর করে থাকেন; তারা কাতার থেকে এক বিঘত পরিমাণ বা তার কাছাকাছি সামনে এগিয়ে যান। এতে এক ধরনের বিমুখতা প্রকাশ পায়। এ কারণে কিছু লোক আমার কাছে এই পরিস্থিতির ব্যাপারে অভিযোগ করেছেন। তারা বলেন, যখন আমরা সালাম ফিরাই, তখন জনৈক ব্যক্তি সামান্য এগিয়ে যান এবং আমার ও ইমামের মাঝে অন্তরাল হয়ে দাঁড়ান। বিশেষ করে যদি সেখানে কোনো পাঠদান (দরস) চলে, তখন তিনি আমার ও ইমামকে দেখার মাঝে

বাধা হয়ে দাঁড়ান। এটি সর্বজনবিদিত যে, মানুষ যদি শিক্ষককে দেখতে পায়, তবে তা তার অধিক মনোযোগী হওয়ার এবং অনুধাবন ও উপলব্ধির নিকটতর হওয়ার কারণ হয়। তাই কিছু মানুষ এই বিষয়টি অপছন্দ করেন। অতএব, মানুষের উচিত দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেওয়া। আপনার ভাইদের চেয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে তাদের আপনার পেছনে ফেলে রাখবেন না। যদি আপনার আরাম করে বসার ইচ্ছা থাকে, তবে আপনি যদি প্রথম কাতারে থাকেন তবে দূরে সরে সামনে গিয়ে বসুন, আর দ্বিতীয় কাতারে থাকলে পেছনে সরে যান। কিন্তু লোকদের সামনে এগিয়ে যাওয়া যখন তারা আপনার পেছনে অবস্থান করছে, তবে এটি এক প্রকার শিষ্টাচারবহির্ভূত কাজ এবং এতে এক ধরনের বিমুখতা রয়েছে।

সুতরাং এই বিষয়ে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও মানুষের উচিত অপরের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং স্বার্থপর না হওয়া। মানুষের তোয়াক্কা না করে বা সমালোচিত হতে পারে এমন কাজ থেকে সতর্ক না থেকে কেবল নিজের মনে যা আসে তা-ই করা অনুচিত।

পঞ্চম বাক্যটি হলো তাঁর বাণী: "তোমাদের কেউ যেন অপরের বিক্রির ওপর বিক্রি না করে।" কেননা এটি ঘৃণা, শত্রুতা ও বিদ্বেষের দিকে ধাবিত করে। কোনো ব্যক্তির তার ভাইয়ের বিক্রির ওপর বিক্রি করার উদাহরণ হলো: জনৈক ব্যক্তি এমন একজনের কাছে গেল যে অন্য কারো কাছ থেকে একশ টাকায় কোনো পণ্য ক্রয় করেছে, অতঃপর তাকে বলল, "আমি তোমাকে অনুরূপ পণ্য আশি টাকায় দেব," অথবা "আমি তোমাকে একশ টাকায় এর চেয়ে উন্নত পণ্য দেব।" ফলে ক্রেতা ফিরে গিয়ে প্রথম চুক্তিটি বাতিল করে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। এতে...

(ص: 585) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

عدوان ظاهر على حق البائع الأول، وهذا العدوان يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين.

مثال ذلك الشراء على شرائه، مثل أن يذهب إلي شخص باع سلعة بمائة فيقول له أنا اشتريها منك بمائة وعشرين، فيذهب البائع ويفسخ العقد ويبيع على الثاني، فهذا أيضاً حرامٌ، لأنه بمعنى البيع على البيع.

ولكن هل هذا خاص في زمن الخيار أو عام؟

الحديث عام انه لا يحل لك أن تبيع على بيع أخيك سواء في زمن الخيار أولاً، وقال بعض العلماء: إنه محمول على ما إذا كان ذلك في زمن الخيار؛ لأنه إذا أنتهي وهن الخيار فإنه لا يستطيع أو يفسد العقل ومثال ذلك: رجل باع عل شخص سيارة بعشرة آلاف ريال، وجعل له الخيار ثلاثة أيام، فذهب شخص إلى المشتري وقال: أنا أعطيك أحسن منها بعشرة آلاف ريال، فأغري المشتري أن يذهب للبائع ويقول: فسخت العقد، أو يذهب شخص إلي البائع ويقول: سبعت أنك بعت سيارتك على فلان بعشرة الآف ريال، أنا أعطيك أحد عشر ألفاً، فيفسخ البيع ويرد ويبيعها على الثاني.

أما إذا كان بعد انتهاء المدة فقال بعض العلماء: إنه لا بأس، يعني بعد أن باعه وجعل له الخيار ثلاثة أيام وانتهت الأيام الثلاثة، فلا بأس أن يذهب إلى الشخص الذي اشتراها ويقول: أنا أعطيك مثلها بأقل، أو أحسن منها بالثمن الذي اشتريت به، وعللوا ذلك بأنه لا يمكنه حينئذ ان يفسخ البيع لانتهاء زمن الخيار.

এটি প্রথম বিক্রেতার হকের ওপর এক স্পষ্ট সীমালঙ্ঘন, আর এই সীমালঙ্ঘন মুসলিমদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।

এর উদাহরণ হলো কারও ক্রয় করার ওপর ক্রয় করা; যেমন কোনো ব্যক্তি একটি পণ্য একশ টাকায় বিক্রি করেছে, এমতাবস্থায় অন্য কেউ গিয়ে বিক্রেতাকে বলল, "আমি তোমার কাছ থেকে এটি একশ বিশ টাকায় কিনব।" ফলে বিক্রেতা গিয়ে আগের চুক্তিটি বাতিল করে দিল এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে তা বিক্রি করল। এটিও হারাম, কারণ এটি মূলত অন্যের বিক্রির ওপর বিক্রি করার নামান্তর।

তবে প্রশ্ন হলো, এটি কি কেবল ইখতিয়ারের (চুক্তি বহাল রাখা বা বাতিলের অধিকার) সময়ের জন্য নির্দিষ্ট, নাকি এটি সাধারণ বিধান?

হাদিসটি ব্যাপক যে, তোমার ভাইয়ের বিক্রির ওপর বিক্রি করা তোমার জন্য বৈধ নয়—চাই তা ইখতিয়ারের সময়ের মধ্যে হোক বা না হোক। তবে কোনো কোনো আলিম বলেছেন: এটি কেবল ইখতিয়ারের সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট; কারণ ইখতিয়ারের সময় পার হয়ে গেলে চুক্তি বাতিল করা সম্ভব হয় না। এর উদাহরণ হলো: এক ব্যক্তি অন্য একজনের কাছে দশ হাজার রিয়ালে একটি গাড়ি বিক্রি করল এবং তাকে তিন দিনের ইখতিয়ার দিল। এরপর এক ব্যক্তি ক্রেতার কাছে গিয়ে বলল: "আমি তোমাকে দশ হাজার রিয়ালে এর চেয়ে ভালো একটি গাড়ি দেব।" ফলে সে ক্রেতাকে বিক্রেতার কাছে গিয়ে চুক্তি বাতিল করার জন্য প্রলুব্ধ করল। অথবা কোনো ব্যক্তি বিক্রেতার কাছে গিয়ে বলল: "আমি শুনেছি আপনি অমুকের কাছে দশ হাজার রিয়ালে গাড়িটি বিক্রি করেছেন, আমি আপনাকে এগারো হাজার রিয়াল দেব।" ফলে বিক্রেতা আগের বিক্রিটি বাতিল করে গাড়িটি ফিরিয়ে নিল এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে বিক্রি করল। আর যদি মেয়াদের সমাপ্তির পর হয়, তবে কোনো কোনো আলিম বলেছেন: এতে কোনো সমস্যা নেই। অর্থাৎ পণ্যটি বিক্রি করার পর তিন দিনের ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল এবং সেই তিন দিন পার হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি পণ্যটি কিনেছে তার কাছে গিয়ে যদি কেউ বলে: "আমি তোমাকে এর অনুরূপ একটি জিনিস আরও কম দামে দেব, অথবা তুমি যে দামে কিনেছ সেই দামেই এর চেয়ে ভালো একটি জিনিস দেব"—তবে এতে কোনো দোষ নেই। তারা এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, ইখতিয়ারের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় তখন আর চুক্তি বাতিল করা সম্ভব নয়।

(ص: 586) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

ولكن ظاهر الحديث العموم، لأنه وإن كان لا يمكنه أن يفسخ البيع لانتهاؤه زمن الخيار فإنه قد يحاول أن يوجد مفسدا للعقد، أو على الأقل يندم على شرائه، ويعتقد أن البائع غبنه وأنه لعب عليه، فيحدث له بذلك العداوة والبغضاء وهذا مع

قرب المدة. أما إذا طالت المدة فلا بأس بها؛ لأنه إذا طالت المدة فإنه من المعتذر أو المتعسر كثيراً أن يفسخ العقد.

والحاصل أن لدينا ثلاث حالات:

الحال الأول: أن يكون البيع أو الشراء على أخيه في زمن الخيار فلا شك في أنه حرام.

والحال الثانية: أن يكون بعد انتهاء زمن الخيار بمدة قريبة، ففيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه حرام.

والحال الثالثة: أن يكون بعد زمن بعيد، كشهر أو شهرين أو أكثر فهذا لا بأس به، ولا حرج فيه؛ لأن الناس يتبادلون السلع فيما بينهم على هذا الوجه، وعلى وجه أخرى.

ومثل ذلك: الإجارة على إجارته مثل أن يذهب شخص إلى آخر استأجر بيتاً من إنسان السنة بألف ريال، قال له أنا عندي لك أحسن منه بثمانمائة ريال، فهذا حرام لأنه عدوان كالبيع على بيعه.

ومثل ذلك أيضاً: السوم على سومه، وقد جاء صريحاً فيما رواه مسلم، ويسوم على سومه يعني إذا سام شخص سلعة من آخر، وركن

তবে হাদিসের বাহ্যিক অর্থ হলো এর ব্যাপকতা; কেননা যদিও খিয়ারের (চুক্তি বাতিলের সুযোগ) সময় শেষ হওয়ার কারণে তার পক্ষে কেনাবেচা বাতিল করা সম্ভব নয়, তবুও সে চুক্তির কোনো ত্রুটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে পারে, অথবা অন্ততপক্ষে সে তার ক্রয়ের ব্যাপারে অনুতপ্ত হতে পারে এবং মনে করতে পারে যে বিক্রেতা তাকে ঠকিয়েছে এবং তার সাথে প্রতারণা করেছে। এর ফলে তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ তৈরি হয়, আর এটি ঘটে সময়ের স্বল্পতার কারণে। তবে যদি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই; কারণ দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেলে চুক্তি বাতিল করা প্রায় অসম্ভব বা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে।

সারকথা হলো আমাদের সামনে তিনটি অবস্থা বিদ্যমান:

প্রথম অবস্থা: খিয়ারের সময়সীমার মধ্যে নিজের ভাইয়ের কেনাবেচার ওপর কেনাবেচা করা; এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এটি হারাম।

দ্বিতীয় অবস্থা: খিয়ারের সময়সীমা শেষ হওয়ার স্বল্প সময় পর এমনটি করা; এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, তবে বিশুদ্ধ মত হলো এটিও হারাম।

তৃতীয় অবস্থা: দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর করা, যেমন এক মাস, দুই মাস বা তারও বেশি সময় পর; এতে কোনো সমস্যা নেই এবং কোনো দোষ নেই। কারণ মানুষ এভাবেই এবং অন্যান্য পন্থায় নিজেদের মধ্যে পণ্য বিনিময় করে থাকে।

অনুরূপভাবে অন্যের ইজারার (ভাড়া) ওপর ইজারা করাও এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন কোনো ব্যক্তি এমন একজনের কাছে গেল যে জনৈক ব্যক্তির নিকট থেকে বছরে এক হাজার রিয়ালে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছে, এরপর তাকে বলল, "আমার কাছে আপনার জন্য এর চেয়েও ভালো বাড়ি আছে মাত্র আটশ রিয়ালে।" এটি হারাম; কারণ এটি অন্যের কেনাবেচার ওপর কেনাবেচা করার মতোই একটি সীমালঙ্ঘন।

তেমনিভাবে অন্যের সওদার (দরাদরি) ওপর সওদা করা। ইমাম মুসলিম বর্ণিত হাদিসে এটি স্পষ্টভাবে এসেছে। অন্যের সওদার ওপর সওদা করার অর্থ হলো, যখন কোনো ব্যক্তি অন্য কারো কাছ থেকে কোনো পণ্যের দামাদামি করে এবং তারা চুক্তিতে স্থির হয়...

(ص: 587) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

إليه صاحب السلعة، لم يبق إلا العقد، مثل أن يقول: بعها على ألف فيركن إليه البائع، ولكن لم يتم العقد، بل يجزم أن يبيع عليه، فيأتي إنسان آخر ويقول: " أنا أعطيك بها ألفاً ومائه، فإن هذا لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يسم على سوم أخيه".

ومثل ذلك أيضاً في النكاح، إذا خطب شخص من آخر فلا يحل لأحد أن يخطب على خطبته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ولا يخطب على خطبة أخيه " وكل هذا احتراماً لحقوق المسلمين بعضهم على بعض، فلا يحل للإنسان أن يعتدي على حق إخوانه؛ لا ببيع ولا شراء ولا إجارة ولا سوم ولا نكاح ولا غير ذلك من الحقوق.

بقي الكلام على قوله عليه الصلاة والسلام: " التقوى هاهنا ويشير على صدره " وقد سبق لنا معنى أن التقوى في القلب، فإذا اتقى القلب اتقت الجوارح، وإذا زاع القلب زاغت الجوارح- والعياذ بالله - قال تعالى (ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهٍ أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمِعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) (البائدة: 108) .

واعلم أنه زيغ القلب لا يكون إلا بسبب الإنسان، فإذا كان الإنسان يريد الشر ولا يريد الخير فإنه يزيغ قلبه- والعياذ بالله - ودليل هذا قوله تعالى: (فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ) (الصف: 5) ، وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (الأنفال: 70) .

فإذا علم الله من العبد نية صالحة وإرادة للخير، يسر الله له ذلك وأعانه

পণ্যের মালিকের নিকট কোনো ক্রেতা আসলেন এবং কেবল চুক্তি সম্পাদনই বাকি রইল। যেমন—ক্রেতা বলল: "এটি আমার নিকট এক হাজারে বিক্রি করুন", আর বিক্রেতা তাতে আশ্বস্ত হলেন। তবে চুক্তিটি তখনো চূড়ান্ত হয়নি, বরং তিনি তার নিকট এটি বিক্রি করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এমতাবস্থায় অন্য একজন ব্যক্তি এসে বলল: "আমি আপনাকে এর বিনিময়ে এগারোশত দেব।" এটি করা বৈধ নয়; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের দরদামের ওপর দরদাম না করে।"

অনুরূপভাবে বিবাহের ক্ষেত্রেও, যখন কোনো ব্যক্তি কারো নিকট বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তখন অন্য কারো জন্য সেই প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব দেওয়া বৈধ নয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব না দেয়।" এসবই একে অপরের প্রতি মুসলমানদের অধিকারের প্রতি সম্মানের খাতিরে। সুতরাং কোনো মানুষের জন্য তার ভাইদের অধিকার খর্ব করা বৈধ নয়; চাই তা ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, দরদাম, বিবাহ বা অন্য কোনো অধিকারের ক্ষেত্রেই হোক না কেন।

এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী সম্পর্কে আলোচনা বাকি রয়েছে: "তাকওয়া এখানে" এবং তিনি তাঁর বুকের দিকে ইশারা করেন। ইতিপূর্বে আমরা এই মর্মার্থ আলোচনা করেছি যে, তাকওয়া হলো অন্তরের বিষয়। সুতরাং অন্তর যদি মুত্তাকী হয়, তবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গও মুত্তাকী হয়ে যায়। আর অন্তর যদি বিপথগামী হয়, তবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গও বিপথগামী হয়ে যায়—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। মহান আল্লাহ বলেন: "এটাই অধিকতর উপযুক্ত যে, তারা সাক্ষ্য দেবে সঠিকভাবে অথবা তারা ভয় করবে যে, তাদের শপথের পর শপথ প্রত্যাখ্যান করা হবে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং শোনো; আর আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।" (সূরা আল-মায়িদাহ: ১০৮)।

জেনে রাখুন যে, অন্তরের বিচ্যুতি কেবল মানুষের নিজের কারণেই ঘটে থাকে। যখন কোনো মানুষ অনিষ্ট চায় এবং কল্যাণ কামনা করে না, তখন তার অন্তর বিপথগামী হয়ে যায়—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। এর প্রমাণ হিসেবে মহান আল্লাহর বাণী: "যখন তারা বক্র পথ অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন।" (সূরা আস-সাফ: ৫)। এবং মহান আল্লাহর বাণী: "হে নবী! তোমাদের হাতে যেসব যুদ্ধবন্দী রয়েছে তাদের বলে দাও: আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে কোনো কল্যাণ দেখেন, তবে তোমাদের থেকে যা নেওয়া হয়েছে তার চেয়ে উত্তম কিছু তোমাদের দান করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আল-আনফাল: ৭০)।

সুতরাং আল্লাহ যখন বান্দার মধ্যে সৎ উদ্দেশ্য ও কল্যাণের ইচ্ছা দেখেন, তখন আল্লাহ তার জন্য তা সহজ করে দেন এবং তাকে সাহায্য করেন।

عليه. قال الله تعالى: (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى) (وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى) (فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى) (الليل: 5-7).

وقوله عليه الصلاة والسلام: " بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم يعني لو لم يكن للإنسان من الشر إلا أن يحقر أخاه كان كافياً، وهذا يدل على كثرة إثم من حقره إخوانه المسلمين؛ لأن الواجب على المسلم أن يعظم إخوانه المسلمين ويكبرهم ويعتقد لهم منزلة في قلبه، وأما احتقارهم وازدراؤهم فإن في ذلك من الإثم ما يكفر- نسأل الله السلامة.

ثم قال صلى الله عليه وسلم: " كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه." يعني أن المسلم حرام على المسلم في هذه الأمور الثلاثة، أي في كل شيء؛ لأن هذه الأمور الثلاثة تتضمن كل شيء؛ الدم: كالقتل والجراح وما أشبهها، والعرض: كالغيبه، والمال: وكأكل المال، وأكل المال له طرق كثيرة؛ منها السرقة، ومنها الغصب- وهو أخذ المال قهراً - ومنها أن يجحد ما عليه من الدين لغيره، ومنها أن يدعي ما ليس له وغيره ذلك.

وكل هذه أشياء حرام، ويجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله ودمه وعرضه.

এর ওপর ভিত্তি করেই মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "অতএব যে দান করে ও তাকওয়া অবলম্বন করে, এবং উত্তম বিষয়কে সত্য বলে বিশ্বাস করে, আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ।" (সূরা আল-লাইল: ৫-৭)।

এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: "একজন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করে।" অর্থাৎ, যদি কোনো মানুষের মধ্যে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করা ব্যতীত অন্য কোনো মন্দ দিক না-ও থাকত, তবে তা-ই মন্দ হিসেবে যথেষ্ট হতো। এটি তার মুসলিম ভাইদের তুচ্ছজ্ঞানকারীর পাপের ভয়াবহতা

প্রমাণ করে; কেননা একজন মুসলিমের কর্তব্য হলো তার মুসলিম ভাইদের সম্মান করা, তাদের মর্যাদাবান মনে করা এবং হৃদয়ে তাদের প্রতি সুউচ্চ ধারণা পোষণ করা। আর তাদের প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা প্রদর্শনের মাঝে এমন গুরুতর পাপ নিহিত রয়েছে যা বর্ণনাতীত—আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "এক মুসলিমের ওপর অন্য মুসলিমের সবকিছু হারাম: তার রক্ত, তার সম্পদ এবং তার সম্মান।" এর তাৎপর্য হলো, এই তিনটি বিষয়ে একজন মুসলিমের ওপর অন্য মুসলিমের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ, যার অর্থ হলো সর্ববিষয়েই তা নিষিদ্ধ। কারণ এই তিনটি বিষয় সামগ্রিক সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে; রক্ত: যেমন হত্যা, আঘাত বা অনুরূপ কিছু; সম্মান: যেমন গীবত বা কুৎসা রটানো; এবং সম্পদ: যেমন অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করা। সম্পদ গ্রাস করার বহু পন্থা রয়েছে; তার মধ্যে রয়েছে চুরি, গাসব বা জবরদখল—অর্থাৎ শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া—অন্যের পাওনা ঋণ অস্বীকার করা এবং নিজের নয় এমন জিনিসের মালিকানা দাবি করা ইত্যাদি। এসবই হারামের অন্তর্ভুক্ত, এবং একজন মুসলিমের জন্য অপরিহার্য হলো সে যেন তার ভাইয়ের সম্পদ, রক্ত ও সম্মানের মর্যাদা রক্ষা করে চলে।

* * *

(ص: 589) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

- 236- وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسل مقال: " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" متفق عليه.
- 237- وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً " فقال رجل: فإن ذلك نصره" رواه البخاري.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " لا يؤمن: يعني لا يكون مؤمناً حقاً تام الإيمان إلا بهذا الشرط؛ أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وما يحب لنفسه، من ترك الشر، يعني ويكره لأخيه ما يكره لنفسه، هذا هو المؤمن حقاً، وإذا كان الإنسان يعامل إخوانه هذه المعاملة فإنه لا يمكن أن يغشهم أو يخونهم، أو يكذب عليهم، أو يعتدي عليهم، كما أنه لا يحب أن يفعل به مثل ذلك.

وهذا الحديث يدل على أن من كره لأخيه ما يحبه لنفسه أو أحب لأخيه ما يكره لنفسه فليس بمؤمن، يعني ليس بمؤمن كامل الإيمان. ويدل على أن ذلك من كبائر الذنوب إذا أحببت لأخيك ما تكره

২৩৬- আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত [প্রকৃত] মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

২৩৭- তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমার ভাইকে সাহায্য করো, সে জালেম হোক অথবা মাজলুম।" এক ব্যক্তি বলল: এটিই তাকে সাহায্য করা। (বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক - রহিমাহুল্লাহ তাআলা - আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" 'মুমিন হতে পারবে না' এর অর্থ হলো: এই শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কেউ প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার হতে পারবে না; আর তা হলো কল্যাণের যা কিছু সে নিজের জন্য পছন্দ করে, তা তার ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করা এবং মন্দ বর্জনের যা কিছু

নিজের জন্য পছন্দ করে, তাও তার ভাইয়ের জন্য পছন্দ করা। অর্থাৎ, নিজের জন্য যা অপছন্দ করে তার ভাইয়ের জন্যও তা অপছন্দ করা। এটিই হলো প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য। আর মানুষ যখন তার ভাইদের সাথে এরূপ আচরণ করবে, তখন তার পক্ষে তাদের সাথে প্রতারণা করা, বিশ্বাসঘাতকতা করা, তাদের কাছে মিথ্যা বলা কিংবা তাদের ওপর চড়াও হওয়া সম্ভব নয়, ঠিক যেমনটি সে নিজের ক্ষেত্রে করা হোক তা পছন্দ করে না।

এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য তা অপছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে, অথবা তার ভাইয়ের জন্য এমন কিছু পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য অপছন্দ করে, সে মুমিন নয়; অর্থাৎ সে পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অধিকারী মুমিন নয়।

এটি আরও প্রমাণ করে যে, আপনি যখন আপনার ভাইয়ের জন্য এমন কিছু পছন্দ করবেন যা নিজের জন্য অপছন্দ করেন, তখন তা কবির গুনাহের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(ص: 590) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

لنفسك، أو كرهت له ما تحب لنفسك.

وعلى هذا فيجب عليك أخي المسلم أن تربي نفسك على هذا، على أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك حتى تحقق الإيمان، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ويحب أن يأتي إلى الناس ما يؤتي إليه" الأول حق الله، والثاني حق العباد، تأتيك المنية وأنت تؤمن باليوم الآخر- نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك- وأن تحب أن يأتي لأخيك ما تحب أن يؤتي إليك.

وأما حديث أنس الثاني من قول النبي صلى الله عليه وسلم "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً" النصر بمعنى الدفاع عن الغير أي دفع ما يضره، "انصر أخاك" أي ادفع ما

يضره، سواء كان ظالماً أو مظلوماً، فقال رجل: يا رسول الله، أُرأيت إن كان ظالماً فكيف أنصره؟ ولم يقل: فلا أنصره، بل قال: كيف أنصره؟ يعني سأنصره ولكن أخبرني كيف أنصره، قال: "تمنعه- أو قال تحجزه - من الظلم فإن ذلك نصره" فإذا رأيت هذا الرجل يريد أن يعتدي على الناس فتمنعه فهذا نصره أي بأن تمنعه، أما إذا كان مظلوماً فنصره أن تدفع عنه المظالم.

وفي هذا دليلٌ على وجوب نصر المظلوم وعلى وجوب نصر الظالم على هذا الوجه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم.

নিজের জন্য যা পছন্দ করেন, অথবা তার জন্য তা অপছন্দ করেন যা নিজের জন্য অপছন্দ করেন।

এমতাবস্থায় হে মুসলিম ভ্রাতা, আপনার জন্য কর্তব্য হলো নিজের নফসকে এর ওপর গড়ে তোলা—যাতে আপনি আপনার ভাইদের জন্য তা-ই পছন্দ করেন যা নিজের জন্য পছন্দ করেন, যতক্ষণ না আপনি পূর্ণ ঈমান লাভ করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে পছন্দ করে, তার মৃত্যু যেন এমন অবস্থায় আসে যখন সে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, আর সে মানুষের সাথে তেমন আচরণই করে যা সে নিজের প্রতি প্রত্যাশা করে।" প্রথমটি আল্লাহর হুক এবং দ্বিতীয়টি বান্দার হুক। আপনার মৃত্যু যেন এমন অবস্থায় আসে যখন আপনি পরকালের প্রতি বিশ্বাসী—আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের সেরূপই করেন—এবং আপনি আপনার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করেন যা আপনি নিজের জন্য পছন্দ করেন।

আর আনাস (রা.) বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসটি, যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য করো, সে জালেম হোক কিংবা মজলুম।" এখানে সাহায্য বলতে অন্যের প্রতিরক্ষা করা বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ তার ক্ষতিকে প্রতিহত করা। "তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য করো" অর্থাৎ তার ক্ষতিকে প্রতিহত করো, সে জালেম হোক কিংবা মজলুম। এক ব্যক্তি আরজ করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! সে যদি জালেম হয় তবে আমি

তাকে কীভাবে সাহায্য করব? তিনি এটি বলেননি যে 'তবে আমি তাকে সাহায্য করব না', বরং বলেছেন: 'কীভাবে সাহায্য করব?' অর্থাৎ আমি তাকে সাহায্য অবশ্যই করব কিন্তু আমাকে জানিয়ে দিন কীভাবে সাহায্য করব। তিনি বললেন: "তুমি তাকে জুলুম করা থেকে বিরত রাখবে—অথবা বললেন তাকে বাধা প্রদান করবে—নিশ্চয়ই সেটিই হবে তার জন্য সাহায্য।" সুতরাং আপনি যখন দেখবেন যে কোনো ব্যক্তি মানুষের ওপর সীমালঙ্ঘন করতে চাচ্ছে এবং আপনি তাকে প্রতিহত করছেন, তবে এটিই হবে তাকে সাহায্য করা অর্থাৎ তাকে বিরত রাখার মাধ্যমে সাহায্য। আর যদি সে মজলুম হয়, তবে তাকে সাহায্য করার অর্থ হলো তার থেকে জুলুম দূর করা।

এতে মজলুমকে সাহায্য করা এবং জালেমকে সাহায্য করার আবশ্যিকতা প্রমাণিত হয়, তবে জালেমের ক্ষেত্রে সাহায্য হবে সেই পদ্ধতিতে যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করেছেন।

(ص: 591) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

238- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشيت العاطس " متفق عليه.

وفي رواية لمسلم: " حق المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه "

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى - هنا ما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه في بيان حقوق المسلم على أخيه، وحقوق المسلم على أخيه كثيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً يذكر أشياء معينة من أشياء كثيرة عناية بها واحتفاءً بها فمن ذلك ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام" يعني إذا سلم عليك فردّ عليه، وفي الحديث الثاني "حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه".
فهذان أمران: ابتداء السلام المأخوذ من قوله "إذا لقيته فسلم عليه عليه"، وردّ السلام المأخوذ من قوله "رد السلام"، فأبتداء السلام سنة مؤكدة،

২৩৮- আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "একজন মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের হক পাঁচটি: সালামের উত্তর দেওয়া, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, জানাযার অনুগমন করা, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচিদাতার উত্তর দেওয়া।" (বুখারী ও মুসলিম)।
মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে: "মুসলমানের হক ছয়টি: যখন তার সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে তাকে সালাম দেবে, যখন সে তোমাকে দাওয়াত দেবে তা কবুল করবে, যখন সে তোমার নিকট সদুপদেশ চাইবে তাকে উপদেশ দেবে, যখন সে হাঁচি দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা (আলহামদুলিল্লাহ) করবে তখন তার উত্তর দেবে, যখন সে অসুস্থ হবে তাকে দেখতে যাবে এবং যখন সে মারা যাবে তখন তার জানাযার অনুগমন করবে।"

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাহুল্লাহ তাআলা) এখানে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা উল্লেখ করেছেন, যা একজন মুসলমানের ওপর তার ভাইয়ের অধিকার বা হকের বিবরণ প্রদান করে। একজন মুসলমানের ওপর তার ভাইয়ের হক অনেক, কিন্তু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনেক সময় অনেক বিষয়ের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট কিছু বিষয় গুরুত্ব ও বিশেষ যত্ন প্রদানের উদ্দেশ্যে উল্লেখ করতেন। এরই অংশ হিসেবে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন: "মুসলমানের ওপর মুসলমানের হক পাঁচটি: সালামের উত্তর দেওয়া।" অর্থাৎ, সে

যদি তোমাকে সালাম দেয় তবে তুমি তার উত্তর প্রদান করো। আর দ্বিতীয় হাদিসে আছে:
"মুসলমানের ওপর মুসলমানের হক ছয়টি: যখন তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করবে তাকে সালাম দেবে।"

সুতরাং এখানে দুটি বিষয় রয়েছে: সালাম প্রদান শুরু করা যা তাঁর বাণী "যখন তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করবে তাকে সালাম দেবে" থেকে গৃহীত, এবং সালামের উত্তর দেওয়া যা তাঁর বাণী "সালামের উত্তর দেওয়া" থেকে গৃহীত। সালামের সূচনা করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা,

(ص: 592) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وإذا كان الحاصل لتركه الهج كان حراماً فيما زاد على ثلاثة أيام، ما في الثلاثة أيام فأقل فلا بأس أن تهجره، ومن المعلوم أن الإنسان لن يهجر أخاه إلا لسبب، فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام للمسلم أن يهجر أخاه ثلاثة أيام فأقل؛ لأن الإنسان بشر، فقد يكون في النفوس شيء، ولا يتحمل المرء أن يسلم عليه، أو أن يرد السلام، فرخص له ثلاثة أيام فأقل.

وابتداء السلام يكون من الصغير على الكبير، ومن الباشي على القاعد، ومن الركاب على الباشي، كل بحسبه وصيغة السلام المشروعة أن يقول السلام عليكم، أو السلام عليكم، كلاهما جائز، والرد أن يقول: عليك السلام أو وعليكم السلام. بهذا يتضح لن أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من الحقوق التي للمسلم على أخيه السلام ورداً وابتداءً.

وحكم السلام أن ابتداءه سنة وردّه فرض، فرض عين على من قصد به، وفرض كفاية إذا قصد به جماعة، فإنه يجزئ رد أحدهم، والسلام حسنة من الحسنات إذا قام به الإنسان فله عشر أمثاله؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، يعني إذا سلمت علي

أخيك وقلت: السلام عليكم فلك عشر حسنات أجراً باقياً تجده أحوج ما تكون إليه.

ونحن نعلم أنه لو قيل لشخص: كلما لقيت أحداً فسلمت عليه فلك بكل تسليمة درهم واحد، لوجدت الإنسان يطلب الناس ليسلم عليهم ابتغاء هذا الدرهم الواحد، مع أن الدرهم الواحد يفني ويزول، والأجر والثواب يبقى وتجده أحوج ما تكون إليه. عاملنا الله وإياكم بعفوه وفضله

যদি বর্জনের ফলে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়, তবে তা তিন দিনের অতিরিক্ত সময়ের জন্য হারাম হবে। আর তিন দিন বা তার কম সময়ের জন্য বর্জন করাতে কোনো দোষ নেই। এটি সুবিদিত যে, মানুষ কোনো কারণ ছাড়া তার ভাইকে বর্জন করে না। তাই নবী (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) একজন মুসলমানের জন্য তার ভাইকে তিন দিন বা তার কম সময়ের জন্য বর্জন করার অনুমতি দিয়েছেন; কারণ মানুষ আবেগপ্রবণ সৃষ্টি, ফলে অন্তরে কোনো ক্ষোভ বা মালিন্য থাকতে পারে এবং তাৎক্ষণিকভাবে সালাম দেওয়া বা সালামের উত্তর দেওয়া ব্যক্তির পক্ষে কষ্টকর হতে পারে। তাই তিনি তিন দিন বা তার কম সময়ের জন্য অবকাশ দিয়েছেন।

সালামের সূচনা হবে ছোটর পক্ষ থেকে বড়র প্রতি, পথচারীর পক্ষ থেকে উপবিষ্ট ব্যক্তির প্রতি এবং আরোহীর পক্ষ থেকে পদব্রজে চলাচলকারী ব্যক্তির প্রতি; প্রত্যেকে তার নিজ নিজ অবস্থান অনুযায়ী সালাম প্রদান করবে। সালামের শরিয়তসম্মত বাক্য হলো 'আসসালামু আলাইকুম' বলা, এটি বৈধ। আর এর উত্তর হবে 'আলাইকাস সালাম' অথবা 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' বলা।

এর মাধ্যমে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে, নবী (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) বর্ণনা করেছেন যে, একজন মুসলমানের ওপর তার অপর মুসলিম ভাইয়ের যে অধিকারসমূহ রয়েছে, তার মধ্যে সালামের সূচনা করা এবং সালামের উত্তর প্রদান করা অন্যতম।

সালামের বিধান হলো—এর সূচনা করা সুন্নাহ এবং এর উত্তর প্রদান করা ফরজ। যার উদ্দেশ্যে সালাম প্রদান করা হয়েছে তার জন্য এটি 'ফরজে আইন' (ব্যক্তিগত আবশ্যিকতা), আর যদি

কোনো সমষ্টি বা দলের উদ্দেশ্যে সালাম প্রদান করা হয় তবে তা 'ফরজে কিফায়া' (সামষ্টিক আবশ্যিকতা); সেক্ষেত্রে তাদের মধ্য থেকে একজনের উত্তর দানই যথেষ্ট হবে। সালাম একটি নেক আমল, মানুষ যখন এটি সম্পাদন করে তখন তার জন্য দশ গুণ সওয়াব নির্ধারিত হয়; কারণ প্রতিটি নেক আমলের প্রতিদান দশ গুণ। অর্থাৎ আপনি যখন আপনার ভাইকে সালাম দিবেন এবং বলবেন 'আসসালামু আলাইকুম', তখন আপনার জন্য দশটি নেকি বা পুণ্য নির্ধারিত হবে, যা স্থায়ী প্রতিদান হিসেবে সঞ্চিত থাকবে এবং আপনার চরম অভাব ও প্রয়োজনের মুহূর্তে আপনি তা পাবেন।

আমরা জানি যে, যদি কোনো ব্যক্তিকে বলা হতো: "তুমি যখনই কারো সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং তাকে সালাম দিবে, তার বিনিময়ে তোমাকে একটি দিরহাম প্রদান করা হবে," তবে দেখা যেত সেই ব্যক্তি এই একটি দিরহাম লাভের আশায় মানুষকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সালাম দেওয়ার জন্য। অথচ একটি দিরহাম একসময় নিঃশেষ ও বিলীন হয়ে যায়, কিন্তু সওয়াব ও প্রতিদান অক্ষয় থাকে এবং যখন আপনি এর প্রতি সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী হবেন তখন তা খুঁজে পাবেন। আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের প্রতি তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহ বর্ষণ করুন।

(ص: 593) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وإحسانه إنه جواد كريم.
فالذي ينبغي لك كلما لقيك أحد من إخوانك المسلمين أن تسلم عليه، أما غير المسلم فلا تسلم عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا وجدتموهم في طريق فأضطروهم إلى أضيقة" فاليهودي والنصراني والمشرک والملحد والمرتد كالذي لا يصلي، والمبتدع بدعة يكفر بها، كل هؤلاء لا يحل ابتداء السلام عليهم، ولو كانوا أقرب الناس إليك، لكن إذا سلموا فرد عليهم بمثل ما سلموا به، إذا قالوا: أهلاً ومرحباً، فقل أهلاً ومرحباً، وإذا قالوا:

السلام عليكم قل: وعليكم السلام، وإذا شككت هل هو يقول: السلام عليكم، أو يقول السام عليكم، فقل: وعليكم.

بل إذا لم تتيقن إنه قال: السلام عليكم باللام فقل: وعليكم، وذلك أن اليهود كانوا يبرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيسلمون عليه لكن يقولون: السام عليكم يدعونها، والسام يعني الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن اليهود إذا لقوكم قالوا: السام عليكم، فقولوا: وعليكم" أي: إن كانوا يدعون لنا بالسلام فلعينهم السلام، وإن كانوا يدعون علينا بالموت فعليهم الموت، وهذا من العدل (وإذا حَيَّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً) (النساء: 86) ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه "أحكام أهل الذمة"

এবং তাঁর অনুগ্রহ, নিশ্চয়ই তিনি পরম দানশীল ও দয়ালু।

সুতরাং আপনার জন্য যা বাঞ্ছনীয় তা হলো, যখনই আপনার কোনো মুসলিম ভাইয়ের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হবে, আপনি তাকে সালাম দেবেন। তবে অমুসলিমকে আপনি প্রথমে সালাম দেবেন না; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানদের আগে সালাম দিও না, আর যখন রাস্তার পথে তাদের সাথে তোমাদের দেখা হয়, তখন তাদের সংকীর্ণ পথে চলতে বাধ্য করো।" অতএব ইয়াহুদি, খ্রিষ্টান, মুশরিক, নাস্তিক, মুরতাদ (যেমন যে সালাত আদায় করে না) এবং এমন বিদআতি যার বিদআত তাকে কুফর পর্যন্ত নিয়ে যায়—তাদের কাউকে প্রথমে সালাম দেওয়া বৈধ নয়, যদিও তারা আপনার নিকটতম আত্মীয়ও হয়। কিন্তু তারা যদি আগে সালাম দেয়, তবে তারা যেভাবে সালাম দিয়েছে ঠিক সেভাবেই তার উত্তর দিন। তারা যদি বলে: 'স্বাগতম ও অভিনন্দন', তবে আপনিও বলুন: 'স্বাগতম ও অভিনন্দন'। যদি তারা বলে: 'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক', তবে আপনি বলুন: 'এবং আপনার ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক'। আর আপনার যদি সন্দেহ হয় যে সে 'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক' বলল নাকি 'আপনার মৃত্যু হোক' বলল, তবে আপনি শুধু বলুন: 'এবং আপনার ওপরও'।

বরং আপনি যদি নিশ্চিত হতে না পারেন যে সে 'লাম' অক্ষর স্পষ্ট করে 'সালাম' বলেছে, তবে আপনি 'এবং আপনার ওপরও' বলুন। এর কারণ হলো, ইয়াহুদিরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁদের সালাম দিত, কিন্তু তারা অস্পষ্ট স্বরে বলত: 'আপনাদের মৃত্যু হোক'; আর 'সাম' অর্থ হলো মৃত্যু। তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন: "ইয়াহুদিরা যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন তারা বলে 'আপনাদের মৃত্যু হোক', সুতরাং তোমরা উত্তরে বলো 'এবং তোমাদের ওপরও'।" অর্থাৎ: তারা যদি আমাদের জন্য শান্তির দোয়া করে তবে তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, আর যদি তারা আমাদের জন্য মৃত্যুর বদদোয়া করে তবে তাদের ওপরই মৃত্যু আপতিত হোক। আর এটি ইনসাফ বা ন্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, (যেমন আল্লাহ বলেছেন:) "আর যখন তোমাদের অভিবাদন জানানো হয়, তখন তোমরাও তার চেয়ে উত্তম অভিবাদন জানাও অথবা সেটাই ফিরিয়ে দাও; নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।" (আন-নিসা: ৮৬)। এ কারণেই ইবনুল কায্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'আহকামু আহলিয় যিম্মাহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

(ص: 594) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

أنهم إذا قالوا: السلام عليكم بسلام بين فلك أن تقول: عليكم السلام. وأما أهل المعاصي فإن كان في هجرهم فائدة فاهجرهم، والفائدة أن يقلعوا عن معصيتهم، وإن لم يكن في هجرهم فائدة فاهجرهم حرام؛ لأنهم من المؤمنين، إذا كانوا من المؤمنين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لأحد أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام"، أما إذا كان الهجر مفيداً، بحيث يرتدعون عن المعصية، وينتهون عنها، فهو مطلوب، إما واجب وإما مستحب.

وَأَنْظِرْ إِلَى مَا حَصَلَ مِنْ فَائِدَةِ هَجْرِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَصَاحِبِيهِ؛ حِينَ تَخَلَّفُوا عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَمَاذَا حَصَلَ لَهُمْ مِنْ قُوَّةِ الْإِيمَانِ وَالصَّبْرِ عَلَى مَا حَصَلَ، وَانْتَظَرِ الْفَرَجَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا نَالُوا بِهِ مَا هُوَ أَعْظَمُ الْبُثُوبَاتِ، نَالُوا بِهِ كَلَامَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الَّذِي يَقْرَأُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ حَتَّى فِي الصَّلَوَاتِ. مِنْ مَنِ النَّاسُ يَثْنِي عَلَيْهِ فِي الصَّلَوَاتِ: الْفَرِيضَةُ وَالنَّافِلَةُ؟! (وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) (التوبة: 118)، وهذا نص، وإن كانوا لم يذكرُوا بِأَسْمَائِهِمْ، لَكِنْ

তারা যদি স্পষ্টভাবে 'আস-সালামু আলাইকুম' বলে, তবে আপনার জন্য 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' বলা সংগত।

পক্ষান্তরে পাপাচারীদের ক্ষেত্রে যদি তাদের বর্জন করার মধ্যে কোনো কল্যাণ থাকে, তবে তাদের বর্জন করুন। আর সেই কল্যাণ হলো—তারা যেন তাদের পাপাচার ত্যাগ করে। কিন্তু যদি তাদের বর্জন করাতে কোনো ফায়দা না থাকে, তবে তাদের বর্জন করা হারাম; কারণ তারা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত। আর মুমিনদের সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "কোনো ব্যক্তির জন্য তার মুমিন ভাইকে তিন দিনের বেশি বর্জন করা বৈধ নয়; তাদের সাক্ষাৎ হলে একজন এদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অন্যজন ওদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে সালাম প্রদানের মাধ্যমে শুরু করে।" তবে যদি বর্জন করা ফলপ্রসূ হয়, অর্থাৎ এর মাধ্যমে তারা পাপাচার থেকে নিবৃত্ত হয় এবং তা ছেড়ে দেয়, তবে তা বাঞ্ছনীয়; যা হয় ওয়াজিব অথবা মুস্তাহাব।

আর কাব বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং তাঁর দুই সঙ্গীকে বর্জন করার পরিণাম ও কল্যাণের দিকে লক্ষ্য করুন; যখন তারা তাবুক যুদ্ধ থেকে পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন। এই পরীক্ষার ফলে তাদের ঈমানি শক্তি ও ধৈর্যের কী অবস্থা হয়েছিল! তারা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশস্তির অপেক্ষায় ছিলেন এবং এর মাধ্যমে তারা এমন এক মহান প্রতিদান লাভ করলেন যে, তারা রাব্বুল আলামীনের কালাম (কুরআনের আয়াত) হিসেবে পরিগণিত হলেন, যা দিন-রাত প্রত্যেক মুসলিম এমনকি সালাতের মধ্যেও পাঠ করে থাকেন। মানুষের মধ্যে আর

কার প্রশংসা ফরয ও নফল সালাতে এভাবে করা হয়?! "এবং সেই তিনজনের প্রতিও (তিনি দয়া করলেন) যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল, যে পর্যন্ত না পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের প্রাণ তাদের জন্য ওষ্ঠাগত হয়েছিল এবং তারা উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ ছাড়া আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি তাওবার তাওফিক দিলেন যাতে তারা তাওবা করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।" (আত-তাওবা: ১১৮)। আর এটি একটি সুস্পষ্ট বর্ণনা, যদিও সেখানে তাদের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি, তবে...

(ص: 595) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

ذكروا بوصف لا ينطبق على من سواهم.

وأما ما ذهب إليه كثير من المفسرين في قوله تعالى: (وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى) (إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى) (وَلَسَوْفَ يَرْضَى) (الليل: 19-21), بأن هذا هو أبو بكر فهذا ليس كالنص الحاصل لهؤلاء الثلاثة, ولذلك لا نعلم أن أحداً من الصحابة أثني عليه بهذا النص مثل ما أثني عليه هؤلاء الثلاثة.

وقد هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام أربعين ليلة لا يكلمهم, وقال للناس: لا تكلموهم, فلا يكلمهم أحد, وبعد تمام الأربعين أمرهم أن يعتزلوا نساءهم, ولما جاء الرسول صلى إلى كعب بن مالك - الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتزل امرأته - قال له كعب: أأطلقها - يعني فأنا مستعد- أم ماذا؟ قال الرسول: لا أدري, إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تعتزل امرأتك ولا أدري, فأنظر كيف كان هذا الامتنال العظيم مع هذه المحنة العظيمة التي لا ترد على قلب فينجد منها إلا من عصيه الله عز وجل.

فالحاصل أن هجره إذا كان ينفع في تقليل المعصية أو التوبة منها فإنه مطلوب؛ إما على سبيل الوجوب، أو على سبيل الاستحباب، أما إذا كان لا ينفع وإنما يزيد العاصي عتواً ونفوراً من أهل الخير فلا تهجرة؛ لأن الإنسان مهما كان عنده من المعاصي وهو مسلم فهو مؤمن، لكنه ناقص الإيمان.

أما الحق الثاني فهو عيادة المريض: المريض إذا مرض وانقطع في بيته فإن له حقاً على إخوانه المسلمين أن يعودوه ويذكروه ما ينبغي أن يذكروه به، من التوبة، والوصية، وكثرة الذكر، والاستغفار، وقراءة القرآن،

তারা এমন এক বর্ণনায় ভূষিত হয়েছেন যা অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

আর মহান আল্লাহর বাণী: “তাঁর প্রতিদানযোগ্য কোনো অনুগ্রহ কারো কাছে নেই, কেবল তাঁর মহান রবের সন্তুষ্টি অশ্বেষা ছাড়া। আর অচিরেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন” (সূরা আল-লাইল: ১৯-২১)—এর ব্যাপারে অনেক মুফাসসির যে মত পোষণ করেছেন যে, এটি আবু বকর (রা.)-এর শানে নাযিল হয়েছে, তা এই তিন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সুস্পষ্ট ভাষ্যের (নাস) মতো নয়। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এই তিনজনকে যেভাবে প্রশংসা করা হয়েছে, অন্য কাউকে এই ভাষ্যের মাধ্যমে সেভাবে প্রশংসা করা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদেরকে চল্লিশ রাত পর্যন্ত বর্জন করেছিলেন এবং তাঁদের সাথে কথা বলেননি। তিনি লোকদের বলেছিলেন: “তোমরা তাঁদের সাথে কথা বলবে না।” ফলে কেউ তাঁদের সাথে কথা বলেনি। চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর তিনি তাঁদেরকে নিজ নিজ স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দেন। যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রেরিত দূত কাব ইবনে মালিক (রা.)-এর কাছে পৌঁছালেন—যাঁকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর স্ত্রী থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন—তখন কাব তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: “আমি কি তাকে তালাক দিয়ে দেব? (অর্থাৎ আমি প্রস্তুত আছি) নাকি অন্য কিছু?” দূত বললেন: “আমি জানি না, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেবল আপনাকে আপনার স্ত্রী থেকে পৃথক থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন, এছাড়া আমি কিছু জানি না।”

লক্ষ্য করুন, এই ভয়াবহ পরীক্ষার মুখেও কী সুমহান আনুগত্য ছিল! এমন পরীক্ষা যার সম্মুখীন

হলে মহান আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন সে ছাড়া অন্য কারো পক্ষে তা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।

সারকথা হলো, কাউকে বর্জন (হাজর) করা যদি পাপাচার হ্রাস করতে বা তা থেকে তওবা করার ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়, তবে তা কাম্য; হয় ওয়াজিব হিসেবে নতুবা মুস্তাহাব হিসেবে। পক্ষান্তরে, যদি বর্জন কোনো কাজে না আসে বরং তা পাপাচারীর অবাধ্যতা আরও বাড়িয়ে দেয় এবং পুণ্যবানদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে, তবে তাকে বর্জন করবেন না। কারণ একজন মানুষ যত পাপই করুক না কেন, যতক্ষণ সে মুসলিম, ততক্ষণ সে মুমিন; তবে সে অপূর্ণ ঈমানের অধিকারী।

দ্বিতীয় হক হলো অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া: কোনো অসুস্থ ব্যক্তি যখন পীড়িত হয়ে নিজ ঘরে আবদ্ধ হয়ে যায়, তখন তার মুসলিম ভাইদের ওপর তার এই অধিকার রয়েছে যে, তারা তাকে দেখতে যাবে এবং তাকে তওবা, অসিয়ত, অধিক পরিমাণে জিকির, ইস্তিগফার ও কুরআন তিলাওয়াতের মতো প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো স্মরণ করিয়ে দেবে।

(ص: 596) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وغير ذلك من الأعمال الصالحة، وكذلك يدعون له بالشفاء؛ مثل أن يقولوا: لا بأس طهور إن شاء الله، وما أشبه ذلك. وعبادة المريض فرض كفاية، لا بد أن يعود المسلمون أخاهم، وإذا عادة واحد منهم حصلت به الكفاية، وقد تكون فرض عين إذا كان المريض من الأقارب، وعدت عيادته من الصلة، فإن صلى الأرحام وأجبة فتكون فرض عين. واعلم أن العلماء رحمهم الله ذكروا لعبادة المريض آداباً منها: ألا يكسر العائد لمريض محادثته بالسؤال عن حاله وعن نومه وأكله وشربه وما أشبه ذلك، إلا إذا

كان يأنس بهذا ويُسر به، أما إذا كان يتضجر ولا يحب أن يكثر أحد الكلام معه كما هو حال بعض المرضى، فإنك لا تتبع مع الكلام ولا تضجره بالمساءلات. لذلك قالوا: ينبغي أن لا يكثر المقام عنده ويطيل؛ لأنه قد يكون له حاجة مع أهله أو في نفسه، ولا يحب أن يطيل الجلوس عنده أحد، لكن إذا علمت أنه يستأنس بهذا ويفرح، فإنك تنظر ما فيه المصلحة. وقالوا: ينبغي أيضاً أن لا يزور في الأوقات التي يكون الغالب فيها النوم والراحة؛ كالقيلولة والليل وما أشبه هذا؛ لأن ذلك يضجره وينكد عليه، بل يكون بكرة وعشياً حسب ما تقتضيه الحال. قالوا: ولا ينبغي أيضاً أن يكثر من عيادته، بحيث يأتيه صباحاً ومساءً، إذا اقتضت الحاجة لذلك.

والحاصل: أن العائد للمريض ينبغي أن يراعى المصلحة في كل ما

এবং অন্যান্য সৎকর্ম, একইভাবে তাঁর আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করা; যেমন বলা: "কোনো ভয় নেই, আল্লাহর ইচ্ছায় এটি (গুনাহ থেকে) পবিত্রকারী হবে," এবং এই জাতীয় বাক্য। অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজখবর নেওয়া বা সেবা করা ফরজে কিফায়া; মুসলমানদের জন্য তাদের কোনো ভাইয়ের সাক্ষাৎ নেওয়া আবশ্যিক। যদি তাদের মধ্য থেকে একজন তা পালন করে তবে সবার পক্ষ থেকে দায়িত্বটি আদায় হয়ে যাবে। তবে এটি কখনো ফরজে আইন হতে পারে যদি রোগী নিকটাত্মীয় হয় এবং তার সেবা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার অংশ হিসেবে গণ্য হয়; যেহেতু আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ওয়াজিব, তাই এটি তখন ফরজে আইন হিসেবে গণ্য হবে।

জেনে রাখুন যে, ওলামায়ে কেরাম (আল্লাহ তাঁদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন) রোগী দেখার কিছু আদব বা শিষ্টাচার উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে: সাক্ষাৎকারী ব্যক্তি যেন রোগীর অবস্থা, তার ঘুম, খাওয়া-দাওয়া এবং এ জাতীয় বিষয়ে বারবার প্রশ্ন করে দীর্ঘ কথা না বলে, যতক্ষণ না রোগী এতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে ও আনন্দ পায়। কিন্তু যদি সে বিরক্ত হয় এবং কেউ

তার পাশে বেশি কথা বলুক তা অপছন্দ করে—যেমনটি অনেক রোগীর ক্ষেত্রে ঘটে থাকে—
তবে তার সাথে কথা দীর্ঘ করবেন না এবং তাকে প্রশ্নের দ্বারা বিরক্ত করবেন না।

এজন্য তাঁরা বলেছেন: রোগীর কাছে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করা উচিত নয়; কারণ তার নিজের বা
পরিবারের কোনো একান্ত প্রয়োজন থাকতে পারে এবং সে হয়তো কারও দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা
পছন্দ করছে না। তবে যদি আপনি জানেন যে সে এতে স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ বোধ করছে, তবে
আপনি যা কল্যাণকর তা বিবেচনা করবেন।

তাঁরা আরও বলেছেন: সাধারণত বিশ্রামের ও ঘুমের সময়গুলোতে রোগীকে দেখতে যাওয়া
উচিত নয়; যেমন দুপুরের বিশ্রামের সময়, রাত এবং এই জাতীয় সময়; কারণ এটি তাকে
বিরক্ত ও মানসিকভাবে কষ্ট দেবে। বরং পরিস্থিতি অনুযায়ী সকাল বা সন্ধ্যায় যাওয়া উচিত।

তাঁরা বলেন: প্রয়োজন না থাকলে বারবার রোগী দেখতে যাওয়াও উচিত নয়, যেমন প্রতিদিন
সকাল-বিকাল উপস্থিত হওয়া।

সারকথা হলো: রোগী দেখতে যাওয়া ব্যক্তির উচিত প্রতিটি ক্ষেত্রে রোগীর সুবিধা ও কল্যাণের
প্রতি লক্ষ্য রাখা...

(ص: 597) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

يكون مع المريض وفي كل ما يترك، ثم إنه إذا كان المريض مما يُعلم أنه له دواء
معيناً فينبغي أن تذكر له هذا الدواء؛ لأن الدواء مباح بل هو سنة إذا رُجي نفعه
وغلب على الظن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تداووا ولا تداووا بحرام"
وكذلك ينبغي أن يسأله كيف يصلى؟ لأن كثيراً من المرضى يجهل هل يصلى بالماء
أو بالتيمم؟ هل يصلى كل صلاة في وقتها أو يجمع؟ لأن هذا أمر مهم قد يخفى على
بعض المرضى.

حتى إن بعض المرضى يظنون أنه إذا جاز لهم الجمع؛ جاز لهم القصر وهم في بلادهم، وهذه من الأشياء التي يجب التنبيه لها، نعم إذا كان المريض مسافراً إلى مستشفى في غير بلده، فله أن يقصر ويجمع، أما إذا كان في بلده فلا يقصر، لكن إن شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها؛ فله الجمع ولو كان في بلده، لكنه جمع بلا قصر؛ أن الجمع والقصر لا يتلازمان؛ قد يشرع القصر دون الجمع، وقد يشرع الجميع دون القصر، وقد يشرعان جميعاً، فالمسافر الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها بحيث يكون قد جدَّ به السير يُشرع له الجمع والقصر، والمسافر المقيم يشرع له القصر دون الجمع، وإن جمع فلا بأس، المقيم الذي يشق عليه الصلاة في كل وقت يشرع له الجمع دون القصر.

أما الحق الثالث فهو: اتباع الجنائز وتشيعها، فإن من حق المسلم

রোগীর পাশে থাকা এবং তার যাবতীয় বিষয়ের দেখাশোনা করা উচিত। অতঃপর রোগটি যদি এমন হয় যার সুনির্দিষ্ট কোনো ঔষধের কথা জানা থাকে, তবে তাকে সেই ঔষধের কথা উল্লেখ করা কর্তব্য; কারণ চিকিৎসা গ্রহণ করা বৈধ, বরং এটি একটি সুন্নাত যখন এর দ্বারা আরোগ্য লাভের আশা থাকে এবং তা ফলপ্রসূ হওয়ার প্রবল ধারণা জন্মায়। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো এবং হারামের মাধ্যমে চিকিৎসা করো না।"

অনুরূপভাবে তাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, সে কীভাবে সালাত আদায় করছে? কারণ অনেক রোগীই জানে না যে, সে কি পানি দিয়ে ওজু করবে নাকি তায়ামুম করবে? সে কি প্রত্যেক সালাত তার নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করবে নাকি একত্রে দুই সালাত (জামউ) পড়বে? কেননা এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা অনেক রোগীর কাছে অস্পষ্ট থাকতে পারে।

এমনকি কোনো কোনো রোগী মনে করে যে, তাদের জন্য যখন সালাত একত্রে পড়া (জামউ) জায়েজ হয়, তখন নিজ এলাকায় অবস্থানরত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সালাত সংক্ষিপ্ত করাও (কসর) জায়েজ। এটি এমন একটি বিষয় যার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যিক। হ্যাঁ, যদি রোগী নিজ শহর ব্যতীত অন্য কোনো শহরের হাসপাতালে যায়, তবে সে কসর ও জামউ উভয়ই করতে

পারবে। কিন্তু সে যদি নিজ শহরেই থাকে তবে সে কসর করবে না। তবে যদি তার জন্য প্রত্যেক সালাত তার নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা কষ্টসাধ্য হয়, তবে সে নিজ শহরে থাকা সত্ত্বেও দুই সালাত একত্রে পড়তে পারবে; কিন্তু এটি হবে কসর ব্যতিরেকে কেবল জামউ। কারণ জামউ এবং কসর একে অপরের জন্য অপরিহার্য নয়; কখনও জামউ ছাড়া কেবল কসর বিধিবদ্ধ হয়, আবার কখনও কসর ছাড়া কেবল জামউ বিধিবদ্ধ হয়, আবার কখনও উভয়টিই একসাথে বিধিবদ্ধ হয়। সুতরাং যে মুসাফিরের জন্য প্রত্যেক সালাত যথাসময়ে আদায় করা কষ্টকর হয়—যেমন সে পথিমধ্যে চলমান অবস্থায় থাকে—তার জন্য জামউ ও কসর উভয়টিই বিধিবদ্ধ। আর যে মুসাফির কোথাও অবস্থানরত, তার জন্য জামউ ছাড়া কেবল কসর বিধিবদ্ধ, তবে সে যদি একত্রে পড়ে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আর যে ব্যক্তি নিজ এলাকায় অবস্থানকারী কিন্তু প্রত্যেক ওয়াক্তে সালাত আদায় করা যার জন্য কষ্টসাধ্য, তার জন্য কসর ছাড়া কেবল জামউ বিধিবদ্ধ।

আর তৃতীয় অধিকারটি হলো: জানাজায় অংশগ্রহণ করা এবং লাশের অনুগমন করা; কেননা এটি একজন মুসলমানের হকের অন্তর্ভুক্ত

(ص: 598) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

على أخيه أن يتبع جنازته من بيته إلى المصلى - سواء في المسجد أو في مكان آخر - إلى المقبرة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من شهد الجنازة حتى يُصلى عليها؛ فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن؛ فله قيراطان " قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين " وفي رواية: " أصغرهما مثل أحد " وهذا فضل عظيم وأجر كبير.

ولما بلغ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، ثم صار بعد ذلك لا يرى جنازة إلا تتبعها رضي الله عنه؛ لأن هذه غنيمة؛

غنيمة أن يحصل الإنسان مثل الجبلين العظيمين في عمل يسير، هذا الأجر متى يلقاه؟ يلقاه في يوم هو أحوج ما يكون إليه؛ في يوم ليس عنده درهم، ولا دينار ولا متاع، ولا قرابة، ولا زوجة تنفعه يوم القيامة إلا العمل الصالح، فهو إذا تبع الجنائز حتى يصل على عليها، ثم حتى تدفن، فله قيراطان مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد.

وينبغي لمن أتبع أن يكون خاشعاً، مفكراً في مآله، يقول لنفسه: يا نفسي أنت مالك كمال هذا الذي فوق أعناقنا، عن قريب أو بعيد وربما يكون عن قريب، ويتذكر هذا الرحيل، يتذكر إلى حفرة ويدفنه ويتخلى عنه، وأقرب الناس عليك الذي يحملك إلى مدفنك ثم ينصرف

একজন মুসলিমের ওপর তার ভাইয়ের অধিকার হলো তার জানাজার পেছনে চলা, তার ঘর থেকে জানাজার স্থান পর্যন্ত—সেটি মসজিদে হোক বা অন্য কোথাও—অতঃপর কবরস্থান পর্যন্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি জানাজায় উপস্থিত থাকে এবং জানাজার সালাত আদায় করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তার জন্য এক কিরাত সওয়াব রয়েছে; আর যে ব্যক্তি দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকে, তার জন্য দুই কিরাত সওয়াব রয়েছে।" জিজ্ঞেস করা হলো: হে আল্লাহর রাসূল! দুই কিরাত কী? তিনি বললেন: "দুটি বিশাল পাহাড়ের মতো।" অন্য বর্ণনায় এসেছে: "তাদের মধ্যে ছোটটি ওহুদ পাহাড়ের মতো।" এটি এক মহান অনুগ্রহ এবং বিশাল প্রতিদান।

যখন আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর কাছে এই হাদিসটি পৌঁছাল, তখন তিনি বললেন: "আমরা তো অনেক কিরাত হাতছাড়া করে ফেলেছি।" এরপর থেকে তিনি যখনই কোনো জানাজা দেখতেন, তার পেছনে চলতে শুরু করতেন; কেননা এটি একটি বড় গনীমত বা অর্জন। সামান্য আমলের বিনিময়ে দুটি বিশাল পাহাড়ের সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া এক বড় প্রাপ্তি। এই প্রতিদান মানুষ কখন পাবে? সে এটি এমন একদিনে পাবে যখন তার এর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে; এমন দিনে যখন তার কাছে কোনো দিরহাম, দিনার, আসবাবপত্র, আত্মীয়-স্বজন বা স্ত্রী থাকবে না যা তার উপকারে আসবে, একমাত্র নেক আমল ছাড়া। সুতরাং, যদি কেউ জানাজার সালাত আদায় এবং দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত এর পেছনে

চলে, তবে সে দুটি বিশাল পাহাড়ের মতো দুই কিরাত সওয়াব লাভ করবে, যার মধ্যে ছোটটি ওহুদ পাহাড়ের সমতুল্য।

জানাজার পেছনে অনুগমনকারীর জন্য উচিত হলো বিনীত থাকা এবং নিজের শেষ পরিণাম নিয়ে চিন্তা করা। সে মনে মনে বলবে: "হে নফস! তোমার গন্তব্যও ঠিক তেমন, যেমনটি আমাদের কাঁধের ওপর বহন করা এই ব্যক্তির। তা অচিরেই হোক বা বিলম্বে—হয়তো খুব শীঘ্রই ঘটবে।" সে এই চিরবিদায়ের কথা স্মরণ করবে, স্মরণ করবে সেই গর্তের কথা যেখানে তাকে দাফন করে একাকী ফেলে আসা হবে; এমনকি তোমার সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তিরাই তোমাকে কবরে বহন করে নিয়ে যাবে এবং এরপর তারা ফিরে আসবে।

(ম: 599) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

عنك ويدعك في هذا اللحد وحيداً بأعمالك، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، ولهذا قال العلماء: يكره للإنسان المتبع للجنائز: أن يتحدث في شيء من أمور الدنيا. أو أن يتبسم ويضحك. وكذلك أيضاً إذا وصلت إلى المقبرة. جلست تنتظر دفنها، فينبغي أن تفكر في مالك، وأمك سوف يُنتظر دفنكم كما انتظر دفن هذا الرجل، وإذا كان حولك أناس وحدثهم بها حدث به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، حينما خرج في جنازة رجل من الأنصار، فأنتهى إلى القبر ولما يلحد، فجلس عليه الصلاة والسلام وحوله أصحابه، وفي يده مخرصة- أي عود - ينكت بها الأرض، يعتبر عليه الصلاة والسلام ويفكر ويحدث أصحابه بها يكون عند الاحتضار وعند الدفن، حتى يكون جامعاً بين الموعظة وبين تشييع الجنازة.

ولكن ليست هذه الموعظة كما يفعله بعض إخواننا الآن في بعض المحلات؛ حيث يقوم الرجل خطيباً يعظ الناس، فإن هذا ليس معروفاً في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عهد أصحابه، لكن لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر لحد هذا البيت وجلس أصحابه حدثهم حديث المجالس بما ينفعهم وبما يناسب. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام حاضراً دفن إحدى بناته، وكان

আপনাকে ছেড়ে তারা চলে যাবে এবং আপনাকে আপনার আমলসহ এই কবরে একাকী রেখে যাবে; যদি তা উত্তম হয় তবে উত্তম প্রতিদান মিলবে, আর যদি মন্দ হয় তবে মন্দ পরিণাম ভোগ করতে হবে। এই কারণেই ওলামায়ে কেরাম বলেছেন: জানাযার অনুগমনকারী ব্যক্তির জন্য পার্থিব কোনো বিষয়ে কথা বলা কিংবা মুচকি হাসা বা অউহাসি দেওয়া অপছন্দনীয় বা মাকরুহ।

তদ্রূপ আপনি যখন কবরস্থানে পৌঁছাবেন এবং মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার অপেক্ষায় বসবেন, তখন আপনার নিজের শেষ পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। আপনাদের দাফনের জন্যও সেভাবে অপেক্ষা করা হবে যেভাবে এই লোকটির দাফনের অপেক্ষা করা হচ্ছে। আপনার চারপাশে যদি লোকজন থাকে এবং আপনি তাদের সাথে সেই সব বিষয়ে আলোচনা করেন যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের সাথে করেছিলেন—যখন তিনি জনৈক আনসারী ব্যক্তির জানাযায় শরিক হতে বের হয়েছিলেন এবং কবরের নিকট পৌঁছে দেখলেন যে তখনও লাহদ (কবর খনন) সম্পন্ন হয়নি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বসলেন এবং তাঁর চারপাশে সাহাবীগণও উপবেশন করলেন। তাঁর পবিত্র হাতে একটি ছড়ি ছিল যা দিয়ে তিনি মাটিতে রেখা টানছিলেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন, চিন্তা করছিলেন এবং তাঁর সাহাবীদের নিকট মৃত্যুযন্ত্রণা ও দাফনের সময়কার অবস্থা বর্ণনা করছিলেন, যাতে জানাযার পদাঙ্ক অনুসরণের পাশাপাশি নসীহত বা উপদেশেরও সমন্বয় ঘটে।

তবে এই উপদেশ প্রদান বর্তমান সময়ে কোনো কোনো স্থানে আমাদের কিছু ভাইদের কৃত কর্মের মতো নয়; যেখানে একজন ব্যক্তি প্রথাগত খতীব বা বক্তা হিসেবে দাঁড়িয়ে মানুষকে নসীহত করেন। কারণ এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা তাঁর সাহাবীদের যুগে

প্রচলিত ছিল না। বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মৃত ব্যক্তির দাফনের অপেক্ষায় বসলেন এবং তাঁর সাহাবীগণও বসলেন, তখন তিনি তাদের সাথে ঘরোয়া মজলিসের মতো এমন বিষয়ে আলোচনা করলেন যা তাদের জন্য কল্যাণকর এবং পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।
একইভাবে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জনৈক কন্যার দাফনের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি ছিলেন...

(ম: 600) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

على شفير القبر وعيناه تدمعان، فقال عليه الصلاة والسلام: " ما منكم من أحد وقد كتب مقعدة من الجنة ومقعدة من النار " قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب لنا؟ قال: " لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة " ثم قرأ قوله تعالى (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى) (وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى) (فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى) (وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى) (فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى) (الليل: 5-10) نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة الذين يسروا لليسرى وجنبوا العسرى.

فإذا شرعوا في الدفن فينبغي للإنسان أن يشارك في الدفن؛ بأن يحثو بيديه ثلاث حثيات ثم ينصرف، وإن شاء شارك إلى انتهاء الدفن، فإذا فرغوا من دفنه وقف عليه، وإذا كان مطاعاً كالعالم قال للناس استغفروا لأخيكم وأسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن البيت وقف عليه وقال: ((استغفروا لأخيكم وأسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، الآن حين فرغ من دفنه

وانتهى الناس منه وسلموه لعالم الآخرة يأتيه عالم الآخرة؛ يأتيه ملكان يسألانه
عن ربه ودينه ونبيه، فيجيب

কবরের কিনারায় দাঁড়িয়ে তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। এমতাবস্থায় তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার জন্য জান্নাতের স্থান এবং জাহান্নামের স্থান নির্ধারিত হয়ে যায়নি।" তারা বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! তবে কি আমরা আমল ত্যাগ করে আমাদের জন্য যা নির্ধারিত রয়েছে তার ওপর নির্ভর করব না?" তিনি বললেন: "না, তোমরা আমল করতে থাকো। কারণ যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য সেই পথ সহজ করে দেওয়া হয়। যারা সৌভাগ্যবান হবে, তাদের জন্য সৌভাগ্যবানদের আমল সহজ করে দেওয়া হয়; আর যারা দুর্ভাগ্য হবে, তাদের জন্য দুর্ভাগ্যদের আমলই সহজ করে দেওয়া হয়।" অতঃপর তিনি মহান আল্লাহর এই বাণী পাঠ করলেন: "সুতরাং যে দান করে ও তাকওয়া অবলম্বন করে, এবং যা উত্তম তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ। আর যে কার্পণ্য করে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে, এবং যা উত্তম তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, অচিরেই আমি তার জন্য সুগম করে দেব কঠোর পথ।" (সূরা আল-লাইল: ৫-১০)। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের সেই সকল সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করেন যাদের জন্য সহজ পথ সুগম করা হয়েছে এবং কঠিন পথ হতে দূরে রাখা হয়েছে।

যখন দাফন কার্য আরম্ভ হয়, তখন মানুষের উচিত দাফনে অংশগ্রহণ করা; যেমন দুই হাতের অঞ্জলি ভরে তিনবার মাটি দেওয়া এবং তারপর প্রস্থান করা। আর চাইলে দাফন সমাপ্ত হওয়া পর্যন্তও সেখানে অবস্থান করতে পারে। দাফন সম্পন্ন হয়ে গেলে কবরের পাশে দাঁড়াবে। যদি তিনি অনুসরণীয় ব্যক্তি যেমন কোনো আলিম হন, তবে উপস্থিত লোকজনকে বলবেন: "তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তার স্ত্রীর জন্য দোয়া করো, কেননা এখন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।" কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মৃত ব্যক্তির দাফন শেষ করতেন, তখন কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলতেন: "তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তার সুদৃঢ় থাকার জন্য দোয়া করো, কারণ তাকে এখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।" এই মুহূর্তে যখন দাফন শেষ হয়েছে এবং মানুষজন তার থেকে বিদায় নিয়েছে এবং তাকে পরকালের জগতের কাছে সপে দিয়েছে, তখন পরকালীন জগত তার নিকট

উপস্থিত হয়; তার নিকট দুজন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে তার পালনকর্তা, তার ধর্ম এবং তার নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, অতঃপর সে উত্তর দেয়...

(ص: 601) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

المؤمن قائلًا: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد - أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يجيب بهذا الجواب.
أما غير المؤمن المرتاب الشاك، فيقول ها - ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته، يعني: لم يصل الإيمان إلى قلبه والعياذ بالله، فينبغي لك أن تقف بعد انتهاء الدفن وتقول: اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم اغفر له. الله ثبته، الله اغفر له، الله ثبته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعاً ثلاثاً. فتدعو ثلاثاً ثم تنصرف ولا حاجة إلى إطالة الوقوف.

وإذا انصرف الناس عن الميت حتى أنه ليسمع قرع نعالهم وهم ينصرفون عنه، يسمع قرع النعال، أي ضربه بالأرض وهم ينصرفون عنه، جاءه ملكان، فأجلساه وسألاه عن ربه ودينه ونبيه، ويجلسانه في القبر وإن كان القبر ضيقاً لكنه يجلس، كما أن النائم الآن يرى نفسه أنه قائم، وأنه ماشٍ وأنه قاعد، وهو ملتحف في فراشة لم يتحرك منه، لأن أحوال البرزخ أبلغ من أحوال الدنيا وأعظم، ففيه أشياء لا تنطبق على أحوال الدنيا، فهذا هو الميت المؤمن يفسح له في قبره مد البصر والمقبرة كلها ليست بشيء، فهي ليست مل البصر، لكن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، وواجبنا فيها جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه

وسلم من أمور الآخرة، أن نقول: سبعتنا وصدقنا، وآمنا، وكل من عند ربنا والله على كل شيء قدير.

মুমিন ব্যক্তি বলে: ‘আমার রব আল্লাহ, আমার দীন ইসলাম এবং আমার নবী মুহাম্মদ’—আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাকে ও আপনাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা এই উত্তর দিতে সক্ষম হবে।

পক্ষান্তরে অবিশ্বাসী, সংশয়ী ও সন্দেহপোষণকারী ব্যক্তি বলে: ‘হায়! হায়! আমি জানি না; মানুষকে কিছু বলতে শুনেছিলাম, তাই আমিও তা বলেছিলাম।’ অর্থাৎ—আল্লাহ রক্ষা করুন—তার অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি। তাই দাফন সম্পন্ন করার পর আপনার উচিত সেখানে দাঁড়িয়ে বলা: ‘হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! তাকে অবিচল রাখুন; হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! তাকে অবিচল রাখুন; হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! তাকে অবিচল রাখুন।’ কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুআ করতেন, তখন তিনবার করতেন। সুতরাং আপনিও তিনবার দুআ করে ফিরে আসবেন; সেখানে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার প্রয়োজন নেই।

যখন মানুষ মৃতব্যক্তির নিকট থেকে ফিরে আসে, এমনকি সে তাদের জুতার শব্দও শুনতে পায় যখন তারা প্রস্থান করে—জুতার শব্দ অর্থাৎ ভূমিতে জুতার আঘাতের আওয়াজ—তখন তার নিকট দুজন ফেরেশতা আসেন। তারা তাকে বসান এবং তার রব, তার দীন ও তার নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। কবরে তাকে বসানো হয়, যদিও কবর সংকীর্ণ হয় তবুও তাকে বসানো হয়। যেমন বর্তমানে কোনো নিদ্রিত ব্যক্তি নিজেকে দণ্ডায়মান, চলন্ত বা উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পায়, অথচ সে তার বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে এবং তার শরীর থেকে কোনো নড়াচড়া হয় না। কারণ বারযাখি জগতের অবস্থা দুনিয়ার অবস্থার চেয়ে অধিকতর সূক্ষ্ম ও মহান। সেখানে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা দুনিয়ার অবস্থার সাথে মেলে না। এই তো মুমিন মৃতব্যক্তির কবরকে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হয়, অথচ পুরো কবরস্থানটি তেমন কিছুই নয় অর্থাৎ তা দৃষ্টিসীমা পরিমাণ প্রশস্ত নয়। তবে আখিরাতের অবস্থাকে দুনিয়ার অবস্থার সাথে পরিমাপ করা যায় না। আর আখিরাত সংক্রান্ত বিষয়ে আল্লাহর কিতাবে যা এসেছে অথবা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে, সে ব্যাপারে আমাদের কর্তব্য হলো এ কথা বলা যে: ‘আমরা শ্রবণ করলাম,

সত্যয়ন করলাম এবং ঈমান আনলাম; সব কিছুই আমাদের রবের পক্ষ থেকে।' আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

(ص: 602) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الحق الرابع: إجابة الدعوة: فمن حق المسلم على أخيه إذا دعاه أن يجيبه، والأجابة إلى الدعوة مشروعة بلا خلاف بين العلماء فيما نعلم، إذا كان الداعي مسلماً، ولم يكن مجاهرًا بالمعصية، ولم تكن الدعوة مشتملة على معصية لا يستطيع إزالتها، ولكنها لا تجب عند جمهور العلماء إلا في دعوة العرس؛ إذا دعاه الزوج أول مرة في اليوم الأول فإن الأجابة واجبة إذا عينه بالشروط السابقة التي ذكرناها. فإن كان الداعي غير مسلم فلا تجب الإجابة، بل ولا تشرع الإجابة إلا إذا كان في ذلك مصلحة، فإذا كان في ذلك مصلحة كرجاء إسلامه والتأليف فلا بأس بإجابة غير المسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة يهودي دعاه في المدينة. وإن الداعي مسلماً مجاهرًا بالمعصية كحلق اللحية مثلاً، أو شرب الدخان علناً في الأسواق، أو غير ذلك من المحرمات، فإن أجابته ليست بواجبة، ولكن إن كان في إجابته مصلحة أجابه، وإن كان ليست في إجابته مصلحة نظرت؛ فإن كان في عدم إجابته مصلحة بحيث إذا رأى نفسه أنه قد هُجر، وأن الناس لا يجيبون دعوته تاب وأناب، فلا تجب دعوته لعل الله يهديه، وإن كان لا فائدة من ذلك فأنت بالخيار؛ إن شئت فأجب، وإن شئت فلا تجب.

وإذا كان في الدعوة منكر فإن كان الإنسان قادراً على التغيير وجبت عليه الإجابة من وجهين:

চতুর্থ অধিকার: দাওয়াত কবুল করা। একজন মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের অধিকার হলো, যখন সে তাকে দাওয়াত দেয় তখন সে যেন তাতে সাড়া দেয়। আমাদের জানামতে, দাওয়াতে সাড়া দেওয়া আলিমদের মধ্যে কোনো মতভেদ ছাড়াই শরিয়তসম্মত, যদি আহ্বানকারী মুসলিম হন, তিনি প্রকাশ্যে পাপাচারী না হন এবং দাওয়াতটি এমন কোনো পাপাচারকে অন্তর্ভুক্ত না করে যা দূর করা সম্ভব নয়। তবে জুমহুর (অধিকাংশ) আলিমের মতে, বিয়ের দাওয়াত (ওয়ালিমা) ব্যতীত অন্য কোনো দাওয়াতে সাড়া দেওয়া ওয়াজিব নয়; যদি বর তাকে প্রথম দিনে প্রথমবার দাওয়াত দেয়, তবে আমাদের উল্লেখিত পূর্ববর্তী শর্তাবলী সাপেক্ষে সেই দাওয়াতে সাড়া দেওয়া ওয়াজিব।

আর যদি আহ্বানকারী অমুসলিম হন, তবে দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব নয়, বরং এতে কোনো কল্যাণ নিহিত না থাকলে তা শরিয়তসম্মতও নয়। তবে যদি এতে তার ইসলাম গ্রহণের আশা কিংবা হৃদ্যতা সৃষ্টির মতো কোনো কল্যাণ থাকে, তবে অমুসলিমের দাওয়াত কবুল করতে কোনো বাধা নেই; কারণ নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদিনায় জনৈক ইহুদির দাওয়াত কবুল করেছিলেন।

আর আহ্বানকারী যদি এমন মুসলিম হন যিনি প্রকাশ্যে পাপাচার লিপ্ত থাকেন—যেমন দাড়ি মুণ্ডানো, জনসম্মুখে বাজারে ধূমপান করা কিংবা অন্যান্য হারাম কাজ—তবে তার দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু যদি তার দাওয়াত কবুল করার মধ্যে কোনো কল্যাণ থাকে, তবে সে তাতে সাড়া দেবে। আর যদি কবুল করার মাঝে কোনো কল্যাণ না থাকে, তবে বিবেচনা করতে হবে; যদি দাওয়াত কবুল না করার মধ্যে কল্যাণ থাকে—অর্থাৎ তিনি যদি অনুভব করেন যে তাকে বর্জন করা হচ্ছে এবং মানুষ তার দাওয়াত কবুল করেছে না, যার ফলে তিনি তওবা করেন ও আল্লাহর দিকে ফিরে আসেন—তবে তার দাওয়াতে না যাওয়াই শ্রেয়, যাতে আল্লাহ তাকে হিদায়াত দান করেন। আর যদি তাতে কোনো উপকার না হয়, তবে আপনি ইখতিয়ার বা পছন্দের অধিকারী; চাইলে আপনি দাওয়াত কবুল করতে পারেন, আর চাইলে নাও করতে পারেন।

আর যদি দাওয়াতের অনুষ্ঠানে কোনো মুনকার (শরিয়তবিরোধী কাজ) থাকে, তবে সেই ব্যক্তি যদি তা পরিবর্তন করতে সক্ষম হন, তাহলে তার ওপর দুটি কারণে দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব হয়ে যায়:

প্রথম কারণ: মুনকার বা অন্যায় দূর করা।

(ص: 603) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

والوجه الثاني: إجابة دعوة أخيه إذا كان في العرس، وكان ذلك في أول يوم. وأما إذا كان هناك منكر في الدعوة لا تستطيع تغييره كما لو كان في الدعوة شر دخان، أو شيشه، أو كان هناك أعان محرمة، فإنه لا يجوز لك أن تجيب. قال أهل العلم: إلا إذا كان المنكر في محل آخر، وأنت تجيب إلى محل ليس فيه منكر، وكان الداعي من أقاربك الذين لو تركت إجابتهم لعد ذلك قطيعة، فلا بأس بالإجابة في هذه الحال، وإن كان الهجر يترتب عليه ترك هذه المعصية فاهجرة، يعني مثلاً لو دعاك قريبك وأنت تعلم أنه سيكون في الدعوة محرم، وقبل بذلك فأجب، وأما إن أصر على وجود المحرم فلا تجب؛ لأن حضور المحرم ولو مع كراهة الإنسان له بقلبه يكون فيه الإنسان مشاركاً للفعل لقول الله تعالى: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً) (النساء: 140) هذا حكم إجابة الدعوة.

والحق الخامس: تشييت العاطس: يعني أن من حقوق المسلم على المسلم أن يشمته إذا عطس، هكذا في الرواية الأولى التي أخرجها البخاري ومسلم، وفي الرواية

الثانية التي أخرجها مسلم: "إذا عطس فحمد الله فشتمه" فقيده ذلك بما إذا حمد الله.

فإذا عطس الرجل وحمد الله وسبعته فشتمه، يعني قل: يرحمك الله،

দ্বিতীয় দিকটি হলো: কোনো ভাইয়ের দাওয়াত গ্রহণ করা যদি তা বিয়ের অনুষ্ঠান হয় এবং তা প্রথম দিনে হয়।

আর যদি দাওয়াতের অনুষ্ঠানে এমন কোনো শরীয়ত পরিপন্থী কাজ (মুনকার) থাকে যা পরিবর্তন করার সামর্থ্য আপনার নেই, যেমন সেখানে ধূমপান বা শীশার ব্যবস্থা থাকে অথবা হারাম গান-বাদ্য থাকে, তবে আপনার জন্য সেই দাওয়াত কবুল করা বৈধ নয়।

বিজ্ঞ আলেমগণ বলেছেন: তবে যদি সেই অপছন্দনীয় কাজটি ভিন্ন কোনো স্থানে হয় এবং আপনি এমন স্থানে দাওয়াত কবুল করেন যেখানে কোনো অপছন্দনীয় কাজ নেই, আর দাওয়াতকারী যদি আপনার এমন নিকটাত্মীয় হয় যার দাওয়াত বর্জন করলে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে এমতাবস্থায় দাওয়াত কবুল করাতে কোনো দোষ নেই। আর যদি দাওয়াত বর্জন করলে সেই গুনাহের কাজ বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তা বর্জন করুন। অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার কোনো আত্মীয় আপনাকে দাওয়াত দেয় এবং আপনি জানেন যে দাওয়াতে হারাম কিছু থাকবে, এরপর সে যদি তা বর্জন করতে রাজি হয় তবে দাওয়াত কবুল করুন। আর যদি সে হারামের উপস্থিতির ওপর অনড় থাকে তবে দাওয়াত কবুল করবেন না; কারণ হারামের উপস্থিতিতে অবস্থান করা—যদিও মানুষ মনে মনে তা অপছন্দ করে—তা সেই কর্মে অংশীদার হওয়ার শামিল। মহান আল্লাহর বাণীর কারণে: "আর তিনি তো কিতাবে তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তবে তোমরা তাদের সাথে বসবে না যতক্ষণ না তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত হয়। অন্যথায় তোমরাও তাদের মতোই গণ্য হবে। নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদের সকলকেই জাহান্নামে একত্রিত করবেন।" (আন-নিসা: ১৪০)। এটি হলো দাওয়াত কবুলের বিধান।

পঞ্চম অধিকার: হাঁচিদাতার উত্তর দেওয়া। অর্থাৎ এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের অন্যতম অধিকার হলো সে হাঁচি দিলে তার উত্তর দেওয়া। ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত প্রথম রেওয়ায়েতে এভাবেই এসেছে। আর ইমাম মুসলিম বর্ণিত দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে এসেছে: "যখন

সে হাঁচি দেয় এবং আল্লাহর প্রশংসা (আলহামদুলিল্লাহ) করে, তখন তার উত্তর দাও।" সুতরাং এটিকে আল্লাহর প্রশংসা করার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে।

সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি হাঁচি দেয় এবং আল্লাহর প্রশংসা করে আর আপনি তা শুনতে পান, তবে তার উত্তর দিন, অর্থাৎ বলুন: ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন),

(ص: 604) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

فإذا قلت يرحمك الله، وجب عليه أن يقول: يهديكم الله ويصلح الكم، هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول في الجواب: " يهديكم الله ويصلح بالكم".

لكن هل تشييت العاطس إذا حمد فرض عين أو فرض كفاية؟ يعني: هل يكفي واحد من الجماعة إذا شتمته عن الجماعة، أم لا بد على كل من سبعه أن يشتمته؟ والجواب: أنه ذهب بعض العلماء على أن التشييت فرض كفاية؛ فإذا كنا جماعة وعطس رجل وقال الحمد لله، فقال أحدنا له: يرحمك الله كفى.

وقال بعض العلماء: بل تشييته فرض عين على كل من سبعه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كان حقاً على كل من سبعه أن يقول يرحمك الله " وظاهر هذا أنه فرض عين، فعلى هذا كل من سبعه يقول له: يرحمك الله، ويقول هو: يهديكم الله ويصلح بالكم، ويكفي منه رد واحد على الجميع، إذا نواه للجميع كفى.

فإن عطس ولم يحمد الله فلا تقل: يرحمك الله، تعزيراً له على عدم حمده لله عز وجل، يعني كما أنه لم يحمد الله فأحرمه هذا الدعاء، فلا تقل له: يرحمك الله، ثم

هل تذكره وتقول: قل الحمد لله أو لا تذكره؟ والجواب: من المعلوم أنه يحتمل أنه قد ترك الحمد تهاوناً، ويحتمل أنه تركه نسياناً، فإن كان تركه نسياناً فذكره وقل له: احمد الله، وإن كان تركه

সুতরাং যখন আপনি বলবেন আল্লাহ আপনাকে রহম করুন, তখন তার জন্য বলা ওয়াজিব হয়ে যায়: আল্লাহ আপনাদেরকে হিদায়াত দান করুন এবং আপনাদের অবস্থা সংশোধন করে দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এভাবেই হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি উত্তরের ক্ষেত্রে বলতেন: "আল্লাহ আপনাদেরকে হিদায়াত দান করুন এবং আপনাদের অবস্থা সংশোধন করে দিন"।

তবে হাঁচিদাতা যদি আল্লাহর প্রশংসা করে তবে তার হাঁচির উত্তর দেওয়া কি ফরযে আইন নাকি ফরযে কিফায়া? অর্থাৎ: জামাতের মধ্য হতে একজন উত্তর দিলেই কি সবার পক্ষ থেকে তা যথেষ্ট হয়ে যাবে, নাকি যারা শুনবে তাদের প্রত্যেকের ওপর উত্তর দেওয়া আবশ্যিক? এর উত্তর হলো: কোনো কোনো আলিম এই মত পোষণ করেছেন যে, হাঁচির উত্তর দেওয়া ফরযে কিফায়া; সুতরাং আমরা যদি একদল লোক হই এবং কোনো ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে, তবে আমাদের মধ্য হতে একজন যদি তাকে 'আল্লাহ আপনাকে রহম করুন' বলে, তবে তাই যথেষ্ট।

অন্য কিছু আলিম বলেছেন: বরং যে ব্যক্তিই তা শুনবে তার ওপর উত্তর দেওয়া ফরযে আইন; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি তা শুনবে, তার ওপর কর্তব্য হলো সে যেন বলে আল্লাহ আপনাকে রহম করুন"। এর প্রকাশ্য অর্থ হলো এটি ফরযে আইন। অতএব, যে ব্যক্তিই তা শুনবে সে-ই তাকে বলবে: আল্লাহ আপনাকে রহম করুন। আর হাঁচিদাতা বলবে: আল্লাহ আপনাদেরকে হিদায়াত দান করুন এবং আপনাদের অবস্থা সংশোধন করে দিন। এক্ষেত্রে সবার উদ্দেশ্যে তার পক্ষ থেকে একটিমাত্র উত্তরই যথেষ্ট হবে; যদি সে সকলের নিয়ত করে তবে তাই যথেষ্ট।

আর যদি সে হাঁচি দেয় কিন্তু আল্লাহর প্রশংসা না করে, তবে আপনি তাকে 'আল্লাহ আপনাকে রহম করুন' বলবেন না। মহান আল্লাহর প্রশংসা না করার কারণে তাকে শাসন করার স্বরূপ এটি করা হবে। অর্থাৎ সে যেহেতু আল্লাহর প্রশংসা করেনি, তাই তাকে এই দুআ থেকে বঞ্চিত রাখুন। সুতরাং তাকে 'আল্লাহ আপনাকে রহম করুন' বলবেন না। এরপর প্রশ্ন হলো, আপনি কি

তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন 'আলহামদুলিল্লাহ বলুন' নাকি স্মরণ করাবেন না? উত্তর হলো: এটি জানা কথা যে, হতে পারে সে অবহেলার কারণে প্রশংসা করা ছেড়ে দিয়েছে, আবার হতে পারে সে বিস্মৃতির কারণে তা ছেড়ে দিয়েছে। যদি সে ভুলবশত তা ছেড়ে দেয়, তবে তাকে স্মরণ করিয়ে দিন এবং বলুন: আল্লাহর প্রশংসা করুন। আর যদি সে তা ছেড়ে দেয়...

(ص: 605) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

تَهَانًا فَلَا تَذْكُرُهُ، وَلَكِنْ أَيْنَ إِلَى الْعِلْمِ بِذَلِكَ؟ وَكَيْفَ أَعْلَمُ أَنَّهُ نَسِيَانٌ أَوْ أَنَّهُ تَهَانٌ؟
ظَاهِرُ الْحَدِيثِ " فَحَمْدُ اللَّهِ " أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ لَا تَشْمِتُهُ وَلَا تَذْكُرُهُ مُطْلَقًا.
وَلَكِنْ يُمْكِنُكَ فِيمَا بَعْدَ أَنْ تَعْلِمَهُ وَتَقُولَ لَهُ: إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا عَطَسَ فَإِنَّهُ يَحْمَدُ اللَّهَ
عَلَى هَذَا الْعَطَاسِ؛ لِأَنَّ الْعَطَاسَ مِنَ اللَّهِ، وَالتَّثَاؤُبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، الْعَطَاسُ دَلِيلٌ عَلَى
نَشَاطِ جِسْمِ الْإِنْسَانَ، وَلِهَذَا يَجِدُ الْإِنْسَانُ رَاحَةً بَعْدَ الْعَطَاسِ.

ثُمَّ إِنَّ التَّشْبِيهَ يَقُولُ: يَرْحِمُكَ اللَّهُ مَقِيدٌ بِثَلَاثٍ؛ إِذَا شَمِتَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَعْنِي عَطَسَ
فَحَمْدُ اللَّهِ، فَقُلْتَ يَرْحِمُكَ اللَّهُ ثُمَّ عَطَسَ فَحَمْدُ اللَّهِ فَقُلْتَ، يَرْحِمُكَ اللَّهُ، ثُمَّ عَطَسَ
فَحَمْدُ اللَّهِ فَقُلْتَ: يَرْحِمُكَ اللَّهُ، ثُمَّ عَطَسَ الرَّابِعَةَ فَقُلْتَ: عَافَاكَ اللَّهُ، إِنَّكَ مَزْكُومٌ،
تَدْعُو لَهُ بِالْعَافِيَةِ وَتُبَيِّنُ لَهُ أَنَّهُ مَزْكُومٌ لَعَلَّا يَقُولَ: لِمَ إِذَا لَا تَقُولُ يَرْحِمُكَ اللَّهُ كُنَّا
كُنْتُ بِأَوَّلِ تَقُولِ يَرْحِمُكَ اللَّهُ، فَيَتَبَيَّنُ الْعِلَّةُ حِينَ تَقُولُ: إِنَّكَ مَزْكُومٌ.
وَفِي هَذَا تَنْبِيهِهُ لَهُ عَلَى أَنْ يَحَاوِلَ الْإِحْتِرَازَ مِمَّا يَزِيدُ الزَّكَامَ، وَإِلَّا فَإِنَّ الزَّكَامَ فِي الْغَالِبِ
لَا دَوَاءَ لَهُ إِذَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ، وَإِنَّهُ لَا يَذْهَبُ عَنْهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ مِنْهُ، لَكِنْ مِنْ أَسْبَابِ
تَخْفِيفِ هَذَا الزَّكَامِ عَدَمُ التَّعَرُّضِ لِلْهَوَاءِ الْبَارِدِ، وَعَدَمُ شَرْبِ الْمَاءِ الْبَارِدِ، وَعَدَمُ
التَّعَرُّضِ لِلْبَرَادِ بَعْدَ الدَّفْعِ، وَالْإِنْسَانُ طَبِيبُ نَفْسِهِ.

ثم إن ما يقوله بعض العامة إذا قلت له: يرحمك الله، يحث يقول: يهدينا
ويهديكم الله، فهذا ليس بصحيح؛ لأن الرجل دعا لك أنت فقال:

অবহেলাবশত হলে তাকে স্মরণ করিয়ে দেবেন না। কিন্তু তা জানার উপায় কী? আমি কীভাবে বুঝব যে এটি বিস্মৃতি নাকি অবহেলা? হাদীসের বাহ্যিক পাঠ "অতঃপর সে আল্লাহর প্রশংসা করল" থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হাঁচিদাতা যদি আল্লাহর প্রশংসা না করে তবে আপনি তার জন্য দোয়া (তাশমিত) করবেন না এবং তাকে কোনোভাবেই তা মনে করিয়ে দেবেন না। তবে আপনি পরবর্তীতে তাকে শিক্ষা দিতে পারেন এবং বলতে পারেন: মানুষ যখন হাঁচি দেয়, তখন তার উচিত এই হাঁচির জন্য আল্লাহর প্রশংসা করা; কারণ হাঁচি আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে। হাঁচি মানুষের শারীরিক সক্রিয়তার বহিঃপ্রকাশ, আর এ কারণেই হাঁচির পর মানুষ স্বস্তি অনুভব করে।

অতঃপর 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' (আল্লাহ আপনাকে দয়া করুন) বলে হাঁচির জবাব দেওয়া তিনবার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ সে হাঁচি দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করলে আপনি বলবেন 'ইয়ারহামুকাল্লাহ', পুনরায় হাঁচি দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করলে বলবেন 'ইয়ারহামুকাল্লাহ', তৃতীয়বারও হাঁচি দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করলে বলবেন 'ইয়ারহামুকাল্লাহ'। এরপর চতুর্থবার হাঁচি দিলে বলবেন: 'আল্লাহ আপনাকে সুস্থতা দান করুন, আপনার তো সর্দি লেগেছে'। আপনি তার জন্য আরোগ্যের দোয়া করবেন এবং তার যে সর্দি হয়েছে তা ব্যক্ত করবেন, যাতে সে এই প্রশ্ন না তোলে যে: আপনি আগে যেমন 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলছিলেন এখন কেন বলছেন না? যখন আপনি বলবেন যে তার সর্দি হয়েছে, তখন কারণটি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

এর মধ্যে তাকে সর্দি বৃদ্ধি পায় এমন বিষয়গুলো পরিহার করার বিষয়ে সতর্কবার্তা রয়েছে। সাধারণত সর্দি যদি মানুষকে আক্রান্ত করে তবে এর বিশেষ কোনো প্রতিষেধক নেই এবং এর নির্ধারিত সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা যায় না। তবে সর্দি উপশমের অন্যতম উপায় হলো ঠান্ডা বাতাসের সংস্পর্শে না আসা, ঠান্ডা পানি পান না করা এবং উষ্ণ অবস্থায় থাকার পর হঠাৎ ঠান্ডায় না যাওয়া। বস্ত্রত মানুষ নিজেই নিজের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক।

অতঃপর সাধারণ মানুষের মধ্যে কেউ কেউ যখন 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' শুনে তার জবাবে বলে: 'ইয়াহদিনা ওয়া ইয়াহদিকুমুল্লাহ' (আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের হেদায়েত দিন), তবে এটি সঠিক নয়। কারণ ওই ব্যক্তি তো সুনির্দিষ্টভাবে আপনার জন্য দোয়া করে বলেছিল:

يرحمك الله، فكيف تقول: يهدينا ويهديكم الله، فتدعو لنفسك قبله، نعم لو قال: يرحمنا ويرحمك الله، فقل: يهدينا ويهديكم الله، لكنه قال: يرحمك الله كما أمر، فأنت اجبه كما أمرت؛ فقل يهديكم الله ويصلح بالكم.

وذكر أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتكلفون العطاس من أجل أن يقول لهم: يرحمكم الله، لأنهم يعلمون أنه نبي وأن دعاه بالرحمة قد ينفعهم، ولكنه لا ينفعهم؛ لأن الكفار لو دعوت لهم بالرحمة لا ينفعهم ذلك، بل لا يحل لك أن تدعو لهم بالرحمة إذا ماتوا ولا بالمغفرة، لقول الله تعالى: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) (التوبة: 113).

فإن قيل: اليس إبراهيم استغفر لأبيه، وإبراهيم على الحنيفية وعلى التوحيد؟ هذا الجواب يتضح في قول الله تعالى: (وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ) (التوبة: 114).

فهذه الحقوق التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم كلها إذا قام بها الناس بعضهم مع بعض، حصل بذلك الألفة والبودة وزال ما في القلوب والنفوس من الضغائن والأحقاد.

আল্লাহ আপনাকে রহমত দান করুন—তখন আপনি কীভাবে বলেন: ‘আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদের হেদায়েত দান করুন’, যার মাধ্যমে আপনি তার আগে নিজের জন্য দোয়া করছেন? হ্যাঁ, যদি সে বলত: ‘আল্লাহ আমাদের এবং আপনাকে রহমত দান করুন’, তবে আপনি বলতেন: ‘আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদের হেদায়েত দান করুন’। কিন্তু সে তো

‘আল্লাহ আপনাকে রহমত দান করুন’ বলেছে যেমনটি নির্দেশিত হয়েছে, সুতরাং আপনিও তাকে সেভাবেই উত্তর দিন যেভাবে আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; অর্থাৎ বলুন: ‘আল্লাহ আপনাদের হেদায়েত দান করুন এবং আপনাদের অবস্থা সংশোধন করে দিন’।

আরও বর্ণিত আছে যে, ইয়াহুদিরা নবী (সালাম ও দরুদ তাঁর ওপর বর্ষিত হোক)-এর নিকট কৃত্রিমভাবে হাঁচি দিত, অর্থাৎ তারা হাঁচির ভান করত যেন তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন:

‘আল্লাহ তোমাদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন’। কেননা তারা জানত যে তিনি একজন নবী এবং তাঁর রহমতের দোয়া তাদের উপকারে আসতে পারে। কিন্তু তা তাদের কোনো উপকারে আসে না; কারণ আপনি যদি কাফেরদের জন্য রহমতের দোয়া করেন, তবে তা তাদের কোনো কাজে আসবে না। বরং তারা মৃত্যুবরণ করলে তাদের জন্য রহমত বা মাগফিরাতের দোয়া করা আপনার জন্য বৈধ নয়। কারণ মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: “নবী ও মুমিনদের জন্য সংগত নয় যে তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়; তাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে, তারা প্রজ্বলিত আগুনের অধিবাসী।” (আত-তাওবাহ: ১১৩)। যদি প্রশ্ন করা হয়: ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) কি তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেননি, অথচ ইব্রাহিম ছিলেন একনিষ্ঠ দ্বীন ও তাওহিদের ওপর প্রতিষ্ঠিত? এর উত্তর মহান আল্লাহর এই বাণীতে স্পষ্ট হয়: “আর ইব্রাহিমের তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা তো ছিল কেবল একটি ওয়াদার কারণে, যা তিনি তাকে দিয়েছিলেন। অতঃপর যখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে সে আল্লাহর শত্রু, তখন তিনি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। নিশ্চয় ইব্রাহিম ছিলেন অতিশয় কোমলহৃদয় ও সহনশীল।” (আত-তাওবাহ: ১১৪)।

সুতরাং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সমস্ত হকের বর্ণনা দিয়েছেন, মানুষ যদি একে অপরের প্রতি সেগুলো যথাযথভাবে পালন করে, তবে এর মাধ্যমে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভালোবাসা অর্জিত হবে এবং অন্তর ও আত্মা থেকে যাবতীয় বিদ্বেষ ও ঘৃণা দূরীভূত হবে।

239- وعن أبي عُمارة البراء بن عازب- رضي الله عنهما -قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وأمرنا بعبادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهنا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شر بالفضة، وعن البياثر الحر، وعن القسي وعن لبس الحرير والإستبراق والديباج" متفق عليه.

وفي رواية: وإنشاد الصلوة في السبع الأول.

" البياثر " بياء مثناة قبل الألف، وثاء مثلثة بعدها، وهي جمع ميثرة، هي شيء يتخذ من حرير ويحشى قطناً أو غيره، ويجعل في السرج وكور البعير يجلس عليه الراكب.

" القسي" بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة: وهي ثياب تنسج من حرير وكتان مختلطين.

" وإنشاد الصلوة" تعريفها.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله في بيان حقوق المسلم على أخيه حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمرنا بسبع، ونهانا عن سبع" وقد تقدم الكلام على خمسة من هذه الأمور التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، تقدم الكلام عليها في الحديث السابق فلا حاجة إلى

২৩৯- আবু উমারা আল-বারা ইবনে আযিব -রাঈয়াল্লাহু আনহুমা- থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাতটি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন এবং সাতটি বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের আদেশ করেছেন রোগীর সেবা করতে, জানাজার অনুসরণ করতে, হাঁচিদাতার উত্তর দিতে (ইয়ারহামুকাল্লাহ বলতে), কসমকারীর কসম পূর্ণ করতে (বা তার কসম রক্ষায় সাহায্য করতে), মজলুমকে সাহায্য করতে, আহ্বানকারীর দাওয়াতে সাড়া দিতে এবং সালাম প্রচার করতে। আর তিনি আমাদের নিষেধ

করেছেন স্বর্ণের আংটি পরিধান করতে, রূপার পাত্রে পান করতে, লাল রঙের রেশমি গদি (মিয়াসির) ব্যবহার করতে, কাসসি (এক প্রকার রেশমি বস্ত্র) পরিধান করতে এবং রেশম, ইস্তাবরাক (পুরু রেশম) ও দীবাজ (উন্নত মানের রেশমি কাপড়) পরিধান করতে।" (বুখারি ও মুসলিম)।

অন্য একটি বর্ণনায় প্রথম সাতটি আদেশের মধ্যে "হারানো বস্ত্র খুঁজে দেওয়ার ঘোষণা"র কথা রয়েছে।

"মিয়াসির" শব্দটি আলিফের আগে 'ইয়া' এবং তারপরে 'সা' বর্ণ সহযোগে গঠিত, এটি 'মিথাসারা' এর বহুবচন। এটি রেশম দিয়ে তৈরি এমন একটি বস্ত্র যা তুলা বা অন্য কিছু দিয়ে পূর্ণ করা থাকে এবং ঘোড়ার জিন বা উটের পিঠের জিনের উপর রাখা হয় যাতে আরোহী তার উপরে বসতে পারে।

"কাসসি" শব্দটি কাফ বর্ণে ফাতহা এবং সিন বর্ণে কাসরা ও তাশদীদসহ; এটি এমন কাপড় যা রেশম ও তিসি (লিনেন) মিশ্রিত সুতা দিয়ে বোনা হয়।

"হারানো বস্ত্রের ঘোষণা" এর অর্থ হলো এটি পরিচিত করিয়ে দেওয়া বা প্রচার করা।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের অধিকার বর্ণনায় বারা ইবনে আযিব (রাঃরাঃরাঃ আনঃরাঃ) এর হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "আমাদের সাতটি বিষয়ে আদেশ করেছেন এবং সাতটি বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদিসে যে বিষয়গুলোর আদেশ করেছেন তার মধ্যে পাঁচটি সম্পর্কে পূর্ববর্তী হাদিসেই আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে, তাই এখানে সেগুলোর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই...

(ص: 608) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

إِعَادَتَهَا، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى مَا سَبَقَ قَوْلُهُ "نَصْرُ الْمَظْلُومِ"

الحق السادس من حقوق المسلم على أخيه المسلم " نصر المظلوم ": يعني دفع الظلم عنه؛ سواء كان ظلمه في المال، أو في العرض، أو في النفس، فيجب على المسلم أن ينصر أخاه المسلم، ولقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: " أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً " قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم - يعني ندفع عنه الظلم - فكيف نصر الظالم؟ قال: " تمنعه من الظلم، فذلك نصره "؛ لأن الظالم قد غلبته نفسه حتى ظلم؛ فتنصره أنت على نفسه حتى تمنعه من الظلم.

فإذا رأيت شخصاً يظلم جاره بالإساءة إليه وعدم المبالاة به، فإنه يجب عليك أن تنصر هذا وهذا: الظالم والمظلوم، فتذهب إلى الظالم الجار، الذي أخل بحقوق جاره وتنصحه وتبين له ما في إساءة الجوار من الإثم والعقوبة، وما حسن الجوار والثوبة، وتكرر عليه حتى يهديه الله فيرتدع، وتنصر المظلوم الجار وتقول له: أنا سوف انصح جارك وسوف أكلبه، فإن هداه الله فهذا هو المطلوب، وإن لم يهتد فأخبرني، حتى نكون أنا وأنت عند القاضي أو الحاكم سواء، نتعاون على دفع ظلم هذا الظالم.

وكذلك إذا وجدت شخصاً جحد لأخيه حقاً تدري أنه جحده، أن أخيه عليه هذا الحق، فتذهب إلى هذا الظالم الذي جحد حق أخيه

এটি ফিরিয়ে দেওয়া। আর এই হাদিসে পূর্ববর্তী আলোচনার অতিরিক্ত যে বিষয়টি এসেছে তা হলো "মজলুমকে সাহায্য করা"।

একজন মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের ষষ্ঠ অধিকার হলো "মজলুমকে সাহায্য করা": অর্থাৎ তার থেকে জুলুম বা অন্যায় প্রতিহত করা; চাই সেই জুলুম তার সম্পদ, সম্মান কিংবা প্রাণের ক্ষেত্রেই হোক না কেন। সুতরাং একজন মুসলিমের জন্য তার মুসলিম ভাইকে সাহায্য করা আবশ্যিক। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমার ভাইকে সাহায্য করো, সে জালেম হোক বা মজলুম।" সাহাবীগণ আরজ করলেন: হে আল্লাহর রাসূল, মজলুমের বিষয়টি তো আমরা বুঝলাম—অর্থাৎ আমরা তার থেকে জুলুম দূর করব—কিন্তু জালেমকে

কীভাবে সাহায্য করব? তিনি বললেন: "তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখবে, আর এটাই হলো তাকে সাহায্য করা।" কেননা জালেম তার কুপ্রবৃত্তির কাছে পরাজিত হয়েই জুলুম করে থাকে; সুতরাং আপনি তাকে তার নফসের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন যাতে তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখা যায়।

অতএব, আপনি যদি দেখেন যে কোনো ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়ে এবং তার প্রতি দ্রুক্ষেপ না করে তার ওপর জুলুম করছে, তবে আপনার কর্তব্য হলো এই উভয়কেই সাহায্য করা: জালেম এবং মজলুম। আপনি সেই জালেম প্রতিবেশীর নিকট যাবেন যে তার প্রতিবেশীর হক বা অধিকার ক্ষুণ্ণ করেছে এবং তাকে নসিহত করবেন। তার সামনে প্রতিবেশীর প্রতি দুর্ব্যবহারের গুনাহ ও শাস্তি এবং প্রতিবেশীসুলভ সদাচরণের সওয়াব ও প্রতিদান বর্ণনা করবেন। আপনি বারবার তাকে এটি বোঝাতে থাকবেন যতক্ষণ না আল্লাহ তাকে হেদায়েত দান করেন এবং সে নিবৃত্ত হয়। পাশাপাশি আপনি মজলুম প্রতিবেশীকেও সাহায্য করবেন এবং তাকে বলবেন: "আমি তোমার প্রতিবেশীকে নসিহত করব এবং তার সাথে কথা বলব। যদি আল্লাহ তাকে হেদায়েত দান করেন তবে তা-ই কাম্য, আর যদি সে সঠিক পথে না ফেরে তবে আমাকে জানিও, যাতে আমি এবং আপনি একত্রে বিচারক বা শাসকের নিকট উপস্থিত হয়ে এই জালেমের জুলুম প্রতিহত করতে পরস্পর সহযোগিতা করতে পারি।"

অনুরূপভাবে, আপনি যদি এমন কোনো ব্যক্তিকে পান যে তার ভাইয়ের কোনো প্রাপ্য অধিকার অস্বীকার করছে—অথচ আপনি জানেন যে সে এটি অস্বীকার করছে এবং তার ভাইয়ের সেই পাওনা তার ওপর বর্তায়—তবে আপনি সেই জালেমের কাছে যাবেন যে তার ভাইয়ের অধিকার অস্বীকার করেছে...

(ص: 609) شرح رِياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وتنصحه، وتبين له وتنصحه وتبين له ما في أكل المال بالباطل من العقوبة، وأنه لا خير في أكل المال بالباطل، لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هو شر، حتى يؤدي ما عليه.

وتذهب إلى صاحب الحق وتقول له: أنا معك وأصبرها نحن ننصحها، ها نحن نوبخه وهكذا بقية المظالم تنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. والظالم نصرك إياه أن تمنعه عن الظلم.

الحق السابع: "إبرار القسم" يعني إذا أقسم عليك أخوك بشيء فبره ووافقه علي ما حلف عليه، فإذا حلف قال: والله لتفعلن كذا وكذا، فإن من حقه عليك أن تبر بيمينه وأن توافقه، إلا إذا كان في ذلك ضرر عليك، مثل لو حلف عليك أن تخبر عما في بيتك من الأشياء التي لا تحب أن يطلع عليه أحد فلا تخبره؛ لأنه معتدٍ، لكونه يطلب منك أن تبين له ما كان سراً عندك، وإذا كان معتدياً فإن المعتدي جزاؤه أن يُترك ولا يوافق على اعتدائه.

لكن إذا لم يكن عدوان وحلف عليك فإن من حقه أن تبر بيمينه، وتعطيه ما حلف عليه، إلا إذا كان معصية، فإذا كان معصية فلا تجبه، مثل لو أقسم عليك أن تعطيه دراهم يشتري بها دخان، فهذا لا يلزمك، بل لا يجوز لك أن توافقه؛ لأنك تعينه على الإثم والعدوان.

أو كان في ذلك ضرر عليك كما مثلنا بمن حلف عليك أن تخبره بما في سر البيت من الأمور التي لا تحب أن يطلع عليها أحد، أو حلف عليك بشيء يضرك، مثل أن يحلف عليك بشيء يضرك إذا وافقته عليه، كأن يقول أبوك مثلاً: الله لا تحج البيت، والحج واجب عليك، فإنك لا

এবং আপনি তাকে নসিহত করবেন, তার নিকট বিষয়টি স্পষ্ট করবেন এবং অবৈধভাবে সম্পদ আত্মসাতের শাস্তি ও পরিণাম বর্ণনা করবেন। তাকে বুঝিয়ে বলবেন যে, অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণের মাঝে ইহকাল কিংবা পরকাল—কোনো জগতেই কোনো কল্যাণ নেই; বরং এটি একটি নিকৃষ্ট কাজ, যতক্ষণ না সে অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করে। আপনি হকদার বা পাওনাদারের নিকট যাবেন এবং তাকে বলবেন: "আমি আপনার সাথে আছি, আমি তাকে ধৈর্য ধারণ করতে বলছি, আমরা তাকে নসিহত করছি এবং এ জন্য তিরস্কার করছি।" এভাবেই

অন্যান্য সকল অন্যায়ের ক্ষেত্রেও আপনি আপনার ভাইকে সাহায্য করবেন—সে জালেম হোক কিংবা মজলুম। আর জালেমকে সাহায্য করার অর্থ হলো তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখা।

সপ্তম হক: "শপথ পূর্ণ করা।" এর অর্থ হলো, যদি আপনার ভাই কোনো বিষয়ে আপনার ওপর কসম দেয়, তবে তা রক্ষা করা এবং সে যে বিষয়ে শপথ করেছে তাতে তার সাথে একমত হওয়া। যদি সে কসম করে বলে: "আল্লাহর কসম, আপনি অবশ্যই অমুক কাজ করবেন," তবে আপনার ওপর তার হক হলো আপনি তার কসম পূর্ণ করবেন এবং তার কথা রাখবেন; তবে যদি তাতে আপনার কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে ভিন্ন কথা। যেমন যদি সে কসম দিয়ে আপনার ঘরের এমন কোনো গোপন বিষয়ের সংবাদ জানতে চায় যা আপনি কাউকে জানাতে পছন্দ করেন না, তবে আপনি তাকে তা জানাবেন না। কারণ সে এক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনকারী; যেহেতু সে আপনার ব্যক্তিগত গোপন তথ্য প্রকাশের দাবি করছে। আর সীমালঙ্ঘনকারীর প্রাপ্য হলো তাকে উপেক্ষা করা এবং তার অন্যায় দাবিতে সাড়া না দেওয়া। তবে যদি কোনো প্রকার সীমালঙ্ঘন না থাকে এবং সে শপথ করে বসে, তবে তার অধিকার হলো আপনি তার কসম রক্ষা করবেন এবং তার শপথ অনুযায়ী কাজ করবেন; যদি না তা কোনো পাপাচার বা গুনাহের কাজ হয়। যদি বিষয়টি কোনো গুনাহ হয়, তবে তার ডাকে সাড়া দেবেন না। যেমন যদি সে কসম দিয়ে বসে যে তাকে কিছু অর্থ দিতে হবে যা দিয়ে সে ধূমপানের সামগ্রী ক্রয় করবে, তবে তা পালন করা আপনার জন্য আবশ্যিক নয়; বরং এমন কাজে তার সাথে একমত হওয়া আপনার জন্য জায়েজও নয়। কারণ এর মাধ্যমে আপনি তাকে পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহায়তা করছেন।

অথবা যদি বিষয়টি আপনার জন্য ক্ষতিকর হয়—যেমনটি আমরা উদাহরণ দিয়েছি যে, কেউ কসম দিয়ে আপনার ঘরের গোপন তথ্য জানতে চাইল যা আপনি গোপন রাখতে চান; অথবা সে এমন কিছুর ওপর কসম করল যা আপনার ক্ষতি করবে। যেমন আপনার পিতা যদি কসম দিয়ে বলেন: "আল্লাহর কসম, তুমি হজ্জ করতে যাবে না," অথচ হজ্জ পালন করা আপনার ওপর ফরজ, তবে আপনি তা

تعطيه، لأن في هذا تركاً للواجب، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أو حلف عليك أن لا تزور أمك التي قد طلقها، وصار بينه وبينها مشاكل فكرها، فقال لك: والله لا تذهب إلى أمك، فلا تطعه وذلك لأنه آثم بكونه يحول بينك وبين صلة الرحم، صلة الرحم واجبة، وبر الوالدين واجب فلا تطعه.

ومن ذلك أيضاً إذا حلف أن لا تزور أحداً من إخوانك أو أعمالك أو أقاربك فلا تطعه، ولا تبر بيمينه ولو كان أباك، لأن صلة الرحم واجبة، ولا يحل له أن يحلف مثل هذا الحلف، وصلى الرحم إذا قام بها الإنسان فإن الله تعالى يصله، فقد تعهد الله للرحم ان يصل من وصلها، وأن يقطع من قطعها، فإذا انتفت الموانع فإن الأولى أن تبرّ بهن.

وها هنا مسألة وهي أنه ربما يحلف وهو تحلف أنت، هذا يقع كثيراً في الضيف إذا نزل عليك، قال: والله ما تذب لي، فتحلف أنت وتقول: والله لأذبح لك فهنا من الذي يبرّ الأول أم الثاني؟ يبر الأول؛ لأن حقه ثابت ونقول للثاني صاحب البيت الذي حلف أن يذبح، نقول: لا تذب وكفر عن يمينك؛ لأن الأول أحق بالبر وأسبق.

وها هنا مسألة يحب أن يُتفطن لها أيضاً في هذا الأمر، وهي أن بعض السفهاء إذا نزل به ضيف، طلق الصيف أن لا يذبح له؛ قال: عليّ الطلاق من امرأتي أو نسائي إن كان له أكثر من امرأة أن لا تذب لي، فيقول صاحب البيت: وأنا على الطلاق أن أذب لك، وهذا خطأ عظيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو

তাকে তা দেবেন না, কারণ এতে ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় কর্তব্য বর্জন করা হয়। আর স্রষ্টার অবাধ্যতা করে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা বৈধ নয়। অথবা সে যদি আপনার ওপর কসম করে যে, আপনি আপনার সেই মাকে দেখতে যেতে পারবেন না যাকে সে তালুক দিয়েছে এবং

যার প্রতি তার মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছে, ফলে সে আপনাকে বলল: ‘আল্লাহর কসম, তুমি তোমার মায়ের কাছে যাবে না’, তবে আপনি তার কথা মানবেন না। কারণ সে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতে বাধ্য করার মাধ্যমে পাপে লিপ্ত হচ্ছে। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ওয়াজিব এবং পিতামাতার প্রতি সদাচরণ করা ওয়াজিব, তাই তার আনুগত্য করবেন না।

অনুরূপভাবে সে যদি কসম করে যে, আপনি আপনার কোনো ভাই, চাচা বা আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা করবেন না, তবে তার আনুগত্য করবেন না এবং তার কসম পূর্ণ করবেন না— যদিও সে আপনার পিতা হয়। কারণ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ওয়াজিব এবং তার জন্য এ জাতীয় কসম করা বৈধ নয়। মানুষ যখন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে, আল্লাহ তাআলাও তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখেন। আল্লাহ তাআলা আত্মীয়তার বন্ধনের (রাহিম) সাথে এই মর্মে অঙ্গীকার করেছেন যে, যে ব্যক্তি তাকে বজায় রাখবে আল্লাহ তার সাথে সুসম্পর্ক রাখবেন, আর যে তা ছিন্ন করবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। সুতরাং যখন কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে না, তখন তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখাই শ্রেয়।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, অনেক সময় সে-ও কসম করে আর আপনিও কসম করেন। মেহমান ঘরে আসলে প্রায়ই এমনটি ঘটে; মেহমান বলল: ‘আল্লাহর কসম, আপনি আমার জন্য কিছু জবাই করবেন না’, তখন আপনি কসম করে বললেন: ‘আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই আপনার জন্য জবাই করব’। এক্ষেত্রে কার কসম পূর্ণ করা হবে? প্রথম জনের না দ্বিতীয় জনের? এক্ষেত্রে প্রথম জনের কসম পূর্ণ করতে হবে; কারণ তার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। আর গৃহকর্তা যিনি জবাই করার কসম করেছিলেন, তাকে আমরা বলব: আপনি জবাই করবেন না এবং আপনার কসমের কাফফারা আদায় করুন; কারণ প্রথম ব্যক্তি কসম রক্ষার ক্ষেত্রে অধিক হকদার এবং অগ্রগামী।

এ বিষয়ে আরও একটি বিষয় সতর্কতার সাথে অনুধাবন করা উচিত যে, কিছু নির্বোধ লোক মেহমানদারির ক্ষেত্রে তালাকের শপথ করে বসে। মেহমান বলে: ‘আমার স্ত্রীর ওপর বা স্ত্রীদের ওপর তালাক (যদি একাধিক স্ত্রী থাকে), যদি আপনি আমার জন্য কিছু জবাই করেন’। তখন গৃহকর্তা বলে: ‘আমার ওপরও তালাক, আমি আপনার জন্য অবশ্যই জবাই করব’। এটি একটি গুরুতর ভুল। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “যে ব্যক্তি কসম করতে চায়, সে যেন আল্লাহর নামে কসম করে অথবা...”

ليصت " أما الطلاق فلا، ما ذنب المرأة حتى تطلقها؟! وهو من الخطأ العظيم.

وأقول لكم إن المفتين اليوم - وأنا منهم - نفقي بأن الإنسان إذا أراد بذلك التهديد أو التأكيد فإنه لا طلاق، وعليه كفارة يمين، يعني أن حكمه حكم اليمين، ولكني أقول لكم: إن أكثر أهل العلم، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة على أن هذا طلاق، وعلى أنه إذا لم يف بها قال طلقت امرأته، فالمسألة خطيرة، ولا تظنوا أن الناس إذا أفتوا بالأمر السهل أن المسألة سهلة، بل هي خطيرة جداً، إذا كان أصحاب المذاهب الأربعة: المالكي، والشافعي، والحنفي، والحنبلي، كلهم يرون أن مثل هذا يكون طلاقاً، وأنه إذا طلق أن لا تذبج وذبحت طلقت زوجته، وإذا طلقت أن تذبج ولم تذبج طلقت زوجتك، وهذه المذاهب الأربعة ليست بهينة، والخلاف في هذا ليس بهين، فلا تستهينوا بهذا الأمر، فهو خطير جداً.

وأنت الآن مثلاً إذا رجعت إلى زوجتك وكانت هذه آخر طلقة، فأنت تطؤها على المذاهب الأربعة وطئاً حراماً. وعلى القول أنه يمين تكفر عن يمينك وتحل لك، فالمسألة خطيرة للغاية، لذلك يجب علينا أن نتناهي عنها، وأن لا نقول إذا حصل أذهب لابن باز أو لابن عثيمين أو الثاني أو الثالث فهذا لا ينفعك، فهناك علماء إجلاء أكبر منهم يرون أن هذا طلاق.

তাকে নীরব থাকতে দিন। আর তালাকের কথা যদি বলি, তবে তা নয়; সেই মহিলার অপরাধ কী যে আপনি তাকে তালাক দেবেন?! আর এটি একটি অত্যন্ত বড় ভুল।

আমি আপনাদের বলছি যে, বর্তমান সময়ের মুফতিগণ - এবং আমিও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত - এই ফতোয়া দিয়ে থাকেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি এর মাধ্যমে (শপথের মাধ্যমে) ধমক দেওয়া বা কোনো বিষয় নিশ্চিত করার ইচ্ছা পোষণ করে, তবে তা তালাক হিসেবে গণ্য হবে না; বরং এর

জন্য শপথের কাফফারা ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ এর বিধান হবে শপথের বিধানের অনুরূপ। কিন্তু আমি আপনাদের বলছি: অধিকাংশ আলিম, এবং তাঁদের মধ্যে চার মাযহাবের ইমামগণও রয়েছেন, তাঁদের মতে এটি তালাক হিসেবেই গণ্য হবে; এবং ব্যক্তি যদি তার কথা রক্ষা না করে তবে তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। সুতরাং বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। আপনারা এমনটি ভাববেন না যে মানুষ যদি সহজ কোনো ফতোয়া দেয় তবে বিষয়টি সহজ হয়ে যায়; বরং এটি অত্যন্ত ভয়াবহ। যখন চার মাযহাবের ইমামগণ: মালিকি, শাফি'ঈ, হানাফি এবং হাম্বলি—তাঁরা সকলেই মনে করেন যে এটি তালাক হবে; এবং যদি শর্ত করা হয় যে কোনো কাজ না করলে তালাক হয়ে যাবে আর তা করা না হয়, তবে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। এই চার মাযহাবের গুরুত্ব সামান্য নয় এবং এ বিষয়ে বিদ্যমান মতপার্থক্যও তুচ্ছ নয়। সুতরাং আপনারা এই বিষয়টিকে হালকাভাবে নেবেন না, কারণ এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি এখন আপনার স্ত্রীর নিকট ফিরে যান এবং এটি যদি আপনার শেষ তালাক হয়ে থাকে, তবে চার মাযহাব অনুযায়ী আপনি তার সাথে যে সহবাস করছেন তা হারাম। আর যারা একে শপথ মনে করেন, তাদের মতানুযায়ী আপনি শপথের কাফফারা আদায় করলে সে আপনার জন্য হালাল হবে। সুতরাং বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। এ কারণে আমাদের এ থেকে বিরত থাকা উচিত। এমনটি বলা উচিত নয় যে, যদি এটি ঘটে যায় তবে আমি ইবনে বায বা ইবনে উসাইমিন অথবা অন্য কারো কাছে যাব। এটি আপনার কোনো উপকারে আসবে না, কারণ তাঁদের চাইতেও উচ্চমর্যাদার বরেণ্য উলামায়ে কেরাম রয়েছেন যারা একে তালাক হিসেবেই গণ্য করেন।

(ص: 612) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وأنه إذا كان آخر طلاق، فإن المرأة تبين بها، ولا تحل لزوجها إلا بعد زوج آخر.
أقول هذا من أجل ان لا تتهاونوا في هذا الأمر فهذا الأمر خطير جداً، فمن كان
حالفاً فليحلف بالله، ويقول: والله.

ثم إني أشير عليكم بأمر مهم؛ أنك إذا حلفت على يمين فقل إن شاء الله ولو لم يسمعها صاحبك، قل إن شاء الله وإن لم يسمعها صاحبك؛ لأنك إذا قلت إن شاء الله يسر الله لك الأمر حتى تبر بيمينك، وإذا قدر أنه ما حصل الذي تريد فلا كفارة عليك، وهذه فائدة عظيمة.

فلو قلت لواحد مثلاً: والله ما تذبح لي، ثم قلت بينك وبين نفسك: إن شاء الله، ثم ذبح فلا عليك شيء ولا عليك كفارة يمين، وكذلك أيضاً بالعكس، لو قلت: والله لأذبح ثم قلت بينك وبين نفسك: إن شاء الله، ولم يسمع صاحبك، فإنه إذا لم تذبح فليس عليك كفارة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله لم يحنث" وهذه فائدة عظيمة اجعلها على لسانك دائماً، اجعل الاستثناء بأن شاء الله على لسانك دائماً حتى يكون فيه فائدتان: الفائدة الأولى: أن تُيسر لك الأمور.

আর যদি তা সর্বশেষ তালাক হয়, তবে সেই নারী এর দ্বারা চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং অন্য স্বামী গ্রহণ না করা পর্যন্ত সে তার (সাবেক) স্বামীর জন্য আর হালাল হবে না।

আমি এ কথা বলছি যাতে তোমরা এই বিষয়ে শিথিলতা প্রদর্শন না করো, কারণ এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। সুতরাং কাউকে শপথ করতে হলে সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে এবং বলে: আল্লাহর শপথ।

অতঃপর আমি তোমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছি; তা হলো তুমি যখনই কোনো শপথ করবে, তখন 'ইনশাআল্লাহ' বলবে, যদিও তোমার সঙ্গী তা না শোনে। তুমি 'ইনশাআল্লাহ' বলবে যদিও তোমার সঙ্গী তা শুনতে না পায়; কারণ তুমি যখন 'ইনশাআল্লাহ' বলবে, তখন আল্লাহ তোমার জন্য বিষয়টি সহজ করে দেবেন যেন তুমি তোমার শপথ পূর্ণ করতে পারো। আর যদি এমন হয় যে তুমি যা চেয়েছিলে তা ঘটেনি, তবে তোমার ওপর কোনো কাফফারা বা জরিমানা নেই। এটি একটি বিরাট উপকারিতা।

উদাহরণস্বরূপ, তুমি যদি কাউকে বলো: ‘আল্লাহর শপথ, আপনি আমার জন্য যবাই করবেন না,’ অতঃপর মনে মনে বলো: ‘ইনশাআল্লাহ’, এরপর সে যদি যবাই করে ফেলে, তবে তোমার ওপর কোনো দায় নেই এবং শপথ ভঙ্গের কাফফারাও দিতে হবে না। একইভাবে এর বিপরীত ক্ষেত্রেও, যদি তুমি বলো: ‘আল্লাহর শপথ, আমি অবশ্যই যবাই করব,’ অতঃপর মনে মনে বলো: ‘ইনশাআল্লাহ’ এবং তোমার সঙ্গী তা শুনতে না পায়, এমতাবস্থায় তুমি যদি যবাই না করো তবে তোমার ওপর কোনো কাফফারা নেই; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো শপথ করে এবং ‘ইনশাআল্লাহ’ বলে, সে শপথ ভঙ্গকারী হয় না।" এটি একটি মহান সুফল যা সর্বদা তোমার মুখে রাখবে; সর্বদা ‘ইনশাআল্লাহ’ বলে এই ব্যতিক্রমের বিষয়টি তোমার মুখে রাখবে যাতে এতে দুটি উপকার লাভ করা যায়: প্রথম উপকারিতা: তোমার জন্য সকল বিষয় সহজ করে দেওয়া হবে।

(ص: 613) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

والفائدة الثانية: أنك إذا حنثت فلا تلزم الكفارة.
 أما السبع التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام في حديث البراء، فمنها التختم بالذهب، والتختم بالذهب خاص بالرجال، فالرجل لا يحل له أن يلبس الذهب وأن يتختم بالذهب، ولا أن يلبس سواراً من ذهب، ولا أن يلبس خرساً من ذهب، ولا أن يلبي على رأسه شيئاً من الذهب، كل الذهب حرام على الرجل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل رأي عليه خاتماً من ذهب، قال: "يعد أحدكم إلى جرة من نار فيضعها في أصبعه أو قال في يده" ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم فرمى به، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للرجل: خذ خاتمك، انتفع به، قال: لا والله لا آخذ خاتماً طرحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام في حديث على بن أبي طالب: "إن هذين حرام على ذكور امتي حلّ إنأثمهم".

وَأَمَّا تَخْتُمُ بِالرَّأَةِ بِالذَّهَبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَلَا حَرَجَ فِيهِ، فَيَجُوزُ لَهُنَّ التَّخْتُمُ بِالذَّهَبِ
وَالْتَّسُورُ بِهِ، وَأَنْ يَلْبَسْنَ مَا شِئْنَ مِنْهُ، إِلَّا إِذَا بَلَغَ حَدَ الْإِسْرَافِ، فَإِنَّ الْإِسْرَافَ لَا
يَحِلُّ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (الأعراف: 31).

وقد حكى بعض العلماء إجماع أهل العلم على جواز لباس المرأة

দ্বিতীয় উপকারিতা হলো: আপনি যদি শপথ ভঙ্গ করেন, তবে আপনার ওপর কাফফারা
ওয়াজিব হবে না।

আর বারা বিন আযিব বর্ণিত হাদীসে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে সাতটি
বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন, তার মধ্যে একটি হলো সোনার আংটি পরিধান করা। আর স্বর্ণের
আংটি পরিধান করা পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধ; পুরুষের জন্য স্বর্ণ পরিধান করা কিংবা স্বর্ণের
আংটি পরা বৈধ নয়। তেমনি সে স্বর্ণের চুড়ি, স্বর্ণের কানের দুল কিংবা মাথায় স্বর্ণের কোনো
কিছু পরিধান করতে পারবে না। সকল প্রকার স্বর্ণই পুরুষের জন্য হারাম। কেননা নবী করীম
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জনৈক ব্যক্তির হাতে স্বর্ণের আংটি দেখে বলেছিলেন:

"তোমাদের কেউ কি আগুনের অঙ্গারের দিকে অগ্রসর হয়ে তা নিজের আঙুলে বা হাতে
পরিধান করতে চায়?" অতঃপর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আংটিটি খুলে
ছুড়ে ফেলে দিলেন। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চলে যাওয়ার পর লোকেরা
লোকটিকে বলল: তোমার আংটিটি তুলে নাও এবং এটি দ্বারা উপকৃত হও। সে বলল: আল্লাহর
কসম! নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন আমি তা কখনোই
গ্রহণ করব না। আলী বিন আবু তালিব (রাডিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী করীম
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলেছেন: "নিশ্চয়ই এই দুটি (স্বর্ণ ও রেশম) আমার
উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম এবং তাদের নারীদের জন্য হালাল।"

পক্ষান্তরে নারীদের স্বর্ণের আংটি পরিধানে কোনো দোষ বা অসুবিধা নেই। তাদের জন্য স্বর্ণের
আংটি ও চুড়ি পরিধান করা এবং স্বর্ণের যা ইচ্ছা অলংকার হিসেবে ব্যবহার করা বৈধ; তবে তা
যেন অপচয়ের পর্যায়ে না পৌঁছায়। কেননা অপচয় করা বৈধ নয়; মহান আল্লাহর বাণী: (আর
তোমরা অপচয় করো না, নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না) [সূরা আল-আরাফ:
৩১]।

কোনো কোনো আলিম নারীদের অলংকার পরিধানের বৈধতার ওপর বিজ্ঞ আলিমদের ইজমা বা সর্বসম্মতি বর্ণনা করেছেন।

(ص: 614) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

للخاتم والسوار ونحوهما، وأما الأحاديث الواردة في النهي عن الذهب المحلق للنساء فهي أحاديث إما ضعيفة، وإما شاذة تُرك العمل بها، وتواترت الأحاديث الكثيرة التي فيها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم النساء على لبس المحلق من الإسورة وكذلك من الخواتم.

ولكن يجب على المرأة إذا كان عندها ما يبلغ النصاب من الحلي من الذهب أداء زكاته، بأن تقومه كل سنة بما يساويه وتخرج منه ربع العشر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من الذهب، يعني سوارين غليظين، فقال: "أتؤدين زكاة هذا؟" قالت: "لا. قال: "أيسرك أن يسورك الله بها سوارين من نار يوم القيامة" فخلعتهما وأعطتهما النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله.

ونهي أيضاً في هذا الحديث "عن الشرب في آنية الفضة" يعني نهاناً عن أن نشرب في آنية الفضة، سواء كان الشرب ماءً أو لبناً أو مرقاً أو غير ذلك، وسواء كان الشارب رجلاً أم امرأة؛ لأن التحريم الأواني من الذهب والفضة شامل للرجال والنساء، ولا فرق بين الفضة الخالصة وبين الموه بالفضة، كل ذلك حرام.

وَأَمَّا آتِيَةُ الذَّهَبِ فَهِيَ أَشَدُّ وَأَشَدُّ، وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالَ: "لَا تَشْرَبُوا فِي آتِيَةِ الذَّهَبِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صَحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ

আংটি, চুড়ি এবং অনুরূপ অলঙ্কারের ক্ষেত্রে বিধান এটিই। আর নারীদের জন্য গোলাকার স্বর্ণালঙ্কার নিষিদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত যে হাদিসগুলো বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো হয় দুর্বল, না হয় শায (বিচ্ছিন্ন), যার ওপর আমল পরিত্যক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে এমন অসংখ্য মুতাওয়াতির হাদিস রয়েছে যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের গোলাকার চুড়ি ও আংটি পরিধানে সম্মতি দিয়েছেন।

তবে কোনো নারীর কাছে যদি নিসাব পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কার থাকে, তবে তার জাকাত আদায় করা ওয়াজিব। এর পদ্ধতি হলো—প্রতি বছর এর বাজারমূল্য নির্ধারণ করে তার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ (আড়াই শতাংশ) জাকাত প্রদান করা। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক নারীকে দেখেছিলেন যার কন্যার হাতে দুটি মোটা স্বর্ণের বালা ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "তুমি কি এর জাকাত আদায় করো?" সে উত্তর দিল: "না।" তিনি বললেন: "তুমি কি এতে সন্তুষ্ট যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাকে এর পরিবর্তে আগুনের দুটি চুড়ি পরিয়ে দেবেন?" তখন সেই নারী বালা দুটি খুলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে দিয়ে বললেন: "এগুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্য।"

এই হাদিসে "রূপার পাত্রে পান করা" থেকেও নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের রূপার পাত্রে পান করতে নিষেধ করা হয়েছে, চাই তা পানি হোক বা দুধ, ঝোল কিংবা অন্য কিছু। পানকারী পুরুষ হোক বা নারী—উভয়ের জন্যই এটি নিষিদ্ধ। কেননা সোনা ও রূপার পাত্র ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। আর নিখাদ রূপা এবং রূপার প্রলেপযুক্ত পাত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, এ সবই হারাম।

আর স্বর্ণের পাত্রের বিষয়টি আরও বেশি কঠোর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হয়েছে, যেখানে তিনি বলেছেন: "তোমরা স্বর্ণের পাত্রে পান করো না এবং এর থালায় আহার করো না; কেননা এগুলো তাদের জন্য (অর্থাৎ কাফেরদের জন্য ইহকালে)।"

في الدنيا ولكم في الآخرة"

أما البياثر الحمر: فهي مثل المخدة، يجعل في حشوها قطن ويجعل علي هذا القطن خرقة من الحرير، وتربط في سرج الفرس أو في كور البعير من أجل أن يجلس عليها الراكب فيستريح.

وكذلك القسي وغيرها، فإنها كلها من أنواع الحرير، وهي حرامٌ علي الرجال؛ لأنه لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير، ولا أن يجلس عليه، ولا أن يفترشه، ولا أن يلتحفه. وأما المرأة فيجوز لها لبس الحرير؛ لأنها محتاجة إلى الزينة والتجمل كما قال الله تعالى (أَوْ مَنْ يُنشَأُ فِي الْحُلِيِّ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) (الزخرف: 18)، يعني: أو من يرفه في الحلية وهو في الخصام غير مبين كمن ليس كذلك وهم الرجال، فالرجال لا يرفهون في الحلية ولا ينشئون فيها؛ لأنهم مستغنون ببطولتهم ورجولتهم عن التزين والتجمل بهذه الأشياء.

وأما افتراش المرأة للحرير والتحافها به وجلوستها عليه، فقد اختلف فيه العلماء، منهم من منع وحرّم واستدل بعموم هذا الحديث؛ وأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البياثر الحمر وشبهها، وقال: إن المرأة يباح لها أن تلبس الحرير لاحتياجها إليه، أما أن تفترشه فلا حاجة

"দুনিয়াতে, আর তোমাদের জন্য তা পরকালে।"

আর 'মায়াসিরে হুমর' (লাল গদি): এটি বালিশের মতো, যার ভেতরে তুলা ভর্তি করা থাকে এবং এই তুলার ওপর রেশমের কাপড় লাগানো হয়। এটি ঘোড়ার জিন অথবা উটের হাওদার সাথে বেঁধে দেওয়া হয় যাতে আরোহী এর ওপর বসে আরাম পেতে পারে।

অনুরূপভাবে 'কাস্সী' এবং অন্যান্য বিষয়গুলোও রেশমেরই প্রকারভেদ। এগুলো পুরুষদের জন্য হারাম; কেননা পুরুষের জন্য রেশম পরিধান করা, এর ওপর বসা, এটি বিছানা হিসেবে ব্যবহার করা কিংবা এটি চাদর হিসেবে গায়ে জড়ানো বৈধ নয়।

পক্ষান্তরে নারীদের জন্য রেশম পরিধান করা বৈধ; কারণ তাদের সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যের প্রয়োজন রয়েছে, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তবে কি তাকে (আল্লাহর সন্তান সাব্যস্ত করা হবে), যাকে অলঙ্কারে লালন-পালন করা হয় এবং যে ঝগড়া-বিবাদের সময় অস্পষ্ট থাকে?" (সূরা আয-যুখরুফ: ১৮)। অর্থাৎ, যাকে অলঙ্কারের মাধ্যমে বিলাসিতায় বড় করা হয় এবং যে বিতর্কের সময় নিজের বক্তব্য স্পষ্টভাবে উপস্থাপনে অক্ষম, সে কি তাদের মতো হতে পারে (যারা এমন নয়, অর্থাৎ পুরুষ)? পুরুষরা অলঙ্কারের মাধ্যমে বিলাসিতা করে না এবং এতে তারা বেড়েও ওঠে না; কারণ তাদের বীরত্ব ও পুরুষত্বই তাদের এই সকল সাজসজ্জা ও অলঙ্করণ হতে অমুখাপেক্ষী রাখে।

আর নারীর জন্য রেশম বিছানো, তা গায়ে জড়ানো এবং এর ওপর বসা—এ বিষয়ে আলেমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এটি নিষেধ ও হারাম বলেছেন এবং এই হাদিসের ব্যাপকতার মাধ্যমে দলিল পেশ করেছেন; কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাল গদি ও এই জাতীয় বস্তু থেকে নিষেধ করেছেন। তাঁরা বলেন: নারীর জন্য রেশম পরিধান করা জায়েয করা হয়েছে তার প্রয়োজনের কারণে, কিন্তু তা বিছানো বা গদি হিসেবে ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন নেই।

(ص: 616) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

لَهَا إِلَى أَنْ تَفْتَرِشَ الْحَرِيرَ، وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْرَبُ مِنَ الْقَوْلِ بِالْحُلِّ مُطْلَقاً أَيَّ يَحِلُّ
الْحَرِيرَ لِلنِّسَاءِ مُطْلَقاً؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجَوَادٍ وَعَدَمًا.

بقي الكلام علي قوله: " وإنشاد الضالة " يعني مما أمرهم به إنشاد الضالة، يعني أن الإنسان إذا وجد ضالة وجب عليه إنشادها، أي طلب من هي له، والضالة هي ما ضاع من البهائم، وقد قسم العلماء رحمهم الله الضالة إلى قسمين:

الأول: قسم يمتنع من الذئب ونحوها من صغار السباع، فهذا لا يجوز التقاطه ولا إيواؤه، ومن آوى ضالة فهو ضال مثل الإبل، أو ما يمتنع بطيرانه مثل الطيور كالصقور والحمام وشبهها، أو ما يمتنع بعدوه كالظباء ونحوها.

فالذي يمتنع من صغار السباع كالذئب وشبهها ثلاثة أنواع: ما يمتنع من السباع لكبر جثته وقوته مثل الإبل، وما يمتنع من السباع لطيرانه كالصقور والحمام، وما يمتنع من السباع لعدوه وسرعة سعيه كالظباء.

فهذا لا يجوز للإنسان أن يلتقطها، ولا يجوز له أن يؤويها بل يطردها من إبله، ويطردها من حمامه، إذا أوت إلى حمامه؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن ضالة الإبل فقال: " ما لك ولها؛ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الباء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها " معها سقاؤها: يعني بطنها تملؤه ماءً.

তার জন্য রেশম বিছানো পর্যন্ত বৈধ হওয়ার বিষয়টিই রেশমের অবাধ বৈধতার মতের চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য; কেননা বিধান তার কার্যকারণ বা ইল্লাতের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির ওপর ভিত্তি করে আবর্তিত হয়।

তাঁর উক্তি: "হারানো বস্তু ঘোষণা করা" সংক্রান্ত আলোচনা অবশিষ্ট রয়েছে। অর্থাৎ, তিনি তাদের যা যা আদেশ করেছেন তার মধ্যে একটি হলো হারানো বস্তু ঘোষণা করা। এর অর্থ হলো, যখন কোনো ব্যক্তি কোনো হারানো বস্তু খুঁজে পায়, তখন তার মালিককে খোঁজার জন্য ঘোষণা দেওয়া তার ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়। আর 'দ্বল্লা' বলতে সাধারণত হারানো গবাদি পশুকে বোঝায়। ওলামায়ে কেরাম (রাহিমাহুমুল্লাহ) হারানো পশুকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন: প্রথম প্রকার: এমন পশু যা নেকড়ে বা এ জাতীয় ছোট হিংস্র প্রাণী থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম। এই ধরনের পশু কুড়িয়ে নেওয়া বা আশ্রয় দেওয়া জায়েজ নেই। আর যে ব্যক্তি এমন হারানো পশুকে আশ্রয় দেবে সে পথভ্রষ্ট বা লক্ষ্যচ্যুত হিসেবে গণ্য হবে। যেমন—উট; অথবা যা

উড়ার মাধ্যমে আত্মরক্ষা করতে পারে যেমন—পাখি, বাজপাখি, কবুতর ও সমজাতীয় প্রাণী; অথবা যা দ্রুত দৌড়ানোর মাধ্যমে আত্মরক্ষা করতে পারে যেমন—হরিণ ইত্যাদি।

সুতরাং নেকড়ে ও অনুরূপ ছোট হিংস্র প্রাণী থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম পশু তিন ধরনের: যা দেহের বিশালত্ব ও শক্তির কারণে আত্মরক্ষা করে যেমন—উট; যা উড়ার ক্ষমতার কারণে আত্মরক্ষা করে যেমন—বাজপাখি ও কবুতর; এবং যা দৌড়ানোর গতি ও ক্ষিপ্ততার কারণে আত্মরক্ষা করে যেমন—হরিণ।

এই প্রকারের প্রাণী কুড়িয়ে নেওয়া কোনো মানুষের জন্য জায়েজ নয় এবং তাকে আশ্রয় দেওয়াও বৈধ নয়। বরং যদি তা তার নিজের উটের পালের সাথে মিশে যায় তবে তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে, অথবা যদি তা তার কবুতরের ঘরে আশ্রয় নেয় তবে তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে। কেননা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে হারানো উট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন: "তার সাথে তোমার কী প্রয়োজন? তার সাথেই তো তার পানি পান করার আধার ও পায়ের ক্ষুর রয়েছে। সে নিজেই পানির ঘাটে পৌঁছাবে এবং গাছপালা থেকে খাবার গ্রহণ করবে, যতক্ষণ না তার মালিক তাকে খুঁজে পায়।" 'তার সাথেই তার পানি পান করার আধার রয়েছে' এর অর্থ হলো: তার পেট যা সে পানি দিয়ে পূর্ণ করে রাখে।

(ص: 617) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

وحذاؤها: يعني خفها تمشي عليه، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها.
فلا يجوز لك أن تؤوي هذه الضالة ولا أن تلتقطها، ولو كنت تريد الخير، اللهم إلا
إذا كنت في أرض فيها قطاع طريق تخشى أن يأخذوها ويضيعوها على صاحبها، فلا
بأس أن تأخذها حينئذ، أو إذا كنت تعرف صاحبها فتأخذها لتردها عليه، فهذا لا
بأس به.

الثاني: ما لا يستنع من صغار السباع، يعني الذي يعجز أن يفك نفسه مثل الغنم أو الباعز أو الشياه أو ما أشبه ذلك، فإنك تأخذها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: "هي لك أو لآخيك أو للذئب"

، ولكن يجب عليك أن تبحث عن صاحبها وقوله (هي لك) يعني إن لم تجد صاحبها، يعني صاحبها إذا عرفته، "أو للذئب" إذا لم يجدها أحد أكلها الذئب. فهذه تؤخذ ويبحث عن صاحبها، فإذا تمت السنة ولم يوجد صاحبها فهي لمن وجدها.

وإنشاد الضالة له معنيان:

المعني الأول: ما ذكرنا وهذا واجب على الإنسان.

المعني الثاني: منهى عنه وذلك مثل ما يقع في المساجد، وهو أن يطلب الإنسان الضالة فيه، مثل أن يقول: من رأى كذا وكذا؟ أو: يا أيها

এবং তার পাদুকা: অর্থাৎ তার খুর যা দিয়ে সে চলাফেরা করে, সে পানি পান করতে পারে এবং বৃক্ষলতা আহার করতে পারে যতক্ষণ না তার মালিক তাকে খুঁজে পায়।

সুতরাং আপনার জন্য এই হারানো পশুকে আশ্রয় দেওয়া বা কুড়িয়ে নেওয়া বৈধ নয়, এমনকি আপনি যদি কল্যাণ কামনা করেন তবুও। তবে যদি আপনি এমন কোনো জনপদে থাকেন যেখানে দস্যুদের ভয় থাকে যে তারা তা নিয়ে যাবে এবং মালিকের অধিকার নষ্ট করবে, তবে তখন তা গ্রহণ করাতে কোনো দোষ নেই। অথবা যদি আপনি তার মালিককে চেনেন এবং তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করেন, তবে এতেও কোনো সমস্যা নেই।

দ্বিতীয় প্রকার: যা ছোট হিংস্র প্রাণী থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, অর্থাৎ যা আত্মরক্ষায় অক্ষম যেমন ভেড়া, ছাগল বা মেঘ অথবা এই জাতীয় প্রাণী। এই ক্ষেত্রে আপনি তা গ্রহণ করবেন, যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "এটি হয় তোমার জন্য, অথবা তোমার ভাইয়ের জন্য, নতুবা নেকড়ের জন্য।"

কিন্তু আপনার ওপর তার মালিককে সন্ধান করা আবশ্যিক। আর তাঁর বাণী "এটি তোমার জন্য" এর অর্থ হলো যদি আপনি মালিককে না পান। অর্থাৎ মালিককে চিনতে পারলে তাকে দিয়ে

দেবেন। আর "নেকড়ে'র জন্য" এর অর্থ হলো যদি কেউ তা খুঁজে না পায় তবে নেকড়ে তা খেয়ে ফেলবে।

সুতরাং এগুলো গ্রহণ করা হবে এবং তার মালিককে সন্ধান করা হবে। যখন এক বছর পূর্ণ হবে এবং মালিককে পাওয়া যাবে না, তখন তা যে পেয়েছে তার মালিকানাধীন হয়ে যাবে।

আর হারানো বস্তু ঘোষণা করার দুটি অর্থ রয়েছে:

প্রথম অর্থ: যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি এবং এটি মানুষের ওপর আবশ্যিক।

দ্বিতীয় অর্থ: যা নিষিদ্ধ, আর তা হলো মসজিদে যা ঘটে থাকে। অর্থাৎ মানুষ সেখানে হারানো বস্তু অনুসন্ধান করা, যেমন বলা: অমুক বস্তু কে দেখেছে? অথবা: হে লোক সকল!

(ص: 618) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 2

الناس قد ضاعت لي كذا وكذا فمن وجدها؟

فهذا لا يجوز في المسجد، وهو محرم، لأن المساجد لم تبين لهذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: "إذا سمعتم أحداً ينشد ضالة في المسجد فقولوا له: لا ردها الله عليك؛ فإن المساجد لم تبين لهذا"

فنحن مأمورون أن ندعوا الله عليه، فنقول: لا ردها الله عليه، فنقول: لا ردها الله عليك، كما أننا إذا سمعنا شخصاً يبيع ويشترى في المسجد فإننا نقول: لا أربح الله تجارتك؛ لأن المساجد لم تبين للبيع أو الشراء.

فهذه الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها خير، والنواهي التي نهى عنها كلها شر؛ لأن قاعدة شريعته صلى الله عليه وسلم تأمر بالمصالح وتنهى عن المفاسد، وإذا اجتمع في الشيء مفسدة ومصلحة؛ غلب الأقوى منها والأكثر، فإن كان

الأكثر المصلحة غلبت، وإن كانت المفسدة غلبت، وإن تساوى الأمران غلبت
المفسدة؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، الله الموفق.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم
الدين.

মানুষের নিকট বলছে যে, আমার অমুক অমুক জিনিস হারিয়ে গেছে, কেউ কি তা পেয়েছে?
মসজিদে এটি করা বৈধ নয় এবং তা হারাম, কারণ মসজিদসমূহ এ উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়নি।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তোমরা যদি কাউকে মসজিদে হারানো বস্তু
খুঁজতে বা ঘোষণা দিতে শোনো, তবে তাকে বলো: আল্লাহ তোমাকে তা ফিরিয়ে না দিন; কারণ
মসজিদসমূহ এ কাজের জন্য তৈরি করা হয়নি।"

আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন আমরা তার বিরুদ্ধে দোয়া করি, ফলে আমরা বলি:
আল্লাহ তাকে তা ফিরিয়ে না দিন, অথবা বলি: আল্লাহ তোমাকে তা ফিরিয়ে না দিন। ঠিক
যেমনটি আমরা যখন কাউকে মসজিদে কেনাবেচা করতে শুনি তখন বলি: আল্লাহ তোমার
ব্যবসায় লাভ না দিন; কারণ মসজিদসমূহ কেনাবেচার জন্য নির্মিত হয়নি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব আদেশ দিয়েছেন তার সবই কল্যাণকর এবং যেসব
বিষয়ে নিষেধ করেছেন তার সবই অকল্যাণকর; কারণ তাঁর প্রবর্তিত শরীয়তের মূলনীতি হলো
কল্যাণের আদেশ দেওয়া এবং অনিষ্ট থেকে বিরত রাখা। যখন কোনো বিষয়ে অনিষ্ট ও কল্যাণ
উভয়ই সমবেত হয়, তখন সেগুলোর মধ্যে যা অধিক শক্তিশালী ও প্রবল তা-ই গণ্য হবে। যদি
কল্যাণের দিকটি প্রবল হয় তবে তাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, আর যদি অনিষ্টের দিকটি প্রবল হয়
তবে তাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় (অর্থাৎ বর্জন করা হয়)। আর যদি উভয় দিক সমান হয় তবে
অনিষ্টের দিকটিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়; কারণ অনিষ্ট দূর করা কল্যাণ অর্জনের চেয়ে অধিক
অগ্রগণ্য। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবীবৃন্দ এবং কিয়ামত পর্যন্ত নিষ্ঠার সাথে
তাঁর অনুসারীদের ওপর আল্লাহর রহমত, শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক।

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (ابن عثيمين)
القسم: شروح الحديث

الكتاب: شرح رياض الصالحين
المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت 1421 هـ)
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
الطبعة: 1426 هـ
عدد الأجزاء: 6
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431

ইবনে উসাইমীন কর্তৃক রিয়াদুস সালাহীন-এর ব্যাখ্যা (ইবনে উসাইমীন)
বিভাগ: হাদিসের ব্যাখ্যাসমূহ

বই: শারহু রিয়াদিস সালাহীন
লেখক: মুহাম্মদ বিন সালাহ বিন মুহাম্মদ আল-উসাইমীন (মৃ. ১৪২১ হিজরি)
প্রকাশক: দারুল ওয়াতান পাবলিকেশনস, রিয়াদ
সংস্করণ: ১৪২৬ হিজরি
খণ্ড সংখ্যা: ৬
[গ্রন্থের পৃষ্ঠা নম্বর মূল মুদ্রিত সংস্করণের অনুরূপ]
শামিলা লাইব্রেরিতে প্রকাশের তারিখ: ৮ জিলহজ ১৪৩১

28. باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة

قال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) [النور: من الآية 19].

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله: باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها. العورة هنا هي العورة المعنوية؛ لأن العورة نوعان: عورة حسية، وعورة معنوية. فالعورة الحسية: هي ما يحرم النظر إليه؛ كالقبل والدبر وما أشبه ذلك مما هو معروف في الفقه.

والعورة المعنوية: وهي العيب والسوء الخلقي أو العملي. ولا شك أن الإنسان كما وصفه الله عز وجل في قوله: (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا) [الأحزاب: 72].

فالإنسان موصوف بهذين الوصفين: الظلم والجهل؛ فإما أن يرتكب الخطأ عن عمد؛ فيكون ظالماً، وإما أن يرتكب الخطأ عن جهل؛ فيكون جهولاً، هذه حال الإنسان إلا من عصم الله عز وجل ووفقه للعلم والعدل، فإنه يسشي بالحق ويهدي إلى الحق.

২৮- মুসলিমদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা এবং প্রয়োজন ছাড়া তা প্রচার করার নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তাআলা বলেন: (নিশ্চয় যারা মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতা ছড়িয়ে দিতে পছন্দ করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি) [সূরা আন-নূর: ১৯ নং আয়াতের অংশবিশেষ]।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) বলেন: মুসলিমদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা এবং তা প্রচার করার নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক পরিচ্ছেদ।

এখানে 'আওরাত' (গোপনীয় বিষয়) বলতে আধ্যাত্মিক বা চরিত্রগত দোষ বোঝানো হয়েছে; কারণ দোষ বা আবৃত করার বিষয় দুই প্রকার: ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক বা চরিত্রগত।

দৈহিক গোপনীয় বিষয় (আওরাত) হলো: যা দেখা হারাম; যেমন লজ্জাস্থানসমূহ এবং ফিকহশাস্ত্রে যা সুপরিচিত অনুরূপ বিষয়গুলো।

আর চরিত্রগত গোপনীয় বিষয় হলো: ব্যক্তিগত ত্রুটি এবং নৈতিক বা আমলগত মন্দ দিকসমূহ।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মানুষ তেমনি যেমন আল্লাহ তাআলা তাঁর বাণীতে বর্ণনা করেছেন: (নিশ্চয় আমি আসমানসমূহ, জমিন ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত পেশ করেছিলাম, অতঃপর তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং এতে ভীত হলো; কিন্তু মানুষ তা বহন করল। নিশ্চয় সে অত্যন্ত জালিম ও অতিশয় অজ্ঞ) [সূরা আল-আহজাব: ৭২]। সুতরাং মানুষ এই দুটি বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত: জুলুম (অবিচার) এবং জাহল (অজ্ঞতা)। সে হয় জেনেবুঝে ভুল করে, তখন সে 'জালিম' (অবিচারী) হয়; অথবা সে না বুঝে ভুল করে, তখন সে 'জাহল' (অত্যন্ত অজ্ঞ) হয়। এটিই মানুষের সাধারণ অবস্থা, কেবল তারা ব্যতীত যাদেরকে মহান আল্লাহ রক্ষা করেছেন এবং জ্ঞান ও ন্যায়ের তৌফিক দিয়েছেন। ফলে সে সত্যের পথে চলে এবং সত্যের দিকে পথ দেখায়।

(ص: 6) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وَإِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ مِنْ طَبِيعَتِهِ التَّقْصِيرُ وَالنَّقْصُ وَالْعَيْبُ؛ فَإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُسْلِمِ نَحْوَ أَخِيهِ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَتَهُ وَلَا يَشِيعَهَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ. فَإِذَا دَعَتِ الضَّرُورَةُ إِلَى ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْهُ، لَكِنْ بَدُونِ ضَرُورَةٍ فَلِأُولَى وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ

بشر رباً يخطئ عن شهوة - يعني عن إرادة سيئة - أو عن شبهة، حيث يشتهه عليه الحق فيقول بالباطل أو يعمل به، والمؤمن مأمور بأن يستر عورة أخيه. هب أنك رأيت رجلاً على كذب وغش في البيع والشراء؛ فلا تفش ذلك بين الناس؛ بل أنصحه واستر عليه، فإن توفّق واهتدى وترك ما هو عليه؛ كان ذلك هو المراد، وإلا وجب عليك أن تبين أمره للناس؛ لئلا يغتروا به.

وهب أنك وجدت إنساناً مبتلي بالنظر إلى النساء، ولا يغض بصره، فاستر عليه، وأنصحه وبين له أن هذا سهم من سهام إبليس؛ لأن النظر - والعياذ بالله - سهم من سهام إبليس يصيب به قلب العبد، فإن كان عنده مناعة، اعتصم بالله من هذا السهم الذي ألقاه الشيطان في قلبه، وإن لم يكن عنده مناعة؛ أصابه السهم، وتدرج به إلى أن يصل إلى الفحشاء والمنكر والعياذ بالله يكون أشد عذاباً. فما دام الستر ممكناً، ولم يكن في الكشف عن عورة أخيك مصلحة راجحة أو ضرورة ملحة، فاستر عليه ولا تفضحه.

ثم أستدل المؤلف رحمه الله بقول الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) [النور: من الآية 19].

যেহেতু মানুষের প্রকৃতিই হলো ত্রুটি-বিচ্যুতি, অপূর্ণতা এবং দোষ; সেহেতু একজন মুসলিমের কর্তব্য হলো তার ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা এবং অপরিহার্য প্রয়োজন ছাড়া তা প্রচার না করা। যদি প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে ভিন্ন কথা; কিন্তু কোনো প্রয়োজন ব্যতীত ভাইয়ের দোষ গোপন রাখাই উত্তম ও শ্রেয়। কারণ মানুষ হিসেবে সে কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে—অর্থাৎ অসৎ ইচ্ছায়—অথবা সংশয়ের কারণে ভুল করতে পারে, যেখানে সত্য তার নিকট অস্পষ্ট হয়ে যায় এবং সে মিথ্যার আশ্রয় নেয় বা ভুল কাজ করে। আর মুমিন ব্যক্তি তার ভাইয়ের দোষ গোপন রাখতে আদিষ্ট।

ধরুন, আপনি কাউকে ক্রয়-বিক্রয়ে মিথ্যা বলতে বা প্রতারণা করতে দেখলেন; এমতাবস্থায় মানুষের মাঝে তা রাষ্ট্র করবেন না; বরং তাকে নসিহত করুন এবং তার বিষয়টি গোপন রাখুন।

যদি সে তাওফিক লাভ করে, সুপথপ্রাপ্ত হয় এবং এই অপকর্ম ছেড়ে দেয়, তবে সেটিই কাম্য। অন্যথায় মানুষের সামনে তার বিষয়টি স্পষ্ট করা আপনার ওপর আবশ্যিক হয়ে যাবে, যাতে তারা তার মাধ্যমে প্রতারিত না হয়।

মনে করুন, আপনি কাউকে পরনারীর প্রতি দৃষ্টিপাতের ব্যাধিতে আক্রান্ত পেলেন, যে তার দৃষ্টি অবনত করে না; আপনি তার বিষয়টি গোপন রাখুন, তাকে উপদেশ দিন এবং তার সামনে স্পষ্ট করুন যে, এটি ইবলিসের তীরসমূহের মধ্য থেকে একটি তীর। কারণ দৃষ্টিপাত—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই—ইবলিসের এমন এক বিষাক্ত তীর যা বান্দার অন্তরকে বিদ্ধ করে। যদি তার মাঝে ঈমানি প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে, তবে সে শয়তানের নিক্ষিপ্ত এই তীর থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে নিজেকে রক্ষা করবে। আর যদি তার মাঝে প্রতিরোধ ক্ষমতা না থাকে, তবে তীরটি তাকে বিদ্ধ করবে এবং পর্যায়ক্রমে তাকে অশ্লীলতা ও গর্হিত কাজের দিকে নিয়ে যাবে—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই—যা অত্যন্ত ভয়াবহ আজাব। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত দোষ গোপন রাখা সম্ভব হয় এবং ভাইয়ের দোষ প্রকাশের পেছনে কোনো প্রবল জনকল্যাণ বা জরুরি প্রয়োজন না থাকে, ততক্ষণ তা গোপন রাখুন এবং তাকে লজ্জিত করবেন না।

এরপর গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) মহান আল্লাহর এই বাণী দ্বারা দলিল পেশ করেছেন: "নিশ্চয়ই যারা ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতা প্রচার হওয়া পছন্দ করে, তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" [সূরা আন-নূর: ১৯ নং আয়াতের একাংশ]।

(ص: 7) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ولمحببة شيوع الفاحشة في الذين آمنوا معنيان:
المعنى الأول: أن يحب شيوع الفاحشة في المجتمع المسلم، ومن ذلك من يبتون
الأفلام الخليعة، والصحف الخبيثة الداعرة، فإن هؤلاء - لا شك - يحبون أن تشيع

الفاحشة في المجتمع المسلم، ويريدون أن يفتتن المسلم في دينه بسبب ما يشاع من هذه المجلات، والأفلام الخليعة الفاسدة، أو ما أشبه ذلك.

وكذلك تمكين هؤلاء مع القدرة على منعهم، داخل في محبة (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا) [النور: 19]، فالذي يقدر على منع هذه المجلات وهذه الأفلام الخليعة، ويمكن من شيوعها في المجتمع المسلم، فهو ممن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا (لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) أي عذاب مؤلم في الدنيا والآخرة.

ونقول: إنه يحب على كل مسلم أن يحذر من هذه الصحف وأن يتجنبها، وألا يدخلها في البيت، لما فيها من الفساد: فساد الخلق ويتبعه فساد الدين؛ لأن الأخلاق إذا فسدت؛ فسدت الأديان، نسأل الله العافية.

المعنى الثاني: أن يحب أن تشيع الفاحشة في شخص معين، وليس في المجتمع الإسلامي كله، فهذا أيضاً له عذاب أليم في الدنيا والآخرة، مثل أن يحب أن تشيع الفاحشة في زيد من الناس لسبب ما، فهذا أيضاً له عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لاسيما فيمن نزلت الآية في سياق الدفع عنه، وهي أمر المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ لأن هذه الآية في سياق آيات

মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়া পছন্দ করার দুটি অর্থ রয়েছে:

প্রথম অর্থ: মুসলিম সমাজে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়া পছন্দ করা। এর অন্তর্ভুক্ত হলো তারা, যারা কুরচিপূর্ণ চলচ্চিত্র এবং নোংরা ও অশ্লীল সংবাদপত্র প্রচার করে। কেননা এরা নিঃসন্দেহে মুসলিম সমাজে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়া পছন্দ করে এবং তারা চায় যে, এই সকল সাময়িকী ও কুরচিপূর্ণ ফাসাদ সৃষ্টিকারী চলচ্চিত্রের প্রসারের মাধ্যমে মুসলিমরা তাদের দীন সম্পর্কে ফিতনায় পতিত হোক, অথবা এর সদৃশ অন্য কিছু।

একইভাবে, এদেরকে বাধা দেওয়ার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সুযোগ করে দেওয়া, মহান আল্লাহর এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত: “নিশ্চয় যারা মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়া পছন্দ করে” [আন-নূর: ১৯]। সুতরাং যে ব্যক্তি এই সকল সাময়িকী এবং কুরুচিপূর্ণ চলচ্চিত্র বন্ধ করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম সমাজে তা ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ করে দেয়, সেও তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়া পছন্দ করে। “তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি”, অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালে অতিশয় বেদনাদায়ক শাস্তি। আমরা বলি: প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যিক হলো এই সকল সংবাদপত্র থেকে সতর্ক থাকা এবং এগুলো পরিহার করা। এগুলো যেন ঘরে প্রবেশ না করানো হয়, কারণ এতে রয়েছে ফাসাদ বা অনিষ্টতা: চরিত্রের অবক্ষয় এবং এর অনিবার্য ফল হিসেবে দ্বীনের অবক্ষয়। কারণ চরিত্রের যখন অবনতি ঘটে, তখন দ্বীনেরও অবনতি ঘটে। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও সুস্থতা প্রার্থনা করছি।

দ্বিতীয় অর্থ: কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়া পছন্দ করা, কেবল পুরো মুসলিম সমাজে নয়। এটিও দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কারণ। যেমন কোনো কারণে জনৈক ব্যক্তির নামে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়া পছন্দ করা, এটিও ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির নামান্তর। বিশেষ করে তাঁর ক্ষেত্রে, যাঁর সম্মান রক্ষার প্রেক্ষাপটে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, আর তিনি হলেন উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা। কারণ এই আয়াতটি এমন সব আয়াতের ধারাবাহিকতায় এসেছে...

(ص: ৪) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الإفك، والإفك هو الكذب الذي افتراه من يكرهون النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن يحبون أن يتدنس فراشه، ومن يحبون أن يعير بأهله من المنافقين وأمثالهم.

وقضية الإفك مشهورة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفراً؛ أقرع بين نسائه، وذلك من عدله عليه الصلاة والسلام، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، فأقرع بين نسائه ذات سفرة؛ فخرج السهم لعائشة فخرج بها.

وفي أثناء رجوعهم عرّسوا في أرض، يعني ناموا في آخر الليل، فلما ناموا احتاجت عائشة رضي الله عنها أن تبرز لتقضي حاجتها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل في آخر الليل، فجاء القوم فحملوا هودجها ولم يشعروا أنها ليست فيه؛ لأنها كانت صغيرة لم يأخذها اللحم، فقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولها ست سنين، ودخل عليها ولها تسع سنين، ومات عنها ولها ثمان عشرة سنة، فحملوا الهودج وظنوا أنها فيه ثم ساروا.

ولما رجعت؛ لم تجد القوم في مكانهم، ولكن من عقلها وذكائها لم تذهب يميناً وشمالاً تطلبهم؛ بل بقيت في مكانها وقالت: سيفقدونني ويرجعون إلى مكاني. ولما طلعت الشمس إذا برجل يقال له صفوان بن المعطل، وكان من قوم إذا ناموا لم يستيقظوا، كما هو حال بعض الناس الذين إذا ناموا لا

ইফক বা অপবাদ; আর ইফক হলো সেই মিথ্যা যা তারা রটনা করেছিল যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লামকে ঘৃণা করত, এবং যারা তাঁর শয্যা কলঙ্কিত করতে চেয়েছিল, আর যারা মুনাফিক ও তাদের সমমনাদের মধ্য থেকে তাঁর পরিবারকে কেন্দ্র করে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল।

ইফকের ঘটনাটি সুপরিচিত; আর তা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই কোনো সফরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখন তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে লটারি বা কুরা করতেন। এটি ছিল তাঁর ইনসারফ ও ন্যায়পরায়ণতার বহিঃপ্রকাশ। লটারিতে যার নাম আসত, তিনি তাঁকেই সফরসঙ্গী হিসেবে সাথে নিতেন। এক সফরের সময় তিনি তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে লটারি করলেন, তাতে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নাম এল, ফলে তিনি তাঁকে নিয়েই সফরে বের হলেন।

ফিরতি পথে তাঁরা এক স্থানে রাত্রিযাপন করলেন, অর্থাৎ শেষ রাতে তাঁরা বিশ্রামের জন্য যাত্রাবিরতি দিলেন। যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়লেন, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার আবশ্যকতা দেখা দিল। ইতোমধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ রাতেই সেখান থেকে প্রস্থানের নির্দেশ দিলেন। কাফেলার লোকেরা এসে তাঁর হাওদাটি উঠের পিঠে তুলে নিল, কিন্তু তাঁরা টেরই পেলেন না যে তিনি তার ভেতরে নেই; কারণ তিনি ছিলেন অল্পবয়সী এবং তাঁর শারীরিক গঠন ছিল অত্যন্ত হালকা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ছয় বছর বয়সে বিবাহ করেছিলেন, নয় বছর বয়সে তাঁর দাম্পত্য জীবন শুরু হয়েছিল এবং আঠারো বছর বয়সে তিনি তাঁকে রেখে ইস্তেকাল করেন। সুতরাং তাঁরা হাওদাটি তুলে নিলেন এবং ধারণা করলেন যে তিনি ভেতরেই আছেন, এরপর তাঁরা পথ চলতে শুরু করলেন।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যখন ফিরে এলেন, তখন লোকজনকে সেই স্থানে পেলেন না। তবে তাঁর প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে তিনি ডানে-বামে তাঁদের খুঁজতে না গিয়ে বরং নিজ স্থানেই অবস্থান করলেন এবং মনে মনে বললেন: "তাঁরা যখন আমাকে দেখতে পাবেন না, তখন নিশ্চয়ই আমার খোঁজে এই স্থানে ফিরে আসবেন।"

সূর্যোদয় হওয়ার পর সাফওয়ান ইবনুল মুয়াত্তাল নামক এক ব্যক্তির আগমন ঘটল। তিনি এমন এক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন যে, একবার ঘুমিয়ে পড়লে সহজে জাগ্রত হতেন না, যেমনটি সেই সব মানুষের ক্ষেত্রে ঘটে যারা ঘুমালে...

(ص: 9) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

يستيقظون، حتى ولو علت الأصوات من حوله. فكان صفوان من جملة هؤلاء القوم، فكان إذا نام؛ تعمق في النوم فلا يمكن أن يستيقظ إلا إذا أيقظه الله عز وجل كأنه ميت.

فلما استيقظ وجاء وإذا أمر المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحدها في مكان في البر -
وكان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب - فما كان منه إلا أن أناخ بعيره ولم يكلمها
بكلمة، لم يقل لها: ما الذي أقعدك؟ أو لماذا؟

والسبب في أنه لم يتكلم هو احترامه لفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا
يريد أن يتكلم مع أهله بغيبته رضي الله عنه، فأناخ البعير ووضع يده على ركبة
البعير ولم يقل اركبي ولا تكلم بشيء، فركبت ثم ذهب بالبعير يقودها، ولم يكن
يسوقها حتى لا ينظر إليها رضي الله عنه.

ولما أقبل على القوم ضحى وقد ارتفع النهار؛ فرح المنافقون أعظم فرح أن يجدوا
مدخلاً للطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتهموا الرجل بالعفاف الرزان
الطاهرة النقية فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتهموه بها وصاروا يشيعون
الفاحشة بأن هذا الرجل فعل ما فعل، وسقط في ذلك أيضاً ثلاثة من الصحابة
الخلص وقعوا فيها وقع فيه المنافقون، وهم: مسطح بن أثاثه بن خالة أبي بكر،
وحسان بن ثابت رضي الله عنهما، وحننة بنت جحش.

فصارت ضجة، وصار الناس يتكلمون: ما هذا؟ وكيف يكون؟ من مشتبه عليه الأمر،
ومن منكر غاية الإنكار. وقالوا: لا يمكن أن يتدنس فراش رسول الله صلى الله عليه
وسلم لأنه أظهر الفراش على وجه الأرض.

وأراد الله بعزته وقدرته وحكمته لهما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أن
تمرض

তারা জেগে উঠত, এমনকি যদি তাদের চারপাশে শব্দ জোরালো হতো তবুও। সাফওয়ান
(রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেই সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা ঘুমালে অত্যন্ত গভীর ঘুমে মগ্ন
হয়ে পড়তেন, ফলে মহান আল্লাহ তাঁকে জাগ্রত না করা পর্যন্ত তিনি জাগতেন না; মনে হতো
তিনি মৃত।

অতঃপর যখন তিনি জাগ্রত হলেন এবং এগিয়ে এলেন, তখন দেখলেন উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নির্জন প্রান্তরে একা অবস্থান করছেন। পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগে তিনি তাঁকে চিনতেন। তখন তিনি নিজের উটটি বসানো ছাড়া আর কিছুই করেননি এবং তাঁর সাথে একটি কথাও বলেননি। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেননি: কী আপনাকে এখানে আটকে রাখল? অথবা কেন এমন হলো?

তাঁর কথা না বলার কারণ ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র পরিবারের প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা। তিনি রাসূলুল্লাহর অনুপস্থিতিতে তাঁর সহধর্মিণীর সাথে কথা বলতে চাননি। তাই তিনি উটটি বসালেন এবং উটের হাঁটুতে হাত রাখলেন; তিনি 'আরোহণ করুন' এ কথা পর্যন্ত বলেননি এবং কোনো বাক্য বিনিময় করেননি। অতঃপর তিনি আরোহণ করলেন এবং সাফওয়ান উটটি টেনে নিয়ে চললেন; তিনি উটটিকে পেছন থেকে হাঁকিয়ে নেননি যাতে তাঁর (আয়েশার) দিকে দৃষ্টি না পড়ে (রাযিয়াল্লাহু আনহা)।

যখন তিনি দিনের প্রথর রোদে কাফেলার কাছে পৌঁছালেন, তখন মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মর্যাদাহানি করার সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলো। তারা সতী-সাধ্বী, পবিত্রা ও নির্মল চরিত্রের অধিকারী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সহধর্মিণীর সাথে সেই ব্যক্তির ব্যাপারে অপবাদ রটনা করল এবং অশ্লীল কথা ছড়াতে লাগল যে, এই ব্যক্তি যা করার তা-ই করেছে। এই ফিতনায় তিনজন একনিষ্ঠ সাহাবীও জড়িয়ে পড়েছিলেন যারা মুনাফিকদের ফাঁদে পা দিয়েছিলেন; তাঁরা হলেন: মিস্টাহ ইবনে উসাসাহ (যিনি আবু বকরের খালাতো ভাই ছিলেন), হাসসান বিন সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এবং হামনাহ বিনতে জাহাশ।

চারদিকে শোরগোল শুরু হলো এবং মানুষ বলাবলি করতে লাগল: এটি কী? এবং এটি কীভাবে সম্ভব? কেউ সংশয়ে পড়ল, আবার কেউ তা চরমভাবে অস্বীকার করল। তারা বলল: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঘর কলঙ্কিত হওয়া অসম্ভব, কারণ এটি পৃথিবীর বুকে পবিত্রতম ঘর।

আল্লাহ তাআলা তাঁর মহিমা, ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী চাইলেন যে, যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদিনায় পৌঁছালেন, তখন (আয়েশা) যেন অসুস্থ হয়ে পড়েন।

عائشة رضي الله عنها وبقيت حبيسة البيت لا تخرج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته إذا عادها في مرضها سأل وتكلم وتحفّى. أما في ذلك الوقت فكان عليه الصلاة والسلام لا يتكلم، يأتي ويدخل ويقول: ((كيف تيكم؟)) أي كيف هذه، ثم ينصرف، وقد استنكرت ذلك منه رضي الله عنها، ولكنها ما كان يخطر ببالها أن أحدا يتكلم في عرضها بما فيه دنس فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أشاع المنافقون هذه الفرية على الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كراهة لذاتها؛ ولكن كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبغضاً له، ومحبة في إيذائه وأن يدنس فراشه قاتلهم الله أنى يؤفكون.

ولكن الله تعالى أنزل في هذه القصة عشر آيات من القرآن ابتدأها بقوله: (إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [النور: 11] ، والذي تولى كبره هو رأس المنافقين عبد الله بن أبي المنافق، فإنه هو الذي كان يشيع الخبر.

لكنه خبيث لا يشيعه بلفظ صريح فيقول مثلاً إن فلاناً زنى بفلانة، لكنه يشيع ذلك بالتعريض والتلميح؛ كأن يقول: يذكر، يقال، يقولون: وما أشبه ذلك لأن المنافقين جنباء يتسترون ولا يصرحون بما في نفوسهم، فيقول عز وجل: (وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ) [النور: 11. 12] .

وفي هذا توبيخ من الله عز وجل للذين تكلموا في هذا الأمر، يقول: لولا إذا سمعتموه
ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً، وذلك أن أم

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ঘরেই আবদ্ধ ছিলেন, বাইরে বের হতেন না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অভ্যাস ছিল যে, যখন তিনি অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে দেখতে আসতেন, তখন কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতেন, কথা বলতেন এবং বিশেষ মমতা প্রদর্শন করতেন। কিন্তু সেই সময়ে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কথা বলতেন না; তিনি আসতেন, প্রবেশ করতেন এবং বলতেন: "ঐ (নারীটি) কেমন আছে?" অর্থাৎ তিনি কেমন আছেন, এরপর তিনি চলে যেতেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর এই আচরণকে অস্বাভাবিক মনে করেছিলেন, কিন্তু তাঁর মনে কখনো এই কল্পনাও আসেনি যে, কেউ তাঁর সম্মান নিয়ে এমন কথা বলতে পারে যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শয্যাকে কলঙ্কিত করে।

বস্তুত মুনাফিকরা সিদ্দীক-কন্যা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অপবাদ ছড়িয়েছিল—যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহধর্মিণী—তা তাঁর ব্যক্তিগত সত্তার প্রতি বিদ্বেষ থেকে নয়; বরং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা বশত, তাঁকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং তাঁর শয্যাকে কলঙ্কিত করার মানসে। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন; তারা সত্য থেকে কোথায় বিচ্যুত হচ্ছে!

কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের দশটি আয়াত অবতীর্ণ করেন, যা শুরু হয়েছে তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে: "নিশ্চয়ই যারা এই মিথ্যা অপবাদ এনেছে তারা তোমাদেরই একটি দল; একে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না, বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে সেই পাপের ফল যা সে অর্জন করেছে; আর তাদের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।" [আন-নূর: ১১]। আর যে এর প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সে ছিল মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিক; কেননা সেই মূলত এই খবরটি ছড়িয়েছিল।

কিন্তু সে ছিল অত্যন্ত ধূর্ত; সে এটি স্পষ্ট ভাষায় ছড়াত না যে—যেমন অমুক ব্যক্তি অমুক নারীর সাথে ব্যভিচার করেছে—বরং সে ইঙ্গিত ও ইশারার মাধ্যমে তা প্রচার করত। যেমন সে বলত: "শোনা যাচ্ছে", "বলা হচ্ছে", "লোকে বলছে" এবং এই জাতীয় কথা। কারণ মুনাফিকরা ভীরা, তারা নিজেদের লুকিয়ে রাখে এবং তাদের অন্তরে যা আছে তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে না। তাই মহান আল্লাহ বলেন: "আর তাদের মধ্যে যে এর প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, তার জন্য

রয়েছে মহা শাস্তি। যখন তোমরা এটা শুনলে, তখন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা নিজেদের সম্পর্কে কেন সুধারণা পোষণ করলে না এবং কেন বললে না যে, এটা এক সুস্পষ্ট অপবাদ?" [আন-নূর: ১১-১২]।

এর মধ্যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের প্রতি তিরস্কার রয়েছে যারা এই বিষয়ে লিপ্ত হয়েছিল। তিনি বলছেন: কেন তোমরা তা শোনার পর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা নিজেদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করলে না? আর তা এজন্য যে...

(ص: 11) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

المؤمنين أمهم فكيف يظنون ما لا يليق بها رضي الله عنها، وكان الواجب عليهم لها سبعا هذا الخبر؛ أن ظنوا بأنفسهم خيراً وتبرؤوا منه ومن قاله.
(لَوْ لَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ) [النور: 13]، يعني هلا جاءوا عليه بأربعة شهداء يشهدون على هذا الأمر.

(فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ) ولو صدقوا، ولهذا لو أن شخصاً شاهد إنساناً يزني، وجاء إلى القاضي وقال أنا أشهد أن فلاناً يزني، قلنا: هات أربعة شهداء، فإذا لم يأت بأربعة شهداء؛ جلدناه ثمانين جلدة، فإن جاء برجل ثان معه؛ جلدناهم كل واحد ثمانين جلدة، وثالث أيضاً نجلد كل واحد ثمانين جلدة.

فمثلاً لو جاءنا ثلاثة يشهدون بأنهم رأوا فلاناً يزني بفلانته، ولم يثبت ذلك، فإننا نجلد كل واحد ثمانين جلدة، ولهذا قال الله تعالى: (لَوْ لَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ [النور: 13 - 14].

লোলা ফুযল ও রহমত মন আল্লাহ; ল'আবাবকুম ফিমা অ'ফুতুম ফিহে 'আযাব 'আযিম'। ওফি ক'ওলে: (অ'ফুতুম ফিহে) দলিল এলি এন 'আলহাদিথ অন্তশর ওফ'আয ও'আস্তফ'আয ও'আশতহর; ল'আনে অ'মর জল্ল 'আযিম খুযির, ও'কদ জরত 'আদ'আত 'আন 'আমুর 'আবির'আত তন্তশর ব'সর'আত ও'তম'আল 'আবি'আত, ও'তম'আল 'আফ'আহ ও'আ'আযান (ও'ল'আ ফ'আল 'আল্লাহ 'আল'ইকুম ও'র'আহ'আত ফি 'আদ'আয ও'আ'আয 'আল'ইকুম ফি মা অ'ফুতুম ফিহে 'আযাব 'আযিম 'আ'আ'।

মু'মিনগণের মাতা (আয়েশা রা.), সুতরাং তারা কীভাবে তাঁর সম্পর্কে এমন কিছু ধারণা করতে পারল যা তাঁর মর্যাদার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়? এই খবরটি শোনার পর তাদের জন্য যা আবশ্যিক ছিল তা হলো, তারা যেন নিজেদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করত এবং এই সংবাদ ও এর প্রচারক থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করত।

(তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করল না? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে পারেনি, তাই তারা আল্লাহর নিকট মিথ্যুক হিসেবে গণ্য।) [আন-নূর: ১৩], অর্থাৎ তারা কেন এই বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য চারজন সাক্ষী নিয়ে এল না?

(যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে পারেনি, তাই তারা আল্লাহর নিকট মিথ্যুক হিসেবে গণ্য), যদিও তারা বাস্তবে সত্য বলে থাকে। আর এই কারণেই যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে ব্যভিচার করতে দেখে এবং বিচারকের নিকট এসে সাক্ষ্য দেয় যে, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি অমুক ব্যক্তি ব্যভিচার করছে', তবে আমরা বলব: 'চারজন সাক্ষী নিয়ে এসো'। সে যদি চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তবে আমরা তাকে আশিটি দোররা মারব। আর যদি তার সাথে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি সাক্ষ্য দিতে আসে, তবে আমরা তাদের প্রত্যেককে আশিটি করে দোররা মারব; তেমনিভাবে তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রেও আমরা তাদের প্রত্যেককে আশিটি করে দোররা মারব।

উদাহরণস্বরূপ, যদি আমাদের নিকট তিনজন ব্যক্তি এসে সাক্ষ্য দেয় যে তারা অমুক ব্যক্তিকে অমুক নারীর সাথে ব্যভিচার করতে দেখেছে, অথচ বিষয়টি প্রমাণিত না হয়, তবে আমরা তাদের প্রত্যেককে আশিটি করে দোররা মারব। এই কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (তারা

কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করল না? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে পারেনি, তাই তারা আল্লাহর নিকট মিথ্যুক হিসেবে গণ্য। আর ইহকাল ও পরকালে তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমরা যে বিষয়ে লিপ্ত হয়েছিলে তার কারণে তোমাদের ওপর মহা আজাব আপতিত হতো।) [আন-নূর: ১৩-১৪]

যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমরা যে আলোচনায় লিপ্ত হয়েছিলে তার জন্য তোমাদের ওপর উল্লিখিত শাস্তি আপতিত হতো। আর আল্লাহর বাণী "(তোমরা যাতে লিপ্ত হয়েছিলে)" এর মধ্যে এই প্রমাণ রয়েছে যে, সংবাদটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, লোকমুখে বিস্তারিতভাবে আলোচিত ও প্রখ্যাত হয়ে গিয়েছিল; কারণ এটি ছিল একটি অত্যন্ত গুরুতর ও ভয়াবহ বিষয়। আর সাধারণত এটিই নিয়ম যে, বড় বড় বিষয়সমূহ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়, আর মানুষের মুখে মুখে ও কানে কানে ধ্বনিত হতে থাকে। (আর ইহকাল ও পরকালে তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমরা যে বিষয়ে লিপ্ত হয়েছিলে তার কারণে তোমাদের ওপর মহা আজাব আপতিত হতো, যখন...

(ص: 12) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ) [النور: 14، 15] .

(إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ) من غير روية، ومن غير بينة، ومن غير يقين، (وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ) لأنه قذف لأطهر امرأة على وجه الأرض، هي وصاحباتها زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر صعب وعظيم.

وفي ذلك أيضاً تدنيس لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله تعالى يقول: (الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ) [النور: 26] .

فَإِذَا كَانَتْ عَائِشَةُ أُمَ الْمُؤْمِنِينَ زَوْجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْصُلُ مِنْهَا هَذَا الْأَمْرُ - وَحَاشَاهَا مِنْهُ - فَإِنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى خُبْرِ زَوْجِهَا وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ؛ لِأَنَّ الْخَبِيثَاتِ لِلْخَبِيثِينَ، وَلَكِنَّهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا طَيِّبَةً وَزَوْجُهَا طَيِّبٌ، فَزَوْجُهَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ الصَّدِيقَةُ بِنْتُ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَنْ أَبِيهَا.

ولهذا يقول تعالى: (وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ) [النور: 15] ، ثم قال تعالى: (وَلَوْ لَا إِذِ سَمِعْتُمُوهُ) يعني: هلا إِذِ سَمِعْتُمُوهُ (قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ) [النور: 16] ، وهذا هو الواجب عليك؛ أَنْ تَنْزِعَهُ اللَّهُ أَنْ يَقَعَ مِثْلُ هَذَا مِنْ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولهذا قال: (سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ) .

وتأمل كيف جاءت هذه الكلمة التي تتضمن تنزيه الله عز وجل، إِذْ أَنَّهُ لَا يَلِيْقُ بِحِكْمَةِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ أَنْ يَقَعَ مِثْلُ هَذَا مِنْ زَوْجِ رَسُولِ

(যখন তোমরা তা নিজেদের জিহ্বা দ্বারা একে অপরের থেকে গ্রহণ করছিলে এবং নিজেদের মুখে এমন কথা বলছিলে যা সম্পর্কে তোমাদের কোনো জ্ঞান ছিল না; আর তোমরা এটাকে তুচ্ছ মনে করছিলে, অথচ আল্লাহর নিকট তা অত্যন্ত গুরুতর।) [আন-নূর: ১৪, ১৫] ।

(যখন তোমরা তা নিজেদের জিহ্বা দ্বারা গ্রহণ করছিলে) কোনো প্রকার চিন্তা-ভাবনা ছাড়া, কোনো প্রমাণ ছাড়া এবং কোনো দৃঢ় নিশ্চয়তা ছাড়া, (এবং নিজেদের মুখে এমন কথা বলছিলে যা সম্পর্কে তোমাদের কোনো জ্ঞান ছিল না; আর তোমরা এটাকে তুচ্ছ মনে করছিলে, অথচ আল্লাহর নিকট তা অত্যন্ত গুরুতর।) কারণ এটি ছিল পৃথিবীর পবিত্রতম নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ; তিনি এবং তাঁর সঙ্গিনীগণ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণ। সুতরাং বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন ও গুরুতর।

আর এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অবমাননাও নিহিত ছিল; কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন: (দুশ্চরিত্রা নারীগণ দুশ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষগণ দুশ্চরিত্র নারীদের জন্য; আর সচ্চরিত্রা নারীগণ সচ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষগণ সচ্চরিত্রা নারীদের জন্য।) [আন-নূর: ২৬] ।

সুতরাং মুমিন জননী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা), যিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সহধর্মিণী, তাঁর থেকে যদি এমন কিছু ঘটত—আর আল্লাহ তাঁকে তা থেকে পবিত্র রেখেছেন—তবে তা (নাউযুবিল্লাহ) তাঁর স্বামীর অপবিত্রতারই প্রমাণ বহন করত; কারণ অপবিত্র নারীগণ অপবিত্র পুরুষদের জন্য। কিন্তু তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহা) পবিত্রা এবং তাঁর স্বামীও পবিত্র; তাঁর স্বামী হলেন মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আর তিনি হলেন সিদ্দীকের কন্যা সিদ্দীকা, আল্লাহ তাঁর ওপর এবং তাঁর পিতার ওপর সন্তুষ্ট হোন।

এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেন: (আর তোমরা এটাকে তুচ্ছ মনে করছিলে, অথচ আল্লাহর নিকট তা...) [আন-নূর: ১৫], এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন: (এবং কেন যখন তোমরা তা শুনলে) অর্থাৎ: কেন তোমরা তা শোনার পর (বললে না যে, আমাদের জন্য এ বিষয়ে কথা বলা শোভা পায় না; আপনি অতি পবিত্র! এটি তো এক গুরুতর অপবাদ।) [আন-নূর: ১৬]। আর এটিই ছিল আপনার ওপর ওয়াজিব; অর্থাৎ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রীর পক্ষ থেকে এমন কিছু ঘটতে থেকে আল্লাহকে পবিত্র ঘোষণা করা, এজন্যই তিনি বলেছেন: (আপনি অতি পবিত্র! এটি তো এক গুরুতর অপবাদ)।

আর চিন্তা করে দেখুন কীভাবে এই শব্দটি এসেছে যা আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার পবিত্রতা ঘোষণা করাকে অন্তর্ভুক্ত করে, কারণ আল্লাহর প্রজ্ঞা, রহমত, অনুগ্রহ ও দাক্ষিণ্যের সাথে এটি মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয় যে, রাসুলের স্ত্রীর থেকে এমন কিছু ঘটবে—

(ص: 13) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: (يَعْظُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) [النور: 17]، يعني لا تعودوا لمثل هذا أبداً إن كنتم مؤمنين.
ثم قال تعالى: (وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [النور: 18].

والحمد لله على بيانه، ولهذا أجمع العلماء على أن من رمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما جاء في حديث الإفك؛ فإنه كافر مرتد، كافر كالذي يسجد للصنم، فإن تاب وأكذب نفسه؛ وإلا قتل كافراً؛ لأنه كذب القرآن مع أن الصحيح أن من رمى زوجه من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فإنه كافر؛ لأنه منتقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من رمى زوجة من زوجات الرسول بما برأ الله منه عائشة؛ فإنه يكون كافر مرتداً، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل بالسيف، وألقيت جيفته في حفرة من الأرض، بدون تغسيل، ولا تكفين، ولا صلاة؛ لأن الأمر خطير.

ثم قال عز وجل: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ) [النور: 19، 20].

وسبق أن أشرنا إلى أن ثلاثة من الصحابة الخُصّ تورطوا في هذه القضية، وهم: حسان بن ثابت رضي الله عنه، ومسطح بن أثاثة، وهو ابن خالة أبي بكر، وحنّة بنت جحش أخت زينب بنت جحش، وزينب بنت جحش زوج الرسول صلى الله عليه وسلم وضرة عائشة، ومع ذلك حماها الله، لكن أختها تورطت، ولما أنزل الله براءتها؛ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُحدّ الثلاثة حد القذف، فجلد كل واحد ثمانين جلدة.

আল্লাহ তাঁর ওপর দরুদ ও সালাম বর্ষণ করেন। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন: (আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাকো তবে কখনও এর পুনরাবৃত্তি করো না) [আন-নূর: ১৭], অর্থাৎ তোমরা যদি মুমিন হও তবে কখনও এমন কাজের পুনরাবৃত্তি করো না।

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন: (আর আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়) [আন-নূর: ১৮]।

আল্লাহর বর্ণনার জন্য সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। এই কারণেই উলামায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে সেই অপবাদে অভিযুক্ত করবে যা ইফকের (মিথ্যা অপবাদের) হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, সে ব্যক্তি কাফির ও মুরতাদ। সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় কাফির যে মূর্তিকে সিজদা করে। যদি সে তওবা করে এবং নিজেকে মিথ্যাবাদী বলে স্বীকার করে (তবে ভিন্ন কথা); অন্যথায় তাকে কাফির হিসেবে হত্যা করা হবে। কেননা সে কুরআনকে অস্বীকার করেছে। পাশাপাশি সঠিক মত হলো, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের মধ্য থেকে যে কাউকেই এমন অপবাদ দেবে সে কাফির হিসেবে গণ্য হবে; কারণ সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানহানি করেছে। আল্লাহ তাআলা যে অপবাদ থেকে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে পবিত্র করেছেন, তেমন অপবাদ দিয়ে রাসূলের স্ত্রীদের মধ্যে যে কাউকেই যে ব্যক্তি অভিযুক্ত করবে, সে কাফির ও মুরতাদ বলে গণ্য হবে। তাকে তওবা করতে বলা আবশ্যিক; যদি সে তওবা করে তবে ভালো, অন্যথায় তাকে তরবারি দ্বারা হত্যা করা হবে এবং তার মরদেহ কোনো গর্তে ফেলে দেওয়া হবে, তাকে গোসল দেওয়া হবে না, কাফন দেওয়া হবে না এবং তার জানাজাও পড়া হবে না; কারণ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর।

অতঃপর পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ বলেন: (নিশ্চয় যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা প্রচার করতে পছন্দ করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ পরম স্নেহশীল ও পরম দয়ালু না হলে [তোমাদের ওপর আজাব নেমে আসত]) [আন-নূর: ১৯, ২০]।

আমরা ইতিপূর্বে ইশারা করেছি যে, নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীদের মধ্যে তিনজন এই ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা হলেন: হাসসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু, মিসতাহ বিন উসাসাহ—যিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খালাতো ভাই ছিলেন, এবং হামনাহ বিনতে জাহাশ—যিনি জয়নাব বিনতে জাহাশের বোন। জয়নাব বিনতে জাহাশ ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্নী এবং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সপত্নী; তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাঁকে এই ফিতনা থেকে রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর বোন এতে জড়িয়ে পড়েন। যখন আল্লাহ তাআলা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার পবিত্রতা ঘোষণা করে আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিলেন যেন এই তিনজনকে অপবাদের দণ্ড (হদ্দে কাযফ) প্রদান করা হয়। ফলে তাদের প্রত্যেককে আশিটি করে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল।

(ص: 14) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

أما المنافقون فلم يقيم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحد، واختلف العلماء في ذلك:

ف قيل: لأن المنافق لا يصرحون وإنما يقولون: يُقال، أو يذكر أو سبعا، أو ما أشبه ذلك.

وقيل: لأن المنافق ليس أهلاً للتطهير، فألحد طهرة للحدود، وهؤلاء المنافقون ليسوا بأهل للتطهير، ولهذا لم يجلدوهم الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن لو جلدوهم؛ لطرهم من موبق هذا الشيء، لكنهم ليسوا أهلاً للتطهير، فهم في الدرك الأسفل من النار، فتركهم وذنبهم، فليس فيهم خير، وقيل غير ذلك. وعلى كل حال فإن هذه القصة قصة عظيمة، فيها عبر كثيرة، والله الموفق.

240/1 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة)) رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره الله تعالى يوم القيامة)) .

الستر يعني الإخفاء، وقد سبق لنا أن الستر ليس محموداً على كل حال، وليس مذموماً على كل حال، فهو نوعان:

মুনাফিকদের ক্ষেত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হৃদ (নির্ধারিত দণ্ড) প্রয়োগ করেননি। এ বিষয়ে আলেমগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন: কেউ কেউ বলেছেন: কারণ মুনাফিকরা স্পষ্টভাবে কিছু বলে না; বরং তারা বলে: 'বলা হয়', অথবা 'উল্লেখ করা হয়', অথবা 'আমরা শুনেছি', বা এই জাতীয় কথাবার্তা। আবার কেউ বলেছেন: কারণ মুনাফিকরা পবিত্র হওয়ার যোগ্য নয়। কেননা হৃদ বা দণ্ড হলো দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য পবিত্রতাস্বরূপ, আর এই মুনাফিকরা পবিত্র হওয়ার উপযুক্ত নয়। এই কারণেই রাসূল (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) তাদের বেত্রাঘাত করেননি। কারণ তিনি যদি তাদের বেত্রাঘাত করতেন, তবে তা তাদেরকে এই পাপের পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করে দিত। কিন্তু তারা তো পবিত্র হওয়ার যোগ্য নয়; তারা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে। তাই তিনি তাদেরকে তাদের পাপসহ ছেড়ে দিয়েছেন, কারণ তাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। এছাড়াও আরও অন্যান্য মত বর্ণিত হয়েছে। যা-ই হোক, এই ঘটনাটি একটি মহান ঘটনা, যাতে অনেক শিক্ষা নিহিত রয়েছে। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

* * *

১/২৪০- আবু হুরাইরা (রাডিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "দুনিয়াতে কোনো বান্দা যদি অন্য কোনো বান্দার দোষ গোপন রাখে, তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার দোষ গোপন রাখবেন।" (মুসলিম)।

[ব্যখ্যা]

লেখক (রাহিমাহুল্লাহ তাআলা) আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "দুনিয়াতে কোনো বান্দা যদি অন্য কোনো বান্দার দোষ গোপন রাখে, তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার দোষ গোপন রাখবেন।"

'সতর' বা গোপন করার অর্থ হলো ঢেকে রাখা। আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, গোপন রাখা সর্বাবস্থায় প্রশংসনীয় নয়, আবার সর্বাবস্থায় নিন্দনীয়ও নয়। বরং এটি দুই প্রকার:

(ص: 15) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

النوع الأول: ستر الإنسان الستير، الذي لم تجر منه فاحشة، ولا ينبغي منه عدوان إلا نادراً، فهذا ينبغي أن يستر وينصح ويبين له أنه على خطأ، وهذا الستر محمود.

والنوع الثاني: ستر شخص مستهتر متهاون في الأمور معتدٍ على عباد الله شرير، فهذا لا يستر؛ بل المشروع أن يبين أمره لولاة الأمر حتى يردعوه عما هو عليه، وحتى يكون نكالا لغيره.

فالستر يتبع المصالح؛ فإذا كانت المصلحة في الستر؛ فهو أولى، وإن كانت المصلحة في الكشف فهو أولى، وإن تردد الإنسان بين هذا وهذا؛ فالستر أولى، والله الموفق. * * *

241/2 - وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كل أمتي معافي إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا كذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه)) متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كل أمتي معافي إلا المجاهرين)). يعني بـ ((كل الأمة))

প্রথম প্রকার: এমন সদাচারী ব্যক্তির দোষ গোপন করা, যার থেকে সাধারণত কোনো অশ্লীল কাজ সংঘটিত হয় না এবং কদাচিৎ ছাড়া কোনো সীমালঙ্ঘনও ঘটে না। এই ধরনের ব্যক্তির দোষ গোপন রাখা উচিত, তাকে নসিহত করা উচিত এবং তাকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে সে ভুলের ওপর রয়েছে। আর এই গোপন রাখা প্রশংসনীয়।

দ্বিতীয় প্রকার: এমন ব্যক্তির দোষ গোপন করা যে বেপরোয়া, ধর্মীয় বিষয়ে শিথিল, আল্লাহর বান্দাদের ওপর চড়াও হওয়া অনিষ্টকারী। এমন ব্যক্তির দোষ গোপন করা যাবে না; বরং শরয়ি বিধান হলো তার বিষয়টি দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকাশ করা, যাতে তারা তাকে তার অপকর্ম থেকে বিরত রাখতে পারে এবং সে অন্যের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে।

সুতরাং দোষ গোপন রাখা জনস্বার্থের ওপর নির্ভরশীল; যদি দোষ গোপন রাখায় কল্যাণ থাকে, তবে সেটাই উত্তম। আর যদি প্রকাশ করার মধ্যে কল্যাণ থাকে, তবে প্রকাশ করাই উত্তম। আর যদি কেউ এই দুইয়ের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত হয়, তবে গোপন রাখাই শ্রেয়। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

* * *

২/২৪১ — তাঁর (আবু হুরায়রা রা.) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "আমার উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তিই ক্ষমার যোগ্য, তবে প্রকাশকারীগণ ব্যতীত। আর পাপ প্রকাশের একটি রূপ হলো—কোনো ব্যক্তি রাতে কোনো কাজ করল, অতঃপর ভোর হলো অথচ আল্লাহ তার কাজটি গোপন রেখেছিলেন, কিন্তু সে বলল: হে অমুক, আমি গত রাতে এই এই কাজ করেছি। অথচ সে রাত অতিবাহিত করেছিল এই অবস্থায় যে তার প্রতিপালক তার দোষ গোপন রেখেছিলেন, আর সে ভোরে তার ওপর আল্লাহর দেওয়া পর্দা উন্মোচন করে ফেলল।" (বুখারি ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক —আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন— আবু হুরায়রা (রাঃ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: থেকে বর্ণিত যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"আমার উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তিই ক্ষমার যোগ্য, তবে প্রকাশকারীগণ ব্যতীত।" এখানে "পুরো উম্মত" বলতে বুঝিয়েছেন...

(ص: 16) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

أمة الإجابة الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم.
معافى: يعني قد عافاهم الله عز وجل.

إلا المجاهرين: والمجاهرون هم الذين يجاهرون بمعصية الله عز وجل، وهم
ينقسمون إلى قسمين:

الأول: أن يعمل المعصية وهو مجاهر بها، فيعملها أمام الناس، وهم ينظرون إليه،
هذا لا شك أنه ليس بعافية؛ لأنه جر على نفسه الويل، وجره على غيره أيضاً.

أما جره على نفسه: فلأنه ظلم نفسه حيث عصى الله ورسوله، وكل إنسان يعصي الله
ورسوله؛ فإنه ظالم لنفسه، قال الله تعالى: (وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)
[البقرة: 57] ، والنفس أمانة عندك يجب عليك أن ترعاها حق رعايتها، وكما أنه لو

كان لك ماشية فإنيك تتخير لها المراعي الطيبة، وتبعدها عن المراعي الخبيثة
الضارة، فكذلك نفسك، يجب عليك أن تتحرى لها المراعي الطيبة، وهي الأعمال
الصالحة، وأن تبعد عنها المراعي الخبيثة، وهي الأعمال السيئة.

وأما جره على غيره: فلأن الناس إذا رأوه قد عمل المعصية؛ هانت في نفوسهم، وفعلوا
مثله، وصار - والعياذ بالله - من الأئمة الذين يدعون إلى النار، كما قال الله تعالى عن
آل فرعون: (وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ) [القصص:

উম্মাতে ইজাবাহ (সাড়াданকারী উম্মত) হলো তারা, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে।

নিরাপদ বা ক্ষমাপ্রাপ্ত: অর্থাৎ আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাদের নিরাপত্তা বা ক্ষমা দান করেছেন।

তবে প্রকাশকারীগণ ব্যতীত: আর প্রকাশকারী (মুজাহিরূন) হলো তারা, যারা প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়। তারা দুই ভাগে বিভক্ত:

প্রথমত: কোনো পাপকাজ করা এবং তা প্রকাশ করা, অর্থাৎ মানুষের সামনে তাদের প্রত্যক্ষ করা অবস্থায় সেই পাপটি করা। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এটি নিরাপত্তা বা ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত নয়; কারণ সে নিজের ওপর ধ্বংস ডেকে এনেছে এবং অন্যের ওপরও তা চাপিয়েছে।

নিজের ওপর বিপদ ডেকে আনার বিষয়টি হলো: যেহেতু সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়ে নিজের ওপর জুলুম করেছে। আর যে ব্যক্তিই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়, সে মূলত নিজের ওপরই অবিচার করে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "তারা আমার ওপর জুলুম করেনি, বরং তারা নিজেদের ওপরই জুলুম করছিল" [আল-বাকারাহ: ৫৭]। আপনার আত্মা আপনার নিকট আমানত, যার যথাযথ যত্ন নেওয়া আপনার দায়িত্ব। ঠিক যেমন আপনার যদি গবাদিপশু থাকে, তবে আপনি তাদের জন্য ভালো চারণভূমি নির্বাচন করেন এবং অনিষ্টকর ও ক্ষতিকারক চারণভূমি থেকে দূরে রাখেন; আপনার আত্মার ক্ষেত্রেও বিষয়টি তেমনই। আপনার উচিত তার জন্য উত্তম বিচরণভূমি তথা নেক আমল অনুসন্ধান করা এবং কলুষিত বিচরণভূমি তথা মন্দ কাজ থেকে তাকে দূরে রাখা।

আর অন্যের ওপর বিপদ চাপানোর বিষয়টি হলো: মানুষ যখন তাকে পাপ করতে দেখে, তখন তাদের অন্তরে সেই পাপের ভয়াবহতা লঘু হয়ে যায় এবং তারা তার মতো কাজ করতে শুরু করে। ফলে সে—আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই—জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী নেতাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যেমনটি আল্লাহ তাআলা ফেরাউনের অনুসারীদের সম্পর্কে বলেছেন: "আমি তাদেরকে নেতা বানিয়েছিলাম যারা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত এবং কিয়ামতের দিন তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না" [আল-কাসাস: ৪১]।

এবং নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো মন্দ রীতির প্রচলন করবে;

(ص: 17) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

فعلیه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)).

فهذا نوع من المجاهرة، ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه واضح، لكنه ذكر أمراً آخر قد يخفى على بعض الناس فقال: ومن المجاهرة أن يعمل الإنسان العمل السيئ في الليل فيستره الله عليه، وكذلك في بيته فيستره الله عليه ولا يُطلع عليه أحداً، ولو تاب فيما بينه وبين ربه؛ لكان خيراً له، ولكنه إذا قام في الصباح واختلط بالناس قال: عملت البارحة كذا، وعملت كذا، وعملت كذا، فهذا ليس معافى، هذا والعياذ بالله قد ستر الله عليه فأصبح يفضح نفسه.

وهذا الذي يفعله بعض الناس أيضاً يكون له سببان: السبب الأول: أن يكون الإنسان غافلاً سليماً لا يهتم بشيء، فتجده يعمل السيئة ثم يتحدث بها عن طهارة قلب. والسبب الثاني: أن يتحدث بالمعاصي تبجحاً واستهتاراً بعظمة الخالق، - والعياذ بالله - فيصبحون يتحدثون بالمعاصي متبجحين بها كأنما نالوا غنيمة، فهو لاء والعياذ بالله شر الأقسام.

ويوجد من الناس من يفعل هذا مع أصحابه، يعني أنه يتحدث به مع أصحابه فيحدثهم بأمر خفي لا ينبغي أن يذكر لأحد، لكنه لا يهتم بهذا الأمر فهذا ليس من المعافين؛ لأنه من المجاهرين.

والحاصل أنه ينبغي للإنسان أن يتستر بستر الله عز وجل، وأن يحمد

...তবে তার ওপর সেই পাপের বোঝা এবং কিয়ামত দিবস পর্যন্ত যারা সেই অনুযায়ী আমল করবে, তাদের পাপের বোঝাও বর্তাবে)) ।

এটি হলো পাপাচার প্রকাশ করারই একটি ধরণ (মুজাহারা), যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উল্লেখ করেননি; কারণ এটি অত্যন্ত স্পষ্ট। তবে তিনি এমন একটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন যা কিছু মানুষের নিকট অস্পষ্ট থাকতে পারে। তিনি বলেছেন: পাপাচার প্রকাশের একটি দিক হলো এই যে, কোনো ব্যক্তি রাতে কোনো মন্দ কাজ করে এবং আল্লাহ তা গোপন রাখেন। অনুরূপভাবে সে তার ঘরেও তা করে এবং আল্লাহ তা ঢেকে রাখেন, কেউ তা জানতে পারে না। সে যদি তার ও তার রবের মাঝে তাওয়া করত, তবে তা তার জন্য উত্তম হতো। কিন্তু যখন সে সকালে উপনীত হয় এবং মানুষের সাথে মেলামেশা করে, তখন সে বলে: 'আমি গত রাতে এই করেছি, সেই করেছি।' এ ব্যক্তি নিরাপত্তা বা ক্ষমার (মুআফা) অন্তর্ভুক্ত নয়। আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই—আল্লাহ তার পাপ গোপন রেখেছিলেন, অথচ সে নিজেই নিজেকে লোকসমক্ষে উন্মোচিত করল।

কিছু মানুষ যা করে থাকে, তার পেছনে দুটি কারণ থাকতে পারে:

প্রথম কারণ: মানুষটি হয়তো অসতর্ক ও সরলমনা, সে কোনো কিছুকেই গুরুত্ব দেয় না। ফলে দেখা যায় সে কোনো মন্দ কাজ করে এবং সরল অন্তরে তা লোকসমক্ষে বলে বেড়ায়।

দ্বিতীয় কারণ: মহান স্রষ্টার মহিমাকে তুচ্ছজ্ঞান করে দম্ভ ও অবজ্ঞার সাথে পাপের কথা প্রকাশ করা—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—ফলে তারা দম্ভভরে পাপাচারের বর্ণনা দেয় যেন তারা কোনো মহাবিজয় বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করেছে। এরাই হলো নিকৃষ্টতম শ্রেণী, আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই।

আবার এমন লোকও আছে যারা বন্ধুদের সাথে এমনটি করে থাকে। অর্থাৎ সে তার বন্ধুদের নিকট এমন এক গোপন বিষয় আলোচনা করে যা কারো কাছে ব্যক্ত করা উচিত নয়। কিন্তু সে এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয় না। সে ক্ষমার যোগ্য ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত নয়; কারণ সে পাপাচার প্রকাশকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

সারকথা হলো, মানুষের উচিত মহান আল্লাহর দেওয়া আবরণে নিজেকে ঢেকে রাখা এবং তাঁর প্রশংসা করা

(স: 18) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الله على العافية، وأن يتوب فيما بينه وبين ربه من المعاصي التي قام بها، وإذا تاب إلى الله وأناب إلى الله؛ ستره الله في الدنيا والآخرة، والله الموفق.

* * *

242/3 - وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر)) متفق عليه. التثريب: التوبيخ.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب)).
والأمة: هي المملوكة التي تباع وتشترى، فإذا زنت يقول عليه الصلاة والسلام:
فليجلدها الحد، وحد الأمة نصف حد الحرة. كما قال تعالى: (فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) [النساء: 25].

والحرّة إذا كانت بكرةً وزنت تجلد مائة جلدة وتغرب سنة، والأمة نصف ذلك يعني
خمسین جلدة، وأما تغريبها؛ ففي ذلك قولان للعلماء:

منهم من: قال تغرب نصف سنة.
ومنهم من قال: إنها لا تغرب؛ لأنه قد تعلق بها حق السيد.

আল্লাহর কাছে সুস্থতা কামনা করা উচিত এবং তার কৃত পাপকর্মের জন্য তার ও তার রবের
মাঝে তওবা করা উচিত। যদি সে আল্লাহর কাছে তওবা করে এবং তাঁর অভিমুখী হয়, তবে
আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

* * *

৩/২৪২ — তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যখন
কোনো দাসী ব্যভিচার করে এবং তার ব্যভিচার প্রমাণিত হয়, তখন তাকে নির্ধারিত দণ্ড প্রদান
করতে হবে, তবে তাকে ভর্ৎসনা করা যাবে না। এরপর যদি সে দ্বিতীয়বার ব্যভিচার করে, তবে
তাকে নির্ধারিত দণ্ড দিতে হবে এবং ভর্ৎসনা করা যাবে না। এরপর যদি সে তৃতীয়বার ব্যভিচার
করে, তবে তাকে বিক্রি করে দিতে হবে, এমনকি তা যদি একটি চুলের রশির বিনিময়েও হয়।"
(বুখারি ও মুসলিম কর্তৃক ঐক্যমত্যভাবে বর্ণিত)।

তাসরীব বা ভর্ৎসনা: তিরস্কার করা।

[ব্যাখ্যা]

লেখক —আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন— আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)
থেকে বর্ণিত যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
"যখন তোমাদের কারো দাসী ব্যভিচার করে, তবে সে যেন তাকে নির্ধারিত দণ্ড প্রদান করে
এবং তাকে ভর্ৎসনা না করে।"

দাসী হলো সেই মালিকানাধীন নারী যাকে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। সে যদি ব্যভিচার করে, তবে
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তাকে যেন নির্ধারিত দণ্ড প্রয়োগ করা হয়। আর

দাসীর দণ্ড হলো স্বাধীন নারীর দণ্ডের অর্ধেক, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: "অতঃপর যখন তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে, এমতাবস্থায় যদি তারা ব্যভিচার করে, তবে তাদের দণ্ড হবে স্বাধীন নারীদের দণ্ডের অর্ধেক।" [সূরা আন-নিসা: ২৫]।

স্বাধীন নারী যদি কুমারী হয় এবং ব্যভিচার করে, তবে তাকে একশত বেত্রাঘাত করতে হবে এবং এক বছরের জন্য নির্বাসনে পাঠাতে হবে। আর দাসীর ক্ষেত্রে এর অর্ধেক, অর্থাৎ পঞ্চাশটি বেত্রাঘাত। আর তাকে নির্বাসনে পাঠানোর বিষয়ে আলেমদের দুটি অভিমত রয়েছে:

তাদের মধ্যে কেউ বলেছেন: তাকে অর্ধেক বছর (ছয় মাস) নির্বাসিত করতে হবে।

আবার কেউ কেউ বলেছেন: তাকে নির্বাসিত করা হবে না; কারণ এর সাথে মালিকের অধিকার সংশ্লিষ্ট রয়েছে।

(ص: 19) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ثم إن زنت المرة الثانية؛ فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت يعني في الثالثة أو الرابعة؛ فليبعها ولو بحبل من شعر، يعني ولا يبقها؛ لأنه لا خير فيها. ففي هذا دليل على أن السيد يقيم الحد على مملوكه، وأما غير السيد؛ فلا يقيم الحد.

وإنما يتولى إقامة الحد الإمام، أو نائب الإمام حتى الأب لا يملك إقامة الحد على ابنه؛ لأن هذا موكول للإمام أو نائبه، وفي قوله ((فليبعها ولو بحبل من شعر)) وإذا قال قائل: وإذا باعها فما الفائدة إذا كانت قد ألفت الزنا والعياذ بالله؟ نقول: لأنه إذا تغيرت بها الأحوال؛ فربما تتغير حالها، وأيضاً إذا باعها؛ فسوف يخبر المشتري بأنها أمة تزني. وسوف يكون المشتري شديداً عليها حتى يمنعها من ذلك.

243/4 . وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرًا قال: ((اضربوه)) قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزأك الله قال: ((لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان)) رواه البخاري.

[الشَّرْحُ]

نقل المؤلف - رحمة الله - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ((أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرًا)).

এরপর যদি সে দ্বিতীয়বার ব্যভিচার করে, তবে সে যেন তাকে নির্ধারিত দণ্ড প্রদান করে এবং তিরস্কার না করে। এরপর যদি সে তৃতীয় বা চতুর্থবার ব্যভিচার করে, তবে সে যেন তাকে একটি পশমের রশির বিনিময়ে হলেও বিক্রি করে দেয়। অর্থাৎ সে তাকে আর নিজের কাছে রাখবে না; কারণ তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।

এতে এই প্রমাণ রয়েছে যে, মনিব তার দাসের ওপর নির্ধারিত দণ্ড কার্যকর করবে। তবে মনিব ছাড়া অন্য কেউ দণ্ড কার্যকর করবে না।

মূলত রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁর প্রতিনিধিই দণ্ড কার্যকরের দায়িত্ব পালন করবেন। এমনকি পিতাও তার সন্তানের ওপর দণ্ড কার্যকর করার অধিকার রাখেন না; কারণ এই দায়িত্ব রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁর প্রতিনিধির ওপর ন্যস্ত। আর তাঁর এই কথা—"তাকে বিক্রি করে দাও, যদিও তা একটি পশমের রশির বিনিময়ে হয়"—এক্ষেত্রে যদি কেউ প্রশ্ন করে: সে যদি ব্যভিচারে অভ্যস্ত হয়ে যায় (আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই), তবে তাকে বিক্রি করে লাভ কী? আমরা বলব: কারণ তার অবস্থা ও পরিবেশ পরিবর্তিত হলে সম্ভবত তার আচরণও পরিবর্তিত হতে পারে। এছাড়া সে যখন তাকে বিক্রি করবে, তখন ক্রেতাকে অবশ্যই জানিয়ে দেবে যে, এই দাসী ব্যভিচার করেছে। ফলে ক্রেতা তার প্রতি কঠোর হবে যাতে তাকে এ থেকে বিরত রাখা যায়।

* * *

৪/২৪৩ — তাঁর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এমন এক ব্যক্তিকে আনা হলো যে মদ পান করেছিল। তিনি বললেন: "তোমরা তাকে প্রহার করো।" আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমাদের মধ্যে কেউ হাত দিয়ে, কেউ জুতো দিয়ে আবার কেউ কাপড় দিয়ে তাকে প্রহার করল। যখন সে চলে গেল, তখন উপস্থিত লোকদের কেউ বলল: "আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন।" তিনি বললেন: "তোমরা এমন বলো না এবং তার বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য করো না।" (বুখারি)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার —আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন— আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এমন এক ব্যক্তিকে আনা হলো যে মদ পান করেছিল।"

(ص: 20) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

والخمر: كل ما أسكر، ومعنى الإسكار أن يغيب العقل من شدة اللذة؛ لأن غيبوبة العقل أحياناً تكون بدواء كالبنج، فهذا ليس بسكر، وأحياناً تكون بإغماء، وأحياناً تكون بسكر، وهو تغطية العقل بلذة وطرب، ولهذا تجد السكران - والعياذ بالله - يتخيل نفسه وكأنه ملك من الملوك، كما قال الشاعر:

ونشر بها فتتركنا ملوكاً.....

وكما قال حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثمل من السكر قبل أن تحرم الخمر فعله في ذلك، فقال

له حمزة: هل أنتم إلا عبيد أبي، يقول للرسول عليه الصلاة والسلام وهو رضي الله عنه من أشد الناس تعظيماً للرسول، لكنه سكران. والحاصل أن السكر تغطية للعقل على وجه اللذة والطرب. ولذلك فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشارب للخمر قال: ((اضربوه)). فقال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بسوطه، ومنا الضارب بنعله، ولم يحدد لهم النبي صلى الله عليه وسلم عدداً معيناً، فلما انصرف بعضهم قال له رجل: أخزأك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تعينوا عليه الشيطان))؛ لأن الخزي معناه العار والذل، فأنت إذا قلت لرجل: أخزأك الله؛ فإنك قد دعوت الله عليه بما يذله ويفضحه، فتعين عليه الشيطان. وفي هذا الحديث دليل على أن عقوبة الخمر ليس لها حد معين، ولهذا لم يحد لهم النبي صلى الله عليه وسلم حداً، ولم يعدها عدداً، كل يضرب بما تيسر، من يضرب بيده، ومن يضرب بطرف ثوبه، ومن يضرب بعصاه، ومن

আর 'খামর' বা মদ হলো তা-ই যা নেশা বা মত্ততা সৃষ্টি করে। নেশার অর্থ হলো তীব্র আনন্দের আতিশয্যে বিচারবুদ্ধি বিলুপ্ত হওয়া; কারণ বিচারবুদ্ধির এই অবলুপ্তি কখনও অ্যানেস্থেশিয়ার ন্যায় ওষুধের প্রভাবে হতে পারে, যা নেশা নয়। আবার কখনও তা মূর্ছা যাওয়ার কারণে হতে পারে। আর নেশা হলো আনন্দ ও উল্লাসের মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলা। এই কারণেই আপনি মাতাল ব্যক্তিকে দেখতে পাবেন—আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই—সে নিজেকে কোনো এক মহাপ্রতাপশালী রাজা হিসেবে কল্পনা করে, যেমনটি কবি বলেছেন:

আমরা তা পান করি, যা আমাদের রাজা বানিয়ে ছেড়ে দেয়...

যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট আসলেন এবং তিনি মদ হারাম হওয়ার পূর্ববর্তী সময়ে নেশায় অত্যন্ত মাতাল ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এ বিষয়ে সতর্ক করলে হামযা তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

"তোমরা তো আমার পিতার দাস ছাড়া আর কিছু নও!" তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা বলেছিলেন অথচ তিনি ছিলেন রাসূলের প্রতি সর্বাধিক সম্মান প্রদর্শনকারী ব্যক্তিদের অন্যতম, কিন্তু তিনি তখন মাতাল ছিলেন।

সারকথা হলো, নেশা বা মত্ততা হচ্ছে আনন্দ ও উল্লাসের বশবর্তী হয়ে বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলা।

সে কারণেই যখন এই মদ্যপায়ী ব্যক্তিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আনা হলো, তিনি বললেন: "তোমরা তাকে প্রহার করো।"

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমাদের মধ্যে কেউ হাত দিয়ে প্রহার করছিল, কেউ চাবুক দিয়ে, আবার কেউ জুতা দিয়ে প্রহার করছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারণ করে দেননি। অতঃপর যখন সে প্রশ্ন করছিল, তখন এক ব্যক্তি তাকে বলল: "আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন।" তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তোমরা তার বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য করো না।" কেননা 'খিজয়ি' বা লাঞ্ছনার অর্থ হলো অপমান ও অসম্মান। সুতরাং আপনি যখন কোনো ব্যক্তিকে বলেন: "আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন", তখন মূলত আপনি আল্লাহর নিকট তার বিরুদ্ধে এমন বিষয়ের প্রার্থনা করলেন যা তাকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করে, ফলে আপনি তার বিরুদ্ধে শয়তানকে সহায়তা করলেন।

আর এই হাদিসে এ কথার দলিল রয়েছে যে, মদ্যপানের শাস্তির কোনো নির্দিষ্ট সীমা বা 'হদ' নির্ধারিত নেই। একারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সীমা বা সংখ্যা নির্ধারণ করেননি। প্রত্যেকেই সহজলভ্য বস্তু দ্বারা প্রহার করছিল; কেউ হাত দিয়ে, কেউ কাপড়ের প্রান্ত দিয়ে, কেউ লাঠি দিয়ে, আর কেউ...

(ص: 21) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

يضرّب بنعله، لم يحد فيها حداً، وبقي الأمر كذلك.

وفي عهد أبي بكر صارت تقدر بنحو أربعين، وفي عهد عمر كثر الناس الذين دخلوا في الإسلام، ومنهم من دخل عن غير رغبة، فكثير شرب الخمر في عهد عمر رضي الله عنه، فلما رأى الناس قد أكثروا منها استشار الصحابة فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أخف الحدود ثمانون وهو حد القذف، فرفع عمر رضي الله عنه عقوبة شارب الخمر إلى ثمانين جلدة.

ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا فعل ذنباً وعوقب عليه في الدنيا؛ فإنه لا ينبغي لنا أن ندعو عليه بالخزي والعار؛ بل نسأل الله له الهداية، ونسأل الله له المغفرة، والله الموفق.

তিনি জুতা দিয়ে প্রহার করতেন, এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করেননি এবং বিষয়টি এভাবেই চলতে থাকে।

অতঃপর আবুবকর (রা.)-এর যুগে এর পরিমাণ আনুমানিক চল্লিশ নির্ধারণ করা হয়। উমর (রা.)-এর যুগে ইসলামে প্রবেশকারী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আন্তরিক ইচ্ছা ছাড়াই প্রবেশ করেছিল; ফলে উমর (রা.)-এর শাসনামলে মদ্যপানের প্রকোপ বেড়ে যায়। যখন তিনি দেখলেন যে মানুষ এতে অধিক হারে লিপ্ত হচ্ছে, তখন তিনি সাহায্যে কিরামের পরামর্শ চাইলেন। তখন আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) বললেন: "সবচেয়ে লঘু দণ্ড হলো আশি, যা অপবাদের (কযফ) দণ্ড।" এরপর উমর (রা.) মদ্যপায়ীর শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাতে উন্নীত করেন।

এর মধ্যে এই প্রমাণ রয়েছে যে, কোনো মানুষ যদি কোনো পাপ করে এবং দুনিয়াতে তার জন্য দণ্ডিত হয়, তবে আমাদের জন্য সমীচীন নয় যে তার প্রতি লাঞ্ছনা ও অপমানের দুআ করা; বরং আমরা তার জন্য আল্লাহর কাছে হিদায়াত ও ক্ষমা প্রার্থনা করব। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

29. باب قضاء حوائج المسلمين

قال الله تعالى: (وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [الحج: 77].

244/1. وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه؛ كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة؛ فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً؛ ستره الله يوم القيامة)) متفق عليه.

245/2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا؛ نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر؛ يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً، ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في أخيه، ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً؛ سهل الله له طريقاً إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله؛ لم يسرع به نسبه)) رواه مسلم.

২৯. মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণ করার অধ্যায়

আল্লাহ তাআলা বলেন: (তোমরা সৎকাজ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো) [সূরা আল-হজ্জ: ৭৭]।

১/২৪৪ - ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "একজন মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করবে না

এবং তাকে (বিপদ বা শত্রুর হাতে) সাঁপে দেবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট থাকে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের কোনো বিপদ দূর করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিনের বিপদসমূহ থেকে তার একটি বিপদ দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।" (বুখারি ও মুসলিম)।

২/২৪৫ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের দুনিয়াবী বিপদসমূহ থেকে একটি বিপদ দূর করে দেবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিনের বিপদসমূহ থেকে তার একটি বিপদ দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো অভাবগ্রস্ত বা ঋণগ্রস্তের পথ সহজ করে দেবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার কাজ সহজ করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। আল্লাহ বান্দার সাহায্যে ততক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে। যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। কোনো সম্প্রদায় যখন আল্লাহর ঘরসমূহের কোনো একটি ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পরস্পরের মধ্যে তা নিয়ে অধ্যয়ন করে, তখন তাদের ওপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, রহমত তাদের আচ্ছাদিত করে নেয়, ফেরেশতারা তাদের ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের কাছে তাদের কথা উল্লেখ করেন। আর যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয়, তার বংশমর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারে না।" (মুসলিম)।

(ص: 23) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى :- باب قضاء حوائج المسلمين.

الحوائج: ما يحتاجه الإنسان ليكمل به أموره. وأما الضروريات؛ فهي ما يضطر إليه الإنسان ليدفع به ضرره، ودفع الضرورات واجب؛ فإنه يجب على الإنسان إذا رأى أخاه في ضرورة أن يدفع ضرورته؛ فإذا رآه في ضرورة إلى الطعام أو إلى الشراب أو إلى التدفئة، أو إلى التبردة؛ وجب عليه أن يقضي حاجته، ووجب عليه أن يزيل ضرورته ويرفعها.

حتى إن أهل العلم يقولون: لو اضطر الإنسان إلى طعام في يد شخص أو إلى شرابه، والشخص الذي بيده الطعام أو الشراب لم يضطر إليه ومنعه بعد طلبه، ومات، فإنه يضمنه؛ لأنه فرط في إنقاذ أخيه من هلكة. أما إذا كان الأمر حاجياً وليس ضرورياً، فإن الأفضل أن تعين أخاك على حاجته، وأن تيسرها له ما لم تكن الحاجة في مضرته، فإن كانت الحاجة في مضرته فلا تعنه؛ لأن الله يقول: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة: 2].

فلو فرض أن شخصاً احتاج إلى شرب دخان، وطلب منك أن تعينه بدفع القيمة له أو شرائه له أو ما أشبه ذلك؛ فإنه لا يحل لك أن تعينه ولو كان محتاجاً، حتى لو رأيت ضائقاً يريد أن يشرب الدخان فلا تعنه؛ لقول الله تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) حتى لو كان أباك؛ فإنك لا تعنه على هذا، حتى لو غضب عليك إذا لم تأت به فليغضب؛ لأنه غضب في

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) বলেন: মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।

‘হাজাত’ বা প্রয়োজন হলো: মানুষের সেই সব বিষয় যা তার কার্যাবলিকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হয়। আর ‘যরুরিয়াত’ বা অপরিহার্য বিষয়সমূহ হলো: যা ব্যতিরেকে মানুষ চরম কষ্টের সম্মুখীন হয় এবং যা তার ক্ষতি রোধের জন্য আবশ্যক হয়ে পড়ে। যরুরিয়াত বা

অপরিহার্য অভাব পূরণ করা ওয়াজিব (আবশ্যিক)। মানুষের জন্য এটি আবশ্যিক যে, সে যদি তার কোনো ভাইকে কোনো অপরিহার্য সঙ্কটে দেখে, তবে যেন সে তার সেই সঙ্কট দূর করে। যদি সে তাকে খাদ্য, পানীয়, উষ্ণতা কিংবা শীতলতার তীব্র প্রয়োজনে দেখে, তবে তার সেই প্রয়োজন পূরণ করা এবং তার সেই সঙ্কট দূর করা ও তা নিরসন করা তার ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়।

এমনকি আলেমগণ বলেন: যদি কোনো ব্যক্তি কারো নিকট থাকা খাদ্য বা পানীয়ের জন্য জীবনমরণ সঙ্কটে পড়ে, আর যার কাছে খাদ্য বা পানীয় আছে তার নিজের সেটি প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও প্রার্থনার পর সে তা প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় এবং ঐ ব্যক্তি মারা যায়, তবে সে এর জন্য দায়ী থাকবে; কারণ সে তার ভাইকে ধ্বংস থেকে রক্ষায় অবহেলা করেছে। পক্ষান্তরে বিষয়টি যদি স্রেফ সাধারণ প্রয়োজন পর্যায়ে হয় এবং অপরিহার্য না হয়, তবে আপনার ভাইয়ের প্রয়োজন মেটানো এবং তা সহজ করে দেওয়া উত্তম—যতক্ষণ না সেই প্রয়োজনটি তার ক্ষতির কারণ হয়। কিন্তু যদি সেই প্রয়োজনটি তার জন্য ক্ষতিকর হয়, তবে তাকে সাহায্য করবেন না; কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না।” [সূরা আল-মায়িদাহ: ২]

ধরা যাক, কোনো ব্যক্তির ধূমপানের প্রয়োজন হলো এবং সে আপনার কাছে এর দাম বা এটি কিনে দেওয়ার জন্য অথবা অনুরূপ কোনো সহযোগিতা চাইল; তবে আপনার জন্য তাকে সাহায্য করা বৈধ হবে না, যদিও সে তার চরম প্রয়োজন অনুভব করে। এমনকি আপনি যদি তাকে ধূমপানের জন্য অস্থির বা ছটফট করতে দেখেন, তবুও তাকে সাহায্য করবেন না; কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না।” এমনকি সে যদি আপনার পিতাও হন, তবুও আপনি তাকে এই কাজে সাহায্য করবেন না। এটি না এনে দেওয়ার কারণে তিনি যদি আপনার ওপর রাগান্বিত হন, তবে হতে দিন; কারণ এটি এমন বিষয়ে রাগ যা...

غير موضع الغضب؛ بل إنك إذا امتنعت من أن تأتي لأبيك بما يضره؛ فإنك تكون باراً به، ولا تكون عاقلاً له؛ لأن هذا هو الإحسان؛ فأعظم الإحسان أن تمنع أباك مما يضره، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)) قالوا: يا رسول الله: كيف ننصره الظالم؟ قال: ((تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه)). وعلى هذا فقول المؤلف في باب قضاء حوائج المسلمين يريد بذلك الحوائج المباحة، فإنه ينبغي لك أن تعين أخاك عليها، فإن الله في عونك ما كنت في عون أخيك.

ثم ذكر المؤلف أحاديث مر الكلام عليها فلا حاجة إلى إعادتها، إلا أن فيها بعض الجمل تحتاج إلى كلام؛ منها قوله: ((من يسر على معسر؛ يسر الله عليه في الدنيا والآخرة)) فإذا رأيت معسراً، ويسرت عليه الأمر يسر الله عليك في الدنيا والآخرة، مثل أن ترى شخصاً ليس بيده ما يشتري لأهله من طعام وشراب، لكن ليس عنده ضرورة، فأنت إذا يسرت عليه؛ يسر الله عليك في الدنيا والآخرة. ومن ذلك أيضاً إذا كنت تطلب شخصاً معسراً؛ فإنه يجب عليك أن تيسر عليه وجوباً؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) [البقرة: 280]، وقد قال العلماء رحمهم الله: من كان له غريم معسر؛ فإنه يحرم عليه أن يطلب منه الدين، أو أن يطالبه به، أو أن يرفع أمره إلى

এটা রাগের ক্ষেত্র নয়; বরং আপনি যদি আপনার পিতার জন্য এমন কিছু করতে অস্বীকার করেন যা তাঁর ক্ষতি করবে, তবে আপনি তাঁর প্রতি সদাচারী হিসেবেই গণ্য হবেন এবং অবাধ্য হিসেবে গণ্য হবেন না। কারণ এটাই হলো ইহসান (উত্তম আচরণ); কেননা সবচেয়ে বড় ইহসান হলো আপনার পিতাকে তাঁর জন্য ক্ষতিকর এমন কাজ থেকে বিরত রাখা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমার ভাইকে সাহায্য করো, সে জালেম হোক কিংবা মজলুম।" তারা জিজ্ঞেস করলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! জালেমকে আমরা কীভাবে

সাহায্য করব?" তিনি বললেন: "তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখবে, আর এটাই তাকে তোমার সাহায্য করা।"

এর ভিত্তিতে, মুসলিমদের প্রয়োজন মেটানোর অধ্যায়ে লেখকের বক্তব্য দ্বারা তিনি বৈধ প্রয়োজনসমূহকে উদ্দেশ্য করেছেন। আপনার জন্য আপনার ভাইকে সেই বিষয়ে সাহায্য করা উচিত, কারণ যতক্ষণ আপনি আপনার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকবেন, আল্লাহ ততক্ষণ আপনার সাহায্যে থাকবেন।

অতঃপর লেখক এমন কিছু হাদিস উল্লেখ করেছেন যেগুলোর আলোচনা ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে, তাই সেগুলোর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। তবে তাতে এমন কিছু বাক্য রয়েছে যা আলোচনার দাবি রাখে। তার মধ্যে একটি হলো তাঁর বাণী: "যে ব্যক্তি কোনো অভাবগ্রস্তের কষ্ট লাঘব করে দেবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার কষ্ট লাঘব করে দেবেন।" সুতরাং আপনি যখন কোনো অভাবগ্রস্তকে দেখবেন এবং তার বিষয়টি সহজ করে দেবেন, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে আপনার জন্য সহজ করে দেবেন। যেমন ধরুন, আপনি এমন একজনকে দেখলেন যার কাছে তার পরিবারের জন্য পানাহার সামগ্রী কেনার মতো সামর্থ্য নেই, যদিও তার অবস্থা চরম সংকটাপন্ন নয়, এমতাবস্থায় আপনি যদি তার জন্য বিষয়টি সহজ করে দেন, তবে আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে আপনার জন্য সহজ করে দেবেন।

এর অন্তর্ভুক্ত আরও একটি বিষয় হলো, আপনার কাছে যদি কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণী থাকে, তবে তার প্রতি সদয় হওয়া ও সহজ করা আপনার জন্য আবশ্যিক; কারণ মহান আল্লাহর বাণী: "আর যদি সে অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেওয়া উচিত।"

[আল-বাকারা: ২৮০]। উলামায়ে কেরাম (রহিমাহুমুল্লাহ) বলেছেন: যার ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হয়, তার জন্য পাওনা পরিশোধের দাবি করা, তার ওপর চাপ সৃষ্টি করা অথবা তার বিষয়টি বিচারকের কাছে নিয়ে যাওয়া হারাম।

الحاكم؛ بل يجب عليه إنظاره.

ويجد بعض الناس والعياذ بالله ممن لا يخافون الله، ولا يرحمون عباد الله، من يطالبون المعسرين، ويضيقون عليهم، ويرفعونهم إلى الجهة المسؤولة فيحبسون ويؤذون ويمنعون من أهلهم ومن ديارهم، كل هذا بسبب الظلم، وإن كان الواجب على القاضي إذا ثبت عنده إفسار الشخص، فواجب عليه أن يرفع الظلم عنه، وأن يقول لغرمائه: ليس لكم شيء.

ثم إن بعض الناس والعياذ بالله إذا كان لهم غريم معسر يحتال عليه بأن يداينه مرة أخرى برباً، فيقول مثلاً: اشتري مني السلعة الفلانية بزيادة على ثمنها وأوفني، أو يتفق مع شخص ثالث يقول: اذهب تدين من فلان وأوفني، وهكذا حتى يصبح هذا المسكين بين يدي هذين الظالمين كالكرة بين يدي الصبي يلعب بها والعياذ بالله. والحاصل إذا رأيت شخصاً يطلب معسراً أن تبينوا له أنه آثم، وأن ذلك حرام عليه؛ وأنه يجب عليه إنظاره؛ لقول الله تعالى (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنُظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) [البقرة: 280]، وأنه إذا ضيق على أخيه المسلم، فإنه يوشك أن يضيق الله عليه في الدنيا أو في الآخرة، أو في الدنيا والآخرة معاً، ويوشك أن يعجل له بالعقوبة، ومن العقوبة أن يستمر في مطالبة هذا المعسر وهو معسر؛ لأنه كلما طالبه ازداد إثماً. وعلى العكس من ذلك؛ فإنه يوجد بعض الناس والعياذ بالله يماطلون بالحقوق التي عليهم، مع قدرتهم على وفائهم، فتجده يأتية صاحب الحق

শাসক; বরং তার ওপর তাকে অবকাশ দেওয়া আবশ্যিক।

আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন, এমন কিছু মানুষ রয়েছে যারা আল্লাহকে ভয় করে না এবং আল্লাহর বান্দাদের প্রতি দয়া করে না; তারা অসচ্ছল ব্যক্তিদের নিকট পাওনা পরিশোধের দাবি জানায়, তাদের ওপর সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট তাদের সোপর্দ করে। ফলে তাদের কারারুদ্ধ করা হয়, কষ্ট দেওয়া হয় এবং তাদের পরিবার ও ঘরবাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এ সব কিছুই জুলুমের কারণে ঘটে। অথচ বিচারকের নিকট যখন কোনো ব্যক্তির

অসচ্ছলতা প্রমাণিত হয়, তখন বিচারকের ওপর আবশ্যিক হলো তার ওপর থেকে এই জুলুম দূর করা এবং তার পাওনাদারদের বলে দেওয়া যে: তোমাদের প্রাপ্য পাওয়ার মতো বর্তমানে কিছুই নেই।

অতঃপর আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন, কিছু মানুষ এমন যে তাদের ঋণগ্রহীতা যখন অভাবগ্রস্ত হয়, তখন তারা তার সাথে এমনভাবে প্রতারণা করে যেন তাকে পুনরায় সুদের ভিত্তিতে ঋণ দেয়। উদাহরণস্বরূপ সে বলে: ‘আমার কাছ থেকে অমুক পণ্যটি তার বাজারমূল্যের চেয়ে বেশি দামে বাকিতে ক্রয় করো এবং আমার (আগের) পাওনা পরিশোধ করো’। অথবা সে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির সাথে যোগসাজশ করে বলে: ‘অমুক ব্যক্তির কাছ থেকে ঋণ নাও এবং আমার পাওনা শোধ করো’। এভাবে এই অসহায় ব্যক্তিটি সেই দুই জালেমের হাতে বালকের হাতের বলের মতো হয়ে যায়, যা নিয়ে সে খেলা করে। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

সারকথা হলো, আপনারা যখন কাউকে দেখবেন যে সে কোনো অসচ্ছল ব্যক্তির নিকট পাওনা পরিশোধের জন্য চাপ দিচ্ছে, তখন আপনারা তাকে স্পষ্ট করে বলে দিন যে সে পাপী এবং এটি তার জন্য হারাম; বরং তার ওপর তাকে অবকাশ দেওয়া আবশ্যিক। কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন: "আর যদি ঋণগ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেওয়া উচিত" [আল-বাকারাহ: ২৮০]। আর সে যদি তার মুসলিম ভাইয়ের ওপর সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে, তবে অচিরেই আল্লাহ দুনিয়াতে অথবা আখিরাতে অথবা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতেই তার ওপর সংকীর্ণতা সৃষ্টি করবেন। আর সম্ভবত আল্লাহ তাকে দ্রুত শাস্তি প্রদান করবেন। শাস্তির একটি ধরণ হলো এই যে, সে এই অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট পাওনা দাবি অব্যাহত রাখবে অথচ সে পরিশোধে অক্ষম; ফলে সে যতবারই দাবি জানাবে, তার পাপ তত বাড়বে।

এর ঠিক উল্টো দিকে এমন কিছু মানুষ রয়েছে—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—যারা তাদের ওপর অর্পিত পাওনা পরিশোধে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও গড়িমসি করে। আপনি দেখবেন যে পাওনাদার তার কাছে আসে...

فيقول: غداً، وإذا أتاه في غد قال: بعد غدٍ؛ وهكذا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ)).

وإذا كان ظلماً؛ فإن أي ساعة أو لحظة تمضي وهو قادر على وفاء دينه؛ فإنه لا يزداد بها إلا إثماً، نسأل الله لنا ولك السلامة والعافية.

তিনি বলেন: আগামীকাল, আর যখন আগামীকাল আসে তখন তিনি বলেন: পরশু; এভাবেই চলতে থাকে। অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন: "সামর্থ্যবান ব্যক্তির (ঋণ পরিশোধে) টালবাহানা করা জুলুম।"

আর যেহেতু এটি জুলুম; তাই ঋণ পরিশোধে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও যে কোনো ঘটনা বা মুহূর্ত অতিবাহিত হয়, তাতে তার কেবল পাপই বৃদ্ধি পায়। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের এবং আপনার জন্য নিরাপত্তা ও সুস্থতা কামনা করছি।

(ص: 27) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

30. باب الشفاعة

قال الله تعالى: (مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا) [النساء: 85].
246/1. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: ((اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب)) متفق عليه.

وفي رواية: ((ما شاء)).

247 / 2 . وعن بن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها. قال: قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((لو راجعته؟)) قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: ((إنما أشفع)) قالت: لا حاجة لي فيه)) رواه البخاري.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: باب الشفاعة.

والشفاعة: هي التوسط للغير؛ لجلب منفعة أو دفع مضرة.

مثال الأول: أن تتوسط لشخص عند آخر في أن يساعده في أمر من الأمور
ومثال الثاني: أن تشفع لشخص عند آخر في أن يسامحه ويعفو عن

৩০ - সুপারিশ পরিচ্ছেদ

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: (যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের সুপারিশ করবে, তাতে তার একটি অংশ থাকবে) [আন-নিসা: ৮৫]।

১/২৪৬ — আবু মুসা আল-আশআরি (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)-এর নিকট যখন কোনো অভাবী ব্যক্তি আসতেন, তখন তিনি তাঁর মজলিসের সাথীদের দিকে ফিরে বলতেন: ((তোমরা সুপারিশ করো, তবে তোমরা প্রতিদান লাভ করবে; আর আল্লাহ তাঁর নবীর মুখ দিয়ে যা পছন্দ করেন তা-ই ফয়সালা করেন)) এটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিতভাবে বর্ণিত।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে: ((যা তিনি চান))।

২/ ২৪৭ — ইবনে আব্বাস (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বারীরা এবং তাঁর স্বামীর ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত। তিনি বলেন: নবী (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) তাঁকে বলেছিলেন: ((তুমি যদি তাঁর কাছে ফিরে যেতে?)) তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে আদেশ করছেন? তিনি বললেন: ((আমি তো কেবল সুপারিশ করছি)) তিনি বললেন: আমার তাঁর প্রতি কোনো প্রয়োজন নেই)) এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক —আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন— বলেন: সুপারিশ পরিচ্ছেদ।

সুপারিশ হলো: কোনো উপকার অর্জন অথবা কোনো অপকার প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে অন্যের জন্য মধ্যস্থতা করা।

প্রথমটির উদাহরণ: তুমি কোনো ব্যক্তির জন্য অন্য একজনের নিকট মধ্যস্থতা করলে যাতে সে তাকে কোনো বিষয়ে সাহায্য করে।

দ্বিতীয়টির উদাহরণ: তুমি কোনো ব্যক্তির জন্য অন্য একজনের নিকট সুপারিশ করলে যাতে সে তাকে ক্ষমা ও মার্জনা করে দেয়।

(ص: 28) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

مظلمته، حتى يندفع عنه الضرر.

ومثال ذلك في أيام الآخرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الموقف ليُقضى بينهم، حين يصيبهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فهذه شفاعته في دفع مضرة.

ومثالها في جلب منفعة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة.

والمراد بالشفاعة في كلام المؤلف: الشفاعة في الدنيا؛ وهي أن يشفع الإنسان لشخص عند آخر؛ يتوسط له بجنب المنفعة له أو دفع المضرة عنه. والشفاعة أقسام:

القسم الأول: شفاعة محرمة لا تجوز، وهي أن يشفع لشخص وجب عليه الحدّ بعد أن يصل إلى الإمام، فإن هذه الشفاعة محرمة لا تجوز؛ مثال ذلك: رجل وجب عليه حدّ في قطع يده في السرقة، فلما وصلت إلى الإمام أو نائب الإمام؛ أراد إنسان أن يشفع لهذا السارق ألا تقطع يده، فهذا حرام أنكره النبي عليه الصلاة والسلام إنكاراً عظيماً.

وذلك حينما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقطع يد المرأة المخزومية، امرأة من بني مخزوم من أشرف قبائل العرب، كانت تستعير الشيء ثم تجرده، أي تستعيره لتنتفع به ثم تنكر بعد ذلك أنها استعارت شيئاً، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها؛ فاهتمت لذلك قريش، قالوا: امرأة من بني مخزوم وتقطع يدها؟ هذا عار كبير، من يشفع لنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأوا أن أقرب الناس لذلك أسامة بن زيد بن الحارثة.

তাঁর প্রতি হওয়া জুলুম (প্রতিরোধে), যাতে তাঁর থেকে ক্ষতি দূরীভূত হয়।

আর পরকালের দিনগুলোতে এর উদাহরণ হলো; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাশরের ময়দানে অবস্থানকারীদের জন্য সুপারিশ করবেন যাতে তাদের বিচারকার্য সম্পন্ন করা হয়, যখন তারা অসহনীয় দুঃখ ও কষ্টে আক্রান্ত হবে। সুতরাং এটি হলো ক্ষতি দূর করার জন্য সুপারিশ।

আর উপকার লাভের ক্ষেত্রে এর উদাহরণ হলো; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতীদের জন্য সুপারিশ করবেন যাতে তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারেন।

লেখকের বক্তব্যে সুপারিশের উদ্দেশ্য হলো: দুনিয়াবী সুপারিশ; আর তা হলো একজন মানুষ অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট কারো জন্য সুপারিশ করবে; অর্থাৎ তার জন্য কোনো উপকার বয়ে আনতে বা তার থেকে কোনো ক্ষতি দূর করতে মধ্যস্থতা করবে।

আর সুপারিশ কয়েক প্রকার:

প্রথম প্রকার: হারাম বা নিষিদ্ধ সুপারিশ যা জায়েয নয়। আর তা হলো এমন কোনো ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করা যার ওপর দণ্ডবিধি বা 'হদ' ওয়াজিব হয়েছে এবং বিষয়টি ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। নিশ্চয়ই এই সুপারিশ হারাম এবং তা জায়েয নয়। এর উদাহরণ হলো: এমন এক ব্যক্তি যার ওপর চুরির দায়ে হাত কাটার হদ নির্ধারিত হয়েছে, অতঃপর যখন বিষয়টি ইমাম বা ইমামের প্রতিনিধির নিকট পৌঁছে গেল, তখন কোনো ব্যক্তি এই চোরের হাত যাতে না কাটা হয় সেজন্য সুপারিশ করতে চাইল; তবে এটি হারাম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আর তা ছিল তখন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাখজুমী গোত্রের এক মহিলার হাত কাটার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আরবের সম্ভ্রান্ত গোত্র বনু মাখজুমের একজন নারী। তিনি কোনো বস্ত্র ধার নিতেন এবং পরে তা অস্বীকার করতেন; অর্থাৎ ব্যবহারের জন্য কোনো কিছু ধার নিতেন এবং পরবর্তীতে তিনি কিছু ধার নিয়েছেন বলে অস্বীকার করতেন। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। এতে কুরাইশরা বিচলিত হয়ে পড়ল। তারা বলল: বনু মাখজুমের একজন নারী আর তার হাত কাটা হবে? এটি তো অনেক বড় অপমানের বিষয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমাদের জন্য কে সুপারিশ করবে? তখন তারা মনে করল যে, এ কাজের জন্য সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি হলেন উসামা বিন যায়িদ বিন হারিসাহ।

(ص: 29) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِأَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ عَبْدٌ أَهْدَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةً، ثُمَّ أَعْتَقَهُ وَكَانَ يُحِبُّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَيُحِبُّ ابْنَهُ أَسَامَةَ، فَذَهَبَ أَسَامَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ لِهَذِهِ

المرأة ألا تقطع يدها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ((أُتشفع في حد من حدود الله؟))

قال ذلك إنكاراً عليه، ثم قام فخطب الناس وقال: ((أيها الناس؛ إنما أهلك من كان قبلكم؛ أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإيم الله - يعني أقسم بالله - لو أن فاطمة بنت محمد سرقت؛ لقطعت يدها)).

وهذه المرأة المخزومية دون فاطمة شرفاً ونسباً، ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قال: ((لو أن فاطمة بنت محمد سرقت؛ لقطعت يدها)) لسد باب الشفاعة والوساطة في الحدود إذا بلغت الإمام.

وقال عليه الصلاة والسلام: ((من حالت شفاعته دون حد من حدود الله؛ فقد ضاد الله في أمره)).

وقال صلى الله عليه وسلم: ((إذا بلغت الحدود السلطان؛ فلعن الله الشافع والمشفع)).

ولما سرق رداء صفوان بن أمية وكان قد توسده في المسجد، فجاء

এবং উসামা ইবনে যায়েদ ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস; কারণ যায়েদ ইবনে হারিসা ছিলেন একজন দাস যাকে খাদিজা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপহার হিসেবে প্রদান করেছিলেন, অতঃপর তিনি তাকে মুক্ত করে দেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ভালোবাসতেন এবং তার পুত্র উসামাকেও ভালোবাসতেন। অতঃপর উসামা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই মহিলার হাত যেন কাটা না হয় সে বিষয়ে সুপারিশ করতে গেলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ডসমূহের (হদ) কোনো একটির বিষয়ে সুপারিশ করছ?"

তিনি তাকে তিরস্কার স্বরূপ এ কথাটি বলেছিলেন, অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে জনসম্মুখে ভাষণ দিলেন এবং বললেন: "হে লোকসকল! তোমাদের পূর্ববর্তীরা কেবল একারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি চুরি করত তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত, আর যখন কোনো দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত তখন তারা তার ওপর দণ্ড কার্যকর করত। আল্লাহর কসম!—অর্থাৎ আমি আল্লাহর নামে শপথ করছি—যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।"

আর এই মাখজুমি মহিলা মর্যাদা ও বংশমর্যাদার দিক থেকে ফাতিমার নিচে ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম", যাতে আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ডসমূহ ইমাম বা শাসকের নিকট পৌঁছানোর পর সুপারিশ ও মধ্যস্থতার পথ রুদ্ধ করা যায়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন: "যার সুপারিশ আল্লাহর কোনো দণ্ড কার্যকরের পথে অন্তরায় হয়, সে আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করল।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যখন দণ্ডবিধির বিষয়গুলো সুলতানের নিকট পৌঁছে যায়, তখন সুপারিশকারী এবং যার পক্ষে সুপারিশ করা হয়—উভয়ের ওপর আল্লাহর লানত।"

যখন সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার চাদরটি চুরি হয়ে গেল—যা তিনি মসজিদে বালিশ হিসেবে ব্যবহার করছিলেন—তখন তিনি এলেন...

(ص: 30) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

رجل فسرقه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يد السارق. انظر ماذا سرق؟ سرق رداء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده. فقال: يا رسول الله؛ أنا لا أريد ردائي، يعني أنه رحم هذا السارق وشفع فيه ألا تقطع يده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به)).

يعني لو عفوت عنه قبل أن تأتيني به، لكان ذلك لك، لكن إذا بلغت الحدود السلطان؛ فلا بد من تنفيذها، وتحرم فيها الشفاعة.

القسم الثاني: أن يشفع في شيء محرم، مثل أن يشفع لإنسان معتدٍ على أخيه، أعرف مثلاً أن هذا الرجل يريد أن يخطب امرأة مخطوبة من قبل، والبرأة المخطوبة لا يحل لأحد خطبتها، فذهب رجل ثانٍ إلى شخص وقال: يا فلان أحب أن تشفع لي عند والد هذه المرأة يزوجنيها، وهو يعلم أنها مخطوبة، فهنا لا يحل له أن يشفع؛ لأن هذه شفاعة في محرم. والشفاعة في المحرم تعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة: 2]. ومن ذلك أيضاً أن يأتي رجل لشخص فيقول: يا فلان؛ أنا أريد أن أشتري دخاناً من فلان وقد سُمِّتْه بكذا وكذا، وأبي عليّ إلا بكذا وكذا أكثر مما سُمِّتْه به، فأرجوك أن تشفع لي عنده ليبيعه عليّ بهذا السعر الرخيص.

একজন ব্যক্তি তাকে চুরি করল, ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চোরের হাত কাটার নির্দেশ দিলেন—লক্ষ্য করুন সে কী চুরি করেছিল? সে একটি চাদর চুরি করেছিল, আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন—তখন সেই ব্যক্তি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার চাদরটি চাই না। অর্থাৎ তিনি এই চোরের প্রতি দয়া করলেন এবং তার হাত যেন কাটা না হয় সে ব্যাপারে সুপারিশ করলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “তুমি তাকে আমার কাছে নিয়ে আসার আগেই কেন এমনটি করলে না?” অর্থাৎ তুমি যদি তাকে আমার কাছে নিয়ে আসার আগেই ক্ষমা করে দিতে, তবে তা তোমার জন্য বৈধ ছিল। কিন্তু যখন হুদুদ (নির্ধারিত দণ্ডবিধি) সুলতানের (রাষ্ট্রপ্রধানের) নিকট পৌঁছে যায়, তখন তা কার্যকর করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে এবং তখন তাতে সুপারিশ করা হারাম হয়ে যায়।

দ্বিতীয় প্রকার: কোনো হারাম কাজে সুপারিশ করা। যেমন, নিজের ভাইয়ের ওপর সীমালঙ্ঘনকারী কোনো ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ করা। উদাহরণস্বরূপ আমি জানি যে, এই ব্যক্তি এমন একজন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দিতে চায় যার নিকট ইতিপূর্বেই অন্য কেউ বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। আর বাগদত্তা নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া অন্য কারো জন্য হালাল নয়। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় এক ব্যক্তি কোনো ব্যক্তির নিকট গিয়ে বলল: হে অমুক! আমি চাই আপনি এই মহিলার পিতার নিকট আমার জন্য সুপারিশ করুন যাতে তিনি আমার সাথে তার বিবাহ দেন; অথচ সে জানে যে মেয়েটি বাগদত্তা। এমতাবস্থায় তার জন্য সুপারিশ করা বৈধ নয়; কারণ এটি একটি হারামের ক্ষেত্রে সুপারিশ।

আর হারামের ক্ষেত্রে সুপারিশ করা হলো পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো, আর পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না) [সূরা আল-মায়িদাহ: ২]।

এর আরেকটি উদাহরণ হলো, কোনো ব্যক্তি অন্য কারো কাছে এসে বলল: হে অমুক! আমি অমুকের কাছ থেকে তামাক (ধূমপানজাতীয় দ্রব্য) কিনতে চাই। আমি এর দাম এত এত বলেছি, কিন্তু সে আমার বলা দামের চেয়ে বেশি দাম ছাড়া তা বিক্রি করতে অস্বীকার করছে। তাই আমি আপনার নিকট অনুরোধ করছি যে, আপনি তার কাছে আমার জন্য সুপারিশ করুন যেন সে কম মূল্যে তা আমার কাছে বিক্রি করে।

(ص: 31) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

فهنا لا تجوز الشفاعة؛ لأن هذه إغانة على الإثم والعدوان.

القسم الثالث: الشفاعة في شيء مباح فهذه لا بأس بها، ويكون للإنسان فيها أجر، مثل أن يأتي شخص لآخر فيسوم منه بيتاً ويقول له هذا الثمن قليل، فيذهب

السائم إلى شخص ثالث، ويقول: يا فلان اشفع لي عند صاحب البيت لعله يبيعه عليّ، فيذهب ويشفع له، فهذا جائز؛ بل هو مأجور على ذلك، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه صاحب حاجة يلتفت إلى أصحابه ويقول: ((اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء)) أو ((ما أحب)). فهذا يأمر عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن يشفعوا لصاحب الحاجة.

ومثل ذلك أيضاً لو وجب لك حق على شخص، ورأيت أنك إذا تنازلت عنه هكذا ربها استخفّ بك في المستقبل وانتهك حرمتك، فهذا لا حرج أن تقول مثلاً لبعض الناس: اشفعوا له عندي؛ حتى تظهر أنت بظهر القوي ولا تجبن أمامه ويحصل المقصود.

فالحاصل أن الشفاعة في غير أمر محرّم من الإحسان إلى الغير كما قال تعالى (مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا) [النساء: 85].

এক্ষেত্রে সুপারিশ করা বৈধ নয়; কারণ এটি পাপাচার ও সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় প্রকার: বৈধ কোনো বিষয়ে সুপারিশ করা। এতে কোনো সমস্যা নেই এবং এতে মানুষের জন্য সওয়াব রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি অন্য কারো কাছে একটি বাড়ি ক্রয় করার প্রস্তাব দিল এবং বিক্রেতা বলল যে এই মূল্য অপরিাপ্ত। তখন ক্রেতা তৃতীয় এক ব্যক্তির কাছে গিয়ে বলল: ‘হে অমুক, আপনি বাড়ির মালিকের কাছে আমার পক্ষে সুপারিশ করুন যেন তিনি বাড়িটি আমার কাছে বিক্রি করেন।’ অতঃপর সেই ব্যক্তি গিয়ে তার জন্য সুপারিশ করল; এটি জায়েজ, বরং তিনি এর জন্য সওয়াব লাভ করবেন। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি আসতেন, তখন তিনি তাঁর সাহাবীদের দিকে লক্ষ্য করে বলতেন: “তোমরা সুপারিশ করো, সওয়াব পাবে; আর আল্লাহ তাঁর নবীর মুখে যা চান (অথবা যা পছন্দ করেন) তা-ই ফয়সালা করবেন।” এখানে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করার নির্দেশ দিচ্ছেন।

অনুরূপভাবে, আপনার যদি কারো কাছে কোনো পাওনা বা অধিকার থাকে এবং আপনি দেখেন যে এমনিতেই তা ছেড়ে দিলে ভবিষ্যতে সে আপনাকে তুচ্ছজ্ঞান করতে পারে এবং আপনার মর্যাদাহানি ঘটাতে পারে, তবে এমতাবস্থায় আপনি যদি কিছু লোককে বলেন যে: ‘আপনারা আমার কাছে ওর জন্য সুপারিশ করুন’; তবে এতে কোনো দোষ নেই। এর মাধ্যমে আপনি একজন শক্তিশালী হিসেবে প্রতীয়মান হবেন এবং তার সামনে আপনাকে হীন হতে হবে না, অথচ মূল উদ্দেশ্যও সফল হবে।

সারকথা হলো, হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয় ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে সুপারিশ করা অন্যের প্রতি ইহসান বা উপকারের অন্তর্ভুক্ত, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (যে ব্যক্তি কোনো উত্তম সুপারিশ করবে, তা থেকে তার জন্য একটি অংশ থাকবে) [আন-নিসা: ৮৫]।

(ص: 32) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

31. باب الإصلاح بين الناس

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ) [النساء: 114] ، وَقَالَ تَعَالَى: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128] ، وَقَالَ تَعَالَى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ) [الأَنْفَال: الآية 1] ، وَقَالَ تَعَالَى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ) [الحجرات: 10]

[الشَّرْحُ]

قَالَ الْمُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :- بَابُ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ.

الْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ: هُوَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ شَخْصَيْنِ مَعَادَاةٌ وَبَغْضَاءٌ، فَيَأْتِي رَجُلٌ مُوَفَّقٌ فَيُصْلِحُ بَيْنَهُمَا، وَيُزِيلُ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ، وَكُلَّمَا كَانَ الرَّجُلَانِ أَقْرَبَ صِلَةً بَعْضُهُمَا مِنْ بَعْضٍ؛ فَإِنَّ الصَّلْحَ بَيْنَهُمَا أَوْكَدَ، يَعْنِي أَنَّ الصَّلْحَ بَيْنَ الْأَبِ وَابْنِهِ

أفضل من الصلح بين الرجل وصاحبه، والصلح بين الأخ وأخيه أفضل من الصلح بين العم وابن أخيه، وهكذا كلما كانت القطيعة أعظم؛ كان الصلح بين المتباغضين وبين المتقاطعين أكمل وأفضل وأوكد.

واعلم أن الصلح بين الناس من أفضل الأعمال الصالحة، قال الله عز وجل (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ) أي إلا نجوى من أمر بصدقة. والنجوى: الكلام الخفي بين الرجل وصاحبه، فأكثر المناجاة بين

৩১ - মানুষের মাঝে সমঝোতা করার অধ্যায়

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: "তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোনো কল্যাণ নেই, তবে যে ব্যক্তি দান-সদকা, সৎকাজ কিংবা মানুষের মধ্যে সমঝোতা করার নির্দেশ দেয়, তার কথা ভিন্ন।" [আন-নিসা: ১১৪]। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "এবং আপস-নিষ্পত্তিই শ্রেয়।" [আন-নিসা: ১২৮]। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক সংশোধন করে নাও।" [আল-আনফাল: ১]। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই; সুতরাং তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে সমঝোতা করে দাও।" [আল-হুজুরাত: ১০]

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার — আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন — বলেন: মানুষের মাঝে সমঝোতা বা বিবাদ মীমাংসা করার অধ্যায়।

মানুষের মাঝে সমঝোতা করা হলো: যখন দুইজন ব্যক্তির মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণা থাকে, তখন কোনো এক তাওফিকপ্রাপ্ত ব্যক্তি এসে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন এবং তাদের মধ্যকার শত্রুতা ও ঘৃণা দূর করে দেন। ঐ দুইজন ব্যক্তি একে অপরের যত নিকটাত্মীয় হবেন, তাদের মধ্যে সমঝোতা করা তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও তাকিদপূর্ণ হবে। অর্থাৎ, পিতা ও পুত্রের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করা কোনো ব্যক্তি ও তার বন্ধুর মধ্যে সমঝোতা স্থাপনের চেয়েও উত্তম। আর দুই ভাইয়ের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করা চাচা ও ভতিজার মধ্যে সমঝোতা করার চেয়েও

উত্তম। এভাবে বিচ্ছেদ যত বড় হবে, বিবাদমান ও সম্পর্ক ছিন্নকারীদের মধ্যে সমঝোতা করা তত বেশি পূর্ণাঙ্গ, শ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ হবে।

জেনে রাখুন যে, মানুষের মাঝে সমঝোতা করা অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেক আমল। মহান আল্লাহ বলেন: "তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোনো কল্যাণ নেই, তবে যে ব্যক্তি দান-সদকা, সৎকাজ কিংবা মানুষের মধ্যে সমঝোতা করার নির্দেশ দেয় (তার কথা ভিন্ন)"। অর্থাৎ সেই ব্যক্তির গোপন পরামর্শ ব্যতীত যে সদকার আদেশ দেয়।

আর 'নাজওয়া' হলো: কোনো ব্যক্তি ও তার সঙ্গীর মধ্যে চুপিচুপি বা গোপন আলাপ। অধিকাংশ গোপন আলাপ...

(ص: 33) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الناس لا خير فيها إلا من أمر بصدقة أو معروف.
والمعروف: كل ما أمر به الشرع، يعني: أمر بخير.
أو إصلاح بين الناس: بين الرجل وصاحبه مفسدة، فيأتي شخص موفق فيصلح بينهما، ويزيل ما بين الرجل وصاحبه من العداوة والبغضاء.
ثم قال الله تعالى: (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا) [النساء: 114] ، فبين سبحانه في هذه الآية أن الخير حاصل فيمن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا خير حاصل لا شك فيه، أما الثواب فقال: (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا) .
فأنت يا أخي المسلم إذا رأيت بين شخصين عداوة وبغضاء وكراهة، فاحرص على أن تسعى بينهما بالصلح حتى لو خسرت شيئاً من مالك فإنه مخلوف عليك.

ثم اعلم أن الصلح يجوز فيه التورية أي أن تقول لشخص: إن فلاناً لم يتكلم فيك بشيء، إن فلاناً يحب أهل الخير وما أشبه ذلك، أو تقول: فلان يحبك إن كنت من أهل الخير، وتضمر في نفسك جملة ((إن كنت من أهل الخير)) لأجل أن تخرج من الكذب.

وقال الله عز وجل: (وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128] ، هذه جملة عامة ((الصلح خير)) في جميع الأمور.

ثم قال تعالى: (وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ) [النساء: 128] ، إشارة إلى أن

মানুষের মাঝে কোনো কল্যাণ নেই তবে সে ব্যক্তি ব্যতীত যে দান-সদকাহ বা সৎকর্মের আদেশ দেয়।

আর 'মারুফ' বা সৎকর্ম হলো: শরীয়ত যা কিছু নির্দেশ দিয়েছে, অর্থাৎ: কল্যাণের আদেশ। অথবা মানুষের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করা: কোনো ব্যক্তি ও তার সঙ্গীর মধ্যে যদি কোনো কলহ থাকে, এমতাবস্থায় কোনো তাওফিকপ্রাপ্ত ব্যক্তি এসে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেয় এবং সেই দুই ব্যক্তির মধ্যকার শত্রুতা ও বিদ্বেষ দূর করে দেয়।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এরূপ করবে, অচিরেই আমি তাকে মহা প্রতিদান দান করব।" [আন-নিসা: ১১৪]। মহান আল্লাহ এই আয়াতে স্পষ্ট করেছেন যে, দান-সদকাহ, সৎকর্ম বা মানুষের মধ্যে বিবাদ মীমাংসার আদেশদানকারীর মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সুতরাং এটি নিঃসন্দেহে অর্জিত এক কল্যাণ। আর সওয়াব সম্পর্কে তিনি বলেছেন: "আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এরূপ করবে, অচিরেই আমি তাকে মহা প্রতিদান দান করব।"

হে আমার মুসলিম ভাই! আপনি যখন দুই ব্যক্তির মধ্যে শত্রুতা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা দেখবেন, তখন তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিতে সচেষ্ট হোন, এমনকি যদি এতে আপনার কিছু অর্থ ব্যয়ও করতে হয়, তবে আল্লাহ আপনাকে তার বিনিময় দান করবেন।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে 'তাওরিয়া' (কৌশলী উক্তি) অবলম্বন করা বৈধ। যেমন কাউকে বলা: 'অমুক ব্যক্তি আপনার ব্যাপারে মন্দ কিছু বলেনি' অথবা 'অমুক

ব্যক্তি নেককার লোকদের ভালোবাসেন' বা এই জাতীয় কিছু। অথবা আপনি বললেন: 'অমুক ব্যক্তি আপনাকে ভালোবাসেন, যদি আপনি নেককার লোক হন'; আর আপনি নিজের মনে 'যদি আপনি নেককার লোক হন' এই শর্তটি গোপন রাখলেন যাতে মিথ্যা পরিহার করা যায়।

আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা আরও বলেছেন: "যদি কোনো নারী তার স্বামীর পক্ষ থেকে দুর্ব্যবহার কিংবা বিমুখতার আশঙ্কা করে, তবে তাদের উভয়ে কোনো মীমাংসায় উপনীত হলে তাদের কোনো গুনাহ নেই; আর মীমাংসাই শ্রেয়।" [আন-নিসা: ১২৮]। এই বাক্যটি—"মীমাংসাই শ্রেয়"—সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ মূলনীতি।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "মানুষের মন সংকীর্ণতার বশীভূত।" [আন-নিসা: ১২৮]। এটি এই বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত দেয় যে—

(ص: 34) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الإنسان ينبغي له عند الإصلاح أن يتنازل عما في نفسه، وأن لا يتبع نفسه؛ لأنه إذا اتبع نفسه فإن النفس شحيحة، ربما يريد الإنسان أن يأخذ بحقه كاملاً، وإذا أراد الإنسان أن يأخذ بحقه كاملاً؛ فإن الصلح يتعذر؛ لأنك إذا أردت أن تأخذ بحقك كاملاً وأراد صاحبك أن يأخذ بحقه كاملاً؛ لم يكن إصلاحاً.

لكن إذا تنازل كل واحد منكما عما يريد وغلب شخ نفسه؛ فإنه يحصل الخير ويحصل الصلح، وهذا هو الفائدة من قوله تعالى: (وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ) بعد قوله: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) ، وقال تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) [الحجرات: 9] ، فأمر الله عز وجل بالإصلاح بين المتقاتلين من المؤمنين. والحاصل أن الإصلاح كله خير، فعليك يا أخي المسلم إذا رأيت شخصين متنازعين متباغضين متعاديين؛ أن تصلح بينهما؛ لتنال الخير الكثير، وابتغ في ذلك وجه الله

وإصلاح عباد الله حتى يحصل لك الخير الكثير كما قال الله تعالى: (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا) [النساء: 114].
أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يجعلني وإياكم من الصالحين المصلحين.

* * *

248/1. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(كل سلامي من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتبيط الأذى

মানুষের উচিত সংশোধন বা শান্তি স্থাপনের সময় নিজের নফসের আকাজক্ষাকে বিসর্জন দেওয়া এবং নফসের অনুসরণ না করা; কেননা মানুষ যদি নফসের অনুসরণ করে তবে নফস অত্যন্ত কৃপণ হয়ে থাকে। সম্ভবত মানুষ তার প্রাপ্য অধিকার পুরোপুরি বুঝে নিতে চায়, আর মানুষ যখন পূর্ণ অধিকার পাওয়ার জেদ ধরে, তখন শান্তি স্থাপন অসম্ভব হয়ে পড়ে; কারণ আপনি যদি আপনার পূর্ণ অধিকার পেতে চান এবং আপনার প্রতিপক্ষও যদি তার পূর্ণ অধিকারের ওপর অনড় থাকে, তবে সেখানে আর সংশোধন বা মিমাংসা সম্ভব হয় না।

কিন্তু যদি তোমাদের প্রত্যেকেই যা পেতে চাও তা থেকে কিছুটা ছাড় দাও এবং নিজের নফসের কার্পণ্যকে জয় করো, তবেই কল্যাণ সাধিত হবে এবং শান্তি স্থাপিত হবে। আর মহান আল্লাহর এই বাণীর গূঢ় রহস্য এটাই: "আর মানুষের নফস কার্পণ্যের বশীভূত" যা তিনি "শান্তিই শ্রেষ্ঠ" বাণীর পরে উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ আরও ইরশাদ করেছেন: "আর যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মিমাংসা করে দাও" [সূরা আল-হুজুরাত: ৯]। এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মুমিনদের বিবাদমান পক্ষগুলোর মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন।

সারকথা হলো, শান্তি স্থাপন বা বিবাদ মিমাংসার সবটুকুই কল্যাণ। অতএব হে আমার মুসলিম ভাই! আপনি যখনই দুই ব্যক্তিকে বিবাদমান, পরস্পর বিদ্বেষপোষণকারী এবং শত্রুতায় লিপ্ত

দেখবেন, তখন তাদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করবেন; যাতে আপনি প্রচুর সওয়াব ও কল্যাণ লাভ করতে পারেন। আর এই কাজে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁর বান্দাদের সংশোধনের উদ্দেশ্য রাখবেন, যেন আল্লাহ তাআলার বাণী অনুযায়ী আপনি মহা পুরস্কার লাভ করতে পারেন: "আর যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা করবে, অচিরেই আমি তাকে মহা পুরস্কার দান করব" [সূরা আন-নিসা: ১১৪]।

আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাকে ও আপনাদেরকে সৎকর্মশীল এবং সংশোধনকারী বা শান্তি স্থাপনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

* * *

১/২৪৮ — আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মানুষের শরীরের প্রতিটি জোড়ের (গ্রন্থি) জন্য প্রতিদিন সদকা দেওয়া আবশ্যিক যে দিন সূর্য উদিত হয়। দুই ব্যক্তির মধ্যে ন্যায়বিচারের সাথে মিমাংসা করে দেওয়া একটি সদকা, কোনো ব্যক্তিকে তার বাহনের ক্ষেত্রে সাহায্য করা—তাকে তার ওপর আরোহণ করিয়ে দেওয়া বা তার আসবাবপত্র বাহনের ওপর তুলে দেওয়া একটি সদকা, উত্তম কথা একটি সদকা, সালাতের জন্য তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ একটি সদকা এবং পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া একটি সদকা।"

(ص: 35) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

عن الطريق صدقة)) متفق عليه.
ومعنى ((تعديل بينهما)) : تصلح بينهما بالعدل.

[الشَّرْحُ]

سبق لنا ما ذكره المؤلف من الآية الكريمة الدالة على فضيلة الإصلاح بين الناس، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يصبح على كل سلامي من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس)) ، والسلامي هي العظام والمفاصل؛ يعني كل يوم تطلع الشمس؛ فعلى كل مفصل من مفاصلك صدقة. قال العلماء من أهل الفقه والحديث: وعدد السلامي في كل إنسان ثلاثمائة وستون عضواً أو مفصلاً، فعلى كل واحد من الناس أن يتصدق كل يوم تطلع فيه الشمس بثلاثمائة وستين صدقة، ولكن الصدقة لا تختص بالمال؛ بل كل ما يقرب إلى الله فهو صدقة بالمعنى العام؛ لأن فعله يدل على صدق صاحبه في طلب رضوان الله عز وجل.

ثم بيّن صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة فقال: ((تعدل بين اثنين صدقة)) يعني رجلان يتخاصمان إليك فتعدل بينهما؛ تحكم بينهما بالعدل، وكل ما وافق الشرع فهو عدل، وكل ما خالف الشرع فهو ظلم وجور. وعلى هذا فنقول: هذه القوانين التي يحكم بها بعض الناس وهي مخالفة لشريعة الله ليست عدلاً؛ بل هي جور وظلم وباطل، ومن حكم بها

(রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া একটি সদকা।) এটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে বর্ণিত।

আর 'দুইজনের মধ্যে ন্যায্যবিচার করা' এর অর্থ হলো: ন্যায়ের সাথে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়া।

[ব্যাখ্যা]

মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসার শ্রেষ্ঠত্ব নির্দেশকারী যে পবিত্র আয়াতটি লেখক উল্লেখ করেছেন, তা আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এরপর তিনি আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

বলেছেন: "প্রতিদিন সূর্য ওঠার সাথে সাথে মানুষের শরীরের প্রতিটি জোড়ের (হাড়ের সংযোগস্থলের) পক্ষ থেকে সদকা আদায় করা আবশ্যিক।" 'সুলামা' অর্থ হলো হাড় এবং জোড়সমূহ; অর্থাৎ প্রতিদিন যখন সূর্য উদিত হয়, তখন আপনার শরীরের প্রতিটি জোড়ের পক্ষ থেকে একটি করে সদকা দেওয়া কর্তব্য।

ফিকহ ও হাদীস শাস্ত্রের আলেমগণ বলেছেন: প্রতিটি মানুষের শরীরে জোড়ের সংখ্যা হলো তিনশত ষাটটি অঙ্গ বা জোড়। অতএব, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য প্রতিদিন সূর্য ওঠার পর তিনশত ষাটটি সদকা করা আবশ্যিক। তবে সদকা কেবল অর্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং যা কিছু আল্লাহর নৈকট্য দান করে, সাধারণ অর্থে তা-ই সদকা। কারণ এই আমলটি আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণে ব্যক্তির নিষ্ঠার (সিদ্দক) প্রমাণ দেয়।

অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই সদকার ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন: "দুই ব্যক্তির মধ্যে ন্যায়বিচার করা একটি সদকা।" এর অর্থ হলো, যখন দুই ব্যক্তি কোনো বিবাদ নিয়ে আপনার নিকট আসবে, তখন আপনি তাদের মধ্যে ইনসাফ করবেন; অর্থাৎ ন্যায়ের সাথে তাদের বিচার করবেন। শরীয়তের সাথে যা-ই সংগতিপূর্ণ হবে, তা-ই ন্যায়বিচার। আর যা কিছু শরীয়তের পরিপন্থী হবে, তা-ই জুলুম ও অত্যাচার।

এর ওপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি: কিছু মানুষ যেসব আইন দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনা করে অথচ তা আল্লাহর শরীয়তের বিরোধী, সেগুলো ন্যায়বিচার নয়; বরং তা অত্যাচার, জুলুম এবং বাতিল। আর যে ব্যক্তি তা দ্বারা বিচার করবে...

(ص: 36) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

معتقداً أنها مثل حكم الله أو أحسن منه؛ فإنه كافر مرتد عن دين الله؛ لأنه كذب قول الله تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ) [المائدة: 50] ، يعني لا أحد أحسن من الله حكماً، لكن لا يفهم هذا إلا من يوقن، أما الذي أعى الله بصيرته، فإنه لا يدري بل قد يزين له سوء عمله فيراه حسناً والعياذ بالله.

ومن العدل بين اثنين: العدل بينهما بالصلح، لأن الحاكم بين الاثنين سواء أكان منصوباً من قبل ولي الأمر، أو غير منصوب قد لا يتبين له وجه الصواب مع أحد الطرفين، فإذا لم يتبين له، فلا سبيل له إلا الإصلاح، فيصلح بينهما بقدر ما يستطيع.

وقد سبق لنا أنه لا صلح مع المشاحة، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يعامل أخاه بالمشاحة، فإنه لا يمكن الصلح، كما قال تعالى: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ) [النساء: 128] يشير إلى أن الصلح ينبغي للإنسان أن يبعد فيه عن الشُّحِّ، وأن لا يطالب بكامل حقه؛ لأنه إن طالب بكامل حقه، طالب الآخر بكامل حقه ولم يحصل بينهما صلح؛ بل لابد أن يتنازل كل واحد منهم عن بعض حقه. فإذا لم يكن الحكم بين الناس بالحق، بل اشتبه على الإنسان إما من حيث الدليل، أو من حيث حال المتخاصمين، فليس هناك إلا السعي بينهما بالصلح. قال عليه الصلاة والسلام: ((تعديل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعاً صدقة)).

এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, এটি আল্লাহর বিধানের সমতুল্য অথবা তা থেকে উত্তম; তবে সে কাফির এবং আল্লাহর দীন থেকে বিচ্যুত মুরতাদ। কেননা সে মহান আল্লাহর বাণীকে অস্বীকার করল: "দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান দানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম?" [সূরা আল-মায়িদাহ: ৫০]। অর্থাৎ বিধান দানে আল্লাহর চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই। তবে কেবল তারাই এটি বুঝতে পারে যারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে। পক্ষান্তরে, আল্লাহ যার অন্তর্দৃষ্টি অন্ধ করে দিয়েছেন, সে তো জানে না; বরং তার নিকট তার মন্দ আমলকে শোভনীয় করে তোলা হয় ফলে সে তাকে উত্তম মনে করে, আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই।

দুই ব্যক্তির মধ্যে ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের অন্যতম দিক হলো: আপস-নিষ্পত্তির মাধ্যমে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করা। কারণ দুই পক্ষের মধ্যে বিচারক—চাই তিনি রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক নিযুক্ত হোন বা না হোন—কখনো কখনো কোনো এক পক্ষের সাথে সত্যের দিকটি তার কাছে স্পষ্ট নাও হতে পারে। যদি তা তার কাছে স্পষ্ট না হয়, তবে আপস-নিষ্পত্তি করা ছাড়া তার কোনো পথ থাকে না। ফলে সে তার সাধ্যানুযায়ী তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে।

ইতিপূর্বে আমাদের আলোচনায় এসেছে যে, কার্পণ্য বা অনমনীয়তার উপস্থিতিতে কোনো আপস-নিষ্পত্তি হয় না। অর্থাৎ মানুষ যদি তার ভাইয়ের সাথে অনমনীয় আচরণ করতে চায়, তবে আপস করা সম্ভব নয়। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: "আর আপস-নিষ্পত্তিই উত্তম; এবং মানুষের মনে লালসা ও কার্পণ্য বিদ্যমান থাকে।" [সূরা আন-নিসা: ১২৮]। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, আপসের ক্ষেত্রে মানুষের উচিত কার্পণ্য বা সংকীর্ণতা থেকে দূরে থাকা এবং নিজের পূর্ণ পাওনা দাবি না করা। কারণ সে যদি তার পূর্ণ পাওনা দাবি করে, তবে অপর পক্ষও তার পূর্ণ পাওনা দাবি করবে এবং তাদের মধ্যে কোনো আপস হবে না। বরং তাদের প্রত্যেকেরই উচিত নিজ নিজ হকের কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়া।

সুতরাং মানুষের মধ্যে যখন সত্যের ভিত্তিতে ফয়সালা করা সম্ভব হয় না, বরং দালিলিক প্রমাণের দিক থেকে অথবা বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের অবস্থার প্রেক্ষিতে বিষয়টি মানুষের কাছে অস্পষ্ট হয়ে যায়, তখন তাদের মধ্যে আপস-নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা চালানো ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "দুই ব্যক্তির মধ্যে ন্যায়বিচার করা একটি সদকা, আর কোনো ব্যক্তিকে তার সওয়ারির ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা—তাকে তাতে আরোহণ করিয়ে দেওয়া অথবা তার আসবাবপত্র তাতে তুলে দেওয়াও একটি সদকা।"

(ص: 37) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

هذا أيضاً من الصدقات؛ أن تعين الرجل في دابته فتحمله عليها إذا كان لا يستطيع أن لا يركبها بنفسه، أو تحمل له عليها متاعه، تساعد على حمل المتاع على الدابة فهذا صدقة، وتبيط الأذى عن الطريق صدقة؛ يعني إذا رأيت ما يؤلم المشاة فأمطته أي: أزلته فهذه صدقة، سواء كان حجراً، أم زجاجاً، أم قشر بطيخ، أم ثياباً يلتوي بعضها على بعض، أو ما أشبه ذلك.

والحاصل أن كل ما يؤذي أَرْلُهُ عن الطريق، فإنك بذلك تكون متصدقاً، وإذا كان إمطة الأذى عن الطريق صدقة؛ فإن إلقاء الأذى في الطريق سيئة.

ومن ذلك من يلقون قمامتهم في وسط الشارع، أو يتركون المياه تجري في الأسواق فتؤذي الناس، مع أن في ترك المياه مفسدة أخرى، وهي استنفاد الماء؛ لأن الماء مخزون في الأرض، قال الله تعالى: (فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَا كُنُوهَ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ) [الحجر: 22] ، والمخزون ينفد.

ولهذا نرى أن الذي يترك المياه ويسرف في صرفها ولا يبالي في ضياعها مسيء إلى كل الأمة؛ لأن الماء مشترك، فإذا أسأت في تصريفه وأنفقته ولم تبال به كنت مسرفاً، والله لا يحب المسرفين، وكنت مسيئاً لتهديد الأمة في نقص مائها أو زواله، وهذا ضرر عام.

والحاصل أن الذين يلقون في الأسواق ومسار الناس ما يؤذيهم هم مسيئون، والذين يزيلون ذلك هم متصدقون.

((وتبسط الأذى عن الطريق صدقة، والكلمة الطيبة صدقة)) ، وهذه - والله الحمد - من أعم ما يكون. الكلمة الطيبة تنقسم إلى قسمين: طيبة بذاتها، طيبة بغاياتها.

এটাও সদকার অন্তর্ভুক্ত; কোনো ব্যক্তিকে তার সওয়ারিতে আরোহণ করতে সাহায্য করা যখন সে নিজে আরোহণ করতে সমর্থ হয় না, অথবা তার মালামাল সওয়ারিতে উঠিয়ে দিতে সাহায্য করা—এগুলো সদকা। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়াও সদকা; অর্থাৎ পথচারীদের কষ্ট দেয় এমন কিছু যদি আপনি দেখেন এবং তা সরিয়ে দেন, তবে তা সদকা হিসেবে গণ্য হবে; তা পাথর হোক, কাঁচ হোক, তরমুজের খোসা হোক, কিংবা পড়ে থাকা কাপড় হোক বা এই জাতীয় অন্য কিছু।

মোদাকথা হলো, কষ্টদায়ক যা কিছু আছে তা রাস্তা থেকে সরিয়ে দিন, এর মাধ্যমে আপনি সদকাকারী হিসেবে গণ্য হবেন। আর রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো যদি সদকা হয়, তবে রাস্তায় কষ্টদায়ক কিছু নিক্ষেপ করা গুনাহের কাজ।

এর অন্তর্ভুক্ত হলো তারা, যারা রাস্তার মাঝখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলে অথবা বাজারে পানি ছেড়ে রাখে যা মানুষের কষ্টের কারণ হয়। অথচ পানি এভাবে নষ্ট করার মধ্যে অন্য একটি ক্ষতিকর দিক রয়েছে, আর তা হলো পানির অপচয় বা নিঃশেষ হওয়া; কারণ পানি জমিনের নিচে সঞ্চিত থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আমি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি, অতঃপর তোমাদের তা পান করাই; আর তোমরা এর ভাণ্ডার রক্ষাকারী নও" [আল-হিজর: ২২]। আর সঞ্চিত সম্পদ শেষ হয়ে যায়।

এ কারণে আমরা মনে করি, যে ব্যক্তি পানির অপচয় করে এবং এর অপব্যয়ে পরোয়া করে না, সে সমগ্র উম্মাহর প্রতি অন্যায় করছে; কারণ পানি একটি অংশীদারিত্বমূলক সম্পদ। সুতরাং আপনি যদি এর সঠিক ব্যবহারে অবহেলা করেন এবং বেহিসাবি খরচ করেন, তবে আপনি একজন অপচয়কারী হিসেবে গণ্য হবেন, আর আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না। এছাড়া আপনি উম্মাহর পানি হ্রাস বা বিলীন হওয়ার ঝুঁকি তৈরির মাধ্যমে তাদের প্রতিও অন্যায় করলেন, যা একটি জনস্বার্থবিরোধী ক্ষতি।

সারসংক্ষেপ হলো, যারা বাজারে এবং মানুষের চলাচলের পথে কষ্টদায়ক বস্তু নিক্ষেপ করে তারা অপরাধী, আর যারা তা সরিয়ে দেয় তারা সদকাকারী।

“এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো সদকা, আর উত্তম কথা বলাও সদকা।” আর এটি—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য—একটি অত্যন্ত ব্যাপক বিষয়। উত্তম কথা বা ভালো কথা দুই প্রকার: যা স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে উত্তম এবং যা তার উদ্দেশ্যের কারণে উত্তম।

(ص: 38) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

أما الطيبة بذاتها فالذكر: لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأفضل الذكر قراءة القرآن.

وأما الكلمة الطيبة في غايتها فهي الكلمة المباحة كالتحدث مع الناس، إذا قصدت بهذا إيناسهم وإدخال السرور عليهم، فإن هذا الكلام وإن لم يكن طيباً بذاته لكنه طيب

في غاياته، في إدخال السرور على إخوانك، وإدخال السرور على إخوانك مما يقربك إلى الله عز وجل، فالكلمة الطيبة صدقة وهذا من أعم ما يكون.

ثم قال ((وفي كل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة)).

كل خطوة: خطوة - بالفتح - يعني خطوة واحد تخطوها إلى الصلاة ففيها صدقة. عد الخطى من بيتك إلى المسجد تجدها كثيرة ومع ذلك كل خطوة فهي صدقة لك، إذا خرجت من بيتك مسبغاً الوضوء، لا يخرجك من بيتك إلى المسجد إلا الصلاة، فإن كل خطوة صدقة، وكل خطوة تخطوها يرفع الله لك بها درجة، ويحط عنك بها خطيئة. وهذا فضل عظيم.

أسبغ الوضوء في بيتك، وأخرج إلى المسجد، لا يخرجك إلا الصلاة، وأبشر بثلاث فوائد:

الأولى: صدقة، والثانية: رفع درجة، والثالثة: حط خطيئة.

كل هذا من نعم الله عز وجل، والله الموفق.

249/2 - وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيمني خيراً، أو يقول خيراً)) متفق عليه.

وفي رواية مسلم زيادة، قالت ((ولم أسبغه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: تعني: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها)).

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيمني خيراً

আর যা আপন সত্তায় উত্তম তা হলো জিকির: আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো উপায় এবং কোনো শক্তি নেই। আর সর্বোত্তম জিকির হলো কুরআন তিলাওয়াত।

আর যা লক্ষ্যের দিক থেকে উত্তম কথা, তা হলো সাধারণ বৈধ কথা, যেমন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলা—যদি এর মাধ্যমে তাদের সাথে হৃদয়তা তৈরি করা এবং তাদের মনে আনন্দ দেওয়ার নিয়ত করা হয়। কারণ এই কথাটি যদিও আপন সত্তায় উত্তম নয়, কিন্তু পরিণতির দিক থেকে তা উত্তম; যেহেতু এর মাধ্যমে আপনার ভাইদের মনে আনন্দ দেওয়া হয়। আর ভাইদের মনে আনন্দ দেওয়া এমন এক কাজ যা আপনাকে মহান আল্লাহর নিকটবর্তী করে। সুতরাং উত্তম কথা হলো সদকা এবং এটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক বিষয়।

অতঃপর তিনি বললেন, "এবং সালাতের দিকে তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ হলো সদকা।"

প্রতিটি কদম: 'খাতওয়াহ' (যবর দিয়ে)—অর্থাৎ সালাতের উদ্দেশ্যে আপনি যে একটি একক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তাতেই রয়েছে সদকা। আপনার ঘর থেকে মসজিদ পর্যন্ত পদক্ষেপগুলো গণনা করুন, আপনি দেখবেন তা অনেক; আর এর প্রতিটি পদক্ষেপই আপনার জন্য সদকা। আপনি যখন পূর্ণাঙ্গরূপে অজু করে আপনার ঘর থেকে বের হন এবং সালাত ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য না থাকে, তখন প্রতিটি কদম সদকা হিসেবে গণ্য হয়। আর প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহ আপনার একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং একটি করে গুনাহ মোচন করেন। এটি অত্যন্ত মহান এক অনুগ্রহ।

আপনার ঘরে পূর্ণাঙ্গরূপে অজু করুন এবং মসজিদের দিকে বেরিয়ে পড়ুন—সালাত ছাড়া অন্য কিছুই যেন আপনাকে বের না করে। আর আপনি তিনটি উপকারের সুসংবাদ গ্রহণ করুন:

প্রথমটি: সদকা, দ্বিতীয়টি: মর্যাদা বৃদ্ধি এবং তৃতীয়টি: গুনাহ মোচন।

এসবই মহান আল্লাহর নিয়ামতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

২/২৪৯ — উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা ইবনে আবি মুআইত (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "সেই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয় যে মানুষের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করে দেয় এবং এর মাধ্যমে উত্তম কথা পৌঁছে দেয় কিংবা উত্তম কথা বলে।" (বুখারি ও মুসলিম)।

সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় অতিরিক্ত তথ্য রয়েছে, তিনি (উম্মে কুলসুম) বলেন: "আমি তাঁকে (নবীজিকে) মানুষের প্রচলিত কথার মধ্যে কেবল তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কিছুতে অনুমত দিতে শুনিনি। অর্থাৎ: যুদ্ধ, মানুষের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা এবং স্বামীর সাথে স্ত্রীর কথা ও স্ত্রীর সাথে স্বামীর কথা।"

[ব্যাখ্যা]

লেখক এখানে যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তা হলো উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা ইবনে আবি মুআইত (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদিস, যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "সেই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয় যে মানুষের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করে দেয় এবং উত্তম কথা পৌঁছে দেয়..."

(ص: 39) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

أَوْ يَقُولُ خَيْرًا)) فَإِلَى إِنْسَانٍ إِذَا قَصِدَ الْإِصْلَاحَ بَيْنَ النَّاسِ وَقَالَ لِلشَّخْصِ: إِنَّ فَلَانًا يَثْنِي عَلَيْكَ وَيَمْدَحُكَ وَيَدْعُو لَكَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْكَلِمَاتِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا بِأَسْ بِهِ. وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، هَلِ الْمُرَادُ أَنَّ يَكْذِبُ الْإِنْسَانُ كَذِبًا صَرِيحًا، أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ يُوْرِي، بِمَعْنَى أَنَّ يَظْهَرُ لِلْمُخَاطَبِ غَيْرِ الْوَاقِعِ، لَكِنَّهُ لَهُ وَجْهٌ صَحِيحٌ، كَأَنَّ يَعْني بِقَوْلِهِ مِثْلًا: فَلَانٌ يَثْنِي عَلَيْكَ أَي: عَلَى جَنْسِكَ وَأَمْثَالِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ يَثْنِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ.

أَوْ يَرِيدُ بِقَوْلِهِ: إِنَّهُ يَدْعُو لَكَ؛ أَنَّهُ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَالْإِنْسَانُ يَدْعُو لِكُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي كُلِّ صَلَاةٍ. كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ)) - يَعْنِي قُلْتُمْ السَّلَامَ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ - ((فَقَدْ سَلِمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ)).

অথবা ভালো কথা বলে")) সুতরাং মানুষ যখন মানুষের মধ্যে বিবাদ মিমাংসার সংকল্প করে এবং কোনো ব্যক্তিকে বলে যে: অমুক আপনার প্রশংসা করছে, আপনার গুণগান গাইছে এবং আপনার জন্য দোয়া করছে কিংবা এ জাতীয় কথা, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

এই মাসআলা বা বিষয়ে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, এখানে কি মানুষের সরাসরি মিথ্যা বলা উদ্দেশ্য, নাকি দ্ব্যর্থবোধক কথা (তাওরিয়াহ) বলা উদ্দেশ্য? যার অর্থ হলো—উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সামনে এমন কিছু প্রকাশ করা যা বাহ্যিকভাবে বাস্তবের পরিপন্থী, তবে তার একটি সঠিক ব্যাখ্যা রয়েছে। যেমন তার এই কথার মাধ্যমে উদ্দেশ্য হতে পারে: "অমুক আপনার প্রশংসা করছে" অর্থাৎ আপনার ন্যায় সাধারণ মুসলিমদের প্রশংসা করছে; কেননা প্রত্যেক মানুষই কোনো বিশেষ ব্যক্তি নির্ধারণ ছাড়াই সাধারণভাবে মুসলিমদের প্রশংসা করে থাকে।

অথবা তার এই কথার মাধ্যমে উদ্দেশ্য হতে পারে যে: "সে আপনার জন্য দোয়া করে"; কারণ তিনি আল্লাহর বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত, আর মানুষ প্রতিটি সালাতে আল্লাহর সকল নেককার বান্দার জন্য দোয়া করে থাকে। যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((তোমরা যখন এটি বলো)) —অর্থাৎ যখন তোমরা বলো: 'আমাদের ওপর এবং আল্লাহর নেককার বান্দাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক'— ((তখন তোমরা আসমান ও জমিনের প্রতিটি নেককার বান্দার ওপর সালাম প্রেরণ করো))।

وقال بعضهم: إن التورية تعد كذباً؛ لأنها خلاف الواقع، وإن كان المتكلم قد نوى بها معنى صحيحاً، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعتذر عن الشفاعة بأنه كذب ثلاث كذبات في ذات الله)) وهو لم يكذب عليه الصلاة والسلام، لكنه ورى.

وعلى كل حال فالإنسان المصلح ينبغي له أن يتحرز من الكذب، وإذا كان ولا بد فليتأول؛ ليكون بذلك مورياً، والإنسان إذا كان مورياً فلا إثم عليه فيما بينه وبين الله، والتورية جائزة عند المصلحة.

أما اللفظ الثاني ففيه زيادة عن الإصلاح بين الناس، وهو الكذب في الحرب. والكذب في الحرب هو أيضاً نوع من التورية مثل أن يقول للعدو: إن ورائي جنوداً عظيمة وما أشبه ذلك من الأشياء التي يرهب بها الأعداء. وتنقسم التورية في الحرب إلى قسمين:

قسم في اللفظ، وقسم في الفعل. مثل ما فعل القعقاع بن عمرو رضي الله عنه في إحدى الغزوات؛ فإنه أراد أن يرهب العدو فصار يأتي بالجيش في الصباح، ثم يغادر المكان، ثم يأتي به في صباح يوم آخر وكأنه مدد جديد جاء ليساعد المحاربين المجاهدين، فيتوهم العدو أن هذا مدد

কোনো কোনো আলিম বলেছেন: নিশ্চয়ই 'তাওরিয়াহ' (দ্ব্যর্থবোধক কথা) মিথ্যা হিসেবে গণ্য; কারণ এটি বাস্তব পরিস্থিতির বিপরীত, যদিও বক্তা এর দ্বারা কোনো সঠিক অর্থের নিয়ত করে থাকেন। তারা এর সপক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী দ্বারা দলিল পেশ করেছেন: "নিশ্চয়ই ইবরাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম শাফাআতের (সুপারিশের) ক্ষেত্রে ওজর পেশ করবেন এই বলে যে, তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে তিনবার মিথ্যা বলেছিলেন।" অথচ তিনি (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) মিথ্যা বলেননি, বরং তিনি তাওরিয়াহ বা দ্ব্যর্থবোধক কথা বলেছিলেন।

সারকথা হলো, সংশোধনকারী ব্যক্তির উচিত মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকা। আর যদি একান্তই প্রয়োজন হয়, তবে তিনি যেন রূপক বা ব্যাখ্যামূলক শব্দ ব্যবহার করেন, যাতে করে তা তাওরিয়াহ হয়। আর মানুষ যখন তাওরিয়াহ অবলম্বন করে, তখন তার এবং আল্লাহর মাঝে কোনো গুনাহ হয় না। জনস্বার্থে বা মাসলাহাতের প্রয়োজনে তাওরিয়াহ করা বৈধ। আর দ্বিতীয় শব্দটির ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে বিবাদ মিমাংসা করার চেয়েও অতিরিক্ত কিছু রয়েছে, আর তা হলো যুদ্ধের ময়দানে মিথ্যা বলা।

যুদ্ধের ময়দানে মিথ্যা বলাও এক প্রকার তাওরিয়াহ। যেমন শত্রুপক্ষকে বলা: "আমার পেছনে বিশাল এক সৈন্যবাহিনী রয়েছে" এবং এই জাতীয় কথা যার মাধ্যমে শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার করা যায়।

যুদ্ধের ময়দানে তাওরিয়াহ দুই ভাগে বিভক্ত:

এক ভাগ হলো কথায়, আর অন্য ভাগ হলো কাজে। যেমনটি কা'কা ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনো এক যুদ্ধে করেছিলেন। তিনি শত্রুদের মনে ভীতি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি সকালে সৈন্য নিয়ে আসতেন, তারপর সেই স্থান ত্যাগ করতেন, এরপর অন্য দিনের সকালে পুনরায় আসতেন যেন মনে হয় যে মুজাহিদ যোদ্ধাদের সাহায্য করার জন্য নতুন কোনো সাহায্যকারী দল এসেছে। ফলে শত্রু পক্ষ ধারণা করত যে এটি নতুন এক সৈন্যদল।

(ص: 41) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

جديد جاء ليساعد المحاربين المجاهدين، فيتوهم العدو أن هذا مدد جديد فيهرب ويخاف، وهذا جائز للمصلحة.
أما المسألة الثالثة فهي أن يحدث الرجل زوجته وتحدث المرأة زوجها، وهذا أيضاً من باب التورية، مثل أن يقول لها: إنك من أحب الناس إليّ، وإني أرغب في مثلك، وما أشبه ذلك من الكلمات التي توجب الألفة والمحبة بينهما.

ولكن مع هذا لا ينبغي فيما بين الزوجين أن يكثر الإنسان من هذا الأمر؛ لأن المرأة إذا عثرت على شيء يخالف ما حدثها به، فإنه ربما تنعكس الحال وتكرهه أكثر مما كان يتوقع، وكذلك المرأة مع الرجل.

* * *

250/3. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء، وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟)) فقال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب، متفق عليه.

معنى ((يستوضعه)): يسأله أن يضع عنه بعض دينه. ((ويسترفقه)): يسأله الرفق. ((والمتألي)): الحالف.

নতুন একটি সাহায্যকারী দল মুজাহিদদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে, যাতে শত্রু পক্ষ মনে করে এটি একটি নতুন শক্তিবৃদ্ধি এবং তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। জনস্বার্থে এটি বৈধ।

আর তৃতীয় বিষয়টি হলো, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে এবং স্ত্রী তার স্বামীর সাথে কথা বলা। এটিও মূলত পরোক্ষ ইশারা বা ইঙ্গিতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন স্বামী তাকে বলল: "তুমি আমার কাছে সবচাইতে প্রিয় মানুষদের একজন", অথবা "আমি তোমার মতো কাউকেই কামনা করি" এবং এ জাতীয় অন্যান্য কথা, যা তাদের মধ্যে হৃদয়তা ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করে।

তবে এতদসত্ত্বেও দম্পতিদের মধ্যে এই বিষয়ের অতিশয়তা থাকা সমীচীন নয়; কারণ স্ত্রী যদি এমন কিছুর সন্ধান পায় যা স্বামী তাকে যা বলেছে তার বিপরীত, তবে বিষয়টি হিতে বিপরীত হতে পারে এবং সে তাকে আশাতীতভাবে ঘৃণা করতে পারে। পুরুষের ক্ষেত্রেও নারীর ব্যাপারে একই কথা প্রযোজ্য।

* * *

৩/২৫০ — আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দরজায় বিবাদমান দুই ব্যক্তির উচ্চকণ্ঠ শুনতে পেলেন। তাদের একজন অন্যজনের নিকট ঋণের কিছু অংশ মওকুফ করার এবং সহমর্মিতা প্রদর্শনের অনুরোধ করছিল, আর অন্যজন বলছিল: "আল্লাহর কসম! আমি তা করব না।" তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের নিকট বেরিয়ে এলেন এবং বললেন: "আল্লাহর নামে শপথকারী সেই ব্যক্তি কোথায়, যে সৎ কাজ না করার কসম করছে?" সে বলল: "হে আল্লাহর রাসূল! আমিই সেই ব্যক্তি। সে (বিপক্ষীয় ব্যক্তি) এখন যেটিকে পছন্দ করে, তার জন্য সেটিই বরাদ্দ।" (বুখারী ও মুসলিম)।

'ইয়াসতাওদিউহ' অর্থ: ঋণের কিছু অংশ কমিয়ে দেওয়ার প্রার্থনা করা। 'ইয়াসতারফিকুহ' অর্থ: অনুগ্রহ বা দয়া প্রার্থনা করা। আর 'আল-মুতআল্লি' অর্থ: শপথকারী বা কসমকারী।

(ص: 42) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في بيان الصلح بين اثنين متنازعين فإذا رأى شخص رجلين يتنازعان في شيء وأصلح بينهما، فله أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فعل خيراً كثيراً، كما سبق الكلام فيه على قول الله تعالى: (لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً) [النساء: 114] .

فألنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع نزاع رجلين وقد علت أصواتهما، خرج إليهما صلى الله عليه وسلم لينظر ماذا عندهما، وفيه دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن

يتدخل في النزاع بين اثنين، إذا لم يكن ذلك سراً بينهما؛ لأن هذين الرجلين قد أعلننا ذلك، وكانا يتكلمان بصوت مرتفع، أما لو كان الأمر بين اثنين على وجه السر والإخفاء؛ فلا يجوز للإنسان أن يتدخل بينهما؛ لأن في ذلك إحراجاً لهما، فإن إخفاءهما للشيء يدل على أنها لا يحب أن يطلع عليه أحد من الناس، فإذا أقحمت نفسك في الدخول بينهما؛ أخرجتهما وضيقتهما عليهما، وربما تأخذها العزة بالإثم فلا يصطلحان.

والمهم أنه ينبغي للإنسان أن يكون أداة خير، وأن يحرص على الإصلاح بين الناس وإزالة العداوة والضغائن حتى ينال خيراً كثيراً، والله الموفق.

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসটি লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) দুই বিবাদমান ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা করার বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি দু'জনকে কোনো বিষয়ে বিবাদ করতে দেখে এবং তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তবে তার জন্য আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শ রয়েছে এবং সে প্রভূত কল্যাণকর কাজ করল। যেমনটি ইতিপূর্বে মহান আল্লাহর এই বাণীর ক্ষেত্রে আলোচিত হয়েছে: “তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোনো কল্যাণ নেই; তবে কল্যাণ আছে যে ব্যক্তি দান-খয়রাত, সৎকর্ম কিংবা মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের নির্দেশ দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তা করবে, অচিরেই আমি তাকে মহা পুরস্কার দান করব।” [সূরা আন-নিসা: ১১৪]।

নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন দুই ব্যক্তির বিবাদ শুনতে পেলেন এবং তাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়ে গিয়েছিল, তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের নিকট বের হয়ে আসলেন যাতে তাদের বিষয়টি দেখতে পারেন। এতে এই দলিল পাওয়া যায় যে, দুই ব্যক্তির বিবাদের মধ্যে হস্তক্ষেপ করাতে মানুষের জন্য কোনো দোষ নেই, যদি তা তাদের মধ্যে গোপন কোনো বিষয় না হয়; কারণ এই দুই ব্যক্তি তা প্রকাশ করে ফেলেছিলেন এবং উচ্চস্বরে কথা বলছিলেন। তবে বিষয়টি যদি দুই ব্যক্তির মধ্যে গোপন ও লুক্কায়িত থাকে, তবে তাদের মাঝে হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়; কারণ এতে তাদের জন্য বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। কোনো বিষয় গোপন রাখা একথাই প্রমাণ করে যে, তারা চায় না মানুষের কেউ সে সম্পর্কে

অবগত হোক। সুতরাং যদি আপনি জোরপূর্বক তাদের মাঝে প্রবেশ করেন, তবে আপনি তাদের অপ্রস্তুত করে দেবেন এবং তাদের জন্য বিষয়টি সংকীর্ণ করে ফেলবেন। এমনকি সম্ভবত অহমিকা তাদের পাপে লিপ্ত করতে পারে, যার ফলে তারা আর মীমাংসা করবে না। মূল কথা হলো, মানুষের উচিত কল্যাণের মাধ্যম হওয়া এবং মানুষের মধ্যে মীমাংসা করা ও শত্রুতা ও বিদ্বেষ দূর করার ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া, যাতে সে প্রভূত কল্যাণ লাভ করতে পারে। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 43) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

32. باب فضل ضعفة المسلمين

والفقراء والخاملين

قال الله تعالى: (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ) (الكهف: 28).

[الشرح]

قال رحمه الله تعالى: باب فضل ضعفاء المسلمين وفقرائهم والخاملين منهم.

المراد بهذا الباب: تسليية من قدر الله عليه أن يكون ضعيفاً في بدنه، أو ضعيفاً في عقله، أو ضعيفاً في ماله، أو ضعيفاً في جاهه أو غير ذلك مما يعدّه الناس ضعفاً؛ فإن الله سبحانه وتعالى قد يجعل الإنسان ضعيفاً من وجه لكنه قوي عند الله عز وجل، يحبه الله ويكرمه، وينزله المنازل العالية، وهذا هو المهم.

المهم أن تكون قوياً عند الله عز وجل، وجيهاً عنده، ذا شرف يكرمك الله به.

ثم ذكر قول الله تعالى مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ) [الكهف: 28]. اصبر نفسك أي: احبسها مع هؤلاء القوم الذين يدعون الله بالغداة: أول النهار والعشي: آخر النهار، والمراد بالدعاء هنا: دعاء المسألة ودعاء العبادة.

৩২ — দুর্বল, অভাবগ্রস্ত এবং অখ্যাত মুসলমানদের

মর্যাদা সংক্রান্ত অধ্যায়

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: (আর আপনি নিজেকে ধৈর্যশীল রাখুন তাদের সাথে, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে আহ্বান করে—তাঁর সন্তুষ্টির কামনায়; এবং আপনার চক্ষু যেন তাদের থেকে সরিয়ে না যায়) (সূরা আল-কাহাফ: ২৮)।

[ব্যাখ্যা]

তিনি (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) বলেন: মুসলমানদের মধ্যে যারা দুর্বল, দরিদ্র এবং অখ্যাত, তাদের মর্যাদা সংক্রান্ত অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হলো: এমন ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেওয়া যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা শারীরিক দুর্বলতা, বুদ্ধিগত দুর্বলতা, আর্থিক অনটন, সামাজিক প্রতিপত্তিহীনতা কিংবা মানুষ যেগুলোকে দুর্বলতা মনে করে—এমন কিছু নির্ধারিত করেছেন। কারণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোনো মানুষকে হয়তো কোনো এক দিক থেকে দুর্বল করেন, কিন্তু তিনি মহান আল্লাহর কাছে শক্তিশালী হতে পারেন। আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন, সম্মানিত করেন এবং উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন; আর এটাই হলো প্রকৃত বিষয়।

আসল কথা হলো আপনি যেন মহান আল্লাহর কাছে শক্তিশালী ও মর্যাদাবান হন এবং এমন সম্মানের অধিকারী হন যা দ্বারা আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করেন।

অতঃপর তিনি মহান আল্লাহর বাণী উল্লেখ করেছেন যেখানে তিনি তাঁর নবীকে (আল্লাহর সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) সম্বোধন করে বলেছেন: (আপনি নিজেকে ধৈর্যশীল রাখুন তাদের সাথে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে আহ্বান করে) [সূরা আল-কাহাফ: ২৮]। নিজেকে ধৈর্যশীল রাখুন অর্থাৎ: নিজেকে সেই সব লোকদের সাথে আবদ্ধ রাখুন

যারা দিনের শুরুতে এবং দিনের শেষ ভাগে আল্লাহর কাছে দোয়া করে। এখানে দোয়া বলতে প্রার্থনা এবং ইবাদত—উভয়কেই বোঝানো হয়েছে।

(ص: 44) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

فإن دعاء المسألة يعتبر دعاء؛ كقوله تعالى في الحديث القدسي: ((من يدعوني فأستجيب له)).

وقال تعالى: (وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) [غافر: 60].
ودعاء عبادة، وهو أن يتعبد الإنسان لربه بما شرعه؛ لأن العابد يدعو بلسان الحال، ولسان المقال.

فالصلاة مثلاً عبادة تشتمل على قراءة القرآن، وذكر الله، وتسبيحه، ودعائه أيضاً، والصوم عبادة وإن كان في جوهره ليس فيه دعاء، لكن الإنسان لم يصم إلا رجاء ثواب الله، وخوف عقاب الله، فهو دعاء بلسان الحال.

وقد تكون العبادة دعاءً محضاً يدعو الإنسان ربه بدعاء فيكون عابداً له، وإن كان مجرد دعاء؛ لأن الدعاء يعني افتقار الإنسان إلى الله، وإحسان ظنه به، ورجاءه، والخوف من عقابه.

فقوله تعالى: (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ)، يدعون ربهم: أي يسألونه حاجاتهم، ويعبدونه؛ لأن العابد داعٍ بلسان الحال، بالغداة: أول النهار، والعشي: آخر النهار، ولعل المراد بذلك: يدعون ربهم دائماً، لكنهم يخصصون الغداة والعشي بدعائه الخاص، (يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) يعني لا يريدون عرضاً من الدنيا، إنما يريدون وجه الله عز وجل.

নিশ্চয়ই প্রার্থনাসূচক দুয়াকে দুয়া হিসেবেই গণ্য করা হয়; যেমনটি মহান আল্লাহ হাদিসে কুদসিতে বলেছেন: "যে ব্যক্তি আমার নিকট প্রার্থনা করবে, আমি তার প্রার্থনা কবুল করব।" মহান আল্লাহ আরও বলেছেন: "তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।" [সূরা গাফির: ৬০]

আর ইবাদতসূচক দুয়া হলো, মানুষ তার প্রতিপালকের ইবাদত করবে যা তিনি বিধিবদ্ধ করেছেন তার মাধ্যমে; কেননা ইবাদতকারী তার অবস্থার ভাষায় এবং উচ্চারিত ভাষায় দুয়া করে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, সালাত একটি ইবাদত যা কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহর জিকির, তাঁর তাসবিহ পাঠ এবং দুয়াকেও অন্তর্ভুক্ত করে। অনুরূপভাবে সিয়াম বা রোজা একটি ইবাদত, যদিও এর মূল সারবত্তায় কোনো মৌখিক দুয়া নেই, তবে মানুষ আল্লাহর সওয়াবের আশায় এবং তাঁর শাস্তির ভয়েই রোজা রাখে; সুতরাং এটি অবস্থার ভাষায় (লিসানুল হাল) মাধ্যমে করা একটি প্রার্থনা।

কখনো কখনো ইবাদত কেবল নিছক দুয়া হতে পারে, যেখানে মানুষ তার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে এবং এর মাধ্যমেই সে তাঁর ইবাদতকারীতে পরিণত হয়, যদিও তা কেবল একটি দুয়াই হোক না কেন; কারণ দুয়ার অর্থ হলো আল্লাহর প্রতি মানুষের মুখাপেক্ষিতা, তাঁর প্রতি সুধারণা পোষণ, তাঁর নিকট আশা রাখা এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করা।

অতএব মহান আল্লাহর বাণী: "আপনি নিজেকে তাদের সাথে ধৈর্যশীল রাখুন যারা তাদের প্রতিপালককে ডাকে", এখানে 'তাদের প্রতিপালককে ডাকে' এর অর্থ হলো: তারা তাঁর নিকট তাদের প্রয়োজনসমূহ প্রার্থনা করে এবং তাঁর ইবাদত করে; কারণ ইবাদতকারী তার অবস্থার ভাষায় একজন প্রার্থনাকারী। 'সকালবেলা' বলতে দিনের শুরু এবং 'সন্ধ্যাবেলা' বলতে দিনের শেষ বুঝানো হয়েছে। সম্ভবত এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: তারা সর্বদা তাদের প্রতিপালককে ডাকে, তবে তারা সকাল ও সন্ধ্যাকে তাঁর বিশেষ প্রার্থনার জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়। "তারা তাঁর সন্তুষ্টি (চেহারা) কামনা করে" অর্থাৎ তারা দুনিয়ার কোনো নশ্বর সম্পদ চায় না, বরং তারা কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিই কামনা করে।

(وَلَا تَعُدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ) يعني لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم؛ بل كن دائماً ناظراً إليهم، وكن معهم في دعائهم وعبادتهم وغير ذلك، وهذا كقوله تعالى: (وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ) (طه: 131) فقله تعالى: (وَلَا تَعُدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ) يعني: اجعل عينيك دائماً فيهم. وهنا قال: (وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) أي: لا تنظر إلى أهل الدنيا وما متعوا به من النعيم، ومن المراكب، والملابس، والمساكن، وغير ذلك.

فكل هذا زهرة الدنيا، والزهرة آخر مآلها الذبول واليبس والزوال، وهي أسرع أوراق الشجرة ذبولاً وزوالاً، ولهذا قال: زهرة، وهي زهرة حسنة في رونقها وجمالها وريحها. إن كانت ذات ریح. لكنها سريعة الذبول، وهكذا الدنيا، زهرة تذبل سريعاً، نسأل الله أن يجعل لنا حظاً ونصيباً في الآخرة.

يقول (لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ)، أي: رزق الله بالطاعة، كما قال تعالى: (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ) (طه: 132)

وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئاً يعجبه من الدنيا قال ((اللهم إن العيش عيش الآخرة)) كلبتان عظيمتان، فالإنسان إذا نظر إلى الدنيا ربما تعجبه

(আর তোমার দুচোখ যেন তাদের থেকে অন্য কারো দিকে ফিরে না যায়) অর্থাৎ তোমার দৃষ্টি যেন তাদের অতিক্রম করে অন্যদের দিকে নিবদ্ধ না হয়; বরং সর্বদা তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখো এবং তাদের দোয়া, ইবাদত ও অন্যান্য কাজে তাদের সাথে থাকো। এটি মহান আল্লাহর এই বাণীর অনুরূপ: (আর তুমি তোমার দুচোখ কখনো প্রসারিত করো না তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন

শ্রেণিকে আমরা পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য হিসেবে যে ভোগ-বিলাস দিয়েছি তার প্রতি, যাতে আমরা এর মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা করতে পারি। আর তোমার প্রতিপালকের প্রদত্ত রিযিকই সর্বোত্তম ও চিরস্থায়ী) (ত্বহা: ১৩১)। অতএব মহান আল্লাহর বাণী: (আর তোমার দুচোখ যেন তাদের থেকে ফিরে না যায়) এর অর্থ হলো: তোমার দৃষ্টি সর্বদা তাদের ওপর নিবদ্ধ রাখো। এখানে তিনি বলেছেন: (আর তুমি তোমার দুচোখ প্রসারিত করো না তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন শ্রেণিকে আমরা পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য হিসেবে যা দিয়েছি তার প্রতি) অর্থাৎ: দুনিয়াদার মানুষ এবং তারা যে সকল নেয়ামত যেমন—যানবাহন, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান এবং অন্যান্য বিলাসিতা ভোগ করছে, সেগুলোর দিকে দৃষ্টি দিও না।

এই সব কিছুই হলো পার্থিব জীবনের পুষ্প (ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য), আর পুষ্পের শেষ পরিণতি হলো ম্লান হওয়া, শুকিয়ে যাওয়া এবং বিলীন হওয়া। এটি গাছের পাতাগুলোর মধ্যে সবচাইতে দ্রুত ম্লান ও বিলুপ্ত হয়। এই কারণেই একে 'পুষ্প' বলা হয়েছে। পুষ্প তার দীপ্তি, সৌন্দর্য এবং সুঘ্রাণে—যদি সুঘ্রাণযুক্ত হয়—চমৎকার মনে হয়, কিন্তু তা দ্রুতই ম্লান হয়ে যায়। দুনিয়াও ঠিক তদ্রূপ, এটি একটি পুষ্প যা দ্রুত শুকিয়ে যায়। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন পরকালে আমাদের জন্য উত্তম অংশ ও নসিব বরাদ্দ করেন।

আল্লাহ বলেন (যাতে আমরা এর মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা করতে পারি। আর তোমার প্রতিপালকের প্রদত্ত রিযিকই সর্বোত্তম ও চিরস্থায়ী), অর্থাৎ: ইবাদত-আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর দেওয়া রিযিক। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: (আর তোমার পরিবার-পরিজনকে নামাযের আদেশ দাও এবং এর ওপর অবিচল থাকো। আমি তোমার কাছে কোনো রিযিক চাই না, আমিই তোমাকে রিযিক দান করি। আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য) (ত্বহা: ১৩২)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুনিয়ার চিত্তাকর্ষক কোনো কিছু দেখতেন, তখন বলতেন: "হে আল্লাহ! প্রকৃত জীবন তো কেবল পরকালের জীবন।" এগুলো অত্যন্ত মহৎ ও তাৎপর্যপূর্ণ দুটি কথা। কেননা মানুষ যখন দুনিয়ার চাকচিক্যের দিকে তাকায়, তখন অনেক সময় তা তাকে বিমোহিত করে ফেলে।

فيلهو عن طاعة الله، فينبغي أن يذكر نعيم الآخرة عند ذلك، ويقارن بينه وبين هذا النعيم الدنيوي الزائل، ثم يوطن نفسه ويرغبها في هذا النعيم الأخروي الذي لا ينقطع، ويقول: ((اللهم إن العيش عيش الآخرة)).
وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فعيش الدنيا مهما كان زائل، ومهما كان فمحفوف بالحزن، ومحفوف بالآفات، ومحفوف بالنقص، وكما يقول الشاعر في شعره الحكيم:

لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بأدكار الموت والهم
والعيش مآله أحد أمرين:

إما الهرم حتى يعود الإنسان إلى سن الطفولة، والضعف البدني مع الضعف العقلي، ويكون عالة حتى على أهله.

وإما الموت، فكيف يطيب العيش للإنسان العاقل؟ ولولا أنه يؤمل ما في الآخرة؛ وما يرجوه من ثواب الآخرة، لكانت حياته عبثاً.
ومهما يكن من أمر فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع هؤلاء الذين يدعون الله بالغداة والعشي يريدون وجهه، والآية ليس فيها أمر بالضعفاء خاصة، وإن كان سبب النزول هكذا، لكن العبرة بالعموم. الذين يدعون الله ويعبدونه سواء أكانوا ضعفاء أم أقوياء، فقراء أم أغنياء كن معهم دائماً.
لكن الغالب أن البلاء والأشراف يكونون أبعد عن الدين من الضعفاء

ফলে তা যেন আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিমুখ না করে; বরং এমতাবস্থায় পরকালের নিআমতের কথা স্মরণ করা এবং এই নশ্বর পার্থিব নিআমতের সাথে তার তুলনা করা উচিত। অতঃপর নিজের মনকে স্থির করে সেই অবিরাম পরকালীন নিআমতের প্রতি আগ্রহী করা কর্তব্য এবং বলা উচিত: "হে আল্লাহ! প্রকৃত জীবন তো কেবল পরকালের জীবন।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যই বলেছেন; কেননা পার্থিব জীবন যেমনই হোক না কেন তা নশ্বর এবং দুঃখ-বেদনা, বিপদ-আপদ ও অপূর্ণতায় ঘেরা। যেমনটি বিজ্ঞ কবি তার প্রজ্ঞাপূর্ণ কবিতায় বলেছেন:

জীবনের কোনো স্বাদ নেই যতক্ষণ মৃত্যু ও দুশ্চিন্তার সুরণে এর আনন্দগুলো বিষাদময় হয়ে থাকে।

আর জীবনের পরিণাম দুটি বিষয়ের যেকোনো একটি:

হয় চরম বার্ধক্য, যার ফলে মানুষ পুনরায় শৈশব অবস্থায় ফিরে যায় এবং শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতার কারণে নিজের পরিবারের কাছেও বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

নতুবা মৃত্যু। এমতাবস্থায় একজন বুদ্ধিমান মানুষের কাছে জীবন কীভাবে আনন্দময় হতে পারে? যদি সে পরকালের এবং সেখানকার প্রতিদানের আশা না রাখত, তবে তার জীবন হতো একেবারেই নিরর্থক।

যাই হোক না কেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেইসব লোকদের সান্নিধ্যে ধৈর্য ধারণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে এবং তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। যদিও আয়াতটির অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট বিশেষ ছিল, তবে এতে কেবল দুর্বলদের কথা নির্দিষ্ট করা হয়নি; বরং এর শিক্ষা ব্যাপক। যারা আল্লাহকে ডাকে এবং তাঁর ইবাদত করে—তারা দুর্বল হোক বা শক্তিশালী, দরিদ্র হোক কিংবা ধনী—সর্বদা তাদের সাথেই থাকুন।

তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রভাবশালী ও অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা দুর্বলদের তুলনায় দ্বীন থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে।

(ص: 47) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

والمستضعفين، ولهذا فالذين يكذبون الرسل هم البلاء، قال البلاء من قوم صالح:
(قَالَ الْبَلَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ

صَالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ) [الأعراف: 75] ، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم مع أهل الحق ودعاة الحق وأنصأه إنه جواد كريم.

252/1. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لا بره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتلٍ جواظٍ مستكبر)) متفق عليه.

((العتل)) : الغليظ الجأفي: ((والجواظ)) بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاء المعجمة: هو الجموع المنوع، وقيل: الضخم المختال في مشيته، وقيل: القصير البطين.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن حارثة بن وهب رضي الله عنه في باب ضعفاء المسلمين وأذلاءهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره)) يعني هذه من علامات أهل الجنة؛ أن الإنسان يكون ضعيفاً متضعفاً، أي: لا يهتم بمنصبه أو جاهه، أو يسعى إلى علو المنازل في الدنيا، ولكنه ضعيف في

এবং অসহায়-বঞ্চিতরা। আর একারণেই যারা রাসূলদেরকে অস্বীকার করে, তারা হলো সমাজের প্রভাবশালী ও অহঙ্কারী গোষ্ঠী। সালিহ (আলাইহিস সালাম)-এর সম্প্রদায়ের প্রভাবশালীরা বলেছিল: (তাঁর সম্প্রদায়ের অহঙ্কারী প্রধানরা সেই দুর্বল ঈমানদারদের বলল, 'তোমরা কি নিশ্চিতভাবে জানো যে, সালিহ তাঁর রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল?') [আল-আরাফ: ৭৫]। সুতরাং আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আমাদের এবং

আপনাদের সত্যের অনুসারী, সত্যের দাওয়াত দানকারী এবং তার সাহায্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেন; নিশ্চয়ই তিনি পরম দাতা ও করুণাময়।

* * *

১/২৫২ — হারিসা ইবনে ওয়াহাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতীদের সম্পর্কে অবহিত করব না? তারা হলো প্রত্যেক এমন দুর্বল ব্যক্তি যাদেরকে মানুষ দুর্বল মনে করে, অথচ সে যদি আল্লাহর নামে কসম করে তবে আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন। আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত করব না? তারা হলো প্রত্যেক অবাধ্য ও রুঢ় মেজাজী, সম্পদ পুঞ্জীভূতকারী কৃপণ এবং অহঙ্কারী ব্যক্তি।" (বুখারী ও মুসলিম)।

'আল-উতুল্লু' অর্থ: ককর্শ ও রুঢ় মেজাজের ব্যক্তি। 'আল-জাওওয়ায' (জীম বর্ণে ফাতহাহ, ওয়াও বর্ণে তাশদীদ এবং যা বর্ণ সহযোগে): এমন ব্যক্তি যে কেবল সম্পদ জমা করতে জানে কিন্তু দান করে না (কৃপণ); আবার কেউ বলেছেন: এর অর্থ হলো অহঙ্কারভরে চলাফেরা করা স্থূলকায় ব্যক্তি; আবার কেউ বলেছেন: এর অর্থ হলো স্থূলদেহী পেটসর্বস্ব ব্যক্তি।

[ব্যাখ্যা]

হারিসা ইবনে ওয়াহাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) 'অসহায় ও দুর্বল মুসলিমদের মর্যাদা' পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতীদের সম্পর্কে অবহিত করব না? তারা হলো প্রত্যেক এমন দুর্বল ব্যক্তি যাদেরকে মানুষ দুর্বল মনে করে, অথচ সে যদি আল্লাহর নামে কসম করে তবে আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন।" অর্থাৎ এটি জান্নাতীদের অন্যতম আলামত; মানুষটি হবে বিনয়ী ও নম্র। অর্থাৎ সে দুনিয়াবী পদমর্যাদা বা প্রতিপত্তির পরোয়া করে না, কিংবা দুনিয়াবী উচ্চ মর্যাদা অর্জনের জন্য হন্যে হয়ে ছোটো না, বরং সে আল্লাহর কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ও মকবুল...

نفسه متضعف، يميل إلى الخمول وإلى عدم الظهور؛ لأنه يرى أن المهم أن يكون له جاه عند الله عز وجل، لا أن يكون شريفاً في قومه أو ذا عظمة فيهم، ولكن يرى أن الأهم كله أن يكون عند الله سبحانه وتعالى ذا منزلة كبيرة عالية.

ولذلك تجد أهل الآخرة لا يهتمون بما يفوتهم من الدنيا؛ إن جاءهم من الدنيا شيء قبلوه، وإن فاتهم شيء لم يهتموا به؛ لأنهم يرون أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمور بيد الله، وإن تغيير الحال من المحال، وأنه لا يمكن رفع ما وقع ولا دفع ما قدر إلا بالأسباب الشرعية التي جعلها الله تعالى سبباً. وقوله: ((لو أقسم على الله لأبره)) يعني لو حلف على شيء ليسره الله له أمره، حتى يحقق له ما حلف عليه، وهذا كثيراً ما يقع؛ أن يحلف الإنسان على شيء ثقة بالله عز وجل، ورجاء لثوابه فيبر الله قسمه، وأما الحالف على الله تعالى وتحجراً لرحمته، فإن هذا يخذل، والعياذ بالله.

وهاهنا مثالان:

المثال الأول: أن الربيع بنت النضر رضي الله عنها وهي من الأنصار، كسرت ثنية جارية من الأنصار، فرفعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر ثنية الربيع، لقول الله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) إلى قوله: (وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ) [البائدة: 45] فقال أخوها أنس بن النضر: والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع، فقال ((يا أنس كتاب الله القصاص)) فقال: والله لا تكسر ثنية الربيع.

أقسم بهذا ليس ذلك رداً لحكم الله ورسوله، ولكنه يحاول بقدر ما

তিনি বিনম্র স্বভাবের, নির্জনতা ও প্রচারবিমুখতাকে পছন্দ করেন; কারণ তিনি মনে করেন যে মূল বিষয় হলো মহামহিমাম্বিত আল্লাহর নিকট মর্যাদাবান হওয়া, নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মানিত বা প্রভাবশালী হওয়া নয়। বরং তিনি বিশ্বাস করেন যে প্রকৃত গুরুত্ব কেবল মহান আল্লাহর দরবারে সুউচ্চ ও মহৎ মর্যাদার অধিকারী হওয়ার মধ্যেই নিহিত।

এই কারণে আপনি দেখবেন যে আখেরাত-পঞ্জীরা দুনিয়াবী সুযোগ-সুবিধা হারানোর ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না; দুনিয়ার কিছু যদি তাদের নিকট আসে তবে তারা তা গ্রহণ করেন, আর যদি কিছু হারিয়ে যায় তবে তারা পরোয়া করেন না; কারণ তারা বিশ্বাস করেন যে আল্লাহ যা চেয়েছেন তা-ই হয়েছে এবং তিনি যা চাননি তা হয়নি। সকল বিষয় আল্লাহর হাতে ন্যস্ত। তারা জানেন যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো অসম্ভব এবং যা ঘটে গেছে তা দূর করা বা যা নির্ধারিত তা প্রতিহত করা সম্ভব নয়, কেবল সেই শরয়ী মাধ্যমসমূহ ব্যতীত যা মহান আল্লাহ তাআলা উপায় হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

আর তাঁর বাণী: "সে যদি আল্লাহর নামে শপথ করে, তবে তিনি তা পূর্ণ করে দেন" - এর অর্থ হলো, সে যদি কোনো বিষয়ে শপথ করে, তবে আল্লাহ তার জন্য বিষয়টি সহজ করে দেন যাতে তার কৃত শপথটি বাস্তবায়িত হয়। এটি প্রায়ই ঘটে থাকে যে, কোনো ব্যক্তি আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে এবং তাঁর পুরস্কারের আশায় কোনো বিষয়ে শপথ করে, ফলে আল্লাহ তার সেই শপথ পূর্ণ করেন। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি অহঙ্কারবশত এবং আল্লাহর রহমতকে সংকুচিত করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর নামে শপথ করে, সে অপমানিত হয় - আমরা এর থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

এখানে দুটি উদাহরণ রয়েছে:

প্রথম উদাহরণ: আনসারী সাহাবী রুবাই বিনতে নজর (রাঈয়াল্লাহু আনহুমা) জনৈক আনসারী কিশোরীর সামনের দাঁত ভেঙে ফেলেন। তারা বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উত্থাপন করলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহান আল্লাহর এই বাণীর প্রেক্ষিতে রুবাইয়ের দাঁতও ভেঙে ফেলার আদেশ দেন: "আমি তাদের জন্য তাতে এই বিধান লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বদলে প্রাণ..." থেকে তাঁর বাণী: "...দাঁতের বদলে দাঁত" [মায়িদাহ: ৪৫] পর্যন্ত। তখন তার ভাই আনাস ইবনুন নজর (রাঈয়াল্লাহু আনহু) বললেন: আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল! রুবাইয়ের দাঁত ভাঙা হবে না। তখন তিনি বললেন: "হে

আনাস! আল্লাহর কিতাবের বিধান তো কিসাস।" তিনি পুনরায় বললেন: আল্লাহর কসম, রুবাইয়ের দাঁত ভাঙা হবে না।

তিনি এই শপথ করেছিলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম প্রত্যাখ্যান করার জন্য নয়, বরং তিনি সাধ্যমতো চেষ্টা করছিলেন যে...

(ص: 49) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

يستطيع أن يتكلم مع أهلها حتى يعفوا ويأخذوا الدية، أو يعفوا مجاناً، كأنه واثق من موافقتهم، لا رداً لحكم الله ورسوله، فيسر الله سبحانه وتعالى؛ فعفى أهل الجارية عن القصاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)).

وهنا لا شك أن الحامل لأنس بن النضر هو قوة رجائه بالله عز وجل، وأن الله سييسر من الأسباب ما يمنع كسر ثنية أخته الربيع.

أما المثل الثاني: الذي أقسم على الله تألياً وتعارضاً وترفعاً فإن الله يخيب آماله، ومثال ذلك الرجل الذي كان مطيعاً لله عز وجل عابداً، يمر على رجل عاص، كلما مر عليه وجده على المعصية، فقال: والله لا يغفر الله لفلان، حمله على ذلك الإعجاب بنفسه، والتحجر بفضل الله ورحمته، واستبعاد رحمة الله عز وجل من عبادة. فقال الله تعالى ((من ذا الذي يتألى علي - أي يحلف على - ألا أغفر لفلان. قد غفرت له، وأحببت عملك))، فانظر الفرق بين هذا وهذا.

فَقَوْلُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنْ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ)) ((مَنْ)) هُنَا لِلتَّبْعِيضِ، ((إِنْ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأُبْرَهُ)) وَذَلِكَ فِيمَنْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ ثِقَةً بِهِ، وَرَجَاءً لَهَا عِنْدَ اللَّهِ عِزَّ وَجَلَّ.

তিনি তাদের পরিবারের সাথে কথা বলতে পারতেন যাতে তারা ক্ষমা করে দেয় এবং দিয়াত (রক্তপণ) গ্রহণ করে, অথবা নিছক অনুগ্রহ হিসেবে ক্ষমা করে দেয়; তিনি যেন তাদের সম্মতির ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানকে প্রত্যাখ্যান করার উদ্দেশ্যে নয়। ফলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিষয়টি সহজ করে দিলেন; সেই দাসীর পরিবার কিসাস (প্রতিশোধ) থেকে ক্ষমা করে দিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর নামে কসম করলে আল্লাহ তা অবশ্যই পূরণ করে দেন।”

এখানে কোনো সন্দেহ নেই যে, আনাস ইবনে নাদরের এই কাজের মূল চালিকাশক্তি ছিল মহান আল্লাহর প্রতি তাঁর সুদৃঢ় আশা এবং এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, আল্লাহ এমন কোনো অনুকূল ব্যবস্থা করে দেবেন যা তাঁর বোন রুবাইয়ি'-এর সামনের দাঁত ভেঙে ফেলা রোধ করবে।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় উদাহরণটি হলো: যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর অধিকার ফলানোর উদ্দেশ্যে, তাঁর সিদ্ধান্তের বিপরীতে এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে কসম খায়; আল্লাহ অবশ্যই তার আশাকে ধূলিসাৎ করে দেন। এর উদাহরণ হলো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর অনুগত ও একনিষ্ঠ ইবাদতকারী ছিল, কিন্তু সে এক পাপিষ্ঠ ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাতায়াত করত। যতবারই সে তাকে অতিক্রম করত, তাকে পাপে লিপ্ত দেখত। একপর্যায়ে সে বলল: “আল্লাহর শপথ! আল্লাহ অমুককে ক্ষমা করবেন না।” তার এই উক্তির মূলে ছিল আত্মমুক্ততা এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতকে সংকুচিত বা সীমাবদ্ধ জ্ঞান করা, আর আল্লাহর কোনো বান্দার ক্ষেত্রে তাঁর রহমতকে সুদূরপর্যন্ত মনে করা।

তখন মহান আল্লাহ বললেন: “সেই ব্যক্তি কে যে আমার ওপর অধিকার খাটিয়ে কসম করে বলে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করব না? শোনো, আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি এবং তোমার সকল আমল নিষ্ফল করে দিয়েছি।” সুতরাং এই দুই ব্যক্তির পরিণতির পার্থক্য লক্ষ্য করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: “নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে...”; এখানে ‘মধ্য থেকে’ শব্দটি এক বিশেষ শ্রেণির বা এক অংশের আধিক্য প্রকাশ করে। “নিশ্চয়ই

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা আল্লাহর নামে কসম করলে আল্লাহ তা অবশ্যই পূরণ করেন।” আর এটি সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যিনি আল্লাহর ওপর গভীর আস্থা ও তাঁর কাছে যা সঞ্চিত আছে তার প্রতি পরম আশার কারণে আল্লাহর নামে কসম করেন।

(ص: 50) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ثم قال صلى الله عليه وسلم: ((ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواظ مستكبر)) ؛ هذه علامات أهل النار.
((عتل)) : يعني أنه غليظ جاف، قلبه حجر والعياذ بالله؛ كالحجارة أو أشد قسوة.
((جواظ مستكبر)) الجواظ فيه تفاسير متعددة، قيل إنه الجوع المنوع، يعني الذي يجمع المال ويمنع ما يجب فيه.

والظاهر أن الجواظ هو الرجل الذي لا يصبر، فجواظ يعني جزوع لا يصبر على شيء، ويرى أنه في قمة أعلى من أن يمسه شيء.
ومن ذلك قصة الرجل الذي كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان شجاعاً لا يدع شاذة ولا فاذة للعدو إلا قضى عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن هذا من أهل النار)) ، فعظم ذلك على الصحابة، وقالوا: كيف يكون هذا من أهل النار وهو بهذه المثابة؟ ثم قال رجل: والله لألزمته يعني لألزمته حتى أنظر ماذا يكون حاله، فلزمه فأصاب هذا الرجل الشجاع سهم من العدو. فعجز عن الصبر وجزع ثم أخذ بذبابة سيفه فوضعه في صدره ثم اتكأ عليه حتى خرج السيف من ظهره والعياذ بالله، فقتل نفسه. فجاء الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أشهد أنك لرسول الله، قال ((ويم؟)) قال: لأن الرجل الذي قلت إنه من

أهل النار، فعل كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار)). فانظر إلى هذا الرجل جزع وعجز أن يتحمل فقتل

অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "আমি কি তোমাদের জাহান্নামীদের সম্পর্কে সংবাদ দেব না? তারা হলো প্রত্যেক রুঢ়, সম্পদপুঞ্জীকারী-অহংকারী এবং দাস্তিক ব্যক্তি।" এগুলো হলো জাহান্নামীদের লক্ষণ।

‘উতুল্ল’: এর অর্থ হলো সে কঠোর ও রুঢ় স্বভাবের, তার অন্তর পাথরের মতো—আল্লাহর পানাহ—পাথরের ন্যায় কিংবা তার চেয়েও বেশি কঠিন। ‘জাওয়ায মুস্তাকবির’: ‘জাওয়ায’ শব্দটির একাধিক ব্যাখ্যা রয়েছে। বলা হয়েছে যে, সে হলো এমন ব্যক্তি যে সম্পদ পুঞ্জীভূত করে এবং এর আবশ্যিক হক আদায় করতে অস্বীকৃতি জানায়।

আর বাহ্যত মনে হয় যে, ‘জাওয়ায’ হলো সেই ব্যক্তি যার ধৈর্য নেই। সুতরাং ‘জাওয়ায’ মানে হলো এমন অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি যে কোনো কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারে না এবং নিজেকে এমন এক উচ্চ শিখরে আসীন মনে করে যে তাকে কোনো কষ্টই স্পর্শ করতে পারবে না। এরই দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির ঘটনা, যে কোনো এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছিল। সে ছিল অত্যন্ত সাহসী, শত্রুর কোনো বিচ্ছিন্ন বা একক অংশকেই সে বিনাশ না করে ছাড়ত না। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত।" বিষয়টি সাহাবায়ে কেরামের নিকট অত্যন্ত বিস্ময়কর মনে হলো এবং তারা বললেন: "সে এমন বীরত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও কীভাবে জাহান্নামী হতে পারে?" অতঃপর এক ব্যক্তি বললেন: "আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই তার সাথে লেগে থাকব," অর্থাৎ আমি তাকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করব যতক্ষণ না দেখতে পাই তার পরিণতি কী হয়। তিনি তার অনুগামী হলেন। একপর্যায়ে সেই সাহসী ব্যক্তিটি শত্রুর তীরের আঘাতে জখম হলো। সে ধৈর্য ধারণে অক্ষম হয়ে পড়ল এবং অস্থির হয়ে উঠল। অতঃপর সে তার তরবারির অগ্রভাগ নিজ বক্ষে স্থাপন করে তার ওপর ভর দিল, ফলে তরবারিটি তার পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেল—আল্লাহর পানাহ—এভাবে সে নিজেকে হত্যা করল। অতঃপর সেই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "কেন?" তিনি

বললেন: "কারণ যে ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি বলেছিলেন যে সে জাহান্নামী, সে এমন এমন কাজ করেছে।" তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি মানুষের দৃষ্টিতে জান্নাতীদের আমল করে থাকে, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত।" সুতরাং লক্ষ্য করুন, এই ব্যক্তিটি অস্তির হয়ে পড়েছিল এবং সহ্য করতে না পেরে নিজেকে হত্যা করল।

(ص: 51) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

نفسه.

فالجواز هو الجزوع الذي لا يصبر، دائماً في أنين وحزن وهمّ وغمّ، معترضاً على القضاء والقدر، لا يخضع له، ولا يرضى بالله رباً. وأما المستكبر فهو الذي جمع بين وصفين: غبط الناس، وبطر الحق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((الكبر بطر الحق، وغمط الناس)) وبطر الحق: يعني ردة، وغمط الناس: يعني احتفأهم، فهو في نفسه عال على الحق، وعال على الخلق، لا يلدن للحق ولا يرحم الخلق والعياذ بالله. فهذه علامات أهل النار. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار، وأن يدخلنا وإياكم الجنة. إنه جواد كريم.

253/2 - وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل عنده جالس: ((ما رأيك في هذا؟)) فقال: رجل من أشرف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل آخر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما رأيك في هذا؟)) فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هذا خير من ملء الأرض مثل هذا)) متفق عليه.

নিজেকে।

'জাওওয়ায' (উগ্র-অস্থির) হলো সেই ব্যক্তি যে অতিশয় বিচলিত ও অধৈর্য, যে সর্বদা বিলাপ, দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতায় নিমজ্জিত থাকে; সে আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরের ওপর আপত্তি প্রকাশ করে, তাঁর নির্দেশের সামনে অবনত হয় না এবং আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট থাকে না।

আর অহংকারী হলো সেই ব্যক্তি যে দুটি বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটিয়েছে: মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"অহংকার হলো সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা।" সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার অর্থ হলো তা অগ্রাহ্য করা, আর মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করার অর্থ হলো তাদের অবজ্ঞা করা। ফলে সে মনে মনে সত্যের চেয়ে নিজেকে বড় মনে করে এবং সৃষ্টির চেয়েও নিজেকে উচ্চতর ভাবে; সে সত্যের সামনে নমনীয় হয় না এবং সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না—আমরা এ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এগুলো হলো জাহান্নামীদের লক্ষণ। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের ও আপনাদের জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেন এবং আমাদের ও আপনাদের জান্নাতে প্রবেশ করান। নিশ্চয়ই তিনি পরম দাতা ও মহানুভব।

* * *

২৫৩/২। আবুল আব্বাস সাহল ইবনে সা'দ আস-সা'ঈদি (রাতিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। তখন তিনি তাঁর নিকট উপবিষ্ট এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন: "এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার অভিমত কী?" সে বলল: "ইনি তো মানুষের মধ্যে অত্যন্ত উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন এক ব্যক্তি; আল্লাহর কসম, তিনি বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণ করা এবং সুপারিশ করলে তা কবুল হওয়ার যোগ্য।" রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৌনতা অবলম্বন করলেন। অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি সেখান দিয়ে অতিক্রম করল। তখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে জিজ্ঞেস করলেন: "এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার অভিমত কী?" সে উত্তর দিল: "হে আল্লাহর রাসুল! ইনি তো মুসলিমদের মধ্যকার একজন দরিদ্র ব্যক্তি; তিনি বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা প্রত্যাখ্যাত হওয়া, সুপারিশ করলে তা গ্রাহ্য না হওয়া এবং কথা বললে তা কণ্ঠপাত না করার মতো লোক।" তখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "পৃথিবী পূর্ণ এই (প্রথম) ব্যক্তির চেয়েও এই (দ্বিতীয়) ব্যক্তিটি শ্রেষ্ঠ।" (বুখারি ও মুসলিম)।

(ص: 52) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

قوله ((حري)): هو بفتح الحاء وكسر الراء وتشديد الياء: أي حقيق. وقوله: ((شفع)) بفتح الفاء.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال: مر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل: ((ما تقول في هذا؟)) قال: رجل من أشراف الناس، حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، ثم مر رجل آخر، فسأل عنه فقال: هذا رجل من ضعفاء المسلمين، حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله.

فهذان رجلان أحدهما من أشرف القوم، وممن له كلمة فيهم، وممن يجاب إذا خطب، ويسمع إذا قال، والثاني بالعكس، رجل من ضعفاء الناس ليس له قيمة، إن خطب فلا يجاب، وإن شفع فلا يشفع، وإن قال فلا يسمع.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((هذا خير من ملء الأرض مثل هذا)) أي: خير عند الله عز وجل من ملء الأرض من مثل هذا الرجل الذي له شرف وجاه في قومه؛ لأن الله سبحانه وتعالى ليس ينظر إلى الشرف، والجاه، والنسب، والمال، والصورة، واللباس، والمركوب، والمسكون، وإنما ينظر إلى القلب والعمل، فإذا صلح القلب فيما بينه وبين الله عز وجل، وأناب إلى الله، وصار ذا كراً لله تعالى خائفاً منه، مخبتاً إليه، عاملاً بما يرضي الله عز وجل، فهذا هو الكريم عند الله، وهذا هو الوجيه عنده، وهذا هو الذي لو

তাঁর উক্তি "হারিয়ুন" (যোগ্য): এটি 'হা' বর্ণে ফাতহা, 'রা' বর্ণে কাসরা এবং 'ইয়া' বর্ণে তাশদীদ সহযোগে গঠিত—অর্থাৎ যোগ্য বা উপযুক্ত। এবং তাঁর উক্তি "শুফিফয়া": 'ফা' বর্ণে ফাতহা সহযোগে।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার — আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন — সাহল ইবনে সাদ আস-সাদ্দি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন, তাতে উল্লেখ আছে যে, তিনি বলেছেন: একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। তখন তিনি নিকটস্থ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন: "এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার অভিমত কী?" সে উত্তর দিল: "ইনি মানুষের মাঝে অত্যন্ত সম্মানিত ও প্রভাবশালী একজন ব্যক্তি; তিনি যদি বিয়ের প্রস্তাব দেন তবে তা কবুল হওয়ার যোগ্য এবং তিনি যদি কারও জন্য সুপারিশ করেন তবে তা গৃহীত হওয়ার যোগ্য।" অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি সেখান দিয়ে অতিক্রম করল। তিনি তার সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করলেন। সে উত্তর দিল: "ইনি তো মুসলমানদের মধ্যকার দুর্বল ও সাধারণ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত এক ব্যক্তি; তিনি যদি বিয়ের প্রস্তাব

দেন তবে তা গ্রহণ না হওয়ারই কথা, যদি সুপারিশ করেন তবে তাঁর সুপারিশ কবুল না হওয়ারই কথা এবং যদি কোনো কথা বলেন তবে তাঁর কথা গুরুত্ব দিয়ে না শোনারই কথা।" এখানে দুইজন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে; যাদের একজন সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য ও আভিজাত্যপূর্ণ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, যার কথা সমাজে গুরুত্ব পায়, যার বিয়ের প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করা হয় এবং যার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা হয়। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিটি তার সম্পূর্ণ বিপরীত; সে সাধারণ দুর্বল মানুষের অন্তর্ভুক্ত যার কোনো পার্থিব মর্যাদা নেই। সে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণ করা হয় না, সুপারিশ করলে তা কবুল করা হয় না এবং কোনো কথা বললে তা শোনাও হয় না।

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "এই ব্যক্তি (দ্বিতীয়জন) পৃথিবী পূর্ণ সংখ্যক ওই প্রথম ব্যক্তির চেয়েও উত্তম।" অর্থাৎ: সে আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লার নিকট পৃথিবী পূর্ণ সংখ্যক ওই প্রভাবশালী ও মর্যাদাশীল ব্যক্তির চেয়েও শ্রেষ্ঠ; কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষের আভিজাত্য, পদমর্যাদা, বংশপরিচয়, ধন-সম্পদ, বাহ্যিক অবয়ব, পোশাক-পরিচ্ছদ, যানবাহন কিংবা আবাসস্থলের দিকে তাকান না; বরং তিনি কেবল মানুষের অন্তর ও কর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। সুতরাং যখন মানুষের অন্তরের অবস্থা আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংশোধিত হয়ে যায়, সে আল্লাহর অভিমুখী হয় এবং আল্লাহর স্মরণে রত থেকে তাঁকে ভয় করে, তাঁর প্রতি অনুগত ও বিনয়ী হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিদায়ক কাজ করতে থাকে, তবে সেই আল্লাহর নিকট সম্মানিত এবং সেই তাঁর কাছে প্রকৃত মর্যাদার অধিকারী। আর এই ব্যক্তিই এমন যে, সে যদি...

(ص: 53) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

أقسم على الله لأبره.

فيؤخذ من هذا فائدة عظيمة وهي أن الرجل قد يكون ذا منزلة عالية في الدنيا، ولكنه ليس له قدر عند الله، وقد يكون في الدنيا ذا مرتبة منحة وليس له قيمة

عند الناس وهو عند الله خير من كثير ممن سواه - نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الوجهاء عنده، وأن يجعل لنا ولكم عنده منزلة عالية، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

* * *

254/3 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((احتجت الجنة النار فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم ففضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليهما علي ملؤها)) رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((احتجت الجنة والنار)) يعني: تحتاجاً فيما بينهما، كل واحدة تدلي بحجتها، وهذا من الأمور الغيبية التي يجب علينا أن نؤمن بها حتى وإن استبعدتها العقول وقال الإنسان: كيف تحتاج الجنة

তিনি আল্লাহর নামে শপথ করলে আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন।

এ থেকে একটি মহান শিক্ষা পাওয়া যায়, আর তা হলো—দুনিয়াতে কোনো ব্যক্তির মর্যাদা অনেক উঁচু হতে পারে, কিন্তু আল্লাহর নিকট তার কোনো মূল্য নেই। আবার দুনিয়াতে কেউ নিম্ন স্তরের হতে পারে এবং মানুষের কাছে তার কোনো গুরুত্ব না থাকতে পারে, অথচ সে আল্লাহর নিকট অন্য অনেকের চেয়ে উত্তম। আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের ও আপনাদেরকে তাঁর নিকট মর্যাদাবানদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং তাঁর নিকট

আমাদের ও আপনাদের জন্য নবীগণ, সত্যবাদীগণ, শহীদগণ ও নেককারদের সাথে উচ্চ মর্যাদা নির্ধারণ করেন।

* * *

৩/২৫৪ — আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পর বিতর্ক করল। জাহান্নাম বলল: ‘আমার মধ্যে প্রতাপশালী ও অহংকারীরা রয়েছে।’ আর জান্নাত বলল: ‘আমার মধ্যে দুর্বল ও নিঃস্ব মানুষেরা রয়েছে।’ তখন আল্লাহ তাদের মাঝে ফয়সালা করে দিলেন: ‘নিশ্চয়ই তুমি জান্নাত, তুমি আমার রহমত; তোমার মাধ্যমে আমি যাকে ইচ্ছা দয়া করব। আর তুমি জাহান্নাম, তুমি আমার আযাব; তোমার মাধ্যমে আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেব। আর তোমাদের উভয়কেই পূর্ণ করা আমার দায়িত্ব।’” (মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তাতে এসেছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “জান্নাত ও জাহান্নাম বিতর্ক করল।” অর্থাৎ: তারা একে অপরের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো, প্রত্যেকে নিজের সপক্ষে যুক্তি পেশ করল। এটি গায়বী বা অদৃশ্যের বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত যা বিশ্বাস করা আমাদের জন্য অপরিহার্য, যদিও মানুষের বুদ্ধি একে সুদূরপর্যন্ত মনে করতে পারে এবং কেউ প্রশ্ন করতে পারে: জান্নাত কীভাবে বিতর্ক করে?

(ص: 54) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

والنار وهما جهادان!؟

فإننا نقول إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها بما أوحى الله إليها به، فإذا أمر الله شيئاً بشيء؛ فإن هذا المأمور سيستجيب على كل حال، الأيدي يوم القيامة والألسن والأرجل والجلود كلها تشهد، مع أنها جماد، وتشهد على صاحبها مع أنها أقرب الناس إليه؛ لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فالجنة احتجت على النار، والنار احتجت على الجنة. النار احتجت بأن فيها الجبارين والمتكبرين.

الجبارون أصحاب الغلظة والقسوة، والمتكبرون أصحاب الترفع والعلو، والذين يغمطون الناس ويردون الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكبر: ((إنه بטר الحق وغمط الناس)).

فأهل الجبروت وأهل الكبرياء هم أهل النار والعياذ بالله، وربما يكون صاحب النار لين الجانب للناس، حسن الأخلاق، لكنه جبار بالنسبة للحق، مستكبر عن الحق، فلا ينفعه لينه وعطفه على الناس، بل هو موصوف بالجبروت والكبرياء ولو كان لين الجانب للناس؛ لأنه تجبر واستكبر عن الحق.

أما الجنة فقالت: إن فيها ضعفاء الناس وفقراء الناس. فهم في

...এবং জাহান্নাম, অথচ তারা উভয়ই জড়বস্তু?!

আমরা বলব যে, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সংবাদ দিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিন জমিন তার সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে যে বিষয়ে আল্লাহ তাকে প্রত্যাদেশ করবেন। সুতরাং আল্লাহ যখন কোনো কিছুকে কোনো আদেশ করেন, তখন সেই আদিষ্ট বিষয়টি সর্বাবস্থায় সাড়া দেয়। কিয়ামতের দিন হাতসমূহ, জিহ্বাসমূহ, পা-সমূহ এবং চামড়াসমূহ—সবই সাক্ষ্য দিবে, যদিও সেগুলো

জড়বস্তু। তারা তাদের মালিকের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে অথচ তারা তার নিকটতম; কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

জান্নাত জাহান্নামের সাথে বিতর্ক করল এবং জাহান্নাম জান্নাতের সাথে বিতর্ক করল। জাহান্নাম এই বলে দাবি তুলল যে, তার মধ্যে স্বেরাচারী ও অহংকারীরা রয়েছে।

স্বেরাচারীরা হলো কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতার অধিকারী, আর অহংকারীরা হলো আত্মগরিমা ও শ্রেষ্ঠত্বকামী, যারা মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে; যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহংকার সম্পর্কে বলেছেন: "তা হলো সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা।"

সুতরাং স্বেরাচারী ও অহংকারী ব্যক্তিরাই জাহান্নামের অধিবাসী, আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই। কখনো এমন হতে পারে যে, কোনো জাহান্নামী ব্যক্তি মানুষের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোমল ও সচ্চরিত্রবান, কিন্তু সত্যের মোকাবিলায় সে স্বেরাচারী এবং সত্য গ্রহণে অহংকারী। এমতাবস্থায় মানুষের প্রতি তার কোমলতা ও সহানুভূতি কোনো উপকারে আসবে না, বরং সে স্বেরাচার ও অহংকারের গুণেই চিহ্নিত হবে, যদিও সে মানুষের প্রতি নম্র হয়; কারণ সে সত্যের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য ও অহংকার প্রদর্শন করেছে।

আর জান্নাত বলল: নিশ্চয়ই তার মধ্যে দুর্বল ও দরিদ্র মানুষরা রয়েছে। সুতরাং তারা...

(ص: 55) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الغالب الذين يلينون للحق وينقادون له، وأما أهل الكبرياء والجبروت؛ ففي الغالب أنهم لا ينقادون.

فقضى الله عز وجل بينهما فقال: ((إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء)) وقال للنار: ((إنك النار عذابي أعذب بك من أشاء)) إنك الجنة رحمتي: يعني أنها الدار التي نشأت من رحمة الله، وليست رحمة التي هي صفته؛ لأن رحمة التي هي صفته

وصف قائم به، لكن الرحمة هنا مخلوق، أنت رحمتي يعني خلقتك برحمتي، أرحم بك من أشاء.

وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء كقوله تعالى: (يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ) [العنكبوت: 21] فأهل الجنة هم أهل رحمة الله - نسأل الله أن يجعلني وإياك منهم - وأهل النار هم أهل عذاب الله.

ثم قال عز وجل: ((ولكلكما عليّ ملؤها)) تكفل عز وجل وأوجب على نفسه أن يملأ الجنة ويملأ النار، وفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته أوسع من غضبه، فإنه إذا كان يوم القيامة ألقى من يلقي في النار، وهي تقول هل من مزيد، يعني أعطوني. أعطوني. زيدوا. فيضع الله عليها رجله، وفي لفظ عليها قدمه، فينزوي بعضها على بعض، ينضم بعضها إلى بعض من أثر وضع الرب عز وجل عليها قدمه، وتقول: قط قط، يعني: كفاية كفاية، وهذا ملؤها.

أما الجنة فإن الجنة واسعة، عرضها السموات والأرض يدخلها أهلها ويبقى فيها فضل زائد على أهلها، فينشئ الله تعالى لها أقواماً فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته؛ لأن الله تكفل لها بملئها.

অধিকাংশ মানুষ যারা সত্যের কাছে নতি স্বীকার করে এবং তার অনুগামী হয়; কিন্তু যারা অহংকারী ও প্রতাপশালী, তারা সাধারণত আনুগত্য করে না।

অতঃপর আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্ল তাদের উভয়ের মধ্যে ফয়সালা করলেন এবং বললেন:

"নিশ্চয়ই তুমি জান্নাত, তুমি আমার রহমত, তোমার মাধ্যমে আমি যাকে ইচ্ছা দয়া করব।" আর জাহান্নামকে বললেন: "নিশ্চয়ই তুমি জাহান্নাম, তুমি আমার আযাব, তোমার মাধ্যমে আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করব।" "তুমি জান্নাত আমার রহমত"—অর্থাৎ এটি এমন একটি আবাস যা আল্লাহর রহমত থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এটি তাঁর সেই রহমত নয় যা তাঁর একটি গুণ; কেননা তাঁর গুণবাচক রহমত হলো তাঁর সত্তার সাথে অবিচ্ছেদ্য একটি বৈশিষ্ট্য। বরং এখানে

রহমত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টি। "তুমি আমার রহমত"—অর্থাৎ আমি তোমাকে আমার রহমতের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছি, তোমার মাধ্যমে আমি যাকে ইচ্ছা রহমত দান করব। আর জাহান্নামকে বললেন, "তুমি আমার আযাব, তোমার মাধ্যমে আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেব।" যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা রহমত করেন।" [সূরা আল-আনকাবুত: ২১]। সুতরাং জান্নাতবাসীগণ আল্লাহর রহমতের পাত্র—আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাকে ও আপনাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন—আর জাহান্নামবাসীগণ আল্লাহর আযাবের যোগ্য।

অতঃপর আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্ল বললেন: "তোমাদের উভয়ের পূর্ণতা প্রদানের দায়িত্ব আমার ওপর রইল।" আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্ল জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়কেই পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং নিজের ওপর তা আবশ্যিক করে নিয়েছেন। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অনুগ্রহ ও রহমত তাঁর ক্রোধের চেয়েও প্রশস্ত। সুতরাং যখন কিয়ামত দিবস উপস্থিত হবে, তখন জাহান্নামে যাদের নিক্ষেপ করার তাদের নিক্ষেপ করা হবে, আর জাহান্নাম বলতে থাকবে "আরও কি কিছু আছে?" অর্থাৎ আমাকে আরও দাও, আরও বৃদ্ধি করো। তখন আল্লাহ তাতে তাঁর পা রাখবেন—অন্য বর্ণনায় এসেছে তাঁর কদম রাখবেন—ফলে এর এক অংশ অন্য অংশের সাথে সংকুচিত হয়ে মিশে যাবে। মহান রবের কদম রাখার প্রভাবে জাহান্নামের এক অংশ অন্য অংশের সাথে সংকুচিত হয়ে যাবে এবং সে বলবে: "যথেষ্ট, যথেষ্ট।" আর এভাবেই তা পূর্ণ হবে।

জান্নাতের বিষয়টি হলো, জান্নাত অত্যন্ত প্রশস্ত, যার বিস্তৃতি আসমানসমূহ ও জমিন সমান। জান্নাতবাসীরা তাতে প্রবেশ করার পরও সেখানে অতিরিক্ত জায়গা অবশিষ্ট থেকে যাবে। তখন আল্লাহ তাআলা জান্নাতের জন্য নতুন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন এবং তাঁর অনুগ্রহ ও রহমতে তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন; কারণ আল্লাহ তাআলা জান্নাত পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ففي هذا دليل على أن الفقراء والضعفاء هم أهل الجنة؛ لأنهم في الغالب هم الذين ينقادون للحق، وأن الجبارين المتكبرين هم أهل النار والعياذ بالله؛ لأنهم مستكبرون على الحق وجبارون. لا تلين قلوبهم لذكر الله، ولا لعباد الله. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية.

255/4. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة)) متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة)) ذكر المؤلف هذا الحديث في باب المستضعفين والفقراء من المسلمين، وذلك لأن الغالب أن السنة إنما تأتي من البطنة أي: من كثرة الأكل، وكثرة الأكل تدل على كثرة المال والغنى، والغالب على الأغنياء البطر والأشر وكفر النعمة، حتى إنهم يوم القيامة يكونون بهذه المثابة، يؤتى بالرجل العظيم السمين يعني كثير اللحم والشحم. عظيم كبير الجسم لا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة، والبعوضة معروفة من أشد الحيوانات امتهاناً وأهونها وأضعفها، وجناحها كذلك.

এতে এই প্রমাণ রয়েছে যে, দরিদ্র ও দুর্বলরাই জান্নাতের অধিবাসী; কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারাই সত্যের অনুগত হয়। আর স্বৈরাচারী ও অহংকারীরা জাহান্নামের অধিবাসী—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই—কেননা তারা সত্যের বিরুদ্ধে অহংকার করে এবং তারা

জবরদস্তিকারী। আল্লাহর স্মরণে কিংবা তাঁর বান্দাদের প্রতি তাদের অন্তর নরম হয় না। আমরা আমাদের এবং আপনাদের জন্য আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও সুস্থতা কামনা করি।

* * *

৪/২৫৫ - আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "কিয়ামতের দিন জনৈক স্থূলকায় ও বিশালদেহী ব্যক্তি উপস্থিত হবে, কিন্তু আল্লাহর নিকট তার ওজন একটি মশার ডানার সমানও হবে না।" (বুখারী ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন যাতে নবী (সা.) বলেছেন: "কিয়ামতের দিন জনৈক স্থূলকায় ও বিশালদেহী ব্যক্তি উপস্থিত হবে, কিন্তু আল্লাহর নিকট তার ওজন একটি মশার ডানার সমানও হবে না।" লেখক এই হাদিসটি মুসলিমদের মধ্যে দুর্বল ও দরিদ্রদের পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন। এর কারণ হলো, সাধারণত স্থূলতা পেটুকতা অর্থাৎ অত্যধিক আহার থেকে সৃষ্টি হয়। আর অধিক আহার অধিক সম্পদ ও প্রাচুর্যের প্রমাণ দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধনীদের মাঝে দম্ভ, অহংকার ও নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা পরিলক্ষিত হয়। এমনকি কিয়ামতের দিন তাদের অবস্থা এমন হবে যে, সেই বিশালদেহী ও স্থূলকায় ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে—অর্থাৎ যার শরীরে প্রচুর মাংস ও মেদ রয়েছে। বিশাল দেহের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে তার ওজন একটি মশার ডানার সমানও হবে না। আর মশা অত্যন্ত তুচ্ছ, হীন ও দুর্বল প্রাণী হিসেবে সুপরিচিত; এবং তার ডানার অবস্থাও তদ্রূপ।

وفي هذا الحديث إثبات الوزن يوم القيامة، وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ) (الانبیاء: 47) .

وقال جل وعلا: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ) (وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) [الزلزلة: 7، 8] . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اتقوا النار ولو بشق تمرة)) . فالوزن يوم القيامة وزن عدل ليس فيه ظلم، يجازى فيه الإنسان على حسب ما عنده من الحسنات والسيئات. قال أهل العلم: فمن رجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنة، ومن رجحت سيئات على حسناته استحق أن يعذب في النار، ومن تساوت حسناته وسيئاته كان من أهل الأعراف، الذين يكونون بين الجنة والنار لمدة، على حسب ما يشاء الله عز وجل، وفي النهاية يدخلون الجنة. ثم إن الوزن حسي بيزان له كفتان، توضع في إحداها السيئات وفي الأخرى الحسنات، وتثقل الحسنات، وتخف السيئات إذا كانت الحسنات أكثر، والعكس بالعكس.

এই হাদিসে কিয়ামতের দিনে আমল ওজন করার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে এবং মহান আল্লাহর কিতাব এর ওপর প্রমাণ পেশ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “কিয়ামতের দিনে আমি ন্যায়বিচারের তুলাদণ্ডসমূহ স্থাপন করব। সুতরাং কারো প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না। যদি আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব। আর হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আমিই যথেষ্ট।” (আল-আশ্বিয়া: ৪৭)।

মহান আল্লাহ বলেন: “অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে সে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকাজ করলে সে তাও দেখতে পাবে।” [আয-যিলযাল: ৭, ৮]। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমরা জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকো, এমনকি একটি খেজুরের অর্ধাংশের বিনিময়ে হলেও।”

সুতরাং কিয়ামতের দিনের ওজন হবে ইনসাফপূর্ণ, যাতে কোনো জুলুম থাকবে না। সেখানে মানুষকে তার পুণ্য ও পাপের ভিত্তিতে প্রতিদান দেওয়া হবে। আলেমগণ বলেন: যার পুণ্য তার পাপের ওপর ভারী হবে, সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যার পাপ তার পুণ্যের ওপর ভারী হবে, সে জাহান্নামে শাস্তি লাভের যোগ্য হবে। আর যার পুণ্য ও পাপ সমান হবে, সে হবে ‘আরাফ’বাসীদের অন্তর্ভুক্ত; যারা জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে আল্লাহ তাআলা যতক্ষণ চান ততক্ষণ অবস্থান করবে এবং পরিশেষে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

অতঃপর এই ওজন হবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য একটি তুলাদণ্ডের মাধ্যমে যার দুটি পাল্লা থাকবে।

একটিতে রাখা হবে পাপসমূহ এবং অন্যটিতে রাখা হবে পুণ্যসমূহ। যদি পুণ্য অধিক হয় তবে তা ভারী হবে এবং পাপের পাল্লা হালকা হবে; আর এর বিপরীত ক্ষেত্রে ফলাফলও বিপরীত হবে।

(ص: 58) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ثم ما الذي يوزن؟ ظاهر هذا الحديث أن الذي يوزن الإنسان، وأنه يخف ويثقل بحسب أعماله.

وقال بعض العلماء: بل الذي يوزن صحائف الأعمال، توضع صحائف السيئات في كفة، وصحائف الحسنات في كفة، وما رجع فالعمل عليه.

وقيل: بل الذي يوزن العمل؛ لأن الله تعالى قال: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ)

[الزلزلة: 7] ، فجعل الوزن للعمل، وقال تعالى: (وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خُرْدٍ لَ

أَكْبَرُ بِهَا) (الانبياء: 47) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كلمتان خفيفتان على

اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله

العظيم)) ، فقلوه صلى الله عليه وسلم: كلمتان ثقيلتان في الميزان يدل على أن الذي

يوزن هو العمل، وهذا هو ظاهر القرآن الكريم وظاهر السنة، وربما يوزن هذا وهذا،
أي توزن الأعمال وتوزن صحائف الأعمال.

وفي هذا الحديث التحذير من كون الإنسان لا يهتم إلا بنفسه أي بتنعيم جسده،
والذي ينبغي للعاقل أن يهتم بتنعيم قلبه، ونعيم قلب الإنسان بالفطرة وهي
التزام دين الله عز وجل، وإذا نعم القلب نعم البدن ولا عكس.

অতঃপর, কোন বিষয়টি ওজন করা হবে? এই হাদিসের বাহ্যিক অর্থ হলো, স্বয়ং মানুষকে
ওজন করা হবে এবং তার আমল অনুযায়ী সে হালকা বা ভারী হবে।

কোনো কোনো আলিম বলেছেন: বরং আমলনামা ওজন করা হবে; মন্দ কাজের
আমলনামাগুলো এক পাল্লায় এবং নেক কাজের আমলনামাগুলো অন্য পাল্লায় রাখা হবে, আর
যে পাল্লাটি ভারী হবে, সে অনুযায়ী বিচারকার্য সম্পন্ন হবে।

আবার বলা হয়েছে: বরং স্বয়ং আমল বা কাজই ওজন করা হবে। কেননা মহান আল্লাহ
বলেছেন: (অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখতে পাবে) [সূরা যিলযাল:
৭], এখানে তিনি ওজনের বিষয়টি আমলের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন। আল্লাহ তাআলা আরও
বলেন: (তা যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব) [সূরা আশ্বিয়া: ৪৭]।
আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "দুটি বাক্য যা উচ্চারণে অত্যন্ত সহজ,
মিজানের পাল্লায় অত্যন্ত ভারী এবং দয়াময় আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়; তা হলো: সুবহানাল্লাহি
ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযিম।" রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর
এই বাণী: "দুটি বাক্য মিজানে অত্যন্ত ভারী" প্রমাণ করে যে, আমলই ওজন করা হবে। এটিই
পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর বাহ্যিক মর্ম। আবার হতে পারে উভয়টিই ওজন করা হবে, অর্থাৎ
আমলসমূহ এবং আমলনামা উভয়টিই ওজন করা হবে।

আর এই হাদিসে মানুষকে কেবল নিজের নফস বা শরীরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি মনোযোগী
হওয়া থেকে সতর্ক করা হয়েছে। একজন বুদ্ধিমান মানুষের উচিত তার হৃদয়ের প্রশান্তির বিষয়ে
যত্নবান হওয়া। আর মানুষের হৃদয়ের প্রকৃত সুখ ও প্রশান্তি নিহিত রয়েছে স্বভাবজাত দ্বীন
অর্থাৎ মহান আল্লাহর দ্বীনের ওপর অবিচল থাকার মধ্যে। যদি অন্তর প্রশান্ত ও সুখী থাকে তবে

শরীরও আরাম বোধ করে, কিন্তু এর বিপরীতটি (অর্থাৎ কেবল শরীর সুখী হলে অন্তর সুখী হওয়া) অপরিহার্য নয়।

(ص: 59) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

قد ينعم البدن ويؤتي الإنسان من الدنيا ما يؤتي من زهرتها، ولكن قلبه في جحيم والعياذ بالله.

وإذا شئت أن تتبين هذا فاقراً قوله تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْشَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [النحل: 97]، لم يقل فلننعمن أبدانهم، بل قال: (فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً) وذلك بما يجعل الله في قلوبهم من الأنس، وانشراح الصدر، وطبائينة القلب وغير ذلك، حتى إن بعض السلف قال: لو يعلم الملوك ما نحن فيه، لجالدونا عليه بالسيوف: يعني من انشراح الصدر، ونور القلب والطبائينة والسكون. أسأل الله أن يشرح قلبي وقلوبكم للإسلام، وينورها بالعلم والإيمان إنه جواد كريم.

256/5. وعنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد. أو شاباً. ففقدتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها أو عنه فقالوا: مات. قال: ((أفلا كنتم آذنتموني)) فكانهم صغروا أمرها، أو أمره فقال: ((دلوني على قبره)) فدلوه فصلى عليها، ثم قال:

((إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَبْلُوءَةٌ ظِلْمَةً عَلَىٰ أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَنُورُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ))
متفق عليه).

হয়তো শরীর আরাম-আয়েশে থাকতে পারে এবং মানুষকে দুনিয়ার চাকচিক্যের যা কিছু দেওয়ার তা দেওয়া হতে পারে, কিন্তু তার অন্তর হয়তো জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ, আল্লাহ আমাদের তা থেকে রক্ষা করুন।

আপনি যদি এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝতে চান, তবে মহান আল্লাহর এই বাণীটি পাঠ করুন: "মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে, তাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার আমি তাদের অবশ্যই প্রদান করব" [আন-নাহল: ৯৭]। তিনি এটি বলেননি যে, আমি অবশ্যই তাদের শরীরকে আরাম-আয়েশ দেব, বরং তিনি বলেছেন: "আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব।" আর এটি অর্জিত হয় আল্লাহ তাদের অন্তরে যে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি, বক্ষ-প্রশস্ততা, হৃদয়ের স্থিরতা এবং অন্যান্য যা কিছু দান করেন তার মাধ্যমে। এমনকি সালাফদের (পূর্বসূরিদের) কেউ কেউ বলেছেন: "রাজা-বাদশাহরা যদি জানতেন আমরা কীসের (সুখের) মধ্যে রয়েছি, তবে তা কেড়ে নেওয়ার জন্য তারা আমাদের সাথে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হতো।" অর্থাৎ বক্ষের প্রশস্ততা, হৃদয়ের নূর, প্রশান্তি ও স্থিরতার আধিক্যের কারণে তারা এমনটি বলতেন।

আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমার এবং আপনাদের অন্তরকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন এবং ইলম ও ঈমানের নূর দ্বারা তা আলোকিত করেন। নিশ্চয়ই তিনি পরম দাতা ও দয়ালু।

* * *

৫/২৫৬— তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, একজন কৃষ্ণাঙ্গ নারী—অথবা একজন যুবক—মসজিদ ঝাড়ু দিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে দেখতে না পেয়ে তার সম্পর্কে খোঁজ নিলেন। তারা বললেন: সে মারা গেছে। তিনি বললেন: "তোমরা আমাকে কেন সংবাদ দিলে না?" তারা যেন তার বিষয়টিকে তুচ্ছ মনে করেছিল। অতঃপর তিনি বললেন: "আমাকে তার কবরের পথ দেখিয়ে দাও।" তারা তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল এবং তিনি তার জানাযার নামায পড়লেন। তারপর বললেন: "নিশ্চয়ই এই কবরসমূহ এর অধিবাসীদের জন্য অন্ধকারে

পরিপূর্ণ থাকে, আর মহান আল্লাহ আমার দোয়ার মাধ্যমে তাদের কবরগুলোকে আলোকিত করে দেন।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

(ص: 60) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

قوله ((تقم)) هو بفتح التاء وضم القاف: أي تكنس. ((والقبامة)) الكناسة. ((وآذنتموني)) بمد الهزة: أي أعلمتكموني.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كان تقم المسجد أو شاباً، وأكثر الروايات على أنها امرأة سوداء، يعني ليست من نساء العرب كانت تقم المسجد: يعني تنظفه وتزيل القبامة، فماتت في الليل فصغر الصحابة رضي الله عنهم شأنها، وقالوا: لا حاجة إلى أن نخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الليل، ثم خرجوا بها فدفنوها، ففقدوها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنها ماتت فقال: ((أفلا كنتم آذنتموني)) يعني أعلمتكموني حين ماتت، ثم قال: ((دلوني على قبرها)) فدلوه، فصلى عليها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ((إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم)).

ففي هذا الحديث عدة فوائد:

منها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعظم الناس بحسب أعمالهم، وما قاموا به من طاعة الله وعبادته.

ومن الفوائد جواز تولي المرأة لتنظيف المسجد، وأنه لا يحجر ذلك على الرجال فقط؛ بل كل من احتسب ونظف المسجد فله أجره؛ سواء بأمرته المرأة، أو استأجرت من يقيم المسجد على حسابها.

ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية تنظيف المساجد، وإزالة القمامة عنها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((عرضت عليّ أجور أمتي حتى القذاة يخرجها

তাঁর উক্তি "তাকুম্মু" শব্দটি 'তা' বর্ণে ফাতহা এবং 'কুম্মু' বর্ণে দম্মাহ সহকারে গঠিত: অর্থাৎ সে ঝাড়ু দেয়। "আল-কুমামাহ" অর্থ ঝাড়ু দেওয়া আবর্জনা। "আযাল্লামুনী" হামযাহ টেনে পড়তে হয়: অর্থাৎ তোমরা আমাকে অবহিত করতে।

[ব্যাখ্যা]

লেখক —আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন— আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, একজন কৃষ্ণাঙ্গ নারী অথবা একজন যুবক মসজিদ ঝাড়ু দিতেন। অধিকাংশ বর্ণনা মতে তিনি ছিলেন একজন কৃষ্ণাঙ্গ নারী, অর্থাৎ তিনি আরব বংশোদ্ভূত নারী ছিলেন না। তিনি মসজিদ ঝাড়ু দিতেন: অর্থাৎ তা পরিষ্কার করতেন এবং ময়লা-আবর্জনা দূর করতেন। তিনি রাতে মারা যান, ফলে সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) বিষয়টিকে খুব সাধারণ মনে করেন এবং বলেন: এই গভীর রাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অবহিত করার প্রয়োজন নেই। অতঃপর তারা তাকে নিয়ে গিয়ে দাফন করে ফেলেন। পরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে দেখতে না পেয়ে (জিজ্ঞাসা করলেন), তখন তারা বললেন যে, তিনি মারা গেছেন। তখন তিনি বললেন: "কেন তোমরা আমাকে জানালে না?" অর্থাৎ তার মৃত্যুর সময়ই আমাকে কেন অবহিত করলে না। অতঃপর তিনি বললেন: "তোমরা আমাকে তার কবরের পথ দেখিয়ে দাও।" তারা তাঁকে পথ দেখিয়ে দিলে তিনি সেখানে তাঁর জানাযার সালাত আদায় করলেন। এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "নিশ্চয়ই এই কবরগুলো এর অধিবাসীদের জন্য অন্ধকারে পরিপূর্ণ থাকে এবং আল্লাহ তাআলা আমার সালাত (দুআ) আদায়ের মাধ্যমে তাদের জন্য তা আলোকিত করে দেন।"

এই হাদিসটিতে বেশ কিছু ফায়দা বা শিক্ষা রয়েছে:

তার মধ্যে একটি হলো এই যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মূলত মানুষকে তাদের নেক আমল এবং আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতে তাদের অবদানের ভিত্তিতেই মূল্যায়ন ও সম্মান করতেন।

শিক্ষাগুলোর মধ্যে আরও রয়েছে নারীর জন্য মসজিদ পরিষ্কার করার দায়িত্ব গ্রহণ করা বৈধ হওয়া, এবং বিষয়টি কেবল পুরুষদের জন্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং যে কেউ সাওয়াবের আশায় মসজিদ পরিষ্কার করবে সে তার প্রতিদান পাবে; চাই নারী নিজেই সরাসরি তা সম্পাদন করুক কিংবা তার খরচে কাউকে মসজিদ ঝাড়ু দেওয়ার জন্য নিয়োগ করুক।

এই হাদিসের অন্যতম শিক্ষা হলো: মসজিদ পরিষ্কার রাখা এবং তা থেকে ময়লা-আবর্জনা দূর করা শরীয়তসম্মত কাজ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আমার উম্মতের নেক আমলের প্রতিদানসমূহ আমার সামনে পেশ করা হয়েছে, এমনকি সেই কুটো বা ধূলিকণাটির সাওয়াবও যা কোনো ব্যক্তি (মসজিদ থেকে) বের করে দেয়..."

(ص: 61) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الرجل من المسجد)) ، القذاة: الشيء الصغير ، يخرج الرجل من المسجد فإنه يؤجر عليه.

وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب، فالمساجد بيوت الله ينبغي العناية بها وتنظيفها، ولكن لا ينبغي زخرفتها وتنقيشها بما يوجب أن يلهو المصلون بما فيها من الزخرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لتزخرفنها - يعني المساجد - كما زخرفها اليهود والنصارى)).

ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولهذا قال: ((دلوني على قبرها)) فإذا كان لا يعلم الشيء المحسوس فالغائب من باب أولى، فهو

صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وقد قال الله له: (قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنَّا أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ) (الأنعام: 50) وقال له: (قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (الاعراف: 188) .

ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصل عليه قبل الدفن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى على القبر حيث لم يصل عليها قبل الدفن، ولكن هذا مشروع لمن مات في عهدك وفي عصرك، أما من مات

মসজিদ থেকে কোনো ব্যক্তি তা বের করে দেয়), 'কাদাহ' হলো ক্ষুদ্র কোনো বস্তু, যা কোনো ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের করে ফেলে এবং এর বিনিময়ে সে সওয়াব লাভ করে।
আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লোকালয়সমূহে মসজিদ নির্মাণ করার এবং তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা মসজিদসমূহ হলো আল্লাহর ঘর, যেগুলোর যত্ন নেওয়া ও পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যিক। তবে মসজিদকে এমন কারুকার্য ও নকশা দ্বারা সজ্জিত করা অনুচিত যা মুসল্লিদের ইবাদতে মগ্ন থাকার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা অবশ্যই মসজিদসমূহকে সজ্জিত করবে—যেমন ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা তাদের উপাসনালয় সজ্জিত করেছিল।"

এই হাদীসের অন্যতম শিক্ষা হলো যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অদৃশ্যের জ্ঞান রাখতেন না। একারণেই তিনি বলেছিলেন: "তোমরা আমাকে তার কবরের পথ দেখিয়ে দাও।" যখন তিনি কোনো দৃশ্যমান বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সম্পর্কে জানতেন না, তখন অদৃশ্যের বিষয় না জানাটাই স্বাভাবিক। সুতরাং তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অদৃশ্যের খবর জানতেন না। আল্লাহ তাআলা তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন: "আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে এবং আমি অদৃশ্যের খবরও রাখি না; আর আমি তোমাদেরকে এ কথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা। আমার কাছে যে ওহী অবতীর্ণ করা হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করি" (সূরা আল-আনআম: ৫০)। তিনি আরও বলেছেন: "আপনি বলুন, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত নিজের ভালো বা মন্দের ওপর আমার কোনো

অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম, তবে আমি অনেক কল্যাণ অর্জন করে নিতাম এবং কোনো অনিষ্ট আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো কেবল মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা" (সূরা আল-আরাফ: ১৮৮)।

এই হাদীসের আরেকটি শিক্ষা হলো, দাফনের আগে জানাযার সালাত আদায় করা না হয়ে থাকলে কবরের ওপর তা আদায় করা বৈধ। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বের হয়ে কবরের ওপর জানাযার সালাত আদায় করেছিলেন যেহেতু দাফনের আগে তার জানাযা পড়া হয়নি। তবে এটি কেবল তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যে আপনার যুগে এবং আপনার সময়ে মৃত্যুবরণ করেছে। আর যারা মৃত্যুবরণ করেছে...

(ص: 62) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

سابقاً فلا يشرع أن يصلي عليه، ولهذا لا يشرع لنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على قبره، أو على قبر أبي بكر، أو عمر، أو عثمان، أو غيرهم من الصحابة، أو غيرهم من العلماء والأئمة.

وإنما تشرع الصلاة لمن مات في عهدك، فمثلاً إذا مات إنسان قبل ثلاثين سنة وعمره ثلاثون سنة؛ فإنك لا تصلي عليه صلاة الميت؛ لأنه مات قبل أن تخلق وقبل أن تكون من أهل الصلاة، أما من مات وأنت قد كنت من أهل الصلاة، من قريب أو أحد تحب أن تصلي عليه فلا بأس.

فلو فرض أن رجلاً مات قبل سنة أو سنتين، وأحببت أن تصلي على قبره وأنت لم تصل عليه من قبل فلا بأس.

ومن فوائد هذا الحديث: حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأُمته، وأنه كان يتفقدهم ويسأل عنهم، فلا يشتغل بالكبير عن الصغير؛ كل ما يهم المسلمين فإنه يسأل عنه صلى الله عليه وسلم.

ومن فوائد هذا الحديث جواز سؤال البرء ما لا تكون به منّة في الغالب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((دلوني على قبرها)) وهذا سؤال، لكن مثل هذا السؤال ليس فيه منّة، بخلاف سؤال المال فإن سؤال المال محرم، يعني لا يجوز أن تسأل شخصاً مالاً وتقول أعطني عشرة ريالات أو مائة ريال، إلا عند الضرورة. أما سؤال غير المال مما لا يكون فيه منّة في الغالب؛ فإن هذا لا بأس به، ولعل هذا مخصص لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه عليه حيث كان يبايعهم ألا يسألوا الناس شيئاً.

ইতিপূর্বে মৃত্যুবরণকারীদের জন্য জানাজার সালাত আদায় করা বিধিসম্মত নয়। এই কারণেই আমাদের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের ওপর, কিংবা আবু বকর, উমর, উসমান বা অন্যান্য সাহাবীগণ অথবা অন্যান্য আলিম ও ইমামদের কবরের ওপর জানাজার সালাত আদায় করা শরিয়তসম্মত নয়।

বরং জানাজার সালাত কেবল তাদের জন্যই বিধিসম্মত যারা আপনার সময়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ব্যক্তি ত্রিশ বছর আগে মারা গিয়ে থাকেন এবং আপনার বয়সও ত্রিশ বছর হয়, তবে আপনি তাঁর জানাজার সালাত আদায় করবেন না; কারণ তিনি আপনার জন্মের পূর্বে এবং আপনি সালাত আদায়ের যোগ্য হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি এমন সময় মৃত্যুবরণ করেছেন যখন আপনি সালাত আদায়ের যোগ্য ছিলেন, তিনি যদি আপনার নিকটাত্মীয় হন অথবা এমন কেউ হন যার ওপর আপনি সালাত আদায় করতে ইচ্ছুক, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

ধরা যাক, যদি কোনো ব্যক্তি এক বা দুই বছর আগে মারা যান এবং আপনি তাঁর কবরের ওপর জানাজার সালাত আদায় করতে চান অথচ ইতিপূর্বে আপনি তাঁর জানাজা পড়েননি, তবে এতে কোনো দোষ নেই।

এই হাদিসের অন্যতম শিক্ষা হলো: তাঁর উম্মতের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম যত্ন ও তত্ত্বাবধান এবং তিনি নিয়মিত তাদের খোঁজখবর নিতেন ও তাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। তিনি বড় বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে ছোট বা সাধারণদের কথা ভুলে যেতেন না; বরং মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি বিষয় সম্পর্কেই তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করতেন।

এই হাদিসের আরেকটি শিক্ষা হলো, সাধারণভাবে যা চাইলে কোনো অনুগ্রহ বা দয়া প্রদর্শনের দায় সৃষ্টি হয় না, তা অন্যের কাছে চাওয়া বৈধ। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন: "তোমরা আমাকে তার কবরের পথ দেখিয়ে দাও।" এটি একটি প্রার্থনা বা অনুরোধ ছিল, তবে এ ধরনের অনুরোধে কোনো অনুগ্রহের দায়বদ্ধতা নেই। পক্ষান্তরে, অর্থ সাহায্য চাওয়া ভিন্ন বিষয়; কেননা অর্থ সাহায্য চাওয়া নিষিদ্ধ। অর্থাৎ, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কোনো ব্যক্তির কাছে অর্থ চাওয়া এবং তাকে 'আমাকে দশ রিয়াল বা একশত রিয়াল দিন' বলা বৈধ নয়।

তবে অর্থ ছাড়া অন্য কিছু যা চাইলে সাধারণত কোনো প্রকার অনুগ্রহের দায় সৃষ্টি হয় না, তা চাওয়াতে কোনো ক্ষতি নেই। সম্ভবত এটি সেই সাধারণ বিষয়ের একটি বিশেষ ক্ষেত্র যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের কাছ থেকে বাইয়াত বা অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, তাঁরা মানুষের কাছে কোনো কিছু চাইবেন না।

(ص: 63) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وربما يؤخذ من هذا الحديث جواز إعادة الصلاة على الجنازة، لمن صلى عليها من قبل إذا وجد جماعة؛ لأن الظاهر أن الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معه، وعلى هذا فتشروع إعادة صلاة الجماعة إذا صلى عليها جماعة آخرون مرة ثانية. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وقالوا: كما أن صلاة الفريضة تعاد إذا صليتها ثم أدركتها مع جماعة أخرى، فكذلك صلاة الجنازة، وبناءً على ذلك لو أن أحداً صلى على

جنازة في المسجد، ثم خرجوا بها للمقبرة، ثم قام أناس يصلون عليها جماعة؛ فإنه لا حرج ولا كراهة في أن تدخل مع الجماعة الآخرين فتعيد الصلاة؛ لأن إعادة الصلاة هنا لها سبب ليست مجرد تكرار بل لها سبب، وهو وجود الجماعة الأخرى. فإذا قال قائل: إذا صليت على القبر فأين أقف؟ فالجواب أنك تقف وراءه تجعله بينك وبين القبلة، كما هو الشأن فيها إذا صليت عليه قبل الدفن.

* * *

257/6 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره)) رواه مسلم.

258/7 - وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((قمت على باب الجنة، فإذا عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجذع محبوسون، غير أن

সম্ভবত এই হাদীস থেকে জানাযার সালাত পুনরায় আদায়ের বৈধতা গ্রহণ করা যেতে পারে সেই ব্যক্তির জন্য যে ইতিপূর্বে তা আদায় করেছে, যদি সে অন্য কোনো জামাত পায়; কারণ বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বের হয়েছিলেন তারা তাঁর সাথে সালাত আদায় করেছিলেন। এই ভিত্তিতে, যদি অন্য কোনো জামাত দ্বিতীয়বার জানাযা পড়ে, তবে পুনরায় জামাতের সাথে সালাত আদায় করা শরীয়তসম্মত।

কতিপয় আলিম এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেছেন: যেমন ফরজ সালাত একবার আদায় করার পর অন্য জামাতের সাথে পেলে তা পুনরায় আদায় করা হয়, জানাযার সালাতের ক্ষেত্রেও বিষয়টি তদ্রূপ। এর ওপর ভিত্তি করে, যদি কেউ মসজিদে জানাযার সালাত আদায় করে, অতঃপর জানাযা নিয়ে কবরস্থানে যাওয়া হয় এবং সেখানে একদল লোক জামাতের সাথে সালাত আদায় করতে দাঁড়ায়, তবে সেই ব্যক্তির জন্য অন্য জামাতের সাথে পুনরায় সালাত আদায়ে কোনো দোষ বা অপছন্দনীয়তা নেই। কারণ এখানে পুনরায় সালাত আদায়ের একটি কারণ রয়েছে; এটি কেবলই পুনরাবৃত্তি নয় বরং এর কারণ হলো অন্য একটি জামাতের উপস্থিতি।

যদি কেউ প্রশ্ন করে: আমি যদি কবরের ওপর জানাযা পড়ি, তবে কোথায় দাঁড়াবো? উত্তর হলো: আপনি কবরের পেছনে এমনভাবে দাঁড়াবেন যাতে কবরটি আপনার এবং কিবলার মাঝখানে থাকে, যেমনটি দাফনের পূর্বে জানাযা পড়ার সময় করা হয়।

* * *

৬/২৫৭— তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “এমন অনেক এলোমেলো কেশধারী ও ধূলিমলিন ব্যক্তি রয়েছে যাদেরকে মানুষের দরজা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু সে যদি আল্লাহর নামে কোনো শপথ করে তবে আল্লাহ তা অবশ্যই পূর্ণ করেন।” (মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)।

৭/২৫৮— উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়ালাম এবং দেখলাম যে, যারা এতে প্রবেশ করেছে তাদের অধিকাংশই দরিদ্র মিসকীন; আর বিত্বান ও প্রতিপত্তিশালীরা আটকে আছে, তবে...”

(ص: 64) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها
النساء)) متفق عليه.
((والجد)) بفتح الجيم: الحظ والغنى، وقوله: ((محبوسون)) أي: لم يؤذن لهم بعد
في دخول الجنة.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال: ((رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره)).

وأشعث من صفات الشعر، وشعره أشعث يعني ليس له ما يدهن به الشعر، ولا ما يرجله، وليس يهتم بمظهره، وأغبر يعني أغبر اللون، أغبر الثياب، وذلك لشدة فقره.

مدفوع بالأبواب: يعني ليس له جاه، إذا جاء إلى الناس يستأذن لا يأذنون له، بل يدفعونه بالباب؛ لأنه ليس له قيمة عند الناس لكن له قيمة عند رب العالمين، لو أقسم على الله لأبره، لو قال: والله لا يكون كذا لم يكن، والله ليكونن كذا لكان. لو أقسم على الله لأبره، لكرمه عند الله عز وجل ومنزلته.

فبأي شيء يحصل هذا؟ فربما يكون رجل أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله ما أبره، ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو

জাহান্নামীদের জাহান্নামে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আমি জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িলাম এবং দেখলাম যে, যারা সেখানে প্রবেশ করছে তাদের অধিকাংশই নারী। (বুখারি ও মুসলিম কর্তৃক সর্বসম্মত)।

‘আল-জাদু’ (জিম বর্ণে জবর সহ): এর অর্থ হলো সৌভাগ্য ও প্রাচুর্য। আর তাঁর কথা ‘মাহবুসুন’ এর অর্থ হলো: তাদের তখনও জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “কত এমন উস্কোখুস্কো চুলধারী ও ধূলিমলিন ব্যক্তি আছে যাদেরকে মানুষের দোরগোড়া থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, অথচ সে যদি আল্লাহর নামে শপথ করে কোনো কথা বলে, তবে আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন।” আর ‘আশআস’ চুলের একটি গুণাগুণ; অর্থাৎ তার চুল উস্কোখুস্কো, তার চুলে মাখার মতো তেল নেই এবং তা বিন্যস্ত করার ব্যবস্থা নেই। সে নিজের বাহ্যিক অবয়বের প্রতি দ্রষ্টব্য করে না। আর ‘আগবার’ মানে ধূলিমলিন গাত্রবর্ণ বা ধূলিধূসরিত পোশাক; আর এটি তার চরম দারিদ্র্যের কারণে।

‘দরজা থেকে বিতাড়িত’: অর্থাৎ তার কোনো সামাজিক প্রতিপত্তি নেই। সে যদি মানুষের কাছে এসে অনুমতি প্রার্থনা করে, তবে তারা তাকে অনুমতি দেয় না; বরং দরজার কাছ থেকে তাড়িয়ে দেয়। কারণ মানুষের কাছে তার কোনো মূল্য নেই, কিন্তু বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে তার অনেক মূল্য রয়েছে। সে যদি আল্লাহর নামে কসম খেয়ে কোনো কথা বলে, আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন। সে যদি বলে: আল্লাহর কসম, এমনটি হবে না, তবে তা হয় না; আর সে যদি বলে: আল্লাহর কসম, এমনটি অবশ্যই হবে, তবে তা হবেই। সে যদি আল্লাহর নামে কসম করে, তবে মহান আল্লাহর কাছে তার অনন্য সম্মান ও মর্যাদার কারণে আল্লাহ তার কসম রক্ষা করেন।

তবে কিসের মাধ্যমে এটি অর্জিত হয়? কারণ অনেক সময় এমন ব্যক্তিও থাকে যে উস্কোখুস্কো চুলধারী, ধূলিমলিন ও মানুষের কাছে প্রত্যাখ্যাত, কিন্তু সে যদি আল্লাহর নামে কসম করে তবে আল্লাহ তা পূর্ণ করেন না। আবার কত এমন উস্কোখুস্কো চুলধারী, ধূলিমলিন ও প্রত্যাখ্যাত ব্যক্তি আছে যে...

(ص: 65) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

أقسم على الله لأبره. فما هو الميزان؟
الميزان تقوى الله عز وجل، كما قال الله تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)
[الحجرات: 13]، فمن كان أتقى لله فهو أكرم عند الله، ييسر الله له الأمر، يجيب
دعائه، ويكشف ضره، ويبر قسبه.
وهذا الذي أقسم على الله لن يقسم بظلم لأحد، ولن يجترئ على الله في ملكه،
ولكنه يقسم على الله فيما يرضي الله ثقة بالله عز وجل، أو في أمور مباحة ثقة بالله
عز وجل.

وقد مر علينا في قصة الربيع بنت النضر وأخيها أنس بن النضر؛ فإن الربيع كسرت
ثنية جارية من الأنصار، فاحتكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى
الله عليه وسلم أن تكسر ثنية الربيع؛ لأنها كسرت ثنية الجارية الأنثى، فقال
أخوها أنس: يا رسول الله، تكسر ثنية الربيع؟ قال: ((نعم، كتاب الله القصاص،
السن بالسن)) قال: والله لا تكسر ثنية الربيع. قال ذلك ثقة بالله عز وجل، ورجاء
لتيسيره وتسهيله.

فأقسم هذا القسم، ليس رداً لحكم الرسول، ولكن ثقة بالله عز وجل، فهدى الله
أهل الجارية ورضوا بالدية أو عفوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن من عباد
الله من لو أقسم على الله لأبره))؛ لأنه يقسم على الله في شيء يرضاه الله عز وجل،
إحساناً في ظنه بالله عز وجل.

আল্লাহর নামে কসম করলে তিনি তা পূর্ণ করেন। তাহলে এর মানদণ্ড কী?

মানদণ্ড হলো মহান আল্লাহর তাকওয়া বা পরহেজগারি, যেমনটি মহান আল্লাহ ইরশাদ
করেছেন: “নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক সম্মানিত, যে
তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী” [সূরা আল-হুজুরাত: ১৩]। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি
অধিক তাকওয়াবান, সে আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাবান; আল্লাহ তার জন্য কাজ সহজ করে
দেন, তার দোয়া কবুল করেন, তার কষ্ট দূর করেন এবং তার শপথ পূর্ণ করেন।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে কসম করে, সে কখনো কারো প্রতি জুলুম করার উদ্দেশ্যে কসম
করে না এবং আল্লাহর রাজত্বে তাঁর ওপর ধৃষ্টতা দেখায় না; বরং সে আল্লাহর প্রতি অগাধ
আস্থার কারণে কেবল সেই বিষয়েই আল্লাহর নামে কসম করে যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, অথবা
বৈধ বিষয়াবলীতে আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে কসম করে।

আমাদের নিকট রুবাইয়্যি বিনতে নাদর এবং তাঁর ভাই আনাস বিন নাদরের ঘটনাটি অতিক্রান্ত
হয়েছে; রুবাইয়্যি জনৈক আনসারী মেয়ের একটি দাঁত ভেঙে ফেলেছিলেন। তারা রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিচার নিয়ে এলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন যে, রুবাইয়্যির দাঁত ভেঙে ফেলা হবে; কেননা সে আনসারী মেয়ের

দাঁত ভেঙেছে। তখন তাঁর ভাই আনাস বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, রুবাইয়্যির দাঁত কি ভেঙে ফেলা হবে? তিনি বললেন: “হ্যাঁ, আল্লাহর কিতাবের বিধান হলো কিসাস (প্রতিশোধ), দাঁতের বদলে দাঁত।” তিনি (আনাস) বললেন: আল্লাহর কসম, রুবাইয়্যির দাঁত ভাঙা হবে না। তিনি আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস এবং তাঁর পক্ষ থেকে বিষয়টি সহজ হওয়ার আশায় এ কথা বলেছিলেন।

তিনি এই শপথ রাসূলের ফয়সালা প্রত্যাখ্যান করার জন্য করেননি, বরং আল্লাহর প্রতি গভীর আস্থার কারণে করেছিলেন। ফলে আল্লাহ ঐ মেয়ের পরিবারকে সুমতি দান করলেন এবং তারা দিয়াত (রক্তপণ) গ্রহণে সম্মত হলো অথবা ক্ষমা করে দিল। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে, যারা আল্লাহর নামে কসম করলে তিনি তা অবশ্যই পূর্ণ করেন”; কারণ সে আল্লাহর প্রতি উত্তম ধারণা পোষণ করে এমন বিষয়ে আল্লাহর নামে কসম করে যা মহান আল্লাহ পছন্দ করেন।

(ص: 66) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

أما من أقسم على الله تألياً على الله، واستكباراً على عباد الله، وإعجاباً بنفسه فهذا لا يبر الله نفسه؛ لأنه ظالم ومن ذلك قصة الرجل العابد الذي كان يمر برجل مسرف على نفسه، فقال: والله لا يغفر الله لفلان، أقسم أن الله لا يغفر له، لماذا يقسم؟ هل المغفرة بيده؟ هل الرحمة بيده؟ فقال الله جل وعلا: ((من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟)) استفهام وإنكار ((فإني قد غفرت له وأحببت عملك))؛ نتيجة سيئة والعياذ بالله، لم يبر الله بنفسه، بل أحبط عمله، لأنه قال ذلك إعجاباً بعمله، وإعجاباً بنفسه، واستكباراً على عباد الله عز وجل.

أما حديث أسامة بن زيد، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين))، يعني أكثرهم؛ أكثر ما يدخل الجنة الفقراء؛ لأن الفقراء في الغالب أقرب إلى العبادة والخشية لله من الأغنياء (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَيِّطٍ أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى) [العلق: 6، 7]، والغني يرى أنه مستغن بباله، فهو أقل تعبدًا من الفقير، وإن كان من الأغنياء من يعبد الله أكثر من الفقراء، لكن الغالب، ((وأصحاب الجد محبوبون)) يعني أصحاب الحظ والغنى محبوبون لم يدخلوا الجنة بعد؛ الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء ((غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار)).

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে, আল্লাহর বান্দাদের প্রতি অহংকারবশত এবং নিজের প্রতি আত্মমুগ্ধ হয়ে আল্লাহর নামে শপথ করে, আল্লাহ তার শপথ পূর্ণ করেন না; কারণ সে জালিম। এর উদাহরণ হলো সেই ইবাদতগুজার ব্যক্তির কাহিনী, যে নিজের নফসের ওপর সীমালঙ্ঘনকারী এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলতেন: "আল্লাহর কসম, আল্লাহ অমুককে ক্ষমা করবেন না।" সে শপথ করে বলল যে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না; সে কেন শপথ করবে? ক্ষমা কি তার হাতে? রহমত কি তার হাতে? অতঃপর মহান আল্লাহ বললেন: "সে কে, যে আমার নামে শপথ করে বলে যে আমি অমুককে ক্ষমা করব না?" এটি একটি প্রশ্নবোধক ও ধিক্কারসূচক বাক্য। "আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি এবং তোমার আমলসমূহকে নিষ্ফল করে দিয়েছি।" এটি কতই না মন্দ পরিণতি, আল্লাহর নিকট এ থেকে পানাহ চাই। আল্লাহ তার শপথ পূর্ণ করেননি, বরং তার আমল বরবাদ করে দিয়েছেন; কারণ সে কথাটি বলেছিল নিজের আমলের প্রতি আত্মমুগ্ধ হয়ে এবং মহান আল্লাহর বান্দাদের প্রতি অহংকার প্রদর্শন করে।

উসামা ইবনে যায়েদ বর্ণিত হাদিসটি হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়ালাম এবং দেখলাম যারা সেখানে প্রবেশ করছে তাদের অধিকাংশই মিসকিন (দরিদ্র)।" অর্থাৎ তাদের অধিকাংশ; জান্নাতে প্রবেশকারীদের বড় একটি অংশ দরিদ্র; কেননা দরিদ্ররা সাধারণত ধনীদের তুলনায় ইবাদত এবং আল্লাহর ভয়ের ক্ষেত্রে অধিক নিকটবর্তী থাকে। (কখনো নয়, মানুষ অবশ্যই সীমালঙ্ঘন করে, যখন সে নিজেকে অভাবমুক্ত দেখে) [সূরা আলাক: ৬, ৭]। ধনী ব্যক্তি মনে করে যে তার সম্পদের মাধ্যমে সে

অভাবমুক্ত, তাই সে দরিদ্রের তুলনায় ইবাদতে কম মগ্ন হয়। যদিও ধনীদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যারা দরিদ্রদের চেয়েও বেশি আল্লাহর ইবাদত করেন, তবে সাধারণ অবস্থা এটাই। "আর সম্পদশালীরা অবরুদ্ধ," অর্থাৎ সৌভাগ্য ও প্রাচুর্যের অধিকারীরা আটকে আছে, তারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করেনি; দরিদ্ররা ধনীদের আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। "তবে জাহান্নামীদের ব্যাপারে জাহান্নামে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"

(ص: 67) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

فقسم الرسول صلى الله عليه وسلم الناس إلى أقسام ثلاثة:
أهل النار دخلوا النار - أعاذنا الله وإياكم منها -، والفقراء دخلوا الجنة، والأغنياء
من المؤمنين موقوفون محبوسون، إلى أن يشاء الله ،
أما أهل النار فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن عامة من
دخلها النساء؛ أكثر من يدخل النار النساء؛ لأنهن أصحاب فتنة، ولهذا قال لهن
الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عيد من الأعياد: ((يا معشر النساء، تصدقن، ولو
من حليكن فإنكن أكثر أهل النار)) قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: ((لأنكن تكثرن
اللعن وتكفرن العشير)).
((تكثرن اللعن)): أي السب والشتم؛ فلسانهن سليط، وكيدهن عظيم.
((وتكفرن العشير)): أي المعاشر وهو الزوج، لو أحسن إليها الدهر كله، ثم رأت
سيئة واحدة قالت: ما رأيت خيراً قط، تكفرن النعمة ولا تقر بها.
وفي هذا الحديث دليل على أنه يجب على الإنسان أن يحترز من فتنة الغنى، فإن
الغنى قد يطغي، وقد يؤدي بصاحبه إلى الأشر، والبطر، ورد الحق، وغط الناس،

فاحذر نعمتين: الغنى والصحة. والفراغ أيضاً سبب للفتنة، فهذه الثلاث: الغنى والصحة. والفراغ، مما يغبن فيها كثير من الناس، ((نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ))،

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন: জাহান্নামবাসীগণ জাহান্নামে প্রবেশ করেছে—আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদের সকলকে তা থেকে রক্ষা করুন—, দরিদ্রগণ জান্নাতে প্রবেশ করেছে, আর মুমিনদের মধ্য থেকে যারা ধনী তারা অবরুদ্ধ ও আটকা পড়ে আছে, যতক্ষণ না আল্লাহ ইচ্ছা করেন।

জাহান্নামবাসীদের সম্পর্কে সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ হিসেবে স্বীকৃত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সংবাদ দিয়েছেন যে, তাতে প্রবেশকারীদের অধিকাংশই নারী; জাহান্নামে প্রবেশকারীদের মধ্যে নারীদের সংখ্যাই বেশি; কারণ তারা ফিতনার উৎস। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো এক ঈদের দিন তাদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন: ((হে নারী জাতি! তোমরা দান-সদকা করো, যদিও তা তোমাদের অলঙ্কার থেকে হোক; কারণ তোমরাই জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী।)) তারা জিজ্ঞেস করল: হে আল্লাহর রাসূল! কেন? তিনি বললেন: ((কারণ তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশাপ দাও এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞতা করো।))

((তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশাপ দাও)): অর্থাৎ গালিগালাজ ও কটু কথা বলা; কারণ তাদের জিহ্বা তীক্ষ্ণ এবং তাদের চক্রান্ত ভয়াবহ।

((এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞতা করো)): অর্থাৎ জীবনসঙ্গী বা স্বামী; যদি তার সাথে সারাজীবন সদ্যবহার করা হয়, অতঃপর সে সামান্যতম মন্দ কিছু দেখে, তবে বলে ওঠে: আমি তোমার কাছ থেকে কখনোই কোনো কল্যাণ দেখিনি। তারা নেয়ামত অস্বীকার করে এবং তা স্বীকার করে না।

আর এই হাদিসে এর প্রমাণ রয়েছে যে, মানুষের জন্য ধন-সম্পদের ফিতনা থেকে সতর্ক থাকা আবশ্যিক। কেননা প্রাচুর্য মানুষকে উদ্ধত করে তুলতে পারে এবং এটি তার অধিকারীকে দম্ভ, অহংকার, সত্য প্রত্যাখ্যান এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করার দিকে ধাবিত করতে পারে। সুতরাং দুটি নেয়ামত সম্পর্কে সতর্ক থাকো: সচ্ছলতা ও সুস্থতা। অবসরও ফিতনার একটি কারণ। এই

তিনটি বিষয়: সচ্ছলতা, সুস্থতা ও অবসর—এমন বিষয় যাতে অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
((দুটি নেয়ামত এমন রয়েছে যাতে অধিকাংশ মানুষ প্রবঞ্চিত হয়: সুস্থতা ও অবসর।))

(ص: 68) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

والفراغ في الغالب يأتي من الغنى؛ لأن الغنى منكف عن كل شيء ومتفرغ، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من فتنة المحيا والمبات وفتنة المسح الدجال.

259/8 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى ابن مريم، وصاحب جريج، وكان جريج رجلاً عابداً، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج، فقال: يا رب أُمي وصلاتي؛ فأقبل على صلاته فأنصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج، فقال: أي رب أُمي وصلاتي؛ فأقبل على صلاته، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي، فقالت: يا جريج فقال: أي رب أُمي وصلاتي؛ فأقبل على صلاته، فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجاً وعبادته، وكانت امرأة بغية يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لا ففتننه، فتعرضت له، فلم يلتفت إليها، فأنت راعياً كان يأوي إلى صومعته، فأمكنته من نفسها فوقع عليها. فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج، فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته، وجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك، قال: أين الصبي؟ فجاءوا به فقال: دعوني حتى أصلي، فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام

من أبوك؟ قال فلان الراعي، فاقبلوا على جريج يقبلونه ويتسحون به وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا،

أعيدوها من طين كما كانت، ففعلوا.
وبينا صبي يرضع من أمه فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة،

অবসর সময় সাধারণত সচ্ছলতা থেকেই তৈরি হয়; কেননা সচ্ছল ব্যক্তি অন্য সবকিছু থেকে নিবৃত্ত ও মুক্ত থাকে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা করেন।

* * *

৮/২৫৯ — আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “দোলনায় থাকা অবস্থায় মাত্র তিনজন কথা বলেছিল: মারইয়াম-তনয় ঈসা, জুরাইজের ঘটনার সেই শিশু; আর জুরাইজ ছিলেন একজন ইবাদতকারী ব্যক্তি। তিনি একটি উপাসনালয় নির্মাণ করে সেখানে অবস্থান করতেন। একদা তাঁর মা তাঁর কাছে এলেন যখন তিনি নামাজ পড়ছিলেন। মা ডাকলেন: ‘হে জুরাইজ!’ তখন তিনি (মনে মনে) বললেন: ‘হে আমার রব! আমার মা নাকি আমার নামাজ?’ অতঃপর তিনি তাঁর নামাজের দিকেই নিবিষ্ট রইলেন এবং তাঁর মা ফিরে গেলেন। যখন পরদিন এলো, মা পুনরায় তাঁর কাছে এলেন যখন তিনি নামাজ পড়ছিলেন এবং ডাকলেন: ‘হে জুরাইজ!’ তিনি বললেন: ‘হে আমার রব! আমার মা নাকি আমার নামাজ?’ এরপরও তিনি নিজের নামাজে মনোনিবেশ করলেন। যখন এর পরের দিন এলো, মা আবার তাঁর কাছে এলেন যখন তিনি নামাজ পড়ছিলেন এবং ডাকলেন: ‘হে জুরাইজ!’ তিনি বললেন: ‘হে আমার রব! আমার মা নাকি আমার নামাজ?’ এবারও তিনি নামাজের দিকেই নিবিষ্ট হলেন। তখন তাঁর মা বদদোয়া করে বললেন: ‘হে আল্লাহ! ব্যভিচারিণীদের মুখ না দেখানো পর্যন্ত তাকে মৃত্যু দিও না’। অতঃপর বনী ইসরাঈলগণ জুরাইজ এবং তাঁর ইবাদত-বন্দেগী নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। তখন এক ব্যভিচারিণী নারী ছিল যার সৌন্দর্যের উপমা দেওয়া হতো। সে বলল: ‘তোমরা চাইলে আমি তাকে

প্রলোভিত করে ফিতনায় ফেলতে পারি।’ অতঃপর সে তাঁর সামনে নিজেকে উপস্থাপন করল, কিন্তু তিনি তার দিকে ভ্রক্ষেপও করলেন না। এরপর সে এক রাখালের কাছে গেল যে জুরাইজের উপাসনালয়ের কাছে আশ্রয় নিত। সে তাকে নিজের ওপর সুযোগ করে দিল এবং রাখাল তার সাথে কুকর্মে লিপ্ত হলো। ফলে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ল। যখন সে সন্তান প্রসব করল, তখন সে দাবি করল: ‘এটি জুরাইজের সন্তান।’ তারা জুরাইজের কাছে এসে তাঁকে নিচে নামিয়ে আনল এবং তাঁর উপাসনালয়টি ধ্বংস করে দিল। তারা তাঁকে প্রহার করতে শুরু করল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: ‘তোমাদের কী হয়েছে?’ তারা বলল: ‘তুমি এই ব্যভিচারিণীর সাথে ব্যভিচার করেছ এবং সে তোমার সন্তান প্রসব করেছে।’ তিনি বললেন: ‘শিশুটি কোথায়?’ তারা তাকে নিয়ে এলো। তিনি বললেন: ‘আমাকে নামাজ পড়ার সুযোগ দাও।’ অতঃপর তিনি নামাজ পড়লেন। যখন তিনি নামাজ শেষ করলেন, তখন শিশুটির কাছে এসে তার পেটে মৃদু আঘাত করলেন এবং বললেন: ‘হে শিশু! তোমার পিতা কে?’ শিশুটি বলল: ‘অমুক রাখাল।’ তখন তারা জুরাইজের দিকে ঝুঁকে পড়ল, তাঁকে চুম্বন করতে লাগল এবং তাঁর শরীরে হাত বুলিয়ে বরকত নিতে শুরু করল। তারা বলল: ‘আমরা তোমার জন্য তোমার উপাসনালয়টি স্বর্ণ দিয়ে নির্মাণ করে দেব।’ তিনি বললেন: ‘না,’

এটি আগের মতো কাদা-মাটি দিয়েই পুনরায় নির্মাণ করো, তারা তাই করল। একদা একটি শিশু তার মায়ের দুধ পান করছিল, এমতাবস্থায় একজন আরোহী একটি উৎকৃষ্ট সওয়ারিতে চড়ে সুন্দর সাজসজ্জা নিয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন—

(ص: 69) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

فَقَالَتْ أُمُّهُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَ هَذَا، فَتَرَكَ الثَّدْيَ وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ:
اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهِ فَجَعَلَ يَرْضَعُ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَحْكِي ارْتِضَاعَهُ بِأَصْبَعِهِ السَّبَابَةِ فِي فِيهِ، فَجَعَلَ يَمْصُهَا. قَالَ:
وَمَرَوْا بِجَارِيَةٍ هُمْ يَضْرِبُونَهَا، وَيَقُولُونَ: زَنَيْتَ سَرَقْتَ، وَهِيَ تَقُولُ: حَسْبِيَ اللَّهُ وَنَعْمَ

الوكيل: فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الرضاع ونظر إليها فقال:
اللهم اجعلني مثلها، فهناك تراجعاً الحديث فقالت: مر رجل حسن الهيئة فقلت:
اللهم اجعل ابني مثله فقلت، اللهم لا تجعلني مثله، ومروا بهذه الأمة وهم
يضرّبونها، ويقولون: زنيت سرقت، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت: اللهم
اجعلني مثلها؟ ! قال: إن ذلك الرجل كان جباراً فقلت: اللهم لا تجعلني مثله، وإن
هذه يقولون لها زنيت، ولم تزن، وسرقت، ولم تسرق، فقلت: اللهم اجعلني
مثلها)) متفق عليه.

((والبومسات)) بضم الميم الأولى وإسكان الواو وكسر الميم الثانية وبالسین
المهملّة، وهن الزواني. والبومسة: الزانية. وقوله: ((دابة فارهة)) بالفاء: أي حاذقة
نفيسة. ((والشارّة)) بالشين المعجمة وتخفيف الراء: وهي الجبال الظاهر في الهيئة
واللبس. ومعنى ((تراجعاً الحديث)) أي: حدثت الصبي وحدثها، والله أعلم.

তখন তার মা বললেন: "হে আল্লাহ! আমার এই পুত্রকে এর মতো করুন।" তখন শিশুটি
স্তনপান ছেড়ে তার দিকে ফিরল এবং তার দিকে তাকিয়ে বলল: "হে আল্লাহ! আমাকে এর
মতো করবেন না।" অতঃপর সে পুনরায় স্তনপানে মনোনিবেশ করল এবং চুষতে লাগল। আমি
যেন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দিকে তাকিয়ে আছি, তিনি তাঁর
তর্জনী আঙুল মুখে দিয়ে শিশুটির স্তনপানের ভঙ্গি অনুকরণ করে দেখাচ্ছেন এবং তা চুষছেন।
তিনি বললেন: এরপর লোকেরা এক দাসীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল যাকে তারা প্রহার করছিল এবং
বলছিল: "তুই ব্যভিচার করেছিস, তুই চুরি করেছিস।" আর সে বলছিল: "আল্লাহই আমার জন্য
যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক।" তখন তার মা বললেন: "হে আল্লাহ! আমার
পুত্রকে এর মতো করবেন না।" তখন শিশুটি স্তনপান ছেড়ে দিয়ে তার দিকে তাকাল এবং
বলল: "হে আল্লাহ! আমাকে তার মতোই করুন।" তখন তাদের মধ্যে কথোপকথন হলো। মা
বললেন: "এক সুদর্শন ও সুবেশধারী ব্যক্তি যাচ্ছিলেন, তখন আমি বললাম: 'হে আল্লাহ! আমার
পুত্রকে তার মতো করুন', আর তুমি বললে: 'হে আল্লাহ! আমাকে তার মতো করবেন না'।
আবার তারা এই দাসীটিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন যাকে তারা প্রহার করছিল এবং বলছিল: 'তুই

ব্যভিচার করেছিস, তুই চুরি করেছিস', তখন আমি বললাম: 'হে আল্লাহ! আমার পুত্রকে এর মতো করবেন না', আর তুমি বললে: 'হে আল্লাহ! আমাকে তার মতো করুন'—এর কারণ কী?" শিশুটি বলল: "নিশ্চয়ই ওই ব্যক্তি ছিল একজন অহংকারী ও স্বৈরাচারী, তাই আমি বললাম: 'হে আল্লাহ! আমাকে তার মতো করবেন না'। আর এই মেয়েটির ব্যাপারে তারা বলছে যে সে ব্যভিচার করেছে, অথচ সে ব্যভিচার করেনি; সে চুরি করেছে, অথচ সে চুরি করেনি। তাই আমি বললাম: 'হে আল্লাহ! আমাকে তার মতো করুন'।" (বুখারী ও মুসলিম)।

'আল-মুমিসাত' (প্রথম মীমে পেশ, ওয়াও-এ সুকুন, দ্বিতীয় মীমে যের এবং সীন বর্ণসহ): এর অর্থ ব্যভিচারিণী নারীগণ। আর 'মুমিসাহ' অর্থ ব্যভিচারিণী। এবং তাঁর বাণী: 'দাব্বাতুন ফারিহাতুন' (ফা বর্ণসহ): এর অর্থ চটপটে, দক্ষ ও মূল্যবান সওয়ারি। 'আশ-শারাহ' (শীন বর্ণ এবং রা-এর তাশদীদ ছাড়া হালকা উচ্চারণসহ): এর অর্থ হলো শারীরিক অবয়ব ও পোশাক-পরিচ্ছদের বাহ্যিক সৌন্দর্য। 'তারা পরস্পর কথা বললেন'—এর অর্থ হলো: মা শিশুটির সাথে কথা বললেন এবং শিশুটিও তার মায়ের সাথে কথা বলল। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(ص: 70) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة)).

أولاً: عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وعيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل، بل آخر الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي، كما قال الله تعالى: (وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي

مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ) [الصف: 6] ، فليس بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى بن مريم نبي.

وأما ما يذكر عند المؤرخين من وجود أنبياء في العرب كخالد بن سنان وغيره، فهذا كذب ولا صحة له.

وعيسى بن مريم كان آية من آيات الله عز وجل، كما قال تعالى: (وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ) [المؤمنون: 50] كان آية في منشه، وآية في وضعه.

أما في منشه فإن أمه مريم رضي الله عنها حملت به من غير أب، حيث أرسل الله عز وجل جبريل إليها فتمثل لها بشراً سوياً، ونفخ في فرجها فحملت بعيسى صلى الله عليه وسلم. والله على كل شيء قدير، فآلقادر على أن يخلق الولد من المني قادر على أن يخلقه من هذه النفخة، كما قال تعالى: (إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [آل عمران: 59].

لا يستعصي على قدرة الله شيء، إذا أراد شيئاً قال له: كن فكان، فحملت وولدت، وقيل: إنه لم يبق في بطنها كما تبقى الأجنة، ولكنها

[ব্যখ্যা]

লেখক—আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন—আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "দোলনায় থাকা অবস্থায় মাত্র তিনজন কথা বলেছিলেন।"

প্রথমত: ঈসা ইবনে মারিয়াম (আলাইহিস সালাম)। আর ঈসা ইবনে মারিয়াম বনী ইসরাঈলের সর্বশেষ নবী ছিলেন, বরং তিনি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পূর্ববর্তী সর্বশেষ নবী। কেননা তাঁর এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাঝে কোনো নবী ছিলেন না; যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "স্মরণ করো, যখন মারিয়াম-তনয় ঈসা বলেছিল, 'হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসুল এবং আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের

সত্যায়নকারী এবং আমার পরে আহমদ নামে যে রাসুল আসবেন, আমি তাঁর সুসংবাদদাতা।”
[আস-সাফ: ৬]। সুতরাং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং ঈসা ইবনে
মারিয়ামের মাঝে কোনো নবী নেই।

আর ঐতিহাসিকদের নিকট আরবদের মাঝে খালিদ ইবনে সিনান বা অন্যদের মতো নবীদের
অস্তিত্ব সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়, তা মিথ্যা এবং এর কোনো ভিত্তি নেই।

আর ঈসা ইবনে মারিয়াম ছিলেন মহান আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন, যেমনটি
মহান আল্লাহ বলেছেন: "আর আমি মারিয়াম-তনয় ও তাঁর মাতাকে এক নিদর্শন বানিয়েছিলাম
এবং তাঁদেরকে এক নিরাপদ ও বরনাধারা বিশিষ্ট উচ্চভূমিতে আশ্রয় দিয়েছিলাম।" [আল-
মুমিনুন: ৫০]। তিনি তাঁর সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় এবং তাঁর ভূমিষ্ঠ হওয়ার ক্ষেত্রেও এক নিদর্শন ছিলেন।
তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে বিষয়টি হলো, তাঁর মাতা মারিয়াম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কোনো পিতা
ছাড়াই তাঁকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। যখন মহান আল্লাহ তাঁর নিকট জিবরাঈলকে পাঠালেন
এবং তিনি তাঁর সামনে পূর্ণ মানবরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন, অতঃপর তাঁর পরিধেয় বস্ত্রের
গ্রীবাদেশে ফুঁ দিলেন, ফলে তিনি ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে গর্ভে ধারণ করলেন। আর
আল্লাহ সব কিছুই ওপর ক্ষমতাবান। যিনি বীর্ঘ থেকে সন্তান সৃষ্টি করতে সক্ষম, তিনি এই ফুঁক
থেকেও তাঁকে সৃষ্টি করতে সক্ষম। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট
ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মতো; তিনি তাঁকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন, এরপর তাঁকে
বলেছিলেন, 'হও', ফলে তিনি হয়ে যান।" [আল-ইমরান: ৫৯]।

আল্লাহর কুদরতের কাছে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। তিনি যখন কোনো কিছু করার ইচ্ছা
করেন, তখন তাকে বলেন: "হও", অমনি তা হয়ে যায়। ফলে তিনি গর্ভবতী হলেন এবং সন্তান
প্রসব করলেন। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি (ঈসা) অন্যান্য জ্ঞানের ন্যায় স্বাভাবিক সময় মায়ের
পেটে অবস্থান করেননি, বরং তিনি...

হবলته وشب سريعاً، ثم وضعته.

وكان آية في وضعه، فجاءها المخاض إلى جذع النخلة، فقالت: (يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا) [مريم: 23] هي لم تتمن الموت لكنها تمنّت أنه لم يأتها هذا الشيء حتى الموت (فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا) [مريم: 24] ، أي: عین تمشی تحت النخلة.

ثم قال: (وَهَؤُلَاءِ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا) [مريم: 25] ، تهز الجذع وهي امرأة قد أتاها المخاض، فتساقط من هزها الرطب، رطباً جنياً لا يفسد إذا وقع على الأرض، وهذا خلاف العادة؛ فالعادة أن المرأة عند النفاس تكون ضعيفة، والعادة عند هز النخلة ألا تهز من أسفل، بل تهز من فوق، لأنها جذع لا تهتز لو هزها الإنسان، والعادة أيضاً أن الرطب إذا سقط؛ فإنه يسقط على الأرض ويتمزق، لكن الله قال: (تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَعَيْنَا) [مريم: 25، 26] ، الله أكبر! فذلك من آيات الله عز وجل. فالحمد لله على كل شيء قدير.

ولما وضعت الولد أتت به قومها تحمله، تحملاً طِفْلاً وهي لم تتزوج، فقالوا لها يعرضونها بالبغاء، قالوا: (يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا) [مريم: 28] ، يعني كأنهم يقولون: من أين جاءك الزنى . نسأل الله العافية . وأبوك ليس امراً سوء وأمك ليست بغية؟ وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا زنى فقد يبتلى نسله بالزنى والعياذ بالله، كما جاء في الحديث في الأثر: ((من زنى زنى أهله)). .
فهؤلاء قالوا: ما كان أبوك امراً سوء وما كانت أمك بغياً، فالحمد لله

তিনি তাকে গর্ভে ধারণ করলেন এবং তিনি দ্রুত বর্ধিত হলেন, অতঃপর তাকে প্রসব করলেন।
আর তার ভূমিষ্ঠ হওয়া ছিল এক অলৌকিক নিদর্শন; প্রসববেদনা তাকে এক খেজুর বৃক্ষের
কাণ্ডের নিকট নিয়ে এল। তিনি বললেন: (হায়! আমি যদি এর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করতাম এবং
আমি যদি বিস্মৃত ও লোকচক্ষুর অন্তরালে হারিয়ে যেতাম!) [মারইয়াম: ২৩]। তিনি মৃত্যুর

আকাজ্জা করেননি, বরং কামনা করেছিলেন যে মৃত্যু পর্যন্ত যেন এই পরিস্থিতির মুখোমুখি তাকে না হতে হতো। (অতঃপর নিচ থেকে তাকে ডেকে বলা হলো: তুমি চিন্তিত হয়ো না, তোমার রব তোমার পাদদেশে এক প্রস্রবণ সৃষ্টি করেছেন) [মারইয়াম: ২৪]। অর্থাৎ: খেজুর গাছের নিচ দিয়ে প্রবাহিত একটি ঝরনা।

অতঃপর তিনি বললেন: (আর তুমি খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে নিজের দিকে নাড়া দাও, তা তোমার ওপর তাজা ও পরিপক্ব খেজুর ঝরিয়ে দেবে) [মারইয়াম: ২৫]। তিনি কাণ্ডটি নাড়া দিলেন এমন অবস্থায় যখন তিনি প্রসববেদনায় কাতর এক নারী, অথচ তার সেই কম্পনে তাজা খেজুর ঝরতে লাগল—এমন এক পরিপক্ব খেজুর যা মাটিতে পড়লেও নষ্ট হয় না। এটি ছিল স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী। কেননা সাধারণত প্রসবকালে নারী অত্যন্ত দুর্বল থাকে; আর খেজুর গাছ সাধারণত নিচ থেকে নাড়ালে নড়ে না, বরং উপর থেকে নাড়াতে হয়, কারণ এটি এমন এক কাণ্ড যা কোনো মানুষ নাড়া দিলে সাধারণত নড়ে না। আবার নিয়ম হলো খেজুর যখন গাছ থেকে পড়ে, তখন তা মাটিতে পড়ে ফেটে যায়, কিন্তু আল্লাহ বলেছেন: (তা তোমার ওপর তাজা ও পরিপক্ব খেজুর ঝরিয়ে দেবে। সুতরাং তুমি খাও, পান করো এবং চক্ষু জুড়াও) [মারইয়াম: ২৫, ২৬]। আল্লাহ্ আকবার! এটি মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলির অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

আর যখন তিনি সন্তান প্রসব করলেন, তখন তাকে কোলে নিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে এলেন। তিনি একটি শিশু বহন করছিলেন অথচ তিনি বিবাহিত ছিলেন না। তখন তারা তাকে ব্যভিচারের ইঙ্গিত দিয়ে অপবাদ দিয়ে বলল: (হে হারুনের বোন! তোমার পিতা তো কোনো মন্দ লোক ছিলেন না এবং তোমার মা-ও কোনো ব্যভিচারিণী ছিলেন না) [মারইয়াম: ২৮]। অর্থাৎ তারা যেন বলতে চাইছিল: তোমার এই ব্যভিচার কোথেকে এল—আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাই—অথচ তোমার পিতা কোনো মন্দ লোক ছিলেন না এবং তোমার মা-ও কোনো দুশ্চরিত্রা ছিলেন না? আর এতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষ যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তার বংশধররাও ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার পরীক্ষায় নিপতিত হতে পারে—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। যেমনটি বর্ণিত আছে: "যে ব্যভিচার করে, তার পরিবারও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়।" তারা বলল: তোমার পিতা কোনো মন্দ লোক ছিলেন না এবং তোমার মাতা কোনো ব্যভিচারিণী ছিলেন না; অতঃপর আল্লাহ তাকে অনুপ্রাণিত করলেন।

عَزَّ وَجَلَّ فَأشارت إلى الطفل، أشارت إليه فكأنهم سخروا بها، قالوا: (كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا) [مريم: 29] ، هذا غير معقول!

ولكنه التفت إليهم وقال هذا الكلام البليغ العجيب. قال: (قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْ لِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا) [مريم: 30. 33] سبع جمل - والله أكبر - من طفل في المهد. ولكن لا تتعجب فإن قدرة الله فوق كل شيء، أليست جلودنا وأيدينا وأرجلنا وألسنتنا يوم القيامة تشهد علينا بما فعلنا؟ بلى. تشهد.

أليست الأرض تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها؟ بلى. الأرض تشهد بما عملت عليها من قول أو فعل (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا) [الزلزلة: 4، 5] . إذا هذا كلام عيسى بن مريم، تكلم بهذه الكلمات العظيمة، سبع جمل وهو في المهد.

أما الثاني: فهو صاحب جريج، وجريج رجل عابد، انعزل عن الناس، والعزلة خير إذا كان في الخلطة شر، أما إذا لم يكن في الخلطة شر؛ فلاختلاط بالناس أفضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَخَالُطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَخَالُطُهُمْ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى

মহান আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, অতঃপর তিনি শিশুটির দিকে ইঙ্গিত করলেন। তিনি যখন তার দিকে ইশারা করলেন, তারা যেন তাকে নিয়ে উপহাস করল। তারা বলল: "আমরা তার সাথে কীভাবে কথা বলব যে দোলনায় থাকা এক শিশু?" [মারইয়াম: ২৯]। এটা তো অকল্পনীয়!

কিন্তু শিশুটি তাদের দিকে ফিরল এবং এই বিস্ময়কর ও অলঙ্কারপূর্ণ কথাগুলো বলল। সে বলল: "আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব প্রদান করেছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। আমি যেখানেই থাকি না কেন, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। আর আমি যতদিন জীবিত থাকব, তিনি আমাকে সালাত ও জাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আমাকে আমার মাতার প্রতি অনুগত করেছেন এবং তিনি আমাকে উদ্ধৃত ও হতভাগ্য করেননি। আমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন আমি পুনরায় জীবিত হয়ে পুনরুত্থিত হব।" [মারইয়াম: ৩০-৩৩]। সাতটি বাক্য — আল্লাহ্ আকবার — দোলনার এক শিশুর পক্ষ থেকে।

কিন্তু এতে আশ্চর্য হবেন না, কারণ আল্লাহর ক্ষমতা সবকিছুর উর্ধ্বে। কিয়ামতের দিন আমাদের চামড়া, হাত, পা এবং জিহ্বা কি আমাদের কৃতকর্মের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না? অবশ্যই দেবে। তারা সাক্ষ্য দেবে।

জমিন কি তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে না, কারণ আপনার প্রতিপালক তাকে নির্দেশ দিয়েছেন? অবশ্যই। জমিন তার উপরে কৃত প্রতিটি কথা ও কাজের সাক্ষ্য দেবে। "সেদিন জমিন তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, কারণ আপনার প্রতিপালক তাকে প্রত্যাদেশ করবেন।" [আল-যিলযাল: ৪, ৫]।

সুতরাং এটি ছিল মারইয়াম-তনয় ঈসার কথা; তিনি দোলনায় থাকা অবস্থায় এই মহান বাণীগুলো, অর্থাৎ সাতটি বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন।

আর দ্বিতীয়জন হলো জুরাইজের (সাথী) সেই শিশুটি। জুরাইজ ছিলেন একজন ইবাদতকারী ব্যক্তি, যিনি লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিভৃতচারী হয়েছিলেন। যদি মেলামেশার মধ্যে অনিষ্ট থাকে, তবে নির্জনতা অবলম্বন করাই উত্তম। কিন্তু যদি মেলামেশার মধ্যে কোনো অনিষ্ট না থাকে, তবে মানুষের সাথে মেলামেশা করাই অধিকতর শ্রেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "সেই মুমিন যে মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের পক্ষ থেকে আসা কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে, সে ওই মুমিনের চেয়ে উত্তম যে মানুষের সাথে মেলামেশা করে না এবং তাদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে না..."

أذاهم)).

لكن إذا كانت الخلطة ضرراً عليك في دينك، فأنجُ بدينك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر)) يعني يفر بدينه من الفتن.

فهنا جريح انعزل عن الناس، وبنى صومعة - يعني مكاناً يتعبد فيه لله عز وجل فجاءته أمه ذات يوم وهو يصلي فنادته، فقال في نفسه: أي ربي أمي وصلاتي هل أجيب أمي وأقطع الصلاة، أو استمر في صلاتي؟ فمضى في صلاته. وجاءته مرة ثانية، وقالت له مثل الأولى، فقال مثل ما قال، ثم استمر في صلاته. فجاءته مرة ثالثة فدعته، فقال مثل ما قال ثم استمر في صلاته، فأدركها الغضب، وقالت ((اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات)) أي الزواني؛ حتى ينظر في وجوه الزواني والعياذ بالله.

والإنسان إذا نظر في وجوه الزواني افتتن؛ لأن نظر الرجل إلى المرأة فتنة. فكيف إذا كانت والعياذ بالله زانية بغية؟ ! فأشد فتنة؛ لأنه ينظر إليها على أنها تمكنه من نفسها فيفتتن.

ويستفاد من هذه الجملة من هذا الحديث أن الوالدين إذا نادياك وأنت تصلي، فإن الواجب إجابتها، لكن بشرط ألا تكون الصلاة فريضة، فإن

তাদের কষ্ট)।

কিন্তু যদি মানুষের সাথে মেলামেশা আপনার দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর হয়, তবে আপনার দ্বীন রক্ষা করতে নির্জনে চলে যান, যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "অচিরেই এমন সময় আসবে যখন মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ হবে কিছু ছাগল, যা নিয়ে সে পাহাড়ের

চুড়ায় এবং বৃষ্টিপাতের স্থানে চলে যাবে।" অর্থাৎ সে ফিতনা থেকে তার দ্বীন নিয়ে পলায়ন করবে।

এখানে জুরাইজ মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন এবং একটি উপাসনালয় নির্মাণ করেছিলেন—অর্থাৎ এমন একটি স্থান যেখানে তিনি মহান আল্লাহর ইবাদত করতেন। একদিন তিনি যখন সালাত আদায় করছিলেন, তখন তাঁর মা এসে তাঁকে ডাকলেন। তিনি মনে মনে বললেন: হে আমার প্রতিপালক! একদিকে আমার মা এবং অন্যদিকে আমার সালাত; আমি কি মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে সালাত বন্ধ করব, নাকি সালাত চালিয়ে যাব? অতঃপর তিনি সালাত চালিয়ে গেলেন।

মা দ্বিতীয়বার এসে আগের মতোই ডাকলেন, তিনিও আগের মতো চিন্তা করে সালাত চালিয়ে গেলেন। এরপর তিনি তৃতীয়বার এসে ডাকলেন, তিনি আবারও আগের মতো চিন্তা করে সালাত চালিয়ে গেলেন। এতে তাঁর মা রাগান্বিত হলেন এবং বদদোয়া করে বললেন, "হে আল্লাহ! বেশ্যাদের অর্থাৎ ব্যভিচারিণীদের মুখ না দেখা পর্যন্ত আপনি তাকে মৃত্যু দেবেন না।" অর্থাৎ সে যেন ব্যভিচারিণীদের চেহারার দিকে তাকায়—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই।

মানুষ যখন ব্যভিচারিণীদের চেহারার দিকে তাকায়, তখন সে ফিতনায় বা মোহে পতিত হয়; কারণ নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিপাত একটি ফিতনা। আর সেই নারী যদি (আল্লাহ রক্ষা করুন) লম্পট ও ব্যভিচারিণী হয়, তবে তো ফিতনা আরও ভয়াবহ! কারণ সে তাকে এমনভাবে দেখবে যে সে তাকে পাপে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে, ফলে সে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে।

হাদিসের এই অংশ থেকে এটি শিক্ষা পাওয়া যায় যে, আপনি যখন সালাত আদায় করছেন এমতাবস্থায় যদি পিতা-মাতা আপনাকে ডাকেন, তবে তাঁদের ডাকে সাড়া দেওয়া আপনার জন্য আবশ্যিক। তবে শর্ত হলো সেই সালাত যেন ফরজ না হয়। কারণ...

(ص: 74) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

كانت فريضة فلا يجوز أن تجيبها، لكن إذا كانت نافلة فأجبها.

إلا إذا كانا ممن يقدرُونَ الأمورَ قدرها، وأنهما إذا علما أنك في صلاة عذراك فهنا أشر إليهما بأنك في صلاة؛ إما بالنحنحة، أو بقول: سبحان الله، أو برفع صوتك في آية تقرأها، أو دعاء تدعو به، حتى يشعر البنّادي بأنك في صلاة، فإذا علمت أن هذين الأبوين: الأم والأب عندهما مرونة؛ يعذرانك إذا كنت تصلي ألا تجيب؛ فنبههم على أنك تصلي.

فمثلاً إذا جاءك أبوك وأنت تصلي سنة الفجر، قال: يا فلان؛ وأنت تصلي، فإن كان أبوك رجلاً مرناً يعذرَكَ فتنحنح له، أو قل: سبحان الله، أو ارفع صوتك بالقراءة أو بالدعاء أو بالذكر الذي أنت فيه، حتى يعذرَكَ.

وإن كان من الآخرين الذين لا يعذرون، ويريدون أن يكون قوله هو الأعلى فاقطع صلاتك وكلهم، وكذلك يقال في الأمر.

أما الفريضة فلا تقطعها لأحد، إلا عند الضرورة، كما لو رأيت شخصاً تخشى أن يقع في هلكة؛ في بئر، أو في بحر أو في نار، فهنا اقطع صلاتك للضرورة، وأما لغير ذلك فلا يجوز قطع الفريضة.

ويستفاد من هذه القطعة أن دعاء الوالد إذا كان بحق؛ فإنه حريّ بالإجابة، فدعاء الوالد على ولده إذا كان بحق؛ فهو حريّ أن يجيبه الله، ولهذا ينبغي لك أن تحترس غاية الاحتراس من دعاء الوالدين، حتى لا تعرض نفسك لقبول الله دعاءهما فتخسر.

وفي الحديث أيضاً دليل على أن الشفقة التي أودعها الله في الوالدين،

যদি তা ফরজ নামাজ হয়, তবে তাঁদের ডাকে সাড়া দেওয়া আপনার জন্য বৈধ নয়। তবে যদি তা নফল নামাজ হয়, তবে তাঁদের ডাকে সাড়া দিন।

তবে যদি তাঁরা এমন প্রকৃতির মানুষ হন যারা বিষয়গুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং তাঁরা যদি জানতে পারেন যে আপনি নামাজে আছেন তবে আপনাকে ওজরগ্রস্ত মনে করে ক্ষমা করবেন, সেক্ষেত্রে আপনি নামাজে আছেন বলে তাঁদের ইঙ্গিত দিন; হয় গলা খাঁকারি দিয়ে, অথবা ‘সুবহানাল্লাহ’ বলে, অথবা আপনি যে আয়াত পাঠ করছেন তাতে কণ্ঠস্বর উচ্চ করে,

অথবা যে দোয়া পড়ছেন তা উচ্চস্বরে পাঠ করে, যাতে আহ্বানকারী অনুভব করতে পারে যে আপনি নামাজে আছেন। সুতরাং আপনি যদি জানেন যে এই পিতা-মাতা, অর্থাৎ মা ও বাবার মধ্যে নমনীয়তা রয়েছে এবং তাঁরা নামাজে থাকা অবস্থায় আপনার সাড়া না দেওয়াকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, তবে আপনি যে নামাজ পড়ছেন সে বিষয়ে তাঁদের সচেতন করে দিন।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি যখন ফজরের সুন্নাহ নামাজ পড়ছেন তখন যদি আপনার পিতা আপনার কাছে আসেন এবং বলেন: ‘হে অমুক’; এমতাবস্থায় আপনার পিতা যদি নমনীয় স্বভাবের মানুষ হন এবং আপনাকে ওজরগ্রস্ত মনে করে ক্ষমা করেন, তবে তাঁর উদ্দেশ্যে গলা খাঁকারি দিন, অথবা ‘সুবহানাল্লাহ’ বলুন, অথবা আপনি যে কিরাত, দোয়া বা জিকিরের মধ্যে রয়েছেন তাতে নিজের কণ্ঠস্বর উঁচু করুন, যাতে তিনি বিষয়টি বুঝতে পারেন।

আর যদি তিনি অন্য প্রকৃতির লোক হন যারা ওজর গ্রহণ করেন না এবং চান যে তাঁদের কথাই প্রাধান্য পাক, তবে আপনি নামাজ ছেড়ে দিন এবং তাঁদের সাথে কথা বলুন। মাতার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

তবে ফরজ নামাজের ক্ষেত্রে জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কারো জন্য তা ভঙ্গ করবেন না। যেমন আপনি যদি কাউকে দেখেন যে সে ধ্বংসের মুখে পতিত হতে চলেছে—কোনো কূপে, সমুদ্রে অথবা আগুনে—তবে এহেন জরুরি অবস্থায় নামাজ ভেঙে দিন। কিন্তু এছাড়া অন্য কোনো কারণে ফরজ নামাজ ভঙ্গ করা বৈধ নয়।

এই অংশ থেকে এটিও স্পষ্ট হয় যে, পিতা-মাতার প্রার্থনা যদি ন্যায়সঙ্গত হয়, তবে তা কবুল হওয়ার অধিক যোগ্য। সুতরাং সন্তানের বিরুদ্ধে পিতা-মাতার বদদোয়া যদি যথাযথ কারণে হয়, তবে মহান আল্লাহ তা কবুল করবেন—এটাই স্বাভাবিক। এই কারণে আপনার উচিত পিতা-মাতার বদদোয়া থেকে অত্যন্ত সতর্ক থাকা, যাতে আপনি নিজেকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের দোয়া কবুল হওয়ার মুখে ঠেলে দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত না হন।

এছাড়াও এই হাদিসে মহান আল্লাহ পিতা-মাতার অন্তরে যে মমতা গচ্ছিত রেখেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়,

قد يوجد ما يرفع هذه الشفقة؛ لأن هذه الدعوة عظيمة من هذه المرأة؛ أن تدعو على ولدها أن لا يموت حتى ينظر في وجوه المومسات، لكن شدة الغضب والعياذ بالله أوجب لها أن تدعو بهذا الدعاء.

وفي قصته من الفوائد غير ما سبق أن الإنسان إذا تعرف إلى الله تعالى في الرخاء؛ عرفه في الشدة، فإن هذا الرجل كان عابداً يتعبد لله عز وجل، فلما وقع في الشدة العظيمة، أنجاه الله منها. لما جاء إليه هؤلاء الذين كادوا له هذا الكيد العظيم، ذهبت هذه المرأة إلى جريج لتفتنه ولكنه لم يلتفت إليها، فإذا راعي غنم يرعاه ثم يأوي إلى صومعة هذا الرجل، فذهبت إلى الراعي فزنى بها والعياذ بالله، فحملت منه.

ثم قالوا: إن هذا الولد ولد زنى من جريج. رموه بهذه الفاحشة العظيمة. فأقبلوا عليه يضربونه وأخرجوه من صومعته وهدموها، فطلب منهم أن يأتوا بالغلام الذي من الراعي، فلما أتوا به، ضرب في بطنه، وقال: من أبوك؟ - وهو في البهد - فقال: أبي فلان، يعني ذلك الراعي.

فأقبلوا إلى جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا له: هل تريد أن نبني لك صومعتك من ذهب؟ لأنهم هدموها ظلماً، قال: لا، ردها على ما كانت عليه من الطين، فبنوها له.

ففي هذه القصة أن هذا الصبي تكلم وهو في البهد، وقال: إن أباه فلان الراعي، واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن ولد الزنى يلحق الزاني؛ لأن جريجاً قال: من أبوك؟ قال: لأبي فلان الراعي، وقد قصها

এই করুণা বা দয়ার ভাব দূর করার মতো কারণ থাকতে পারে; কেননা এই মহিলার পক্ষ থেকে এই বদদোয়া ছিল অত্যন্ত গুরুতর; তিনি তাঁর সন্তানের বিরুদ্ধে এই প্রার্থনা করেছিলেন যে,

ব্যভিচারিণীদের মুখ না দেখা পর্যন্ত যেন তার মৃত্যু না হয়। তবে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই, প্রচণ্ড ক্রোধই তাঁকে এই দুআ করতে বাধ্য করেছিল।

তাঁর এই কাহিনীতে পূর্বোল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও আরও কিছু শিক্ষা রয়েছে; আর তা হলো, মানুষ যদি সচ্ছলতার সময় আল্লাহ তাআলার পরিচয় লাভ করে (অর্থাৎ তাঁর অনুগত থাকে), তবে আল্লাহ কঠিন সময়ে তাকে রক্ষা করেন। এই ব্যক্তি ছিলেন একজন আবিদ (ইবাদতকারী), যিনি মহান আল্লাহর ইবাদত করতেন। ফলে যখন তিনি ভয়াবহ বিপদে পতিত হলেন, তখন আল্লাহ তাঁকে তা থেকে উদ্ধার করলেন। যখন তারা তাঁর বিরুদ্ধে এই গভীর ষড়যন্ত্র করল, তখন সেই মহিলা জুরায়েজকে প্রলুব্ধ করতে তাঁর কাছে গেল, কিন্তু তিনি তার দিকে ক্রক্ষেপও করলেন না। এমতাবস্থায় একজন মেসপালক ছিল, যে সেখানে মেস চরাত এবং এই ব্যক্তির ইবাদতখানার কাছে আশ্রয় নিত। মহিলাটি সেই রাখালের কাছে গেল এবং—আল্লাহর কাছে পানাহ চাই—তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলো, ফলে সে তার মাধ্যমে গর্ভবতী হয়ে পড়ল।

অতঃপর তারা বলল: এই শিশুটি জুরায়েজের ব্যভিচারের ফসল—তারা তাঁর ওপর এই ভয়াবহ অশ্লীল কাজের অপবাদ দিল। এরপর তারা তাঁর দিকে ধেয়ে এল, তাঁকে প্রহার করতে লাগল, তাঁকে তাঁর ইবাদতখানা থেকে বের করে দিল এবং সেটি গুঁড়িয়ে দিল। তখন তিনি তাদের কাছে সেই রাখালের ঔরসজাত শিশুটিকে নিয়ে আসার দাবি জানালেন। যখন তারা শিশুটিকে নিয়ে এল, তিনি তার পেটে টোকা দিলেন এবং বললেন: তোমার পিতা কে? —সে তখন দোলনায় ছিল— শিশুটি উত্তর দিল: আমার পিতা অমুক, অর্থাৎ সেই রাখাল।

তখন তারা জুরায়েজের দিকে অগ্রসর হলো, তাঁকে চুম্বন করতে লাগল এবং বরকত লাভের জন্য তাঁকে স্পর্শ করতে লাগল। তারা তাঁকে বলল: আপনি কি চান যে আমরা আপনার ইবাদতখানাটি স্বর্ণ দিয়ে তৈরি করে দিই? যেহেতু তারা সেটি অন্যায়ভাবে ভেঙে ফেলেছিল। তিনি বললেন: না, এটি যেমন ছিল তেমনই কাদা-মাটি দিয়ে পুনরায় তৈরি করে দাও। অতঃপর তারা তাঁর জন্য সেটি নির্মাণ করে দিল।

এই কাহিনীতে দেখা যায় যে, এই শিশুটি দোলনায় থাকা অবস্থায় কথা বলেছিল এবং বলেছিল যে, তার পিতা হলো অমুক রাখাল। কতিপয় আলিম এই হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, ব্যভিচারের সন্তান ব্যভিচারীর সাথে সম্পৃক্ত হবে; কারণ জুরায়েজ জিজ্ঞেস করেছিলেন: তোমার

পিতা কে? শিশুটি উত্তর দিয়েছিল: আমার পিতা অমুক রাখাল। আর তিনি এটি বর্ণনা করেছেন...

(ص: 76) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

النبي صلى الله عليه وسلم علينا للعبرة، فإذا لم يَنَازِع الزاني في الولد واستلحق الولد فإنه يلحقه، وإلى هذا ذهب طائفة يسيرة من أهل العلم.

وأكثر العلماء على أن ولد الزنى لا يلحق الزاني؛ لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)) لكن الذين قالوا بلحقه قالوا هذا إذا كان له منازع كصاحب الفراش، فإن الولد لصاحب الفراش، وأما إذا لم يكن له منازع واستلحقه فإنه يلحقه؛ لأنه ولده قدرأً، فإن هذا الولد لا شك أنه خلق من ماء الزاني فهو ولده قدرأً، ولم يكن له أب شرعي يَنَازِعُه، وعلى هذا فيلحق به. قالوا: وهذا أولى من ضياع نسب هذا الولد؛ لأنه إذا لم يكن له أب ضاع نسبه، وصار ينسب إلى أمه.

وفي هذا الحديث دليل على صبر هذا الرجل - جريج - حيث إنه لم ينتقم لنفسه، ولم يكلفهم شططاً فيبينون له صومعته من ذهب، وإنما رضي بما كان رضي به أولاً من القناعة وأن تبني من الطين.

وأما الثالث الذي تكلم في المهد، فهو هذا الصبي الذي مع أمه يرضع، فمر رجل على فرس فارهة وعلى شارة حسنة، وهو من أكابر القوم وأشرافهم، فقالت أم الصبي: اللهم اجعل ابني هذا مثله، فترك الصبي الثدي وأقبل على أمه بعد أن نظر إلى هذا الرجل، فقال: اللهم لا تجعلني

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শিক্ষার জন্য এটি বর্ণনা করেছেন। যদি ব্যভিচারকারীর সাথে সন্তানের ব্যাপারে কেউ বিবাদে লিপ্ত না হয় এবং সে সন্তানটিকে নিজের বলে দাবি করে, তবে সন্তানটি তার সাথে সম্পৃক্ত হবে। একদল আলেম এই মত পোষণ করেছেন।

তবে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া সন্তান ব্যভিচারকারীর সাথে সম্পৃক্ত হবে না; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "সন্তান শয্যার মালিকের (বৈধ স্বামীর), আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর (নিষ্ফলতা ও শাস্তি)।" কিন্তু যারা সন্তান সম্পৃক্ত হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন, তারা বলেন যে, এটি তখন কার্যকর হয় যখন বিবাদকারী কেউ থাকে যেমন শয্যার মালিক, সেক্ষেত্রে সন্তান শয্যার মালিকেরই হবে। কিন্তু যদি বিবাদ করার মতো কেউ না থাকে এবং ব্যভিচারকারী তাকে নিজের বলে দাবি করে, তবে সে তার সাথে যুক্ত হবে; কারণ সে প্রাকৃতিক ও তাকদিরি বিচারে তারই সন্তান। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এই শিশুটি ব্যভিচারকারীর বীর্য থেকেই সৃষ্টি হয়েছে, তাই সে প্রাকৃতিক অর্থে তার সন্তান এবং তার সাথে বিবাদ করার মতো কোনো শরয়ী পিতাও নেই। এমতাবস্থায় সন্তানটি তার সাথে সম্পৃক্ত হবে।

তারা বলেন: এই সন্তানের বংশপরিচয় বিলুপ্ত হওয়ার চেয়ে এটিই উত্তম; কারণ তার কোনো পিতা না থাকলে তার বংশপরিচয় হারিয়ে যাবে এবং তাকে শুধু তার মায়ের দিকেই সম্বন্ধযুক্ত করা হবে।

এই হাদিসে সেই ব্যক্তি—জুরাইজ—এর ধৈর্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি নিজের অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি এবং তাদের ওপর অতিরিক্ত কোনো বোঝা চাপিয়ে দেননি যে তারা তার উপাসনালয়টি সোনা দিয়ে বানিয়ে দিক। বরং তিনি প্রথম থেকেই যে অপেক্ষাত্বাঙ্গিতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং মাটি দিয়ে তৈরি করার যে ব্যবস্থা ছিল, তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকলেন।

আর দোলনায় কথা বলা তৃতীয় শিশুটি হলো সেই বালক যে তার মায়ের দুধ পান করছিল। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি একটি চমৎকার ঘোড়ায় চড়ে সুন্দর বেশভূষায় সেখান দিয়ে অতিক্রম করছিল; সে ছিল জাতির গণ্যমান্য ও অভিজাত ব্যক্তিদের একজন। তখন শিশুটির মা বললেন: হে আল্লাহ! আমার এই সন্তানকে তার মতো বানিয়ে দিন। শিশুটি তখন স্তনপান ছেড়ে দিল এবং সেই লোকটির দিকে তাকানোর পর তার মায়ের দিকে ফিরে বলল: হে আল্লাহ! আমাকে তার মতো করবেন না।

مثله.

وحكى النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاع هذا الطفل من ثدي أمه بأن وضع إصبعه السبابة في فيه يمض، تحقيقاً للأمر صلى الله عليه وسلم.

فقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبلوا بجارية؛ امرأة يضربونها ويقولون لها: زنيت، سرقت؛ وهي تقول: حسبن الله ونعم الوكيل، فقالت المرأة أم الصبي وهي ترضعه: اللهم لا تجعل ابني مثلاً، فأطلق الثدي، ونظر إليها، وقال: اللهم اجعني مثلاً.

فتراجع الحديث مع أمه؛ طفل قام يتكلم معها، قالت: إني مررت أو مرّ بي هذا الرجل ذو الهيئة الحسنة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله، فقلت أنت: اللهم لا تجعلني مثله، فقال: نعم؛ هذا رجل كان جباراً عنيداً فسألت الله ألا يجعلني مثله.

أما المرأة فإنهم يقولون: زنيت وسرقت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل، فقلت: اللهم اجعني مثلاً. أي اجعني طاهراً من الزنى والسرقة مفوضاً أمري إلى الله، في قولها: حسبي الله ونعم الوكيل.

وفي هذا آية من آيات الله؛ أن يكون هذا الصبي يشعر وينظر ويتأمل ويفكر، وعنده شيء من العلم؛ يقول: هذا كان جباراً عنيداً. وهو طفل، وقال لهذه المرأة: اللهم اجعني مثلاً علم أنها مظلومة وأنها بريئة مما اتهمت به، وعلم أنها فوضت أمرها إلى الله عز وجل، فهذا أيضاً من آيات الله أن يكون عند هذا الصبي شيء من العلم. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فقد يحصل من

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শিশুর তার মায়ের স্তন পান করার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি স্বয়ং নিজের তর্জনী আঙুল মুখে পুরে চুষে দেখিয়েছেন, যাতে বিষয়টি স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়।

অতঃপর সে (শিশু) বলল: ‘হে আল্লাহ, আমাকে তার মতো করবেন না।’ এরপর তারা এক যুবতী দাসীকে নিয়ে এল; তারা তাকে প্রহার করছিল এবং বলছিল: ‘তুই ব্যভিচার করেছিস, তুই চুরি করেছিস।’ আর সে বলছিল: ‘আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।’ তখন শিশুটির মা তাকে দুধ পান করানো অবস্থায় বলল: ‘হে আল্লাহ, আমার ছেলেকে ওর মতো করবেন না।’ তখন শিশুটি স্তন ছেড়ে দিল এবং ওই মহিলার দিকে তাকিয়ে বলল: ‘হে আল্লাহ, আমাকে ওর মতোই করবেন।’

এরপর মায়ের সাথে তার কথোপকথন হলো; একটি শিশু দাঁড়িয়ে মায়ের সাথে কথা বলছে। মা বললেন: ‘আমি এই সুদর্শন লোকটির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম (অথবা সে আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল), তখন আমি বলেছিলাম: হে আল্লাহ, আমার ছেলেকে তার মতো করুন। আর তুমি বললে: হে আল্লাহ, আমাকে তার মতো করবেন না।’ সে বলল: ‘হ্যাঁ, ওই লোকটি ছিল অত্যন্ত উদ্ধত ও হঠকারী; তাই আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছি যেন তিনি আমাকে তার মতো না করেন।’

আর ওই মহিলার ব্যাপারে তারা বলছিল: ‘তুই ব্যভিচার করেছিস এবং চুরি করেছিস’, অথচ সে বলছিল: ‘আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।’ তাই আমি বলেছিলাম: ‘হে আল্লাহ, আমাকে তার মতো করুন।’ অর্থাৎ, আমাকে ব্যভিচার ও চুরি থেকে পবিত্র রাখুন এবং তার সেই ‘আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক’—এই বাণীর ন্যায় আমাকেও আল্লাহর ওপর সমর্পিত করুন।

এর মধ্যে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনসমূহের একটি বড় নিদর্শন নিহিত রয়েছে; তা হলো এই শিশুটি সবকিছু অনুভব করছে, দেখছে, পর্যবেক্ষণ করছে এবং চিন্তা করছে। তার মাঝে বিশেষ জ্ঞান বিদ্যমান; সে বলছে: ‘লোকটি ছিল এক উদ্ধত হঠকারী ব্যক্তি’—অথচ সে তখনো শিশু।

আবার এই নারীর ক্ষেত্রে সে বলছে: ‘হে আল্লাহ, আমাকে তার মতো করুন।’ সে অনুধাবন করেছে যে এই নারী নির্যাতিতা এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ থেকে সে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

সে আরও বুঝতে পেরেছে যে ওই নারী তার সকল বিষয় মহান আল্লাহর ওপর সঁপে দিয়েছে।

সুতরাং এই শিশুর মধ্যে এ ধরনের জ্ঞানের উপস্থিতি আল্লাহর অন্যতম একটি নিদর্শন।

সারকথা হলো, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। বস্তুত অনেক ক্ষেত্রে এমন ঘটে যে...

الأمر بالمخالفة للعادة ما يكون آية من آياته إما تأييداً لرسوله أو تأييداً لأحد من أوليائه.

স্বাভাবিক অভ্যাসের পরিপন্থী বিষয়সমূহ তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা হয় তাঁর রাসূলের সমর্থনে অথবা তাঁর কোনো অলির সমর্থনে প্রকাশ পায়।

33. باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين، والإحسان إليهم، والشفقة عليهم، والتواضع معهم، وخفض الجناح لهم

فَاللَّهُ تَعَالَى: (وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ) [الحجر: 88] ، وَقَالَ تَعَالَى: [وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا] [الكهف: 28] .

[الشَّرْحُ]

قَالَ الْمُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: بَابُ مَلَاظِفَةِ الْيَتَامَى وَالضَّعْفَةِ وَالْبَنَاتِ، وَنَحْوِهِمْ مِنْهُمْ مَحَلُّ الشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ دِينَ الْإِسْلَامِ دِينُ الرَّحْمَةِ وَالْعُطْفِ وَالْإِحْسَانِ، وَقَدْ حَثَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْإِحْسَانِ فِي عِدَّةِ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِهِ، وَبَيْنَ سُبْحَانِهِ وَتَعَالَى

أنه يحب المحسنين، والذين هم في حاجة إلى الإحسان يكون الإحسان إليهم أفضل وأكمل؛ فمنهم اليتامى.

واليتيم هو الصغير الذي مات أبوه قبل بلوغه؛ سواء كان ذكر أو أنثى، ولا عبرة بوفاة الأم، يعني أن اليتيم هو الصغير الذي مات أبوه قبل بلوغه وإن كان له أم، وأما من ماتت أمه، وأبوه موجود فليس بيتيم، خلافاً لما يفهمه عوام الناس؛ حيث يظنون أن اليتيم هو الذي ماتت أمه وليس كذلك، بل اليتيم هو الذي مات أبوه. ويسمى يتيماً هو الانفراد؛ لأن هذا الصغير انفرد عن

৩৩ - অধ্যায়: এতিম, কন্যা সন্তান এবং অন্যান্য দুর্বল, নিঃস্ব ও সহায়-সম্বলহীনদের প্রতি সদয় হওয়া, তাদের প্রতি ইহসান করা, তাদের প্রতি মমতা প্রদর্শন করা, তাদের সাথে বিনয়ী হওয়া এবং তাদের প্রতি নম্র আচরণ করা

আল্লাহ তাআলা বলেন: (আপনি মুমিনদের প্রতি আপনার বাহুকে অবনত করুন) [সূরা হিজর: ৮৮], এবং তিনি আরও বলেন: (আপনি নিজেকে তাদেরই সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে, তারা কেবল তাঁর সন্তুষ্টিই কামনা করে। আর আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায় তাদের থেকে আপনার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না) [সূরা কাহাফ: ২৮]।

[ব্যাক্যা]

লেখক—আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন—বলেন: এতিম, দুর্বল, কন্যা সন্তান এবং তাদের ন্যায় যারা দয়া ও মমতার পাত্র, তাদের সাথে সদয় আচরণ করার অধ্যায়। আর এটি এজন্য যে, ইসলাম ধর্ম হলো রহমত, মমতা ও ইহসানের ধর্ম। আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লা তাঁর কিতাবের বহু আয়াতে ইহসান করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং তিনি সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্পষ্ট করেছেন যে, তিনি মুহসিনদের ভালোবাসেন। আর যারা ইহসানের প্রতি বেশি মুখাপেক্ষী, তাদের প্রতি ইহসান করা অধিক উত্তম ও পরিপূর্ণ; তাদেরই একজন হলো এতিম। এতিম হলো সেই শিশু যে তার বালগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই পিতাকে হারিয়েছে; সে ছেলে হোক বা মেয়ে। এক্ষেত্রে মায়ের মৃত্যুর বিষয়টি ধর্তব্য নয়। অর্থাৎ, এতিম হলো সেই শিশু যার বাবা তার বালগ হওয়ার আগে মারা গেছে, যদিও তার মা বেঁচে থাকে। আর যার মা

মারা গেছে কিন্তু বাবা বেঁচে আছে, সে এতিম নয়; সাধারণ মানুষের বোঝার বিপরীত এটি, কারণ তারা মনে করে যার মা মারা গেছে সে-ই এতিম, আসলে বিষয়টি তেমন নয়, বরং এতিম হলো সে-ই যার পিতা মারা গেছে।

আর তাকে এতিম (ইয়াতীম) নামকরণ করা হয়েছে একাকীত্বের কারণে; কারণ এই শিশুটি তার পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী হয়ে পড়েছে...

(ص: 80) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

কাসব, وهو صغير لا يستطيع الكسب.

وقد أوصى الله سبحانه وتعالى في عدة آيات باليتامى، وجعل لهم حقاً خاصاً؛ لأنّ اليتيم قد انكسر قلبه بموت أبيه، فهو محل للعطف والرحمة قال الله عز وجل: (وَلْيُخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً) [النساء: 9].

وكذلك البنات والنساء محل العطف والشفقة والرحمة؛ لأنهن ضعيفات. ضعيفات في العقل، وفي العزيمة، وفي كل شيء فالرجال أقوى من النساء في الأبدان والعقول والأفكار والعزيمة وغير ذلك، ولهذا قال الله عز وجل: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) [النساء: 34].

وكذلك أيضاً المنكسرون؛ يعني الذين أصابهم شيء فأنكسروا من أجله، وليس هو كسر العظم بل كسر القلب، يعني مثلاً أصابته جائحة اجتاحت ماله، أو مات أهله أو مات صديق له فأنكسر قلبه، والمهم أن المنكسر ينبغي ملاطفته، ولهذا شرعت

تعزية من مات له ميت إذا أصيب بموته؛ يُعزى ويلطف ويبين له أن هذا أمر الله، وأن الله سبحانه وتعالى إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون وما أشبه ذلك.

وكذلك ينبغي خفض الجناح لهم ولين الجانب، قال الله تعالى (وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ) [الحجر: 88] ، اخفض جناحك يعني تطامن لهم وتهاون لهم، وقال: (وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ) يعني حتى لو شخمت نفسك وارتفعت في الهواء كما يرتفع الطير فاخفض جناحك، ولو كان عندك من

উপার্জনকারী, অথচ সে এমন শিশু যে উপার্জনে সক্ষম নয়।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বেশ কিছু আয়াতে ইয়াতীমদের ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদের জন্য এক বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করেছেন; কারণ পিতার মৃত্যুতে ইয়াতীমের অন্তর ভেঙে যায়, তাই সে দয়া ও মমতার উপযুক্ত ক্ষেত্র। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা এরশাদ করেছেন: “এবং তাদের ভয় করা উচিত, যারা যদি নিজেদের পেছনে অসহায় সন্তানাদি রেখে যেত তবে তাদের জন্য তারা আতঙ্কিত হতো; সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং ন্যায়সংগত কথা বলে।” [নিসা: ৯]।

একইভাবে কন্যা ও মহিলারাও দয়া, মায়া ও মমতার পাত্র; কারণ তারা দুর্বল। তারা মেধায়, সংকল্পে এবং সব কিছুতেই দুর্বল। কেননা পুরুষেরা শারীরিক শক্তি, বুদ্ধিমত্তা, চিন্তা-চেতনা এবং সংকল্পের দিক দিয়ে নারীদের তুলনায় অধিক শক্তিশালী। একারণেই আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা এরশাদ করেছেন: “পুরুষেরা নারীদের ওপর দায়িত্বশীল, কারণ আল্লাহ তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।” [নিসা: ৩৪]।

তদ্রূপ ভগ্নহৃদয় ব্যক্তিরও; অর্থাৎ যাদের ওপর কোনো বিপদ আপতিত হয়েছে এবং তারা সেই কারণে ভেঙে পড়েছেন। এটি হাড় ভাঙা নয় বরং মন ভেঙে যাওয়া। যেমন—তার ওপর এমন কোনো দুর্যোগ নেমে এল যা তার সম্পদ গ্রাস করে নিল, অথবা তার পরিবারের কেউ মারা গেল কিংবা কোনো বন্ধু মারা গেল এবং তার অন্তর ভেঙে গেল। মূল কথা হলো, ভগ্নহৃদয় ব্যক্তির সাথে কোমল আচরণ করা উচিত। একারণেই যার কেউ মারা গেছে, তার জন্য সমবেদনা জানানোর (তাজিয়া) বিধান রাখা হয়েছে যখন সে শোকাক্ত হয়; তাকে সাব্বুনা দেওয়া

হবে, তার সাথে নম্র ব্যবহার করা হবে এবং তাকে বুঝিয়ে বলা হবে যে এটি আল্লাহর ফয়সালা, আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যখন কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তিনি কেবল বলেন ‘হও’, অমনি তা হয়ে যায়—এই জাতীয় কথা বলে তাকে প্রবোধ দেওয়া হবে।

অনুরূপভাবে তাদের প্রতি বিনয়ী ও কোমল হওয়া উচিত। মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন: “এবং মুমিনদের প্রতি তোমার ডানা অবনমিত করো (অর্থাৎ বিনয়ী হও)।” [হিজর: ৮৮]। ডানা অবনমিত করার অর্থ হলো তাদের জন্য নিজেকে বিনীত ও বিনম্র করা। আর তিনি বলেছেন: “তোমার ডানা অবনমিত করো”—অর্থাৎ তোমার নফস যদি অহংকারে আকাশে উড়ন্ত পাখির মতো উপরেও উঠে যায়, তবুও তুমি তোমার ডানা নিচু করো (অর্থাৎ বিনয়ী হও)। আর তোমার কাছে যদি...

(ص: 81) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

المال ولك من الجاه والرئاسة ما يجعلك تتعالى على الخلق، وتطير كما يطير الطير في الجو فأخفض الجناح، اخفض الجناح حتى يكونوا فوقك، (لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) وهذا أمر للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أمر للأمة كلها.

فيجب على الإنسان أن يكون لين الجانب لإخوانه المؤمنين، ويجب عليه أيضاً أنه كلما رأى إنساناً أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليخفض له جناحه أكثر؛ لأن المتبع للرسول عليه الصلاة والسلام أهل لأن يتواضع له، وأن يكرم، وأن يعزز، لا لأنه فلان بن فلان لكن لأنه اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، كل من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حبيبنا؛ وهو أخونا، وهو صديقنا، وهو صاحبنا، وكل من كان أبعد عن اتباع الرسول فإننا نبتعد عنه بقدر ابتعاده عن اتباع

الرسول، هكذا المؤمن يجب أن يكون خافضاً جناحه لكل من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.

وقال الله تعالى لرسوله: (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) [الكهف: 28] ،

فاصبر نفسك: احبسها مع هؤلاء القوم السادة الكرماء الشرفاء، الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي: يعني صباحاً ومساءً، لا رياء ولا سبعة، ولكنهم يريدون وجهه. يريدون وجه الله عز وجل في دعائهم له وعبادتهم له وذكرهم له وتسبيحهم له.

(وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) [الكهف: 28] ، يعني لا

ধন-সম্পদ, সামাজিক মর্যাদা ও নেতৃত্ব আপনাকে মানুষের ওপর অহংকারী করে তুলতে পারে এবং আপনি আকাশে উড্ডয়নরত পাখির মতো অহংবোধে তাড়িত হতে পারেন। এমতাবস্থায় আপনি আপনার বিনয়ের ডানা অবনমিত করুন। আপনার বিনয়ের ডানাকে এতটাই নিচু করুন যেন তারা আপনার উর্ধ্বে থাকে। (সেই মুমিনদের প্রতি যারা আপনার অনুসরণ করেছে)। এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি একটি নির্দেশ এবং এটি গোটা উম্মতের জন্যও একটি নির্দেশ।

অতএব মানুষের জন্য তার মুমিন ভাইদের প্রতি কোমল হওয়া আবশ্যিক। তার জন্য আরও আবশ্যিক হলো, যখনই সে এমন কাউকে দেখবে যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিকতর অনুসারী, তখন সে যেন তার প্রতি বিনয়ের ডানাকে আরও বেশি অবনমিত করে। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রকৃত অনুসারী ব্যক্তি বিনয়, সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। এটি এ কারণে নয় যে সে অমুকের পুত্র অমুক, বরং এ কারণে যে সে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করেছে। যে ব্যক্তিই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করবে, সে-ই আমাদের প্রিয়জন, আমাদের ভাই, আমাদের সুহৃদ এবং আমাদের সাথী। আর যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহর অনুসরণ থেকে যত দূরে থাকবে,

আমরাও তার থেকে ঠিক ততটাই দূরে থাকব। মুমিনকে এভাবেই প্রতিটি রাসুল-অনুসারীর প্রতি বিনয়ী হতে হবে। আপনার অনুসারী মুমিনদের প্রতি আপনি আপনার বিনয়ের ডানা অবনমিত করুন।

আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন: (আপনি নিজেকে ধৈর্যশীল রাখুন তাদের সাথে যারা তাদের প্রতিপালককে সকাল-সন্ধ্যায় আহ্বান করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনায়। আর পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায় আপনার দৃষ্টি যেন তাদের অতিক্রম না করে) [সূরা কাহাফ: ২৮]। "নিজেকে ধৈর্যশীল রাখুন" অর্থাৎ: এই সকল নেতৃস্থানীয়, সম্মানিত ও মর্যাদাবান ব্যক্তিদের সাথে নিজেকে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকেন। অর্থাৎ তারা লোকদেখানো বা সুখ্যাতির জন্য নয় বরং তারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করেন। তারা তাদের প্রার্থনা, ইবাদত, জিকির ও তাসবিহ পাঠের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দিদার অব্বেষণ করেন।

(আর পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায় আপনার দৃষ্টি যেন তাদের অতিক্রম না করে) [সূরা কাহাফ: ২৮], অর্থাৎ করবেন না...

(ص: 82) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

تبعدهم عنهم، لا تعد دائماً عنهم عيناً: أي لا تتجاوز عيناً عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. مثلاً إذا كان هناك رجلان؛ أحدهما مقبل على طاعة الله يدعو ربه بالغداة والعشي، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصوم، ويحسن إلى الناس، وآخر غني كبير عنده أموال وقصور وسيارات وخدم، أيهم أحق أن نصبر أنفسنا معه؟ الأول أحق أن نصبر أنفسنا معه، وأن نجالسهم، وأن نخالطه وأن لا نتعداه نريد زينة الحياة الدنيا.

الحياة كلها عرض زائل، وما فيها من النعيم أو من السرور فإنه محفوف بالأحزان والتأكيد، ما من فرح في الدنيا إلا ويتلوّه ترح وحزن. قال- أظنه- ابن مسعود رضي الله عنه ما ملئ بيت فرحاً إلا ملئ حزناً وترحاً، وصدق رضي الله عنه: لو لم يكن من ذلك إلا أنهم سيهوتون تباعاً واحداً بعد الثاني، كلما مات واحد حزنوا عليه، فتتحول هذه الأفراح والمسررات إلى أحزان وأتراح فالدنيا كلها ليست بشيء. إذاً لا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، بل كن معهم وكن ناصراً لهم، ولا يهينك ما متعنا به أحداً من الدنيا، وهذا كقوله عز وجل: (وَلَا تَبْذُرْ عَيْنُكَ إِلَى مَا مَتَّعَنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى) (وَأُمِرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى [طه: 131, 132] ، أسأل الله أن يحسن لي ولكم العافية، وأن يجعل العاقبة لنا ولاخواننا المسلمين حبيدة.

তাদের থেকে তুমি বিমুখ হয়ো না, সর্বদা তাদের থেকে তোমার দৃষ্টি সরিয়ে নিও না: অর্থাৎ পার্থিব জীবনের চাকচিক্য কামনায় তোমার চক্ষু যেন তাদের অতিক্রম করে অন্যের দিকে না যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি দু’জন ব্যক্তি থাকে; যাদের একজন আল্লাহর আনুগত্যে নিবেদিত, সকাল-সন্ধ্যায় তার প্রতিপালককে ডাকে, সালাত কায়েম করে, জাকাত প্রদান করে, সিয়াম পালন করে এবং মানুষের প্রতি সদাচরণ করে; আর অন্যজন বিশাল ধনী, যার নিকট প্রচুর ধন-সম্পদ, অট্টালিকা, গাড়ি ও সেবক রয়েছে—তবে কার সাথে নিজেদের ধৈর্য ধারণ করিয়ে রাখা আমাদের জন্য অধিকতর সঙ্গত? প্রথম ব্যক্তিই এর অধিক হকদার যে, আমরা তার সাথে ধৈর্য ধারণ করে অবস্থান করি, তার সাথে বসি, তার সাথে মেলামেশা করি এবং পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায় তাকে উপেক্ষা না করি।

সমগ্র জীবনই এক নশ্বর ভোগসামগ্রী, আর এতে যা কিছু নেয়ামত বা আনন্দ রয়েছে তা দুঃখ ও ক্লেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত। দুনিয়াতে এমন কোনো আনন্দ নেই যার পশ্চাতে বিষাদ ও দুঃখ আসে না। ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)—আমার ধারণা মতে তিনিই বলেছেন—বলেন: “কোনো ঘর যখনই আনন্দে পূর্ণ হয়, তখনই তা দুঃখ ও বিষাদেও ভরে যায়।” তিনি সত্যই বলেছেন; যদি এর অন্য কোনো কারণ নাও থাকত, কেবল এটিই যথেষ্ট যে তারা একের পর

এক মৃত্যুবরণ করবে; যখনই একজন মারা যাবে, তারা তার জন্য শোকাতুর হবে। ফলে এই আনন্দ ও উল্লাসগুলো দুঃখ ও বেদনায় রূপান্তরিত হয়। সুতরাং এই দুনিয়া আসলে কিছুই নয়। অতএব, পার্থিব জীবনের শোভা অন্বেষণে তোমার দৃষ্টি যেন তাদের থেকে সরে না যায়, বরং তাদের সাথেই থাকো এবং তাদের সাহায্যকারী হও। দুনিয়ার যে ভোগ-বিলাস আমি অন্যদের দিয়েছি তা যেন তোমাকে বিচলিত না করে। এটি মহান আল্লাহর এই বাণীর অনুরূপ: “আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণিকে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ যে ভোগ-বিলাসের উপকরণ দিয়েছি, তুমি তার দিকে তোমার দুই চক্ষু প্রসারিত করো না। তোমার রবের দেওয়া রিজিকই উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী। আর তুমি তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও এবং নিজেও তাতে অবিচল থাকো। আমি তোমার কাছে কোনো রিজিক চাই না; আমিই তোমাকে রিজিক দেই। আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।” [ত্বাহ: ১৩১, ১৩২]। আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাকে ও আপনাদেরকে উত্তম নিরাপত্তা দান করেন এবং আমাদের ও আমাদের মুসলিম ভাইদের পরিণামকে প্রশংসনীয় ও কল্যাণকর করেন।

(ص: 83) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وَقَالَ تَعَالَى: (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ) [الضحى: 9، 10] .

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما ساقه من الآيات الكريمة في باب الحنو على الفقراء واليتامى والمساكين وما أشبههم، قال: وقول الله تعالى: (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) [الضحى: 6، 11] ، الخطاب في قوله: (أَلَمْ يَجِدْكَ) للنبي صلى الله عليه وسلم. يقرر الله تعالى في هذه الآيات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتيماً، فإنه عليه الصلاة والسلام عاش من غير أم ولا أب، فكفله جده عبد

المطلب، ثم مات هو في السنة الثامنة من عمره صلى الله عليه وسلم، ثم كفله عبه أبو طالب. فكان يتيماً وكان صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط، يعني على شيء يسير من الدراهم؛ لأنه ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم، فكل الأنبياء الذين أرسلوا أول أمرهم كانوا رعاة غنم، من أجل أن يعرّفوا ويتبرنوا على الرعاية وحسن الولاية، واختار الله لهم أن تكون رعيّتهم غنماً؛ لأن راعي الغنم يكون عليه السكينة والرأفة والرحمة؛ لأنه يرعى مواشي ضعيفة بخلاف رعاة الإبل، رعاة الإبل أكثر ما يكون فيهم الجفاء والغلظة؛ لأن الإبل كذلك غليظة قوية جبارة. فنشأ صلى الله عليه وسلم يتيماً، ثم إن الله سبحانه وتعالى أكرمهم فيسر له زوجة صالحة، وهي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها؛ تزوجها وله خمس وعشرون من العمر ولها أربعون سنة، وكانت حكيمة عاقلة صالحة، رزقه

এবং মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: “সুতরাং আপনি এতিমের প্রতি কঠোর হবেন না, আর সাহায্যপ্রার্থীকে ধমক দেবেন না।” [আদ-দুহা: ৯, ১০] ।

[ব্যাখ্যা]

লেখক —আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন— দরিদ্র, এতিম, মিসকিন এবং তাদের অনুরূপ ব্যক্তিদের প্রতি মমতা প্রদর্শন অধ্যায়ে যে সকল সম্মানিত আয়াত উদ্ধৃত করেছেন, তাতে তিনি বলেছেন: এবং মহান আল্লাহ তাআলার বাণী: “তিনি কি আপনাকে এতিম হিসেবে পাননি? অতঃপর তিনি আপনাকে আশ্রয় দান করেছেন। আর তিনি আপনাকে পথহারা অবস্থায় পেয়েছেন, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন। আর তিনি আপনাকে নিঃস্ব অবস্থায় পেয়েছেন, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন। সুতরাং আপনি এতিমের প্রতি কঠোর হবেন না, আর সাহায্যপ্রার্থীকে ধমক দেবেন না। এবং আপনি আপনার রবের অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করুন।” [আদ-দুহা: ৬-১১]। “তিনি কি আপনাকে পাননি” এই বাণীতে সম্বোধন করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। আল্লাহ তাআলা এই আয়াতগুলোতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতিম ছিলেন। কারণ তিনি আলাইহিস সালাতু ওয়াস

সালাম পিতা-মাতা ব্যতীত শৈশব অতিবাহিত করেছেন। অতঃপর তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন আট বছর, তখন তিনিও ইন্তেকাল করেন। এরপর তাঁর চাচা আবু তালিব তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সুতরাং তিনি এতিম ছিলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীদের ছাগল চরাতেন কিরাত তথা সামান্য কিছু দিরহামের বিনিময়ে; কেননা আল্লাহ তাআলা এমন কোনো নবী প্রেরণ করেননি যিনি ছাগল চরাননি। সকল নবী যাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে, তাঁরা তাঁদের প্রাথমিক জীবনে মেষপালক ছিলেন, যাতে তাঁরা পরিশ্রমী হন এবং রাখালি ও উত্তম পরিচালনার বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের জন্য মেষপালনকেই পছন্দ করেছেন কারণ মেষপালকের মাঝে প্রশান্তি, কোমলতা ও মমতা তৈরি হয়; যেহেতু সে দুর্বল পশুদের পরিচালনা করে। উটের রাখালদের বিষয়টি এর বিপরীত।

উটের রাখালদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রুঢ়তা ও কঠোরতা পরিলক্ষিত হয়; কারণ উটও অনুরূপভাবে রুঢ়, শক্তিশালী ও অবাধ্য প্রকৃতির হয়ে থাকে।

অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতিম হিসেবে বেড়ে ওঠেন। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে সম্মানিত করেন এবং তাঁর জন্য একজন নেককার স্ত্রীর ব্যবস্থা সহজ করে দেন, যিনি হলেন উম্মুল মুমিনীন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা; তিনি তাঁকে বিবাহ করেন যখন তাঁর বয়স পঁচিশ বছর এবং খাদিজা (রা.)-এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমতী ও নেককার নারী। আল্লাহ তাঁকে দান করেছিলেন...

(ص: 84) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الله أولاده كلهم من بنين وبنات إلا إبراهيم فإنه من كان سريره مارية القبطية،
اليهم أن الله يسرها له وقامت بشئونه، ولم يتزوج سواها صلى الله عليه وسلم حتى
مات.

أكرمہ اللہ عز وجل بالنبوة فكان أول ما بدىء بالوحي أن يرى الرؤيا في المنام، فإذا رأى الرؤيا في المنام جاءت مثل فلق الصبح في يومها بينة واضحة؛ لأن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة، فدعاً إلى الله وبشر وأنذر وتبعه الناس، وكان هذا اليتيم الذي يرعى الغنم كان إماماً لأمة هي أعظم الأمم، وكان راعياً لهم عليه الصلاة والسلام راعياً للبشر ولهذه الأمة العظيمة.

قال: (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى) [الضحى: 6] ، آواك الله بعد يتيماً، ويسر لك من يقوم بشئونك حتى ترعرعت، وكبرت، ومن الله عليك بالرسالة العظمى.

(وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى) [الضحى: 7] وجدك ضالاً: يعني غير عالم، كما قال الله تعالى: (وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ) [العنكبوت: 48] وقال تعالى: (وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً) [النساء: 113] ، وقال الله تعالى: (مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ) [الشورى: 52] ، ولكن صار بهذا الكتاب العظيم عالماً كامل الإيمان عليه الصلاة والسلام، وجدك ضالاً أي غير عالم ولكنه هداك. بماذا هداه؟ هداه الله بالقرآن.

(وَوَجَدَكَ عَائِلًا) يعني فقيراً (فَأَغْنَى) أغناك، وفتح الله عليك الفتوح

আল্লাহ তাঁর সকল সন্তানকে—ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই—দান করেছেন (খাদিজা রা.-এর গর্ভ থেকে), কেবল ইবরাহিম ব্যতীত; কারণ সে ছিল তাঁর দাসী মারিয়া আল-কিবতিয়ার গর্ভজাত। মূল কথা হলো, আল্লাহ তাঁকে তাঁর জন্য সহজ করে দিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর দেখাশোনা করতেন। তাঁর (খাদিজার) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য কোনো বিবাহ করেননি।

মহান আল্লাহ তাঁকে নবুওয়াত দিয়ে সম্মানিত করেছেন। ওহী বা প্রত্যাদেশের সূচনা হয়েছিল ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি স্বপ্নে যা-ই দেখতেন, তা প্রভাতের আলোর মতো সুস্পষ্ট ও বিমূর্ত হয়ে প্রকাশ পেত; কারণ পুণ্যময় স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেল্লিশ ভাগের এক ভাগ। অতঃপর তিনি আল্লাহর পথে দাওয়াত দিলেন, সুসংবাদ দিলেন ও সতর্ক করলেন এবং মানুষ

তাঁর অনুসরণ করল। এই এতিম, যিনি একসময় মেষ চরাতেন, তিনি শ্রেষ্ঠ এক উম্মতের ইমামে পরিণত হলেন। তিনি ছিলেন মানুষের এবং এই মহান উম্মতের তত্ত্বাবধায়ক, তাঁর ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (তিনি কি আপনাকে এতিম হিসেবে পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন) [আদ-দুহা: ৬]। আল্লাহ আপনাকে আপনার পিতৃহীন অবস্থায় আশ্রয় দান করেছেন এবং আপনার জন্য লালন-পালনকারীকে সহজ করে দিয়েছেন যতক্ষণ না আপনি বড় হয়েছেন ও পূর্ণতা লাভ করেছেন এবং আল্লাহ আপনাকে শ্রেষ্ঠ রিসালাত দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন।

(এবং তিনি আপনাকে পথ না জানা অবস্থায় পেয়েছেন, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন) [আদ-দুহা: ৭]। আপনাকে পথ না জানা অবস্থায় পেয়েছেন অর্থাৎ আপনি এ বিষয়ে আগে অবগত ছিলেন না, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (এর আগে আপনি কোনো কিতাব পাঠ করতেন না এবং নিজের হাতে তা লিখতেনও না) [আল-আনকাবুত: ৪৮]। আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন: (এবং তিনি আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা আপনি জানতেন না এবং আপনার প্রতি আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে) [আন-নিসা: ১১৩]। আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন: (আপনি জানতে না কিতাব কী এবং ঈমান কী) [আশ-শূরা: ৫২]। কিন্তু এই মহান কিতাবের মাধ্যমে তিনি একজন মহাজ্ঞানী ও পূর্ণ ঈমানদারে পরিণত হলেন, তাঁর ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক। আপনাকে পথ না জানা অবস্থায় পেয়েছেন অর্থাৎ আগে জানতেন না, কিন্তু তিনি আপনাকে পথ দেখিয়েছেন। কিসের মাধ্যমে তিনি তাঁকে পথ দেখিয়েছেন? আল্লাহ তাঁকে আল-কোরআনের মাধ্যমে পথপ্রদর্শন করেছেন।

(এবং তিনি আপনাকে নিঃস্ব অবস্থায় পেয়েছেন) অর্থাৎ দরিদ্র (অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন)। তিনি আপনাকে অভাবমুক্ত করেছেন এবং আপনার জন্য বিজয়ের দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছেন।

حتى كان يقسم ويعطي الناس، وقد أعطى ذات يوم رجلاً غنياً بين جبلين، وكان يعطي عطاءً من لا يخشى الفاقة عليه الصلاة والسلام.

ثم تأملوا قوله تعالى: (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى) مَا قَالَ فَأَوَّاكَ بَلْ قَالَ: (فَأَوَى) (وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى) ولم يقل فهذا (وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى) ولم يقل فأغناك. لماذا؟ لمناسبتين؛ إحداها لفظية، والثانية معنوية.

أما اللفظية: فلاجل تناسب رؤوس الآيات كقوله تعالى: (وَالضُّحَى وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى) [الضحى: 1-5] كل آخر الآيات ألفات، فقوله: (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى) [الضحى: 6] ، لو قال فَأَوَّاكَ اختلف اللفظ، ووجدك ضالًّا فهذا اختلف اللفظ، ووجدك عائلاً فأغناك اختلف اللفظ، لكن جعل الآيات كلها على فواصل حرف واحد.

المناسبة الثانية معنوية: وهي أعظم، (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى) هل آواه الله وحده أو آواه وآوى أمته؟ والجواب: الثاني، آواه الله وآوى على يديه أمماً لا يحصيهم إلا الله عز وجل، ووجدك ضالًّا فهدى. هل هداه وحده؟ لا؛ هدى به أمماً عظيمة إلى يوم القيامة، ووجدك عائلاً فأغنى. هل أغناه الله وحده؟ لا؛ أغناه الله وأغنى به. كم حصل للأمم الإسلامية من الفتوحات العظيمة. (وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُ هَذِهِ) [الفتح: 20] ، فأغناهم الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم.

إِذَا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَّاكَ وَآوَى بِكَ، ووجدك ضالًّا فهذا وهدى

এমনকি তিনি মানুষের মাঝে সম্পদ বণ্টন করতেন এবং দান করতেন। একদিন তিনি এক ব্যক্তিকে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকা পূর্ণ বকরি দান করেছিলেন। তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক—তিনি এমনভাবে দান করতেন যেন দারিদ্র্যের কোনো ভয় তাঁর নেই।

অতঃপর মহান আল্লাহর এই বাণীর প্রতি লক্ষ্য করুন: "তিনি কি আপনাকে এতিম অবস্থায় পাননি, অতঃপর আশ্রয় দান করেননি?" এখানে তিনি 'আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন' বলেননি,

বরং বলেছেন: 'আশ্রয় দিয়েছেন'। "তিনি আপনাকে পথহারা অবস্থায় পেয়েছেন, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন"—এখানে 'আপনাকে পথপ্রদর্শন করেছেন' বলেননি। "তিনি আপনাকে নিঃস্ব অবস্থায় পেয়েছেন, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন"—এখানেও 'আপনাকে অভাবমুক্ত করেছেন' বলেননি। কেন এমন হয়েছে? এর দুটি কারণ রয়েছে; একটি শব্দগত এবং দ্বিতীয়টি অর্থগত।

শব্দগত কারণটি হলো: আয়াতের শেষাংশগুলোর মধ্যে ধ্বনিগত সামঞ্জস্য রক্ষা করা। যেমন মহান আল্লাহর বাণী: "শপথ পূর্বাহ্নের রৌদ্রের। শপথ রাত্রির যখন তা গভীর ও নিখর হয়। আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি অসন্তুষ্টও হননি। আপনার জন্য পরকাল ইহকাল অপেক্ষা উত্তম। আপনার প্রতিপালক শীঘ্রই আপনাকে দান করবেন এবং আপনি সন্তুষ্ট হবেন।" [আদ-দুহা: ১-৫]। এখানে প্রতিটি আয়াতের শেষে 'আলিফ' (দীর্ঘ স্বরধ্বনি) রয়েছে। তাই "তিনি কি আপনাকে এতিম অবস্থায় পাননি, অতঃপর আশ্রয় দান করেননি?" [আদ-দুহা: ৬]—এই আয়াতে যদি 'আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন' বলা হতো, তবে শব্দের ছন্দে ভিন্নতা চলে আসত। তেমনি 'আপনাকে পথপ্রদর্শন করেছেন' বা 'আপনাকে অভাবমুক্ত করেছেন' বললে ছন্দের মিল বজায় থাকত না। কিন্তু মহান আল্লাহ প্রতিটি আয়াতের সমাপ্তি একই হরফের ছন্দে নির্ধারণ করেছেন।

দ্বিতীয় কারণটি হলো অর্থগত, যা অত্যন্ত গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। "তিনি কি আপনাকে এতিম অবস্থায় পাননি, অতঃপর আশ্রয় দান করেননি?"—এখানে মহান আল্লাহ কি কেবল তাঁকেই আশ্রয় দিয়েছিলেন, নাকি তাঁকেও আশ্রয় দিয়েছেন এবং তাঁর মাধ্যমে তাঁর উম্মতকেও আশ্রয় দান করেছেন? এর উত্তর হলো দ্বিতীয়টি। আল্লাহ তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং তাঁর উসিলায় এমন অসংখ্য জাতিকে আশ্রয় দিয়েছেন যাদের প্রকৃত সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।

"তিনি আপনাকে পথহারা অবস্থায় পেয়েছেন, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন"—তিনি কি কেবল তাঁকেই হেদায়েত দিয়েছেন? না, বরং তাঁর মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত অগণিত বিশাল জাতিকে হেদায়েত দান করেছেন। "তিনি আপনাকে নিঃস্ব অবস্থায় পেয়েছেন, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন"—আল্লাহ কি কেবল তাঁকেই অভাবমুক্ত করেছেন? না, বরং আল্লাহ তাঁকে অভাবমুক্ত করেছেন এবং তাঁর উসিলায় অন্যদেরও সমৃদ্ধ করেছেন। ইসলামী উম্মাহর কতই না মহান মহান বিজয় অর্জিত হয়েছে! "আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যা তোমরা লাভ করবে; অতঃপর তিনি তোমাদের জন্য তা ত্বরান্বিত করেছেন।"

[আল-ফাতহ: ২০]। এভাবে মহান আল্লাহ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাধ্যমে তাঁদেরকে অভাবমুক্ত ও সমৃদ্ধ করেছেন।

সুতরাং, "তিনি কি আপনাকে এতিম অবস্থায় পাননি, অতঃপর আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং আপনার মাধ্যমে আশ্রয় দান করেছেন? তিনি আপনাকে পথহারা অবস্থায় পেয়েছেন, অতঃপর আপনাকে পথপ্রদর্শন করেছেন এবং আপনার মাধ্যমে অন্যদেরও পথ দেখিয়েছেন..."

(ص: 86) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

بك ووجدك عائلاً فأغناك وأغنى بك، هكذا حال الرسول عليه الصلاة والسلام.
ثم قال: (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ) اذكر نفسك حين كنت يتيماً، فلا تقهر اليتيم، بل سهل أمره؛ إذا صاح فسكته، إذا غضب فأرضه، إذا تعب فخفف عليه، وهكذا.
(فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ) السائل: يظهر من سياق الآيات أنه سائل المال الذي يقول أعطني مالاً، فلا تنهره لأنه قال: (وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنِي)، فلما أغناك لا تنهر السائل. تذكر حالك حينما كنت فقيراً، فلا تنهر السائل.
ويحتمل أن يُراد بالسائل سائل المال وسائل العلم، حتى الذي يسأل العلم لا تنهره. بل الذي يسأل العلم القه بانشرح صدره؛ لأنه لولا أنه محتاج ولولا أن عنده خوف الله عز وجل ما جاء يسأل، فلا تنهر اللهم إلا من تعنت فهذا لا حرج أن تنهره.

لو كنت تخبره ثم يقول لكل شيء: لماذا هذا حرام؟ ولماذا هذا حلال؟ لماذا حرم الله الربا وأحل البيع؟ لماذا حرم الله الأمر من الرضاع؟ وأشياء كثيرة من قبيل هذا. فهذا الذي يتعنت انهره ولا حرج أن تغضب عليه.

كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حين تشاجر رجل من الأنصار والزبير بن العوام، في الوادي حيث يأتي السيل، وكان الزبير رضي الله عنه حائطه قبل حائط الأنصاري فتنازعا؛ الأنصاري يقول للزبير: لا تحبس

...এবং তিনি আপনাকে নিঃস্ব অবস্থায় পেয়েছিলেন, অতঃপর আপনাকে অভাবমুক্ত করেছেন এবং আপনার মাধ্যমে অন্যদের অভাবমুক্ত করেছেন; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা এমনই ছিল।

অতঃপর তিনি বললেন: (সুতরাং আপনি এতিমের প্রতি কঠোর হবেন না) আপনি যখন এতিম ছিলেন সেই সময়ের কথা স্মরণ করুন; তাই এতিমের প্রতি কঠোর হবেন না, বরং তার বিষয়গুলো সহজ করে দিন। সে যদি চিৎকার করে তবে তাকে শান্ত করুন, যদি রাগান্বিত হয় তবে তাকে সন্তুষ্ট করুন, যদি ক্লান্ত হয় তবে তার ভার লাঘব করুন—এভাবেই।

(সুতরাং আপনি এতিমের প্রতি কঠোর হবেন না এবং যাপ্গকারীকে ধমক দেবেন না)

যাপ্গকারী: আয়াতের প্রেক্ষাপট থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সে হলো ধন-সম্পদ যাপ্গকারী, যে বলে: "আমাকে কিছু অর্থ দিন"। তাকে ধমক দেবেন না, কারণ তিনি বলেছেন: (তিনি আপনাকে নিঃস্ব অবস্থায় পেয়েছিলেন, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন), সুতরাং তিনি যখন আপনাকে অভাবমুক্ত করেছেন, তখন সাহায্যপ্রার্থীকে ধমক দেবেন না। আপনি যখন দরিদ্র ছিলেন সেই অবস্থার কথা স্মরণ করুন, তাই সাহায্যপ্রার্থীকে ধমক দেবেন না।

আর এটাও সম্ভব যে, যাপ্গকারী বলতে ধন-সম্পদ যাপ্গকারী এবং জ্ঞান অন্বেষণকারী—উভয়কেই বোঝানো হয়েছে। এমনকি যে ব্যক্তি জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তাকেও ধমক দেবেন না। বরং যে জ্ঞান অন্বেষণ করতে আসে, তার সাথে প্রশস্ত চিত্তে সাক্ষাৎ করুন; কারণ সে যদি অভাবী না হতো এবং তার অন্তরে যদি মহান আল্লাহর ভয় না থাকতো, তবে সে প্রশ্ন করতে আসতো না। সুতরাং ধমক দেবেন না—তবে হ্যাঁ, যে ব্যক্তি হঠকারিতা করে, তাকে ধমক দিতে কোনো অসুবিধা নেই।

আপনি যদি তাকে কোনো বিষয়ের সংবাদ দেন আর সে প্রতিটি বিষয়ে প্রশ্ন করে: "এটি কেন হারাম? আর এটি কেন হালাল? আল্লাহ কেন সুদ হারাম করেছেন এবং ব্যবসাকে হালাল করেছেন? আল্লাহ কেন দুশ্কমাতাকে হারাম করেছেন?"—এবং এই জাতীয় আরও অনেক বিষয়। তবে এই যে ব্যক্তি হঠকারিতা করছে, তাকে ধমক দিন এবং তার ওপর রাগান্বিত হওয়াতেও কোনো দোষ নেই।

যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছিলেন যখন জনৈক আনসারী ব্যক্তি এবং যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয়েছিল, সেই উপত্যকায় যেখানে পাহাড়ি ঢল আসত। যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাগানটি ছিল আনসারী ব্যক্তির বাগানের আগে, তাই তারা বিবাদে লিপ্ত হলেন; আনসারী ব্যক্তি যুবায়েরকে বলছিলেন: আপনি পানি আটকে রাখবেন না...

(ص: 87) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الماء عني والزبير يقول: أنا أعلى فأنا أحق، فتشاجرا وتخاصماً عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اسق يا زبير ثم أرسله إلى جارك))، وهذا حكم. فقال: أن كان ابن عمك يا رسول الله! كلمة لكن الغضب حمله عليها والعياذ بالله، والزبير بن العوام بن صفية بنت عبد المطلب عمه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: أن كان ابن عمك يا رسول الله، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ((اسق يا زبير حتى يصل إلى الجدر ثم أرسله إلى جارك))
فالحاصل أن السائل للعلم لا تنهرة، بل تلقه بصدر رحب وعليه حتى يفهم، خصوصاً في وقتنا الآن، فكثير من الناس الآن يسألك وقلبه ليس معك. تجيبه بالسؤال ثم يفهمه خطأ ثم يذهب يقول للناس: أفتاني العالم الفلاني بكذا وكذا، ولهذا ينبغي ألا تطلق الإنسان الذي يسألك حتى تعرف أنه عرف.

(وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) نعمة الله عليك حدث بها، قل الحمد لله؛ رزقني الله علماً
رزقني الله مالاً، ورزقني الله ولداً وما أشبه ذلك.

পানি আমার থেকে [আটকে রেখেছে], আর জুবাইর বলছিলেন: "আমি উজানে আছি, তাই আমিই অধিক হকদার।" অতঃপর তারা আল্লাহর রাসূল (তাঁর ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক)-এর নিকট বিবাদ ও ঝগড়া নিয়ে উপস্থিত হলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "হে জুবাইর! তুমি সেচ দাও, অতঃপর তা তোমার প্রতিবেশীর জন্য ছেড়ে দাও।" এটি ছিল একটি ফয়সালা। তখন সেই ব্যক্তি বলল: "হে আল্লাহর রাসূল! সে আপনার ফুফাতো ভাই বলে কি [এমন ফয়সালা দিলেন]?" এটি একটি অত্যন্ত কঠিন কথা ছিল, কিন্তু ক্রোধ তাকে এটি বলতে প্ররোচিত করেছিল—আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। আর জুবাইর ইবনুল আওয়াম হলেন সাফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র, যিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল (তাঁর ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক)-এর ফুফু। সে যখন বলল: "হে আল্লাহর রাসূল! সে কি আপনার ফুফাতো ভাই বলে?" তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাগান্বিত হলেন এবং বললেন: "হে জুবাইর! তুমি পানি সেচ দাও যতক্ষণ না তা আইল বা বাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর জন্য তা ছেড়ে দাও।"

সারকথা হলো, জ্ঞান অন্ত্রেষণকারীকে ধমক দেবেন না, বরং প্রশস্ত হৃদয়ে তাকে গ্রহণ করুন এবং তাকে শেখান যতক্ষণ না সে উপলব্ধি করতে পারে। বিশেষ করে আমাদের বর্তমান সময়ে এটি অত্যন্ত জরুরি, কারণ এখন অনেক মানুষ আপনাকে প্রশ্ন করে অথচ তাদের মন আপনার প্রতি নিবিষ্ট থাকে না। আপনি তার প্রশ্নের উত্তর দেন, কিন্তু সে তা ভুল বোঝে, অতঃপর মানুষের কাছে গিয়ে বলে: "অমুক আলিম আমাকে এমন এমন ফতোয়া দিয়েছেন।" এই কারণে, যে ব্যক্তি আপনাকে প্রশ্ন করবে তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত যেতে দেবেন না যতক্ষণ না আপনি নিশ্চিত হন যে সে বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছে।

"আর আপনার রবের নেয়ামত বা অনুগ্রহের কথা আপনি বর্ণনা করুন।" আপনার ওপর আল্লাহর যে নেয়ামত রয়েছে তা প্রকাশ করুন। বলুন: "সকল প্রশংসা আল্লাহর; আল্লাহ আমাকে জ্ঞান দান করেছেন, আল্লাহ আমাকে সম্পদ দান করেছেন, আল্লাহ আমাকে সন্তান দান করেছেন" এবং এই জাতীয় বিষয়সমূহ।

والتحدث بنعمة الله نوعان: تحديث باللسان، وتحديث بالأركان.
تحديث باللسان: كأن تقول: أنعم الله علي؛ كنت فقيراً فأغناي الله، كنت جاهلاً
فعلمني الله، وما أشبه ذلك.

والتحديث بالأركان: أن ترى أثر نعمة الله عليك، فإن كنت غنياً فلا تلبس ثياب
الفقراء بل البس ثياباً تليق بك، وكذلك في المنزل، وكذلك في المركوب، في كل
شيء دع الناس يعرفون نعمة الله عليك، فإن هذا من التحديث بنعمة الله عز وجل،
ومن التحديث بنعمة الله عز وجل إذا كنت قد أعطاك الله علماً أن تحدث الناس به
تعلم الناس؛ لأن الناس محتاجون. وفقني الله والمسلمين لما يحب ويرضى.

* * *

وقال تعالى (أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحْضُ عَلَى
طَعَامِ الْمُسْكِينِ) [الباعون: 3.1]

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - في سياق الآيات التي فيها الحث على الرفق باليتامى
ونحوهم من الضعفاء، قال: وقال تعالى: (أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي
يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ) .
(أَرَأَيْتَ) يقول العلماء: إن معناها أخبرني، يعني أخبرني عن حال هذا الرجل وماذا
تكون. والدين: الجزاء؛ يعني يكذب بالجزاء وباليوم الآخر ولا يصدق به، وعلامة
ذلك أنه يدع اليتيم يعني يدفعه بعنف وشدة ولا يرحمه.

(وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ) أَي: لَا يَحْثُ النَّاسَ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ، وَهُوَ بِنَفْسِهِ لَا يَفْعَلُهُ أَيضاً، وَلَا يَطْعَمُ الْمَسَاكِينَ، فَحَالُ هَذَا

আল্লাহর নিআমত নিয়ে আলোচনার দুটি ধরন রয়েছে: জিহ্বার মাধ্যমে আলোচনা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশ করা বা কাজে দেখানো।

জিহ্বার মাধ্যমে আলোচনা হলো: আপনি যেমন বলবেন, "আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন; আমি অভাবী ছিলাম, আল্লাহ আমাকে অভাবমুক্ত করেছেন; আমি অজ্ঞ ছিলাম, আল্লাহ আমাকে জ্ঞান দান করেছেন" এবং এই জাতীয় কথা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশ হলো: আপনার ওপর আল্লাহর নিআমতের প্রভাব দৃশ্যমান হওয়া। আপনি যদি ধনী হন, তবে দরিদ্রদের মতো জীর্ণ পোশাক পরবেন না, বরং আপনার অবস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পোশাক পরিধান করবেন। তেমনিভাবে ঘরবাড়ি, যানবাহন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষকে আপনার ওপর আল্লাহর দেওয়া নিআমত সম্পর্কে জানতে দিন; কারণ এটি মহান আল্লাহর নিআমতের শুকরিয়া স্বরূপ আলোচনারই অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহর নিআমত নিয়ে আলোচনার আরেকটি দিক হলো—যদি আল্লাহ আপনাকে জ্ঞান দান করেন, তবে মানুষের মাঝে তা প্রচার করা এবং মানুষকে শিক্ষা দেওয়া; কারণ মানুষ জ্ঞানের মুখাপেক্ষী। আল্লাহ আমাকে এবং সকল মুসলিমকে তাঁর পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক কাজের তাওফিক দান করুন।

* * *

এবং মহান আল্লাহ বলেন: "আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে বিচার দিবসকে অস্বীকার করে? সে তো সেই ব্যক্তি, যে এতিমকে রুঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়। আর সে অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহ প্রদান করে না।" [সূরা আল-মাউন: ১-৩]

[ব্যাখ্যা]

লেখক —আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন— এতিম ও তাদের মতো দুর্বলদের প্রতি সদয় হওয়ার উৎসাহ প্রদানকারী আয়াতসমূহের ধারাবাহিকতায় এটি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: মহান আল্লাহ বলেছেন: "আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে বিচার দিবসকে

অস্বীকার করে? সে তো সেই ব্যক্তি, যে এতিমকে রুচভাবে তাড়িয়ে দেয়। আর সে অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহ প্রদান করে না।"

"আপনি কি দেখেছেন" —এর অর্থ সম্পর্কে আলেমগণ বলেন: এর অর্থ হলো "আমাকে সংবাদ দিন"। অর্থাৎ, এই ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন এবং তার পরিণতি কী হবে তা জানান। আর "দ্বীন" অর্থ হলো প্রতিদান; অর্থাৎ সে প্রতিদান দিবস ও পরকালকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তা বিশ্বাস করে না। আর এর লক্ষণ হলো সে এতিমকে "দাউ" করে অর্থাৎ অত্যন্ত রুচতা ও কঠোরতার সাথে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় এবং তার প্রতি কোনো দয়া প্রদর্শন করে না।

"আর সে অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহ প্রদান করে না" অর্থাৎ: সে মানুষকে অভাবীদের অন্নদানে উদ্বুদ্ধ করে না, আবার নিজেও তা করে না এবং দরিদ্রদের আহ্বার করায় না। ফলে এই ব্যক্তির অবস্থা...

(ص: 89) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

والعياذ بالله أسوأ حال؛ لأنه لو كان يؤمن بيوم الدين حقيقة لرحم من أوصى الله برحمتهم، وحض على طعام المسكين.
وفي سورة الفجر يقول الله تعالى: (كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ) [الفجر: 17، 18]، وهذه أبلغ مما في سورة الماعون لأنه قال: (لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ) وإكرامه أكثر من الوقوف بدون إكرام ولا إهانة، فاليتيم يجب أن يكرم.

وتأمل قوله: (بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ) فالمسكين حظه الإطعام ودفع حاجته، أما اليتيم فالإكرام. فإن كان غنياً فإنه يكرمه ليطمه ولا

يطعم لغناه، وإن كان فقيراً - أي اليتيم - فإنه يكرم ليطمه ويطعم لفقره، ولكن أكثر الناس لا يبألون بهذا الشيء.

واعلم أن الرفق بالضعفاء واليتامى والصغار يجعل في القلب رحمة وليناً وعطفاً وإنابة إلى عز وجل، لا يدركها إلا من جرب ذلك، فالذي ينبغي لك أن ترحم الصغار وترحم الأيتام وترحم الفقراء، حتى يكون في قلبك العطف والحنان والرحمة و ((إنما يرحم الله من عباده الرحماء)).

نسأل الله أن يعيننا والمسلمين برحمته وفضله إنه كريم جواد.

* * *

এবং আল্লাহর কাছে এই নিকৃষ্ট অবস্থা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি; কেননা সে যদি প্রকৃতপক্ষে বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে অবশ্যই তাদের প্রতি দয়া করত যাদের প্রতি দয়া করার নির্দেশ আল্লাহ প্রদান করেছেন এবং অভাবগ্রস্তদের অন্নদানে উৎসাহিত করত। সূরা আল-ফাজরে মহান আল্লাহ বলেন: "কখনোই নয়, বরং তোমরা এতিমকে সম্মান করো না এবং তোমরা অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে একে অপরকে উৎসাহিত করো না।" [আল-ফাজর: ১৭, ১৮]। এটি সূরা আল-মাদুনে যা বর্ণিত হয়েছে তার চেয়েও অধিক অর্থবহ; কারণ তিনি বলেছেন: "তোমরা এতিমকে সম্মান করো না"। আর সম্মান প্রদর্শন করা হলো কেবল উপেক্ষা বা অপমান না করার চেয়েও উর্ধ্ব; সুতরাং এতিমকে অবশ্যই সম্মান ও সমাদর করতে হবে।

তাঁর এই বাণীর প্রতি লক্ষ করুন: "বরং তোমরা এতিমকে সম্মান করো না এবং তোমরা অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে একে অপরকে উৎসাহিত করো না।" অভাবগ্রস্তের প্রাপ্য হলো তাকে অন্নদান করা এবং তার প্রয়োজন পূরণ করা, কিন্তু এতিমের প্রাপ্য হলো সম্মান ও সমাদর। যদি সে সচ্ছল হয়, তবে তার পিতৃহীনতার কারণে তাকে সম্মান জানানো হবে, কিন্তু সচ্ছলতার কারণে অন্নদান করা হবে না। আর যদি সে দরিদ্র হয়—অর্থাৎ অভাবগ্রস্ত এতিম—তবে তাকে পিতৃহীনতার জন্য সম্মান করা হবে এবং দারিদ্র্যের কারণে অন্নদান করা হবে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এই বিষয়ে ভ্রক্ষেপ করে না।

জেনে রাখুন যে, দুর্বল, এতিম ও শিশুদের প্রতি নম্র আচরণ হৃদয়ে দয়া, কোমলতা, মমতা এবং মহান আল্লাহর প্রতি একাগ্রতা সৃষ্টি করে, যা কেবল সেই ব্যক্তিই উপলব্ধি করতে পারে যে এর চর্চা করেছে। তাই আপনার জন্য উচিত হলো ছোটদের প্রতি দয়া করা, এতিমদের প্রতি করুণা করা এবং দরিদ্রদের প্রতি সমব্যথী হওয়া, যাতে আপনার হৃদয়ে মমতা, কোমলতা ও দয়া জাগ্রত হয়। আর "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল দয়ালুদেরই প্রতি দয়া করেন"। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের এবং সকল মুসলিমকে তাঁর রহমত ও অনুগ্রহ দিয়ে বেষ্টিত করে নেন; নিশ্চয়ই তিনি পরম দয়ালু ও মহানুভব।

* * *

(ص: 90) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

260/1 وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطردهؤلاء لا يجترئون علينا، وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان نسييت اسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: (وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) [الأنعام: 52] رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال:

((كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر)) وهذا في أول الإسلام في مكة؛ لأن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام؛ أسلم وأسلم معه جماعة.

ومن المعلوم أن من أول الناس إسلاماً أباً بكر رضي الله عنه، بعد خديجة وورقة بن نوفل، وكان هؤلاء النفر ستة منهم ابن مسعود رضي الله عنه، وكان راعي غنم فقيراً، وكذلك بلال بن أبي رباح وكان عبداً مملوكاً، وكانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام؛ يجلسون إليه ويستمعون له وينتفعون بها عنده، وكان المشركون العظماء في أنفسهم، يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: اطرده عنا هؤلاء، قالوا هذا احتقاراً لهؤلاء الذين يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع، وفكر في الأمر، فأنزل الله تعالى:

১/২৬০। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছয়জন লোক ছিলাম। তখন মুশরিকরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলল, "এদেরকে তাড়িয়ে দিন যাতে তারা আমাদের ওপর দুঃসাহস দেখাতে না পারে।" আমি, ইবনে মাসউদ, হুজায়ল গোত্রের এক ব্যক্তি, বিলাল এবং আরও দুই ব্যক্তি যাদের নাম আমি ভুলে গেছি, সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অন্তরে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী কিছু ভাবনার উদয় হলো এবং তিনি মনে মনে তা নিয়ে চিন্তা করলেন। তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন: (আপনি তাদেরকে তাড়িয়ে দেবেন না, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে ডাকে এবং তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে) [আল-আনআম: ৫২]। ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা উল্লেখ করে বলেছেন:

((আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছয়জন ব্যক্তি ছিলাম)) এবং এটি মক্কায় ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনা; কারণ সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইসলামের অগ্রগামীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর সাথে একটি দলও ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

এটি সুপরিচিত যে, খাদিজা ও ওয়ারাকা ইবনে নাওফলের পরে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অন্যতম। আর এই ছয়জন ব্যক্তির মধ্যে ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন, যিনি একজন দরিদ্র মেসপালক ছিলেন। অনুরূপভাবে বিলাল ইবনে রাবাহ ছিলেন, যিনি একজন ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে থাকতেন; তাঁর মজলিসে বসতেন, তাঁর কথা শুনতেন এবং তাঁর নিকট যা ছিল তা থেকে উপকৃত হতেন। অন্যদিকে মুশরিকরা, যারা নিজেদের অনেক বড় মনে করত, তারাও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট বসত। তারা তাঁকে বলেছিল: "আমাদের নিকট থেকে এদের তাড়িয়ে দিন।" তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে উপবিষ্ট এই ব্যক্তিদের প্রতি অবজ্ঞাবশত এ কথা বলেছিল। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মনে এক ভাবনার উদয় হলো এবং তিনি বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করলেন। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন:

(ص: 91) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

(وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) [الأنعام: 52] ،
نهأه الله عز وجل أن يطرد هؤلاء وإن كانوا فقراء، وإن لم يكن لهم قيمة في
المجتمع، لكن لهم قيمة عند الله؛ لأنهم يدعون الله بالغداة والعشي، يعني صباحاً
ومساءً، يدعونه دعاء مسألة فيسألونه رضوانه والجنة، ويستعيذون به من النار.

ويدعونہ دعاء عبادۃ فیعبدون اللہ، وعبادۃ اللہ تشتمل علی الدعاء، ففي الصلاة مثلاً
يقول الإنسان: رب اغفر لي، ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. السلام
علينا وعلى عباد الله الصالحين، وما أشبه ذلك، ثم إن العابد أيضاً إنما يعبد لنيل
رضاً الله عز وجل.

وفي قوله: (يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) تنبيهه على الإخلاص وأن الإخلاص له أثر كبير في قبول
الأعمال ورفعة العمال عند الله عز وجل، فكلما كان الإنسان في عمله أخلص؛ كان
أرضى الله وأكثر لثوابه، وكم من إنسان يصلي وإلى جانبه آخر يصلي معه الصلاة،
ويكون بينهما من الرفعة عند الله والثواب والجزاء كما بين السماء والأرض، وذلك
لإخلاص النية عند أحدهما دون الآخر.

فألوجب على الإنسان أن يحرص غاية الحرص على إخلاص نيته لله في عبادته، وألا
يقصد بعبادته شيئاً من أمور الدنيا؛ لا يقصد إلا رضا الله وثوابه حتى ينال بذلك
الرفعة في الدنيا والآخرة.

قال الله تعالى في آخر الآية: (مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ
مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ) يعني ليس عليك شيء منهم ولا عليهم

(আর আপনি তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে
আহ্বান করে এবং তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে) [আল-আন'আম: ৫২], আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা
তাঁকে এদেরকে তাড়িয়ে দিতে নিষেধ করেছেন, যদিও তারা দরিদ্র হয় এবং সমাজে তাদের
কোনো গুরুত্ব না থাকে; কিন্তু আল্লাহর নিকট তারা অত্যন্ত মূল্যবান। কেননা তারা সকাল ও
সন্ধ্যায় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, অর্থাৎ দিবা-রাত্রি তারা তাঁর কাছে আরজির মাধ্যমে তাঁর
সন্তুষ্টি ও জাল্লাত প্রার্থনা করে এবং জাহান্নামের আগুন থেকে তাঁর নিকট আশ্রয় চায়।

আবার তারা ইবাদতের মাধ্যমেও তাঁকে আহ্বান করে তথা আল্লাহর ইবাদত করে। আর
আল্লাহর ইবাদত প্রার্থনারই অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, নামাজের মধ্যে মানুষ বলে: হে আমার
প্রতিপালক, আমাকে ক্ষমা করুন; হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দিন
এবং পরকালেও কল্যাণ দিন; আমাদের ওপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের ওপর শান্তি বর্ষিত

হোক—এবং এই জাতীয় অন্যান্য জিকির। তদুপরি, একজন ইবাদতকারী কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই ইবাদত করে থাকেন।

আর আল্লাহর বাণী: (তারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে)-এর মাধ্যমে ইখলাস বা একনিষ্ঠতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আমল কবুল হওয়া এবং আল্লাহর নিকট আমলকারীর মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইখলাসের এক বিরাট প্রভাব রয়েছে। মানুষ তার আমলের ক্ষেত্রে যত বেশি নিষ্ঠাবান হবে, সে আল্লাহর নিকট তত বেশি সন্তুষ্টির পাত্র হবে এবং তার সওয়াবও তত বৃদ্ধি পাবে। এমন অনেক মানুষ আছে যারা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে, অথচ ইখলাসের পার্থক্যের কারণে আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা ও প্রতিদানের ব্যবধান আসমান ও জমিনের দূরত্বের ন্যায় হয়ে থাকে।

তাই মানুষের জন্য কর্তব্য হলো ইবাদতে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিয়তকে খাঁটি করার ব্যাপারে সর্বোচ্চ যত্নবান হওয়া। সে যেন তার ইবাদতের মাধ্যমে পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য না রাখে; বরং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর প্রতিদান কামনা করে, যাতে করে সে ইহকাল ও পরকালে উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারে।

আয়াতের শেষাংশে মহান আল্লাহ বলেন: (তাদের হিসাবের কোনো দায়ভার আপনার ওপর নেই এবং আপনার হিসাবের কোনো দায়ভার তাদের ওপর নেই যে আপনি তাদের তাড়িয়ে দেবেন) অর্থাৎ তাদের কোনো বিষয়ের হিসাব আপনার ওপর নেই এবং আপনার কোনো দায়িত্বও তাদের ওপর নেই।

(ص: 92) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

شيء منك، حساب الجميع على الله، وكل يجازى بعمله.

(فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ) [الأنعام 52] ، الفاء هذه التي في (فتكون) تعود على قوله: (فَتَطْرُدُهُمْ) لا على قوله: (مَا عَلَيْكَ) ، فعندنا هنا في الآية فاءان: الفاء

الأولى (فَتَطْرُدَهُمْ) وهذه مرتبة على قوله: (مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ) ، و (فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ) مرتبة على قوله: (وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ) يعني فَإِنْ طَرَدْتَهُمْ فَإِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يكون جليسه من أهل الخير الذين يدعون الله صباحاً ومساءً يريدون وجهه، وألا يهتم بالجلوس مع الأكابر، والأشراف، والأمراء، والوزراء، والحكام؛ بل لا ينبغي أن يجلس إلى هؤلاء إلا أن يكون في ذلك مصلحة، فإذا كان في ذلك مصلحة؛ مثل أن يريد أن يأمرهم بـمعروف، أو ينهأهم عن منكر، أو يبين لهم ما خفي عليهم من حال الأمة، فهذا طيب وفيه خير.

أما مجرد الأنس بهجالتهم، ونيل الجاه بأنه جلس مع الأكابر، أو مع الوزراء، أو مع الأمراء، أو مع ولاية الأمور، فهذا غرض لا يحمد عليه العبد، إنما يحمد على الجلوس مع من كان أتقى لله؛ من غني وفقير، وحقير وشريف. فالبدار كله على رضا الله عز وجل، وعلى محبة من أحب الله. وقد ذاق طعم الإيمان من والى من والاه الله، وعادى من عاداه الله، وأحب في الله، وأبغض في الله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك، وأن

আপনার থেকে কিছুই নয়, সকলের হিসাব আল্লাহর জিম্মায় এবং প্রত্যেককে তার নিজ আমল অনুযায়ী প্রতিদান দেওয়া হবে।

(সুতরাং আপনি তাদের তাড়িয়ে দেবেন না, দিলে আপনি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন) [আল-আনআম ৫২]। এখানে (ফাতাকুনা - তবে আপনি হবেন) এর মধ্যে যে 'ফা' অক্ষরটি রয়েছে, তা (ফাতাতরুদাহুম - ফলে আপনি তাদের তাড়িয়ে দেবেন) কথাটির দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে, (মা আলাইকা - আপনার ওপর নেই) কথাটির দিকে নয়। সুতরাং আমাদের সামনে এই আয়াতে দুটি 'ফা' রয়েছে: প্রথম 'ফা' হলো (ফাতাতরুদাহুম), আর এটি (তাদের হিসাবের

কোনো দায়ভার আপনার ওপর নেই এবং আপনার হিসাবের কোনো দায়ভার তাদের ওপর নেই) কথাটির ওপর ভিত্তি করে এসেছে। আর (ফাতাকুনা মিনায যালিমীন - ফলে আপনি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন) কথাটি (আপনি তাদের তাড়িয়ে দেবেন না যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে) কথাটির সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ, যদি আপনি তাদের তাড়িয়ে দেন তবে আপনি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

এই হাদিস থেকে এটি শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মানুষের উচিত এমন নেককার ব্যক্তিদের নিজের সঙ্গী বানানো যারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহকে ডাকে এবং তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। আর প্রভাবশালী, অভিজাত, আমীর, উজির ও শাসকদের সাথে উঠাবসা করার ব্যাপারে আগ্রহী হওয়া উচিত নয়; বরং তাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত বসা উচিত নয় যতক্ষণ না তাতে কোনো কল্যাণ থাকে। তবে যদি তাতে কোনো কল্যাণ নিহিত থাকে; যেমন—তাদের সৎকাজের আদেশ দেওয়া, বা অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা, অথবা উম্মাহর অবস্থা সম্পর্কে তাদের অজানা বিষয়গুলো স্পষ্ট করে দেওয়া, তবে এটি উত্তম এবং এতে কল্যাণ রয়েছে।

কিন্তু কেবল তাদের সাথে সময় কাটানোর আনন্দ উপভোগ করা এবং প্রভাবশালীদের সাথে, উজিরদের সাথে, আমীরদের সাথে বা শাসকবর্গের সাথে বসেছেন—এমন মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা করা; এটি এমন এক উদ্দেশ্য যার জন্য বান্দা প্রশংসিত হয় না। বরং সে কেবল তাদের সাথে বসার কারণেই প্রশংসিত হয় যারা আল্লাহর প্রতি অধিক তাকওয়াবান; তারা ধনী হোক বা দরিদ্র, তুচ্ছ হোক বা সম্মানিত। কারণ মূল ভিত্তি হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন তাকে ভালোবাসার ওপর।

আর সেই ব্যক্তিই ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করেছে, যে আল্লাহর বন্ধুদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে, আল্লাহর শত্রুদের শত্রু হিসেবে গণ্য করেছে এবং আল্লাহর জন্যই কাউকে ভালোবেসেছে ও আল্লাহর জন্যই কারো প্রতি ঘৃণা পোষণ করেছে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করেন, এবং...

يَهَبُ لَنَا مِنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُوَ الْوَهَّابُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِينَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

261/2. وَعَنْ أَبِي هَبِيرَةَ عَائِدِ بْنِ عَمْرِو الْمِزَنِيِّ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ أَبَا سَفْيَانَ أَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصَهْبِيبَ وَبِلَالَ فِي نَفَرٍ فَقَالُوا: مَا أَخَذْتَ سَيُوفَ اللَّهِ مِنْ عَدُوِّ اللَّهِ مَأْخِذَهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ؟ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: ((يَا أَبَا بَكْرٍ لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ؟ لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ)) فَاتَّاهُمْ فَقَالَ: يَا إِخْوَتَاهُ أَغْضَبْتَكُمْ؟ قَالُوا: لَا، يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَخِي. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قوله ((مأخذها)) أي: لم تستوف حقها منه. وقوله: ((يا أخي)) روي بفتح الهزة وكسر الخاء وتخفيف الياء، وروي بضم الهزة وفتح الخاء وتشديد الياء.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله في قضية الضعفاء والمساكين، وأنه تجب ملاطفتهم والرفق بهم والإحسان إليهم، أن أبا سفيان مر بسلمان وصهيب وبلال، وهؤلاء الثلاثة كلهم من الموالى، صهيب الرومي، وبلال الحبشي، وسلمان الفارسي، فمر بهم فقالوا: ما

তিনি যেন আমাদের তাঁর পক্ষ থেকে রহমত দান করেন, নিশ্চয়ই তিনি পরম দাতা। আর আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং তাঁর সকল সাহাবীর প্রতি আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক।

* * *

২৬১/২- আবু হুবাইরা আইয ইবনে আমর আল-মুজানি (রা.)—যিনি বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন—থেকে বর্ণিত যে, আবু সুফিয়ান একদা সালমান, সুহাইব এবং বিলালের পাশ দিয়ে একদল লোকের সাথে যাচ্ছিলেন। তখন তারা (সালমান, সুহাইব ও বিলাল) বললেন: আল্লাহর তরবারিগুলো আল্লাহর শত্রুর গর্দান থেকে তার প্রাপ্য পাওনা পুরোপুরি আদায় করেনি। তখন আবু বকর (রা.) বললেন: তোমরা কি কুরাইশদের এই প্রবীণ ও সরদারের ব্যাপারে এমন কথা বলছ? এরপর তিনি নবী (সা.)-এর নিকট আসলেন এবং তাঁকে বিষয়টি জানালেন। তিনি (সা.) বললেন: ((হে আবু বকর! সম্ভবত তুমি তাদের রাগান্বিত করেছ? যদি তুমি তাদের রাগান্বিত করে থাকো, তবে অবশ্যই তুমি তোমার প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করেছ।)) এরপর তিনি তাদের নিকট ফিরে আসলেন এবং বললেন: হে আমার ভাইয়েরা! আমি কি তোমাদের রাগান্বিত করেছি? তারা বললেন: না, হে আমার ভাই, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। (এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

তাঁর কথা ((মা'খাযাহা)) এর অর্থ হলো: তার কাছ থেকে তলোয়ার তার প্রাপ্য পাওনা পুরোপুরি আদায় করেনি। আর তাঁর কথা: ((ইয়া আখি))—এটি হামযাহ-তে ফাতহা (জবর), খা-তে কাসরা (যের) ও ইয়া-তে তাশদীদ ছাড়া (ইয়া আখি) বর্ণিত হয়েছে; আবার হামযাহ-তে দাম্মাহ (পেশ), খা-তে ফাতহা (জবর) ও ইয়া-তে তাশদীদসহ (ইয়া উখাইয়্যা) বর্ণিত হয়েছে।

[ব্যাক্সা]

লেখক—আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন—অসহায় ও মিসকিনদের অবস্থা এবং তাদের সাথে নম্রতা প্রদর্শন, কোমল ব্যবহার ও সদাচরণ করার আবশ্যিকতা সম্পর্কে যা উদ্ধৃত করেছেন, সেখানে উল্লেখ করেছেন যে, আবু সুফিয়ান সালমান, সুহাইব এবং বিলালের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এই তিনজনই ছিলেন আযাদকৃত দাসদের (মাওয়ালি) অন্তর্ভুক্ত: সুহাইব আল-রুমি, বিলাল আল-হাবাশি এবং সালমান আল-ফারিসি। তিনি যখন তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তারা বললেন: যা...

فعلت أسيافنا بعدو الله ما فعلت يعني: يريدون أنهم لم يشفوا أنفسهم مما فعل بهم أسيادهم من قريش، الذين كانوا يعذبونهم ويؤذونهم في دين الله عز وجل، فكان أبا بكر رضي الله عنه لاهمهم على ذلك، وقال: أتقولون لسيد قريش مثل هذا الكلام.

ثم إن أبا بكر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له: ((لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك))، يعني أغضبت هؤلاء النفر - مع أنهم من البوالي وليسوا بشيء في عداد الناس وأشرافهم - لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى هؤلاء النفر وسألهم: أغضبتكم؟ فقالوا: لا، قال: يا إخوانه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أبا بكر.

فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يترفع على الفقراء والمساكين ومن ليس لهم قيمة في المجتمع؛ لأن القيمة الحقيقية هي قيمة الإنسان عند الله، كما قال الله تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) [الحجرات: 13]، والذي ينبغي للإنسان أن يخفض جناحه للمؤمنين ولو كانوا غير ذي جاه؛ لأن هذا هو الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم حيث قال: (وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ) [الحجر: 88].

وفي هذا دليل على ورع أبي بكر رضي الله عنه، وعلى حرصه على إبراء ذمته، وأن الإنسان ينبغي له - بل يجب عليه - إذا اعتدى على أحد بقول أو فعل أو بأخذه مال أو سب أو شتم أن يستحله في الدنيا؛ قبل أن يأخذ ذلك منه في الآخرة؛ لأن الإنسان إذا لم يأخذ حقه في الدنيا فإنه يأخذه يوم القيامة، ويأخذ من أشرف شيء وأعز شيء على الإنسان يأخذه

আমাদের তরবারি আল্লাহর শত্রুর সাথে যা করার ছিল তা যথাযথভাবে করেনি। অর্থাৎ: তারা এটি বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, কুরাইশদের যেসব নেতৃবৃন্দ তাদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছিল এবং আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের কষ্ট দিয়েছিল, তাদের ওপর প্রতিশোধ নিয়ে তারা তখনও মনে প্রশান্তি লাভ করতে পারেননি। ফলে আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যেন তাদের এ জন্য তিরস্কার করলেন এবং বললেন: তোমরা কি কুরাইশদের একজন নেতার প্রতি এই ধরনের কথা বলছ?

অতঃপর আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বিষয়টি অবহিত করলেন। তখন তিনি তাঁকে বললেন: "যদি তুমি তাদের রাগান্বিত করে থাকো, তবে তুমি তোমার রবকে রাগান্বিত করেছ।" অর্থাৎ তুমি যদি এই একদল মানুষকে রাগান্বিত করে থাকো—যদিও তারা ছিলেন মুক্তদাস এবং মানুষের গণনায় ও অভিজাতদের বিচারে তাদের কোনো বিশেষ মর্যাদা ছিল না—তবুও যদি তুমি তাদের রাগিয়ে থাকো, তবে তুমি তোমার প্রতিপালককে রাগান্বিত করেছ। এরপর আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সেই ব্যক্তিদের কাছে গেলেন এবং তাদের জিজ্ঞাসা করলেন: আমি কি তোমাদের রাগান্বিত করেছি? তারা বললেন: না। তিনি বললেন: হে আমার ভ্রাতৃবৃন্দ, আমি কি তোমাদের কষ্ট দিয়েছি? তারা বললেন: না, হে আবু বকর! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।

এটি একথার প্রমাণ বহন করে যে, কোনো ব্যক্তির পক্ষে দরিদ্র, অভাবী এবং সমাজে যাদের পার্থিব কোনো মূল্য নেই তাদের ওপর অহংকার করা বৈধ নয়; কারণ প্রকৃত মূল্য হচ্ছে আল্লাহর কাছে মানুষের মর্যাদা। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: (নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাবান, যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়াবান) [আল-হুজুরাত: ১৩]। আর মানুষের উচিত হলো মুমিনদের জন্য নিজের ডানা অবনমিত করা (অর্থাৎ বিনয়ী হওয়া), যদিও তারা প্রভাবশালী বা সম্পদশালী না হয়; কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এই নির্দেশই প্রদান করেছেন: (আর মুমিনদের জন্য তোমার ডানা অবনমিত করো) [আল-হিজর: ৮৮]।

এর মধ্যে আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর তাকওয়া এবং নিজের দায়মুক্তির ব্যাপারে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যায়। আর মানুষের জন্য উচিত—বরং আবশ্যিক—যদি সে কারো ওপর কথা বা কাজের মাধ্যমে, কিংবা সম্পদ হরণ অথবা গালিগালাজের মাধ্যমে কোনো অন্যায় করে থাকে, তবে আখেরাতে এর পাকড়াও হওয়ার আগেই যেন দুনিয়াতে ক্ষমা চেয়ে

নেয়। কারণ মানুষ যদি দুনিয়াতে তার পাওনা বুঝে না পায়, তবে সে কিয়ামতের দিন তা আদায় করবে এবং মানুষের কাছে যা সবচেয়ে সম্মানিত ও প্রিয় বস্তু (অর্থাৎ নেক আমল), তা থেকেই সে গ্রহণ করবে।

(ص: 95) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

من الحسنات؛ من الأعمال الصالحة التي هو في حاجة إليها في ذلك المكان.

قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((مأذا تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من ليس له درهم ولا دينار، أو قالوا: ولا متاع. فقال: ((المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا، وشم هذا، وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار)).

* * *

পুণ্যসমূহ থেকে; সেই সকল নেক আমল থেকে, যার মুখাপেক্ষী সে ঐ স্থানে হবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "তোমাদের মাঝে নিঃস্ব কাকে গণ্য করো?" তারা বলল: "যার দিরহাম বা দিনার নেই," অথবা তারা বলল: "যার কোনো ধন-সম্পদ নেই।" অতঃপর তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন পাহাড়সম নেক আমল নিয়ে আসবে, এমতাবস্থায় যে সে কাউকে প্রহার করেছে, কাউকে গালি দিয়েছে এবং কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে। ফলে এই ব্যক্তি তার নেক আমল থেকে (হক হিসেবে) নিয়ে নেবে এবং ওই ব্যক্তিও তার নেক আমল থেকে নিয়ে নেবে। অতঃপর যদি তার

নেক আমল থেকে কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে ভালো, অন্যথায় তাদের পাপসমূহ নিয়ে তার ওপর নিক্ষেপ করা হবে, এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"

* * *

(ص: 96) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

264/5 . وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف)) متفق عليه. وفي رواية في ((الصحيحين)) ((ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان، والتمرّة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس)).

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أنا وكافل اليتيم هكذا)) وأشار بالسبابة والوسطى، يعني بالأصبع السبابة والوسطى؛ والأصبع السبابة هي التي بين الوسطى والإبهام، وتسمى السبابة لأن الإنسان يشير بها عند السب، فإذا سب شخصاً قال هذا وأشار بها.

وتسمى السبابة لأن الإنسان يشير بها أيضاً عند التسبيح، ولهذا يشير الإنسان بها في صلاته إذا جلس بين السجدةتين ودعا: رب اغفر لي وارحمني؛ كلما دعا رفعها، يشير إلى الله عز وجل؛ لأن الله في السماء

৫/২৬৪ — তাঁর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "সেই ব্যক্তি মিসকিন নয় যাকে একটি বা দুটি খেজুর কিংবা এক বা দুই লোকমা খাবার ফিরিয়ে দেয়; বরং প্রকৃত মিসকিন সেই যে যাক্ষণ করা থেকে বিরত থেকে পবিত্রতা বজায় রাখে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

এবং 'সহীহাইন'-এর এক বর্ণনায় রয়েছে: "সেই ব্যক্তি মিসকিন নয় যে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় এবং তাকে এক বা দুই লোকমা খাবার কিংবা একটি বা দুটি খেজুর ফিরিয়ে দেয়; বরং প্রকৃত মিসকিন সেই যার এমন কোনো সচ্ছলতা নেই যা তাকে অভাবমুক্ত করতে পারে, এবং তার অবস্থা সম্পর্কেও কেউ আঁচ করতে পারে না যে তাকে সদকা দেওয়া হবে, আর সে নিজেও মানুষের কাছে দাঁড়িয়ে সওয়াল করে না।"

[ব্যাখ্যা]

লেখক —রহিমাহুল্লাহ তাআলা— সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "আমি এবং এতিম প্রতিপালনকারী এভাবে (জান্নাতে থাকব)" এবং তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল দ্বারা ইশারা করলেন। অর্থাৎ তর্জনী এবং মধ্যমা আঙুল; আর তর্জনী আঙুল হলো সেটি যা মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মাঝে অবস্থিত। একে 'সাক্বাবাহ' (তিরস্কারকারী) বলা হয় কারণ মানুষ কাউকে গালি বা তিরস্কার করার সময় এটি দিয়ে ইশারা করে; ফলে সে যখন কাউকে গালি দেয় তখন এটি দিয়ে ইশারা করে তা প্রকাশ করে।

একে 'সাক্বাহাহ' (তাসবিহ পাঠকারী) বলা হয় কারণ মানুষ তাসবিহ পাঠের সময়ও এটি দিয়ে ইশারা করে। এই কারণেই সালাতে দুই সিজদার মাঝখানে বসে যখন মানুষ দুআ করে: "হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার ওপর রহম করুন"; তখন যতবারই সে দুআ করে এটি উত্তোলন করে। এর মাধ্যমে সে মহান আল্লাহর প্রতি ইশারা করে; কারণ আল্লাহ আসমানে রয়েছেন।

جل وعلا، وكذلك أيضاً يشير بها في التشهد إذا دعا: السلام عليك أيها النبي السلام علينا، اللهم صل على محمد، اللهم بآرك على محمد، في كل جملة دعائية يشير بها إشارة إلى علو الله تعالى وتوحيده.

وفرّج بينهما عليه الصلاة والسلام يعني: قارن بينهما وفرّج، يعني أن كافل اليتيم مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة قريب منه، وفي هذا حث على كفالة اليتيم، وكفالة اليتيم هي القيام بما يصلحه في دينه ودنياه؛ بما يصلحه في دينه من التربية والتوجيه والتعليم وما أشبه ذلك، وما يصلحه في دنياه من الطعام والشراب والسكن.

واليتيم حده البلوغ، فإذا بلغ الصبي؛ زال عنه اليتيم، وإذا كان قبل البلوغ فهو يتيم؛ هذا إن مات أبوه، وأما إذا مات أمه دون أبيه فإنه ليس بيتيم. وكذلك الحديث الذي بعده فيه أيضاً ثواب من قام بشئون اليتيم وإصلاحه.

أما الحديث الثالث: فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ((ليس المسكين الذي ترده التمرة التمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف)). يعني المسكين؛ ليس (الشحاذ) الذي (يشحذ) الناس، ترده اللقمة واللقمتان: يعني إذا أعطيته لقمة أو لقمتين أو ثمرة أو ثمرتين رده، بل المسكين حقيقة هو الذي يتعفف كما قال تعالى: (يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ) [البقرة: 273]، هذا هو المسكين حقيقة؛ لا يسأل فيُعطى ولا يتفطن له فيعطى. كما يقول العامة: عاف كاف، ما

তিনি মহান ও সুউচ্চ। অনুরূপভাবে তাশাহুদ পাঠকালে দোয়ার সময়ও তিনি এর (আঙুলের) মাধ্যমে ইশারা করতেন: আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক হে নবী, আমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে আল্লাহ মুহাম্মাদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন, হে আল্লাহ মুহাম্মাদের ওপর বরকত

নাজিল করুন। প্রতিটি দোয়ামূলক বাক্যে তিনি এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর উচ্চতা ও তাঁর তাওহিদের প্রতি ইশারা করতেন।

এবং তিনি (তাঁর ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক) সে দুটির মধ্যে কিঞ্চিৎ ফাঁক রাখলেন। অর্থাৎ তিনি আঙুল দুটির মধ্যে সামান্য ফাঁক রেখে সেগুলোকে একত্রিত করলেন। এর অর্থ হলো, এতিমের লালন-পালনকারী জান্নাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অতি নিকটে থাকবেন। এতে এতিম প্রতিপালনের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। আর এতিম প্রতিপালন হলো তার দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় সংশোধনমূলক কার্যাদি সম্পাদন করা; দ্বীন সংশোধনের অন্তর্ভুক্ত হলো লালন-পালন, সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান, শিক্ষা দান এবং এই জাতীয় বিষয়সমূহ। আর দুনিয়াবি সংশোধনের অন্তর্ভুক্ত হলো তার পানাহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।

আর এতিম হওয়ার সময়সীমা হলো বালগ হওয়া পর্যন্ত। যখন কোনো বালক প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যায়, তখন তার থেকে এতিমত্ব ঘুচে যায়। আর বালগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে এতিম থাকে। এটি হলো যদি তার পিতা মৃত্যুবরণ করে। পক্ষান্তরে যদি কেবল তার মাতা মৃত্যুবরণ করেন আর পিতা জীবিত থাকেন, তবে সে এতিম নয়।

অনুরূপভাবে পরবর্তী হাদিসটিতেও এতিমের যাবতীয় বিষয়াবলি তদারকি ও সংশোধনের দায়িত্ব গ্রহণকারীর সওয়াব সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয় হাদিসের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন: "সেই ব্যক্তি মিসকিন নয়, যাকে একটি বা দুটি খেজুর অথবা এক বা দুই লোকমা খাবার দিয়ে বিদায় করা যায়; বরং প্রকৃত মিসকিন হলো সেই ব্যক্তি যে নিজেকে পবিত্র রাখে (মানুষের কাছে হাত পাতা থেকে বিরত থাকে)।" অর্থাৎ মিসকিন মানে ওই ভিক্ষুক নয় যে মানুষের কাছে হাত পাতে, যাকে এক বা দুই লোকমা খাবার দিয়ে বিদায় করা হয়; অর্থাৎ তুমি তাকে এক-দুই লোকমা খাবার বা এক-দুটি খেজুর দিলে সে ফিরে গেল, বরং প্রকৃত মিসকিন হলো সেই ব্যক্তি যে আত্মমর্যাদা বজায় রাখে, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: "অজ্ঞ লোকেরা তাদের আত্মসংযমের কারণে তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে" [সূরা আল-বাকারাহ: ২৭৩]। এটিই হলো প্রকৃত মিসকিন; সে মানুষের কাছে যাপ্ণ করে না যে তাকে দান করা হবে, আবার তার অবস্থা সম্পর্কে কেউ আঁচ করতে পারে না যে তাকে সাহায্য করা হবে। যেমনটি সাধারণ মানুষ বলে থাকে: আত্মতৃপ্ত ও তুষ্ট, যা...

يدرئ عنه، هذا هو المسكين الذي ينبغي للناس تفقده وإصلاح حاله، والحنو عليه، والعطف عليه.

وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للمسكين أن يصبر وأن ينتظر الفرج من الله، وأن لا يتكفف الناس أعطوه أو منعوه؛ لأن الإنسان إذا علق قلبه بالخلق وكل إليهم، كما جاء في الحديث: ((من تعلق شيئاً وكل إليه)) وإذا وكلت إلى الخلق نسيت الخالق، بل اجعل أمرك إلى الله عز وجل، وعلق رجاءك وخوفك وتوكلك واعتمادك على الله سبحانه وتعالى فإنه يكفيك، (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ) [الطلاق: 3]، كل ما أمر الله عز وجل به فهو بالغك، لا يمنعه شيء ولا يردده شيء.

فالمسكين يجب عليه الصبر، ويجب عليه أن يمتنع عن سؤال الناس لا يسأل إلا عند الضرورة القصوى؛ إذا حلت له الميتة حل له السؤال، أما قبل ذلك مادام يمكنه أن يتعفف ولو أن يأكل كسرة من خبز أو شقاً من ثمرة فلا يسأل، ولا يزال الإنسان يسأل الناس، ثم يسأل الناس، ثم يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، والعياذ بالله؛ لأنه قد قشر وجهه للناس في الدنيا، ولهذا ذم أولئك القوم الذين يترددون على الناس يسألونهم وهم أغنياء؛ الذين إذا ماتوا وجد عندهم الآلاف، توجد عندهم الآلاف من الذهب والفضة والدراهم القديمة والأوراق.

মানুষ যার সম্পর্কে জানে না; সেই প্রকৃত মিসকিন (দরিদ্র), যার অবস্থা অনুসন্ধান করা, সংশোধন করা এবং যার প্রতি মমতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করা মানুষের কর্তব্য। এতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, মিসকিনের উচিত ধৈর্য ধারণ করা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অভাব মুক্তির প্রতীক্ষা করা। সে যেন মানুষের কাছে হাত না পাতে, তারা তাকে দান করুক বা না

করুক। কারণ মানুষ যখন সৃষ্টির সাথে অন্তরকে জুড়ে দেয়, তখন তাকে তাদের কাছেই সোপর্দ করে দেওয়া হয়; যেমনটি হাদিসে এসেছে: "যে ব্যক্তি কোনো কিছুর সাথে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করে, তাকে সেটির প্রতিই সোপর্দ করা হয়।" আর যখন তোমাকে সৃষ্টির কাছে সোপর্দ করা হবে, তখন তুমি স্রষ্টাকে ভুলে যাবে। বরং তুমি তোমার যাবতীয় বিষয় মহিমাম্বিত আল্লাহর সোপর্দ করো এবং তোমার আশা, ভয়, তাওয়াঙ্কুল ও নির্ভরতা একমাত্র মহান আল্লাহর ওপরই নিবদ্ধ করো, কেননা তিনিই তোমার জন্য যথেষ্ট। "আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর তাওয়াঙ্কুল করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেন।" [সূরা আত-তালাক: ৩]। মহান আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা তোমার নিকট পৌঁছাবেই; কোনো কিছুই তা প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং কোনো কিছুই তা ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

অতএব, মিসকিনের জন্য ধৈর্য ধারণ করা আবশ্যিক এবং মানুষের কাছে যাচনা করা থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য; সে চরম বাধ্য হওয়া ছাড়া কিছু চাইবে না। যখন তার জন্য মৃত প্রাণী ভক্ষণ বৈধ হয়, কেবল তখনই তার জন্য যাচনা করা বৈধ হয়। এর আগে যতক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে আত্মমর্যাদা বজায় রাখা সম্ভব—হোক তা এক টুকরো রুটি বা একটি খেজুরের অর্ধাংশ খেয়ে—ততক্ষণ সে যাচনা করবে না। আর মানুষ অনবরত মানুষের কাছে হাত পাততে থাকে, হাত পাততেই থাকে, এমনকি সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে তার চেহারায় এক টুকরো গোশতও অবশিষ্ট থাকবে না—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। কারণ সে দুনিয়াতে মানুষের কাছে নিজের মুখমণ্ডলকে লাঞ্ছিত করেছে। এই কারণেই ওইসব লোকদের নিন্দা করা হয়েছে যারা সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও মানুষের দ্বারে দ্বারে যাচনা করে বেড়ায়; যারা মারা গেলে তাদের কাছে হাজার হাজার সম্পদ পাওয়া যায়—তাদের নিকট সোনা, রূপা, প্রাচীন দিরহাম ও কাগজের মুদ্রার স্তূপ পাওয়া যায়।

وهم إذا رأيتهم قلت: هؤلاء أفقر الناس، ثم يؤذون الناس بالسؤال، أو يسألون الناس وليس عندهم شيء لكن يريدون أن يجعلوا بيوتهم كبيوت الأغنياء وسياراتهم كسيارات الأغنياء، ولباسهم كلباس الأغنياء فهذا سفه، ((المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور)) اقتنع بما أعطاك الله؛ إن كنت فقيراً فعلى حسب حالك، وإن كنت غنياً فعلى حسب حالك.

أما أن تقلد الأغنياء وتقول: أنا أريد سيارة فخمة، وأريد بيتاً فارهاً، وأريد فرشاً، ثم تذهب تسأل الناس سواء سألتهم مباشرة قبل أن تشتري هذه الأشياء التي أردت، أو تشتريها ثم تذهب تقول: أنا علي دين وما أشبه ذلك فكل هذا خطأ عظيم، اقتصر على ما عندك، وعلى ما أعطاك ربك عز وجل، واسأل الله أن يرزقك رزقاً لا يطغيك، رزقاً يغنيك عن الخلق وكفى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلامة.

265/6 - وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله)) وأحسبه قال: ((والمسكين الذي لا يفتر، والمجاهد الذي لا يفتر)). ((والمجاهد الذي لا يفتر، والمجاهد الذي لا يفتر)).

আপনি যখন তাদের দেখবেন, তখন মনে করবেন যে তারা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র। অথচ তারা যাত্রার মাধ্যমে মানুষকে কষ্ট দেয়, কিংবা মানুষের কাছে চায় অথচ তাদের কিছুই নেই; কিন্তু তারা চায় তাদের ঘরবাড়ি ধনীদেব ঘরের মতো করতে, তাদের যানবাহন ধনীদেব যানবাহনের মতো করতে এবং তাদের পোশাক ধনীদেব পোশাকের মতো করতে। এটি একটি নির্বুদ্ধিতা। "যে ব্যক্তি এমন কিছু দ্বারা নিজেকে তৃপ্ত দেখাতে চায় যা তাকে দেওয়া হয়নি, সে যেন মিথ্যার দুটি চাদর পরিধানকারী।" আল্লাহ আপনাকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকুন; আপনি দরিদ্র হলে আপনার অবস্থা অনুযায়ী চলুন, আর ধনী হলে আপনার অবস্থা অনুযায়ী।

কিন্তু আপনি যদি ধনীদের অনুকরণ করেন এবং বলেন: "আমি একটি বিলাসবহুল গাড়ি চাই, আমি একটি জাঁকজমকপূর্ণ বাড়ি চাই, আমি শৌখিন আসবাবপত্র চাই", অতঃপর মানুষের কাছে হাত পাতেন—চাই এই জিনিসগুলো কেনার আগেই সরাসরি তাদের কাছে চান, অথবা কেনার পরে গিয়ে বলেন: "আমি ঋণগ্রস্ত" বা এই জাতীয় কিছু—তবে এই সব কিছুই এক বিরাট ভুল। আপনার যা আছে তাতেই সীমাবদ্ধ থাকুন এবং আপনার মহান রব আপনাকে যা দান করেছেন তাতে তুষ্ট থাকুন। আল্লাহর কাছে এমন রিযিক প্রার্থনা করুন যা আপনাকে অবাধ্য করবে না, এমন রিযিক যা আপনাকে সৃষ্টিজগত থেকে অমুখাপেক্ষী করবে এবং এটাই যথেষ্ট। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের ও আপনাদের জন্য তাওফিক ও নিরাপত্তা কামনা করি।

* * *

২৬৫/৬ — তাঁর থেকেই বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "বিধবা এবং অভাবগ্রস্তের (কল্যাণে) প্রচেষ্টাকারী ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারীর সমতুল্য।" বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি আরও বলেছেন: "এবং সে সেই নামায আদায়কারীর মতো যে ক্লান্ত হয় না এবং সেই রোযাদারের মতো যে কখনো রোযা ভঙ্গ করে না।" (বুখারি ও মুসলিম)।

(ص: 100) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب: باب الرفق باليتامى والمستضعفين والفقراء ونحوهم، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله)) وأحسبه قال: ((والمقاتل الذي لا يفتر، والصابئ الذي لا يفطر))، والساعي عليهم هو الذي يقوم بمصالحهم ومؤنتهم وما يلزمهم.

والأرامل هم الذين لا عائل لهم سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، والمساكين هم الفقراء؛ ومن هذا قيام الإنسان على عائلته وسعيه عليهم، على العائلة الذين لا يكتسبون، فإن الساعي عليهم والقائم بمئونتهم ساع على أرملة ومساكين، فيكون مستحقاً لهذا الوعد ويكون كالجهاد في سبيل الله، أو كالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذين لا يفطر.

وفي هذا دليل على جهل أولئك القوم الذين يذهبون يميناً وشمالاً ويدعون عوائلهم في بيوتهم مع النساء، ولا يكون لهم عائل فيضيعون؛ لأنهم يحتاجون إلى الإنفاق ويحتاجون إلى الرعاية وإلى غير ذلك، وتجدهم يذهبون يتجولون في القرى وربما في المدن أيضاً، بدون أن يكون هناك ضرورة، ولكن شيء في نفوسهم، يظنون أن هذا أفضل من البقاء في أهليهم بتأديبهم وتربيتهم.

وهذا ظن خطأ، فإن بقاءهم في أهليهم، وتوجيه أولادهم من ذكور وإناث، وزوجاتهم ومن يتعلق بهم أفضل من كونهم يخرجون يزعمون أنهم يرشدون الناس وهم يتركون عوائلهم الذين هم أحق من غيرهم

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) এই অধ্যায়ে—অর্থাৎ এতিম, অসহায়, দরিদ্র ও তাদের সমপর্যায়ের ব্যক্তিদের প্রতি সদয় আচরণের অধ্যায়ে—রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই বাণীটি উল্লেখ করেছেন: "বিধবার জন্য এবং মিসকিনের (অভাবী) জন্য সচেষ্ট ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারীর ন্যায়।" বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি আরও বলেছেন: "এবং সেই তাহাজ্জুদগুজার ব্যক্তির ন্যায় যে ইবাদতে ক্লান্ত হয় না, এবং সেই রোযাদারের ন্যায় যে কখনো রোযা ভঙ্গ করে না।" আর তাদের জন্য 'সচেষ্ট ব্যক্তি' (সায়ী) হলেন তিনি, যিনি তাদের সুযোগ-সুবিধা, ভরণপোষণ এবং প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদন করেন।

বিধবারা (আরমাল) হলেন তারা যাদের কোনো অভিভাবক বা ভরণপোষণকারী নেই, তারা পুরুষ হোক বা নারী। আর 'মিসকিন' হলেন দরিদ্র বা অভাবী ব্যক্তি। এর অন্তর্ভুক্ত হলো কোনো

ব্যক্তির নিজ পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব পালন এবং তাদের জন্য উপার্জন করা—বিশেষ করে পরিবারের সেই সদস্যদের জন্য যারা উপার্জনে অক্ষম। সুতরাং তাদের জন্য পরিশ্রমকারী এবং তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে বিধবা ও মিসকিনদের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তির সমতুল্য। ফলে সে এই প্রতিশ্রুত সওয়াবের যোগ্য হবে এবং আল্লাহর পথে জিহাদকারীর ন্যায় অথবা সেই তাহাজ্জুদগুজার ব্যক্তির ন্যায় বিবেচিত হবে যে ক্লান্ত হয় না এবং সেই রোযাদারের ন্যায় যে কখনো বিরতি দেয় না।

এর মধ্যে ওইসব লোকদের অজ্ঞতার প্রমাণ রয়েছে যারা এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায় এবং তাদের পরিবার-পরিজনকে কোনো অভিভাবক ছাড়াই নারীদের কাছে ঘরে ফেলে রেখে যায়, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত ও লক্ষ্যচ্যুত হয়। অথচ তাদের ভরণপোষণ, সঠিক তত্ত্বাবধান এবং পরিচর্যার প্রয়োজন ছিল। আপনি দেখবেন তারা কোনো আবশ্যিকতা ছাড়াই বিভিন্ন গ্রাম ও শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে; এটি কেবল তাদের মনের একটি খেয়াল মাত্র। তারা মনে করে যে, এটি পরিবার-পরিজনের কাছে অবস্থান করে তাদের শিষ্টাচার ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের চেয়েও শ্রেষ্ঠ কাজ।

এই ধারণাটি অত্যন্ত ভুল। কেননা নিজ পরিবার-পরিজনের সাথে অবস্থান করা এবং নিজ সন্তানদের (ছেলে ও মেয়ে), স্ত্রী ও তার ওপর নির্ভরশীলদের সঠিক পথে পরিচালিত করা ওই বের হওয়ার চেয়ে অনেক বেশি উত্তম, যাতে তারা মানুষকে সৎপথ প্রদর্শনের দাবি করে অথচ নিজ পরিবারকে অবহেলায় ফেলে যায়; অথচ এই পরিবারই অন্যদের তুলনায় তাদের নিকট থেকে সদাচরণ ও যত্নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়ার বেশি যোগ্য।

(ص: 101) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

بنصيحتهم وإرشادهم، ولهذا قال الله تعالى: (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) [الشعراء: 214] ، فبدأ بعشيرته الأقربين قبل كل أحد.

أما الذي يذهب إلى الدعوة إلى الله يوماً أو يومين أو ما أشبه ذلك، وهو عائد إلى أهله عن قرب فهذا لا يضره، وهو على خير - لكن كلامنا في قوم يذهبون أربعة أشهر، أو خمسة أشهر، أو سنة - عن عوائلهم؛ يتركونهم للأهواء والرياح تعصف بهم، فهؤلاء لا شك أن هذا من قصور فقههم في دين الله عز وجل.

وقد قال النبي عليه الصلاة: ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)) فالفقيه في الدين هو الذي يعرف الأمور، ويحسب لها، ويعرف كيف تؤتي البيوت من أبوابها، حتى يقوم بها يجب عليه.

* * *

266/7 - وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((شر الطعام طعام الوليمة يسنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأبأها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله)) رواه مسلم.

وفي رواية في ((الصحيحين)) عن أبي هريرة من قوله: ((بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء)).

তাদের উপদেশ ও দিকনির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে; আর একারণেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (এবং আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন) [আশ-শুআরা: ২১৪]। ফলে তিনি অন্য সকলের পূর্বে তাঁর নিকটাত্মীয়দের দিয়ে শুরু করেছেন।

তবে যারা একদিন বা দুদিন কিংবা অনুরূপ সময়ের জন্য আল্লাহর পথে দাওয়াতের কাজে বের হন এবং শীঘ্রই নিজ পরিবারের নিকট ফিরে আসেন, এতে কোনো ক্ষতি নেই এবং তিনি কল্যাণের ওপরই রয়েছেন। কিন্তু আমাদের আলোচনার বিষয় হলো সেই সব লোক, যারা চার মাস, পাঁচ মাস কিংবা এক বছরের জন্য পরিবার-পরিজন থেকে দূরে চলে যান; তাদেরকে

প্রবৃত্তি ও প্রতিকূল পরিস্থিতির ঝোড়ো হাওয়ার মুখে ফেলে রেখে যান। এদের ক্ষেত্রে নিসন্দেহে বলা যায় যে, এটি মহান আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে তাদের প্রজ্ঞার (ফিকহ) ঘাটতির পরিচায়ক। আর নবী (সা.) ইরশাদ করেছেন: "আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের প্রজ্ঞা দান করেন।" সুতরাং দ্বীনের প্রকৃত সমঝদার সেই ব্যক্তি, যিনি বিষয়াবলী অনুধাবন করেন, সেগুলোর গুরুত্ব বিবেচনা করেন এবং জানেন কীভাবে সঠিক পন্থায় কোনো কাজে অগ্রসর হতে হয়, যাতে তিনি তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন।

* * *

৭/২৬৬ — তাঁর সূত্রে নবী (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "নিকৃষ্টতম খাদ্য হলো সেই ওলীমার খাদ্য, যাতে আগমনে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের বাধা দেওয়া হয় এবং এমন ব্যক্তিদের দাওয়াত দেওয়া হয় যারা তা প্রত্যাখ্যান করে। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত কবুল করল না, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলো।" এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন। এবং 'সহীহাইন'-এর এক বর্ণনায় আবু হুরায়রা (রা.)-এর উক্তি হিসেবে এসেছে: "সেই ওলীমার খাদ্য অত্যন্ত মন্দ, যাতে ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয় আর দরিদ্রদের বাদ দেওয়া হয়।"

(ص: 102) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأبأها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله)).

قوله عليه الصلاة والسلام: ((شر الطعام طعام الوليمة)) يحتتمل أن يكون المراد بالوليمة هنا وليمة العرس، ويحتتمل أن يكون أعم، وأن المراد بالوليمة كل ما دعي إلى الاجتماع إليه من عرس أو غيره، وسيأتي بيان ذلك في الأحكام إن شاء الله. ثم فسر هذه الوليمة التي طعامها شر الطعام وهي التي يدعى إليها من يابأها ويمنعها من يأتيتها، يعني يدعى إليها الأغنياء، والغني لا يحرص على الحضور إذا دعي؛ لأنه مستغن بماله، ويمنع منها الفقراء؛ والفقير؛ هو الذي إذا دعي أجاب، فهذه الوليمة ليست وليمة مقربة إلى الله؛ لأنه لا يدعى إليها من هم أحق بها وهم الفقراء؛ بل يدعى إليها الأغنياء. أما الوليمة من حيث هي - ولا سيما وليمة العرس - فإنها سنة مؤكدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: ((أولم ولو بشاة)) فأمره بالوليمة

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ তায়াল্লা) আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন তাতে উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "নিকৃষ্টতম খাদ্য হলো সেই ওলীমার খাদ্য যেখানে এমন ব্যক্তিদের আসতে বাধা দেওয়া হয় যারা আসতে চায় এবং এমন ব্যক্তিদের দাওয়াত দেওয়া হয় যারা আসতে অস্বীকার করে। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ করে না, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলো।"

তাঁর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বাণী: "নিকৃষ্টতম খাদ্য হলো ওলীমার খাদ্য" — এখানে ওলীমা বলতে বিবাহের ওলীমা উদ্দেশ্য হওয়াও সম্ভব, আবার এটি আরও ব্যাপক অর্থবোধক হওয়াও সম্ভব। সেক্ষেত্রে ওলীমা বলতে সেই প্রতিটি অনুষ্ঠানকে বোঝাবে যেখানে সমবেত হওয়ার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়, চাই তা বিবাহ উপলক্ষে হোক বা অন্য কোনো কারণে। ইনশাআল্লাহ, আহকাম বা বিধানের আলোচনায় এর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে। অতঃপর তিনি সেই ওলীমার ব্যাখ্যা দিয়েছেন যার খাদ্য নিকৃষ্টতম। আর তা হলো এমন ওলীমা যেখানে যারা আসতে চায় তাদের আসতে বাধা দেওয়া হয় এবং যাদের দাওয়াত দেওয়া হয় তারা আসতে অনীহা প্রকাশ করে। অর্থাৎ, এখানে ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয়;

আর ধনী ব্যক্তি দাওয়াত পেলেও উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে তেমন আগ্রহী হয় না, কারণ সে তার সম্পদের মাধ্যমে অমুখাপেক্ষী। অন্যদিকে এখানে দরিদ্রদের আসতে বাধা দেওয়া হয়; অথচ দরিদ্র ব্যক্তিই হলো সেই যে দাওয়াত পেলে সাড়া দেয়। সুতরাং এই ওলীমা আল্লাহর নৈকট্য দানকারী কোনো ওলীমা নয়; কারণ এখানে যাদের হক সবচেয়ে বেশি—অর্থাৎ দরিদ্রগণ—তাদের দাওয়াত দেওয়া হয় না; বরং ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয়। কিন্তু ওলীমা সত্তাগতভাবে — বিশেষ করে বিবাহের ওলীমা — একটি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেছিলেন: "ওলীমা করো, যদিও তা একটি বকরী দিয়ে হয়।" এভাবে তিনি তাঁকে ওলীমা করার আদেশ দিয়েছিলেন।

(ص: 103) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

قال: ((ولو بشاة)) يعني ولو بشيء قليل، والشاة قليلة بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؛ لأنه من الأغنياء.

وقوله عليه الصلاة والسلام: ((ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله)) يدل على أن إجابة دعوة الوليمة واجبة؛ لأنه لا شيء يكون معصية بتركه إلا وهو واجب، ولكن لا بد فيها من شروط:

الشرط الأول: أن يكون الداعي مسلماً؛ فإن لم يكن مسلماً لم تجب الإجابة، ولكن تجوز الإجابة لا سيما إذا كان في هذا مصلحة، يعني لو دعاك كافر إلى وليمة عرس فلا بأس أن تجيب، لا سيما إن كان في ذلك مصلحة كتأليفه إلى الإسلام، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودياً دعاه في المدينة، فأجابه، وجعل له خبزاً من شعير وإهالة سنخة؛ يعني ودكاً قديماً متغيراً.

وَأَمَّا اشتراط العدالة: يعني اشتراط أن يكون الداعي عدلاً فليس بشرط، فتجوز
إجابة دعوة الفاسق إذا دعاك مثل أن يدعوك إنسان قليل الصلاة مع الجماعة، أو
حليق اللحية، أو شارب دخان، فأجبه كما تجيب من كان سالماً من ذلك.
لكن إن كان عدم الإجابة يفضي إلى مصلحة بحيث يخجل هذا الداعي ويترك
المعصية التي كان يعتادها حيث الناس لا يجيبون دعوته، فلا تجب دعوته من أجل
مصلحته، أما إذا كان لا يستفيد سواء أجبته أو لم

তিনি বলেছেন: “যদি একটি ছাগল দিয়েও হয়,” অর্থাৎ সামান্য কোনো কিছুই মাধ্যমে হলেও।
আর আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাডিয়াল্লাহু আনহু)-এর ক্ষেত্রে একটি ছাগল সামান্যই ছিল,
কারণ তিনি ছিলেন সম্পদশালীদের অন্তর্ভুক্ত।
এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই বাণী: “আর যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ
করল না, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলো” এটি প্রমাণ করে যে, ওয়ালীমার দাওয়াত
কবুল করা ওয়াজিব। কেননা কোনো কাজ বর্জন করা ততক্ষণ পর্যন্ত অবাধ্যতা বলে গণ্য হয়
না, যতক্ষণ না তা ওয়াজিব হয়। তবে এর জন্য কিছু শর্ত থাকা আবশ্যিক:
প্রথম শর্ত: দাওয়াতদাতাকে মুসলিম হতে হবে। যদি সে মুসলিম না হয়, তবে দাওয়াত কবুল
করা ওয়াজিব হবে না। তবে দাওয়াত কবুল করা বৈধ, বিশেষ করে যদি এতে কোনো কল্যাণ
নিহিত থাকে। অর্থাৎ, কোনো কাফির যদি আপনাকে বিয়ের ওয়ালীমায় দাওয়াত দেয়, তবে তা
কবুল করতে কোনো বাধা নেই, বিশেষ করে যদি তাকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার মতো
কোনো কল্যাণ থাকে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত আছে যে,
মদিনায় এক ইহুদি তাঁকে দাওয়াত দিয়েছিল এবং তিনি তা কবুল করেছিলেন। সে তাঁকে
যবের রুটি এবং পুরনো ও গন্ধযুক্ত চর্বি পরিবেশন করেছিল।
আর দাওয়াতদাতার ন্যায়পরায়ণ হওয়া প্রসঙ্গে বলা যায়: অর্থাৎ আহ্বানকারীকে ন্যায়পরায়ণ
হতে হবে এমনটি কোনো শর্ত নয়। সুতরাং পাপাচারী ব্যক্তির দাওয়াত কবুল করা জায়েয।
যেমন—এমন কোনো ব্যক্তি আপনাকে দাওয়াত দিল যে জামাতের সাথে সালাত আদায়ে
অবহেলা করে, কিংবা দাড়ি মুণ্ডন করে অথবা ধূমপান করে; তবে আপনি তার দাওয়াত কবুল
করবেন যেভাবে আপনি এসকল পাপাচার থেকে মুক্ত ব্যক্তির দাওয়াত কবুল করে থাকেন।

কিন্তু দাওয়াত কবুল না করার মাঝে যদি এমন কোনো কল্যাণ নিহিত থাকে যে, মানুষ তার দাওয়াতে সাড়া না দেওয়ার কারণে সে লজ্জিত হয়ে তার নিয়মিত পাপাচার বর্জন করবে, তবে তার সংশোধনের স্বার্থে তার দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যদি আপনি দাওয়াত কবুল করেন বা না করেন তাতে কোনো প্রভাব না পড়ে...

(ص: 104) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

تجبه، فأجب الدعوة لأنه مسلم.

الشرط الثاني: أن يكون ماله حلالاً؛ فإن كان ماله حراماً كالذي يكتسب المال بالربا؛ فإنه لا تجب إجابته لأن ماله حرام، والذي ماله حرام ينبغي للإنسان أن يتورع عن أكل ماله، ولكنه ليس بحرام، يعني لا يحرم عليك أن تأكل من مال من كسبه حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وهم يأكلون الربا؛ يأخذونه ويتعاملون به. لكن الورع أن لا تأكل ممن ماله حرام.

أما إذا كان في ماله حرام يعني ماله مختلط؛ يتجر تجارة حلالاً ويكتسب كسباً محرماً؛ فلا بأس من إجابته، ولا تتورع عن ماله؛ لأنه لا يسلم كثير من الناس اليوم من أن يكون في ماله حرام، فمن الناس من يغش فيكتسب من حرام، ومنهم من يراي في بعض الأشياء، ومنهم الموظفون، وكثير من الموظفين لا يقومون بواجب الوظيفة، فتجده يتأخر عن الدوام، أو يتقدم فيخرج قبل وقت انتهاء الدوام، وهذا ليس راتبه حلالاً؛ بل إنه يأكل من الحرام بقدر ما نقص من عمل الوظيفة؛ لأنه ملتزم بالعقد مع الحكومة مثلاً أنه يقوم بوظيفته من كذا إلى كذا، فلو فتشت الناس اليوم لوجدت كثيراً منهم يكون في ماله دخن من الحرام.

الشرط الثالث: ألا يكون في الدعوة منكر؛ فإن كان في الدعوة منكر فإنه لا تجب الإجابة، مثل لو علمت أنهم سيأتون بغنيين، أو عندهم (شيش) يشربها الحاضرون، أو عندهم شراب دخان فلا تجب إلا إذا كنت قادراً على تغيير هذا المنكر، فإنه يجب عليك الحضور لسببين:

তাকে উত্তর দাও, সুতরাং দাওয়াত কবুল করো যেহেতু সে একজন মুসলিম।

দ্বিতীয় শর্ত: তার সম্পদ হালাল হতে হবে; যদি তার সম্পদ হারাম হয় যেমন সুদের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ, তবে তার দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব নয়, কারণ তার সম্পদ হারাম। যার সম্পদ হারাম, তার আহার্য ভক্ষণ করা থেকে পরহেজ করা মানুষের জন্য বাঞ্ছনীয়, তবে তা হারাম নয়। অর্থাৎ, যার উপার্জন হারাম তার সম্পদ থেকে আহার করা আপনার জন্য হারাম নয়; কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইহুদিদের খাদ্য গ্রহণ করেছেন অথচ তারা সুদ ভক্ষণ করত; তারা তা গ্রহণ করত এবং তা দ্বারা লেনদেন করত। তবে তাকওয়া হলো যার সম্পদ হারাম তার আহার্য গ্রহণ না করা।

কিন্তু যদি তার সম্পদে হারাম বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ তার সম্পদ মিশ্রিত হয়; সে হালাল ব্যবসা করে আবার হারাম পন্থায়ও উপার্জন করে; তবে তার দাওয়াত কবুল করতে কোনো অসুবিধা নেই এবং তার সম্পদ থেকে পরহেজগারী করারও প্রয়োজন নেই; কারণ বর্তমানে অনেক মানুষই তাদের সম্পদে হারামের সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত নয়। কিছু মানুষ আছে যারা প্রতারণা করে হারাম উপার্জন করে, কেউ কেউ নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে সুদী কারবার করে, আবার কেউ কেউ চাকরিজীবী; অনেক চাকরিজীবী তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন না। দেখা যায় যে, সে কর্মস্থলে দেরি করে আসে অথবা নির্ধারিত সময়ের আগেই চলে যায়। এমতাবস্থায় তার বেতন হালাল নয়; বরং সে যতটুকু কাজে ফাঁকি দিয়েছে সেই পরিমাণ হারাম ভক্ষণ করছে; কারণ সে উদাহরণস্বরূপ সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ যে সে নির্দিষ্ট সময় থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে। সুতরাং আপনি যদি বর্তমান সময়ের মানুষদের অনুসন্ধান করেন, তবে দেখবেন তাদের অনেকের সম্পদে হারামের কালিমা রয়েছে।

তৃতীয় শর্ত: দাওয়াতে কোনো গর্হিত কাজ (মুনকার) থাকতে পারবে না; যদি দাওয়াতে কোনো গর্হিত কাজ থাকে তবে দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব নয়। যেমন যদি আপনি জানেন যে তারা গায়ক-গায়িকা নিয়ে আসবে, অথবা উপস্থিতদের পানের জন্য ভুক্ষা (শীশা) থাকবে, অথবা ধূমপানের ব্যবস্থা থাকবে, তবে দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব নয়; যদি না আপনি সেই গর্হিত কাজ পরিবর্তন করতে সক্ষম হন। এমতাবস্থায় আপনার উপস্থিত হওয়া দুটি কারণে ওয়াজিব:

(ص: 105) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

السبب الأول: إزالة المنكر.

السبب الثاني: إجابة الدعوة.

أما إذا كنت ستحضر ولكن لا تستطيع تغيير المنكر؛ فإن حضورك حرام.
الشرط الرابع: أن يعين المدعو، ومعنى يعينه أن يقول: يا فلان أدعوك إلى حضورك
وليمة العرس. فإن لم يعينه بأن دعا دعوة عامة في مجلس فقال: يا جماعة عندنا
حفل زواج وليمة عرس فاحضروا، فإنه لا يجب عليك أن تحضر؛ لأنه دعا دعوة
عامة ولم ينص عليك.

فلا بد أن يعينه فإن لم يعينه فإنها لا تجب، ثم إنه ينبغي للإنسان أن يجيب كل
دعوة؛ لأن من حق المسلم على أخيه أن يجيب دعوته، إلا إذا كان في امتناعه
مصلحة راجحة فليتبع المصلحة.

* * *

267/8 . وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين)) وضم أصابعه)) رواه مسلم.
((جاريتين)) أي: بنتين.

[الشَّرْحُ]

أما هذا الحديث ففيه فضل عول الإنسان للبنات، وذلك أن البنت قاصرة ضعيفة مهينة، والغالب أن أهلها لا يأبهون بها، ولا يهتمون بها،

প্রথম কারণ: অন্যায় বা অপছন্দনীয় বিষয় দূর করা।

দ্বিতীয় কারণ: দাওয়াত কবুল করা।

তবে যদি আপনি উপস্থিত হন কিন্তু সেই অন্যায় পরিবর্তন করতে সক্ষম না হন, তবে আপনার সেখানে উপস্থিত হওয়া হারাম।

চতুর্থ শর্ত: আমন্ত্রিত ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্ট করা। তাকে সুনির্দিষ্ট করার অর্থ হলো এভাবে বলা: হে অমুক, আমি তোমাকে বিয়ের ওলিমার দাওয়াতে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। কিন্তু যদি তিনি নির্দিষ্ট না করে কোনো মজলিসে সাধারণ দাওয়াত দেন এবং বলেন: হে লোকসকল, আমাদের এখানে বিবাহ অনুষ্ঠান ও ওলিমার দাওয়াত আছে, আপনারা উপস্থিত হোন—তবে আপনার জন্য উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব নয়; কারণ তিনি সাধারণ দাওয়াত দিয়েছেন এবং আপনাকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করেননি।

অতএব, তাকে অবশ্যই সুনির্দিষ্ট করতে হবে; যদি সুনির্দিষ্ট না করা হয় তবে তা (উপস্থিত হওয়া) ওয়াজিব হবে না। এরপরও মানুষের উচিত প্রতিটি দাওয়াতে সাড়া দেওয়া; কারণ এক মুসলিমের প্রতি অন্য মুসলিমের অন্যতম অধিকার হলো তার দাওয়াতে সাড়া দেওয়া। তবে যদি অনুপস্থিত থাকায় কোনো বৃহত্তর কল্যাণ নিহিত থাকে, তবে সেই কল্যাণকর পথই অনুসরণ করা উচিত।

* * *

৮/২৬৭ — আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি দুটি কন্যা সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত তাদের লালন-পালন করবে, সে কিয়ামতের দিন আসবে এমন অবস্থায় যে আমি এবং সে এই দুটির মতো হব" — এবং তিনি নিজের আঙুলগুলো একত্রে মেলালেন। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।
‘জারিয়াতাইন’ অর্থ: দুটি কন্যা সন্তান।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসটিতে মানুষের জন্য কন্যা সন্তানদের লালন-পালনের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। আর তা এই কারণে যে, কন্যা সন্তান সাধারণত সীমাবদ্ধ ও দুর্বল হয়ে থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে অবহেলার শিকার হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তাদের পরিবার তাদের প্রতি ভ্রক্ষেপ করে না এবং তাদের গুরুত্ব দেয় না।

(ص: 106) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من عال جاريتين حتى تبلغا؛ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين)) وضم إصبعيه: السبابة والوسطى، والمعنى أنه يكون رفيقاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة إذا عال الجارتين؛ يعني الأنثيين من بنات أو أخوات أو غيرهما، أي أنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وقرن بين إصبعيه عليه الصلاة والسلام.

والعول في الغالب يكون بالقيام بمؤونة البدن؛ من الكسوة والطعام والشراب والسكن والفراش ونحو ذلك، وكذلك يكون في غذاء الروح؛ بالتعليم والتهديب والتوجيه والأمر بالخير والنهي عن الشر وما إلى ذلك.

ويؤخذ من هذا الحديث ومما قبله أيضاً أنه ينبغي للإنسان أن يهتم بالأمر التي تقربه إلى الله لا بالأمر الشكليات، أو مراعاة ما ينفع في الدنيا فقط، بل يلاحظ هذا ويلاحظ ما ينفع في الآخرة أكثر وأكثر.

وقوله: ((حتى تبلغاً)) يعني حتى تصل إلى سن البلوغ؛ وهو خمس عشرة سنة، أو غير ذلك من علامات البلوغ في المرأة كأن تحيض ولو قبل خمس عشرة سنة، أو نبتت لها العانة أو احتلمت،

* * *

268/9 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئاً غير ثمرة واحدة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا، فأخبرته فقال: ((من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من النار)) متفق عليه.

এজন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি দুই জন কন্যা সন্তানকে তারা সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করবে, কিয়ামতের দিন আমি এবং সে এই দুইটির ন্যায় আসব।" এই বলে তিনি তাঁর তর্জনী এবং মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়কে একত্রিত করলেন। এর অর্থ হলো, সে জান্নাতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গী হবে যদি সে দুই জন কন্যাকে লালন-পালন করে; অর্থাৎ দুই জন কন্যা, বোন বা অন্য নারী সদৃশদের। অর্থাৎ সে জান্নাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে থাকবে, আর তিনি তাঁর দুই আঙুলকে একত্রে মিলিয়ে দেখালেন।

লালন-পালন বা ভরণপোষণ সাধারণত শারীরিক প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমে হয়ে থাকে; যেমন পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান, শয্যা এবং এই জাতীয় বিষয়াবলি। একইভাবে এটি আত্মার খোরাক জোগানোর মাধ্যমেও হয়; যেমন শিক্ষা প্রদান, শিষ্টাচার শিক্ষা, দিকনির্দেশনা, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ এবং এই ধরনের বিষয়গুলো।

এই হাদিস এবং এর পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আরও গ্রহণ করা যায় যে, মানুষের উচিত সেই সব বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা যা তাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে, নিছক বাহ্যিক লৌকিকতা কিংবা কেবল দুনিয়াবি উপকারের বিষয়গুলোর প্রতি নয়। বরং তাকে দুনিয়ার উপকারের পাশাপাশি পরকালের উপকারের দিকে উত্তরোত্তর অধিক লক্ষ্য রাখতে হবে।

তাঁর বাণী: "তারা সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত" এর অর্থ হলো তারা বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছানো পর্যন্ত; যা পনেরো বছর বয়স, অথবা মহিলাদের ক্ষেত্রে সাবালিকা হওয়ার অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া যেমন পনেরো বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই ঋতুস্রাব শুরু হওয়া, কিংবা নাভির নিচে লোম গজানো অথবা স্বপ্নদোষ হওয়া।

* * *

৯/২৬৮ — আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমার নিকট এক নারী প্রবেশ করল যার সাথে তার দুই কন্যা ছিল, সে কিছু সাহায্য চাচ্ছিল। তখন আমার নিকট একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি তাকে সেটি দিয়ে দিলাম, ফলে সে তা তার দুই কন্যার মধ্যে ভাগ করে দিল এবং নিজে তা থেকে কিছুই খেল না। অতঃপর সে উঠে চলে গেল। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট প্রবেশ করলে আমি তাঁকে বিষয়টি জানালাম। তিনি বললেন: "যাকে এই কন্যা সন্তানদের মাধ্যমে কোনোভাবে পরীক্ষায় ফেলা হয় এবং সে তাদের প্রতি সদয় আচরণ করে, তবে তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে ঢাল স্বরূপ হবে।" (বুখারি ও মুসলিম)।

(ص: 107) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - عن عائشة رضي الله عنها قصة عجيبة غريبة، قالت: دخلت عليّ امرأة ومعها ابنتان لها تسأل. وذلك لأنها فقيرة. قالت: فلم تجد عندي

إلا ثمرة واحدة - بيت من بيوت النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد فيه إلا ثمرة واحدة! - قالت: فأعطينها إياها فقسمتها بين ابنتيها نصفين، وأعطت واحدة نصف الثمرة، وأعطت الأخرى نصف الثمرة الآخر، ولم تأكل منها شيئاً.

فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فأخبرته لأنها قصة غريبة عجيبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له ستراً من النار)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من ابتلي)) : ليس المراد به هنا بلوى الشر، لكن المراد: من قدر له، كما قال الله تعالى: (وَنَبَلُوكُمْ بِالْأَشَرِّ وَالْخَيْرِ فَتَنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) [الأنبياء: 35] يعني من قدر له ابنتان فأحسن إليهما كن له ستراً من النار يوم القيامة، يعني أن الله تعالى يحجبه عن النار بإحسانه إلى البنات؛ لأن البنت ضعيفة لا تستطيع التكسب، والذي يكتسب هو الرجل، قال الله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِأَنفُقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) [النساء: 34] .

فالذي ينفق على العائلة ويكتسب هو الرجل، أما المرأة فإنما شأنها

[ব্যাখ্যা]

লেখক —আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন— আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে একটি অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: এক মহিলা তার সাথে তার দুই কন্যাকে নিয়ে সাহায্য চাইতে আমার কাছে এল। কারণ সে ছিল দরিদ্র। তিনি বলেন: সে আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই পেল না —নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর ঘরসমূহের একটি ঘরে একটি মাত্র খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না!— তিনি বলেন: আমি তাকে সেটি দান করলাম, এরপর সে তা তার দুই কন্যার মধ্যে দুই ভাগ করে দিল। সে একজনকে অর্ধেক খেজুর দিল এবং অপরজনকে খেজুরের বাকি অর্ধেক দিল, আর নিজে তা থেকে কিছুই খেল না।

অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট আসলেন এবং তিনি তাঁকে বিষয়টি জানালেন, কারণ এটি ছিল এক বিস্ময়কর ঘটনা। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: “যাকে এই কন্যা সন্তানদের মাধ্যমে কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়, অতঃপর সে তাদের প্রতি ইহসান (সদাচরণ) করে, তবে তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে ঢাল স্বরূপ হবে।” আর তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাণী: “যাকে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়”: এখানে মন্দ কোনো পরীক্ষা উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য হলো: যার ভাগ্যে তা নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (আর আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভালোর মাধ্যমে পরীক্ষা করি এবং আমারই কাছে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে) [আল-আশ্বিয়া: ৩৫]। অর্থাৎ যার জন্য কন্যা সন্তান নির্ধারিত করা হয়েছে এবং সে তাদের প্রতি সদাচরণ করেছে, তারা কিয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে আড়াল হয়ে দাঁড়াবে। অর্থাৎ কন্যাদের প্রতি সদাচরণের কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নাম থেকে আড়াল করে দেবেন; কারণ কন্যারা দুর্বল, তারা উপার্জনে সক্ষম নয়। আর পুরুষরাই উপার্জন করে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল, যেহেতু আল্লাহ তাদের এককে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং যেহেতু তারা তাদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে) [আন-নিসা: ৩৪]।

সুতরাং যে ব্যক্তি পরিবারের ওপর ব্যয় করে এবং উপার্জন করে সে হলো পুরুষ, পক্ষান্তরে নারীর বিষয়টি হলো...

(ص: 108) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

في البيت، تقيمه وتصلحه لزوجها وتؤدب أولادها، وليست المرأة للوظائف والتكسب إلا عند الغرب الكفرة ومن على شاكلتهم، ممن اغتر بهم فقلدهم وجعل المرأة مثل الرجل في الاكتساب وفي التجارة وفي المكاتب، حتى صار الناس يختلطون بعضهم

بعض، وكلما كانت المرأة أجمل؛ كانت أحظى بالوظيفة الراقية عند الغرب ومن شابههم ومن شاكلهم!

ونحن والله الحمد في بلادنا هذه - نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة - قد منعت الحكومة حسب ما قرأنا من كتاباتها أن يتوظف النساء لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص إلا فيما يتعلق بالنساء ونسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة؛ مثل مدارس البنات وشبهها. لكن نسأل الله الثبات، وأن يزيدها من فضله، وأن يمنحها مما عليه الأمم اليوم من هذا الاختلاط الضار.

ومما ورد في هذا الحديث من العبر:

أولاً: بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أشرف بيوته، فيه أحب نسائه إليه، لا يوجد به إلا ثمرة واحدة، ونحن الآن في بلدنا هذا يقدم للإنسان عند الأكل أربعة أصناف شتى، فلماذا فتحن علينا الدنيا وأغلقت عليهم؟! ألكوننا أحب إلى الله منهم؟! لا والله، هم أحب إلى الله منا، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء، ونحن ابتلينا بهذه النعم، فصارت هذه النعم عند كثير من الناس اليوم سبباً للشكر والفساد والأشر والبطر، حتى فسقوا والعياذ بالله، ويخشى علينا من عقوبة الله عز وجل بسبب أن كثيراً منا بطروا هذه

গৃহে অবস্থান করে নারী তার স্বামীর জন্য ঘরকে সুশোভিত ও সুশৃঙ্খল রাখবে এবং তার সন্তানদের শিষ্টাচার শিক্ষা দেবে। কাফের পাশ্চাত্য এবং তাদের ন্যায় যারা রয়েছে তারা ব্যতীত অন্য কোথাও নারীদের চাকরি ও উপার্জনের জন্য নিয়োগ করা হয় না। যারা তাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে তাদের অনুকরণ করেছে এবং উপার্জন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও দপ্তরে নারীকে পুরুষের সমতুল্য করেছে, এমনকি মানুষ একে অপরের সাথে অবাধ মেলামেশায় লিপ্ত হয়েছে। নারী যত বেশি সুন্দরী হয়, পাশ্চাত্য এবং তাদের অনুসারীদের কাছে সে তত উচ্চতর পদের অধিকারী হয়!

আর আল্লাহর শুকরিয়া যে আমাদের এই দেশে—আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ওপর এই নেয়ামত দীর্ঘস্থায়ী করেন—সরকার তাদের নির্দেশনামা অনুযায়ী যা আমরা পড়েছি, তাতে নারীদের সরকারি বা বেসরকারি কোনো খাতেই নিয়োগ নিষিদ্ধ করেছে, কেবল নারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ব্যতীত—আর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ওপর এই নেয়ামত স্থায়ী করেন; যেমন বালিকাদের বিদ্যালয় এবং এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান। তবে আমরা আল্লাহর কাছে অটল থাকার তাওফিক চাই এবং তিনি যেন তাঁর অনুগ্রহ বৃদ্ধি করেন এবং বর্তমান জাতিসমূহ যে ক্ষতিকর অবাধ মেলামেশার মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে, তা থেকে যেন আমাদের রক্ষা করেন।

এই হাদীসে বর্ণিত শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে:

প্রথমত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরসমূহের মধ্যে একটি এবং তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘর, যেখানে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সহধর্মিণী ছিলেন, সেখানে কেবল একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অথচ এখন আমাদের এই দেশে খাওয়ার সময় মানুষের সামনে চার প্রকারের বিচিত্র খাবার পেশ করা হয়। কেন আমাদের জন্য দুনিয়া উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো এবং তাদের জন্য রুন্ধ রাখা হয়েছিল? আমরা কি তাদের চেয়ে আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় হওয়ার কারণে এমন হয়েছে? আল্লাহর কসম, কখনোই না; তাঁরা আমাদের চেয়ে আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় ছিলেন। তবে আল্লাহর অনুগ্রহ তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আমরা এই নেয়ামতগুলোর মাধ্যমে পরীক্ষিত হচ্ছি। বর্তমানকালে অনেক মানুষের নিকট এই নেয়ামতসমূহ মন্দ, ফাসাদ, দস্ত ও অহংকারের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এমনকি তারা পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে—আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আমাদের ওপর মহান আল্লাহর শাস্তির আশঙ্কা রয়েছে, কারণ আমাদের মধ্যে অনেকে এই নেয়ামতগুলোর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে...

النعم وكفروها، وجعلوها عوناً على معاصي الله سبحانه وتعالى نسأل الله السلامة ..
ثانياً: وفيه أيضاً ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الإيثار، فإن عائشة ليس
عندها إلا ثمرة ومع ذلك آثرت بها هذه المسكينة، ونحن الآن عندنا أموال كثيرة
ويأتي السائل ونرده.

لكن بلاءنا في الحقيقة في رد السائل هو أن كثيراً من السائلين كاذبون؛ يسأل وهو
أغنى من المسؤول، وكم من إنسان سأل ويسأل الناس ويلحف في المسألة فإذا مات
وجدت عنده دراهم الفضة والذهب الأحمر والأوراق الكثيرة من النقود! وهذا هو
الذي يجعل الإنسان لا يتشجع على إعطاء كل سائل، من أجل الكذب والخداع،
حيث يظهرون بظهر العجزة وبظهر المعتوهين والفقراء وهم كاذبون.

ثالثاً: وفي هذا الحديث أيضاً من العبر أن الصحابة رضي الله عنهم يوجد فيهم
الفقير كما يوجد فيهم الغني، قال الله تعالى: (أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا
بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضاً سُخْرِيًّا) [الزخرف: 32] ، ولولا هذا التفاوت ما اتخذ بعضنا بعضاً سخرياً، ولو
كنا على حد سواء واحتاج الإنسان منا مثلاً لعمل ما كالبناء، فجاء إلى الآخر فقال:
أريدك أن تبني لي بيتاً، فقال: لا أبني، أنا مثلك، أنا غني، فإذا أردنا أن نصنع باباً،
قال الآخر: لا أصنع، أنا غني مثلك؛ فهذا التفاوت جعل الناس يخدم بعضهم بعضاً:

নেয়ামতসমূহ এবং তারা এগুলো অস্বীকার করেছে, এবং এগুলোকে মহান আল্লাহর
নাফরমানির কাজে সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করেছে। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা
করছি।

দ্বিতীয়ত: এতে আরও রয়েছে সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত।
আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট মাত্র একটি খেজুর ছিল, তা সত্ত্বেও তিনি এই অভাবী
মহিলাকে সেটি দিয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অথচ বর্তমানে আমাদের কাছে প্রচুর সম্পদ
রয়েছে, কিন্তু সাহায্যপ্রার্থী আসলে আমরা তাকে ফিরিয়ে দেই।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাহায্যপ্রার্থীকে ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের বিপত্তি হলো এই যে, অনেক সাহায্যপ্রার্থীই মিথ্যাবাদী; সে যাঞ্চ করে অথচ সে দাতার চেয়েও বেশি সম্পদশালী। এমন কত মানুষ আছে যারা মানুষের কাছে হাত পাতে এবং যাঞ্চর ক্ষেত্রে পীড়াপীড়ি করে, অথচ মারা যাওয়ার পর দেখা যায় তার কাছে রৌপ্য মুদ্রা, স্বর্ণ এবং প্রচুর কাণ্ডজে মুদ্রা জমা রয়েছে! আর এটিই মানুষকে প্রত্যেক সাহায্যপ্রার্থীকে দান করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করে; তাদের মিথ্যাচার ও প্রতারণার কারণে। তারা অসহায়, বিকলাঙ্গ ও দরিদ্রের বেশে নিজেদের প্রকাশ করে, অথচ তারা মিথ্যাবাদী।

第三ত: এই হাদীসে আরও একটি শিক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর মধ্যেও যেমন দরিদ্র ছিলেন, তেমনি ধনীও ছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন: "তারা কি আপনার প্রতিপালকের করুণা বণ্টন করে? আমিই তাদের মধ্যে তাদের পার্থিব জীবনের জীবিকা বণ্টন করি এবং তাদের একজনকে অপরের ওপর মর্যাদায় উন্নত করি, যাতে একে অপরকে সেবক হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।" [সূরা আয-যুখরুফ: ৩২]। আর এই ব্যবধান না থাকলে আমরা একে অপরকে সেবক হিসেবে পেতাম না। যদি আমরা সবাই সমান স্তরের হতাম এবং আমাদের মধ্য থেকে কারো যদি কোনো কাজের প্রয়োজন হতো—যেমন ঘর নির্মাণ—তবে সে যদি অন্য কারো কাছে গিয়ে বলতো: 'আমি চাই আপনি আমার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করে দিন', তবে সে উত্তর দিত: 'আমি নির্মাণ করব না, আমি আপনার মতোই ধনী'। আবার যদি আমরা একটি দরজা তৈরি করতে চাইতাম, তবে অন্যজন বলত: 'আমি তৈরি করব না, আমি আপনার মতোই ধনী'। সুতরাং এই বৈষম্যই মানুষকে একে অপরের সেবা করার সুযোগ করে দিয়েছে:

(ص: 110) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الناس للناس من بدو وحاضرة... بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم

حتى التاجر الغني صاحب المليارات يخدم الفقير. كيف؟ ! يورد الأطعمة والأشربة والأكسية ومواد البناء وغيرها، يجلبها للفقير فينتفع بها، فكل الناس بعضهم يحتاج لبعض، ويخدم بعضهم بعضاً؛ ذلك حكمة من الله عز وجل. رابعاً: وفي هذا الحديث أيضاً دليل على فضل من أحسن إلى البنات بالمال، والكسوة، وطيب خاطر، ومراعاة أنفسهن؛ لأنهن عاجزات قاصرات. خامساً: وفيه ما أشرنا إليه أولاً من أن الذي يكلف بالنفقة وينفق هم الرجال، أما النساء فللبیوت ولمصالح البيوت، وكذلك للمصالح التي لا يقوم بها إلا النساء كمدارس البنات.

أما أن يجعلن موظفات مع الرجال في مكتب واحد، أو سكرتيرات كما يوجد في كثير من بلاد المسلمين، فإن هذا لا شك خطأ عظيم، وشر عظيم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها))؛ لأن أولها قريب من الرجال فصار شراً، وآخرها بعيد عن الرجال فصار خيراً. فأنظر

মানুষ মানুষের জন্য, চাই সে মরুচারী হোক কিংবা নগরের অধিবাসী ... তারা একে অপরের সেবক, যদিও তারা তা অনুভব করে না।

এমনকি কোটি কোটি টাকার মালিক ধনী ব্যবসায়ীও দরিদ্রের সেবা করে। কিভাবে?!! সে খাদ্য-পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ, নির্মাণসামগ্রী এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি সরবরাহ করে; সে এগুলো দরিদ্রের নিকট নিয়ে আসে এবং দরিদ্র ব্যক্তি তা দ্বারা উপকৃত হয়। সুতরাং সকল মানুষই একে অপরের মুখাপেক্ষী এবং তারা একে অপরের সেবা করে থাকে। এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক নিগূঢ় প্রজ্ঞা।

চতুর্থত: এই হাদিসে সেই ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রয়েছে যে কন্যা সন্তানদের প্রতি অর্থ-সম্পদ, পোশাক-পরিচ্ছদ, সহমর্মিতা এবং তাদের মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখার মাধ্যমে সদাচরণ করে; কারণ তারা অক্ষম ও পরনির্ভরশীল।

পঞ্চমত: এতে সেই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যা আমরা প্রথমে উল্লেখ করেছিলাম যে, ভরণপোষণের দায়িত্ব অর্পিত হয় এবং ব্যয় করে থাকে পুরুষরা। আর নারীরা ঘরের জন্য এবং

ঘরের অভ্যন্তরীণ কার্যাবলীর জন্য। তদ্রূপ সেই সকল কাজের জন্য যা নারী ছাড়া অন্য কেউ সম্পাদন করতে পারে না, যেমন বালিকাদের বিদ্যালয়সমূহ।

কিন্তু তাদেরকে যদি একই অফিসে পুরুষদের সাথে কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় কিংবা সেক্রেটারি হিসেবে কাজ দেওয়া হয়, যা মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশে দেখা যায়, তবে নিঃসন্দেহে এটি একটি বড় ভুল এবং এক ভয়াবহ অনিষ্ট। নবী (সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) বলেছেন: "পুরুষদের সারির মধ্যে সর্বোত্তম হলো প্রথম সারি এবং সর্বনিকৃষ্ট হলো শেষ সারি। আর নারীদের সারির মধ্যে সর্বোত্তম হলো শেষ সারি এবং সর্বনিকৃষ্ট হলো প্রথম সারি।" কারণ প্রথম সারিটি পুরুষদের কাছাকাছি হওয়ায় তা নিকৃষ্ট সাব্যস্ত হয়েছে এবং শেষ সারিটি পুরুষদের থেকে দূরে হওয়ায় তা উৎকৃষ্ট সাব্যস্ত হয়েছে। অতএব লক্ষ্য করুন

(ম: 111) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

كيف نُدب للمرأة أن تتأخر وتبتعد عن الإمام، كل ذلك من أجل البعد عن الرجال، نسأل الله أن يحمينا وإخواننا المسلمين من أسباب سخطه وعقابه.

269/10. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منها ثمرة ورفعت إلى فيها ثمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتها، فشقت الثمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو أعتقها بها من النار)) رواه مسلم.

270/11 - وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اللهم إني أخرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة)) حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد.

ومعنى: ((أخرج)) : أخرج الحرج، وهو الإثم بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيراً بليغاً، وأزجر عنه زجراً أكيداً.

271/12 - وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رأى سعد أن له فضلاً على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((هل تنصرون وترزقون إلا

কীভাবে নারীদের জন্য ইমাম থেকে পেছনে থাকা এবং দূরে সরে যাওয়ার বিধান রাখা হয়েছে, এর সবটুকুই পুরুষদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখার নিমিত্তে; আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আমাদের মুসলিম ভাইদের তাঁর ক্রোধ ও শাস্তির কারণসমূহ থেকে রক্ষা করেন।

* * *

১০/২৬৯ — আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একজন অভাবী নারী তার দুটি কন্যা সন্তানকে সাথে নিয়ে আমার কাছে এলো। আমি তাকে তিনটি খেজুর খেতে দিলাম। সে তার দুই কন্যার প্রত্যেককে একটি করে খেজুর দিল এবং অন্যটি খাওয়ার জন্য নিজের মুখের কাছে তুলল। তখন তার দুই কন্যা সেটিও খেতে চাইল। ফলে সে যে খেজুরটি নিজে খেতে চেয়েছিল, তা দুই ভাগে ভাগ করে তাদের মাঝে বিলিয়ে দিল। তার এই কাজ আমাকে বিস্মিত করল। সে যা করেছিল, আমি তা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ এর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাত অবধারিত করেছেন অথবা এর মাধ্যমে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন।" (বর্ণনায়: মুসলিম)।

১১/২৭০ — আবু শুরাইহ খুওয়াইলিদ বিন আমর আল-খুযাঈ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "হে আল্লাহ! আমি দুই

দুর্বল ব্যক্তি—ইয়াতীম এবং নারীর অধিকার নষ্ট করাকে কঠোরভাবে গুনাহের কাজ সাব্যস্ত করছি।" (এটি একটি হাসান হাদীস, যা ইমাম নাসাঈ উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।)

এবং "আহরিজু" (গুনাহ সাব্যস্ত করা) এর অর্থ হলো: যারা এই দুই শ্রেণীর অধিকার ক্ষুণ্ণ করবে, তাদের আমি গুনাহগার সাব্যস্ত করছি। আমি এ বিষয়ে কঠোরভাবে সতর্ক করছি এবং অত্যন্ত জোরালোভাবে বারণ করছি।

১২/২৭১ — মুসআব বিন সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: সাদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মনে করলেন যে, যারা তার তুলনায় নিচু অবস্থানে আছে, তাদের ওপর তার শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "তোমাদেরকে কি সাহায্য করা হয় এবং রিযিক প্রদান করা হয় কেবল..."

(ص: 112) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

بضعفائكم)) رواه البخاري هكذا مرسلًا، فإن مصعب بن سعد تابعي، ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلًا عن مصعب عن أبيه رضي الله عنه. 272/13. وعن أبي الدرداء عويعر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ابغوني الضعفاء، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم)) رواه أبو داود بإسناد جيد.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث كلها تدل على مضمون ما سبق من الرفق بالضعفاء واليتامى والبنات وما أشبه ذلك، وفي حديث عائشة الأول قصة كحديثها السابق، لكن الحديث السابق أن عائشة رضي الله عنها أعطتها ثمرة واحد فشقتها بين ابنتيها.

أما هذا الحديث فأعطتها ثلاث تمرات، فأعطت إحدى البنتين واحدة، والثانية التمرة الأخرى، ثم رفعت الثالثة إلى فيها لتأكلها، فاستطعتها. يعني أن البنتين نظرتا إلى التمرة التي رفعتها الأم - فلم تطعمها الأم بل شقتها بينهما نصفين، فأكلت كل بنت ثمرة ونصفاً والأم لم تأكل شيئاً. فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرته بها صنعت البراءة، فقال: ((أن الله أوجب لها بها الجنة، أو أعتقها بها من النار)) يعني: لأنها لها

...তোমাদের দুর্বলদের অসিলায়।") ইমাম বুখারী এটি এভাবেই 'মুরসাল' হিসেবে বর্ণনা করেছেন, কেননা মুসআব ইবনে সাদ একজন তাবিঈ। তবে হাফেজ আবু বকর আল-বারকানী তাঁর সহীহ গ্রন্থে এটি মুসআব থেকে তাঁর পিতার (রা.) সূত্রে 'মুত্তাসিল' বা সংযুক্ত হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

১৩/২৭২ — আবুদারদা উওয়াইমির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "তোমরা আমার জন্য দুর্বলদের তালাশ করো, কারণ তোমাদের সাহায্য ও রিযিক প্রদান করা হয় তোমাদের দুর্বলদের অসিলায়।" এটি আবু দাউদ উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাক্তা]

এই হাদিসগুলো সবই পূর্বে আলোচিত দুর্বল, এতিম, কন্যা সন্তান এবং এই জাতীয় ব্যক্তিদের প্রতি কোমলতা ও সদয় আচরণের বিষয়ের ওপর প্রমাণ বহন করে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা প্রথম হাদিসটিতে আগের হাদিসের মতোই একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তবে পূর্ববর্তী হাদিসটিতে ছিল যে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে একটি মাত্র খেজুর দিয়েছিলেন এবং তিনি তা তাঁর দুই মেয়ের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন।

আর এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাকে তিনটি খেজুর দিয়েছিলেন। ফলে তিনি দুই মেয়ের প্রত্যেককে একটি করে দিলেন এবং তৃতীয়টি নিজের খাওয়ার জন্য মুখের কাছে তুললেন। তখন তারা দুজনই তা খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করল — অর্থাৎ মেয়ে দুটি তাদের মায়ের তোলা খেজুরটির দিকে তাকিয়ে রইল — তখন মা সেটি নিজে না খেয়ে বরং সেটিও তাদের মাঝে দুই টুকরো করে ভাগ করে দিলেন। এভাবে প্রতিটি মেয়ে দেড়টি করে খেজুর

খেল এবং মা নিজে কিছুই খেলেন না। আয়েশা (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলেন এবং মহিলাটি যা করেছিলেন তা তাঁকে জানালেন। তখন তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ এর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাত অবধারিত করেছেন, অথবা এর মাধ্যমে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন।" অর্থাৎ: যেহেতু তিনি যখন...

(ص: 113) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

رحمتها هذه الرحمة العظيمة أوجب الله لها بذلك الجنة. فدل ذلك على أن ملاطفة الصبيان والرحمة بهم من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم ذلك.

وفي الأحاديث الثلاثة التالية لهذا الحديث ما يدل على أن الضعفاء سبب للنصر وسبب للرزق، فإذا حنَّ عليهم الإنسان وعطف عليهم وآتاهم مما آتاه الله عز وجل؛ كان ذلك سبباً للنصر على الأعداء، وكان سبباً للرزق؛ لأن الله تعالى أخبر أنه إذا أنفق الإنسان لربه نفقة فإن الله تعالى يخلفها عليه. قال الله تعالى: (وَمَا أَنتَقُتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) [سبأ: 39]، يخلفه: أي يأتي بخلفه وبدله.

তাদের প্রতি এই মহান মমত্ববোধের কারণে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবধারিত করে দিয়েছেন।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শিশুদের প্রতি কোমল আচরণ এবং তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন জান্নাতে প্রবেশের এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের অন্যতম কারণ। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের এবং আপনাদের জন্য তা লিখে দেন।

এবং এই হাদিসের পরবর্তী তিনটি হাদিসে এমন প্রমাণ রয়েছে যে, সমাজের দুর্বলরাই সাহায্য ও রিযিক লাভের মাধ্যম। সুতরাং মানুষ যখন তাদের প্রতি মমত্ববোধ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করে এবং মহান আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে তাদের দান করে, তখন তা শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় ও রিযিক লাভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়; কেননা আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন যে, মানুষ যখন তার রবের সন্তুষ্টির জন্য কোনো কিছু ব্যয় করে, তখন আল্লাহ তাআলা তার বিনিময় দান করেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, তিনি তার বিনিময় প্রদান করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা) [সাবা: ৩৯]। ‘তিনি বিনিময় প্রদান করেন’ অর্থ হলো: তিনি এর স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিদান দান করেন।

(ص: 114) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

34. بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء: 19] ، وَقَالَ تَعَالَى: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَبِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) [النساء: 129] .

[الشَّرْحُ]

قَالَ الْمُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ، يَعْنِي الْوَصِيَّةَ عَلَى أَنْ يَرْفُقَ بِهِنَ الْإِنْسَانُ وَأَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ فِيهِنَّ؛ لِأَنَّهُنَّ قَاصِرَاتٌ يَحْتَاجْنَ إِلَى مَنْ يَجْبِرُهُنَّ وَيَكْلِمُهُنَّ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) [النساء: 34] .

ثُمَّ اسْتَدَلَّ الْمُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) يَعْنِي: عَاشَرُوا النِّسَاءَ بِالْمَعْرُوفِ.

والمعاشرة: معناها المصاحبة والمعاملة؛ فيعاملها الإنسان بالمعروف ويصاحبها كذلك.

والمعروف: ما عرفه الشرع وأقره واطرد به العرف، والعبرة بما أقره الشرع، فإذا أقر الشرع شيئاً فهو المعروف، وإذا أنكر شيئاً فهو المنكر ولو عرفه الناس.
وقال تعالى: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ) [النساء: 129] ،
وهذا الخطاب لمن كان عنده زوجتان فأكثر، يبين الله

৩৪. নারীদের প্রতি সদ্যবহারের উপদেশ সংক্রান্ত অধ্যায়

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: (আর তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন অতিবাহিত করো)
[আন-নিসা: ১৯], এবং আল্লাহ তাআলা বলেন: (আর তোমরা যতই সচেষ্ট হও না কেন,
তোমাদের স্ত্রীদের মাঝে কখনোই পূর্ণ সমতা রক্ষা করতে পারবে না; কাজেই তোমরা কোনো
একজনের দিকে সম্পূর্ণ ঝুঁকে পড়ো না, ফলে অন্যজনকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখো না। আর যদি
তোমরা নিজেদের সংশোধন করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু) [আন-নিসা: ১২৯]।

[ব্যাক্যা]

গ্রন্থকার —আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন— বলেছেন: নারীদের প্রতি সদ্যবহারের
অসিয়ত বা উপদেশের অধ্যায়। অর্থাৎ মানুষের জন্য তাদের প্রতি নম্র আচরণ করা এবং
তাদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ; কারণ তারা সীমাবদ্ধ ও দুর্বল এবং তারা এমন
একজনের মুখাপেক্ষী যে তাদের তত্ত্বাবধান করবে ও তাদের সাথে সদালাপ করবে, যেমনটি
মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (পুরুষেরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল, যেহেতু আল্লাহ তাদের
মধ্য থেকে একে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন) [আন-নিসা: ৩৪]।

অতঃপর গ্রন্থকার —আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন— মহান আল্লাহ তাআলার এই বাণী
দ্বারা দলিল পেশ করেছেন: (আর তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন অতিবাহিত করো)
অর্থাৎ: তোমরা নারীদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করো।

আর 'মুয়াশারাত' বা জীবন অতিবাহিত করার অর্থ হলো সাহচর্য ও পারস্পরিক আচরণ; সুতরাং
মানুষ তাদের সাথে সদ্ভাবে ব্যবহার করবে এবং একইভাবে সাহচর্য প্রদান করবে।

আর 'মারুফ' (সদ্ভাব বা ন্যায়সংগত বিষয়) হলো যা শরীয়ত কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত এবং যা সামাজিক রীতিনীতিতেও প্রচলিত। তবে মূল বিবেচ্য বিষয় হলো যা শরীয়ত অনুমোদন দিয়েছে; সুতরাং শরীয়ত যদি কোনো কিছু অনুমোদন দেয় তবে সেটিই 'মারুফ', আর যদি শরীয়ত কোনো কিছুকে প্রত্যাখ্যান করে তবে তা 'মুনকার' (গর্হিত), যদিও মানুষ তাকে ভালো হিসেবে গণ্য করুক না কেন।

এবং আল্লাহ তাআলা বলেন: (আর তোমরা যতই সচেষ্টি হও না কেন, তোমাদের স্ত্রীদের মাঝে কখনোই পূর্ণ সমতা রক্ষা করতে পারবে না) [আন-নিসা: ১২৯]। এই সম্বোধন তাদের জন্য যাদের দুই বা ততোধিক স্ত্রী রয়েছে; আল্লাহ এখানে বর্ণনা করছেন যে...

(ص: 115) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

عز وجل أن الإنسان لا يستطيع أن يعدل بين النساء ولو حرص؛ لأن هناك أشياء تكون بغير اختيار الإنسان؛ كالمودة والميل وما أشبه ذلك، مما يكون في القلب.

أما ما يكون بالبدن فإنه يمكن العدل فيه؛ كالعدل في النفقة، والعدل في المعاملة بأن يقسم لهذه ليلتها وهذه ليلتها، والكسوة، وغير ذلك فهذا ممكن، لكن ما في القلب لا يمكن أن يعدل الإنسان فيه؛ لأنه بغير اختياره.

ولهذا قال الله تعالى: (فَلَا تَيْبَلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا) أي تذرُوا البرأة إذا التي ملتم عنها (كالمُعَلَّقَةِ) بين السماء والأرض، ليس لها قرار؛ لأن البرأة إذا رأت أن زوجها مال مع ضررتها تعبت تعباً عظيماً، واشتغل قلبها، فصارت كالمعلقة بين السماء والأرض ليس لها قرار.

ثم قال: (فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) يعني إن تسلكوا سبيل الإصلاح وتقوى الله عز وجل؛ فإن الله كان غفوراً رحيمًا: يعني يغفر لكم ما لا تستطيعونه، ولكنه يؤاخذكم بما تستطيعون. وهاتان الآيتان وغيرهما من نصوص الكتاب والسنة كلها تدل على الفرق بالبرأة وملاحظتها ومعاشرتها بالتي هي أحسن، وأن الإنسان لا يطلب منها حقه كاملاً؛ لأنها لا يمكن أن تأتي به على وجه الكمال فليعف وليصفح.

* * *

মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, মানুষ তার স্ত্রীদের মধ্যে পূর্ণ সমতা রক্ষা করতে সক্ষম নয়, যদিও সে সে বিষয়ে সচেষ্টিত হয়; কারণ মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা অন্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট, যেমন ভালোবাসা, অনুরাগ এবং অনুরূপ বিষয়াদি।

তবে বাহ্যিক বিষয়গুলোতে সমতা রক্ষা করা সম্ভব; যেমন ভরণপোষণে সমতা, আচরণে সমতা—এভাবে যে একজনের জন্য এক রাত তো অন্যজনের জন্য অন্য রাত বরাদ্দ করা, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য বিষয়ে সমতা বজায় রাখা সম্ভব। কিন্তু অন্তরের অনুভূতির ক্ষেত্রে মানুষ সমতা বজায় রাখতে পারে না; কারণ তা তার ইচ্ছাধীন নয়।

এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (তোমরা কোনো একজনের দিকে পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না, ফলে অপরজনকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখো না।) অর্থাৎ যার দিক থেকে তোমরা বিমুখ হয়েছো সেই নারীকে এমন অবস্থায় ত্যাগ করো না যেন সে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে এবং তার কোনো স্থিরতা নেই। কারণ স্ত্রী যখন দেখে যে তার স্বামী তার সতিনের দিকে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়েছে, তখন সে নিদারুণ কষ্টে পতিত হয় এবং তার অন্তর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে; ফলে সে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে কোনো অবলম্বনহীন ঝুলন্ত ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যায়। অতঃপর তিনি বলেছেন: (যাতে তোমরা তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখো না। আর যদি তোমরা নিজেদের সংশোধন করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু।) অর্থাৎ যদি তোমরা সংশোধন এবং মহান আল্লাহর তাকওয়ার পথ অনুসরণ করো; তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। অর্থাৎ যা তোমাদের সাধ্যাতীত সে বিষয়ে

তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন, কিন্তু যা তোমাদের সাধ্যের অনুকূলে সে বিষয়ে তিনি তোমাদের দায়বদ্ধ করবেন।

এই দুটি আয়াত এবং কুরআন ও সুন্নাহর অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পাঠ্যসমূহ নারীদের প্রতি কোমল হওয়া, তাদের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি খেয়াল রাখা এবং সর্বোত্তম পন্থায় তাদের সাথে জীবন অতিবাহিত করার নির্দেশ প্রদান করে। মানুষের উচিত হবে না স্ত্রীর নিকট থেকে তার প্রাপ্য পূর্ণাঙ্গভাবে দাবি করা; কারণ স্ত্রীর পক্ষে তা পরিপূর্ণভাবে প্রদান করা সম্ভব নয়। তাই স্বামীর উচিত হবে ক্ষমা ও সহনশীলতার পরিচয় দেওয়া।

* * *

(ص: 116) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

273/1 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((استوصوا بالنساء خيراً؛ فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء)) متفق عليه.

وفي رواية في ((الصحيحين)) (المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها، استمتعت وفيها عوج)).

وفي رواية لمسلم: ((إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها)).

قوله: ((عوج)) هو بفتح العين والواو.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه في معاشره النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((استوصوا بالنساء خيراً)) يعني: اقبلوا هذه الوصية التي أوصيكم بها، وذلك أن تفعلوا خيراً مع النساء؛ لأن النساء قاصرات في العقول، وقاصرات في الدين، وقاصرات في التفكير.

১/২৭৩ - আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তোমরা নারীদের সাথে উত্তম আচরণের উপদেশ গ্রহণ করো। কেননা নারীকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়ের মধ্যে সবচেয়ে বাঁকা অংশ হলো তার উপরের অংশ। যদি তুমি তা সোজা করতে যাও, তবে তা ভেঙে ফেলবে; আর যদি তা রেখে দাও, তবে তা সব সময় বাঁকাই থাকবে। অতএব তোমরা নারীদের সাথে উত্তম আচরণের উপদেশ গ্রহণ করো।" (বুখারী ও মুসলিম)।

সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর এক বর্ণনায় রয়েছে: "নারী পাঁজরের হাড়ের ন্যায়। যদি তুমি তা সোজা করতে যাও, তবে তা ভেঙে ফেলবে। আর যদি তুমি তার থেকে উপকৃত হতে চাও, তবে তার মধ্যকার বক্রতা থাকা অবস্থাতেই উপকৃত হতে হবে।"

মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে: "নিশ্চয়ই নারীকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে কখনোই তোমার জন্য কোনো একটি নির্দিষ্ট পথে সোজা হয়ে চলবে না। যদি তুমি তার থেকে উপকৃত হতে চাও, তবে তার মধ্যকার বক্রতা থাকা অবস্থাতেই উপকৃত হতে হবে। আর যদি তুমি তাকে সোজা করতে যাও, তবে তা ভেঙে ফেলবে। আর তাকে ভেঙে ফেলা মানে হলো তাকে তালাক দেওয়া।"

তাঁর উক্তি: "ইওয়াজ" শব্দটি আইন এবং ওয়াও বর্ণে ফাতহা (যবর) যোগে গঠিত।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) নারীদের সাথে জীবন যাপনের বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন, তাতে নবী (সা.) বলেছেন: "তোমরা নারীদের সাথে উত্তম আচরণের উপদেশ গ্রহণ করো।" এর অর্থ হলো: আমি তোমাদেরকে যে উপদেশ দিচ্ছি

তা গ্রহণ করো; আর তা হলো নারীদের সাথে কল্যাণকর ও উত্তম আচরণ করা। কারণ নারীরা বুদ্ধি, দ্বীন এবং চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ বা অপূর্ণাঙ্গ।

(ص: 117) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وقاصرات في جميع شئونهن، فإنهن خلقن من ضلع.

وذلك أن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله من غير أب ولا أم، بل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ولما أراد الله تعالى أن يبت من هذه الخليقة، خلق منه زوجة، فخلقها من ضلعه الأعوج، فخلقت من الضلع الأعوج، والضلوع الأعوج إن استمتعت به استمتعت به وفيه العوج، وإن ذهبت تقيمه انكسر. فهذه المرأة أيضاً إن استمتع بها الإنسان استمتع بها على عوج، فيرضى بما تيسر، وإن أراد أن تستقيم فإنها لن تستقيم، ولن يتمكن من ذلك، فهي وإن استقامت في دينها فلن تستقيم فيما تقتضيه طبيعتها، ولا تكون لزوجها على ما يريد في كل شيء، بل لابد من مخالفة، ولابد من تقصير، مع القصور الذي فيها. فهي قاصرة بمقتضى جبلتها وطبيعتها، ومقصرة أيضاً، فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها، يعني معناه أنك إن حاولت أن تستقيم لك على ما تريد فلا يمكن ذلك، وحينئذ تسأم منها وتطلقها، فكسرها طلاقها.

وفي هذا توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاشرته الإنسان لأهله، وأنه ينبغي أن يأخذ منهم العفو ما تيسر، كما قال تعالى: (خُذِ الْعَفْوَ) يعني ما عفى وسهل من أخلاق الناس (وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) [الأعراف: 199].

ولا يمكن أن تجد امرأة مهما كان الأمر سالمة من العيب مائة بالائة.

এবং তাদের সকল বিষয়েই তারা অপূর্ণাঙ্গ, কেননা তাদের পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আর বিষয়টি হলো, আদম (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-কে আল্লাহ কোনো পিতা বা মাতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন; বরং তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর তাকে বললেন 'হও', ফলে তিনি হয়ে গেলেন। আর যখন আল্লাহ তাআলা এই সৃষ্টি থেকে বংশবিস্তার করার ইচ্ছা করলেন, তখন তার থেকেই তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করলেন। তিনি তাকে তার বাঁকা পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করলেন; সুতরাং তিনি বাঁকা পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি। আর বাঁকা পাঁজরের হাড়ের অবস্থা হলো, যদি তুমি তা থেকে কোনো উপকার পেতে চাও, তবে তার বক্রতা থাকা অবস্থাতেই তা ভোগ করতে হবে। আর যদি তুমি তা সোজা করতে যাও, তবে তা ভেঙে যাবে। অনুরূপভাবে এই নারী থেকেও যদি কোনো মানুষ সুখ বা উপকার লাভ করতে চায়, তবে তার বক্রতা থাকা অবস্থাতেই তা করতে হবে। সুতরাং যতটুকু সহজলভ্য হয় তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আর সে যদি চায় যে নারী পুরোপুরি সোজা হয়ে যাক, তবে সে কখনো সোজা হবে না এবং সে তা করতে সক্ষমও হবে না। নারী যদি তার দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে অবিচলও থাকে, তবুও তার স্বভাবজাত প্রকৃতির দাবি অনুযায়ী সে পুরোপুরি সোজা হবে না এবং সব কিছুতে তার স্বামীর মনের মতো হবে না। বরং সেখানে অবশ্যই কিছু অবাধ্যতা থাকবে এবং তার মধ্যে থাকা অপূর্ণতার পাশাপাশি অবশ্যই কিছু ত্রুটিও থাকবে।

সুতরাং নারী তার সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব অনুযায়ী অপূর্ণাঙ্গ এবং ত্রুটিযুক্তও বটে। অতএব তুমি যদি তাকে সোজা করতে যাও, তবে তাকে ভেঙে ফেলবে; আর তাকে ভেঙে ফেলা হলো তাকে তালাক দেওয়া। এর অর্থ হলো, তুমি যদি তাকে তোমার পছন্দমতো পুরোপুরি সোজা করতে চাও, তবে তা সম্ভব হবে না। তখন তুমি তার ওপর বিরক্ত হয়ে পড়বে এবং তাকে তালাক দিয়ে দেবে। সুতরাং তাকে ভেঙে ফেলাই হলো তাকে তালাক দেওয়া।

আর এর মধ্যে মানুষের নিজ পরিবারের সাথে সদ্যবহার করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে একটি দিকনির্দেশনা রয়েছে। তা হলো, তাদের থেকে যা সহজভাবে পাওয়া যায় তা-ই গ্রহণ করা উচিত। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (আপনি সহজতা বা ক্ষমাশীলতা অবলম্বন করুন) অর্থাৎ মানুষের আচরণের মধ্যে যা সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত

তা গ্রহণ করুন, (এবং সৎকাজের আদেশ দিন আর মূর্থদের থেকে বিমুখ থাকুন) [সূরা আল-আরাফ: ১৯৯]।

আর পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, কোনো নারীকেই শতভাগ ত্রুটিমুক্ত পাওয়া সম্ভব নয়।

(স: 118) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

أو مواتية للزوج مائة بالمائة، ولكن كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام استمتع بها على ما فيها من العوج. وأيضاً إن كرهت منها خلقاً رضيته منها خلقاً آخر، فقابل هذا بهذا مع الصبر، وقد قال الله تعالى: (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) [النساء: 19].

274/2. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا انْبَعَثَ أَشْقَاهَا)) انبعث لها رجل عزيز، عارم منيع في رهطه)) ثم ذكر النساء، فوعظ فيهن، فقال: ((يَعْبُدُ أَحَدَكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جِلْدَ الْعَبْدِ فَلَعْلَهُ يَضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ)) ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال: ((لَمْ يَضْحَكْ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ؟)) متفق عليه.

((والعارم)) بالعين المهملة والراء: هو الشرير المفسد.

وقوله: ((انبعث)) أي: قام بسرعة.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيبا نقله عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه
سبع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته، وكان عليه الصلاة والسلام خطبه
على نوعين: نوع راتب، ونوع عارض؛ فالخطب الراتب كخطب

অথবা স্বামীর জন্য শতভাগ অনুকূল হবে; বরং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
যেমন নির্দেশনা দিয়েছেন, তার মধ্যে যে বক্রতা রয়েছে তা সত্ত্বেও তার সান্নিধ্য উপভোগ
করো।

আর যদি তুমি তার কোনো স্বভাব অপছন্দ করো, তবে তার অন্য কোনো স্বভাব তোমার পছন্দ
হবে। সুতরাং ধৈর্যের সাথে একটির বিপরীতে অন্যটিকে বিবেচনা করো। আল্লাহ তাআলা
বলেছেন: (যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ করো, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোনো
কিছুকে অপছন্দ করছো, অথচ আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রেখেছেন) [নিসা: ১৯]।

২/২৭৪ - আব্দুল্লাহ ইবনে জামআ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী কারীম
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুতবা দিতে শুনেছেন। সেখানে তিনি সেই উটনী এবং যে
তাকে হত্যা করেছিল তার কথা উল্লেখ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বললেন: (যখন তাদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্ভাগা ব্যক্তিটি তৎপর হলো), তার জন্য এমন এক
ব্যক্তি তৎপর হলো যে তার গোত্রের মধ্যে শক্তিশালী, দুশ্চরিত্র এবং প্রভাবশালী ছিল। এরপর
তিনি নারীদের কথা উল্লেখ করলেন এবং তাদের ব্যাপারে উপদেশ প্রদান করলেন। তিনি
বললেন: "তোমাদের কেউ কেউ তার স্ত্রীকে দাসের মতো প্রহার করে, অথচ হতে পারে দিনের
শেষে সে তার সাথে এক শয্যায় শায়িত হবে।" এরপর তিনি অধোবায়ুর শব্দ শুনে হাসাহাসি
করা সম্পর্কে তাদের উপদেশ দিলেন এবং বললেন: "তোমাদের কেউ কেন এমন কাজ দেখে
হাসে যা সে নিজেও করে থাকে?" [বুখারি ও মুসলিম]।

'আল-আরিম' ('আইন' এবং 'রা' বর্ণ সহযোগে): এর অর্থ হলো অত্যন্ত অনিষ্টকারী ও ফাসাদ
সৃষ্টিকারী ব্যক্তি।

আর তাঁর উক্তি: 'ইনবাআছা' অর্থাৎ: দ্রুততার সাথে অগ্রসর হওয়া বা তৎপর হওয়া।

[ব্যাখ্যা]

লেখক—রাহিমাহুল্লাহ তাআলা—আব্দুল্লাহ ইবনে জামআ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যা বর্ণনা
করেছেন তাতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর

উটনীর পিঠে চড়ে খুতবা দিতে শুনেছেন। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের খুতবা ছিল দুই প্রকার: একটি নিয়মিত খুতবা এবং অন্যটি বিশেষ কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রদত্ত খুতবা। নিয়মিত খুতবা যেমন জুমার খুতবা...

(ص: 119) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

يوم الجمعة، وخطب العيدين، والاستسقاء، والكسوف وما أشبه ذلك، والخطب العارضة هي التي يكون لها سبب، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيخطب الناس ويعظهم ويبين لهم؛ وأحياناً يخطب على المنبر، وأحياناً يخطب قائماً على الأرض، وأحياناً يخطب على ناقته، وأحياناً يخطب معتمداً على بعض أصحابه، حسب ما تقتضيه الحال في وقتها؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من هديه أنه لا يتكلف؛ فلا يطلب المعدوم، ولا يرد الموجود إذا لم يكن في ذلك تقصير في الشرع، أو تجاوز فيه.

فكان صلى الله عليه وسلم يخطب، وسعه عبد الله بن زمعة، ومن جملة ما خطب أنه قال: ((يعد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد)) يعني يجلدها جلد شخص كأنه لا علاقة بينه وبينها، وكأنها عنده عبد أسير عانٍ، وهذا لا يليق؛ لأن علاقة الرجل مع أهله علاقة خاصة ينبغي أن تكون مبنية على المحبة والألفة والبعد عن الفحشاء: القولية أو الفعلية.

أما أن يجلدها كما يجلد العبد ثم في آخر اليوم يضاجعها. كيف تضاجعها في آخر اليوم وتستمتع بها محبة وتلذذاً وشهوة وأنت قد جلدتها جلد العبد؟ ! فهذا تناقض، ولهذا عتب النبي عليه الصلاة والسلام على هذا العمل، فإنه لا ينبغي أن يقع

هذا الشيء من الإنسان، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا لا يليق
بالعقل فضلاً عن المؤمن.

ثم تحدث أيضاً عن شيء آخر وهو الضحك من الضرطة، يعني إذا ضط الإنسان
وخرجت الريح من دبره ولها صوت ضحكوا، فقال صلى الله عليه وسلم واعظاً لهم في
ذلك: ((لم يضحك أحدكم مما يفعل؟)).

জুমার দিন, দুই ঈদের খুতবা, ইসতিসকা (বৃষ্টি প্রার্থনা), কুসুফ (সূর্যগ্রহণ) এবং এই জাতীয়
খুতবাসমূহ; আর আকস্মিক খুতবা হলো যা কোনো বিশেষ কারণে প্রদান করা হতো। তখন নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিতেন, নসিহত করতেন
এবং তাদের নিকট বিষয়াদি স্পষ্ট করতেন। কখনো তিনি মিস্বারে আরোহণ করে খুতবা
দিতেন, কখনো জমিনে দাঁড়িয়ে, কখনো উটের পিঠে আর কখনো বা তাঁর কোনো সাহাবীর
ওপর ভর দিয়ে খুতবা দিতেন—তৎকালীন পরিস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী। কেননা
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ ছিল যে তিনি অহেতুক কৃত্রিমতা অবলম্বন
করতেন না। যা বিদ্যমান নেই তিনি তার অনুসন্ধান করতেন না, আর যা বিদ্যমান আছে তা
বর্জন করতেন না; যদি তাতে শরীয়তের কোনো অমর্যাদা বা সীমা লঙ্ঘন না হতো।

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে জামআ তা
শুনেছিলেন। তাঁর খুতবার অন্যতম বিষয় ছিল যে, তিনি বলেছিলেন: "তোমাদের কেউ কি
আপন স্ত্রীকে দাসের মতো প্রহার করে?" অর্থাৎ সে তাকে এমনভাবে প্রহার করে যেন তার
সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই এবং যেন সে তার নিকট এক বন্দী দাসী মাত্র। এটি মোটেও
সমীচীন নয়; কারণ স্ত্রীর সাথে একজন পুরুষের সম্পর্ক অত্যন্ত বিশেষ, যা ভালোবাসা, হৃদয়তা
এবং বাচনিক বা চারিত্রিক সকল প্রকার অশ্লীলতা থেকে মুক্ত থাকার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া
বাঞ্ছনীয়।

অথচ সে তাকে দাসের মতো প্রহার করে আবার দিনের শেষে তার সাথে শয্যাশায়ী হয়।
দিনের শেষে তুমি কীভাবে তার সাথে শয্যাশায়ী হও এবং ভালোবাসা, তৃপ্তি ও কামনার সাথে
তার সান্নিধ্য উপভোগ করো, অথচ তুমি তাকে দাসের মতো প্রহার করেছ?! এটি একটি সুস্পষ্ট
স্ববিরোধিতা। এ কারণেই নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এই আচরণের জন্য ভৎসনা

করেছেন। মানুষের দ্বারা এমন কাজ সংঘটিত হওয়া উচিত নয়। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যথার্থই বলেছেন; একজন মুমিনের কথা তো বলাই বাহুল্য, কোনো বিবেকবান মানুষের জন্যও এটি শোভনীয় নয়।

এরপর তিনি অন্য একটি বিষয়েও আলোচনা করলেন, তা হলো বায়ু ত্যাগের কারণে হাসাহাসি করা। অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি বায়ু ত্যাগ করে এবং তার মলদ্বার থেকে সশব্দে বায়ু নির্গত হয়, তবে তারা হাসাহাসি করত। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে তাদের উপদেশ দিয়ে বললেন: "তোমাদের কেউ এমন কাজ দেখে কেন হাসে যা সে নিজেও করে থাকে?"

(ম: 120) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

أَلَسْتُ أَنْتَ تَضُرُّ كَمَا يَضُرُّ هَذَا الرَّجُلُ؟ بَلَى، إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلِمَ إِذَا تَضَحَّكَ؟
فَالْإِنْسَانُ إِنَّمَا يَضْحَكُ وَيَتَعَجَّبُ مِنْ شَيْءٍ لَا يَقَعُ مِنْهُ، أَمَّا مَا يَقَعُ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي
أَنْ يَضْحَكَ مِنْهُ، وَلِهَذَا عَاتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَضْحَكُونَ مِنَ الضَّرْطَةِ؛
لَأَنَّ هَذَا شَيْءٌ يَخْرُجُ مِنْهُمْ، وَهُوَ عَادَةٌ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ.
كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فِي بَعْضِ الْأَعْرَافِ لَا يَبَالُونَ إِذَا ضُرَّ أَحَدُهُمْ وَإِلَى جَنْبِهِ إِخْوَانُهُ وَلَا
يَحْتَشِبُونَ مِنْ ذَلِكَ أَبَدًا، وَيُرُونَ أَنَّهَا مِنْ جِنْسِ الْعَطَاسِ أَوْ السَّعَالِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
لَكِنْ فِي بَعْضِ الْأَعْرَافِ يَنْتَقِدُونَ هَذَا.
لَكِنْ كَوْنُكَ تَضْحَكُ وَتَخْجُلُ صَاحِبَكَ، فَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي.

وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يعيب غيره فيما يفعله هو بنفسه، إذا
كنت لا تعيبه بنفسك فكيف تعيبه بإخوانك؟ !

وبهذه المناسبة أود أن أُنبه على مسألة شائعة عند العامة، فإنه من المعلوم أن لحم الإبل إذا أكل منه الإنسان وهو متوضئ انتقض وضوؤه، ووجب عليه أن يتوضأ إذا أراد الصلاة، سواء أكله نيئاً أو مطبوخاً، وسواء كان هبراً، أو كبداً أو مصراناً، أو كرشاً، أو قلباً، أو رئة، كل ما حملت البعير فإن أكله ناقض للوضوء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن شيئاً وإنما قال: ((توضئوا من لحوم الإبل))، وسئل أنتوضأ من لحوم الإبل فقال: ((نعم))، قال: من لحوم الغنم فقال: ((إن شئت))؛ لحم الغنم لا ينقض

আপনি কি সেভাবে বায়ু ত্যাগ করেন না যেভাবে এই লোকটিও করে? অবশ্যই করেন। যদি বিষয়টি এমনই হয়, তবে আপনি হাসছেন কেন? মানুষ সাধারণত এমন বিষয়ে হাসে বা আশ্চর্যান্বিত হয় যা তার নিজের সাথে ঘটে না। কিন্তু যা তার নিজের ক্ষেত্রেও সংঘটিত হয়, সে বিষয়ে তার হাসা সমীচীন নয়। এই কারণেই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐসব লোকদের তিরস্কার করেছেন যারা অন্য কারও বায়ু ত্যাগের কারণে হাসে; কারণ এটি এমন এক বিষয় যা তাদের দেহ থেকেও নির্গত হয় এবং এটি অনেকের ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক বিষয়। কিছু কিছু সংস্কৃতিতে অনেক মানুষই দ্রুক্ষেপ করে না যদি তাদের পাশে তাদের কোনো ভাই উপস্থিত থাকা অবস্থায় তারা বায়ু ত্যাগ করে এবং তারা এতে মোটেও সংকোচবোধ করে না। তারা একে হাঁচি, কাশি বা অনুরূপ কোনো স্বাভাবিক ক্রিয়া হিসেবে গণ্য করে। তবে কিছু সংস্কৃতিতে একে অশোভন মনে করা হয়।

কিন্তু আপনার হাসাহাসি করা এবং আপনার সঙ্গীকে লজ্জিত করা—এটি একেবারেই অনুচিত কাজ।

এর মধ্যে এই ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে যে, মানুষ নিজে যা করে থাকে সে বিষয়ে অন্যকে দোষারোপ করা তার উচিত নয়। আপনি যখন নিজের ক্ষেত্রে একে দোষের কিছু মনে করেন না, তবে আপনার ভাইদের ক্ষেত্রে কেন একে দোষ হিসেবে গণ্য করছেন?!

এই প্রসঙ্গে আমি সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এটি সুবিদিত যে, যদি কোনো ব্যক্তি ওজু থাকা অবস্থায় উটের মাংস ভক্ষণ করে, তবে তার ওজু ভেঙে যাবে। এমতাবস্থায় সে যদি সালাত আদায়ের ইচ্ছা করে, তবে তার ওপর ওজু

করা ওয়াজিব হবে। মাংস কাঁচা হোক বা রান্না করা, আর তা নিছক মাংস হোক অথবা কলিজা, নাড়িভুঁড়ি, পাকস্থলী, হৃৎপিণ্ড কিংবা ফুসফুস—উটের শরীরের যা কিছুই খাওয়া হোক না কেন, তা ওজু বিনষ্টকারী। কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মধ্য থেকে কোনো কিছুকেই ব্যতিক্রম হিসেবে নির্দিষ্ট করেননি, বরং তিনি সাধারণভাবে বলেছেন: “তোমরা উটের মাংস ভক্ষণ করলে ওজু করো।” তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আমরা কি উটের মাংস খেলে ওজু করব? তিনি বললেন: “হ্যাঁ।” পুনরায় প্রশ্ন করা হলো, বকরির মাংস খেলে কি ওজু করব? তিনি বললেন: “যদি তুমি চাও।” অর্থাৎ বকরির মাংস ওজু নষ্ট করে না।

(ম: 121) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الوضوء لحم البقر لا ينقض الوضوء، لحم الخيل لا ينقض الوضوء، لكن لحم الإبل ينقض الوضوء؛ إذا أكلته نيئاً أو مطبوخاً هبراً أو غير هبر؛ وجب عليك أن تتوضأ. فأما شرب لبنها، فإن الصحيح أنه ليس بنقض للوضوء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر العرنيين أن يخرجوا إلى إبل الصدقة، ويشربوا من أبوالها وألبانها لم يأمرهم بالوضوء، ولو كان واجباً لأمرهم به، فإن توضأ فهو أحسن، أما الوجوب فلا.

وكذلك البرق لا يجب الوضوء منه وإن توضأت فهو أحسن، أما اللحم فلا بد، وكذلك الشحم فلا بد من الوضوء منه.

يقول بعض الناس: إن السبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في وليمة وكان لحمها لحم إبل، وأنه خرجت ريح من بعض الحاضرين ولا يدري من، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((من أكل لحم إبل فليتوضأ)) فقام جميعهم يتوضئون. وجعلوا هذا السبب في أن الإنسان يتوضأ من لحم الإبل، وهذا حديث باطل لا أصل له، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل لحكمة الله

يَعْلَمُهَا، قَدْ نَعْلَمُهَا نَحْنُ وَقَدْ لَا نَعْلَمُهَا، الْبَهْمُ نَحْنُ عَلَيْنَا أَنْ نَقُولَ: سَبْعُنَا وَأَطْعُنَا،
أَمَرْنَا الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لَحْمِ الْإِبِلِ إِذَا أَكَلْنَا مِنْهَا فَسَبْعًا
وَطَاعَةً.

* * *

গরুর গোশত অজু ভঙ্গ করে না, ঘোড়ার গোশত অজু ভঙ্গ করে না, কিন্তু উটের গোশত অজু ভঙ্গ করে; তা আপনি কাঁচা অবস্থায় খান বা রান্না করা অবস্থায়, হাড়হীন নিরেট গোশত হোক কিংবা অন্য কিছু; আপনার ওপর অজু করা ওয়াজিব।

আর উটের দুধ পানের ব্যাপারে সঠিক অভিমত হলো এটি অজু ভঙ্গ করে না; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উরাইনাহ গোত্রের লোকদের সদকার উটের পালের কাছে গিয়ে সেগুলোর পেশাব ও দুধ পান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন তিনি তাদের অজু করার আদেশ দেননি। যদি তা ওয়াজিব হতো তবে তিনি অবশ্যই তাদের আদেশ দিতেন। সুতরাং কেউ যদি অজু করে তবে তা উত্তম, তবে এটি ওয়াজিব নয়।

অনুরূপভাবে উটের গোশতের ঝোল পানের কারণে অজু ওয়াজিব হয় না, তবে কেউ অজু করলে তা উত্তম। কিন্তু গোশত খেলে অবশ্যই অজু করতে হবে, একইভাবে চর্বি খেলেও অজু করা আবশ্যিক।

কিছু লোক বলে থাকে যে, এর কারণ হলো—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক ভোজসভায় ছিলেন যেখানে উটের গোশত পরিবেশন করা হয়েছিল। তখন উপস্থিতদের মধ্যে কেউ একজন বায়ু ত্যাগ করেন কিন্তু কার দ্বারা তা হয়েছে তা নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছিল না। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “যে ব্যক্তি উটের গোশত খেয়েছে সে যেন অজু করে।” ফলে তারা সকলেই উঠে অজু করলেন।

তারা এটিকে উটের গোশত খেয়ে অজু করার কারণ হিসেবে গণ্য করে। অথচ এটি একটি ভিত্তিহীন ও বাতিল হাদীস। মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের গোশত খেলে অজু করার নির্দেশ দিয়েছেন এমন এক হিকমতের কারণে যা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন; আমরা তা জানতে পারি অথবা নাও জানতে পারি। আমাদের জন্য অপরিহার্য হলো

এটি বলা যে: “আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে উটের গোশত খেলে আমরা যেন অজু করি, তখন আমাদের কাজ হলো শ্রবণ ও আনুগত্য করা।

* * *

(ص: 122) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

275/3 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر)) أو قال: ((غيرة)) رواه مسلم.

وقوله ((يفرك)) هو بفتح الياء وإسكان الفاء وفتح الراء معناه: يبغض، يقال: فركت المرأة زوجها، وفركها زوجها، بكسر الراء، يفركها بفتحها: أي أبغضها، والله أعلم.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

((لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر)).

الفرك: يعني البغضاء والعداوة، يعني لا يعادي المؤمن المؤمنة كزوجته مثلاً، لا يعاديها ويبغضها إذا رأى منها ما يكرهه من الأخلاق، وذلك لأن الإنسان يجب عليه القيام بالعدل، وأن يراعي المعامل له بما تقتضيه حاله، والعدل أن يوازن بين

السيئات والحسنات، وينظر أيهما أكثر وأيهما أعظم وقعاً، فيغلب ما كان أكثر وما كان أشد تأثيراً؛ هذا هو العدل.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا) [المائدة: 8] ، يعني لا يحملكم بغضهم على عدم العدل اعدلوا ولو كنتم تبغضونه، ولهذا لما بعث النبي

৩/২৭৫ আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "কোনো মুমিন পুরুষ কোনো মুমিন নারীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে না। যদি সে তার কোনো একটি চরিত্রে অসন্তুষ্ট হয়, তবে তার অন্য কোনো চরিত্রে সে সন্তুষ্ট হবে।" অথবা তিনি বলেছেন: "অন্য কোনো গুণ।" মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

আর তাঁর উক্তি "ইয়াফরাকু" শব্দটি "ইয়া" বর্ণে ফাতহাহ, "ফা" বর্ণে সুকুন এবং "রা" বর্ণে ফাতহাহ যোগে গঠিত। এর অর্থ হলো: বিদ্বেষ পোষণ করা বা ঘৃণা করা। বলা হয়ে থাকে: স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেছে, এবং স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেছে—এখানে অতীতকালে "রা" বর্ণে কাসরাহ এবং বর্তমানকালে "রা" বর্ণে ফাতহাহ সহকারে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ সে তাকে ঘৃণা করেছে। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন তাতে উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"কোনো মুমিন পুরুষ কোনো মুমিন নারীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে না; যদি সে তার কোনো একটি চরিত্রে অসন্তুষ্ট হয়, তবে তার অন্য কোনো চরিত্রে সে সন্তুষ্ট হবে।"

"আল-ফারকু" অর্থ হলো বিদ্বেষ ও শত্রুতা। অর্থাৎ, কোনো মুমিন যেন কোনো মুমিন নারীর সাথে—উদাহরণস্বরূপ তার স্ত্রীর সাথে—শত্রুতা না করে। তার মাঝে কোনো অপছন্দনীয় স্বভাব দেখলে সে যেন তার সাথে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ না করে। আর এটি একারণে যে, মানুষের ওপর ইনসাফ কায়েম করা ওয়াজিব এবং যার সাথে সে আচরণ করেছে তার অবস্থার দাবি অনুযায়ী বিষয়টি বিবেচনা করা আবশ্যিক। আর ইনসাফ হলো মন্দ ও ভালো দিকগুলোর

মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা এবং দেখা যে কোনটি অধিক এবং কোনটি অধিক প্রভাবশালী। অতঃপর যা পরিমাণে বেশি এবং যা প্রভাবে অধিক শক্তিশালী, তাকেই প্রাধান্য দিতে হবে; এটিই হলো ইনসাফ বা ন্যায়বিচার।

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা হিসেবে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান থাকো এবং কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ইনসাফ না করতে প্ররোচিত না করে" [সূরা আল-মায়িদাহ: ৮]। অর্থাৎ, তাদের প্রতি ঘৃণা যেন তোমাদেরকে ন্যায়বিচার বর্জন করতে বাধ্য না করে। তোমরা ন্যায়বিচার করো, যদিও তোমরা তাদেরকে অপছন্দ করো। একারণেই যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রেরণ করলেন...

(ম: 123) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر ليخرص عليهم ثمر النخل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل أهل خيبر حين فتحها على أن يكفوه البئونة، ويقوموا بإصلاح النخيل والزرع ولهم النصف. فكان يبعث عليهم من يخرص عليهم الثمرة، فبعث إليهم عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم، ثم قال لهم: يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إلي، قتلتم أنبياء الله عز وجل، وكذبتكم على الله، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيي عليكم، قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر، فإن شئتم فلكم، وإن أبيتم فلي، فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض)).

فالشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون الإنسان حاكماً بالعدل والقسط، فقال: ((لا يفرق مؤمن مؤمنة)) يعني لا يبغضها لأخلاقها، إن كره منها خلقاً رضي منه خلقاً آخر.

إذا أساءت مثلاً في ردها عليك مرة، لكنها أحسنت إليك مرات، أساءت ليلة لكنها أحسنت ليالي، أساءت في معاملة الأولاد مرة، لكن أحسنت كثيراً. وهكذا. فأنت إذا أساءت إليك زوجتك لا تنظر إلى الإساءة في الوقت الحاضر، ولكن انظر إلى الماضي وانظر للمستقبل واحكم بالعدل. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في البرأة يكون في غيرها أيضاً ممن يكون بينك وبينه معاملة أو صداقة أو ما أشبه ذلك، إذا أساء إليك يوماً من الدهر

(রাসূল) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে খায়বারবাসীদের নিকট খেজুরের ফলনের পরিমাণ নিরূপণ করার জন্য প্রেরণ করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার বিজয়ের পর তাদের সাথে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন যে, তারা চাষাবাদ ও রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে এবং খেজুর বাগান ও ফসলের পরিচর্যা করবে, আর বিনিময়ে তারা উৎপাদিত ফলনের অর্ধেক লাভ করবে।

তিনি প্রতিনিয়ত তাদের কাছে ফলনের পরিমাণ নিরূপণ করার জন্য প্রতিনিধি পাঠাতেন। সেই ধারাবাহিকতায় তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে তাদের নিকট পাঠান এবং তিনি ফলনের পরিমাণ নির্ধারণ করেন। অতঃপর তিনি তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন: "হে ইহুদি সম্প্রদায়! আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে তোমরাই আমার নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত; তোমরা আল্লাহর নবীদের হত্যা করেছ এবং আল্লাহর নামে মিথ্যাচার করেছ। তবে তোমাদের প্রতি আমার এই চরম ঘৃণা আমাকে তোমাদের প্রতি অবিচার করতে প্ররোচিত করবে না। আমি বিশ হাজার ওয়াসাক খেজুর (পুরো বাগানের ফলন হিসেবে) নিরূপণ করেছি। তোমরা চাইলে (এই হিসাব মেনে নিয়ে) তা গ্রহণ করতে পারো, অথবা চাইলে (এই পরিমাণ বুঝিয়ে দিয়ে) তা আমার জন্য ছেড়ে দিতে পারো।" তখন তারা বলল: "এই ইনসাফ ও ন্যায়ের ওপরই আসমান ও জমিন প্রতিষ্ঠিত।"

এখানে মূল শিক্ষণীয় বিষয় হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যেন মানুষ ন্যায় ও ইনসাফের সাথে ফয়সালাকারী হয়। তিনি বলেছেন: "কোনো মুমিন পুরুষ যেন কোনো মুমিন নারীকে (স্ত্রীকে) ঘৃণা না করে।" অর্থাৎ তার স্বভাব-চরিত্রের কারণে যেন তাকে তুচ্ছজ্ঞান না করে; যদি সে তার কোনো একটি আচরণে অসন্তুষ্ট হয়, তবে তার অন্য কোনো আচরণের কারণে সে তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে।

উদাহরণস্বরূপ, সে যদি কখনো তোমার কথার উত্তরে রুঢ় আচরণ করে, তবে সে তো তোমার সাথে বহুবার সদাচরণও করেছে। সে হয়তো এক রাত তোমার সাথে মন্দ ব্যবহার করেছে, কিন্তু অনেক রাত সে তোমার প্রতি ইহসান করেছে। সন্তানদের সাথে সে হয়তো একবার খারাপ আচরণ করেছে, কিন্তু বহুবার সে তাদের প্রতি মমতা প্রদর্শন করেছে। এভাবেই সবকিছু বিবেচনা করতে হয়। সুতরাং তোমার স্ত্রী যদি তোমার সাথে কোনো অসৌজন্যমূলক আচরণ করে, তবে কেবল বর্তমানের সেই মন্দ কাজের দিকে তাকিয়ে থেকো না; বরং তার অতীত ও ভবিষ্যতের সামগ্রিক দিক বিবেচনা করো এবং ন্যায়ের সাথে বিচার করো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীর ক্ষেত্রে যা উল্লেখ করেছেন, তা সেই সমস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যাদের সাথে তোমার লেনদেন, বন্ধুত্ব বা অনুরূপ কোনো সম্পর্ক বিদ্যমান, যদি তারা জীবনের কোনো এক সময়ে তোমার সাথে মন্দ আচরণ করে।

(ص: 124) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

فلا تنس إحسانه إليك مرة أخرى وقارن بين هذا وهذا، وإذا غلب الإحسان على الإساءة؛ فالحكم للإحسان، وإن غلبت الإساءة على الإحسان فأنظر إن كان أهلاً للعفو فأعف عنه، وإن عفا وأصلح فأجره على الله، وإن لم يكن أهلاً للعفو؛ فخذ بحقك وأنت غير ملوم إذا أخذت بحقك، لكن انظر للمصلحة.

فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يعامل من بينه وبينهم صلة من زوجته أو صداقة أو معاملة، في بيع أو شراء أو غيره، أن يعامله بالعدل إذا كره منه خلقاً أو أساء إليه في معاملة، أن ينظر للجوانب الأخرى الحسنة حتى يقارن بين هذا وهذا، فإن هذا هو العدل الذي أمر الله به ورسوله كما قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ)

وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [النحل: 90] .

276/4. وعن عمرو بن الأُحوص الجشبي رضي الله عنه أنه سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللهُ تَعَالَى، وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعِظَ، ثُمَّ قَالَ: ((أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مَبِينَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا؛ فَحَقِّقْكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوْطئنَ فَرْشَكُمْ مِنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَ فِي بَيْوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ

অতএব, পুনরায় আপনার প্রতি তাঁর অনুগ্রহের কথা ভুলে যাবেন না এবং এর সাথে তার মন্দ আচরণের তুলনা করুন। যদি অনুগ্রহ মন্দ আচরণের উপর প্রবল হয়, তবে অনুগ্রহেরই প্রাধান্য হবে। আর যদি মন্দ আচরণ অনুগ্রহের উপর প্রবল হয়, তবে দেখুন তিনি ক্ষমার যোগ্য কি না; যদি হন, তবে তাকে ক্ষমা করে দিন। আর যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং আপস-নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট রয়েছে। কিন্তু যদি তিনি ক্ষমার যোগ্য না হন, তবে আপনার পাওনা অধিকার বুঝে নিন। আপনি আপনার অধিকার গ্রহণ করলে তিরস্কৃত হবেন না, তবে এক্ষেত্রে মাসলাহাত বা বৃহত্তর কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখুন।

সারকথা হলো, মানুষের উচিত তার সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি—হোক সে স্ত্রী, বন্ধু কিংবা ক্রয়-বিক্রয় বা অন্য কোনো লেনদেনের সাথী—তাদের সাথে ন্যায়ের ভিত্তিতে আচরণ করা। যদি তাদের কোনো চরিত্র তার কাছে অপছন্দনীয় হয় বা তারা তার সাথে খারাপ আচরণ করে, তবে তার উচিত তাদের অন্যান্য ভালো দিকগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করা, যাতে সে দুটোর মধ্যে তুলনা করতে পারে। আর এটাই হলো সেই ইনসাফ বা ন্যায়বিচার যার আদেশ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা,

সদাচরণ এবং নিকটাত্মীয়দের দান করার আদেশ দেন; আর তিনি অশ্লীলতা, অসৎ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো।” [আন-নাহল: ৯০] ।

* * *

৪/২৭৬ — আমার ইবনুল আহওয়াস আল-জুশামি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বিদায় হজের ভাষণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন; তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা করলেন এবং নসিহত ও উপদেশ প্রদানের পর বললেন: “সাবধান! তোমরা নারীদের সাথে কল্যাণের উপদেশ গ্রহণ করো। কেননা তারা তোমাদের কাছে বন্দিণীর মতো। এর বাইরে তাদের ওপর তোমাদের আর কোনো অধিকার নেই, যদি না তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। যদি তারা তা করে, তবে তাদের শয্যা ত্যাগ করো এবং তাদের এমনভাবে প্রহার করো যা যন্ত্রণাদায়ক বা জখমকারী নয়। অতঃপর তারা যদি তোমাদের আনুগত্য করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের পথ খুঁজো না। জেনে রেখো, তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে, তেমনি তোমাদের ওপরও তোমাদের স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে। তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের অধিকার হলো— তোমরা যাদের অপছন্দ করো তাদেরকে তারা তোমাদের বিছানায় বসতে দেবে না এবং তোমাদের ঘরে এমন কাউকে প্রবেশের অনুমতি দেবে না যাকে তোমরা অপছন্দ করো। সাবধান! তোমাদের ওপর তাদের অধিকার হলো, তোমরা তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে...

(ص: 125) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

في كسوتهم وطعامهم)) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح..

قوله صلى الله عليه وسلم: ((عوان)) أي: أسيرات جمع عانية، بالعين المهملة، وهي الأسيرة، والعاني: الأسير شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير.

((والضرب المبرح)): هو الشاق الشديد. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((فلا تبغوا عليهن سبيلاً)) أي: لا تطلبوا طريقاً تحتجون به عليهن وتؤذونهن به. والله أعلم.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله فيما نقله عن عمرو بن الأحوص الجشبي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع يخطب وكان ذلك في عرفة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قدم مكة يوم الأحد الرابع من ذي الحجة، وبقي فيها إلى يوم الخميس الثامن من ذي الحجة.

وخرج ضحى يوم الخميس إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فلما طلعت الشمس، صار إلى عرفة، فنزل بنمرة وهي مكان معروف قبل عرفة وليست من عرفة، ثم زالت الشمس وحلت صلاة الظهر، فأمر أن تُرَحَّلَ له ناقته فرحلت له وركب، حتى أتى بطن الوادي - بطن عرنة - وهو شعيب عظيم يحد عرفة من الناحية الغربية

তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং আহারের বিষয়ে)) ইমাম তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে এটি একটি হাসান সহীহ হাদীস।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: "আওয়ান" অর্থাৎ বন্দিণী। এটি 'আনিয়াহ' শব্দের বহুবচন, যা 'আইন' অক্ষর দ্বারা গঠিত, আর এর অর্থ হলো বন্দিণী। 'আনী' শব্দের অর্থ হলো বন্দী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীর স্বামীর শাসনের অধীনে থাকাকে বন্দীর অবস্থার সাথে তুলনা করেছেন।

"বেদনাদায়ক প্রহার": এটি হলো অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও কঠোর প্রহার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: "তবে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অন্বেষণ করো না"

অর্থাৎ: তাদের ওপর চড়াও হওয়ার কোনো অজুহাত খুঁজবে না যার মাধ্যমে তোমরা তাদের কষ্ট দিতে পারো। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাল্লাহ) আমর ইবনুল আহওয়াস আল-জুশামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যা বর্ণনা করেছেন তাতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বিদায় হজ্জের খুতবায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভাষণ দিতে শুনেছেন। এটি ছিল আরাফাতের ময়দানে; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সময় জিলহজ মাসের চার তারিখ রবিবার মক্কায় পৌঁছেছিলেন এবং সেখানে জিলহজ মাসের আট তারিখ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন।

অতঃপর বৃহস্পতিবার পূর্বাহ্নে তিনি মিনার উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজর সালাত আদায় করলেন। এরপর যখন সূর্য উদিত হলো, তখন তিনি আরাফাতের দিকে রওনা হলেন এবং নামিরায় অবতরণ করলেন। এটি আরাফাতের আগে একটি সুপরিচিত স্থান এবং এটি আরাফাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। এরপর যখন সূর্য ঢলে পড়ল এবং যোহরের সালাতের সময় হলো, তখন তিনি তাঁর উট সাজানোর নির্দেশ দিলেন। তাঁর জন্য উট প্রস্তুত করা হলো এবং তিনি তাতে আরোহণ করলেন, যতক্ষণ না তিনি উপত্যকার মাঝখানে— অর্থাৎ বাতনে উরানায়—পৌঁছালেন। এটি একটি বিশাল প্রান্তর যা পশ্চিম দিক থেকে আরাফাতের সীমানা নির্ধারণ করে।

(ص: 126) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

إلى الناحية الشمالية، فنزل ثم خطب الناس صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة بليغة.

ثم قال فيها من جملة ما قال ما أوصي به أمته بالنسبة للنساء: ((استوصوا بالنساء خيراً، فإنها هن عوان عندكم)) العواني جمع عانية وهي الأسيرة، يعني أن الزوجة

عند زوجها بمنزلة الأسير عند من أسره؛ لأنه يملكها، وإذا كان يملكها فهي كالأسير عنده، ثم بين صلى الله عليه وسلم أنه لا حق لنا أن نضربهم إلا إذا أتينا بفاحشة مبينة، والفاحشة هنا عصيان الزوج، بدليل قوله: (فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) [النساء: 34]، يعني إن قصرت الزوجة في حق زوجها عليها؛ فإنه يعظها أولاً ثم يهجرها في المضجع فلا ينام معها، ثم يضربها ضرباً غير مبرح إن هي استمرت على العصيان.

هذه مراتب تأديب المرأة إذا أتت بفاحشة مبينة، وهي عصيان الزوج فيما يجب له: (فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) يعني لا تضربوهن ولا تقصروا في حقهن؛ لأنهن قمن بالواجب.

ثم بين صلى الله عليه وسلم الحق الذي لهن والذي عليهن، فقال ((لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه)) يعني لا يجعلن يدخل عليهن على فراش النوم أو غيره وأنت تكره أن يجلس على فراش بيتك، وكأن هذا - والعلم عند الله - ضرب مثل، والمعنى: أن لا يكرمن أحداً تكرهونه؛ هذا من المضادة لكم أن يكرمن من تكرهونه بإجلالته على الفرش أو تقديم الطعام له، أو ما أشبه ذلك. وأن لا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، يعني لا يدخلن أحداً البيت وأنت تكره أن يدخل، حتى لو كانت أمها أو أباه، فلا يحل لها أن تدخل

উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেখানে অবতরণ করলেন এবং জনগণের উদ্দেশে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাজ্ঞ ভাষণ প্রদান করলেন।

অতঃপর তিনি সেই ভাষণে তাঁর উম্মতকে নারীদের ব্যাপারে যে অসিয়ত বা উপদেশ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম হলো: "তোমরা নারীদের সাথে সদ্যবহার করার উপদেশ গ্রহণ করো, কেননা তারা তোমাদের নিকট বন্দিণীর মতো।" এখানে 'আওয়ানি' শব্দটি 'আনিয়াহ' এর বহুবচন, যার অর্থ হলো বন্দিণী। অর্থাৎ, স্ত্রী তার স্বামীর নিকট এমন একজন বন্দিণীর মর্যাদায় থাকে, যে তার অধিকারীর নিকট বন্দি; যেহেতু স্বামী তার অভিভাবকত্ব ও

কর্তৃত্বের অধিকারী, আর যখন সে তার কর্তৃত্বাধীন থাকে, তখন সে তার নিকট বন্দিণীর মতো। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তারা যদি প্রকাশ্য কোনো নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত না হয়, তবে তাদের প্রহার করার কোনো অধিকার আমাদের নেই। এখানে 'নির্লজ্জ কাজ' বা 'ফাহিশাহ' বলতে স্বামীর অবাধ্যতাকে বোঝানো হয়েছে। এর প্রমাণ হলো মহান আল্লাহর বাণী: (অতঃপর তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে অন্য কোনো পথ খুঁজো না) [আন-নিসা: ৩৪]। অর্থাৎ, স্ত্রী যদি তার স্বামীর হকের ব্যাপারে অবহেলা করে, তবে স্বামী প্রথমে তাকে উপদেশ দেবে, এরপর শয্যা ত্যাগ করবে অর্থাৎ তার সাথে একত্রে ঘুমাবে না, অতঃপর সে যদি অবাধ্যতায় অটল থাকে তবে তাকে মৃদু প্রহার করবে যা জখম বা গুরুতর আঘাত সৃষ্টি করে না।

এগুলো হলো স্ত্রীকে শাসন করার পর্যায়ক্রমিক স্তর, যখন সে প্রকাশ্য কোনো নির্লজ্জ কাজে অর্থাৎ স্বামীর অবশ্যপালনীয় হকের ব্যাপারে অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়: (অতঃপর তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে অন্য কোনো পথ খুঁজো না) অর্থাৎ তখন তাদের প্রহার করবে না এবং তাদের হকের ব্যাপারে কোনো ক্রটি করবে না; যেহেতু তারা তাদের কর্তব্য পালন করেছে।

এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের পাওনা অধিকার এবং তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ স্পষ্ট করে বলেন: "তোমাদের প্রতি তাদের কর্তব্য হলো, তারা তোমাদের বিছানায় এমন কাউকে পদার্পণ করতে দেবে না যাকে তোমরা অপছন্দ করো।" অর্থাৎ, তারা যেন তোমাদের শয্যায় বা অন্য কোথাও এমন কাউকে প্রবেশ করতে না দেয় যার তোমাদের ঘরে বসা তোমরা অপছন্দ করো। এটি সম্ভবত—আর প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহর নিকট—একটি উদাহরণ মাত্র। এর অর্থ হলো: তোমরা যাকে অপছন্দ করো তারা যেন তাকে সম্মানিত না করে। তোমাদের অপছন্দনীয় ব্যক্তিকে বিছানায় বসিয়ে বা খাবার পরিবেশন করে অথবা এই জাতীয় কাজের মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন করা তোমাদের সাথে বৈরিতা করারই নামান্তর।

এবং তোমাদের ঘরে এমন কাউকে প্রবেশের অনুমতি দেবে না যাকে তোমরা অপছন্দ করো। অর্থাৎ, তুমি যার প্রবেশ অপছন্দ করো তারা যেন তাকে ঘরে ঢুকতে না দেয়। এমনকি যদি সে তার মা বা বাবাও হয়, তবুও অনুমতি ব্যতীত তাকে প্রবেশ করতে দেওয়া স্ত্রীর জন্য বৈধ নয়।

أمها أو أباه، أو أختها أو أخاها، أو عمها أو خالها أو عمتها أو خالتها إلى بيت زوجها إذا كان يكره ذلك.

وإنما نبهت على هذا؛ لأن بعض النساء والعياذ بالله شر، شر حتى على بنتها، إذا رأت أن زوجها يحبها أصابتها الغيرة والعياذ بالله - وهي الأم - ثم حاولت أن تفسد بين البنت وزجها، فهذه الأم للزوج أن يقول لزوجته لا تدخل بيتي، له أن يمنعها شرعاً، وله أن يمنع زوجته من الذهاب إليها؛ لأنها نامة تفسد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يدخل الجنة قتات)) أي نمار.

ثم قال صلى الله عليه وسلم: ((ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)).
فالزوج هو الذي ينفق على زوجته حتى لو كانت غنية، ولو كانت موظفة، فليس له حق في وظيفتها ولا في راتبها، ليس له قرش واحد. كله لها، وتلزمه بأن ينفق عليها؛ فإذا قال: كيف أنفق عليك وأنت غنية، وأنت لك راتب كراتبي؟ نقول: يلزمك نقول: يلزمك الإنفاق عليها وإن كانت كذلك، فإن أبيت فللحاكم القاضي أن يفسخ النكاح غصباً من الزوج، وذلك لأنه ملتزم بنفقتها.
والحاصل أن خطبة حجة الوداع خطبة عظيمة قرر فيها النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً كثيراً من أصول الدين ومن الحقوق، حتى قال صلى الله عليه وسلم من جملة ما قال: ((ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي))
كانوا في الجاهلية - نسأل الله

স্বামীর অনিচ্ছা থাকলে স্ত্রীর মা, বাবা, ভাই, বোন, চাচা, মামা, ফুফু কিংবা খালাকেও তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার অধিকার স্ত্রীর নেই।

আমি এ বিষয়ে বিশেষত এ কারণেই আলোকপাত করেছি যে, কিছু নারী—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—অত্যন্ত অনিষ্টকারী হয়ে থাকে; এমনকি নিজের মেয়ের ক্ষেত্রেও তারা অনিষ্ট বয়ে আনে। যখন সে দেখে যে মেয়ের স্বামী তাকে ভালোবাসছে, তখন সেই মায়ের মনেই—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—ঈর্ষ্যা জেগে ওঠে এবং সে মেয়ে ও তার স্বামীর সম্পর্কের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর অপচেষ্টা করে। এমতাবস্থায় স্বামীর অধিকার রয়েছে নিজ স্ত্রীকে এ কথা বলার যে, 'সে যেন আমার ঘরে প্রবেশ না করে'। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তাকে বাধা দেওয়ার অধিকার স্বামীর আছে। এমনকি স্বামীর অধিকার রয়েছে তার স্ত্রীকে ওই মায়ের কাছে যেতে নিষেধ করার; কেননা সেই নারী একজন পরনিন্দাকারী ও চোগলখোর যে ফিতনা ও বিবাদ সৃষ্টি করে। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানুষের মাঝে বিবাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কথা ছড়ায়।

অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "তোমাদের ওপর তাদের (স্ত্রীদের) ন্যায়সংগত খাদ্য ও বস্ত্রের সংস্থান নিশ্চিত করার অধিকার রয়েছে।" সুতরাং স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব একমাত্র স্বামীর, এমনকি স্ত্রী যদি সম্পদশালী কিংবা চাকুরিজীবীও হয় তবুও। স্ত্রীর পেশা কিংবা তার উপার্জিত বেতনের ওপর স্বামীর বিন্দুমাত্র অধিকার নেই, এমনকি একটি পয়সাও নয়। এর সম্পূর্ণ মালিকানা স্ত্রীর এবং স্বামীর ওপর তার খোরপোশ দেওয়া বাধ্যতামূলক। স্বামী যদি প্রশ্ন করে: "তুমি সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও এবং তোমার বেতন আমার বেতনের সমান হওয়া সত্ত্বেও আমি কেন তোমার খরচ বহন করব?" তবে আমরা বলব: স্ত্রী তেমন ধনী হলেও তার জন্য খরচ করা আপনার ওপর আবশ্যিক। আর যদি আপনি তা করতে অস্বীকার করেন, তবে বিচারক (কাজী) স্বামীর অসম্মতি সত্ত্বেও বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন, কারণ স্বামী স্ত্রীর ভরণপোষণ দিতে শরীয়ত মোতাবেক দায়বদ্ধ।

সারকথা এই যে, বিদায় হজ্জের ভাষণ ছিল একটি সুমহান ভাষণ যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দ্বীনের মৌলিক ভিত্তি ও অধিকারসমূহের অসংখ্য বিষয় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এমনকি তিনি তাঁর ভাষণের এক পর্যায়ে বলেছেন: "সাবধান! জাহিলিয়াত আমলের সমস্ত সুদ আজ আমার পদতলে পিষ্ট (অর্থাৎ তা রহিত ও চূর্ণ করা হলো)।"

জাহিলিয়াতের যুগে তারা ছিল—আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি...

العافية - إذا حل الدين على الفقير قالوا له: إما أن تربى وإما أن تقضي: ((تقضي)) يعني توفينا، ((تربي)) يعني نزيد عليك الدين حتى يصبح أضعافاً مضاعفة. فقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حاكماً ومشرعاً: ((إن رباً الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين)) يعني تحت رجلي ليس له قائمة، ثم قال: ((وأول رباً أضع رباً العباس بن عبد المطلب)).

الله أكبر، صراحة عظيمة وعدل قائم في تنفيذ أحكام الله، ((أول رباً أضع رباً العباس))، العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من أهل الدنيا لجحد، ولا أخبر الناس أن عمه يراي، وأبقى رباه على ما هو عليه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو غاية الخلق في العدل يقول ((أول رباً أضع رباً العباس بن عبد المطلب))، فإنه موضوع كله، فليس لأحد ممن عليه الربا أن يوفيه، فهو ساقط كأن لم يكن؛ ليس للعباس إلا رأس ماله فقط. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم حينما جاء الناس يشفعون في امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع وتجده، تستعير المتاع؛ كالدور والفرش وغيرها، ثم إنها بعد أن تأخذ هذا المتاع كانت تنكر أنها أخذت شيئاً، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها لأنها سارقة. فأهم قريش شأنها؛ امرأة من بني مخزوم - إحدى قبائل قريش الكبرى -

প্রশান্তি ও নিরাপত্তা—যখন কোনো অভাবী ব্যক্তির ঋণের মেয়াদ পূর্ণ হতো, তখন পাওনাদাররা তাকে বলত: ‘হয় তুমি সুদ বৃদ্ধি করবে, নয়তো ঋণ পরিশোধ করবে।’

‘পরিশোধ করা’ মানে হলো আমাদের পাওনা মিটিয়ে দেওয়া, আর ‘সুদ বৃদ্ধি করা’ মানে হলো আমরা ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে দেব যতক্ষণ না তা কয়েকগুণ হয়ে যায়।

অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে শাসক ও আইনপ্রণেতা হিসেবে ঘোষণা করলেন: ‘জাহেলি যুগের সমস্ত সুদ আমার এই দুই চরণের নিচে রাখা হলো (অর্থাৎ রহিত করা হলো)।’

অর্থাৎ আমার পায়ের নিচে, যার আর কোনো ভিত্তি বা অস্তিত্ব নেই। এরপর তিনি বললেন: ‘আর আমি সর্বপ্রথম যে সুদ রহিত করছি, তা হলো আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সুদ।’

আল্লাহ আকবার! আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে কী সুমহান স্পষ্টবাদিতা এবং অটল ন্যায়বিচার।

‘সর্বপ্রথম যে সুদ আমি রহিত করছি তা হলো আব্বাসের সুদ’; অথচ আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন চাচা।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি নিছক পার্থিব কোনো মানুষ হতেন, তবে তিনি বিষয়টি গোপন করতেন এবং মানুষের কাছে প্রকাশ করতেন না যে তাঁর চাচা সুদি কারবার করতেন; বরং তিনি তাঁর চাচার সুদ যেমন আছে তেমনই বহাল রাখতেন। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম আদর্শ, তিনি ঘোষণা করেন: ‘সর্বপ্রথম যে সুদ আমি রহিত করছি, তা হলো আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সুদ।’ সুতরাং এটি সম্পূর্ণরূপে রহিত; যাদের ওপর সুদের দায় ছিল, তাদের আর তা পরিশোধ করার প্রয়োজন নেই। এটি এমনভাবে বাতিল হয়ে গেল যেন এর কোনো অস্তিত্বই ছিল না। আব্বাসের জন্য কেবল তাঁর মূলধনই প্রাপ্য রইল।

এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই বাণীর সদৃশ, যখন বনু মাখজুম গোত্রের এক নারীর জন্য মানুষ সুপারিশ করতে এসেছিল। ওই নারী আসবাবপত্র ধার নিয়ে তা অস্বীকার করত। সে ডেকচি, বিছানাপত্র ইত্যাদি সামগ্রী ধার নেওয়ার পর অস্বীকার করত যে সে কিছুই নিয়েছে। ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে চোর সাব্যস্ত করে তার হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন।

কুরাইশরা তার এই বিষয়ে অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন হয়ে পড়ল; কারণ সে ছিল কুরাইশের অন্যতম প্রধান গোত্র বনু মাখজুমের এক নারী।

فقاموا ليشفعوا لها وقدموا أسامة بن زيد يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم. وأسامة هو ابن عتيق الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة؛ عبد أهدته خديجة للرسول صلى الله عليه وسلم فأعتقه ثم رزق بأسامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما: أسامة وأباه زيداً، فقالوا لأسامة: اشفع عند الرسول صلى الله عليه وسلم.

فلما جاء يشفع أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ((أتشفع في حد من حدود الله)). إنكار توبيخ.

ثم قام فخطب الناس وقال لهم كلاماً خالداً عظيماً: ((أيها الناس؛ إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف؛ أقاموا عليه الحد)) وهذا جور وظلم فأیهم أحق بالعفو: الضعيف الذي لا يجد، أو الشريف الكبير؟ لا شك أن الضعيف أحق بالعفو إن كان هناك تفريق ومحاباة، ولكن والله الحمد ليس هنالك تفريق ولا محاباة في إقامة حدود الله.

ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)) وهي أشرف من المخزومية نسباً وقدرًا ودينًا، وهي بلا شك أفضل من المخزومية لأنها سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها.

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((وايم الله)) حلف وإن لم يستحلف؛ لتأكيد هذا الحكم وبيان أهمية ((لو أن فاطمة)) وهي أشرف من هذه المخزومية ((بنت محمد))

তারা তার জন্য সুপারিশ করতে দাঁড়াল এবং উসামা ইবনে যায়েদকে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট সুপারিশ করার জন্য এগিয়ে দিল।

আর উসামা হলেন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুক্তদাস যায়েদ ইবনে হারিসার পুত্র; যিনি এমন এক দাস ছিলেন যাকে খাদিজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে উপহার দিয়েছিলেন, অতঃপর তিনি তাকে মুক্ত করে দেন। পরে তাঁর ঘরে উসামার জন্ম হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদের উভয়কেই অর্থাৎ উসামা এবং তাঁর পিতা যায়েদকে ভালোবাসতেন। তাই তারা উসামাকে বলল: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে সুপারিশ করো।

যখন তিনি সুপারিশ করতে আসলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বললেন: "তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ডবিধির (হুদুদ) ব্যাপারে সুপারিশ করছ?" এটি ছিল তিরস্কারমূলক প্রত্যাখ্যান।

অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে লোকদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং এক কালজয়ী মহান বাণী প্রদান করলেন: "হে লোকসকল! তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে একারণে যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত; আর যখন কোনো দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তার ওপর দণ্ডবিধি কার্যকর করত।" এটি অন্যায় ও জুলুম।

ক্ষমার অধিক হকদার কে: সেই অভাবী দুর্বল ব্যক্তি নাকি প্রভাবশালী উচ্চবংশীয় ব্যক্তি? নিঃসন্দেহে যদি বৈষম্য ও পক্ষপাতিত্বের অবকাশ থাকত, তবে দুর্বল ব্যক্তিই ক্ষমার অধিক হকদার হতো। কিন্তু আল্লাহর শুরুরিয়া যে, আল্লাহর দণ্ডবিধি কার্যকরের ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য বা পক্ষপাতিত্ব নেই।

এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।" অথচ বংশমর্যাদা, সম্মান ও দ্বীনদারির দিক থেকে তিনি সেই মাখজুমি নারীর চেয়ে অনেক বেশি সম্মানিত। নিঃসন্দেহে তিনি মাখজুমি নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি জান্নাতী নারীদের নেত্রী (রাযিয়াল্লাহু আনহা)।

আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উক্তি: "আল্লাহর কসম"—এটি একটি শপথ, যদিও তাঁকে শপথ করতে বলা হয়নি; এই বিধানের গুরুত্ব সুনিশ্চিত করার জন্য এবং বিষয়টির গুরুত্ব স্পষ্ট করার জন্যই তিনি বললেন, "যদি ফাতিমা"—যিনি সেই মাখজুমি নারীর চেয়ে অনেক বেশি সম্মানিত—"মুহাম্মদের কন্যা" (চুরি করত)।

أشرف البشر ((سرت لقطعت يدها)) وهذا العدل غاية في عدل البشر لا يوجد عدل يصدر من أي بشر كان مثل هذا العدل من النبي صلى الله عليه وسلم ليقطع كل الحجج والوساطات والشفاعات، وهذا يدل على كمال عدله صلى الله عليه وسلم. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع خطبة عظيمة بين فيها كثيراً من أحكام الإسلام وآدابه، وقد قام بشرح هذه الخطبة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمة الله عليه، رئيس القضاة في هذه المملكة في زمنه شرحها شرحاً موجزاً لكنه مفيد، فمن أحب فليرجع إليه.

* * *

277/5 - وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: ((أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، لا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت)) حديث حسن رواه أبو داود. وقال: معني ((لا تقبح)) أي: لا تقل قبحك الله.

278/6 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم)) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف - رحمة الله تعالى - فيبا نقل عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه أنه
سأل النبي صلى الله عليه ما حق امرأة أحدنا عليه، والصحابة رضي الله

মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব বলেছেন: "যদি সে চুরি করত, তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।" এই ন্যায়বিচার মানুষের ন্যায়বিচারের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ন্যায়বিচারের মতো কোনো ইনসাফ অন্য কোনো মানুষের পক্ষ থেকে আসা সম্ভব নয়, যার মাধ্যমে তিনি সকল অজুহাত, মধ্যস্থতা এবং সুপারিশের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। এটি তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইনসাফের পূর্ণতার প্রমাণ বহন করে।

মূল কথা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজের সময় একটি মহৎ ভাষণ প্রদান করেছিলেন, যাতে তিনি ইসলামের বহু বিধান ও শিষ্টাচার স্পষ্ট করেছেন। এই ভাষণের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত উপকারী ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন প্রখ্যাত আলেম শায়খ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন হুমাইদ (রহিমাল্লাহ), যিনি তাঁর সময়ে এই রাজ্যের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। কেউ চাইলে সেই ব্যাখ্যাটির শরণাপন্ন হতে পারেন।

* * *

৫/২৭৭ — মুয়াবিয়া ইবনে হাইদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো ওপর তার স্ত্রীর অধিকার কী? তিনি বললেন: "তুমি যখন আহার করবে তাকেও আহার করাবে, তুমি যখন পোশাক পরিধান করবে তাকেও পোশাক দেবে, চেহারা আঘাত করবে না, মন্দ বলবে না এবং ঘরের বাইরে তাকে বর্জন করবে না।" এটি একটি হাসান হাদিস, যা আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন।
তিনি (ইমাম আবু দাউদ) বলেছেন: "মন্দ বলবে না" এর অর্থ হলো: এমন বলবে না যে, "আল্লাহ তোমার চেহারা কুৎসিত করুন।"

৬/২৭৮ — আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "মুমিনদের মধ্যে ঈমানের দিক থেকে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ হলো সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম; আর তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম তারা, যারা তাদের

স্ত্রীদের কাছে সর্বোত্তম।" এটি তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এটি একটি হাসান সহীহ হাদিস।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ তাআলা) মুয়াবিয়া ইবনে হাইদাহ (রাতিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমাদের কারো ওপর তার স্ত্রীর অধিকার কী? আর সাহাবীগণ (রাতিয়াল্লাহু আনহুম)...

(ম: 131) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

عنهم كانوا إذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يسألون ليعملوا لا ليعلموا فقط؛ خلافاً لما عليه كثير من الناس اليوم يسألون ليعملوا ثم لا يعمل إلا قليل منهم؛ وذلك أن الإنسان إذا علم من شريعة الله ما علم كان حجة له أو عليه. إن عمل به فهو حجة له يوم القيامة، وإن لم يعمل به؛ كان حجة عليه يؤاخذ به. وما أكثر ما كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور دينهم، ففي القرآن مسائل كثيرة: (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ) [البقرة: 215] ، (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى) [البقرة: 220] ، (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ) [البقرة: 222] ، (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ) [البقرة: 189] ؛ كلها أسئلة يريد بها الصحابة رضي الله عنهم أن يعملوا فيها حكم الله ثم يطبقوه في أنفسهم وفي أهليهم. وهنا سأله معاوية ((ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: ((أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت)) يعني لا تخص نفسك بالكسوة دونها، ولا بالطعام دونها؛ بل هي شريكة لك يجب عليك أن تنفق عليها كما تنفق على نفسك، حتى إن كثيراً من

العلماء يقول: إذا لم ينفق الرجل على زوجته وطالبت بالفسخ عند القاضي؛
فللقاضي أن يفسخ النكاح؛ لأنه قصر بحقها الواجب لها.
قال ((ولا تضرب الوجه ولا تقبح)) فلا تضربها إلا لسبب وإذا ضربتها فاجتنب
الوجه وليكن ضرباً غير مبرح.

তাদের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা যখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করতেন, তা কেবল আমল করার উদ্দেশ্যেই করতেন, শুধু জানার জন্য নয়। এটি বর্তমানকালের বহু মানুষের অবস্থার বিপরীত, যারা কেবল জানার জন্যই প্রশ্ন করে, অতঃপর তাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক লোকই তা অনুযায়ী আমল করে। বস্তুত মানুষ যখন আল্লাহর শরিয়ত থেকে কিছু শেখে, তখন তা তার পক্ষে অথবা বিপক্ষে দলিল হিসেবে সাব্যস্ত হয়। যদি সে তদনুযায়ী আমল করে, তবে কিয়ামতের দিন তা তার পক্ষে দলিল হবে; আর যদি আমল না করে, তবে তা তার বিপক্ষে দলিল হবে যার কারণে তাকে পাকড়াও করা হবে।

সাহাবীগণ কত অধিকবারই না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁদের দ্বীনি বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন! পবিত্র কুরআনে এমন অনেক মাসআলা রয়েছে: “তারা আপনাকে প্রশ্ন করে যে, তারা কী ব্যয় করবে?” [আল-বাকারা: ২১৫], “এবং তারা আপনাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে প্রশ্ন করে” [আল-বাকারা: ২২০], “এবং তারা আপনাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে প্রশ্ন করে” [আল-বাকারা: ২২২], “তারা আপনাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে” [আল-বাকারা: ১৮৯]। এই সবকটিই এমন প্রশ্ন যার মাধ্যমে সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) আল্লাহর বিধান জানতে চাইতেন, যেন তাঁরা তা নিজের জীবনে এবং স্থায়ী পরিবার-পরিজনের মাঝে প্রয়োগ করতে পারেন।

এখানে মুআবিয়া (রা.) তাঁকে প্রশ্ন করলেন, “আমাদের কারো ওপর তার স্ত্রীর অধিকার কী?” তিনি বললেন: “তুমি যখন আহার করবে তখন তাকেও আহার করাবে, আর তুমি যখন পরিধান করবে তখন তাকেও পরিধান করাবে।” অর্থাৎ, তাকে বাদ দিয়ে কেবল নিজের জন্যই উত্তম পোশাক বা খাবারের ব্যবস্থা করবে না; বরং সে তোমার জীবনসঙ্গিনী, তোমার ওপর তার ভরণপোষণ দেওয়া ওয়াজিব ঠিক যেমন তুমি নিজের জন্য ব্যয় করো। এমনকি অনেক আলেম বলেন: যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর ভরণপোষণ না দেয় এবং স্ত্রী বিচারকের কাছে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করে, তবে বিচারকের জন্য সেই বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেওয়ার অধিকার রয়েছে; কারণ স্বামী তার স্ত্রীর ওপর অর্পিত ওয়াজিব হক পালনে অবহেলা করেছে।

তিনি (সা.) বলেছেন: “মুখমণ্ডলে প্রহার করো না এবং গালি দিও না।” সুতরাং কোনো সঙ্গত কারণ ছাড়া তাকে প্রহার করবে না, আর যদি প্রহার করো তবে মুখমণ্ডল পরিহার করবে এবং সেই প্রহার যেন গুরুতর বা জখমকারী না হয়।

(ص: 132) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وقد سبق لنا أن الإنسان إذا رأى من امرأته نشوزاً وترفعاً عليه، وأنها لا تقوم بحقه؛ وعظماً أولاً، ثم هجرها في المضجع، ثم ضربها ضرباً غير مبرح فإذا حق له أن يضربها لوجود السبب، فإنه لا يضرب الوجه. وكذلك غير الزوجة لا يضرب على الوجه، فالابن إذا أخطأ لا يضرب على الوجه؛ لأن الوجه أشرف ما في الإنسان، وهو واجهه البدن كله، فإذا ضرب كان أذل للإنسان مما لو ضرب غير وجهه، يعني يضرب الرجل على كتفه، على عضده، على ظهره؛ فلا يرى بذلك أنه استدل كما لو ضربته على وجهه، ولهذا نهى عن ضرب الوجه وعن تقبيح الوجه.

قوله: ((لا تقبح)) يعني لا تقل: أنت قبيحة، أو قبح الله وجهك، ويشمل النهي عن التقبيح: النهي عن التقبيح الحسي والمعنوي، فلا يقبحها مثل أن يقول: أنت من قبيلة رديئة، أو من عائلة سيئة، أو ما أشبه ذلك. كل هذا من التقبيح الذي نهى الله عنه.

قال: ((ولا تهجرها إلا في البيت)) يعني إذا وجد سبب الهجر فلا تهجرها علناً وتظهر للناس أنك هجرتها.

اهجرها في البيت؛ لأنه ربما تهجرها اليوم وتتصلح معها في الغد فتكون حالكم
مستورة، لكن إذا ظهرت حالكم للناس بأن قمت بنشر ذلك والتحدث به كان هذا
خطأ، اهجرها في البيت، ولا يطلع على هجرك أحد، حتى إذا اصطلحت معها رجع كل
شيء على ما يرام، دون أن يطلع عليه أحد من الناس.
أما الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ فإنه حديث

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, মানুষ যখন তার স্ত্রীর পক্ষ থেকে অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্য
এবং তার প্রাপ্য অধিকার আদায়ে অনীহা লক্ষ্য করবে; তখন সে প্রথমে তাকে সদুপদেশ প্রদান
করবে, এরপর শয্যা ত্যাগ করবে এবং এরপর তাকে মৃদু প্রহার করবে। আর যদি সংগত
কারণে তাকে প্রহার করার অধিকার সাব্যস্ত হয়, তবে সে যেন তার চেহারায় প্রহার না করে।
তেমনিভাবে স্ত্রী ব্যতীত অন্য কাউকেও চেহারায় প্রহার করা যাবে না। যেমন সন্তান যদি ভুল
করে, তবে তাকেও চেহারায় প্রহার করা যাবে না; কেননা চেহারা হলো মানুষের শরীরের
সবচেয়ে সম্মানিত অংশ এবং এটি সমগ্র দেহের সমুখভাগ। ফলে চেহারায় আঘাত করা হলে
মানুষ যতটা লাঞ্ছিত বোধ করে, শরীরের অন্য কোথাও আঘাত পেলে ততটা হয় না। অর্থাৎ,
কোনো ব্যক্তিকে তার কাঁধে, বাহুতে কিংবা পিঠে প্রহার করা হলে সে নিজেকে ততটা হীন মনে
করে না যতটা চেহারায় আঘাতপ্রাপ্ত হলে করে থাকে। এই কারণেই চেহারায় প্রহার করতে
এবং চেহারাকে কুৎসিত বলতে বা গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

তাঁর বাণী: ((মন্দ বলো না)) অর্থাৎ, এ কথা বলো না যে: তুমি কুৎসিত, কিংবা আল্লাহ তোমার
চেহারাকে কুৎসিত করুন। এই নিষেধের অন্তর্ভুক্ত হলো বাহ্যিক ও ভাবগত—উভয় প্রকার মন্দ
বলা। সুতরাং সে যেন তাকে এভাবে হয় না করে যে: তুমি একটি নিচ বংশের লোক, কিংবা
একটি মন্দ পরিবারের লোক অথবা এই জাতীয় কিছু। এই সমস্ত কিছুই সেই নিন্দনীয়
আচরণের অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ তাআলা নিষিদ্ধ করেছেন।

তিনি বলেন: ((যদি ব্যতীত অন্য কোথাও তাকে বর্জন করবে না)) অর্থাৎ, যদি বর্জনের কোনো
কারণ থাকে, তবে তাকে প্রকাশ্যে বর্জন করো না এবং মানুষের কাছে তা প্রকাশ করো না যে
তুমি তাকে বর্জন করেছ।

ঘরের মধ্যেই তাকে বর্জন করো; কেননা হতে পারে আজ তুমি তাকে বর্জন করছ আর আগামীকাল তার সাথে তোমার আপস হয়ে যাচ্ছে, এমতাবস্থায় তোমাদের বিষয়টি গোপন থাকবে। কিন্তু যদি তা প্রচার করে বা এ নিয়ে কথা বলে মানুষের সামনে প্রকাশ করে দাও, তবে সেটি হবে একটি ভুল কাজ। তাকে ঘরের মধ্যেই বর্জন করো এবং তোমার এই বর্জনের বিষয়ে যেন কেউ জানতে না পারে; যাতে করে যখন তার সাথে তোমার পুনরায় মিল হয়ে যাবে, তখন অন্য কারো কাছে প্রকাশ পাওয়া ছাড়াই সবকিছু সুন্দরভাবে স্বাভাবিক হয়ে যায়।

আর দ্বিতীয় হাদিসটি হলো আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিস; এটি এমন একটি হাদিস—

(ص: 133) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

عظيم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ((أَكْمَلُ النَّاسِ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خَلْقًا)). .
 الإِيمَانُ يَتَفَاوَتُ وَيَتَفَاضَلُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَيَزِدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا) [البدر:
 31] ، وليس الناس في الإيمان سواء؛ من الناس من يؤمن بالغيب وكأنه يشاهد
 شهود عيان، يؤمن بيوم القيامة وكأنه الآن في تلك الساعات، يؤمن بالجنة وكأنها في
 تلك الرياض، يؤمن بالنار وكأنه يراها بعينه، يؤمن إيماناً حقيقياً مطمئناً لا يخالطه
 شك.

ومن الناس من يعبد الله على حرف - نسأل الله العافية - كما قال تعالى (وَمِنَ النَّاسِ
 مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ) [الحج: 11] يعني على طرف (فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ) يعني إن لم
 يواجه أحداً يشككه في الدين، ولم يواجه إلا صلحاء يعينونه (اطْمَئِنَّ بِهِ) أي ركن
 إليه.

(وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبْ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ) [الحج: 11] ، إِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ فِي بَدَنِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ أَهْلِهِ؛ انْقَلَبْ عَلَى وَجْهِهِ وَاعْتَرِضْ عَلَى الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ، وَتَسْخَطْ وَهْلَكَ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ (خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ) .
 فَأَكْمِلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خَلْقًا، وَفِي هَذَا حَثٌ عَظِيمٌ عَلَى حَسَنِ الْخَلْقِ مَعَ اللَّهِ، وَحَسَنِ الْخَلْقِ مَعَ النَّاسِ.
 أَمَّا حَسَنِ الْخَلْقِ مَعَ اللَّهِ، فَأَنْ يَرْضَى الْإِنْسَانُ بِشَرِيعَتِهِ، وَيَنْقَادَ إِلَيْهَا رَاضِيًا، مُطِيعًا بِهَا، مُسَرُورًا بِهَا سَوَاءَ كَانَتْ أَمْرٌ يَوْمَرُ بِهِ، أَوْ نَهْيًا يَنْهَى عَنْهُ.
 وَأَنْ يَرْضَى الْإِنْسَانُ بِقَدَرِ اللَّهِ عِزَّ وَجَلَّ، وَيَكُونَ مَا قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِمَّا يَسُوءُهُ كَالَّذِي قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِمَّا يَسْرُهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ عِنْدِكَ، فَأَنَا رَاضٍ بِكَ رَبًّا إِنْ أَعْطَيْتَنِي مَا يَسِّرُنِي شُكْرًا، وَإِنْ أَصَابَنِي مَا يَسُوءُنِي صَبْرًا، فَيَرْضَى

এটি মহান, যা সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মানুষের মধ্যে ঈমানে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।"

ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধি পায় এবং এতে স্তরভেদ রয়েছে, যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "যাতে মুমিনদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায়" [মুদাসসির: ৩১]। ঈমানের ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান নয়; মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অদৃশ্যের প্রতি এমনভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে যেন সে তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছে। সে কিয়ামত দিবসের প্রতি এমনভাবে বিশ্বাস রাখে যেন সে এখনই সেই মুহূর্তগুলোতে অবস্থান করছে। সে জান্নাতের প্রতি এমনভাবে ঈমান রাখে যেন সে সেই উদ্যানসমূহে বিচরণ করছে। সে জাহান্নামের প্রতি এমনভাবে ঈমান রাখে যেন সে তা নিজের চোখে দেখছে। সে এমন এক প্রকৃত ও প্রশান্ত ঈমান পোষণ করে যাতে কোনো সন্দেহের সংমিশ্রণ নেই।

আবার মানুষের মধ্যে এমনও কেউ আছে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সাথে আল্লাহর ইবাদত করে—আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি—যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধার সাথে আল্লাহর ইবাদত করে" [হজ্জ: ১১]। অর্থাৎ এক কিনারায় দাঁড়িয়ে। "যদি সে কল্যাণের সম্মুখীন হয়" অর্থাৎ যদি সে এমন কারো সম্মুখীন না হয় যে তাকে দীন সম্পর্কে

সংশয়ে ফেলবে, বরং কেবল সৎলোকদের সাহচর্য পায় যারা তাকে সাহায্য করে, তবে সে "তাতে প্রশান্তি লাভ করে" অর্থাৎ তার ওপর স্থির থাকে।

"আর যদি সে কোনো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, তবে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়; সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই হারাল" [হজ্জ: ১১]। যদি তার দেহে, সম্পদে কিংবা পরিবারে কোনো বিপদ আপতিত হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ভাগ্য ও তকদীরের ওপর আপত্তি উত্থাপন করে। সে অসন্তুষ্ট হয় এবং ধ্বংস হয়ে যায়—আমরা এ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। "সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই হারাল।"

সুতরাং মুমিনদের মধ্যে ঈমানে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ঐ ব্যক্তি যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর। এর মধ্যে আল্লাহর সাথে সুন্দর আচরণ এবং মানুষের সাথে সুন্দর আচরণের প্রতি এক মহান উৎসাহ নিহিত রয়েছে।

আল্লাহর সাথে সুন্দর আচরণের বিষয়টি হলো—মানুষ তাঁর শরীয়তের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে এবং সন্তুষ্ট চিত্তে, প্রশান্ত হৃদয়ে ও আনন্দিত মনে তার আনুগত্য করবে; চাই তা কোনো আদেশ পালনের ক্ষেত্রে হোক কিংবা কোনো নিষেধ থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে।

এবং মানুষ যেন মহান আল্লাহর তকদীরের ওপর সন্তুষ্ট থাকে। আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন, তা তার কাছে অপছন্দনীয় হলেও যেন তা পছন্দনীয় বিষয়ের মতোই গণ্য হয়। সে বলবে: "হে আমার রব! সবকিছুই আপনার পক্ষ থেকে। আমি আপনাকে রব হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট। আপনি আমাকে আনন্দদায়ক কিছু দান করলে আমি শোকর করব, আর যদি কোনো কষ্টদায়ক বিষয় স্পর্শ করে তবে আমি সবর করব।" এভাবে সে সন্তুষ্ট থাকে।

(ص: 134) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

بِالله قضاءً وقدرًا، وأمرًا وشرعًا؛ هذا حسن الخلق مع الله.

أما حسن الخلق مع الناس فظاهر، فكف الأذى وبذل الندي، والصبر عليهم وعلى أذاهم، هذا من حسن الخلق مع الناس؛ أن تعاملهم بهذه المعاملة تكف أذاك

عنهم، وتبذل نداك. الندى يعني العطاء سواء كان مائلاً أو جاهاً أو غير ذلك، وكذلك
تصبر على البلاء منهم، فإذا كنت كذلك؛ كنت أكمل الناس إيماناً.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي))
هذا خير الناس. هو خيرهم لأهله؛ فإذا كان فيك خير؛ فأجعله عند أقرب الناس لك
وليكن أول المستفيدين من هذا الخير.
وهذا عكس ما يفعله بعض الناس اليوم، تجده سيئ الخلق مع أهله، حسن الخلق
مع غيرهم، وهذا خطأ عظيم؛ أهلك أحق بإحسان الخلق؛ أحسن الخلق معهم؛
لأنهم هم الذين معك ليلاً ونهاراً، سراً وعلانية، إن أصابك شيء أصيبوا معك، وإن
سررت سرروا معك، وإن حزنت حزنوا معك، فلتكن معاملتك معهم خيراً من
معاملتك مع الأجانب، فخير الناس خيرهم لأهله.
اسأل الله أن يكمل لي وللمسلمين الإيمان، وأن يجعلنا خير عباد الله في أهلنا ومن
لهم حق علينا.

আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীর এবং আদেশ ও শরীয়তের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা; এটিই আল্লাহর
সাথে উত্তম আখলাক বা সদাচার।

আর মানুষের সাথে উত্তম আখলাকের বিষয়টি সুস্পষ্ট; তা হলো কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা,
বদান্যতা বা কল্যাণ প্রসারিত করা এবং তাদের আচরণের ওপর ধৈর্য ধারণ করা। এটিই
মানুষের সাথে উত্তম আচরণের অন্তর্ভুক্ত; অর্থাৎ আপনি তাদের সাথে এমন আচরণ করবেন
যাতে আপনি তাদের কষ্ট দেবেন না এবং নিজের দান-দাক্ষিণ্য বিলিয়ে দেবেন। 'নাদা'
(বদান্যতা) অর্থ হলো দান করা, তা সম্পদ হোক, প্রভাব-প্রতিপত্তি হোক কিংবা অন্য কিছু।
অনুরূপভাবে আপনি তাদের পক্ষ থেকে আসা কষ্টের ওপর ধৈর্য ধরবেন। আপনি যদি এমন
হতে পারেন, তবে আপনি হবেন ঈমানের দিক থেকে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে পরিপূর্ণ।

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে তার পরিবারের নিকট উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম।" এটিই হলো সর্বোত্তম মানুষের পরিচয়। তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি নিজ পরিবারের নিকট শ্রেষ্ঠ। সুতরাং আপনার মধ্যে যদি কোনো কল্যাণ থাকে, তবে তা আপনার নিকটতম ব্যক্তিদের জন্য ব্যয় করুন এবং এই কল্যাণের প্রথম সুফলভোগী যেন তারাই হয়।

আর এটি বর্তমান সময়ে কিছু মানুষের আচরণের সম্পূর্ণ বিপরীত; আপনি দেখবেন সে তার পরিবারের সাথে কদর্য আচরণ করে, অথচ অন্যদের সাথে অত্যন্ত অমায়িক। এটি এক বিরাট ভুল। আপনার পরিবারই আপনার সদাচরণের সর্বাধিক দাবিদার। তাই তাদের সাথে উত্তম আচরণ করুন; কারণ তারাই দিন-রাত, গোপনে ও প্রকাশ্যে আপনার সাথে থাকে। আপনার কোনো বিপদ হলে তারা আক্রান্ত হয়, আপনি আনন্দিত হলে তারাও আনন্দিত হয় এবং আপনি দুঃখিত হলে তারাও দুঃখিত হয়। সুতরাং অন্যদের চেয়ে আপনার পরিবারের সাথে আপনার আচরণ যেন অধিকতর উত্তম হয়। কেননা সর্বোত্তম মানুষ সেই, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।

আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমার ও সকল মুসলিমের ঈমানকে পূর্ণতা দান করেন এবং আমাদের পরিবার ও যাদের আমাদের ওপর অধিকার রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে আমাদের আল্লাহর সর্বোত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

* * *

(ص: 135) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

279/7. وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تضربوا إماء الله)) فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ذُرن النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن، فأطاف

بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم)) رواه أبو داود بإسناد صحيح.

قوله: ((ذئرن)) هو بزال معجمة مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم راء ساكنة ثم نون، أي: اجترأن، قوله: ((أطاف)) أي: أحاط.

280/8 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة)) رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

ذكر رحمه الله تعالى فيما نقله فيما يتعلق بأمر النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تضربوا إماء الله)) يريد بذلك النساء، فيقال: أمة الله كما يقال عبد الله، ويقال: إماء الله كما يقال عباد الله، ومن ذلك الحديث الصحيح: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)).

نهاهم عن ضرب النساء، فكفوا عن ذلك؛ لأن الصحابة رضي الله

৭/২৭৯ — ইয়াস ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবি জুবাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা আল্লাহর বান্দীদের (নারীদের) প্রহার করো না।" অতঃপর উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে নিবেদন করলেন: "নারীরা তাদের স্বামীদের ওপর দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে।" তখন তিনি তাদেরকে প্রহার করার অনুমতি প্রদান করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরিবারের নিকট অনেক নারী তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে সমবেত হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "মুহাম্মাদের পরিবারের নিকট অনেক নারী তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এসেছে; যারা এমন আচরণ করে তারা তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নয়।" আবু দাউদ এটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

তাঁর উক্তি: "যাইরনা" (ذُرْن) শব্দটি 'যাল' বর্ণে ফাতহা, অতঃপর 'হামযা'য় কাসরা, এরপর 'রা' বর্ণে সুকুন এবং শেষে 'নূন' যোগে গঠিত; যার অর্থ হলো: তারা দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। তাঁর উক্তি: "আতাফা" (أُطْفَا) অর্থ হলো: চারপাশ থেকে ঘিরে ধরা বা সমবেত হওয়া।

৮/২৮০ — আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "পৃথিবী হলো ক্ষণস্থায়ী ভোগের সামগ্রী, আর পৃথিবীর সর্বোত্তম ভোগের সামগ্রী হলো পুণ্যবতী নারী।" এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাহুল্লাহ তায়ালা) নারী সংক্রান্ত বিষয়ে যা কিছু বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে রয়েছে যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা আল্লাহর বান্দীদের প্রহার করো না।" এর মাধ্যমে তিনি নারীদের বুঝিয়েছেন। যেমন পুরুষকে 'আব্দুল্লাহ' (আল্লাহর দাস) বলা হয়, তেমনি নারীকে 'আমাতুল্লাহ' (আল্লাহর দাসী বা বান্দি) বলা হয়। আর যেমন পুরুষদের ক্ষেত্রে 'ইবাদুল্লাহ' (আল্লাহর দাসগণ) বলা হয়, তেমনি নারীদের ক্ষেত্রে 'ইমাতুল্লাহ' (আল্লাহর দাসীগণ) বলা হয়। এরই অন্তর্ভুক্ত হলো সহীহ হাদীসটি: "তোমরা আল্লাহর বান্দীদের আল্লাহর মাসজিদসমূহে আসতে বাধা দিয়ো না।"

তিনি তাদেরকে নারী প্রহার করতে নিষেধ করেছিলেন, ফলে তারা তা থেকে বিরত থাকলেন; কেননা সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)...

(ص: 136) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

عنهم كانوا من الطراز الأول والجيل الأول المفضل، الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله قالوا: سبعنا وأطعنا، فكفوا عن ضرب النساء. والنساء قاصرات عقل وناقصات دين. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضربهن، اجتأن على أزواجهن، كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله إن النساء ذُرن على أزواجهن، يعني

اجترأ وتعالين على الرجال، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عمر؛ أجاز ضربهن، فأفرط الرجال في ذلك وجعلوا يضربونهن حتى وإن لم يكن ذلك من حقهم فطافت النساء بآل النبي صلى الله عليه وسلم، أي ببيوته، وجعلن يتجمعن حول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يشكون أزواجهن.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس يخبرهم بأن هؤلاء الذين يضربون أزواجهن ليسوا بخيارهم، أي ليسوا بخيار الرجال، وهذا كقوله: ((خيركم خيركم لأهله)) فدل هذا على أن الإنسان لا يفرط ولا يفرط في ضرب أهله؛ إن وجد سبباً يقتضي الضرب فلا بأس.

وقد بين الله عز وجل مراتب ذلك في كتابه فقال: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ) [النساء: 34].

المرتبة الثالثة: الضرب، وإذا ضربوهن فليضربوهن ضرباً غير مبرح.

ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة)) فقوله صلى الله عليه وسلم: ((الدنيا متاع)) يعني شيء يتمتع به، كما يتمتع المسافر بزاده ثم ينتهي، وخير متاعها المرأة الصالحة؛ إذا وفق الإنسان لامرأة صالحة في دينها وعقلها فهذا خير متاع

তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাঁরা ছিলেন প্রথম স্তরের এবং শ্রেষ্ঠ প্রথম প্রজন্মের অন্তর্ভুক্ত, যাঁদের যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হতো, তাঁরা বলতেন: "আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম।" ফলে তাঁরা নারীদের প্রহার করা থেকে বিরত হলেন। আর নারীরা বিবেক-বুদ্ধি ও দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতাসম্পন্ন।

যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রহার করতে নিষেধ করলেন, তখন তারা তাদের স্বামীদের ওপর দুঃসাহস দেখাতে শুরু করল; যেমনটি উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! নারীরা তাদের স্বামীদের ওপর অবাধ্য হয়ে উঠেছে।"

অর্থাৎ তারা পুরুষদের ওপর দুঃসাহসী ও দাস্তিক হয়ে উঠল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উমরের কথা শুনলেন, তখন তিনি তাদের (প্রয়োজনে) প্রহার করার অনুমতি দিলেন। এরপর পুরুষরা এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি শুরু করল এবং তারা তাদের স্ত্রীদের প্রহার করতে লাগল, এমনকি যখন তাদের তেমন অধিকার ছিল না তখনও। ফলে নারীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের কাছে অর্থাৎ তাঁর ঘরসমূহের আশেপাশে ভিড় করতে লাগল এবং তারা তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে সমবেত হলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের সম্বোধন করে জানালেন যে, যারা তাদের স্ত্রীদের প্রহার করে তারা তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি নয়, অর্থাৎ তারা পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নয়। এটি তাঁর এই বাণীর মতোই: "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।" এটি প্রমাণ করে যে, মানুষ তার পরিবারের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে (প্রহারের বিষয়ে) বাড়াবাড়িও করবে না, আবার শিথিলতাও দেখাবে না; যদি এমন কোনো কারণ পাওয়া যায় যা প্রহারের দাবি রাখে, তবে তাতে কোনো দোষ নেই।

মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে এর স্তরসমূহ বর্ণনা করে বলেছেন: "আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা করো, তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ করো এবং তাদের প্রহার করো।" [সূরা আন-নিসা: ৩৪]।

তৃতীয় স্তরটি হলো: প্রহার; আর তারা যদি তাদের প্রহার করে, তবে যেন তা কঠোর বা জখমকারী প্রহার না হয়।

অতঃপর লেখক আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "দুনিয়া হলো ক্ষণস্থায়ী ভোগের সামগ্রী, আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো নেককার নারী।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "দুনিয়া হলো ভোগের সামগ্রী"—এর অর্থ হলো এমন বস্তু যা দ্বারা সাময়িকভাবে উপকৃত হওয়া যায়, যেমন একজন মুসাফির তার পাথেয় দ্বারা উপকৃত হয় এবং অতঃপর তা শেষ হয়ে যায়। আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো নেককার নারী; যদি কোনো ব্যক্তি দীনদারি ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী কোনো নেককার স্ত্রী লাভ করার তাওফিক পায়, তবে এটিই হলো শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

الدنيا؛ لأنها تحفظه في سره وماله وولده.
وإذا كانت صالحة في العقل أيضاً، فإنها تدبر له التدبير الحسن في بيته وفي تربية
أولادها، إن نظر إليها سرته، وإن غاب عنها حفظته، وإن وكل إليها لم تخنه، فهذه
المرأة هي خير متاع الدنيا.

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ((تنكح المرأة لأربع: لمالها، وحسبها، وجمالها،
ودينها، فأظفر بذات الدين تربت يداك))، يعني عليك بها، فإنها خير من يتزوجه
الإنسان؛ فذات الدين وإن كانت غير جميلة الصورة، لكن يجعلها خلقها ودينها،
فأظفر بذات الدين تربت يداك.

দুনিয়া; কেননা সে তার গোপনীয় বিষয়, সম্পদ ও সন্তানের ব্যাপারে তাকে রক্ষা করে।
আর সে যদি প্রজ্ঞার দিক থেকেও নেককার হয়, তবে সে তার গৃহ পরিচালনা এবং সন্তানদের
লালন-পালনের ক্ষেত্রে উত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করে। স্বামী তার দিকে তাকালে সে তাকে আনন্দিত
করে, স্বামী অনুপস্থিত থাকলে সে নিজেকে ও তার সম্পদ হিফাজত করে, আর কোনো দায়িত্ব
অর্পণ করলে সে তার খেয়ানত করে না। এই নারীই হলো দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "চারটি গুণের ভিত্তিতে
নারীকে বিবাহ করা হয়: তার সম্পদ, তার অভিজাত্য, তার সৌন্দর্য এবং তার দ্বীনদারিতা।
সুতরাং তুমি দ্বীনদার নারীকেই গ্রহণ করে সফল হও, অন্যথায় তোমার হস্ত ধূলিমলিন হোক।"
অর্থাৎ, তুমি তাকেই আবশ্যক করে নাও; কেননা সে-ই একজন মানুষের বিবাহের জন্য
সর্বোত্তম পাত্রী। দ্বীনদার নারী যদিও বা বাহ্যিক রূপ-লাবণ্যে অতটা সুন্দরী না হয়, তবুও তার
চরিত্র ও দ্বীন তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে। অতএব, তুমি দ্বীনদার নারীকেই জয় করে
নাও, তবেই তুমি সফল হবে।

35. بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِنُفُسِهِنَّ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ) [النساء: 34].
وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَمِنْهَا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ السَّابِقِ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ.
281/1. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا؛ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ))
تَصْبِحَ)) مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهَا: ((إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا؛ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ))

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ
يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْتِيهِ عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى
عَنْهَا)).

৩৫ - স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার বিষয়ক অধ্যায়

মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "পুরুষেরা নারীদের ওপর দায়িত্বশীল ও রক্ষক, যেহেতু আল্লাহ তাদের একজনকে অন্যজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা তাদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত এবং আল্লাহর সংরক্ষিত বিষয়সমূহ (যেমন ইজ্জত-আমানত) হিফাজতকারিণী।" [সূরা আন-নিসা: ৩৪] ।

আর হাদিসসমূহের মধ্যে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত আমর ইবনুল আহওয়াস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিসটি এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

১/২৮১ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "যখন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজের বিছানায় ডাকে আর সে আসতে অস্বীকার করে, ফলে স্বামী তার ওপর রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটায়; তখন ফেরেশতারা ভোর হওয়া পর্যন্ত সেই স্ত্রীর ওপর অভিশাপ দিতে থাকে।" (বুখারি ও মুসলিম)।

তাদের (বুখারি ও মুসলিম) অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: "যখন কোনো নারী তার স্বামীর বিছানা বর্জন করে রাত কাটায়, তখন ফেরেশতারা ভোর হওয়া পর্যন্ত তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।" অন্য বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যখন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে আর সে তা অস্বীকার করে, তখন আসমানে যিনি আছেন তিনি তার ওপর অসন্তুষ্ট থাকেন যতক্ষণ না স্বামী তার ওপর সন্তুষ্ট হয়।"।

(ص: 139) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: باب حق الزوج على المرأة.

لما ذكر رحمه الله حقوق الزوجة على زوجها؛ ذكر حقوق الزوج على زوجته، ثم استدل بقوله الله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ) .

ثم بين سبب هذه القوامه والولاية التي جعلها الله، فقال: (بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) حيث فضل الرجل على المرأة في العقل والدين والقدرة والقوة وغير ذلك من وجوه الفضائل، والشريعة كلها عدل، تعطي كل أحد ما يستحقه بمقتضى فضله، فإذا

كان الله قد فضل الرجال على النساء؛ فإنهم هم القوامون عليهن، وفي هذا لا يدرين الواقع على فضل جنس الرجال على النساء، وأن الرجال أكمل وأفضل وأولى بالولاية من المرأة، ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: مات كسرى وتولى الأمر بعده امرأة قال: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) وهذا الحديث إن كان يعني هؤلاء الفرس الذين نصبوا عليهم امرأة؛ فهو يعنيهم ولكن غيرهم مثلهم، وإن كان عاماً فهو عام، لن يفلح قوم ولوا على أمرهم امرأة، فالرجل هو صاحب القوامة على المرأة، وفي هذا دليل على سفه أولئك الكفار من الغربيين وغير الغربيين، الذين صاروا أذنباً للغرب يقصدون

[ব্যাখ্যা]

লেখক—আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন—বলেছেন: স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার বিষয়ক অধ্যায়।

তিনি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) যখন স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকারসমূহ আলোচনা করেছেন, তখন তিনি স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকারসমূহও উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ তাআলার এই বাণীর মাধ্যমে দলিল পেশ করেছেন: (পুরুষেরা নারীদের ওপর দায়িত্বশীল, যেহেতু আল্লাহ তাদের একে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং যেহেতু তারা তাদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগতা এবং আল্লাহর হিফাযতে (স্বামীর) অনুপস্থিতিতে তারা রক্ষণাবেক্ষণকারিণী)।

অতঃপর আল্লাহ যে অভিভাবকত্ব ও কর্তৃত্ব নির্ধারণ করেছেন তার কারণ বর্ণনা করে তিনি বলেছেন: (যেহেতু আল্লাহ তাদের একে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন) যেখানে বিবেক-বুদ্ধি, দীনদারি, সক্ষমতা, শক্তি এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে আল্লাহ পুরুষকে নারীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আর শরিয়ত সম্পূর্ণ ইনসাফপূর্ণ; এটি প্রত্যেককে তার যোগ্যতার নিরিখে তার প্রাপ্য প্রদান করে। সুতরাং যেহেতু আল্লাহ পুরুষদের নারীদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, তাই তারাই তাদের ওপর দায়িত্বশীল। এর মাধ্যমে নারী জাতির ওপর পুরুষ জাতির শ্রেষ্ঠত্বের বাস্তবতা ফুটে ওঠে এবং এটি স্পষ্ট হয় যে, পুরুষরা নারীর চেয়ে অধিক পূর্ণাঙ্গ, শ্রেষ্ঠ এবং কর্তৃত্বের জন্য অধিকতর উপযুক্ত। এজন্যই যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

বলা হলো যে, কিসরা মৃত্যুবরণ করেছে এবং তার পরিবর্তে এক নারী শাসনভার গ্রহণ করেছে, তখন তিনি বললেন: (সেই জাতি কখনোই সফল হবে না যারা তাদের শাসনভার একজন নারীর হাতে ন্যস্ত করে)। এই হাদিসটি যদি সেই পারস্যবাসীদের উদ্দেশ্য করে হয়ে থাকে যারা একজন নারীকে নিজেদের ওপর শাসক নিযুক্ত করেছিল, তবে তা তাদের জন্য প্রযোজ্য, কিন্তু অন্যরা তাদের মতোই। আর যদি এটি সাধারণ হুকুম হয় তবে তা সবার জন্যই সাধারণ; সেই জাতি কখনোই সফল হবে না যারা তাদের শাসনভার নারীর হাতে অর্পণ করবে। সুতরাং পুরুষই হচ্ছে নারীর ওপর কর্তৃত্বের অধিকারী। এর মধ্যে সেই পশ্চিমা কাফির এবং তাদের অনুসারী অ-পশ্চিমাদের নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ রয়েছে, যারা পশ্চিমের লেজুড়বৃত্তিতে লিপ্ত হয়েছে এবং তাদের আদর্শকে পবিত্র জ্ঞান করে

(ص: 140) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

المرأة أكثر من تقديس الرجل؛ لأنهم يتبعون لأولئك الأراذل من الكفار الذين لم يعرفوا لصاحب الفضل فضله، فتجدهم مثلاً في مخاطباتهم يقدمون المرأة على الرجل فيقول أحدهم: أيها السيدات والسادة، وتجد المرأة في المكان

الأعلى عندهم والرجل دونها. .

ولكن هذا ليس بغريب على قوم يقصدون كلاهم، حتى إنهم يشترون الكلب بالآلاف ويخصصون له من الصابون وآلات التطهير وغير ذلك ما يضحك السفهاء فضلاً عن العقلاء، مع أن الكلب لو غسلته بالأبحر السبعة، ما صار طاهراً؛ لأنه نجس العين، لا يطهر أبداً.

فالحاصل أن الرجال هم القوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، وهذا وجه آخر للقوامة على النساء، وهو أن الرجل هو

الذي ينفق على المرأة، وهو المطالب بذلك، وهو صاحب البيت، وليس المرأة هي التي تنفق.

وهذه إشارة إلى أن أصحاب الكسب الذين يكسبون ويعملون هم الرجال، أما المرأة فصناعتها بيتها، تبقى في بيتها تصلح أحوال زوجها، وأحوال أولادها، وأحوال البيت، هذه وظيفتها، أما أن تشارك الرجال بالكسب وطلب الرزق ثم بالتالي تكون هي المبنقة عليه؛ فهذا خلاف الفطرة وخلاف الشريعة، فالله تعالى يقول: (وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) فصاحب الإنفاق هو الرجل.

قال الله تعالى: (فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ) فالصالحات قانتات أي مديبات للطاعة، الصالحة تقنت ليس

নারীদেরকে পুরুষের চেয়ে অধিক মহিমাম্বিত করা হয়; কারণ তারা সেই সব হীন কাফিরদের অনুসরণ করে যারা কোনো গুণী ব্যক্তির গুণের কদর করতে জানে না। আপনি দেখতে পাবেন যে, তারা তাদের আলাপ-আলোচনায় নারীর নাম পুরুষের আগে উল্লেখ করে। যেমন তাদের কেউ বলে: ‘সুধী মহোদয়া ও মহোদয়গণ’। আপনি নারীদের অবস্থান দেখেন এক

উচ্চ মর্যাদায় এবং পুরুষকে দেখেন তার নিচে। .

কিন্তু এটি এমন এক জাতির কাছে আশ্চর্যের কিছু নয় যারা তাদের কুকুরদের পবিত্র জ্ঞান করে। এমনকি তারা হাজার হাজার মুদ্রা ব্যয় করে কুকুর ক্রয় করে এবং এর জন্য সাবান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সরঞ্জাম ও অন্যান্য সামগ্রী এমনভাবে নির্দিষ্ট করে যা জ্ঞানীদের কথা বাদই দিলাম, মূর্খদের কাছেও হাস্যকর। অথচ কুকুরকে যদি আপনি সাত সমুদ্রের পানিতেও ধৌত করেন, তবুও তা পবিত্র হবে না; কারণ এটি সত্তাগতভাবেই অপবিত্র, যা কখনোই পবিত্র হয় না।

সারকথা এই যে, আল্লাহ তাআলা তাদের একের ওপর অপরের যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তারা তাদের সম্পদ থেকে যা ব্যয় করে, সেই কারণে পুরুষরাই নারীদের অভিভাবক। এটি

নারীদের ওপর অভিভাবকত্বের একটি ভিন্ন দিক। আর তা হলো, পুরুষই নারীর ভরণপোষণ নির্বাহ করে এবং সে এ কাজের জন্য দায়বদ্ধ। সে-ই গৃহকর্তা, নারী ব্যয়কারী নয়। এটি এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যে, উপার্জনকারী ও শ্রমজীবী হলো পুরুষ। পক্ষান্তরে নারীর কর্মক্ষেত্র হলো তার ঘর। সে নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং স্বামী, সন্তান ও গৃহের যাবতীয় বিষয় সংশোধন ও পরিচালনা করবে; এটিই তার দায়িত্ব। কিন্তু উপার্জনের ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে অংশীদার হওয়া এবং জীবনোপকরণ অন্বেষণ করা, যার ফলে পরিণামে সে পুরুষদের ওপর ব্যয়কারীতে পরিণত হবে—তা প্রাকৃতিক স্বভাব ও শরীয়ত পরিপন্থী। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (এবং তারা তাদের সম্পদ থেকে যা ব্যয় করে)। সুতরাং ব্যয় করার দায়িত্বভার পুরুষেরই।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (অতঃপর পুণ্যবতী নারীরা অনুগত এবং আল্লাহর সংরক্ষণে তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে রক্ষাকারী)। সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা হলো ‘কানিতাত’ অর্থাৎ তারা আনুগত্যে অবিচল। নেককার নারী আনুগত্য প্রদর্শন করে, এমন নয় যে

(ص: 141) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

معناها: الدعاء بالقنوت؛ بل القنوت دوام الطاعة كما قال تعالى: (وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) [البقرة: 238] أي مديمين لطاعته (قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ) يعني: يحفظن سر الرجل وغيبته وما يكون داخل جدرانها من الأمور الخاصة، وتحفظه بما حفظ الله، أي بما أمر الله تعالى بحفظه فهذه هي الصالحة، فعليك بالمرأة الصالحة؛ لأنها خير لك من امرأة جميلة ليست بصالحة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله فيها نقله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه؛ لعنتها الملائكة حتى تصبح)).

ولعن الملائكة يعني أنها تدعو على هذه البرأة باللعنة، واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فإذا دعاها إلى فراشه ليستمتع بها بما أذن الله له فيه فأبت أن تجيء، فإنها تلعنها الملائكة والعياذ بالله، أي تدعو عليها باللعنة إلى أن تصبح.

اللفظ الثاني: أنها إذا هجرت فراش زوجها، فإن الله تعالى يغضب عليها حتى يرضى عنها الزوج، وهذا أشد من الأول؛ لأن الله سبحانه وتعالى إذا سخط؛ فإن سخطه أعظم من لعنة الإنسان، نسأل الله العافية.

ودليل ذلك أن الله تعالى ذكر في آية اللعان أنه إذا لعن الرجل يقول: (أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ) [النور: 7] ، وهي إذا لعنت تقول الرجل تقول: (أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) [النور: 9] ، وهذا يدل على أن الغضب أشد، وهو كذلك.

এর অর্থ হলো: কুনুতের মাধ্যমে দুআ করা; বরং কুনুত হলো আনুগত্যের ধারাবাহিকতা, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (তোমরা আল্লাহর জন্য অনুগত হয়ে দাঁড়াও) [আল-বাকারা: ২৩৮] অর্থাৎ তাঁর আনুগত্যে অবিচল থাকো। (পুণ্যবতী নারীরা অনুগত এবং আল্লাহর হিফাজতে [স্বামীর] অগোচরে রক্ষণাবেক্ষণকারী) অর্থাৎ তারা পুরুষের গোপন বিষয়, তার অনুপস্থিতি এবং চার দেয়ালের অভ্যন্তরে যে সকল ব্যক্তিগত বিষয় থাকে তা রক্ষা করে। আর তারা তা রক্ষা করে আল্লাহ যা হিফাজত করার নির্দেশ দিয়েছেন তার মাধ্যমে। এরাই হলো সৎকর্মশীলা নারী। সুতরাং তোমার উচিত নেককার বা সৎকর্মশীলা নারী অন্বেষণ করা; কারণ সে তোমার জন্য এমন রূপবতী নারীর চেয়ে উত্তম যে সৎকর্মশীলা নয়।

অতঃপর লেখক (রহিমাল্লাহ) তাঁর সংকলিত বর্ণনায় আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যখন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজের বিছানায় আহ্বান করে আর স্ত্রী তা অস্বীকার করে, তখন সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।"

আর ফেরেশতাদের অভিশাপ দেওয়ার অর্থ হলো তারা এই নারীর ওপর লানতের দুআ করে। লানত হলো আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়ন ও দূর করে দেওয়া। সুতরাং স্বামী যখন তাকে

নিজের বিছানায় ডাকে যাতে আল্লাহ তার জন্য যা বৈধ করেছেন তার মাধ্যমে সে স্ত্রীর সাথে সান্নিধ্য উপভোগ করতে পারে, আর স্ত্রী আসতে অস্বীকার করে, তবে ফেরেশতারা তাকে অভিশাপ দেয়—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—অর্থাৎ তারা তার ওপর সকাল পর্যন্ত লানতের বদদোয়া করতে থাকে।

দ্বিতীয় শব্দপ্রয়োগটি হলো: যখন সে তার স্বামীর বিছানা বর্জন করে, তখন আল্লাহ তাআলা তার ওপর রাগান্বিত থাকেন যতক্ষণ না স্বামী তার ওপর সন্তুষ্ট হয়। এটি প্রথমটির চেয়েও কঠিন; কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যখন অসন্তুষ্ট হন, তখন তাঁর অসন্তুষ্টি মানুষের অভিশাপের চেয়েও গুরুতর। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাই।

এর প্রমাণ হলো যে, আল্লাহ তাআলা লিয়ানের আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে, পুরুষ যখন লিয়ান করে তখন সে বলে: (যদি সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তার ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক) [আন-নূর: ৭]। আর স্ত্রী যখন লিয়ান করে তখন সে বলে: (যদি সে [স্বামী] সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তার [স্ত্রীর] ওপর আল্লাহর গজব বা ক্রোধ বর্ষিত হোক) [আন-নূর: ৯]।

এটি প্রমাণ করে যে, গজব বা ক্রোধ লানতের চেয়েও ভয়াবহ, আর বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে এমনই।

(ص: 142) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وأيضاً قال في الحديث: ((إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها)) أي الزوج، وهناك قال: ((حتى تصبح))، أما هنا فعلقه برضى الزوج، وهذا قد يكون أقل، وقد يكون أكثر يعني: ربما يرضى الزوج عنها قبل طلوع الفجر، وربما لا يرضى إلا بعد يوم أو يومين، المهم ما دام الزوج ساخطاً عليها فإلله عز وجل ساخط عليها.

وفي هذا دليل على عظم حق الزوج على زوجته، ولكن هذا في حق الزوج القائم بحق الزوجة، أما إذا نشز ولم يقم بحقها؛ فلها الحق أن تقتص منه وألا تعطيه حقه كاملاً؛ لقول الله تعالى:

(فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) [البقرة: 194] ولقوله تعالى: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) [النحل: 126].

لكن إذا كان الزوج مستقيماً قائماً بحقها فنشزت هي ومنعته حقه؛ فهذا جزاؤها إذا دعاها إلى فراشه فأبت أن تأتي.

والحاصل أن هذه الألفاظ التي وردت في هذا الحديث هي مطلقة، لكنها مقيدة بكونه قائماً بحقها، أما إذا لم يقم بحقها فلها أن تقتص منه وأن تمنعه من حقه مثل ما منعها من حقها؛ لقوله تعالى: (فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) وقوله: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ).

وفي هذا الحديث دليل صريح لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة وسلف الأمة من أن الله عز وجل في السماء هو نفسه جل وعلا فوق عرشه، فوق سبع سموات، وليس المراد بقوله: ((في السماء)) أي ملكه في

আরও বলা হয়েছে যে হাদিসে এসেছে: "যিনি আকাশে রয়েছেন তিনি তার ওপর অসম্ভুত থাকেন যতক্ষণ না স্বামী তার ওপর সম্ভুত হয়।" আবার সেখানে বলা হয়েছে: "সকাল হওয়া পর্যন্ত।" তবে এখানে বিষয়টি স্বামীর সম্ভুতির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে; যা কখনো অল্প সময় হতে পারে আবার কখনো দীর্ঘ সময় হতে পারে। অর্থাৎ, হয়তো স্বামী ফজর হওয়ার আগেই তার ওপর সম্ভুত হয়ে গেল, আবার এমনও হতে পারে যে এক বা দুই দিন পর সে সম্ভুত হলো। মূল কথা হলো, যতক্ষণ স্বামী তার ওপর অসম্ভুত থাকবে, মহান আল্লাহও তার ওপর অসম্ভুত থাকবেন।

এতে স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকারের বিশালত্বের প্রমাণ রয়েছে। তবে এটি সেই স্বামীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকারসমূহ যথাযথভাবে আদায় করে। কিন্তু স্বামী যদি অবাধ্যতা করে এবং স্ত্রীর হক আদায় না করে, তবে স্ত্রীর অধিকার রয়েছে তার সাথে অনুরূপ আচরণ করার এবং তাকে তার পূর্ণ হক না দেওয়ার; কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন:

"সুতরাং যে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবে, তোমরাও তার ওপর অনুরূপ আক্রমণ করো যেমন সে তোমাদের ওপর করেছে" [আল-বাকারাহ: ১৯৪] এবং মহান আল্লাহর বাণী: "আর যদি তোমরা শাস্তি দাও, তবে ঠিক ততটুকুই শাস্তি দাও যতটুকু তোমাদের দেওয়া হয়েছে" [আন-নাহল: ১২৬]।

কিন্তু স্বামী যদি সঠিক পথে অবিচল থেকে স্ত্রীর হক আদায় করে এবং স্ত্রী অবাধ্য হয়ে স্বামীর হক আদায়ে বাধা দেয়, তবে স্বামী তাকে শয্যায় আহ্বান করার পরও যদি সে অস্বীকার করে, তবে এটিই হবে তার পরিণতি বা শাস্তি।

সারকথা হলো, হাদিসে বর্ণিত এই শব্দগুলো বাহ্যত শর্তহীন (মুতলাক), তবে তা স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর হক আদায়ের শর্তের সাথে নির্দিষ্ট (মু কায্যাদ)। কিন্তু যদি স্বামী স্ত্রীর হক আদায় না করে, তবে স্ত্রীর অধিকার রয়েছে তার থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার এবং তাকে তার হক থেকে বঞ্চিত করার, ঠিক যেভাবে স্বামী তাকে তার হক থেকে বঞ্চিত করেছে। কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন: "সুতরাং যে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবে, তোমরাও তার ওপর অনুরূপ আক্রমণ করো যেমন সে তোমাদের ওপর করেছে" এবং তাঁর বাণী: "আর যদি তোমরা শাস্তি দাও, তবে ঠিক ততটুকুই শাস্তি দাও যতটুকু তোমাদের দেওয়া হয়েছে।"

এই হাদিসে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত এবং উম্মাহর সালাফগণের মতাদর্শের স্বপক্ষে এক সুস্পষ্ট দলিল রয়েছে যে, মহান আল্লাহ আসমানে রয়েছেন—তিনি সত্তাগতভাবে তাঁর আরশের ওপর, সপ্তাকাশের উর্ধ্বে সমাসীন। আর "আসমানে" বলতে তাঁর রাজত্ব আসমানে—এমনটি বোঝানো উদ্দেশ্য নয় বরং...

(ص: 143) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

السَّيِّئَاتُ؛ بَلْ هَذَا تَحْرِيفٌ لِلْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ.

وتحريف الكلم عن مواضعه من صنيع اليهود والعياذ بالله الذين حرفوا التوراة عن مواضعها وعبأ أراد الله بها، فإن ملك الله سبحانه وتعالى في السماء وفي الأرض، كما

قال الله تعالى: (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) [آل عمران: 189] ، وقال أيضاً: (قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ) [المؤمنون: 88] ، وقال أيضاً: (لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) [الشورى: 12] .

كل السموات والأرض كلها بيد الله عز وجل، كلها ملك الله، ولكن المراد أنه هو نفسه عز وجل فوق سبواته على العرش استوى، ولذلك نجد أن المسألة فطرية لا تحتاج إلى دراسة وتعب حتى يقرّ الإنسان أن الله في السماء، بمجرد الفطرة يرفع الإنسان يديه إلى ربه إذا دعا ويتجه قلبه إلى السماء، واليد ترفع أيضاً نحو السماء.

بل حتى البهائم ترفع رأسها إلى السماء، حدثني أحد الأساتذة في الجامعة عندنا عن شخص اتصل عليه من القاهرة إبان الزلزة التي أصابت مصر يقول: إنه قبل الزلزة بدقائق، هاجت الحيوانات في مقرها الذي يسمونه: ((حديقة الحيوانات)) هاجت هيجاناً عظيماً، ثم بدأت ترفع رأسها إلى السماء. سبحان الله، بهائم تعرف أن الله في السماء، وأوامر من بني آدم ينكرون أن الله في السماء والعياذ بالله، فالبهائم تدري وتعرف.

نحن نشاهد بعض الحشرات إذا طردتها أو أذيتها وقفت ثم رفعت

আকাশ; বরং এটি শব্দসমূহকে তার সঠিক স্থান থেকে বিকৃত করা।

আর শব্দসমূহকে তার সঠিক স্থান থেকে বিকৃত করা হলো ইহুদিদের কাজ—আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই—যারা তাওরাতকে তার সঠিক মর্ম এবং আল্লাহর উদ্দেশ্য থেকে বিকৃত করেছিল। কেননা আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলার রাজত্ব আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে বিস্তৃত, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই) [আলি ইমরান: ১৮৯]। তিনি আরও বলেছেন: (বলো, কার হাতে সবকিছুর রাজত্ব, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যাঁর বিরুদ্ধে কেউ আশ্রয় দিতে পারে না?) [আল-মুমিনুন: ৮৮]। তিনি আরও বলেছেন: (আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর চাবিকাঠি তাঁরই কাছে) [আশ-শুরা: ১২]।

আসমান ও জমিনের সবকিছুই আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা-র হাতে, সবকিছুই আল্লাহর মালিকানাধীন; কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হলো তিনি স্বয়ং আজ্জা ওয়া জাল্লা তাঁর আসমানসমূহের উপরে আরশের ওপর সমুন্নত (ইস্তোয়া) হয়েছেন। এই কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, বিষয়টি ফিতরাতগত বা সহজাত, যা স্বীকার করার জন্য মানুষের কোনো বিশেষ পড়াশোনা বা পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না যে আল্লাহ আসমানে রয়েছেন। ফিতরাতের তাড়নাতেই মানুষ যখন প্রার্থনা করে, তখন সে তার রবের দিকে দুহাত তুলে ধরে এবং তার অন্তর আকাশের দিকে ধাবিত হয়, আর হাতও আকাশের দিকেই উত্তোলিত হয়।

এমনকি চতুষ্পদ জন্তুরাও আকাশের দিকে মাথা তোলে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক কায়রো থেকে যোগাযোগকারী এক ব্যক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে আমাকে বলেছেন—মিশরে সংঘটিত ভূমিকম্পের সময় তিনি বলছিলেন: ভূমিকম্পের কয়েক মিনিট আগে চিড়িয়াখানায় অবস্থানরত প্রাণীরা প্রচণ্ড অস্থির হয়ে ওঠে, এরপর তারা আকাশের দিকে মাথা তুলতে শুরু করে। সুবহানাল্লাহ! পশুরা জানে যে আল্লাহ আসমানে রয়েছেন, অথচ আদম সন্তানদের মধ্যে কিছু মানুষ তা অস্বীকার করে—আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই। সুতরাং পশুরা এটি উপলব্ধি করে এবং জানে।

আমরা কিছু পতঙ্গকে দেখি যে, যখন আপনি সেগুলোকে তাড়িয়ে দেন বা কষ্ট দেন, তখন সেগুলো থমকে দাঁড়ায় এবং এরপর ওপরের দিকে তোলে...

(ص: 144) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

قوائمهآ إلى السماء نشاهدهآ مشاهدة. فهذا يدل على أن كون الله عز وجل في السماء أمر فطري لا يحتاج إلى دليل أو تعب أو عنت، حتى الذين ينكرون أن الله في السماء . نسأل الله لنا ولهم الهداية . لو جاءوا يدعون أين يرفعون أيديهم؟ . إلى السماء،

فسبحان الله! أفعالهم تكذب عقيدتهم، هذه العقيدة الباطلة الفاسدة التي يخشى عليهم من الكفر بها.

وهذه جارية، أمة مملوكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أراد سيدها أن يعتقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((ادعها))، فجاءت الجارية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((أين الله)) قالت: الله في السماء. قال: ((من أنا)) قالت: أنت رسول الله. قال لسيدها: ((أعتقها فإنها مؤمنة)).

سبحان الله! إن هؤلاء الذين يعتقدون أن الله ليس في السماء يقولون: من قال إن الله في السماء فهو كافر والعياذ بالله، نسأل الله لنا ولهم الهداية. المهم أن من عقيدتنا التي ندين الله بها أن الله عز وجل فوق كل شيء، وهو القاهر فوق عباده، وأنه على العرش استوى، وأن العرش على السموات مثل القبة، كأنه قبة أي خيمة مضروبة على السموات والأرض، والسموات والأرض بالنسبة للعرش ليست بشيء.

وجاء في بعض الآثار: أن السموات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، حلقة الدرع حلقة ضيقة لا يدخل فيها مفتاح، إذا ألقيت في فلاة من الأرض ماذا تشغل من مساحة

আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাই যে তাদের পাগুলো আকাশের দিকে প্রসারিত। এটি নির্দেশ করে যে, মহান আল্লাহ আসমানে বা উর্ধ্বলোকে রয়েছেন—এটি একটি সহজাত বিষয় যার জন্য কোনো দলিল, পরিশ্রম বা ক্লেশের প্রয়োজন নেই। এমনকি যারা আল্লাহ আসমানে থাকার বিষয়টি অস্বীকার করে—আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের এবং তাদের জন্য হেদায়েত প্রার্থনা করি—তারাও যখন প্রার্থনা করে, তখন হাত কোন দিকে উত্তোলন করে? আকাশের দিকেই। সুবহানাল্লাহ! তাদের কর্মই তাদের বিশ্বাসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। এটি এমন এক বাতিল ও ভ্রান্ত আকিদা, যার কারণে তাদের কুফরের ওপর নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

এটি এক দাসীর ঘটনা, যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একজন ক্রীতদাসী ছিলেন। তার মালিক তাকে মুক্ত করতে চাইলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: "তাকে ডাকো।" দাসীটি এলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: "আল্লাহ কোথায়?" তিনি উত্তর দিলেন: "আল্লাহ আসমানে।" নবীজি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন: "আমি কে?" তিনি উত্তর দিলেন: "আপনি আল্লাহর রাসূল।" তখন নবীজি তার মালিককে বললেন: "তাকে মুক্ত করে দাও, কেননা সে একজন মুমিন।"

সুবহানাল্লাহ! যারা বিশ্বাস করে যে আল্লাহ আসমানে নেই, তারা বলে: "যে ব্যক্তি বলবে আল্লাহ আসমানে রয়েছেন, সে কাফের।" আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের এবং তাদের জন্য হেদায়েত কামনা করি।

সারকথা হলো, আমাদের সেই আকিদা—যার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর আনুগত্য করি—তা হলো: মহান আল্লাহ সবকিছুর উপরে। তিনি তাঁর বান্দাদের ওপর মহাপরাক্রমশালী এবং তিনি আরশের ওপর সমাসীন হয়েছেন। আর আরশ হলো আসমানসমূহের ওপর একটি গম্বুজের মতো, যেন এটি আসমান ও জমিনের ওপর স্থাপিত একটি তাবু। আরশের তুলনায় আসমান ও জমিনের অস্তিত্ব অতি সামান্য।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে: কুরসির তুলনায় সাত আসমান ও সাত জমিনের দৃষ্টান্ত হলো একটি বিশাল মরুভূমিতে নিক্ষিপ্ত একটি ক্ষুদ্র আংটির মতো। বর্মের সেই আংটিটি অত্যন্ত সংকীর্ণ; তা যদি কোনো বিশাল মরুভূমিতে নিষ্ক্ষেপ করা হয়, তবে তা কতটুকুই বা জায়গা দখল করবে?

(ص: 145) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

هذه الفلاة؟ لا شيء.

قال: ((وإن فضل العرش على الكرسي، كفضل الفلاة على هذه الحلقة))، إذا الله أكبر من كل شيء ومحيط بكل شيء ولهذا قال الله عز وجل: (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) يعني أحاط بها، فما بالك بالرب عز وجل. فالرب عز وجل فوق كل شيء، هذه عقيدتنا التي نسأل الله تعالى أن نموت عليها ونبعث عليها، هذه العقيدة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة بالاتفاق.

* * *

282/2. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بأذنه، ولا تأذن في بيته إلا بأذنه)) متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بأذنه، ولا تأذن في بيته إلا بأذنه)).

هذا من حقوق الزوج على زوجته، أنه لا يحل لها أن تصوم إلا بأذنه ما دام حاضراً في البلد، أما إذا كان غائباً؛ فلها أن تصوم ما شاءت، لكن إذا

এই বিস্তীর্ণ মরুভূমি? কিছই না।

তিনি বললেন: "আর কুরসির তুলনায় আরশের শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক সেরূপ, যেরূপ এই আংটির তুলনায় ওই বিস্তীর্ণ মরুভূমির শ্রেষ্ঠত্ব।" সুতরাং আল্লাহ সবকিছুর চেয়ে মহান এবং সবকিছুকে পরিবেষ্টনকারী। এই কারণেই আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লা বলেছেন: "তাঁর কুরসি আসমান ও

জমিনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে", অর্থাৎ তিনি এগুলোকে পরিবেষ্টন করে আছেন। তাহলে মহান রব্ব সম্পর্কে ধারণা কী হতে পারে!

সুতরাং মহান রব্ব সবকিছুর উপরে। এটিই আমাদের আকিদা, যার ওপর মৃত্যু বরণ করার এবং পুনরুত্থিত হওয়ার জন্য আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি। এটিই সেই আকিদা যা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত ঐকমত্যের ভিত্তিতে পোষণ করেন।

* * *

২/২৮২ — আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরও বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া কোনো স্ত্রীর পক্ষে (নফল) রোজা রাখা বৈধ নয়। আর তার অনুমতি ছাড়া তার ঘরে কাউকে প্রবেশের অনুমতি দেবে না।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। এটি ইমাম বুখারির শব্দ বিন্যাস।

[ব্যাখ্যা]

লেখক — রাহিমাহুল্লাহ তাআলা — আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করে বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া কোনো স্ত্রীর পক্ষে রোজা রাখা বৈধ নয় এবং তার অনুমতি ব্যতীত কাউকে তার ঘরে প্রবেশ করতে দেবে না।"

এটি স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকারের অন্তর্ভুক্ত যে, স্বামী শহরে উপস্থিত থাকা পর্যন্ত তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর জন্য রোজা রাখা বৈধ নয়। তবে যদি স্বামী অনুপস্থিত থাকেন, তবে স্ত্রী তার ইচ্ছা অনুযায়ী রোজা রাখতে পারেন। কিন্তু যদি...

(ص: 146) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

كان في البلد فلا تصوم.

وظاهر الحديث أنها لا تصوم فرضاً ولا نفلاً إلا بإذنه، أما النفل فواضح أنها لا تصوم إلا بإذنه؛ لأن حق الزوج عليها واجب والنفل تطوع لا تأثم بتركه وحق الزوج تأثم بتركه، وذلك أن الزوج ربما يحتاج إلى أن يستمتع بها، فإذا كانت صائبة وأراد الاستمتاع بها صار في نفسه حرج، وإلا فله أن يستمتع بها ويجمعها وهي صائبة صوم تطوع إذا لم يأذن فيه من قبل ولو أفسد صومها ولا إثم عليه. لكن من المعلوم أنه سيكون في نفسه حرج، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه)).

أما صيام الفرض فإن كان قد بقي من السنة مدة أكثر مما يجب عليها، فلا يحل لها أن تصوم إلا بإذن زوجها إذا كان شاهداً، يعني مثلاً عليها عشرة أيام من رمضان، وهي الآن في رجب، وقالت: أريد أن أصوم القضاء، نقول: لا تصومي القضاء إلا بإذن الزوج؛ لأن معك سعة من الوقت، أما إذا كان بقي في شعبان عشرة أيام فلها أن تصوم إن لم يأذن؛ لأنه لا يحل للإنسان الذي عليه قضاء من رمضان أن يؤخر إلى رمضان الثاني، وحينئذ تكون فاعلة لشيء واجب فرض في الدين، وهذا لا يشترط فيه إذن الزوج ولا غير.

فصوم المرأة فيه تفصيل: أما التطوع فلا يجوز إلا بإذن الزوج، وأما الفرض فإن كان الوقت متسعاً، فإنه لا يجوز إلا بإذن الزوج، وإن كان لا يسع إلا مقدار ما عليها من الصوم، فإنه لا يشترط إذن الزوج، هذا إذا كان

তিনি যদি এলাকায় উপস্থিত থাকেন, তবে সে রোজা রাখবে না।

হাদিসের বাহ্যিক অর্থ এই যে, সে তার অনুমতি ব্যতীত ফরজ বা নফল কোনো রোজা রাখবে না। নফল রোজার বিষয়টি স্পষ্ট যে, সে তার অনুমতি ছাড়া তা রাখবে না; কারণ স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার রক্ষা করা ওয়াজিব, আর নফল রোজা একটি ঐচ্ছিক ইবাদত যা বর্জন করলে কোনো পাপ হয় না, কিন্তু স্বামীর হুক আদায়ে অবহেলা করলে পাপিষ্ঠ হতে হয়। এর কারণ হলো, স্বামী হয়তো স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার প্রয়োজন বোধ করতে পারেন। এমতাবস্থায় সে

যদি রোজা রাখে আর স্বামী তার সাথে ঘনিষ্ঠ হতে চান, তবে তার মনে সংকীর্ণতা বা কষ্টের সৃষ্টি হতে পারে। অন্যথায়, সে যদি আগে থেকে অনুমতি না নিয়ে নফল রোজা রাখে, তবে স্বামীর অধিকার রয়েছে তার সাথে মেলামেশা ও সহবাস করার, যদিও এতে স্ত্রীর রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়; এতে স্বামীর কোনো পাপ হবে না।

কিন্তু এটা জানা কথা যে, এতে স্বামীর মনে কষ্টের উদ্বেক হবে। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কোনো নারীর জন্য তার স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত রোজা রাখা বৈধ নয়।"

আর ফরজ রোজার ক্ষেত্রে যদি বছরের অবশিষ্ট সময় তার কাজা আদায়ের প্রয়োজনীয় সময়ের চেয়ে বেশি থাকে, তবে স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া রোজা রাখা তার জন্য বৈধ হবে না। উদাহরণস্বরূপ, তার জিম্মায় রমজানের দশ দিনের রোজা বাকি আছে এবং এখন রজব মাস চলছে। এমতাবস্থায় সে যদি কাজা রোজা রাখতে চায়, তবে আমরা বলব: স্বামীর অনুমতি ছাড়া কাজা রোজা রেখো না; কারণ তোমার হাতে যথেষ্ট সময় রয়েছে। পক্ষান্তরে যদি শাবান মাসে মাত্র দশ দিন বাকি থাকে, তবে স্বামীর অনুমতি ছাড়াই সে রোজা রাখতে পারবে; কারণ রমজানের কাজা রোজা পরবর্তী রমজান পর্যন্ত বিলম্বিত করা কারো জন্য বৈধ নয়। এমতাবস্থায় সে দ্বীনের একটি অপরিহার্য ফরজ বিধান পালন করছে, যাতে স্বামী বা অন্য কারো অনুমতির শর্ত নেই।

সুতরাং নারীর রোজার বিষয়ে বিস্তারিত বিধান হলো: নফল রোজা স্বামীর অনুমতি ছাড়া জায়েজ নয়। আর ফরজ রোজার ক্ষেত্রে সময় যদি পর্যাপ্ত থাকে, তবে তাও স্বামীর অনুমতি ছাড়া জায়েজ নয়। কিন্তু সময় যদি সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং কেবল কাজা রোজা করার মতোই সময় অবশিষ্ট থাকে, তবে সেক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতির শর্ত থাকবে না। এটি তখনই যখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি

حاضراً، أما إذا كان غائباً فلها أن تصوم.

وهل مثل ذلك الصلاة؟ يحتمل أن تكون الصلاة مثل الصوم، وأنها لا تتطوع في الصلاة إلا بإذنه، ويحتمل أن لا تكون مثل الصوم؛ لأن وقت الصلاة قصير بخلاف الصوم، الصوم كل النهار، والصلاة ليست كذلك، الصلاة ركعتان إذا كانت تطوعاً، والفريضة معروف أنه لا يشترط إذنه.

والظاهر أن الصلاة ليست كالصوم، فلها أن تصلي ولو كان زوجها حاضراً، إلا أن يمنعها فيقول: أنا محتاج إلى استمتاع، لا تصلين الضحى مثلاً لا تتجهدين الليلة. على أنه لا يجوز للزوج أن يحرم زوجته الخير، إلا إذا كان هناك حاجة بأن غلبت عليه الشهوة، ولا يتمكن من الصبر، وإلا فعليه أن يكون عوناً لها على طاعة الله، وعلى فعل الخير؛ لأنه يكون مأجوراً بذلك كما أنها مأجورة أيضاً على الخير. وأما إدخال أحد بيته بغير إذنه فظاهر. فلا يجوز أن تدخل أحداً بيته إلا بإذنه، لكن الإذن في إدخال البيت نوعان:

الإذن الأول: إذن العرف: يعني جرى به العرف مثل دخول امرأة الجيران والقريبات والصاحبات والزميلات وما أشبه ذلك، هذا جرى العرف به، وأن الزوج يأذن به، فلها أن تدخل هؤلاء إلا إذا منع وقال: لا تدخل عليك فلانة، فهنا يجب المنع، ويجب أن لا تدخل.

والإذن الثاني: إذن لفظي، بأن يقول لها: أدخلي من شئتي ولا حرج عليك إلا من رأيتي منه مضرّة فلا تدخله، فيتقيد الأمر بإذنه.

স্বামী উপস্থিত থাকার অবস্থায় (অনুমতি প্রয়োজন), তবে সে যদি অনুপস্থিত থাকে তবে স্ত্রীর জন্য রোজা রাখা বৈধ।

নামাজও কি রোজার মতো? এ সম্ভাবনা রয়েছে যে নামাজ রোজার মতোই হবে, এবং সে স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল নামাজ পড়বে না। আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে নামাজ রোজার

মতো হবে না; কারণ রোজার বিপরীতে নামাজের সময় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। রোজা সারা দিনব্যাপী হয়, কিন্তু নামাজ তেমন নয়। নফল নামাজ সাধারণত দুই রাকাত হয়। আর ফরজ নামাজের ক্ষেত্রে যে তার অনুমতির শর্ত নেই, তা তো সুপরিচিত।

বাহ্যিক মত হলো, নামাজ রোজার মতো নয়। সুতরাং স্বামী উপস্থিত থাকলেও সে নামাজ আদায় করতে পারে, তবে স্বামী যদি তাকে নিষেধ করে এবং বলে: "আমার উপভোগের প্রয়োজন রয়েছে, যেমন—এখন চাশতের নামাজ পড়ো না বা আজ রাতে তাহাজ্জুদ পড়ো না।" তবে স্বামীর জন্য উচিত নয় স্ত্রীকে নেক কাজ থেকে বঞ্চিত করা, যদি না তার বিশেষ প্রয়োজন থাকে—যেমন তার মধ্যে কামভাব প্রবল হয় এবং সে ধৈর্য ধারণে সক্ষম না হয়। অন্যথায়, আল্লাহর আনুগত্য এবং নেক কাজের ক্ষেত্রে তার জন্য সহায়ক হওয়া স্বামীর দায়িত্ব; কারণ এর ফলে স্ত্রী যেমন সওয়াব পাবে, স্বামীও তদ্রূপ সওয়াবপ্রাপ্ত হবে।

আর তার অনুমতি ব্যতীত কাউকে ঘরে প্রবেশ করতে দেওয়া প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে তা সুস্পষ্ট। স্বামীর অনুমতি ছাড়া কাউকে ঘরে প্রবেশ করতে দেওয়া তার জন্য জায়েজ নয়। তবে ঘরে কাউকে প্রবেশের অনুমতির বিষয়টি দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: প্রচলিত প্রথাগত অনুমতি। অর্থাৎ যা সামাজিকভাবে প্রচলিত, যেমন—প্রতিবেশী নারী, নারী আত্মীয়স্বজন, বান্ধবী, সহকর্মী বা এই জাতীয় ব্যক্তিদের প্রবেশ। এটি সামাজিকভাবে স্বীকৃত এবং স্বামী এতে সম্মত থাকে বলে ধরে নেওয়া হয়। সুতরাং সে এদের প্রবেশ করাতে পারে, যদি না স্বামী সুনির্দিষ্টভাবে নিষেধ করে বলে যে: "অমুক নারী যেন তোমার কাছে না আসে।" এমতাবস্থায় তাকে প্রবেশে বাধা দেওয়া ওয়াজিব এবং তাকে কোনোভাবেই ঘরে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না।

দ্বিতীয় প্রকার: বাচনিক বা স্পষ্ট অনুমতি। যেমন—স্বামী তাকে বলল: "তুমি যাকে ইচ্ছা প্রবেশ করতে দাও, এতে তোমার কোনো অসুবিধা নেই; তবে যার মধ্যে তুমি কোনো ক্ষতির আশঙ্কা করো তাকে প্রবেশ করতে দিয়ো না।" এক্ষেত্রে বিষয়টি স্বামীর অনুমতির ওপরই নির্ভরশীল থাকবে।

وفي هذا دليل على أن الزوج يتحكم في بيته أن يمنع حتى أم الزوجة إذا شاء أن يمنعها وحتى أختها وخالتها وعمتها، لكنه لا يمنعها من هؤلاء إلا إذا كان هناك ضرر عليه وعلى بيته؛ لأن بعض النساء والعياذ بالله لا يكون فيها خير تكون ضرراً على ابنتها وزوجها، تأتي إلى ابنتها وتحقنها من العداوة والبغضاء بينها وبين الزوج، حتى تكره زوجها، ومثل هذه الأم لا ينبغي أن تتصل بابنتها؛ لأنها تفسدها على زوجها، فهي كالسحرة الذين يتعلمون ما يفرقون به بين البرء وزوجه.

283/3. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع، والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته)) متفق عليه.
284/4. وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور)) رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
285/5. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لو كنت أمر أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)) رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

এর মধ্যে এই প্রমাণ রয়েছে যে, স্বামী তার ঘরের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অধিকার রাখে; সে চাইলে এমনকি তার শাশুড়িকেও ঘরে প্রবেশে বাধা দিতে পারে, অনুরূপভাবে স্ত্রীর বোন, খালা ও ফুফুকেও। তবে সে এদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত বাধা দেবে না, যতক্ষণ না তার নিজের বা তার পরিবারের জন্য কোনো ক্ষতির কারণ বিদ্যমান থাকে। কারণ কিছু নারী—আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি—এমন হয় যে তাদের মাঝে কোনো কল্যাণ নেই, বরং তারা তাদের কন্যা

ও তার স্বামীর জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারা মেয়ের কাছে আসে এবং তার অন্তরে স্বামীর প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষের বিষ ইনজেকশন দেওয়ার মতো ঢুকিয়ে দেয়, যার ফলে মেয়েটি তার স্বামীকে ঘৃণা করতে শুরু করে। এজাতীয় মায়ের ক্ষেত্রে তার মেয়ের সাথে যোগাযোগ রাখা সমীচীন নয়; কারণ সে তার মেয়ের ঘর নষ্ট করছে। তারা সেই জাদুকরদের মতো যারা এমন কিছু শেখে যা দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো যায়।

* * *

৩/২৮৩ — ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের প্রত্যেকেই একেকজন দায়িত্বশীল, আর তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। রাষ্ট্রপ্রধান একজন দায়িত্বশীল, পুরুষ তার পরিবার-পরিজনের ওপর দায়িত্বশীল, আর নারী তার স্বামীর ঘর এবং সন্তানের ওপর দায়িত্বশীল। অতএব, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)।

৪/২৮৪ — আবু আলী তালক ইবনে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যখন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজের প্রয়োজনে আহ্বান করে, তখন সে যেন অবশ্যই তার নিকট আসে, যদিও সে চুলার ওপর (রান্নার কাজে ব্যস্ত) থাকে।" (তিরমিযী ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী একে 'হাসান সহীহ' হাদীস বলেছেন)।

৫/২৮৫ — আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যদি আমি কাউকে অন্য কারো প্রতি সিজদাহ করার নির্দেশ দিতাম, তবে অবশ্যই স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদাহ করতে।" (তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে 'হাসান সহীহ' হাদীস বলেছেন)।

286/6 . وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة)) رواه الترمذي، وقال حديث حسن.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته)).

الخطاب للأمة جميعاً يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان راع ومسؤول عن رعيته. والراعي هو الذي يقوم على الشيء ويرعى مصالحته فيهيئها له، ويرعى مفاسده فيجنبه إياها، كراعي الغنم ينظر ويبحث عن المكان المربع حتى يذهب بالغنم إليه، وينظر في المكان المجدب فلا يتركها في هذا المكان. هكذا بنو آدم كل إنسان راع، وكل مسؤول عن رعيته، فالأمير راع ومسؤول عن رعيته، والأمراء يختلفون في نفوذهم وفي مناطق أعمالهم، قد يكون هذا الأمير أميراً على قرية صغيرة، فتكون مسؤوليته صغيرة، وقد يكون أميراً على مدينة كبيرة فتكون مسؤوليته كبيرة، وقد يكون مسؤولاً عن أمة، كالأمير الذي ليس فوقه أمير في منطقته، كالملك مثلاً هنا، والارؤساء في البلاد الأخرى، وكأمراء المؤمنين في عهد عمر ابن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلى بن أبي طالب، والخلفاء في زمن بني أمية وبني العباس وغيرهم.

فالرعاة تتنوع رعايتهم أو تتنوع رعايتهم ما بين مسؤولية كبيرة واسعة،

6/286 . উম্মে সালামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে কোনো নারী এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে তার স্বামী

তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে হাসান হাদীস বলেছেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে যা বর্ণনা করেছেন তাতে উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের প্রত্যেকেই একেকজন দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।"

এই সম্বোধনটি সমগ্র উম্মতের প্রতি। এতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্পষ্ট করেছেন যে, প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের ব্যাপারে দায়বদ্ধ। 'রাষ্ট্র' বা দায়িত্বশীল (রাখাল) হলেন তিনি, যিনি কোনো বিষয়ের তত্ত্বাবধান করেন, তার কল্যাণকর দিকগুলো দেখাশোনা করেন ও তা নিশ্চিত করেন এবং ক্ষতিকর দিকগুলো পর্যবেক্ষণ করেন ও তা থেকে রক্ষা করেন। যেমন মেষপালক সবুজ ঘাসযুক্ত চারণভূমি খুঁজে বের করে এবং মেষগুলোকে সেখানে নিয়ে যায়, আর অনাবাদী উষর ভূমির দিকে লক্ষ্য রাখে যাতে সেখানে সেগুলোকে রেখে না দেয়।

বনী আদমের অবস্থা এমনই—প্রতিটি মানুষই একজন দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের জন্য দায়বদ্ধ। সুতরাং শাসক একজন দায়িত্বশীল এবং তিনি তার প্রজাদের ব্যাপারে দায়বদ্ধ। শাসকদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও কর্মক্ষেত্রের পরিধি ভেদে ভিন্নতা থাকে। কোনো শাসক হয়তো একটি ছোট গ্রামের দায়িত্বে থাকেন, ফলে তার দায়িত্বও ছোট হয়। আবার কেউ হয়তো একটি বড় শহরের শাসক হন, ফলে তার দায়িত্বও বড় হয়। আবার কেউ হয়তো পুরো জাতির জন্য দায়ী হন, যেমন সেই শাসক যার অঞ্চলে তার উপরে আর কোনো শাসক নেই; উদাহরণস্বরূপ এদেশের বাদশাহ, অথবা অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ, কিংবা উমর ইবনুল খাত্তাব, উসমান ইবনে আফফান ও আলী ইবনে আবী তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর আমলের আমীরুল মুমিনীনগণ, এবং উমাইয়া ও আব্বাসী আমলের খলিফাগণ ও অন্যান্যরা।

সুতরাং দায়িত্বশীলদের অধীনস্থদের ধরন বা তাদের দায়িত্বের ধরন বড় ও বিস্তৃত পরিসর থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে।

(ص: 150) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ومسؤولية صغيرة، ولهذا قال: ((الأمير راع)) يعني هو مسؤول عن رعيته، الرجل راع لكن رعيته محصورة؛ هو راع في أهل بيته، في زوجته، في ابنه، في بنته، في أخته، في عمته، في خالته، كل من في بيته، راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، يجب عليه أن يراعاهم أحسن رعاية؛ لأنه مسؤول عنهم.

كذلك المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، يجب عليها، يجب أن تنصح في البيت، في الطبخ، في القهوة، في الشاي، في الفرش، لا تطبخ أكثر من اللازم، ولا تجهز الشاي أكثر مما يحتاج إليه، يجب عليها أن تكون امرأةً مقتصدة؛ فإن الاقتصاد نصف المعيشة، غير مفرطة فيما ينبغي.

مسؤولة أيضاً عن أولادها في إصلاحهم وإصلاح أحوالهم وشؤونهم، كلباسهم الثياب، وخلع الثياب غير النظيفة، وتغيير فراشهم الذي ينامون عليه، وتغطيتهم في الشتاء وهكذا، مسؤولة عن كل هذا، مسؤولة عن الطبخ وإحسانه ونضجه، وهكذا مسؤولة عن كل ما في البيت.

كذلك العبد مسؤول وراع في مال سيده، ومسؤول عن رعيته، يجب عليه أن يحفظ مال سيده، وأن يتصرف فيه بما هو أحسن، وألا يفرط فيه، وألا يتعدى الحدود وهكذا، فكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته.

أما بقية الأحاديث التي ساقها المؤلف؛ - ما عدا الأخير منها - فكلها أحاديث تحتاج إلى نظر في صحتها، لكن مجمل ما تدل عليه عظم حق الزوج على زوجته، وأن حق الزوج على زوجته عظيم، يجب عليها أن تقوم به، كما يجب عليه أن يقوم بحقوقها، كما قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة: 228].

...এবং এটি একটি ক্ষুদ্রতর দায়িত্ব। এ কারণেই তিনি বলেছেন: "আমীর (নেতা) একজন দায়িত্বশীল"। অর্থাৎ তিনি তাঁর প্রজাসাধারণের জন্য দায়বদ্ধ। পুরুষও একজন দায়িত্বশীল, তবে তার দায়িত্বের পরিধি সীমাবদ্ধ। সে তার পরিবারের সদস্যদের—যেমন তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা এবং তার গৃহে অবস্থানকারী সকলের—অভিভাবক। সে তার পরিবারের দায়িত্বশীল এবং তার অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। তার কর্তব্য হলো সর্বোত্তমভাবে তাদের দেখাশোনা করা; কেননা সে তাদের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য। অনুরূপভাবে, নারী তার স্বামীর গৃহের একজন দায়িত্বশীল এবং সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। তার কর্তব্য হলো গৃহের সার্বিক বিষয়ে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করা,

যেমন রান্নাবান্না, কফি ও চা প্রস্তুত করা এবং বিছানাপত্র গোছানোর ক্ষেত্রে। সে প্রয়োজনের অতিরিক্ত রান্না করবে না এবং চাহিদার অতিরিক্ত চা তৈরি করবে না।

তার কর্তব্য হলো মিতব্যয়ী হওয়া; কেননা মিতব্যয়িতা হলো জীবনযাপনের অর্ধেক। কর্তব্য পালনে কোনো প্রকার অবহেলা বা সীমালঙ্ঘন করা তার উচিত নয়।

সে তার সন্তানদের সংশোধন এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্যও দায়ী; যেমন তাদের পোশাক পরিধান করানো, অপরিচ্ছন্ন পোশাক বদলে দেওয়া, তাদের বিছানাপত্র পরিবর্তন করা, শীতকালে তাদের আবৃত করা ইত্যাদি। সে এসবের প্রতিটি বিষয়ের জন্য দায়ী। অনুরূপভাবে সে রান্নাবান্নার গুণগত মান নিশ্চিত করা এবং গৃহের যাবতীয় বিষয়ের জন্য দায়বদ্ধ।

তেমনিভাবে, একজন দাস তার মালিকের সম্পদের রক্ষক ও দায়িত্বশীল এবং সে তার পরিচালনাধীন বিষয়ের জন্য জিজ্ঞাসিত হবে। তার ওপর আবশ্যিক হলো তার মালিকের সম্পদ হেফাজত করা, তা সর্বোত্তম পন্থায় পরিচালনা করা এবং এতে কোনো প্রকার অবহেলা বা সীমালঙ্ঘন না করা। অতএব, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।

গ্রন্থকার উল্লিখিত অবশিষ্ট হাদিসগুলো—সর্বশেষটি ব্যতীত—সবগুলোই বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে পর্যালোচনার দাবি রাখে। তবে হাদিসগুলো সামগ্রিকভাবে স্ত্রীর ওপর স্বামীর বিশাল অধিকারের প্রমাণ বহন করে। স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার অত্যন্ত মহান এবং তা পালন করা স্ত্রীর জন্য আবশ্যিক। ঠিক তেমনিভাবে স্ত্রীর অধিকার আদায় করাও স্বামীর ওপর আবশ্যিক, যেমনটি আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "আর নারীদেরও তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার রয়েছে, যেমন রয়েছে তাদের ওপর পুরুষদের।" [আল-বাকারাহ: ২২৮]।

(ص: 151) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

288/8 . وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء)) متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في نقله عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء)).

والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء، وذلك أن الناس كما قال تعالى: (زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

وَالْبَيْنِينَ وَالْقَنَاطِيرَ الْمُقَنْطَرَةَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلَ الْمُسَوَّمَةَ وَالْأَنْعَامَ وَالْحَرْثَ
[آل عمران: 14] .

كل هذه مما زين للناس في دنياهم، وصار سبباً لفتنتهم فيها، لكن أشدها فتنة
النساء، ولهذا بدأ الله بها فقال: (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ) [آل
عمران: 14] .

وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يريد به الحذر من فتنة النساء، وأن يكون
الناس منها على حذر؛ لأن الإنسان بشر إذا عرضت عليه الفتن، فإنه يخشى عليه
منها.

ويستفاد منه سد كل طريق يوجب الفتنة بالمرأة، فكل طريق يوجب

৮/২৮৮ - উসামা বিন যায়িদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আমি আমার পরে পুরুষদের জন্য নারীর চেয়ে বেশি ক্ষতিকর আর কোনো ফিতনা রেখে যাইনি।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক —আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন— উসামা বিন যায়িদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে উদ্ধৃত করে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আমি আমার পরে পুরুষদের জন্য নারীর চেয়ে অধিক ক্ষতিকর আর কোনো ফিতনা রেখে যাইনি।"

এর অর্থ হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি পুরুষদের জন্য নারীর চেয়ে ক্ষতিকর কোনো ফিতনা ছেড়ে যাননি। আর এর কারণ হলো, মহান আল্লাহ যেমনটি বলেছেন: "মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে প্রবৃত্তির প্রতি আসক্তি—নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশি রাশি সোনা-রূপা, সুচিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত।" [আলে ইমরান: ১৪]।

এগুলোর সবই মানুষের পার্থিব জীবনে তাদের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে এবং তাদের জন্য পরীক্ষার কারণ হয়েছে। তবে এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর ফিতনা হলো নারী। এজন্যই

আল্লাহ তাআলা এটি দিয়ে শুরু করে বলেছেন: "মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে প্রবৃত্তির প্রতি আসক্তি—নারী থেকে।" [আলে ইমরান: ১৪]।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ সংবাদ প্রদানের মাধ্যমে নারীর ফিতনা থেকে সতর্ক করতে চেয়েছেন এবং মানুষ যেন এ ব্যাপারে সাবধান থাকে; কারণ মানুষ তো মানুষই, যখন তার সামনে ফিতনা উপস্থাপিত হয়, তখন সে তাতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

আর এখান থেকে এটিও প্রতিপন্ন হয় যে, নারীর মাধ্যমে ফিতনার সৃষ্টি করে এমন প্রতিটি পথ রুদ্ধ করা আবশ্যিক। সুতরাং এমন প্রতিটি পথ যা...

(ম: 152) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الفتنة بالمرأة؛ فإن الواجب على المسلمين سده، ولذلك وجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب، فتغطي وجهها، وكذلك تغطي يديها ورجليها عند كثير من أهل العلم، ويجب عليها كذلك أن تبتعد عن الاختلاط بالرجال؛ لأن الاختلاط بالرجال فتنة وسبب للشر من الجانبين، من جانب الرجال ومن جانب النساء.

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها)) وما ذلك إلا من أجل بعد المرأة عن الرجال، فكلما بعدت فهو خير وأفضل.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد، ولكنهن لا يختلطن مع الرجال، بل يكون لهن موضع خاص، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الرجال وانتهى من خطبتهم، نزل فذهب إلى النساء فوعظهن وذكرهن، وهذا يدل على أن النساء كنّ في مكان منعزل عن الرجال.

وكان هذا والعصر عصر قوة في الدين وبُعد عن الفواحش، فكيف بعصرنا هذا؟

فإن الواجب توقي فتنة النساء بكل ما يستطيع، ولا ينبغي أن يغرننا ما يدعو إليه أهل الشر والفساد من المقلدين للكفار، من الدعوة إلى اختلاط المرأة بالرجال؛ فإن ذلك من وحي الشيطان والعياذ بالله، هو الذي يزين ذلك في قلوبهم، وإلا فلا شك أن الأمم التي كانت تقدم النساء وتجعلن

নারীদের দ্বারা সৃষ্টি হতে পারে এমন ফিতনা বা প্রলোভনের পথ রুদ্ধ করা মুসলিমদের জন্য একটি অপরিহার্য কর্তব্য। এজন্যই পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে নারীর পর্দা করা ওয়াজিব; ফলে সে তার মুখমণ্ডল আবৃত রাখবে এবং বহু আলিমের মতে তার দুই হাত ও দুই পা-ও ঢেকে রাখবে। তদ্রূপ তার জন্য পুরুষদের সাথে মেলামেশা থেকে দূরে থাকাও আবশ্যিক; কারণ পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশা হলো ফিতনা এবং তা নারী ও পুরুষ উভয় পক্ষের জন্যই অনিষ্টের কারণ।

এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “পুরুষদের কাতারের মধ্যে সর্বোত্তম হলো প্রথম কাতার এবং সর্বনিকৃষ্ট হলো শেষ কাতার; আর নারীদের কাতারের মধ্যে সর্বোত্তম হলো শেষ কাতার এবং সর্বনিকৃষ্ট হলো প্রথম কাতার।” এটি কেবল পুরুষদের থেকে নারীর দূরত্বের গুরুত্ব বোঝাতে বলা হয়েছে। সুতরাং নারী পুরুষদের থেকে যত দূরে থাকবে, তা ততই কল্যাণকর ও উত্তম।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদেরকে ঈদের সালাতে বের হওয়ার নির্দেশ দিতেন, কিন্তু তারা পুরুষদের সাথে মেলামেশা করতেন না, বরং তাদের জন্য নির্ধারিত পৃথক স্থান থাকত। এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন পুরুষদের উদ্দেশ্যে খুতবা শেষ করতেন, তখন তিনি সেখান থেকে নেমে নারীদের নিকট যেতেন এবং তাদেরকে নসিহত ও উপদেশ দান করতেন। এটি প্রমাণ করে যে, নারীরা পুরুষদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক স্থানে অবস্থান করতেন।

আর এসব ছিল সেই সময়ের কথা, যখন দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে প্রবল শক্তি বিদ্যমান ছিল এবং অশ্লীলতা থেকে মানুষ ছিল বহুদূরে। তাহলে আমাদের বর্তমান যুগের অবস্থা কী হতে পারে? সুতরাং সাধ্যানুযায়ী সকল উপায়ে নারীদের ফিতনা থেকে সতর্ক থাকা আবশ্যিক। অকল্যাণ ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী যারা কাফিরদের অন্ধ অনুকরণ করে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার প্রতি তাদের সেই আহ্বানে আমাদের প্রলুব্ধ হওয়া উচিত নয়। কারণ এটি শয়তানের কুমন্ত্রণা—

আমরা আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই—সেই তাদের অন্তরে বিষয়টিকে চাকচিক্যময় করে তোলে। নতুবা এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যে সকল জাতি নারীদের অগ্রভাগে নিয়ে এসেছে এবং তাদেরকে...

(ص: 153) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

مع الرجال مختلطات، لا شك أنها اليوم في ويلات عظيمة من هذا الأمر، يتمنون الخلاص منه فلا يستطيعون.

ولكن مع الأسف فإن بعض الناس منا ومن أبنائنا ومن أبناء جلدتنا يدعون إلى التحلل من مكارم الأخلاق، وإلى جلب الفتن إلى بلادنا، في توسع النساء، ومحاولة توظيفهن مع الرجال جنبا إلى جنب، نسأل الله تعالى أن يعصمنا والمسلمين من الشر والفتن إنه جواد كريم.

পুরুষদের সাথে সংমিশ্রিত অবস্থায়; নিঃসন্দেহে তারা আজ এই বিষয়ের কারণে ভয়াবহ বিপত্তির মধ্যে নিমজ্জিত। তারা এর থেকে পরিত্রাণ কামনা করে, কিন্তু সক্ষম হচ্ছে না।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের মধ্য থেকে এবং আমাদেরই সন্তান ও স্বজাতীয়দের কিছু লোক চারিত্রিক মহত্ত্ব বিসর্জন দেওয়ার এবং আমাদের ভূখণ্ডে ফিতনা বয়ে আনার আহ্বান জানাচ্ছে। তারা নারীর অবাধ বিচরণ এবং পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের কর্মসংস্থানের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের ও মুসলিম উম্মাহকে যাবতীয় অনিষ্ট ও ফিতনা থেকে রক্ষা করেন; নিশ্চয়ই তিনি অত্যধিক দাতা ও পরম দয়ালু।

36. باب النفقة على العيال

قال الله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة: 233] ، وقال تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا) [الطلاق: 7] ، وقال تعالى (قُلْ إِنَّ رِزِّيَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) [سبا: 39]

[الشرح]

قال المؤلف رحمه الله تعالى :- باب النفقة على العيال.

العيال: هم الذين يعولهم الإنسان من زوجة أو قريب أو مملوك، وقد سبق الكلام على حقوق الزوجة، أما الأقارب فلهم حق، قال الله تعالى: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى) [النساء: 36] .
فالقريب له حق في أن ينفق عليه، يعني أن تبذل له من الطعام والشراب والكسوة والسكنى ما يقوم بكفايته، كما قال الله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) المولود له هو الأب، عليه أن ينفق على أولاده وعل زوجاته، وعلى من أرضعت ولده ولو كانت في غير حباله؛ لأنه قال: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) من أجل الإرضاع، أما إذا كانت في حباله فلها النفقة من أجل الزوجية.

৩৬. পরিজনদের ভরণ-পোষণ প্রদানের অধ্যায়

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর পিতার কর্তব্য হলো প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তাদের (মাতাদের) আহার ও পোশাকের ব্যবস্থা করা।” [সূরা আল-বাকার: ২৩৩], এবং মহান আল্লাহ

বলেন: “সামর্থ্যবান ব্যক্তি যেন তার সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করে, আর যার জীবনোপকরণ সংকুচিত করা হয়েছে, সে যেন আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করে। আল্লাহ কাউকে তিনি যা দিয়েছেন তার চেয়ে বেশি ভারপূর্ণ করেন না।” [সূরা আত-ত্বালাক: ৭], এবং মহান আল্লাহ আরও বলেন: “বলুন, নিশ্চয়ই আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রদত্ত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা সংকুচিত করেন। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, তিনি তার প্রতিদান দেবেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।” [সূরা সাবা: ৩৯]।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: পরিজনদের ভরণ-পোষণ প্রদানের অধ্যায়।

পরিজন (আইয়াল) হলেন তারা, যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কোনো ব্যক্তি বহন করে; যেমন স্ত্রী, নিকটাত্মীয় কিংবা অধীনস্থ দাস-দাসী। স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আর নিকটাত্মীয়দেরও অধিকার রয়েছে; মহান আল্লাহ বলেন: “তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না এবং পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করো।” [সূরা আন-নিসা: ৩৬]।

সুতরাং নিকটাত্মীয়ের অধিকার হলো তার জন্য ব্যয় করা; অর্থাৎ তাকে খাদ্য, পানীয়, পোশাক ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া যা তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: “আর পিতার কর্তব্য হলো প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তাদের আহার ও পোশাকের ব্যবস্থা করা।” এখানে 'মওলুদু লাহু' (যার জন্য সন্তান জন্ম দেওয়া হয়েছে) বলতে পিতাকে বোঝানো হয়েছে। পিতার ওপর কর্তব্য হলো তার সন্তান, তার স্ত্রী এবং যে নারী তার সন্তানকে দুধ পান করাচ্ছে তাদের জন্য ব্যয় করা—যদিও সেই নারী তার বিবাহবন্ধনে না থাকে; কারণ আল্লাহ বলেছেন: “প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তাদের আহার ও পোশাকের ব্যবস্থা করা” যা মূলত স্তন্যদানের কারণে। আর যদি সেই নারী তার স্ত্রী হিসেবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকে, তবে সে বৈবাহিক সম্পর্কের কারণেই ভরণ-পোষণ পাওয়ার অধিকারী।

وقوله: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ) يشمل الأب الأدنى والأب الأعلى؛ كالجدة ومن فوقه، فعليه أن ينفق على أولاد أولاده، وإن نزلوا.
لكن يشترط لذلك شروط:

الشرط الأول: أن يكون المنفق قادراً على الإنفاق؛ فإن كان عاجزاً فإنه لا يجب عليه الإنفاق، لقوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا) أي: إلا ما أعطاه، (آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) [الطلاق: 7] .

الشرط الثاني: أن يكون المنفق عليه عاجزاً عن الإنفاق على نفسه، فإن كان قادراً على الإنفاق على نفسه فنفسه أولى، ولا يجب على أحد أن ينفق عليه؛ لأنه مستغن، وإذا كان مستغنياً، فإنه لا يستحق أن ينفق عليه.

الشرط الثالث: أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه؛ لقوله تعالى: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) [البقرة: 233] ،

فإن كان قريباً لا يرث؛ فلا يجب عليه الإنفاق.

فإذا تمت الشروط الثلاثة؛ فإنه يجب على القريب أن ينفق على قريبه ما يحتاج إليه من طعام، وشراب، ولباس، ومسكن، ونكاح، وإن كان قادراً على بعض الشيء دون بعض؛ وجب على القريب الوارث أن يكمل ما نقص؛ لعبوم قوله تعالى: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) [البقرة: 233] .

ثم ذكر المؤلف ثلاث آيات: الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة: من الآية 233] ، والآية الثانية: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ) [الطلاق: 7] ، والآية

এবং তাঁর (আল্লাহর) বাণী: "আর যার সন্তান (অর্থাৎ পিতা), তার ওপর দায়িত্ব..." এটি নিকটতম পিতা এবং ঊর্ধ্বতন পিতা যেমন দাদা এবং তাঁর ঊর্ধ্বস্থদের অন্তর্ভুক্ত করে; সুতরাং তাঁর সন্তানদের সন্তানদের ভরণপোষণ করা তাঁর ওপর আবশ্যিক, তারা বংশধারায় যত নিচেই হোক না কেন।

তবে এর জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে:

প্রথম শর্ত: ভরণপোষণ প্রদানকারীকে ভরণপোষণ দানে সক্ষম হতে হবে; যদি সে অক্ষম হয় তবে তার ওপর ভরণপোষণ আবশ্যিক নয়। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন: "সামর্থ্যবান ব্যক্তি যেন তার সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করে, আর যার জীবনোপকরণ সংকুচিত করা হয়েছে, সে যেন আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করে। আল্লাহ কাউকে তিনি তাকে যা দিয়েছেন তার অতিরিক্ত বোঝা চাপান না।" অর্থাৎ: তিনি তাকে যা দিয়েছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

"কষ্টের পর আল্লাহ অবশ্যই স্বাচ্ছন্দ্য দান করবেন।" [সূরা আত-তালাক: ৭]।

দ্বিতীয় শর্ত: যার জন্য ভরণপোষণ করা হবে তাকে নিজের ভরণপোষণে অক্ষম হতে হবে; যদি সে নিজের ভরণপোষণে সক্ষম হয় তবে সে নিজেই নিজের জন্য অগ্রগণ্য, এবং অন্য কারোর ওপর তার ভরণপোষণ প্রদান করা আবশ্যিক নয়। কারণ সে স্বাবলম্বী, আর যখন সে স্বাবলম্বী হয় তখন সে ভরণপোষণ পাওয়ার যোগ্য থাকে না।

তৃতীয় শর্ত: ভরণপোষণ প্রদানকারীকে ওই ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হতে হবে যার ভরণপোষণ করা হচ্ছে; মহান আল্লাহর এই বাণীর কারণে: "আর উত্তরাধিকারীর ওপরও অনুরূপ দায়িত্ব ন্যস্ত।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২৩৩],

সুতরাং সে যদি এমন নিকটাত্মীয় হয় যে উত্তরাধিকারী নয়, তবে তার ওপর ভরণপোষণ প্রদান করা আবশ্যিক হবে না।

যদি এই তিনটি শর্ত পূর্ণ হয়, তবে নিকটাত্মীয়ের ওপর তার আত্মীয়ের খাদ্য, পানীয়, পোশাক, বাসস্থান এবং বিবাহের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যয় করা ওয়াজিব বা আবশ্যিক হবে। আর যদি সে কিছুর ওপর সক্ষম হয় এবং কিছুর ওপর না হয়, তবে উত্তরাধিকারী আত্মীয়ের ওপর ঘাটতিটুকু পূর্ণ করা আবশ্যিক হবে; আল্লাহ তাআলার বাণীর ব্যাপকতার কারণে: "আর উত্তরাধিকারীর ওপরও অনুরূপ দায়িত্ব ন্যস্ত।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২৩৩]।

এরপর লেখক তিনটি আয়াত উল্লেখ করেছেন: প্রথম আয়াতটি মহান আল্লাহর বাণী: "আর যার সন্তান (অর্থাৎ পিতা), প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তাদের (মাতাদের) খাবার ও পোশাক দেওয়া

তার দায়িত্ব।" [সূরা আল-বাকার: ২৩৩ এর অংশ], এবং দ্বিতীয় আয়াতটি হলো: "সামর্থ্যবান ব্যক্তি যেন তার সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করে, আর যার জীবনোপকরণ সংকুচিত করা হয়েছে, সে যেন আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করে।" [সূরা আত-তালাক: ৭], এবং আয়াতটি হলো...

(ص: 156) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الثالثة قوله تعالى: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) [سبأ: 39]

فقوله: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ) أي شيء يكون قد أنفقتموه لله عز وجل (فَهُوَ يُخْلِفُهُ) أي يعطيكم خلفه وبدله وهو خير الرازقين.

289/1 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجر الذي أنفقته على أهلك)) رواه مسلم.

290/2 - وعن أبي عبد الله - ويقال له: أبو عبد الرحمن - ثوبان ابن جدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله)) رواه مسلم.

291/3 . وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أتعق عليهم، ولست بتأركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني؟ فقال: ((نعم لك أجر ما أنفقت عليهم)) متفق عليه

292/4 . وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي

তৃতীয়ত, মহান আল্লাহর বাণী: "তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, তিনি তার প্রতিদান দান করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।" [সূরা সাবা: ৩৯]।

সুতরাং তাঁর বাণী: "তোমরা যা কিছু ব্যয় করো" অর্থাৎ আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার সন্তুষ্টির জন্য তোমরা যে কোনো কিছু ব্যয় করে থাকো, "তিনি তার প্রতিদান দান করেন" অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে এর বিনিময় ও প্রতিস্থাপন দান করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।

* * *

১/২৮৯ - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "একটি দীনার যা তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ, একটি দীনার যা তুমি দাসমুক্তির জন্য ব্যয় করেছ, একটি দীনার যা তুমি কোনো মিসকিনকে সদকা করেছ এবং একটি দীনার যা তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করেছ; এগুলোর মধ্যে সওয়াবের দিক থেকে সেই দীনারটিই শ্রেষ্ঠ যা তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করেছ।" (মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)।

২/২৯০ - আবু আব্দুল্লাহ—যাঁকে আবু আব্দুর রহমানও বলা হয়—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস সাওবান ইবনে বুজদুদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কোনো ব্যক্তির ব্যয় করা দীনারসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দীনার হলো সেই দীনার যা সে তার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করে, এবং সেই দীনার যা সে আল্লাহর পথে তার সওয়ারীর (বাহনের) জন্য ব্যয় করে এবং সেই দীনার যা সে আল্লাহর পথে তার সঙ্গীদের জন্য ব্যয় করে।" (মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)।

৩/২৯১ - উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আবু সালামার সন্তানদের জন্য ব্যয় করলে আমি কি সওয়াব পাব? আমি তো

তাদেরকে এভাবে ওভাবে (অসহায় অবস্থায়) ফেলে রাখতে পারি না, কারণ তারা তো আমারই সন্তান। তখন তিনি বললেন: "হ্যাঁ, তাদের জন্য তুমি যা ব্যয় করবে তাতে তোমার সওয়াব রয়েছে।" (বুখারী ও মুসলিম)।

৪/২৯২ - সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে তাঁর সেই দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত যা...

(ص: 157) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

قدمناه في أول الكتاب في باب النية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ((وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك)) متفق عليه.

293/5 - وعن أبي مسعود البدر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا انفق الرجل على أهله نفقة يحاسبها فهي له صدقة)) متفق عليه.

294/6 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت)) حديث صحيح رواه أبو داود وغيره.

ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال: ((كفى بالمرء إثماً أن يحبس عن يملك قوته)) .

295/7 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً)) متفق عليه.

আমরা এই বইয়ের শুরুতে নিয়ত (সংকল্প) অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বলেছিলেন: “তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে অর্থই ব্যয় করবে, তোমাকে তার জন্য প্রতিদান দেওয়া হবে; এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে লোকমাটি তুলে দাও, তার বিনিময়েও তুমি সওয়াব পাবে।” (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

৫/২৯৩ — আবু মাসউদ আল-বাদরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “যখন কোনো ব্যক্তি সাওয়াবের আশায় তার পরিবারের জন্য ব্যয় করে, তখন তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হয়।” (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

৬/২৯৪ — আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আল-আস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “একজন মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যাদের ভরণপোষণের দায়িত্বশীল তাদের অবহেলায় ধ্বংস (অভুক্ত) করে রাখে।” (এটি একটি সহিহ হাদিস, আবু দাউদ ও অন্যান্যরা এটি বর্ণনা করেছেন)।

ইমাম মুসলিম তাঁর ‘সহিহ’ গ্রন্থে সমর্থক অর্থে বর্ণনা করেছেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বলেছেন: “একজন মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যাদের খাদ্যের সংস্থান করার দায়িত্বশীল, তাদের খাদ্য আটকে রাখে।”

৭/২৯৫ — আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “প্রতিদিন সকালে যখন বান্দারা জাগ্রত হয়, তখন দুইজন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন: হে আল্লাহ! দানকারীকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দান করুন। আর অন্যজন বলেন: হে আল্লাহ! কৃপণ ব্যক্তিকে ধ্বংস করে দিন।” (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

৮/২৯৬ — তাঁর (আবু হুরায়রা) থেকেই বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “উঁচু হাত (দানকারী) নিচু হাতের (গ্রহণকারী) চেয়ে উত্তম, এবং তুমি শুরু করো...”

بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله)) رواه البخاري.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب النفقة على الأهل، كلها تدل على فضيلة الإنفاق على الإنفاق على الأهل، وأنه أفضل من الإنفاق في سبيل الله، وأفضل من الإنفاق في الرقاب، وأفضل من الإنفاق على المساكين؛ وذلك لأن الأهل ممن ألزمك الله بهم، وأوجب عليك نفقتهم، فالإنفاق عليهم فرض عين، والإنفاق على من سواهم فرض كفاية، وفرض العين أفضل من فرض الكفاية. وقد يكون الإنفاق على من سواهم على وجه التطوع، والفرض أفضل من التطوع؛ لقوله تعالى في الحديث القدسي: ((ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه)).

لكن الشيطان يرغب الإنسان في التطوع ويقلل رغبته في الواجب، فتجده مثلاً يحرص على الصدقة ويدع الواجب، يتصدق على مسكين أو ما أشبه ذلك ويدع الواجب لأهله، يتصدق على مسكين أو نحوه ويدع الواجب لنفسه؛ كقضاء الدين مثلاً، تجده مدينًا يطالبه صاحب الدين بدينه وهو لا يوفي، ويذهب يتصدق على المساكين وربما يذهب للعبرة أو

...যাদের ভরণপোষণ তোমার দায়িত্বে তাদের থেকে (শুরু করো)। আর সর্বোত্তম সদকা হলো যা সচ্ছলতা বজায় রেখে করা হয়। যে ব্যক্তি পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন।

আর যে অমুখাপেক্ষিতা চায়, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত করে দেন। (বুখারি এটি বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক—আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন—পরিবারের সদস্যদের ওপর ব্যয়ের অধ্যায়ে যে হাদিসগুলো উল্লেখ করেছেন, সেগুলো সবই পরিবারের পেছনে ব্যয় করার ফযিলত নির্দেশ করে। এবং এটি আল্লাহর পথে ব্যয় করার চেয়ে, দাসমুক্তিতে ব্যয় করার চেয়ে এবং অভাবীদের পেছনে ব্যয় করার চেয়েও উত্তম। এর কারণ হলো, পরিবারের সদস্যরা তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের (ভরণপোষণের) দায়িত্ব আল্লাহ আপনার ওপর অর্পণ করেছেন এবং তাদের ব্যয় নির্বাহ করা আপনার ওপর ওয়াজিব করেছেন। সুতরাং তাদের জন্য ব্যয় করা ফরজে আইন, আর অন্যদের জন্য ব্যয় করা ফরজে কেফায়া। আর ফরজে আইন ফরজে কেফায়ার চেয়ে উত্তম।

আর অন্যদের পেছনে ব্যয় করা নফল বা স্বেচ্ছামূলক দান হিসেবেও হতে পারে, আর ফরজ কাজ নফল কাজের চেয়ে উত্তম। কারণ হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আমার বান্দা আমার নিকট সেসব কাজের মাধ্যমে নৈকট্য লাভ করবে তার মধ্যে আমার কাছে সবচাইতে প্রিয় হলো ওই কাজ যা আমি তার ওপর ফরজ করেছি।"

কিন্তু শয়তান মানুষকে নফল বা ঐচ্ছিক কাজের প্রতি প্রলুব্ধ করে এবং ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় কাজের প্রতি তার আগ্রহ কমিয়ে দেয়। ফলে দেখা যায়, সে দান-সদকার প্রতি আগ্রহী হয় কিন্তু ওয়াজিব দায়িত্ব অবহেলা করে। সে অভাবী বা অনুরূপ কাউকে দান করে কিন্তু পরিবারের প্রতি ওয়াজিব দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে। সে অভাবীদের দান করে কিন্তু নিজের ওপর ওয়াজিব কাজ—যেমন ঋণ পরিশোধ—বাকি রাখে। তাকে দেখা যায় সে ঋণী, পাওনাদার তার কাছে পাওনা দাবি করছে অথচ সে তা পরিশোধ করছে না; অথচ সে অভাবীদের দান করছে অথবা সম্ভবত ওমরাহ করতে যাচ্ছে অথবা...

لحج التطوع وما أشبه ذلك ويدع الواجب، وهذا خلاف الشرع وخلاف الحكمة، فهو سفه في العقل وضلال في الشرع.

والواجب على المسلم أن يبدأ بالواجب الذي هو محتتم عليه، ثم بعد ذلك ما أراد من التطوع بشرط ألا تكون مسرفاً ولا مقطراً، فتخرج عن سبيل الاعتدال؛ لقول الله تعالى في وصف عباد الرحمن: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا) [الفرقان: 67].

يعني لا إقتار ولا إسراف، بل قواماً، ولم يقل بين ذلك فقط، بل بين ذلك قواماً، قد يكون الأفضل أن تزيد أو أن تنقص أو بين ذلك بالوسط. على كل حال هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجب على الإنسان أن ينفق على من عليه نفقته، وأن إنفاقه على من عليه نفقته أفضل من الإنفاق على الغير.

وفي هذه الأحاديث أيضاً التهديد والوعيد على من ضيع عن يملك قوته، وهو شامل للإنسان وغير الإنسان، فالإنسان يملك الأركة مثلاً، ويملك المواشي من إبل وبقر وغنم فهو آثم إذا ضيع من يلزمه قوته من آدميين أو غير آدميين، ((كفى بالمرء إثماً أن يحبس عن يملك قوتهم))، واللفظ الثاني في غير مسلم: ((كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت)) وفي هذا دليل على وجوب رعاية من ألزمك الله بالإنفاق عليه.

নফল হজ্জ বা এই জাতীয় কাজের পেছনে ব্যয় করা এবং ওয়াজিব (আবশ্যকীয়) কর্তব্য পরিত্যাগ করা শরীয়ত ও প্রজ্ঞার পরিপন্থী। এটি বুদ্ধির জড়তা এবং শরীয়তের বিচারে পথভ্রষ্টতা।

একজন মুসলিমের জন্য আবশ্যিক হলো প্রথমে সেই ওয়াজিব বা অপরিহার্য দায়িত্বগুলো পালন করা যা তার ওপর অবধারিত হয়েছে। এরপর সে চাইলে নফল বা ঐচ্ছিক ইবাদত করতে পারে, তবে শর্ত হলো এতে অপব্যয় বা কৃপণতা করা যাবে না, যাতে ভারসাম্যের পথ থেকে

বিচ্যুত হতে না হয়। কেননা আল্লাহ তাআলা ‘ইবাদুর রহমান’ বা দয়াময় আল্লাহর বান্দাদের গুণাবলী বর্ণনায় বলেছেন: (এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না; বরং তাদের ব্যয় এই দুইয়ের মধ্যবর্তী পন্থায় স্থিত থাকে।) [আল-ফুরকান: ৬৭]। অর্থাৎ কোনো কার্পণ্য নয় এবং কোনো অপব্যয়ও নয়, বরং যথাযথ ভারসাম্য। তিনি কেবল 'এর মাঝামাঝি' বলেননি, বরং বলেছেন 'এর মাঝামাঝি ভারসাম্যপূর্ণ'। কখনো হয়তো কিছুটা বাড়ানো বা কমানো উত্তম হতে পারে, অথবা ঠিক মাঝামাঝি অবস্থানে থাকা। যাই হোক, এই হাদিসগুলো সব একথাই প্রমাণ করে যে, মানুষের ওপর যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব ন্যস্ত, তাদের জন্য ব্যয় করা তার ওপর ওয়াজিব। আর যাদের ভরণপোষণ নিজের জিম্মায়, তাদের পেছনে ব্যয় করা অন্যদের পেছনে ব্যয় করার চেয়ে অধিক উত্তম।

এই হাদিসগুলোতে ঐ ব্যক্তির জন্য কঠোর হুঁশিয়ারি ও শাস্তির প্রতিশ্রুতি রয়েছে, যে তার অধীনস্থদের জীবিকা নষ্ট করে। এটি মানুষ এবং মানুষ ব্যতিরেকে অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন, কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন দাস থাকতে পারে, অথবা উট, গরু ও ছাগলের মতো গবাদি পশু থাকতে পারে। সুতরাং সে যদি তার ওপর নির্ভরশীল মানুষ কিংবা অপরাপর প্রাণীর খাদ্যের সংস্থান করতে অবহেলা করে, তবে সে গুনাহগার হবে। "কোনো ব্যক্তির পাপী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যাদের খাদ্যের জিম্মাদার, তাদের খাদ্য আটকে রাখে।" ইমাম মুসলিম ব্যতীত অন্যের বর্ণিত শব্দে এসেছে: "কোনো ব্যক্তির পাপী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যাদের লালন-পালন করে, তাদের (খাদ্যের অভাবে) নষ্ট করে দেয়।" এর মধ্যে এই প্রমাণ রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব আপনার ওপর অর্পণ করেছেন, তাদের দেখাশোনা করা ওয়াজিব।

(ص: 160) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

37. باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد

قال الله تعالى: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) [آل عمران: 92] ، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) [البقرة: 267] .

297/1 . عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب.

قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((بخ! ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين)).

فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله فقسها أبو طلحة في أقاربه، وبني عبه. متفق عليه.

قوله صلى الله عليه وسلم: ((مال رابح)) روي في الصحيحين ((رابح)) و ((رايح)) بألباء البوحدة وبألباء البثناة، أي: رايح عليك نفعه، و ((بيرحاء)) حديقة نخل، وروي بكسر الباء وفتحها.

৩৭. অনুচ্ছেদ: প্রিয় এবং উত্তম বস্তু হতে ব্যয় করা

আল্লাহ তাআলা বলেন: (তোমরা কখনোই পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু হতে ব্যয় করবে) [আলে ইমরান: ৯২], এবং আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: (হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছ এবং আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে যা উৎপন্ন

করেছি, তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় করো। আর তোমরা তা হতে মন্দ বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না) [আল-বাকার: ২৬৭]।

১/২৯৭ — আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনার আনসারদের মধ্যে খেজুর বাগানের দিক থেকে সর্বাধিক বিত্তবান ছিলেন। তাঁর সম্পদের মধ্যে ‘বায়রুহা’ নামক বাগানটি ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। বাগানটি মসজিদের ঠিক সম্মুখেই ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে প্রবেশ করতেন এবং সেখানকার সুপেয় পানি পান করতেন।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: যখন এই আয়াতটি নাজিল হলো: (তোমরা কখনোই পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু হতে ব্যয় করবে), তখন আবু তালহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট দাঁড়িয়ে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন: (তোমরা কখনোই পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু হতে ব্যয় করবে), আর আমার সম্পদের মধ্যে ‘বায়রুহা’ আমার সবচেয়ে প্রিয়। এটি আল্লাহর সম্ভৃষ্টির উদ্দেশ্যে সদকা হিসেবে প্রদান করলাম। আমি আল্লাহর নিকট এর পুণ্য ও প্রতিদানের আশা রাখি। অতএব হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে যেভাবে নির্দেশনা দেন, আপনি এটি সেভাবেই ব্যবহার করুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “চমৎকার! এটি অত্যন্ত লাভজনক সম্পদ, এটি অত্যন্ত লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বলেছ তা আমি শুনেছি। আমি মনে করি তুমি এটি তোমার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করে দাও।”

আবু তালহা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাই করব। অতঃপর আবু তালহা তা তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। (বুখারি ও মুসলিম)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: “মালুন রাবিহ” (লাভজনক সম্পদ)। সহিহাইন-এ এটি “রাবিহ” এবং “রাযিহ” উভয় পাঠে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ যার উপকার তোমার নিকট ফিরে আসবে। আর ‘বায়রুহা’ হলো একটি খেজুর বাগান। শব্দটির প্রথম বর্ণটি কাসরা (জের) এবং ফাতহা (জবর) উভয় ভাবেই পড়ার বর্ণনা রয়েছে।

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: باب الإنفاق مما يجب ومن الجيد.

لما ذكر رحمه الله وجوب الإنفاق على الزوجة وعلى الأقارب، ذكر أنه ينبغي للإنسان أن يكون ذا همة عالية، وأن ينفق من أطيب ماله ومما يحب من ماله، وهناك فرق بين الأطيب وبين الذي يحب، الغالب أن الإنسان لا يحب إلا أطيب ماله، لكن أحياناً يتعلق قلبه بشيء من ماله وليس أطيب ماله فإذا أنفق من الطيب الذي هو محبوب لعامة الناس ومما يحبه هو بنفسه وإن لم يكن من الطيب؛ كان ذلك دليلاً على أنه صادق فيما عامل الله به.

ولهذا سميت الصدقة صدقة لدلالته على صدق بأذله، فالإنسان ينبغي له أن ينفق الطيب من ماله، وينبغي له أن ينفق مما يحب، حتى يصدق في تقديم ما يحبه الله عز وجل على ما تهواه نفسه.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بآيتين من كتاب الله، فقال: قال الله تعالى: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) البر يعني الخير الكثير، ومنه سمي البر للخلاء الواسع، فالبر هو الخير الكثير، يعني لن تنال الخير الكثير ولن تنال رتبة الأبرار حتى تنفق مما تحب.

والمال كله محبوب لكن بعضه أشد محبة من بعض، فإذا أنفقت مما تحب؛ كان ذلك دليلاً على أنك صادق، ثم نلت بذلك مرتبة الأبرار.

وقال تعالى: (وَلَا تَيَسَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ)

[البقرة: 267] ، الخبيث من كل شيء بحسبه، فالخبيث من

[ব্যাখ্যা]

লেখক — আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন — বলেছেন: অধ্যায়: যা আবশ্যিক এবং যা উৎকৃষ্ট তা থেকে ব্যয় করা।

যখন তিনি (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) স্ত্রী ও নিকটাত্মীয়দের ওপর ব্যয় করার আবশ্যিকতা উল্লেখ করেছেন, তখন তিনি এও উল্লেখ করেছেন যে, মানুষের উচিত উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়া এবং তার সম্পদের সর্বোত্তম অংশ ও তার প্রিয় সম্পদ থেকে ব্যয় করা। বস্তুত 'সর্বোত্তম' এবং 'প্রিয়'—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সাধারণত মানুষ তার সম্পদের সর্বোত্তম অংশটিই পছন্দ করে, তবে কখনও কখনও তার অন্তর এমন কোনো সম্পদের প্রতি আসক্ত হয় যা সর্বোত্তম নয়। সুতরাং যখন সে এমন কোনো উত্তম বস্তু ব্যয় করে যা সাধারণ মানুষের কাছে প্রিয় এবং যা তার নিজের কাছেও প্রিয়—যদিও তা সর্বোত্তম না হয়—তবে তা আল্লাহর সাথে তার লেনদেনের ক্ষেত্রে তার সত্যবাদিতার প্রমাণ বহন করে।

এই কারণেই দানকে 'সাদাকাহ' বলা হয়, কারণ এটি দানকারীর সত্যবাদিতা বা নিষ্ঠার প্রমাণ দেয়। সুতরাং মানুষের উচিত তার সম্পদের উত্তম অংশ থেকে ব্যয় করা এবং যা সে ভালোবাসে তা থেকে ব্যয় করা, যাতে সে নিজের প্রবৃত্তির চাহিদার তুলনায় মহান আল্লাহ যা ভালোবাসেন তাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে সত্যবাদী হতে পারে।

অতঃপর লেখক (আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) আল্লাহর কিতাব থেকে দুটি আয়াত দিয়ে দলিল পেশ করেছেন। তিনি বলেন: আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (তোমরা কখনোই পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে ব্যয় করো)। 'আল-বিরর' মানে হলো প্রচুর কল্যাণ। এই অর্থ থেকেই বিশাল প্রান্তরকে 'বারর' বলা হয়। সুতরাং 'আল-বিরর' হলো প্রচুর কল্যাণ; অর্থাৎ তোমরা ততক্ষণ প্রচুর কল্যাণ লাভ করতে পারবে না এবং পুণ্যবানদের স্তরে পৌঁছাতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে ব্যয় করো।

সমস্ত সম্পদই প্রিয়, তবে কোনোটি অন্যটির চেয়ে বেশি প্রিয়। সুতরাং যখন তুমি তোমার প্রিয় বস্তু থেকে ব্যয় করবে, তখন তা হবে তোমার সত্যবাদিতার প্রমাণ, আর এর মাধ্যমে তুমি পুণ্যবানদের মর্যাদা লাভ করবে।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন: (এবং তোমরা ব্যয় করার জন্য নিকৃষ্ট জিনিসের সংকল্প
করো না, অথচ তোমরা নিজেরা তা গ্রহণ করতে চাইবে না—যদি না তোমরা চোখ বন্ধ করে
নাও) [আল-বাকার: ২৬৭]। প্রত্যেক জিনিসের ক্ষেত্রে 'খবিস' বা নিকৃষ্টতা তার ধরন অনুযায়ী
হয়ে থাকে। সুতরাং নিকৃষ্ট বস্তু বলতে...

(ص: 162) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

المال يطلق على الرديء، ويطلق على الكسب الرديء، ويطلق على الحرام.
فمن إطلاقه على الرديء قوله تعالى: (وَلَا تَيَسَّبُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ
إِلَّا أَنْ تُغْبِضُوا فِيهِ) هذا بقية الآية التي أولها: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ
طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) والخارج من الأرض منه الطيب
ومنه الرديء، قال: (وَلَا تَيَسَّبُوا الْخَبِيثَ) أي: لا تقصدوا الخبيث وهو الرديء
تنفقون منه، (وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْبِضُوا فِيهِ) يعني لو كان الحق لكم ما أخذتم
الرديء إلا على إغماض وعلى كره، فكيف ترضون لغيركم أن تعطوه الرديء وأنتم
تأبون أن تأخذوه؟!

وهذا من باب الاستدلال على الإنسان بما يقر ويعترف به؛ لأنه لا يرضى أن يأخذ
الرديء بدلاً عن الطيب فكيف يرضى أن يعطي الرديء بدلاً عن الطيب؟!
فالخبيث بمعنى الرديء ومن ذلك أيضاً تسمية النبي صلى الله عليه وسلم البصل
والكراث الشجرة الخبيثة؛ لأنها رديئة منتنة كريهة، حتى إن الإنسان إذا أكل منها
وبقيت رائحتها في فيه فإنه يحرم عليه أن يدخل المسجد، لا للصلاة ولا لغير
الصلاة؛ لأن المسجد معبر بالملائكة فإذا دخل المسجد آذى الملائكة، والملائكة

طيبون، والطيبون للطيبات، تكره الخبائث من الأعمال والأعيان، فإذا دخلت
المسجد وأنت ذو رائحة كريهة أذيت الملائكة.

'আল-মাল' (সম্পদ) শব্দটি মন্দ বা নিম্নমানের জিনিসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তেমনি তা মন্দ উপার্জনের ক্ষেত্রে এবং হারামের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

নিম্নমানের জিনিসের ক্ষেত্রে এই শব্দের ব্যবহারের একটি দৃষ্টান্ত মহান আল্লাহর এই বাণী: (আর তোমরা তা থেকে নিকৃষ্ট অংশ প্রদানের সংকল্প করো না, অথচ তোমরা নিজেরা তা গ্রহণ করতে আগ্রহী নও—যদি না তোমরা তাতে চক্ষু মুদ্রিত করো)। এটি ঐ আয়াতের অবশিষ্টাংশ যার প্রারম্ভে বলা হয়েছে: (হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছ এবং আমি তোমাদের জন্য ভূমি হতে যা উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ ব্যয় করো)। আর ভূমি থেকে যা উৎপন্ন হয় তার মধ্যে উৎকৃষ্টও থাকে আবার নিম্নমানেরও থাকে। তিনি বলেছেন: (আর তোমরা নিকৃষ্টের সংকল্প করো না) অর্থাৎ তোমরা দান করার জন্য মন্দ বা নিম্নমানের জিনিসটি বেছে নিও না, (অথচ তোমরা নিজেরা তা গ্রহণ করতে আগ্রহী নও—যদি না তোমরা তাতে চক্ষু মুদ্রিত করো)। এর অর্থ হলো, যদি তোমাদের কোনো পাওনা থাকতো, তবে তোমরা সেই নিম্নমানের বস্তু কেবল অনিচ্ছা ও উপেক্ষা সহকারেই গ্রহণ করতে; এমতাবস্থায় তোমরা অন্যের জন্য সেই মন্দ জিনিসটি দেওয়া কীভাবে পছন্দ করছ, যেখানে তোমরা নিজেরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাও?!

এটি মানুষের স্বীকৃত ও স্বতসিদ্ধ বিষয়ের মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে দলিল উপস্থাপনের একটি পদ্ধতি; কারণ সে উৎকৃষ্টের পরিবর্তে নিম্নমানের বা নিকৃষ্ট জিনিস গ্রহণ করতে রাজি হয় না, তবে সে কীভাবে উৎকৃষ্টের পরিবর্তে মন্দ জিনিস দান করতে পছন্দ করতে পারে?!

সুতরাং এখানে 'খবীস' (মন্দ) শব্দটি 'নিকৃষ্ট' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এরই অন্তর্ভুক্ত হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক পৈয়াজ ও কুরাছকে (এক প্রকার রসুনজাতীয় উদ্ভিদ) 'নিকৃষ্ট উদ্ভিদ' হিসেবে অভিহিত করা; কারণ এগুলো দুর্গন্ধযুক্ত ও অপ্ৰীতিকর। এমনকি কোনো মানুষ যদি তা ভক্ষণ করে এবং তার মুখে এর গন্ধ অবশিষ্ট থাকে, তবে তার জন্য মসজিদে প্রবেশ করা হারাম হয়ে যায়—তা সালাতের জন্য হোক কিংবা অন্য কোনো কারণে হোক; কারণ মসজিদ ফেরেশতাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। সুতরাং সে যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে ফেরেশতাদের কষ্ট দেয়। আর ফেরেশতারা হলেন পবিত্র, আর পবিত্র সত্তাগণ পবিত্র জিনিসেরই অনুরাগী হন। তাঁরা অপবিত্র বা মন্দ কর্ম এবং নিকৃষ্ট বস্তুকে অপছন্দ করেন।

অতএব, আপনি যখন দুর্গন্ধযুক্ত অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করেন, তখন আপনি ফেরেশতাদের কষ্ট প্রদান করেন।

(ص: 163) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وكان الرجل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد وقد أكل كراثاً أو بصلاً طردوه طرداً إلى البقيع، والبقيع تعرفون المسافة بينه وبين المسجد النبوي وأنها بعيدة، يطرد إلى البقيع ولا يقرب المسجد.

ونأسف فإن بعض الناس، نسأل الله لنا ولهم الهداية والعصمة، يشرب الدخان أو الشيشة ويأتي إلى المسجد ورائحة الدخان والشيشة في فيه أو على ثيابه، مع أن هذه رائحة كريهة كل يكرهها، حتى إن بعض الناس لا يستطيع أن يصلي جنب مثل هؤلاء، وهؤلاء يحرم عليهم أن يدخلوا المسجد والروائح الكريهة بغيرهم.

وكذلك من به إصنان، والإصنان رائحة كريهة تفوح من إبطيه، أو تفوح من أذنيه، أو تفوح من رأسه وتؤدي، فإنه لا يجوز أن يصلي ما دامت الرائحة المؤذية فيه، لا يجوز أن يدخل المسجد بل يبتعد.

والحمد لله، فإن هذه من المصائب والبلاوي، فهذا ابتلي بمثل هذا لا يقول كيف أحرم نفسي المسجد، فهذا من الله عز وجل، فأحرم نفسك المسجد ولا تؤدي الناس والملائكة، وحاول بقدر ما تستطيع أن تتخلص من هذه الرائحة؛ أما بالتنظيف التام، أو بأن تضع رائحة طيبة تغطي الرائحة الكريهة، وبهذا يمكن أن تعالج هذه الروائح فلا يشم منك إلا الرائحة الطيبة.

ومن إطلاق الخبيث على الكسب الرديء قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((كسب

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কোনো ব্যক্তি যদি কুরাছ (এক প্রকার পিঁয়াজ সদৃশ উদ্ভিদ) বা পিঁয়াজ খেয়ে মসজিদে প্রবেশ করত, তবে তাকে বের করে বাকি' (গোরস্থান) পর্যন্ত পাঠিয়ে দেওয়া হতো। আপনারা জানেন যে, মসজিদে নববী থেকে বাকি'-এর দূরত্ব কতটা এবং তা বেশ দূরে। তাকে বাকি' পর্যন্ত তাড়িয়ে দেওয়া হতো এবং সে মসজিদের নিকটবর্তী হতো না।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, কিছু মানুষ—আল্লাহ আমাদের এবং তাদেরকে হিদায়াত ও সুরক্ষা দান করুন—ধূমপান বা শীশা সেবন করে মসজিদে চলে আসে, অথচ তাদের মুখে বা পোশাকে ধূমপান বা শীশার গন্ধ লেগে থাকে। অথচ এটি একটি দুর্গন্ধ যা প্রত্যেকেই অপছন্দ করে। এমনকি কোনো কোনো মানুষ এমন ব্যক্তিদের পাশে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে পারে না। মুখে এজাতীয় দুর্গন্ধ নিয়ে তাদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা হারাম।

একইভাবে যার শরীরে 'ইসনান' বা তীব্র শারীরিক দুর্গন্ধ রয়েছে—আর 'ইসনান' হলো এমন দুর্গন্ধ যা বগল, কান কিংবা মাথা থেকে নির্গত হয়ে অন্যকে কষ্ট দেয়—তার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত মসজিদে সালাত আদায় করা জায়েয নয় যতক্ষণ এই কষ্টদায়ক দুর্গন্ধ তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে। তার জন্য মসজিদে প্রবেশ করা বৈধ নয়, বরং সে দূরে অবস্থান করবে।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, এটি বিপদ-আপদ ও পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি এমন সমস্যায় আক্রান্ত, সে যেন এ কথা না বলে যে, "আমি কীভাবে নিজেকে মসজিদ থেকে বঞ্চিত করব?" কারণ এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা একটি পরীক্ষা। সুতরাং আপনি নিজেকে মসজিদ থেকে দূরে রাখুন এবং মানুষ ও ফেরেশতাদের কষ্ট দেবেন না। আর যথাসাধ্য চেষ্টা করুন এই দুর্গন্ধ থেকে মুক্তি পেতে; হয় পূর্ণরূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার মাধ্যমে, অথবা সুগন্ধি ব্যবহারের মাধ্যমে যা দুর্গন্ধকে ঢেকে দেবে। এর মাধ্যমে আপনি দুর্গন্ধের প্রতিকার করতে পারেন, ফলে আপনার থেকে কেবল সুগন্ধই অনুভূত হবে।

আর মন্দ উপার্জনের ক্ষেত্রে 'খবীস' (নিকৃষ্ট) শব্দের প্রয়োগের দৃষ্টান্ত হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "উপার্জন..."

الحجامة خبيث)) الحجامة الذي يخرج الدم يخرج بالحجامة، هذا كسبه خبيث، يعني رديء وليس المراد أنه حرام، قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: لو كان كسب الحجامة حراماً ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرته، فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى الحجامة أجره، ولو كانت حراماً ما أعطاه؛ لأن الرسول لا يقر على الحرام ولا يعين على الحرام، لكن هذا من باب أنه كسب رديء دنيء ينبغي للإنسان أن يتنزه عنه، وأن يحجم الناس إذا احتاجوا إلى حجامة تبرعاً وتطوعاً.

ومن إطلاق الخبيث على المحرم قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) [الأعراف: 157]، يعني يحرم عليهم الخبائث وهي ضد الطيبات، مثل الميتة، لحم الخنزير، البنخنة، الخمر، وما أشبه ذلك.

ومعنى الآية أنه لا يحرم إلا الخبائث، وليس معناها أن كل خبيث يحرمه؛ لأن المعروف أن الخبيث يطلق على أوصاف متعددة، لكن المعنى أنه صلى الله عليه وسلم لا يحرم إلا الخبائث.

فالحاصل أن الله عز وجل نهى أن يقصد الإنسان الرديء من ماله فيتصدق به، وحث على أن ينفق مما يجب ومما هو خير.

ثم ذكر المؤلف حديث أبي طلحة زوج أم أنس رضي الله عنه، وأبو طلحة

"শিঙা দানকারী নিকৃষ্ট (খবীস)।" যে ব্যক্তি শিঙার মাধ্যমে রক্ত বের করে, তার এই উপার্জনকে খবীস বা নিকৃষ্ট বলা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে এটি হারাম। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: "যদি শিঙা দানকারীর উপার্জন হারাম হতো, তবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে তার পারিশ্রমিক দিতেন না।" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) নিজে শিঙা লাগিয়েছেন এবং শিঙা দানকারীকে তার পারিশ্রমিক প্রদান করেছেন। যদি তা হারাম হতো, তবে তিনি তা দিতেন না; কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হারামকে সমর্থন করেন না এবং হারামের কাজে সহযোগিতাও করেন না। তবে এটি এক প্রকার নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ উপার্জন যা থেকে মানুষের বেঁচে থাকা উচিত। বরং মানুষের প্রয়োজনে সওয়াবের আশায় স্বেচ্ছায় ও দান হিসেবে তাদের শিঙা লাগিয়ে দেওয়া উচিত। হারামের ক্ষেত্রে 'খবীস' শব্দের ব্যবহারের একটি উদাহরণ হলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বর্ণনায় মহান আল্লাহর বাণী: "তিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করেন এবং অপবিত্র বস্তুসমূহ (খবীস) তাদের জন্য হারাম করেন।" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৫৭]। অর্থাৎ, তিনি তাদের ওপর অপবিত্র বা মন্দ জিনিসগুলো হারাম করেন যা পবিত্র জিনিসের বিপরীত; যেমন—মৃত জন্তু, শূকরের মাংস, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরা প্রাণী, মদ এবং এই জাতীয় অন্যান্য বস্তু।

আয়াতের অর্থ হলো—তিনি কেবল অপবিত্র বা মন্দ বিষয়গুলোকেই হারাম করেন। এর অর্থ এই নয় যে, 'খবীস' হিসেবে অভিহিত প্রতিটি বস্তুই তিনি হারাম করেন; কারণ এটি সুপরিচিত যে, 'খবীস' শব্দটি বিভিন্ন গুণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তবে মূল অর্থ হলো—রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেবল সেই বস্তুগুলোকেই হারাম করেন যা প্রকৃতপক্ষে মন্দ বা ক্ষতিকর।

সারকথা হলো, মহান আল্লাহ মানুষকে তার সম্পদের নিকৃষ্ট অংশটি সাদাকা করার উদ্দেশ্যে বাছাই করতে নিষেধ করেছেন এবং যা পছন্দনীয় ও যা উত্তম তা থেকে ব্যয় করতে উৎসাহিত করেছেন।

এরপর লেখক উম্মে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর স্বামী আবু তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। আবু তালহা...

أكثر الأنصار حقلاً يعني أكثرهم مزارع، وكان له بستان فيه ماء طيب مستقبل المسجد - أي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن المسجد في قبلة هذا البستان، وكان فيه ماء طيب عذب، يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب منه. فلما نزل قوله تعالى: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) بأمر رضي الله عنه، وسابق وسارع وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل قوله: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) وإن أحب أموالي إلي بirschاء - وهذا اسم ذلك البستان - وإني أضعها: يعني بين يديك صدقة، إلى الله ورسوله: يعني تصرفها إلى الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجباً: بخ بخ - كلمة تعجب يعني ما أعظم هذه الهمة، وما أعلاها - ذاك مال رابع، ذاك مال رابع.

وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا المال الرابع، فكم من حسنة يربح هذا المال إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؟ صدق النبي صلى الله عليه وسلم: ((ذاك مال رابع، ذاك مال رابع. أرى أن تجعلها في الأقربين)). أرى أن تجعلها في الأقربين: أي أقاربك، ففعل رضي الله عنه، وقسمها في أقاربه وبني عمه.

وسياأتي إن شاء الله على بعض ما يستفاد من هذا الحديث، لكن تعجبوا كيف كانت مبادرة الصحابة رضي الله عنهم، ومسارعتهن إلى الخير، وكان ابن عمر إذا أعجبه شيء في ماله وتعلقت به نفسه تصدق به؛ لأجل أن يربحه ويلقاه فيها أمامه. لكن ما تتمسك به فهو إما زائل عنك وإما أن تزول عنه أنت، ولا بد

আনসারদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাধিক ভূ-সম্পত্তির অধিকারী, অর্থাৎ তাঁর অধিক পরিমাণে কৃষি জমি ছিল। তাঁর একটি বাগান ছিল যাতে সুস্বাদু পানি ছিল এবং তা মসজিদের—অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদের—অভিমুখে অবস্থিত ছিল। এর অর্থ

হলো বাগানটির কিবলার দিকে মসজিদটি অবস্থিত ছিল। সেখানে অত্যন্ত সুস্বাদু ও মিষ্ট পানি ছিল, যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসতেন এবং তা পান করতেন।

যখন মহান আল্লাহর এই বাণী অবতীর্ণ হলো: (তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে ব্যয় করো), তখন তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উদ্যোগী হলেন, অগ্রণী ভূমিকা নিলেন এবং দ্রুত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তায়ালা এই বাণী অবতীর্ণ করেছেন:

(তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে ব্যয় করো), আর আমার সম্পদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো 'বাইরুহা'—এটিই সেই বাগানের নাম। আমি এটি আপনার সামনে সাদাকা হিসেবে পেশ করছি, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে; অর্থাৎ আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশানুসারে এটি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করবেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন: চমৎকার, চমৎকার!—এটি একটি বিস্ময়সূচক শব্দ, যার অর্থ হলো এই সংকল্প কতই না মহান এবং কতই না উচ্চতর!—এটি একটি লাভজনক সম্পদ, এটি একটি লাভজনক সম্পদ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যই বলেছেন, এটিই তো লাভজনক সম্পদ। এই সম্পদ কতই না নেকি বা পুণ্য অর্জন করবে, যখন একটি নেকি দশ গুণ থেকে সাতশত গুণ এবং আরও অনেক গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য বলেছেন: ((এটি একটি লাভজনক সম্পদ, এটি একটি লাভজনক সম্পদ। আমি সমীচীন মনে করি যে, তুমি এটি তোমার নিকটাত্মীয়দের মাঝে বণ্টন করে দাও))। আমি মনে করি তুমি এটি তোমার নিকটাত্মীয়দের প্রদান করো: অর্থাৎ তোমার আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে। অতঃপর তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাই করলেন এবং তা তাঁর আত্মীয় ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

এই হাদীস থেকে শিক্ষণীয় কিছু বিষয় ইনশাআল্লাহ সামনে আসবে, তবে সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ এবং কল্যাণের পথে তাঁদের দ্রুত ধাবিত হওয়ার বিষয়টি লক্ষ্য করুন। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁর সম্পদের কোনো কিছু যখন তাঁর কাছে পছন্দনীয় হতো এবং সেটির প্রতি তাঁর মন আসক্ত হতো, তখন

তিনি তা সাদাকা করে দিতেন; যেন তিনি এর প্রকৃত মুনাফা অর্জন করতে পারেন এবং পরকালে নিজের সম্মুখে তা প্রাপ্ত হন।

কিন্তু যা তুমি আঁকড়ে ধরে আছো, তা হয়তো তোমার থেকে বিলীন হয়ে যাবে, অথবা তুমিই তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে—এটিই অনিবার্য।

(ص: 166) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

من أحد الأمرين، إما أن يتلف أو تتلف أنت، لكن الذي تقدمه هو الذي يبقى، نسأل الله أن يعيننا والمسلمين على أنفسنا ويعيذنا من البخل والشح. والحقيقة أن مالك الحقيقي هو ما تقدمه، وقد ذبح آل النبي صلى الله عليه وسلم شاة وتصدقوا بها إلا كتفها، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ((ما بقي منها؟)) قالت عائشة رضي الله عنها: ما بقي إلا كتفها. يعني أنها تصدقت بها كلها إلا كتفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((بقي كلها غير كتفها))، والمعنى أن الذي أكلتم هو الذي ذهب، وأما ما تصدقتم به فهو الذي بقي لكم.

فالحاصل أن الصحابة وذوي الهمم العالية هم الذين يعرفون قدر الدنيا وقدر المال، وأن ما قدموه هو الباقي، وما أبقوه هو الفاني، نسأل الله أن يعيذنا والمسلمين من الشح والبخل والجبن والكسل، والحمد لله رب العالمين.

দুইটি বিষয়ের যেকোনো একটি ঘটবে: হয় সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যাবে অথবা আপনি নিজে মৃত্যুবরণ করবেন; কিন্তু আপনি যা অগ্রিম পাঠাবেন, তাই কেবল অবশিষ্ট থাকবে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের এবং সকল মুসলিমকে আমাদের নফসের ওপর সাহায্য করেন এবং আমাদের কৃপণতা ও লালসা থেকে রক্ষা করেন।

প্রকৃতপক্ষে আপনার প্রকৃত সম্পদ হলো তাই, যা আপনি (সদকা হিসেবে) অগ্রিম পাঠিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার একবার একটি বকরি জবাই করে তার কাঁধের অংশ ব্যতীত বাকি সব দান করে দিয়েছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে জিজ্ঞাসা করলেন: "এর কতটুকু অবশিষ্ট আছে?" আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন: "এর কাঁধের অংশটুকু ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।" অর্থাৎ তিনি কাঁধের অংশটুকু রেখে বাকি পুরোটাই দান করে দিয়েছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "কাঁধের অংশটুকু ছাড়া এর পুরোটাই (পরকালের জন্য) অবশিষ্ট রয়ে গেছে।" এর অর্থ হলো, যা তোমরা খেয়েছ তা-ই নিঃশেষ হয়ে গেছে, আর যা তোমরা দান করেছ তা-ই তোমাদের জন্য অবশিষ্ট রয়েছে।

সারকথা হলো, সাহাবায়ে কেরাম এবং সুউচ্চ সংকল্পের অধিকারী ব্যক্তিগণই দুনিয়া ও সম্পদের প্রকৃত স্বরূপ চিনতেন। তারা জানতেন যে, যা তারা অগ্রিম পাঠিয়েছেন তা-ই চিরস্থায়ী, আর যা তারা (দুনিয়াতে) রেখে দিয়েছেন তা-ই নশ্বর। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের এবং সকল মুসলিমকে লালসা, কৃপণতা, ভীর্ণতা ও অলসতা থেকে রক্ষা করেন। আর সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

(ص: 167) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

38. باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة، وتأديبهم، ومنعهم من ارتكاب منهي عنه

قال الله تعالى: (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا) [طه: 132] ، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) [التحریم: 6] .

298/1. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما ثمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كخ كخ. أرم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟)) متفق عليه.

وفي رواية: ((أنا لا تحل لنا الصدقة)) ، وقوله: ((كخ كخ)) يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين، وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات، وكان الحسن رضي الله عنه صبياً.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله: باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة، وتأديبهم، ومنعهم من ارتكاب منهي عنه.

৩৮ - পরিচ্ছেদ: পরিবার-পরিজন, সমঝদার সন্তান-সন্ততি এবং নিজের অধীনস্থ সকলকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের আদেশ প্রদান, নাফরমানি থেকে নিষেধ করা, তাদের শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া এবং নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখা ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: "তুমি তোমার পরিবারকে নামাজের আদেশ দাও এবং তার ওপর অবিচল থাকো।" [ত্বহা: ১৩২]। মহান আল্লাহ আরো বলেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করো জাহান্নামের আগুন থেকে।" [আত-তাহরীম: ৬]।

১/২৯৮ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হাসান ইবনে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) সদকার খেজুর থেকে একটি খেজুর নিয়ে নিজের মুখে দিলেন। তখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "ছিঃ ছিঃ, ওটা ফেলে দাও। তুমি কি জানো না যে, আমরা সদকার মাল ভক্ষণ করি না?" (বুখারি ও মুসলিম একমত হয়েছেন)।

অন্য এক বর্ণনায় আছে: "নিশ্চয়ই আমাদের জন্য সদকা হালাল নয়।" আর তাঁর উক্তি "কাখ কাখ" শব্দটি 'খা' বর্ণটিকে সাকিন করে কিংবা তানভীনসহ কাসরা (জের) দিয়েও উচ্চারণ করা যায়। এটি শিশুকে কোনো নোংরা বা অপছন্দনীয় বস্তু থেকে বিরত রাখার জন্য ব্যবহৃত একটি ধমকসূচক শব্দ। হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তখন শিশু ছিলেন।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: পরিচ্ছেদ: পরিবার-পরিজন, সমঝদার সন্তান-সন্ততি এবং নিজের অধীনস্থ সকলকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের আদেশ প্রদান, নাফরমানি থেকে নিষেধ করা, তাদের শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া এবং নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখা ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে।

(ص: 168) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ووجه المناسبة أن المؤلف رحمه الله، لما ذكر ما يجب للأهل من غذاء الجسم؛ ذكر لهم ما يجب من غذاء الروح على أبيهم ومن له ولاية عليهم، وأولى ما يؤمر به وأوجب وأفضل هي الصلاة، كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى) [طه: 132]، فأمره أن يأمر أهله بالصلاة.

والأهل كل من في البيت؛ من زوجة، وابن، وبنت، وعم، وخالة، وأمر، كل من في البيت أهل، أمره أن يأمرهم بالصلاة، وأمره أن يصطبر عليهم يعني يحض نفسه على الصبر، ولهذا جاءت التاء التي فيها زيادة البنية وفيها زيادة المعنى اصطبر؛ لأن أصلها اصتبر عليها.

وذكر الله عن إسماعيل أبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أنه أحد أجداده، أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضياً، فالإنسان مسؤول عن أهله، مسؤول عن تربيتهم، حتى ولو كانوا صغاراً إذا كانوا مميزين، أما غير المميز فإنه يؤمر بما يتحمله عقله.

ثم ذكر حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنها أنه أخذ تبرّة من الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((كخ كخ)) يعني أنها لا تصلح لك، ثم أمره أن يخرجها من فيه، وقال: إنا لا نحل لنا الصدقة. فالصدقة لا تحل لآل محمد؛ وذلك لأنهم أشرف الناس، والصدقات والزكوات أوساخ الناس، ولا يتناسب لأشرف الناس أن يأخذوا أوساخ الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: ((إنا

প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টি হলো, লেখক (রহিমাহুল্লাহ) যখন পরিবারের জন্য শারীরিক খাদ্যের আবশ্যিকতা বর্ণনা করেছেন, তখন তিনি তাদের জন্য আত্মার খোরাকের বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন যা পিতা বা অভিভাবকের পক্ষ থেকে পাওনা। আর যা আদেশ করা হয় তার মধ্যে প্রথম, প্রধান এবং সর্বোত্তম হলো সালাত; যেমন আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলেছেন: (আপনি আপনার পরিবারকে সালাতের আদেশ দিন এবং তাতে ধৈর্য ধারণ করুন। আমি আপনার কাছে কোনো রিযিক চাই না; আমিই আপনাকে রিযিক দেই এবং শুভ পরিণাম তো তাকওয়ার জন্য) [ত্বহা: ১৩২]। সুতরাং তিনি তাঁকে তাঁর পরিবারকে সালাতের আদেশ দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আর পরিবার বলতে ঘরের মধ্যকার প্রত্যেককে বোঝায়; যার অন্তর্ভুক্ত হলো স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ফুফু, খালা এবং মা। ঘরের সবাই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তিনি তাদের সালাতের আদেশ দেন এবং তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করতে বলেছেন, যার অর্থ হলো তিনি যেন নিজেকে ধৈর্য ধারণে উদ্বুদ্ধ করেন। এই কারণেই শব্দটিতে ‘তা’ (যা ‘ত্ব’ বর্ণে রূপান্তরিত হয়েছে) অতিরিক্ত এসেছে যা একই সাথে গঠনগত আধিক্য এবং অর্থগত গভীরতা প্রকাশ করে; কারণ শব্দটির মূল রূপ ছিল ‘ইস্তাবারা’।

আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পিতৃপুরুষ ইসমাইল (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন—যেহেতু তিনি তাঁর অন্যতম পূর্বপুরুষ ছিলেন—যে, তিনি তাঁর পরিবারকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তাঁর রবের নিকট সন্তোষভাজন ছিলেন। অতএব, মানুষ তার পরিবারের জন্য দায়বদ্ধ, তাদের সুশিক্ষার জন্য দায়ী; এমনকি তারা শিশু হলেও যদি তারা ভালো-মন্দ পার্থক্য করার জ্ঞান রাখে। আর যারা এখনো সেই সমঝদার হওয়ার বয়সে পৌঁছায়নি, তাদের বুদ্ধি ও সামর্থ্য যতটুকু গ্রহণ করতে পারে সে অনুযায়ী নির্দেশ দিতে হবে।

অতঃপর তিনি হাসান বিন আলী বিন আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি সদকার মাল থেকে একটি খেজুর নিয়ে মুখে দিয়েছিলেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: ((কাকখ, কাকখ)) অর্থাৎ এটি তোমার জন্য সমীচীন নয়। অতঃপর তিনি তাঁকে সেটি মুখ থেকে বের করে ফেলার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন: নিশ্চয়ই আমাদের জন্য সদকা হালাল নয়।

বস্তুত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবার-পরিজনের জন্য সদকা হালাল নয়; এর কারণ হলো তাঁরা মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত। আর দান-সদকা ও যাকাত হলো মানুষের (সম্পদের) ময়লাস্বরূপ, আর সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তিদের জন্য মানুষের ময়লা গ্রহণ করা শোভনীয় নয়। যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেছিলেন: ((নিশ্চয়ই আমরা...

(ص: 169) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

آل محمد لا تحل لنا الصدقة؛ إنما هي أوساخ الناس)). .
ففي هذا دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يؤدب أولاده عن فعل المحرم، كما
يجب عليه أن يؤدبهم على فعل الواجب، والله الموفق.

299/2 . وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاماً في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحيفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ((يا غلام، سمّ الله تعالى، وكل بيمينك، وكل مما يليك)) فما زالت تلك طبعتي بعد. متفق عليه. ((وتطيش)) تدور في نواحي الصّحفة.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، وكان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنها، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في طعام يأكل فجعلت يده تطيش في الصحيفة، يعني تذهب يميناً وشمالاً، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا غلام، سمّ الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك)) فهذه ثلاثة آداب علمها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام وهي: أولاً: قال: ((سمّ الله)) وهذا عند الأكل.

فعند ابتداء الأكل يجب أن يقول الإنسان: بسم الله، ولا يحل له أن

মুহাম্মাদের পরিবারের জন্য সাদাকাহ হালাল নয়; তা তো মানুষের (সম্পদের) ময়লা মাত্র।)) এর মধ্যে এই দলীল রয়েছে যে, মানুষের জন্য যেমন ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় কাজ পালনে সন্তানদের শাসন করা আবশ্যিক, তেমনি হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখতেও তাদের শাসন করা আবশ্যিক। আর আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

২/২৯৯ — আবু হাফস উমর ইবনে আবি সালামাহ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আসাদ (রা.) থেকে বর্ণিত—যিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিপালিত পুত্র ছিলেন— তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তত্ত্বাবধানে একটি কিশোর বালক ছিলাম। খাওয়ার সময় পেয়ালার চারদিকে আমার হাত ঘুরত। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন: ((হে বালক! আল্লাহর নাম নাও, তোমার ডান হাত দিয়ে খাও এবং তোমার সামনের অংশ থেকে খাও।)) এরপর থেকে সর্বদা এটাই আমার খাওয়ার পদ্ধতি হয়ে গেল। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।
((তাতিশ)) শব্দের অর্থ হলো পেয়ালার বিভিন্ন দিকে (হাত) ঘুরে বেড়ানো।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ তায়ালা) উমর ইবনে আবি সালামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন তা হলো—তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিপালিত পুত্র ছিলেন; কারণ তিনি তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর সন্তান ছিলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে খাবার খাচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁর হাত পেয়ালার ভেতর এদিক-সেদিক ঘুরছিল, অর্থাৎ ডানে-বামে যাচ্ছিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন: ((হে বালক! আল্লাহর নাম নাও, তোমার ডান হাত দিয়ে খাও এবং তোমার সামনের অংশ থেকে খাও।)) এগুলো হলো তিনটি আদব বা শিষ্টাচার যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বালককে শিখিয়েছিলেন, আর সেগুলো হলো: প্রথমত: তিনি বলেছেন: ((আল্লাহর নাম নাও)); আর এটি খাওয়ার সময়কার আদব।

খাবার শুরু করার সময় মানুষের জন্য বলা ওয়াজিব যে: 'বিসমিল্লাহ' (আল্লাহর নামে শুরু করছি), আর তার জন্য এটি বৈধ নয় যে—

يتركها؛ لأنه إذا تركها شاركه الشيطان في أكله؛ أعدى عدو له يشاركه في الأكل إذا لم يقل بسم الله، ولو زاد: الرحمن الرحيم فلا بأس؛ لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((بسم الله)) : يعني أذكر اسم الله.

والتسمية الكاملة هي أن يقول الإنسان: بسم الله الرحمن الرحيم كما ابتداء الله بها كتابه، وكما أرسل بها سليمان صلى الله عليه وسلم (إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) [النمل: 30] ، فإن اقتصر على قول بسم الله فلا حرج، وإن زدت الرحمن الرحيم فلا حرج، الأمر في هذا واسع.

وأما التسمية على الذبيحة فهي شرط من شروط التذكية، إذا لم تسم على الذبيحة فهي حرام ميتة، كأنما ماتت بغير ذبح.

ولكن العلماء يقولون: لا ينبغي أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم؛ لأنه الآن يريد أن يذبحها، فالفعل ينافي القول بالنسبة لهذه الذبيحة؛ لأنها ستذبح. هكذا علل بعض العلماء، ولكن لو قالها أيضاً فلا حرج.

الأدب الثاني: قوله: ((وكل بيمينك)) : وهذا أمر على سبيل الوجوب، فيجب على الإنسان أن يأكل بيمينه وأن يشرب بيمينه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الإنسان بشماله، أو أن يشرب بشماله، وقال: ((إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله)) وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ

তিনি যেন তা বর্জন না করেন; কারণ যদি তিনি তা ত্যাগ করেন, তবে শয়তান তার আহারে অংশগ্রহণ করবে। মানুষের চরম শত্রু তার সাথে আহারে শরিক হয় যদি সে আল্লাহর নাম (বিসমিল্লাহ) না বলে। আর যদি সে এর সাথে ‘পরম করুণাময় অসীম দয়ালু’ (আর-রাহমানির

রাহীম) বৃদ্ধি করে তবে তাতে কোনো সমস্যা নেই; কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "আল্লাহর নামে": অর্থাৎ আমি আল্লাহর নাম স্মরণ করছি।

আর পূর্ণাঙ্গ তাসমিয়াহ হলো মানুষের 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলা, যেমনটি আল্লাহ তাঁর কিতাব শুরু করেছেন এবং যেভাবে সুলাইমান আলাইহিস সালাম তাঁর পত্র প্রেরণ করেছিলেন: (নিশ্চয় এটি সুলাইমানের পক্ষ থেকে এবং নিশ্চয় এটি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে) [সূরা আন-নামল: ৩০]। আপনি যদি কেবল 'বিসমিল্লাহ' বলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন তবে কোনো অসুবিধা নেই, আর যদি 'আর-রাহমানির রাহীম' বৃদ্ধি করেন তাতেও কোনো দোষ নেই। এ বিষয়টি প্রশস্ত।

পক্ষান্তরে যবেহকৃত পশুর ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হলো যবেহ শুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত। যদি আপনি যবেহকৃত পশুর ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করেন, তবে তা হারাম ও মৃত পশু হিসেবে গণ্য হবে, যেন সেটি যবেহ ছাড়াই মারা গেছে।

তবে উলামায়ে কেরাম বলেন: (যবেহের সময়) 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলা সমীচীন নয়; কারণ যবেহকারী এখন পশুটি যবেহ করতে চাচ্ছেন, আর এই যবেহকৃত পশুর ক্ষেত্রে এই বক্তব্যটি (দয়া ও করুণার গুণটি) কর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; যেহেতু পশুটিকে যবেহ করা হচ্ছে। কোনো কোনো আলিম এভাবেই কারণ দর্শিয়েছেন। তবে যদি কেউ তা বলে ফেলে, তবে তাতেও কোনো অসুবিধা নেই।

দ্বিতীয় শিষ্টাচার: তাঁর বাণী: "এবং তোমার ডান হাত দিয়ে খাও": এটি একটি ওয়াজিব বা আবশ্যিক নির্দেশ। অতএব মানুষের জন্য ডান হাতে আহার করা এবং ডান হাতে পান করা ওয়াজিব; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাম হাতে আহার করতে বা পান করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন: "তোমাদের কেউ যখন আহার করে তখন সে যেন তার ডান হাত দিয়ে আহার করে, আর যখন পান করে তখন যেন তার ডান হাত দিয়ে পান করে। কারণ শয়তান বাম হাত দিয়ে আহার করে এবং বাম হাত দিয়ে পান করে।" আর আমাদের শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন: (হে মুমিনগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। আর যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, সে তো অশ্লীল ও মন্দ কাজেরই নির্দেশ দেয়...)

بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) [النور: 21] .

ولهذا كان القول الراجح وجوب الأكل باليمين، ووجوب الشرب باليمين، وأن الأكل بالشمال أو الشرب بالشمال حرام، ثم إن الأكل بالشمال والشرب بالشمال مع كونه من هدي الشيطان؛ فهو أيضاً من هدي الكفار؛ لأن الكفار يأكلون بشمالهم ويشربون بشمالهم.

ثم إن بعض الناس إذا كان على الأكل وأراد أن يشرب؛ فإنه يمسك الكأس باليسار ويشرب، ويقول أخشى أن تتلوث الكأس إذا شربت باليمين، فنقول: لتلوث، فإنها إذا تلوثت فإنما تتلوث بطعام، ولم تتلوث ببول ولا غائط، تلوث بطعام ثم تغسل. وبإمكانك أن تمسك الكأس من الأسفل بين إبهامك والسبابة، وتجعلها كالحلقة ولا يتلوث منه إلا شيء يسير، ولا عذر لأحد بالشرب بالشمال من أجل هذا؛ لأن المسألة على سبيل التحريم، والحرام لا يجوز إلا عند الضرورة والضرورة مثل أن تكون اليد شلاء، لا يمكن أن يرفعها إلى فيه، أو مكسورة لا يمكن أن يرفعها إلى فيه، فهذه ضرورة، أو تكون متجرحاً لا يمكن أن يأكل بها أو يشرب. المهم إذا كان ضرورة؛ فلا بأس باليسار، وإلا فلا يحل للمسلم أن يأكل باليسار ولا أن يشرب باليسار.

الأدب الثالث: قوله ((وكل مما يليك)): يعني لا تأكل من حافة غيرك، بل كل من الذي يليك؛ لأنك إذا اعتديت على حافة غيرك فهذا سوء أدب، فكل من الذي يليك.

...অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের [আন-নূর: ২১]।

একারণেই অধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো ডান হাতে আহার করা ও পান করা ওয়াজিব এবং বাম হাতে আহার বা পান করা হারাম। অধিকন্তু, বাম হাতে আহার ও পান করা যেমন শয়তানের

পদ্ধতি, তেমনি এটি কাফেরদেরও অনুসৃত পথ; কারণ কাফেররা তাদের বাম হাতে আহার ও পান করে থাকে।

আবার কিছু মানুষ যখন আহার করতে বসে এবং পান করার ইচ্ছা করে, তখন সে বাম হাতে পাত্রটি ধরে পান করে এবং বলে, 'আমি ভয় করি যে ডান হাতে পান করলে পাত্রটি নোংরা হয়ে যাবে।' আমরা বলি: নোংরা হতে দিন, কারণ এটি যদি নোংরা হয় তবে তা কেবল খাদ্যের দ্বারাই হবে, প্রস্রাব বা মল দ্বারা নয়। খাবারের মাধ্যমে নোংরা হলে তা ধুয়ে ফেলা যায়।

আর আপনার পক্ষে সম্ভব পাত্রটিকে নিচ থেকে বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনির মাঝখানে আংটির মতো করে ধরা, যাতে সামান্যই ময়লা লাগবে। সুতরাং এই অজুহাতে বাম হাতে পান করার কোনো সুযোগ কারো নেই; কারণ বিষয়টি নিষিদ্ধ হওয়ার পর্যায়ে। আর নিষিদ্ধ বিষয় বিশেষ নিরূপায় অবস্থা (জরুরত) ছাড়া বৈধ হয় না। এই নিরূপায় অবস্থা এমন হতে পারে যে হাত অবশ্যই হয়ে গেছে যা মুখের কাছে তোলা সম্ভব নয়, অথবা হাত ভেঙে গেছে যা মুখের কাছে তোলা যায় না—এটিই হলো নিরূপায় অবস্থা। অথবা হাত এমনভাবে জখম হওয়া যে তা দিয়ে আহার বা পান করা যায় না।

সারকথা হলো, যদি বিশেষ কোনো নিরূপায় অবস্থা থাকে তবে বাম হাত ব্যবহারে সমস্যা নেই, অন্যথায় কোনো মুসলমানের জন্য বাম হাতে আহার বা পান করা বৈধ নয়।

তৃতীয় শিষ্টাচার: তাঁর বাণী "এবং তোমার সামনের অংশ থেকে আহার করো": অর্থাৎ অন্যের পাত্রের কিনারা থেকে খাবে না, বরং তোমার নিকটবর্তী অংশ থেকে খাবে। কারণ তুমি যদি অন্যের অংশের ওপর হস্তক্ষেপ করো তবে তা হবে শিষ্টাচারবহির্ভূত কাজ; সুতরাং তোমার সামনের অংশ থেকেই খাও।

(ص: 172) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

إِذَا كَانَ الطَّعَامُ أَنْوَاعًا، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ لَحْمٌ فِي غَيْرِ الَّذِي يَلِيكَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْكُلَ، أَوْ يَكُونَ هُنَاكَ قَرَعٌ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَقْصَدُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْكُلَ مِنَ الَّذِي لَا

يليك؛ لأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ((فكان يتتبع الدباء من حوالي القصعة)).

الدباء: القرع، يتتبعه يعني يلقطه من على الصفحة ليأكله، هذا لا بأس به.

وفي هذا الحديث من الفوائد أن ينبغي على الإنسان أن يؤدب أولاده على كيفية الأكل والشرب، وعلى ما ينبغي أن يقول في الأكل والشرب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ربيبه، وفي هذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه؛ لأنه لم يزر هذا الغلام حين جعلت يده في الصفحة، ولكن علمه برفق، وناداه برفق: ((يا غلام؛ سمِّ الله، وكل بيمينك)).

وليعلم أن تعليم الصغار لمثل هذه الآداب لا ينسى، يعني أن الطفل لا ينسى إذا علمته وهو صغير، لكن إذا كبر رباً ينسى إذا علمته، وربما يتردد عليك بعض الشيء إذا كبر، لكن ما دام صغيراً وعلمته يكون أكثر إقبالاً، ومن اتقى الله في أولاده؛ اتقوا الله فيه، ومن ضيع حق أولاده؛ ضيعوا حقه إذا احتاج إليهم.

তবে খাবারের ধরন যদি ভিন্ন হয়, যেমন এমন মাংস যা আপনার সামনের অংশে নেই বরং অন্য দিকে রয়েছে, তবে সেখান থেকে খেতে কোনো সমস্যা নেই। অথবা সেখানে যদি লাউ বা অনুরূপ কিছু থাকে যা বিশেষভাবে অন্বেষণ করা হয়, তবে আপনার সামনের অংশ ব্যতীত অন্য দিক থেকে খাওয়া দোষণীয় নয়; কারণ আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন: "আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে আহার করেছি এবং তিনি পাত্রের চারপাশ থেকে লাউ খুঁজে খুঁজে নিতেন।"

আদ-দুব্বা হলো লাউ; তিনি তা অন্বেষণ করতেন অর্থাৎ খাওয়ার জন্য বড় পাত্রের বিভিন্ন স্থান থেকে তা সংগ্রহ করতেন, এতে কোনো অসুবিধা নেই।

এই হাদিসের একটি শিক্ষা হলো, মানুষের উচিত তার সন্তানদের পানাহারের আদব-কায়দা এবং পানাহারের সময় কী বলতে হয় তা শিক্ষা দেওয়া, যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর লালন-পালন করা বালকের ক্ষেত্রে করেছিলেন। এতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুমহান চরিত্র ও শিক্ষাদান পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠেছে; কারণ বালকটির হাত যখন পাত্রের যত্রতত্র ঘুরছিল, তখন তিনি তাকে ধমক দেননি, বরং পরম মমতায় তাকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং কোমল স্বরে ডেকে বলেছেন: "হে বালক! আল্লাহর নাম নাও এবং তোমার ডান হাত দিয়ে খাও।"

জেনে রাখা উচিত যে, শিশুদের শৈশবে শেখানো এ জাতীয় শিষ্টাচার তারা ভুলে যায় না। অর্থাৎ শৈশবকালে শিক্ষা দিলে শিশু তা চিরকাল মনে রাখে, কিন্তু বড় হওয়ার পর শেখালে সে হয়তো তা ভুলে যেতে পারে, এমনকি বড় হওয়ার পর সে আপনার প্রতি কিছুটা অবাধ্যতাও প্রদর্শন করতে পারে। তবে শিশু থাকা অবস্থায় শিক্ষা দিলে তা গ্রহণের আগ্রহ অনেক বেশি থাকে। যে ব্যক্তি তার সন্তানদের হকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে, তার সন্তানরাও তার প্রতি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সদাচরণ করবে। আর যে ব্যক্তি তার সন্তানদের অধিকার নষ্ট করে, তারা তার প্রয়োজনে তার অধিকার ক্ষুণ্ণ করবে।

* * *

(ص: 173) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

301/4 . وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع)) حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن.

302/5 . وعن أبي ثرية سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((علموا الصبي الصلاة لسبع سنين، واضربوه عليها ابن عشر سنين)) حديث حسن رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن. ولفظ أبي داود: ((مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين)).

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهو أبناء عشر)) وهو حديث حسن له شاهد من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه، وهذا من حقوق الأولاد على آبائهم؛ أن يأمرهم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنوات، وأن يضربوهم عليها أي: على التفریط فيها وإضاعتهما إذا بلغوا عشر سنين، ولكن بشرط أن يكونا ذوي عقل. فإن بلغوا سبع سنين أو عشر سنين وهم لا يعقلون، يعني فيهم جنون؛

৪/৩০১ . আমার ইবনে শুআইব তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে নামাযের নির্দেশ দাও, দশ বছর বয়সে নামাযের জন্য তাদের প্রহার করো এবং তাদের শোয়ার বিছানা পৃথক করে দাও।" হাদিসটি হাসান, আবু দাউদ হাসান সনদে এটি বর্ণনা করেছেন।

৫/৩০২ . আবু সুরাইয়া সাবরা ইবনে মা'বাদ আল-জুহানি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "শিশুকে সাত বছর বয়সে নামায শিক্ষা দাও এবং দশ বছর বয়সে নামাযের জন্য তাকে প্রহার করো।" হাদিসটি হাসান, আবু দাউদ ও তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিজি একে হাসান বলেছেন।

আবু দাউদের শব্দমালা হলো: "শিশুকে নামাযের নির্দেশ দাও যখন সে সাত বছর বয়সে পৌঁছায়।"

[ব্যাখ্যা]

লেখক—আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন—আমর ইবনে শুআইব তাঁর পিতা ও তাঁর দাদা থেকে বর্ণিত যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাতে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে নামাযের নির্দেশ দাও এবং দশ বছর বয়সে তার জন্য তাদের প্রহার করো।" এটি একটি হাসান হাদিস এবং সাবরা ইবনে মা'বাদ আল-জুহানি (রা.) বর্ণিত হাদিসটি এর সমর্থনে বিদ্যমান। এটি সন্তানদের প্রতি পিতামাতার অন্যতম অধিকার; তা হলো তারা যখন সাত বছর বয়সে পৌঁছাবে তখন তাদের নামাযের আদেশ প্রদান করা এবং দশ বছর বয়সে পৌঁছালে নামাযের প্রতি অবহেলা ও তা নষ্ট করার কারণে তাদের প্রহার করা। তবে শর্ত হলো তাদের যেন বিচারবুদ্ধি থাকে। যদি তারা সাত বা দশ বছর বয়সে পৌঁছায় অথচ তাদের হিতাহিত জ্ঞান না থাকে, অর্থাৎ তারা যদি উন্মাদ হয়;

(ص: 174) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

فإنهم لا يؤمرون بشيء، ولا يضربون على شيء، لكن يمنعون من الإفساد؛ سواء في البيت أو خارج البيت.

وقوله: ((اضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين)): المراد الضرب الذي يحصل به التأديب بلا ضرر، فلا يجوز للأب أن يضرب أولاده ضرباً مبرحاً، ولا يجوز أن يضربهم ضرباً مكرراً لا حاجة إليه، بل إذا احتاج إليه مثل ألا يقوم الولد للصلاة إلا بالضرب فإنه يضربه ضرباً غير مبرح، بل ضرباً معتاداً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بضربهم لا لإيلاهم ولكن لتأديبهم وتقويمهم.

وفي هذا الحديث إشارة إلى أن ما ذهب إليه بعض المتأخرين ممن يدعون أنهم أصحاب تربية من أن الصغار لا يضربون في المدارس إذا أهملوا، ففي هذا الحديث

الرد عليهم، وهو دليل على بطلان فكرتهم، وأنها غير صحيحة؛ لأن بعض الصغار لا ينفعهم الكلام في الغالب، لكن الضرب ينفعهم أكثر، فلو أنهم تركوا بدون ضرب؛ لضيّعوا الواجب عليهم، وفرّطوا في الدروس وأهملوا، فلا بد من ضربهم ليعتادوا النظام، ويقوموا بما ينبغي أن يقوموا به، وإلا لصارت المسألة فوضى.

إلا أنه كما قلنا لا بد أن يكون الضرب للتأديب لا للإيلام والإيجاع، فيضرب ضرباً يليق بحاله، ضرباً غير مبرح، لا يفعل كما يفعل بعض المعلمين في الزمن السابق؛ يضرب الضرب العظيم الموجه، ولا يهمل كما يدعي هؤلاء المربون الذين هم من أبعد الناس عن التربية، لا يقال لهم شيء؛ لأن الصبي لا يمتثل ولا يعرف، لكن الضرب يؤدبه، والله الموفق.

প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে কোনো কিছুর নির্দেশ দেওয়া হয় না এবং কোনো বিষয়ে প্রহারও করা হয় না, তবে তাদেরকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা থেকে বিরত রাখা হবে; চাই তা ঘরের ভেতরে হোক বা বাইরে।

এবং তাঁর বাণী: "তোমরা তাদেরকে নামাজের জন্য দশ বছর বয়সে প্রহার করো"—এর উদ্দেশ্য হলো এমন প্রহার যার মাধ্যমে কোনো প্রকার ক্ষতি ছাড়াই শিষ্টাচার অর্জিত হয়। সুতরাং পিতার জন্য তার সন্তানদের নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করা বৈধ নয় এবং অপ্রয়োজনে বারবার প্রহার করাও জায়েজ নয়। বরং যদি প্রয়োজন হয়—যেমন সন্তান প্রহার ব্যতীত নামাজের জন্য না ওঠে—তবে তাকে এমনভাবে প্রহার করবে যা নিষ্ঠুর নয়, বরং স্বাভাবিক প্রহার। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে প্রহার করার নির্দেশ দিয়েছেন কষ্ট দেওয়ার জন্য নয়, বরং তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া ও সংশোধন করার জন্য।

এই হাদিসে সেই সমস্ত পরবর্তী প্রজন্মের লোকেদের মতামতের খণ্ডন রয়েছে যারা নিজেদের শিক্ষাবিদ বলে দাবি করেন এবং মনে করেন যে, শিশুরা অবহেলা করলে তাদেরকে বিদ্যালয়ে প্রহার করা যাবে না। এই হাদিসটি তাদের ধারণার অসারতা ও তা ভুল হওয়ার প্রমাণ। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিছু শিশুর জন্য কেবল মৌখিক উপদেশ ফলপ্রসূ হয় না, বরং প্রহার তাদের জন্য অধিকতর কার্যকর হয়। যদি তাদেরকে প্রহার ছাড়া ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে তারা তাদের

ওপর অর্পিত কর্তব্য নষ্ট করবে, পড়াশোনায় অবহেলা করবে এবং অলসতা করবে। তাই তাদেরকে শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত করার জন্য এবং তাদের যা করা উচিত তা করানোর জন্য প্রহার করা আবশ্যিক; অন্যথায় পুরো বিষয়টি বিশৃঙ্খলায় পর্যবসিত হবে।

তবে আমরা যেমনটি বলেছি, প্রহার অবশ্যই শিষ্টাচার শিখানোর উদ্দেশ্যে হতে হবে, কষ্ট দেওয়া বা যন্ত্রণাদায়ক হওয়ার জন্য নয়। সুতরাং তাকে তার অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মৃদু প্রহার করতে হবে। অতীতের কিছু শিক্ষকের মতো অত্যন্ত কঠোর ও যন্ত্রণাদায়ক প্রহার করা যাবে না, আবার ঐসব তথাকথিত শিক্ষাবিদদের মতো অবহেলাও করা যাবে না যারা প্রকৃত লালন-পালন ও সংস্কার থেকে অনেক দূরে; তারা বলে যে শিশুদের কিছুই বলা যাবে না কারণ শিশু কথা মানে না বা বোঝে না; অথচ প্রহারই তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 175) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

39. باب حق الجار والوصية به

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) [النساء: 36] .

303/1 . وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم ((ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)) متفق عليه.

304/2 . وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أبا

ذر، إذا طبخت مرقة؛ فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك)) رواه مسلم.

وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: ((إذا طبخت مرقاً فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك، فأصبهم منها بمعروف)).
305/3 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن))! قيل: من يا رسول الله؟ قال: ((الذي لا يأمن جاره بوائقه!)) متفق عليه.

৩৯ — প্রতিবেশীর অধিকার এবং এ ব্যাপারে অসিয়ত (উপদেশ) প্রদান সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

মহান আল্লাহ বলেন: "তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করো না; এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, পার্শ্বস্থ সঙ্গী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের প্রতি সদ্যবহার করো।" [আন-নিসা: ৩৬]।

১/৩০৩ — ইবনে উমর এবং আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "জিবরীল আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অনবরত উপদেশ দিতে থাকেন, এমনকি আমার ধারণা হলো যে, হয়তো তিনি শীঘ্রই তাকে (উত্তরাধিকারের) অংশীদার বানিয়ে দেবেন।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি - বুখারি ও মুসলিম)।

২/৩০৪ — আবু যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "হে আবু যার! যখন তুমি ঝোল (তরকারি) রান্না করো, তখন তাতে পানির পরিমাণ বাড়িয়ে দাও এবং তোমার প্রতিবেশীদের খোঁজখবর রেখো।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

মুসলিম শরীফের অন্য এক বর্ণনায় আবু যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আমার পরম বন্ধু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে অসিয়ত করেছেন: "যখন তুমি ঝোল রান্না করবে, তখন তাতে পানির পরিমাণ বাড়িয়ে দাও, অতঃপর তোমার প্রতিবেশীদের মধ্য হতে কোনো পরিবারকে লক্ষ্য করো এবং সৌজন্যের সাথে তাদের কিছু অংশ পৌঁছে দাও।"

৩/৩০৫ — আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আল্লাহর কসম, সে ঈমানদার নয়! আল্লাহর কসম, সে ঈমানদার নয়! আল্লাহর কসম, সে ঈমানদার নয়!" জিজ্ঞাসা করা হলো: কে হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন: "যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না!" (মুত্তাফাকুন আলাইহি - বুখারি ও মুসলিম)।

(ص: 176) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وفي رواية لمسلم: ((لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه)).
((البوائق)): الغوائل والشُرور.
306/4 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة)) متفق عليه.
307/5 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يمنع جار جارة أن يغرز خشبة في جداره)) ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين! والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه.
روي: ((خشبه)) بالإضافة والجمع، وروي ((خشبة)) بالتثنية على الأفراد. وقوله: مالي أراكم عنها معرضين: يعني عن هذه السنة.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب حق الجار والوصية به

الجَار: هو الملاصق لك في بيتك والقريب من ذلك، وقد وردت بعض الآثار بما يدل على أن الجار أربعون داراً كل جانب، ولا شك أن الملاصق للبيت جار، وأما ما وراء ذلك فإن صحت الأخبار بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فالحق ما جاءت به، وإلا فإنه يرجع في ذلك إلى العرف، فبما عدّه الناس جواراً فهو جوار.

ইমাম মুসলিমের একটি বর্ণনায় রয়েছে: "সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না।"

"আল-বুওয়াইক" অর্থ হলো: অনিষ্ট ও মন্দসমূহ।

৪/৩০৬ — তাঁর (আবু হুরায়রা রা.) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "হে মুসলিম নারীরা, কোনো প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীর উপটৌকনকে তুচ্ছজ্ঞান না করে, এমনকি তা যদি ছাগলের ক্ষুরও হয়।" (বুখারি ও মুসলিম)।

৫/৩০৭ — তাঁর (আবু হুরায়রা রা.) থেকেই বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "কোনো প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে তার (নিজের) দেয়ালে কাষ্ঠখণ্ড বা খুঁটি গাড়তে বাধা না দেয়।" অতঃপর আবু হুরায়রা (রা.) বলতেন: "কী হলো যে আমি তোমাদের এ থেকে বিমুখ হতে দেখছি! আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই তোমাদের স্কন্ধের ওপর তা নিক্ষেপ করব (অর্থাৎ তোমরা মানো আর না মানো, আমি এই সুন্নাহর কথা প্রচার করতেই থাকব)।" (বুখারি ও মুসলিম)।

"খাশাবাহ্" শব্দটি সম্বন্ধবাচক ও বহুবচন হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, আবার "খাশাবাতান" হিসেবে একবচনেও বর্ণিত হয়েছে। আর তাঁর কথা— "কী হলো যে আমি তোমাদের এ থেকে বিমুখ হতে দেখছি"—এর অর্থ হলো: এই সুন্নাহ থেকে বিমুখ হওয়া।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) বলেন— অনুচ্ছেদ: প্রতিবেশীর অধিকার এবং তার প্রতি অসিয়ত বা গুরুত্ব প্রদান।

প্রতিবেশী হলেন তিনি, যিনি আপনার ঘরের সাথে সংলগ্ন অথবা তার নিকটবর্তী থাকেন। কিছু বর্ণনায় পাওয়া যায় যা নির্দেশ করে যে, প্রত্যেক দিকে চল্লিশ ঘর পর্যন্ত প্রতিবেশী। নিঃসন্দেহে ঘরের সংলগ্ন ব্যক্তি প্রতিবেশী; কিন্তু এর বাইরের সীমানার ক্ষেত্রে যদি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) থেকে কোনো বর্ণনা সহীহ সাব্যস্ত হয়, তবে সত্য তা-ই যা তাতে এসেছে। অন্যথায়, এ বিষয়টি প্রচলিত প্রথা বা 'উরফ'-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। সুতরাং মানুষ যা প্রতিবেশী হিসেবে গণ্য করে, তা-ই প্রতিবেশী।

(ص: 177) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آية سورة النساء: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ) [النساء: 36].

الجار ذي القربى: يعني الجار القريب.

والجار الجنب: يعني الجار البعيد الأجنبي منك.

قال أهل العلم: والجيران ثلاثة:

1. جار قريب مسلم؛ فله حق الجوار، والقربة، والإسلام.
 2. وجار مسلم غريب قريب؛ فله حق الجوار، والإسلام.
 3. وجار كافر؛ فله حق الجوار، وإن كان قريباً فله حق القربة أيضاً.
- فهؤلاء الجيران لهم حقوق: حقوق واجبة، وحقوق يجب تركها.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله خمسة أحاديث، عن ابن عمر، وعن أبي ذر وعن أبي هريرة، أما حديث ابن عمر ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)) أي سينزل الوحي بتوريثه، وليس المعنى أن جبريل يشرع توريثه؛ لأن جبريل ليس له حق في ذلك، لكن المعنى أنه سينزل

الوحي الذي يأتي به جبريل بتوريث الجار، وذلك من شدة إيحاء جبريل به النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما حديث أبي ذر ففيه أن على الإنسان إذا وسَّع الله عليه برزق، أن يصيب منه جارة بعض الشيء بالمعروف، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ((إذا طبخت مرققة فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك))، أكثر ماءها يعني زدها في الماء لتكثر وتوزع على جيرانك منها، والمرقة عادة تكون من اللحم أو من غيره مما

অতঃপর লেখক (রহিমাহুল্লাহ) সূরা আন-নিসার আয়াতটি উল্লেখ করেছেন: "তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করো না। আর পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, এতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী এবং দূর প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করো।" [সূরা আন-নিসা: ৩৬]।

নিকট প্রতিবেশী: অর্থাৎ যে প্রতিবেশী বংশীয় বা আত্মীয়তার দিক থেকে আপনার নিকটবর্তী।

দূর প্রতিবেশী: অর্থাৎ যে প্রতিবেশী আপনার আত্মীয় নয় বা আপনার অপরিচিত।

উলামায়ে কেরাম বলেন: প্রতিবেশী তিন প্রকার:

১. মুসলিম আত্মীয় প্রতিবেশী; তার তিনটি অধিকার রয়েছে: প্রতিবেশীর অধিকার, আত্মীয়তার অধিকার এবং ইসলামের অধিকার।

২. অনাত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী; তার দুটি অধিকার রয়েছে: প্রতিবেশীর অধিকার এবং ইসলামের অধিকার।

৩. অমুসলিম প্রতিবেশী; তার জন্য প্রতিবেশীর অধিকার রয়েছে। আর যদি সে আত্মীয় হয়, তবে তার জন্য আত্মীয়তার অধিকারও থাকবে।

এই সকল প্রতিবেশীর সুনির্দিষ্ট কিছু অধিকার রয়েছে: যেমন পালনীয় হকসমূহ এবং তাদের কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকার হকসমূহ।

অতঃপর লেখক (রহিমাহুল্লাহ) ইবনে উমর, আবু যার এবং আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত পাঁচটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে নিরন্তর উপদেশ দিচ্ছিলেন, এমনকি আমার মনে হতে লাগল যে,

সম্ভবত তিনি তাকে মিরাহের (উত্তরাধিকার) অংশীদার করে দেবেন।" অর্থাৎ প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করার বিষয়ে অহি অবতীর্ণ হতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে জিবরাঈল নিজে মিরাহের বিধান প্রবর্তন করবেন; কারণ সেই এখতিয়ার তাঁর নেই। বরং এর অর্থ হলো জিবরাঈল যে অহি নিয়ে আসেন, তাতে প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী করার হুকুম আসবে। জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রতিবেশীর গুরুত্ব সম্পর্কে এতই বেশি তাকীদ দিয়েছিলেন যে তা থেকে এমনটি ধারণা হয়েছিল। আর আবু যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসে এই শিক্ষা রয়েছে যে, আল্লাহ যদি কাউকে রিযিকের প্রশস্ততা দান করেন, তবে তার উচিত সৌজন্যের সাথে তার প্রতিবেশীকেও তাতে শরিক করা। যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যখন তুমি ঝোল (তরকারি) রান্না করো, তখন তাতে পানির পরিমাণ বাড়িয়ে দাও এবং তোমার প্রতিবেশীদের খোঁজ-খবর রেখো।" পানির পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়ার অর্থ হলো এতে পানি বেশি যোগ করা যাতে পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং তা প্রতিবেশীদের মাঝে বিতরণ করা সম্ভব হয়। আর এই ঝোল সাধারণত গোশত বা অন্য কিছু দিয়ে রান্না করা হয় যা...

(ص: 178) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

يؤتدم به، وهكذا أيضاً إذا كان عندك غير المرق، أو شراب كفضل اللبن مثلاً، وما أشبهه ينبغي لك أن تعاهد جيرانك به؛ لأن لهم حقاً عليك. وأما أحاديث أبي هريرة ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ثلاث مرات فقال: ((والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن)) قالوا: من يا رسول الله؟ قال: ((من لا يأمن جاره بوائقه)) يعني غدره وخيانتته وظلمه وعدوانه، فالذي لا يأمن جاره من ذلك ليس بمؤمن، وإذا كان يفعل ذلك ويوقعه فعلاً فهو أشد. وفي هذا دليل على تحريم العدوان على الجار؛ سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل، أما بالقول فأن يسمع منه ما يزعجه ويقلقه، كالذين يفتحون الراديو أو التلفزيون أو

غيرهما مما يسمع فيزعج الجيران، فإن هذا لا يحل له، حتى لو فتحه على كتاب الله وهو مما يزعج الجيران بصوته فإنه معتد عليهم، ولا يحل له لك أن يفعل ذلك. وأما بالفعل فيكون بإلقاء الكناسة حول بابه، والتضييق عليه عند مداخل بابه، أو بالدق، أو ما أشبه ذلك مما يضره، ومن هذا أيضاً إذا كان له نخلة أو شجرة حول جدار جاره فكان يسقيها حتى يؤدي جاره بهذا السقي، فإن ذلك من بوائق الجار يحل له.

إذاً يحرم على الجار أن يؤدي جاره بأي شيء، فإن فعل فإنه ليس بمؤمن، والمعنى أنه ليس متصفاً بصفات المؤمنين في هذه المسألة التي خالف بها الحق.

এটি তরকারি হিসেবে ব্যবহৃত হয়; একইভাবে যদি আপনার কাছে ঝোল ব্যতীত অন্য কিছু থাকে, কিংবা দুধের উদ্ভূত অংশ বা অনুরূপ কোনো পানীয় থাকে, তবে আপনার উচিত তা দিয়ে প্রতিবেশীর খোঁজখবর নেওয়া; কারণ আপনার ওপর তাদের অধিকার রয়েছে।

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসসমূহে রয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনবার কসম খেয়ে বলেছেন: "আল্লাহর কসম, সে মুমিন নয়; আল্লাহর কসম, সে মুমিন নয়; আল্লাহর কসম, সে মুমিন নয়।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! সে কে? তিনি বললেন: "যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না।" অর্থাৎ তার প্রতারণা, খিয়ানত, যুলুম এবং শত্রুতা। সুতরাং যার প্রতিবেশী এসব থেকে নিরাপদ নয়, সে মুমিন নয়। আর যদি সে প্রকৃতপক্ষে তা করে এবং ঘটিয়ে থাকে, তবে তা আরও গুরুতর অপরাধ।

এতে প্রতিবেশীর ওপর সীমালঙ্ঘন হারাম হওয়ার প্রমাণ রয়েছে; চাই তা কথা দ্বারা হোক বা কাজ দ্বারা। কথা দ্বারা সীমালঙ্ঘন হলো, প্রতিবেশীকে এমন কিছু শোনানো যা তাকে বিরক্ত ও অস্থির করে তোলে, যেমন যারা রেডিও, টেলিভিশন বা অন্য কোনো যান্ত্রিক আওয়াজ উচ্চশব্দে প্রচার করে যা প্রতিবেশীদের বিরক্ত করে। এটি তার জন্য বৈধ নয়। এমনকি যদি সে পবিত্র কুরআন শোনার জন্যও তা উচ্চশব্দে চালায় এবং তা প্রতিবেশীদের বিরক্তির কারণ হয়, তবে সে তাদের ওপর সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে গণ্য হবে এবং তার জন্য এমন করা বৈধ হবে না। আর কর্ম দ্বারা সীমালঙ্ঘন হলো প্রতিবেশীর দরজার চারপাশে ময়লা-আবর্জনা ফেলা, তার প্রবেশপথে সংকীর্ণতা সৃষ্টি করা, অথবা জোরে শব্দ করা বা অনুরূপ কোনো ক্ষতিকর কাজ

করা। এরই অন্তর্ভুক্ত হলো যদি প্রতিবেশীর দেয়ালের পাশে তার কোনো খেজুর গাছ বা অন্য কোনো গাছ থাকে এবং সে তাতে এমনভাবে পানি দেয় যা প্রতিবেশীর ক্ষতির কারণ হয়। এটি প্রতিবেশীর প্রতি অনিষ্টের অন্তর্ভুক্ত এবং তা তার জন্য বৈধ নয়।

সুতরাং, প্রতিবেশীকে কোনো কিছু দ্বারা কষ্ট দেওয়া হারাম। যদি কেউ তা করে, তবে সে মুমিন নয়। এর অর্থ হলো, এই সুনির্দিষ্ট বিষয়ে হকের বিরোধিতা করার কারণে সে মুমিনদের গুণাবলীতে গুণান্বিত নয়।

(ص: 179) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَمْنَعُ جَارَ جَارَةٍ أَنْ يَغْرِزَ خَشْبَةً فِي جِدَارِهِ)) يَعْنِي: إِذَا كَانَ جَارُكَ يَرِيدُ أَنْ يَسْقِفَ بَيْتَهُ وَوَضَعَ الْخَشْبَ عَلَى الْجِدَارِ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَنَعُهُ؛ لِأَنَّ وَضْعَ الْخَشْبِ عَلَى الْجِدَارِ لَا يَضُرُّ، بَلْ يَزِيدُهُ قُوَّةً، وَيَمْنَعُ السَّيْلَ مِنْهُ، وَلَا سِيَّامَا فِيمَا سَبَقَ حَيْثُ كَانَ الْبِنَاءُ مِنَ اللَّبَنِ، فَإِنْ الْخَشْبُ يَمْنَعُ هَطُولَ الْمَطَرِ عَلَى الْجِدَارِ فَيَحْمِيهِ، وَهُوَ أَيْضًا يَشْدُوهُ وَيَقْوِيهِ، فَفِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلجَّارِ، وَفِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلجِدَارِ، فَلَا يَحِلُّ لِلجَّارِ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ مِنْ وَضْعِ الْخَشْبِ عَلَى جِدَارِهِ، وَإِنْ فَعَلَ وَمَنَعَ؛ فَإِنَّهُ يَجْبِرُ عَلَى أَنْ يَوْضَعَ الْخَشْبَ رَغْبًا عَنْ أَتْفِهِ. وَلِهَذَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللَّهُ لَأَرْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتَاكُمْ، يَعْنِي مَنْ لَمْ يُمْكِنَ مِنْ وَضْعِ الْخَشْبِ عَلَى جِدَارِهِ وَضَعْنَاهُ عَلَى مَتْنِ جَسَدِهِ بَيْنَ أَكْتَاكُمْ، وَقَالَ هَذَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَئِذَا كَانَ أَمِيرًا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمَدِينَةِ فِي زَمَنِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ.

وهذا نظير ما قاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في المشاجرة التي جرت بين محمد بن مسلمة وجارة، حيث أراد أن يجري الماء إلى بستانه وحال بينه وبينه بستان

جَارَهُ، فَمَنْعَهُ الْجَارُ مَنْ أَنْ يَجْرِيَ مِنْ عَلَى أَرْضِهِ، فَتَرَفَعَا إِلَى عِمْرَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَنْ مَنَعْتَهُ لِأَجْرَيْنِهِ عَلَى بَطْنِكَ، وَالزَّمَهُ أَنْ يَجْرِيَ الْمَاءُ؛ لِأَنْ إِجْرَاءَ لَيْسَ فِيهِ ضَرَرٌ؛ لِأَنْ كُلَّ بَسْتَانٍ زَرَعَ فَإِذَا جَرَى الْمَاءُ السَّاقِي؛ انْتَفَعَتِ الْأَرْضُ وَانْتَفَعَ مَا حَوْلَ السَّاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَانْتَفَعَ الْجَارُ، نَعَمْ لَوْ كَانَ الْجَارُ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَهَا بِنَاءً وَقَالَ لَا أُرِيدُ أَنْ يَجْرِيَ الْمَاءُ عَلَى الْأَرْضِ فَلَهُ الْمَنَعُ، أَمَّا إِذَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَزْرِعَهَا فَالْمَاءُ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا

আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে যা উল্লেখ করা হয়েছে সে সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "কোনো প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেয়ালে কাঠ স্থাপন করতে বাধা না দেয়।" এর অর্থ হলো: যদি আপনার প্রতিবেশী তার ঘরে ছাদ দিতে চায় এবং আপনার দেয়ালে কাঠ স্থাপন করতে চায়, তবে তাকে বাধা দেওয়া বৈধ নয়। কারণ দেয়ালে কাঠ স্থাপন করা কোনো ক্ষতি করে না, বরং এটি দেয়ালকে আরও শক্তিশালী করে এবং দেয়ালকে বৃষ্টির পানির ধারা থেকে রক্ষা করে। বিশেষ করে অতীতের দিনগুলোতে যখন ঘরবাড়ি কাঁচা ইটের তৈরি ছিল, তখন এই কাঠ দেয়ালে বৃষ্টির পানি সরাসরি পড়তে বাধা দিয়ে একে সুরক্ষা দিত এবং একে সুদৃঢ় ও মজবুত করত। এতে প্রতিবেশীরও যেমন স্বার্থ রয়েছে, তেমনি দেয়ালেরও উপকার রয়েছে। তাই কোনো প্রতিবেশীর জন্য তার দেয়ালে অন্য প্রতিবেশীকে কাঠ স্থাপন করতে বাধা দেওয়া জায়েজ নেই। আর যদি সে বাধা প্রদান করে, তবে তাকে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাঠ স্থাপনে বাধ্য করা হবে।

এ কারণেই আবু হুরায়রা বলেছিলেন: "কী হলো, আমি কেন তোমাদের এ থেকে বিমুখ হতে দেখছি? আল্লাহর কসম! আমি তা অবশ্যই তোমাদের কাঁধের ওপর নিক্ষেপ করব।" অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার দেয়ালে কাঠ স্থাপন করতে দেবে না, আমরা সেই কাঠ তার পিঠের ওপর দুই কাঁধের মাঝখানে স্থাপন করে দেব। তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এ কথা তখন বলেছিলেন যখন তিনি মারওয়ান বিন আল-হাকামের শাসনামলে মদিনার আমির ছিলেন।

এটি আমিরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাবের সেই উক্তির অনুরূপ যা মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা ও তার প্রতিবেশীর মধ্যকার বিবাদে ঘটেছিল। সেখানে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা তার বাগানে পানি নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু প্রতিবেশীর বাগান তার গন্তব্যের মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে প্রতিবেশী তার জমির ওপর দিয়ে পানি প্রবাহিত করতে বাধা দেয়। তখন

তারা উমরের কাছে বিচার নিয়ে গেলে তিনি বলেন: "আল্লাহর কসম! তুমি যদি তাকে বাধা দাও, তবে আমি অবশ্যই তোমার পেটের ওপর দিয়ে তা প্রবাহিত করব।" তিনি তাকে পানি প্রবাহিত করার অনুমতি দিতে বাধ্য করেন, কারণ এতে কোনো ক্ষতি ছিল না। কেননা প্রতিটি বাগানই চাষযোগ্য, আর নালা দিয়ে পানি প্রবাহিত হলে জমিও উপকৃত হয় এবং নালার চারপাশের ফসলাদিও সতেজ হয় এবং প্রতিবেশীও লাভবান হয়। হ্যাঁ, যদি প্রতিবেশী সেখানে কোনো স্থাপনা নির্মাণ করতে চায় এবং বলে যে আমি জমির ওপর দিয়ে পানি প্রবাহিত করতে দেব না, তবে তার বাধা দেওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু যদি সে সেখানে চাষাবাদ করতে চায়, তবে পানি তো কেবল বৃদ্ধিই ঘটায়...

(ম: 180) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

خيراً.

وبناءً على هذا فتجب مراعاة حقوق الجيران؛ فيجب الإحسان إليهم بقدر الإمكان، ويحرم الاعتداء عليهم بأي عدوان، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره)).

কল্যাণ।

এরই ভিত্তিতে প্রতিবেশীদের অধিকারের প্রতি যত্নশীল হওয়া আবশ্যিক; সুতরাং যথাসম্ভব তাদের সাথে সদাচরণ করা ওয়াজিব এবং তাদের ওপর যেকোনো ধরনের অনভিপ্রেত আচরণ বা সীমালঙ্ঘন করা হারাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে সদ্যবহার করে।"

40. بَابُ بَرِّ الْوَالِدَيْنِ وَصَلَةِ الْأَرْحَامِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) [النساء: 36] ، وَقَالَ تَعَالَى: (وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ) [النساء: 1] وَقَالَ تَعَالَى: (وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ) [الرعد: 21] وَقَالَ تَعَالَى: (وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا) وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا) [الاسراء: 23، 24] ، وَقَالَ تَعَالَى: (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّ عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي سَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ) [لقمان: 14] .

312/1 . عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى؟ قَالَ ((الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا)) قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ((بِرُّ الْوَالِدَيْنِ)) قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ ((الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)) .

313/2 . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا يَجْرِي وَلَدٌ وَلَا دَالٌ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَبْلُوكًا فَيَشْتَرِيهِ فَيُعْتِقَهُ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৪০ - পিতামাতার প্রতি সদাচরণ এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার অধ্যায়

মহান আল্লাহ বলেন: (তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং কোনো কিছুকে তাঁর সাথে শরিক করো না; আর পিতামাতা, নিকটাত্মীয়, এতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সঙ্গী, মুসাফির এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্যবহার করো)

[আন-নিসা: ৩৬]। তিনি আরও বলেন: (আর আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে যাচনা করো এবং আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখো) [আন-নিসা: ১]। তিনি আরও বলেন: (আর আল্লাহ যে সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, যারা তা বজায় রাখে) [আর-রাদ: ২১]। তিনি আরও বলেন: (তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার সাথে সদ্যবহার করবে। তাঁদের একজন অথবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ষিক্যে উপনীত হন, তবে তাঁদের ‘উফ’ বলো না এবং তাঁদের ধমক দিয়ো না; বরং তাঁদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো। আর মমতাবশে তাঁদের প্রতি নম্রতার ডানা অবনমিত করো এবং বলো, ‘হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের প্রতি দয়া করুন, যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন’) [আল-ইসরা: ২৩, ২৪]। তিনি আরও বলেন: (আমি মানুষকে তার পিতামাতার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছি; তার মা কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছেন এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং তোমার পিতামাতার প্রতিও) [লুকমান: ১৪]।

১/৩১২ — আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, “কোন আমল আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়?” তিনি বললেন, “সময়মতো নামাজ আদায় করা।” আমি বললাম, “তারপর কোনটি?” তিনি বললেন, “পিতামাতার প্রতি সদাচরণ করা।” আমি বললাম, “তারপর কোনটি?” তিনি বললেন, “আল্লাহর পথে জিহাদ করা।” (বুখারি ও মুসলিম)।

২/৩১৩ — আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “কোনো সন্তান তার পিতার প্রতিদান দিতে পারে না, যতক্ষণ না সে তাকে ক্রীতদাস অবস্থায় পায় এবং তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেয়।” (মুসলিম)।

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: باب بر الوالدين وصلة الأرحام.

الوالدان: هما الأب والأم، وعبر بحق الوالدين بالبر اتباعاً لما جاء في النص، وعبر عن صلة الأرحام بالصلة، لأنه هكذا جاء أيضاً بالنص، والأرحام هم القرابة.

وبر الوالدين من أفضل الأعمال؛ بل هو الحق الثاني بعد حق الله ورسوله.

وذكر المؤلف رحمه الله، آيات كثيرة في هذا المعنى كقوله تعالى: (وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً) [النساء: 36] ، وقوله تعالى: (وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً) [الإسراء: 23] ،

وقوله تعالى: (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً) [العنكبوت: 8] ، وقوله تعالى:

(وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ) [لقمان: 14] ، وقوله تعالى: (إِذَا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيماً وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا) [الاسراء: 23، 24] .

وكل هذه الآيات وغيرها تدل على عظم حق الوالدين، وقد بين الله سبحانه وتعالى حال الأم، وأنها تحمل ولدها وهنا على وهن: أي ضعفاً على ضعف، من حين أن تحمل به إلى أن تضعه وهي في ضعف ومشقة وعناء وكذلك عند الوضع كما قال تعالى: (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ

[ব্যখ্যা]

লেখক —আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন— বলেছেন: পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা বিষয়ক অধ্যায়।

পিতা-মাতা: তাঁরা হলেন জন্মদাতা পিতা ও গর্ভধারিণী মাতা। কুরআন-সুন্নাহর মূল পাঠে (নস) যেভাবে এসেছে তা অনুসরণ করে পিতা-মাতার হকের ক্ষেত্রে 'সদাচরণ' (বিরর) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তদ্রূপ আত্মীয়তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'সম্পর্ক রক্ষা' (সিলাহ) শব্দ ব্যবহার করা

হয়েছে, কারণ এটিও মূল পাঠে এভাবেই এসেছে। আর 'আরহাম' বা আত্মীয় বলতে নিকটাত্মীয়দের বোঝায়।

পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ সর্বোত্তম আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত; বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হকের পর এটিই দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ হক।

লেখক (রহিমাল্লাহ) এই মর্মে অনেক আয়াত উল্লেখ করেছেন, যেমন মহান আল্লাহর বাণী: (তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না, আর পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করো) [নিসা: ৩৬]। এবং মহান আল্লাহর বাণী: (তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করবে) [ইসরা: ২৩]।

এবং মহান আল্লাহর বাণী: (আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সুন্দর ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি) [আনকাবুত: ৮]। এবং মহান আল্লাহর বাণী: (আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতা সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছি; তার মা কষ্টের ওপর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই কাছে) [লুকমান: ১৪]। এবং মহান আল্লাহর বাণী: (তাদের একজন অথবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো। আর মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার ডানা বিছিয়ে দাও এবং বলো: হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে তাঁরা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন) [ইসরা: ২৩, ২৪]।

এই সমস্ত আয়াত এবং এ জাতীয় অন্যান্য দলিল পিতা-মাতার হকের মাহাত্ম্য প্রমাণ করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মায়ের অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাঁর সন্তানকে কষ্টের ওপর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করেন: অর্থাৎ গর্ভধারণের সময় থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত তিনি দুর্বলতার ওপর দুর্বলতা, শ্রম ও কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেন। প্রসবকালেও তাঁর অবস্থা তদ্রূপ হয়, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: (তার মা তাকে কষ্টের সাথে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টের সাথে তাকে প্রসব করেছে...)

كُزْهَا) [الأحقاف: 15] ، كل هذا البيان سبب حفها العظيم.

ثم ذكر الله أشد حالة يكون عليها الوالدان فقال تعالى: (إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ) ؛ لأن الوالدين إذا بلغا الكبر؛ ضعفت نفوسهما، وصارا عالة على الولد، ومع ذلك يقول (إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ) يعني لا تقل إني متضجر منكما؛ بل عاملهما باللطف والإحسان والرفق، ولا تنهرهما إذا تكلمتا، (أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ) يعني: رد عليهما رداً جليلاً لعظم الحق.

ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سأله عبد الله بن مسعود: أي العمل أحب إلى الله؟ قال ((الصلاة على وقتها)) قلت: ثم أي؟ قال ((بر الوالدين)) ، قلت: ثم أي؟ قال: ((الجهاد في سبيل الله)) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة البر بالوالدين مقدمة على مرتبة الجهاد في سبيل الله، قال: ولو استزدته لزادني، وفي هذا دليل على فضل بر الوالدين. فإن قال قائل: ما هو البر؟ قلنا: هو الإحسان إليهما؛ بالقول والفعل والمال بقدر المستطاع، اتقوا الله ما استطعتم، وضد ذلك العقوق.

ثم ذكر الحديث الثاني وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((لا يجزي ولد والداً إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه)) يعني يعتقه بشرائه؛ لأنه فك أباه من رق العبودية للإنسان، وهذا الحديث لا يدل على أن من ملك أباه لا يعتق عليه؛ بل نقول: إن معناه إلا أن يشتريه فيعتقه، أي فيعتقه بشرائه؛ لأن

কষ্টে) [আল-আহকাফ: ১৫], এই সকল বর্ণনা তাদের প্রতি সুমহান সম্মান প্রদর্শনের কারণ।
অতঃপর আল্লাহ পিতা-মাতার সবচেয়ে কঠিন অবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেন: (যদি তাদের
একজন অথবা উভয়ই তোমার নিকট বার্ষিক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের 'উহ' পর্যন্ত বলো না);

কারণ পিতা-মাতা যখন বার্ষিক্যে পৌঁছান, তখন তাদের মন দুর্বল হয়ে যায় এবং তারা সন্তানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। তা সত্ত্বেও তিনি বলেন (সদ্যবহার করো যখন তোমার নিকট বার্ষিক্যে উপনীত হয়), অর্থাৎ তুমি বলবে না যে আমি তোমাদের প্রতি বিরক্ত; বরং তাদের সাথে কোমলতা, সদাচার ও নম্রতার সাথে আচরণ করো। তারা কথা বললে তাদের ধমক দিও না, (কিংবা উভয়ই, তবে বলো না) অর্থাৎ: তাদের সুমহান হকের কারণে তাদের সাথে সুন্দর ও মার্জিত ভাষায় কথা বলো।

অতঃপর তিনি ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদিসটি উল্লেখ করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ যখন নবী (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: আল্লাহর নিকট কোন আমলটি সবচেয়ে প্রিয়? তিনি বললেন: ((সময়মতো সালাত আদায় করা))। আমি বললাম: তারপর কোনটি? তিনি বললেন: ((পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহার))। আমি বললাম: তারপর কোনটি? তিনি বললেন: ((আল্লাহর পথে জিহাদ করা))।

এভাবে নবী (সা.) পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহারের মর্যাদাকে আল্লাহর পথে জিহাদের মর্যাদার অগ্রে স্থান দিয়েছেন। তিনি (ইবনে মাসউদ) বলেন: আমি যদি আরও জিজ্ঞাসা করতাম, তবে তিনি আমাকে আরও বলতেন। এর মধ্যে পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহারের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ নিহিত রয়েছে।

যদি কেউ প্রশ্ন করে: সদ্যবহার কী? আমরা বলব: এটি হলো সাধ্যানুযায়ী কথা, কাজ এবং সম্পদের মাধ্যমে তাদের সাথে সদাচার করা; তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় করো। আর এর বিপরীত বিষয় হলো অবাধ্যতা।

অতঃপর তিনি দ্বিতীয় হাদিসটি উল্লেখ করেন, যা হলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী: ((কোনো সন্তানই তার পিতার হকের পূর্ণ প্রতিদান দিতে পারে না, যদি না সে তাকে দাস হিসেবে পায় এবং তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেয়)) অর্থাৎ ক্রয়ের মাধ্যমেই সে তাকে মুক্ত করে দেয়; কারণ সে তার পিতাকে মানুষের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছে। এই হাদিসটি কেবল এটি নির্দেশ করে না যে, কেউ তার পিতার মালিক হলে সে আপনাআপনি মুক্ত হবে না; বরং আমরা বলব: এর অর্থ হলো তাকে ক্রয় করে মুক্ত করা, অর্থাৎ তার ক্রয়ের মাধ্যমেই সে মুক্ত হয়ে যায়; কারণ...

৪/৩১৫ — তাঁর (আবু হুরায়রা রা.) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করেছেন। যখন তিনি সৃষ্টি সম্পন্ন করলেন, তখন আত্মীয়তার বন্ধন (রহিম) দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল: এটি সেই ব্যক্তির স্থান যে আপনার নিকট আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছে। আল্লাহ বললেন: হ্যাঁ, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, যে তোমার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখব, আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব? আত্মীয়তার বন্ধন বলল: অবশ্যই হে প্রভু। আল্লাহ বললেন: তবে তোমার জন্য তাই নির্ধারিত হলো।” অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: “তোমরা চাইলে পাঠ করতে পারো: (ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। ওরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ লানত করেছেন, ফলে তিনি তাদেরকে বধির করেছেন এবং তাদের দৃষ্টিসমূহকে অন্ধ করে দিয়েছেন।) [সূরা মুহাম্মদ: ২২, ২৩]” (বুখারি ও মুসলিম)।

বুখারির এক বর্ণনায় রয়েছে: আল্লাহ তাআলা বললেন: “যে তোমার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখব। আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব।”

৫/৩১৬ — তাঁর (রা.) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল: হে আল্লাহর রাসূল! আমার উত্তম সাহচর্য লাভের সর্বাধিক হকদার কে? তিনি বললেন: “তোমার মা।” সে জিজ্ঞাসা করল: তারপর কে? তিনি বললেন: “তোমার মা।” সে জিজ্ঞাসা করল: তারপর কে? তিনি বললেন: “তোমার মা।” সে জিজ্ঞাসা করল: তারপর কে? তিনি বললেন: “তোমার পিতা।” (বুখারি ও মুসলিম)।

وفي رواية: قال يا رسول الله ((من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أدناك أدناك))
((والصحابة)) بمعنى: الصحبة. وقوله: ((ثم أباك)) هكذا منصوب بفعل محذوف، أي: ثم برأباك، وفي رواية ((ثم أبوك)) وهذا واضح.

[الشَّرْحُ]

هذان الحديثان في بيان فضل صلة الرحم، والرحم سبق لنا أنهم هم الأقارب، وصلتهم بما جرى به العرف واتبعه الناس؛ لأنه لم يبين في الكتاب والسنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارها؛ لأن النبي صلى عليه الله وسلم لم يقيده بشيء معين، فلم يقيده بأن يأكلوا معك أو يشربوا معك، أو يكتسوا معك؛ أو يسكنوا معك، بل أطلق، ولذلك يرجع فيها للعرف، فما جرى به العرف أنه صلة فهو الصلة، وما تعارف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة، هذا هو الأصل.

فلو فرض أن الأعراف فسدت وصار الناس لا يبالون بالقطيعة، وصارت القطيعة عندهم صلة فلا عبرة بهذا العرف؛ لأن هذا العرف ليس عرفاً إسلامياً، فإن الدول الكافرة الآن لا تتلائم أسرها، ولا يعرف بعضهم بعضاً، حتى إن الإنسان إذا شب ولده وكبر صار مثله مثل الرجل الأجنبي الذي لا يعرف أن له أباً؛ لأنهم لا يعرفون صلة الأرحام، ولا يعرفون حسن الجوار، وكل أمورهم فوضى فاسدة؛ لأن الكفر دمرهم تدميراً والعياذ

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! "উত্তম সাহচর্য পাওয়ার সর্বাধিক হকদার কে? তিনি বললেন: তোমার মা, অতঃপর তোমার মা, অতঃপর তোমার মা, অতঃপর তোমার পিতা, অতঃপর তোমার নিকটাত্মীয়গণ, এরপর যারা অধিকতর নিকটবর্তী।"

"আস-সাহাবাহ" অর্থ হলো সাহচর্য। আর তাঁর বাণী "অতঃপর তোমার পিতাকে" এখানে শব্দটি একটি উহ্য ক্রিয়াপদের কারণে মানসুব (নসবযুক্ত) হয়েছে; অর্থাৎ, অতঃপর তোমার পিতার সাথে সদাচরণ করো। অন্য এক বর্ণনায় "অতঃপর তোমার পিতা" এসেছে এবং বিষয়টি স্পষ্ট।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসদ্বয় আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ফজিলত বর্ণনায় এসেছে। ইতিপূর্বে আমাদের আলোচনা হয়েছে যে, আত্মীয় বলতে নিকটাত্মীয়দের বোঝায়। আর তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়টি প্রচলিত প্রথা এবং মানুষের অনুসরণকৃত রীতির ওপর নির্ভরশীল; কারণ কুরআন ও সুন্নাহতে এর ধরন, প্রকৃতি কিংবা পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের সাথে সীমাবদ্ধ করেননি; যেমন— তারা তোমার সাথে খাবে, পান করবে, পরিধান করবে কিংবা বসবাস করবে এমন কোনো শর্ত তিনি দেননি। বরং তিনি বিষয়টিকে সাধারণ রেখেছেন। তাই এক্ষেত্রে প্রচলিত প্রথার (উরফ) দিকে ফিরে যেতে হবে। অতএব, প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী যা সুসম্পর্ক হিসেবে গণ্য, তাই 'সিলাহ' (সুসম্পর্ক); আর যা মানুষ সম্পর্কচ্ছেদ মনে করে, তাই 'কাতিআহ' (সম্পর্কচ্ছেদ)। এটিই হলো মূলনীতি।

তবে যদি ধরে নেওয়া হয় যে, সামাজিক প্রথা নষ্ট হয়ে গেছে এবং মানুষ সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারে ভ্রক্ষেপ করে না, এমনকি সম্পর্কচ্ছেদকেই তাদের নিকট সুসম্পর্ক মনে হয়—তবে এ জাতীয় প্রথার কোনো গুরুত্ব নেই। কারণ এই প্রথা কোনো ইসলামি প্রথা নয়। বর্তমানে কাফির রাষ্ট্রগুলোর পারিবারিক বন্ধন অটুট নেই এবং তারা একে অপরকে চেনেও না। এমনকি কোনো ব্যক্তির সন্তান যখন প্রাপ্তবয়স্ক ও বড় হয়ে যায়, তখন সে এমন এক পরপুরুষের ন্যায় হয়ে যায় যে তার কোনো পিতা আছে বলে স্বীকারই করে না; কারণ তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে জানে না এবং প্রতিবেশীর সাথে সদ্যবহার সম্পর্কেও অবগত নয়। তাদের সকল বিষয় এক বিশৃঙ্খল ও কলুষিত অবস্থার মধ্যে রয়েছে; কেননা কুফরি তাদের চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে—আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই।

بِالله لكن كلامنا عن المجتمع المسلم المحافظ، فبما عده الناس صلة فهو صلة، وما عدوه قطيعة فهو قطيعة.

وفي حديث أبي هريرة الأول أن الله سبحانه وتعالى تكفل للرحم بأن يصل من وصلها ويقطع من قطعها، وفي هذا الحديث حث وترغيب في صلة الرحم، فإذا أردت أن يصلك الله - وكل إنساك يريد أن يصله ربه - فصل رحبك، وإذا أردت أن يقطعك الله فاقطع رحبك، جزاء وفاقاً، وكلما كان الإنسان لرحمه أوصل؛ كان الله له أوصل، وكلما قصر جاءه من الثوب بقدر ما عمل، لا يظلم الله أحداً.

وذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - قوله سبحانه: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ) فبين سبحانه وتعالى أن الذين يفسدون في الأرض ويقطعون أرحامهم ملعونون والعياذ بالله أي: مطرودون ومبعدون عن رحمة الله، وقد أصمهم الله أي: جعلهم لا يسمعون الحق، ولو سبعوا ما انتفعوا به، وأعمى أبصارهم؛ فلا يرون الحق، ولو رأوه لم ينتفعوا به، فسد عنهم طرق الخير؛ لأن السمع والبصر يوصل المعلومات إلى القلب، فإذا انسد الطريق لم يصل إلى القلب خير، والعياذ بالله.

وقد ذكر أهل العلم من جملة الصلة النفقة على الأقارب، فقالوا: إن الإنسان إذا كان له أقارب فقراء وهو غني وهو وارث لهم، فإنه يلزمه النفقة عليهم؛ كالأخ الشقيق مع أخيه الشقيق، إذا كان الأخ هذا يرثه لو مات فإنه يجب على الوارث أن ينفق على أخيه ما دام غنياً، وأخوه فقيراً عاجزاً عن

আল্লাহর শপথ, তবে আমাদের আলোচনা রক্ষণশীল মুসলিম সমাজ সম্পর্কে। সুতরাং লোকসমাজে যা কিছু আত্মীয়তার সম্পর্কের সংযুক্তি হিসেবে গণ্য হয়, তা-ই সংযুক্তি; আর যা কিছু সম্পর্কচ্ছেদ হিসেবে গণ্য হয়, তা-ই সম্পর্কচ্ছেদ।

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত প্রথম হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আত্মীয়তার সম্পর্কের (রাহিম) জন্য এই নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি একে যুক্ত রাখবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক যুক্ত রাখবেন, আর যে একে ছিন্ন করবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। এই হাদীসে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং আপনি যদি চান আল্লাহ আপনার সাথে সম্পর্ক যুক্ত রাখুন—আর প্রত্যেক মানুষই চায় তার রব তার সাথে সুসম্পর্ক রাখুন—তবে আপনি আপনার আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখুন। আর যদি চান আল্লাহ আপনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করুন, তবে আপনি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করুন; এটি হবে উপযুক্ত প্রতিফল। মানুষ তার আত্মীয়স্বজনের প্রতি যত বেশি সদাচারী ও সম্পৃক্ত হবে, আল্লাহ তার সাথে তত বেশি সুসম্পর্ক রাখবেন। আর মানুষ যত ত্রুটি করবে, তার আমল অনুযায়ী তার প্রতিদান জুটবে; আল্লাহ কারো প্রতি জুলুম করেন না।

লেখক —রাহিমাল্লাহ— মহান আল্লাহর বাণী উল্লেখ করেছেন: (তবে কি তোমাদের নিকট এটিই প্রত্যাশিত যে, যদি তোমরা ক্ষমতা লাভ করো তবে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে? এরাই তারা যাদের প্রতি আল্লাহ লানত করেছেন, অতঃপর তাদের বধির করে দিয়েছেন এবং তাদের দৃষ্টিশক্তিকে অন্ধ করে দিয়েছেন)। এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বর্ণনা করেছেন যে, যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে তারা অভিশপ্ত—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই—অর্থাৎ তারা আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত ও দূরবর্তী। আল্লাহ তাদের বধির করে দিয়েছেন অর্থাৎ তাদের সত্য শ্রবণে অক্ষম করে দিয়েছেন; ফলে তারা শুনলেও তা থেকে উপকৃত হতে পারে না। আর তাদের দৃষ্টিশক্তি অন্ধ করে দিয়েছেন, ফলে তারা সত্য দেখতে পায় না; দেখলেও তা দ্বারা লাভবান হয় না। তাদের জন্য কল্যাণের পথগুলো রুদ্ধ হয়ে গেছে; কারণ শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিই হৃদয়ে তথ্য পৌঁছে দেয়, আর যখন এই পথগুলো বন্ধ হয়ে যায়, তখন হৃদয়ে কোনো কল্যাণ পৌঁছায় না; আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

উলামায়ে কেরাম আত্মীয়তার সম্পর্কের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করতে গিয়ে নিকটাত্মীয়দের ভরণপোষণ ও ব্যয়নির্বাহের বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলেছেন: যদি কোনো ব্যক্তির অভাবী নিকটাত্মীয় থাকে আর সে নিজে সম্পদশালী হয় এবং তাদের উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্য হয়, তবে তাদের জন্য ব্যয় করা তার ওপর আবশ্যিক। যেমন আপন ভাইয়ের সাথে তার

আপন ভাইয়ের সম্পর্ক; যদি এই ভাইটি মারা গেলে অপর ভাই উত্তরাধিকারী হয়, তবে সম্পদশালী ভাইয়ের ওপর তার অতাবী ও অক্ষম ভাইয়ের জন্য ব্যয় করা ওয়াজিব।

(ص: 187) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

التكسب، فإن هذا من جملة الصلة.
وقالوا أيضاً: إن من جملة الإنفاق أنه إذا احتاج إلى النكاح فإنه يزوجه؛ لأن إعفاف الإنسان من أشد الحاجات.

وعلى هذا فإذا كان للإنسان أخ شقيق ولا يرثه إلا أخوه، وأخوه غني وهو فقير عاجز عن التكسب، وجب عليه أن ينفق عليه طعاماً وشراباً وكسوة ومسكناً ومركوباً إذا كان يحتاجه، وأن يزوجه أيضاً إذا احتاج إلى النكاح؛ لأن الإعفاف من أشد الحاجات في صلة الرحم.

وهذه الأمور يجب على الإنسان إذا كان لا يعلم عنها شيئاً أن يسأل أهل العلم حتى يدلوه على الحق؛ لقوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) [الأنبياء: 7]

والحديث الثاني في بيان أحق الناس بحسن صحبة الإنسان، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أحق الناس بذلك الأم، فأعيد عليه السؤال فقال: أمك مرة ثانية، كمر ذلك ثلاث مرات، ثم بعد ذلك الأب؛ لأن الأم حصل عليها من العناء والمشقة للولد ما لم يحصل لغيرها؛ حملته أمه وهنا على وهن، حملته كرهاً ووضعته كرهاً، وفي الليل تمهد وتهده حتى ينام، وإذا أتاه ما يؤلمه لم تنم الليلة حتى ينام. ثم

إنها تفديه بنفسها بالتدفئة عند البرد، والتبريد عند الحر وغير ذلك، فهي أشد عناية من الأب بالطفل، ولذلك كان حقها مضاعفاً ثلاث مرات على حق الأب. ثم إنها أيضاً ضعيفة أنثى لا تأخذ بحقها، فلهذا أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم

উপার্জন (অক্ষম হলে), তবে এটি আত্মীয়তার সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত।

এবং উলামায়ে কেরাম আরও বলেছেন: ব্যয়ভার বহনের অন্তর্ভুক্ত হলো, যদি সে বিবাহের প্রয়োজন বোধ করে তবে তাকে বিবাহ করানো; কারণ মানুষের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা অন্যতম তীব্র প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত।

এর ভিত্তিতে, যদি কোনো ব্যক্তির একজন সহোদর ভাই থাকে এবং সেই ভাই ছাড়া তার আর কোনো উত্তরাধিকারী না থাকে, আর ভাইটি যদি সচ্ছল হয় কিন্তু সে নিজে দরিদ্র ও উপার্জনে অক্ষম হয়, তবে তার জন্য খাদ্য, পানীয়, পোশাক, বাসস্থান এবং প্রয়োজন হলে যানবাহনের ব্যবস্থা করা তার (সচ্ছল ভাইয়ের) ওপর ওয়াজিব। তেমনিভাবে সে যদি বিবাহের প্রয়োজন বোধ করে তবে তাকে বিবাহ করানোও ওয়াজিব; কারণ চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন, যা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার অন্তর্ভুক্ত।

আর এই বিষয়গুলো সম্পর্কে মানুষের যদি জানা না থাকে, তবে তার কর্তব্য হলো আলেমদের নিকট জিজ্ঞাসা করা যাতে তাঁরা তাকে সত্যের পথ দেখাতে পারেন; মহান আল্লাহর বাণীর কারণে: (তোমার পূর্বে আমি পুরুষদেরই রসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি, যাদের কাছে আমি ওহী পাঠাতাম। সুতরাং তোমরা যদি না জানো তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করো) [আল-আম্বিয়া: ৭]

দ্বিতীয় হাদিসটি মানুষের উত্তম সাহচর্য লাভের ক্ষেত্রে সর্বাধিক অধিকারীর বর্ণনায়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বর্ণনা করেছেন যে, মানুষের মধ্যে এর সবচেয়ে বেশি হকদার হলেন মা। পুনরায় প্রশ্ন করা হলে তিনি দ্বিতীয়বার বললেন: তোমার মা। এভাবে তিনি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন, তারপর বললেন পিতার কথা। কারণ সন্তানের জন্য মা যে পরিমাণ ক্লেশ ও শ্রম স্বীকার করেছেন তা অন্য কেউ করেনি; তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করেছেন, অত্যন্ত কষ্টের সাথে তাকে প্রসব করেছেন। রাতে তিনি তার বিছানা গুছিয়ে দেন এবং তাকে শান্ত করেন যতক্ষণ না সে ঘুমিয়ে পড়ে। যদি তার কোনো কষ্ট হয়, তবে সে না ঘুমানো পর্যন্ত মা সারা রাত ঘুমান না। আবার শীতকালে নিজে কষ্ট সয়ে তাকে উষ্ণ

রাখেন এবং গরমকালে শীতল রাখার ব্যবস্থা করেন। সুতরাং শিশুর প্রতি পিতার চেয়ে মায়ের যত্ন ও মনোযোগ অনেক বেশি, এ কারণেই মায়ের হক পিতার হকের তুলনায় তিনগুণ বেশি করা হয়েছে।

তদুপরি তিনি একজন দুর্বল নারী হওয়ায় নিজের হক নিজে আদায় করে নিতে পারেন না, তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ব্যাপারে বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন।

(ص: 188) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ثلاث مرات، وأوصى أشد بالأب مرة واحدة. وفي هذا الحث على أن يحسن الإنسان صحبة أمه وصحبة أبيه أيضاً بقدر المستطاع. أعاننا الله والمسلمين على ذلك. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصالح ووصلنا والمسلمين بفضله وإحسانه.

318/7. وعنه رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون على فقال: ((لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك)) رواه مسلم.

((وتسفهم)) بضم التاء وكسر السين المبهلة وتشديد الفاء، ((والمل)) بفتح الميم، وتشديد اللام وهو الرماد الحار: أي كأنما تطعمهم الرماد الحار وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق أكل الرماد الحار من الألم، ولا شيء على هذا

المحسن إليهم، لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه، وإدخالهم الأذى عليه
والله أعلم.

319/8. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من
أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره؛ فليصل رحمه)) متفق عليه.

তিনবার, এবং পিতার ব্যাপারে একবার অধিকতর গুরুত্বসহকারে অসিয়ত করেছেন। এতে মানুষকে তার মায়ের সঙ্গে এবং সামর্থ্য অনুযায়ী পিতার সঙ্গেও সদ্যবহার ও উত্তম সাহচর্য বজায় রাখার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ আমাদের এবং সকল মুসলিমকে এর তাওফিক দান করুন।

আল্লাহ সকলকে সেই কাজের তাওফিক দিন যাতে কল্যাণ ও সংশোধন রয়েছে এবং তাঁর অনুগ্রহ ও করুণার মাধ্যমে আমাদের ও সকল মুসলিমকে হেদায়েতের পথে যুক্ত করুন।

* * *

৭/৩১৮ — তাঁর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহর রাসুল! আমার এমন কিছু আত্মীয় আছে যাদের সঙ্গে আমি সম্পর্ক বজায় রাখি কিন্তু তারা আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে; আমি তাদের প্রতি ইহসান করি কিন্তু তারা আমার সাথে মন্দ আচরণ করে; আমি তাদের প্রতি ধৈর্য ধারণ করি কিন্তু তারা আমার সাথে মূর্খসুলভ আচরণ করে। তখন তিনি বললেন: "তুমি যা বললে যদি সত্যিই তেমন হয়ে থাকে, তবে তুমি যেন তাদের মুখে উত্তপ্ত ছাই ঢেলে দিচ্ছ। আর যতক্ষণ তুমি এই অবস্থায় অটল থাকবে, ততক্ষণ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে তোমার সাথে একজন সাহায্যকারী সর্বদা নিয়োজিত থাকবেন।" (মুসলিম)। "তুসিফফুহুম" শব্দটিতে 'তা' বর্ণে পেশ, 'সিন' বর্ণে যের এবং 'ফা' বর্ণে তাশদিদ রয়েছে। "আল-মাল্লু" শব্দটিতে 'মিম' বর্ণে জবর এবং 'লাম' বর্ণে তাশদিদ রয়েছে, যার অর্থ উত্তপ্ত ছাই। অর্থাৎ তুমি যেন তাদের উত্তপ্ত ছাই খাওয়াচ্ছ। উত্তপ্ত ছাই ভক্ষণকারী যে পরিমাণ যন্ত্রণা ভোগ করে, তাদের ওপর অর্পিত গুনাহকে সেই যন্ত্রণার সাথে এখানে তুলনা করা হয়েছে। এতে এই উপকারকারীর কোনো দোষ নেই, বরং তাদের প্রাপ্য আদায়ে অবহেলা করা এবং তাকে কষ্ট দেওয়ার কারণে তারা মহা পাপের ভাগী হবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

৮/৩১৯ — আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি তার রিজিকে প্রশস্ততা এবং আয়ু বৃদ্ধি কামনা করে, সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

(ص: 189) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ومعنى ((ينسأ له في أثره)): أي يؤخر له في أجله وعمره.
320/9 - وعنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بئرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها، ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت هذه الآية: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ) [آل عمران: 92]، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ) وإن أحب مالي إلي بئرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله، حيث أراك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح! وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين)) فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عبه. متفق عليه.

وسبق بيان ألفاظه في باب الإنفاق مما يحب.

321/10 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله

تعالى. قال: ((فهل لك من والديك أحد حي؟)) قال: نعم بل كلاهما قال: ((فتبتغي الأجر من الله تعالى؟)) قال: نعم. قال: ((فارجع إلى والديك، فأحسن صحبتهما)) متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.

এবং "তার আয়ু বৃদ্ধি করা হয়" এর অর্থ হলো: তার মৃত্যু ও জীবনকাল বিলম্বিত করা হয়।
৯/৩২০ — তাঁর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবু তালহা মদিনার আনসারদের মধ্যে খেজুর বাগানের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি সম্পদের মালিক ছিলেন। তাঁর সব সম্পদের মধ্যে 'বাইরুহা' নামক বাগানটি তাঁর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ছিল। এটি মসজিদের ঠিক সামনেই অবস্থিত ছিল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে প্রবেশ করতেন এবং সেখানকার সুপেয় পানি পান করতেন। যখন এই আয়াতটি নাজিল হলো: (তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে ব্যয় করো। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।) [আলে ইমরান: ৯২], তখন আবু তালহা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দাঁড়িয়ে নিবেদন করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! মহান আল্লাহ তো ইরশাদ করেছেন: (তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে ব্যয় করো। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।) আর আমার সম্পদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় হলো 'বাইরুহা'। এটি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সদকা হিসেবে উৎসর্গ করলাম। আমি আল্লাহর কাছে এর পুণ্য ও পরকালীন পাথেয় আশা করি। অতএব হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এটি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী যেখানে ভালো মনে করেন, ব্যয় করুন। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "সাবাশ! এটি অত্যন্ত লাভজনক সম্পদ, এটি অত্যন্ত লাভজনক সম্পদ! তুমি যা বলেছ তা আমি শুনেছি। আমি মনে করি তুমি এটি তোমার নিকটাত্মীয়দের মাঝে বণ্টন করে দাও।" তখন আবু তালহা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাই করব। অতঃপর আবু তালহা বাগানটি তাঁর আত্মীয়স্বজন ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। (বুখারি ও মুসলিম)।
এর শব্দার্থসমূহের বিশদ আলোচনা পূর্বে 'প্রিয় বস্তু থেকে ব্যয়' শীর্ষক অধ্যায়ে অতিবাহিত হয়েছে।

১০/৩২১ — আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন: আমি হিজরত ও জিহাদের ওপর আপনার নিকট বায়াত গ্রহণ করছি এবং এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর নিকট প্রতিদান আশা করছি। নবীজি জিজ্ঞেস করলেন: "তোমার পিতা-মাতার কেউ কি জীবিত আছেন?" তিনি বললেন: হ্যাঁ, বরং উভয়েই জীবিত। নবীজি বললেন: "তবে কি তুমি আল্লাহর নিকট প্রতিদান পেতে চাও?" তিনি বললেন: হ্যাঁ। নবীজি বললেন: "তবে তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করো।" (বুখারি ও মুসলিম, আর এটি মুসলিমের শব্দ বিন্যাস)।

(ম: ১৯০) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وفي رواية لهما: جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال: ((أحي والداك؟ قال: نعم قال: ((ففيهما جاهد))

322/11 - وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس الواصل بالكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمة وصلها)) رواه البخاري. و ((قطعت)) بفتح القاف والطاء. و ((رحمة)) مرفوع.

323 /12 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطع الله)) متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث في بيان فضيلة صلة الرحم، وأن الإنسان الواصل ليس المكافئ الذي إذا وصله أقاربه وصلهم، ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فتكون صلته لله لا مكافأة لعباد الله، ولا من أجل أن ينال بذلك مدحاً عن الناس، قال

النبي صلى الله عليه وسلم: ((ليس الواصل بالمكافئ)) يعني بالذي إذا وصله أقربيه
وصلهم مكافأة لهم، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.
وكذلك أيضاً في هذه الأحاديث أن الرحم متعلقة بالعرش.

বুখারি ও মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে: এক ব্যক্তি এসে তাঁর কাছে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ।" তিনি বললেন: "তবে তাদের সেবায় শ্রম দিয়ে জিহাদ করো।"

১১/৩২২ — তাঁর থেকেই বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "প্রতিদান প্রদানকারী ব্যক্তি প্রকৃত আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী নয়; বরং প্রকৃত আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী সেই ব্যক্তি, যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হলে সে তা পুনরায় জোড়া দেয়।" (বুখারি এটি বর্ণনা করেছেন)।

এবং 'কুতিত' শব্দটি ক্বাফ ও ত-বর্ণে জবরসহ (কর্মবাচ্য)। আর 'রাহিমুল্ল' শব্দটি রফ' বা পেশযুক্ত।

১২/৩২৩ — আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আত্মীয়তার বন্ধন (রহিম) আরশের সাথে ঝুলন্ত থাকে এবং বলতে থাকে: যে ব্যক্তি আমাকে যুক্ত রাখবে, আল্লাহ তাকে (নিজের রহমতের সাথে) যুক্ত রাখবেন; আর যে আমাকে ছিন্ন করবে, আল্লাহ তাকে (নিজ রহমত থেকে) ছিন্ন করবেন।" (বুখারি ও মুসলিম এ বিষয়ে একমত হয়েছেন)।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসগুলো আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার ফজিলত বর্ণনা করে। আর এটিও স্পষ্ট করে যে, প্রকৃত আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী সেই ব্যক্তি নয় যে কেবল প্রতিদান হিসেবে সম্পর্ক রক্ষা করে—অর্থাৎ যখন তার আত্মীয়রা তার সাথে সুসম্পর্ক রাখে তখন সেও তাদের সাথে রাখে। বরং প্রকৃত আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী হলো সেই ব্যক্তি, যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা সত্ত্বেও সে তা রক্ষা করে। ফলে তার এই সম্পর্ক রক্ষা হবে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আল্লাহর বান্দাদের থেকে কোনো বিনিময়ের জন্য নয় এবং মানুষের প্রশংসা কুড়ানোর জন্য নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "প্রতিদান প্রদানকারী ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী নয়।" অর্থাৎ সেই ব্যক্তি নয় যে কেবল আত্মীয়রা তার সাথে সুসম্পর্ক রাখলে

বিনিময়ে সুসম্পর্ক বজায় রাখে। বরং প্রকৃত রক্ষাকারী তো সেই ব্যক্তি, যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরও সে তা বজায় রাখে।

একইভাবে এই হাদিসগুলোতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, আত্মীয়তার বন্ধন আরশের সাথে সম্পৃক্ত বা ঝুলন্ত থাকে,

(ص: 191) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

تقول: ((من وصلني؛ وصله الله ومن قطعني؛ قطعه الله)) ، وهذا يحتمل أن يكون خبراً وأن يكون دعاءً، يعني يحتمل أن الرحم تخبر بهذا أو تدعو الله عز وجل به، وعلى كل حال فهو دليل على عظم شأن الرحم وصلتها، وأنها تحت العرش تدعو بهذا الدعاء، أو تخبر بهذا الخبر.

ثم ذكر المؤلف حديث الرجل الذي كان يحسن إلى قرابته فيسيئون إليه، ويصلهم فيقطعونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن كنت)) : يعني كما تقول ((فكأنما تسفهم المل)) ، والملّ: هو الرماد الحار، وتسفهم: يعني تجعله في أفواههم، والمعنى: أنك كأنما ترغبهم بهذا الرماد الحار عقوبة لهم، ولا يزال لك من الله عليهم ظهير، يعني عون عليهم مآدمت على ذلك، أي تصلهم وهم يقطعونك. فكل هذه الأحاديث وما شابهها تدل على أنه يجب على الإنسان أن يصل رحمه وأقاربه بقدر ما يستطيع، وبقدر ما جرى به العرف، ويحذر من قطيعة الرحم.

325/14. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت على أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: قدمت على أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: ((نعم صلي أمك)) متفق عليه.

সে (আত্মীয়তার বন্ধন) বলে: "যে ব্যক্তি আমার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবেন; আর যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।" এটি সংবাদ (বিরূতি) হওয়ার সম্ভাবনা রাখে আবার দুয়া (প্রার্থনা) হওয়ার সম্ভাবনাও রাখে। অর্থাৎ, হতে পারে আত্মীয়তার বন্ধন এই সংবাদ দিচ্ছে অথবা এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছে। যাই হোক না কেন, এটি আত্মীয়তার বন্ধন এবং তা রক্ষা করার মহান মর্যাদার এক অকাট্য দলিল। এটি আরশের নিচে অবস্থান করে এই দুয়া করে অথবা এই সংবাদ প্রদান করে।

অতঃপর লেখক সেই ব্যক্তির হাদিসটি উল্লেখ করেছেন, যে তার আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদাচরণ করত কিন্তু তারা তার সাথে দুর্ব্যবহার করত, এবং সে তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখত অথচ তারা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করত। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন: "তুমি যদি এমনটিই হও"—অর্থাৎ যেমনটি তুমি বলছ—"তবে তুমি যেন তাদের মুখে উত্তপ্ত ছাই ঢেলে দিচ্ছ।" আর 'আল-মালা' হলো উত্তপ্ত ছাই। আর 'তুসিফফুহুম' মানে হলো তুমি তা তাদের মুখে পুরে দিচ্ছ। এর মর্মার্থ হলো: তুমি যেন তাদের শাস্তিস্বরূপ এই উত্তপ্ত ছাই গ্রহণে বাধ্য করছ। আর যতক্ষণ তুমি এই অবস্থায় অটল থাকবে, ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য একজন সাহায্যকারী থাকবে। অর্থাৎ, যতক্ষণ তুমি তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে অথচ তারা তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, ততক্ষণ আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য সাহায্য অব্যাহত থাকবে।

এই সকল হাদিস এবং এর সমজাতীয় বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে যে, মানুষের জন্য তার সাধ্য অনুযায়ী এবং প্রচলিত সামাজিক প্রথা অনুযায়ী আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা আবশ্যিক, এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার ব্যাপারে সতর্ক থাকা জরুরি।

১৪/৩২৫ — আসমা বিনতে আবু বকর আস-সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সময়ে আমার মা আমার নিকট আসলেন, তখন তিনি মুশরিক ছিলেন। আমি আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট ফতোয়া চেয়ে জিজ্ঞেস করলাম: আমার মা আমার কাছে এসেছেন, তিনি (আমার সাথে সুসম্পর্ক বা সাহায্য) কামনা করছেন; আমি কি আমার মায়ের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখব? তিনি বললেন: "হ্যাঁ, তুমি তোমার মায়ের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখো।" (বুখারি ও মুসলিম)।

(ম: 192) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وقولها: ((راغبة)) أي: طامعة عندي تسألني شيئاً؛ قيل: كانت أمها من النسب، وقيل: من الرضاعة، والصحيح الأول.

326/15 - وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن)) قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأتته، فسأله، فإن كان ذلك يجزئني عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل أئتيه أنت، فأنطلقت، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال فقلنا له: أئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن، فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من هما))

قال امرأة من الأنصار وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أي الزيانب هي؟)) قال: امرأة عبد الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لهما أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة)) متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف فيما نقله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها: إن أمها قدمت عليها المدينة وهي راغبة فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم هل

এবং তাঁর কথা: "আগ্রহী" অর্থাৎ আমার নিকট কোনো কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষী বা সাহায্য প্রার্থিনী; বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর জন্মদাত্রী মাতা ছিলেন, আবার বলা হয়েছে যে, তিনি দুগ্ধমাতা ছিলেন, তবে প্রথম মতটিই বিশুদ্ধ।

১৫/৩২৬ — এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী জয়নাব আস-সাকাফিয়া (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের ওপর সন্তুষ্ট হোন) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) ইরশাদ করেছেন: "হে নারী সমাজ! তোমরা দান-সদকা করো, যদিও তা তোমাদের অলঙ্কার থেকে হয়।" তিনি বলেন: অতঃপর আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কাছে ফিরে গিয়ে তাঁকে বললাম: আপনি একজন অভাবী মানুষ, আর রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) আমাদের সদকা করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আপনি তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন, যদি তা আমার পক্ষ থেকে (আপনার ওপর ব্যয় করলে) যথেষ্ট হয় তবে ভালো, অন্যথায় আমি তা অন্য কাউকে দিয়ে দেব। আবদুল্লাহ বললেন: বরং তুমিই তাঁর কাছে যাও। তখন আমি গেলাম এবং দেখলাম রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক)-এর দরজায় একজন আনসারী মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন, যাঁর প্রয়োজন ছিল আমার প্রয়োজনের মতোই। রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক)-এর ওপর এক বিশেষ গান্ধীর্ষ ও প্রভাব ছিল। এমতাবস্থায় বিলাল আমাদের কাছে বের হয়ে এলেন, আমরা তাঁকে বললাম: আপনি রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক)-এর কাছে গিয়ে সংবাদ দিন যে, দরজায় দুইজন মহিলা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছেন— তাঁদের পক্ষ থেকে তাঁদের স্বামীদের ওপর এবং তাঁদের লালন-পালনে থাকা ইয়াতীমদের ওপর

সদকা করা কি যথেষ্ট হবে? আর আমরা কারা তা তাঁকে বলবেন না। অতঃপর বিলাল রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক)-এর কাছে প্রবেশ করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) তাঁকে বললেন: "তারা কারা?" তিনি বললেন: একজন আনসারী মহিলা এবং জয়নাব। রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) বললেন: "কোন জয়নাব?" তিনি বললেন: আবদুল্লাহর স্ত্রী। তখন রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) বললেন: "তাদের জন্য দুটি প্রতিদান রয়েছে: আত্মীয়তার প্রতিদান এবং সদকার প্রতিদান।" (বুখারী ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার আসমা বিনতে আবু বকর (আল্লাহ তাঁর ও তাঁর পিতার ওপর সন্তুষ্ট হোন) থেকে যা বর্ণনা করেছেন তাতে বলা হয়েছে: তাঁর মা মদীনায় তাঁর কাছে এসেছিলেন এমতাবস্থায় যে তিনি ছিলেন সাহায্যপ্রার্থিনী। তখন তিনি নবী (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক)-এর কাছে ফতোয়া চাইলেন যে...

(ص: 193) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

تصلها أم لا؟ وقالت: يا رسول الله، إني أُمِّي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ فأمرها أن تصلها.

وقولها: ((وهي راغبة)) قال بعض العلماء معناها: وهي راغبة في الإسلام؛ فيكون الأمر بصلتها من أجل تأليفها على الإسلام، وقيل: بل معنى قولها: وهي راغبة في أن أصلها، ومتطلعة إلى ذلك، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلها، وهذا هو الأقرب أنها جاءت تتشوق وتتطلع إلى أن تعطيها ابنتها ما شاء الله.

ففي هذا دليل على أن الإنسان يصل أقاربه ولو كانوا على غير الإسلام؛ لأن لهم حق القرابة، ويدل لهذا قوله تعالى في سورة لقمان: (وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) [لقمان: 15]، يعني إن أمرك والداك وألحا في الطلب على أن تشرك بالله فلا تطعهما؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن صاحبها في الدنيا معروفًا، أي أعطهم من الدنيا ما يجب لهم من الصلة، ولو كانوا كافرين أو فاسقين؛ لأن لها حق القرابة.

وهذا الحديث يدل على ما دلت عليه الآية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسياء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أن تصل أمها مع أنها كافرة. ثم إن صلة الأقارب بالصدقة يحصل بها أجران: أجر الصدقة، وأجر الصلة، ودليل ذلك حديث زينب بنت مسعود الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة، فرجعت إلى بيتها وكان زوجها عبد الله بن مسعود خفيف ذات اليد يعني أنه ليس عنده مال.

তিনি তাঁর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবেন কি না? তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা এসেছেন এবং তিনি সাহায্যপ্রার্থী, আমি কি তাঁর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখব? তখন তিনি তাঁকে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দিলেন।
তাঁর উক্তি: ((তিনি রাবিগাহ (প্রত্যাশী))) - এ সম্পর্কে কোনো কোনো আলেম বলেছেন এর অর্থ হলো: তিনি ইসলামের প্রতি আগ্রহী; এমতাবস্থায় তাঁর সাথে সদ্যবহারের নির্দেশটি ছিল ইসলামের প্রতি তাঁর অন্তরকে ধাবিত করার উদ্দেশ্যে। আবার বলা হয়েছে: বরং তাঁর উক্তির অর্থ হলো: তিনি আমার নিকট থেকে সদাচরণ ও সাহায্য প্রত্যাশা করছেন এবং তিনি এর প্রতি মুখাপেক্ষী ছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দিলেন। আর এটিই অধিকতর সঠিক যে, তিনি এই আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিলেন যেন তাঁর কন্যা তাঁকে সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু দান করেন।

এতে এই প্রমাণ রয়েছে যে, মানুষ তার আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে যদিও তারা অমুসলিম হয়; কারণ তাদের আত্মীয়তার অধিকার রয়েছে। এর সপক্ষে মহান আল্লাহর

বাণী যা সূরা লুকমানে রয়েছে: (আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরিক করতে বাধ্য করে যার কোনো জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না; কিন্তু পৃথিবীতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে) [লুকমান: ১৫]। অর্থাৎ, যদি তোমার পিতামাতা তোমাকে আল্লাহর সাথে শরিক করার আদেশ দেয় এবং সে বিষয়ে পীড়াপীড়ি করে, তবে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না; কারণ স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির কোনো আনুগত্য নেই। তবে পার্থিব জীবনে তাদের সাথে সদ্যবহার করবে, অর্থাৎ আত্মীয়তার সূত্রে তাদের প্রাপ্য হক প্রদান করবে, যদিও তারা কাফির বা ফাসিক হয়; কেননা তাদের আত্মীয়তার অধিকার রয়েছে। এই হাদিসটি সেই বিষয়েরই নির্দেশ করে যা উক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আর তা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমা বিনতে আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে তাঁর মায়ের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, অথচ তিনি কাফির ছিলেন।

অতঃপর আত্মীয়-স্বজনকে সদকা প্রদানের মাধ্যমে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করলে দুটি নেকি অর্জিত হয়: সদকার নেকি এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার নেকি। এর প্রমাণ হলো আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর স্ত্রী জয়নব বিনতে মাসউদ আস-সাকাফিয়্যার বর্ণিত হাদিস যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের সদকা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর গৃহে ফিরে এলেন, আর তাঁর স্বামী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ছিলেন অসচ্ছল, অর্থাৎ তাঁর নিকট পর্যাপ্ত ধন-সম্পদ ছিল না।

(ص: 194) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

فأخبرته، فطلب منها أن تتصدق عليه، وعلى أيتام كانوا في حاجتها، ولكنه أشكل عليها الأمر فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه، فلما وصلت إلى بيته وجدت عنده امرأة من الأنصار، حاجتها كحاجة زينب، تريد أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن تتصدق على زوجها ومن في بيتها.

ফরজ বলাল وكان النبي صلى الله قد أعطاه الله المهابة العظيمة، وكل من رآه هابه، لكنه من خالطه معاشرة أحبه وزالت عنه الهيبة، لكن أول ما يراه الإنسان يهابه هيبة عظيمة، فإذا خالطه وعاشره أحبه وألفه صلى الله عليه وسلم، فخرج بلال فسألها عن حاجتها فأخبرته أنها يسألان النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجوز الصدقة على أزواجهما ومن في بيتهما؟ ولكنها قالتا له: لا تخبر الرسول صلى الله عليه وسلم من هما؛ أحبنا أن تختفيا.

فدخل بلال على النبي صلى الله وأخبره وقال: إن بالبواب امرأتين حاجتهما كذا وكذا، فقال: من هما؟ وحينئذ وقع بلال بين أمرين بين أمانة ائتمنته عليها المرأتان؛ حيث قالتا: لا تخبره من نحن، ولكن الرسول قال من هما؟ قال: امرأة من الأنصار، وزينب.

فقال: أي الزيانب؟ حيث اسم زينب كثير، فقال: امرأة عبد الله، وكان عبد الله بن مسعود خادماً للرسول صلى الله عليه وسلم يدخل بيته حتى بلا استئذان، وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم أهله وعرف حاله.

وهو إنما أخبره مع قولها له لا تخبره؛ لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة مقدمة على طاعة كل أحد.

فقال: إن صدقتهما على هؤلاء صدقة وصلة، يعني فيها أجران: أجر

অতঃপর তিনি তাঁকে অবহিত করলেন, তখন তিনি তাঁর কাছে চাইলেন যেন তিনি তাঁর ওপর এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকা ইয়াতীমদের ওপর সদকা প্রদান করেন। কিন্তু বিষয়টি তাঁর কাছে অস্পষ্ট মনে হলো, তাই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করার জন্য গেলেন। যখন তিনি তাঁর ঘরে পৌঁছালেন, তখন সেখানে জনৈক আনসারী মহিলাকে দেখতে পেলেন, যাঁর উদ্দেশ্য ছিল যয়নবেরই অনুরূপ। তিনিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলেন যে, তিনি কি তাঁর স্বামী এবং তাঁর ঘরে যারা আছে তাদের ওপর সদকা করতে পারবেন?

অতঃপর বিলাল বেরিয়ে এলেন। আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক মহান গান্ধীর্ষ দান করেছিলেন; যে কেউ তাঁকে দেখত, সে-ই তাঁকে সমীহ করত। তবে যে ব্যক্তি তাঁর সাথে মেলামেশা ও উঠাবসা করত, সে তাঁকে ভালোবেসে ফেলত এবং সেই প্রভাবজনিত ভীতি দূরীভূত হয়ে যেত। কিন্তু মানুষ প্রথম দর্শনেই তাঁকে অত্যন্ত গান্ধীর্ষের সাথে দেখত। অতঃপর যখন সে তাঁর সাথে মেলামেশা ও জীবন অতিবাহিত করত, তখন তাঁকে ভালোবাসত এবং তাঁর প্রতি অনুরক্ত হতো (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। বিলাল বেরিয়ে তাঁদের উভয়ের প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা তাঁকে জানালেন যে, তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করতে চান: তাঁদের স্বামী এবং তাঁদের ঘরে যারা আছে, তাদের ওপর কি সদকা করা বৈধ? তবে তাঁরা তাঁকে বলেছিলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলবেন না যে তাঁরা কারা; তাঁরা নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে চেয়েছিলেন।

অতঃপর বিলাল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রবেশ করলেন এবং তাঁকে সংবাদ দিয়ে বললেন: দরজায় দুজন মহিলা আছেন যাঁদের প্রয়োজন এই এই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: তাঁরা কারা? তখন বিলাল দুটি বিষয়ের মাঝে পড়ে গেলেন; একদিকে সেই আমানত যা মহিলা দুজন তাঁর কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন এই বলে যে, 'আমাদের পরিচয় দেবেন না', কিন্তু অন্যদিকে রাসূল জিজ্ঞেস করেছেন 'তাঁরা কারা?' তিনি বললেন: জনৈক আনসারী মহিলা এবং যয়নব।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন: কোন যয়নব? যেহেতু যয়নব নামধারী অনেকেই ছিলেন। তিনি বললেন: আবদুল্লাহর স্ত্রী। আর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন খাদেম, যিনি অনুমতি ছাড়াই তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেন; ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবার ও অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

মহিলাদের বারণ করা সত্ত্বেও তিনি মূলত তাঁকে জানিয়েছিলেন; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা ওয়াজিব এবং তা অন্য যে কারো নির্দেশের ওপর অগ্রগণ্য।

তিনি বললেন: এদের ওপর তাদের এই দান একইসাথে সদকা এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা, অর্থাৎ এতে দুটি সওয়াব রয়েছে: একটি সওয়াব

الصدقة، وأجر الصلة؛ فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على أولاده عند الحاجة، ويتصدق على زوجته، وكذلك الزوجة تتصدق على زوجها، وأن الصدقة عليهم صدقة وصلة.

أما الزكاة فإن كان مما يجب على الإنسان أن يدفعه فإنه لا يصح أن يدفع إليهم الزكاة، مثل لو كانت الزكاة لدفع حاجتهما من نفقة، وهو ممن تجب عليه النفقة، وماله يتحمل، فإنه لا يجوز له أن يعطيها من الزكاة، أما إذا كان ممن لا يجب عليه، كما لو قضى ديناً عن أبيه أو عن ابنه أو زوجته، أو قضت ديناً على زوجها فإن ذلك لا بأس به إذا كان المدين حياً، أما إذا كان المدين ميتاً فلا يقضي عنه إلا تبرعاً، أو من التركة، ولا يقضي عنه من الزكاة.

327/16 - وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه، في حديثه الطويل في قصة هرقل: أن هرقل قال لأبي سفيان: فماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت: يقول: ((اعبدوا الله وحده، ولا تشركوا به شيئاً، واتركوا ما يقول آباءكم، ويأمرنا بالصلاة، والصدق، والعفاف، والصلة)) متفق عليه.

328 / 18 - وعن أبي ذر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنكم ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط)).

সদকাহ এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার সওয়াব; এটি প্রমাণ করে যে, প্রয়োজনে নিজের সন্তানদের সদকাহ প্রদান করা এবং স্ত্রীর ওপর সদকাহ করা মানুষের জন্য বৈধ। অনুরূপভাবে, স্ত্রীও তার স্বামীকে সদকাহ দিতে পারে। আর তাদের ওপর কৃত সদকাহ হলো একইসাথে সদকাহ এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা।

পক্ষান্তরে যাকাতের ক্ষেত্রে, যদি তা এমন হয় যা প্রদান করা মানুষের ওপর ওয়াজিব, তবে তাদের যাকাত প্রদান করা শুদ্ধ হবে না। যেমন যাকাত যদি তাদের ভরণপোষণের প্রয়োজন মেটানোর জন্য হয় এবং ভরণপোষণ প্রদান করা ঐ ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব হয় ও তার সম্পদও সেই ভার বহনে সক্ষম হয়, তবে তাদের যাকাত থেকে প্রদান করা জায়েজ নয়। তবে যদি তা এমন বিষয় হয় যা তার ওপর ওয়াজিব নয়, যেমন সে যদি তার পিতা, পুত্র বা স্ত্রীর পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করে, অথবা স্ত্রী তার স্বামীর পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করে, তবে ঋণগ্রহীতা জীবিত থাকলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি মৃত হয়, তবে তার ঋণ ঐচ্ছিক দান অথবা পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে পরিশোধ করতে হবে, যাকাত থেকে পরিশোধ করা যাবে না।

১৬/৩২৭ — আবু সুফিয়ান সাখর ইবনে হারব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, হেরাক্লিয়াসের দীর্ঘ ঘটনার হাদীসে রয়েছে: হেরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, "তিনি (অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের কী আদেশ দেন?" তিনি বলেন, আমি বললাম, তিনি বলেন: "তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা যা বলত তা বর্জন করো। তিনি আমাদের সালাত, সততা, পবিত্রতা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার আদেশ দেন।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১৮ / ৩২৮ — আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা অবশ্যই এমন একটি ভূমি জয় করবে যেখানে কিরাতের (মুদ্রা বা পরিমাপ বিশেষ) চর্চা রয়েছে।"

(ص: 196) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وفي رواية: ((ستفتحون مصر وهي أرض يسي فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خبراً؛ فإن لهم ذمة ورحماً)).

وفي رواية: ((فإذا افتتحتوها، فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحماً)) أو قال: ((ذمة وصهرًا)) رواه مسلم.

قال العلماء: الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل صلى الله عليه وسلم منهم ((والصهر)): كون مارية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. 329 / 18 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) [الشعراء: 214] ، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً، فاجتمعوا فعم، وخص وقال: ((يا بني عبد شمس، يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئاً، غير أن لكم رحماً سابلها ببلاها)) رواه مسلم.

قوله صلى الله عليه وسلم: ((ببلاها)) هو بفتح الباء الثانية وكسرهما، ((والبلال)): الباء. ومعنى الحديث: سأصلها، شبة قطيعتها بالحرارة تطفأ بالباء وهذه تبرد بالصلة.

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: "তোমরা শীঘ্রই মিসর বিজয় করবে, আর সেটি এমন এক ভূমি যেখানে 'কিরাত' (মুদ্রার একক) শব্দটি প্রচলিত। সুতরাং তোমরা সেখানকার অধিবাসীদের সাথে সদাচরণের অসিয়ত গ্রহণ করো; কেননা তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা ও আত্মীয়তার অধিকার।"

আর এক বর্ণনায় রয়েছে: "যখন তোমরা তা বিজয় করবে, তখন সেখানকার অধিবাসীদের সাথে উত্তম আচরণ করবে। কারণ তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা ও আত্মীয়তার অধিকার।" অথবা তিনি বলেছেন: "নিরাপত্তা ও বৈবাহিক আত্মীয়তার অধিকার।" এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

উলামায়ে কেরাম বলেন: তাদের সাথে আত্মীয়তার যে সম্পর্ক রয়েছে, তার কারণ হলো ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর মাতা হাজেরা তাদের বংশোদ্ভূত ছিলেন। আর 'বৈবাহিক

আত্মীয়তা' হলো—রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পুত্র ইবরাহিমের মাতা মারিয়া কিবতিয়া তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

১৮/ ৩২৯ — আবু হুরায়রা (রাঃ) (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন এই আয়াতটি নাজিল হলো: "আর আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন" [সূরা আশ-শুয়ারা: ২১৪], তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরাইশদের ডাকলেন। তারা সমবেত হলে তিনি সাধারণ ও বিশেষভাবে সম্বোধন করে বললেন: "হে বনু আবদে শামস! হে বনু কাব বিন লুআই! তোমরা নিজেদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। হে বনু আবদে মানাফ! তোমরা নিজেদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। হে বনু হাশিম! তোমরা নিজেদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। হে বনু আব্দুল মুত্তালিব! তোমরা নিজেদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। হে ফাতেমা! তুমি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। কেননা আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কোনো উপকারে আসা আমার সাধ্যের অতীত; তবে তোমাদের সাথে আমার আত্মীয়তার যে বন্ধন রয়েছে, আমি তা সজীব ও সিক্ত রাখব।" এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী: "বি-বিলালিহা"—এখানে দ্বিতীয় 'বা' বর্ণটিতে জবর এবং জের উভয়টিই পড়া যায়। আর "বিলাল" অর্থ হলো পানি। হাদিসের মর্মার্থ হলো: আমি তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখব। এখানে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাকে উত্তাপের সাথে তুলনা করা হয়েছে যা পানি দিয়ে নেভানো হয়, আর একে সুসম্পর্কের মাধ্যমে শীতল করা হবে।

(ص: 197) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

330/19 - وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهاراً غير سر يقول ((إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلاً ببالها)) متفق عليه واللفظ للبخاري.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله كلها تدل على أهمية صلة الرحم، أي صلة القرابة، وصدرها بحديث أبي سفيان صخر بن حرب حين وفد ومعه قوم من قريش على هرقل، وكان قد وفد على هرقل قبل أن يسلم رضي الله عنه؛ لأنه أسلم عام الفتح.

وأما قدومه إلى هرقل، فإنه كان بعد صلح الحديبية، ولما سيع بهم هرقل وكان رجلاً عاقلاً، عنده علم من كتاب، وعنده علم بسبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبما يدعو إليه؛ لأن صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موجودة في التوراة والإنجيل، كما قال تبارك وتعالى: (النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ) [الأعراف: 157]، مكتوباً بصفته ومعروفاً، حتى إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لا يشكون فيهم.

فلما قدم هؤلاء الجماعة من العرب من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، من الحجاز دعاهم يسألهم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، وعما يأمر به، وعما ينهى عنه وعن

১৯/৩৩০ — আবু আব্দুল্লাহ আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে উচ্চস্বরে, গোপনে নয়, বলতে শুনেছি: "অমুক বংশের লোকেরা আমার অভিভাবক বা বন্ধু নয়; আমার অভিভাবক তো একমাত্র আল্লাহ এবং সৎকর্মশীল মুমিনগণ। তবে তাদের সাথে আমার আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে, যা আমি তার সিক্ততা দিয়ে সিক্ত রাখব (অর্থাৎ যথাযথভাবে বজায় রাখব)।" (বুখারি ও মুসলিম, শব্দ বিন্যাস বুখারির)।

[ব্যাক্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) এখানে যে হাদিসগুলো নিয়ে এসেছেন, সেগুলো সবই আত্মীয়তার সম্পর্ক বা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। তিনি এগুলোর সূচনা করেছেন আবু সুফিয়ান সাখর ইবন হারব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিস দিয়ে, যখন তিনি কুরাইশদের একটি দলের সাথে হিরাকলের (হেরাক্লিয়াস) নিকট গিয়েছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বেই হিরাকলের কাছে গিয়েছিলেন; কারণ তিনি মক্কা বিজয়ের বছর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

আর হিরাকলের কাছে তাঁর এই গমন ছিল হৃদয়বিয়ার সন্ধির পরবর্তী সময়ে। যখন হিরাকল তাদের কথা শুনলেন—তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, আসমানি কিতাব সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল, এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আlihি ওয়া সাল্লাম)-এর নবুওয়াত লাভ ও তাঁর দাওয়াত সম্পর্কেও তাঁর জ্ঞান ছিল; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আlihি ওয়া সাল্লাম)-এর গুণাবলি তাওরাত ও ইঞ্জিলে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: (সেই উম্মী নবী, যার কথা তারা তাদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পায়) [আল-আরাফ: ১৫৭]। তিনি তাঁর গুণাবলি সহ সেখানে লিখিত ও সুপরিচিত ছিলেন, এমনকি তারা তাঁকে তাদের নিজেদের সন্তানদের মতোই চিনত, এ ব্যাপারে তাদের কোনো সন্দেহ ছিল না।

যখন আরবের এই দলটি হিজাজ থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আগমনের পর পৌঁছাল, তিনি তাদের ডেকে পাঠালেন যাতে তাদের কাছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অবস্থা সম্পর্কে, তিনি কীসের আদেশ দেন, কী থেকে নিষেধ করেন এবং কী সম্পর্কে...

(ص: 198) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

کیفیتہ اصحابہ، ومعاملتہم لہ، إلی غیر ذلک مما سألہم عنہ، وقد ذکرہ البخاری مطولاً فی صحیحہ، وكان من جملة ما سألہم عنہ: ماذا یأمر بہ؟ قالوا: كان یأمرنا بالصلة، والصدق، والعفاف.

الصلة: يعني صلة الرحم، والصدق: الخبر الصحيح المطابق للواقع، والعفاف: عن الزنى، وعما في أيدي الناس من الأموال، وكذلك الأعراض.

ثم إنه لما ذكر لهم ما ذكر قال له: إن كان ما تقوله حقاً فسيملك ما تحت قدمي هاتين، يقول ذلك وهو أحد الرئيسين في الدولتين الكبيرتين: الروم والفرس.

يقول ذلك وهو ملك له مملكة كبيرة عظيمة، لكنه يعلم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأنه هو الصواب المطابق للفطرة ولبصالح الخلق، كلن يأمر بالصدق والعفاف والأرحام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في هذا المعنى، أي في صلة الأرحام، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه (أَنْزِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) [الشعراء 214]، جمع قريشاً، وعمم وخص وقال: ((يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان)) يعدهم أفخاداً أفخاداً حتى وصل إلى ابنته فاطمة، قال: ((يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار؛ فإنني لا أملك لكم من الله شيئاً)) وهذا من الصلة. وبين أن لهم رحماً سيبلها ببلالها، أي سيبلها بالماء؛ وذلك لأن قطيعة الرحم نار والماء يطفئ النار، وقطيعة الرحم موت والماء به الحياة، كما قال تعالى: (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ) [الأنبياء: 30]، فشبه

তাঁর সঙ্গীদের অবস্থা, তাঁর প্রতি তাদের আচরণ এবং অন্যান্য বিষয় যা তিনি তাদের নিকট জানতে চেয়েছিলেন, ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে তা বর্ণনা করেছেন। তিনি তাদের যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল: তিনি কীসের আদেশ দেন? তারা বলেছিল: তিনি আমাদের আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা, সত্যবাদিতা এবং চারিত্রিক পবিত্রতার আদেশ দিতেন।

'সিলাহ' অর্থ হলো আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা, 'সিদক' হলো বাস্তবসম্মত সঠিক সংবাদ প্রদান করা এবং 'আফাফ' হলো ব্যভিচার থেকে এবং মানুষের ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান হরণ করা থেকে বিরত থাকা।

অতঃপর তিনি যখন তাদের নিকট এই বিষয়গুলো বর্ণনা করলেন, তখন তিনি (হিরাক্লিয়াস) তাকে বললেন: তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয়, তবে শীঘ্রই তিনি আমার এই দুই পায়ের নিচের

ভূমির মালিক হবেন। তিনি এই কথাটি এমন অবস্থায় বলছিলেন যখন তিনি তৎকালীন দুই বৃহৎ শক্তি—রোম ও পারস্যের অন্যতম প্রধান সম্রাট ছিলেন।

তিনি এক বিশাল ও মহান সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়া সত্ত্বেও এ কথা বলেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা নিয়ে এসেছেন তা সত্য এবং তা মানব ফিতরাত ও সৃষ্টির কল্যাণের সাথে সংগতিপূর্ণ সঠিক পথ। তিনি সর্বদা সত্যবাদিতা, চারিত্রিক পবিত্রতা এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার নির্দেশ দিতেন। এরপর লেখক (রহিমাহুল্লাহ) এই বিষয়ে অর্থাৎ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা সম্পর্কে কিছু হাদীস উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো, যখন আল্লাহ তাআলা নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওপর এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন— 'আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন' [আশ-শুআরা: ২১৪], তখন তিনি কুরাইশদের একত্রিত করলেন এবং সাধারণ ও বিশেষভাবে সম্বোধন করে বললেন: "হে অমুকের বংশধররা, হে অমুকের বংশধররা, হে অমুকের বংশধররা।" এভাবে তিনি তাদের বিভিন্ন শাখা-গোত্র ধরে ধরে ডাকলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁর কন্যা ফাতিমার নিকট পৌঁছালেন এবং বললেন: "হে ফাতিমা, নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো; কারণ আল্লাহর দরবারে তোমাদের জন্য আমার কোনো ক্ষমতা নেই।" এটিও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার অন্তর্ভুক্ত। তিনি আরও স্পষ্ট করেছেন যে, তাদের সাথে আত্মীয়তার যে সম্পর্ক রয়েছে তিনি তা 'তার পানি দ্বারা সিক্ত করবেন', অর্থাৎ তা পানি দিয়ে সিক্ত রাখবেন। এর কারণ হলো আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা আগুনের মতো, আর পানি আগুনকে নির্বাপিত করে। আবার আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হলো মৃত্যুর ন্যায়, আর পানির মধ্যেই জীবন নিহিত। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "এবং আমি প্রাণবান সবকিছু পানি থেকে সৃষ্টি করেছি" [আল-আম্বিয়া: ৩০]। তাই তিনি তুলনা করেছেন...

(ص: 199) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الرسول صلى الله عليه وسلم صلة الرحم بالباء الذي يبيل به الشيء.

وكذلك أيضاً من الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي)) وذلك لأنهم كفار.

والواجب على المؤمن أن يتبرأ من ولاية الكافرين، كما قال الله تعالى: (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ) [الممتحنة: 4] ، فتبرأ منهم مع قرابتهم له.

قال: ((ولكن لهم رحم أبلاً ببلها)) يعني سأعطيها حفها من الصلة، وإن كانوا كفاراً.

وهذا يدل على أن القريب له حق الصلة وإن كان كافراً، لكن ليس له الولاية، فلا يوالى ولا يناصر لها عليه من الباطل.

ثم ذكر أيضاً من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بأنهم سيفتحون مصر، وأوصى بأهلها خيراً، وقال: إن لهم رحماً وصهرًا، وذلك أن هاجر أم إسماعيل سرية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كانت من مصر، ولهذا قال ((إن لهم صهرًا ورحماً)) ؛ لأنهم أخوال إسماعيل، وإسماعيل هو أبو العرب المستعربة كلها.

فدل ذلك على أن الرحم لها صلة ولو كانت بعيدة. ما دمت تعرف أن هؤلاء من قبيلتك فلهم الصلة ولو كانوا بعداء.

ودل أيضاً على أن صلة القرابة من جهة الأم كصلة القرابة من جهة الأب.

* * *

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আত্মীয়তার সম্পর্ককে এমন পানির সাথে তুলনা করেছেন যা দিয়ে কোনো কিছু সিক্ত করা হয়।

অনুরূপভাবে লেখক (রহিমাহুল্লাহ) কর্তৃক উদ্ধৃত হাদীসসমূহের মধ্যে এটিও রয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই অমুক গোত্রের লোকেরা আমার বন্ধু বা অভিভাবক নয়।" আর এর কারণ হলো তারা কাফির ছিল।

একজন মুমিনের ওপর কর্তব্য হলো কাফিরদের মিত্রতা ও অভিভাবকত্ব থেকে মুক্ত থাকা, যেমনটি মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সাথীদের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে; যখন তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়কে বলেছিলেন: 'তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করো তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের অস্বীকার করি। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হলো, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো'।" [সূরা আল-মুমতাহিনা: ৪]। সুতরাং তিনি তাঁদের নিকটাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের থেকে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দিয়েছিলেন।

তিনি আরও বলেছেন: "তবে তাদের সাথে আমার আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে যা আমি সিক্ত রাখব।" অর্থাৎ তারা কাফির হওয়া সত্ত্বেও আমি তাদের আত্মীয়তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করব।

এটি প্রমাণ করে যে, আত্মীয় কাফির হলেও তার সাথে সদাচরণ ও সম্পর্ক রক্ষার অধিকার রয়েছে, তবে তার কোনো অভিভাবকত্ব বা মিত্রতা নেই। সুতরাং তার ভ্রান্ত মতাদর্শের কারণে তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা যাবে না এবং তাকে সাহায্যও করা যাবে না।

অতঃপর তিনি আরও কিছু হাদীস উল্লেখ করেছেন যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে তাঁরা অচিরেই মিসর বিজয় করবেন। তিনি সেখানকার অধিবাসীদের সাথে কল্যাণকর আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন: "নিশ্চয়ই তাদের সাথে আত্মীয়তা ও বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে।" এর কারণ হলো ইবরাহীম খলীল (আলাইহিস সালাম)-এর সহধর্মিণী এবং ইসমাইল (আলাইহিস সালাম)-এর মাতা হাজেরা ছিলেন মিসরের অধিবাসী। একারণেই তিনি বলেছেন, "তাদের সাথে বৈবাহিক ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে"; যেহেতু তারা ইসমাইল (আলাইহিস সালাম)-এর মাতুলালয়ের

লোক, আর ইসমাইল (আলাইহিস সালাম) হলেন সকল 'আরবে মুস্তারিবা' বা আরবীকরণকৃত আরবদের আদি পিতা।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা আবশ্যিক যদিও তা দূরবর্তী হয়। যতক্ষণ আপনি জানবেন যে এরা আপনার গোত্রের লোক, ততক্ষণ তাদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করার অধিকার সাব্যস্ত হবে, যদিও তারা আপনার নিকটজন না হয়।

এটি আরও প্রমাণ করে যে, মাতৃকূলের দিক থেকে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা পিতৃকূলের দিক থেকে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

* * *

(ص: 200) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

331/20 - وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ويباعدني من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم)) متفق عليه.

332/21 - وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أفطر أحدكم، فيفطر على تمر، فإنه بركة، فإن لم يجد تمراً، فالباء، فإنه طهور))، وقال: ((الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة)). رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

333/22 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة، وكنت أحبها، وكان عمر يكرها فقال لي: طلقها، فأبيت، فأتي عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه

وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((طلقها)) رواه أبو داود،
والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

334/23 - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلاً أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أُمي
تأمرني بطلاقها؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الوالد أوسط
أبواب الجنة، فإن شئت، فأضع ذلك الباب أو احفظه)) رواه الترمذي وقال

২০/৩৩১ . এবং আবু আইয়ুব খালিদ বিন য়ায়েদ আল-আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে
বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে এমন একটি আমল সম্পর্কে
অবগত করুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। তখন নবী
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: ((তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে
কোনো কিছু শরীক করবে না, সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আত্মীয়তার
সম্পর্ক বজায় রাখবে))। মুত্তাফাকুন আলাইহি।

২১/৩৩২ . এবং সালমান বিন আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: ((তোমাদের কেউ যখন ইফতার করে, সে যেন খেজুর দিয়ে
ইফতার করে; কারণ তা বরকতপূর্ণ। আর যদি সে খেজুর না পায়, তবে যেন পানি দিয়ে
ইফতার করে; কারণ তা পবিত্রকারী))। তিনি আরও বলেছেন: ((সাধারণ দরিদ্রকে দান করা
কেবল সদকা, কিন্তু আত্মীয়কে দান করার মধ্যে দুটি সওয়াব রয়েছে: সদকা এবং আত্মীয়তার
বন্ধন রক্ষা))। এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদীসটি হাসান।

২২/৩৩৩ এবং ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমার
বিবাহাধীনে এক স্ত্রী ছিল যাকে আমি ভালোবাসতাম, কিন্তু উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে
অপছন্দ করতেন। তিনি আমাকে বললেন: তাকে তালাক দিয়ে দাও। আমি অস্বীকার করলাম।
এরপর উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে
বিষয়টি উল্লেখ করলেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: ((তাকে তালাক
দিয়ে দাও))। এটি আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী বলেছেন: হাদীসটি
হাসান সহীহ।

২৩/৩৩৪ . এবং আবু দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে
বললেন: আমার একজন স্ত্রী আছে এবং আমার মা আমাকে তাকে তালাক দিতে আদেশ

করছেন? তখন তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: ((পিতা-মাতা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা; এখন তোমার ইচ্ছা হলে সেই দরজাটি নষ্ট করে দিতে পারো অথবা তা সংরক্ষণ করতে পারো))। এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

(ص: 201) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

حديث حسن صحيح.

335/24 - وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((الخالة بمنزلة الأم)) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة؛ منها أصحاب الغار، وحديث جريج وقد سبقا، وأحاديث مشهورة في الصحيح حذفها اختصاراً، ومن أهمها حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، الطويل المشتمل على جمل كثيرة من قواعد الإسلام وآدابه وسأذكره بتبامه إن شاء الله تعالى في باب الرجاء قال فيه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، في أول النبوة فقلت له: ما أنت؟ قال: ((نبي)) فقلت وما نبي؟ قال: ((أرسلني الله تعالى)) فقلت بأي شيء أرسلك؟ قال: ((أرسلني بصلة الأرحام، وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء)) وذكر تمام الحديث. والله أعلم.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث في بيان صلة الرحم وبر الوالدين.

منها حديث خالد بن زيد الأنصاري، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، فقال له: ((تعبد الله لا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم)). والشاهد هنا حيث قال:

হাদিসটি হাসান সহিহ।

২৪/৩৩৫ — আল-বারা ইবনে আজিব (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "খালা মায়ের মর্যাদাস্বরূপ।" এটি তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদিসটি হাসান সহিহ।

এই অধ্যায়ে সহিহ হাদিস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত অনেক প্রসিদ্ধ হাদিস রয়েছে; তার মধ্যে গুহাবাসীদের কাহিনী এবং জুরাইজের হাদিস উল্লেখযোগ্য যা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এছাড়া সহিহ গ্রন্থে আরও অনেক প্রসিদ্ধ হাদিস রয়েছে যা সংক্ষেপ করার প্রয়োজনে আমি বাদ দিয়েছি। এগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো আমার ইবনে আবাসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর দীর্ঘ হাদিসটি, যা ইসলামের অনেক মৌলিক নীতিমালা ও শিষ্টাচারকে অন্তর্ভুক্ত করে। ইনশাআল্লাহ তাআলা 'আশার অধ্যায়ে' আমি এটি পূর্ণাঙ্গভাবে উল্লেখ করব। তাতে তিনি বলেছেন:

আমি মক্কায় নবুওয়াতের শুরুতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম: আপনি কে? তিনি বললেন: "আমি একজন নবী।" আমি বললাম: নবী বলতে কী বোঝায়? তিনি বললেন: "আল্লাহ তাআলা আমাকে পাঠিয়েছেন।" আমি বললাম: তিনি আপনাকে কী নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন? তিনি বললেন: "তিনি আমাকে রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা, মূর্তিসমূহ ধ্বংস করা এবং আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন যেন তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক না করা হয়।" এরপর বর্ণনাকারী পূর্ণ হাদিসটি উল্লেখ করেন। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসগুলো আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা এবং পিতামাতার প্রতি সদাচরণের বর্ণনায় এসেছে।

তন্মধ্যে খালিদ ইবনে যায়েদ আল-আনসারীর হাদিসটি অন্যতম, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এমন আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যা তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ

করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। তিনি তাঁকে বললেন: "তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোনো কিছু শরিক করবে না, নামাজ কায়েম করবে, জাকাত প্রদান করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখবে।" এখানে দলিল বা প্রাসঙ্গিক অংশ হলো তাঁর এই উক্তিটি:

(ص: 202) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

((تصل الرحم)) ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلة الرحم من الأسباب التي تدخل الإنسان الجنة وتباعده عن النار.

ولا شك أن كل إنسان يسعى إلى هذا الكسب العظيم؛ أن ينجو من النار ويدخل الجنة، فإن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وكل مسلم يسعى إلى ذلك، وهذا يحصل بهذه الأمور الأربعة:

الأول: تعبد الله لا تشرك به شيئاً؛ لا شركاً أصغر ولا شركاً أكبر.

الثاني: تقيم الصلاة، وتأتي بها كاملة في أوقاتها مع الجماعة إن كنت رجلاً، ودون الجماعة أن كانت امرأة.

والثالث: تؤتي الزكاة، بأن تؤدي ما أوجب الله عليك من الزكاة في مالك إلى مستحقه. والرابع: تصل الرحم؛ بأن تؤتيهم حقهم بالصلة حسب ما يتعارف الناس، فبما أعده الناس صلة فهو صلة، وما لم يعدوه صلة فليس بصلة، إلا إذا كان الإنسان في مجتمع لا يبالون بالقربات، ولا يهتمون بها، فالعبرة بالصلة نفسها المعتبرة شرعاً.

ثم ذكر حديث سلمان بن عامر الضبي في الإفطار على التمر، فإن لم يجد فعلى ماء، وأن الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي القرابة ثنتان: صدقة وصلة.

ولهذا قال العلماء: إذا اجتمع فقيران أحدهما من قرابتك والثاني من غير قرابتك، فالذي من قرابتك أولى؛ لأنه أحق بالصلة.
ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان له امرأة يحبها.

((আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা)); নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করাকে এমন একটি কারণ সাব্যস্ত করেছেন যা মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করায় এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক মানুষ এই মহান সাফল্য অর্জনের জন্য সচেষ্ট থাকে; অর্থাৎ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া এবং জান্নাতে প্রবেশ করা। কেননা যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে সরানো হয়েছে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে, সে-ই সফল হয়েছে। প্রত্যেক মুসলিমই এর অবশেষণ করে এবং এটি এই চারটি বিষয়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়:

প্রথমত: আপনি কেবল আল্লাহর ইবাদত করবেন এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকেই শরিক করবেন না; ছোট শিরকও নয়, বড় শিরকও নয়।

দ্বিতীয়ত: আপনি সালাত কায়েম করবেন এবং পুরুষ হলে জামাতের সাথে আর নারী হলে জামাত ব্যতীত তার ওয়াক্ত অনুযায়ী তা পরিপূর্ণভাবে আদায় করবেন।

তৃতীয়ত: আপনি যাকাত প্রদান করবেন; অর্থাৎ আপনার সম্পদের ওপর আল্লাহ যে যাকাত ফরজ করেছেন, তা এর হকদারদের নিকট পৌঁছে দেবেন।

চতুর্থত: আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবেন; অর্থাৎ মানুষের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষার মাধ্যমে তাদের পাওনা অধিকার প্রদান করবেন। মানুষের নিকট যা সম্পর্ক রক্ষা বলে বিবেচিত, তা-ই সম্পর্ক রক্ষা; আর যা তাদের নিকট সম্পর্ক রক্ষা নয়, তা সম্পর্ক রক্ষা হিসেবে গণ্য হবে না। তবে কোনো ব্যক্তি যদি এমন সমাজে বাস করে যেখানে তারা আত্মীয়তার বন্ধনের তোয়াক্কা করে না এবং এ বিষয়ে ভ্রমক্ষেপ করে না, তবে সেক্ষেত্রে শরিয়ত সম্মত সম্পর্ক রক্ষাই ধর্তব্য হবে।

এরপর তিনি খেজুর দিয়ে ইফতার করার বিষয়ে সালমান ইবনে আমের আদ-দব্বী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন; যদি খেজুর না পাওয়া যায় তবে পানি দিয়ে (ইফতার করবে)। আর নিশ্চয়ই সাধারণ মিসকিনকে সদকা করা কেবল সদকা, কিন্তু আত্মীয়কে সদকা করার মধ্যে দুটি ফায়দা রয়েছে: সদকা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা।

এই কারণেই ওলামায়ে কেরাম বলেছেন: যদি দুজন অভাবী ব্যক্তি একত্রিত হয় যাদের একজন আপনার আত্মীয় এবং অন্যজন অনাত্মীয়, তবে আপনার সেই আত্মীয়ই অগ্রগণ্য; কারণ সে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার অধিক হকদার।

এরপর তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর একজন স্ত্রী ছিল যাকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন,

(ص: 203) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

فأمره أبوه أن يطلقها، لكنه أبي ذلك؛ لأنه يحبها. فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر ابن عمر بطلاقها.

وكذلك الحديث الآخر في امرأة كانت تأمر ابنها بطلاق زوجته فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم أو بر الوالدين سبب لدخول الجنة، وهو إشارة إلى أنه إذا بر والدته بطلاق زوجته كان ذلك سبباً لدخول الجنة.

ولكن ليس كل والد يأمر ابنه بطلاق زوجته تجب طاعته؛ فإن رجلاً سأل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال إن أبي يقول: طلق امرأتك، وأنا أحبها، قال: لا تطلقها، قال: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته لها أمره عمر، فقال له الإمام أحمد: وهل أبوك عمر؟ لأن عمر نعلم علم اليقين أنه لن يأمر عبد الله بطلاق زوجته إلا لسبب شرعي، وقد يكون ابن عمر لم يعلمه؛ لأنه من المستحيل أن عمر بأمر ابنه بطلاق زوجته ليفرق بينه وبين زوجته بدون سبب شرعي. فهذا بعيد.

وعلى هذا فإذا أمرك أبوك أو أمك بأن تطلق امرأتك، وأنت تحبها ولم تجد عليها مأخذاً شرعياً، فلا تطلقها؛ لأن هذه من الحاجات الخاصة التي لا يتدخل أحد فيها بين الإنسان وبين زوجته.

তাঁর পিতা তাঁকে তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার আদেশ করলেন, কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করলেন; কারণ তিনি তাকে ভালোবাসতেন। অতঃপর ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বিষয়টি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি ইবনে ওমরকে তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

অনুরূপভাবে অন্য একটি হাদিস সেই নারী সম্পর্কে যে তার সন্তানকে তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছিল। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বর্ণনা করলেন যে, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা বা পিতামাতার প্রতি সদাচরণ জান্নাতে প্রবেশের একটি মাধ্যম। এটি একটি ইঙ্গিত যে, যদি সে তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার মাধ্যমে তাঁর মায়ের প্রতি সদ্যবহার করে, তবে সেটি জান্নাতে প্রবেশের কারণ হবে।

তবে সকল পিতামাতা তাঁদের সন্তানকে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিলেই তাঁদের আনুগত্য করা আবশ্যিক নয়। জনৈক ব্যক্তি ইমাম আহমদ ইবনুল হাম্বল (রাহিমাল্লাহু)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার পিতা বলছেন: তোমার স্ত্রীকে তালাক দাও, অথচ আমি তাকে ভালোবাসি।" তিনি বললেন, "তুমি তাকে তালাক দিও না।" লোকটি বলল, "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি ইবনে ওমরকে তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দেননি যখন ওমর তাঁকে আদেশ করেছিলেন?" তখন ইমাম আহমদ তাকে বললেন, "তোমার পিতা কি ওমরের সমতুল্য?" কারণ ওমর সম্পর্কে আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, তিনি আবদুল্লাহকে শরয়ি কোনো সংগত কারণ ছাড়া তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিতেন না। হতে পারে ইবনে ওমর সেই কারণটি জানতেন না; কেননা কোনো শরয়ি কারণ ছাড়াই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য ওমর তাঁর পুত্রকে নির্দেশ দেবেন—তা অসম্ভব। এটি অত্যন্ত সুদূরপর্যায়। অতএব, যদি আপনার পিতা বা মাতা আপনাকে আপনার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দেন, অথচ আপনি তাকে ভালোবাসেন এবং তাঁর মধ্যে কোনো শরয়ি ত্রুটি খুঁজে না পান, তবে তাকে তালাক দেবেন না। কেননা এটি এমন ব্যক্তিগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যেখানে স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে অন্য কারোর হস্তক্ষেপ করার অবকাশ নেই।

41. باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم

قال الله تعالى: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ) [محمد: 22، 23].

وقال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ) [الرعد: 25].
وقال الله تعالى: (وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا) [الإسراء: 23، 24].

336/1. وعن أبي بكرة نفيح بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر)) - ثلاثاً - قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ((الإشراك بالله، وعقوق الوالدين)) وكان متكئاً فجلس فقال: ((ألا وقول الزور وشهادة الزور)) فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: باب تحريم العقوق وقطيعة الأرحام. العقوق بالنسبة للوالدين، وقطيعة الأرحام بالنسبة للأقارب غير

আল্লাহ তাআলা বলেন: (তবে কি তোমরা এই প্রত্যাশা করছ যে, যদি তোমরা শাসনক্ষমতা লাভ কর, তবে তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে? এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ লানত করেছেন, অতঃপর তাদেরকে বধির করে দিয়েছেন এবং তাদের দৃষ্টিসমূহকে অন্ধ করে দিয়েছেন) [মুহাম্মদ: ২২, ২৩]।

আল্লাহ তাআলা বলেন: (আর যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তাদের জন্য রয়েছে লানত এবং তাদের জন্য রয়েছে মন্দ আবাস) [আর-রা'দ: ২৫]।

আল্লাহ তাআলা বলেন: (আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ষিক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো। আর মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার ডানা অবনমিত করো এবং বলো, 'হে আমার রব! তাদের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন') [আল-ইসরা: ২৩, ২৪]।

১/৩৩৬ . আবু বাকরা নুফাই বিন হারিস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: ((আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবিরাত গুনাহসমূহ সম্পর্কে অবহিত করব না?)) —তিনি কথাটি তিনবার বললেন। আমরা বললাম: অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন: ((আল্লাহর সাথে শরিক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া))। তিনি হেলান দিয়ে বসা ছিলেন, অতঃপর সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন: ((সাবধান! মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া))। তিনি কথাটি বারবার বলতে থাকলেন, এমনকি আমরা বলতে লাগলাম: যদি তিনি থামতেন! (বুখারী ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন) বলেন: পিতা-মাতার অবাধ্যতা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম হওয়ার অনুচ্ছেদ। অবাধ্যতা (উকুব্ব) পিতা-মাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা নিকটাত্মীয়দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা...

الوالدين.

والعقوق مأخوذ من العق وهو القطع، ومنه سميت العقيدة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع؛ لأنها تعق: يعني تقطع رقبتها عند الذبح.

والعقوق من كبائر الذنوب لثبوت الوعيد عليه من الكتاب والسنة وكذلك قطيعة الرحم. قال الله تعالى: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطَعُوا أَرْحَامُكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ) يعني أنكم إذا توليتم أفسدتم في الأرض، وقطعتم الرحم وحقت عليكم اللعنة، وأعمى الله أبصاركم. (وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ) المراد بالأبصار هنا البصيرة وليس بصر العين، والمراد أن الله تعالى يعمي بصيرة الإنسان والعباد بالله، حتى يرى الباطل حقاً والحق باطلاً. وهذه عقوبة أخروية ودنيوية:

أما الأخروية: فقلوه: (أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ) [النساء: 52].

وأما الدنيوية: فقلوه: (فَأَصَمَّهُمْ) ، يغني: أصم آذانهم عن سماع الحق والانتفاع به، (وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ) عن رؤية الحق والانتفاع به.

وقال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ) [الرعد: 25] ، ميثاق العهد: توكيده، فينقضون العهد، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من القربات وغيرهم، ويفسدون في الأرض بكثرة المعاصي (أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ) واللعنة تعني الطرد والإبعاد عن رحمة الله، (وَلَهُمْ سُوءُ

‘উকু-ক’ (অবাধ্যতা) শব্দটি ‘আল-আক’ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো ছিন্ন করা বা কাটা। এ কারণেই নবজাতকের পক্ষ থেকে সপ্তম দিনে যে পশু জবাই করা হয় তাকে ‘আক্কীকাহ’ বলা হয়; কারণ জবাইয়ের সময় এর গর্দান বিচ্ছিন্ন বা কর্তন করা হয়।

পিতা-মাতার অবাধ্যতা কবির গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত, কেননা কুরআন ও সুন্নাহতে এ ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি প্রমাণিত হয়েছে। একইভাবে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করাও বড় গুনাহ। মহান আল্লাহ বলেন: “তবে কি তোমরা বিমুখ হলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে? এরাই তারা, যাদের আল্লাহ লানত বা অভিশাপ দিয়েছেন; অতঃপর তিনি তাদের বধির করেছেন এবং তাদের দৃষ্টিসমূহকে অন্ধ করে দিয়েছেন।” এর অর্থ হলো, তোমরা যদি বিমুখ হও তবে পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়াবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিশাপ তোমাদের জন্য অনিবার্য হয়ে উঠবে, আর আল্লাহ তোমাদের দৃষ্টিকে অন্ধ করে দেবেন।

“এবং তাদের দৃষ্টিসমূহকে অন্ধ করে দিয়েছেন”—এখানে দৃষ্টি বলতে অন্তর্দৃষ্টি বা হিতাহিত জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে, চোখের দৃষ্টি নয়। এর অর্থ হলো মহান আল্লাহ মানুষের অন্তর্দৃষ্টিকে অন্ধ করে দেন—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই—ফলে সে মিথ্যাকে সত্য হিসেবে এবং সত্যকে মিথ্যা হিসেবে দেখতে থাকে।

এটি পরকালীন ও পার্থিব উভয় জগতের শাস্তি:

পরকালীন শাস্তির বিষয়ে আল্লাহর বাণী: “এরাই তারা যাদের ওপর আল্লাহ লানত করেছেন।”

[সূরা আন-নিসা: ৫২]

আর পার্থিব শাস্তির বিষয়ে আল্লাহর বাণী: “অতঃপর তিনি তাদের বধির করেছেন”, অর্থাৎ সত্য শোনা এবং তা থেকে উপকৃত হওয়া থেকে তিনি তাদের কানগুলোকে বধির করে দিয়েছেন; “এবং তাদের দৃষ্টিসমূহকে অন্ধ করে দিয়েছেন” অর্থাৎ সত্য দেখা এবং তা থেকে উপকৃত হওয়া থেকে তাদের দৃষ্টিকে অন্ধ করে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ আরও ইরশাদ করেন: “আর যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ যা বজায় রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তাদের জন্য রয়েছে অভিশাপ এবং তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট আবাস।” [সূরা আর-রা’দ: ২৫]। অঙ্গীকারের ‘মীসাক’ মানে হলো তা সুদৃঢ় করা। সুতরাং তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্য যাদের সাথে আল্লাহ সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা

ছিন্ন করে এবং পাপাচারের আধিক্যের মাধ্যমে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। “তাদের জন্য রয়েছে অভিশাপ”—আর অভিশাপ বা লানত মানে হলো আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত ও দূরবর্তী হওয়া। “এবং তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট (আবাস)”।

(ص: 206) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الدَّارِ أَيِّ سَوْءِ الْعَاقِبَةِ.

وقال الله تبارك تعالی: (وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا) [الإسراء: 23، 24].

فأمر الله بالإحسان إلى الوالدين، وقال إن بلغا عندك الكبر أحدهما أو كلاهما؛ إما الأم أو الأب، أو الأم والأب جميعاً فزجرت منهم؛ لأن الإنسان إذا كبر قد يصل إلى الهرم وأرذل العمر فيتعب، فقال حتى في هذه الحال (فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ) أي: لا تقل إني متضجر منكما (وَلَا تَنْهَرْهُمَا) أي: عند القول، (وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا) يعني: طيباً حسناً يدخل السرور عليهما، ويزيل عنهما الكآبة والحزن، (وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ) يعني: ذل لها مهما بلغت من علو المنزلة، كما تعلو الطيور، فأخفض لها جناح الذل، وتذل لها رحمة بهما، (وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا) فارحمهما أنت، وادع الله أن يرحمهما.

هذا هو الذي أمر الله به بالنسبة للوالدين في حال الكبر، وأما في حال السباب؛ فإن الوالد في الغالب يكون مستغنياً عن ولده ولا يهمله.

ثم ذكر المؤلف حديث أبي بكرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟)) ثلاثاً. قلنا: بلى يا رسول الله، قال: ((الإشراك بالله، وعقوق الوالدين))، هذا من أكبر الكبائر.

فالإشراك كبيرة في حق الله، وعقوق الوالدين كبيرة في حق من

আবাসস্থল) অর্থাৎ শোচনীয় পরিণাম।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেছেন: (এবং তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ষিক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের প্রতি ‘উফ’ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো। আর মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার ডানা অবনমিত করো এবং বলো, ‘হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন।’) [সূরা আল-ইসরা: ২৩, ২৪]।

আল্লাহ পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের আদেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, তারা যদি তোমার নিকট বার্ষিক্যে উপনীত হয়—তাদের একজন অথবা উভয়েই; হয় মা অথবা বাবা, কিংবা মা ও বাবা উভয়েই—তখন যেন তুমি তাদের প্রতি রুঢ় না হও; কারণ মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়, তখন সে জরাগ্রস্ত ও বয়সের ভারে নুজ হয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই আল্লাহ বলেছেন, এমনকি এই অবস্থায়ও (তাদের প্রতি ‘উফ’ বলো না) অর্থাৎ: এ কথা বলো না যে আমি তোমাদের প্রতি বিরক্ত। (এবং তাদেরকে ধমক দিও না) অর্থাৎ: কথা বলার সময়। (এবং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো) অর্থাৎ: এমন উত্তম ও সুন্দর কথা যা তাদের মনে আনন্দ দেয় এবং তাদের বিষণ্ণতা ও দুঃখ দূর করে। (আর মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার ডানা অবনমিত করো) অর্থাৎ: তোমার পদমর্যাদা যত উঁচুই হোক না কেন—পাখিরা যেমন ডানা উঁচিয়ে উড়ে—তুমি তাদের সামনে বিনয়ের ডানা অবনমিত করো এবং দয়াবশত তাদের সামনে নিজেকে বিনয়ী করো। (এবং বলো, ‘হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে

তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন’) সুতরাং তুমি নিজে তাদের প্রতি দয়া করো এবং আল্লাহর নিকট দুআ করো যেন তিনি তাদের ওপর দয়া করেন।

এটিই বার্ষিকের সময় পিতা-মাতার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত আচরণ; আর সক্ষমতা ও যৌবনকালে সাধারণত পিতা সন্তানের মুখাপেক্ষী থাকেন না এবং সন্তানের সাহায্যের ব্যাপারে অতটা চিন্তিত হন না।

অতঃপর লেখক আবু বাকরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “আমি কি তোমাদেরকে কবিরা গুনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড়টি সম্পর্কে অবহিত করব না?” —একথা তিনি তিনবার বললেন। আমরা বললাম: অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন: “আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা (শিরক) এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া।” এটি সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং শিরক করা হলো আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে একটি কবিরা গুনাহ, আর পিতা-মাতার অবাধ্যতা হলো তাদের হকের ক্ষেত্রে কবিরা গুনাহ যারা...

(ص: 207) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

هم أحق الناس بالولاية والرعاية، وهما الوالدان.
وكان صلى الله عليه وسلم متكئاً فجلس أي: معتمداً على يده، فجلس واستقام في
جلسته وقال: ((ألا وقول الزور وشهادة الزور)).
هذا أيضاً من أكبر الكبائر، وإنما جلس النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا؛ لأن هذا
ضرره عظيم، وعاقبته وخيبة.

وقول الزور يعني: الكذب، وشهادة الزور أي: الذي يشهد بالكذب والعياذ بالله، وما
أرخص شهادة الزور اليوم عند كثير من الناس، يظن الشاهد أنه أحسن إلى من شهد
له، ولكنه أساء إلى نفسه، وأساء إلى من شهد له، وأساء إلى من شهد عليه.

أما إساءته إلى نفسه فلأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله؛ بل من أكبر الكبائر، وأما كونه أساء إلى المشهود له فلأنه سلطه على ما لا يستحق وأكله الباطل، وأما إساءته إلى المشهود عليه فظاهرة؛ فإنه ظلمه واعتدى عليه، ولهذا كانت شهادة الزور من أكبر الكبائر والعياذ بالله.

ولا تظن أنك إذا شهدت لأحد زوراً أنك محسن إليه، لا والله بل أنت مسيء إليه، وللأسف فكثير من الناس الآن يشهد عند الحكومة في المسائل بأن فلاناً هو المستحق، ويلبسون على الحكومة، ويستعيرون أساء ليست بصحيحة، كل هذا من أجل أن ينالوا شيئاً من الدنيا، لكنهم خسروا الدنيا والآخرة بهذا الكذب والعياذ بالله.

وهذا الحديث يوجب للعاقل الحذر من هذه الأمور الأربعة: الإشراف بالله، وعقوق الوالدين، وقول الزور، وشهادة الزور.

তঁরা অভিভাবকত্ব ও যত্নের সবচেয়ে বেশি হকদার, আর তঁরা হলেন পিতামাতা।

এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হেলান দিয়ে বসা ছিলেন, অতঃপর তিনি সোজা হয়ে বসলেন। অর্থাৎ: তিনি নিজের হাতের ওপর ভর দিয়ে ছিলেন, অতঃপর সোজা হয়ে বসে স্থির হলেন এবং বললেন: "সাবধান! মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা হতে বেঁচে থাকো।"

এটিও অন্যতম কবির গুনাহ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মূলত এ কথা বলার সময় সোজা হয়ে বসেছিলেন কারণ এর ক্ষতি অত্যন্ত ব্যাপক এবং এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। মিথ্যা কথা বলা মানে হলো: মিথ্যা ভাষণ। আর মিথ্যা সাক্ষ্য মানে হলো: যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। বর্তমানে অনেক মানুষের কাছে মিথ্যা সাক্ষ্য কতই না সস্তা হয়ে গেছে! সাক্ষী মনে করে যে সে যার পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে তার প্রতি সে ইহসান বা অনুগ্রহ করছে, অথচ সে নিজের ওপর জুলুম করছে, যার পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে তার ক্ষতি করছে এবং যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে তার প্রতিও অবিচার করছে।

নিজের প্রতি তার জুলুমের বিষয়টি এই যে, সে কবিরা গুনাহসমূহের মধ্যে একটিতে লিপ্ত হয়েছে, আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই; বরং এটি অন্যতম বড় কবিরা গুনাহ। আর যার পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে তার ক্ষতি করার কারণ হলো, সে তাকে এমন বিষয়ের ওপর কর্তৃত্ব পাইয়ে দিয়েছে যার সে হকদার নয় এবং তাকে অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ করিয়েছে। আর যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে তার প্রতি অবিচার তো স্পষ্ট; কেননা সে তার ওপর জুলুম ও সীমালঙ্ঘন করেছে। এই কারণেই মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান অন্যতম বড় কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই।

আপনি মনে করবেন না যে, যদি কারো পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেন তবে আপনি তার প্রতি ইহসান করছেন। না, আল্লাহর শপথ! বরং আপনি তার প্রতি অন্যায় করছেন। পরিতাপের বিষয় হলো, বর্তমানে অনেক মানুষ সরকারের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় যে অমুক ব্যক্তিই এর হকদার, এবং তারা সরকারের কাছে সত্য গোপন করে বিভ্রান্তি ছড়ায় এবং এমন সব নাম ব্যবহার করে যা সঠিক নয়। এসব কিছুই করা হয় দুনিয়াবী কিছু স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে, কিন্তু এই মিথ্যার মাধ্যমে তারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই হারিয়েছে, আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই।

এই হাদিসটি একজন বিবেকবান মানুষের জন্য এই চারটি বিষয় থেকে সতর্ক থাকা আবশ্যিক করে দেয়: আল্লাহর সাথে শিরক করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা।

(ص: 208) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

337/2. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الكبائر: الإشراف بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليدين الغبوس)) رواه البخاري.

((واليبين الغموس)) التي يحلفها كاذباً عامداً، سميت غموساً؛ لأنها تغمس الحالف في الإثم.

338/3 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((من الكبائر شتم الرجل والديه!)) قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟! قال: ((نعم؛ يسب أباً الرجل، فيسب أباه، ويسب أمه، فيسب أمه)) متفق عليه.

وفي رواية: ((إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه!)) قيل يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟! قال: يسب أباً الرجل، فيسب أباه، ويسب أمه، فيسب أمه).

339/4 - وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يدخل الجنة قاطع)) قال سفيان في روايته: قاطع رحم. متفق عليه.

340/5 - وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ومنعاً وهات، ووأد البنات، وكرة لكم

২/৩৩৭ — আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আল-আস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "কবিরা গুনাহসমূহ হলো: আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং মিথ্যা শপথ (আল-ইয়ামিনুল গামুস)।" ইমাম বুখারি এটি বর্ণনা করেছেন।

"আল-ইয়ামিনুল গামুস" হলো সেই শপথ যা কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মিথ্যাভাবে করে; একে "গামুস" (নিমজ্জিতকারী) বলা হয় কারণ এটি শপথকারীকে পাপের মধ্যে নিমজ্জিত করে দেয়।

৩/৩৩৮ — তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "কোনো ব্যক্তির নিজ পিতামাতাকে গালি দেওয়া কবির গুনাহের অন্তর্ভুক্ত!" সাহাবীগণ আরজ করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! কোনো মানুষ কি তার পিতামাতাকে গালি দিতে পারে?! তিনি বললেন: "হ্যাঁ; সে অন্যের পিতাকে গালি দেয়, ফলে সেই ব্যক্তিও তার পিতাকে গালি দেয়। আর সে অন্যের মাকে গালি দেয়, ফলে সে ব্যক্তিও তার মাকে গালি দেয়।" এটি মুত্তাফাকুন আলাইহি (বুখারি ও মুসলিম উভয়ই বর্ণনা করেছেন)।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে: "নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তির নিজের পিতামাতাকে অভিশাপ দেওয়া বড় বড় কবির গুনাহের অন্যতম!" জিজ্ঞেস করা হলো: হে আল্লাহর রাসূল! কোনো ব্যক্তি কীভাবে তার পিতামাতাকে অভিশাপ দেয়? তিনি বললেন: "সে অন্যের পিতাকে গালি দেয়, বিনিময়ে সে ব্যক্তি তার পিতাকে গালি দেয়। আর সে অন্যের মাকে গালি দেয়, বিনিময়ে সেও তার মাকে গালি দেয়।"

৪/৩৩৯ — আবু মুহাম্মদ জুবাইর ইবনে মুতইম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" সুফিয়ান তাঁর বর্ণনায় বলেছেন: অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী। এটি মুত্তাফাকুন আলাইহি।

৫/৩৪০ — আবু ঈসা মুগিরা ইবনে শুবা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর মায়েদের অবাধ্য হওয়া, (প্রাপ্য অধিকার) প্রদানে অস্বীকৃতি ও (অন্যায়ভাবে) যাদ্ধগ করা এবং কন্যা সন্তানদের জীবন্ত সমাহিত করা হারাম করেছেন। আর তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেছেন..."

(ص: 209) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

قيل وقال وكثرة السؤال، وإضاعة المال)) متفق عليه
قوله: ((منعاً)) معناه: منع ما وجب عليه. و ((هات)) : طلب ما ليس له. و ((وأد البنات)) معناه: دفنهن في الحياة. و ((قيل وقال)) معناه: الحديث بكل ما يسبغه، فيقول: قيل كذا، وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته، ولا يظنها، وكفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع.

و ((إِضَاعَةُ الْمَالِ)): : تَبْذِيرُهُ وَصَرْفُهُ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهَا مِنْ مَقَاصِدِ الْآخِرَةِ
وَالدُّنْيَا، وَتَرْكُ حِفْظِهِ مَعَ إِمْكَانِ الْحِفْظِ، وَ ((كَثْرَةُ السُّؤَالِ)): : الْإِلْحَاحُ فِيهَا لَا حَاجَةَ
إِلَيْهِ.

وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ سَبَقَتْ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ كَحَدِيثِ ((وَأَقْطَعْ مِنْ قِطْعِكَ)) ، وَحَدِيثِ:
((مَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ)).

[الشَّرْحُ]

هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ قِطْعَةِ الرَّحْمِ، وَعَقُوقِ الْوَالِدَيْنِ، وَقَدْ سَبَقَ لَهَا
نَظَائِرٌ، وَمِمَّا فِيهِ زِيَادَةٌ عَمَّا سَبَقَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((مَنْ الْكِبَائِرُ شَتَمَ الرَّجُلَ وَالِدِيَّ)) يَعْنِي سَبَّهُمَا
وَلَعْنَهُمَا كَمَا جَاءَ ذَلِكَ فِي رَوَايَةٍ أُخْرَى: ((لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدِيَّ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، كَيْفَ يَشْتَمُ الرَّجُلَ وَالِدِيَّ؟ لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ مُسْتَغْرَبٌ، وَأَمْرٌ بَعِيدٌ.

((বলাবলি করা, অধিক প্রশ্ন করা এবং সম্পদ নষ্ট করা)) মুত্তাফাকুন আলাইহি।

তাঁর বাণী: ((মানআন)) এর অর্থ হলো: যা প্রদান করা তার ওপর ওয়াজিব তা হতে বিরত
থাকা। এবং ((হাত)) এর অর্থ: যা তার প্রাপ্য নয় তা দাবি করা। এবং ((ওয়াদুল বানাত)) এর
অর্থ: কন্যা সন্তানদের জীবিত প্রোথিত করা। এবং ((কিলা ওয়া কালা)) এর অর্থ: যা কিছু শোনে
তা-ই বর্ণনা করে বেড়ানো; সে বলে: এমন বলা হয়েছে, অমুক এমন বলেছে— অথচ এর
সত্যতা সম্পর্কে সে অবগত নয় এবং তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও করে না। আর কোনো মানুষের
মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে তা-ই বর্ণনা করে।

এবং ((ইদাআতিল মাল)) বা সম্পদ অপচয় হলো: তা অপব্যয় করা এবং ইহকাল ও পরকালের
লক্ষ্যসমূহের মধ্যে অনুমোদিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য খাতে ব্যয় করা এবং সংরক্ষণ করা সম্ভব
হওয়া সত্ত্বেও সংরক্ষণে অবহেলা করা। এবং ((কাসরাতিল সুআল)) বা অধিক প্রশ্ন করা হলো:
নিষ্প্রয়োজনীয় বিষয়ে পীড়াপীড়ি করা।

এই পরিচ্ছেদে এমন কিছু হাদিস রয়েছে যা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে গত হয়েছে, যেমন: ((যে তোমাকে ছিন্ন করে আমি তাকে ছিন্ন করি)) এবং ((যে আমাকে ছিন্ন করল আল্লাহ তাকে ছিন্ন করেন)) হাদিসদ্বয়।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসগুলোর সবগুলোই আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা এবং পিতামাতার অবাধ্য হওয়া হারাম হওয়ার ওপর প্রমাণ বহন করে। এর সদৃশ আলোচনা ইতিপূর্বেও অতিক্রান্ত হয়েছে। তবে পূর্বের আলোচনার চেয়ে যা অতিরিক্ত রয়েছে তা হলো আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হাদিস যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: ((ব্যক্তির জন্য তার পিতামাতাকে গালি দেওয়া কবিরাত গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত))। অর্থাৎ তাদের গালমন্দ করা এবং অভিশাপ দেওয়া, যেমনটি অন্য বর্ণনায় এসেছে: ((যে ব্যক্তি তার পিতামাতাকে অভিশাপ দেয় আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন))। সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! একজন মানুষ কীভাবে তার পিতামাতাকে গালি দিতে পারে? কেননা এটি অত্যন্ত বিস্ময়কর এবং অকল্পনীয় একটি বিষয়।

(ص: 210) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

قال ((نعم، يسب أب الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه)). وذلك تحذير من أن يكون الإنسان سبباً في شتم والديه بأن يأتي إلى شخص فيشتم والدي الشخص، فيقابله الشخص الآخر بالمثل ويشتم والديه، ولا يعني ذلك أنه يجوز للثاني أن يشتم والدي الرجل؛ لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ولكنه في العادة والطبيعة أن الإنسان يجازي غيره يمثله ما فعل به، فإذا سبه سبه. وذلك كما قال تعالى: (وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ) [الأنعام: 108] ، لذلك لما كان سبباً في سب والديه؛ كان عليه إثم ذلك.

ثم ذكر المؤلف حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات، ومنعاً وهات، ووأد البنات)). .
 الشاهد من هذا الحديث قوله: ((عقوق الأمهات)) وهو قطع ما يجب لهن من البر،
 أما وأد البنات فهو دفنهن أحياء، وذلك لأنهم في الجاهلية كانوا يكرهون البنات،
 ويقولون: إن إبقاء البنت عند الرجل مسبة له.
 فكانوا والعياذ بالله يأتون بالبنات فيحفرون لها حفرة ويدفنونها وهي حية. قال الله تعالى: (وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ) [التكوير: 8، 9] ، فحرم الله ذلك، وهو لاشك من أكبر الكبائر، وإذا كان قتل الأجنبي المؤمن سبباً للخلود في النار كما قال تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَدِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً)

তিনি বললেন, "হ্যাঁ, সে কোনো ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়, ফলে সেই ব্যক্তি তার পিতাকে গালি দেয়; এবং সে কোনো ব্যক্তির মাতাকে গালি দেয়, ফলে সেই ব্যক্তি তার মাতাকে গালি দেয়।"

এটি এই বিষয়ে একটি সতর্কবার্তা যে, মানুষ যেন নিজের পিতামাতাকে গালি দেওয়ার কারণ না হয়। অর্থাৎ, সে কোনো ব্যক্তির নিকট গিয়ে তার পিতামাতাকে গালি দেয়, ফলে অপর ব্যক্তিটিও অনুরূপভাবে পাল্টা জবাব দেয় এবং তার পিতামাতাকে গালি দেয়। এর অর্থ এই নয় যে, দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য প্রথম ব্যক্তির পিতামাতাকে গালি দেওয়া বৈধ; কেননা 'কেউ অন্যের পাপের বোঝা বহন করবে না'। তবে সচরাচর এবং মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হলো, মানুষ অন্যের সাথে সেই রূপ আচরণই করে যা তার সাথে করা হয়; সুতরাং যখন তাকে গালি দেওয়া হয়, সেও গালি দেয়।

এটি মহান আল্লাহর এই বাণীর অনুরূপ: "আর তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের উপাসনা করে তাদের তোমরা গালি দিও না, অন্যথায় তারা অজ্ঞতাবশত সীমালঙ্ঘন করে আল্লাহকে গালি দেবে।" [সূরা আল-আন'আম: ১০৮]। এই কারণে, যেহেতু সে নিজের পিতামাতাকে গালি দেওয়ার কারণ হয়েছে, তাই এর পাপভার তার ওপরই বর্তাবে।

অতঃপর লেখক মুগীরা ইবনে শু'বাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তোমাদের ওপর মায়েদের অবাধ্যতা করা, (প্রাপ্য) প্রদানে বিরত থাকা ও (অন্যায়ভাবে) যাচনা করা এবং কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দেওয়া হারাম করেছেন।"

এই হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো তাঁর এই উক্তি: "মায়েদের অবাধ্যতা করা", যা মূলত তাঁদের প্রাপ্য সদাচরণ ছিন্ন করাকে বোঝায়। আর "কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দেওয়া"র অর্থ হলো তাদের জীবিত অবস্থায় দাফন করা। এটি এই কারণে যে, জাহেলী যুগে তারা কন্যা সন্তানদের অপছন্দ করত এবং বলত: কোনো ব্যক্তির নিকট কন্যা সন্তান থাকা তার জন্য কলঙ্কজনক।

ফলে তারা—আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই—কন্যা সন্তানকে নিয়ে আসত, এরপর তার জন্য গর্ত খুঁড়ত এবং তাকে জীবিত প্রোথিত করত। মহান আল্লাহ বলেছেন: "আর যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে" [সূরা আত-তাকবীর: ৮-৯]। আল্লাহ তা'আলা এটিকে হারাম করেছেন এবং নিঃসন্দেহে এটি কবীরা গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যদি কোনো অপরিচিত মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হওয়ার কারণ হয়, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: "আর যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হলো জাহান্নাম; সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন, তাকে লানত করেছেন এবং তার জন্য মহান শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।"

(ص: 211) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

[النساء: 93] ، فالقراءة أشد وأشد.

((ومنعاً وهات)) يعني أن يكون الإنسان جموعاً ممنوعاً؛ يمنع ما يجب عليه بذله من المال، ويطلب ما ليس له، فهات: يعني أعطوني المال، ومنعاً: أي يمنع ما يجب عليه،

فإن هذا أيضاً مما حرمه الله عز وجل؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يمنع ما يجب عليه بذله من الله، ولا يجوز أن يسأل ما لا يستحق، فكلاهما حرام، لهذا قال: ((إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات، ومنعاً وهات)).

((وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال))، كره وحرّم ليس بينهما فرق؛ لأن الكراهة في لسان الشارع معناها التحريم، ولكن هذا والله أعلم من باب اختلاف التعبير فقط.

((كره لكم قيل وقال)) يعني نقل الكلام، وكثرة ما يتكلم الإنسان ويثرثر به، وأن يكون ليس له هم إلا الكلام في الناس، قالوا كذا وقيل كذا، ولا سيباً إذا كان هذا في أعراض أهل العلم وأعراض ولاية الأمور، فإنه يكون أشد وأشد كراهة عند الله عز وجل.

والإنسان المؤمن هو الذي لا يقول إلا خيراً كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليقل خيراً أو ليصمت)).

وكثرة السؤال يحتمل أن يكون المراد السؤال عن العلم، ويحتمل أن

[আন-নিসা: ৯৩], আর নিকটাত্মীয়দের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও গুরুতর ও কঠিন।

‘প্রদান না করা এবং প্রার্থনা করা’ অর্থ হলো মানুষ সম্পদ পুঞ্জীভূতকারী ও কৃপণ হবে; তার ওপর যে অর্থ ব্যয় করা ওয়াজিব তা সে দিতে অস্বীকার করে, অথচ যা তার পাওনা নয় তা সে দাবি করে। ‘হাত’ অর্থ হলো ‘আমাকে সম্পদ দাও’ এবং ‘মান্-আন’ অর্থ হলো যা প্রদান করা তার জন্য আবশ্যিক তা সে আটকে রাখা। এটিও আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা হারাম করেছেন; কারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে যা প্রদান করা মানুষের জন্য আবশ্যিক তা আটকে রাখা যেমন বৈধ নয়, তেমনি যার সে হকদার নয় তা চাওয়াও বৈধ নয়; উভয়টিই হারাম। এই কারণেই তিনি বলেছেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ তা’আলা তোমাদের ওপর মায়েদের অবাধ্য হওয়া এবং প্রাপ্য প্রদান না করা ও অন্যায়ভাবে প্রার্থনা করাকে হারাম করেছেন।”

“আর তিনি তোমাদের জন্য অনর্থক বলাবলি করা, অধিক প্রশ্ন করা এবং সম্পদ অপচয় করা অপছন্দ করেছেন।” এখানে অপছন্দ করা এবং হারাম করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই; কারণ

শরীয়তের পরিভাষায় ‘কারাহাত’ বা অপছন্দনীয়তা অনেক সময় হারাম অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তবে আল্লাহই ভালো জানেন, এটি কেবল প্রকাশভঙ্গির ভিন্নতা মাত্র।

“তোমাদের জন্য তিনি ‘কিল ওয়া কাল’ বা বলাবলি করা অপছন্দ করেছেন” অর্থাৎ কথা চালাচালি করা এবং মানুষের অত্যাধিক কথা বলা ও অহেতুক বকবক করা। আর মানুষের অবস্থা এমন হওয়া যে, লোকজনের সমালোচনা করা ছাড়া তার আর কোনো চিন্তা নেই—যেমন তারা এমন বলেছে বা অমুক বিষয়ে এমন বলা হয়েছে। বিশেষ করে এই চর্চা যদি আলেমসমাজ এবং দায়িত্বশীলদের সম্মানহানি নিয়ে হয়, তবে তা আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার নিকট আরও কঠোর ও গুরুতর অপছন্দনীয় বিষয়।

আর মুমিন ব্যক্তি কেবল কল্যাণকর কথাই বলে, যেমনটি নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা নীরব থাকে।”

আর অধিক প্রশ্ন করার দ্বারা উদ্দেশ্য ইলম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হতে পারে, আবার এমন সম্ভাবনাও আছে যে—

(ص: 212) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

يكون المراد السؤال عن المال.

أما الأول: وهو كثرة السؤال عن العلم فهذا إنما يكره إذا كان الإنسان لا يريد إلا إعنات المسؤل، والإشفاق عليه، وإدخال السامة والبلل عليه، أما إذا كان يريد العلم فإنه لا ينهى عن ذلك، ولا يكره ذلك، وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كثير السؤال، فقد قيل له: بم أدركت العلم؟ قال: أدركت العلم بلسان سؤل، وقلب عقول، وبدن غير ملول.

لكن إذا كان قصد السائل الإشفاق على المسؤل والإعنات عليه، وإلحاق السامة به، أو تليق زلاته لعله يزل فيكون في ذلك قدح فيه، فإن هذا المكروه.

وَأَمَّا الثَّانِي: وَهُوَ سُؤَال الْمَال فَإِنَّ كَثْرَةَ السُّؤَالِ قَدْ تَلْحَقُ الْإِنْسَانَ بِأَصْحَابِ الشَّحِّ وَالطَّمَعِ، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ سُؤَالُ الْمَالِ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ، أَوْ إِذَا كَانَ يَرَى أَنَّ الْمَسْئُولَ يَمُنُّ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَهُ، كَمَا لَوْ كَانَ صَدِيقًا لَكَ قَوِيَ الصَّدَاقَةُ، قَرِيبًا جَدًّا، فَسَأَلَتْهُ حَاجَةٌ وَأَنْتَ تَعْرِفُ أَنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ مَمْنُونًا، فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَسْأَلَ إِلَّا عِنْدَ الْضَّرُورَةِ.

وَأَمَّا إِضَاعَةُ الْمَالِ فَهُوَ بِذَلِكَ فِي غَيْرِ فَائِدَةٍ لَا دِينِيَّةٍ وَلَا دُنْيَوِيَّةٍ؛ لِأَنَّ هَذَا أَيْضًا إِضَاعَةٌ لَهُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا) [النساء: 5]، فَالْمَالُ قِيَامٌ لِلنَّاسِ؛ تَقُومُ بِهِ مَصَالِحُ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، فَإِذَا بِذَلِكَ الْإِنْسَانُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَهَذَا إِضَاعَةٌ لَهُ، وَأَقْبَحُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَبْذُلَهُ فِي مُحَرَّمٍ، فَيُرْتَكَبُ فِي هَذَا مُحْظُورِينَ:

এর উদ্দেশ্য হতে পারে সম্পদ সম্পর্কে যাঞ্চা করা।

প্রথম বিষয়টি হলো: ইলম বা জ্ঞান সম্পর্কে অত্যধিক প্রশ্ন করা; এটি কেবল তখনই অপছন্দনীয় হবে যখন ব্যক্তির উদ্দেশ্য হয় উত্তরদাতাকে ব্যতিব্যস্ত করা, তাকে কষ্টে ফেলা এবং তার মাঝে ক্লান্তি ও বিরক্তি তৈরি করা। পক্ষান্তরে যদি তার উদ্দেশ্য হয় জ্ঞান অর্জন করা, তবে তা নিষিদ্ধও নয় এবং অপছন্দনীয়ও নয়। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) অত্যন্ত জিজ্ঞাসু ছিলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: আপনি কিসের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করেছেন? তিনি বললেন: আমি ইলম অর্জন করেছি জিজ্ঞাসু রসনা, বোধসম্পন্ন হৃদয় এবং ক্লান্তিহীন শরীরের মাধ্যমে।

তবে যদি প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য হয় উত্তরদাতাকে কষ্টে ফেলা, তাকে সংকটে ফেলা, তাকে বিরক্ত করা অথবা তার ভুলত্রুটি অনুসন্ধান করা—যাতে তিনি পদস্থলিত হন এবং এর মাধ্যমে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা যায়—তবে তা মাকরুহ।

আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো: সম্পদ প্রার্থনা করা। কেননা অত্যধিক যাঞ্চা করা মানুষকে লোভী ও কৃপণদের দলভুক্ত করে দেয়। এই কারণে প্রয়োজন ব্যতীত মানুষের নিকট সম্পদ প্রার্থনা করা বৈধ নয়। তবে যদি সে বুঝতে পারে যে, যাকে সম্বোধন করা হচ্ছে সে এতে আনন্দিত হবে—

যেমন সে আপনার এমন কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু যার নিকট কিছু চাইলে সে সমাদৃত বোধ করে— তবে এতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু বিষয়টি যদি এর ব্যতিক্রম হয়, তবে তীব্র প্রয়োজন ব্যতীত প্রার্থনা করা জায়েজ নয়।

আর সম্পদ অপচয় করার অর্থ হলো দ্বীনি বা পার্থিব কোনো উপকার ছাড়াই তা ব্যয় করা; কারণ এটিও সম্পদের বিনাশ। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন: "আর তোমরা নির্বোধদের নিকট তোমাদের সেই সম্পদ অর্পণ করো না, যা আল্লাহ তোমাদের জীবন ধারণের মাধ্যম করেছেন" [সূরা আন-নিসা: ৫]। সুতরাং সম্পদ হলো মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার অবলম্বন; যার দ্বারা তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। ফলে মানুষ যখন একে উদ্দেশ্যহীনভাবে ব্যয় করে, তখন তা অপচয় বলে গণ্য হয়। আর এর চেয়েও নিকৃষ্ট কাজ হলো তা নিষিদ্ধ কাজে ব্যয় করা; যার ফলে ব্যক্তি দুটি নিষিদ্ধ বিষয়ে লিপ্ত হয়:

(ص: 213) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

المحظور الأول: إضاعة المال.
والمحظور الثاني: ارتكاب المحرم.
فالأموال يجب أن يحافظ عليها الإنسان، وألا يضعها وألا يبذلها إلا فيما فيه مصلحة له دينية أو دنيوية.

প্রথম নিষিদ্ধ বিষয়: সম্পদ অপচয়।

দ্বিতীয় নিষিদ্ধ বিষয়: নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়া।

অতএব, মানুষের জন্য তার সম্পদ সংরক্ষণ করা অপরিহার্য; এবং সে তা ব্যয় বা উৎসর্গ করবে না কেবল সেই ক্ষেত্র ব্যতীত যাতে তার দ্বীন অথবা পার্থিব কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

42. بَابُ بَرِّ أَصْدِقَاءِ الْأَبِّ وَالْأُمِّ وَالْأَقْرَابِ وَالزَّوْجَةِ وَسَائِرِ مَنْ يَنْدُبُ إِكْرَامَهُ

341/1. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه)).

342/2. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً من الأعراب لقيه بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله بن عمر، وحمله على حمارٍ كان يركبه، وأعطاه عبامة كانت على رأسه، قال ابن دينار: فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير، فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودّاً لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله يقول: ((إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه)).

وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا ملّ ركوب الراحلة، وعبامة يشد بها رأسه فبينما هو يوماً على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي، فقال: أأنت ابن فلان ابن فلان؟ قال بلى. فأعطاه الحمار، فقال: اركب هذا، وأعطاه العبامة وقال: اشدد بها رأسك، فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك! أعطيت هذا الأعرابي حماراً كنت تروح عليه، وعبامة كنت تشد بها رأسك؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن من أبر البر أن يصل

৪২- পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী এবং যাদের সম্মান করা মুস্তাহাব তাদের বন্ধুদের সাথে সদাচরণ করার অধ্যায়

১/৩৪১- ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই সর্বোত্তম নেক কাজ হলো কোনো ব্যক্তির তার পিতার বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।"

২/৩৪২- আবদুল্লাহ ইবনে দিনার থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর সাথে মক্কার পথে এক গ্রাম্য মরুবাসীর সাক্ষাৎ হলো। আবদুল্লাহ ইবনে উমর তাকে সালাম দিলেন এবং যে গাধাটিতে তিনি সওয়ার ছিলেন তাতে তাকে চড়ালেন এবং নিজের মাথার পাগড়িটি তাকে দিয়ে দিলেন। ইবনে দিনার বলেন: আমরা তাঁকে বললাম, আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন, এরা তো গ্রাম্য লোক, এরা তো সামান্যতেই সন্তুষ্ট থাকে। তখন আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন: এই লোকটির পিতা উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। আর আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "নিশ্চয়ই সর্বোত্তম নেক কাজ হলো কোনো ব্যক্তির তার পিতার বন্ধুদের পরিবারের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।"

ইবনে দিনার থেকে ইবনে উমরের অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি যখন মক্কার উদ্দেশ্যে বের হতেন তখন তাঁর সাথে একটি গাধা থাকত। উটের পিঠে আরোহণ করে ক্লান্ত হয়ে পড়লে তিনি বিশ্রামের জন্য সেটির ওপর চড়তেন। আর তাঁর একটি পাগড়ি ছিল যা তিনি মাথায় বাঁধতেন। একদিন তিনি সেই গাধার ওপর থাকা অবস্থায় এক গ্রাম্য লোক তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কি অমুকের ছেলে অমুক নও? সে বলল: হ্যাঁ। তখন তিনি তাকে গাধাটি দিয়ে বললেন: এর ওপর আরোহণ করো। এবং পাগড়িটি দিয়ে বললেন: এটি তোমার মাথায় বেঁধে নাও। তখন তাঁর কোনো এক সঙ্গী তাঁকে বললেন: আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! আপনি এই গ্রাম্য লোকটিকে এমন একটি গাধা দিয়ে দিলেন যার ওপর আপনি আরাম করতেন এবং এমন একটি পাগড়ি দিলেন যা আপনি মাথায় বাঁধতেন? তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "নিশ্চয়ই সর্বোত্তম নেক কাজের অন্তর্ভুক্ত হলো কোনো ব্যক্তির সুসম্পর্ক বজায় রাখা..."

(ص: 215) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي)) وإن أباه كان صديقاً لعمر رضي الله عنه. روى
هذه الروايات كلها مسلم.

[الشَّرْحُ]

لما ذكر المؤلف رحمه الله أحكام بر الوالدين وصلة الأرحام؛ ذكر أيضاً أحكام صلة من يصل الوالدين والأرحام، وذلك للعلاقة التي بينهم وبين أقاربه، أو بينهم وبين والديه، ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهي قصة غريبة - كان ابن عمر رضي الله عنه إذا خرج إلى مكة حاجاً يكون معه حمار يتروح عليه إذا مل الركوب على الراحلة - أي البعير - فيستريح على هذا الحمار ثم يركب الراحلة. وفي يوم من الأيام لقيه أعرابي فسأله ابن عمر: أنت فلان ابن فلان؟ قال: نعم، فنزل عن الحمار وقال: خذ هذا اركب عليه، وأعطاه عبامة كان قد شد بها رأسه، وقال لهذا الأعرابي: اشدد رأسك بهذا. فقبل لعبد الله بن عمر: أصلحك الله أو غفر الله لك! إنهم الأعراب، والأعراب يرضون بدون ذلك، يعنون: كيف تنزل أنت عن الحمار تمشي على قدميك، وتعطيه عبامتك التي تشد بها رأسك، وهو أعرابي يرضى بأقل من ذلك.

ব্যক্তি তার পিতার ইন্তেকালের পর পিতার বন্ধুদের সাথে সদ্যবহার করা।) আর তার পিতা উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বন্ধু ছিলেন। ইমাম মুসলিম এই সবকটি বর্ণনা সংকলন করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

যখন লেখক (রহিমাল্লাহ) পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার বিধানাবলি আলোচনা করেছেন, তখন তিনি সেই ব্যক্তিদের সাথেও সুসম্পর্ক রাখার বিধান উল্লেখ করেছেন যারা পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখে। আর তা তাদের এবং তার আত্মীয়-স্বজন কিংবা তাদের এবং তার পিতা-মাতার মধ্যকার সম্পর্কের কারণে। অতঃপর তিনি ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন যা একটি চমৎকার ঘটনা—ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন হজের উদ্দেশ্যে মক্কার পথে বের হতেন, তখন তার সাথে একটি গাধা থাকত যার ওপর চড়ে তিনি বিশ্রাম নিতেন যখন উটের

পিঠে চড়তে চড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। তিনি সেই গাধার ওপর আরাম করে নিয়ে পুনরায় উটের পিঠে আরোহণ করতেন।

একদিন এক গ্রাম্য মরুবাসীর (বেদুঈন) সাথে তার সাক্ষাৎ হলো। ইবনে উমর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি অমুকের ছেলে অমুক? সে বলল: হ্যাঁ। তখন তিনি গাধা থেকে নেমে পড়লেন এবং বললেন: এটি নাও, এর ওপর আরোহণ করো। এবং তিনি তাকে নিজের মাথার পাগড়িটিও দিয়ে দিলেন যা তিনি মাথায় বেঁধে রেখেছিলেন এবং সেই বেদুঈনকে বললেন: এটি তোমার মাথায় বেঁধে নাও।

তখন আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে বলা হলো: আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন অথবা আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! এরা তো সাধারণ মরুবাসী বেদুঈন, আর বেদুঈনরা তো এর চেয়ে অনেক কম কিছুতেই সন্তুষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ তারা বলতে চাইলেন: আপনি কেন গাধা থেকে নেমে নিজে পায়ে হেঁটে চলছেন এবং তাকে নিজের মাথার পাগড়িটি দিয়ে দিচ্ছেন, অথচ সে একজন বেদুঈন যে এর চেয়েও সামান্য কিছুতে সন্তুষ্ট থাকত।

(ص: 216) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

مات أبو الرجل أو أمه أو أحد من أقاربه أن تبر أهل وده، يعني صديقه فقط بل حتى أقارب صديقه.

وإن أبا هذا كان صديقاً لعمر أي: لعمر بن الخطاب أبيه، فلما كان صديقاً لأبيه؛ أكرمه برأ بأبيه عمر رضي الله عنه.

وفي هذا الحديث دليل على امتثال الصحابة، ورغبتهم في الخير ومسارعتهم إليه؛ لأن ابن عمر استفاد من هذا الحديث فائدة عظيمة، فإنه فعل هذا الإكرام بهذا الأعرابي من أجل أن أباه كان صديقاً لعمر، فما ظنك لو رأى الرجل الذي كان صديقاً لعمر؟ لأكرمه أكثر وأكثر.

فيستفاد من هذا الحديث أنه إذا كان لأبيك أو أمك أحد بينهم وبينه ود فأكبره.
كذلك إذا كان هناك نسوة صديقات لأمك؛ فأكرم هؤلاء النسوة، وإذا كان رجال
أصدقاء لأبيك؛ فأكرم هؤلاء الرجال، فإن هذا من البر.
وفي هذا الحديث أيضاً: سعة رحمة الله عز وجل حيث إن البر بأبه واسع لا يختص
بأب الوالد والأم فقط؛ بل حتى أصدقاء الوالد وأصدقاء الأم، إذا أحسنت إليهم فإنها
بررت والديك فتثاب ثواب البار بوالديه.
وهذه من نعمة الله عز وجل، أن وسع لعباده أبواب الخير وكثرها لهم، حتى يلجوا
فيها من كل جانب، نسأل الله تعالى أن يجعلنا والمسلمين من البررة، إنه جواد
كريم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * *

কোনো ব্যক্তির পিতা, মাতা বা তার কোনো আত্মীয় মৃত্যুবরণ করলে, সে যেন তাদের
প্রিয়জনদের সাথে সদাচরণ করে; অর্থাৎ কেবল তার বন্ধুর সাথে নয়, বরং তার বন্ধুর
আত্মীয়স্বজনের সাথেও।

আর এই ব্যক্তির পিতা উমর অর্থাৎ তার পিতা উমর ইবনুল খাত্তাবের বন্ধু ছিলেন। যেহেতু
তিনি তার পিতার বন্ধু ছিলেন, তাই তিনি উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি পুণ্য হিসেবে
তাকে সম্মান প্রদর্শন করেন।

এই হাদিসের মধ্যে সাহায্যে কেরামের আনুগত্য, কল্যাণের প্রতি তাদের আগ্রহ এবং এর
দিকে দ্রুত ধাবিত হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। কেননা ইবনে উমর এই হাদিস থেকে এক মহান
শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এই বেদুইন ব্যক্তিকে সম্মান করেছিলেন কেবল এই কারণে যে,
তার পিতা উমরের বন্ধু ছিলেন। তাহলে আপনার কী ধারণা, যদি তিনি স্বয়ং উমরের বন্ধুকে
দেখতেন? তবে তিনি তাকে আরও বেশি সম্মান করতেন।

এই হাদিস থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, আপনার পিতা বা মাতার সাথে যদি কারো
ভালোবাসার সম্পর্ক থাকে, তবে তাকে সম্মান করুন। তদ্রূপ আপনার মাতার যদি কোনো

বান্ধবী থাকে, তবে সেই নারীদের সম্মান করুন; আর আপনার পিতার যদি কোনো বন্ধু থাকে, তবে সেই পুরুষদের সম্মান করুন। নিশ্চয়ই এটি পিতা-মাতার প্রতি পুণ্য বা সদাচরণের অন্তর্ভুক্ত।

এই হাদিসে মহান আল্লাহর রহমতের প্রশস্ততাও ফুটে উঠেছে। কেননা নেক আমল বা সদাচরণের দরজা অত্যন্ত প্রশস্ত, যা কেবল পিতা-মাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং পিতা-মাতার বন্ধুদেরও অন্তর্ভুক্ত করে। আপনি যদি তাদের সাথে সদাচরণ করেন, তবে আপনি আপনার পিতা-মাতার সাথেই পুণ্য কাজ করলেন। ফলে আপনি পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণকারীর সওয়াব লাভ করবেন।

এটি মহান আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত যে, তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কল্যাণের পথসমূহ প্রশস্ত করেছেন এবং তা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন, যেন তারা সব দিক থেকে তাতে প্রবেশ করতে পারে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এবং সকল মুসলিমকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করেন। নিশ্চয়ই তিনি মহান দাতা ও দয়ালু। আমাদের নেতা মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সঙ্গীর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

* * *

(ص: 217) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

343/3 - وعن أبي أسيد - بضم الهزة وفتح السين - مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: ((نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنقاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما)) رواه أبو داود.

344/4 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثُر ذكرها، وربما ذبح الشاة، ثم يقطعها أعضاء، ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة فيقول: ((إنها كانت وكان لي منها ولد)) متفق عليه

وفي رواية: وإن كان ليزبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن وفي رواية: كان إذا ذبح الشاة يقول ((أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة)) .
وفي رواية قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة، فارتاح لذلك فقال: ((اللهم هالة بنت خويلد)).

৩/৩৪৩ - আবু উসাইদ (হামযাহ-তে পেশ এবং সীন-এ যবর যোগে উচ্চারিত)—মালিক ইবনে রাবিআহ আস-সাদ্দী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা আমরা আল্লাহর রাসূলের (আল্লাহর শান্তি ও আশীর্বাদ তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) নিকট বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় বনু সালামাহ গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে আরজ করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতামাতার মৃত্যুর পর তাঁদের সাথে সদাচরণ করার মতো কি আর কোনো কাজ অবশিষ্ট আছে যা আমি তাঁদের জন্য করতে পারি? তিনি বললেন: “হ্যাঁ, তাঁদের জন্য দোয়া করা, তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের কৃত অঙ্গীকারসমূহ পূরণ করা, এমন আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা যাদের সাথে সম্পর্ক কেবল তাঁদের মাধ্যমেই যুক্ত এবং তাঁদের বন্ধুদের সম্মান করা।” এটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন।

৪/৩৪৪ - আয়েশা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (আল্লাহর শান্তি ও আশীর্বাদ তাঁর ওপর বর্ষিত হোক)-এর স্ত্রীদের মধ্যে খাদিজা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর প্রতি আমি যতটা ঈর্ষা পোষণ করতাম, অন্য কারও প্রতি ততটা করিনি; যদিও আমি তাঁকে কখনো দেখিনি। কিন্তু তিনি (রাসূলুল্লাহ) প্রায়ই তাঁর কথা আলোচনা করতেন। অনেক সময় তিনি বকরি জবাই করতেন, অতঃপর সেটিকে বিভিন্ন অংশে খণ্ডিত করতেন এবং খাদিজার বান্ধবীদের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। কখনও কখনও আমি তাঁকে বলতাম: মনে হয়

পৃথিবীতে খাদিজা ছাড়া আর কোনো নারীই ছিল না! তখন তিনি বলতেন: “নিশ্চয়ই তিনি এমন ও এমন (গুণবতী) ছিলেন এবং তাঁর গর্ভেই আমার সন্তান হয়েছে।” এটি বুখারি ও মুসলিম কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে বর্ণিত (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

অন্য এক বর্ণনায় আছে: তিনি যখন বকরি জবাই করতেন, তখন তাঁর (খাদিজার) ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অংশ উপহার হিসেবে পাঠাতেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে: তিনি যখন বকরি জবাই করতেন তখন বলতেন: “এটি খাদিজার বান্ধবীদের নিকট পাঠিয়ে দাও।”

অন্য এক বর্ণনায় তিনি (আয়েশা) বলেন: খাদিজার বোন হালাহ বিনতে খুওয়াইলিদ আল্লাহর রাসূলের (আল্লাহর শান্তি ও আশীর্বাদ তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁর অনুমতি চাওয়ার ভঙ্গি দেখে রাসূলুল্লাহর খাদিজার অনুমতি চাওয়ার কথা মনে পড়ে গেল এবং তিনি এতে আনন্দিত ও আবেগাপ্ত হয়ে পড়লেন। অতঃপর তিনি বললেন: “হে আল্লাহ! এ তো হালাহ বিনতে খুওয়াইলিদ।”

(ص: 218) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

قولها ((فارتاح)) هو بالحاء، وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي: ((فارتاح))
بالعين ومعناه: أهتم به.

[الشَّرْحُ]

كذلك أيضاً يبقى من البر بعد موت الوالدين ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حين
سئل: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال صلى الله عليه وسلم:
((نعم، الصلاة عليهما)) يعني الدعاء لهما وليس المراد صلاة الجنازة، بل المراد
الدعاء. فالصلاة هنا بمعنى الدعاء وهي كقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً
تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيَهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) [التوبة: 103] وكان النبي صلى الله عليه وسلم

إذا أتته الصدقة قال: اللهم صل على آل فلان، كما قال عبد الله بن أبي أوفى أنه أتى بصدقة قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((اللهم صل على آل أبي أوفى))، فدعا لهم بالصلاة عليهم.

فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ((الصلاة عليهما)) يعني الدعاء لهما بالصلاة، فيقول: اللهم صل على أبي، أو يدعو بدخول الجنة والنجاة من النار وما أشبه ذلك.

الثاني: ((الاستغفار لهما)) وهو أن يستغفر الإنسان لوالديه، يقول: اللهم اغفر لي ولوالدي، وما أشبه ذلك، وأما ((إنقاذ عهديهما)) يعني إنقاذ وصيتهما. فهذه خمسة أشياء: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإكرام

তার উক্তি ((ফারাতাহা)) 'হা' বর্ণের মাধ্যমে, এবং আল-হুমায়দী সংকলিত 'আল-জামউ বাইনাস সাহিহাইন'-এ এসেছে: ((ফারাতা'আ)) 'আইন' বর্ণের মাধ্যমে, যার অর্থ হলো: তিনি এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

একইভাবে পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও তাদের প্রতি সদাচরণের যে বিষয়টি অবশিষ্ট থাকে, তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করেছেন যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের প্রতি সদাচরণের আর কোনো কিছু কি অবশিষ্ট আছে যা আমি তাদের জন্য করব? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "হ্যাঁ, তাদের জন্য দুআ করা।" অর্থাৎ তাদের জন্য প্রার্থনা করা; এখানে জানাযার নামায় উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য হলো দুআ। সুতরাং এখানে 'সালাত' প্রার্থনা বা দুআ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যা মহান আল্লাহর এই বাণীর অনুরূপ: (তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা গ্রহণ করুন যার মাধ্যমে আপনি তাদের পবিত্র করবেন ও পরিশুদ্ধ করবেন এবং তাদের জন্য দুআ করবেন) [আত-তাওবাহ: ১০৩]। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যখন সাদাকা নিয়ে আসা হতো, তখন তিনি বলতেন: হে আল্লাহ! অমুকের পরিবারের উপর রহমত বর্ষণ করুন। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে

আবি আওফা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাঁর গোত্রের সাদাকা নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলে তিনি বললেন: "হে আল্লাহ! আবু আওফার পরিবারের উপর রহমত বর্ষণ করুন।" অর্থাৎ তিনি তাদের জন্য দোয়ার মাধ্যমে রহমত কামনা করেছিলেন। অতএব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি: "তাদের জন্য দুআ করা" অর্থ হলো তাদের জন্য রহমতের প্রার্থনা করা। যেমন বলা: হে আল্লাহ! আপনি আমার পিতা-মাতার ওপর রহমত বর্ষণ করুন, অথবা জান্নাতে প্রবেশ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির দুআ করা এবং এ জাতীয় অন্যান্য প্রার্থনা।

দ্বিতীয়ত: "তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।" আর তা হলো মানুষ তার পিতা-মাতার জন্য ইস্তিগফার করবে; বলবে: হে আল্লাহ! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে ক্ষমা করে দিন এবং এই জাতীয় দোয়াসমূহ। আর "তাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা" এর অর্থ হলো তাদের অসিয়ত পূরণ করা।

সুতরাং এই হলো পাঁচটি বিষয়: তাদের জন্য রহমতের দুআ করা, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং সম্মান প্রদর্শন...

(ص: 219) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

صديقهما، وإنفاذ عهدهما، وصلة الرحم التي لا صلة لك إلا بهما، هذه من بر الوالدين.
كذلك الصدقة لهما؛ فإن الصدقة تنفع الوالدين، كذلك أيضاً إكرام صديقهما مثل حديث ابن عمر السابق، يعني إن كان له صديق فأكرمه، فإن هذا من بره.
الخامس: صلة الرحم التي لا صلة لك إلا بهما، يعني صلة الأقارب فإن هذا من برهما.

أما قراءة القرآن لهما، أو الصلاة - بأن يصلي الإنسان ركعتين ويقول لوالدي - فهذا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليه، بل قال: ((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)) ولم يقل: ولد صالح يتصدق له، أو يصلي له، أو يحج له، أو يعتبر له، بل قال: يدعو له، فالدعاء خير من العمل الصالح للوالدين.

لكن لو فعل الإنسان ونوى بهذا العمل لوالديه؛ فإن ذلك لا بأس به؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع سعد بن عبادَةَ أن يتصدق لأمه بل أذن له، ولا الرجل الذي قال: يا رسول الله، إن أُمِّي افتلّت نفسها، ولو تكلمت لتصدقت. فهذه خمسة أشياء من بر الوالدين بعد موتها.

তাদের বন্ধুদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ, তাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এবং আত্মীয়তার ওই বন্ধন বজায় রাখা যা কেবল তাদের মাধ্যমেই সংযুক্ত—এগুলো পিতামাতার প্রতি সদাচরণের অন্তর্ভুক্ত।

তদ্রূপ তাদের পক্ষ থেকে সদকা করা; কেননা সদকা পিতামাতার উপকারে আসে। একইভাবে তাদের বন্ধুদের সম্মান করা, যেমন ইবনে উমর (রা.)-এর পূর্ববর্তী হাদীসে এসেছে; অর্থাৎ যদি তাদের কোনো বন্ধু থাকে তবে তাকে সম্মান করা, কারণ এটি পিতামাতার প্রতি সদাচরণের অংশ।

পঞ্চম: আত্মীয়তার ওই বন্ধন রক্ষা করা যা কেবল তাদের মাধ্যমেই সংযুক্ত। অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রাখা; এটি তাদের প্রতি সদাচরণের অন্তর্ভুক্ত।

আর তাদের জন্য কুরআন তিলাওয়াত করা কিংবা সালাত আদায় করা—যেমন কোনো ব্যক্তি দুই রাকাত সালাত আদায় করে বলল যে এটি আমার পিতামাতার পক্ষ থেকে—তবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নির্দেশ দেননি এবং এর প্রতি দিকনির্দেশনাও প্রদান করেননি। বরং তিনি বলেছেন: "যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তিনটি উৎস ব্যতীত তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়: সদকায়ে জারিয়া, উপকারী ইলম (জ্ঞান), অথবা নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।" তিনি এ কথা বলেননি যে: নেক সন্তান যে তার পক্ষ থেকে সদকা করে,

সালাত আদায় করে, হজ করে কিংবা উমরা করে; বরং তিনি বলেছেন: যে তার জন্য দোয়া করে। সুতরাং পিতামাতার জন্য দোয়াই অন্য কোনো নেক আমল করার চেয়ে উত্তম।

কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি এমনটি করে এবং এই আমলটি তার পিতামাতার জন্য নিয়ত করে, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাদ ইবনে উবাদাহ (রা.)-কে তার মায়ের পক্ষ থেকে সদকা করতে নিষেধ করেননি বরং অনুমতি দিয়েছেন। তদ্রূপ সেই ব্যক্তিকেও নিষেধ করেননি যিনি বলেছিলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেছেন, তিনি কথা বলতে পারলে অবশ্যই সদকা করতেন। সুতরাং এই পাঁচটি বিষয় হলো মৃত্যুর পর পিতামাতার প্রতি সদাচরণের অন্তর্ভুক্ত।

(ম: 220) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، والغيرة انفعال يكون في الإنسان؛ يجب أن يختص صاحبه به دون غيره. ولهذا سميت غيرة؛ لأنه يكره أن يكون الغير حبيباً، والنساء الضرات هن أشد بني آدم غيرة. وعائشة رضي الله عنها كانت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحب أحداً مثلها في حياته بعد خديجة، وكان عليه الصلاة والسلام يحب خديجة؛ لأنها أم أولاده - إلا إبراهيم فمن مارية - ولأنها وازرتة وساعدته في أول البعثة، وواسته في ماله، فلذلك كان لا ينساها.

فكان في المدينة إذا ذبح شاة أخذ من لحمها وأهداه إلى صديقات خديجة رضي الله عنها، ولم تصبر عائشة رضي الله عنها على ذلك، قالت: يا رسول الله، كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة.

قال: ((إنها كانت وكانت)) ، يعني كانت تفعل كذا، وتفعل كذا، وذكر من خصالها رضي الله عنها.

((وكان لي منها ولد)) حيث كل أولاده؛ أربع بنات وثلاثة أولاد كلهم منها إلا ولداً واحداً هو إبراهيم رضي الله عنه، فإنه كان من مارية القبطية التي أهداها إليه ملك القبط، فأولاده كلهم من خديجة فلذلك قال: ((إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد)).

والشاهد من هذا الحديث: أن إكرام صديق الإنسان بعد موته يعتبر إكراماً له، وبراً به، سواء كان من الوالدين، أو من الأزواج، أو من الأصدقاء، أو من الأقارب، فإن إكرام صديق الميت إكراماً له.

অতঃপর গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেছেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীদের মধ্যে খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর প্রতি আমি যেমন ঈর্ষা অনুভব করতাম, অন্য কারো প্রতি তেমন ঈর্ষা হতো না। ঈর্ষা হলো মানুষের ভেতরের এক প্রকার আবেগ, যা ব্যক্তিকে তার প্রিয়জনের ওপর অন্য কারো ভাগ বসানো অপছন্দ করতে বাধ্য করে; এজন্যই একে 'গাইরাত' বা ঈর্ষা বলা হয়, কারণ সে চায় না তার প্রিয়পাত্রের নিকট অন্য কেউ আসুক। আর সতিনদের মধ্যে আদম সন্তানের মাঝে সবচেয়ে তীব্র ঈর্ষা বিদ্যমান থাকে। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অত্যন্ত প্রিয়তমা এবং খাদিজার পরে তিনি তাঁর জীবনে আয়েশার মতো কাউকে ভালোবাসেননি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খাদিজাকে ভালোবাসতেন কারণ তিনি ছিলেন তাঁর সন্তানদের জননী—ইবরাহীম ব্যতীত, যিনি মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভজাত ছিলেন। তদুপরি নবুওয়াতের শুরুর কঠিন সময়ে খাদিজা তাঁকে সমর্থন ও সাহায্য করেছিলেন এবং নিজের সম্পদ দিয়ে তাঁর প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করেছিলেন; একারণেই তিনি তাকে কখনো ভুলতেন না।

মদিনায় থাকাকালীন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখনই কোনো বকরি জবাই করতেন, তখন সেই গোশতের কিছু অংশ খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর বান্ধবীদের নিকট উপহার পাঠাতেন। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এ বিষয়টি ধৈর্য ধরে দেখতে পারলেন না এবং বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! মনে হচ্ছে যেন পৃথিবীতে খাদিজা ছাড়া আর কোনো নারীই ছিল না।

তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই সে এমন ছিল, তেমন ছিল," অর্থাৎ সে এই এই কাজ করত, ওই ওই কাজ করত—এভাবে তিনি তাঁর বিশেষ গুণাবলি উল্লেখ করলেন।

"এবং তাঁর গর্ভেই আমার সন্তান হয়েছে।" কেননা তাঁর সকল সন্তান—চার কন্যা ও তিন পুত্র—সকলেই খাদিজার গর্ভজাত ছিলেন কেবল একটি সন্তান ব্যতীত, তিনি হলেন ইবরাহীম (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। ইবরাহীম ছিলেন মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভজাত, যাঁকে কিবতীদের রাজা রাসূলের নিকট উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রায় সকল সন্তানই খাদিজার গর্ভ থেকে ছিল, এ কারণেই তিনি বলেছিলেন: "নিশ্চয়ই সে ছিল এমন এবং এমন গুণের অধিকারী এবং তাঁর গর্ভ থেকেই আমার সন্তান হয়েছে।"

এই হাদীসের মূল শিক্ষা হলো: কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা তাকেই সম্মান করার এবং তার প্রতি সদাচার করার অন্তর্ভুক্ত। তারা মাতা-পিতা, জীবনসঙ্গী, বন্ধু কিংবা আত্মীয়স্বজন যে কেউ হতে পারেন; কেননা মৃত ব্যক্তির বন্ধুদের সম্মান প্রদর্শন করা মূলত মৃত ব্যক্তিকেই সম্মান করার নামান্তর।

(ص: 221) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

345/5 . وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر، فكان يخدمني فقلت له: لا تفعل، فقال: إني قد رأيت

الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً آليت على نفسي أن لا أصحب أحداً منهم إلا خدمته. متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله في بقية أحاديث بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه كان في سفر فجعل يخدم رفقته وهم من الأنصار، ف قيل له في ذلك، يعني: كيف تخدمهم وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!

فقال: إني رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً؛ آليت على نفسي ألا أصحب أحداً منهم إلا خدمته، يعني: حلفت.

وهذا من إكرام من يكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فإكرام أصحاب الرجل إكرام للرجل، واحترامهم احترام له، ولهذا جعل رضي الله عنه إكرام هؤلاء من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم.

৫/৩৪৫ - আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালী (রাঃ)-এর সাথে এক সফরে বের হয়েছিলাম। সফরে তিনি আমার সেবা করছিলেন। আমি তাঁকে বললাম: ‘আপনি এমন করবেন না।’ তখন তিনি বললেন: ‘আমি আনসারদের আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে এমন আচরণ করতে দেখেছি যে, আমি নিজের ওপর শপথ করেছি যে, তাদের কারো সঙ্গী হলে আমি অবশ্যই তার সেবা করব।’ (বুখারী ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজন এবং স্ত্রীর বন্ধুদের সাথে সদাচরণ সংক্রান্ত অবশিষ্ট হাদিসগুলোর আলোচনায় জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালী (রাঃ)-এর হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। তিনি এক সফরে থাকাকালীন তাঁর সঙ্গীদের সেবা করছিলেন, যাঁরা ছিলেন আনসার গোত্রের। এ বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, অর্থাৎ: আপনি আল্লাহর রাসূল

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একজন সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও কেন তাঁদের সেবা করছেন?!

তখন তিনি বললেন: ‘আমি আনসারদের আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি এমন বিশেষ সেবা ও সম্মান প্রদর্শন করতে দেখেছি যে, আমি নিজের ওপর কসম করেছি—তাদের কারো সাথে সফরে থাকলে আমি অবশ্যই তার সেবা করব।’ অর্থাৎ তিনি এ বিষয়ে শপথ করেছিলেন।

আর এটি মূলত সেই ব্যক্তিকে সম্মান করারই অন্তর্ভুক্ত যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সম্মান করে। কেননা কোনো ব্যক্তির সঙ্গীদের সম্মান করা মানে সেই ব্যক্তিকেই সম্মান করা এবং তাঁদের শ্রদ্ধা করা মানে তাঁকেই শ্রদ্ধা করা। এই কারণেই তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এই আনসারদের সম্মান করাকে স্বয়ং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

(ص: 222) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

43. بَابُ إِكْرَامِ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيَانِ فَضْلِهِمْ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) [الأحزاب: 33].

وَقَالَ تَعَالَى: (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) [الحج: 32].

[الشَّرْحُ]

قَالَ الْبُؤْلَفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: بَابُ إِكْرَامِ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيَانِ فَضْلِهِمْ: وَأَهْلُ بَيْتِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَنْقَسِبُونَ إِلَى قَسَبِينَ:

قسم كفار فهُؤلاء ليسوا من أهل بيته وإن كانوا أقارب له في النسب، لكنهم ليسوا من أهل بيته؛ لأن الله قال لنوح عليه الصلاة والسلام حين قال: (رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي) ، وكان ابنه كافر قال: (إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ) [هود: 46] .
فالكفار من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا من أهل بيته، وإن كانوا أقارب له نسباً.

لكن أهل بيته هم المؤمنون من قرابته صلى الله عليه وسلم، ومنهم أيضاً زوجاته، فإن زوجاته رضى الله عنهن من آل بيته، كما قال الله تعالى في سياق نساء أمهات المؤمنين: (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنَّ اتَّقِيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا

৪৩ . রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারবর্গের সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁদের ফযীলতের বর্ণনা বিষয়ক পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (হে নবীর পরিবারবর্গ! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।) [আল-আহযাব: ৩৩] ।

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন: (আর কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে সম্মান করলে তা তো তাঁর হৃদয়ের তাকওয়া থেকেই উদ্ভূত।) [আল-হাজ্জ: ৩২] ।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাতুল্লাহ) বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারবর্গের সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁদের ফযীলতের বর্ণনা বিষয়ক পরিচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারবর্গ দুই ভাগে বিভক্ত:

একদল হলো কাফির; এরা তাঁর পরিবারভুক্ত নয় যদিও বংশগত দিক থেকে তারা তাঁর নিকটাত্মীয়, কিন্তু তারা তাঁর পরিবারভুক্ত নয়; কারণ আল্লাহ তাআলা নূহ (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-কে বলেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন: (হে আমার রব! আমার পুত্র তো আমার পরিবারভুক্ত), অথচ তাঁর পুত্র ছিল কাফির। আল্লাহ বলেছিলেন: (নিশ্চয় সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়) [হূদ: ৪৬] ।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আত্মীয়দের মধ্যে যারা কাফির, তারা তাঁর পরিবারভুক্ত নয়, যদিও বংশগতভাবে তারা তাঁর আত্মীয়।

কিন্তু তাঁর পরিবারভুক্ত হলেন তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে যারা মুমিন তাঁরা, এবং তাঁর স্ত্রীগণও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা তাঁর স্ত্রীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুনা) তাঁর আহলুল বাইতের অন্তর্ভুক্ত, যেমনটি আল্লাহ তাআলা উম্মাহাতুল মুমিনীনদের প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন: (হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য কোনো নারীর মতো নও; যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, পাছে যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলো। এবং তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করো এবং...)

(ص: 223) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطَعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا [الأحزاب: 32، 33]

وهذا نص صريح واضح جداً بأن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من آل بيته، خلافاً للرافضة الذين قالوا: إن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا من أهل بيته، فزوجاته من أهل بيته بلا شك.

ولأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين حقان: حق الإيمان، وحق القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم.

وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، كما قال تعالى في كتابه (النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ) [الأحزاب: 6].

فأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، وهذا بالإجماع، فمن قال: إن عائشة رضي الله عنها ليست أمًّا لي فليس من المؤمنين لأن الله قال: (النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ) فمن قال: إن عائشة رضي الله عنها ليست أمًّا للمؤمنين؛ فهو ليس بمؤمن؛ لا مؤمن بالقرآن ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم.

وعجباً لهؤلاء؛ يقدحون في عائشة ويسبوننها ويبغضونها وهي أحب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحب أحداً من نسائه مثل ما يحبها، كما صح ذلك عنه في البخاري أنه قيل: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال ((عائشة)). قالوا: فمن الرجال؟ قال

...প্রাচীন জাহেলিয়াতের যুগের ন্যায় নিজেদের প্রদর্শন করো না; আর তোমরা সালাত কায়েম করো, জাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। [আল-আহজাব: ৩২, ৩৩]।

এটি একটি অত্যন্ত স্পষ্ট ও অকাট্য দলিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ তাঁর আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। এটি রাফেযীদের মতের পরিপন্থী, যারা বলে যে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ তাঁর আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত নন। অথচ তাঁর স্ত্রীগণ নিঃসন্দেহে তাঁর আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুমিন আহলে বাইতের জন্য দুটি অধিকার রয়েছে: ঈমানের অধিকার এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নিকটাত্মীয়তার অধিকার।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ হলেন মুমিনদের জননী, যেমনটি আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে ইরশাদ করেছেন: (নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা) [আল-আহজাব: ৬]।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ মুমিনদের মাতা, আর এটি ইজমা বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। তাই যে ব্যক্তি বলে: আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আমার মা নন, সে মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ আল্লাহ বলেছেন: (নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা)। অতএব, যে ব্যক্তি বলে যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা মুমিনদের মাতা নন, সে মুমিন নয়; সে না কুরআনের প্রতি বিশ্বাসী, আর না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি।

আর এদের কর্মকাণ্ডে বিস্ময় জাগে; তারা আয়েশার সমালোচনা করে, তাঁকে গালিগালাজ করে এবং তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, অথচ তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়। তিনি তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে কাউকেই তাঁর মতো ভালোবাসতেন না। যেমনটি বুখারী শরীফে বর্ণিত সহীহ হাদীসে এসেছে যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের মধ্যে আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় কে? তিনি বললেন: ((আয়েশা))। তারা জিজ্ঞাসা করল: পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি বললেন

(ص: 224) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

((أبوها)) أبو بكر رضي الله عنه.

وهؤلاء القوم يكرهون عائشة ويسبوننها ويلعنونها، وهي أقرب نساء الرسول إليه، فكيف يقال: إن هؤلاء يحبون الرسول؟ وكيف يقال: إن هؤلاء يحبون آل الرسول؟ ولكنها دعاوى كاذبة لا أساس لها من الصحة.

فألوجب علينا احترام آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من قرابته المؤمنين،
ومن زوجاته أمهات المؤمنين، كلهم آل بيته ولهم حق.

ثم ذكر المؤلف الآية التي سقناها الآن (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) . نقاء وطهارة، أي النجس المعنوي، (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ) (وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) بعد إزالة النجاسة. والتطهير: تخلية
وتحلية، وقوله (تَطْهِيراً) هذا مصدر مؤكد لم سبق، يدل على أنها طهارة كاملة.
ولهذا من رمى واحدة من نساء الرسول صلى الله عليه وسلم بالزنى - والعياذ بالله -
فإنه كافر حتى لو كانت غير عائشة.

عائشة الذي يرميها بها برأها الله منه كافر مكذب لله، يحل دمه وماله، وأما الذي
يرمي سواها بالزنى فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر أيضاً؛ لأن هذا أعظم
قدح برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون فراشه ممن يزنين والعياذ بالله،
وقد قال الله تعالى: (الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ

((তার পিতা)) হলেন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

আর এই দলটি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে অপছন্দ করে, তাঁকে গালিগালাজ করে এবং
অভিশাপ দেয়, অথচ তিনি ছিলেন রাসুলের নিকট তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়।

এমতাবস্থায় কীভাবে বলা যায় যে তারা রাসুলকে ভালোবাসে? এবং কীভাবে বলা যায় যে তারা
রাসুলের পরিবারকে ভালোবাসে? বরং এগুলো ভিত্তিহীন মিথ্যা দাবি মাত্র, যার কোনো সত্যতা
নেই।

সুতরাং আমাদের ওপর ওয়াজিব হলো রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুমিন
আত্মীয়-স্বজন এবং তাঁর স্ত্রীগণ—যারা মুমিনদের মাতা—তাঁদের সকলকে সম্মান করা। তাঁরা
সবাই তাঁর আহলে বাইত বা নবী-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁদের সকলেরই মর্যাদা ও
অধিকার রয়েছে।

এরপর লেখক সেই আয়াতটি উল্লেখ করেছেন যা আমরা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করেছি: (আল্লাহ তো
কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে, হে নবী-পরিবার! এবং তোমাদেরকে
পূর্ণরূপে পবিত্র করতে)। পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা, অর্থাৎ আত্মিক অপবিত্রতা দূর করা। (আল্লাহ

তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে) (এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পবিত্র করতে) অপবিত্রতা দূর করার পর। আর পবিত্রকরণ হলো: দোষত্রুটি বর্জন এবং সৎগুণে বিভূষিত হওয়া। আর আল্লাহর বাণী (পূর্ণরূপে পবিত্র করা) এটি পূর্বোক্ত বিষয়ের একটি তাকিদ বা জোরালো সমর্থনকারী শব্দ, যা নির্দেশ করে যে এটি একটি পরিপূর্ণ পবিত্রতা।

এই কারণেই, যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীদের মধ্য থেকে কোনো একজনকে ব্যভিচারের অপবাদ দেবে —আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন— সে কাফের বলে গণ্য হবে, এমনকি তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ছাড়া অন্য কেউ হলেও।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে আল্লাহ তাআলা যে অপবাদ থেকে পবিত্র করেছেন, সেই অপবাদ যে ব্যক্তি তাঁকে দেবে সে কাফের এবং আল্লাহর আয়াতের অস্বীকারকারী; তার রক্ত ও সম্পদ হালাল হয়ে যায়। আর আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ব্যতীত অন্য স্ত্রীদের যারা ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, আলেমদের বিশুদ্ধ মতানুসারে সেও কাফের; কেননা এটি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য চরম অবমাননাকর যে, তাঁর শয্যাসঙ্গিনী ব্যভিচারিণী হবেন —নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (দুশরিত্রা নারীরা দুশরিত্র পুরুষদের জন্য এবং দুশরিত্র পুরুষরা...

(ص: 225) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

لِلْخَبِيثَاتِ (النور: 26) .

فمن رمى واحدة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بالزنى فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك . جعله خبيثاً . نعوذ بالله . لأن الله يقول (الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ) وبهذا يعرف أن المسألة خطيرة وعظيمة، وأن الواجب علينا أن نكون المحبة الصادقة لجميع آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم؛ نسائه كلهن والمؤمنين من قرابته.

346/1 - وعن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة، وعمرو ابن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنهم، فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه: لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال: يا ابن أخي والله لقد كبرت سني، وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم، فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني، ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فينا خطيباً ً بقاء يدعى خباً بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه، ووعظ، وذكر، ثم قال: ((أما بعد: ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله، واستمسكوا به)) فحث على كتاب الله، ورغب فيه ثم قال: ((وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي)).

(দুশ্চরিত্রা নারীদের জন্য) [আন-নূর: ২৬]।

সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে কোনো একজনকে ব্যভিচারের অপবাদ দিল, সে মূলত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে—তিনি এ থেকে পবিত্র—তাকে দুশ্চরিত্র সাব্যস্ত করল—আমরা এ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি—কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (দুশ্চরিত্রা নারীরা দুশ্চরিত্র পুরুষদের জন্য)। এর মাধ্যমে জানা যায় যে, বিষয়টি অত্যন্ত ভয়াবহ ও গুরুতর। আমাদের জন্য ওয়াজিব হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত আহলে বাইত তথা তাঁর সকল স্ত্রী এবং তাঁর নিকটাত্মীয় মুমিনদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা পোষণ করা।

* * *

১/৩৪৬ — ইয়াজিদ ইবনে হাইয়ান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি, হুসাইন ইবনে সাবরা এবং আমার ইবনে মুসলিম য়ায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমে'র নিকট গেলাম। যখন আমরা তাঁর কাছে বসলাম, তখন হুসাইন তাঁকে বললেন: "হে য়ায়েদ! আপনি তো অনেক কল্যাণ লাভ করেছেন; আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন, তাঁর হাদীস শুনেছেন, তাঁর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তাঁর পেছনে সালাত আদায় করেছেন। হে য়ায়েদ! আপনি সত্যিই অনেক কল্যাণ লাভ করেছেন। হে য়ায়েদ! আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা শুনেছেন, তা আমাদের নিকট বর্ণনা করুন।"

তিনি বললেন: "হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আল্লাহর শপথ, আমার বয়স অনেক হয়েছে, আমার সময়ও অনেক পার হয়ে গেছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে আমি যা স্মরণ রেখেছিলাম তার কিছু অংশ ভুলে গেছি। সুতরাং আমি তোমাদের কাছে যা বর্ণনা করি তা গ্রহণ করো, আর যা করি না সে বিষয়ে আমাকে বাধ্য করো না।" এরপর তিনি বললেন:

"একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা ও মদীনার মাঝামাঝি 'খুম' নামক এক জলাধারের নিকট আমাদের সামনে ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন এবং নসিহত ও উপদেশ প্রদান করলেন। তারপর বললেন:

'অতঃপর, হে লোকসকল! জেনে রেখো, আমি একজন মানুষ মাত্র; অচিরেই আমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত দূত (মৃত্যুর ফেরেশতা) আসবেন এবং আমি তাঁর ডাকে সাড়া দেব। আমি তোমাদের মাঝে দুটি ভারী বস্তু রেখে যাচ্ছি; যার প্রথমটি হলো আল্লাহর কিতাব, এতে রয়েছে হিদায়াত ও নূর। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কিতাবকে আঁকড়ে ধরো এবং একে মজবুতভাবে ধারণ করো'।" এরপর তিনি আল্লাহর কিতাবের প্রতি উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করলেন।

তারপর বললেন: "আর আমার আহলে বাইত (পরিবার-পরিজন); আমি তোমাদের আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমি তোমাদের আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।"।

فَقَالَ لَهُ حَصِين: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ، أَلَيْسَ نِسَاءُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟

قَالَ: نِسَاءُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مِنْ حَرَمِ الصَّدَقَةِ بَعْدَهُ. قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟
قَالَ هُمْ آلُ عَلِيٍّ، وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَبَّاسٍ.
قَالَ: كُلُّ هَؤُلَاءِ حَرَمُ الصَّدَقَةِ؟
قَالَ: نَعَمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ: ((أَلَا وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ، مَنْ اتَّبَعَهُ
كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَةٍ)).
347/2 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا
عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: ارْقُبُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
مَعْنَى ((ارْقُبُوا)) رَاعُوهُ وَاحْتَرَمُوهُ وَأَكْرَمُوهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث وهذا الأثر في بيان حق آل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن آل
بَيْتِهِ هُمْ زَوْجَاتُهُ وَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا مِنْ قَرَابَتِهِ، مِنْ آلِ عَلِيٍّ وَآلِ عَقِيلٍ وَآلِ جَعْفَرٍ وَآلِ
الْعَبَّاسِ، وَهُمْ الَّذِينَ تَحَرَّمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمِّهِ
الْعَبَّاسِ وَقَدْ سَأَلَهُ عَنِ الصَّدَقَةِ، قَالَ: ((إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ،

অতঃপর হুসাইন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: হে যায়েদ! তাঁর আহলে বাইত (পরিবার-পরিজন)
কারা? তাঁর স্ত্রীগণ কি তাঁর আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত নন?

তিনি বললেন: তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত, তবে এখানে আহলে বাইত বলতে তাঁদের বোঝানো হয়েছে যাদের জন্য তাঁর (ইত্তিকালের) পর সদকা গ্রহণ হারাম করা হয়েছে।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন: তাঁরা কারা? তিনি বললেন: তাঁরা হলেন আলী (রা.)-এর বংশধর, আকীল (রা.)-এর বংশধর, জা'ফর (রা.)-এর বংশধর এবং আব্বাস (রা.)-এর বংশধর।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন: এই সকলের জন্যই কি সদকা হারাম?

তিনি বললেন: হ্যাঁ। (এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে: "সাবধান! আমি তোমাদের মাঝে দুটি ভারী বস্তু রেখে যাচ্ছি: যার একটি হলো আল্লাহর কিতাব; এটি আল্লাহর রজ্জু। যে ব্যক্তি এর অনুসরণ করবে সে হিদায়াতের ওপর থাকবে, আর যে তা বর্জন করবে সে ভ্রষ্টতার ওপর থাকবে।"

২/৩৪৭ - ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, আবু বকর সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে মাওকুফ সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন: তোমরা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আহলে বাইতের প্রতি যথাযথ সম্মান ও অধিকার রক্ষার মাধ্যমে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করো। (এটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন)।

'ইরক্বাবু' শব্দের অর্থ হলো: তাঁর মর্যাদা রক্ষা করো, তাঁকে শ্রদ্ধা করো এবং তাঁকে সম্মান জানাও। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিস এবং এই আছারটি (সাহাবীর উক্তি) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আহলে বাইতের হক বা অধিকার বর্ণনায় এসেছে। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর আহলে বাইত হলেন তাঁর স্ত্রীগণ এবং তাঁর নিকটাত্মীয়দের মধ্যে যারা মুমিন ছিলেন; যেমন আলী (রা.), আকীল (রা.), জা'ফর (রা.) এবং আব্বাস (রা.)-এর বংশধরগণ। তাঁরাই হলেন সেই ব্যক্তিগণ যাদের ওপর সদকা হারাম করা হয়েছে। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর চাচা আব্বাস (রা.)-কে বলেছিলেন—যখন তিনি তাঁকে সদকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন—তিনি বলেছিলেন: "নিশ্চয়ই এই সদকা হলো মানুষের (সম্পদের) ময়লা মাত্র..."

وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد)).

وآل محمد لهم خصائص ليست لغيرهم، ففي باب الفياء لهم حق يختصون به، كما قال تعالى: (وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُصَّهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى) [الأنفال: 41] يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم.

ولهم كرامة وشرف وسيادة، فلا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة الواجبة؛ لأنها أوساخ الناس، كما قال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ) [التوبة: 103]، فلا يحل لهم الصدقة؛ فهم أشرف وأعلى من أن تحل لهم الصدقة، لكن يعطون بدلها من الخمس.

ثم بين في حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم غدير خم؛ وهو غدير بين مكة والمدينة، نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ووعد وذكر، وحث على القرآن، وبين أن فيه الشفاء والنور، ثم حث على أهل بيته، فقال: ((أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي)). ولم يقل إن أهل بيته معصومون، وإن أقوالهم كالقرآن يجب أن يعمل بها، كما تدعيه الرافضة، فإنهم ليسوا معصومين، بل هم يخطئون كما يخطئ غيرهم، ويصيبون كما يصيب غيرهم، ولكن لهم حق قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق.

وقوله: ((أذكركم الله في أهل بيتي)): يعني اعرفوا لهم حقهم، ولا تظلموهم، ولا تعتدوا عليهم، هذا من باب التوكيد، وإلا فكل إنسان مؤمن له حق على أخيه، لا يحق له أن يعتدي عليه، ولا أن يظلمه؛ لكن

"এবং নিশ্চয়ই তা (সাদাকা) মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরদের জন্য হালাল নয়।"

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরদের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্যদের নেই। আল-ফাই (বিনা যুদ্ধে অর্জিত সম্পদ) এর অধ্যায়ে তাঁদের জন্য একটি নির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে, যেমনটি মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: "আর জেনে রেখো যে, তোমরা যা কিছু গণীমত হিসেবে লাভ করো, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য, রাসূলের জন্য এবং তাঁর নিকটাত্মীয়দের জন্য" [আল-আনফাল: ৪১]। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয়স্বজন।

তাঁদের জন্য রয়েছে মর্যাদা, সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব। তাই তাঁদের জন্য সাধারণ সাদাকা কিংবা ফরয যাকাত হালাল নয়; কারণ তা হলো মানুষের (সম্পদের) ময়লাস্বরূপ। যেমনটি মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: "আপনি তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা গ্রহণ করুন, যা দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন" [আত-তাওবাহ: ১০৩]। সুতরাং তাঁদের জন্য সাদাকা হালাল নয়; তাঁদের মর্যাদা এতই উচ্চ যে তাঁদের জন্য সাদাকা গ্রহণ করা সমীচীন নয়। তবে এর পরিবর্তে তাঁদেরকে 'খুমুস' (এক-পঞ্চমাংশ) থেকে প্রদান করা হবে।

অতঃপর যাকে ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'গাদীরে খুম'-এর দিনে ভাষণ দিয়েছিলেন। এটি মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি জলাশয়, যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবতরণ করেছিলেন এবং উপদেশ ও নসীহত প্রদান করেছিলেন। তিনি কুরআনের প্রতি উৎসাহিত করেছিলেন এবং বর্ণনা করেছিলেন যে, এতে রয়েছে নিরাময় ও জ্যোতি। এরপর তিনি তাঁর আহলে বায়ত (পরিবারবর্গ)-এর ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করে বললেন: "আমি তোমাদেরকে আমার আহলে বায়তের ব্যাপারে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমি তোমাদেরকে আমার আহলে বায়তের ব্যাপারে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমি তোমাদেরকে আমার আহলে বায়তের ব্যাপারে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।"

তিনি এটি বলেননি যে তাঁর আহলে বায়ত বা পরিবারবর্গ নিষ্পাপ (মাসুম), কিংবা রাফেয়ীরা যেমনটি দাবি করে—তাদের কথা কুরআনের মতো এবং সে অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা নিষ্পাপ নন, বরং অন্যান্য মানুষের মতো তাঁরাও ভুল করেন এবং অন্যান্য মানুষের মতোই তাঁরা সঠিক সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন। তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সাথে আত্মীয়তার কারণে তাঁদের বিশেষ অধিকার রয়েছে, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর তাঁর বাণী: "আমি তোমাদেরকে আমার আহলে বায়তের ব্যাপারে আল্লাহর কথা সুরণ করিয়ে দিচ্ছি"—এর অর্থ হলো: তোমরা তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকো, তাঁদের ওপর যুলুম করো না এবং তাঁদের প্রতি সীমালঙ্ঘন করো না। এটি মূলত তাকীদ বা গুরুত্ব প্রদানের জন্য বলা হয়েছে। অন্যথায়, প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তিরই তার ভাইয়ের ওপর অধিকার রয়েছে যে, সে তার ওপর সীমালঙ্ঘন করবে না এবং যুলুম করবে না; তবে...

(ص: 228) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

لآل النبي صلى الله عليه وسلم حق زائد على حقوق غيرهم من المسلمين.
وإذا كان الرسول هذا في حق آل النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بحق الرسول صلى الله عليه وسلم؟
حق الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الحقوق بعد الله؛ يجب أن يقدم على النفس والولد والأهل وعلى جميع الناس، في المحبة والتعظيم وقبول هديه وسنته صلى الله عليه وسلم، فهو مقدم على كل أحد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين من أتباعه ظاهراً وباطناً.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিজনদের জন্য অন্যান্য মুসলিমদের অধিকারের অতিরিক্ত বিশেষ অধিকার রয়েছে।

যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিজনদের অধিকারের বিষয়টি এরূপ হয়, তবে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিকারের মর্যাদা কতখানি হতে পারে!

আল্লাহর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিকারই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার। ভালোবাসা, সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁর হেদায়েত ও সুন্নাহ কবুল করার ক্ষেত্রে তাঁকে নিজের জীবন, সম্মান-সম্পত্তি, পরিবার-পরিজন এবং জগতের সকল মানুষের উর্ধ্বে স্থান দেওয়া আবশ্যিক; কেননা তিনি সবার চেয়ে অগ্রগণ্য। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এবং সকল মুসলিমকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে তাঁর অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

(ص: 229) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

44. بَابُ تَوْقِيرِ الْعُلَمَاءِ وَالْكِبَارِ وَأَهْلِ الْفَضْلِ وَتَقْدِيمِهِمْ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَرَفْعَ مَجَالِسِهِمْ، وَإِظْهَارَ مَرْتَبِهِمْ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ) [الزمر: 9].

348/1. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البصري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلِمُهُم بِالسَّنَةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السَّنَةِ سَوَاءً، فَأَقْدِمُهُمْ هِجْرَةَ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدِمُهُمْ سَنًا، وَلَا يَوْمَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ)) رواه مسلم.
وفي رواية له: ((فَأَقْدِمُهُمْ سِلْمًا)): بدل ((سِنًا)) أو إسلامًا.
وفي رواية: ((يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَقْدِمُهُمْ قِرَاءَةً، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَيَوْمُهُمْ أَقْدِمُهُمْ هِجْرَةَ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَيَوْمُهُمْ أَكْبَرُهُمْ سَنًا)).
والمراد ((بسلطانه)) محل ولايته، أو الموضع الذي يختص به.

((وتكرمته)) بفتح التاء وكسر الراء: وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوها.
349/2 - وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة
ويقول:

৪৪ - পরিচ্ছেদ: আলেম, বয়োজ্যেষ্ঠ এবং মর্যাদাশীল ব্যক্তিদের সম্মান প্রদর্শন, অন্যদের ওপর তাঁদের অগ্রাধিকার প্রদান, তাঁদের মজলিসকে উচ্চ মর্যাদা দেওয়া এবং তাঁদের উচ্চ অবস্থান প্রকাশ করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? কেবল বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে।” [সূরা আয-যুমার: ৯]।

১/৩৪৮ - আবু মাসউদ উকবাহ ইবনে আমর আল-বাদরি আল-আনসারি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “লোকদের ইমামতি করবে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর কিতাব পাঠে (হিফয ও তিলাওয়াতে) সর্বাধিক পারদর্শী। যদি তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে তারা সমান হয়, তবে তাদের মধ্যে যে সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী। যদি সুন্নাহর ক্ষেত্রেও তারা সমান হয়, তবে তাদের মধ্যে যে হিজরতে অগ্রগামী। যদি হিজরতেও তারা সমান হয়, তবে তাদের মধ্যে যে বয়সে বড়। কোনো ব্যক্তি যেন অন্য কোনো ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীন এলাকায় তার ইমামতি না করে এবং তার বাড়িতে তার জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ আসনে তার অনুমতি ছাড়া না বসে।” (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় ‘সিন্নান’ (বয়সে বড়)-এর পরিবর্তে ‘সিলমান’ (ইসলাম গ্রহণের দিক থেকে অগ্রগামী) অথবা ‘ইসলাম’ শব্দ বর্ণিত হয়েছে।

‘সুলতানিহি’ (তার কর্তৃত্ব) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তার প্রশাসনিক এলাকা বা এমন স্থান যা তার সাথে সুনির্দিষ্ট।

‘তাকরিমাতিহি’ (তা-বর্ণে ফাতহা এবং রা-বর্ণে কাসরা সহ): এর অর্থ হলো বিছানা, পালঙ্ক বা এ জাতীয় বিশেষ আসবাব যা গৃহকর্তার ব্যবহারের জন্য সুনির্দিষ্ট।

২/৩৪৯ - তাঁর (আবু মাসউদ) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামাযে আমাদের কাঁধ স্পর্শ করতেন এবং বলতেন:

((استووا ولا تختلفوا، فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)) رواه مسلم.

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ليلني)) هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء، وروي بتشديد النون مع ياء قبلها ((والنهي)): العقول، ((وأولو الأحلام)) هم البالغون، وقيل: أهل الحلم والفضل.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: باب توقيير العلماء، وأهل الفضل، وتقديسهم على غيرهم، ورفع مجالسهم، وإظهار مرتبتهم، يعني وما يتعلق بهذا من المعاني الجليلة.

يريد المؤلف رحمه الله بالعلماء علماء الشريعة الذين هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء؛ لأن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن بنته فاطمة وعنه العباس ولم يورثوا شيئاً؛ لأن الأنبياء لا يورثون إنما ورثوا العلم.

فأعلم شريعة الله فمن أخذ بالعلم؛ أخذ بحظ وافر من ميراث العلماء. وإذا كان الأنبياء لهم حق التبجيل والتعظيم والتكريم، فلمن ورثهم نصيب من ذلك، أن يبجل ويعظم ويكرم، فلهذا عقد المؤلف رحمه الله لهذه المسألة العظيمة باباً؛ لأنها مسألة عظيمة ومهمة.

((তোমরা সারিবদ্ধভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াও এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না, অন্যথায় তোমাদের অন্তরসমূহে বিভেদ সৃষ্টি হবে। তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান ও প্রজ্ঞাবান তারা যেন

আমার নিকটবর্তী থাকে, অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী এবং এরপর যারা তাদের নিকটবর্তী)) মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: ((লী-য়ালিনী)) (আমার নিকটবর্তী থাকুক); এখানে 'নুন' বর্ণটি হালকাভাবে উচ্চারিত হবে এবং এর আগে কোনো 'ইয়া' নেই। তবে 'নুন' বর্ণে তাশদীদ এবং তার আগে 'ইয়া' যোগেও এটি বর্ণিত হয়েছে। ((আন-নুহা)) অর্থ: বুদ্ধি। আর ((উলুল আহলাম)) অর্থ: যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন: ধৈর্যশীল ও মর্যাদাবান ব্যক্তিবর্গ।

[ব্যাখ্যা]

লেখক —রহিমাহুল্লাহ তায়ালা— বলেছেন: আলেম ও মর্যাদাবান ব্যক্তিদের সম্মান প্রদর্শন, অন্যদের ওপর তাদের অগ্রাধিকার প্রদান, মজলিসে তাদের উচ্চ আসন দান এবং তাদের সুউচ্চ মর্তবা প্রকাশ করার অধ্যায়। অর্থাৎ, এ সংক্রান্ত অন্যান্য মহিমাম্বিত বিষয়াদিও এর অন্তর্ভুক্ত।

লেখক রহিমাহুল্লাহ আলেম বলতে শরীয়তের আলেমদের বুঝিয়েছেন, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তরাধিকারী। কারণ আলেমরা নবীদের উত্তরাধিকারী; আর নবীরা কোনো দিরহাম বা দিনার উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যাননি। এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর কন্যা ফাতিমা ও চাচা আব্বাস জীবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁরা কোনো কিছুর উত্তরাধিকারী হননি; কারণ নবীদের কোনো উত্তরাধিকার স্বত্ব থাকে না, তাঁরা কেবল ইলম বা জ্ঞানকে উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যান।

সুতরাং ইলম হলো আল্লাহর শরীয়ত। যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করল, সে নবীদের মিরাস বা উত্তরাধিকার থেকে এক বিশাল অংশ লাভ করল।

আর নবীদের যদি শ্রদ্ধা, সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার অধিকার থাকে, তবে যারা তাঁদের উত্তরাধিকারী হয়েছেন, তাঁদেরও এর একটি অংশ প্রাপ্য যে, তাঁদের শ্রদ্ধা, সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করা হবে। এ কারণেই লেখক রহিমাহুল্লাহ এই মহৎ বিষয়টির জন্য একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেছেন; কারণ এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মহিমাম্বিত বিষয়।

وبتوقير العلماء توقر الشريعة؛ لأنهم حاملوها، وبإهانة العلماء تهان الشريعة؛ لأن العلماء إذا ذلوا وسقطوا أمام أعين الناس؛ ذلت الشريعة التي يحملونها، ولم يبق لها قيمة عند الناس، وصار كل إنسان يحتقرهم ويزدريهم فتضيع الشريعة.

كما أن ولاية الأمر من الأمراء والسلاطين يجب احترامهم وتوقيرهم تعظيمهم وطاعتهم، حسب ما جاءت به الشريعة؛ لأنهم إذا احتقروا أمام الناس، وأذلوا، وهون أمرهم؛ ضاع الأمن وصارت البلاد فوضى، ولم يكن للسلطان قوة ولا نفوذ. فهذان الصنفان من الناس: العلماء والأمراء، إذا احتقروا أمام أعين الناس فسدت الشريعة، وفسدت الأمن، وضاعت الأمور، وصار كل إنسان يرى أنه هو العالم، وكل إنسان يرى لأنه هو الأمير، فضاعت الشريعة وضاعت البلاد، ولهذا أمر الله تعالى بطاعة ولاية الأمور من العلماء والأمراء فقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) [النساء: 59].

ونضرب لكم مثلاً: إذا لم يعظم العلماء والأمراء، فإن الناس إذا سبعوا من العالم شيئاً قالوا: هذا هين، قال فلان خلاف ذلك.

أو قالوا: هذا هين هو يعرف ونحن نعرف، كما سبنا عن بعض السفهاء الجهال، أنهم إذا جودلوا في مسألة من مسائل العلم، وقيل لهم: هذا قول الإمام أحمد بن حنبل، أو هذا قول الشافعي، أو قول مالك، أو قول أبي حنيفة، أو قول سفيان، أو ما أشبه ذلك قال: نعم، هم رجال ونحن رجال، لكن فرق بين رجولة هؤلاء ورجولة هؤلاء، من أنت حتى

আলেমদের সম্মান করার মাধ্যমেই শরীয়তকে সম্মান করা হয়; কারণ তাঁরাই এর বাহক। আর আলেমদের লাঞ্ছিত করার মাধ্যমে শরীয়তকে লাঞ্ছিত করা হয়; কেননা আলেমগণ যখন মানুষের দৃষ্টিতে হয়ে ও মর্যাদাহীন হয়ে পড়েন, তখন তাঁরা যে শরীয়ত বহন করেন তাও

লাঞ্ছিত হয় এবং মানুষের কাছে তার আর কোনো মূল্য অবশিষ্ট থাকে না। ফলে প্রত্যেকেই তাঁদের তুচ্ছজ্ঞান ও অবজ্ঞা করতে শুরু করে এবং শরীয়ত বিলুপ্ত হয়ে যায়।

একইভাবে শাসকবর্গ অর্থাৎ আমীর ও সুলতানদের সম্মান করা, মর্যাদা দেওয়া, শ্রদ্ধা করা এবং তাঁদের আনুগত্য করা ওয়াজিব—শরীয়ত যেভাবে নির্দেশ দিয়েছে। কারণ তাঁরা যদি জনগণের সামনে তুচ্ছজ্ঞান ও লাঞ্ছিত হন এবং তাঁদের নির্দেশকে অবজ্ঞা করা হয়, তবে নিরাপত্তা বিলুপ্ত হবে এবং দেশে অরাজকতা সৃষ্টি হবে; আর সুলতানের কোনো শক্তি বা প্রভাব অবশিষ্ট থাকবে না।

সুতরাং মানুষের এই দুই শ্রেণি—আলেম এবং শাসক—যখন জনগণের দৃষ্টিতে লাঞ্ছিত হয়, তখন শরীয়ত কলুষিত হয়, শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয় এবং পরিস্থিতি বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। তখন প্রত্যেকে নিজেকে আলেম মনে করতে শুরু করে এবং প্রত্যেকে নিজেকে আমীর ভাবতে থাকে; ফলে শরীয়ত ও দেশ উভয়ই ধ্বংস হয়ে যায়। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা আলেম ও শাসকদের সমন্বয়ে গঠিত উলুল আমর বা দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন: (হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্য থেকে যারা উলুল আমর, তাদেরও আনুগত্য করো) [সূরা আন-নিসা: ৫৯]।

আমরা আপনাদের জন্য একটি উদাহরণ দিচ্ছি: যখন আলেম ও শাসকদের যথাযথ সম্মান করা হয় না, তখন মানুষ যখন কোনো আলেমের কাছ থেকে কোনো বিধান শোনে, তখন তারা বলে: “এটা তো সামান্য বিষয়, অমুক ব্যক্তি তো এর বিপরীত বলেছেন।”

অথবা তারা বলে: “এটা তো অতি সাধারণ বিষয়; তিনি যেমন জানেন, আমরাও তেমন জানি।” যেমনটি আমরা কিছু নির্বোধ ও জাহেলদের সম্পর্কে শুনে থাকি যে, যখন ইলমের কোনো বিষয়ে তাদের সাথে বিতর্ক করা হয় এবং তাদের বলা হয়: “এটি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, কিংবা ইমাম শাফেয়ী, অথবা ইমাম মালিক, অথবা ইমাম আবু হানিফা, অথবা ইমাম সুফিয়ানের বক্তব্য, কিংবা এই জাতীয় কিছু”, তখন সে বলে: “হ্যাঁ, তাঁরাও মানুষ ছিলেন, আমরাও মানুষ।” অথচ তাঁদের মহত্ত্ব আর এদের যোগ্যতার মধ্যে আসমান-জমিন পার্থক্য রয়েছে। তুমি কে যে নিজেকে তাঁদের সমকক্ষ ভাবো?

تصادم بقولك وسوء فهمك وقصور علمك وتقصيرك في الاجتهاد وحتى تجعل نفسك
نداً لهؤلاء الأئمة رحمهم الله؟

فإذا استهان الناس بالعلماء كل واحد يقول: أنا العالم، أنا النحرير، أنا الفهامة، أنا
العلامة، أنا البحر الذي لا ساحل له وصار كل يتكلم بما شاء، ويفتي بما شاء،
ولتمزقت الشريعة بسبب هذا الذي يحصل من بعض السفهاء.

وكذلك الأمراء، إذا قيل لواحد مثلاً: أمر الولي بكذا وكذا، قال: لا طاعة له؛ لأنه
مخل بكذا ومخل بكذا، وأقول: إنه إذا أخل بكذا وكذا، فذنبه عليه، وأنت مأمور
بالسمع والطاعة، حتى وإن شربوا الخمر وغير ذلك ما لم نر كفراً بواحاً عندنا فيه
من الله برهان، وإلا فطاعتهم واجبة؛ ولو فسقوا، ولو عتوا، ولو ظلموا.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك)).

وقال لأصحابه فيما إذا أخل الأمراء بواجبهم، قال: ((اسمعوا وأطيعوا فإننا عليكم ما
حملتم وعليهم ما حملوا)).

أما أن نريد أن تكون أمراؤنا كأبي بكر وعمر، وعثمان وعلي، فهذا لا يمكن، لنكن
نحن صحابة أو مثل الصحابة حتى يكون ولاتنا مثل خلفاء الصحابة.

আপনার বক্তব্য, ভুল বুঝাবুঝি, জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং ইজতিহাদে আপনার ঘাটতি নিয়ে কি
আপনি সংঘর্ষে লিপ্ত হবেন এবং নিজেকে এই ইমামদের (আল্লাহ তাঁদের ওপর রহম করুন)
সমকক্ষ সাব্যস্ত করবেন?

যদি মানুষ আলেমদের অবজ্ঞা করতে শুরু করে এবং প্রত্যেকেই বলতে থাকে: 'আমিই বড়
আলেম', 'আমি সূক্ষ্মদর্শী বিশেষজ্ঞ', 'আমি অত্যন্ত মেধাবী', 'আমি মহাজ্ঞানী', 'আমি কূলহীন
সমুদ্র', এবং প্রত্যেকে নিজের ইচ্ছামতো কথা বলতে ও ফতোয়া দিতে শুরু করে, তবে কিছু
নির্বোধের এসব কর্মকাণ্ডের কারণে শরীয়ত ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।

একইভাবে শাসকদের ক্ষেত্রেও; যদি কাউকে বলা হয়—উদাহরণস্বরূপ—কর্তৃপক্ষ অমুক কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, সে বলে: 'তাঁর আনুগত্য করা হবে না, কারণ তিনি অমুক অমুক বিষয়ে ত্রুটি করেছেন'। আমি বলি: তিনি যদি কোনো বিষয়ে ত্রুটি করেন, তবে সেই গুনাহ তাঁর ওপর বর্তাবে। আর আপনার প্রতি নির্দেশ হলো কথা শোনা ও আনুগত্য করার, এমনকি তারা যদি মদ্যপান বা এই জাতীয় কাজও করে—যতক্ষণ না আমরা প্রকাশ্য কুফরি দেখতে পাচ্ছি যে বিষয়ে আমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অকাট্য দলিল রয়েছে। অন্যথায় তাদের আনুগত্য করা ওয়াজিব; তারা পাপাচারী, অবাধ্য কিংবা যালিম হলেও।

আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "তুমি শোনো এবং আনুগত্য করো, যদিও তোমার পিঠে আঘাত করা হয় এবং তোমার সম্পদ কেড়ে নেওয়া হয়।"

শাসকরা যখন তাদের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করেন, সে বিষয়ে তিনি তাঁর সাহাবীদের বলেছিলেন: "তোমরা শোনো এবং আনুগত্য করো; কেননা তোমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী থাকবে এবং তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তারাই দায়ী থাকবে।" আর আমরা যদি চাই যে আমাদের শাসকরা আবু বকর, উমর, উসমান এবং আলীর (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) মতো হবেন, তবে তা সম্ভব নয়। আমাদের শাসকরা সাহাবী খলিফাদের মতো হওয়ার জন্য আগে আমাদের সাহাবী হতে হবে অথবা অন্তত সাহাবীদের মতো হতে হবে।

(ص: 233) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

أما والشعب كما نعلم الآن؛ أكثرهم مفرط في الواجبات، وكثير منتهك للحرمات، ثم يريدون أن يولي الله عليهم خلفاء راشدين، فهذا بعيد، لكن نحن علينا أن نسمع ونطيع، وإن كانوا هم أنفسهم مقصرين فتقصيرهم هذا عليهم. عليهم ما حملوا، وعلينا ما حملنا.

فَإِذَا لَمْ يُوْقَرِ الْعُلَمَاءُ وَلَمْ يُوْقَرِ الْأُمَرَاءُ؛ ضَاعَ الدِّينُ وَالدُّنْيَا. نَسَأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ.
ثم استدلل المؤلف بقوله تعالى: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ)
[الزمر: 9] (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي) يعني لا يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون؛ لأن
الجاهل متصف بصفة ذم، والعالم متصف بصفة مدح، ولهذا لو تعير أدنى واحد من
العامة وتقول له: أنت جاهل، غضب وأنكر ذلك، مما يدل على أن الجهل عيب
مذموم، كل ينفر منه، والعلم خير، ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في
أي حال من الأحوال.

العالم يعبد الله على بصيرة، يعرف كيف يتوضأ، وكيف يصلي، وكيف يزكي، وكيف
يصوم، وكيف يحج، وكيف يبر والديه، وكيف يصل رحمه.
العالم يهدي الناس (أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ
كَئِنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا) [الأنعام: 122]، لا يمكن أن يكون هذا
مثل هذا، فالعالم نور يهدي به ويرفع الله به، والجاهل عالة على غيره، لا ينفع
نفسه ولا غيره، بل إن أفقى بجهل؛ ضر نفسه وضر غيره، فلا يستوي الذين
يعلمون والذين لا يعلمون.
ثم استدلل المؤلف بحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يَوْمَ
الْقَوْمِ

বর্তমান জনগণের অবস্থা যেমনটি আমাদের কাছে দৃশ্যমান; তাদের অধিকাংশই আবশ্যিক
দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য প্রদর্শনকারী এবং অনেকে মহান আল্লাহর অলঙ্ঘনীয় বিধানসমূহ
লঙ্ঘনকারী। এরপর তারা প্রত্যাশা করে যে, আল্লাহ তাদের ওপর ন্যায়নিষ্ঠ খলিফাদের
(খুলাফায়ে রাশেদীন) শাসনভার অর্পণ করবেন, যা প্রকৃতপক্ষে সুদূরপর্যায়। কিন্তু আমাদের
দায়িত্ব হলো তাদের কথা শোনা এবং আনুগত্য করা। যদিও তারা নিজেরা ঐকটিপূর্ণ হয়, তবুও
তাদের সেই ঐকটির পরিণাম তাদের ওপরেই বর্তাবে। তাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা

হয়েছে তার জন্য তারা দায়বদ্ধ, আর আমাদের ওপর যা অর্পণ করা হয়েছে তার জন্য আমরা দায়বদ্ধ।

যদি উলামায়ে কেরাম ও শাসনকর্তাদের যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা না হয়, তবে দীন ও দুনিয়া উভয়ই বিনষ্ট হবে। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি।

অতঃপর লেখক মহান আল্লাহর এই বাণী দ্বারা দলিল পেশ করেছেন: (বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে?) [সূরা আয-যুমার: ৯]। (বলুন, তারা কি সমান হতে পারে) অর্থাৎ যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কস্মিনকালেও সমান নয়; কেননা অজ্ঞ ব্যক্তি নিন্দনীয় গুণে গুণান্বিত, আর জ্ঞানী ব্যক্তি প্রশংসনীয় গুণে গুণান্বিত। একারণেই আপনি যদি সাধারণ স্তরের কোনো ব্যক্তিকেও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে বলেন: "তুমি একজন মূর্খ", তবে সে রাগান্বিত হবে এবং তা প্রত্যাখ্যান করবে। এটি প্রমাণ করে যে, অজ্ঞতা একটি ঘৃণ্য দোষ যা থেকে সবাই বিমুখ থাকে। আর জ্ঞান হলো কল্যাণকর, সুতরাং কোনো অবস্থাতেই জ্ঞানী ও জ্ঞানহীন ব্যক্তি সমান হতে পারে না।

জ্ঞানী ব্যক্তি চাম্বুষ প্রমাণের ভিত্তিতে আল্লাহর ইবাদত করেন; তিনি জানেন কীভাবে ওয়ু করতে হয়, কীভাবে সালাত আদায় করতে হয়, কীভাবে জাকাত প্রদান করতে হয়, কীভাবে সিয়াম পালন করতে হয়, কীভাবে হজ করতে হয়, কীভাবে পিতামাতার প্রতি সদাচরণ করতে হয় এবং কীভাবে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতে হয়।

জ্ঞানী ব্যক্তি মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন (যে ব্যক্তি মৃত ছিল, যাকে আমি জীবন দান করেছি এবং যাকে এমন এক আলো দিয়েছি যার সাহায্যে সে মানুষের মধ্যে পথ চলে, সে কি ঐ ব্যক্তির মতো যে অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং সেখান থেকে বের হতে পারছে না?) [সূরা আল-আন'আম: ১২২]। এই দুই ব্যক্তি কখনোই এক হতে পারে না। জ্ঞানী ব্যক্তি হলেন আলোর ন্যায় যার দ্বারা পথ চলা যায় এবং যার মাধ্যমে আল্লাহ মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আর অজ্ঞ ব্যক্তি অন্যের ওপর বোঝা স্বরূপ, সে নিজের উপকার করতে পারে না এবং অন্যেরও নয়। বরং সে যদি না জেনে ফতোয়া দেয়, তবে সে নিজের এবং অন্যের—উভয়েরই ক্ষতি করে। তাই জ্ঞানী ও জ্ঞানহীনরা সমান নয়।

এরপর লেখক উকবা ইবনে আমের বর্ণিত হাদীসটি উপস্থাপন করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((লোকদের ইমামতি করবে...

أَقْرؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ)) يعني يكون إماماً فيهم أقرؤهم كاتِبُ اللَّهِ ((فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلباً)) أي إسلاماً، وفي لفظ سنأ أي أكبرهم سنأً. وهذا يدل على أن صاحب العلم مقدم على غيره؛ يقدم العلم بكتاب الله، ثم العالم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم من القوم في الأمور الدينية إلا خيرهم أفضلهم.

وهذا يدل على تقديم الأفضل فالأفضل في الإمامة، وهذا في غير الإمام الراتب، أما الإمام الراتب فهو الإمام وإن كان في الناس من هو أقرأ منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ((ولا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه)) وإمام المسجد الراتب سلطان في مسجده، حتى إن بعض العلماء يقول: لو أن أحداً تقدم وصلى بجماعة المسجد بدون إذن الإمام فصلاتهم باطلة، وعليهم أن يعيدوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإمامة، والنهي يقتضي الفساد، والله البوق.

350/3 - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليُلبني منكم أولو الأحلام والنهي، ثم الذين يلونهم)) ثلاثاً ((وأيكم وهيشات الأسواق)) رواه مسلم.

"তাদের মধ্যে যে আল্লাহর কিতাব পাঠে অধিক দক্ষ" অর্থাৎ তাদের মধ্যে যিনি আল্লাহর কিতাব পাঠে সর্বাধিক পারদর্শী, তিনি তাদের ইমামতি করবেন। "যদি তারা তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে সমান হয়, তবে তাদের মধ্যে যে সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী (সে অগ্রাধিকার পাবে)।

যদি তারা সুন্নাহর জ্ঞানেও সমান হয়, তবে তাদের মধ্যে যে হিজরতে অগ্রগামী। যদি তারা হিজরতের ক্ষেত্রেও সমান হয়, তবে তাদের মধ্যে যে আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে।" অন্য বর্ণনায় এসেছে: "বয়সে জ্যেষ্ঠ," অর্থাৎ যার বয়স সবচেয়ে বেশি।

এটি একথাই প্রমাণ করে যে, ইলমের অধিকারী ব্যক্তি অন্যের চেয়ে অগ্রগণ্য। প্রথমে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে। দ্বীনি বিষয়াবলিতে জাতির মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম, তারা ছাড়া অন্য কাউকে আগে বাড়ানো হবে না।

এটি ইমামতির ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে অধিকতর যোগ্য ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রমাণ বহন করে। তবে এটি নির্ধারিত ইমাম ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে। আর নির্ধারিত ইমামের ক্ষেত্রে কথা হলো, তিনিই ইমামতির হকদার, যদিও উপস্থিত লোকদের মধ্যে তিলাওয়াতে তাঁর চেয়ে বেশি দক্ষ কেউ থাকে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে এরশাদ করেছেন:

"কোনো ব্যক্তি যেন অন্য কারো কর্তৃত্বাধীন স্থানে তার অনুমতি ব্যতীত ইমামতি না করে।"

মসজিদের নির্ধারিত ইমাম তাঁর মসজিদের ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের অধিকারী। এমনকি কোনো কোনো আলেম বলেন: যদি কেউ ইমামের অনুমতি ব্যতীত অগ্রসর হয়ে মসজিদের জামাতে ইমামতি করে, তবে তাদের সালাত বাতিল হয়ে যাবে এবং তাদের তা পুনরায় পড়তে হবে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ইমামতি করতে নিষেধ করেছেন, আর শরিয়তের নিষেধ কোনো আমল বাতিল হওয়ার দাবি রাখে। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

* * *

৩/৩৫০ — আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক এবং প্রজ্ঞাবান, তারা যেন (সালাতে) আমার নিকটবর্তী দাঁড়ায়। এরপর যারা তাদের নিকটবর্তী।" এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। "আর তোমরা বাজারের শোরগোল ও বিশৃঙ্খলা থেকে সাবধান থাকো।" ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

351/4 - وعن أبي يحيى وقيل: أبي محمد سهل بن أبي حثمة - بفتح الحاء المهملة، وإسكان التاء المثناة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله ابن سهل ومحبيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فافترقا، فأتي محبيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلاً، فدفنه، ثم قدم المدينة فأنطلق عبد الرحمن بن سهل ومحبيصة وحوبيصة ابناً مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: ((كبر كبر)) وهو أحدث القوم، فسكت، فتكلم فقال: ((أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟)) وذكر تمام الحديث. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((كبر كبر)) معناه: يتكلم الأكبر.

352/5 وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد يعني في القبر، ثم يقول: ((أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟)) فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري.

353/6 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((أراني في المنام أفسوك بسواك، فجاءني رجلان، أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، فقبل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما)) رواه مسلم مسنداً، والبخاري تعليقاً.

354/7 - وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن من

৪/৩৫১ - আবু ইয়াহইয়া, মতান্তরে আবু মুহাম্মদ সাহল ইবনে আবি হাসমাহ আল-আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবদুল্লাহ ইবনে সাহল এবং মুহাইসাহ ইবনে মাসউদ খায়বারের দিকে রওয়ানা হলেন, যা সেই সময়ে সন্ধিচুক্তির অধীনে ছিল। অতঃপর তারা পৃথক হয়ে গেলেন। পরে মুহাইসাহ আবদুল্লাহ ইবনে সাহলের কাছে এসে তাকে রক্তাক্ত

অবস্থায় মৃত দেখতে পেলেন। তিনি তাকে দাফন করলেন এবং অতঃপর মদিনায় ফিরে আসলেন। এরপর আবদুর রহমান ইবনে সাহল এবং মাসউদের দুই পুত্র মুহাইসাহ ও হুয়াইসাহ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে গেলেন। আবদুর রহমান কথা বলতে শুরু করলে তিনি (নবী) বললেন: "বড়কে সুযোগ দাও, বড়কে সুযোগ দাও", কারণ সে ছিল উপস্থিতদের মধ্যে বয়সে সবার ছোট। তখন সে চুপ হয়ে গেল এবং অপর দুইজন কথা বললেন। তিনি বললেন: "তোমরা কি কসম করবে এবং তোমাদের সঙ্গীর হত্যাকারীর বিপক্ষে নিজেদের হক সাব্যস্ত করবে?" এবং তিনি সম্পূর্ণ হাদিসটি উল্লেখ করলেন। (বুখারি ও মুসলিম)।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী: "বড়কে সুযোগ দাও" এর অর্থ হলো—যিনি বয়সে বড় তিনি কথা বলবেন।

৫/৩৫২ - জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উহুদ যুদ্ধের শহীদদের মধ্য থেকে দুই ব্যক্তিকে এক কবরে একত্র করতেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করতেন: "তাদের মধ্যে কে অধিক কুরআন জানতেন?" যখন তাদের একজনের দিকে ইশারা করা হতো, তখন তাকেই তিনি কবরের লহদে (বগলী কবরে) অগ্রগণ্য করতেন। (বুখারি)।

৬/৩৫৩ - ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আমি স্বপ্নে দেখলাম যে আমি মেসওয়াক করছি। এমতাবস্থায় আমার কাছে দুইজন ব্যক্তি আসলেন, যাদের একজন অপরজনের চেয়ে বয়সে বড় ছিল। আমি ছোটজনকে মেসওয়াকটি দিতে গেলাম, তখন আমাকে বলা হলো: বড়কে দিন। তখন আমি তাদের মধ্যে যিনি বড় ছিলেন তাকে সেটি প্রদান করলাম।" (মুসলিম এটি মুসনাদ হিসেবে এবং বুখারি তালীক হিসেবে বর্ণনা করেছেন)।

৭/৩৫৪ - আবু মুসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই...

إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه، والجاني عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط)) حديث حسن رواه أبو داود.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث فيها الإشارة إلى ما سبق عن المؤلف رحمه الله من إكرام أهل العلم وأهل الفضل الكبير، فمن ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليلني منكم أولو الأحلام والنهي، ثم الذين يلونهم)) قال ذلك ثلاثاً، ((وإياكم وهيشات الأسواق)) وفي قوله: ((ليلني منكم)) اللام لام الأمر، والمعنى أنه في الصلاة ينبغي أن يتقدم أولو الأحلام والنهي.

وأولو الأحلام: يعني الذين بلغوا الحلم وهم البالغون، والنهي جمع نهية وهي العقل، يعني العقلاء فالذي ينبغي أن يتقدم في الصلاة العاقلون البالغون؛ لأن ذلك أقرب إلى فهم ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يفعله، من الصغار ونحوهم، فلهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم هؤلاء حتى يلوا الإمام.

وليس معنى الحديث لا يلني إلا أولو الأحلام والنهي، بحيث نطرد الصبيان عن الصف الأول، فإن هذا لا يجوز. فلا يجوز طرد الصبيان عن الصف الأول إلا أن يحدث منهم أذية، فإن لم يحدث منهم أذية؛ فإن من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد أحق به.

وهناك فرق بين أن تكون العبارة النبوية: لا يلني إلا أولو الأحلام،

আল্লাহ তাআলার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটি অংশ হলো বৃদ্ধ মুসলিমকে সম্মান করা, কুরআনের এমন বাহককে সম্মান করা যে তাতে অতিরঞ্জন করে না এবং তা থেকে বিমুখ থাকে না, আর ন্যায়পরায়ণ শাসককে সম্মান করা। (আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত একটি হাসান হাদিস)।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসগুলোতে ইতিপূর্বে লেখক (রাহিমাল্লাহ) কর্তৃক বর্ণিত ইলম ও বিশেষ মর্যাদার অধিকারীদের সম্মান করার বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। তারই অংশ হিসেবে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিসটি রয়েছে যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে যারা প্রজ্ঞাবান ও বুদ্ধিমান, তারা যেন আমার নিকটবর্তী হয়।" তিনি এ কথাটি তিনবার বলেছেন। (তিনি আরও বলেছেন:) "আর তোমরা বাজারের হৈ-চৈ ও শোরগোল থেকে বেঁচে থাকো।" তাঁর বাণী: "তারা যেন আমার নিকটবর্তী হয়" এখানে 'লাম' বর্ণটি আদেশসূচক (আমর) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হলো—সালাতে প্রজ্ঞাবান ও বুদ্ধিমানদের অগ্রভাগে থাকা উচিত।

আর 'উলুল আহলাম' বা প্রজ্ঞাবান বলতে তাদের বোঝানো হয়েছে যারা স্বপ্নদোষের বয়সে পৌঁছেছে অর্থাৎ যারা প্রাপ্তবয়স্ক। আর 'আন্-নুহা' শব্দটি 'নুহয়াহ' এর বহুবচন, যার অর্থ হলো বুদ্ধি; অর্থাৎ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ। সুতরাং সালাতে বুদ্ধিমান ও প্রাপ্তবয়স্কদেরই সামনে থাকা উচিত; কেননা তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা বলেছেন বা করছেন তা অনুধাবন করার ক্ষেত্রে শিশুদের তুলনায় অধিক সক্ষম। একারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে সামনে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করেছেন যাতে তারা ইমামের নিকটবর্তী থাকে।

তবে এই হাদিসের অর্থ এটি নয় যে, 'প্রজ্ঞাবান ও বুদ্ধিমান ব্যতীত আর কেউ যেন আমার নিকটবর্তী না হয়', যার ফলে আমরা শিশুদের প্রথম কাতার থেকে তাড়িয়ে দেব; কারণ এটি জায়েজ নয়। শিশুদের প্রথম কাতার থেকে সরিয়ে দেওয়া বৈধ নয়, যতক্ষণ না তাদের পক্ষ থেকে কোনো কষ্টের কারণ ঘটে। যদি তাদের পক্ষ থেকে কোনো কষ্টের কারণ না ঘটে, তবে যে ব্যক্তি এমন কোনো স্থানে আগে পৌঁছেছে যেখানে অন্য কেউ আগে পৌঁছায়নি, সে-ই সেখানে অবস্থানের অধিক হকদার বা যোগ্য।

আর নববী বাণীর এই দুই ধরনের প্রকাশভঙ্গির মাঝে পার্থক্য রয়েছে: "প্রজ্ঞাবানরা যেন আমার নিকটবর্তী হয়" এবং "প্রজ্ঞাবান ব্যতীত আর কেউ যেন আমার নিকটবর্তী না হয়"।

وبين قوله: ليلني أولو الأحلام، فالثانية تحت الكبار العقلاء على التقدم، والأولى لو قدر أنها هي نص الحديث لكان بنهى أن يلي الإمام من ليس بالغاً، أو ليس عاقلاً. وعلى هذا فنقول: إن أولئك الذين يطردون الصبيان عن الصف الأول أخطئوا من جهة أنهم منعوا ذوي الحقوق حقوقهم؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له)).

ومن جهة أخرى أنهم يكرهون الصبيان المساجد، وهذا يؤدي إلى أن ينفر الصبي عن المسجد إذا كان يطرد عنه.

ومنها أن هذه لا تزال عقدة في نفسه من الذي طرده فتجده يكرهه، ويكره ذكره، فمن أجل هذه المفاسد نقول: لا تطردوا الصبيان من أوائل الصفوف.

ثم إننا إذا طردناهم من أوائل الصفوف؛ حصل منهم لعب، لو كانوا كلهم في صف واحد كما يقوله من يقوله من أهل العلم، لحصل منهم من اللعب ما يوجب اضطراب المسجد، واضطراب أهل المسجد، ولكن إذا كانوا مع الناس في الصف الأول ومتفرقين؛ فإن ذلك أسلم من الفوضى التي تحصل بكونهم يجتمعون في صف واحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ليلني منكم أولو الأحلام والنهي)) يستفاد منه أن الدنو من الإمام له شأن مطلوب، ولهذا قال: ليلني أي يكون هو الذي يليني.

আর তাঁর বাণী: "তোমাদের মধ্য থেকে বুদ্ধিমান ও প্রজ্ঞাবানরা যেন আমার নিকটবর্তী হয়" এর মধ্যে দ্বিতীয় অংশটি বয়োজ্যেষ্ঠ ও জ্ঞানীদের সামনে অগ্রসর হতে উৎসাহিত করে। আর প্রথম অংশটি যদি হাদিসের মূল পাঠ হিসেবে গণ্য করা হতো, তবে তা অপ্রাপ্তবয়স্ক কিংবা কাণ্ডজ্ঞানহীনদের ইমামের নিকটবর্তী হওয়া নিষিদ্ধ করত।

এর ভিত্তিতে আমরা বলি যে, যারা শিশুদের প্রথম কাতার থেকে তাড়িয়ে দেয়, তারা মূলত ভুল করছে; কারণ তারা হকদারদের তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। কেননা নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি এমন কোনো স্থানের দিকে আগে অগ্রসর হলো যেখানে আগে কোনো মুসলিম পৌঁছায়নি, তবে সেই স্থানটি তারই প্রাপ্য।"

অন্য দিকটি হলো, এর মাধ্যমে তারা শিশুদের মসজিদের প্রতি বিদ্বেষী করে তুলছে; আর যদি কোনো শিশুকে মসজিদ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, তবে তা মসজিদের প্রতি তার অনীহা সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আরেকটি কারণ হলো, যে ব্যক্তি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে তার প্রতি শিশুর মনে একটি স্থায়ী ক্ষোভ তৈরি হয়, ফলে সে তাকে অপছন্দ করতে শুরু করে এবং তার কথা স্মরণ করাকেও ঘৃণা করে। এই সকল অনিষ্টের কারণে আমরা বলি: শিশুদের প্রথম কাতারগুলো থেকে তাড়িয়ে দেবেন না।

অধিকন্তু, আমরা যদি তাদের প্রথম কাতার থেকে সরিয়ে দেই, তবে তাদের মাঝে খেলাধুলার প্রবণতা দেখা দেবে। আলেমদের কেউ কেউ যেমনটি বলেন—যদি তারা সবাই একই কাতারে অবস্থান করে, তবে তাদের খেলাধুলার ফলে মসজিদে এবং মুসল্লিদের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। কিন্তু তারা যদি প্রথম কাতারে বড়দের সাথে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে, তবে তা শিশুদের এক কাতারে জমা হওয়ার ফলে সৃষ্টি বিশৃঙ্খলা থেকে অধিক নিরাপদ।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "তোমাদের মধ্য থেকে বুদ্ধিমান ও প্রজ্ঞাবানরা যেন আমার নিকটবর্তী হয়" থেকে এটি অনুধাবন করা যায় যে, ইমামের নিকটবর্তী হওয়া একটি কাঙ্ক্ষিত বিষয়। এজন্যই তিনি বলেছেন: "সে যেন আমার নিকটবর্তী হয়," অর্থাৎ সে যেন আমার ঠিক পেছনেই বা সরাসরি নিকটেই অবস্থান করে।

(ص: 238) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وعلى هذا نقول: إذا كان يمين الصف بعيداً، وأيسر الصف أقرب منه بشكل واضح، فإن الصف الأيسر أفضل من الأيمن، من أجل دنوه من الإمام؛ ولأنه لما كان الناس في أول الأمر إذا كان إمامهم واثنان معه، فإنهما يكونان عن يمينه واحد، وعن

شماله واحد، ولا يكون كلاهما عن اليمين، فدل هذا على مراعاة الدنو من الإمام،
وتوسط الإمام من المأمومين.

ولكن هذا الأمر أي كون الإمام واثنان معه يكونان في صف واحد، هذا نسخ، وصار
الإمام إذا كان معه اثنان يصفان خلفه، ولكن كونه - حين كان مشروعاً - يجعل
أحدهما عن اليمين والثاني عن اليسار؛ يدل على أنه ليس الأيمن أفضل مطلقاً، بل
أفضل من الأيسر إذا كان مقارباً أو مثله، أما إذا تميز ببيزة بينة؛ فاليسار مع الدنو
من الإمام أفضل.

وفي حديث الرؤيا التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان صلى الله عليه وسلم
أنه كان صلى الله عليه وسلم يتسوك بسواك فجاءه رجلان فأراد أن يعطيه الأصغر،
ف قيل له: كبر كبر. فيه دليل أيضاً على اعتبار الكبر، وأنه يقدم الأكبر في إعطاء
الشيء.

ومن ذلك إذا قدمت الطعام مثلاً أو القهوة أو الشاي فلا تبدأ باليمين، بل ابدأ
بالأكبر الذي أمامك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعطيه الأصغر قيل
له كبر، ومعلوم أنه لو كان الأصغر هو الأيسر لا يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم
يعطيه إياه فالظاهر أنه أعطى الأيمن من أجل التيامن، لكن قيل له كبر: يعني أعطه
الأكبر، فهذا إذا كان الناس أمامك تبدأ بالكبير، لا تبدأ باليمين، أما إذا كانوا
جالسين عن اليمين وعن الشمال فأبدأ باليمين.

এই ভিত্তিতে আমরা বলি: যদি কাতারের ডান দিক অনেক দূরে হয় এবং বাম দিকটি তার চেয়ে
স্পষ্টভাবে নিকটবর্তী হয়, তবে ইমামের নৈকট্যের কারণে বাম দিকটি ডান দিকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।
কারণ ইসলামের শুরুর দিকে যখন ইমামের সাথে দুজন লোক থাকতেন, তখন একজন
ইমামের ডানে এবং অন্যজন বামে দাঁড়াতেন; তারা উভয়ই ডানে দাঁড়াতেন না। এটি ইমামের
নৈকট্য এবং মুক্তাদিদের মাঝে ইমামের অবস্থান বজায় রাখার প্রতি গুরুত্বারোপের প্রমাণ দেয়।
তবে ইমাম এবং তাঁর সাথে থাকা দুজন একই কাতারে দাঁড়ানোর এই বিধানটি রহিত হয়ে
গিয়েছে এবং বর্তমানে নিয়ম হলো ইমামের সাথে দুজন থাকলে তারা তাঁর পিছনে কাতারবদ্ধ

হবে। কিন্তু এই নিয়মটি যখন শরয়িভাবে প্রবর্তিত ছিল, তখন একজনকে ডানে এবং অন্যজনকে বামে দাঁড় করানো নির্দেশ করে যে, ডান দিকটি নিরঙ্কুশভাবে শ্রেষ্ঠ নয়; বরং তা বাম দিকের তুলনায় তখনই শ্রেষ্ঠ যখন তা দূরত্বের দিক থেকে সমপর্যায়ের বা কাছাকাছি হয়। কিন্তু যদি বাম দিকটি বিশেষ কোনো গুণের কারণে সুস্পষ্টভাবে স্বতন্ত্র হয়, তবে ইমামের নৈকট্যসহ বাম দিকটিই অধিক উত্তম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেখা স্বপ্নের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মেসওয়াক করছিলেন; এমতাবস্থায় দুজন ব্যক্তি তাঁর নিকট এলে তিনি কনিষ্ঠজনকে মেসওয়াকটি দিতে চাইলেন। তখন তাঁকে বলা হলো: "বড়কে দিন, বড়কে দিন।" এতে বয়োজ্যেষ্ঠতাকে বিবেচনা করার এবং কোনো কিছু প্রদানের ক্ষেত্রে বড়কে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এরই অংশ হিসেবে, আপনি যখন খাবার কিংবা কফি অথবা চা পরিবেশন করবেন, তখন সরাসরি ডান দিক থেকে শুরু করবেন না; বরং আপনার সামনে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বড় তাঁর থেকে শুরু করবেন। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কনিষ্ঠজনকে দিতে চেয়েছিলেন, তখন তাঁকে বড় থেকে শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এটি স্পষ্ট যে, সেই কনিষ্ঠ ব্যক্তিটি যদি বাম দিকে থাকতেন তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দিতে উদ্যত হতেন না; সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে তিনি ডান দিকের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তাঁকে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে বলা হলো বড়কে দিতে। অর্থাৎ, যখন লোকজন আপনার সামনে থাকবে তখন বড়র থেকে শুরু করবেন, ডান দিক থেকে নয়। আর যদি তারা আপনার ডানে এবং বামে বসা থাকে, তবে ডান দিক থেকেই শুরু করবেন।

(ص: 239) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وبهذا يجمع بين الأدلة الدالة على اعتبار التكبير أي مراعاة الكبير، وعلى اعتبار الأيمن، أي مراعاة الأيمن، فنقول: إذا كانت القصة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معه إناء يشرب منه، وعلى يساره الأشياء وعلى يمينه غلام وهو ابن

عباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام ((أتأذن لي أن أعطي هؤلاء)) فقال الغلام: لا والله، لا أؤثر بنصيبك منك أحداً. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هكذا فأعطه من على يمينك، أما الذين أمامك فأبدأ بالكبير، كما تدل عليه السنة، وهذا هو وجه الجمع بينهما.

ثم إن الإنسان إذا أعطاه الكبير فمن يعطي بعده؟ هل يعطي الذي على يمين الكبير ويكون عن يسار الصاب، أم الذي عن يمين الصاب؟

نقول: يبدأ بالذي عن يمين الصاب وإن كان على يسار الكبير؛ لأننا إذا اعتبرنا التيامن بعد مراعاة الكبر، فالذي على يمينك هو الذي عن يسار مقابلك فتبدأ به، ما لم يسمح بعضهم لبعض، ويقول: أعطه فلاناً.. أعطه فلاناً؛ فالحق لهم، ولهم أن يسقطوه، والله أعلم.

এর মাধ্যমেই সেই সকল দলিলের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয় যা বড়কে অগ্রাধিকার দেওয়া অর্থাৎ জ্যেষ্ঠের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং ডান দিককে অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশ দেয়। সুতরাং আমরা বলি: বিষয়টি যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত সেই ঘটনার ন্যায় হয়, যেখানে তাঁর নিকট পান করার একটি পাত্র ছিল এবং তাঁর বাম পাশে প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ ও ডান পাশে এক কিশোর—যিনি ছিলেন ইবনে আব্বাস—বসা ছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিশোরটিকে বললেন, "তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে যাতে আমি এদের আগে দেই?" কিশোরটি উত্তরে বলল, "না, আল্লাহর কসম! আপনার থেকে প্রাপ্ত আমার অংশে আমি কাউকে অগ্রাধিকার দেব না।" তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেই আগে প্রদান করলেন। সুতরাং পরিস্থিতি এমন হলে আপনার ডান পাশের ব্যক্তিকে দিন। আর আপনার সামনে যারা আছেন, তাদের মধ্যে বড় থেকে শুরু করুন, যেমনটি সুন্নাহ দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। আর এটিই হলো উভয় প্রকার দলিলের মধ্যে সমন্বয় সাধনের পন্থা। এরপর মানুষ যখন বড় ব্যক্তিকে প্রদান করবে, তখন তার পরে কাকে দিবে? সে কি বড় ব্যক্তির ডানে থাকা ব্যক্তিকে দিবে—যে পরিবেশনকারীর বামে অবস্থিত—নাকি পরিবেশনকারীর ডানে থাকা ব্যক্তিকে দিবে?

আমরা বলি: সে পরিবেশনকারীর ডানে থাকা ব্যক্তিকে দিয়েই শুরু করবে, যদিও সে ব্যক্তি বড়র বাম দিকে অবস্থান করে। কারণ যখন আমরা জ্যেষ্ঠতার প্রতি লক্ষ্য রাখার পর ডান দিককে বিবেচনা করি, তখন পরিবেশনকারীর ডান দিকে থাকা ব্যক্তিই হলো তার সম্মুখে থাকা ব্যক্তির বামে অবস্থিত; সুতরাং তাকে দিয়েই শুরু করতে হবে। যতক্ষণ না তারা একে অপরকে অনুমতি দেয় এবং বলে যে, অমুককে দিন বা অমুককে দিন; তবে সেটি তাদেরই প্রাপ্য অধিকার এবং তারা চাইলে তা ত্যাগ করতে পারে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(ص: 240) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

45. باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة

قال الله تعالى: (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: (قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَ مِنِّيَ عِلْمًا رُشْدًا) [60، 66]. وقال تعالى: (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) [الكهف: 28].

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - باب زيارة أهل الخير ومحبتهم وصحبتهم وطلب الزيارة منهم.

أهل الخير أهل العلم والإيمان والصلاح، ومحبتهم واجبة؛ لأن أوثق عرى الإيمان: الحب في الله، والبغض في الله، فإذا كان الإنسان محبته تابعة لمحبة الله، وبغضه تابعاً لبغض الله؛ فهذا هو الذي ينال ولاية الله عز وجل.

وأهل الخير إذا جالستهم فأنت على خير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل
الجلس الصالح بحامل المسك؛ إما أن يحذيك يعني: يعطيك، وإما أن يبيعك، يعني
يبيع عليك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة.

৪৫. সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ করা, তাদের সাথে বসা, তাদের সাহচর্য গ্রহণ করা, তাদের ভালোবাসা, তাদের নিকট দোয়ার আবেদন করা এবং মর্যাদাপূর্ণ স্থানসমূহ পরিদর্শনের পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তাআলা বলেন: "স্মরণ করো যখন মুসা তাঁর যুবক সঙ্গীকে বলেছিলেন, আমি দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে না পৌঁছানো পর্যন্ত যাত্রা থামাব না অথবা আমি দীর্ঘকাল চলতে থাকব।" মহান আল্লাহর এই বাণী পর্যন্ত: "মুসা তাকে বললেন, আমি কি এই শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি যে, আপনাকে যে সঠিক পথের জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন?" [সূরা কাহাফ: ৬০, ৬৬]।

এবং আল্লাহ তাআলা বলেন: "আপনি নিজেকে তাদেরই সংসর্গে ধৈর্যশীল রাখুন যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আহ্বান করে।" [সূরা কাহাফ: ২৮]।

[ব্যাখ্যা]

লেখক—আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন—সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ করা, তাদের ভালোবাসা, তাদের সাহচর্য গ্রহণ করা এবং তাদের কাছে দোয়ার আবেদন করা সম্পর্কিত পরিচ্ছেদটি উল্লেখ করেছেন।

সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণ হলেন জ্ঞান, ঈমান ও নেক আমলের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ। তাদের ভালোবাসা ওয়াজিব; কেননা ঈমানের সুদৃঢ় বন্ধন হলো আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করা। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তির ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসার অনুগামী হয় এবং তার ঘৃণা আল্লাহর ঘৃণার অনুগামী হয়, তবে সেই ব্যক্তিই মহান আল্লাহর সান্নিধ্য ও অভিভাবকত্ব লাভ করে।

আর সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের সাথে আপনি যখন উপবেশন করবেন, তখন আপনি কল্যাণের ওপরই থাকবেন; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৎ সঙ্গীকে কস্তুরী বহনকারীর

সাথে তুলনা করেছেন; সে হয়তো আপনাকে কিছু দান করবে, অথবা আপনি তার কাছ থেকে কিছু ক্রয় করবেন, অন্যথায় তার কাছ থেকে অন্তত সুদ্রাণ লাভ করবেন।

(ص: 241) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وكذلك ينبغي أن تطلب منهم أن يزوروك ويأتوا إليك لما في مجيئهم إليك من الخير.

ثم ذكر المؤلف قصة موسى عليه السلام مه الخضر فإن موسى قال لفتاه: (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا) [الكهف: 60] ؛ لأن الله أخبره بأن له عبداً من عباده آتاه رحمة منه وعلمه من لدنه علماً، فذهب موسى يطلب هذا الرجل حتى لقيه، وذكر الله تعالى قصتهما مبسوطاً في سورة الكهف وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله، والله أعلم.

360/1 وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهيا إليها، بكت، فقالا لها: ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم.

361/2 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكاً. فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية. قال. هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى، قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك

একইভাবে, আপনার উচিত তাদের কাছে আবেদন করা যেন তারা আপনাকে দেখতে আসে এবং আপনার কাছে আসে, কারণ তাদের আপনার নিকট আসাতে কল্যাণ রয়েছে। এরপর লেখক খিজির (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে মুসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাহিনী উল্লেখ করেছেন। কেননা মুসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন: (স্মরণ করুন, যখন মুসা তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন, আমি দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌঁছে ক্ষান্ত হব না অথবা আমি দীর্ঘকাল চলতে থাকব) [সূরা আল-কাহফ: ৬০]; কারণ আল্লাহ তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে এমন এক বান্দা রয়েছে যাকে তিনি তাঁর পক্ষ থেকে রহমত দান করেছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর মুসা (আলাইহিস সালাম) সেই ব্যক্তির সন্ধানে বের হলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর সাক্ষাৎ পেলেন। আল্লাহ তাআলা সূরা আল-কাহফে তাঁদের কাহিনী বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন এবং ইনশাআল্লাহ এ সম্পর্কে সামনে আলোচনা আসবে। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

* * *

১/৩৬০ আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন: চলুন আমরা উম্মে আয়মান (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর কাছে যাই এবং তাঁকে দেখতে যাই, যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতেন। অতঃপর তাঁরা যখন তাঁর নিকট পৌঁছালেন, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: আপনি কাঁদছেন কেন? আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য অধিক উত্তম? তিনি উত্তর দিলেন: আমি এজন্য কাঁদছি না যে আমি জানি না আল্লাহর কাছে যা আছে তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য অধিক উত্তম, বরং আমি কাঁদছি এজন্য যে আসমান থেকে ওহী আসা

বন্ধ হয়ে গেছে। তাঁর এই কথা তাঁদের উভয়কে কান্নায় উদ্বেলিত করল এবং তাঁরাও তাঁর সাথে কাঁদতে লাগলেন। (মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)।

২/৩৬১ আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূত্রে বর্ণিত: এক ব্যক্তি অন্য একটি গ্রামে তার এক দ্বীনি ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছিল। আল্লাহ তাআলা তার পথিমধ্যে একজন ফেরেশতা নিয়োজিত করলেন। যখন সে ফেরেশতার নিকট পৌঁছাল, তখন ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা করেছ? সে বলল: এই গ্রামে আমার এক ভাই আছেন, তাঁর নিকট যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। ফেরেশতা বললেন: তাঁর ওপর কি তোমার কোনো অনুগ্রহ রয়েছে যা তুমি বজায় রাখতে চাও? সে বলল: না, কেবল এ কারণেই যে আমি তাঁকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসি। ফেরেশতা বললেন: আমি তোমার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত দূত (এই সংবাদ দিতে এসেছি) যে, আল্লাহ তোমাকে ভালোবেসেছেন।

(ص: 242) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

كما أحببته فيه)) رواه مسلم.
يقال: ((أرصده)) لكذا: إذا وكله بحفظه، و ((المدرجة)) بفتح الميم والراء: الطريق، ومعنى ((تربّها)) تقوم بها، وتسعى في صلاحها.
363/3 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من عاد مريضاً أو زار أخاً في الله، ناداه مناد: بأن طبت، وطاب معشاك، وتبوأت من الجنة منزلاً)) رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ غريب..
363/4 - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك، ونافخ الكير، فحامل

المسك، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحاً منتنة)) متفق عليه.
(يحذيك)): يعطيك.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث في بيان فضل زيارة الإخوان بعضهم لبعض والمحبة في الله عز وجل.
ففي الحديث الأول في قصة الرجلين من الصحابة رضي الله عنهما،

...যে রূপ তুমি তাকে আল্লাহর জন্য ভালোবেসেছ।" ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।
বলা হয়: 'আরসাদাহ' (তাকে নিযুক্ত করেছেন) অমুক কাজে: যখন তিনি তাকে তা হিফাযত বা পাহারার দায়িত্ব প্রদান করেন। 'আল-মাদরাজাহ' (মীম ও রা-তে ফাতহাহ যোগে): পথ বা রাস্তা। 'তারুন্সুহা' শব্দের অর্থ: তুমি তা দেখাশোনা করছ এবং তার কল্যাণে সচেষ্টিত আছ।
৩/৩৬৩ — তাঁর হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো রোগীকে দেখতে যায় অথবা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজ ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়, একজন আহ্বানকারী তাকে ডেকে বলেন: তুমি ধন্য হও, তোমার পথচলা কল্যাণময় হোক এবং তুমি জান্নাতে একটি গৃহ নিশ্চিত করে নিলে।" ইমাম তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদীসটি হাসান, তবে কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে একে গারীব বলা হয়েছে।

৪/৩৬৩ — আবু মুসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হলো কস্তুরি বহনকারী ও কামারের হাপর সঞ্চালনকারীর ন্যায়। কস্তুরি বহনকারী হয়তো তোমাকে কিছু উপহার দেবে, অথবা তুমি তার নিকট থেকে তা ক্রয় করবে, কিংবা তুমি তার নিকট থেকে সুগন্ধি লাভ করবে। আর কামারের হাপর সঞ্চালনকারী হয়তো তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, অথবা তুমি তার নিকট থেকে দুর্গন্ধ পাবে।" (বুখারী ও মুসলিম)।

'ইউহযীকা' অর্থ: তোমাকে দান করবে বা উপহার দেবে।

[ব্যাক্যা]

এই হাদীসসমূহ মূলত একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করা এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পারস্পরিক ভালোবাসার ফযীলত বর্ণনায় এসেছে।

প্রথম হাদীসটি সাহাবীগণের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) মধ্য হতে দুই ব্যক্তির ঘটনার বর্ণনায় এসেছে,

(ص: 243) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

زارا امرأة كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. فزارها من أجل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم إياها.

فلما جلسا عندها بكت، فقالا لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله سبحانه وتعالى خير لرسوله؟ يعني خير من الدنيا.

فقالت: إني لا أبكي لذلك ولكن لا نقطع الوحي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات انقطع الوحي، فلا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أكمل الله شريعته قبل أن يتوفى، فقال تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) [البائدة: 3] ، فجعلنا يبكيان؛ لأنها ذكرتتهما بما كانا قد نسيانه.

وأما الأحاديث الأخرى ففيها أيضاً فضل الزيارة لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يثيب من زار أخاه أو عاده في مرضه، فيقال له: طبت وطاب ممشاك. ويقال لمن زار أخاه لغير أمر دنيوي ولكن لمحبتته في الله: إن الله أحبك كما أحبته فيه.

والزيارة لها فوائد فمع هذا الأجر العظيم، فهي تؤلف القلوب، وتجمع الناس، وتذكر الناسي، وتنبه الغافل، وتعلم الجاهل، وفيها مصالح كثيرة يعرفها من جربها.

وأما عيادة المريض ففيها كذلك أيضاً من المصالح والمنافع الشيء الكثير، وقد سبق لنا أنها من حقوق المسلم على المسلم: أن يعودهُ إذا مرض، ويذكرهُ بالله عز وجل، بالتوبة والوصية وغير ذلك مما يستفيد منه.

فهذه الأحاديث وأشباهها تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يفعل ما فيه الهدى والمحبة لإخوانه؛ من زيارة وعيادة واجتماع وغير ذلك.

তারা এমন এক মহিলার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন যার নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখতে যেতেন বলেই তাঁরাও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন।

যখন তাঁরা তাঁর কাছে বসলেন, তিনি কাঁদতে লাগলেন। তখন তাঁরা তাঁকে বললেন: “আপনি কেন কাঁদছেন? আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা তাঁর রাসূলের জন্য উত্তম?” অর্থাৎ দুনিয়ার চেয়েও উত্তম।

তিনি বললেন: “আমি সে কারণে কাঁদছি না, বরং ওহি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে কাঁদছি।” কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর ওহি বন্ধ হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কোনো ওহি নেই। একারণেই আল্লাহ তাআলা তাঁর ওফাতের পূর্বেই তাঁর শরিয়ত পূর্ণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।” [আল-মায়িদাহ: ৩]। অতঃপর তাঁরা দুজনেই কাঁদতে লাগলেন; কেননা তিনি তাঁদের এমন এক কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন যা তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন।

আর অন্যান্য হাদিসসমূহে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সাক্ষাতের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এমন ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করেন যে তার কোনো ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে অথবা অসুস্থ অবস্থায় তাকে দেখতে যায়। তাকে বলা হয়: “তুমি ধন্য এবং তোমার পথচলাও ধন্য হয়েছে।” আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে কোনো পার্থিব স্বার্থ ছাড়া কেবল আল্লাহর ভালোবাসার খাতিরে দেখা করতে যায়, তার সম্পর্কে বলা হয়: “নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে ভালোবেসেছেন যেমন তুমি তাঁর জন্য তাকে ভালোবেসেছ।”

এই মহান সওয়াবের পাশাপাশি সাক্ষাতের বহু উপকারিতাও রয়েছে। এটি অন্তরের মাঝে প্রীতি সৃষ্টি করে, মানুষকে একত্রিত করে, বিস্মৃত ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়, উদাসীনকে সচেতন করে এবং অজ্ঞকে শিক্ষা দান করে। এর মাঝে এমন সব বিবিধ কল্যাণ নিহিত রয়েছে যা কেবল অভিজ্ঞরাই অনুধাবন করতে পারে।

অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার মধ্যেও তদ্রূপ অনেক কল্যাণ ও উপকারিতা রয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি যে, এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের যে হক রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো: সে অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া এবং তাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া, তওবা ও অসিয়ত করা এবং এমন সব বিষয়ে উপদেশ দেওয়া যা দ্বারা সে উপকৃত হতে পারে।

অতএব এই হাদিসগুলো এবং এর অনুরূপ বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে যে, মানুষের জন্য এমন সব কাজ করা উচিত যা তার ভাইদের মাঝে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে; যেমন সাক্ষাৎ করা, অসুস্থাবস্থায় দেখতে যাওয়া, সমবেত হওয়া ইত্যাদি।

(ص: 244) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

364/5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فأظفر بذات الدين تربت يداك)) متفق عليه.

ومعناه: أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فأحرص أنت على ذات الدين، وأظفر بها، وأحرص على صحبتها.

365/6 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ((ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟)) فنزلت: (وَمَا تَنْتَظِرُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ) رواه البخاري.

366/7 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي)).

رواه أبو داود، والترمذي بإسناد لا بأس به.

367/8 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل)).

رواه أبو داود، والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن.

৫/৩৬৪ — আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "চারটি গুণের কারণে কোনো নারীকে বিবাহ করা হয়: তার সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার সৌন্দর্য এবং তার দ্বীনদারিতা। সুতরাং তুমি দ্বীনদার নারীকে লাভ করার ব্যাপারে সচেষ্টিত হও, অন্যথায় তোমার হস্ত ধূলিমলিন হোক (অর্থাৎ তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে)।" (বুখারী ও মুসলিম)।

এর অর্থ হলো: মানুষ সাধারণত নারীর মধ্যে এই চারটি বৈশিষ্ট্য প্রত্যাশা করে থাকে; সুতরাং তুমি দ্বীনদার নারীর প্রতি অনুরাগী হও, তাকেই জীবনসঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করো এবং তার সান্নিধ্য লাভের ব্যাপারে যত্নশীল হও।

৬/৩৬৫ — ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-কে বললেন: "আপনি আমাদের কাছে বর্তমানে যতটুকু আসেন, তার চেয়ে অধিক কেন আসেন না?" তখন অবতীর্ণ হলো: (আর আমরা আপনার পালনকর্তার নির্দেশ ছাড়া অবতরণ করি না। যা আমাদের সামনে আছে, যা আমাদের পেছনে আছে এবং যা এ দুইয়ের মধ্যস্থলে আছে, সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন)। (বুখারী)।

৭/৩৬৬ — আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তুমি মুমিন ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গী হয়ো না এবং পরহেযগার (মুত্তাকী) ব্যক্তি ব্যতীত যেন অন্য কেউ তোমার খাবার না খায়।"

আবু দাউদ ও তিরমিযী এটি এমন এক সনদে বর্ণনা করেছেন যাতে কোনো সমস্যা নেই (লা-বাসা বিহি)।

৮/৩৬৭ — আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের (আদর্শের) অনুসারী হয়। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেরই দেখা উচিত সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।"

আবু দাউদ ও তিরমিযী এটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী একে 'হাসান' হাদীস বলেছেন।

(ص: 245) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

368/9 - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((المرء مع من أحب)) متفق عليه.
وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ قال: ((المرء مع من أحب)).

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((تنكح المرأة لأربع: لِبَالِهَا، وحسبها، وجمالها، ودينها. فأظفر بذات الدين)).

يعني لأن الأغراض التي تنكح من أجلها المرأة في الغالب تنحصر في هذه الأربع: البَال: من أجل أن ينتفع به الزوج.

والحسب: يعني أن تكون من قبيلة شريفة، من أجل أن يرتفع بها الزوج.

والجمال: من أجل أن يتمتع بها الزوج.

والدين: من أجل أن تعينه على دينه، وتحفظ أمانته وترعى أولاده.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((فأظفر بذات الدين تربت يداك)) يعني تمسك بها
واحرص عليها، وحث على ذلك بقوله: ((تربت يداك)) وهذه الكلمة تقال

৯/৩৬৮ — আবু মুসা আল-আশআরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "মানুষ তার সাথেই থাকবে যাকে সে ভালোবাসে।" (বুখারি ও মুসলিম)।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো: কোনো ব্যক্তি একটি সম্প্রদায়কে ভালোবাসে কিন্তু (আমলের দিক থেকে) তাদের সমপর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি?

তিনি বললেন: "মানুষ তার সাথেই থাকবে যাকে সে ভালোবাসে।"

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহু) আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যে হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন তাতে তিনি বলেছেন: "নারীকে চারটি বিষয়ের ভিত্তিতে বিয়ে করা হয়: তার সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার সৌন্দর্য এবং তার দ্বীনদারী। সুতরাং তুমি দ্বীনদার নারীকেই জয় করে নাও।"

অর্থাৎ, সাধারণত যে উদ্দেশ্যগুলোর জন্য নারীকে বিয়ে করা হয় তা এই চারটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ:

সম্পদ: যাতে স্বামী তা দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

বংশমর্যাদা: অর্থাৎ সে যেন কোনো সম্ভ্রান্ত বংশের হয়, যাতে স্বামী তার মাধ্যমে মর্যাদা লাভ করে।

সৌন্দর্য: যাতে স্বামী তার মাধ্যমে আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করতে পারে।

এবং দ্বীনদারী: যাতে সে স্বামীর দ্বীনের কাজে সহায়তা করে, তার আমানত রক্ষা করে এবং তার সন্তানদের সঠিক দেখাশোনা ও লালন-পালন করে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "সুতরাং তুমি দ্বীনদার নারীকেই জয় করো, তোমার হাত ধুলোমলিন হোক।" এর অর্থ হলো, তুমি তাকেই আঁকড়ে ধরো এবং তার প্রতি

আগ্রহী হও। তিনি "তোমার হাত ধুলোমলিন হোক" কথাটি বলে এ বিষয়ে উৎসাহিত করেছেন; এই বাক্যটি আরবদের মাঝে প্রচলিত একটি বাগধারা যা বলা হয়...

(ص: 246) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

عند العرب للحث على الشيء.

ثم ذكر المؤلف أيضاً حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا تزورنا أكثر مما تزورنا)) فنزلت: (وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا) [مريم: 64]

ففي هذا الحديث طلب زيارة أهل الخير إلى بيتك. فتطلب منهم أن يزوروك من أجل تنتفع بصحبتهم.

وكذلك في حديث أبي هريرة صحبة المرأة الدينة تعينك على دين الله.

وقد سبق أيضاً أن مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعني يعطيك منه، أو يبيعك، أو تجد منه رائحة طيبة.

ثم ذكر المؤلف أحاديث بهذا المعنى، مثل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم

أنه قال: ((المرء على دين خليله؛ فلينظر أحداكم من يخال)) يعني أن الإنسان

يكون في الدين، وكذلك في الخلق على حسب من يصاحبه، فلينظر أحداكم من

يصاحب، فإن صاحب أهل الخير؛ صار منهم، وإن صاحب سواهم؛ صار مثلهم.

فالحاصل أن هذه الأحاديث وأمثالها كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يصطحب

الأخيار، وأن يزورهم ويزوروه لها في ذلك من الخير، والله الموفق.

আরবদের মধ্যে কোনো বিষয়ের প্রতি উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয়।

এরপর লেখক জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর সেই হাদিসটিও উল্লেখ করেছেন যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছিলেন: "আপনি কেন আমাদের নিকট বর্তমানে যতটা আসেন, তার চেয়ে বেশি আসেন না?" তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়: "আমরা আপনার পালনকর্তার আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না। যা আমাদের সামনে আছে, যা আমাদের পেছনে আছে এবং যা এ দুয়ের মধ্যস্থলে আছে, সবই তাঁর। আর আপনার পালনকর্তা বিস্মৃত হওয়ার নন।" [সূরা মারিয়াম: ৬৪]

এই হাদিসে পুণ্যবান ব্যক্তিদের নিজ গৃহে আসার অনুরোধ জানানোর বিষয়টি প্রমাণিত হয়। সুতরাং আপনি তাঁদের কাছে আপনার এখানে আসার আবেদন করবেন, যাতে তাঁদের সাহচর্য থেকে আপনি উপকৃত হতে পারেন।

একইভাবে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে, একজন দীনদার নারীর সাহচর্য আল্লাহর দীন পালনে আপনাকে সহায়তা করে।

ইতিপূর্বে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, সৎ সঙ্গীর উদাহরণ হলো আতর বিক্রেতার মতো; হয় সে আপনাকে কিছু উপহার দেবে, অথবা আপনি তার থেকে তা ক্রয় করবেন, নতুবা তার নিকট থেকে সুগন্ধি লাভ করবেন।

এরপর লেখক এই মর্মার্থের আরও কিছু হাদিস উল্লেখ করেছেন। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "মানুষ তার বন্ধুর আদর্শের অনুসারী হয়; সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেরই লক্ষ্য রাখা উচিত সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।" অর্থাৎ মানুষের দীনদারি ও চরিত্র তার সঙ্গীর অনুরূপ হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকের উচিত তার সঙ্গীর ব্যাপারে সতর্ক থাকা। কেননা যদি সে ভালো মানুষের সঙ্গ গ্রহণ করে, তবে সে তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে; আর যদি সে অন্যদের সঙ্গ নেয়, তবে সে তাঁদের মতোই হয়ে যাবে।

সারকথা হলো, এই সকল হাদিস একথাই প্রমাণ করে যে, মানুষের জন্য নেককার ব্যক্তিদের সাহচর্য গ্রহণ করা উচিত এবং কল্যাণের আশায় তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করা ও তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো বাঞ্ছনীয়। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

* * *

369/10 - وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابياً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ((متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما أعددت لها؟)) قال: حب الله ورسوله. قال: ((أنت مع من أحببت))

متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.

وفي رواية لهما: ما أعددت لها من كثير صوم، ولا صلاة ولا صدقة، ولكن أحب الله ورسوله.

370/11 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوماً ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((البرء مع من أحب)) متفق عليه.

371/12 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف)) رواه مسلم. وروى البخاري قوله: ((الأرواح)) إلخ من رواية عائشة رضي الله عنها.

১০/৩৬৯ — আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, এক গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করলেন: “কিয়ামত কখন হবে?” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: “তুমি কিয়ামতের জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ?” তিনি উত্তর দিলেন: আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা। তিনি বললেন: “তুমি তাদের সাথেই থাকবে যাদেরকে তুমি ভালোবাসো।”

মুত্তাফাকুন আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম), এবং এটি মুসলিমের শব্দবিন্যাস।

উভয় গ্রন্থের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: আমি তার জন্য খুব বেশি রোজা, নামাজ কিংবা সদকার প্রস্তুতি নিতে পারিনি, কিন্তু আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি।

১১/৩৭০ — ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকটে এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূল, আপনি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে কী বলেন যে কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসে কিন্তু তাদের স্তরে পৌঁছাতে পারেনি? তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: “মানুষ তার সাথেই থাকবে যাকে সে ভালোবাসে।” মুত্তাফাকুন আলাইহি।

১২/৩৭১ — আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “মানুষ স্বর্গ ও রৌপ্যের খনির ন্যায় বিভিন্ন খনিসদৃশ; তাদের মধ্যে যারা জাহিলিয়াতের যুগে উত্তম ছিল, তারা ইসলামেও উত্তম যদি তারা দ্বীনি জ্ঞান ও সমঝ লাভ করে। আর রুহসমূহ হলো সুসংগঠিত বাহিনীর ন্যায়; যাদের মধ্যে পারস্পরিক পরিচয় ও সামঞ্জস্য ঘটে তারা একীভূত হয়, আর যাদের মধ্যে অনৈক্য ও অপরিচিতি থাকে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকে।” এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।
আর ইমাম বুখারী “রুহসমূহ...” অংশটি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

(ص: 248) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

372/13 - وعن أسير بن عمرو ويقال: ابن جابر وهو ((بضم الهزة وفتح السين المهملة)) قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس رضي الله عنه، فقال له: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال فكان بك برص، فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم قال: لك والداء؟ قال: نعم.

قال سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد، ثم من قرن كان به برص، فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل)) فاستغفر لي فاستغفر له.
فقال له: أين تريد؟ قال: الكوفة، قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غرباء الناس أحب إلي.

فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم، فوافي عمر، فسأله عن أويس، فقال: تركته رث البيت قليل المتاع.

قال: سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع امداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك، فافعل)).
فأتى أويساً، فقال: استغفر لي، قال: أنت أحدث عهداً بسفر صالح، فاستغفر لي قال: لقيت عمر؟ قال: نعم، فاستغفر له ففطن له الناس، فانطلق على

১৩/৩৭২ — উসাইর ইবনে আমর, যাকে ইবনে জাবিরও বলা হয় (নামের বানান: হামযাহ-তে পেশ এবং সীন-এ যবর সহযোগে), থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট যখনই ইয়েমেনের সাহায্যকারী দল আসত, তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করতেন:

তোমাদের মাঝে কি উওয়াইস ইবনে আমির আছেন?

অবশেষে তিনি উওয়াইস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন:

আপনি কি উওয়াইস ইবনে আমির? তিনি বললেন: হ্যাঁ। উমর জিজ্ঞাসা করলেন: মুরাদ

গোত্রের, অতঃপর কারান বংশের? তিনি বললেন: হ্যাঁ। উমর বললেন: আপনার কি শ্বেতী রোগ

ছিল, যা থেকে আপনি একটি দিরহাম পরিমাণ স্থান ব্যতীত আরোগ্য লাভ করেছেন? তিনি

বললেন: হ্যাঁ। উমর জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার কি মা আছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ।

উমর বললেন: আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

"তোমাদের নিকট ইয়েমেনের সাহায্যকারী বাহিনীর সাথে মুরাদ গোত্রের এবং পরবর্তীতে

কারান বংশের উওয়াইস ইবনে আমির আসবে। তার শ্বেতী রোগ ছিল, যা থেকে সে একটি দিরহাম পরিমাণ স্থান ব্যতীত আরোগ্য লাভ করেছে। তার একজন মা আছে যার প্রতি সে অত্যন্ত অনুগত। সে যদি আল্লাহর নামে শপথ করে কোনো কিছু প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ তা পূর্ণ করবেন। সুতরাং তুমি যদি তাকে দিয়ে নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করাতে পারো, তবে তা করো।" অতএব আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তখন তিনি (উওয়াইস) তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

উমর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছেন? তিনি বললেন: কুফায়। উমর বললেন: আমি কি আপনার জন্য কুফার গভর্ণরের নিকট কোনো সুপারিশপত্র লিখে দেব? তিনি বললেন: সাধারণ মানুষের মাঝে অখ্যাত অবস্থায় থাকাই আমার নিকট অধিক প্রিয়।

পরবর্তী বছর যখন তাঁদের (কুফাবাসীদের) জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হজ্জ করতে এলেন, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। উমর তাঁর নিকট উওয়াইসের খোঁজ নিলেন। তিনি বললেন: আমি তাঁকে জীর্ণ কুটিরে এবং অতি সামান্য আসবাবপত্রের অবস্থায় রেখে এসেছি।

উমর বললেন: আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "তোমাদের নিকট ইয়েমেনের সাহায্যকারী বাহিনীর সাথে মুরাদ গোত্রের এবং পরবর্তীতে কারান বংশের উওয়াইস ইবনে আমির আসবে। তার শ্বেতী রোগ ছিল, যা থেকে সে একটি দিরহাম পরিমাণ স্থান ব্যতীত আরোগ্য লাভ করেছে। তার একজন মা আছে যার প্রতি সে অত্যন্ত অনুগত। সে যদি আল্লাহর নামে শপথ করে কোনো কিছু প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ তা পূর্ণ করবেন। সুতরাং তুমি যদি তাকে দিয়ে নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করাতে পারো, তবে তা করো।"

অতঃপর সেই ব্যক্তি উওয়াইসের নিকট আসলেন এবং বললেন: আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। উওয়াইস বললেন: আপনি এইমাত্র একটি পুণ্যময় সফর (হজ্জ) থেকে ফিরেছেন, তাই আপনিই আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি পুনরায় অনুরোধ করলে উওয়াইস জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি উমরের সাক্ষাৎ পেয়েছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তখন উওয়াইস তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এরপর সাধারণ মানুষ বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়ে গেল, তখন তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও চলে গেলেন।

وجهه رواه مسلم.

وفي رواية لمسلم أيضاً عن أسير جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله عنه، وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، فقال عمر: هل هاهنا أحد من القريبيين؟ فجاء ذلك الرجل، فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: ((إن رجلاً يأتاكم من اليمن يقال له: أويس، لا يدع باليمن غير أمر له، قد كان به بياض فدعا الله تعالى، فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم)).

وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له: أويس، وله والدة وكان به بياض فمروه، فيستغفر لكم)).

قوله: ((غبراء الناس)) بفتح الغين المعجمة، وإسكان الباء وبالماء، وهم فقراؤهم وصعاليكهم ومن لا يعرف عينه من أخلاطهم، و ((الأمداد)) جمع مدد وهم الأعوان والناصرين الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد.

373/14. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العبرة، فأذن لي، وقال: ((لا تنسنا يا أخي من دعائك)) فقال كلمة ما يسرني

তাঁর অবয়ব। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

মুসলিমের অপর একটি বর্ণনায় উসাইর ইবনে জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, কুফাবাসীদের একটি প্রতিনিধি দল উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট আসলেন। তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিও ছিল যে উওয়াইসকে নিয়ে উপহাস করত। উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে কি কারান গোত্রীয় কেউ আছে?" তখন সেই ব্যক্তিটি সামনে এল। উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, "নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: 'ইয়ামান থেকে তোমাদের নিকট উওয়াইস নামক এক ব্যক্তি আসবে। ইয়ামানে সে

কেবল তার মা-কেই রেখে আসবে। তার শরীরে শ্বেত রোগ ছিল, অতঃপর সে আল্লাহর কাছে দোয়া করলে তিনি তা নিরাময় করে দেন, তবে কেবল এক দিনার বা দিরহাম পরিমাণ স্থান ব্যতীত। তোমাদের মধ্যে যার সাথে তার সাক্ষাৎ হবে সে যেন তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।"

তাঁর (মুসলিম) অপর এক বর্ণনায় উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "নিশ্চয়ই তাবেঈদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলো উওয়াইস নামক এক ব্যক্তি। তার একজন মা আছে এবং তার শরীরে শ্বেত রোগ ছিল। তাকে বলবে যেন সে তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।"

তাঁর উক্তি: "গাবরাউন নাস"—গাইন বর্ণে ফাতহা, বা বর্ণে সুকুন এবং মদ্ সহযোগে। তারা হলেন জনগণের মধ্য থেকে এমন দরিদ্র ও নিঃস্ব সাধারণ মানুষ যাদের পরিচয় মানুষের কাছে তেমন প্রসিদ্ধ নয়। আর "আল-আমদাদ" হলো 'মাদাদ'-এর বহুবচন। তারা হলেন সেই সকল সাহায্যকারী ও সহযোগী যারা জিহাদে মুসলিমদের শক্তি জোগাতে আসতেন।

৩৭৩/১৪— উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে উমরার অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন এবং বললেন: "হে আমার ভাই, তোমার দোয়ায় আমাদের ভুলে যেও না।" তিনি এমন একটি কথা বললেন যা আমাকে এতটাই আনন্দিত করল যে (এর পরিবর্তে পার্থিব কোনো সম্পদ পাওয়াও আমার কাছে এত প্রিয় হতো না)...

(ص: 250) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

أَنْ لِي بِهَا الدُّنْيَا.

وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ: ((أَشْرَكْنَا يَا أَخِي فِي دَعَائِكَ)).

حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

374/15. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكباً ومشياً، فيصلّي فيه ركعتين، متفق عليه.
وفي رواية: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكباً ومشياً، وكان ابن عمر يفعله))

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث تتعلق بالباب الذي ذكره المؤلف؛ من أنه ينبغي إكرام العلماء وتوقيرهم واحترامهم ومصاحبة أهل الخير والصلاح وزيارتهم ودعوتهم للزيارة وما أشبه ذلك.
ففي الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابياً قال: يا رسول الله؛ متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((مأذا أعددت لها؟)) قال: حب الله ورسوله.

ففي هذا الحديث دليل على أنه ليس الشأن كل الشأن أن يسأل الإنسان

যে এর বিনিময়ে আমার জন্য গোটা দুনিয়া রয়েছে।

অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন: ((হে আমার ভাই! তোমার দোয়ায় আমাদের শরিক করো))। হাদীসটি সহীহ, যা ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিজি একে হাসান সহীহ হাদীস বলেছেন।

১৫/৩৭৪ — হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরোহী অবস্থায় এবং পায়ে হেঁটে কুবা যিয়ারত করতেন এবং সেখানে দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন; হাদীসটি মুত্তাফাকুন আলাইহি।

অন্য এক বর্ণনায় আছে: ((নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি শনিবার আরোহী অবস্থায় অথবা পায়ে হেঁটে মসজিদে কুবায় আসতেন এবং ইবনে উমরও অনুরূপ করতেন))।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদীসগুলো লেখক কর্তৃক উল্লিখিত সেই অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, যেখানে আলেমদের সম্মান করা, তাদের মর্যাদা ও শ্রদ্ধা বজায় রাখা, নেককার ও সৎ ব্যক্তিদের সাহচর্য অবলম্বন করা, তাদের যিয়ারত করা ও যিয়ারতের জন্য তাদের দাওয়াত দেওয়া এবং এই জাতীয় বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে।

প্রথম হাদীসটিতে হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক গ্রাম্য ব্যক্তি আরজ করল: হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামত কখন হবে? তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: ((তুমি এর জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ?)) সে উত্তর দিল: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা।

এই হাদীসে এর প্রমাণ রয়েছে যে, কেবল প্রশ্ন করাই মানুষের জন্য মুখ্য বিষয় নয়...

(ص: 251) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

متى يموت؟ ولكن على أي حال يموت؟ هل يموت على خاتمة؟ أو على خاتمة سيئة؟
ولهذا قال: ((ماذا أعددت لها؟)) يعني لا تسأل عنها فإنها ستأتي.
قال تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا) [النازعات: 42] وقال تعالى: (يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا) [الأحزاب: 63] ، وقال تعالى: (وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ) [الشورى: 17] .
لكن الشأن ماذا أعددت لها؟ هل عملت؟ هل أنبت إلى ربك؟ هل تبت من ذنبك؟ هذا هو المهم.

وكذلك حديث ابن مسعود وما ذكره المؤلف بعد من فضل محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان إذا أحب قوماً كان منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((المرء مع من أحب)).

قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء فرحنا بهذا الحديث، فأنا أحب الله ورسوله. أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحباً أباً بكر وعمر، فالمرء مع من أحب؛ لأنه إذا أحب قوماً فإنه يألُفهم، ويتقرب منهم، ويتخلق بأخلاقهم، ويقتدي بأفعالهم، كما هي طبيعة البشر.

وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أراد أن يعتمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ((لا تنسنا من دعائك - أو - أشركنا في دعائك)) فهذا حديث ضعيف وإن صححه المؤلف، فطريقة المؤلف رحمه الله له أنه يتساهل في الحكم على الحديث إذا كان في فضائل الأعمال.

সে কখন মৃত্যুবরণ করবে? তবে কথা হলো সে কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে? সে কি উত্তম পরিণতির সাথে মৃত্যুবরণ করবে নাকি মন্দ পরিণতির সাথে?

এজন্যই তিনি বলেছিলেন: "তুমি কিয়ামতের জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ?" অর্থাৎ এটি নিয়ে প্রশ্ন করো না, কারণ তা অবশ্যই আসবে।

মহান আল্লাহ বলেন: "তারা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যে, তা কখন সংঘটিত হবে?" [আন-নাযিআত: ৪২] এবং মহান আল্লাহ আরও বলেন: "মানুষ আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; বলুন, এর জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট। আপনি কী জানেন? সম্ভবত কিয়ামত নিকটেই।" [আল-আহযাব: ৬৩], এবং মহান আল্লাহ আরও বলেন: "আপনি কী জানেন? হয়তো কিয়ামত অতি নিকটবর্তী।" [আশ-শূরা: ১৭]।

কিন্তু মূল বিষয় হলো তুমি তার জন্য কী পাথেয় সংগ্রহ করেছ? তুমি কি আমল করেছ? তুমি কি তোমার রবের অভিমুখী হয়েছ? তুমি কি তোমার গুনাহ থেকে তাওবা করেছ? এটিই হলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

অনুরূপভাবে ইবনে মাসউদ-এর বর্ণিত হাদীস এবং লেখক এরপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি ভালোবাসার যে ফযীলত উল্লেখ করেছেন এবং এটি যে, মানুষ যখন কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "মানুষ তারই সাথী হবে যাকে সে ভালোবাসে।"

আনাস বলেন: ইসলাম গ্রহণের পর অন্য কোনো বিষয়ে আমরা এতটা আনন্দিত হইনি যতটা এই হাদীসটি শুনে আনন্দিত হয়েছিলাম। অতএব আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আবু বকর ও উমরকে ভালোবাসি। সুতরাং মানুষ যাকে ভালোবাসে তার সাথেই থাকবে; কারণ সে যখন কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসে, তখন সে তাদের প্রতি অনুরক্ত হয়, তাদের সান্নিধ্য চায়, তাদের চারিত্রিক গুণাবলি ধারণ করে এবং তাদের কর্মের অনুসরণ করে, যেমনটি মানুষের চিরাচরিত স্বভাব। আর উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত সেই হাদীসটি—যেখানে তিনি উমরা করার ইচ্ছা পোষণ করলে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বলেছিলেন: "তোমার দোয়ায় আমাদের ভুলে যেয়ো না—অথবা—আমাদেরও তোমার দোয়ায় শরিক করো"—এটি একটি দুর্বল হাদীস, যদিও গ্রন্থকার একে সহীহ বলেছেন। লেখক (রহিমাল্লাহ)-এর রীতি হলো, আমলের ফযীলত সংক্রান্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে তিনি হাদীসের হুকুম বর্ণনায় কিছুটা শিথিলতা অবলম্বন করেন।

(ص: 252) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وهذا وإن كان يصدر عن حسن نية، لكن الواجب اتباع الحق؛ فالصحيح صحيح، والضعيف ضعيف، فضائل الأعمال تدرك بغير تصحيح الأحاديث الضعيفة.

نعم أمر النبي عليه الصلاة والسلام من رأى أويساً القرني أو القرني أن يطلب منه الدعاء. لكن هذا خاص به؛ لأنه كان رجلاً باراً بأمه، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع ذكره في هذه الدنيا قبل جزاء الآخرة.

ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلب أحد من أحد أن يدعو له، مع أن هناك من هو أفضل من أويس؛ فأبو بكر أفضل من أويس بلا شك، وغيره من

الصحابة أفضل منه من حيث الصحبة، وما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أحداً أن يطلب الدعاء من أحد.

فألصواب أنه لا ينبغي أن يطلب أحد الدعاء من غيره ولو كان رجلاً صالحاً، وذلك لأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي خلفائه الراشدين، أما إذا كان الدعاء عاماً، يعني تريد أن تطلب من هذا الرجل الصالح أن يدعو بدعاء عام، كأن تطلب منه أن يدعو الله تعالى بالغيث أو برفع الفتن عن الناس أو ما أشبه ذلك، فلا بأس؛ لأن هذا لمصلحة غيرك، كما لو سألت المال للفقير، فإنك لا تلام على هذا ولا تذر.

وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام فإن سأل الصحابة له من خصوصياته، يسألونه أن يدعو الله لهم، كما قال الرجل حين حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقام عكاشة ابن محصن قال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: ((أنت منهم)) ثم قال رجل آخر

যদিও এটি সদিচ্ছা থেকেই উৎসারিত হয়, তথাপি সত্যের অনুসরণ করা ওয়াজিব; কেননা যা সহীহ তা সহীহ এবং যা যযীফ তা যযীফ, আর আমলের ফযীলতসমূহ যযীফ হাদিসকে সহীহ সাব্যস্ত করা ছাড়াই অর্জন করা সম্ভব।

হ্যাঁ, নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম উওয়াইস আল-কুরনীকে যে দেখবে তাকে তাঁর নিকট দুআ চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে এটি তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ছিল; কারণ তিনি তাঁর মায়ের প্রতি অত্যন্ত অনুগত ও সদ্যবহারকারী ব্যক্তি ছিলেন এবং মহান আল্লাহ চেয়েছিলেন পরকালীন প্রতিদানের পূর্বে দুনিয়াতেও তাঁর সুখ্যাতিকে সমুন্নত করতে।

একারণেই নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কাউকে অন্য কারো নিকট নিজের জন্য দুআ চাওয়ার নির্দেশ দেননি, যদিও সেখানে উওয়াইস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিগণ বিদ্যমান ছিলেন; কেননা আবু বকর নিঃসন্দেহে উওয়াইস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং সাহচর্যের দিক থেকে অন্যান্য

সাহাবীগণও তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তবুও নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কাউকে কারো কাছে দুআ চাওয়ার নির্দেশ দেননি।

সুতরাং সঠিক সিদ্ধান্ত হলো, কারো অন্য কারো নিকট দুআ চাওয়া উচিত নয়, এমনকি তিনি যদি নেককার ব্যক্তিও হন। কারণ এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা খুলাফায়ে রাশিদীনের হিদায়াত বা সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে দুআ যদি ব্যাপক বা সাধারণ হয়, অর্থাৎ আপনি যদি কোনো নেককার ব্যক্তির নিকট সাধারণ কোনো দুআ চান—যেমন তাঁর নিকট বৃষ্টির জন্য কিংবা মানুষের থেকে ফিতনা দূর করার জন্য অথবা অনুরূপ কোনো বিষয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে বলেন—তবে তাতে কোনো দোষ নেই; কারণ এটি অন্যের কল্যাণের জন্য, যেমন আপনি যদি কোনো দরিদ্রের জন্য অর্থ সাহায্য চান, তবে এর জন্য আপনি তিরস্কৃত বা নিন্দিত হবেন না।

অনুরূপভাবে নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের নিকট সাহাবীগণের দুআ চাওয়ার বিষয়টি ছিল তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত; তাঁরা তাঁর কাছে তাঁদের জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করার আবেদন করতেন। যেমনটি সেই ব্যক্তি বলেছিলেন যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিসাব ও আযাব ব্যতিরেকে জান্নাতে প্রবেশকারী সত্তর হাজার লোক সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন; তখন উক্বাশাহ ইবনে মিহসান দাঁড়িয়ে বললেন: আপনি আল্লাহর নিকট দুআ করুন যেন তিনি আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন: "তুমি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত"। এরপর অন্য এক ব্যক্তি বললেন...

(ص: 253) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((سَبَقَكَ بِهَا عَكَشَةٌ)).
وَكَيْفَ قَالَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي كَانَتْ تَصْرَعُ، حَيْثُ طَلَبَتْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
يَدْعُو اللَّهَ لَهَا. فَقَالَ: ((إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ لَكَ، وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ وَلَكَ الْجَنَّةُ)).
فَقَالَتْ: أَصْبِرْ وَلَكِنْ ادْعُ اللَّهَ أَلَا تَنْكَشِفُ عَوْرَتِي.

فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام من خصوصياته أن يسأل الدعاء، أما غيره فلا.

نعم لو أراد الإنسان أن يسأل من غيره الدعاء وقصده مصلحة الغير، يعني يريد أن الله يثيب هذا الرجل على دعوته لأخيه، أو أن الله تعالى يستجيب دعوته؛ لأنه إذا دعا الإنسان لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك بمثل. فالأعمال بالنيات. فهذا لم ينو ذلك لمصلحة نفسه خاصة؛ بل لمصلحة نفسه ومصلحة أخيه الذي طلب منه الدعاء، فالأعمال بالنيات.

أما المصلحة الخاصة فهذا كما قال الشافعي رحمه الله يدخل في المسألة المذمومة، وقد بايع صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئاً.

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "উকাশা এ বিষয়ে তোমার অগ্রগামী হয়েছে।"

এবং যেমনটি সেই নারী বলেছিলেন যিনি মৃগীরোগে আক্রান্ত হতেন, যখন তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে আবেদন করেছিলেন যেন তিনি তাঁর জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করেন। তখন তিনি বললেন: "যদি তুমি চাও তবে আমি তোমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করব, আর যদি তুমি চাও তবে ধৈর্য ধারণ করতে পারো এবং তোমার জন্য জালাত রয়েছে।" তখন তিনি বললেন: "আমি ধৈর্য ধারণ করব, তবে আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন আমার সতর (লজ্জাস্থান) উন্মোচিত না হয়।"

সারকথা হলো, রাসূল (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর কাছে দোয়ার আবেদন করা; কিন্তু অন্য কারও ক্ষেত্রে বিষয়টি এমন নয়।

হ্যাঁ, যদি কোনো ব্যক্তি অন্যের নিকট দোয়ার আবেদন করতে চায় এবং তার উদ্দেশ্য হয় অপরের কল্যাণ—অর্থাৎ সে চায় যে আল্লাহ তাআলা এই ব্যক্তিকে তার ভাইয়ের জন্য দোয়া করার কারণে সওয়াব দান করুন অথবা আল্লাহ তাআলা তার দোয়া কবুল করুন; কেননা মানুষ যখন তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দোয়া করে, তখন ফেরেশতা বলেন: 'আমীন, এবং তোমার জন্যও অনুরূপ হোক'। সুতরাং আমলসমূহ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। অতএব এক্ষেত্রে

ব্যক্তিটি কেবল নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে তা করেনি; বরং নিজের এবং সেই ভাইয়ের উভয়ের স্বার্থে করেছে যার কাছে দোয়ার আবেদন করা হয়েছিল। আর যাবতীয় কর্ম নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।

কিন্তু নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থের বিষয়টি ইমাম শাফিঈ (রাহিমাল্লাহু)-এর ভাষ্যমতে নিন্দনীয় যাপ্ণ বা প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত। অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের নিকট থেকে এই মর্মে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন যে, তাঁরা মানুষের কাছে কোনো কিছুর সওয়াল করবেন না।

(ম: 254) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

46. بَابُ فَضْلِ الْحُبِّ فِي اللَّهِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ وَإِعْلَامِ الرَّجُلِ مَنْ يُحِبُّهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ، وَمَاذَا يَقُولُ لَهُ إِذَا أَعْلَمَهُ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ) [الفتح: 29] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ. وَقَالَ تَعَالَى: (وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ) [الحشر: 9].

375/1. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((ثَلَاثٌ مَنْ كُنَ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَ حُلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهِمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يَقْذَفَ فِي النَّارِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

376/2 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((سبعة يظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه، وتفرقا عليه، ورجل دعتة امرأة ذات حسن وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة، فأخفاها حتى لا تعلم شئاله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه)) متفق عليه.

৪৬ - আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসার মর্যাদা, এর প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং কাউকে ভালোবাসলে তাকে তা জানানো ও যাকে জানানো হয়েছে তার কী বলা উচিত সে সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তাআলা বলেন: “মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল; যারা তাঁর সাথে আছে তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে দয়ালু।” [আল-ফাতহ: ২৯] সূরার শেষ পর্যন্ত। তিনি আরও বলেন: “আর যারা মুহাজিরদের আসার আগে এই ঘরে (মদিনায়) ও ইমানে থিতু হয়েছে, তারা যারা তাদের কাছে হিজরত করে এসেছে তাদের ভালোবাসে।” [আল-হাশর: ৯]।

১/৩৭৫ - আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “তিনটি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে থাকবে, সে ইমানের মিষ্টতা আনন্দন করবে: যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল অন্য সবকিছু থেকে অধিক প্রিয় হবেন; যে কাউকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবে; এবং আল্লাহ যাকে কুফর থেকে মুক্তি দিয়েছেন তার পুনরায় কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে সে তেমনি অপছন্দ করবে, যেমন আগুনে নিষ্কিণ্ড হওয়াকে সে অপছন্দ করে।” (বুখারি ও মুসলিম)।

২/৩৭৬ - আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন যে দিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না: ন্যায়পরায়ণ শাসক; এমন যুবক যার লালন-পালন হয়েছে আল্লাহর ইবাদতের মাঝে; এমন ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকে; এমন দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালোবাসে, সেই ভালোবাসার ভিত্তিতেই

তারা একত্রিত হয় এবং সেই ভিত্তিতেই পরস্পর থেকে পৃথক হয়; এমন ব্যক্তি যাকে কোনো সুন্দরী ও সম্ভ্রান্ত বংশের নারী (কুকর্মের জন্য) আহ্বান জানায় আর সে বলে, ‘আমি আল্লাহকে ভয় করি’; এমন ব্যক্তি যে অত্যন্ত গোপনে দান করে, এমনকি তার বাম হাতও জানতে পারে না তার ডান হাত কী খরচ করেছে; এবং এমন ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে আর তার দুচোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে যায়।” (বুখারি ও মুসলিম)।

(ص: 255) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: باب فضل الحب في الله والبغض فيه، وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه، وما يقول له إذا ذكر ذلك. هذه أربعة أمور، بين المؤلف رحمه الله الأدلة الدالة عليها.

فقال رحمه الله قول الله تعالى: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ) محمد رسول الله، والذين معه هم أصحابه، أشداء على الكفار، أقوياء على الكفار، رحماء بينهم، يعني يرحم بعضهم بعضاً.

(تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا) ، يعني تنظر إليهم في حال الصلاة تجدهم ركعاً سجداً، خضوعاً لله عز وجل وتقرباً إليه، لا يريدون شيئاً من الدنيا، ولكنهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً. فضلاً من الله: هو الثواب، والرضوان: هو رضي الله عنهم.

(سِبَابُهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ) يعني علامتهم في وجوههم من أثر السجود، وهذه ((السيب)) هي نور الوجه. نور وجوههم من سجودهم لله عز وجل. وليست

العلامة التي تكون في الجبهة، هذه العلامة ربما تكون دليلاً على كثرة السجود، ولكن العلامة الحقيقية هي نور الوجه.

(سَيِّئَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ) يعني ذلك صفتهم في التوراة، فإن الله سبحانه وتعالى نوه بهذه الأمة وبرسولها صلى الله عليه وسلم، وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل، كما قال الله تعالى: (الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ

[ব্যাখ্যা]

লেখক—আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন—বলেন: আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ঘৃণা করার ফজিলত, আর কোনো ব্যক্তি তার কোনো ভাইকে ভালোবাসলে তাকে তা জানানো এবং যাকে সে ভালোবাসে তাকে কী বলতে হয়—সে সম্পর্কিত অধ্যায়। এই চারটি বিষয় সম্পর্কে লেখক (রহ.) এখানে প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছেন।

অতঃপর তিনি (রহ.) মহান আল্লাহর এই বাণী উল্লেখ করেছেন: “মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল; এবং তাঁর সঙ্গে যারা রয়েছে তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে কোমল।” মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল; আর তাঁর সাথে যারা রয়েছেন তাঁরা হলেন তাঁর সাহাবীগণ। তাঁরা কাফিরদের প্রতি কঠোর—অর্থাৎ কাফিরদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী। আর তাঁরা নিজেদের মধ্যে করুণাময়, অর্থাৎ তাঁরা একে অপরের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করেন।

“তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদারত অবস্থায় দেখবে; তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে।” অর্থাৎ সালাতরত অবস্থায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদারত দেখতে পাবে। তাঁরা মহান আল্লাহর প্রতি বিনীত হয়ে তাঁর নৈকট্য প্রত্যাশা করেন। পার্থিব কোনো স্বার্থ তাঁরা চান না, বরং তাঁরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করেন। ‘আল্লাহর অনুগ্রহ’ মানে হলো সওয়াব (পুরস্কার), আর ‘সন্তুষ্টি’ হলো তাঁদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি হওয়া।

“সিজদার প্রভাবে তাদের মুখমণ্ডলে তাদের চিহ্ন ফুটে ওঠে।” অর্থাৎ সিজদার কারণে তাদের চেহারা বিশেষ চিহ্ন প্রকাশ পায়। এই ‘চিহ্ন’ হলো চেহারার নূর (জ্যোতি)। মহান আল্লাহর

উদ্দেশ্যে সিজদা করার ফলে তাদের মুখমণ্ডল থেকে জ্যোতি নির্গত হয়। এটি কেবল কপালে থাকা কালো দাগ নয়; যদিও সেই দাগ হয়তো অধিক সিজদা করার প্রমাণ হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত চিহ্ন হলো চেহারার নূর।

“সিজদার প্রভাবে তাদের মুখমণ্ডলে তাদের চিহ্ন ফুটে ওঠে; তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ।” অর্থাৎ তাওরাতেও তাদের এই গুণের বর্ণনা রয়েছে। কেননা আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা এই উম্মত ও এই উম্মতের রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছেন এবং তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবে তাঁদের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: “যাকে তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পায়; যিনি তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেন এবং অসৎকাজ থেকে নিবৃত্ত করেন।”

(ص: 256) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ
الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ) [الأعراف: 157].
(وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ
الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ) يعني: مثلهم كمثل الزرع (أَخْرَجَ شَطْئَهُ) يعني الغصن
الثاني غير الغصن الأم (فَآزَرَهُ) يعني شددته وقواه، (فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ) قام وعانق
الأصل (يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ) يعني أهل الخبرة والزرع يعجبهم مثل هذا الزرع القوي، إذا
كان له شطاً مؤازر له، مقوله.

(لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ) أي ليغیظ الله بهم الكفار من بني آدم، (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيْمًا) ، مغفرة للذنوب، وأجرًا عظیمًا على الحسنات.

وقال تعالى: (وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا) [الحشر: 9] ، هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، (تَبَوَّأُوا الدَّارَ) المدينة، أي سكنوها (مِنْ قَبْلِهِمْ) من قبل المهاجرين، وحققوا الإيْمَانَ من قبل أن يهاجر إليهم المؤمنون؛ لأن الإيْمَانَ دخل في المدينة قبل الهجرة، (تَبَوَّأُوا الدَّارَ) سكنوها، (وَالْإِيْمَانَ) حققوا الإيْمَانَ (مِنْ قَبْلِهِمْ) من قبل المهاجرين.

(يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ) لأنهم إخوانهم ولهذا لما هاجروا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. أي: جعلهم إخواناً. حتى إن الواحد من الأنصار كان يتنازل عن نصف ماله لأخيه المهاجري، (وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا) يعني: لا يجدون في صدورهم حسداً مما أوتي المهاجرون من

...অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করেন এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করেন ও অপবিত্র বস্তুসমূহ হারাম করেন। আর তাদের ওপর থেকে তাদের বোঝা ও শৃঙ্খলসমূহ সরিয়ে দেন যা তাদের ওপর ছিল) [আল-আরাফ: ১৫৭]।

(আর ইঞ্জিলে তাদের উদাহরণ হলো একটি ফসলের মতো, যা থেকে অঙ্কুর বের হয়, অতঃপর তা একে শক্তিশালী করে, তারপর তা পুষ্ট হয় এবং নিজ কাণ্ডের ওপর স্থির হয়, যা চাষিকে আনন্দ দেয়, যেন তাদের দ্বারা কাফেরদের মনে ক্রোধ সৃষ্টি করা যায়) অর্থাৎ: তাদের উদাহরণ হলো ফসলের মতো (যা থেকে অঙ্কুর বের হয়) অর্থাৎ মূল কাণ্ড ব্যতীত দ্বিতীয় শাখা (অতঃপর তা একে শক্তিশালী করে) অর্থাৎ একে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করে, (তারপর তা নিজ কাণ্ডের ওপর স্থির হয়) তা দাঁড়িয়ে যায় এবং মূলকে জড়িয়ে ধরে (যা চাষিকে আনন্দ দেয়) অর্থাৎ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ও চাষিরা এমন শক্তিশালী ফসল দেখে আনন্দিত হন, যখন তার একটি সাহায্যকারী শাখা থাকে।

(যেন তাদের দ্বারা কাফেরদের মনে ক্রোধ সৃষ্টি করা যায়) অর্থাৎ আল্লাহ যাতে আদম সন্তানদের মধ্য থেকে কাফেরদের মনে এদের মাধ্যমে ক্রোধ সৃষ্টি করেন, (আল্লাহ তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা করেছেন), পাপের জন্য ক্ষমা এবং নেক কাজের জন্য মহাপুরস্কার।

এবং মহান আল্লাহ বলেন: (আর যারা মুহাজিরদের আসার আগে এই গৃহে বসবাস করেছে এবং ঈমান এনেছে, তারা মুহাজিরদের ভালোবাসে এবং যা তাদের দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা তাদের অন্তরে কোনো আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না) [আল-হাশর: ৯], এরা হলেন আনসারগণ (আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাদের সন্তুষ্ট রাখুন), (যারা গৃহে বসবাস করেছে) অর্থাৎ মদিনায়, অর্থাৎ তারা সেখানে বাস করত (তাদের আগে) অর্থাৎ মুহাজিরদের আগে, এবং তারা মুমিনদের হিজরতের আগেই ঈমানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল; কারণ হিজরতের আগেই মদিনায় ঈমান প্রবেশ করেছিল। (গৃহে বসবাস করেছে) তারা সেখানে বাস করত, (এবং ঈমান) তারা ঈমানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল (তাদের আগে) অর্থাৎ মুহাজিরদের আগে।

(তারা মুহাজিরদের ভালোবাসে) কারণ তারা তাদের ভাই এবং এ কারণেই যখন তারা হিজরত করলেন, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিলেন। অর্থাৎ: তাদের ভাই বানিয়ে দিলেন, এমনকি একজন আনসারী তার সম্পদের অর্ধেক তার মুহাজির ভাইয়ের জন্য ছেড়ে দিতেন। (এবং যা তাদের দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা তাদের অন্তরে কোনো আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না) অর্থাৎ: মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে তারা অন্তরে কোনো হিংসা বোধ করেন না...

(ص: 257) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الفضل والولاية والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

(وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ) أي: يقدمون غيرهم على أنفسهم. (وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) أي: ولو كانوا جوعاً، فإنهم كانوا يجيعون أنفسهم ليشبع إخوانهم المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم. (وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) يعني من يقيه الله شح نفسه، ويكون كريماً، يبسط المال ويبذل، ويحب أخاه، فأولئك هم المفلحون.

(وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ) من بعد هؤلاء وهم التابعون إلى يوم القيامة (يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ) [الحشر: 10] ، هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم هم تبع لهم، قد رضي الله عنهم كما قال الله تعالى: (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ)

وهذه الآيات الثلاثة (لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ) (وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ) (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ) آيات تبين من يستحق الفيء من بيت المال، والذين يستحقون الفيء هم هؤلاء الأصناف الثلاثة، منهم (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ) .

سئل الإمام مالك رحمه الله: هل يعطى الرافضة من الفيء قال: لا يعطون من الفيء؛ لأن الرافضة لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان؛ لأن الرافضة يرون الصحابة - إلا نفراً قليلاً - كلهم كفاراً والعياذ بالله، حتى أبا بكر وعمر، يرون أنها كافران، وأنها ماتا على

শ্রেষ্ঠত্ব, অভিভাবকত্ব এবং সাহায্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য। (এবং তারা নিজেদের ওপর অন্যদের অগ্রাধিকার দেয়) অর্থাৎ: তারা নিজেদের ওপর অন্যদের প্রাধান্য প্রদান করে। (যদিও তারা অভাবগ্রস্ত থাকে) অর্থাৎ: যদিও তারা ক্ষুধার্ত থাকে; কেননা তারা নিজেদের ক্ষুধার্ত রাখতেন যাতে তাদের মুহাজির ভাইয়েরা তৃপ্ত হতে পারে, আল্লাহ

তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করেছেন। (এবং যাদেরকে তাদের অন্তরের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম) অর্থাৎ আল্লাহ যাকে তার অন্তরের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করেছেন এবং যে ব্যক্তি উদার হয়, সম্পদ ব্যয় ও দান করে এবং তার ভাইকে ভালোবাসে, তারাই হলো সফলকাম।

(এবং যারা তাদের পরে এসেছে) অর্থাৎ এদের পরে, আর তারা হলেন কিয়ামত পর্যন্ত আসা উত্তরসূরীগণ (তারা বলে: হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের এবং আমাদের সেই ভাইদের ক্ষমা করুন যারা ঈমানের সাথে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছেন) [আল-হাশর: ১০], এই যারা পরে এসেছে তারা হলো তাদের অনুসারী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে)।

আর এই তিনটি আয়াত—(দরিদ্র মুহাজিরদের জন্য), (এবং যারা তাদের পূর্বে এই আবাসস্থলে ঈমানসহ বসবাস করেছিল) এবং (যারা তাদের পরে এসেছে)—এই আয়াতগুলো বায়তুল মাল থেকে ‘ফাই’ (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) লাভের হকদার কারা তা বর্ণনা করে। আর যারা ‘ফাই’ পাওয়ার যোগ্য তারা হলো এই তিন শ্রেণীর মানুষ, তাদের মধ্যে রয়েছে: (এবং যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে: হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের এবং আমাদের সেই ভাইদের ক্ষমা করুন যারা ঈমানের সাথে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে)।

ইমাম মালিক রাহিমাল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: রাফেযীদের কি ‘ফাই’ থেকে অংশ দেওয়া হবে? তিনি বললেন: তাদের ‘ফাই’ থেকে কিছু দেওয়া হবে না; কারণ রাফেযীরা এটি বলে না যে—‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের এবং আমাদের সেই ভাইদের ক্ষমা করুন যারা ঈমানের সাথে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে’। কেননা রাফেযীরা সাহাবীগণকে—খুব অল্প কয়েকজন ব্যতীত—সবাইকে কাফের মনে করে (নাউযুবিল্লাহ), এমনকি আবু বকর ও ওমরকেও তারা কাফের মনে করে এবং তারা বিশ্বাস করে যে তারা কুফরের ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন...

النفاق، وأنها ارتدا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العافية. ولهذا قال الإمام مالك: لا يستحقون من الفيء شيئاً؛ لأنهم لا يقولون ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولكن يخصون الرحمة والمغفرة أو سؤال المغفرة والرحمة لمن يرون أنهم لم يرتدوا، وهم نفر قليل من آل البيت واثنان أو ثلاثة أو عشرة من غيرهم.

فالشاهد من هذه الآية قوله: (يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ) يعني من المؤمنين، وهذا حب في الله، وإلا فإن الأنصار من الأوس والخزرج، ليس بينهم وبين المهاجرين نسب. ليسوا من قريش، لكن الأخوة الإيمانية هي أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان هي الحب في الله والبغض في الله.

ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان)) من كن فيه: يعني من اتصف بهن، ((وجد بهن)) يعني بسببهن، ((حلاوة الإيمان)) ليست حلاوة سكر ولا غسل، وإنما هي حلاوة أعظم من كل حلاوة. حلاوة يجدها الإنسان في قلبه، ولذة عظيمة لا يساويها شيء، يجد انشراحاً في صدره، رغبة في الخير، حباً لأهل الخير. حلاوة لا يعرفها إلا من ذاقها بعد أن حرمها.

((أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما)) وهنا قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولم يقل: ثم رسوله؛ لأن المحبة هنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام هنا تابعة ونابعة من محبة الله سبحانه وتعالى.

মুনাফিকি, এবং তারা নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর ইন্তেকালের পর ধর্মত্যাগী হয়েছিল। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি।

এ কারণেই ইমাম মালিক বলেছেন: তারা ‘ফায়’ (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) থেকে কোনো অংশেরই হকদার নয়; কারণ তারা বলে না, ‘হে আমাদের রব! আমাদের এবং আমাদের সেই ভাইদের ক্ষমা করুন যারা ঈমানের সাথে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছেন’। বরং তারা রহমত ও মাগফিরাত বা ক্ষমা ও দয়ার প্রার্থনাকে কেবল তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে যাদের ব্যাপারে তারা মনে করে যে তারা মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়নি; আর তারা হলো আহলে বাইতের অল্প কিছু সদস্য এবং অন্যদের মধ্য থেকে দুইজন, তিনজন বা দশজন মাত্র।

এই আয়াত থেকে মূল প্রাসঙ্গিক অংশ হলো তাঁর বাণী: (তারা তাদের ভালোবাসে যারা তাদের নিকট হিজরত করে এসেছে) অর্থাৎ মুমিনদের মধ্য থেকে। আর এটি হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালোবাসা; নতুবা আউস ও খাজরাজ গোত্রের আনসারদের সাথে মুহাজিরদের কোনো বংশীয় সম্পর্ক ছিল না। তারা কুরাইশ বংশের ছিল না, কিন্তু ঈমানি ভ্রাতৃত্বই হলো ঈমানের সুদৃঢ় বন্ধন। ঈমানের সবচেয়ে মজবুত হাতল হলো আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্যই ঘৃণা পোষণ করা।

এরপর লেখক আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “তিনটি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, সে ঈমানের মিষ্টতা লাভ করবে।” যার মধ্যে থাকবে: অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই গুণগুলো দ্বারা গুণান্বিত হবে। “সে লাভ করবে”: অর্থাৎ এই গুণগুলোর কারণে সে লাভ করবে। “ঈমানের মিষ্টতা”: এটি চিনি বা মধুর মিষ্টতা নয়, বরং এটি সকল মিষ্টতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এক মিষ্টতা। এমন এক স্বাদ যা মানুষ তার অন্তরে অনুভব করে এবং এমন এক সুমহান আনন্দ যার সমতুল্য কিছুই নেই। সে তার বক্ষে প্রশস্ততা, কল্যাণের প্রতি গভীর আগ্রহ এবং নেককারদের প্রতি ভালোবাসা অনুভব করে। এটি এমন এক মিষ্টতা যা কেবল সেই ব্যক্তিই অনুধাবন করতে পারে যে ইতিপূর্বে তা থেকে বঞ্চিত থাকার পর পুনরায় তা আশ্বাদন করেছে।

“আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেন তার নিকট অন্য সবকিছু থেকে অধিক প্রিয় হন।” এখানে তিনি বলেছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেন তার নিকট অন্য সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় হন, তিনি ‘অতঃপর তাঁর রাসূল’ বলেননি; কারণ এখানে রাসূলুল্লাহ (আলাইহিস সালাম) ওয়াস সালাম)-এর প্রতি ভালোবাসা মহান আল্লাহর প্রতি ভালোবাসারই অনুগামী এবং তা থেকেই উৎসারিত।

فالإنسان يحب الرسول بقدر ما يحب الله، كلما كان لله أحب؛ كان للرسول صلى الله عليه وسلم أحب.

لكن مع الأسف أن بعض الناس يحب الرسول مع الله ولا يحب الرسول لله. انتبهوا لهذا الفرق. يحب الرسول مع الله ولا يحب الرسول لله. كيف؟ تجده يحب الرسول أكثر من محبته لله، وهذا نوع من الشرك. أنت تحب الرسول لله؛ لأنه رسول الله، والمحبة في الأصل والأمر محبة الله عز وجل، لكن هؤلاء الذين غلوا في الرسول صلى الله عليه وسلم، يحبون الرسول مع الله لا يحبونه لله، أي يجعلونه شريكاً لله في المحبة؛ بل أعظم من محبة الله. تجده إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم اقشعر جلده من المحبة والتعظيم، لكن إذا ذكر الله فإذا هو بارد لا يتأثر. هل هذه محبة نافعة للإنسان؟ لا تنفعه، هذه محبة شركية، عليك أن تحب الله ورسوله، وأن تكون محبتك للرسول صلى الله عليه وسلم نابعة من محبة الله وتابعة لمحبة الله، ((أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب البر لا يحبه إلا لله)) هذا الشاهد. تحب البر لا تحبه إلا لله. لا تحبه لقربة، ولا لمال، ولا لجاه، ولا لشيء من الدنيا، إنما تحبه لله.

أما محبة القرابة فهي محبة طبيعية. كل يحب قريبه محبة طبيعية، حتى البهائم تحب أولادها، تجد الأم من البهائم والحشرات تحب أولادها حتى يكبروا ويستقلوا بأنفسهم، ثم تبدأ بطردهم.

وإذا كان عندك هرة انظر إليها كيف تحنو على أولادها وتحملهم في

মানুষ রাসূলকে ততটুকুই ভালোবাসে যতটুকু সে আল্লাহকে ভালোবাসে; আল্লাহর প্রতি তার ভালোবাসা যত গভীর হবে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতিও তার ভালোবাসা তত বৃদ্ধি পাবে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, কিছু মানুষ আল্লাহর সাথে রাসূলকে ভালোবাসে, কিন্তু আল্লাহর জন্য রাসূলকে ভালোবাসে না।

এই পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য করুন। তারা রাসূলকে আল্লাহর পাশাপাশি ভালোবাসে, আল্লাহর জন্য ভালোবাসে না। এটি কীভাবে? আপনি দেখবেন যে, সে রাসূলকে আল্লাহর চেয়েও বেশি ভালোবাসে, আর এটি এক প্রকার শিরক। আপনি রাসূলকে আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবেন; কারণ তিনি আল্লাহর রাসূল। আর মূল ও প্রধান ভালোবাসা হলো মহান আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা। কিন্তু যারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ব্যাপারে অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি করেছে, তারা রাসূলকে আল্লাহর সমান্তরালে ভালোবাসে, আল্লাহর জন্য ভালোবাসে না। অর্থাৎ, তারা মহব্বতের ক্ষেত্রে তাঁকে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করে; বরং আল্লাহর ভালোবাসার চেয়েও বেশি প্রাধান্য দেয়। আপনি দেখবেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আলোচনা করা হয়, তখন ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় তার গায়ের লোম শিউরে ওঠে, কিন্তু যখন আল্লাহর কথা স্মরণ করা হয়, তখন সে নির্বিকার থাকে এবং কোনো প্রভাবান্বিত হয় না।

এই ভালোবাসা কি মানুষের জন্য কল্যাণকর? না, এটি তার কোনো উপকারে আসবে না। এটি একটি শিরকপূর্ণ ভালোবাসা। আপনার কর্তব্য হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসা এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি আপনার ভালোবাসা হতে হবে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসাপ্রসূত ও তাঁর ভালোবাসার অনুগামী। (যেমন হাদীসে এসেছে:) "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেন অন্য সবকিছু হতে তার নিকট অধিক প্রিয় হন এবং সে যেন কোনো ব্যক্তিকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালোবাসে"—এটাই হলো মূল বিষয়। আপনি কোনো ব্যক্তিকে ভালোবাসলে কেবল আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবেন। আত্মীয়তা, ধন-সম্পদ, পদমর্যাদা বা দুনিয়াবি কোনো স্বার্থে নয়; বরং তাকে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ভালোবাসবেন। আর আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ভালোবাসা হলো একটি প্রকৃতিগত ভালোবাসা। প্রত্যেকেই তার আত্মীয়কে স্বভাবজাতভাবেই ভালোবাসে, এমনকি পশু-পাখিরাও তাদের সন্তানদের ভালোবাসে। আপনি পশু বা পোকামাকড়ের মায়েদের দেখবেন যে, তারা তাদের সন্তানদের বড় হওয়া ও স্বাবলম্বী হওয়া পর্যন্ত মায়া-মমতা করে, এরপর তাদের তাড়িয়ে দিতে শুরু করে।

আপনার যদি একটি বিড়াল থাকে, তবে লক্ষ্য করুন সে কীভাবে তার বাচ্চাদের প্রতি মমতা প্রদর্শন করে এবং তাদের মুখে করে বহন করে...

(ص: 260) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

أيام البرد، تدخلهم في الدفء، وتمسكهم بأسنانها، لكن لا تؤثر فيهم شيئاً؛ لأنها تمسكهم إمساك رحمة، حتى إذا فطموا واستقلوا بأنفسهم، بدأت تطردهم؛ لأن الله يلقي في قلبها الرحمة ما داموا محتاجين إليها، ثم بعد ذلك يكونون مثل غيرهم. فالشاهد أن محبة القرابة محبة طبيعية، لكن إذا كان قريبك من عباد الله الصالحين، فأحبيته فوق المحبة الطبيعية فأنت أحبيته لله. ((أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه؛ كما يكره أن يقذف في النار)) يعني: يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه.

وهذه ظاهرة فيمن كان كافراً ثم أسلم، لكن من ولد في الإسلام فيكره أن يكون في الكفر بعد أن من الله عليه بالإسلام كما يكره أن يقذف في النار، يعني أنه لو قذف في النار لكان أهون عليه من أن يعود كافراً بعد إسلامه، وهذا الحمد لله حال كثير من المؤمنين. كثير من المؤمنين لو قيل له: تكفر أو نلقيك من أعلى شاهق في البلد أو نحرقك لقال: أحرقوني. ألقوني من أعلى شاهق ولا أرتد من بعد إسلامي.

وهذا مراد الردة الحقيقية التي تكون في القلب، أما من أكره على الكفر فكفر ظاهراً لا باطناً، بل قلبه مطمئن بالإيمان، فهذا لا يضره لقوله تعالى: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ

بَعْدَ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ
غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ

[النحل: 106, 107] ، لها

শীতের দিনগুলোতে সে তাদের উষ্ণতায় নিয়ে যায় এবং নিজের দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখে, কিন্তু তাতে তাদের কোনো ক্ষতি হয় না; কারণ সে তাদের দয়ার বশবর্তী হয়েই ধারণ করে। এরপর যখন তাদের দুধ ছাড়ানো হয় এবং তারা স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে, তখন সে তাদের তাড়িয়ে দিতে শুরু করে। কারণ আল্লাহ তার অন্তরে ততক্ষণই মমতা দিয়ে রাখেন যতক্ষণ তারা তার মুখাপেক্ষী থাকে। এরপর তারা অন্য সবার মতোই সাধারণ হয়ে যায়।

মূল কথা হলো, আত্মীয়তার ভালোবাসা একটি স্বভাবজাত বিষয়। কিন্তু আপনার আত্মীয় যদি আল্লাহর নেককার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হন এবং আপনি তাকে এই স্বাভাবিক ভালোবাসার উর্ধ্বে উঠে ভালোবাসেন, তবে আপনি তাকে আল্লাহর জন্যই ভালোবাসলেন।

“সে কোনো ব্যক্তিকে কেবল আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবে এবং কুফর থেকে আল্লাহ তাকে উদ্ধার করার পর পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়াকে তেমনি অপছন্দ করবে, যেমন সে আগুনে নিষ্কিণ্ড হওয়াকে অপছন্দ করে।” অর্থাৎ: আল্লাহ তাকে কুফর থেকে মুক্তি দেওয়ার পর পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়াকে সে তীব্রভাবে ঘৃণা করবে।

এটি তাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্পষ্ট যারা আগে কাফের ছিল এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তবে যারা ইসলামে জন্মগ্রহণ করেছে, আল্লাহ তাদের ইসলামের নেয়ামত দান করার পর তারা কুফরিতে লিপ্ত হওয়াকে তেমনি ঘৃণা করে যেমন আগুনে নিষ্কিণ্ড হওয়াকে ঘৃণা করে। অর্থাৎ, তার কাছে আগুনে নিষ্কিণ্ড হওয়াও ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় কাফের হওয়ার চেয়ে সহজ মনে হবে। আর আলহামদুলিল্লাহ, এটিই অনেক মুমিনের প্রকৃত অবস্থা। অনেক মুমিনকে যদি বলা হয়: “কুফরি করো, অন্যথায় তোমাকে শহরের সর্বোচ্চ চূড়া থেকে ফেলে দেব অথবা পুড়িয়ে মারব”, তবে সে বলবে: “আমাকে পুড়িয়ে ফেলো, সর্বোচ্চ চূড়া থেকে নিচে ফেলে দাও, তবুও আমি ইসলাম গ্রহণের পর ধর্মত্যাগী হব না।”

আর এটিই হলো সেই প্রকৃত ধর্মত্যাগের উদ্দেশ্য যা অন্তরে ঘটে। পক্ষান্তরে যাকে কুফরি করতে বাধ্য করা হয়েছে এবং সে কেবল বাহ্যিকভাবেই তা প্রকাশ করেছে, কিন্তু তার অন্তর ঈমানের ওপর অটল রয়েছে, তবে এটি তার কোনো ক্ষতি করবে না। মহান আল্লাহর বাণীর কারণে: “যে

ব্যক্তি ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরি করে—তবে তাকে বাদ দিয়ে যাকে বাধ্য করা হয়েছে অথচ তার অন্তর ঈমানে অবিচল—বরং যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কুফরির জন্য বুক উন্মুক্ত করে দেয়, তাদের ওপর আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। এটি এ কারণে যে, তারা পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনকে অধিক অগ্রাধিকার দিয়েছে।” [আন-নাহল: ১০৬, ১০৭]। যখন...

(ص: 261) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

قيل لهم: نقتلكم أو اكفروا، فباعوا الآخرة بالدنيا، وكفروا ليبقوا، فاستحبوا الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. نسأل الله لنا ولكم الهداية. وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثم ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى عليه وسلم قال: ((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعنه امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه)) فهؤلاء سبعة وليس المراد بالسبعة العدد، يعني أنهم سبعة أنفار فقط، ولكنهم سبعة أصناف؛ لأنهم قد يكونون عدداً لا يحصيهم إلا الله عز وجل.

ونحن لا نتكلم على ما ساق المؤلف الحديث من أجله؛ لأن هذا سبق لنا وقد شرحناه فيما مضى، ولكن نتكلم على مسألة ضل فيها كثير من الجهال، وهي قوله: ((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله)) حيث توهبوا جهلاً منهم أن هذا هو

ظل الله نفسه، وأن الله تعالى يظلمهم من الشمس بذاته عز وجل، وهذا فهم خاطئ منكر، يقوله بعض المتعالمين الذين يقولون: إن مذهب أهل السنة إجراء النصوص على ظاهرها فيقال أين الظاهر؟! وأين يكون ظاهر الحديث وأن الرب جل وعلا يظلمهم من الشمس؟!!

তাদের বলা হয়েছিল: "আমরা তোমাদের হত্যা করব অথবা তোমরা কুফরি করো।" ফলে তারা পরকালের বিনিময়ে দুনিয়াকে কেনাবেচা করল এবং বেঁচে থাকার জন্য কুফরি বেছে নিল। এভাবে তারা পরকালের ওপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিল; আর নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের এবং আপনাদের জন্য হিদায়াত বা সঠিক পথের দিশা প্রার্থনা করছি।

আর আল্লাহ তাকে কুফরি থেকে রক্ষা করার পর পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়াকে সে তেমন অপছন্দ করবে, যেমন অপছন্দ করে আগুনে নিষ্কিণ্ত হওয়াকে।

অতঃপর লেখক —আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন— আবু হুরায়রা —আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হন— বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী —তাঁর ওপর আল্লাহর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক— বলেছেন: "সাত শ্রেণির ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না: ন্যায়পরায়ণ শাসক; সেই যুবক যার বেড়ে ওঠা হয়েছে আল্লাহর ইবাদতের মধ্য দিয়ে; সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকে; সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালোবাসে, যারা আল্লাহর জন্যই একত্রিত হয় এবং আল্লাহর জন্যই বিচ্ছিন্ন হয়; সেই ব্যক্তি যাকে কোনো উচ্চবংশীয় ও রূপবতী নারী (পাপের কাজে) আহ্বান জানিয়েছে, আর সে বলেছে: 'নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে ভয় করি'; এবং সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহর যিকর বা স্মরণ করার সময় তার দুচোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়।" এখানে সাত বলতে কেবল সাতজন ব্যক্তি উদ্দেশ্য নয়, বরং সাতটি শ্রেণি বা প্রকার উদ্দেশ্য; কারণ তাদের প্রকৃত সংখ্যা মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ গণনা করতে পারবে না।

লেখক যে উদ্দেশ্যে হাদিসটি অবতারণা করেছেন, আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করব না; কারণ এটি আমাদের ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে এবং আমরা এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছি। তবে আমরা এমন একটি মাসআলা বা বিষয়ে কথা বলব যেখানে অনেক অজ্ঞ লোক পথভ্রষ্ট হয়েছে, আর

তা হলো তাঁর এই বাণী: "সাত শ্রেণির ব্যক্তিকে আল্লাহ তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না।" সেখানে তারা তাদের মূর্খতার কারণে ধারণা করে নিয়েছে যে, এটি স্বয়ং আল্লাহরই নিজস্ব ছায়া এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর সত্তার মাধ্যমে তাদেরকে সূর্য থেকে ছায়া দেবেন। এটি একটি ভুল ও অগ্রহণযোগ্য বুঝ। এটি এমন কিছু স্বঘোষিত পণ্ডিত বলে থাকে যারা দাবি করে যে, আহলুস সুন্নাহর নীতি হলো পাঠ্যপ্রমাণসমূহকে তার প্রকাশ্য অর্থের ওপর রাখা। তবে তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে—এর প্রকাশ্য রূপ কোথায়?! হাদিসের প্রকাশ্য অর্থ কোথায় এমন হতে পারে যে মহান প্রতিপালক স্বয়ং তাদের সূর্য থেকে ছায়া দান করবেন?!

(ম: 262) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

فإن هذا يقتضي أن تكون الشمس فوق الله عز وجل، وهذا شيء منكر لا أحد يقول به من أهل السنة، لكن مشكلات الناس ولا سيما في هذا العصر؛ أن الإنسان إذا فهم؛ لم يعرف التطبيق، وإذا فهم مسألة؛ ظن أنه أحاط بكل شيء علماً. والواجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه، وألا يتكلم - لا سيما في باب الصفات - إلا بما يعلم من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الأئمة. فمعنى ((يوم لا ظل إلا ظله)) أو ((يظلمهم الله في ظله)) يعني الظل الذي لا يقدر أحد عليه في ذلك الوقت؛ لأنه في ذلك الوقت لا بناء يبني، ولا شجر يغرس، ولا رمال تقام، ولا أحجار تصفف، ولا شيء من هذا. قال الله عز وجل: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا) لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا [طه: 105, 107].

ولا يظل الخلائق من الشمس شيء، لا بناء ولا شجر، ولا حجر، ولا غير ذلك. لكن الله عز وجل يخلق شيئاً يظل به من شاء من عباده، يوم لا ظل إلا ظله، هذا هو معنى الحديث، ولا يجوز أن يكون له معنى سوى هذا. والشاهد من هذا الحديث لهذا الباب قوله ((رجلان تحابا في الله اجتماعاً عليه وتفرقا عليه)) يعني أنها جرت بينهما محبة، لكنها محبة في الله، لا في مال، ولا جاه، ولا نسب، ولا أي شيء، إنما هو محبة الله عز وجل، رآه قائماً بطاعة الله، متجنباً لمحارم الله، فأحبه من أجل ذلك، فهذا هو الذي يدخل في هذا الحديث: ((تحاباً في الله)).

কারণ এটি এই বিষয়টিকে অনিবার্য করে তোলে যে, সূর্য মহান আল্লাহর উপরে থাকবে; এটি অত্যন্ত গর্হিত একটি বিষয় এবং আহলে সুন্নাহর কেউ এ কথা বলেন না। তবে মানুষের সমস্যা, বিশেষ করে বর্তমান যুগে তা এই যে, মানুষ যখন কোনো বিষয় বুঝতে পারে, তখন সে তার প্রয়োগ জানে না; আবার যখন সে কোনো একটি মাসআলা বুঝতে পারে, তখন সে ধারণা করে বসে যে সে সবকিছুর জ্ঞান আয়ত্ত করে ফেলেছে।

মানুষের জন্য কর্তব্য হলো নিজের মর্যাদা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং—বিশেষ করে মহান আল্লাহর গুণাবলির ক্ষেত্রে—আল্লাহর কিতাব, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ এবং ইমামগণের বক্তব্য থেকে যা অবগত হয়েছে, তা ব্যতীত কোনো কথা না বলা।

সুতরাং "যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না" অথবা "আল্লাহ তাদের তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন"—এর অর্থ হলো এমন এক ছায়া, যা প্রদানের ক্ষমতা সেই সময়ে অন্য কারও থাকবে না। কারণ সেই সময়ে কোনো নির্মিত দালানকোঠা থাকবে না, কোনো রোপিত বৃক্ষ থাকবে না, কোনো বালুর স্তূপ থাকবে না, কোনো সাজানো পাথর থাকবে না এবং এ জাতীয় কিছুই থাকবে না। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: "লোকেরা আপনাকে পাহাড়সমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; বলুন, আমার রব এগুলোকে ধুলোর মতো উড়িয়ে দেবেন। অতঃপর তিনি পৃথিবীকে এক সমতল ও মসৃণ ময়দানে পরিণত করবেন। সেখানে আপনি কোনো বক্রতা বা উঁচু-নিচু দেখতে পাবেন না।" [ত্বাহ: ১০৫-১০৭]।

আর সূর্যের উত্তাপ থেকে সৃষ্টিজগতকে রক্ষা করার মতো কোনো কিছুই থাকবে না—না কোনো ভবন, না কোনো গাছ, না কোনো পাথর, আর না অন্য কিছু। তবে মহান আল্লাহ এমন কিছু সৃষ্টি করবেন যার মাধ্যমে তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাঁদের চাইবেন ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। এটিই হলো এই হাদিসের অর্থ এবং এর বাইরে অন্য কোনো অর্থ গ্রহণ করা বৈধ নয়।

এই অধ্যায়ের জন্য অত্র হাদিসের প্রাসঙ্গিক অংশ হলো তাঁর এই বাণী: "এমন দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একে অপরকে ভালোবেসেছে; তারা এই ভালোবাসার ওপরই একত্রিত হয়েছে এবং এর ওপরই বিচ্ছিন্ন হয়েছে।" এর অর্থ হলো তাদের উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছে, তবে তা আল্লাহর জন্য ভালোবাসা—সম্পদ, পদমর্যাদা, বংশমর্যাদা বা অন্য কিছুর জন্য নয়। বরং এটি কেবল মহান আল্লাহর প্রতি ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ। সে তাকে আল্লাহর আনুগত্যে মশগুল এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত থাকতে দেখেছে, আর এ কারণেই তাকে ভালোবেসেছে। এটিই সেই বিষয় যা এই হাদিসের অন্তর্ভুক্ত: "তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একে অপরকে ভালোবেসেছে।"

(ص: 263) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وقوله: ((اجتماعاً عليه وتفرقاً عليه)) يعني اجتماعاً عليه في الدنيا وبقيت المحبة بينهما حتى فرق بينهما الموت تفرقاً وهما على ذلك.
وفي هذا إشارة إلى أن المتحابين في الله لا يقطع محبتهم في الله شيء من أمور الدنيا، وإنما هم متحابون في الله لا يفرقهم إلا الموت، حتى لو أن بعضهم أخطأ على بعض، أو قصر في حق بعض، فإن هذا لا يهملهم؛ لأنه إنما أحبه الله عز وجل، ولكنه يصحح خطأه ويبين تقصيره؛ لأنه هذا من تمام النصيحة، فنسأل الله أن يجعلنا والمسلمين من المتحابين فيه، المتعاونين على البر والتقوى إنه جواد كريم.

377/3 . وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلمهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي)) رواه مسلم.

378/4 . وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)).

379/5 . وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكاً)) وذكر الحديث إلى قوله: ((إن الله قد أحبك كما أحبته))

এবং তাঁর বাণী: "তারা উভয়ে এর ওপর একত্রিত হয় এবং এর ওপরই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়"— এর অর্থ হলো তারা পৃথিবীতে এর ওপর ভিত্তি করে একত্রিত হয়েছিল এবং তাদের মধ্যকার এই ভালোবাসা অটুট ছিল মৃত্যু তাদের বিচ্ছিন্ন করা পর্যন্ত; তারা এমতাবস্থায়ই একে অপরের থেকে পৃথক হয়েছিল।

এর মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যারা পরস্পরকে ভালোবাসে, দুনিয়াবি কোনো বিষয়ই তাদের সেই ভালোবাসাকে ছিন্ন করতে পারে না। বরং তারা আল্লাহর উদ্দেশ্যেই একে অপরকে ভালোবাসে এবং মৃত্যু ব্যতীত কোনো কিছুই তাদের বিচ্ছিন্ন করে না। এমনকি যদি তাদের একজন অন্যজনের ওপর কোনো অন্যায় করে ফেলে বা কারো অধিকার আদায়ে ত্রুটি করে, তবুও তা তাদের বিচলিত করে না; কারণ সে তাকে কেবলমাত্র মহান আল্লাহর জন্যই ভালোবেসেছে। তবে সে তার ভুল সংশোধন করে দেয় এবং ত্রুটিগুলো ফুটিয়ে তোলে; কারণ এটিই হলো পূর্ণাঙ্গ শুভকামনা বা নসিহতের অংশ। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের এবং সকল মুসলিমকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর মহৎকর্তারী এবং নেক কাজ ও তাকওয়ার ওপর সহযোগী হিসেবে কবুল করেন। নিশ্চয়ই তিনি পরম দাতা ও দয়ালু।

* * *

৩/৩৭৭ — তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন: আমার মহত্ত্বের কারণে যারা পরস্পরকে ভালোবাসতে তারা কোথায়? আজ আমি তাদের আমার ছায়াতলে আশ্রয় দেব, যেদিন আমার ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া নেই।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

৪/৩৭৮ — তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না ঈমান আনবে, আর তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না একে অপরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয়ের কথা বলে দেব না যা করলে তোমাদের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটান।"

৫/৩৭৯ — তাঁর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত: "এক ব্যক্তি অন্য এক গ্রামে তার এক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছিলেন, আল্লাহ তাআলা তার যাত্রাপথে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করলেন।" এরপর বর্ণনাকারী হাদীসটি উল্লেখ করলেন এই কথা পর্যন্ত: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে তেমনি ভালোবেসেছেন যেমনটি তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সেই ভাইকে ভালোবেসেছ।"

(ص: 264) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

رواه مسلم وقد سبق بالباب قبله.

382/8 - وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشق، فإذا فتى براق الثنايا وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء، أسندوه إليه، وصدورا عن رأيه، فسألت عنه، فقليل: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه فلما كان من الغد، هجرت،

فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، فانتظرت حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه، فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لأحبك لله، فقال: الله؟ فقلت الله، فقال: الله؟ فقلت: الله فأخذني بحبوة ردائي، فجبذني إليه، فقال: أبشر فإنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيّ، والمتجالسين فيّ، والمتزاورين فيّ، والمتياذلين فيّ)) حديث صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح.

قوله: ((هجرت)) أي بكرت، وهو بتشديد الجيم. قوله: ((الله فقلت الله)) الأول بهزة ممدودة للاستفهام والثاني بلا مد.

383/9 - عن أبي كريمة المقداد بن معدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أحب الرجل أخاه فليخيره أنه يحبه)) رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن.

384/10 - وعن معاذ رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ بيده وقال: ((يا

এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন এবং এর পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এটি অতিক্রান্ত হয়েছে।
৮/৩৮২ — আবু ইদ্রিস আল-খাওলানী (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি দামেস্কের মসজিদে প্রবেশ করলাম। সেখানে উজ্জ্বল দন্তবিশিষ্ট (সুন্দর হাসিমাখা) এক যুবককে দেখতে পেলাম এবং তাঁর সাথে অনেক মানুষ ছিল। যখন তারা কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য করত, তখন তারা বিষয়টি তাঁর কাছে পেশ করত এবং তাঁর মতামতের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। আমি তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন বলা হলো: ইনি মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। পরদিন খুব ভোরে আমি মসজিদে গেলাম এবং দেখলাম যে তিনি আমার আগেই সেখানে পৌঁছে গেছেন। আমি তাঁকে সালাত আদায় করতে দেখলাম এবং তাঁর সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। এরপর আমি তাঁর সামনে থেকে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম দিলাম এবং বললাম: আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই আপনাকে ভালোবাসি। তিনি বললেন: আল্লাহর কসম? আমি বললাম: আল্লাহর কসম। তিনি আবারও

বললেন: আল্লাহর কসম? আমি বললাম: আল্লাহর কসম। তখন তিনি আমার চাদরের মধ্যভাগ ধরে আমাকে নিজের দিকে টেনে নিলেন এবং বললেন: সুসংবাদ গ্রহণ করো! কেননা আমি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: “মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: যারা কেবল আমারই জন্য একে অপরকে ভালোবাসে, যারা আমারই জন্য একত্রে বসে, যারা আমারই জন্য একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং যারা আমারই জন্য একে অপরের জন্য ব্যয় করে, তাদের জন্য আমার ভালোবাসা অবধারিত হয়ে যায়।” এটি একটি সহিহ হাদিস, ইমাম মালিক তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে সহিহ সনদে এটি বর্ণনা করেছেন।

তাঁর বক্তব্য: ‘হজ্জারতু’ অর্থাৎ আমি খুব সকালে বা দ্রুত গিয়েছি, এটি ‘জীম’ বর্ণে তাশদীদ যোগে গঠিত। তাঁর বক্তব্য: ‘আ-ল্লাহ, অতঃপর আমি বললাম আল্লাহ’ — প্রথম শব্দটি জিজ্ঞাসাবোধক দীর্ঘ হামজা যোগে এবং দ্বিতীয় শব্দটি দীর্ঘ স্বর ছাড়া।

৯/৩৮৩ — আবু কারীমা মিকদাদ ইবনে মাদিকারিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “যখন কোনো ব্যক্তি তার ভাইকে ভালোবাসে, তখন সে যেন তাকে জানিয়ে দেয় যে সে তাকে ভালোবাসে।” এটি আবু দাউদ এবং তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিজি একে হাসান হাদিস বলেছেন।

১০/৩৮৪ — মুয়াজ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর হাত ধরলেন এবং বললেন: “হে...

(ص: 265) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

معاذ والله، إني لأحبك، ثم أوصيك يا معاذ: لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكر وشكرك وحسن عبادتك)). رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
385/11 - وعن أنس رضي الله عنه، أن رجلاً كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل به، فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

((أَعْلِمْتَهُ؟)) قَالَ: لَا قَالَ: ((أَعْلِمَهُ)) فَلَحَقَهُ. فَقَالَ: إِنِّي أَحْبَبْتُكَ فِي اللَّهِ، فَقَالَ: أَحْبَبْتُكَ
الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث كلها في بيان المحبة وأن الإنسان ينبغي له أن يكون حبه لله وفي الله،
وفي الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم:
((والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلأ
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)).

ففي هذا دليل على أن المحبة من كمال الإيمان، وأنه لا يكمل إيمان العبد حتى
يحب أخاه، وأن من أسباب المحبة أن يفشي الإنسان السلام بين إخوانه، أي يظهره
ويعلنه، ويسلم على من لقيه من المؤمنين، سواء عرفه أو لم يعرفه، فإن هذا من
أسباب المحبة، ولذلك إذا مر بك رجل وسلم عليك أحبيبته، وإذا أعرض؛ كرهته ولو
كان أقرب الناس إليك.

হে মুয়াজ! আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই তোমাকে ভালোবাসি। তারপর হে মুয়াজ, আমি
তোমাকে অসিয়ত করছি: তুমি প্রত্যেক সালাতের শেষাংশে এই কথাটি বলতে কখনো ছেড়ে
দিয়ো না: "হে আল্লাহ! আপনার স্মরণ, আপনার শুকরিয়া এবং আপনার সর্বোত্তম ইবাদত
পালনে আমাকে সাহায্য করুন।" (আবু দাউদ ও নাসায়ি এটি সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন)।
১১/৩৮৫ — আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-
এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। তখন অন্য এক ব্যক্তি সেখান দিয়ে অতিক্রম করলেন। উপস্থিত
ব্যক্তিটি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একে ভালোবাসি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন: "তুমি কি তাকে তা জানিয়েছ?" তিনি বললেন, না। নবী (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "তাকে গিয়ে জানাও।" অতঃপর তিনি তার পিছু নিলেন এবং
বললেন: আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আপনাকে ভালোবাসি। প্রতিউত্তরে সেই ব্যক্তি বললেন:

যাঁর জন্য আপনি আমাকে ভালোবেসেছেন, তিনি আপনাকে ভালোবাসুন। (আবু দাউদ এটি সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসগুলোর সবই ভালোবাসার বর্ণনায় এবং মানুষের ভালোবাসা যে একমাত্র আল্লাহর জন্য ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত সে বিষয়ে। লেখক (রহিমাহুল্লাহ) যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন, সেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা মুমিন না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা একে অপরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদের এমন একটি কাজ বলে দেব না, যা করলে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রসার ঘটানো।"

এর মধ্যে এই দলিল রয়েছে যে, পারস্পরিক ভালোবাসা ঈমানের পূর্ণতার অংশ। আর কোনো বান্দার ঈমান ততক্ষণ পূর্ণ হয় না যতক্ষণ সে তার ভাইকে না ভালোবাসে। ভালোবাসার অন্যতম কারণ হলো মানুষের মাঝে সালামের ব্যাপক প্রসার ঘটানো, অর্থাৎ সালামকে প্রকাশ্য ও উচ্চকিত করা। যে মুমিনের সাথেই দেখা হবে তাকেই সালাম দেওয়া, চাই তাকে চেনা হোক বা না হোক। কেননা এটি মহব্বত বা ভালোবাসা সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম। এই কারণেই, আপনার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কেউ যদি আপনাকে সালাম দেয়, তবে আপনি তাকে ভালোবাসবেন; আর সে যদি বিমুখ হয়ে চলে যায়, তবে আপনি তাকে অপছন্দ করবেন, এমনকি সে যদি আপনার নিকটতম ব্যক্তিও হয়।

(ص: 266) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

فالذي يجب على الإنسان؛ أن يسعى لكل سبب يوجب المودة والمحبة بين المسلمين؛
وليس من المعقول ولا من العادة أن يتعاون الإنسان مع شخص لا يحبه، ولا يمكن

التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى إلا بالمحبة، ولهذا كانت المحبة في الله من كمال الإيمان.

وفي حديث معاذ رضي الله عنه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبه، وقوله لأنس لما قال له: إني أحب هذا الرجل. قال له ((أأعلمته)) فدل هذا على أنه منه السنة إذا أحببت شخصاً أن تقول: إني أحبك، وذلك لما في هذه الكلمة من إلقاء المحبة في قلبه؛ لأن الإنسان إذا علم أنك تحبه أحبك مع أن القلوب لها تعارف وتآلف وإن لم تنطق الألسن.

وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف)) لكن إذا قال الإنسان بلسانه؛ فإن هذا يزيده محبة في القلب فتقول: إني أحبك في الله.

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة)) يعني: في آخر كل صلاة؛ لأن دبر الشيء من الشيء كدبر الحيوان، وقد ورد هذا الحديث بلفظ واضح يدل على أن الإنسان يقولها قبل أن يسلم فيقول قبل السلام: ((اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك))

সুতরাং মানুষের জন্য আবশ্যিক হলো মুসলমানদের মধ্যে হৃদয়তা ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে এমন প্রতিটি উপায় অবলম্বনে সচেষ্ট হওয়া। এটি বিবেকপ্রসূত কিংবা স্বভাবজাত নয় যে, একজন মানুষ এমন কোনো ব্যক্তির সাথে সহযোগিতা করবে যাকে সে ভালোবাসে না। কল্যাণকর কাজে এবং পুণ্য ও তাকওয়ার পথে পারস্পরিক সহযোগিতা ভালোবাসা ব্যতীত সম্ভব নয়। এ কারণেই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা ঈমানের পূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত। মুয়াজ্জ (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন)-এর বর্ণিত হাদিসে নবী (আল্লাহর শান্তি ও আশীর্বাদ তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) তাঁকে ভালোবাসার কথা অবহিত করেছেন। তেমনি আনাস (রা.)-এর বর্ণনায় এসেছে যে, জনৈক ব্যক্তি যখন তাঁকে বলল, "আমি এই লোকটিকে ভালোবাসি," তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি তাকে তা জানিয়েছ?" এটি প্রমাণ করে যে, আপনি

যখন কাউকে ভালোবাসবেন, তখন তাকে ‘আমি তোমাকে ভালোবাসি’ বলা সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত। কেননা এই বাক্যটি অন্তরে ভালোবাসা সঞ্চার করে। মানুষ যখন জানতে পারে যে আপনি তাকে ভালোবাসেন, তখন সেও আপনাকে ভালোবাসতে শুরু করে; যদিও জিহ্বা উচ্চারণ না করলেও অন্তরের মাঝে এক প্রকার চেনা-জানা ও হৃদয়তা তৈরি হয়।

যেমনটি নবী (আল্লাহর শান্তি ও আশীর্বাদ তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) বলেছেন: "আত্মাগুলো সুসংবদ্ধ সৈন্যবাহিনীর মতো; তাদের মধ্যে যাদের পারস্পরিক পরিচয় ঘটে, তারা ঐক্যবদ্ধ হয়, আর যাদের মধ্যে অপরিচিতি থাকে, তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকে।" তবে মানুষ যখন নিজ জিহ্বায় এটি ব্যক্ত করে, তখন তা অন্তরে ভালোবাসা আরও বৃদ্ধি করে। তাই আপনি বলবেন: "আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমাকে ভালোবাসি।"

আর নবী (আল্লাহর শান্তি ও আশীর্বাদ তাঁর ওপর বর্ষিত হোক)-এর এই বাণী— "প্রত্যেক সালাতের শেষে এ কথা বলতে ছেড়ে দিয়ো না"—এর অর্থ হলো সালাতের শেষ অংশে; কারণ কোনো বস্তুর পশ্চাৎভাগ সেই বস্তুরই অংশ, যেমন প্রাণীর পশ্চাৎভাগ তার শরীরেরই অংশ। এই হাদিসটি এমন সুস্পষ্ট শব্দে বর্ণিত হয়েছে যা নির্দেশ করে যে, মানুষ এটি সালাম ফেরানোর পূর্বেই বলবে। সুতরাং সালাম দেওয়ার আগে বলবে: "হে আল্লাহ! আপনার জিকির, আপনার শুকরিয়া এবং আপনার সুন্দর ইবাদত পালনে আমাকে সাহায্য করুন।"

(ص: 267) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

47. باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها

قال تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [آل عمران: 31] ، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى

الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [المائدة: 54] .

386/1 . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً، فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، كنت سبعة الذي يسبح به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني، أعطيته، ولئن استعاذني، لأعيذنه)) رواه البخاري.

معنى ((آذنته)): أعلمته بأني محارب له. وقوله ((استعاذني)) روي بالباء وروي بالنون.

387/2 . وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا أحب الله تعالى العبد، نادى جبريل، إن الله تعالى يحب فلاناً، فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض)) متفق

৪৭- অনুচ্ছেদ: বান্দার প্রতি মহান আল্লাহর ভালোবাসার নিদর্শনসমূহ এবং সেই গুণাবলি অর্জনে উৎসাহিতকরণ ও তা লাভে সচেষ্ট হওয়া।

মহান আল্লাহ বলেন: “(হে নবী!) আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমার অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।” [আল-ইমরান: ৩১], এবং মহান আল্লাহ আরও বলেন: “হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজ ধর্ম থেকে ফিরে যায় (মুরতাদ হয়), তবে শীঘ্রই আল্লাহ এমন এক জাতি নিয়ে আসবেন যাদের তিনি ভালোবাসেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসে। তারা মুমিনদের প্রতি নম্র এবং কাফিরদের প্রতি

কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ।” [আল-মায়িদাহ: ৫৪]।

১/৩৮৬- আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা বলেছেন: যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর (প্রিয় বান্দার) সাথে শত্রুতা করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। আমার বান্দার করা কাজগুলোর মধ্যে যা আমি তার ওপর ফরয করেছি তা ব্যতীত অন্য কোনো প্রিয়তর আমল দ্বারা সে আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে না। আর বান্দা সর্বদা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে, যতক্ষণ না আমি তাকে ভালোবাসি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে, তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে এবং তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে চলে। সে যদি আমার কাছে কিছু চায় তবে অবশ্যই আমি তাকে তা দান করি, আর সে যদি আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দান করি।” (বুখারী বর্ণনা করেছেন)।

‘আযান্তহু’ (آذنته) শব্দের অর্থ: আমি তাকে জানিয়ে দিলাম যে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি। আর ‘ইসতাআযানী’ (استعاذني) শব্দটি ‘নুন’ এবং ‘বা’ উভয় বর্ণ যোগেই বর্ণিত হয়েছে।

২/৩৮৭- উক্ত বর্ণনাকারী হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “যখন আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন জিবরীলকে ডেকে বলেন: ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুককে ভালোবাসেন, সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাসো’। তখন জিবরীল তাকে ভালোবাসতে শুরু করেন। অতঃপর জিবরীল আসমানবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে: ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, সুতরাং তোমরাও তাকে ভালোবাসো’। তখন আসমানবাসীরা তাকে ভালোবাসতে থাকে। এরপর জমিনে তার জন্য গ্রহণযোগ্যতা (ও জনপ্রিয়তা) দান করা হয়।” (বুখারী ও মুসলিম)

عليه.

وفي رواية لمسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تعالى إذا أحب عبداً دعا جبريل، فقال: إني أحب فلاناً فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلاناً فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض عبداً دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلاناً، فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في السماء)).

388/3 - وعن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث رجلاً على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، فيختم بـ ((قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)) فلما رجعوا،ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟)) فسألوه، فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أخبروه أن الله تعالى يحبه)) متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: باب علامات حب الله تعالى للعبد، يعني علامة أن الله تعالى يحب العبد؛ لأن لكل شيء علامة، ومحبة الله

তাঁর ওপর।

সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে: রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন জিবরাঈলকে ডাকেন এবং বলেন: 'আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসি, সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাসো।'

তখন জিবরাঈল তাকে ভালোবাসেন। অতঃপর তিনি আসমানে এই ঘোষণা দেন যে: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, সুতরাং তোমরাও তাকে ভালোবাসো।' তখন আসমানবাসীরা তাকে ভালোবাসতে থাকে। অতঃপর জমিনে তার জন্য কবুলিয়াত (গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা) স্থাপন করা হয়। আর যখন তিনি কোনো বান্দাকে ঘৃণা করেন, তখন জিবরাঈলকে ডাকেন এবং বলেন: 'আমি অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করি, সুতরাং তুমিও তাকে ঘৃণা করো।' তখন জিবরাঈল তাকে ঘৃণা করেন। অতঃপর তিনি আসমানবাসীদের মাঝে ঘোষণা করেন যে: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন, সুতরাং তোমরাও তাকে ঘৃণা করো।' তখন আসমানবাসীরা তাকে ঘৃণা করতে থাকে এবং এরপর জমিনেও তার জন্য ঘৃণা ও বিদ্বেষ স্থাপন করা হয়।"

৩৮৮/৩ — আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে একটি ছোট যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ করলেন। তিনি তাঁর সাথীদের সালাত পড়ানোর সময় কিরাআতের শেষে 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' (সূরা ইখলাস) পাঠ করতেন। যখন তারা ফিরে আসলেন, তখন তারা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট বিষয়টি উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন: "তাকে জিজ্ঞাসা করো, সে কেন এমনটি করেছে?" তারা তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: "কেননা এটি পরম করুণাময় আল্লাহর গুণাবলির বর্ণনা, তাই আমি এটি পাঠ করতে ভালোবাসি।" তখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "তাকে সংবাদ দাও যে, মহান আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন।" (বুখারি ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রাহিমাহুল্লাহু তাআলা) বলেন: বান্দার প্রতি মহান আল্লাহর ভালোবাসার নিদর্শনসমূহ বিষয়ক অধ্যায়। অর্থাৎ, মহান আল্লাহ যে বান্দাকে ভালোবাসেন তার লক্ষণসমূহ; কারণ প্রতিটি বিষয়েরই কিছু নিদর্শন থাকে। আর আল্লাহর ভালোবাসা...

للعبد لها علامة؛ منها كون الإنسان متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كلما كان الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتبع؛ كان لله أطوع، وكان أحب إلى الله تعالى.

واستشهد المؤلف رحمه الله لذلك بقوله تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ) [آل عمران: 31]. يعني إن كنتم صادقين في أنكم تحبون الله فأروني علامة ذلك: اتبعوني يحببكم الله.

وهذه الآية تسمى عند السلف آية الامتحان، يمتحن بها من ادعى محبة الله فينظر إذا كان يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فهذا دليل على صدق دعواه. وإذا أحب الله؛ أحبه الله عز وجل، ولهذا قال: (فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ) وهذه ثمرة جليلة؛ أن الله تعالى يحبك؛ لأن الله تعالى إذا أحبك؛ نلت بذلك سعادة الدنيا والآخرة.

ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب)) من عادى لي ولياً: يعني صار عدواً لولي من أوليائي، فإنني أعلن عليه الحرب، يكون حرباً لله. الذي يكون عدواً لأحد من أولياء الله فهو حرب لله والعياذ بالله مثل أكل الربا (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) [البقرة: 279].

ولكن من هو ولي الله؟ ولي الله سبحانه وتعالى في قوله: (أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ) [يونس: 62، 63]. هؤلاء هم أولياء الله، فمن كان مؤمناً تقياً؛ كان لله ولياً، هذه هي

বান্দার জন্য এর একটি নিদর্শন রয়েছে; তার মধ্যে একটি হলো মানুষের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করা। কেননা মানুষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর যত বেশি অনুসারী হবে, সে আল্লাহর তত বেশি অনুগত হবে এবং আল্লাহ তাআলার নিকট অধিক প্রিয় হবে।

লেখক (রহিমাল্লাহ) এর সপক্ষে আল্লাহ তাআলার বাণী থেকে দলীল পেশ করেছেন: "বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন" [আল-ইমরান: ৩১]। অর্থাৎ, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসার দাবিতে সত্যবাদী হও, তবে আমাকে এর নিদর্শন দেখাও: আমার অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।

সালাফদের নিকট এই আয়াতটি 'পরীক্ষার আয়াত' নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে আল্লাহকে ভালোবাসার দাবিদার ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা হয়; সুতরাং দেখা হয় সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করে কি না; যদি করে, তবে এটি তার দাবির সত্যতার প্রমাণ।

আর সে যখন আল্লাহকে ভালোবাসবে, তখন মহান আল্লাহও তাকে ভালোবাসবেন। একারণেই তিনি বলেছেন: "তবে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন"। এটি একটি মহান প্রতিদান যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে ভালোবাসবেন; কেননা আল্লাহ তাআলা যখন আপনাকে ভালোবাসবেন, তখন আপনি এর মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য অর্জন করবেন।

এরপর লেখক আবু হুরায়রা (রাডিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি আমার কোনো অলীর সাথে শত্রুতা করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিই।" যে ব্যক্তি আমার কোনো অলীর সাথে শত্রুতা করে: অর্থাৎ সে আমার বন্ধুদের মধ্য থেকে কারো শত্রু হয়, তবে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিই, সে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধুদের কারো সাথে শত্রুতা করে, সে মূলত আল্লাহর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই—যেমনটি সুদখোরের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে: "অতঃপর তোমরা যদি তা না করো, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও" [আল-বাকারা: ২৭৯]।

কিন্তু আল্লাহর অলী কে? মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলার অলী সম্পর্কে তিনি ইরশাদ করেছেন: "জেনে রেখো, আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করত" [ইউনুস: ৬২, ৬৩]।

তরাই হলেন আল্লাহর অলী। সুতরাং যে ব্যক্তি মুমিন ও মুত্তাকী হবে, সে আল্লাহর অলী হিসেবে গণ্য হবে। এটিই হলো

(ص: 270) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الولاية، وليست الولاية أن يخشوشن الإنسان في لباسه، أو أن يترهبين أمام الناس، أو أن يطيل كبه أو أن يخنع رأسه؛ بل الولاية الإيمان والتقوى (الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ) فمن عادى هؤلاء فإنه حرب لله والعياذ بالله.

ثم قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ((وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضه عليه)) يعني أحب ما يحب الله الفرائض. فالظهر أحب إلى الله من راتبة الظهر، والمغرب أحب إلى الله من راتبة المغرب، والعشاء أحب إلى الله من راتبة العشاء، والفجر أحب إلى الله من راتبة الفجر، والصلاة المفروضة أحب إلى الله من قيام الليل، كل الفرائض أحب إلى الله من النوافل، والزكاة أحب إلى الله من الصدقة، وحج الفريضة أحب إلى الله من حج التطوع، كل ما كان أوجب فهو أحب إلى الله عز وجل.

((وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه)) وفي هذا إشارة إلى أن من أسباب محبة الله أن تكثر من النوافل ومن التطوع؛ نوافل الصلاة، نوافل الصدقة، نوافل الصوم، نوافل الحج، وغير ذلك من النوافل.

فلا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه الله، فإذا أحبه الله كان سبعة
الذي يسع به، وبصره الذي يبصره به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي
بها، ولئن سأله ليعطينه، ولئن استعاذه ليعيذنه.
((كنت سبعة)) يعني: أنني أسدده في سبعة، فلا يسع إلا ما يرضي الله، ((وبصره))
أسدده في بصره فلا يبصر إلا ما يحب الله ((ويده التي يبطش بها)) فلا يعمل بيده
إلا ما يرضي الله ((ورجله التي يمشي بها)) فلا

বেলায়েত বা আল্লাহর বন্ধুত্ব; আর বেলায়েত কেবল পোশাকে রক্ষতা অবলম্বন করা, মানুষের
সামনে বৈরাগ্য প্রদর্শন করা, জামার আঙ্গিন দীর্ঘ করা কিংবা মস্তক অবনত করে রাখার নাম
নয়। বরং বেলায়েত হলো ঈমান ও তাকওয়া (যারা ঈমান এনেছে এবং যারা তাকওয়া
অবলম্বন করত)। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁদের সাথে শত্রুতা করবে, সে যেন আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধে
লিপ্ত হলো, আল্লাহ আমাদের এ থেকে রক্ষা করুন।

অতঃপর মহান আল্লাহ হাদিসে কুদসিতে বলেছেন: “আমার বান্দা আমার নিকট অধিক প্রিয়
এমন কোনো বিষয়ের মাধ্যমে নৈকট্য লাভ করতে পারে না, যা আমি তার ওপর ফরজ
করেছি।” অর্থাৎ আল্লাহ যা যা পছন্দ করেন তার মধ্যে ফরজ ইবাদতগুলো তাঁর নিকট সবচেয়ে
বেশি প্রিয়। তাই জোহরের ফরজ নামাজ জোহরের সুন্নতের চেয়ে আল্লাহর নিকট বেশি প্রিয়,
মাগরিবের ফরজ মাগরিবের সুন্নতের চেয়ে আল্লাহর নিকট বেশি প্রিয়, এশার ফরজ এশার
সুন্নতের চেয়ে আল্লাহর নিকট বেশি প্রিয় এবং ফজরের ফরজ ফজরের সুন্নতের চেয়ে আল্লাহর
নিকট বেশি প্রিয়। ফরজ নামাজ রাতের নফল নামাজের চেয়ে আল্লাহর নিকট বেশি প্রিয়।

সকল প্রকার ফরজ আমল নফল আমলের চেয়ে আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। জাকাত সাধারণ
সদকার চেয়ে আল্লাহর নিকট বেশি প্রিয় এবং ফরজ হজ নফল হজের চেয়ে আল্লাহর নিকট
বেশি প্রিয়। যা কিছু অধিক আবশ্যিক, তা-ই মহান আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়।

“আমার বান্দা আমার নিকট অধিক প্রিয় এমন কোনো বিষয়ের মাধ্যমে নৈকট্য লাভ করতে
পারে না, যা আমি তার ওপর ফরজ করেছি। আর আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদতের মাধ্যমে
আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে, যতক্ষণ না আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি।” এতে এই
ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার অন্যতম কারণ হলো অধিক পরিমাণে নফল ও

ঐচ্ছিক ইবাদত করা; যেমন নফল নামাজ, নফল সদকা, নফল রোজা, নফল হজ এবং এজাতীয় অন্যান্য নফল আমল।

বান্দা এভাবেই নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে থাকে যতক্ষণ না আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। আর আল্লাহ যখন তাকে ভালোবাসেন, তখন তিনি তার কান হয়ে যান যা দিয়ে সে শ্রবণ করে, তার চোখ হয়ে যান যা দিয়ে সে দেখে, তার হাত হয়ে যান যা দিয়ে সে পাকড়াও করে এবং তার পা হয়ে যান যা দিয়ে সে চলাফেরা করে। সে যদি তাঁর নিকট কিছু চায়, তবে তিনি অবশ্যই তাকে তা দান করেন; আর যদি সে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তিনি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দান করেন।

“আমি তার কান হয়ে যাই” অর্থাৎ: আমি তার শ্রবণের ক্ষেত্রে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করি, ফলে সে আল্লাহ যা পছন্দ করেন তা ছাড়া আর কিছু শোনে না। “তার চোখ হয়ে যাই” অর্থাৎ আমি তার দৃষ্টির ক্ষেত্রে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করি, ফলে আল্লাহ যা পছন্দ করেন তা ছাড়া আর কিছু সে দেখে না। “তার হাত হয়ে যায় যা দিয়ে সে পাকড়াও করে” অর্থাৎ সে তার হাত দিয়ে তা-ই করে যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। “তার পা হয়ে যায় যা দিয়ে সে চলাফেরা করে” ফলে সে...

(ص: 271) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

يمشي برجله إلا لما يرضي الله عز وجل، فيكون مسدداً في أقواله وفي أفعاله. ((ولئن سألتني لأعطينه)) هذه من ثمرات النوافل ومحبة الله عز وجل؛ أنه إذا سأل الله أعطاه، ((ولئن استعاذني)) يعني استجار بي مما يخاف من شره ((لأعيزنه)) فهذه من علامة محبة الله؛ أن يسدد الإنسان في أقواله وأفعاله، فإذا سدد دل ذلك على أن الله يحبه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً) (يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) [الأحزاب: 70، 71].

وذكر أيضاً أحاديث أخرى في بيان محبة الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى إذا أحب شخصاً نادى جبريل، وجبريل أشرف الملائكة، كما أن محمداً صلى الله عليه وسلم أشرف البشر. ((نادى جبريل إني أحب فلاناً فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض)) فيحبه أهل الأرض.

وإذا أبغض الله أحداً - والعياذ بالله - نادى جبريل: إني أبغض فلاناً فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً فأبغضه، فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغضاء في الأرض، والعياذ بالله؛ فيبغضه أهل الأرض وهذا أيضاً من علامات محبة الله، أن يوضع للإنسان القبول في الأرض، بأن يكون مقبولاً لدى الناس، محبوباً إليهم، فإن هذا من علامات محبة الله تعالى للعبد. نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين من أحبائه وأوليائه.

সে তার পা দিয়ে কেবল সেদিকেই চলে যা আল্লাহ মহান ও মহিমাম্বিতকে সন্তুষ্ট করে; ফলে সে তার কথায় ও কাজে সঠিক দিশাপ্রাপ্ত হয়।

“এবং সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, আমি অবশ্যই তাকে তা প্রদান করি” — এটি নফল ইবাদতের এবং আল্লাহ মহান ও মহিমাম্বিতের ভালোবাসার অন্যতম ফল; অর্থাৎ বান্দা আল্লাহর কাছে চাইলে তিনি তাকে দান করেন। “এবং যদি সে আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে” অর্থাৎ সে যা কিছুই অনিষ্ট থেকে ভয় পায় তা থেকে যদি আমার কাছে আশ্রয় চায়, “তবে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দান করি।” সুতরাং এটি আল্লাহর ভালোবাসার একটি নিদর্শন যে, মানুষের কথা ও কাজ সঠিক ও যথাযথ হবে। যখন সে সঠিক দিশা পায়, তখন তা প্রমাণ করে যে আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। (হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক ও সত্য কথা বলো। তিনি তোমাদের আমলসমূহ সংশোধন করে দেবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন) [আল-আহজাব: ৭০, ৭১]।

তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার ভালোবাসা বর্ণনায় আরও কিছু হাদিস উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ তা‘আলা যখন কোনো ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, তখন তিনি জিবরাইলকে আহ্বান করেন। আর জিবরাইল হলেন ফেরেশতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যেমন মুহাম্মদ (সা.) হলেন মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। “(আল্লাহ) জিবরাইলকে ডেকে বলেন: আমি অমুককে ভালোবাসি, তাই তুমিও তাকে ভালোবাসো। ফলে জিবরাইল তাকে ভালোবাসেন। অতঃপর তিনি আসমানবাসীদের মাঝে ঘোষণা করে দেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুককে ভালোবাসেন, সুতরাং তোমরাও তাকে ভালোবাসো। তখন আসমানবাসীরা তাকে ভালোবাসতে শুরু করে। এরপর জমিনে তার জন্য গ্রহণযোগ্যতা স্থাপন করা হয়।” ফলে জমিনের অধিবাসীরা তাকে ভালোবাসে।

আর আল্লাহ যখন কাউকে ঘৃণা করেন—আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—তখন তিনি জিবরাইলকে ডেকে বলেন: আমি অমুককে ঘৃণা করি, সুতরাং তুমিও তাকে ঘৃণা করো। তখন জিবরাইল তাকে ঘৃণা করেন। এরপর তিনি আসমানবাসীদের মাঝে ঘোষণা দেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুককে ঘৃণা করেন, সুতরাং তোমরাও তাকে ঘৃণা করো। ফলে আসমানবাসীরা তাকে ঘৃণা করতে থাকে। এরপর জমিনে তার জন্য বিদ্বেষ বা ঘৃণা ছড়িয়ে দেওয়া হয়—আল্লাহর কাছে আমরা এ থেকে আশ্রয় চাই—ফলে জমিনের অধিবাসীরা তাকে ঘৃণা করে। এটিও আল্লাহর ভালোবাসার অন্যতম নিদর্শন যে, মানুষের জন্য জমিনে গ্রহণযোগ্যতা দান করা হয়; অর্থাৎ সে মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য ও প্রিয়পাত্র হয়। নিশ্চয়ই এটি বান্দার প্রতি আল্লাহ তা‘আলার ভালোবাসার অন্যতম লক্ষণ। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এবং সকল মুসলিমকে তাঁর প্রিয়ভাজন ও বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

(ص: 272) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَبَلُوا
بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا) [الأحزاب: 58]

وقال تعالى: (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ) [الضحى: 9، 10] .

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ، فكثيرة منها:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: ((من عادى لي ولياً فقد آذنته
بالحرب)).

ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في ((باب ملاطفة اليتيم))

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم، لقد أغضبت ربك)).

389/1 - وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: ((من صلى صلاة الصبح، فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء،

فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم)) رواه

مسلم.

৪৮ - সৎকর্মপরায়ণ, দুর্বল ও অভাবী ব্যক্তিদের কষ্ট প্রদান থেকে সতর্কীকরণ পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তাআলা বলেন: (আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে তাদের কৃত কোনো
অপরাধ ছাড়াই কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে)

[আল-আহযাব: ৫৮]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: (সুতরাং আপনি এতিমের প্রতি কঠোর হবেন না। আর
সাহায্যপ্রার্থীকে ধমক দেবেন না) [আয-যুহা: ৯, ১০]।

এ বিষয়ে হাদিস অনেক, তন্মধ্যে কিছু হলো:

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস: ((যে ব্যক্তি আমার কোনো
অলীর (প্রিয় বান্দার) সাথে শত্রুতা করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম))।

এবং ইতিপূর্বে ‘এতিমের প্রতি সদয় আচরণ’ পরিচ্ছেদে বর্ণিত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদিস, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন: ((হে আবু বকর! তুমি যদি তাদেরকে রাগান্বিত করে থাকো, তবে তুমি অবশ্যই তোমার প্রতিপালককে রাগান্বিত করেছ))।

১/৩৮৯ - জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করল, সে আল্লাহর জিম্মায় (নিরাপত্তায়) চলে গেল। সুতরাং আল্লাহ যেন তাঁর জিম্মার কোনো হক নষ্ট করার কারণে তোমাদের তলব না করেন; কারণ আল্লাহ যাকে তাঁর জিম্মার কোনো বিষয়ের জন্য পাকড়াও করবেন, তাকে তিনি অবশ্যই ধরে ফেলবেন, অতঃপর তাকে উপড় করে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন))। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

(ص: 273) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

[الشَّرْحُ]

قَالَ الْمُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِأَبِ التَّحْذِيرِ مِنْ إِيْذَاءِ الصَّالِحِينَ وَالضَّعْفَةِ وَالْمَسَاكِينِ وَنَحْوِهِمْ، ثُمَّ سَأَلَ الْمُؤَلِّفُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا) [الأحزاب: 58] .

والأذية: هي أن تحاول أن تؤذي الشخص بما يتألم منه قلبياً، أو بما يتألم منه بدنياً؛ سواء كان ذلك بالسب، أو بالشتيم، أو باختلاق الأشياء عليه، أو بمحاولة حسده، أو غير ذلك من الأشياء التي يتأذى بها المسلم. وهذا كله حرام؛ لأن الله سبحانه وتعالى بين أن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً.

وفهم من الآية الكريمة أنه إذا آذى المؤمنین بما اكتسبوا فإنه ليس عليه شيء مثل إقامة الحد على المجرم، وتغريم الظالم، وما أشبه ذلك، فهذا وإن كان فيه أذية، لكنها بكسبه، فقد قال الله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) [النور: 2].

ولا حرج من أن يؤذي الإنسان شخصاً بسبب كسبه هو وجنأيته على نفسه، فإن ذلك لا يؤثر عليه شيئاً.

ثم أشار المؤلف إلى أحاديث تدل على التحذير من أذية المؤمنین، ومنها ما سبق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله قال: ((من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب)) فالذي يعادي أحداً من أولياء الله؛ فإن الله تعالى

[ব্যাখ্যা]

লেখক—আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করণ—বলেন, নেককার, দুর্বল, অভাবী এবং তাদের মতো অন্যদের কষ্ট দেওয়ার বিরুদ্ধে সতর্কীকরণ অধ্যায়। এরপর লেখক আল্লাহ তাআলার এই বাণী উল্লেখ করেছেন: “আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের তাদের কোনো অপরাধ ছাড়াই কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই অপবাদ এবং স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করল।” [সূরা আল-আহযাব: ৫৮]।

কষ্ট দেওয়া বলতে বোঝায়: কোনো ব্যক্তিকে এমন কিছু দিয়ে পীড়া দেওয়ার চেষ্টা করা যার কারণে সে মানসিকভাবে অথবা শারীরিকভাবে কষ্ট পায়; চাই তা গালিগালাজ, মন্দ বাক্য বলা, তার বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করা, তার প্রতি হিংসা পোষণ করা অথবা অন্য যেকোনো বিষয়ের মাধ্যমে হোক যা একজন মুসলিমকে কষ্ট দেয়।

আর এ সবই হারাম; কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বর্ণনা করেছেন যে, যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের তাদের কোনো অপরাধ ছাড়াই কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই অপবাদ এবং স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করল।

এই সম্মানিত আয়াত থেকে এটি অনুধাবন করা যায় যে, যদি মুমিনদের তাদের কৃতকর্মের কারণে কষ্ট দেওয়া হয়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই; যেমন অপরাধীর ওপর দণ্ডবিধি কার্যকর করা, যালিমকে জরিমানা করা এবং অনুরূপ বিষয়াদি। এগুলো যদিও কষ্টদায়ক, তবে তা তাদের কৃতকর্মের ফলেই। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন: “ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী—তাদের প্রত্যেককে একশ কশাঘাত করো। আল্লাহর বিধান পালনের ক্ষেত্রে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে কোনো দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখো।” [সূরা আন-নূর: ২]।

কোনো ব্যক্তিকে তার নিজের কৃতকর্ম বা অপরাধের কারণে কষ্ট দেওয়াতে কোনো দোষ নেই, কেননা এটি তার ওপর (অন্যায় হিসেবে) কোনো প্রভাব ফেলে না।

এরপর লেখক এমন কিছু হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যা মুমিনদের কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে। এর মধ্যে রয়েছে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত সেই হাদীসটি যাতে আল্লাহ বলেছেন: “যে ব্যক্তি আমার কোনো অলীর (বন্ধুর) সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম।” সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর কোনো অলীর সাথে শত্রুতা করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা...

(ص: 274) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

يعلن عليه الحرب، ومن كان حرباً لله تعالى؛ فهو خاسر.
قال أهل العلم: وأنواع الأذى كثيرة، منها أن يؤذي جاره، ومنها أن يؤذي صاحبه،
ومنها أن يؤذي من كان معه في عمل من الأعمال - وإن لم يكن بينهم صداقة -
بالمضايقة وما أشبه ذلك، وكل هذا حرام والواجب على المسلم الحذر منه.

তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়; আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, সে ক্ষতিগ্রস্ত।

আলেমগণ বলেছেন: কষ্ট প্রদানের নানাবিধ প্রকার রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে নিজের প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া, সঙ্গীকে কষ্ট দেওয়া এবং কর্মক্ষেত্রে নিজের সাথে কর্মরত ব্যক্তিকে—তাদের মাঝে বন্ধুত্ব না থাকলেও—উত্যক্ত করা বা অনুরূপ কোনো উপায়ে কষ্ট দেওয়া। এগুলোর সবই হারাম এবং একজন মুসলিমের জন্য এসব থেকে সতর্ক থাকা অপরিহার্য।

(ص: 275) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

49. بَابُ إِجْرَاءِ أَحْكَامِ النَّاسِ عَلَى الظَّاهِرِ وَسِرَائِرِهِمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) [التوبة: 5] .
390/1 . وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصيوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى)) متفق عليه.

391/3 . وعن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله؛ حرم ماله ودمه، وحسابه على الله تعالى)) رواه مسلم.
392/3 . وعن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه، قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرايت إن لقيت رجلاً من الكفار، فأقتتلنا، فضرب إحدى يدي

بألسيف، فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة، فقال ((أسلمت لله)) أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال ((لا تقتله)).

৪৯. পরিচ্ছেদ: মানুষের প্রকাশ্য অবস্থার ওপর ভিত্তি করে বিধান প্রয়োগ করা এবং তাদের গোপন বিষয়াবলি আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করা

মহান আল্লাহ বলেন: "অতএব যদি তারা তওবা করে, নামাজ কায়েম করে এবং জাকাত প্রদান করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও।" [সূরা আত-তাওবা: ৫] .

১/৩৯০. ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল, এবং নামাজ কায়েম করে ও জাকাত প্রদান করে। তারা যখন এসব কাজ করবে, তখন তারা আমার পক্ষ থেকে তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা লাভ করবে; তবে ইসলামের কোনো হকের কারণ থাকলে ভিন্ন কথা। আর তাদের অন্তরের হিসাবের ভার মহান আল্লাহর ওপর ন্যস্ত।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

৩/৩৯১. আবু আবদুল্লাহ তারিক বিন আশইয়াম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই বলে ঘোষণা দিল এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদের ইবাদত করা হয় তাদের অস্বীকার করল, তার সম্পদ ও রক্ত রক্ষা পেল (হারাম হলো)। আর তার হিসাবের ভার মহান আল্লাহর ওপর ন্যস্ত।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

৩/৩৯২. আবু মাবাদ মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বললাম: "আপনি কি মনে করেন, যদি আমি কোনো কাফের ব্যক্তির সম্মুখীন হই এবং আমরা যুদ্ধে লিপ্ত হই, অতঃপর সে তলোয়ারের আঘাতে আমার একটি হাত কেটে ফেলে এবং এরপর একটি গাছের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে বলে: 'আমি আল্লাহর আনুগত্য কবুল করলাম (ইসলাম গ্রহণ করলাম)', তবে কি হে আল্লাহর রাসুল, এই কথা বলার পর আমি তাকে হত্যা করতে পারি?" তিনি বললেন: "তুমি তাকে হত্যা করো না।"

فقلت: يا رسول الله قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعد ما قطعها؟ !
فقال: ((لا تقتله، فإن قتلته، فإنه بمنزلك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلة قبل أن
يقول كلمته التي قال)) متفق عليه.
ومعنى ((أنه بمنزلك)) أي: معصوم الدم محكوم بإسلامه، ومعنى ((أنك بمنزلة))
أي: مباح الدم بالقصاص لورثته، لا أنه بمنزلة في الكفر، والله أعلم.

393/4 . وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصباحنا القوم على ميأهم، ولحقت أنا ورجل من
الأنصار رجلاً منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، وطعنته
برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا المدينة، بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي:
((يا أسامة، أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم
أكن أسلمت قبل ذلك اليوم) متفق عليه.

وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟!))
قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفاً من السلاح، قال: ((أفلا شققت عن قلبه حتى
تعلم أقالها أم لا؟!)) فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ.
((الحرقة)) بضم الحاء المهملة وفتح الراء: بطن من جهينة القبيلة المعروف،
وقوله: ((متعوذاً)): أي معتصماً بها من القتل لا معتقداً لها.

অতঃপর আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! সে কি আমার একটি হাত কেটে ফেলার পর এ
কথা বলেছে?!

তিনি বললেন: ((তাকে হত্যা করো না। কেননা তুমি যদি তাকে হত্যা করো, তবে সে তোমার সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে যা তোমার তাকে হত্যা করার আগে ছিল, আর তুমি তার সেই অবস্থানে পৌঁছে যাবে যা সে তার এই বাক্য উচ্চারণের আগে ছিল)) মুত্তাফাকুন আলাইহি। "সে তোমার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত" এর অর্থ হলো: সে রক্ত সংরক্ষিত হওয়ার অধিকারী এবং তাকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হবে। আর "তুমি তার অবস্থানে" এর অর্থ হলো: তার উত্তরাধিকারীদের পক্ষ হতে কিসাস বা প্রতিশোধের দাবিতে তোমার রক্ত বৈধ হয়ে যাবে; এর অর্থ এই নয় যে, সে কুফরির ক্ষেত্রে তোমার সমপর্যায়ের হবে। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

৪/৩৯৩ — উসামা ইবনে যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের জুহায়না গোত্রের 'আল-হুরাকাহ' নামক স্থানে প্রেরণ করেন। আমরা ভোরবেলায় তাদের জলাশয়ের পাড়ে পৌঁছে আক্রমণ করলাম। আমি এবং একজন আনসারী সাহাবী তাদের এক ব্যক্তির পিছু নিলাম। যখন আমরা তাকে ঘিরে ফেললাম, তখন সে বলল: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই)। এ কথা শুনে আনসারী ব্যক্তিটি তার থেকে হাত গুটিয়ে নিলেন, কিন্তু আমি তাকে আমার বর্শা দিয়ে আঘাত করলাম এবং তাকে হত্যা করে ফেললাম। যখন আমরা মদিনায় ফিরলাম, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছাল। তিনি আমাকে বললেন: ((হে উসামা! তুমি কি তাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরেও হত্যা করলে?)) তিনি এ কথাটি বারবার বলতে থাকলেন, এমনকি আমার মনে আকাজ্জা জাগল যে, যদি আমি আজকের দিনের আগে ইসলাম গ্রহণ না করতাম! (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

অন্য এক বর্ণনায় আছে: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: ((সে কি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে আর তুমি তাকে হত্যা করেছ?!)) আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! সে তো কেবল অস্ত্রের ভয়ে এ কথা বলেছে। তিনি বললেন: ((তুমি কি তার হৃদয় চিরে দেখেছিলে যাতে তুমি নিশ্চিত হতে পারতে যে সে তা (অন্তর থেকে) বলেছে কি না?!)) তিনি এ কথাটি বারবার বলতে থাকলেন, এমনকি আমি আকাজ্জা করতে লাগলাম যে আমি যদি আজই ইসলাম গ্রহণ করতাম।

'আল-হুরাকাহ' (হা বর্ণে পেশ এবং রা বর্ণে জবর সহকারে): এটি সুপ্রসিদ্ধ জুহায়না গোত্রের একটি শাখা। আর বর্ণনাকারীর উক্তি 'মুতাআওয়িয়ান' (আশ্রয়প্রার্থী হয়ে) এর অর্থ হলো: সে হত্যার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য এ বাক্যটি ব্যবহার করেছে, বিশ্বাসের কারণে নয়।

[الشُّرُحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: باب حمل الناس على ظواهرهم، وأن يكل الإنسان سرائرهم إلى الله عز وجل.

أولاً: اعلم أن العبرة في الدنيا بما في الظواهر؛ اللسان والجوارح، وأن العبرة في الآخرة بما في السرائر بالقلب.

فالإنسان يوم القيامة يحاسب على ما في قلبه، وفي الدنيا على ما في لسانه وجوارحه، قال الله تبارك وتعالى: (إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ) [الطارق: 8، 9]، تختبر السرائر والقلوب. وقال تعالى: (أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ) [العاديات: 9، 11].

فاحرص يا أخي على طهارة قلبك قبل طهارة جوارحك. كم من إنسان يصلي، ويصوم، ويتصدق، ويحج، لكن قلبه فاسد.

وهاهم الخوارج حدث عنهم النبي عليه الصلاة والسلام؛ أنهم يصلون، ويصومون، ويتصدقون، ويقرءون القرآن، ويقومون الليل، ويبكون، ويتعبدون، ويحقر الصحابي صلاته عند صلاتهم، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((لا يجاوز إيمانهم حناجرهم)) لا يدخل الإيمان قلوبهم.

[ব্যাখ্যা]

লেখক —আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন— বলেছেন: মানুষের বাহ্যিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে তাদের সাথে আচরণ করা এবং তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলি মহান আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।

প্রথমত: জেনে রাখুন যে, দুনিয়াতে বিচারের মাপকাঠি হলো বাহ্যিক বিষয়সমূহ; অর্থাৎ জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আর আখিরাতে বিচারের মাপকাঠি হবে অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহ অর্থাৎ অন্তরের অবস্থা।

সুতরাং কিয়ামতের দিন মানুষকে তার অন্তরের অবস্থার জন্য জবাবদিহি করতে হবে, আর দুনিয়াতে তার জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্মের ওপর ভিত্তি করে বিচার করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয়ই তিনি তাকে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম, যেদিন গোপন বিষয়সমূহ পরীক্ষা করা হবে।" [আত-তারিক: ৮-৯]। অর্থাৎ সেদিন মানুষের গোপন রহস্য ও অন্তরসমূহ পরীক্ষা করা হবে। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "সে কি জানে না, যখন কবরের ভেতরের সব কিছু বের করে আনা হবে এবং অন্তরের সব কিছু প্রকাশ করা হবে? নিশ্চয়ই তাদের পালনকর্তা সেদিন তাদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত।" [আল-আদিয়াত: ৯-১১]।

হে আমার ভাই! তাই আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পবিত্রতার আগে আপনার অন্তরের পবিত্রতার ব্যাপারে যত্নবান হোন। কত মানুষ আছে যারা সালাত আদায় করে, সিয়াম পালন করে, সদকা দেয় এবং হজ করে, অথচ তার অন্তর কলুষিত।

এই যে খারিজিরা, যাদের সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে, তারা সালাত আদায় করে, সিয়াম পালন করে, দান-সদকা করে, কুরআন তিলাওয়াত করে, কিয়ামুল লাইল করে, কান্নাকাটি করে এবং তাহাজ্জুদ পড়ে; এমনকি একজন সাহাবীও তাদের সালাতের তুলনায় নিজের সালাতকে তুচ্ছ মনে করতেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না।" অর্থাৎ ঈমান তাদের অন্তরে প্রবেশ করবে না।

(ص: 278) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

مع أنهم صالحو الظواهر، لكن ما نفعهم. فلا تغتر بصلاح جوارحك، وانظر قبل كل شيء إلى قلبك، أسأل الله أن يصلح قلبي وقلوبكم. أهم شيء هو القلب.

رفع رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قد شرب الخمر فجلده، ثم رفع إليه مرة أخرى فجلده، فسبه رجل من الصحابة، وقال: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام.

فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ((لا تلعنه؛ فإن يحب الله ورسوله)) فالقلب هو الأصل ولهذا قال الله تعالى: (أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ) [البائدة: 41].

أما في الدنيا بالنسبة لنا مع غيرنا، فالواجب إجراء الناس على ظواهرهم؛ لأننا لا نعلم الغيب، ولا نعلم ما في القلوب، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((إنما أقضي بنحو ما أسمع))

ولسنا مكلفين بأن نبحث عما في قلوب الناس، ولهذا قال الله تعالى: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [التوبة: 5]، يعني المشركين إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة؛ فخلوا سبيلهم وأمرهم إلى الله، إن الله غفور رحيم.

যদিও তারা বাহ্যিকভাবে পুণ্যবান ছিল, কিন্তু তা তাদের কোনো উপকারে আসেনি। সুতরাং আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নেক আমল দেখে প্রলুব্ধ বা ধোঁকায় পড়বেন না, বরং সবকিছুর আগে নিজের অন্তরের দিকে তাকান। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমার ও আপনাদের অন্তরসমূহ সংশোধন করে দেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অন্তর।

জনৈক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিয়ে আসা হলো যে মদ্যপান করেছিল, অতঃপর তিনি তাকে বেত্রাঘাত করলেন। পুনরায় তাকে আনা হলো এবং তিনি তাকে আবারও বেত্রাঘাত করলেন। তখন সাহাবীদের মধ্য থেকে একজন তাকে গালি দিয়ে বললেন: "আল্লাহর লানত তার ওপর বর্ষিত হোক, কতবার যে তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আনা হলো!"

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন: "তাকে লানত করো না; কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে।" সুতরাং অন্তরই হলো মূল ভিত্তি, আর

একারণেই মহান আল্লাহ বলেছেন: "এরাই তারা, যাদের অন্তরসমূহ পবিত্র করার ইচ্ছা আল্লাহ করেননি।" [আল-মায়িদাহ: ৪১]।

তবে দুনিয়াতে অন্যদের সাথে আমাদের আচরণের ক্ষেত্রে কর্তব্য হলো মানুষকে তাদের বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে বিচার করা; কারণ আমরা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখি না এবং অন্তরের খবরও জানি না। আর আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকেই তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আমি কেবল যা শুনি সে অনুযায়ীই ফয়সালা প্রদান করি।"

মানুষের অন্তরে কী আছে তা অনুসন্ধান করার দায়িত্ব আমাদের দেওয়া হয়নি। একারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "অতঃপর তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও জাকাত প্রদান করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।" [আত-তাওবাহ: ৫]। অর্থাৎ মুশরিকরা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং জাকাত প্রদান করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও এবং তাদের বিষয়টি আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।

(ص: 279) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله)). وبذلك يكون العمل بالظواهر؛ فإذا شهد إنسان أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة؛ عصم دمه وماله، وحسابه على الله؛ فليس لنا إلا الظاهر.

وكذلك أيضاً من قال لا إله إلا الله؛ حرم دمه وماله، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام.

ثم ذكر المؤلف حديثين عجيبين فيهما قصتان عجيبتان:
 الأول: حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن لقيت رجلاً
 من المشركين، فقاتلته، فضر بني بالسيف حتى قطع يدي، ثم لاذ مني بشجرة، ثم
 قال: أشهد أن لا إله إلا الله. أفأقتله؟
 قال: ((لا تقتله)) وهو مشرك قطع يد رجل مسلم، ولاذ بالشجرة، وقال: أشهد أن
 لا إله إلا الله. قال: أفأقتله؟
 قال ((لا تقتله))، فإن قتلته فأنت مثله قبل أن يقول هذه الكلمة، يعني تكون
 كافراً.

مع العلم بأنني أنا وأنتم، نظن أن هذا الرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله خوفاً من
 القتل، ومع ذلك يقول: لا تقتله، فعصم دمه وماله.
 وفي هذا الحديث أيضاً الدليل على أن ما أتلّفه الكفار من أموال

এবং নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত
 হাদিসে বলেছেন: "আমি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা
 সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আর তারা
 সালাত কায়েম করে ও জাকাত প্রদান করে। তারা যখন তা করবে, তখন তারা আমার পক্ষ
 থেকে তাদের রক্ত ও ধন-সম্পদ নিরাপদ করে নিল, আর তাদের হিসাব আল্লাহর জিম্মায়।"
 এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, আমল হবে বাহ্যিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে। সুতরাং কোনো
 ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল,
 আর সালাত কায়েম করে ও জাকাত প্রদান করে; তবে তার রক্ত ও সম্পদ সংরক্ষিত হয়ে যাবে
 এবং তার অভ্যন্তরীণ হিসাব হবে আল্লাহর কাছে। আমাদের জন্য কেবল বাহ্যিক দিকটিই
 বিবেচ্য।

অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি 'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই' বলবে, তার রক্ত ও সম্পদ হারাম
 (সুরক্ষিত) হয়ে যাবে; নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমনই বলেছেন।

অতঃপর লেখক দুটি বিস্ময়কর হাদিস উল্লেখ করেছেন যাতে দুটি চমৎকার ঘটনা রয়েছে:

প্রথমটি: মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিস, তিনি বলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি কাফিরদের কোনো ব্যক্তির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হই এবং সে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে আমার হাত কেটে ফেলে, অতঃপর সে একটি গাছের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে বলে: "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই।" এমতাবস্থায় আমি কি তাকে হত্যা করব?

তিনি (রাসুলুল্লাহ) বললেন: "তাকে হত্যা করো না।" অথচ সে ছিল একজন মুশরিক যে একজন মুসলিম ব্যক্তির হাত কেটে ফেলেছে এবং গাছের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে বলেছে: "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই।" তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন: আমি কি তাকে হত্যা করব?

তিনি বললেন: "তাকে হত্যা করো না; কারণ তুমি যদি তাকে হত্যা করো, তবে তুমি ঐ অবস্থানে চলে যাবে যে অবস্থানে সে এই কালিমা পাঠ করার পূর্বে ছিল।" অর্থাৎ তুমি তখন তার মতো হয়ে যাবে (রক্তের বিনিময়ের ক্ষেত্রে)।

এই জানা সত্ত্বেও যে, আমি এবং আপনারা মনে করি যে ঐ ব্যক্তি কেবল হত্যার ভয়েই 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে, তা সত্ত্বেও তিনি বলছেন: "তাকে হত্যা করো না।" এভাবে তার রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ হয়ে গেল।

এই হাদিসে এ কথারও দলিল রয়েছে যে, কাফিররা যে সম্পদ বিনষ্ট করে...

(ص: 280) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

المسلمين وما جنوه على المسلمين غير مضمون. يعني الكافر لو أتلّف شيئاً للمسلمين، أو قتل نفساً لا يضمن إذا أسلم، فالإسلام يمحو ما قبله.

القصة الثانية: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد في سرية إلى الحرة من جهينة، فلما وصلوا إلى القوم وغشوهم، هرب من المشركين رجل، فلحقه أسامة

ورجل من الأنصار يتبعانه يريدان قتله، فلما أدركاه قال: لا إله إلا الله، أما الأنصاري فكان أفقه من أسامة، فكف عنه، تركه لما قال لا إله إلا الله. وأما أسامة فقتله.

فلما رجعوا إلى المدينة. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة: ((أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله)) قال: نعم يا رسول الله؛ إنما قال ذلك يتعوذ من القتل، يستجير بها من القتل، قال: ((أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله)) قال: نعم قالها يتعوذ من القتل. كرر ذلك عليه، حتى قال له في رواية لمسلم: ((ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟)).

يقول أسامة رضي الله عنه: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل هذا اليوم؛ لأنه لو كان كافراً ثم أسلم عفا الله عنه، لكن الآن فعل هذا الفعل وهو مسلم، فهذا مشكل جداً على أسامة.

والرسول صلى الله عليه وسلم يكرر: ((أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله)). ((ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟)). مع العلم بأن الذي يغلب على الظن ما فهمه أسامة؛ أنه قالها متعوذاً من القتل يستجير بها من القتل، لكن مع ذلك إذا قال لا إله إلا الله انتهى الأمر ويجب الكف عنه، ويعصم بذلك دمه وماله، وإن كان قالها متعوذاً أو قالها نفاقاً، فحسابه على الله.

মুসলমানদের ওপর তারা যা কিছু অন্যায় করেছে তার জন্য কোনো দণ্ড বা জরিমানা নেই।

অর্থাৎ, কোনো কাফির যদি ইসলামের আসার আগে মুসলমানদের কোনো সম্পদ নষ্ট করে

অথবা কাউকে হত্যা করে, তবে সে ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে আর দায়ী করা হবে না। কারণ

ইসলাম তার পূর্ববর্তী সকল গোনাহ মিটিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় ঘটনা: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামা ইবনে যায়েদকে জুহাইনা গোত্রের

আল-হুরাকা অভিমুখে একটি ক্ষুদ্র বাহিনীসহ অভিযানে প্রেরণ করেন। তারা যখন সেই কওমের

কাছে পৌঁছালেন এবং তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করলেন, তখন মুশরিকদের মধ্য থেকে

এক ব্যক্তি পলায়ন করল। উসামা এবং আনসারী এক ব্যক্তি তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে পিছু নিলেন। যখন তারা তাকে ধরে ফেললেন, তখন সে বলে উঠল: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই)। আনসারী ব্যক্তিটি উসামার তুলনায় অধিক প্রজ্ঞাবান ছিলেন, তাই তিনি বিরত থাকলেন; লোকটি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার কারণে তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু উসামা তাকে আঘাত করে হত্যা করলেন।

তারা যখন মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সংবাদ অবগত হলেন, তখন তিনি উসামাকে বললেন: "সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরও কি তুমি তাকে হত্যা করলে?" উসামা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! সে তো কেবল প্রাণ বাঁচাতে এবং হত্যার হাত থেকে আশ্রয় পেতে এ কথা বলেছিল। তিনি আবারও বললেন: "সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরও কি তুমি তাকে হত্যা করলে?" উসামা বললেন: হ্যাঁ, সে তো কেবল আত্মরক্ষার্থে এটি বলেছে। নবীজি বারবার এই কথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন, এমনকি মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি তাকে বললেন: "কিয়ামতের দিন যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উপস্থিত হবে, তখন তুমি কী করবে?"

উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: (নবীজির তিরস্কার শুনে) আমি এমনকি এই আকাজ্জা করলাম যে, হায়! যদি আমি আজকের এই দিনের আগে ইসলাম গ্রহণ না করতাম; কারণ সে যদি কাফির থাকা অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করত তবে আল্লাহ তার পূর্বের সব অপরাধ ক্ষমা করে দিতেন, কিন্তু এখন সে মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও এই কাজটি করে ফেলেছে। ফলে বিষয়টি উসামার জন্য অত্যন্ত উদ্বেগের ও জটিল হয়ে দাঁড়াল।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার বলছিলেন: "সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরও কি তুমি তাকে হত্যা করলে?" "কিয়ামতের দিন যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তোমার সামনে আসবে, তখন তুমি কী করবে?" অথচ এটা জানা কথা যে, উসামা যা বুঝেছিলেন সেটাই ছিল প্রবল ধারণা; অর্থাৎ সে নির্ঘাত হত্যার হাত থেকে বাঁচতেই এ কথা বলেছিল। তা সত্ত্বেও, যখন কেউ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, তখন বিষয়টি সেখানেই সমাপ্ত এবং তার থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব বা আবশ্যিক। এর মাধ্যমেই তার রক্ত ও সম্পদ সংরক্ষিত হয়ে যায়; সে তা আত্মরক্ষার জন্যই বলুক কিংবা কপটতা বা নিফাক বশত বলুক, তার অন্তরের হিসাব আল্লাহর জিম্মায়।

فهذا دليل على أننا نحمل الناس في الدنيا على ظواهرهم، أما ما في القلوب فموعده يوم القيامة، تنكشف السرائر، ويحصل ما في الضمائر، ولهذا علينا أيها الأخوة أن نطهر قلوبنا قبل كل شيء ثم جوارحنا.

أما بالنسبة لمعاملتنا لغيرنا، فعلى أن نعامل غيرنا بالظاهر. واسمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إنكم تختصمون إلي)) يعني تخاصمون مخاصبات بينكم ((ولعل يعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض)) يعني أفصح وأقوى دعوى ((فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئاً فإنما أقتطع له جبرة من نار، فليستقل أو ليستكثر)).

فحمل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر في الخصومة على الظاهر، لكن وراءك النار إذا كنت كاذباً في دعواك، وأنت أخذت القاضي بلسانك وبشهادة الزور، فإنما يقتطع لك جبرة من النار فاستقل أو استكثر.

وخلاصة ما تقدم: أن الإنسان في الدنيا على الظاهر، وأما يوم القيامة فعلى الباطن. فعلى أن نعامل غيرنا يظهر لنا من حاله، وأمره إلى الله، وعلينا نحن أنفسنا أن نطهر قلوبنا، لا يكون فيها شيء؛ لا يكون فيها بلاء، كبر، حقد، حسد، شرك، شك، نسأل الله أن يعيذنا من هذه الأخلاق، فإن هذا خطير جداً.

এটি এ কথারই প্রমাণ যে, দুনিয়াতে আমরা মানুষকে তাদের বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতেই বিবেচনা করব। আর অন্তরে যা আছে, তার ফয়সালা হবে কিয়ামতের দিবসে; সেদিন গোপন রহস্যসমূহ উন্মোচিত হবে এবং অন্তরের বিষয়সমূহ প্রকাশ পাবে। সুতরাং হে ভ্রাতৃমণ্ডলী! আমাদের কর্তব্য হলো সবকিছুর আগে নিজেদের অন্তরসমূহকে পবিত্র করা এবং এরপর আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে সংশোধন করা।

অন্যদের সাথে আমাদের আচরণের ক্ষেত্রে কর্তব্য হলো বাহ্যিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে আচরণ করা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী শ্রবণ করুন: “তোমরা আমার নিকট তোমাদের বিবাদসমূহ নিয়ে আসো”—অর্থাৎ তোমাদের মাঝে বিদ্যমান ঝগড়া-বিবাদগুলো নিয়ে আসো—“এবং সম্ভবত তোমাদের কেউ কেউ অপরের তুলনায় নিজের যুক্তির উপস্থাপনায় অধিক পটু হতে পারো”—অর্থাৎ তার দাবিটি হবে অধিক প্রাজ্ঞ ও জোরালো—“তখন আমি যা শুনি তার আলোকেই তার পক্ষে ফয়সালা প্রদান করি। সুতরাং আমি যদি (শুনে ভুলবশত) কাউকে তার ভাইয়ের হকের কোনো অংশ দিয়ে দিই, তবে আমি আসলে তাকে আগুনের একটি টুকরোই প্রদান করছি; এখন সে চাইলে তা অল্প গ্রহণ করুক কিংবা অধিক।”

নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম বিবাদের বিষয়টিকে বাহ্যিক অবস্থার ওপরই ন্যস্ত করেছেন; কিন্তু আপনি যদি আপনার দাবিতে মিথ্যাবাদী হয়ে থাকেন, তবে আপনার পরিণাম হবে জাহান্নামের আগুন। আপনি যদি আপনার বাকপটুতা কিংবা মিথ্যা সাক্ষ্যের মাধ্যমে বিচারকের নিকট থেকে কোনো রায় আদায় করে থাকেন, তবে তা আপনার জন্য আগুনের একটি অঙ্গার বৈ কিছু নয়। এখন আপনি চাইলে তা অল্প গ্রহণ করুন কিংবা অধিক।

পূর্বালোচনার সারসংক্ষেপ হলো: দুনিয়াতে মানুষের বিচার হবে তার বাহ্যিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে, আর কিয়ামতের দিনে বিচার হবে তার অভ্যন্তরীণ বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে। অতএব, আমাদের কর্তব্য হলো অন্যের সাথে তার প্রকাশ্য অবস্থার আলোকেই আচরণ করা, আর তার গোপন বিষয় আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করা। আর আমাদের নিজেদের ওপর আবশ্যিক হলো আমাদের অন্তরসমূহকে পবিত্র করা, যেন তাতে কোনো ব্যাধি না থাকে; যেমন—অহংকার, বিদ্বেষ, হিংসা, শিরক কিংবা সন্দেহ। আমরা আল্লাহর কাছে এই মন্দ স্বভাবগুলো থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কেননা এই বিষয়গুলো অত্যন্ত বিপজ্জনক।

نسأل الله أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يجنبنا سيئات الأخلاق والأعمال، ولا يجنبنا إياها إلا هو.

395/6 . وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: إن ناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيراً، أمناءه وقربناه، وليس لنا من سريره شيء، الله يحاسبه في سريره، ومن أظهر لنا سوءاً، لم نأمنه، ولم نصدق له وإن قال: إن سريره حسنة)) رواه البخاري.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف فيما نقله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من رواية عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ عنه عبد الله ابن مسعود - الصحابي الجليل رضي الله عنه؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنا نعلم يعني عن أسر سريرة باطلة في وقت الوحي بما ينزل من الوحي؛ لأن أناساً في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا منافقين يظهرون الخير ويبطنون الشر، ولكن الله تعالى كان يفضحهم بما ينزل من الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم، يفضحهم لا بأسائهم، ولن بأوصافهم التي تحدد أعيانهم.

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের সর্বোত্তম চরিত্র ও আমলের দিকে পরিচালিত করেন, কেননা তিনি ব্যতীত অন্য কেউ সেগুলোর সর্বোত্তম পন্থায় পরিচালিত করতে পারে না। আর তিনি যেন আমাদের মন্দ চরিত্র ও মন্দ আমল থেকে দূরে রাখেন, কেননা তিনি ব্যতীত আর কেউ তা থেকে দূরে রাখতে পারে না।

৬/৩৯৫ - আবদুল্লাহ ইবনে উতবাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি: “নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে লোকেদের ওহীর মাধ্যমে পাকড়াও করা হতো (বিচার করা হতো)। এখন ওহীর সিলসিলা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আমরা তোমাদের আমলের যা আমাদের সামনে প্রকাশ পায়, কেবল তার ভিত্তিতেই তোমাদের বিচার করব। সুতরাং যে আমাদের সামনে ভালো প্রকাশ করবে, আমরা তাকে নিরাপত্তা দেব এবং তাকে নিকটবর্তী করব; তার অন্তরের গোপন বিষয়ের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, আল্লাহ তার অন্তরের হিসাব নেবেন। আর যে আমাদের সামনে মন্দ প্রকাশ করবে, আমরা তাকে নিরাপত্তা দেব না এবং তাকে বিশ্বাসও করব না, যদিও সে দাবি করে যে তার অন্তর ভালো।” (বুখারী)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব থেকে যা বর্ণনা করেছেন—যা আবদুল্লাহ ইবনে উতবাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন; যাঁর চাচা হলেন মহান সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)—তাতে উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: আমরা জানতে পারতাম—অর্থাৎ ওহী নাযিল হওয়ার সময় যারা গোপনে বাতিল বা মন্দ লালন করত, ওহীর মাধ্যমে আমরা তা জানতে পারতাম। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে কিছু লোক মুনাফিক ছিল, যারা প্রকাশ্যত কল্যাণ জাহির করত এবং মনে মনে মন্দ গোপন রাখত। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর ওহী নাযিল করার মাধ্যমে তাদের স্বরূপ উন্মোচন করে দিতেন; তিনি তাদের সরাসরি নামের মাধ্যমে নয়, বরং এমন সব বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে তাদের লাঞ্ছিত করতেন যা দ্বারা তাদের পরিচয় সুনির্দিষ্ট হয়ে যেত।

والحكمة من ذكرهم بالأوصاف دون الأعيان؛ أن ذلك يكون للعموم، يعني لكل من اتصف بهذه الصفات، مثل قوله تعالى: (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَيْنَ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ [التوبة: 75، 77]

ومثل قوله تعالى: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ) [التوبة: 58]

ومثل قوله: (الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ) [التوبة: 79]

وهذا كثير في سورة التوبة التي سماها بعض السلف: الفاضحة؛ لأنها فضحت المنافقين.

لكن لما انقطع الوحي صار الناس لا يعلمون من المنافق؛ لأن النفاق في القلب والعياذ بالله.

يقول رضي الله عنه: من أظهر لنا خيراً؛ أخذناه بما أظهر لنا، وإن أسر سريرة، يعني سيئة، ومن أظهر لنا شراً، فإننا نأخذ بشره ولو أضمر ضميراً طيبة؛ لأننا نحن لا نكلف إلا بالظاهر، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا ألا نحكم إلا بالظاهر؛ لأن الحكم على الباطن من الأمور الشاقة، والله عز وجل لا يكلف نفساً إلا وسعها.

তাদের নাম উল্লেখ না করে গুণাবলি দ্বারা তাদের উল্লেখ করার হিকমত হলো বিষয়টি যেন ব্যাপক হয়, অর্থাৎ যে কেউ এই সকল গুণে গুণান্বিত হবে তার ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য হবে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী: (আর তাদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, ‘তিনি যদি আমাদের তাঁর অনুগ্রহ দান করেন তবে আমরা অবশ্যই দান-সদকা করব এবং অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হব।’ অতঃপর যখন তিনি তাদের তাঁর অনুগ্রহ দান করলেন, তখন তারা তাতে কার্পণ্য করল এবং বিমুখ হয়ে ফিরে গেল। ফলে

তিনি তাদের অন্তরে সেই দিন পর্যন্ত মুনাফেকি গেঁথে দিলেন যে দিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে, যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করেছিল এবং যেহেতু তারা মিথ্যা বলত) [আত-তাওবাহ: ৭৫, ৭৭]

তেমনি মহান আল্লাহর বাণী: (তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা সদকা বণ্টনের ব্যাপারে আপনাকে দোষারোপ করে। যদি তাদের তা থেকে কিছু দেওয়া হয় তবে তারা সন্তুষ্ট হয়, আর যদি তা থেকে কিছু না দেওয়া হয় তবে তারা রাগান্বিত হয়) [আত-তাওবাহ: ৫৮]

তেমনি তাঁর বাণী: (মুমিনদের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় দান করে এবং যারা নিজেদের শ্রম ছাড়া আর কিছুই পায় না, তাদের যারা বিদ্রূপ ও উপহাস করে, আল্লাহ তাদের উপহাস করবেন) [আত-তাওবাহ: ৭৯]

সূরা আত-তাওবায় এমন অনেক বর্ণনা রয়েছে, যাকে পূর্বসূরিদের (সালাফ) কেউ কেউ ‘আল-ফাদিহাহ’ (উন্মোচনকারী) নামকরণ করেছেন; কারণ এটি মুনাফেকদের প্রকৃত রূপ উন্মোচন করে দিয়েছে।

কিন্তু যখন ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে গেল, তখন মানুষ আর জানতে পারল না কে মুনাফেক; কারণ নিফাক বা কপটতা হলো অন্তরের বিষয়, আল্লাহ আমাদের তা থেকে রক্ষা করুন।

তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: যে ব্যক্তি আমাদের সামনে কল্যাণ প্রকাশ করবে, আমরা তার প্রকাশিত বিষয়ের ভিত্তিতেই তাকে গ্রহণ করব, যদিও সে অন্তরে কোনো মন্দ বিষয় গোপন রাখে। আর যে ব্যক্তি আমাদের সামনে মন্দ প্রকাশ করবে, আমরা তার সেই মন্দের বিচারই করব, যদিও সে অন্তরে ভালো কিছু পোষণ করে। কারণ আমাদের কেবল বাহ্যিক বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। আর এটি আমাদের ওপর মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বিশেষ নেয়ামত যে, আমরা কেবল বাহ্যিক বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে বিচার করি; কারণ অন্তরের বিষয়ের ওপর বিচার করা অত্যন্ত কঠিন কাজ, আর আল্লাহ কোনো ব্যক্তির ওপর তার সাধ্যাতীত কোনো বোঝা চাপিয়ে দেন না।

فمن أبدى خيراً؛ عاملناه بخيره الذي أبداه لنا، ومن أبدى شراً؛ عاملناه بشره الذي أبداه لنا، وليس لنا من نيته مسؤولية، النية موكولة إلى رب العالمين عز وجل، الذي يعلم ما توسوس به نفس الإنسان.

অতঃপর যে ব্যক্তি কল্যাণ প্রকাশ করবে, আমরা তার সাথে সেই প্রকাশিত কল্যাণের মাধ্যমেই আচরণ করব; আর যে ব্যক্তি মন্দ প্রকাশ করবে, আমরা তার সাথে সেই প্রকাশিত মন্দের মাধ্যমেই আচরণ করব। তার নিয়তের বিষয়ে আমাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই; নিয়ত তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর নিকট সমর্পিত, যিনি মানুষের মনে জেগে ওঠা কুমন্ত্রণা সম্পর্কেও সম্যক পরিজ্ঞাত।

(ص: 285) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

50. باب الخوف

قال الله تعالى: (وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ) [البقرة: 40] .
وقال تعالى: (إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ) [البروج: 12] .

وقال تعالى: (وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ) [هود: 102 - 106] .
وقال تعالى: (وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ) [آل عمران: 28] .

وَقَالَ تَعَالَى: (يَوْمَ يَفِرُّ الْبَرُّ مِنْ أَخِيهِ وَأُمُّهُ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ) [عبس: 34. 37].

وَقَالَ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلُّ مَرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ) [الحج: 1. 2].

وَقَالَ تَعَالَى: (وَلَسَنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ) [الرحمن: 46].
وَقَالَ تَعَالَى: (وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ) (قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّوْمِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ) [الطور: 25. 28].

৫০- অধ্যায়: আল্লাহভীতি

মহান আল্লাহ বলেন: (এবং তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করো) [আল-বাক্বার: ৪০]।

মহান আল্লাহ বলেন: (নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন) [আল-বুরূজ: ১২]।

মহান আল্লাহ বলেন: (আর তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও এমনই হয়ে থাকে, যখন তিনি কোন জনপদকে পাকড়াও করেন এমতাবস্থায় যে তা অত্যাচারী। নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত বেদনাদায়ক, অত্যন্ত কঠোর। নিশ্চয়ই এতে তার জন্য নিদর্শন রয়েছে যে পরকালের আযাবকে ভয় করে। তা এমন একদিন যেদিন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে এবং তা এক উপস্থিতির দিন। আর আমি তা কেবল এক নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বিলম্বিত করছি। যেদিন তা আসবে, সেদিন তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না; অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ হবে হতভাগ্য আর কেউ হবে ভাগ্যবান। সুতরাং যারা হতভাগ্য, তারা আগুনের মধ্যে থাকবে, সেখানে তাদের জন্য থাকবে চিৎকার ও আত্ননাদ) [হূদ: ১০২-১০৬]।

মহান আল্লাহ বলেন: (আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের ব্যাপারে সতর্ক করছেন) [আলে ইমরান: ২৮]।

মহান আল্লাহ বলেন: (সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই থেকে, এবং তার মা ও তার পিতা থেকে, এবং তার সঙ্গিনী ও তার সন্তান থেকে। সেদিন তাদের প্রত্যেকের এমন এক অবস্থা হবে যা তাকে অন্য সবার থেকে উদাসীন করে দেবে) [আবাসা: ৩৪-৩৭]।

মহান আল্লাহ বলেন: (হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো; নিশ্চয়ই কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়াবহ ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা দেখতে পাবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী মা তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে; আর তুমি মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ, অথচ তারা মাতাল নয়; বস্তুত আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠিন) [আল-হাজ্জ: ১-২]।

মহান আল্লাহ বলেন: (আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে, তার জন্য রয়েছে দুটি জান্নাত) [আর-রাহমান: ৪৬]।

মহান আল্লাহ বলেন: (আর তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তারা বলবে, নিশ্চয়ই আমরা ইতিপূর্বে আমাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে (আল্লাহর ভয়ে) ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদের লু হাওয়া বা আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা ইতিপূর্বে তাঁর কাছেই প্রার্থনা করতাম; নিশ্চয়ই তিনি পরম দয়ালু, অত্যন্ত দয়াময়) [আত-তুর: ২৫-২৮]।

(ص: 286) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

والآيات في الباب كثيرة جداً معلومات، والغرض الإشارة إلى بعضها وقد حصل.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله: باب الخوف، الخوف ممن؟ الخوف من الله عز وجل؛ لأن الذي يعبد الله يجب أن يكون خائفاً راجياً؛ إن نظر إلى ذنوبه وكثرة أعماله السيئة خاف، إن نظر إلى أعماله الصالحة وأنه قد يشوبها شيء من العجب والإدلال على الله خاف، إن نظر إلى عفو الله، ومغفرته، وكرمه، ورحمته رجا؛ فيكون دائراً بين الخوف والرجاء.

قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا) يعني: يعطون ما أعطوا من الأعمال الصالحة (وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَّةٌ) خائفة ألا تقبل منهم (أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ) [المؤمنون: 60]. فينبغي بل يجب أن يكون سير الإنسان إلى الله عز وجل دائراً بين الخوف والرجاء، لكن أيهما يغلب؟ هل يغلب الرجاء؟ أو يغلب الخوف؟ أو يجعلهما سواء؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاءه واحداً، فأيهما غلب هلك صاحبه؛ لأنه إن غلب جانب الرجاء، صار من الآمنين من عذاب الله، وإن غلب جانب الخوف؛ صار من القانطين من رحمة الله، وكلاهما سيء، فينبغي أن يكون خوفه ورجاءه واحداً.

এই অধ্যায়ে বর্ণিত আয়াতসমূহ সুপরিচিত এবং সংখ্যায় অনেক; মূল উদ্দেশ্য ছিল সেগুলোর কয়েকটির প্রতি ইঙ্গিত করা এবং তা অর্জিত হয়েছে।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেছেন: ভীতির অধ্যায়। ভীতি কার থেকে? মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে ভীতি; কারণ যিনি আল্লাহর ইবাদত করেন, তাঁর জন্য আবশ্যিক হলো ভীত ও আশাবাদী হওয়া। যদি তিনি তাঁর গুনাহ এবং মন্দ কাজের আধিক্যের দিকে তাকান, তবে তিনি ভীত হবেন। আর যদি তিনি তাঁর নেক আমলগুলোর দিকে তাকান এবং এই চিন্তা করেন যে, সেগুলোতে আত্মতৃপ্তি বা আল্লাহর ওপর কৃপা প্রদর্শনের মতো কিছু মিশে থাকতে পারে, তবে তিনি ভীত হবেন। আর যদি তিনি আল্লাহর ক্ষমা, মার্জনা, উদারতা ও রহমতের দিকে তাকান, তবে তিনি আশাবাদী হবেন। সুতরাং তিনি ভয় ও আশার মাঝে আবর্তিত হবেন।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "এবং যারা যা দান করার তা দান করে" অর্থাৎ নেক আমল থেকে যা করার তা সম্পাদন করে "এমতাবস্থায় যে তাদের অন্তরসমূহ ভীত-সন্ত্রস্ত" এই ভয়ে যে, হয়তো তা তাদের থেকে কবুল করা হবে না, "কারণ তারা তাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তনকারী।"

[আল-মুমিনুন: ৬০] ।

অতএব, মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর পথে মানুষের পথচলা ভয় ও আশার মধ্যে আবর্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, বরং অপরিহার্য। কিন্তু কোনটি প্রবল হওয়া উচিত? আশা কি প্রবল হবে? নাকি ভয় প্রবল হবে? নাকি উভয়কে সমান রাখবে?

ইমাম আহমাদ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেছেন: ব্যক্তির ভয় ও আশা সমান হওয়া উচিত; যদি এর কোনো একটি প্রবল হয়, তবে সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ যদি আশার দিকটি প্রবল হয়, তবে সে আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভয় হয়ে যাবে। আর যদি ভয়ের দিকটি প্রবল হয়, তবে সে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাবে। আর এই উভয়টিই মন্দ; সুতরাং ভয় ও আশা সমান হওয়া উচিত।

(ص: 287) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات في سياق باب الخوف، سبق بعضها، ومنها قوله تعالى: (وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ) [آل عمران: 28]، يعني أن الله عز وجل يحذرننا من نفسه أن يعاقبنا على معاصينا وذنوبنا، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ) [الحج: 1، 2] .

هذا أيضاً فيه أن الإنسان يجب أن يخاف هذا اليوم العظيم، الذي قال الله عنه: (يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ) يعني من شدة ما ترى من الأحوال ومن الأفزع.

(وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى) يعني مشدوهين، ليس عندهم عقول، ولكنهم ليسوا بسكارى (وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ) .
 وقال الله تبارك وتعالى: (يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ) [عبس: 34] ، وسبق الكلام عليها.

وقال تعالى: (وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ) [الرحمن: 46] ، إلى آخر السورة، أي من خاف المقام بين يدي الله عز وجل، فإنه سوف يقوم بطاعته، ويخشى من عقابه، فله جنتان، وفي أثناء الآيات يقول: (وَمِنْ دُونِهَا جَنَّاتٌ) [الرحمن: 62] ، فهذه أربع جنات لمن خاف مقام الله عز وجل، ولكن الناس فيها درجات. نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين من أهلها

এরপর গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) ভীতি (খাউফ) পরিচ্ছেদের প্রাসঙ্গিকতায় কিছু আয়াত উল্লেখ করেছেন, যার কিছু পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। তন্মধ্যে মহান আল্লাহর এই বাণীটি অন্যতম: "আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের ব্যাপারে সতর্ক করছেন" [আলে ইমরান: ২৮]। অর্থাৎ, মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর নিজের পক্ষ থেকে এই সতর্কতা দান করছেন যে, তিনি আমাদের অবাধ্যতা ও পাপের জন্য আমাদের শাস্তি প্রদান করতে পারেন। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো; নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়াবহ ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা দেখতে পাবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে; আর তুমি মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়; বরং আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।" [হজ্জ: ১, ২]।

এতেও এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের উচিত সেই মহাদিবসকে ভয় করা, যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন: "যেদিন তোমরা তা দেখতে পাবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে"—অর্থাৎ, সেই দিবসের ভয়াবহতা ও আতঙ্কের তীব্রতার কারণে।

"আর প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে এবং তুমি মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ"— অর্থাৎ, তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে, তাদের হিতাহিত জ্ঞান থাকবে না; অথচ তারা প্রকৃতপক্ষে নেশাগ্রস্ত নয়। "আর তারা নেশাগ্রস্ত নয়; বরং আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।"

বরকতময় মহান আল্লাহ আরও বলেন: "সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাইয়ের কাছ থেকে" [আবাসা: ৩৪]। এ সংক্রান্ত আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ আরও বলেন: "আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে, তার জন্য রয়েছে দুটি জান্নাত" [আর-রাহমান: ৪৬]—সূরার শেষ পর্যন্ত। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়াকে ভয় করবে, সে তাঁর আনুগত্যে লিপ্ত হবে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করবে; ফলে তার জন্য রয়েছে দুটি জান্নাত। আবার পরবর্তী আয়াতসমূহের মধ্যে তিনি বলেছেন: "এই দুটি ছাড়া আরও দুটি জান্নাত রয়েছে" [আর-রাহমান: ৬২]। সুতরাং যারা আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করবে, তাদের জন্য এই মোট চারটি জান্নাত; তবে এতে মানুষের মর্যাদাগত স্তরভেদ রয়েছে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এবং সকল মুসলিমকে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

(ص: 288) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

بِسْمِهِ وَكَرَمِهِ.

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَكَثِيرٌ جَدًّا، فنذكر منها طرفاً وبالله التوفيق.

1/ 396 . عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق: ((إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفه، ثم يكون علقه مثل ذلك، ثم يكون مضغه مثل ذلك، ثم يرسل الملك، فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزق، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون

তাঁর অনুগ্রহ ও দাক্ষিণ্যে।

আর হাদীসসমূহ তো অসংখ্য, তাই আমরা তার একাংশ উল্লেখ করছি; আর আল্লাহর তাওফীকেই সকল সাফল্য।

১/ ৩৯৬ — ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন—আর তিনি হলেন সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ—: "নিশ্চয়ই তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান তার মায়ের গর্ভে চল্লিশ দিন শুক্রবিন্দু হিসেবে জমা থাকে, এরপর তা অনুরূপ সময়ের জন্য জমাট রক্তে পরিণত হয়, অতঃপর তা অনুরূপ সময়ের জন্য মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। এরপর তাঁর নিকট একজন ফেরেশতা পাঠানো হয় এবং তিনি তাতে রুহ ফুঁকে দেন। আর তাঁকে চারটি বিষয় লিখে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়: তার রিযিক, তার আয়ুষ্কাল, তার কর্ম এবং সে কি হতভাগ্য হবে নাকি সৌভাগ্যবান। সুতরাং সেই সত্তার কসম, যাঁর ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই, তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি জান্নাতবাসীদের ন্যায় আমল করতে থাকে, এমনকি তার ও জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাত দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে, এমন সময় তার ওপর লিপি (তাকদীর) প্রবল হয় এবং সে জাহান্নামীদের মতো আমল শুরু করে, ফলে সে তাতে প্রবেশ করে। আর তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি জাহান্নামীদের ন্যায় আমল করতে থাকে, এমনকি যখন..."

(ص: 289) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها)) متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب الخوف والتحذير من الأمن من مكر الله، قال فيما نقله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل أهل الجنة حتى ما يكون بيته وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها)).

قوله رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، يعني الصادق فيما يقول، والمصدوق، فيما يوحى إليه من الوحي، وفيما يقال له من الوحي، فهو صادق لا يخبر إلا بالصدق، مصدوق لا ينبأ إلا بالصدق صلوات الله وسلامه عليه.

وإنما قدم هذه المقدمة؛ لأنه سيخبر عن أمر غيبي باطن يحدث في ظلمات ثلاث: ((إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة)) إذا جامع الرجل امرأته، وألقى في رحمها الماء بقي أربعين يوماً وهو نطفة على ما هو عليه، ماء، لكنه يتغير شيئاً فشيئاً، يسيل إلى الحمرة، حتى يتم عليه أربعون يوماً.

فإذا تم عليه أربعون يوماً، إذا هو قد استكمل الحمرة وصار قطعة دم؛ علقه، فيبضي عليه أربعون يوماً أخرى وهو علقه، يعني قطعة دم، لكنها جامدة، ولكنه يثخن ويغلظ شيئاً فشيئاً، حتى يتم له ثمانون يوماً.

فإذا تم له ثمانون يوماً فإذا هو مضغة؛ قطعة لحم، في الرحم هذه المضغة قال الله تعالى فيها: (مُخَلَّقَةٌ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ) [الحج: 5] ، فتبقى أربعين يوماً، تخلق من واحد

وثنانين يوماً إلى مائة وعشرين يوماً، ولا يتبين فيها الخلق تبيناً ظاهراً إلا إذا تم لها تسعون يوماً في الغالب.

فإذا مضى عليها أربعون يوماً وهي مضغة، أرسل الله إليها الملك

তার মাঝে এবং তার (জান্নাতের) মাঝে মাত্র এক হাত দূরত্ব থাকে, এমতাবস্থায় তার ওপর ভাগ্যলিপি প্রবল হয়, তখন সে জান্নাতবাসীদের মতো আমল করতে থাকে এবং জান্নাতে প্রবেশ করে।)) মুত্তাফাকুন আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) 'ভীতি এবং আল্লাহর কৌশলের ব্যাপারে নিরাপদ বোধ করার বিরুদ্ধে সতর্কীকরণ' অধ্যায়ে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন তাতে আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: ((নিশ্চয়ই তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান তার মায়ের পেটে চল্লিশ দিন বীৰ্য হিসেবে জমা থাকে, তারপর তদ্রূপ (চল্লিশ দিন) তা জমাট রক্তে পরিণত হয়, এরপর তদ্রূপ মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। এরপর তার কাছে ফেরেশতা পাঠানো হয়, তখন সে তাতে রুহ ফুঁকে দেয় এবং তাকে চারটি বিষয় লিখে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়: তার জীবিকা, তার জীবনকাল, তার কর্ম এবং সে কি দুর্ভাগা নাকি সৌভাগ্যবান। সেই সত্তার শপথ, যিনি ছাড়া অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই, তোমাদের কোনো ব্যক্তি জান্নাতীদের মতো আমল করতে থাকে এমনকি তার ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক হাতের ব্যবধান অবশিষ্ট থাকে, এমতাবস্থায় তার ভাগ্যলিপি প্রবল হয় এবং সে জাহান্নামীদের মতো কাজ করে ফলে তাতে প্রবেশ করে। আবার তোমাদের কেউ জাহান্নামীদের মতো আমল করতে থাকে এমনকি তার ও জাহান্নামের মধ্যে মাত্র এক হাতের ব্যবধান অবশিষ্ট থাকে, এমতাবস্থায় তার ভাগ্যলিপি প্রবল হয় এবং সে জান্নাতীদের মতো আমল করে ফলে তাতে প্রবেশ করে।))

তাঁর উক্তি (রাদিয়াল্লাহু আনহু): "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি হলেন সাদিকুল মাসদুক (সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ)।" অর্থাৎ তিনি যা বলেন তাতে তিনি সত্যবাদী, এবং তাঁর কাছে যে ওহী নাযিল করা হয় তাতে তিনি সত্যনিষ্ঠ।

তিনি সত্যবাদী কারণ তিনি সত্য ব্যতীত কিছু বলেন না, এবং তিনি সত্যনিষ্ঠ কারণ তাঁকে কেবল সত্য সংবাদই দেওয়া হয়। তাঁর ওপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক।

তিনি এই ভূমিকাটি প্রদান করেছেন; কারণ তিনি এমন একটি অদৃশ্য গোপন বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দিতে যাচ্ছেন যা তিনটি অন্ধকারের মধ্যে ঘটে থাকে: ((তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান তার মায়ের পেটে চল্লিশ দিন বীর্য হিসেবে জমা থাকে)) যখন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং তার জরায়ুতে বীর্যপাত করে, তখন তা চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্য হিসেবেই থাকে যেমনটি ছিল অর্থাৎ তরল, তবে তা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং লালচে হতে থাকে যতক্ষণ না চল্লিশ দিন পূর্ণ হয়।

যখন চল্লিশ দিন পূর্ণ হয়, তখন তা লাল বর্ণ ধারণ করে জমাট রক্ত বা আলাকাহ-তে পরিণত হয়; এভাবে আরও চল্লিশ দিন সে জমাট রক্ত হিসেবে থাকে, অর্থাৎ রক্তের একটি টুকরো যা জমাট বাঁধা, কিন্তু তা ধীরে ধীরে ঘন ও শক্ত হতে থাকে যতক্ষণ না আশি দিন পূর্ণ হয়।

যখন আশি দিন পূর্ণ হয় তখন তা একটি মাংসপিণ্ড বা মুদগাহ-তে পরিণত হয়; জরায়ুতে থাকা এই মাংসপিণ্ড সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: (পূর্ণাকৃতি এবং অপূর্ণাকৃতি) [সূরা হাজ্জ: ৫], সুতরাং তা চল্লিশ দিন পর্যন্ত এ অবস্থায় থাকে। ৮১ দিন থেকে ১২০ দিন পর্যন্ত এটি গঠিত হতে থাকে। আর সাধারণত ৯০ দিন পূর্ণ হওয়ার আগে এতে সৃষ্টির আকৃতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় না।

যখন মাংসপিণ্ড হিসেবে তার ওপর আরও চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়, তখন আল্লাহ তার কাছে ফেরেশতা প্রেরণ করেন।

(ص: 290) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الموكل بالأرحام؛ لأن الله عز وجل يقول: (وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ) [المدرثر: 31] ، فإلئلكة جنود الله عز وجل، وكل منهم موكل بشيء؛ منهم الموكل بالأرحام،

ومنهم الموكل بالنفوس يقبضها، ومنهم الموكل بالأعمال يكتبها، ومنهم الموكل بالأبدان يحفظها، وظائف عظيمة للملائكة، أمرهم الله عز وجل بها. فيأتي ملك الأرحام إلى كل رحم، فينفخ فيه الروح بإذن الله عز وجل، وهذه الروح أمر لا يعلمه إلا رب العالمين. قال الله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) [الإسراء: 85] ينفخها في هذا البدن، الذي هو قطعة لحم في الرحم، ليس فيها حراك ولا إحساس ولا شيء، فإذا نفخ هذه الروح دخلت في هذا البدن، فتسير فيه كما تسير الجمرة في الفحم بإذن الله، أو الطين في المدر اليابس، فتدب في هذا الجسد حتى تدخل في الجسد كله، فيكون إنساناً، يتحرك، وتحس الأم بتحركه بعد مائة وعشرين يوماً، وحينئذ يكون إنساناً، أما قبل فهو ليس بشيء

ولو سقط الجنين قبل تمام مائة وعشرين يوماً، فليس له حكم من جهة الصلاة عليه، بل يؤخذ ويدفن في أي حفرة من الأرض، ولا يصلى عليه. أما إذا تم مائة وعشرين يوماً، يعني أربعة أشهر، صار حينئذ إنساناً، فإذا سقط بعد ذلك، فإنه يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، لو كان قدر اليد، فإنه يصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين إن كان مسلماً. وإن كان من أولاد النصارى، يعني أمه وأبوه من النصارى، فلا يدفن

জরায়ুর দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা; কারণ মহান আল্লাহ বলেন: "আপনার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না" [সূরা আল-মুদাসসির: ৩১]। সুতরাং ফেরেশতাগণ মহান আল্লাহর বাহিনী, এবং তাদের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো কাজে নিয়োজিত; তাদের মধ্যে কেউ জরায়ুর দায়িত্বে, কেউ রুহ কবজের দায়িত্বে, কেউ আমলনামা লেখার দায়িত্বে, আবার কেউ শরীর হিফায়ত বা সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত। ফেরেশতাদের জন্য এসকল সুমহান দায়িত্ব মহান আল্লাহ বরাদ্দ করেছেন।

অতঃপর জরায়ুর ফেরেশতা প্রতিটি জরায়ুর নিকট আসেন এবং মহান আল্লাহর নির্দেশে তাতে রুহ ফুঁকে দেন। আর এই রুহ এমন এক রহস্য যা বিশ্বজগতের প্রতিপালক ছাড়া আর কেউ জানে না। মহান আল্লাহ বলেন: "তারা আপনাকে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন: রুহ আমার প্রতিপালকের আদেশঘটিত; আর তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে" [সূরা আল-ইসরা: ৮৫]। তিনি এই দেহে রুহ ফুঁকে দেন, যা জরায়ুর মধ্যে একখণ্ড মাংসপিণ্ড হিসেবে ছিল, যাতে কোনো নড়াচড়া বা অনুভূতি ছিল না। যখন তিনি এই রুহ ফুঁকে দেন, তা দেহের ভেতর প্রবেশ করে এবং আল্লাহর হুকুমে তাতে এমনভাবে সঞ্চারিত হয় যেমন প্রজ্বলিত অঙ্গার সাধারণ কয়লার মধ্যে অথবা কাদা শুকনো মাটির ঢেলার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তা সারা দেহে এমনভাবে মিশে যায় যে পুরো শরীরে তা প্রবেশ করে। তখন সে মানুষে রূপান্তরিত হয়, নড়াচড়া শুরু করে এবং একশত বিশ দিন পর মা তার নড়াচড়া অনুভব করতে পারেন। তখনই সে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গণ্য হয়, এর আগে সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না।

যদি একশত বিশ দিন পূর্ণ হওয়ার আগে জ্রণ নষ্ট বা পতিত হয়, তবে তার জানাযার নামাযের কোনো বিধান নেই; বরং তাকে নিয়ে মাটির যেকোনো গর্তে দাফন করা হবে এবং তার জানাযা পড়া হবে না।

কিন্তু যদি একশত বিশ দিন—অর্থাৎ চার মাস পূর্ণ হয়, তবে সে তখন মানুষে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় যদি এরপর তা পতিত হয়, তবে তাকে গোসল করানো হবে, কাফন পরানো হবে এবং তার জানাযার নামায পড়া হবে। এমনকি যদি তা এক হাতের সমানও হয়, তবে তার জানাযা পড়তে হবে এবং সে যদি মুসলিম হয়, তবে মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা হবে। আর যদি সে খ্রিষ্টানদের সন্তান হয়, অর্থাৎ তার পিতা-মাতা খ্রিষ্টান হয়, তবে তাকে (মুসলিমদের কবরস্থানে) দাফন করা হবে না।

في مقابر المسلمين، بل يخرج ويدفن بدون تغسيل ولا تكفين؛ لأنه وإن كان طفلاً، فإن الرسول سئل عن أولاد المشركين فقال: ((هم منهم)).

والحاصل أنه إذا تم له أربعة أشهر يغسل، ويكفن، ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ويسعى، ويعق عنه على الأرجح ليشفع لوالديه يوم القيامة؛ لأنه يبعث يوم القيامة.

قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((ويؤمر)) الملك ((بأربع)) كلمات: يكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد.

فيكتب رزقه: وكتب الرزق يعني هل هو قليل، أم كثير؟ ومتى يأتيه؟ وهل ينتقص أم لا ينتقص؟ المهم أنه يكتب كاملاً.

ويكتب أجله أيضاً: في أي يوم؟ وفي أي مكان؟ وفي أي ساعة؟ وفي أي لحظة؟ وعن بعد أم قرب؟ وبأي سبب من الأسباب موته؟ والمهم أنه يكتب كاملاً.

ويكتب عمله: هل هو صالح، أم سيء، أم نافع، أم قاصر على الشخص نفسه؟ والمهم يكتب كل أعماله.

ويكتب ماله: وما أدراك ما المال؟ فيكتب هل هو شقي أم سعيد؟ (فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا

মুসলমানদের কবরস্থানে, বরং তাকে বের করে নেওয়া হবে এবং গোসল ও কাফন ছাড়াই দাফন করা হবে; কারণ সে যদিও শিশু হয়, তবুও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন: "তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।"

সারকথা হলো, যখন তার বয়স চার মাস পূর্ণ হয়, তখন তাকে গোসল দেওয়া হবে, কাফন পরানো হবে, তার জানাযার নামায পড়া হবে এবং মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা হবে। তার নাম রাখা হবে এবং অধিকতর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তার পক্ষ থেকে আকীকা দেওয়া হবে,

যাতে সে কিয়ামতের দিন তার পিতা-মাতার জন্য সুপারিশ করতে পারে; কেননা সে কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত হবে।

নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেছেন: "এবং (ফেরেশতাকে) চারটি বিষয় (লেখার) নির্দেশ দেওয়া হয়: তার রিযিক, তার আয়ু, তার আমল এবং সে কি দুর্ভাগা নাকি সৌভাগ্যবান—তা লিপিবদ্ধ করার জন্য।"

অতঃপর তার রিযিক লেখা হয়: রিযিক লেখার অর্থ হলো—তা কি অল্প হবে নাকি বেশি? কখন তা তার কাছে আসবে? তা কি হ্রাস পাবে নাকি পাবে না? মূল কথা হলো, এটি পূর্ণাঙ্গরূপে লিপিবদ্ধ করা হয়।

তার আয়ুও লিখে দেওয়া হয়: কোন দিনে? কোন স্থানে? কোন সময়ে? কোন মুহূর্তে? দূরবর্তী সময়ে নাকি নিকটবর্তী সময়ে? এবং তার মৃত্যুর কারণ কী হবে? মূল কথা হলো, এটিও পূর্ণাঙ্গভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়।

তার আমলও লেখা হয়: তা কি সৎ হবে নাকি মন্দ, উপকারী হবে নাকি কেবল ব্যক্তির নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে? মূল কথা হলো, তার যাবতীয় কর্ম লিপিবদ্ধ করা হয়।

এবং তার পরিণাম লেখা হয়: আর আপনি কি জানেন পরিণাম কী? সুতরাং লেখা হয় সে কি দুর্ভাগা নাকি সৌভাগ্যবান? (অতঃপর যারা দুর্ভাগা হয়েছে, তারা তো আগুনের মধ্যে থাকবে, সেখানে তাদের জন্য থাকবে আতর্জনাদ ও দীর্ঘশ্বাস। তারা সেখানে স্থায়ী হবে যতদিন আসমান ও যমীন বিদ্যমান থাকবে, তবে আপনার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত; নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক যা চান তা কার্যকর করেন। আর যারা সৌভাগ্যবান হয়েছে...)

(ص: 292) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرُ
مَجْدُودٍ [هود: 106.108] .

وكل هذا يكتب. لكن أين يكتب؟ وردت آثار أنه يكتب في جبينه على جبهته.

فإن قال قائل: كيف تتسع الجبهة لكتاب هذه الأشياء كلها؟
قلنا: لا تسأل عن أمور الغيب. ومن أنت حتى تسأل عن أمور الغيب؟ قل آمنت بالله
وصدقت بالله وبرسوله، ولا تسأل: كيف؟

وقد وقع الآن في وقتنا ما يشهد لمثل هذا - كمبيوتر قدر اليد يكتب به الإنسان
آلاف الكلمات، وهو من صنع البشر. فما بالك بصنع الله عز وجل.
والحاصل أن هذا من المسائل التي يخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت لا
تدركها بحسك، فإن الواجب عليك أن تصدق وتسلم؛ لأنك لو لم تصدق وتسلم
إلا بما تدركه بحسك لم تكن مؤمناً، وما كنت مؤمناً بالغيب، فالذي يؤمن بالغيب
هو الذي يقبل كل ما جاء عن الله ورسوله، ويقول آمنت بالله ورسوله وصدقت.
قال: ((فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه
وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها)). ولكن
أبشروا فإن هذا الحديث مقيد، بأنه لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس
وهو من أهل النار، وأما الذي يعمل بعمل أهل الجنة بقلب وإخلاص فإن الله لا
يخذله عز وجل، والله أكرم من العبد، فإذا

(অতঃপর জান্নাতে তারা সেখানে চিরকাল থাকবে যে পর্যন্ত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকে, তবে তোমার প্রতিপালক যা চান তা ব্যতীত; এ এক নিরবচ্ছিন্ন দান।) [হুদ: ১০৬-১০৮]

।

এবং এসব কিছুই লেখা হয়। কিন্তু কোথায় লেখা হয়? কিছু বর্ণনায় এসেছে যে, তা তার কপালে লিখে দেওয়া হয়।

যদি কেউ প্রশ্ন করে: কপাল কীভাবে এই সমস্ত বিষয় লেখার জন্য পর্যাপ্ত হতে পারে?

আমরা বলি: অদৃশ্যের বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন না। অদৃশ্যের বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করার আপনি কে? বলুন, আমি আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি; এবং প্রশ্ন করবেন না: কীভাবে?

বর্তমান সময়ে আমাদের যুগে এর সাক্ষ্য প্রদানকারী দৃষ্টান্ত সামনে এসেছে— হাতের তালুর সমান একটি কম্পিউটার যাতে মানুষ হাজার হাজার শব্দ লিখে রাখে, অথচ এটি মানুষের তৈরি। তাহলে মহান আল্লাহর শিল্পনৈপুণ্য সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?

সারকথা হলো, এটি এমন একটি বিষয় যা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সংবাদ দিয়েছেন অথচ আপনি তা আপনার ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করতে পারছেন না।

এমতাবস্থায় আপনার ওপর ওয়াজিব হলো তা বিশ্বাস করা এবং মেনে নেওয়া; কেননা আপনি যদি কেবল আপনার ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য বিষয় ছাড়া অন্য কিছু বিশ্বাস বা গ্রহণ না করেন, তবে আপনি মুমিন হতে পারবেন না এবং আপনি অদৃশ্যে বিশ্বাসী হিসেবে গণ্য হবেন না। প্রকৃত অদৃশ্যে বিশ্বাসী সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে আগত সবকিছু গ্রহণ করে এবং বলে যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান এনেছি এবং সত্য বলে সাক্ষ্য দিয়েছি।

তিনি বলেছেন: “সেই সত্তার শপথ যাঁর ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তোমাদের কেউ জান্নাতবাসীদের আমল করতে থাকে এমনকি তার ও জান্নাতের মাঝে কেবল এক হাতের ব্যবধান থাকে, এমন সময় তার ভাগ্যলিপি তার ওপর জয়ী হয় এবং সে জাহান্নামবাসীদের আমল শুরু করে ও তাতে প্রবেশ করে।” কিন্তু আপনারা সুসংবাদ গ্রহণ করুন, কেননা এই হাদীসটি এই শর্তে সীমাবদ্ধ যে, সে জান্নাতবাসীদের মতো আমল করে মানুষের বাহ্যিক দৃষ্টিতে, অথচ সে মূলত জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যে ব্যক্তি হৃদয়ের গভীর থেকে ও নিষ্ঠার সাথে জান্নাতবাসীদের আমল করবে, মহান আল্লাহ তাকে কক্ষনো লাঞ্ছিত করবেন না; কারণ আল্লাহ বান্দার চেয়েও অধিক মহানুভব। সুতরাং যখন...

(ص: 293) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

عملت بعمل أهل الجنة بإخلاص - نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين منهم - فإن الله لا يخذلك، لكن فيما يبدو للناس.

والدليل على هذا القيد ما ثبت في صحيح البخاري، أن رجلاً كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان شجاعاً مقداماً، لا يترك للعدو شاذة ولا فاذة إلا قضى عليه، فتعجب الناس منه؛ ومن شجاعته، من إقدامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: ((إنه من أهل النار)) أعوذ بالله، هذا الشجاع الذي يفتك بالعدو من أهل النار؟ فكبر ذلك على المسلمين، وعظم عليهم، وخافوا، كيف يصير هذا من أهل النار؟

فقال رجل: والله لألزمته؛ أتابعه وأراقبه؛ لأرى نهايته كيف تكون؟ فمشى معه، وفي أثناء القتال أصاب هذا الرجل الشجاع السهم فجزع، فأخذ بسيفه فسله، فوضعه في صدره، واتكأ عليه حتى خرج من ظهره، قتل نفسه جزعاً، فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنت رسول الله. قال: وبم؟

قال: الرجل الذي قلت إنه من أهل النار. حصل له كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس))

الحمد لله على هذا القيد، يعمل فيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار، يظنون أنه صالح، ولكن في قلبه فساد وهو من أهل النار.

قال في حديث ابن مسعود: ((وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها)) هذا عكس الأول.

আপনি যদি নিষ্ঠার সাথে জান্নাতবাসীদের আমল করেন—আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং সকল মুসলিমকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন—তবে আল্লাহ আপনাকে অপদস্থ করবেন না; কিন্তু এটি মানুষের দৃষ্টিতে যা প্রকাশ পায় তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এই শর্তের দলিল হলো সহীহ বুখারিতে যা প্রমাণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি যুদ্ধে ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী ও অগ্রগামী ছিলেন; শত্রুপক্ষের কোনো বিচ্ছিন্ন বা একাকী কাউকেই তিনি ছাড়তেন না, বরং তাকে খতম করে দিতেন। মানুষ তার এই বীরত্ব ও সাহসিকতায় বিস্মিত হলো। একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "নিশ্চয়ই সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত।" আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, এই সাহসী ব্যক্তি যে শত্রুদের বিনাশ করছে, সে জাহান্নামী? এটি মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত কঠিন ও গুরুতর মনে হলো এবং তারা ভীত হয়ে পড়লেন—কিভাবে এই ব্যক্তি জাহান্নামী হতে পারে?

তখন এক ব্যক্তি বললেন: আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই তার সাথে লেগে থাকব; আমি তাকে অনুসরণ করব এবং পর্যবেক্ষণ করব যেন দেখতে পাই তার শেষ পরিণতি কী হয়। তিনি তার সাথে সাথে চললেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে সেই সাহসী ব্যক্তিটি তীরের আঘাতে আহত হয়ে ধৈর্যহীন হয়ে পড়লেন। অতঃপর তিনি তার তলোয়ার কোষমুক্ত করলেন এবং তা নিজের বক্ষে স্থাপন করে তার ওপর ভর দিলেন, ফলে তা তার পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেল। তিনি অসহিষ্ণু হয়ে আত্মহত্যা করলেন। তখন সেই ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: কী কারণে (তা বলছ)?

তিনি বললেন: যে ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি বলেছিলেন যে সে জাহান্নামী, তার সাথে এই এই ঘটনা ঘটেছে।

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি মানুষের দৃষ্টিতে জান্নাতবাসীদের আমল করে থাকে।"

এই শর্তটির (মানুষের দৃষ্টিতে) জন্য আল্লাহর প্রশংসা, ব্যক্তি মানুষের দৃষ্টিতে জান্নাতবাসীদের আমল করে অথচ সে জাহান্নামী। মানুষ মনে করে সে নেককার, কিন্তু তার অন্তরে কলুষতা রয়েছে এবং সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত।

ইবনে মাসউদের হাদিসে বলা হয়েছে: "আর তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি জাহান্নামীদের আমল করতে থাকে, এমনকি তার ও জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাতের ব্যবধান থাকে, এমতাবস্থায় তার ভাগ্যলিপি তার ওপর জরী হয়, ফলে সে জান্নাতবাসীদের আমল করে এবং জান্নাতে প্রবেশ করে।" এটি প্রথম বিষয়ের বিপরীত।

(ص: 294) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الأول: وجدنا له شاهداً في الواقع وهي قصة هذا الرجل. وهذا له أيضاً شاهد في الواقع، يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وقع هذا عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، رجل يقال له الأصيرم من بني عبد الأشهل، كافر منابذ للدعوة الإلهية، ضد المسلمين، فلما كان في غزوة أحد، وخرج الناس من المدينة يغزون، ألقى الله في قلبه الإسلام، فأسلم وخرج يجاهد. فلما حصل ما حصل للمسلمين، وقتل منهم من قتل، وذهب الناس ينظرون في قتلاهم، فوجدوا الأصيرم، فقال له قومه: ما الذي جاء بك؛ فقد عهدناك ضد هذه الدعوة، أحذب على قومك، يعني عصبية، أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام، وأقرئوا الرسول صلى الله عليه وسلم مني السلام، وأخبروه أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ثم مات، فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأظنه قال: ((إنه من أهل الجنة)) فهذا الرجل أمضى عمره كله في الكفر، ضد الإسلام وضد المسلمين، وكان خاتمة هذه الخاتمة، عمل بعض أهل النار، حتى كم يكن بينه وبينها إلا ذراع، فسبق عليه الكتاب، فعمل بعمل أهل الجنة، فكان من أهل الجنة.

ساق المؤلف هذا الحديث من أجل أن نخاف وأن نرجو، نخاف على أنفسنا من الفتنة، ولهذا ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائماً الثبات: اللهم ثبتني بالقول الثابت، وكان النبي على الصلاة والسلام يقول: ((اللهم مقلب

প্রথমত: আমরা এর একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত খুঁজে পেয়েছি, আর তা হলো এই ব্যক্তির ঘটনা। এরও বাস্তব প্রমাণ রয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি জাহান্নামীদের ন্যায় আমল করতে থাকে, এমনকি তার ও জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাতের ব্যবধান অবশিষ্ট থাকে; অতঃপর সে জান্নাতীদের ন্যায় আমল করে এবং জান্নাতে প্রবেশ করে। এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে সংঘটিত হয়েছিল। বনী আবদিল আশহাল গোত্রের জনৈক ব্যক্তি, যাকে উসাইরিম বলা হতো; সে ছিল একজন কাফির এবং ঐশী দাওয়াতের ঘোর বিরোধী ও মুসলিমদের শত্রু। যখন উহুদ যুদ্ধের সময় উপস্থিত হলো এবং মদিনার অধিবাসীরা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলো, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে ইসলামের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করে দিলেন। ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করল এবং জিহাদের ময়দানে বেরিয়ে পড়ল।

অতঃপর মুসলিমদের ভাগ্যে যা ঘটনার ঘটল এবং তাদের মধ্য থেকে যারা শহীদ হওয়ার হলেন। লোকজন যখন তাদের নিহতদের তালাশ করতে বের হলো, তারা উসাইরিমকে খুঁজে পেল। তখন তার গোত্রের লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল: "কোন বিষয়টি তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে? আমরা তো তোমাকে এই দাওয়াতের ঘোর বিরোধী হিসেবে জানতাম। তুমি কি স্বগোত্রের টানে এসেছ—অর্থাৎ গোত্রীয় আভিজাত্যের কারণে—নাকি ইসলামের প্রতি অনুরাগী হয়ে?"

সে উত্তর দিল: "বরং ইসলামের প্রতি অনুরাগী হয়েই এসেছি। তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমার পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছে দিও এবং তাঁকে জানিও যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।" অতঃপর সে মৃত্যুবরণ করল। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিষয়টি অবহিত করলে আমার ধারণা তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত।" এই ব্যক্তি তার সমগ্র জীবন কুফরের ওপর এবং ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে অতিবাহিত করেছিল, অথচ তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল এই বিশেষ পরিণতির মাধ্যমে। সে জাহান্নামীদের অনুরূপ আমল করেছে, এমনকি যখন তার ও জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাতের ব্যবধান ছিল, তখন তার তাকদির

তার ওপর বিজয়ী হলো এবং সে জান্নাতীদের আমল করল, ফলে সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

গ্রন্থকার এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যাতে আমরা যেমন ভয় পাই, তেমনি আশান্বিতও হই। আমরা যেন ফিতনার আশঙ্কায় নিজেদের নিয়ে সর্বদা ভীত থাকি; আর এই কারণেই মানুষের উচিত সর্বদা আল্লাহর কাছে অবিচল থাকার প্রার্থনা করা: "হে আল্লাহ! আমাকে শাস্ত বাণীর ওপর সুদৃঢ় রাখুন।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন: "হে আল্লাহ! হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী..."

(ص: 295) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

القلوب، ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك)) هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضاً نأخذ من هذا الحديث ألا نياس، ولا نياس من شخص نجد على الكفر أو على الفسق، ربما يهديه الله في آخر لحظة، ويموت على الإسلام. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يتوفانا على الإيمان بهن وكرمه.

397/2 . وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يؤتى بجهنم يؤمئذ لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها)) رواه مسلم.
398/3 . وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص

قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباً، وإنه لأهونهم عذاباً)) متفق عليه.

399/4 وعن سيرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ((منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى

অন্তরসমূহের (পরিবর্তনকারী), আপনি আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের ওপর অবিচল রাখুন। হে আল্লাহ! হে অন্তরসমূহের বিবর্তনকারী! আপনি আমার অন্তরকে আপনার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দিন।" এই ছিলেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

এছাড়াও এই হাদিস থেকে আমরা এই শিক্ষা গ্রহণ করি যে, আমরা যেন নিরাশ না হই। কুফরি কিংবা পাপাচারের ওপর লিপ্ত কোনো ব্যক্তিকে দেখে আমরা যেন নিরাশ না হয়ে যাই; হতে পারে আল্লাহ তাকে শেষ মুহূর্তে হিদায়াত দান করবেন এবং সে ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করবে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে পার্থিব জীবনে ও পরকালে সুদৃঢ় বাণীর ওপর অবিচল রাখেন এবং তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ায় ঈমানের সাথে আমাদের মৃত্যু দান করেন।

* * *

২/৩৯৭ — তাঁর (রা.) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "সেদিন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে যার সত্তর হাজার লাগাম থাকবে; প্রতিটি লাগামের সাথে থাকবে সত্তর হাজার ফেরেশতা যারা তা টেনে আনবে।" (বর্ণনায় মুসলিম)।

৩/৩৯৮ — নু'মান ইবনে বশীর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা আযাব হবে সেই ব্যক্তির, যার দুই পায়ে তালুর নিচে আগুনের দুটি অঙ্গার রাখা হবে যার উত্তাপে তার মস্তিষ্ক টগবগ করে ফুটতে থাকবে। সে মনে

করবে যে, তার চেয়ে কঠিন আযাব আর কেউ ভোগ করছে না, অথচ সে হবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা আযাবপ্রাপ্ত।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

৪/৩৯৯ — সামুরা ইবনে জুনদুব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তাদের মধ্যে কাউকে আগুন তার গোড়ালি পর্যন্ত পাকড়াও করবে, কাউকে তার হাঁটু পর্যন্ত পাকড়াও করবে এবং কাউকে..."

(ص: 296) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته))

((الحجزة)): : معقد الإزار تحت السرة. و ((الترقوة)) بفتح التاء وضم القاف: هي

العظم الذي عند ثغرة النحر، وللإنسان ترقوتان في جانبي النحر.

400/5 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

((يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه)) متفق

عليه.

((والرشح)) العرق.

401/6 - وعن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة

ما سمعت مثلها قط فقال: لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً)) فغطي

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم، ولهم خنين. متفق عليه.

وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب، فقال:

((عرضت علي الحنة والنار، فلم أر كاليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم

لضحكتكم قليلاً، ولبيكيتم كثيراً)) فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه غطوا رؤوسهم ولهم خنين.

((الخنين)) بالخاء المعجمة: هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف.

কারো কোমরবন্ধ পর্যন্ত, আবার কারো কণ্ঠাস্থি পর্যন্ত।

‘আল-হুজ্জাহ’ বলতে নাভির নিম্নে যেখানে লুঙ্গি বা বস্ত্র পরিধান করা হয় সেই স্থানকে বোঝায়। আর ‘আত-তারকুয়াহ’ (তা বর্ণের ফাতহ ও ক্বাফ বর্ণের দম্মাহ সহযোগে) হলো কণ্ঠনালীর উপরিভাগের গর্তের নিকটবর্তী হাড়; মানুষের কণ্ঠনালীর উভয় পার্শ্বে দুটি কণ্ঠাস্থি বিদ্যমান থাকে।

৫/৪০০ — ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “জগতসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার দিন মানুষ স্বীয় ঘামে এমনভাবে নিমজ্জিত হবে যে, তাদের কারো কারো ঘাম কানের অর্ধেক পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।” (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

‘আল-রাশহ’ অর্থ হলো ঘাম।

৬/৪০১ — আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিকট এমন এক ভাষণ প্রদান করলেন যার সদৃশ ভাষণ আমি আর কখনো শ্রবণ করিনি। তিনি বললেন: “আমি যা অবগত আছি তোমরা যদি তা অবগত হতে, তবে তোমরা অবশ্যই অল্প হাসতে এবং অধিক ক্রন্দন করতে।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীগণ স্বীয় মুখমণ্ডল আবৃত করে রোদন করতে লাগলেন এবং তখন তাদের রোদনের বিশেষ শব্দ শোনা যাচ্ছিল। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট সাহাবীগণের পক্ষ হতে কোনো একটি সংবাদ পৌঁছেছিল, তাই তিনি ভাষণ প্রদান করেন এবং বলেন:

“আমার নিকট জালাত ও জাহান্নাম প্রদর্শন করা হয়েছে। আজকের দিবসের ন্যায় কল্যাণ ও অকল্যাণ আমি ইতিপূর্বে কখনো অবলোকন করিনি। আমি যা অবগত আছি তোমরা যদি তা অবগত হতে, তবে তোমরা অবশ্যই অল্প হাসতে এবং অধিক ক্রন্দন করতে।” সাহাবীগণের নিকট সেদিন অপেক্ষা অধিক কঠিন কোনো দিন আর আসেনি; তারা তাদের মস্তক আবৃত করে ডুকরে রোদন করছিলেন।

‘আল-খানীন’ শব্দটি ‘খা’ (خ) বর্ণযোগে গঠিত: এর অর্থ হলো এমন ক্রন্দন যাতে গুনগুন শব্দ হয় এবং নাক দিয়ে কান্নার আওয়ায নির্গত হয়।

(ص: 297) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله، كلها أحاديث تفيد الخوف من يوم القيامة ومن عذاب النار، فذكر أحاديث منها:

أنه يؤتى يوم القيامة بجهنم، لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها، وهذا يدل على هول هذه النار - نسأل الله أن يعيذنا والمسلمين منها، ومن هول ذلك اليوم؛ لأن الله تعالى جعل سبعين ألف ملك مع كل زمام من سبعين ألف زمام يجرون بها جهنم والعياذ بالله. فهذا العدد الكبير من الملائكة يدل على أن الأمر عظيم والخطر جسيم.

وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهون أهل النار عذاباً، من يوضع في قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه. وهو يرى أنه أشد الناس عذاباً، وأنه لأهونهم؛ لأنه لو رأى غيره؛ لهان عليه الأمر، وتسلى به، ولكنه يرى أنه أشد الناس عذاباً والعياذ بالله، فحينئذ يتضجر ويزداد بلاء ومرضاً نفسياً والعياذ بالله، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث تحذيراً للأمم من عذاب النار.

وذكر أيضاً أن من الناس من تبلغ النار إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حُجْزته.

وذكر أيضاً أن الناس في يوم القيامة يبلغ العرق منهم إلى الكعبين، وإلى الركبتين، والحقوين، ومن الناس من يلجبه العرق.

فالأمر خطير، فيجب علينا جميعاً أن نحذر من أهوال هذا اليوم، وأن نخاف الله سبحانه وتعالى، فنقوم بما أوجب علينا، ونرد ما حرم علينا.

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন) যে হাদিসগুলো উল্লেখ করেছেন, তার সবই কিয়ামত দিবস এবং জাহান্নামের আজাব সম্পর্কে ভীতি সঞ্চার করে। তিনি যেসব হাদিস উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে রয়েছে:

কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে; এর সত্তর হাজার লাগাম থাকবে এবং প্রতিটি লাগামের সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা থাকবেন যারা একে টেনে নিয়ে আসবেন। এটি এই আগুনের ভয়াবহতা নির্দেশ করে—আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং সকল মুসলিমকে এই আগুন এবং সেই দিনের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করেন—কারণ মহান আল্লাহ সত্তর হাজার লাগামের প্রতিটির সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন যারা জাহান্নামকে টেনে আনবে (আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই)। ফেরেশতাদের এই বিশাল সংখ্যা প্রমাণ করে যে বিষয়টি অত্যন্ত মহিমান্বিত এবং বিপদ অত্যন্ত গুরুতর।

নবী (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) বর্ণনা করেছেন যে, জাহান্নামবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা আজাব হবে সেই ব্যক্তির, যার পায়ের তলায় আগুনের দুটি অঙ্গার রাখা হবে এবং তাতে তার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে। সে মনে করবে যে সে-ই সবচেয়ে কঠিন আজাবে রয়েছে, অথচ সে হবে সবচেয়ে হালকা আজাবপ্রাপ্ত। কারণ সে যদি অন্য কাউকে দেখত, তবে তার কষ্ট কিছুটা লাঘব হতো এবং সে সান্ত্বনা পেত; কিন্তু সে মনে করবে যে সে-ই সবচেয়ে বেশি আজাব ভোগ করছে (আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই)।

এমতাবস্থায় সে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়বে এবং তার বিপদ ও মানসিক যন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি পাবে (আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই)। এ কারণেই নবী (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) তাঁর উম্মতকে জাহান্নামের আজাব থেকে সতর্ক করার জন্য এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, মানুষের মধ্যে এমন কেউ থাকবে যার গোড়ালি পর্যন্ত, কারও হাঁটু পর্যন্ত এবং কারও কোমর পর্যন্ত আগুন পৌঁছাবে।

তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, কিয়ামতের দিন মানুষের ঘাম কারও গোড়ালি পর্যন্ত, কারও হাঁটু পর্যন্ত এবং কারও কোমর পর্যন্ত পৌঁছাবে, আবার কারও কারও ক্ষেত্রে ঘাম লাগামের মতো মুখ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

সুতরাং বিষয়টি অত্যন্ত আশঙ্কাজনক; আমাদের সকলের উচিত এই দিনের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া এবং মহান আল্লাহকে ভয় করা। অতএব, তিনি আমাদের ওপর যা আবশ্যিক করেছেন তা আমাদের পালন করা উচিত এবং যা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন তা বর্জন করা উচিত।

(ص: 298) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

نسأل الله أن يعيننا والمسلمين على ذلك بمنه وكرمه.

402/7 - وعن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل)).

قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض، أم الميل الذي تكتحل به العين ((فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً)) وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه)) رواه مسلم.

403/8 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاً، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم)) متفق عليه.

ومعنى ((يذهب في الأرض)): ينزل ويغوص.

404/9 - وعنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سيع وجبة فقال: ((هل تدرّون ما هذا؟)) قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: ((حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفاً فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها فسمعتهم وجبتها)) رواه

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি তাঁর অনুগ্রহ ও বদান্যতায় আমাদের এবং সকল মুসলিমকে এ বিষয়ে সাহায্য করেন।

* * *

৭/৪০২ — মিকদাদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "কিয়ামতের দিন সূর্যকে সৃষ্টির এত সন্নিহিত আনা হবে যে, তা তাদের থেকে মাত্র এক মাইল দূরত্বে থাকবে।"

মিকদাদ থেকে বর্ণনাকারী সুলাইম ইবনে আমির বলেন: আল্লাহর শপথ! আমি জানি না তিনি 'মাইল' দ্বারা কী বুঝিয়েছেন—পৃথিবীর দূরত্বের পরিমাপ, নাকি সেই শলাকা যা দিয়ে চোখে সুরমা লাগানো হয়। "অতঃপর মানুষ তাদের আমল অনুযায়ী ঘামের মধ্যে থাকবে। তাদের মধ্যে কারও ঘাম হবে টাখনু পর্যন্ত, কারও হাঁটু পর্যন্ত, কারও কোমর পর্যন্ত, আর কাউকে ঘাম লাগামের মতো মুখ পর্যন্ত বেষ্টন করবে।" এ কথা বলার সময় আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর হাত দিয়ে নিজের মুখের দিকে ইশারা করলেন। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

৮/৪০৩ — আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "কিয়ামতের দিন মানুষের এত ঘাম বরবে যে, তা জমিনে

সত্তর হাত গভীর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এবং তা তাদের কান পর্যন্ত পৌঁছে লাগামের মতো মুখ চেপে ধরবে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

"জমিনে চলে যাবে" কথাটির অর্থ হলো: নিচে নেমে যাওয়া এবং গভীরে নিমজ্জিত হওয়া।

৯/৪০৪ — তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম, এমতাবস্থায় তিনি একটি বিকট পতনের শব্দ শুনতে পেলেন।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "তোমরা কি জানো এটি কী?" আমরা বললাম: আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিক অবগত। তিনি বললেন: "এটি একটি পাথর, যা সত্তর বছর আগে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এটি এতকাল জাহান্নামের অতল গহ্বরে পতিত হচ্ছিল এবং এইমাত্র তা তলদেশে গিয়ে পৌঁছেছে, যার পতনের শব্দ তোমরা শুনতে পেলে।" (বর্ণিত)।

(ص: 299) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

مسلم.

405/10 - وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه، فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه، فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة)) متفق عليه.

406/11 - وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطم السباء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيراً، وما تلذذتم بالنساء على الفراش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى)) رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

و ((أطت)) بفتح الهمزة وتشديد الطاء، و ((تئط)) بفتح التاء وبعدها همزة مكسورة، والأطيط: صوت الرحل والقتب وشبههما، ومعناه: أن كثرة من في السماء من الملائكة العابدین قد أثقلتها حتى أطت.
و ((الصعدات)) بضم الصاد والعین: الطرقات: ومعنی ((تجأرون)): تستغيثون.

407/12. وعن أبي برزة - براء ثم زاي - نضله بن عبید الأسلمي رضي الله

موسلم.

১০/৪০৫ — আদী ইবনে হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সাথে তার রব কথা বলবেন না, এমতাবস্থায় যে তাঁর ও তার মাঝে কোনো দোভাষী থাকবে না। তখন সে তার ডান দিকে তাকাবে এবং সে ইতিপূর্বে যা আমল করেছে তা ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। সে তার বাম দিকে তাকাবে এবং ইতিপূর্বে যা আমল করেছে তা ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। আর সে তার সামনের দিকে তাকাবে এবং তার চেহারার সামনে জাহান্নামের আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। অতএব, তোমরা আগুন থেকে বেঁচে থাকো, যদিও তা একটি খেজুরের ফালির বিনিময়ে হয়।" (বুখারি ও মুসলিম)।

১১/৪০৬ — আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আমি তা দেখি যা তোমরা দেখ না এবং আমি তা শুনি যা তোমরা শোন না। আসমান চড়চড় শব্দ করছে এবং তার জন্য এরূপ শব্দ করাই সংগত। আসমানে চার আঙুল পরিমাণ জায়গাও অবশিষ্ট নেই যেখানে কোনো ফেরেশতা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে কপাল ঠেকিয়ে নেই। আল্লাহর শপথ! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তবে তোমরা হাসতে কম এবং কাঁদতে বেশি; আর তোমরা বিছানায় স্ত্রীদের সাথে আনন্দ উপভোগ করতে না, বরং তোমরা উচ্চকণ্ঠে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে করতে খোলা রাস্তার দিকে বেরিয়ে পড়তে।" (তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এটি হাসান হাদিস)।

'আততাত' শব্দটি হামযায় ফাতহাহ (জবর) এবং ত-তে তাশদীদ সহযোগে এবং 'তা-ইত্ব' শব্দটি ত-তে ফাতহাহ ও এরপর কাসরায়ুক্ত (যের) হামযা সহযোগে গঠিত। 'আতিত' হলো উটের পিঠের জিন বা শিবিকার শব্দ এবং অনুরূপ শব্দ। এর অর্থ হলো: আসমানে ইবাদতকারী ফেরেশতাদের আধিক্যের কারণে তা ভারী হয়ে গেছে, এমনকি তা থেকে চড়চড় শব্দ নির্গত হচ্ছে।

'আস-সুউদাত' শব্দটি সদ এবং আইন বর্ণে যম্মাহ (পেশ) সহযোগে উচ্চারিত; এর অর্থ হলো রাস্তা বা পথসমূহ। আর 'তাজআরুন' শব্দের অর্থ হলো: তোমরা আত্নাদ বা ফরিয়াদ করছ।

১২/৪০৭ — আবু বারযাহ —প্রথমে 'রা' এরপর 'যা' সহযোগে— নাদলাহ ইবনে উবাইদ আল-আসলামী (রা.) থেকে বর্ণিত...

(ص: 300) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيمَ أفناه، وعن علمه فيمَ فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه)) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، كلها تدل على عظم يوم القيامة، وأن على المؤمن أن يخاف من هذا اليوم العظيم. ذكر أحاديث فيها دنو الشمس من الخلائق بقدر ميل، قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: لا أدري أيريد بذلك: مسافة الأرض، أم ميل المكحلة، وكلاهما قريب.

وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ فِي أَوْجْهَا فِي الدُّنْيَا وَبَعْدَهَا عَنْ هَذِهِ الْحَرَارَةِ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَتْ بِهَذَا الْقُرْبِ؟ !

ولكن هذه الشمس ينجو منها من شاء الله، فإن الله تعالى يظل أقواماً بظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم من سبق ذكره وهم: السبعة الذين بظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال؛ فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شباله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه.

তাঁর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: ((কিয়ামতের দিন কোনো বান্দার দুই পা স্থানচ্যুত হবে না যতক্ষণ না তাকে তার জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে যে সে তা কিসে অতিবাহিত করেছে, তার জ্ঞান সম্পর্কে যে সে তাতে কী আমল করেছে, তার সম্পদ সম্পর্কে যে সে তা কোথা থেকে উপার্জন করেছে এবং কিসে ব্যয় করেছে, আর তার শরীর সম্পর্কে যে সে তা কিসে জীর্ণ করেছে))। তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদীসটি হাসান সহীহ।

[ব্যখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ তাআলা) যেসব হাদীস উল্লেখ করেছেন, সেগুলি সবই কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা ও মাহাত্ম্যের প্রমাণ বহন করে এবং এ কথা ব্যক্ত করে যে, মুমিনের উচিত এই মহাদিবসকে ভয় করা।

তিনি এমন কিছু হাদীস উল্লেখ করেছেন যেখানে সৃষ্টিজগত বা মানুষের অত্যন্ত নিকটে এক 'মাইল' দূরত্বে সূর্য আসার কথা বর্ণিত হয়েছে। মিকদাদ (রা.) থেকে বর্ণনাকারী সুলাইম ইবনে আমির বলেন: আমি জানি না তিনি এর দ্বারা ভূমির দূরত্বের পরিমাপ বুঝিয়েছেন নাকি সুরমা দানির শলাকা বুঝিয়েছেন; আর উভয়টিই অত্যন্ত নিকটবর্তী। দুনিয়াতে সূর্য তার মধ্যগগনে থাকা অবস্থায় এবং আমাদের থেকে অনেক দূরে থাকা সত্ত্বেও যদি এমন উত্তাপ দেয়, তবে যখন তা এত নিকটে চলে আসবে তখন অবস্থা কেমন হবে?!

তবে আল্লাহ তাআলা যাকে চাইবেন তাকে এই সূর্যের উত্তাপ থেকে মুক্তি দেবেন। কেননা আল্লাহ তাআলা এমন কিছু জনগোষ্ঠীকে সেদিন তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন যে দিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে ইতিপূর্বে যাদের কথা আলোচিত হয়েছে তারা হলেন সেই সাত শ্রেণির ব্যক্তি যাদেরকে আল্লাহ তাঁর ছায়াতলে স্থান দেবেন যে দিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না: ন্যায়পরায়ণ শাসক, সেই যুবক যার বেড়ে ওঠা হয়েছে আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে, সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে লটকে থাকে, সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরকে ভালোবেসেছে, সেই লক্ষ্যেই তারা একত্রিত হয়েছে এবং সেই লক্ষ্যেই বিচ্ছিন্ন হয়েছে, সেই ব্যক্তি যাকে কোনো উচ্চবংশীয় ও রূপসী নারী (পাপের দিকে) আহ্বান করেছে কিন্তু সে বলেছে 'আমি আল্লাহকে ভয় করি', সেই ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করে যে তার ডান হাত যা দান করে তার বাম হাত তা জানতে পারে না এবং সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে আর তার দুই চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়।

(ص: 301) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وكذلك من أنظر معسراً، أو وضع عنه، المهم أن هناك أناساً ينجون من هذه الشمس، فيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر أحاديث العرق، وأن الناس يعرقون، حتى يبلغ العرق من الأرض سبعين ذراعاً، وحتى يلجم بعضهم إلجاماً، وبعضهم يصل إلى كعبيه، وبعضهم إلى ركبتيه، وبعضهم إلى حقويه، يختلف الناس حسب أعمالهم في هذا العرق. وذكر أيضاً أحاديث أخرى، فيها التحذير من نار جهنم، نسأل الله لنا والمسلمين السلامة منها.

والحاصل أن الإنسان إذا قرأ هذه الأحاديث وغيرها مما لم يذكره المؤلف، فإن المؤمن يخاف ويحذر، وليس بين الإنسان وبين هذا إلا أن ينتهي أجله في الدنيا، ثم ينتقل إلى دار الجزاء؛ لأنه ينتهي العمل. أحسن الله لنا وللمسلمين الخاتمة.

* * *

410/15. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من خاف أدلج، ومن أدلج، بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، إن سلعة الله الجنة)) رواه الترمذي وقال: حديث حسن. و ((أدلج)) بأسكان الدال، ومعناه: سار من أول الليل، والمراد: التشبير في

অনুরূপভাবে সেই ব্যক্তিও, যে কোনো ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে অবকাশ প্রদান করে অথবা তার ঋণের বোঝা লাঘব করে দেয়। মূল কথা হলো, সেখানে এমন কিছু মানুষ থাকবেন যারা এই সূর্যের উত্তাপ থেকে মুক্তি পাবেন; মহান আল্লাহ তাঁদেরকে তাঁর ছায়ার নিচে আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না।

তিনি ঘাম বিষয়ক হাদিসসমূহ উল্লেখ করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন যে, মানুষেরা এতোটা ঘর্মাক্ত হবে যে, সেই ঘাম জমিনে সত্তর হাত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। এমনকি তা কাউকে লাগামের মতো মুখ পর্যন্ত বেঁধে ফেলবে, কারো টাখনু পর্যন্ত পৌঁছাবে, কারো হাঁটু পর্যন্ত, আর কারো কোমর পর্যন্ত পৌঁছাবে। মানুষের আমল অনুযায়ী এই ঘামের পরিমাণের তফাত হবে।

তিনি আরও কিছু হাদিস উল্লেখ করেছেন যাতে জাহান্নামের আগুন সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। আমরা আমাদের জন্য এবং সকল মুসলিমের জন্য তা থেকে মহান আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

সারকথা হলো, মানুষ যখন এই সকল হাদিস এবং গ্রন্থকার যা উল্লেখ করেননি এমন অন্যান্য হাদিসসমূহ পাঠ করে, তখন মুমিন ব্যক্তি ভীত ও সতর্ক হয়। মানুষের মাঝে এবং এই পরিণতির মাঝে কেবল দুনিয়ার আয়ু শেষ হওয়ার ব্যবধানটুকু রয়েছে; এরপর সে প্রতিদান

লাভের জগতে স্থানান্তরিত হবে, কেননা তখন আমলের সময় শেষ হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ আমাদের এবং সকল মুসলিমের শেষ পরিণাম সুন্দর করুন।

* * *

১৫/৪১০ — আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি (শত্রুর আক্রমণের) ভয় করে, সে রাতের প্রথম ভাগেই যাত্রা শুরু করে। আর যে রাতের প্রথম ভাগে যাত্রা শুরু করে, সে নিরাপদ গন্তব্যে পৌঁছে যায়। জেনে রেখো, আল্লাহর পণ্য অতি মূল্যবান; জেনে রেখো, আল্লাহর পণ্য হলো জান্নাত।" এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এটি একটি হাসান হাদিস।

আর 'আদলাজা' শব্দটি 'দাল' বর্ণে সুকুনসহ উচ্চারিত হয়, যার অর্থ হলো: রাতের প্রথম ভাগে পথ চলা। আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: আনুগত্যের কাজে তৎপরতা প্রদর্শন করা।

(ص: 302) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الطاعة. والله أعلم.

411/16. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً)) قلت: يا رسول الله: الرجال والنساء جميعاً؛ ينظر بعضهم إلى بعض؟! قال ((يا عائشة الأمر أشد من أن يههم ذلك)).

وفي رواية: ((الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض)) متفق عليه.
((غرلاً)) بضم الغين المعجمة، أي: غير مختونين.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى رحمه الله في باب الخوف: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل)) أدلج يعني: مشى في الدلجة، وهي أول الليل ((ومن أدلج بلغ المنزل))؛ لأنه إذا سار في أول الليل، فهو يدل على اهتمامه في المسير، وأنه جاد فيه، ومن كان كذلك بلغ المنزل.

((ألا وإن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله الجنة)).

السلعة: يعني التي يعرضها الإنسان للبيع، والجنة قد عرضها الله عز وجل لعباده ليشتروها. قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُداً عَلَيْهِ حَقٌّ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ

আনুগত্য। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

১৬/৪১১ — আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "কিয়ামতের দিন মানুষকে নগ্নপদ, উলঙ্গ ও খাতনাবিহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে।" আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! নারী ও পুরুষ সকলে কি একত্রে থাকবে এবং একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকবে? তিনি বললেন: "হে আয়েশা! বিষয়টি এর চেয়েও অনেক ভয়াবহ হবে যে তারা একে অপরের দিকে তাকানোর কথা চিন্তা করবে।"

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: "বিষয়টি একে অপরের দিকে তাকানোর চেয়েও অনেক বেশি গুরুতর।" (বুখারী ও মুসলিম)।

‘গুরলান’ শব্দটি গইন বর্ণে পেশ সহযোগে, যার অর্থ: খাতনাবিহীন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক — আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন — 'ভীতি' অধ্যায়ে বলেছেন: আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি ভয় পায় সে রাতের প্রথম ভাগেই পথ চলে, আর যে রাতের প্রথম ভাগে পথ চলে সে

গন্তব্যে পৌঁছে যায়।" "আদলাজা" অর্থ: রাতের অন্ধকারে চলা, আর তা হলো রাতের প্রথম অংশ। "আর যে রাতের প্রথম ভাগে পথ চলে সে গন্তব্যে পৌঁছে যায়"; কারণ সে যদি রাতের প্রথম ভাগে যাত্রা শুরু করে, তবে তা সফরের প্রতি তার গুরুত্ব এবং ঐকান্তিকতা প্রকাশ করে। আর যে ব্যক্তি এমনটি করে সে গন্তব্যে পৌঁছে যায়।

"জেনে রেখো, আল্লাহর পণ্য অত্যন্ত মূল্যবান। জেনে রেখো, আল্লাহর পণ্য হলো জান্নাত।" পণ্য বলতে বোঝায় যা মানুষ বিক্রির জন্য পেশ করে। আর মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের নিকট জান্নাত পেশ করেছেন যেন তারা তা ক্রয় করে নেয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন এই বিনিময়ে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, ফলে তারা মারে ও মরে। এটি তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে তাঁর ওপর এক সত্য প্রতিশ্রুতি। আর কে...)

(ص: 303) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
[التوبة: 111] .

فمن خاف: يعني من كان في قلبه خوف لله؛ عمل العمل الصالح الذي ينجيه مما يخاف.

وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
((يحشر الناس)) يعني يجمعون يوم القيامة ((حفاة)) ليس لهم نعال ((عراة))
ليس عليهم ثياب ((غرلاً)) غير مختونين.

يخرج الناس من قبورهم كيوم ولدتهم أمهاتهم يعني في كمال الخلقة، كما قال
تعالى: (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ) [الأنبياء: 104] ، فقالت عائشة رضي الله عنها:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرجال والنساء، يعني عراة ينظر بعضهم إلى بعض. قال: الأمر أكبر أو أعظم من أن يهيمهم ذلك، أو من أن ينظر بعضهم إلى بعض، أي: إن الأمر عظيم جداً، لا ينظر أحد إلى أحد (لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ) [عبس: 37].
نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب النار، وأن يجعلنا وإياكم ممن يخافه ويرجوه.

"আর আল্লাহর চেয়ে স্বীয় প্রতিশ্রুতি পালনে অধিক বিশ্বস্ত কে আছে? সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে যে সওদা করেছ, তার জন্য আনন্দিত হও। আর এটিই তো মহাসাফল্য।" [আত-তাওবাহ: ১১১]।

অতঃপর যে ব্যক্তি ভয় করল: অর্থাৎ যার অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভয় বিদ্যমান ছিল; ফলে সে এমন নেক আমল করল যা তাকে সেই আশঙ্কাজনক বিষয় থেকে মুক্তি দেবে।

আর আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদিসের ব্যাপারে তিনি বলেন: আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: ((মানুষকে হাশরের ময়দানে সমবেত করা হবে)) অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তাদের একত্রিত করা হবে ((খালি পায়ে)) যাদের পায়ে কোনো পাদুকা থাকবে না, ((উলঙ্গ অবস্থায়)) যাদের শরীরে কোনো বস্ত্র থাকবে না, ((খতনাবিহীন অবস্থায়))। মানুষ তাদের কবর থেকে এমনভাবে নির্গত হবে যেমনদিন তাদের মায়েরা তাদের প্রসব করেছিল, অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ণাঙ্গ অবয়বে, যেমনটি মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: (যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবেই তার পুনরারুত্তি ঘটাবো) [আল-আম্বিয়া: ১০৪]। তখন আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) নিবেদন করলেন: হে আল্লাহর রাসুল! পুরুষ এবং নারী সবাই কি উলঙ্গ অবস্থায় থাকবে এবং একে অপরের দিকে তাকাবে? তিনি বললেন: পরিস্থিতি এর চেয়েও অনেক গুরুতর বা ভয়াবহ হবে যে, তারা এই বিষয়ে জ্রঙ্ক্ষেপ করবে অথবা একে অপরের দিকে দৃষ্টিপাত করবে। অর্থাৎ, পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে, কেউ কারো দিকে তাকাবে না। (সেদিন তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন এক পরিস্থিতি থাকবে যা তাকে অন্য সব কিছু থেকে বিমুখ করে রাখার জন্য যথেষ্ট হবে) [আবাসা: ৩৭]।

আমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের এবং আপনাদের জাহান্নামের আজাব থেকে নাজাত দান করেন এবং আমাদের ও আপনাদের তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা তাঁকে ভয় করে এবং তাঁরই প্রত্যাশা রাখে।

(ص: 304) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

51. باب الرجاء

قال الله تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) [الزمر: 53].
وقال تعالى: (وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ) [سبأ: 17].

وقال تعالى: (إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى) [طه: 48].
وقال تعالى: (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ) [الأعراف: 156].

412/1. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)). متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: ((من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله؛ حرم الله عليه النار)).

413/2 - وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة، فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة، فجزاء سيئة

৫১ — পরিচ্ছেদ: আশা বা প্রত্যাশা

আল্লাহ তাআলা বলেন: (বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর অনাচার করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু) [সূরা আজ-জুমার: ৫৩]।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: (অকৃতজ্ঞ ছাড়া আমি কি কাউকে শাস্তি দিই?) [সূরা সাবা: ১৭]।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: (আমাদের প্রতি ওহি বা প্রত্যাদেশ পাঠানো হয়েছে যে, নিশ্চয়ই আজাব তার ওপর আপতিত হবে যে সত্যকে অস্বীকার করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়) [সূরা ত্বাহা: ৪৮]।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: (এবং আমার রহমত প্রতিটি বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছে) [সূরা আল-আরাফ: ১৫৬]।

১/৪১২ — উবাদাহ ইবনুত সামিত রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল; আর ঈসা আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং তাঁর বাণী (কালিমা) যা তিনি মারইয়ামের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে রুহ; আর জান্নাত সত্য ও জাহান্নাম সত্য—আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তার আমল যা-ই হোক না কেন।” (বুখারি ও মুসলিম)।

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে: “যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল; আল্লাহ তার ওপর জাহান্নাম হারাম করে দেবেন।”

২/৪১৩ — আবু যার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মহান আল্লাহ বলেন: “যে ব্যক্তি একটি নেক কাজ নিয়ে আসবে, তার জন্য দশ গুণ সওয়াব রয়েছে অথবা আমি আরও বাড়িয়ে দেব। আর যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তার প্রতিফল হবে অনুরূপ একটি মন্দ কাজ...”

سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبراً؛ تقربت منه ذراعاً، ومن تقرب مني ذراعاً، تقربت منه باعاً، ومن أتاني يمشي، أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاً؛ لقيته بمثلها مغفرة)). رواه مسلم.

معنى الحديث: ((من تقرب إلى بطاعتي ((تقربت)) إليه برحمتي، وإن زاد زدت، ((فإن أتاني يمشي)) وأسرع في طاعتي ((أتيته هرولة)) أي: صبت عليه الرحمة، وسبقته بها، ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود. ((وقراب الأرض)) بضم القاف ويقال بكسرهما، والضم أصح، وأشهر، ومعناه: ما يقارب ملأها، والله أعلم.

414/3 - وعن جابر رضي الله عنه، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: ((من مات لا يشرك بالله شيئاً؛ دخل الجنة؛ ومن مات يشرك به شيئاً؛ دخل النار)) رواه مسلم.

415/4 - وعن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاذ رديفه على الرحل قال: ((يا معاذ)). قال لبيك يا رسول الله، وسعديك، قال: ((يا معاذ)). قال: لبيك يا رسول الله، وسعديك، قال: ((يا معاذ)). قال: لبيك يا رسول الله، وسعديك، ثلاثاً، قال: ((ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار)) قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟

...মন্দ কাজ তার সমপরিমাণ অথবা আমি ক্ষমা করে দিই। যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। যে আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে চার হাত (এক বাঁ) এগিয়ে যাই। যে আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি

তার দিকে ধাবিত হয়ে (দ্রুতগতিতে) আসি। আর যে ব্যক্তি আমার সাথে কোনো কিছুকে অংশীদার না করে পৃথিবী পূর্ণ গুনাহ নিয়ে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে, আমি তার সমপরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করব। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

হাদিসের মর্মার্থ: "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্যের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে চায়, আমি আমার রহমতের মাধ্যমে তার নিকটবর্তী হই। সে যদি তা বৃদ্ধি করে, তবে আমিও বৃদ্ধি করি। 'যদি সে আমার নিকট হেঁটে আসে' অর্থাৎ আমার আনুগত্যে দ্রুত ধাবিত হয়, 'আমি তার দিকে ধাবিত হয়ে আসি' অর্থাৎ আমি তার ওপর রহমত বর্ষণ করি, রহমত দানে তার অগ্রগামী হই এবং কাজ্জিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে তাকে অধিক পথ চলার মুখাপেক্ষী করি না। 'কুরাবুল আরদ' শব্দটিতে ক্রাফ বর্ণে পেশ (যম্মা) যোগে উচ্চারিত হয়, আবার কেউ কেউ একে যের (কাসরা) যোগেও পড়ে থাকেন; তবে পেশ যোগে পড়াটিই অধিক বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ। এর অর্থ হলো: যা পৃথিবী পূর্ণ হওয়ার কাছাকাছি। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

৩/৪১৪ — জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! অবধারিতকারী বিষয় দুটি কী কী? তিনি বললেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে অংশীদার না করে মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোনো কিছুকে অংশীদার করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

৪/৪১৫ — আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সওয়ারির পিঠে উপবিষ্ট ছিলেন এবং মু'আয তাঁর পেছনে বসা ছিলেন, তখন তিনি বললেন: "হে মু'আয!" তিনি বললেন: "আমি আপনার সেবায় হাজির ও সৌভাগ্যবান, হে আল্লাহর রাসূল!" তিনি পুনরায় বললেন: "হে মু'আয!" তিনি বললেন: "আমি আপনার সেবায় হাজির ও সৌভাগ্যবান, হে আল্লাহর রাসূল!" তিনি তৃতীয়বার বললেন: "হে মু'আয!" তিনি বললেন: "আমি আপনার সেবায় হাজির ও সৌভাগ্যবান, হে আল্লাহর রাসূল!" এভাবে তিনবার বলার পর তিনি বললেন: "যে কোনো বান্দা যদি অন্তরের সততার সাথে এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেবেন।" তিনি বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি মানুষকে এই সুসংবাদ দেব না যাতে তারা আনন্দিত হয়?"

قال: ((إذا يتكلموا)) فأخبر بها معاذ عند موته تأثماً. متفق عليه.

وقوله: ((تأثماً)) أي: خوفاً من الإثم في كتم هذا العلم.

[الشرح]

لما ذكر المؤلف رحمه الله باب الخوف؛ ذكر باب الرجاء، وكأنه رحمه الله يغلب جانب الخوف، أو يقول: إذا رأيت الخوف قد غلب عليك؛ فافتح باب الرجاء. ثم ذكر المؤلف آيات وأحاديث؛ منها قول الله تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) [الزمر: 53].

هذه الآية نزلت في التائبين، فإن تاب؛ تاب الله عليه وإن عظم ذنبه، كما قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَمًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيمًا) [الفرقان: 68 - 70]

فمن تاب من أي ذنب؛ فإن الله يتوب عليه مهما عظم ذنبه، لكن إن كانت المعصية في أمر يتعلق بالمخلوقين، فلا بد من إيفائهم حقهم في

তিনি বললেন: ((তাহলে তারা কেবল এর ওপরই ভরসা করে বসে থাকবে))। অতঃপর মুআয (রা.) তাঁর মৃত্যুর সময় গুনাহের ভয়ে (ইলম গোপন করার পাপ থেকে বাঁচতে) এ সংবাদটি প্রদান করেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

আর তাঁর উক্তি; ((গুনাহের ভয়ে)) অর্থাৎ: এই ইলম (জ্ঞান) গোপন করার কারণে পাপী হওয়ার ভয় থেকে।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) যখন ভীতির অধ্যায় আলোচনা শেষ করেছেন, তখন তিনি আশার অধ্যায় উল্লেখ করেছেন। যেন তিনি ভীতির দিকটিকে প্রাধান্য দিচ্ছেন, অথবা তিনি বলতে চাইছেন: যখন তুমি দেখবে যে তোমার ওপর ভীতি প্রবল হয়ে গেছে, তখন আশার দ্বার উন্মুক্ত করো। অতঃপর লেখক বেশ কিছু আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করেছেন; তন্মধ্যে মহান আল্লাহর বাণী: (বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।) [যুমার: ৫৩]।

এই আয়াতটি তাওবাকারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং কেউ যদি তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন, যদিও তার গুনাহ অনেক বড় হয়। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: (আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্যকে ডাকে না, আল্লাহ যার হত্যা হারাম করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। আর যারা এসব করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় স্থায়ী হবে। তবে যারা তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে; আল্লাহ তাদের গুনাহসমূহকে নেকিতে পরিবর্তন করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।) [ফুরকান: ৬৮-৭০]

সুতরাং যে কেউ যেকোনো গুনাহ থেকে তাওবা করবে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন তার গুনাহ যতই বড় হোক না কেন। কিন্তু নাফরমানি যদি সৃষ্টির (মানুষের) হকের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তবে অবশ্যই তাদের হক পূর্ণরূপে আদায় করে দিতে হবে...

الدنيا قبل الآخرة، حتى تصح توبتك.

أما غير التائبين، فقد قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) [النساء: 48] فغير التائبين إن كان عملهم كفراً، فإنه لا يغفر، وإن كان سوى الكفر، فإنه تحت المشيئة؛ إن شاء الله عذب عليه، وإن شاء غفر له. لكن إن كان من الصغائر، فإن الصائر تكفر باجتناب الكبائر، و ببعض الأعمال الصالحة.

ثم ذكر المؤلف أحاديث متعددة في هذا الباب، وكلها أحاديث توجب للإنسان قوة الرجاء بالله عز وجل، حتى يلاقي الإنسان ربه وهو يرجو رحمته، ويغلبها على جانب الخوف.

وفيها أحاديث مطلقة مقيدة بنصوص أخرى، مثل ما ذكره رحمه الله في أن من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئاً دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار. المراد بهذا: الشرك وكذلك الكفر؛ ككفر الجحود والاستكبار وما أشبه ذلك، فإنه داخل في الشرك الذي لا يغفر. نسأل الله أن يجعلنا ممن يرجو رحمته ويخافون عذابه.

* * *

417/6 - وعن عتب بن مالك رضي الله عنه، وهو ممن شهد بدرًا، قال: كنت اصلي لقومي ببني سالم، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار، فيشق علي اجتيازها قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار، فيشق علي

পরকালের পূর্বে দুনিয়াতেই (তওবা করতে হবে), যাতে তোমার তওবা শুদ্ধ হয়।

আর যারা তওবা করেনি, তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন: (নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না এবং এছাড়া অন্য যা কিছু আছে তা তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন) [সূরা আন-নিসা: ৪৮]। সুতরাং যারা তওবা করেনি তাদের কর্ম যদি কুফরি হয়, তবে তা ক্ষমা করা হবে না; আর যদি কুফরি ব্যতীত অন্য কিছু হয়, তবে তা আল্লাহর ইচ্ছাধীন; আল্লাহ চাইলে তাকে শাস্তি দেবেন এবং চাইলে তাকে ক্ষমা করবেন।

তবে যদি তা সগীরা গুনাহ হয়, তবে কবীরা গুনাহ বর্জন করার মাধ্যমে এবং কিছু নেক আমলের মাধ্যমে সেই সগীরা গুনাহসমূহ মোচন হয়ে যায়।

অতঃপর লেখক এই অধ্যায়ে একাধিক হাদীস উল্লেখ করেছেন, যার সবগুলোই মানুষের মনে মহান আল্লাহর প্রতি প্রবল আশার সঞ্চার করে, যেন মানুষ তার রবের সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করতে পারে যখন সে তাঁর রহমতের আশা পোষণ করে এবং ভীতির তুলনায় আশাকেই প্রাধান্য দেয়।

এর মধ্যে এমন কিছু সাধারণ হাদীস রয়েছে যা অন্যান্য দলিলের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ, যেমন লেখক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উল্লেখ করেছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করা অবস্থায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করা অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শিরক এবং অনুরূপভাবে কুফর; যেমন অস্বীকারজনিত কুফর, অহংকারজনিত কুফর এবং এই জাতীয় যা কিছু রয়েছে, তা সেই শিরকের অন্তর্ভুক্ত যা ক্ষমা করা হয় না। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা তাঁর রহমতের আশা রাখে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে।

* * *

৬/৪১৭. ইতবান ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের একজন ছিলেন, তিনি বলেন: আমি বনী সালাম পল্লীতে আমার কওমের লোকদের সালাত পড়াতাম। বৃষ্টির সময় আমার ও তাদের মাঝে অবস্থিত উপত্যকাটিতে পানি জমে যেত, ফলে তাদের মসজিদে যাওয়ার জন্য সেটি অতিক্রম করা আমার জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ত। তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে

বললাম: আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়েছে, আর আমার ও আমার কওমের মাঝে অবস্থিত উপত্যকাটি বৃষ্টির সময় প্লাবিত হয়ে যায়, যা অতিক্রম করা আমার জন্য দুষ্কর হয়ে পড়ে...

(ص: 308) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

اجتيازہ، فوددت أنك تأتي، فتصلي في بيتي مكاناً أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((سأفعل)) فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، رضي الله عنه بعد ما أشتد النهار واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: ((أين تحب أن أصلي من بيتك؟)) فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصفننا وراءه فصلى ركعتين، ثم سلم وسلمنا حين سلم فحبسته على خزيمة تصنع له، فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت فقام رجل: ما فعل مالك لا أراه!

فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال رجل: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقل ذلك، ألا تراه قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى؟!)).

فقال: الله ورسوله أعلم، أما نحن فو الله ما نرى وده، ولا حديثه إلا إلى المنافقين! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)) متفق عليه.

و ((عتبان)) بكسر العين المهملة، وإسكان التاء المثناة فوق وبعدها باء موحدة. و ((الخريرة)) بالخاء المعجمة، والري: هي دقيق يطبخ بشحم.

وقوله: ((ثَابِرْ جَالٍ)) بَالْتَاءِ الْمَثَلَةِ، أَي: جَاؤُوا وَاجْتَمِعُوا.

[الشَّرْحُ]

قَالَ الْوَلَفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِيهِمَا نَقْلُهُ عَنْ عَتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ

তা অতিক্রম করা; তাই আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম যে আপনি আসবেন এবং আমার ঘরের কোনো একটি স্থানে সালাত আদায় করবেন, যাকে আমি সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করব। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "আমি তা করব।" পরদিন দিনের তাপ বৃদ্ধি পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং আবু বকর সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমার কাছে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রবেশের অনুমতি চাইলেন এবং আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। তিনি বসার আগেই বললেন: "তুমি তোমার ঘরের কোথায় সালাত আদায় করা পছন্দ করো?" আমি তাঁকে সেই স্থানের দিকে ইশারা করলাম যেখানে আমি সালাত আদায় করা পছন্দ করি। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাঁড়ালেন এবং তাকবীর বললেন। আমরা তাঁর পেছনে কাতারবদ্ধ হলাম। তিনি দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন, এরপর সালাম ফিরালেন এবং তিনি যখন সালাম ফিরালেন আমরাও সালাম ফিরলাম। তারপর আমি তাঁকে 'খাজিরা' নামক খাবারের জন্য আটকে রাখলাম যা তাঁর জন্য তৈরি করা হয়েছিল। পাড়ার লোকজন যখন শুনতে পেল যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার ঘরে আছেন, তখন তাদের মধ্য থেকে অনেক লোক আসতে শুরু করল, এমনকি ঘরে অনেক লোক সমবেত হলো। এক ব্যক্তি বলে উঠল: "মালিকের কী হলো? আমি তো তাকে দেখছি না!"

এক ব্যক্তি বলল: "সে তো মুনাফিক, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে না।" তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "একথা বলো না। তুমি কি দেখছো না যে সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং এর মাধ্যমে সে কেবল আল্লাহর সমুষ্টিই কামনা করে?!" সে বলল: "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তবে আল্লাহর কসম! আমরা তো তার হৃদয়তা ও কথাবার্তা কেবল মুনাফিকদের সাথেই দেখি!" তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম

করে দিয়েছেন, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে।" (বুখারী ও মুসলিম)।

'ইতবান' (Itban) শব্দটি আইন (Ain) অক্ষরে কাসরা (জের), এবং 'তা' (Ta) অক্ষরে সুকুন দিয়ে, এরপর 'বা' (Ba) সহযোগে। আর 'খাজিরা' (Khazirah) শব্দটি 'খা' (Kha) এবং 'রা' (Ra) যোগে; এটি হলো চর্বি দিয়ে রান্না করা আটা।

আর তাঁর কথা: "তাবা রিজাল" (Thaba Rijal) এখানে 'সা' (Tha) অক্ষরটি তিন নুক্তাবিশিষ্ট, এর অর্থ হলো: তারা আসলো এবং সমবেত হলো।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাহুল্লাহ তাআলা) ইতবান ইবন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যা বর্ণনা করেছেন সে সম্পর্কে বলেন—

(ص: 309) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

عنه، وكان يؤمر قومه بني سالم، وكان بينه؛ أي بين بيته وبين قومه وإد يعني شعيب يجري فيه السيل. فإذا جاء السيل؛ شق عليه عبوره. وأضف إلى ذلك أن بصره ضعف، فصار يشق عليه مرتين؛ من جهة المشي، ومن جهة البصر والنظر. فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وطلب منه أن يأتي إلى بيته ليصلي في مكان من البيت، يتخذة عتبان مصلي يصلي فيه، وإن لم يكن مسجداً.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((سأفعل)) ثم خرج هو وأبو بكر رضي الله عنه حين اشتد النهار، وكان أبو بكر رفيقه حضراً وسفراً، لا يفارقه، كثيراً ما يكون معه،

وَكثيْراً مَا يَقُولُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: جِئْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، رَجَعْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ.

فَهُمَا صَاحِبَاهُ وَوَزِيرَاهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، صَاحِبَاهُ فِي الدُّنْيَا، وَصَاحِبَاهُ فِي الْبَرْزَخِ، وَقَرِينَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ يَقُومُونَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ مَكَانٍ وَاحِدٍ، مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي دُفِنَ فِيهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَالَّذِي أَصْبَحَ الْآنَ فِي قَرَارَةِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ.

انْظُرْ إِلَى الْحِكْمَةِ: اخْتَارَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَكُونَ الْبَيْتُ الَّذِي دُفِنَ فِيهِ الرَّسُولُ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ؛ لِيَقُومَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ وَسْطِ الْمَسْجِدِ، مَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

وَعَلَى هَذَا لَا تَكْرَهُ شَيْئاً اخْتَارَهُ اللَّهُ، قَدْ يَخْتَارُ اللَّهُ شَيْئاً فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَظِيمَةٌ لَا تَدْرِي عَنْهَا أَنْتَ، كَرِهَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ بَيْتُ الرَّسُولِ الَّذِي دُفِنَ فِيهِ فِي وَسْطِ الْمَسْجِدِ، وَقَالُوا: هَذَا شَبِيهَةٌ لِعِبَادِ الْقُبُورِ الَّذِينَ يَبْنُونَ الْمَسَاجِدَ

তাঁর থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর সম্প্রদায় বনু সালিমের ইমামতি করতেন। তাঁর বাড়ি এবং তাঁর সম্প্রদায়ের মাঝে একটি উপত্যকা অর্থাৎ একটি নালা ছিল যেখানে বন্যার পানি প্রবাহিত হতো। যখন বন্যার স্রোত আসত, তখন সেটি অতিক্রম করা তাঁর জন্য কঠিন হয়ে পড়ত। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল যে, তাঁর দৃষ্টিশক্তিও দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। ফলে তা তাঁর জন্য দ্বিগুণ কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াল—একদিকে হাঁটার কষ্ট এবং অন্যদিকে দৃষ্টির স্বল্পতা। তাই তিনি এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে বিষয়ে অবহিত করলেন এবং তাঁর কাছে আরজি জানালেন যেন তিনি তাঁর বাড়িতে এসে কোনো এক স্থানে সালাত আদায় করেন, যাতে ইতবান সেই স্থানটিকে নিয়মিত সালাত আদায়ের জায়গা হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন, যদিও তা (শারয়ী অর্থে) মসজিদ ছিল না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "আমি শীঘ্রই তা করব।" অতঃপর রোদ যখন প্রখর হলো, তখন তিনি এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বের হলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবাসে এবং সফরে তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলেন, তিনি তাঁকে ছেড়ে যেতেন না। তিনি

প্রায়ই তাঁর সাথে থাকতেন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই বলতেন: "আমি, আবু বকর ও উমর এসেছি", "আমি, আবু বকর ও উমর গিয়েছি", "আমি, আবু বকর ও উমর ফিরেছি।"

তাঁরা দুজন ছিলেন তাঁর সঙ্গী এবং তাঁর দুই উজির (সহকারী), আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। তাঁরা দুনিয়াতে তাঁর সঙ্গী ছিলেন, বারজাখেও তাঁর সঙ্গী এবং কিয়ামতের দিনও তাঁরা তাঁর সহচর হবেন। এই তিন ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে একই স্থান থেকে দণ্ডায়মান হবেন—সেই ঘর থেকে যেখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাফন করা হয়েছে, যা বর্তমানে মসজিদে নববীর অভ্যন্তরে অবস্থিত।

প্রজ্ঞার দিকে লক্ষ্য করুন: আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা পছন্দ করেছেন যেন যে ঘরে রাসুলুল্লাহকে দাফন করা হয়েছে তা মসজিদের ভেতরে থাকে; যাতে কিয়ামতের দিন এই তিন ব্যক্তি মসজিদের মাঝখান থেকে অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদের মধ্যস্থল থেকে উত্থিত হতে পারেন।

এমতাবস্থায়, আল্লাহ যা নির্বাচন করেছেন তাকে অপছন্দ করবেন না। হতে পারে আল্লাহ এমন কিছু পছন্দ করেন যাতে মহান কল্যাণ নিহিত আছে যা আপনি জানেন না। মানুষ অপছন্দ করেছিল যে রাসুলুল্লাহর ঘর—যেখানে তাঁকে দাফন করা হয়েছে—তা মসজিদের মাঝখানে থাকুক এবং তারা বলেছিল: এটি কবর পূজারীদের জন্য সংশয়ের অবকাশ তৈরি করবে যারা কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করে।

(ص: 310) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

على القبور.

ولكن ليس في ذلك شبهة؛ لأن المسجد لم يبن على القبر، وإنما امتد المسجد وبقي القبر في البيت مستقلاً عن المسجد، ليس فيه حجة لأي إنسان إلا رجلاً مبطلاً،

يقول كما قال إبليس: (أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) [الأعراف: 12] ، لكن انظر الحكمة؛ أن يكون خروجهم يوم القيامة من مكان واحد، من جوف المسجد النبوي، سبحانه الله العظيم، حكمة تغيب عن كثير من الناس. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين اشتد النهار، يعني حين ارتفعت الشمس إلى دار بني مالك، فاستأذن، فأذن له، فدخل ولم يجلس؛ بل قال: أين تريد أن أصلي؛ لأنه جاء لغرض، فأحب أن يبدأ بالغرض الذي جاء من أجله قبل أي شيء، وهذا من الحكمة؛ أنك إذا أردت شيئاً لا تعرج إلى غيره حتى تنتهي منه من أجل أن تضبط الوقت ويبارك لك فيه.

كثير من الناس تضيع عليه الأوقات بسبب أنه يتلقف الأشياء. وأضرب لهذا مثلاً: هب أنك تريد أن تراجع مسألة من مسائل العلم في كتاب من الكتب، تقرأ الفهرس؛ لأجل أن تعرف أين مكان هذه المسألة، ثم تمر بك مسألة فتقول أريد أن أطلع على هذه المسألة، ثم تطلع على الأخرى، ويفوتك المقصود الذي من أجله راجعت هذا الكتاب. لكن ابدأ أولاً بما أردت قبل أي شيء، ثم بعد ذلك ما زاد فهو فضل.

فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمكان، وصلوا معه جماعة؛ لأن هذه جماعة عارضة لا دائمة.

কবরের ওপর।

কিন্তু এতে কোনো সংশয় নেই; কারণ মসজিদটি কবরের ওপর নির্মিত হয়নি, বরং মসজিদের সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং কবরটি মসজিদের বাইরে স্বতন্ত্রভাবে হাজার ভেতরেই রয়ে গেছে। এতে বিভ্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো জন্য কোনো দলিল নেই, যে ইবলিসের ন্যায় বলে: (আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ; আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে) [আল-আরাফ: ১২]। তবে এর প্রজ্ঞা লক্ষ্য করুন; কিয়ামতের দিন যেন তারা

একই স্থান থেকে—অর্থাৎ মসজিদে নববীর ভেতর থেকে পুনরুত্থিত হন। মহান আল্লাহ অতি পবিত্র, এটি এমন এক প্রজ্ঞা যা অনেক মানুষের অগোচরে রয়ে গেছে।

সারকথা হলো, দিন যখন তপ্ত হলো—অর্থাৎ সূর্য যখন বেশ উপরে উঠল—তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু মালিকের ঘরের দিকে বের হলেন। তিনি অনুমতি চাইলেন এবং তাঁকে অনুমতি দেওয়া হলো। তিনি প্রবেশ করলেন কিন্তু বসলেন না; বরং বললেন: "তুমি কোথায় চাও যে আমি সালাত আদায় করি?" কারণ তিনি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে এসেছিলেন, তাই তিনি অন্য কিছু আগে সেই কাজ শুরু করতে চাইলেন যার জন্য তিনি এসেছেন। এটি প্রজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত; যখন আপনি কোনো কাজের ইচ্ছা করবেন, তখন সেটি শেষ না করা পর্যন্ত অন্য দিকে ভ্রমশ্রম করবেন না, যাতে সময় নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং তাতে বরকত হয়।

অনেক মানুষ বিভিন্ন অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ার কারণে সময় নষ্ট করে ফেলে। আমি এর একটি উদাহরণ দিচ্ছি: ধরুন আপনি কোনো বই থেকে ইলমের একটি মাসআলা যাচাই করতে চান। আপনি সূচিপত্র পড়ছেন যাতে জানতে পারেন মাসআলাটি কোথায় আছে; তখন আপনার নজরে অন্য একটি মাসআলা পড়ল এবং আপনি ভাবলেন এটি একটু দেখি, এরপর অন্যটি দেখতে লাগলেন। এভাবে আপনার মূল উদ্দেশ্যটি হাতছাড়া হয়ে গেল যার জন্য আপনি বইটি খুলেছিলেন। বরং অন্য সবকিছুর আগে আপনার কাজীকৃত বিষয়টি দিয়ে শুরু করুন, এরপর যা অতিরিক্ত হবে তা বাড়তি পাওনা।

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই স্থানে সালাত আদায় করলেন এবং উপস্থিতির তাঁর সাথে জামাতে সালাত পড়লেন; কারণ এটি ছিল একটি আকস্মিক জামাত, নিয়মিত কোনো জামাত নয়।

(ص: 311) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ثم لما فرغ من صلاته، إذا هو قد أعد له طعاماً زهيداً، فسمع أهل الدار. الدار هو ما نسبيته عندنا بالحي والحارة. سمع أهل الدار أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند

عتبان بن مالك، فثأب إليه أناس، يعني اجتمعوا يريدون أن يهتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويسمعوا من قوله، ويأخذوا من سنته، فاجتمعوا فقالوا: أين فلان، قالوا: ذاك منافق. ذاك منافق. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من قال ذلك وقال: ((لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)).

فقال الرجل: الله ورسوله أعلم؛ لأن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؛ فهو مؤمن ليس منافقاً، والمنافق يقولها رياء وسبحة، لا تدخل قلبه والعياذ بالله، أما من قالها يبتغي بها وجه الله؛ فإنه مؤمن بها، مصدق، تدخل قلبه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله)) فكل من قالها يبتغي بها وجه الله، فإن الله يحرمه على النار، لماذا؟ لأنه إذا قالها يبتغي بها وجه الله؛ فإنه سيقوم بقتضائها، ويعمل بها تقتضيه هذه الكلمة العظيمة، من أداء الواجب، وترك المحرم، والإنسان إذا أدى الواجب وترك المحرم؛ أحل الحلال، وحرم الحرام، وقام بالفرائض، واجتنب النواهي، فإن هذا من أهل الجنة، يدخل الجنة ويحرم الله عليه النار.

وليس في الحديث دليل على أن تارك الصلاة لا يكفر؛ لأننا نعلم علم اليقين، مثل الشمس، أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لا

এরপর যখন তিনি সালাত সমাপ্ত করলেন, তখন দেখা গেল যে তিনি (উত্বান) তাঁর জন্য যৎসামান্য খাবারের আয়োজন করেছেন। তখন পাড়ার লোকজন সে কথা জানতে পারল। 'দার' (বাড়ি) বলতে আমরা আমাদের পরিভাষায় মহল্লা বা পাড়া বুঝিয়ে থাকি। পাড়ার লোকজন শুনতে পেল যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্বান ইবনে মালিকের বাড়িতে অবস্থান করছেন। তখন অনেক লোক সেখানে সমবেত হলেন; অর্থাৎ তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে হিদায়াত লাভ করতে, তাঁর বাণী শুনতে এবং তাঁর

সুল্লাহ গ্রহণ করতে সেখানে একত্রিত হয়েছিলেন। সমবেত হওয়ার পর তারা জিজ্ঞেস করলেন, "অমুক ব্যক্তি কোথায়?" জনৈক ব্যক্তি উত্তর দিলেন, "সে তো মুনাফিক, সে মুনাফিক।" তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মন্তব্যকারীর প্রতিবাদ করলেন এবং বললেন, "এমন কথা বলো না। তুমি কি দেখনি যে সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং এর মাধ্যমে সে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টিই কামনা করেছে?"

অতঃপর সেই ব্যক্তি বললেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত।" কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, সে তো মুমিন, মুনাফিক নয়। আর মুনাফিক তো কেবল লোকদেখানো ও শোনানোর জন্য তা উচ্চারণ করে; যা—আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি—তার অন্তরে প্রবেশ করে না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় এটি বলে, সে এর প্রতি বিশ্বাসী ও সত্যায়নকারী এবং তা তার অন্তরে বদ্ধমূল হয়। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে।" সুতরাং যে ব্যক্তিই আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় এটি বলবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুনের জন্য নিষিদ্ধ করে দেবেন। কেন? কারণ, যখন সে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এই কালিমা পাঠ করবে, তখন সে এর অনিবার্য দাবিগুলোও পূরণ করবে এবং এই মহান কালিমার চাহিদানুযায়ী আমল করবে; যার অন্তর্ভুক্ত হলো ওয়াজিবসমূহ পালন করা এবং হারাম বর্জন করা। আর কোনো মানুষ যখন ওয়াজিবসমূহ সম্পাদন করে ও হারামসমূহ বর্জন করে, হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করে, ফরযসমূহ যথাযথভাবে পালন করে এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকে, তখন সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং আল্লাহ তার ওপর জাহান্নাম হারাম করে দেবেন।

আর এই হাদীসে এমন কোনো দলিল নেই যে সালাত বর্জনকারী কাফির হবে না; কারণ আমরা সূর্যের ন্যায় সুনিশ্চিতভাবে জানি যে, যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, সে কখনও...

يمكن أن يترك الصلاة. هذا محال؛ فالذي يقول: أنا لأقول لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله، وهو لا يصلي، فهو من أكذب الكاذبين. لو كان يبتغي وجه الله؛ ما ترك الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين.

وفي هذا الحديث فوائد:

منها: أن من كانت حاله مثل حال عتبان بن مالك، فإنه معذور بترك الجماعة وله أن يصلي في بيته، مثل أن يكون بينه وبين المسجد وادٍ لا يستطيع العبور معه، فإنه معذور.

ومنها: جواز قول الإنسان سأفعل في المستقبل، إذا قال ستأتينا غداً، قال: سأتيك وإن لم يقل إن شاء الله. فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى: (وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (الكهف: 23، 24)، لشيء: عام سواء من فعل الله أو من فعلك؟

قلنا: إن الذي يقول سأتيك غداً له نيتان:

النية الأولى: أن يقول هذا جازماً بالفعل، فهذا لا يقوله إلا أن يقول إن شاء الله؛ لأنه لا يدري أيأتي عليه الغد أو لا، ولا يدري هل إذا أتى عليه الغد يكون قادراً على الإتيان إليه أو لا، ولا يدري إذا كان قادراً، يحول بينه وبينه مانع أو لا.

النية الثانية: إذا قال: سأفعل، يريد أن يخبر عما في قلبه من الجزم دون أن يقصد الفعل؛ فهذا لا بأس به؛ لأنه يتكلم عن شيء حاضر، مثل: لو قيل لك: هل ستسافر مكة؟ قلت: نعم سأسافر، تريد أن تخبر عما في

নামায ত্যাগ করা সম্ভব—এ কথা বলা অসম্ভব। সুতরাং যে বলে: আমি আল্লাহর সম্ভষ্টির উদ্দেশ্যে 'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই' বলছি, অথচ সে নামায পড়ে না, তবে সে চরম

মিথ্যাবাদীদের একজন। সে যদি সত্যিই আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রত্যাশা করত, তবে সে নামায ত্যাগ করত না, যা শাহাদাতদ্বয়ের পর ইসলামের মহানতম স্তম্ভ।

এবং এই হাদিসে বেশ কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে:

তার মধ্যে একটি হলো: যার অবস্থা ইতবান ইবনে মালিকের অবস্থার মতো হবে, সে জামাত ত্যাগের ক্ষেত্রে ওয়রগ্রস্ত বলে গণ্য হবে এবং তার জন্য নিজ গৃহে নামায আদায়ের অনুমতি রয়েছে; যেমন তার ও মসজিদের মাঝে এমন কোনো উপত্যকা থাকে যা সে অতিক্রম করতে সক্ষম নয়, তবে সে ওয়রগ্রস্ত।

আরেকটি হলো: ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার ব্যাপারে মানুষের 'আমি করব' বলা বৈধ। যেমন তাকে বলা হলো: 'আপনি কি আগামীকাল আমাদের কাছে আসবেন?' সে উত্তর দিল: 'আমি আসব', যদিও সে 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে' (ইনশাআল্লাহ) বলেনি। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে: এই বিষয়ের সাথে আল্লাহ তাআলার এই বাণীর সমন্বয় কীভাবে হবে: "আর কখনো কোনো বিষয়ে বলো না যে, 'আমি এটি আগামীকাল করব', আল্লাহ ইচ্ছা করলে (বলা) ছাড়া" [আল-কাহফ: ২৩, ২৪]। এখানে 'কোনো বিষয়' শব্দটি সাধারণ, তা আল্লাহর কাজ হোক কিংবা তোমার নিজের কাজ—উভয়কেই কি শামিল করে?

আমরা বলি: যে ব্যক্তি বলে 'আমি আগামীকাল আসব', তার দুটি উদ্দেশ্য থাকতে পারে:

প্রথম উদ্দেশ্য: কাজটি করার ব্যাপারে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে এটি বলা। এমতাবস্থায় সে 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে' বলা ছাড়া এটি বলবে না। কারণ সে জানে না আগামীকাল সে জীবিত থাকবে কি না, আর আগামীকাল এলেও সে আসতে সক্ষম হবে কি না তা-ও তার জানা নেই। আবার সক্ষম হলেও কোনো বাধা তার আসার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে কি না তাও সে জানে না।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য: যখন সে বলে 'আমি করব', তখন সে নিজের অন্তরে বিদ্যমান বর্তমান সংকল্পের সংবাদ দিতে চায়, সরাসরি কাজটির নিশ্চয়তা দেওয়া উদ্দেশ্য নয়; এমতাবস্থায় এতে কোনো দোষ নেই। কারণ সে একটি বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কথা বলছে। উদাহরণস্বরূপ: তোমাকে যদি বলা হয়: 'তুমি কি মক্কায় সফর করবে?' তুমি বললে: 'হ্যাঁ, আমি সফর করব'। এর দ্বারা তুমি তোমার অন্তরে যা আছে তার সংবাদ দিতে চাচ্ছ...

قلبك من الجزم، هذا شيء حاصر حاصل، أما إن أردت الفعل، أنك ستفعل يعني سيقع منك هذا لا تقل سأفعل إلا مقروناً بمشيئة الله.

ومنها: أن الإنسان يعذر بترك الجماعة فيما إذا كان بينه وبين المسجد ما يشق عليه من وحل أو ماء أو غيره، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينادي مناديه في الليلة البطيرة؛ أن صلوا في رحالكم يعني في أماكنكم، وذلك من أجل أن لا يشق على الناس، فأما إذا كان ماء بلا مشقة وبلا دحر ووحل؛ فإنه لا يعذر الإنسان بترك الجماعة.

ومن فوائد حديث عتب بن مالك رضي الله عنه: أن المصلي الذي يكون في البيت لا يكون له حكم المسجد، فلو أن الإنسان اتخذ مصلي في بيته لا يصلي إلا فيه فليس بمسجد، سواء حجرة أو لم يحجرة.

وعلى هذا فلا تثبت له أحكام المسجد؛ فيجوز للإنسان أن يبقى فيه وهو جنب، وإذا جلس فيه لا يلزمه تحية المسجد، فكل أحكام المساجد لا تثبت له، وإذا أراد أن يعتكف فيه؛ لم يصح اعتكافه. حتى لو كانت امرأة ولها مسجد في بيتها، فإنها لا تعتكف فيه.

ومن فوائد حديثه رضي الله عنه: أنه يجوز أن تقام الجماعة في النوافل؛ لكن ليس دائماً بل أحياناً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراه عتب بن المكان الذي يصلي فيه، وتقدم وصلى بهم ركعتين وصلوا خلفه، فإذا صلى الإنسان الراتبة مثلاً أو سنة الضحى، إذا صلاها جماعة؛ فلا بأس بذلك أحياناً.

আপনার অন্তরের দৃঢ়সংকল্প, এটি একটি বর্তমান ও অর্জিত বিষয়; তবে যদি আপনি কোনো কাজের ইচ্ছা করেন, অর্থাৎ আপনি এটি করবেন—এমনটা আপনার পক্ষ থেকে ঘটবে—তবে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে যুক্ত করা ছাড়া 'আমি এটি করব' বলবেন না।

এর মধ্যে রয়েছে: মানুষ জামাত ত্যাগের ক্ষেত্রে ওজরপ্রাপ্ত হবে যদি তার এবং মসজিদের মাঝে কাদা, পানি বা অন্য কোনো কষ্টদায়ক প্রতিবন্ধকতা থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ ছিল এই যে, বৃষ্টির রাতে তাঁর ঘোষণাকারী ঘোষণা করতেন: 'তোমরা তোমাদের নিজ নিজ অবস্থানে সালাত আদায় করো'—অর্থাৎ তোমাদের নিজ নিজ জায়গায়। এটি ছিল মানুষের কষ্ট লাঘব করার উদ্দেশ্যে। তবে যদি কষ্টহীন বা কোনো পিচ্ছিল কাদা ছাড়া সামান্য পানি হয়, তবে জামাত ত্যাগের ক্ষেত্রে মানুষ ওজরপ্রাপ্ত হবে না।

ইতবান ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসের শিক্ষাগুলোর মধ্যে রয়েছে: ঘরের ভেতর যে নামাজের জায়গা নির্দিষ্ট করা হয়, তা মসজিদের হুকুমভুক্ত হয় না। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি তার ঘরে কোনো নামাজের জায়গা নির্দিষ্ট করে নেয় যেখানে সে নিয়মিত সালাত আদায় করে, তবে সেটি মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে না; চাই সেটিকে সে কক্ষ হিসেবে ঘেরাও করুক বা না করুক।

এই ভিত্তিতে, এর ওপর মসজিদের বিধানসমূহ কার্যকর হবে না; সুতরাং কোনো ব্যক্তির জন্য অপবিদ্র (জুন্‌বি) অবস্থায় সেখানে অবস্থান করা বৈধ। আর যখন সে সেখানে বসবে, তখন তার ওপর 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' আদায় করা আবশ্যিক হবে না। মসজিদের কোনো বিধানই এর ওপর প্রযোজ্য হবে না। এমনকি কেউ যদি সেখানে ইতিকাফ করতে চায়, তবে তার ইতিকাফ সহিহ হবে না। এমনকি যদি কোনো নারী হয় এবং তার ঘরে সালাত আদায়ের নির্দিষ্ট স্থান থাকে, তবুও সে সেখানে ইতিকাফ করবে না।

তাঁর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসের অন্যতম শিক্ষা হলো: নফল নামাজের ক্ষেত্রে জামাত কায়েম করা জায়েজ; তবে তা নিয়মিতভাবে নয় বরং মাঝে মাঝে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যখন ইতবান সেই জায়গাটি দেখালেন যেখানে তিনি সালাত আদায় করতে চেয়েছিলেন, তখন নবীজি সামনে এগিয়ে গেলেন এবং তাঁদের নিয়ে দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন আর তাঁরা তাঁর পেছনে সালাত আদায় করলেন। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি মাঝে মাঝে সুন্নতে মুয়াক্কাদা কিংবা চাশতের নামাজ জামাতে আদায় করে, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى معه ابن عباس رضي الله عنهما صلاة الليل،
وصلى معه ابن مسعود، وصلى معه حذيفة، لكن ليس دائماً. فصلاة الجماعة نفلاً
أحياناً لا بأس بها.

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا بأس أن يتخذ الإنسان مصلي يعتاد الصلاة فيه في
بيته، ولا يقال إن هذا مثل اتخاذ مكان معين في المسجد لا يصلي إلا فيه، فإن هذا
منهي عنه، يعني ينهى الإنسان أن يتخذ في المسجد مكاناً لا يصلي إلا فيه، مثل أنه
لا يصلي النافلة، لا تحية المسجد ولا غيرها إلا فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن استيطان كاستيطان البعير، يعني عن اتخاذ موطن كأعطان الإبل، تأوي إليه
وتبيت فيه.

ومنها: أنه يجب على الإنسان أن يحبس لسانه عن الكلام في الناس، بنفاق، أو كفر
أو فسق، إلا ما دعت الحاجة إليه، فإنه لا بد أن يبينه؛ لأن النبي صلى الله عليه
وسلم لما قال رجل عن مالك: إنه منافق، قال: ((لا تقل هكذا؛ أما علمت أنه قال:
لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟)).

لكن هذا متى يحصل أن يشهد الرسول عليه الصلاة والسلام لرجل بالإخلاص؛ هو
ليس بحاصل بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما ليس لنا إلا الظاهر، فمن
طهر لنا من حاله الصلاح؛ وجب علينا أن نحكم له بالصلاح، وألا نغتابه ولا نسبه.

ومن فوائد هذا الحديث: محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والجلوس
إليه؛ لأنهم لما علموا أنه عند عتب بن مالك ثابوا إليه، واجتمعوا عنده، ليتعلموا
منه، وينالهم من بركة علمه عليه الصلاة والسلام.

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এটি প্রমাণিত যে, ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) তাঁর সাথে রাতের সালাত আদায় করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনে মাসউদ এবং হুযাইফাও তাঁর সাথে সালাত আদায় করেছেন, তবে তা নিয়মিত ছিল না। সুতরাং, মাঝেমধ্যে নফল সালাত জামাতে আদায় করাতে কোনো অসুবিধা নেই।

এই হাদিসের অন্যতম শিক্ষা হলো: মানুষ যদি নিজ ঘরে সালাত আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট কোনো স্থান নির্ধারণ করে নেয় যাতে সে সেখানে সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হয়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। আর এ কথা বলা যাবে না যে, এটি মসজিদে কোনো নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করার মতো (যা নিষিদ্ধ)। মসজিদে কোনো নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করে নেওয়া—যেখানে সে ছাড়া অন্য কেউ সালাত আদায় করবে না বা সে সেখানে ছাড়া অন্য কোথাও নফল, তাহিয়াতুল মাসজিদ বা অন্য কোনো সালাত পড়বে না—তা নিষিদ্ধ। কারণ, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উটের মতো নির্দিষ্ট স্থান দখল করতে নিষেধ করেছেন; অর্থাৎ উট যেমন নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান নেয় ও রাত যাপন করে, সালাতের জন্য তেমনটি করতে নিষেধ করা হয়েছে।

অন্যতম শিক্ষা হলো: মানুষের উচিত অন্যের সমালোচনা, কিংবা কাউকে নিফাক, কুফর বা ফাসেকির অপবাদ দেওয়া থেকে নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখা; তবে বিশেষ প্রয়োজনে তা বর্ণনা করার আবশ্যিকতা দেখা দিলে ভিন্ন কথা। কারণ, জনৈক ব্যক্তি যখন মালিক সম্পর্কে বলেছিল যে সে মুনাফিক, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছিলেন: "এমন বলো না; তুমি কি জানো না যে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে?"

কিন্তু রাসুলুল্লাহ (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) কোনো ব্যক্তির নিষ্ঠার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবেন—এটি তো কেবল তাঁর জীবদ্দশায় সম্ভব ছিল; তাঁর ইন্তেকালের পর এটি আর সম্ভব নয়। আমাদের জন্য কেবল বাহ্যিক দিকটিই বিবেচ্য। সুতরাং যার বাহ্যিক অবস্থা আমাদের কাছে পুণ্যময় প্রতীয়মান হবে, তাকে পুণ্যবান বলে গণ্য করা আমাদের জন্য আবশ্যিক। আর আমাদের উচিত নয় তার গীবত করা বা তাকে গালি দেওয়া।

এই হাদিসের আরেকটি শিক্ষা হলো: রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি সাহাবায়ে কিরামের ভালোবাসা এবং তাঁর সান্নিধ্যে বসার প্রতি তাঁদের গভীর অনুরাগ। কেননা, যখন তাঁরা জানতে পারলেন যে তিনি উত্বান ইবনে মালিকের ঘরে অবস্থান করছেন, তখন

তাঁরা সেখানে ছুটে এলেন এবং তাঁর নিকট সমবেত হলেন; যাতে তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন এবং তাঁর ইলমের বরকত লাভে ধন্য হতে পারেন।

(ص: 315) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ومنها: ما سبق أن أشرنا إليه أن الإنسان يبدأ بالشغل الذي يريده قبل كل شيء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المكان قبل أن يجلس، وقبل لأن ينظر إلى ما صنع له من الطعام.

ومن فوائد أيضاً: أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان على جانب كبير من التواضع؛ لأنه لما انتهى من الصلاة، يقول عتبان: حبسته على (خيرية) نوع من الطعام ليس بذاك الجيد. حبسه: يعني قال له انتظر حتى ينتهي الطعام، ويقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أن فيه تواضعاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومنها: وهي من أكبر فوائد هذا الحديث. أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله يحرم عليه النار ((فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)) يعني يطلب وجه الله.

ومعلوم أن الذي يقول هذا طالباً وجه الله، فسيفعل كل شيء يقربه إلى الله، من فروض ونوافل، فلا يكون في هذا دليل للكسالى والمهملين؛ يقولون: نحن نقول لا إله إلا الله نبتغي بذلك وجه الله. نقول: لو كنتم صادقين ما أهملتم العبادات الواجبة عليكم.

418/7. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذ وجدت صبياً في السبي أخذته، فألزقته ببطنها، فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أترون هذه المرأة طارحة ولدها في

এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো: যা আমরা ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করেছি যে, মানুষ অন্য সবকিছুর আগে তার কাজ্জিত কাজ শুরু করবে; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসার আগে এবং তাঁর জন্য তৈরি করা খাবারের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার আগে নির্দিষ্ট স্থানে সালাত আদায় করেছিলেন।

এর আরও একটি শিক্ষা হলো: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন; কেননা তিনি যখন সালাত শেষ করলেন, তখন ইতবান বললেন: আমি তাঁকে ‘খাযিরা’ (এক প্রকার সাধারণ মানের খাবার) খাওয়ার জন্য আটকে রেখেছিলাম। আটকে রাখা বলতে বোঝায়: তিনি তাঁকে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন যাতে খাবার তৈরি শেষ হলে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পরিবেশন করা যায়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিনয় প্রকাশ পেয়েছে।

এগুলোর মধ্যে আরও রয়েছে—এবং এটিই এই হাদিসের অন্যতম বড় শিক্ষা: যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেবেন ((নিশ্চয়ই আল্লাহ জাহান্নামের জন্য সেই ব্যক্তিকে হারাম করেছেন, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলেছে))। অর্থাৎ সে এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে।

এটা সুবিদিত যে, যিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় এই কালিমা পাঠ করবেন, তিনি অবশ্যই এমন সব কাজ করবেন যা তাঁকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে—চাই তা ফরজ ইবাদত হোক কিংবা নফল। সুতরাং এই হাদিসে অলস ও অবহেলাকারীদের জন্য কোনো প্রমাণ নেই; যারা বলে থাকে: আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলি। আমরা তাদের বলব: তোমরা যদি তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হতে, তবে তোমাদের ওপর অর্পিত ফরজ ইবাদতসমূহ বর্জন করতে না।

* * *

৪১৮/৭। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু যুদ্ধবন্দী আনা হলো। বন্দীদের মধ্যে একজন নারী ব্যাকুল হয়ে কিছু খুঁজছিলেন। হঠাৎ তিনি বন্দীদের মধ্যে একটি শিশু পেলেন এবং তাকে কোলে নিয়ে নিজের বুকের সাথে লেপ্টে ধরলেন ও স্তন্যদান করতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “তোমরা কি মনে করো এই নারী তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে?”

(ص: 316) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

النار؟ قلنا: لا والله. فقال: ((لله أرحم بعباده من هذه بولدها)) متفق عليه.
419/8. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لها خلق الله الخلق، كتب في كتاب، فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي)).
وفي رواية: ((غلبت غضبي)) وفي رواية ((سبقت غضبي)). متفق عليه.
420/9. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((جعل الله الرحمة مائة جزء، فأمسك عنده تسعة وتسعين، وأنزل في الأرض جزءاً واحداً فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرهما عن ولدها خشية أن تصيبه)).

وفي رواية: ((إن لله تعالى مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فيها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله تعالى تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة)) متفق عليه.

ورواه مسلم أيضاً من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن الله تعالى مائة رحمة؛ فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم، وتسع وتسعون ليوم القيامة)).

আগুনে? আমরা বললাম: না, আল্লাহর কসম। তিনি বললেন: "আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি এই মহিলার তার সন্তানের প্রতি মমতার চেয়েও অধিক দয়ালু।" (বুখারী ও মুসলিম)।

৮/৪১৯ — আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আল্লাহ যখন সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ করলেন—যা তাঁর নিকট আরশের উপরে রয়েছে: 'নিশ্চয়ই আমার রহমত আমার ক্রোধের ওপর প্রবল হয়'।"

অন্য বর্ণনায় রয়েছে: "আমার ক্রোধকে পরাভূত করেছে" এবং অন্য বর্ণনায় রয়েছে "আমার ক্রোধের অগ্রগামী হয়েছে।" (বুখারী ও মুসলিম)।

৯/৪২০ — তাঁর (আবু হুরায়রা) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "আল্লাহ রহমতকে একশত ভাগে বিভক্ত করেছেন। অতঃপর তিনি নিজের নিকট নিরানব্বই ভাগ রেখে দিয়েছেন এবং পৃথিবীতে মাত্র এক ভাগ অবতীর্ণ করেছেন। এই এক ভাগের কারণেই সৃষ্টিজগত একে অপরের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, এমনকি চতুষ্পদ জন্তুও তার সন্তানের উপর থেকে তার ক্ষুর সরিয়ে নেয় এই ভয়ে যে, পাছে তাকে আঘাত করে।"

অন্য বর্ণনায় রয়েছে: "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর একশত রহমত রয়েছে, যার মধ্য থেকে তিনি মাত্র একটি রহমত জিন, মানুষ, চতুষ্পদ জন্তু ও কীটপতঙ্গের মাঝে অবতীর্ণ করেছেন। এর মাধ্যমেই তারা একে অপরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে, এর মাধ্যমেই তারা একে অপরের প্রতি দয়া করে এবং এর মাধ্যমেই বন্যপ্রাণী তার সন্তানের প্রতি মমতা প্রদর্শন করে। আর মহান আল্লাহ নিরানব্বইটি রহমত অবশিষ্ট রেখেছেন, যা দ্বারা তিনি কিয়ামতের দিন তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়া করবেন।" (বুখারী ও মুসলিম)।

ইমাম মুসলিম এটি সালমান আল-ফারিসী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর একশত

রহমত রয়েছে; যার মধ্য হতে একটি রহমত দ্বারা সৃষ্টিজগত একে অপরের প্রতি দয়া করে এবং নিরানব্বইটি রহমত কিয়ামতের দিনের জন্য নির্ধারিত।"

(ص: 317) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وفي رواية: ((إن الله تعالى خلق يوم خلق السموات والأرض مائة رحمة؛ كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فيها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة، أكملها بهذه الرحمة)).

422/11 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده لو لم تذنبا، لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون، فيستغفرون الله تعالى، فيغفر لهم)) رواه مسلم.

423/11 - وعن أبي خالد بن زيد رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يقول: ((لولا أنكم تذنبن؛ لخلق الله خلقاً يذنبون، فيستغفرون، فيغفر لهم)) رواه مسلم.

424/13 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعوداً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا، فأبطأ علينا، فخشينا أن يقتطع دوننا؛ ففزعنا، فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطاً للأنصار - وذكر الحديث بطوله إلى قوله: فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم:

((اذْهَبْ فَمِنْ لَقَيْتَ وَرَاءَ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مُسْتَبِقِنَا بِهَا قَلْبُهُ
فَبِشْرِهِ بِالْجَنَّةِ)) رواه مسلم.

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা যেদিন আসমান ও যমিন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন একশটি রহমত সৃষ্টি করেছেন; যার প্রতিটি রহমত আসমান ও যমিনের মধ্যবর্তী স্থানকে পূর্ণ করে দেয়। তিনি তা থেকে পৃথিবীতে মাত্র একটি রহমত অবতীর্ণ করেছেন, যার মাধ্যমে মা তার সন্তানের প্রতি এবং বন্য পশু ও পাখিরা একে অপরের প্রতি মমতা প্রদর্শন করে। অতঃপর যখন কিয়ামতের দিন হবে, তখন তিনি এই রহমতের মাধ্যমে তা পূর্ণতা দান করবেন।"

১১/৪২২ — তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা যদি গুনাহ না করতে, তবে আল্লাহ তোমাদের বিলুপ্ত করে দিতেন এবং এমন এক সম্প্রদায়কে নিয়ে আসতেন যারা গুনাহ করত এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত, আর তিনি তাদের ক্ষমা করে দিতেন।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

১১/৪২৩ — আবু খালিদ বিন যায়েদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "তোমরা যদি গুনাহ না করতে, তবে আল্লাহ এমন এক সৃষ্টি সৃষ্টি করতেন যারা গুনাহ করত, অতঃপর তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং তিনি তাদের ক্ষমা করে দিতেন।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

১৩/৪২৪ — আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা একদল সাহাবী আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে বসা ছিলাম, আমাদের সাথে আবু বকর ও ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-ও ছিলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের মাঝ থেকে উঠে গেলেন এবং ফিরে আসতে বিলম্ব করলেন। আমরা আশঙ্কা করলাম যে, আমাদের অগোচরে তাঁর কোনো ক্ষতি হতে পারে; তাই আমরা ভীত হয়ে পড়লাম এবং উঠে দাঁড়লাম। আমিই সর্বপ্রথম ভীত হয়েছিলাম, তাই আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে খুঁজতে বের হলাম এবং শেষ পর্যন্ত আনসারদের একটি বাগানের প্রাচীরের কাছে পৌঁছালাম—অতঃপর বর্ণনাকারী সম্পূর্ণ হাদিসটি উল্লেখ করলেন যেটির শেষাংশ হলো: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "যাও, এই প্রাচীরের ওপাশে যার সাথে তোমার দেখা হবে এবং সে যদি অন্তরের

একনিষ্ঠ বিশ্বাসের সাথে এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই, তবে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

(ص: 318) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

425/14. وعن عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم صلى الله عليه وسلم: (رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي) (إبراهيم: 36) وقول عيسى صلى الله عليه وسلم: (إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [المائدة: 118]، فرع يديه وقال: ((اللهم أمتي أمتي)) وبكى، فقال الله عز وجل: ((يا جبريل اذهب إلى محمدٍ، وربك أعلم، فسله ما يبكيه؟)) فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، وهو أعلم، فقال الله تعالى: ((يا جبريل اذهب إلى محمدٍ فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك)) رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث في باب الرجاء، ذكرها المؤلف رحمه الله وهي كثيرة جداً منها: أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعبادة من الوالدة بولدها، ودليل ذلك قصة البرأة التي كانت في السبي فرأت صبياً، فأخذته وألصقته على صدرها وأرضعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أترون هذه البرأة طارحة ولدها في النار)). قالوا لا. قال: ((فإن الله أرحم بعبادة من هذه بولدها)). وهذا من تمام رحمته سبحانه وتعالى.

وآيات ذلك كثيرة، منها النعم التي تترى علينا، وأعظمها نعمة الإسلام، فإن الله تعالى أضل عن الإسلام أمماً، وهدى عباده المؤمنين لذلك وهي أكبر النعم.

14/425 . আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে আল্লাহর এই বাণী পাঠ করলেন: (হে আমার রব! নিশ্চয়ই এরা বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে, সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে আমারই দলভুক্ত) (ইব্রাহিম: ৩৬) এবং ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর উক্তি: (যদি আপনি তাদের শাস্তি প্রদান করেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা, আর যদি আপনি তাদের ক্ষমা করেন তবে নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়) [আল-মায়িদাহ: ১১৮]। এরপর তিনি হাত দুটি তুললেন এবং বললেন: "হে আল্লাহ! আমার উম্মত, আমার উম্মত" এবং ক্রন্দন করলেন। তখন মহান আল্লাহ বললেন: "হে জিবরাইল! মুহাম্মাদের কাছে যাও—যদিও তোমার প্রতিপালক অধিক অবগত—এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করো কেন তিনি কাঁদছেন?" জিবরাইল তাঁর কাছে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা বলেছিলেন তা তাঁকে জানালেন—অথচ আল্লাহ অধিক অবগত। তখন মহান আল্লাহ বললেন: "হে জিবরাইল! মুহাম্মাদের কাছে যাও এবং বলো: নিশ্চয়ই আমরা আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করব এবং আপনাকে মর্মান্বিত করব না।" (মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)।

[ব্যাখ্যা]

আশার অধ্যায়ের এই হাদিসগুলো লেখক (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন এবং এগুলি সংখ্যায় অনেক। তার মধ্যে একটি হলো: মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি জননীর তাঁর সন্তানের প্রতি মমতার চেয়েও অধিক দয়ালু। এর প্রমাণ হলো যুদ্ধবন্দীদের মধ্যকার সেই মহিলার কাহিনী যে একটি শিশুকে দেখতে পেয়ে তাকে জাপ্টে ধরে নিজের বুকের সাথে মিশিয়ে নিল এবং তাকে স্তন্যদান করল। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "তোমরা কি মনে করো এই মহিলাটি তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করবে?" তারা বললেন, "না"। তিনি বললেন: "আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি এই মহিলার তার সন্তানের প্রতি মমতার চেয়েও অধিক দয়ালু।" আর এটি মহান আল্লাহর পূর্ণ দয়ার নিদর্শন। এর বহু নিদর্শন রয়েছে, যার মধ্যে আমাদের প্রতি একের পর এক বর্ণিত হওয়া নেয়ামতসমূহ অন্যতম। আর এগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো

ইসলামের নেয়ামত। কেননা আল্লাহ তাআলা বহু জাতিকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত রেখেছেন এবং তাঁর মুমিন বান্দাদের এর হেদায়েত দান করেছেন, যা হলো সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত।

(ص: 319) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ومنها: أن الله أرسل الرسل إلى الخلق مبشرين ومنذرين؛ لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل.

وكذلك ذكر المؤلف الأحاديث التي فيها أن رحمة الله سبقت غضبه، ولهذا يعرض الله عز وجل المذنبين أن يستغفروا ربهم، حتى يغفر لهم، ولو شاء لأهلكهم ولم يرغبهم في التوبة.

(وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهَرٍهَا مِنْ ذَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى) [فاطر: 45] ، ولهذا قال في الحديث الذي رواه مسلم، قال: ((لو لم تذنبا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون، فيستغفرون الله، فيغفر لهم)). وهذا ترغيب في أن الإنسان إذا أذنب، فليستغفر الله، فإنه إذا استغفر الله عز وجل بنية صادقة، وقلب موقن فإن الله تعالى يغفر له، (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) [الزمر: 53] .

ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الأصنام: (رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنْ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [إبراهيم: 36] ، وقول عيسى: (إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [البائدة: 118] ؛ رفع صلى الله عليه وسلم يديه

وبكى، وقال: ((يا رب؛ أمتي أمتي)) فقال الله سبحانه وتعالى لجبريل ((اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولانسوؤك)).
وقد أَرْضَاهُ اللهُ عز وجل في لأَمَّتِهِ، بأن جعل لهذه الأمة أجرها

এর মধ্যে একটি হলো: আল্লাহ সৃষ্টির নিকট রাসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন; যাতে রাসূলগণের আগমনের পর আল্লাহর সামনে মানুষের পেশ করার মতো কোনো অজুহাত অবশিষ্ট না থাকে।

অনুরূপভাবে লেখক এমন সব হাদীস উল্লেখ করেছেন যেগুলোতে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর রহমত তাঁর ক্রোধের ওপর প্রাধান্য লাভ করেছে। এই কারণেই আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা অপরাধীদের সামনে তাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ পেশ করেন, যাতে তিনি তাদের ক্ষমা করে দিতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করলে তাদের ধ্বংস করে দিতে পারতেন এবং তাদের তওবায় উৎসাহিত করতেন না।

(আর আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতেন, তবে যমীনের উপরিভাগে কোনো চলন্ত প্রাণীকেই তিনি অবশিষ্ট রাখতেন না; কিন্তু তিনি তাদের একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন) [ফাতির: ৪৫]। এই কারণেই মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেছেন: "তোমরা যদি পাপ না করতে, তবে আল্লাহ তোমাদের সরিয়ে দিতেন এবং এমন এক জাতিকে নিয়ে আসতেন যারা পাপ করত এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত, অতঃপর তিনি তাদের ক্ষমা করে দিতেন।"

এটি এই বিষয়ে একটি উৎসাহ প্রদান যে, মানুষ যখনই কোনো পাপ করে ফেলে, সে যেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। কেননা সে যদি বিশুদ্ধ নিয়ত ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার কাছে ক্ষমা চায়, তবে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেন। (বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন। অবশ্যই তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু) [আয-যুমার: ৫৩]।

এর মধ্যে আরেকটি হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মূর্তিপূজা সম্পর্কে ইবরাহীম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উক্তি তিলাওয়াত করলেন: (হে আমার রব! নিশ্চয়ই এরা বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার

অন্তর্ভুক্ত, আর যে আমার অবাধ্য হবে, তবে নিশ্চয়ই আপনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু) [ইবরাহীম: ৩৬]। এবং ঈসা আলাইহিস সালামের উক্তি: (যদি আপনি তাদের শাস্তি দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা, আর যদি আপনি তাদের ক্ষমা করেন তবে নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়) [আল-মায়িদাহ: ১১৮]। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই হাত উত্তোলন করলেন এবং কাঁদলেন। তিনি বললেন: "হে আমার রব! আমার উম্মত, আমার উম্মত।" তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জিবরাঈলকে বললেন: "মুহাম্মাদের কাছে যাও এবং বলো: আমরা অচিরেই আপনার উম্মতের বিষয়ে আপনাকে সন্তুষ্ট করব এবং আপনাকে দুঃখিত করব না।" আর আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাঁকে তাঁর উম্মতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করেছেন এই মর্মে যে, তিনি এই উম্মতের জন্য প্রতিদান বা সওয়াব নির্ধারিত করেছেন।

(ص: 320) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

مضاعفاً، كما جاء في الحديث الصحيح: أن مثل الأمة مع من سبقها، كمثل رجل استأجر أجراً، من أول النهار إلى الظهر، فأعطاهم على دينار ديناراً، واستأجر أجراً من الظهر إلى العصر وأعطاهم على دينار ديناراً، واستأجر أجراً من العصر إلى الغروب وأعطاهم على دينارين دينارين، فاحتج الأولون وقالوا: كيف تعطينا على دينار دينار ونحن أكثر منهم عملاً وتعطي هؤلاء على دينارين دينارين. فقال لهم الذي استأجرهم: هل ظلمتكم شيئاً؟ قالوا: لا.

إذاً لا لوم عليه في ذلك؛ ففضل الله على هذه الأمة كثير. وقد أرضاه الله في أمته والله الحمد من عدة وجوه، منها كثرة الأجر، وأنهم الآخرون السابقون يوم القيامة، وأنها فضلت بفضائل كثيرة، مثل قوله عليه الصلاة

والسلام: ((أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي)). فهذه الخصائص له ولأمته عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله، كلها أحاديث رجاء، تحمل الإنسان على أن يعمل العمل الصالح، يرجو بذلك ثواب الله ومغفرته.

* * *

বহুগুণিত ভাবে, যেমনটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: পূর্ববর্তী জাতিসমূহের তুলনায় এই উম্মতের দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির ন্যায় যে একদল শ্রমিককে দিনের শুরু থেকে দুপুর পর্যন্ত সময়ের জন্য নিয়োগ করল এবং তাদের প্রত্যেককে এক দীনার করে পারিশ্রমিক দিল। অতঃপর সে অপর একদল শ্রমিককে দুপুর থেকে আসর পর্যন্ত সময়ের জন্য নিয়োগ করল এবং তাদেরও এক দীনার করে দিল। এরপর সে আরও একদল শ্রমিককে আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের জন্য নিয়োগ করল এবং তাদের প্রত্যেককে দুই দীনার করে পারিশ্রমিক প্রদান করল। তখন প্রথম দিকের শ্রমিকরা প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, "আমরা তাদের চেয়ে বেশি কাজ করা সত্ত্বেও আপনি আমাদের এক দীনার করে দিলেন আর তাদের দুই দীনার করে দিলেন—এটা কীভাবে সম্ভব?"

তখন নিয়োগকর্তা তাদের বললেন: "আমি কি তোমাদের কোনো প্রাপ্য অধিকার খর্ব করেছি?" তারা উত্তরে বলল: "না।"

সুতরাং এই বিষয়ে তাকে তিরস্কার করার কোনো অবকাশ নেই; প্রকৃতপক্ষে এই উম্মতের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ অপরিসীম।

আল্লাহ তাআলা তাঁর উম্মতের বিষয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করেছেন এবং সকল প্রশংসা আল্লাহরই—এটি বিভিন্ন দিক থেকে প্রমাণিত। তার মধ্যে অন্যতম হলো বিপুল সওয়াব বা প্রতিদান; কিয়ামতের ময়দানে আগমনের দিক থেকে তারা সর্বশেষ হলেও জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে তারা হবে সর্বাগ্রে। এছাড়া এই উম্মতকে বহু ফযীলত দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করা হয়েছে, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা

হয়েছে যা আমার পূর্বে কোনো নবীকে দেওয়া হয়নি: এক মাসের পথ দূরত্ব পর্যন্ত শত্রুর অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে, সমগ্র জমিনকে আমার জন্য সালাতের স্থান ও পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম করা হয়েছে এবং আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে যা আমার পূর্বে কারো জন্য হালাল ছিল না।"

সুতরাং এই বিশেষত্বসমূহ তাঁর এবং তাঁর উম্মতের জন্য সাব্যস্ত। সারসংক্ষেপ এই যে, গ্রন্থকার (রাহিমাহুল্লাহ) এখানে যে সকল হাদীস উল্লেখ করেছেন, তার সবগুলোই হলো আশাব্যঞ্জক হাদীস, যা মানুষকে নেক আমল করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে পুণ্য ও ক্ষমা লাভের প্রত্যাশা জাগ্রত করে।

* * *

(ص: 321) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

426/15. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: ((يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده، وما حق العباد على الله؟)) قلت: الله ورسوله أعلم.

قال: ((فإن حق الله على العباد أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئاً وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً)).

فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: ((لا تبشرهم فيتكلوا)) متفق عليه.

427/16. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فذلك

قوله تعالى: (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ)
[إبراهيم: 27] متفق عليه.

428/17. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الكافر إذا عمل حسنة، أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن، فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة، ويعقبه رزقاً في الدنيا على طاعته)).
وفي رواية: ((إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطي بها في الدنيا، ويجزي بها

১৫/৪২৬ — মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পেছনে একটি গাধার পিঠে আরোহী ছিলাম। তখন তিনি বললেন: "হে মুয়াজ! তুমি কি জানো বান্দার ওপর আল্লাহর হক কী এবং আল্লাহর ওপর বান্দার হক কী?" আমি বললাম: আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিক অবগত।
তিনি বললেন: "বান্দার ওপর আল্লাহর হক হলো তারা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না। আর আল্লাহর ওপর বান্দার হক হলো তিনি এমন ব্যক্তিকে শাস্তি দেবেন না যে তাঁর সাথে কোনো কিছু শরিক করে না।"
আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি মানুষকে এই সুসংবাদ দেব না? তিনি বললেন: "তাদের সুসংবাদ দিও না, কারণ তারা কেবল এর ওপরই ভরসা করে বসে থাকবে (অলস হয়ে যাবে)।" (বুখারি ও মুসলিম)।

১৬/৪২৭ — বারা ইবনে আযিব (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "মুসলিম ব্যক্তিকে যখন কবরে সওয়াব-জওয়াব করা হয়, তখন সে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। আর এটাই হলো মহান আল্লাহর সেই বাণীর মর্ম: 'আল্লাহ মুমিনদেরকে সুদৃঢ় বাক্যের মাধ্যমে পার্থিব জীবনে ও পরকালে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন' [সূরা ইব্রাহিম: ২৭]।" (বুখারি ও মুসলিম)।

১৭/৪২৮ — আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই কাফির যখন কোনো নেক কাজ করে, তখন তাকে এর বিনিময়ে দুনিয়াতে আহার্য প্রদান করা হয়। পক্ষান্তরে মুমিনের সৎকর্মসমূহ আল্লাহ তাআলা

পরকালের জন্য সঞ্চিত রাখেন এবং তাঁর আনুগত্যের কারণে দুনিয়াতেও তাকে রিযিক দান করেন।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে: "নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো মুমিনের প্রতি তার সৎকাজের বিষয়ে জুলুম করেন না; তাকে এর বিনিময়ে দুনিয়াতেও প্রতিদান দেওয়া হয় এবং পরকালেও তাকে পুরস্কৃত করা হবে..."

(ص: 322) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا. حتى إذا أفضى إلى الآخرة، لم يكن له حسنة يجزى بها)) رواه مسلم.

430/19 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ما من رجل مسلم يهتد فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفّعهم الله فيه)) رواه مسلم.

431/20 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحوا من أربعين، فقال: ((أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟)) قلنا: نعم، قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم.

قال: ((والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر)) متفق عليه.

432/21. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهودياً أو نصرانياً، فيقول: هذا فكاكك من النار)).

পরকালে। আর কাফিরকে তার ঐসব নেক আমলের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয় যা সে আল্লাহর জন্য করেছিল, এমনকি সে যখন পরকালে উপনীত হবে, তখন তার এমন কোনো পুণ্য অবশিষ্ট থাকবে না যার প্রতিদান তাকে দেওয়া হবে। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

১৯/৪৩০ — ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: “কোনো মুসলিম ব্যক্তি মারা গেলে এবং তার জানাজায় এমন চল্লিশজন লোক দাঁড়ালে যারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরিক করে না, তবে আল্লাহ তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ কবুল করবেন।” (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

২০/৪৩১ — ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা একটি তাঁবুতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে প্রায় চল্লিশজন লোক ছিলাম। তিনি বললেন: “তোমরা কি জান্নাতবাসীদের এক-চতুর্থাংশ হতে সন্তুষ্ট নও?” আমরা বললাম: হ্যাঁ। তিনি বললেন: “তোমরা কি জান্নাতবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ হতে সন্তুষ্ট নও?” আমরা বললাম: হ্যাঁ।

তিনি বললেন: “সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! নিশ্চয়ই আমি আশা করি যে তোমরা জান্নাতবাসীদের অর্ধেক হবে। আর তা এই কারণে যে, জান্নাতে কেবল মুসলিম আত্মাই প্রবেশ করবে। আর মুশরিকদের তুলনায় তোমাদের দৃষ্টান্ত হলো কালো ঘাঁড়ের চামড়ায় একটি সাদা পশম অথবা লাল ঘাঁড়ের চামড়ায় একটি কালো পশমের ন্যায়।” (বুখারী ও মুসলিম)

২১/৪৩২ — আবু মুসা আল-শআরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “যখন কিয়ামত দিবস উপস্থিত হবে, আল্লাহ প্রত্যেক মুসলিমের নিকট একজন ইহুদি বা নাসারাকে (খ্রিস্টান) সমর্পণ করবেন এবং বলবেন: ‘এ হলো জাহান্নাম থেকে তোমার মুক্তিপণ’।”

وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يجئ يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم)) رواه مسلم.

قوله: ((دفع إلى كل مسلم يهودياً أو نصرانياً، فيقول: هذا فكاكك من النار)) معناه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((لكل أحد منزل في الجنة، ومنزل في النار، فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار؛ لأنه مستحق لذلك بكفرة)). ومعنى ((فكاكك)): أنك كنت معرضاً لدخول النار، وهذا فكاكك؛ لأن الله تعالى قدر للنار عدداً يملؤها، فإذا دخلها الكافر بذنوبهم وكفرهم، صاروا في معنى الفكاك للمسلمين. والله أعلم.

433/22 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه، فيقرره بذنوبه، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: رب أعرف، قال: فيأني قد سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته)) متفق عليه. ((كنفه)) ستره ورحته.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত একটি বর্ণনায় তিনি বলেছেন: "কিয়ামতের দিন মুসলিমদের মধ্য থেকে কিছু লোক পাহাড়সম গুনাহ নিয়ে উপস্থিত হবে, আল্লাহ তাআলা তাদের সেই গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন।" এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

তাঁর বাণী: "প্রত্যেক মুসলিমের হাতে একজন ইহুদি বা খ্রিস্টানকে সোপর্দ করা হবে এবং বলা হবে: এটি হলো জাহান্নাম থেকে তোমার মুক্তিপণ।" এর অর্থ হলো যা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসে এসেছে: "প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জান্নাতে একটি স্থান এবং জাহান্নামে একটি স্থান রয়েছে। মুমিন যখন জান্নাতে প্রবেশ করে, তখন কাফের তার পরিবর্তে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়; কারণ তার কুফরির কারণে সে এরই যোগ্য।"

"তোমার মুক্তিপণ" কথাটির অর্থ হলো: তোমার জাহান্নামে প্রবেশের সম্ভাবনা ছিল, আর এটি তোমার মুক্তির কারণ; কেননা আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম পূর্ণ করার জন্য একটি সংখ্যা নির্ধারণ করে রেখেছেন। সুতরাং কাফেররা যখন তাদের পাপ ও কুফরির কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন তারা মুসলিমদের জন্য মুক্তিপণের সমতুল্য হবে। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

২২/৪৩৩ — ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "কিয়ামতের দিন মুমিনকে তার রবের অত্যন্ত নিকটে আনা হবে, এমনকি তিনি তার ওপর তাঁর পর্দা ঢেকে দেবেন এবং তাকে তার গুনাহসমূহ স্বীকার করাবেন। তিনি বলবেন: তুমি কি অমুক গুনাহটি চিনতে পারছ? তুমি কি অমুক গুনাহটি চিনতে পারছ? সে বলবে: হে আমার প্রতিপালক, আমি চিনতে পারছি। তখন আল্লাহ বলবেন: আমি দুনিয়াতে তোমার এই গুনাহগুলো গোপন রেখেছিলাম এবং আজ আমি তোমার সেই গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিচ্ছি। অতঃপর তাকে তার নেক আমলের আমলনামা প্রদান করা হবে।" এটি বুখারি ও মুসলিম উভয়ই বর্ণনা করেছেন।

"কানাফুহু" অর্থ হলো তাঁর পর্দা ও তাঁর রহমত।

(ص: 324) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث المتعددة كلها في باب الرجاء، ولكن الرجاء لابد أن يكون له عمل يبني عليه.

أما الرجاء من دون عمل يُبنى عليه، فإنه تمنٍّ لا يستفيد منه العبد، ولهذا جاء في الحديث: ((الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني)). فلا بد من عمل يتحقق به الرجاء.

ذكر المؤلف رحمه الله حديث معاذ بن جبل؛ أنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. فقال: له: ((أتدري ما حق الله على العباد، وحق العباد على الله؟)) قال الله ورسوله أعلم.

وهذا من آداب طالب العلم، إذا سئل عن شيء؛ أن يقول الله أعلم، ولا يتكلم فيما لا يعلم.

قال ((حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً)).

يعني أن لا يعذب من عبده وهو لا يشرك به شيئاً؛ لأن نفي الشرك يدل على الإخلاص والتوحيد، ولا إخلاص وتوحيد إلا بعبادة.

فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ فقال ((لا تبشرهم فيتكلوا)).

[ব্যাখ্যা]

এই একাধিক হাদীসসমূহ সবই আশার অধ্যায়ভুক্ত, তবে আশার জন্য অবশ্যই এমন আমল থাকা আবশ্যক যার ওপর ভিত্তি করে তা গড়ে ওঠে।

আর আমলহীন আশা যার কোনো ভিত্তি নেই, তা কেবল অলীক আকাঙ্ক্ষা মাত্র, যা দ্বারা বান্দা উপকৃত হয় না। এ কারণেই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: ((বিচক্ষণ সেই ব্যক্তি যে নিজের নফসের হিসাব গ্রহণ করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে; আর অক্ষম সেই ব্যক্তি যে নিজের নফসকে প্রবৃত্তির অনুসারী করে এবং আল্লাহর প্রতি বৃথা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে))।

সুতরাং এমন আমল থাকা অপরিহার্য যার মাধ্যমে আশা বাস্তবায়িত হয়।

লেখক (রহিমাল্লাহ) মু'আয ইবনে জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসটি উল্লেখ করেছেন; তিনি একদা একটি গাধার পিঠে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পেছনে আরোহী ছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বললেন: ((তুমি কি জানো বান্দার ওপর আল্লাহর কী হক এবং আল্লাহর নিকট বান্দার কী হক রয়েছে?)) তিনি বললেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত।

এটি হলো ইলম অন্বেষণকারীর শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত যে, যখন তাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন সে বলবে ‘আল্লাহ ভালো জানেন’ এবং যে বিষয়ে তার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে সে কথা বলবে না।

তিনি বললেন: ((বান্দার ওপর আল্লাহর হুক হলো তারা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর ওপর বান্দার হুক হলো তিনি এমন ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করবেন না যে তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করে না))।

অর্থাৎ তিনি এমন ব্যক্তিকে শাস্তি দেবেন না যে তাঁর ইবাদত করে অথচ তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করে না; কেননা শিরক বর্জন করা ইখলাস ও তাওহীদের প্রমাণ বহন করে, আর ইবাদত ব্যতীত ইখলাস ও তাওহীদ সম্ভব নয়।

আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি মানুষকে এই সুসংবাদ প্রদান করব না? তিনি বললেন: ((তাদের এই সুসংবাদ দিও না, নতুবা তারা কেবল এর ওপরই ভরসা করে বসে থাকবে))।

(ص: 325) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

يعني لا تبشرهم فيتكلوا على ما يجب، ولا يقوموا بما ينبغي أن يقوموا به من النوافل، ولكن معاذاً رضي الله عنه أخبر بها عند موته تأثماً. يعني خوفاً من إثم كتبان العلم فأخبر بها.

ولكن قول الرسول: ((لا تبشرهم فيتكلوا)) فيه إنذار من الاتكال على هذا، وأن الإنسان يجب أن يعلم أنه لا بد من عبادة.

وكذلك الأحاديث التي ذكرها المؤلف كلها في سياق الرجاء. منها أن المؤمن يسأل في القبر، فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو القول الثابت الذي قال الله فيه: (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ) [إبراهيم: 27] ، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.

والبيت في قبره يسأل عن ثلاث: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم.

وكذلك أيضاً ما ذكره رحمه الله من صفة محاسبة العبد المؤمن، أن الله عز وجل يأتي يوم القيامة، فيخلو بعبد المؤمن، ويضع عليه كنفه يعني ستره ويقول: فعلت كذا وفعلت كذا، ويقرره بالذنوب، فإذا أقر قال ((كنت سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته باليمين)).

ومن ذلك أيضاً أن المؤمنين كل واحد منهم يهودياً أو نصرانياً يوم القيامة، ويقال: هذا فكاكك من النار، يعني هذا يكون بذلك في النار، وأما أنت فقد نجوت.

অর্থাৎ আপনি তাদেরকে এই সুসংবাদ দেবেন না, যাতে তারা আবশ্যকীয় বিষয়ের ওপর অতি-নির্ভরশীল হয়ে না পড়ে এবং নফল ইবাদতসমূহের মধ্য থেকে যা তাদের করা উচিত তা পালন করা বর্জন না করে। তবে মুয়াজ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর মৃত্যুর প্রাক্কালে গুনাহের ভয়ে এটি প্রকাশ করেছিলেন; অর্থাৎ ইলম বা জ্ঞান গোপন করার পাপের ভয়ে তিনি এটি বর্ণনা করেছিলেন।

তবে রাসুলের বাণী: "তাদেরকে সুসংবাদ দিও না, পাছে তারা অতি-নির্ভরশীল হয়ে পড়ে"—এর মধ্যে কেবল এর ওপর অতি-ভরসা করার ব্যাপারে সতর্কবাণী রয়েছে এবং এটিও নির্দেশ করে যে, মানুষের অবশ্যই জানা উচিত ইবাদত করা অপরিহার্য।

একইভাবে লেখক যে হাদিসগুলো উল্লেখ করেছেন, সেগুলো সবই আশাবাদের (রাজা) প্রেক্ষাপটে। এর মধ্যে একটি হলো—মুমিন ব্যক্তিকে কবরে প্রশ্ন করা হবে, তখন সে সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: এটিই সেই সুদৃঢ় বাণী, যার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদেরকে সুদৃঢ় বাণীর মাধ্যমে দুনিয়ার জীবনে ও

আখিরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন) [ইবরাহিম: ২৭]; অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল—এই সাক্ষ্য প্রদান করা।

মৃত ব্যক্তিকে তার কবরে তিনটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে: তোমার রব কে? তোমার ধীন কী? এবং তোমার নবী কে? তখন সে বলবে: আমার রব আল্লাহ, আমার ধীন ইসলাম এবং আমার নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

তদ্রূপ লেখক (রহিমাহুল্লাহ) মুমিন বান্দার হিসাবের যে বিবরণ উল্লেখ করেছেন তা হলো— আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন মুমিন বান্দার সাথে একান্তে মিলিত হবেন এবং তার ওপর তাঁর পর্দা (আবরন) টেনে দেবেন। এরপর তিনি বলবেন: তুমি অমুক কাজ করেছিলে এবং অমুক কাজ করেছিলে। এভাবে তিনি তাকে তার পাপ স্বীকার করাবেন। যখন সে স্বীকার করবে, তখন তিনি বলবেন: ((আমি দুনিয়াতে তোমার এই পাপগুলো গোপন রেখেছিলাম এবং আজ আমি তা তোমার জন্য ক্ষমা করে দিচ্ছি। এরপর তাকে তার নেক আমলের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে))।

এর অন্তর্ভুক্ত আরও একটি বিষয় হলো—কিয়ামতের দিন মুমিনদের প্রত্যেকের বিপরীতে একজন ইহুদি বা খ্রিস্টান থাকবে এবং বলা হবে: এটিই হচ্ছে জাহান্নাম থেকে তোমার মুক্তির বিনিময়। অর্থাৎ জাহান্নামে সে তোমার শ্লাভিষিক্ত হবে, আর তুমি মুক্তি লাভ করেছ।

(ص: 326) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

فنحن يوم القيامة إن شاء الله تعالى كل واحد منا يجعل بيده يهودي أو نصراني
يلقى في النار بدلاً عنه، يكون فكاكاً له من النار.
ولا يلزم من هذا أن يكون اليهود والنصارى على قدر المسلمين، فالكفار أكثر من
المسلمين بكثير، من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم؛ لأن بني آدم تسعة
وتسعة وتسعون كلهم في النار وواحد في الجنة.

وذكر المؤلف أيضاً حديثاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرض على الصحابة. فقال ((أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة؟ قالوا: بلى، قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة)) يعني: نصف أهل الجنة من هذه الأمة، والنصف الباقي من بقية الأمم كلها، وهذا يدل على كثرة هذه الأمة، لأنها آخر الأمم، وهي التي ستبقى إلى يوم القيامة.

وقد جاء في السنن والمسند، أن صفوف أهل الجنة مائة وعشرون، منها ثمانون من هذه الأمة، فتكون هذه الأمة ثلثي أهل الجنة، وهذا من رحمة الله عز وجل ومن فضل الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي أجر كل من عمل بسنته وشريعته.

* * *

সুতরাং কিয়ামতের দিন, আল্লাহ তাআলা যদি চান, আমাদের প্রত্যেকের হাতে একজন ইহুদি বা খ্রিস্টানকে অর্পণ করা হবে যাকে তার পরিবর্তে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, যা তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তিপণ বা বিনিময় স্বরূপ হবে।

আর এর থেকে এটি আবশ্যিক হয় না যে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সংখ্যা মুসলিমদের সমান হবে; কেননা কাফিরদের সংখ্যা মুসলিমদের তুলনায় অনেক বেশি, চাই তারা ইহুদি, খ্রিস্টান, মুশরিক বা অন্য কেউ হোক না কেন। কারণ আদম সন্তানের প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জনই জাহান্নামী এবং মাত্র একজন জান্নাতী।

লেখক আরও একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিকট বিষয়টি পেশ করলেন। তিনি বললেন, "তোমরা কি জান্নাতবাসীদের এক-চতুর্থাংশ হতে সন্তুষ্ট নও? তোমরা কি জান্নাতবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ হতে সন্তুষ্ট নও?" তাঁরা বললেন, "হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "আমি আশা করি যে তোমরা জান্নাতবাসীদের অর্ধেক হবে।" অর্থাৎ, জান্নাতবাসীদের অর্ধেক হবে এই উম্মত থেকে, আর অবশিষ্ট অর্ধেক হবে অন্য সকল উম্মত থেকে। এটি এই উম্মতের বিশালত্বের প্রমাণ বহন করে, কারণ এটিই সর্বশেষ উম্মত এবং কিয়ামত পর্যন্ত তারাই টিকে থাকবে।

সুনান ও মুসনাদ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, জান্নাতবাসীদের কাতার হবে একশত বিশটি, যার মধ্যে আশিটি কাতার হবে এই উম্মতের। ফলে এই উম্মত হবে জান্নাতবাসীদের দুই-তৃতীয়াংশ। এটি মহামহিম আল্লাহর দয়া এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শ্রেষ্ঠত্বের বহিঃপ্রকাশ; কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর সুন্নাহ ও শরীয়ত অনুযায়ী আমলকারী প্রত্যেকের সমান সওয়াব প্রদান করা হয়।

* * *

(ম: 327) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

434/23. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً أصاب من امرأة قبله، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ) [هود: 114]. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ قال: ((لجميع أمتي كلهم)) متفق عليه.

435/24. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حداً، فأقبه علي، وحضرت الصلاة، فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصب حداً، فأقم في كتاب الله. قال: ((هل حضرت معنا الصلاة؟)) قال: نعم ((قد غُفِرَ لك)) متفق عليه. وقوله: ((أصبت حداً)) معناه: معصية توجب التعزير، وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي؛ كحد الزنا والخمر وغيرهما، فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة، ولا يجوز للإمام تركها.

436/25. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة، فيحمده عليها)) رواه مسلم.

((الأكلة)) بفتح الهزة وهي المرة الواحدة من الأكل: الغدوة والعشوة ،

২৩/৪৩৪ - ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি জনৈক মহিলাকে চুম্বন করে বসল। অতঃপর সে নবী করীম (সা.)-এর নিকট এসে এ সংবাদ দিল। তখন আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন: (আর দিনের দুই প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে নামায কায়েম করো; নিশ্চয়ই সৎকাজসমূহ মন্দ কাজসমূহকে দূরীভূত করে দেয়) [হুদ: ১১৪]। লোকটি জিজ্ঞেস করল: হে আল্লাহর রাসূল! এটি কি কেবল আমার জন্য? তিনি বললেন: "আমার সকল উম্মতের জন্য।" (বুখারী ও মুসলিম)।

২৪/৪৩৫ - আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-এর নিকট এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি দণ্ডযোগ্য অপরাধ করেছি, সুতরাং আমার ওপর দণ্ড কার্যকর করুন। ইতিমধ্যে নামাযের সময় হলো এবং সে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে নামায আদায় করল। যখন তিনি নামায শেষ করলেন, তখন লোকটি বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমি দণ্ডযোগ্য অপরাধ করেছি, সুতরাং আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমার ওপর দণ্ড বিধান কার্যকর করুন। তিনি বললেন: "তুমি কি আমাদের সাথে নামায আদায় করেছ?" সে বলল: হ্যাঁ। তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই তোমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।" (বুখারী ও মুসলিম)।

আর তাঁর উক্তি: "আমি একটি হুদ (দণ্ডযোগ্য অপরাধ) করেছি" এর অর্থ হলো: এমন পাপ যা 'তায়ীর' বা শাসনমূলক শাস্তি আবশ্যিক করে। এখানে প্রকৃত শারঈ 'হুদ' বা নির্ধারিত দণ্ডবিধি উদ্দেশ্য নয়, যেমন যিনা কিংবা মদ্যপানের দণ্ড; কেননা এই দণ্ডসমূহ নামাযের দ্বারা রহিত হয় না এবং ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধানের) জন্যও তা বর্জন করা বৈধ নয়।

২৫/৪৩৬ - তাঁর (আনাস) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন যে আহার করার পর আল্লাহর প্রশংসা করে অথবা কিছু পান করার পর আল্লাহর প্রশংসা করে।" (মুসলিম)।

"আল-আকলাহ" হামযাহ-এর ফাতহাহ (যবর) যোগে, এর অর্থ হলো এক বারের ভোজন: যেমন সকালের আহার বা রাতের আহার।

والله أعلم

437/26 - وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها)) رواه مسلم.

438/27 - وعن أبي نجيح عمرو بن عبسة - بفتح العين والباء - السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بككة يخبر أخباراً، فقعدت على راحلتي، فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفياً، جرأ عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بككة، فقلت له: ما أنت قال: ((أنا نبي)).

قلت: وما نبي؟ قال: ((أرسلني الله)).

قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: ((أرسلني بصلة الأرحام، وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء)).

قلت: فمن معك على هذا؟

قال: ((حر وعبد)). ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما قلت: إني متبعك، قال: ((إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني)).

قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار، وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم نفر من أهلي المدينة،

২৬/৪৩৭ — আবু মুসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা রাতে তাঁর হাত প্রসারিত করেন যাতে দিনের অপরাধী তওবা করে, এবং দিনে তাঁর হাত প্রসারিত করেন যাতে রাতের অপরাধী তওবা করে; এই প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে যতক্ষণ না পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হয়।" (মুসলিম)।

২৭/৪৩৮ — আবু নাজীহ আমর ইবনে আবাসা — ‘আইন’ ও ‘বা’ বর্ণদ্বয়ে ফাতাহ (যবর) যোগে উচ্চারিত — আস-সুলামী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: জাহেলিয়াতের যুগে আমি মনে করতাম যে মানুষ পথভ্রষ্টতার ওপর রয়েছে এবং তারা সঠিক কোনো ভিত্তির ওপর নেই, কারণ তারা মূর্তিপূজা করত। অতঃপর আমি মক্কায় এক ব্যক্তির খবর শুনলাম যিনি সংবাদ প্রদান করছিলেন। তখন আমি আমার সওয়ারিতে চড়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। দেখলাম আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আত্মগোপন করে আছেন, কারণ তাঁর কওম তাঁর ওপর অত্যন্ত চড়াও হয়েছিল। আমি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কৌশলে মক্কায় তাঁর নিকট প্রবেশ করলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম: "আপনি কে?" তিনি বললেন: "আমি একজন নবী।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম: "নবী কী?" তিনি বললেন: "আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম: "কী বিষয় দিয়ে তিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন?" তিনি বললেন: "তিনি আমাকে আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা, মূর্তিসমূহ ভেঙে ফেলা এবং একমাত্র আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন যাতে তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করা না হয়।"

আমি বললাম: "এই পথে আপনার সাথে আর কে আছে?"

তিনি বললেন: "একজন স্বাধীন ব্যক্তি এবং একজন দাস।" সেই দিন তাঁর সাথে কেবল আবু বকর ও বিলাল (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) ছিলেন। আমি বললাম: "আমি আপনার অনুসারী হব।"

তিনি বললেন: "আজকের এই দিনে তুমি তা করতে পারবে না। তুমি কি আমার অবস্থা এবং মানুষের অবস্থা দেখতে পাচ্ছ না? বরং তুমি এখন তোমার পরিবারের নিকট ফিরে যাও।

অতঃপর যখন তুমি শুনবে যে আমি বিজয়ী হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছি, তখন আমার কাছে এসো।"

তিনি বলেন: অতঃপর আমি আমার পরিবারের কাছে চলে গেলাম। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদিনায় আগমন করলেন, আর আমি তখনো আমার পরিবারেই ছিলাম। আমি নিয়মিত তাঁর খবরাখবর নিতে শুরু করলাম এবং যখন তিনি মদিনায়

আসলেন তখন লোকদের জিজ্ঞেস করতে থাকলাম, এমনকি আমার পরিবারের একদল লোক মদিনা থেকে ফিরে এল...

(ص: 329) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله، فلم يستطيعوا ذلك فقدمت المدينة، فدخلت عليه، فقلت: يا رسول الله أتعرفني؟

قال ((نعم أنت الذي لقيتني بمكة)) قال: فقلت: يا رسول الله، أخبرني عما عليك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة؟

قال ((صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل، فإنه الصلاة مشهودة محضرة، حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم؛ فإذا أقبل الفياء فصل؛ فإن الصلاة مشهودة محضرة، حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار)).

قال: فقلت: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه.

فقال: ((ما منكم رجل يقرب وضوءه، فيتبضع ويستنشق فينتثر، إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيبه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله، إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه، إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء،

ثم يغسل قدميه إلى الكعبين، إلا خرت خطايا رجله من أنامله مع الماء، فإن هو
قام فصلى، فحمد الله تعالى، وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله
تعالى، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه)).

আমি বললাম: সেই লোকটি কী করছে, যে মদিনায় এসেছে? তারা বলল: লোকেরা দ্রুত তার
দিকে ধাবিত হচ্ছে। তার সম্প্রদায় তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম
হয়নি। তখন আমি মদিনায় এলাম এবং তাঁর নিকট প্রবেশ করলাম। আমি বললাম: হে আল্লাহর
রাসূল! আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?

তিনি বললেন: ((হ্যাঁ, তুমিই সেই ব্যক্তি যে মক্কায় আমার সাথে দেখা করেছিলে।)) বর্ণনাকারী
বলেন, আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে যা শিখিয়েছেন এবং যা আমি
জানি না, তা থেকে আমাকে অবহিত করুন। আমাকে সালাত সম্পর্কে বলুন।

তিনি বললেন: ((তুমি ফজরের সালাত আদায় করো। তারপর সূর্য এক বর্শা পরিমাণ উঁচুতে
ওঠা পর্যন্ত সালাত আদায় থেকে বিরত থাকো। কেননা, সূর্য যখন উদিত হয়, তখন তা
শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখান দিয়ে উদিত হয় এবং সেই সময় কাফিররা তাকে সিজদা
করে। তারপর তুমি সালাত আদায় করো, কারণ সে সময়ের সালাতে ফেরেশতারা উপস্থিত
থাকেন এবং সাক্ষী হিসেবে থাকেন—যতক্ষণ না একটি বর্শার ছায়া সোজা হয়। তারপর
সালাত থেকে বিরত থাকো, কারণ সে সময় জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হয়। যখন ছায়া পূর্ব দিকে
ঝুঁকতে শুরু করবে, তখন সালাত আদায় করো। কারণ এ সময়ের সালাতে ফেরেশতারা
উপস্থিত থাকেন এবং সাক্ষী থাকেন, যতক্ষণ না তুমি আসরের সালাত আদায় করো। এরপর
সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকো। কেননা তা শয়তানের দুই
শিংয়ের মাঝখানে অস্ত যায় এবং তখন কাফিররা তাকে সিজদা করে।))

তিনি (বর্ণনাকারী) বললেন: আমি বললাম: হে আল্লাহর নবী! ওজু সম্পর্কে আমাকে বলুন।

অতঃপর তিনি বললেন: ((তোমাদের মধ্য হতে কোনো ব্যক্তি যখন ওজুর পানি কাছে আনে,
এরপর কুলি করে এবং নাকে পানি দিয়ে তা ঝাড়ে, তখন তার মুখগহ্বর ও নাকের ছিদ্র হতে
তার গুনাহসমূহ ঝরে পড়ে। এরপর যখন সে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী মুখমণ্ডল ধৌত করে,
তখন তার দাড়ির প্রান্ত দিয়ে পানির সাথে তার চেহারার গুনাহসমূহ ঝরে পড়ে। এরপর যখন
সে কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করে, তখন তার আঙুলের অগ্রভাগ দিয়ে পানির সাথে হাতের

গুনাহসমূহ ঝরে পড়ে। তারপর যখন সে মাথা মাসেহ করে, তখন তার চুলের প্রান্ত দিয়ে পানির সাথে মাথার গুনাহসমূহ ঝরে পড়ে। এরপর যখন সে টাখনু পর্যন্ত পা ধৌত করে, তখন তার আঙুলের ডগা দিয়ে পানির সাথে পায়ের গুনাহসমূহ ঝরে পড়ে। এরপর যদি সে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে এবং মহান আল্লাহর যথাযথ প্রশংসা ও গুণগান করে এবং তাঁর মহিমা বর্ণনা করে—যেভাবে তিনি তার যোগ্য—এবং নিজ অন্তরকে মহান আল্লাহর জন্য একাগ্র করে নেয়, তবে সে তার গুনাহ হতে এমনভাবে পবিত্র হয়ে ফিরে আসে, যেমনটি সে ছিল যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিলেন।))

(ص: 330) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله، فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول! في مقام واحد يعطى هذا الرجل؟ فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني، ورق عظمي، واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى، لا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسععه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين أو ثلاثاً، حتى عد سبع مرات، ما حدثت أبداً به، ولكني سعتة أكثر من ذلك. رواه مسلم.

قوله: ((جُراء عليه قومه)): هو بجيم مضبومة وبألف على وزن علماء، أي: جاسرون مستطيون غير هائبين. هذه الرواية المشهورة، ورواه الحميدي وغيره: ((جِراء)) بكسر الحاء المهملة، وقال: معناه: غضاب ذوو غم وهم، قد عيل صبرهم به، حتى أثر في أجسامهم، من قولهم: حري جسمه يحري، إذا نقص من ألم أو غم ونحوه، والصحيح أنه بالجيم. قوله صلى الله عليه وسلم: ((بين قرني الشيطان)) أي: ناحيتي رأسه، والمراد التمثيل، معناه: أنه حينئذ يتحرك الشيطان وشيعته، ويتسلطون.

وقوله: ((يقرب وضوءه)) معناه: يحضر الماء الذي يتوضأ به. وقوله: ((إلا خرت خطايا)) هو بالخاء المعجمة: أي سقطت، وراء بعضهم ((جرت) بالجيم، والصحيح بالخاء، وهو رواية الجمهور. وقوله: ((فينتثر)) أي: يستخرج ما في أنفه من أذى، والنثرة: طرف الأنف.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله كلها أيضاً فيها من

আমর ইবনে আবাসা এই হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আবু উমামার নিকট বর্ণনা করলেন। তখন আবু উমামা তাকে বললেন: হে আমর ইবনে আবাসা! আপনি কী বলছেন তা লক্ষ্য করুন! এক বসাতেই কি একজন ব্যক্তিকে এই পরিমাণ প্রতিদান দেওয়া হবে? তখন আমর বললেন: হে আবু উমামা! আমার বয়স বৃদ্ধি পেয়েছে, আমার হাড়গুলো দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং আমার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়েছে। আল্লাহ তাআলার ওপর কিংবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মিথ্যারোপ করার কোনো প্রয়োজন আমার নেই। আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে এটি একবার, দুইবার কিংবা তিনবার—এভাবে সাতবার পর্যন্ত গণনা করলেন—না শুনতাম, তবে তা কখনোই বর্ণনা করতাম না। কিন্তু আমি এটি তাঁর নিকট থেকে আরও বহুবার শুনেছি। ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

তাঁর উক্তি: ((জুরাআ আলাইহি কওমুহু)): এটি 'জিম' বর্ণে পেশ এবং 'মাদ' সহকারে 'উলামা' শব্দের ছন্দে গঠিত। এর অর্থ হলো: তারা তাঁর ওপর দুঃসাহসী, উদ্ধত এবং ভয়হীন ছিল। এটিই প্রসিদ্ধ বর্ণনা। ইমাম হুমাইদী ও অন্যান্যরা এটি 'হিরাআ' (বিন্দুহীন 'হা' বর্ণে জের যোগে) হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন: এর অর্থ হলো তারা তাঁর প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত এবং দুঃখ-দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল। তাঁর কারণে তাদের ধৈর্য এমনভাবে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল যে, তা তাদের শরীরেও প্রভাব ফেলেছিল। এটি আরবী শব্দ 'হারি-য়া জিসমুহু' থেকে আগত, যার অর্থ হলো ব্যথা বা দুঃখের কারণে শরীর ক্ষয় হওয়া। তবে সঠিক হলো যে, শব্দটি 'জিম' বর্ণ যোগেই হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: ((শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্যবর্তী

স্থানে)): অর্থাৎ তার মাথার দুই পার্শ্বে। এখানে রূপক অর্থ উদ্দেশ্য। এর অর্থ হলো: সেই সময়ে শয়তান ও তার অনুসারীরা তৎপর হয় এবং প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর বাণী: ((ওযুর পানি নিকটে আনে)): এর অর্থ হলো ওযুর জন্য পানি উপস্থিত করা। তাঁর বাণী: ((পাপসমূহ ঝরে পড়ে)): এটি 'খা' বর্ণ যোগে গঠিত, যার অর্থ হলো নিচে পড়ে যাওয়া। কেউ কেউ এটি 'জিম' বর্ণ যোগে বর্ণনা করেছেন, তবে 'খা' বর্ণ যোগে পাঠটিই সঠিক এবং এটিই অধিকাংশ বর্ণনাকারীর পাঠ। তাঁর বাণী: ((অতঃপর নাক ঝেড়ে পরিস্কার করে)): অর্থাৎ নাকের ভেতরের ময়লা বের করে দেওয়া। আর 'নাসরাহ' বলা হয় নাকের অগ্রভাগকে।

[ব্যাক্যা]

গ্রন্থকার (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এখানে যে হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর সবকটিতে আরও এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা...

(ص: 331) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الرجاء ما فيها، فمن ذلك أن الصلوات الخمس تكفر السيئات التي قبلها، كما في قصة الرجل الذي أصاب من امرأة قبله، والذي أصاب حداً وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيمه عليه، فإن الصلاة هي أفضل أعمال البدن وهي تذهب السيئات، قال الله تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) [هود: 114].

ولكن لا بد أن تكون الصلاة على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل، كما في حديث عمرو بن عبسة حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأرشده إلى أن لها لأوقات محدودة، وهناك أوقات ينهى الإنسان أن يصلي فيها.

ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن عبسة إلى صفة الوضوء الصحيحة؛ لأن الإنسان إذا توضأ على هذه الصفة خرجت خطاياه، وإذا صلى وقد فرغ قلبه لله كفر الله عنه.

فلا بد من ملاحظة هذا القيد؛ لأن من الناس من يصلي ولكنه ينصرف من صلاته ما كتب له إلا عشرها أو أقل؛ لأن قلبه غافل وكأنه ليس في صلاة؛ بل كأنه يبيع ويشترى أو يعمل أعبالاً أخرى حتى تنتهي الصلاة.

ومن وساوس الشيطان أن الإنسان يصلي فإذا كبر للصلاة؛ انفتحت عليه الهواجس من كل مكان، فإذا سلم زالت عنه، مما يدل على أن هذا من الشيطان، يريد أن يخرب عليه صلاته حتى يحرم من هذا الأجر العظيم.

وفي حديث عمرو بن عبسة فوائد كثيرة منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ غريباً خائفاً متخفياً عليه الصلاة والسلام، جاءه عمرو بن عبسة وقد رأى ما عليه

এতে রয়েছে আশার সঞ্চারকারী বিষয়াদি; তন্মধ্যে একটি হলো—পাঁচ ওয়াক্ত সালাত তার পূর্ববর্তী পাপসমূহকে মোচন করে দেয়। যেমনটি সেই ব্যক্তির ঘটনার ক্ষেত্রে ঘটেছে যে একজন নারীকে চুম্বন করেছিল (অতঃপর অনুতপ্ত হয়েছিল), এবং সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে দণ্ডবিধির (হদ্দ) অন্তর্ভুক্ত অপরাধ করে ফেলেছিল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করেছিল যেন তিনি তার ওপর সেই দণ্ড কার্যকর করেন। কেননা সালাত হলো শারীরিক ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তা মন্দ কাজকে দূর করে দেয়। মহান আল্লাহ বলেন: "আর দিনের দুই প্রান্তে এবং রাতের প্রথমার্শে সালাত কয়েম করো; নিশ্চয়ই নেক আমলসমূহ পাপসমূহকে মিটিয়ে দেয়।" [হূদ: ১১৪]।

তবে সালাত অবশ্যই সেই পদ্ধতিতে হতে হবে যা মহান আল্লাহ পছন্দ করেন; যেমনটি আমার ইবনে আবাসা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অজু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাকে এই মর্মে পথপ্রদর্শন করেছিলেন যে, সালাতের নির্দিষ্ট কিছু সময় রয়েছে এবং এমন কিছু সময়ও রয়েছে যাতে মানুষের জন্য সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ।

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ইবনে আবাসাকে অজুর সঠিক পদ্ধতির দিকনির্দেশনা প্রদান করেন; কেননা মানুষ যখন এই পদ্ধতিতে অজু করে, তখন তার গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়। আর সে যখন সালাত আদায় করে এবং তার অন্তরকে আল্লাহর জন্য একাগ্র ও নিবিষ্ট করে, তখন আল্লাহ তার পাপসমূহ মোচন করে দেন।

সুতরাং এই শর্তটির প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যিক; কারণ এমন অনেক মানুষ আছে যারা সালাত আদায় করে কিন্তু সালাত শেষে তার আমলনামায় দশ ভাগের এক ভাগ বা তারও কম সওয়াব লেখা হয়; কেননা তার অন্তর থাকে গাফেল বা উদাসীন, যেন সে সালাতেই নেই; বরং সে যেন কেনাবেচা বা অন্য কোনো কাজে লিপ্ত আছে যতক্ষণ না সালাত শেষ হয়।

শয়তানের কুমন্ত্রণার একটি দিক হলো—মানুষ যখন সালাত শুরু করে এবং সালাতের জন্য তাকবীর দেয়, তখন সবদিক থেকে নানাবিধ চিন্তা ও সংশয় তার ওপর জেঁকে বসে; আবার যখন সে সালাম ফেরায়, তখন তা দূরীভূত হয়ে যায়। এটি প্রমাণ করে যে, এগুলো শয়তানের পক্ষ থেকে; সে চায় মানুষের সালাতকে নষ্ট করে দিতে যাতে সে এই মহান প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হয়।

আমর ইবনে আবাসা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে অনেক শিক্ষা ও উপকারিতা রয়েছে, তন্মধ্যে অন্যতম হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দাওয়াতের সূচনালগ্নে নিঃসঙ্গ, ভীত ও আত্মগোপনকারী অবস্থায় ছিলেন। আমর ইবনে আবাসা তাঁর নিকট আগমন করেন এবং তিনি যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন।

(ص: 332) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

أهل الجاهلية وأنهم ليسوا على شيء، فصار يتطلب الدين الصحيح الموافق للفترة، حتى سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فجاء إليه، فوجده مستخفياً في بيته، لم يتبعه إلا حر وعبد - أبو بكر وبلال - لم يتبعه أحد، وفي هذا دليل على أن أبا

بكر رضي الله عنه أول من آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، ثم آمن بعده من الأحرار على بن أبي طالب رضي الله عنه.

ومن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر: ((إنك لا تستطيع أن تعلن إسلامك في هذا اليوم، ولكن اذهب فإذا سمعت أني خرجت فأتني)) فذهب وأتى إليه بعد نحو ثلاثة عشرة سنة في المدينة، بعد أن هاجر وقال له: أتعرفني؟ قال ((نعم)). وأخبره أنه يعرفه، لم ينس طوال هذه المدة.

ثم أخبره بما يجب عليه لله عز وجل من حقوق، وبين له أن الإنسان إذا توضأ وأحسن الوضوء؛ خرجت خطاياہ من جميع أعضائه، وأنه إذا صلى فإن هذه الصلاة تكفر عنه، فدل ذلك على أن فضل الله عز وجل أوسع من غضبه، وأن رحمته سبقت غضبه. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته إنه جواد كريم.

জাহেলিয়াত যুগের অধিবাসী এবং তারা যে কোনো সঠিক ভিত্তির ওপর নেই (তা বুঝতে পেরে), তিনি ফিতরাহ বা স্বভাবজাত ধর্মের সাথে সংগতিপূর্ণ সত্য দ্বীনের অন্বেষণ শুরু করলেন। অবশেষে তিনি মক্কায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আগমনের সংবাদ শুনতে পেলেন এবং তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁকে তাঁর গৃহে আত্মগোপন অবস্থায় দেখতে পেলেন। সে সময় একজন স্বাধীন ব্যক্তি ও একজন ক্রীতদাস —অর্থাৎ আবু বকর ও বিলাল— ব্যতীত আর কেউ তাঁর অনুসারী ছিল না। এর মধ্যে এই দলীল বিদ্যমান যে, আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী সর্বপ্রথম ব্যক্তি ছিলেন। এরপর স্বাধীন পুরুষদের মধ্য থেকে আলী ইবনে আবি তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ঈমান আনয়ন করেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রজ্ঞার পরিচয় হলো তিনি আমরকে বলেছিলেন: "তুমি আজ তোমার ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করতে পারবে না; বরং তুমি ফিরে যাও এবং যখন শুনবে যে আমি আত্মপ্রকাশ করেছি, তখন আমার নিকট এসো।" অতঃপর তিনি ফিরে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হিজরতের প্রায় তেরো বছর পর মদীনায় তাঁর নিকট আসলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: "আপনি কি আমাকে চিনতে

পারছেন?" তিনি উত্তর দিলেন: "হ্যাঁ।" তিনি তাঁকে জানালেন যে তিনি তাঁকে চেনেন; এত দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁকে ভুলে যাননি।

অতঃপর তিনি তাঁকে মহান আল্লাহর প্রাপ্য অধিকারসমূহ সম্পর্কে অবহিত করলেন এবং তাঁকে পরিস্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে, কোনো ব্যক্তি যখন ওয়ু করে এবং সুন্দরভাবে ওয়ু সম্পন্ন করে, তখন তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ থেকে পাপসমূহ ঝরে যায়। আর যখন সে সালাত আদায় করে, তখন এই সালাত তার জন্য পাপের মোচনকারী বা কাফফারা স্বরূপ হয়। এটি এই বিষয়েরই প্রমাণ বহন করে যে, মহান আল্লাহর অনুগ্রহ তাঁর ক্রোধের চেয়ে অধিক প্রশস্ত এবং তাঁর রহমত তাঁর ক্রোধকে ছাপিয়ে গেছে। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন তাঁর রহমত দ্বারা আমাদের ও আপনাদের প্রতি দয়া করেন; নিশ্চয়ই তিনি অতি মহানুভব ও পরম দয়ালু।

(ص: 333) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

52. باب فضل الرجاء

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنْ خَبَرْتُ عَنْ الْعَبْدِ الصَّالِحِ: (وَأُقَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوْقَهُ اللَّهُ سَبِيحَاتِ مَا مَكُرُوا) [غافر: 44، 45].

440/1. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني - والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة - ومن تقرب إلى شبرا؛ تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا؛ تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول)) متفق عليه، وهذا لفظ إحدى روايات مسلم. وتقدم شرحه في الباب قبله.

441/2 . وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سيع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: ((لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل) رواه مسلم.

442/2 . وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ((يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي

৫২ — আল্লাহর প্রতি আশার ফযিলত সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

মহান আল্লাহ একজন নেককার বান্দার কথা বর্ণনা করে বলেন: "আমি আমার বিষয় আল্লাহর নিকট অর্পণ করছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সম্যক দ্রষ্টা। অতঃপর তারা যে ষড়যন্ত্র করেছিল, আল্লাহ তাঁকে তার অকল্যাণ থেকে রক্ষা করলেন।" [সূরা গাফির: ৪৪, ৪৫]।

১/৪৪০ — আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "মহান আল্লাহ বলেন: আমার বান্দা আমার প্রতি যেমন ধারণা পোষণ করে, আমি তার সাথে তেমনই আচরণ করি। সে যখন আমাকে স্মরণ করে, আমি তার সাথে থাকি। আল্লাহর কসম! বান্দার তওবা বা অনুশোচনায় আল্লাহ তোমাদের সেই ব্যক্তির চেয়েও বেশি আনন্দিত হন, যে নির্জন প্রান্তরে তার হারিয়ে যাওয়া বাহনটি খুঁজে পায়। আর যে আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে যাই। আর যে আমার দিকে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে দুই হাত পরিমাণ এগিয়ে যাই। সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, তবে আমি তার দিকে দ্রুতগতিতে (দৌড়ে) যাই।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি, এটি মুসলিমের একটি বর্ণনার শব্দাবলী। এর ব্যাখ্যা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।)

২/৪৪১ — জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী কারীম (সা.)-কে তাঁর মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে বলতে শুনেছেন: "তোমাদের প্রত্যেকেই যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

২/৪৪২ — আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বলেন: "হে আদম সন্তান! যতক্ষণ তুমি আমাকে ডাকবে এবং আমার প্রতি আশা রাখবে, তোমার পক্ষ থেকে যা-ই হোক না কেন, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব এবং এতে আমি কোনো পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তোমার পাপাচার যদি আকাশের উচ্চতা পর্যন্তও পৌঁছে যায়, অতঃপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও, তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব এবং আমি পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি জমিন ভর্তি গুনাহ নিয়ে আমার কাছে আসো, অতঃপর আমার সাথে কাউকে শরীক না করে আমার সাথে সাক্ষাৎ করো..."

(ম: 334) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

شيئاً لأتيتك بقربها مغفرة)) رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
 ((عنان السماء)) بفتح العين، قيل: هو ما عن لك منها، أي: ظهر إذا رفعت رأسك،
 وقيل: هو السحاب، و ((قرب الأرض)) بضم القاف، وقيل: بكسرهما، والضم أصح
 وأشهر، وهو ما يقارب ملأها، والله أعلم.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الرجاء، لما ذكر رحمه الله النصوص الدالة
 على الرجاء وعلى سعة فضل الله وكرمه، ذكر فضل الرجاء، وأن الإنسان ينبغي له
 أن يكون طامعاً في فضل الله عز وجل راجياً ما عنده.
 ثم ذكر قول العبد الصالح وهو الرجل المؤمن من آل فرعون الذي يكتُم إيمانه،
 وكان ناصحاً لقومه، يناصحهم ويبين لهم بالبرهان ما هم عليه من الباطل، وما
 عليه موسى من الحق، وفي النهاية قال لهم: (فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَؤُضُ أَمْرِي
 إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ) [غافر: 44].

(وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ) یعنی: أَجْعَلْهُ مَفُوضاً إِلَيْهِ، لَا أَعْتَمِدُ عَلَى غَيْرِهِ، وَلَا أَرْجُو إِلَّا إِيَّاهُ (إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَّا مَكَّرُوا) أَي: سَيِّئَاتٍ مَكْرَهُمْ (وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ) [غافر: 45].

...এমনকিছু, আমি তোমার নিকট পৃথিবী পূর্ণ ক্ষমা নিয়ে উপস্থিত হতাম।) এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন: এটি একটি হাসান হাদীস।

(আকাশের দিগন্ত) আইন বর্ণে ফাতহাহ (যবর) সহকারে; বলা হয়েছে: তুমি মাথা তুললে আকাশের যা কিছু তোমার সামনে দৃশ্যমান হয় তা-ই 'আনান'। আবার কেউ বলেছেন: এর অর্থ মেঘমালা। আর (পৃথিবী পূর্ণ) ক্বাফ বর্ণে যম্মাহ (পেশা) সহকারে; কেউ কেউ কাসরাহ (যের) দিয়েও পড়েছেন, তবে যম্মাহ অধিক বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ। এর অর্থ হলো যা পৃথিবী পূর্ণ করার কাছাকাছি। আল্লাহ তাআলাই সমধিক অবগত।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ তাআলা) বলেছেন: আশার ফযীলত সংক্রান্ত অধ্যায়। যখন তিনি আশার প্রতি নির্দেশকারী এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও বদান্যতার প্রশস্ততা প্রকাশক দলীলসমূহ উল্লেখ করেছেন, তখন তিনি আশার ফযীলতও বর্ণনা করেছেন; আর মানুষের উচিত মহান আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি লালায়িত হওয়া এবং তাঁর নিকট যা আছে তার আশা রাখা।

অতঃপর তিনি সেই নেককার বান্দার উক্তি উল্লেখ করেছেন, যিনি ছিলেন ফেরাউনের বংশের একজন মুমিন ব্যক্তি, যিনি তাঁর ঈমান গোপন রাখতেন। তিনি তাঁর কওমের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তাদের সদুপদেশ দিতেন এবং প্রমাণের মাধ্যমে তাদের বাতিলের স্বরূপ এবং মূসা (আলাইহিস সালাম) যে সত্যের ওপর ছিলেন তা স্পষ্ট করে দিতেন। পরিশেষে তিনি তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন: (আমি তোমাদের যা বলছি, অচিরেই তোমরা তা স্মরণ করবে। আর আমি আমার বিষয়াদি আল্লাহর নিকট সমর্পণ করছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের প্রতি সম্যক দৃষ্টিদানকারী।) [সূরা গাফির: ৪৪]

(আর আমি আমার বিষয়াদি আল্লাহর নিকট সমর্পণ করছি) অর্থাৎ: আমি তা তাঁর ওপর সোপর্দ করছি, তিনি ছাড়া অন্য কারো ওপর নির্ভর করি না এবং তিনি ছাড়া অন্য কারো প্রতি আশাও রাখি না। (নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের প্রতি সম্যক দৃষ্টিদানকারী।) আল্লাহ তাআলা বলেন:

(অতঃপর তারা যে চক্রান্ত করেছিল, আল্লাহ তাকে তার মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা করলেন এবং ফেরাউন গোষ্ঠীকে শোচনীয় আযাব গ্রাস করল।) [সূরা গাফির: ৪৫]

(ص: 335) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ثم ذكر حديث أبي هريرة أن الله تعالى قال في الحديث القدسي: ((أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني)). أنا عند ظن عبدي بي: يعني أن الله عند ظن عبده به؛ إن ظن به خيراً فله، وإن ظن به سؤياً فله، ولكن متى يحسن الظن بالله عز وجل؟

يحسن الظن بالله إذا فعل ما يوجب فضل الله ورجاءه، فيعمل الصالحات ويحسن الظن بأن الله تعالى يقبله، أما أن يحسن الظن وهو لا يعمل؛ فهذا من باب التمني على الله، ومن أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني فهو عاجز. حسن الظن بأن يوجد من الإنسان عمل يقتضي حسن الظن بالله عز وجل، فمثلاً إذا صليت أحسن الظن بالله بأن الله يقبلها منك، إذا صمت فكذا، إذا تصدقت فكذا، إذا عملت عملاً صالحاً أحسن الظن بأن الله تعالى يقبل منك، أما أن تحسن الظن بالله مع مبارزتك له بالعصيان فهذا دأب العاجزين الذين ليس عندهم رأس مال يرجعون إليه.

ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده، فإذا تقرب الإنسان إلى الله شبراً؛ تقرب الله منه ذراعاً، وإن تقرب منه ذراعاً، تقرب منه باعاً، وإن أتاه يمشي أتاه يهرول عز وجل، فهو أكثر كرماً وأسرع إجابة من عبده.

وهذه الأحاديث وأمثالها مما يؤمن به أهل السنة والجماعة على أنه حق حقيقة لله عز وجل، لكننا لا ندري كيف تكون هذه الهرولة، وكيف يكون هذا التقرب، فهو أمر ترجع كيفيته إلى الله، وليس لنا أن نتكلم فيه، لكن نؤمن بمعناه ونفوض كيفيته، إلى الله عز وجل.

অতঃপর তিনি আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ করেছেন: "আমার বান্দা আমার প্রতি যেমন ধারণা পোষণ করে, আমি তার সাথে তেমন আচরণ করি; আর সে যখন আমাকে স্মরণ করে, আমি তার সাথেই থাকি।" "আমি আমার বান্দার ধারণার নিকট": অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর বান্দার ধারণার অনুবর্তী; যদি সে তাঁর প্রতি কল্যাণকর ধারণা পোষণ করে, তবে তার জন্য তা-ই নির্দিষ্ট, আর যদি সে তাঁর প্রতি অন্যরূপ (অকল্যাণকর) ধারণা পোষণ করে, তবে তার জন্যও তা-ই নির্দিষ্ট। কিন্তু মহান আল্লাহর প্রতি সুধারণা কখন পোষণ করতে হয়?

আল্লাহর প্রতি সুধারণা তখনই পোষণ করা যায়, যখন কেউ এমন কাজ করে যা আল্লাহর অনুগ্রহ ও আশার দাবি রাখে। সুতরাং সে নেক আমল করবে এবং এই সুধারণা রাখবে যে আল্লাহ তাআলা তা কবুল করবেন। পক্ষান্তরে, আমল বর্জন করে কেবল সুধারণা পোষণ করা হলো আল্লাহর প্রতি অলীক কামনার অন্তর্ভুক্ত। আর যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং আল্লাহর কাছে অলীক আকাঙ্ক্ষা করে, সে মূলত অক্ষম ও অপদার্থ।

সুধারণা হলো মানুষের মাঝে এমন কর্মতৎপরতা থাকা যা মহান আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণের দাবি রাখে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যখন সালাত আদায় করবেন, তখন আল্লাহর প্রতি এই সুধারণা পোষণ করবেন যে তিনি আপনার পক্ষ থেকে তা কবুল করবেন; যখন সিয়াম পালন করবেন, তখনও তদ্রূপ ধারণা করবেন; যখন সদকা করবেন কিংবা কোনো নেক আমল করবেন, তখন এই সুধারণা পোষণ করবেন যে আল্লাহ তাআলা আপনার পক্ষ থেকে তা কবুল করবেন। কিন্তু আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত থেকে তাঁর প্রতি সুধারণা পোষণ করা হলো ওইসব অক্ষম ব্যক্তিদের স্বভাব, যাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করার মতো কোনো পুঁজি বা মূলধন নেই।

অতঃপর তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা তাঁর বান্দার চেয়ে অধিকতর মহানুভব। সুতরাং মানুষ যখন আল্লাহর দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আল্লাহ তার দিকে এক হাত অগ্রসর হন; আর সে যদি তাঁর দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আল্লাহ তার দিকে

চার হাত অগ্রসর হন। আর বান্দা যদি তাঁর দিকে হেঁটে আসে, তবে মহান আল্লাহ তার দিকে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হন। কেননা তিনি তাঁর বান্দার চেয়ে অনেক বেশি দানশীল এবং প্রার্থনা কবুল করার ক্ষেত্রে অধিকতর দ্রুতগামী।

এই হাদীসসমূহ এবং এ জাতীয় যা কিছু রয়েছে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত সেগুলোর প্রতি এই বিশ্বাসে ঈমান রাখে যে এগুলো মহান আল্লাহর জন্য প্রকৃত অর্থেই সত্য। তবে এই 'দ্রুত গতি' কেমন হবে কিংবা এই 'নৈকট্য' কীভাবে হবে তা আমাদের জানা নেই। এর ধরন বা স্বরূপ কেমন হবে তা কেবল আল্লাহর ইলমের ওপরই ন্যস্ত; এ নিয়ে কথা বলার কোনো সুযোগ আমাদের নেই। বরং আমরা এর অর্থের প্রতি ঈমান আনব এবং এর স্বরূপ বা পদ্ধতি মহান আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করব।

(ص: 336) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذا المعنى كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يحسن الظن بالله أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ولكن مع فعل الأسباب التي توجب ذلك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة.

অতঃপর গ্রন্থকার এই মর্মে এমন কিছু হাদীস উল্লেখ করেছেন যেগুলোর প্রতিটিই এ কথা প্রমাণ করে যে, মানুষের জন্য মহান আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা আবশ্যিক। তবে তা হতে হবে সেই সকল কর্মপন্থা ও মাধ্যম অবলম্বনের সাথে যা উক্ত সুধারণার জন্য অপরিহার্য। আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদেরকে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ও মঙ্গলের পথে চলার তাওফীক দান করেন।

(ص: 337) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

53. باب الجمع بين الخوف والرجاء

اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفاً راجياً، ويكون خوفه ورجاؤه سواء، وفي حال المرض يمحض الرجاء.

وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك،

قال الله تعالى: (فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ) [الأعراف: 99] . وقال تعالى: (إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ) [يوسف: 87] . وقال تعالى: (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ) [آل عمران: 106] وقال تعالى: (إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) [الأعراف: 167] . وقال تعالى: (إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ) [الانفطار: 13، 14] . وقال تعالى: (فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ) [القارعة: 6، 9] . والآيات في هذا المعنى كثيرة. فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقتترنتين أو آيات أو آية. 443/1 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة، ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة، ما قنط من جنته أحد)) رواه مسلم.

444/2 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا

জেনে রাখুন যে, সুস্থ অবস্থায় বান্দার জন্য পছন্দনীয় ও ভারসাম্যপূর্ণ পথ হলো একইসাথে ভীত ও আশাবাদী থাকা এবং তার ভয় ও আশা সমান হওয়া; আর অসুস্থ অবস্থায় কেবলমাত্র আশার দিকটিকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

কুরআনের বাণী, সুন্নাহর ভাষ্য এবং শরীয়তের অন্যান্য মূলনীতিসমূহ এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ও ঐকমত্য পোষণ করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: (ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া আল্লাহর কৌশল থেকে কেউ নিরাপদ বোধ করে না) [সূরা আল-আ'রাফ: ৯৯]। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন: (নিশ্চয়ই কাফির সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয় না) [সূরা ইউসুফ: ৮৭]। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন: (সেদিন কিছু মুখ উজ্জ্বল হবে এবং কিছু মুখ কালো হয়ে যাবে) [সূরা আল-ইমরান: ১০৬]। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন: (নিশ্চয়ই আপনার রব দ্রুত শাস্তিদানকারী এবং নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু) [সূরা আল-আ'রাফ: ১৬৭]। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন: (নিশ্চয়ই পুণ্যবানগণ থাকবে পরম নেয়ামতে এবং নিশ্চয়ই পাপাচারীরা থাকবে জাহান্নামে) [সূরা আল-ইনফিতার: ১৩, ১৪]। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন: (অতঃপর যার পাল্লা ভারী হবে, সে থাকবে সন্তোষজনক জীবনে। আর যার পাল্লা হালকা হবে, তার আশ্রয় হবে হাভিয়াহ) [সূরা আল-কারিআহ: ৬, ৯]। এই মর্মে আরও বহু আয়াত রয়েছে। যেখানে ভয় ও আশাকে পাশাপাশি দুটি আয়াতে, একাধিক আয়াতে অথবা একটি আয়াতের মধ্যেই একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

১/৪৪৩ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যদি মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর নিকট গচ্ছিত শাস্তির কঠোরতা সম্পর্কে জানত, তবে কেউ তাঁর জান্নাতের আশা করত না। আর যদি কাফির ব্যক্তি আল্লাহর রহমতের ব্যাপ্তি সম্পর্কে জানত, তবে কেউ তাঁর জান্নাত থেকে নিরাশ হতো না।" (মুসলিম)।

২/৪৪৪ - আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যখন...

وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة، قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة، قالت يا ويلها! أين تذهبون بها؟ يسمع صوته كل شيء إلا الإنسان، ولو سبعه صعق)) رواه البخاري.

445/3 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك)) رواه البخاري.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: باب الجمع بين الخوف والرجاء، وتغليب الرجاء في حال المرض.

هذا الباب قد اختلف فيه العلماء هل الإنسان يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف؟

فمنهم من قال: يغلب جانب الرجاء مطلقاً، ومنهم من قال: يغلب جانب الخوف مطلقاً.

ومنهم من قال ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه سواء، لا يغلب هذا على هذا، ولا هذا على هذا؛ لأنه إن غلب جانب الرجاء؛ أَمِنَ مكر الله، وإن غلب جانب الخوف؛ يئس من رحمة الله.

وقال بعضهم: في حال الصحة يجعل رجاءه وخوفه واحداً كما اختاره النووي رحمه الله في هذا الكتاب، وفي حال المرض يغلب الرجاء

যখন জানাজা রাখা হয় এবং মানুষ বা পুরুষেরা তা কাঁধে বহন করে, তখন সে যদি নেককার হয় তবে বলে: আমাকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলো, আমাকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলো। আর যদি সে নেককার না হয় তবে বলে: হায় আফসোস! তোমরা একে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? মানুষ

ব্যতীত প্রতিটি সৃষ্টিই তার সেই শব্দ শুনতে পায়, আর মানুষ যদি তা শুনত তবে সে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ত। (সহিহ বুখারি)।

৩/৪৪৫ — ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: জান্নাত তোমাদের প্রত্যেকের জুতার ফিতার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী, আর জাহান্নামও তদ্রূপ। (সহিহ বুখারি)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) বলেন: ভয় ও আশার মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং অসুস্থতার অবস্থায় আশার দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়ার অধ্যায়।

এই পরিচ্ছেদটি নিয়ে আলেমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে যে, মানুষ কি আশার দিকটিকে প্রাধান্য দেবে নাকি ভয়ের দিকটিকে?

তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন: সে নিঃশর্তভাবে আশার দিকটিকেই প্রাধান্য দেবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন: সে নিঃশর্তভাবে ভয়ের দিকটিকেই প্রাধান্য দেবে।

আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন যে, তার ভয় ও আশা সমান হওয়া উচিত; একটিকে অন্যটির ওপর প্রাধান্য দেবে না। কারণ, যদি সে আশার দিকটিকে প্রাধান্য দেয়, তবে সে আল্লাহর কৌশল বা পাকড়াও থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারে। আর যদি সে ভয়ের দিকটিকে প্রাধান্য দেয়, তবে সে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যেতে পারে।

আর তাদের কেউ কেউ বলেছেন: সুস্থ অবস্থায় ভয় ও আশাকে সমান রাখবে, যেমনটি ইমাম নববী (রহিমাল্লাহ) এই কিতাবে পছন্দ করেছেন। আর অসুস্থ অবস্থায় আশার দিকটিকে প্রাধান্য দেবে।

(ص: 339) شرح رِياض الصَّالِحِينَ لابن عثيمين - ج 3

أو يبعضه.

وقال بعض العلماء أيضاً: إذا كان في طاعة؛ فليغلب الرجاء، وأن الله يقبل منه، وإذا كان فعل المعصية؛ فليغلب الخوف؛ لئلا يقدم على المعصية.

والإنسان ينبغي له أن يكون طبيب نفسه، إذا رأى من نفسه أنه آمن من مكر الله، وأنه مقيم على معصية الله، ومتمنٍ على الله. الأمان، فليعدل عن هذه الطريق، وليسلك طريق الخوف.

وإذا رأى أن فيه وسوسة، وأنه يخاف بلا موجب؛ فليعدل عن هذا الطريق وليغلب جانب الرجاء حتى يستوي خوفه ورجاؤه.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات جمع الله فيها ذكر ما يوجب الخوف، وذكر ما يوجب الرجاء، ذكر فيها أهل الجنة وأهل النار، وذكر فيها صفته عز وجل وأنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم.

وتأمل قوله تعالى: (اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ) [البائدة: 98, 99]؛ حيث إنه في مقام التهديد والوعيد قدم ذكر شدة العقاب (اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).

وفي حالة تحدّثه عن نفسه وبيان كمال صفاته قال: (نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ) [الحجر: 49, 50]؛ فقدم ذكر المغفرة على ذكر العذاب؛ لأنه يتحدث عن نفسه عز وجل، وعن صفاته الكاملة ورحمته التي سبقت غضبه.

ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذا المعنى تدل على أنه يجب على

অথবা তা বিশুদ্ধ করবে।

কিছু আলেম আরও বলেছেন: যখন ব্যক্তি ইবাদত বা আনুগত্যের মধ্যে থাকে, তখন তার উচিত আশার দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া এবং বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহ তার থেকে তা কবুল করবেন। আর যখন সে পাপে লিপ্ত হয়, তখন তার উচিত ভয়ের দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া; যাতে সে পুনরায় পাপে লিপ্ত না হয়।

মানুষের উচিত নিজের চিকিৎসক হওয়া। সে যখন নিজের মধ্যে আল্লাহর কৌশল বা পাকড়াও থেকে নির্ভরতা দেখে, অথচ সে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত এবং আল্লাহর কাছে অবান্তর আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, তখন তাকে এ পথ থেকে ফিরে আসতে হবে এবং ভয়ের পথ অনুসরণ করতে হবে।

আর যখন সে দেখে যে তার মধ্যে কুমন্ত্রণা কাজ করছে এবং সে অহেতুক ভয় পাচ্ছে, তখন তাকে এ পথ থেকে ফিরে আসতে হবে এবং আশার দিকটিকে প্রাধান্য দিতে হবে, যতক্ষণ না তার ভয় ও আশা সমান হয়।

এরপর লেখক (রহিমাল্লাহ) এমন কিছু আয়াত উল্লেখ করেছেন যাতে আল্লাহ তাআলা ভয় উদ্বেককারী বিষয় এবং আশা সঞ্চারকারী বিষয় উভয়টিকে একত্রিত করেছেন। সেখানে তিনি জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের কথা উল্লেখ করেছেন এবং নিজের গুণাবলি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কঠোর শাস্তিদাতা এবং একইসাথে অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

আল্লাহ তাআলার এই বাণীর প্রতি লক্ষ্য করুন: "তোমরা জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা এবং নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। রাসূলের দায়িত্ব তো শুধু পৌঁছে দেওয়া।" [আল-মায়িদাহ: ৯৮, ৯৯]; যেহেতু এটি ধর্মক ও সতর্কীকরণের স্থান, তাই এখানে কঠোর শাস্তির কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে: "তোমরা জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা এবং নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

আর যখন তিনি নিজের সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন এবং তাঁর গুণাবলির পূর্ণতা বর্ণনা করছেন, তখন বলেছেন: "আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও যে, নিশ্চয় আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর নিশ্চয় আমার শাস্তিই হলো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" [আল-হিজর: ৪৯, ৫০]; এখানে তিনি আজাবের বর্ণনার আগে ক্ষমার কথা উল্লেখ করেছেন; কারণ তিনি মহান রাব্বুল আলামিন এখানে নিজের সম্পর্কে, নিজের পূর্ণাঙ্গ গুণাবলি সম্পর্কে এবং তাঁর সেই রহমত সম্পর্কে বলছেন যা তাঁর ক্রোধের ওপর অগ্রগামী হয়েছে।

এরপর লেখক এই মর্মে কিছু হাদিস উল্লেখ করেছেন যা প্রমাণ করে যে, মানুষের ওপর অপরিহার্য হলো...

الإنسان أن يجمع بين الخوف الرجاء، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة؛ ما طمع بجنته أحد)) .
والمراد لو يعلم علم حقيقة وعلم كيفية لا أن المراد لو يعلم علم نظر وخبر؛ فإن المؤمن يعلم ما عند الله من العذاب لأهل الكفر والضلال، لكن حقيقة هذا لا تدرك الآن، لا يدركها إلا من رقع في ذلك . أعاذنا الله وإياكم من عذابه.
((ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة، ما قنط من جنته أحد)) ، والمراد حقيقة ذلك، وإلا فإن الكافر يعلم أن الله غفور رحيم، ويعلم معنى المغفرة، ويعلم معنى الرحمة.
وذكر المؤلف أحاديث في معنى ذلك مثل قوله: ((الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك)) .

شراك النعل يضرب به المثل في القرب؛ لأن الإنسان لا بس نعله، فالجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله؛ لأنها ربما تحصل للإنسان بكلمة واحدة، والنار مثل ذلك، ربما تحدث النار بسبب كلمة يقولها القائل، مثل الرجل الذي كان يمر على صاحب معصية فينهاه ويزجره، فلما تعب قال: والله لا يغفر الله لفلان.
فقال الله تعالى: ((من ذا الذي يتألى على ألا أغفر لفلان؛ قد غفرت له وأحببت عملك)) ، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.

মানুষের উচিত ভয় ও আশার মধ্যে সমন্বয় করা, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীতে এসেছে: “মুমিন যদি জানত আল্লাহর নিকট কী শাস্তি রয়েছে, তবে কেউই তাঁর জান্নাতের আশা পোষণ করত না।”

এখানে উদ্দেশ্য হলো সেই বিষয়ের হাকীকত বা প্রকৃত স্বরূপ এবং ধরন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা; কেবল তাত্ত্বিক বা সংবাদভিত্তিক জ্ঞান এর উদ্দেশ্য নয়। কেননা মুমিন তো জানে যে,

কুফর ও গোমরাহীর ধারকদের জন্য আল্লাহর নিকট কী আযাব রয়েছে। কিন্তু এর প্রকৃত ভয়াবহতা বর্তমানে উপলব্ধি করা যায় না; এটি কেবল সেই উপলব্ধি করবে যে তাতে নিপতিত হবে—আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের তাঁর আযাব থেকে রক্ষা করুন।

“আর কাফের যদি জানত আল্লাহর নিকট কী পরিমাণ রহমত রয়েছে, তবে কেউই তাঁর জ্ঞানাত থেকে নিরাশ হতো না।” এখানেও সেই রহমতের হাকীকত বা প্রকৃত স্বরূপ উদ্দেশ্য, অন্যথায় কাফের তো জানেই যে আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু, এবং সে ক্ষমা ও দয়ার অর্থও অবগত।

লেখক এই মর্মেই কিছু হাদীস উল্লেখ করেছেন, যেমন তাঁর বাণী: “জ্ঞানাত তোমাদের কারো জুতার ফিতার চেয়েও নিকটে, আর জাহান্নামও তদ্রূপ।”

জুতার ফিতা দ্বারা অতি নৈকট্যের উদাহরণ দেওয়া হয়; কারণ মানুষ তার জুতা পরিধান করে থাকে। সুতরাং জ্ঞানাত আমাদের কারো জুতার ফিতার চেয়েও নিকটে; কারণ অনেক সময় একটিমাত্র কথার মাধ্যমেই মানুষের জন্য জ্ঞানাত অবধারিত হয়ে যায়। আর জাহান্নামও তদ্রূপ; বক্তার উচ্চারিত একটি কথার কারণেই হয়তো জাহান্নাম সাব্যস্ত হয়ে যায়। যেমন সেই ব্যক্তির ঘটনা, যে জনৈক পাপাচারীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে পাপ কাজ থেকে নিষেধ করত ও ধমক দিত। পরিশেষে সে বিরক্ত হয়ে বলে ফেলল: “আল্লাহর শপথ! আল্লাহ অমুককে ক্ষমা করবেন না।”

তখন মহান আল্লাহ বললেন: “সে কে, যে আমার ওপর কর্তৃত্ব খাটিয়ে শপথ করে বলে যে আমি অমুককে ক্ষমা করব না? আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমার আমলসমূহ নষ্ট করে দিলাম।” আবু হুরায়রা (রা.) বলেন: সে এমন এক কথা বলেছে যা তার দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই বরবাদ করে দিয়েছে।

فألوجب على الإنسان أن يكون طيب نفسه في كونه يغلب كونه الخوف أو الرجاء، إن رأى نفسه تميل إلى الرجاء وإلى التهاون بالواجبات وإلى انتهاك المحرمات استناداً إلى مغفرة الله ورحمته؛ فليعدل عن هذا الطريق، وإن رأى أن عنده وسواساً، وأن الله لا يقبل منه؛ فإنه يعدل عنه هذا الطريق.

সুতরাং মানুষের জন্য আবশ্যিক হলো ভয় কিংবা আশার প্রাধান্যের বিষয়ে নিজ নফসের চিকিৎসক হওয়া। সে যদি লক্ষ্য করে যে, আল্লাহর ক্ষমা ও দয়ার ওপর নির্ভর করে তার নফস অতিমাত্রায় আশার দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং এর ফলে সে ওয়াজিবসমূহ পালনে শিথিলতা ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহে লিপ্ত হচ্ছে, তবে সে যেন এই পথ থেকে নিবৃত্ত হয়। আর যদি সে দেখে যে তার অন্তরে ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হচ্ছে এবং সে মনে করছে যে আল্লাহ তার ইবাদত কবুল করবেন না, তবে সে যেন এই পথ থেকেও ফিরে আসে।

(ص: 342) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

54. باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقاً إليه

قال الله تعالى: (وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً) [الإسراء: 109] . وقال تعالى: (أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ) [النجم: 59، 60] .

446/1 . وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ (علي القرآن)) قلت: يا رسول الله اقرأ عليك، وعليك أنزل؟ ! قال: ((إني أحب أن أسبغه من غيري)) فقرأت عليه سورة النساء، حتى جئت إلى هذه الآية: (فَكَيْفَ إِذَا

جُنُّنًا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجُنُّنًا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا) [النساء: 41] قَالَ: ((حسبك
الآن)) فالتفت إليه، فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه.

447/2. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة
ما سمعت مثلاً قط: ((لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً)) قال فغطى
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه، وسبق
بيانه في باب الخوف.

448/3. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((لا يلج

৫৪ - মহান আল্লাহর ভয়ে এবং তাঁর প্রতি ব্যাকুলতা ও আকাঙ্ক্ষায় ক্রন্দনের মর্যাদা বিষয়ক
অধ্যায়

মহান আল্লাহ বলেন: “তারা কাঁদতে কাঁদতে খুতনির ওপর (সিজদাবনত হয়ে) লুটিয়ে পড়ে
এবং এটা তাদের বিনয় ও একাগ্রতাকে বৃদ্ধি করে।” [সূরা আল-ইসরা: ১০৯]। মহান আল্লাহ
আরও বলেন: “তবে কি তোমরা এই বিষয়ে (কুরআনে) বিস্ময় বোধ করছ? আর তোমরা
হাসছ, অথচ কাঁদছ না?” [সূরা আন-নাজম: ৫৯, ৬০]।

১/৪৪৬ - ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন: “আমার সামনে কুরআন পাঠ করো।” আমি বললাম: হে আল্লাহর
রাসূল! আমি আপনার সামনে পাঠ করব? অথচ আপনার ওপরই তা অবতীর্ণ হয়েছে! তিনি
বললেন: “আমি অন্যের নিকট থেকে তা শুনতে পছন্দ করি।” অতঃপর আমি তাঁর সামনে সূরা
আন-নিসা পাঠ করলাম। যখন আমি এই আয়াতে পৌঁছলাম: “তবে কেমন হবে যখন আমি
প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী
হিসেবে উপস্থিত করব?” [সূরা আন-নিসা: ৪১]। তিনি বললেন: “এখন তোমার জন্য যথেষ্ট
(থামো)।” তখন আমি তাঁর দিকে ফিরে তাকালাম এবং দেখলাম তাঁর দু’চোখ থেকে অশ্রু
ঝরছে। (বুখারী ও মুসলিম)।

২/৪৪৭ - আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক ভাষণ দিলেন যার মতো আর কখনো আমি শুনিনি। তিনি বললেন: “আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তবে অবশ্যই তোমরা অল্প হাসতে এবং অধিক কাঁদতে।” বর্ণনাকারী বলেন: তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ তাঁদের মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন এবং তাঁদের ফুঁপিয়ে কাঁদার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। (বুখারী ও মুসলিম), এবং এর ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে ‘ভয়’ বিষয়ক অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে।

৩/৪৪৮ - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “প্রবেশ করবে না...

(ص: 343) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم)) رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح.

449/4 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه، وتفرقا عليه، ورجل دعت امرأته ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله تعالى، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شالها ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه)) متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: باب فضل البكاء من خشية الله عز وجل، يعني خوفاً منه وشوقاً إليه تبارك وتعالى، وذلك أن البكاء له أسباب: تارة يكون الخوف، وتارة يكون الألم، وتارة يكون الشوق، وغير ذلك من الأسباب التي يعرفها الناس.

ولكن البكاء من خشية الله إما خوفاً منه وإما شوقاً إليه تبارك وتعالى، فإذا كان البكاء من معصية فعلها

الإنسان؛ فهذا البكاء سببه الخوف من الله عز وجل، وإذا كان عن طاعة فعلها، كان هذا البكاء شوقاً إلى الله سبحانه وتعالى.

জাহান্নামের আগুন এমন ব্যক্তিকে স্পর্শ করবে না যে আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছে, যতক্ষণ না দুধ ওলানে ফিরে যায় (অর্থাৎ তা অসম্ভব); আর আল্লাহর পথে ওড়া ধুলো এবং জাহান্নামের ধোঁয়া কখনও একত্রিত হবে না। ইমাম তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি হাসান সহীহ হাদীস।

৪/৪৪৯ — তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “সাত শ্রেণির ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা তাঁর ছায়ায় স্থান দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না: ন্যায়পরায়ণ শাসক; সেই যুবক যে আল্লাহর ইবাদতের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছে; সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকে; সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালোবাসে, সেই মহব্বতেই তারা একত্রিত হয় এবং সেই মহব্বতেই বিচ্ছিন্ন হয়; সেই ব্যক্তি যাকে কোনো উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন রূপসী নারী (পাপের কাজে) আহ্বান করে, তখন সে বলে: ‘নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করি’; সেই ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করে যে তার ডান হাত কী ব্যয় করছে তা তার বাম হাতও টের পায় না; এবং সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে আর তার দুচোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে যায়।” এটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে বর্ণিত।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার — আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন— বলেন: এটি মহান আল্লাহর ভয়ে রোদনের শ্রেষ্ঠত্ব ও ফজিলত বিষয়ক অধ্যায়। অর্থাৎ মহান আল্লাহর প্রতি ভয় এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভের ব্যাকুলতা থেকে রোদন। কান্নার বিবিধ কারণ রয়েছে: কখনও তা ভয়ের কারণে হয়, কখনও কষ্টের কারণে, আবার কখনও তীব্র আকাজক্ষার কারণে; এছাড়াও মানুষের পরিচিত আরও নানাবিধ কারণ থাকতে পারে।

কিন্তু আল্লাহর ভয়ে কান্নার বিষয়টি হয় তাঁর আযাবের ভয় থেকে, নয়তো মহান আল্লাহর প্রতি গভীর অনুরাগ ও ব্যাকুলতা থেকে। সুতরাং যদি কোনো কৃত পাপের কারণে মানুষের চোখে

পানি আসে, তবে সেই কান্নার কারণ হলো মহান আল্লাহর ভয়। আর যদি কোনো নেক আমল বা ইবাদত করার পর কান্না আসে, তবে সেই কান্না হলো মহান আল্লাহর প্রতি গভীর মহস্বত ও ব্যাকুলতার বহিঃপ্রকাশ।

(ص: 344) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وذكر المؤلف رحمه الله آيتين: آية فيها الثناء على الذين يكون من خشية الله وهي قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ) [الإسراء: 107] أي أوتوا العلم من قبل القرآن، وهم أهل الكتاب (إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا) [الإسراء: 107، 108]، يعني إن وعد ربنا واقع لا محالة، فإن هنا للتوكيد. (وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا) (وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ) يعني عليها، والمراد المبالغة في السجود، حتى تكاد أذقانهم تضرب بالأرض من شدة المبالغة في سجودهم (وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا) خشوعاً في القلب يظهر أثره وعلامته على الجوارح. والآية الثانية قوله تعالى: (أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ) [النجم: 59، 60]، وهذا ذم لهم أن يضحك الإنسان من القرآن ويعجب منه عجب استنكار وسخرية ولا يبكي منه، والقرآن أعظم واعظ، يعظ الله به القلوب، لكنه إذا ورد على قلوب كالحجارة والعياذ بالله؛ فإنها لا تلين ولكنها تزداد صلابة. نسأل الله العافية.

ثم ذكر المؤلف حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يقرأ عليه القرآن، فقال: يا رسول الله، كيف أقرؤه عليك وعليك أنزل؟

يعني: أنت أعلم به مني، فكيف أقرؤه عليك؟ . قال: ((إني أحب أن أسبغه من غيري)).

هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه إشارة إلى أن الإنسان قد يكون إنصاته لقراءة غيره أخشع لقلبه مما لو قرأ هو، وهو كذلك أحياناً.

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) দুটি আয়াত উল্লেখ করেছেন: একটি আয়াত যাতে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে যারা আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে। আর তা হলো মহান আল্লাহর বাণী: (নিশ্চয় যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দান করা হয়েছিল) [সূরা আল-ইসরা: ১০৭] অর্থাৎ যাদেরকে কুরআনের পূর্বে জ্ঞান দান করা হয়েছিল, তারা হলেন আহলে কিতাব। (যখন তাদের নিকট এটি তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা সিজদাবনত হয়ে চিবুক গেড়ে লুটিয়ে পড়ে এবং বলে: আমাদের পালনকর্তা পবিত্র! আমাদের পালনকর্তার ওয়াদা অবশ্যই কার্যকর হবে) [সূরা আল-ইসরা: ১০৭, ১০৮]। অর্থাৎ আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে; এখানে 'ইন' অব্যয়টি দৃঢ়তার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

(আর তারা কাঁদতে কাঁদতে চিবুক গেড়ে লুটিয়ে পড়ে এবং এটি তাদের বিনম্রতা আরও বাড়িয়ে দেয়)। (তারা চিবুক গেড়ে লুটিয়ে পড়ে) এর অর্থ হলো চিবুকের উপর। এখানে সিজদায় চূড়ান্ত মগ্নতা উদ্দেশ্য, এমনকি সিজদার আতিশয্যে তাদের চিবুক যেন মাটিতে আছড়ে পড়ে। (এবং এটি তাদের বিনম্রতা বাড়িয়ে দেয়) অর্থাৎ অন্তরের সেই বিনয় যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তার প্রভাব ও লক্ষণ ফুটিয়ে তোলে।

দ্বিতীয় আয়াতটি হলো মহান আল্লাহর বাণী: (তবে কি তোমরা এই কথার উপর বিস্ময় প্রকাশ করছ? এবং হাসছ, অথচ ক্রন্দন করছ না?) [সূরা আন-নাজম: ৫৯, ৬০]। এটি তাদের প্রতি নিন্দা যে, মানুষ কুরআন শুনে হাসবে এবং অবজ্ঞা ও উপহাসের ছলে বিস্ময় প্রকাশ করবে অথচ ক্রন্দন করবে না। কুরআন হলো সর্বশ্রেষ্ঠ নসীহতকারী, এর মাধ্যমে আল্লাহ অন্তরসমূহকে উপদেশ দেন। তবে তা যদি পাথরের ন্যায় কঠিন অন্তরে এসে পড়ে—আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই—তবে তা কোমল হয় না বরং আরও কঠোর হয়ে যায়। আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা কামনা করি।

অতঃপর গ্রন্থকার ইবনে মাসউদ (রাডিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নিকট কুরআন তিলাওয়াত শোনার আবেদন করলেন।

তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার নিকট কীভাবে তিলাওয়াত করব অথচ এটি আপনার উপরই নাযিল হয়েছে? অর্থাৎ: আপনি এ সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক পরিজ্ঞাত, তবে আমি কীভাবে আপনার নিকট পাঠ করব? তিনি বললেন: "আমি অন্যের নিকট থেকে তা শুনতে পছন্দ করি।"

নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) এমনই বলেছিলেন। এতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষ নিজে পড়ার চেয়ে অন্যের তিলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে শুনলে তা কখনো কখনো অন্তরে অধিক বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি করে; আর বাস্তবেও কখনো এমনটি হয়ে থাকে।

(ص: 345) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

فأحياناً إذا سمعت القرآن من غيرك خشعت وبكيت، لكن لو قرأته أنت خشعت على هذه الهيئة.

فقرأ عليه سورة النساء، فلما بلغ هذه الآية العظيمة: (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيداً) [النساء: 41]، يعني ماذا تكون حالك؟ ! وماذا تكون حالهم؟ !

كيف هنا للاستفهام، والاستفهام يشد النفس وينبه القلب (إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ) يوم القيامة.

والشهداء طائفتان من الناس:

الطائفة الأولى: الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى: (وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً) [البقرة: 143].

والثانية: أهل العلم الذين ورثوا الأنبياء، فإنهم شهداء بعد ميراث الأنبياء بعد أن يموت الأنبياء، فالشهداء على الخلق هم العلماء بعد الرسل يشهدون بأن

الرسل بلغوا، ويشهدون على الأمة بأن الرسالة قد بلغتهم، ويألفها من ميزة عظيمة لأهل العلم، أن يكونوا هم شهداء الله في أرضه.

يقول: (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا) ، وقد ذكر الله في سورة الجاثية (وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَآثِيَةً) على ركبها (كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا) كتاب الأعمال، أو إلى كتابها الذي نزل

عليها بالوحي (تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) .

يقول: (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ) يعني يا محمد (عَلَى هَؤُلَاءِ) الأمم (شَهِيدًا) ماذا تكون الحال. فقال النبي

কখনও কখনও আপনি যখন অন্যের থেকে কুরআন শোনেন, তখন আপনার অন্তরে বিনয় ও ভীতির উদ্বেক হয় এবং আপনি অশ্রুপাত করেন; কিন্তু আপনি নিজে যখন তা পাঠ করেন, তখন এই অবস্থায় আপনি বিনয়াবনত হন।

অতঃপর তিনি তাঁর সামনে সূরা আন-নিসা পাঠ করলেন। যখন তিনি এই মহান আয়াতে পৌঁছালেন: "অতএব অবস্থা কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মাত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করব?" [আন-নিসা: ৪১], অর্থাৎ তখন আপনার অবস্থা কেমন হবে?! আর তাদের অবস্থাই বা কেমন হবে?!

এখানে 'কেমন' শব্দটি প্রশ্নবোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, আর প্রশ্নবোধক ভঙ্গি আত্মাকে আকৃষ্ট করে এবং হৃদয়কে জাগ্রত করে। "যখন আমি প্রত্যেক উম্মাত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব" কিয়ামতের দিনে।

আর সাক্ষীগণ দুই শ্রেণির মানুষ:

প্রথম শ্রেণি: নবী ও রাসূলগণ (তাঁদের ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক), যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "এবং রাসূল যেন তোমাদের জন্য সাক্ষী হন।" [আল-বাকারাহ: ১৪৩]।

দ্বিতীয় শ্রেণি: ইলমের অধিকারীগণ যাঁরা নবীদের উত্তরাধিকারী হয়েছেন। কেননা নবীদের ওফাতের পর এবং তাঁদের উত্তরাধিকার লাভের পর তাঁরাই হলেন সাক্ষী। সুতরাং রাসূলদের পর সৃষ্টির ওপর সাক্ষী হলেন আলেমগণ; তাঁরা সাক্ষ্য দেবেন যে রাসূলগণ বাণী পৌঁছে দিয়েছেন এবং উম্মাতের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন যে তাদের নিকট রিসালাত পৌঁছেছিল।

আলেমদের জন্য এটি কতই না মহান মর্যাদা যে, তাঁরা জমিনে আল্লাহর সাক্ষী হিসেবে গণ্য হবেন।

তিনি বলছেন: "অতএব অবস্থা কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করব?" আল্লাহ তাআলা সূরা আল-জাসিয়াতে উল্লেখ করেছেন: "এবং আপনি প্রত্যেক উম্মতকে দেখবেন নতজানু অবস্থায়" তাদের হাঁটুর ওপর ভর করে; "প্রত্যেক উম্মতকে তাদের আমলনামার দিকে আহ্বান করা হবে", অথবা তাদের সেই কিতাবের দিকে যা অবতীর্ণ হয়েছিল ওহীর মাধ্যমে তাদের ওপর: "আজ তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে।"

তিনি বলছেন: "অতএব অবস্থা কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকে নিয়ে আসব" অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! "এদের বিরুদ্ধে" তথা উম্মতদের বিরুদ্ধে "সাক্ষী হিসেবে", তখন অবস্থা কী হবে? অতঃপর নবী বললেন—

(ص: 346) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

صلى الله عليه وسلم: ((حسبك الآن)). قال ابن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان.

يبكي عليه الصلاة والسلام خوفاً من هذه الحالة الرهيبة العظيمة. ففي هذا دليل على البكاء من قراءة القرآن وأن الإنسان يبكي من قراءة القرآن.

وذكر المؤلف حديثاً آخر سبق لنا شرحه وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ((لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً)) يعني لو تعلمون ما أعلم من حقائق الأمور التي أخفاها الله عنكم وعلّمها الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه أخفاها عن الخلق رحمة بهم وعلّمها النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يؤمر بإبلاغها

للناس، وقد يكون المراد بذلك حقائق ما أخبره أنه يعلم شيئاً من الحقائق لا يعلمها الناس، فאלله أعلم.

ولما قال صلى الله عليه وسلم: ((لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً)) غطى الصحابة وجوههم ولهم خنين. يعني أصوات بكاء. يكون لأن المراد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ((لو تعلمون ما أعلم)) التحذير مما عليه عليه الصلاة والسلام، فجعلوا يكون رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا يدل على كمال إيمانهم، وكمال تصديقهم بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم.

ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة المشهور، وقد سبق أيضاً ((سبعة يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله)) وذكر منهم: ((رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه)) ذكر الله بأسبائه وصفاته وأفعاله، وأحكامه وآياته، ذكر الله خالياً ففاضت عيناه، إما شوقاً إليه، وإما خوفاً منه، فهذا من الذين يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والمراد بالظل هنا: ظل يخلقه الله عز وجل يوم القيامة يظل فيه من

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "এখনকার জন্য তোমার জন্য এটিই যথেষ্ট।" ইবনে মাসউদ বললেন: অতঃপর আমি তাঁর দিকে তাকালাম এবং দেখলাম তাঁর দুচোখ বেয়ে অশ্রু বরছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মহান ও ভয়াবহ পরিস্থিতির ভয়ে কাঁদছিলেন। এতে কুরআন তিলাওয়াতকালে কান্নার প্রমাণ পাওয়া যায় এবং মানুষ যে কুরআন তিলাওয়াতের কারণে কাঁদে—এতে তার দলিল রয়েছে।

লেখক অন্য একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যা আমরা ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করেছি, আর তা হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তবে তোমরা হাসতে কম এবং কাঁদতে বেশি।" অর্থাৎ, বিষয়সমূহের সেই হাকিকত বা প্রকৃত সত্য যদি তোমরা জানতে যা আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে গোপন রেখেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা জানিয়েছেন; কিন্তু তিনি মানুষের প্রতি দয়াবশত তা

সৃষ্টির কাছে প্রকাশ করেননি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা জানতেন কিন্তু তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আদেশ তাঁকে দেওয়া হয়নি। অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে সেই সকল প্রকৃত বিষয়াদি যা তিনি জানেন বলে জানিয়েছেন কিন্তু মানুষ তা জানে না। আল্লাহই ভালো জানেন।

যখন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তবে তোমরা হাসতে কম এবং কাঁদতে বেশি", তখন সাহাবীগণ তাদের চেহারা ঢেকে ফেললেন এবং তাদের কান্নার আওয়াজ আসতে লাগল। অর্থাৎ কান্নার শব্দ। তাঁরা কাঁদছিলেন কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীর উদ্দেশ্য ছিল তিনি যা জানেন সে সম্পর্কে সতর্ক করা। ফলে তারা কাঁদতে লাগলেন (আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাদের সন্তুষ্ট রাখুন)। এটি তাদের ঈমানের পূর্ণতা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা জানিয়েছেন তা সত্য বলে স্বীকার করার ক্ষেত্রে তাদের পূর্ণতার প্রমাণ বহন করে।

এরপর লেখক আবু হুরায়রা বর্ণিত সেই বিখ্যাত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যা ইতিপূর্বেও আলোচিত হয়েছে: "সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না।" তাদের মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন: "সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহর যিকর করে এবং ফলে তার দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে।" সে আল্লাহর নামসমূহ, গুণাবলি, তাঁর কাজসমূহ এবং তাঁর বিধান ও নিদর্শনাবলীর স্মরণের মাধ্যমে যিকর করে। সে নির্জনে আল্লাহর যিকর করে ফলে তার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়, হয় তাঁর প্রতি ব্যাকুলতা থেকে, নয়তো তাঁর ভয়ে। এই ব্যক্তি সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দেবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না।

আর এখানে ছায়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: এমন একটি ছায়া যা আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা কিয়ামতের দিন সৃষ্টি করবেন যাতে তিনি ছায়া দেবেন এমন ব্যক্তিদের...

شاء من عبادة، وليس المراد ظل نفسه جل وعلا؛ لأن الله نور السموات والأرض، ولا
 يمكن أن يكون الله ظلاً من الشمس، فتكون الشمس فوقه وهو بينها وبين الخلق،
 ومن فهم هذا الفهم فهو بليد أبليد من الحمار؛ لأنه لا يمكن أن يكون الله عز وجل
 تحت شيء من مخلوقاته، فهو العلي الأعلى، ثم هو نور السموات والأرض.
 قال النبي عليه الصلاة والسلام ((حجابه)) يعني حجاب الله ((النور، لو كشفه
 لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه))، يعني لو كشف هذا الحجاب
 - والحجب أيضاً من نور، لكنها نور دون نور الباري عز وجل. لو كشف الله هذا النور
 لأحرقت سبحات وجهه أي بهاءه وعظمته ونوره، ما انتهى إليه بصره من خلقه،
 وبصره ينتهي إلى كل شيء.
 والمعنى لو كشفه لأحرق هذا النور كل شيء، كيف يكون المراد بالظل ظل الرب عز
 وجل؟! لكن كما قلت: بعض الناس أجهل من الحمار، لا يدري ما يترتب على قوله
 الذي يقوله في تفسير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يريد
 الرسول عليه الصلاة والسلام هذا.
 حتى الرواية التي وردت في ظل عرشه فيها نظر؛ لأن المعروف أن العرش أكبر من
 السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم، السموات السبع والأرضين السبع
 بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وفضل العرش على الكرسي
 كفضل الفلاة على هذه الحلقة.

তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করেন; আর এখানে ছায়া বলতে মহান ও মহিমাম্বিত
 আল্লাহর নিজস্ব সত্তার ছায়া উদ্দেশ্য নয়। কেননা আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনের নূর
 (জ্যোতি), আর আল্লাহ সূর্যের ছায়া হবেন এটি অসম্ভব; কারণ সেক্ষেত্রে সূর্য তাঁর উপরে
 অবস্থান করবে এবং তিনি সূর্য ও সৃষ্টির মাঝখানে থাকবেন। যে ব্যক্তি এই ধারণা পোষণ করে,
 সে গাধার চেয়েও নির্বোধ; কেননা আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও মহান তাঁর কোনো সৃষ্টির নিচে
 অবস্থান করা অসম্ভব। তিনি সুউচ্চ ও সমুন্নত, তদুপরি তিনি আসমানসমূহ ও জমিনের নূর।

নবী কারিম (তাঁর ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক) বলেছেন: "তাঁর হিজাব বা পর্দা হলো নূর (জ্যোতি), যদি তিনি তা উন্মোচন করে দিতেন, তবে তাঁর চেহারার মাহাত্ম্য ও জ্যোতি তাঁর দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকে ভস্মীভূত করে দিত।" অর্থাৎ যদি তিনি এই পর্দা সরিয়ে দিতেন—আর এই পর্দাগুলোও নূরের তৈরি, তবে তা স্রষ্টা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর নূরের তুলনায় স্থূল। আল্লাহ যদি এই নূর প্রকাশ করে দিতেন, তবে তাঁর চেহারার জ্যোতি তথা তাঁর সৌন্দর্য, মহিমা ও নূর তাঁর দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত তাঁর সকল সৃষ্টিকে জ্বালিয়ে দিত, আর তাঁর দৃষ্টি সবকিছুর ওপর ব্যাপ্ত।

এর অর্থ হলো, তিনি যদি তা উন্মোচন করতেন তবে এই নূর সবকিছু জ্বালিয়ে দিত।

এমতাবস্থায় 'ছায়া' বলতে কীভাবে মহান প্রতিপালকের ছায়াকে বোঝানো সম্ভব?! তবে আমি যেমনটি বলেছি: কিছু মানুষ গাধার চেয়েও অজ্ঞ; তারা জানে না যে আল্লাহর কалам এবং তাঁর রাসূল (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)-এর বাণীর ব্যাখ্যায় তারা যা বলছে তার পরিণাম কী। আর রাসূল (তাঁর ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক) কখনোই এমনটি উদ্দেশ্য করতে পারেন না।

এমনকি যে বর্ণনায় 'তাঁর আরশের ছায়া'র কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতেও পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। কারণ এটি সুপরিচিত যে, আরশ আসমানসমূহ, জমিন, সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজির চেয়েও বিশাল। কুরসির তুলনায় সাত আসমান ও সাত জমিন হলো এক বিশাল মরুভূমিতে পড়ে থাকা একটি আংটির মতো, আর কুরসির ওপর আরশের বিশালতা হলো সেই আংটির তুলনায় মরুভূমির বিশালতার মতো।

(ص: 348) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

فكيف يكون العرش تحت الشمس يظل الناس؟!
لو صح الحديث لقلنا: ربما يكون طرف العرش مثلاً، والله عز وجل على كل شيء
قدير، لكن هذه اللفظة في صحتها نظر، والصواب أنه ظل يخلقه الله عز وجل في ذلك

اليوم؛ إما من الغمام أو من غير ذلك، الله أعلم، لكنه ظل يستتر الله به من شاء من عبادة حر الشمس.

وإنما قال: ((يوم لا ظل إلا ظله))؛ لأننا في الدنيا نستظل بالبناء الذي نبنيه، ونستظل بالأشجار التي تغرس، ونستظل بسفوح الجبال، وبالجدران، وبغير ذلك، نستظل بأشياء نحن نصنعها بأيدينا وبأشياء خلقها الله عز وجل.

لكن في الآخرة ليس هناك ظل، قال الله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا) [طه: 105]، كل الجبال تنسف معها عظمت، أكبر الجبال وأعظمها تنسف؛ تكون رملاً، هباءً منثوراً، تطير في الجو (وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ) [النمل: 88]، تطير في الهواء وإن كنت تظنها جامدة لا تتحرك.

وقد سمعت عن بعض الناس المتأخرين يقول: (وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً) يعني في الدنيا، وأن هذا دليل على أن الأرض تدور، وعلل ذلك بأن يوم القيامة يقين ليس فيه شيء من الحساب.

وهذا من جهله وعدم معرفته؛ لأن الله تعالى قال: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1) يَوْمَ تَرَوْهَا تَذْهَبُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا

তবে আরশ কি করে সূর্যের নিচে হতে পারে যে তা মানুষকে ছায়া দিবে?!

যদি হাদীসটি বিশুদ্ধ হতো তবে আমরা বলতাম: সম্ভবত এটি আরশের একটি প্রান্ত হতে পারে উদাহরণস্বরূপ, আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। কিন্তু এই শব্দটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সংশয় রয়েছে। সঠিক মত হলো এটি এমন এক ছায়া যা আল্লাহ তাআলা সেই দিনে সৃষ্টি করবেন; হতে পারে তা মেঘমালা থেকে অথবা অন্য কিছু থেকে, আল্লাহই

ভালো জানেন। তবে এটি এমন এক ছায়া যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা সূর্যের উত্তাপ থেকে রক্ষা করবেন।

আর তিনি একারণেই বলেছেন: "যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না"; কারণ আমরা দুনিয়াতে আমাদের তৈরি অটালিকা, রোপণকৃত বৃক্ষরাজি, পাহাড়ের পাদদেশ, দেয়াল এবং অন্যান্য জিনিসের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করি। অর্থাৎ আমরা আমাদের নিজেদের হাতের তৈরি জিনিসের ছায়ায় এবং আল্লাহর সৃষ্ট জিনিসের ছায়ায় আশ্রয় নিই।

কিন্তু পরকালে তেমন কোনো ছায়া থাকবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন: "তারা আপনাকে পাহাড়সমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; বলুন, আমার প্রতিপালক সেগুলোকে সমূলে ধূলিকণার ন্যায় উড়িয়ে দেবেন" [ত্বাহা: ১০৫]। পাহাড় যত বড়ই হোক না কেন, সব চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। বিশাল ও সুউচ্চ পাহাড়গুলো চূর্ণ হয়ে বালু ও বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে এবং বায়ুমণ্ডলে উড়তে থাকবে। "আপনি পাহাড়গুলোকে দেখছেন, মনে করছেন সেগুলো অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ সেগুলো মেঘমালার ন্যায় উডডীয়মান হবে। এটি আল্লাহরই কারুকার্য, যিনি সবকিছুকে সুসংহত করেছেন" [আন-নামল: ৮৮]। সেগুলো বাতাসে উড়তে থাকবে, যদিও আপনি মনে করছেন সেগুলো স্থির ও অনড়।

আমি বর্তমান কালের কিছু লোকের নিকট থেকে শুনেছি যারা বলেন: "আপনি পাহাড়গুলোকে দেখছেন, মনে করছেন সেগুলো অটল"—এর অর্থ দুনিয়াতে, এবং এটি পৃথিবী যে আবর্তিত হয় তার প্রমাণ। তারা এর কারণ হিসেবে বলেছেন যে, কিয়ামত দিবস হলো প্রব সত্যের দিন, সেখানে কোনো কিছু "মনে হওয়া" বা অনুমানের অবকাশ নেই।

এটি তাদের অজ্ঞতা ও জ্ঞানের স্বল্পতার বহিঃপ্রকাশ; কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো; নিশ্চয়ই কিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়াবহ ব্যাপার (১)। যেদিন তোমরা তা দেখতে পাবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদানকারিণী তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী নারী তার গর্ভপাত করবে এবং আপনি মানুষকে দেখবেন মাতাল সদৃশ, অথচ তারা..."

هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ) [الحج: 1، 2] ، هذا من يراهم على خلاف الواقع. فالأمر إذا ذهل الإنسان ولو كان أمامه شيء متيقن، فإنه تضيق حواسه وإدراكاته.

المهم أن قوله ((يوم لا ظل إلا ظله)) أي: إلا الظل الذي يخلقه الله عز وجل، يظل به من شاء من عبادة. وهذا هو الشاهد.

قوله: ((ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه)) فأنت يا أخي إذا ذكرت الله فاذا ذكر ربك خالي القلب، لا تفكر في شيء، إن فكرت في شيء لم يحصل لك أن تبكي من خشية الله أو الشوق إليه؛ لأنه لا يمكن أن يبكي الإنسان وقلبه مشغول بشيء آخر، كيف تبكي شوقاً إلى الله وخوفاً منه وقلبك مشغول بغيره؟! ولهذا قال: ((ذكر الله خالياً)) يعني: خالي القلب مما سوى الله عز وجل، خالي الجسم أيضاً، ليس عنده أحد حتى يكون بكاءه رياءً وسمعه، فهو مخلص القلب، فهذا أيضاً ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله أن يظلني وإياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

450/5 - وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: ((أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء.)) حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح.

...তারা নেশাগ্রস্ত নয়, বরং আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠোর) [হজ: ১, ২]। এটি এমন ব্যক্তির অবস্থা যে তাদের দেখবে বাস্তব অবস্থার বিপরীতে। কেননা মানুষ যখন আতঙ্কিত ও বিমূঢ় হয়ে পড়ে, তখন তার সামনে সুনিশ্চিত কোনো বিষয় থাকলেও তার ইন্দ্রিয় ও উপলব্ধি ক্ষমতা লোপ পায়।

সারকথা হলো, তাঁর বাণী ((সেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না)) অর্থাৎ: সেই ছায়া যা মহান আল্লাহ সৃষ্টি করবেন, যার মাধ্যমে তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা ছায়া দান করবেন। আর এটিই হলো মূল আলোচ্য বিষয়।

তাঁর বাণী: ((এবং সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহর যিকির করল, ফলে তার দুই চোখ অশ্রুসিক্ত হলো)) হে আমার ভাই, আপনি যখন আল্লাহর যিকির করবেন, তখন আপনার রবকে মুক্ত অন্তরে স্মরণ করবেন; অন্য কোনো বিষয়ে চিন্তা করবেন না। আপনি যদি অন্য কিছু চিন্তা করেন, তবে আল্লাহর ভয়ে কিংবা তাঁর প্রতি ব্যাকুলতায় আপনার পক্ষে ক্রন্দন করা সম্ভব হবে না। কারণ অন্তর অন্য কোনো বিষয়ে মগ্ন রেখে মানুষের পক্ষে কাঁদা সম্ভব নয়। আপনার অন্তর যখন অন্য কিছুতে নিবিষ্ট, তখন আল্লাহর প্রতি অনুরাগে কিংবা তাঁর ভয়ে আপনি কীভাবে কাঁদবেন?! এজন্যই তিনি বলেছেন: ((নির্জনে আল্লাহর যিকির করল)) অর্থাৎ: মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব কিছু থেকে অন্তরকে শূন্য করে এবং শারীরিকভাবেও নির্জনে অবস্থান করে। সেখানে তার কাছে কেউ থাকে না যাতে তার এই কান্না লৌকিকতা বা শোনানোর জন্য হতে পারে; বরং সে একনিষ্ঠ হৃদয়ে এটি করে। সুতরাং এই ব্যক্তিও তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের আল্লাহ সেই দিন তাঁর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন, যে দিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাকে ও আপনাদেরকে তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দান করেন যে দিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য, আর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদের ওপর।

* * *

৫/৪৫০ — আবদুল্লাহ ইবনে আল-শিখখীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ((আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসলাম যখন তিনি সালাত

আদায় করছিলেন। কান্নার কারণে তাঁর বক্ষদেশ থেকে ফুটন্ত হাঁড়ির শব্দের মতো শব্দ আসছিল।))

এটি একটি সহীহ হাদীস, যা ইমাম আবু দাউদ এবং তিরমিযী তাঁর ‘শামায়েল’ গ্রন্থে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

(ص: 350) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

451/6 . وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: ((إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك: (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا) قال: وسباني؟ قال: ((نعم)) فبكى أبي. متفق عليه. وفي رواية: فجعل أبي يبكي.

452/7 . وعنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنهما نزورها كما كان رسول الله يزورها، فلما انتهينا إليها بكت فقالا لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء؛ فهيجتهما على البكاء، فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. وقد سبق في باب زيارة أهل الخير.

453/8 . وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، قيل له في الصلاة، فقال ((مروا أبا بكر فليصل بالناس)) فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن غلبه البكاء، فقال: ((مروه فليصل)).

وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. متفق عليه.

৬/৪৫১ — আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উবাই ইবনে কাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন: “নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি আপনার নিকট ‘লাম ইয়াকুনিজ্জাজিনা কাফার’ (সূরা আল-বায়্যিনাহ) পাঠ করি।” তিনি জিজ্ঞেস করলেন: “আল্লাহ কি আমার নাম নিয়েছেন?” তিনি বললেন: “হ্যাঁ।” তখন উবাই কেঁদে ফেললেন। (বুখারী ও মুসলিম)। অন্য এক বর্ণনায় আছে: অতঃপর উবাই কাঁদতে শুরু করলেন।

৭/৪৫২ — তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর আবু বকর ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে বললেন, “চলুন আমরা উম্মে আয়মান (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট যাই এবং তাঁকে দেখে আসি, যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর নিকট যেতেন।” যখন তাঁরা তাঁর নিকট পৌঁছালেন, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁরা তাঁকে বললেন: “আপনি কেন কাঁদছেন? আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য অধিক কল্যাণকর?” তিনি বললেন: “আমি এ জন্য কাঁদছি না যে, আমি জানি না আল্লাহর নিকট যা আছে তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য উত্তম; বরং আমি কাঁদছি এ জন্য যে, আসমান থেকে ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে গেছে।” এই কথাটি তাঁদের দুজনকেও কান্নায় উদ্বেলিত করল এবং তাঁরাও তাঁর সাথে কাঁদতে লাগলেন। (মুসলিম)। এটি পূর্বে ‘সৎকর্মশীলদের যিয়ারত’ অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে।

৮/৪৫৩ — ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অসুস্থতা প্রবল হলো, তখন সালাতের ব্যাপারে তাঁকে বলা হলো। তিনি বললেন: “আবু বকরকে নির্দেশ দাও সে যেন মানুষকে নিয়ে সালাত আদায় করে।” তখন আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বললেন: “আবু বকর অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ, যখন তিনি কুরআন তিলাওয়াত করেন, তখন কান্নার আবেগ তাঁকে পরাভূত করে ফেলে।” তিনি পুনরায় বললেন: “তাঁকেই নির্দেশ দাও সে যেন সালাত পড়ায়।”

আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে অন্য এক বর্ণনায় বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম, “আবু বকর যখন আপনার স্ত্রীভাষিত হবেন, তখন কান্নার কারণে মানুষ তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে না।” (বুখারী ও মুসলিম)।

(ص: 351) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

454/9- وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتى بطعام وكان صائماً، فقال قتل مَصْعَب بن عُمير رضي الله عنه وهو خير مني. فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بُرْدَةٌ إن غطي بها رأسه بدت رجلاه وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بُسِط - أو قال: أعطينا من الدنيا ما أُعطينا- وقد خشينا أن تكون حسناتنا عُجِلَتْ لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. رواه البخاري

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في باب البكاء من خشية الله أو من الشوق إليه سبحانه وتعالى، ذكر فيها عدة أحاديث، منها: حديث عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وكان لصدرة أزيز كأزيز المرجل. المرجل: القدر يغلي على النار وله صوت معروف، وأزيز صدر النبي صلى الله عليه وسلم كان من خشية الله بلا شك، فهذا بكاء من خشية الله.

وذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب "إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك: (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ) (البينة: 1) ، فقال: وسأني لك؟ قال: "نعم". فبكى أبي.

لكن هذا البكاء يحتمل أن يكون شوقاً إلى الله عز وجل؛ لأن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ هذه السورة على أبي تدل على رفعة أبي بن كعب رضي الله عنه.

৯/৪৫৪- ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট খাবার আনা হলো যখন তিনি রোজা পালনকারী ছিলেন। তখন তিনি বললেন, মুসআব ইবনে উমায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হয়েছেন অথচ তিনি আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। তাঁর কাফন দেওয়ার জন্য একটি চাদর ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায়নি, যা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে পা দুটি উন্মুক্ত হয়ে পড়ত আর পা দুটি ঢাকলে মাথা উন্মুক্ত হয়ে পড়ত। অতঃপর আমাদের জন্য দুনিয়ার ভোগবিলাসের যা কিছু অব্যবহৃত করার তা করা হয়েছে—অথবা তিনি বলেছেন: আমাদের দুনিয়াতে যা দেওয়ার তা দেওয়া হয়েছে—আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আমাদের পুণ্যসমূহের প্রতিদান বুঝি আমাদের জন্য দ্রুত দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হলো। এরপর তিনি কাঁদতে শুরু করলেন, এমনকি তিনি খাবার পর্যন্ত ছেড়ে দিলেন। (বুখারী)

[ব্যাখ্যা]

লেখক আল্লাহর ভয়ে কিংবা তাঁর প্রতি অনুরাগের কারণে ক্রন্দন অধ্যায়ে যে হাদিসগুলো উল্লেখ করেছেন, সেখানে বেশ কিছু হাদিস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে শিখখীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসটি অন্যতম যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন যখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন এবং তাঁর বুক থেকে টগবগ করে ফুটতে থাকা ডেকচির শব্দের ন্যায় কান্নার শব্দ আসছিল।

মিরজাল: এর অর্থ হলো চুলার ওপর টগবগ করে ফুটতে থাকা হাঁড়ি বা ডেকচি, যার একটি সুপরিচিত শব্দ রয়েছে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্ষদেশের সেই স্পন্দন নিঃসন্দেহে আল্লাহর ভয়েই ছিল, আর এটি হলো আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন।

তিনি আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসটিও উল্লেখ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কাবকে বলেছিলেন, "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন তোমার সামনে পাঠ করি: 'আহলুল কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফরি করেছিল তারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার ছিল না' (সূরা আল-বাইয়্যিনাহ: ১)।" তখন উবাই বললেন, "আল্লাহ কি আপনার কাছে আমার নাম নিয়েছেন?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" তখন উবাই কাঁদতে লাগলেন।

তবে এই ক্রন্দন সম্ভবত মহান আল্লাহর প্রতি গভীর অনুরাগের কারণে ছিল; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উবাইয়ের সামনে এই সূরাটি পড়ার নির্দেশ দেওয়া উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর উচ্চ মর্যাদার প্রমাণ দেয়।

(ص: 352) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ويحتمل أن يكون ذلك من الفرح؛ فإن الإنسان ربما يبكي إذا فرح، كما أنه يبكي إذا حزن.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث كلها تدل على البكاء على الحزن على ما مضى، منها حديث أم أيمن رضي الله عنها حين زارها الصحابيyan: أبو بكر وعمر، أتيا إليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما أتيا إليها بكت فقالا لها: "ما يبكيك؟" أما عملت أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى إني لا أبكي أني لا أعلم". يعني: بل أنا أعلم "ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء" انقطع الوحي "فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها".

وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين جاء إليه بالطعام وهو صائم، والصائم يشتهي الطعام عادة، ولكنه رضي الله عنه تذكر ما كان عليه

الصحابية الأولون، وهو رضي الله عنه من الصحابة الأولين من المهاجرين رضي الله عنهم، لكنه قال احتقاراً لنفسه قال: إن مصعب بن عمير رضي الله عنه كان خيراً مني.

وكان مصعب رجلاً شاباً، كان عند والديه بمكة وكان والداه أغنياء، وأمه وأبوه يلبسانه من خير اللباس: لباس الشباب والفتيان، وقد دلّاه دلالة عظيماً، فلما أسلم هجراه وأبعداه، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مع المهاجرين، وكان عليه ثوب مرقع بعدما كان في مكة عند أبيه يلبس أحسن الثياب، لكنه ترك ذلك كله مهاجراً إلى الله ورسوله.

وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم أحد، فاستشهد رضي الله عنه، وكان معه

হতে পারে এটি আনন্দের আতিশয্য থেকে উৎসারিত; কারণ মানুষ যেমন দুঃখিত হলে কাঁদে, তেমনি অনেক সময় সে আনন্দিত হলেও ক্রন্দন করে থাকে।

অতঃপর গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) এমন কিছু হাদিস উল্লেখ করেছেন যা অতীত কোনো বিষয়ের জন্য শোকার্ত হয়ে ক্রন্দন করার বৈধতা প্রমাণ করে। তন্মধ্যে উম্মে আয়মান (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর হাদিসটি অন্যতম; যখন দুই সাহাবী—আবু বকর ও উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁর নিকট সেভাবেই গিয়েছিলেন যেভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে দেখতে যেতেন। যখন তাঁরা তাঁর কাছে পৌঁছলেন, তিনি কাঁদতে লাগলেন। তখন তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কেন কাঁদছেন? আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তা তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জন্য অধিক কল্যাণকর?" তিনি উত্তর দিলেন, "অবশ্যই, আমি এটা না জানার কারণে কাঁদছি না।" অর্থাৎ—বরং আমি তা জানি, "কিন্তু আমি কাঁদছি এ কারণে যে, আসমান থেকে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেছে।" ওহী আসা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাঁর এই উক্তি তাঁদেরকেও কান্নায় উদ্ভূত করল এবং তাঁরাও তাঁর সাথে কাঁদতে লাগলেন।

অনুরূপভাবে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিসটি, যখন তাঁর নিকট খাবার আনা হলো আর তিনি তখন রোজা ছিলেন। সাধারণত রোজাদার ব্যক্তি খাবারের আকাঙ্ক্ষা করে থাকে, কিন্তু তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পূর্ববর্তী সাহাবীগণের অবস্থার কথা স্মরণ করলেন। অথচ তিনিও সেই প্রথম যুগের মুহাজির সাহাবীগণের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তবুও তিনি বিনয়বশত নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করে বললেন: "নিশ্চয়ই মুসআব ইবনে উমায়ের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।"

মুসআব ছিলেন একজন টগবগে যুবক। মক্কায় তিনি তাঁর পিতা-মাতার নিকট থাকতেন এবং তাঁর পিতা-মাতা অত্যন্ত বিত্তশালী ছিলেন। তাঁর মাতা-পিতা তাঁকে সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করাতেন—যা ছিল তৎকালীন যুবক ও তরুণদের আভিজাত্যপূর্ণ পোশাক। তাঁরা তাঁকে অত্যন্ত আদর-যত্নে লালন-পালন করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন, তাঁরা তাঁকে বর্জন করলেন এবং দূরে সরিয়ে দিলেন। এরপর তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে হিজরত করলেন এবং মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত হলেন। মক্কায় পিতা-মাতার নিকট থাকাকালীন তিনি যখন সবচাইতে উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করতেন, তার বিপরীতে হিজরতের পর তাঁর অঙ্গে ছিল তালিযুক্ত বস্ত্র। কিন্তু তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির নিমিত্তে হিজরত করে এসব বিলাসিতা বিসর্জন দিয়েছিলেন।

আর উভ্দের যুদ্ধের দিন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর হাতেই ইসলামের পতাকা তুলে দিয়েছিলেন, অতঃপর তিনি শাহাদাত বরণ করেন (রাদিয়াল্লাহু আনহু), আর তাঁর সাথে ছিল...

(ص: 353) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

بردة- أي ثوب- إذا غطوا به رأسه بدت رجلاه- وذلك لقصر الثوب- وإن غطوا رجليه
بدا رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستر به رأسه وأن تستر رجلاه
بالإذخر؛ نبات معروف.

فكان عبد الرحمن بن عوف يذكر حال هذا الرجل، ثم يقول: إنهم قد مضوا وسلموا مما فتح الله به من الدنيا على من بعدهم من المغنم الكثيرة، كما قال تعالى: (وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا) (الفتح: 19) .

ثم قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: " قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا؛ لأن الكافر يجزى على حسناته في الدنيا، وله في الآخرة عذاب النار، والمؤمن قد يجزى في الدنيا وفي الآخرة، لكن جزاء الآخرة هو الأهم. فخشي رضي الله عنه أن تكون حسناتهم قد عجلت لهم في هذه الدنيا، فبكي خوفاً وفاقاً، ثم ترك الطعام رضي الله عنه. ففي هذا دليل على البكاء من خشية الله ومخافة عقابه، والله الموفق.

একটি চাদর—অর্থাৎ একখণ্ড বস্ত্র—যা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকা হলে পা উন্মুক্ত হয়ে যেত—বস্ত্রের স্বল্পতার কারণে—আর পা ঢাকা হলে মাথা উন্মুক্ত হয়ে যেত। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ দিলেন যেন তা দিয়ে তাঁর মাথা ঢেকে দেওয়া হয় এবং তাঁর পা 'ইযখির' (এক প্রকার পরিচিত উদ্ভিদ) দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়।

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এই ব্যক্তির অবস্থা স্মরণ করতেন এবং বলতেন: তাঁরা চলে গেছেন এবং আল্লাহ তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য দুনিয়ার যে অজস্র যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গনীমত) উন্মুক্ত করেছেন তা থেকে তাঁরা নিরাপদ ছিলেন; যেমনটি মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন: "এবং প্রচুর গনীমত যা তারা গ্রহণ করবে।" (সূরা আল-ফাতহ: ১৯)।

অতঃপর আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: "আমরা আশঙ্কা করছি যে, আমাদের সৎকর্মের প্রতিদান হয়তো আমাদের জন্য দুনিয়াতেই ত্বরান্বিত করা হয়েছে।" কেননা কাফিরকে তার সৎকাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয় এবং আখিরাতে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব। আর মুমিন ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জায়গাতেই প্রতিদান পেতে পারেন, তবে আখিরাতে প্রতিদানই হলো মুখ্য।

তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আশঙ্কা করলেন যে, তাঁদের নেক আমলগুলোর প্রতিদান হয়তো এই দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে তিনি ভয়ে ও শঙ্কায় রোদন করলেন এবং আহার বর্জন করলেন।

এতে আল্লাহর ভয়ে এবং তাঁর শাস্তির আশঙ্কায় রোদনের সপক্ষে দলীল রয়েছে। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

(স: 354) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

55- باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها، وفضل الفقر
قال الله تعالى: (إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ
الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا
أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ
كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (يونس: 24) وقال تعالى: (وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلِ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيبًا تَذْرُوهُ
الرياحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا) (الْبَالُ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ
الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا) (الكهف: 45، 46) وقال تعالى: (اعْلَمُوا
أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ
غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ

ثُمَّ يَهْبِجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ) (الحديد: 20) وقال تعالى: (زِينٌ لِلنَّاسِ
حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ) (آل
عمران: 14) وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ) (فاطر: 5)

৫৫- অধ্যায়: দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি (জুহদ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব, দুনিয়াবিমুখতার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং দারিদ্র্যের মর্যাদা

মহান আল্লাহ বলেন: (পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত তো বৃষ্টির মতো, যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি, যার দ্বারা ভূমির উদ্ভিদসমূহ ঘন হয়ে জন্মায় যা মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুরা ভক্ষণ করে। অবশেষে যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয় এবং তার অধিপতিরা মনে করে যে, তারা সেগুলোর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান, তখন রাতে বা দিনে আমার নির্দেশ এসে পড়ে এবং আমি তা এমনভাবে নির্মূল করে দিই, যেন গতকাল সেখানে কিছুই ছিল না। এভাবেই আমি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি) (ইউনূস: ২৪) মহান আল্লাহ আরও বলেন: (আপনি তাদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা করুন: এটি পানির মতো যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি, যার সংস্পর্শে ভূমির উদ্ভিদসমূহ ঘন হয়ে জন্মায়, তারপর তা শুষ্ক খড়কুটোয় পরিণত হয় যাকে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা; আর স্থায়ী সৎকাজসমূহ আপনার রবের কাছে প্রতিদানের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ এবং আশার দিক থেকেও অতি উত্তম) (আল-কাহফ: ৪৫, ৪৬) মহান আল্লাহ বলেন: (তোমরা জেনে রেখো যে, পার্থিব জীবন তো কেবল খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ, জাঁকজমক, তোমাদের পারস্পরিক অহংকার এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে আধিক্য লাভের প্রতিযোগিতা মাত্র। এর উপমা হলো বৃষ্টির মতো, যার উৎপন্ন শস্য কৃষকদের আনন্দিত করে; তারপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে আপনি তা পীতবর্ণ দেখতে পান, অবশেষে তা খড়কুটোয় পরিণত হয়। আর পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর পার্থিব জীবন তো প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়) (আল-হাদীদ: ২০) মহান আল্লাহ আরও বলেন: (মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে প্রবৃত্তির প্রতি আসক্তি—নারী, সন্তান-সন্ততি, স্তৃপীকৃত সোনা-রূপা, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু ও কৃষিক্ষেত্র। এসবই পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু; আর আল্লাহর কাছেই রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল) (আল ইমরান: ১৪) মহান আল্লাহ বলেন: (হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদের কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই মহাপ্রতারক যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে) (ফাতির: ৫)

وقال تعالى: (أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ) (حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ) (كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ) (ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ) (كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ) التكاثر: 1-5) .
وقال تعالى: (وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) (العنكبوت: 64)

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقراء.

الدنيا: هي حياتنا هذه التي نعيش فيها، وسببت دنياً لسببين:
السبب الأول: أنها أدنى من الآخرة؛ لأنها قبلها كما قال تعالى: (وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى) (الضحى: 4) .

والثاني: أنها دنيئة ليست بشيء بالنسبة للآخرة، كما روى الإمام أحمد رحمه الله من حديث المستورد بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها" موضع السوط: موضع العصي القصيرة الصغيرة في الجنة خير من الدنيا وما فيها من أولها على آخرها، فهذه هي الدنيا.

وذكر المؤلف رحمه الله آيات عديدة كلها تفيد أنه لا ينبغي للعاقل أن

মহান আল্লাহ বলেন: “প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। কখনোই নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। আবারও বলছি, কখনোই নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। কখনোই নয়, তোমরা যদি নিশ্চিত জ্ঞানে জানতে (তবে মোহাচ্ছন্ন হতে না)।” (সূরা আত-তাকাসুর: ১-৫)।

মহান আল্লাহ আরও বলেন: “আর এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়; নিশ্চয়ই পরকালের আবাসই হলো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত!” (সূরা আল-আনকাবুত: ৬৪)

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেন: দুনিয়াবিমুখতার (যুহুদ) মর্যাদা, পার্থিব ভোগবিলাস কমানোর প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং দরিদ্রদের শ্রেষ্ঠত্বের অধ্যায়।

দুনিয়া: এটি হলো আমাদের এই জীবন যাতে আমরা বসবাস করছি। একে ‘দুনিয়া’ (নিকটবর্তী বা তুচ্ছ) নামকরণের দুটি কারণ রয়েছে:

প্রথম কারণ: এটি পরকালের চেয়ে নিকটবর্তী; কারণ এটি পরকালের আগে আসে, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: “আর অবশ্যই তোমার জন্য পরকাল ইহকাল অপেক্ষা উত্তম।” (সূরা আদ-দুহা: ৪)।

দ্বিতীয় কারণ: পরকালের তুলনায় এটি অতি নগণ্য ও তুচ্ছ। যেমনটি ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) মুস্তাওরিদ বিন শাদাদ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “জান্নাতে তোমাদের কারো একটি চাবুক রাখার জায়গা দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম।” চাবুক রাখার জায়গা বলতে জান্নাতের একটি ছোট লাঠি রাখার স্থানকে বোঝানো হয়েছে, যা দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান সবকিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এটাই হলো দুনিয়া।

লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) অনেকগুলো আয়াত উল্লেখ করেছেন যেগুলোর সারকথা হলো—কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য উচিত নয় যে সে...

يركن إلى الدنيا، أو يغتر بها، أو يلهو بها عن الآخرة، أو تكون مانعاً له من ذكر الله عز وجل، منها قوله تعالى: (إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ) يعني: المطر (فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ) يعني أنبتت الأرض منه نباتاً متنوعاً مختلطاً متقارباً، ليس بينه فجوات ليس فيها نبات، كل الأرض نباتات بأنواع الأعشاب من كل زوج بهيج (حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ) أي: كملت (وَوُظِّنَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ) كَأَن لَّمْ تَكُن.

وهذه هي الحياة الدنيا، واعتبر ذلك أنت في واقعك، كم من أناس عشت معهم عاشوا في هذه الدنيا عيشة راضية، وفي رفاهية وأنس وأولاد وزوجات وقصور وسيارات، ثم انتقلوا عنها، كَأَن لَّمْ يَكُونُوا بِالْأَمْسِ، انتقلوا هم عنها، أو يأتي دنياهم شيء يتلفها، فكم من إنسان غني عنده أموال عظيمة أصبح فقيراً يسأل الناس.

فهذه هي الدنيا، وإنما ضرب الله هذا المثل لئلا نغتر بها، فقال (كَذَٰلِكَ) يعني: مثل هذا التفصيل والتبيين (نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) لمن عندهم تفكير في الأمور ونظر في العواقب.

ثم قال: (وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ) (يونس: 25) ، أي فرق بين هذه وهذه، دار السلام هي الجنة: أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها دار السلام وسيت كذلك؟ لأنها سالمة من كل كدر، ومن كل تنغيص، ومن كل أذى. لما ذكر الدنيا قال: (وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ) فإلى أيهما تركز أيها العاقل؟ لا شك أن العاقل يركن إلى دار السلام، ولا تهمة دار الفناء

সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ে, অথবা এর দ্বারা প্রতারিত হয়, অথবা এর মাধ্যমে পরকাল থেকে বিমুখ হয়, কিংবা এটি তার জন্য মহান আল্লাহর স্মরণ থেকে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এর মধ্যে একটি হলো মহান আল্লাহর বাণী: (পার্থিব জীবনের উদাহরণ তো কেবল আসমান থেকে

নাযিলকৃত বৃষ্টির মতো) অর্থাৎ: বৃষ্টি (অতঃপর তার সাথে যমিনের উদ্ভিদসমূহ মিশে গেল) অর্থাৎ যমিন তা থেকে বিচিত্র, সংমিশ্রিত ও ঘন উদ্ভিদ উৎপন্ন করল, যার মাঝে কোনো উদ্ভিদহীন ফাঁকা জায়গা নেই; সমগ্র যমিন প্রতিটি মনোরম জোড়ার নানাবিধ তৃণাচ্ছাদিত উদ্ভিদে পরিপূর্ণ হয়ে গেল (অবশেষে যখন যমিন তার অলংকার গ্রহণ করল ও সুশোভিত হলো) অর্থাৎ: পূর্ণতা লাভ করল (এবং তার অধিবাসীরা মনে করল যে তারা এর ওপর ক্ষমতাবান, তখন রাতে বা দিনে সেখানে আমাদের আদেশ পৌঁছে গেল এবং আমরা সেটিকে কর্তৃত্ব শস্যে পরিণত করলাম, যেন গতকালও তার কোনো অস্তিত্ব ছিল না) যেন তার কোনো অস্তিত্বই ছিল না।

আর এটাই হলো পার্থিব জীবন। আপনি আপনার বাস্তবতায় এটি বিবেচনা করে দেখুন, কত মানুষের সাথে আপনি বসবাস করেছেন যারা এই দুনিয়াতে সন্তোষজনক জীবন অতিবাহিত করেছে এবং বিলাসিতা, প্রফুল্লতা, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী, প্রাসাদ ও যানবাহনের মধ্যে ছিল; অতঃপর তারা তা ছেড়ে চলে গেছে, যেন গতকালও তারা ছিল না। তারা নিজেরা তা থেকে চলে গেছে, অথবা তাদের পার্থিব জীবনে এমন কিছু আপতিত হয়েছে যা তা ধ্বংস করে দিয়েছে। কত ধনী ব্যক্তি যার নিকট বিশাল সম্পদ ছিল, সে আজ দরিদ্রে পরিণত হয়ে মানুষের কাছে হাত পাতছে।

সুতরাং এটাই হলো দুনিয়া। আল্লাহ এই উদাহরণটি কেবল একারণেই প্রদান করেছেন যাতে আমরা এর দ্বারা প্রতারণিত না হই। তাই তিনি বলেছেন: (এভাবেই) অর্থাৎ: এ রূপ বিস্তারিত বর্ণনা ও সুস্পষ্টকরণের মাধ্যমে (আমি নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বর্ণনা করি এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে) অর্থাৎ যাদের বিষয়াশয় নিয়ে চিন্তা করার এবং পরিণাম সম্পর্কে দেখার ক্ষমতা আছে।

অতঃপর তিনি বললেন: (আর আল্লাহ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন) (ইউনুস: ২৫)। এ দুটির মাঝে কতই না পার্থক্য! ‘দারুস সালাম’ বা শান্তির আবাস হলো জান্নাত; আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাকে ও আপনাদেরকে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করেন। একে কেন ‘দারুস সালাম’ বলা হয়েছে? কারণ তা সকল প্রকার কলুষতা, দুঃখ-কষ্ট এবং যাবতীয় কষ্টদায়ক বিষয় থেকে মুক্ত। যখন তিনি দুনিয়ার কথা উল্লেখ করলেন, তখন বললেন: (আর আল্লাহ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন)। সুতরাং হে বুদ্ধিমান! আপনি এ দুটির মধ্যে

কোনটির দিকে ঝুঁকবেন? নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান ব্যক্তি শান্তির আবাসের দিকেই ঝুঁকে পড়ে এবং এই নশ্বর জগতের প্রতি তার কোনো ভ্রক্ষেপ থাকে না।

(ص: 357) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

والنكد والتغيب، فهو سبحانه وتعالى يدعو كل الخلق إلى دار السلام (وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (يونس: 25) .

والهداية مقيدة، لم يقل: ويهدي كل أحد، ولكن قال: (وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) فمن هو الحقيق والجدير بهداية الله؟ هو من أناب إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: (وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ) (الرعد: 27)

وقال تعالى: (فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ) (الصف: الآية 5) ، فمن كان عنده نية طيبة وخالصة لابتغاء وجه الله والدار الآخرة، فهذا هو الذي يهديه الله عز وجل، وهو داخل في قوله: (وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) .

ثم ذكر المؤلف آيات أخرى مثل قوله (وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ) (الكهف: الآية 45) ، معناه: أن الحياة الدنيا كماء نزل على أرض فأنبتت، فأصبح هشيماً تذوره الرياح، يبس وصارت الرياح تطير به، هكذا أيضاً الدنيا.

وقال تعالى: (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ) (الحديد: الآية 20) .

هذه خمسة أشياء كلها ليس بشيء: لعب، ولهو، وزينة، وتفاخر بينكم، وتكاثر في الأموال والأولاد، مثالها: (كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ) (الحديد: 20) ، أعجب

الكفار؛ لأن الكفار هم الذين يتعلقون بالدنيا وتسبي عقولهم الدنيا، فهذا نبات
نبت من الغيث فصار الكفار يتعجبون منه من حسنه ونضارته: (أَعْجَبَ الْكُفَّارُ
نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا) (الحديد: 20) ، ويزول وينتهي
الآخرة (وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ)

দুঃখ-কষ্ট ও তিক্ততা; তাই তিনি সুবহানাছ ওয়া তাআলা সকল সৃষ্টিকে শান্তির আবাসের দিকে
আহ্বান করেন (এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন) (ইউনুস: ২৫)।

আর হিদায়াত শর্তযুক্ত; তিনি একথা বলেননি যে: 'তিনি প্রত্যেককে পথ প্রদর্শন করেন', বরং
তিনি বলেছেন: (এবং তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন)। তবে আল্লাহর হিদায়াতের
যোগ্য ও উপযোগী কে? সে হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার অভিমুখী হয়,
যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তিনি তাকে তাঁর দিকে পথ
প্রদর্শন করেন) (রাদ: ২৭)।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন: (অতঃপর যখন তারা বক্রতা অবলম্বন করল, আল্লাহ তাদের
অন্তরসমূহকে বক্র করে দিলেন) (সাফ: আয়াত ৫)। সুতরাং যার মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং
পরকাল লাভের জন্য নেক ও বিশুদ্ধ নিয়ত থাকবে, আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাকেই পথ
প্রদর্শন করবেন; আর সে ব্যক্তি তাঁর এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত: (এবং তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথ
প্রদর্শন করেন)।

এরপর লেখক আরও কিছু আয়াত উল্লেখ করেছেন, যেমন আল্লাহর বাণী: (আর আপনি তাদের
কাছে পার্থিব জীবনের উপমা পেশ করুন বৃষ্টির ন্যায়, যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি, যার
ফলে ভূমির উদ্ভিদ ঘন হয়ে জন্মায়, অতঃপর তা বিশীর্ণ তৃণে পরিণত হয় যাকে বাতাস উড়িয়ে
নিয়ে যায়) (কাহাফ: আয়াত ৪৫)। এর অর্থ হলো: পার্থিব জীবন সেই পানির মতো যা জমিনে
বর্ষিত হওয়ার পর তাতে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, এরপর তা বিশীর্ণ ও ভঙ্গুর হয়ে যায় যা বাতাস
উড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়; তা শুকিয়ে যায় এবং বাতাস তা উড়িয়ে নিয়ে যায়। দুনিয়ার অবস্থাও ঠিক
তেমনই।

আল্লাহ তাআলা বলেন: (তোমরা জেনে রেখো যে, পার্থিব জীবন কেবল ক্রীড়া-কৌতুক,
জাঁকজমক, তোমাদের পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের
প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছুই নয়) (হাদীদ: আয়াত ২০)।

এই পাঁচটি বিষয় যার কোনোটিই প্রকৃত কিছু নয়: ক্রীড়া, কৌতুক, জাঁকজমক, তোমাদের পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা। এর উদাহরণ হলো: (বৃষ্টির ন্যায়, যার উৎপন্ন শস্য কৃষকদের চমৎকৃত করে) (হাদীদ: ২০)। কৃষকদের চমৎকৃত করে; কারণ অবিশ্বাসীরাই দুনিয়ার প্রতি আসক্ত থাকে এবং দুনিয়া তাদের বিবেককে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। এটি এমন এক উদ্ভিদ যা বৃষ্টি থেকে উৎপন্ন হয়েছে, ফলে এর সৌন্দর্য ও সজীবতা দেখে অবিশ্বাসীরা বিস্ময়াভিভূত হয়: (যার শস্য কৃষকদের চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে আপনি তা পীতবর্ণ দেখতে পান, অবশেষে তা খড়কুটোয় পরিণত হয়) (হাদীদ: ২০)। এটি বিলীন ও সমাপ্ত হয়ে যায়। আর পরকালে (রয়েছে কঠিন শাস্তি...)

(ص: 358) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ (الحديد: 20) .
 فَأَيُّهَا تَرِيد؟ تَرِيد الآخِرَةَ؛ فِيهَا عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَن آثَرَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ، وَفِيهَا
 مَغْفِرَةٌ وَرِضْوَانٌ لِّمَن آثَرَ الآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا.
 وَالْعَاقِلُ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ وَتَبَصَّرَ؛ عَرَفَ قِيَمَةَ الدُّنْيَا، وَأَنَّهَا لَيْسَتْ بِشَيْءٍ، وَأَنَّهَا مَزْرَعَةٌ
 لِلْآخِرَةِ، فَانْظُرْ مَاذَا زَرَعْتَ فِيهَا لِآخِرَتِكَ؟ إِنْ كُنْتَ زَرَعْتَ خَيْرًا؛ فَأُبَشِّرْ بِالْحَصَادِ الَّذِي
 يَرْضِيكَ، وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ؛ فَقَدْ خَسِرْتَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ
 السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ.

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ تَحْصِرَ فَنَنْبَهُ بِطَرَفٍ مِنْهَا عَلَى مَا سِوَاهُ.
 457/1- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجَزِيرَتِهَا، فَقَدِمَ

بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ، فَوَافُوا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصَرَفَ، فَتَعَرَّضُوا لَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَاهُمْ، ثُمَّ قَالَ: "أَظَنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ؟" فَقَالُوا: أَجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: "أَبْشُرُوا وَأَمْلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسِطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، فَتَهْلِكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

...এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সম্ভৃষ্টি।" (আল-হাদীদ: ২০)।

তবে আপনি এই দুটির কোনটি চান? আপনি কি আখিরাত চান? সেখানে সেই ব্যক্তির জন্য কঠোর আজাব রয়েছে যে দুনিয়াকে আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে; আর সেখানে সেই ব্যক্তির জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্ভৃষ্টি যে আখিরাতকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দিয়েছে।

আর বুদ্ধিমান ব্যক্তি যখন কুরআন পাঠ করে এবং তা নিয়ে গভীর চিন্তা-গবেষণা করে, তখন সে দুনিয়ার প্রকৃত মূল্য অনুধাবন করতে পারে—তা আসলে তুচ্ছ বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয় এবং তা আখিরাতের শস্যক্ষেত্র মাত্র। সুতরাং লক্ষ্য করুন, আপনি আপনার আখিরাতের জন্য এখানে কী বপন করেছেন? আপনি যদি কল্যাণকর কিছু বপন করে থাকেন, তবে এমন এক ফসলের সুসংবাদ গ্রহণ করুন যা আপনাকে সম্ভৃষ্ট করবে। আর যদি বিষয়টি এর বিপরীত হয়, তবে আপনি দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই হারালেন। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের ও আপনাদের জন্য নিরাপত্তা ও সুস্থতা কামনা করি।

* * *

আর হাদিসের কথা বললে, সেগুলো এত অধিক যে গণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়; তাই আমরা এখানে সামান্য কিছু উল্লেখ করে অন্যান্যগুলোর প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করব।

১/৪৫৭- আমরা ইবনে আউফ আল-আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বাহরাইনে পাঠিয়েছিলেন সেখানকার জিযিয়া সংগ্রহ করে আনার জন্য। অতঃপর তিনি বাহরাইন থেকে ধন-সম্পদ নিয়ে ফিরে আসলেন। আনসারগণ আবু উবাইদাহর আগমনের সংবাদ শুনতে পেলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ফজরের

সালাতে শরিক হলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাত শেষ করে যখন ফিরছিলেন, তখন তাঁরা তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন। তাঁদের দেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুচকি হাসলেন এবং বললেন: "আমার মনে হয় তোমরা শুনেছ যে আবু উবাইদাহ বাহরাইন থেকে কিছু নিয়ে এসেছে?" তাঁরা বললেন: "জি হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল!" তিনি বললেন: "তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং এমন কিছু আশা রাখো যা তোমাদের আনন্দিত করবে। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের জন্য দারিদ্র্যের ভয় করি না, বরং আমি ভয় করি যে তোমাদের সামনে দুনিয়াকে প্রসারিত করে দেওয়া হবে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের সামনে করা হয়েছিল। ফলে তোমরা তা পাওয়ার জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে যেমনটি তারা করেছিল; আর তা তোমাদের ধ্বংস করে দেবে যেভাবে তাদের ধ্বংস করেছিল।" (বুখারী ও মুসলিম)।

(ص: 359) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

458/2- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وجلسنا حوله، فقال: "إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها" متفق عليه

459/3- وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الدنيا حُلوة خضرة، وإن الله تعالى مُستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء" رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله في باب الزهد في الدنيا والترغيب فيه، وقد ذكر قبل ذلك آيات متعددة كلها تدل على أن هذه الدنيا ليست بشيء بالنسبة

للاخرة، وأنها مبر ومزرعة للاخرة، فإن قال قائل: يقال ورع، ويُقال زهد، فأيهما أعلى؟ وما الفرق بينهما؟
فالجواب أن الزهد أعلى من الورع، والفرق بينهما أن الورع ترك ما يضر، والزهد ترك ما لا ينفع، فالأشياء ثلاثة أقسام: منها ما يضر في الآخرة، ومنها ما ينفع، ومنها ما لا يضر ولا ينفع.
فالورع: أن يدع الإنسان ما يضره في الآخرة، يعني أن يترك الحرام.
والزهد: أن يدع ما لا ينفعه في الآخرة، فالذي لا ينفعه لا يأخذ به.

২/৪৫৮- আবু সাঈদ আল-খুদরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিস্বারের ওপর বসলেন এবং আমরা তাঁর চারপাশে বসলাম। অতঃপর তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ব্যাপারে আমার পরে যে জিনিসের ভয় করি তা হলো তোমাদের জন্য দুনিয়ার জাঁকজমক ও এর সৌন্দর্য উন্মুক্ত করে দেওয়া।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

৩/৪৫৯- তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই দুনিয়া মিষ্ট ও সবুজ-শ্যামল, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন যাতে তিনি দেখেন তোমরা কেমন আমল করো। অতএব তোমরা দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকো এবং নারী সংক্রান্ত ফিতনা থেকে বেঁচে থাকো।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসগুলো লেখক (রহিমাহুল্লাহ) দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি বা যুহদ এবং এর প্রতি উৎসাহ প্রদান অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। ইতিপূর্বে তিনি একাধিক আয়াত উল্লেখ করেছেন যার সবই প্রমাণ করে যে, পরকালের তুলনায় এই দুনিয়া কিছুই নয় এবং তা পরকালের পথ ও শস্যক্ষেত্র মাত্র। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করেন: ‘ওয়ারা’ (সতর্কতা) এবং ‘যুহদ’ (অনাসক্তি) শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়, এ দুটির মধ্যে কোনটি অধিক শ্রেষ্ঠ? আর এ দুটির মাঝে পার্থক্যই বা কী? এর উত্তর হলো, ‘যুহদ’ ‘ওয়ারা’র চেয়ে উচ্চতর। এ দুটির মাঝে পার্থক্য হলো, যা ক্ষতি করে তা বর্জন করা হলো ‘ওয়ারা’, আর যা কোনো উপকারে আসে না তা বর্জন করা হলো ‘যুহদ’।

বিষয়সমূহ তিন প্রকার: যার কিছু পরকালে ক্ষতি করে, কিছু পরকালে উপকার করে এবং কিছু পরকালে ক্ষতিও করে না আবার উপকারও করে না।

অতএব ‘ওয়ারা’ হলো: মানুষ পরকালে যা তার ক্ষতি করবে তা বর্জন করবে, অর্থাৎ হারাম বিষয়সমূহ বর্জন করা।

আর ‘যুহদ’ হলো: পরকালে যা তার কোনো উপকারে আসবে না তা বর্জন করা। সুতরাং যা তার উপকারে আসবে না, সে তা গ্রহণ করবে না।

(ص: 360) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

والذي ينفعه يأخذ به، والذي يضره لا يأخذ به من باب أولى، فكان الزهد أعلى حالاً من الورع، فكل زاهد ورع، وليس كل ورع زاهدًا. ولكن حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن تفتح الدنيا علينا كما فتحت على من كان قبلنا فنهلك كما هلكوا.

لما قدم أبو عبيدة بئال من البحرين، وسع الأنصار بذلك، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافوه في صلاة الفجر، فلما انصرف من الصلاة تعرضوا له فتبسم عليه الصلاة والسلام، يعني ضحك، لكن بدون صوت، تبسم لأنهم جاءوا متشوفين للبال.

فقال لهم: "لعلكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة من البحرين؟" قالوا: أجل يا رسول الله. سمعنا بذلك يعني وجئنا لننال نصيبنا.

فقال عليه الصلاة والسلام: "ما الفقر أخشى عليكم" الفقر لا أخشاه. والفقر قد يكون خيراً للإنسان، كما جاء في الحديث القدسي الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: "إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى".

يعني: أظغاه وأضله وصدّه عن الآخرة والعياذ بالله ففسد، " وإن من عبّادي من لو أفقرته لأفسده الفقر".

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: "ما الفقر أخشى عليكم" يعني: لا أخشى عليكم من الفقر؛ لأنّ الفقير في الغالب أقرب إلى الحق من الغني. وانظروا إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ من الذي يكذبهم؟ يكذبهم الملأ الأشرار الأغنياء، وأكثر من يتبعهم الفقراء، حتى النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من يتبعه الفقراء.

যা তাঁর জন্য উপকারী তিনি তা গ্রহণ করেন, আর যা তাঁর জন্য ক্ষতিকর তা তো বলাই বাহুল্য যে তিনি গ্রহণ করেন না। তাই 'যুহদ' (সংসারবিরাগ) হলো 'ওয়ারা' (পরহেজগারী) অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা। সুতরাং প্রত্যেক 'যাহিদ' (সংসারবিরাগী)-ই 'ওয়ারি' (পরহেজগার), কিন্তু প্রত্যেক 'ওয়ারি' 'যাহিদ' নন।

কিন্তু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের সতর্ক করেছেন দুনিয়া আমাদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে, যেমনটি আমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য উন্মুক্ত হয়েছিল। যার ফলে তারা যেভাবে ধ্বংস হয়েছিল, আমরাও সেভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে পারি।

যখন আবু উবায়দাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বাহরাইন থেকে সম্পদ নিয়ে আসলেন এবং আনসাররা সে কথা শুনলেন, তখন তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসলেন এবং ফজরের সালাতে তাঁর সাথে মিলিত হলেন। যখন তিনি সালাত শেষে ফিরলেন, তারা তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুচকি হাসলেন; অর্থাৎ মৃদু হাসলেন কিন্তু কোনো শব্দ ছাড়াই। তিনি মুচকি হাসলেন কারণ তারা সম্পদের প্রত্যাশায় এসেছিল।

তিনি তাদের বললেন: "সম্ভবত তোমরা বাহরাইন থেকে আবু উবায়দাহর আগমনের কথা শুনেছ?" তারা বললেন: "হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল!" অর্থাৎ আমরা তা শুনেছি এবং নিজেদের অংশ পাওয়ার জন্য এসেছি।

তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "আমি তোমাদের জন্য দারিদ্র্যের আশঙ্কা করছি না।" দারিদ্র্যকে আমি ভয় পাই না।

আর দারিদ্র্য মানুষের জন্য কল্যাণকর হতে পারে, যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হাদিসে কুদসিতে এসেছে যে, আল্লাহ তাআলা বলেন: "নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যাকে আমি ধনী করলে স্বচ্ছলতা তাকে কলুষিত করে ফেলত।" অর্থাৎ তাকে অবাধ্য ও বিভ্রান্ত করত এবং আখিরাত থেকে বিমুখ করত—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই—ফলে সে ধ্বংস হয়ে যেত। "আবার আমার বান্দাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যাকে আমি দরিদ্র করলে দারিদ্র্য তাকে কলুষিত করত।"

সুতরাং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "আমি তোমাদের জন্য দারিদ্র্যের আশঙ্কা করছি না।" অর্থাৎ আমি তোমাদের দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয় পাই না; কারণ ধনী ব্যক্তির তুলনায় দরিদ্র ব্যক্তি সাধারণত সত্যের অধিক নিকটবর্তী হয়।

তোমরা রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) দিকে তাকাও; কারা তাঁদের মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে? অনিষ্টকারী সম্পদশালী নেতৃবৃন্দই তাঁদের মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে। আর তাঁদের অনুসারীদের অধিকাংশ হলো দরিদ্র শ্রেণি। এমনকি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসারীদের মাঝেও দরিদ্ররাই সংখ্যায় বেশি।

(ص: 361) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

فالفقر لا يخشى منه، بل الذي يخشى منه أن تبسط الدنيا عليهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: "أخشى أن تبسط عليكم - يعني كما بسطت على من كانوا قبلنا، فتهلككم كما أهلكتهم". وهذا هو الواقع، وأنظر إلى حالنا نحن هنا- يعني في المملكة- لبا كان الناس إلى الفقر أقرب، كانوا لله أتقى وأخشع وأخشى، ولما كثر المال؛ كثر الإعراض عن سبيل الله، وحصل الطغيان، وصار الإنسان الآن يتشوف لزهرة الدنيا وزينتها... سيارة، بيت، فرش، لباس، يباهي الناس بهذا كله، ويعرض عما ينفعه في الآخرة.

وصارت الجرائد والصحف وما أشبهها لا تتكلم إلا بالفاهية وما يتعلق بالدنيا، وأعرضوا عن الآخرة، وفسد الناس إلا من شاء الله.

فالحاصل أن الدنيا إذا فتحت- نسأل الله أن يقنأ وإياكم شرها - أنها تجلب شرّاً وتطغي الإنسان (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَيِّفَى) (أَنْ رَأَى اسْتَغْنَى) (العلق: 7، 6) .
وقد قال فرعون لقومه: (يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي) (الزخرف: 51) ، افتخر بالدنيا، فالدنيا خطيرة جداً.

وفي هذه الأحاديث أيضاً قال النبي عليه الصلاة والسلام: " إن الدنيا حلوة خضرة" حلوة المذاق، خضرة المنظر، تجذب وتفتن، فالشيء إذا كان حلواً ومنظره طيباً فإنه يفتن الإنسان، فالدنيا هكذا حلوة خضرة حلوة في المذاق، خضرة في المنظر.

ولكن: " وإن الله مستخلفكم فيها فأنظر كيف تعملون" يعني جعلكم

দারিদ্র্য নিয়ে ভয়ের কিছু নেই, বরং যা নিয়ে ভয়ের তা হলো তোমাদের ওপর পার্থিব জীবনকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে, যেমনটি নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বলেছেন: "আমি আশঙ্কা করি যে তোমাদের ওপর দুনিয়া প্রশস্ত করে দেওয়া হবে—অর্থাৎ যেমনটি আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর প্রশস্ত করা হয়েছিল, ফলে এটি তোমাদের ধ্বংস করবে যেমন এটি তাদের ধ্বংস করেছিল।"

আর এটাই বাস্তবতা; আপনি আমাদের এখানে—অর্থাৎ এই রাজ্যে—আমাদের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করুন; যখন মানুষ দারিদ্র্যের কাছাকাছি ছিল, তখন তারা আল্লাহর প্রতি অধিকতর মুত্তাকি, বিনয়ানত ও ভীত ছিল। কিন্তু যখন সম্পদের প্রাচুর্য এলো, তখন আল্লাহর পথ থেকে বিমুখতা বৃদ্ধি পেল, অবাধ্যতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং মানুষ এখন কেবল দুনিয়ার চাকচিক্য ও সৌন্দর্যের প্রত্যাশী হয়ে পড়েছে ... গাড়ি, বাড়ি, আসবাবপত্র, পোশাক—মানুষ এই সব নিয়ে একে অপরের সাথে দস্ত প্রকাশ করে এবং আখিরাতে যা তার উপকারে আসবে তা থেকে বিমুখ থাকে।

সংবাদপত্র ও সাময়িকী এবং এ জাতীয় মাধ্যমগুলো এখন কেবল বিলাসিতা ও দুনিয়া-সংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়া আর কিছুই আলোচনা করে না। তারা আখিরাত থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছে এবং মানুষ বিপথগামী হয়েছে—তবে আল্লাহ যাকে রক্ষা করেছেন সে ভিন্ন।

সারকথা হলো, দুনিয়া যখন উন্মুক্ত হয়—আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের এর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন—তখন তা মন্দ বয়ে আনে এবং মানুষকে উদ্ধত করে তোলে (কখনো নয়, নিশ্চয়ই মানুষ সীমা লঙ্ঘন করে, যখন সে নিজেকে অভাবমুক্ত দেখে) (আল-আলাক: ৬, ৭)।

ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে বলেছিল: (হে আমার জাতি, মিশরের রাজত্ব কি আমার নয়? আর এই নদীগুলো কি আমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে না?) (আয-যুখরুফ: ৫১); সে দুনিয়া নিয়ে গর্ব করেছিল, সুতরাং দুনিয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক।

এই হাদিসগুলোতে নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) আরও বলেছেন: "নিশ্চয়ই দুনিয়া মিষ্ট ও সুশোভন।" এটি স্বাদে মিষ্টি এবং দর্শনে মনোরম, যা মানুষকে প্রলুব্ধ করে ও মোহাচ্ছন্ন করে। কোনো বস্তু যদি মিষ্টি হয় এবং তার দৃশ্য চমৎকার হয়, তবে তা মানুষকে মুগ্ধ করে। দুনিয়া ঠিক তেমনই মিষ্ট ও সুশোভন; স্বাদে মিষ্টি এবং দর্শনে মনোরম।

কিন্তু: "আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের এতে প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করবেন, এরপর তিনি দেখবেন তোমরা কেমন কাজ করো" অর্থাৎ তিনি তোমাদের স্তুতিভিষিক্ত করেছেন...

(ص: 362) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

خلائف فيها؛ يخلف بعضكم بعضاً، ويرث بعضكم بعضاً. "فينظر كيف تعملون" هل تقدمون الدنيا أو الآخرة؟، ولهذا قال: "فاتقوا الدنيا واتقوا النساء". ولكن إذا أغنى الله الإنسان، وصار غناه عوناً له على طاعة الله، ينفق ماله في الحق؟، وفي سبيل الله؛ صارت الدنيا خيراً.

ولهذا كان رجل الدنيا الذي ينفق ماله في سبيل الله، وفي مرضاة الله عز وجل، صار ثاني اثنين بالنسبة للعالم الذي آتاه الله الحكمة والعلم وصار يعلم الناس. فهناك فرق بين الذين ينهك في الدنيا ويعرض عن الآخرة، وبين الذي يغنيه الله، ويكون غناه سبباً للسعادة والإنفاق في سبيل الله (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) (البقرة: 201)

460/4- وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة". متفق عليه.

461/5- وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يتبع البيت ثلاثة: أهله وماله وعمله: فيرجع اثنان، ويبقى واحد؛ يرجع أهله وماله ويبقى عمله" متفق عليه.

এতে তোমরা একে অপরের স্থলাভিষিক্ত; তোমাদের কেউ কারো স্থলাভিষিক্ত হয় এবং একে অপরের উত্তরাধিকারী হয়। "অতঃপর তিনি দেখেন তোমরা কেমন আমল করো"—তোমরা কি দুনিয়াকে প্রাধান্য দাও নাকি আখিরাতকে? একারণেই তিনি বলেছেন: "অতএব তোমরা দুনিয়া সম্পর্কে সতর্ক থাকো এবং নারী সম্পর্কে সতর্ক থাকো।"

তবে যখন আল্লাহ কোনো মানুষকে সম্পদশালী করেন এবং তার সেই ধনাঢ্যতা আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে তার জন্য সহায়ক হয়, সে তার সম্পদ হকের পথে এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে; তখন দুনিয়াই তার জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়।

এ কারণেই সেই দুনিয়াদার ব্যক্তি, যে আল্লাহর পথে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে সম্পদ ব্যয় করে, সে সেই আলেমের সমতুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি সাব্যস্ত হয় যাকে আল্লাহ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছেন এবং সে মানুষকে তা শিক্ষা দেয়।

সুতরাং যারা দুনিয়ায় নিমজ্জিত থাকে এবং আখিরাত থেকে বিমুখ হয়, আর যাকে আল্লাহ সম্পদশালী করেছেন এবং যার ধনাঢ্যতা সুখ ও আল্লাহর পথে ব্যয়ের কারণ হয়—তাদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। (হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন

এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদের আগুনের আজাব থেকে রক্ষা করুন)
(আল-বাকার: ২০১)

* * *

৪/৪৬০- আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "হে আল্লাহ! আখিরাতের জীবন ব্যতিরেকে প্রকৃত কোনো জীবন নেই।" মুত্তাফাকুন আলাইহি (বুখারি ও মুসলিম)।

৫/৪৬১- তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মৃত ব্যক্তিকে তিনটি বস্তু অনুসরণ করে: তার পরিবার, তার সম্পদ এবং তার আমল। অতঃপর দুটি ফিরে আসে এবং একটি রয়ে যায়; তার পরিবার ও সম্পদ ফিরে আসে এবং তার আমল রয়ে যায়।" মুত্তাফাকুন আলাইহি (বুখারি ও মুসলিম)।

(ص: 363) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

462/6- وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((يؤتى بأَنعم أهلِ الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم؛ هل رأيت خيراً قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بُوساً في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بُوساً قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله، ما مر بي بُوس قط، ولا رأيت شدة قط" رواه مسلم.

463/7- وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، فينظر بها يرجع؟ " رواه مسلم.

464/8- وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفثية، فمر بجدي أسك ميت، فتناولهُ، فأخذ بأذنه، ثم قال: "أيكم يجب أن يكون هذا له بدرهم؟" فقالوا ما نُحب أنه لنا بشيء وما نصنع به؟ ثم قال: "أتحبون أنه لكم؟" قالوا: والله لو كان حياً كان عيباً؛ أنه أسك فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم" رواه مسلم.

6/462- তাঁর (আনাস বিন মালিক রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য থেকে দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী ও বিলাসী ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে একবার ডুবানো হবে। এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে: হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো কোনো কল্যাণ দেখেছিলে? তোমার ওপর দিয়ে কি কখনো কোনো সুখ-নিয়ামত অতিবাহিত হয়েছিল? সে বলবে: না, আল্লাহর কসম হে প্রতিপালক! পক্ষান্তরে জান্নাতীদের মধ্য থেকে দুনিয়ার সবচেয়ে অভাবী ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জান্নাতে একবার চুবানো (প্রবেশ করানো) হবে। এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে: হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো কোনো দুঃখ-কষ্ট দেখেছিলে? তোমার ওপর কি কখনো কোনো কঠিন সময় অতিবাহিত হয়েছিল? সে বলবে: না, আল্লাহর কসম! আমার ওপর কখনো কোনো দুঃখ আসেনি এবং আমি কখনো কোনো কষ্ট দেখিনি।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

7/463- মুস্তাওরিদ বিন শাদ্দাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া ঠিক তেমন, যেমন তোমাদের কেউ তার একটি আঙুল সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়; অতঃপর সে যেন লক্ষ্য করে তা (আঙুলে করে) কী নিয়ে ফিরে এসেছে?" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

8/464- জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক বাজারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং লোকজন তাঁর দুই পাশে ছিল। তখন তিনি ছোট কানবিশিষ্ট একটি মৃত ছাগলছানার পাশ দিয়ে অতিক্রান্ত হলেন। তিনি সেটিকে ধরলেন এবং তার কান ধরে বললেন: "তোমাদের মধ্যে কে পছন্দ করো যে এটি এক দিরহামের বিনিময়ে তার হোক?" তারা বলল: আমরা এটি কোনো কিছুর বিনিময়েই আমাদের হোক তা চাই না, আর এটি দিয়ে আমরা কী-ই বা করব? তারপর তিনি বললেন: "তোমরা কি চাও যে এটি

তোমাদের হোক?" তারা বলল: আল্লাহর কসম! এটি যদি জীবিতও হতো তবুও এটি ঋণটিযুক্ত ছিল, যেহেতু এর কান ছোট; তাহলে মৃত অবস্থায় এর মূল্য কী? তখন তিনি বললেন: "আল্লাহর কসম! আল্লাহর কাছে দুনিয়া তার চেয়েও বেশি তুচ্ছ, যেমনটি তোমাদের কাছে এটি তুচ্ছ।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

(ص: 364) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في بيان الزهد في الدنيا، وأن النعيم هو نعيم الآخرة، منها: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة " يعنى العيشة الهنية الراضية بالبقية هو عيش الآخرة، أما الدنيا فإنه مهما طاب عيشها فمآلها للفناء، وإذا لم يصحبها عمل صالح فإنها خسارة.

ولهذا ذكر في ضمن الأحاديث هذه " أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا في الدنيا " يعنى أشدهم نعيماً في بدنه وثيابه وأهله ومسكنه ومركوبه وغير ذلك، " فيصبح في النار صبغة " يعنى يغمر فيها غمرة واحدة، ويقال له " يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت " لأنه ينسى كل هذا النعيم، هذا وهو شيء يسير، فكيف بمن يكون مخلصاً فيها والعياذ بالله أبد الآبدين. وذكر أيضاً حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ في السوق بجدي أسك. والجدي من صغار الباعز، وهو أسك: أي مقطوع الأذنين، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام ورفعاه وقال: " هل أحد منكم يريد بهدرهم؟ قالوا يا رسول الله، ما نريده

بشي. قال: "هل أحد منكم يود أن يكون له؟ قالوا: لا. قال: إن الدنيا أهون عند الله تعالى من هذا الجدي".

فهذا جدي ميت لا يساوي شيئاً، ومع ذلك فالدنيا أهون وأحقر عند الله تعالى من هذا الجدي الأسك الميت، فهي ليست بشيء عند الله، ولكن من عمل فيها عملاً صالحاً؛ صارت مزرعة له في الآخرة، ونال فيها

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) দুনিয়াবিমুখতা (জুহদ) বর্ণনা এবং প্রকৃত নেয়ামত যে পরকালের নেয়ামত—তা স্পষ্ট করতে বেশ কিছু হাদিস উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটি হলো: আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "হে আল্লাহ! পরকালের জীবন ছাড়া প্রকৃত কোনো জীবন নেই।" অর্থাৎ স্বাচ্ছন্দ্যময়, সন্তোষজনক ও চিরস্থায়ী জীবন হলো পরকালের জীবন। আর দুনিয়া যতই আনন্দময় হোক না কেন, এর পরিণতি হলো ধ্বংস। যদি এর সাথে সৎকর্ম না থাকে, তবে তা কেবলই লোকসান।

একারণেই তিনি এই হাদিসগুলোর মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, "দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি বিলাসিতায় নিমগ্ন ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন উপস্থিত করা হবে," অর্থাৎ দেহ, পোশাক-পরিচ্ছদ, পরিবার, বাসস্থান, যানবাহন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সর্বাধিক নেয়ামত ভোগ করেছিল। "অতঃপর তাকে জাহান্নামের আগুনে একবার ঢুবানো হবে," অর্থাৎ আগুনের ভেতর তাকে মাত্র একবার ডুবানো হবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, "হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো কোনো কল্যাণ দেখেছ? তোমার ওপর দিয়ে কি কখনো কোনো সুখ-সাচ্ছন্দ্য অতিবাহিত হয়েছে?" সে বলবে, "না, আল্লাহর শপথ হে প্রতিপালক! আমি কখনো দেখিনি।" কারণ সে ঐ পূর্বের সমস্ত নেয়ামতের কথা ভুলে যাবে। এটি তো ছিল সামান্য সময়ের বিষয়; তাহলে সেই ব্যক্তির অবস্থা কেমন হবে যে সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে? আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

তিনি জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিসটিও উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাজারের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় একটি ছোট কান বিশিষ্ট মৃত ছাগলছানার পাশ

দিয়ে যাচ্ছিলেন। 'জাদি' হলো ছাগলের ছোট বাচ্চা, আর 'আসাক' হলো যার কান কাটা বা অত্যন্ত ছোট। নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) সেটিকে হাতে তুলে ধরলেন এবং বললেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ কি এটি এক দিরহামের বিনিময়ে নিতে চাও?" তারা বলল, "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এটি কোনো কিছু বিনিময়েই চাই না।" তিনি বললেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ কি পছন্দ করো যে এটি তার হোক?" তারা বলল, "না।" তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার নিকট এই দুনিয়া এই মৃত ছাগলছানাটির চেয়েও বেশি তুচ্ছ।"

সুতরাং এটি একটি মৃত ছাগলছানা যার কোনো মূল্য নেই, তা সত্ত্বেও দুনিয়া আল্লাহ তাআলার নিকট এই ছোট কানের মৃত ছাগলছানাটির চেয়েও বেশি তুচ্ছ ও নগণ্য। আল্লাহর কাছে এর কোনো মর্যাদা নেই; তবে যে ব্যক্তি এখানে সৎকর্ম করবে, এটি তার জন্য পরকালের শস্যক্ষেত্রে পরিণত হবে এবং সে এর মাধ্যমে প্রাপ্ত হবে...

(ص: 365) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

السعادتین: سعادة الدنيا وسعادة الآخرة.

أما من غفل وتغافل وتهاون ومضت الأيام عليه وهو لم يعمل؛ فإنه يخسر الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: (قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ) (الزمر: 15) ، وقال تعالى: (وَالْعَصْرِ) (إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ) (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ) (العصر: 3: 1) .

وكل بني آدم خاسر إلا هؤلاء الذين جمعوا هذه الأوصاف الأربعة: آمنوا، وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. جعلنا الله وإياكم منهم.

465/9- وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، فاستقبلنا أحد، فقال: "يا أبا ذر". قلت: لبيك يا رسول الله، فقال: "ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهباً تمضي على ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصدة لدين، إلا أن أول به في عباد الله هكذا، وهكذا وهكذا" عن يمينه وعنه شماله ومن خلفه.

ثم سار فقال: "إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا" عن يمينه، وعن شماله، ومن خلفه "وقليل ما هم". ثم قال لي "مكانك لا تبرح حتى آتيك".

ثم أنطلق في سواد الليل حتى توارى فسمعتُ صوتاً قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتيه، فذكرتُ قوله ((لا تبرح حتى آتيك))

উভয় জাহানের সৌভাগ্য: দুনিয়ার সৌভাগ্য এবং আখিরাতের সৌভাগ্য।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি গাফেল থাকে, উদাসীনতা প্রদর্শন করে, অবহেলা করে এবং কোনো আমল ছাড়াই যার দিনাতিপাত হয়; সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই হারাবে। মহান আল্লাহ বলেন: “বলুন, নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা কিয়ামতের দিন নিজেদের এবং নিজেদের পরিজনবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। জেনে রাখো, এটিই সুস্পষ্ট ক্ষতি।” (সূরা আয-যুমার: ১৫)। মহান আল্লাহ আরও বলেন: “সময়ের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। তবে তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে এবং একে অপরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।” (সূরা আল-আসর: ১-৩)।

আদম সন্তান মাত্রই ক্ষতিগ্রস্ত, কেবল তারা ব্যতীত যারা এই চারটি গুণ অর্জন করেছে: ঈমান এনেছে, সৎ আমল করেছে, সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে। আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

* * *

৯/৪৬৫- আবু যার আল-গিফারি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি মদিনার কাঁকরাময় পাথুরে ভূমিতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে হাঁটছিলাম, এমতাবস্থায় উহুদ পাহাড় আমাদের সামনে পড়ল। তিনি বললেন: “হে আবু যার!” আমি বললাম: আমি হাজির হে আল্লাহর রাসূল। তখন তিনি বললেন: “আমার কাছে এই উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকুক আর তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তার থেকে একটি দিনারও অবশিষ্ট থাকুক—এটি আমাকে আনন্দিত করবে না; তবে ঋণের জন্য গচ্ছিত রাখা সামান্য অংশ ব্যতীত। বরং আমি আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এভাবে, এভাবে এবং এভাবে—ডানে, বামে এবং পেছনে—তা বিলিয়ে দিতাম।”

অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ চললেন এবং বললেন: “নিশ্চয়ই যারা (দুনিয়াতে সম্পদের দিক দিয়ে) অনেক বেশি অগ্রগামী, কিয়ামতের দিন তারাই হবে বিভূত বা স্বল্প প্রতিদানের অধিকারী; তবে তারা ব্যতীত যারা মালের ক্ষেত্রে এভাবে, এভাবে এবং এভাবে—ডানে, বামে এবং পেছনে—দান করেছে। আর এদের সংখ্যা খুবই নগণ্য।” এরপর তিনি আমাকে বললেন: “তুমি তোমার জায়গায় অবস্থান করো, আমি না আসা পর্যন্ত এখান থেকে সরবে না।”

অতঃপর তিনি রাতের অন্ধকারের মধ্যে চলে গেলেন এবং দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন। তখন আমি একটি উঁচু শব্দ শুনতে পেলাম এবং ভয় পেলাম যে নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওপর কোনো বিপদ এল কি না। আমি তাঁর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম, কিন্তু তাঁর সেই আদেশ মনে পড়ে গেল: “আমি না আসা পর্যন্ত এখান থেকে সরবে না।”

(ص: 366) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

فلم أبرح حتى أتاني.

فقلت: لقد سمعتُ صوتاً تخوفت منه، فذكرت له، فقال: " وهل سمعته؟ " قلت:
نعم، قال: " ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل
الجنة".

قلت: وإن زنى، وإن سرق؟ قال: " وإن زنى، وإن سرق". متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.

466/10- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لو كان لي مثل أحد ذهباً؛ لسرني أن لا تمر على ثلاث ليالٍ وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين " متفق عليه.

467/11- وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم " متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.

468/12- وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " تحس عبد الدينار والدرهم والقטיפه والخبيصة؛ إن أعطى رضي؛ وإن لم يعط لم يرض " رواه

আমি সেখান থেকে নড়লাম না যতক্ষণ না তিনি আমার নিকট আসলেন।

আমি বললাম: আমি একটি শব্দ শুনেছি যাতে আমি শংকিত হয়ে পড়েছিলাম। আমি তাঁর নিকট তা ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন: "তুমি কি তা শুনেছ?" আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি বললেন:

"তিনি ছিলেন জিবরাঈল, তিনি আমার নিকট এসে বললেন: আপনার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরিক না করে মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

আমি বললাম: যদিও সে ব্যভিচার করে এবং যদিও সে চুরি করে? তিনি বললেন: "যদিও সে ব্যভিচার করে এবং যদিও সে চুরি করে।" (বুখারি ও মুসলিম)। এটি বুখারির শব্দ।

১০/৪৬৬- আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যদি আমার নিকট উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ থাকত, তবে এটি আমাকে আনন্দিত করত যে, তিন রাত অতিবাহিত হওয়ার পর আমার কাছে তা থেকে কিছুই অবশিষ্ট না থাকুক, কেবল সেই পরিমাণ ব্যতীত যা আমি ঋণ পরিশোধের জন্য সংরক্ষণ করতাম।" (বুখারি ও মুসলিম)।

১১/৪৬৭- তাঁর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা তাদের দিকে তাকাও যারা তোমাদের চেয়ে নিম্নস্তরে এবং তাদের দিকে তাকাও না যারা তোমাদের চেয়ে উচ্চস্তরে; কেননা এটিই অধিক

সমীচীন যাতে তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতকে তুচ্ছ জ্ঞান না করো।" (বুখারি ও মুসলিম), এবং এটি মুসলিমের শব্দ।

১২/৪৬৮- তাঁর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "দিনার, দিরহাম এবং মখমল ও কারুকার্যখচিত চাদরের দাস ধ্বংস হোক; যদি তাকে প্রদান করা হয় তবে সে সন্তুষ্ট হয়, আর যদি প্রদান না করা হয় তবে সে অসন্তুষ্ট হয়।" এটি বর্ণনা করেছেন...

(ص: 367) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

البخاري.

469/13- وعنه رضي الله عنه قال: لقد رأيت سبعين من أهل الصفة، وما منهم رجل عليه رداء؛ إما إزار، وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته" رواه البخاري.

470/14- وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((الدنيا سجن المؤمن، وجنة الكافر)) رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله، كلها تدل على الزهد في الدنيا.

فمنها حديث أبي ذر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهباً تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار، إلا شيء

أرصدة لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا "وعنه يبينه وعن
شماله ومن خلفه.

وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أزهّد الناس في الدنيا؛ لأنه لا
يريد أن يجمع المال إلا شيئاً يرصده لدين، وقد توفي صلى الله عليه وسلم

বুখারি।

১৩/৪৬৯- তাঁর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি আহলে সুফফার
সত্তরজন ব্যক্তিকে দেখেছি যাদের কারও গায়ে কোনো চাদর ছিল না; হয় তাদের কেবল একটি
লুঙ্গি ছিল অথবা এমন একটি বড় কাপড় যা তারা নিজেদের ঘাড়ের সাথে বেঁধে রাখতেন। এর
মধ্যে কোনোটি পায়ের নলার অর্ধেক পর্যন্ত পৌঁছাত, আবার কোনোটি গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছাত।
লজ্জাস্থান প্রকাশিত হওয়ার ভয়ে তারা তা নিজেদের হাত দিয়ে একত্রিত করে ধরে রাখতেন।"
ইমাম বুখারি এটি বর্ণনা করেছেন।

১৪/৪৭০- তাঁর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
বলেছেন: "দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা এবং কাফেরের জন্য জাহান্নাম।" ইমাম মুসলিম এটি
বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহু) এখানে যেসব হাদিস উল্লেখ করেছেন, তার সবগুলোই দুনিয়ার প্রতি
অনাসক্তি বা বিমুখতার (যুহুদ) ওপর প্রমাণ পেশ করে।

সেগুলোর মধ্যে আবু যার ও আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত হাদিসটি হলো যে, নবী
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "ওহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ আমার কাছে থাকা
আমাকে আনন্দিত করবে না যদি তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তার কোনো একটি দিনার
আমার কাছে অবশিষ্ট থাকে, তবে ঋণ পরিশোধের জন্য নির্দিষ্ট কোনো অংশ রাখা ভিন্ন কথা।
বরং আমি তা আল্লাহর বান্দাদের মাঝে আমার ডানে, বামে ও পেছনে এভাবে এভাবে এবং
এভাবে বিলিয়ে দিতাম।"

এটি প্রমাণ করে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন দুনিয়ার প্রতি বিমুখ
মানুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম; কারণ তিনি ঋণ পরিশোধের জন্য রক্ষিত অংশ ছাড়া অন্য কোনো

সম্পদ সঞ্চয় করতে চাইতেন না। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইন্তেকাল করেছেন...

(ص: 368) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لأهله.
ولو كانت الدنيا محبوبة إلى الله عز وجل ما حرم منها نبيه صلى الله عليه وسلم "
فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالمياً ومتعلباً" وما يكون في طاعة الله عز وجل.
ثم ذكر في حديث أبي ذر " أن الكثيرين هم المقلون يوم القيامة" يعني المبكثرون من الدنيا هم المقلون من الأعمال الصالحة يوم القيامة، وذلك لأن الغالب على من كثر ماله في الدنيا الغالب عليه الاستغناء والتكبر والإعراض عن طاعة الله؛ لأن الدنيا تلهيه، فيكون مكثراً في الدنيا مقللاً في الآخرة. وقوله: إلا من قال بالمال هكذا وهكذا" يعني في المال وصرفه في سبيل الله عز وجل.

وفي حديث أبي ذر: ((أن من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة وإن زنى وإن سرق)) وهذا لا يعني أن الزنى والسرقه سهلة، بل هي صعبة، ولهذا استعظمها أبو ذر وقال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: ((وإن زنى وإن سرق)).
وذلك لأن من مات على الإيمان وعليه معاص من كبائر الذنوب؛ فإن الله يقول: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) (النساء).

তাঁর বর্মটি এক ইহুদির কাছে কিছু যবের বিনিময়ে বন্ধক রাখা ছিল, যা তিনি তাঁর পরিবারের জন্য গ্রহণ করেছিলেন।

আর দুনিয়া যদি মহান আল্লাহর নিকট প্রিয় হতো, তবে তিনি তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা থেকে বঞ্চিত করতেন না। "নিশ্চয়ই দুনিয়া অভিশপ্ত এবং এর মধ্যকার সবকিছুই অভিশপ্ত, আল্লাহর যিকির ও তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এবং আলেম ও শিক্ষার্থী ব্যতীত", আর যা কিছু আল্লাহর আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর তিনি আবু যর-এর হাদীসে উল্লেখ করেছেন যে, "দুনিয়াতে যারা অধিক সম্পদের অধিকারী, কিয়ামতের দিন তারাই হবে স্বল্প আমলের অধিকারী।" অর্থাৎ, দুনিয়াতে যারা প্রাচুর্যশালী, কিয়ামতের দিন নেক আমলের দিক থেকে তারাই হবে দরিদ্র। এর কারণ হলো, দুনিয়াতে যার সম্পদ বেশি হয়, সাধারণত তার ওপর অমুখাপেক্ষিতা, অহংকার এবং আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিমুখতা প্রবল হয়ে ওঠে; কেননা দুনিয়া তাকে উদাসীন করে রাখে। ফলে সে দুনিয়াতে বিভ্রাট হলেও আখিরাতে হবে নিঃস্ব। আর তাঁর বাণী: "তবে সে ব্যক্তি ব্যতীত, যে সম্পদের ক্ষেত্রে এরূপ, এরূপ এবং এরূপ বলেছে" অর্থাৎ, সম্পদকে মহান আল্লাহর পথে খরচ করেছে।

আবু যর-এর হাদীসে আরও এসেছে: "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক না করে মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও সে ব্যভিচার করে থাকে এবং যদিও সে চুরি করে থাকে।" এর অর্থ এই নয় যে, ব্যভিচার ও চুরি তুচ্ছ বিষয়; বরং এগুলো অত্যন্ত গুরুতর। একারণেই আবু যর একে অনেক বড় মনে করেছিলেন এবং প্রশ্ন করেছিলেন: যদিও সে ব্যভিচার করে এবং যদিও সে চুরি করে? তিনি উত্তর দিলেন: "যদিও সে ব্যভিচার করে এবং যদিও সে চুরি করে।"

আর এটি এজন্য যে, যে ব্যক্তি ঈমানের ওপর মৃত্যুবরণ করে অথচ তার ওপর কবীরা গুনাহর বোঝা থাকে, সে ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না, তবে এ ছাড়া অন্য যেকোনো গুনাহ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন।" (সূরা আন-নিসা:

قد يعفو الله عنه ولا يعاقبه، وقد يعاقبه، ولكن إن عاقبه فمآله إلى الجنة؛ لأن كل من كان لا يشرك بالله ولم يأت شيئاً مكفراً؛ فإن مآله إلى الجنة. أما من أتى مكفراً كالذي لا يصلي والعياذ بالله، فهذا مخلص في النار؛ الذي لا يصلي كافر مرتد مخلص في نار جهنم حتى لو قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، وآمنت بالله وآمنت باليوم الآخر وهو لا يصلي، فإنه مرتد؛ لأن المنافقين كانوا يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام: (نُشْهِدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ) (المنافقون: 1) ، وكانوا يذكرون الله ولكن لا يذكرون الله إلا قليلاً ويصلون ولكن (وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى) (النساء: 140) ومع ذلك فهم في الدرك الأسفل من النار.

وكذلك الأحاديث التي تلت ما رواه أبو ذر رضي الله عنه، كلها تدل على الزهد في الدنيا، وأن الإنسان لا ينبغي أن يعلق نفسه بها، وأن تكون الدنيا بيده لا بقلبه، حتى يقبل بقلبه على الله عز وجل؛ فإن هذا هو كمال الزهد، وليس المعنى أنك لا تأخذ شيئاً من الدنيا؛ بل خذ من الدنيا ما يحل لك، ولا تنس نصيبك منها، ولكن اجعلها في يدك ولا تجعلها في قلبك، وهذا هو المهم. نسأل الله لنا وللمسلمين العافية والسلامة.

১ (১১৬, ৪৮)

আল্লাহ হয়তো তাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং শাস্তি দেবেন না, আবার কখনো তাকে শাস্তিও দিতে পারেন; কিন্তু যদি তাকে শাস্তি দেনও, তবুও তার চূড়ান্ত গন্তব্য হবে জান্নাত। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করেনি এবং কোনো কুফরি (ঈমান বিধ্বংসী) কাজে লিপ্ত হয়নি, তার শেষ ঠিকানা জান্নাতই হবে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কুফরি কাজে লিপ্ত হয়েছে—যেমন নামাজ বর্জনকারী, আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে। যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে না, সে কাফের ও মুরতাদ এবং জাহান্নামের আগুনে চিরকাল অবস্থান করবে; এমনকি সে যদি মুখে বলে: ‘আমি সাক্ষ্য

দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল’, এবং ‘আমি আল্লাহর ওপর ও পরকালের ওপর ঈমান এনেছি’, অথচ সে নামাজ পড়ে না, তবে সে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী)। কেননা মুনাফিকরা রাসূল (তাঁর ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক)-কে বলত: ‘আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল’ (আল-মুনাফিকুন: ১)। তারা আল্লাহকে স্মরণ করত, তবে খুব সামান্যই স্মরণ করত। তারা নামাজ পড়ত ঠিকই কিন্তু ‘যখন তারা নামাজে দাঁড়াত, অলসভাবে দাঁড়াত’ (আন-নিসা: ১৪০)। তা সত্ত্বেও তারা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে নিষ্ক্ষিপ্ত হবে।

অনুরূপভাবে আবু যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসের পরবর্তী হাদিসগুলোও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির (জুহদ) গুরুত্ব প্রমাণ করে। মানুষের উচিত নয় দুনিয়ার সাথে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখা; বরং দুনিয়া থাকবে তার হাতে, হৃদয়ে নয়, যেন সে তার অন্তর দিয়ে মহান আল্লাহর দিকে ধাবিত হতে পারে। আর এটিই হলো পূর্ণাঙ্গ অনাসক্তি। এর অর্থ এই নয় যে আপনি দুনিয়া থেকে কিছুই গ্রহণ করবেন না; বরং দুনিয়া থেকে আপনার জন্য যা হালাল তা গ্রহণ করুন এবং দুনিয়াতে আপনার অংশ ভুলে যাবেন না। তবে তা যেন আপনার হাতে থাকে, হৃদয়ে নয়—আর এটিই হলো মূল বিষয়। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য এবং সকল মুসলিমের জন্য ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

(ص: 370) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

471/15- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، فقال: ((كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل)). .
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت، فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك" رواه البخاري.
قالوا في شرح هذا الحديث معناه: لا تركز إلى الدنيا ولا تتخذها وطناً، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب

في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. وبالله التوفيق.

472/16- وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عملٍ إذا عملته أحبني الله وأحبنى الناس. فقال: ((أزهد في الدنيا يحبك الله، وأزهد فيما عند الناس يُحبك الناس)) حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة رواه ابن ماجة.

473/17- عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا، فقال: لقد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي، ما يحدث من الدقلِ ما يملأُ به بطنه. رواه مسلم.

"الدقل" بفتح الدالِ المهيّلة والقافِ: رديءُ التبرِ.

১৫/৪৭১- আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার দুই কাঁধ ধরলেন এবং বললেন: "পৃথিবীতে এমনভাবে থাকো যেন তুমি একজন প্রবাসী অথবা একজন পথচারী।"

ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলতেন: "যখন তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হবে, তখন সকালের অপেক্ষা করো না; আর যখন সকালে উপনীত হবে, তখন সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতাকে অসুস্থতার জন্য এবং তোমার জীবনকে মৃত্যুর জন্য কাজে লাগাও।" এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আলেমগণ বলেছেন: এর অর্থ হলো দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ো না, একে নিজের স্বদেশ মনে করো না, দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার প্রত্যাশা করো না এবং এর প্রতি অত্যধিক মনোযোগী হয়ো না। এতে কেবল সেই পরিমাণ সম্পৃক্ত হও, একজন প্রবাসী পরদেশে যতটুকু সম্পৃক্ত হয়। আর দুনিয়ায় এমন কাজে লিপ্ত হয়ো না, যাতে সেই প্রবাসী ব্যক্তি লিপ্ত হয় না যে তার নিজ পরিবারের কাছে ফিরে যেতে চায়। আল্লাহর তাওফীকেই সকল কাজ সম্পন্ন হয়।

১৬/৪৭২- আবুল আব্বাস সাহল ইবনে সাদ আস-সাজ্জদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে বললেন: হে

আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিন যা করলে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন এবং মানুষও আমাকে ভালোবাসবে। তিনি বললেন: "দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ হও, তবে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন; আর মানুষের কাছে যা আছে তার প্রতি নির্লোভ হও, তবে মানুষ তোমাকে ভালোবাসবে।" এটি হাসান হাদীস, ইবনে মাজাহ ও অন্যান্যরা হাসান সনদে এটি বর্ণনা করেছেন।

১৭/৪৭৩- নুমান ইবনে বশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মানুষের অর্জিত পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং বললেন: "আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দেখেছি, তিনি সারাদিন ক্ষুধায় ছটফট করতেন, অথচ পেট ভরার মতো সাধারণ মানের খেজুরও তিনি পেতেন না।" এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।
'আদ-দাক্বল' হলো নিম্নমানের খেজুর।

(ص: 371) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

474/18- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي، فكلته ففني. متفق عليه.
قولها: " شطر شعير". أي شيء من شعير.

475/19- وعن عمرو بن الحارث- أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين- رضي الله عنها قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا أمة ولا شيئاً، إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضاً جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الزهد في الدنيا وترك
المكاثرة فيها والرغبة في الآخرة، والمتاجرة فيها، فذكر حديث ابن عمر رضي الله
عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وأخذ بمنكبه من أجل أن يستعد
لما يلقيه عليه فينتبه فقال: ((كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)) يحتمل أن
هذا من باب الشك، أي: أن الراوي شك، هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الأول أو الثاني.

ويحتمل أنه من باب التنويع يعني: كن كالغريب الذي يداخل الناس ولا يهتم
بالناس، ولا يعرف بين الناس، أو كأنك عابر سبيل تريد أن تأخذ

১৮/৪৭৪- আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইন্তেকাল করেন, তখন আমার ঘরে কলিজাধারী (প্রাণী) খেতে পারে
এমন কিছুই ছিল না, কেবল আমার তাকের ওপর রাখা সামান্য কিছু যব ব্যতীত। আমি তা
থেকে আহার করলাম এবং দীর্ঘ সময় পার হলো। এরপর যখন আমি তা মেপে দেখলাম, তখন
তা শেষ হয়ে গেল। (মুত্তাফাকুন আলাইহি বা বুখারি ও মুসলিম)।

তাঁর উক্তি: "শাতরু শাইর"। অর্থাৎ যবের সামান্য কিছু অংশ।

১৯/৪৭৫- উমুল মুমিনীন জুওয়াইরিয়্যাহ বিনতুল হারিসের ভাই আমর ইবনুল হারিস
রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর
ইন্তেকালের সময় কোন দিনার, দিরহাম, দাস, দাসী বা অন্য কিছু রেখে যাননি; কেবল তাঁর
সেই সাদা খচ্চরটি যা তিনি আরোহণ করতেন, তাঁর অস্ত্রশস্ত্র এবং কিছু জমি যা তিনি
মুসাফিরদের জন্য সদকা করে দিয়েছিলেন। (ইমাম বুখারি এটি বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যখ্যা]

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) দুনিয়াবিমুখতা, দুনিয়া নিয়ে বাড়াবাড়ি বর্জন এবং আখেরাতের প্রতি
আগ্রহ ও সেখানে সাফল্যের ব্যবসার অধ্যায়ে এই হাদিসগুলো নিয়ে এসেছেন। তিনি ইবনে
উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যেখানে তিনি বলেছেন: নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দুই কাঁধ ধরলেন। তিনি তাঁর কাঁধ ধরেছিলেন যেন তিনি যা বলা

হবে তার জন্য প্রস্তুত হন এবং মনোযোগী থাকেন। অতঃপর তিনি বললেন: "তুমি দুনিয়াতে একজন অপরিচিত আগন্তুক অথবা একজন মুসাফিরের মতো থাকো।" হতে পারে এটি বর্ণনাকারীর সন্দেহের কারণে হয়েছে, অর্থাৎ বর্ণনাকারী সন্দেহ করেছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম শব্দটি নাকি দ্বিতীয়টি বলেছিলেন।

আবার এটি বৈচিত্র্য বা অবস্থাভেদে উপমার জন্যও হতে পারে, অর্থাৎ: তুমি সেই আগন্তুকের মতো হও যে মানুষের মাঝে বসবাস করলেও তাদের পার্থিব বিষয়ে মাথা ঘামায় না এবং মানুষের কাছে তেমন পরিচিতও নয়; অথবা তুমি একজন পথচারী মুসাফিরের মতো হও যে কেবল তার গন্তব্যে পৌঁছার পাথেয়টুকু নিতে চায়...

(ص: 372) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ما تحتاجه في سفرك وأنت ماش.

وهذا التمثيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الواقع؛ لأن الإنسان في هذه الدنيا مسافر، فالدنيا ليست دار مقر؛ بل هي دار ممر، سريع راحته لا يفتقر ليلاً ولا نهاراً، فالمسافر ربما ينزل منزلاً فيستريح، ولكن مسافر الدنيا لا ينزل، هو دائماً في سفر، كل لحظة فإنك تقطع بها شوطاً من هذه الدنيا لتقرب من الآخرة. فما ظنكم بسفر لا يفتأ صاحبه يمشي ويسير. أليس ينتهي بسرعة؟

الجواب: بلى، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: (كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا) (النازعات: 46).

وينبغي للإنسان أن يقيس ما يستقبل من عمره بما مضى، فالذي مضى كأنه لا شيء، حتى أمسك الأذن، كأنك لم تمر به، أو كأنه حلم، وكذلك فما يستقبل من

دنیاك، فهو كالذي تقدم، ولهذا لا ينبغي الركون إلى الدنيا ولا الرضا بها؛ وكان الإنسان مخلد فيها.

ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: ((إذا أصبحت فلا تنتظر المساء)) فإنك قد تموت قبل أن تمسي. ((وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح)) فإنك قد تموت قبل أن تصبح، ولكن انتهز الفرصة، لا تؤخر العمل، لا تركز إلى الدنيا فتؤمل البقاء مع أنك لا تدري.

" وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك " انتهز الصحة، انتهز الحياة، فإنك قد تمرض فتعجز، وقد تفتقر فتعجز، وقد تموت فينقطع عملك.

ভ্রমণের পথে পথচারী হিসেবে আপনার যা কিছু প্রয়োজন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত এই উপমাটিই হলো বাস্তব; কেননা এই দুনিয়াতে মানুষ একজন মুসাফির। বস্তুত দুনিয়া কোনো চিরস্থায়ী আবাসস্থল নয়; বরং এটি একটি অতিক্রমের পথ মাত্র। এর আরোহী অত্যন্ত দ্রুতগামী, যে দিন কিংবা রাতে কোনো বিরতি নেয় না। একজন সাধারণ মুসাফির হয়তো কোনো এক স্থানে অবতরণ করে বিশ্রাম নেয়, কিন্তু দুনিয়ার মুসাফির কোথাও থামে না; সে সর্বদা ভ্রমণের মধ্যেই থাকে। প্রতিটি মুহূর্তেই আপনি এই দুনিয়ার একটি নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করছেন, যা আপনাকে উত্তরোত্তর আখেরাতের নিকটবর্তী করে দিচ্ছে।

সুতরাং এমন এক সফর সম্পর্কে আপনাদের ধারণা কী, যেখানে পরিব্রাজক নিরবচ্ছিন্নভাবে পথ চলেই যাচ্ছে? তা কি অতি দ্রুত শেষ হয়ে যাবে না?

উত্তর: অবশ্যই। আর এই কারণেই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইরশাদ করেছেন: (যেদিন তারা তা দেখতে পাবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে মাত্র একটি সন্ধ্যা কিংবা একটি প্রভাত অবস্থান করেছে) (সূরা আন-নাযিআত: ৪৬)।

মানুষের উচিত তার জীবনের অনাগত দিনগুলোকে গত হয়ে যাওয়া দিনগুলোর নিরিখে পরিমাপ করা। যা গত হয়ে গেছে, তা যেন এখন কিছুই নয়; এমনকি অতি নিকটবর্তী অতীতকেও মনে হয় যেন আপনি তা অতিবাহিতই করেননি অথবা তা ছিল একটি স্বপ্নের মতো। আপনার দুনিয়ার ভবিষ্যৎ দিনগুলোও তেমনই হবে যেমনটি গত হয়েছে। এই কারণেই

দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হওয়া কিংবা একে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা সমীচীন নয়; যেন মানুষ এখানে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে।

এই কারণেই ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন: ((যখন তোমার সকাল হয়, তখন তুমি সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না)) কেননা সন্ধ্যার আগেই তোমার মৃত্যু হতে পারে। ((আর যখন তোমার সন্ধ্যা হয়, তখন তুমি সকালের অপেক্ষা করো না)) কেননা সকাল হওয়ার আগেই তোমার মৃত্যু হতে পারে। বরং সুযোগের সদ্যবহার করো, কাজকে বিলম্বিত করো না, দুনিয়ার প্রতি এমনভাবে ঝুঁকে পোড়ো না যে দীর্ঘ জীবনের প্রত্যাশা করতে থাকো, অথচ তুমি জানোই না কখন মৃত্যু আসবে।

“তোমার সুস্থতা থেকে অসুস্থতার জন্য এবং তোমার জীবন থেকে মৃত্যুর জন্য পাথেয় গ্রহণ করো।” সুস্বাস্থ্য ও জীবনের সদ্যবহার করো; কেননা তুমি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারো এবং অক্ষম হয়ে যেতে পারো, অথবা নিঃশ্ব হয়ে অক্ষম হয়ে যেতে পারো, কিংবা তোমার মৃত্যু হতে পারে যার ফলে তোমার আমলের ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

(ص: 373) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ثم ذكر أحاديث في هذا المعنى، منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يترك شيئاً مما يأكله ذو كبد رطبة إلا شيئاً من الشعير" كما قالت ذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ((لم يترك إلا شيئاً من الشعير)) ومع ذلك فإنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير أخذه لأهله. اضطر عليه الصلاة والسلام فأخذ من هذا اليهودي شعيراً، ابتاعه منه ورهنه درعه، فمات وهي مرهونة عنده عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أزهّد الناس في الدنيا إذ لو شاء أن تصير معه الجبال ذهباً لصارت، ولكنه لا يريد هذا، يريد أن يتقلل من الدنيا حتى يخرج منها لا عليه ولا له منها؛ بل كان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاءً من لا يخشى الفاقة، ويعيش عيشة الفقراء. والله الموفق.

476/20-وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: "هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتبس وجه الله تعالى؛ فوقع أجرنا على الله، فبنا من مات ولم يأكل من أجره شيئاً، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قُتل يوم أحد وترك نبرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجله بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُغطي رأسه، ونجعل على رجله شيئاً من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته، فهو يهدبها". متفق عليه.

অতঃপর তিনি এই মর্মের কিছু হাদীস উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তিনি প্রাণিজগৎ আহর করে এমন কোনো খাদ্যবস্তু রেখে যাননি সামান্য কিছু যব ব্যতীত; যেমনটি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন: "তিনি সামান্য কিছু যব ছাড়া আর কিছুই রেখে যাননি।" তা সত্ত্বেও তিনি এমন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন যে, তাঁর বর্মটি এক ইহুদির কাছে বন্ধক রাখা ছিল সেই যবের বিনিময়ে যা তিনি তাঁর পরিবারের জন্য নিয়েছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিরুপায় হয়েই সেই ইহুদির কাছ থেকে যব গ্রহণ করেছিলেন, তার নিকট থেকে তা ক্রয় করেছিলেন এবং বিনিময়ে নিজের বর্মটি বন্ধক রেখেছিলেন; অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইন্তেকাল করেন এমনভাবে যে সেটি তার কাছে বন্ধক ছিল। আর এটি প্রমাণ করে যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন দুনিয়ার প্রতি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নির্লোভ ও জাহিদ। কেননা তিনি যদি চাইতেন তবে পাহাড়গুলো তাঁর জন্য সোণায় পরিণত হতো; কিন্তু তিনি তা চাননি। তিনি দুনিয়া থেকে যৎসামান্যই গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন যাতে তিনি যখন এখান থেকে বিদায় নেবেন, তখন দুনিয়ার কোনো দায় তাঁর ওপর না থাকে এবং দুনিয়ার কোনো সম্পদও তাঁর কাছে না থাকে। বরং তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমনভাবে দান করতেন যেমন দান করে সেই ব্যক্তি যে অভাবগ্রস্ত হওয়ার ভয় করে না, অথচ নিজে জীবনযাপন করতেন অভাবীদের ন্যায়। আল্লাহই তাওফীকদাতা।

২০/৪৭৬- খাব্বাব ইবনুল আরাতি (রাতিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে হিজরত করেছিলাম; ফলে আমাদের পুরস্কার আল্লাহর জিম্মায় অবধারিত হলো। অতঃপর আমাদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন যিনি ইন্তেকাল করেছেন এবং নিজের পুরস্কারের কিছুই (দুনিয়াতে) ভোগ করেননি; তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মুসআব ইবনে উমাইর (রাতিয়াল্লাহু আনহু), যিনি উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন এবং একটি নকশাদার ছোট চাদর ছাড়া আর কিছুই রেখে যাননি। আমরা যখন সেই চাদর দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকতাম তখন তাঁর পা বেরিয়ে যেত, আর যখন তা দিয়ে তাঁর পা ঢাকতাম তখন তাঁর মাথা বেরিয়ে পড়ত। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নির্দেশ দিলেন যাতে আমরা তাঁর মাথা ঢেকে দিই এবং তাঁর পায়ের ওপর কিছু ইযখির (সুগন্ধি ঘাস) বিছিয়ে দিই। আবার আমাদের মধ্যে এমনও আছেন যাঁর ফল পেকেছে এবং তিনি তা আহরণ করছেন।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

(ص: 374) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

477/21- وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، ما سقى كافراً منها شربة ماء)). رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

478/22- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالماً ومتعلماً)). رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

479/23- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا)). رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

481/25- وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((إن لكل أمة فتنه، وفتنة أمتي: البéal)) . رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

482/26- وعن أبي عمرو - ويقال أبو عبد الله، ويقال أبو ليلى - عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يُؤاري عورته، وجلف الخُبز، والبء)). رواه الترمذي وقال

২১/৪৭৭- সাহল বিন সা'দ আস-সা'ঈদী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "যদি আল্লাহর নিকট এই দুনিয়ার মূল্য একটি মশার ডানার সমানও হতো, তবে তিনি কোনো কাফিরকে এখান থেকে এক ঢোক পানিও পান করাতেন না।" এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদীসটি হাসান সহীহ।

২২/৪৭৮- আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "জেনে রেখো, দুনিয়া অভিশপ্ত এবং এতে যা কিছু আছে তা-ও অভিশপ্ত; তবে আল্লাহর যিকর ও তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী এবং আলিম ও শিক্ষার্থী ব্যতীত।" এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদীসটি হাসান।

২৩/৪৭৯- আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "তোমরা বিষয়-সম্পত্তিতে অতি মগ্ন হইও না, নতুবা তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে।" এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদীসটি হাসান।

২৫/৪৮১- কা'ব বিন ইয়ায (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "নিশ্চয়ই প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি ফিতনা (পরীক্ষা) রয়েছে, আর আমার উম্মতের ফিতনা হলো সম্পদ।" এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদীসটি হাসান সহীহ।

২৬/৪৮২- আবু আমর - তাঁকে আবু আবদুল্লাহ এবং আবু লায়লাও বলা হয় - উসমান বিন আফফান (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন:

"আদম সন্তানের জন্য এই কয়েকটি বস্তু ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ে কোনো অধিকার নেই: বসবাসের জন্য একটি ঘর, লজ্জা নিবারণের জন্য একখণ্ড বস্ত্র এবং রুটি ও পানি।" এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

(ص: 375) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

حديث صحيح.

قال الترمذي: سمعت أبا داود سليمان بن سالم البلخي يقول: سمعت النصر بن شبيل يقول: الجلف: الخبز ليس معه إدام. وقال غيره: هو غليظ الخبز. وقال الهروي: المراد به هنا وعاء الخبز: كالجوالق والخرج. والله أعلم.

483/27- وعن عبد الله بن الشيخير - بكسر الشين والخاء المشددة المعجمتين - رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ (اللَّهُ أَكْثَرُ) قال: ((يقول ابن آدم: مالي مالي! وهل لك يا ابن آدم مالك إلا ما أكلت فأفنت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت!)) رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث كلها تدور على ما سبق من الحث على الزهد في الدنيا، والإقبال على الآخرة.

فذكر المؤلف رحمه الله حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه في قصة مصعب بن عمير، وهو من المهاجرين الذي هاجروا لله عز وجل ابتغاء وجه الله، وكان شاباً مدلاً من قبل والديه في مكة، ولما أسلم طرده أبواه لأنها كانوا كافرين، فهاجر رضي الله عنه وقتل في أحد في السنة الثالثة من الهجرة، يعني لم يمض على هجرته إلا

ثلاثة أعوام أو أقل، فقتل شهيداً رضي الله عنه، وكان صاحب الراية، ولم يكن معه شيء إلا بردة.

এটি একটি সহীহ হাদীস।

ইমাম তিরমিযী বলেন: আমি আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে সালিম আল-বালখী-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমি আন-নাদর ইবনে শুমাইল-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: 'জিলফ' হলো এমন রুটি যার সাথে কোনো সালন বা তরকারি নেই। অন্যরা বলেছেন: এটি হলো মোটা রুটি। ইমাম হারাবী বলেন: এখানে এর দ্বারা রুটি রাখার পাত্র উদ্দেশ্য: যেমন বড় বস্তা বা থলি। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

২৭/৪৮৩- আব্দুল্লাহ ইবনে আশ-শিখখীর —শীন এবং খা বর্ণ দুটি যের বিশিষ্ট এবং খা বর্ণটি তাশদীদযুক্ত— (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন: আমি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসলাম যখন তিনি তিলাওয়াত করছিলেন (প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহগ্রস্ত করে রেখেছে)। তিনি বললেন: ((আদম সন্তান বলে: 'আমার সম্পদ! আমার সম্পদ!' হে আদম সন্তান! তোমার কি সম্পদ বলতে তা ছাড়া আর কিছু আছে যা তুমি খেয়ে শেষ করেছ, অথবা যা পরিধান করে জীর্ণ করেছ, অথবা যা দান করে অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছ?)) এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

এই সকল হাদীস পূর্বালোচিত দুনিয়াবিমুখতার উৎসাহ প্রদান এবং আখিরাতমুখী হওয়ার বিষয়বস্তুকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।

অতঃপর গ্রন্থকার (রাহিমাল্লাহু) মুসআব ইবনে উমায়ের (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাহিনী সম্পর্কে খাব্বাব ইবনুল আরত্ত (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তিনি ছিলেন সেই সকল মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত যারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হিজরত করেছিলেন। মক্কায় তিনি তাঁর পিতামাতার অত্যন্ত আদুরে সন্তান ছিলেন। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর পিতামাতা তাঁকে বের করে দেয়, কারণ তারা কাফির ছিল। অতঃপর তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হিজরত করেন এবং হিজরী তৃতীয় বর্ষে উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। অর্থাৎ তাঁর হিজরতের পর মাত্র তিন বছর বা তার চেয়ে কম সময় অতিবাহিত হয়েছিল। তিনি (রাদিয়াল্লাহু

আনহু) শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করেন এবং তিনি ছিলেন ইসলামের পতাকাবাহী। সে সময় তাঁর কাছে একটি চাদর ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

(ص: 376) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ثوب واحد، إن غطوا به رأسه؛ بدت رجلاه، وإن غطوا به رجله بدأ رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي رأسه، ويجعل على رجله شيء من الإذخر، والإذخر نبات معروف تأكله البهائم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل على رجله لأجل أن يغطيها.

قال: ((ومنا)): يعني المهاجرين ((من أينعت له الدنيا)) أينعت: يعني استوت وأثمرت ((فهو يهدبها)) أي يجنيها ويقطفها ويتمتع بها، ولا يعلم الأول خير أم الآخر، لكن الدنيا خطيرة جداً على الإنسان كما في هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ((إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي في المال))، يكثر المال عند الناس فينسوا به الآخرة، ولهذا نهي عن اتخاذ الضياع، الضياع يعني الحداثق والبساتين، فإن الإنسان يلهو بها عما هو أهم منها من أمور الآخرة، والحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يكون زهداً في الدنيا، راغباً في الآخرة، وأن الله إذا رزقه مالا فليجعله عوناً على طاعة الله، وليجعل الدنيا في يده لا في قلبه، حتى يربح بالدنيا والآخرة (وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (العصر: 1-3).

وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: (الْهَآكُمُ التَّكَاثُرُ) (حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ)
(التَّكَاثُرُ: 1, 2) , الْهَآكُمُ يَعْنِي شَغْلَكُمْ عَنِ الْمَقَابِرِ وَعَنِ الْمَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ (حَتَّى زُرْتُمُ
الْمَقَابِرَ) لَمْ يَنْطِقِ الْإِنْسَانُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ عَلَيْهِ

একটি মাত্র চাদর; যদি তারা তা দিয়ে তার মাথা ঢেকে দিত তবে পা বেরিয়ে যেত, আর যদি পা ঢেকে দিত তবে মাথা উন্মুক্ত হয়ে পড়ত। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিলেন যে, তার মাথা যেন ঢেকে দেওয়া হয় এবং তার পায়ের ওপর কিছু ইযখির ঘাস দেওয়া হয়। ইযখির একটি পরিচিত উদ্ভিদ যা গবাদিপশু আহার করে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার পা দুটিকে আবৃত করার জন্য তার ওপর এটি রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

তিনি বললেন: "আর আমাদের মধ্যে"—অর্থাৎ মুহাজিরদের মধ্যে—"এমন ব্যক্তিও রয়েছে যার সামনে দুনিয়া পরিপক্ব হয়েছে"; 'পরিপক্ব হয়েছে' মানে তা পূর্ণতা লাভ করেছে এবং ফলবতী হয়েছে। "সে তা আহরণ করছে"; অর্থাৎ সে তা সংগ্রহ করছে, তুলছে এবং তা উপভোগ করছে। মানুষ জানে না আগের অবস্থাটি ভালো ছিল নাকি পরেরটি, কিন্তু মানুষের জন্য দুনিয়া অত্যন্ত বিপদজনক, যেমনটি লেখক উল্লিখিত এই হাদিসগুলোতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই প্রতিটি উম্মতের জন্য একটি ফিতনা (পরীক্ষা) রয়েছে, আর আমার উম্মতের ফিতনা হলো ধন-সম্পদ।" মানুষের কাছে যখন অচেনা সম্পদ আসে, তখন তারা এর মাধ্যমে আখিরাতকে ভুলে যায়। এ কারণেই বাগান ও উদ্যান আঁকড়ে ধরতে নিষেধ করা হয়েছে; কেননা মানুষ পরকালের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি ছেড়ে এগুলো নিয়ে মগ্ন হয়ে পড়ে। সারকথা হলো, মানুষের উচিত দুনিয়ার প্রতি বিমুখ থাকা এবং আখিরাতের প্রতি অনুরাগী হওয়া। আল্লাহ যদি তাকে ধন-সম্পদ দান করেন, তবে যেন সে তা আল্লাহর আনুগত্যের পথে সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করে এবং দুনিয়াকে যেন তার হাতের মুঠোয় রাখে, অন্তরে না দেয়; যাতে সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে সফল হতে পারে। (সময়ের শপথ, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; তবে তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে এবং একে অপরকে সত্যের ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে) (সূরা আল-আসর: ১-৩)।

আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহান আল্লাহর এই বাণী পাঠ করলেন: (প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও) (সূরা আত-তাকাসুর: ১, ২)। 'তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে' এর অর্থ হলো—এটি তোমাদের

কবর, মৃত্যু এবং মৃত্যু পরবর্তী বিষয়াদি থেকে বিমুখ করে রেখেছে। (যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও) অর্থাৎ মানুষ মৃত্যু পর্যন্ত দুনিয়া ত্যাগ করে না, এরপর তিনি বললেন—

(ص: 377) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الصلاة والسلام: ((مالي مالي، مالي مالي)).
يفتخر به " وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيته، ولبست فأبليت، وتصدقت فأمضيت"، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو كذلك، فالإنسان ما له إلا هذه الأشياء، إما أن يأكل طعاماً وشراباً، وإما أن يلبس من أنواع اللباس، وإما أن يتصدق، والباقي له هو ما يتصدق به، أما ما يأكله ويلبسه؛ فإن كان يستعين به على طاعة الله؛ كان خيراً له، وإن كان يستعين به على معصية الله وعلى الأشر والبطر؛ كان محنة عليه والعياذ بالله والله الموفق. * * *

484/28- وعن عبد الله بن مُغفل رضي الله عنه قال: قال رجلٌ للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لأحبك، فقال: ((انظر ماذا تقول؟)) قال: والله إني لأحبك، ثلاث مرات، فقال ((إن كنت تُحبني فأعد للفقير تجفافاً، فإن الفقر أسرعُ إلى من يحبني من السيل إلى مُنتهاه)) رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
486/30- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير، فقام وقد أثر في جنبه، قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاءً! فقال: ((مالي وللدنيا)) ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركه)) رواه الترمذي وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ.

সালাত ও সালাম: ((আমার সম্পদ আমার সম্পদ, আমার সম্পদ আমার সম্পদ))।

মানুষ তা নিয়ে গর্ব করে, "অথচ তোমার সম্পদ থেকে তোমার জন্য কেবল সেটুকুই রয়েছে যা তুমি আহার করে নিঃশেষ করেছ, অথবা পরিধান করে জীর্ণ করেছ, অথবা দান করে সচল বা কার্যকর করেছ।" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এভাবেই বলেছেন এবং প্রকৃত বিষয়টিও তদ্রূপ। মানুষের জন্য মূলত এই বিষয়গুলো ছাড়া আর কিছুই নেই; হয় সে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করবে, নতুবা সে কোনো পোশাক পরিধান করবে, অথবা সে সদকা করবে। আর যা তার জন্য অবশিষ্ট থাকে তা হলো সেই অংশ যা সে সদকা করেছে। পক্ষান্তরে সে যা আহার করে এবং যা পরিধান করে; তা যদি সে আল্লাহর ইবাদতে সহায়তার জন্য ব্যবহার করে, তবে তা তার জন্য কল্যাণকর হবে। আর যদি সে তা আল্লাহর অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্য ও দস্তুর কাজে ব্যবহার করে, তবে তা তার জন্য এক বিপদ ও আজাব হয়ে দাঁড়াবে—আল্লাহর কাছে আমরা এ থেকে আশ্রয় চাই। আল্লাহই তাওফিক দানকারী। * * *

২৮/৪৮৪- আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই আপনাকে ভালোবাসি।" তিনি বললেন: ((ভেবে দেখ তুমি কী বলছো?)) সে ব্যক্তি তিনবার বলল, "আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই আপনাকে ভালোবাসি।" তখন তিনি বললেন: ((যদি তুমি আমাকে ভালোবেসে থাকো, তবে দারিদ্র্যের জন্য বর্ম প্রস্তুত করে নাও। কেননা, যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে, তার কাছে দারিদ্র্য পাহাড়ী ঢল তার শেষ সীমানায় পৌঁছানোর চেয়েও দ্রুতগতিতে ধেয়ে আসে।)) এটি তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদিসটি হাসান।

৩০/৪৮৬- আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি চাটাইয়ের ওপর ঘুমিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি যখন উঠলেন, তখন তাঁর পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গিয়েছিল। আমরা বললাম: "হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমরা আপনার জন্য একটি আরামদায়ক বিছানা তৈরি করে দিতাম!" তিনি বললেন: ((দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? দুনিয়াতে আমি তো কেবল সেই আরোহীর মতো, যে কোনো বৃক্ষের ছায়াতলে ক্ষণকাল বিশ্রাম নিল, অতঃপর সেখান থেকে প্রস্থান করল এবং বৃক্ষটি ছেড়ে চলে গেল।)) এটি তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদিসটি হাসান সহিহ।

487/31- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام)) رواه الترمذي وقال: حديث صحيح.

488/32- وعن ابن عباس وعمران بن الحصين رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء)) متفق عليه من رواية ابن عباس، ورواه البخاري أيضاً من رواية عمران بن الحصين.

489/33- وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((قُمْتُ على باب الجنة، فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحابُ الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار)) متفق عليه.

490/34- وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطلٌ)) متفق عليه.

৩১/৪৮৭- আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "দরিদ্রগণ ধনীদের পাঁচশ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদীসটি সহীহ।

৩২/৪৮৮- ইবনে আব্বাস ও ইমরান ইবনুল হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত: "আমি জান্নাত উঁকি দিয়ে দেখলাম এবং তার অধিকাংশ অধিবাসীকেই দরিদ্র দেখতে পেলাম, আর জাহান্নাম উঁকি দিয়ে দেখলাম এবং তার অধিকাংশ অধিবাসীকেই নারী দেখতে পেলাম।" এটি ইবনে আব্বাসের সূত্রে মুত্তাফাকুন আলাইহি, এবং ইমাম বুখারী এটি ইমরান ইবনুল হুসাইনের সূত্র থেকেও বর্ণনা করেছেন।

৩৩/৪৮৯- উসামা ইবনে য়ায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়ালাম, সেখানে যারা প্রবেশ করেছে তাদের অধিকাংশই ছিল মিসকীন (দরিদ্র), আর বিত্তবানদের আটকে রাখা হয়েছে; তবে যাদেরকে জাহান্নামে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের কথা ভিন্ন (তারা ইতিপূর্বেই জাহান্নামে প্রেরিত হয়েছে)।" এটি মুত্তাফাকুন আলাইহি।

৩৪/৪৯০- আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "কোনো কবির বলা সবচেয়ে সত্য কথা হলো লাবীদের এই কথাটি:

জেনে রেখো, আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই অসার (নশ্বর)।" এটি মুত্তাফাকুন আলাইহি।

(ص: 379) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب الزهد في الدنيا، منها حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأحبك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((انظر ماذا تقول؟)) قال: والله إني لأحبك، فرددها ثلاثاً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافاً، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه)) ؛ لأن السيل إذا كان له منتهى وقد جاء من مرتفع يكون سريعاً.

ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا ارتباط بين الغنى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكم من إنسان غني يحب الرسول عليه الصلاة

والسلام، وكم من إنسان فقير أبغض ما يكون إليه الرسول عليه الصلاة والسلام،
فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولكن علامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان أشد اتباعاً له،
وأشد تمسكاً بسنته، كما قال تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (آل عمران: 31).
فالميزان هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، من كان للرسول أتبع فهو له أحب،
وأما الفقر والغنى فإنه بيد الله عز وجل.
وكذلك أيضاً من الزهد في الدنيا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم من شطف العيش
وقلة ذات اليد، حيث كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه.

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) এই হাদিসগুলো দুনিয়াবিমুখতা (যুহদ) অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর মধ্যে একটি হলো আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিস যে, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বললেন: আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই আপনাকে ভালোবাসি। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "তুমি কী বলছো ভেবে দেখো?" তিনি তিনবার এ কথার পুনরাবৃত্তি করলেন।
অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "যদি তুমি আমাকে ভালোবাসো, তবে দারিদ্র্যের জন্য বর্ম প্রস্তুত করো; কেননা যে আমাকে ভালোবাসে, তার কাছে দারিদ্র্য ঢলের পানি তার গন্তব্যের দিকে ধাবিত হওয়ার চেয়েও দ্রুতবেগে ধেয়ে আসে।" কারণ ঢলের পানি যখন উঁচু স্থান থেকে নেমে কোনো গন্তব্যের দিকে যায়, তখন তা অত্যন্ত দ্রুতগতির হয়।

তবে এই হাদিসটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়; কারণ স্বচ্ছলতা ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি মহব্বতের মাঝে কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক নেই। কত ধনী ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ভালোবাসেন, আবার কত দরিদ্র ব্যক্তি এমন আছে যার কাছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সবচেয়ে অপ্রিয়। সুতরাং, এই হাদিসটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সহিহ নয়।

বস্তুত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ভালোবাসার প্রকৃত নিদর্শন হলো তাঁর একনিষ্ঠ অনুসরণ এবং তাঁর সুন্যাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" (আলে ইমরান: ৩১)।

অতএব মূল মাপকাঠি হলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ। যে ব্যক্তি রাসূলের যতটা বেশি অনুসারী, সে তাঁর তত বেশি প্রিয়। আর দারিদ্র্য ও সচ্ছলতা তো মহান আল্লাহর কুদরতি হাতে।

অনুরূপভাবে দুনিয়াবিমুখতার (যুহদ) অন্যতম দিক হলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনাড়ম্বর জীবনযাপন ও রিক্তহস্ত অবস্থা; তিনি চাটাইয়ের ওপর শয়ন করতেন, যার ফলে তাঁর পার্শ্বদেশে দাগ পড়ে যেত।

(ص: 380) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

فيقال له: ألا نجعل لك وطاءً، يعني فراشاً تطؤه وتنأى عليه؟ فقال: ((مالي وللدنيا؟، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها)).

فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس له هم في الدنيا، ولا يبقى عنده مال بل كله ينفقه في سبيل الله، ويعيش عيشة الفقراء.

ثم ذكر المؤلف أحاديث في أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، وأن الفقراء أكثر أهل الجنة، وذلك لأن الفقراء ليس عندهم ما يطغيهم، فهم متمسكون خاضعون.

ولهذا إذا تأملت الآيات؛ وجدت أن الذين يكذبون الرسل هم المملأ الأشراف والأغنياء، وأن المستضعفين هم الذين يتعبون الرسول، فهذا كانوا أكثر أهل الجنة، وكانوا يدخلون الجنة قبل الأغنياء بتقادير اختلفت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجمعها أن السير يختلف، فقد يكون السير في عشرة أيام لشخص مسرع يسيره الآخر في عشرين يوماً مثلاً.

ثم ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام في كلمة لبيد الشاعر المشهور قال:

"أصدق كلمة قالها شاعر؛ كلمة لبيد:

ألا كلُّ شيء ما خلا الله باطل

كل شيء سوى الله فهو باطل ضائع لا ينفع، وأما ما كان لله؛ فإنه هو الذي ينفع صاحبه ويبقى له، ومن ذلك الدنيا فإنها باطل، كما قال تعالى (اعْبُدُوا اللَّهَ أَتَبَا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَعَبٌّ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ) (الحديد: 20)، إلا ما كان فيها من ذكر الله وطاعته، فإنه حق وخير.

তাকে বলা হলো: আমরা কি আপনার জন্য কোনো আরামদায়ক বিছানা তৈরি করে দেব না? অর্থাৎ এমন শয্যা যাতে আপনি হেলান দিতে পারেন এবং ঘুমাতে পারেন। তখন তিনি বললেন: "দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? আমি তো দুনিয়াতে সেই আরোহীর মতো, যে কোনো গাছের নিচে ছায়া নিল, তারপর সেখান থেকে রওনা হয়ে গেল এবং সেটাকে ত্যাগ করল।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুনিয়া নিয়ে কোনো উচ্চাভিলাষ ছিল না, তাঁর কাছে কোনো সম্পদ গচ্ছিত থাকত না বরং তিনি সবই আল্লাহর পথে ব্যয় করতেন এবং সাধারণ দরিদ্রদের মতো জীবনযাপন করতেন।

এরপর লেখক এমন কিছু হাদিস উল্লেখ করেছেন যা প্রমাণ করে যে, দরিদ্ররা ধনীদের আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জান্নাতবাসীদের অধিকাংশ হবে দরিদ্র। কারণ দরিদ্রদের কাছে এমন কিছু নেই যা তাদেরকে উদ্ধত ও অহংকারী করে তুলবে, তাই তারা সর্বদাই বিনয়ী ও অনুগত থাকে।

এজন্য আপনি যদি কুরআন মাজীদেব আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা করেন, তবে দেখতে পাবেন যে যারা রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল তারা হলো সমাজের প্রভাবশালী ও বিত্তবান গোষ্ঠী, আর অসহায় ও দুর্বল শ্রেণির মানুষরাই ছিল রাসূলদের অনুসারী। তাই তারা জান্নাতবাসীদের অধিকাংশ হবে এবং তারা ধনীদের আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসসমূহে সময়ের যে বিভিন্ন পরিমাপ এসেছে, তার সারমর্ম হলো এই যে, গতির পার্থক্যের কারণে সময়ের ব্যবধান ঘটে। যেমন একজন দ্রুতগামী ব্যক্তির দশ দিনের পথ অতিক্রম করতে অন্যজনের হয়তো বিশ দিন সময় লাগে।

এরপর তিনি বিখ্যাত কবি লাবীদ-এর কবিতা সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছিলেন:

"কোনো কবির বলা সবচেয়ে সত্য কথা হলো লাবীদের এই কথাটি:

সাবধান! আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুই অসার বা বাতিল।

আল্লাহ ছাড়া বাকি সব কিছুর অসার ও ধ্বংসশীল যা কোনো উপকারে আসে না। তবে যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়, তাই কেবল আমলকারীর উপকারে আসে এবং তার জন্য অক্ষয় হয়ে থাকে। এর অন্তর্ভুক্ত হলো দুনিয়া, যা প্রকৃতপক্ষে অসার; যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: "তোমরা জেনে রেখো, পার্থিব জীবন তো কেবল খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্ব-অহংকার এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে আধিক্য লাভের প্রতিযোগিতা মাত্র" (সূরা আল-হাদীদ: ২০)। তবে দুনিয়ার সেই অংশটুকু অসার নয় যা আল্লাহর জিকির ও তাঁর আনুগত্যে ব্যয়িত হয়, কারণ তা সত্য এবং কল্যাণকর।

(ص: 381) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الحق يقبل حتى لو كان من الشعراء، فالحق مقبول من كل أحد جاء به، حتى لو كان كافراً وقال بالحق فإنه يقبل منه، ولو كان شاعراً أو فاسقاً وقال بالحق فإنه يقبل منه.

وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِالْبَاطِلِ فَقَوْلُهُ مُرَدُّدٌ وَلَوْ كَانَ مُسْلِمًا؛ يَعْنِي الْعِبْرَةُ بِالْمَقَالَاتِ لَا بِالْقَائِلِينَ، وَلِهَذَا يَنْبَغِي عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْإِنْسَانِ مِنْ خِلَالِ فِعْلِهِ لَا مِنْ شَخْصِهِ.

এই হাদিসে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, সত্য গ্রহণযোগ্য, এমনকি তা যদি কবিদের পক্ষ থেকেও হয়। সত্য যার মাধ্যমেই আসুক না কেন, তা কবুল করা হবে; এমনকি কোনো কাফিরও যদি সত্য কথা বলে, তবে তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে। আর যদি কোনো কবি বা পাপাচারী ব্যক্তিও সত্য কথা বলে, তবে তা-ও তার থেকে গ্রহণ করা হবে।
পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বাতিল বা মিথ্যা কথা বলবে, তার কথা বর্জনীয়—যদিও সে মুসলিম হয়। অর্থাৎ, মূল বিবেচ্য বিষয় হলো বক্তব্য, বক্তা নয়। আর এই কারণেই মানুষের উচিত কোনো মানুষকে তার কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা, তার ব্যক্তিসত্তার নিরিখে নয়।

(ص: 382) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

56- باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكل والمشروب والملبوس وغيرها من حفظ النفس وترك الشهوات

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا) (إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا) (مريم: 59، 60).

وَقَالَ تَعَالَى: (فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ) (وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا) (القصص: 79، 80).

وَقَالَ تَعَالَى: (ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ) (التكاثر: 8) وَقَالَ تَعَالَى: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَذْهُورًا) (الاسراء: 18) .

والآيات في الباب كثيرة معلومة.

491/1- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض " متفق عليه.

وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعاً حتى قبض.

৫৬- পরিচ্ছেদ: ক্ষুধার ফযীলত, অনাড়ম্বর জীবনযাপন এবং পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য নফসের চাহিদাসমূহের ক্ষেত্রে অল্পে তুষ্ট থাকা এবং প্রবৃত্তিকে বর্জন করার মাহাত্ম্য

মহান আল্লাহ বলেন: "অতঃপর তাদের পরে এল এমন এক অপদার্থ উত্তরসূরি যারা সালাত নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুগামী হলো। সুতরাং তারা শীঘ্রই ধ্বংসের (বা বিভ্রান্তির শাস্তির) সম্মুখীন হবে। তবে তারা নয়, যারা তওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে; তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না।" (সূরা মারইয়াম: ৫৯, ৬০)।

তিনি আরও বলেন: "অতঃপর কারুন তার সম্প্রদায়ের সামনে জাঁকজমক সহকারে বের হলো। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, 'হায়! কারুনকে যা দেওয়া হয়েছে আমাদেরকেও যদি তা দেওয়া হতো! নিশ্চয়ই সে মহা ভাগ্যবান।' আর যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছিল তারা বলল, 'ধিক তোমাদেরকে! যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে তাদের জন্য আল্লাহর দেওয়া প্রতিদানই উত্তম।' (সূরা আল-কাসাস: ৭৯, ৮০)।

তিনি আরও বলেন: "অতঃপর অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (সূরা আত-তাকাসুর: ৮)। তিনি আরও বলেন: "যে কেউ ইহকাল কামনা করে, আমি তাকে এখানে যা ইচ্ছা এবং যাকে ইচ্ছা দ্রুত দিয়ে দেই; পরে তার জন্য নির্ধারণ করি জাহান্নাম, যেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও বিতাড়িত অবস্থায়।" (সূরা আল-ইসরা: ১৮)।

এই পরিচ্ছেদে আরও বহু আয়াত রয়েছে যা সুবিদিত।

১/৪৯১- আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গ তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত কখনো একাধারে দু'দিন যবের রুটি খেয়ে তৃপ্ত হননি।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

অন্য এক বর্ণনায় আছে: "মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আসার পর থেকে ইন্তেকাল পর্যন্ত তাঁর পরিবারবর্গ একাধারে তিন রাত গমের খাবার খেয়ে তৃপ্ত হননি।"

(ص: 383) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

492/2- وعن عُرْوَةَ عن عائشة رضى الله عنها، أنها كانت تقول: ((والله يا ابن أختي إن كنا لننظرُ إلى الهلال، ثم الهلال، ثم الهلال، ثم: ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم: قالت: الأسودان: التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائحُ وكانوا يرسلون إلى رسول الله من البانها فيسقينها)) متفق عليه.

493/3- وعن أبي سعيد البقري عن أبي هريرة رضى الله عنه، أنه مرَّ بقومٍ بين أيديهم شاة مصلية، فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري.

[الشَّرْحُ]

هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله بعد باب الزهد في الدنيا، يبين فيه أنه ينبغي للإنسان ألا يكثُر من الشهوات في أمور الدنيا، وأن يتقصر على قدر الحاجة فقط، كما

كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وذكر آيات فيها بيان عاقبة الذين يتبعون الشهوات ويضيعون الصلوات، فقال: وقول الله تعالى: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا) (إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا) (مريم: 59، 60). قوله تعالى: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ) أي من بعد الأنبياء الذين ذكروا

২/৪৯২- উরওয়াহ থেকে বর্ণিত, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাকে বলতেন: "আল্লাহর কসম, হে আমার ভাগ্নে! আমরা তো একটি নতুন চাঁদ দেখতাম, এরপর আরেকটি, এরপর আরেকটি; অর্থাৎ দুই মাসে তিনটি চাঁদ। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরগুলোতে আগুন জ্বালানো হতো না।" আমি (উরওয়াহ) বললাম: "হে খালা! তবে কিসে আপনাদের জীবন অতিবাহিত হতো?" তিনি বললেন: "উভয় কালো বস্ত্র তথা খেজুর ও পানি দ্বারা। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকজন আনসারী প্রতিবেশী ছিলেন, তাদের কয়েকটি দুধালো পশু ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সেগুলোর দুধ পাঠাতেন এবং তিনি আমাদের তা পান করতে দিতেন।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

৩/৪৯৩- আবু সাঈদ আল-মাকবুরি হতে বর্ণিত, আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক কওমের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন যাদের সামনে একটি ভূনা করা বকরি রাখা ছিল। তারা তাকে খাওয়ার জন্য ডাকলেন, কিন্তু তিনি খেতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছেন অথচ তিনি কখনো যবের রুটি খেয়েও তৃপ্ত হননি।" (বুখারী বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) 'দুনিয়ার প্রতি বিরাগ' (যুহদ) অধ্যায়ের পরে এই অনুচ্ছেদটি উল্লেখ করেছেন। এতে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, মানুষের জন্য উচিত নয় দুনিয়াবী বিষয়ে ভোগ-বিলাসের আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে দেওয়া, বরং কেবল প্রয়োজন অনুযায়ী সীমিত থাকা উচিত, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতেন। তিনি এমন কিছু আয়াত উল্লেখ করেছেন যাতে যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং সালাত বিনষ্ট করে তাদের পরিণাম বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "অতঃপর তাদের পরে আসলো এমন এক অপদার্থ

উত্তরসূরি যারা সালাত নষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির অনুগামী হলো। সুতরাং তারা শীঘ্রই ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। তবে যারা তওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না।" (সূরা মারইয়াম: ৫৯-৬০)। আল্লাহ তাআলার বাণী: "অতঃপর তাদের পরে আসলো এমন এক অপদার্থ উত্তরসূরি" অর্থাৎ উল্লিখিত নবীগণের পরে।

(ص: 384) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

قبل هذه الآية، خلف من بعدهم خلف لم يتبعوا طريقتهم وإنما (خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ) .

وإضاعة الصلاة تعني التفريط فيها.

في شروطها: كالطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة.

وفي أركانها: كالطأنينة في الركوع، والسجود، والقيام والقعود.

وفي واجباتها: كسؤال المغفرة بين السجدين، والتسبيح في الركوع، والسجود،

والتشهد الأول، وما أشبه ذلك.

وأشد من هذا الذين يضيعونها عن وقتها؛ فلا يصلون إلا بعد خروج الوقت، فإن

هؤلاء إما أن يكون لهم عذر من نوم أو نسيان، فصلاتهم مقبولة ولو بعد الوقت،

وإما ألا يكون لهم عذر فصلاتهم مردودة لا تقبل منهم، ولو صلوا ألف مرة.

وقوله: (وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ) : يعني ليس لهم همٌّ إلا الشهوات؛ ما تشتهيه بطونهم

وفروجهم، فهم ينعمون أبدانهم ويتبعون ما تنعم به الأبدان، ويضيعون الصلاة

والعياذ بالله.

ثم قال تعالى مبيناً جزاءهم (فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا) (إِلَّا مَنْ تَابَ) (مريم: 59، 60) ، وهذا وعيد لهم؛ لأنهم والعياذ بالله يلقون الغي لأن الجزاء من جنس العمل (إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا) .

ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها في بيان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ما شبع من خبز الشعير ليلتين تباعاً؛ لقلّة ذات يده عليه الصلاة

এই আয়াতের পূর্বে এমন এক অপদার্থ উত্তরসূরির কথা বলা হয়েছে যারা তাদের পূর্ববর্তীদের পথ অনুসরণ করেনি, বরং তারা ছিল: "এমন এক উত্তরসূরি যারা সালাত নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল।"

সালাত নষ্ট করার অর্থ হলো এতে অবহেলা ও শিথিলতা প্রদর্শন করা।

সালাতের শর্তাবলির ক্ষেত্রে: যেমন পবিত্রতা অর্জন, সতর ঢাকা এবং কিবলামুখী হওয়া।

সালাতের রুকন বা প্রধান স্তম্ভগুলোর ক্ষেত্রে: যেমন রুকু, সিজদা, দণ্ডায়মান হওয়া এবং উপবেশনের সময় ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা।

সালাতের ওয়াজিব বা আবশ্যিকীয় বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে: যেমন দুই সিজদার মাঝখানে ক্ষমা প্রার্থনা করা, রুকু ও সিজদায় তাসবিহ পাঠ করা, প্রথম তাশাহুদ পাঠ করা এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয়।

এর চেয়েও গুরুতর হলো ওই সব ব্যক্তি যারা সময় পার করে সালাত নষ্ট করে; তারা ওয়াক্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করে না। এদের মধ্যে যাদের ঘুম বা বিস্মৃতির মতো গ্রহণযোগ্য ওজর বা অজুহাত রয়েছে, ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর আদায় করলেও তাদের সালাত কবুল হবে। আর যাদের কোনো ওজর নেই, তাদের সালাত প্রত্যাখ্যাত হবে এবং তা গ্রহণ করা হবে না, যদিও তারা হাজার বার সালাত আদায় করে।

আর মহান আল্লাহর বাণী: "এবং তারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল": এর অর্থ হলো কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া তাদের অন্য কোনো চিন্তা নেই; তাদের উদর ও লজ্জাস্থান যা কামনা করে তারা কেবল তারই পেছনে ছোটে। তারা নিজেদের দেহকে বিলাসিতায় নিমগ্ন রাখে এবং

শারীরিক সুখ-শান্তির অন্বেষণ করে, আর সালাতকে নষ্ট করে—আমরা এ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

অতঃপর মহান আল্লাহ তাদের পরিণাম বর্ণনা করে বলেছেন: "শীঘ্রই তারা চরম অশুভ ও ধ্বংসের সম্মুখীন হবে।" "তবে তারা ব্যতীত যারা তওবা করেছে" (সূরা মারইয়াম: ৫৯, ৬০)। এটি তাদের জন্য একটি কঠোর হুঁশিয়ারি; কারণ তারা—আল্লাহ রক্ষা করুন—চরম বিভ্রান্তি ও ধ্বংসের সম্মুখীন হবে, যেহেতু কর্ম অনুযায়ীই প্রতিফল নির্ধারিত হয়। "তবে যারা তওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না।"

এরপর লেখক আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনযাপনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, অভাব-অনটনের কারণে তিনি একাধারে দুই রাত যবের রুটি খেয়ে তৃপ্ত হতে পারেননি—তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

(ص: 385) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

والسلام، وأنه كان يمضي عليه الشهران في ثلاثة أهلة ما يوقد في بيته نار، وإنما هو الأسودان: التمر والماء، مع أنه صلى الله عليه وسلم لو شاء لصارت الجبال معه ذهباً، ولكنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يقتصر على الدنيا بما يسوي الدنيا من الحاجة فقط، والله البوق.

এবং তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, তিনটি নতুন চাঁদ দেখার অন্তরালে টানা দুই মাস অতিক্রান্ত হয়ে যেত অথচ তাঁর ঘরে কোনো আগুন প্রজ্বলিত করা হতো না; তাঁদের খাদ্য ছিল কেবল ‘আসওয়াদাইন’ বা দুটি কালো বস্তু: খেজুর ও পানি। অথচ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যদি ইচ্ছা করতেন, তবে পাহাড়গুলো তাঁর জন্য স্বর্ণে পরিণত

হয়ে যেত; কিন্তু তিনি পার্থিব জীবন থেকে কেবল ততটুকুই গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন যা কেবল একান্ত প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 386) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

57- باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة

524/3- وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني ثم قال: " يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس؛ بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى)). قال حكيم؛ فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا.

فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيماً ليعطيه العطاء، فيأبى أن يقبل منه شيئاً.

ثم إن عمر رضي الله دعاه ليعطيه، فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أنني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزأ أحداً من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. متفق عليه.

((يرزأ)) براء ثم زأي ثم همزة، أي: لم يأخذ من أحد شيئاً، وأصل الرزء: النقصان، أي: لم ينقص أحداً شيئاً بالأخذ منه. و ((إشراف النفس)) : تطلعها وطبعها بالشيء. و ((سخاوة النفس)) هي عدم الإشراف إلى الشيء، والطبع فيه،

৫৭- পরিচ্ছেদ: তুষ্টি, পবিত্রতা এবং জীবনযাপনে পরিমিতিবোধ

৩/৫২৪- হাকিম ইবনে হিয়াম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে যাচনা করলাম, তিনি আমাকে দিলেন। পুনরায় আমি তাঁর কাছে যাচনা করলাম, তিনি আমাকে দিলেন। আবার আমি তাঁর কাছে যাচনা করলাম, তিনি আমাকে দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন: "হে হাকিম! নিশ্চয়ই এই সম্পদ সুস্বাদু ও শ্যামল। সুতরাং যে ব্যক্তি তা উদার চিত্তে গ্রহণ করবে, তার জন্য তাতে বরকত দান করা হবে। আর যে ব্যক্তি তা লালসাপূর্ণ হৃদয়ে গ্রহণ করবে, তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হবে না; সে ঐ ব্যক্তির মতো হবে যে আহার করে কিন্তু তৃপ্ত হয় না। আর নিচের হাতের চেয়ে ওপরের হাত (দাতার হাত) উত্তম।"

হাকিম বলেন; তখন আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, আপনার পরে ইহকাল ত্যাগ করা পর্যন্ত আমি কারো কাছ থেকে কিছুই গ্রহণ করব না।

অতঃপর আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হাকিমকে তাঁর প্রাপ্য সরকারি অনুদান দেওয়ার জন্য ডাকতেন, কিন্তু তিনি তাঁর কাছ থেকে কিছুই গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন।

এরপর উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে দেওয়ার জন্য ডাকলেন, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তখন উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: হে মুসলিম সমাজ! আমি হাকিমের ব্যাপারে তোমাদের সাক্ষী রাখছি যে, আমি তার সামনে এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদের সেই অধিকার পেশ করছি যা আল্লাহ তার জন্য বণ্টন করেছেন, কিন্তু সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। ফলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কারো নিকট হতে সামান্য কিছুও গ্রহণ করেননি। (বুখারী ও মুসলিম)।

‘ইয়ারযা’ শব্দটি ‘রা’, এরপর ‘যা’ এবং তারপর ‘হামযা’ সহযোগে গঠিত, যার অর্থ: তিনি কারো কাছ থেকে কিছুই গ্রহণ করেননি। ‘রুয’ শব্দের মূল অর্থ হলো হ্রাস পাওয়া বা ঘাটতি; অর্থাৎ তিনি কারো কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করে তার সম্পদ থেকে সামান্যতম অংশও কমিয়ে দেননি। ‘ইশরাফুন নাফস’ অর্থ হলো কোনো বস্তুর প্রতি অতিমাত্রায় আকাঙ্ক্ষা ও লোভাতুর হওয়া। আর ‘সাখাওয়াতুন নাফস’ হলো কোনো বস্তুর প্রতি লোভ বা লালসা না রাখা।

والببالة به والشرة.

527/6- وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اليدُ العليا خيرٌ من السفلى، وأبدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يُغنّه الله)) متفق عليه. وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم أخصر.

528/7- وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تُلحِفُوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئاً، فتخرج له مسألته مني شيئاً وأنا له كارة، فيبارك له فيما أعطيته)) رواه مسلم.

530/9- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقي الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم)) متفق عليه. ((المزعة)) بضم الميم وإسكان الزأي وبالعين المهملة: القطعة.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه؛ أي سأله مالا فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه.

এবং এর প্রতি গুরুত্বারোপ ও লালসা।

৬/৫২৭- হাকিম ইবনে হিয়াম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "উঁচু হাত (দানকারী) নিচু হাতের (গ্রহণকারী) চেয়ে উত্তম। আর তোমার ওপর যারা নির্ভরশীল তাদের থেকে দান শুরু করো। সচ্ছলতা বজায় রেখে যে সদকা করা হয়

তা-ই সর্বোত্তম। যে ব্যক্তি (পরের নিকট হাত পাতা থেকে) পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন এবং যে অমুখাপেক্ষিতা চায়, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত করে দেন।" (বুখারী ও মুসলিম)। এটি বুখারীর শব্দমালা, আর মুসলিমের শব্দমালা অধিকতর সংক্ষিপ্ত।

৭/৫২৮- আবু সুফিয়ান সাখর ইবনে হারব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা যাদুঘর (ভিক্ষা করার) ক্ষেত্রে নাছোড়বান্দা হয়ো না। আল্লাহর শপথ, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি আমার নিকট কোনো কিছু চায় এবং তার পিড়াপিড়ির কারণে আমি অপছন্দ সত্ত্বেও তাকে কিছু দান করি, তবে তাকে আমি যা দিয়েছি তাতে বরকত হবে না।" (মুসলিম)।

৯/৫৩০- ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "কোনো ব্যক্তি সর্বদা মানুষের কাছে ভিক্ষা করতে থাকলে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার চেহারায় এক টুকরো গোশতও অবশিষ্ট থাকবে না।" (বুখারী ও মুসলিম)।

"মুজ'আহ" (মীম বর্ণে পেশ, যা বর্ণে সুকুন এবং আইন বর্ণসহ): এর অর্থ হলো এক টুকরো গোশত।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) হাকিম ইবনে হিয়াম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যা বর্ণনা করেছেন তাতে বলা হয়েছে যে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট চেয়েছিলেন এবং তিনি তাকে দিয়েছিলেন; অর্থাৎ তিনি সম্পদ চেয়েছিলেন এবং তিনি তাকে দিয়েছিলেন, পুনরায় তিনি চেয়েছিলেন এবং তিনি তাকে দিয়েছিলেন, আবারও তিনি চেয়েছিলেন এবং তিনি তাকে দিয়েছিলেন।

وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه وحسن خلقه أنه لا يرد سائلاً سألته شيئاً، فما سئل شيئاً على الإسلام إلا أعطاه عليه الصلاة والسلام، ثم قال لحكيم: ((إن هذا المال خضر حلو)) خضر يسر الناظرين، حلو يسر الذائقين، فتطلبه النفس وتحرص عليه.

((فمن أخذه بسخاوة نفسه بورك به فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يُبارك له فيه))، فكيف بمن أخذه بسؤال؟ يكون أبعد وأبعد، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب: "ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك". يعني ما جاءك بإشراف نفس وتطلع وتشوف فلا تأخذه، وما جاءك بسؤال فلا تأخذه.

ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام: ((اليد العليا خير من اليد السفلي)): اليد العليا هي يد المعطي، واليد السفلى هي يد الآخذ، فالمعطي يده خير من يد الآخذ؛ لأن المعطي فوق الآخذ، فيده هي العليا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.

فأقسم حكيم بن حزام رضي الله عنه بالذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق ألا يسأل أحداً بعده شيئاً، فقال: ((يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا)).

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ, মহানুভবতা ও উত্তম চরিত্রের অন্যতম দিক ছিল এই যে, তিনি কোনো যাচনাকারীকে রিক্তহস্তে ফিরিয়ে দিতেন না। ইসলামের খাতিরে তাঁর কাছে যা-ই চাওয়া হতো, তিনি তা দান করতেন। অতঃপর তিনি হাকীমকে লক্ষ্য করে বললেন: "নিশ্চয়ই এই সম্পদ সবুজ ও সুস্বাদু।" সবুজ যা দর্শকদের আনন্দ দেয়, সুস্বাদু যা আশ্বাদনকারীদের তৃপ্ত করে। ফলে আত্মা তা পেতে চায় এবং এর প্রতি লোভাতুর থাকে। "অতএব, যে ব্যক্তি উদার চিন্তে তা গ্রহণ করবে, তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি লোভী মনে তা গ্রহণ করবে, তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হবে না।" সুতরাং যে ব্যক্তি

চেয়ে নেবে তার অবস্থা কেমন হবে? তা বরকত থেকে আরও দূরে নিষ্কিণ্ড হবে। এজন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন: "এই সম্পদের যা কিছু তোমার কাছে আসে এমতাবস্থায় যে, তুমি তার প্রতি লালায়িত নও এবং তুমি তা চাওনি, তবে তা গ্রহণ করো। আর যা এর ব্যতিক্রম, তার পেছনে নিজের মনকে ছুটিও না।" অর্থাৎ, যা তোমার কাছে লোভ, লালসা ও প্রতীক্ষার মাধ্যমে আসে তা গ্রহণ করো না, আর যা যাচনার মাধ্যমে আসে তাও গ্রহণ করো না।

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাকীম ইবনে হিয়ামকে বললেন: "উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।" উপরের হাত হলো দাতার হাত, আর নিচের হাত হলো গ্রহণকারীর হাত। সুতরাং দাতার হাত গ্রহণকারীর হাতের চেয়ে উত্তম; কারণ দাতা গ্রহণকারীর উপরে অবস্থান করে, তাই তার হাতটিই উচ্চতর, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।

তখন হাকীম ইবনে হিয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই সত্তার শপথ করলেন যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন যে, তিনি তাঁর পরে আর কারও কাছে কিছু চাইবেন না। তিনি বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, আমি আপনার পরে এই পৃথিবী ত্যাগ করা পর্যন্ত কারও কাছ থেকে কিছুই গ্রহণ করব না।"

(ص: 389) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

فتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام، وتولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه، فكان يعطيه العطاء فلا يقبله، ثم توفي أبو بكر، فتولى عمر فدعاه ليعطيه، فأبى، فاستشهد الناس عليه عمر، فقال: اشهدوا أنني أعطيه من بيت مال المسلمين ولكنه لا يقبله، قال ذلك رضي الله عنه لئلا يكون له حجة على عمر يوم القيامة بين يدي الله.

وليتبرأ من عهده أمام الناس، ولكن مع ذلك أصر حكيم رضي الله عنه ألا يأخذ منه شيئاً حتى توفي.

وفي اللفظ الآخر الذي ساقه المؤلف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((اليد العليا خير من اليد السفلي وابدأ بمن تعول)) فالإنسان يبدأ بمن يعول، يعني بمن يلزمه نفقته، فالإنفاق على الأهل أفضل من الصدقة على الفقراء؛ لأن الإنفاق على الأهل صدقة وصلة وكفاف وعفاف، فكان ذلك أولى، ابدأ بمن تعول والإنفاق على نفسك أولى نم الإنفاق على غيرك، كما جاء في الحديث ((ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلاهلك)).

وذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقي الله وليس في وجهه مزعة لحم)). يعني لا يزال الرجل يسأل الناس- يعني يسأل المال- حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. نسأل الله العافية.

وهذا وعيد شديد يدل على تحريم كثرة السؤال من الناس، ولهذا قال العلماء: لا يحل لأحد أن يسأل شيئاً إلا عند الضرورة، إذا اضطر الإنسان

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইন্তেকাল করেন এবং আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি তাকে অনুদান দিতে চাইতেন কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতেন না। এরপর আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইন্তেকাল করলে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) খিলাফতের দায়িত্ব পান। তিনি তাকে কিছু দেওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন, কিন্তু তিনি অস্বীকার করলেন। তখন উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) লোকজনকে তার বিরুদ্ধে সাক্ষী রাখলেন এবং বললেন: তোমরা সাক্ষী থেকে যে, আমি তাকে মুসলিমদের বায়তুল মাল থেকে তার প্রাপ্য প্রদান করছি কিন্তু সে তা গ্রহণ করছে না। তিনি (উমর) এটি এই উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যেন কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে উমরের বিরুদ্ধে তার কোনো অভিযোগ না থাকে এবং মানুষের সামনে তিনি নিজের দায়িত্ব থেকে দায়মুক্ত হতে পারেন। তা

সত্ত্বেও হাকিম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমৃত্যু কারো কাছ থেকে কোনো কিছু না নেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন।

লেখক কর্তৃক উদ্ধৃত অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "উঁচু হাত (দাতার হাত) নিচু হাত (গ্রহীতার হাত) অপেক্ষা উত্তম। আর তুমি যাদের ভরণপোষণের দায়িত্বশীল তাদের থেকে শুরু করো।" অর্থাৎ মানুষ তার ওপর যাদের ব্যয়ভার অর্পণ করা হয়েছে তাদের দিয়েই শুরু করবে। কেননা পরিবারের পেছনে ব্যয় করা সাধারণ দরিদ্রদের সদকা করার চেয়েও উত্তম; কারণ পরিবারের পেছনে ব্যয় একদিকে যেমন সদকা ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা, তেমনি এটি তাদের স্বাবলম্বিতা ও চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষারও মাধ্যম। ফলে এটিই অধিক অগ্রগণ্য। যাদের ভরণপোষণ তোমার ওপর আবশ্যিক তাদের দিয়ে শুরু করো; আর অন্যের পেছনে ব্যয় করার চেয়ে নিজের পেছনে ব্যয় করা অধিক অগ্রগণ্য।

যেমনটি হাদিসে এসেছে: "তোমার নিজেকে দিয়ে শুরু করো এবং নিজের ওপর সদকা করো, অতঃপর যদি কিছু অতিরিক্ত থাকে তবে তা তোমার পরিবারের জন্য।"

লেখক (রহিমাল্লাহ) আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি অনবরত মানুষের কাছে যাপ্রণ করতে থাকে, শেষ পর্যন্ত সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে তার চেহারায় এক টুকরো মাংসও অবশিষ্ট থাকবে না।" অর্থাৎ মানুষ অনবরত মানুষের কাছে সম্পদ যাপ্রণ করতে থাকে, অবশেষে কিয়ামতের দিন সে যখন উপস্থিত হবে, তার চেহারায় কোনো মাংস থাকবে না। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

এটি একটি কঠোর হুঁশিয়ারি যা মানুষের কাছে অধিক যাপ্রণ করা হারাম হওয়ার ওপর প্রমাণ বহন করে। এই কারণেই আলেমগণ বলেছেন: বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কারো জন্য কোনো কিছু যাপ্রণ করা বৈধ নয়; যদি মানুষ নিরুপায় হয়ে পড়ে তবে ভিন্ন কথা।

فلا بأس أن يسأل، أما أن يسأل للأموال الكماليات لأجل أن يسابق الناس فيما يجعله في بيته، فإن هذا لا شك في تحريمه، ولا يحل له أن يأخذ ولا الزكاة حتى لو أعطيتها فلا يأخذ الزكاة من أجل الكماليات التي لا يريد منها إلا أن يسابق الناس ويباريهم، أما الشيء الضروري فلا بأس به. والله أعلم.

* * *

532/11- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من سأل الناس تكثراً فإنما يسأل جبراً؛ فليستقل أو ليستكثر)) رواه مسلم.

533/12- وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن المسألة كد يكذبها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطاناً أو في أمر لا بُد منه)) رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

534/13- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله، فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل)) رواه أبو داود، والترمذي، وقال حديث حسن.

অতএব সাহায্য চাওয়াতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু বিলাসিতার সামগ্রীর জন্য চাওয়া, যাতে করে ঘরের সাজসজ্জার ক্ষেত্রে মানুষের সাথে প্রতিযোগিতা করা যায়—তবে এটি হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তার জন্য যাকাত গ্রহণ করাও বৈধ নয়, এমনকি তাকে যাকাত দেওয়া হলেও তা গ্রহণ করা উচিত নয় এমন বিলাসিতার জন্য যার দ্বারা সে কেবল মানুষের সাথে পাল্লা দিতে ও অহঙ্কার করতে চায়। তবে অতি প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য সাহায্য চাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

* * *

১১/৫৩২- আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মানুষের কাছে হাত পাতে, সে আসলে আগুনের অঙ্গার প্রার্থনা করে। এখন তার ইচ্ছা, সে তা অল্প নিবে নাকি বেশি নিবে।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

১২/৫৩৩- সামুরা বিন জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মানুষের কাছে হাত পাতা বা যাচনা করা হলো এমন এক ক্ষতবিশেষ, যার দ্বারা মানুষ নিজের মুখমণ্ডলকে ক্ষতবিক্ষত করে। তবে কোনো ব্যক্তি যদি শাসক বা সুলতানের নিকট প্রার্থনা করে অথবা এমন কোনো বিষয়ে যা অপরিহার্য (তবে তা ভিন্ন কথা)।" (তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এটি হাসান সহীহ হাদীস)।

১৩/৫৩৪- ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি অভাব-অনটনে পতিত হয়ে তা মানুষের কাছে তুলে ধরে, তার অভাব দূর করা হয় না। আর যে ব্যক্তি তা আল্লাহর নিকট পেশ করে, আল্লাহ তাকে দ্রুত অথবা বিলম্বে রিযিক দান করেন।" (আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং এটি হাসান হাদীস)।

(ص: 391) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

535/14- وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئاً، وأتكفل له بالجنة؟ فقلت: أنا، فكان لا يسأل أحداً شيئاً)). رواه أبو داود بإسناد صحيح.

536/15- وعن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: ((تحملت حمالةً فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: "أقم حتى تأتين الصدقة فنأمر لك بها)) ثم قال: ((يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة: فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، أو قال: سداداً من عيش، ورجل أصابته فاقة، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت

فلاناً فاقة، فحلت له المسألة حتى يُصيب قوماً من عيش، أو قال: سداداً من عيش
فما سواهن من المسألة يا قبيصة، سحتٌ، يأكلها صاحبها سحتاً)) رواه مسلم.

537/16- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس
المسكينُ الذي يطوفُ على الناسِ تردهُ اللقمةُ واللقمتانِ، والتمرَّةُ والتمرتانِ ولكن
المسكين الذي لا يجدُ غنى يُغنيه، ولا يظُنُّ له، فيتصدق عليه، ولا يقومُ فيسأل
الناسَ)) متفق عليه.

১৪/৫৩৫- সাওবান (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: “কে আমাকে এই মর্মে নিশ্চয়তা দেবে যে সে মানুষের নিকট কিছু চাইবে না, তবে আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হব?” আমি বললাম: আমি। এরপর তিনি কখনো কারো নিকট কিছু চাইতেন না। (আবু দাউদ এটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন)।

১৫/৫৩৬- আবু বিশর কাবিসা ইবনুল মুখারিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি (বিবাদ মীমাংসার স্বার্থে) একটি আর্থিক জামিনদারির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম, অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট তা পরিশোধে সাহায্য চাইতে এলাম। তিনি বললেন: “তুমি অপেক্ষা করো যতক্ষণ না আমাদের নিকট সাদাকাহ আসে, তখন আমরা তোমাকে তা প্রদানের নির্দেশ দেব।” অতঃপর তিনি বললেন: “হে কাবিসা! নিশ্চয়ই তিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো জন্য যাপ্ণ করা (সাহায্য চাওয়া) বৈধ নয়: (১) সেই ব্যক্তি যে আর্থিক জামিনদারির দায় গ্রহণ করেছে; তার জন্য প্রার্থনা করা বৈধ যতক্ষণ না সে তা পরিশোধ করতে সক্ষম হয়, অতঃপর সে বিরত থাকবে। (২) সেই ব্যক্তি যার সম্পদ কোনো দুর্যোগে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে; তার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা বৈধ যতক্ষণ না সে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সংস্থান বা পাথেয় লাভ করে। (৩) সেই ব্যক্তি যে চরম অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, এমনকি তার সম্প্রদায়ের তিনজন বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞ ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক ব্যক্তি অভাবের শিকার হয়েছে; তবে তার জন্য জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সংস্থান লাভ করা পর্যন্ত সাহায্য চাওয়া বৈধ। হে কাবিসা! এই তিন ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য সকল প্রার্থনা বা যাপ্ণ হলো হারাম (সুইত), যা যাপ্ণকারী হারাম সম্পদ হিসেবেই ভক্ষণ করে।” (মুসলিম)।

১৬/৫৩৭- আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী (সা.) ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তি মিসকীন নয় যে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় এবং এক-দুই লোকমা খাবার বা এক-দুটি খেজুর তাকে ফিরিয়ে দেয়; বরং প্রকৃত মিসকীন সেই ব্যক্তি যার অভাব দূর করার মতো সচ্ছলতা নেই, অথচ কেউ তার অবস্থা আঁচ করতে পারে না যে তাকে সাদাকাহ দিবে, আর সে নিজেও মানুষের নিকট দাঁড়িয়ে কিছু প্রার্থনা করে না।” (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

(ص: 392) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث في بيان الوعيد لمن سأل الناس أموالهم بغير ضرورة. ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من سأل الناس أموالهم تكثراً، فإنما يسأل جبراً فليستقل أو ليستكثر))، يعني من سأل الناس أموالهم ليكثر بها ماله، فإنما يسأل جبراً فليستقل أو ليستكثر، إن استكثر زاد الجبر عليه، وإن استقل قلَّ الجبر عليه، وإن ترك سلم من الجبر ففي هذا دليلٌ على أن سؤال الناس بلا حاجة من كبائر الذنوب.

ثم ذكر أحاديث منها أن من أنزل حاجته بالناس، وفاقتة بالناس فإنها لا تقضى حاجته؛ لأن من تعلق شيئاً وُكِّل إليه، ومن وكل إلى الناس أمره، فإنه خائب لا تقضى حاجته، ويستمر دائماً يسأل ولا يشبع، ومن أنزلها بالله عز وجل واعتبد على الله وتوكل عليه، وفعل الأسباب التي أمر بها؛ فإنه يوشك أن تقضى حاجته؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ) (الطلاق: 3).

وذكر حديث قبيصة أنه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حيلة تحملها، فأمره أن يقيم عنده حتى تأتيه الصدقة فيأمر له بها، وذكر صلى الله عليه وسلم أن المسألة لا تحل إلا لواحد من ثلاثة:

رجل تحمل حيلة، يعني التزم ذمته لإصلاح ذات البين، فهذا يعطى وله أن يسأل حتى يصيبها، ثم يمسك ولا يسأل.

ورجل آخر أصابته جائحة اجتاحت ماله، كنارٍ وغرق وعدوٍ وغير ذلك، فيسأل حتى يصيب قواماً من عيش.

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসগুলো কোনো জরুরি প্রয়োজন ছাড়া মানুষের কাছে সম্পদ যাপণ করার পরিণামে কঠোর হুঁশিয়ারি বর্ণনার ক্ষেত্রে। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মানুষের কাছে সম্পদ চায়, সে মূলত আগুনের অঙ্গার প্রার্থনা করছে। এখন সে চাইলে অল্প নিতে পারে অথবা বেশি নিতে পারে।" অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ বাড়ানোর জন্য মানুষের কাছে হাত পাতে, সে মূলত আগুনের অঙ্গারই প্রার্থনা করে; অতএব সে চাইলে তা কম নিতে পারে অথবা বেশি। যদি সে বেশি চায়, তবে তার ওপর আগুনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, আর যদি কম চায় তবে আগুনের পরিমাণ কম হবে। আর যদি সে তা বর্জন করে, তবে সে আগুন থেকে মুক্তি পাবে। এতে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, প্রয়োজন ছাড়া মানুষের কাছে হাত পাতা কবিরী গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

এরপর তিনি আরও কিছু হাদিস উল্লেখ করেছেন যেখানে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তার অভাব ও প্রয়োজন মানুষের ওপর সোপর্দ করে, তার প্রয়োজন মেটানো হয় না। কারণ, যে ব্যক্তি কোনো কিছুর ওপর নির্ভর করে, তাকে সেই জিনিসের ওপরই সোপর্দ করা হয়। আর যার বিষয়াদি মানুষের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়, সে ব্যর্থ হয় এবং তার প্রয়োজন পূরণ হয় না; সে সর্বদা যাপণ করতেই থাকে কিন্তু কখনও তৃপ্ত হয় না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তার অভাবের কথা মহান আল্লাহর নিকট পেশ করে, তাঁর ওপর ভরসা ও তাওয়াক্কুল করে এবং নির্দেশিত উপায়সমূহ অবলম্বন করে, শীঘ্রই তার অভাব দূর করা হয়। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া

তাআলা ইরশাদ করেন: "আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে, তবে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেন।" (আত-তালাক: ৩)।

তিনি কবিসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে একটি আর্থিক দায়বদ্ধতা (হামালাহ) পরিশোধের বিষয়ে সাহায্য চাইতে এসেছিলেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে তাঁর কাছে অবস্থান করার নির্দেশ দিলেন যাতে তাঁর কাছে সদকার মাল আসলে তিনি তা তাকে দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও উল্লেখ করেছেন যে, তিন শ্রেণীর ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও জন্য সাহায্য চাওয়া বৈধ নয়:

এক. এমন ব্যক্তি যে দুই পক্ষের বিবাদ মীমাংসার জন্য কোনো আর্থিক দায়বদ্ধতা গ্রহণ করেছে। তাকে (যাকাত বা সদকা থেকে) প্রদান করা হবে এবং তার জন্য সাহায্য চাওয়া জায়েয যতক্ষণ না সে কাক্ষিত পরিমাণ লাভ করে। এরপর সে বিরত থাকবে এবং আর চাইবে না।

দুই. এমন ব্যক্তি যার সম্পদ কোনো বিপদের কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে—যেমন আগুন লাগা, ডুবে যাওয়া, শত্রুর আক্রমণ বা অনুরূপ কিছু। সে ব্যক্তি জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সংস্থান না হওয়া পর্যন্ত সাহায্য চাইতে পারে।

(ص: 393) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

والثالث: رجلٌ كان غنياً فافتقر بدون سبب ظاهر، وبدون جائحة معلومة، فهذا له أن يسأل، لكن لا يعطى حتى يشهد ثلاثة من أهل العقول من قومه بأنه أصابته فاقة، فيعطى بقدر ما أصابه من الفقر.

فهؤلاء الثلاثة هم الذين تحل لهم المسألة وما سوى ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((فما سواهن من المسألة يا قبيصة، سحت يأكلها صاحبها سحتاً)).

والسحت هو الحرام وسمي سحتاً؛ لأنه يسحت بركة المال، وربما يسحت المال كله، فيكون عليه آفات وغرامات تسحت ماله من أصله والله البوفق.

তৃতীয় ব্যক্তি হলো এমন এক ব্যক্তি যে ধনী ছিল কিন্তু কোনো প্রকাশ্য কারণ বা জানা কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়াই অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছে; এমন ব্যক্তির জন্য যাত্রা করা বৈধ। তবে তার সম্প্রদায়ের অন্তত তিনজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যখন সাক্ষ্য দেবেন যে সে সত্যিই চরম দারিদ্র্যের শিকার হয়েছে, তখন তাকে তার দারিদ্র্য দূর করার প্রয়োজনীয় পরিমাণ দান করা হবে।

এই তিন প্রকার ব্যক্তিই কেবল যাত্রা বা সাহায্য প্রার্থনা করার অধিকার রাখেন। এছাড়া অন্য যেকোনো যাত্রা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: “হে কাবীসাহ! এই তিন ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য যেকোনো যাত্রা হলো ‘সুহ্ত’ বা অবৈধ সম্পদ, যা তার ভক্ষণকারী হারাম হিসেবেই ভক্ষণ করে।”

আর ‘সুহ্ত’ হলো হারাম বা নিষিদ্ধ বস্তু। একে ‘সুহ্ত’ বলা হয় কারণ এটি সম্পদের বরকত নষ্ট করে দেয় এবং কখনো কখনো তা সম্পূর্ণ সম্পদকেই ধ্বংস করে ফেলে। ফলে তার ওপর এমন সব আপদ-বিপদ ও জরিমানা বা দণ্ড আরোপিত হয় যা তার মূল সম্পদকে সমূলে বিনাশ করে দেয়। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

(ص: 394) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

58- باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطع إليه

538/1- عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر، عن عمر رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعطيني العطاء، فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني فقال: ((خذ؛ إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مُشرف ولا

سائل، فخذته فتموله، فإن شئت كله، وإن شئت تصدق به، وما لا، فلا تتبعه نفسك))

قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحداً شيئاً، ولا يرد شيئاً أعطيه. متفق عليه.
"مُتَشَرِّفٌ" بالشين المعجمة: أي: متطلع إليه.

৫৮- অনুচ্ছেদ: যাচনা বা প্রত্যাশা ব্যতীত (প্রদত্ত বস্তু) গ্রহণ করার বৈধতা

১/৫৩৮- সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে, তিনি উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে দান করতেন। তখন আমি বলতাম: "এটি তাকে দান করুন, যে আমার চেয়ে এর বেশি মুখাপেক্ষী।" তিনি বললেন: "এটি গ্রহণ করো; যখন এই সম্পদ থেকে তোমার নিকট এমন কিছু আসে যার প্রতি তুমি লালায়িত ছিলে না এবং যাচনাও করোনি, তবে তা গ্রহণ করো এবং তাকে নিজের সম্পদে পরিণত করো। অতঃপর ইচ্ছা করলে তা নিজে ভোগ করো, আর চাইলে তা সদকা করে দাও। আর যা এভাবে আসবে না, তার পেছনে নিজের নফস বা মনকে ছুটিয়ে দিও না।"

সালেম বলেন: ফলে আবদুল্লাহ (ইবনে উমর) কারো নিকট কিছু যাচনা করতেন না এবং তাকে যা দেওয়া হতো তাও প্রত্যাখ্যান করতেন না। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

"মুতাশাররিফ" (শীন বর্ণযোগে): অর্থাৎ কোনো জিনিসের প্রতি তাকিয়ে থাকা বা প্রত্যাশা করা।

(ص: 395) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

59- باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء

قال الله تعالى: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) (الجمعة: 10)

539/1- عن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل، فيأتي يحزمة من حطب على ظهره فيبيعها، فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس، اعطوه أو منعه)) رواه البخاري.

540/2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، خير له من أن يسأل أحداً، فليعطيه أو يمنعه)) متفق عليه.

541/3- وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده)) رواه البخاري.

542/4- وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كان زكريا عليه السلام نجاراً)) رواه مسلم.

৫৯- নিজ হাতের উপার্জিত আহার গ্রহণ এবং যাচনা ও পরমুখাপেক্ষিতা থেকে আত্মমর্যাদা রক্ষার উৎসাহদান সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: (অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হবে, তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করো) (আল-জুমুআ: ১০)

১/৫৩৯- আবু আবদুল্লাহ যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের কেউ তার কিছু দড়ি নিয়ে পাহাড়ে গমন করুক, অতঃপর পিঠে করে কাঠের বোঝা বয়ে এনে তা বিক্রয় করুক, যার মাধ্যমে আল্লাহ তার মর্যাদাকে রক্ষা করেন—তা মানুষের কাছে হাত পাতার চেয়ে অনেক উত্তম; তারা তাকে দান করুক কিংবা না করুক।" ইমাম বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন।

২/৫৪০- আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের কারো পিঠে কাঠের বোঝা বহন করা কোনো ব্যক্তির কাছে হাত পাতার চেয়ে উত্তম; সে তাকে দান করুক কিংবা বিমুখ করুক।" (বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সর্বসম্মত)।

৩/৫৪১- তাঁর থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "দাউদ আলাইহিস সালাম কেবল তাঁর নিজ হাতের উপার্জন থেকেই আহার করতেন।" ইমাম বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন।

৪/৫৪২- তাঁর থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যারিয়া আলাইহিস সালাম একজন কাঠমিস্ত্রি ছিলেন।" ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

(ص: 396) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

543/5- وعن البِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطْ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِيهِ، وَإِنْ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

[الشَّرْحُ]

قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: بَابُ قَبُولِ الْإِنْسَانِ مَا يُعْطَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ تَطَلُّعٌ إِلَيْهِ، وَهَذَا مَعْنَى التَّرْجِمَةِ.

يعني أن الإنسان لا ينبغي له أن يعلق نفسه بالمال فيتطلع إليه أو يسأل، لأن ذلك يؤدي إلى ألا يكون له هم الدنيا، والإنسان إنما خلق في الدنيا من أجل الآخرة، قال

সুতরাং মানুষের জন্য সমীচীন নয় যে সে নিজেকে সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত করবে এবং তা নিয়ে অতি চিন্তিত হবে। যদি পরিশ্রম, যাক্ষণ কিংবা মনের লালসা ছাড়াই তার কাছে কিছু আসে, তবে সে তা গ্রহণ করবে; অন্যথায় নয়।

অতঃপর তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে কোনো দান প্রদান করলে তিনি বলতেন: "এটি এমন কাউকে দিন যে আমার চেয়ে বেশি অভাবী।" তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বলতেন: "এটি গ্রহণ করো। যখন তোমার নিকট এই সম্পদ থেকে কিছু আসে এমতাবস্থায় যে তুমি তার প্রতি লালায়িত ছিলে না এবং যাক্ষণও করোনি, তখন তা গ্রহণ করো। এরপর তা নিজের মালিকানাধীন করো; চাইলে তা ভক্ষণ করো আর চাইলে দান করে দাও। আর যা এভাবে আসবে না, তার পেছনে নিজের মনকে ছুটিও না।"

ফলে ইবনে উমর (রা.) কারো কাছে কিছু চাইতেন না, আর যখন তাঁর নিকট কোনো কিছু আসত...

(ص: 397) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

غير سؤال قبله، وهذا غاية ما يكون من الأدب، إلا تذلل نفسك بالسؤال، ولا تستشرف للمال وتعلق قلبك به.

وإذا أعطاك أحد شيئاً فأقبله؛ لأن رد العطية والهدية قد يحمل من أعطاك على كراهيتك فيقول: هذا الرجل استكبر، هذا الرجل عنده غطرسة، وما أشبه ذلك. فالذي ينبغي أن من يعطيك تقبل منه ولكن لا تسأل، إلا إذا كان الإنسان يخشى ممن أعطاه أن يمين به عليه في المستقبل فيقول: أنا أعطيتك، أنا فعلت معك كذا وكذا وما أشبه ذلك، فهنا يرد؛ لأنه إذا خشي أن يقطع المعطي رقبتة بالمنة عليه في المستقبل؛ فليحرم نفسه من هذا.

ثم ذكر المؤلف أنه ينبغي للإنسان أن يأكل من عمل يده ويتعفف عن السؤال، وأن يكتسب ويتجر؛ لقول الله تعالى: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا) (المك: 15) إِي فِي أَنْحَائِهَا: (وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ) إِي ابْتَغُوا الرِّزْقَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عز وجل.

وقال الله تعالى: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (الجمعة: 10) فقال: انتشروا في الأرض، وابتغوا من فضل الله.

ولكن لا ينسينك ابتغاؤك من فضل الله ذكر ربك، ولهذا قال: (وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)
ثم ذكر رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري، أن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يديه، وكان داود يصنع الدروع كما قال الله تعالى

পূর্বপ্রার্থনা ব্যতীত যা প্রাপ্ত হয়, আর এটি শিষ্টাচারের সর্বোচ্চ পর্যায় যে, আপনি যাঞ্চার মাধ্যমে নিজেকে লাঞ্ছিত করবেন না এবং সম্পদের প্রতি লালায়িত হয়ে তাতে অন্তর নিবদ্ধ করবেন না।

যদি কেউ আপনাকে কিছু প্রদান করে, তবে তা গ্রহণ করুন; কেননা দান বা উপহার প্রত্যাখ্যান করা দাতার মনে আপনার প্রতি ঘৃণার উদ্বেক করতে পারে। তখন সে বলতে পারে: এই ব্যক্তি অহংকারী হয়ে গেছে, এই ব্যক্তির মাঝে ঔদ্ধত্য রয়েছে, ইত্যাদি।

সুতরাং নিয়ম হলো, কেউ কিছু দিলে তা গ্রহণ করা কিন্তু নিজে না চাওয়া। তবে যদি কারো এ আশঙ্কা থাকে যে দাতা ভবিষ্যতে দানের খোঁটা দিয়ে তাকে লজ্জিত করবে এবং বলবে: আমি তোমাকে দিয়েছিলাম, আমি তোমার জন্য অমুক অমুক কাজ করেছি ইত্যাদি—এমতাবস্থায় তা প্রত্যাখ্যান করবে। কেননা যদি সে আশঙ্কা করে যে দাতা ভবিষ্যতে অনুগ্রহের খোঁটা দেওয়ার মাধ্যমে তার মর্যাদাহানি করবে, তবে তার উচিত নিজেকে এ থেকে রক্ষা করা।

অতঃপর গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন যে, মানুষের উচিত নিজ হস্তের উপার্জন থেকে আহার করা, যাঞ্চা করা থেকে বিরত থাকা এবং জীবিকা অন্বেষণ ও ব্যবসা করা। কেননা মহান আল্লাহ

তাআলা বলেছেন: (তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে অনুগত করে দিয়েছেন, সুতরাং তোমরা তার দিগন্তসমূহে বিচরণ করো) (সুরা আল-মুলক: ১৫)। অর্থাৎ এর চারদিকে। (এবং তাঁর রিযিক থেকে ভক্ষণ করো) অর্থাৎ মহান আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে রিযিক তালাশ করো।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন: (অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হবে, তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো) (সুরা আল-জুমুআ: ১০)। তিনি বলেছেন: তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো।

তবে আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ যেন আপনাকে আপনার রবের স্মরণ থেকে বিমুখ না করে। এজন্যই তিনি বলেছেন: (এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো)।

অতঃপর তিনি (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) সহীহ বুখারীতে প্রমাণিত একটি বিষয় উল্লেখ করেছেন যে, দাউদ আলাইহিস সালাম নিজ হস্তের উপার্জন থেকে আহার করতেন। আর দাউদ আলাইহিস সালাম বর্ম তৈরি করতেন যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

(ص: 398) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

(وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُخْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ) (الانبیاء: 80) ، فكان حداداً.

أما ذكرياً فكان نجاراً يعمل وينشر ويأخذ الأجرة على ذلك.
وهذا يدل على أن العمل والمهنة ليست نقصاً؛ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يمارسونها، ولا شك أن هذا خيرٌ من سؤال الناس، حتى أن الرسول عليه الصلاة

والسلام قال: ((لأن يأخذ أحدكم حزمة من حطب على ظهره فيبيعها)) يعني ويأخذ ما كسب منها: ((خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه)).
ولا شك أن هذا هو الخلق النبيل؛ إلا يخضع الإنسان لأحد، ولا يذل له، بل يأكل من كسب يده، من تجارته أو صناعته أو حرثه. قال تعالى: (وَأَخْرُوجُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) (المزمل: 20) ولا يسأل الناس شيئاً، والله الموفق.

"আর আমি তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিল্প শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা তোমাদের যুদ্ধে রক্ষা করে; তবে কি তোমরা কৃতজ্ঞ হবে?" (আল-আম্বিয়া: ৮০)। আর তিনি একজন কর্মকার ছিলেন।

পক্ষান্তরে জাকারিয়া (আলাইহিস সালাম) ছিলেন একজন সূত্রধর; তিনি কাজ করতেন, কাঠ চিরতেন এবং তার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিতেন।

এটি প্রমাণ করে যে, কর্ম ও পেশা কোনো দ্রুতি বা অমর্যাদার বিষয় নয়; কেননা নবীগণ (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম) তা সম্পাদন করতেন। নিঃসন্দেহে এটি মানুষের নিকট হাত পাতার চেয়ে বহুগুণ শ্রেয়। এমনকি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের কেউ তার পিঠে কাঠের বোঝা বহন করে নিয়ে গিয়ে তা বিক্রি করা"—অর্থাৎ যা সে তা থেকে উপার্জন করবে তা গ্রহণ করা—"মানুষের কাছে চাওয়ার চেয়ে উত্তম; চাই তারা তাকে কিছু দান করুক কিংবা না করুক।"

নিঃসন্দেহে এটিই হলো উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য; মানুষ যেন কারো মুখাপেক্ষী না হয় এবং কারো কাছে হীন না হয়, বরং নিজ হস্তার্জিত রিযিক ভক্ষণ করে—চাই তা ব্যবসা, শিল্প কিংবা কৃষি কাজ থেকে হোক। মহান আল্লাহ বলেন: "এবং অন্যেরা আল্লাহর অনুগ্রহ অশ্বেষণে পৃথিবীতে বিচরণ করে" (আল-মুজ্জামিল: ২০)। আর সে মানুষের নিকট কিছুই প্রার্থনা করবে না। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

60- باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى

قال الله تعالى: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ) (سبأ: 39) .
قال تعالى: (وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ) (البقرة: 272) .
وقال تعالى: (وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ) (البقرة: 273) .
544/1- وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً، فسلطه علىهلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة، فهو يقضي بها ويعلمها)) متفق عليه.
545/2- وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أَيُّكُمْ مَالٌ وَارِثُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ. قَالَ: ((فَإِنْ مَالُهُ مَا قَدِمَ وَمَالٌ وَارِثُهُ مَا آخَرَ)) رواه البخاري.
546/3- وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اتقوا))

৬০- অনুচ্ছেদ: মহান আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে দান-শীলতা, বদান্যতা ও সৎপথে ব্যয় করা

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, তিনি তার প্রতিদান দান করেন।” (সূরা সাবা: ৩৯)।

মহান আল্লাহ বলেন: “তোমরা যে উত্তম বস্তু ব্যয় করো, তা তোমাদের নিজেদের জন্যই। আর তোমরা তো কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই ব্যয় করে থাকো। তোমরা যে উত্তম বস্তু ব্যয় করো, তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না।” (সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৭২)।

মহান আল্লাহ আরও বলেন: “তোমরা যে কোনো উত্তম বস্তু ব্যয় করো না কেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।” (সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৭৩)।

১/৫৪৪- ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “কেবল দুটি বিষয়েই ঈর্ষা করা যায়: সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তাকে তা সত্য ও ন্যায়ের পথে ব্যয় করার পূর্ণ ক্ষমতা দিয়েছেন; আর সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে যাকে আল্লাহ প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং সে তদনুযায়ী ফয়সালা করে ও তা শিক্ষা দেয়।” (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

২/৫৪৫- তাঁর (ইবনে মাসউদ) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যার নিকট তার উত্তরাধিকারীর সম্পদ নিজের সম্পদের চেয়ে অধিক প্রিয়?” তাঁরা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার নিকট তার নিজের সম্পদ প্রিয়তম নয়। তিনি বললেন: “নিশ্চয়ই তার প্রকৃত সম্পদ হলো তা যা সে (পরকালের পাথেয় হিসেবে) আগে পাঠিয়েছে, আর যা সে পেছনে রেখে গেছে তা তার উত্তরাধিকারীর সম্পদ।” (বুখারী)।

৩/৫৪৬- আদি ইবনে হাতিম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “তোমরা আত্মরক্ষা করো...”

(ص: 400) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

النار ولو بشق تمرة)) متفق عليه.

547/4- وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط فقال: لا. متفق عليه.

548/5- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: الله اعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً)) متفق عليه.

549/6- وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " قال الله تعالى: ((انفق يا ابن آدم ينفق عليك)) متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحث على إنفاق المال في سبيل الخير مع الثقة بالله عز وجل.

المال الذي أعطاه الله بني آدم، أعطاهم الله إياه فتنة؛ ليبلوهم هل يحسنون التصرف فيه أم لا.

قال الله تعالى: (إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ)

(জাহান্নামের) আগুন থেকে (রক্ষা পাও), যদিও তা একটি খেজুরের টুকরো (সাদাকা করার) মাধ্যমে হয়। (বুখারি ও মুসলিম)।

৪/৫৪৭- জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে কখনো কোনো কিছু চাওয়া হয়নি যার উত্তরে তিনি 'না' বলেছেন। (বুখারি ও মুসলিম)।

৫/৫৪৮- আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "প্রতিদিন সকালে যখন বান্দারা উপনীত হয়, তখন দুইজন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন বলেন: হে আল্লাহ! দানকারীকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন। আর অন্যজন বলেন: হে আল্লাহ! কৃপণ ব্যক্তিকে ধ্বংস ও বিনাশ দিন।" (বুখারি ও মুসলিম)।

৬/৫৪৯- তাঁর (আবু হুরায়রা রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আল্লাহ তাআলা বলেন: হে আদম সন্তান! তুমি ব্যয় করো, তোমার প্রতিও ব্যয় করা হবে।" (বুখারি ও মুসলিম)।

[ব্যাক্য]

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) বলেন: মহান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে কল্যাণের পথে অর্থ ব্যয় করার উৎসাহ প্রদান সংক্রান্ত অধ্যায়।

আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানকে যে সম্পদ দান করেছেন, তা তিনি তাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ দিয়েছেন; যাতে তিনি তাদের যাচাই করতে পারেন যে, তারা কি এর সদ্যবহার করে নাকি করে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন: (তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল এক পরীক্ষা; আর আল্লাহর নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার।)

(ص: 401) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

(التغابن: 15) ، فمن الناس من ينفقه في شهواته المحرمة، وفي لذائذه التي لا تزيده من الله إلا بعداً، فهذا يكون ماله وبالاً عليه والعياذ بالله. ومن الناس من ينفقه ابتغاء وجه الله فيما يقرب إلى الله على حسب شريعة الله، فهذا ماله خيراً له.

ومن الناس من يبذل ماله في غير فائدة، ليس في شيء محرم ولا في شيء مشروع، فهذا ماله ضائع عليه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. وينبغي للإنسان إذا بذل ماله فيما يرضي الله أن يكون واثقاً بوعد الله سبحانه وتعالى حيث قال في كتابه: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) (سبأ: 39) ، (فَهُوَ يُخْلِفُهُ) أي يعطيكم خلفاً عنه. وليس معناه فهو يخلفه، إذ لو كانت فهو يخلفه، لكان معنى الآية: أن الله يكون خليفة، وليس الأمر كذلك، بل فهو يُخْلِفُهُ أي يعطيكم خلفاً عنه.

ومنه الحديث: ((اللهم أجرني في مصيبتى وأخلف لي خيراً منها)) ولا تقل وأخلف لي خيراً منها، بل وأخلف أي أرزقني خلفاً عنها خيراً منها. ولا تقل وأخلف لي خيراً منها، بل وأخلف أي أرزقني خلفاً عنها خيراً منها.

فإن الله عز وجل وعد في كتابه أن ما أنفق الإنسان فإن الله يخلفه عليه، يعطيه خلفاً عنه، وهذا يفسره قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي ساقها المؤلف مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: الله أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر:

(আত-তাগাবুন: ১৫), মানুষের মধ্যে এমন কেউ আছে যে তার সম্পদকে নিষিদ্ধ কুপ্রবৃত্তি এবং এমন সব ভোগবিলাসে ব্যয় করে যা তাকে আল্লাহ থেকে কেবল দূরেই সরিয়ে দেয়। এই ব্যক্তির সম্পদ তার জন্য ধ্বংস ও বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আবার মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং তাঁর শরীয়ত অনুযায়ী তাঁর নৈকট্য লাভের পথে সম্পদ ব্যয় করে; এই সম্পদ তার জন্য প্রভূত কল্যাণের আকর।

মানুষের মধ্যে আরও কেউ এমন আছে যে তার সম্পদ কোনো উপকার ছাড়াই খরচ করে; যা কোনো নিষিদ্ধ কাজও নয় আবার কোনো নেক কাজও নয়। এই ব্যক্তির সম্পদ তার জন্য বিনষ্ট হয়ে যায়, অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পদ অপচয় করতে নিষেধ করেছেন। মানুষ যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে সম্পদ ব্যয় করে, তখন তার উচিত মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতির ওপর পূর্ণ আস্থা রাখা। যেমনটি তিনি তাঁর কিতাবে ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, তিনি তার প্রতিদান দান করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা” (সাবা: ৩৯)। “তিনি তার প্রতিদান দান করেন” এর অর্থ হলো, তিনি তোমাদেরকে এর বদলে অন্য কিছু দান করবেন।

এর অর্থ এমন নয় যে “তিনি স্ফুলাভিষিক্ত হন”; কারণ যদি অর্থ তা-ই হতো, তবে আয়াতের মর্ম দাঁড়াতো যে আল্লাহ কারো উত্তরসূরি হন, অথচ বিষয়টি তেমন নয়। বরং এর অর্থ হলো “তিনি এর বিনিময় প্রদান করেন”, অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে এর বদলে অন্য কিছু দান করেন। এই অর্থেই হাদীসে এসেছে: “হে আল্লাহ, আমার এই বিপদে আমাকে সওয়াব দান করুন এবং আমাকে এর বিনিময়ে এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করুন।” এখানে ‘ওয়াখলুফ’ (স্ফুলাভিষিক্ত হওয়া অর্থে) বলা যাবে না, বরং ‘ওয়া আখলিফ’ বলতে হবে, যার অর্থ হলো: আপনি আমাকে এর বদলে এর চেয়েও উত্তম কিছু রিযিক দান করুন। পুনরায় বলা হচ্ছে, আপনি ‘ওয়াখলুফ’ বলবেন না, বরং ‘ওয়া আখলিফ’ বলবেন, অর্থাৎ আপনি আমাকে এর বিনিময়ে এর চেয়েও উত্তম রিযিক দান করুন।

আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাঁর কিতাবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, মানুষ যা কিছু ব্যয় করে আল্লাহ তার বিনিময় দান করেন, তিনি তাকে এর বদলে অন্য কিছু দেন। লেখক যে সকল হাদীস এখানে উপস্থাপন করেছেন তাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীর মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা ফুটে উঠেছে; যেমন তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাণী: “প্রতিদিন সকালে যখন বান্দারা জাগ্রত হয়, তখন দুইজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তাদের একজন বলেন: হে আল্লাহ, দানকারীকে আপনি বিনিময় দান করুন; আর অন্যজন বলেন:

(ص: 402) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الله أعط ميسكاً تلفاً)) يعني أتلف ماله.
والمراد بذلك من يمسك عباً أوجب الله عليه من بذل المال فيه، وليس كل ميسك يُدعى عليه، بل الذي يمسك ماله عن إنفاقه فيما أوجب الله، فهو الذي تدعو عليه الملائكة بأن الله يتلفه ويتلف ماله.
والتلف نوعان: تلف حسي، وتلف معنوي:

1- التلف الحسي: أن يتلف المال نفسه، بأن يأتيه آفة تحرقه أو يُسرق أو ما أشبه ذلك.

2- والتلف المعنوي: أن تنزع بركته، بحيث لا يستفيد الإنسان منه في حسناته، ومنه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لأصحابه: ((أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟)) قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه. فمالك أحب إليك من مال زيد وعمرو وخالد، ولو كان من ورثتك، قال: " فإن ماله ما قدام ماله وارثه ما آخر".

وهذه حكمة عظيمة ممن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فمالك الذي تقدمه لله عز وجل تجده أمامك يوم القيامة، ومال الوارث ما يبقى بعدك من الذي ينتفع به ويأكله هو الوارث، فهو مال وارثك على الحقيقة. فأنفق مالك فيما يرضي الله، وإذا أنفقت؛ فإن الله يخلفه وينفق عليك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك)).

وهذه الأحاديث كلها وكذلك الآيات تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يبذل ماله حسب ما شرع الله عز وجل، كما جاء في الحديث الذي صدر به

"হে আল্লাহ! আপনি কৃপণকে ধ্বংস দান করুন।" অর্থাৎ—তার সম্পদ ধ্বংস করে দিন।

আর এর দ্বারা সেই ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যে আল্লাহ প্রদত্ত আবশ্যিক খাতে সম্পদ ব্যয় করা থেকে বিরত থাকে। প্রত্যেক সম্পদ জমাকারীর বিরুদ্ধেই বদদোয়া করা হয় না, বরং কেবল সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে করা হয় যে আল্লাহর নির্দেশিত আবশ্যকীয় খাতে সম্পদ ব্যয় করা থেকে নিজের সম্পদকে কুক্ষিগত করে রাখে। ফেরেশতারা তার বিরুদ্ধেই এই বদদোয়া করেন যে, আল্লাহ যেন তাকে এবং তার সম্পদকে ধ্বংস করে দেন।

ধ্বংস বা ক্ষয়ক্ষতি দুই প্রকার: দৃশ্যমান ধ্বংস এবং ভাবগত ধ্বংস।

১- দৃশ্যমান ধ্বংস: স্বয়ং সম্পদই বিনষ্ট হয়ে যাওয়া, যেমন—কোনো আপদ বা দুর্যোগে তা পুড়ে যাওয়া, চুরি হওয়া কিংবা এই জাতীয় কিছু ঘটনা।

২- ভাবগত ধ্বংস: সম্পদের বরকত উঠিয়ে নেওয়া, যাতে মানুষ তার পরকালীন পাথেয় বা নেক আমলের ক্ষেত্রে তা থেকে কোনো উপকার লাভ করতে না পারে। এর একটি উদাহরণ হলো যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের নিকট উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যার নিকট তার উত্তরাধিকারীর সম্পদ নিজের সম্পদের চেয়ে অধিক প্রিয়?" তাঁরা আরজ করলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার নিকট নিজের সম্পদ অধিক প্রিয় নয়।"

সুতরাং যাদের, আমার বা খালেদের সম্পদের চেয়ে তোমার নিজস্ব সম্পদই তোমার কাছে অধিক প্রিয়, যদিও তারা তোমার উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "নিশ্চয়ই তার (প্রকৃত) সম্পদ হলো যা সে অগ্রিম পাঠিয়েছে (আল্লাহর পথে ব্যয় করেছে), আর তার উত্তরাধিকারীর সম্পদ হলো যা সে পেছনে রেখে গিয়েছে।"

যাঁকে 'জাওয়ামিউল কালিম' (সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক বাণী) দান করা হয়েছে, তাঁর পক্ষ থেকে এটি এক মহান হিকমত বা প্রজ্ঞা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। সুতরাং তোমার যে সম্পদ তুমি মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অগ্রিম পেশ করেছ, কিয়ামতের দিন তুমি তা তোমার সামনে পাবে। আর উত্তরাধিকারীর সম্পদ হলো যা তোমার মৃত্যুর পর অবশিষ্ট থাকবে এবং যা উত্তরাধিকারী ভোগ করবে ও তা থেকে উপকৃত হবে; সুতরাং তা প্রকৃতপক্ষে তোমার উত্তরাধিকারীরই সম্পদ। অতএব, তোমার সম্পদ সেই সব কাজে ব্যয় করো যাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। আর তুমি যদি ব্যয় করো, তবে আল্লাহ তোমাকে তার বিনিময় দান করবেন এবং তোমার ওপরও ব্যয় করবেন, যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আল্লাহ তাআলা বলেন: হে আদম সন্তান! তুমি ব্যয় করো, আমি তোমার ওপর ব্যয় করব।"

এই সকল হাদীস এবং সেই সাথে আয়াতসমূহ একথাই প্রমাণ করে যে, মানুষের উচিত আল্লাহ তাআলা যেভাবে বিধিবদ্ধ করেছেন সেই অনুযায়ী সম্পদ ব্যয় করা, যেমনটি শুরুতে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

المؤلف هذا الباب؛ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((لا حسد إلا في اثنتين)) يعني لا غبطة، ولا أحد يغبط على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من مال وغيره إلا في اثنتين فقط:

الأولى: رجل أعطاه الله مالاً، فسلطه على هلكته في الحق، صار لا يبذله إلا فيما يرضي الله، هذا يحسد؛ لأنك الآن تجد التجار يختلفون، منهم من ينفق أمواله في سبيل الله، في الخيرات، في أعمال البر، إعانة فقير، بناء مساجد، بناء مدارس، طبع كتب، إعانة على الجهاد، وما أشبه ذلك. فهذا سلط على هلكته في الحق.

ومنهم من يسلطه على هلكته في اللذائذ المحرمة والعياذ بالله، يسافر إلى الخارج فيزني، ويشرب الخمر، ويعلب القمار، ويتلف ماله فيما يغضب الرب عز وجل، فالذي سلطه الله على هلكة ماله في الحق هذا يغبط؛ لأن الغالب أن الذي يستغني يبطر ويرح ويفسق، فإذا روي أن هذا الرجل الذي أعطاه الله المال ينفقه في سبيل الله؛ فهو يغبط.

والثانية: رجل آتاه الله الحكمة يعني العلم، الحكمة هنا العلم كما قال الله تعالى: (وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ) (النساء: 113)، ((فهو يقضي بها ويعلمها الناس)) يقضي بها في نفسه وفي أهله، وفي من تحاكم عنده، ويعلمها الناس أيضاً، ليس يقتصر على أن يأتيه الناس فيقول: إذا جاءوني حكمت وقضيت؛ بل يقضي ويعلم، ويبدأ الناس بذلك، فهذا لا شك أنه مغبوط على ما آتاه الله عز وجل من الحكمة.

লেখক এই অধ্যায়টি উপস্থাপন করেছেন এই মর্মে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "দুটি বিষয় ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে ঈর্ষা নেই।" অর্থাৎ গিবতাহ

(প্রশংসনীয় আকাঙ্ক্ষা)। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কাউকে সম্পদ বা অন্য যা কিছু দান করেছেন, সে জন্য কেবল দুটি ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কারো প্রতি ঈর্ষা করা উচিত নয়:

প্রথমটি: এমন এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, অতঃপর তিনি তাকে সেই সম্পদ সত্যের পথে ব্যয় করার সামর্থ্য দিয়েছেন। ফলে সে আল্লাহর সন্তুষ্টির ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোথাও তা ব্যয় করে না। এমন ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা করা যায়; কারণ বর্তমানে আপনি ব্যবসায়ীদের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাবেন—তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর পথে, কল্যাণকর কাজে এবং পুণ্যময় কর্মে নিজ সম্পদ ব্যয় করেন

, যেমন দরিদ্রকে সাহায্য করা, মসজিদ নির্মাণ, মাদরাসা নির্মাণ, কিতাব ছাপানো, জিহাদে সহযোগিতা করা এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজ। অতএব, এই ব্যক্তিকে সত্যের পথে সম্পদ বিলিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য দেওয়া হয়েছে।

আবার তাদের মধ্যে এমনও কেউ আছে যাকে (পরীক্ষাস্বরূপ) নিষিদ্ধ ভোগবিলাসে সম্পদ ব্যয়ের সুযোগ দেওয়া হয়েছে—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—সে বিদেশে পাড়ি জমিয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, মদ্যপান করে, জুয়া খেলে এবং মহান রবের ক্রোধ উদ্বেককারী কাজে নিজের সম্পদ বিনষ্ট করে। পক্ষান্তরে, যাকে আল্লাহ সত্যের পথে সম্পদ ব্যয়ের সামর্থ্য দিয়েছেন, সে-ই প্রশংসনীয় ঈর্ষার যোগ্য; কারণ সাধারণত দেখা যায় যে, মানুষ যখন অটেল সম্পদের অধিকারী হয়, তখন সে অহংকারী, মদমত্ত ও পাপাচারী হয়ে ওঠে। সুতরাং যখন দেখা যায় যে, আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ এই ব্যক্তি আল্লাহর পথেই ব্যয় করছে, তখন সে ঈর্ষার পাত্র হয়।

আর দ্বিতীয়টি: এমন এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ হিকমত বা প্রজ্ঞা দান করেছেন, অর্থাৎ ইলম (জ্ঞান)। এখানে হিকমত অর্থ হলো ইলম, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (আর আল্লাহ আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমত অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে তা শিক্ষা দিয়েছেন যা আপনি জানতেন না) (আন-নিসা: ১১৩)। "অতঃপর তিনি এর দ্বারা ফয়সালা করেন এবং মানুষকে তা শিক্ষা দেন।" অর্থাৎ তিনি নিজের ক্ষেত্রে, নিজের পরিবারের ক্ষেত্রে এবং যারা তার কাছে বিচারপ্রার্থী হয় তাদের ক্ষেত্রে এর মাধ্যমে ফয়সালা প্রদান করেন। পাশাপাশি তিনি মানুষকে তা শিক্ষাও দেন। তিনি কেবল মানুষের আগমনের অপেক্ষায় সীমাবদ্ধ থাকেন না যে, 'মানুষ আমার কাছে আসলে আমি ফয়সালা ও বিচার করব'; বরং তিনি বিচার করেন, শিক্ষা

দেন এবং নিজে থেকেই মানুষের মাঝে তা প্রচার শুরু করেন। নিঃসন্দেহে এমন ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত এই হিকমতের কারণে প্রশংসনীয় ঈর্ষার যোগ্য।

(ص: 404) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

والناس في الحكمة ينقسمون إلى أقسام:

قسم آتاه الله الحكمة فبخل بها حتى على نفسه، لم ينتفع بها في نفسه، ولم يعمل بطاعة الله، ولم ينته عن معصية الله، فهذا خاسر والعياذ بالله، وهذا يشبه اليهود الذين علموا الحق واستكبروا عنه.

وقسم آخر أعطاه الله الحكمة فعمل بها في نفسه، لكن لم ينتفع بها عباد الله، وهذا خيرٌ من الذي قبله، لكنه ناقص.

وقسم آخر أعطاه الله الحكمة فقضي بها وعمل بها في نفسه وعليها الناس، فهذا خير الأقسام.

وهناك قسم رابع لم يوت الحكمة إطلاقاً فهو جاهل، وهذا حُرْم خيراً كثيراً، لكنه أحسن حالاً ممن أوتي الحكمة ولم يعمل بها؛ لأن هذا يُرجى إذا علم أن يتعلم ويعمل، بخلاف الذي أعطاه الله العلم، وكان عمله وبالأعلى عليه والعياذ بالله نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحكمة والعلم النافع والعمل الصالح.

553/1- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئاً إلا أعطاه، ولقد جاءه رجلٌ، فأعطاه غنماً بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمداً يعطي عطاءً من لا يخشى الفقر، وإن كان

الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم.

প্রজ্ঞা বা হিকমতের বিষয়ে মানুষ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত:

এক প্রকার হলো এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ প্রজ্ঞা দান করেছেন, কিন্তু সে তা নিয়ে কার্পণ্য করেছে, এমনকি নিজের ক্ষেত্রেও। সে নিজে এর দ্বারা উপকৃত হয়নি, আল্লাহর আনুগত্যের কাজ করেনি এবং আল্লাহর অবাধ্যতা থেকেও বিরত থাকেনি। এই ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত, আমরা এ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। এই ব্যক্তি সেই সব ইয়াহুদীদের সদৃশ যারা সত্য জেনেও তা থেকে অহংকারবশত মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

অন্য এক প্রকার হলো এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং সে নিজে সে অনুযায়ী আমল করেছে, কিন্তু আল্লাহর বান্দাদের সেটির মাধ্যমে কোনো উপকার করেনি। এই ব্যক্তি পূর্বোক্ত ব্যক্তির চেয়ে উত্তম, তবে সে ত্রুটিপূর্ণ।

আর অপর এক প্রকার হলো এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ প্রজ্ঞা দান করেছেন, যার মাধ্যমে সে ফয়সালা করে, নিজের জীবনেও তা বাস্তবায়ন করে এবং মানুষকেও তা শিক্ষা দেয়। এটিই হলো সর্বোত্তম শ্রেণি।

চতুর্থ আরেকটি শ্রেণি রয়েছে যাদের মোটেও প্রজ্ঞা দেওয়া হয়নি, ফলে সে মূর্খ। এই ব্যক্তি প্রভূত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তবে তার অবস্থা সেই ব্যক্তির চেয়ে ভালো যাকে প্রজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল অথচ সে অনুযায়ী আমল করেনি। কেননা এর ক্ষেত্রে আশা করা যায় যে, সে যখন সত্য জানতে পারবে তখন শিখবে এবং আমল করবে। পক্ষান্তরে যার জ্ঞান তার নিজের জন্যই আপদ বা শাস্তির কারণ হয়েছে তার অবস্থা ভিন্ন, আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের প্রজ্ঞা, উপকারী ইলম ও নেক আমল দান করেন।

১/৫৫৩- আনাস ইবনে মালিক (রাডিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: ইসলামের খাতিরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে যা-ই চাওয়া হতো, তিনি তা-ই দান করতেন। একদা তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এল, তখন তিনি তাকে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকা পূর্ণ ছাগল দান করলেন। অতঃপর সেই ব্যক্তি নিজ সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গিয়ে

বলল: ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো; কারণ মুহাম্মদ এমনভাবে দান করেন যে তিনি দারিদ্র্যের ভয় করেন না।’ কোনো ব্যক্তি হয়তো শুরুতে কেবল দুনিয়ার উদ্দেশ্যেই ইসলাম গ্রহণ করত, কিন্তু স্বল্প সময়ের ব্যবধানেই ইসলাম তার নিকট দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছুর চেয়েও অধিক প্রিয় হয়ে উঠত। (মুসলিম)।

(ص: 405) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

556/13- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل) رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً على الإسلام إلا أعطاه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس، وكان يبذل أمواله فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم إذا سأل شخص على الإسلام يعني على التأليف على الإسلام والرغبة فيه إلا أعطاه، مهما كان هذا الشيء، حتى إنه سأل أعرابي فأعطاه غنماً بين جبلين، بين جبلين معناه: أنها غنم كثيرة؛ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه لما يرجوا من الخير لهذا الرجل ولمن وراه. ولذلك ذهب هذا الرجل إلى قومه فقال: ((يا قوم أسلبوا، فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر))، عليه الصلاة والسلام، يعني: يعطي عطاءً جزيلاً، عطاء من لا

يخشى الفقر، فأنظر إلى هذا العطاء كيف أثر في هذا الرجل هذا التأثير العظيم، حتى أصبح داعية إلى الإسلام.

وهو إنما سأل طمعاً كغيره من الأعراب، فالأعراب أهل طمع، يحبون المال ويسألونه، ولكنه لما أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا العطاء الجزيل صار داعية إلى الإسلام، فقال: ((يا قوم أسلموا)) ولم يقل

১৩/৫৫৬- আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "দান সম্পদে কোনো ঘাটতি সৃষ্টি করে না; আর ক্ষমা করার কারণে আল্লাহ বান্দার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি ভিন্ন অন্য কিছু করেন না এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্ভৃষ্টির নিমিত্তে বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে উচ্চাসনে আসীন করেন।" (মুসলিম)।

[ব্যখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইসলামের স্বার্থে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে যা-ই চাওয়া হতো, তিনি তা-ই দান করতেন। কারণ তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দানশীল এবং তিনি আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথে অকাতরে সম্পদ ব্যয় করতেন।

এরই প্রেক্ষিতে, যদি কোনো ব্যক্তি ইসলামের প্রতি তার হৃদয় জয়ের লক্ষ্যে কিংবা এর প্রতি অনুরাগী হওয়ার জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে কিছু প্রার্থনা করত, তবে তিনি তাকে তা প্রদান করতেন, চাই তা যা-ই হোক না কেন। এমনকি একবার জনৈক মরুচারী বেদুইন তাঁর নিকট কিছু প্রার্থনা করলে তিনি তাকে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণকারী বিপুল সংখ্যক বকরি দান করেছিলেন। 'দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী' বলার অর্থ হলো এটি এক বিশাল সংখ্যক বকরির পাল ছিল; কিন্তু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই আশায় তাকে তা দান করেছিলেন যে, এই লোকটির এবং তার পশ্চাতে থাকা মানুষদের জন্য এতে কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

ফলে ওই লোকটি তার স্বগোত্রের কাছে ফিরে গিয়ে বলল: "হে আমার কওম! তোমরা ইসলাম কবুল করো, কেননা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমনভাবে দান করেন যে, তিনি

দারিদ্র্যের কোনো ভয় করেন না।" অর্থাৎ তিনি অত্যন্ত প্রাচুর্যের সাথে এবং উদারভাবে দান করেন। লক্ষ্য করুন, এই উপহারটি সেই ব্যক্তির ওপর কতটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল যে, শেষ পর্যন্ত সে ইসলামের একজন আহ্বায়কে পরিণত হয়েছিল।

অন্যান্য বেদুইনদের মতো সেও হয়তো পার্থিব লোভ থেকেই প্রার্থনা করেছিল, কারণ মরুবাসীরা সাধারণত দুনিয়ালোভী হয়, তারা সম্পদ ভালোবাসে এবং মানুষের কাছে চায়। কিন্তু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তাকে এই অটেল দান করলেন, তখন সে ইসলামের একনিষ্ঠ আহ্বায়কে রূপান্তরিত হলো। এরপর সে বলল: "হে আমার জাতি! তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো," কিন্তু সে এ কথা বলেনি...

(ম: 406) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

أَسْلَمُوا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَتَنْجُوا مِنَ النَّارِ، بَلْ قَالَ: ((أَسْلَمُوا؛ فَإِنْ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يَخْشَى الْفَقْرَ)) يَعْنِي سَيُعْطِيكُمْ وَيَكْثُرُ. وَلَكِنْهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا مِنْ أَجْلِ الْمَالِ، فَإِنَّهُمْ لَا يَلْبَثُونَ يَسِيرًا إِلَّا وَقَدْ صَارَ الْإِسْلَامُ أَحَبَّ شَيْءٍ إِلَيْهِمْ، أَحَبَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلِهَذَا كَانَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُعْطِي الرَّجُلَ تَأْلِيفًا لَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، يُعْطِيهِ حَتَّى يَسْلَمَ لِلْمَالِ؛ لَكِنَّهُ لَا يَلْبَثُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى يَكُونَ الْإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَأَمْثَالِهِ: أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَبْتَغِدَ عَنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَعَنْ أَهْلِ الْفُسُوقِ، وَأَنْ نَدْعَهُمَ لِلشَّيَاطِينِ تَلْعَبَ بِهِمْ؛ بَلْ نُوَلِّفَهُمْ، وَنَجْذِبَهُمْ إِلَيْنَا بِالْمَالِ وَالْدِّينِ وَحَسَنِ الْخَلْقِ حَتَّى يَأْلَفُوا الْإِسْلَامَ، فَهَذَا هُوَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُعْطِي الْكُفَّارَ، يُعْطِيهِمْ حَتَّى مِنَ الْفِيءِ.

بل إن الله جعل لهم حظاً من الزكاة، نعطيههم لنؤلفهم على الإسلام، حتى يدخلوا في دين الله، والإنسان قد يسلم للدنيا، ولكن إذا ذاق طعم الإسلام رغب فيه، فصار أحب شيء إليه.

قال بعض أهل العلم: طلبنا العلم لغير الله؛ فأبى أن يكون إلا لله، فالأعمال الصالحة لا بد أن تربى صاحبها على الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام.

وإذا كان هذا دأب الإسلام فيمن يُعطى على الإسلام ويُولف؛ فإنه ينبغي لنا أن ننظر إلى هذا نظرة جدية، فنعطي من كان كافراً إذا وجدنا فيه قرباً من الإسلام، ونهاديه ونحسن له الخلق، فإذا اهتدى فلئن يهدي الله

তারা বলেনি যে, ‘তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো যাতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারো এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাও’, বরং তারা বলেছিল: ‘তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো; কারণ মুহাম্মদ এমনভাবে দান করেন যে তিনি দারিদ্র্যের ভয় করেন না।’ অর্থাৎ তিনি তোমাদের দান করবেন এবং প্রচুর পরিমাণে দেবেন।

কিন্তু যখন তারা সম্পদের লোভে ইসলাম গ্রহণ করে, তখন কিছুকাল অতিবাহিত না হতেই ইসলাম তাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তুতে পরিণত হয়—দুনিয়া ও এর মধ্যবর্তী সবকিছু থেকেও অধিক প্রিয়। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো ব্যক্তিকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য দান করতেন। তিনি তাকে সম্পদ দিতেন যাতে সে সম্পদের কারণে ইসলাম গ্রহণ করে; কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই ইসলাম তার কাছে দুনিয়া ও এর সবকিছুর চেয়েও প্রিয় হয়ে উঠত।

এই হাদিস এবং এর সমজাতীয় বর্ণনাগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কুফুর ও পাপাচারের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের থেকে আমাদের দূরে সরে থাকা এবং শয়তানের প্ররোচনায় তাদের ধ্বংস হতে দেওয়া উচিত নয়। বরং অর্থ-সম্পদ, কোমলতা এবং উত্তম আচরণের মাধ্যমে তাদের অন্তর জয় করা এবং আমাদের দিকে আকৃষ্ট করা উচিত, যাতে তারা ইসলামের প্রতি অনুরক্ত হয়। এই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের দান করতেন, এমনকি ‘ফায়’ (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) থেকেও তাদের দিতেন।

এমনকি আল্লাহ তাআলা জাকাতের মধ্যেও তাদের জন্য একটি অংশ নির্ধারণ করেছেন। আমরা তাদের দান করি ইসলামের প্রতি তাদের অন্তরকে আকৃষ্ট করার জন্য, যাতে তারা আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করে। মানুষ হয়তো পার্থিব লাভের জন্য ইসলাম গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু যখন সে ইসলামের মিষ্টতা আস্বাদন করে, তখন সে এর প্রতি আগ্রহী হয় এবং এটিই তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তুতে পরিণত হয়।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন: ‘আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে ইলম অন্বেষণ করেছিলাম, কিন্তু ইলম আল্লাহর উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কিছু হতে অস্বীকার করল।’ সুতরাং নেক আমল বা সৎকর্ম অবশ্যই তার সম্পাদনকারীকে মহান আল্লাহর প্রতি ইখলাস এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের ওপর গড়ে তোলে।

যাদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা হচ্ছে এবং অন্তর জয় করা হচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে ইসলামের রীতি যদি এমন হয়ে থাকে, তবে আমাদের এই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত। সুতরাং কোনো কাফেরের মাঝে ইসলামের প্রতি কিছুটা ঘনিষ্ঠতা বা আগ্রহ দেখলে তাকে দান করা, উপহার দেওয়া এবং তার সাথে সুন্দর আচরণ করা উচিত। এরপর সে যদি হিদায়েতপ্রাপ্ত হয়, তবে আল্লাহ যদি হিদায়েত দান করেন...

(ص: 407) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

بك رجلاً واحداً خيراً لك من حمر النعم.
وهكذا أيضاً الفساق هادهم، أنصحهم باللين، وبألتي هي أحسن، ولا تقل: أنا
أبغضهم لله، أبغضهم لله وادعهم إلى الله، بغضك إياهم لله لا يمنعك أن تدعوهم
إلى الله؛ بل ادعهم إلى الله عز وجل وإن كنت تكرههم فلعلهم يوماً من الأيام
يكونون من أحبائك في الله.

ثم ذكر المؤلف الحديث الآخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: " ما نقصت صدقة من مال " يعني الإنسان إذا تصدق؛ فإن الشيطان يقول له: أنت إذا تصدقت نقص مالك، عندك مائة ريال إذا تصدقت بعشرة لم يكن عندك إلا تسعون، إذا نقص المال فلا تتصدق، كلما تصدقت ينقص مالك.

ولكن من لا ينطق عن الهوى يقول: ((إن الصدقة لا تنقص المال، لا تنقصه لهاذا؟)) ، قد تنقصه كمًا، لكنها تزيدها كيفًا وبركة، وربما هذه العشرة يأتي بدلها مائة، كما قال تعالى: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ) (سبأ: 39) ، إني يجعل لكم خلفاً عنه عاجلاً، وأجراً وثواباً آجلاً. قال تعالى: (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ) (البقرة: 261) . والمسلمون اليوم مقبلون على شهر رمضان، وشهر رمضان مقبل عليهم، فهو شهر الجود والكرم، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكرم الناس، وكان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.

(তোমার মাধ্যমে) একজন মানুষকেও হেদায়েত দান করা তোমার জন্য লাল উট লাভ করার চেয়েও উত্তম।

তেমনিভাবে পাপাচারীদের ক্ষেত্রেও বিষয়টি প্রযোজ্য; তাদেরকে হেদায়েতের পথে ডাকুন, নম্রতার সাথে এবং সর্বোত্তম উপায়ে তাদের উপদেশ দিন। বলবেন না যে, "আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের ঘৃণা করি।" বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তাদের ঘৃণা করুন এবং পুনরায় আল্লাহর দিকেই তাদের আহ্বান করুন। তাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আপনার এই ঘৃণা যেন আপনাকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত প্রদান করা থেকে বিরত না রাখে; বরং আপনি তাদের মহান আল্লাহর দিকে আহ্বান করুন—যদিও আপনি তাদের অপছন্দ করেন—কারণ সম্ভবত কোনো একদিন তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতিরে আপনার প্রিয়জনে পরিণত হতে পারে।

এরপর লেখক অন্য একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "সাদাকাহ দানে সম্পদ কমে না।" এর অর্থ হলো, মানুষ যখন দান করে,

তখন শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দেয় যে: "তুমি দান করলে তো তোমার সম্পদ কমে যাবে। তোমার কাছে একশ রিয়াল আছে, সেখান থেকে দশ রিয়াল দান করলে তোমার কাছে মাত্র নব্বই রিয়াল থাকবে। সম্পদ কমে যাচ্ছে, তাই দান করো না; যত দান করবে ততই কমবে।" কিন্তু যিনি প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কথা বলেন না, তিনি বলছেন: "নিশ্চয়ই সাদাকাহ সম্পদ কমায় না।" কেন কমায় না? হয়তো বাহ্যিক পরিমাণে তা কমে, কিন্তু গুণগতভাবে ও বরকতের দিক দিয়ে তা বৃদ্ধি পায়। সম্ভবত এই দশের পরিবর্তে একশ ফিরে আসবে, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: "তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, তিনি তার প্রতিদান দান করেন" (সূরা সাবা: ৩৯)। অর্থাৎ, তিনি তোমাদেরকে দুনিয়াতে এর তাৎক্ষণিক বিনিময় দেবেন এবং পরকালে সওয়াব ও প্রতিদান দান করবেন। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি শস্যবীজের ন্যায়, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করল এবং প্রতিটি শীষে রয়েছে একশটি করে শস্যদানা" (সূরা বাকারা: ২৬১)।

আর বর্তমানে মুসলমানগণ রমজান মাসের দ্বারপ্রান্তে এবং রমজান মাসও তাদের কাছে সমাগত। এটি হলো দানশীলতা ও মহানুভবতার মাস। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আlihি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা এবং সবচেয়ে উদার। রমজান মাসে যখন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতে, তখন তিনি আরও বেশি দানশীল হয়ে যেতেন। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কল্যাণ বিতরণে প্রবহমান বায়ুর চেয়েও অধিক দ্রুত ও দানশীল ছিলেন।

(ص: 408) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الريح البرسلة التي أمرها الله وأرسلها فهي عاصفة سريعة، ومع ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام أسرع بالخير في رمضان من هذه الريح البرسلة، فينبغي لنا إن كانت زكاة فزكاة، وإن كانت تبرعاً فتبرع؛ لأنه شهر الخير والبركة والإنفاق.

ويزيد العامة على قوله صلى الله عليه وسلم: ((ما نقصت صدقة من مال)) يجري على السنة العامة قولهم: ((بل تزده)) وهذه لا صحة لها، فلم تصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: " ما نقصت صدقة من مال".

فالزيادة التي تحصل بدل الصدقة إما كمية وإما كيفية. مثال الكمية: أن الله تعالى يفتح لك باباً من الرزق ما كان في حسابك والكيفية: أن ينزل الله لك البركة فيما بقي من مالك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: " وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً"، إذا جنى عليك أحد وظلمك في مالك، أو في بدنك، أو في أهلك، أو في حق من حقوقك، فإن النفس شحيحة تأبى إلا أن تنتقم منه، وأن تأخذ بحقوقك، وهذا لك. قال تعالى: (فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) (البقرة: 194) وقال تعالى: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) (النحل: 126) ولا يلام الإنسان على ذلك، لكن إذا هم بالعفو وحدث نفسه بالعفو قالت له نفسه الأمانة بالسوء: إن هذا ذل وضعف، كيف تعفو عن شخص

আল্লাহ প্রেরিত সেই প্রবাহিত বায়ু যা তিনি নির্দেশ দেন এবং প্রেরণ করেন, তা অত্যন্ত দ্রুতগামী ঝড়ো হাওয়া হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসে কল্যাণ সাধনের ক্ষেত্রে এই প্রবাহিত বায়ুর চেয়েও অধিকতর দ্রুতগামী ছিলেন। তাই আমাদের উচিত, তা জাকাত হলে জাকাত প্রদান করা আর সাধারণ দান হলে দান করা; কারণ এটি কল্যাণ, বরকত ও ব্যয়ের মাস।

সাধারণ মানুষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী—"দান-সদকা সম্পদ হ্রাস করে না"—এর সাথে অতিরিক্ত অংশ যোগ করে থাকে। তাদের মুখে মুখে এটি প্রচলিত যে, "বরং তা বৃদ্ধি করে।" এর কোনো ভিত্তি নেই এবং এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। বরং তাঁর থেকে যা সহিহভাবে বর্ণিত হয়েছে তা হলো তাঁর এই বাণী: "দান-সদকা সম্পদ হ্রাস করে না।"

সদকার বিনিময়ে যে বৃদ্ধি অর্জিত হয়, তা হয় পরিমাণগত অথবা গুণগত।

পরিমাণগত বৃদ্ধির উদাহরণ হলো: আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য জীবিকার এমন কোনো পথ খুলে দেবেন যা আপনার কল্পনায় ছিল না।

আর গুণগত বৃদ্ধি হলো: আল্লাহ আপনার অবশিষ্ট সম্পদে বরকত দান করবেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "ক্ষমা করার কারণে আল্লাহ বান্দার সম্মানই বৃদ্ধি করেন।" যদি কেউ আপনার প্রতি অন্যায় করে এবং আপনার সম্পদ, জীবন, পরিবার কিংবা আপনার কোনো অধিকারের ক্ষেত্রে জুলুম করে, তবে মানুষের প্রবৃত্তি অত্যন্ত সংকীর্ণ হওয়ার কারণে সে কেবল প্রতিশোধ নিতে এবং নিজের হক আদায় করতেই চায়; আর এটি আপনার জন্য বৈধ। মহান আল্লাহ বলেন: "সুতরাং যে তোমাদের আক্রমণ করবে, তোমরাও তাকে তদ্রূপ আক্রমণ করো যেমন সে তোমাদের আক্রমণ করেছে" (আল-বাকারাহ: ১৯৪)। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "আর যদি তোমরা শাস্তি দাও, তবে ঠিক ততটুকুই শাস্তি দাও যতটুকু তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে" (আন-নাহল: ১২৬)।

এর জন্য মানুষকে নিন্দা করা হয় না। কিন্তু যখন সে ক্ষমার ইচ্ছা পোষণ করে এবং মনে মনে ক্ষমার সংকল্প করে, তখন তার কুপ্রবৃত্তি তাকে বলতে থাকে: এটি তো হীনতা ও দুর্বলতা, তুমি কীভাবে এমন ব্যক্তিকে ক্ষমা করো...

(ص: 409) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

جنی علیک أو اعتدی علیک!؟

فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً والعز ضد الذل، والذي تحدثك به نفسك أنك إذا عفوت فقد ذلت أُمَام من اعتدى عليك، فهذا من خداع النفس الأماراة بالسوء ونهيها عن الخير، فإن الله تعالى يثيبك على عفوك هذا، فالله لا يزيذك إلا عزاً ورفعة في الدنيا والآخرة.

ثم قال صلى الله عليه وسلم ((وما تواضع أحد لله إلا رفعه)). وهذه الرفعة تكون بسبب التواضع والتضامن، والتهاون، ولكن الإنسان يظن أنه إذا تواضع نزل، ولكن الأمر بالعكس، إذا تواضعت لله؛ فإن الله تعالى يرفعك. وقوله: "تواضع لله" لها معنيان:

المعنى الأول: أن تتواضع لله بالعبادة وتخضع لله وتنقاد لأمر الله.

المعنى الثاني: أن تتواضع لعباد الله من أجل الله، وكلاهما سبب للرفعة، وسواء تواضعت لله بامثال أمره واجتناب نهيه وذللت له وعبدته، أو تواضعت لعباد الله من أجل الله لا خوفاً منهم، ولا مداراة لهم، ولا طلباً لمال أو غيره، إنما تتواضع من أجل الله عز وجل، فإن الله تعالى يرفعك في الدنيا أو في الآخرة.

فهذه الأحاديث كلها تدل على فضل الصدقة والتبرع، وبذل المعروف والإحسان إلى الغير، وأن ذلك من خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

কেউ কি আপনার ওপর অপরাধ করেছে কিংবা জুলুম করেছে?

তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: "আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাকে ক্ষমার মাধ্যমে কেবল সম্মানই বৃদ্ধি করে দেন।" আর সম্মান হলো লাজ্জনার বিপরীত। আপনার কুপ্রবৃত্তি আপনাকে প্ররোচনা দেয় যে, আপনি যদি ক্ষমা করে দেন, তবে আপনি আপনার ওপর অন্যায়কারীর সামনে লাজ্জিত হবেন। এটি মূলত মন্দের আদেশদাতা কুপ্রবৃত্তির প্রতারণা এবং কল্যাণ থেকে বাধা প্রদান মাত্র। কেননা আল্লাহ তাআলা আপনার এই ক্ষমার প্রতিদান প্রদান করবেন; আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে আপনার সম্মান ও মর্যাদা কেবল বৃদ্ধিই করবেন।

অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: "কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয় অবলম্বন করলে আল্লাহ তাকে অবশ্যই উচ্চাঙ্গীন করেন।" এই মর্যাদা লাভ হয় বিনয় ও সহমর্মিতার কারণে। কিন্তু মানুষ মনে করে যে, সে বিনয়ী হলে নিচে নেমে যাবে; অথচ বিষয়টি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আপনি যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয় অবলম্বন করেন, তবে আল্লাহ তাআলা আপনাকে উন্নত করবেন।

তাঁর বাণী: "আল্লাহর জন্য বিনয় অবলম্বন করা"-এর দুটি অর্থ রয়েছে:

প্রথম অর্থ: ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে বিনয়ী হওয়া, আল্লাহর সামনে মস্তক অবনত করা এবং তাঁর আদেশের আনুগত্য করা।

দ্বিতীয় অর্থ: আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁর বান্দাদের প্রতি বিনয়ী হওয়া। আর এ উভয়ই উচ্চ মর্যাদা লাভের কারণ। চাই আপনি আল্লাহর আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জনের মাধ্যমে তাঁর প্রতি বিনয়ী হন এবং তাঁর ইবাদত করেন, কিংবা মানুষের ভয়ে নয়, তাদের তোষামোদ করার জন্য নয়, অথবা ধন-সম্পদ বা অন্য কোনো পার্থিব উদ্দেশ্যে নয়, বরং কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর বান্দাদের প্রতি বিনয়ী হন; আল্লাহ তাআলা আপনাকে দুনিয়া অথবা আখিরাতে অবশ্যই উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করবেন।

এই সকল হাদীস দান-সদকা, ত্যাগ, পরোপকার এবং অন্যের প্রতি ইহসানের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেয় এবং এগুলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ ও পদাঙ্ক অনুসরণের অন্তর্ভুক্ত।

(ص: 410) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

61- باب النهي عن البخل والشح

قال الله تعالى: (وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى) (وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى) (فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى) (وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى) (الليل: 11، 8) .

وقال تعالى: (وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (التغابن: 16) .

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن البخل والشح.

والبخل: هو منع ما يجب وما ينبغي بذله.
والشح: هو الطمع فيما ليس عنده، وهو أشد من البخل؛ لأن الشحيح يطمع فيما عند
الناس ويمنع ما عنده، والبخل ي منع ما عنده مما أوجب الله عليه من زكاة ونفقات،
ومما ينبغي بذله فيما تقتضيه البروة.
وكلاهما - أعني البخل والشح - خلقان ذميبان، فإن الله سبحانه وتعالى ذم من
يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وقال (وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْبُفْلِحُونَ)
(التغابن: 16).

ثم استدلل المؤلف رحمه الله بآيتين من كتاب الله:
الآية الأولى: وهي في البخل، وهي قوله تعالى: (وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى) (وَكَذَّبَ
بِالْحُسْنَى) (فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى) (وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى) (الليل: 11، 8)
وهذه الآيات قسيم الآيات التي قبلها، وهي قوله تعالى: (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى)
(وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى) (فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى) (الليل: 7، 5).

فالإنسان المصدق بالحق المعطي لما يجب إعطاؤه وبذله من علم،

৬১- কৃপণতা এবং অতি-লোভ বা সংকীর্ণমনা হওয়ার নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত অধ্যায়

আল্লাহ তাআলা বলেন: "পক্ষান্তরে যে কৃপণতা করে ও নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে, এবং যা
উত্তম (কালিমা বা জান্নাত) তাকে অস্বীকার করে, আমি তার জন্য কঠিন পথে (জাহান্নামে) চলা
সহজ করে দেব। আর যখন সে ধ্বংস হবে, তখন তার ধন-সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে
না।" (আল-লাইল: ৮-১১)।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "যাদেরকে অন্তরের সংকীর্ণতা (বা অতি-লোভ) থেকে রক্ষা করা
হয়েছে, তারাই সফলকাম।" (আত-তাগাবুন: ১৬)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে কৃপণতা ও অতি-লোভের নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত অধ্যায়টি উল্লেখ করেছেন।

কৃপণতা (বুখল) হলো: যা প্রদান করা ওয়াজিব (আবশ্যিক) এবং যা ব্যয় করা বাঞ্ছনীয়, তা প্রদানে বিরত থাকা।

আর অতি-লোভ বা সংকীর্ণতা (শুহহ) হলো: নিজের কাছে নেই এমন জিনিসের প্রতি লোভ করা; এটি কৃপণতার চেয়েও অধিকতর ভয়াবহ। কেননা অতি-লোভী ব্যক্তি মানুষের কাছে যা আছে তার প্রতিও লোভ করে এবং নিজের কাছে যা আছে তাও আটকে রাখে। অন্যদিকে কৃপণ ব্যক্তি তার নিজের কাছে যা আছে তা থেকে আল্লাহর নির্দেশিত যাকাত ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহে বিরত থাকে, এবং মানবিক সৌজন্যবোধ অনুযায়ী যা ব্যয় করা উচিত তাও করে না।

আর এই উভয়টিই—অর্থাৎ কৃপণতা ও অতি-লোভ—অত্যন্ত নিন্দনীয় স্বভাব। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের নিন্দা করেছেন যারা কৃপণতা করে এবং অন্যকেও কৃপণতার আদেশ দেয়। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "যাদেরকে অন্তরের সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম।" (আত-তাগাবুন: ১৬)।

অতঃপর লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) আল্লাহর কিতাব থেকে দুটি আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করেছেন:

প্রথম আয়াত: এটি কৃপণতা প্রসঙ্গে। সেটি হলো আল্লাহ তাআলার বাণী: "পক্ষান্তরে যে কৃপণতা করে ও নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে, এবং যা উত্তম তাকে অস্বীকার করে, আমি তার জন্য কঠিন পথে চলা সহজ করে দেব। আর যখন সে ধ্বংস হবে, তখন তার ধন-সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না।" (আল-লাইল: ৮-১১)। এই আয়াতগুলো এর পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর বিপরীত অংশ, যা হলো আল্লাহ তাআলার বাণী: "সুতরাং যে দান করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে, এবং যা উত্তম তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, আমি তার জন্য সহজ পথে চলা সুগম করে দেব।" (আল-লাইল: ৫-৭)।

সুতরাং যে মানুষ সত্যকে বিশ্বাস করে এবং জ্ঞান বা সম্পদ থেকে যা প্রদান করা ও ব্যয় করা আবশ্যিক তা প্রদান করে,...

ومال وجاه، والمتقي لله عز وجل، هذا ييسر لليسر، أي ييسره الله تعالى لأيسر الطرق في الدنيا والآخرة.

وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حينما حدثهم. قال: ((ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومن النار)) يعني أن الأمر مفروغ منه- قالوا "يا رسول الله، أفلا نتكل وندع العمل؟ يعني نتكل على ما كتب لنا وندع العمل. قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له".

ثم قرأ قوله تعالى: (فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى) (وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى) (فَسَنِّيَسِرُهُ لِلْيُسْرَى) (وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى) (وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى) (فَسَنِّيَسِرُهُ لِلْعُسْرَى) .
فأنت فكر في نفسك، هل عندك تصديق وإعطاء وبذل لما يجب بذله وتقوى لله عز وجل، فإنك موفق ميسر لليسر، والعكس بالعكس.
الشاهد من هذه الآية في الباب قوله: (وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى) بخل بما يجب بذله من مال أو جاه أو علم.

ومن ذلك ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصل علي)) عليه الصلاة والسلام. وهذا بخل بما يجب على الإنسان إذا سمع ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام الذي هداه الله على يديه. أن يبخل فلا يصل على عليه، عليه الصلاة والسلام، وكان

...এবং সম্পদ ও সম্মান। আর যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি তাকওয়া অবলম্বন করে, তাকে সহজ পথের জন্য সহজ করে দেওয়া হয়; অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের সহজতম পথের জন্য তাওফিক দান করেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তাঁর সাহাবীদের সাথে কথা বলছিলেন, তখন তিনি তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার জ্ঞান বা জাহান্নামের ঠিকানা লিখে রাখা হয়নি।" অর্থাৎ বিষয়টি পূর্বনির্ধারিত হয়ে গেছে। তাঁরা বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! তবে কি আমরা আমাদের লিখিত ভাগ্যের ওপর নির্ভর করব এবং আমল বর্জন করব?" অর্থাৎ আমাদের জন্য যা লেখা হয়েছে তার ওপর ভরসা করব এবং আমল ছেড়ে দেব? তিনি বললেন: "না, তোমরা আমল করতে থাকো; কারণ প্রত্যেককে সেই কাজের জন্যই সহজ সুযোগ করে দেওয়া হয়, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।" অতঃপর তিনি মহান আল্লাহর এই বাণী তিলাওয়াত করলেন: "সুতরাং যে দান করে ও তাকওয়া অবলম্বন করে, এবং যা উত্তম তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, আমি তাকে সহজ পথের জন্য সহজ করে দেব। আর যে কার্পণ্য করে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে, এবং যা উত্তম তাকে মিথ্যা বলে গণ্য করে, আমি তাকে কঠিন পথের জন্য সহজ করে দেব।" সুতরাং আপনি নিজের সম্পর্কে চিন্তা করুন, আপনার মধ্যে কি সত্যের প্রতি বিশ্বাস, দানশীলতা, যা প্রদান করা আবশ্যিক তা ব্যয় করার মানসিকতা এবং মহান আল্লাহর প্রতি তাকওয়া বিদ্যমান আছে? যদি থাকে, তবে আপনি সফল এবং সহজ পথের জন্য সহজসাধ্য। আর এর বিপরীত হলে ফলাফলও বিপরীত হবে। এই অধ্যায়ে উক্ত আয়াতের প্রাসঙ্গিক অংশ হলো মহান আল্লাহর বাণী: "আর যে কার্পণ্য করে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে।" অর্থাৎ সে ঐসব বিষয়ে কার্পণ্য করে যা ব্যয় করাওয়াজিব বা আবশ্যিক, যেমন—সম্পদ, সম্মান কিংবা জ্ঞান।

এরই অন্তর্ভুক্ত হলো নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) থেকে বর্ণিত হাদীস, যেখানে তিনি বলেছেন: "সেই ব্যক্তিই প্রকৃত কৃপণ, যার সামনে আমার নাম উচ্চারিত হলো অথচ সে আমার প্রতি দরুদ পাঠ করল না" (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)। এটি এমন একটি বিষয়ে কার্পণ্য যা মানুষের জন্য আবশ্যিক যখন সে তার নবীর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) নাম শুনতে পায়, যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তাকে হিদায়াত দান করেছেন। এমতাবস্থায় কার্পণ্য করা এবং তাঁর প্রতি দরুদ পাঠ না করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ, এবং এটি ছিল...

الأولى به والأجدر بالصلاة والسلام عليه.
وقوله (وَاسْتَغْنَى) أي استغنى بنفسه وزعم أنه مستغن عن رحمة الله والعياذ بالله،
فلا يعمل ولا يستقيم على أمر الله.
(وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى) أي كذب بالكلمة الحسنى وهي قول الحق، وهي ما جاء في كتاب
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
(فَسَنِيْسِرُهُ لِّلْعُسْرَى) تعسر عليه الأمور التي تسهل على المتقي، فلا تسهل عليه
الطاعات يجد الطاعات ثقيلة؛ الصلاة ثقيلة، والصدقة ثقيلة، والصيام ثقيل، والحج
ثقيل، كل شيء متعسر عنده.
(وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى) (الليل: 11) يعني أي شيء يغني عنه ماله إذا هلك؟
والجواب أنه لا يغني عنه شيئاً، فهذا المال الذي بخل به لا يحويه من عذاب الله
وعقابه ولا يغني عنه شيئاً.

وأما الآية الثانية التي استدل بها المؤلف فهي في الشح، وهي قوله تعالى: (وَمَنْ يُوقِ
شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (التغابن: 16) يعني من يقيه الله شح نفسه فلا
يطمع فيما ليس له؛ فهذا هو المفلح.

563/1- وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اتقوا
الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من كان
قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم)) رواه مسلم.

তিনিই তাঁর নিকট অধিকতর অগ্রগণ্য এবং তাঁর ওপর দরুদ ও সালাম পাঠ করার অধিক
হকদার।

এবং আল্লাহর বাণী (এবং সে অমুখাপেক্ষী মনে করল), অর্থাৎ সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করল এবং ধারণা করল যে সে আল্লাহর রহমত থেকে অমুখাপেক্ষী (আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই); ফলে সে নেক আমল করে না এবং আল্লাহর নির্দেশের ওপর অবিচল থাকে না। (এবং সে উত্তম বিষয়টিকে অস্বীকার করল) অর্থাৎ সে উত্তম কথা তথা সত্যের বাণীকে অস্বীকার করল, আর তা হলো যা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আlihি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্যাহতে এসেছে।

(অচিরেই আমি তার জন্য কঠিন পথটি সহজ করে দেব) অর্থাৎ তার জন্য সেসব বিষয় কঠিন হয়ে পড়ে যা একজন মুত্তাকীর জন্য সহজ হয়। সুতরাং তার নিকট ইবাদত-বন্দেগি সহজ হয় না; সে ইবাদতসমূহকে অত্যন্ত ভারি মনে করে; সালাত তার কাছে ভারি মনে হয়, সদকা ভারি মনে হয়, সিয়াম ভারি মনে হয়, হজ ভারি মনে হয়; তার কাছে সবকিছুই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। (এবং যখন সে ধ্বংস হবে, তখন তার ধন-সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না) (সূরা আল-লাইল: ১১) অর্থাৎ যখন সে ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন তার সম্পদ তার কী উপকারে আসবে? এর উত্তর হলো, তা তার কোনো কাজেই আসবে না। সুতরাং এই যে সম্পদ নিয়ে সে কৃপণতা করেছিল, তা তাকে আল্লাহর আজাব ও শাস্তি থেকে রক্ষা করবে না এবং তার কোনো উপকারে আসবে না।

আর দ্বিতীয় আয়াতটি যা লেখক দলিল হিসেবে পেশ করেছেন তা মনের সংকীর্ণতা বা লালসা প্রসঙ্গে, তা হলো মহান আল্লাহর বাণী: (যাদেরকে তাদের মনের সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম) (সূরা আত-তাগাবুন: ১৬)। অর্থাৎ আল্লাহ যাকে তার অন্তরের লালসা থেকে রক্ষা করেন, সে এমন জিনিসের প্রতি লোভ করে না যা তার নয়; আর এই ব্যক্তিই হলো সফলকাম।

১/৫৬৩- জাবির (রাডিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকো; কারণ কিয়ামতের দিন জুলুম অন্ধকার হয়ে দেখা দেবে। আর তোমরা কৃপণতা ও মনের সংকীর্ণতা থেকে বেঁচে থাকো; কারণ কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে। এটি তাদেরকে নিজেদের রক্তপাতে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং তাদের জন্য হারাম বিষয়কে হালাল মনে করতে প্ররোচিত করেছিল।" (মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)।

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب النهي عن البخل والشح قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة)) اتقوا الظلم بمعنى احذروه، واتخذوا وقاية منه وابتعدوا عنه.

والظلم: هو العدوان على الغير، وأعظم الظلم وأشدّه بالله عز وجل قال الله تعالى: (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) (لقمان: 13) ويشمل الظلم ظلم العباد، وهو نوعان: ظلم بترك الواجب لهم، وظلم بالعدوان عليهم بأخذ أو بانتهاك حرمتهم.

فمثال الأول ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ((مطل الغني ظلم)) يعني ممانعة الإنسان الذي عليه دين عن الوفاء وهو غني قادرٌ على الوفاء ظلم، وهذا منع ما يجب؛ لأن الواجب على الإنسان أن يبادر بالوفاء إذا كان له قدرة، ولا يحل له أن يؤخر، فإن آخر الوفاء وهو قادر عليه؛ كان ظالماً والعياذ بالله. والظلم ظلمات يوم القيامة، وكل ساعة أو لحظة تمضي على المباطل فإنه لا يزداد بها إلا إثماً والعياذ بالله، وربما يعسر الله عليه أمره فلا يستطيع الوفاء إما بخلاً وإما إعداماً؛ لأن الله تعالى يقول: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ

[ব্যাখ্যা]

লেখক ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) রিয়াদুস সালিহীন কিতাবের কার্পণ্য ও লালসা নিষেধ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা জুলুম বা অন্যায় থেকে বেঁচে থাকো, কেননা

কিয়ামতের দিন জুলুম অন্ধকার হয়ে দেখা দেবে।" জুলুম থেকে বেঁচে থাকার অর্থ হলো—এ থেকে সতর্ক থাকা, আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা এবং এটি থেকে দূরে থাকা।

আর জুলুম হলো অন্যের ওপর সীমালঙ্ঘন করা। আল্লাহর সাথে কৃত জুলুমই হলো সবচেয়ে বড় ও ভয়াবহ জুলুম। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "নিশ্চয়ই শিরক অনেক বড় জুলুম।" (সূরা লোকমান: ১৩)

জুলুমের অন্তর্ভুক্ত হলো বান্দার ওপর জুলুম করা, যা দুই প্রকার: প্রথমত, তাদের প্রাপ্য অধিকার আদায় না করার মাধ্যমে জুলুম; দ্বিতীয়ত, তাদের ওপর আক্রমণ করে তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া বা তাদের সম্মান ক্ষুণ্ণ করার মাধ্যমে জুলুম।

প্রথম প্রকারের উদাহরণ হলো যা নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) তাঁর বাণীতে উল্লেখ করেছেন: "সচ্ছল ব্যক্তির টালবাহানা করা জুলুম।" অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তির ওপর ঋণ থাকলে এবং তা পরিশোধ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি সে টালবাহানা করে বা পরিশোধে বিলম্ব করে, তবে তা জুলুম। এটি একটি আবশ্যিক কর্তব্য পালনে বাধা দান; কারণ মানুষের সামর্থ্য থাকলে অবিলম্বে ঋণ পরিশোধ করা ওয়াজিব এবং এটি বিলম্বিত করা তার জন্য বৈধ নয়। যদি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে পরিশোধে বিলম্ব করে, তবে সে জালিম হিসেবে গণ্য হবে—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

আর জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকার হয়ে দেখা দেবে। টালবাহানাকারী ব্যক্তির যে সময় বা মুহূর্ত অতিবাহিত হয়, তাতে তার গুনাহই কেবল বৃদ্ধি পায়—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। অনেক সময় আল্লাহ তার বিষয়টিকে কঠিন করে দেন, ফলে সে কার্পণ্যের কারণে অথবা নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার কারণে আর ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হয় না। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আর যে আল্লাহকে ভয় করে..."

(ص: 414) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (الطلاق: 4) .

فمفهوم الآية أن من لا يتقي الله لا يجعل له من أمره يسراً، ولذلك يجب على الإنسان القادر أن يبادر بالوفاء إذا طلبه صاحبه، أو أجله وانتهى الأجل. ومن الظلم أيضاً اقتطاع شيء من الأرض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً؛ طوقه يوم القيامة من سبع أرضين)).

ومن الظلم الاعتداء على الناس في أعراضهم بالغيبة أو النيبية أو ما أشبه ذلك، فإن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، فإن كان في حضرته؛ فهو سب وشتم، فإذا ظلم الناس بالغيبة بأن قال: فلان طويل. فلان قصير. فلان سيء الخلق. فلان فيه كذا، فهذه غيبة وظلم يحاسب عليها يوم القيامة. وكذلك أيضاً إذا جحد ما يجب عليه جحوداً؛ بأن كان لفلان عليه حق، فيقول ليس له علي حق ويكتم، فإن هذا ظلم؛ لأنه إذا كانت الباطلة ظلماً فهذا أظلم، كمن جحد شيئاً واجباً عليه، فإنه ظالم. وعلى كل حال؛ اتقوا الظلم بجميع الأنواع، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يكون على صاحبه والعياذ بالله ظلمات بحسب الظلم الذي وقع

"...তিনি তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন।" (সূরা আত-তালাক: ৪)।

এই আয়াতের মর্মার্থ হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না, আল্লাহ তার কাজকে সহজ করেন না। সুতরাং সামর্থ্যবান ব্যক্তির কর্তব্য হলো, পাওনাদার যখনই পাওনা দাবি করবে অথবা নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হবে, তখনই তা দ্রুত পরিশোধ করা।

জুলুমের আরেকটি রূপ হলো অন্যায়ভাবে কারো জমি দখল করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এক বিঘত জমিও দখল করবে, কিয়ামতের দিন সাত স্তর জমিন তার গলায় বেড়ি হিসেবে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।"

মানুষের সম্মান ও মর্যাদার ওপর গীবত (পরনিন্দা), নামিমা (চোগলখুরি) বা এ জাতীয় কাজের মাধ্যমে আক্রমণ করাও জুলুমের অন্তর্ভুক্ত। গীবত হলো আপনার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কিছু বলা যা সে অপছন্দ করে। আর যদি তা তার সামনে বলা হয়, তবে তা

গালিগালাজ বা কটু কথা হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং কেউ যদি গীবতের মাধ্যমে মানুষের ওপর জুলুম করে, যেমন এই কথা বলে যে—অমুক দীর্ঘদেহী, অমুক খাটো, অমুকের চরিত্র খারাপ, অমুকের মধ্যে এই দোষ আছে; তবে এগুলো গীবত এবং জুলুম, যার হিসাব কিয়ামতের দিন দিতে হবে।

তেমনিভাবে, যদি কেউ তার ওপর অর্পিত কোনো পাওনা বা অধিকার অস্বীকার করে; যেমন অন্য কারো হক তার ওপর রয়েছে অথচ সে তা গোপন করে বলে যে, 'আমার কাছে তার কোনো হক নেই', তবে এটি জুলুম। কারণ ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা যদি জুলুম হয়, তবে এটি তো তার চেয়েও বড় জুলুম। যে ব্যক্তি তার ওপর ওয়াজিব কোনো বিষয় অস্বীকার করে, সে জালিম হিসেবে গণ্য হবে।

সর্বোপরি, সব ধরনের জুলুম থেকে বেঁচে থাকুন; কারণ কিয়ামতের দিন জুলুম অন্ধকার হয়ে দেখা দেবে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, জুলুমের প্রকৃতি ও মাত্রা অনুযায়ী তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপর ঘন অন্ধকার হিসেবে আপতিত হবে।

(ص: 415) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

منه؛ الكبير ظلماته كبيرة والكثير ظلماته كثيرة، وكل شيء بحسبه، قال تعالى: (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ) (الانبیاء: 47) .
وفي هذا دليل على أن الظلم من كبائر الذنوب؛ لأنه لا وعيد إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، فظلم العباد وظلم الخالق عز وجل رب العباد؛ كله من كبائر الذنوب.

ثم قال صلى الله عليه وسلم: ((واتقوا الشح)) يعني الطمع في حقوق الغير. اتقوه: أي احذروا منه، واجتنبوه ((فإنه أهلك من كان قبلكم)) يعني من الأمم ((حبلهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم)) فكان هلاكهم بذلك والعياذ بالله.

এর থেকে; গুরুতর জুলুমের অন্ধকারও গুরুতর, এবং অধিক জুলুমের অন্ধকারও অধিক। প্রত্যেকটি বিষয় তার মাত্রা অনুযায়ী হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর আমি কিয়ামতের দিনে ন্যায়বিচারের তুলাদণ্ডসমূহ স্থাপন করব, সুতরাং কারও প্রতি সামান্যতম জুলুম করা হবে না। যদি তা সরিষা দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আমিই যথেষ্ট।" (আল-আম্বিয়া: ৪৭)।

আর এতে এই প্রমাণ রয়েছে যে, জুলুম কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত; কেননা কবিরা গুনাহ ব্যতীত অন্য কোনো পাপে এমন কঠোর হুঁশিয়ারি প্রদান করা হয় না। সুতরাং বান্দার প্রতি জুলুম কিংবা বান্দার প্রতিপালক মহান স্রষ্টার প্রতি জুলুম—এর সবই কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "আর তোমরা লালসা (বা অতি-কৃপণতা) থেকে বেঁচে থাকো।" অর্থাৎ অন্যের হকের প্রতি লোভ করা থেকে। তোমরা এ থেকে বেঁচে থাকো—অর্থাৎ এ ব্যাপারে সতর্ক হও এবং তা বর্জন করো। "কেননা এটি তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করে দিয়েছে।" অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতদের। "এটি তাদেরকে রক্তপাতে প্ররোচিত করেছিল এবং তারা নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে বৈধ করে নিয়েছিল।" ফলে এর মাধ্যমেই তাদের ধ্বংস সাধিত হয়েছিল—আল্লাহর নিকট তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(ص: 416) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (الحشر: 9)

وَقَالَ تَعَالَى: (وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا) (الانسان: 8) إِلَى
آخِرِ الْآيَاتِ.

[الشَّرْحُ]

بَابُ الْإِيثَارِ وَالْمَوَاسَاةِ. ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ هَذَا الْبَابَ عَقِبَ بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْبَخْلِ وَالشُّحِّ؛
أَنَّهُمَا مُتَضَادَانِ.

فَالْإِيثَارُ: أَنْ يَقْدُمَ الْإِنْسَانُ غَيْرَ عَلَى نَفْسِهِ.
وَالْمَوَاسَاةُ: أَنْ يُوَاسِيَ غَيْرَهُ بِنَفْسِهِ، وَالْإِيثَارُ أَفْضَلُ وَلَكِنْ لِيَعْلَمَ أَنَّ الْإِيثَارَ يَنْقَسِمُ إِلَى
ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: مَمْنُوعٌ، وَالثَّانِي: مَكْرُوهٌ أَوْ مَبَاحٌ، وَالثَّلَاثُ: مَبَاحٌ.
أَمَّا الْمَمْنُوعُ فَهُوَ أَنْ تَوْثَرَ غَيْرُكَ بِمَا يَجِبُ عَلَيْكَ شَرْعًا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تَقْدُمَ غَيْرُكَ
فِيهَا يَجِبُ عَلَيْكَ شَرْعًا.

وَمِثَالُهُ إِذَا كَانَ مَعَكَ مَاءٌ يَكْفِي لَوْضُوءِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَأَنْتَ لَسْتَ عَلَى وَضُوءٍ، وَهَنَّاكَ
صَاحِبُكَ لَيْسَ عَلَيْكَ وَضُوءٌ فَالْمَاءُ لَكَ، لَكِنْ إِمَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ بِهِ صَاحِبُكَ وَتَتِيمُ أَنْتَ، أَوْ
تَتَوَضَّأَ أَنْتَ وَتَتِيمُ صَاحِبُكَ، فَفِي هَذِهِ الْحَالِ لَا يَجُوزُ أَنْ تَعْطِيَهُ الْمَاءَ وَتَتِيمُ أَنْتَ؛
لَأَنَّكَ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ، وَالْمَاءُ فِي مِلْكِكَ، وَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنِ الْمَاءِ إِلَى التَّيْمِ إِلَّا لِعَادَمِهِ.

৬২- অধ্যায়: আত্মত্যাগ ও সহমর্মিতা

আল্লাহ তাআলা বলেন: (আর তারা নিজেদের ওপর অন্যদের প্রাধান্য দেয়, যদিও তারা
অভাবগ্রস্ত হয়। আর যাদেরকে অন্তরের সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম।)
(আল-হাশর: ৯)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: (আর তারা তাঁর প্রতি ভালোবাসার খাতিরে অভাবী, এতিম ও বন্দীদের খাবার দান করে।) (আল-ইনসান: ৮) আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

[ব্যখ্যা]

আত্মত্যাগ ও সহমর্মিতার অধ্যায়। লেখক কার্পণ্য ও কৃপণতা নিষেধের অধ্যায়ের পরপরই এই অধ্যায়টি উল্লেখ করেছেন; কারণ এ দুটি বিষয় পরস্পরের বিপরীত।

আত্মত্যাগ (ঈসার) হলো: মানুষ অন্যকে নিজের ওপর প্রাধান্য দেওয়া।

আর সহমর্মিতা (মুওয়াসাত) হলো: নিজের মাধ্যমে অন্যকে সাহায্য করা বা অংশীদার করা।

আত্মত্যাগ অধিক উত্তম, তবে জেনে রাখা উচিত যে, আত্মত্যাগ তিন ভাগে বিভক্ত: প্রথম প্রকার: নিষিদ্ধ, দ্বিতীয় প্রকার: মাকরুহ বা মুবাহ, এবং তৃতীয় প্রকার: মুবাহ।

নিষিদ্ধ আত্মত্যাগ হলো: শরয়িভাবে আপনার ওপর যা ওয়াজিব বা আবশ্যিক সে বিষয়ে অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া। কেননা আপনার ওপর যা ওয়াজিব সে বিষয়ে অন্যকে নিজের আগে স্থান দেওয়া জায়েয নয়।

এর উদাহরণ হলো, যদি আপনার কাছে এমন পরিমাণ পানি থাকে যা কেবল একজনের ওয়ুর জন্য যথেষ্ট, আর আপনি ওয়ু অবস্থায় নেই এবং আপনার সাথে একজন সাথী আছে যেও ওয়ু অবস্থায় নেই। পানিটি আপনার। এমতাবস্থায় হয় আপনার সাথী তা দিয়ে ওয়ু করবে এবং আপনি তায়ামুম করবেন, অথবা আপনি ওয়ু করবেন এবং আপনার সাথী তায়ামুম করবে। এই পরিস্থিতিতে আপনার জন্য তাকে পানি দিয়ে নিজে তায়ামুম করা জায়েয হবে না; কারণ আপনি পানি পেয়েছেন এবং পানিটি আপনার মালিকানাধীন। আর পানি থাকা অবস্থায় তায়ামুম করা জায়েয নয়, কেবলমাত্র পানি না থাকলেই তা করা যায়।

(ص: 417) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

فالإيثار في الواجبات الشرعية حرام، ولا يحل؛ أنه يستلزم إسقاط الواجب عليك.

وأما القسم الثاني: وهو المكروه أو البباح: فالإيثار بالأمر المستحبة، وقد كرهه بعض أهل العلم وأباحه بعضهم، لكن تركه أولى لا شك إلا لمصلحته. ومثاله: أن تؤثر غيرك في الصف الأول الذي أنت فيه، مثل أن تكون أنت في الصف الأول في الصلاة، فيدخل إنسان فتقوم عن مكانك وتؤثره به، فقد كره أهل العلم هذا، وقالوا: إن هذا دليل على أن الإنسان يرغب عن الخير، والرغبة عن الخير مكروهة، إذ كيف تقدم غيرك إلى مكان فاضل أنت أحق به منه؟! وقال بعض العلماء تركه أولى إلا إذا كان فيه مصلحة، كما لو كان أبوك وتخشى أن يقع في قلبه شيء عليك فتؤثره بمكانك الفاضل، فهذا لا بأس به.

القسم الثالث: وهو البباح: وهذا البباح قد يكون مستحباً، وذلك أن تؤثر غيرك في أمر غير تعبدى، أي تؤثر غيرك وتقدمه على نفسك في أمر غير تعبدى. مثل: أن يكون معك طعام وأنت جائع، وصاحب لك جائع مثلك ففي هذه الحال إذا آثرته فإنك محمود على هذا الإيثار؛ لقول الله تبارك وتعالى في وصف الأنصار: (وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ

শরীয়তের ওয়াজিব (আবশ্যক) বিষয়গুলোতে অগ্রাধিকার (ঈসার) প্রদান করা হারাম এবং তা বৈধ নয়; কেননা এতে নিজের উপর অর্পিত ওয়াজিব বিলোপ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

আর দ্বিতীয় প্রকার: যা মাকরুহ বা মুবাহ (বৈধ): তা হলো মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় বিষয়গুলোতে অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া। কোনো কোনো আলেম একে মাকরুহ বলেছেন, আবার কেউ কেউ একে বৈধ বলেছেন। তবে কোনো সুনির্দিষ্ট কল্যাণ নিহিত না থাকলে তা বর্জন করাই নিঃসন্দেহে উত্তম।

এর উদাহরণ হলো: আপনি যে প্রথম কাতারে অবস্থান করছেন সেখানে অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া। যেমন আপনি সালাতে প্রথম কাতারে আছেন, এমন সময় কেউ প্রবেশ করল আর আপনি নিজের স্থান থেকে উঠে তাকে সেখানে জায়গা করে দিলেন। আলেমগণ একে

অপছন্দনীয় (মাকরুহ) বলেছেন। তাঁরা বলেছেন, এটি কল্যাণ থেকে বিমুখ হওয়ার প্রমাণ, আর কল্যাণ থেকে বিমুখ হওয়া মাকরুহ। কেননা, আপনি কেন অন্যকে এমন একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থানে এগিয়ে দেবেন যেখানে আপনার অধিকারই ছিল অগ্রগণ্য?!

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এতে কোনো কল্যাণ নিহিত না থাকলে তা বর্জন করাই শ্রেয়। তবে যদি তিনি আপনার পিতা হন এবং আপনি আশঙ্কা করেন যে (তাকে জায়গা না দিলে) তিনি মনে কষ্ট পেতে পারেন, এমতাবস্থায় তাকে সেই মর্যাদাপূর্ণ স্থানটি ছেড়ে দেওয়ায় কোনো অসুবিধা নেই।

তৃতীয় প্রকার: এটি মুবাহ (বৈধ): আর এই মুবাহ বিষয়টি কখনও মুস্তাহাব হতে পারে। আর তা হলো ইবাদত বহির্ভূত কোনো বিষয়ে অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া; অর্থাৎ ইবাদত সংশ্লিষ্ট নয় এমন বিষয়ে অন্যকে নিজের ওপর প্রাধান্য দেওয়া ও এগিয়ে দেওয়া।

যেমন: আপনার নিকট খাদ্য আছে এবং আপনি ক্ষুধার্ত, আর আপনার সঙ্গীও আপনার মতোই ক্ষুধার্ত; এমতাবস্থায় আপনি যদি তাকে অগ্রাধিকার দেন তবে আপনি এই ত্যাগের জন্য প্রশংসিত হবেন। কেননা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা আনসারদের গুণাবলি বর্ণনায় বলেছেন: "আর যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এই নগরীতে (মদিনায়) বসবাস করছিল এবং ঈমান এনেছিল, তারা তাদের কাছে হিজরতকারীদের ভালোবাসে এবং তাদেরকে (মুহাজিরদের) যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা নিজেদের অন্তরে কোনো চাহিদা অনুভব করে না এবং তারা নিজেদের ওপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়..."

(ص: 418) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (الحشر: 9) .

ووجه إيثارهم على أنفسهم أن المهاجرين لم اقدموا المدينة لتلقاهم الأنصار بالأكرام والاحترام والإيثار بالمال، حتى أن بعضهم يقول لأخيه المهاجري: إن

شئت أن أتنازل عن إحدى زوجتي لك فعلت؛ يعني يطلقها فيتزوجها المهاجري بعد
بضري عدتها. وهذا من شدة إثارة رضي اله عنهم لإخوانهم المهاجرين.
وقال تعالى: (وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا) (الانسان: 8)
يعني يطعمون الطعام وهم يحبونه مسكيناً ویتیماً وأسیراً، ويتركون أنفسهم، هذا
أيضاً من باب الإيثار.

564/1- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال: إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه، فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا
ماء، ثم أرسل إلى أخرى، فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي
بعثك بالحق ما عندي إلا ماءً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من يُضِيفُ هذا
الليلة؟)) فقال رجلٌ من الأنصار: أنا يا رسول الله، فأنطلق به إلى رحله، فقال
لأمراته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية قال لامراته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: عليهم
بشيءٍ وإذا أرادوا العشاء، فنوميمهم، وإذا دخل ضيفنا، فأطفئي السراج، وأريه أنا
نأكل؛ فقعّدوا وأكل الضيف وباتاً طأويين، فلما أصبح، غدا على النبي صلى الله عليه
وسلم فقال: ((لقد عجب الله من صنيعكم بضيفكم الليلة)) متفق عليه.

(আল-হাশর: ৯) "এমনকি নিজেরা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও।"

নিজেদের ওপর অন্যদের অগ্রাধিকার দেওয়ার স্বরূপ এই যে, মুহাজিরগণ যখন মদিনায়
আগমন করলেন, তখন আনসারগণ তাঁদেরকে অত্যন্ত সম্মান, মর্যাদা এবং ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে
আত্মত্যাগের মাধ্যমে বরণ করে নিয়েছিলেন। এমনকি তাঁদের কেউ কেউ তাঁর মুহাজির ভাইকে
বলতেন: "আপনি যদি চান তবে আমি আমার দুই স্ত্রীর একজনকে আপনার জন্য ছেড়ে দেব।"
অর্থাৎ, তিনি তাঁকে তালাক দিতেন এবং ইদত অতিবাহিত হওয়ার পর মুহাজির ব্যক্তি তাঁকে

বিবাহ করতেন। এটি ছিল মুহাজির ভাইদের প্রতি আনসারদের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) সুগভীর আত্মত্যাগের বহিঃপ্রকাশ।

মহান আল্লাহ আরও ইরশাদ করেছেন: "তারা খাবারের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দীকে আহার দান করে।" (আল-ইনসান: ৮)

অর্থাৎ, তারা নিজেরা খাবারের প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দীদের আহার করায় এবং নিজেদের প্রয়োজন ত্যাগ করে; এটিও আত্মত্যাগের (ঈসার) একটি পর্যায়।

* * *

১/৫৬৪- আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে নিবেদন করল: "আমি ক্ষুধার তীব্রতায় অত্যন্ত ক্লান্ত।" তখন তিনি তাঁর জনৈক স্ত্রীর নিকট লোক পাঠালেন। তিনি বললেন: "যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম! আমার কাছে পানি ছাড়া আর কিছুই নেই।" অতঃপর তিনি অন্য এক স্ত্রীর নিকট লোক পাঠালেন, তিনিও তদ্রূপ উত্তর দিলেন। পরিশেষে তাঁর সকল স্ত্রী একই কথা বললেন: "না, সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন! আমার নিকট পানি ছাড়া কিছুই নেই।" তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "আজ রাতে এই ব্যক্তিকে কে মেহমানদারি করবে?" তখন আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আমি।" অতঃপর তিনি তাঁকে নিয়ে নিজ আবাসে গমন করলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে বললেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মেহমানকে সম্মান করো।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন: "তোমার নিকট কি কিছু আছে?" স্ত্রী বললেন: "না, কেবল বাচ্চাদের খাবারটুকু ছাড়া।" তিনি বললেন: "বাচ্চাদের কোনো কিছু দিয়ে ভুলিয়ে রাখো। আর যখন তারা রাতের খাবার চাইবে, তখন তাদের ঘুম পাড়িয়ে দাও। যখন মেহমান ভেতরে প্রবেশ করবেন, তখন বাতিটি নিভিয়ে দাও এবং তাঁকে এমনভাবে অনুভব করাও যেন আমরাও তাঁর সাথে খাচ্ছি।" অতঃপর তাঁরা বসলেন, মেহমান আহার করলেন এবং তাঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত অতিবাহিত করলেন। যখন ভোর হলো, তখন তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গেলেন। তিনি (নবী) বললেন: "গত রাতে

তোমরা তোমাদের মেহমানের সাথে যে আচরণ করেছ, তাতে আল্লাহ তাআলা আনন্দিত হয়েছেন (বা বিস্মিত হয়েছেন)।" (বুখারি ও মুসলিম)

(ص: 419) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب الإيثار على النفس هذا الحديث العظيم العجيب؛ الذي يبين حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حيث جاءه رجل فقال: ((يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مجهد)) يعني مجهد من الفقر والجوع، وهو ضيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجاته واحدة تلو الأخرى يسألها هل عندها شيء، فكانت كل واحدة تقول: ((لا والذي يعثك بالحق ما عندي إلا الماء)).

تسعة أبيات للرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيها إلا الماء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لو شاء أن يسيّر الله الجبال معه ذهباً لسارت، لكنه عليه الصلاة والسلام كان أزهّد الناس في الدنيا، كل بيوته التسعة ليس فيها شيء إلا الماء.

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ((من يُضيف هذا الليلة)) يعني هذا الضيف. فقال رجل من الأنصار: ((أنا يا رسول الله)) أنا أضيفه. ((فانطلق به إلى رحله، فقال لأمراته: هل عندك شيء؟ قالت: لا؛ إلا قوت صبياني)) يعني ليس عندها في البيت إلا العشاء لهم تلك الليلة فقط. فقال: ((أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم) وأمرها أن تشغل أولادها وتلهيهم.

حتى إذا جاء وقت الطعام نومتهم، وأطفأت المصباح، ورأت الضيف

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ তাআলা) 'পরোপকার' (আল-ঈসার) অধ্যায়ে এই সুমহান ও বিস্ময়কর হাদীসটি উল্লেখ করেছেন; যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীগণের অবস্থা বর্ণনা করে। যেখানে এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল: "হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আমি অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত।" অর্থাৎ দারিদ্র্য ও ক্ষুধার কারণে পরিশ্রান্ত। সে ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মেহমান। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পত্নীগণের নিকট একে একে সংবাদ পাঠালেন, তাঁদের নিকট কিছু আছে কি না তা জিজ্ঞাসা করতে। তাঁদের প্রত্যেকেই বললেন: "না, সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমার কাছে পানি ব্যতীত আর কিছুই নেই।"

রাসূল (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর নয়টি ঘরে পানি ব্যতীত কিছুই ছিল না; অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যদি চাইতেন যে আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য পাহাড়গুলোকে সোণায় পরিণত করে তাঁর সাথে প্রবাহিত করে দিন, তবে তা-ই হতো। কিন্তু তিনি (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) ছিলেন দুনিয়ার প্রতি মানুষের মাঝে সবচেয়ে জাহিদ (বিমুখ)। তাঁর নয়টি ঘরের কোনোটিতেই পানি ছাড়া কিছু ছিল না।

অতঃপর নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বললেন: "আজ রাতে কে এই মেহমানকে আপ্যায়ন করবে?"

জনৈক আনসারী সাহাবী বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল, আমি।" তিনি তাকে নিয়ে নিজ আবাসে গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন: "তোমার নিকট কি কিছু আছে?" স্ত্রী বললেন: "না, আমার বাচ্চাদের খাবার ব্যতীত আর কিছুই নেই।" অর্থাৎ ওই রাতে বাচ্চাদের নৈশভোজ ব্যতীত ঘরে আর কিছুই ছিল না। তখন তিনি বললেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মেহমানকে সম্মান করো।" এবং তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন বাচ্চাদের ব্যস্ত রাখতে এবং ভুলিয়ে রাখতে।

অবশেষে যখন খাবারের সময় হলো, তখন তিনি তাদের ঘুম পাড়িয়ে দিলেন, বাতি নিভিয়ে দিলেন এবং মেহমানকে লক্ষ্য করলেন (যাতে তিনি বুঝতে না পারেন যে তারা খাচ্ছেন না)।

أنهم يأكلون معه ففعلت، هدأت الصبيان وعللتهم ونومتهم، فناموا على غير عشاء، ثم إن العشاء لما قدم أطفال المصباح وأرت الضيف أنها تأكل هي وزوجها معه، وهما لا يأكلان، فشبع الضيف وباتا طاويين، يعني غير متعشيين إكراماً لضيف الرسول صلى الله عليه وسلم.

ثم إنه أصبح فغدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله قد عجب من صنيعها تلك الليلة، والعجب هنا عجب استحسان، استحسن عز وجل صنيعها من تلك الليلة لما يشتمل عليه من الفوائد العظيمة. ففي هذا الحديث من الفوائد ما يلي:

أولاً: بيان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو عليه من شظف العيش وقلة ذات اليد، مع أنه عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق على الله، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله شيئاً؛ لكان أبر الناس بها وأحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها لا تساوي شيئاً.

قال ابن القيم رحمه الله:

لو ساوت الدنيا جناح بعوضة ... لم يسق منها الرب ذا الكفران

لكنها والله أحقر عنده من ... ذا الجناح القاصر الطيران

أحقر من جناح البعوضة عند الله؛ فليست بشيء.

ومنها: حسن أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأنصاري رضي

তারা যেন তাঁর সাথে আহার করছেন। তিনি তাই করলেন, সন্তানদের শান্ত করলেন, প্রবোধ দিলেন এবং ঘুম পাড়িয়ে দিলেন; ফলে তারা রাতের খাবার না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর যখন রাতের খাবার পরিবেশন করা হলো, তিনি চেরাগ নিভিয়ে দিলেন এবং মেহমানকে দেখালেন যে তিনি এবং তাঁর স্বামী তাঁর সাথে খাচ্ছেন, অথচ তাঁরা খাচ্ছিলেন না। এতে

মেহমান পরিতৃপ্ত হলেন এবং তাঁরা দুজনেই ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত কাটালেন, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহমানের সম্মানে তাঁরা রাতের খাবার গ্রহণ করেননি। অতঃপর ভোর হলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জানালেন যে, আল্লাহ তাআলা সেই রাতে তাঁদের উভয়ের কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত প্রীত হয়েছেন। এখানে বিস্ময় দ্বারা পছন্দ করা বা সন্তুষ্টি প্রকাশ করা বোঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ সেই রাতে তাঁদের কর্মকাণ্ডকে অত্যন্ত পছন্দ করেছেন কারণ এতে অনেক মহান শিক্ষা ও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে।

এই হাদীসে নিম্নোক্ত শিক্ষণীয় বিষয়গুলো রয়েছে:

প্রথমত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন যাপনের কঠিন অবস্থা এবং তাঁর অভাব-অনটনের বিবরণ, যদিও তিনি আল্লাহর নিকট সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত। যদি দুনিয়ার মূল্য আল্লাহর নিকট সামান্যতমও হতো, তবে মানুষের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই এর সর্বাধিক উপযুক্ত ও হকদার হতেন। কিন্তু আল্লাহর নিকট দুনিয়ার কোনো মূল্য নেই।

ইবনুল কায়্যিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন:

দুনিয়া যদি মশার একটি ডানার সমান হতো ... তবে প্রতিপালক কোনো অবিশ্বাসী বা কাফিরকে তা থেকে এক ঢোক পানিও পান করাতেন না।

কিন্তু আল্লাহর কসম, এটি তাঁর নিকট আরও অধিক তুচ্ছ ... সেই ওড়তে অক্ষম ডানার চেয়েও।

আল্লাহর নিকট এটি মশার ডানার চেয়েও তুচ্ছ; এর কোনো গুরুত্বই নেই।

আরেকটি বিষয় হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সাহাবায়ে কিরামের অনন্য শিষ্টাচার। কেননা এই আনসারী রাদিয়াল্লাহু...

الله عنه قال لزوجته: ((أكرمى ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولم يقل أكرمى ضيفنا مع أن الذي أضافه في الحقيقة هو هذا الرجل، لكنه أضافه نيابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فجعله ضيفاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها: إنه يجوز عرض الضيافة على الناس، ولا يعد هذا من المسالة المذمومة، أولاً لأنه لم يعين، فلم يقل: يا فلان ضيف هذا الرجل حتى نقول: إنه أخرج، وإنما هو على سبيل العموم، فيجوز للإنسان مثلاً إذا نزل به ضيف وكان مشغولاً، أو ليس عنده ما يضيفه به، أن يقول لمن حوله: من مضيف هذا الرجل؟ ولا حرج في ذلك ومنها: الإيثار العظيم من هذا الرجل الأنصاري، حيث بات هو وزوجته وصبيته من غير عشاء إكراماً لهذا الضيف الذي نزل ضيفاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها: أنه ينبغي للإنسان ألا يُري ضيفه أنه مانٌّ عليه، أو أن الضيف مضيق عليه، ومخرج له؛ لأن الرجل أمر بإطفاء المصباح حتى لا يظن الضيف أنه ضيق عليهم وحرهم العشاء، وهذا مأخوذ من أدب الخليل إبراهيم عليه السلام حين نزلت به الملائكة ضيوفاً (فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعَجَلٍ سَبِينٍ) (الذريات: 26)، حينئذٍ، لكنه راغ إلى أهله، أي ذهب بسرعة وخفية لئلا يخلج الضيف. ومنها: أنه يجوز للإنسان أن يؤثر الضيف ونحوه على عائلته، وهذا في الأحوال النادرة العارضة، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أبداً بنفسك

(আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) তাঁর স্ত্রীকে বললেন: "আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মেহমানকে সম্মান করো।" তিনি 'আমাদের মেহমানকে সম্মান করো' বলেননি, যদিও বাস্তবে মেহমানদারি সেই ব্যক্তিই করছিলেন। কিন্তু তিনি রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পক্ষ থেকে মেহমানদারি করছিলেন, তাই তাকে আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মেহমান হিসেবে গণ্য করেছেন।

এর মধ্যে একটি শিক্ষা হলো: মানুষের কাছে মেহমানদারির প্রস্তাব পেশ করা বৈধ এবং এটি নিন্দনীয় যাত্রণার অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রথমত, কারণ তিনি নির্দিষ্ট কাউকে নির্দেশ করেননি। তিনি

বলেননি: 'হে অমুক, এই লোকটিকে মেহমানদারি করো', যাতে আমরা বলতে পারি যে তিনি তাকে বিব্রত করেছেন। বরং এটি ছিল সাধারণ আহ্বান। সুতরাং কোনো ব্যক্তির কাছে যদি মেহমান আসে এবং সে ব্যস্ত থাকে অথবা তার কাছে মেহমানদারির মতো কিছু না থাকে, তবে সে তার আশেপাশের লোকদের বলতে পারে: "এই ব্যক্তির মেহমানদারি কে করবে?" এতে কোনো দোষ নেই।

এর মধ্যে রয়েছে: এই আনসারী ব্যক্তির মহান আত্মত্যাগ, যেখানে তিনি নিজে, তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর সন্তানরা রাতের খাবার না খেয়ে রাত কাটিয়েছেন আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই মেহমানের সম্মানে, যিনি রাসূলের মেহমান হিসেবে এসেছিলেন।

এর মধ্যে আরও একটি শিক্ষা হলো: কোনো ব্যক্তির উচিত নয় মেহমানকে এটি বুঝতে দেওয়া যে, সে তার ওপর অনুগ্রহ করছে অথবা মেহমান তার জন্য সংকীর্ণতা বা বিব্রতকর পরিস্থিতির কারণ হচ্ছে। কেননা সেই ব্যক্তি প্রদীপ নিভিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে মেহমান মনে না করে যে সে তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের রাতের খাবার থেকে বঞ্চিত করেছে। এটি খলিল ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর শিষ্টাচার থেকে নেওয়া হয়েছে, যখন ফেরেশতারা তাঁর কাছে মেহমান হিসেবে এসেছিলেন— (অতঃপর তিনি দ্রুত ও সংগোপনে তাঁর স্ত্রীর কাছে গেলেন এবং একটি হুণ্টপুণ্ট বাছুর নিয়ে আসলেন) (আয-যারিয়াত: ২৬)। এখানে তিনি মেহমানকে লজ্জায় না ফেলার জন্য দ্রুত ও সংগোপনে পরিবারের কাছে গিয়েছিলেন।

এর মধ্যে আরও রয়েছে: কোনো ব্যক্তির জন্য নিজের পরিবারের ওপর মেহমান বা এই জাতীয় কাউকে অগ্রাধিকার দেওয়া বৈধ, তবে এটি বিরল ও আকস্মিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যথায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমার নিজের সত্তা থেকে শুরু করো..."

فتصدق عليها فإن فضل شيء فلا هلك))

ولكن إذا عرضت مثل هذه الأحوال؛ فلا حرج على الإنسان أن يقدم الضيف أو نحوه ممن يجب عليه إكرامه.

ومن تأمل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهديه وهدي أصحابه؛ وجد فيها من مكارم الأخلاق ومعالي الآداب ما لو سار الناس عليه لنالوا بذلك رفعة الدنيا والآخرة. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير في الدنيا والآخرة.

565/2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((طعام الإثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة)) متفق عليه.

وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((طعام الواحد يكفي الإثنين، وطعام الإثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية)).

566/3- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفرٍ مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجلٌ على راحلةٍ له، فجعل يصرفُ بصره يميناً وشمالاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كان معه فضلٌ ظهرٍ فليعد به على من لا ظهر له، ومن

অতএব তা নিজের জন্য ব্যয় করো, অতঃপর যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তবে তা তোমার পরিবারের জন্য।

তবে এ জাতীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হলে, মেহমান বা যাদের সম্মান করা ওয়াজিব, তাদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করায় কোনো দোষ নেই।

আর যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ, তাঁর আদর্শ এবং তাঁর সাহাবীগণের আদর্শ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে, সে সেখানে এমন উন্নত নৈতিকতা ও শিষ্টাচার খুঁজে পাবে যে, মানুষ যদি তা অনুসরণ করে তবে তারা দুনিয়া ও আখিরাতের উচ্চ মর্যাদা লাভ

করবে। আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণকর কাজের তাওফীক দান করুন।

৫৬৫/২- আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "দুই জনের খাবার তিন জনের জন্য যথেষ্ট এবং তিন জনের খাবার চার জনের জন্য যথেষ্ট।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

এবং মুসলিমের এক বর্ণনায় জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "এক জনের খাবার দুই জনের জন্য যথেষ্ট, দুই জনের খাবার চার জনের জন্য যথেষ্ট এবং চার জনের খাবার আট জনের জন্য যথেষ্ট।"

৫৬৬/৩- এবং আবু সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি তার সওয়ারীতে চড়ে আসলেন এবং ডানে-বামে তাকাতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "যার কাছে অতিরিক্ত সওয়ারী আছে সে যেন তা তাকে দিয়ে দেয় যার কোনো সওয়ারী নেই, আর যার কাছে..."

(ص: 423) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

كان له فضل زاد، فليعد به على من لا زاد له)) فذكر من أصناف البال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم..

567/4- وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة، فقالت نسجتها بيدي لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها، فخرج إلينا وإنها لإزاره، فقال فلان: اكسينها ما أحسنها!

فَقَالَ: ((نعم)) فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه.

فَقَالَ له القوم: ما أحسنت! لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها، ثم سألتُهُ، وعلمت أنه لا يرد سائلاً، فقال: إني والله ما سألتُهُ لألبسها، إنما سألتُهُ لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. رواه البخاري

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الأحاديث الأربعة في باب الإيثار وهي حديث أبي هريرة، وجابر، وأبي سعيد، وسهل بن سعد.

ففي الحديثين الأولين، بين النبي صلى الله عليه وسلم إن طعام الواحد يكفي الإثنين، وأن طعام الإثنين يكفي الأربعة، وأن طعام الأربعة يكفي الثمانية، وهذا حث منه عليه الصلاة والسلام على الإيثار، يعني أنك لو أتيت بطعامك الذي قدرت أنه يكفيك، وجاء رجل آخر فلا تبخل، لا تبخل عليه وتقول

"যার অতিরিক্ত পাথেয় আছে, সে যেন তা এমন ব্যক্তিকে দিয়ে দেয় যার কোনো পাথেয় নেই।" এরপর তিনি সম্পদের বিভিন্ন প্রকার উল্লেখ করলেন, এমনকি আমরা মনে করলাম যে, আমাদের কারোরই অতিরিক্ত সম্পদে কোনো অধিকার নেই। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন। ৪/৫৬৭- সাহল ইবনে সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক নারী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট হাতে বোনা একটি চাদর নিয়ে এলেন। তিনি বললেন, "আমি এটি নিজ হাতে বুনেছি আপনাকে পরিধান করানোর জন্য।" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সেটি প্রয়োজন থাকায় তা গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি সেটি লুঙ্গি হিসেবে পরিধান করে আমাদের মাঝে বেরিয়ে এলেন। তখন অমুক ব্যক্তি বলল, "এটি আমাকে পরিধান করতে দিন, এটি কতই না সুন্দর!" তিনি বললেন: "হ্যাঁ।" অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই মজলিসে বসলেন, তারপর ফিরে গিয়ে তা ভাঁজ করলেন এবং লোকটির কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

তখন উপস্থিত লোকেরা তাকে বলল: "তুমি ভালো কাজ করলে না! নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এটি প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তিনি তা পরিধান করেছিলেন, এরপর তুমি তা চেয়ে বসলে? অথচ তুমি জানো যে, তিনি কোনো যাচনাকারীকে ফিরিয়ে দেন না।" সে বলল: "আল্লাহর শপথ, আমি এটি পরিধান করার জন্য চাইনি; বরং আমি এটি চেয়েছি যাতে এটি আমার কাফন হয়।" সাহল বলেন: "পরবর্তীতে সেটিই তাঁর কাফন হয়েছিল।" এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) পরার্থপরতা (ঈসার) অধ্যায়ে এই চারটি হাদিস উল্লেখ করেছেন; সেগুলো হলো আবু হুরাইরা, জাবির, আবু সাঈদ এবং সাহল ইবনে সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর হাদিস।

প্রথম দুটি হাদিসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্পষ্ট করেছেন যে, একজনের খাবার দুজনের জন্য যথেষ্ট, দুজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট এবং চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট। এটি তাঁর (সালাতু ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) পক্ষ থেকে পরার্থপরতার প্রতি এক বিশেষ উৎসাহ। এর অর্থ হলো, আপনি যদি আপনার এমন খাবার নিয়ে আসেন যা আপনি আপনার জন্য যথেষ্ট বলে মনে করেছিলেন এবং অন্য কোনো ব্যক্তি চলে আসে, তবে কার্পণ্য করবেন না। তাঁর প্রতি কার্পণ্য করে বলবেন না যে-

(ص: 424) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

هذا طعامي وحدي، بل أعطه حتى يكون كافياً للثنين.
وكذلك لو جاء اثنان بطعامهما، ثم جاءهما اثنان، فلا يبخلان عليه ويقولان هذا
طعامنا، بل يطعانهما؛ فإن طعامهما يكفيهما ويكفي الإثنين، وهكذا الأربعة مع
الثنائية.

وإنما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا من أجل أن يؤثر الإنسان بفضل طعامه على أخيه.

وكذلك أيضاً حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على رحل له، فجعل يلتفت يميناً وشمالاً، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن الرجل محتاج، فقال عليه الصلاة والسلام: ((من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له)). .
وذكر أنواعاً ولم يبادر فيقول من كان له فضل زاد مثلاً لئلا يخجل الرجل، بل قال: ((من كان له فضل ظهر))، والرجل لا يحتاج إلى الظهر، لأنه كان على راحلته، لكن هذا من حسن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم.

يقول الراوي: ((حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل)) يعني أن الإنسان يبذل كل ما عنده حتى لا يبقى معه فضل، يعني من الطعام والشراب والرحل وغير ذلك، وهذا كله من باب الإيثار.

وأما الحديث الرابع حديث سهل بن سعد، فإن امرأة جاءت وأهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بردة، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الهدية؛ بل يقبل الهدية ويثيب عليها صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من كرمه وحسن خلقه، فتقدم رجل إليه، فقال: ما أحسن هذا، طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل الرسول عليه الصلاة

এটি কেবল আমার খাবার—এমন নয়, বরং তাকে দাও যাতে তা দুইজনের জন্য যথেষ্ট হয়।
অনুরূপভাবে, যদি দুইজন ব্যক্তি তাদের খাবার নিয়ে আসে এবং আরও দুইজন তাদের কাছে আসে, তবে তারা যেন কৃপণতা না করে এবং এ কথা না বলে যে এটি আমাদের খাবার, বরং তারা যেন তাদের খেতে দেয়; কারণ তাদের খাবার তাদের দুইজনের জন্য এবং অপর দুইজনের জন্যও যথেষ্ট হবে। এভাবেই চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট হয়।

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটি উল্লেখ করেছেন যাতে মানুষ তার অতিরিক্ত খাবার দিয়ে তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে এবং তাকে অগ্রাধিকার দিতে পারে।

তেমনিভাবে আবু সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত সেই হাদিসটিও উল্লেখযোগ্য, যেখানে জনৈক ব্যক্তি তার সাওয়ারিতে চড়ে নবী কারিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে ডানে-বামে তাকাচ্ছিলেন। নবী কারিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্ভবত বুঝতে পেরেছিলেন যে লোকটি অভাবী। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: “যার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাহন আছে, সে যেন তা এমন ব্যক্তিকে দেয় যার বাহন নেই। আর যার কাছে অতিরিক্ত পাথেয় আছে, সে যেন তা এমন ব্যক্তিকে দেয় যার পাথেয় নেই।” তিনি বিভিন্ন বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন এবং প্রথমেই পাথেয়ের কথা বলেননি পাছে লোকটি লজ্জিত না হয়, বরং তিনি বললেন: “যার কাছে অতিরিক্ত বাহন আছে,” অথচ লোকটির বাহনের প্রয়োজন ছিল না কারণ সে তো তার সাওয়ারিতেই ছিল। এটি ছিল রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চমৎকার বাকরীতির বহিঃপ্রকাশ।

বর্ণনাকারী বলেন: “পরিশেষে আমরা ভাবতে শুরু করলাম যে, আমাদের কারোরই অতিরিক্ত কোনো কিছুর ওপর কোনো হক নেই।” অর্থাৎ মানুষ তার যা কিছু আছে সব বিলিয়ে দেবে যতক্ষণ না তার কাছে অতিরিক্ত কিছু অবশিষ্ট থাকে—তা খাবার, পানীয়, বাহন বা অন্য যাই হোক না কেন। আর এ সবই হলো ‘ইছার’ বা পরার্থপরতার অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ হাদিসটি হলো সাহল ইবনে সাদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিস। এক মহিলা এসে নবী কারিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে একটি চাদর উপহার দিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো উপহার প্রত্যাখ্যান করতেন না; বরং তা গ্রহণ করতেন এবং তার প্রতিদান দিতেন। এটি ছিল তাঁর মহানুভবতা ও উত্তম চরিত্রের পরিচয়। তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এগিয়ে এসে বলল: “এটি কতই না সুন্দর!” সে এটি নবী কারিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে চাইল। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা দান করলেন।

والسلام، خلعها وطواها، وأعطاه إياها.

فقيل للرجل: كيف طلبتها من النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أنه لا يرد سائلاً؟ فقال: والله ما طلبتها لألبسها، ولكن لتكون كفني رضي الله عنه، فأبقاها عنده فصارت كفنه، ففي هذا إيثار النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه؛ لأنه آثر بها هذا الرجل مع أن الذي يظهر أنه في حاجة لها.

* * *

568/5- وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قل طعم عيالهم بالمدينة، جبعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم)) متفق عليه.

"ارملوا": فرغ زادهم، أو قارب الفراغ.

...এবং সালাম, তিনি তা খুলে ফেললেন, ভাঁজ করলেন এবং তাকে প্রদান করলেন।

অতঃপর লোকটিকে বলা হলো: "আপনি কেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এটি চাইলেন, অথচ আপনি জানেন যে তিনি কোনো যাক্ষকারীকে ফিরিয়ে দেন না?" তিনি বললেন: "আল্লাহর কসম, আমি এটি পরিধান করার জন্য চাইনি, বরং এটি যেন আমার কাফন হয় সেজন্য চেয়েছি" (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। অতঃপর তিনি সেটি নিজের কাছে রেখে দিলেন এবং সেটিই তার কাফন হয়েছিল। এর মধ্যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার (ইসার) বিষয়টি ফুটে উঠেছে; কারণ তিনি এই লোকটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, যদিও আপাতদৃষ্টিতে তাঁর নিজেরই সেটির প্রয়োজন ছিল।

* * *

৫/৫৬৮- আবু মুসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আশআরী গোত্রের লোকেরা যখন যুদ্ধে পাথেয় সংকটে পড়ে অথবা মদীনায় তাদের পরিবার-পরিজনের খাদ্য কমে যায়, তখন তাদের কাছে যা কিছু থাকে তা একটি কাপড়ে একত্রিত করে, অতঃপর একটি পাত্রের মাধ্যমে নিজেদের

মধ্যে তা সমানভাবে বণ্টন করে নেয়। সুতরাং তারা আমার অন্তর্ভুক্ত এবং আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

"আরমানু" শব্দের অর্থ হলো: তাদের পাথেয় নিঃশেষ হয়ে যাওয়া, অথবা নিঃশেষ হওয়ার উপক্রম হওয়া।

(ص: 426) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

63- باب التنافس في أمور الآخرة والاستنكار مما يتبرك به

قال الله تعالى: (وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ) (المطففين: 26) .

569/1- وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بشارب، فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام ((أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟)) فقال الغلام: والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبك منك أحداً، فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله في آخر باب فضل الإيثار، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وأصحابه الذين هم من الأشعريين من أهل اليمن، كانوا يتساعدون في أمورهم، فإذا أتاهم شيء من المال جمعوه ثم اقتسموه بينهم بالسوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((فهم مني وأنا منهم)) قال ذلك تشجيعاً لما يفعلونه.

وهذا الحديث أصل في الجمعيات التعاونية التي يفعلها بعض الناس اليوم، تجتمع القبيلة على أن يضعوا صندوقاً يجمعون فيه ما يريد الله عز وجل من المال؛ إما بالنسبة وإما بالاجتهاد والترشيح، فيكون مثلاً على

৬৩- পরিচ্ছেদ: পরকালীন বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা এবং বরকতময় বস্তু লাভে অন্যের অনুকূলে নিজের অধিকার ত্যাগ করতে অনীহা প্রকাশ করা

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: (আর এরই জন্য প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক)। (সূরা আল-মুতাফফিফীন: ২৬)।

১/৫৬৯- সাহল ইবনে সাদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট কিছু পানীয় আনা হলো। তিনি তা থেকে পান করলেন। তখন তাঁর ডানপাশে ছিল এক কিশোর এবং বামপাশে ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ। তিনি কিশোরটিকে বললেন: "তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে যে আমি এই পানীয়টুকু আগে এদেরকে দিই?" কিশোরটি উত্তর দিল: "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম, আপনার নিকট থেকে প্রাপ্ত আমার বরকতময় অংশে আমি আমার ওপর অন্য কাউকে অগ্রাধিকার দেব না।" তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেটি তার হাতেই অর্পণ করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) 'পরোপকার ও ত্যাগের ফজিলত' অধ্যায়ের শেষে আবু মুসা আল-আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং তাঁর গোত্র আশআরীদের হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যারা ইয়েমেনের অধিবাসী ছিলেন। তাঁরা নিজেদের বৈষয়িক প্রয়োজনে একে অপরকে সাহায্য করতেন। যখন তাঁদের নিকট কোনো সম্পদ বা খাদ্যসামগ্রী আসত, তাঁরা তা একত্রে জমা করতেন এবং পরে নিজেদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করে নিতেন। নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদের এই কাজের উৎসাহ প্রদান করে বলেছিলেন: "তারা আমার অন্তর্ভুক্ত এবং আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত।"

এই হাদীসটি বর্তমান যুগে একদল মানুষ যে সমবায় সমিতি গড়ে তোলে তার মূল ভিত্তি। কোনো গোত্র বা সম্প্রদায় এই মর্মে একমত হয় যে, তারা একটি সাধারণ তহবিল গঠন করবে

যেখানে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পদ জমা করবে; যা নির্দিষ্ট অনুপাতে হতে পারে অথবা ব্যক্তিগত সামর্থ্য ও মনোনয়নের ভিত্তিতে হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ এটি হতে পারে...

(ص: 427) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

كل واحد منهم أن يدفع اثنين في المائة من راتبه أو من كسبه أو ما أشبه ذلك، ويكون هذا الصندوق معداً للحوائج والنكبات التي تحصل على واحد منهم.

فهذا أصله حديث أبي موسى رضي الله عنه الذي سبق، فإذا جمع الناس صندوقاً على هذا النحو ليتساعدوا فيه على نكبات الزمان من الحوادث وغيرها، فإن لذلك أصلاً في السنة، وهو من الأمور المشروعة. ولكن ينبغي أن نعمل أن هذا الصندوق قد يكون لمن يقع عليه الحادث، وقد يكون لمن يقع منه الحادث.

أما الأول: فإن يوضع الصندوق للناس لمساعدة الناس الذين يحصل عليهم جوائح؛ مثل جوائح تتلف زروعهم ومواشيهم، أو أمطار تهدم بيوتهم، أو ما أشبه ذلك، أو حوادث تحدث على سياراتهم من غيرهم، فيحتاجون إلى المساعدة؛ فهذا طيب ولا إشكال فيه.

أما الثاني: فهو للحوادث التي تقع من الشخص، فإذا فعل شخص حادثاً مثل دس أحد أو ما أشبه ذلك يساعد، فهذا ينبغي أن ينظر في هذا الأمر؛ لأننا إذا وضعنا صندوقاً لهذا فإن السفهاء قد يتهورون، ولا يهتمون أن تقع الحوادث منهم، فإذا قدر أننا وضعنا صندوقاً لهذا الشيء فليكن ذلك بعد الدراسة؛ دراسة ما حدث من الشخص دراسة عبيقة، وأنه لم يحدث منه تهوؤ ولم يحدث منه تفريط، وإلا فلا

ينبغي أن توضع الصناديق لمساعدة هؤلاء السفهاء الذين يوماً يدعون شخصاً،
ويوماً يصدمون سيارة وما أشبه ذلك، وربما يقع ذلك عن حال غير مرضية كسُكر،
أو عن

তাদের প্রত্যেকে তাদের বেতন বা উপার্জন বা অনুরূপ উৎস থেকে দুই শতাংশ প্রদান করবে এবং এই তহবিলটি তাদের কারও ওপর আপতিত প্রয়োজন ও বিপদ-আপদ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত রাখা হবে।

এর মূল ভিত্তি হলো ইতিপূর্বে বর্ণিত আবু মুসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসটি। সুতরাং লোকেরা যদি সময়ের বিপদ-আপদ ও দুর্ঘটনা ইত্যাদিতে একে অপরকে সহযোগিতা করার জন্য এইভাবে কোনো তহবিল গঠন করে, তবে সুন্নাহতে এর ভিত্তি রয়েছে এবং এটি একটি শরিয়ী ও বৈধ বিষয়।

তবে আমাদের জানা উচিত যে, এই তহবিলটি কখনও তার জন্য হতে পারে যার ওপর দুর্ঘটনা ঘটেছে, আবার কখনও তার জন্য হতে পারে যার পক্ষ থেকে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

প্রথমত: তহবিলটি ঐসব ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য গঠন করা হয় যাদের ওপর কোনো বড় বিপর্যয় আপতিত হয়েছে; যেমন এমন কোনো দুর্ভোগ যা তাদের ফসল ও গবাদি পশু ধ্বংস করেছে, কিংবা এমন অতিবৃষ্টি যা তাদের ঘরবাড়ি ধসিয়ে দিয়েছে অথবা অনুরূপ কিছু, কিংবা অন্যদের মাধ্যমে তাদের যানবাহনে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে যার ফলে তাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়; এটি উত্তম এবং এতে কোনো সংশয় নেই।

দ্বিতীয়ত: এটি সেই সব দুর্ঘটনার জন্য যা স্বয়ং কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে ঘটে থাকে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে চাপা দেওয়ার মতো কোনো দুর্ঘটনা ঘটায় এবং তাকে সাহায্য করা হয়, তবে এই বিষয়টি খতিয়ে দেখা আবশ্যিক; কারণ আমরা যদি এই উদ্দেশ্যে কোনো তহবিল গঠন করি, তবে নির্বোধ ও হঠকারী ব্যক্তির বাবেপেরোয়া হয়ে উঠতে পারে এবং তাদের মাধ্যমে দুর্ঘটনা ঘটানোর ব্যাপারে তারা ভ্রক্ষেপ করবে না। সুতরাং যদি আমরা এই ধরনের বিষয়ের জন্য কোনো তহবিল গঠন করার সিদ্ধান্ত নিই, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মাধ্যমে যা ঘটেছে তা গভীরভাবে পর্যালোচনার পর করা উচিত; অর্থাৎ এটি নিশ্চিত হতে হবে যে, তার পক্ষ থেকে কোনো প্রকার হঠকারিতা বা অবহেলা ছিল না। অন্যথায়, ঐসব নির্বোধ ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য এমন তহবিল রাখা উচিত নয় যারা আজ কাউকে চাপা দিচ্ছে তো কাল কোনো গাড়িতে ধাক্কা মারছে

অথবা অনুরূপ কিছু করছে; এমনকি সম্ভবত এসব ঘটনা মাদকাসক্তির মতো কোনো অগ্রহণযোগ্য অবস্থার কারণেও ঘটতে পারে, অথবা...

(ص: 428) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

حال يفطر فيها الإنسان كالنوم وما أشبه ذلك.

والحاصل أن هذه الصناديق تكون على وجهين:

الوجه الأول: مساعدة من يحصل عليه حادث، فهذا طيب ولا إشكال فيه.

والوجه الثاني: أن يكون ممن يحصل منه حادث، فهذا إن وضع - ولا أحبذ أن يوضع،

لكن إن وضع - فإنه يجب التحرز والتثبت من كون هذا الرجل الذي حصل منه

الحادث لم يحصل منه تفريط ولا تعد.

ثم إن هذا المال الذي يوضع في الصندوق ليس فيه زكاة مهما بلغ من القدر، وذلك

لأنه ليس له مالك، ومن شروط وجوب الزكاة أن يكون المال له مالك، وهذا

الصندوق ليس له مالك؛ بل من حصل عليه حادث فإنه يساعد منه، وأصحابه

الذين وضعوا هذه النقود في هذا الصندوق فإنهم لا يملكون أخذها؛ لأنهم قد

أخرجوها من أموالهم لمال من؛ لا لأحد وإنما هو للمساعدة، وعلى هذا فلا يكون فيها

زكاة.

ثم هاهنا مسألة يسأل عنها الكثير من الناس، وهي أنه يجتمع أناس من الموظفين

مثلاً، ويقولون: سنخضم من كل راتب من رواتب هؤلاء نفر ألف ريال على كل

واحد، أو عشرة في المائة من راتبه، يعني إما بالنسبة أو بالتعيين، ونعطيها واحداً

منا، وفي الشهر الثاني نعطيها الثاني، وفي الشهر الثالث نعطيها الثالث، وفي الشهر

الرابع نعطيهما الرابع، حتى تدور عليهم ثم ترجع للأول للمرة الثانية، فبعض الناس يسأل عنها.

والجواب على هذا أن نقول: إن هذا صحيحٌ ولا بأس به، وليس فيه

এমন অবস্থা যাতে মানুষ অবহেলা করে, যেমন ঘুম এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয়।

সারকথা হলো, এই তহবিলগুলো দুই ধরনের হতে পারে:

প্রথম ধরণ: যার দুর্ঘটনা ঘটেছে তাকে সহায়তা করা; এটি উত্তম এবং এতে কোনো সমস্যা নেই।

দ্বিতীয় ধরণ: যার মাধ্যমে দুর্ঘটনা ঘটে তাকে সহায়তা করার জন্য হওয়া। এটি যদি প্রতিষ্ঠিত হয়—যদিও আমি এটি প্রতিষ্ঠিত করা পছন্দ করি না, তবে যদি করা হয়—তবে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং নিশ্চিত হতে হবে যে, যার মাধ্যমে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তার পক্ষ থেকে কোনো অবহেলা বা সীমালঙ্ঘন হয়নি।

অতঃপর, এই তহবিলে রাখা অর্থের পরিমাণ যাই হোক না কেন, তাতে কোনো জাকাত নেই।

কারণ এর কোনো নির্দিষ্ট মালিক নেই। আর জাকাত ওয়াজিব হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো সম্পদের মালিক থাকা। এই তহবিলের কোনো নির্দিষ্ট মালিক নেই; বরং যার দুর্ঘটনা ঘটে তাকে এখান থেকে সাহায্য করা হয়। আর যারা এই তহবিলে অর্থ জমা দিয়েছেন, তারা তা ফেরত নেওয়ার মালিকানা রাখেন না; কারণ তারা এই অর্থ তাদের সম্পদ থেকে দান হিসেবে বের করে দিয়েছেন, কারো ব্যক্তিগত মালিকানার জন্য নয়, বরং কেবল সাহায্যের উদ্দেশ্যে।

সুতরাং, এতে কোনো জাকাত নেই।

অতঃপর এখানে একটি মাসআলা রয়েছে যা সম্পর্কে অনেক মানুষ জিজ্ঞাসা করে থাকেন। তা হলো, যেমন একদল চাকুরিজীবী একত্রিত হয়ে বললেন: আমরা এই ব্যক্তিদের প্রত্যেকের বেতন থেকে এক হাজার রিয়াল করে অথবা বেতনের দশ শতাংশ কর্তন করব—অর্থাৎ নির্দিষ্ট অংকে হোক বা শতকরা হারে—এবং তা আমাদের মধ্য থেকে একজনকে প্রদান করব। দ্বিতীয় মাসে আমরা দ্বিতীয় জনকে দেব, তৃতীয় মাসে তৃতীয় জনকে এবং চতুর্থ মাসে চতুর্থ জনকে দেব; এভাবে চক্রাকারে সবার মাঝে আবর্তিত হয়ে পুনরায় প্রথম ব্যক্তির কাছে ফিরে আসবে। কিছু লোক এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে থাকেন।

এর উত্তর হলো, আমরা বলব: এটি সঠিক এবং এতে কোনো অসুবিধা নেই, এবং এতে নেই

(ص: 429) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

حرج، ومن توهم أنه من باب القرض الذي جر نفعاً فقد وهم؛؛ لأنني إذا سلفت أنا هؤلاء الإخوان الذين معي شيئاً فأنا لا آخذ أكثر مما أعطيت، وكونهم يقولون سوف يرجع إليه مال كثير نقول: نعم، ولكن لم يرجع عليه أكثر مما أعطى، فغاية ما فيه أنه سلف بشرط أن يوفى وليس في هذا شيء.

فهذا وهم من بعض الإخوان وهم بعض طلبة العلم الذين يظنون أن هذا من باب الربا؛ هذا ليس فيه ربا إطلاقاً، بل هو من باب التساعد والتعاون، وكثيراً ما يحتاج بعض الزملاء إلى أموال حاضرة تفك مشاكله، ويسلم من أن يذهب إلى أحد يتدين منه ويربي عليه، أو يذهب إلى بنك يأخذ منه بالربا أو ما أشبه ذلك، فهذه مصلحة وليس فيها مفسدة بأي وجه من الوجوه والله البوق.

এতে কোনো দোষ নেই। আর যারা মনে করেন যে এটি এমন ঋণের অন্তর্ভুক্ত যা কোনো মুনাফা বয়ে আনে, তারা মূলত ভুল ধারণা পোষণ করছেন; কারণ আমি যদি আমার সাথে থাকা এই ভাইদের কোনো কিছু ঋণ হিসেবে দিই, তবে আমি যা দিয়েছি তার চেয়ে বেশি গ্রহণ করি না। আর তাদের এই কথা যে, পরে তার নিকট অনেক অর্থ ফিরে আসবে—এর উত্তরে আমরা বলব: হ্যাঁ, আসবে ঠিকই, তবে সে যা দিয়েছে তার অতিরিক্ত কিছু তার নিকট ফিরে আসেনি। সুতরাং এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো, এটি একটি ঋণ যা এই শর্তে দেওয়া হয়েছে যে তা পরিশোধ করা হবে, আর এতে আপত্তির কিছু নেই।

এটি মূলত কিছু ভাই এবং দ্বীনি শিক্ষার্থীদের ভুল ধারণা যারা মনে করেন যে এটি সুদের অন্তর্ভুক্ত; অথচ এতে বিন্দুমাত্র সুদের লেশ নেই। বরং এটি পারস্পরিক সাহায্য ও

সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত। অনেক সময় সহকর্মীদের তাৎক্ষণিক নগদ অর্থের প্রয়োজন হয় যা তাদের সমস্যা নিরসন করে এবং এর ফলে তারা অন্য কারও কাছ থেকে সুদে ঋণ গ্রহণ কিংবা ব্যাংক থেকে সুদের ভিত্তিতে অর্থ নেওয়া বা এজাতীয় পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পায়। সুতরাং এটি একটি জনকল্যাণমুখী কাজ এবং কোনো দিক থেকেই এতে অকল্যাণের কিছু নেই। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

(ص: 430) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

64- باب فضل الغني الشاكر وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجهه
المأمور بها

قال الله تعالى: (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى) (وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى) (فَسَنِّيْسِرُهُ لِلْيُسْرَى)
(الليل: 5-7)

وقال تعالى: (وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى) (الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى) (وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى) (إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى) (وَلَسَوْفَ يَرْضَى) (الليل: 17-21) .
وقال تعالى: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (البقرة: 271)
وقال تعالى: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ) (آل عمران: 92)
والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرة معلومة.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الغني الشاكر، وهو الذي يأخذ المال بحثه ويصرفه في حقه.

فالغني هو الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى ما يستغني به عن غيره من مال أو علم أو جاه أو غير ذلك، وإن كان الأكثر استعمالاً أن الغني هو الذي أعطاه الله المال الذي يستغني به عن غيره.

والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالمال يعني بالغنى وبالفقر، فمن

৬৪- কৃতজ্ঞ ধনী ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা; যে ব্যক্তি বৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জন করে এবং নির্দেশিত খাতে তা ব্যয় করে

আল্লাহ তাআলা বলেন: "সুতরাং যে দান করে ও তাকওয়া অবলম্বন করে, এবং যা উত্তম তা সত্য বলে বিশ্বাস করে, আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ।" (আল-লাইল: ৫-৭)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "তা থেকে দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে, যে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে তার সম্পদ দান করে। এবং তার ওপর কারও এমন কোনো অনুগ্রহ নেই যার প্রতিদান দিতে হবে। কেবল তার মহান রবের সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় সে তা করে। আর অচিরেই সে সন্তুষ্ট হবে।" (আল-লাইল: ১৭-২১)।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান করো তবে তা ভালো; আর যদি তা গোপন করো এবং অভাবগ্রস্তদের দান করো তবে তা তোমাদের জন্য আরও বেশি ভালো। আর তিনি তোমাদের কিছু পাপ মোচন করবেন। তোমরা যা করো আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।" (আল-বাকারাহ: ২৭১)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত কখনো পুণ্য লাভ করতে পারবে না। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।" (আল-ইমরান: ৯২)

আনুগত্যের কাজে অর্থ ব্যয়ের ফজিলত সম্পর্কে আয়াতসমূহ অনেক এবং সুপরিচিত।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) বলেন: কৃতজ্ঞ ধনী ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বের অধ্যায়। তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি বৈধ উপায়ে সম্পদ গ্রহণ করেন এবং তা যথার্থ খাতে ব্যয় করেন। ধনী মূলত তিনিই, যাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এমন কিছু দান করেছেন যার মাধ্যমে তিনি অন্যের মুখাপেক্ষীহীন হন—তা সম্পদ, জ্ঞান, পদমর্যাদা বা অন্য কিছু হতে পারে। যদিও সাধারণত 'ধনী' বলতে তাঁকেই বোঝানো হয় যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন যার মাধ্যমে তিনি অন্যের মুখাপেক্ষীহীন থাকেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর বান্দাদের সম্পদ দ্বারা অর্থাৎ সচ্ছলতা ও অভাব দ্বারা পরীক্ষা করেন। সুতরাং যে...

(ص: 431) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الناس من لو أغناه الله لأفسده الغني، ومن الناس من لو أفقره الله لأفسده الفقر، والله عز وجل يعطي كل أحد بحسب ما تقتضيه الحكمة (وَنَبَلُوكُمْ بِالْأَشْرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) (الانبیاء: 35).

وإذا أعطى الله الإنسان المال فإنه ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: من يعطيه الله المال يكتسبه من طريق حرام؛ كالمرابي، والكذاب، والغشاش في البيع والشراء، ومن أكل أموال الناس بالباطل وما أشبه ذلك، فهذا غناه لا ينفعه؛ لأنه غني في الدنيا، ولكنه فقير والعياذ بالله في الدنيا والآخرة. إذ أن هذا الشيء الذي دخل عليه من هذا الوجه سوف يعاقب عليه يوم القيامة، وأعظمه الربا، فإن الله عز وجل يقول في كتابه: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا

كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: 275) ، ويقول الله تبارك وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ) (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) (البقرة: 278، 279) .

القسم الثاني من الأغنياء: من أغناه الله بالمال لكن عن طريق الحلال، يبيع بالبيان والنصح والصدق، ويأخذ كذلك، ولا يكتسب إلا المال الحلال، فهذا هو الذي ينفعه غناه؛ لأن من كان كذلك؛ فالغالب أن الله

মানুষের মধ্যে এমন কেউ আছে যাকে আল্লাহ সম্পদশালী করলে সম্পদ তাকে কলুষিত করত, আবার এমন কেউ আছে যাকে আল্লাহ দরিদ্র করলে দারিদ্র্য তাকে কলুষিত করত। মহান আল্লাহ হিকমত বা প্রজ্ঞা অনুযায়ী প্রত্যেককে দান করেন (আর আমরা তোমাদেরকে মন্দ ও ভালোর মাধ্যমে পরীক্ষা করি ফিতনা হিসেবে এবং তোমরা আমাদেরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। সূরা আল-আম্বিয়া: ৩৫)।

আল্লাহ যখন মানুষকে ধন-সম্পদ দান করেন, তখন তা দুই প্রকারে বিভক্ত হয়:

প্রথম বিভাগ: যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু সে তা হারাম উপায়ে উপার্জন করে; যেমন সুদখোর, মিথ্যাবাদী, ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারক এবং যারা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ গ্রাস করে বা এই জাতীয় কাজ করে। এই ব্যক্তির ধন-সম্পদ তার কোনো উপকারে আসবে না; কারণ সে কেবল পার্থিব জগতেই সম্পদশালী, কিন্তু আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন, সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই নিঃস্ব।

কেননা যে সম্পদ এই পথে অর্জিত হয়েছে, কিয়ামতের দিন তাকে এর জন্য শাস্তি পেতে হবে।

আর এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হলো সুদ। আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তাঁর কিতাবে বলেন:

(যারা সুদ খায় তারা কেবল সেই ব্যক্তির ন্যায় দণ্ডায়মান হবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দিয়েছে। এটা এজন্য যে, তারা বলে, ক্রয়-বিক্রয় তো সুদেরই মতো। অথচ আল্লাহ ক্রয়-

বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। সুতরাং যার কাছে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এল এবং সে বিরত হল, তবে যা গত হয়েছে তা তারই এবং তার বিষয় আল্লাহর এখতিয়ারাধীন। আর যারা পুনরায় তা করবে তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। সূরা আল-বাকারাহ: ২৭৫)। মহান আল্লাহ আরও বলেন: (হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে তা বর্জন করো, যদি তোমরা মুমিন হও। আর যদি তোমরা তা না করো, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা জেনে রাখো। আর যদি তোমরা তওবা করো, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই; তোমরা যুলুম করবে না এবং তোমাদের ওপরও যুলুম করা হবে না। সূরা আল-বাকারাহ: ২৭৮-২৭৯)।

ধনীদের দ্বিতীয় বিভাগ: যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন তবে তা হালাল উপায়ে অর্জিত। সে পূর্ণ বিবরণ, সদুপদেশ এবং সততার সাথে বিক্রয় করে এবং একইভাবে গ্রহণ করে। সে কেবল হালাল সম্পদই উপার্জন করে। এই ব্যক্তির সম্পদই তার উপকারে আসবে। কারণ যে ব্যক্তি এরূপ হয়, সাধারণত আল্লাহ...

(ص: 432) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

يُوفقه لصرفه فيما ينفع.

فهذا هو الغني الشاكر الذي يأخذ المال بحقه، ويصرفه في حقه على الوجه الذي شرعه الله له.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات في هذا المعنى، فذكر قول الله سبحانه وتعالى: (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى) (وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى) (فَسَنِّيْسِرُهُ لِلْيُسْرَى) (الليل: 5-7) يعني بذل المال في وجهه، واتقى الله سبحانه وتعالى في بذله وفي جمعه، فهذا ييسر لليسر. وقال سبحانه: (وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى) (وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى) (فَسَنِّيْسِرُهُ لِلْعُسْرَى) (وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى) (إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى) (الليل: 12، 8).

وَقَالَ تَعَالَى: (وَسَيُجَنَّبُهَا) يعني النار (الْأَثَقَى) (الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى) (وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى) (إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى) (وَلَسَوْفَ يَرْضَى) (الليل: 17, 21) يعني سيجنب هذه النار (الْأَثَقَى) (الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى) يعني على وجه يتزكى به، وعلى وجه يقربه إلى الله عز وجل.

(وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى) يعني ليس يعطي المال من باب المكافأة، مكافأة نعمة يجزي عليها غيره، ولكنه يعطي المال لله، ولهذا قال: (إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى) لكن يعطي المال ابتغاء وجه ربه الأعلى (وَلَسَوْفَ يَرْضَى) بما يجازيه الله به. فعلى المؤمن إذا أغناه الله عز وجل أن يكون شاكراً لله قائماً بما أوجب الله عليه من بذل المال في حقه على الوجه الذي يرضي الله عز وجل.

* * *

তিনি তাকে তা উপকারী কাজে ব্যয় করার তাওফিক দান করেন।

ইনিই সেই কৃতজ্ঞ ধনী ব্যক্তি, যিনি ন্যায়সঙ্গতভাবে সম্পদ আহরণ করেন এবং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সঠিক খাতে তা ব্যয় করেন।

অতঃপর লেখক (রহিমাহুল্লাহ) এই প্রেক্ষাপটে কিছু আয়াত উল্লেখ করেছেন। তিনি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাণী উল্লেখ করেছেন: "সুতরাং যে দান করে ও তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যা উত্তম (তা) সত্য বলে বিশ্বাস করে, আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ।" (সূরা আল-লাইল: ৫-৭)। অর্থাৎ, যে সঠিক পথে সম্পদ ব্যয় করে এবং সম্পদ আহরণ ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহকে ভয় করে, তার জন্য কল্যাণের পথ সহজ করে দেওয়া হয়।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "পক্ষান্তরে যে কার্পণ্য করে ও নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে এবং যা উত্তম তা অস্বীকার করে, আমি তার জন্য সুগম করে দেব কঠোর কষ্টের পথ। আর তার সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না যখন সে ধ্বংস হবে। অবশ্যই পথপ্রদর্শন করা আমারই কাজ।" (সূরা আল-লাইল: ৮-১২)।

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন: "আর তা (জাহান্নাম) থেকে দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে, যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য। এবং তার প্রতি কারো এমন কোনো অনুগ্রহ নেই যার প্রতিদান তাকে দিতে হবে—কেবল তার মহান রবের সন্তুষ্টি লাভ ব্যতিরেকে। আর সে অচিরেই সন্তুষ্ট হবে।" (সূরা আল-লাইল: ১৭-২১)। অর্থাৎ, এই আগুন থেকে দূরে রাখা হবে সেই পরম মুত্তাকীকে, যে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথে সম্পদ দান করে।

"এবং তার প্রতি কারো এমন কোনো অনুগ্রহ নেই যার প্রতিদান তাকে দিতে হবে"—অর্থাৎ, সে সম্পদ দান করে না কোনো প্রতিদান হিসেবে অথবা অন্যের অনুগ্রহের বিনিময়ে, বরং সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই সম্পদ দান করে। একারণেই বলা হয়েছে: "কেবল তার মহান রবের সন্তুষ্টি লাভ ব্যতিরেকে।" অর্থাৎ সে কেবল তার সুমহান রবের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই দান করে। "আর সে অচিরেই সন্তুষ্ট হবে"—আল্লাহ তাকে যে পুরস্কার দান করবেন তাতে সে সন্তুষ্ট হবে।

অতএব, মুমিনের কর্তব্য হলো যখন মহান আল্লাহ তাকে প্রাচুর্য দান করেন, তখন আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সঠিক পন্থায় সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে তাঁর নির্দেশিত ওয়াজিব দায়িত্বসমূহ পালন করা।

* * *

(ص: 433) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

571/1- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالاً، فسلطه علىهلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها)) متفق عليه. وتقدم شرحه قريباً.

572/2- وعن ابنِ عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا حسد إلا في اثنين: رجلٌ آتاهُ الله القرآن. فهو يقومُ به آناء الليل وآناء النهارِ ورجلٌ آتاهُ الله مالاً، فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهارِ)) متفق عليه.

573/3- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراءَ المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى، والنعيم المقيم فقال: ((وما ذاك؟)) فقالوا يُصلون كما نُصلي، ويصومون كما نصومُ ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتقُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكونُ أحدٌ أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟)) قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ((تُسبحون وتحمدون وتكبرون، دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة)) فرجع فقراءُ المهاجرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سيع إخواننا أهلُ الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ذلك فضلُ الله يؤتيه من يشاء)) متفق عليه، وهذا لفظ رواية مسلم.

"الدثور": الأموال الكثيرة، والله أعلم.

১/৫৭১- আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "কেবল দুই ব্যক্তির ক্ষেত্রেই ঈর্ষা করা বৈধ: এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, অতঃপর তাকে সত্যের পথে তা ব্যয় করার পূর্ণ সামর্থ্য দিয়েছেন; আর অন্য এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ প্রজ্ঞা দান করেছেন, অতঃপর সে তদানুযায়ী ফয়সালা করে এবং তা শিক্ষা দেয়।" (বুখারি ও মুসলিম)। এর ব্যাখ্যা পূর্বেই অতিক্রান্ত হয়েছে।

২/৫৭২- ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "কেবল দুই ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঈর্ষা করা যায়: এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন এবং সে রাত ও দিনের বিভিন্ন প্রহরে তা নিয়ে দণ্ডায়মান থাকে

(সালাতে তিলাওয়াত করে); আর অন্য এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন এবং সে রাত ও দিনের বিভিন্ন প্রহরে তা (সৎপথে) ব্যয় করে।" (বুখারি ও মুসলিম)।

৩/৫৭৩- আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, দরিদ্র মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বললেন: "বিভবান ব্যক্তির উচ্চ মর্যাদা ও চিরস্থায়ী নেয়ামত নিয়ে চলে গেলেন।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "সেটি কী করে?" তারা বললেন: "তারা সালাত আদায় করে যেমন আমরা সালাত আদায় করি, তারা রোজা রাখে যেমন আমরা রোজা রাখি; কিন্তু তারা দান-সদকাহ করে যা আমরা করতে পারি না এবং তারা দাস মুক্ত করে যা আমরা পারি না।" তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "আমি কি তোমাদের এমন কিছু শিক্ষা দেব না যার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের অগ্রবর্তীদের স্তরে পৌঁছাতে পারবে এবং তোমাদের পরবর্তীদের চেয়ে অগ্রগামী হবে? আর তোমাদের মতো কাজ যারা করবে তারা ব্যতীত আর কেউ তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারবে না।" তারা বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই শিখিয়ে দিন।" তিনি বললেন: "তোমরা প্রত্যেক সালাতের পর তেত্রিশ বার তাসবিহ (সুবহানাল্লাহ), তেত্রিশ বার তাহমিদ (আলহামদুলিল্লাহ) এবং তেত্রিশ বার তাকবির (আল্লাহু আকবার) পাঠ করবে।" পরবর্তীতে দরিদ্র মুহাজিরগণ পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট ফিরে এসে বললেন: "আমাদের বিভবান ভাইয়েরা আমরা যা করছি তা শুনে ফেলেছে এবং তারাও অনুরূপ আমল শুরু করেছে।" তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।" (বুখারি ও মুসলিম), এটি ইমাম মুসলিমের বর্ণনার শব্দবিন্যাস।

"আদ-দুসুর": প্রচুর সম্পদ। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في بيان الذين ينفقون أموالهم ويجودون بها في سبيل الله، ففي حديث عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيان أنه لا حسد إلا في اثنين، يعني: لا أحد يُغبط غبطة حقيقية إلا هذان الصنفان: الأول: من آتاه الله العلم وهو الحكمة، فكان يعمل بها ويعلمها الناس، فهذا هو الذي يغبط؛ لأنك إذا قارنت بين حال هذا الرجل وحال الجاهل عرفت الفرق بينهما؛ الجاهل يعبد الله على جهل، ولا يعرف من شريعة الله إلا ما فعله الناس، فتجده يتبع الناس على الصواب والخطأ، وهذا نقص كبير في عبادة الرجل؛ لأن الإنسان إذا عبد الله على غير بصيرة؛ صارت عبادته ناقصة. كذلك إذا قارنت بين رجل آتاه الله العلم ولكنه لم يعمل به، ورجل آتاه الله العلم فعلم به وعلبه الناس، تجد الفرق العظيم بين هذا وهذا، فالذي يغبط حقيقة هو الذي آتاه الله العلم فعلم به وعلبه الناس.

والثاني: رجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه في سبيل الله، في كل ما يرضي الله ليلاً ونهاراً، فهذا هو الذي يغبط، أما من آتاه الله المال ولكنه لم ينفقه في مرضاة الله؛ فلا غبطة فيه، ولا يغبط على ما أوتي؛ لأن هذا المال إن انتفع به؛ انتفع به في الدنيا فقط؛ لأنه لا ينفقه لله ولا في سبيل الله. والرجل الثالث: رجلٌ فقيرٌ لم يئُت مَالاً فهو أيضاً لا يغبط، فلا يغبط من ذوي المال إلا من آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، فيما يرضي

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) আল্লাহর পথে যারা নিজেদের সম্পদ ব্যয় করেন এবং এ ক্ষেত্রে উদারতা প্রদর্শন করেন, তাদের বর্ণনায় বেশ কিছু হাদিস উল্লেখ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাতিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত হাদিসে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, কেবল দুটি বিষয় ছাড়া অন্য কোনো কিছুতে ঈর্ষা (গিবতাহ) নেই। অর্থাৎ, এই দুই প্রকারের মানুষ ছাড়া অন্য কাউকে প্রকৃতার্থে ঈর্ষা করা যায় না:

প্রথমত: যাকে আল্লাহ জ্ঞান তথা হিকমত দান করেছেন, এরপর সে সেই অনুযায়ী আমল করে এবং মানুষকে তা শিক্ষা দেয়। এই ব্যক্তিই হলো ঈর্ষার যোগ্য; কারণ আপনি যদি এই ব্যক্তির অবস্থার সাথে একজন অজ্ঞ ব্যক্তির অবস্থার তুলনা করেন, তবে তাদের মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে পারবেন। অজ্ঞ ব্যক্তি না বুঝেই আল্লাহর ইবাদত করে এবং মানুষের কাজ দেখে যতটুকু শেখা যায় তা ছাড়া আল্লাহর শরিয়ত সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান থাকে না। ফলে আপনি তাকে সঠিক ও ভুল উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের অনুসরণ করতে দেখবেন। এটি একজন ব্যক্তির ইবাদতের ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের ত্রুটি; কারণ মানুষ যখন সঠিক জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি ছাড়াই আল্লাহর ইবাদত করে, তখন তার ইবাদত অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

একইভাবে, আপনি যখন এমন এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ জ্ঞান দিয়েছেন কিন্তু সে তা অনুযায়ী আমল করেনি, এবং অন্য এমন এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ জ্ঞান দিয়েছেন আর সে তা অনুযায়ী আমল করার পাশাপাশি মানুষকেও তা শিক্ষা দিয়েছে—এই দুজনের তুলনা করবেন, তখন তাদের মধ্যে বিশাল পার্থক্য দেখতে পাবেন। সুতরাং প্রকৃতার্থে ঈর্ষা করার মতো ব্যক্তি সেই, যাকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন এবং সে তা অনুযায়ী আমল করার পাশাপাশি মানুষকেও তা শিক্ষা দেয়।

দ্বিতীয়ত: এমন এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন এবং সে তা রাত-দিন আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতিটি পথে ব্যয় করে। এই ব্যক্তিই হলো ঈর্ষার যোগ্য। পক্ষান্তরে, যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু সে তা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যয় করেনি, তার মধ্যে ঈর্ষা করার মতো কিছু নেই এবং তাকে যা দেওয়া হয়েছে তার ওপর কোনো ঈর্ষা করা যায় না; কেননা এই সম্পদ যদি তার কোনো উপকারে আসেও, তবে তা কেবল পার্থিব জীবনেই আসবে; যেহেতু সে তা আল্লাহর জন্য বা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না।

তৃতীয় ব্যক্তি: এমন এক দরিদ্র মানুষ যাকে সম্পদ দেওয়া হয়নি, সেও ঈর্ষার যোগ্য নয়। সুতরাং সম্পদশালীদের মধ্যে কেবল তাকেই ঈর্ষা করা যাবে, যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন এবং তাকে সেই সম্পদ সঠিক পথে তথা আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে ব্যয় করার পূর্ণ ক্ষমতা ও তাওফিক দান করেছেন।

الله عز وجل.

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين جاء فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ((يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور)) جمع أجر ((بالدرجات العلى والنعيم المقيم)). قال: ((وما ذاك؟)) قالوا: ((يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق)) يعني فهم أفضل منا؛ لأن الله منّ عليهم بالمال فبذلوه في طاعة الله، وفيما يرضي الله.

فقال عليه الصلاة والسلام: ((أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم، وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟)) فقالوا: ((بلى يا رسول الله))، قال: ((تسبحون وتحمدون وتكبرون، دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة)) يعني تقولون: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين، والحمد لله ثلاثاً وثلاثين، والله أكبر ثلاثاً وثلاثين، فصاروا يفعلون ذلك، لكن الأغنياء سبوا بهذا فصاروا يقولونه؛ يسبحون ويكبرون ويحمدون ثلاثاً وثلاثين دبر كل صلاة. فرجع الفقراء مرة ثانية إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: "يا رسول الله، سيع إخواننا أهل الأموال بما صنعنا فصنعوا مثله"، فقال عليه الصلاة والسلام: "ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء" يعني أن الله سبحانه وتعالى أغناهم وأعطاهم المال فبذلوه في طاعة الله، وهذا فضل الله.

وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون إلى

আল্লাহ তাআলা।

এরপর তিনি আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, যখন মুহাজিরদের মধ্যে দরিদ্র ব্যক্তিবর্গ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট

উপস্থিত হয়ে বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! সম্পদশালী ব্যক্তির তো সব সওয়াব (আজর-এর বহুবচন), উচ্চ মর্যাদা এবং স্থায়ী নেয়ামতসমূহ নিয়ে গেল।" তিনি বললেন: "তা কীভাবে?" তারা বললেন: "তারা আমাদের মতোই সালাত আদায় করে, আমাদের মতোই রোজা পালন করে; কিন্তু তারা দান-সদকা করে যা আমরা করতে পারি না এবং তারা দাস মুক্ত করে যা আমরা পারি না।" অর্থাৎ, তারা আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে যাচ্ছেন; কারণ আল্লাহ তাদের ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তারা তা আল্লাহর আনুগত্যে ও তাঁর সন্তুষ্টির কাজে ব্যয় করছেন।

অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "আমি কি তোমাদের এমন কিছু শিখিয়ে দেব না, যার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের সমকক্ষ হতে পারবে এবং তোমাদের পরবর্তীদের চেয়ে অগ্রগামী হতে পারবে? আর তোমাদের মতো আমল কেউ না করা পর্যন্ত তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ হতে পারবে না।" তারা বললেন: "অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল!" তিনি বললেন: "তোমরা প্রত্যেক সালাতের পর ৩৩ বার তাসবীহ, তাহমীদ এবং তাকবীর পাঠ করবে।" অর্থাৎ, তোমরা ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং ৩৩ বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে। তখন তারা এটি করতে শুরু করলেন। কিন্তু ধনীরা এ সংবাদ শুনে তারাও তা পাঠ করতে শুরু করলেন; তারাও প্রত্যেক সালাতের পর ৩৩ বার করে তাসবীহ, তাকবীর ও তাহমীদ পাঠ করতে লাগলেন।

তখন দরিদ্র সাহাবীগণ পুনরায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট ফিরে আসলেন এবং বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের সম্পদশালী ভাইয়েরা আমরা যা করছি সে সম্পর্কে শুনেছেন এবং তারাও অনুরূপ আমল করছেন।" তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।" অর্থাৎ, মহান আল্লাহ তাদের অভাবমুক্ত করেছেন এবং সম্পদ দান করেছেন, ফলে তারা তা আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করছেন; আর এটিই আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ।

এতে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতেন...

الخير؛ فالأغنياء لها سبعوا بما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام الفقراء بأدروا إليه وفعلوه، والفقراء جاءوا يشكون أنهم كانوا متأخرين عن أهل الأموال فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ((ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء)).

والخلاصة أنه ينبغي للإنسان إذا آتاه الله المال أن يبذله فيما يرضي الله، فإن هذا هو الذي يحسد، يعني يغبط على ما آتاه الله من المال.

কল্যাণমূলক কাজ; বিত্তশালীরা যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দরিদ্রদের যে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন তা জানতে পারলেন, তখন তারাও সেদিকে অগ্রসর হলেন এবং তা আমল করতে শুরু করলেন। তখন দরিদ্ররা পুনরায় এসে অভিযোগ করলেন যে, তারা সম্পদশালীদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের উদ্দেশ্যে বললেন: "এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।"

সারকথা হলো, আল্লাহ তাআলা যখন কোনো ব্যক্তিকে ধন-সম্পদ দান করেন, তখন তার উচিত তা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যয় করা। কারণ এটাই হলো সেই বিষয় যা ঈর্ষণীয়; অর্থাৎ আল্লাহ তাকে যে সম্পদ দান করেছেন সে জন্য তার প্রতি শুভ-ঈর্ষা পোষণ করা যায়।

(ص: 437) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

65- باب ذكر الموت وقصر الأمل

قال الله تعالى: (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ
عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ) (آل عمران:
185).

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين: باب ذكر الموت وقصر الأمل، هذا
الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله أنه ينبغي للعاقل أن يتذكر الموت وأن يقصر
الأمل- يعني الأمل في الدنيا، وليس الأمل في ثواب الله عز وجل وما عنده من
الثواب الجزيل لمن عمل صالحاً.

لكن الدنيا لا تطيل الأمل فيها، فكم من إنسان أمل أملاً بعيداً فإذا الأجل
يفجؤه؟! وكم من إنسان يُقدّر ويفكر سيفعل ويفعل، فإذا به قد انتهى
أجله وترك ما أمله، وانقطع حبل الأمل، وحضر الأجل؟!
فالذي ينبغي للإنسان العاقل أنه كلما رأى من نفسه طموحاً إلى الدنيا وانشغلاً بها
واغتراراً بها أن يتذكر الموت، ويتذكر حال الآخرة؛ لأن هذا هو المال المتيقن، وما
يؤمله الإنسان في الدنيا فقد يحصل وقد لا يحصل (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ
فِيهَا مَا نَشَاءُ) (الاسراء: 18)، لا ما يشاء هو، بل ما يشاء الله عز وجل: (وَلَمَنْ
نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً) (الاسراء: 18) (وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ
وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً) (الاسراء: 19).

৬৫- মৃত্যু স্মরণ ও আশার সংক্ষিপ্ততা বিষয়ক পরিচ্ছেদ

মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর
কিয়ামতের দিনই তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করা হবে। সুতরাং যাকে
জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে-ই সফলকাম হবে। আর পার্থিব
জীবন তো কেবল ছলনাময় মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই নয়) (সূরা আল ইমরান: ১৮৫)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার ইমাম নববী (রহিমাল্লাহ) রিয়াদুস সালিহীন গ্রন্থে বলেছেন: মৃত্যু স্মরণ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা সংক্ষিপ্ত করার পরিচ্ছেদ। এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) উল্লেখ করেছেন যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য উচিত মৃত্যুকে স্মরণ করা এবং আশা সংক্ষিপ্ত করা—অর্থাৎ দুনিয়া কেন্দ্রিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এর দ্বারা মহান আল্লাহর প্রতিদান এবং যারা নেক আমল করে তাদের জন্য তাঁর নিকট যে সুমহান পুরস্কার রয়েছে, সেই আশা সংক্ষিপ্ত করা বোঝানো হয়নি।

কিন্তু দুনিয়ার ব্যাপারে দীর্ঘ আশা পোষণ করা উচিত নয়। কত মানুষই তো সুদূরপ্রসারী আশা পোষণ করেছিল, অথচ হঠাৎ মৃত্যু তাকে গ্রাস করেছে! কত মানুষই তো পরিকল্পনা করে আর ভাবে যে সে এই করবে, এই করবে আর এই করবে; অথচ তখনই তার নির্ধারিত আয়ু শেষ হয়ে যায়, সে তার সব উচ্চাকাঙ্ক্ষা ফেলে চলে যায়, আশার রশি ছিন্ন হয়ে যায় এবং মৃত্যু উপস্থিত হয়!

তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য হলো, যখনই সে নিজের মধ্যে দুনিয়ার প্রতি মোহ, তাতে মগ্ন হওয়া এবং তার দ্বারা প্রতারণিত হওয়ার প্রবণতা দেখবে, তখনই সে যেন মৃত্যুকে স্মরণ করে এবং পরকালের অবস্থার কথা চিন্তা করে; কারণ এটাই হলো নিশ্চিত গন্তব্য। আর মানুষ দুনিয়াতে যা আশা করে তা অর্জিত হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। (যেমন আল্লাহ বলেন:) "যে ব্যক্তি কেবল ইহকাল চায়, আমি যাকে যা ইচ্ছা করি এবং যাকে ইচ্ছা করি এই দুনিয়াতেই দিয়ে দিই।" (সূরা আল-ইসরা: ১৮)। এখানে তার ইচ্ছা অনুযায়ী নয়, বরং মহান আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা-ই। (আল্লাহ বলেন:) "যাকে আমি চাই, অতঃপর তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি; সে তাতে নিন্দিত ও বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে।" (সূরা আল-ইসরা: ১৮)। "আর যে ব্যক্তি পরকাল কামনা করে এবং মুমিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ প্রচেষ্টা চালায়, তবে তাদের প্রচেষ্টাই হবে স্বীকৃত।" (সূরা আল-ইসরা: ১৯)।

ثم ذكر الآيات ومنها قوله تعالى (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (آل عمران: 185) ، (كُلُّ نَفْسٍ) فكل نفس منفوسة من بني آدم وغير بني آدم ذائقة الموت، لابد أن تذوق الموت، وعبر بقوله: ذائقة؛ لأن الموت يكون له مذاق مر يكرهه كل إنسان.

لكن المؤمن إذا حضره أجله وبُشر بما عند الله عز وجل أحب لقاء الله ولا يكره الموت حينئذٍ، قال تعالى (وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أي: تعطونها وافية كاملة يوم القيامة.

وإن أوتي الإنسان أجره في الدنيا فإنه ليس هذا هو الأجر فقط؛ بل الأجر الوافي الكامل الذي به يستوفي الإنسان كل أجره يكون يوم القيامة، وإلا فإن المؤمن قد يُثاب على أعماله الصالحة في الدنيا، لكن ليس هو الأجر الكامل الذي وفي التوفية الكاملة تكون يوم القيامة (فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ) زحزح يعني أبعد عن النار (وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ) ؛ لأنه نجى من المكروه وحصل له المطلوب، نجى من المكروه وهو دخول النار، وحصل له المطلوب وهو دخول الجنة، وهذا هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله. (وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ) (آل عمران: 185) صدق الله عز وجل؛ الدنيا متاع الغرور يعني متاع ليس دائماً؛ بل كما يكون للمسافر متاع يصل به إلى منتهى سفره، ومع ذلك فهي متاع غرور تغر الإنسان، تزدان له وتزدهر وتكتحل وتحسن وتكون كأحسن شيء، ولكنها تغره.

এরপর তিনি আয়াতসমূহ উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর বাণী: "প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং কিয়ামতের দিনই তোমাদের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে।" (আলে ইমরান: ১৮৫)। "প্রত্যেক প্রাণী" অর্থাৎ আদম সন্তান এবং আদম সন্তান ব্যতিরেকে প্রাণের অস্তিত্ব আছে এমন প্রত্যেকটি সত্তাই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, তাকে অবশ্যই মৃত্যু বরণ করতে হবে। তিনি 'স্বাদ গ্রহণকারী' শব্দ দ্বারা এটি ব্যক্ত করেছেন; কারণ মৃত্যুর একটি তিক্ত স্বাদ রয়েছে যা প্রত্যেক মানুষ অপছন্দ করে।

কিন্তু মুমিন যখন তার অন্তিম সময়ে উপস্থিত হয় এবং মহান আল্লাহর নিকট রক্ষিত পুরস্কারের সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাৎ ভালোবাসে এবং সেই মুহূর্তে সে মৃত্যুকে আর অপছন্দ করে না। মহান আল্লাহ বলেন: "আর কিয়ামতের দিনই তোমাদের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে।" অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের প্রাপ্যসমূহ পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণভাবে প্রদান করা হবে।

আর মানুষকে যদি দুনিয়াতেই তার কোনো প্রতিদান দেওয়া হয়, তবে সেটিই একমাত্র প্রতিদান নয়; বরং সেই পরিপূর্ণ ও অখণ্ড প্রতিদান যার মাধ্যমে মানুষ তার সকল পাওনা পুরোপুরি লাভ করবে তা কিয়ামতের দিনই হবে। অন্যথায়, মুমিন ব্যক্তি তো তার নেক আমলের বদলা দুনিয়াতেও পেতে পারে, তবে তা সেই পূর্ণাঙ্গ প্রতিদান নয়; পূর্ণ প্রাপ্তি কেবল কিয়ামতের দিনই ঘটবে। "যাকে জাহান্নাম থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে," 'যুহযিহা' শব্দের অর্থ হলো জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হলো, "এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে-ই সফল হলো।" কেননা সে অপ্ৰীতিকর বিষয় থেকে মুক্তি পেল এবং যা কাম্য ছিল তা অর্জন করল। সে মুক্তি পেল অপ্ৰীতিকর জাহান্নামে প্রবেশ করা থেকে এবং যা কাম্য ছিল সেই জান্নাতে প্রবেশাধিকার অর্জন করল। আর এটিই হলো সেই মহান বিজয়, যার সমতুল্য কোনো সাফল্য নেই। "আর পার্থিব জীবন তো কেবল ধোঁকার সামগ্রী।" (আলে ইমরান: ১৮৫)। মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন; দুনিয়া হলো ধোঁকার বস্তু, অর্থাৎ এটি কোনো চিরস্থায়ী সামগ্রী নয়; বরং একজন মুসাফিরের কাছে যেমন কিছু পাথেয় থাকে যার মাধ্যমে সে তার গন্তব্যে পৌঁছায়, এটিও ঠিক তদ্রূপ। তা সত্ত্বেও এটি এমন এক মরীচিকা যা মানুষকে প্রতারিত করে। এটি মানুষের সামনে সুশোভিত হয়, চাকচিক্যময় হয়ে ওঠে, নিজেকে সজ্জিত ও আকর্ষণীয় করে এবং শ্রেষ্ঠ বস্তুর ন্যায় আবির্ভূত হয়, অথচ এটি তাকে ধোঁকায় ফেলে দেয়।

কেন্দ্রীকৃত দনিয়া তশবিত ানসান বহা বচু দন ারুত, লহুদা কাল নবী ঁলিহে الصلابة
والسلام: ((والله ما الفقر أخشى عليكم, وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا
كما فتحت على من كان قبلكم, فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم)).
ولهذا نجد الإنسان أحياناً يكون في حال الضيق أو الوسط خيراً منه في حال الغنى;
لأنه يغره الغنى ويطغيه والعياذ بالله, ولهذا قال: (وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ)
(آل عمران 185) يعنى فلا تغتروا بها, وعليكم بالآخرة التي إذا زحزح فيها
الإنسان عن النار وأدخل الجنة, فإنه بذلك يفوز فوزاً لا فوز مثله نسأل الله أن
يجعلنا وإياكم ممن أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاه الله عذاب النار.
* * *

قال رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب ذكر الموت وقصر الأمل:
وقال الله تعالى: (وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ
تَمُوتُ) (لقمان: 34)
وقال تعالى: (فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ) (النحل: 61)

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ذكر الموت وقصر الأمل فيما

পার্থিব প্রাচুর্য যতই বৃদ্ধি পায় এবং মানুষ যখন এর সাথে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন সে পরকাল
থেকে ততই দূরে সরে যায়। এই কারণেই নবী (তাঁর ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক)
বলেছেন: "আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের ওপর দারিদ্র্যের আশঙ্কা করছি না, বরং আমি
তোমাদের ওপর এই আশঙ্কা করছি যে, তোমাদের জন্য দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উন্মুক্ত করে
দেওয়া হবে যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল; ফলে
তোমরা এর মোহে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠবে যেমনিভাবে তারা মেতে
উঠেছিল, আর তা তোমাদের ধ্বংস করে দেবে যেমনিভাবে তাদের ধ্বংস করেছিল।"

এ কারণেই আমরা লক্ষ্য করি যে, মানুষ কখনো কখনো দারিদ্র্য বা মধ্যম অবস্থায় স্বচ্ছল অবস্থার চেয়ে অধিক কল্যাণের ওপর থাকে; কারণ ঐশ্বর্য তাকে প্রতারিত করে এবং দাস্তিক করে তোলে (আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি)। এজন্যই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "আর পার্থিব জীবন তো প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া আর কিছু নয়" (আলে ইমরান: ১৮৫)। অর্থাৎ তোমরা এতে প্রলুব্ধ হয়ো না এবং পরকালকে আঁকড়ে ধরো, যেখানে যদি কোনো ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হয় এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়, তবে সে এমন এক মহা সাফল্য অর্জন করবে যার তুল্য কোনো সাফল্য নেই। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন যাদের দুনিয়া ও পরকালে কল্যাণ দান করা হয়েছে এবং আল্লাহ তাদের জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করেছেন।

* * *

তিনি (আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) মৃত্যু স্মরণ এবং দীর্ঘ আকাজক্ষা হ্রাসের অধ্যায়ে আয়াতসমূহের প্রাসঙ্গিক বর্ণনায় বলেছেন:

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: "আর কোনো প্রাণীই জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কোনো প্রাণীই জানে না কোন ভূমিতে তার মৃত্যু হবে" (লুকমান: ৩৪)

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন: "অতঃপর যখন তাদের নির্ধারিত সময় উপস্থিত হবে, তখন তারা এক মুহূর্ত বিলম্ব করতে পারবে না এবং এক মুহূর্ত এগিয়ে আনতেও পারবে না" (আন-নাহল: ৬১)

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) মৃত্যু স্মরণ এবং সীমিত আশার অধ্যায়ে যা বলেছেন:

সাকে من آيات الله عز وجل، قال: (وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ) (لقمان: 34) وهذه أحد مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل.

قال الله تعالى: (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ) (الأنعام: 59) ومفاتيح الغيب هي الخمس المذكورة في قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ) (لقمان: 34).

فهذه الخمس لا يعلمها إلا الله عز وجل، فعلم الساعة لا يعلمه أحد، حتى إن جبريل وهو أشرف الملائكة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم محمداً وهو أعلم البشر فقال: ((أخبرني عن الساعة. قال: "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل)) فلا يعلمها إلا الله عز وجل.

(وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ) والمنزل للغيث يعلم متى ينزل، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يعلم متى ينزل الغيث وهو الذي ينزله، والغيث هو المطر الذي يحصل به نبات الأرض وزوال الشدة.

وليس كل مطر يسى غيثاً، فإن المطر أحياناً لا يجعل الله فيه بركة فلا تنبت به الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: "ليس السنة ألا تمطروا" يعني ليس الجذب ألا تمطروا ((بل السنة أن تمطروا ولا تنبت

তিনি মহান আল্লাহর আয়াতসমূহ থেকে এটি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: (আর কোনো সত্তাই জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কোনো সত্তাই জানে না কোন ভূমিতে সে মৃত্যুবরণ করবে) (লুকমান: ৩৪)। এটি অদৃশ্যের সেই চাবিকাঠিগুলোর একটি যা মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন: (আর তাঁর নিকটই রয়েছে অদৃশ্যের চাবিকাঠি, তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না) (আল-আন'আম: ৫৯)। অদৃশ্যের চাবিকাঠি হলো সেই পাঁচটি বিষয় যা মহান

আল্লাহর এই বাণীতে বর্ণিত হয়েছে: (নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে। আর কোনো সত্তাই জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কোনো সত্তাই জানে না কোন ভূমিতে সে মৃত্যুবরণ করবে) (লুকমান: ৩৪)।

সুতরাং এই পাঁচটি বিষয় মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। কিয়ামতের জ্ঞান কেউ জানে না, এমনকি ফেরেশতাদের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান জিবরাঈল যখন মানবজাতির মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং বলেছিলেন: ((আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি উত্তর দিলেন: "এই বিষয়ে যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে অধিক অবগত নন"))। সুতরাং মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ তা জানে না।

(এবং তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন) আর বৃষ্টি বর্ষণকারীই জানেন কখন তা বর্ষিত হবে। সুতরাং তিনি সুবহানাহু ওয়া তায়ালা, তিনিই জানেন কখন বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং তিনিই তা বর্ষণ করেন। আর 'গাইস' হলো সেই বৃষ্টি যার মাধ্যমে জমিনে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় এবং কষ্টের অবসান ঘটে।

আর সব বৃষ্টিকেই 'গাইস' (কল্যাণকর বৃষ্টি) বলা হয় না, কারণ অনেক সময় আল্লাহ বৃষ্টিতে বরকত প্রদান করেন না, ফলে তার মাধ্যমে জমিনে কোনো উদ্ভিদ জন্মে না। যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "কেবল বৃষ্টি না হওয়াটাই দুর্ভিক্ষ নয়" অর্থাৎ কেবল বৃষ্টি না হওয়াকেই অনাবৃষ্টি বলা হয় না ((বরং প্রকৃত দুর্ভিক্ষ হলো তোমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে অথচ জমিন কোনো উদ্ভিদ উৎপন্ন করবে না...

وهذا يقع أحياناً، فأحياناً تكثر الأمطار ولا يجعل الله تعالى فيها بركة، فلا تنبت الأرض ولا تحيا، وهذا الحديث الذي سقته في صحيح مسلم: "إنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئاً".

فالذي ينزل الغيث هو الله، والمنزّل له عالم متى ينزل، وأما ما نسمعه في الإذاعات من أنه يتوقع مطر في المكان الفلاني وما أشبه ذلك، فهو ظن بحسب ما يتبادر من احتمال المطر بمقياس الجو، وهي مقاييس دقيقة يعرفون بها هل الجو متهيئ للمطر أو لا، ومع ذلك فقد يخطئون كثيراً ولا يتوقعون أمطاراً تحدث بعد سنوات أو بعد أشهر. إن المدى قريب والمكان قريب فلا يعلم متى ينزل المطر إلا الله عز وجل.

(وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ) لا يعلم ما في الأرحام إلا الله، والأجنة التي في الأرحام لها أحوال، منها ما يعلم إذا وجد ولو كان الإنسان في بطن أمه، ومنها ما لا يعلم أبداً، فكونه ذكراً أو أنثى يعلم وهو في بطن أمه، ولكنه لا يعلم إلا إذا خلق الله تعالى فيه علامات الذكورة أو علامات الأنوثة.

وأما متى يولد، وهل يولد حياً أو ميتاً، وهل يبقى في الدنيا طويلاً أو لا يبقى إلا مدة قصيرة، وهل يكون عمله صالحاً، أو عمله سيئاً، وهل يختتم له بالسعادة أو بالشقاوة، وهل يبسط له في الرزق أو يُقدر عليه رزقه، فكل هذا لا يعلمه إلا الله.

জমিন থেকে কিছুই (উৎপন্ন হয় না))

এটি মাঝেমধ্যে ঘটে থাকে; অনেক সময় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাতে বরকত দেন না, ফলে জমিন থেকে কিছুই উৎপন্ন হয় না এবং তা সজীব হয় না। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত যে হাদীসটি আমি উল্লেখ করেছি তা হলো: "প্রকৃত দুর্ভিক্ষ এই নয় যে বৃষ্টি হবে না, বরং প্রকৃত দুর্ভিক্ষ হলো তোমরা বৃষ্টিপ্রাপ্ত হবে কিন্তু জমিন থেকে কিছুই উৎপন্ন হবে না।"

বস্তুত আল্লাহই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং বর্ষণকারী হিসেবে তিনিই জানেন কখন তা বর্ষিত হবে। আর রেডিওর সংবাদে আমরা যা শুনি যে, অমুক স্থানে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বা এই জাতীয় কিছু—তা হলো আবহাওয়া পরিমাপক যন্ত্রের মাধ্যমে বৃষ্টির সম্ভাবনার ভিত্তিতে প্রাপ্ত একটি

ধারণা মাত্র। এগুলো এমন কিছু সূক্ষ্ম মাপকাঠি যার মাধ্যমে তারা বুঝতে পারে যে আবহাওয়া
বৃষ্টির জন্য অনুকূল কি না। তা সত্ত্বেও তারা প্রায়ই ভুল করে এবং কয়েক বছর বা কয়েক মাস
পরের বৃষ্টির পূর্বাভাস দিতে পারে না। এর ব্যাপ্তি ও সময় নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও মহান আল্লাহ
ব্যতীত আর কেউ জানে না যে প্রকৃতপক্ষে কখন বৃষ্টি হবে।

(এবং তিনি জানেন জরায়ুতে যা আছে) জরায়ুতে কী আছে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।
জরায়ুস্থ ভ্রূণের বিভিন্ন অবস্থা থাকে; কিছু বিষয় সৃষ্টির পর জানা সম্ভব যদিও তখন সেটি
মাতৃগর্ভেই থাকে, আবার কিছু বিষয় কখনোই (সৃষ্টির আগে) জানা সম্ভব নয়। যেমন—সন্তানটি
ছেলে না মেয়ে হবে তা সে মায়ের পেটে থাকাবস্থায় জানা যায়, তবে এটি তখনই জানা সম্ভব
হয় যখন আল্লাহ তাআলা তার মধ্যে পুরুষত্ব বা স্ত্রীত্বের চিহ্নসমূহ সৃষ্টি করেন।
কিন্তু তার জন্ম কখন হবে, সে কি জীবিত না মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হবে, সে কি পৃথিবীতে দীর্ঘকাল
বঁচে থাকবে নাকি স্বল্পকাল অবস্থান করবে, তার আমল কি পুণ্যময় হবে নাকি মন্দ হবে, তার
জীবনের পরিসমাপ্তি কি সৌভাগ্যের সাথে হবে নাকি দুর্ভাগ্যের সাথে, আর তার রিযিক কি
প্রশস্ত হবে নাকি সংকীর্ণ হবে—এসবের কিছুই আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

(ص: 442) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

(وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا) يعني ماذا تكسب في المستقبل؟ فلا تدري نفس
ماذا تكسب، هل تكسب خيراً أو تكسب شراً، أو تموت قبل غد، أو يأتي غد وفيه ما
يمنع العمل، وما أشبه ذلك؟ فالإنسان يقدر يقول: غداً سأفعل كذا، سأفعل كذا،
لكنه قد لا يفعل، فهو لا يعلم ماذا يكسب غداً علماً يقينياً، ولكنه يقدر وقد تخلف
الأمر.

(وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ) ، ولا يدري الإنسان بأي أرض يموت؟ هل يموت بأرضه، أو بأرض بعيدة عنها، أو قريبة منها، أو يموت في البحر، أو يموت في الجو؟ لا يدري، ولا يعلم ذلك إلا الله.

فإذا كنت لا تدري بأي أرض تموت، وأنت يمكنك أن تذهب يميناً وشمالاً، فكذا لا تعلم متى تموت، لا تدري في أي وقت تموت، هل ستموت في الصباح، في المساء، في الليل، في وسط النهار لا تدري، في الشهر القريب، في الشهر البعيد لا تدري، لا تدري متى تموت ولا بأي أرض تموت.

فإذا كنت كذلك؛ فاقصر الأمل، لا تمد الأمل طويلاً، لا تقل أنا شاب وسوف أبقى زماناً طويلاً، فكم من شاب مات في شبابه، وكم من شيخ عَمِرَ، ولا تقل إني صحيح البدن والموت بعيد، فكم من إنسان مرض بمرض يهلكه بسرعة، وكم من إنسان حصل عليه حادث، وكم من إنسان مات بغتة، لذلك لا ينبغي للإنسان أن يطيل الأمل؛ بل عليه أن يعمل، وللدنيا عملها، وللآخرة عملها، فيسعى للآخرة سعيها بإيمان بالله عز وجل واتكال عليه.

(আর কোনো সত্তাই জানে না সে আগামীকাল কী অর্জন করবে) অর্থাৎ ভবিষ্যতে সে কী কামাই করবে? কোনো প্রাণই জানে না সে কী অর্জন করবে—সে কি কল্যাণ অর্জন করবে নাকি অকল্যাণ? নাকি আগামীকালের পূর্বেই তার মৃত্যু হবে? অথবা আগামীকাল এমন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যা তাকে কাজ থেকে বিরত রাখবে বা অনুরূপ কিছু? মানুষ পরিকল্পনা করে বলতে পারে: আগামীকাল আমি এই কাজ করব, ওই কাজ করব; কিন্তু বাস্তবে সে হয়তো তা করতে পারবে না। সুতরাং সে নিশ্চিতভাবে জানে না যে আগামীকাল সে কী অর্জন করবে, তবে সে কেবল অনুমান করতে পারে এবং অনেক সময় পরিস্থিতি ভিন্ন হতে পারে।

(আর কোনো সত্তাই জানে না কোন ভূমিতে তার মৃত্যু ঘটবে), মানুষ জানে না সে কোন স্থানে মারা যাবে? সে কি নিজ বাসভূমিতে মরবে, নাকি তা থেকে দূরবর্তী কিংবা নিকটবর্তী কোনো স্থানে? সে কি সমুদ্রে মারা যাবে নাকি অন্তরীক্ষে? সে জানে না, আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ তা পরিজ্ঞাত নন।

আপনি যখন জানেন না যে কোন ভূমিতে আপনার মৃত্যু হবে, অথচ আপনি ডানে-বামে যাতায়াত করতে সক্ষম, ঠিক তেমনি আপনি জানেন না যে কখন আপনার মৃত্যু হবে। আপনি জানেন না কোন সময় আপনার প্রাণবায়ু নির্গত হবে; তা কি সকালে, সন্ধ্যায়, রাতে নাকি দ্বিপ্রহরে? আপনি জানেন না। তা কি নিকটবর্তী কোনো মাসে হবে নাকি দূরবর্তী কোনো মাসে? আপনি জানেন না। আপনি জানেন না কখন আপনার মৃত্যু হবে এবং কোন স্থানে আপনার মরণ হবে।

আপনার অবস্থা যখন এরূপ, তখন আপনি পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা সংকুচিত করুন; দীর্ঘ আশা পোষণ করবেন না। এ কথা বলবেন না যে, 'আমি তো যুবক, আমি দীর্ঘকাল বেঁচে থাকব'; কেননা কত যুবক তার যৌবনেই মৃত্যুবরণ করেছে, আবার কত বৃদ্ধ দীর্ঘায়ু লাভ করেছে। এ কথাও বলবেন না যে, 'আমি সুঠাম দেহের অধিকারী এবং মৃত্যু অনেক দূরে'; কারণ কত মানুষই তো এমন রোগে আক্রান্ত হয় যা তাকে দ্রুত নিঃশেষ করে দেয়, কত মানুষ দুর্ঘটনার শিকার হয়, আর কত মানুষ আকস্মিক মৃত্যুবরণ করে। তাই মানুষের জন্য দীর্ঘ আশা পোষণ করা সমীচীন নয়; বরং তার উচিত আমল করা। দুনিয়ার জন্য যেমন কাজ রয়েছে, আখিরাতের জন্যও তেমনি আমল রয়েছে। সুতরাং মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর ওপর ভরসা রেখে আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের জন্য যথাযথ প্রচেষ্টা চালানো উচিত।

(ص: 443) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وقد قال تعالى: (فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ) إِذَا جَاءَ أَجْلُ الْإِنْسَانِ لَا يَسْكُنُ أَنْ يَتَأَخَّرَ وَلَا دَقِيقَةً وَاحِدَةً وَلَا يَسْكُنُ أَنْ يَتَقَدَّمَ؛ بَلْ هُوَ بِأَجَلٍ مَعْدُودٍ مَحْدُودٍ، لَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَأَخَّرُ، فَلَمَّاذَا تَجْعَلُ الْأَمَلَ طَوِيلًا؟
فَالْإِنْسَانُ لَا يَعْلَمُ مَتَى يَمُوتُ، وَلَا يَعْلَمُ بِأَيِّ أَرْضٍ يَمُوتُ، وَقَدْ حَدَّثَنِي أَحَدُ إِخْوَانِي الثَّقَاتِ قَالَ: إِنَّهُمْ كَانُوا فِي سَفَرِ الْحَجِّ عَلَى الْإِبِلِ، وَكَانَ مَعَهُمْ رَجُلٌ مَعَهُ أُمَةٌ يَمْرُضُهَا،

فتأخر عن القوم في آخر الليل، فارتحل الناس ومشوا وبقي مع أمه يمرضها، ولما أصبح وسار خلف القوم لم يدر بهم، ولم يدر إلى أين اتجهوا لأنهم في مكة. يقول: فسلك طريقاً بين هذه الجبال، فإذا هو واقف على بيت من الشعر فيه عدد من الناس قليلين، فسألهم أين طريق نجد؟ قالوا: أنت بعيد عن الطريق، لكن نوح البعير واجلس استرح ثم نحن نوصلك، يقول: فنزل نوح البعير وأنزل أمه، يقول: فها هي إلا أن اضطجعت على هذه الأرض فقبض الله روحها، كيف جاءت من القصيم إلى مكة مع الحجاج، وأراد الله أن يتيه هذا الرجل حتى ينزل بهذا المكان، لا يعلم هذا إلا الله عز وجل.

وكذلك أيضاً في الزمن، كم بلغنا من أناس تأخروا قليلاً فجاءهم حادث فماتوا به، ولو تقدموا قليلاً لسلموا منه، كل هذا لأن الله تعالى قد قدر كل شيء بأجل محدود، فالإنسان يجب عليه أن يحتاط لنفسه، وألا يطيل الأمل، وأن يعمل للآخرة، وكأنه يموت قريباً لأجل أن يستعد لها.

আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "অতঃপর যখন তাদের নির্ধারিত সময় উপস্থিত হয়, তখন তারা এক মুহূর্তও বিলম্ব করতে পারে না এবং অগ্রগামীও হতে পারে না।" যখন মানুষের নির্ধারিত মৃত্যুক্ষণ ঘনিযে আসে, তখন তা এক মিনিটও বিলম্বিত হওয়া সম্ভব নয় এবং এগিয়ে আসাও সম্ভব নয়; বরং তা একটি নির্দিষ্ট ও গণনাকৃত সময়ে সীমাবদ্ধ, যা থেকে অগ্র-পশ্চাৎ হওয়ার সুযোগ নেই। সুতরাং কেন আপনি আপনার আশাকে দীর্ঘায়িত করছেন? মানুষ জানে না সে কখন মারা যাবে এবং এও জানে না সে কোন ভূমিতে মৃত্যুবরণ করবে। আমার এক নির্ভরযোগ্য দ্বীনি ভাই আমাকে বলেছেন, তারা উটে চড়ে হজের সফরে ছিলেন। তাদের সাথে এক ব্যক্তি ছিল যার সাথে তার অসুস্থ মা ছিলেন এবং তিনি তার মায়ের সেবা করছিলেন। রাতের শেষ ভাগে তিনি কাফেলার চেয়ে পিছিয়ে পড়েন। লোকজন রওনা হয়ে চলে গেলেও তিনি তার মায়ের সেবার জন্য রয়ে যান। ভোর হলে তিনি কাফেলার পেছনে যাত্রা শুরু করেন কিন্তু তাদের নাগাল পাননি, এবং তারা কোন দিকে গিয়েছে তাও বুঝতে পারেননি, কারণ তারা তখন মক্কায় ছিলেন।

তিনি বলেন: অতঃপর তিনি এই পাহাড়গুলোর মধ্যবর্তী একটি পথ ধরলেন এবং হঠাৎ নিজেকে পশমের তৈরি একটি তাঁবুর সামনে দেখতে পেলেন যেখানে অল্প কিছু লোক ছিল। তিনি তাদের কাছে নজদ যাওয়ার পথ জানতে চাইলেন। তারা বলল: আপনি পথ থেকে অনেক দূরে চলে এসেছেন, তবে উট বসিয়ে একটু বিশ্রাম নিন, আমরা আপনাকে পৌঁছে দেব। তিনি বলেন: তখন তিনি নেমে উট বসালেন এবং তার মাকে নামালেন। তিনি আরও বলেন: তার মা কেবল সেই ভূমিতে শয়ন করেছেন অমনি আল্লাহ তাঁর রুহ কবজ করে নিলেন। তিনি কীভাবে কাসিম থেকে হাজিদের সাথে মক্কায় এলেন এবং আল্লাহ চাইলেন এই লোকটি পথ হারিয়ে এই নির্দিষ্ট স্থানে এসে উপস্থিত হোক, তা একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না।

একইভাবে সময়ের ক্ষেত্রেও বিষয়টি প্রযোজ্য; আমাদের কাছে কত এমন মানুষের সংবাদ পৌঁছেছে যারা সামান্য বিলম্ব করেছিল এবং একটি দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, অথচ তারা যদি সামান্য এগিয়ে থাকত তবে তারা রক্ষা পেত। এই সব কিছুই এই কারণে যে, আল্লাহ তাআলা সবকিছু একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে নির্ধারণ করে রেখেছেন। সুতরাং মানুষের উচিত নিজের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা, আশাকে দীর্ঘায়িত না করা এবং আখেরাতের জন্য এমনভাবে আমল করা যেন সে শীঘ্রই মৃত্যুবরণ করবে, যাতে সে তার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে।

(ص: 444) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

فهذه الآيات كلها تدل على أن الإنسان يجب عليه أن يقصر الأمل وإن يستعد
للاخرة.

جعلنا الله وإياكم من المستعدين لها بالعمل الصالح.

* * *

قَالَ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) (وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ) (وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (المنافقون: 9-11) .
 وَقَالَ تَعَالَى: (حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ) (لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) (فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ) (فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ) (تَلْفَحُ وَجُوهُهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ) (أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ) (قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ) (رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ) (قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ) (إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ) (فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّى أُنْسُواكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ)

(إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَلَّهِمْ هُمُ الْفَائِزُونَ) (قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ) (قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ) (قَالَ إِنَّ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ

এই সকল আয়াত একথাই প্রমাণ করে যে, মানুষের উচিত পার্থিব উচ্চাশা সংক্ষেপ করা এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদের সকলকে নেক আমলের মাধ্যমে পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

* * *

মহান আল্লাহ বলেন: "হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এরূপ করবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। আর আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তোমরা ব্যয় করো তোমাদের কারো মৃত্যু আসার

পূর্বেই; অন্যথায় সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরও কিছুকালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। কিন্তু নির্ধারিত সময় যখন এসে যাবে, আল্লাহ কখনোই কোন প্রাণীকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা করো আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।" (সূরা আল-মুনাফিকুন: ৯-১১)।

মহান আল্লাহ আরও বলেন: "অবশেষে যখন তাদের কারো নিকট মৃত্যু আসে, তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় (দুনিয়ায়) ফেরত পাঠান, যাতে আমি যা ছেড়ে এসেছি তাতে নেক আমল করতে পারি। কখনোই নয়, এটি তো একটি কথা যা সে বলছে মাত্র। তাদের সামনে এক অন্তরাল (বারযাখ) থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। অতঃপর যখন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে, সেদিন তাদের মাঝে কোন আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং তারা একে অপরের খোঁজ নেবে না। যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে; তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে। আগুন তাদের মুখমণ্ডল দন্ধ করবে এবং সেখানে তারা হবে বীভৎস দর্শন। (তাদেরকে বলা হবে) তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হতো না? অথচ তোমরা সেগুলোকে মিথ্যা বলতে। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের ওপর প্রবল হয়েছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত জাতি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এখান থেকে বের করে দিন; এরপর যদি আমরা পুনরায় পূর্বের ন্যায় করি, তবে নিশ্চয়ই আমরা জালিম গণ্য হব। তিনি বলবেন, তোরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলিস না। আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আপনি আমাদের ক্ষমা করুন ও দয়া করুন, আর আপনিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। কিন্তু তোমরা তাদেরকে উপহাসের পাত্র বানিয়েছিলে, যা তোমাদেরকে আমার স্মরণের কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল; আর তোমরা তাদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে।"

"আজ আমি তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমন প্রতিদান দিলাম যে, তারাই সফলকাম। তিনি বলবেন, তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে? তারা বলবে, আমরা একদিন বা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছিলাম; সুতরাং আপনি গণনাকারীদের জিজ্ঞেস করুন। তিনি বলবেন, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, যদি..."

أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (أَفَحَسِبْتُمْ أَنْبَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ إِيَّانَا لَا تُرْجَعُونَ)
(المؤمنون: 99-115)

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله محيي الدين النووي في كتابه رياض الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الأمل قوله تعالى: (وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ) (وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (المنافقون: 10-11).

أمر الله بالإنفاق مما رزقنا، أي مما أعطانا، وحذرنا مما لا بد منه: (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) وحينئذ يندم الإنسان على عدم الإنفاق ويقول: (رب لولا أخرتني إلى أجل قريب) يتمنى أن الله يؤخره إلى أجل قريب (فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ) يعني: فبسبب تأخيرك إياي أتصدق وأكن من الصالحين.

قال الله عز وجل: (وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (المنافقون: 11) إذا جاء الأجل لا يمكن أن يتأخر الإنسان ولا لحظة واحدة، بل لا بد أن يموت في المدة التي عينها الله عز وجل على حسب ما تقتضيه حكمته. فمن الناس من يطول بقاءه في الدنيا، ومن الناس من يقصر، كما أن من الناس من يكثر رزقه، ومنهم من يقل، ومنهم من يكثر عليه، ومنهم من يقل، ومنهم من يقوى فهمه، ومنهم من يضعف، ومنهم من

(যে তোমরা জানতে) (তোমরা কি ভেবেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না?) (আল-মুমিনুন: ৯৯-১১৫)

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) মুহিউদ্দিন আন-নববী তাঁর কিতাব ‘রিয়াদুস সালাহীন’-এর মৃত্যুর কথা স্মরণ এবং আকাঙ্ক্ষা হ্রাসের অধ্যায়ে মহান আল্লাহর বাণী উল্লেখ করে বলেন: (আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তা হতে ব্যয় কর তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বেই; অন্যথায় সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আর কিছুকাল সময় দিলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। কিন্তু যখন কারো নির্ধারিত সময় আসবে, তখন আল্লাহ তাকে কিছুতেই অবকাশ দেবেন না; আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।) (আল-মুনাফিকুন: ১০-১১)।

আল্লাহ তাআলা আমাদের যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সেই অবধারিত বিষয়টি থেকে সতর্ক করেছেন: (তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বেই)। সে সময় মানুষ ব্যয় না করার কারণে অনুতপ্ত হবে এবং বলবে: (হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আর কিছুকাল সময় দাও)। সে আকাঙ্ক্ষা করবে যে আল্লাহ যেন তাকে স্বল্প সময়ের জন্য অবকাশ দেন (যেন আমি সদকা করতে পারি এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি)। অর্থাৎ: আপনার দেওয়া এই অবকাশের কারণে আমি সদকা করব এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হব। আল্লাহ মহিয়ান ও গরিয়ান বলেন: (কিন্তু যখন কারো নির্ধারিত সময় আসবে, তখন আল্লাহ তাকে কিছুতেই অবকাশ দেবেন না; আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।) (আল-মুনাফিকুন: ১১)। যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, তখন মানুষের পক্ষে এক মুহূর্ত বিলম্ব করা সম্ভব নয়; বরং মহান আল্লাহ তাঁর প্রজ্ঞা অনুযায়ী যে সময় নির্ধারিত করেছেন, সেই সময়েই তাকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে।

মানুষের মধ্যে কারো দুনিয়াতে অবস্থান দীর্ঘ হয়, আবার কারো সংক্ষিপ্ত। যেমন মানুষের মধ্যে কারো রিজিক অনেক বেশি হয়, কারো কম। কারো জ্ঞান প্রচুর হয়, আবার কারো কম। কারো বোধশক্তি প্রবল হয়, কারো দুর্বল। আবার কারো...

يكون طويلاً، ومنهم من يكون قصيراً، فالله عز وجل خلق عباده متفاوتين في كل شيء.

وقال الله عز وجل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) (المنافقون: 9) فهي الله تعالى أن تلهينا أموالنا وأولادنا عن ذكر الله، وبين أن من ألهته هذه الأشياء عن ذكر الله؛ فهو خاسر مهما ربح.. ولو ربح أموالاً كثيرة، وكان عنده بنون، وكان عنده أهل، ولكنه قد تلهى بهم عن ذكر الله فإنه خاسر.

إذاً من هو الرابع؟ الرابع من اشتغل بذكر الله عز وجل. وذكر الله ليس هو قول: لا إله إلا الله فقط؛ بل كل قول يقرب إلى الله فهو ذكر له، وكل فعل يقرب إلى الله فهو ذكر له، كما قال الله تعالى (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) (العنكبوت: 45) ولأن الإنسان إذا قال قولاً يتقرب به إلى الله، أو فعل فعلاً يتقرب به إلى الله؛ فهو حين النية ذاكر لله عز وجل، فذكر الله يشمل كل قول أو فعل يقرب إليه.

قال: (حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ) (لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ) (المؤمنون: 99، 100) فقلوه (حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ) أي إذا جاء أحد المكذبين للرسول إذا جاء أحدهم الموت (قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ) ارجعوني إلى الدنيا (لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ). ولم يقل لعلني أتمتع في قصورها وحبورها ونسائها وغير ذلك؛ بل

কেউ লম্বা হয়, আবার তাদের মধ্যে কেউ খাটো হয়। আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লা তাঁর বান্দাদের সব বিষয়েই বৈচিত্র্যময় ও পরস্পর ভিন্ন করে সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা বলেছেন: (হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সন্ততি যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন না করে। আর যারা এরূপ করবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।) (আল-মুনাফিকুন: ৯)। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আমাদের ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সন্ততি যেন আল্লাহর স্মরণ থেকে আমাদের বিমুখ না করে সে বিষয়ে নিষেধ করেছেন এবং এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যাকে এই বিষয়গুলো আল্লাহর জিকির থেকে বিমুখ করে রাখবে, সে যা-ই লাভ করুক না কেন মূলত ক্ষতিগ্রস্ত। এমনকি সে যদি প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জন করে, তার বহু পুত্রসন্তান ও পরিবার-পরিজন থাকে, কিন্তু সে এগুলোর কারণে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যায়, তবে সে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।

তাহলে সফলকাম কে? সফলকাম সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লার স্মরণে মশগুল থাকে। আর আল্লাহর জিকির বা স্মরণ কেবল ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং আল্লাহর নৈকট্য দানকারী প্রতিটি কথা এবং প্রতিটি কাজই তাঁর জিকিরের অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (আর আপনি সালাত কায়েম করুন। নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা করো আল্লাহ তা জানেন।) (আল-আনকাবুত: ৪৫)

কেননা মানুষ যখন এমন কোনো কথা বলে যার মাধ্যমে সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চায়, অথবা এমন কোনো কাজ করে যার মাধ্যমে সে আল্লাহর নৈকট্য প্রত্যাশা করে, তখন সেই সংকল্পের মুহূর্তে সে আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লার স্মরণকারী হিসেবেই গণ্য হয়। সুতরাং আল্লাহর জিকির এমন প্রতিটি কথা ও কাজকে शामिल করে যা তাঁর নৈকট্য দান করে।

তিনি বলেছেন: (অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু আসে, তখন সে বলে, ‘হে আমার রব! আমাকে পুনরায় ফেরত পাঠান, যাতে আমি যা রেখে এসেছি তাতে সৎকাজ করতে পারি।’) (আল-মুমিনুন: ৯৯, ১০০)। তাঁর বাণী (অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু আসে) অর্থাৎ রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপকারীদের কারো যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলে (হে আমার রব! আমাকে পুনরায় ফেরত পাঠান) অর্থাৎ আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিন (যাতে আমি যা রেখে এসেছি তাতে সৎকাজ করতে পারি)। সে এ কথা বলেনি যে, যেন আমি দুনিয়ার রাজপ্রাসাদ, আনন্দ-উল্লাস, নারী ও অন্যান্য ভোগবিলাসে মত্ত হতে পারি; বরং...

قال (لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ) ، أي: فيما تركت من المال الذي بخلت به حتى أنفقه في سبيل الله.

قال الله تعالى (كَلَّا) يعني: لا رجوع ولا يمكن الرجوع؛ لأنه إذا جاء الأجل (فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ) (يونس: 49)

ثم قال (إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا) هذه الكلمة يؤكد الله عز وجل أنه يقولها وهي قوله: (رَبِّ ارْجِعُونِ) (لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ) ، (وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) يعني: من أمام هؤلاء الذي حضرتهم الوفاة (بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) .

والبرزخ هو الفاصل بين الدنيا وبين قيام الساعة، وسواء كان الإنسان مدفوناً في الأرض أو على ظهر الأرض تأكله السباع وتتلفه الرياح، أو كان في قاع البحار؛ كل هذا يسمى برزخاً (بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) يعني: يخرجون من القبور لله عز وجل في يوم القيامة.

(فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ) وذلك عند قيام الساعة (فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ) والنفخ في الصور مرتان:

النفخة الأولى: يكون فيها الفزع والصعق يعني الموت، فينفخ إسرافيل في الصور نفخة يكون لها صوت عظيم مزعج جداً، فيفزع الناس ثم يموتون كلهم إلا ما شاء الله.

والنفخة الثانية: ينفخ في الصور فتخرج الأرواح من الصور وتعود إلى أجسادها، وهذه التي يكون بها الحياة الأبدية التي لا موت بعدها.

(فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ) يعني بعد أن يبعثوا من

তিনি বলেন, "সম্ভবত আমি যা পেছনে রেখে এসেছি তাতে সৎকাজ করব," অর্থাৎ: আমি যে সম্পদ পেছনে ছেড়ে এসেছি যা নিয়ে আমি কৃপণতা করেছিলাম, যেন তা আল্লাহর পথে ব্যয় করতে পারি।

মহান আল্লাহ বলেন, "কখনোই নয়," অর্থাৎ: আর কোনো ফেরা নেই এবং ফিরে আসা সম্ভবও নয়; কারণ যখন মৃত্যু নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয়, তখন "তারা এক মুহূর্তও বিলম্ব করতে পারবে না এবং এক মুহূর্তও ত্বরান্বিত করতে পারবে না" (ইউনুস: ৪৯)।

অতঃপর তিনি বলেন, "এটি তো কেবল একটি বাক্য যা সে বলবে।" আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লু নিশ্চিত করেছেন যে সে এটিই বলবে, আর তা হলো তার এই উক্তি: "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় (দুনিয়ায়) পাঠান, যেন আমি যা পেছনে রেখে এসেছি তাতে সৎকাজ করতে পারি।" "এবং তাদের সামনে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত এক অন্তরাল থাকবে," অর্থাৎ: যাদের মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে তাদের সামনে "পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত এক পর্দা বা অন্তরাল থাকবে।"

আর 'বারযাখ' হলো দুনিয়া এবং কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ের অন্তরাল। মানুষ চাই মাটির নিচে দাফন হোক কিংবা ভূপৃষ্ঠে পড়ে থাকুক যেখানে হিংস্র প্রাণী তাকে ভক্ষণ করে এবং বাতাস তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, অথবা সমুদ্রের তলদেশে থাকুক; এই সবকিছুকেই বারযাখ বলা হয়। "পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত এক অন্তরাল," অর্থাৎ: কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লুর সমীপে কবর থেকে বের হয়ে আসবে।

"অতঃপর যখন শিঙায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে," আর তা হবে কিয়ামত কায়েম হওয়ার সময়, "সেদিন তাদের মধ্যে কোনো বংশীয় মর্যাদা বা সম্পর্ক থাকবে না এবং তারা একে অপরের খোঁজও নেবে না।" আর শিঙায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে দুই বার:

প্রথম ফুঁৎকার: এতে আতঙ্ক ও মূর্ছা যাওয়া অর্থাৎ মৃত্যু ঘটবে। ইসরাফীল শিঙায় এমন এক ফুঁৎকার দেবেন যার শব্দ হবে অত্যন্ত বিকট ও ত্রাস সৃষ্টিকারী, ফলে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়বে এবং আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত সবাই মৃত্যুবরণ করবে।

দ্বিতীয় ফুঁৎকার: শিঙায় পুনরায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে, ফলে রুহসমূহ শিঙা থেকে বের হয়ে নিজ নিজ দেহে ফিরে আসবে। আর এর মাধ্যমেই সেই চিরস্থায়ী জীবনের সূচনা হবে যার পরে আর কোনো মৃত্যু নেই।

"সেদিন তাদের মধ্যে কোনো বংশীয় সম্পর্ক থাকবে না এবং তারা একে অপরের খোঁজও নেবে না," অর্থাৎ তারা পুনরুত্থিত হওয়ার পর...

(ص: 448) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

قبورهم لا تنفعهم الأنساب والقربات (وَلَا يَتَسَاءَلُونَ) لا يسأل بعضهم عن بعض؛ بل إن الله تعالى يقول: (يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ) (وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ) (وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ) (لِكُلِّ أُمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ) (عبس: 34-37) .

فالأنساب في ذلك الوقت لا تنفع، والقربات لا يتساءلون عن بعضهم، بينما في الدنيا يسأل بعضهم عن بعض، ما الذي حصل لهذا؟ ما الذي حصل لهذا؟ ماذا فعل فلان؟ أما في الآخرة فـ (لِكُلِّ أُمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ) (عبس: 37) . قال تعالى: (فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ) (فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) المؤمنون: 101، 102) فينقسم الناس في ذلك اليوم إلى قسيتين: قسم تثقل موازينه فهذا مفلح، فائز بما يحب، ناج مما يكره.

والموازن جمع ميزان، قد وردت في الكتاب والسنة مجموعة ومفردة، فقال الله تعالى هنا (فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ) (المؤمنون: 102) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم)) ، فقال: في الميزان ولم يقل في الموازين، فجمعت مرة وأفردت أخرى، وذلك لكثرة ما يوزن، فلكثرة ما يوزن جمعت، ولكون الميزان واحداً ليس فيه ظلم ولا بخس أفردت.

তাদের কবরে বংশমর্যাদা এবং আত্মীয়তা কোনো উপকারে আসবে না (এবং তারা একে অপরের খোঁজ নেবে না), তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করবে না; বরং মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন: (সেদিন মানুষ তার ভাই থেকে পলায়ন করবে) (এবং তার মা ও তার পিতা থেকে) (এবং তার স্ত্রী ও তার সন্তান হতে) (সেদিন তাদের প্রত্যেকের এমন অবস্থা হবে যা তাকে অন্য সবার থেকে বিমুখ করে রাখবে) (আবাসা: ৩৪-৩৭)।

সুতরাং সেই সময়ে বংশমর্যাদা কোনো উপকারে আসবে না এবং আত্মীয়-স্বজনরা একে অপরের খোঁজ নেবে না, অথচ দুনিয়াতে তারা একে অপরের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করত; এর কী হয়েছে? ওর কী হয়েছে? অমুক কী কাজ করেছে? কিন্তু পরকালে (সেদিন তাদের প্রত্যেকের এমন অবস্থা হবে যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে) (আবাসা: ৩৭)।

মহান আল্লাহ বলেন: (অতঃপর যখন শিংগায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে, সেদিন তাদের মধ্যে কোনো বংশীয় আভিজাত্য থাকবে না এবং তারা একে অপরের খোঁজ নেবে না) (অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম) (আল-মুমিনুন: ১০১, ১০২)। সেদিন মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হবে: একদল যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারা সফলকাম, তারা যা প্রত্যাশা করে তা অর্জনে বিজয়ী এবং যা অপছন্দ করে তা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত।

‘মাওয়াজিন’ শব্দটি ‘মিয়ান’ (পাল্লা) এর বহুবচন, যা কিতাব ও সুন্নাহতে বহুবচন ও একবচন উভয় রূপেই বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ এখানে বলেছেন: (অতঃপর যাদের পাল্লাসমূহ ভারী হবে) (আল-মুমিনুন: ১০২), এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "দুটি বাক্য যা পরম করুণাময়ের কাছে অত্যন্ত প্রিয়, উচ্চারণে অতি সহজ এবং মিয়ানে (পাল্লায়) অত্যন্ত ভারী: সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আজিম।" এখানে তিনি ‘মিয়ানে’ বলেছেন এবং ‘মাওয়াজিনে’ (পাল্লাসমূহ) বলেননি। সুতরাং এটি কখনো বহুবচন এবং কখনো একবচন হিসেবে এসেছে। পরিমাপকৃত বিষয়ের আধিক্যের কারণে এটি বহুবচন করা হয়েছে, আর মিয়ান বা দাঁড়িপাল্লা এক ও অভিন্ন হওয়া এবং তাতে কোনো প্রকার অবিচার বা ঘাটতি না থাকার কারণে একে একবচন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَأَمَّا الَّذِي يوزن فقد قال بعض العلماء: إن الذي يوزن هو العمل، وقال بعض العلماء: الذي يوزن العامل نفسه، وذلك لأن كلاً منها جاءت به أحاديث. أما الذين يقولون: إن الذي يوزن هو العمل، فاستدلوا بقوله تعالى (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ) (وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) (الزلزلة: 7، 8)، فجعل الوزن للعمل، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام ((كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان)) . فجعل الثقل للكلمتين وهما العمل. والذين قالوا: إن الذي يوزن صحائف العمل استدلوا بحديث صاحب البطاقة، الذي يأتي يوم القيامة فيمد له سجل يعني أوراقاً كثيرة مد البصر كلها سيئات، حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله له: ((إن لك عندنا حسنة فيؤتي ببطاقة فيها لا إله إلا الله)) قالها من قلبه فتوضع البطاقة في كفة، وتلك السجلات في كفة، فترجح البطاقة بها، فهذا يدل على أن الذي يوزن هو صحائف العمل. وأما الذين قالوا: إن الذين يوزن هو العامل نفسه، فاستدلوا بقوله تعالى (فَلَا نُقِـمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا) (الكهف: 105) .

وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين ضحك الناس على عبد الله بن مسعود رضي

ওজন করার বিষয়টি সম্পর্কে কিছু আলেম বলেছেন: যা ওজন করা হবে তা হলো আমল বা কর্ম। আবার কিছু আলেম বলেছেন: স্বয়ং আমলকারীকে ওজন করা হবে। আর এটি এ কারণে যে, এর প্রত্যেকটির সপক্ষেই হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

যারা বলেন যে কর্ম ওজন করা হবে, তারা মহান আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে দলিল পেশ করেন: "অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে" (সূরা আয-যিলযাল: ৭, ৮)। এখানে ওজনকে কর্মের জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। এছাড়া নবী (তাঁর ওপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক)-এর এই বাণীর মাধ্যমেও দলিল পেশ করেন: "দুটি বাক্য যা দয়াময় আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়, জিহ্বায়

উচ্চারণে সহজ এবং মিজানের পাল্লায় অত্যন্ত ভারী।" এখানে বাক্য দুটির জন্য ভারিত্ব সাব্যস্ত করা হয়েছে, আর বাক্য দুটিই হলো আমল।

আর যারা বলেন যে আমলনামার খাতাগুলো ওজন করা হবে, তারা 'বাতাকাহ' (চিরকুট) এর অধিকারী ব্যক্তির হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন, যাকে কিয়ামতের দিন নিয়ে আসা হবে এবং তার সামনে দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত অনেকগুলো দণ্ডের অর্থাৎ পাপে পূর্ণ অনেকগুলো বড় বড় খাতা প্রসারিত করা হবে। এমনকি সে যখন মনে করবে যে সে ধ্বংস হয়ে গেছে, তখন আল্লাহ তাকে বলবেন: "আমাদের কাছে তোমার একটি নেকি রয়েছে। অতঃপর একটি চিরকুট আনা হবে যাতে লেখা থাকবে 'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই'।" সে এটি অন্তর থেকে বলেছিল। এরপর চিরকুটটি এক পাল্লায় রাখা হবে এবং সেই আমলনামার খাতাগুলো অন্য পাল্লায় রাখা হবে; ফলে চিরকুটের পাল্লাটি ভারী হয়ে যাবে। এটি প্রমাণ করে যে, যা ওজন করা হবে তা হলো আমলনামার পত্রসমূহ।

আর যারা বলেন যে স্বয়ং আমলকারীকেই ওজন করা হবে, তারা মহান আল্লাহর এই বাণীর মাধ্যমে দলিল পেশ করেন: "সুতরাং কিয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য কোনো ওজন (মর্যাদা) স্থাপন করব না" (সূরা আল-কাহফ: ১০৫)।

এবং এই কারণে যে, নবী (তাঁর ওপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক) সেই সময় বলেছিলেন যখন লোকেরা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর প্রতি হাসাহাসি করছিল...

(ص: 450) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الله عنه، وكان رضي الله عنه نحيفاً، فقام إلى شجرة أراك في ريح شديدة، فجعلت الريح تهزّه هزاً فضحك الناس من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أتضحكون، أو قال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقية، والذي نفس بيده إنها في الميزان لأثقل من جبل أحد)) وهذا يدل على أن الذي يوزن هو

العامل نفسه. والمهم أنه يوم القيامة توزن الأعمال أو صحائف الأعمال أو العمال،
(فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ
خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ) (المؤمنون: 102، 103)
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن ثقلت موازينهم، ومن المفلحين الفائزين
برضوان الله. والله الموفق.

وقوله سبحانه وتعالى: (فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ) إنما قال خسروا أنفسهم؛
لأنهم أخرجوا إلى الدنيا وجاءتهم الرسل وبينت لهم الحق، ولكنهم والعياذ بالله
عاندوا واستكبروا فخسروا أنفسهم ولم يستفيدوا من وجودهم في الدنيا شيئاً. قال
الله تعالى (قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ
هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ) (الزمر: 5).

ثم قال تعالى مبيناً إنهم كما يعذبون بدنياً، فإنهم يعذبون قلبياً، فيقرعون
ويوبخون فيقال لهم (أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا

আল্লাহ তাঁর ওপর সম্ভ্রষ্ট হোন, তিনি অত্যন্ত কৃশকায় ছিলেন। একদা তিনি প্রবল বাতাসের
মধ্যে একটি পিলু (আরাক) গাছের ওপর আরোহণ করলেন, তখন বাতাস তাকে প্রবলভাবে
দোলাতে লাগল। তা দেখে উপস্থিত লোকজন হাসাহাসি শুরু করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বললেন: “তোমরা কি তার পায়ের নলার সন্মুখ দেখে হাসছ (অথবা তিনি বললেন:
তোমরা কি এতে বিস্ময়বোধ করছ)? যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর কসম! মিজানের
পাল্লায় এ দুটি উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশি ভারী।” এটি প্রমাণ করে যে, কিয়ামতের দিন খোদা
আমলকারী ব্যক্তিকেও ওজন করা হবে। মূল কথা হলো, কিয়ামতের দিন আমলসমূহ,
আমলনামার খাতা অথবা স্বয়ং আমলকারীকে ওজন করা হবে। (অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী
হবে, তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতি সাধন
করেছে; তারা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে।) (আল-মুমিনুন: ১০২, ১০৩)

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন যাদের আমলের পাল্লা ভারী হবে এবং যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য ও সফলকাম হবে। আল্লাহই তাওফিক দানকারী।

* * *

মহান আল্লাহর বাণী: (তরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে), তিনি 'নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে' একারণে বলেছেন যে, তাদেরকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল এবং তাদের নিকট রাসূলগণ আগমন করে সত্য সুস্পষ্ট করেছিলেন; কিন্তু—আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই—তারা হঠকারিতা ও অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে তারা নিজেদেরই ক্ষতিগ্রস্ত করল এবং পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্ব থেকে কোনো উপকারই লাভ করতে পারল না। মহান আল্লাহ বলেন: (বলুন, নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত তরাই যারা কিয়ামতের দিন নিজেদের ও নিজেদের পরিবার-পরিজনের ক্ষতি সাধন করেছে। জেনে রেখো, এটিই হলো সুস্পষ্ট ক্ষতি।) (আয-যুমার: ৫)।

অতঃপর মহান আল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে, তারা যেমন দৈহিক আজাব ভোগ করবে, তেমনি মানসিকভাবেও আজাবগ্রস্ত হবে। তাদেরকে ধমক ও তিরস্কার দিয়ে বলা হবে: (তোমাদের কাছে কি আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হতো না? অথচ তোমরা সেগুলোকে...)

(ص: 451) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

تُكَذِّبُونَ (المؤمنون: 105) ، فقد تليت عليهم آيات الله، وبينت لهم، وجاءتهم الرسل بالحق، ولكنهم كفروا والعياذ بالله، وكذبوا بهذه الآيات.

قالوا في الجواب (قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ) (رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا) يعني: إن عدنا إلى التكذيب (فَإِنَّا ظَالِمُونَ) ، فيقررون والعياذ بالله بأن الشقاوة غلبت عليهم وأنهم ضلوا الضلال المبين الذي أوصلهم إلى هذه النار، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها.

قال الله تعالى: (اُخْسَآؤَا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ) أي: ابقوا فيها أذلاء صاغرين، (ولا تلمكون) وهذا أشد ما يكون عليهم والعياذ بالله أن يوبخهم الله هذا التوبيخ فيقول: (اُخْسَآؤَا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ) فإنهم لو كلوا الله لن يستجيب لهم؛ لأنه قضى عليهم بالخلود في النار.

ثم قال تعالى مبيناً حالهم مع أوليائه (إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ) ، وهؤلاء المؤمنون بالله ورسله يقولون (رَبَّنَا آمَنَّا) أي آمنا بك وبرسلك وبما جاءوا به من الحق (فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا) اغفر لنا ذنوبنا حتى لا ندخل النار، وارحمنا بالقبول حتى ندخل الجنة.

(وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ) فلا أحد أرحم بعباد الله من ربهم عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((الله بعبادة أرحم من الوالدة بولدها)).

...তোমরা কি তা অস্বীকার করতে না?) (আল-মুমিনুন: ১০৫), তাদের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়েছিল এবং তাদের কাছে তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল। রাসূলগণ তাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তারা কুফরি করেছিল—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—এবং তারা এই আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল।

উত্তরে তারা বলল, (তারা বলল: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের ওপর প্রবল হয়েছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত জাতি।) (হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এখান থেকে বের করে নিন, অতঃপর যদি আমরা পুনরায় পূর্বের ন্যায় করি) অর্থাৎ যদি আমরা পুনরায় অস্বীকার করি, (তবে নিশ্চয়ই আমরা হব যালিম)। তারা স্বীকার করে নিল—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—যে দুর্ভাগ্য তাদের ওপর প্রবল হয়েছিল এবং তারা সেই সুস্পষ্ট গোমরাহিতে লিপ্ত ছিল যা তাদের এই জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের এবং আপনাদের জন্য এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আল্লাহ তাআলা বললেন: (তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই পড়ে থাকো এবং আমার সাথে কোনো কথা বলো না।) অর্থাৎ তোমরা এখানে লাঞ্চিত ও অপমানিত অবস্থায় অবস্থান করো।

(এবং আমার সাথে কথা বলো না)। এটি তাদের জন্য সবচেয়ে কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক বিষয় হবে—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—যখন আল্লাহ তাদের এভাবে তিরস্কার করে বলবেন: (তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই পড়ে থাকো এবং আমার সাথে কোনো কথা বলো না)। কারণ তারা যদি আল্লাহর সাথে কথা বলতেও চায়, তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেবেন না; কেননা তিনি তাদের জন্য জাহান্নামে চিরস্থায়ী অবস্থানের ফয়সালা করে দিয়েছেন।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁর বন্ধুদের সাথে তাদের আচরণের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন: (নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত: হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আপনি আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন; আর আপনিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাসী এই মুমিনগণ বলত (হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি) অর্থাৎ আমরা আপনার প্রতি, আপনার রাসূলগণের প্রতি এবং তাঁরা যে সত্য নিয়ে এসেছেন তার প্রতি ঈমান এনেছি। (অতএব আপনি আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন) আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিন যাতে আমরা জাহান্নামে প্রবেশ না করি, এবং আপনার কবুলিয়াতের মাধ্যমে আমাদের প্রতি দয়া করুন যাতে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি।

(আর আপনিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু) কারণ আল্লাহর বান্দাদের প্রতি তাদের প্রতিপালক মহান আল্লাহ অপেক্ষা অধিক দয়ালু আর কেউ নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি জননী তার সন্তানের প্রতি যতটা দয়ালু, তার চেয়েও অধিক দয়ালু।"

(ص: 452) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

(فَاتَّخَذْتُهُمْ سَخِرِيًّا حَتَّىٰ أُنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ) يعني: أنكم تسخرون بهؤلاء المؤمنين الذين يؤمنون بالله ويسألونه المغفرة والرحمة، فكنتم

تسخرون منهم وتستهزئون بهم، (حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمُ ذِكْرِي) أي حتى كانت سخریتکم بهم واستهزاءکم بهم منسية لكم ذكري.

(وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ) یعنی: في الدنيا كانوا يضحكون بالمؤمنين ويستهزئون بهم.

ولكن الله قال في سورة المطففين: (فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ) (المطففين: 34)، وهذا الضحك الذي لا بكاء بعده، أما ضحك الكفار من المسلمين في الدنيا؛ فإنه سيعقبه البكاء الدائم والعياذ بالله.

(إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ) یعنی: جزى الله تعالى المؤمنين بما صبروا على طاعة الله، وصبروا عن معصيته، وصبروا على أقداره (أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ) الذين فازوا بهذا اليوم فأدركوا المطلوب ونجوا من البرهوب، وإنما ذكر الله هذا لهؤلاء الكاذبين زيادة في حسرتهم وندامتهم، كأنه يقول عز وجل: لو كنتم مثلهم لنلتهم هذا الثواب، فيزدادون بذلك حسرة إلى حسرتهم والعياذ بالله. كيف كان حال هؤلاء الذين كانوا يسخرون بهم في الدنيا ويضحكون منهم؟ وكيف كان حالهم وهم في نار جهنم؟

(قَالَ كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ) (قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ) انظر " جاءتهم الرسل وعبروا عبراً يتذكر فيه من تذكر، ولكنهم والعياذ بالله لم ينتفعوا بهذا، ورأوا أنهم كأنما لبثوا ساعة أو بعض ساعة

(অতঃপর তোমরা তাদেরকে উপহাসের পাত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলে, এমনকি তারা তোমাদেরকে আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল এবং তোমরা তাদেরকে দেখে হাসাহাসি করতে।) অর্থাৎ: তোমরা ঐ সকল মুমিনদের উপহাস করতে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল এবং তাঁর নিকট ক্ষমা ও রহমত প্রার্থনা করত। তোমরা তাদের নিয়ে উপহাস ও বিদ্রূপ করতে। (এমনকি তারা তোমাদেরকে আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল) অর্থাৎ তাদের প্রতি তোমাদের এই উপহাস ও বিদ্রূপ তোমাদেরকে আমার স্মরণের বিষয়টি ভুলিয়ে দিয়েছিল।

(এবং তোমরা তাদের দেখে হাসাহাসি করতে) অর্থাৎ: দুনিয়াতে তারা মুমিনদের নিয়ে হাসাহাসি করত এবং তাদের বিদ্রূপ করত।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা সূরা আল-মুতাফফিফীনে বলেছেন: (অতঃপর আজ যারা ঈমান এনেছে তারা কাফিরদের দেখে হাসবে) (আল-মুতাফফিফীন: ৩৪)। আর এটি এমন এক হাসি যার পর আর কোনো কান্না নেই। পক্ষান্তরে দুনিয়াতে মুসলিমদের প্রতি কাফিরদের যে হাসি ছিল, তার পরিণতি হবে চিরস্থায়ী ক্রন্দন। আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(আজ আমি তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে পুরস্কৃত করলাম যে, নিশ্চয়ই তারাই সফলকাম) অর্থাৎ: আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে তাঁর আনুগত্যের ওপর ধৈর্য ধারণ, পাপাচার থেকে বেঁচে থাকতে ধৈর্য ধারণ এবং তকদীরের ফয়সালার ওপর ধৈর্য ধারণের কারণে প্রতিদান প্রদান করেছেন। (নিশ্চয়ই তারাই সফলকাম) যারা এই দিনে কামিয়াব হয়েছে, ফলে তারা কাক্ষিত বস্তু লাভ করেছে এবং ভীতিপ্রদ বিষয় থেকে মুক্তি পেয়েছে। আল্লাহ তাআলা এই মিথ্যাচারীদের সামনে এটি উল্লেখ করেছেন তাদের আক্ষেপ ও অনুশোচনা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। মহান আল্লাহ যেন বলেন: তোমরা যদি তাদের মতো হতে, তবে তোমরাও এই সওয়াব লাভ করতে। এর ফলে তাদের আক্ষেপের ওপর আক্ষেপ বৃদ্ধি পায়, আল্লাহর কাছে আমরা এ থেকে আশ্রয় চাই।

দুনিয়াতে যারা মুমিনদের উপহাস করত এবং তাদের দেখে হাসত, তাদের অবস্থা কেমন ছিল? আর জাহান্নামের আগুনে তাদের অবস্থা কেমন ছিল?

(তিনি বলেন: তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে? তারা বলবে: আমরা একদিন বা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছিলাম; সুতরাং আপনি গণনাকারীদের জিজ্ঞেস করুন।)

লক্ষ্য করুন— তাদের কাছে রাসূলগণ এসেছিলেন এবং তাদেরকে দীর্ঘ আয়ু দেওয়া হয়েছিল যাতে উপদেশ গ্রহণকারী উপদেশ গ্রহণ করতে পারত, কিন্তু আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই যে তারা তা থেকে উপকৃত হয়নি। আজ তারা দেখছে যে, তারা যেন কেবল এক মুহূর্ত বা সময়ের সামান্য অংশ অবস্থান করেছিল।

(قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ) أَسْأَلُ الْعَادِينَ مِنْهَا. فَإِنَّا لَا نَرَىٰ أَنَّنَا لَبِثْنَا إِلَّا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ.

قال الله تعالى: (قَالَ إِنَّ لَبِثُكُمْ إِلَّا قَلِيلًا) يعني: ما لبثتم إلا قليلاً في الدنيا وآل بكم الأمر إلى الآخرة التي تبقون فيها أبداً الآبديين معذبين.
(قَالَ إِنَّ لَبِثُكُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) يعني: لو أنكم كنتم من ذوي العلم؛ لعليتم مقدار تكذيبكم للرسول ومقدار أعمالكم التي خسرتها. (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا) يعني: أظنون أننا (خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ) ، هم ظنوا كذلك، ظنوا هذا الظن، ولكن الله وبّخهم على هذا الظن، هل من حكمة الله أن ينشئ هذه الخليقة، ويرسل إليها الرسل، وينزل عليها الكتب ثم تكون النهاية الموت والفناء بدون بعث، بدون رجوع؟ هذا لا يمكن، لكن هذا ظن الذين كفروا (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ) (ص: 27) .

ثم قال تعالى (فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ) تعالى يعني ترفع عز وجل عن كل نقص وعن كل سوء، وعلا بذاته فوق عرشه سبحانه وتعالى، (فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ) الملك يعني ذو الملك والسلطان والعظمة، الحق: الذي كان ملكه وملكوته حقاً وليس بباطل.

(لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) أي لا معبود حق إلا الله عز وجل (رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ) (وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ) إلى آخر السورة.

(তারা বলবে: আমরা একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি; সুতরাং আপনি গণনাকারীদের জিজ্ঞাসা করুন।) অর্থাৎ আমাদের মধ্য থেকে যারা গণনা করতে সক্ষম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, কারণ আমাদের কাছে মনে হচ্ছে না যে আমরা একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ ব্যতীত অন্য কোনো দীর্ঘ সময় অবস্থান করেছি।

আল্লাহ তাআলা বলেন: (তিনি বললেন: তোমরা সেখানে অল্প সময়ই অবস্থান করেছিলে) অর্থাৎ: তোমরা দুনিয়াতে সামান্য সময়ই অবস্থান করেছ এবং তোমাদের বিষয়টি শেষ পর্যন্ত আখিরাতের দিকেই উপনীত হয়েছে, যেখানে তোমরা চিরকাল শান্তির মধ্যে অবস্থান করবে। (তিনি বললেন: তোমরা সেখানে অল্প সময়ই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে) অর্থাৎ: যদি তোমরা জ্ঞানবান হতে, তবে তোমরা রাসুলদের প্রতি তোমাদের মিথ্যারোপের পরিণাম এবং তোমাদের সেসব আমলের পরিণাম সম্পর্কে জানতে পারতে যা তোমরা হারিয়েছ। (তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমরা তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি?) অর্থাৎ: তোমরা কি ধারণা করো যে আমরা (তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমাদের কাছে ফিরে আসবে না)? তারা এমনই ধারণা পোষণ করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাদের এই ধারণার জন্য তিরস্কার করেছেন। আল্লাহর প্রজ্ঞা বা হিকমতের কি এটাই দাবি যে, তিনি এই সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করবেন, তাদের নিকট রাসুল পাঠাবেন, কিতাব অবতীর্ণ করবেন, অতঃপর কোনো পুনরুত্থান ও প্রত্যাবর্তন ছাড়াই কেবল মৃত্যু ও ধ্বংসের মাধ্যমে সবকিছুর সমাপ্তি ঘটবে? এটা অসম্ভব। বরং এটি তাদের ধারণা যারা কুফরি করেছে (সুতরাং যারা কুফরি করেছে তাদের জন্য আগুনের ধ্বংস অনিবার্য।) (সূরা সদ: ২৭)।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন: (অতএব মহান আল্লাহ, যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি সুউচ্চ; তিনি ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই; তিনি সম্মানিত আরশের অধিপতি।) 'তাআলা' শব্দের অর্থ হলো তিনি যাবতীয় ত্রুটি ও মন্দ থেকে অতি উচ্চে এবং মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ স্বীয় সত্তায় আরশের উপরে সমুন্নত। (অতএব মহান আল্লাহ, যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি সুউচ্চ) মালিক অর্থ রাজত্ব, কর্তৃত্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী। 'আল-হক' বা সত্য: যাঁর রাজত্ব ও সার্বভৌমত্ব সত্য এবং তা অলীক বা বাতিল নয়।

(তিনি ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই) অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য উপাস্য নেই। (সম্মানিত আরশের রব) (আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকে, যার কোনো প্রমাণ তার কাছে নেই) সূরার শেষ পর্যন্ত।

فهذه الآيات تبين أن الإنسان ينبغي له أن ينتهز فرصة العمر، وألا يخسر عمره كما خسره هؤلاء؛ وأنه سوف يبعث ويجازى ويحاسب على عمله فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن حسابه يسير، ومآله إلى دار القرار في جنات النعيم.

وقال رحمه الله تعالى في سياق الآيات باب ذكر الموت وقصر الأمل:

وقال تعالى: (الْمُ يَأْنٍ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ) (الحديد: 16) والآيات في الباب كثيرة معلومة، وأما الأحاديث: 574/1- فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: ((كن في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرُ سبيلٍ)).

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ((إذا أمسيت، فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك)) رواه البخاري. د

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، الكتاب الموافق لاسمه، فإنه رياض، رياض لأهل الصلاح، فيه من الأحكام

এই আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে যে, মানুষের উচিত জীবনের সুযোগকে কাজে লাগানো এবং তাদের মতো জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত না করা যারা নিজেদের জীবনকে ধ্বংস করেছে। নিশ্চয়ই মানুষকে পুনরুত্থিত করা হবে এবং তার কর্মের প্রতিদান ও হিসাব গ্রহণ করা হবে। আমরা

মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন যাদের হিসাব হবে সহজ এবং যাদের গন্তব্য হবে জান্নাতুন নাঈমের চিরস্থায়ী আবাসস্থল।

* * *

তিনি (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) আয়াতের ধারাবাহিকতায় 'মৃত্যুর স্মরণ ও দীর্ঘ আশা পরিহার' পরিচ্ছেদে বলেছেন:

মহান আল্লাহ বলেন: "যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য কি এখনো সময় আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের হৃদয় বিগলিত হবে? আর তারা যেন তাদের মতো না হয় যাদের ইতিপূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, অতঃপর তাদের ওপর সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হলো, ফলে তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে গেল; এবং তাদের অনেকেই পাপাচারী।" (আল-হাদীদ: ১৬)। এই পরিচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ অনেক এবং সুবিদিত। আর হাদিসের বিবরণ নিম্নরূপ:

১/৫৭৪- ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার কাঁধ ধরে বললেন: "দুনিয়াতে তুমি এমনভাবে থাকো যেন তুমি একজন অপরিচিত ব্যক্তি অথবা একজন পথচারী।"

ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলতেন: "যখন তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হবে, তখন সকালের অপেক্ষা করো না; আর যখন তুমি সকালে উপনীত হবে, তখন সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতাকে অসুস্থতার জন্য এবং জীবনকে মৃত্যুর জন্য কাজে লাগাও।" (বুখারী বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার ইমাম নববী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর 'রিয়াদুস সালেহীন' গ্রন্থে বলেছেন— যা তার নামের সাথে সার্থকভাবে মিলে যায়, কেননা এটি সত্যই একটি উদ্যান, সৎকর্মশীলদের জন্য এক জান্নাতী কানন—এতে রয়েছে এমন সব বিধিবিধান...

الشرعية والآداب المرعية ما يزيد به إيمان العبد، ويستقيم به سيرة إلى الله عز وجل، ومعاملته مع عباد الله، ولهذا كان بعض الناس يحفظه عن ظهر قلب لها فيه من المنفعة العظيمة. هذا الكتاب كان من جملة أبوابه، باب ذكر الموت وقصر الأمل، وذكر المؤلف فيه آيات متعددة، سبق الكلام عليها، وآخرها قوله تعالى: (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ.....)، يعني ألم يأت الوقت الذي تخشع فيه قلوب المؤمنين لذكر الله عز وجل؟ والخشوع معناه الخضوع والذل (لِذِكْرِ اللَّهِ) يعني عند ذكره، فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ (الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) (الأنفال: 2)

وقوله: (لِذِكْرِ اللَّهِ) أي لتذكر الله وعظمته، (وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ) أي: ويخشعون لها نزل من الحق، وهو ما كان في كتاب الله سبحانه وتعالى؛ فَإِنَّ هَذَا الْكِتَابَ جَاءَ بِالْحَقِّ، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه هذا الكتاب جاء بالحق، فيحق للمؤمن أن يخشع قلبه لذكر الله وما نزل من الحق. قَالَ (وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ)، يعني ولا يكونوا كالذين أُوتوا الكتاب من قبل وهم اليهود والنصارى، فاليهود أُوتوا التوراة، والنصارى أُوتوا الإنجيل، ومع ذلك فَإِنَّ الْيَهُودَ كَفَرُوا بِالْإِنْجِيلِ، والنصارى كفروا بالقرآن، فصار الكل كلهم كفاراً، ولذلك كان اليهود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مغضوباً عليهم؛ لأنهم علموا

শরীয়াহর বিধিবিধান ও অনুসৃত শিষ্টাচারসমূহ যা বান্দার ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যার মাধ্যমে মহান আল্লাহর পথে তার পথচলা ও তাঁর বান্দাদের সাথে তার আচরণ সুসংহত হয়; এ কারণেই এর সুমহান উপকারিতার দরুন কিছু লোক এটি মুখস্থ করে রাখতেন। এই কিতাবের

বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্যে একটি ছিল মৃত্যু স্মরণ এবং দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষার সংক্ষেপণ সংক্রান্ত অধ্যায়। লেখক সেখানে একাধিক আয়াত উল্লেখ করেছেন যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। তার মধ্যে সর্বশেষ হলো মহান আল্লাহর বাণী: (মুমিনদের জন্য কি এখনও সেই সময় আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তরসমূহ বিনম্র হবে...) অর্থাৎ মুমিনদের জন্য কি এখনও সেই সময় উপস্থিত হয়নি যখন মহান আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তরসমূহ বিনীত ও বিগলিত হবে? আর খুশু-এর অর্থ হলো বিনয়াবনত হওয়া ও হীনতা স্বীকার করা। (আল্লাহর স্মরণে) অর্থাৎ তাঁর যিকিরের সময়। কেননা মুমিন তো তারাই (যাদের নিকট আল্লাহর কথা স্মরণ করা হলে তাদের অন্তরসমূহ প্রকম্পিত হয় এবং যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে দেয় এবং তারা তাদের রবের ওপর ভরসা করে) (আল-আনফাল: ২)

এবং তাঁর বাণী: (আল্লাহর স্মরণে) অর্থাৎ আল্লাহকে স্মরণ করা ও তাঁর মহিমা স্মরণে। (এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে) অর্থাৎ তারা সেই সত্যের সামনে বিনম্র হয় যা অবতীর্ণ হয়েছে, আর তা হলো মহান আল্লাহর কিতাবে যা বিদ্যমান। কারণ এই কিতাব সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে এবং যে নবীর (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) ওপর এই কিতাব নাযিল হয়েছে তিনিও সত্যসহ এসেছেন। অতএব, মুমিনের জন্য এটাই সংগত যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তার সামনে তার অন্তর বিনীত হবে।

তিনি বলেছেন: (এবং তারা যেন তাদের মতো না হয় যাদের ইতিপূর্বে কিতাব প্রদান করা হয়েছিল, অতঃপর তাদের ওপর সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হলো, ফলে তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল), অর্থাৎ তারা যেন তাদের মতো না হয় যাদের আগে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, আর তারা হলো ইহুদি ও খ্রিস্টান। ইহুদিদের তাওরাত দেওয়া হয়েছিল এবং খ্রিস্টানদের ইঞ্জিল দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ইহুদিরা ইঞ্জিলকে অস্বীকার করেছে এবং খ্রিস্টানরা কুরআনকে অস্বীকার করেছে, ফলে তারা সকলেই কাফিরে পরিণত হয়েছে। এই কারণেই নবী (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)-এর প্রেরিত হওয়ার আগে ইহুদিরা আল্লাহর ক্রোধের শিকার ছিল; কারণ তারা সত্য জানত...

الحق وهو ما جاء به عيسى، ولكنهم استكبروا عنه وأعرضوا عنه.

أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فكان اليهود والنصارى كلهم مغضوباً عليهم، وذلك لأن النصارى علموا الحق فهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك استكبروا عنه، فكانوا كلهم مغضوباً عليهم؛ لأن القاعدة في المغضوب عليهم أنهم الذين علموا الحق ولم يعملوا به كاليهود والنصارى بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام.

هؤلاء الذين أوتوا الكتاب (فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ) أي: الوقت (فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد عيسى بستمائة سنة، وهي فترة طويلة انحرف فيها من انحرف من أهل الكتاب، ولم يبق على الأرض من أهل الحق إى بقايا يسيرة من أهل الكتاب، ولهذا قال: (وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ) ولم يقل أكثرهم فاسقون، ولم يقل كلهم فاسقون، فكثير منهم فاسقون خارجون عن الحق. فحذر الله عز وجل ونهى أن نكون كهؤلاء الذين أوتوا الكتاب (فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ).

وإذا نظرت إلى الأمة الإسلامية، وجدت أنها ارتكبت ما ارتكبه الذين أوتوا الكتاب من قبل. فإن الأمة الإسلامية في هذه العصور التي طال فيها الأمد من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، قست قلوب كثير منهم وفسق كثير منهم، واستولى على المسلمين من ليس أهلاً للولاية لفسقه؛ بل ومروقه عن الإسلام، فإن الذين لا يحكمون بكتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون أن الحكم بالقوانين أفضل من حكم الله ورسوله كفار بلا شك ومرتدون عن

সত্য সেটিই যা ঈসা আলাইহিস সালাম নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তারা সে বিষয়ে অহংকার প্রদর্শন করেছে এবং তা থেকে বিমুখ হয়েছে।

তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেরণের পর ইহুদি ও খ্রিস্টান সকলেই আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হিসেবে গণ্য হয়। এর কারণ হলো, খ্রিস্টানরা সত্য সম্পর্কে অবগত ছিল; তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তেমনি চিনত যেমন তারা তাদের সন্তানদের চিনত। তা সত্ত্বেও তারা তাঁর প্রতি অহংকার প্রদর্শন করেছে, ফলে তারা সকলেই আল্লাহর ক্রোধের পাত্রে পরিণত হয়েছে। কেননা আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হওয়ার মূলনীতি হলো—যারা সত্য জেনেও সে অনুযায়ী আমল করে না; যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পরবর্তী ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়।

যাদের কিতাব প্রদান করা হয়েছিল, তাদের ক্ষেত্রে ‘দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে’ অর্থাৎ দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, ‘ফলে তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে গেছে’। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈসা আলাইহিস সালাম-এর ছয়শত বছর পর প্রেরিত হয়েছিলেন। এটি এমন এক সুদীর্ঘ সময় ছিল যাতে আহলে কিতাবদের মধ্যকার পথভ্রষ্টরা বিচ্যুত হয়েছিল এবং পৃথিবীতে কিতাবধারীদের মধ্যে সত্যপন্থী খুব সামান্য এক অংশ ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট ছিল না। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন: ‘এবং তাদের অনেকেই পাপাচারী।’ তিনি ‘তাদের অধিকাংশ’ বা ‘তারা সকলে’ পাপাচারী বলেননি; বরং তাদের অনেকেই পাপাচারী যারা সত্য থেকে বিচ্যুত।

অতঃপর আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা আমাদের সেই আহলে কিতাবদের মতো হতে সতর্ক করেছেন ও নিষেধ করেছেন, ‘যাদের ওপর দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হওয়ায় তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে গিয়েছিল।’

আপনি যদি মুসলিম উম্মাহর দিকে লক্ষ্য করেন, তবে দেখবেন যে তারা পূর্বেকার আহলে কিতাবদের কৃতকর্মেরই পুনরাবৃত্তি করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পর সুদীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় বর্তমান যুগে মুসলিম উম্মাহর অনেকেরই অন্তর কঠিন হয়ে গেছে এবং অনেকেই পাপাচারী হয়ে পড়েছে। অধিকন্তু, পাপাচারের কারণে এমনকি ইসলাম থেকে বিচ্যুত হওয়ার দরুন যারা নেতৃত্বের অযোগ্য, তারা মুসলিমদের ওপর কর্তৃত্ব দখল করে নিয়েছে। কারণ যারা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ অনুযায়ী বিচার-কার্য পরিচালনা করে না এবং মানবরচিত আইন দ্বারা বিচার

করাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানের চেয়ে উত্তম মনে করে, তারা নিঃসন্দেহে কাফির এবং ইসলাম থেকে বিচ্যুত ধর্মত্যাগী...

(ص: 457) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الإسلام.

ولكن الله سبحانه وتعالى يبلو الناس بعضهم ببعض، وإذا صبر المؤمن واحتسب وانتظر الفرج من الله عز وجل، وعمل الأسباب التي توصل إلى المقصود؛ يسر الله له الأمور.

فألمهم أن الله نهانا أن نكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقصت قلوبهم، ولكن صار الكثير منا في الوقت الحاضر متشبهاً بهؤلاء الذين قست قلوبهم، وكثير من هؤلاء أيضاً فسقوا عن أمر الله وخرجوا عن طاعة الله. ثم قال المؤلف: والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة.

وأما الأحاديث فمنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي)). يعني أمسك به، والمنكب هو أعلى الكتف، أخذ به من أجل أن ينتبه ابن عمر لما سيلقي إليه الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام من القول.

وهذا من حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا تكلم؛ اتخذ الأسباب التي توجب انتباه المخاطب، إما بالفعل كما هنا، وإما بالقول كما في قوله: ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر)) قالوا: بلى يا رسول الله، فهذا يلقي إليهم لأجل أن ينبهوا.

ইসলাম।

তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে একে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করেন। আর মুমিন যখন ধৈর্য ধারণ করে, সওয়াবের প্রত্যাশা রাখে, আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লার পক্ষ থেকে মুক্তির প্রতীক্ষা করে এবং উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ অবলম্বন করে, তখন আল্লাহ তার জন্য বিষয়গুলো সহজ করে দেন।

মূল বিষয় হলো, আল্লাহ আমাদেরকে তাদের মতো হতে নিষেধ করেছেন যাদের ইতিপূর্বে কিতাব প্রদান করা হয়েছিল এবং দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার ফলে যাদের অন্তর পাষাণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমাদের অনেকেই সেই পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিদের সাদৃশ্য গ্রহণ করেছে; আবার তাদের মধ্যে অনেকেই আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছে এবং তাঁর আনুগত্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

অতঃপর গ্রন্থকার বলেন: এই মর্মার্থের আয়াতসমূহ বহু এবং সুপরিচিত।

আর হাদিসের ক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখযোগ্য, তিনি বলেন: "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার দুই কাঁধ ধরলেন।" অর্থাৎ তিনি তাকে পাকড়াও করলেন; আর 'মানকিব' হলো কাঁধের উপরিভাগ। তিনি তাকে স্পর্শ করেছিলেন যেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার কাছে যে বাণী প্রদান করবেন, সেদিকে ইবনে উমর পূর্ণ মনোযোগী হন।

এটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চমৎকার শিক্ষাদান পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। কেননা তিনি যখন কথা বলতেন, তখন শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন—কখনো কাজের মাধ্যমে, যেমনটি এখানে ঘটেছে; আবার কখনো কথার মাধ্যমে, যেমন তাঁর বাণী: "আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কাবির গুনাহসমূহ সম্পর্কে অবহিত করব না?" তারা বললেন: "অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল!" সুতরাং এটি তাদের প্রতি নিবেদন করা হয়েছিল যাতে তারা সচেতন ও মনোযোগী হন।

أخذ بنكبي وقال: ((كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)) سبحانه الله! أعطى الله نبيه جوامع الكلم، هاتان الكلمتان يمكن أن تكونا نبراساً يسير الإنسان عليه في حياته ((كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)).

والفرق بينهما أن عابر السبيل مآشٍ يمر بالقرية وهو مآشٍ منها. وأما الغريب فهو مقيم فيها حتى يرتحل عنها، يقيم فيها يومين أو ثلاثة أو عشرة أو شهراً، وكل منها لا عابر السبيل ولا الغريب كل منهما لم يتخذ القرية التي هو فيها لم يتخذها وطناً وسكناً وقراراً.

فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كهذا الرجل، إما غريب أو عابر سبيل.

والغريب وعابر السبيل لا يستوطن، يريد أن يذهب إلى أهله وإلى بلده، لو أن الإنسان عامل نفسه في هذه الدنيا بهذه المعاملة لكان دائماً مشيراً للآخرة، لا يريد إلا الآخرة، ولا يكون أمام عينيه إلا الآخرة حتى يسير إليها سيراً يصل به إلى مطلوبه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح.

وكان ابن عمر يقول: "إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح" المعنى لا تؤمل أنك إذا أصبحت أمسيت، وإذا أمسيت أصبحت، فكم من إنسان أصبح ولم يمس! وكم من إنسان أمسى ولم يصبح! وكم من إنسان لبس ثوبه ولم يخلعه إلا الغاسل! وكم من إنسان خرج من أهله قد هياًوا له غداء أو عشاء ولم يأكله! وكم من إنسان نام ولم يقم من فراشه! المهم أن الإنسان لا ينبغي له أن يطيل الأمل؛ بل يكون

(তিনি) আমার দুই কাঁধ ধরলেন এবং বললেন: "দুনিয়াতে এমনভাবে থাকো যেন তুমি একজন প্রবাসী অথবা একজন পথচারী।" সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক বাণী দান করেছেন; এই দুটি শব্দ একজন মানুষের জীবন চলার পথের

আলোকবর্তিকা হতে পারে: "দুনিয়াতে এমনভাবে থাকো যেন তুমি একজন প্রবাসী অথবা একজন পথচারী।"

এই দুটির মধ্যে পার্থক্য হলো, পথচারী হলো সে যে পথ চলতে চলতে কোনো জনপদ দিয়ে অতিক্রম করে চলে যায়। আর প্রবাসী হলো সে যে সেখানে অবস্থান করে যতক্ষণ না সে সেখান থেকে প্রস্থান করে; সে সেখানে দুই দিন, তিন দিন, দশ দিন বা এক মাস অবস্থান করে। কিন্তু তাদের কেউই—না পথচারী, না প্রবাসী—যে জনপদে সে আছে, তাকে স্থায়ী স্বদেশ, বাসস্থান বা চিরস্থায়ী ঠিকানা হিসেবে গ্রহণ করে না।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: তুমি দুনিয়াতে এই ব্যক্তির মতো হও—হয় প্রবাসী অথবা পথচারী।

প্রবাসী এবং পথচারী স্থায়ীভাবে বসবাস করে না; সে তার পরিবার ও নিজ দেশে ফিরে যেতে চায়। যদি মানুষ এই দুনিয়াতে নিজের সাথে এমন আচরণ করত, তবে সে সর্বদা পরকালের জন্য সদাপ্রস্তুত থাকত। সে পরকাল ছাড়া অন্য কিছু কামনা করত না এবং তার চোখের সামনে পরকাল ছাড়া অন্য কিছু থাকত না, যতক্ষণ না সে এমনভাবে পরিচালিত হতো যা তাকে তার উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি আমাদের এবং আপনাদের সেই তাওফিক দান করুন যাতে কল্যাণ ও সংশোধন রয়েছে।

আর ইবনে উমর বলতেন: "যখন সকালে উপনীত হবে তখন সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না, আর যখন সন্ধ্যায় উপনীত হবে তখন সকালের অপেক্ষা করো না।" এর অর্থ হলো, তুমি এ আশা পোষণ করো না যে সকালে উঠলে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকবে, আর সন্ধ্যায় উপনীত হলে সকালে পৌঁছাতে পারবে। কত মানুষই তো সকালে জীবন শুরু করেছে কিন্তু সন্ধ্যা পায়নি! কত মানুষই তো সন্ধ্যায় পৌঁছেছে কিন্তু আর সকাল দেখেনি! কত মানুষই তো নিজের কাপড় পরিধান করেছে যা কেবল মৃতদেহ গোসলদাতাই খুলেছে! কত মানুষই তো পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বের হয়েছে যারা তার জন্য দুপুরের বা রাতের খাবার তৈরি করে রেখেছিল কিন্তু সে তা আর খেতে পারেনি! কত মানুষই তো ঘুমানোর পর আর বিছানা থেকে উঠতে পারেনি! সারকথা হলো, মানুষের জন্য দীর্ঘ আশা পোষণ করা সমীচীন নয়; বরং তার হওয়া উচিত...

حذراً حاذقاً حازماً كيساً. هذا معنى قوله: ((إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح)).

قال: ((وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك)) الإنسان الصحيح منشرح الصدر، منبسط النفس، واسع الفكر، عنده سعة في الوقت والصحة، لكن ما أكثر الذين يضيعون هذا؛ لأنه يؤمل أن هذه الصحة سوف تبقى وتدوم، وأنه سوف تطول به الدنيا، فتجده قد ضيع هذه الصحة.

فابن عمر رضي الله عنهما يقول: ((خذ من صحتك لمرضك)). المرض تضيق به النفس، ويتعب به الجسم، وتضيق عليه الدنيا ولا يستطيع أن يعمل العمل الذي يعمل في حال الصحة، فليأخذ من صحتك لمرضك، ومن حياته لموته، قس ما بين حياتك وموتك أيهما أطول؟ لا شك أن الحياة لا تنسب للموت، كم للرسول عليه الصلاة والسلام ميتاً؟ كم لمن قبله؟ وحياتهم قليلة بالنسبة لموتهم، فكيف إلى الآخرة.

ولهذا ينبغي للإنسان أن يأخذ من حياته - ما دام الله قد أحياه - لموته إذا عجز عن العمل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)) فخذ من حياتك لموتك.

সতর্ক, বিচক্ষণ, দৃঢ়সংকল্প ও বুদ্ধিমান হওয়া; এটিই তাঁর এই বাণীর মর্মার্থ: "যখন তুমি সকালে উপনীত হবে, তখন সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না; আর যখন সন্ধ্যায় উপনীত হবে, তখন সকালের অপেক্ষা করো না।"

তিনি বলেন: "তোমার সুস্থতা থেকে তোমার অসুস্থতার জন্য এবং তোমার জীবন থেকে তোমার মৃত্যুর জন্য পাথেয় গ্রহণ করো।" একজন সুস্থ ব্যক্তি প্রশস্ত চিত্ত, প্রফুল্ল মন ও সুদূরপ্রসারী চিন্তার অধিকারী হন; তার সময় ও স্বাস্থ্যের মাঝে প্রাচুর্য থাকে। কিন্তু এমন বহু লোক রয়েছে

যারা এটি অপচয় করে; কারণ সে আশা করে যে, এই স্বাস্থ্য চিরস্থায়ী হবে এবং দুনিয়াতে তার আয়ু দীর্ঘ হবে। ফলে দেখা যায় সে তার এই সুস্থতাকে হেলায় হারিয়েছে।

ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: "তোমার সুস্থতা থেকে তোমার অসুস্থতার জন্য গ্রহণ করো।" অসুস্থতায় মন সংকুচিত হয়ে যায়, শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং পৃথিবী তার কাছে সংকীর্ণ হয়ে আসে; সুস্থ অবস্থায় সে যে আমল করতে পারত, তখন তা করতে সক্ষম হয় না।

অতএব, সে যেন তার সুস্থতা থেকে অসুস্থতার জন্য এবং জীবন থেকে মৃত্যুর জন্য পাথেয় সংগ্রহ করে। আপনার জীবন ও মৃত্যুর সময়কালের তুলনা করে দেখুন, কোনটি দীর্ঘতর?

নিঃসন্দেহে জীবনের ব্যাপ্তিকে মৃত্যুর সাথে তুলনা করা যায় না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কতকাল ধরে ওফাতপ্রাপ্ত হয়েছেন? তাঁর পূর্ববর্তীরাই বা কতকাল? তাঁদের পার্থিব জীবন তো মৃত্যুর সময়কালের তুলনায় অতি নগণ্য; তাহলে আখিরাতের তুলনায় তা কতটুকু হবে!

এ কারণেই মানুষের উচিত তার জীবন থেকে—যতদিন আল্লাহ তাকে জীবিত রেখেছেন—তার মৃত্যুর জন্য পাথেয় সংগ্রহ করা, যখন সে আমল করতে অক্ষম হয়ে পড়বে। কেননা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তিনটি মাধ্যম ব্যতীত তার আমলের দুয়ার বন্ধ হয়ে যায়: সদকায়ে জারিয়া, এমন ইলম যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় অথবা এমন নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।" সুতরাং আপনার জীবন থেকে মৃত্যুর জন্য পাথেয় গ্রহণ করুন।

(ص: 460) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

575/2- وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما حق امرئ مسلم، له شيء يُوصى فيه، يبيتُ ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)) متفق عليه، هذا لفظ البخاري.

وفي رواية لمسلم: ((يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ)).
قال ابن عمر: ما مرت على ليلة منذ سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك
إلا وعندي وصيتي.

[الشَّرْحُ]

ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" يعني ما حقه أن يبيت ليلتين إلا وقد كتب وصيته التي يريد أن يوصي بها، وكان ابن عمر رضي الله عنه منذ سمع هذا الكلام من رسول الله لا يبيت ليلة إلا وقد كتب وصيته.
والوصية: معناها العهد، وهي أن يعهد الإنسان بعد موته لشخص في تصريف شيء من ماله، أو يعهد لشخص بالنظر على أولاده الصغار، أو يعهد لشخص في أي شيء من الأعمال التي يملكها بعد موته فيوصي به

২/৫৭৫- তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে মুসলিম ব্যক্তির অসিয়ত করার মতো কোনো কিছু রয়েছে, তার জন্য সমীচীন নয় যে তার ওপর দিয়ে দু'টি রাত অতিবাহিত হবে অথচ তার অসিয়তনামাটি তার নিকট লিখিত অবস্থায় থাকবে না।" (বুখারি ও মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত, এটি বুখারির শব্দ)।

সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে: "তিন রাত অতিবাহিত হবে।"

ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: "আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট থেকে এই কথা শোনার পর থেকে এমন একটি রাতও অতিবাহিত হয়নি যখন আমার অসিয়তনামাটি আমার নিকট সংরক্ষিত ছিল না।"

[ব্যাখ্যা]

অতপর লেখক (রাহিমাল্লাহ) ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে মুসলিম ব্যক্তির অসিয়ত করার মতো কোনো বিষয় থাকে, তার জন্য সমীচীন নয় যে সে দু'টি রাত অতিবাহিত করবে অথচ তার অসিয়তনামাটি তার নিকট লিখিত থাকবে না।" অর্থাৎ, তার জন্য এটি সংগত নয় যে সে যা অসিয়ত করতে চায় তা লিখে রাখা ব্যতিরেকেই দু'টি রাত অতিবাহিত করবে। ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুখ থেকে এই কথা শোনার পর থেকে এমন কোনো রাত পার করেননি যখন তিনি তাঁর অসিয়তনামা লিখে রাখেননি।

আর অসিয়ত: এর অর্থ হলো নির্দেশনা বা অঙ্গীকার। এটি হলো কোনো ব্যক্তি তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সম্পদের কোনো অংশ নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করার জন্য কাউকে দায়িত্ব প্রদান করা, অথবা তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের দেখাশোনার জন্য কাউকে দায়িত্ব অর্পণ করা, অথবা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মালিকানাধীন যেকোনো কাজের বিষয়ে কাউকে নির্দেশ প্রদান করা।

(ص: 461) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

هذه هي الوصية.

مثل أن يكتب الرجل: وصيتي إلى فلان بن فلان بالنظر على أولادي الصغار. ووصيتي إلى فلان بن فلان بتفريق ثلث مالي أو رבעه أو خمسه في سبيل الله. وصيتي إلى فلان في أن ينتفع بها خلفت من عقار أو غيره أو ما أشبه ذلك.

المهم أن هذه هي الوصية، عهد الإنسان بعد موته إلى شخص بشيء يملكه هذه هي الوصية.

والوصية أنواع: واجبة، ومحرمة، وجائزة.

أولاً: الوصية الواجبة: وهي أن يوصي الإنسان بما عليه من الحقوق الواجبة؛ لئلا يجدها الورثة، لا سيما إذا لم يكن عليها بينة.

كأن يكون على الإنسان دين أو حق لغيره، فيجب أن يوصي به لا سيما إذا لم يكن فيه بينة؛ لأنه إذا لم يوص به فإن الورثة قد ينكرونها، والورثة لا يلزمون أن يصدقوا كل من جاء من الناس وقال: إن لي على ميتكم كذا وكذا، لا يلزمهم أن يصدقوا، فإذا لم يوص الميت بذلك، فإنه ربما يكون ضائعاً، فمن عليه دين يعني حق في ذمته لأحد، فإنه يجب عليه أن يوصي به.

كذلك أيضاً أن يوصي لأقاربه غير الوارثين بما تيسر لقول الله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا) (البقرة: 180)، يعني ما لا كثيراً (الْوَصِيَّةُ) هذه نائب الفاعل (لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) فخرج من ذلك، من الوالدين والأقربين من كانوا ورثة، فإن الورثة لا يوصى لهم،

এটাই হলো ওসিয়ত (উইল)।

যেমন কোনো ব্যক্তি লিখল: আমার ছোট সন্তানদের দেখাশোনার জন্য অমুকের পুত্র অমুককে ওসিয়ত (নিয়োগ) করলাম। আর আমার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ অথবা এক-চতুর্থাংশ অথবা এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর রাস্তায় বণ্টন করার জন্য অমুকের পুত্র অমুককে ওসিয়ত করলাম। আমার ওসিয়ত হলো অমুক ব্যক্তি আমার রেখে যাওয়া স্থাবর সম্পত্তি বা অন্য কিছু অথবা অনুরূপ বিষয় থেকে উপকৃত হবে।

মূল কথা হলো এটিই ওসিয়ত; কোনো ব্যক্তি তার মৃত্যুর পর তার মালিকানাধীন কোনো বিষয়ে কাউকে দায়িত্ব প্রদান করাকেই ওসিয়ত বলা হয়।

আর ওসিয়ত কয়েক প্রকার: ওয়াজিব (আবশ্যিক), হারাম (নিষিদ্ধ) এবং জায়েজ (বৈধ)।

প্রথমত: ওয়াজিব ওসিয়ত: আর তা হলো মানুষের জিম্মায় থাকা ওয়াজিব পাওনা বা অধিকারসমূহ সম্পর্কে ওসিয়ত করা; যাতে ওয়ারিশরা তা অস্বীকার না করে, বিশেষ করে যখন সে বিষয়ে কোনো প্রমাণ না থাকে।

যেমন কোনো ব্যক্তির ওপর অন্য কারো ঋণ বা পাওনা থাকা, তবে সে বিষয়ে ওসিয়ত করা ওয়াজিব; বিশেষ করে যদি তাতে কোনো প্রমাণ না থাকে। কারণ যদি সে ওসিয়ত না করে, তবে ওয়ারিশরা তা অস্বীকার করতে পারে। আর ওয়ারিশদের জন্য এমন প্রত্যেক ব্যক্তির কথা বিশ্বাস করা আবশ্যিক নয় যারা এসে বলে যে: তোমাদের মৃত ব্যক্তির কাছে আমার এই পরিমাণ পাওনা রয়েছে; তাদের জন্য তা বিশ্বাস করা জরুরি নয়। অতএব মৃত ব্যক্তি যদি সে বিষয়ে ওসিয়ত না করে, তবে সম্ভবত তা বিনষ্ট হতে পারে। সুতরাং যার ওপর ঋণ রয়েছে— অর্থাৎ তার জিম্মায় কারো পাওনা রয়েছে—তার জন্য সে বিষয়ে ওসিয়ত করা ওয়াজিব। একইভাবে সামর্থ্য অনুযায়ী তার ওয়ারিশ নয় এমন নিকটাত্মীয়দের জন্য ওসিয়ত করা। কেননা মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন: "তোমাদের কারো নিকট যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, যদি সে প্রচুর ধন-সম্পদ রেখে যায়, তবে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ন্যায়সংগতভাবে ওসিয়ত করা বিধিবদ্ধ করা হলো" (সূরা আল-বাকারাহ: ১৮০)। এখানে 'খায়রান' অর্থ প্রচুর ধন-সম্পদ। 'আল-ওয়াসিয়াহ' (ওসিয়ত) শব্দটি এখানে নায়েবে ফায়েল (উদ্দেশ্য)। "পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য"—এই নির্দেশ থেকে সেই পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা বহির্ভূত হবেন যারা ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য, কারণ ওয়ারিশদের অনুকূলে কোনো ওসিয়ত করা যায় না।

(ص: 462) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وبقيت الآية محكمة فيما عدا الوارثين.
هكذا دلالة الآية، وبها فسرها ابن عباس رضي الله عنهما، وذهب إليها كثير من أهل العلم، أن الإنسان يجب أن يوصي إذا كان عنده مال كثير بما تيسر لأقاربه غير الوارثين، أما الوارث فلا يجوز أن يوصي له؛ لأن حقه من الإرث يكفيه، فهذان أمران تجب فيهما الوصية.
الأول: إذا كان عليه دين يعني حقاً للناس.

والثاني: إذا ترك مالا كثيراً، فإنه يلزمه أن يوصي لأقاربه من غير الوارثين.
ثانياً: الوصية المحرمة: وهي محرمة إذا أوصى لأحد من الورثة، فإنه حرام عليه،
مثل أن يوصي لولده الكبير بشيء من بين سائر الورثة، أو يوصي لزوجته بشيء من
بين سائر الورثة، فإن هذا حرام عليه، حتى ولو قدر أن المرأة أي الزوجة كانت
تخدمه في حياته وتطيعه وتحترمه، وأراد أن يكافئها؛ فإنه لا يحل له أن يوصي لها
بشيء، وكذلك لو كان أحد أولاده يبر به ويخدمه ويسعى في ماله، فأراد أن يوصي له
بشيء؛ فإن ذلك حرام عليه.

وكذلك ما يفعله بعض الناس إذا كان له أولاد عدة وزوج الكبير أوصى للصغار بمثل
المال الذي زوج به الكبير، فإن هذا حرامٌ أيضاً؛ لأن التزويج دفع حاجة؛ كالأكل
والشرب، فمن احتاج إليه من الأولاد وعند أبيهم قدرة وجب عليه أن يزوجه، ومن
لم يحتج إليه فإنه لا يحل له أن يعطيه شيئاً مثل ما أعطى أخاه الذي احتاج
للزواج.

আর উত্তরাধিকারীগণ ব্যতীত অন্য সবার ক্ষেত্রে আয়াতটি কার্যকর ও সুপ্রতিষ্ঠিত রয়ে গেছে।
আয়াতের নির্দেশনা এ রূপই, এবং ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এভাবেই এর ব্যাখ্যা
করেছেন। অনেক আলেমও এই মত পোষণ করেছেন যে, মানুষের নিকট যদি প্রচুর সম্পদ
থাকে, তবে তার অ-উত্তরাধিকারী আত্মীয়দের জন্য সাধ্যমতো অসিয়ত করা আবশ্যিক।
পক্ষান্তরে, উত্তরাধিকারীর অনুকূলে অসিয়ত করা বৈধ নয়; কেননা মিরাস বা উত্তরাধিকার সূত্রে
প্রাপ্ত স্বীয় অংশই তার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং এই দুটি ক্ষেত্রে অসিয়ত করা ওয়াজিব হয়:
প্রথমত: যদি তার ওপর কোনো ঋণ থাকে, অর্থাৎ মানুষের পাওনা বা অধিকার থাকে।
দ্বিতীয়ত: যদি সে প্রচুর সম্পদ রেখে যায়, তবে তার অ-উত্তরাধিকারী আত্মীয়দের অনুকূলে
অসিয়ত করা তার জন্য আবশ্যিক।
দ্বিতীয়ত: নিষিদ্ধ অসিয়ত: উত্তরাধিকারীদের মধ্য হতে কারো জন্য অসিয়ত করা হলে তা
নিষিদ্ধ ও হারাম। যেমন—অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের বাদ দিয়ে কেবল বড় ছেলের জন্য
কোনো কিছু অসিয়ত করা, অথবা অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের বাদ দিয়ে স্ত্রীর অনুকূলে কোনো

কিছুর অসিয়ত করা। এটি তার জন্য হারাম; এমনকি যদি বিষয়টি এমনও হয় যে, স্ত্রী তার জীবনদশায় তার সেবা করেছে, তার অনুগত ছিল এবং তাকে সম্মান করত, আর সে তাকে এর প্রতিদান দিতে চাইল—তবুও তার জন্য স্ত্রীর অনুকূলে কোনো কিছুর অসিয়ত করা হালাল হবে না। অনুরূপভাবে, যদি তার সন্তানদের মধ্য হতে কেউ তার প্রতি সদাচারী হয়, তার সেবা করে এবং তার সম্পদ বৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকে, আর সে তার জন্য কোনো কিছুর অসিয়ত করতে চায়—তবে তাও তার জন্য হারাম।

তদ্রূপ, কিছু মানুষ যা করে থাকে—যদি কারো একাধিক সন্তান থাকে এবং বড় ছেলের বিয়ে সম্পন্ন করার পর সে তার ছোট সন্তানদের জন্য ততটুকু পরিমাণ অর্থের অসিয়ত করে যা বড় ছেলের বিয়ের পেছনে ব্যয় হয়েছে—তবে এটিও হারাম। কারণ বিবাহ হলো প্রয়োজন নিবারণ করা; যেমন খাদ্য ও পানীয়। সন্তানদের মধ্যে যার বিয়ের প্রয়োজন হবে এবং পিতার সামর্থ্য থাকবে, তার বিয়ে দেওয়া পিতার ওপর ওয়াজিব। কিন্তু যার বিয়ের প্রয়োজন নেই, তাকে তার বিবাহিত ভাইয়ের সমপরিমাণ অর্থ বা অন্য কিছু প্রদান করা পিতার জন্য হালাল নয়।

(ص: 463) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وهذه مسألة تخفى على كثيراً من الناس حتى على طلبة العلم، يظنون أنك إذا زوجت ولدك، فإنك يجب أن توصي لأولاد الصغار بمثل ما زوجته به، وهذا ليس بصحيح، فالوصية للوارث لا تجوز مطلقاً. فإن قدر أن أحداً - كان جاهلاً وأوصى لأحد الورثة بشيء، فإنه يرجع إلى الورثة بعد موته، إن شاءوا نفذوا الوصية، وإن شاءوا ردوها. ثالثاً: الوصية المباحة: فهي أن يوصي الإنسان بشيء من ماله لا يتجاوز الثلث؛ لأن تجاوز الثلث ممنوع، لكن ما دون الثلث أنت حر فيه، ولك أن توصي فيه لمن شئت إلا الورثة هذه جائزة.

ولكن هل الأفضل الثلث أو الربع أو مادون ذلك؟ نقول أكثر شيء الثلث لا تزد عليه، وما دون الثلث فهو أفضل منه، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: ((الثلث والثلث كثير))، وكان أبو بكر رضي الله عنه أوصى بخمس ماله. وقال: أَرْضَى بِهَا رَضِيَ اللَّهُ لِنَفْسِهِ الْخُمْسَ، فَأَوْصَى بِخُمْسٍ مَالِهِ. وهذا أحسن ما يكون. وليت طلبه العلم والذين يكتبون الوصايا ينبهون الموصين على أن الأفضل: الوصية بالخمس لا بالثلث، وقد شاع عند الناس الثلث دائماً، وهذا الحد الأعلى الذي حدّه الرسول عليه الصلاة والسلام وما دونه أفضل

এটি এমন একটি মাসআলা যা অনেক মানুষের কাছে, এমনকি ইলম অন্বেষণকারীদের নিকটও অস্পষ্ট। তারা ধারণা করে যে, আপনি যদি আপনার এক ছেলেকে বিবাহ করান, তবে আপনার অন্য ছোট সন্তানদের জন্য তার বিবাহের সমপরিমাণ অর্থের অসিয়ত করা আপনার জন্য আবশ্যিক। কিন্তু এটি সঠিক নয়; কারণ উত্তরাধিকারীর অনুকূলে অসিয়ত করা কোনোভাবেই বৈধ নয়।

যদি এমনটি ঘটে যে, কোনো ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত কোনো উত্তরাধিকারীর জন্য কোনো কিছু অসিয়ত করে থাকে, তবে তার মৃত্যুর পর বিষয়টি অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের সিদ্ধান্তের ওপর ন্যস্ত হবে। তারা চাইলে সেই অসিয়ত কার্যকর করতে পারে, আবার চাইলে তা প্রত্যাখ্যানও করতে পারে।

তৃতীয়ত: বৈধ অসিয়ত। এটি হলো কোনো ব্যক্তির তার সম্পদের মধ্য থেকে এমন কিছু অসিয়ত করা যা এক-তৃতীয়াংশের অধিক নয়; কারণ এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রম করা নিষিদ্ধ। তবে এক-তৃতীয়াংশের কম যেকোনো পরিমাণের ক্ষেত্রে আপনি স্বাধীন, এবং উত্তরাধিকারী ব্যতীত আপনি যার জন্য ইচ্ছা তা অসিয়ত করতে পারেন; এটি জায়েজ।

কিন্তু এক-তৃতীয়াংশ কি উত্তম, নাকি এক-চতুর্থাংশ অথবা তার চেয়েও কম? আমরা বলব, সর্বোচ্চ সীমা হলো এক-তৃতীয়াংশ, এর অধিক করবেন না। আর এক-তৃতীয়াংশের কম হওয়া তার চেয়েও উত্তম। এই কারণেই ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন: ‘মানুষ যদি

এক-তৃতীয়াংশ থেকে কমিয়ে এক-চতুর্থাংশে নিয়ে আসত (তবে ভালো হতো), কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসকে বলেছিলেন: এক-তৃতীয়াংশ, আর এক-তৃতীয়াংশও অনেক।’ আর আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ অসিয়ত করেছিলেন এবং বলেছিলেন: ‘আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজের জন্য যা পছন্দ করেছেন (অর্থাৎ এক-পঞ্চমাংশ), আমিও তাতে সন্তুষ্ট।’ ফলে তিনি তাঁর সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ অসিয়ত করেন। আর এটিই হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থা।

ইলম অন্বেষণকারী এবং যারা অসিয়তনামা লিখে থাকেন, তারা যদি অসিয়তকারীদের এই মর্মে সতর্ক করতেন যে, এক-পঞ্চমাংশের অসিয়ত করা এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে উত্তম, তবে কতই না ভালো হতো! অথচ মানুষের মাঝে সর্বদা এক-তৃতীয়াংশের বিষয়টিই প্রচলিত হয়ে গেছে। মূলত এটি হলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমা, আর তার চেয়ে কম হওয়া অধিকতর উত্তম।

(ص: 464) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

منه فالربع أفضل من الثلث، والخمس أفضل من الربع.
وإذا كان الورثة محتاجين فترك الوصية أولى؛ هم أحق من غيرهم قال النبي عليه الصلاة والسلام ((إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس))، فإذا كان الورثة الذين يرثونك تعرف أن حالهم، وسط والبال شحيح عندهم، وأنهم إلى الفقر أقرب، فالأفضل ألا توصي.
ففي هذا الحديث الإشارة إلى أن الإنسان يوصي، ولكن الوصية تنقسم إلى أقسام كما أشرنا، منها واجبة، ومنها محرمة، ومنها مباحة.

فألواجبة: أن يوصي الإنسان بما عليه من الحقوق الواجبة؛ لئلا يجحدوا الورثة، فيضيع حق من هي له، لا سيما إذا لم يكن بها بينة.

والثانية من الوصية الواجبة وصية من ترك مالا كثيراً لأقاربه الذين لا يرثون بدون تقدير، لكن لا تزيد عن الثلث.

والوصية المحرمة: نوعان أيضاً: أن تكون لأحد من الورثة وأن تكون زائدة على الثلث.

والمباحة: ما سوى ذلك، ولكن الأفضل أن تكون المباحة من الخمس فأقل، وإن زاد الربع فلا بأس، وإلى الثلث فلا بأس، ولا يزيد على الثلث.

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما العمل بالكتابة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إلا))

সেই হিসেবে এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে এক-চতুর্থাংশ উত্তম, আর এক-চতুর্থাংশের চেয়ে এক-পঞ্চমাংশ উত্তম।

আর উত্তরাধিকারীরা যদি অভাবী হয়, তবে ওসিয়ত বর্জন করাই শ্রেয়; কারণ অন্যের তুলনায় তারাই অধিক হকদার। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদের সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া তাদের এমন দরিদ্র অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম, যাতে তারা মানুষের কাছে হাত পেতে বেড়ায়।" সুতরাং যারা তোমার উত্তরাধিকারী হবে, তাদের অবস্থা যদি মধ্যম মানের হয় এবং তাদের কাছে সম্পদের স্বল্পতা থাকে এবং তারা দারিদ্র্যের কাছাকাছি হয়, তবে ওসিয়ত না করাই উত্তম।

এই হাদিসে ইঙ্গিত রয়েছে যে মানুষ ওসিয়ত করবে, তবে আমরা যেমন ইঙ্গিত করেছি, ওসিয়ত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত; এর মধ্যে কোনটি ওয়াজিব (আবশ্যিক), কোনটি হারাম (নিষিদ্ধ), এবং কোনটি মুবাহ (বৈধ)।

ওয়াজিব ওসিয়ত হলো: মানুষ তার জিম্মায় থাকা ওয়াজিব পাওনা বা হকের ব্যাপারে ওসিয়ত করবে; যাতে উত্তরাধিকারীরা তা অস্বীকার না করে এবং পাওনাদারের হক নষ্ট না হয়, বিশেষ করে যদি এর কোনো প্রমাণ বা দলিল না থাকে।

ওয়াজিব ওসিয়তের দ্বিতীয় প্রকার হলো: যে ব্যক্তি প্রচুর সম্পদ রেখে যাচ্ছে, তার এমন নিকটাত্মীয়দের জন্য ওসিয়ত করা যারা মিরাসের অংশ পায় না। এটি হবে কোনো সুনির্দিষ্ট শরয়ী নির্ধারণ ছাড়াই, তবে তা এক-তৃতীয়াংশের বেশি হবে না।

হারাম ওসিয়তও দুই প্রকার: কোনো উত্তরাধিকারীর অনুকূলে ওসিয়ত করা এবং এক-তৃতীয়াংশের অধিক পরিমাণের ওসিয়ত করা।

মুবাহ ওসিয়ত হলো: এগুলোর বাইরে যা কিছু আছে। তবে উত্তম হলো মুবাহ ওসিয়ত এক-পঞ্চমাংশ বা তার কম হওয়া; যদি এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় তবে তাতে কোনো সমস্যা নেই, এমনকি এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্তও সমস্যা নেই, তবে এক-তৃতীয়াংশের বেশি করা যাবে না। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণিত হাদিসে লিখিত দলিলের ওপর আমল করার গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে; কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: "ব্যতীত..."

(ص: 465) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ووصيته مكتوبة عنده)) فدل هذا على جواز العمل، بل وجوب العمل بالكتابة. وفي قوله: ((مكتوبة)) اسم مفعول، إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون هو الكاتب أو غيره ممن تثبت الوصية بكتابته، فلا بد أن تكون الكتابة معلومة؛ إما بخط الوصي نفسه، أو بخط شخص معتمد، وأما إذا كانت بخط مجهول؛ فلا عبرة بها ولا عمل عليها.

وفي قوله: ((عنده)) إشارة إلى أنه ينبغي أن يحتفظ الإنسان بالوثائق وألا يسلط عليها أحداً، بل تكون عنده في شيء محفوظ محرز كالصندوق وغيره؛ لأنه إذا أهملها فربما تضيع منه، أو يسلط عليها أحد يأخذها ويتلفها أو ما أشبه ذلك. المهم في هذا الاعتناء بالوصية، وأن يحتفظ بها الإنسان حتى لا تضيع.

وفيه أيضاً سرعة امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ لذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما بعد ما سنع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه ((ما مرت علي ليلة منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا إلا ووصيتي مكتوبة عندي)). فالذي ينبغي للإنسان أن يهتم بالأمر حتى لا يفجأه الموت، وهو قد أضاع نفسه، وأضاع حق غيره.

* * *

(এবং তার নিকট তার অসিয়তনামা লিখিত থাকে) - এটি লিখিত নির্দেশের ওপর আমল করার বৈধতা, বরং আবশ্যিকতা নির্দেশ করে।

আর তাঁর বাণী "লিখিত" হলো একটি কর্মবাচক বিশেষ্য (ইসম মাফউল), যা ইঙ্গিত করে যে, অসিয়তকারী স্বয়ং লেখক হওয়া অথবা অসিয়ত সাব্যস্ত হয় এমন অন্য কোনো লেখক হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তবে শর্ত হলো লেখাটি অবশ্যই সুনিশ্চিত হতে হবে; হয় অসিয়তকারীর নিজ হস্তাক্ষরে হতে হবে, অথবা কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির হস্তাক্ষরে হতে হবে। পক্ষান্তরে লেখাটি যদি অজ্ঞাত কোনো ব্যক্তির হয়, তবে এর কোনো গুরুত্ব নেই এবং এর ওপর আমল করা যাবে না।

এবং তাঁর বাণী "তার নিকট"-এ এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের উচিত নথিপত্রসমূহ সযত্নে সংরক্ষণ করা এবং কাউকে তা হস্তগত করার সুযোগ না দেওয়া। বরং তা যেন তার কাছে সিন্দুক বা অনুরূপ কোনো নিরাপদ স্থানে সংরক্ষিত থাকে; কারণ সে যদি এতে অবহেলা করে, তবে তা হারিয়ে যাওয়ার অথবা এমন কারো হস্তগত হওয়ার আশঙ্কা থাকে যে তা গ্রহণ করে বিনষ্ট করে ফেলবে বা অনুরূপ কিছু ঘটবে।

সারকথা হলো, অসিয়তের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া এবং তা সংরক্ষণ করা যাতে তা বিনষ্ট না হয়।

এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের প্রতি সাহায্যে কেরামের দ্রুত আনুগত্যের দৃষ্টান্তও রয়েছে; এজন্যই ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট থেকে এই হাদীসটি শোনার পর বলেছিলেন: "আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এটি বলতে শোনার পর থেকে এমন কোনো রাত আমার ওপর দিয়ে

অতিবাহিত হয়নি, যে রাতে আমার অসিয়তনামা আমার নিকট লিখিত অবস্থায় ছিল না।" অতএব মানুষের উচিত এই বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা, যাতে মৃত্যু তাকে এমন অবস্থায় আকস্মিক পাকড়াও না করে যখন সে নিজের এবং অপরের অধিকার বিনষ্ট করে ফেলেছে।

* * *

(ص: 466) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

578/5- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا، هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًا، أَوْ غِنًى مُطْغِيًا، أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُفْنِدًا، أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا، أَوْ الدَّجَالَ؛ فَشَرُّ غَائِبٍ يَنْتَظَرُ، أَوْ السَّاعَةِ وَالسَّاعَةِ أَدهى وَأَمْرٌ؟!)) رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث ذكره المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الأمل، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا)) يعني أعملوا قبل أن تصيبكم هذه السبع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فبادروا بها. إِمَّا ((فَقْرًا مُنْسِيًا)) بَأَن يَصَابَ الْإِنْسَانُ بِفَقْرٍ يَنْسِيهِ ذِكْرُ رَبِّهِ؛ لِأَنَّ الْفَقْرَ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْهُ شَرُّ دَرَعٍ يَلْبَسُهُ الْعَبْدُ ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ فَقِيرًا يَحْتَاجُ إِلَى أَكْلِ وَشَرَبٍ وَلِبَاسٍ وَسُكْنٍ وَزَوْجَةٍ، فَلَا يَجِدُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَتَضَيِّقُ عَلَيْهِ الْأَرْضُ بِمَا رَحِبَتْ، وَيَذْهَبُ يَتَطَلَّبُ لِيَحْصَلَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَيَنْسَى ذِكْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا يَتِمَكَّنُ مِنْ أَدَاءِ الْعِبَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا.

وكذلك يفوته كثيرٌ من العبادات التي تستوجب أو التي تستلزم الغنى؛ كالزكاة، والصدقات، والعق، والحج، والإنفاق في سبيل الله، وما أشبهه

৫/৫৭৮- আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা সাতটি বিষয়ের আগে দ্রুত নেক আমল করো। তোমরা কি কেবল এমন দারিদ্র্যের প্রতীক্ষা করছ যা তোমাদের (সবকিছু) ভুলিয়ে দেবে? নাকি এমন প্রাচুর্যের যা তোমাদের উদ্ধত করে তুলবে? নাকি এমন অসুস্থতার যা তোমাদের জরাজীর্ণ করে দেবে? নাকি এমন বার্ধক্যের যা তোমাদের বিবেকবুদ্ধি লোপ করে দেবে? নাকি আকস্মিক মৃত্যুর? নাকি দাজ্জালের—যা প্রতীক্ষিত অনুপস্থিত অনিষ্টগুলোর মধ্যে নিকৃষ্টতম? নাকি কিয়ামতের? আর কিয়ামত তো অত্যন্ত ভয়াবহ ও তিক্ত।" এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদিসটি হাসান।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার ইমাম নববী (রহিমাল্লাহু) এই হাদিসটি রিয়াদুস সালিহীন কিতাবের 'মৃত্যুর স্মরণ ও দীর্ঘ আশা পরিহার' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা সাতটি বিষয়ের আগে দ্রুত নেক আমল করো।" এর অর্থ হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে সাতটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলো তোমাদের গ্রাস করার আগেই তোমরা আমল করে নাও। সুতরাং সেগুলোর ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করো।

এর একটি হলো "বিস্মৃতি আনয়নকারী দারিদ্র্য"—অর্থাৎ মানুষ এমন দারিদ্র্যে আক্রান্ত হওয়া যা তাকে তার রবের স্মরণ ভুলিয়ে দেয়; কারণ দারিদ্র্য—আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের তা থেকে হিফাজত করুন—বান্দার পরিহিত নিকৃষ্টতম বর্ম।

কেননা সে যদি দরিদ্র হয়, তবে তার খাদ্য, পানীয়, পোশাক, বাসস্থান ও স্ত্রীর প্রয়োজন হবে, অথচ সে এর কিছুই পাবে না। ফলে পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যাবে। সে এগুলোর কোনোটি হাসিল করার জন্য অশ্বেষণে লিপ্ত হবে, আর এতেই সে মহান আল্লাহর জিকির ভুলে যাবে এবং যথাযথভাবে ইবাদত সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে না।

তদ্রূপ তার থেকে এমন অনেক ইবাদত ছুটে যাবে যার জন্য স্বচ্ছলতা বা ধন-সম্পদের প্রয়োজন হয়; যেমন: জাকাত, সদকা, দাস মুক্তি, হজ এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা ও এই জাতীয় অন্যান্য ইবাদত।

(ص: 467) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ذلك.

((أو غنى مطغياً)) بأن يغني الله الإنسان ويفتح عليه من الدنيا فيطغي بذلك، ويرى أنه استغنى عن ربه عز وجل، فلا يقوم بها أوجب الله عليه، ولا ينتهي عما نهاه الله عنه. قال الله تعالى: (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَيِّطٍ) (أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى) (العلق: 7، 6).

كذلك ((أو مرضاً مفسداً)) مرض يفسد على الإنسان حياته؛ لأن الإنسان مادام في صحة فهو في نشاط وانشراح صدر، والدنيا أمامه مفتوحة، فإذا مرض ضعف البدن، وضعفت النفس وضائق، وصار الإنسان دائماً في همٍّ وغمٍّ فتفسد عليه حياته. كذلك أيضاً الهرم المفند: ((أو هرماءً مفنداً)) يعني كبراً يفند قهوة الإنسان ويحطمها، كما قال تعالى: (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ) (الروم: 54) فالإنسان ما دام نشيطاً شاباً يعمل العبادة بنشاط، يتوضأ بنشاط، يصلي بنشاط، يذهب إلى العلم بنشاط، لكن إذا كبر فهو كما قال الله عز وجل عن زكريا: (قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا) (مريم: 4)، أي ضعف العظم، والعظم هو الهيكل الذي ينبني عليه الجسم، فيضعف وتضعف القوة ولا يستطيع أن يفعل ما كان يفعله في حال الشباب، كما قال الشاعر:

সেটা।

((অথবা এমন সচ্ছলতা যা উদ্ধৃত করে তোলে)) এর অর্থ হলো আল্লাহ মানুষকে ধনী করেন এবং তার জন্য দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ উন্মুক্ত করে দেন, ফলে সে তার মাধ্যমে দস্ত প্রকাশ করে এবং মনে করে যে সে তার মহান রবের থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে গেছে। ফলে আল্লাহ তার ওপর যা আবশ্যক করেছেন সে তা পালন করে না এবং যা থেকে আল্লাহ তাকে নিষেধ করেছেন তা থেকে সে বিরত থাকে না। মহান আল্লাহ বলেন: (কখনোই নয়, মানুষ অবশ্যই সীমালঙ্ঘন করে,) (যেহেতু সে নিজেকে অভাবমুক্ত দেখে) (আল-আলাক: ৬, ৭)।

অনুরূপভাবে ((অথবা এমন ব্যাধি যা জীবনকে বিপর্যস্ত করে দেয়)) এমন রোগ যা মানুষের জীবনকে বিষাদময় করে তোলে; কারণ মানুষ যতক্ষণ সুস্থ থাকে ততক্ষণ সে উদ্যমী ও প্রফুল্ল চিত্তে থাকে এবং দুনিয়া তার সামনে উন্মুক্ত থাকে। কিন্তু যখন সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন শরীর দুর্বল হয়ে যায় এবং মন ভেঙে পড়ে ও সংকীর্ণ হয়ে যায়। মানুষ সর্বদা দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠার মধ্যে নিমজ্জিত থাকে, ফলে তার জীবন বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে।

অনুরূপভাবে বিচারবুদ্ধি লোপকারী বার্ধক্য: ((অথবা এমন জরাগ্রস্ততা যা বুদ্ধিবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করে)) অর্থাৎ এমন বৃদ্ধাবস্থা যা মানুষের শক্তিকে নিঃশেষ করে এবং তাকে ভেঙে চুরমার করে দেয়, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেন: (আল্লাহ, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন দুর্বল অবস্থায়, অতঃপর দুর্বলতার পর দিয়েছেন শক্তি, আবার শক্তির পর দিয়েছেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান) (আর-রুম: ৫৪)।

মানুষ যতক্ষণ কর্মঠ ও যুবক থাকে, ততক্ষণ সে অত্যন্ত উদ্দীপনার সাথে ইবাদত করে, সজীবতার সাথে অজু করে, একাগ্রতার সাথে সালাত আদায় করে এবং আগ্রহের সাথে ইলম অর্জনে লিপ্ত হয়। কিন্তু যখন সে বৃদ্ধ হয়, তখন তার অবস্থা তেমনই হয় যেমনটি মহান আল্লাহ জাকারিয়া আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেছেন: (সে বলল: হে আমার রব! আমার অঙ্গিগুলো দুর্বল হয়ে গেছে এবং বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্র হয়ে গেছে) (মারইয়াম: ৪)। অর্থাৎ হাড়গুলো দুর্বল হয়ে গেছে, আর হাড় হলো সেই কাঠামো যার ওপর শরীরের অবয়ব গঠিত। ফলে তা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শারীরিক শক্তিও লোপ পায়, আর সে তখন ওইসব কাজ করতে সক্ষম হয় না যা সে যৌবনকালে করতে পারত। যেমনটি কবি বলেছেন:

হায়! যৌবন যদি একদিন ফিরে আসত ... তবে বার্ষিক্য আমার সাথে কী আচরণ করেছে তা আমি তাকে জানাতাম।

(ص: 468) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

((أو موتاً مجهزاً)) هذا أيضاً ما يُنتظر الموت، وإذا مات الإنسان؛ انقطع عمله، ولم يتمكن من العمل.

" مجهزاً" سريعاً، وكم من إنسان مات من حيث لا يظن أنه لا يموت كم من إنسان مات وهو في شبابه وصحته في حوادث احتراق، أو انقلاب سيارة، أو سقوط جدار عليه، أو سكتة قلبية، أشياء كثيرة يموت الإنسان بسببها ولو كان شاباً.

فبادر هذا لأنك لا تدري ربما تموت وأنت تخاطب أهلك، أو تموت وأنت في فراشك، أو تموت وأنت على غداك تخرج تقول لأهلك: ولّوا الغذاء أي: جهزوا، ثم لا ترجع تأكله، أو تموت وأنت في سيارتك، أو في سفرك، إذاً بادر.

ومن ذلك أيضاً قوله: ((أو الدجال؛ فشر غائب ينتظر)) يعني أو تنتظرون الدجال، وهو الرجل الخبيث الكذاب البهوه الذي يبعث في آخر الزمان يدعو الناس إلى عبادته ويوهبهم، فيفتتن به الخلق إلا ما شاء الله.

ولهذا أمرنا أن نستعيز بالله منه في كل صلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال)).

((অথবা আকস্মিক মৃত্যু)) এটিও এমন একটি বিষয় যার প্রতীক্ষা করা হয়, অর্থাৎ মৃত্যু। যখন মানুষের মৃত্যু ঘটে, তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায় এবং সে আর আমল করার সামর্থ্য রাখে না।

"মুজহিজন" অর্থ হলো ত্বরিত বা অতি দ্রুত। কত মানুষ এমনভাবে মারা যায় যা সে কখনও কল্পনাও করেনি; কত মানুষ তার যৌবন ও সুস্বাস্থ্যের অবস্থায় অগ্নিকাণ্ড, গাড়ি উল্টে যাওয়া, দেয়াল ধসে পড়া কিংবা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। এমন অনেক কারণ রয়েছে যার ফলে যুবক হওয়া সত্ত্বেও মানুষ মারা যেতে পারে।

অতএব, নেক আমলের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও; কারণ তুমি জানো না যে, হয়তো তুমি তোমার পরিবারের সাথে কথা বলতে বলতেই মারা যাবে, অথবা বিছানায় থাকা অবস্থায় তোমার মৃত্যু হবে, কিংবা দুপুরের খাবার খাওয়ার সময় তোমার প্রাণ চলে যাবে। হতে পারে তুমি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পরিবারকে বললে: "খাবার প্রস্তুত করো", কিন্তু তা খাওয়ার জন্য তুমি আর ফিরে এলে না। অথবা তুমি গাড়িতে থাকা অবস্থায় কিংবা সফরেরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে। অতএব, দ্রুত পদক্ষেপ নাও।

এর মধ্যে তাঁর এই বাণীও রয়েছে: ((অথবা দাজ্জাল; সে হলো প্রতীক্ষিত অনিষ্টকর অনুপস্থিত সত্তা))। অর্থাৎ তোমরা কি দাজ্জালের প্রতীক্ষা করছ? সে হলো এক জঘন্য ব্যক্তি, চরম মিথ্যাবাদী ও প্রতারক, যে শেষ জামানায় আবির্ভূত হয়ে মানুষকে তার উপাসনা করার আহ্বান জানাবে এবং তাদের বিভ্রান্ত করবে। ফলে আল্লাহর বিশেষ রহমতপ্রাপ্তরা ব্যতীত সাধারণ সৃষ্টিরা তার দ্বারা ফিতনায় নিপতিত হবে।

এই কারণেই আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন আমরা প্রতিটি সালাতে তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((যখন তোমাদের কেউ শেষ তাশাহুদ পড়বে, তখন সে যেন বলে: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট জাহান্নামের শাস্তি থেকে, কবরের শাস্তি থেকে, জীবন ও মরণের ফিতনা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি))।

(ص: 469) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

والمسيح الدجال رجلٌ من بني آدم؛ لكنه أعور خبيث كافر متبرّد، وقد كتب بين عينيه كافر، يقرؤه المؤمن ولا يقرؤه الفاسق، الكافر لا يقرؤه. يقرؤه المؤمن ولا

يقرؤه الكفار حتى ولو كان الكافر قارئاً؛ فإنه لا يقرؤه، والمؤمن يقرؤه ولو كان غير قارئ. وهذه آية من آيات الله عز وجل.

وهذا الدجال يدعو الناس إلى عبادته فيقول: أنا ربكم، فإن أطاعوه أدخلهم الجنة، وإن عصوه أدخلهم النار، لكن ما هي جنته وناره؟ جنته نار، وناره جنة، لكنه يوهم الناس أن هذا الذي أدخله من أطاعه جنة وهي نار، وأنه إذا عصاه أحد أدخله في النار، النار هذه جنة، ماء عذب، طيب، جنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((إنه يجيء معه بمثال الجنة والنار، فآلتي يقول إنها الجنة هي النار)).

لكنه يوهم الناس ويوهي عليهم فيحسبون أن هذا الذي أطاعه أدخله الجنة، وأن هذا الذي عصاه أدخله النار، والحقيقة بخلاف ذلك.

كذلك يأتي إلى القوم في البادية، يأتي إليهم مهملين، ليس في ضروع مواشيهم لبن، ولا في أرضهم نبات، فيدعوهم، فيقول: أنا ربكم، فيستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر، يقول للسماء: أمطري؛ فتمطر، ويأمر الأرض فتنبث.

মসীহ দাজ্জাল আদম সন্তানদের মধ্য হতেই একজন মানুষ; তবে সে একচক্ষুবিশিষ্ট, জঘন্য, কাফির ও বিদ্রোহী। তার দুই চোখের মাঝখানে 'কাফির' লেখা থাকবে, যা মুমিন ব্যক্তি পাঠ করতে পারবে কিন্তু ফাসিক তা পড়তে পারবে না। কাফির ব্যক্তি তা পড়তে পারবে না; মুমিন তা পড়তে পারবে কিন্তু কাফিররা তা পড়তে পারবে না, এমনকি কাফির ব্যক্তি যদি অক্ষরজ্ঞানসম্পন্নও হয়, তবুও সে তা পড়তে পারবে না। আর মুমিন ব্যক্তি তা পড়তে পারবে যদিও সে অক্ষরজ্ঞানহীন হয়। এটি মহান আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্য হতে একটি নিদর্শন। এই দাজ্জাল মানুষকে তার ইবাদত করার প্রতি আহ্বান জানাবে এবং বলবে: "আমি তোমাদের রব।" যারা তার আনুগত্য করবে সে তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবে, আর যারা তার অবাধ্য হবে সে তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। কিন্তু তার জান্নাত ও জাহান্নামের স্বরূপ কী? তার জান্নাত হলো আগুন (জাহান্নাম), আর তার জাহান্নাম হলো জান্নাত। তবে সে মানুষকে এই বিভ্রান্তিতে ফেলবে যে, যে ব্যক্তি তার আনুগত্য করেছে তাকে সে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছে, অথচ তা হলো আগুন; আর যদি কেউ তার অবাধ্য হয় তবে সে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবে,

অথচ এই আগুনটিই হলো জান্নাত—সুমিষ্ট পানি ও উত্তম উদ্যান। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই সে তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নামের সদৃশ বস্তু নিয়ে আসবে; সে যাকে জান্নাত বলবে প্রকৃতপক্ষে সেটিই হলো জাহান্নাম।"

সে মানুষকে বিভ্রান্ত করবে ও তাদের চোখে ধুলো দেবে, ফলে তারা মনে করবে যে, সে তার আনুগত্যকারীকে জান্নাতে দাখিল করেছে এবং অবাধ্যকে জাহান্নামে দাখিল করেছে; অথচ বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

অনুরূপভাবে সে মরুচারী এক সম্প্রদায়ের কাছে আসবে যারা দুর্ভিক্ষ ও অনাহারে থাকবে; তাদের গবাদি পশুর ওলানে কোনো দুধ থাকবে না এবং তাদের ভূমিতে কোনো ফসল থাকবে না। সে তাদের (তার প্রতি ঈমান আনার) আহ্বান জানাবে এবং বলবে: "আমি তোমাদের রব।" তারা তার ডাকে সাড়া দিলে সে আকাশকে নির্দেশ দেবে এবং বৃষ্টি বর্ষিত হবে; সে আকাশকে বলবে: "বৃষ্টি বর্ষণ করো", ফলে বৃষ্টি হবে। সে জমিনকে নির্দেশ দেবে এবং জমিন ফসল উৎপন্ন করবে।

(ص: 470) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

يقول: يَا أَرْضِ أَنْبِئِي أَيْتَهَا الْأَرْضُ؛ فَتَنْبِئُ، فَيَصْبَحُونَ عَلَى أَخْصَبِ مَا يَكُونُ، تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ مُوَاشِيَهُمْ أُسْبَغُ مَا يَكُونُ ضُرُوعًا؛ ضُرُوعَهَا مَبْلُوءَةً، وَأَطُولُ مَا يَكُونُ ذُرًى؛ أَسْنَمْتُهَا رَفِيعَةً مِنَ الشَّيْبِ وَالسَّيْنِ، فَيَبْقُونَ عَلَى عِبَادَتِهِ، لَكِنَّهُمْ رَبِحُوا فِي الدُّنْيَا وَخَسِرُوا الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، هَذَا اتَّخَذُوهُ رَبًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ. فَالْدِّجَالُ يَقُولُ عَنْهُ الرُّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ ((شَرُّ غَائِبٍ يَنْتَظَرُ)). أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْ فَتْنَتِهِ.

ثم قال: ((أو الساعة)) وهي الساعة يعني أو تنتظرون الساعة، أي قيام الساعة، ((فالساعة أدهى وأمر)) يعني أشد داهية وأمر مذاقاً، قال الله تبارك وتعالى: (بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ) (القمر: 46) .

والحاصل أن الإنسان لن يخرج عن هذه السبع. وهذه السبعة كلها تعيقه عن العمل، فعليه أن يبادر، ما دام في صحة، ونشاط، وشباب، وفراغ، وأمن، والله الحمد، فليبادر الأعمال قبل أن يفوته ذلك كله فيندم حيث لا ينفع الندم أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يتسابقون إلى الخير.

তিনি বলবেন: হে পৃথিবী! উৎপন্ন করো; ফলে তা উৎপন্ন করবে। তখন তারা অত্যন্ত সচ্ছল অবস্থার মধ্যে সকালে উপনীত হবে এবং তাদের গবাদিপশুগুলো যখন ফিরে আসবে তখন তাদের ওলানগুলো দুধে কানায় কানায় পূর্ণ থাকবে এবং পরিতৃপ্তি ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার কারণে তাদের কুঁজগুলো হবে সর্বোচ্চ উঁচু। ফলে তারা তার ইবাদতেই রত থাকবে; কিন্তু তারা পার্থিবভাবে লাভবান হলেও দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই হারিয়েছে—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাকেই নিজেদের প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ করেছে।

দাজ্জাল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, এটি হলো "অপেক্ষা করা হচ্ছে এমন অনুপস্থিত অনিষ্টগুলোর মধ্যে নিকৃষ্টতম।" আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদের তার ফিতনা থেকে রক্ষা করুন।

অতঃপর তিনি বললেন: "অথবা কিয়ামত।" আর এটি হলো সপ্তম বিষয়। অর্থাৎ তোমরা কি কিয়ামত তথা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছো? "কিয়ামত তো অধিকতর ভয়াবহ ও অত্যন্ত তিক্ত।" অর্থাৎ এটি হবে চরম বিপদসংকুল এবং স্বাদে অতিশয় তিত। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেছেন: "বরং কিয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময়, আর কিয়ামত হলো অধিকতর ভয়াবহ ও অত্যন্ত তিক্ত।" (সূরা আল-ক্বামার: ৪৬)।

সারকথা এই যে, মানুষ এই সাতটি অবস্থার বাইরে যাবে না। আর এই সাতটির প্রতিটিই মানুষকে নেক আমল থেকে বাধাগ্রস্ত করে। সুতরাং মানুষের উচিত হবে দ্রুত আমল করা,

যতক্ষণ সে সুস্বাস্থ্য, উদ্যম, যৌবন, অবসর ও নিরাপত্তার মধ্যে রয়েছে—সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। অতএব, এই সব কিছু হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আগেই তার উচিত সৎকাজের দিকে ধাবিত হওয়া, অন্যথায় তাকে এমন সময়ে অনুতপ্ত হতে হবে যখন অনুশোচনা কোনো কাজে আসবে না। আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাকে ও আপনাদেরকে কল্যাণের পথে প্রতিযোগিতাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

(ص: 471) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

66- بَابُ استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر
581/1- عن بُريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كُنْتُ نهيتكم عن زيارة القبور فزروها)) رواه مسلم.
582/2- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: ((السلام عليكم دار قومٍ مؤمنين، وأتاكم ما تُوعدون، غداً مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)) رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: بَاب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر.
زيارة القبور: يعني الخروج إليها امتثالاً؛ بل اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والقبور هي دور الأموات، وذلك أن الإنسان له أربعة دور: الأولى: في بطن أمه.

الثانية: الدنيا.

والثالثة: القبور.

৬৬- পুরুষদের জন্য কবর যিয়ারত মুস্তাহাব হওয়া এবং যিয়ারতকারী যা বলবে সেই সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

১/৫৮১- বুয়ায়দাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা তা যিয়ারত করো।" (মুসলিম)।

২/৫৮২- আযিশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখনই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আমার নিকট থাকার রাত আসত, তিনি রাতের শেষভাগে বাকী'র (কবরস্থানের) দিকে বেরিয়ে যেতেন এবং বলতেন: "হে মুমিন সম্প্রদায়ের আবাসস্থল! তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের কাছে তা এসে গেছে যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল, যা আগামীকালের জন্য নির্ধারিত ছিল, আর ইনশাআল্লাহ আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি। হে আল্লাহ! আপনি বাকী' আল-গারকাদের অধিবাসীদের ক্ষমা করে দিন।" (মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) রিয়াদুস স্বলিহীন গ্রন্থে বলেন: পুরুষদের জন্য কবর যিয়ারত মুস্তাহাব হওয়া এবং যিয়ারতকারী যা বলবে সেই সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ।

কবর যিয়ারত: এর অর্থ হলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশের আনুগত্যস্বরূপ বরং তাঁর অনুসরণে সেখানে গমন করা। আর কবর হলো মৃতদের আবাসস্থল; আর মানুষের জন্য চারটি আবাসস্থল রয়েছে:

প্রথমটি: তার মায়ের গর্ভে।

দ্বিতীয়টি: এই দুনিয়া।

তৃতীয়টি: কবর।

والرابعة: الآخرة وهي المقر وهي النهاية والغاية- جعلنا الله وإياكم من الفائزين فيها.

هذه الدار- أعني دار القبور- كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارتها؛ خوفاً من الشرك بأهل القبور؛ لأن الناس كانوا حديثي عهد بجاهلية، فنهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم سداً لذرائع الشرك؛ لأن الشرك لما كان أمره عظيماً؛ سدّ النبي صلى الله عليه وسلم كل ذريعة وكل باب يوصل إليه. وكلما كانت البعصية عظيمة؛ كانت وسائلها أشد منعاً. الزنا مثلاً فاحشة، وسائله من النظر والخلوة وما أشبه ذلك محرمة.

وكذلك فإن الشرك أعظم الظلم، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: ((أن تجعل لله نداً وهو خلقك)).

فلما كان الناس يعظمون القبور؛ نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فبما استقر الإيمان في قلوبهم؛ أذن لهم فقال: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة)).

رفع النبي صلى الله عليه وسلم وأباح الزيارة، بل رغب فيها لقوله: ((فإنها تذكركم الآخرة)). والذي يذكر الآخرة ينبغي للإنسان أن يعمل به؛ لأن القلب إذا نسي الآخرة؛ غفل واشتغل بالدنيا، وأضاع الدنيا والآخرة؛ لأن من أضاع

এবং চতুর্থটি হলো: পরকাল, আর এটিই হলো চিরস্থায়ী আবাস, সমাপ্তি ও চরম লক্ষ্য—আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদেরকে তথাকার সফলকামদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

এই ঘর—অর্থাৎ কবরের জগত—নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন; কবরবাসীদের নিয়ে শিরকে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কায়। কারণ মানুষ তখন

সবেমাত্র জাহেলিয়াতের যুগ পার করেছিল। তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিরকের পথ রুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এটি নিষেধ করেছিলেন। যেহেতু শিরকের বিষয়টি অত্যন্ত ভয়াবহ, তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিরক পর্যন্ত পৌঁছানোর প্রতিটি মাধ্যম ও প্রতিটি পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

আর পাাপাচার যত বড় হয়, তার মাধ্যমগুলো তত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হয়। উদাহরণস্বরূপ, ব্যভিচার একটি অশ্লীল কাজ; এর মাধ্যমসমূহ যেমন—দৃষ্টিপাত করা, নির্জনে অবস্থান করা এবং তদ্রূপ অন্যান্য বিষয়গুলো হারাম করা হয়েছে।

একইভাবে শিরক হলো সর্বশ্রেষ্ঠ জুলুম, যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: ‘কোন গুনাহটি সবচেয়ে বড়?’ তিনি বললেন: ‘আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক নির্ধারণ করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।’

মানুষ যখন কবরসমূহকে অতিমাত্রায় সম্মান প্রদর্শন করত, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের তা থেকে নিষেধ করেছিলেন। অতঃপর যখন তাদের অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল হলো, তখন তিনি তাদের অনুমতি দিয়ে বললেন: ‘আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা তা যিয়ারত করো; কেননা তা পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়।’

অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন এবং যিয়ারতকে বৈধ করলেন, বরং তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে এর প্রতি উৎসাহিতও করলেন যে—‘কেননা তা পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়’। আর যা পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়, মানুষের উচিত তা পালন করা। কারণ অন্তর যখন পরকালকে ভুলে যায়, তখন তা উদাসীন হয়ে পড়ে এবং দুনিয়া নিয়ে মত্ত থাকে, ফলে সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই হারায়। কেননা যে ব্যক্তি হারালো...

(ص: 473) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الآخرة؛ فقد أضاع الدنيا والآخرة.

فينبغي أن نزور القبور؛ ولكن نزورها لنفعها أو للانتفاع بها؟ الأول: لنفعها، ليدعوا
للأموات لا ليدعوهم، فيخرج الإنسان ويسلم على القبور، كما فعل النبي صلى الله
عليه وسلم. وقالت عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندها، خرج من
آخر الليل فسلم على أهل البقيع وقال: ((السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم
ما توعدون، غداً مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)).

ثم يقول: " اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد " بقيع الغرقد هو مقبرة أهل المدينة،
وهذه الدعوة يرجى أن تشمل من كان من أهل بقيع الغرقد إلى يوم القيامة،
ويحتمل أن يراد بهم أهل بقيع الغرقد الذين كانوا أهله في عهد الرسول عليه
الصلاة والسلام فقط، فلا يشمل من يأتي بعدهم.

ولكن من كان من أهل الرحمة؛ فهو من أهل الرحمة، سواء حصلت له هذه الدعوة أم
لم تحصل، ومن كان من أهل الشقاء؛ فإنه لا تشمله هذه الدعوة ولا ينتفع بها.
المهم أن الإنسان ينبغي له أن يزور القبور في كل وقت، في الليل، في النهار، في
الصباح، في المساء، في يوم الجمعة، في غير يوم الجمعة، ليس لها وقت محدد، وكلما
غفل قلبك واندمجت نفسك في الحياة الدنيا؛ فأخرج إلى القبور، وتفكر في هؤلاء
القوم الذين كانوا بالأمس مثلك على الأرض يأكلون ويشربون ويتمتعون، والآن أين
ذهبوا؟ صاروا الآن مرتين بأعمالهم، لم ينفعهم إلا عملهم كما أخبر بذلك النبي
عليه

পরকাল; তবে সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই হারাল।

কাজেই আমাদের কবর জিয়ারত করা উচিত; কিন্তু আমরা কি তাদের উপকারের জন্য তা করব
নাকি নিজেদের উপকারের জন্য? প্রথমত: তাদের উপকারের জন্য, যাতে মৃতদের জন্য দোয়া
করা হয়, তাদের কাছে দোয়া করা না হয়। ফলে মানুষ বের হয়ে কবরে সালাম দেবে, যেভাবে
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন: নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর কাছে থাকতেন, তখন রাতের শেষভাগে বের হতেন

এবং বাকী কবরবাসীদের সালাম দিয়ে বলতেন: "হে মুমিন সম্প্রদায়ের আবাসস্থল! আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আপনাদের কাছে তা চলে এসেছে যার ওয়াদা আপনাদের দেওয়া হয়েছিল, যা আগামীকালের জন্য বিলম্বিত ছিল। আর ইনশাআল্লাহ আমরাও আপনাদের সাথে মিলিত হব।"

অতঃপর তিনি বলতেন: "হে আল্লাহ! আপনি বাকীউল গারকাদবাসীদের ক্ষমা করে দিন।" বাকীউল গারকাদ হলো মদিনাবাসীদের কবরস্থান। আশা করা যায় যে, কিয়ামত পর্যন্ত যারা বাকীউল গারকাদবাসী হবে, এই দোয়া তাদের সকলকে শামিল করবে। আবার এও সম্ভাবনা আছে যে, এর দ্বারা কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের বাকীউল গারকাদবাসীদের বোঝানো হয়েছে, ফলে তাদের পরবর্তী সময়ের লোকদের এটি অন্তর্ভুক্ত করবে না।

কিন্তু যে রহমতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য, সে রহমতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে—চাই সে এই দোয়া লাভ করুক বা না করুক। আর যে দুর্ভাগাদের অন্তর্ভুক্ত, এই দোয়া তাকে শামিল করবে না এবং সে এর দ্বারা উপকৃতও হবে না।

মূল কথা হলো, মানুষের উচিত যে কোনো সময়ে কবর জিয়ারত করা—রাতে, দিনে, সকালে, সন্ধ্যায়, জুমার দিনে বা জুমার দিন ছাড়া অন্য সময়ে। এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। যখনই আপনার অন্তর গাফেল হয়ে পড়বে এবং আপনার নফস পার্থিব জীবনে নিমগ্ন হয়ে যাবে, তখনই কবরের দিকে বেরিয়ে পড়ুন। সেই সব লোকদের কথা চিন্তা করুন যারা গতকাল পর্যন্ত আপনার মতো এই জমিনে বিচরণ করত, পানাহার করত এবং ভোগ-বিলাসে মত্ত ছিল; অথচ আজ তারা কোথায় চলে গেছে? তারা এখন তাদের আমলের কাছে বন্দি হয়ে গেছে। তাদের আমল ছাড়া আর কিছুই তাদের উপকারে আসছে না, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন।

الصلاة والسلام أنه قال: ((يتبع البيت ثلاثة: ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله، ويبقى عليه)).

ففكر في هؤلاء القوم، ثم سلم عليهم: ((السلام عليكم دار قوم مؤمنين)) والظاهر - والله أعلم - أنهم يردون السلام؛ لأنه يسلم عليهم بصيغة الخطاب ((السلام عليكم))، ويحتمل أن يُراد بذلك السلام مجرد الدعاء فقط، سواء سبّحوا أم لم يسبّحوا، أجابوا أم لم يجيبوا.

فعلى كل حال على الإنسان أن يدعو لهم ويقول مقررًا المصير الحتمي: ((وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون)) إن شاء الله هذه تعود إلى وقت اللّٰه وليس إلى اللّٰه؛ لأنّ اللّٰه متيقن، والمتيقن لا يقيد بالمشيئة لكن تعود إلى وقت اللّٰه؛ لأنّ كل واحد منا لا يدري متى يلحق، فيكون معنى قوله: ((وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون)) أي: وإنّا متى شاء الله بكم لاحقون، كقوله تعالى: (ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ) (كَلاَّ لَنَّا يُغْفِصُ مَا أَمَرَهُ) (عبس: 22، 23). ثم يدعو لهم بالدعاء الذي جاءت به السنة، فإن لم يعرف شيئاً منه؛ دعا بآتيسر: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم لا تحرمنّا أجرهم، ولا تفتنّا بعدهم، واغفر لنا ولهم، ثم ينصرف. هكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يزور المقبرة.

তাঁর ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক, তিনি বলেছেন: "মৃত ব্যক্তির অনুগমন করে তিনটি বস্তু: তার সম্পদ, তার পরিবার এবং তার আমল। অতঃপর দুটি ফিরে আসে এবং একটি অবশিষ্ট থাকে; তার পরিবার ও সম্পদ ফিরে আসে এবং তার আমল রয়ে যায়।"

সুতরাং এই লোকদের সম্পর্কে চিন্তা করুন, অতঃপর তাঁদের সালাম দিন: "হে মুমিন সম্প্রদায়ের আবাসস্থল, আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।" প্রকাশ্যত—এবং আল্লাহই সর্বজ্ঞ—তাঁরা এই সালামের উত্তর দিয়ে থাকেন; কারণ তাঁদেরকে প্রত্যক্ষ সম্বোধনসূচক বাক্যে সালাম দেওয়া হয়েছে। আর এটিও সম্ভব যে, এই সালাম দ্বারা কেবল দোয়াই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তাঁরা শ্রবণ করুন বা না করুন, কিংবা উত্তর দিন বা না দিন।

পরিশেষে মানুষের উচিত তাঁদের জন্য দোয়া করা এবং অনিবার্য গন্তব্য নিশ্চিত করে বলা:
"এবং আমরাও, আল্লাহ চাইলে, আপনাদের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি।" এখানে 'ইনশাআল্লাহ' (যদি আল্লাহ চান) বাক্যটি মিলিত হওয়ার সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, স্বয়ং মিলিত হওয়ার বিষয়ের সাথে নয়; কারণ মৃত্যু ও পরবর্তী মিলন সুনিশ্চিত, আর সুনিশ্চিত বিষয়কে সাধারণত আল্লাহর ইচ্ছার ওপর শর্তযুক্ত করা হয় না। বরং এটি মিলিত হওয়ার সময়ের সাথে সম্পৃক্ত; কেননা আমাদের কেউ জানে না সে ঠিক কখন তাঁদের সাথে মিলিত হবে। সুতরাং তাঁর এই বাণীর অর্থ হলো: "আমরা যখনই আল্লাহ ইচ্ছা করবেন, আপনাদের সাথে মিলিত হবো।" যেমনটি আল্লাহ তাআলার বাণী: "অতঃপর তিনি যখন ইচ্ছা করবেন, তাকে পুনরুত্থিত করবেন। কক্ষনো না, তিনি তাকে যা আদেশ করেছেন, সে তা পূর্ণ করেনি।" (সূরা আবাসা: ২২-২৩)। এরপর তাঁদের জন্য সুন্নাহয় বর্ণিত দোয়াগুলোর মাধ্যমে প্রার্থনা করবে। যদি সেগুলোর কোনোটি জানা না থাকে, তবে সহজসাধ্য দোয়া করবে: "হে আল্লাহ, আপনি তাঁদের ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ, তাঁদের ওপর দয়া করুন। হে আল্লাহ, তাঁদের সওয়াব থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না এবং তাঁদের পরে আমাদের ফিতনায় ফেলবেন না; আমাদের এবং তাঁদের ক্ষমা করে দিন।" অতঃপর সে প্রস্থান করবে। এভাবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরস্থান যিয়ারত করতেন।

(ص: 475) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْجَهَالِ مِنَ الْبَقَاءِ هُنَاكَ، وَالتَّمَرُّغِ عَلَى التُّرَابِ، وَالطَّوَّافِ بِالْقَبْرِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَكُلُّهُ أَمْرٌ مَنكَرٌ؛ وَبِدْعَةٌ مَحْظُورَةٌ، فَإِنْ اعْتَقَدَ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْأَمْوَاتِ يَنْفَعُونَ أَوْ يَضُرُّونَ؛ كَانَ مَشْرَكًا وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ خَارِجًا عَنِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ الْأَمْوَاتِ لَا يَنْفَعُونَ وَلَا يَضُرُّونَ، لَا يَسْتَطِيعُونَ الدَّعَاءَ لَكَ، وَلَا يَشْفَعُونَ لَكَ إِلَّا بِأَذْنِ اللَّهِ.

وليس هذا وقت الشفاعة أيضاً، وقت الشفاعة يوم القيامة، فلا ينفعك شيء منهم إذا دعوتهم أو سألتهم الشفاعة أو ما أشبه ذلك.

والواجب على إخواننا الذين يوجد مثل هذا في بلادهم الواجب عليهم أن ينصحوا هؤلاء الجهال، وأن يبينوا لهم أن الأموال لا ينفعونهم، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينفع الناس وهو ميت، وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أصابهم الجذب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حياته جاءوا إليه وقالوا: استسق الله لنا، فيستقي الله لهم.

لكن لما مات لم يأت الصحابة إلى قبره يقولون: ادع الله أن يسقينا، وقبره إلى جانب المسجد ليس بعيداً، لكن لما أجدبت الأرض في عهد عمر، وحصل القحط قال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك نبيناً فتسقينا، يعني أنهم كانوا يسألون الرسول أن يدعو له بالسقا فيسقون، وإنا نستسقي إليك بعم نبيناً فأسقنا، ثم يقوم العباس فيدعو الله.

আর কিছু জাহিল লোক সেখানে অবস্থান করা, ধুলোবালিতে গড়াগড়ি করা, কবরের চারদিকে প্রদক্ষিণ করা এবং অনুরূপ যা কিছু করে, তার সবই গর্হিত কাজ এবং নিষিদ্ধ বিদআত। যদি কেউ বিশ্বাস করে যে এই মৃত ব্যক্তির উপকার বা অপকার করতে পারে, তবে সে মুশরিক এবং—আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই—ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত হয়ে যাবে। কারণ এই মৃত ব্যক্তির কোনো উপকার বা অপকার করতে পারে না, তারা আপনার জন্য দোয়া করতে পারে না এবং আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত আপনার জন্য সুপারিশও করতে পারে না।

আর এটি সুপারিশের সময়ও নয়; সুপারিশের সময় হলো কিয়ামতের দিন। সুতরাং আপনি যদি তাদের ডাকেন অথবা তাদের কাছে সুপারিশ বা অনুরূপ কিছু প্রার্থনা করেন, তবে তাদের পক্ষ থেকে কোনো কিছুই আপনার উপকারে আসবে না।

আমাদের যেসকল ভাইদের দেশে এ জাতীয় কর্মকাণ্ড বিদ্যমান, তাদের ওপর আবশ্যিক কর্তব্য হলো এই জাহিল লোকদের উপদেশ প্রদান করা এবং তাদের সামনে এটি স্পষ্ট করা যে, মৃত ব্যক্তির তাদের কোনো উপকারে আসে না। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামও মৃত অবস্থায় মানুষের কোনো উপকার করতে পারেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তাঁর জীবদ্দশায় যখনই সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম অনাবৃষ্টির কবলে পড়তেন, তাঁরা তাঁর কাছে আসতেন এবং বলতেন: ‘আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে বৃষ্টির প্রার্থনা করুন।’ তখন তিনি আল্লাহর কাছে তাঁদের জন্য বৃষ্টির প্রার্থনা করতেন। কিন্তু যখন তিনি ইন্তেকাল করলেন, সাহাবীগণ তাঁর কবরের কাছে এসে এ কথা বলেননি যে, ‘আমাদের জন্য বৃষ্টির দোয়া করুন’, অথচ তাঁর কবর মসজিদের পাশেই ছিল এবং খুব বেশি দূরে ছিল না। বরং যখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে জমিন শুষ্ক হয়ে গেল এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, তখন তিনি বললেন: ‘হে আল্লাহ, আমরা আমাদের নবীর মাধ্যমে আপনার কাছে বৃষ্টির প্রার্থনা করতাম আর আপনি আমাদের বৃষ্টি দিতেন।’ অর্থাৎ তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বৃষ্টির জন্য দোয়া করার অনুরোধ করতেন এবং এর ফলে বৃষ্টি হতো। ‘আর এখন আমরা আমাদের নবীর চাচার মাধ্যমে আপনার কাছে বৃষ্টির প্রার্থনা করছি, অতএব আপনি আমাদের বৃষ্টি দান করুন।’ এরপর আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন।

(ص: 476) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ولم يقل: يا رسول الله، ادعُ الله أن يسقينا، ادعُ الله أن يرفع عنا القحط؛ لأنه رضي الله عنه يعلم أن ذلك غير ممكن، والإنسان إذا مات انقطع عليه، ولا يمكن أن يعمل أي عمل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث))، فلا يستطيع الميت أن يستغفر لك، ولا أن يدعوك؛ لأنه انقطع عن العمل.

فالحاصل أن زيارة القبور لمنفعة أهل القبور لا لمنفعة الزائر، إلا فيما يناله من الأجر عند الله عز وجل، أما أن ينتفع بهم بزيارته إياهم فلا؛ لكن ينتفع بالأجر

الذي يحصل له، وينتفع بالوعظة التي تحصل لقلبه إذا وفقه الله تعالى للاعطاء،
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعلقون رجاءهم بالله.

এবং তিনি বলেননি: হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমাদের বৃষ্টি দান করেন, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমাদের থেকে দুর্ভিক্ষ দূর করেন; কারণ তিনি (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) জানতেন যে তা সম্ভব নয়। আর মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায় এবং তার পক্ষে কোনো কাজ করা সম্ভব নয়, যেমনটি রাসূলুল্লাহ (তাঁর ওপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক) বলেছেন: "যখন কোনো মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তখন তিনটি মাধ্যম ছাড়া তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়"। সুতরাং মৃত ব্যক্তি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারে না এবং আপনার জন্য দোয়াও করতে পারে না; কারণ তার কর্মতৎপরতা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

সারকথা হলো, কবর জিয়ারত মূলত কবরবাসীদের উপকারের জন্য, জিয়ারতকারীর (পার্থিব) উপকারের জন্য নয়—তবে জিয়ারতকারী মহান আল্লাহর নিকট থেকে যে সওয়াব লাভ করেন তা স্বতন্ত্র। আর তাদের জিয়ারত করার মাধ্যমে তাদের থেকে কোনো উপকার প্রাপ্তি ঘটে না; বরং ব্যক্তি সেই সওয়াবের মাধ্যমে উপকৃত হয় যা সে অর্জন করে এবং সেই উপদেশের মাধ্যমে উপকৃত হয় যা তার অন্তরে রেখাপাত করে, যদি মহান আল্লাহ তাকে উপদেশ গ্রহণের তৌফিক দান করেন। অতএব, আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের ও আপনাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা কেবল আল্লাহর সাথেই সংশ্লিষ্ট রাখে।

(ص: 477) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

67- باب كراهة تمنى الموت بسبب ضرر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين

585/1- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يتمن أحدكم الموت إما مُحسنًا، فلعله يزداد، وإما مسيئًا فلعله يستعتب)) متفق عليه وهذا لفظ البخاري.

وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يتمن أحدكم الموت، ولا يدعُ به من قبل أن يأتيه، أنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيُدُ المؤمنَ عمره إلا خيرًا))

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهية تمني الموت لضر نزل به. يعني من مرض أو نحوه، وأما إذا كان لخوف فتنة في الدين فلا بأس به، هكذا قال المؤلف رحمه الله، يعني إذا كان يخشى على نفسه فتنة في الدين؛ فلا بأس أن يتمنى الموت، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الأحاديث. أما الأول فما قاله المؤلف صحيح أن الإنسان إذا نزل به الضر فلا يتمنى الموت؛ فإن هذا خطأ وسفه في العقل، وضلال في الدين.

৬৭- অধ্যায়: আপতিত বিপদের কারণে মৃত্যু কামনা করা অপছন্দনীয় এবং দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনার আশঙ্কায় মৃত্যু কামনায় কোনো দোষ নেই

১/৫৮৫- আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে; কারণ সে যদি সৎকর্মশীল হয়, তবে সম্ভবত তার নেক আমল বৃদ্ধি পাবে, আর যদি সে পাপাচারী হয়, তবে সম্ভবত সে (তওবা করে আল্লাহর) সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ পাবে।" এটি মুত্তাফাকুন আলাইহি, আর এটি বুখারীর শব্দ।

মুসলিমের এক বর্ণনায় আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে এবং মৃত্যু আসার আগে তার জন্য প্রার্থনাও না করে। কেননা যখন কেউ মারা যায়, তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। আর মুমিনের আয়ু কেবল তার কল্যাণই বৃদ্ধি করে।"

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ তাআলা) বলেছেন: আপতিত বিপদের কারণে মৃত্যু কামনা অপছন্দনীয় হওয়ার অধ্যায়। অর্থাৎ অসুস্থতা বা এ জাতীয় কিছু। আর যদি তা দ্বীনের ফিতনার আশঙ্কায় হয়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই; গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) এমনটিই বলেছেন। অর্থাৎ যদি কেউ নিজের দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনার আশঙ্কা করে, তবে মৃত্যু কামনা করাতে কোনো বাধা নেই এবং ইনশাআল্লাহ হাদীসগুলোর আলোচনায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আসবে।

প্রথম বিষয়টির ক্ষেত্রে গ্রন্থকার যা বলেছেন তা সঠিক যে, মানুষ যখন কোনো বিপদে পতিত হয়, তখন তার মৃত্যু কামনা করা উচিত নয়; কারণ এটি একটি ভুল, বুদ্ধিবৃত্তিক নির্বুদ্ধিতা এবং দ্বীনের ক্ষেত্রে পথভ্রষ্টতা।

(ص: 478) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

أما كونه سفهاً في العقل؛ فلأن الإنسان إذا بقي في حياته، فإما محسنًا فيزداد، وإما مسيئاً فيستعذب إلى الله عز وجل، وكونه يَبُوت فإنه لا يدري، فلعله يموت على أسوأ خاتمه والعياذ بالله، لهذا نقول: لا تفعل فإن هذا سفه في العقل.

أما كونه ضلالاً في الدين فلأنه ارتكاب لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ((لا يتمن أحدكم الموت)) ، والنهي هنا للتحريم؛ لأن

تمنى الموت فيه شيء من عدم الرضا بقضاء الله، والمؤمن يجب عليه الصبر، إذا إصابته الضراء يصبر، فإذا صبر على الضراء نال شيئين مهمين:

الأول: تكفير الخطايا، فإن الإنسان لا يصيبه همٌّ ولا غمٌّ ولا أذى ولا شيء إلا كفر عنه حتى الشوكة يشاكها؛ الشوكة إذا يشاكها الإنسان؛ فإنه يكفر بها عنه.

الثاني: إذا وفق لاحتساب الأجر من الله وصبر يبتغي بذلك وجه الله؛ فإنه يُثاب، وقد قال الله تعالى: (إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) (الزمر: 10).

أما كونه يتمنى الموت فهذا يدل على أنه غير صابر على ما قضى الله عز وجل ولا راضٍ به، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إما أن يكون من المحسنين، فيزداد في بقاء حياته يزداد عملاً صالحاً.

ومن المعلوم أن التسبيحة الواحدة في صحيفة الإنسان خيرٌ من الدنيا وما فيها؛ لأن الدنيا وما فيها تذهب وتزول، والتسبيح والعمل الصالح يبقى، قال الله عز وجل: (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ

আর বুদ্ধিবৃত্তিক মূর্খতা হওয়ার কারণ হলো—মানুষ যদি জীবিত থাকে, তবে সে হয় নেককার হবে এবং তার নেক আমল বৃদ্ধি পাবে, নতুবা সে পাপাচারী হবে এবং (বেঁচে থাকার ফলে) আল্লাহর নিকট তওবা করার ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের সুযোগ পাবে। আর মৃত্যু কখন আসবে তা সে জানে না; হতে পারে সে অত্যন্ত মন্দ পরিণতির ওপর মৃত্যুবরণ করবে—আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন। এজন্যই আমরা বলি: এমনটি করো না, কারণ এটি বুদ্ধিবৃত্তিক নির্বুদ্ধিতা।

আর দ্বীনের ক্ষেত্রে পথভ্রষ্টতা হওয়ার কারণ হলো, এটি এমন একটি কাজ যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। এই কারণেই তিনি আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেছেন: "তোমাদের কেউ যেন মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা না করে।" এখানে নিষেধটি হারামের পর্যায়ভুক্ত; কারণ মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করার মধ্যে আল্লাহর ফয়সালার প্রতি অসন্তুষ্টির অবকাশ রয়েছে। অথচ মুমিনের কর্তব্য হলো সবর করা; বিপদ-আপদ তাকে স্পর্শ করলে সে ধৈর্য ধারণ করবে। আর বিপদে ধৈর্য ধরলে সে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লাভ করবে:

প্রথমত: পাপের মোচন। মানুষকে কোনো দুশ্চিন্তা, দুঃখ-কষ্ট বা কোনো সামান্য আঘাতও যদি স্পর্শ করে, তবে তার বিনিময়ে অবশ্যই তার পাপ মোচন করা হয়; এমনকি তার শরীরে একটি কাঁটা বিঁধলেও তার মাধ্যমে তার গুনাহ মাফ করা হয়।

দ্বিতীয়ত: যদি সে আল্লাহর পক্ষ থেকে সওয়াবের আশা করার তাওফিক পায় এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ করে, তবে সে পুরস্কৃত হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন: "নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের তাদের পুরস্কার বিনা হিসেবে পরিপূর্ণভাবে প্রদান করা হবে।" (সূরা যুমার: ১০)।

আর তার মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করা একথাই প্রমাণ করে যে, সে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার ফয়সালার ওপর ধৈর্যশীল নয় এবং তাতে সন্তুষ্টও নয়। অথচ রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বর্ণনা করেছেন যে, মানুষ যদি নেককার হয়, তবে তার হায়াত বৃদ্ধি পাওয়ার মাধ্যমে তার নেক আমলই বৃদ্ধি পায়।

এটি সর্বজনবিদিত যে, মানুষের আমলনামায় একটি 'তাসবিহ' পাঠ করা দুনিয়া ও এর মধ্যকার সবকিছু অপেক্ষা উত্তম; কারণ দুনিয়া ও তার সবকিছু নিঃশেষ হয়ে যাবে, কিন্তু তাসবিহ ও সৎকর্ম অবশিষ্ট থাকবে। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেন: "ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ..."

(ص: 479) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (الكهف: 46)
فَأَنْتَ إِذَا بَقِيتَ وَلَوْ عَلَى أَذَى وَلَوْ عَلَى ضَرَرٍ؛ فَإِنَّكَ رَبِّمَا تَزِدُّهُ حَسَنَاتٍ.
وَأَمَّا مَسِيئًا قَدْ عَمِلَ عَمَلًا سَيِّئًا، فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتَبُ أَيُّ: يَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ الْعَتَبَى أَيُّ: الرِّضَا
وَالْعَذْرَ، فَيَمُوتُ وَقَدْ تَابَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ، فَلَا تَتَمَنَّيَ الْمَوْتَ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ مُقْضَى، وَرَبِّمَا
يَكُونُ فِي بَقَائِكَ خَيْرٌ لَكَ أَوْ خَيْرٌ لَكَ وَلِغَيْرِكَ، فَلَا تَتَمَنَّيَ الْمَوْتَ؛ بَلْ اصْبِرْ وَاحْتَسِبْ،
وَدَوِّامِ الْحَالِ مِنَ الْمَحَالِ، وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ.

586/2- وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يتمنين أحدكم الموت لضرٍّ أصابه، فإن كان لا بد فاعلاً، فليقل: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي)) متفق عليه.

587/3- وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوذُهُ وقد أكتوى سبع كيات فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا، ولم تنقصهم الدنيا، وأنا أصبنا ما لا نجدُ له موضعاً إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوتُ به، ثم أتيناها مرةً أخرى وهو يبني حائطاً له، فقال: إن المسلم ليؤجرُ في كل شيءٍ ينفقه إلا في شيءٍ يجعله في هذا التراب. متفق عليه، وهذا لفظ رواية البخاري.

(অবিনশ্বর নেক কাজসমূহ আপনার রবের নিকট প্রতিদানের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ এবং প্রত্যাশার দিক থেকেও উত্তম) (আল-কাহাফ: ৪৬)

সুতরাং আপনি যদি কষ্টে কিংবা ক্ষতির মধ্যেও বেঁচে থাকেন, তবে সম্ভবত আপনার নেক আমল বৃদ্ধি পাবে।

আর যদি সে মন্দ কাজ করে থাকে, তবে হতে পারে সে তওবা করার সুযোগ পাবে, অর্থাৎ আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি প্রার্থনা করবে। ফলে সে তার গুনাহসমূহ থেকে তওবা করে মৃত্যুবরণ করবে। অতএব, আপনি মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করবেন না; কারণ সমস্ত বিষয়ই পূর্বনির্ধারিত। আপনার বেঁচে থাকার মধ্যে আপনার জন্য কল্যাণ থাকতে পারে অথবা আপনার ও অন্যদের জন্য কল্যাণ থাকতে পারে। সুতরাং মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করবেন না; বরং ধৈর্য ধারণ করুন এবং সওয়াবের আশা রাখুন। অবস্থার পরিবর্তন হওয়া অবধারিত (অর্থাৎ কোনো অবস্থাই চিরস্থায়ী নয়)। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

২/৫৮৬- আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের কেউ যেন কোনো বিপদে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা না

করে। তবে যদি তাকে তা করতেই হয়, তবে সে যেন বলে: হে আল্লাহ! আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত জীবিত রাখুন যতক্ষণ বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হয়, আর যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয় তখন আমাকে মৃত্যু দান করুন।” (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

৩/৫৮৭- কায়েস ইবনে আবি হায়েম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা খাব্বাব ইবনুল আরাত রাদিয়াল্লাহু আনহুর অসুস্থতার সময় তাঁকে দেখতে গেলাম। তিনি শরীরে সাতটি দাগ (চিকিৎসার প্রয়োজনে আগুনের ছেঁকা) নিয়েছিলেন। তিনি বললেন: “আমাদের সেই সকল পূর্বসূরি সাথীরা চলে গেছেন যাঁদের (পরকালের সওয়াবকে) দুনিয়া বিন্দুমাত্র হ্রাস করতে পারেনি। আর আমরা এমন প্রাচুর্য লাভ করেছি যা মাটি (নির্মাণকাজ) ছাড়া অন্য কোনো স্থানে রাখার জায়গা পাচ্ছি না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আমাদের মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করতে নিষেধ না করতেন, তবে আমি অবশ্যই মৃত্যুর প্রার্থনা করতাম।” এরপর আমরা অন্য এক সময়ে তাঁর নিকট আসলাম যখন তিনি তাঁর একটি দেয়াল নির্মাণ করছিলেন। তখন তিনি বললেন: “নিশ্চয়ই একজন মুসলিম যা কিছু ব্যয় করে তার প্রতিটি জিনিসের জন্যই সে সওয়াব লাভ করে, কেবল সেই ব্যয় ছাড়া যা সে এই মাটিতে (প্রয়োজনহীন নির্মাণকাজে) ব্যয় করে।” (মুত্তাফাকুন আলাইহি, এটি বুখারীর বর্ণনা ও শব্দ)।

(ص: 480) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كراهة تمنّي الموت لضّرّ نزل به إلا أن يكون لفتنة في الدين: قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يتمنين أحدكم الموت لضّرّ أصابه)) مثل أن يصاب الإنسان بمرض شديد، أو بفقر شديد، أو بدين متعب، أو ما أشبه ذلك فيقول: اللهم أمتني

حتى أستريح من هذه الدنيا، فإن هذا حرام ولا يجوز؛ لأنه لو مات فإنه لن يستريح، ربما ينتقل من عذاب الدنيا إلى عذاب في الآخرة أشد وأشد.

ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تتبني الموت للضر الذي ينزل بك، ولكن قابل هذه المصائب بالصبر، والاحتساب، وانتظار الفرج، واعلم أن دوام الحال من المحال، والله عز وجل يقدّر الليل والنهار، ويخلف الأمور على وجه لا يحسبه الإنسان ولا يظنه؛ لأن الله إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون، فلا تتمن الموت لضرّ نزل بك.

أما ما يتعلق بفتنة الدين، إذا افتتن الناس في دينهم وأصابتهم فتنة؛ إما في زخارف الدنيا أو غيرها من الفتن، أو أفكار فاسدة، أو ديانات منحرفة أو ما أشبه ذلك، فهذا أيضاً لا يتمنى بسببه الإنسان الموت، ولكن يقول اللهم اقبضني إليك غير مفتون، فيسأل الله أن يثبتته وأن يقبضه إليه غير مفتون.

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) ‘রিয়াদুস সালাহীন’ গ্রন্থে কোনো বিপদে পড়ে মৃত্যু কামনা করার অপছন্দনীয়তা অধ্যায়ে বলেছেন—তবে তা যদি দ্বীনের ফিতনার কারণে না হয়: আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ((তোমাদের কেউ যেন তার ওপর আপতিত কোনো বিপদের কারণে কক্ষনো মৃত্যু কামনা না করে)) যেমন মানুষ কঠিন রোগ, চরম দারিদ্র্য, কষ্টদায়ক ঋণ অথবা অনুরূপ কোনো বিপর্যয়ে আক্রান্ত হয়ে বলে: হে আল্লাহ! আমাকে মৃত্যু দান করুন যেন আমি এই দুনিয়া থেকে মুক্তি পাই। নিশ্চয়ই এটি হারাম এবং জায়েয নয়; কারণ সে মারা গেলেই যে স্বস্তি পাবে তা নয়, বরং হতে পারে সে দুনিয়ার আযাব থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আখিরাতের আরও কঠোর থেকে কঠোরতর আযাবের সম্মুখীন হবে।

আর একারণেই নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) তোমার ওপর আপতিত কোনো বিপদের কারণে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করেছেন। বরং তুমি এই মুসিবতগুলোর

মোকাবিলা করো ধৈর্য, সাওয়াবের আশা এবং মুক্তির প্রতীক্ষার মাধ্যমে। আর জেনে রেখো যে, কোনো অবস্থাই চিরস্থায়ী নয়। মহান আল্লাহ রাত ও দিনকে আবর্তিত করেন এবং এমনভাবে বিষয়াবলির পরিবর্তন ঘটান যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না; কারণ আল্লাহ যখন কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন তিনি কেবল বলেন ‘হও’, আর তা হয়ে যায়। সুতরাং তোমার ওপর আপতিত কোনো দুঃখ-কষ্টের কারণে মৃত্যু কামনা করো না।

আর দ্বীনের ফিতনা সংক্রান্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে; যখন মানুষ তাদের দ্বীন নিয়ে ফিতনায় পড়ে এবং কোনো ফিতনা তাদের আক্রান্ত করে—তা দুনিয়ার জৌলুস হোক কিংবা অন্য কোনো ফিতনা, অথবা ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনা, বিচ্যুত ধর্মবিশ্বাস বা অনুরূপ কিছু—তবে এক্ষেত্রেও মানুষ মৃত্যু কামনা করবে না। বরং সে বলবে: হে আল্লাহ! ফিতনামুক্ত অবস্থায় আমাকে আপনার নিকট তুলে নিন। সুতরাং সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে যেন তিনি তাকে অটল রাখেন এবং ফিতনামুক্ত অবস্থায় তাঁর সান্নিধ্যে নিয়ে যান।

(ص: 481) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وإلا فليصبر لأنه ربما يكون بقاءه مع هذه الفتن خيراً للمسلمين؛ يدافع عنهم ويناضل، ويساعد المسلمين، ويقوي ظهورهم، لكن يقول اللهم إن أردت بعبادك فتنة؛ فأقبضني إليك غير مفتون.

قال النبي عليه الصلاة والسلام ((فإن كان لا بد فاعلاً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي))؛ فأنت لا تدري أيها الإنسان وجه الخير في ذلك، لكن اجعل الأمر إلى الله: ((اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي)) يعني إذا كانت. ((وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي)).

فإذا دعوت الله بهذا الدعاء؛ فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك. وفي هذا الحديث دليل على جواز الشرط في الدعاء، أن تشترط على الله عز وجل في الدعاء،

وقد جاء ذلك في نصوص أخرى؛ مثل آية اللعان فإن الزوج يقول في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تقول في الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالشرط في الدعاء لا بأس به.

ثم ذكر المؤلف حديث قيس بن حازم حين دخلوا على خباب بن الارت رضي الله عنه وهو من الصحابة الأجلاء، دخلوا يعودونه بعد أن فتحت الدنيا على المسلمين.

والمسلمون كانوا في العهد الأول فقراء، ولكن الله أغناهم بالغنائم الكثيرة التي غنموها من الكفار فإذن الله، كما قال تعالى: (وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا) (الفتح: 20) وقال: (وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا)

অন্যথায় তিনি যেন ধৈর্য ধারণ করেন; কারণ সম্ভবত এই ফিতনাগুলোর মধ্যে তাঁর অবস্থান মুসলিমদের জন্য কল্যাণকর হতে পারে; তিনি তাদের পক্ষ থেকে প্রতিরক্ষা করবেন, সংগ্রাম করবেন, মুসলিমদের সাহায্য করবেন এবং তাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন। তবে তিনি বলবেন, ‘হে আল্লাহ, আপনি যদি আপনার বান্দাদের ফিতনায় ফেলার ইচ্ছা করেন, তবে ফিতনাগ্রস্ত হওয়ার আগেই আমাকে আপনার কাছে তুলে নিন।’

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “যদি তাকে বলতেই হয়, তবে সে যেন বলে: হে আল্লাহ, আপনি আমাকে জীবিত রাখুন যতক্ষণ জীবন আমার জন্য কল্যাণকর হয়, আর যখন মৃত্যু আমার জন্য শ্রেয় হয় তখন আমাকে মৃত্যু দান করুন।” সুতরাং হে মানুষ, এর মধ্যে কল্যাণের দিকটি আপনার জানা নেই, বরং বিষয়টি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিন: “হে আল্লাহ, আমাকে জীবিত রাখুন যতক্ষণ জীবন আমার জন্য কল্যাণকর হয়” অর্থাৎ যদি তা-ই হয়। “আর যখন মৃত্যু আমার জন্য শ্রেয় হয় তখন আমাকে মৃত্যু দান করুন।”

আপনি যখন এই দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবেন, তখন মহান আল্লাহ আপনার দোয়া কবুল করবেন। এই হাদিসে দোয়ার মধ্যে শর্তারোপের বৈধতার প্রমাণ রয়েছে; অর্থাৎ দোয়ার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর কাছে কোনো বিষয়ে শর্ত প্রদান করা। অন্যান্য দলিলেও এটি বর্ণিত হয়েছে, যেমন ‘লিআন’-এর আয়াত; সেখানে স্বামী পঞ্চম বার বলে যে, যদি সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। আর স্ত্রী পঞ্চম

বার বলে যে, যদি স্বামী সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তার নিজের ওপর আল্লাহর ক্রোধ আপতিত হোক। সুতরাং দোয়ার মধ্যে শর্তারোপ করতে কোনো দোষ নেই।

অতঃপর লেখক কায়স ইবনে হাজিমের হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যখন তারা খাব্বাব ইবনুল আরাত (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট প্রবেশ করেন, যিনি একজন মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন। মুসলিমদের জন্য যখন পার্থিব ঐশ্বর্যের দুয়ার উন্মোচিত হলো, তখন তারা তাঁর অসুস্থতার সংবাদ নিতে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন।

প্রথম যুগে মুসলিমগণ দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে কাফিরদের থেকে অর্জিত প্রচুর গনিমতের মাধ্যমে সচ্ছলতা দান করেন আল্লাহরই অনুমতিক্রমে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: “আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের (গনিমত) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ করবে” (আল-ফাতহ: ২০) এবং তিনি বলেছেন: “এবং বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা তারা লাভ করবে।”

(ص: 482) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

(الفتح: 19) .

فلما فتح الله على المسلمين؛ كثرت الأموال عندهم، فزادت وتطوّرت، وحصل من بعضهم ترف، وصار بعضهم إذا قدم له الغداء أو العشاء يبكي على ما كان السلف عليه من ضحالة العيش وقلة ذات اليد.

دخلوا على خبّاب بن الأرت رضي الله عنه وهو مريضٌ وقد اکتوى سبع كيّات. والكيُّ أحد الأدوية النافعة بإذن الله، ثلاثة أشياء نصَّ عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أن بها الشفاء بإذن الله: ((والكي، والحجامة، والعسل))؛ هذه الثلاثة من أنفع ما يكون بإذن الله عز وجل، وهناك بعض العلل لا ينفع فيها إلا

الكى، فمثلاً ذات الجنب، وهو داء يصيب الرئة فتتجلط وتلتصق بالصدر ويموت الإنسان منها إلا أن يشفيه الله عز وجل بأسباب.

هذا النوع من الأمراض لا ينفع فيه إلا الكى، كم من مريض يصاب بذات الجنب يذهب إلى الأطباء ويعطونه الإبر والأدوية وغيرها ولا ينفع؟! فإذا كوي برأ بإذن الله.

كذلك هناك أشياء تصيب الأمعاء تسمى عند أطباء العرب الطير؛ لأنها تتفرق في الجسد، هذه أيضاً لا ينفع فيها إلا الكى، مهما أعطيت المريض من الأدوية لا ينفع فيها إلا الكى.

(আল-ফাতহ: ১৯) ।

যখন আল্লাহ মুসলিমদের বিজয় দান করলেন, তখন তাঁদের নিকট সম্পদের প্রাচুর্য দেখা দিল; ফলে তা বৃদ্ধি পেল ও সমৃদ্ধ হলো। তাঁদের কারো কারো মাঝে বিলাসিতা প্রকাশ পেল। এমনকি অবস্থা এমন হলো যে, যখনই তাঁদের সামনে দুপুরের খাবার বা রাতের খাবার পরিবেশন করা হতো, তখন তাঁদের কেউ কেউ সালাফে সালাহীন বা পূর্বসূরিদের অতি সাধারণ জীবনযাত্রা ও অর্থ-সম্পদের অপ্রতুলতার কথা স্মরণ করে কঁদে ফেলতেন। তাঁরা খাবার ইবনুল আরাত (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট প্রবেশ করলেন; তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং তাঁর শরীরে সাতটি স্থানে আগুনের দাগ (কায়ি বা দহন চিকিৎসা) দেওয়া হয়েছিল।

আর কায়ি হলো আল্লাহর নির্দেশে অন্যতম উপকারী ঔষধ। তিনটি জিনিসের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর ইচ্ছায় তাতে নিরাময় রয়েছে: "কায়ি (আগুনের ছাঁকা), হিজামা (রক্তমোক্ষণ) ও মধু।" মহান আল্লাহর ইচ্ছায় এই তিনটি বিষয় অত্যন্ত উপকারী। কিছু কিছু রোগ এমন রয়েছে যাতে কায়ি ব্যতিরেকে অন্য কিছুতে উপকার হয় না। যেমন: পার্শ্বশূল (জাতুল জানব)। এটি এমন একটি রোগ যা ফুসফুসকে আক্রান্ত করে, ফলে রক্ত জমাট বেঁধে যায় এবং তা বুকের পাঁজরের সাথে লেগে যায়। আল্লাহ যদি কোনো মাধ্যমের সাহায্যে আরোগ্য দান না করেন, তবে এর ফলে মানুষ মৃত্যুবরণ করে।

এই ধরনের রোগে কার্যি ছাড়া অন্য কিছু ফলপ্রসূ হয় না। পার্শ্বশূলে আক্রান্ত কত রোগী চিকিৎসকদের শরণাপন্ন হয়, আর তাঁরা তাদের ইনজেকশন, ঔষধ ও বিবিধ চিকিৎসা দেন কিন্তু কোনো ফল হয় না! অথচ যখন তাকে কার্যি দেওয়া হয়, তখন সে আল্লাহর নির্দেশে সুস্থ হয়ে ওঠে।

একইভাবে অল্পের কিছু রোগ রয়েছে যা আরব চিকিৎসকদের নিকট 'ত্বাইর' নামে পরিচিত; কারণ এটি দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এই রোগেও কার্যি ব্যতীত অন্য কিছুতে উপকার হয় না। রোগীকে আপনি যতই ঔষধ দেন না কেন, এতে কার্যি ছাড়া অন্য কোনো চিকিৎসায় সুফল পাওয়া যায় না।

(ص: 483) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

هناك أيضاً شيء ثالث يسمى عند الناس الحبة، ورم يظهر في الفم أو في الحلق، وإذا انفجر هلك الإنسان، هذا أيضاً لا ينفع فيه إلا الكي، وأشياء كثيرة لا ينفع فيها إلا الكي.

كوى خباب بن الأرت رضي الله عنه سبع كيات، ثم جاءه أصحابه يعودونه فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الإنسان يؤجر على كل شيء أنفقه إلا في شيء يجعله في التراب)) يعني في البناء؛ لأن البناء إذا اقتصر الإنسان على ما يكفيه؛ فإنه لا يحتاج إلى كبير نفقة.

يبنى له حجرة تكفيه هو وعائلته كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق، كان بيوته حُجراً، حجرة واحدة له ولزوجته، وليس فيها أكثر من ذلك، وعند قضاء الحاجة يخرجون إلى الخلاء ويقضون حاجتهم فيه.

لكن تتطور الناس، ومن علامات الساعة: أن ترى الحفاة العراة العالة - يعني الفقراء- يتطاولون في البنيان؛ يتطاولون في البناء في علوّه في السماء، أو في تذويقه وتحسينه، فهذا المال الذي يجعل في البناء لا يؤجر الإنسان عليه، اللهم إلا بناء يجعله للفقراء يسكنونه، أو يجعل غلته في سبيل الله، أو ما أشبه ذلك، فهذا يؤجر عليه، لكن بناء يسكنه، هذا ليس فيه أجر؛ بل ربما إذا زاد الإنسان فيه حصل له وزر، مثل ما يفعل بعض الفقراء الآن.

الآن عندنا فقراء يتدين الإنسان منهم إلى عشر سنين أو خمسة عشر

এ ছাড়াও তৃতীয় একটি বিষয় রয়েছে যাকে মানুষ 'আল-হাব্বাহ' (এক প্রকার ফোঁড়া) বলে থাকে; এটি মুখগহ্বর বা গলায় উদ্ভূত একটি টিউমার বা ফোলা বিশেষ। এটি ফেটে গেলে মানুষের মৃত্যু হতে পারে। এটি নিরাময়েও 'কাই' বা দহন-চিকিৎসা ব্যতীত অন্য কিছু ফলপ্রসূ হয় না। এমন আরও অনেক বিষয় রয়েছে যেখানে দহন-চিকিৎসা ছাড়া অন্য কিছু কাজে আসে না।

খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা.) সাতবার দহন-চিকিৎসা গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে দেখতে এলে তিনি তাঁদের জানালেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "মানুষ যা কিছু ব্যয় করে তার সবকিছুর জন্যই সে সওয়াব লাভ করে, তবে যা সে মাটিতে (অর্থাৎ নির্মাণকাজে) ব্যয় করে তা ব্যতীত।" অর্থাৎ দালানকোঠা নির্মাণ; কেননা মানুষ যদি কেবল তার প্রয়োজন অনুপাতে নির্মাণকাজে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তাতে বিশাল ব্যয়ের প্রয়োজন পড়ে না।

সে নিজের ও পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত হয় এমন একটি কক্ষ নির্মাণ করবে, যেমনটি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) করেছিলেন। অথচ তিনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম সত্তা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ঘরগুলো ছিল ছোট ছোট কক্ষ সদৃশ; তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর জন্য একটি মাত্র কক্ষ ছিল এবং তাতে এর অতিরিক্ত কিছু ছিল না। আর প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য তাঁরা বাইরে নির্জন স্থানে যেতেন এবং সেখানে হাজত পূরণ করতেন।

কিন্তু মানুষের অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। কিয়ামতের অন্যতম আলামত হলো: আপনি দেখবেন নগ্নপদ, বস্ত্রহীন, নিঃস্ব মেষপালকরা—অর্থাৎ দরিদ্ররা—উঁচু অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করছে; তারা দালানকোঠার উচ্চতায় আকাশ ছোঁয়ার অথবা তার সৌন্দর্যবর্ধন ও চাকচিক্যের

প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। সুতরাং নির্মাণের পেছনে ব্যয়িত এই অর্থের জন্য মানুষ কোনো সওয়াব পাবে না; তবে যদি সেই নির্মাণ দরিদ্রদের বসবাসের জন্য হয় কিংবা তার আয় আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের জন্য নির্দিষ্ট থাকে অথবা এই জাতীয় কোনো উদ্দেশ্যে হয়, তবে তাতে সওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু কেবল নিজের বসবাসের জন্য যে জাঁকজমকপূর্ণ নির্মাণ, তাতে কোনো সওয়াব নেই; বরং মানুষ যদি এতে সীমা লঙ্ঘন করে তবে অনেক সময় সে গুনাহগারও হতে পারে, যেমনটি বর্তমান সময়ের কিছু অভাবী মানুষ করছে।
বর্তমানে আমাদের মাঝে এমন অনেক অভাবী মানুষ রয়েছে যারা দশ বা পনেরো বছরের জন্য ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে...

(ম: 484) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وإن طال الآجل إلى عشرين سنة، من أجل أن يرصع بنيانه بالأحجار الجميلة، أو من أجل أن يضع له أقواساً أو شرفات، أو ما أشبه ذلك وهو مسكين يعمل هذا العمل المنهي عنه ويستدين على نفسه الديون الكثيرة.
وأما البنيان الذي يكون على حسب العادة، يعني لو أن الناس اعتادوا بنياناً معيناً، وأراد الإنسان أن يبني ما كان على العادة، وما كان ينبسط فيه أهله بدون إسراف، وبدون أن يستدين؛ فهذا لا بأس به وليس فيه إثم إن شاء الله.

যদ্যপি এই সময়সীমা বিশ বছর পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়, কেবল নিজের অট্টালিকাকে মনোরম প্রস্তর দ্বারা সুশোভিত করার নিমিত্তে, অথবা তাতে খিলান, অলিন্দ কিংবা তদ্রূপ কিছু সংযোজনের উদ্দেশ্যে; অথচ এই দুর্ভাগা ব্যক্তি এই নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হচ্ছে এবং নিজের ওপর ঋণের গুরুভার চাপিয়ে দিচ্ছে।

পক্ষান্তরে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী যে নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়—অর্থাৎ মানুষ যদি কোনো বিশেষ নির্মাণরীতির অনুসারী হয় এবং কোনো ব্যক্তি সেই প্রথা মেনেই এমন গৃহ নির্মাণ করতে চায়

যাতে অপব্যয় কিংবা ঋণ গ্রহণ ব্যতিরেকেই তার পরিবার স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে পারে; তবে তাতে কোনো দোষ নেই এবং আল্লাহ চাহেন তো এতে কোনো পাপ হবে না।

(ص: 485) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

68- باب الورع وترك الشبهات

قال الله تعالى: (وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ) (النور: 15) وقال تعالى: (إِنَّ رَبَّكَ لِبَالِغٌ صَادٍ) (الفجر: 14).

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب الورع وترك الشبهات. الورع والزهد يشتهر معناهما عند بعض الناس، لكن الفرق بينهما كما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح: الورع ترك ما يضرُّ في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع. فمقام الزهد أعلى من مقام الورع؛ لأن الورع أن يترك الإنسان ما يضره، والزهد أن يترك ما لا ينفع؛ لأن الأشياء ثلاثة أقسام: ضار، ونافع، وما ليس بضرار ولا نافع يعني منها ضار، ومنها نافع. بضرار ولا نافع.

فالزاهد يترك شيئاً من هذا؛ يترك الضار، ويترك ما ليس بنافع ولا ضار، ويفعل ما هو نافع.

والورع يترك شيئاً واحداً منها وهو ما كان ضاراً، ويفعل النافع، ويفعل الشيء الذي ليس فيه نفع ولا ضرر.

وبهذا صارت منزلة الزاهد أرفع من منزلة الورع، وربما يطلق أحدهما على الآخر؛
فالورع ترك ما يضر، ومن ذلك ترك الأشياء المشتبهة؛ المشتبهة في حكمها،
والمشتبهة في حقيقتها، فالأول اشتباه في الحكم

৬৮- পরিচ্ছেদ: ওয়ারআ (পরহেজগারি) এবং সন্দেহপূর্ণ বিষয় বর্জন

আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর তোমরা এটাকে তুচ্ছ মনে করছিলে, অথচ আল্লাহর নিকট এটা ছিল অতি গুরুতর।" (আন-নূর: ১৫) এবং আল্লাহ তাআলা বলেন: "নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক সदा সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।" (আল-ফজর: ১৪)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে বলেন: ওয়ারআ এবং সন্দেহপূর্ণ বিষয় বর্জন সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।

ওয়ারআ এবং যুহদ-এর অর্থ কিছু মানুষের নিকট সংশয়পূর্ণ বা অস্পষ্ট মনে হয়, তবে এ দুটির মধ্যকার পার্থক্য প্রসঙ্গে ইবনুল কাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'আর-রুহ' কিতাবে বলেন: ওয়ারআ হলো পরকালে যা ক্ষতি করবে তা বর্জন করা, আর যুহদ হলো যা কোনো উপকারে আসবে না তা বর্জন করা। সুতরাং যুহদ-এর স্তর ওয়ারআ-এর স্তরের চেয়ে উচ্চতর; কারণ ওয়ারআ হলো মানুষ যা তার ক্ষতি করে তা বর্জন করবে, আর যুহদ হলো যা কোনো উপকারে আসে না তাও বর্জন করা। কেননা বিষয়াদি তিন প্রকার: ক্ষতিকর, উপকারী এবং যা ক্ষতিকরও নয় আবার উপকারীও নয়—অর্থাৎ এর মধ্যে ক্ষতিকর রয়েছে, উপকারী রয়েছে এবং এমন বিষয়ও রয়েছে যা ক্ষতিকর বা উপকারী কোনোটিই নয়।

যিনি যাহিদ বা দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তি, তিনি এর মধ্য থেকে দুটি বিষয় বর্জন করেন; তিনি ক্ষতিকর বিষয় বর্জন করেন এবং যা উপকারী বা ক্ষতিকর কোনোটিই নয় তাও বর্জন করেন, আর কেবল যা উপকারী তাই সম্পাদন করেন।

পক্ষান্তরে যিনি ওয়ারি বা পরহেজগার ব্যক্তি, তিনি এগুলোর মধ্য থেকে কেবল একটি বিষয় বর্জন করেন আর তা হলো ক্ষতিকর বিষয়; এবং তিনি উপকারী কাজ করেন, সেই সাথে এমন কাজও করেন যাতে কোনো উপকার বা ক্ষতি নেই।

এর মাধ্যমেই যাহিদের মর্যাদা ওয়ারি-এর মর্যাদার চেয়ে উচ্চতর হয়েছে। অবশ্য কখনো কখনো একটি শব্দ দ্বারা অন্যটিকেও বোঝানো হয়। মূলকথা, ওয়ারআ হলো যা ক্ষতি করে তা বর্জন করা, আর সন্দেহপূর্ণ বিষয় বর্জন করাও এর অন্তর্ভুক্ত; চাই তা তার বিধানের ক্ষেত্রে সন্দেহপূর্ণ হোক কিংবা তার হাকিকত বা প্রকৃতির ক্ষেত্রে। প্রথম প্রকারটি হলো বিধানের ক্ষেত্রে সন্দেহ...

(ص: 486) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

والثاني اشتباهه في الحال، فالإنسان الورع هو الذي إذا اشتبه الأمر عليه تركه إن كان اشتبهاً في تحريره، وفعله إن كان اشتبهاً في وجوبه لئلا يآثم بالترك. ثم إن المؤلف رحمه الله ذكر آيتين في هذا الباب، قال رحمه الله: (وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ) (النور: 15)

(وَتَحْسَبُونَهُ) الضمير يعود على ما تلقاه الناس من حديث الإفك الكذب في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وذلك أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المنافقون يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يشوهوا سمعته، ويدنسوا عرضه، فحصلت غزوة من الغزوات، فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعاً منها نام في أثناء الطريق، وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم لهن رجال يساعدون في ترحيلهن.

فلما كان في آخر الليل ذهبت عائشة رضي الله عنها لقضاء حاجتها فجاء الذين يحملون الهودج الذي تركب فيه فحملوه على البعير وشدوه عليه، وظنوا أنها كانت فيه؛ لأنها كانت في ذلك الوقت صغيرة السن خفيفة الوزن.

ثم سار الـركب، فلما رجعت عائشة رضي الله عنها إلى المكان وجدت الناس قد رحلوا، فكان من ذكائها وثبات جأشها وطأنيبتها أن بقيت في المكان، فلم تذهب تتجول يميناً وشمالاً؛ لأنها لو ذهبت ربما ضاعت وضيعوها، لكنها بقيت في مكانها، وكان رجل من خيار الصحابة يُقال له: صفوان بن المعطل نائباً، وكان من قوم إذا ناموا لم يستيقظوا إلا إذا شبعوا

দ্বিতীয়টি হলো অবস্থার অস্পষ্টতা। সুতরাং পরহেজগার ব্যক্তি হলেন তিনি, যাঁর কাছে কোনো বিষয় অস্পষ্ট মনে হলে তিনি তা বর্জন করেন—যদি সেটি নিষিদ্ধ বা হারামের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে অস্পষ্টতা থাকে। আর যদি বিষয়টি আবশ্যিক বা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে অস্পষ্ট থাকে, তবে তিনি তা সম্পাদন করেন যাতে তা বর্জন করার কারণে তিনি গুনাহগার না হন। অতঃপর লেখক (রহিমাল্লাহ) এ অধ্যায়ে দুটি আয়াত উল্লেখ করেছেন। তিনি (রহিমাল্লাহ) বলেছেন: “আর তোমরা একে অতি তুচ্ছ মনে করছ, অথচ আল্লাহর নিকট এটি অত্যন্ত গুরুতর।” (সূরা আন-নূর: ১৫)

“আর তোমরা একে মনে করছিলে” — এখানে সর্বনামটি নির্দেশ করছে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সম্পর্কে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়া অপবাদ বা মিথ্যার প্রতি। ঘটনাটি এই যে, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ছিলেন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহধর্মিণী। মুনাফিকরা সর্বদা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুনাম ক্ষুণ্ণ করতে এবং তাঁর সম্মান ও মর্যাদা ধূলিসাৎ করার অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকত। অতঃপর কোনো এক যুদ্ধ থেকে যখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফিরে আসছিলেন, তখন পথিমধ্যে তিনি বিশ্রামের জন্য যাত্রা বিরতি করলেন। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীদের হাওদা স্থানান্তরের কাজে সহায়তাকারী একদল লোক নিযুক্ত থাকত।

যখন রাতের শেষ প্রহর হলো, তখন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেলেন। ইতিমধ্যে হাওদা বহনকারীরা এসে সেটি উটের ওপর স্থাপন করল এবং রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিল। তারা ধারণা করেছিল যে, তিনি এর ভেতরেই আছেন; কারণ সে সময় তিনি অল্পবয়সী ও অত্যন্ত হালকা গড়নের ছিলেন।

এরপর কাফেলা চলতে শুরু করল। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যখন সেই স্থানে ফিরে এলেন, দেখলেন কাফেলা চলে গেছে। তাঁর প্রজ্ঞা, সাহসিকতা ও মানসিক স্থিরতার পরিচয় এই ছিল যে, তিনি সেখানেই অবস্থান করলেন। তিনি ডানে-বামে এদিক-ওদিক বিচরণ করতে গেলেন না; কারণ তিনি যদি চলে যেতেন তবে হয়তো পথ হারিয়ে ফেলতেন এবং কাফেলার লোকেরাও তাঁকে খুঁজে পেত না। তাই তিনি নিজ স্থানেই অবস্থান করলেন। সেখানে শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের একজন, যাকে ‘সায়ফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল’ বলা হতো, তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন। তিনি এমন এক গোত্রের লোক ছিলেন যারা ঘুমালে পর্যাণ্ড বিশ্রাম ছাড়া জাগ্রত হতেন না।

(ম: 487) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

من النوم.

فاستيقظ صفوان رضي الله عنه فوجد الناس قد رحلوا، ورأى هذا الشبح؛ هذا السواد، فأقبل إليها، فإذا هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب، فماذا صنع هذا الرجل؟ هذا الرجل أناخ البعير، ولم يتكلم بأي كلمة احتراماً لفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يتكلم مع زوجته في مثل هذا المكان، أناخ البعير، ووضع رجله على ساق البعير وعضده، فركبت عائشة رضي الله عنها، فأخذ الزمام وجعل يقود البعير، ليجعل عائشة خلفه.

فلما أقبل على القوم تكلم المنافقون، ورأوا أن هذه فرصة، وقالوا في عائشة ما هم فيه كاذبون؛ امرأة في سفر مع رجل تتأخر عن القوم، فصاروا يتكلمون في عرض عائشة، وهم لا يريدون عرض عائشة، ولا تههم فتاة عند زوجها، الذي يههم

তদনিস فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم (قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ) (التوبة: 30).

فجعلوا يتكلمون، وكان من حكمة الله عز وجل أن عائشة لما قدموا المدينة مرضت وبقيت في بيتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها، ولم تر منه ما كانت تراه في السابق، كان يمر ويقول: ((كيف تيكم))، يعني: كيف هذه؟ لا يسأل ويلح ويقول: كيف هي اليوم؟ عساها أحسن من أمس، وما أشبه ذلك، ولكنه يقول هذه الكلمة؛ لأن كلام المنافقين قد شاع في المدينة وصار عند بعض المؤمنين تردد، والرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يشك في أهله، ويرى أن الله عز وجل يأبى بحكمته أن يدنس فراش

নিদ্রা হতে।

অতঃপর সাফওয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জাগ্রত হলেন এবং দেখলেন যে কাফেলা চলে গেছে। তিনি একটি ছায়ামূর্তি বা কালো অবয়ব দেখতে পেলেন। তিনি সেদিকে এগিয়ে গেলেন এবং দেখলেন যে তিনি উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগে তিনি তাকে চিনতেন। এমতাবস্থায় এই ব্যক্তি কী করলেন?

এই ব্যক্তি উটটিকে বসিয়ে দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরিবারের সম্মানে একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না। তিনি এমন এক নির্জন স্থানে তাঁর স্ত্রীর সাথে কথা বলতে চাইলেন না। তিনি উটটি বসালেন এবং নিজের পা উটের নলি ও বাহুর ওপর রাখলেন, এরপর আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আরোহণ করলেন। অতঃপর তিনি উটের লাগাম ধরলেন এবং উটটিকে পরিচালিত করতে লাগলেন যাতে আয়িশা তাঁর পেছনে থাকেন।

অতঃপর যখন তারা কাফেলার কাছে পৌঁছালেন, তখন মুনাফিকরা কুৎসা রটনা শুরু করল। তারা এটিকে একটি সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করল এবং আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সম্পর্কে এমন মিথ্যা অপবাদ দিল যার কোনো ভিত্তি ছিল না। তারা বলল: সফরে এক নারী এক পুরুষের সাথে কাফেলা থেকে পিছিয়ে পড়েছে! এভাবে তারা আয়িশার সম্মান নিয়ে কথা বলতে লাগল। প্রকৃতপক্ষে তাদের লক্ষ্য আয়িশার ব্যক্তিগত সম্মানহানি ছিল না, কিংবা স্বামীর কাছে থাকা কোনো সাধারণ তরুণীও তাদের মাথাব্যথার কারণ ছিল না; বরং তাদের মূল লক্ষ্য

ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র ঘরকে কলঙ্কিত করা। (আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন, তারা সত্য থেকে কোথায় বিচ্যুত হচ্ছে!) (আত-তাওবা: ৩০)। তারা অপবাদ রটনা করতে থাকল। মহান আল্লাহর প্রজ্ঞা ছিল এই যে, যখন তারা মদীনায় ফিরলেন, তখন আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং নিজ ঘরে অবস্থান করতে লাগলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর কাছে আসতেন, কিন্তু আয়িশা নবীজীর মধ্যে আগের মতো সেই স্নেহপূর্ণ আচরণ লক্ষ্য করলেন না যা তিনি আগে দেখতেন। নবীজী আসতেন এবং কেবল বলতেন: "সেই মেয়েটি কেমন আছে?" অর্থাৎ: সে কেমন আছে? তিনি সবিশেষ কোনো জিজ্ঞাসা করতেন না বা পীড়াপীড়ি করে বলতেন না: আজ সে কেমন আছে? গতকালের চেয়ে কি ভালো বোধ করছে? কিংবা এই জাতীয় কোনো কথা। তিনি কেবল ওই সংক্ষিপ্ত কথাটিই বলতেন; কারণ মুনাফিকদের অপবাদ মদীনায় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং কিছু মুমিনের মনেও সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল। যদিও রাসূল (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) তাঁর পরিবার সম্পর্কে কোনো সন্দেহ পোষণ করতেন না এবং বিশ্বাস করতেন যে, মহান আল্লাহ তাঁর প্রজ্ঞার দ্বারা তাঁর ঘরকে কলঙ্কিত হতে দেবেন না।

(ص: 488) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

نبیه صلی الله علیه وسلم.

ولم يكن ليصدق بهذا أبداً، لكن مع كثرة الكلام وكثرة القرع وكثرة الإرجاف، تردد الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمر، وبعد أن مضى نحو شهر خرجت عائشة رضي الله عنها وخالتها أم مسطح بن أثاثه، خرجت تقضي حاجتها، وكانوا في هذا الوقت ليس عندهم مراحيض في البيوت، إذا أراد الواحد أن يقضي حاجته خرج إلى الخلاء وبحث عن مكان مطمئن نازل وقضى فيه حاجته.

فخرجت عائشة مع خالتها أم مسطح إلى مكان قضاء الحاجة، فعثرت أم مسطح، فقالت: تعس مسطح، تقول أم مسطح: تعس مسطح فاستغربت عائشة كيف تقول لرجل من المهاجرين شهد بدمراً تقول فيه: تعس مسطح، فقالت: لم تقولين هذا الكلام؟ لأن معنى تعس خسر وهلك، فقالت: أما علمت بكذا وكذا وكذا، وأخبرتها بقصة الإفك، وإن مسطحاً كان ممن صدّقوا تلك الفرية، فازدادت عائشة رضي الله عنها مرضاً إلى مرضها، وصارت تبكي ليلاً ونهاراً لا يرقأ لها دمع، ولا تهناً بعيش. وبينما الأمر كذلك حتى انتهى نفاق المنافقين إلى الرأس، أنزل الله فيها هذه الآيات الكريمة: (إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ) (النور: 11) يعني طائفة منكم (لا تَحْسِبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) سبحان الله!! هذا الإفك والرمي بالفاحشة لا نحسبه شراً؟ نعم لا نحسبه شراً، بل هو خير لكم؛ لأنه حصل به من تمحيص الذنوب ورفعة المقامات، والدفاع عن عرض الرسول عليه

তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

তিনি এটি কখনও বিশ্বাস করার মতো ছিলেন না, কিন্তু জনশ্রুতির আধিক্য, ক্রমাগত কানকথা এবং গুজবের তীব্রতার কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই বিষয়ে কিছুটা দ্বিধাবিহীন হয়ে পড়েছিলেন। প্রায় এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর, আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এবং তাঁর খালা উম্মে মিসতাহ বিনতে আসাসা নিজেদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য বের হলেন। সেই সময়ে তাঁদের ঘরবাড়িতে কোনো শৌচাগার ছিল না। যখন কেউ হাজত পূরণ করতে চাইতেন, তখন তিনি খোলা ময়দানে চলে যেতেন এবং কোনো নির্জন নিচু স্থান খুঁজে সেখানে প্রয়োজন সারতেন।

আয়েশা তাঁর খালা উম্মে মিসতাহর সাথে হাজত পূরণের স্থানে গেলেন। পথিমধ্যে উম্মে মিসতাহ হোঁচট খেলেন এবং বলে উঠলেন: "মিসতাহ ধ্বংস হোক!" উম্মে মিসতাহ আবারও বললেন: "মিসতাহ নিপাত যাক!" আয়েশা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন যে, তিনি এমন একজন মুহাজির ব্যক্তি সম্পর্কে কীভাবে এ কথা বলছেন যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আয়েশা বললেন: "আপনি কেন এমন কথা বলছেন?" কারণ 'তা'ইসা' শব্দের অর্থ হলো

ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং ধ্বংস হওয়া। তখন তিনি বললেন: "তুমি কি অমুক অমুক কথা শোনোনি?" এরপর তিনি তাঁকে 'ইফকের' (মিথ্যা অপবাদের) কাহিনী শোনালেন এবং জানালেন যে, মিসতাহও সেই অপবাদ রটনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতে আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-র অসুস্থতা আরও বেড়ে গেল এবং তিনি দিনরাত কাঁদতে থাকলেন; তাঁর চোখের পানি আর থামছিল না এবং তাঁর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল।

পরিস্থিতি যখন এই পর্যায়ে পৌঁছালো এবং মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র চরমে উঠল, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে এই আয়াতগুলো নাজিল করলেন: "নিশ্চয়ই যারা এই অপবাদ নিয়ে এসেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল।" (সূরা আন-নূর: ১১) অর্থাৎ তোমাদের মধ্য থেকেই একটি গোষ্ঠী। "তোমরা একে তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না, বরং এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর।" সুবহানাল্লাহ! এই অপবাদ এবং অশ্লীলতার মিথ্যা অপবাদ আরোপ করাকে আমরা অনিষ্টকর মনে করব না? হ্যাঁ, একে আমরা অনিষ্টকর মনে করব না, বরং এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর; কারণ এর মাধ্যমে গুনাহ থেকে পবিত্রতা এবং মর্যাদার উচ্চতা অর্জিত হয়েছে, আর রাসূলুল্লাহর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) সম্মানের প্রতিরক্ষা হয়েছে...

(ص: 489) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الصلاة والسلام وفرأشه ما هو خير.
 (لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ) كل واحد تكلم في هذا الأمر له ما اكتسب
 من الإثم (وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (النور: 11).
 أعظمهم إثماً الذي قاد هذه الفتنة وأوقد نارها والعياذ بالله.
 ثم ساق الله تعالى الآيات إلى قوله: (إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ
 لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ) (النور: 15).

وكان الورع والتقى ألا يتكلموا في هذا الأمر، وأن يسألوا أنفسهم: من أين مصدره؟
من المنافقين الذين هم أكذب عباد الله.

المنافقون أكذب الناس، ولهذا من علامات النفاق الكذب، استمعوا إلى قوله تعالى:
(إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ) شهادة مؤكدة بآن واللام. قال الله
عز وجل (وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ) حقاً إنك رسوله ومع ذلك: (وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ
الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ) (المنافقون: 1).

شهادة بشهادة أيهما أعظم؛ وقولهم: (نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ) أمر قول الله: (وَاللَّهُ
يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ)؟ لا شك أن قول الله أصدق، فهو يشهد عز وجل: (إِنَّ
الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ) في قولهم (نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ).
هذه الفاحشة التي أشيعت مصدرها من المنافقين، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن
سلول، لكنه الخبيث لا يتكلم صراحة، يأتي إلى الناس ويقول: أما سمعتم ما قيل في
عائشة، قيل كذا وكذا.

وهناك أناس من المؤمنين تكلموا بهذا صراحة، منهم مسطح بن

سالات ও সালাম এবং তাঁর শয্যা হচ্ছে সর্বোত্তম।

(তাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে তার অর্জিত পাপের শাস্তি) এই বিষয়ে যারা কথা বলেছে,
তাদের প্রত্যেকের জন্য ততটুকু পাপ রয়েছে যা সে অর্জন করেছে। (আর তাদের মধ্যে যে এই
অপবাদের বড় অংশটি পরিচালনা করেছে, তার জন্য রয়েছে মহাপরিশাস্তি) (আন-নূর: ১১)।

পাপের দিক থেকে তাদের মধ্যে সেই সবচেয়ে বড় অপরাধী যে এই ফিতনার নেতৃত্ব দিয়েছে
এবং এর আগুন প্রজ্বলিত করেছে—আল্লাহর কাছে আমরা এ থেকে আশ্রয় চাই।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা আয়াতসমূহ বর্ণনা করতে করতে তাঁর এই বাণী পর্যন্ত পৌঁছালেন:
(যখন তোমরা মুখে মুখে এটি ছড়াচ্ছিলে এবং নিজেদের মুখ দিয়ে এমন কথা বলছিলে যে

বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান ছিল না; তোমরা বিষয়টিকে তুচ্ছ মনে করছিলে, অথচ আল্লাহর নিকট এটি ছিল অত্যন্ত গুরুতর) (আন-নূর: ১৫)।

তাকওয়া ও পরহেজগারির দাবি ছিল এই যে, তারা এই বিষয়ে কোনো কথা বলবে না এবং নিজেদের জিজ্ঞাসা করবে: এর উৎস কোথায়? এটি এসেছে সেই মুনাফিকদের পক্ষ থেকে যারা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী।

মুনাফিকরা মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মিথ্যাবাদী, আর একারণেই মিথ্যা বলা নিফাকের অন্যতম নিদর্শন। আল্লাহ তাআলার বাণীর প্রতি লক্ষ্য করুন: (যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে তখন তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল)। এটি ‘ইন্না’ এবং ‘লাম’ দ্বারা অত্যন্ত গুরুত্ববহ একটি সাক্ষ্য। মহান আল্লাহ বলেন: (আল্লাহ জানেন যে আপনি অবশ্যই তাঁর রাসূল), আপনি প্রকৃতপক্ষেই তাঁর রাসূল, তবুও: (আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী) (আল-মুনাফিকুন: ১)।

সাক্ষ্যের বিপরীতে সাক্ষ্য—কোনটি বেশি মহান? তাদের এই কথা: (আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল), নাকি আল্লাহর এই বাণী: (আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী)? এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আল্লাহর বাণীই অধিকতর সত্য। তিনি মহান সত্তা সাক্ষ্য দিচ্ছেন: (নিশ্চয়ই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী)—তাদের এই দাবিতে যে (আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল)।

এই যে অশ্লীল অপবাদটি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তার উৎস ছিল মুনাফিকরা, আর তাদের নেতৃত্বে ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল। কিন্তু সেই খবিস সরাসরি কথা বলত না; সে মানুষের কাছে আসত এবং বলত: আয়েশা সম্পর্কে যা বলা হচ্ছে তা কি তোমরা শোনেনি? এই এই কথা বলা হচ্ছে।

তবে মুমিনদের মধ্য থেকেও কিছু লোক এ বিষয়ে সরাসরি কথা বলেছিল, তাদের মধ্যে ছিল মিসতাহ ইবনে...

أثاته، وحسان بن ثابت رضي الله عنه، وحننة بنت جحش، تكلبوا لأنهم بشر، وأقسم أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مسطح بن أثاثه وهو ابن خالته، لكنه أقسم ألا ينفق عليه؛ لا لأنه قال في ابنته؛ بل قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يليق.

فماذا قال الله عز وجل؟ قال الله تعالى: (وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) (النور: 22). (وَلَا يَأْتَلِ) إي لا يحلف، والمراد بهذا من؟ أبو بكر (وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) من يعني بأولي القربة واليتامى والمساكين والمهاجرين؟ يعني بذلك مسطحاً، فلا ينبغي لأهل الفضل أمثال أبي بكر رضي الله عنه أن يمتنعوا عن الإنفاق على أولي القربى والمساكين والمهاجرين، وإن هم أخطئوا في بعض الأمور.

(أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (النور: 22) لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: بلى والله، نحب أن يغفر الله لنا، فرد النفقة على مسطح. هذا الامتثال العظيم، وإلا فرجل يقول في ابنته ما يقول بل في رسول الله ما يقول، فامتثل أبو بكر هذا الامتثال العظيم، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلد مسطح وحسان وحننة، كل واحد منهم ثمانين جلدة حد القذف، ولكن لم يأمر بجلد عبد الله بن أبي؛ لأنه خبيث ما كان يصرح، وأن الحد تطهير للمحدود، وعبد الله بن أبي ليس أهلاً للطهارة؛ لأنه رجس نجس خبيث.

فالحاصل أن من الورع أن الإنسان لا يتكلم إلا بما يعلم، وهذا

...উসাসাহ, হাসসান ইবনে সাবিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং হামনাহ বিনতে জাহাশ—তঁরা কথা বলেছিলেন কারণ তঁরা মানুষ। আর আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কসম করেছিলেন যে তিনি মিসতাহ ইবনে উসাসাহর জন্য আর ব্যয় করবেন না, অথচ সে ছিল তাঁর খালাতো ভাই।

তবে তিনি যে তার জন্য ব্যয় না করার কসম করেছিলেন, তা কেবল সে তাঁর কন্যার ব্যাপারে অপবাদ দিয়েছিল বলে নয়; বরং সে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শানে অশোভন কথা বলেছিল।

অতঃপর মহান আল্লাহ কী বললেন? আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদাবান ও বিভূবান, তারা যেন স্বজনদের, অভাবগ্রস্তদের এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের দান না করার শপথ গ্রহণ না করে।" (সূরা আন-নূর: ২২)

(ٱلَّذِينَ ۙ) অর্থাৎ সে যেন শপথ না করে। এর দ্বারা কাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? আবু বকরকে। (তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদাবান ও বিভূবান, তারা যেন স্বজনদের, অভাবগ্রস্তদের এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের দান না করার শপথ গ্রহণ না করে) —এখানে আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও হিজরতকারী বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? এর দ্বারা মিসতাহ-কে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মতো মর্যাদাবান ব্যক্তিদের জন্য উচিত নয় যে, তাঁরা নিকটাত্মীয়, অভাবগ্রস্ত ও হিজরতকারীদের সাহায্য করা থেকে বিরত থাকবেন, যদিও তারা কোনো কোনো বিষয়ে ভুল করে ফেলে।

"তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন? আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আন-নূর: ২২)। যখন এই আয়াত নাজিল হলো, তখন আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: "হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই চাই যে আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করে দিন।" অতঃপর তিনি পুনরায় মিসতাহর ভরণ-পোষণ শুরু করলেন।

এটি ছিল এক মহান আনুগত্যের দৃষ্টান্ত। অন্যথা, এমন এক ব্যক্তি যে তাঁর কন্যা সম্পর্কে কটু কথা বলেছে, এমনকি আল্লাহর রাসূল সম্পর্কেও কটু কথা বলেছে—সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে আবু বকর এই মহান আনুগত্য প্রদর্শন করলেন। এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিসতাহ, হাসসান এবং হামনাহ-কে চাবুক মারার নির্দেশ দিলেন। অপবাদের দণ্ড (হদ্দে কাযফ) হিসেবে তাঁদের প্রত্যেককে আশিটি করে চাবুক মারা হলো। কিন্তু তিনি আবদুল্লাহ বিন উবাইকে চাবুক মারার নির্দেশ দেননি; কারণ সে ছিল খবিস এবং সে স্পষ্টভাবে কিছু বলত না (বরং ইশারা-ইঙ্গিতে ছড়াত)। আর দণ্ডবিধি হলো দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য পবিত্রতা স্বরূপ, কিন্তু আবদুল্লাহ বিন উবাই পবিত্র হওয়ার যোগ্য ছিল না; কেননা সে ছিল অপবিত্র, নাপাক এবং নিকৃষ্ট।

সারকথা হলো, তাকওয়া ও আল্লাহভীতির দাবি হলো এই যে, মানুষ যা নিশ্চিতভাবে জানে তা ব্যতীত অন্য কিছু বলবে না। আর এটি...

الاستشهاد الذي استشهد به المؤلف ينطبق تماماً على زماننا الآن، ما أكثر الذين يتكلمون في ولاية الأمور بغير علم، ما أكثر الذين يتكلمون في العلماء بغير علم، ما أكثر الذين يتكلمون في طلبة العلم بغير علم، ما أكثر الذين يتكلمون في المحسنين من ذوي الأموال بغير علم.

فليس عند أكثر الناس ورع، يتكلم الإنسان بما جاء على لسانه من غير أن يتحقق، وهذا من الظلم والعدوان على من تكلم فيه، أن يتكلم فيه بغير علم. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الغيبة إنها ((ذكرك أخاك بما يكره)) قالوا: رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: ((إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتته)).

نسأل الله أن يهدي ألسنتنا وألسنتكم من الكذب وقول الزور، وأن يعصنا من الزلل ويعفو عنا إنه جواد كريم.

588/1- وعن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ؛ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ؛ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرعى حَوْلَ الْحِمْيِ يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ؛ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ؛ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ: أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ)) متفق

লেখক যে উদ্ধৃতিটি প্রদান করেছেন তা বর্তমান সময়ের জন্য পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। কতই না অধিক সংখ্যক মানুষ আজ শাসকবর্গ সম্পর্কে ইলম ব্যতীত কথা বলে, কতই না অধিক মানুষ

আলেমেদের সম্পর্কে ইলম ব্যতীত কথা বলে, কতই না অধিক মানুষ ইলম অন্বেষণকারীদের সম্পর্কে ইলম ব্যতীত কথা বলে এবং কতই না অধিক মানুষ সম্পদশালী দানশীল ব্যক্তিদের সম্পর্কে ইলম ব্যতীত মন্তব্য করে।

অধিকাংশ মানুষের মাঝে পরহেজগারি বা তাকওয়ার অভাব রয়েছে। মানুষ যাচাই-বাছাই না করেই তার মুখে যা আসে তা-ই বলে ফেলে। আর ইলম ব্যতীত কারো সম্পর্কে কথা বলা উক্ত ব্যক্তির প্রতি জুলুম ও সীমালঙ্ঘনের অন্তর্ভুক্ত। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গীবত সম্পর্কে বললেন যে, ‘তা হলো তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কিছু বলা যা সে অপছন্দ করে।’ সাহাবীগণ আরজ করলেন: ‘আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবে আপনার অভিমত কী?’ তিনি বললেন: ‘তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে থাকে তবেই তুমি তার গীবত করলে, আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তবে তুমি তার ওপর অপবাদ (বুহতান) আরোপ করলে।’

আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের জিহ্বাকে মিথ্যা ও মিথ্যাচার হতে হেফাযত করেন, এবং আমাদেরকে স্থলন থেকে রক্ষা করেন ও ক্ষমা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত দানশীল ও মহানুভব।

* * *

১/৫৮৮- নুমান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: ‘নিশ্চয়ই হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট; আর এ দুয়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয় যা অনেক মানুষই জানে না। সুতরাং যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকল, সে নিজের দ্বীন ও সম্মানকে পবিত্র রাখল। আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়ে লিপ্ত হলো, সে হারামে পতিত হলো। তার উদাহরণ সেই রাখালের ন্যায় যে সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে পশু চরায়, অচিরেই তার পশু সেখানে প্রবেশ করার সম্ভাবনা থাকে। জেনে রেখো, প্রত্যেক বাদশাহরই একটি সংরক্ষিত এলাকা থাকে। আরও জেনে রেখো, আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হলো তাঁর নিষিদ্ধ হারামসমূহ। সাবধান! শরীরের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড আছে, তা যখন সংশোধন হয়ে যায় তখন গোটা শরীরই সংশোধিত হয়ে যায়, আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন গোটা শরীরই নষ্ট হয়ে যায়; জেনে রেখো, তা হলো কলব বা অন্তর।’ (বুখারী ও মুসলিম)

عليه. وروايه من طرقٍ بالفاظٍ مُتقاربة.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه بشير بن سعد في كتابه رياض الصالحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الحلال بينٌ وإن الحرام بيّنٌ وبينهما متشبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس)) قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمور إلى ثلاثة أقسام: حلال بيّن، ومشتبه. الحلال البيّن؛ كحلّ بهيمة الأنعام، والحرام البيّن؛ كتحريم الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أشبه ذلك، وكلّ ما في القرآن من كلمة ((أحلّ)) فهو حلال، ومن كلمة ((حرّم)) فهو حرام، فقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) (البقرة: 275) هذا حلال بيّن، وقوله تعالى: (وَحَرَّمَ الرِّبَا) (البقرة: 275) هذا حرامٌ بيّن. هناك أمورٌ مشتبّهات تخفى على الناس، وأسباب الخفاء كثيرة، منها ألا يكون النصُّ ثابتاً عند الإنسان، يعني يتردد: هل يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا يصح، ثم إذا صح قد تشبّه دلالتّه: هل يدل على كذا أو لا يدل؟ ثم إذا دلّ على شيء معين فقد يشتبّه: هل له مخصص إن كان عاماً؟ هل له مقيد إن كان مطلقاً؟ ثم إذا تبين قد يشتبّه: هل هو باقٍ أو منسوخ.

তাঁর উপরে। তাঁরা উভয়ে এটি বিভিন্ন সূত্রে কাছাকাছি শব্দে বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর 'রিয়াদুস সলিহীন' গ্রন্থে নুমান বিন বশির (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) ও তাঁর পিতা বশির বিন সাদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন তাতে বলেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন:

"নিশ্চয়ই হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট; আর এই দুয়ের মাঝে রয়েছে সন্দেহযুক্ত বিষয়াবলি, যা অনেক মানুষই জানে না।" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিষয়গুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন: স্পষ্ট হালাল, স্পষ্ট হারাম এবং সন্দেহযুক্ত বিষয়।

স্পষ্ট হালাল; যেমন চতুষ্পদ গবাদি পশুর বৈধতা। আর স্পষ্ট হারাম; যেমন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং এই জাতীয় বিষয়ের নিষিদ্ধতা। কুরআনে যে সকল স্থানে 'হালাল করেছেন' শব্দ এসেছে তা হালাল, আর যেখানে 'হারাম করেছেন' শব্দ এসেছে তা হারাম।

সুতরাং মহান আল্লাহর বাণী: (আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন) (আল-বাকারাহ: ২৭৫)—এটি স্পষ্ট হালাল। আর তাঁর বাণী: (এবং সুদকে হারাম করেছেন) (আল-বাকারাহ: ২৭৫)—এটি স্পষ্ট হারাম।

সেখানে এমন কিছু সন্দেহযুক্ত বিষয় রয়েছে যা মানুষের কাছে অস্পষ্ট থাকে। এই অস্পষ্টতার কারণ অনেক; তার মধ্যে একটি হলো—ব্যক্তির নিকট দলিলটি সুপ্রতিষ্ঠিত না থাকা। অর্থাৎ সে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে: এটি কি রাসূল (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) থেকে প্রমাণিত নাকি প্রমাণিত নয়? এরপর যদি তা প্রমাণিতও হয়, তবে তার অর্থের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা থাকতে পারে: এটি কি অমুক বিষয়ের ওপর প্রমাণ পেশ করে নাকি করে না? এরপর যদি তা নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের ওপর প্রমাণ পেশ করেও থাকে, তবে সংশয় হতে পারে: এটি যদি ব্যাপক অর্থবোধক হয় তবে এর কোনো সুনির্দিষ্টকারী (মুখাসসিস) আছে কি? এটি যদি নিঃশর্ত হয় তবে এর কোনো শর্তযুক্তকারী (মুকায়িদ) আছে কি? অতঃপর যদি তা স্পষ্ট হয়েও যায়, তবে সন্দেহ হতে পারে: এটি কি এখনো কার্যকর আছে নাকি রহিত হয়ে গেছে।

(ص: 493) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

المهم أن أسباب الاشتباه كثيرة، فما هو الطريق إلى حل هذا الاشتباه؟ والجواب: أن الطريق بينه النبي صلى عليه الصلاة والسلام فقال: ((فمن اتقى الشبهات؛ استبرأ لدينه وعرضه)) من أتقأها يعني تجنبها إلى الشيء الواضح البين؛ فقد استبرأ لدينه وعرضه.

استبرأ لدينه: حيث سلم من الوقوع في المحرم. ولعرضه: حيث سلم من كلام الناس فيه؛ لأنه إذا أخذ الأمور المشتبهة؛ صار عرضة للكلام فيه، كما إذا أتى الأمور البينة الواضح تحريمها.

ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً لذلك بالراعي راعي غنم أو إبل أو بقر ((يرعى حول الحمى)) يعني حول الحمى الذي حماه أحد من الناس لا يرعى فيه أحد، ومعلوم أنه إذا حمي؛ ازدهر وكثر عشبه أو كثر زرعه؛ لأن الناس لا ينتهكونه بالراعي، فالراعي الذي يرعى حول الحمى، يوشك أن يقع فيه؛ لأن البهائم إذا رأت الخضرة في هذا المحمي، ورأت العشب، فإنها تنطلق إليه وتحتاج إلى ملاحظة ومراقبة كبيرة.

ومع ذلك لو لاحظ الإنسان وراقب، فإنه قد يغفل، وقد تغلبه هذه البهائم، فترتع في هذا الحمى ((كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه)).

ثم قال عليه الصلاة والسلام: ((ألا وإن لكل ملك حمى)) وهذا يحتل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك إقراراً له، وأن الملك له أن يحمي مكاناً معيناً يُكثر فيه العشب لبهائم المسلمين؛ وهي البهائم التي تكون في بيت المال؛ كإبل الصدقة، وخيل الجهاد، وما أشبه ذلك.

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সংশয় বা অস্পষ্টতার কারণ অনেক; তবে এই সংশয় নিরসনের পথ কী? উত্তর হলো: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই পথ বর্ণনা করে বলেছেন: "যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়সমূহ পরিহার করল, সে তার দীন ও সম্মানকে কলঙ্কমুক্ত করল।" 'যে পরিহার করল' অর্থাৎ যা থেকে বিরত থাকল এবং স্পষ্ট ও সুনিশ্চিত বিষয়ের দিকে ফিরে এল; সে মূলত তার দীন ও সম্মানকে পবিত্র রাখল।

তার দ্বীনের জন্য পবিত্রতা অর্জন করল: কারণ সে হারামে পতিত হওয়া থেকে নিরাপদ থাকল। আর তার সম্মানের জন্য: কারণ সে তাকে নিয়ে মানুষের সমালোচনা থেকে রক্ষা পেল। কেননা,

যখন কোনো ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়ে লিপ্ত হয়, তখন সে মানুষের সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়, ঠিক যেমন কেউ সুস্পষ্টভাবে হারাম কোনো কাজে লিপ্ত হলে সমালোচিত হয়। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন; যেমন কোনো মেঘ, উট বা গাভী পালনকারী রাখাল কোনো 'সংরক্ষিত চারণভূমির' আশেপাশে তার পশু চরায়। 'সংরক্ষিত চারণভূমি' বলতে এমন স্থানকে বোঝায় যা কোনো ব্যক্তি নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছে এবং সেখানে অন্য কারও পশু চড়ানো নিষেধ। এটা সর্বজনবিদিত যে, কোনো স্থান যখন সংরক্ষিত হয়, তখন সেখানে ঘাস ও উদ্ভিদ সতেজ ও প্রচুর থাকে; কারণ মানুষ সেখানে অবাধে পশু চরায় না। সুতরাং যে রাখাল সংরক্ষিত এলাকার আশেপাশে পশু চরায়, অচিরেই তার পশুগুলো সেখানে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ গবাদি পশু যখন সংরক্ষিত এলাকার সেই সবুজ শ্যামল ঘাস দেখে, তখন তারা সেদিকে ছুটে যায়, যা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য অত্যন্ত সতর্কতা ও নিবিড় পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয়।

তা সত্ত্বেও মানুষ যদি পর্যবেক্ষণ ও সতর্কতা অবলম্বনও করে, তবুও সে কখনও অসতর্ক হয়ে যেতে পারে এবং এই পশুগুলো তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে সেই সংরক্ষিত এলাকায় বিচরণ করতে পারে। "যেমন কোনো রাখাল সংরক্ষিত এলাকার আশেপাশে পশু চরায়, অচিরেই তাতে তার পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।"

অতঃপর তিনি (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বলেন: "জেনে রেখো, প্রত্যেক বাদশাহরই একটি সংরক্ষিত এলাকা থাকে।" এর অর্থ হতে পারে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একে বৈধ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অর্থাৎ একজন বাদশাহ বা রাষ্ট্রপ্রধানের অধিকার আছে যে, তিনি মুসলমানদের গবাদি পশুর জন্য ঘাস সমৃদ্ধ একটি নির্দিষ্ট স্থান সংরক্ষিত করতে পারেন; আর এগুলো হলো সেইসব পশু যা বায়তুল মালের অন্তর্ভুক্ত; যেমন জাকাতের উট, জিহাদের ঘোড়া এবং এই জাতীয় অন্যান্য পশু।

وأما الذي يحمي لنفسه فإن ذلك حرامٌ عليه، لا يحل لأحد أن يحمي شيئاً من أرض الله يختص بها دون عباد الله، فإن ذلك حرامٌ عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلاء، والنار".

فالكلاء لا يجوز لأحد أن يحصيه فيضع عليه الشبك، أو يضع عنده جنوداً يمنعون الناس من أن يرعوا فيه، فهو غصب لهذا المكان، وإن لم يكن غصباً خاصاً؛ لأنه ليس ملكاً لأحد، لكنه منع لشيء يشترك فيه الناس جميعاً، فهذا لا يجوز، ولهذا قال أهل العلم: يجوز للإمام أن يتخذ حتى مرعى لدواب المسلمين بشرط ألا يضرهم أيضاً.

فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ألا وإن لكل ملك حتى" يحتمل إنه إقرار، فإن كان كذلك؛ فالمراد به ما يحصيه الملك لدواب المسلمين؛ كخيول الجهاد، وإبل الصدقة، وما أشبه ذلك.

ويحتمل أنه إخبار بالواقع وإن لم يكن إقراراً له؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يخبر بالشيء الواقع أو الذي سيقع من غير إقرار له، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أننا سنركب سنن اليهود والنصارى. فقال: ((لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضبٍ لدخلتموه)). قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: ((فمن؟))

আর যে ব্যক্তি নিজের স্বার্থে কোনো এলাকা সংরক্ষিত করে রাখে, তবে তা তার জন্য হারাম। আল্লাহর বান্দাদের বাদ দিয়ে আল্লাহর ভূমির কোনো অংশ নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নেওয়া কারো জন্য বৈধ নয়, কারণ তা হারাম; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মুসলিমগণ তিনটি বিষয়ে অংশীদার: পানি, চারণভূমি এবং অগ্নি।" সুতরাং চারণভূমি কারো জন্য সংরক্ষিত করা জায়েয নয় যে সে তাতে বেড়া দেবে অথবা সেখানে পাহারাদার মোতায়েন করবে যারা মানুষকে তাতে পশু চরাতে বাধা দেবে। এটি সেই স্থানটি জবরদখল করার শামিল, যদিও তা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জবরদখল নয়; কারণ এটি

কারো একক মালিকানা নয়, বরং এটি এমন একটি বিষয়ে বাধা প্রদান যা সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত। সুতরাং এটি জায়েয নয়, আর একারণেই বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম বলেছেন: শাসকের জন্য মুসলমানদের গবাদিপশুর চারণভূমি হিসেবে কোনো এলাকা সংরক্ষিত করা জায়েয, তবে শর্ত হলো এতে যেন সাধারণ মানুষের ক্ষতি না হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: "জেনে রেখো, প্রত্যেক রাজারই একটি সংরক্ষিত চারণভূমি থাকে" - এটি অনুমোদনের অর্থ প্রকাশ করার সম্ভাবনা রাখে। যদি বিষয়টি তেমনই হয়, তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যা শাসক মুসলমানদের গবাদিপশুর জন্য সংরক্ষিত করেন; যেমন জিহাদের ঘোড়া, জাকাতের উট এবং এই জাতীয় পশুপাল।

আবার এটিও সম্ভব যে, এটি কেবল বাস্তব পরিস্থিতির সংবাদ প্রদান, যদিও তা অনুমোদনের অর্থে নয়; কারণ রাসূল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কখনো কখনো বিদ্যমান বা ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কোনো বিষয়ের সংবাদ দেন যা তিনি অনুমোদন করেন না। যেমন নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সংবাদ দিয়েছেন যে, আমরা ইহুদি ও নাসারাদের রীতিনীতি অনুসরণ করব। তিনি বলেছেন: "তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতির অনুসরণ করবে হুবহু, এমনকি তারা যদি কোনো গুঁইসাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকে তবে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! ইহুদি ও নাসারাদের?" তিনি বললেন: "তবে আর কাদের?"

(ص: 495) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

فهل هذا إقرار؟ لا. لكنه تحذير

على كل حال الملك له حتى يُحى سواء بحق أو بغير حق، فإذا جاء الناس يراعون حول الحى؛ حول الأرض المعشبة المخضرة، فإنهم لا يملكون منع البهائم أن ترتع فيها.

ثم قال عليه الصلاة والسلام: ((ألا وإن حى الله محارمه)) الله عز وجل أحاط الشريعة بسياج محكم، حى كل شيء محرم يضر الناس في دينهم ودنياهم حياه، وإذا كان الشيء مما تدعو النفوس إليه شدد السياج حوله إذا كان مما تدعو النفوس إليه؛ فإنه يشدد السياج حوله.

انظر مثلاً إلى الزنى والعياذ بالله، الزنى سببه قوة الشهوة وضعف الإيمان، لكن النفوس تدعوا إليه؛ لأنه جبلة وطبيعة، فجعل حوله سياجاً يبعد الناس عنه فقال: (وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَى) (الاسراء: 32)، لم يقل ولا تزنوا، قال (وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَى) يشمل كل ذريعة توصل إلى الزنى من النظر واللمس والمحادثة وغير ذلك. كذلك الربا حرمه الله عز وجل، ولما كانت النفوس تطلبه لها فيه من الفائدة؛ حرم كل ذريعة إليه فحرم الحيل على الربا ومنعها، وهكذا جعل الله عز وجل للمحارم حى له تمنع الناس من الوقوع فيها.

ثم قال صلى الله عليه وسلم: ((ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت؛ صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)).

((مضغة)) يعني قطعة لحم صغيرة بقدر ما يعضه الإنسان، صغيرة لكن شأنها عظيم، هي التي تدبر الجسد ((إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا

তাহলে এটি কি কোনো স্বীকৃতি? না, বরং এটি একটি সতর্কবাণী।

যাই হোক না কেন, প্রত্যেক রাজারই একটি সংরক্ষিত চারণভূমি থাকে, চাই তা ন্যায়সঙ্গতভাবে সংরক্ষিত হোক কিংবা অন্যায়ভাবে। সুতরাং মানুষ যখন সেই সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে—অর্থাৎ তৃণশোভিত সবুজ ভূখণ্ডের নিকটবর্তী স্থানে—পশু চরাতে আসে, তখন পশুদের সেখানে বিচরণ করা থেকে বিরত রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “জেনে রেখো, আল্লাহর সংরক্ষিত চারণভূমি হলো তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ।” আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লা শরীয়তকে এক মজবুত বেষ্টনী দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছেন। তিনি এমন প্রতিটি হারাম বিষয়কে সংরক্ষিত করেছেন যা

মানুষের দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষতি সাধন করে। আর যে বিষয়গুলোর প্রতি মানুষের প্রবৃত্তি ধাবিত হয়, সেগুলোর চারপাশে তিনি বেষ্টনীকে আরও কঠোর করেছেন; যদি বিষয়টি এমন হয় যার প্রতি প্রবৃত্তি প্রলুব্ধ হয়, তবে তিনি এর চারদিকের বেষ্টনীকে অত্যন্ত সুদৃঢ় করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ ব্যভিচারের বিষয়টি লক্ষ্য করুন—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—
ব্যভিচারের মূল কারণ হলো প্রবল কামবাসনা এবং ঈমানের দুর্বলতা। কিন্তু প্রবৃত্তি এর দিকে প্ররোচিত করে; কারণ এটি মানুষের স্বভাবজাত ও প্রাকৃতিক একটি বিষয়। তাই আল্লাহ এর চারপাশে এমন একটি বেষ্টনী তৈরি করেছেন যা মানুষকে এ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। তিনি বলেছেন: (আর তোমরা ব্যভিচারের নিকটেও যেও না) (আল-ইসরা: ৩২)। তিনি ‘ব্যভিচার করো না’ বলেননি, বরং বলেছেন ‘ব্যভিচারের নিকটেও যেও না’। এটি ব্যভিচার পর্যন্ত পৌঁছে দেয় এমন সকল মাধ্যমকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন: দৃষ্টিপাত করা, স্পর্শ করা, কথোপকথন এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয়।

একইভাবে আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা সুদকে হারাম করেছেন। যেহেতু প্রবৃত্তি এর পার্থিব লাভের কারণে এটি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে, তাই আল্লাহ এর যাবতীয় মাধ্যমকেও হারাম করেছেন। ফলশ্রুতিতে তিনি সুদের জন্য গ্রহীত সকল প্রকার অপকৌশলকে নিষিদ্ধ করেছেন। এভাবেই আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা হারাম বিষয়সমূহের জন্য একটি সুরক্ষা সীমা নির্ধারণ করেছেন যা মানুষকে তাতে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখে।

অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “জেনে রেখো, শরীরের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড আছে; যদি তা সংশোধিত হয়, তবে পুরো শরীরই সংশোধিত হয়ে যায়। আর যদি তা কলুষিত হয়, তবে পুরো শরীরই কলুষিত হয়ে যায়। মনে রেখো, সেটি হলো কলব বা হৃদয়।”

‘মুদগাহ’ অর্থ হলো মাংসের একটি ক্ষুদ্র টুকরো, যা একজন মানুষ এক গ্রাসে চিবিয়ে খেতে পারে। এটি আকারে ক্ষুদ্র হলেও এর গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। এটিই শরীরকে পরিচালনা করে। “যদি তা সংশোধিত হয়, তবে পুরো শরীরই সংশোধিত হয়ে যায়; আর যদি...”

فسدت فسد الجسد كله)) ليست العين، ولا الأنف، ولا اللسان، ولا اليد، ولا الرجل، ولا الكبد، ولا غيرها من الأعضاء، إنما هي القلب، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ((اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرّف قلوبنا إلى طاعتك)).

فالإنسان مدار صلاحه وفساده على القلب. ولهذا ينبغي لك أيها المسلم أن تعتني بصلاح قلبك، فلاح الظواهر وأعمال الجوارح طيب، ولكن الشأن كل الشأن في صلاح القلب، يقول الله عن المنافقين: (وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ) (المنافقون: 4) (وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ) من الهيئة الحسنة، وحسن عمل الجوارح، وإذا قالوا، قالوا قولاً تسع له من حسنه وزخرفته، لكن قلوبهم خربة والعياذ بالله (كَانَتْهُمْ حُشْبٌ مُسْنَدَةٌ) (المنافقون: 4) ليس فيها خير.

فأنت اعتنِ بصلاح القلب، انظر قلبك هل فيه شيء من الشرك؟ هل فيه شيء من كراهة ما أنزل الله؟ هل فيه شيء من كراهة عباد الله الصالحين؟ هل فيه شيء من الميل إلى الكفار؟ هل فيه شيء من موالاة الكفارة؟ هل فيه شيئاً من الحسد، هل فيه شيء من الغل؟ هل فيه شيء من الحقد؟ وما أشبه ذلك من الأمراض العظيمة الكثيرة في القلوب، فطهر قلبك من هذا وأصلحه، فإن المدار عليه. (أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ) (وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ) (إِنَّ رَبَّهُمْ

...নষ্ট হয়ে যায়, তবে পুরো দেহ নষ্ট হয়ে যায়)) তা চোখ নয়, নাক নয়, জিহ্বা নয়, হাত নয়, পা নয়, কলিজা নয় এবং শরীরের অন্য কোনো অঙ্গও নয়; বরং তা হলো অন্তর। আর এই কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন: "হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমাদের অন্তরকে আপনার দ্বীনের ওপর অবিচল রাখুন। হে অন্তরসমূহের বিবর্তনকারী! আমাদের অন্তরকে আপনার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দিন।"

সুতরাং মানুষের সংশোধন ও বিপর্যয় অন্তরের ওপরই আবর্তিত হয়। এজন্য হে মুসলিম! আপনার কর্তব্য হলো অন্তরের সংশোধনের প্রতি যত্নবান হওয়া। বাহ্যিক অবয়ব ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল সঠিক হওয়া উত্তম, তবে প্রকৃত বিষয়টি মূলত অন্তরের সংশোধনের ওপরই নির্ভরশীল। আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন: (এবং যখন আপনি তাদের দেখেন, তাদের দেহকাঠামো আপনাকে মুগ্ধ করে। আর যদি তারা কথা বলে, তবে আপনি তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন) (আল-মুনাফিকুন: ৪)। (যখন আপনি তাদের দেখেন, তাদের দেহকাঠামো আপনাকে মুগ্ধ করে) অর্থাৎ তাদের সুন্দর অবয়ব ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাহ্যিক আচরণের কারণে। আর তারা যখন কথা বলে, তখন তাদের কথার মাধুর্য ও অলংকারের কারণে তা শ্রুতিমধুর মনে হয়, কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ বিধ্বস্ত—আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (তারা যেন দেয়ালে ঠেকানো কাঠখণ্ডের মতো) (আল-মুনাফিকুন: ৪), যাতে কোনো কল্যাণ নেই।

অতএব, আপনি অন্তরের সংশোধনের প্রতি যত্নবান হোন। আপনার অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখুন, তাতে কি শিরকের কোনো লেশ আছে? তাতে কি আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তার প্রতি কোনো অনীহা আছে? আল্লাহর নেককার বান্দাদের প্রতি কোনো ঘৃণা আছে কি? কাফিরদের প্রতি কোনো ঝোঁক আছে কি? কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বের কোনো টান আছে কি? তাতে কি কোনো হিংসা আছে? তাতে কি কোনো কুটিলতা আছে? তাতে কি কোনো বিদ্বেষ আছে? এ জাতীয় আরও বহু ভয়াবহ ব্যাধি যা অন্তরে বাসা বাঁধে। সুতরাং আপনার অন্তরকে এসব থেকে পবিত্র করুন এবং একে সংশোধন করুন, কারণ এর ওপরই সবকিছু আবর্তিত হয়। (সে কি তবে জানে না যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে?) (এবং অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে?) (নিশ্চয় তাদের প্রতিপালক...

بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ) (العَادِيَات: 9-11) ، هذا يوم القيامة، العلم على الباطن، في الدنيا العمل على الظاهر، مآلنا إلا ظواهر الناس، لكن في الآخرة العمل على الباطن، أصلح الله قلوبنا وقلوبكم.

قَالَ تَعَالَى: (يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ) (الطَّارِق: 9) (تُبْلَى) يعني تختبر السرائر فمن كان من المؤمنين؛ ظهر إيمانه، ومن كان من أهل النفاق؛ ظهر نفاقه والعياذ بالله. لذلك أصلح قلبك يا أخي، لا تكره شريعة الله، لا تكره عباد الله الصالحين، لا تكره أي شيء مما نزل الله، فإن كراحتك لشيء مما نزل الله كفر بالله تعالى، نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والصلاح.

* * *

590/3- وعن النّوّاسِ بن سَمْعَانَ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الْبِرُّ حُسْنُ الْخَلْقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ النَّاسُ)) رواه مسلم.

590/4- وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ؟" قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ: ((اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، الْبِرُّ: مَا أَطْمَأْنَنَ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَأَطْمَأْنَنَ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ)) حديث حسن، رواه أحمد، والدارمي في مُسْنَدَيْهِمَا.

নিশ্চয় সেই দিন তাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত। (আল-আদিয়াত: ৯-১১)। এটি কিয়ামত দিবস, যখন জ্ঞান বা বিচার হবে অভ্যন্তরীণ বিষয়ের ওপর। দুনিয়াতে কাজ পরিচালিত হয় বাহ্যিক বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে; মানুষের বাহ্যিক দিক ছাড়া আমাদের আর কিছু বিচার করার নেই। কিন্তু আখিরাতে বিচার হবে অভ্যন্তরীণ বিষয়ের ওপর। আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদের অন্তরসমূহকে সংশোধন করে দিন।

মহান আল্লাহ বলেন: "যেদিন গোপন বিষয়সমূহ পরীক্ষিত হবে।" (আত-তারিক: ৯)।

"পরীক্ষিত হবে" অর্থ গোপন বিষয়গুলো যাচাই করা হবে; সুতরাং যারা মুমিন ছিল, তাদের

ঈমান প্রকাশ পাবে, আর যারা মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাদের নিফাক (কপটতা) প্রকাশ পাবে—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই।

অতএব হে আমার ভাই, আপনার অন্তরকে সংশোধন করুন। আল্লাহর শরীয়তকে অপছন্দ করবেন না, আল্লাহর নেককার বান্দাদের ঘৃণা করবেন না, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার কোনো কিছুকেই অপছন্দ করবেন না। কেননা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার কোনো কিছুর প্রতি আপনার ঘৃণা পোষণ করা মহান আল্লাহর সাথে কুফরি করার শামিল। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের ও আপনাদের জন্য হিদায়াত, তাওফিক ও সংশোধনের প্রার্থনা করছি।

* * *

৩/৫৯০- নাওয়াস ইবনে সামআন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "পুণ্য হলো সচ্চরিত্রতা, আর পাপ হলো তা যা তোমার মনে খটকা সৃষ্টি করে এবং তুমি অপছন্দ করো যে মানুষ তা জেনে ফেলুক।" (মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)।

৪/৫৯০- ওয়াবিসা ইবনে মাবদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি বললেন: "তুমি কি পুণ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছ?" আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি বললেন: "তোমার অন্তরের কাছে ফতোয়া চাও (জিজ্ঞাসা করো)। পুণ্য হলো তা যাতে আত্মা প্রশান্তি পায় এবং অন্তর প্রশান্ত হয়। আর পাপ হলো তা যা মনে খটকা সৃষ্টি করে এবং হৃদয়ে দ্বিধা তৈরি করে, যদিও মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয় এবং বারবার ফতোয়া দিতে থাকে।" এটি একটি হাসান হাদিস, যা ইমাম আহমাদ ও দারেমি তাঁদের মুসনাদদ্বয়ে বর্ণনা করেছেন।

قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الورع وترك الشبهات: عن النّوّاس بن سميّان رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس)).
فقوله عليه الصلاة والسلام: ((البر حسن الخلق)) يعني أن حسن الخلق من البر الداخل في قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) (البائدة: 2) وحسن الخلق يكون في عبادة الله، ويكون في معاملة عباد الله.

فحسن الخلق في عبادة الله: أن يتلقى الإنسان أوامر الله بصدر منشرح، ونفس مطمئنة، ويفعل ذلك بأنقياد تام، بدون تردد، وبدون شك، وبدون تسخط، يؤدي الصلاة مع الجماعة منقاداً لذلك، يتوضأ في أيام البرد منقاداً لذلك، يتصدق بالزكاة من ماله منقاداً لذلك، يصوم رمضان منقاداً لذلك، يحج منقاداً لذلك.
وأما في معاملة الناس فإن يقوم ببر الوالدين، وصلة الأرحام، وحسن الجوار، والنصح بالمعاملة وغير هذا، وهو منشرح الصدر، واسع البال، لا يضيق بذلك ذرعاً، ولا يتضجر منه، فإذا علمت من نفسك أنك في هذه الحال، فإنك من أهل البر.
أما الإثم فهو أن الإنسان يتردد في الشيء، ويشك فيه، ولا ترتاح له نفسه، وهذا فيمن نفسه مطمئنة راضية بشرع الله.
وأما أهل الفسوق والفجور فإنهم لا يترددون في الآثام، تجد الإنسان

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার হাফেজ আন-নববী (রাহিমাল্লাহু) তাঁর 'রিয়াদুস সালাহীন' গ্রন্থের 'পরহেযগারী ও সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন' অধ্যায়ে বলেছেন: নাওয়াস ইবনে সামআন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "সদাচরণই হলো পুণ্য, আর পাপ হলো তা-ই যা তোমার মনে খটকা সৃষ্টি করে এবং মানুষের কাছে তা প্রকাশ পাওয়াকে তুমি অপছন্দ করো।"

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী: "সদাচরণই হলো পুণ্য" এর অর্থ হলো—সদাচরণ সেই পুণ্যের অন্তর্ভুক্ত যা মহান আল্লাহর এই বাণীতে উল্লিখিত হয়েছে: "তোমরা পুণ্য ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো" (সূরা আল-মায়িদাহ: ২)। আর সদাচরণ বা উত্তম চরিত্র আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রেও হতে পারে, আবার আল্লাহর বান্দাদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রেও হতে পারে।

আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে উত্তম চরিত্র হলো: মানুষ আল্লাহর আদেশসমূহকে প্রশস্ত চিন্তে ও প্রশান্ত হৃদয়ে গ্রহণ করবে এবং তা পূর্ণ আনুগত্যের সাথে পালন করবে; কোনো প্রকার দ্বিধা, সংশয় বা অসন্তুষ্টি ছাড়াই। সে জামাতের সাথে সালাত আদায় করবে আনুগত্যের সাথে, প্রচণ্ড শীতের দিনে অজু করবে আনুগত্যের সাথে, নিজের সম্পদ থেকে জাকাত প্রদান করবে আনুগত্যের সাথে, রমজানের রোজা রাখবে আনুগত্যের সাথে এবং হজ পালন করবে পূর্ণ আনুগত্যের সাথে।

আর মানুষের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে (সদাচরণ) হলো: পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহার করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, লেনদেনে সততা বজায় রাখা এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজগুলো করা। আর এ কাজগুলো সে করবে প্রফুল্ল মনে ও প্রশস্ত হৃদয়ে; এতে সে সংকীর্ণতা বোধ করবে না এবং বিরক্তও হবে না। সুতরাং যখন তুমি নিজের মধ্যে এই অবস্থাটি দেখতে পাবে, তখন বুঝবে যে তুমি পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে পাপ হলো এমন বিষয় যার কারণে মানুষের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তৈরি হয়, সে সেটির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে এবং তার আত্মা তাতে শান্তি পায় না। এটি কেবল সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যার আত্মা আল্লাহর শরিয়তের ওপর প্রশান্ত ও সন্তুষ্ট।

আর পাপাচারী ও দুরাচারীদের অবস্থা ভিন্ন, তারা পাপে লিপ্ত হতে কোনো দ্বিধা বোধ করে না। আপনি দেখবেন এমন ব্যক্তিকে...

منهم يفعل المعصية منشراحاً بها صدره والعياذ بالله، لا يبالي بذلك، لكن صاحب الخير الذي وفق للبر هو الذي يتردد الشيء في نفسه، ولا تطمئن إليه، ويحييك في صدره، فهذا هو الإثم.

وموقف الإنسان من هذا أن يدعه، وأن يتركه إلى شيء تطمئن إليه نفسه، ولا يكون في صدره حرج منه، وهذا هو الورع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: ((وإن أفتاك الناس وأفتوك)) حتى لو أفتاك مفتٍ بأن هذا جائز، ولكن نفسك لم تطمئن ولم تنشرح إليه فدعه، فإن هذا من الخير والبر.

إلا إذا علمت أن في نفسك مرضاً من الوسواس والشك والتردد فيأ أحل الله، فلا تلتفت لهذا، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يخاطب الناس، أو يتكلم على الوجه الذي ليس فيه أمراض، أي ليس في قلب صاحبه مرض، فإن البر هو ما أطأنت إليه نفسه، والإثم ما حاك في صدره وكره أن يطلع عليه الناس، والله الموفق.

592/5- وعن أبي سروة - بكسر السين المبهلة وفتحها- عُبَّة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنةً لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأةٌ فقالت: إني قد أرضعتُ عُبَّةَ والتي قد تزوج بها، فقال لها عُبَّة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف، وقد قيل؟!" ففارقها عُبَّة ونكحت زوجاً غيره. رواه

তাদের মধ্যে কেউ কেউ পাপাচার করে প্রফুল্ল চিত্তে—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—সে এ ব্যাপারে কোনো পরোয়া করে না। কিন্তু কল্যাণকামী ব্যক্তি, যাকে সৎকর্মের তাওফিক দেওয়া হয়েছে, সেই হলো এমন ব্যক্তি যার অন্তরে কোনো বিষয় নিয়ে খটকা জাগে, তার মন তাতে প্রশান্ত হয় না এবং তা তার বশ্বে বিধতে থাকে; আর এটাই হলো গুনাহ।

এ ক্ষেত্রে মানুষের করণীয় হলো তা বর্জন করা এবং এমন বিষয়ের দিকে ফিরে যাওয়া যাতে তার মন প্রশান্ত হয় এবং তার অন্তরে সে বিষয়ে কোনো সংকীর্ণতা না থাকে। আর এটিই হলো 'ওয়ারা' বা তাকওয়া। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মানুষ তোমাকে ফতোয়া দিলেও, তারা তোমাকে ফতোয়া দিলেও (তুমি নিজের বিবেকের কাছে জিজ্ঞাসা করো)।" অর্থাৎ যদি কোনো মুফতি তোমাকে ফতোয়া দেন যে এটি বৈধ, কিন্তু তোমার মন তাতে আশ্রু না হয় এবং প্রফুল্ল না হয়, তবে তা বর্জন করো। কেননা এটিই কল্যাণ ও পুণ্যের অন্তর্ভুক্ত।

তবে যদি তুমি জানো যে তোমার মনে ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা), সন্দেহ এবং আল্লাহ যা হালাল করেছেন সে বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ব্যাধি রয়েছে, তবে এর প্রতি আক্ষেপ করবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূলত ওইসব লোকদের সম্বোধন করেছেন বা এমন অবস্থার কথা বলেছেন যেখানে কোনো ব্যাধি নেই, অর্থাৎ যার অন্তরে কোনো রোগ নেই। নিশ্চয়ই পুণ্য হলো তা যাতে মন প্রশান্ত হয়, আর গুনাহ হলো তা যা অন্তরে খটকা সৃষ্টি করে এবং মানুষ তা জানুক সেটা সে অপছন্দ করে। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

* * *

৫/৫৯২- আবু সারওয়াআহ — 'সিন' বর্ণটিতে কাসরা (জের) বা ফাতহা (জবর) উভয়ই পড়া যায় — উকবাহ ইবনে হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবু ইহাব ইবনে আজিজের এক কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। অতঃপর এক নারী তাঁর নিকট এসে বললেন: "আমি উকবাহ এবং সে যাকে বিবাহ করেছে উভয়কেই দুধপান করিয়েছি।" তখন উকবাহ তাকে বললেন: "আমি জানি না যে আপনি আমাকে দুধপান করিয়েছেন, আর আপনি ইতিপূর্বে আমাকে এ সংবাদও দেননি।" অতঃপর তিনি সওয়ার হয়ে মদীনায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন এবং তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "কীভাবে (তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখবে), অথচ এটি বলা হয়েছে?!" ফলে উকবাহ তাকে বর্জন করলেন এবং সেই নারী অন্য স্বামী গ্রহণ করল। এটি বর্ণনা করেছেন...

البخاري.

593/6- وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

[الشَّرْحُ]

هذان الحديثان ذكرهما المؤلف رحمه الله في باب الورع وترك الشبهات من باب رياض الصالحين. فالأول في مسألة الرضاع: حديث عقبة، والثاني في ترك المتشابه: حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. أما الأول: فإن عقبة تزوج امرأة ابن أبي إهاب، فلما تزوجها جاءت امرأة فقالت: إني أرضعته هو والمرأة التي تزوجها، يعني فيكون أخاً لها من الرضاع، وأخوها من الرضاع يحرم عليها كما يحرم عليها أخوها من النسب؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) ولكن لا بد لهذا شروط. الشرط الأول: أن يكون اللبن من آدمية، فلو اشترك طفلان في الرضاع من شاة أو من بقرة أو من بغير، فإنهما لا يصيران أخوين؛ لأنه لا بد

বুখারী।

৬/৫৯৩- হাসান ইবনে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে মুখস্থ করেছি: ((তুমি তা বর্জন করো যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে এবং তা গ্রহণ করো যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে না))। এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদীসটি হাসান সহীহ।

[ব্যাখ্যা]

মুসান্নিফ (রহিমাল্লাহ) রিয়াদুস সালিহীন গ্রন্থের 'পরহেজগারিতা ও সন্দেহজনক বিষয় বর্জন' অধ্যায়ে এই দুটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি দুগ্ধপান সংক্রান্ত মাসআলা বিষয়ক উকবার হাদীস এবং দ্বিতীয়টি সন্দেহজনক বিষয় বর্জন সংক্রান্ত হাসান ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর হাদীস।

প্রথম হাদীসটির প্রেক্ষাপট হলো: উকবা ইবনে আবি ইহাবের কন্যাকে বিবাহ করেন। যখন তিনি তাকে বিবাহ করলেন, তখন এক নারী এসে বললেন: আমি তাকে এবং সে যাকে বিবাহ করেছে উভয়কেই দুগ্ধপান করিয়েছি। অর্থাৎ, এমতাবস্থায় সে তার দুগ্ধভাই হিসেবে গণ্য হবে। আর বংশগত সম্পর্কের ভাই যেমন হারাম, দুগ্ধপানের সম্পর্কের ভাইও তেমনি তার জন্য হারাম; কারণ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: ((বংশীয় সম্পর্কের কারণে যা কিছু হারাম হয়, দুগ্ধপানের সম্পর্কের কারণেও তা হারাম হয়))। তবে এর জন্য কিছু শর্ত থাকা আবশ্যিক।

প্রথম শর্ত: দুধ কোনো মানবীর হতে হবে। সুতরাং যদি দুইজন শিশু একই ছাগল, গরু বা উটের দুধ পানে শরীক হয়, তবে তারা পরস্পর ভাই-বোন হবে না; কারণ এর জন্য আবশ্যিক...

(ص: 501) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

أن يكون الرضاع من آدمية؛ لقوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعُنَّكُمْ) (النساء: 23).

الشرط الثاني: لا بد أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر، فإن كان مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات، فإنه ليس بشيء، ولا يؤثر، فلو أن امرأة أرضعت طفلاً أربع مرات في أربعة أيام كل مرة يشبع، فإنه لا يكون ابناً لها؛ لأنه لا

بد من خمس، ولو أرضعته خمس مرات ولو لم يشبع فإنها تكون أمّاً له ويكون الرضاع محرماً.

الشرط الثالث: لا بد أن يكون في زمن الإرضاع، وهو ما قبل الفطام في الحولين، فإن لم يكن في هذا الزمن بأن أرضعته وهو كبير، فإن ذلك لا يؤثر، فلو أن طفلاً له خمس سنوات رضع من امرأة خمس مرات أو عشر مرات، فإنه لا يكون ابناً لها من الرضاع؛ لأنها ليس في زمن الإرضاع.

فهذه الشروط ثلاثة: وإذا ثبت التحريم فإنه ينتشر إلى المرتضع وذريته فقط، ولا ينتشر إلى إخوانه وآبائه وأمهاته، وإنما ينتشر إليه وإلى فروعه فقط وهم ذريته وعلى هذا فيجوز لأخي الطفل الراضع أن يتزوج أخت أخيه من الرضاع، لأنه لا علاقة أو لا تأثير في الرضاع إلا على المرتضع وذريته يعني فروعه.

فأما أصوله وحواشيه: أصوله من آباء وأمهات، حواشيه من إخوة، وأعمام، وأبنائهم، وبناتهم، فإنه لا تأثير لهم في الرضاع، سواء كان أكبر منه أو أصغر منه، وما اشتهر عند العامة من أن أخوته الذين هم أصغر منه يلحقهم حكم الرضاع، فإنه لا صحة له.

দুগ্ধপান অবশ্যই একজন মানবীর হতে হবে; কেননা মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: "আর তোমাদের সেই মাতাগণ, যারা তোমাদের দুধ পান করিয়েছেন।" (আন-নিসা: ২৩)।

দ্বিতীয় শর্ত: দুগ্ধপান অবশ্যই অন্তত পাঁচবার বা তার বেশি হতে হবে। যদি একবার, দুবার, তিনবার বা চারবার হয়, তবে তা ধর্তব্য নয় এবং এর কোনো প্রভাব পড়বে না। সুতরাং যদি কোনো মহিলা একটি শিশুকে চার দিনে চারবার দুধ পান করান এবং প্রতিবার শিশুটি তৃপ্ত হয়, তবুও সে তার পুত্র হিসেবে গণ্য হবে না; কারণ পাঁচবার হওয়া আবশ্যিক। আর যদি তিনি তাকে পাঁচবার দুধ পান করান, যদিও সে তৃপ্ত না হয়, তবে তিনি তার মা হয়ে যাবেন এবং এই দুগ্ধপান বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হওয়ার কারণ হবে।

তৃতীয় শর্ত: দুগ্ধপান অবশ্যই দুধ পান করানোর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হতে হবে, আর তা হলো দুই বছরের মধ্যে দুধ ছাড়ানোর পূর্ব পর্যন্ত। যদি এই সময়ের মধ্যে না হয়, যেমন তাকে বড় অবস্থায় দুধ পান করানো হয়, তবে তার কোনো প্রভাব পড়বে না। সুতরাং যদি পাঁচ বছর বয়সী কোনো শিশু কোনো মহিলার দুধ পাঁচবার বা দশবার পান করে, তবে সে তার দুগ্ধজাত পুত্র হবে না; কারণ এটি দুধ পান করানোর নির্ধারিত সময় নয়।

এই হলো তিনটি শর্ত। যখন (দুগ্ধপানের মাধ্যমে) বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হওয়া সাব্যস্ত হয়, তখন তা কেবল দুগ্ধপানকারী এবং তার বংশধরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এটি তার ভাইবোন, পিতা বা মাতাদের ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয় না। বরং এটি কেবল তার নিজের এবং তার শাখা বা অধস্তনদের (অর্থাৎ তার বংশধরদের) ক্ষেত্রে কার্যকর হয়। এই ভিত্তিতে, দুগ্ধপানকারী শিশুর ভাইয়ের জন্য তার ভাইয়ের দুগ্ধজাত বোনকে বিয়ে করা জায়েজ; কারণ দুগ্ধপানকারী এবং তার বংশধর ব্যতীত অন্যদের ওপর দুগ্ধপানের কোনো সম্পর্ক বা প্রভাব নেই।

আর তার উর্ধ্বতন এবং পার্শ্ববর্তী আত্মীয়দের ক্ষেত্রে: উর্ধ্বতন বলতে পিতা-মাতা এবং পার্শ্ববর্তী বলতে ভাই, চাচা এবং তাদের পুত্র-কন্যারা; দুগ্ধপানের ক্ষেত্রে তাদের ওপর কোনো প্রভাব নেই, তারা বড় হোক বা ছোট। সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ধারণা প্রচলিত আছে যে, তার ছোট ভাইবোনদের ওপরও দুগ্ধপানের হুকুম কার্যকর হবে, তার কোনো ভিত্তি নেই।

(ص: 502) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

بعض العوام يقول: إذا رضع طفل من امرأة صار ابناً لها وصار اخوته الذين من بعده أبناءً لها، وهذا غير صحيح؛ بل جميع اخوته ليس لهم فيها تعلق بوجه من الوجوه.

وأما حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فإنه سبغ النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ منه هذه الجملة المفيدة العظيمة التي تعتبر قاعدة في الورع وهي:

((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) يريبك: يعني يحصل لك به ريب وشك، فدعه ولا تأخذ إلا بما تيقنته أو غلب على ظنك، إن كان مما يفيد فيه غلبة الظن. وأما ما شككت فيه فدعه، وهذا أصل من أصول الورع، ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة، رآها في الطريق فلم يأكلها وقال: ((لولا أنني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها))، وهذا يدخل في هذا الحديث: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)).

ومن ذلك ما إذا كان بينك وبين شخص محاسبة، وحصل زيادة لك من أجل هذه المحاسبة، وشككت فيها فدعها، وإذا شك فيها صاحبك وتركها فتصدق بها، تصدق بها تخلصاً منها، أو تجعلها صدقة معلقة؛ بأن تقول: اللهم إن كانت لي فهي صدقة أتقرب بها إليك، وإن لم تكن لي فهو مالٌ أخلص بالصدقة به من عذابه.

সাধারণ মানুষের মধ্যে কেউ কেউ বলে থাকেন যে, যদি কোনো শিশু কোনো মহিলার দুধ পান করে, তবে সে তার সন্তান হয়ে যায় এবং তার পরবর্তী ভাই-বোনেরাও ওই মহিলার সন্তান হয়ে যায়। এটি সঠিক নয়; বরং তার অন্য কোনো ভাই-বোনের সাথে ওই মহিলার কোনো প্রকার সম্পর্ক তৈরি হয় না।

আর হাসান ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণিত হাদীসের বিষয়টি হলো, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে শুনেছেন এবং এই মহান ও তাৎপর্যপূর্ণ বাক্যটি মুখস্থ করেছেন, যা তাকওয়া বা পরহেজগারির একটি মূলনীতি হিসেবে গণ্য। তা হলো: "যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে তা পরিত্যাগ করো এবং যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে না তা গ্রহণ করো।" 'সন্দেহে ফেলে' এর অর্থ হলো— যার মাধ্যমে তোমার মনে খটকা বা সংশয় তৈরি হয়। সুতরাং তা বর্জন করো এবং কেবল তা-ই গ্রহণ করো যা তোমার কাছে নিশ্চিত অথবা তোমার প্রবল ধারণায় সত্য বলে প্রতীয়মান হয়—যদি বিষয়টি এমন হয় যেখানে প্রবল ধারণা কার্যকর হয়।

আর যে বিষয়ে তোমার সংশয় হয় তা ত্যাগ করো, এটি পরহেজগারির অন্যতম মূলনীতি। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথে একটি খেজুর পড়ে থাকতে দেখেও তা

ভক্ষণ করেননি এবং বলেছিলেন: "এটি সদকার খেজুর হওয়ার আশঙ্কা যদি না থাকতো, তবে আমি তা খেতাম।" এটি মূলত এই হাদীসেরই অন্তর্ভুক্ত যে: "সংশয়যুক্ত বিষয় ত্যাগ করে সংশয়হীন বিষয়টি গ্রহণ করো।"

এরই একটি উদাহরণ হলো, যখন তোমার ও অন্য কোনো ব্যক্তির মধ্যে লেনদেনের হিসাব হয় এবং সেই হিসাবের ফলে তোমার পক্ষে কিছু অতিরিক্ত অর্থ আসে এবং তুমি সে বিষয়ে সন্দিহান হও, তবে তা বর্জন করো। আর যদি তোমার সাথী সে বিষয়ে সন্দিহান হয়ে তা ছেড়ে দেয়, তবে তা সদকা করে দাও। সেই মাল থেকে দায়মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে তা সদকা করো অথবা তা এভাবে শর্তযুক্ত সদকা হিসেবে প্রদান করো যে: "হে আল্লাহ! এই অর্থ যদি আমার পাওনা হয়ে থাকে, তবে এটি তোমার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে দান হিসেবে কবুল করো; আর যদি এটি আমার না হয়, তবে এর দায় ও আজাব থেকে মুক্তি পেতে আমি তা সদকা হিসেবে বিলিয়ে দিচ্ছি।"

(ص: 503) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

والحاصل أن هذا الحديث حديثٌ عظيمٌ في باب الورع: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)). ما تشك فيه أتركه وخذ بالشيء الذي لا يلحقك به قلق ولا شك ولا اضطراب.

594/7- وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان لأبي بكرٍ الصديق رضي الله عنه، غلام يخرج له الخرج وكان أبو بكرٍ يأكل من خراجِه، فجاء يوماً بشيءٍ، فأكل منه أبو بكرٍ، فقال له الغلامُ: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكرٍ؟ وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسانٍ في الجاهلية وما أحسنُ الكهانةَ إلا أني خدعتُه، فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكرٍ يده فقاء كلَّ شيءٍ في بطنه. رواه البخاري.

[الشَّرْحُ]

نقل الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، باب الورع وترك الشبهات عن عائشة رضي الله عنها أن غلاماً كان لأبي بكر، وكان أبو بكر يخارجه يعني يدعه يشتغل ويضرب عليه خراجاً معيناً، يقول: أثت لي كل يوم بكذا وكذا، وما زاد فهو لك.

وهذه المخارجة جائزة بالنسبة للعبيد، إذا كان الإنسان عنده عبيد وقال لهم: اذهبوا اشتغلوا وأتوني كل يوم بكذا وكذا من الدراهم وما زاد فهو لكم؛ فإن هذا جائز؛ لأن العبيد ملك للسيد، فما حصلوه فهو له سواء

সারকথা এই যে, সংশয় বর্জনের (তাকওয়া) ক্ষেত্রে এটি একটি মহান হাদিস: "যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে তা পরিত্যাগ করো এবং যাতে তোমার কোনো সন্দেহ নেই তা গ্রহণ করো।" যাতে তোমার সন্দেহ হয় তা বর্জন করো এবং এমন বিষয় গ্রহণ করো যাতে তোমার কোনো উদ্বেগ, সংশয় বা অস্থিরতা সৃষ্টি হয় না।

* * *

৭/৫৯৪- আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবু বকর সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর একজন দাস ছিল যে তাকে উপার্জনের একটি অংশ প্রদান করত এবং আবু বকর তার সেই উপার্জন থেকে আহার করতেন। একদিন সে কিছু নিয়ে এল এবং আবু বকর তা থেকে আহার করলেন। তখন দাসটি বলল: আপনি কি জানেন এটি কী? আবু বকর জিজ্ঞেস করলেন: এটি কী? সে বলল: জাহেলিয়াত যুগে আমি এক লোকের গণকগিরি করেছিলাম, অথচ আমি ভালো গণক ছিলাম না বরং তাকে ধোঁকা দিয়েছিলাম। সে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে আমাকে এটি প্রদান করেছে যা থেকে আপনি আহার করেছেন। তখন আবু বকর (নিজের গলার ভেতর) হাত ঢুকিয়ে দিলেন এবং পেটে যা ছিল সব বমি করে বের করে দিলেন। (বুখারি)।

[ব্যাক্থ্যা]

হাফেজ নববী (রহিমাল্লাহু) তার ‘রিয়াদুস সালিহীন’ গ্রন্থের ‘তাকওয়া এবং সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন’ পরিচ্ছেদে আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবু বকরের একজন দাস ছিল এবং আবু বকর তার সাথে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে কাজ করার চুক্তিতে ছিলেন। অর্থাৎ তিনি তাকে কাজ করার সুযোগ দিতেন এবং তার ওপর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ধার্য করে দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন: তুমি প্রতিদিন আমার কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নিয়ে আসবে, আর যা অতিরিক্ত হবে তা তোমার।

আর দাসদের ক্ষেত্রে এই ধরনের উপার্জনের চুক্তি করা জায়েজ। যদি কোনো ব্যক্তির দাস থাকে এবং সে তাদের বলে: তোমরা গিয়ে কাজ করো এবং প্রতিদিন আমার কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ দিরহাম নিয়ে এসো, আর যা অতিরিক্ত থাকবে তা তোমাদের; তবে এটি বৈধ। কারণ দাসরা মালিকের মালিকানাধীন, সুতরাং তারা যা অর্জন করবে তা মূলত তারই।

(ص: 504) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

خارجهم على ذلك أمر لم يخارجهم.

لكن فائدة المخرجة أن العبد إذا حصل ما اتفق عليه مع سيده فإن له أن يبقى من غير عمل، أن يبقى في طلب العلم، أن يبقى مستريحاً في بيته أو أن يشتغل ويأخذ ما زاد.

أما بالنسبة للعمال الذين يجلبهم الإنسان إلى البلاد ويقول: اذهبوا وعليكم كل شهر كذا وكذا من الدراهم، فإن هذا حرامٌ وظلمٌ ومخالف لنظام الدولة، والعقد على هذا الوجه باطل، فليس لصاحب العمل شيء مما فرضه على هؤلاء العمال؛ لأن العامل ربما يكدر ويتعب ولا يحصل ما فرضه عليه كفيله، وربما لا يحصل شيئاً أبداً، فكان في هذا ظلم.

أما العبيد فهم عبيد الإنسان، مالهم وما في أيديهم فهو له.

هذا الغلام لأبي بكر، كان أبو بكر قد خارجه على شيء معين يأتي به إليه كل يوم، وفي يوم من الأيام قدم هذا الغلام طعاماً لأبي بكر فأكله فقال: أتدري ما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: هذا عوض عن أجرة كهانة تكهنت بها في الجاهلية وأنا لا أحسن الكهانة، لكنني خدعت الرجل فلقيني فأعطاني إياها. وعوض الكهانة حرام، سواء كان الكاهن يحسن صنعة الكهانة أو لا يحسن؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ((حُلوان الكاهن)).

তিনি তাদের সাথে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হোন কিংবা না হোন।

তবে মুখারাজাহ বা লভ্যাংশ নির্ধারণী চুক্তির উপকারিতা এই যে, দাস যখন তার মালিকের সাথে কৃত চুক্তি অনুযায়ী পাওনা আদায় করে দেয়, তখন তার জন্য কাজ ছাড়াই অবস্থান করার, ইলম অন্বেষণে রত থাকার, নিজের ঘরে বিশ্রাম নেওয়ার অথবা কাজ করে যা অতিরিক্ত হবে তা গ্রহণ করার অধিকার থাকে।

আর সেই সব শ্রমিকদের ব্যাপারে, যাদের মানুষ এ দেশে নিয়ে আসে এবং বলে: তোমরা যাও এবং প্রতি মাসে আমাকে এত এত দিরহাম দিবে; তবে এটি হারাম, জুলুম এবং রাষ্ট্রীয় আইনের পরিপন্থী। এই পদ্ধতিতে সম্পাদিত চুক্তিটি বাতিল। নিয়োগকর্তার জন্য এই শ্রমিকদের ওপর ধার্যকৃত কোনো অর্থের অধিকার নেই; কারণ শ্রমিক হয়তো কঠোর পরিশ্রম ও ক্লান্তি সহ্য করেও তার কফিলের (নিয়োগকর্তা) ধার্যকৃত অর্থ উপার্জন করতে পারে না, এমনকি কখনও হয়তো কিছুই পায় না। ফলে এর মধ্যে জুলুম নিহিত রয়েছে।

পক্ষান্তরে দাসদের বিষয়টি ভিন্ন, তারা মানুষের মালিকানাধীন; তাদের সম্পদ এবং তাদের হাতে যা আছে তা মালিকেরই।

এই গোলামটি আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ছিল। আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার সাথে নির্দিষ্ট কিছু লভ্যাংশের বিনিময়ে চুক্তি করেছিলেন যা সে প্রতিদিন তাঁকে প্রদান করত। একদিন এই গোলামটি আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে কিছু খাবার নিয়ে এল এবং তিনি তা ভক্ষণ করলেন। এরপর গোলামটি বলল: আপনি কি জানেন এটি কী? তিনি বললেন: এটি কী? সে বলল: এটি জাহেলিয়াত যুগে আমার করা একটি গণনার পারিশ্রমিক, অথচ আমি

গণনায় পারদর্শী ছিলাম না; বরং আমি লোকটিকে প্রতারিত করেছিলাম। অতঃপর সে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে এটি আমাকে দিয়েছে।

আর গণনার বিনিময় হারাম, চাই গণক সেই বিদ্যায় পারদর্শী হোক বা না হোক; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'হুলাওয়ানুল কাহিন' বা গণকের পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

(ص: 505) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

فلما قال لأبي بكر هذه المقالة، أدخل أبو بكر يده في فيه فقَاء كلَّ ما أكل، كل ما أكل قاءه وأخرجه من بطنه لماذا؟ لئلا يتغذى بطنه بحرام. وهذا مال حرام؛ لأنه عوض عن حرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمَّنه)) .

فالأجرة على فعل الحرام حرام، ومن ذلك تأجير بعض الناس دكاكينهم على الحلاقين الذين يحلقون اللحي، فإن هذه الأجرة حرام ولا تحل لصاحب الدكان؛ لأنه استؤجر منه لعمل محرم.

ومن ذلك أيضاً تأجير البنوك في المحلات، فإن تأجير البنوك حرام؛ لأن البنك معاملته كلها أو غالبها حرام، وإذا وجد فيه معاملة حلال؛ فهي خلاف الأصل الذي من أجله أنشئ هذا البنك، الأصل في إنشاء البنوك أنها للربا، فإذا أجر الإنسان بيته أو دكانه للبنك فتعامل فيه بالربا فإن الأجرة حرام ولا تحل لصاحب البيت أو صاحب الدكان.

وكذلك من أجر شخصاً يبيع المجلات الخليعة أو المفسدة في الأفكار الرديئة ومصادمة الشرع؛ فإنه لا يجوز تأجير المجلات لمن يبيع هذه المحلات؛ لأن الله تعالى قال (وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: 2) ، وتأجير المحلات لهؤلاء معونة لهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه)).

যখন তিনি আবু বকরকে এই কথা বললেন, তখন আবু বকর তাঁর হাত মুখের ভেতর প্রবেশ করিয়ে যা কিছু খেয়েছিলেন সব বমি করে দিলেন। তিনি যা কিছু খেয়েছিলেন সব বমি করে পেট থেকে বের করে দিলেন। কেন? যাতে তাঁর উদর হারাম খাদ্যের মাধ্যমে পুষ্টি লাভ না করে। আর এটি হারাম সম্পদ; কারণ এটি হারামের বিনিময়ে প্রাপ্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোনো কিছু হারাম করেন, তখন তার বিনিময় মূল্যকেও হারাম করে দেন।"

সুতরাং হারাম কাজের বিনিময়ে অর্জিত পারিশ্রমিক বা ভাড়া হারাম। এর অন্তর্ভুক্ত হলো কিছু মানুষের এমন নাপিতদের কাছে দোকান ভাড়া দেওয়া যারা দাড়ি মুগুন করে। নিশ্চয়ই এই ভাড়া হারাম এবং তা দোকান মালিকের জন্য বৈধ নয়; কারণ তা একটি নিষিদ্ধ কাজের উদ্দেশ্যে ভাড়া দেওয়া হয়েছে।

তদ্রূপ এর অন্তর্ভুক্ত হলো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ব্যাংক ভাড়া দেওয়া। নিশ্চয়ই ব্যাংকের নিকট ভাড়া প্রদান হারাম; কারণ ব্যাংকের সমস্ত লেনদেন অথবা অধিকাংশ লেনদেনই হারাম। আর যদি সেখানে কোনো হালাল লেনদেন পাওয়াও যায়, তবে তা সেই মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী যার জন্য এই ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মূলত ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্যই হলো সুদ। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি তার বাড়ি বা দোকান ব্যাংকের নিকট ভাড়া দেয় এবং সেখানে সুদি লেনদেন পরিচালিত হয়, তবে সেই ভাড়া হারাম এবং তা বাড়ি বা দোকানের মালিকের জন্য বৈধ হবে না।

একইভাবে যে ব্যক্তি অশ্লীল ম্যাগাজিন অথবা মন্দ চিন্তাধারার মাধ্যমে ফিতনা সৃষ্টিকারী এবং শরিয়তের সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়াদি বিক্রয়কারীকে দোকান ভাড়া দেয়; তবে যারা এসকল জিনিস বিক্রি করে তাদের নিকট দোকান ভাড়া দেওয়া জায়েজ নেই। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "তোমরা পাপাচার ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না" (সূরা আল-মায়িদাহ: ২)। আর তাদের নিকট দোকান ভাড়া দেওয়া তাদের জন্য একটি

সহযোগিতা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোনো কিছু হারাম করেন, তখন তার বিনিময় মূল্যকেও হারাম করে দেন।"

(ص: 506) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وفي هذا الحديث دليلٌ على شدة ورع أبي بكر رضي الله عنه، فهو جدير بهذا؛ لأنه الخليفة الأول على هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان قول أهل السنة والجماعة إن أبا بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة؛ لأنه الخليفة الأول.

ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد خطب الناس في مرضه وقال: ((إن من أَمَنَ الناس على في نفسه وماله أبو بكر))، ثم قال: ((ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر، ولكن خلة الإسلام أفضل)) "

والنصوص في هذا كثيرة متواترة، حتى أمير المؤمنين على بن أبي طالب القائل بالصدق والقسط والعدل، كان يقول على منبر الكوفة وقد تواتر ذلك عنه: ((خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر)).

هكذا يقول رضي الله عنه وقال: " لا أوتي برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته- جلدة الفرية-" يعني جلد القذف والكذب، وهذا من تواضعه رضي الله عنه في الحق وقول الصدق.

وفيه ردٌّ ظاهرٌ على الروافض الذين يفضلون علياً على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ بل بعضهم يفضل علياً على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: علي أفضل من محمد وأحق بالرسالة، ولكن جبريل خان الأمانة وانصرف بالرسالة عن علي إلى محمد، ولا شك أنهم على ضلال بين والعياذ بالله، نسأل الله لنا ولهم الهداية.

এই হাদিসটিতে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর গভীর পরহেজগারির প্রমাণ রয়েছে; তিনি এর যোগ্যও বটে, কেননা তিনি তাঁর নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর এই উম্মতের প্রথম খলিফা। আর একারণেই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অভিমত হলো—আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; কারণ তিনি প্রথম খলিফা।

এবং একারণে যে, রসূলুল্লাহ (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) তাঁর পীড়াকালীন সময়ে জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন: "নিশ্চয়ই নিজের জীবন ও সম্পদের ক্ষেত্রে আমার ওপর মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহকারী হলেন আবু বকর।" অতঃপর তিনি বললেন: "আমি যদি আমার উম্মতের মধ্য থেকে কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তবে অবশ্যই আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম; তবে ইসলামের ভ্রাতৃত্বই সর্বোত্তম।" এ বিষয়ে দলীল-প্রমাণ অসংখ্য এবং মুতাওয়াতির, এমনকি সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতার মূর্ত প্রতীক আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবি তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কুফার মিস্বরে দাঁড়িয়ে বলতেন—এবং এটি তাঁর থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত—: "এই উম্মতের নবীর পর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন আবু বকর, তারপর উমর।"

তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এমনটিই বলতেন এবং আরও বলতেন: "এমন কোনো ব্যক্তিকে যদি আমার কাছে আনা হয় যে আমাকে আবু বকর ও উমরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়, তবে আমি তাকে অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীর দণ্ড প্রদান করব।" অর্থাৎ অপবাদ ও মিথ্যার শাস্তি।

এটি ছিল হকের পথে তাঁর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বিনয় এবং সত্য ভাষণের বহিঃপ্রকাশ।

এতে রাফেযীদের ওপর একটি সুস্পষ্ট খণ্ডন রয়েছে, যারা আলীকে আবু বকর ও উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ কেউ আলীকে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপরও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকে এবং বলে: আলী মুহাম্মাদ অপেক্ষা উত্তম এবং নবুওয়াতের অধিক হকদার; কিন্তু জিবরীল খিয়ানত করেছেন এবং আলীর পরিবর্তে মুহাম্মাদের কাছে রিসালাত নিয়ে গিয়েছেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে লিপ্ত, আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের ও তাদের জন্য হিদায়াত কামনা করছি।

والحاصل أن أبا بكر رضي الله عنه فيه هذا الورع العظيم بعد أن أكل المحرم ذهب
يخرجه من جوفه لئلا يتغذى به، والله الموفق.
* * *

595/8- وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان فرض للمهاجرين
الأولين أربعة آلاف وفرض لأبنه ثلاثة آلاف وخمسمائة، ف قيل له: هو من
المهاجرين فلم نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه.
رواه البخاري.

596/9- وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: ((لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به
حذرا لما به بأس)). رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب الورع وترك الشبهات فيما
نقله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أمير المؤمنين عمر بن
الخطاب فرض للناس أعطياتهم من بيت المال، فجعل للمهاجرين أربعة آلاف،
وجعل لأبنه عبد الله ثلاثة آلاف وخمسمائة.
وابنه عبد الله مهاجر، فنقصه عن المهاجرين خمسمائة من أربعة

সারসংক্ষেপ হলো, আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এমন এক সুমহান তাকওয়া ও
পরহেযগারির অধিকারী ছিলেন যে, হারুন বা নিষিদ্ধ কিছু ভক্ষণ করার পর তা পেট থেকে বের

করে দিতে উদ্যত হলেন, যাতে করে তা দ্বারা তাঁর শরীর পুষ্টি লাভ না করে। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

* * *

৮/৫৯৫- নাফে' (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজিরদের জন্য চার হাজার (মুদ্রা) নির্ধারণ করেছিলেন এবং তাঁর পুত্রের জন্য তিন হাজার পাঁচশত নির্ধারণ করেছিলেন। তাঁকে বলা হলো: 'সেও তো মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত, তবে আপনি তাঁর অংশ কেন কমিয়ে দিলেন?' তিনি বললেন: 'তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে হিজরত করেছেন,' অর্থাৎ সে নিজে হিজরতকারীর মতো নয়। এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।

৯/৫৯৬- সাহাবী আতিয়াহ ইবনে উরওয়াহ আস-সা'দী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "কোনো বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না, যতক্ষণ না সে ক্ষতির আশঙ্কায় এমন বিষয় বর্জন করে যাতে কোনো ক্ষতি নেই।" এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদীসটি হাসান।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) রিয়াদুস স্বালিহীন গ্রন্থের 'তাকওয়া এবং সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন' পরিচ্ছেদে নাফে' থেকে এবং তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে যা বর্ণনা করেছেন সে সম্পর্কে বলেন যে, আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব বাইতুল মাল থেকে মানুষের জন্য ভাতা নির্ধারণ করেন। তিনি মুহাজিরদের জন্য চার হাজার এবং তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহর জন্য তিন হাজার পাঁচশত নির্ধারণ করেন।

অথচ তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহও একজন মুহাজির ছিলেন, কিন্তু তিনি অন্যান্য মুহাজিরদের চার হাজার থেকে তাঁর অংশ পাঁচশত কমিয়ে দিলেন।

آلاف، فقل له: إنه من المهاجرين فلماذا نقصته؟ قال: إنما هاجر به أبوه ولم يهاجر هو بنفسه، وليس من هاجر به أبوه كمن هاجر بنفسه، وهذا يدل دلالة عظيمة على شدة ورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وهكذا يجب على من تولى شيئاً من أمور المسلمين ألا يحابي قريباً لقربه، ولا غنياً لغناه، ولا فقيراً لفقره، بل ينزل كل أحد منزلته، فهذا من الورع والعدل، ولم يقل عبد الله بن عمر: يا أبت، أنا مهاجر ولو شئت لبقيت في مكة؛ بل وافق على ما فرضه له أبوه.

وأما الحديث الأخير في هذا الباب فهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً لما به بأس))، وهذا فيما أشبهه مباح بمحرم وتعذر التمييز، فإنه من تمام اليقين والتقوى أن تدع الحلال خوفاً من الوقوع في الحرام.

وهذا أمر واجب؟ كما قال أهل العلم: إنه إذا اشتبه مباح بمحرم وجب اجتناب الجميع؛ لأن اجتناب المحرم واجب، ولا يتم إلا باجتناب المباح، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

لكن لو اضطر إلى أحدهما فله أن يتحرى في هذه الحال ويأخذ بما غلب على ظنه، ولنفرض أنه اشتبه طعام غيره بطعام نفسه، ولكنه مضطر إلى الطعام، ففي هذه الحال يتحرى ويأكل ما يغلب على ظنه أنه طعامه، والله الموفق.

হাজার, তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হলো: তিনি মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত, তবে কেন আপনি তাঁর ভাতা কমিয়ে দিলেন? তিনি বললেন: তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে হিজরত করেছেন, তিনি স্বয়ং হিজরত করেননি। আর যাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে হিজরত করেছেন, তিনি সেই ব্যক্তির সমতুল্য নন যিনি নিজে হিজরত করেছেন। এটি আমিরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর অনন্য পরহেজগারির এক মহান নিদর্শন।

একইভাবে, মুসলিম উম্মাহর কোনো বিষয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য এটি আবশ্যিক যে, তিনি আত্মীয়তার খাতিরে কোনো আত্মীয়কে, সচ্ছলতার কারণে কোনো ধনীকে কিংবা দারিদ্র্যের কারণে কোনো দরিদ্র ব্যক্তিকে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব করবেন না। বরং তিনি প্রত্যেককে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করবেন। এটিই পরহেজগারি ও ন্যায়বিচারের দাবি।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এমনটি বলেননি যে: 'হে পিতা, আমি তো একজন মুহাজির; আমি চাইলে মক্কায় থেকে যেতে পারতাম।' বরং তাঁর পিতা তাঁর জন্য যা নির্ধারণ করেছিলেন, তিনি তাতেই সম্মত ছিলেন।

আর এই অধ্যায়ের সর্বশেষ হাদিসটি হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "কোনো বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকীদের স্তরে পৌঁছাতে পারে না, যতক্ষণ না সে হারামে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় ক্ষতিকর নয় এমন বিষয়গুলোকেও বর্জন করে।" এটি এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে হালাল ও হারামের মধ্যে সংশয় দেখা দেয় এবং পার্থক্য নিরূপণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় হারামে পতিত হওয়ার ভয়ে সন্দেহযুক্ত হালাল বর্জন করাই পূর্ণাঙ্গ ইয়াকিন ও তাকওয়ার পরিচায়ক।

আর এটি কি ওয়াজিব বা আবশ্যিক? উলামায়ে কেরাম যেমনটি বলেছেন: যখন কোনো বৈধ বিষয় হারামের সাথে সংশয়যুক্ত হয়ে পড়ে, তখন উভয়টি বর্জন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কারণ হারাম বর্জন করা ওয়াজিব, আর এটি সেই বৈধটুকু বর্জন করা ছাড়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। আর যা ছাড়া ওয়াজিব পূর্ণ হয় না, তা-ও ওয়াজিব হিসেবে গণ্য।

তবে কেউ যদি উক্ত বিষয়গুলোর কোনো একটি গ্রহণ করতে বাধ্য বা নিরুপায় হয়, তবে সেই অবস্থায় সে বিচার-বিশ্লেষণ করবে এবং নিজের প্রবল ধারণার (গালিবুয যান) ভিত্তিতে কাজ করবে। ধরা যাক, কারো নিজের খাবার অন্যের খাবারের সাথে এমনভাবে মিশে গেল যে পার্থক্য করা যাচ্ছে না, অথচ সে খাবারের তীব্র প্রয়োজন বোধ করছে। এমতাবস্থায় সে অনুসন্ধান করবে এবং যা তার নিজের খাবার বলে প্রবল ধারণা হবে, তা-ই ভক্ষণ করবে। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

69- باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين
ووقع في حرام وشبهات ونحوها

قال الله تعالى: (فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ) (الذاريات: 50) .
597/1- وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله يحب العبدَ التقيَّ الغنيَّ الخفيَّ)) رواه مسلم.
والمراد بـ ((الغنيَّ)) غنيَّ النفس، كما سبق في الحديث الصحيح.
598/2- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: ((مؤمنٌ مجاهدٌ بنفسه وماله في سبيل الله)) ، قال: ثمَّ من؟ قال: " ثم رجلٌ معتزلٌ في شعب من الشعابِ يعبد ربَّه " وفي رواية: " يتقي الله، ويدع الناس من شره " متفقٌ عليه.
599/3- وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمِسْلَمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ)) رواه البخاري.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، باب استحباب العزلة عند
تغير الناس وفساد الزمان وخوف الفتنة، وما أشبه ذلك.

واعلم أن الأفضل هو المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم،

৬৯- মানুষ ও সময়ের কলুষতা অথবা দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনার আশঙ্কা এবং হারাম ও
সন্দেহযুক্ত কাজে লিপ্ত হওয়ার ভয় থাকলে নির্জনতা অবলম্বন করার মুস্তাহাব হওয়া সংক্রান্ত
অধ্যায়

মহান আল্লাহ বলেন: (অতএব তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও; নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী।) (সূরা আয-যারিয়াত: ৫০)।

১/৫৯৭- সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: ((নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই বান্দাকে ভালোবাসেন যে মুত্তাকী (আল্লাহভীরু), অমুখাপেক্ষী এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা পছন্দ করে।)) এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

আর এখানে ‘অমুখাপেক্ষী’ (ধনী) বলতে অন্তরের স্বচ্ছলতা বা আত্মার সচ্ছলতা বোঝানো হয়েছে, যেমনটি ইতোপূর্বে সহীহ হাদীসে অতিক্রান্ত হয়েছে।

২/৫৯৮- আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল: হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম কে? তিনি বললেন: ((সেই মুমিন যে নিজের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে।)) সে আবার জিজ্ঞাসা করল: তারপর কে? তিনি বললেন: "অতঃপর সেই ব্যক্তি যে পাহাড়ের কোনো এক সংকীর্ণ গিরিপথে মানুষের সংশ্রব ত্যাগ করে নির্জনে স্থায়ী রবের ইবাদত করে।" অন্য এক বর্ণনায় আছে: "সে আল্লাহকে ভয় করে এবং মানুষকে নিজের অনিষ্ট হতে দূরে রাখে।" এটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক ঐক্যমত অনুসারে বর্ণিত।

৩/৫৯৯- তাঁর (আবু সাঈদ খুদরী) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: ((অচিরেই এমন এক সময় আসবে যখন একজন মুসলিমের সর্বোত্তম সম্পদ হবে ছাগল, যা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় এবং বৃষ্টিপাতের স্থানে চলে যাবে। সে ফিতনা থেকে নিজের দ্বীনকে রক্ষা করতে পলায়ন করবে।)) এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) রিয়াদুস সালেহীন গ্রন্থে বলেছেন—মানুষের পরিবর্তন ও সময়ের কলুষতা এবং ফিতনার আশঙ্কা ও অনুরূপ পরিস্থিতিতে নির্জনতা অবলম্বনের মুস্তাহাব হওয়া সংক্রান্ত অধ্যায়।

জেনে রাখুন যে, সেই মুমিনই সর্বোত্তম যে মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে,

(ص: 510) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

هذا أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، ولكن أحياناً تحدث أمور تكون العزلة فيها خيراً من الاختلاط بالناس؛ من ذلك إذا خاف الإنسان على نفسه فتنة، مثل أن يكون في بلد يطالب فيها بأن ينحرف عن دينه، أو يدعو إلى بدعة، أو يرى الفسوق الكثير فيها، أو يخشى على نفسه من الفواحش، وما أشبه ذلك، فهنا العزلة خير له.

ولهذا أمر الإنسان أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومن بلد الفسوق إلى بلد الاستقامة، فكذا إذا تغير الناس والزمان؛ ولهذا صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يوشك أن يكون خير مأل الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن)). فهذا هو التقسيم؛ العزلة خير إن كان في الاختلاط شر وفتنة في الدين، وإلا فالأصل أن الاختلاط هو الخير، يختلط الإنسان مع الناس فيأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، يدعو إلى حق، يبين السنة للناس، فهذا خير. لكن إذا عجز عن الصبر وكثرت الفتن؛ فالعزلة خير ولو أن يعبد الله على رأس جبل أو في قعر وادٍ.

وبَيَّن النبي عليه الصلاة والسلام فضل الرجل الذي يحبه الله عز وجل فقال: ((إن الله يحبَّ العبدَ التقى الغني الخفي)).

التقي: الذي يتقي الله عز وجل، فيقوم بأوامره، ويجتنب نواهيه؛ يقوم بأوامره من فعل الصلاة وأدائها في جماعة، يقوم بأوامره من أداء الزكاة وإعطائها مستحقيها، يصوم رمضان، ويحج البيت، يبر والديه، يصل أرحامه، يحسن إلى جيرانه، يحسن إلى اليتامى، إلى غير ذلك من أنواع التقى والبر وأبواب الخير.

এটি সেই মুমিন অপেক্ষা উত্তম, যে মানুষের সাথে মেলামেশা করে না এবং তাদের দেওয়া কষ্টের ওপর ধৈর্য ধারণ করে না। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যখন মানুষের সাথে মেলামেশার চেয়ে নির্জনবাস বা একাকী থাকা শ্রেয় হয়ে দাঁড়ায়। এর মধ্যে একটি হলো যখন কোনো ব্যক্তি নিজের দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনার আশঙ্কা করে। যেমন এমন কোনো দেশে অবস্থান করা যেখানে তাকে ধর্ম থেকে বিচ্যুত হতে বাধ্য করা হয়, অথবা বিদআতের দিকে আহ্বান করা হয়, কিংবা যেখানে পাপাচার অত্যন্ত ব্যাপক আকারে দেখা যায়, অথবা যেখানে নিজের চারিত্রিক পবিত্রতা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে; এমন সব পরিস্থিতিতে নির্জনবাসই তার জন্য কল্যাণকর।

এই কারণেই মানুষকে শিরকের দেশ থেকে ইসলামের দেশে এবং পাপাচারের জনপদ থেকে দ্বীনদারির জনপদে হিজরত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইভাবে যখন মানুষ ও কাল পরিবর্তিত হয়ে যায় (তখনও এটি প্রযোজ্য)। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "শীঘ্রই এমন এক সময় আসবে যখন একজন ব্যক্তির সর্বোত্তম সম্পদ হবে কতগুলো ছাগল, যা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় এবং বৃষ্টিপাতের স্থানে চলে যাবে; সে ফিতনা থেকে নিজের দ্বীনকে রক্ষা করতে পলায়ন করবে।"

সুতরাং বিষয়টি হলো এই: যদি মেলামেশার মধ্যে অনিষ্ট থাকে এবং দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনার আশঙ্কা থাকে তবে নির্জনবাসই উত্তম। অন্যথায় মূল বিধান হলো মানুষের সাথে মেলামেশা করাই উত্তম; মানুষ একে অপরের সাথে মেলামেশা করবে, সৎকাজের আদেশ দিবে, অসৎকাজে বাধা দিবে, হকের দিকে দাওয়াত দিবে এবং মানুষের নিকট সুন্নাহকে সুস্পষ্ট করবে—এটাই কল্যাণকর। কিন্তু যখন কেউ ধৈর্য ধারণে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং ফিতনা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়, তখন নির্জনবাসই শ্রেয়, হোক তা পাহাড়ের চূড়ায় অথবা কোনো উপত্যকার গভীরে আল্লাহর ইবাদত করার মাধ্যমে।

নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সেই ব্যক্তির মর্যাদা বর্ণনা করেছেন যাকে মহান আল্লাহ ভালোবাসেন। তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন বান্দাকে ভালোবাসেন যে মুত্তাকী (আল্লাহভীরু), অমুখাপেক্ষী এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে।"

মুত্তাকী বা পরহেজগার হলেন তিনি, যিনি মহান আল্লাহকে ভয় করেন, ফলে তাঁর আদেশসমূহ পালন করেন এবং তাঁর নিষেধসমূহ বর্জন করেন। তিনি আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে সালাত কায়েম করেন এবং জামাতের সাথে তা আদায় করেন; যাকাত আদায় করেন এবং তা হকদারদের নিকট পৌঁছে দেন; রমজানের রোজা পালন করেন এবং বায়তুল্লাহর হজ সম্পাদন করেন; পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করেন; আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন; প্রতিবেশীর সাথে সদয় ব্যবহার করেন; এতিমদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন এবং এ জাতীয় অন্যান্য তাকওয়া, পুণ্য ও কল্যাণের কাজসমূহ সম্পাদন করেন।

(ص: 511) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الغني: الذي استغنى بنفسه عن الناس، غني الله عز وجل عن سواه، لا يسأل الناس شيئاً، ولا يتعرض للناس بتذلل؛ بل هو غني عن الناس، عارف نفسه، مستغن بربه، لا يلتفت إلى غيره.

الخفي: هو الذي لا يظهر نفسه، ولا يهتم أن يظهر عند الناس، أو يشار إليه بالبنان، أو يتحدث الناس عنه، تجده من بيته إلى المسجد، ومن مسجده إلى بيته، ومن بيته إلى أقاربه وإخوانه خفي، يخفي نفسه.

ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان إذا أعطاه الله علماً أن يتوقع في بيته ولا يعلم الناس، هذا يعارض التقى، فتعليمه الناس خيراً من كونه يقبع في بيته ولا ينفع الناس بعلمه، أو يقعد في بيته ولا ينفع الناس بآله.

لكن إذا دار الأمر بين أن يُلْمَعَ نفسه ويظهر نفسه ويبين نفسه، وبين أن يخفيها، فحينئذٍ يختار الخفاء، أما إذا كان لا بد من إظهار نفسه فلا بد أن يظهرها، هذا ممن يحبه الله عز وجل، وفيه الحث على أن الإنسان يكون خفياً، يكون غنياً عن غيره عن غير الله عز وجل، يكون تقياً لربه سبحانه وتعالى حتى يعبد الله سبحانه وتعالى في خير وعافية.

* * *

600/4- وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم)) فقال أصحابه: وأنت؟ قال: ((نعم، كنت أُرعاها على قراريط لأهل مكة)) رواه البخاري.

আল-গণি (অভাবমুক্ত): যিনি মানুষের থেকে অমুখাপেক্ষী হয়েছেন, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্য সবার থেকে অমুখাপেক্ষীতা লাভ করেছেন। তিনি মানুষের কাছে কিছু যাচনা করেন না এবং হীনম্মন্যতা নিয়ে মানুষের মুখোমুখি হন না; বরং তিনি মানুষের থেকে অমুখাপেক্ষী, স্থায়ী সন্তা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত, আপন রবের মাধ্যমে পরিতৃপ্ত এবং অন্য কারও দিকে ঋক্ষিপ করেন না।

আল-খাফি (অপ্রকাশ্য): তিনি এমন এক ব্যক্তি যিনি নিজেকে জাহির করেন না এবং মানুষের কাছে প্রকাশিত হওয়ার ব্যাপারে গুরুত্ব দেন না, কিংবা মানুষ আঙুল দিয়ে তাকে নির্দেশ করবে বা তাকে নিয়ে আলোচনা করবে—এমন আকাঙ্ক্ষাও পোষণ করেন না। আপনি তাকে দেখবেন তার ঘর থেকে মসজিদে, মসজিদ থেকে ঘরে এবং ঘর থেকে আত্মীয়-স্বজন ও ভাইদের কাছে যাতায়াতের ক্ষেত্রে তিনি নিভৃতচারী, নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখেন।

তবে এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ যদি কাউকে ইলম (জ্ঞান) দান করেন তবে সে তার ঘরে গুটিয়ে থাকবে এবং মানুষকে শিক্ষা দেবে না। এটি তাকওয়ার পরিপন্থী। কেননা, মানুষকে তার শিক্ষা দান করা ঘরে নিষ্ক্রিয় বসে থাকা এবং আপন ইলম দ্বারা মানুষকে উপকৃত না করার

চেয়ে উত্তম; অথবা ঘরে বসে থেকে আপন সম্পদ দ্বারা মানুষকে উপকৃত না করার চেয়েও শ্রেয়।

কিন্তু যদি বিষয়টি এমন পর্যায়ে দাঁড়ায় যে, নিজেকে চাকচিক্যময় করা ও জাহির করা বনাম নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখা—এই দুটির মধ্যে কোনোটি বেছে নিতে হবে, তখন সে অপ্রকাশ্য থাকাকেই বেছে নেয়। পক্ষান্তরে যদি নিজেকে প্রকাশ করা অনিবার্য হয়ে পড়ে, তবে তাকে অবশ্যই তা করতে হবে। এই গুণসম্পন্ন ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রিয়ভাজনদের অন্তর্ভুক্ত। এতে মানুষকে নিভৃতচারী হওয়ার, আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য সকলের থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়ার এবং আপন রবের প্রতি মুত্তাকি হওয়ার বিষয়ে উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে সে কল্যাণ ও সুস্থতার সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদত করতে পারে।

* * *

৪/৬০০- আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আল্লাহ এমন কোনো নবী প্রেরণ করেননি যিনি বকরি চরাননি।” তাঁর সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন: আপনিও কি? তিনি বললেন: “হ্যাঁ, আমি মক্কাবাসীদের বকরিগুলো কতিপয় কিরাতের (মুদ্রার ক্ষুদ্র অংশ) বিনিময়ে চরাতাম।” বুখারি এটি বর্ণনা করেছেন।

(ص: 512) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

601/5- وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ((من خير معاش الناس لهم رجلٌ ممسكٌ عنانَ فرسه في سبيل الله، يطيرُ على متنه، كلما سمع هيلة أو فزعة، طار عليه يبتغي القتل، أو الموت مظانه، أو رجلٌ في غُنيبةٍ في رأس

شعفة من هذه الشعف، أو بطن وادٍ من هذه الأودية، يُقيمُ الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خيرٍ)) رواه مسلم.
((يطير)) أي يُسرِع. ((ومتنه)) : أي ظهْرُه. ((والهيعة)) : الصوتُ للحرب.

[الشَّرْحُ]

هذان الحديثان في باب استحباب العزلة عن الناس عند خوف الفتنة: الأول حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم)) ، يعني ما من نبي من الأنبياء أرسله الله عز وجل إلى عبادة إلا رعى الغنم، قالوا: وأنت؟ قال: ((نعم، كنت أرهاها على قراريط لأهل مكة)) ، حتى النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم.

قال العلماء: والحكمة من ذلك أن يتمرن الإنسان على رعاية الخلق وتوجيههم إلى ما فيه الصلاح، لأن الراعي للغنم تارة يوجهها إلى وادٍ مزهر مخضر، وتارة على وادٍ خلاف ذلك، وتارة إلى أرض ليس فيها هذا ولا هذا، وتارة لا يرعاها أبداً، وتارة يبقيها واقفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سيرعى الأمة ويوجهها إلى الخير عن علم وهدى وبصيرة؛

৫/৬০১- তাঁর (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন) সূত্রে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন: ((মানুষের জীবনযাপনের সর্বোত্তম নমুনা হলো সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর পথে তার ঘোড়ার লাগাম আঁকড়ে ধরে থাকে এবং তার পিঠে সওয়ার হয়ে দ্রুতবেগে ছুটে চলে। যখনই সে কোনো যুদ্ধের আওয়াজ বা ভীতিপ্রদ ডাক শোনে, সে তার ওপর সওয়ার হয়ে দ্রুতবেগে সেদিকে ছুটে যায় এবং যেখানে মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে শাহাদাত বা মৃত্যু অশ্বেষণ করে। অথবা সেই ব্যক্তি, যে তার একপাল মেঘ নিয়ে কোনো পাহাড়ের চূড়ায় অথবা কোনো উপত্যকার গভীরে অবস্থান করে, সালাত কায়েম করে, জাকাত প্রদান করে এবং মৃত্যু আসার আগ পর্যন্ত নিজ প্রতিপালকের ইবাদত করতে থাকে। সে মানুষের মধ্যে কেবল কল্যাণেই লিপ্ত থাকে।)) এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

((দ্রুতবেগে ছুটে চলা)) অর্থাৎ দ্রুতগতিতে যাওয়া। ((তার পিঠ)) : অর্থাৎ তার পিঠের উপরিভাগ। ((যুদ্ধের আওয়াজ)) : অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য উচ্চ শব্দ বা ডাক।

[ব্যাখ্যা]

এই দুটি হাদিস ফিতনার আশঙ্কার সময় মানুষের থেকে নির্জনতা অবলম্বন করা মুস্তাহাব হওয়ার পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত: প্রথমটি আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিস যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: ((আল্লাহ এমন কোনো নবী প্রেরণ করেননি যিনি বকরী চরাননি)), অর্থাৎ মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি যত নবী পাঠিয়েছেন, তাঁরা সকলেই বকরী চরিয়েছেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন: আর আপনি? তিনি বললেন: ((হ্যাঁ, আমি মক্কাবাসীদের জন্য কতিপয় কিরাতে বিনিময়ে বকরী চরাতাম)), এমনকি নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম)-ও বকরী চরিয়েছেন।

উলামায়ে কেরাম বলেছেন: এর গূঢ় রহস্য হলো মানুষ যেন সৃষ্টির সেবা এবং তাদের সঠিক পথে পরিচালনার ব্যাপারে প্রশিক্ষিত হতে পারে; কেননা বকরীর রাখাল কখনো সেগুলোকে সবুজ-শ্যামল ও পুষ্পিত উপত্যকায় নিয়ে যায়, কখনো তার বিপরীত কোনো উপত্যকায় নিয়ে যায়, আবার কখনো এমন ভূমিতে নিয়ে যায় যেখানে এর কোনোটিই নেই, আবার কখনো সেগুলোকে মোটেই চরায় না, কখনো বা সেগুলোকে স্থির অবস্থায় রাখে। তেমনি নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম) উম্মতকে পরিচালনা করবেন এবং ইলম, হিদায়াত ও দূরদর্শিতার সাথে তাদের কল্যাণের পথে পরিচালিত করবেন;

(ص: 513) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

كالراعي الذي عنده علم بالبراعي الحسنة، وعنده نصح وتوجيه للغنم إلى ما فيه خيرها، وما فيه غذاءها وسقائها.

واختيرت الغنم لأن الغنم صاحبها سكينه وهدوءه والاطمئنان، بخلاف الإبل؛ الإبل أصحابها في الغالب عندهم شدة وغلظة؛ لأن الإبل كذلك فيها الشدة والغلظة،

فلهذا اختار الله سبحانه وتعالى لرسله أن يرفعوا الغنم، حتى يتعودوا ويتمرنوا على رعاية الخلق.

فرسول الله صلى الله عليه وسلم راعها على قراريط لأهل مكة، وموسى عليه الصلاة والسلام راعها مهراً لابنه صاحب مدين، فإنه قال: (قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنَكِّحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ فَإِنْ أَتَيْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ) (القصص: 27).

وأما الحديث الثاني: ففيه أيضاً دليل على أن العزلة خيرٌ فيكون الإنسان ممسكاً بعنان فرسه، يطير عليه كلما سعى هيعة، يعني أنه بعيد عن الناس يحبي ثغور المسلمين، مهتم بأمور الجهاد منعزل عن الناس لكنه على أتم استعداد للنفور والجهاد كلما سعى هيعة ركب فرسه فطار به، أي مشى مشياً مسرعاً. وكذلك من كان في مكان من الأودية والشعاب منعزلاً عن الناس، يعبد الله عز وجل، ليس من الناس إلا في خير، فهذا فيه خير.

ولكننا سبق أن قلنا: إن هذه النصوص تُحمل على ما إذا كان في الاختلاط فتنة وشر، وأما إذا لم يكن فيه فتنة وشر؛ فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، خيرٌ من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم.

যেমন সেই মেঘপালক, যার উৎকৃষ্ট চারণভূমি সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে এবং মেঘপালের কল্যাণ ও তাদের খাদ্য ও পানীয়ের সংস্থানের নিমিত্তে তার নিকট সদুপদেশ ও সঠিক দিকনির্দেশনা রয়েছে।

আর মেঘপালনকে পছন্দ করা হয়েছে কারণ মেঘের মালিক সাধারণত প্রশান্তি, গাম্ভীর্য ও স্থিরতার অধিকারী হয়ে থাকেন, যা উটের মালিকদের চেয়ে ভিন্ন। উটের মালিকদের স্বভাবে সাধারণত কঠোরতা ও রুঢ়তা পরিলক্ষিত হয়; কেননা উটের প্রকৃতির মধ্যেই কঠোরতা ও রুঢ়তা বিদ্যমান। এই কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর রাসূলগণের জন্য মেঘ

চরানোকে মনোনীত করেছেন, যাতে তারা সৃষ্টির পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের বিষয়ে অভ্যস্ত ও অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে পারেন।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কাবাসীদের মেঘ চরাতেন কয়েক কিরাতের বিনিময়ে, আর মূসা (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) মাদইয়ানের অধিপতির কন্যার মোহরানা স্বরূপ মেঘ চরাতেন। সেই ব্যক্তি বলেছিলেন: (তিনি বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে; আর যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ করো, তবে সেটা তোমার পক্ষ থেকে অতিরিক্ত অনুগ্রহ হবে) (সূরা আল-কাসাস: ২৭)।

দ্বিতীয় হাদিসটির ক্ষেত্রে বলা যায়: এতে নির্জনবাস শ্রেয় হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। অর্থাৎ মানুষ তার ঘোড়ার লাগাম আঁকড়ে থাকবে এবং যখনই কোনো বিপদের সংবাদ বা আতর্নাদ শুনবে, তখনই সে দ্রুতবেগে ধাবিত হবে। এর অর্থ হলো, সে মানুষের সংস্পর্শ থেকে দূরে থেকে মুসলিমদের সীমান্ত রক্ষা করে, জিহাদের বিষয়ে সচেষ্টিত এবং মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন; কিন্তু সে জিহাদের আহ্বানে সাড়া দিতে সদা প্রস্তুত। যখনই সে কোনো বিপদের শব্দ শোনে, সে তার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়।

অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি কোনো উপত্যকায় বা গিরিপথে মানুষের সংশ্রব ত্যাগ করে নির্জনে মহান আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে এবং মানুষের সাথে কেবল কল্যাণকর বিষয়েই যুক্ত থাকে, তবে এতেও প্রভূত কল্যাণ রয়েছে।

তবে আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে: এই সকল বর্ণনা কেবল সেই পরিস্থিতির ওপর প্রযোজ্য যখন মানুষের সাথে মেলামেশার ফলে ফিতনা ও অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে। পক্ষান্তরে, যদি কোনো ফিতনা বা অনিষ্টের ভয় না থাকে, তবে যে মুমিন মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের পক্ষ থেকে আসা দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে, সে ওই মুমিনের চেয়ে উত্তম যে মানুষের সাথে মেলামেশা করে না এবং তাদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে না।

71- باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين

قال الله تعالى: (وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (الشعراء: 215) .
وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ
يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ) (المائدة: 54) وقال تعالى:
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) (الحجرات: 13) وقال تعالى: (فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى) (النجم: 32)
وقال تعالى: (وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسَيِّئَاتِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ
جَنُوعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَكْبِرُونَ) (أَهْلُوا الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا
الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ) (الأعراف: 48، 49) .

[الشَّرْحُ]

قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب التواضع وخفض الجناح
للمؤمنين.

التواضع: ضد التعالي يعني ألا يترفع الإنسان ولا يترفع على غيره، بعلم ولا نسب
ولا مال ولا جاه ولا إمارة ولا وزارة ولا غير ذلك؛ بل الواجب على المرء أن يخفض
جناحه للمؤمنين، أن يتواضع لهم كما كان أشرف الخلق وأعلاهم منزلة عند الله؛
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتواضع للمؤمنين، حتى إن الصبية لتمسك بيده
لتأخذه إلى أي مكان تريد فيقضي حاجتها عليه

আল্লাহ তাআলা বলেন: (এবং তোমার অনুসরণকারী মুমিনদের প্রতি তুমি তোমার পক্ষ নম্র করো) (আশ-শুআরা: ২১৫)।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: (হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে কেউ তার দ্বীন থেকে ফিরে গেলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় নিয়ে আসবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে; তারা মুমিনদের প্রতি বিনয়ী ও কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে) (আল-মায়িদাহ: ৫৪)। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: (হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী) (আল-হুজুরাত: ১৩)। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: (সুতরাং তোমরা নিজেদের পবিত্রতার দাবি করো না, তিনি ভাল জানেন কে আল্লাহভীরু) (আন-নাজম: ৩২)।

আল্লাহ তাআলা বলেন: (আর আরাফবাসীরা এমন কিছু লোককে ডাকবে যাদেরকে তারা তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনতে পারবে। তারা বলবে, তোমাদের দল এবং তোমাদের অহংকার তোমাদের কোনো কাজে আসেনি। এরাই কি তারা, যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম খেয়ে বলতে যে, আল্লাহ তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করবেন না? জান্নাতে প্রবেশ করো, তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না) (আল-আরাফ: ৪৮, ৪৯)।

[ব্যাক্থ্যা]

ইমাম নববী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) রিয়াদুস সালিহীন কিতাবে বলেন: বিনয় এবং মুমিনদের প্রতি নম্র হওয়ার অধ্যায়।

বিনয়: এটি অহংকারের বিপরীত। অর্থাৎ মানুষ অন্য কারোর ওপর নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করবে না এবং জ্ঞান, বংশমর্যাদা, সম্পদ, পদমর্যাদা, শাসনক্ষমতা, মন্ত্রিত্ব বা অন্য কিছুর বড়াই করে নিজেকে উচ্চাঙ্গীন ভাবে না। বরং মানুষের জন্য আবশ্যিক হলো মুমিনদের প্রতি তার পক্ষকে অবনমিত রাখা (নম্র হওয়া) এবং তাদের সাথে বিনয়ী আচরণ করা, যেমনটি ছিলেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহর কাছে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম); তিনি মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। এমনকি কোনো ছোট বালিকাও যদি তাঁর হাত

ধরে কোনো প্রয়োজনে তাঁকে কোনো স্থানে নিয়ে যেতে চাইত, তবে তিনি তার প্রয়োজন পূরণ করার জন্য সেখানে যেতেন।

(ص: 515) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الصلاة والسلام.

وقول الله تعالى: (وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ) (الحجر: 88) ، وفي آية أخرى: (لِمَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (الشعراء: 215) .

(وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ) (الشعراء: 215) : أي تواضع؛ وذلك أن المتعالي والمترفع يرى نفسه أنه كالطير يسبح في جو السماء، فأمر أن يخفض جناحه وينزله للمؤمنين الذي أتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وعلم من هذا أن الكافر لا يخفض له الجناح وهو كذلك؛ بل الكافر ترفع عليه وتعالى عليه، واجعل نفسك في موضع أعلى منه؛ لأنك مستمسك بكلمة الله، وكلمة الله هي العليا.

ولهذا قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: (أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ) (الفتح: الآية 29) ، يعني أنهم على الكفار أقوياء ذوو غلظة، أما فيما بينهم فهم رحماء.

ثم ساق المؤلف الآية الثانية وهي قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ) (المائدة: 54) ، أي من يرجع منكم عن دينه فيكون كافراً بعد أن كان مؤمناً.

وهذا قد يقع من الناس، أن يكون الإنسان داخلاً في الإسلام عاملاً به، ثم يزيغهُ الشيطان- والعياذ بالله- حتى يرتد عن دينه، فإذا ارتد عن دينه فإنه لا يكون ولياً للمؤمنين، ولا يكون معيناً للمؤمنين، ولذا قال (يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ) يعني بقوم مؤمنين، (يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ).

(أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ) ، فهم في جانب المؤمنين

দরুদ ও সালাম।

আর মহান আল্লাহর বাণী: "এবং মুমিনদের জন্য তোমার ডানা অবনমিত করো" (সূরা আল-হিজর: ৮৮), এবং অন্য আয়াতে: "মুমিনদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে তাদের জন্য তোমার ডানা অবনমিত করো" (সূরা আশ-শুআরা: ২১৫)।

"এবং তোমার ডানা অবনমিত করো" (সূরা আশ-শুআরা: ২১৫): অর্থাৎ বিনয়ী হও। এর কারণ হলো, অহংকারী ও উদ্ধত ব্যক্তি নিজেকে এমন এক পাখির মতো মনে করে যে আকাশের শূন্যতায় উড়ে বেড়ায়। তাই তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন সে তার ডানা অবনমিত করে এবং সেই সব মুমিনদের জন্য তা নামিয়ে দেয় যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করেছেন।

এর থেকে এটি জানা যায় যে, কাফেরের প্রতি ডানা অবনমিত করা যাবে না এবং বিষয়টি ঠিক এমনই; বরং কাফেরের ওপর নিজেকে উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করো এবং নিজেকে তার চেয়ে উচ্চ স্থানে রাখো; কেননা তুমি আল্লাহর কালিমার (বাণীর) ওপর সুদৃঢ় আছ, আর আল্লাহর কালিমাই হচ্ছে সর্বোন্নত।

এ কারণেই মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন: "তারা কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত দয়ালু" (সূরা আল-ফাতহ: আয়াত ২৯)। অর্থাৎ তারা কাফেরদের মোকাবিলায় শক্তিশালী ও কঠোর, কিন্তু নিজেদের মধ্যে তারা অত্যন্ত করুণাময়।

এরপর গ্রন্থকার দ্বিতীয় আয়াতটি উল্লেখ করেছেন, যা মহান আল্লাহর বাণী: "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যাবে, তবে শীঘ্রই আল্লাহ এমন এক

জাতি নিয়ে আসবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে; তারা মুমিনদের প্রতি বিনম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে" (সূরা আল-মায়িদাহ: ৫৪)। অর্থাৎ তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি নিজের দ্বীন ত্যাগ করবে, ফলে মুমিন হওয়ার পর সে কাফের হয়ে যাবে।

মানুষের মধ্যে এমন ঘটনা ঘটতে পারে যে, কোনো ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করল এবং সে অনুযায়ী আমল করল, তারপর শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করল—আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই—এমনকি সে নিজের দ্বীন থেকে ফিরে গেল (মুরতাদ হলো)। যদি সে নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যায়, তবে সে আর মুমিনদের বন্ধু থাকে না এবং মুমিনদের সাহায্যকারীও থাকে না। এ কারণেই আল্লাহ বলেছেন: "আল্লাহ এমন এক জাতি নিয়ে আসবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে" অর্থাৎ এমন এক মুমিন জাতি যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে।

"তারা মুমিনদের প্রতি বিনম্র এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে, তারা জিহাদ করবে", সুতরাং তারা মুমিনদের পক্ষে...

(ص: 516) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

أذلة لا يترفعون عليهم، ولا يأخذون بالعزة عليهم، ولكنه يذلون لهم، أما على الكفار فهم أعزة مترفعون، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتوهم في طريق فأضطروهم إلى أضييقه)) إذلاً لهم، وخذلاناً لهم؛ لأنهم أعدى أعداء لك، وأعداء لربك، وأعداء لرسولك، وأعداء لدينك، وأعداء لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي هذه الآية دليل على إثبات المحبة من الله عز وجل، وأن الله يحب ويحب (فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ)، وهذا الحب حبٌ عظيمٌ لا يباثله شيء،

تجد المحب لله عز وجل ترخص عنده الدنيا، والأهل، والأموال؛ بل والنفس، فيما يرضي الله عز وجل، ولهذا يبذل ويعرض رقبته لأعداء الله، محبة في نصرته الله عز وجل ونصرة دينه، وهذا دليل على أن الإنسان مقدم ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه.

ومن علامات محبة الله: إن الإنسان يديم ذكر الله؛ يذكر ربه دائماً بقلبه ولسانه وجوارحه.

من علامات محبة الله: أن يحب من أحب الله عز وجل من الأشخاص، فيحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب الخلفاء الراشدين، ويحب الأئمة، ويحب من كان في وقته من أهل العلم والصلاح.

من علامات محبة الله: أن يقوم الإنسان بطاعة الله، مقدماً ذلك على

তারা বিনয়ী, তাদের প্রতি অহংকার করে না এবং তাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে না, বরং তাদের প্রতি নম্র হয়; তবে কাফিরদের বিরুদ্ধে তারা প্রতাপশালী ও সুউচ্চ। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের আগে সালাম দিয়ো না এবং যদি পথের কোনো স্থানে তাদের সাথে তোমাদের দেখা হয়, তবে তাদেরকে সংকীর্ণ পথে যেতে বাধ্য করো।” এটি তাদের লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করার জন্য; কারণ তারা আপনার, আপনার প্রতিপালকের, আপনার রাসুলের, আপনার দ্বীনের এবং আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর চরম শত্রু।

এই আয়াতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ভালোবাসার গুণ সাব্যস্ত হওয়ার প্রমাণ রয়েছে এবং এটিও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ ভালোবাসেন এবং তাঁকে ভালোবাসা হয় (অচিরেই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় নিয়ে আসবেন যাদের তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে)। এই ভালোবাসা এক মহান ভালোবাসা যার কোনো তুলনা নেই। আপনি দেখবেন মহান আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা পোষণকারীর নিকট দুনিয়া, পরিবার, সম্পদ এমনকি নিজ জীবনও সেই কাজে তুচ্ছ হয়ে যায় যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এই কারণেই সে আল্লাহর সাহায্য ও তাঁর দ্বীনের বিজয়ের ভালোবাসায় আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে নিজের জীবন উৎসর্গ

করে। এটিই প্রমাণ করে যে, মানুষ তার কুপ্রবৃত্তির চাহিদার ওপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা পছন্দ করেন তাকেই প্রাধান্য দেয়।

আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার অন্যতম নিদর্শন হলো: মানুষ সর্বদা আল্লাহর জিকির বা স্মরণে মগ্ন থাকবে; সে সর্বদা তার অন্তর, জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে তার প্রতিপালককে স্মরণ করবে।

আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার একটি নিদর্শন হলো: মহান আল্লাহ যাদের ভালোবাসেন সেই ব্যক্তিদের ভালোবাসা। ফলে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসবে, খুলাফায়ে রাশিদিনকে ভালোবাসবে, ইমামগণকে ভালোবাসবে এবং তার সমসাময়িক ইলম ও আমলের অধিকারী সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের ভালোবাসবে।

আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার অন্যতম নিদর্শন হলো: মানুষ আল্লাহর আনুগত্য করা, এবং একে প্রাধান্য দেওয়া...

(ص: 517) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

হোহা, فَإِذَا أَدْنَى الْبُؤْذَن يَقُولُ: حي على الصلاة، ترك عمله وأقبل إلى الصلاة؛ لأنه يحب ما يرضي الله أكثر مما ما ترضي به نفسه.

ولمحببة الله علامات كثيرة، إذا أحب الإنسان ربه فألله عز وجل أسرع إليه حباً؛ لأنه قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ((ومن أتاني يمشي أتيتته هرولة)) ، وإذا أحبه الله فهذا هو المقصود، وهذا هو الأعظم.

ولهذا قال تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ) (آل عمران: 31) ، ولم يقل: فاتبعوني تصدقوا الله، بل قال: (يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ)؛ لأن هذه هي الثمرة أن يحب الربُّ عز وجل عبده، فإذا أحب عبده نال خيري الدنيا والآخرة. جعلني الله وإياكم من أحبائه.

وفي قوله: (وَيُحِبُّونَهُ) دليلٌ على إثبات محبة العبد لربه، وهذا أمر واضحٌ واقعٌ مشاهد، يجد الإنسان من قلبه ميلاً إلى ما يرضي الله، وهذا يدل على أنه يحب الله عز وجل.

والإنسان المؤمن البوفق لهذه الصفة العظيمة، تجده يحب الله أكثر من نفسه، أكثر من ولده، أكثر من أمه، أكثر من أبيه، يحب الله أكثر من كل شيء، ويحب البرء؛ لأنه يحب الله، ومعلوم أن المحب يحب أحبب حبيبته، فتجد هذا الرجل لمحبته لله يحب من يحبه الله عز وجل من الأشخاص، وما يحبه من الأعمال، وما يحبه من الأقوال.

তার প্রবৃত্তি। এমতাবস্থায় যখন মুয়াজ্জিন আযান দিয়ে বলে: ‘নামাযের দিকে এসো’, তখন সে তার কাজ ত্যাগ করে নামাযের দিকে অগ্রসর হয়; কারণ সে নিজের নফস যা পছন্দ করে তার চেয়ে আল্লাহ যাতে সন্তুষ্ট হন তাকেই অধিক ভালোবাসে।

আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার অনেক নিদর্শন রয়েছে। মানুষ যখন তার প্রতিপালককে ভালোবাসে, তখন মহান আল্লাহ তার প্রতি ভালোবাসা নিয়ে অধিক দ্রুত এগিয়ে আসেন; কারণ তিনি পবিত্র হাদীসে কুদসীতে বলেছেন: “আর যে ব্যক্তি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দ্রুতবেগে আসি।” আর যদি আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন তবে সেটিই হচ্ছে মূল লক্ষ্য এবং সেটিই সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়।

এই কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন) (আল-ইমরান: ৩১)। তিনি ‘আমার অনুসরণ করো যাতে তোমরা আল্লাহর সত্যতা প্রমাণ করতে পারো’ এটি বলেননি, বরং বলেছেন: (আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন); কারণ মহান প্রতিপালক তাঁর বান্দাকে ভালোবাসবেন—এটাই হলো প্রকৃত ফলাফল। সুতরাং তিনি যখন তাঁর বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন সে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করে। আল্লাহ আমাকে এবং আপনাদেরকে তাঁর প্রিয়ভাজনদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

আর তাঁর বাণী: (এবং তারা তাঁকে ভালোবাসে)-এর মধ্যে বান্দার পক্ষ থেকে তার প্রতিপালকের প্রতি ভালোবাসা সাব্যস্ত হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। এটি একটি সুস্পষ্ট ও বাস্তব দৃশ্যমান বিষয়; মানুষ তার হৃদয়ে আল্লাহ যা পছন্দ করেন তার প্রতি এক ধরনের ঝাঁক খুঁজে পায়, যা প্রমাণ করে যে সে মহান আল্লাহকে ভালোবাসে।

আর যে মুমিন ব্যক্তি এই মহান গুণের তাওফিক লাভ করেছেন, তাকে আপনি দেখবেন যে সে আল্লাহকে নিজের জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসে, নিজের সন্তানের চেয়ে বেশি, মায়ের চেয়ে বেশি এবং নিজের পিতার চেয়েও বেশি ভালোবাসে; সে আল্লাহকে অন্য সবকিছুর চেয়ে অধিক ভালোবাসে। সে কোনো মানুষকে ভালোবাসলে কেবল আল্লাহর জন্যই ভালোবাসে। আর এটি সর্বজনবিদিত যে, প্রেমিক তার প্রিয়তমের প্রিয়দেরও ভালোবাসে। তাই আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার দরুন আপনি এই ব্যক্তিকে দেখবেন যে, আল্লাহ মহান ব্যক্তিদের মধ্যে যাদের ভালোবাসেন, আমলগুলোর মধ্যে যা কিছু পছন্দ করেন এবং কথাগুলোর মধ্যে যা কিছু পছন্দ করেন, সেও সেগুলোকে ভালোবাসে।

(ص: 518) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ثم ذكر المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين تحت عنوان باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين في سياق الآيات المتعلقة بهذا الموضوع وقال: **وقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) (الحجرات: 13)**، يخاطب الله عز وجل الناس كلهم مبيناً أنه خلقهم من ذكر وأنثى أي من هذا الجنس أو من هذا الشخص. يعني إما أن يكون المراد بالذكر والأنثى آدم وحواء.

أو أن المراد الجنس أي أن بني آدم خلقوا كلهم من ذكر وأنثى. وهذا هو الغالب، وهو الأكثر.

وإلا فإن الله خلق آدم من غير أم ولا أب، خلقه من تراب، من طين، من صلصال كالفخار، ثم نفخ فيه من روحه، خلق له روحاً فنفخها فيه فصار بشراً سوياً.

وخلق الله حواء من أب بلا أم.

وخلق الله عيسى من أم بلا أب.

وخلق الله سائر البشر من أم وأب.

والإنسان أيضاً كما أنه أربع أنواع من جهة مادة خلقه، كذلك هو أربعة أنواع من جهة جنس الخلق، يقول الله عز وجل: (لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنِثَاءً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ) (أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنِثَاءً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ) (الشورى: 49، 50).

এরপর লেখক হাফিজ আন-নববী (রাহিমাল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালাহীন' গ্রন্থে 'মুমিনদের প্রতি বিনয় ও নম্রতা' শীর্ষক অধ্যায়ে এই বিষয় সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের আলোচনায় উল্লেখ করেছেন এবং মহান আল্লাহর এই বাণীটি উদ্ধৃত করেছেন: "হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াসম্পন্ন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবগত।" (আল-হুজুরাত: ১৩)। এখানে মহান আল্লাহ সকল মানুষকে সম্বোধন করে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ এই লিঙ্গ থেকে অথবা এই নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্ব থেকে।

অর্থাৎ হয় 'পুরুষ ও নারী' দ্বারা আদম ও হাওয়াকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো লিঙ্গ, অর্থাৎ আদম সন্তানরা সবাই এক পুরুষ ও এক নারীর মিলনে সৃষ্টি হয়েছে। আর এটিই হচ্ছে সাধারণ ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়ম।

অন্যথা, আল্লাহ তাআলা আদমকে পিতা ও মাতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন; তাঁকে মাটি থেকে, কাদা থেকে, পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি তাঁর মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন; তাঁর জন্য একটি রুহ সৃষ্টি করে তা তাঁর মধ্যে ফুঁকে দিয়েছেন, ফলে তিনি একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হন।

এবং আল্লাহ তাআলা হাওয়াকে পিতা থেকে মা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন।

আর আল্লাহ তাআলা ঈসাকে মাতা থেকে পিতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন।

এবং আল্লাহ বাকি সমস্ত মানুষকে পিতা ও মাতা থেকে সৃষ্টি করেছেন।

মানুষ যেমন তার সৃষ্টির উপাদানের দিক থেকে চার প্রকার, তেমনি জন্মের লিঙ্গীয় বিন্যাসের দিক থেকেও চার প্রকারের হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন: "আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তিনি তাদের পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা তিনি বক্ষ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।" (আশ-শুরা: ৪৯, ৫০)।

(ص: 519) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

هذه أيضاً أربعة أقسام:

(يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا) أي: بلا ذكور، يعني يوجد بعض الناس يولد له الإناث ولا يولد له ذكور أبداً، كل نسله إناث.

(وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ) فيكون كل نسله ذكوراً بلا إناث.

(أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا) يزوجهم يعني يصنفهم؛ لأن الزوج يعني الصنف، كما قال تعالى: (وَأَخْرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ) (ص: 58). يعني أصناف، وقال: (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ) (الصفات: 22)، أي أصنافهم وأشكالهم، يزوجهم يعني يصنفهم ذكراناً وإناثاً، هذه ثلاثة أقسام.

القسم الرابع: (وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً) لا يولد له لا ذكر ولا أنثى، لأن الله سبحانه وتعالى له ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء، لا معقب لحكمه وهو السميع العليم.

يقول جل ذكره: (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ)، الشعوب: الطوائف الكبيرة؛ كالعرب والعجم وما أشبه ذلك، والقبائل: ما دون ذلك، جمع قبيلة، فالناس بنو آدم شعوب وقبائل.

شعوب: أمم عظيمة كبيرة: كما تقول: العرب - بجميع أصنافهم، والعجم بجميع أصنافهم، كذلك القبائل دون ذلك، كما تقول: قريش، بنو تميم، وما أشبه ذلك، هؤلاء القبائل.

(لِتَعَارَفُوا): هذه هي الحكمة من أن الله جعلنا شعوباً وقبائل من أجل أن يعرف بعضنا بعضاً، هذا عربي، وهذا عجمي، هذا من بني تميم

এগুলোও চার প্রকার:

(তিনি যাকে ইচ্ছা করেন কন্যা সন্তান দান করেন) অর্থাৎ: পুত্র সন্তান ছাড়া। এর অর্থ হলো, কিছু মানুষ এমন আছে যাদের শুধু কন্যা সন্তানই জন্ম নেয় এবং কখনোই কোনো পুত্র সন্তান জন্ম নেয় না; তাদের সকল বংশধরই কন্যা।

(এবং তিনি যাকে ইচ্ছা করেন পুত্র সন্তান দান করেন) ফলে তার সকল বংশধরই পুত্র হয়, কোনো কন্যা হয় না।

(অথবা তিনি তাদের পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন) 'তাদের জোড়া করে দেন' অর্থাৎ তাদের শ্রেণীবদ্ধ করেন; কারণ 'যাওজ' (জোড়া) মানে হলো শ্রেণী বা প্রকার। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: (এবং একই প্রকৃতির আরও অনেক জোড়া) (সূরা সাদ: ৫৮)। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার। তিনি আরও বলেছেন: (একত্রিত করো যালিমদের এবং তাদের সহচরদের) (সূরা আস-সাফফাত: ২২), অর্থাৎ তাদের সমশ্রেণী ও সমমনাদের। তাদের জোড়া করে দেওয়ার অর্থ হলো তাদের পুত্র ও কন্যা উভয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা। এগুলো হলো তিনটি প্রকার।

চতুর্থ প্রকার: (এবং তিনি যাকে ইচ্ছা করেন বক্ষ্যা করে দেন) যার কোনো পুত্র বা কন্যা কিছুই জন্ম নেয় না। কারণ আসমান ও যমীনের রাজত্ব একমাত্র মহান আল্লাহরই; তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর কোনো হস্তক্ষেপকারী নেই এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন: (এবং আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি)। 'শুউব' (জাতিসমূহ) হলো: বৃহৎ গোষ্ঠী; যেমন আরব, অনারব এবং অনুরূপ অন্যান্য। আর 'কাবায়িল' (গোত্রসমূহ) হলো: তার চেয়ে ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠী, এটি 'কাবিলাহ' শব্দের বহুবচন। সুতরাং আদম সন্তান বা মানুষ হলো বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের সমষ্টি। জাতিসমূহ বলতে বিশাল ও মহান উম্মত বুঝায়; যেমন আপনি বলতে পারেন: আরব—তাদের সকল প্রকারসহ, এবং অনারব—তাদের সকল প্রকারসহ। তেমনিভাবে গোত্রসমূহ এর চেয়ে ক্ষুদ্রতর; যেমন আপনি বলতে পারেন: কুরাইশ, বনু তামিম এবং অনুরূপ অন্যান্য; এগুলো হলো গোত্র। (যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো): এটিই হলো সেই হিকমত বা প্রজ্ঞা যার কারণে আল্লাহ আমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছেন, যাতে আমরা একে অপরকে চিনতে পারি—যেমন এটি আরব, এটি অনারব, এটি বনু তামিম গোত্রের...

(ص: 520) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

هذا من قريش، هذا من خزاعة، وهكذا.

فَاللّٰهُ جَعَلَ هَذِهِ الْقَبَائِلَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَعْرِفَ بَعْضُنَا بَعْضًا، لِأَنَّ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَفْخَرُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ، فَيَقُولُ: أَنَا عَرَبِيٌّ وَأَنْتَ عَجَبِي، أَنَا قَبِيلِيٌّ وَأَنْتَ خَضِيرِي، أَنَا غَنِيٌّ وَأَنْتَ فَقِيرٌ، هَذَا مِنْ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ، لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَافَ إِلَّا مِنْ أَجْلِ التَّعَارُفِ لَا مِنْ أَجْلِ التَّفَاخُرِ، وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ((إِنْ

الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقيّ وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب)).

فأفضل في الإسلام بالتقوى، أكرمنا عند الله هو أتقانا لله عز وجل، فمن كان لله أتقى فهو عند الله أكرم.

ولكن يجب أن نعلم أن بعض القبائل أو بعض الشعوب أفضل من بعض، فالشعب الذي بعث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل الشعوب، شعب العرب أفضل الشعوب، لأن الله قال في كتابه: (اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ) (الأنعام: 124). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا)).

ولا يعني هذا إهدار الجنس البشري بالكلية، لكن التفاخر هو

ইনি কুরাইশ বংশের, ইনি খুযাআ গোত্রের, এবং এভাবে আরও।

সুতরাং আল্লাহ এই গোত্রসমূহকে সৃষ্টি করেছেন যাতে আমরা একে অপরকে চিনতে পারি, একে অপরের ওপর অহংকার করার জন্য নয়; যে বলবে: আমি আরব আর তুমি অনারব, আমি উচ্চ বংশীয় আর তুমি নিচু বংশীয়, আমি ধনী আর তুমি দরিদ্র—এই সবই জাহেলিয়াতের দাবি, যা থেকে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ এই বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ করেছেন কেবল পরিচিতি লাভের উদ্দেশ্যে, পারস্পরিক বড়াই বা দস্তুর জন্য নয়। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের দস্ত এবং পূর্বপুরুষদের নিয়ে অহংকার দূর করে দিয়েছেন। মানুষ হয় মুত্তাকী মুমিন অথবা হতভাগ্য পাপিষ্ঠ। তোমরা সবাই আদমের সন্তান, আর আদম মাটি থেকে সৃষ্টি।" ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হয় তাকওয়া বা আল্লাহভীতির মাধ্যমে। আল্লাহর নিকট আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বাধিক মর্যাদাবান, যে মহান আল্লাহর প্রতি সর্বাধিক তাকওয়াশীল। সুতরাং যে আল্লাহর প্রতি অধিক মুত্তাকী, সে-ই আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত।

তবে আমাদের জানা আবশ্যিক যে, কোনো কোনো গোত্র বা জাতি অন্য জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যে জাতির মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন, তারা শ্রেষ্ঠ জাতি। আরবরা হলো শ্রেষ্ঠ জাতি; কারণ আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন: (আল্লাহ ভালো করেই জানেন কোথায় তাঁর রিসালাত বা নবুওয়াত অর্পণ করতে হবে) (আল-আন'আম: ১২৪)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন: "মানুষ খনিজ পদার্থের ন্যায়; জাহেলিয়াতের যুগে যারা শ্রেষ্ঠ ছিল, ইসলাম গ্রহণের পরও তারা শ্রেষ্ঠ, যদি তারা দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করে।"

এর অর্থ এই নয় যে, মানবজাতিকে সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা করা হবে, বরং অহংকার হচ্ছে...

(ص: 521) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

المسنوع، أما التفاضل فإن الله يفضل بعض الأجناس على بعض، فالعرب أفضل من غيرهم، جنس العرب أفضل من جنس العجم، لكن إذا كان العربي غير متقٍ والعجمي متقياً، فالعجمي عند الله أكرم من العربي. ثم ساق المؤلف الآيات الأخرى: (فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى) لا تزكوها: أي لا تصفوها بالزكاة افتخاراً، وأما التحدث بنعمة الله على العبد مثل أن يقول القائل: كان مسرفاً على نفسه، كان منحرفاً، فهذه الله ووفقه ولزم الاستقامة؛ تحدثاً بنعمة الله لا تزكيه لنفسه؛ فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه أن يذكر الإنسان نعمة الله عليه في الهداية والتوفيق، كما أنه لا حرج أن يذكر نعمة الله عليه بالغنى بعد الفقر.

وقوله: (هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى) هو أي: الرب عز وجل، (أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى) وكم من شخصين يقومان بعلم أو يدعان عملاً وبينهما في التقى مثل ما بين السماء والأرض، ولهذا قال: (هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى)؛ تجد الشخصين يصليان كل واحد جنب الآخر، لكن بين ما في قلوبهما من التقوى مثل ما بين السماء والأرض، شخصان يتجنبان الفاحشة لكن بينهما في التقوى مثل ما بين السماء والأرض، ولهذا قال: (هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى).

ثم ذكر المؤلف آية أخرى وهي قوله تعالى: (وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسَيِّئَاتِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَكْبِرُونَ) (الأعراف: 48)، أصحاب الأعراف: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلا يدخلون الجنة ولا يدخلون النار، يحشر أهل النار في النار، ويساق المتقون إلى الرحمن

নিষিদ্ধ। তবে শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলতে গেলে, আল্লাহ এক জাতিকে অন্য জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাই আরবগণ অনারবদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; আরব জাতি অনারব জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যদি কোনো আরব পরহেযগার না হয় এবং কোনো অনারব পরহেযগার হয়, তবে আল্লাহর নিকট সেই অনারবই আরবের চেয়ে অধিক সম্মানিত।

অতঃপর লেখক অন্যান্য আয়াত উল্লেখ করেছেন: (অতএব তোমরা নিজেদের পবিত্রতা ঘোষণা করো না, তিনিই ভালো জানেন কে পরহেযগার)। নিজেদের পবিত্রতা ঘোষণা করো না: অর্থাৎ গর্ববশত নিজেকে পবিত্র বলে বিশেষিত করো না। পক্ষান্তরে, বান্দার ওপর আল্লাহর নিআমতের কথা আলোচনা করা—যেমন কোনো ব্যক্তির বলা যে, সে নিজের ওপর সীমালঙ্ঘনকারী ছিল, পথভ্রষ্ট ছিল, অতঃপর আল্লাহ তাকে হিদায়াত দান করেছেন, তাওফিক দিয়েছেন এবং সে সঠিক পথে অবিচল হয়েছে—আল্লাহর নিআমতের শুকরিয়া স্বরূপ বলা, আত্ম-প্রশংসা হিসেবে নয়; এতে কোনো দোষ নেই এবং মানুষের জন্য হিদায়াত ও তাওফিকের ক্ষেত্রে আল্লাহর নিআমতের কথা উল্লেখ করাতে কোনো সংকীর্ণতা নেই। যেমন দারিদ্র্যের পর সচ্ছলতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আল্লাহর নিআমত উল্লেখ করাতে কোনো দোষ নেই।

এবং তাঁর বাণী: (তিনিই ভালো জানেন কে পরহেযগার)। ‘তিনি’ অর্থাৎ: মহান প্রতিপালক, (ভালো জানেন কে পরহেযগার)। এমন কত জোড়া মানুষ আছে যারা একই জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে অথবা একই কাজ পরিত্যাগ করে, অথচ তাদের তাকওয়ার মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান থাকে। এজন্যই তিনি বলেছেন: (তিনিই ভালো জানেন কে পরহেযগার); আপনি দেখবেন যে দুজন মানুষ একে অপরের পাশে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছে, অথচ তাদের অন্তরের তাকওয়ার ব্যবধান আকাশ ও যমীনের দূরত্বের মতো। দুজন মানুষ অশ্লীলতা বর্জন করছে, কিন্তু তাদের তাকওয়ার ব্যবধান আকাশ-পাতালের মতো। এজন্যই তিনি বলেছেন: (তিনিই ভালো জানেন কে পরহেযগার)।

অতঃপর লেখক অন্য একটি আয়াত উল্লেখ করেছেন, তা হলো মহান আল্লাহর বাণী: (আরাফবাসীরা এমন কিছু লোককে ডাকবে যাদেরকে তারা তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে। তারা বলবে, তোমাদের দলবল এবং যে অহংকার তোমরা করতে তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি) (সূরা আল-আরাফ: ৪৮)। আরাফবাসী হলো: এমন এক কওম যাদের পুণ্য ও পাপ সমান সমান হবে, ফলে তারা জান্নাতেও প্রবেশ করবে না আবার জাহান্নামেও প্রবেশ করবে না। জাহান্নামীদের জাহান্নামের দিকে সমবেত করা হবে, আর মুত্তাকীদের পরম দয়াময় আল্লাহর দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

(ص: 522) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وفداً إلى الجنة زمراً، فيدخل أهل النار النار، وأهل الجنة الجنة، وأصحاب الاعراف في مكان مرتفع.

فالأعراف جمع عرف، وهو المكان المرتفع، لكن ليسوا في الجنة وليسوا في النار، وهم يطلعون إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، وفي النهاية يدخلون الجنة؛ لأنه ليس هناك إلا جنة أو نار، هما الباقيتان أبداً، وأما ما سواهما فيزول.

يقول الله تعالى: (وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسَيِّئَاتِهِمْ) أي: بعلاماتهم معرفة تامة، (قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَنُوعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ) يعني جمعكم المال والأولاد والأهل، ما أغني عنكم هؤلاء، وما أغني جمعكم من الناس الذين هم جنودكم، تجمعونهم إليكم وتستنصرون بهم، ما أغنوا عنكم شيئاً، (وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ) يعني وما أغني عنكم استكباركم على الحق.

(أَهْوَلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ) يعني الضعفاء، وكان البلاء الكاذبون للرسل يسخرون من المؤمنين ويقولون (أَهْوَلاءِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا) (الأنعام: 53)، يقولون أهؤلاء أصحاب الرحمة؟ أهؤلاء أهل الجنة؟ يسخرون منهم (إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ) (وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ) (وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ) (المطففين: 29-31). فيقولون لهم: (أَهْوَلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ) يعني قد قيل لهم: (ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ) (الأعراف: 49).

জান্নাতে একটি প্রতিনিধি দল হিসেবে দলে দলে প্রবেশ করবে। অতঃপর জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে এবং জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর আরাফ-বাসীরা একটি সুউচ্চ স্থানে অবস্থান করবে।

'আরাফ' হলো 'উরুফ' শব্দের বহুবচন, যার অর্থ হলো সুউচ্চ স্থান। তবে তারা জান্নাতেও নেই, আবার জাহান্নামেও নেই। তারা এদের (জান্নাতবাসীদের) দিকেও দৃষ্টিপাত করে এবং ওদের (জাহান্নামবাসীদের) দিকেও। পরিশেষে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে; কারণ সেখানে জান্নাত অথবা জাহান্নাম ব্যতিরেকে আর কিছু নেই। এ দু'টি চিরস্থায়ী, আর এগুলো ছাড়া যা কিছু আছে তা বিলীন হয়ে যাবে।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: (আরাফ-বাসীরা এমন সব লোককে সম্বোধন করবে যাদেরকে তারা তাদের চিহ্নের মাধ্যমে চিনতে পারবে), অর্থাৎ: তাদের নিদর্শনাদির মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গরূপে চিনতে পারবে। (তারা বলবে: তোমাদের দলবল এবং তোমাদের অহংকার তোমাদের কোনো উপকারে আসেনি), অর্থাৎ তোমাদের সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং পরিবার-পরিজনের আধিক্য

তোমাদের কোনো উপকারে আসেনি। এমনকি তোমাদের সেই লোকবলও কোনো কাজে আসেনি যারা তোমাদের সৈন্য ছিল, যাদেরকে তোমরা একত্রিত করতে এবং যাদের সাহায্য প্রার্থনা করতে; তারা তোমাদের বিন্দুমাত্র উপকারে আসেনি। (এবং তোমাদের অহংকার), অর্থাৎ সত্যের বিরুদ্ধে তোমাদের দস্ত বা অহংকার তোমাদের কোনোই উপকারে আসেনি। (এরাই কি তারা যাদের সম্পর্কে তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করবেন না?) অর্থাৎ সেই দুর্বল মুমিনগণ। রাসুলদের অস্বীকারকারী নেতৃস্থানীয় কাফিররা মুমিনদের উপহাস করত এবং বলত: (আমাদের মধ্য থেকে এরাই কি তারা যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন?) (আল-আনআম: ৫৩)। তারা বলত: এরাই কি রহমতের পাত্র? এরাই কি জান্নাতবাসী? তারা তাদের বিদ্রূপ করে বলত: (নিশ্চয়ই যারা অপরাধী ছিল তারা মুমিনদের দেখে হাসত। যখন তারা তাদের পাশ দিয়ে যেত তখন একে অপরকে চোখ টিপে ইশারা করত। আর যখন তারা তাদের আপনজনদের নিকট ফিরে যেত, তখন তারা অত্যন্ত প্রফুল্ল চিহ্নে ফিরত) (আল-মুতাফফিফিন: ২৯-৩১)। অতঃপর তাদের সম্পর্কে বলা হবে: (এরাই কি তারা যাদের সম্পর্কে তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করবেন না? তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো) অর্থাৎ তাদের বলা হয়েছে: (তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো, তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা চিন্তিতও হবে না) (আল-আরাফ: ৪৯)।

(ص: 523) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

إِذَا صَارَ تَوَاضُعُهُمْ لِلْحَقِّ وَاتِّبَاعُهُمُ الرِّسْلَ هُوَ الَّذِي بَلَغَهُمْ هَذِهِ الْمَنَازِلُ الْعَالِيَةُ، أَمَّا هَؤُلَاءِ الْمُسْتَكْبِرُونَ الَّذِينَ فَخَرُوا بِمَا أَغْنَاهُمُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْجَمْعِ وَالْمَالِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَغْنِ عَنْهُمْ شَيْئاً، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى فَضْلِ التَّوَاضُّعِ لِلْحَقِّ، نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الْمُتَوَاضِعِينَ لَهُ وَلِلْحَقِّ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ رِسْلُهُ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

* * *

202/1- وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد)) رواه مسلم.

603/2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما نقصت صدقة من مالٍ، وما زاد الله عبداً بعفوٍ إلا عزاً، وما تواضع أحدٌ إلا رفعةً لله)) رواه مسلم.

604/4- وعنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنتلق به حيث شاءت. رواه البخاري.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين

সুতরাং সত্যের প্রতি তাঁদের বিনয় এবং রাসূলগণের অনুসরণই তাঁদেরকে এই সুউচ্চ মাকামে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে সেই সব অহংকারী যারা আল্লাহর দেওয়া প্রাচুর্য ও ধন-সম্পদ নিয়ে গর্ব করেছিল, তা তাদের কোনো উপকারে আসেনি। এটি হকের প্রতি বিনয় প্রদর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদেরকে তাঁর প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণ যে সত্য নিয়ে এসেছেন তার প্রতি বিনয়ীদের অন্তর্ভুক্ত করেন; নিশ্চয়ই তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

* * *

১/২০২- ইয়াদ ইবনে হিমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার নিকট ওহী পাঠিয়েছেন যে, তোমরা বিনয়ী হও; যেন কেউ কারো ওপর গর্ব না করে এবং কেউ কারো ওপর সীমা লঙ্ঘন না করে।" (মুসলিম)

২/৬০৩- আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "দান-সদকায় কখনো সম্পদ কমে না। ক্ষমার মাধ্যমে আল্লাহ বান্দার

মর্যাদা বৃদ্ধি ভিন্ন অন্য কিছু করেন না। আর যে কেউ আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে অবশ্যই উচ্চাঙ্গীন করেন।" (মুসলিম)

৪/৬০৪- তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: মদিনার কোনো দাসী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাত ধরলে তিনি তার সঙ্গে যেতেন যেখানে সে যেতে চাইত। (বুখারি)

[ব্যখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) রিয়াদুস সলিহীন কিতাবে এই হাদিসগুলো উল্লেখ করেছেন...

(ম: 524) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

في باب التواضع؛ فمنها حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله أوحى إليَّ أن تواضعوا)) يعني أن يتواضع كل واحد للآخر ولا يترفع عليه؛ بل يجعله مثله أو يكرمه أكثر، وكان من عادة السلف- رحمهم الله إن الإنسان منهم يجعل من هو أصغر منه مثل ابنه، ومن هو أكبر مثل أبيه، ومن هو مثله مثل أخيه، فينظر إلى من هو أكبر منه نظرة إكرام وإجلال، وإلى من هو دونه نظرة إشفاق ورحمة، وإلى من هو مثله نظرة مساواة، فلا يبغى أحد على أحد، وهذا من الأمور التي يجب على الإنسان أن يتصف بها، أي بالتواضع لله عز وجل وإخوانه من المسلمين.

وأما الكافر فقد أمر الله تعالى بمجاهدته والغلبة عليه وإغاظته وإهانته بقدر المستطاع، لكن من كان له عهد وذمة فإنه يجب على المسلمين أن يفوا له بعهده وذمته، وألا يخفروا ذمته، وألا يؤذوه ما دام له عهد.

ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ما نقصت صدقة من مال)) يعني أن الصدقات لا تنقص الأموال كما يتوهمه الإنسان، وكما يعد به الشيطان، فإن الشيطان كما قال الله عز وجل: (يَعِدُّكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ) (البقرة: 268)

الفحشاء: كل ما يستفحش من بخل أو غيره، فهو يعد الإنسان الفقر، إذا أراد الإنسان أن يتصدق قال: لا تتصدق هذا ينقص مالك، هذا يجعلك فقيراً، لا تتصدق، أمسك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الصدقة لا تنقص المال، فإن قال قائل: كيف لا تنقص المال، والإنسان إذا كان عنده مائة فتصدق بعشرة صار عنده تسعون، فيقال: هذا نقص كم، ولكنها تزيد في

বিনয় অধ্যায়ে; আইয়ায ইবনে হিমার (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হন) থেকে বর্ণিত হাদিসটি হলো, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার প্রতি ওহী করেছেন যে, তোমরা বিনয়ী হও।" অর্থাৎ প্রত্যেকে যেন অন্যের প্রতি বিনয়ী হয় এবং কেউ যেন অন্যের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ না করে; বরং তাকে নিজের সমান গণ্য করে অথবা তাকে আরও বেশি সম্মান করে। সালাফদের—আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করণ—রীতি ছিল যে, তাঁদের মধ্যকার কোনো ব্যক্তি তার চেয়ে ছোটকে নিজ সন্তানের মতো, বড়কে পিতার মতো এবং সমবয়সীকে ভাইয়ের মতো মনে করতেন। ফলে তিনি বড়দের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে, ছোটদের প্রতি মমতা ও দয়ার দৃষ্টিতে এবং সমবয়সীদের প্রতি সাম্যের দৃষ্টিতে তাকাতে। এভাবে কেউ কারো ওপর অন্যায়-অবিচার করত না। এটি এমন এক গুণ যা মানুষের অর্জন করা আবশ্যিক, অর্থাৎ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং তার মুসলিম ভাইদের প্রতি বিনয়ী হওয়া।

আর কাফিরের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ সাধ্যানুযায়ী তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার, তার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করার এবং তাকে অপদস্থ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে যার সাথে চুক্তি বা নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতি (জিম্মা) রয়েছে, মুসলিমদের জন্য আবশ্যিক হলো তার সেই চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা, তার নিরাপত্তা ভঙ্গ না করা এবং যতক্ষণ সে চুক্তিবদ্ধ থাকবে ততক্ষণ তাকে কষ্ট না দেওয়া।

অতঃপর লেখক আবু হুরায়রা (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হন) বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "সদকাহ সম্পদ কমায় না।" অর্থাৎ দান-সদকাহ সম্পদ হ্রাস করে না যেমনটি মানুষ ধারণা করে এবং শয়তান ভয় দেখায়। কারণ শয়তান সম্পর্কে মহান আল্লাহ যেমনটি বলেছেন: "শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়।" (সূরা আল-বাকারাহ: ২৬৮)

অশ্লীলতা হলো কার্পণ্য বা অনুরূপ সব ঘৃণ্য কাজ। সে মানুষকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায়; যখন মানুষ সদকাহ করতে চায় তখন সে বলে: সদকাহ করো না, এটি তোমার সম্পদ কমিয়ে দেবে, এটি তোমাকে অভাবী করে ফেলবে, সদকাহ করো না, বরং ধরে রাখো। কিন্তু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের জানিয়েছেন যে সদকাহ সম্পদ কমায় না। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে: কীভাবে সম্পদ কমে না, অথচ কারো কাছে একশ থাকলে সে দশ দান করলে তার কাছে নব্বই হয়ে যায়? এর উত্তর হলো: এটি সংখ্যাগত বা পরিমাণগত হ্রাস, কিন্তু এটি বৃদ্ধি ঘটায়...

(ص: 525) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الكيف، ثم يفتح الله للإنسان أبواباً من الرزق تردّ عليه ما أنفق، كما قال الله تعالى: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) (سبأ: 39)، إِي يجعل بدله خلفاً، فلا تظن أنك إذا تصدقت بعشرة من مائة فصارت تسعين أن ذلك ينقص المال؛ بل يزيده بركة ونماءً، وترزق من حيث لا تحتسب.

((وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً))، يعني أن الإنسان إذا عفا عن ظلمه فقد تقول له نفسه: إن هذا ذل وخضوع وخذلان، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله ما يزيده أحداً بعفو إلا عزاً، فيعزه الله ويرفع من شأنه، وفي هذا حث على العفو،

ولكن العفو مقيد بما إذا كان إصلاحاً؛ لقول الله تعالى: (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) (الشورى: 40) .

أما إذا لم يكن إصلاحاً بل كان إفساداً؛ فإنه لا يؤمر به، مثال ذلك: اعتدى شخص شرير معروف بالعدوان على آخر، فهل نقول للآخر الذي اعتدى عليه: اعف عن هذا الشرير؟ لا نقول: اعف عنه؛ لأنه شرير، إذا عفوت عنه تعدى على غيرك من الغد، أو عليك أنت أيضاً، فمثل هذا نقول: الحزم، والأفضل أن تأخذه بجريسته، يعني أن تأخذ حقه منه، وألا تعفو عنه؛ لأن العفو عن أهل الشر والفساد ليس بإصلاح؛ بل لا يزيدهم إلا فساداً وشرّاً.

فأما إذا كان في العفو خير وإحسان، وربما يخجل الذي عفوت عنه ولا يتعدى عليك ولا على غيرك فهذا خير.

((وما تواضع أحد لله إلا رفعه)) هذا الشاهد من الحديث: ((ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله)).

পদ্ধতিগত দিক; অতঃপর আল্লাহ মানুষের জন্য রিযিকের এমন সব দ্বার উন্মুক্ত করে দেন যা তার ব্যয়কৃত সম্পদ ফিরিয়ে আনে, যেমনটি মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: (এবং তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, তিনি তার প্রতিদান দেন; আর তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা) (সূরা সাবা: ৩৯)। অর্থাৎ, তিনি এর পরিবর্তে বিকল্প দান করেন। সুতরাং আপনি মনে করবেন না যে, যখন আপনি একশত থেকে দশ মুদ্রা সদকা করলেন এবং তা নব্বই হয়ে গেল, তখন তা সম্পদ কমিয়ে দিল; বরং এটি সম্পদের বরকত ও প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি করে এবং আপনি এমন উৎস থেকে রিযিকপ্রাপ্ত হন যা আপনি কল্পনাও করতে পারেন না।

((ক্ষমার মাধ্যমে আল্লাহ বান্দার কেবল সম্মানই বৃদ্ধি করেন)), অর্থাৎ মানুষ যখন তাকে যুলুমকারীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, তখন তার নফস তাকে বলতে পারে: এটি হীনতা, বশ্যতা এবং লাঞ্ছনা। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ক্ষমার দ্বারা আল্লাহ কোনো ব্যক্তির কেবল সম্মানই বৃদ্ধি করেন; ফলে আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেন এবং তার মর্যাদা উচ্চকিত করেন। এর মধ্যে ক্ষমার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, তবে

ক্ষমা তখনই প্রশংসনীয় যখন তা সংশোধনের অনুকূলে হয়; কেননা মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: (অতঃপর যে ক্ষমা করে ও সংশোধন করে, তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট রয়েছে) (সূরা আশ-শূরা: ৪০)।

পক্ষান্তরে যদি ক্ষমা সংশোধন না হয়ে বরং ফাসাদ বা অনিষ্টের কারণ হয়, তবে তার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। উদাহরণস্বরূপ: জনৈক দুশ্চরিত্র ব্যক্তি, যে মানুষের ওপর সীমালঙ্ঘনের জন্য পরিচিত, সে অন্য একজনের ওপর চড়াও হলো। এমতাবস্থায় যাকে আক্রমণ করা হয়েছে তাকে কি আমরা বলব: এই দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দাও? আমরা বলব না: তাকে ক্ষমা করো; কারণ সে দুশ্চরিত্র। যদি আপনি তাকে ক্ষমা করেন তবে সে আগামীকাল অন্য কারো ওপর সীমালঙ্ঘন করবে অথবা আপনার ওপর পুনরায় আক্রমণ করবে। এমন ক্ষেত্রে আমরা বলি: কঠোরতা অবলম্বন করা এবং তার অপরাধের জন্য তাকে পাকড়াও করাই উত্তম। অর্থাৎ তার থেকে আপনার প্রাপ্য অধিকার বুঝে নেওয়া এবং তাকে ক্ষমা না করা; কারণ পাপাচারী ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের ক্ষমা করা সংশোধন নয়, বরং এটি তাদের ফাসাদ ও অনিষ্টই বৃদ্ধি করে। তবে যদি ক্ষমার মাঝে কল্যাণ ও ইহসান নিহিত থাকে এবং সম্ভবত যাকে আপনি ক্ষমা করেছেন সে লজ্জিত হয় এবং আপনার বা অন্য কারো প্রতি আর সীমালঙ্ঘন না করে, তবে তা উত্তম।

((আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কেউ বিনয়ী হলে আল্লাহ তাকে উচ্চাসীন করেন)) হাদিসের এই অংশটিই হলো আলোচ্য বিষয়: ((যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন))।

(ص: 526) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

والتواضع لله له معنيان:

المعني الأول: أن تتواضع لدين الله، فلا تترفع عن الدين ولا تستكبر عنه وعن أداء أحكامه.

والثاني: أن تتواضع لعباد الله من أجل الله، لا خوفاً منهم، ولا رجاء لها عندهم، ولكن الله عز وجل.

والمعنيان صحيحان، فمن تواضع لله؛ رفعه الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. وهذا أمر مشاهد، أن الإنسان المتواضع يكون محل رفعة عند الناس وذكر حسن، ويحبه الناس، وانظر إلى تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق، حيث كانت الأمة من إماء المدينة تأتي إليه، وتأخذ بيده، وتذهب به إلى حيث شاءت ليعينها في حاجتها، وهذا هو أشرف الخلق، أمة من الإماء تأتي وتأخذ بيده تذهب به إلى حيث شاءت ليقضى حاجتها، ولا يقول أين تذهبين بي، أو يقول: اذهبي إلى غيري، بل كان يذهب معها ويقضي حاجتها، لكن مع هذا ما زاده الله عز وجل بذلك إلا عزاً ورفعة صلوات الله وسلامه عليه.

605/3- وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلُهُ. متفق عليه.

606/5- وعن الأسود بن يزيد رضي الله عنه قال: سئلت عائشة رضي الله

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনয় অবলম্বনের দুটি অর্থ রয়েছে:

প্রথম অর্থ: আল্লাহর দ্বীনের প্রতি বিনয়ী হওয়া; সুতরাং দ্বীনের মোকাবিলায় নিজেকে বড় মনে না করা এবং এর বিধানাবলি পালনে অহংকার প্রদর্শন না করা।

দ্বিতীয় অর্থ: আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁর বান্দাদের প্রতি নম্র হওয়া; তাদের ভয়ে নয় কিংবা তাদের কাছে কোনো প্রত্যাশা নিয়ে নয়, বরং একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

উভয় অর্থই সঠিক। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লা তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে উচ্চ মর্যাদা দান করেন। এটি একটি দৃশ্যমান বিষয় যে, বিনয়ী ব্যক্তি মানুষের নিকট উচ্চ মর্যাদা ও সুখ্যাতির অধিকারী হয় এবং মানুষ তাকে ভালোবাসে। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম

সত্তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিনয় লক্ষ্য করুন; মদিনার সাধারণ দাসীদের কেউ এসে তাঁর হাত ধরে যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যেত যেন তিনি তার প্রয়োজনে সাহায্য করেন। তিনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও একজন দাসী এসে তাঁর হাত ধরে যেখানে খুশি নিয়ে যেত এবং তিনি বলতেন না যে, ‘তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?’ কিংবা ‘অন্য কারো কাছে যাও’—বরং তিনি তার সাথে যেতেন এবং তার প্রয়োজন পূরণ করে দিতেন। অথচ এর মাধ্যমে আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা তাঁর সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই করেননি। তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

* * *

৩/৬০৫- আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদল বালকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের সালাম দিলেন এবং বললেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ করতেন। (বুখারি ও মুসলিম)।

৫/৬০৬- আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল...

(ص: 527) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله- يعني: خدمة أهله- فإذا حضرت الصلاة، خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. 607/6- وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريبٌ جاء يسألُ عن دينه لا يدري ما دينه؟ فأقبل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك خطبته حتى انتهى إليّ، فأتي بكرسي، فقعده عليه، وجعل يُعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته، فأتم آخرها. رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين في بيان تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها أنه كان يسلم على الصبيان إذا مرّ عليهم، مع أنهم صبيان غير مكلفين ومع ذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عليهم، واقتدى به أصحابه رضي الله عنهم، فعن أنس رضي الله عنه أنه كان يمر بالصبيان فيسلم عليهم، يمر بهم في السوق يلعبون فيسلم عليهم ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل: أي: كان يسلم على الصبيان إذا مرّ عليهم، وهذا من التواضع وحسن الخلق، ومن التربية وحسن التعليم والإرشاد والتوجيه؛ لأن الصبيان إذا سلم الإنسان عليهم، فإنهم يعتادون ذلك، ويكون ذلك

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর ঘরে কী করতেন? তিনি বললেন: তিনি তাঁর পরিবারের কাজে—অর্থাৎ তাঁর পরিবারের সেবায়—নিযুক্ত থাকতেন। এরপর যখন সালাতের সময় হতো, তখন তিনি সালাতের জন্য বেরিয়ে যেতেন। বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন।

৬/৬০৭- এবং আবু রিফায়া তামীম ইবনে উসাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে উপস্থিত হলাম যখন তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসুল! এক পরদেশি মানুষ তার দীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছে, সে জানে না তার ধর্ম কী? তখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং তাঁর খুতবা ছেড়ে দিলেন যতক্ষণ না তিনি আমার নিকট পৌঁছলেন। এরপর একটি চেয়ার আনা হলো এবং তিনি তাতে বসলেন। আল্লাহ তাঁকে যা শিখিয়েছেন তা থেকে তিনি আমাকে শিক্ষা দিতে লাগলেন। এরপর তিনি তাঁর খুতবায় ফিরে গেলেন এবং এর শেষাংশ সম্পন্ন করলেন। মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

[ব্যখ্যা]

হাফেজ আন-নববী (রহিমাহুল্লাহ তা'আলা) রিয়াদুস সলিহীন গ্রন্থে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিনয় বর্ণনায় এই হাদিসগুলো উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি যখন শিশুদের পাশ দিয়ে যেতেন তখন তাদের সালাম দিতেন, যদিও তারা শিশু এবং শরীয়তের বিধান পালনে আদিষ্ট (তথা প্রাপ্তবয়স্ক) নয়, তবুও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের সালাম দিতেন। তাঁর সাহাবীগণ (রা.) এ ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করতেন। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি শিশুদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের সালাম দিতেন। তিনি বাজারে শিশুদের খেলারত অবস্থায় তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সালাম দিতেন এবং বলতেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটি করতেন। অর্থাৎ: শিশুদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি তাদের সালাম দিতেন। এটি বিনয়, উত্তম চরিত্র এবং সঠিক লালন-পালন, উত্তম শিক্ষা ও নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত; কারণ মানুষ যখন শিশুদের সালাম দেয়, তখন তারা এতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে এবং এটি...

(ص: 528) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

كالغريزة في نفوسهم.
إن الإنسان إذا مرَّ على أحد سلم عليه، وإذا كان هذا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم على الصبيان، فإننا نأسف لقوم يبرون بالكبار البالغين ولا يسلمون عليهم والعياذ بالله، قد لا يكون ذلك هجراً أو كراهة، لكن عدم مبالاة، وعدم اتباع للسنة، جهل، غفلة، وهم إن كانوا غير آثمين؛ لأنهم لم يتخذوا ذلك هجراً، لكنهم قد فاتهم خيرٌ كثير.

فالسنة أن تسلم على كل من لقيت، وأن تبدأه بالسلام ولو كان أصغر منك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ من لقيه بالسلام، وهو عليه الصلاة والسلام أكبر الناس قدراً، ومع ذلك كان يبدأ من لقيه بالسلام. وأنت إذا بدأت من لقيته بالسلام؛ حصلت على خير كثير، منه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنه أنك تكون سبباً لنشر هذه السنة التي ماتت عند كثير من الناس، ومعلوم أن إحياء السنن يؤجر الإنسان عليه مرتين، مرة على فعل السنة، ومرة على إحياء السنة. ومنه أن تكون السبب في إجابة هذا الرجل وإجابته فرض كفاية، فتكون سبباً في إيجاد فرض الكفاية من هذا الرجل. ولهذا كان ابتداء السلام أفضل من الرد، وإن كان الرد فرضاً وهذا سنة، لكن لما كان الفرض ينبني على هذه السنة؛ كانت السنة أفضل من هذا الفرض؛ لأنه مبني عليها. وهذه من المسائل التي ألغز بها بعض العلماء وقال: عندنا سنة أفضل

তাদের অন্তরে এক মজ্জাগত স্বভাবের ন্যায়।

নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি যখন কারো পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তখন তাকে সালাম প্রদান করে। আর এই কাজ যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে শিশুদের প্রতিও হয়ে থাকে, তবে আমরা সেই সব লোকদের জন্য আক্ষেপ করি যারা পূর্ণবয়স্ক বড়দের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময়ও তাদের সালাম দেয় না—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। হতে পারে এটি কোনো বর্জন বা বিদ্বেষপ্রসূত নয়, বরং তা কেবল উদাসীনতা, সুন্নাহর অনুসরণের অভাব, অজ্ঞতা ও অসচেতনতা। তারা যদিও এতে গুনাহগার হবে না; কারণ তারা একে সম্পর্ক ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে করেনি, তবে তারা প্রভূত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো।

সুন্নাহ হলো, আপনি যার সাথেই সাক্ষাৎ করবেন তাকে সালাম দেবেন এবং সালামের সূচনা করবেন, যদিও সে আপনার চেয়ে বয়সে ছোট হয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

যাঁর সাথেই সাক্ষাৎ করতেন তাকে সালাম দিতেন। অথচ তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মর্যাদার দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি সাক্ষাৎকালে সালামের সূচনা করতেন।

আর আপনি যখন সাক্ষাৎপ্রার্থীর প্রতি সালামের সূচনা করবেন, তখন আপনি প্রভূত কল্যাণ লাভ করবেন; যার অন্তর্ভুক্ত হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তিবা বা অনুসরণ।

এর মধ্যে আরও রয়েছে যে, আপনি এমন একটি সুন্নাহর প্রসারের কারণ হলেন যা বহু মানুষের মাঝে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর এটি সর্বজনবিদিত যে, সুন্নাহকে পুনর্জীবিত করার কারণে মানুষ দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করে; একবার সুন্নাহটি আমল করার কারণে এবং আরেকবার সুন্নাহটিকে পুনর্জীবিত করার কারণে।

এর আরেকটি ফজিলত হলো, আপনি ওই ব্যক্তির (সালামের) উত্তর দেওয়ার কারণ হলেন; আর সালামের উত্তর দেওয়া হলো ফরজে কিফায়া। সুতরাং আপনি ওই ব্যক্তির মাধ্যমে একটি ফরজে কিফায়া পালনের মাধ্যম হলেন।

এ কারণেই সালামের সূচনা করা উত্তর প্রদানের চেয়ে অধিক উত্তম, যদিও উত্তর প্রদান করা ফরজ এবং সালাম দেওয়া সুন্নাহ। কিন্তু যেহেতু ফরজটি এই সুন্নাহর ওপর নির্ভরশীল, সেহেতু সুন্নাহটি এই ফরজের চেয়েও শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত হলো; কারণ সেটি এর ওপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত। এটি সেই সব মাসআলাগুলোর অন্তর্ভুক্ত যা নিয়ে কোনো কোনো আলিম ধাঁধা উপস্থাপন করেছেন এবং বলেছেন: আমাদের নিকট এমন একটি সুন্নাহ আছে যা ফরজের চেয়েও উত্তম...

(ص: 529) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

من الفريضة؛ لأنه من المتفق عليه أن الفرض أفضل، مثلاً صلاة الفجر ركعتان أفضل من راتبتها ركعتين؛ لأنها فرض والراتبة سنة، لكن ابتداء السلام سنة، ومع ذلك صار أفضل من ردة؛ لأن ردة مبنى عليه.

فألبهم أنه ينبغي لنا إحياء هذه السنة، أعني إفشاء السلام، وهو من أسباب المحبة، ومن كمال الإيمان، ومن أسباب دخول الجنة، قال النبي صلى عليه الصلاة والسلام: ((لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم)).

ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في بيته في خدمة أهله، يحلب الشاة، يخصف النحل، يخدمهم في بيتهم؛ لأن عائشة سئلت ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع في بيته؟، قالت: ((كان في مهنة أهله، يعني في خدمتهم عليه الصلاة والسلام).

فمثلاً الإنسان إذا كان في بيته فمن السنة أن يصنع الشاي مثلاً لنفسه، ويطبخ إذا كان يعرف، ويغسل ما يحتاج إلى غسله، كل هذا من السنة، أنت إذا فعلت ذلك تثاب عليه ثواب سنة، اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وتواضعاً لله عز وجل؛ ولأن هذا يوجد المحبة بينك وبين أهلك، إذا شعر أهلك أنك تساعدكم في مهنتهم أحبوك، وازدادت قيمتك عندهم، فيكون في هذا مصلحة كبيرة.

ومن تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جاءه رجلٌ وهو يخطب

ফরয বিধান থেকে; কেননা এটি সর্বসম্মত বিষয় যে ফরয আমল অধিক শ্রেষ্ঠ। উদাহরণস্বরূপ, ফজরের দু'রাকাত ফরয নামায তার দু'রাকাত সুন্নাতের (রাতিবাহ) চেয়ে উত্তম; কারণ এটি ফরয আর অপরটি সুন্নাত। তবে সালামের সূচনা করা সুন্নাত হওয়া সত্ত্বেও তা সালামের উত্তর প্রদানের চেয়ে উত্তম; কারণ উত্তর প্রদান করা সালাম সূচনার ওপরই নির্ভরশীল।

সুতরাং মূল কথা হলো আমাদের উচিত এই সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করা, অর্থাৎ ব্যাপকভাবে সালামের প্রসার ঘটানো। এটি পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম, ঈমানের পূর্ণতা এবং জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম কারণ। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না ঈমান আনবে,

আর ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না একে অপরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদের এমন একটি কাজের কথা বলে দেব না যা করলে তোমাদের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রসার ঘটান।”

আর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিনয় ও নম্রতার অন্যতম দিক ছিল এই যে, তিনি ঘরে নিজ পরিবারের সেবা ও কাজে ব্যস্ত থাকতেন। তিনি বকরির দুধ দোহন করতেন, জুতো মেরামত করতেন এবং ঘরের কাজে তাঁদের সাহায্য করতেন; কেননা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরে কী করতেন? তিনি বলেন: “তিনি পরিবারের কাজে নিয়োজিত থাকতেন”, অর্থাৎ তাঁদের সেবায় মগ্ন থাকতেন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

উদাহরণস্বরূপ, মানুষ যখন নিজের ঘরে থাকে, তখন সুন্নাত হলো যে সে নিজের জন্য চা তৈরি করবে, রান্না জানলে রান্না করবে এবং যা ধোয়ার প্রয়োজন তা ধৌত করবে। এই সবকিছুই সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। আপনি যদি তা করেন, তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসরণে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনয় হিসেবে একটি সুন্নাত পালনের সওয়াব পাবেন। তদুপরি এটি আপনার ও আপনার পরিবারের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করবে। আপনার পরিবার যখন দেখবে যে আপনি তাঁদের কাজে সহযোগিতা করছেন, তখন তাঁরা আপনাকে ভালোবাসবে এবং তাঁদের নিকট আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। ফলে এর মধ্যে প্রভূত কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিনয়ের আরও একটি উদাহরণ হলো যে, একদা তিনি খুৎবা দিচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁর নিকট এক ব্যক্তি আসলেন...

(ص: 530) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الناس فقال: ((رجل غريب جاء يسأل عن دينه)) كلمة استعطاف؛ بل كلمة غريب، وجاء يسأل، يسأل ملاً، بل جاء يسأل عن دينه، فأقبل إليه النبي عليه الصلاة

والسلام وقطع خطبته، حتى انتهى إليه، ثم جيء إليه بكرسي، فجعل يعلم هذا الرجل؛ لأن هذا الرجل جاء مشفقاً محباً للعلم، يريد أن يعلم دينه حتى يعمل به، فأقبل إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقطع الخطبة، ثم بعد ذلك أكمل خطبته، وهذا من تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام وحسن رعايته.

فإن قال قائل: أليست المصلحة العامة أولى بالمراعاة من المصلحة الخاصة؟ وحاجة هذا الرجل خاصة، وهو صلى الله عليه وسلم يخطب في الجماعة؟ قلنا: نعم لو كانت مصلحة العامة تفوت؛ لكان مراعاة المصلحة العامة أولى، لكن مصلحة العامة لا تفوت، بل إنهم سيستفيدون مما يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الغريب، والمصلحة العامة لا تفوت.

وهذا الغريب الذي جاء يسأل عن دينه إذا أقبل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وعلمه كان في هذا تأليف لقلبه على الإسلام، ومحبة للإسلام، ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من حكمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.

608/7- وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: ((إذا سقطت لقمة أحدكم، فليبط عنها الأذى، وليأكلها، ولا يدعها للشيطان)) وأمر أن تسلت القصعة قال: ((فإنكم لا تدرون في

মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন: ((এক আগন্তুক ব্যক্তি তার দীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছে))। এটি ছিল একটি সহানুভূতি জাগানো বাক্য; বরং ‘আগন্তুক’ শব্দ এবং সে ‘জিজ্ঞাসা করতে এসেছে’—টাকা-পয়সা চাইতে নয়, বরং তার দীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে আসা—এ বিষয়টি লক্ষ্য করে নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তাঁর খুতবা বন্ধ করে তার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তার কাছে পৌঁছালেন। এরপর তাঁর নিকট একটি চেয়ার আনা হলো এবং তিনি লোকটিকে শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। কারণ এই লোকটি দীন শেখার প্রতি অত্যন্ত

অনুরাগী ও আগ্রহী হয়ে এসেছিল, যাতে সে দীন সম্পর্কে জেনে সে অনুযায়ী আমল করতে পারে। তাই নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তার দিকে অগ্রসর হলেন এবং খুতবা বন্ধ করলেন; অতঃপর তিনি তাঁর খুতবা পূর্ণ করলেন। এটি ছিল রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বিনয় এবং তাঁর উত্তম তদারকির বহিঃপ্রকাশ।

যদি কেউ প্রশ্ন করে: ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে জনস্বার্থ কি অধিকতর লক্ষ্যণীয় নয়? অথচ এই লোকটির প্রয়োজন ছিল ব্যক্তিগত, আর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জামায়াতের সামনে খুতবা দিচ্ছিলেন? আমরা বলব: হ্যাঁ, যদি জনস্বার্থ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকত, তবে জনস্বার্থ রক্ষা করাই অগ্রাধিকার পেত। কিন্তু এখানে জনস্বার্থ বিঘ্নিত হয়নি; বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আগন্তুক লোকটিকে যা শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তা থেকে সাধারণ মানুষও উপকৃত হচ্ছিল। ফলে জনস্বার্থ মোটেই ক্ষুণ্ণ হয়নি।

আর এই আগন্তুক ব্যক্তি যে তার দীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছিল, রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন তার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তাকে শিক্ষা দিলেন, তখন এটি ইসলামের প্রতি তার অন্তরকে আকৃষ্ট করার এবং ইসলাম ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি ভালোবাসার কারণ হলো। এটি ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিকমত বা প্রজ্ঞার নিদর্শন। আল্লাহ সকলকে তাঁর পছন্দের ও সন্তোষজনক কাজের তাওফিক দান করুন।

* * *

৭/৬০৮- আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খাবার খেতেন, তখন তাঁর তিনটি আঙুল চেটে নিতেন। বর্ণনাকারী বলেন: তিনি (রাসূলুল্লাহ) বলেছেন: ((তোমাদের কারো খাবারের লোকমা যদি পড়ে যায়, তবে সে যেন তা থেকে ময়লা দূর করে নেয় এবং তা খেয়ে ফেলে; শয়তানের জন্য তা ফেলে না রাখে।)) আর তিনি পাত্রটি মুছে পরিষ্কার করে খাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন: ((কেমনা তোমরা জানো না যে খাবারের কোন অংশে...))

أي طعامكم البركة)) رواه مسلم.

610/9- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لو دعيت إلى كراع أو ذراع لآجبتُ، ولو أهدني إلى ذراع أو كراع لقبلتُ)) رواه البخاري.
611/10- وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق، أو لا تكادُ تسبقُ، فجاء أعرابي على قعود له، فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه)) رواه البخاري.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب التواضع، فمنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الأكل لعق أصابعه الثلاث. لعقها: يعني لحسها حتى يكون ما بقي من الطعام فيها داخلاً في طعامه الذي أكله من قبل، وفيه فائدة ذكرها بعض الأطباء؛ أن الأنامل تفرز عند الأكل شيئاً يعين على هضم الطعام. فيكون في لعق الأصابع بعد الطعام فائدتان: فائدة شرعية: وهي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفائدة صحية طبية: وهي هذا الإفراز الذي يكون بعد الطعام يعين

(তোমাদের খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে তা তোমরা জানো না) মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

৯/৬১০- আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যদি আমাকে বকরির পায়ের খুর অথবা হাতের গোশত খাওয়ার দাওয়াত দেওয়া

হয়, তবে আমি তা কবুল করব; আর যদি আমাকে উপহার হিসেবে বকরির হাতের গোশত অথবা পায়ের খুর প্রদান করা হয়, তবে আমি তা গ্রহণ করব।" বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন। ১০/৬১১- আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর 'আযবা' নামক উটনীটিকে কেউ পেছনে ফেলতে পারত না, অথবা সেটি প্রায় অপরাজেয় ছিল। একদা এক বেদুঈন তার উটের পিঠে সওয়ার হয়ে এল এবং সেটিকে পেছনে ফেলে দিল। এটি মুসলমানদের নিকট বেশ কষ্টদায়ক মনে হলো, এমনকি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিষয়টি আঁচ করতে পারলেন। তখন তিনি বললেন: "আল্লাহর নিকট এটি অবধারিত যে, দুনিয়ার কোনো কিছু যখনই সমুন্নত হয়, তখনই তিনি তাকে অবনমিত করেন।" বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসগুলো হাফেজ আন-নববী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালেহীন' কিতাবের বিনয় ও নম্রতা পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিসটি অন্যতম যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন আহার সমাপ্ত করতেন, তখন তাঁর তিনটি আঙুল চেটে নিতেন। চেটে নেওয়া মানে হলো লেহন করা, যাতে আঙুলে লেগে থাকা অবশিষ্ট খাদ্যকণা তাঁর পূর্বে ভক্ষণ করা খাবারের অংশ হয়ে যায়। এতে কিছু চিকিৎসকের বর্ণিত একটি স্বাস্থ্যগত উপকারিতাও রয়েছে; আর তা হলো, আহারের সময় আঙুলের ডগা থেকে এমন কিছু নিঃসৃত হয় যা খাদ্য হজমে সহায়তা করে।

খাবার শেষে আঙুল চাটার মাঝে দুটি উপকারিতা নিহিত রয়েছে:

শরয়ী উপকারিতা: আর তা হলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতের অনুসরণ।

স্বাস্থ্যগত ও চিকিৎসা সংক্রান্ত উপকারিতা: আর তা হলো খাবারের পর এই নিঃসরণটি যা খাদ্য হজমে সহায়তা করে...

على الهضم.

والمؤمن لا يهيمه ما يتعلق بالصحة البدنية، أهم شيء عند المؤمن هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به؛ لأن فيه صحة القلب، وكلما كان الإنسان للرسول صلى الله عليه وسلم أتبع؛ كان إيمانه أقوى.

وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: ((إذا سقطت لقبة أحدكم)) يعني على الأرض أو على السفرة ((فليط عنها الأذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان)) فإذا سقطت اللقبة أو التمرة أو ما أشبه ذلك على السفرة؛ فخذها وأزل ما فيها من الأذى إن كان فيها أذى من تراب أو عيدان وكلها؛ تواضعاً لله عز وجل، وامتنثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وحرماناً للشيطان من الأكل معك، لأنك إذا تركتها أكلها الشيطان. والشيطان ربما يشارك الإنسان في أكله في مثل هذه المسألة، وفيما إذا أكل ولم يسم، فإن الشيطان يشاركه في أكله.

والثالث أمر بسلت الصحن أو القصعة، وهو الإناء الذي فيه الطعام، فإذا انتهيت فأسلته، بمعنى أن تلحسه، تمر يدك عليه وتتبع ما علق فيه من طعام بأصابعك وتلعه.

وهذا أيضاً من السنة التي غفل عنها كثير من الناس مع الأسف كثير من الناس حتى من طلبة العلم أيضاً، إذا فرغوا من الأكل وجدت الجهة التي تليهم ما زال الأكل باقياً فيها، لا يلحقون الصحيفة، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام الحكمة من ذلك فقال: ((لا تدرون في أي طعامكم البركة)) قد تكون البركة من هذا الطعام في

হজমের জন্য।

একজন মুমিনের নিকট শারীরিক সুস্থতার বিষয়টি মুখ্য নয়, বরং তার কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ও অনুকরণ করা; কারণ

এতেই রয়েছে অন্তরের সুস্থতা। আর মানুষ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যত বেশি অনুসারী হবে, তার ঈমান তত বেশি শক্তিশালী হবে।

অনুরূপভাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের কারো লোকমা যদি পড়ে যায়" অর্থাৎ জমিনে অথবা দস্তুরখানে, "তবে সে যেন তা থেকে ময়লা পরিষ্কার করে নেয় এবং তা খেয়ে ফেলে, আর তা শয়তানের জন্য ছেড়ে না দেয়।" সুতরাং দস্তুরখানে যদি কোনো লোকমা বা খেজুর বা অনুরূপ কিছু পড়ে যায়, তবে তা তুলে নিন এবং যদি তাতে কোনো ধুলোবালি বা খড়কুটো লেগে থাকে তবে তা দূর করুন এবং তা খেয়ে ফেলুন; মহান আল্লাহর প্রতি বিনয়বশত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশের আনুগত্যে এবং শয়তানকে আপনার সাথে খাওয়া থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে। কেননা আপনি যদি তা ছেড়ে দেন, তবে শয়তান তা খেয়ে ফেলে।

আর শয়তান সম্ভবত এই জাতীয় বিষয়ে এবং যখন মানুষ বিসমিল্লাহ না বলে খাবার গ্রহণ করে, তখন তার খাবারের সাথে শরিক হয়ে যায়।

তৃতীয় বিষয়টি হলো থালা বা পেয়ালা—অর্থাৎ যে পাত্রে খাবার থাকে—তা মুছে নেওয়ার নির্দেশ। যখন আপনি খাওয়া শেষ করবেন, তখন তা মুছে নেবেন, অর্থাৎ আঙুল দিয়ে চেটে নেবেন; পাত্রের গায়ে আপনার হাত ঘুরাবেন এবং তাতে লেগে থাকা অবশিষ্ট খাবার আপনার আঙুল দিয়ে সংগ্রহ করে তা চাটবেন।

এটিও এমন একটি সুন্নাহ যা সম্পর্কে অনেক মানুষই গাফেল হয়ে আছে, এমনকি অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে অনেক ইলম অন্বেষণকারীও এর প্রতি উদাসীন। যখন তারা খাবার শেষ করে, তখন দেখা যায় যে তাদের সামনের অংশে খাবার অবশিষ্ট রয়েছে, তারা পাত্রটি চেটে পরিষ্কার করে না। এটি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশের পরিপন্থী। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিকমত বর্ণনা করে বলেন: "তোমরা জানো না তোমাদের খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে।" হতে পারে বরকত খাবারের সেই অংশে রয়েছে যা...

هذا الذي سلته من القصعة.

وفي هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا ذكر الحكم ذكر الحكمة منه؛ لأن ذكر الحكمة مقروناً بالحكم يفيد فائدتين عظيمتين: الفائدة الأولى: بيانه سمو الشريعة، وأنها شريعة مبنية على المصالح، فبما من شيء أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا والمصلحة في وجوده، وبما من شيء نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا والمصلحة في عدمه. الفائدة الثانية: زيادة اطمئنان النفس؛ لأن الإنسان بشر قد يكون عنده إيمان وتسليم بما حكم الله به ورسوله، لكن إذا ذكرت الحكمة ازداد إيماناً، وازداد يقيناً، ونشط على فعل المأمور أو ترك المحذور.

ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي جاء بقعود له، ناقة ليست كبيرة، أو جبل ليس كبير، وكانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العضباء وهي غير القصواء التي حجَّ عليها، هذه ناقة أخرى، وكان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يسمي دوابه وسلاحه وما أشبه ذلك. فالعضباء هذه كان الصحابة رضي الله عنهم يرون أنها لا تُسبق أو لا تكاد تُسبق، فجاء هذا الأعرابي بقعوده فسبق العضباء، فكأن ذلك شقَّ على الصحابة رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف ما في نفوسهم: ((حقُّ على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه)).

فكل ارتفاع يكون في الدنيا فإنه لا بد أن يعول إلى انخفاض، فإن

এটিই সেই অংশ যা তিনি বড় পাত্র থেকে পরিষ্কার করে নিয়েছিলেন।

এই হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাদানের এক চমৎকার পদ্ধতি ফুটে উঠেছে। তা হলো, তিনি যখনই কোনো বিধান বর্ণনা করতেন, তখনই তার হিকমত বা

কারণও উল্লেখ করতেন। কেননা বিধানের সাথে হিকমত উল্লেখ করা দুটি বড় উপকারিতা প্রদান করে:

প্রথম উপকারিতা: এটি শরীয়তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে এবং প্রমাণ করে যে, এই শরীয়ত জনকল্যাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু নির্দেশ দিয়েছেন তার অস্তিত্বের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

দ্বিতীয় উপকারিতা: এর মাধ্যমে অন্তরের প্রশান্তি বৃদ্ধি পায়। কেননা মানুষ হিসেবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানে বিশ্বাস ও আনুগত্য থাকা সত্ত্বেও যখন এর হিকমত বা অন্তর্নিহিত কারণ জানা যায়, তখন তার ইমান ও দৃঢ় বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পায় এবং সে নির্দেশিত কাজ পালন করতে অথবা নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করতে অধিকতর উদ্যমী হয়।

অতঃপর লেখক আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত সেই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যেখানে এক গ্রাম্য ব্যক্তির ঘটনা রয়েছে, যে তার একটি অল্পবয়সী উট নিয়ে এসেছিল (যা খুব একটা বড় ছিল না)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনীর নাম ছিল ‘আল-আদবা’, যা সেই ‘আল-কাসওয়া’ থেকে ভিন্ন ছিল যার ওপর আরোহণ করে তিনি হজ পালন করেছিলেন। এটি ছিল পৃথক একটি উটনী। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি রীতি ছিল যে, তিনি তাঁর পালিত পশু, অস্ত্রশস্ত্র এবং এ জাতীয় ব্যবহার্য জিনিসের নামকরণ করতেন।

সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম মনে করতেন যে, এই ‘আল-আদবা’-কে দৌড়ে পেছনে ফেলা অসম্ভব বা প্রায় অসম্ভব। এমতাবস্থায় সেই গ্রাম্য ব্যক্তি তার উট নিয়ে এসে আল-আদবা-কে পেছনে ফেলে দিল। বিষয়টি সাহাবীগণের নিকট বেশ কষ্টদায়ক মনে হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁদের মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন, তখন বললেন: "আল্লাহর অমোঘ নিয়ম হলো, দুনিয়ার কোনো কিছু যখনই উচ্চ শিখরে পৌঁছায়, তখনই তিনি তাকে নিচে নামিয়ে দেন।"

সুতরাং পার্থিব জগতের প্রতিটি উত্থানেরই এক পর্যায়ে অবনমন বা পতন অনিবার্য, কেননা

صحب هذا الارتفاع ارتفاع في النفوس وعلو في النفوس، فإن الوضع إليه أسرع؛ لأن الوضع يكون عقوبة، وأما إذا لم يصحبه شيء، فإنه لا بد أن يرجع ويوضع؛ كما قال الله تبارك وتعالى: (إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ) (يونس: 24) أي ظهر فيه من كل نوع. (حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ) (يونس: 24) ذهب كلها. كل هذه الزينة، وكل هذا النبات الذي اختلط من كل صنف، كله يزول كأن لم يكن، وهكذا الدنيا كلها تزول كأن لم تكن، حتى الإنسان نفسه يبدو صغيراً ضعيفاً، ثم يقوى، فإذا انتهت قوته عاد إلى الضعف والهرم، ثم إلى الفناء والعدم، فبما من شيء ارتفع من الدنيا إلا وضعه الله عز وجل.

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: " ((من الدنيا)) دليل على أن ما ارتفع من أمور الآخرة فإنه لا يضعه الله، فقوله تعالى: (يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) (المجادلة: 11)، هؤلاء لا يضعهم الله عز وجل ما داموا على وصف العلم والإيمان، فإنه لا يمكن أن يضعهم الله؛ بل يرفع لهم الذكر، ويرفع درجاتهم في الآخرة، والله الموفق.

এই জাগতিক উন্নতির সাথে যখন অন্তরে অহমিকা ও শ্রেষ্ঠত্ববোধের সৃষ্টি হয়, তখন তার পতন আরও দ্রুততর হয়; কারণ তখন সেই পতন শাস্তি হিসেবে আপতিত হয়। আর যদি উন্নতির সাথে এমন কিছু (অহংকার) যুক্ত না থাকে, তবুও তা এক সময় অবশ্যই নিম্নগামী হবে এবং তার পতন ঘটবে; যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন: "পার্থিব জীবনের উদাহরণ তো কেবল বৃষ্টির ন্যায়, যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি, যার ফলে জমিনের উদ্ভিদসমূহ ঘন হয়ে জন্মায় যা মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তু ভক্ষণ করে।" (ইউনুস: ২৪) অর্থাৎ এতে সব ধরনের উদ্ভিদ দৃশ্যমান হয়।

"অবশেষে যখন জমিন তার সুষমা ধারণ করে ও সুশোভিত হয় এবং তার অধিবাসীরা মনে করে যে, তারা এখন এগুলোর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী, তখন দিনে বা রাতে আমার আদেশ এসে পড়ে, ফলে আমি তা এমনভাবে কর্তিত ফসলে পরিণত করি যে, মনে হয় গতকালও সেখানে কিছুই ছিল না।" (ইউনুস: ২৪) সব কিছু বিলীন হয়ে গেল। এই সকল সৌন্দর্য এবং বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ যা একে অপরের সাথে ঘনভাবে মিশে ছিল, সব এমনভাবে নিঃশেষ হয়ে যায় যেন তার কোনো অস্তিত্বই ছিল না। অনুরূপভাবে সমগ্র দুনিয়া এমনভাবে বিলীন হয়ে যাবে যেন তার অস্তিত্বই ছিল না। এমনকি মানুষ নিজেও শুরুতে ক্ষুদ্র ও দুর্বল হিসেবে আবির্ভূত হয়, তারপর শক্তিশালী হয়, অতঃপর যখন তার শক্তির সমাপ্তি ঘটে তখন সে পুনরায় দুর্বলতা ও বার্ধক্যের দিকে ফিরে যায়, এরপর ধ্বংস ও অস্তিত্বহীনতার দিকে ধাবিত হয়। সুতরাং দুনিয়ার যা কিছুই উন্নীত হয়েছে, আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা অবশ্যই তাকে অবনমিত করবেন। আর নবী কারীম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বাণী—"দুনিয়ার কোনো কিছু"—এটি এই বিষয়ের প্রমাণ যে, আখিরাত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির যা কিছু উচ্চ হবে, আল্লাহ তাআলা তা অবনমিত করবেন না। যেমন মহান আল্লাহর বাণী: "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদাকে বহু স্তরে উন্নীত করবেন।" (আল-মুজাদালাহ: ১১)। এই সকল ব্যক্তিকে আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা ততক্ষণ পর্যন্ত অবনমিত করবেন না যতক্ষণ তারা ইলম ও ঈমানের বৈশিষ্ট্যের ওপর অটল থাকবে। এটা অসম্ভব যে আল্লাহ তাদের হীন করবেন; বরং তিনি তাদের সুখ্যাতিকে সমুন্নত করবেন এবং পরকালে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। আর আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

(ص: 535) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

72- باب تحريم الكبر والإعجاب

قال الله تعالى: (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) (القصص: 83) وقال تعالى: (وَلَا تَنْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ

لَنْ تَخْرُقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (الاسراء: 37) . وقال تعالى: (وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) (لقمان: 18) . ومعنى (تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ) أي: تميّله وتعرض به عن الناس تكبراً عليهم "والمرح": التبخثر.

وقال تعالى: (إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ) (القصص: 76) إلى قوله تعالى: (فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ) (القصص: 81) الآيات.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: فيها جاء في الكبر والإعجاب.

والكبر: هو الترفع واعتقاد الإنسان نفسه أنه كبير، وأنه فوق الناس، وأن له فضلاً عليهم.

والإعجاب: أن يرى الإنسان عمل نفسه فيعجب به، ويستعظمه

৭২- অহংকার ও আত্মমুগ্ধতা হারামের অধ্যায়

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: (সেই পরকালীন আবাস আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে বা বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। আর শুভ পরিণাম কেবল মুত্তাকীদের জন্য।) (সূরা আল-কাসাস: ৮৩)। মহান আল্লাহ আরও বলেন: (আর পৃথিবীতে দস্তভরে বিচরণ করো না; তুমি তো কখনোই পদভারে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনোই পর্বতসম হতে পারবে না।) (সূরা আল-ইসরা: ৩৭)। মহান আল্লাহ আরও বলেন: (অহংকারবশত তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার গাল ফিরিয়ে নিও না এবং পৃথিবীতে দস্তভরে চলাফেরা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দাস্তিক ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না।) (সূরা লুকমান: ১৮)। আর "মানুষের দিক থেকে তোমার গাল ফিরিয়ে নেওয়া"-এর অর্থ

হলো: তাদের প্রতি অহংকারবশত মুখ বাঁকানো ও বিমুখ হওয়া। আর "আল-মারাহ" অর্থ হলো: দম্ভভরে পথ চলা।

মহান আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: (নিশ্চয়ই কারণ ছিল মূসার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। আমি তাকে এমন ধনভাণ্ডার দিয়েছিলাম যার চাবিকাঠিগুলো বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টকর ছিল। যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, দম্ভ করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ দাস্তিকদের পছন্দ করেন না।) (সূরা আল-কাসাস: ৭৬) থেকে মহান আল্লাহর এই বাণী পর্যন্ত: (অতঃপর আমি তাকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে ধসিয়ে দিলাম।) (সূরা আল-কাসাস: ৮১) আয়াতসমূহ।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার ইমাম নববী (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) 'রিয়াদুস সালেহীন' গ্রন্থে অহংকার ও আত্মমুগ্ধতা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে সে প্রসঙ্গে বলেন:

অহংকার (আল-কিবর) হলো: নিজেকে বড় মনে করা এবং মানুষের ঊর্ধ্বে নিজেকে উচ্চ জ্ঞান করা ও তাদের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব আছে বলে বিশ্বাস করা।

আত্মমুগ্ধতা (আল-ই'জাব) হলো: মানুষ নিজের আমল বা কাজকে (বড় করে) দেখা, ফলে সে এতে মুগ্ধ হয় এবং একে অত্যন্ত বিশাল কিছু মনে করে।

(ص: 536) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ويستكثره.

فالإعجاب يكون في العمل، والكبر يكون في النفس، وكلاهما خلق مذموم الكبر والإعجاب.

والكبر نوعان: كبر على الحق، وكبر على الخلق، وقد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ((الكبر بطر الحق وغمط الناس)) فبطر الحق يعني رده والإعراض عنه، وعدم قبوله، وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراءهم وألا يرى الناس شيئاً، ويرى أنه فوقهم.

وقيل لرجل: ماذا ترى الناس؟ قال لا أراهم إلا مثل البعوض، ف قيل له: إنهم لا يرونك إلا كذلك.

وقيل لآخر: ما ترى الناس؟ قال: أرى الناس أعظم مني، ولهم شأن، ولهم منزلة، ف قيل له: إنهم يرونك أعظم منهم، وأن لك شأنًا ومحلًا.

فأنت إذا رأيت الناس على أي وجه؛ فالناس يرونك بمثل ما تراهم به، إن رأيتهم في محل الإكرام والإجلال والتعظيم، ونزلتهم منزلتهم عرفوا لك ذلك، ورأوك في محل الإجلال والإكرام والتعظيم، ونزلوك منزلتك، والعكس بالعكس.

أما بطر الحق: فهو رده، وألا يقبل الإنسان الحق بل يرفضه ويرده اعتداداً بنفسه ورأيه، فيرى والعياذ بالله أنه أكبر من الحق، وعلامة ذلك أن

এবং সেটিকে অনেক বড় মনে করে।

বস্তুত আত্মমুখতা কাজের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় এবং অহংকার অন্তরে নিহিত থাকে; আর অহংকার ও আত্মমুখতা—উভয়ই অত্যন্ত গর্হিত স্বভাব।

অহংকার দুই প্রকার: সত্যের বিরুদ্ধে অহংকার এবং সৃষ্টির বিরুদ্ধে অহংকার। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর এক বাণীতে এ দুটি বিষয় স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে বলেছেন:

"অহংকার হলো সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা।" সত্য প্রত্যাখ্যান করার অর্থ হলো তা অগ্রাহ্য করা, তা থেকে বিমুখ হওয়া এবং তা গ্রহণ না করা। আর মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করার অর্থ হলো তাদের অবজ্ঞা ও ঘৃণা করা এবং তাদের কোনো গুরুত্ব না দিয়ে নিজেকে তাদের উর্ধ্বে মনে করা।

এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হলো, "আপনি মানুষকে কেমন দেখেন?" সে উত্তর দিল, "আমি তাদের মশার মতো দেখি।" তাকে বলা হলো, "তুমিও তাদের দৃষ্টিতে ঠিক তেমনই।"

অন্য একজনকে জিজ্ঞেস করা হলো, "আপনি মানুষকে কেমন দেখেন?" সে বলল, "আমি মানুষকে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করি, তাদের বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে।" তাকে বলা হলো, "তারাও আপনাকে তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং আপনার সুউচ্চ মর্যাদা ও অবস্থানের কথা স্বীকার করে।"

অতএব, আপনি মানুষকে যে দৃষ্টিতে দেখবেন, মানুষও আপনাকে ঠিক সেই দৃষ্টিতেই দেখবে। আপনি যদি তাদের সম্মান, শ্রদ্ধা ও মহত্ত্বের চোখে দেখেন এবং তাদের যথোচিত মর্যাদা দান করেন, তবে তারা আপনার সেই আচরণের কদর করবে এবং আপনাকেও শ্রদ্ধা ও সম্মানের উচ্চ আসনে আসীন করবে; আর এর বিপরীত করলে ফলও বিপরীত হবে।

আর সত্য প্রত্যাখ্যান করার বিষয়টি হলো তা অগ্রাহ্য করা। মানুষ যখন নিজের রায় বা মতামতের ওপর অতিরিক্ত আস্থাশীল হয়ে অহংবোধের বশবর্তী হয়ে সত্যকে গ্রহণ না করে বরং তা বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করে, তখনই তা ঘটে। তখন সে—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—নিজেকে সত্যের চেয়েও বড় মনে করে; আর এর লক্ষণ হলো এই যে—

(ص: 537) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الإنسان يؤتي إليه بالأدلة من الكتاب والسنة، ويُقال: هذا كتاب الله، هذه سنة رسول الله، ولكنه لا يقبل؛ بل يستمر على رأيه، فهذا ردُّ الحق والعياذ بالله. وكثيرٌ من الناس ينتصر لنفسه، فإذا قال قولاً لا يمكن أن يتزحزح عنه، ولو رأى الصواب في خلافه، ولكن هذا خلاف العقل وخلاف الشرع. والواجب أن يرجع الإنسان للحق حيثما وجده، حتى لو خالف قوله فليرجع إليه، فإن هذا أعز له عند الله، وأعز له عند الناس، وأسلم لزمته وأبرأ ولا يضره. فلا تظن أنك إذا رجعت عن قولك إلى الصواب أن ذلك يضع منزلتك عند الناس؛ بل هذا يرفع منزلتك، ويعرف الناس أنك لا تتبع إلى الحق، أما الذي يعاند ويبقى على ما هو عليه ويرد الحق، فهذا متكبر والعياذ بالله.

وهذا الثاني يقع من بعض الناس والعياذ بالله حتى من طلبة العلم، يتبين له بعد المناقشة وجه الصواب وأن الصواب خلاف ما قاله بالأُمس، ولكنه يبقى على رأيه، يبلي عليه الشيطان أنه إذا رجع استهان الناس به، وقالوا هذا إنسان إمعنه كل يوم له قول، وهذا لا يضر إذا رجعت إلى الصواب، فليكن قولك اليوم خلاف قولك بالأُمس، فالأئمة الأجلة كان لهم في المسألة الواحدة أقوال متعددة. وها هو الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، وأرفع الأئمة من حيث اتباع الدليل وسعة الاطلاع، نجد أن له في المسألة الواحدة في بعض

মানুষের সামনে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলিল উপস্থাপন করা হয় এবং বলা হয়: এটি আল্লাহর কিতাব, এটি রাসূলুল্লাহর সুন্নাহ; কিন্তু সে তা গ্রহণ করে না, বরং নিজের মতের ওপর অটল থাকে। এটিই হলো সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা, আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই।

অনেক মানুষ নিজের নফসের পক্ষাবলম্বন করে; ফলে সে যখন কোনো কথা বলে, তখন সেখান থেকে বিচ্যুত হওয়া তার জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়—যদিও সে এর বিপরীতেই সঠিক পথ দেখতে পায়। অথচ এটি বিবেক ও শরীয়ত উভয়েরই পরিপন্থী।

মানুষের জন্য আবশ্যিক হলো সে যেখানেই সত্যকে পাবে, সেখানেই সেদিকে প্রত্যাবর্তন করবে। এমনকি সত্য যদি তার পূর্বের বক্তব্যের বিরোধীও হয়, তবুও সেদিকে ফিরে আসা উচিত। কেননা এটি আল্লাহর নিকট তাকে অধিক সম্মানিত করবে, মানুষের কাছেও তার মর্যাদা বৃদ্ধি করবে এবং এটি তার দায়মুক্তির জন্য অধিক নিরাপদ ও স্বচ্ছ পথ, আর এটি তার কোনো ক্ষতি করবে না।

আপনি এমনটি মনে করবেন না যে, নিজের মত থেকে সরে এসে সঠিকের দিকে প্রত্যাবর্তন করলে মানুষের কাছে আপনার মর্যাদা কমে যাবে; বরং এটি আপনার মর্যাদাকে সুউচ্চ করবে এবং মানুষ জানতে পারবে যে আপনি সত্য ছাড়া অন্য কিছু অনুসরণ করেন না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি হঠকারিতা করে এবং নিজের ভুলের ওপর অটল থেকে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, সে হলো অহঙ্কারী, আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই।

আর এই দ্বিতীয় প্রকারের বিষয়টি কিছু মানুষের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে—আল্লাহ আমাদের হিফাযত করুন—এমনকি ইলম অন্বেষণকারীদের (তালিবে ইলম) ক্ষেত্রেও। আলোচনার পর তার নিকট সঠিক দিকটি স্পষ্ট হয়ে যায় এবং সে বুঝতে পারে যে সঠিক বিষয়টি তার গতকালকের বক্তব্যের বিপরীত, তবুও সে নিজের মতের ওপর অটল থাকে। শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দেয় যে, সে যদি সত্যে ফিরে আসে তবে মানুষ তাকে তুচ্ছজ্ঞান করবে এবং বলবে: এ তো এক ব্যক্তিত্বহীন লোক, প্রতিদিন তার নতুন নতুন মত থাকে। অথচ সঠিকের দিকে ফিরে আসলে এটি কোনো ক্ষতি করে না। সুতরাং আপনার আজকের বক্তব্য গতকালকের বক্তব্যের বিপরীত হোক (তাতে সমস্যা নেই), কেননা মহান ইমামগণেরও একটি মাসআলায় একাধিক মত বা বক্তব্য ছিল।

এই তো ইমাম আহমাদ (রাহিমাল্লাহু)—যিনি আহলে সুন্নাহর ইমাম এবং দলিল অনুসরণ ও জ্ঞানের ব্যাপকতার দিক থেকে ইমামগণের মধ্যে অনন্য—আমরা দেখতে পাই যে, কোনো কোনো নির্দিষ্ট মাসআলায় তাঁর একাধিক...

(ص: 538) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الأحيان أكثر من أربعة أقوال، لماذا؟ لأنه إذا تبين له الدليل رجع إليه، وهكذا شأن كل إنسان منصف عليه أن يتبع الدليل حيثما كان.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات تتعلق بهذا الباب بين فيها رحمة الله أنها كلها تدل على ذم الكبر، وآخرها الآيات المتعلقة بقارون.
وقارون رجل من بني إسرائيل من قوم موسى، أعطاه الله سبحانه وتعالى ما لا كثيراً، حتى إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة، أي: مفاتيح الخزائن تثقل وتشق على العصبة، أي الجماعة من الرجال أولى القوة لكثرتها.

(إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ) فَإِنْ هَذَا الرَّجُلُ بَطَرٌ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَتَكْبَرٌ، وَلَهَا ذِكْرُ بآيَاتِ اللَّهِ رَدَهَا وَاسْتَكْبَرَ (قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي) ، فَأَنْكَرَ فَضَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَقَالَ أَنَا أَخَذْتَهُ بِيَدِي وَعِنْدِي عِلْمٌ أَدْرَكَتُ بِهِ هَذَا الْمَالُ. وَكَانَتْ النَّتِيجَةُ أَنَّ اللَّهَ خَسَفَ بِهِ وَبَدَارَهُ الْأَرْضُ، وَزَالَ هُوَ وَأَمْلَاكَهُ، (فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ) (وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَانُّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا) (القصص: 82، 81). فتأمل نتيجة الكبر والعياذ بالله والعجب والاعتداد بالنفس، وكيف كان عاقبة ذلك من الهلاك والدمار.

ثم ذكر المؤلف عدة آيات منها قوله تعالى: (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)

অনেক সময় চারটিরও বেশি মত পাওয়া যায়, কেন? কারণ, যখনই তাঁর নিকট দলিল স্পষ্ট হয়েছে, তিনি সেদিকেই ফিরে এসেছেন; আর দলিল যেখানেই থাকুক না কেন, তা অনুসরণ করা প্রতিটি ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরই কর্তব্য।

অতঃপর লেখক (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন) এই অধ্যায় সংশ্লিষ্ট কিছু আয়াত উল্লেখ করেছেন যেখানে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, এর সবকটিই অহংকারের নিন্দার ওপর প্রমাণ বহন করে এবং এগুলোর শেষাংশ হলো কারুন সম্পর্কিত আয়াতসমূহ।

কারুন ছিলেন বনী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সম্প্রদায়ের একজন লোক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে এত অধিক ধন-সম্পদ দান করেছিলেন যে, তার ধনভাণ্ডারের চাবিগুলো বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। অর্থাৎ, চাবিগুলোর আধিক্যের কারণে তা একটি শক্তিশালী দলের জন্যও অতি ভারী ও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ত।

যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, "তুমি দস্তুর করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ দস্তুরকারীদের পছন্দ করেন না।" তখন এই লোকটি সীমালঙ্ঘন ও অহংকার করেছিল—আমরা তা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। যখন তাকে আল্লাহর নির্দেশাবলি স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো, তখন সে তা

প্রত্যাখ্যান করল এবং দস্তভরে বলল, "এসব তো আমি কেবল আমার কাছে থাকা বিশেষ জ্ঞানের মাধ্যমেই প্রাপ্ত হয়েছি।" এভাবে সে তার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে অস্বীকার করল এবং বলল যে, আমি নিজ হাতে এটি অর্জন করেছি এবং আমার এমন জ্ঞান আছে যার মাধ্যমে আমি এই সম্পদ লাভ করেছি।

পরিণামে আল্লাহ তাকে ও তার ঘরকে মাটির নিচে দেবে দিলেন এবং সে ও তার ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল। "অতঃপর আল্লাহর মোকাবিলায় তাকে সাহায্য করার মতো কোনো দল ছিল না এবং সে নিজেও নিজেকে রক্ষা করতে পারল না।" "আর যারা গতকাল তার অবস্থার আকাঙ্ক্ষা করেছিল, তারা বলতে লাগল: হায়! আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা সংকুচিত করেন। আল্লাহ যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন, তবে আমাদেরকেও মাটির নিচে দেবে দিতেন।" (আল-কাসাস: ৮১, ৮২)। অতএব, অহংকার, আত্মমুগ্ধতা ও আত্মগরিমার—যা থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় চাই—পরিণাম সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করুন যে, কীভাবে এর শেষ পরিণতি বিনাশ ও ধ্বংসের রূপ নিয়েছিল।

অতঃপর লেখক আরও কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করেছেন যার মধ্যে মহান আল্লাহর এই বাণীটি রয়েছে: "এই পরকাল তো আমি তাদের জন্যই নির্ধারিত করি, যারা জমিনে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে চায় না এবং বিশৃঙ্খলাও সৃষ্টি করতে চায় না। আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্যই।"

(ص: 539) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الآخرة هي آخر دور بني آدم؛ لأن ابن آدم له أربعة دور كلها تنتهي بالآخرة.

الدار الأولى: في بطن أمه.

الدار الثانية: إذا خرج من بطن أمه إلى دار الدنيا.

الدار الثالثة: البرزخ؛ ما بين موته وقيام الساعة.

والدار الرابعة: الدار الآخرة. وهي النهاية، وهي القرار، هذه الدار قال الله تعالى عنها: (نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا) (القصص: 83)، لا يريدون التعالي على الحق، ولا التعالي على الخلق، وإنما هم متواضعون، وإذا نفى الله عنهم إرادة العلو والفساد، فهو من باب أولى ألا يكون منهم علو ولا فساد، فهم لا يعملون في الأرض، ولا يفسدون، ولا يكون منهم علو ولا فساد، فهم لا يعملون في الأرض، ولا يفسدون، ولا يريدون ذلك؛ لأن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:

1- قسم علا وفسد وأفسد، فهذا اجتمع في حقه الإرادة والفعل.

2- وقسم لم يرد الفساد ولا العلو فقد انتفى عنه الأمران.

3- وقسم ثالث يريد العلو والفساد ولكن لا يقدر عليه. فهذا الثالث بين الأول والثاني، لكن عليه الوزر؛ لأنه أراد السوء، فالدار الآخرة إنما تكون (لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ) أي تعالياً على الحق أو على الخلق (وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ).

فإن قال قائل: ما هو الفساد في الأرض؟ فالجواب أن الفساد في الأرض ليس هدم المنازل ولا إحراق الزروع، بل الفساد في الأرض بالمعاصي، كما قال أهل العلم رحمهم الله في قوله تعالى: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا) (الأعراف: 56)، أي لا تعصوا الله؛ لأن المعاصي

পরকাল হলো বনী আদমের সর্বশেষ আবাসস্থল; কারণ আদম সন্তানের জন্য চারটি পর্যায় রয়েছে যার সবকটিই পরকালের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

প্রথম আবাস: মাতৃজঠরে।

দ্বিতীয় আবাস: যখন সে মাতৃজঠর থেকে পার্থিব জগতের দিকে নির্গত হয়।

তৃতীয় আবাস: বরযাখ; যা তার মৃত্যু এবং কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়।

আর চতুর্থ আবাস: পরকাল। এটিই হলো পরিসমাপ্তি এবং এটিই চিরস্থায়ী ঠিকানা। এই আবাস সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন: (আমি তা নির্ধারণ করি তাদের জন্য যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে চায় না এবং ফাসাদ বা বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না) (আল-কাসাস: ৮৩)। তারা সত্যের ওপর বড়ত্ব প্রকাশ করতে চায় না এবং সৃষ্টির ওপরও শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে চায় না, বরং তারা বিনয়ী। আল্লাহ যখন তাদের থেকে ঔদ্ধত্য ও বিপর্যয়ের আকাঙ্ক্ষাকে অস্বীকার করেছেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের থেকে কোনো ঔদ্ধত্য বা বিপর্যয় প্রকাশ পাবে না। সুতরাং তারা পৃথিবীতে অহংকার করে না এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করে না, এমনকি তারা এর ইচ্ছাও পোষণ করে না; কারণ মানুষ তিনভাগে বিভক্ত:

- ১- এমন এক দল যারা অহংকার করেছে এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে; তাদের ক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষা এবং কর্ম উভয়টিই একত্রিত হয়েছে।
- ২- এমন এক দল যারা না বিপর্যয় চেয়েছে, না চেয়েছে অহংকার; তাদের থেকে এ উভয় বিষয়ই দূরীভূত হয়েছে।
- ৩- তৃতীয় এমন এক দল যারা অহংকার ও বিপর্যয় চায় কিন্তু তাতে সক্ষম নয়। এই তৃতীয় দলটি প্রথম ও দ্বিতীয় দলের মাঝামাঝি, তবে তাদের ওপর গুনাহ বর্তাবে; কেননা তারা মন্দের সংকল্প করেছিল। সুতরাং পরকাল কেবল তাদেরই জন্য (যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে চায় না) অর্থাৎ সত্যের বিরুদ্ধে কিংবা সৃষ্টির সাথে অহংকার করে না (এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।)

যদি কেউ প্রশ্ন করে: জমিনে ফাসাদ বা বিপর্যয় কী? উত্তর হলো: জমিনে বিপর্যয় মানে ঘরবাড়ি ধ্বংস করা কিংবা শস্য পুড়িয়ে ফেলা নয়, বরং পাপাচারের মাধ্যমেই জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। যেমন উলামায়ে কেরাম (রাহিমাল্লাহ) মহান আল্লাহর বাণী: (জমিনে শান্তি স্থাপনের পর সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না) (আল-আ'রাফ: ৫৬)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন: অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর নাফরমানি করো না; কারণ পাপাচারই হলো...

سبب للفساد.

قال الله تبارك وتعالى: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (الأعراف: 96) ، فلم يفتح الله عليهم بركات من السماء ولا من الأرض، فالفساد في الأرض يكون بالمعاصي نسأل الله العافية.

وقال الله تبارك وتعالى: (وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا) (لقمان: 18) ، يعنيلا تمش مرحاً مستكبراً متبختراً متعظماً في نفسك وفي الآية الثانية قال: (إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا) (الاسراء: 37) ، يعني مهما كنت فأنت لا تقدر أن تنزل في الأرض ولا تتباهى حتى تساوي الجبال؛ بل إنك أنت أنت. أنت ابن آدم حقير ضعيف، فكيف تمشي في الأرض مرحاً.

وقال تعالى: (وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) (لقمان: 18) .

تصعير الخد للناس: أن يعرض الإنسان عن الناس، فتجده والعياذ بالله مستكبراً لاوياً عنقه، تحدثه وهو يحدثك وقد صد عنك، وصعّر خده. (وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا) يعني لا تمش تبختراً وتعظماً وتكبراً (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) (لقمان: 18) ، المختال في هيئته، والفخور بلسانه وقوله، فهو بهيئته مختال؛ في ثيابه، في ملابسه، في مظهره، في مشيته، فخور بقوله ولسانه، والله تعالى لا يحب هذا، إنما يحب المتواضع الغني الخفي التقى، هذا هو الذي يحبه الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال وأن يجنبنا سيئات

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন: (আর যদি জনপদবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের ওপর আসমান ও জমিনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম; কিন্তু তারা অস্বীকার করল, ফলে আমি তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের পাকড়াও করলাম।) (আল-আরাফ: ৯৬)। ফলে আল্লাহ তাদের জন্য আসমান বা জমিনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করেননি। সুতরাং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হয় পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা আরও বলেন: (আর পৃথিবীতে দস্তভরে বিচরণ করো না।) (লুকমান: ১৮)। অর্থাৎ দস্তভরে, অহংকার প্রদর্শন করে, দস্তের সাথে হেলেদুলে এবং নিজেকে বড় মনে করে বিচরণ করো না। দ্বিতীয় আয়াতে তিনি বলেছেন: (নিশ্চয়ই তুমি কখনো জমিনকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় পাহাড় সমান হতে পারবে না।) (আল-ইসরা: ৩৭)। অর্থাৎ তুমি যেমনই হও না কেন, তুমি পৃথিবীকে খুঁড়ে নিচে যেতে পারবে না এবং পাহাড়ের সমান উচ্চতা অর্জনের বড়াইও করতে পারবে না; বরং তুমি তো তুমিই। তুমি আদমের এক তুচ্ছ ও দুর্বল সন্তান, তবে কীভাবে তুমি পৃথিবীতে দস্তভরে বিচরণ করো?

মহান আল্লাহ আরও বলেন: (আর তুমি মানুষের অবজ্ঞাভরে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না এবং পৃথিবীতে দস্তভরে বিচরণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দাস্তিক ও আত্মঅহংকারীকে পছন্দ করেন না।) (লুকমান: ১৮)।

মানুষের দিক থেকে গাল বা মুখ ফিরিয়ে নেওয়া: এর অর্থ হলো মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। ফলে দেখা যায় যে—আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই—ব্যক্তিটি অহংকারী হয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে থাকে; তুমি তার সাথে কথা বলছ বা সে তোমার সাথে কথা বলছে অথচ সে তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে এবং অবজ্ঞাভরে গাল বাঁকিয়ে আছে।

(আর পৃথিবীতে দস্তভরে বিচরণ করো না) অর্থাৎ দস্তভরে, আত্মগরিমায় এবং অহংকারে পথ চলো না। (নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দাস্তিক ও আত্মঅহংকারীকে পছন্দ করেন না) (লুকমান: ১৮)। 'মুখতাল' (দাস্তিক) হলো সে, যে তার বাহ্যিক অবয়ব বা চলনবলনে অহংকার করে, আর 'ফাখুর' (অহংকারী) হলো সে, যে তার জিহ্বা ও কথাবার্তায় অহংকার প্রকাশ করে। সুতরাং সে তার বেশভূষায় দাস্তিক; তার পোশাকে, তার আবরণে, তার চেহারায়, তার হাঁটাচলায় সে দস্ত প্রকাশ করে, আবার সে তার কথা ও ভাষায় বড়াই করে। আর আল্লাহ তাআলা এগুলো পছন্দ করেন না। তিনি কেবল তাকেই পছন্দ করেন যে বিনয়ী, অল্পে তুষ্ট, প্রচারবিমুখ এবং ধর্মভীরু;

এই ধরনের ব্যক্তিকেই আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল ভালোবাসেন। আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের এবং আপনাদের সর্বোত্তম চরিত্র ও কর্মের দিকে পরিচালিত করেন এবং আমাদের মন্দ বিষয়সমূহ থেকে রক্ষা করেন।

(ص: 541) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الأخلاق والأعمال إنه جواد كريم.

612/1- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة نم كبر " فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً، ونعله حسنة؟ قال: ((إن الله جميل يحبُّ الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس)) رواه مسلم.

613/2- وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلاً أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: ((كل بيمينك)). قال: لا أستطيع! قال: ((لا استطعت)) ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها على فيه. رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الكبر والعجب، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)). وهذا الحديث من أحاديث الوعيد التي يطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم تنفيراً عن الشيء، وإن كانت تحتاج إلى تفصيل حسب الأدلة الشرعية.

فالذي في قلبه كبر، إما أن يكون كبيراً عن الحق وكراهة له، فهذا كافر

চরিত্র ও আমলসমূহ। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত দানশীল ও মহানুভব।

* * *

১/৬১২- আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল: কোনো ব্যক্তি কি পছন্দ করে যে তার পোশাক সুন্দর হোক এবং তার জুতো সুন্দর হোক? তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। অহংকার হলো সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা।" (মুসলিম)।

২/৬১৩- সালামাহ ইবনুল আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাম হাতে আহার করছিল। তিনি বললেন: "তোমার ডান হাত দিয়ে খাও।" সে বলল: আমি পারছি না! তিনি বললেন: "তুমি যেন না পারো!" কেবল অহংকারই তাকে বিরত রেখেছিল। বর্ণনাকারী বলেন: এরপর সে তার হাত আর মুখ পর্যন্ত উঠাতে পারেনি। (মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর রিয়াদুস সালিহীন গ্রন্থের অহংকার ও আত্মস্তুতি হারাম হওয়া পরিচ্ছেদে ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" এটি সেই সব সতর্কবাণী সম্বলিত হাদীসের অন্তর্ভুক্ত যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো বিষয় থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য বলেছেন; যদিও শরয়ী দলীলসমূহের আলোকে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে।

সুতরাং যার অন্তরে অহংকার রয়েছে, তা যদি সত্যের প্রতি অহংকার ও সত্যকে অপছন্দ করার কারণে হয়, তবে সে কাফের।

مخلداً في النار ولا يدخل الجنة؛ لقول الله تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزَلَ اللَّهُ فَأَخْبَطَ أَعْمَالَهُمْ) (محمد: 9) ، ولا يحبط العمل إلا بالكفر كما قال تعالى: (وَمَنْ يَزِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (البقرة: 217) .

وأما إذا كان كبيراً على الخلق وتعاضباً على الخلق، لكنه لم يستكبر عن عبادة الله، فهذا لا يدخل الجنة دخولاً كاملاً مطلقاً لم يسبق بعذاب؛ بل لا بد من عذاب على ما حصل من كبره وعلاؤه على الخلق ثم إذا طهر دخل الجنة.

ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال رجل: يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة. يعني فهل هذا من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله جميل يحب الجمال)) جميل في ذاته، جميل في أفعاله، جميل في صفاته، كل ما يصدر عن الله عز وجل فإنه جميل وليس بقبيح؛ بل حسن، تستحسنه العقول السليمة، وتستسيغه النفوس.

وقوله: ((يحب الجمال)) أي يحب التجميل يعني أنه يحب أن يتجمل الإنسان في ثيابه، وفي نعله، وفي بدنه، وفي جميع شؤونه؛ لأن التجميل يجذب القلوب إلى الإنسان، ويحببه إلى الناس، بخلاف التشوه الذي يكون فيه الإنسان قبيحاً في شعره أو في ثوبه أو في لباسه، فلهذا قال: ((إن الله جميل يحب الجمال)) أي يحب أن يتجمل الإنسان.

أما الجمال الخلقي الذي من الله عز وجل، فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، ليس للإنسان فيه حيلة، وليس له فيه كسب، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم

সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে না; কারণ আল্লাহ তাআলার বাণী: (এটি এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করেছে, ফলে তিনি তাদের আমলসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন) (মুহাম্মদ: ৯)। আর কুফরি ব্যতীত কোনো আমল বাতিল হয় না, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (তোমাদের মধ্যে কেউ যদি স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যায় এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের আমলসমূহ নিষ্ফল হয়ে যাবে। আর তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে) (আল-বাকারাহ: ২১৭)।

পক্ষান্তরে, যদি অহংকার সৃষ্টির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ এবং তাদের প্রতি অবজ্ঞার কারণে হয়, কিন্তু সে আল্লাহর ইবাদত থেকে অহংকারবশত মুখ ফিরিয়ে না নেয়, তবে এমন ব্যক্তি আযাব ব্যতিরেকে পরিপূর্ণ ও নিরঙ্কুশভাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে না; বরং সৃষ্টির প্রতি তার অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের কারণে তাকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে, অতঃপর যখন সে পবিত্র হবে, তখন জান্নাতে প্রবেশ করবে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন এই হাদীসটি বর্ণনা করলেন, তখন এক ব্যক্তি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! মানুষ পছন্দ করে যে তার পোশাক সুন্দর হোক এবং তার জুতো সুন্দর হোক। অর্থাৎ, এটি কি অহংকারের অন্তর্ভুক্ত? তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন।" তিনি স্বীয় সত্তায় সুন্দর, স্বীয় কার্যাবলীতে সুন্দর, স্বীয় গুণাবলীতে সুন্দর; মহান আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা-র পক্ষ থেকে যা কিছু প্রকাশ পায় তা সুন্দর এবং কদর্য নয়; বরং তা উত্তম, যা সুস্থ বিবেকসমূহ পছন্দ করে এবং আত্মা গ্রহণ করে।

এবং তাঁর বাণী: "তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন" অর্থাৎ তিনি সৌন্দর্যমন্ডিত হওয়া পছন্দ করেন। এর অর্থ হলো, তিনি পছন্দ করেন যে মানুষ তার পোশাকে, জুতায়, শরীরে এবং তার যাবতীয় বিষয়ে সৌন্দর্য বজায় রাখুক; কারণ সৌন্দর্যমন্ডিত হওয়া মানুষের অন্তরকে আকৃষ্ট করে এবং তাকে মানুষের কাছে প্রিয় করে তোলে। এর বিপরীত হলো বিশৃঙ্খলা বা জীর্ণতা, যার মাধ্যমে মানুষ তার চুলে, পোশাকে বা বেশভূষায় কুৎসিত হয়ে থাকে। এই কারণেই তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন" অর্থাৎ তিনি পছন্দ করেন যে মানুষ সৌন্দর্যমন্ডিত হোক।

আর জন্মগত সৌন্দর্য যা মহান আল্লাহ দান করেছেন, তা মহান আল্লাহর ইচ্ছাধীন, এতে মানুষের কোনো হাত নেই এবং তার কোনো অর্জনও নেই। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেবল উল্লেখ করেছেন...

(ص: 543) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

مَا لِلْإِنْسَانِ فِيهِ كَسْبٌ وَهُوَ التَّجَمُّلُ.
أَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَهُوَ حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الْيَسْرَى، فَقَالَ: ((كُلْ بِيَمِينِكَ)) قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ. مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا اسْتَطَعْتُ " لِأَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَ أَنَّهُ مُتَكَبِّرٌ، فَقَالَ: " لَا اسْتَطَعْتُ " أَيِ دَعَا عَلَيْهِ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَصِيبُهُ بِأَمْرٍ لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ رَفْعَ يَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى فَمِهِ، فَلَمَّا قَالَ ((لَا اسْتَطَعْتُ)) أَجَابَ اللَّهُ دَعْوَتَهُ فَلَمْ يَرْفَعْهَا إِلَى فَمِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، صَارَتْ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ قَائِمَةً كَالْعَصَا، لَا يَسْتَطِيعُ رَفْعَهَا؛ لِأَنَّهُ اسْتَكْبَرَ عَلَى دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.
وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى وَجوب الأكل باليمين والشرب باليمين، وَأَنَّ الأكل باليسار حرام، يَأْتِمُ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ، وَكَذَلِكَ الشرب باليسار حرام، يَأْتِمُ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ أَيُّ أَكَلَ بِشِمَالِهِ أَوْ شَرَبَ بِشِمَالِهِ شَابَهُ الشَّيْطَانُ وَأَوْلِيَاءُ الشَّيْطَانِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: " لَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ " .
وَإِذَا نَظَرْنَا الْآنَ إِلَى الْكُفَّارِ، وَجَدْنَا أَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ بَيْسَارَهُمْ وَيَشْرَبُونَ بَيْسَارَهُمْ، وَعَلَى هَذَا فَالَّذِي يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ مُتَشَبِهٌ بِالشَّيْطَانِ وَأَوْلِيَاءُ الشَّيْطَانِ.

ويجب على من رآه أن ينكر عليه، لكن بالتي هي أحسن، أما أن يُعرض إذا كان
يخشى أن يخجل صاحبه أو أن يستنكف ويستكبر، يُعرض

মানুষের অর্জনে যা সৌন্দর্যমণ্ডিত।

দ্বিতীয় হাদিসটি হলো সালামা ইবনুল আকওয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বাম হাত দিয়ে আহ্বার করছিল। তিনি বললেন: "তুমি ডান হাত দিয়ে খাও।" সে বলল: "আমি পারি না।" মূলত অহংকারই তাকে বিরত রেখেছিল। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তুমি যেন না-ই পারো।" যেহেতু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বুঝতে পেরেছিলেন যে সে একজন অহংকারী ব্যক্তি, তাই তিনি বললেন: "তুমি যেন না-ই পারো", অর্থাৎ তিনি তার বিরুদ্ধে এই মর্মে দুআ করলেন যেন আল্লাহ তাআলা তাকে এমন অবস্থায় ফেলেন যাতে সে তার ডান হাতটি আর মুখের কাছে তুলতে না পারে। যখন তিনি বললেন "তুমি যেন না-ই পারো", আল্লাহ তাআলা তাঁর দুআ কবুল করলেন। ফলে এরপর সে আর কখনোই হাতটি মুখের কাছে তুলতে পারেনি। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, হাতটি লাঠির মতো শক্ত হয়ে গিয়েছিল, সে তা নাড়াতে পারছিল না; কারণ সে মহান আল্লাহর দ্বীনের প্রতি অহংকার প্রদর্শন করেছিল।

এই ঘটনার মধ্যে ডান হাতে আহ্বার করা ও পান করা আবশ্যিক হওয়ার এবং বাম হাতে আহ্বার করা যে হারাম এবং এর জন্য মানুষ পাপী হবে তার প্রমাণ রয়েছে। একইভাবে বাম হাতে পান করাও হারাম এবং এর জন্যও মানুষ গুনাহগার হবে। কেননা কেউ যদি বাম হাতে আহ্বার বা পান করে, তবে সে শয়তান ও শয়তানের অনুসারীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের কেউ যেন বাম হাত দিয়ে আহ্বার না করে এবং বাম হাত দিয়ে পান না করে। কেননা শয়তান বাম হাত দিয়ে আহ্বার করে এবং বাম হাত দিয়ে পান করে।"

আমরা যদি বর্তমানে কাফিরদের দিকে তাকাই, তবে দেখব যে তারা তাদের বাম হাত দিয়ে আহ্বার করে এবং বাম হাত দিয়ে পান করে। সুতরাং যে ব্যক্তি বাম হাতে খায় বা পান করে, সে শয়তান ও শয়তানের বন্ধুদের সদৃশ।

যে ব্যক্তি কাউকে এমনটি করতে দেখবে, তার ওপর তাকে নিষেধ করা বা সংশোধন করে দেওয়া কর্তব্য, তবে তা হতে হবে সর্বোত্তম পন্থায়। আর যদি সে আশঙ্কা করে যে এর ফলে

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি লজ্জিত হবে কিংবা বিমুখতা ও অহংকার প্রদর্শন করবে, তবে তাকে পরোক্ষভাবে বা কৌশলে বোঝাতে হবে।

(ص: 544) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

فيقول: من الناس من يأكل بشماله أو يشرب بشماله، وهذا حرام ولا يجوز. أو إذا كان معه طالب علم سأل طالب العلم وقال له: ما تقول فيمن يأكل بالشمال ويشرب بالشمال، حتى ينتبه الآخر، فإن انتبه فهذا المطلوب، وإن لم ينتبه قيل له- ولو سراً: لا تأكل بشمالك ولا تشرب بشمالك، حتى يعلم دين الله تعالى وشرعه.

يوجد بعض المترفين يأكل باليمين ويشرب باليمين، إلا إذا شرب وهو يأكل فإنه يشرب بالشمال، يدعي أنه لو شرب باليمين لوث الكأس، فيقال له: المسألة ليست هينة، وليست على سبيل الاستحباب حتى تقول الأمر هين، بل أنت إذا شربت بالشمال فأنت عاصٍ لأنه محرم، والمحرم لا يجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة للشرب بالشمال خوفاً من أن يتلوث الكأس بالطعام. ثم إنه يمكن أن يتلوث، يمكن أن تمسكه بين الإبهام والسبابة من أسفله وحينئذٍ لا يتلوث، والإنسان الذي يريد الخير والحق يسهل عليه فعله، أما المعاند أو المترف أو الذي يقلد أعداء الله من الشيطان وأوليائه، فهذا له شأن آخر، والله الموفق.

614/3-وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ألا أخبركم بأهل النار، كل عُتُل جواظٍ مُستكبرٍ)) متفق عليه.
وتقدم

তিনি বলেন: মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আছে যারা বাম হাতে খায় বা বাম হাতে পান করে, এটি হারাম এবং জায়েয নয়।

অথবা যদি তার সাথে কোনো ইলম অন্বেষী শিক্ষার্থী থাকে, তবে সে তাকে জিজ্ঞাসা করে বলবে: "যে ব্যক্তি বাম হাতে খায় এবং বাম হাতে পান করে তার ব্যাপারে আপনি কী বলেন?" যেন অন্য ব্যক্তিটি সচেতন হয়। অতঃপর যদি সে সচেতন হয় তবে এটিই কাজ্জিত, আর যদি সচেতন না হয় তবে তাকে—গোপনে হলেও—বলা হবে: "আপনি বাম হাতে খাবেন না এবং বাম হাতে পান করবেন না"; যাতে সে মহান আল্লাহর দীন ও তাঁর বিধান সম্পর্কে জানতে পারে।

কিছু বিলাসপ্রিয় মানুষ রয়েছে যারা ডান হাতে আহার করে এবং ডান হাতেই পান করে, কিন্তু আহাররত অবস্থায় পান করার সময় তারা বাম হাত ব্যবহার করে। সে দাবি করে যে, সে যদি ডান হাতে পান করে তবে পানপাত্রটি উচ্ছিষ্ট বা ময়লা হয়ে যাবে। তাকে বলা হবে: বিষয়টি হালকা নয় এবং এটি কেবল মুস্তাহাব পর্যায়ে বিষয় নয় যে আপনি বলবেন বিষয়টি সহজ। বরং আপনি যখন বাম হাতে পান করেন তখন আপনি একজন অবাধ্য ব্যক্তি, কারণ এটি হারাম। আর নিরুপায় অবস্থা (জরুরত) ব্যতীত হারাম কাজ বৈধ হয় না। পানপাত্র খাবারে ময়লা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় বাম হাতে পান করা কোনো শরয়ি জরুরত নয়।

তাছাড়া এটি ময়লা হওয়া এড়ানো সম্ভব; পাত্রটির নিচের অংশ বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী দিয়ে ধরা যেতে পারে, এমতাবস্থায় তা আর ময়লা হবে না। যে ব্যক্তি কল্যাণ ও সত্য অন্বেষণ করে তার জন্য তা পালন করা সহজ হয়। কিন্তু যে হঠকারী বা বিলাসপ্রিয় অথবা যে আল্লাহর শত্রু শয়তান ও তার অনুসারীদের অনুকরণ করে, তার বিষয়টি ভিন্ন। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

* * *

৩/৬১৪- হারিসা ইবনে ওয়াহাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "আমি কি তোমাদেরকে

জাহান্নামীদের সম্পর্কে সংবাদ দেব না? তারা হলো প্রত্যেক রুঢ় স্বভাবের, কৃপণ-স্থূলকায় এবং অহংকারী ব্যক্তি।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। এটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

(ص: 545) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

شرحُه في باب ضعفه المسلمين.

615/4- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((احتجت الجنة والنار، فقالت النار: فيّ الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: فيّ ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي، أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي، أعذب بك من أشاء، ولكليهما عليّ ملؤها)) رواه مسلم.

616/5- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً" متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

هذه أحاديث ساقها المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب تحريم الكبر والعجب، وقد سبق لنا الكلام على الآيات الواردة في هذا، وكذلك الكلام على الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا أخبركم بأهل النار))، وهذا من الأسلوب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، أن يورد الكلام على

এর ব্যাখ্যা 'দুর্বল মুসলিম' পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

৪/৬১৫- আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পর বিতর্ক করল। জাহান্নাম বলল: আমার মধ্যে প্রতাপশালী ও অহংকারীরা থাকবে। আর জান্নাত বলল: আমার মধ্যে মানুষের মধ্যকার দুর্বল ও অভাবী লোকরা থাকবে। তখন আল্লাহ তাদের উভয়ের মাঝে ফয়সালা করে দিলেন: তুমি হলে জান্নাত, আমার রহমত; তোমার মাধ্যমে আমি যাকে ইচ্ছা দয়া করব। আর তুমি হলে জাহান্নাম, আমার শাস্তি; তোমার মাধ্যমে আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করব। আর তোমাদের উভয়কেই পূর্ণ করা আমার দায়িত্ব।)) (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

৫/৬১৬- আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কিয়ামতের দিন আল্লাহ সেই ব্যক্তির দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না, যে অহংকারবশত নিজের কাপড় (মাটির সাথে) টেনে নিয়ে বেড়ায়।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসগুলো লেখক ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ রিয়াদুস সালেহীন গ্রন্থের 'অহংকার ও আত্মমুগ্ধতা বা দস্ত হারাম হওয়া' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। এর আগে আমরা এ বিষয়ে অবতীর্ণ আয়াতসমূহ এবং এই অধ্যায়ে লেখক রহিমাহুল্লাহ যে হাদিসগুলো উল্লেখ করেছেন সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

অতঃপর লেখক রহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((আমি কি তোমাদের জাহান্নামীদের সম্পর্কে সংবাদ দেব না?)), এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবহৃত অন্যতম একটি শৈলী ছিল যে, তিনি কথা উপস্থাপন করতেন...

صيغة الاستفهام، من أجل أن ينتبه المخاطب ويعي ما يقول، فهو يقول ((ألا أخبركم))، الكل سيقول نعم أخبرنا يا رسول الله. قال: ((كل عتلاً جواظٍ مستكبر))

العتل: معناها الشديد الغليظ، ومنه العتلة التي تحفر بها الأرض، فإنها شديدة غليظة، فالعتل هو الشديد الغليظ، والعياذ بالله. الجواظ: يعني أنه فيه زيادة من سوء الأخلاق.

والمستكبر- وهذا هو الشاهد:- هو الذي عنده كبر والعياذ بالله وغطرسة، وكبر على الحق، وكبر على الخلق، فهو لا يدين للحق أبداً، ولا يرحم الخلق والعياذ بالله. هؤلاء هم أهل النار، أما أهل الجنة فهم الضعفاء المساكين الذين ليس عندهم ما يستكبرون به؛ بل هم دائماً متواضعون ليس عندهم كبرياء ولا غلظة؛ لأن المال أحياناً يفسد صاحبه، ويحمّله على أن يستكبر على الخلق ويردّ الحق، كما قال تعالى: (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَيِّطٌ) (أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى) (العلق: 6، 7).

وكذلك أيضاً ذكر حديث احتجاج النار والجنة؛ احتجت النار والجنة، فقالت النار: إن أهلها هم الجبارون المتكبرون، وقالت الجنة: إن أهلها هم الضعفاء والمساكين، فاحتجت كل واحدة منها على الأخرى.

فحكم الله بينهما عز وجل، وقال في الجنة ((أنتِ رحمتي أرحم بك من أشياء)) وقال للنار ((أنت عذابي أعذب بك من أشياء)) فصارت النار دار

এটি একটি প্রশ্নবোধক বাক্যরীতি, যাতে শ্রোতা মনোযোগী হয় এবং যা বলা হচ্ছে তা উপলব্ধি করতে পারে। তাই তিনি বলছেন: "আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব না?" প্রত্যেকেই বলবে, "হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জানান।" তিনি বললেন: "প্রত্যেক রুঢ় স্বভাবের, কঠোর মেজাজী এবং অহংকারী ব্যক্তি।"

'আল-উতুল্লা': এর অর্থ হলো অত্যন্ত কঠোর ও রুঢ়। শব্দটি 'আত্-তালাহ' (শাবল) থেকে এসেছে যা দিয়ে মাটি খনন করা হয়, কারণ তা অত্যন্ত শক্ত ও দৃঢ়। সুতরাং 'উতুল্লা' হলো সেই ব্যক্তি যে অত্যন্ত রুঢ় ও কঠোর মেজাজের অধিকারী, আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই।

'আল-জাওওয়ায': এর অর্থ হলো যার মধ্যে চারিত্রিক মন্দ স্বভাবের আধিক্য রয়েছে।

এবং 'আল-মুস্তাকবির' (অহংকারী)—আর এটিই এখানে মূল প্রাসঙ্গিক বিষয়—সে হলো ওই ব্যক্তি যার মধ্যে অহংকার, ঔদ্ধত্য ও দম্ভ রয়েছে, আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। সে হকের (সত্যের) সামনে দম্ভ প্রকাশ করে এবং সৃষ্টির প্রতি অহংকার পোষণ করে। সে সত্যের সামনে কখনো নমনীয় হয় না এবং সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না, আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই।

এরাই হলো জাহান্নামের অধিবাসী। পক্ষান্তরে জান্নাতের অধিবাসী হলো সেই সমস্ত দুর্বল ও নিস্ব মানুষ যাদের অহংকার করার মতো কিছু নেই; বরং তারা সর্বদা বিনয়ী, তাদের মধ্যে কোনো অহংকার বা কঠোরতা নেই। কারণ অনেক সময় সম্পদ তার মালিককে কলুষিত করে দেয় এবং তাকে মানুষের প্রতি অহংকার করতে ও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে প্ররোচিত করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: "কখনো নয়, নিশ্চয়ই মানুষ সীমালঙ্ঘন করে থাকে, যখন সে নিজেকে অভাবমুক্ত দেখতে পায়।" (সূরা আল-আলাক: ৬, ৭)।

অনুরূপভাবে তিনি জান্নাত ও জাহান্নামের বাদানুবাদের হাদীসটি উল্লেখ করেছেন; জান্নাত ও জাহান্নাম বিতর্কে লিপ্ত হলো। জাহান্নাম বলল: "নিশ্চয়ই আমার অধিবাসী হলো প্রবল প্রতাপশালী ও অহংকারী ব্যক্তির।" আর জান্নাত বলল: "নিশ্চয়ই আমার অধিবাসী হলো দুর্বল ও নিস্বরা।" এভাবে তাদের প্রত্যেকেই অপরের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করল।

অতঃপর মহান আল্লাহ তাদের মাঝে ফয়সালা করে দিলেন। তিনি জান্নাত সম্পর্কে বললেন: "তুমি আমার রহমত, তোমার মাধ্যমে আমি যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করি।" আর জাহান্নামকে বললেন: "তুমি আমার আজাব (শাস্তি), তোমার মাধ্যমে আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করি।" অতঃপর জাহান্নাম পরিণত হলো সেই আবাসে...

العذاب والعياذ بالله، والجنة دار الرحمة، فهي رحمة الله ويسكنها الرحماء من عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ((وإنما يرحم الله من عباده الرحماء)). وقال: ((ولكل منكم عليّ ملؤها)) فوعد الله عز وجل النار ملأها، ووعد الجنة ملأها، وهو لا يخلف البيعاد عز وجل.

ولكن أتدرون ماذا تكون العاقبة؟ تكون العاقبة- كما ثبتت بها الأحاديث الصحيحة- أن النار لا يزال يلقى فيها، وهي تقول كما قال تعالى (يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ) (ق: 30)، يعني تطلب الزيادة؛ لأنها لم تمتلئ، فيضع الرب عز وجل عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض أي ينضم بعضها إلى بعض وتقول ((قط قط)) أي حسبي، حسبي، لا أريد زيادة فصارت النار تملأ بهذه الطريقة.

أما الجنة: فإن الجنة (عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ) (آل عمران: 133) ويسكنها أولياء الله، جعلني الله وإياكم منهم، ويسكنها أهلها، ويبقى فيها فضل؛ يعني مكان ليس فيه أحد، فينشئ الله لها أقواماً فيدخلهم الجنة برحمته.

وهذه هي النتيجة؛ امتلأت النار بعدل الله عز وجل، وامتلأت الجنة

আজাব তথা শান্তি—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি—আর জান্নাত হলো রহমতের আলায়; এটি আল্লাহর রহমত এবং তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা দয়ালু তারাই এতে বসবাস করবে, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল দয়ালু ব্যক্তিদের প্রতি দয়া করেন।"

এবং তিনি বলেছেন: "তোমাদের প্রত্যেকেরই পূর্ণ করার দায়িত্ব আমার ওপর।" সুতরাং আল্লাহ আযযা ওয়া জান্না জাহান্নামকে পূর্ণ করার এবং জান্নাতকে পূর্ণ করার অঙ্গীকার করেছেন, আর তিনি আযযা ওয়া জান্না অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না।

কিন্তু তোমরা কি জানো এর পরিণাম কী হবে? সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত যে, এর পরিণাম হবে এই—জাহান্নামে অবিরত নিক্ষেপ করা হতে থাকবে এবং সে বলতে থাকবে,

যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: (যেদিন আমি জাহান্নামকে বলব, তুমি কি পূর্ণ হয়েছ? আর সে বলবে, আরও কি কিছু অতিরিক্ত আছে?) (সূরা কাফ: ৩০)। অর্থাৎ সে আরও প্রার্থনা করবে; কারণ সে তখনও পূর্ণ হয়নি। অতঃপর রব আযযা ওয়া জাল্লা তার ওপর তাঁর কদম রাখবেন, ফলে তার এক অংশ অপর অংশের সাথে গুটিয়ে যাবে অর্থাৎ সংকুচিত হয়ে যাবে এবং সে বলবে: "কাত্, কাত্" অর্থাৎ যথেষ্ট, যথেষ্ট, আমি আর অতিরিক্ত চাই না। এভাবেই জাহান্নাম পূর্ণ হবে।

আর জান্নাতের বিষয়টি হলো: নিশ্চয় জান্নাত (যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনব্যাপী) (সূরা আলে ইমরান: ১৩৩) এবং এতে আল্লাহর ওলীগণ বসবাস করবেন—আল্লাহ আমাকে ও আপনাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন—এবং তার উপযুক্ত বাসিন্দারা সেখানে বসবাস করবেন। এরপরও সেখানে অতিরিক্ত স্থান অবশিষ্ট থাকবে; অর্থাৎ এমন জায়গা যেখানে কেউ নেই। অতঃপর আল্লাহ সেই স্থানের জন্য নতুন জাতি সৃষ্টি করবেন এবং তাঁর রহমতে তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

আর এটিই হলো চূড়ান্ত ফলাফল; আল্লাহর ন্যায়বিচারের মাধ্যমে জাহান্নাম পূর্ণ হলো এবং জান্নাত পূর্ণ হলো...

(ص: 548) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

بفضل الله ورحمته.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثاً في الإنسان المسبيل، فقال عليه الصلاة والسلام: ((لا ينظر الله إلى من جرّ ثوبه خيلاً)) وهذه مسألة خطيرة وذلك أن الرجل منهي عن أن ينزل ثوبه أو سرواله أو مشلحه أو إزاره عن الكعب، لا بد أن يكون من الكعب فما فوق، فمن نزل عن الكعب؛ فإن فعله هذا من الكبائر والعياذ بالله.

لأنه إن نزل كبيراً وخيلاء فإنه لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يكلبه، ولا يزكّيه، وله عذابٌ أليم، وإن كان نزل لغير ذلك كأن يكون طويلاً ولم يلاحظه، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار)).

فكانت العقوبة حاصلة على كل حال فيما نزل عن الكعبين، لكن إن كان بطراً وخيلاء فالعقوبة أعظم؛ لا يكلم الله صاحبه يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكّيه، وله عذابٌ أليم، وإن كان غير خيلاء، فإنه يعذب بالنار والعياذ بالله. فإذا قال قائل: ما هي السنة؟ قلنا: من الكعب إلى نصف الساق هذه هي السنة، نصف الساق سنة، وما دونه سنة، وما كان إلى الكعبين فهو سنة؛ لأن هذا هو لبس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم كانوا لا يتجاوز لباسهم الكعبين، ولكن يكون إلى نصف الساق أو يرتفع قليلاً، وما بين

আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়ায়।

অতঃপর লেখক (রহিমাহুল্লাহ) পাজামা বা কাপড় পায়ের গোড়ালির নিচে ঝুলিয়ে পরিধানকারী ব্যক্তি সম্পর্কে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন; রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি অহংকারবশত নিজের কাপড় (মাটির সাথে) টেনে নিয়ে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না।" এটি অত্যন্ত গুরুতর একটি বিষয়। কারণ পুরুষদের জন্য তাদের জুবা, পায়জামা, চাদর বা লুঙ্গি পায়ের গোড়ালির নিচে ঝুলিয়ে পরা নিষিদ্ধ। কাপড় অবশ্যই গোড়ালি পর্যন্ত অথবা তার ওপরে থাকতে হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি গোড়ালির নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরবে, তার এই কাজটি কবির গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

কেননা যদি সে দস্ত ও অহংকারবশত কাপড় ঝুলিয়ে পরে, তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না, তার সাথে কথা বলবেন না, তাকে পবিত্র করবেন না এবং তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর যদি অহংকার ছাড়া অন্য কোনো কারণে কাপড় ঝুলে পড়ে—যেমন কাপড়টি লম্বা হওয়ার কারণে সে লক্ষ্য করেনি—তবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) থেকে এটি প্রমাণিত যে তিনি বলেছেন: "লুঙ্গির যে অংশ গোড়ালির নিচে থাকবে, তা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে।"

সুতরাং যে অংশটুকু গোড়ালির নিচে যাবে, তার জন্য সর্বাবস্থায় শাস্তি অবধারিত। তবে যদি তা দস্ত ও অহংকারবশত হয়, তবে শাস্তি হবে আরও ভয়াবহ; কিয়ামতের দিন আল্লাহ সেই ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না, তার দিকে তাকাবেন না, তাকে পবিত্র করবেন না এবং তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর যদি অহংকার ছাড়া হয়, তবে তাকে জাহান্নামের আগুনে শাস্তি দেওয়া হবে, আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

এখন যদি কেউ প্রশ্ন করেন: সুন্নাহ পদ্ধতি কী? আমরা বলব: গোড়ালি থেকে নলার অর্ধেক পর্যন্ত কাপড় রাখা সুন্নাহ। নলার অর্ধেক পর্যন্ত রাখা সুন্নাহ, এর নিচের অংশও সুন্নাহ এবং গোড়ালি পর্যন্ত রাখাও সুন্নাহ। কারণ এটাই ছিল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীগণের পোশাক পরিধানের পদ্ধতি। তাঁদের পোশাক কখনো গোড়ালি অতিক্রম করত না, বরং তা নলার অর্ধেক পর্যন্ত বা তার চেয়ে সামান্য উপরে থাকত, এবং এর মধ্যবর্তী...

(ص: 549) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ذلك كله من السنة، والله الموفق.

617/6- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزيكهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب، وعائل مستكبر)) رواه مسلم.

618/7- وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قال الله عز وجل: العزإزاري، والكبرياءُ ردائي، فمن ينأزني عذبتة " رواه مسلم.

619/8- وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((بينما رجلٌ يشي في حلة تعجبه نفسه، مُرجلٌ رأسه، يختال في مشيته إذ خسف الله به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة)) متفق عليه.
((مرجل رأسه)) أي: مشطه ((يتجلجل)) بالجييين، أي: يغوص وينزل.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الكبر والإعجاب، فذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزيكهم، ولا ينظر إليهم)) ثلاثة: يعني ثلاثة أصناف، وليس المراد ثلاثة رجال، بل قد يكون

এই সবই সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত, আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

৬/৬১৭- আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না; আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি: বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী শাসক এবং অহংকারী দরিদ্র।)) মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

৭/৬১৮- তাঁর (আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেন: মর্যাদা আমার ভূষণ এবং অহংকার আমার চাদর; সুতরাং যে ব্যক্তি এ দুটির কোনোটি নিয়ে আমার সাথে টানাটানি (প্রতিযোগিতা) করবে, আমি তাকে শাস্তি দেব।" মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

৮/৬১৯- তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((এক ব্যক্তি সুন্দর পোশাক পরিহিত অবস্থায় নিজেকে নিয়ে গর্ববোধ করে পথ চলছিল, তার চুল ছিল সুবিন্যস্ত, সে দস্তভরে হাঁটছিল; এমতাবস্থায় আল্লাহ তাকে জমিনে ধসিয়ে দিলেন, ফলে

কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সে জমিনের গভীরে তলিয়ে যেতে থাকবে।)) বুখারী ও মুসলিমের ঐকমত্যে বর্ণিত।

((মুরাজ্জিলুন রা'সাহ)) অর্থাৎ: তার চুল সুবিন্যস্ত বা চিরুনি করা। ((ইয়াতাজালজালু)) অর্থ: ধসে যাওয়া এবং নিচে তলিয়ে যাওয়া।

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী রাহিমাল্লাহু তাঁর 'রিয়াদুস সলিহীন' কিতাবে অহংকার ও আত্মস্তুৰিতা হারাম হওয়া সংক্রান্ত অধ্যায়ে এই হাদিসগুলো উল্লেখ করেছেন। তিনি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেন না।)) তিন ব্যক্তি: অর্থাৎ তিন শ্রেণীর মানুষ, এখানে কেবল তিনজন ব্যক্তি উদ্দেশ্য নয়, বরং তা হতে পারে...

(ص: 550) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

آلاف الناس، لكن المراد ثلاثة أصناف. وهكذا كلما جاءت كلمة ثلاثة أو سبعة أو ما أشبه ذلك فالمراد أصنافاً لا أفراداً.
فهؤلاء الثلاثة لا يكلهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزيكهم، ولهم عذاب أليم.

الأول: شيخ زان: شيخ يعني رجلاً كبيراً مسناً، زانٍ يعني أنه زنى، فهذا لا يكله الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزيكيه، وله عذاب اليم، وذلك لأن الشيخ إذا زنى فليس هناك شهوة تجبره على أن يفعل هذا الفعل.

فالشاب قد يكون عنده شهوة ويعجز أن يملك نفسه، لكن الشيخ قد بردت شهوته وزالت أو نقصت كثيراً، فكونه يزني هذا يدل على أنه- والعياذ بالله- سيءٌ للغاية؛ لأنه فعل الفاحشة من غير سبب قوي يدفعه إليها. والزنى كله فاحشة سواء من الشاب أو من الشيخ، لكنه من الشيخ أشد وأعظم والعياذ بالله، إلا أن هذا الحديث مقيدٌ بما ثبت في الصحيحين أن من أتى شيئاً من هذه القاذورات، وأقيم عليه الحد في الدنيا، فإن الله تعالى لا يجمع عليه عقوبتين بل يزول عنه ذلك، ويكون الحد تطهيراً له.

الثاني: ملك كذاب: وكذاب هذه صيغة مبالغة أي كثير الكذب،

হাজার হাজার মানুষ, তবে এখানে উদ্দেশ্য হলো তিনটি শ্রেণি। অনুরূপভাবে যখনই তিন, সাত বা এজাতীয় কোনো শব্দ আসে, তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় শ্রেণিগত ভিন্নতা, ব্যক্তিগত সংখ্যা নয়।

এই তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

প্রথম জন: বৃদ্ধ ব্যভিচারী। 'শায়খ' বলতে এমন একজন বয়োঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে যিনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। 'যানি' অর্থ হলো সে ব্যভিচার করেছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন না, তার দিকে তাকাবেন না, তাকে পবিত্র করবেন না এবং তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। কারণ, একজন বৃদ্ধ যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন তার মাঝে এমন কোনো প্রবল কামভাব থাকে না যা তাকে এই কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য করতে পারে।

কেননা যুবকের মাঝে তীব্র কামভাব থাকতে পারে এবং সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম হতে পারে, কিন্তু বৃদ্ধের কামভাব তো স্তিমিত হয়ে গেছে এবং তা বিলুপ্ত হয়েছে অথবা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। এমতাবস্থায় তার ব্যভিচার করা প্রমাণ করে যে—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—সে অত্যন্ত দুশ্চরিত্র; কেননা সে কোনো শক্তিশালী কারণ ছাড়াই এই অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়েছে।

ব্যভিচার সর্বাবস্থায় অশ্লীলতা, চাই তা যুবক করুক বা বৃদ্ধ; তবে বৃদ্ধের পক্ষ থেকে তা অধিকতর জঘন্য ও গুরুতর—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই। তবে এই হাদিসটি সহীহাইন-এ প্রমাণিত ওই বর্ণনার দ্বারা সীমাবদ্ধ যে, যে ব্যক্তি এ জাতীয় কোনো নোংরা কাজে লিপ্ত হয় এবং দুনিয়াতে তার ওপর শরয়ি দণ্ডবিধি (হদ) কার্যকর করা হয়, তবে আল্লাহ তাআলা তার ওপর দুটি শাস্তি একত্রিত করবেন না; বরং তা তার ওপর থেকে দূরীভূত হয়ে যাবে এবং ওই দণ্ডবিধিই তার জন্য পবিত্রতা হিসেবে গণ্য হবে।

দ্বিতীয় জন: মিথ্যাবাদী রাজা। এখানে 'কাযযাব' শব্দটি আধিক্যবোধক রূপ, অর্থাৎ যে অত্যধিক মিথ্যা বলে,

(ম: 551) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وذلك لأن الملك لا يحتاج أن يكذب، كلمته هي العليا بين الناس، فلا حاجة إلى أن يكذب، فإذا كذب صار يعدُّ الناس ولكن لا يوفي، يقول سأفعل كذا ولكن لا يفعل، سأترك كذا ولكن لا يترك، ويحدث الناس يلعب بعقولهم ويكذب عليهم، فهذا والعياذ بالله داخل في هذا الوعيد، لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزيكه وله عذاب أليم.

والكذب حرامٌ من الملك وغير الملك، لكنه من الملك أعظم وأشد؛ لأنه لا حاجة إلى أن يكذب، كلمته بين الناس هي العليا فيجب عليه أن يكون صريحاً، إذا كان يريد الشيء، يقول نعم يوافق عليه ويفعل، وإذا كان لا يريده، يقول لا يرفضه ولا يفعل، الواحد من الرعية قد يحتاج إلى الكذب فيكذب، ولكن الملك لا يحتاج. والكذب حرام، ومن صفات المنافقين والعياذ بالله، فإن المنافق إذا حدث كذب، ولا يجوز لأحد أن يكذب مطلقاً، وقول بعض العامة: إن الكذب إذا كان لا يقطع مُحلاً

من حلاله فلا بأس به، هذه قاعدة شيطانية، ليس لها أساس من الصحة ولا من الدين، والصواب أن الكذب حرامٌ بكل حال.

الثالث: عائل مستكبر: وهذا هو الشاهد من الحديث، عائل يعني فقيراً، مستكبر يعني يتكبر على الناس والعياذ بالله، فإن هذا العائل الفقير ليس عنده ما يوجب الكبر، والغني ربها يخدعه غناه ويغرّه؛ فيتكبر على عباد الله، أو يتكبر عن الحق، لكن الفقير حشف وسوء كيلة، ما دام فقيراً فكيف يستكبر؟! فالعائل المستكبر هذا لا يكلّمه الله يوم القيامة، ولا ينظر

আর এটি এ কারণে যে, একজন শাসকের মিথ্যা বলার প্রয়োজন পড়ে না, কারণ মানুষের মধ্যে তার কথাই সর্বোচ্চ। তাই তার মিথ্যা বলার কোনো আবশ্যিকতা নেই। এমতাবস্থায় সে যদি মিথ্যা বলে, তবে সে মানুষকে প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু তা পূরণ করে না; সে বলে আমি এমনটি করব কিন্তু তা করে না, অমুক কাজ ছেড়ে দেব বলে কিন্তু ছাড়ে না। সে মানুষের সাথে কথা বলে তাদের বুদ্ধি নিয়ে খেলা করে এবং তাদের নিকট মিথ্যাচার করে। এহেন ব্যক্তি —আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই— এই কঠোর হুঁশিয়ারির অন্তর্ভুক্ত হবে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন না, তার দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না, তাকে পবিত্র করবেন না এবং তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

মিথ্যা বলা শাসক এবং সাধারণ মানুষ সবার জন্যই হারাম, তবে শাসকের পক্ষ থেকে তা অধিকতর জঘন্য ও গুরুতর; কারণ তার মিথ্যা বলার কোনো প্রয়োজন নেই। মানুষের মাঝে তার কথাই তো সর্বোচ্চ, তাই তার জন্য স্পষ্টবাদী হওয়া আবশ্যিক। সে যদি কোনো কিছু করতে চায়, তবে বলবে 'হ্যাঁ', তাতে সম্মতি দেবে এবং তা সম্পাদন করবে। আর যদি সে তা না চায়, তবে 'না' বলবে, তা প্রত্যাখ্যান করবে এবং তা করবে না। সাধারণ প্রজাদের কেউ হয়তো কোনো দায়ে পড়ে মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে, কিন্তু একজন শাসকের সেই প্রয়োজন নেই।

মিথ্যা বলা হারাম এবং এটি মুনাফিকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য —আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই। কেননা মুনাফিক যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে। আর কারো জন্যই কোনোভাবেই মিথ্যা বলা বৈধ নয়। সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচলিত এই কথা যে: "যদি মিথ্যা কারো কোনো

হালাল বিষয়ে ক্ষতি না করে তবে তাতে কোনো সমস্যা নেই" —এটি একটি শয়তানি মূলনীতি, যার সত্যতা বা শরীয়তের কোনো ভিত্তি নেই। বরং সঠিক কথা হলো, মিথ্যা সর্বাবস্থায় হারাম। তৃতীয় ব্যক্তি: অহংকারী অভাবী। আর এটিই হাদীসটির মূল আলোচ্য অংশ। 'আয়িল' অর্থ দরিদ্র, আর 'মুস্তাকবির' অর্থ যে মানুষের ওপর অহংকার করে —আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই। কেননা এই অভাবী দরিদ্র ব্যক্তির কাছে এমন কিছু নেই যা অহংকার উদ্বেক করে। একজন ধনীর ক্ষেত্রে হতে পারে যে তার ধন-সম্পদ তাকে প্ররোচিত ও বিভ্রান্ত করেছে, ফলে সে আল্লাহর বান্দাদের ওপর অহংকার করে অথবা সত্য কবুল করতে অহংকার করে। কিন্তু দরিদ্রের ক্ষেত্রে বিষয়টি হলো 'নিকৃষ্ট মানের খেজুর এবং ওজনে কম দেওয়ার' (দ্বিগুণ মন্দের) মতো। সে যখন দরিদ্রই, তবে সে কেন অহংকার করবে?! সুতরাং এই অহংকারী দরিদ্রের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না এবং তার দিকে তাকাবেন না।

(ص: 552) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

إليه، ولا يزيكبه وله عذاب أليم.

والكبر حرامٌ من الغني ومن الفقير، لكنه من الفقير أشد، ولهذا تجد الناس إذا رأوا غنياً متواضعاً استغربوا ذلك منه، واستعظموا ذلك منه، ورأوا أن هذا الغني في غاية ما يكون من الخلق النبيل، لكن لو يجدون فقيراً متواضعاً لكان من سائر الناس؛ لأن الفقر يوجب للإنسان أن يتواضع؛ لأنه لأي شيء يستكبر؟! فإذا جاء إنسان والعياذ بالله عائل فقير يستكبر على الخلق، أو يستكبر عن الحق، فليس هناك ما يوجب الكبرياء في حقه فيكون والعياذ بالله داخلاً في الحديث.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله فيها ساقه من الأدلة على تحريم الكبر والإعجاب، وأنه من كبائر الذنوب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((العز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني عذبتني)).

هذا من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، وهي ليست في مرتبة القرآن، فالقرآن له أحكام تخصه، منها أنه معجز للبشر عن أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور منه، أو بسورة أو بحديث مثله، وأنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، وأن الصلاة تصح إذا قرأ المصلى من القرآن؛ بل تجب القراءة بالفتحة، أما الأحاديث القدسية فليست كذلك.

ثم القرآن محفوظ لا يزداد فيه ولا ينقص، ولا ينقل بالمعنى، وليس

তাঁর দিকে তাকাবেন না, তাঁকে পবিত্র করবেন না এবং তাঁর জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

অহংকার ধনী এবং দরিদ্র উভয়ের জন্যই হারাম, তবে দরিদ্রের পক্ষ থেকে এটি অধিকতর গুরুতর। একারণেই আপনি লক্ষ্য করবেন যে, মানুষ যখন কোনো বিনয়ী ধনী ব্যক্তিকে দেখে, তখন তারা এতে বিস্মিত হয় এবং বিষয়টিকে অত্যন্ত মহৎ মনে করে। তারা মনে করে যে, এই ধনী ব্যক্তিটি সর্বোচ্চ পর্যায়ের মহৎ চরিত্রের অধিকারী। কিন্তু তারা যদি কোনো বিনয়ী দরিদ্র ব্যক্তিকে দেখে, তবে তাকে সাধারণ মানুষের একজন মনে করে; কারণ দারিদ্র্য মানুষকে বিনয়ী হতে বাধ্য করে। সে কিসের ওপর ভিত্তি করে অহংকার করবে?! সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি—আল্লাহর কাছে পানাহ চাই—অভাবী ও দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও মানুষের ওপর অহংকার করে অথবা সত্যের বিপরীতে দম্ভ প্রদর্শন করে, তবে তার ক্ষেত্রে অহংকার করার মতো কোনো কারণই নেই। ফলে সে—আল্লাহর কাছে পানাহ চাই—এই হাদীসের হুমকিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

অতঃপর লেখক (রহিমাহুল্লাহ) অহংকার ও আত্মমুগ্ধতা হারাম হওয়ার দলীলাদি এবং এটি যে কবির গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত, তা আলোচনার ধারায় আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "সম্মান হলো আমার লুঙ্গি আর শ্রেষ্ঠত্ব হলো আমার চাদর; সুতরাং যে ব্যক্তি এই দুইটির কোনোটি নিয়ে আমার সাথে টানাটানি করবে, আমি তাকে আযাব দেব।"

এটি সেই সকল হাদীসে কুদসীর অন্তর্ভুক্ত যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন। এগুলো কুরআনের সমপর্যায়ের নয়। কুরআনের নিজস্ব কিছু বিধান রয়েছে; যেমন—কুরআন মানবজাতির জন্য এমন এক মুজিয়া বা অলৌকিক বিষয় যার অনুরূপ কিছু, কিংবা এর দশটি সূরা, কিংবা একটি সূরা বা একটি বাণীর সমকক্ষ কিছু তৈরি করতে তারা অক্ষম। এছাড়া অপবিত্র (গোসল ফরজ হওয়া) ব্যক্তির জন্য কুরআন পাঠ করা বৈধ নয়। সালাত তখনই শুদ্ধ হয় যখন মুসাল্লী কুরআন থেকে তিলাওয়াত করে, বরং সূরা ফাতিহা পাঠ করা তো ওয়াজিব। কিন্তু হাদীসে কুদসীর বিধান এমন নয়। তাছাড়া কুরআন সংরক্ষিত, এতে কোনো কিছু বাড়ানো বা কমানো যায় না এবং এটি কেবল মর্মগতভাবে বর্ণনা করা যায় না। আর এটি

(ص: 553) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

فيه شيء ضعيف، أما الأحاديث القدسية فإنها تروى بالمعنى، وفيها أحاديث ضعيفة، وفيها أحاديث مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم ليست بصحيحة وهو كثير، فإلهم أنه ليس في منزلة القرآن إلا أنه يُقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه.

فإن الله تعالى يقول: ((العز إزاري والكبرياء ردائي)) وهذا من الأحاديث التي تمر بها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتعرض لمعناها بتحريف أو تكييف، وإنما يُقال هكذا قال الله تعالى فيها رواه النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فمن نازع الله في عزته وأراد أن يتخذ سلطاناً كسلطان الله، أو نازع الله في كبريائه وتكبر على عباد الله، فإن الله يعذبه، يعذبه على ما صنع ونازع الله تعالى فيها يختص به.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة الآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((بينما رجل يمشي في حلة، تعجبه نفسه، مرجلٌ رأسه، يخال في مشيته)) أي عنده من الخيلاء والكبرياء والخطورة ما عنده "إذ خسف الله به" أي خسف به الأرض ((فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة)) يعني انهارت به الأرض وانغرس فيها واندفن، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة؛ لأنه والعياذ بالله لما صار عنده هذا الكبرياء وهذا التيه وهذا الإعجاب خسف به.

وهذا نظير قارون الذي ذكره المؤلف رحمه الله في صدر الباب، فإن قارون خرج على قومه في زينته (قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ) (وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

এতে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। তবে হাদিসে কুদসিগুলো অর্থের ভিত্তিতে বর্ণনা করা হয়। এতে অনেক দুর্বল হাদিস রয়েছে এবং রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে মিথ্যাচার করা হয়েছে এমন হাদিসও আছে যা সহিহ নয় এবং এ সংখ্যা অনেক। মূল কথা হলো, এর মর্যাদা কুরআনের স্তরে নয়, তবে বলা হয় যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন: "সম্মান আমার ভূষণ এবং মহিমা আমার চাদর।" এটি সেই সকল হাদিসের অন্তর্ভুক্ত যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবেই গৃহীত হয়। এর অর্থের ক্ষেত্রে কোনো বিকৃতি বা স্বরূপ নির্ধারণ করা হয় না। বরং বলা হয় যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর প্রতিপালক থেকে যা বর্ণনা করেছেন তাতে আল্লাহ তাআলা এভাবেই বলেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্মানের বিষয়ে তাঁর সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে এবং আল্লাহর ক্ষমতার ন্যায় ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চাইবে, অথবা আল্লাহর মহিমার বিষয়ে তাঁর সাথে বিবাদ করবে এবং আল্লাহর বান্দাদের ওপর অহংকার করবে, তবে আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন। তিনি যা করেছেন এবং আল্লাহর বিশেষ গুণাবলি নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হওয়ার কারণে তিনি তাকে শাস্তি দেবেন।

এরপর লেখক (রহিমাহুল্লাহ) আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অন্য একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন যে তিনি বলেছেন:

"এক ব্যক্তি চমৎকার পোশাকে সজ্জিত হয়ে পথ চলছিল, সে নিজেকে নিয়ে অত্যন্ত মুগ্ধ ছিল, তার মাথার চুল ছিল সুবিন্যস্ত এবং সে দম্ভভরে হাঁটছিল"—অর্থাৎ তার মধ্যে যতটা দম্ভ, অহংকার ও ধৃষ্টতা ছিল সেই অবস্থায়— "হঠাৎ আল্লাহ তাকে জমিনে ধসিয়ে দিলেন।" অর্থাৎ তাকে নিয়ে ভূমি ধসে গেল। "সে কিয়ামত পর্যন্ত মাটির নিচে ধসে যেতেই থাকবে।" এর অর্থ হলো ভূমি তার নিচে ধসে পড়েছে এবং সে তাতে নিমজ্জিত ও প্রোথিত হয়েছে। সে কিয়ামত পর্যন্ত তাতে ধসে যেতে থাকবে; কারণ—আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি—তার মধ্যে যখন এই অহংকার, বিভ্রান্তি ও আত্মমুগ্ধতা তৈরি হয়েছিল, তখনই তাকে ধসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এটি কারুনের ঘটনার সদৃশ যা লেখক (রহিমাহুল্লাহ) অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখ করেছেন। কারণ তার সম্প্রদায়ের সামনে জাঁকজমকপূর্ণ সাজসজ্জায় বের হয়েছিল: (যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলেছিল, হায়! কারুনকে যা দেওয়া হয়েছে আমাদেরও যদি তা থাকত! নিশ্চয়ই সে বড়ই ভাগ্যবান)। (আর যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছিল তারা বলেছিল...)

(ص: 554) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وَيُكْرَهُ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ (فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُتَنَصِّرِينَ) (القصص: 79-81).

وقوله: "يتجلجل في الأرض" يحتمل أنه يتجلجل وهو حي حياة دنيوية، فيبقى هكذا معذباً إلى يوم القيامة، معذباً وهو في جوف الأرض وهو حي، فيتعذب كما يتعذب الأحياء، ويحتمل أنه لما اندفن مات، كما هي سنة الله عز وجل، مات ولكن مع ذلك يتجلجل في الأرض وهو ميت، فيكون تجلجله هذا تجلجلاً برزخياً لا تعلم كيفيته، والله أعلم. المهم أن هذا جزاءه والعياذ بالله.

وفي هذا وما قبله وما يأتي بعده دليلٌ على تحريم الكبر وتحريم الإعجاب، وأن الإنسان يجب عليه أن يعرف قدر نفسه وينزلها منزلتها، والله البوق.

620/9- وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يُكتب في الجبارين، فيصيبه ما أصابهم)) رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
" يذهب بنفسه: أي: يرتفع ويتكبر.

"তোমাদের দুর্ভোগ! যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই উত্তম, আর ধৈর্যশীলরা ব্যতীত তা কেউ লাভ করে না। অতঃপর আমি তাকে (কারুন) ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে ধসিয়ে দিলাম। তখন আল্লাহর মোকাবিলায় তাকে সাহায্য করার মতো কোনো দল ছিল না এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না।" (আল-কাসাস: ৭৯-৮১)।

আর তাঁর বাণী: "সে জমিনে ধসে যেতে থাকবে"—এর সম্ভাব্য অর্থ হলো, সে দুনিয়াবি জীবনে জীবিত থাকা অবস্থায় ধসে যেতে থাকবে, ফলে কিয়ামত পর্যন্ত সে এভাবে শাস্তি পেতে থাকবে; এমতাবস্থায় যে সে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে জীবিত এবং জীবিতদের মতোই কষ্ট ভোগ করছে।
আবার এও সম্ভাবনা রয়েছে যে, মাটির নিচে চাপা পড়ার পর সে মারা গেছে, যেমনটি মহান আল্লাহর চিরন্তন নিয়ম; সে মারা যাওয়ার পরও মৃত অবস্থায় জমিনের ভেতর ধসে যেতে থাকবে। এমতাবস্থায় এই ধসে যাওয়া হবে 'বরযখী' (পারলৌকিক) জগতের বিষয় যার প্রকৃত ধরণ আমাদের জানা নেই। আল্লাহই ভালো জানেন। মূল কথা হলো, আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, এটিই তার প্রতিফল।

এতে এবং এর আগের ও পরের আলোচনাগুলোতে অহংকার ও আত্মগরিমা হারাম হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। মানুষের উচিত নিজের মর্যাদা অনুধাবন করা এবং নিজেকে সঠিক অবস্থানে রাখা। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

৯/৬২০- সালামাহ ইবনুল আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মানুষ ক্রমাগত নিজেকে বড় মনে করতে থাকে,

যতক্ষণ না তার নাম অহংকারী-স্বৈরাচারীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়। অতঃপর তাদের যে আজাব ভোগ করতে হয়েছিল, তাকেও সেই একই আজাব ভোগ করতে হয়।" এটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এটি একটি হাসান হাদিস।

"নিজেকে নিয়ে যেতে থাকে" অর্থাৎ: নিজেকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মনে করে এবং অহংকার করে।

(ص: 555) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

[الشَّرْحُ]

في هذا الحديث الأخير في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الإنسان من أن يعجب بنفسه، فلا يزال في نفسه يترفع ويتعظم حتى يكتب من الجبارين، فيصيبه ما أصابهم.

والجبارون والعياذ بالله، لو لم يكن من عقوبتهم إلا قول الله تبارك وتعالى: (كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ) (غافر: 35)، والعياذ بالله؛ لكان عظيماً. فالجبار والعياذ بالله يُطْبَعُ على قلبه، حتى لا يصل إليه الخير، ولا ينتهي عن الشر.

وخلاصة هذا الباب أنه يدور على شيئين:

الأول: تحريم الكبر، وأنه من كبائر الذنوب.

والثاني: تحريم الإعجاب، إعجاب الإنسان بنفسه، فإنه أيضاً من المحرمات، وربما يكون سبباً لحبوط العمل إذا أعجب الإنسان بعبادته، أو قراءته القرآن، أو غير ذلك، ربما يحبط أجره وهو لا يعلم.

[ব্যাখ্যা]

এই পরিচ্ছেদের সর্বশেষ এই হাদিসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষকে আত্মমুক্ততা থেকে সতর্ক করেছেন। মানুষ নিজের মনে নিজেকে বড় মনে করতে থাকে এবং বড়ত্ব প্রকাশ করতে থাকে, যতক্ষণ না তাকে উদ্ধত অহংকারীদের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। ফলে তাদের যে পরিণতি হয়েছিল, তারও সেই একই দশা হয়।

আর উদ্ধত স্বৈরাচারীরা—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—তাদের শাস্তির জন্য যদি মহান আল্লাহ তাআলার এই বাণী ছাড়া আর কিছুই না থাকত: "এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী ও উদ্ধত ব্যক্তির হৃদয়ে মোহর মেরে দেন" (গাফির: ৩৫); তবে সেটিই তাদের জন্য ভয়াবহ হতো। সুতরাং উদ্ধত ব্যক্তির হৃদয়ে মোহর মেরে দেওয়া হয়, ফলে কোনো কল্যাণই তার নিকট পৌঁছাতে পারে না এবং সে মন্দ কাজ থেকেও বিরত হয় না।

এই পরিচ্ছেদের সারকথা হলো এটি দুটি বিষয়ের ওপর আবর্তিত হয়েছে:

প্রথমত: অহংকারের নিষিদ্ধতা, এবং এটি যে কবির গুনাহের অন্তর্ভুক্ত সেই বিষয়টি।

দ্বিতীয়ত: আত্মমুক্ততা অর্থাৎ মানুষের নিজের প্রতি নিজে মুক্ত হওয়ার নিষিদ্ধতা। এটিও হারাম বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং সম্ভবত এটি আমল নিষ্ফল হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ যখন তার ইবাদত, কুরআন তিলাওয়াত বা অন্য কোনো নেক আমলের কারণে আত্মতুষ্টিতে ভোগে, তখন সে নিজেও জানে না যে কীভাবে তার আমলের প্রতিদান নষ্ট হয়ে যায়।

(ص: 556) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

73- باب حُسن الخلق

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ) (القلم: 4) ، وَقَالَ تَعَالَى: (وَالْكَافِرِينَ الْغِيَظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ) (آل عمران: 134) .

621/1- وعن أنس رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً) . متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب حسن الخلق، يعني باب الحث عليه، وفضيلته، وبيان من اتصف به من عباد الله، وحسن الخلق يكون مع الله ويكون مع عباد الله.

أما حسن الخلق مع الله: فهو الرضا بحكمه شرعاً وقدرًا، وتلقي ذلك بالانشراح وعدم التضجر، وعدم الأسى والحزن، فإذا قدر الله على المسلم شيئاً يكرهه رضي بذلك واستسلم وصبر، وقال بلسانه وقلبه: رضيت بالله رباً، وإذا حكم الله عليه بحكم شرعي؛ رضي واستسلم، وانقاد لشريعة الله عز وجل بصدر منشرح ونفس مطمئنة، فهذا حسن الخلق مع الله عز وجل.

أما مع الخلق فيحسن الخلق معهم بما قاله بعض العلماء: كف الأذى، وبذل الندي، وطلاقه الوجه، وهذا حسن الخلق.

৭৩- উত্তম চরিত্রের অধ্যায়

মহান আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয় আপনি সুমহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত।" (আল-কালাম: ৪), এবং আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "আর যারা রাগ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল।" (আল ইমরান: ১৩৪)।

১/৬২১- আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।" (বুখারি ও মুসলিম)।

[ব্যাক্যা]

হাফেজ নববী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' কিতাবের 'উত্তম চরিত্রের অধ্যায়'-এ বলেন—অর্থাৎ এটি এমন এক অধ্যায় যা উত্তম চরিত্রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, এর মর্যাদা এবং

আল্লাহর সেই বান্দাদের পরিচয় তুলে ধরে যারা এই গুণে গুণান্বিত। আর উত্তম চরিত্র আল্লাহর সাথেও হয় এবং আল্লাহর বান্দাদের সাথেও হয়।

আল্লাহর সাথে উত্তম চরিত্র হলো: তাঁর শরয়ি বিধান ও তাকদিরি ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং তা প্রশস্ত চিত্তে গ্রহণ করা; কোনো প্রকার বিরক্তি, আক্ষেপ বা বিষণ্ণতা প্রকাশ না করা। সুতরাং আল্লাহ যখন কোনো মুসলিমের ওপর এমন কিছু নির্ধারণ করেন যা সে অপছন্দ করে, তখন সে তাতে সন্তুষ্ট থাকে, আত্মসমর্পণ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে। সে মুখে ও অন্তরে বলে: "আমি আল্লাহর প্রতি রব হিসেবে সন্তুষ্ট হলাম।" আর যখন আল্লাহ তার ওপর কোনো শরয়ি বিধান আরোপ করেন, সে তাতে সন্তুষ্ট হয়, আত্মসমর্পণ করে এবং প্রশস্ত হৃদয় ও প্রশান্ত চিত্তে মহান আল্লাহর শরয়ি বিধানের আনুগত্য করে। এটাই হলো মহান আল্লাহর সাথে উত্তম চরিত্র। আর সৃষ্টির সাথে উত্তম চরিত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে কোনো কোনো আলেম বলেছেন: কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা, দয়া ও কল্যাণ প্রসারিত করা এবং হাস্যোজ্জ্বল মুখে থাকা; আর এটাই হলো উত্তম চরিত্র।

(ص: 557) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

كف الأذى بآلا يؤذي الناس لا بلسانه ولا بجوارحه، وبذل الندي يعني العطاء، يبذل العطاء من مال وعلم وجاه وغير ذلك، وطلاقة الوجه بأن يلاقي الناس بوجه منطلق، ليس بعبوس، ولا مصعّر خده، وهذا هو حسن الخلق. ولا شك أن الذي يفعل هذا؛ فكيف الأذى ويبذل الندي ويجعل وجه منطلقاً؛ لا شك أنه سيصبر على أذى الناس أيضاً، فإن الصبر على أذى الناس لا شك أنه من حسن الخلق، فإن من الناس من يؤذي أخاه، وربما يعتدي عليه بما يضره؛ بأكل ماله، أو جحد حق له، أو ما أشبه ذلك، فيصبر ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، والعاقبة للمتقين، وهذا كله من حسن الخلق مع الناس.

ثم صَدَّرَ المؤلّف رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله تعالى مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ) (القلم: 4) ، وهذا معطوف على جواب القسم (نُ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ) (مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ) (وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَبْنُونٍ) (القلم: 1-4) . إنك: يعني يا محمد، لعلّ خلق عظيم لم يتخلق أحد بمثله، في كل شيء؛ خلق مع الله، خلق مع عباد الله، في الشجاعة والكرم وحسن المعاملة وفي كل شيء، وكان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن يتأدّب بآدابه؛ يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه.

ثم ساق المؤلّف جزءاً من آية آل عمران في قوله: (وَالْكَافِرِينَ الْغِيَظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ) (آل عمران 134) ، وهذه من صفات المتقين الذين أعد الله لهم الجنة، كما قال تعالى: (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ

কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা হলো মানুষকে জিহ্বা বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে কষ্ট না দেওয়া। আর উদারতা প্রদর্শন অর্থ হলো দান করা; সম্পদ, জ্ঞান, মর্যাদা বা অন্য কিছু মাধ্যমে দান করা। প্রফুল্ল বদন হলো মানুষের সাথে সহাস্য মুখে সাক্ষাৎ করা, বিমর্ষ চেহারা বা কুণ্ঠিত ললাটে নয়; আর এটিই হলো উত্তম চরিত্র।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি এটি পালন করবে—অর্থাৎ কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকবে, উদারতা প্রদর্শন করবে এবং চেহারাকে প্রফুল্ল রাখবে—সে অবশ্যই মানুষের পক্ষ থেকে আসা কষ্টের ওপরও ধৈর্য ধারণ করবে। কেননা মানুষের পক্ষ থেকে আসা কষ্টের ওপর সবর করা নিঃসন্দেহে উত্তম চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। কারণ এমন কিছু মানুষ আছে যারা নিজের ভাইকে কষ্ট দেয়, হয়তো তার ক্ষতি করে কোনো অন্যায় আচরণের মাধ্যমে; যেমন তার সম্পদ আত্মসাৎ করা, তার কোনো অধিকার অস্বীকার করা বা অনুরূপ কিছু। এমতাবস্থায় সে ধৈর্য ধারণ করে এবং মহান আল্লাহর কাছে এর প্রতিদানের আশা রাখে। আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্যই। এই সবকিছুই মানুষের সাথে উত্তম আচরণের অন্তর্ভুক্ত।

এরপর লেখক (রহিমাল্লাহ) মহান আল্লাহর বাণী দিয়ে এই অধ্যায়টি শুরু করেছেন, যেখানে তিনি তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সম্বোধন করে বলেছেন: "নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত।" (সূরা আল-কালাম: ৪)। এটি শপথের জওয়াবের ওপর সংযুক্ত হয়েছে: "নূন, শপথ কলমের এবং তারা যা লিখে তার। আপনার রবের অনুগ্রহে আপনি উন্মাদ নন। আর নিশ্চয়ই আপনার জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।" (সূরা আল-কালাম: ১-৪)। "নিশ্চয়ই আপনি"—অর্থাৎ হে মুহাম্মদ—"আপনি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত", এমন এক চরিত্রের ওপর যার দৃষ্টান্ত অন্য কারো মাঝে নেই; সব বিষয়ে—আল্লাহর সাথে আচরণের ক্ষেত্রে, আল্লাহর বান্দাদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে, সাহসিকতা, দানশীলতা, সদ্যবহার এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে। আর তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চরিত্র ছিল কুরআন; তিনি কুরআনের শিষ্টাচারে সুশোভিত ছিলেন; এর আদেশসমূহ পালন করতেন এবং নিষেধসমূহ বর্জন করতেন।

অতঃপর লেখক সূরা আল-ইমরানের আয়াতের অংশবিশেষ উল্লেখ করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন: "যারা রাগ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল।" (সূরা আল-ইমরান: ১৩৪)। আর এটি মুত্তাকীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যাদের জন্য আল্লাহ জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: "আর তোমরা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমার দিকে দ্রুত ধাবিত হও..."

(ص: 558) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِبِينَ الْغِيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (آل عمران: 134-133).

(وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظَ) يعني الذين يكظمون غضبهم، إذا غضب، ملك نفسه وكظم غيظه، ولم يتعد على أحدٍ بموجب هذا الغضب.

(وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ) إذا أساءوا إليهم، (وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) فإن هذا من الإحسان أن تعفو عمن ظلمك، ولكن العفو له محل؛ إن كان المعتدي أهلاً للعفو فآل عفو محمود، وإن لم يكن أهلاً للعفو؛ فإن العفو ليس بمحمود؛ لأن الله تعالى قال في كتابه: (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) (الشورى: 40).

فلو أن رجلاً اعتدى عليك بضربك، أو أخذ مالك، أو إهانتك، أو ما أشبه ذلك، فهل الأفضل أن تعفو عنه أم لا؟

نقول في هذا تفصيل: إن كان الرجل شريراً، سيئاً، إذا عفوت عنه ازداد في الاعتداء عليك وعلى غيرك، فلا تعفُ عنه، خذ حَقَّك منه بيدك، إلا أن تكون تحت ولاية شرعية فترفع الأمر إلى من له الولاية الشرعية، وإلا فتأخذه بيدك ما لم يترتب على ذلك ضرر أكبر.

والحاصل أنه إذا كان الرجل المعتدي سيئاً شريراً هذا ليس أهلاً للعفو فلا تعفُ عنه، بل الأفضل أن تأخذ بحَقِّك؛ لأن الله يقول: (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ) ، والعفو في مثل هذه الحال ليس بإصلاح.

...তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং সেই জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনব্যাপী, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। (সেসব মুত্তাকী) যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে, যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আর আল্লাহ মুহসিনদের (সদাচারীদের) ভালোবাসেন। (আল-ইমরান: ১৩৩-১৩৪)।

"এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী" অর্থাৎ যারা তাদের রাগকে দমন করে; যখন সে রাগান্বিত হয়, তখন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং স্থায়ী ক্রোধকে চেপে রাখে, আর এই রাগের বশবর্তী হয়ে কারো প্রতি সীমালঙ্ঘন করে না।

"এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল" যখন তারা তাদের প্রতি মন্দ আচরণ করে। "আর আল্লাহ মুহসিনদের (সদাচারীদের) ভালোবাসেন", কারণ যে আপনার প্রতি অবিচার করেছে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া 'ইহসান' বা সদাচারের অন্তর্ভুক্ত। তবে ক্ষমার উপযুক্ত ক্ষেত্র রয়েছে; যদি আক্রমণকারী ক্ষমার যোগ্য হয়, তবে ক্ষমা করা প্রশংসনীয়। আর যদি সে ক্ষমার যোগ্য না হয়, তবে ক্ষমা করা প্রশংসনীয় নয়। কারণ মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে ইরশাদ করেছেন: "অতঃপর যে ক্ষমা করে দেয় এবং সংশোধন করে, তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট রয়েছে।" (আশ-শূরা: ৪০)।

যদি কোনো ব্যক্তি আপনাকে প্রহার করে, অথবা আপনার ধন-সম্পদ কেড়ে নেয়, কিংবা আপনাকে অপমান করে অথবা এই জাতীয় কোনো আচরণের মাধ্যমে আপনার ওপর সীমালঙ্ঘন করে, তবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া কি উত্তম হবে নাকি হবে না?

আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বলি: যদি লোকটি অনিষ্টকারী ও দুশ্চরিত্র হয়, যাকে ক্ষমা করে দিলে আপনার ওপর এবং অন্যদের ওপর তার জুলুম আরও বেড়ে যাবে, তবে তাকে ক্ষমা করবেন না। নিজের হক তার থেকে আদায় করে নিন; তবে যদি আপনি কোনো শারয়ি শাসনের অধীনে থাকেন, তবে বিষয়টি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করবেন। অন্যথায় নিজের হক নিজেই গ্রহণ করবেন, যতক্ষণ না এর ফলে অধিকতর বড় কোনো ক্ষতির উদ্ভব ঘটে।

সারকথা হলো, যদি সীমালঙ্ঘনকারী ব্যক্তি মন্দ ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী হয়, তবে সে ক্ষমার যোগ্য নয়; এমতাবস্থায় তাকে ক্ষমা করবেন না। বরং নিজের হক আদায় করে নেওয়াই শ্রেয়; কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "যে ক্ষমা করে এবং সংশোধন করে।" আর এই প্রকার পরিস্থিতিতে ক্ষমা করা কোনো সংশোধন বা কল্যাণ বয়ে আনে না।

(ص: 559) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

والنفس ربها تأمرك أن تأخذ بحقوقك، ولكن كما قلت إذا كان الإنسان أهلاً للعفو
فالأفضل أن تعفو عنه وإلا فلا.

622/2- وعنه رضي الله عنه قال: ما مسستُ ديباجاً ولا حريراً ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شمتُ رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين، فلما قال لي قط: أف، ولا قال لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلت كذا؟. متفق عليه.

623/3- وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهديتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم حباراً وحشياً، فردّه على، فلما رأى ما في وجهي قال: ((إننا لم نرده عليك إلا أنا حرم)) متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب حسن الخلق ما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما مسست حريراً ولا ديباجاً ألين من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكان أنس بن مالك رضي الله عنه قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين؛

প্রবৃত্তি হয়তো তোমাকে তোমার অধিকার বুঝে নেওয়ার নির্দেশ দিতে পারে, তবে আমি যেমনটি বলেছি, যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমার যোগ্য হয়, তবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়াই উত্তম, অন্যথায় নয়।

২/৬২২- তাঁর (আনাস রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের তালুর চেয়ে অধিক কোমল কোনো রেশম বা দিবায (মোটা রেশমি কাপড়) স্পর্শ করিনি। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুগন্ধির চেয়ে অধিক চমৎকার কোনো স্রাণ কখনো পাইনি। আমি দীর্ঘ দশ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমত করেছি; তিনি কখনো আমাকে ‘উফ’ পর্যন্ত বলেননি। আমি কোনো কাজ করলে তিনি কখনো বলেননি যে, ‘তুমি এটি কেন করলে?’ আর কোনো কাজ না করলে তিনি কখনো বলেননি যে, ‘তুমি এটি কেন করলে না?’ (বুখারি ও মুসলিম)।

৩/৬২৩- আস-সা'ব ইবনে জাছছামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি বন্য গাধা উপহার দিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি তা আমাকে ফেরত দিলেন। অতঃপর যখন তিনি আমার চেহারায় (মনোকষ্টের) ছাপ লক্ষ্য করলেন, তখন বললেন: "আমরা এটি তোমার কাছে ফেরত দিতাম না, কেবল আমরা ইহরাম অবস্থায় রয়েছি বলেই (তা গ্রহণ করতে পারছি না)।" (বুখারি ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার আল-হাফিয আন-নববী রাহিমাল্লাহু তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থের 'উত্তম চরিত্র' পরিচ্ছেদে আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন তাতে তিনি (আনাস) বলেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের চেয়ে অধিক কোমল কোনো রেশম বা দিবায স্পর্শ করিনি।

আর আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দশ বছর সেবা করেছিলেন;

(ص: 560) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

جاءت به أمه حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فقالت: يا رسول الله، هذا أنس ابن مالك يخدمك، فقبل عليه الصلاة والسلام أن يخدمه الله، ودعا له أن يبارك الله له في ماله وولده، فبارك الله له في ماله وولده، حتى قيل إنه كان له بستان يثمر في السنة مرتين، من بركة المال الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم

به، أما أولاده فبلغوا مائة وعشرين ولداً، أولاده من صلبه، كل هذا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم.

يقول إنه ما مس ديباً جاً ولا حريراً أليين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت يده صلى الله عليه وسلم لينّة إذا مسها الإنسان فإذا هي لينّة. وكما ألان الله يده فقد ألان الله سبحانه وتعالى قلبه، قال الله تعالى: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ) يعني صرت ليناً لهم (وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) (آل عمران: 159).

وكذلك أيضاً رائحته صلى الله عليه وسلم، ما شم طيباً قط أحسن من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام طيب الريح كثير استعمال الطيب، قال: ((حُبُّ إِيَّيْ مِنْ دُنْيَاكُمْ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجَعَلَ قِرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ)) هو نفسه طيب صلى الله عليه وسلم، حتى كان الناس يتبادرون إلى أخذ عرقه صلى الله عليه وسلم من حسنه وطيبه، ويتبركون بعرقه؛ لأن من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أننا نتبرك بعرقه وبريقه وبثيابه، أما غير الرسول فلا يتبرك بعرقه ولا بثيابه ولا بريقه.

নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মদিনায় আগমন করলেন, তখন তাঁর (আনাসের) মা তাঁকে নিয়ে আসলেন এবং বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল, এই যে আনাস ইবনে মালিক আপনার খিদমত করবে।" নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে তাঁর খিদমত কবুল করলেন এবং তাঁর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে বরকতের জন্য দোয়া করলেন। ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁর ধন-সম্পদ ও সন্তানে বরকত দান করলেন। এমনকি বলা হয় যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দোয়ার বরকতে তাঁর একটি বাগান ছিল যা বছরে দুইবার ফল দান করত। আর তাঁর সন্তানের সংখ্যা একশত বিশ জনে পৌঁছেছিল,

যারা ছিল তাঁর নিজের ঔরসজাত সন্তান। এই সব কিছুই ছিল নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দোয়ার বরকত।

তিনি বলেন যে, আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাত অপেক্ষা কোমল কোনো রেশম বা দিবায (উন্নতমানের রেশমি বস্ত্র) স্পর্শ করিনি। তাঁর হাত মোবারক ছিল অত্যন্ত কোমল; কোনো মানুষ তা স্পর্শ করলে অনুভব করত তা কতটা মসৃণ ও নরম। আল্লাহ তাআলা যেমন তাঁর হাতকে কোমল করেছিলেন, তেমনিভাবে মহান আল্লাহ তাঁর অন্তরকেও কোমল করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "আল্লাহর দয়ার কারণেই আপনি তাদের প্রতি কোমলহৃদয় হয়েছেন," অর্থাৎ আপনি তাদের জন্য নমনীয় হয়েছেন। "যদি আপনি রুঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন, তবে তারা আপনার চারপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। সুতরাং আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন আপনি কোনো সংকল্প করবেন, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করবেন।" (সূরা আলে ইমরান: ১৫৯)।

অনুরূপভাবে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেহের সুঘ্রাণও ছিল অতুলনীয়। আমি নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঘ্রাণ অপেক্ষা উত্তম কোনো সুগন্ধি কখনও আঘ্রাণ করিনি। তিনি সদাসর্বদা সুগন্ধযুক্ত থাকতেন এবং প্রচুর সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। তিনি বলেছেন: "তোমাদের এই দুনিয়া থেকে আমার কাছে নারী ও সুগন্ধিকে প্রিয় করা হয়েছে এবং সালাতের মধ্যে আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে।" তিনি স্বয়ং সুগন্ধময় ছিলেন, এমনকি মানুষ তাঁর ঘাম মোবারকের অনন্য ঘ্রাণ ও পবিত্রতার কারণে তা সংগ্রহ করতে সচেষ্ট হতো এবং সেই ঘাম মোবারকের মাধ্যমে বরকত তালাশ করত। কেননা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর ঘাম, লালা এবং পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে বরকত গ্রহণ করা; কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যতীত অন্য কারো ঘাম, পোশাক বা লালা থেকে বরকত গ্রহণ করা বৈধ নয়।

يقول: ولقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين، فما قال لي أف قط، يعني ما تضجر منه أبداً، عشر سنوات يخدمه ما تضجر منه، والواحد منا إذا خدمه أحد أو صاحبه أحد لمدة أسبوع أو نحوه لابد أن يجد منه تضجراً، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عشر سنوات وهذا الرجل يخدمه، ومع ذلك ما قال له أف قط.

ولا قال لشيءٍ فعلت لبا فعلت كذا؟ حتى الأشياء التي يفعلها أنس اجتهداً منه ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤنبه أو يوبخه أو يقول لبا فعلت كذا، مع أنه خادم، وكذلك ما قال لشيءٍ لم أفعله لم لم تفعل كذا وكذا؟ فكان عليه الصلاة والسلام يعامله بما أرشده الله سبحانه وتعالى إليه في قوله: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) (الأعراف: 199).

والعفو ما عفاً من أخلاق الناس وما تيسر، يعني خذ من الناس ما تيسر، ولا تريد أن يكون الناس لك على ما تريد في كل شيء، من أراد أن يكون الناس له على ما يريد في كل شيء فاته كل شيء، ولكن خذ ما تيسر، عامل الناس بما إن جاءك قبلت وإن فاتك لم تغضب، ولهذا قال: ما قال لشيءٍ لم أفعله لم لم تفعل كذا وكذا، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام.

ومن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يُداهن الناس في دين الله، ولا يفوته أن يطيب قلوبهم، فالصعب بن جثامة رضي الله عنه مرَّ به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم محرم، وكان الصعب بن جثامة عداءً رامياً، عداء: يعني سبقاً، رامياً: يعني يجيد الرمي.

তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দশ বছর খিদমত করেছি, তিনি আমাকে কখনো 'উফ' শব্দটিও বলেননি; অর্থাৎ তিনি কখনো তাঁর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেননি। দশ বছর তিনি তাঁর খিদমত করেছেন অথচ তিনি তাঁর প্রতি বিরক্ত হননি। আমাদের মাঝে কেউ যদি এক সপ্তাহ বা অনুরূপ সময়ের জন্য কারো খিদমত গ্রহণ করে অথবা কারো

সাথে থাকে, তবে অবশ্যই তার মধ্যে কিছুটা বিরক্তি দেখা দেয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দশ বছর এই ব্যক্তি খিদমত করেছেন, তাসত্ত্বেও তিনি তাকে কখনো 'উফ' বলেননি।

তিনি কোনো কৃত কর্মের জন্য বলেননি যে, তুমি কেন এমন করলে? এমনকি আনাস (রা.) নিজের বিচক্ষণতা থেকে যা কিছু করতেন, সেজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তিরস্কার বা ভৎসনা করতেন না অথবা বলতেন না যে কেন এমন করলে, অথচ তিনি ছিলেন একজন খাদেম। একইভাবে তিনি এমন কোনো কাজ যা আমি করিনি সে সম্পর্কেও বলেননি যে, কেন তুমি এটা এবং ওটা করলে না? বরং তিনি (সা.) তাঁর সাথে সেই আচরণই করতেন যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকে তাঁর বাণীতে নির্দেশ দিয়েছেন: (আপনি ক্ষমাশীলতা অবলম্বন করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং মূর্থদের পরিহার করুন) (আল-আরাফ: ১৯৯)।

আর ক্ষমা বা 'আফওয়' হলো মানুষের চরিত্রের সেই অংশ যা স্বতঃস্ফূর্ত ও সহজসাধ্য। অর্থাৎ মানুষের কাছ থেকে তাই গ্রহণ করুন যা সহজে পাওয়া যায়। আপনি প্রতিটি বিষয়ে মানুষ আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী চলুক তা চাইবেন না; যে ব্যক্তি চায় প্রতিটি বিষয়ে মানুষ তার মনের মতো হবে, সে সবকিছুই হারাবে। বরং যা সহজ তা গ্রহণ করুন। মানুষের সাথে এমনভাবে আচরণ করুন যে, তারা যদি আপনার কাছে আসে তবে আপনি তা গ্রহণ করবেন, আর যদি তারা আপনার কাছে আসতে না পারে তবে আপনি রাগান্বিত হবেন না। এই কারণেই তিনি বলেছেন: তিনি কোনো কাজ যা আমি করিনি সে সম্পর্কে বলেননি যে কেন তুমি এটা এবং ওটা করলে না। এটি তাঁর (সা.) অনুপম চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্দর চরিত্রের আরেকটি দিক ছিল এই যে, তিনি আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কারো সাথে তোষামোদ করতেন না, আবার তাদের মন রক্ষা করতেও ভুলতেন না। সা'ব বিন জাছসামাহ (রা.)-এর নিকট দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতিক্রম করলেন যখন তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। সা'ব বিন জাছসামাহ ছিলেন একজন দ্রুতগামী দৌড়বিদ এবং দক্ষ শিকারি। 'আদা' বলতে বোঝায় যিনি অত্যন্ত দ্রুতগামী এবং 'রামি' বলতে বোঝায় যিনি তীরন্দাজিতে পারদর্শী।

فلما نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفاً رأى أنه لا أحد أكرم ضعيفاً منه، فذهب يصيد للرسول صلى الله عليه وسلم صيداً، فصاد له حماراً وحشياً وكان في الجزيرة العربية في ذلك الوقت كثير من الصيد، لكنها قلت صاد له حماراً وحشياً وجاء به إليه فردة النبي صلى الله عليه وسلم فصعب ذلك على الصعب؛ كيف يرد النبي صلى الله عليه وسلم هديته؟ فتغير وجهه، فلما رأى ما في وجهه طيب قلبه وقال: ((إنا لم نرده عليك إلا أنا حُرْم)) يعني محرمون، والمحرم لا يأكل من الصيد الذي صيد من أجله.

فلو أن محرماً مر بك وأنت في بلدك وهو محرم وصدت له صيداً أو ذبحت له صيداً عندك، فإنه لا يحل له أن يأكل منه، وذلك لأنه ممنوع من أكل ما صيد من أجله، أما إذا لم تصده من أجله، فالصحيح أنه حلال له إذا لم تصده لأجله. ولهذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الصيد الذي صاده أبو قتادة رضي الله عنه؛ لأن أبا قتادة لم يصده من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة، إنه إذا صيد الصيد من أجل المحرم كان حراماً عليه، وإن صاده الإنسان لنفسه وأطعم منه المحرم فلا بأس.

قال بعض العلماء: إن المحرم لا يأكل من الصيد مطلقاً؛ صيد من أجله أم لم يصد، قالوا لأن حديث الصعب بن جثامة متأخر عن حديث أبي قتادة، فإن حديث أبي قتادة كان في غزوة الحديبية في السنة السادسة، وحديث الصعب بن جثامة في حجة الوداع في السنة العاشرة، ويؤخذ بالآخر فالآخر.

যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর নিকট মেহমান হিসেবে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি দেখলেন যে মেহমানদারিতে নবীজির চেয়ে সম্মানিত আর কেউ নেই। তাই তিনি

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য শিকার করতে বের হলেন এবং একটি বন্য গাধা শিকার করলেন। সেই সময়ে আরব উপদ্বীপে প্রচুর শিকার পাওয়া যেত, যদিও বর্তমানে তা হ্রাস পেয়েছে। তিনি একটি বন্য গাধা শিকার করে নিয়ে আসলেন, কিন্তু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা ফিরিয়ে দিলেন। এতে সা'ব অত্যন্ত মর্মান্বিত হলেন; কেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উপহার ফিরিয়ে দিলেন? তাঁর চেহারার রঙ বদলে গেল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তাঁর চেহারার এই অবস্থা দেখলেন, তখন তাঁর মন শান্ত করার জন্য বললেন: "আমরা এটি তোমার কাছে ফিরিয়ে দিতাম না, যদি না আমরা ইহরাম অবস্থায় থাকতাম।" অর্থাৎ তারা মুহরিম বা ইহরাম অবস্থায় ছিলেন, আর ইহরামকারী ব্যক্তি এমন কোনো শিকার ভক্ষণ করতে পারে না যা বিশেষভাবে তার জন্য করা হয়েছে।

যদি কোনো ইহরামকারী ব্যক্তি আপনার পাশ দিয়ে অতিক্রম করে এবং আপনি আপনার নিজ এলাকায় অবস্থানরত অবস্থায় তার জন্য কোনো শিকার ধরেন অথবা তার উদ্দেশ্যে কোনো শিকার জবেহ করেন, তবে তার জন্য তা ভক্ষণ করা বৈধ হবে না। কেননা, যার উদ্দেশ্যে শিকার করা হয়েছে, তার জন্য তা ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে, যদি আপনি তার উদ্দেশ্যে শিকার না করেন, তবে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তা তার জন্য হালাল হবে।

এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবু কাতাদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর শিকার করা পশু থেকে ভক্ষণ করেছিলেন; কারণ আবু কাতাদা সেটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য শিকার করেননি। এই বিষয়ের সর্বোত্তম সমাধান হলো এই যে, যদি ইহরামকারীর উদ্দেশ্যে শিকার করা হয় তবে তা তার জন্য হারাম হবে, আর যদি কোনো ব্যক্তি নিজের জন্য শিকার করে এবং তা থেকে ইহরামকারীকে খাওয়ায়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন: ইহরামকারী ব্যক্তি সাধারণভাবে কোনো শিকার করা পশুর গোশত খাবে না; চাই তা তার উদ্দেশ্যে শিকার করা হোক বা না হোক। তাঁদের যুক্তি হলো, সা'ব ইবনে জাসসামা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসটি আবু কাতাদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসের পরবর্তী সময়ের। আবু কাতাদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসটি ছিল ষষ্ঠ হিজরীর হুদাইবিয়ার যুদ্ধের সময়ের, আর সা'ব ইবনে জাসসামা-এর হাদীসটি ছিল দশম হিজরীর

বিদায় হজের সময়ের। আর নিয়ম হলো, পরবর্তী দলিল পূর্বের দলিলকে রহিত করে বা পরবর্তীটিই কার্যকর ধরা হয়।

(ص: 563) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ولكن القاعدة الأصولية الحديثية تأتي هذا القول؛ لأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، فإذا أمكن الجمع فلا نسخ، والجمع هنا ممكن، وهو أن يقال: إن صيدَ لأجل المُحرّم فحرام، وإن صاده الإنسان لنفسه وأطعم منه المحرم فلا بأس. ويؤيد هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صيد البر حلالٌ ما لم تصيدوه أو يصد لكم))، وهذا تفصيل واضح؛ ما لم تصيدوه أو يصد لكم.

والحاصل أن هذا الحديث؛ حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه فيه فائدتان عظيمتان.

الأولى: أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يداهن أحداً في دين الله، وإلا قبل الهدية من الصعب، وسكت إرضاءً له ومداهنةً له، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يفعل هذا.

الثانية: أنه ينبغي للإنسان أن يجبر خاطر أخيه إذا فعل معه ما لا يحب، ويبين له السبب؛ لأجل أن تطيب نفسه، ويطمئن نفسه، ويطمئن قلبه، فإن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؛ والله الموفق.

কিন্তু উসূল ও হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি এই অভিমতকে প্রত্যাখ্যান করে; কেননা সমন্বয় করা অসম্ভব না হওয়া পর্যন্ত রহিতকরণের (নাসখ) আশ্রয় নেওয়া হয় না। সুতরাং যেখানে সমন্বয় সম্ভব, সেখানে রহিতকরণ নেই। আর এখানে সমন্বয় সম্ভব, আর তা হলো: যদি ইহরামকারীর জন্য শিকার করা হয় তবে তা হারাম, আর যদি কোনো ব্যক্তি নিজের জন্য শিকার করে এবং তা থেকে ইহরামকারীকে খেতে দেয় তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসটি একে সমর্থন করে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "স্থলভাগের শিকার তোমাদের জন্য হালাল যতক্ষণ না তোমরা নিজেরা তা শিকার করো অথবা তোমাদের জন্য তা শিকার করা হয়।" এটি একটি সুস্পষ্ট বিবরণ: যতক্ষণ তোমরা নিজেরা তা শিকার না করো অথবা তোমাদের জন্য শিকার না করা হয়।

সারকথা হলো, সা'ব ইবন জাসসামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত এই হাদীসটিতে দুটি মহান শিক্ষা রয়েছে।

প্রথমটি: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কারো সাথে তোষামোদ বা আপস করেন না। অন্যথা তিনি সা'বের পক্ষ থেকে উপহার গ্রহণ করতেন এবং তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কিংবা তোষামোদ করার জন্য চুপ থাকতেন। কিন্তু তাঁর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) পক্ষে এমনটি করা অসম্ভব।

দ্বিতীয়টি: কোনো মানুষের উচিত তার ভাইয়ের মন রক্ষা করা যদি সে তার সাথে এমন কিছু করে যা সে অপছন্দ করে, এবং তার কারণ ব্যাখ্যা করা; যাতে তার মন শান্ত হয় এবং তার হৃদয় আশ্বস্ত হয়। নিশ্চয়ই এটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহই তাওফিক দানকারী।

* * *

624/4- وعن النّوّاس بن سميّان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: ((البرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ النَّاسُ)) رواه مسلم.

625/5- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشاً ولا متفحشاً. وكان يقول: "إِنْ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقاً: متفق عليه.

626/6- وعن أبي الدرداء رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حَسَنِ الْخُلُقِ، وَإِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبِذِّيَّ)) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
(البذي): هو الذي يتكلم بالفحش، وردىء الكلام.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله في باب حسن الخلق من كتاب رياض الصالحين، وقد سبق شيء من هذه الأحاديث.

أما حديث النّوّاس بن سميّان رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((البرُّ حَسَنُ الْخُلُقِ)) ، وقد تقدم شرح هذه الجملة، وبيننا أَنَّ حَسَنَ الْخُلُقِ يحصل

4/৬২৪- নাওয়াস ইবনে সামআন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: "পুণ্য হলো সচ্চরিত্রতা, আর পাপ হলো তা যা তোমার মনে খটকা সৃষ্টি করে এবং তুমি মানুষের কাছে তা প্রকাশ হওয়া অপছন্দ করো।" এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

৫/৬২৫- আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বভাবগতভাবে অশ্লীলভাষী ছিলেন না এবং তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেও অশ্লীল কথা বলতেন না।

তিনি বলতেন: "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম তারা, যারা চরিত্রে সবচেয়ে সুন্দর।" এটি বুখারি ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

৬/৬২৬- আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা.) বলেছেন: "কিয়ামতের দিন মুমিনের আমলনামার পাল্লায় সচ্চরিত্রতার চেয়ে ভারী আর কিছুই হবে না। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ অশ্লীল ও কটুভাষীকে ঘৃণা করেন।" এটি তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদিসটি হাসান সহিহ।

(আল-বায়ি): সে ব্যক্তি যে অশ্লীল ও মন্দ ভাষায় কথা বলে।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসগুলো ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) রিয়াদুস সালিহীন গ্রন্থের সচ্চরিত্রতা অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। ইতিপূর্বে এই হাদিসগুলোর কিছু অংশ অতিক্রান্ত হয়েছে।

নাওয়াস ইবনে সামআন (রা.) বর্ণিত হাদিসের ব্যাপারে নবী (সা.) বলেছেন: (পুণ্য হলো সচ্চরিত্রতা); এই বাক্যের ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে এবং আমরা বর্ণনা করেছি যে সচ্চরিত্রতা অর্জিত হয়...

(ص: 565) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

فيه الخير الكثير؛ لأن البر هو الخير الكثير.

وأما الإثم فقال هو: (ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس) يعني بما حاك في النفس، يعني لم تطمئن إليه النفس، بل ترددت فيه، وكرهت أن يطلع عليه الناس.

ولكن هذا خطاب للمؤمن، أما الفاسق فإن الإثم لا يحبك في صدره، ولا يهمه أن يطلع عليه الناس؛ بل يجاهر به ولا يبالي، لكن المؤمن لكون الله سبحانه وتعالى قد

أعطاه نوراً في قلبه، إذا هم بالآثم حاك في صدره، وتردد فيه، وكره أن يطلع عليه الناس، فهذا الميزان إنما هو في حق المؤمنين.

أما الفاسقون فإنهم لا يهتمهم أن يطلع الناس على آثامهم، ولا تحيك الآثام في صدورهم؛ بل يفعلوها والعياذ بالله بانطلاق وانشراح؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: (أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) (فاطر: 8).

فقد يزين للإنسان سوء العمل فينشرح له صدره، مثل ما نرى من أهل الفسق الذين يشربون الخمر، وتنشرح صدورهم له، والذين يتعاملون بالربا وتنشرح صدورهم لذلك، والذين يتعودون العهر والزنا وتنشرح صدورهم لذلك، ولا يبالون بهذا؛ بل ربما إذا فعلوا ذلك سرّاً ذهبوا يشيعونه ويعلنونه، مثل ما يوجد من بعض الفساق إذا ذهبوا إلى البلاد الخارجية المأجنة الفاجرة ورجعوا، قاموا يتحدثون فعلت كذا وفعلت كذا، يعني أنهم زنوا بكذا وزنوا بكذا والعياذ بالله- وشربوا الخمر وما أشبه ذلك.

এতে অটেল কল্যাণ রয়েছে; কারণ পুণ্যই হলো প্রচুর কল্যাণ।

আর পাপ সম্পর্কে তিনি বলেছেন: (যা তোমার মনে খটকা সৃষ্টি করে এবং মানুষ তা জেনে ফেলুক তা তুমি অপছন্দ করো) অর্থাৎ যা মনে খটকা তৈরি করে, যার অর্থ হলো—মন যাতে প্রশান্তি পায় না, বরং তাতে দ্বিধাগ্রস্ত থাকে এবং মানুষ তা জানুক তা সে অপছন্দ করে।

তবে এটি মুমিনের প্রতি সম্বোধন; পক্ষান্তরে ফাসিকের ক্ষেত্রে পাপ তার হৃদয়ে কোনো খটকা সৃষ্টি করে না এবং মানুষ তা জেনে ফেলুক সে বিষয়েও তার কোনো পরোয়া থাকে না। বরং সে তা প্রকাশ্যেই করে এবং দ্রুক্ষেপ করে না। কিন্তু মুমিন ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নূর দান করেছেন বিধায় সে যখন কোনো পাপের সংকল্প করে, তখন তার হৃদয়ে খটকা সৃষ্টি হয়, সে তাতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় এবং মানুষ তা জেনে ফেলুক—এটি সে অপছন্দ করে। সুতরাং এই মানদণ্ডটি কেবল মুমিনদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

আর ফাসিকদের কথা হলো, মানুষ তাদের পাপ সম্পর্কে অবগত হোক তাতে তাদের কিছু যায় আসে না এবং পাপ তাদের হৃদয়ে কোনো খটকা তৈরি করে না। বরং তারা—আল্লাহর কাছে পানাহ চাই—তা অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রফুল্ল চিত্তে করে থাকে। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন: (যাকে তার মন্দ আমল সুশোভিত করে দেখানো হয়েছে, ফলে সে তাকে উত্তম মনে করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন) (ফাত্বির: ৮)।

কখনও মানুষের কাছে তার মন্দ কর্ম সুশোভিত করা হয়, ফলে এতে তার অন্তর প্রশান্ত হয়ে যায়; যেমনটি আমরা সেই পাপাচারীদের মাঝে দেখি যারা মদ্যপান করে এবং এতে তাদের অন্তর তৃপ্ত হয়, যারা সুদের কারবার করে এবং এতে তাদের হৃদয় প্রশান্ত থাকে, এবং যারা অশ্লীলতা ও ব্যভিচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এতে তাদের মন প্রফুল্ল থাকে। তারা এ নিয়ে কোনো দ্রুক্ষেপই করে না; বরং অনেক সময় তারা গোপনে এসব করলেও পরে গিয়ে তা প্রচার করে এবং ঘোষণা করে দেয়। যেমনটি কিছু ফাসিকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তারা যখন অশ্লীল ও পাপাচারী কোনো ভিনদেশে যায় এবং ফিরে আসে, তখন তারা বলতে শুরু করে যে আমি অমুক অমুক কাজ করেছি; অর্থাৎ তারা অমুক অমুকের সাথে ব্যভিচার করেছে—আল্লাহর কাছে পানাহ চাই—এবং মদ্যপান করেছে ইত্যাদি।

(ص: 566) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وفي هذه الأحاديث بيان صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً، يعني أنه صلى الله عليه وسلم بعيد عن الفحش طبعاً وكسباً، فلم يكن فاحشاً في نفسه ولا في غريزته؛ بل هو لين سهل، ولم يكن متفحشاً أي متطبعاً بالفحشاء؛ بل كان صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الفحش في مقاله وفي فعالة صلى الله عليه وسلم.

وفيه أيضاً الحث على حسن الخلق، وأنه من أثقل ما يكون في الميزان يوم القيامة، وهذا من باب الترغيب فيه، فعليك يا أخي المسلم أن تحسن خلقك مع الله عز وجل؛ في تلقي أحكامه الكونية والشرعية، بصدر منشرح منقاد راضٍ مستسلم، وكذلك مع عباد الله فإن الله تعالى يحب المحسنين، والله الموفق.

627/7- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق" وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: " الفم والفرج". رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

628/8- وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم" رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

এই হাদিসসমূহে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা রয়েছে যে, তিনি অশ্লীলভাষী ছিলেন না এবং ইচ্ছাকৃতভাবেও অশ্লীলতা অবলম্বন করতেন না। অর্থাৎ তিনি স্বভাবগতভাবে এবং অর্জিত অভ্যাসের দিক থেকেও অশ্লীলতা থেকে বহু দূরে ছিলেন। তিনি স্বীয় সত্তাগতভাবে বা প্রবৃত্তিগতভাবে অশ্লীল ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন নম্র ও কোমল স্বভাবের। তিনি 'মুতফাহিশ' বা অশ্লীলতা গ্রহণকারী ছিলেন না; বরং তিনি তাঁর কথা ও কাজে মানুষের মধ্যে অশ্লীলতা থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে অবস্থানকারী ছিলেন।

এতে উত্তম চরিত্রের প্রতিও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন মিজানের পাল্লায় এটিই সবচেয়ে ভারী বস্তু হবে। এটি মূলত সৎচরিত্রের প্রতি অনুপ্রাণিত করার অন্তর্ভুক্ত। অতএব হে আমার মুসলিম ভাই! আপনার উচিত মহান আল্লাহর সাথে আপনার আচরণ ও চরিত্রকে সুন্দর করা; অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টিগত এবং শরীয়তগত বিধানসমূহকে প্রশস্ত

হৃদয়ে, আনুগত্যের সাথে, সম্ভৃষ্টির সাথে এবং আত্মসমর্পণের সাথে গ্রহণ করা। অনুরূপভাবে আল্লাহর বান্দাদের সাথেও সদ্যবহার করা; কারণ আল্লাহ তাআলা সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন। আর আল্লাহই তৌফিকদাতা।

* * *

৭/৬২৭- আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন জিনিসটি মানুষকে সবচেয়ে বেশি জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি বললেন: "আল্লাহভীতি (তাকওয়া) এবং উত্তম চরিত্র।" পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন জিনিসটি মানুষকে সবচেয়ে বেশি জাহান্নামে প্রবেশ করাবে? তিনি বললেন: "মুখ এবং লজ্জাস্থান।"

ইমাম তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এটি একটি হাসান সহিহ হাদিস।

৮/৬২৮- তাঁর (আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মুমিনদের মধ্যে ঈমানের পূর্ণতার দিক থেকে সেই সর্বোত্তম, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর। আর তোমাদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ, যারা তাদের স্ত্রীদের নিকট শ্রেষ্ঠ।"

ইমাম তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এটি একটি হাসান সহিহ হাদিস।

(ص: 567) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث في بيان فضل حسن الخلق، ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب حسن الخلق، ومنها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما أكثر ما يدخل الجنة؟ يعني ما هو الشيء الذي يكون سبباً لدخول الجنة كثيراً؟ فقال: (تقوى الله وحسن الخلق).

تقوى الله تعالى، وهذه كلمة جامعة لفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه هذه هي التقوى، أن تفعل ما أمرك الله به وأن تدع ما نهاك عنه؛ لأن التقوى مأخوذة من الوقاية، وهي أن يتخذ الإنسان ما يقيه من عذاب الله، ولا شيء يقي من عذاب الله إلا فعل الأوامر واجتناب النواهي.

وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. الفم يعني بذلك قول اللسان فإن الإنسان قد يقول كلمة لا يُلقى لها بالاً يهوي بها في النار سبعين خريفاً، والعياذ بالله أي سبعين سنة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: (أفلا أخبرك بملاك ذلك كله؟) قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسان نفسه وقال: (كف عليك هذا) قلت: يا رسول الله، وإننا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ يعني هل نؤاخذ بالكلام؟ قال (ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم- أو قال: " على مناخرهم- إلا حصائد ألسنتهم) .

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসগুলো উত্তম চরিত্রের মর্যাদা বর্ণনার ক্ষেত্রে এসেছে। ইমাম নববী (রহিমাল্লাহ) এগুলো রিয়াদুস সালিহীন-এর 'উত্তম চরিত্র' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর মধ্যে একটি হলো আবু হুরায়রা (রাতিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো: কোন জিনিসটি মানুষকে সবচেয়ে বেশি জান্নাতে প্রবেশ করাবে? অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশের প্রধান কারণ কোনটি? তিনি বললেন: (আল্লাহর তাকওয়া এবং উত্তম চরিত্র)।

মহান আল্লাহর তাকওয়া; এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, যা আল্লাহর আদেশসমূহ পালন এবং তাঁর নিষেধসমূহ বর্জন করার সমষ্টি। এটাই হলো তাকওয়া—অর্থাৎ আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা পালন করা এবং যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করা। কেননা তাকওয়া শব্দটি 'উইকায়াহ' (সুরক্ষা) থেকে এসেছে, আর তা হলো মানুষ এমন কিছু গ্রহণ করা যা তাকে

আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। আর আল্লাহর আদেশ পালন এবং নিষেধ বর্জন ছাড়া অন্য কোনো কিছুই আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে না।

আর মানুষকে সবচেয়ে বেশি জাহান্নামে প্রবেশ করাতে মুখ ও লজ্জাস্থান। মুখ বলতে জিহ্বার কথা বোঝানো হয়েছে; কারণ মানুষ কখনো এমন কথা বলে ফেলে যেটিকে সে তুচ্ছ মনে করে, অথচ তার কারণে সে জাহান্নামের সত্তর বছরের গভীরতায় নিষ্কিণ্ত হয়। আমরা এ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই—অর্থাৎ সত্তর বছর। এ কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মু'আয ইবনে জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেছিলেন: "আমি কি তোমাকে এই সবকিছুর মূল ভিত্তি সম্পর্কে অবহিত করব না?" আমি বললাম, "হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল!" তখন তিনি নিজের জিহ্বা ধরলেন এবং বললেন: "এটি সংযত রাখো।" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যা বলি তার জন্যও কি আমাদের পাকড়াও করা হবে?" অর্থাৎ কথার কারণেও কি আমাদের জবাবদিহি করতে হবে? তিনি বললেন: "তোমার মা তোমাকে হারাক হে মু'আয! মানুষকে তাদের চেহারার ওপর ভর করে"—অথবা তিনি বলেছিলেন, "তাদের নাকের ওপর ভর করে"—"জিহ্বার উপার্জিত ফসল (মন্দ কথা) ছাড়া আর কি জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে?"।

(ص: 568) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ولمّا كان عمل اللسان سهلاً صار إطلاقه سهلاً؛ لأن الكلام لا يتعب به الإنسان، ليس كعمل اليد، وعمل الرجل، وعمل العين يتعب فيه الإنسان. فعلم اللسان لا يتعب في الإنسان، فتجده يتكلم كثيراً بأشياء تضره؛ كالغيبة، والنميمة، واللعن، والسب، والشتيم، وهو لا يشعر بذلك، فيكتسب بهذا آثاماً كثيرة.

أما الفرج فالمراد به الزنا، وأخبث منه اللواط، فإن ذلك أيضاً تدعو النفس إليه كثيراً- ولا سيما من الشباب- فتتهوي بالإنسان وتدريجه حتى يقع في الفاحشة وهو لا يعلم.

ولهذا سدَّ النبي صلى الله عليه وسلم كل باب يكون سبباً لهذه الفاحشة، فمَنع من خلوَ الرجل بالمرأة، ومَنع المرأة من كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، ونهى المرأة أن تخضع بالقول فيطع الذي في قلبه مرض، إلى غير ذلك من السياج المنيع الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم حائلاً دون فعل هذه الفاحشة، لأن هذه الفاحشة تدعو إليها النفس، فهذا أكثر ما يدخل الناس النار: أعمال اللسان وأعمال الفرج، نسأل الله الحباية.

ثم ذكر أيضاً من فضائل حسن الخلق أن أحسن الناس أخلاقاً هم أكمل الناس إيماناً، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً) وفي هذا دليل على أن الإيمان يتفاوت، وأن الناس يختلفون فيه، فبعضهم في الإيمان أكمل من بعض بناء على الأعمال، وكلما كان الإنسان أحسن خلقاً كان أكمل إيماناً، وهذا حثٌّ واضح على أن الإنسان ينبغي له أن يكون حسن الخلق بقدر ما يستطيع.

যেহেতু জিহ্বার কাজ সহজ, তাই এর যথেষ্ট ব্যবহারও সহজ হয়ে যায়; কারণ কথা বলতে মানুষের ক্লাস্তি আসে না। এটি হাত, পা কিংবা চোখের কাজের মতো নয় যে তাতে মানুষ ক্লাস্ত হবে। জিহ্বার কাজে মানুষ ক্লাস্ত হয় না বলেই দেখা যায় সে এমন সব বিষয়ে অধিক কথা বলে যা তার ক্ষতি করে; যেমন গিবত (পরনিন্দা), চোগলখোরি, অভিশাপ প্রদান, গালিগালাজ ও কটু কথা। অথচ সে তা অনুভবও করতে পারে না, ফলে এর মাধ্যমে সে প্রচুর পাপ অর্জন করে।

আর লজ্জাস্থান দ্বারা ব্যভিচার উদ্দেশ্য, আর তার চেয়েও নিকৃষ্ট হলো সমকামিতা। প্রবৃত্তি মানুষকে এগুলোর দিকেও প্রবলভাবে প্ররোচিত করে—বিশেষ করে যুবকদের—ফলে তা মানুষকে অধঃপতিত করে এবং পর্যায়ক্রমে তাকে এমনভাবে অশ্লীলতায় নিপতিত করে যে সে টেরই পায় না।

একারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই অশ্লীলতার কারণ হতে পারে এমন প্রতিটি পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। তাই তিনি নারীর সাথে পুরুষের নির্জনে অবস্থান নিষিদ্ধ করেছেন, পরপুরুষের সামনে নারীর মুখমণ্ডল উন্মুক্ত করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং নারীকে

পরপুরুষের সাথে কোমল স্বরে কথা বলতে নিষেধ করেছেন যেন যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুদ্ধ না হয়। এভাবেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর তৈরি করেছেন যা এই অশ্লীলতা সংঘটনের পথে অন্তরায় স্বরূপ। কেননা প্রবৃত্তি এই অশ্লীলতার দিকেই প্ররোচিত করে। আর এই দুটি বিষয়ই মানুষকে সবচেয়ে বেশি জাহান্নামে প্রবেশ করাবে: জিহ্বার আমল এবং লজ্জাস্থানের আমল। আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা কামনা করছি।

অতঃপর তিনি সচ্চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব হিসেবে এটিও উল্লেখ করেছেন যে, চরিত্রের দিক থেকে যারা সবচেয়ে উত্তম, তারাই ঈমানের দিক থেকে সবচেয়ে পরিপূর্ণ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "মুমিনদের মধ্যে ঈমানে সবচেয়ে পরিপূর্ণ সেই ব্যক্তি, যে তাদের মধ্যে চরিত্রে সর্বোত্তম।" এতে এই প্রমাণ নিহিত রয়েছে যে ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধি পায় এবং ঈমানের ক্ষেত্রে মানুষ পরস্পর ভিন্ন স্তরের হয়। আমলের ওপর ভিত্তি করে কেউ কেউ ঈমানের দিক থেকে অন্যের চেয়ে অধিক পূর্ণতা লাভ করে। মানুষ চরিত্রের দিক থেকে যত বেশি সুন্দর হবে, তার ঈমান তত বেশি পূর্ণ হবে। এটি মানুষকে সাধ্যমতো সচ্চরিত্রবান হওয়ার জন্য এক সুস্পষ্ট অনুপ্রেরণা।

(ص: 569) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

قال: (وخياركم خياركم لنسائهم) المراد خيركم خيركم لأهله كما جاء ذلك في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي) فينبغي للإنسان أن يكون مع أهله خير صاحب وخير محب وخير مُربٍّ؛ لأن الأهل أحق بحسن خلقك من غيرهم. أبداً بالأقرب فالأقرب.

على العكس من ذلك حال بعض الناس اليوم وقبل اليوم؛ تجده مع الناس حسن الخلق، لكن مع أهله سيء الخلق والعياذ بالله، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه

وسلم، والصواب أن تكون مع أهلك حسن الخلق ومع غيرهم أيضاً، لكن هم أولى بحسن الخلق من غيرهم.

ولهذا لما سئلت عائشة: ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان في مهنة أهله. أي يساعدهم على مهمات البيت، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلب الشاة لأهله، ويخفف نعله، ويرقع ثوبه، وهكذا ينبغي للإنسان مع أهله أن يكون من خير الأصحاب لهم.

629/9- وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن المؤمن ليدركُ بحسن خلقه درجة الصائم القائم) رواه أبو داود.

তিনি বলেছেন: (তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীদের প্রতি সর্বোত্তম) এর উদ্দেশ্য হলো তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ যে তার পরিবারের নিকট শ্রেষ্ঠ, যেমনটি সুনান গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে তার পরিবারের নিকট সর্বোত্তম, আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার পরিবারের নিকট সর্বোত্তম)। অতএব মানুষের উচিত তার পরিবারের সাথে সর্বোত্তম সঙ্গী, সর্বোত্তম প্রেমময় এবং সর্বোত্তম লালনকর্তা হওয়া; কেননা অন্যের তুলনায় আপনার সুন্দর আচরণের অধিক হকদার হলো আপনার পরিবার। নিকটাত্মীয় থেকে শুরু করুন, অতঃপর তার পরবর্তী ব্যক্তি।

এর বিপরীতে বর্তমানে এবং ইতিপূর্বেকার কিছু মানুষের অবস্থা হলো; আপনি তাকে মানুষের সাথে সুন্দর আচরণের অধিকারী পাবেন, কিন্তু তার পরিবারের সাথে সে দুশ্চরিত্রের অধিকারী—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শের পরিপন্থী। সঠিক পদ্ধতি হলো আপনি আপনার পরিবারের সাথেও সদাচারী হবেন এবং অন্যদের সাথেও, তবে তারা অন্যের তুলনায় সুন্দর আচরণের অধিক অগ্রগণ্য।

এ কারণেই যখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে কী করতেন? তিনি বললেন: তিনি তার পরিবারের গৃহস্থালি কাজে নিয়োজিত থাকতেন। অর্থাৎ তিনি ঘরের কাজে তাদের সাহায্য করতেন, এমনকি তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পরিবারের জন্য বকরির দুধ দোহন করতেন, নিজের জুতো মেরামত করতেন এবং নিজের কাপড় তালি দিতেন। এভাবেই একজন মানুষের উচিত তার পরিবারের জন্য তাদের সর্বোত্তম সঙ্গী হওয়া।

* * *

৯/৬২৯- আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: (নিশ্চয়ই মুমিন ব্যক্তি তার সুন্দর চরিত্রের মাধ্যমে দিনভর রোজা পালনকারী ও রাতভর ইবাদতে দণ্ডায়মান ব্যক্তির মর্যাদা লাভ করে)। এটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন।

(ص: 570) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

630/10- وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا زعيم ببیت في ربض الجنة لمن ترك المراء، وإن كان مُحَقَّقاً، وببیت في وسط الجنة لمن ترك الكذب، وإن كان مازحاً، وببیت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه) حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح. الزعيم: الضامن.

631/11- وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن من أحبكم إلي، وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة، أحسانكم أخلاقاً وإن أبغضكم إلي، وأبعدكم مني يوم القيامة، الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون) قالوا: يا رسول

الله قد علمنا (الثرثارون والمتشدقون) فما المتفیهقون؟ قال: (المتكبرون) رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

(الثرثار): هو كثير الكلام تكلفاً. (والمتشدق): المتطاول على الناس بكلامه، ويتكلم ببلء فيه تفاصحاً وتعظيماً لكلامه؛ والمتفیهق أصله من الفهق وهو الامتلاء، وهو الذي يبلأ فيه بالكلام ويتوسع فيه، ويغرب به تكبراً وارتفاعاً، وإظهاراً للفضيلة على غيره.

وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقه الوجه، وبذل المعروف. وكف الأذى.

১০/৬৩০- আবু উমামা আল-বাহিলি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আমি জান্নাতের পার্শ্ববর্তী এলাকায় একটি প্রাসাদের জামিনদার সেই ব্যক্তির জন্য, যে সত্য হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া পরিহার করে; এবং জান্নাতের মধ্যভাগে একটি প্রাসাদের (জামিনদার সেই ব্যক্তির জন্য), যে ঠাট্টা-বিদ্রূপের ছলেও মিথ্যা বর্জন করে; আর জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে একটি প্রাসাদের (জামিনদার সেই ব্যক্তির জন্য), যার চরিত্র সুন্দর।" হাদিসটি সহিহ, আবু দাউদ এটি সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন।
আয-যাঈম: জামিনদার বা জিম্মাদার।

১১/৬৩১- জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আমার কাছে সবচাইতে প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন আমার মজলিসে সবচাইতে নিকটবর্তী তারা, যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্রের দিক থেকে সর্বোত্তম। আর তোমাদের মধ্যে আমার কাছে সবচাইতে অপছন্দনীয় এবং কিয়ামতের দিন আমার থেকে সবচাইতে দূরে অবস্থানকারী তারা হলো—বাচাল (সারসারুন), লোক দেখানো বাগ্মিতা প্রদর্শনকারী (মুতাশাদিকুন) এবং মুতাফাইহিকুন।" সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা 'সারসারুন' ও 'মুতাশাদিকুন'দের সম্পর্কে জেনেছি, কিন্তু 'মুতাফাইহিকুন' কারা? তিনি বললেন: "অহংকারী ব্যক্তির।" তিরমিযি এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদিসটি হাসান।

(আস-সারসার): যে ব্যক্তি কৃত্রিমভাবে অতিরিক্ত কথা বলে। (আল-মুতাশাদিক): যে ব্যক্তি কথাবার্তার মাধ্যমে মানুষের ওপর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে এবং নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করার জন্য ও নিজের কথাকে বড় করে দেখানোর উদ্দেশ্যে মুখ ভরে কথা বলে; আর 'মুতাফাইহিক' শব্দটির মূল উৎস হলো 'আল-ফাহাক', যার অর্থ পূর্ণ হওয়া। সে হলো ঐ ব্যক্তি, যে কথা বলার সময় মুখ ভর্তি করে কথা বলে এবং অহংকার ও আভিজাত্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এবং অন্যের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার জন্য কথাকে দীর্ঘায়িত ও কৃত্রিম করে তোলে।

ইমাম তিরমিযি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে সচ্চরিত্রের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "তা হলো প্রফুল্ল চেহারা, কল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ করা এবং কষ্টদায়ক কাজ থেকে বিরত থাকা।"

(ص: 571) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث متعددة في بيان حسن الخلق، وأن من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلاقاً، فكلما كنت أحسن خلقاً؛ كنت أقرب إلى الله ورسوله من غيرك، وأبعد الناس منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون.

الثرثارون الذين يكثرون الكلام ويأخذون المجالس عن الناس، فإذا جلس في المجلس أخذ الكلام عن غيره، وصار كأن لم يكن في المجلس إلا هو؛ يتكلم ولا يدع غيره يتكلم، وهذا لا شك أنه نوع من الكبرياء.

لكن لو فرضنا أن أهل المجلس فوضوه وقالوا أعطنا نصحية، أعطنا موعظة فتكلم فلا حرج، إنما الكلام العادي كونك تملك المجلس ولا تدع أحداً يتكلم، حتى إن بعض

الناس يحب أن يتكلم لكن لا يستطيع أن يتكلم، يخشي من مقاطعة هذا الرجل الذي ملك المجلس بكلامه.

كذلك أيضاً المتشددون، والمتشدد هو الذي يتكلم بملء شذقيه، تجده يتكلم وكأنه أفصح العرب تكبيراً وتبختراً، ومن ذلك من يتكلم باللغة العربية أمام العامة، فإن العامة لا يعرفون اللغة العربية، لو تكلمت بينهم باللغة العربية لعدّوا ذلك من باب التشدد في الكلام والتنطع، أما إذا كنت تدرس لطلبة فينبغي أن تتكلم باللغة العربية، لأجل أن تمرّنهم على اللغة العربية وعلى النطق بها، أما العامة الذين لا يعرفون فلا ينبغي أن تتكلم بينهم باللغة العربية، بل تكلم معهم بلغتهم التي يعرفون، ولا تغرب في الكلمات، يعني لا تأتي بكلمات غريبة تُشكل عليهم، فإن ذلك من

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) উত্তম চরিত্রের বর্ণনায় একাধিক হাদীস উল্লেখ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে তারা, যারা চরিত্রে সবচেয়ে উত্তম। সুতরাং আপনি চরিত্রে যত বেশি উত্তম হবেন, অন্যদের তুলনায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের তত বেশি নিকটবর্তী হবেন। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে অবস্থানের দিক দিয়ে সবচেয়ে দূরবর্তী হবে বাচাল, বাকচাতুর্য প্রদর্শনকারী এবং অহংকারী ব্যক্তির।

বাচাল (সারসারফন) হলো তারা, যারা অতিমাত্রায় কথা বলে এবং মজলিস দখল করে নেয়। যখন তারা কোনো মজলিসে বসে, তখন অন্যদের থেকে আলোচনার সুযোগ ছিনিয়ে নেয় এবং এমন ভাব ধারণ করে যেন সেই মজলিসে সে ছাড়া আর কেউ নেই; সে একাই কথা বলে এবং অন্য কাউকে কথা বলার সুযোগ দেয় না। নিসন্দেহে এটি এক প্রকার অহংকার।

তবে আমরা যদি ধরে নিই যে, মজলিসের লোকজন তাকে দায়িত্ব দিয়েছে এবং বলেছে, "আমাদের কিছু নসিহত করুন, আমাদের কিছু উপদেশ দিন", তবে কথা বলায় কোনো দোষ নেই। মূলত দোষের বিষয় হলো সাধারণ আলাপচারিতায় মজলিস দখল করে নেওয়া এবং

কাউকে কথা বলতে না দেওয়া। এমনকি অনেক সময় দেখা যায়, কিছু মানুষ কথা বলতে চায় কিন্তু পারে না, কারণ তারা মজলিস দখলকারী ওই ব্যক্তির পক্ষ থেকে কথা মাঝপথে থামিয়ে দেওয়ার ভয় পায়।

তদ্রূপ বাকচাতুর্য প্রদর্শনকারী (মুতাশাদিকুন)। মুতাশাদিক হলো সেই ব্যক্তি, যে অহংকার ও আড়ষ্টতার সাথে মুখভর্তি করে কথা বলে। আপনি তাকে দেখবেন সে যেন নিজেকে আরবের সবচেয়ে প্রাজ্ঞভাষী মনে করে বড়াই ও দস্তুর সাথে কথা বলছে। এর একটি উদাহরণ হলো সাধারণ মানুষের সামনে আরবী ভাষায় কথা বলা; কেননা সাধারণ মানুষ আরবী ভাষা জানে না। আপনি যদি তাদের মাঝে আরবী ভাষায় কথা বলেন, তবে তারা একে বাকচাতুরি এবং অনর্থক পান্ডিত্য জাহির বলে গণ্য করবে। তবে আপনি যদি ছাত্রদের পাঠদান করেন, সেক্ষেত্রে আরবী ভাষায় কথা বলা উচিত যাতে তাদের আরবী ভাষা ও এর উচ্চারণের চর্চা হয়। কিন্তু যেসব সাধারণ মানুষ এই ভাষা বোঝে না, তাদের মাঝে আরবী ভাষায় কথা বলা সমীচীন নয়। বরং তাদের সাথে তাদের বোধগম্য ভাষায় কথা বলুন। অপরিচিত বা কঠিন শব্দ ব্যবহার করবেন না, অর্থাৎ এমন কোনো জটিল শব্দ আনবেন না যা তাদের জন্য বুঝতে কষ্টকর হয়। কারণ এটি...

(ص: 572) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

التشدد في الكلام.

أما المتفیهقون فقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبرين، المتكبر الذي يتكبر على الناس ويتفیهق، وإذا قام يمشي كأنه يمشي على روق من تكبره وغطرسته، فإن هذا لا شك خلق ذميم، ويجب على الإنسان أن يحذر منه؛ لأن الإنسان بشر فينبغي أن يعرف قدر نفسه، حتى لو أنعم الله عليه بمال، أو أنعم الله عليه بعلم، أو أنعم الله عليه بجاه، فينبغي أن يتواضع، وتواضع هؤلاء الذين

أَنعم الله عليهم بِالْمَالِ وَالْعِلْمِ وَالْجَاهِ أَفْضَلُ مِنْ تَوَاضَعٍ غَيْرِهِمْ، مِمَّنْ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ.

ولهذا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ مِنَ الَّذِينَ لَا يَكْلِمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَزْكِيهِمْ: (عَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ) لِأَنَّ الْعَائِلَ لَا دَاعِيَ لِمُسْتَكْبَارِهِ، وَالْعَائِلُ هُوَ الْفَقِيرُ، فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِالْعِلْمِ وَالْمَالِ وَالْجَاهِ كُلِّهَا تَوَاضَعُوا؛ صَارُوا أَفْضَلَ مِمَّنْ تَوَاضَعَ مِنْ غَيْرِهِمْ الَّذِينَ لَمْ يَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ.

فَيَنْبَغِي لِكُلِّ مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ نِعْمَةً أَنْ يَزِدَّادَ شُكْرًا لِلَّهِ، وَتَوَاضَعَ لِلْحَقِّ وَتَوَاضَعَ لِلْخَلْقِ، وَفَقَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ، وَجَنَّبْنَا وَإِيَّاكُمْ سَيِّئَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ.

বাগাড়ম্বরপূর্ণ কথাবার্তা।

আর যারা ‘মুতফায়হিকুন’ (অহংকারের সাথে যারা মুখভরে কথা বলে), নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে অহংকারী হিসেবে অভিহিত করেছেন। অহংকারী হলো সেই ব্যক্তি যে মানুষের ওপর দস্ত প্রদর্শন করে এবং কথা বলতে গিয়ে বাচালতা প্রকাশ করে। সে যখন হাঁটতে দাঁড়ায়, তখন তার দস্ত ও ঔদ্ধত্যের কারণে মনে হয় যেন সে অতুচ্চ কোনো স্থানে বিচরণ করছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি নিন্দনীয় স্বভাব এবং মানুষের উচিত এ থেকে সতর্ক থাকা। কারণ মানুষ হিসেবে প্রত্যেকের উচিত স্বীয় মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন থাকা। এমনকি আল্লাহ যদি কাউকে সম্পদ, জ্ঞান কিংবা পদমর্যাদা দ্বারা ধন্য করেন, তবে তার বিনয়ী হওয়া আবশ্যিক। যাদেরকে আল্লাহ সম্পদ, জ্ঞান ও প্রতিপত্তি দান করেছেন, তাদের বিনয় প্রকাশ ওইসব ব্যক্তিদের বিনয়ের চেয়েও উত্তম যাদেরকে এ ধরনের নেয়ামত দেওয়া হয়নি।

এই কারণেই হাদিসে ওইসব ব্যক্তিদের বর্ণনায় যাদের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না এবং যাদের পবিত্র করবেন না, তাদের মধ্যে ‘অহংকারী দরিদ্র’ ব্যক্তির কথা এসেছে। কারণ দরিদ্র ব্যক্তির অহংকার করার কোনো সম্ভব কারণ নেই। ‘আইল’ মানে হলো দরিদ্র। সুতরাং আল্লাহ যাদের জ্ঞান, সম্পদ ও মর্যাদা দান করেছেন, তারা যত বেশি বিনয় অবলম্বন করবেন, তারা ওই সকল মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত হবেন যারা এ সকল নেয়ামত প্রাপ্ত না হয়েও বিনয়ী।

অতএব, আল্লাহ যাকে কোনো নেয়ামত দান করেছেন, তার উচিত আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং সত্য ও সৃষ্টির প্রতি বিনয় আরও বৃদ্ধি করা। আল্লাহ আমাকে ও আপনাদেরকে সর্বোত্তম চরিত্র ও কর্মের তাওফিক দান করুন এবং আমাদের সকলকে মন্দ চরিত্র ও কর্ম হতে দূরে রাখুন। নিশ্চয়ই তিনি পরম দাতা ও মহানুভব।

(ص: 573) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

74- باب الحلم والأناة والرفق

قال تعالى: (وَالكَافِرِينَ الْغِيَظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (آل عمران: 134) .

وقال تعالى: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) (الأعراف: 199) .
وقال تعالى: (وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) (وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ) (فصلت: 35) .

وقال تعالى: (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) (الشورى: 43) .

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحلم، والأناة، والرفق.

هذه ثلاثة أمور متقاربة: الحلم، والأناة، والرفق.

أما الحلم: فهو أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب، إذا حصل غضب وهو قادر فإنه يحلم، ولا يعاقب، ولا يعاجل بالعقوبة.

وَأَمَّا الْأُنَانَةُ فَبِهِ التَّأْنِي فِي الْأُمُورِ، وَعَدَمُ الْعَجَلَةِ، وَأَلَّا يَأْخُذَ الْإِنْسَانُ الْأُمُورَ بِظَاهِرِهَا
فِيَتَعَجَّلُ، وَيَحْكُمُ عَلَى الشَّيْءِ قَبْلَ أَنْ يَتَأَنَّى فِيهِ وَيَنْظُرُ.

وَأَمَّا الرِّفْقُ فَهُوَ مُعَامَلَةُ النَّاسِ بِالرِّقِّ وَالْهَوْنِ، حَتَّى وَإِنْ اسْتَحَقُّوا مَا يَسْتَحِقُّونَ مِنَ
الْعُقُوبَةِ وَالنَّكَالِ فَإِنَّهُ يَرْفُقُ بِهِمْ.

وَلَكِنْ هَذَا فِيهَا إِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ الَّذِي يَرْفُقُ بِهِ مُحَلًّا لِلرِّفْقِ، أَمَّا إِذَا لَمْ

৭৪- সহিষ্ণুতা, ধীরস্থিরতা ও কোমলতার অধ্যায়

আল্লাহ তাআলা বলেন: (এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আর
আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন) (আল-ইমরান: ১৩৪)।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: (আপনি ক্ষমাশীলতা অবলম্বন করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন
এবং জাহিলদের এড়িয়ে চলুন) (আল-আরাফ: ১৯৯)।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: (ভালো এবং মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত করুন
উৎকৃষ্টতর আচরণ দিয়ে; ফলে আপনার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে যেন আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু
হয়ে যাবেন। আর এই গুণের অধিকারী কেবল তারাই হয় যারা ধৈর্য ধারণ করে, আর এই গুণের
অধিকারী কেবল তারাই হয় যারা মহা ভাগ্যবান) (ফুসসিলাত: ৩৪-৩৫)।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: (অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, তা নিশ্চয়ই দৃঢ়
সংকল্পের কাজ) (আশ-শূরা: ৪৩)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) বলেছেন: সহিষ্ণুতা, ধীরস্থিরতা ও কোমলতার
অধ্যায়।

এই তিনটি বিষয় পরস্পর ঘনিষ্ঠ: সহিষ্ণুতা, ধীরস্থিরতা ও কোমলতা।

সহিষ্ণুতা (হিলম) হলো: ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা; যখন রাগের কারণ ঘটে এবং
ব্যক্তি তা প্রয়োগে সক্ষম হয়, তখন সে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে, শাস্তি দেয় না এবং দণ্ড প্রদানে
তড়িঘড়ি করে না।

আর ধীরস্থিরতা (আনাত) হলো: সকল বিষয়ে ধৈর্য ও স্থিরতা বজায় রাখা এবং তাড়াহুড়ো না করা। মানুষ যেন কোনো বিষয়কে কেবল বাহ্যিক রূপ দেখে দ্রুত গ্রহণ না করে এবং সে বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ করার আগেই কোনো সিদ্ধান্ত না দেয়।

আর কোমলতা (রিফক) হলো: মানুষের সাথে নম্রতা ও সহজের সাথে আচরণ করা। এমনকি তারা যদি কোনো দণ্ড বা শাস্তির উপযুক্তও হয়, তবুও তাদের সাথে কোমল আচরণ করা। তবে এটি তখনই প্রযোজ্য যখন ওই ব্যক্তি কোমলতা পাওয়ার উপযুক্ত হয়। কিন্তু যদি সে...

(ম: 574) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

يَكُنْ مُحَلًّا لِلرَّفَقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ: (الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (النور: 2) .
ثم ساق المؤلف آيات. قال في الآية الأولى قول الله تعالى: (وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (آل عمران: 134) ، هذه من جملة الأوصاف التي يتصف بها المتقون الذين أعدت لهم الجنة: أنهم يكظمون إذا غضبوا.

وفي قوله: (وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ) دليل على أنهم يشق عليهم ذلك، لكنهم يغلبون أنفسهم فيكظمون غيظهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ليس الشديد بالصرعة)) الصرعة: يعني الذي يصرع الناس إذا صارعوه: ((وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)). أما قوله تعالى: (وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ) فقد سبق الكلام عليه، وبيان التفصيل فيمن يستحق العفو ومن لا يتسحق، فالإنسان الشرير الذي لا يزداد بالعفو عنه إلا سوءاً وشراسة ومعاندة هذا لا يعفى عنه.

والإنسان الذي هو أهل للعفو. ينبغي للإنسان أن يعفو عنه؛ لأن الله يقول (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) (الشورى: 40).

وَأَمَّا الْآيَةُ الثَّانِيَةُ فَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ

কোমলতা প্রদর্শনের ক্ষেত্র নয়, কারণ মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: (ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী—তাদের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করো। আল্লাহর বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে কোনো দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে থাকো। আর তাদের শাস্তির সময় মুমিনদের একটি দল যেন উপস্থিত থাকে) (আন-নূর: ২)।

অতঃপর লেখক কিছু আয়াত উদ্ধৃত করেছেন। তিনি প্রথম আয়াতে মহান আল্লাহর বাণী উল্লেখ করেছেন: (যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন) (আল-ইমরান: ১৩৪)। এটি সেই মুতাকীদে গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত যাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করা হয়েছে: তারা যখন রাগান্বিত হন তখন তা চেপে রাখেন।

আর আল্লাহর বাণী: (যারা ক্রোধ সংবরণকারী)—এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এটি তাদের জন্য কষ্টসাধ্য বিষয়, কিন্তু তারা নিজ প্রবৃত্তিকে দমন করে ক্রোধ সংবরণ করেন। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ((সেই ব্যক্তি শক্তিশালী নয় যে কুস্তিতে অন্যকে ধরাশায়ী করে))। আস-সূরআহ: অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুস্তির সময় মানুষকে আছাড় দেয়। ((বরং প্রকৃত শক্তিশালী তো সেই ব্যক্তি যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে))। আর মহান আল্লাহর বাণী: (এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল)—এর ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে এবং কে ক্ষমার যোগ্য আর কে অযোগ্য সে বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং যে দুশ্চরিত্র ব্যক্তির ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রদর্শন কেবল তার মন্দ স্বভাব, অবাধ্যতা ও হঠকারিতাই বৃদ্ধি করে, তাকে ক্ষমা করা হবে না।

আর যে ব্যক্তি ক্ষমার যোগ্য, মানুষের উচিত তাকে ক্ষমা করে দেওয়া; কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন: (অতঃপর যে ক্ষমা করে এবং আপস-নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট সংরক্ষিত) (আশ-শূরা: ৪০)।

আর দ্বিতীয় আয়াতটি হলো মহান আল্লাহর বাণী: (আপনি ক্ষমা ও সহনশীলতা অবলম্বন করুন, ভালো কাজের আদেশ দিন এবং এড়িয়ে চলুন...

الْجَاهِلِينَ) (الأعراف: 199) ، قال خذ العفو ولم يقل أعف ولا أفعل العفو، بل قال: (خُذِ الْعَفْوَ) والبراد بالعفو هنا ما عفاً وسهل من الناس؛ لأن الناس يعامل بعضهم بعضاً، فمن أراد من الناس أن يعاملوه على الوجه الذي يحب وعلى الوجه الأكمل؛ فهذا شيء يصعب عليه ويشق عليه ويتعب وراء الناس.

وأما من استرشد بهذه الآية، وأخذ ما عفاً من الناس وما سهل، فبما جاء منهم قبله، وما أضاعوه من حقه تركه، إلا إذا انتهكت محارم الله، فإن هذا هو الذي أرشد الله إليه؛ أن نأخذ العفو، فخذ ما تيسر من أخلاق الناس معاملتهم لك، والباقي أنت صاحب الفضل فيه إذا تركته.

(وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ) يعني: مُرِّباً يتعارفه الناس ويعرفه الشرع من أمور الخير، ولا تسكت عن الأمر بالخير إذا كان الناس أخلوا به فيما بينك وبينهم أفعل ما تشاء في حَقِّك، لكن الشيء المعروف ينبغي أن تأمر به.

(وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) البراد بالجاهل هنا ليس هو الذي لا يعلم الحكم؛ بل الجاهل السفیه في التصرف، كما قال الله تعالى: (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ) أي بسفاهة (ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ) (النساء: 17) .

فالجاهلون هنا هم السفهاء الذين يجهلون حقوق الغير، ويفرطون فيها، فأعرض عنهم ولا تبال بهم، وأنت إذا عرضت عنهم ولم بتبال بهم فإنهم سوف يبلون يوتعبون، ثم بعد ذلك يرجعون إلى صوابهم، ولكن إذا عاندتهم أو خاصمتهم أو

أردت منهم أن يعطوك حقل كاملاً، فإنهم ربّما بسفهم يعاندون ولا يأتون بالذي تريد.

অজ্ঞদের থেকে।) (আল-আরাফ: ১৯৯), তিনি বলেছেন: 'আপনি ক্ষমা গ্রহণ করুন', তিনি 'আপনি ক্ষমা করুন' বা 'আমি ক্ষমা করি' বলেননি, বরং বলেছেন: '(আপনি ক্ষমা গ্রহণ করুন)'। এখানে ক্ষমা বলতে মানুষের কাছ থেকে যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং সহজে পাওয়া যায় তা-ই বোঝানো হয়েছে। কেননা মানুষ একে অপরের সাথে লেনদেন ও আচরণ করে থাকে। সুতরাং কেউ যদি মানুষের কাছ থেকে তার পছন্দমামফিক বা একদম নিখুঁত আচরণ আশা করে, তবে তা তার জন্য দুঃসাধ্য ও কষ্টকর হবে এবং মানুষের পিছনে ছুটতে ছুটতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়বে।

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি এই আয়াতের মাধ্যমে পথনির্দেশনা গ্রহণ করবে এবং মানুষের পক্ষ থেকে যা সহজ ও অনায়াসলব্ধ তা গ্রহণ করবে; অর্থাৎ তাদের পক্ষ থেকে যা আসে তা সে সাদরে গ্রহণ করবে এবং তারা তার হকের যা নষ্ট করবে তা সে ছেড়ে দেবে—তবে আল্লাহর নির্দেশিত সীমালঙ্ঘন করা হলে ভিন্ন কথা—তবে এটিই সেই বিষয় যার দিকে আল্লাহ দিকনির্দেশনা দিয়েছেন; অর্থাৎ আমরা যেন সহজ বিষয়গুলো গ্রহণ করি। সুতরাং মানুষের আচার-আচরণ ও তোমার সাথে তাদের আচরণের ক্ষেত্রে যা সহজতর হয় তা গ্রহণ করো, আর বাকিটুকু যদি তুমি ছেড়ে দাও তবে তাতে তোমারই শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাবে।

(এবং সৎকাজের নির্দেশ দিন) অর্থাৎ: মানুষ যা ভালো হিসেবে জানে এবং শরিয়ত যা কল্যাণের কাজ হিসেবে সাব্যস্ত করেছে, সেসব বিষয়ের আদেশ দিন। মানুষ যদি কল্যাণের কাজ বর্জন করে তবে সেক্ষেত্রে আপনি নীরব থাকবেন না। আপনার ও তাদের মধ্যকার ব্যক্তিগত অধিকারের বিষয়ে আপনি যা খুশি করতে পারেন, কিন্তু ন্যায়সঙ্গত ও সৎকাজের আদেশ দেওয়া আপনার কর্তব্য।

(আর অজ্ঞদের এড়িয়ে চলুন) এখানে 'অজ্ঞ' বলতে এমন কাউকে বোঝানো হয়নি যে শরিয়ি বিধান জানে না; বরং এখানে অজ্ঞ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আচরণে নির্বোধ বা মূর্খ। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তাওবা কেবল তাদের জন্য যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে) অর্থাৎ নির্বুদ্ধিতাবশত (অতঃপর তারা অচিরেই তাওবা করে, এদেরই তাওবা আল্লাহ কবুল করেন) (আন-নিসা: ১৭)।

সুতরাং এখানে অজ্ঞ লোক বলতে সেই সব নির্বোধদের বোঝানো হয়েছে যারা অন্যের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয় এবং তা আদায়ে অবহেলা করে। অতএব আপনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং তাদের পরোয়া করবেন না। আপনি যদি তাদের উপেক্ষা করেন এবং গ্রাহ্য না করেন, তবে তারা একসময় ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে পড়বে এবং পুনরায় সঠিক পথে ফিরে আসবে। কিন্তু আপনি যদি তাদের সাথে জেদ ধরেন বা বিবাদে লিপ্ত হন অথবা তাদের কাছ থেকে আপনার পাওনা পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করতে চান, তবে তারা তাদের নির্বুদ্ধিতার কারণে আরও একগুঁয়েমি করতে পারে এবং আপনি যা চাচ্ছেন তা তারা দিবে না।

(ম: 576) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

فهذه ثلاثة أوامر من الله عز وجل فيها الخير لو أننا سرنا عليها: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) (الاعراف: 199) .
قوله تعالى: (وَلَكِنْ صَبِرْ وَغْفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) (الشورى: 43) .
صبر: يعني على الأذى، وغفر: يعني تجاوز عنه إذا وقع به، إن ذلك لمن عزم الأمور:
أي لمن معزومات الأمور، أي من الأمور التي تدل على عزم الرجل، وعلى حزمه،
وعلى أنه قادر على نفسه مسيطر عليها، وذلك لأن الناس ينقسمون إلى أقسام
بالنسبة لسيطرتهم على أنفسهم.
فمن الناس من لا يستطيع أن يسيطر على نفسه أبداً، ومن الناس من يستطيع لكن
بمشقة شديدة، ومن الناس من يستطيع لكن بسهولة، يكون قد جلبه الله عز وجل
على مكارم الأخلاق، فيسهل عليه الصبر والغفران.
فالذي يصبر على أذى الناس ويتحمل ويحتسب الأجر من الله ويغفر لهم، هذا هو
الذي صنع هذه المعزومة من الأمور أي من الشؤون، وهذا حث واضح على أنه ينبغي

للإنسان أن يصبر ويغفر، وقد سبق لنا التفصيل في مسألة العفو عن الجناة
والمعتدين، وأنه لا يمدح مطلقاً ولا يذم مطلقاً، بل ينظر إلى الإصلاح.

632/1- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لأشج عبد القيس: ((إن فيك خصلتين يُحبهما الله: الحلمُ والأناةُ)) رواه مسلم.
633/2- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن
الله رفيقٌ

সুতরাং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এগুলো এমন তিনটি নির্দেশ যার মধ্যে কল্যাণ নিহিত
রয়েছে যদি আমরা সে অনুযায়ী চলি: (আপনি ক্ষমাশীলতা অবলম্বন করুন, সংকাজের নির্দেশ
দিন এবং অজ্ঞদের এড়িয়ে চলুন) (আল-আরাফ: ১৯৯)।

মহান আল্লাহর বাণী: (আর অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা দৃঢ়
সংকল্পের কাজের অন্তর্ভুক্ত) (আশ-শূরা: ৪৩)।

ধৈর্য: অর্থাৎ কষ্টের ওপর ধৈর্য ধারণ করা; এবং ক্ষমা করা: অর্থাৎ কোনো অনিষ্ট ঘটলে তা
উপেক্ষা করা। 'নিশ্চয় তা দৃঢ় সংকল্পের কাজের অন্তর্ভুক্ত': অর্থাৎ এটি এমন সব দৃঢ় সংকল্পিত
বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যা কোনো ব্যক্তির সংকল্প, দৃঢ়তা এবং নিজের নফসের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ ও
সক্ষমতার প্রমাণ দেয়। আর এর কারণ হলো, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতার নিরিখে মানুষ
বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত।

মানুষের মধ্যে কেউ এমন আছে যে নিজের নফসের ওপর মোটেও নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না;
আবার কেউ আছে যারা প্রচণ্ড কষ্টের বিনিময়ে তা পারে; আর কেউ এমন আছে যারা অত্যন্ত
সহজেই তা পারে, মহান আল্লাহ যাদেরকে উন্নত চরিত্রের ওপর গড়ে তুলেছেন, ফলে তাদের
জন্য ধৈর্য ধারণ ও ক্ষমা করা সহজ হয়ে যায়।

সুতরাং যে ব্যক্তি মানুষের দেওয়া কষ্টের ওপর ধৈর্য ধারণ করে, তা সহ্য করে, আল্লাহর কাছে
প্রতিদানের আশা রাখে এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়, সে-ই মূলত দৃঢ় সংকল্পের কাজ বা
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সম্পাদন করল। এটি একটি স্পষ্ট উৎসাহ যে, মানুষের ধৈর্য ধরা এবং
ক্ষমা করা উচিত। আর অপরাধী ও সীমালঙ্ঘনকারীদের ক্ষমা করার বিষয়টি সম্পর্কে আমরা

ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি যে, এটি ঢালাওভাবে প্রশংসনীয় নয় আবার ঢালাওভাবে নিন্দনীয়ও নয়, বরং এক্ষেত্রে সংশোধনের বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে।

* * *

১/৬৩২- ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আশাজ্জ আব্দুল কায়েসকে লক্ষ্য করে বললেন: "নিশ্চয় তোমার মধ্যে এমন দুটি গুণ বিদ্যমান যা আল্লাহ পছন্দ করেন: সহনশীলতা ও ধীরস্থিরতা।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

২/৬৩৩- আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্ত নম্র ও কোমল...

(ص: 577) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

يحبُّ الرفق في الأمر كله "متفق عليه.

634/3- وعنهما رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يُعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه)) رواه مسلم.

635/4- وعنهما رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه" رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله هنا في سياق الأحاديث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، قال له: "إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة".

الحلم: عندما يثار الإنسان ويجنى عليه ويعتدى عليه يحلم، لكنه ليس كالحمار لا يبالي بما فعل به، يتأثر لكن يكون حليماً لا يتعجل بالعقوبة، حتى إذا صارت العقوبة خيراً من العفو أخذ بالعقوبة.

والأناسة: التأني في الأمور وعدم التسرع، وما أكثر ما يهلك الإنسان ويزل بسبب التعجل في الأمور، وسواء في نقل الأخبار، أو في الحكم على ما سيع، أو في غير ذلك. فمن الناس مثلاً من يتخطف الأخبار بمجرد ما يسمع الخبر يحذر به

তিনি সকল বিষয়ে নম্রতা পছন্দ করেন।" (বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সর্বসম্মত)।

৩/৬৩৪- তাঁর (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ কোমল, তিনি নম্রতা পছন্দ করেন। তিনি নম্রতার বিনিময়ে যা দান করেন, তা কঠোরতার বিনিময়ে দান করেন না এবং অন্য কিছু বিনিময়েও তা দান করেন না।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

৪/৬৩৫- তাঁর থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নম্রতা যে বিষয়ের মধ্যেই থাকে তাকে সুশোভিত করে, আর যে বিষয় থেকে তা সরিয়ে নেওয়া হয় তাকে কলঙ্কিত করে।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) এখানে হাদিসসমূহের ধারাবাহিকতায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশাজ্জ আব্দুল কায়েসকে যা বলেছিলেন তা উল্লেখ করেছেন। তিনি তাকে বলেছিলেন: "নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে এমন দুটি গুণ রয়েছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন: সহনশীলতা ও ধীরস্থিরতা।"

সহনশীলতা (হিলম): যখন কোনো ব্যক্তিকে উত্তেজিত করা হয় এবং তার ওপর অন্যায় বা সীমালঙ্ঘন করা হয়, তখন সে সহনশীলতা প্রদর্শন করে। তবে সে গাধার মতো নয় যে তার সাথে যা করা হচ্ছে সে বিষয়ে সে দ্রুতপন্থী থাকে; বরং সে বিষয়টির দ্বারা প্রভাবিত হয় কিন্তু সহিষ্ণু থাকে এবং শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করে না। এমনকি যদি ক্ষমা করার চেয়ে শাস্তি প্রদানই কল্যাণকর মনে হয়, তবেই সে শাস্তি দেয়।

ধীরস্থিরতা (আনাত): সকল বিষয়ে ধীরতা অবলম্বন করা এবং ত্বরান্বিত না করা। মানুষ কতই না ধ্বংস হয় এবং পদস্থলনের শিকার হয় কাজে তাড়াহুড়ো করার কারণে; চাই তা সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে হোক, কিংবা যা শোনা হয়েছে তার ওপর রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে হোক, অথবা অন্য কোনো বিষয়ে।

উদাহরণস্বরূপ, কিছু মানুষ এমন রয়েছে যারা সংবাদ শোনামাত্রই তা লুফে নেয় এবং তা প্রচার করতে শুরু করে।

(ص: 578) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وينقله، وقد جاء في الحديث ((كفي بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع)). ومن الناس من يتسرع في الحكم، سمع عن شخص شيئاً من الأشياء، ويتأكد أنه قاله أو أنه فعله ثم يتسرع في الحكم عليه، أنه أخطأ أو ضلّ أو ما أشبه ذلك، وهذا غلط، التأني في الأمور، كله خير.

ثم ذكر المؤلف أحاديث عائشة رضي الله عنها الثلاثة في باب الرفق، وأن الرفق محبوب إلى الله عز وجل، وأنه ما كان في شيءٍ إلا زانه، ولا نزع من شيءٍ إلا شانه، ففيه الحث على أن يكون الإنسان رفيقاً في جميع شؤون، رفيقاً في معاملة أهله، وفي معاملة إخوانه، وفي معاملة أصدقائه، وفي معاملة عامة الناس يرفق بهم، فإن الله عز وجل رفيقٌ يحب الرفق.

ولهذا فإن الإنسان إذا عامل الناس بالرفق يجد لذة وانشراحاً، وإذا عاملهم بالشدّة والعنف ندم، ثم قال ليتني لم أفعل، لكن بعد أن يفوت الأوان، أما إذا عاملهم بالرفق واللين والأناة انشرح صدره، ولم يندم على شيء فعله. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصالح وحسن الأخلاق والآداب.

636/5- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: بال أعرابي في المسجد، فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((دعوه وأريقوا على بوله سجلاً من ماء، أو ذنوباً من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين)) رواه البخاري.

এবং সে তা বর্ণনা করে। হাদিসে এসেছে: "কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে তাই বর্ণনা করে।"

মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে তড়িঘড়ি করে। তারা কারো সম্পর্কে কোনো কিছু শোনে এবং নিশ্চিত হয় যে সে তা বলেছে বা করেছে, অতঃপর দ্রুত তার ব্যাপারে এই ফয়সালা দিয়ে দেয় যে, সে ভুল করেছে অথবা পথভ্রষ্ট হয়েছে কিংবা এই জাতীয় কিছু। অথচ এটি ভুল; প্রতিটি বিষয়ে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করাই কল্যাণকর।

অতঃপর লেখক কোমলতা অধ্যায়ে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত তিনটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। নিশ্চয়ই নম্রতা মহান আল্লাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয়। এটি যে জিনিসের মধ্যেই থাকে তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে, আর যে জিনিস থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়া হয় তাকে কলঙ্কিত করে। এতে মানুষের সকল কাজে কোমল হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে; চাই তা পরিবারের সাথে আচরণে হোক, কিংবা ভাইদের সাথে, বন্ধুদের সাথে অথবা সাধারণ মানুষের সাথে। কেননা মহান আল্লাহ পরম দয়ালু ও কোমল এবং তিনি কোমলতা পছন্দ করেন। একারণেই মানুষ যখন অন্যের সাথে নম্রতার সাথে আচরণ করে, তখন সে এক প্রকার স্বাদ ও প্রশান্তি অনুভব করে। আর যখন কঠোরতা ও উগ্রতার সাথে আচরণ করে, তখন সে লজ্জিত হয় এবং পরবর্তীতে আক্ষেপ করে বলে, 'হায়! আমি যদি এমনটি না করতাম!' কিন্তু তখন সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, যখন সে নম্রতা, নমনীয়তা ও ধীরস্থিরতার সাথে আচরণ করে, তখন তার হৃদয় প্রশান্ত হয় এবং নিজের কোনো কাজের জন্য তাকে অনুতপ্ত হতে হয় না। আল্লাহ সবাইকে কল্যাণ, সংশোধন এবং উত্তম চরিত্র ও শিষ্টাচার অর্জনের তাওফিক দান করুন।

৫/৬৩৬- আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক গ্রাম্য লোক মসজিদে প্রস্রাব করে দিল। তখন উপস্থিত লোকজন তাকে মারার জন্য (বা ধমক দেওয়ার জন্য) তার দিকে উদ্যত হলো। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তাকে ছেড়ে দাও এবং তার প্রস্রাবের ওপর এক বালতি বা এক ডোল পানি ঢেলে দাও। কেননা তোমাদেরকে সহজকারী হিসেবে পাঠানো হয়েছে, কঠিনকারী হিসেবে পাঠানো হয়নি।" (বুখারি)।

(ص: 579) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

"السجل" بفتح السين المهملة وإسكان الجيم: وهي الدلو المثلثة ماءً، وكذلك الذنوب.

[الشَّرْحُ]

ساق المؤلف رحمه الله في باب الحلم والأناة والرفق في كتابه رياض الصالحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن أعرابياً بال في المسجد. أعرابي: يعني بدوي؛ والبدوي في الغالب لا يعرف أحكام الشرع؛ لأنه يعيش في البادية في إبله أو في غنمه، وليس له علم بشريعة الله، كما قال الله تعالى: (الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ) (التوبة: 97)، يعني أقرب ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، لأنهم في باديتهم بعيدون عن الناس وعن العلم والشرع.

هذا الأعرابي دخل المسجد واحتاج إلى أن يبول، فبال في طائفة المسجد، أي تنجى وبأل في المسجد، فهم الناس به أن يقعوا فيه وزجروه، ولكن النبي صلى الله عليه

وسلم قال: لهم: ((دعوة)) دعوة يقضي بوله، ((وأريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين)) فتركه الناس.

فلما قضى بوله صبوا عليه ذنوباً من الماء، يعني دلواً من الماء، فطهر المحل، وزال المحذور، ثم دعا بالأعرابي وقال له: "إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر، وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن، والتكبير" أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.

"আস-সিজিল" (আস-সিজিল্ল) শব্দের বর্ণ 'সিন'-এর ওপর ফাতহাহ (যবর) এবং 'জিম'-এর ওপর সুকুন (জযম) সহকারে: এর অর্থ হলো পানিতে পূর্ণ বালতি; একইভাবে 'আয-যানুব' শব্দটিও একই অর্থ প্রকাশ করে।

[ব্যাক্যা]

লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) তার 'রিয়াদুস সলিহীন' কিতাবের 'সহনশীলতা, ধীরস্থিরতা ও নম্রতা' অধ্যায়ে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন; যেখানে জনৈক বেদুইন মসজিদে প্রস্রাব করেছিল।

বেদুইন: অর্থাৎ গ্রাম্য লোক; আর গ্রাম্য লোক সাধারণত শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত থাকে না। কারণ সে মরুভূমিতে তার উট বা মেঘ নিয়ে বসবাস করে এবং আল্লাহর শরীয়ত সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান থাকে না, যেমনটি মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "মরুবাসী আরবগণ কুফরি ও মুনাফিকিতে অত্যন্ত কঠোর এবং আল্লাহ তাঁর রাসূলের ওপর যে সব বিধান অবতীর্ণ করেছেন, সেগুলোর সীমারেখা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকারই বেশি যোগ্য" (সূরা আত-তাওবা: ৯৭)। অর্থাৎ, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূলের ওপর অবতীর্ণ করা বিধানগুলো না জানার অধিক নিকটবর্তী, কারণ তারা মরুভূমিতে লোকালয়, জ্ঞান এবং শরীয়ত থেকে দূরে অবস্থান করে।

এই বেদুইন মসজিদে প্রবেশ করে প্রস্রাব করার প্রয়োজন অনুভব করল। ফলে সে মসজিদের এক পাশে গিয়ে প্রস্রাব করতে শুরু করল। তখন উপস্থিত লোকজন তার ওপর চড়াও হতে চাইল এবং তাকে ধমক দিল। কিন্তু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের বললেন:

"তাকে ছেড়ে দাও।" তাকে তার প্রস্রাব শেষ করতে দাও। এরপর তিনি বললেন: "তার প্রস্রাবের ওপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। তোমাদের পাঠানো হয়েছে সহজ করার জন্য, কঠিন করার জন্য নয়।" এরপর লোকেরা তাকে ছেড়ে দিল।

যখন সে প্রস্রাব শেষ করল, তখন তারা তার ওপর এক বালতি পানি ঢেলে দিল, অর্থাৎ এক বালতি পানি। ফলে স্থানটি পবিত্র হয়ে গেল এবং আপত্তিকর বিষয়টি দূর হলো। এরপর তিনি বেদুইন ব্যক্তিকে ডাকলেন এবং তাকে বললেন: "নিশ্চয়ই এই মসজিদগুলো কোনো প্রকার কষ্টদায়ক বস্তু বা ময়লা-আবর্জনার জন্য উপযুক্ত নয়; এগুলো কেবল নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত এবং আল্লাহর মহিমা ঘোষণার (তাকবীরের) জন্য।" অথবা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেমনটি বলেছিলেন।

(ص: 580) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ففي هذا الحديث فوائد كثيرة:

منها: العذر بالجهل، وأن الإنسان الجاهل لا يعامل كما يعامل العالم؛ لأن العالم معاند، والجاهل متطلع للعلم فيعذر بجهله، ولهذا عذره النبي صلى الله عليه وسلم ورفق به.

ومنها: أن الشرع يقتضي دفع أعلى المفسدتين بأدناها، يعني إذا كان هناك مفسدتان ولا بد من ارتكاب أحدهما؛ فإن يرتكب الأسهل.

فهنا أماننا مفسدتان:

الأولى: استمرار هذا الأعراي في بوله، وهذه مفسدة.

والثانية: إقامته من بوله، وهذه مفسدة أيضاً، لكن هذه أكبر؛ لأن هذه يترتب عليها.

أولاً: الضرر على هذا البائل؛ لأن البائل إذا منع البول المتهىء للخروج ففي ذلك ضرر، فربما تتأثر مجاري البول ومسالك البول.

ثانياً: أنه إذا قام فإما أن يقطع رافعاً ثوبه؛ لئلا تصيبه قطرات البول، وحينئذ تكون القطرات منتشرة في المكان، وربما تأتي على أفخذه ويبقى مكشوف العورة أمام الناس وفي المسجد، وإما أن يدلي ثوبه، وحينئذ يتلوث الثوب ويتلوث البدن وهذه أيضاً مفسدة.

فلهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يبول حتى انتهى، ثم أمر بأن يصب عليه ذنوباً من ماء.

وعلى هذا فيكون لدينا قاعدة: إذا اجتمعت مفسدتان لا بد من ارتكاب إحداها، فإنه يرتكب الأسهل والأخف، دفعاً للأعلى، كما إنه

এই হাদিসে অনেক শিক্ষা নিহিত রয়েছে:

তন্মধ্যে একটি হলো: অজ্ঞতাজনিত ওজর বা অব্যাহতি প্রদান। একজন অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে একজন জ্ঞানীর মতো আচরণ করা হবে না; কারণ জ্ঞানী ব্যক্তি জেনে-বুঝে হঠকারিতা করতে পারেন, কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তি জ্ঞান অশ্বেষণে আগ্রহী থাকেন, ফলে তাকে তার অজ্ঞতার কারণে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এ কারণেই নবী (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন) তাকে মার্জনা করেছেন এবং তাঁর সাথে অত্যন্ত কোমল আচরণ করেছেন।

অন্যটি হলো: শরিয়তের বিধান অনুযায়ী দুটি অনিষ্টের মধ্যে যেটি অধিকতর গুরুতর, সেটি অপেক্ষাকৃত লঘুতর অনিষ্টের মাধ্যমে প্রতিহত করতে হয়। অর্থাৎ, যখন দুটি অনিষ্ট বিদ্যমান থাকে এবং তার মধ্যে যেকোনো একটি সংঘটিত হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে, তখন সহজতরটিই গ্রহণ করতে হবে।

এখানে আমাদের সামনে দুটি অনিষ্ট বিদ্যমান:

প্রথম: এই বেদুইন ব্যক্তির প্রস্রাব চালিয়ে যাওয়া, যা একটি অনিষ্ট বা ক্ষতিকর বিষয়।

দ্বিতীয়: প্রস্রাব করা অবস্থায় তাকে উঠিয়ে দেওয়া; এটিও একটি অনিষ্ট, তবে এটি পূর্বেরটির তুলনায় অধিকতর গুরুতর। কারণ এর ফলে যা ঘটে তা হলো:

প্রথমত: স্বয়ং প্রস্রাবকারীর শারীরিক ক্ষতি; কারণ যখন নির্গত হওয়ার উপক্রম হওয়া প্রস্রাব জোরপূর্বক রোধ করা হয়, তখন তাতে শারীরিক ক্ষতির ঝুঁকি থাকে। এর ফলে মূত্রনালি বা মূত্রপথ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

দ্বিতীয়ত: সে যদি হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায়, তবে হয়তো সে তার কাপড় উপরে তুলে ধরবে যাতে প্রস্রাবের ফোঁটা তার গায়ে না লাগে, যার ফলে প্রস্রাবের ফোঁটা ওই স্থানে ছড়িয়ে পড়বে এবং সম্ভবত তার উরুতেও লেগে যাবে। এতে লোকসম্মুখে এবং মসজিদের ভেতরে তার সতর বা লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। অথবা সে কাপড় স্বাভাবিক অবস্থায় রাখবে, যার ফলে তার কাপড় ও শরীর উভয়ই অপবিত্র হয়ে যাবে—এটিও একটি অনিষ্ট।

এ কারণেই নবী (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন) ওই ব্যক্তিকে প্রস্রাব শেষ করা পর্যন্ত ছেড়ে দিলেন এবং এরপর সেখানে এক বালতি পানি ঢেলে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

এর ওপর ভিত্তি করে আমাদের নিকট একটি মূলনীতি সাব্যস্ত হয়: যখন দুটি অনিষ্ট একত্রিত হয় এবং তার মধ্যে একটি বেছে নেওয়া আবশ্যিক হয়ে পড়ে, তখন বৃহত্তর অনিষ্ট প্রতিরোধের জন্য সহজতর ও লঘুতর অনিষ্টটিই গ্রহণ করা হয়। যেমনটি...

(ص: 581) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

إذا اجتمعت مصالح ولا يمكن فعل جميعها، فإنه يؤخذ بالأعلى فالأعلى، ففي المصالح يقدم الأعلى، وفي المفاسد يقدم الأسهل والأدنى.

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب تطهير المسجد وأنه فرض كفائية؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((أريقوا على بوله سجلاً من ماء)) فيجب على من رأى نجاسة في المسجد أن يطهرها بنفسه، أو يبلغ من هو معني بالمسجد ومسؤول عنه حتى يقوم بتطهيرها.

ومنها: اشتراط طهارة مكان المصلي، فالمصلي يجب عليه أن يطهر ثوبه وبدنه ومكان صلاته، لا بد من ذلك سواء كانت أرضاً أو فراشاً أو غير ذلك، المهم أنه لا بد من طهارة مكان المصلي.

ومنها: أن الأرض يكفي في تطهيرها أن يصب على النجاسة ماء مرة واحدة، فإذا عبرت بالماء طهرت، لكن إن كانت النجاسة ذات جرم كالغائط والروث وما أشبهها؛ فلا بد من زوال هذا الجرم، وبعدها يطهر المحل بصب ماءٍ عليه. ومنها: أنه لا بد من الماء في تطهير النجاسة؛ لقوله: ((أريقوا على بوله سجلاً من ماء)) وأن النجاسة لا تطهر بغير الماء، وهذا ما عليه أكثر العلماء. والصحيح أن النجاسة تطهر بكل ما يزيلها من ماء أو بنزين، أو غيره، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على مكان البول؛ لأنه أسرع في تطهير المكان، وإلا فمن الممكن أن يبقى المكان لا يصب عليه الماء، ثم مع الرياح والشمس تزول النجاسة ويطهر، لكن هذا أسرع وأسهل.

যখন একাধিক কল্যাণকর বিষয় (মাসলাহাত) একত্রিত হয় এবং সেগুলোর সবকটি সম্পাদন করা সম্ভব হয় না, তখন গুরুত্বের ক্রমানুসারে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে গ্রহণ করা হয়। সুতরাং কল্যাণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং অনিষ্টের (মাফাসিদ) ক্ষেত্রে যেটি সহজতর এবং তুলনামূলক কম ক্ষতিকর সেটিকে গ্রহণ করা হয়।

এই হাদিসের অন্যতম শিক্ষা হলো: মসজিদ পবিত্র করা ওয়াজিব এবং এটি একটি ফরজে কিফায়া; যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা তার পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও।" সুতরাং যে ব্যক্তি মসজিদে কোনো নাপাকি দেখবে, তার ওপর ওয়াজিব হলো হয় সে নিজে তা পরিষ্কার করবে, অথবা মসজিদের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে অবহিত করবে যাতে তিনি তা পবিত্র করার ব্যবস্থা করেন।

আরেকটি শিক্ষা হলো: মুসাল্লির (নামাজ আদায়কারীর) স্থানের পবিত্রতা রক্ষা করা শর্ত। মুসাল্লির জন্য তার পোশাক, শরীর এবং নামাজের স্থান পবিত্র রাখা আবশ্যিক। সেটি মাটি হোক

বা বিছানা অথবা অন্য কিছু—নামাজের জায়গা পবিত্র থাকা অপরিহার্য। মূল কথা হলো, মুসাল্লির স্থানের পবিত্রতা নিশ্চিত করা জরুরি।

আরও একটি শিক্ষা হলো: ভূমি পবিত্র করার ক্ষেত্রে নাপাকির ওপর একবার পানি ঢেলে দেওয়াই যথেষ্ট। যখন স্থানটি পানিতে প্লাবিত হয়, তখন তা পবিত্র হয়ে যায়। তবে নাপাকি যদি বস্তুগত হয়, যেমন মল, গোবর বা এই জাতীয় কিছু, তবে আগে সেই বস্তুটিকে অপসারণ করতে হবে এবং এরপর উক্ত স্থানে পানি ঢেলে তা পবিত্র করতে হবে।

এর অন্তর্ভুক্ত আরেকটি বিষয় হলো: নাপাকি দূর করার জন্য পানি অপরিহার্য; কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তার পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও।" অধিকাংশ আলেমের মতে, পানি ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে নাপাকি পবিত্র হয় না।

তবে বিশুদ্ধ মত হলো, পানি, পেট্রোল বা অন্য যে কোনো বস্তু যা নাপাকি দূর করতে সক্ষম, তা দ্বারাই পবিত্রতা অর্জিত হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাবের স্থানে পানি ঢালার নির্দেশ দিয়েছিলেন কারণ এটি দ্রুত পবিত্র করার একটি মাধ্যম। অন্যথায়, যদি কোনো স্থানে পানি না-ও ঢালা হয় এবং বাতাস ও রোদের প্রভাবে নাপাকি বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে স্থানটি পবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু পানি ব্যবহার করা অধিক দ্রুত ও সহজতর পদ্ধতি।

(ص: 582) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ومن المعلوم أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا توجد هذه المزيلات الكيميائية أو البترولية، فلذلك كانوا يعتمدون في إزالة النجاسة على الماء، ولكن متى زالت النجاسة طهر المحل بأي مزيل كان؛ لأن النجاسة عين خبيثة نجسة، متى زالت عاد المحل إلى طهارته بأي شيء كان. ولهذا يطهر البول والغائط بالأحجار؛ يستجمر الإنسان بالحجر ثلاث مرات مع الإنقاء ويكفي.

وثوب المرأة الذي تجره إذا مر بالنجاسة ثم مر بعد ذلك بأرض طاهرة طهرته، وكان من عادة النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا خرجت واتخذت ثوباً ضافياً يستر قدميها، وينجر من ورائها إلى شبر أو شبرين أن ذراع، ولكن لا يزيد على ذراع. هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، عهد النساء الطاهرات في الزمن الطاهر، فما بالك اليوم؟!

لكن مع الأسف أن المسلمين اليوم لا ينظرون إلى من سلف من هذه الأمة، ولكنهم ينظرون إلى من تأخر من هذه الأمة؛ إلى الخلف الذين قال الله فيهم: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) (مريم: 59). أصبحنا ننظر الآن إلى من خلف بل ننظر إلى ما دون ذلك؛ ننظر إلى أعدائنا؛ إلى اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين وما أشبه ذلك، فنقتدي بهم في مثل هذه الألبسة، فترى النساء الآن كلما جاءت المجلة التي يسبونها البردة، ذهبن ينظرن إليها، ثم تذهب المرأة وتفعل مثل ما فعلوا. وأقول: يجب على أولياء الأمور أن يمنعوا من تداول هذه المجلات،

এটা সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এই সকল রাসায়নিক বা পেট্রোলিয়ামজাত নাপাকি দূর করার উপকরণ বিদ্যমান ছিল না। ফলে তারা নাপাকি দূর করার ক্ষেত্রে পানির ওপরই নির্ভর করতেন। তবে নাপাকি যখনই অপসারিত হয়, যে কোনো মাধ্যমেই হোক না কেন, সেই স্থানটি পবিত্র হয়ে যায়; কারণ নাপাকি হলো একটি কদর্য ও অপবিত্র বস্তু, যখনই তা দূরীভূত হয়, যে কোনো উপায়েই হোক না কেন, স্থানটি তার পূর্বের পবিত্র অবস্থায় ফিরে আসে।

এই কারণেই প্রস্রাব ও পায়খানা পাথর দ্বারা পবিত্র করা যায়; কোনো ব্যক্তি যদি পাথর দ্বারা তিনবার উত্তমরূপে পরিচ্ছন্নতা অর্জন (ইস্তিজমার) করে, তবে তা-ই যথেষ্ট।

আর নারীর দীর্ঘ পোশাক যা সে টেনে নিয়ে চলে, তা যদি কোনো নাপাক স্থানের ওপর দিয়ে অতিক্রম করার পর কোনো পবিত্র ভূমির ওপর দিয়ে যায়, তবে পরবর্তী পবিত্র ভূমি তাকে

পবিত্র করে দেয়। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে নারীদের অভ্যাস ছিল যে, কোনো নারী যখন বাইরে বের হতো, তখন সে এমন দীর্ঘ পোশাক পরিধান করত যা তার পা দুটি ঢেকে রাখত এবং তার পেছনে এক বিঘত, দুই বিঘত বা এক হাত পরিমাণ ঝুলে থাকত, কিন্তু তা এক হাতের বেশি হতো না। এ ছিল আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে, তথা পবিত্র সময়ে পবিত্র নারীদের অবস্থা; তাহলে বর্তমান যুগ সম্পর্কে আপনার ধারণা তবে কী?!

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমানের মুসলিমরা এই উম্মতের পূর্বসূরিদের (সালাফ) আদর্শের দিকে তাকায় না, বরং তারা পরবর্তী অযোগ্য প্রজন্মের দিকে তাকায়; সেই উত্তরসূরিদের দিকে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: “অতঃপর তাদের পরে এমন এক অযোগ্য উত্তরসূরিদের আবির্ভাব হলো যারা সালাত নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল; সুতরাং তারা অচিরেই ধ্বংসের সম্মুখীন হবে।” (সূরা মারইয়াম: ৫৯)।

আমরা এখন কেবল পরবর্তীদের দিকেই তাকাচ্ছি না, বরং আমরা তার চেয়েও অধঃপতিতদের দিকে তাকাচ্ছি; আমরা তাকাচ্ছি আমাদের শত্রুদের দিকে—ইহুদি, নাসারা, অগ্নিউপাসক, মূর্তিপূজারী ও তাদের সমগোত্রীয়দের দিকে। ফলে আমরা পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে তাদেরই অনুকরণ করছি। আপনি দেখবেন, নারীরা এখন যখনই ফ্যাশন ম্যাগাজিনগুলোর (যাকে তারা বুরদাহ বলে) খবর পায়, তখনই তারা সেগুলো দেখতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং সেখানে যা করা হয় তারা ঠিক তা-ই অনুকরণ করে।

আমি বলি: অভিভাবকদের ওপর ওয়াজিব বা আবশ্যিক হলো এই ধরনের ম্যাগাজিনগুলোর আদান-প্রদান ও প্রচার বন্ধ করা।

(ص: 583) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وهذه البردات بين أيدي النساء؛ لأن المرأة ضعيفة؛ ضعيفة العقل وضعيفة الدين
كأما وصفها بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم: ((ما رأيت من ناقصات عقل ودين
أذهب لب الرجل الحازم من إحداكن)) فتغتر وتنخدع بهذه البظاهر.

وَكثِيرٌ مِنَ الرِّجَالِ مَعَ الْأَسْفِ الشَّدِيدِ هُمْ رِجَالٌ فِي ثِيَابٍ رِجَالٌ وَإِلَّا فَهَمُ نِسَاءٍ،
التَّدْبِيرُ لِلنِّسَاءِ عَلَيْهِمْ، وَهُنَّ الْقَوَامَاتُ عَلَيْهِمْ، عَكْسُ مَا أَمَرَ اللَّهُ: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ
عَلَى النِّسَاءِ) (النِّسَاءُ: 34)، لَكِنْ أَصْبَحَ الْآنَ فِي كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ النِّسَاءُ قَوَامَاتٍ عَلَى
الرِّجَالِ، هِيَ الَّتِي تَدْبِرُ الرَّجُلَ، وَهِيَ الَّتِي تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ، وَتَفْعَلُ مَا شَاءَتْ، وَلَا تَبَالِي
بِزَوْجِهَا وَلَا بِوَلِيِّهَا.

فَالْوَاجِبُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ أَنْ يَمْنَعُوا مِنْ تَدَاوُلِ هَذِهِ الْمَجَلَاتِ الَّتِي تَأْتِينَا بِهِذِهِ الْأَزْيَاءِ
الْبَعِيدَةِ عَنِ الزِّيِّ الْإِسْلَامِيِّ، فَالنِّسَاءُ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجْنَ
إِلَى السُّوقِ لِبَسْنَ ثِيَابًا طَوِيلَةً حَتَّى لَا تَبْدُو أَقْدَامَهُنَّ.

وَأَمَّا فِي الْبُيُوتِ فَكَمَا يَقُولُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بْنُ تَيْمِيَّةٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِهَا فِي عَهْدِ
الرَّسُولِ عَلَيْهَا لِبَاسٌ يَسْتُرُ مِنْ كَفِّ الْيَدِ إِلَى كَعْبِ الرَّجُلِ، وَهِيَ فِي الْبَيْتِ، لَيْسَ عِنْدَهَا
إِلَّا النِّسَاءُ أَوْ رِجَالٌ مُحَارِمُونَ، وَمَعَ ذَلِكَ تَتَسْتَرُ مِنَ الْكَفِّ إِلَى الْكَعْبِ، كُلُّهَا مَتَسْتَرَةٌ.
وَبِهَذَا نَعْرِفُ فُسَادَ تَصَوُّرٍ مِنْ تَصَوُّرِ قَوْلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ
إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، أَنَّ الْمَرْأَةَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَقْتَصِرَ فِي لِبَاسِهَا عَلَى لِبَاسِ يَسْتُرُ مَا

এই পোশাকগুলো নারীদের আয়ত্তে রয়েছে; কারণ নারী দুর্বল; তারা বিচারবুদ্ধি ও দ্বীনের ক্ষেত্রে দুর্বল, যেমনটি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের বর্ণনা করে বলেছেন: “আমি তোমাদের চেয়ে বুদ্ধি ও দ্বীনের ক্ষেত্রে অধিক অপূর্ণ এমন কাউকে দেখিনি, যে একজন দৃঢ়চেতা পুরুষের বুদ্ধি হরণ করতে সক্ষম।” ফলে তারা এসব বাহ্যিক চাকচিক্যে প্রলুব্ধ ও প্রতারিত হয়।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, অনেক পুরুষ কেবল বাহ্যিক পোশাকেই পুরুষ, নতুবা তারা নারীর মতো; নারীরাই তাদের পরিচালনা করে এবং তাদের ওপর কর্তৃত্ব চালায়, যা আল্লাহর নির্দেশের সম্পূর্ণ বিপরীত: “পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল” (আন-নিসা: ৩৪)। কিন্তু বর্তমানে অনেক মানুষের ক্ষেত্রে নারীরাই পুরুষদের ওপর কর্তৃত্বশীল হয়ে পড়েছে; নারীই পুরুষকে নিয়ন্ত্রণ করে, সে যা খুশি পরিধান করে, যা ইচ্ছা তা-ই করে এবং নিজের স্বামী বা অভিভাবকের কোনো পরোয়াই করে না।

অতএব অভিভাবকদের আবশ্যিক কর্তব্য হলো এই ম্যাগাজিনগুলোর প্রচলন রোধ করা, যা আমাদের কাছে ইসলামি আদর্শ বিবর্জিত এসব পোশাকের সংস্কৃতি নিয়ে আসে। অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে নারীরা যখন বাজারে বের হতেন, তখন তারা দীর্ঘ পোশাক পরিধান করতেন যাতে তাদের পদযুগল প্রকাশ না পায়।

আর গৃহাভ্যন্তরের পোশাক সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে নারীরা ঘরের ভেতরেও এমন পোশাক পরিধান করতেন যা হাতের কজি থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত আবৃত রাখত। অথচ তখন তাদের সামনে কেবল অন্য নারীরা অথবা মাহরাম পুরুষরাই থাকত, তবুও তারা কজি থেকে গোড়ালি পর্যন্ত পুরো শরীর আবৃত রাখতেন।

এর মাধ্যমেই আমরা সেই ব্যক্তির ধারণার অসারতা বুঝতে পারি, যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই বাণী— “এক নারী অন্য নারীর সতরের দিকে তাকাবে না”— থেকে মনে করে যে, একজন নারীর জন্য তার পোশাককে কেবল এমন কিছু মধ্য সীমাবদ্ধ রাখা বৈধ যা...

(ص: 584) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

بين السرة والركبة، يردن أن تخرج المرأة كاشفة كل بدنهما إلا ما بين السرة والركبة، فمن قال هذا؟! إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناظرة لا اللابسة يقول: ((لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة))، يعني ربما تكون اللابسة قد كشفت ثوبها لقضاء حاجة من بول أو غائط، فيقول لا تنظر لعورتها، لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تلبس ما يستر ما بين السرة والركبة فقط، من توهم هذا فإنه من وحي الشيطان، ولننظر كيف كانت النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تلبس الثياب.

لذلك يجب أن نصح هذا المفهوم الذي تدندن به كل امرأة ليس عندها فهم،
وليس عندها نظر لمن سبق، نقول لها: هل تظنين أن الشرع الإسلامي يبيح للمرأة
أن تخرج بين النساء ليس عليها إلا سروال قصير يستر ما بين السرة والركبة،
فمن قال إن هذا هو الشرع الإسلامي؟ ومن قال إن هذا هو معنى قول رسول الله صلى
الله عليه وسلم: ((لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة)) من قال هذا؟!
والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((ولا الرجل إلى عورة الرجل)) ومع ذلك كان
الرجال في عهده يلبسون رداءً وإزاراً، ويلبسون قميصاً، ولا يلبسون إزاراً فقط.
حتى أن الرجل الفقير الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه المرأة
التي وهبت نفسها للرسول ولم يردّها، قال: زوجنيها، قال: ((ما معك من صداق))
قال: إزاري، لأنه فقير، كيف يكون الإزار مهراً للمرأة إن

নাভি থেকে হাঁটুর মধ্যবর্তী অংশ; তারা চায় যে একজন নারী তার শরীরের নাভি থেকে হাঁটু
পর্যন্ত অংশ ব্যতীত বাকি সবটুকু উন্মুক্ত রেখে বের হোক, কিন্তু কে এ কথা বলেছে?!

নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখানে দর্শনকারীকে সম্বোধন করছেন,
পরিধানকারীকে নয়। তিনি বলেছেন: "কোনো নারী যেন অন্য কোনো নারীর সতর (লজ্জাস্থান)
না দেখে।" এর অর্থ হলো, পোশাক পরিধানকারী নারী হয়তো প্রাকৃতিক প্রয়োজনে (পেশাব বা
পায়খানার জন্য) কাপড় সরিয়ে ফেলেছেন, তখন তিনি বলছেন যে তার সতরের দিকে তাকিও
না। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারীকে কেবল নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে
রাখে এমন পোশাক পরতে নির্দেশ দেননি। যারা এমনটা ধারণা করে, তা শয়তানের কুমন্ত্রণা
মাত্র। আমাদের দেখা উচিত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে মহিলারা
কেমন পোশাক পরিধান করতেন।

তাই আমাদের এই ধারণাটি সংশোধন করা উচিত যা এমন প্রত্যেক নারী আওড়াতে থাকে যার
সঠিক বুঝ নেই এবং পূর্ববর্তীদের আদর্শ সম্পর্কে যার কোনো জ্ঞান নেই। আমরা তাকে বলব:
তুমি কি মনে করো যে ইসলামী শরীয়ত কোনো নারীকে অন্য নারীদের মাঝে এমনভাবে বের

হওয়ার অনুমতি দেয় যেখানে তার শরীরে কেবল একটি ছোট পায়জামা বা জাঙ্গিয়া ছাড়া আর কিছুই নেই যা নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত আবৃত করে? কে বলেছে যে এটাই ইসলামী শরীয়ত? আর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী—"কোনো নারী যেন অন্য কোনো নারীর সতর না দেখে"—এর অর্থ এটাই, এ কথা কে বলেছে?!

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেছেন: "এবং কোনো পুরুষ যেন অন্য কোনো পুরুষের সতর না দেখে।" তা সত্ত্বেও তাঁর যুগে পুরুষগণ চাদর ও লুঙ্গি (ইজার) পরিধান করতেন, তারা জামাও পরিধান করতেন; কেবল লুঙ্গিই পরিধান করতেন না। এমনকি সেই দরিদ্র ব্যক্তিটিও, যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে সেই নারীকে বিয়ে করার আবেদন জানিয়েছিল যে নিজেকে রাসুলের কাছে সমর্পণ করেছিল এবং রাসুল তাকে গ্রহণ করতে চাননি, সে বলেছিল: তার সাথে আমার বিয়ে দিন। নবীজি বললেন: "মোহরানা হিসেবে তোমার কাছে কী আছে?" সে বলল: আমার পরনের এই লুঙ্গি, কারণ সে ছিল অতি দরিদ্র। এখন, এই লুঙ্গি কীভাবে কোনো নারীর মোহরানা হতে পারে যদি

(ص: 585) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

أعطيتها أياه بقيت بلا إزار، وإن بقي عليك بقيت بلا مهر؟! أرجع فالتبس ولو خاتماً من حديد ولكنه لم يجد. فلم يكونوا - وهم الرجال - يقتصرون على ما بين السرة والركبة أبداً.

والحاصل أن العلم يحتاج إلى فقه، ويحتاج إلى نظر في حال الصحابة رضي الله عنهم؛ كيف فهموا النصوص فنطبقها. حتى دول الغرب الكافرة الآن أكثرهم يلبس ما يستر الصدر والفخذين، ولم يفهم أحد من هذا الحديث أن المعنى للبرأة أن تبقى مكشوفة البدن إلا ما بين السرة والركبة، ما فهم هذا أحد أبداً.

فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذيل المرأة - أي طرف ثوبها الذي يشي على الأرض- إذا التقى بنجاسة ثم مرت على أرض طاهرة فإن الطاهر يطهره، فدل ذلك على أن النجاسة تطهر بكل ما يزيلها من ماء وغيره.

ومن فوائد حديث الأعرابي: حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعليمه، ورفقه، وأن هذا هو الذي ينبغي لنا إذا دعونا إلى الله، أو أمرنا بمعروف، أو نهينا عن منكر أن نرفق؛ لأن الرفق يحصل به الخير، والعنف يحصل به الشر، ربما إذا عنفت أن يحصل من قبيلك ما يسبونه برد الفعل ولا يقبل منك شيئاً، يرد الشرع من أجلك، لكن إذا رفقت وتأنيت فهذا هو الأقرب إلى الإجابة.

ومنها: أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذه الأمة مبعوثة، فقال: ((فإنما بعثتم)) مع أن المبعوث هو، لكن أمته يجب أن تقوم مقامه في الدعوة إلى دينه

আমি যদি তাকে এটি দিয়ে দিই তবে তুমি ইজারহীন হয়ে পড়বে, আর যদি তোমার কাছে থাকে তবে সে মোহরহীন হয়ে পড়বে?! ফিরে যাও এবং তালাশ করো যদিও তা লোহার আংটিও হয়, কিন্তু সে তা খুঁজে পায়নি। আর তারা—পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও—কখনো কেবল নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত আবৃত রাখার ওপর সীমাবদ্ধ থাকতেন না।

সারকথা হলো, ইলম বা জ্ঞানের জন্য প্রজ্ঞা ও গভীর অনুধাবনের প্রয়োজন এবং সাহায্যে কেরাম (আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন; তাঁরা কীভাবে নাসসমূহ (কুরআন-সুন্নাহর বাণী) বুঝেছিলেন যেন আমরা তা প্রয়োগ করতে পারি। এমনকি বর্তমানের কাফের পশ্চিমা দেশগুলোতেও তাদের অধিকাংশরাই এমন পোশাক পরিধান করে যা বক্ষ এবং উরুদ্বয়কে ঢেকে রাখে। আর এই হাদীস থেকে কেউ কখনোই এমনটি বোঝেননি যে নারীর জন্য নাভি থেকে হাঁটুর মধ্যবর্তী অংশ ছাড়া বাকি শরীর খোলা রাখা বৈধ—এমনটি কেউ কখনো বোঝেননি।

সারকথা হলো, রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) নারীর কাপড়ের ঝুলন্ত প্রান্তকে—অর্থাৎ তার পোশাকের সেই অংশ যা মাটির ওপর দিয়ে হেঁচড়ে চলে—এমন সাব্যস্ত করেছেন যে, তা যদি কোনো অপবিত্রতার সংস্পর্শে আসে এবং এরপর পবিত্র মাটির

ওপর দিয়ে অতিক্রান্ত হয়, তবে সেই পবিত্র ভূমি তাকে পবিত্র করে দেয়। এটি প্রমাণ করে যে, পানি বা অন্য যা কিছু মাধ্যমেই অপবিত্রতা দূর করা হোক না কেন, তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হয়।

বেদুঈনের হাদীস থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলোর মধ্যে রয়েছে: রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক)-এর উত্তম চরিত্র, তাঁর শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি এবং তাঁর কোমলতা। আর আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার সময়, সৎকাজের আদেশ বা অসৎকাজে নিষেধ করার সময় আমাদের জন্য এমন কোমল হওয়া উচিত; কারণ কোমলতার মাধ্যমেই কল্যাণ অর্জিত হয় এবং কঠোরতার মাধ্যমে অকল্যাণ সাধিত হয়। সম্ভবত আপনি যদি কঠোরতা করেন, তবে আপনার প্রতিপক্ষ এমন কোনো আচরণ করতে পারে যাকে তারা 'প্রতিক্রিয়া' বলে থাকে এবং সে আপনার কাছ থেকে কিছুই গ্রহণ করবে না; এমনকি আপনার আচরণের কারণে সে শরীয়তকেই প্রত্যাখ্যান করে বসবে। কিন্তু যদি আপনি কোমলতা অবলম্বন করেন এবং ধৈর্য ধরেন, তবে এটিই সত্য গ্রহণের অধিক নিকটবর্তী।

অন্যতম আরেকটি শিক্ষা হলো: রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) এই উম্মতকে প্রেরিত হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি বলেছেন: "তোমাদেরকে তো প্রেরণ করা হয়েছে কেবল (সহজ করার জন্য)"। যদিও মূল প্রেরিত সত্তা হলেন তিনি স্বয়ং, কিন্তু তাঁর উম্মতের ওপর আবশ্যিক হলো তাঁর দ্বীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাঁর স্ফুর্তিশীল হওয়া।

(ص: 586) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الإنسان كأنه البعوث وكأنه الرسول في تبليغ الشرع، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((ليبلغ الشاهد منكم الغائب)) فنحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم علينا أن نبليغ شرعه إلى جميع الناس، ولهذا قال: ((إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين)).

وفي هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كلم الأعرابي بهذا اللطف واللين، وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيءٌ من الأذى والقذر، قال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً، انظر كيف انشرح صدره بكلام محمد صلى الله عليه وسلم.

أما الجماعة من الصحابة رضي الله عنهم لما أغضبوه وانتهروه- وهو أعرابي لا يعرف- رأى أن الجنة والرحمة تكون له ولمحمد، وغيرهما لا يرحمون، وليته قال اللهم ارحمني ومحمداً وسكت، بل قال ولا ترحم معنا أحداً، فتحجر الرحمة، لكنه جاهل، والجاهل له حكمه.

فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يرفق في الدعوة، وفي الأمر، وفي النهي. وجربوا وانظروا أيهما أصح، ونحن نعلم علم اليقين أن الأصلح هو الرفق؛ لأن هذا هو الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أتبعه في هديه صلى الله عليه وسلم، والله الموفق.

আল্লাহ তাঁর ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন। শরিয়ত প্রচারের ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থা এমন হওয়া উচিত যেন সে নিজেই প্রেরিত এক বার্তাবাহক বা রাসূল। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত আছ, তারা যেন অনুপস্থিতদের কাছে (বার্তা) পৌঁছে দেয়।” সুতরাং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসেবে আমাদের ওপর এই দায়িত্ব অর্পিত যে, আমরা তাঁর শরিয়তকে সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দেব। এই উদ্দেশ্যেই তিনি বলেছেন: “তোমাদের সহজকারী হিসেবে পাঠানো হয়েছে, কঠোরতা আরোপকারী হিসেবে পাঠানো হয়নি।”

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সেই বেদুইনের সাথে অত্যন্ত নম্রতা ও কোমলতার সাথে কথা বললেন এবং তাকে বুঝিয়ে বললেন যে, এই মসজিদগুলো অপবিত্রতা বা নোংরা করার জায়গা নয়, তখন সেই বেদুইন বলে উঠল: “হে আল্লাহ! আপনি আমার এবং মুহাম্মদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন, আর আমাদের সাথে অন্য

কাউকেও এই রহমতে শরিক করবেন না।” লক্ষ্য করুন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীতে তার অন্তর কতটা প্রশান্ত হয়েছিল।

অন্যদিকে সাহাবায়ে কেরামের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) একদল যখন তাকে রাগান্বিত করলেন এবং ধমক দিলেন—অথচ সে ছিল এক অজ্ঞ বেদুইন—তখন সে ধারণা করল যে, জান্নাত ও রহমত কেবল তার এবং মুহাম্মদের জন্যই হওয়া উচিত, আর অন্য কেউ যেন রহমত না পায়। সে যদি কেবল “হে আল্লাহ! আমাকে ও মুহাম্মদকে রহম করুন” বলে চুপ হয়ে যেত তবে কতই না ভালো হতো! কিন্তু সে বলল, “আমাদের সাথে অন্য কাউকেও রহমত করবেন না।” এভাবে সে রহমতকে সংকীর্ণ করে ফেলল। তবে সে ছিল অজ্ঞ, আর অজ্ঞ ব্যক্তির ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বিধান প্রযোজ্য হয়।

সারকথা হলো, দাওয়াতের ক্ষেত্রে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ক্ষেত্রে মানুষের নম্রতা অবলম্বন করা উচিত। আপনারা পরীক্ষা করে দেখুন কোনটি অধিক কল্যাণকর। আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, কোমলতাই সর্বোত্তম পন্থা; কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটিই নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁর জীবনাদর্শেও তিনি এটিই অনুসরণ করেছেন। আর আল্লাহই তাওফিক দানকারী।

* * *

(ص: 587) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

637/6- وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يسروا ولا تُعسروا، وبشروا ولا تنفروا)) متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث ذكره النووي رحمه الله في باب الحلم والرفق والأنفة في كتابه رياض الصالحين، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا)).

هذه أربع جمل: الأولى قوله: ((يسروا)) يعني اسلكوا ما فيه اليسر والسهولة سواء كان فيما يتعلق بأعمالكم أو معاملاتكم مع غيركم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعد الناس عنه.

فأختر الأيسر لك في كل أحوالك، في العبادات، في المعاملات مع الناس، في كل شيء؛ لأن اليسر هو الذي يريده الله عز وجل منا، ويريده بنا: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (البقرة: 185).

فمثلاً إذا كان لك طريقان إلى المسجد؛ أحدهما صعب فيه حصي وأحجار وأشواك والثاني سهل، فالأفضل أن تسلك الأسهل، وإذا كان هناك ماءان وأنت في الشتاء، وكان أحدهما بارد يؤلمك والثاني ساخن

৬/৬৩৭ - আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা সহজ করো এবং কঠিন করো না; সুসংবাদ দাও এবং বিতৃষ্ণ করো না।" (বুখারী ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থের সহিষ্ণুতা, নম্রতা ও ধীরস্থিরতা অধ্যায়ে এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা সহজ করো এবং কঠিন করো না; সুসংবাদ দাও এবং বিতৃষ্ণ করো না।"

এখানে চারটি বাক্য রয়েছে: প্রথমটি হলো তাঁর বাণী: "সহজ করো", অর্থাৎ যাতে সহজতা ও সাবলীলতা আছে তা অবলম্বন করো; চাই তা তোমাদের আমল বা ইবাদত সংক্রান্ত হোক

অথবা অন্যের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে হোক। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ ছিল এই যে, যখনই তাঁকে দুটি বিষয়ের মধ্যে কোনো একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হতো, তিনি সহজটিই গ্রহণ করতেন যতক্ষণ না সেটি পাপের কাজ হতো। আর যদি সেটি পাপের কাজ হতো, তবে তিনি তা থেকে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে দূরে অবস্থান করতেন।

সুতরাং তোমার সকল অবস্থায় নিজের জন্য সহজটি বেছে নাও; ইবাদতের ক্ষেত্রে, মানুষের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি বিষয়ে। কারণ মহান আল্লাহ আমাদের কাছে সহজতাই চান এবং তিনি আমাদের জন্য সহজতাই করতে চান: "আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান এবং তোমাদের জন্য কঠিন্য চান না।" (আল-বাকার: ১৮৫)।

উদাহরণস্বরূপ, যদি মসজিদে যাওয়ার জন্য তোমার সামনে দুটি পথ থাকে; যার একটি দুর্গম যাতে কঙ্কর, পাথর ও কাঁটা রয়েছে এবং দ্বিতীয়টি সহজ, তবে সহজ পথটি অনুসরণ করাই উত্তম। একইভাবে যদি শীতকালে দুই ধরনের পানি থাকে এবং একটি অত্যন্ত শীতল যা তোমাকে কষ্ট দেয় এবং অন্যটি উষ্ণ...

(ص: 588) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ترتاح له، فالأفضل أن تستعمل الساخن، لأنه أيسر وأسهل، وإذا كان يمكن أن تحج على سيارة أو تحج على بعير والسيارة أسهل، فالحج على السيارة أفضل. فآلهم أنه كل ما كان أيسر فهو أفضل ما لم يكن إثماً؛ لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً. أما إذا كان فعل العبادة لا يتأتى إلا بمشقة، وهذه المشقة لا تسقطها عنك ففعلتها على مشقة، فهذا أجر يزداد لك، فإن إسباغ الوضوء على المكاره مما يرفع الله به

الدرجات ويكفر به الخطأيا. لكن كون الإنسان يذهب إلى الأصعب مع إمكان الأسهل هذا خلاف الأفضل، فالأفضل اتباع الأسهل في كل شيء.

وانظر إلى الصوم، قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ((لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر))، وفي حديث آخر ((وأخروا السحور)) لماذا؟ لأن تأخير السحور أقوى على الصوم مما لو تقدم، والمبادرة بالفطر أسهل وأيسر على النفس لا سيما مع طول النهار وشدة الظأ.

فهذا وغيره من الشواهد يدل على أن الأيسر أفضل، فأنت يسر على

আপনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, তবে গরম পানি ব্যবহার করাই উত্তম; কেননা এটি অধিকতর সহজ ও আরামদায়ক। আর যদি আপনার পক্ষে গাড়িতে চড়ে হজ করা অথবা উটে চড়ে হজ করা সম্ভব হয় এবং গাড়িটি সহজতর হয়, তবে গাড়িতে হজ করাই উত্তম।

সারকথা হলো, যা কিছু অধিকতর সহজ, সেটিই অধিক উত্তম যতক্ষণ না তা কোনো গুনাহের কাজ হয়। কেননা মুমিন জননী আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে যখনই দুটি বিষয়ের মধ্যে পছন্দ করার সুযোগ দেওয়া হতো, তিনি তার মধ্যে সহজতরটিই গ্রহণ করতেন, যতক্ষণ না তা কোনো পাপের কাজ হতো।

পক্ষান্তরে, ইবাদত যদি কষ্ট সহ্য করা ছাড়া সম্পন্ন করা সম্ভব না হয় এবং এই কষ্ট বর্জন করার কোনো সুযোগ আপনার না থাকে, এমতাবস্থায় কষ্ট স্বীকার করে তা সম্পন্ন করলে আপনার সওয়াব বৃদ্ধি পাবে। কেননা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পূর্ণাঙ্গরূপে অজু করা এমন আমল, যার মাধ্যমে আল্লাহ মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং পাপসমূহ মোচন করেন। কিন্তু সহজ পথ সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও মানুষের কঠিন পথ বেছে নেওয়া উত্তম পন্থার পরিপন্থী। সুতরাং সব ক্ষেত্রে সহজতর পথ অনুসরণ করাই হচ্ছে সর্বোত্তম।

আপনি রোজার দিকে লক্ষ্য করুন, এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "মানুষ ততক্ষণ কল্যাণের ওপর থাকবে, যতক্ষণ তারা দ্রুত ইফতার করবে।" অন্য একটি হাদিসে এসেছে: "এবং তোমরা সাহরি বিলম্বিত করো।" কেন? কারণ সাহরি দেরিতে গ্রহণ করা রোজার জন্য অধিক শক্তিদায়ক, যা আগেভাগে করার চেয়ে উত্তম। আর দ্রুত

ইফতার করা নফসের জন্য অধিকতর সহজ ও স্বস্তিদায়ক, বিশেষ করে যখন দিন দীর্ঘ হয় এবং তৃষ্ণা তীব্রতর থাকে।

এটি এবং এই জাতীয় অন্যান্য প্রমাণাদি একতাই সাব্যস্ত করে যে, সহজতর বিষয়টিই অধিক উত্তম। সুতরাং আপনি সহজ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন...

(ص: 589) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

نفسك.

كذلك أيضاً في مزاولة الأعمال إذا رأيت أنك إذا سلكت هذا العمل فهو أسهل وأقرب ويحصل به المقصود؛ فلا تتعب نفسك في أعمال أخرى أكثر من اللازم وأنت لا تحتاج إليها؛ فافعل ما هو أسهل في كل شيء، وهذه قاعدة: أن اتبع الأسهل والأيسر هو الأرفق بالنفس والأفضل عند الله.

((ولا تعسروا)) يعني لا تسلكوا طرق العسر لا في عبادتكم، ولا في معاملتكم، ولا في غير ذلك، فإن هذا منهي عنه فلا تعسر، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً واقفاً في الشمس، سأل عنه، قالوا يا رسول الله، هو صائم؛ نذر أن يصوم ويقف في الشمس، فنهاه وقال له لا تقف في الشمس؛ لأن هذا فيه عسر على الإنسان ومشقة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تعسر.

الجملة الثانية قال: ((وبشروا)) يعني اجعلوا طريقكم دائماً بالبشارة، بشروا أنفسكم وبشروا غيركم، يعني إذا عملت عملاً فاستبشر وبشر نفسك، فإذا عملت عملاً صالحاً فبشر نفسك بأنه سيقبل منك إذا اتقيت الله فيه، لأن الله يقول: ((إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ)) (المائدة: 27)، وإذا دعوت الله فبشر نفسك أن الله

يَسْتَجِيبُ لَكَ؛ لَأَنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: (وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) (غافر: 60) .

ولهذا قَالَ بعض السلف من وفق للدعاء فليبشر بالإجابة؛ لَأَنَّ اللَّهَ قَالَ: (وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) (غافر: 60) ، فَأَنْتَ بِشِّرْ نَفْسَكَ

আপনার নফস।

অনুরূপভাবে কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রেও, আপনি যদি দেখেন যে এই পথটি অবলম্বন করলে তা সহজতর ও নিকটতর হয় এবং এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য অর্জিত হয়, তবে অপ্রয়োজনীয়ভাবে অন্য কোনো কাজে নিজেকে পরিশ্রান্ত করবেন না, যার আপনার প্রয়োজন নেই। অতএব, প্রতিটি বিষয়ে যা অধিকতর সহজ তা-ই পালন করুন। এটি একটি মূলনীতি যে, সহজ ও সাবলীল পথ অনুসরণ করা আত্মার জন্য অধিক আরামদায়ক এবং আল্লাহর নিকট অধিক উত্তম।

“আর তোমরা কঠিন করো না” অর্থাৎ তোমরা কাঠিন্যের পথ অবলম্বন করো না—তোমাদের ইবাদতের ক্ষেত্রে নয়, তোমাদের পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে নয় এবং অন্য কোনো বিষয়েও নয়। কেননা এটি নিষিদ্ধ, তাই তোমরা কাঠিন্য আরোপ করো না। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এক ব্যক্তিকে রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন, তিনি তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে রোজা রেখেছে এবং মানত করেছে যে সে রোজা রাখবে ও রোদে দাঁড়িয়ে থাকবে। তখন তিনি তাকে তা করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রোদে দাঁড়িয়ে থেকো না; কারণ এতে মানুষের প্রতি অনর্থক কঠোরতা ও কষ্ট রয়েছে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা কঠিন করো না।

দ্বিতীয় বাক্যটি হলো, তিনি বলেছেন: “এবং তোমরা সুসংবাদ দাও”। সুসংবাদ দাও অর্থ হলো—তোমাদের কর্মপন্থা যেন সর্বদা সুসংবাদবাহী হয়। তোমরা নিজেদের সুসংবাদ দাও এবং অন্যদেরও সুসংবাদ দাও। অর্থাৎ যখন আপনি কোনো কাজ করবেন, তখন আনন্দিত হোন এবং নিজেকে সুসংবাদ দিন। আপনি যখন কোনো নেক আমল করবেন, তখন নিজেকে এই মর্মে সুসংবাদ দিন যে, আপনি যদি তাতে আল্লাহকে ভয় করে চলেন তবে তা আপনার থেকে কবুল করা হবে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের পক্ষ থেকেই কবুল করেন” (আল-মায়িদাহ: ২৭)। আর আপনি যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন, তখন নিজেকে সুসংবাদ দিন যে আল্লাহ আপনার দোয়া কবুল করবেন; কারণ আল্লাহ

সুবহান্‌া হু ওয়া তাআলা বলেন: “তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব” (গাফির: ৬০)।

এই কারণেই পূর্বসূরি সালাফগণের কেউ কেউ বলেছেন, যাকে দোয়া করার তাওফিক দেওয়া হয়েছে, সে যেন কবুল হওয়ার সুসংবাদ গ্রহণ করে; কারণ আল্লাহ বলেছেন: “তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব” (গাফির: ৬০)। অতএব, আপনি নিজেকে সুসংবাদ দিন

(ম: 590) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

في كل عمل.

وهذا يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الطيرة ويعجبه الفأل؛ لأن الإنسان إذا تفاعل نشط واستبشر وحصل له خير، وإذا تشاءم فإنه يتحسر، وتضيق نفسه، ولا يقدم على العمل، ويعمل وكأنه مكره، فأنت بشر نفسك، كذلك بشر غيرك، فإذا جاءك إنسان، قال فعلت كذا وفعلت كذا وهو خائف فبشرة، وأدخل عليه السرور.

لا سيما في عيادة المريض؛ فإذا عدت مريضاً فقل له أبشر بالخير، وأنت على خير، ودوام الحال من المحال، والإنسان عليه أن يصبر ويحتسب ويؤجر على ذلك، وما أشبه ذلك، وبشرة قائلاً: أنت اليوم وجهك طيب، وما أشبه ذلك؛ لأنك بهذا تدخل عليه السرور، وتبشرة، فأجعل طريقك هكذا فيعامل به نفسك وفيما تعامل به غيرك، الزم البشارة، وأدخل السرور على نفسك، وأدخل السرور على غيرك، فهذا هو الخير.

((ولا تنفروا)) يعني لا تنفروا الناس عن الأعمال الصالحة، ولا تنفروهم عن الطرق السليمة؛ بل شجعوهم عليها، حتى في العبادات لا تنفروهم.

ومن ذلك أن يطيل الإمام بالجماعة أكثر من السنة، فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان إذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ذهب إلى قومه فصلى بهم تلك الصلاة، فدخل يوماً من الأيام في الصلاة، فشرع في سورة طويلة، فأنصرف رجلاً وصلى وحده، فقليل نافق فلان، فذهب الرجل

প্রতিটি কর্মে।

এটি এই সত্য দ্বারা সমর্থিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশুভ লক্ষণ দর্শন বা কুলক্ষণ গ্রহণ করাকে অপছন্দ করতেন এবং শুভ লক্ষণ বা আশাবাদ পছন্দ করতেন; কারণ মানুষ যখন আশাবাদী হয়, তখন সে উদ্যমী হয়, আনন্দিত হয় এবং তার কল্যাণ অর্জিত হয়। আর যখন সে হতাশাবাদী হয়, তখন সে অনুশোচনা করে, তার মন সংকুচিত হয়ে যায়, সে কাজে অগ্রসর হতে চায় না এবং এমনভাবে কাজ করে যেন সে বাধ্য। সুতরাং আপনি নিজেকে সুসংবাদ দিন, তেমনি অন্যকেও সুসংবাদ দিন। যদি কোনো ব্যক্তি আপনার কাছে আসে এবং ভীত অবস্থায় বলে যে, আমি এমন এমন কাজ করেছি, তবে তাকে সুসংবাদ দিন এবং তার মনে আনন্দ সঞ্চার করুন।

বিশেষ করে রোগী দেখার ক্ষেত্রে; আপনি যখন কোনো রোগীকে দেখতে যাবেন, তখন তাকে বলুন: 'সুসংবাদ গ্রহণ করুন, আপনি মঙ্গলের ওপর আছেন, আর কোনো অবস্থাই চিরস্থায়ী নয়। মানুষের উচিত ধৈর্য ধারণ করা ও সওয়াবের আশা করা, তবেই সে এর ওপর প্রতিদান পাবে'—এবং এই জাতীয় কথা। তাকে সুসংবাদ দিয়ে বলুন: 'আজ আপনার চেহারা অত্যন্ত সজীব দেখাচ্ছে' এবং অনুরূপ কথা; কারণ এর মাধ্যমে আপনি তার অন্তরে আনন্দ সঞ্চার করছেন এবং তাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন। সুতরাং নিজের ও অন্যের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে এই পথটিই অবলম্বন করুন। সর্বদা সুসংবাদ প্রদানের নীতি আঁকড়ে ধরুন, নিজের মনে আনন্দ আনুন এবং অন্যের মনেও আনন্দ সঞ্চার করুন; আর এটিই হলো প্রকৃত কল্যাণ।

((এবং তোমরা মানুষকে বিমুখ করো না)) অর্থাৎ মানুষকে সৎকর্ম থেকে বিমুখ করো না এবং তাদের সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ো না; বরং তাদের উৎসাহিত করো। এমনকি ইবাদতের ক্ষেত্রেও তাদের বিমুখ করো না।

এর একটি উদাহরণ হলো ইমাম কর্তৃক জামাতের নামাজকে সুন্নাহর নির্ধারিত সময়ের চেয়ে অধিক দীর্ঘ করা। মুয়াজ ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এশার নামাজ আদায় করতেন, তখন তিনি নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে

গিয়ে তাদের নিয়ে সেই নামাজ পড়াতেন। একদিন তিনি নামাজ শুরু করে একটি দীর্ঘ সূরা পাঠ করতে লাগলেন। তখন এক ব্যক্তি নামাজ ছেড়ে চলে গেলেন এবং একা নামাজ আদায় করলেন। তখন বলা হলো যে, অমুক ব্যক্তি নিফাক করেছে। অতঃপর সেই ব্যক্তি চলে গেল...

(ص: 591) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

للنبي صلى الله عليه وسلم ثم إن معاذاً أتى إلى رسول الله عليه الله عليه وسلم، فقال له: ((أفتان أنت يا معاذ)).
وكذلك الرجل الآخر قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إن منكم منفرين فأياكم أمَّ الناس فليخفف)).

فالتنفير لا ينبغي؛ فلا تنفر الناس بل لئن لهم، حتى في الدعوة إلى الله عز وجل لا تدعهم إلى الله دعوة منفر، لا تقل إذا رأيت إنساناً على خطأ: يا فلان أنت خالفت، أنت عصيت، أنت فيك. إلى آخر، هذا ينفرهم، ويزيدهم في التمادي في المعصية، ولكن ادعهم بهونٍ ولين حتى يألفك ويألف ما تدعو إليه، وبذلك تمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ((بشروا ولا تنفروا)).

فخذ هذا الحديث أيها الأخ، خذ رأس مالٍ لك ((يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا)) سر إلى الله عز وجل على هذا الأصل، وعلى هذا الطريق، وسر مع عباد الله على ذلك تجد الخير كله، والله الموفق.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট; অতঃপর মুয়াজ্জ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন, তখন তিনি তাকে বললেন: "হে মুয়াজ্জ, তুমি কি ফিতনাকারী (বিপত্তি সৃষ্টিকারী)?"

একইভাবে অপর এক ব্যক্তিকেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন:

"তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা (মানুষকে দ্বীন থেকে) দূরে সরিয়ে দেয়। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মানুষের ইমামতি করবে, সে যেন সংক্ষেপ করে।"

সুতরাং মানুষকে বিতৃষ্ণ করা সমীচীন নয়; মানুষকে দূরে সরিয়ে দেবেন না, বরং তাদের প্রতি কোমল হোন। এমনকি মহান আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রেও মানুষকে এমনভাবে দাওয়াত দেবেন না যা তাদের বিতৃষ্ণ করে। আপনি যখন কাউকে কোনো ভুলের ওপর দেখেন, তখন এমন বলবেন না: "হে অমুক, তুমি বিরুদ্ধাচরণ করেছ, তুমি পাপে লিপ্ত হয়েছ, তোমার মাঝে এই এই দোষ আছে" ইত্যাদি। এটি তাদের মনে বিতৃষ্ণা তৈরি করে এবং তাদের পাপে অটল থাকতে আরও প্ররোচিত করে। বরং তাদের সাথে নম্রতা ও কোমলতার সাথে দাওয়াত দিন যাতে তারা আপনার প্রতি এবং আপনি যার দিকে আহ্বান করছেন তার প্রতি অনুরাগী হয়। আর এর মাধ্যমেই আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীর অনুসারী হবেন: "সুসংবাদ দাও এবং বিতৃষ্ণ করো না।"

অতএব হে ভাই, এই হাদীসটিকে আপনি আপনার জীবনের মূলধন হিসেবে গ্রহণ করুন:

"সহজ করো এবং কঠিন করো না, সুসংবাদ দাও এবং বিতৃষ্ণ করো না।" এই মূলনীতি ও এই পথের ওপর ভিত্তি করে মহান আল্লাহর দিকে অগ্রসর হোন এবং আল্লাহর বান্দাদের সাথেও এই নীতি অনুযায়ী চলুন, তবেই আপনি সকল কল্যাণ লাভ করবেন। আল্লাহই তাওফীকদাতা।

* * *

638/7- وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من يحرّم الرفق يحرّم الخير كلّهُ)) رواه مسلم.

639/8- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني: قال: ((لا تغضب)) فردد مراراً: قال: ((لا تغضب)) رواه البخاري.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله حديثاً فيه الأمر بالرفق والحث عليه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من يحرّم الرفق يحرّم الخير كله)) يعني أن الإنسان إذا حرم الرفق في الأمور فيما يتصرف فيه لنفسه، وفيما يتصرف فيه مع غيره، فإنه يحرّم الخير كله أي فيما يتصرف فيه، فإذا تصرف الإنسان بالعنف والشدة فإنه يحرّم الخير فيما فعل

وهذا شيء مجرب ومشاهد أن الإنسان إذا صار يتعامل بالعنف والشدة؛ فإنه يحرّم الخير ولا ينال الخير، وإذا كان يتعامل بالرفق والحلم والأناة وسعة الصدر؛ حصل على خيرٍ كثير، وعلى هذا فينبغي للإنسان الذي يريد الخير أن يكون دائماً رقيقاً حتى ينال الخير.

إما حديث أبي هريرة؛ فهو أن رجلاً قال يا رسول الله، أوصني، قال ((لا تغضب)) فردد مراراً وهو يقول: أوصني، فقال: ((لا تغضب)) والمعنى لا تكن سريع الغضب يستثيرك كل شيء؛ بل كل شيء؛ بل كن مطبئاً

৭/৬৩৮- জারির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি নম্রতা থেকে বঞ্চিত হয়, সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়।" (মুসলিম)।

৮/৬৩৯- আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে আরজ করল: "আমাকে উপদেশ দিন।" তিনি বললেন: "তুমি

রাগ করো না।" সে ব্যক্তি বারবার একই অনুরোধ করল, আর তিনি প্রতিবারই বললেন: "তুমি রাগ করো না।" (বুখারী)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) এখানে এমন একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন যাতে নম্রতার নির্দেশ এবং এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি নম্রতা থেকে বঞ্চিত হয়, সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়।" এর অর্থ হলো, মানুষ যখন নিজের ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডে অথবা অন্যের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে নম্রতা থেকে বঞ্চিত হয়, তখন সে তার সেই কর্মকাণ্ডের যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়। সুতরাং মানুষ যদি উগ্রতা ও কঠোরতার সাথে কোনো কাজ করে, তবে সে তার সেই কাজে কল্যাণ লাভে ব্যর্থ হয়।

এটি একটি পরীক্ষিত এবং দৃশ্যমান বিষয় যে, মানুষ যখন উগ্রতা ও কঠোরতার সাথে আচরণ করে, তখন সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয় এবং কল্যাণ লাভ করতে পারে না। পক্ষান্তরে সে যদি নম্রতা, সহনশীলতা, ধৈর্য এবং উদারতার সাথে আচরণ করে, তবে সে প্রভূত কল্যাণ অর্জন করে। অতএব, যে ব্যক্তি কল্যাণ কামনা করে, তার উচিত সর্বদা নম্র হওয়া যাতে সে কল্যাণ লাভ করতে পারে।

আর আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিসটির বিবরণ হলো, এক ব্যক্তি আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, "তুমি রাগ করো না।" লোকটি বারবার একই কথা বলল, "আমাকে উপদেশ দিন," আর তিনি বললেন, "তুমি রাগ করো না।" এর অর্থ হলো, তুমি এমন দ্রুত ক্রুদ্ধ হয়ো না যে প্রতিটি বিষয়ই তোমাকে উত্তেজিত করে তোলে; বরং শান্ত ও স্থির থাকো।

متأنياً؛ لأن الغضب جرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان حتى يغلي القلب، ولهذا تنتفخ الأوداج؛ عروق الدم، وتحمر العين، ثم ينفعل الإنسان حتى يفعل شيئاً يندم عليه.

وإنما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ألا يغضب دون أن يوصيه بتقوى الله أو بالصلاة أو بالصيام أو ما أشبه ذلك؛ لأن حال هذا الرجل تقتضي ذلك، ولهذا أوصى غيره بغير هذا الشيء؛ أوصى؟ أبا هريرة أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن يوتر قبل أن ينام، وأوصى أبا الدرداء بمثل ذلك، أما هذا فأوصاه ألا يغضب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أنه غضوب كثير الغضب، فلذلك قال لا تغضب.

والغضب يحمل الإنسان على أن يقول كلمة الكفر، على أن يطلق زوجته، على أن يضرب أمه، على أن يعق أباه، كما هو مشاهد ومعلوم، ثم تجد الإنسان من حين أن يتصرف يبرد ثم يندم ندماً عظيماً، وما أكثر الذين يسألون: غضبت علي زوجتي فطلقت، غضبت عليها فطلقتها بالثلاثة، غضبت علي فلانة فحرمت عليه، وما أشبه ذلك، فأنت لا تغضب. لا تغضب، فإن الغضب لا شك أنه يؤثر على الإنسان حتى يتصرف تصرف المجانين.

ولهذا قال بعض العلماء: إن الإنسان إذا غضب غضباً شديداً حتى لا يدري ما يقول؛ فإنه لا عبرة بقوله، ولا أثر لقوله؛ إن كان طلاقاً فإن امرأته لا تطلق، وإن كان دعاءً فإنه لا يستجاب؛ لأنه يتكلم بدون عقل وبدون تصور. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة.

ধীরস্থিরভাবে; কারণ ক্রোধ হলো শয়তান কর্তৃক মানুষের হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত একটি জ্বলন্ত অঙ্গার, যার ফলে হৃদয় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই কারণেই ঘাড়ের রগ বা রক্তনালীসমূহ ফুলে ওঠে এবং চোখ লাল হয়ে যায়। অতঃপর মানুষ এতটাই আবেগতড়িত হয়ে পড়ে যে, সে এমন কিছু করে বসে যার জন্য তাকে পরবর্তীতে অনুতপ্ত হতে হয়।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই ব্যক্তিকে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন, সালাত আদায় কিংবা সিয়াম পালনের ন্যায় অন্য কোনো কিছুর উপদেশ না দিয়ে কেবল রাগান্বিত না হওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন; কারণ এই ব্যক্তির অবস্থা ঠিক সেটিই দাবি করেছিল। এই কারণেই তিনি অন্যদের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে প্রতি মাসে তিনটি সিয়াম পালন করতে এবং ঘুমানোর আগে বিতর সালাত আদায় করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি আবু দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কেও অনুরূপ উপদেশ দিয়েছিলেন। তবে এই ব্যক্তিকে তিনি রাগ না করতে উপদেশ দিয়েছেন; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার অবস্থা থেকে অবগত ছিলেন যে সে ছিল অত্যন্ত ক্রোধপ্রবণ। তাই তিনি তাকে বলেছিলেন, "তুমি রাগান্বিত হয়ো না।"

আর ক্রোধ মানুষকে কুফরি বাক্য উচ্চারণ করতে, স্ত্রীকে তালাক দিতে, নিজ মাকে প্রহার করতে এবং বাবার অবাধ্য হতে প্ররোচিত করে, যা বাস্তব জীবনে পরিলক্ষিত এবং সুপরিচিত। অতঃপর দেখা যায় যে, মানুষ যখন কোনো কাজ করে ফেলে এবং শান্ত হয়, তখন সে ভীষণভাবে অনুতপ্ত হয়। কত মানুষই তো প্রশ্ন করে থাকে যে: আমি স্ত্রীর ওপর রাগান্বিত হয়ে তাকে তালাক দিয়েছি, রাগের মাথায় তাকে তিন তালাক দিয়েছি, অমুক নারীর ওপর রাগান্বিত হয়ে তাকে নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছি ইত্যাদি। সুতরাং আপনি রাগ করবেন না। রাগ করবেন না, কারণ ক্রোধ নিঃসন্দেহে মানুষকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে সে উন্মাদ বা পাগলের ন্যায় আচরণ করতে শুরু করে।

এই কারণেই কোনো কোনো আলিম বলেছেন: মানুষ যখন এমন তীব্রভাবে রাগান্বিত হয় যে সে নিজে কী বলছে তা বুঝতে পারে না, তখন তার কথার কোনো গুরুত্ব নেই এবং তার কথার কোনো কার্যকারিতা নেই। যদি তা তালাক হয় তবে তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হবে না, আর যদি তা কোনো দুয়া বা বদদোয়া হয় তবে তা কবুল হবে না; কেননা সে তখন বিবেক ও কাণ্ডজ্ঞানহীন অবস্থায় কথা বলছে। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের এবং আপনাদের জন্য কল্যাণ ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

640/9- وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته)) رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف النووي -رحمه الله تعالى- في كتابه رياض الصالحين في باب الحِلِّم والرفق والأناة في سياق الأحاديث الواردة في ذلك، نقل عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة)).

كتبه على كل شيء: يعني في كل شيء كتب الإحسان في كل شيء، يعني أن الله عز وجل شرع الإحسان في كل شيء، حتى في القتل، وحتى في الذبح، وفي غير ذلك من الأمور. عليك أن تكون محسناً لما تقوم به.

((فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة)). وذلك لأن إزهاق النفوس يكون بالقتل أحياناً، وبالذبح أحياناً.

فالذبح والنحر يكون فيما يحل أي: فيما يؤكل، ويكون النحر للإبل، والذبح فيما سواها، والنحر يكون في أسفل الرقبة مما يلي الصدر، والذبح يكون في أعلى الرقبة مما يلي الرأس، ولا بد في الذبح والنحر من قطع الودجين، وهما العرقان الغليظان اللذان يجري منهما الدم ويتوزع

৯/৬৪০- আবু ইয়ালা শাদাদ ইবনে আউস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বিষয়ে ইহসান (উত্তম ও নিষ্ঠাপূর্ণ আচরণ) বিধিবদ্ধ করেছেন। অতএব, যখন তোমরা হত্যা করবে, তখন উত্তম পদ্ধতিতে হত্যা করবে এবং যখন তোমরা যবেহ করবে, তখন উত্তম পদ্ধতিতে যবেহ করবে।

তোমাদের প্রত্যেকে যেন তার ছুরি ধারালো করে নেয় এবং তার যবেহকৃত পশুকে স্বস্তি প্রদান করে।" এটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম।

[ব্যাখ্যা]

লেখক ইমাম নববী -আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন- তাঁর 'রিয়াদুস সালাহীন' গ্রন্থের সহিষ্ণুতা, কোমলতা ও ধীরস্থিরতা অধ্যায়ে বর্ণিত হাদিসসমূহের ধারাবাহিকতায় শাদ্দাদ ইবনে আউস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে ইহসান করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং যখন তোমরা হত্যা করবে তখন উত্তম পদ্ধতিতে হত্যা করবে, আর যখন তোমরা যবেহ করবে তখন উত্তম পদ্ধতিতে যবেহ করবে।"

প্রত্যেক বিষয়ে তা বিধিবদ্ধ করেছেন: অর্থাৎ আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা প্রতিটি বিষয়ে ইহসান বা নিষ্ঠার বিধান দিয়েছেন, এমনকি হত্যা এবং যবেহ করার ক্ষেত্রেও এবং এ ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়েও। আপনি যে কাজই করবেন, তাতে আপনাকে নিষ্ঠাবান হতে হবে।

"যখন তোমরা হত্যা করবে তখন উত্তম পদ্ধতিতে হত্যা করবে, আর যখন তোমরা যবেহ করবে তখন উত্তম পদ্ধতিতে যবেহ করবে।" কারণ প্রাণ হরণ কখনও হত্যার মাধ্যমে হয়, আবার কখনও যবেহ করার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

যবেহ এবং নহর করা হয় হালাল তথা ভক্ষণযোগ্য প্রাণীর ক্ষেত্রে। উটের ক্ষেত্রে নহর এবং অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে যবেহ করা হয়। নহর করা হয় গলার একদম নিচে বুকুর সংলগ্ন স্থানে, আর যবেহ করা হয় গলার উপরিভাগে মাথার সংলগ্ন স্থানে। যবেহ এবং নহর—উভয় ক্ষেত্রেই 'ওয়াদাজাইন' অর্থাৎ ঘাড়ের মোটা রগ দুটি কাটা আবশ্যিক, যা দিয়ে রক্ত প্রবাহিত ও বণ্টিত হয়।

على بقية البدن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَا أَنَهَر الدَّم وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا)) "

ولا ينهر الدم إلا قطعُ الودجين، فالشرط في حل المذكي أو المنحور أن يقطع الودجان، أما الحلقوم الذي هو مجرى النفس، والمريء الذي هو مجرى الطعام، فقطعهما أكمل في الذبح والنحر، ولكن لي ذلك بشرط. وأما القتل فيكون فيما لا يحل أكله، فيما أمر بقتله، وفيما أبيح قتله، ومما أمر بقتله الفأر كذلك العقرب، وكذلك الحية، وكذلك الكلب العقور، فتقتل هذه الأشياء، وكذلك كل مؤذٍ فإنه يقتل.

وعند العلماء قاعدة تقول: ما آذى طبعاً قتل شرعاً، يعني ما كان طبيعته الأذى فإنه يقتل شرعاً، وما لم يؤذ طبعاً ولكن صار منه أذية فلك قتله، لكن هذا الأخير مقيد، فلو آذاك النمل في البيت، وصار يحفر البيت ويفسده فلك قتله وإن كان منهيّاً عنه في الأصل، لكن إذا آذاك فلك قتله، وكذلك غيره مما لا يؤذي طبعاً ولكن تعرض منه الأذية فأقتله إذا لم يندفع إلا بالقتل. فمثلاً إذا أردت أن تقتل فأرة وقتلها مستحب فأحسن القتلة، أقتلها بما يزهق روحها حالاً، ولا تؤذها، ومن أذيتها ما يفعله بعض الناس حيث

শরীরের অবশিষ্টাংশের ওপর; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং যার ওপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে, তা তোমরা ভক্ষণ করো।"

আর দুই শাহরগ (জুগলার ভেইন) কাটা ছাড়া রক্ত প্রবাহিত হয় না। সুতরাং জবেহকৃত বা নহরকৃত পশু হালাল হওয়ার শর্ত হলো দুই শাহরগ কাটা। আর শ্বাসনালী যা নিশ্বাসের পথ এবং অন্ননালী যা খাদ্যের পথ—এ দুটি কাটা জবেহ ও নহরের ক্ষেত্রে অধিকতর পূর্ণাঙ্গ; কিন্তু এটি (হালাল হওয়ার জন্য) শর্ত নয়।

আর 'কতল' বা হত্যা করা হয় ঐসব প্রাণীর ক্ষেত্রে যা খাওয়া হালাল নয়, যা হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং যা হত্যা করা বৈধ। যা হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে

ইঁদুর, তেমনিভাবে বিচ্ছু, সাপ এবং হিংস্র কুকুর। সুতরাং এই প্রাণীগুলো হত্যা করা হবে।
অনুরূপভাবে প্রতিটি ক্ষতিকারক প্রাণীকেও হত্যা করা হবে।
আলেমদের নিকট একটি মূলনীতি রয়েছে: "যা স্বভাবজাতভাবে কষ্টদায়ক, শরীয়তের দৃষ্টিতে তা হত্যাযোগ্য।" অর্থাৎ যার প্রকৃতিই হলো কষ্ট দেওয়া, তাকে শরীয়তসম্মতভাবে হত্যা করা হবে। আর যা প্রকৃতিগতভাবে কষ্টদায়ক নয় কিন্তু তার থেকে কষ্ট বা ক্ষতির উদ্বেক হয়, তবে তাও আপনি হত্যা করতে পারেন। কিন্তু এই শেষোক্ত বিষয়টি শর্তযুক্ত। যেমন, ঘরের পিঁপড়া যদি আপনাকে কষ্ট দেয় এবং ঘর খুঁড়ে নষ্ট করতে থাকে, তবে আপনি তা হত্যা করতে পারেন—যদিও মূলত তা (পিঁপড়া হত্যা) নিষিদ্ধ। কিন্তু যদি তা আপনাকে কষ্ট দেয়, তবে তা আপনার জন্য হত্যা করা জায়েজ। অনুরূপভাবে অন্যান্য প্রাণী যা স্বভাবগতভাবে কষ্টদায়ক নয় কিন্তু তার থেকে কষ্ট প্রকাশ পায়, তবে তাকে হত্যা করুন যদি হত্যা করা ছাড়া তা নিবৃত্ত করা না যায়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি একটি ইঁদুর মারতে চান—আর তা হত্যা করা মুস্তাহাব—তবে উত্তম পদ্ধতিতে হত্যা করুন। এমনভাবে হত্যা করুন যা তাৎক্ষণিকভাবে তার প্রাণ হরণ করে এবং তাকে কষ্ট দেবেন না। আর তাকে কষ্ট দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত হলো যা কিছু মানুষ করে থাকে, যেখানে...

(ص: 596) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

يضع لها شيئاً شيئاً لاصقاً تلتصق به، ثم يدعها تموت جوعاً وعطشاً، وهذا لا يجوز،
فإذا وضعت هذا اللاصق؛ فلا بد أن تكرر مراجعته ومراقبته، حتى إذا وجدت شيئاً
لاصقاً قتلتته.
أما أن تترك هذا اللاصق يومين أو ثلاثة وتقع فيه الفأرة وتموت عطشاً أو جوعاً، فإنه
يخشى عليك أن تدخل النار بذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((دخلت
النار امرأة في هرة حبستها حتى ماتت لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من
خشاش الأرض)).

المهم أن ما يشرع قتله فأقتله بأقرب ما يكون من إهلاكه وإتلافه، ومن ذلك الوزغ الذي يسمى السام الأبرص، ويسمى البرصي أيضاً، اقتله واحرص على أن تقتله بأن يموت في أول مرة، فهو أفضل وأعظم أجراً وأيسر له، وكذلك بقية الأشياء التي تقتل.

ومن ذلك من يقتل قصاصاً، لكن الذي يقتل قصاصاً فإنه يفعل به كما فعل في المقتول، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه قضية امرأة أتاها يهودي، وكان معها حلي، فقتلها وأخذ الحلي، لكن كيف قتلها، وضع رأسها على حجر وقتلها بالحجر الثاني، فرض رأسها بين حجرين. فأُتي إليها وفيها رمتق من حياة، ف قيل لها من قتلك؟ فلان، فلان، فلان، حتى ذكروا لليهودي فأشارت برأسها أن نعم، فأخذوا اليهودي

কোনো ব্যক্তি এর জন্য কোনো আঠালো বস্তু পেতে রাখে যাতে সেটি আটকে যায়, এরপর তাকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় মরতে ছেড়ে দেয়; আর এটি জায়েজ নয়। সুতরাং আপনি যদি এই আঠালো ফাঁদ ব্যবহার করেন, তবে অবশ্যই আপনাকে বারবার সেটি পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে, যাতে আপনি যখনই কোনো কিছুকে আটকে পড়া অবস্থায় পান, তখনই তাকে মেরে ফেলেন।

কিন্তু আপনি যদি এই আঠালো ফাঁদটি দুই বা তিন দিন ফেলে রাখেন এবং তাতে ইঁদুর আটকে পড়ে পিপাসা বা ক্ষুধায় মারা যায়, তবে আপনার জন্য এর কারণে জাহান্নামে প্রবেশের আশঙ্কা থাকে। কেননা নবী (আল্লাহর শান্তি ও আশীর্বাদ তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) বলেছেন: "একজন নারী একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে, যাকে সে বন্দি করে রেখেছিল যতক্ষণ না সেটি মারা যায়। সে তাকে খাবারও দেয়নি এবং তাকে ছেড়েও দেয়নি যাতে সে জমিনের পোকামাকড় খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে।"

মূল কথা হলো, যা হত্যা করা শরিয়তসম্মত, তা প্রাণনাশের দ্রুততম উপায়ে হত্যা করুন। এর অন্তর্ভুক্ত হলো টিকটিকি, যাকে সাম্মু আবরাস বা বারসি-ও বলা হয়। একে হত্যা করুন এবং

প্রথম আঘাতেই যেন মারা যায় সেদিকে সচেষ্টি হোন; কারণ তা উত্তম, অধিক সওয়াবের কাজ এবং তার জন্যও সহজতর। অনুরূপভাবে অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য যা হত্যা করা হয়।

এর অন্তর্ভুক্ত সেই ব্যক্তিও যাকে কিসাস হিসেবে হত্যা করা হয়। তবে কিসাসে যাকে হত্যা করা হয়, তার সাথে তেমন আচরণই করা হবে যেমনটি সে নিহতের সাথে করেছিল। এর প্রমাণ হলো, নবী (আল্লাহর শান্তি ও আশীর্বাদ তাঁর ওপর বর্ষিত হোক)-এর নিকট এক মহিলার মামলা উত্থাপন করা হয়েছিল যার কাছে এক ইহুদি এসেছিল। মহিলার কাছে অলঙ্কার ছিল, তাই সে তাকে হত্যা করে অলঙ্কার নিয়ে নেয়। কিন্তু সে তাকে কীভাবে হত্যা করেছিল? সে তার মাথা একটি পাথরের ওপর রেখে অন্য একটি পাথর দিয়ে তাকে হত্যা করেছিল, অর্থাৎ দুটি পাথরের মাঝে তার মাথা চূর্ণ করে দিয়েছিল। তাকে এমতাবস্থায় আনা হলো যখন তার সামান্য প্রাণ অবশিষ্ট ছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "তোমাকে কে হত্যা করেছে? অমুক, অমুক নাকি অমুক?" শেষ পর্যন্ত যখন তারা ইহুদিটির নাম উল্লেখ করল, তখন সে মাথার ইশারায় 'হ্যাঁ' নির্দেশ করল। অতঃপর তারা ইহুদিটিকে পাকড়াও করল...

(ص: 597) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرص رأسه بين حجرين، فوضع رأسه على حجر ثم ضرب بالحجر الثاني حتى مات؛ لأن هذا قصاص، والله عز وجل يقول: (فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) (البقرة: 194).

لكن لو وجب قتله بالحراية، يعني أنه صار يقطع الطريق على الناس، يأخذ الأموال، ويقتل الناس، فهذا يقتل، لكن يقتل بالسيف إلا إذا كان قد مثل بمن قتله فيمثل به حسب ما فعل، يفعل به كما فعل.

فإن قال قائل: ما تقولون في الرجل إذا زنا وهو محصن فإنه يجرم بالحصى، أي بالحجر الصغير حتى يموت، وهذا يؤلمه ويؤذيه قبل أن يموت فهل يعارض ذلك هذا الحديث؟

فالجواب لا. لا يعارضه؛ لأنه يحمل على أحد أمرين:
الأول: إما أن يراد بإحسان القتلة ما وافق الشرع، وحينئذ يكون الرجم من إحسان القتلة؛ لأنه موافق للشرع.
والثاني: إما أن يُقال هذا مستثنى دلت عليه السنة؛ بل دل عليه القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه، ودل عليه صريح السنة.

فالزاني المحصن الذي تزوج وجامع زوجته، إذا زنا والعياذ بالله فإنه يؤتى به، وتؤخذ حجارة صغيرة أقل من البيضة ومثل التمرة تقريباً أو أكبر قليلاً يضرب ويرجم حتى يموت، ويتقى المقاتل يعني لا يضرب في موضع يموت به سريعاً؛ بل يضرب علي ظهره وبطنه وما أشبه ذلك حتى يموت؛ لأن هذا هو الواجب.

والحكمة من هذا أن البدن الذي تلذذ بالشهوة المحرمة، عتت

এরপর সে স্বীকার করল, ফলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার মাথা দুটি পাথরের মাঝে রেখে চূর্ণ করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তার মাথা একটি পাথরের ওপর রাখা হলো এবং দ্বিতীয় পাথর দিয়ে আঘাত করা হলো যতক্ষণ না সে মারা গেল; কারণ এটি ছিল কিসাস (প্রতিশোধ)। আর আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লা বলেন: "সুতরাং যে কেউ তোমাদের ওপর আক্রমণ করবে, তোমরাও তার ওপর অনুরূপ আক্রমণ করবে যে রূপ সে তোমাদের ওপর করেছে।" (আল-বাকারাহ: ১৯৪)।

কিন্তু যদি হিরাবাহর (সন্ত্রাস বা দস্যুতা) কারণে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব হয়—অর্থাৎ সে যদি লোকজনের পথরোধ করে, ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেয় এবং মানুষকে হত্যা করে—তবে তাকে হত্যা করা হবে। তবে এক্ষেত্রে তাকে তরবারি দিয়ে হত্যা করা হবে, যদি না সে যাকে হত্যা

করেছে তার মরদেহের বিকৃতি করে থাকে; তবে তার সাথে ঠিক তেমনই করা হবে যেমনটি সে করেছে, তার কৃতকর্মের বদলা হিসেবে।

যদি কেউ প্রশ্ন করে: কোনো বিবাহিত ব্যক্তি (মুহসান) যদি ব্যভিচার করে এবং তাকে নুড়িপাথর অর্থাৎ ছোট পাথর নিক্ষেপ করে আমৃত্যু রজম করা হয়, তবে তার ব্যাপারে আপনাদের বক্তব্য কী? কারণ এটি মৃত্যুর আগে তাকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা ও কষ্ট দেয়, তবে কি এটি এই হাদিসের (উত্তমভাবে হত্যা করা সংক্রান্ত) পরিপন্থী নয়?

উত্তর হলো: না, এটি তার পরিপন্থী নয়; কারণ বিষয়টিকে দুটি দিক থেকে বিবেচনা করা যায়: প্রথমত: হত্যার পদ্ধতি উত্তম হওয়ার অর্থ হলো যা শরিয়তসম্মত হওয়া। এমতাবস্থায় রজম করাও উত্তম হত্যার অন্তর্ভুক্ত হবে; কেননা তা শরিয়তসম্মত।

দ্বিতীয়ত: এটি একটি ব্যতিক্রমী বিষয় যা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত; বরং এটি এমন কুরআন দ্বারাও প্রমাণিত যার তিলাওয়াত রহিত হলেও বিধান অবশিষ্ট রয়েছে এবং সুস্পষ্ট সুন্নাহও এর ওপর প্রমাণ বহন করে।

সুতরাং বিবাহিত ব্যভিচারী, যে বিবাহ করেছে এবং তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে, সে যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়—আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই—তবে তাকে উপস্থিত করা হবে এবং ডিমের চেয়ে ছোট ও খেজুরের সমান বা তার চেয়ে কিছুটা বড় সাইজের ছোট পাথর নেওয়া হবে। এরপর তাকে আমৃত্যু আঘাত ও রজম করা হবে। তবে শরীরের মরণঘাতী স্থানগুলো পরিহার করা হবে, অর্থাৎ এমন কোনো জায়গায় আঘাত করা হবে না যাতে সে দ্রুত মারা যায়; বরং তার পিঠে, পেটে এবং অনুরূপ স্থানে আঘাত করা হবে যতক্ষণ না সে মারা যায়; কারণ এটিই ওয়াজিব বা আবশ্যিক।

আর এর অন্তর্নিহিত হিকমত হলো, যে দেহ হারাম কামস্পৃহা উপভোগ করেছে, তাতে ব্যপ্ত হয়েছিল...

الشهوة جميع بدنه، فمن الحكمة أن تعم العقوبة جميع بدنه، وهذا من حكمة الله عز وجل.

ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وليحد أحدكم شفرته))، اللام هنا للأمر، ويحد: يعني يجعلها حديدة سريعة القطع، والشفرة السكين. يعني إذا أردت أن تذبح فأذبح بسكين مشحوذة أي مسنونة، بحيث يكون ذلك أقرب إلى القطع بدون ألم.

((وليرح ذبيحته)) هذا أمر زائد على شحذ الشفرة، وذلك بأن يقطع بقوة، يضع السكين على الرقبة ثم يجرها بقوة، حتى يكون ذلك أسرع من كونه يجرها مرتين أو ثلاث، وبعض الناس يوفقه الله من مرة واحدة حتى يقطع الودجين والحلقوم والمريء؛ لأنه يأخذ السكين بقوة، وتكون السكين جيدة مشحوذة، فليسهل على الذبيحة أو المنحورة الموت.

ومن إراحة الذبيحة أن تضع رجليك على رقبتها، وتمسك الرأس باليد اليسرى وتذبح باليمنى، وحينئذ تكون مضجعة على الجنب الأيسر، ودع القوائم اليمين والرجلين واخلها تتحرك بسهولة؛ لأنك إذا أمسكت بها فإن هذا ضغط عليها، وإذا تركتها تتحرك بيدها ورجليها كان هذا أيسر لها، وفيه أيضاً فائدة وهي تفريغ الدم بهذه الحركة؛ لأنه مع الحركة والاضطراب يتفرغ الدم أكثر، وكلما تفرغ فهو أحسن.

وأما ما يفعله بعض العامة من أنه يأخذ بيدها اليسرى ويلويها على عنقها، ثم يبرك على قوائمها الثلاث رجل ويمسك بها حتى لا تتحرك أبداً؛ فهذا خلاف السنة، السنة أنك تضع الرجل على الرقبة ثم تدع القوائم

কামনা-বাসনা তার পুরো দেহকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তাই প্রজ্ঞার দাবি হলো শাস্তিও যেন তার পুরো দেহকে পরিব্যাপ্ত করে। আর এটি মহান আল্লাহর হিকমতেরই অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "তোমাদের প্রত্যেকে যেন তার ছুরি ধারালো করে নেয়।" এখানে 'লাম' অক্ষরটি আদেশের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর 'ধারালো করা'র অর্থ হলো একে এমন তীক্ষ্ণ করা যাতে দ্রুত কাটা যায়। আর 'শাফরাহ' মানে হলো ছুরি।

অর্থাৎ, যখন তুমি জবেহ করতে চাইবে, তখন যেন ধারালো বা শানিত ছুরি দিয়ে জবেহ করো, যাতে কোনো প্রকার কষ্ট ছাড়াই দ্রুত কাটা সম্ভব হয়।

"এবং সে যেন তার জবেহকৃত পশুকে আরাম দেয়।" এটি ছুরি ধারালো করার অতিরিক্ত একটি নির্দেশ। আর তা হলো সজোরে জবেহ করা; অর্থাৎ গলার ওপর ছুরি রেখে সজোরে টেনে নেওয়া, যাতে এটি দুই বা তিনবার টানার চেয়ে দ্রুততর হয়। আল্লাহ তাআলা কোনো কোনো ব্যক্তিকে এমন তাওফিক দান করেন যে, তিনি এক টানেই শাহরগ, কণ্ঠনালি ও অন্ননালি কেটে ফেলেন। কারণ তিনি সজোরে ছুরি চালনা করেন এবং ছুরিটিও উন্নত ও ধারালো থাকে। সুতরাং জবেহকৃত বা নহরকৃত পশুর মৃত্যু যেন সহজ হয় (সে ব্যবস্থা করা উচিত)।

পশুকে আরাম দেওয়ার একটি পদ্ধতি হলো, এর ঘাড়ের ওপর নিজের পা রাখা, বাম হাত দিয়ে মাথা ধরা এবং ডান হাত দিয়ে জবেহ করা। সে সময় পশুটি বাম কাতে শোয়ানো থাকবে। আর তার হাত-পা তথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো মুক্ত রাখা এবং সেগুলোকে অনায়াসে নড়াচড়া করতে দেওয়া উচিত। কারণ আপনি যদি সেগুলো চেপে ধরেন, তবে তা পশুর ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে। আর যদি সেগুলোকে হাত-পা নাড়াতে দেন, তবে তা পশুর জন্য সহজতর হবে। এতে আরও একটি উপকারিতা রয়েছে, আর তা হলো এই নড়াচড়ার মাধ্যমে রক্ত বের হয়ে যাওয়া। কারণ নড়াচড়া ও ছটফটানির ফলে অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হয়; আর রক্ত যত বেশি নির্গত হবে ততই উত্তম।

সাধারণ মানুষেরা যা করে থাকে—অর্থাৎ পশুর বাম পা ধরে ঘাড়ের ওপর মুচড়ে দেওয়া, এরপর তিন পায়ের ওপর একজন মানুষ সজোরে চেপে বসা এবং এমনভাবে ধরে রাখা যাতে পশুটি একেবারেই নড়াচড়া করতে না পারে—তা সুন্নাহ পরিপন্থী কাজ। সুন্নাহ হলো আপনি ঘাড়ের ওপর পা রাখবেন এবং হাত-পাগুলো (নড়াচড়ার জন্য) ছেড়ে দেবেন।

تتحرك؛ لأن ذلك أيسر لها وأشد فراغاً أو تفريغاً للدم.
فالشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قتلتم فأحسنوا القتلة،
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة)) فإن هذا من الرفق.
ولننتبه إذا قتل الإنسان بحدٍّ، يعني قتل وهو زانٍ أو قتل قصاصاً، فإنه يصلى عليه،
ويدعى له بالرحمة والعفو مثل سائر المسلمين، لعل الله أن يعفو عنه ويرحمه.

أما من قُتل كافراً مرتداً فإنه لا يدعى له بالرحمة، ولا يغسل. مثل أن يقتل إنسان
لا يصلى، فإنه يقتل مرتداً كافراً، هذا لا يغسل ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن
مع المسلمين، ولا يدعى له بالرحمة، ومن دعا له بالرحمة فإنه آثم متبع غير سبيل
المؤمنين؛ لقول الله تعالى: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ
كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) (التوبة: 113).

নড়াচড়া করবে; কারণ এটি তার জন্য অধিক সহজতর এবং রক্ত নির্গত হওয়ার ক্ষেত্রে
অধিকতর কার্যকর।

এই হাদীসের প্রাসঙ্গিক অংশ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "যখন
তোমরা হত্যা করবে, তখন উত্তম পন্থায় হত্যা করবে; আর যখন তোমরা যবেহ করবে, তখন
উত্তম পন্থায় যবেহ করবে।" নিশ্চয়ই এটি কোমলতার অন্তর্ভুক্ত।

আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত যে, যদি কোনো ব্যক্তিকে হদ (নির্ধারিত দণ্ড) হিসেবে হত্যা করা
হয়—অর্থাৎ ব্যভিচারী হওয়ার কারণে অথবা কিসাস স্বরূপ হত্যা করা হয়—তবে তার
জানাজার সালাত আদায় করা হবে এবং অন্যান্য মুসলিমদের ন্যায় তার জন্য রহমত ও ক্ষমার
দুআ করা হবে, সম্ভবত আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন এবং তার প্রতি দয়া করবেন।

পক্ষান্তরে, যাকে কাফির বা মুরতাদ অবস্থায় হত্যা করা হয়েছে, তার জন্য রহমতের দুআ করা
যাবে না এবং তাকে গোসলও দেওয়া হবে না। যেমন—সালাত ত্যাগকারী কোনো ব্যক্তিকে

যখন হত্যা করা হয়, তখন তাকে মুরতাদ ও কাফির হিসেবেই হত্যা করা হয়; এমতাবস্থায় তাকে গোসল দেওয়া হবে না, কাফন পরানো হবে না, তার জানাজার সালাত পড়া হবে না, মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা হবে না এবং তার জন্য রহমতের দুআও করা হবে না। আর যে ব্যক্তি তার জন্য রহমতের দুআ করবে, সে গুনাহগার হবে এবং মুমিনদের পথ বহির্ভূত পথের অনুসারী হবে; কেননা মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: "নবী এবং মুমিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে—যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়—তাদের কাছে এটি সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা প্রজ্বলিত অগ্নির অধিবাসী।" (সূরা আত-তাওবাহ: ১১৩)।

(ص: 600) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

75- باب العفو والإعراض عن الجاهلین

قال الله تعالى: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) (الأعراف: 199) .
 وقال تعالى: (فَأَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَبِيلَ) (الحجر: 85)
 وقال تعالى: (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
 (النور: 22) .
 وقال تعالى: (وَالكَافِرِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (آل عمران: 134) .
 وقال تعالى: (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) (الشورى: 43) .

والآيات في الباب كثيرة معلومة.

643/1- وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحدٍ؟ قال: ((لقد لقيتُ من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كُلالٍ، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقتُ وأنا مهمومٌ على وجهي، فلم استفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي، فإذا أنا بسحابةٍ قد أظلتني، فنظرتُ فإذا جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سيع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال، فسلم على ثم قال: يا محمدُ إن الله قد سيع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي

৭৫- অধ্যায়: ক্ষমা করা এবং মূর্খদের উপেক্ষা করা

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: (আপনি ক্ষমাশীলতা অবলম্বন করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং মূর্খদের পরিহার করুন) (আল-আরাফ: ১৯৯)। এবং মহান আল্লাহ বলেন: (অতএব আপনি সুন্দরভাবে ক্ষমা করুন) (আল-হিজর: ৮৫)

এবং মহান আল্লাহ বলেন: (তারা যেন ক্ষমা করে এবং মার্জনা করে। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন? আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু) (আন-নূর: ২২)। এবং মহান আল্লাহ বলেন: (যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন) (আলে ইমরান: ১৩৪)।

এবং মহান আল্লাহ বলেন: (আর অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয়ই তা দৃঢ়সংকল্পের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত) (আশ-শূরা: ৪৩)।

এই অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ অনেক এবং সুপরিচিত।

১/৬৪৩- আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার ওপর কি এমন কোনো দিন এসেছিল যা উহুদ যুদ্ধের দিনের চেয়েও অধিক কঠিন ছিল? তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই আমি তোমার কওমের পক্ষ থেকে অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছি। আর তাদের থেকে আমি সবচেয়ে কঠিন যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম তা ছিল আকাবার দিন; যখন আমি ইবনে আবদ ইয়ালীল বিন

আবদ কুলালের নিকট নিজেকে পেশ করেছিলাম, কিন্তু আমি যা চেয়েছিলাম সে তাতে সাড়া দেয়নি। এরপর আমি অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে লক্ষ্যহীনভাবে পথ চলতে থাকি। অতঃপর 'কারনুত সাআলিব' নামক স্থানে পৌঁছানোর আগে আমি স্বাভাবিক চৈতন্য ফিরে পাইনি। সেখানে আমি মাথা তুললাম এবং দেখলাম একখণ্ড মেঘ আমাকে ছায়া দিচ্ছে। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম যে তাতে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম রয়েছেন। তিনি আমাকে ডেকে বললেন: আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি আপনার কওমের উক্তি এবং তারা আপনাকে যে উত্তর দিয়েছে তা শুনেছেন। তিনি আপনার নিকট পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন যেন আপনি তাদের ব্যাপারে আপনার ইচ্ছানুযায়ী তাকে নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে ডাকলেন, আমাকে সালাম দিলেন এবং বললেন: হে মুহাম্মদ! নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনার প্রতি আপনার কওমের উক্তি শুনেছেন। আমি পাহাড়ের ফেরেশতা, আমার প্রতিপালক আমাকে পাঠিয়েছেন..."

(ص: 601) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت: إن شئت اطبقت عليهم الأخشبين" فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً)) متفق عليه.

((الأخشبان)): الجبلان المحيطان بمكة. والأخشب: هو الجبل الغليظ.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. ثم ساق آياتٍ تكلمنا عليها سابقاً في أبواب سبقت.

ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل مر عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ لأن يوم أحد كان شديداً على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويوم أحد كان غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم حين تجمعت قريش لغزوة، لينتقموا من النبي صلى الله عليه وسلم فيما حصل من قتل زعمائهم في بدر؛ لأنه قتل في بدر- وهي في السنة الثانية من الهجرة- من زعمائهم أناس لهم شرفٌ وجاء في قريش.

وفي شوال من السنة التي تليها، وهي الثالثة من الهجرة، اجتمعت قريش فجاءوا إلى المدينة ليغزوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم،

"আমি আপনার নিকট এসেছি যাতে আপনি আমাকে আপনার নির্দেশ প্রদান করেন, আপনি যা ইচ্ছা করেন: আপনি চাইলে আমি তাদের ওপর এই পাহাড় দুটিকে চাপিয়ে দেব।" অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "বরং আমি আশা করি আল্লাহ তাদের বংশধরদের মধ্য থেকে এমন লোক বের করবেন যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

‘আখশাবাইন’ হলো মক্কা পরিবেষ্টনকারী পাহাড়দ্বয়। আর ‘আখশাব’ অর্থ হলো বিশাল ও শক্ত পাহাড়।

[ব্যাক্থ্যা]

গ্রন্থকার ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর ‘রিয়াদুস সালিহীন’ গ্রন্থে বলেছেন: ‘ক্ষমা করা এবং মূর্থদের উপেক্ষা করা’ পরিচ্ছেদ। অতঃপর তিনি কিছু আয়াত বর্ণনা করেছেন যা নিয়ে আমরা পূর্বে বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

অতঃপর তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: আপনার নিকট কি ওহদের দিনের চেয়েও অধিক কঠিন কোনো দিন এসেছিল? কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ওহদের দিনটি অত্যন্ত কঠিন ছিল।

ওহুদ ছিল এমন এক যুদ্ধ যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিচালনা করেছিলেন যখন কুরাইশরা তাঁকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছিল। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে বদর যুদ্ধে তাদের নেতাদের নিহত হওয়ার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। কারণ বদরে—যা হিজরীর দ্বিতীয় বর্ষে সংঘটিত হয়েছিল—তাদের এমন কিছু নেতা নিহত হয়েছিল যাদের কুরাইশদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদা ও আভিজাত্য ছিল। পরবর্তী বছরের শাওয়াল মাসে, যা হিজরী তৃতীয় বর্ষ, কুরাইশরা একত্রিত হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে মদিনার দিকে অগ্রসর হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদের আগমনের খবর পেলেন,

(ص: 602) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

استشار أصحابه هل يخرج إليهم، أو يبقى بالمدينة؛ فإذا دخلوا المدينة قاتلهم؟ فأشار عليه الشبان والذين لم يحضروا بداراً أشاروا عليه أن يخرج إليهم، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم في نحو ألف مقاتل.

إلا أنه انخدل نحو ثلث الجيش؛ لأنهم كانوا منافقين والعياذ بالله، وقالوا: لو نعلم قتالاً لاتبعناك، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في نحو سبع مائة نفر، ورتبهم الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن ترتيب في سفح جبل أحد، وحصل القتال، وانهزم المشركون في أول النهار، وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل على ثغر الجبل خمسين رجلاً رامياً يحمون ظهور المسلمين، ولما رأى هؤلاء الرماة أن المسلمين هزموا المشركين وصاروا يجمعون الغنائم، قالوا لننزل من هذا الجبل حتى نساعد المسلمين على جمع الغنائم، ظنوا هكذا، فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير ذكرهم ما قال النبي صلى

الله عليه وسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعهم في هذا المكان قال لا تبرحوا مكانكم، ولا تتعدوه سواء لنا أو علينا، لكنهم - عفا الله عنهم - تعجلوا ونزل أكثرهم.

فلما رأى فرسان قريش أن المكان - مكان الرماة - خالياً كروا على المسلمين من الخلف، ومنهم خالد بن الوليد، وعكرمة بن أبي جهل اللذان أسليا فيمَا بعد وصارا فارسين من فوارس المسلمين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

فدخلوا على المسلمين من خلفهم واختلطوا بهم، واستشهد من المسلمين سبعون رجلاً، على رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد

তিনি তাঁর সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করলেন যে, তিনি কি শত্রুদের অভিমুখে বাইরে বের হবেন, নাকি মদিনায় অবস্থান করবেন; যাতে তারা মদিনায় প্রবেশ করলে তিনি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন? তখন যুবকগণ এবং যারা বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না, তাঁরা তাঁকে বাইরে বের হওয়ার পরামর্শ দিলেন। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রায় এক হাজার যোদ্ধা নিয়ে তাদের অভিমুখে বের হলেন।

তবে সেনাবাহিনীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য দলছুট হয়ে ফিরে গেল; কেননা তারা ছিল মুনাফিক—আল্লাহ আমাদের তা থেকে রক্ষা করুন। তারা বলেছিল: "যদি আমরা জানতাম যে যুদ্ধ হবে, তবে অবশ্যই তোমাদের অনুসরণ করতাম।" ফলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রায় সাতশত লোক নিয়ে অবশিষ্ট রইলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদেরকে উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে সর্বোত্তম বিন্যাসে সজ্জিত করলেন। যুদ্ধ শুরু হলো এবং দিনের শুরুতে মুশরিকরা পরাজিত হলো, আর মুসলমানরা গনিমতের মাল সংগ্রহ করতে শুরু করলেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাহাড়ের একটি গিরিপথে পঞ্চাশজন তীরন্দাজ নিযুক্ত করেছিলেন যাতে তাঁরা মুসলমানদের পিছন দিক রক্ষা করেন। যখন এই তীরন্দাজরা দেখলেন যে মুসলমানরা মুশরিকদের পরাজিত করেছেন এবং গনিমতের মাল সংগ্রহ করছেন, তখন তাঁরা বললেন: "আসুন আমরা এই পাহাড় থেকে নিচে নেমে যাই যাতে গনিমতের মাল সংগ্রহে

মুসলমানদের সাহায্য করতে পারি।" তাঁরা এমনই ধারণা করেছিলেন। তখন তাঁদের সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের তাঁদেরকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিলেন; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তাঁদেরকে ওই স্থানে মোতায়ন করেছিলেন তখন বলেছিলেন, "তোমরা তোমাদের স্থান ত্যাগ করবে না এবং এখান থেকে সরে যাবে না—চাই আমাদের জয় হোক বা পরাজয়।" কিন্তু তাঁরা—আল্লাহ তাঁদের ক্ষমা করুন—তাড়াহুড়ো করলেন এবং তাঁদের অধিকাংশ নিচে নেমে এলেন।

কুরাইশদের অশ্বারোহী বাহিনী যখন দেখল যে তীরন্দাজদের স্থানটি শূন্য হয়ে পড়েছে, তখন তারা পিছন দিক থেকে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে দিল। তাদের মধ্যে ছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং ইকরিমাহ বিন আবি জাহল—যাঁরা পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী যোদ্ধাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। আর এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।

তারা পিছন থেকে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাঁদের সাথে মিশে গেল।

মুসলমানদের মধ্য থেকে সত্তর জন লোক শহীদ হলেন, যাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন আল্লাহর সিংহ ও তাঁর রাসূলের সিংহ হামযাহ বিন আবদুল (মুত্তালিব)।

(ص: 603) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويجله. وحدث للنبي صلى الله عليه وسلم ما حدث؛ ضربوا وجهه وشجوه وصار الدم ينزف على وجهه، وفأطمة رضي الله عنها تغسله، تغسل الدم حتى إذا لم يتوقف أحرقت حصيراً يعني خصافاً من سعف النخل، ودرته عليه حتى وقت، وكسروا رباعيته صلى الله عليه وسلم، وحصل من البلاء ما حصل.

حصل بلاء عظيم قال الله تعالى فيه: (أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّتَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ) (آل عمران: 165، 166).

ফা দাম অমর বাঁধনে ফেৰু খিৰ, ওহুত ফি হুদা মা হুত মন শুদে এলি নবী সলি অল্লাহে এলিহে ওসলম ওএলি অসহাবে, ওহলু শহেদা ইলি মদীনে, ওলকন নবী সলি অল্লাহে এলিহে ওসলম অমর অন য়রদুৱা ইলি মসারعهম ইলি মকান অলি অস্তশহেদুৱা ফিহে ওদফনুৱা হনাক; লিখরুৱা য়ুম অলিয়ামে মন হুদা মকান অলি অস্তশহেদুৱা ফিহে রুযি অল্লাহে এনহে ওআরুসাহেম. ফকাল নবী সলি অল্লাহে এলিহে ওসলম লেআশে লেৱা সাল্তে: হল মর এলিক য়ুম অশুদ মন য়ুম অহুদ? কাল: নেম, ওডকর লেৱা কসে ডহাবে ইলি الطائف; لأن النبي صلى الله عليه وسل لها دعا قريشاً في مكة، ولم يستجيبوا له خرج إلى الطائف؛ ليببلغ كلام الله عز وجل، ودعا أهل الطائف لكن كانوا أسفه من أهل مكة، حيث اجتمعوا هم وسفهاؤهم، وصاروا صفين متقابلين في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا يرمونه بالحجارة، يرمونه بالحصى حتى أدموا عقبه صلى الله عليه وسلم وخرج مغموماً مهموماً.

আল-মুতালিব ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা, এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ভালোবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন।

এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যা ঘটর তা ঘটেছিল; তারা তাঁর মুখমণ্ডলে আঘাত করেছিল এবং তা ক্ষতবিক্ষত করেছিল, যার ফলে তাঁর চেহারা থেকে রক্ত বরছিল। ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা তা ধুয়ে দিচ্ছিলেন; তিনি রক্ত ধুয়ে দিচ্ছিলেন, কিন্তু যখন রক্ত পড়া বন্ধ হচ্ছিল না, তখন তিনি একটি চাটাই—অর্থাৎ খেজুরের পাতা দিয়ে তৈরি চাটাই—পুড়িয়ে তার ছাই জখমের ওপর ছিটিয়ে দিলেন, ফলে রক্ত বন্ধ হলো। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখের নিচের দাঁত (রুবাইয়াহ) ভেঙে ফেলেছিল এবং যে পরীক্ষা ও কষ্টের সম্মুখীন হওয়ার ছিল তিনি তার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

এক মহান বিপদ ও পরীক্ষা এসেছিল, যার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (যখন তোমাদের ওপর একটি মুসিবত এলো—অথচ তোমরা ইতিপূর্বে এর দ্বিগুণ মুসিবত অন্যের ওপর পৌঁছিয়েছিলে—তখন তোমরা বললে, "এটি কোথা থেকে এলো?" বলুন, "এটি তোমাদের নিজেদের পক্ষ থেকেই।" নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।) (আর যেদিন দুই দল পরস্পর মুখোমুখি হয়েছিল, সেদিন তোমাদের ওপর যে বিপদ এসেছিল তা আল্লাহর হুকুমেরই ছিল, যাতে তিনি মুমিনদের প্রকাশ করে দিতে পারেন।) (আল-ইমরান: ১৬৫, ১৬৬)।

যতক্ষণ পর্যন্ত বিষয়টি আল্লাহর অনুমতিক্রমে ঘটে, ততক্ষণ তাতে কল্যাণ নিহিত থাকে। এই ঘটনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীদের ওপর দিয়ে যে কঠোরতা ও কষ্ট অতিবাহিত হওয়ার ছিল তা হয়েছিল। তাঁরা শহীদদের মদিনায় বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিলেন যেন তাঁদের পুনরায় সেই যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়ে নেওয়া হয় যেখানে তাঁরা শাহাদাত বরণ করেছিলেন এবং সেখানেই যেন তাঁদের দাফন করা হয়; যাতে কিয়ামতের দিন তাঁরা সেই স্থান থেকেই পুনরুত্থিত হতে পারেন যেখানে তাঁরা শাহাদাত বরণ করেছিলেন—আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁদের সন্তুষ্ট করুন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বলেছিলেন যখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "আপনার ওপর কি উহুদের দিনের চেয়েও কঠিন কোনো দিন অতিবাহিত হয়েছে?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ," এবং তিনি তাঁর তায়েফে গমনের ঘটনাটি উল্লেখ করলেন। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় কুরাইশদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং তারা তাতে সাড়া দিল না, তখন তিনি মহান আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তায়েফে গমন করলেন। তিনি তায়েফবাসীদের দাওয়াত দিলেন, কিন্তু তারা মক্কাবাসীদের চেয়েও অধিক নির্বোধ প্রমাণিত হলো। তারা তাদের বখাটে ও নির্বোধদের একত্রিত করল এবং তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চলার পথে দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেল। তারা তাঁকে পাথর ছুড়তে লাগল, পাথরের আঘাতে তাঁর পবিত্র গোড়ালি মোবারক রক্তাক্ত করে দিল এবং তিনি অত্যন্ত ব্যথিত ও বিমর্ষ চিত্তে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

ولم يفق صلى الله عليه وسلم إلا وهو في قرن الثعالب، فأظلمت غمامة فرفع رأسه، فإذا في هذه الغمامة جبريل عليه السلام، وقال له: هذا ملك الجبال يقرؤك السلام فسلم عليه وقال: إن ربي أرسلني إليك، فإن شئت إن أطبق عليهم - يعني - الجبلين - فعلت.

ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لحلمه وبعد نظره وتأنيه في الأمر قال: لا؛ لأنه لو أطبق عليهم الجبلين هلكوا، فقال: ((لا، وإني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً)).

وهذا الذي حدث؛ فإن الله تعالى قد أخر من أصلاب هؤلاء المشركين الذين آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأذية العظيمة أخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاً.

فهذا يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدث له أشد مما حدث له في أحد، وحدث له أنواع من الأذى لكنه صابر.

ومن أعظم ما كان أنه كان ذات يوم ساجداً تحت الكعبة، يصلي لله - والمسجد الحرام لو يجد الإنسان قاتل أبيه فيه ما قتله -، وكان ساجداً، فقال بعض السفهاء من قريش والمعتدين منهم: أذهبوا إلى جزور آل فلان فأتوا بسلاحاً فضعوه على محمد وهو ساجد، فذهبوا وأتوا بسلاح الجزور - الناقة -، والرسول صلى الله عليه وسلم ساجداً تحت الكعبة، فوضعوه على ظهره، إهانة له وإغابة له.

فبقي الرسول صلى الله عليه وسلم ساجداً حتى جاءت بنته فاطمة رضي الله عنها وألقت السلاح عن ظهره، فقام من السجود، ولها سلم رفع يديه يدعو الله تعالى

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন পূর্ণ সচেতন হলেন, তখন তিনি 'কারন আল-সাআলিব' নামক স্থানে ছিলেন। এমতাবস্থায় একটি মেঘমালা তাঁকে ছায়া দান করল এবং তিনি মাথা তুলে দেখলেন যে, সেই মেঘমালার মধ্যে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) অবস্থান করছেন। জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) তাঁকে বললেন: "ইনি পাহাড়সমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা, তিনি আপনাকে সালাম জানিয়েছেন।" অতঃপর সেই ফেরেশতা তাঁকে সালাম দিলেন এবং বললেন: "নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন; আপনি যদি চান তবে আমি এই দুই পাহাড়কে তাদের ওপর একীভূত করে তাদের পিষ্ট করে দেব।"

কিন্তু নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর অতুলনীয় সহনশীলতা, দূরদর্শিতা ও ধৈর্যশীলতার কারণে বললেন: "না;" কেননা, যদি তিনি পাহাড় দুটি তাদের ওপর চাপিয়ে দিতেন তবে তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যেত। তাই তিনি বললেন: "না, বরং আমি আশা করি যে, আল্লাহ তাআলা তাদের বংশধরদের মধ্য থেকে এমন প্রজন্ম বের করবেন, যারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না।"

আর বাস্তবেও তা-ই ঘটেছে; কেননা আল্লাহ তাআলা ঐ সকল মুশরিকদের বংশধরদের মধ্য থেকে—যারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে চরমভাবে কষ্ট দিয়েছিল—এমন একদল লোক বের করেছেন, যারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করে না।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনে উহুদ যুদ্ধের ঘটনার চেয়েও অধিকতর কঠিন পরিস্থিতি এসেছিল এবং তিনি বিভিন্ন প্রকার নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ছিলেন।

তাঁর জীবনের অন্যতম বৃহৎ পরীক্ষার বিষয় ছিল এই যে, একদিন তিনি কাবার চত্বরে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদারত অবস্থায় সালাত আদায় করছিলেন—অথচ মসজিদুল হারাম এমন এক পবিত্র স্থান যেখানে কোনো ব্যক্তি তার পিতার হত্যাকারীকে দেখলেও আক্রমণ করত না—তিনি যখন সিজদারত ছিলেন, তখন কুরাইশদের কিছু নির্বোধ ও সীমালঙ্ঘনকারী লোক বলল: "তোমরা অমুক গোত্রের উটের জবাই করা স্থানে যাও এবং সেখান থেকে তার গর্ভফুল ও নাড়িভুঁড়ি নিয়ে আসো এবং মুহাম্মাদ সিজদারত থাকা অবস্থায় তা তার পিঠের ওপর রেখে দাও।" তারা গিয়ে সেই উটের নাড়িভুঁড়ি নিয়ে এল এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) কাবার পাদদেশে সিজদারত থাকা অবস্থায় তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন ও ক্ষুব্ধ করার হীন উদ্দেশ্যে তা তাঁর পিঠের ওপর চাপিয়ে দিল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেভাবেই সিজদারত অবস্থায় থাকলেন, যতক্ষণ না তাঁর কন্যা ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এসে তাঁর পিঠ থেকে সেই আবর্জনা সরিয়ে দিলেন। এরপর তিনি সিজদা থেকে উঠলেন এবং সালাত শেষ করার পর মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করার জন্য হাত তুললেন।

(ম: 605) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

على هؤلاء الملاء من قریش. فالشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤذى أشد الأذى، ومع ذلك يعفو ويصفح ويتأني ويترجى، فبلغه الله - والله الحمد - مرادة وحصل له النصر المبين المؤزر.

وهكذا ينبغي للإنسان أن يصبر على الأذى، لا سيما إذا أُوذِيَ في الله، فإنه يصبر ويحتسب وينتظر الفرج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، ((واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً)) " والله أعلم.

644/2- عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط بيده، ولا امرأة ولا خادماً، إلا أن يُجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى، فينتقم لله تعالى. رواه مسلم.

645/3- وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردٌ نجرانيٌّ غليظٌ الحاشية، فأدركه أعرايٌّ فجذبته بردائه جذبةً شديدة، فنظرتُ إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشيةُ البرد من شدة جذته، ثم قال: يا محمدُ مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفتُ إليه، فضحك، ثم أمر له بعتاء متفقٍ عليه.

কুরাইশদের এই নেতৃবৃন্দের ওপর। প্রত্যক্ষ বিষয় হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চরমভাবে নির্যাতিত হতেন; তা সত্ত্বেও তিনি ক্ষমা করতেন, উপেক্ষা করতেন, ধৈর্য ধারণ করতেন এবং আল্লাহর অনুগ্রহের প্রত্যাশা করতেন। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা—সকল প্রশংসা আল্লাহরই—তাকে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছেন এবং তাঁর জন্য সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় বিজয় অর্জিত হয়েছে।

অনুরূপভাবে মানুষের উচিত কষ্টের ওপর ধৈর্য ধারণ করা, বিশেষ করে যদি আল্লাহর পথে কষ্ট দেওয়া হয়। এমতাবস্থায় সে ধৈর্য ধারণ করবে, সওয়াবের আশা রাখবে এবং মুক্তির প্রতীক্ষা করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "জেনে রেখো, ধৈর্যের সাথেই বিজয় আসে, বিপদের সাথেই মুক্তি আসে এবং কষ্টের সাথেই স্বস্তি আসে।" আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

* * *

২/৬৪৪- আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো নিজের হাতে কাউকে আঘাত করেননি; কোনো নারীকে নয় এবং কোনো সেবকেও নয়। তবে আল্লাহর পথে জিহাদের বিষয়টি ভিন্ন। আর তাঁর সাথে কোনো দুর্ব্যবহার করা হলে তিনি কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না, যতক্ষণ না আল্লাহর কোনো বিধান লঙ্ঘিত হতো। আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হলে তিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রতিশোধ নিতেন। (মুসলিম)।

৩/৬৪৫- আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হাঁটছিলাম, তখন তাঁর পরনে নাজরানি একখানা মোটা পাড়ের চাদর ছিল। এমতাবস্থায় এক বেদুইন এসে তাঁর চাদরটি ধরে সজোরে টান দিল। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘাড়ের উপরিভাগের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, চাদরের

পাড়ের প্রবল টানে সেখানে দাগ বসে গেছে। এরপর সে বলল: হে মুহাম্মদ! আপনার কাছে আল্লাহর যে ধন-সম্পদ আছে তা থেকে আমাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দিন। তিনি তার দিকে ফিরে তাকালেন এবং হাসলেন, তারপর তাকে কিছু দান করার নির্দেশ দিলেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

(ص: 606) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله في باب العفو والإعراض عن الجاهلين، منها حيث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب أحداً لا خادماً ولا غيره بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله، وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم؛ أنه لا يضرب أحداً على شيءٍ من حقوقه هو الخاصة به؛ لأن له أن يعفو عن حقه، وله أن يأخذ بحقه.

ولكن إذا انتهكت محارم الله؛ فإنه صلى الله عليه وسلم لا يرضى بذلك، ويكون أشد ما يكون أخذاً بها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقرّ أحداً على ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وهكذا ينبغي للإنسان أن يحرص على أخذ العفو، وما عفي من أحوال الناس وأخلاقهم ويعرض عنهم، إلا إذا انتهكت محارم الله، فإنه لا يقرّ أحداً على ذلك. ومن الأحاديث التي ساقها قصة هذا الأعراي، الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة نجرانية غليظة الحاشية، فجبذه، يعني: جذبه جذباً شديداً، حتى أثرت حاشية الجبة في عنق الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة الجذب، فالتفت فإذا هو أعراي يطلب منه عطاءً، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء.

فَانْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا الْخَلْقِ الرَّفِيعِ؛ لَمْ يُوَيِّخْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَضْرِبْهُ، وَلَمْ يَكْهَرْ فِي وَجْهِهِ، وَلَمْ يَعْبَسْ؛ بَلْ ضَحِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ هَٰذَا أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ، وَنَحْنُ لَوْ أَنَّ أَحَدًا فَعَلَ بِنَا هَٰذَا الْفِعْلَ مَا أَقْرَرْنَاهُ عَلَيْهِ؛ بَلْ لَقَاتَلْنَاهُ، وَأَمَّا الرَّسُولُ

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রাহিমাল্লাহু) এই হাদিসগুলোকে ‘ক্ষমা প্রদর্শন এবং মূর্খদের উপেক্ষা করা’ বিষয়ক অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত একটি হাদিস রয়েছে যে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো নিজের হাত দিয়ে কাউকে আঘাত করেননি; না কোনো সেবককে, আর না অন্য কাউকে। তবে আল্লাহর পথে জিহাদের বিষয়টি স্বতন্ত্র। এটি ছিল তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহানুভবতার বহিঃপ্রকাশ যে, তিনি নিজের কোনো ব্যক্তিগত হকের কারণে কাউকে প্রহার করতেন না। কারণ, তাঁর অধিকার ছিল আপন পাওনা ক্ষমা করে দেওয়া অথবা তা আদায় করে নেওয়া।

কিন্তু যখন আল্লাহর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করা হতো, তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাতে মোটেও সন্তুষ্ট হতেন না এবং সে ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোরভাবে তা প্রতিহত করতেন। কেননা তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন কোনো কাজে কাউকে অনুমোদন দিতেন না যা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে রাগান্বিত করে। মানুষের জন্যও এমনটিই হওয়া উচিত যে, তারা ক্ষমাশীলতা অবলম্বন করবে এবং মানুষের সাধারণ অবস্থা ও আচরণের ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেবে ও তাদের উপেক্ষা করবে; তবে যদি আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হয়, তবে সে ক্ষেত্রে কাউকে ছাড় দেওয়া উচিত নয়।

তাঁর বর্ণিত হাদিসসমূহের মধ্যে এক বেদুইনের ঘটনাও রয়েছে, যে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসেছিল। তখন তাঁর পরিধানে নাজরানি অঞ্চলের তৈরি একটি চাদর ছিল যার পাড় বা কিনারা ছিল বেশ স্থূল। সেই বেদুইন তাঁকে সজোরে টান দিল, অর্থাৎ অত্যন্ত কঠোরভাবে আকর্ষণ করল, এমনকি সেই তীব্র আকর্ষণে চাদরের কিনারার ঘর্ষণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র ঘাড়ে দাগ পড়ে গেল। তিনি ফিরে তাকিয়ে দেখলেন যে, এক বেদুইন তাঁর কাছে কিছু দান প্রার্থনা করছে। তখন নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুচকি হাসলেন এবং তাকে কিছু প্রদানের নির্দেশ দিলেন। এই সুউচ্চ চরিত্রের প্রতি লক্ষ করুন; নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে তিরস্কার করেননি, তাকে প্রহার করেননি, তার সামনে কর্কশ ব্যবহার করেননি এবং ত্রুটিও

করেননি; বরং তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হেসেছিলেন এবং এতদসত্ত্বেও তাকে দান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমাদের সাথে যদি কেউ এমন আচরণ করত, তবে আমরা তাকে ছাড় দিতাম না; বরং তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হতাম। আর রাসূলুল্লাহ...

(ص: 607) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ) (القلم: 4) ، فإنه التفت إليه وضحك إليه، وأعطاه العطاء. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون ذا سعة، وإذا اشتد الناس أن يسترخي هو. وسئل معاوية رضي الله عنه بم سئت الناس؟ ؛ وذلك لأن معاوية معروف بالسياسة والحكمة، فقال: أجعل بيني وبين الناس شعرة؛ إن جذبوها تبعتهم، وإن جذبتها تبعوني لكن لا تنقطع.

ومعنى كلامه أنه سهل الانقياد؛ لأن الشعرة إذا جعلتها بينك وبين صاحبك إذا جذبها أدنى جذب انقطعت، لكن من حسن سياسته رضي الله عنه أنه كان يسوس الناس بهذه السياسية؛ إذا رآهم مقبلين استقبلهم، وإذا رآهم مدبرين تبعهم حتى يتمكن منهم.

فهكذا ينبغي للإنسان أن يكون دائماً في سياسته رفيقاً حليماً، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الآداب والأخلاق. 646/4- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كَأَنِّي أَنْظُرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ، ضَرْبُهُ قَوْمَهُ فَأَدْمُوهُ، وَهُوَ يَمْسُحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)) متفق عليه.

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), যাঁর সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত" (সূরা আল-কালাম: ৪); তিনি তাঁর দিকে ফিরলেন, তাঁর প্রতি মৃদু হাসলেন এবং তাঁকে দান করলেন।

এভাবেই মানুষের উচিত উদারচিত্ত হওয়া; আর যখন অন্যরা কঠোরতা অবলম্বন করে, তখন নিজের নমনীয় থাকা উচিত।

মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "আপনি কোন কৌশলে মানুষের ওপর শাসন পরিচালনা করেন?" আর এটি এ কারণে যে, মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তিনি উত্তরে বললেন, "আমি আমার এবং মানুষের মাঝে একটি চুলের সমান সম্পর্ক বজায় রাখি; তারা যদি সেটি টানে, তবে আমি টিল দেই, আর তারা যদি টিল দেয়, তবে আমি টানি; কিন্তু তা ছিঁড়তে দেই না।"

তাঁর এই কথার মর্মার্থ হলো তিনি নমনীয় ও অনুগামী ছিলেন; কেননা আপনি যদি নিজের ও অন্য একজনের মাঝে একটি চুল রাখেন, তবে সামান্য টানেই তা ছিঁড়ে যাবে। কিন্তু তাঁর উত্তম শাসনপদ্ধতির একটি দিক ছিল এই যে, তিনি এই নীতির মাধ্যমেই মানুষকে পরিচালনা করতেন; যখন তিনি দেখতেন তারা অগ্রসর হচ্ছে, তখন তিনি তাদের সানন্দে গ্রহণ করতেন, আর যখন দেখতেন তারা বিমুখ হচ্ছে, তখন তিনি তাদের অনুকূলে চলতেন যতক্ষণ না তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতো।

অতএব, মানুষের উচিত তার আচার-ব্যবহারে সর্বদা কোমল ও সহনশীল হওয়া, যেমনটি ছিলেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের উত্তম শিষ্টাচার ও সচ্চরিত্র দান করেন।

৪/৬৪৬- ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি যেন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দিকে তাকাচ্ছি যখন তিনি আশ্বিয়ায়ে কেরামের (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম) মধ্য হতে কোনো একজন নবীর অবস্থা বর্ণনা করছিলেন; যাঁর কণ্ঠস্বর তাঁকে প্রহার করে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল, আর তিনি তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছছিলেন এবং বলছিলেন: "হে আল্লাহ! আমার কণ্ঠস্বরকে ক্ষমা করে দিন, কারণ তারা জানে না।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

647/5- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)) متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

ومن الأحاديث التي نقلها النووي رحمه الله في رياض الصالحين، في باب العفو والإعراض عن الجاهلين هذا الحديث، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ؛ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ حَتَّى أَدْمَوْا وَجْهَهُ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)). وهذا من حلم الأنبياء وصبرهم على أذى قومهم، وكم نال الأنبياء من أذى قومهم؟! قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا) (الأنعام: 34) فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ضربه قومه حتى أدموا وجهه يقول: "اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون" وكأن هؤلاء القوم كانوا مسلمين، لكن حصل منهم مغاضبة مع نبيهم ففعلوا هذا معه، فدعا لهم بالمغفرة، إذ لو كانوا غير مسلمين لكان يدعوا لهم بالهداية، فيقول اللهم اهد قومي، لكن هذا الظاهر أنهم كانوا مسلمين.

والحق حقه؛ فله أن يسامح وأن يتنازل عنه، ولهذا كان القول الراجح

৫/৬৪ ৭- আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "কুস্তিতে অন্যকে আছাড় দেওয়া প্রকৃত বীরত্ব নয়, বরং প্রকৃত বীর সেই যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।" (বুখারি ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রহ.) রিয়াদুস সালাহীন-এর 'ক্ষমা ও মূর্খদের এড়িয়ে চলা' পরিচ্ছেদে যে সকল হাদিস উল্লেখ করেছেন, এটি তার অন্যতম। ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি যেন নবী (সা.)-এর দিকে তাকিয়ে আছি, তিনি জনৈক নবীর ঘটনা বর্ণনা করছিলেন যাকে তাঁর জাতি প্রহার করে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। তিনি তাঁর মুখ থেকে রক্ত মুছছিলেন এবং বলছিলেন: "হে আল্লাহ! আপনি আমার জাতিকে ক্ষমা করে দিন, কারণ তারা জানে না।" এটি নবীদের সহনশীলতা এবং তাদের জাতির পক্ষ থেকে আসা যন্ত্রণার ওপর ধৈর্যের প্রমাণ। নবীরা তাদের জাতির পক্ষ থেকে কতই না কষ্ট সহ্য করেছেন! আল্লাহ তাআলা বলেন: "আপনার পূর্বেও অনেক রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিল, কিন্তু তাদের ওপর করা মিথ্যারোপ ও কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে তারা ধৈর্য ধারণ করেছিলেন, যতক্ষণ না আমার সাহায্য তাদের কাছে পৌঁছেছে" (আল-আনআম: ৩৪)। সুতরাং এই নবী (সা.), যাকে তাঁর জাতি প্রহার করে রক্তাক্ত করেছিল, তিনি বলছিলেন: "হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দিন, কারণ তারা জানে না।" প্রতীয়মান হয় যে এই লোকগুলো মুসলিম ছিল, কিন্তু তাদের নবীর সাথে কোনো কারণে রাগান্বিত হয়ে তারা এই আচরণ করেছিল, তাই তিনি তাদের জন্য ক্ষমার দোয়া করেছেন। কারণ তারা যদি অমুসলিম হতো তবে তিনি তাদের হেদায়েতের জন্য দোয়া করতেন এবং বলতেন "হে আল্লাহ! আমার জাতিকে হেদায়েত দান করুন"। কিন্তু বাহ্যিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তারা মুসলিম ছিল বলেই মনে হয়।

আর অধিকারটি ছিল তাঁর নিজের; তাই তিনি চাইলে তা ক্ষমা করতে পারেন এবং তা থেকে বিরত থাকতে পারেন। আর এ কারণেই অগ্রগণ্য মত হলো...

فيمَن سَبَّ النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب أن توبته تقبل، ولكنه يقتل، وأما من سب الله ثم تاب فإن توبته تقبل ولا يقتل، وليس هذا يعني أن سب الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من سب الله، بل سب الله أعظم، لكن الله قد أخبرنا أنه يعفو عن حقه لمن تاب منه، فهذا الرجل تاب فعلماً أن الله تعالى قد عفا عنه. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو قد مات، فإذا سبَّه أحد فقد امتهن حقه، فإذا تاب فإن الله يتوب عليه ويغفر له كفره الذي كفره بسبب سبِّه، ولكن حق الرسول باقٍ فيقتل.

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس الشديد بالصرعة)) يعني ليس القوي الصرعة الذي يصرع الناس إذا صارعهم، والمصارعة معروفة وهي من الرياضة النبوية المباحة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صارع ركانة بن يزيد، وكان هذا الرجل لا يصرعه أحد، فصارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم.

فهذا الصرعة هو الذي إذا صارع الناس صرعهم، وليس هذا هو الشديد حقيقة، لكن الشديد الذي يصرع غضبه، إذا غضب غلب غضبه، ولهذا قال: ((وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)) هذا هو الشديد. وذلك لأن الغضب جمة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيفور دمه، فإن كان قوياً ملك نفسه، وإن كان ضعيفاً غلبه الغضب، وحيئنذٍ ربها يتكلم بكلام يندم عليه، أو يفعل فعلاً يندم عليه.

ولهذا قال رجلٌ للرسول صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: ((لا تغضب)) قال: أوصني، قال: ((لا تغضب)) ، ردد مراراً

যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয় এবং পরবর্তীতে তাওবা করে, তার তাওবা কবুল হবে, তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহকে গালি

দেয় এবং পরে তাওবা করে, তার তাওবা কবুল হবে এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না। এর অর্থ এই নয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেওয়া আল্লাহর শানে বেয়াদবি করার চেয়ে বড় অপরাধ; বরং আল্লাহর শানে বেয়াদবি করাই বৃহত্তর অপরাধ। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদের জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর হকের ক্ষেত্রে তাওবাকারীকে ক্ষমা করে দেন। সুতরাং এই ব্যক্তি যখন তাওবা করল, তখন আমরা জানতে পারলাম যে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো ইন্তেকাল করেছেন। তাই কেউ যদি তাঁকে গালি দেয়, তবে সে তাঁর হকের অবমাননা করল। এমতাবস্থায় সে তাওবা করলে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন এবং গালি দেওয়ার কারণে সে যে কুফরিতে লিপ্ত হয়েছিল তা ক্ষমা করে দেবেন, কিন্তু রাসূলের হকটি অবশিষ্ট থেকে যায়, বিধায় তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

এরপর তিনি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((কুস্তিতে অন্যকে আছাড় দেওয়াই প্রকৃত বীরত্ব নয়)) অর্থাৎ সে-ই প্রকৃত শক্তিশালী নয় যে কুস্তিতে মানুষকে ধরাশায়ী করে। কুস্তি একটি সুপরিচিত বিষয় এবং এটি রাসূলুল্লাহর সুন্নাহ সমর্থিত বৈধ ক্রীড়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকানা বিন ইয়াজিদে সাথে কুস্তি লড়েছিলেন। এই লোকটিকে কেউ কোনোদিন ধরাশায়ী করতে পারেনি, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে কুস্তি লড়লেন এবং তাকে পরাজিত করলেন।

সুতরাং এই কুস্তিগীর হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে মানুষের সাথে কুস্তি লড়লে তাদের আছাড় দেয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে শক্তিশালী নয়। বরং প্রকৃত শক্তিশালী সে-ই, যে নিজের রাগকে সংবরণ করে। যখন সে রাগান্বিত হয়, তখন সে তার রাগকে পরাস্ত করে। এ কারণেই তিনি বলেছেন: ((বরং প্রকৃত বীর তো সে-ই, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে)) এটিই হলো প্রকৃত বীরত্ব।

কারণ রাগ হলো শয়তানের নিক্ষেপ করা একটি জ্বলন্ত অঙ্গার যা আদম সন্তানের হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তার রক্তকে উত্তপ্ত করে তোলে। সে যদি শক্তিশালী হয় তবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে, আর যদি দুর্বল হয় তবে রাগ তাকে পরাস্ত করে ফেলে। এমতাবস্থায় সে হয়তো এমন কোনো কথা বলে ফেলে যার জন্য তাকে লজ্জিত হতে হয়, অথবা এমন কোনো কাজ করে বসে যার জন্য তাকে অনুতপ্ত হতে হয়।

এ কারণেই এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন: আমাকে কিছু অসিয়ত করুন। তিনি বললেন: ((রাগ করো না))। সে পুনরায় বলল: আমাকে অসিয়ত করুন। তিনি আবারও বললেন: ((রাগ করো না)), তিনি কথাটি কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করলেন।

(ص: 610) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وهو يقول: ((لا تغضب)) ؛ لأن الغضب ينتج عنه أحياناً مفسد عظيمة؛ ربما سب الإنسان نفسه، أو سب دينه، أو سب ربه، أو طلق زوجته، أو كسر إناءه، أو أحرق ثيابه، وكثيراً من الوقائع تصدر من بعض الناس إذا غضبوا، كأنها صدرت من المجنون.

ولهذا كان القول الراجح أن الإنسان إذا غضب حتى لا يملك نفسه، ثم طلق زوجته، فإنها لا تطلق؛ لأن هذا حصل عن غلبته ليس عن اختيار، والطلاق عن الغلبة لا يقع كطلاق البكرة، الله الموفق.

আর তিনি বলছেন: "তুমি রাগ করো না"; কারণ ক্রোধ থেকে কখনও কখনও ভয়াবহ অনিষ্ট সাধিত হয়। মানুষ হয়তো নিজেকে গালি দেয়, অথবা নিজের দ্বীনকে গালি দেয়, অথবা তার প্রতিপালককে গালি দেয়, অথবা তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, অথবা নিজের আসবাবপত্র ভেঙে ফেলে, কিংবা নিজের পোশাক পুড়িয়ে ফেলে। মানুষের পক্ষ থেকে ক্রোধের অবস্থায় এমন অনেক ঘটনা ঘটে থাকে, যা দেখলে মনে হয় যেন কোনো উন্মাদ ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রকাশ পেয়েছে।

একারণেই অধিকতর বিশুদ্ধ অভিমত হলো, মানুষ যখন এমন চরম পর্যায়ে রাগান্বিত হয় যে নিজের ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না, এমতাবস্থায় সে তার স্ত্রীকে তালাক দিলে তা কার্যকর হবে না। কারণ এটি তার ওপর ক্রোধের প্রবলতার কারণে ঘটেছে, স্বেচ্ছায় নয়। আর

আত্মনিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় প্রদত্ত তালুক বাধ্য করা ব্যক্তির তালুকের মতোই কার্যকর হয় না।
আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 611) شرح رِياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

76- باب احتمال الأذى

قال الله تعالى: (وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (آل عمران: 134) .

وقال تعالى: (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) (الشورى: 43) .

وفي الباب: الأحاديث السابقة في الباب قبله.

648/1- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إليّ، وأحلم عنهم ويجهلون عليّ! فقال: " ((لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهيرٌ عليهم ما دُمتَ على ذلك)) رواه مسلم. وقد سبق شرحه في ((باب صلة الأرحام)).

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصبر على الأذى الأذى: هو ما يتأذى به الإنسان من قول أو عمل أو غير ذلك، والأذى إما أن يكون في أمر ديني أو أمر دنيوي، فإذا كان في أمر ديني بمعنى أن الرجل يؤذى من أجل دينه، كان في هذا الصبر على الأذى أسوة بالرسول الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ لأن الله يقول: (لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ

৭৬- কষ্ট সহ্য করার অধ্যায়

মহান আল্লাহ বলেন: (যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।) (আলে ইমরান: ১৩৪)।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: (আর অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা দৃঢ় সংকল্পের কাজ।) (আশ-শুরা: ৪৩)।

এই অধ্যায়ে: এর পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসসমূহ অন্তর্ভুক্ত।

১/৬৪৮- আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমার কিছু আত্মীয় আছে, আমি তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখি কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে; আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি আর তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে; আমি তাদের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করি আর তারা আমার সাথে মূর্খতাসুলভ আচরণ করে! তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: “তুমি যা বললে যদি বিষয়টি তেমনই হয়, তবে তুমি যেন তাদের মুখে তপ্ত ছাই খাইয়ে দিচ্ছ। আর যতক্ষণ তুমি এই অবস্থায় অটল থাকবে, ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার সাথে একজন সাহায্যকারী নিয়োজিত থাকবে।” ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন। এর ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে ‘আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা’ অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহু) বলেন: কষ্ট বা উৎপীড়নের ওপর ধৈর্য ধারণের অধ্যায়। আযা (কষ্ট): হলো এমন বিষয় যার দ্বারা মানুষ কথা, কাজ বা অন্য কোনো মাধ্যমে কষ্ট পায়। এই কষ্ট দুইনি বিষয়ে হতে পারে অথবা দুনিয়াবী বিষয়ে। যদি বিষয়টি দুইনি হয়, অর্থাৎ দুইনের কারণে কোনো ব্যক্তি নির্যাতিত বা কষ্টপ্রাপ্ত হয়, তবে এক্ষেত্রে কষ্টের ওপর ধৈর্য ধারণ করার ব্যাপারে সম্মানিত রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম) আদর্শ বিদ্যমান; কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন: (নিশ্চয়ই তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিল)

فَصَبِّرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا) (الأنعام: 34) ، أُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نصر الله عز وجل.

والإنسان إذا كان معه دين، وكان معه أمرٌ بالمعروف ونهيٌ عن المنكر فلا بد أن يؤذى، ولكن عليه بالصبر، وإذا صبر؛ فالعاقبة للمتقين، وقد يُبتلى البرء على قدر دينه، فيسلط الله عليه من يؤذيه امتحاناً واختباراً، كما قال الله تعالى: (مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ) (العنكبوت: 10) ، يعني إذا أُوذِيَ فِي اللَّهِ من جهة دينه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ودعوته للخير، جعل هذه الفتنة كالعذاب، فنكص على عقبيه والعياذ بالله. وهذا كقوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ) (الحج: 11) .

يعني أن بعض الناس يعبد الله على طرف، وليس عنده عبادة متبكنة، فَإِنْ أَصَابَهُ خير ولم يأتَه فتنة ولا أذية استمر، مشى وأطمأن، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فتنة من شبهه أو أذية أو ما أشبه ذلك؛ انقلب ذلك؛ انقلب على وجهه- والعياذ بالله- خسر الدنيا والآخرة. فالواجب الصبر على الأذى في ذات الله عز وجل. وأما الأذى فيما يتعلق بأمور الدنيا ومعاملة الناس؛ فأنت بالخيار إن شئت فاصبر، وإن شئت فخذ بحقك، والصبر أفضل، إلا إذا كان في الصبر عدوان واستمرار في العدوان، فالأخذ بحقك أولى.

(অতঃপর তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল তাদের ওপর আরোপিত মিথ্যারোপ ও কষ্টের ওপর, যে পর্যন্ত না তাদের নিকট আমার সাহায্য এসেছিল) (আল-আনআম: ৩৪); তারা নিগৃহীত হয়েছে যে পর্যন্ত না তাদের নিকট মহান আল্লাহর সাহায্য আগমন করেছে।

মানুষের যখন দ্বীনদারি থাকে এবং সে যখন সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের দায়িত্ব পালন করে, তখন অবশ্যই সে নিগৃহীত হবে। কিন্তু তার কর্তব্য হলো ধৈর্য ধারণ করা। আর যদি সে ধৈর্য ধরে, তবে শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্যই। অনেক সময় ব্যক্তিকে তার দ্বীনের গভীরতা অনুসারে পরীক্ষা করা হয়; আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা ও যাচাই করার জন্য তার ওপর এমন কাউকে চাপিয়ে দেন যে তাকে কষ্ট দেয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

(মানুষের মধ্যে কেউ কেউ বলে, ‘আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি’, কিন্তু আল্লাহর পথে যখন সে নির্যাতিত হয়, তখন সে মানুষের দেওয়া পরীক্ষাকে আল্লাহর আযাবের মতো মনে করে) (আল-আনকাবুত: ১০)। অর্থাৎ, যখন সে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে তার দ্বীন পালন, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ এবং কল্যাণের দিকে আহ্বানের কারণে নিগৃহীত হয়, তখন সে এই পরীক্ষাকে শাস্তির মতো গণ্য করে; ফলে সে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই।

আর এটি আল্লাহ তাআলার এই বাণীর মতো: (মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর ইবাদত করে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে; যদি সে কল্যাণের দেখা পায় তবে তাতে প্রশান্ত হয়, আর যদি কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তবে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই হারাল; এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি) (আল-হজ্জ: ১১)।

অর্থাৎ কিছু মানুষ আছে যারা এক প্রান্তে অবস্থান করে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সাথে আল্লাহর ইবাদত করে, তাদের ইবাদত সুদৃঢ় নয়। যদি সে কল্যাণের নাগাল পায় এবং কোনো পরীক্ষা বা কষ্টের সম্মুখীন না হয়, তবে সে ইবাদতে অটল থাকে এবং প্রশান্ত বোধ করে। কিন্তু যদি কোনো সংশয় বা কষ্ট অথবা এ জাতীয় কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তবে সে বিমুখ হয়ে যায় এবং সত্য বিচ্যুত হয়—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই—সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই হারায়।

সুতরাং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে প্রাপ্ত কষ্টের ওপর ধৈর্য ধারণ করা আবশ্যিক।

পক্ষান্তরে পার্থিব বিষয় ও মানুষের সাথে লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে কষ্টের ক্ষেত্রে আপনার স্বাধীনতা রয়েছে; আপনি চাইলে ধৈর্য ধারণ করতে পারেন, আবার চাইলে নিজের অধিকার আদায় করে নিতে পারেন। তবে ধৈর্য ধারণ করাই উত্তম। কিন্তু যদি ধৈর্য ধারণ করার ফলে সীমালঙ্ঘন ও জুলুম অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা থাকে, তবে নিজের অধিকার আদায় করে নেওয়াই অধিকতর শ্রেয়।

ولنفرض أن لك جاراً يؤذيك؛ بأصوات مزعجة، أو دق الجدار، أو إيقاف السيارة أمام بيتك، أو ما أشبه ذلك، فالحق إذاً لك، وهو لو يؤذك في ذات الله، فإن شئت فاصبر وتحمل وانتظر الفرج، والله سبحانه وتعالى يجعل لك نصيراً عليه، وإن شئت فخذ بحقك؛ لقول الله تعالى: (وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ) (الشورى: 41)، ولكن الصبر أفضل ما لم يحصل بذلك زيادة عدوان من المعتدي، فحينئذٍ الأفضل أن يأخذ بحقه ليردعه عن ظلمه.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيتين سبق الكلام عليهما؛ قوله تعالى: (وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (آل عمران: 134)، وقوله (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) (الشورى: 43).

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رجلٍ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إليّ، وأحلم عليهم ويجهلون عليّ، يعني: فماذا أصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال لك من الله تعالى ظهيرٌ عليهم ما دمت على ذلك)) يعني ناصر، فينصرك الله عليهم ولو في المستقبل.

لأن هؤلاء القرابة والعياذ بالله يصلهم قريبهم لكن يقطعونه، ويحسن إليهم فيسيئون إليه، ويحلم عليهم ويعفو ويصفح ولكن يجهلون عليه ويزدادون، فهؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((فكأنما تسفهم المل))، المل: الرماد الحار، وتسفهم: يعني تلقبهم إياه في أفواههم، وهو كناية عن أن هذا الرجل منتصر عليهم.

মনে করুন আপনার একজন প্রতিবেশী আছে যে আপনাকে কষ্ট দেয়; বিরক্তিকর শব্দ করে, দেওয়ালে আঘাত করে, আপনার বাড়ির সামনে গাড়ি পার্ক করে রাখে অথবা এই জাতীয় অন্য

কিছু। এমতাবস্থায় অধিকারটি আপনারই। সে আপনাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কষ্ট দিচ্ছে না। এমতাবস্থায় আপনি চাইলে ধৈর্য ধারণ করতে পারেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে মুক্তির অপেক্ষা করতে পারেন, তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনার জন্য তার বিরুদ্ধে একজন সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দেবেন। আর আপনি চাইলে আপনার অধিকার আদায় করে নিতে পারেন; মহান আল্লাহর এই বাণীর কারণে: "আর যারা অন্যায়ের শিকার হওয়ার পর প্রতিশোধ নেয়, তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই" (সূরা আশ-শূরা: ৪১)। তবে ধৈর্য ধারণ করাই সর্বোত্তম, যতক্ষণ না এর ফলে আক্রমণকারীর সীমা লঙ্ঘন আরও বৃদ্ধি পায়। যদি ধৈর্য ধরলে তার অন্যায় আরও বেড়ে যায়, তবে সে ক্ষেত্রে নিজের অধিকার আদায় করে নেওয়াই শ্রেয় যাতে তাকে তার জুলুম থেকে বিরত রাখা যায়।

অতঃপর লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) দুটি আয়াত উল্লেখ করেছেন যা নিয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে; মহান আল্লাহর বাণী: "যারা রাগ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন" (সূরা আল-ইমরান: ১৩৪)। এবং মহান আল্লাহর বাণী: "অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয়ই তা দৃঢ় সংকল্পের কাজ" (সূরা আশ-শূরা: ৪৩)।

এরপর তিনি আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, যাতে জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলেছিলেন: "আমার কিছু আত্মীয় আছে যাদের সাথে আমি সুসম্পর্ক বজায় রাখি কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আমি তাদের সাথে সদাচরণ করি অথচ তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে, আমি তাদের সাথে সহিষ্ণুতা দেখাই কিন্তু তারা আমার সাথে অজ্ঞতাসুলভ আচরণ করে।" অর্থাৎ: এমতাবস্থায় আমি কী করব? তখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "তুমি যদি তেমনই হও যেমনটি বললে, তবে তুমি যেন তাদের উত্তপ্ত ছাই খাওয়াচ্ছ। আর যতক্ষণ তুমি এই অবস্থায় অটল থাকবে, ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার সাথে একজন সাহায্যকারী থাকবে।" অর্থাৎ সাহায্যকারী, সুতরাং আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে সাহায্য করবেন, যদিও তা ভবিষ্যতে হয়।

কেননা এই সকল আত্মীয়-স্বজন—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—তাদের আত্মীয় তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখলেও তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে, সে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করলেও তারা তার সাথে মন্দ আচরণ করে, সে তাদের সাথে সহিষ্ণুতা দেখায় এবং ক্ষমা ও উপেক্ষা করে চললেও তারা তার প্রতি অবিবেচকের মতো আচরণ করে এবং তা বাড়িয়েই

চলে। এই লোকদের সম্পর্কেই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তুমি যেন তাদের উত্তপ্ত ছাই খাওয়াচ্ছ।" 'আল-মাল্লু' অর্থ হলো উত্তপ্ত ছাই। আর 'তুসিফফুহুম' অর্থ হলো তাদের মুখে তা পুরে দেওয়া। এটি একটি রূপক অর্থ যা দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, এই ব্যক্তি তাদের ওপর সাহায্যপ্রাপ্ত ও বিজয়ী।

(ص: 614) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وليس الواصل لرحمه من يكافئ من وصله، ولكن الواصل حقيقة هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل حقاً، فعلى الإنسان أن يصبر ويحتسب على أذية أقاربه وجيرانه وأصحابه وغيرهم، فلا يزال له من الله ظهيرٌ عليهم، وهو الرابع، وهم الخاسرون، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة.

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী সেই ব্যক্তি নয়, যে কেবল প্রতিদানস্বরূপ সুসম্পর্ক বজায় রাখে; বরং প্রকৃত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী তো সেই, যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হলেও সে তা পুনরায় জুড়ে দেয়। সেই মূলত প্রকৃত আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী। সুতরাং মানুষের উচিত তার নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব এবং অন্যদের পক্ষ থেকে আসা কষ্ট ও উৎপীড়নের ওপর ধৈর্য ধারণ করা এবং আল্লাহর নিকট প্রতিদানের আশা রাখা। এর ফলে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বদা একজন সাহায্যকারী তার সাথে থাকবেন। আর সে-ই মূলত সফলকাম এবং তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও সংশোধনের কাজে তাওফীক দান করুন।

(ص: 615) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

77- باب الغضب إذا انتهكت حرّمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى

قال الله تعالى: (وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ) (الحج: 30) وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ) (محمد: 7) وفي الباب أحاديث منها.

649/1- وعن أبي مسعود عُبَيْدَةَ بْنِ عَمْرٍو البدرى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخّر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا! فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ؛ فقال: ((يا أيها الناس: إن منك منفريين، فأياكم أم الناس فليتجاوز؛ فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة)) متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، باب الغضب إذا انتهكت حرّمات الشرع، والانتصار لدين الله. والغضب له عدة أسباب؛ منها أن ينتصر الإنسان لنفسه؛ يفعل أحدٌ معه ما يغضبه فيغضب لينتصر لنفسه، وهذا الغضب منهى عنه؛ لأن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أوصني، قال: ((لا تغضب)) فردد مراراً يقول:

৭৭- পরিচ্ছেদ: শরীয়তের অলঙ্ঘনীয় বিধানসমূহ লঙ্ঘিত হলে ক্রোধান্বিত হওয়া এবং আল্লাহর দ্বীনের জন্য সাহায্য করা

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অলঙ্ঘনীয় বিধানসমূহকে সম্মান করবে, তার জন্য তার রবের নিকট এটিই কল্যাণকর।" (আল-হজ্জ: ৩০) এবং মহান আল্লাহ বলেন: "হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে (তাঁর দ্বীনকে) সাহায্য করো, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা সুদৃঢ় করবেন।" (মুহাম্মাদ: ৭)

এই পরিচ্ছেদে অনেক হাদীস রয়েছে, যার মধ্যে কিছু নিম্নরূপ:

১/৬৪৯- আবু মাসউদ উকবা বিন আমর আল-বাদরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে বলল: 'আমি অমুক ব্যক্তির কারণে ফজরের নামাযে আসতে বিলম্ব করি, কারণ সে আমাদের নিয়ে নামায অনেক দীর্ঘ করে ফেলে!' রাবী বলেন: আমি নসীহত করার সময় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সেদিনের মতো এত কঠিন রাগান্বিত হতে আর কখনো দেখিনি। তখন তিনি বললেন: "হে লোকসকল! তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা (মানুষকে ইবাদত থেকে) দূরে সরিয়ে দেয়। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মানুষের ইমামতি করবে, সে যেন সংক্ষেপ করে; কারণ তার পেছনে বৃদ্ধ, শিশু এবং অভাবী ও ব্যস্ত মানুষ থাকে।" (বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক একমতভাবে বর্ণিত)।

[ব্যাখ্যা]

হাফেজ ইমাম আন-নববী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে বলেছেন: পরিচ্ছেদ— শরীয়তের অলঙ্ঘনীয় বিধানসমূহ লঙ্ঘিত হলে ক্রোধান্বিত হওয়া এবং আল্লাহর দ্বীনের জন্য সাহায্য করা।

রাগের অনেকগুলো কারণ রয়েছে; তার মধ্যে একটি হলো মানুষের নিজের জন্য প্রতিশোধ নেওয়া। অর্থাৎ কেউ তার সাথে এমন কিছু করল যা তাকে রাগান্বিত করে, আর সে নিজের স্বার্থে রাগান্বিত হলো; এই ধরনের রাগকে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে আরজ করল: "আমাকে উপদেশ দিন।" তিনি বললেন: "রাগ করো না।" সে ব্যক্তি বার বার একই কথা বলতে লাগল:

(ص: 616) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

أوصني، وهو يقول: ((لا تغضب)).

والثاني من أسباب الغضب: الغضب لله عز وجل، بأن يرى الإنسان شخصاً ينتهك حرّمات الله فيغضب غيره لدين الله، وحمية لدين الله، فإن هذا محمود ويُثاب الإنسان عليه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا من سنته، ولأنه داخل في قوله تعالى: (وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ) (الحج: 30)، (ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) (الحج: 32)، فتعظيم شعائر الله وتعظيم حرّمات الله أن يجدها الإنسان عظيمة، وأن يجد امتهانها عظيماً فيغضب ويثأر لذلك، حتى يفعل ما أمر به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك.

ثم ذكر المؤلف آية ثانية، وهي قوله تعالى: (إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ) (محمد: 7)، والمراد بنصر الله نصر دينه، فإن الله سبحانه وتعالى بنفسه لا يحتاج إلى نصر، هو غني عن سواه، لكن النصر هنا نصر دين الله، بحماية الدين، والذب عنه، والغیظ عند انتهاكه، وغير ذلك من أسباب نصر الشريعة.

ومن هذا الجهاد في سبيل الله القتال؛ لتكون كلمة الله هي العليا، هذا من نصر الله، وقد وعد الله سبحانه وتعالى من ينصره بهذين الأمرين: (يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ) ينصركم على من عاداكم، ويثبت أقدامكم على دينه حتى لا تزالوا، فتأمل الآن إذا نصرنا الله مرة؛ أثابنا مرتين؛ (يَنْصُرْكُمْ)

"আমাকে উপদেশ দিন," এবং তিনি বললেন: "তুমি রাগ করো না।"

ক্রোধের দ্বিতীয় কারণ হলো: মহান আল্লাহর জন্য ক্রোধ প্রকাশ করা। তা হলো, যখন কোনো ব্যক্তি কাউকে মহান আল্লাহর পবিত্র বিধানসমূহ লঙ্ঘন করতে দেখে, তখন সে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি আত্মমর্যাদাবোধ ও প্রতিরক্ষামূলক অনুভূতির কারণে রাগান্বিত হয়। এটি প্রশংসনীয় এবং এর জন্য মানুষ সওয়াব লাভ করে। কারণ এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্যাহর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এটি মহান আল্লাহর এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত: (আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পবিত্র বিধানসমূহকে সম্মান করে, তবে তার পালনকর্তার নিকট এটি তার জন্য কল্যাণকর)

(হাজ্জ: ৩০); (এটাই আল্লাহর বিধান, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে, নিঃসন্দেহে তা অন্তরের তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত) (হাজ্জ: ৩২)। আল্লাহর নিদর্শনসমূহ এবং তাঁর পবিত্র বিধানাবলিকে সম্মান করার অর্থ হলো—মানুষ সেগুলোকে মহান ও মর্যাদাপূর্ণ জ্ঞান করবে এবং সেগুলোর অবমাননাকে গুরুতর মনে করবে। ফলে সে রাগান্বিত হবে এবং তার প্রতিকার চাইবে, যতক্ষণ না সে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধসহ অন্যান্য নির্দেশিত বিষয়াদি পালন করে।

এরপর লেখক দ্বিতীয় একটি আয়াত উল্লেখ করেছেন, যা হলো মহান আল্লাহর বাণী: (যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদক্ষেপসমূহকে দৃঢ় করবেন) (মুহাম্মাদ: ৭)। এখানে আল্লাহর সাহায্যের উদ্দেশ্য হলো তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করা। কেননা মহান আল্লাহ স্বয়ং কারো সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন, তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অমুখাপেক্ষী। তবে এখানে সাহায্যের অর্থ হলো দ্বীনের সুরক্ষা নিশ্চিত করা, দ্বীনের পক্ষ থেকে অনিষ্ট প্রতিরোধ করা এবং দ্বীন লজ্জিত হলে ক্ষুদ্র হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করা এবং শরীয়তকে সাহায্য করার অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা।

আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে আল্লাহর পথে লড়াই করা বা জিহাদ করাও এর অন্তর্ভুক্ত; এটিও আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করার অংশ। আর মহান আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে সাহায্যকারীর জন্য দুটি বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন: (তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদক্ষেপসমূহকে দৃঢ় করবেন)। অর্থাৎ তিনি তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তাঁর দ্বীনের ওপর তোমাদের কদমকে সুদৃঢ় রাখবেন যেন তোমাদের পদস্থলন না ঘটে। এখন লক্ষ্য করুন, যদি আমরা আল্লাহকে একবার সাহায্য করি (তাঁর দ্বীন পালনের মাধ্যমে), তবে তিনি আমাদের দ্বিগুণ প্রতিদান দান করেন: (তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন...)...

وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ) . ثم قال بعدها: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ) (محمد: 8) ، يعني أن الكافرين أمام المؤمنين الذين ينصرون الله لهم التعس، وهو الخسران والذل والهوان، وأضل أعمالهم يعني يكون تدبيرهم تدميراً عليهم، وتكون أعمالهم ضالة لا تنفعه ولا ينتفعون بها.

ثم ذكر حديث عقبة بن عمرو البدرى رضي الله عنه، أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح- الفجر- من أجل فلان مما يطيل بنا، وكان هذا الإمام يطيل بهم إطالة أكثر من السنة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فما رأيته غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذٍ.

وقال " ((يا أيها الناس إن منكم منفرين فأياكم أمَّ الناس فليتجزوا)) منفرين: يعني ينفرون الناس عن دين الله، وهذا الرجل لم يقل للناس لا تصلوا صلاة الفجر، لكنه نفرهم بفعله؛ بالتطويل الذي هو خارجٌ عن السنة، فنفر الناس، وفي هذا إشارة إلى أن كلَّ شيء ينفر الناس عن دينهم- ولو لم يتكلم الإنسان بالتنفير؛ فإنه يدخل في التنفير عن دين الله.

ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يداري في الأمور الشرعية، فيترك ما هو حسن لدرء ما هو أشد منه فتنة وضرراً، فإنه صلى الله عليه وسلم هم أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم، ولكن خاف من الفتنة فترك ذلك، وكان يصوم في السفر فإذا رأى أصحابه صائمين- وقد شق عليهم الصوم- أفر ليسهل عليهم. فكون الإنسان يحرص على أن يقبل الناس دين الله بطمأنينة ورضى وإقبال بدون محذور شرعي؛ فإن هذا هو الذي كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم.

"...এবং তোমাদের পদযুগল সুদৃঢ় করবেন।" এরপর তিনি বলেন: "আর যারা কুফরি করে, তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্মসমূহকে ব্যর্থ করে দেন" (মুহাম্মাদ: ৮)। অর্থাৎ, যারা আল্লাহর সাহায্যকারী মুমিনদের বিপক্ষে অবস্থানকারী কাফের, তাদের জন্য লাঞ্ছনা অবধারিত। আর 'তা'স' অর্থ হলো ক্ষতি, লাঞ্ছনা ও অপমান। 'তাদের কর্মসমূহকে ব্যর্থ

করে দেন' কথাটির অর্থ হলো—তাদের যাবতীয় পরিকল্পনা তাদের নিজেদের জন্যই ধ্বংসের কারণ হবে এবং তাদের আমলসমূহ হবে লক্ষ্যভ্রষ্ট, যা তাদের কোনো উপকারে আসবে না এবং তারা তা থেকে কোনো সুফল পাবে না।

এরপর তিনি উকবা ইবনে আমর আল-বদরি (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেন যে, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল: "আমি অমুক ব্যক্তির কারণে ফজরের সালাত থেকে দূরে থাকি, কারণ সে আমাদের নিয়ে অনেক দীর্ঘ সালাত আদায় করে।" এই ইমাম সুন্নাহর নির্ধারিত সীমার চেয়েও বেশি দীর্ঘ করতেন। এতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। বর্ণনাকারী বলেন: "আমি তাঁকে নসিহত করার সময় সেই দিনের চেয়ে বেশি রাগান্বিত হতে আর কখনো দেখিনি।"

তিনি বললেন: "হে লোকসকল! তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা (মানুষকে দীন থেকে) দূরে সরিয়ে দেয়। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মানুষের ইমামতি করবে, সে যেন সংক্ষেপ করে।" 'মুনাফফিরিন' বা দূরে সরিয়ে দেওয়া অর্থ হলো—যারা মানুষকে আল্লাহর দীন থেকে বিমুখ করে দেয়। এই ব্যক্তিটি মানুষকে বলেননি যে তোমরা ফজরের সালাত আদায় করো না, বরং তিনি নিজের কাজের মাধ্যমে—অর্থাৎ সুন্নাহ বহির্ভূত অতিরিক্ত দীর্ঘ কিরাতের মাধ্যমে মানুষকে বিতশ্রদ্ধ করেছেন। এতে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যে কোনো বিষয় যা মানুষকে তাদের দীন থেকে বিমুখ করে—মানুষটি মৌখিকভাবে বিতাড়ন না করলেও—তা আল্লাহর দীন থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে।

এই কারণেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শরয়ি বিষয়াবলীতে নমনীয়তা ও বিচক্ষণতা প্রদর্শন করতেন। তিনি অধিকতর ফিতনা ও ক্ষতি রোধ করার জন্য অনেক সময় উত্তম কাজও ত্যাগ করতেন। তিনি কাবা ঘরকে ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর ভিত্তির ওপর পুনর্নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ফিতনার ভয়ে তা পরিত্যাগ করেন। আবার তিনি সফরে রোজা রাখতেন, কিন্তু যখন দেখতেন তাঁর সাহাবীগণও রোজা রাখছেন এবং তা তাঁদের জন্য কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি রোজা ভেঙে ফেলতেন যাতে তাঁদের জন্য সহজ হয়। সুতরাং কোনো প্রকার শরয়ি বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন না করে মানুষ যাতে আল্লাহর দীনকে প্রশান্তি, সমৃদ্ধি ও আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে, সে বিষয়ে সচেতন হওয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শের অন্তর্ভুক্ত।

والشاهد من هذا الحديث غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل الذي فعله هذا الإمام، وفيه أيضاً إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب عند الموعظة لانتهاك حرمة الله، وقد قال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة؛ احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم.

ثم قال صلى الله عليه وسلم: ((فأيكم أم الناس فليتجوز)) يعني فليخفف الصلاة، على حسب ما جاءت به السنة.

((فأن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة)) أي في المأمومين ضعيف البينة، وضعيف القوة، وفيهم مريض، وفيهم ذو حاجة؛ قد وعد أحداً يذهب إليه، أو ينتظر أحداً، أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز للإمام أن يثقل بالناس أكثر مما جاءت به السنة.

وأما صلاته بالناس بحسب ما جاءت به السنة فليفعل، غضب من غضب، ورضي من رضي، والذي لا ترضيه السنة فلا أرضاه الله، السنة تتبع ولكن ما زاد عليها فلا.

والأئمة في هذه الحال، أو في هذه المسألة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:

قسم مُفَرِّط، يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن، وهذا مخطئ، وآثم ولم يؤد الأمانة التي عليه.

وقسم مُفَرِّطٍ إي زائد، يثقل بالناس وكأنه يصلي لنفسه، فتجده يثقل

এই হাদিস থেকে প্রাপ্ত মূল শিক্ষা হলো এই ইমামের কৃতকর্মের কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাগান্বিত হওয়া। এতে এ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহর পবিত্রতা বা বিধানসমূহ লঙ্ঘিত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নসিহত করার সময় রাগান্বিত হতেন। জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন

জুমার দিনে খুতবা দিতেন, তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় লাল হয়ে যেত, কণ্ঠস্বর উচ্চ হতো এবং তাঁর ক্রোধ তীব্রতর হতো, যেন তিনি কোনো বাহিনীকে আসন্ন শত্রু সম্পর্কে সতর্ক করছেন যে, তারা সকালেই বা সন্ধ্যায় তোমাদের ওপর আক্রমণ করবে।

অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মানুষের ইমামতি করবে, সে যেন সংক্ষেপ করে।” অর্থাৎ সুন্নাহ অনুযায়ী যেন সালাত হালকা বা সংক্ষিপ্ত করে।

“কেননা তাদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ ও প্রয়োজনগ্রস্ত ব্যক্তি রয়েছে।” অর্থাৎ মুক্তাদিদের মধ্যে শারীরিক গঠনের দিক থেকে দুর্বল বা শক্তিহীন ব্যক্তি, অসুস্থ ব্যক্তি এবং এমন ব্যক্তি থাকতে পারে যার কোনো জরুরি কাজ রয়েছে; হতে পারে সে কাউকে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বা কারো জন্য অপেক্ষা করছে অথবা এই জাতীয় কিছু। সুতরাং ইমামের জন্য সুন্নাহর অতিরিক্ত দীর্ঘ করে মুসল্লিদের ওপর বোঝা হওয়া জায়েজ নয়।

তবে সুন্নাহ অনুযায়ী মানুষের ইমামতি করার ক্ষেত্রে তিনি তা-ই করবেন, এতে কেউ রাগান্বিত হোক বা সন্তুষ্ট হোক। যাকে সুন্নাহ সন্তুষ্ট করতে পারে না, আল্লাহ তাকে সন্তুষ্ট না করুন।

সুন্নাহরই অনুসরণ করা হবে, তবে এর অতিরিক্ত কিছুর নয়।

আর ইমামগণ এই অবস্থায় বা এই মাসআলার ক্ষেত্রে তিন ভাগে বিভক্ত:

এক দল হলো অবহেলাকারী, যারা এমন দ্রুততা অবলম্বন করে যা মুক্তাদিদের সুন্নাহসমূহ পালনে বাধা সৃষ্টি করে। এই প্রকারের ইমাম ভুলকারী এবং পাপিষ্ঠ, কারণ সে তার অর্পিত আমানত যথাযথভাবে আদায় করেনি।

আর অন্য দল হলো সীমা লঙ্ঘনকারী বা বাড়াবাড়িকারী, যারা মানুষের ওপর সালাতকে দীর্ঘ ও কষ্টকর করে তোলে, যেন সে কেবল নিজের জন্যই নামাজ পড়ছে। ফলে আপনি তাকে সালাত দীর্ঘ করতে দেখবেন...

بألقراءة، والركوع، والسجود، والقيام بعد الركوع، والجلوس بين السجدين، وهذا أيضاً مخطئ ظالمٌ لنفسه.

والثالث: يصلي بهم كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خير الأقسام، وهو الذي قام بالأمانة على الوجه الأكمل، والله الموفق.

650/2- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفرٍ وقد سترتُ سهوةً لي بقرامٍ فيه تماثيلٌ، فلما رآهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: ((يا عائشة: أشدُّ الناس عذاباً ((السهوةُ)) : كالصفة تكون بين يدي البيت. و ((القِرام)) بكسر القاف: ستر رقيق، و ((هتكه)) أفسد الصورة التي فيه.

651/3- وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشاً أتهمهم شأنُ المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامةُ بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلبه أسامةُ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدودِ الله تعالى؟! " ثم قام فاختطب ثم قال: ((إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد! وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمدٍ سرقت لقطعتُ يدها)) متفقٌ عليه.

তীলাওয়াত, রুকু, সিজদা, রুকুর পরে দণ্ডায়মান হওয়া এবং দুই সিজদার মাঝখানে বসার ক্ষেত্রে (ত্রুটি করে); আর এই ব্যক্তিও ভুলকারী এবং নিজের প্রতি অবিচারকারী।

তৃতীয় প্রকার: তিনি তাদের নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করেন। এটিই সর্বোত্তম পদ্ধতি এবং তিনিই পূর্ণাঙ্গভাবে আমানত রক্ষা করেছেন। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

২/৬৫০- আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফর থেকে ফিরে আসলেন, এমতাবস্থায় আমি আমার একটি প্রকোষ্ঠ চিত্রযুক্ত একটি পাতলা পর্দা দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি দেখলেন, তখন তিনি তা ছিঁড়ে ফেললেন এবং তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন: "হে আয়েশা! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন শক্তির সম্মুখীন হবে তারা (যারা আল্লাহর সৃষ্টির সদৃশ কিছু তৈরি করে)।" 'সাহওয়া' হলো: কক্ষের সম্মুখস্থ বারান্দার মতো স্থান। 'কিরাম' (কাফ বর্ণে যের যোগে) হলো: পাতলা পর্দা। 'হাতাকাহ' হলো: তিনি এর ভেতরের ছবিটিকে বিনষ্ট করে দিলেন।

৩/৬৫১- তাঁর (আয়েশা রা.) হতেই বর্ণিত যে, কুরাইশদের সেই মাখযুমী মহিলার চুরির বিষয়টি অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় ফেলে দিল। তারা বলল: "এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কে কথা বলবে?" তারা বলল: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়পাত্র উসামা ইবনে যায়েদ ছাড়া আর কে এই দুঃসাহস দেখাতে পারে?" অতঃপর উসামা তাঁর সাথে কথা বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ডবিধিগুলোর (হদ) মধ্য হতে কোনো একটি বিষয়ে সুপারিশ করছ?" এরপর তিনি দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন এবং বললেন: "তোমাদের পূর্ববর্তীরা কেবল একারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি চুরি করত তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত, আর যখন কোনো সাধারণ দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত তখন তারা তার ওপর দণ্ডবিধি কার্যকর করত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।" (বুখারী ও মুসলিম)।

نقل المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الغضب إذا انتهك شرع الله- وسبق لنا الكلام على الآيات التي صدر بها المؤلف هذا الباب، وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله عنها؛ والأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فوجدها قد سترت سهوةً لها بقرامٍ فيه تماثيل، يعني فيه صورة، فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر ((أن أشد الناس عذاباً الذين يضاهون بخلق الله)) يعني المصورين، فهم أشد الناس عذاباً، لأنهم أرادوا أن يضاهوا الله سبحانه وتعالى في خلقه، وفي تصويره.

وكانوا فيما سبق يصورون باليد؛ لأنه ليس عندهم آلات وأجهزة تلتقط الصور بدون عمل يدوي، فكانوا يخططون بأيديهم، فيأتي الحاذق منهم ويصور صورة بيده على أنها كالذي صورته ويتقنها لتشابه صورة الله، يُقال: ما أشد مهارة هذا الرجل، وما أعرفه، كيف استطاع أن يقلد خلق الله عز وجل؟ فهم يريدون بذلك أن يشاركون الله سبحانه وتعالى في تصويره، وهو سبحانه وتعالى لا شريك له: (هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ) (آل عمران: 6) ، (وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ) (غافر: 64) .
فهتكه: يعني مزقه عليه الصلاة والسلام.

[ব্যখ্যা]

গ্রন্থকার আন-নববী (রহিমাল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালেহীন' গ্রন্থের 'আল্লাহর শরীয়ত লজ্জিত হলে ক্রোধ প্রকাশ' অধ্যায়ে যা বর্ণনা করেছেন—এই অধ্যায়ের শুরুতে গ্রন্থকার যে আয়াতগুলো উল্লেখ করেছেন সে সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। আর হাদিসসমূহের মধ্যে একটি হলো আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদিস; প্রথমটি হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক সফর থেকে ফিরে এসে দেখলেন যে, তিনি (আয়েশা) তাঁর ঘরের একটি তাক বা কুলুঙ্গিকে এমন একটি পাতলা পশমি পর্দা দিয়ে ঢেকে রেখেছেন যাতে তাসাভীল (মূর্তি বা প্রাণীর প্রতিকৃতি) রয়েছে, অর্থাৎ যাতে ছবি ছিল। তখন

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেটি ছিঁড়ে ফেললেন এবং অবগত করলেন যে, "নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তির সবচেয়ে কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির সাদৃশ্য তৈরি করে", অর্থাৎ চিত্রকর বা ছবি প্রস্তুতকারকরা। তারা সবচেয়ে কঠিন আযাবের শিকার হবে, কারণ তারা তাদের সৃষ্টি ও চিত্রায়নের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য করতে চেয়েছিল।

অতীতকালে তারা হাতের সাহায্যে ছবি তৈরি করত; কারণ তখন তাদের কাছে এমন কোনো যন্ত্র বা সরঞ্জাম ছিল না যা কায়িক শ্রম ছাড়া ছবি ধারণ করতে পারত। ফলে তারা নিজ হাতে নকশা করত। তাদের মধ্যে কোনো নিপুণ কারিগর আসত এবং নিজ হাতে এমনভাবে একটি ছবি তৈরি করত যা অনেকটা বাস্তবের মতো মনে হতো এবং সেটিকে আল্লাহর সৃষ্টির সদৃশ করার জন্য নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলত, যেন বলা হয়: এই লোকটির দক্ষতা কত প্রখর, আর সে কত নিপুণ; সে কীভাবে মহান আল্লাহর সৃষ্টির অনুকরণ করতে সক্ষম হলো!

এর মাধ্যমে তারা চিত্রায়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অংশীদার হতে চায়, অথচ তাঁর কোনো শরিক নেই: "তিনিই সেই সত্তা যিনি মাতৃগর্ভে তোমাদেরকে যেমন ইচ্ছা রূপ দান করেন" (আলে ইমরান: ৬), "এবং তিনি তোমাদের আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতিকে সুন্দর করেছেন" (গাফির: ৬৪)।

‘তিনি সেটি ছিঁড়ে ফেললেন’: অর্থাৎ তিনি (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) সেটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেন।

(ص: 621) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وفي هذا دليل على مشروعية تمزيق الصور التي تصور باليد؛ لأنه يضاهي بها خلق الله عز وجل، وإقرار المنكر كفعل المنكر، وفيه العضب إذا انتهكت حرمة الله عز وجل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وهتكه.

وأما في الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها في قصة المخزومية وهي امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع فتجده، يعني تأتي للناس تقول: أعرني قدرًا، أعرني إناءً، أعرني كذا، فإذا أعاروها جحدت وقالت: لم آخذ منكم شيئًا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها؛ لأن هذا نوع من السرقة.

وكانت هذه المرأة من بني مخزوم، من قبيلة من أشرف قبائل العرب ذات الأهلية والشأن، فأهم قريشاً شأنها، وقالوا كيف تُقطع يد مخزومية، ثم طلبوا شفيعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبّه يعني محبوبه، يعني أنه يحبه.

وأسامة هو ابن زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان عبداً وهبته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، وأسامة أبنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما، وقالوا: ليس إلا أسامة بن زيد، فتقدم أسامة بن زيد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع، فأنكر عليه وقال: ((أتشفع في حدٍّ من حدود الله؟)).

ثم قام فأخطب، فخطب الناس وقال لهم عليه الصلاة والسلام: ((إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإيم الله- يعني أقسم بالله - لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)).

এটি হাতে আঁকা ছবিসমূহ ছিঁড়ে ফেলার বৈধতার প্রমাণ বহন করে; কারণ এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর সৃষ্টির সাদৃশ্য গ্রহণ করা হয়। আর অন্যায়কে মৌনভাবে সমর্থন করা অন্যায় করারই নামান্তর। এতে আরও প্রকাশ পায় যে, যখন আল্লাহর পবিত্র বিধানসমূহ লঙ্ঘিত হয় তখন রাগান্বিত হওয়া উচিত; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাগান্বিত হয়েছিলেন এবং সেটি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন।

আর আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদিসটি হলো মাখযুমী মহিলার ঘটনা সম্পর্কে। সে ছিল বনী মাখযুম গোত্রের এক নারী, যে মানুষের কাছ থেকে আসবাবপত্র ধার নিত কিন্তু পরে তা অস্বীকার করত। অর্থাৎ, সে মানুষের কাছে এসে বলত: আমাকে একটি হাঁড়ি ধার দিন, আমাকে একটি পাত্র ধার দিন, আমাকে অমুক জিনিসটি দিন। অতঃপর যখন তারা তাকে তা ধার দিত, সে তা অস্বীকার করে বলত: আমি তোমাদের থেকে কিছুই গ্রহণ করিনি। তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন; কারণ এটি ছিল এক প্রকার চুরি।

এই মহিলাটি ছিল বনী মাখযুম গোত্রের, যা ছিল আরবের অত্যন্ত সম্মানিত, গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যাদাবান গোত্রগুলোর একটি। তাই তার এই বিষয়টি কুরাইশদের অত্যন্ত চিন্তিত করে তুলল। তারা বলতে লাগল, কীভাবে একজন মাখযুমী মহিলার হাত কাটা সম্ভব! অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট একজন সুপারিশকারী খুঁজলো। তারা বলল: উসামা ইবনে যায়েদ তো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন। প্রিয়ভাজন মানে তাঁর অত্যন্ত পছন্দের ব্যক্তি, অর্থাৎ তিনি তাকে ভালোবাসতেন। আর উসামা হলেন যায়েদ ইবনে হারিসার পুত্র। যায়েদ ইবনে হারিসা ছিলেন একজন ক্রীতদাস যাকে খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে উপহার দিয়েছিলেন এবং তিনি তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। উসামা ছিল তারই পুত্র। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের উভয়কেই ভালোবাসতেন। তারা (কুরাইশরা) বলল: উসামা ইবনে যায়েদ ছাড়া আর কেউ (সুপারিশের যোগ্য) নেই। অতঃপর উসামা ইবনে যায়েদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সুপারিশ করার জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসলেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার এই কাজকে প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বললেন: "তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ডবিধির (হদ) ব্যাপারে সুপারিশ করছ?"

অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। তিনি সমবেত মানুষের উদ্দেশে খুতবা প্রদান করলেন এবং তাদের বললেন: "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হওয়ার কারণ ছিল এই যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি চুরি করত তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত, আর যখন কোনো দুর্বল সাধারণ ব্যক্তি চুরি করত তখন তারা তার ওপর দণ্ডবিধি কার্যকর করত। আল্লাহর কসম—অর্থাৎ আমি আল্লাহর নামে শপথ করছি—যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।"

বললেন: ((তুমি রাগ করো না)) , তিনি আবারও বললেন: আমাকে উপদেশ দিন, তিনি বললেন: ((তুমি রাগ করো না))। অতএব, এই দুই প্রকার রাগের মধ্যবর্তী পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট।

আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর শরীয়তের বিধানসমূহের জন্য রাগ করা প্রশংসনীয় এবং এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেদায়াত বা আদর্শের অন্তর্ভুক্ত। এটি মানুষের ঈমানি গায়রাত বা আত্মমর্যাদাবোধ এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রতি তার ভালোবাসার প্রমাণ। পক্ষান্তরে, নিজের ব্যক্তিগত কারণে রাগের ক্ষেত্রে মানুষের উচিত তা দমন করা এবং সহনশীল হওয়া। যখন মানুষ রাগান্বিত হয়, তখন সে যেন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। যদি সে দণ্ডায়মান থাকে তবে যেন বসে পড়ে, আর যদি বসা থাকে তবে যেন শুয়ে পড়ে; এ বিষয়গুলো রাগের তীব্রতা হ্রাস করে। আর আল্লাহই সঠিক পথের দিশারী।

* * *

৪/৬৫২- আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলার দিকে (মসজিদের দেয়ালে) শ্লেষ্মা দেখতে পেলেন। এটি তাঁর কাছে অত্যন্ত কষ্টদায়ক মনে হলো, এমনকি তাঁর চেহারায় সেই কষ্টের ছাপ পরিলক্ষিত হলো। অতঃপর তিনি উঠে নিজ হাতে তা ঘষে পরিষ্কার করলেন এবং বললেন: ((তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন সে মূলত তার রবের সাথে নিভূতে কথা বলে। আর তার রব তার এবং কিবলার মাঝখানে থাকেন। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন কিবলার দিকে থুতু না ফেলে; বরং তার বাম পাশে অথবা তার পায়ের নিচে ফেলবে।)) এরপর তিনি তাঁর চাদরের এক প্রান্ত ধরলেন এবং তাতে থুতু ফেলে এক অংশ অন্য অংশের ওপর ভাঁজ করে দিলেন এবং বললেন: ((অথবা সে যেন এভাবে করে।)) মুত্তাফাকুন আলাইহি (বুখারি ও মুসলিম)।

(ص: 623) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

والأمر بالبصاق عن يساره أو تحت قدمه هو فيما إذا كان في غير المسجد، فأما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه.

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث الذي ذكره النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب الغضب إذا انتهك شرع الله عز وجل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، أي: في قبلة المسجد، فغضب عليه الصلاة والسلام وحكها بيده وقال: ((إن أحدكم ينجاس ربه)) يعني إذا كان يصلي فإنه ينجاس الله يعني يخاطبه، والله عز وجل يرد عليه.

فقد ثبت في الصحيح أن العبد إذا قال: الحمد لله رب العالمين، أجابه الله فقال: ((حمدني عبدي))، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: ((أثنى على عبدي))، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: ((مجدني عبدي)) وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين"، فإذا قال: أهدنا الصراط المستقيم، قال: ((هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)).

فأنت تناجي الله عز وجل بكلامه، وتدعوه سبحانه وتعالى، وتسبحه؟، وتمجده، وتعظمه. فهو سبحانه وتعالى أمامك بينك وبين القبلة، وإن كان سبحانه وتعالى في السماء فوق عرشه، فإنه أمامك؛ لأنه محيط بكل شيء و (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) (الشورى: 11).

বাম দিকে অথবা পায়ের নিচে থুতু ফেলার নির্দেশটি তখন প্রযোজ্য যখন কেউ মসজিদের বাইরে থাকে। পক্ষান্তরে মসজিদের ভেতরে থাকা অবস্থায় নিজের কাপড় ছাড়া অন্য কোথাও থুতু ফেলবে না।

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) রিয়াদুস সালিহীন-এর 'আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হলে রাগান্বিত হওয়া' অধ্যায়ে এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। এতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিবলার দিকে অর্থাৎ মসজিদের কিবলার দেয়ালে কফ দেখতে পেলেন। এতে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং তা নিজ হাতে পরীক্ষার করলেন। অতঃপর তিনি বললেন: "তোমাদের কেউ যখন নামাজে দাঁড়ায়, তখন সে মূলত তার রবের সাথে একান্তে কথা বলে।" অর্থাৎ যখন সে নামাজ পড়ে, তখন সে আল্লাহর সাথে কথোপকথন করে এবং মহান আল্লাহ তার উত্তর দেন।

সহিহ হাদিসে প্রমাণিত রয়েছে যে, বান্দা যখন বলে: 'সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য', তখন আল্লাহ তার উত্তর দিয়ে বলেন: "আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল।" যখন বান্দা বলে: 'তিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু', তখন আল্লাহ বলেন: "আমার বান্দা আমার গুণগান করল।" যখন বান্দা বলে: 'তিনি বিচার দিবসের মালিক', তখন আল্লাহ বলেন: "আমার বান্দা আমাকে মহিমান্বিত করল।" যখন সে বলে: 'আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং কেবল আপনারই সাহায্য চাই', তখন আল্লাহ বলেন: "এটি আমার ও আমার বান্দার মাঝে দুই ভাগে বিভক্ত।" অতঃপর যখন সে বলে: 'আমাদের সরল পথ প্রদর্শন করুন', তখন আল্লাহ বলেন: "এটি আমার বান্দার জন্য, আর আমার বান্দা যা চেয়েছে তা সে পাবে।" সুতরাং আপনি আল্লাহর কালামের মাধ্যমে তাঁর সাথে একান্তে কথা বলছেন, তাঁকে ডাকছেন, তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছেন এবং তাঁকে মহিমান্বিত ও বড়ত্ব দান করছেন। তিনি আপনার সামনে, আপনার ও কিবলার মাঝখানে রয়েছেন; যদিও তিনি আসমানে তাঁর আরশের উপর সমাসীন, তবুও তিনি আপনার সামনেই বিরাজমান। কারণ তিনি সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছেন এবং "কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।" (আশ-শূরা: ১১)।

(ص: 624) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر منع التنخم أمام القبلة يعني في قبلة الإنسان ذكر الشيء البباح؛ لأن هذا هو الهدي، وهذه هي الحكمة، أنك إذا ذكرت

للناس ما هو ممنوع أن تذكر لهم ما هو جائز حتى لا تسد الأبواب عليهم. فأمر الإنسان أن يبصق عن يساره، أو تحت قدمه، أو في ثوبه ويحك بعضه ببعض؛ ثلاثة أمور: إما تحت قدمه يبصق ويطؤ عليها، وإما عن يساره، وهذا والذي قلبه متعذر إذا كان الإنسان في المسجد؛ لأنه يلوّثه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((البصاق في المسجد خبثة))، وإما في ثوبه، فيبصق في ثوبه ويحك بعضه ببعض. وفي هذا الحديث دليل على أن النخامة ليست نجسة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبصق المصلي تحت قدمه أو في ثوبه، ولو كانت نجسة ما أذن له أن يبصق في ثوبه، وفيه التعليم بالفعل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أو يقول هكذا، وبصق في ثوبه وحك بعضه ببعض)) وفيه أيضاً إطلاق القول على الفعل في قوله: ((أو يقول هكذا)) وهو يريد الفعل. وفيه أيضاً: أن الإنسان لا حرج عليه أن يبصق أمام الناس، ولا سيما إذا كان للتعليم.

وفيه أن من المروءة ألا يرى في ثوبك شيء يستقذره الناس - لأنه حك بعضه ببعض - لئلا تبقى صورتها في ثوبك فإذا رآها الناس تأذوا منه

অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কিবলার দিকে অর্থাৎ মানুষের সামনের দিকে থুতু ফেলার নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ করলেন, তখন তিনি এর পাশাপাশি বৈধ বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন; কারণ এটাই হলো হিদায়াত বা সঠিক দিকনির্দেশনা এবং এটাই হলো প্রজ্ঞা যে, আপনি যখন মানুষের কাছে কোনো নিষিদ্ধ বিষয় উল্লেখ করবেন, তখন তাদের জন্য যা অনুমোদিত তাও বলে দেবেন যাতে তাদের জন্য পথ রুদ্ধ না হয়ে যায়। তাই তিনি মানুষকে তার বাম দিকে, অথবা তার পায়ের নিচে, অথবা তার কাপড়ে থুতু ফেলে তা ঘষে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। বিষয়টি তিনটি সুরত বা উপায়ের অন্তর্ভুক্ত: হয় তার পায়ের নিচে থুতু ফেলে তা মাড়িয়ে দেবে, অথবা তার বাম দিকে ফেলবে; তবে মসজিদে থাকা অবস্থায় এই দুটি বিষয় প্রায় অসম্ভব, কারণ এতে মসজিদ নোংরা হয়। অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

বলেছেন: "মসজিদে থুতু ফেলা একটি গুনাহ।" অথবা তার কাপড়ে থুতু ফেলবে এবং কাপড়ের এক অংশ অন্য অংশের সাথে ঘষে নেবে।

এই হাদিসে এই মর্মে দলিল রয়েছে যে, শ্লেষ্মা বা থুতু নাপাক নয়; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুসল্লিকে তার পায়ের নিচে অথবা কাপড়ে থুতু ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। যদি তা নাপাক হতো, তবে তিনি তাকে কাপড়ে থুতু ফেলার অনুমতি দিতেন না।

এতে কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার উদাহরণ রয়েছে; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "অথবা সে এভাবে করবে," এবং তিনি নিজের কাপড়ে থুতু ফেলে তার এক অংশ অন্য অংশের সাথে ঘষে দেখালেন। এতে 'বলা' শব্দটিকে 'কাজ' অর্থে ব্যবহারের দৃষ্টান্তও রয়েছে, যেমনটি তাঁর এই উক্তি: "অথবা সে এভাবে বলবে" (অর্থাৎ করবে), অথচ তিনি এর দ্বারা কর্ম বা কাজকে বুঝিয়েছেন।

এতে আরও প্রমাণিত হয় যে, মানুষের সামনে থুতু ফেলাতে কোনো দোষ নেই, বিশেষ করে যদি তা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে হয়।

এতে আরও প্রতীয়মান হয় যে, শিষ্টাচার ও ব্যক্তিত্বের দাবি হলো আপনার পোশাকে যেন এমন কিছু দেখা না যায় যা মানুষ অপছন্দ করে—এই কারণেই তিনি কাপড়ের এক অংশ অন্য অংশের সাথে ঘষে দিয়েছিলেন—যাতে কাপড়ে এর কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট না থাকে, কারণ মানুষ তা দেখলে কষ্ট পেতে পারে।

(ص: 625) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وكرهوه. فالإنسان ينبغي أن يكون نظيفاً في مظهره وفي ثيابه وفي غير ثيابه، حتى لا يتقزز الناس مما يشاهدونه منه.

والشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تأثر وعُرف في وجهه الكراهية لما رأى النخامة في قبلة المسجد، والله الموفق.

এবং তাঁরা এটিকে অপছন্দ করেছেন। সুতরাং মানুষের উচিত তার বাহ্যিক অবয়ব, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, যাতে মানুষ তাকে দেখে ঘৃণা বা অস্বস্তি বোধ না করে।

আর এখান থেকে শিক্ষণীয় বিষয়টি হলো, আল্লাহর রাসূল (তাঁর ওপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক) যখন মসজিদের কিবলা বরাবর দেয়ালে শ্লেষ্মা দেখতে পেলেন, তখন তিনি ব্যথিত হলেন এবং তাঁর পবিত্র চেহারায় অপছন্দের ছাপ ফুটে উঠল। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 626) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

78- باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعايائهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم قال الله تعالى: (وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (الشعراء: 215) . وقال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (النحل: 90) .

653/1- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته والإمام راعي ومسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، والخادم راعٍ في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته)) متفق عليه.

654/2- وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ما من عبدٍ يسترعيه الله رعيته، يموت يوم يموت وهو غاشٌّ لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة)) متفق عليه.

৭৮- পরিচ্ছেদ: শাসক ও দায়িত্বশীলদের প্রতি তাদের প্রজাসাধারণের সাথে কোমল আচরণ, তাদের সদুপদেশ প্রদান ও তাদের প্রতি মমতা প্রদর্শন এবং তাদের সাথে প্রতারণা করা, তাদের প্রতি কঠোরতা করা এবং তাদের স্বার্থ ও প্রয়োজন অবহেলা করা ও সে বিষয়ে উদাসীন থাকার নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত।

মহান আল্লাহ বলেন: "এবং মুমিনদের মধ্যে যারা আপনার অনুসরণ করে তাদের প্রতি আপনি বিনম্র ও সদয় হোন।" (সূরা আশ-শুআরা: ২১৫)।

মহান আল্লাহ আরও বলেন: "নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায্যবিচার, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎ কাজ ও সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করেন; তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো।" (সূরা আন-নাহল: ৯০)।

১/৬৫৩- ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "তোমাদের প্রত্যেকেই একেকজন দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) একজন দায়িত্বশীল এবং তিনি তাঁর প্রজাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ তার পরিবারের একজন দায়িত্বশীল এবং সে তার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর ঘরের একজন দায়িত্বশীল এবং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। ভৃত্য তার মনিবের ধন-সম্পদের একজন দায়িত্বশীল এবং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

২/৬৫৪- আবু ইয়ালা মাকাল বিন ইয়াসার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে প্রজাসাধারণের দায়িত্ব অর্পণ করেন, আর সে তার প্রজাদের সাথে প্রতারণা করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

وفي رواية: ((فلم يخطها بنصحها لم يجد رائحة الجنة)). وفي رواية لمسلم: ((ما من أمير يلي أمور المسلمين، ثم لا يجهد لهم، وينصح لهم، إلا لم يدخل معهم الجنة)).

[الشَّرْحُ]

هذا الباب الذي عقده المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين هو باب عظيم مهم يُخاطب به ولادة الأمور ويخاطب به الرعاية، ولكل منهم على الآخر حق يجب مراعاته.

أما ولادة الأمور فيجب عليهم الرفق بالرعية، والإحسان إليهم، واتباع مصالحهم، وتولييه من هو أهل للولاية، ودفع الشر عنهم؛ وغير ذلك من مصالحهم؛ لأنهم مسؤولون عنهم أمام الله عز وجل.

وأما الرعاية فالواجب عليهم السمع والطاعة في غير المعصية، والنصح للولاة، وعد التشويش عليهم، وعدم إثارة الناس عليهم، وطي مساوئهم، وبيان محاسنهم؛ لأن المساوئ يمكن أن ينصح فيها الولاة سراً بدون أن تُنشر على الناس؛ لأن نشر مساوئ ولاة الأمور أمام الناس لا يُستفاد منه؛ بل لا يزيد الأمر إلا شدة؛ فتحمل صدور الناس البغضاء والكراهية لولاة الأمور.

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: "অতঃপর সে যদি শুভাকাঙ্ক্ষার সাথে তাদের আগলে না রাখে, তবে সে জান্নাতের সুস্রাগও পাবে না।" মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে: "যে কোনো আমীর মুসলমানদের বিষয়াবলির দায়িত্বভার গ্রহণ করে, অতঃপর তাদের কল্যাণে সচেষ্ট হয় না এবং তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হয় না, সে তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার আন-নববী (রহিমাল্লাহ) তাঁর রিয়াদুস সালিহীন গ্রন্থে যে পরিচ্ছেদটি সংকলন করেছেন, তা অত্যন্ত মহান ও গুরুত্বপূর্ণ। এখানে দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ এবং সাধারণ প্রজাসাধারণ উভয়কেই সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের ওপর অপরজনের প্রতি এমন অধিকার রয়েছে যা পালন করা আবশ্যিক।

দায়িত্বশীলদের কর্তব্য হলো প্রজাসাধারণের প্রতি কোমল হওয়া, তাদের প্রতি সদয় আচরণ করা, তাদের জনকল্যাণমূলক কাজের অনুগামী হওয়া, যোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ করা এবং তাদের থেকে অনিষ্ট দূর করা; এছাড়াও তাদের অন্যান্য স্বার্থ রক্ষা করা। কেননা, তারা মহান আল্লাহর দরবারে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন।

আর প্রজাসাধারণের ওপর ওয়াজিব হলো নাফরমানি বা পাপের কাজ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে শ্রবণ ও আনুগত্য করা, দায়িত্বশীলদের শুভকামনা করা, তাদের ব্যাপারে বিভ্রান্তি না ছড়ানো, তাদের বিরুদ্ধে মানুষকে উস্কে না দেওয়া, তাদের দোষত্রুটি গোপন রাখা এবং তাদের গুণাবলি বর্ণনা করা। কারণ, দোষত্রুটির ব্যাপারে দায়িত্বশীলদের জনসম্মুখে প্রচার না করে গোপনে নসিহত করা সম্ভব। কেননা, জনগণের সামনে দায়িত্বশীলদের ভুলত্রুটি প্রচার করার মাধ্যমে কোনো ফায়দা অর্জিত হয় না; বরং তা বিষয়টিকে আরও জটিল করে তোলে। এর ফলে মানুষের অন্তরে দায়িত্বশীলদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়।

(ص: 628) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وَإِذَا كَرِهَ النَّاسُ وَلَاةَ الْأُمُورِ وَأَبْغَضُوهُمْ وَتَبَرَّدُوا عَلَيْهِمْ، وَرَأَوْا أَمْرَهُمْ بِالْخَيْرِ أَمْرًا
بِالشَّرِّ، وَلَمْ يَسْكُتُوا عَنْ مَسَاوِيئِهِمْ، وَحَصَلَ بِذَلِكَ إِيْغَارُ الصَّدُورِ وَالشَّرُّ وَالْفُسَادُ.
وَالْأُمَّةُ إِذَا تَفَرَّقَتْ وَتَمَزَقَتْ حَصَلَتِ الْفِتْنَةُ بَيْنَهَا وَوَقَعَتْ، مِثْلَ مَا حَصَلَ فِي عَهْدِ
عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَ حِينَ بَدَأَ النَّاسُ يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَأَوْغَرُوا الصَّدُورَ
عَلَيْهِ، وَحَشَدُوا النَّاسَ ضَدَّهُ، وَحَصَلَ مَا حَصَلَ مِنَ الْفِتَنِ وَالشَّرِّ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا.

فولاة الأمور لهم حق وعليهم حق.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بآيات من كتاب الله فقال: وقول الله تعالى: (وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) يعني لا تتعالى عليهم، ولا ترتفع في الجو؛ بل اخفض الجناح، حتى وإن كنت تستطيع أن تطير في الجو فاخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.

وأما من خالفك وعصاك فأقم عليه العقوبة اللائقة به؛ لأن الله تعالى لم يقل اخفض جناحك لكل أحد، بل قال: لمن اتبعك من المؤمنين.

وأما المتمردون والعصاة فقد قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البائدة: 34).
(33) ، وقول الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

যখন জনগণ রাষ্ট্রনেতাদের ঘৃণা করে, তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তাদের অবাধ্য হয়, আর তাদের কল্যাণকর নির্দেশকে অকল্যাণকর হিসেবে গণ্য করে এবং তাদের দোষত্রুটি নিয়ে নীরব থাকে না, তখন এর ফলে অন্তরে ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং অনিষ্ট ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

উম্মাহ যখন বিভক্ত ও ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, তখন তাদের মধ্যে ফিতনা দানা বাঁধে ও বিপর্যয় নেমে আসে; ঠিক যেমনটি ঘটেছিল উসমান ইবনে আফফান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর যুগে, যখন মানুষ তাঁর সমালোচনা করতে শুরু করল। ফলে তারা তাঁর বিরুদ্ধে মানুষের মনে ক্ষোভ তৈরি করল এবং তাঁর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলল। এর ফলে যেসব ফিতনা ও অনিষ্টের সূত্রপাত হয়েছিল, তা আজ অবধি বিদ্যমান।

সুতরাং রাষ্ট্রনেতাদের যেমন অধিকার রয়েছে, তেমনি তাদের ওপরও কিছু কর্তব্য অর্পিত রয়েছে।

অতঃপর লেখক (রাহিমাল্লাহু তাআলা) মহান আল্লাহর কিতাব থেকে আয়াতসমূহ দ্বারা দলিল পেশ করে বলেন: মহান আল্লাহর বাণী: "মুমিনদের মধ্য থেকে যারা তোমার অনুসরণ করে, তাদের প্রতি তুমি তোমার ডানা অবনমিত করো।" অর্থাৎ তাদের ওপর অহংকার করো না এবং নিজেকে উচ্চাসনে আসীন করো না; বরং বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করো। এমনকি যদি তোমার আকাশে ওড়ার সক্ষমতাও থাকে, তবুও মুমিনদের মধ্য থেকে যারা তোমার অনুসারী, তাদের প্রতি বিনয়ী হও।

আর যারা তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে ও অবাধ্য হয়, তাদের ওপর উপযুক্ত দণ্ডবিধি প্রয়োগ করো; কেননা মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি বিনয়ী হতে বলেননি, বরং বলেছেন: মুমিনদের মধ্য থেকে যারা তোমার অনুসরণ করে তাদের প্রতি।

আর যারা বিদ্রোহী ও অবাধ্য, তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন: "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায়, তাদের শাস্তি কেবল এটাই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদের দেশান্তর করা হবে। এটি তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা, আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। তবে যারা তোমাদের আয়ত্তে আসার আগে তওবা করে, তাদের ব্যতীত; জেনে রেখো, আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" (আল-মায়িদাহ: ৩৩, ৩৪)। এবং মহান আল্লাহর বাণী: "নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার, সদাচরণ এবং নিকটাত্মীয়দের দান করার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং তিনি অশ্লীলতা থেকে বারণ করছেন..."

(ص: 629) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل: 90) .
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِهَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ:

بَالْعَدَلِ: وهو واجب، فيجب على الإنسان أن يقيم العدل في نفسه، وفي أهله، وفيمن استرعاه الله عليهم.

فَالْعَدَلُ فِي نَفْسِهِ بَأْلاً يَثْقُلُ عَلَيْهَا فِي غَيْرِ مَا أَمَرَ اللَّهُ، وَأَنْ يَرَاعِيهَا حَتَّى فِي أَمْرِ الْخَيْرِ، فَلَا يَثْقُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ يَحْبِلُهَا فَوْقَ مَا تَطِيقُهُ. وَلِهَذَا لَمَّا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَصُومُ وَلَا أَفْطِرُ، وَأَصْلِي وَلَا أُنَامُ، دَعَاهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَنَهَاةً عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: ((إِنْ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِرَبِّكَ حَقًّا، وَلَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا؛ فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ)).

وكذلك يأمر بالعدل كذلك في أهل الإنسان، فمن كان له زوجتان وجب عليه العدل بينهما، "ومن كان له امرأتان فمال إلى إحداها؛ جاء يوم القيامة وشقه مائل".
وعليك العدل بين الأولاد؛ فإذا أعطيت أحدهم ريالاً؛ فأعط الآخر مثله، وإذا أعطيت الولد ريالين، فأعط البنت ريالاً، وإذا أعطيت الابن

...এবং মন্দ কর্ম ও সীমালঙ্ঘন থেকে (নিষেধ করেন)। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।) (আন-নাহল: ৯০)।

নিশ্চয়ই আল্লাহ এই তিনটি বিষয়ের নির্দেশ প্রদান করেন:

ন্যায়বিচার (আদল): এটি ওয়াজিব বা অপরিহার্য। সুতরাং মানুষের ওপর কর্তব্য হলো নিজের সত্তার ওপর, নিজ পরিবারের ওপর এবং যাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ তাকে দিয়েছেন তাদের ওপর ন্যায়বিচার কয়েম করা।

নিজের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের অর্থ হলো—আল্লাহর নির্দেশিত বিষয়ের বাইরে নিজের নফসের ওপর বোঝা না চাপানো এবং এমনকি কল্যাণের কাজের ক্ষেত্রেও নফসের প্রতি যত্নবান হওয়া। ফলে সে নিজের ওপর অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করবে না কিংবা সাধ্যাতীত কোনো কিছু তার ওপর চাপিয়ে দেবে না। এই কারণেই আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) যখন বলেছিলেন, 'আমি সর্বদা রোজা রাখব এবং কখনো রোজা ভাঙব না, আর সারা রাত নামাজ পড়ব ও ঘুমাব না', তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ডেকে

আনেন এবং তা থেকে নিষেধ করে বলেন: 'নিশ্চয়ই তোমার ওপর তোমার নিজের হক রয়েছে, তোমার রবের হক রয়েছে এবং তোমার ওপর তোমার পরিবারের হক রয়েছে; অতএব প্রত্যেক হকদারকে তার যথাযথ পাওনা দিয়ে দাও'।

অনুরূপভাবে তিনি (আল্লাহ) মানুষের পরিবারের সদস্যদের ক্ষেত্রেও ন্যায়বিচারের নির্দেশ দেন। সুতরাং যার দুজন স্ত্রী রয়েছে, তার ওপর তাদের মধ্যে ইনসাফ করা ওয়াজিব। 'যার দুই স্ত্রী ছিল এবং সে তাদের একজনের প্রতি (বেশি) ঝুঁকে পড়ল, কিয়ামতের দিন সে তার শরীরের এক পাশ হেলে পড়া বা অবশ অবস্থায় উপস্থিত হবে'।

তেমনিভাবে তোমার সন্তানদের মাঝেও ন্যায়বিচার করা কর্তব্য। সুতরাং যদি তুমি তাদের একজনকে এক রিয়াল প্রদান করো, তবে অন্যজনকেও অনুরূপ দাও। আর (উত্তরাধিকারের মূলনীতি অনুযায়ী) যদি ছেলেকে দুই রিয়াল দাও, তবে মেয়েকে দাও এক রিয়াল। আর যখন তুমি পুত্রকে...

(ص: 630) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ريالاً؛ فأعط البنت نصف ريال.

حتى إن السلف- رحمهم الله كانوا يعدلون بين الأولاد في القبل؛ يعني إذا حبَّ الولد الصغير وأخوه عنده، حبَّ الولد الثاني؛ لئلا يجحف معهم في التقبيل. وكذلك أيضاً في الكلام، يجب أن تعدل بينهم، فلا تتكلم مع أحدهم بكلام خشن ومع الآخر بكلام لين.

وكذلك يجب العدل فيمن ولَّك الله عليهم، فلا تحاب قريبك لأنه قريبك، ولا الغني لأنه غني، ولا الفقير لأنه فقير، ولا الصديق لأنه صديق، لا تحاب أحداً فالناس سواء.

حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا: يجب العدل بين الخصمين إذا دخلا على القاضي؛ في لفظه ولحظه وكلامه ومجلسه ودخولهما عليه. لا تنظر لهذا نظرة غضب ولهذا نظرة رضا. لا تلن الكلام لهذا والثاني بعكسه. لا تقل لأحدكم كيف أنت؟ كيف أهلك؟ كيف أولادك؟ والثاني لا تقول له مثله. بل اعدل بينهما حتى في هذا. وكذلك في المجلس لا تجعل أحدهما يجلس على اليمين قريباً منك والثاني تجعله بعيداً عنك؛ بل اجعلها أمامك على حدٍّ سواء.

حتى المؤمن والكافر إذا تخاصبا عند القاضي، يجب أن يعدل بينهما في الكلام والنظر والجلوس، فلا يقل للمسلم تعال بجانبى والكافر يبعده؛ بل يجعلها يجلسان جميعاً أمامه، فالعدل واجب في كل الأمور.

أما الإحسان فهو فضل زائد على العدل، ومع ذلك أمر الله به، لكن

রিয়াল; তবে কন্যাকে আধা রিয়াল প্রদান করো।

এমনকি সালাফগণ—আল্লাহ তাঁদের প্রতি দয়া করুন—সন্তানদের মাঝে চুম্বনের ক্ষেত্রেও সমতা রক্ষা করতেন; অর্থাৎ তিনি যদি ছোট সন্তানকে চুম্বন করতেন এবং তার ভাই সেখানে উপস্থিত থাকত, তবে তিনি দ্বিতীয় সন্তানকেও চুম্বন করতেন; যাতে তাদের মাঝে চুম্বনের ক্ষেত্রে কোনো অবিচার না ঘটে।

তদ্রূপ কথাবার্তার ক্ষেত্রেও তাদের মাঝে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব, তাই তাদের একজনের সাথে রুঢ় ভাষায় এবং অন্যজনের সাথে কোমল ভাষায় কথা বলা যাবে না।

তদ্রূপ আল্লাহ আপনাকে যাদের ওপর কর্তৃত্ব দান করেছেন, তাদের মাঝেও ইনসাফ করা আবশ্যিক। সুতরাং আত্মীয় হওয়ার কারণে আত্মীয়র প্রতি পক্ষপাত করবেন না, ধনী হওয়ার কারণে ধনীর প্রতি নয়, দরিদ্র হওয়ার কারণে দরিদ্রের প্রতি নয়, কিংবা বন্ধু হওয়ার কারণে বন্ধুর প্রতিও নয়। কারো প্রতি পক্ষপাত করবেন না, কারণ সকল মানুষ সমান।

এমনকি উলামায়ে কেরাম—আল্লাহ তাঁদের প্রতি দয়া করুন—বলেছেন: যখন বিবাদমান দুই পক্ষ বিচারকের কাছে উপস্থিত হয়, তখন শব্দচয়ন, দৃষ্টিপাত, কথা বলা, বসার স্থান এবং তাদের প্রবেশের ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে সমতা বজায় রাখা ওয়াজিব। একজনের দিকে রাগান্বিত

দৃষ্টিতে এবং অন্যজনের দিকে সন্তুষ্ট চিত্তে তাকাবেন না। একজনের সাথে কোমল স্বরে কথা বলবেন না যেখানে অন্যজনের সাথে এর বিপরীত করবেন। একজনের ক্ষেত্রে বলবেন না—কেমন আছেন? আপনার পরিবার কেমন আছে? আপনার সন্তানেরা কেমন আছে?—আর অন্যজনের ক্ষেত্রে তেমনটা বলবেন না, বরং এমনকি এ বিষয়ের ক্ষেত্রেও উভয়ের মাঝে সমতা বজায় রাখুন।

তদ্রূপ মজলিসের ক্ষেত্রেও তাদের একজনকে আপনার ডানপাশে নিকটে বসাবেন না এবং অন্যজনকে আপনার থেকে দূরে রাখবেন না; বরং উভয়কে আপনার সামনে সমান দূরত্বে বসান।

এমনকি মুমিন ও কাফির ব্যক্তিও যখন বিচারকের কাছে বিবাদে লিপ্ত হয়, তখন কথা বলা, দৃষ্টিপাত এবং বসার ক্ষেত্রে তাদের উভয়ের মাঝে সমতা বজায় রাখাওয়াজিব। সুতরাং মুসলিমকে বলবেন না যে 'আমার পাশে এসো' এবং কাফিরকে দূরে সরিয়ে দেবেন না; বরং উভয়কে নিজের সামনে সমানভাবে বসাবেন। কারণ সকল বিষয়ে ইনসাফ করাওয়াজিব। আর ইহসান (সদাচরণ) হলো ন্যায়ের অতিরিক্ত একটি বিশেষ মর্যাদা, তবুও আল্লাহ এর নির্দেশ দিয়েছেন, তবে...

(ص: 631) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

أمره بالعدل واجب، وأمره بالإحسان سنة وتطوع.
(وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى) يعني إعطاء ذي القربى، أي القريب حقه. فَإِنَّ الْقَرِيبَ لَهُ حَقٌّ؛
حَقُّ الصَّلَةِ، فَمَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَ رَحِمَهُ قَطَعَهُ اللَّهُ.
(وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) ينهي عن الفحشاء:
الفحشاء هي كل ما يُستفحش من الذنوب؛ كعقوق الوالدين، وقطيعة الأرحام،
والزنا، ونكاح المحارم، وغير ذلك مما يُستفحش شرعاً وعرفاً، والمنكر: هو ما يُنكر،

وهو دون الفحشاء كعامة البعاصي. والبغي: تجاوز الحد، وهو الاعتداء على الخلق بأخذ أموالهم، والاعتداء على دمائهم وأعراضهم، كل هذا يدخل في البغي. وبَيَّن الله عز وجل أنه أمر ونهي ليعظنا ويصلح أحوالنا، ولهذا قال: (يَعْظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ).

وسبق لنا الكلام على حديث ((كلكم راع ومسؤول عن رعيته))، وأما حديث معقل بن يسار الذي ذكره المؤلف، فإن فيه التحذير من غش الرعية، وأنه ما من عبد يسترعيه الله على رعيته ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وأنه إذا لم يحطهم بنصيحتهم فإنه لا يدخل معهم الجنة. وهذا يدل على أنه يجب على ولاة الأمور مسؤولون عن الصغيرة والكبيرة، وعليهم أن ينصحوا لمن ولاهم الله عليهم، وأن يبذلوا لهم

ন্যায়ের প্রতি তাঁর আদেশ ওয়াজিব (আবশ্যকীয়), আর ইহসানের (সদাচরণের) প্রতি তাঁর আদেশ সুন্নাত ও ঐচ্ছিক।

(এবং নিকটাত্মীয়দের দান করা) অর্থাৎ নিকটাত্মীয়দের—তথা আত্মীয়-স্বজনদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা। কেননা নিকটাত্মীয়ের হক বা অধিকার রয়েছে; আর তা হলো আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার অধিকার। সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করবে, আল্লাহ তাকে রহমতের সাথে যুক্ত করবেন; আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে, আল্লাহ তাকে তাঁর রহমত থেকে বিচ্ছিন্ন করবেন।

(এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো)। অশ্লীলতা থেকে নিষেধ করা: অশ্লীলতা বলতে ওই সকল পাপকে বোঝায় যা অত্যন্ত কদর্য ও জঘন্য; যেমন পিতামাতার অবাধ্যতা, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা, ব্যভিচার, মাহরামদের সাথে বিবাহ এবং শরীয়ত ও লোকরীতিতে জঘন্য হিসেবে বিবেচিত অন্যান্য বিষয়। আর 'মুনকার' (অসৎ কাজ) হলো যা অপছন্দীয় এবং যা অশ্লীলতার তুলনায় নিম্নতর স্তরের, যেমন সাধারণ পাপাচারসমূহ। আর 'বাগি' (সীমালঙ্ঘন) হলো সীমা অতিক্রম করা; যেমন মানুষের সম্পদ গ্রাস করার মাধ্যমে তাদের ওপর চড়াও হওয়া এবং তাদের জীবন ও সম্মানের ওপর আঘাত হানা—এই সবই সীমালঙ্ঘনের অন্তর্ভুক্ত।

মহান আল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আমাদের উপদেশ দিতে এবং আমাদের অবস্থার সংশোধন করতে আদেশ ও নিষেধ করেছেন। এই কারণেই তিনি বলেছেন: (তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো)।

ইতিপূর্বে আমরা এই হাদিসটি নিয়ে আলোচনা করেছি: "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে"। আর লেখক মা'কাল বিন ইয়াসার থেকে যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন, তাতে অধীনস্থদের সাথে প্রতারণা করার ব্যাপারে সতর্কবাণী রয়েছে। আর তা হলো, কোনো বান্দাকে আল্লাহ যদি কোনো জনগোষ্ঠীর দায়িত্ব অর্পণ করেন, আর সে তার অধীনস্থদের সাথে প্রতারণা করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন। আর সে যদি তার একনিষ্ঠ সদুপদেশ দ্বারা তাদের কল্যাণ নিশ্চিত না করে, তবে সে তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এটি নির্দেশ করে যে, শাসক ও দায়িত্বশীলগণ ছোট-বড় সকল বিষয়ের জন্য দায়ী। তাদের কর্তব্য হলো যাদের ওপর আল্লাহ তাদের দায়িত্বশীল নিযুক্ত করেছেন তাদের প্রতি একনিষ্ঠ থাকা এবং তাদের কল্যাণে নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়া।

(ص: 632) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

النصيحة، وأهمها النصيحة في دين الله، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير.

ومنها أيضاً: من النصيحة لهم أن يسلك بهم الطرق التي فيها صلاحهم في معادهم ومعاشهم، فيمنع عنهم كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم، يمنع عنهم الأفكار السيئة، والأخلاق السافلة، وما يؤدي إلى ذلك من المجلات والصحف وغيرها؛ ولهذا يجب على ولي الأمر في البيت وهو الرجل في بيته أن يمنع من وجود هذه الأشياء في بيته؛ الصحف السيئة الفاسدة، الأفكار المنحرفة، الأخلاق السافلة.

وكذلك على ولي الأمر العام يجب عليه أن يمنع هذه الأشياء؛ وذلك لأن هذه الأشياء إذا شاعت بين الناس؛ صار المجتمع مجتمعاً بهيبياً؛ لا يهيمه إلا إشباع البطن وشهوة الفرج، وتحل الفوضى، ويزول الأمن، ويكون الشر والفساد، فإذا منع ولي الأمر ما يفسد الخلق سواء كان ولي الأمر صغيراً أو كبيراً، حصل بهذا الخير الكثير. لو أن كل واحد منا في بيته منع أهله من اقتناء هذه الصحف والمجلات الخليعة الفاسدة، ومن مشاهدة التمثيليات الفاسدة، والمسلسلات الخبيثة، لصلح الناس؛ لأن الناس هم أفراد الشعب؛ أنت في بيتك، والثاني في بيته، والثالث في بيته، وهكذا إذا صلحوا صلح كل شيء. نسأل الله تعالى أن يصلح ولاية أمورنا أن يرزقهم البطانة الصالحة.

উপদেশ (নাসিহা), এবং এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে উপদেশ প্রদান করা—সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ এবং কল্যাণের দিকে আহ্বানের মাধ্যমে।

এর অন্তর্ভুক্ত আরও হলো: তাদের প্রতি কল্যাণকামিতার একটি দিক হলো তাদেরকে এমন পথে পরিচালিত করা যাতে তাদের পরকালীন মুক্তি ও ইহকালীন সংশোধন নিহিত থাকে। সুতরাং তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষতিসাধনকারী সকল বিষয় থেকে তাদের বিরত রাখা কর্তব্য। তাদের থেকে মন্দ চিন্তা-চেতনা, হীন চরিত্র এবং এগুলোর দিকে ধাবিত করে এমন ম্যাগাজিন, সংবাদপত্র ও অন্যান্য বিষয়সমূহ প্রতিহত করতে হবে। এই কারণেই পরিবারের অভিভাবক—যিনি হলেন নিজ ঘরের কর্তা পুরুষ—তার ওপর আবশ্যিক কর্তব্য হলো তার ঘরে এই বস্তুগুলোর উপস্থিতি নিষিদ্ধ করা; যেমন—অশ্লীল ও কলুষিত সাময়িকী, বিচ্যুত চিন্তা-ধারা এবং নীচ স্বভাব-চরিত্র।

অনুরূপভাবে রাষ্ট্রের সাধারণ অভিভাবকের (শাসকের) ওপরও এই বিষয়গুলো নিষিদ্ধ করা অপরিহার্য। কারণ, যখন এই মন্দ বিষয়গুলো মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সমাজ একটি পশুতুল্য সমাজে পরিণত হয়; যার একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়ায় উদরপূর্তি ও প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করা। ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, নিরাপত্তা বিলুপ্ত হয় এবং অনিষ্ট ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়।

অতএব, অভিভাবক—তিনি ক্ষুদ্র পরিসরের হোন বা বৃহৎ পরিসরের—যদি চরিত্র ধ্বংসকারী বিষয়গুলো রুখে দেন, তবে এর মাধ্যমে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে।

আমাদের প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ ঘরে পরিবারের সদস্যদের এই সব অশ্লীল ও ভ্রষ্ট সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন সংগ্রহ করা থেকে এবং কুরুচিপূর্ণ নাটক ও পঙ্কিল ধারাবাহিক অনুষ্ঠান দেখা থেকে বিরত রাখতাম, তবে মানুষ সংশোধিত হয়ে যেত। কারণ, জনগণই হলো জাতির প্রতিটি সদস্য; আপনি আপনার ঘরে, দ্বিতীয়জন তার ঘরে এবং তৃতীয়জন তার ঘরে—এভাবে সকলে সংশোধিত হলে সবকিছুই সুশৃঙ্খল হয়ে যাবে। আমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের অভিভাবকদের সংশোধন করে দেন এবং তাদেরকে সৎ সহচর ও পরামর্শদাতা দান করেন।

(ص: 633) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

655/3- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: ((اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً، فرّق به)) رواه مسلم.
656/4- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبيٌّ، وإنه لا نبيَّ بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون)) قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: ((أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم)) متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف الحافظ النووي في رياض الصالحين في باب أمر ولاية الأمور بالرفق واللين، ورعاية مصالح من استرعاهم الله عليهم. قال في سياق الأحاديث ما نقله عن

عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي هذا يقول: ((اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه)).

وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من تولى أمور المسلمين الخاصة والعامة؛ حتى الإنسان يتولى أمر بيته، وحتى مدير المدرسة يتولى أمر

৩/৬৫৫- এবং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার এই ঘরে বলতে শুনেছি: ((হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোনো বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করল, অতঃপর সে তাদের প্রতি কোমল আচরণ করল, আপনিও তার প্রতি কোমল হোন।)) এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

৪/৬৫৬- এবং আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((বনী ইসরাঈলকে নবীরা শাসন করতেন; যখনই কোনো নবী মৃত্যুবরণ করতেন, অন্য একজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর নিশ্চয়ই আমার পরে কোনো নবী নেই। তবে অচিরেই অনেক খলিফা হবে এবং তারা সংখ্যায় অধিক হবে।)) তাঁরা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! তবে আপনি আমাদের কী নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন: ((তোমরা পর্যায়ক্রমে প্রথমজনের আনুগত্যের অঙ্গীকার পূর্ণ করো, অতঃপর তাদের পাওনা তাদের প্রদান করো এবং তোমাদের প্রাপ্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো। কেননা আল্লাহ তাদেরকে তাদের দায়িত্বাধীন বিষয়াদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।)) এটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে বর্ণিত।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার হাফেজ আন-নববী রিয়াদুস সলেহীন গ্রন্থের ‘শাসনকর্তাদের প্রতি প্রজাদের সাথে নম্রতা ও কোমলতা অবলম্বন এবং আল্লাহ যাদের দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করেছেন তাদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখার নির্দেশ’ শীর্ষক পরিচ্ছেদে হাদীসসমূহের ধারাবাহিকতায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার এই ঘরে বলতে শুনেছি: ((হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোনো বিষয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করল এবং তাদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন

করল, আপনিও তার প্রতি কোমল হোন। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোনো বিষয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করল এবং তাদের প্রতি কঠোরতা (কষ্টদায়ক আচরণ) করল, আপনিও তার প্রতি কঠোর হোন।))।

এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি প্রার্থনা (বদদুআ) যে মুসলমানদের বিশেষ বা সাধারণ কোনো বিষয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়; এমনকি একজন ব্যক্তি যে তার ঘরের দায়িত্বশীল এবং এমনকি একজন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যে বিষয়ের দায়িত্ব পালন করেন...

(ম: 634) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

المدرسة، وحتى المدرس يتولى أمر الفصل، وحتى الإمام يتولى أمر المسجد. ولهذا قال: ((من ولي من أمر أمتي شيئاً)) . ((وشياً)) نكرة في سياق الشرط، وقد ذكر علماء الأصول أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم؛ أي شيء يكون، ((فرفق بهم فأرفق به))، ولكن ما معنى الرفق؟

قد يظن بعض الناس أن معنى الرفق أن تأتي للناس على ما يشتهون ويريدون، وليس الأمر كذلك؛ بل الرفق أن تسير بالناس حسن أمر الله ورسوله، ولكن تسلك أقرب الطرق وأرفق الطرق للناس، ولا تشق عليهم في شيء ليس عليه أمر الله ورسوله، فإن شققت عليهم في شيء ليس عليه أمر الله ورسوله؛ فإنك تدخل في الطرف الثاني من الحديث؛ وهو الدعاء أن الله يشق عليك والعياذ بالله.

يشق عليه إما بآفات في بدنه، أو في قلبه، أو في صدره، أو في أهله، أو في غير ذلك؛ لأن الحديث مطلق ((فأشقق عليه)) بأي شيء يكون، وربما لا تظهر للناس المشقة، وقد يكون في قلبه نار تلظى والناس لا يعلمون، لكن نحن نعلم أنه إذا شق على

الأمّة بما لم ينزل به الله سلطاناً؛ فإنه مستحق لهذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أما الحديث الثاني فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء؛ أي تُبعث فيهم الأنبياء فيصلحون من أحوالهم، "وإنه لا نبي بعدي" فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين بالنص والإجماع كما قال الله تعالى (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ

বিদ্যালয়, এমনকি একজন শিক্ষক যখন একটি ক্লাসের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, এবং এমনকি একজন ইমাম যখন মসজিদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এই কারণেই তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোনো বিষয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করল..."। এখানে 'কোনো কিছু' শব্দটি শর্তবাচক বাক্যের প্রেক্ষাপটে অনির্দিষ্ট হিসেবে এসেছে। উসূল শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ উল্লেখ করেছেন যে, শর্তের প্রেক্ষাপটে অনির্দিষ্ট বিশেষ্য ব্যাপকতা প্রদান করে; অর্থাৎ যেকোনো বিষয়ই হোক না কেন। "অতঃপর সে তাদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করল, আপনিও তার প্রতি কোমল হোন।" কিন্তু কোমলতার অর্থ কী? কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে, কোমলতার অর্থ হলো মানুষের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী চলা; কিন্তু বিষয়টি তেমন নয়। বরং কোমলতা হলো মানুষকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী সুন্দরভাবে পরিচালনা করা, তবে তাদের জন্য সবচেয়ে নিকটবর্তী এবং সহজতম পথটি অনুসরণ করা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ নেই এমন কোনো বিষয়ে তাদের ওপর কঠোরতা আরোপ না করা। যদি আপনি এমন কোনো বিষয়ে তাদের ওপর কঠোরতা করেন যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে আপনি হাদীসের দ্বিতীয় অংশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন; আর তা হলো আল্লাহ যেন আপনার ওপর কঠোরতা করেন সেই প্রার্থনা—আল্লাহ আমাদের তা থেকে রক্ষা করুন।

তার ওপর এই কঠোরতা আসতে পারে শরীরের কোনো ব্যাধির মাধ্যমে, অথবা হৃদয়ে, কিংবা বক্ষস্থলে, অথবা তার পরিবারে কিংবা অন্য কোনোভাবে। কারণ হাদীসটি নিঃশর্ত: "আপনিও তার ওপর কঠোরতা করুন"—যেকোনো কিছুর মাধ্যমেই তা হতে পারে। হতে পারে মানুষের কাছে সেই কষ্ট দৃশ্যমান নয়, অথচ তার হৃদয়ে প্রজ্বলিত অগ্নি দাউদাউ করছে যা মানুষ জানে

না। তবে আমরা জানি যে, কেউ যদি উম্মতের ওপর এমন কোনো বিষয়ে কঠোরতা করে যার সপক্ষে আল্লাহ কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি, তবে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই প্রার্থনার উপযুক্ত হবে।

আর দ্বিতীয় হাদীসটি হলো—নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, বনী ইসরাঈলকে নবীরাই পরিচালনা করতেন; অর্থাৎ তাদের মাঝে নবীদের পাঠানো হতো এবং তাঁরা তাদের অবস্থা সংশোধন করতেন। "আর নিশ্চয়ই আমার পরে আর কোনো নবী নেই।" কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অকাট্য বর্ণনা ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে সর্বশেষ নবী, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: "মুহাম্মদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি..."

(ম: 635) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (الأحزاب: 40) .

ولهذا من ادعى النبوة بعده؛ فهو كافر مرتد يجب قتله، ومن صدق من ادعى النبوة بعده؛ فهو كاذب مرتد يجب قتله إلا أن يتوب، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، ولكن جعل الله له خلفاء؛ خلفاء في العلم، وخلفاء في السلطة، والمراد بالخلفاء في هذا الحديث: خلفاء السلطة.

ولهذا قال: ((سيكون خلفاء ويكثرون)) قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ يعني: من نفي ببيعته؟ قال: ((الأول فالأول)) فإذا بايعوا الخليفة وجب عليهم أن يبقوا على بيعتهم، وأن ينبذوا كل من أراد الخلافة وهو حي، وأن يعينوا الخليفة الأول على من أراد الخلافة في حياته، لأن كل من نازع السلطان في سلطانه؛ فإنه يجب أن يُقاتل؛ حتى تكون الأمة واحدة، فإن الناس لو تركوا فوضى، وصار كل من لا يريد هذا السلطان يذهب ويتخذ له حزباً يقاتل به السلطان؛ فسدت الأمور.

وفي آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل هؤلاء الخلفاء ما عليهم، وأمرنا نحن أن نوفي لهم بحقوقهم، ونسأل الله الذي لنا، لا نقل هؤلاء ظلموا هؤلاء جأروا، هؤلاء لم يقوموا بالعدل، ثم ننابذهم ولا نطيعهم فيما أمرنا الله به، لا، هذا لا يجوز، يجب أن نوفي لهم بالحق، وأن نسأل الله الحق الذي لنا، كالإنسان الذي له قريب إذا قطعك فصله، وأسأل الله الذي لك، أما أن تقول لا أصل إلا من وصلني، أو لا أطيع من السلطان إلا من لا يظلم ولا يستأثر بالمال ولا غيره، فهذا خطأ، قم أنت بها يجب عليك، واسأل

আল্লাহর রাসূল এবং নবীগণের সমাপ্তিকারী) (আল-আহজাব: ৪০)।

এ কারণেই তাঁর পরে যে নবুওয়াতের দাবি করবে, সে কাফির ও মুরতাদ; তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। আর যে ব্যক্তি তাঁর পরবর্তী নবুওয়াত দাবিদারকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে, সেও মিথ্যাবাদী ও মুরতাদ; তাকেও হত্যা করা ওয়াজিব, যদি না সে তওবা করে। কেননা নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) হলেন সর্বশেষ নবী। তবে আল্লাহ তাঁর জন্য প্রতিনিধি (খলিফা) নিযুক্ত করেছেন; জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি। আর এই হাদিসে 'খলিফা' বলতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রতিনিধিদের বোঝানো হয়েছে।

এজন্যই তিনি বলেছেন: ((শীঘ্রই অনেক খলিফার আবির্ভাব ঘটবে এবং তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে)) তারা জিজ্ঞেস করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আপনি আমাদের কী নির্দেশ দিচ্ছেন? অর্থাৎ: আমরা কার আনুগত্যের শপথ (বায়আত) পূরণ করব? তিনি বললেন: ((একজনের পর একজনের—অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে প্রথম জনের)) সুতরাং যখন তারা কোনো খলিফার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করবে, তখন তাদের জন্য সেই শপথের ওপর অটল থাকা ওয়াজিব। আর তিনি জীবিত থাকা অবস্থায় যে কেউ খেলাফতের দাবি করবে তাকে বর্জন করা এবং প্রথম খলিফাকে এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাহায্য করা ওয়াজিব যে তাঁর জীবদ্দশায় ক্ষমতা দখল করতে চায়। কারণ যে ব্যক্তি শাসকের সাথে তার ক্ষমতা নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়, তার বিরুদ্ধে লড়াই করা ওয়াজিব; যাতে উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ থাকে। কেননা মানুষকে যদি বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয় এবং যে ব্যক্তিই এই শাসককে অপছন্দ করবে সে যদি নিজের একটি

দল গঠন করে শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে, তবে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সামগ্রিক বিষয়াদি বিনষ্ট হবে।

হাদিসের শেষাংশে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই খলিফাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের দায়ভার তাঁদের ওপরই ন্যস্ত করেছেন এবং আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরা তাঁদের প্রাপ্য অধিকারসমূহ আদায় করি এবং আমাদের পাওনা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি। আমরা যেন এমন না বলি যে, এরা জুলুম করেছে, এরা অন্যায় করেছে, এরা ন্যায়বিচার কয়েম করেনি; অতঃপর আমরা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করি এবং আল্লাহ আমাদের যে আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন তা অমান্য করি—না, এটি বৈধ নয়। বরং আমাদের ওপর তাদের যে অধিকার রয়েছে তা পূরণ করা ওয়াজিব এবং আমাদের হকের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হবে। এটি ঠিক সেই ব্যক্তির মতো যার কোনো আত্মীয় আছে; যদি সে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তবে তুমি তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখো এবং আল্লাহর কাছে তোমার পাওনা প্রার্থনা করো। কিন্তু তুমি যদি বলো যে, 'যে আমার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে আমি শুধু তার সাথেই রাখব' অথবা 'আমি শাসকের শুধু তখনই আনুগত্য করব যখন সে জুলুম করবে না কিংবা সম্পদ বা অন্য কিছুতে একাধিপত্য করবে না'—তবে তা ভুল। তোমার ওপর যা ওয়াজিব তা তুমি পালন করো এবং প্রার্থনা করো...

(ص: 636) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الله الذي لك.

وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((تسوسهم الأنبياء)) دليل على أن دين الله- وهو دين الإسلام في كل مكان وفي كل زمان- هو السياسة الحقيقية النافعة، وليست السياسة التي يفرضها أعداء الإسلام من الكفار.

السياسة حقيقة ما جاء في شرع الله، ولهذا نقول إن الإسلام شريعة وسياسة، ومن فرق بين السياسة والشريعة فقد ضلّ؛ ففي الإسلام سياسة الخلق مع الله، وبيان العبادات، وسياسة الإنسان مع أهله، ومع جيرانه، ومع أقاربه، ومع أصحابه، ومع تلاميذه، ومع معلميه، ومع كل أحد؛ كل له سياسة تخصه، سياسة مع الأعداء الكفار، ما بين حربيين ومعاهدين ومستأمنين وذميين.

وكل طائفة قد بيّن الإسلام حقوقهم، وأمر أن نسلك بهم كما يجب، فمثلاً الحربيون نحاربهم، ودمأؤهم حلال لنا، وأموالهم حلال لنا، وأراضيهم حلال لنا. والمستأمنون يجب أن نؤمنهم، كما قال الله تعالى: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ) (التوبة: 6).

والمعاهدون يجب أن نوفي لهم بعهدهم، ثم إما أن نطمئن إليهم، أو نخاف منهم، أو ينقضوا العهد.

ثلاث حالات كلها مبينة في القرآن؛ فإن اطمأننا إليهم وجب أن نفي لهم بعهدهم، وإن خفناهم فقد قال الله تعالى: (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ) (الأنفال: 58)، قل لهم: ليس

আল্লাহ যিনি আপনার।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণী: ((নবীগণই তাঁদের পরিচালনা করতেন)) এর মধ্যে এই প্রমাণ রয়েছে যে, আল্লাহর দীন—যা প্রতিটি স্থান ও প্রতিটি সময়ের জন্য ইসলামের বিধান—তা-ই হলো প্রকৃত ও কল্যাণকর রাজনীতি; কাফের ও ইসলামের শত্রুরা যে রাজনীতি চাপিয়ে দেয় তা প্রকৃত রাজনীতি নয়।

রাজনীতি হলো মূলত আল্লাহর শরীয়াতে যা এসেছে তা-ই। এজন্যই আমরা বলি যে, ইসলাম হলো শরীয়াহ ও রাজনীতির সমন্বয়। যে ব্যক্তি রাজনীতি ও শরীয়াহর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে, সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। কেননা ইসলামে রয়েছে আল্লাহর সঙ্গে সৃষ্টির সম্পর্কের নীতি ও

ইবাদতের বর্ণনা, এবং পরিবারের সাথে, প্রতিবেশীর সাথে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে, বন্ধুদের সাথে, ছাত্রদের সাথে, শিক্ষকদের সাথে এবং প্রত্যেকের সাথেই মানুষের আচরণের নীতি; প্রত্যেকের জন্যই সুনির্দিষ্ট নীতি রয়েছে। এমনকি কাফের শত্রুদের সাথেও আচরণের নীতি আছে—সেটা হারবী, মুআহিদ, মুস্তামিন কিংবা জিম্মী যেই হোক না কেন।

ইসলাম প্রতিটি শ্রেণির অধিকার স্পষ্ট করে দিয়েছে এবং তাদের সাথে যথাযথ আচরণের নির্দেশ দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যারা হারবী (যুদ্ধরত), আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব; তাদের রক্ত আমাদের জন্য বৈধ, তাদের সম্পদ আমাদের জন্য বৈধ এবং তাদের ভূখণ্ড আমাদের জন্য বৈধ।

আর যারা মুস্তামিন (নিরাপত্তা প্রার্থনাকারী), আমাদের অবশ্যই তাদের নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: (আর মুশরিকদের মধ্যে কেউ যদি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দিন যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়; অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিন।) (সূরা আত-তাওবাহ: ৬)।

আর যারা মুআহিদ (চুক্তিবদ্ধ), আমাদের অবশ্যই তাদের সাথে কৃত চুক্তি রক্ষা করতে হবে। অতঃপর তিনটি অবস্থা হতে পারে: হয় আমরা তাদের প্রতি আশ্বস্ত থাকব, অথবা তাদের পক্ষ থেকে কোনো আশঙ্কার উদ্বেক হবে, অথবা তারা চুক্তি ভঙ্গ করবে।

এই তিনটি অবস্থাই কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। যদি আমরা তাদের ব্যাপারে আশ্বস্ত থাকি, তবে আমাদের ওপর তাদের চুক্তি পূর্ণ করা আবশ্যিক। আর যদি আমরা তাদের পক্ষ থেকে কোনো বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা করি, তবে মহান আল্লাহ বলেছেন: (আর যদি আপনি কোনো কওমের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা করেন, তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকে সমানভাবে নিক্ষেপ করুন। নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের পছন্দ করেন না।) (সূরা আল-আনফাল: ৫৮)। তাদের বলুন: এটা নয়...

بيننا عهداً إذا خفت منهم، ولا تنقض العهد بدون أن تخبرهم.
والثالث هم الذين نقضوا العهد (فَقَاتِلُوا أُمَمَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ
يَنْتَهُونَ) (التوبة: 12) ، إذا نقضوا العهد فلا إيمان لهم ولا عهد لهم، فاللهم أن
الدين دين الله وأن الدين سياسة: سياسة شرعية، سياسة اجتماعية، سياسة مع
الأجانب، ومع المسالمين، ومع كل أحد.

ومن فصل الدين عن السياسة فقد ضل؛ وهو بين أمرين:
إما جاهل بالدين ولا يعرف، ويظن أن الدين عبادات بين الإنسان وربه، وحقوق
شخصية وما أشبه ذلك؛ يظن أن هذا هو الدين فقط.
أو أنه قد بهره الكفرة وما هم عليه من القوة المادية، فظن أنهم هم المصيبون.
وأما من عرف الإسلام حق المعرفة عرف أنه شريعة وسياسة، والله الموفق.

657/5- وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد، فقال
له: أي بُني، إني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن شر الرعاء
الخطبة)) فأياك أن تكون منهم. متفق عليه.
658/6- وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه، أنه قال لمعاوية رضي الله عنه:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من ولاه الله شيئاً من أمور
المسلمين،

আমাদের এবং তাদের মধ্যে একটি অঙ্গীকার রয়েছে যদি তুমি তাদের পক্ষ থেকে কোনো
(বিশ্বাসঘাতকতার) ভয় কর, তবে তাদেরকে অবগত না করে অঙ্গীকার ভঙ্গ করো না।
আর তৃতীয় প্রকার হলো তারা যারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে (অতএব তোমরা কুফরের প্রধানদের
বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, নিশ্চয়ই তাদের কোনো শপথ নেই, যেন তারা নিবৃত্ত হয়) (আত-তাওবাহ:
১২)। তারা যদি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তবে তাদের কোনো শপথ বা অঙ্গীকার অবশিষ্ট থাকে না।
মূলকথা হলো, এই দীন আল্লাহর দীন এবং এই দীন একটি রাজনীতি: শরিয়ি রাজনীতি,

সামাজিক রাজনীতি, বিদেশিদের সাথে রাজনীতি, শান্তিকামীদের সাথে এবং প্রত্যেকের সাথে রাজনীতি।

আর যে ব্যক্তি দ্বীনকে রাজনীতি থেকে পৃথক করেছে সে পথভ্রষ্ট হয়েছে; সে দুটি অবস্থার যে কোনো একটিতে রয়েছে:

হয় সে দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ এবং তা জানে না, আর সে মনে করে যে দ্বীন কেবল মানুষ ও তার রবের মধ্যকার ইবাদত, ব্যক্তিগত অধিকার এবং এই জাতীয় কিছু; সে ধারণা করে যে এটাই কেবল দ্বীন।

অথবা সে কাফিরদের দ্বারা এবং তাদের পার্থিব শক্তির দ্বারা বিমোহিত হয়ে পড়েছে, ফলে সে ধারণা করেছে যে তারাই সঠিক পথের ওপর রয়েছে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইসলামকে যথাযথভাবে জেনেছে, সে জেনেছে যে এটি একটি শরীয়ত ও রাজনীতি। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

৫/৬৫৭- আইয বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের নিকট প্রবেশ করলেন এবং তাকে বললেন: হে বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "নিশ্চয়ই নিকৃষ্টতম রাখাল (পরিচালক) হলো নিষ্ঠুর বা কঠোর ব্যক্তি।" সুতরাং তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকো। (বুখারি ও মুসলিম)।

৬/৬৫৮- আবু মারইয়াম আল-আযদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "আল্লাহ যাকে মুসলমানদের কোনো বিষয়ের দায়িত্বশীল বানিয়েছেন,...

(ص: 638) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم؛ احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة)) فجعل معاوية رجلاً على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث في بيان ما يجب على الرعاة لرعيته من الحقوق، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن شر الرعاء الحطبة)) الرعاء: جمع راع.

الحطبة: الذي يحطم الناس ويشق عليهم ويؤذيهم، فهذا شر الرعاء. وإذا كان هذا شر الرعاء؛ فإن خير الرعاء الذين السهل، الذي يصل إلى مقصوده بدون عنف. فيُستفاد من هذا الحديث فائدتان:

الفائدة الأولى: أنه لا يجوز للإنسان الذي ولاه الله تعالى على أمر من أمور المسلمين أن يكون عنيفاً عليهم؛ بل يكون رفيقاً بهم.

الفائدة الثانية: وجوب الرفق بمن ولاه الله عليهم بحيث يرفق بهم في قضاء حوائجهم وغير ذلك، مع كونه يستعمل الحزم والقوة والنشاط، يعني لا يكون ليناً مع ضعف، ولكن ليناً بحزم وقوة ونشاط. وأما الحديث الثاني: ففيه التحذير من اتخاذ الإنسان الذي يوليه الله تعالى أمراً من أمور المسلمين حاجباً يحول دون خلتهم وفقرهم

...তবে তিনি যদি তাদের প্রয়োজন, অভাব ও দারিদ্র্যের মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান; আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাঁর প্রয়োজন, অভাব ও দারিদ্র্যের মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবেন।)) অতঃপর মুয়াবিয়া (রা.) জনগণের প্রয়োজন মেটানোর জন্য একজন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করলেন। এটি আবু দাউদ ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাক্যা]

এই হাদিসগুলো প্রজাদের প্রতি দায়িত্বশীলদের যে সকল অধিকার ও কর্তব্য রয়েছে তা বর্ণনার ক্ষেত্রে। এর অন্তর্ভুক্ত হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: ((নিশ্চয়ই নিকৃষ্টতম

দায়িত্বশীল হলো সেই ব্যক্তি যে প্রজাদের ওপর কঠোরতা করে)) 'রাআ' হলো 'রাঈ'
(দায়িত্বশীল/রাখাল) শব্দের বহুবচন।

'হুতামাহ' (নির্দয়/কঠোর) বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝায় যে মানুষকে পিষ্ট করে, তাদের ওপর কঠোরতা আরোপ করে এবং তাদের কষ্ট দেয়; এটিই হলো নিকৃষ্টতম দায়িত্বশীল। আর যদি এটিই নিকৃষ্টতম দায়িত্বশীল হয়, তবে সর্বোত্তম দায়িত্বশীল হলো কোমল ও সহজ প্রকৃতির ব্যক্তি, যে কোনো প্রকার সহিংসতা ছাড়াই লক্ষ্য অর্জন করে। এই হাদিস থেকে দুটি ফায়দা বা শিক্ষা অর্জিত হয়:

প্রথম ফায়দা: মহান আল্লাহ যাকে মুসলমানদের কোনো বিষয়ের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তার জন্য তাদের প্রতি কঠোর হওয়া বৈধ নয়; বরং তাদের প্রতি সদয় ও কোমল হতে হবে।

দ্বিতীয় ফায়দা: মহান আল্লাহ যাদের ওপর কাউকে দায়িত্বশীল করেছেন, তাদের প্রতি সদয় হওয়া ওয়াজিব বা আবশ্যিক, যাতে তাদের প্রয়োজন পূরণ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের প্রতি কোমল আচরণ করা হয়। তবে এর পাশাপাশি দৃঢ়তা, শক্তি ও উদ্যম বজায় রাখতে হবে; অর্থাৎ এমন কোমল হওয়া যাবে না যা দুর্বলতা প্রকাশ করে, বরং দৃঢ়তা, শক্তি ও উদ্যমের সাথে কোমল হতে হবে।

আর দ্বিতীয় হাদিসের ক্ষেত্রে বলা যায়: এতে মহান আল্লাহ যাকে মুসলমানদের কোনো বিষয়ের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, সে যেন এমন কোনো দ্বাররক্ষী বা অন্তরায় নিযুক্ত না করে যা তাদের অভাব ও দারিদ্র্যের প্রতিকারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

(ص: 639) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وحاجتهم، وأن من فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحول بينه وبين حاجته
وخلته وفقره.

لَهَا حُذْث مَعَاوِيَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ؛ اتَّخَذَ رَجُلًا لِّحَوَائِجِ النَّاسِ يَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَيَنْظُرُ مَا حَوَائِجُهُمْ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِلَى مَعَاوِيَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ أَمِيرًا لِلْمُؤْمِنِينَ.

وهكذا أيضاً، له نوع من الولاية وحاجة الناس إليه؛ فإنه لا ينبغي أن يحتجب دون حوائجهم، ولكن له أن يرتب أموراً بحيث يجعل لهؤلاء وقتاً ولهؤلاء وقتاً، حتى لا تنفرط عليه الأمور، الله الموفق.

...এবং তাদের প্রয়োজন; আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে তার নিজের প্রয়োজন, অভাব ও দারিদ্র্যের মুখে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবেন।

মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যখন এই হাদীসটি শোনানো হলো, তখন তিনি মানুষের অভাব ও প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো গ্রহণের জন্য একজন লোক নিযুক্ত করলেন। সেই ব্যক্তি মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করত এবং তাদের কী প্রয়োজন তা যাচাই করত, অতঃপর আমীরুল মুমিনীন হিসেবে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট তা পেশ করত।

অনুরূপভাবে, যার কোনো প্রকারের কর্তৃত্ব বা জিম্মাদারি রয়েছে এবং মানুষের তার কাছে প্রয়োজন থাকে, তার জন্য মানুষের প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে নিজেকে আড়াল করে রাখা উচিত নয়। তবে তিনি তার কার্যাবলি এমনভাবে সুশৃঙ্খল করতে পারেন যাতে এদের জন্য কিছু সময় এবং অন্যদের জন্য কিছু সময় বরাদ্দ থাকে, যাতে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়। আল্লাহই তাওফীকদাতা।

(ص: 640) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (النحل: 90) وقال تعالى: (وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (الحجرات: 9)

659/1- وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه، وتفرقا عليه، ورجل دعتة امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه)) متفق عليه.

660/2- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا)) رواه مسلم.

৭৯- পরিচ্ছেদ: ন্যায়পরায়ণ শাসক

আল্লাহ তাআলা বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।" (আন-নাহল: ৯০) এবং আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "এবং তোমরা ন্যায়বিচার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচারকদের ভালোবাসেন।" (আল-হুজুরাত: ৯)

১/৬৫৯- আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "সাত প্রকারের ব্যক্তিকে আল্লাহ তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন যে দিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না: ন্যায়পরায়ণ শাসক; সেই যুবক যে আল্লাহর ইবাদতের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছে; সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকে; সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালোবাসে, সেই ভালোবাসার ওপরই তারা একত্রিত হয় এবং সেই ভিত্তিতেই তারা বিচ্ছিন্ন হয়; সেই ব্যক্তি যাকে কোনো উচ্চবংশীয়

রূপসী নারী আহ্বান জানায় আর সে বলে: ‘আমি আল্লাহকে ভয় করি’; সেই ব্যক্তি যে এত গোপনে সদকা করে যে তার বাম হাত জানতে পারে না তার ডান হাত কী দান করছে; এবং সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহর স্মরণ করে ফলে তার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়।”

(মুত্তাফাকুন আলাইহি)

২/৬৬০- আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির আলাহর নিকট নূরের মিস্বরসমূহে অবস্থান করবেন; তারা হলেন সেই সব ব্যক্তি যারা তাদের শাসনকার্যে, পরিবার-পরিজনের বিষয়ে এবং তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ন্যায়বিচার করেন।" (মুসলিম)

(ص: 641) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

[الشَّرْحُ]

قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب الوالي العادل. والوالي هو الذي يتولى أمراً من أمور المسلمين الخاصة أو العامة. حتى الرجل في أهل بيته يُعتبر والياً عليهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته)) والعدل واجب حتى في معاملة الإنسان نفسه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن لنفسك عليك حقاً، ولربك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، ولزورك - أي الزائر - عليك حقاً فأعط كل ذي حق حقه)).

فالعدل واجب في كل شيء، لكنه في حق ولاية الأمور أوكد وأولى وأعظم؛ لأن خلاف العدل إذا وقع من ولاية الأمور؛ حصلت الفوضى والكراهة لولي الأمر حيث لم يعدل.

ولكن موقفنا نحو الإمام الوالي الذي لم يعدل أو ليس بعادل أن نصبر؛ نصبر على ظلمه، وعلى جوره، وعلى استئثاره، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى الأنصار رضي الله عنهم وقال لهم " ((إنكم ستلقون بعدي أثرة)) يعني استئثاراً عليكم ((فاصبروا حتى تلقوني على الحوض)) ؛ ذلك لأن منازعة ولي الأمر يحصل بها الشر والفساد الذي هو أعظم من جورة

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) রিয়াদুস সালিহীন কিতাবের ‘ন্যায়পরায়ণ শাসক’ পরিচ্ছেদে বলেন: ‘ওয়ালী’ (শাসক বা অভিভাবক) হলেন তিনি, যিনি মুসলিমদের সাধারণ বা বিশেষ কোনো বিষয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন; এমনকি একজন ব্যক্তি তার পরিবারের সদস্যদের ওপরও অভিভাবক হিসেবে গণ্য হন; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল এবং সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।” এমনকি মানুষের নিজের সাথে আচরণের ক্ষেত্রেও ইনসাফ বা ন্যায়বিচার করা ওয়াজিব; যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “নিশ্চয়ই তোমার ওপর তোমার নফসের হক রয়েছে, তোমার ওপর তোমার রবের হক রয়েছে, তোমার ওপর তোমার পরিবারের হক রয়েছে এবং তোমার ওপর তোমার মেহমানের—অর্থাৎ দর্শনার্থীর—হক রয়েছে; সুতরাং প্রত্যেক হকদারকে তার পাওনা হক প্রদান করো।” সুতরাং প্রতিটি বিষয়েই ইনসাফ বজায় রাখা ওয়াজিব, তবে দায়িত্বশীল বা শাসকদের ক্ষেত্রে এটি অধিকতর তাকীদপূর্ণ, অগ্রগণ্য এবং মহান; কারণ শাসকদের পক্ষ থেকে ইনসাফ পরিপন্থী কাজ সংঘটিত হলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং ইনসাফ না করার কারণে শাসকের প্রতি ঘৃণা জন্মায়।

তবে যে ইমাম বা শাসক ইনসাফ করেন না বা ন্যায়পরায়ণ নন, তার প্রতি আমাদের অবস্থান হলো—সবর করা; আমরা তার জুলুম, অত্যাচার এবং সম্পদ কুক্ষিগত করার ওপর ধৈর্য ধারণ করব; এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) অসিয়ত করে বলেছিলেন: “নিশ্চয়ই তোমরা আমার পরে পক্ষপাতিত্ব ও সম্পদ কুক্ষিগত করার প্রবণতা দেখতে পাবে,” অর্থাৎ তোমাদের ওপর অন্যদের প্রাধান্য দেওয়া হবে, “অতএব

তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, যতক্ষণ না হাউজে কাউসারে আমার সাথে সাক্ষাৎ করো।” এর কারণ হলো, শাসকের সাথে বিবাদে লিপ্ত হলে এমন অনিষ্ট ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয় যা তার জুলুমের চেয়েও ভয়াবহ।

(ص: 642) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وظلمه، ومعلوم أن العقل والشرع ينهى عن ارتكاب أشد الضررين، ويأمر بارتكاب أخف الضررين إذا كان لا بد من ارتكاب أحدهما.

ثم ساق المؤلف رحمه الله آيات وأحاديث منها قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ) العدل واجب والإحسان فضل وزيادة فهو سنة، وحسبته أن يذكر قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (النساء: 59) وقوله: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَبِيحًا بَصِيرًا) (النساء: 58).

فالعدل من الوالي ألا يفرق بين الناس، ولا يجور على أحد، ولا يحابي غنياً لغناه، ولا قريباً لقربابته، ولا فقيراً لفقره، ولكن يحكم بالعدل، حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا: يجب على القاضي أن يستعمل العدل مع الخصمين، ولو كان أحدهما كافراً؛ يعني لو دخل كافر ومسلم على القاضي؛ فإن الواجب أن يعدل بينهما في الجلوس والكلام والملاحظة بالعين وغير ذلك؛ لأن المقام مقام حكم يجب فيه العدل، وإن كان بعض الجهال يقول: لا، قدّم المسلم. نقول: لا يجوز أن نقدم المسلم؛ لأن المقام مقام محاكمة ومعادلة، فلا بد من العدل في كل شيء.

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله)) سبعة يظلهم الله، وليس هذا على سبيل الحصر، هناك أناس آخرون يظلهم الله غير هؤلاء، وقد جمعهم الحافظ ابن حجر في شرح البخاري فزادوا على العشرين.

এবং তাঁর অবিচার; আর এটি সুবিদিত যে, বুদ্ধি ও শরীয়ত উভয়টিই দুটি ক্ষতির মধ্যে অধিকতর গুরুতরটি বর্জন করতে নিষেধ করে এবং যদি দুটির কোনো একটি করতেই হয়, তবে অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর ক্ষতিটি বেছে নেওয়ার নির্দেশ দেয়।

অতঃপর লেখক (রহিমাহুল্লাহ) বেশ কিছু আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে মহান আল্লাহর বাণী হলো: "নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ও ইহসানের (সদাচরণের) নির্দেশ দিচ্ছেন।" ন্যায়পরায়ণতা (আদল) ওয়াজিব বা আবশ্যিক এবং ইহসান হলো অতিরিক্ত মর্যাদা ও ফজিলত, তাই এটি সুন্নাহ। আমি মনে করেছিলাম যে তিনি মহান আল্লাহর এই বাণীটিও উল্লেখ করবেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো আর তোমাদের মধ্যকার উলিল আমর বা যারা দায়িত্বশীল তাদের।" (সূরা আন-নিসা: ৫৯) এবং তাঁর বাণী: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের নিকট পৌঁছে দিতে; আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদের যে উপদেশ দিচ্ছেন তা কতই না চমৎকার! নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা আন-নিসা: ৫৮)।

শাসকের পক্ষ থেকে ন্যায়বিচার হলো মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ না করা, কারও ওপর জুলুম না করা, কোনো ধনী ব্যক্তিকে তার ধনবত্তার কারণে পক্ষপাতিত্ব না করা, কোনো আত্মীয়কে তার আত্মীয়তার কারণে কিংবা কোনো দরিদ্রকে তার দারিদ্র্যের কারণে বিশেষ সুযোগ না দেওয়া; বরং ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করা। এমনকি উলামায়ে কিরাম (রহিমাহুমুল্লাহ) বলেছেন: বিচারকের জন্য বিবাদী উভয়ের মধ্যে ইনসাফ করা ওয়াজিব, এমনকি যদি তাদের একজন কাফেরও হয়। অর্থাৎ, যদি একজন কাফের এবং একজন মুসলিম বিচারকের কাছে আসে, তবে বসার স্থান, কথা বলা, দৃষ্টিপাত এবং অন্যান্য সব বিষয়ে তাদের মধ্যে সমতা বজায় রাখা বিচারকের ওপর আবশ্যিক। কারণ এটি বিচারের আসন যেখানে ইনসাফ করা ফরজ। যদিও কিছু মূর্খ লোক বলে থাকে: 'না, মুসলিমকে প্রাধান্য দাও।' আমরা বলব: মুসলিমকে (বিচারের

আসনে) প্রাধান্য দেওয়া জায়েজ নেই; কারণ এটি বিচার ও সমতার ক্ষেত্র, তাই প্রতিটি বিষয়ে অবশ্যই ন্যায্যবিচার বজায় রাখতে হবে।

অতঃপর তিনি আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "সাত প্রকার ব্যক্তিকে আল্লাহ তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না।" 'সাত প্রকার ব্যক্তি যাদের আল্লাহ ছায়া দেবেন'—এটি কেবল ওই সাত প্রকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এই সাতজন ছাড়াও আরও এমন কিছু মানুষ রয়েছেন যাদের আল্লাহ ছায়া দান করবেন। হাফেজ ইবনে হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বুখারীর শারহ-এ (ব্যাখ্যাগ্রন্থে) তাদের একত্রিত করেছেন এবং তাদের সংখ্যা বিশের অধিক হয়েছে।

(ص: 643) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث أحياناً بما يناسب المقام، فتجده يقول سبعة، ثلاثة، أربعة، أو ما أشبه ذلك، مع أن هناك أشياء أخرى لم يذكرها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأقواهم بلاغة فيتحدث بما يناسب المقام.

وقوله: ((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله)) وذلك يوم القيامة؛ لأنه في يوم القيامة ليس هناك شجر، ولا بناء، ولا جبال، ولا ثياب، ولا غير ذلك، حتى الناس يحشرون حفاة عراة غرلاً ليس هناك ظل إلا ظل الله، أي ظل يخلقه الله عز وجل يظل من يظلهم الله تعالى في ذلك اليوم؛ لأنه ليس هناك ظل بناء، ولا ظل شجر، ولا ظل ثياب، ولا ظل مصنوعات أبداً، ليس هناك إلا الظل الذي ييسره الله تعالى للإنسان، يخلق جل وعلا ظلاً من عنده، والله أعلم بكيفيته، ويظل الإنسان.

الأول: إمام عادل: بدأ بالإمام العادل الذي يعدل بين الناس، وأهم عدل في الإمام أن يحكم بني الناس بشريعة الله؛ لأن شريعة الله هي العدل، وأما من حكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة؛ فهو من أشد الولاة جوراً- والعياذ بالله- وأبعد الناس من أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ لأنه ليس من العدل أن تحكم بين عباد الله بشريعة غير شريعة الله. من جعل لك هذا؟ احكم بين الناس بشريعة ربهم عز وجل، فأعظم ما يدخل في ذلك أن يحكم الإمام بشريعة الله.

ومن ذلك أن يقتص الحق حتى من نفسه ومن أقرب الناس إليه؛ لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ) (النساء: 135).

কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো কখনো প্রেক্ষাপটের উপযোগী কথা বলেন। তাই আপনি তাঁকে দেখবেন তিনি সাত, তিন, চার অথবা অনুরূপ সংখ্যা উল্লেখ করছেন, যদিও এমন আরও অনেক বিষয় রয়েছে যা তিনি উল্লেখ করেননি; কারণ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রাঞ্জলভাষী এবং বাগ্মীতায় সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী, তাই তিনি প্রেক্ষাপটের উপযুক্ত কথা বলেন।

আর তাঁর বাণী: ((সাত শ্রেণির ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না))। আর এটি কিয়ামতের দিন ঘটবে; কেননা কিয়ামতের দিন কোনো গাছপালা, ঘরবাড়ি, পাহাড়-পর্বত, পোশাক-পরিচ্ছদ বা অন্য কিছুই থাকবে না। এমনকি মানুষকে যখন হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হবে তখন তারা নগ্নপদ, বস্ত্রহীন ও খতনাবিহীন অবস্থায় থাকবে। সেখানে আল্লাহর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। অর্থাৎ মহান আল্লাহ এমন এক ছায়া সৃষ্টি করবেন যা দ্বারা তিনি সেদিন নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের ছায়া দান করবেন; কারণ সেখানে কোনো দালানকোঠার ছায়া, গাছের ছায়া, পোশাকের ছায়া কিংবা কোনো কৃত্রিম বস্তুর ছায়া মোটেও থাকবে না। সেখানে কেবল সেই ছায়াই থাকবে যা মহান আল্লাহ মানুষের জন্য সহজ করে দেবেন। তিনি স্বীয় পক্ষ থেকে এক ছায়া সৃষ্টি করবেন—যার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন—এবং তা মানুষকে ছায়া প্রদান করবে।

প্রথমজন: ন্যায়পরায়ণ শাসক: তিনি ন্যায়পরায়ণ শাসক দ্বারা শুরু করেছেন যিনি মানুষের মাঝে ইনসাফ কায়েম করেন। শাসকের সবচেয়ে বড় ন্যায়বিচার হলো মানুষের মাঝে আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী বিচার করা; কারণ আল্লাহর শরীয়তই হলো প্রকৃত ন্যায়বিচার। আর যে ব্যক্তি শরীয়তবিরোধী মানবরচিত আইন দ্বারা বিচার করে, সে অত্যন্ত জালেম শাসকদের অন্তর্ভুক্ত—আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই—এবং সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর ছায়া লাভ করা থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী ব্যক্তি; কেননা আল্লাহর বান্দাদের মাঝে আল্লাহর শরীয়ত ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে বিচার করা মোটেও ন্যায়বিচার নয়। আপনাকে এই অধিকার কে দিয়েছে? মানুষের মাঝে তাদের মহান রবের শরীয়ত অনুযায়ী বিচার করুন। সুতরাং এর অন্তর্ভুক্ত সবচেয়ে মহান বিষয় হলো শাসক আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করবেন।

আর এর অন্তর্ভুক্ত হলো নিজের এবং নিজের নিকটাত্মীয়দের থেকেও হকের পাওনা আদায় করে নেওয়া; মহান আল্লাহর এই বাণীর কারণে: (হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো এবং আল্লাহর ওয়াস্তে সাক্ষী হও) (আন-নিসা: ১৩৫)।

(ص: 644) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ومن ذلك أيضاً ألا يفرق بين قريبه وغيره، فتجده إذا كان الحق على القريب تهاون في تنفيذه وجعل يسوف ويؤخر، وإذا كان لقريبه على غيره بأدر فاقترض منه. فإن هذا ليس من العدل. والعدل في ولي الأمر له فروع كثيرة وأنواع كثيرة لا يتسع المقام الآن لذكرها. فنسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين لأئمة عادلين يحكمون فيهم بكتاب الله وبشريعته التي اختارها لعباده.

أما الثاني فهو ((شباب نشأ في طاعة الله))، الشباب صغير السن الذي نشأ في طاعة الله واستمر على ذلك، هذا أيضاً ممن يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ لأنه ليس له صبوة، والغالب أن الشباب يكون لهم صبوة وميل وانحراف، ولكن إذا كان

هذا الشاب نشأ في طاعة الله، ولم يكن له ميل ولا انحراف واستمر على هذا؛ فإن الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

والثالث: ((رجلان تحابا في الله اجتماعاً عليه وتفرقاً عليه)) رجلان تحابا في الله، يعني ليس بينهما صلة من نسب أو غيره، ولكن تحابا في الله. كل واحد منهم رأى أن صاحبه ذو عبادة وطاعة لله عز وجل، وقيام بها يجب لأهله ولهن له حق عليه، فرآه على هذه الحال فأحبه.

"اجتماعاً عليه وتفرقاً عليه" يعني اجتماعاً عليه في الدنيا، وبقياً على ذلك إلى أن ماتا فتفرقاً على ذلك؛ هذان أيضاً ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والرابع: ((رجل قلبه معلق بالمساجد)) يعني أنه يألف الصلاة ويحبها

আরও অন্তর্ভুক্ত হলো নিজের নিকটাত্মীয় এবং অন্যদের মধ্যে পার্থক্য না করা। দেখা যায় যে, যখন কোনো অধিকার বা পাওনা তার আত্মীয়ের ওপর বর্তায়, তখন সে তা বাস্তবায়নে শিথিলতা প্রদর্শন করে এবং টালবাহানা ও বিলম্ব করতে থাকে; কিন্তু যখন তার আত্মীয়ের কোনো পাওনা অন্যের ওপর থাকে, তখন সে দ্রুত তা আদায় করে নেয়। নিশ্চয়ই এটি ন্যায়বিচারের অন্তর্ভুক্ত নয়। একজন দায়িত্বশীল বা শাসকের ন্যায়বিচারের অনেক শাখা ও প্রকার রয়েছে যা বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি মুসলিমদের এমন ন্যায়পরায়ণ শাসক দান করেন, যারা তাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর বান্দাদের জন্য মনোনীত শরীয়ত অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করবেন।

আর দ্বিতীয় প্রকার হলো সেই যুবক, যে আল্লাহর ইবাদতের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছে। অর্থাৎ সেই অল্পবয়স্ক যুবক যে আল্লাহর আনুগত্যের ওপর বড় হয়েছে এবং এর ওপর অবিচল রয়েছে। সে-ও ওই সকল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদেরকে মহান আল্লাহ তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতিরেকে আর কোনো ছায়া থাকবে না। কারণ তার মধ্যে কোনো চারিত্রিক স্বলন ছিল না; অথচ সাধারণত যুবকদের মাঝে নফসের কামনা, ঝোঁক ও বিচ্যুতি বিদ্যমান থাকে। কিন্তু যদি কোনো যুবক আল্লাহর ইবাদতের মধ্য বেড়ে ওঠে এবং তার

মধ্যে কোনো বিচ্ছৃতি বা ভ্রষ্টতা না থাকে এবং সে এর ওপর অটল থাকে, তবে মহান আল্লাহ তাকে সেই দিন তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না।

আর তৃতীয় প্রকার: সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালোবাসে, সেই ভালোবাসার ভিত্তিতেই তারা একত্রিত হয় এবং তার ওপরই তারা পৃথক হয়। অর্থাৎ এমন দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই একে অপরকে ভালোবাসে; তাদের মধ্যে বংশীয় বা অন্য কোনো সম্পর্ক নেই, বরং কেবল আল্লাহর জন্যই তারা একে অপরকে ভালোবাসে।

তাদের প্রত্যেকেই দেখে যে তার সাথী ইবাদতগুজার, মহান আল্লাহর অনুগত এবং পরিবার ও পাওনাদারদের অধিকার আদায়ে সচেষ্টি। তার এই অবস্থা দেখেই সে তাকে ভালোবাসে।

"সেই ভালোবাসার ওপরই তারা একত্রিত হয় এবং সেই ভালোবাসার ওপরই তারা পৃথক হয়" এর অর্থ হলো তারা দুনিয়াতে এই ভালোবাসার ভিত্তিতেই একত্রিত ছিল এবং মৃত্যু পর্যন্ত তারা এই অবস্থার ওপরই অটল ছিল, অবশেষে এই অবস্থাতেই তারা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এই দুই ব্যক্তিও ওই সকল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে মহান আল্লাহ তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না।

চতুর্থ প্রকার: সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে ঝুলে থাকে। অর্থাৎ সে নামাজের সাথে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট এবং নামাজকে অত্যন্ত ভালোবাসে।

(ص: 645) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وكلما فرغ من صلاة إذا هو يتطلع إلى صلاة أخرى، فالمساجد أماكن السجود، سواء بُنيت للصلاة فينا أم لا، المهم أنه دائماً يرغب الصلاة قلبه معلق بها؛ كلما فرغ من صلاة تطلع للصلاة الأخرى.

وهذا يدل على قوة صلته بالله عز وجل؛ لأن الصلاة صلى بين العبد وبين ربه، فإذا أحبها الإنسان وألفها فهذا يعني أنه يحب الصلة التي بينه وبين الله، فيكون ممن يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

والخامس: ((رجلٌ دعتَه امرأة ذات منصب وجمال)) يعني دعتَه لنفسها لفجر بها، ولكنه كان قوي العفة، طاهر العرض ((قال إني أخاف الله)) فهو رجل ذو شهوة، والدعوة التي دعتَه إليها هذه المرأة توجب أن يفعل؛ لأنها هي التي طلبته، والمكان خال ليس فيه أحد، ولكن منعه من ذلك خوف الله عز وجل. قال إني أخاف الله، لم يقل: أخشى أن يطلع علينا أحد، ولم يقل إنه لا رغبة له في الجماع، ولكن قال ((إني أخاف الله)) فهذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله لكمال عفته.

والسادس: ((رجلٌ تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شباله ما تنفق يمينه)) تصدق بصدقة مخلصاً بذلك لله عز وجل، حتى أنه لو كان أحداً على يساره ما علم بذلك من شدة الإخفاء فهذا عنده كمال الإخلاص، فيظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهذا ما لم يكون إظهار الصدقة فيه مصلحة وخير، فإذا كان في إظهار الصدقة مصلحة وخير كان إظهارها أولى، لكن إذا لم يكن فيه مصلحة فالإسرار أولى.

والسابع: ((رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه)) ذكر الله خالياً في مكان

যখনই তিনি এক সালাত শেষ করেন, অমনি অন্য সালাতের অপেক্ষায় থাকেন। মসজিদ হলো সিজদাহ করার স্থান, তা আমাদের মাঝে সালাতের জন্য নির্মিত হোক বা না হোক; মূল বিষয় হলো—তিনি সর্বদা সালাতের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন এবং তাঁর অন্তর এর সাথে জুড়ে থাকে; এক সালাত শেষ করলেই অন্য সালাতের প্রতীক্ষায় থাকেন।

এটি আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার সাথে তাঁর সম্পর্কের দৃঢ়তার প্রমাণ বহন করে। কেননা সালাত হলো বান্দা ও তাঁর রবের মধ্যকার যোগসূত্র। মানুষ যখন একে ভালোবাসে এবং এতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন এর অর্থ দাঁড়ায়—তিনি আল্লাহ ও তাঁর মধ্যকার এই সম্পর্ককেই

ভালোবাসেন। ফলে তিনি সেই ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবেন যাদের আল্লাহ তাঁর ছায়াতলে স্থান দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না।

পঞ্চম ব্যক্তি হলেন: ‘সেই ব্যক্তি যাকে কোনো উচ্চবংশীয় রূপসী নারী আহ্বান জানায়।’ অর্থাৎ নারীটি তাকে নিজের কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়, কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত চারিত্রিক দৃঢ়তাসম্পন্ন ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারী। তিনি বলেন: ‘নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে ভয় করি।’ তিনি ছিলেন কামনা-বাসনা সম্পন্ন একজন পুরুষ, আর নারীটি তাকে যে আহ্বান জানিয়েছিল তা সাধারণত সাড়া দেওয়ার মতো ছিল; কারণ নারী নিজেই তাকে ডেকেছিল এবং স্থানটিও ছিল নির্জন যেখানে কেউ নেই। কিন্তু আল্লাহর ভয়ই তাকে তা থেকে নিবৃত্ত রেখেছে। তিনি বলেছেন: ‘আমি আল্লাহকে ভয় করি’; তিনি এ কথা বলেননি যে, ‘আমি ভয় পাচ্ছি পাচ্ছে কেউ আমাদের দেখে ফেলে’, কিংবা এ কথা বলেননি যে, ‘যৌন মিলনের প্রতি তাঁর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই’। বরং তিনি বলেছেন: ‘নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে ভয় করি।’ স্বীয় চারিত্রিক পূর্ণতার কারণে আল্লাহ তাঁকে সেই দিনে তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না।

ষষ্ঠ ব্যক্তি হলেন: ‘সেই ব্যক্তি যিনি এমনভাবে দান করেন যে তা অত্যন্ত গোপনে রাখেন, এমনকি তাঁর ডান হাত যা ব্যয় করে বাম হাত তা জানতে পারে না।’ তিনি আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার সম্ভৃষ্টির নিমিত্তে একনিষ্ঠভাবে দান করেন; এমনকি তাঁর দান গোপন রাখার প্রবণতা এতই বেশি ছিল যে, তাঁর বাম পাশে কেউ থাকলেও সে বিষয়ে জানতে পারত না। এটি তাঁর ইখলাস বা একনিষ্ঠতার পূর্ণতা প্রকাশ করে। ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে সেই দিনে তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। তবে এটি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রযোজ্য যতক্ষণ দান প্রকাশ করার মধ্যে কোনো বিশেষ কল্যাণ না থাকে। যদি দান প্রকাশ করার মধ্যে কোনো কল্যাণ বা মঙ্গল নিহিত থাকে, তবে তা প্রকাশ করাই উত্তম। কিন্তু যদি কোনো কল্যাণ না থাকে, তবে গোপনে দান করাই শ্রেয়।

এবং সপ্তম ব্যক্তি হলেন: ‘সেই ব্যক্তি যিনি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করেন এবং তাঁর দুই চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়।’ তিনি নির্জনে কোনো এক স্থানে আল্লাহকে স্মরণ করেন...

لا يطلع عليه أحد، خالياً قلبه من التعلق بالدنيا، فخشع من ذلك وفاضت عيناه. هؤلاء السبعة يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قد توجد صفتان فأكثر في شخص واحد، وقد لا يوجد في الإنسان إلا صفة واحدة وهي كافية. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ((المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا)) يعني أن المقسطين العادلين في أهليهم وفيمن ولاهم الله عليه، يكونون على منابر من نور يوم القيامة على يمين الله عز وجل. وهذا دليل على فضل العدل في الأهل، وكذلك في الأولاد، وكذلك أيضاً في كل من ولاك الله عليه، اعدل حتى تكون على منبر من نور عن يمين الله عز وجل يوم القيامة، والله الموفق. * * *

661/3- وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم!)) قال: قلنا: أي رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة)) رواه مسلم. قوله: ((تُصلونَ عليهم)) : تدعون لهم.

যার ব্যাপারে কেউ অবগত হয় না, দুনিয়ার মায়ার বাঁধন থেকে তার অন্তর বিমুক্ত থাকে, ফলে সে ভীত-অবনত হয় এবং তার দুই চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়। এই সাত প্রকার ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা তাঁর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন সেই দিন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত

অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। কোনো এক ব্যক্তির মধ্যে দুই বা ততোধিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকতে পারে, আবার কারও মধ্যে কেবল একটি গুণও থাকতে পারে এবং সেটিই (মুক্তির জন্য) যথেষ্ট।

অতঃপর লেখক আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "বিচারের ক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারীরা কিয়ামতের দিন নূরের মিস্বরসমূহের ওপর অবস্থান করবেন; তারা হলেন সেই সকল ব্যক্তি যারা তাদের পরিবার-পরিজন এবং তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ন্যায্যবিচার করেন।" অর্থাৎ সেই সকল ইনসাফকারী যারা তাদের পরিবার এবং আল্লাহ যাদের ওপর তাদের কর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের মাঝে ইনসাফ কায়েম করেন, কিয়ামতের দিন তারা মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর ডান পাশে নূরের মিস্বরসমূহে সমাসীন হবেন।

এটি পরিবার-পরিজন এবং সন্তানদের প্রতি ইনসাফ প্রদর্শনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। অনুরূপভাবে আল্লাহ যার ওপরই আপনাকে কর্তৃত্ব দান করেছেন, তার প্রতিও ন্যায্যবিচার করতে হবে। আপনি ইনসাফ কায়েম করুন, যাতে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর ডান পাশে নূরের মিস্বরে আসীন হতে পারেন। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

* * *

৬৬১/৩- আউফ ইবনে মালিক (রাঃিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "তোমাদের সর্বোত্তম শাসক তারাই, যাদেরকে তোমরা ভালোবাসো এবং তারাও তোমাদের ভালোবাসে, তোমরা তাদের জন্য দুআ করো এবং তারাও তোমাদের জন্য দুআ করে। আর তোমাদের নিকৃষ্টতম শাসক তারাই, যাদেরকে তোমরা ঘৃণা করো এবং তারাও তোমাদের ঘৃণা করে, আর তোমরা তাদের অভিশাপ দাও এবং তারাও তোমাদের অভিশাপ দেয়!" বর্ণনাকারী বলেন: আমরা আরজ করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করব না?' তিনি বললেন: "না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মাঝে সালাত কায়েম রাখবে; না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মাঝে সালাত কায়েম রাখবে।" (মুসলিম)।

তাঁর বাণী: "তোমরা তাদের জন্য সালাত আদায় করো" এর অর্থ হলো: তোমরা তাদের জন্য দুআ করো।

662/4- وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجلٌ رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال)) رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الإمام العادل: عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم)).

الأئمة: يعني ولاية الأمور، سواء كان الإمام الكبير في البلد وهو السلطان الأعلى أو كان من دونه.

هؤلاء الأئمة الذين هم ولاية أمورنا، ينقسمون إلى قسمين: قسم نحبههم ويحبوننا، فتجدنا ناصحين لهم وهم ناصحون لنا، ولذلك نحبههم، لأنهم يقومون بما أوجب الله عليهم من النصيحة لمن ولاهم الله عليه، ومعلوم أن من قام بواجب النصيحة فإن الله تعالى يحبه، ثم يحبه أهل الأرض.

فهؤلاء الأئمة الذين قاموا بما يجب عليهم محبوبون لدى رعيته.

وقوله: ((ويصلون عليكم، وتصلون عليهم)) الصلاة هنا بمعنى الدعاء، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، تدعون لهم بأن الله يهديهم ويصلح

৪/৬৬২- ইয়াদ বিন হিমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: জালাতী ব্যক্তি তিন প্রকার: ১.

ন্যায়পরায়ণ ও (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সঠিক পথের তাওফীকপ্রাপ্ত শাসক, ২. এমন দয়ালু ও

কোমল হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি যিনি প্রত্যেক নিকটাত্মীয় ও মুসলিমের প্রতি সহমর্মী, এবং ৩. সেই অভাবগ্রস্ত ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন পবিত্র ব্যক্তি যিনি পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও কারও কাছে হাত পাতেন না। (মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রহিমাল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সলিহীন' গ্রন্থের 'ন্যায়পরায়ণ শাসকের মর্যাদা' পরিচ্ছেদে আওফ বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "তোমাদের শ্রেষ্ঠ শাসক তারাই যাদের তোমরা ভালোবাসো এবং তারাও তোমাদের ভালোবাসে, এবং তোমরা তাদের জন্য দুআ করো আর তারাও তোমাদের জন্য দুআ করে। পক্ষান্তরে তোমাদের নিকৃষ্ট শাসক তারাই যাদের তোমরা ঘৃণা করো এবং তারাও তোমাদের ঘৃণা করে, আর তোমরা তাদের অভিশাপ দাও এবং তারাও তোমাদের অভিশাপ দেয়।"

'আইম্মাহ' (শাসকবৃন্দ) বলতে এখানে শাসনকর্তাদের বোঝানো হয়েছে, চাই তিনি কোনো রাষ্ট্রের প্রধান শাসক বা সুলতান হোন কিংবা তার অধস্তন কোনো দায়িত্বশীল হোন। আমাদের এই শাসকবৃন্দ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত: এক শ্রেণি হলো যাদের আমরা ভালোবাসি এবং তারাও আমাদের ভালোবাসে। ফলে আপনি দেখতে পাবেন যে আমরা তাদের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষী এবং তারাও আমাদের প্রতি কল্যাণকামী। এ কারণেই আমরা তাদের ভালোবাসি, কারণ তারা তাদের প্রজাদের প্রতি আল্লাহ কর্তৃক অর্পিত কল্যাণকামিতার যে আবশ্যিক দায়িত্ব রয়েছে তা পালন করেন। আর এটি সুপরিচিত যে, যে ব্যক্তি কল্যাণকামিতার দায়িত্ব পালন করে, মহান আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন এবং পরবর্তীতে জমিনের অধিবাসীরাও তাকে ভালোবাসে। সুতরাং ওই সকল শাসক যারা তাদের ওপর অর্পিত আবশ্যিক কর্তব্য পালন করেন, তারা তাদের প্রজাদের নিকট অত্যন্ত প্রিয় হন।

আর তাঁর বাণী: "তারা তোমাদের জন্য সালাত পেশ করে এবং তোমরাও তাদের জন্য সালাত পেশ করো"—এখানে 'সালাত' শব্দের অর্থ হলো দুআ। অর্থাৎ তোমরা তাদের জন্য দুআ করো এবং তারাও তোমাদের জন্য দুআ করে; তোমরা তাদের জন্য এই দুআ করো যেন আল্লাহ তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং তাদের অবস্থা সংশোধন করে দেন...

بطانتهم، ويوفقهم للعدل إلى غير ذلك من الدعاء الذي يدعى به للسلطان، وهم يدعون لكم: اللهم أصلح رعيتنا، اللهم اجعلهم قائمين بأمرك، وما أشبه ذلك.

أما شرار الأئمة: فهم ((الذين تبغضونهم ويبغضونكم)) تكرهونهم؛ لأنهم لم يقوموا بما يجب عليهم من النصيحة للرعية، وإعطاء الحقوق إلى أهلها، وإذا فعلوا ذلك فإن الناس يبغضونهم، فتحصل البغضاء من هؤلاء وهؤلاء؛ تحصل البغضاء من الرعية للرعاة؛ لأنهم لم يقوموا بواجبهم، ثم تحصل البغضاء من الرعاة للرعية؛ لأن الرعية إذا أبغضت الوالي؛ تمردت عليه وكرهته، ولم تطع أوامره ولم تتجنب ما نهى عنه، وحينئذ ((تلعنونهم ويلعنونكم)) والعياذ بالله؛ يعني يسبونكم وتسبونهم، أو يدعون عليكم باللعنة وتدعون عليهم باللعنة. إذاً الأئمة ينقسمون إلى قسمين: قسم وفقوا وقاموا بما يجب عليهم فأحبهم الناس وأحبوا الناس، وصار كل واحد منهم يدعو للآخر. وقسم آخر بالعكس شرار الأئمة، يبغضون الناس والناس يبغضونهم، ويسبون الناس والناس يسبونهم. أما حديث عياض بن حمار رضي الله عنه فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق)) وهذا هو الشاهد؛ يعني صاحب سلطان، والسلطان يعم السلطة العليا وما دونها. ((مقسط)) أي عادل بين من ولاه الله عليه.

((موفق)) أي مهتدٍ لما فيه التوفيق والصلاح، وقد هُدي إلى ما فيه

তাদের পারিষদবর্গ, এবং তাদেরকে ন্যায়ের তৌফিক দান—এরূপ অন্যান্য দোয়াসমূহ যা শাসকের জন্য করা হয়। আর তারাও তোমাদের জন্য দোয়া করেন: হে আল্লাহ, আমাদের

প্রজাদের সংশোধন করে দিন, হে আল্লাহ, তাদেরকে আপনার আদেশের অনুসারী করুন, এবং এজাতীয় অন্যান্য দোয়া।

আর নিকৃষ্ট শাসক হলেন তারা: ((যাদেরকে তোমরা ঘৃণা করো এবং তারাও তোমাদের ঘৃণা করে))। তোমরা তাদের অপছন্দ করো; কারণ তারা প্রজাদের প্রতি তাদের অবশ্যপালনীয় শুভকামনার দায়িত্ব পালন করেনি এবং হকদারদের নিকট তাদের প্রাপ্য অধিকার পৌঁছে দেয়নি। যখন তারা এরূপ করে, তখন মানুষ তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে, ফলে উভয় পক্ষ থেকে ঘৃণা সৃষ্টি হয়; প্রজাদের পক্ষ থেকে শাসকদের প্রতি ঘৃণার উদ্বেক হয় কারণ তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেনি, এরপর শাসকদের পক্ষ থেকেও প্রজাদের প্রতি ঘৃণা তৈরি হয়; কেননা প্রজারা যখন শাসককে ঘৃণা করে, তখন তারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাকে অপছন্দ করে, আর তার আদেশ মান্য করে না এবং তার নিষেধ থেকেও বিরত থাকে না। এমতাবস্থায় ((তোমরা তাদের অভিশাপ দাও এবং তারাও তোমাদের অভিশাপ দেয়))—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই; অর্থাৎ তারা তোমাদের গালি দেয় এবং তোমরাও তাদের গালি দাও, অথবা তারা তোমাদের জন্য অভিশাপের বদদোয়া করে আর তোমরাও তাদের জন্য অভিশাপের বদদোয়া করো।

অতএব, শাসকগণ দুই ভাগে বিভক্ত: একদল হলো তারা যারা তৌফিকপ্রাপ্ত হয়েছে এবং তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে, ফলে মানুষ তাদেরকে ভালোবেসেছে এবং তারাও মানুষকে ভালোবেসেছে এবং তারা একে অপরের জন্য দোয়া করতে থাকে। আর অন্য দল হলো এর বিপরীত—নিকৃষ্ট শাসক, তারা মানুষকে ঘৃণা করে এবং মানুষও তাদের ঘৃণা করে, আর তারা মানুষকে গালি দেয় এবং মানুষও তাদের গালি দেয়।

আর আইয়াজ ইবনে হিমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসটি হলো এই যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: ((জান্নাতি ব্যক্তি তিন প্রকার: ন্যায়পরায়ণ ও তৌফিকপ্রাপ্ত শাসক))। আর এটিই হলো মূল প্রাসঙ্গিক অংশ; অর্থাৎ ক্ষমতাধর ব্যক্তি, আর ক্ষমতা বলতে এখানে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং তার নিয়ন্ত্রণ সকল স্তরের কর্তৃত্বকেই বোঝায়। ((মুকসিত)) অর্থাৎ আল্লাহ যাদের উপর তাকে কর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের মাঝে ন্যায়বিচারকারী।

((মুওয়াফফাক)) অর্থাৎ সেই পথের দিশা লাভকারী যাতে রয়েছে কল্যাণ ও সঠিকতা, এবং তাকে সেই বিষয়ের প্রতি হেদায়েত দান করা হয়েছে যাতে...

(ص: 649) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الخير، فهذا من أصحاب الجنة. وقد سبق أن الإمام العادل ممن يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث ((ذو سلطان مقسط موفق، ورجلٌ رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم)) رجل رحيم يرحم عباد الله، يرحم الفقراء، يرحم العجزة، يرحم الصغار، يرحم كل من يستحق الرحمة. ((رقيق القلب)) ليس قلبه قاسياً ((لكل ذي قربى ومسلم))، وأما للكفار فإنه غليظ عليهم. هذا أيضاً من أهل الجنة، أن يكون هذا الإنسان رقيق القلب يعني فيه لين، وفيه شفقة على كل ذي قربى ومسلم. والثالث ((رجل عفيف متعفف ذو عيال)) يعني أنه فقير ولكنه متعفف، لا يسأل الناس شيئاً، يحسبه الجاهل غنياً من التعفف. ((ذو عيال)) يعني أنه مع فقره عنده عائلة، فتجده صابراً محتسباً يكد على نفسه، ربما يأخذ الحبل يحتطب ويأكل منه، أو يأخذ المخلب يحتش فيأكل منه، المهم أنه عفيف متعفف ذو عيال، ولكنه صابر على البلاء، صابر على عياله، فهذا من أهل الجنة. نسأل الله أن يجعل لنا ولكم من هؤلاء نصيباً والله الموفق.

কল্যাণ, সুতরাং ইনি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, ন্যায়পরায়ণ ইমাম সেই ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যাদের আল্লাহ তাআলা সেদিন তাঁর ছায়াতলে স্থান দেবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। আর এই হাদিস থেকে প্রমাণযোগ্য বিষয়টি হলো: “ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যনিষ্ঠ শাসক, এবং এমন এক দয়ালু ব্যক্তি যে প্রতিটি আত্মীয় ও মুসলিমের প্রতি কোমল হৃদয়ের অধিকারী।” দয়ালু ব্যক্তি আল্লাহর বান্দাদের প্রতি দয়া করে, সে অভাবীদের প্রতি দয়া করে, অক্ষমদের প্রতি দয়া করে, ছোটদের প্রতি দয়া করে এবং যাকে দয়া করা প্রয়োজন তার প্রত্যেকের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে।

“কোমল হৃদয় সম্পন্ন” তার অন্তর কঠোর নয়, “প্রতিটি আত্মীয় এবং মুসলিমের প্রতি”, তবে কাফিরদের ব্যাপারে সে তাদের প্রতি কঠোর।

সেও জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ এই মানুষটি যদি কোমল হৃদয়ের অধিকারী হয়, যার অর্থ তার মধ্যে প্রতিটি আত্মীয় ও মুসলিমের প্রতি নম্রতা ও অনুকম্পা বিদ্যমান।

এবং তৃতীয় ব্যক্তি হলো “এমন এক পবিত্র ও আত্মমর্যাদাবান ব্যক্তি যে পরিবার-পরিজন বিশিষ্ট”। অর্থাৎ সে দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও আত্মমর্যাদাবান, মানুষের কাছে কোনো কিছু যাচনা করে না, তার আত্মমর্যাদার কারণে অজ্ঞ ব্যক্তি তাকে সম্পদশালী মনে করে।

“পরিবার-পরিজন বিশিষ্ট” অর্থাৎ দারিদ্র্য সত্ত্বেও তার পরিবার রয়েছে, ফলে তাকে ধৈর্যশীল ও প্রতিদানের আশাবাদী হিসেবে নিজ পরিশ্রমে নিয়োজিত দেখতে পাওয়া যায়। সম্ভবত সে দড়ি নিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে তা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে, অথবা কাস্তে নিয়ে ঘাস কাটে এবং তা থেকে আহার করে। মূল কথা হলো সে পবিত্র, আত্মমর্যাদাবান ও পরিবার-পরিজন বিশিষ্ট এবং সে বিপদে ও পরিবারের ভরণপোষণে ধৈর্যশীল; সুতরাং সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের জন্য এদের মধ্য হতে একটি অংশ নির্ধারিত করেন। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 650) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (النساء: 59) .

663/1- وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((على البرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)) متفق عليه.

664/2- وعنه رضي الله عنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: ((فيما استطعتم)) متفق عليه.

665/3- وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من خلع يدا من طاعة؛ لقي الله يوم القيامة ولا حُجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)) رواه مسلم.

وفي رواية له: ((ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية)) ((البينة)) بكسر اليم.

৮০- পরিচ্ছেদ: পাপাচার ব্যতিরেকে শাসকবর্গের আনুগত্য করা ওয়াজিব হওয়া এবং পাপাচারের নির্দেশে তাদের আনুগত্য করা হারাম হওয়া

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: (হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্য হতে যারা উলুল আমর তথা দায়িত্বশীল তাদেরও।) (আন-নিসা: ৫৯)।

১/৬৬৩- ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় সকল বিষয়েই (শাসকের আদেশ) শোনা ও মান্য করা একজন মুসলিম ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য কর্তব্য, যতক্ষণ না তাকে আল্লাহর নাফরমানি বা পাপাচারের নির্দেশ দেওয়া হয়। যখন তাকে পাপাচারের নির্দেশ দেওয়া হবে, তখন আর শোনা ও মানার অবকাশ নেই।” (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

২/৬৬৪- তাঁর (ইবনে উমর) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শোনা ও মান্য করার ওপর বায়আত গ্রহণ করতাম, তখন তিনি আমাদের বলতেন: “তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী।” (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

৩/৬৬৫- তাঁর (ইবনে উমর) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: “যে ব্যক্তি আনুগত্যের হাত সরিয়ে নিল, কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো দলিল থাকবে না। আর যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মারা গেল যে তার গর্দানে আনুগত্যের কোনো বায়আত নেই, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল।” (মুসলিম)।

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: “যে ব্যক্তি জামাআত হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মারা যায়, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করে।” এখানে 'মিতাহ' শব্দটি 'মীম' বর্ণের নিচে কাসরা (জের) যোগে উচ্চারিত।

(ص: 651) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب وجوب طاعة ولاية الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في معصية الله

ثم استدل لذلك بقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ).

ولاية الأمور، ذكر أهل العلم أنهم قسّموا: العلماء والأمراء.

أما العلماء فهم ولاة أمور المسلمين في بيان الشرع، وتعليم الشرع، وهداية الخلق إلى الحق، فهم ولاة أمور في هذا الجانب، وأما الأمراء فهم ولاة الأمور في ضبط الأمن وحماية الشريعة وإلزام الناس بها، فصار لهم وجهة لهؤلاء وجهة. والأصل: العلماء؛ لأن العلماء هم الذين يبينون الشرع ويقولون للأمراء هذا شرع الله فاعملوا به، ويلزم الأمراء بذلك، لكن الأمراء إذا علموا الشرع ولا طريق لهم إلى علم الشرع إلا عن طريق العلماء؛ نفذوه على الخلق. والعلماء يؤثرون على من في قلبه إيمان ودين؛ لأن الذي في قلبه إيمان ودين ينصاع للعلماء ويأخذ بتوجيهاتهم وأمرهم. والأمراء ينصاع لهم من خاف من سطوتهم وكان عنده ضعف إيمان، يخاف من الأمير أكثر مما يخاف من العالم، أو يخاف بعضهم أكثر مما يخاف من الله والعياذ بالله. فلذلك كان لابد للأمة الإسلامية من علماء وأمراء، وكان واجباً على

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ তা'আলা) রিয়াদুস সলিহীন কিতাবে বলেছেন: আল্লাহর অবাধ্যতা নয় এমন বিষয়ে দায়িত্বশীলদের আনুগত্য ওয়াজিব হওয়া এবং আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে তাদের আনুগত্য হারাম হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।

অতঃপর তিনি এর সপক্ষে মহান আল্লাহর এই বাণীর মাধ্যমে দলিল পেশ করেছেন: (হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যকার উলুল আমর তথা দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করো)।

দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে আলিমগণ উল্লেখ করেছেন যে, তারা দুই প্রকার: আলিম সমাজ এবং শাসক গোষ্ঠী।

আলিমগণ হলেন শরিয় বিধান বর্ণনা, শরিয় শিক্ষা প্রদান এবং সৃষ্টিজগতকে সত্যের দিকে দিশা দেওয়ার ক্ষেত্রে মুসলিমদের দায়িত্বশীল। সুতরাং এই দিক থেকে তারা উলুল আমর বা দায়িত্বশীল। আর শাসকগণ হলেন নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, শরিয়ত রক্ষা করা এবং জনগণকে

তা পালনে বাধ্য করার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল। ফলে প্রত্যেকের জন্য পৃথক কর্মক্ষেত্র নির্ধারিত হয়েছে।

আর মূল ভিত্তি হলেন আলিমগণ; কারণ আলিমরাই শরিয়ত ব্যাখ্যা করেন এবং শাসকদের বলেন যে, এটি আল্লাহর শরিয়ত, সুতরাং আপনারা এটি কার্যকর করুন। শাসকগণ এর মাধ্যমেই দায়বদ্ধ হন। তবে শাসকগণ যখন শরিয়ত সম্পর্কে অবগত হন—আর আলিমদের মাধ্যমে ছাড়া শরিয়ত জানার কোনো পথ তাদের নেই—তখন তারা তা প্রজাসাধারণের ওপর বাস্তবায়ন করেন।

আলিমগণ তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেন যাদের অন্তরে ঈমান ও দ্বীনদারিতা রয়েছে; কারণ যার অন্তরে ঈমান ও দ্বীন আছে সে আলিমদের প্রতি অনুগত হয় এবং তাদের দিকনির্দেশনা ও আদেশ শিরোধার্য করে নেয়।

আর শাসকদের প্রতি তারা অনুগত হয় যারা তাদের প্রতাপকে ভয় করে এবং যাদের ঈমানে দুর্বলতা রয়েছে। তারা আলিমের চেয়ে শাসককে বেশি ভয় পায়, অথবা তাদের কেউ কেউ আল্লাহর চেয়েও মানুষকে বেশি ভয় পায় (নাউযুবিলাহ)।

সেজন্যই মুসলিম উম্মাহর জন্য আলিম ও শাসক উভয়েরই অপরিহার্যতা রয়েছে এবং এটি ওয়াজিব ছিল...

(ص: 652) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الأمة الإسلامية أن يطيعوا العلماء وأن يطيعوا الأمراء، ولكن طاعة هؤلاء وهؤلاء تابعة لطاعة الله؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) ولم يقل أطيعوا أولي الأمر منكم؛ لأن طاعة ولاية الأمر تابعة لا مستقلة، أما طاعة الله ورسوله فهي مستقلة، ولهذا أعاد فيها الفعل فقال: أطيعوا وأطيعوا، أما طاعة ولاية الأمور فإنها تابعة ليست مستقلة.

وعلى هذا فإذا أمر ولادة الأمور بمعصية الله؛ فإنه لا سعي لهم ولا طاعة؛ لأن ولادة الأمور فوقهم ولي الأمر الأعلى جل وعلا وهو الله، فإذا أمروا بمخالفته فلا سعي لهم ولا طاعة

أما الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله؛ فمنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((على البرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)).

قوله ((على البرء)) هذه كلمة تدل على الوجوب، وأنه يجب على البرء المسلم بمقتضى إسلامه أن يسمع ويطيع لولادة الأمور فيما أحب وفيما كره، حتى لو أمر بشيء يكرهه؛ فإنه يجب عليه أن يقوم به ولو كان يرى خلافه، ولو كان يكره أن ينفذه. فالواجب عليه أن ينفذ، إلا إذا أمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فطاعة الله تعالى فوق كل طاعة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وفي هذا دليل على بطلان مسلك من يقول: لا نطيع ولادة الأمور إلا فيما أمرنا الله به، يعني إذا أمرنا أن نصلي صلينا، إذا أمرنا أن نركع نركع.

মুসলিম উম্মাহর ওপর কর্তব্য হলো আলেম ও শাসকদের আনুগত্য করা, তবে এই উভয় শ্রেণির আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যের অনুগামী; মহান আল্লাহর বাণীর কারণে: (হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্য থেকে যারা উলুল আমর তাদের)। এখানে 'তোমাদের মধ্য থেকে যারা উলুল আমর তাদের আনুগত্য করো' বলা হয়নি; কারণ উলুল আমরের (কর্তৃত্বশীলদের) আনুগত্য হলো অনুগামী, স্বতন্ত্র নয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য স্বতন্ত্র, এই কারণেই সেখানে ক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি করে বলা হয়েছে: 'আনুগত্য করো এবং আনুগত্য করো'। কিন্তু উলুল আমরের আনুগত্য অনুগামী, স্বতন্ত্র নয়।

এর ওপর ভিত্তি করে, যখন শাসকবর্গ আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কোনো কাজের আদেশ দেবেন, তখন তাদের কথা শোনা হবে না এবং তাদের আনুগত্যও করা হবে না। কারণ শাসকবর্গের

ওপরে রয়েছেন মহান সুউচ্চ অভিভাবক ও হুকুমদাতা আল্লাহ। সুতরাং তারা যদি আল্লাহর নির্দেশের পরিপন্থী কোনো আদেশ দেন, তবে তাদের প্রতি কোনো শ্রবণ ও আনুগত্য নেই। লেখক (রহিমাল্লাহ) যেসব হাদীস উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে একটি হলো আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত হাদীস, যাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "একজন মুসলিম ব্যক্তির ওপর শোনা ও আনুগত্য করা আবশ্যিক সে যা পছন্দ করে এবং যা অপছন্দ করে উভয় ক্ষেত্রে, যতক্ষণ না তাকে আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ দেওয়া হয়। যদি তাকে অবাধ্যতার আদেশ দেওয়া হয়, তবে আর কোনো শ্রবণ ও আনুগত্য নেই।"

তাঁর বাণী "একজন ব্যক্তির ওপর" শব্দটি আবশ্যিকতা বা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ বহন করে। অর্থাৎ একজন মুসলিম ব্যক্তির জন্য তার ইসলামের দাবি অনুযায়ী শাসকবর্গের কথা শোনা ও তাদের আনুগত্য করা আবশ্যিক, চাই সে তা পছন্দ করুক বা অপছন্দ করুক। এমনকি যদি তাকে এমন কোনো কাজের নির্দেশ দেওয়া হয় যা সে অপছন্দ করে, তবুও তা পালন করা তার জন্য আবশ্যিক, যদিও সে নিজে ভিন্ন মত পোষণ করে বা সেটি সম্পাদন করা অপছন্দ করে। সুতরাং তার ওপর কর্তব্য হলো তা বাস্তবায়ন করা, কেবল যদি আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ দেওয়া হয় তবে ভিন্ন কথা। যদি আল্লাহর নাফরমানির আদেশ দেওয়া হয়, তবে মহান আল্লাহর আনুগত্য সব আনুগত্যের উর্ধ্বে; আর স্রষ্টার অবাধ্যতা করে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য নেই। এর মধ্যে ওইসব ব্যক্তিদের মতবাদের অসারতার প্রমাণ রয়েছে যারা বলে: "আমরা শাসকবর্গের আনুগত্য করব না কেবল সেই ক্ষেত্রে যা আল্লাহ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন"। অর্থাৎ তারা যদি আমাদের সালাত আদায়ের নির্দেশ দেয় তবে আমরা সালাত আদায় করব, যদি আমাদের জাকাত প্রদানের নির্দেশ দেয়...

(ص: 653) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

زَكِينًا. أَمَّا إِذَا أَمَرُونَا بِشَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ أَمْرٌ شَرْعِي؛ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْنَا طَاعَتُهُمْ؛ لِأَنَّنَا
لَوْ وَجِبَتْ عَلَيْنَا طَاعَتُهُمْ لَكَانُوا مُشْرَعِينَ، فَإِنَّ هَذِهِ نَظَرَةٌ بَاطِلَةٌ مُخَالَفَةٌ لِلْقُرْآنِ

والسنة؛ لأننا لو قلنا: إننا لا نطيعهم إلا فيما أمرنا الله به لم يكن بينهم وبين غيرهم فرق، كل إنسان يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر فإنه يطاع.

ثم نقول: بل نحن قد أمرنا بطاعتهم فيما لم يأمرنا الله عز وجل؛ إذا لم يكن ذلك منهياً عنه أو محرماً، فإننا نطيعهم حتى في التنظيم إذا نظموا شيئاً من الأعمال، يجب علينا أن نطيعهم؛ وذلك أن بطاعتهم يكون امتثال أمر الله عز وجل، وامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظ الأمن، والبعد عن التمرّد على ولاية الأمور، وعن التفرّق، فإذا قلنا لا نطيعهم إلا في شيء أمرنا به؛ فهذا معناه أنه لا طاعة لهم.

يأتي بعض الأنظمة: مثلاً تنظم فيها الحكومة شيئاً نظاماً لا يخالف الشرع، لكن لم يأت به الشرع بعينه، فيأتي بعض الناس ويقول: لا نطيع في هذا، فيقال: بل يجب عليك أن تطيع، فإن عصيت فإنك آثم مستحق لعقوبة الله، ومستحق لعقوبة ولاية الأمور.

وعلى ولاية الأمور أن يعزروا مثل هؤلاء الذين يعصون أوامرهم التي يلزمهم أن يقوموا بها؛ لأنهم إذا عصوا أوامر ولاية الأمور - وقد أمر الله تعالى بطاعتهم فيها- فهذا معصية لله. وكل إنسان يعص الله فإنه مستحق التعزيز يعني التأديب بها يراه ولي الأمر.

ومن ذلك مثلاً أنظمة المرور؛ أنظمة المرور هذه مما نظمه ولي

...আমাদেরকে পরিশুদ্ধ করেছেন। পক্ষান্তরে, তারা যদি আমাদের এমন কিছু নির্দেশ প্রদান করেন যা শরয়ি নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে তাদের আনুগত্য করা আমাদের জন্য ওয়াজিব হবে না—এই দৃষ্টিভঙ্গিটি বাতিল এবং কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী। কারণ, তাদের আনুগত্য করা যদি ওয়াজিব হতো, তবে তারা বিধানদাতার আসনে আসীন হতেন। আর যদি আমরা বলি যে, আল্লাহ যা নির্দেশ দিয়েছেন কেবল তাতেই আমরা তাদের আনুগত্য করব, তবে তাদের

এবং অন্যদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকল না। কেননা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধকারী প্রত্যেক ব্যক্তিরই আনুগত্য করা হয়।

অতঃপর আমরা বলি: বরং আল্লাহ তাআলা যে বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ দেননি, সে বিষয়েও আমাদের তাদের আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; যতক্ষণ না তা কোনো নিষিদ্ধ বা হারাম বিষয় হয়। এমনকি তারা যদি বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো প্রশাসনিক শৃঙ্খলা বা নিয়ম প্রণয়ন করেন, তবে সেক্ষেত্রেও আমাদের তাদের আনুগত্য করা ওয়াজিব। কারণ, তাদের আনুগত্য করার মাধ্যমেই মহান আল্লাহর নির্দেশ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের অনুসরণ বাস্তবায়িত হয়, নিরাপত্তা সংরক্ষিত হয় এবং উলুল আমর বা শাসকবর্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বিভেদ থেকে দূরে থাকা সম্ভব হয়। সুতরাং আমরা যদি বলি যে, কেবল আল্লাহ যা নির্দেশ দিয়েছেন তাতেই আমরা তাদের আনুগত্য করব, তবে এর অর্থ দাঁড়ায় যে আদতে তাদের প্রতি আনুগত্যের কোনো আবশ্যিকতা নেই।

কতিপয় নিয়ম-পদ্ধতির উদাহরণ দেওয়া যাক: যেমন সরকার এমন কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থা বা নিয়ম প্রবর্তন করল যা শরিয় বিধানের পরিপন্থী নয়, কিন্তু শরীয়তে হুবহু সেটির উল্লেখ নেই। এমতাবস্থায় কিছু লোক এসে বলে: আমরা এই বিষয়ে আনুগত্য করব না। তখন তাদের বলা হবে: বরং তোমাদের জন্য আনুগত্য করা ওয়াজিব। তুমি যদি অবাধ্য হও তবে তুমি গুনাহগার হবে এবং আল্লাহর শাস্তির পাশাপাশি শাসকবর্গের পক্ষ থেকেও শাস্তির যোগ্য হবে। আর উলুল আমর বা শাসকবর্গের দায়িত্ব হলো—যারা তাদের এমন সব নির্দেশের অবাধ্য হয় যা পালন করা তাদের জন্য আবশ্যিক ছিল, তাদের 'তা'যীর' বা দণ্ড প্রদান করা। কেননা তারা যখন শাসকবর্গের নির্দেশের অবাধ্য হয়—অথচ আল্লাহ তাআলা তাদের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন—তখন সেটি আল্লাহরই নাফরমানি হিসেবে গণ্য হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানি করে, সে-ই 'তা'যীর' অর্থাৎ শাসকের বিবেচনা অনুযায়ী শাসনমূলক শাস্তির যোগ্য। এর একটি উদাহরণ হলো ট্রাফিক আইন বা যাতায়াত বিধিমালা; এই ট্রাফিক আইনসমূহ এমন সব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যা শাসক কর্তৃক বিন্যস্ত...

الأمر، وليس فيها معصية، فإذا خالفها الإنسان فهو عاصٍ وآثم، مثلاً السير على اليسار، والسير على اليمين، والسير في الاتجاه الفلاني، وفي السير يجب أن يقف إذا كانت الإشارة حمراء وما أشبه ذلك، كل هذا يجب أن ينفذ وجوباً، فمثلاً إذا كانت الإشارة حمراء؛ وجب عليك الوقوف. لا تقل: ما أمرنا الله بذلك، ولادة الأمور نظمو لك هذا التنظيم وقالوا التزم به، فإذا تجاوزت فإنك عاصٍ آثم؛ لأنك قلت لربك لا سيع ولا طاعة والعياذ بالله.

فإن الله يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) كذلك أيضاً في التقاطع، معروف أن الذي في الخط العام هو الذي له الحق أن يتجاوز، إذا كنت أنت في خط فرعي ووجدت إنساناً مقبلاً من الخط العام فلا تتجاوز؛ لأن النظام يقتضي منع ذلك.

وهكذا أيضاً الأنظمة في الإمارة، والأنظمة في القضاء، وكل الأنظمة التي لا تخالف الشرع؛ فإنه يجب علينا أن نطيع ولاية الأمور فيها، وإلا أصبحت المسألة فوضى، وكل إنسان له رأي، وكل إنسان يحكم بما يريد، وأصبح ولاية الأمور لا قيمة لهم، بل هم أمراء بلا أمر، وقضاة بلا قضاء.

فالواجب على الإنسان أن يستثل لأمر ولاية الأمور إلا فيما كان فيه معصية الله. فلو قالوا لنا مثلاً: لا تخرجوا إلى المساجد لا تصلوا الجمعة، لا تصلوا الجمعة والجماعة، قلنا لهم: لا سيع ولا طاعة. ولو قالوا: اظلموا الناس في شيء قلنا: لا سيع ولا طاعة. كل شيء أمر الله به أو

নির্দেশ, যাতে কোনো পাপ নেই; এমতাবস্থায় যদি কোনো মানুষ তা অমান্য করে, তবে সে
অবাধ্য ও পাপী বলে গণ্য হবে। উদাহরণস্বরূপ, বাম দিকে চলা, ডান দিকে চলা, কিংবা নির্দিষ্ট

কোনো অভিমুখে চলাচল। যাতায়াতের ক্ষেত্রে সিগন্যাল লাল হলে থামা বাধ্যতামূলক এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়সমূহ। এসব বিষয় পালন করা অপরিহার্য। উদাহরণস্বরূপ, ট্রাফিক সিগন্যাল যখন লাল হয়, তখন থামা আপনার জন্য আবশ্যিক। এ কথা বলবেন না যে, 'আল্লাহ তো আমাদের এমন নির্দেশ দেননি'। বরং উলিল আমর বা শাসকপক্ষ আপনার শৃঙ্খলার জন্য এই নিয়ম নির্ধারণ করেছেন এবং তা মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আপনি যদি এটি লঙ্ঘন করেন, তবে আপনি অবাধ্য ও পাপী হবেন; কারণ আপনি যেন আপনার প্রতিপালককে বললেন—আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই—'আমি শুনলাম না এবং মানলাম না'।

কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যকার উলিল আমর বা দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করো।" অনুরূপভাবে রাস্তার মোড়ের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য; এটি সুবিদিত যে, মূল সড়কে অবস্থানকারীর যাতায়াতের অগ্রাধিকার রয়েছে। আপনি যদি শাখা সড়কে থাকেন এবং মূল সড়ক দিয়ে কাউকে আসতে দেখেন, তবে আপনি আগে যাবেন না; কারণ নিয়ম-শৃঙ্খলা তা নিষেধ করে।

একইভাবে প্রশাসনিক বিধিমালা, বিচারিক ব্যবস্থা এবং শরীয়ত বিরোধী নয় এমন সকল নিয়মকানুন মেনে চলা আমাদের জন্য আবশ্যিক। অন্যথায় জনজীবন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে; প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব খেয়ালখুশির অনুসারী হবে, প্রত্যেকে নিজের ইচ্ছামতো ফয়সালা করবে এবং শাসকবর্গের কোনো মর্যাদা অবশিষ্ট থাকবে না। বরং তারা এমন শাসকে পরিণত হবেন যাদের কোনো আদেশ কার্যকর হবে না এবং এমন বিচারকে পরিণত হবেন যাদের কোনো বিচারকার্য থাকবে না।

অতএব, মানুষের জন্য কর্তব্য হলো শাসকবর্গের নির্দেশ পালন করা, যতক্ষণ না তা আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কোনো কাজ হয়। যদি তারা আমাদের বলেন—উদাহরণস্বরূপ—'তোমরা মসজিদে যেও না, জুমার নামায পড়ো না, জুমা ও জামাতে উপস্থিত হয়ো না', তবে আমরা তাদের বলব: 'আমরা শুনব না এবং মানব না'। আর তারা যদি আমাদের বলেন, 'মানুষের প্রতি জুলুম করো', তবে আমরা বলব: 'আমরা শুনব না এবং মানব না'। আল্লাহ যা কিছু নির্দেশ করেছেন অথবা...

نهى عنه فإنه لا سماع ولا طاعة لهم فيه أبداً.
كذلك لو قالوا مثلاً: احلقوا اللحية - مثل بعض الدول يأمرون رعيهتهم بحلق اللحية ولا سيما جنودهم الذين عندهم - لو قالوا: احلقوا اللحية قلنا: لا سماع لكم ولا طاعة.
وهم آثون في قولهم لجنودهم مثلاً: احلقوا اللحية، وهم بذلك آثون مضادون لله ورسوله، منابذون لله ورسوله.

كذلك لو قالوا مثلاً: انزلوا ثيابكم إلى أسفل من الكعبين، فإننا نقول: لا، لا سماع ولا طاعة؛ لأن هذا مما حرمه الله وتوعد عليه، فإذا أمرتمونا ببعصية فإننا لا نسمع لكم ولا نطيع؛ لأن لنا ولكم ربا حكمه فوق حكمنا وحكمكم.
إذاً أوامر ولاية الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: أن يأمروا بما أمر الله به، فهنا تجب طاعتهم لوجهين:
الوجه الأول: أنه مما أمر الله به.
والوجه الثاني: أنه مما أمروا به كغيرهم من الناس؛ إذا أمرك شخص بالمعروف وهو واجب، فالواجب عليك أن تقوم به.
الثاني: أن يأمروا ببعصية الله، فهنا لا سماع لهم ولا طاعة مهما كان، وأنت إذا نالك عذاب منهم بسبب هذا فسيُعاقبون عليهم هم يوم القيامة.
الوجه الأول: لحق الله؛ لأن أمرهم ببعصية الله منابذة لله عز وجل لوجهين.
الوجه الثاني: لحقك أنت؛ لأنهم اعتدوا عليك، وأنت وهم كلكم

তিনি যা থেকে নিষেধ করেছেন, সেক্ষেত্রে তাদের কোনো কথা শোনা হবে না এবং আনুগত্যও করা হবে না।

অনুরূপভাবে তারা যদি বলে, উদাহরণস্বরূপ: দাড়ি মুগুন করো—যেমন কিছু দেশ তাদের প্রজাদের দাড়ি কাটার নির্দেশ দেয়, বিশেষ করে তাদের অধীনে থাকা সৈন্যদের—যদি তারা বলে: দাড়ি কাটো, তবে আমরা বলব: তোমাদের কোনো কথা শোনা হবে না এবং আনুগত্যও করা হবে না। আর তারা তাদের সৈন্যদের দাড়ি মুগুনের নির্দেশ দেওয়ার কারণে গুনাহগার হবে। এর মাধ্যমে তারা পাপী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধী ও বিরুদ্ধাচরণকারী হিসেবে গণ্য হবে।

ঠিক তেমনি তারা যদি বলে, উদাহরণস্বরূপ: তোমাদের কাপড় টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরো, তবে আমরা বলব: না, কোনো কথা শোনা হবে না এবং আনুগত্যও করা হবে না; কারণ এটি আল্লাহ হারাম করেছেন এবং এর ওপর শাস্তির ধমকি দিয়েছেন। সুতরাং আপনারা যদি আমাদের কোনো পাপকাজের নির্দেশ দেন, তবে আমরা আপনাদের কথা শুনব না এবং আনুগত্য করব না; কারণ আমাদের এবং আপনাদের একজন রব রয়েছে যার বিধান আমাদের এবং আপনাদের বিধানের উর্ধ্বে।

অতএব, দায়িত্বশীল বা শাসকদের আদেশসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত:

প্রথম: আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তারা যদি সেই আদেশ দেয়, তবে এখানে দুটি কারণে তাদের আনুগত্য করা ওয়াজিব:

প্রথমত: কারণ এটি আল্লাহ তাআলা নির্দেশিত বিষয়।

দ্বিতীয়ত: কারণ তারা অন্যান্য মানুষের ন্যায় এর আদেশ দিয়েছেন; কোনো ব্যক্তি যদি আপনাকে সৎকাজের আদেশ দেয় যা পালন করা ওয়াজিব, তবে সেটি সম্পাদন করা আপনার ওপর আবশ্যিক।

দ্বিতীয়: তারা যদি আল্লাহর অবাধ্যতা বা পাপকাজের আদেশ দেয়, তবে সেক্ষেত্রে কোনোভাবেই তাদের কথা শোনা হবে না এবং আনুগত্য করা হবে না। এর কারণে যদি তাদের পক্ষ থেকে আপনি কোনো কষ্টের সম্মুখীন হন, তবে কিয়ামতের দিন এর জন্য তারা শাস্তিপ্ৰাপ্ত হবে।

প্রথম দিকটি হলো: আল্লাহর হকের কারণে; কেননা আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ দেওয়া হলো মহান আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ।

দ্বিতীয় দিকটি হলো: আপনার নিজের হকের কারণে; কারণ তারা আপনার ওপর সীমালঙ্ঘন করেছে, আর আপনি এবং তারা সকলেই...

عبيد الله، ولا يحل لكم أن تعصوا الله.

الثالث: إذا أمروا بشيء ليس فيه أمر ولا نهى، فيجب عليك أن تطيعهم وجوباً، فإن لم تفعل فأنت آثم، ولهم الحق أن يعزروك وأن يؤدبوك بما يرون من تعزيز وتأديب؛ لأنك خالفت أمر الله في طاعتهم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ((على البرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)).

ثم أشد من ذلك من لا يعتقد للإمام بيعة؛ من يقول: أنا ما بايعت الإمام، ولا له بيعة على؛ لأن مضمون هذا الكلام أنه لا سمع له ولا طاعة له ولا ولاية، وهذا أيضاً من الأمر المنكر العظيم؛ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من مات من غير بيعة وليس له إمام؛ فإنه يموت ميتة جاهلية، يعني ليست ميتة إسلامية؛ بل ميتة أهل الجهل والعياذ بالله، وسيجد جزاءه عند الله عز وجل.

فالواجب أن يعتقد الإنسان أن له إماماً، وأن له أميراً يدين له بالطاعة في غير معصية الله، فإذا قال مثلاً: أنا لن أباع، قلنا: البيعة لا تكون في رعاي الناس وعوام الناس، إنما تكون لأهل الحل والعقد.

ولهذا نقول: هل بايع كل الناس أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً؟ هل بايعهم كل الناس حتى الأطفال والعجوز والمرأة في خدرها؟ أبداً لم يبايعوهم. ولم يأت أهل مكة يبايعون أبا بكر، ولا أهل الطائف ولا غيرهم، إنما بايعه أهل الحل والعقد في المدينة، وتمت البيعة بذلك.

وليست البيعة لازمة لكل واحد من الناس أن يجيء يبايع، ولا يمكن

আল্লাহর বান্দাগণ, এবং তোমাদের জন্য আল্লাহর অবাধ্য হওয়া বৈধ নয়।

তৃতীয়ত: যখন তারা এমন কোনো নির্দেশ প্রদান করেন যাতে (শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট) কোনো আদেশ বা নিষেধ নেই, তখন তাদের আনুগত্য করা তোমার জন্য ওয়াজিব বা আবশ্যিক। আর যদি তুমি তা না করো, তবে তুমি গুনাহগার হবে। তাদের অধিকার রয়েছে তোমাকে শাস্তি দেওয়ার এবং তাদের বিবেচনা অনুযায়ী শাসন করার; কারণ তুমি তাদের আনুগত্য করার ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছ। এ কারণেই নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেছেন, "একজন মুসলিম ব্যক্তির জন্য তার পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় সর্ববিষয়ে শ্রবণ ও আনুগত্য করা আবশ্যিক, যতক্ষণ না তাকে কোনো পাপে লিপ্ত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। যদি তাকে পাপে লিপ্ত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে কোনো শ্রবণ ও আনুগত্য নেই।"

অতঃপর এর চেয়েও গুরুতর বিষয় হলো ঐ ব্যক্তি, যে ইমামের প্রতি আনুগত্যের বাইআত বা শপথ স্বীকার করে না; যে বলে: আমি তো ইমামের বাইআত গ্রহণ করিনি, আর আমার ওপর তার কোনো বাইআত নেই। কারণ এই কথার সারমর্ম হলো এই যে, ইমামের প্রতি তার কোনো শ্রবণ, আনুগত্য বা তার কোনো শাসন কর্তৃত্ব নেই। এটিও একটি অত্যন্ত গর্হিত কাজ; কেননা রাসূল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সংবাদ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি কোনো বায়আত বা ইমাম ব্যতীত মৃত্যুবরণ করল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল। অর্থাৎ এটি কোনো ইসলামী মৃত্যু নয়, বরং জাহেলিয়াতের অনুসারীদের মৃত্যু (আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই), এবং সে মহান আল্লাহর নিকট এর প্রতিফল ভোগ করবে।

সুতরাং মানুষের জন্য ওয়াজিব হলো এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, তার একজন ইমাম বা নেতা রয়েছেন যার প্রতি আল্লাহর অবাধ্যতা নয় এমন বিষয়ে সে আনুগত্যে দায়বদ্ধ। যদি সে বলে: "আমি কখনোই বায়আত করব না," তবে আমরা বলব: বায়আত সাধারণ জনতা বা নিম্নবর্গের মানুষের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় না, বরং তা কেবল 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' (সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষমতাসম্পন্ন ও শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ)-এর মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়।

এই কারণেই আমরা বলি: আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর নিকট কি সকল মানুষ বায়আত হয়েছিল? এমনকি শিশু, বৃদ্ধা ও অন্তরালবর্তিনী নারীরাও কি তাদের নিকট বায়আত হয়েছিল? কখনোই না, তারা তাদের নিকট বায়আত হয়নি। মক্কাবাসী,

তায়েফবাসী বা অন্যরাও আবু বকরের নিকট বায়আত করতে আসেনি। বরং মদিনার 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' তাঁর নিকট বায়আত করেছিলেন এবং এর মাধ্যমেই বায়আত সুসম্পন্ন হয়েছিল।

আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সশরীরে এসে বায়আত করা আবশ্যিক নয়, আর তা সম্ভবও নয়...

(ص: 657) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

لعوام الناس، ورعاع الناس تابعون لأهل الحل والعقد، فإذا تمت البيعة من أهل الحل والعقد؛ صار البُياع إماماً، وصار ولي أمر تجب طاعته في غير معصية الله، فمن مات وهو يعتقد أنه ليس له ولي أمر، وأنه ليست له بيعة، فإنه يموت ميتة جاهلية. نسأل الله العافية والحماية، والله الموفق.

666/4- وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اسمعوا واطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كان رأسه زبيبة)) رواه البخاري.
667/5- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عليك السمع والطاعة في عسرك ويُسرك ومنشطك ومكرهك وأثره عليك)) رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث الواردة في وجوب طاعة ولاية الأمور.

قال فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة)).
اسمعوا وأطيعوا: يعني الزموا السمع والطاعة، السمع لمن؟ لولاة الأمور، حتى لو استعمل عليكم عبد حبشي.
والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يخاطب العرب يقول: ولو استعمل عليكم عبد

সাধারণ মানুষের জন্য; কারণ সাধারণ জনতা প্রভাবশালী ও নীতিনির্ধারক শ্রেণির অনুসারী। সুতরাং যখন প্রভাবশালী ও নীতিনির্ধারকগণ কর্তৃক আনুগত্যের শপথ সম্পন্ন হয়, তখন যার পক্ষে শপথ নেওয়া হয়েছে তিনি ইমাম এবং এমন শাসকে পরিণত হন যার আনুগত্য করা—আল্লাহর অবাধ্যতা ব্যতীত অন্য সব ক্ষেত্রে—ওয়াজিব হয়ে যায়। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করল যে তার কোনো শাসক নেই এবং তার ওপর কারও আনুগত্যের শপথ নেই, তবে সে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রার্থনা করি। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

৬৬৬/৪- আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা কথা শোনো এবং আনুগত্য করো, যদিও তোমাদের ওপর এমন কোনো হাবশি গোলামকে দায়িত্ব দেওয়া হয় যার মাথা কিশমিশের মতো।" এটি ইমাম বুখারি বর্ণনা করেছেন।

৬৬৭/৫- আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমার ওপর শোনা ও আনুগত্য করা আবশ্যিক; তোমার কষ্ট ও স্বাচ্ছন্দ্য, তোমার পছন্দ ও অপছন্দের অবস্থায় এবং তোমার ওপর অন্যদের অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রেও।" এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

শাসকবর্গের আনুগত্যের আবশ্যিকতা বিষয়ে বর্ণিত হাদিসসমূহের প্রাসঙ্গিক আলোচনায় লেখক (রহিমাল্লাহ তাআলা) বলেছেন।

তিনি আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করে বলেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা কথা শোনো ও আনুগত্য করো, যদিও তোমাদের ওপর এমন কোনো হাবশি গোলামকে দায়িত্ব দেওয়া হয় যার মাথা যেন একটি কিশমিশ।"

"তোমরা শোনো ও আনুগত্য করো": অর্থাৎ তোমরা শোনা ও আনুগত্য করাকে নিজের জন্য আবশ্যিক করে নাও। কার কথা শোনা? শাসকবর্গের কথা শোনা, এমনকি যদি তোমাদের ওপর কোনো হাবশি গোলামকেও নিযুক্ত করা হয় তবুও।

আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখানে আরবদের সম্বোধন করে বলেছেন: যদি তোমাদের ওপর কোনো গোলামকে নিযুক্ত করা হয়...

(ص: 658) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

حبشي غير عربي؛ عبد حبشي أصلاً وفرعاً وخلقة، كأن رأسه زبيبة؛ لأن شعر الحبشة ليس كشعر العرب؛ فالحبشة يكون في رؤوسهم حلق كأنها الزبيب، وهذا من باب البالغة في كون هذا العامل عبداً حبشياً أصلاً وفرعاً، هذا يشمل قوله: ((وإن استعمل)) فيشمل الأمير الذي هو أمير السلطان، وكذلك السلطان. فلو فرض أن سلطاناً غلب الناس واستولى وسيطر وليس من العرب؛ بل كان عبداً حبشياً فإن علينا أن نسمع ونطيع؛ لأن العلة واحدة وهي أنه إن لم نسمع ونطع حصلت الفوضى، وزال النظام، وزال الأمن، وحل الخوف. فإلهم أن علينا أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا إلا إذا أمروا ببعصية.

وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك)) السمع والطاعة

لولة الأمور في المنشط والمكره في المنشط: يعني في الأمر الذي إذا أمرك به نشطت عليه، لأنه يوافق هواك، وفي المكره: في الأمر الذي أمرك به لم تكن نشيطاً فيه؟؛ لأنك تكرهه، اسع في هذا وهذا، وفي العسر واليسر، حتى إن كنت غنياً فأمروك فأسع ولا تستكبر لأنك غني، وإذا كنت فقيراً فأسع ولا تقل لا أسع وهم أغنياء وأنا فقير.

اسع وأطع في أي حال من الأحوال، حتى في الأثرة؛ يعني إذا استأثر لولة الأمور على الشعب، فعليهم أيضاً السع والطاعة في غير معصية الله عز وجل.

হাবশি অনারব; বংশগতভাবে, শাখা-প্রশাখায় এবং দৈহিক গঠনে একজন হাবশি দাস, যার মাথাটি যেন একটি কিসমিস। কারণ হাবশিদের চুল আরবদের চুলের মতো নয়; হাবশিদের মাথায় ছোট ছোট গোল গোল কোঁকড়ানো চুল থাকে যা দেখতে কিসমিসের মতো। এটি মূলত ওই দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে বংশগতভাবে ও জন্মগতভাবে একজন খাঁটি হাবশি দাস, তা বোঝাতে অতিশয়োক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি তাঁর এই বাণীকে অন্তর্ভুক্ত করে: "যদি কোনো দাসকেও নিয়োগ করা হয়", যা সুলতানের পক্ষ থেকে নিযুক্ত প্রতিনিধি (আমির) এবং স্বয়ং সুলতান—উভয়কেই शामिल করে।

সুতরাং যদি ধরে নেওয়া হয় যে, কোনো সুলতান মানুষের ওপর জয়লাভ করেছেন এবং ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দখল করেছেন, অথচ তিনি আরব নন বরং একজন হাবশি দাস, তবুও আমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ শোনা ও আনুগত্য করা আবশ্যিক। কারণ এর অন্তর্নিহিত কারণ বা যৌক্তিকতা অভিন্ন, আর তা হলো—আমরা যদি তাঁর কথা না শুনি এবং আনুগত্য না করি, তবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে, আইন-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হবে, নিরাপত্তা বিলুপ্ত হবে এবং ভীতি ছড়িয়ে পড়বে। অতএব, মূল কথা হলো আমাদের দায়িত্বশীলদের কথা শোনা ও আনুগত্য করা আমাদের কর্তব্য, যতক্ষণ না তারা কোনো পাপকাজের নির্দেশ দেন।

একইভাবে আবু হুরায়রা (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হন) বর্ণিত হাদিস, যেখানে নবী (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) বলেছেন: "তোমার জন্য শোনা ও আনুগত্য করা আবশ্যিক—তোমার সংকটে ও স্বাচ্ছন্দ্যে, তোমার স্বতঃস্ফূর্ততায় ও অনিচ্ছায় এবং তোমার ওপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রেও।" দায়িত্বশীলদের কথা শোনা ও আনুগত্য করা

স্বতঃস্ফূর্ত ও অনিচ্ছাকৃত উভয় অবস্থায়। স্বতঃস্ফূর্ত অবস্থা বলতে বোঝায়: এমন বিষয় যা তারা নির্দেশ দিলে তুমি তা পালনে উদ্দীপনা বোধ করো, কারণ তা তোমার মর্জির অনুকূল। আর অনিচ্ছার অবস্থা বলতে বোঝায়: এমন বিষয় যা তারা নির্দেশ দিলে তুমি তা পালনে আগ্রহী নও, কারণ তুমি তা অপছন্দ করো। তবে উভয় ক্ষেত্রেই শোনো। তেমনিভাবে অনটন ও প্রাচুর্য উভয় অবস্থায়। এমনকি তুমি যদি ধনী হও আর তারা তোমাকে কোনো নির্দেশ দেয়, তবে তা শোনো এবং নিজের ধন-সম্পদের কারণে অহংকার করো না। আর যদি তুমি দরিদ্র হও, তবুও শোনো এবং এমনটি বলো না যে—"তারা ধনী আর আমি গরিব, তাই আমি তাদের কথা মানব না।"

যেকোনো পরিস্থিতিতেই শোনো এবং আনুগত্য করো, এমনকি যদি তোমার অধিকার খর্ব করে অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয় তবুও। অর্থাৎ যদি শাসনকর্তৃপক্ষ জনগণের প্রাপ্য অধিকার নিজেরা ভোগ করে বা অন্যদের দিয়ে দেয়, তবুও মহান আল্লাহর অবাধ্যতা নয় এমন সব বিষয়ে তাদের কথা শোনা ও আনুগত্য করা জনগণের জন্য আবশ্যিক।

(ص: 659) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

فلو أن ولاية الأمور سكنوا القصور الفخمة، ركبوا السيارات المريحة، ولبسوا أحسن الثياب، وتزوجوا وصار عندهم الإماء، وتنعموا في الدنيا أكبر تنعم، والناس سواهم في بؤس وشقاء وجوع، فعليهم السمع والطاعة؛ لأننا لنا شيء والولاية لهم شيء آخر.

فنحن علينا السمع والطاعة، وعلى الولاية النصح لنا، وأن يسيروا بنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نقول إذا استأثروا علينا وكانت لهم القصور الفخمة، والسيارات المريحة، والثياب الجميلة، وما أشبه ذلك، لا نقول: والله لا يمكن أن نسمع وهم في قصورهم وسياراتهم ونحن في بؤس وحاجة، والواحد منا لا يجد السكن وما أشبه ذلك. هذا حرامٌ علينا، يجب أن نسمع ونطيع حتى في حال الأثرة.

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه للأنصار رضي الله عنهم: ((إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض)) يقول للأنصار ذلك منذ ألف وأربعمائة سنة: ستلقون بعدي أثرة من ذاك الوقت والولاة يستأثرون على الرعية. ومع هذا يقول: ((اصبروا حتى تلقوني على الحوض)). فليس استئثار ولاة الأمور بها يستأثرون به مانعاً من السمع والطاعة لهم، الواجب السمع والطاعة في كل ما أمروا به ما لم يأمرُوا بمعصية وقد سبق لنا أن ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

অতএব যদি শাসকবর্গ বিলাসবহুল প্রাসাদে বসবাস করেন, আরামদায়ক যানবাহনে চড়েন, সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করেন, বিবাহ করেন এবং তাদের নিকট দাসী থাকে, আর তারা পার্থিব জীবনে সর্বোচ্চ ভোগবিলাসে মত্ত থাকেন, অথচ অন্য সাধারণ মানুষ দুর্দশা, কষ্ট ও ক্ষুধার মধ্যে থাকে, তবুও তাদের কথা শোনা ও আনুগত্য করা অপরিহার্য; কারণ আমাদের জন্য নির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে এবং শাসকদের জন্য রয়েছে ভিন্ন বিষয়।

আমাদের কর্তব্য হলো শোনা ও আনুগত্য করা, আর শাসকদের কর্তব্য হলো আমাদের প্রতি কল্যাণকামনা করা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রদর্শিত পথ অনুযায়ী আমাদের পরিচালনা করা। তবে তারা যদি আমাদের ওপর নিজেদের প্রাধান্য দেন এবং তাদের জন্য বিলাসবহুল প্রাসাদ, আরামদায়ক যানবাহন, সুন্দর পোশাক ও অনুরূপ বিষয়াদি থাকে, তবে আমরা এমনটি বলব না যে: "আল্লাহর কসম, তারা প্রাসাদে ও যানবাহনে থাকবে আর আমরা অভাব ও দুর্দশায় থাকব এবং আমাদের মধ্যে কেউ থাকার জায়গাটুকুও পাবে না, এমতাবস্থায় আমরা তাদের কথা শুনব—এটা হতে পারে না।" এটি আমাদের জন্য হারাম; বরং স্বার্থপরতা ও অধিকার হরণের পরিস্থিতিতেও শোনা ও আনুগত্য করা ওয়াজিব বা আবশ্যিক। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তাঁর সাহাবী আনসারদের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) লক্ষ্য করে বলেছিলেন: "নিশ্চয়ই তোমরা আমার পরে স্বার্থপরতা ও অধিকার হরণের সম্মুখীন হবে, সুতরাং তোমরা ধৈর্য ধারণ করো যতক্ষণ না হাওয়ের নিকট আমার সাথে সাক্ষাৎ করো।" তিনি চৌদ্দশ বছর আগেই আনসারদের এ কথা বলেছিলেন: তোমরা আমার পরে স্বার্থপরতার সম্মুখীন হবে—সেই সময় থেকেই শাসকগণ প্রজাদের ওপর নিজেদের প্রাধান্য দিয়ে আসছেন, তবুও তিনি বলেছেন: "ধৈর্য ধারণ করো যতক্ষণ না হাওয়ের নিকট আমার সাথে সাক্ষাৎ

করো।" অতএব, শাসকবর্গের এই একচেটিয়া সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ তাদের কথা শোনা ও আনুগত্য করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কোনো পাপাচারের নির্দেশ না দেন, ততক্ষণ তাদের প্রতিটি নির্দেশে শোনা ও আনুগত্য করা ওয়াজিব। আর আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, শাসকবর্গ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত:

(ص: 660) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الأول: ما أمر الله به فهذا يجب طاعتهم فيه لوجهين: لأمر الله به، ولأمرهم به.
والثاني: ما حرم الله فلا يجوز السمع والطاعة لهم حتى لو أمروه.

والثالث: ما ليس فيه أمر ولا نهي من الله فتجب علينا طاعتهم فيه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع من طاعتهم إلا إذا أمروا بالعصية.
نسأل الله أن يصلحنا جميعاً رعية ورعاة وأن يهب لنا منه رحمه إنه هو الوهاب.
* * *

668/6- وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فنزلنا منزلاً، فمنا من يصلح خبَاءة، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشرة، إذا نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة.
فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتك هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصبُ آخرها بلاءٌ وأمور تنكرونها وتجيءُ فتنٌ يرقق بعضها بعضاً، وتجيءُ الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي؛ ثم تنكشفُ، وتجيءُ

الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، فمن أحب أن يرحل عن النار، ويدخل الجنة، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه.

ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده، وثمره قلبه، فليطعه إن استطاع؛ فإن

প্রথমত: আল্লাহ যা নির্দেশ করেছেন, তাতে তাদের আনুগত্য করা আবশ্যিক হওয়ার পেছনে দুটি কারণ রয়েছে: আল্লাহর পক্ষ থেকে তা আদিষ্ট হওয়া এবং তাদের পক্ষ থেকেও তা নির্দেশিত হওয়া।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তাতে তাদের শ্রবণ ও আনুগত্য বৈধ নয়, এমনকি তারা যদি সেটির আদেশও দেয়।

তৃতীয়ত: যে বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো আদেশ বা নিষেধ নেই, তাতেও তাদের আনুগত্য করা আমাদের জন্য ওয়াজিব (আবশ্যিক); কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আনুগত্য থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত নিষেধ করেননি, যতক্ষণ না তারা কোনো পাপের আদেশ দেয়।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের প্রজা এবং শাসক—উভয়কেই সংশোধন করে দেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি রহমত দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি মহান দাতা।

* * *

৬/৬৬৮- আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। এক স্থানে আমরা যাত্রাবিরতি করলাম। আমাদের কেউ তাবু ঠিক করছিল, কেউ তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল এবং কেউ তার গবাদি পশু চরাতে ব্যস্ত ছিল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষক ঘোষণা করলেন: 'নামায সমবেত হওয়ার জন্য প্রস্তুত'। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সমবেত হলাম। তিনি বললেন: আমার পূর্বে এমন কোনো নবী অতিক্রান্ত হননি যার ওপর এ দায়িত্ব অর্পিত ছিল না যে, তিনি তাঁর উম্মতকে যে কল্যাণ সম্পর্কে অবগত আছেন তা তাদের বাতলে দিবেন এবং যে অকল্যাণ সম্পর্কে অবগত আছেন তা থেকে তাদের সতর্ক করবেন। আর তোমাদের এই উম্মতের কল্যাণ

ও নিরাপত্তা এর শুরুর অংশে রাখা হয়েছে, এবং এর শেষাংশে আপতিত হবে নানাবিধ বিপদ ও এমন সব বিষয় যা তোমরা অপছন্দ করবে। এমন সব ফিতনা (বিপর্যয়) আসবে যা একটি অপরটিকে তুচ্ছ করে দিবে। একটি ফিতনা আসবে তখন মুমিন ব্যক্তি বলবে: 'এটিই আমার ধ্বংসের কারণ'। অতঃপর তা দূর হয়ে যাবে। এরপর আবারও ফিতনা আসবে তখন মুমিন বলবে: 'এটিই সেই, এটিই সেই'। অতএব যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে পছন্দ করে, তার মৃত্যু যেন এমন অবস্থায় আসে যে সে আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, আর মানুষের সাথে সেই রূপ আচরণ করে যা সে অন্যের পক্ষ থেকে নিজের জন্য পেতে পছন্দ করে।

আর যে ব্যক্তি কোনো ইমাম বা নেতার কাছে বায়আত (আনুগত্যের শপথ) করল এবং তাকে তার হাতের স্পর্শ ও অন্তরের ভালোবাসা প্রদান করল, সে যেন তার সাধ্যানুযায়ী তার আনুগত্য করে। অতঃপর যদি...

(ص: 661) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

جاء آخرُ يَنازعه، فأضربوا عنق الآخر)) رواه مسلم.
قوله: ((ينتضل)) أي: يُسابق بالرمي بالنبل والنشاب ((والجشر)) بفتح الجيم
والشين المعجمة وبالألف: وهي الدواب التي ترعى وتبيتُ مكانها. وقوله: ((يرقق
بعضها بعضاً)) أي: يُصير بعضها رقيقاً، أي خفيفاً لعظم ما بعده، فالثاني يرقق
الأول، وقيل: معناه: يشوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها، وقيل: يشبه
بعضها بعضاً.

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب وجوب طاعة ولاية الأمور. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلاً، فنزل الناس فتفرقوا، منهم من كان يصلح خباءه، ومنهم من ينتضل، ومنهم من هو في جشيرة. كعادة أن الناس إذا نزلوا وهم سفر كلُّ يشتغل بما يرى أنه لا بد من الاشتغال فيه.

فنأدى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة جامعة، وهذا النداء يُنادى به لصلاة الكسوف، وينادى به إذا أراد الإمام أو الأمير أن يجتمع بالناس، بدلاً من أن يقول: يا أيها الناس هلموا إلى المكان الفلاني، يقول: الصلاة جامعة حتى يجتمع الناس.

فاجتمع الناس؟، فخطبهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبرهم أنه ما

"যদি অন্য কেউ তার সাথে ঝগড়া করতে আসে, তবে সেই দ্বিতীয় ব্যক্তির গর্দান উড়িয়ে দাও" - এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

তাঁর উক্তি: "ইয়ানতাদিলু" অর্থ: তীর ও ধনুক নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা করা। এবং "আল-জাশারু" জিম ও শিন বর্ণে জবর এবং শেষে রা সহকারে: এটি এমন চতুষ্পদ জন্তু যা চারণভূমিতে চরে বেড়ায় এবং সেখানেই রাত কাটায়। এবং তাঁর উক্তি: "একটি অপরটিকে হালকা করে দেয়" অর্থাৎ পরবর্তীটির ভয়াবহতার কারণে একটি অপরটিকে তুচ্ছ বা হালকা করে দেয়; ফলে দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করে। কেউ কেউ বলেছেন এর অর্থ: একটি অপরটির প্রতি প্রলুব্ধ করে সেটিকে সুশোভিত ও প্ররোচিত করার মাধ্যমে। আবার কেউ বলেছেন: একটি অপরটির সদৃশ হয়।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদীসটি লেখক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) রিয়াদুস সালিহীন গ্রন্থের 'শাসকগোষ্ঠীর আনুগত্যের আবশ্যিকতা' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে এক সফরে

ছিল। আমরা এক স্থানে যাত্রাবিরতি করলাম। তখন লোকজন নেমে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের কেউ নিজের তাবু ঠিক করছিল, কেউ তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা করছিল এবং কেউ তার গবাদি পশুর দেখাশোনা করছিল। যেমনটি মানুষের চিরাচরিত অভ্যাস যে, তারা যখন সফরে কোথাও অবস্থান নেয়, তখন প্রত্যেকেই এমন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে যা তার নিকট জরুরি মনে হয়।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঘোষক ঘোষণা করলেন: "নামাজ সমবেতকারী" (আস-সালাতু জামিআহ)। এই ঘোষণাটি সূর্যগ্রহণের নামাজের জন্য দেওয়া হয়, আবার যখন ইমাম বা আমীর লোকজনকে একত্রিত করতে চান তখন এটি বলা হয়। "হে লোকসকল! অমুক স্থানে এসো" বলার পরিবর্তে তিনি বলেন "আস-সালাতু জামিআহ", যাতে মানুষ একত্রিত হয়।

অতঃপর মানুষ একত্রিত হলো এবং নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তিনি তাদের অবহিত করলেন যে...

(ص: 662) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

نبي بعثه الله إلا دلّ أمته على خير ما يعلمه لهم، وأنذرهم عن شر ما يعلمه لهم؛
كلّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان منهم النصيحة لأقوامهم، يعلمونهم الخير
ويدلونهم عليه ويحثونهم عليه، ويبينون الشر ويحذرونهم منه.
وهكذا يجب على أهل العلم وطلبة العلم أن يبينوا للناس الخير ويحثوهم عليه،
ويبينوا الشر ويحذروهم منه؛ لأن علماء هذا الأمة ورثة الأنبياء، فإن النبي صلى
الله عليه وسلم ليس بعده نبي، ختمت النبوة به، فلم يبق إلا العلماء الذي يتلقون
شرعه ودينه، فيجب عليهم ما يجب على الأنبياء من بيان الخير والحث عليه ودلالة
الناس إليه، وبيان الشر والتحذير منه.

ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة- يعني أمة محمد- جعل الله عافيتها في أولها، يعني أن أول الأمة في عافية ليس فيها فتن، ففي عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن هناك فتن، وكذلك في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وحين قتل عمر رضي الله عنه قتله غلام البغيرة؛ غلام يُقال له أبو لؤلؤة، وهو مجوسي خبيث، كان في قلبه غل على أمير المؤمنين عمر، فلما تقدم لصلاة الصبح ضربه بخنجر له رأسان، وقيل إنه كان مسبوماً، فضربه حتى قدّ بطنه رضي الله عنه، وحُمل فبقي ثلاثة أيام ثم مات رضي الله عنه. ثم إن هذا الرجل الخبيث هرب، فلحقه الناس فقتل ثلاثة عشر رجلاً؛ لأن الخنجر الذي معه مقبضه في الوسط وله رأسان، فهو يضرب الناس

আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত প্রত্যেক নবীই তাঁর উম্মতকে তাঁদের জন্য যা কল্যাণকর বলে জানতেন তা শিখিয়েছেন এবং যা অকল্যাণকর বলে জানতেন তা থেকে সতর্ক করেছেন। সকল নবী (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম) তাঁদের নিজ নিজ জাতির প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন; তাঁরা তাঁদের কল্যাণ শিক্ষা দিতেন, কল্যাণের পথ দেখাতেন ও তাতে উদ্বুদ্ধ করতেন এবং অকল্যাণকে সুস্পষ্ট করে তা থেকে সতর্ক করতেন।

অনুরূপভাবে আহলে ইলম এবং ইলম অন্বেষণকারীদের জন্যও এটি আবশ্যিক যে, তাঁরা মানুষের নিকট কল্যাণকে সুস্পষ্ট করবেন ও সেদিকে উদ্বুদ্ধ করবেন এবং অকল্যাণকে তুলে ধরে তা থেকে সতর্ক করবেন। কেননা এই উম্মতের ওলামায়ে কেরাম হলেন নবীদের উত্তরাধিকারী। যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরে আর কোনো নবী নেই এবং তাঁর মাধ্যমেই নবুয়তের সমাপ্তি ঘটেছে, তাই এখন কেবল সেই আলেমগণই অবশিষ্ট আছেন যারা তাঁর শরীয়ত ও দীনের জ্ঞান অর্জন করেন। ফলে নবীদের ওপর যা আবশ্যিক ছিল—কল্যাণের বর্ণনা দেওয়া, সেদিকে উৎসাহিত করা ও মানুষকে পথ দেখানো এবং অকল্যাণ বর্ণনা করে তা থেকে সতর্ক করা—আলেমদের ওপরও তা-ই করা অপরিহার্য।

অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সংবাদ দিয়েছেন যে, এই উম্মত—অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদী—এর নিরাপত্তা ও কল্যাণ আল্লাহ তাআলা এর প্রথম যুগে নিহিত রেখেছেন। অর্থাৎ এই উম্মতের শুরুর দিকটি ছিল নিরাপদ এবং ফিতনামুক্ত। নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর যুগে কোনো ফিতনা ছিল না এবং আবু বকর ও উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর যুগেও তা বিদ্যমান ছিল না।

যখন উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) শাহাদাতবরণ করেন, তখন মুগিরার এক গোলাম তাঁকে হত্যা করে; যার নাম ছিল আবু লুলু। সে ছিল এক খবীস অগ্নিউপাসক, যার হৃদয়ে আমিরুল মুমিনীন উমরের প্রতি চরম বিদ্বেষ ছিল। উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন ফজরের নামাজের জন্য সামনে এগিয়ে যান, তখন সে তাঁকে একটি দ্বি-ধারী খঞ্জর দিয়ে আঘাত করে। বর্ণিত আছে যে, খঞ্জরটি বিষাক্ত ছিল। সে তাঁকে এমনভাবে আঘাত করে যে তাঁর পেট বিদীর্ণ হয়ে যায় (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। তাঁকে আহত অবস্থায় বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তিনি তিন দিন জীবিত থাকার পর ইন্তেকাল করেন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)।

এরপর সেই খবীস লোকটি পলায়ন করে এবং লোকজন যখন তার পিছু ধাওয়া করে, তখন সে তেরোজন ব্যক্তিকে হত্যা করে। কারণ তার খঞ্জরটির হাতল ছিল মাঝখানে এবং এর উভয় প্রান্ত ছিল ধারালো, যার ফলে সে অবলীলায় মানুষকে আঘাত করতে থাকে...

(ص: 663) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

يَسِينًا وَشِمَالًا، حَتَّى أَلْقَى عَلَيْهِ أَحَدُ الصَّحَابَةِ بَسَاطًا فَغَبَهُ فَقَتَلَ نَفْسَهُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ.

وَمِنْ هَذَا الْوَقْتُ بَدَأَتِ الْفِتْنَةُ تَرْفَعُ رَأْسَهَا، وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ تَأْتِي فِتْنٌ يَرْتَقِ بَعْضُهَا بَعْضًا، أَيُّ أَنْ بَعْضُهَا يَجْعَلُ مَا قَبْلَهُ رَقِيقًا وَسَهْلًا، لِأَنَّ الثَّانِيَةَ أَعْظَمُ مِنَ الْأُولَى، كُلُّ وَاحِدَةٍ أَعْظَمُ مِنَ الْأُخْرَى فَتَرْتَقِ مَا قَبْلَهَا، وَلِهَذَا

قال: ((يرقق بعضها بعضاً)) فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، لأنه يستعظمها عند بداية إتيانها فيقول: من هنا نهلك.

ثم تأتي الأخرى فترقق الأولى وتكون الأولى سهلة بالنسبة إليها، فيقول المؤمن: هذه هذه، يعني هذه التي فيها البلاء كل البلاء، ولكن نسأل الله أن ((أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والمبات، ومن فتنة المسيح الدجال)).

ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: " فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر " نسأل الله أن ييسرنا وإياكم على ذلك؛ من كان يحب أن يزحزح عن الناس ويدخل الجنة- وكلنا يحب أن يزحزح عن النار ينجو منها ويدخل الجنة- فلتأته منيته وهو يؤمن

ডানে ও বামে, যতক্ষণ না জনৈক সাহাবী তাঁর ওপর একটি চাদর নিক্ষেপ করে তাঁকে চেপে ধরলেন, ফলে তিনি আত্মহত্যা করলেন—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আর এই সময় থেকেই ফিতনা বা বিপর্যয় মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে। নবী (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) এই হাদীসে সংবাদ দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে এমন কিছু ফিতনা আসবে যার একটি অন্যটিকে লঘু করে দেবে। অর্থাৎ, পরবর্তী ফিতনাটি পূর্ববর্তী ফিতনাকে হালকা ও সহজ করে তুলবে; কারণ দ্বিতীয়টি প্রথমটির চেয়ে ভয়াবহ হবে। প্রতিটি ফিতনা তার পরবর্তীটির তুলনায় গুরুতর হবে, ফলে তা পূর্বেরটিকে লঘু প্রতিপন্ন করবে। একারণেই তিনি বলেছেন: "একটি অন্যটিকে লঘু করে দেবে।" যখন কোনো ফিতনা আসবে, তখন মুমিন ব্যক্তি বলবে: "এতেই আমার ধ্বংস", কারণ ফিতনার সূচনালগ্নে সে এটিকে অত্যন্ত ভয়াবহ মনে করবে এবং বলবে: "এখান থেকেই আমাদের বিনাশ।"

এরপর অপর একটি ফিতনা আসবে যা পূর্বেরটিকে লঘু করে দেবে এবং আগেরটি তখন তুলনামূলক সহজ মনে হবে। তখন মুমিন বলবে: "এটাই সেই চরম ফিতনা, এটাই সেই চরম ফিতনা"; অর্থাৎ এটিই সেই ফিতনা যাতে নিহিত রয়েছে সকল পরীক্ষা ও বিপদ। তবে আমরা

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি: "আমি আপনার নিকট কবরের আযাব থেকে, জাহান্নামের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই।" এরপর নবী (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) বললেন: "অতএব যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে পছন্দ করে, তার মৃত্যু যেন এমন অবস্থায় আসে যখন সে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে।" আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের এই অবস্থার ওপর মৃত্যু দান করেন। যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে ভালোবাসে—আর আমরা সকলেই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পছন্দ করি—তার মৃত্যু যেন এমন অবস্থায় আসে যখন সে বিশ্বাসী...

(ص: 664) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

بِالله واليوم الآخر.
(وليات إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه)) يعني يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، فينصح للناس كما ينصح لنفسه، ويكره للناس ما يكره لنفسه، فيكون هذا قائماً بحق الله، مؤمناً بالله واليوم الآخر، وقائماً بحق الناس، لا يعامل الناس إلا بما يحب أن يعاملوه به، فلا يكذب عليهم، ولا يغشهم، ولا يخدعهم، ولا يحب لهم الشر، يعني يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، فإذا جاء يسأل مثلاً هل هذا حرام أم حلال؟ قلنا له: هل تحب أن يعاملك الناس بهذا؟ إذا قال: لا قلنا له: اتركه سواء كان حلالاً أم حراماً
ما دمت لا تحب أن يعاملك الناس به فلا تعامل الناس به، واجعل هذا ميزاناً بينك وبين الناس في معاملتهم؛ لا تأت الناس إلا ما تحب أن يؤتى إليك؛ فتعاملهم باللطف كما تحب أن يعاملك باللطف واللين، بحسن الكلام، بحسن المنطق،

بالبیان بالیسر کما تحب أن يفعلوا بك هذا، هذا الذي يزعجك عن النار ويدخل الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم.

669/7- وعن أبي هنيذة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله "، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم، ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سألته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اسبعوا وأطيعوا؛ فإننا عليهم ما حُبلوا، وعليكم ما حملتم)) رواه

আল্লাহ ও পরকালের প্রতি।

((আর মানুষের কাছে তা-ই নিয়ে আসা উচিত যা সে নিজের জন্য প্রত্যাশা করে)) অর্থাৎ মানুষের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যা সে তাদের কাছ থেকে পেতে পছন্দ করে। সে মানুষের প্রতি তেমনি শুভকামনা রাখবে যেমন সে নিজের জন্য রাখে, আর মানুষের জন্য তা-ই অপছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য অপছন্দ করে। এভাবে সে আল্লাহর হক আদায়কারী হবে, আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হবে এবং মানুষের হকও আদায়কারী হবে। সে মানুষের সাথে এমন আচরণই করবে যা সে তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করে; তাই সে তাদের কাছে মিথ্যা বলবে না, তাদের প্রতারণা করবে না, তাদের ধোঁকা দেবে না এবং তাদের জন্য অমঙ্গল কামনা করবে না। অর্থাৎ সে মানুষের সাথে তেমন ব্যবহারই করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি এসে জিজ্ঞেস করে—এটি কি হারাম নাকি হালাল? আমরা তাকে বলব: তুমি কি পছন্দ করো যে মানুষ তোমার সাথে এমন আচরণ করুক? যদি সে বলে: না, তবে আমরা তাকে বলব: এটি ছেড়ে দাও, চাই তা হালাল হোক বা হারাম।

যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি পছন্দ করো না যে মানুষ তোমার সাথে এমন আচরণ করুক, ততক্ষণ তুমিও মানুষের সাথে তেমন আচরণ করো না। মানুষের সাথে লেনদেন ও আচরণের ক্ষেত্রে এটিকে নিজের জন্য একটি মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করো; মানুষের কাছে কেবল তা-ই নিয়ে আসো যা তুমি নিজের জন্য প্রত্যাশা করো। সুতরাং তুমি তাদের সাথে কোমলতার সাথে আচরণ করো, যেমনটি তুমি পছন্দ করো যে তারা তোমার সাথে কোমল ও নম্র ব্যবহার করুক; সুন্দর কথা,

উত্তম যুক্তি এবং সহজবোধ্য বর্ণনার মাধ্যমে তাদের সাথে আচরণ করো, যেমনটি তুমি চাও তারা তোমার সাথে করুক। এটিই সেই পথ যা জাহান্নাম থেকে দূরে রাখে এবং জান্নাতে প্রবেশ করায়। আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের ও আপনাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

* * *

৭/৬৬৯- আবু হুনাইদাহ ওয়ায়িল ইবনে হুজর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: সালামাহ ইবনে ইয়াযিদ আল-জু'ফী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহর নবী, আপনি কি মনে করেন যদি আমাদের উপর এমন শাসক নিযুক্ত হয় যারা তাদের পাওনা (অধিকার) আমাদের কাছে দাবি করে কিন্তু আমাদের পাওনা থেকে আমাদের বঞ্চিত করে, তবে আপনি আমাদের কী নির্দেশ দেন? তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরপর তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: ((তোমরা শোনো এবং আনুগত্য করো; কারণ তাদের ওপর সেই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে যা তাদের বহন করতে হবে এবং তোমাদের ওপর সেই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে যা তোমাদের বহন করতে হবে)) এটি বর্ণনা করেছেন—

(ص: 665) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

مسلم.

670/8- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه وسلم ((إنها ستكون بعدي أثرة، وأمور تنكرونها!)) قالوا: يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: " تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم)) متفق عليه.

672/10- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من كره من أميره شيئاً فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية)) متفقٌ عليه.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في كتابه رياض الصالحين في باب ((طاعة ولي الأمر)) فيها دليلٌ على أمور:

أولاً: حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن أمراء يسألون حقهم الذي لهم، ويمنعون الحق الذي عليهم؛ سُئِلَ عن هؤلاء الأمراء ماذا نصنع معهم؟ ، والأمراء هنا يشمل الأمراء الذين هم دون السلطان الأعظم، ويشمل السلطان الأعظم أيضاً لأنه أمير، وما من أمير إلا فوقه أمير حتى

মুসলিম।

৬৭০/৮- আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয়ই আমার পরে পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতি দেখা দিবে এবং এমন অনেক বিষয় ঘটবে যা তোমরা অপছন্দ করবে।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে যারা সেই সময়ের সম্মুখীন হবে, আপনি তাদের কী আদেশ দেন? তিনি বললেন: "তোমাদের ওপর যে দায়িত্ব বা হক অর্পিত রয়েছে তা তোমরা পালন করবে, আর তোমাদের প্রাপ্য অধিকারের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে।" (বুখারী ও মুসলিম)।

৬৭২/১০- ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি তার আমিরের (নেতার) কোনো আচরণে অপছন্দনীয় কিছু দেখবে, সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা, যে ব্যক্তি সুলতানের (রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের) আনুগত্য থেকে এক বিঘত পরিমাণও সরে যাবে, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করবে।" (বুখারী ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক তাঁর 'রিয়াদুস সালেহীন' গ্রন্থের "কর্তৃপক্ষের আনুগত্য" পরিচ্ছেদে যে হাদিসগুলো উল্লেখ করেছেন, তাতে বেশ কিছু বিষয়ের প্রমাণ রয়েছে:

প্রথমত: ওয়াইল ইবনে হুজর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসটি; যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এমন কিছু শাসক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যারা তাদের নিজেদের প্রাপ্য অধিকার দাবি করে অথচ জনগণের অধিকার আদায়ে বাধা প্রদান করে। প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, এই ধরনের শাসকদের সাথে আমরা কী আচরণ করব? এখানে 'শাসক' বলতে যেমন উচ্চপদস্থ রাষ্ট্রপ্রধান বা সুলতানকে বোঝায়, তেমনি তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কারণ সর্বোচ্চ সুলতান নিজেও একজন শাসক এবং প্রত্যেক শাসকের উপরেই কোনো না কোনো কর্তৃপক্ষ থাকে যতক্ষণ না...

(ص: 666) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

ينتهي الحكم إلى الله عز وجل.
سُئِلَ عَنْ هَؤُلَاءِ الْأُمَرَاءِ، أُمَرَاءِ يَطْلُبُونَ حَقَّهُمْ مِنَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَهُمْ، وَمُسَاعَدَتِهِمْ فِي الْجِهَادِ، وَمُسَاعَدَتِهِمْ فِي الْأُمُورِ الَّتِي يَحْتَاجُونَ إِلَى الْمُسَاعَدَةِ فِيهَا، وَلَكِنْهُمْ يَمْنَعُونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِمْ؛ لَا يُؤَدُّونَ إِلَى النَّاسِ حَقَّهُمْ، وَيُظْلِمُونَهُمْ وَيَسْتَأْثِرُونَ عَلَيْهِمْ، فَأَعْرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، كَأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَرِهَ هَذِهِ الْمَسَائِلَ، وَكَرِهَ أَنْ يَفْتَحَ هَذَا الْبَابَ، وَلَكِنْ أَعَادَ الْمَسَائِلَ عَلَيْهِ ذَلِكَ.

فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُوَدِّيَ لَهُمْ حَقَّهُمْ، وَأَنْ عَلَيْهِمْ مَا حُيِّلُوا وَعَلَيْنَا مَا حُيِّلْنَا، فَنَحْنُ حُيِّلْنَا السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ، وَهُمْ حُيِّلُوا أَنْ يَحْكُمُوا فِينَا بِالْعَدْلِ وَالْأَمْرِ بِالْعَدْلِ.

أحداً، وأن يقيموا حدود الله على عبادة الله، وأن يقيموا شريعة الله في أرض الله، وأن يجاهدوا أعداء الله، هذا الذي يجب عليهم، فإن قاموا به؛ فهذا هو المطلوب، وإن لم يقوموا به فإننا لا نقول لهم: أنتم لم تؤدوا الحق الذي عليهم فلا نؤدي حقكم الذي لكم، هذا حرام، يجب أن نؤدي الحق الذي علينا، فنسبع ونطيع، ونخرج معهم في الجهاد، ونصلي وراءهم في الجمع والأعياد وغير ذلك، ونسأل الله الحق الذي لنا.

وهذا الذي دلّ عليه هذا الحديث وما أقره المؤلف رحمه الله هو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف الصالح؛ السبع والطاعة للأمراء وعدم عصيانهم فيما تجب طاعتهم فيه، وعدم إثارة الضغائن عليهم، وعدم إثارة الأحقاد عليهم، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة.

চূড়ান্ত ফয়সালা মহান আল্লাহর নিকট সমর্পিত।

সেই সমস্ত শাসক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যারা শোনা ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে তাদের প্রাপ্য অধিকার দাবি করে এবং জিহাদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে সাহায্য কামনা করে; কিন্তু তারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে না; তারা মানুষকে তাদের প্রাপ্য অধিকার দেয় না, তাদের ওপর জুলুম করে এবং সম্পদ কুক্ষিগত করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থেকে বিমুখ হলেন; যেন তিনি এই ধরনের প্রশ্ন করা অপছন্দ করলেন এবং এই পথ উন্মোচন করা সমীচীন মনে করলেন না। কিন্তু প্রশ্নকারী পুনরায় তাকে একই প্রশ্ন করলেন।

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন যে, আমরা যেন তাদের প্রাপ্য অধিকার আদায় করি। তাদের ওপর অর্পিত হয়েছে তাদের দায়িত্ব, আর আমাদের ওপর অর্পিত হয়েছে আমাদের দায়িত্ব। আমাদের ওপর শোনা ও আনুগত্যের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে; আর তাদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যেন তারা আমাদের মাঝে ইনসাফের সাথে শাসন পরিচালনা করে, কারও ওপর জুলুম না করে, আল্লাহর বান্দাদের ওপর আল্লাহর দণ্ডবিধি কায়েম করে, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করে এবং আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে

জিহাদ পরিচালনা করে। এটিই তাদের ওপর অপরিহার্য কর্তব্য। যদি তারা তা পালন করে, তবে সেটিই কাঙ্ক্ষিত। আর তারা যদি তা পালন না করে, তবে আমরা তাদের এ কথা বলব না যে: "যেহেতু তোমরা তোমাদের ওপর অর্পিত হক আদায় করোনি, তাই আমরাও তোমাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করব না।" এটি হারাম। বরং আমাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা পালন করা আবশ্যিক; তাই আমরা তাদের কথা শুনব ও আনুগত্য করব, তাদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করব, জুমুআ ও ঈদসহ অন্যান্য নামাজ তাদের পেছনে আদায় করব এবং আমাদের প্রাপ্য অধিকার আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব।

এই হাদিস যা নির্দেশ করে এবং লেখক (রহিমাছল্লাহ) যা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন, তা-ই হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদা ও সালাফে সালাহীনের পথ। আর তা হলো— শাসকদের নির্দেশ শোনা ও আনুগত্য করা, যেসব বিষয়ে তাদের আনুগত্য করা ওয়াজিব তাতে অবাধ্য না হওয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা উক্ষে না দেওয়া। এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আদর্শ।

(ص: 667) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

حتى أن الإمام أحمد رحمه الله يضربه السلطان، يضربه ويجره بالبغال، يضرب بالسياط حتى يغى عليه في الأسواق، وهو إمام أهل السنة رحمه الله ورضي عنه، ومع ذلك يدعو للسلطان ويسميه أمير المؤمنين، حتى إنهم منعه ذات يوم، قالوا له لا تحدث الناس، فسمع وأطاع ولم يحدث الناس جهراً، بدأ يخرج يميناً وشمالاً ثم يأتيه أصحابه يحدثهم بالحديث.

كل هذا من أجل ألا ي نابذ السلطان؛ لأنه سبق لنا أنهم قالوا: يا رسول الله أفلا ن نابذهم؟ لما قال: ((خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشر أئمتكم الذي تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم)) قالوا: أفلا ن نابذهم. قال " لا ما

أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ". مرتين فما داموا يصلون فَإِنَّا لَا نُنَابِذُهُمْ، بَلْ نَسْمَعُ وَنَطِيعُ وَنَقُومُ بِالْحَقِّ الَّذِي عَلَيْنَا وَهُمْ عَلَيْهِمْ مَا حُتِّلُوا.

وفي آخر الأحاديث قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم ((مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً يَكْرَهُ فَلْيَصْبِرْ)) لِيَصْبِرَ وَلِيَتَحَمَّلَ وَلَا يَنْابِذَهُ وَلَا يَتَكَلَّمَ ((فَإِنْ مِنْ خَرَجَ عَنِ الْجَمَاعَةِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً)) يَعْنِي لَيْسَ مِيتَةُ الْإِسْلَامِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ.

وهذا يَحْتَمِلُ مَعْنِيَيْنِ:

الأول: يَحْتَمِلُ أَنَّهُ يَمُوتُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً بِمَعْنَى أَنَّهُ يَزَاغُ قَلْبُهُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، حَتَّى تَكُونَ هَذِهِ الْمَعْصِيَةُ سَبَباً لِرُدَّتِهِ.

এমনকি ইমাম আহমদ (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন)-কে সুলতান প্রহার করেছেন; তাঁকে মারধর করা হয়েছে এবং খচ্চর দিয়ে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চাবুক দিয়ে তাঁকে এমনভাবে আঘাত করা হয়েছে যে, তিনি বাজারের মধ্যেই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে যেতেন। অথচ তিনি ছিলেন আহলুস সুন্নাহর ইমাম (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তাঁর প্রতি সম্ভ্রষ্ট হোন)। তা সত্ত্বেও তিনি সুলতানের জন্য দোয়া করতেন এবং তাঁকে ‘আমীরুল মুমিনীন’ বলে সম্বোধন করতেন। এমনকি একদিন তারা তাঁকে লোকসমক্ষে হাদিস বর্ণনা করতে নিষেধ করল; তিনি তা শুনে নিলেন ও আনুগত্য করলেন এবং প্রকাশ্যে হাদিস বর্ণনা করা বন্ধ করে দিলেন। এরপর তিনি ডানে-বামে (একাকী) বের হতেন এবং তাঁর সঙ্গীরা তাঁর কাছে এলে তিনি তাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করতেন।

এই সব কিছুর উদ্দেশ্য ছিল সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা। কেননা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব না? যখন তিনি বলেছিলেন: “তোমাদের সর্বোত্তম শাসক তারা, যাদের তোমরা ভালোবাসো এবং তারাও তোমাদের ভালোবাসে; আর তোমাদের নিকৃষ্ট শাসক তারা, যাদের তোমরা ঘৃণা করো এবং তারাও তোমাদের ঘৃণা করে, আর তোমরা তাদের অভিশাপ দাও এবং তারাও তোমাদের অভিশাপ দেয়।” তারা বলল: তবে কি আমরা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব না? তিনি বললেন: “না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মধ্যে সালাত কায়েম রাখবে।” এটি তিনি দুইবার বললেন। সুতরাং যতক্ষণ তারা সালাত আদায় করবে, ততক্ষণ আমরা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব না; বরং আমরা কথা শুনব ও আনুগত্য করব এবং আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব

পালন করব, আর তাদের ওপর যে দায়িত্বের ভার দেওয়া হয়েছে তার হিসাব তাদের দিতে হবে।

হাদিসসমূহের শেষাংশে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “যে ব্যক্তি তার আমিরের পক্ষ থেকে অপছন্দনীয় কিছু দেখে, সে যেন ধৈর্য ধারণ করে।” অর্থাৎ সে ধৈর্য ধরবে এবং সহ্য করবে; তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না এবং বিরূপ সমালোচনা করবে না। “কেননা যে ব্যক্তি জামাত (মুসলিম উম্মাহর ঐক্য) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করে।” অর্থাৎ আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই—তার মৃত্যু ইসলামের ওপর হবে না।

এর দুটি সম্ভাব্য অর্থ রয়েছে:

প্রথমত: জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করার অর্থ হতে পারে যে, তার অন্তর সত্যচ্যুত হয়ে যাবে—আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই—এমনকি এই পাপাচার বা অবাধ্যতা তার ধর্মত্যাগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

(ص: 668) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الثاني: ويحتمل المعنى الآخر أنه يموت ميتة جاهلية؛ لأن أهل الجاهلية ليس لهم إمام وليس لهم أمير؛ بل لهم رؤساء وزعماء لكن ليس لهم ولاية كولاية الإسلام، فيكون هذا مات ميتة جاهلية.

والحاصل أن الواجب أن نسمع ونطيع لولاة الأمر إلا في حال واحدة فإننا لا نطيعهم؛ إذا أمرونا بمعصية الخالق فإننا لا نطيعهم. لو قالوا: احلقوا لحاكم قلنا: لا سماع ولا طاعة، ولو قالوا: نزلوا ثيابكم أو سراويلكم إلى أسفل الكعبين، قلنا لا سماع ولا طاعة؛ لأن هذه معصية. لو قالوا لا تقيموا الصلاة جماعة، قلنا لا سماع ولا طاعة. لو قالوا: لا تصوموا رمضان، قلنا: لا سماع ولا طاعة. كل معصية لا نطيعهم فيها مهما كان أما إذا أمروا بشيء ليس معصية وجب علينا أن نطيع.

ثانياً: لا يجوز لنا أن ننايذ ولاية الأمور.

ثالثاً: لا يجوز لنا أن نتكلم بين العامة فيما يثير الضغائن على ولاية الأمور، وفيما يسبب البغضاء لهم؛ لأن في هذا مفسدة كبيرة. قد يتراءى للإنسان أن هذه غيرة، وأن هذا صدع بالحق؛ والصدع بالحق لا يكون من وراء حجاب، الصدع بالحق أن يكون ولي الأمر أمامك وتقول له: أنت فعلت كذا وهذا لا يجوز، تركت هذا، وهذا واجب.

أما أن تتحدث من وراء حجاب في سب ولي الأمر والتشهير به، فهذا ليس من الصدع بالحق؛ بل هذا من الفساد، هذا مما يوجب إيغار الصدور وكراهة ولاية الأمور والتبرد عليهم، وربما يفضي إلى ما هو أكبر إلى الخروج عليهم ونبذ بيعتهم والعياذ بالله.

দ্বিতীয়ত: এর অন্য অর্থটি হতে পারে যে, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল; কারণ জাহেলি যুগের মানুষের কোনো ইমাম ছিল না এবং কোনো আমির ছিল না; বরং তাদের প্রধান ও নেতা ছিল কিন্তু তাদের কোনো ইসলামি কর্তৃত্বের মতো শাসনব্যবস্থা ছিল না। ফলে এটি হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু।

পরিশেষে কথা হলো, শাসকগোষ্ঠীর কথা শোনা এবং তাদের আনুগত্য করা ওয়াজিব, তবে একটি ক্ষেত্র ব্যতিরেকে—সেক্ষেত্রে আমরা তাদের আনুগত্য করব না; আর তা হলো যদি তারা আমাদের স্রষ্টার অবাধ্যতামূলক কোনো কাজের নির্দেশ দেয়, তবে আমরা তাদের আনুগত্য করব না। যদি তারা বলে: তোমাদের দাড়ি মুণ্ডন করো, তবে আমরা বলব: শোনা ও মানা যাবে না। যদি তারা বলে: তোমাদের পোশাক বা পায়জামা টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরো, তবে আমরা বলব: শোনা ও মানা যাবে না; কারণ এটি গুনাহের কাজ। যদি তারা বলে: জামাতের সাথে সালাত কয়েম করো না, তবে আমরা বলব: শোনা ও মানা যাবে না। যদি তারা বলে: রমজানের সিয়াম পালন করো না, তবে আমরা বলব: শোনা ও মানা যাবে না। যেকোনো গুনাহের কাজে আমরা তাদের আনুগত্য করব না, তা যা-ই হোক না কেন। কিন্তু যদি তারা এমন কিছু নির্দেশ দেয় যা গুনাহের কাজ নয়, তবে আমাদের ওপর তাদের আনুগত্য করা ওয়াজিব। দ্বিতীয়ত: আমাদের জন্য শাসকগোষ্ঠীর সাথে বিবাদে লিপ্ত হওয়া বা বিদ্রোহ করা বৈধ নয়।

তৃতীয়ত: সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন কথা বলা আমাদের জন্য বৈধ নয় যা শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এবং যা তাদের প্রতি ঘৃণার উদ্বেক করে; কারণ এতে বড় ধরনের অনিশ্চয় নিহিত রয়েছে। মানুষের কাছে মনে হতে পারে যে এটি হয়তো ধর্মীয় আত্মমর্যাদাবোধ এবং এটিই সত্য প্রকাশ; কিন্তু সত্য প্রকাশ আড়াল থেকে হয় না। সত্য প্রকাশ হলো শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে বলা যে: আপনি অমুক কাজ করেছেন যা বৈধ নয়, অথবা আপনি অমুক কাজ বর্জন করেছেন যা করা আবশ্যিক ছিল।

কিন্তু আড়ালে থেকে শাসকের গালিগালাজ করা এবং তাকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করা সত্য প্রকাশের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। এটি মানুষের অন্তরে ক্ষোভের সঞ্চার করে, শাসকদের প্রতি ঘৃণার উদ্বেক করে এবং তাদের বিরুদ্ধে অবাধ্যতায় উসকে দেয়। এমনকি এটি আরও বড় বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যেমন তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং তাদের আনুগত্যের অঙ্গীকার ত্যাগ করা। আমরা এ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(ص: 669) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

وكل هذه أمور يجب أن نتفطن لها، ويجب أن نسير فيها على ما سار عليه أهل السنة والجماعة، من أراد أن يعرف ذلك فليقرأ كتب السنة المؤلفة في هذا؛ يجد كيف يعظم أئمة أهل العلم من هذه الأمة، كيف يعظمون ولادة الأمور، وكيف يقومون بها أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام من ترك المناظرة، ومن السمع والطاعة في غير المعصية.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر كتاب العقيدة الواسطية- وهي عقيدة مختصرة ولكن حجبها كبير جداً في المعنى- ذكر أن من هدي أهل السنة والجماعة وطريقتهم، أنهم يدينون بالولاء لولادة الأمور، وأنهم يرون إقامة الحج

والجهاد والأعياد والجمع مع الأمراء، أبراراً كانوا أو فجاراً، حتى لو كان ولي الأمر
فاجراً فإن أهل السنة والجماعة يرون إقامة الجهاد معه وإقامة الحج وإقامة الجمع
وإقامة الأعياد.

إلا إذا رأينا كفراً بواحاً صريحاً عندنا فيه من الله برهاناً والعياذ بالله فهذا يجب
علينا ما استطعنا أن نزيل هذا الحاكم، وأن نستبدله بخير منه، أما مجرد المعاصي
والاستئثار وغيرها؛ فإن أهل السنة والجماعة يرون أن ولي الأمر له الولاية حتى مع
هذه الأمور كلها، وأن له السمع والطاعة، وأنه لا تجوز منابذته ولا إيغار الصدور
عليه، ولا غير ذلك مما يكون فساداً أعظم وأعظم.
والشر ليس يُدفع بالشر؛ ادفع بالشر الخير، أما أن تدفع الشر بشر، فإن كان مثله
فلا فائدة. وإن كان أشر منه كما هو الغالب في مثل هذه

এসবই এমন বিষয় যা আমাদের অনুধাবন করা আবশ্যিক, এবং এ ক্ষেত্রে আমাদের আহলুস
সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসৃত পথ অনুসরণ করা অপরিহার্য। যে ব্যক্তি এ সম্পর্কে জানতে
চায়, সে যেন এ বিষয়ে রচিত সুন্নাহর গ্রন্থসমূহ পাঠ করে; সে দেখতে পাবে এই উম্মতের ইলমি
ইমামগণ কীভাবে শাসকবর্গকে সম্মান করতেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম বিবাদ পরিহার এবং পাপাচার বহির্ভূত বিষয়ে শ্রবণ ও আনুগত্যের যে নির্দেশ দিয়েছেন,
তা তারা কীভাবে পালন করতেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ তাঁর 'আল-আকিদাহ আল-ওয়াসিতিয়াহ'—যা
একটি সংক্ষিপ্ত আকিদাহ হলেও এর অর্থ ও তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর—এর শেষে উল্লেখ করেছেন
যে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের পথ ও পদ্ধতি হলো তারা শাসকবর্গের প্রতি আনুগত্য
স্বীকার করে এবং তারা আমিরদের সাথে হজ, জিহাদ, ঈদ ও জুমার সালাত কায়েম করাকে
বিধিসম্মত মনে করে, তারা নেককার হোক কিংবা পাপাচারী। এমনকি শাসক যদি পাপাচারীও
হয়, তবুও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত তার অধীনে জিহাদ, হজ, জুমা ও ঈদের জামাত
কায়েম করা সমীচীন মনে করে।

তবে যদি আমরা এমন কোনো প্রকাশ্য ও স্পষ্ট কুফর দেখতে পাই যার সপক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে—আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই—তবে সেক্ষেত্রে আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এই শাসককে অপসারিত করা এবং তার স্থলে একজন উত্তম শাসক নিয়োগ করা আমাদের ওপর আবশ্যিক হয়ে পড়ে। কিন্তু কেবল পাপাচার, শাসক কর্তৃক জনগণের অধিকার হরণ ও স্বার্থপরতা বা এই জাতীয় বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অভিমত হলো, এসব সত্ত্বেও শাসক তার পদে বহাল থাকবেন এবং তার কথা শোনা ও মানা আবশ্যিক। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, তার বিরুদ্ধে মানুষের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি করা কিংবা এমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া বৈধ নয় যার ফলে আরও বড় এবং ভয়াবহ বিপর্যয় দেখা দেয়।

আর মন্দকে মন্দ দ্বারা দূর করা যায় না; বরং মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত করো। কিন্তু মন্দকে যদি মন্দ দ্বারা প্রতিহত করতে চাও, তবে তা যদি আগের মন্দের সমান হয় তাতে কোনো লাভ নেই, আর যদি তা আগের চেয়েও মন্দ হয়—যেমনটি সাধারণত এই জাতীয় ক্ষেত্রে ঘটে থাকে—

(ص: 670) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الأمر، فإن ذلك مفسدة كبيرة. نسأل الله أن يهدي ولاة أمورنا وأن يهدي رعيتنا لما يلزمها، وأن يوفق كلاً منهم لقيام بما يجب عليه.

671/9- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

((من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد

أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني)) متفق عليه.

673/11- وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول: ((من أهان السلطان أهانه الله)) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن.

وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح، وقد سبق بعضها في أبواب.

[الشَّرْحُ]

هذان الحديثان بقية باب وجوب طاعة ولاية الأمور في غير معصية الله، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني"

ففي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعته من طاعة الله. قال الله تعالى: (مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) (النساء: 80) والنبي عليه الصلاة

বিষয়সমূহ, নিশ্চয়ই তা এক বড় বিপর্যয়। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের শাসকদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং আমাদের প্রজাসাধারণকে তাদের জন্য যা অপরিহার্য সেদিকে হেদায়েত দান করেন, আর তাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ ওয়াজিব দায়িত্ব পালনের তাওফীক দান করেন।

* * *

৯/৬৭১- আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে আমার আনুগত্য করল, সে মূলত আল্লাহরই আনুগত্য করল; আর যে আমার অবাধ্য হলো, সে মূলত আল্লাহরই অবাধ্য হলো। আর যে আমিরের (নেতার) আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল; আর যে আমিরের অবাধ্য হলো, সে আমারই অবাধ্য হলো।" (বুখারী ও মুসলিম)।

১১/৬৭৩- আবু বাকরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি সুলতানকে (শাসককে) অপমানিত করল, আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করবেন।" (তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এটি হাসান হাদিস)।

এই অধ্যায়ে সহীহ গ্রন্থসমূহে আরও অনেক হাদিস রয়েছে এবং ইতিপূর্বে বিভিন্ন অধ্যায়ে এর কিছু অংশ অতিক্রান্ত হয়েছে।

[ব্যাখ্যা]

আল্লাহর অবাধ্যতা নয় এমন বিষয়ে শাসকদের আনুগত্য করা ওয়াজিব হওয়া সংক্রান্ত অধ্যায়ের বাকি অংশ হলো এই হাদিস দুটি। আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে মূলত আল্লাহরই আনুগত্য করল; আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হলো, সে মূলত আল্লাহরই অবাধ্য হলো। আর যে আমারই আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল; আর যে আমারই অবাধ্য হলো, সে আমারই অবাধ্য হলো।"

এই হাদিসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্পষ্ট করেছেন যে, তাঁর আনুগত্য করা মূলত আল্লাহরই আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে মূলত আল্লাহরই আনুগত্য করল" (সূরা আন-নিসা: ৮০)। আর নবী (আলাইহিস সালাতু...

(ص: 671) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

والسلام لا يأمر إلا بالوحي؛ إلا بالشرع الذي شرعه الله تعالى له ولأُمَّته، فإذا أمر بشيء؛ فهو شرع الله سبحانه وتعالى، فمن أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله.

الأمير إذا أطاعه الإنسان فقد أطاع الرسول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في أكثر من حديث، وأمر بطاعة ولي الأمر، وقال: ((وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك)) ووقال: ((اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة)) . وقال: " على المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه".

والأحاديث في هذا كثيرة، فقد أمر بطاعة ولي الأمر، فإذا أطعت ولي الأمر فقد أطعت الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا أطعت الرسول فقد أطعت الله. وهذا الحديث وما سبقه وما لم يذكره المؤلف كلها تدل على وجوب طاعة ولاية الأمور إلا في معصية الله، لها في طاعتهم من الخير والأمن والاستقرار وعدم الفوضى وعدم اتباع الهوى. أما إذا عصي ولاية الأمور في أمر تلزم طاعتهم فيه؛ فإنه تحصل الفوضى، ويحصل إعجاب كل ذي رأي برأيه، ويزول الأمن، وتفسد

আর তিনি কেবল ওহীর মাধ্যমেই আদেশ প্রদান করেন; আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য এবং তাঁর উম্মতের জন্য যে শরীয়ত নির্ধারণ করেছেন, কেবল তারই নির্দেশ দেন। সুতরাং যখন তিনি কোনো কিছু আদেশ দেন, তা আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলারই বিধান। অতএব, যে ব্যক্তি তাঁর আনুগত্য করল সে মূলত আল্লাহরই আনুগত্য করল, আর যে তাঁর অবাধ্য হলো সে মূলত আল্লাহরই অবাধ্য হলো।

মানুষ যখন আমীরের আনুগত্য করে, তখন সে মূলত রাসূলেরই আনুগত্য করে; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক হাদীসে শাসকগোষ্ঠীর (উলিল আমর) আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: ((তুমি আনুগত্য করো, যদিও তোমার পিঠে প্রহার করা হয় এবং তোমার সম্পদ কেড়ে নেওয়া হয়))। তিনি আরও বলেছেন: ((তোমরা কথা শোনো এবং আনুগত্য করো, যদিও তোমাদের ওপর এমন কোনো হাবশী দাসকে নিযুক্ত করা হয় যার মাথা যেন কিশমিশের মতো))। তিনি আরও বলেছেন: "কষ্টে ও স্বাচ্ছন্দ্যে, আগ্রহ ও অনীহার অবস্থায় মুসলিম ব্যক্তির জন্য কথা শোনা ও আনুগত্য করা অপরিহার্য।"

এ বিষয়ে হাদীস অনেক রয়েছে। তিনি উলিল আমরের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং যখন তুমি উলিল আমরের আনুগত্য করলে, তখন তুমি মূলত রাসূল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামেরই আনুগত্য করলে; আর তুমি যখন রাসূলের আনুগত্য করলে, তখন তুমি আল্লাহরই আনুগত্য করলে।

এই হাদীস এবং এর পূর্ববর্তী হাদীসসমূহ ও লেখক যা উল্লেখ করেননি, তার সবই আল্লাহর অবাধ্যতা ব্যতিরেকে শাসকবর্গের আনুগত্য ওয়াজিব হওয়ার ওপর প্রমাণ বহন করে। কারণ

তাদের আনুগত্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে কল্যাণ, নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা এবং বিশৃঙ্খলা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে মুক্তি। পক্ষান্তরে, যেসব বিষয়ে তাঁদের আনুগত্য করা আবশ্যিক, সেসব ক্ষেত্রে যদি শাসকবর্গের অবাধ্যতা করা হয়, তবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, প্রত্যেকে নিজ নিজ মতামতের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, নিরাপত্তা দূরীভূত হয় এবং পরিস্থিতি বিনষ্ট হয়।

(ص: 672) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

الأمر، وتكثر الفتن، فلهذا يجب علينا نحن أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا إلا إذا أمرونا بمعصية؛ فإذا أمرونا بمعصية الله فربنا وربهم الله له الحكم، ولا نطيعهم فيها؛ بل نقول لهم: أنتم يجب عليكم أن تتجنبوا معصية الله، فكيف تأمرونا بها؟ فلا نسمع لكم ولا نطيع.

وقد سبق لنا أن قلنا: إن ما أمر به ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن يكون الله قد أمر به، مثل أن يأمرونا بإقامة الجماعة في المساجد، وأن يأمرونا بفعل الخير وترك المنكر، وما أشبه ذلك، فهذا واجب من وجهين: أولاً: أنه واجب أصلاً. الثاني: أنه أمر به ولاة الأمور.

القسم الثاني: أن يأمرونا بمعصية الله، فهذا لا يجوز لنا طاعتهم فيها مهما كان، مثل أن يقولوا: لا تصلوا جماعة، أحلقوا لحاكم، أنزلوا ثيابكم إلى أسفل، اظلموا المسلمين بأخذ المال أو الضرب أو ما أشبه ذلك، فهذا أمر لا يطاع ولا يحل لنا طاعتهم فيه، لكن علينا أن نناصحهم وأن نقول: اتقوا الله، هذا أمر لا يجوز، لا يحل لكم أن تأمروا عباد الله بمعصية الله.

القسم الثالث: أن يأمرونا بأمر ليس فيه أمر من الله ورسوله بذاته، وليس فيه نهي بذاته، فيجب علينا طاعتهم فيه؛ كالأنظمة التي يستنونها وهي لا تخالف الشرع، فإن الواجب علينا طاعتهم فيهما واتباع هذه الأنظمة وهذا التقسيم، فإذا فعل الناس ذلك؛ فإنهم سيجدون الأمن والاستقرار والراحة والطمأنينة، ويحبون ولاية أمورهم، ويحبهم ولاية

বিষয়াবলি এবং ফিতনা বা বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়, এই কারণে আমাদের ওপর আবশ্যিক হলো আমাদের দায়িত্বশীল বা শাসকবর্গের কথা শোনা এবং তাদের আনুগত্য করা, যতক্ষণ না তারা আমাদের কোনো পাপাচারের আদেশ দেন। যদি তারা আমাদের আল্লাহর অবাধ্যতা বা পাপাচারের আদেশ দেন, তবে আমাদের এবং তাদের পালনকর্তা আল্লাহ, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাঁরই; সুতরাং সেই বিষয়ে আমরা তাদের আনুগত্য করব না। বরং আমরা তাদের বলব: আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা আপনাদের ওপর আবশ্যিক, তবে কেন আপনারা আমাদের এর নির্দেশ দিচ্ছেন? সুতরাং আমরা আপনাদের কথা শুনব না এবং আনুগত্যও করব না। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, শাসকবর্গ যা নির্দেশ প্রদান করেন তা তিন ভাগে বিভক্ত: প্রথম বিভাগ: আল্লাহ যা নির্দেশ দিয়েছেন তারা যদি সেই আদেশ করেন। যেমন: মসজিদে জামাতে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করা এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয়। এটি পালন করা দুই দিক থেকে ওয়াজিব বা আবশ্যিক। প্রথমত: এটি মূলগতভাবেই ওয়াজিব। দ্বিতীয়ত: শাসকবর্গ এর নির্দেশ দিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিভাগ: তারা যদি আল্লাহর অবাধ্যতা বা পাপাচারের নির্দেশ দেন। এমতাবস্থায় কোনোভাবেই তাদের আনুগত্য করা জায়েজ নয়। উদাহরণস্বরূপ: তারা যদি বলে জামাতে সালাত আদায় করো না, দাড়ি মুগুন করো, টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করো, অর্থ কেড়ে নিয়ে বা প্রহার করে অথবা অন্য কোনোভাবে মুসলিমদের ওপর জুলুম করো—তবে এমন নির্দেশ মানা যাবে না এবং তাদের আনুগত্য করা আমাদের জন্য বৈধ নয়। তবে আমাদের উচিত তাদের নসিহত করা এবং বলা যে: আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন, এটি একটি নাজায়েজ কাজ; আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার নির্দেশ দেওয়া আপনাদের জন্য বৈধ নয়।

তৃতীয় বিভাগ: তারা যদি এমন কোনো বিষয়ের নির্দেশ দেন যা সম্পর্কে আল্লাহ বা তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে সরাসরি কোনো আদেশ বা নিষেধ নেই। এমতাবস্থায় তাদের আনুগত্য করা আমাদের ওপর আবশ্যিক। যেমন: বিভিন্ন প্রশাসনিক নিয়ম-কানুন যা তারা প্রণয়ন করেন এবং যা শরিয়তের পরিপন্থী নয়। সুতরাং আমাদের ওপর আবশ্যিক হলো এসব বিষয়ে তাদের আনুগত্য করা এবং এই নিয়মসমূহ ও এই শ্রেণিবিভাগ অনুসরণ করা। মানুষ যখন এটি করবে, তখন তারা নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা, স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করবে এবং তারা তাদের শাসকদের ভালোবাসবে এবং শাসকরাও তাদের ভালোবাসবে।

(ম: 673) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

أمرهم.

ثم ذكر المؤلف آخر حديث في هذا الباب؛ حديث أبي بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((من أهان السلطان أهانه الله)) وإهانة السلطان لها عدة صورة: منها: أن يسخر بأوامر السلطان، فإذا أمر بشيء قال: انظروا ماذا يقول؟

ومنها: إذا فعل السلطان شيئاً لا يراه هذا الإنسان. قال: انظروا، انظروا ماذا يفعل؟ يريد أن يهون أمر السلطان على الناس؛ لأنه إذا هون أمر السلطان على الناس استهانوا به، ولم يمتثلوا أمره، ولم يجتنبوا نهيه.

ولهذا فإن الذي يهين السلطان بنشر معايبه بين الناس وذمه والتشنيع عليه والتشهير به يكون عرضة لأن يهينه الله عز وجل؛ لأنه إذا أهان السلطان بمثل هذه الأمور؛ تمرد الناس عليه فعصوه، وحينئذ يكون هذا سبب شر فيهينه الله عز وجل.

فإن أهانه في الدنيا فقد أدرك عقوبته، وإن لم يهنه في الدنيا فإنه يستحق أن يهان في الآخرة والعياذ بالله؛ لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق: ((من أهان السلطان أهانه الله))، ومن أعان السلطان أعانه الله؛ لأنه أعان على خير وعلى بر، فإذا بينت للناس ما يجب عليهم للسلطان وأعتهم على طاعته في غير معصية فهذا خيرٌ كثيرٌ، بشرط أن يكون إعانة على البر والتقوى وعلى الخير، نسأل الله لنا ولكم الحماية عما يغضب وجهها، والتوفيق لما يحبه ويرضاه.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * *

তাদের বিষয়াবলি।

এরপর লেখক এই অধ্যায়ের শেষ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন; সেটি আবু বাকরা (রা.) বর্ণিত হাদিস যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি শাসককে অপমান করবে, আল্লাহ তাকে অপমানিত করবেন।" আর শাসককে অপমান করার বিভিন্ন রূপ রয়েছে: এর মধ্যে একটি হলো: শাসকের আদেশকে উপহাস করা। যখন তিনি কোনো আদেশ প্রদান করেন, তখন সে বলে: দেখো সে কী বলছে?

অন্যটি হলো: যখন শাসক এমন কিছু করেন যা এই ব্যক্তি সঠিক মনে করে না, তখন সে বলে: দেখো, দেখো সে কী করছে? সে মানুষের নিকট শাসকের মর্যাদা খাটো করতে চায়; কারণ যদি সে মানুষের কাছে শাসকের গুরুত্ব কমিয়ে দেয়, তবে মানুষ তাকে অবজ্ঞা করবে, তার আদেশ মেনে চলবে না এবং তার নিষেধ থেকেও বিরত থাকবে না।

এ কারণেই, যে ব্যক্তি মানুষের মাঝে শাসকের দোষত্রুটি প্রচার করে, তার নিন্দা করে, তাকে কলঙ্কিত করে এবং তাকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে শাসককে অপমান করে, সে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা কর্তৃক অপমানিত হওয়ার আশঙ্কায় থাকে। কারণ সে যখন এ ধরনের কাজের মাধ্যমে শাসককে অপমানিত করে, তখন মানুষ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তার অবাধ্য হয়; ফলে এটি একটি অনিষ্টের কারণে পরিণত হয় এবং আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাকে লাঞ্ছিত করেন।

যদি তিনি তাকে দুনিয়াতেই লাঞ্ছিত করেন, তবে সে তার শাস্তি পেয়ে গেল। আর যদি দুনিয়াতে তাকে লাঞ্ছিত না করেন, তবে সে আখিরাতে লাঞ্ছিত হওয়ার উপযুক্ত হবে—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী চিরসত্য: "যে ব্যক্তি শাসককে অপমান করবে, আল্লাহ তাকে অপমানিত করবেন।" পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শাসককে সহযোগিতা করবে, আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন; কারণ সে কল্যাণ ও পুণ্যকাজে সহযোগিতা করেছে। সুতরাং আপনি যদি মানুষের কাছে শাসকের প্রতি তাদের করণীয় কর্তব্য বর্ণনা করেন এবং পাপাচার বহির্ভূত কাজে তার আনুগত্যে তাদের সহায়তা করেন, তবে তা হবে প্রভূত কল্যাণকর। তবে শর্ত হলো, সেই সহায়তা যেন পুণ্য, তাকওয়া ও কল্যাণের কাজে হয়। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের ও আপনাদের জন্য তাঁর অসম্ভুষ্টি জাগানিয়া কাজ থেকে সুরক্ষা এবং তিনি যা পছন্দ করেন ও যাতে সম্ভুষ্ট হন, সেই তাওফিক কামনা করছি। আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সকল সাহাবীর ওপর আল্লাহর রহমত, শাস্তি ও বরকত বর্ষিত হোক।

* * *

(ص: 674) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 3

انتهى المجلد الثالث بحمد الله وتوفيقه
ويليه المجلد الرابع إن شاء الله تعالى
وأوله، باب النهي عن سؤال الإمارة

আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর বিশেষ তৌফিকে তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত হলো।

আল্লাহ তাআলা চাইলে এরপর চতুর্থ খণ্ড শুরু হবে।

এর শুরুতে রয়েছে—নেতৃত্ব প্রার্থনা করার নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক অধ্যায়।

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (ابن عثيمين)
القسم: شروح الحديث

الكتاب: شرح رياض الصالحين
المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت 1421 هـ)
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
الطبعة: 1426 هـ
عدد الأجزاء: 6
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431

ইবনে উসাইমীন কর্তৃক রিয়াদুস সালিহীনের ব্যাখ্যা (ইবনে উসাইমীন)
বিভাগ: হাদীসের ব্যাখ্যাসমূহ

গ্রন্থ: শরহু রিয়াদিস সালিহীন
লেখক: মুহাম্মাদ বিন সালিহ বিন মুহাম্মাদ আল-উসাইমীন (মৃত্যু: ১৪২১ হিজরী)
প্রকাশক: দারুল ওয়াতান পাবলিশিং, রিয়াদ
সংস্করণ: ১৪২৬ হিজরী
খণ্ড সংখ্যা: ৬
[গ্রন্থের নম্বর বিন্যাস মূল মুদ্রিত কপির অনুরূপ]
শামিলাতে প্রকাশের তারিখ: ৮ যুল হিজ্জাহ ১৪৩১

بَابُ النِّهْيِ عَنْ سُؤَالِ الْإِمَارَةِ وَاخْتِيَارِ تَرْكِ الْوَلَايَاتِ إِذَا لَمْ يَتَّعِنِ عَلَيْهِ أَوْ تَدْعُ حَاجَةً إِلَيْهِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ}

674 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَبْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ سَبْرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِن أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أَعْنَتْ عَلَيْهَا وَإِن أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلَّتْ إِلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَاتَّ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَرَ عَنْ يَمِينِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[الشَّرْحُ]

قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ رِيَاضِ الصَّالِحِينَ بَابُ النِّهْيِ عَنْ طَلْبِ الْإِمَارَةِ وَتَرْكِ الْوَلَايَاتِ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ الْإِمَارَةِ مَعْنَاهَا التَّأَمُّرُ عَلَى النَّاسِ وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِمْ وَهِيَ كِبَرَى

নেতৃত্ব প্রার্থনা করার নিষেধ এবং আবশ্যিকতা বা প্রয়োজন না থাকলে পদ গ্রহণ বর্জন করার পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তাআলা বলেন: {এই পরকালীন আবাস আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি যারা জমিনে ঔদ্ধত্য ও ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায় না; আর শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য}

৬৭৪ - আবু সাঈদ আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বলেছেন: "হে আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা! তুমি নেতৃত্ব প্রার্থনা করো না। কারণ তোমাকে যদি না চাওয়া সত্ত্বেও নেতৃত্ব প্রদান করা হয় তবে তাতে তোমাকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সাহায্য করা হবে। আর যদি চাওয়ার প্রেক্ষিতে তোমাকে তা দেওয়া হয় তবে তোমাকে তার উপরেই সোপর্দ করা হবে। আর যখন তুমি কোনো বিষয়ে শপথ করো এবং অন্য কোনো কাজকে তার চেয়ে উত্তম মনে করো, তখন সেই উত্তম কাজটিই করো এবং তোমার শপথের কাফফারা আদায় করো।" (বুখারী ও মুসলিম)

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) তাঁর ‘রিয়াদুস সালিহীন’ গ্রন্থে বলেন—নেতৃত্ব প্রার্থনা করা হতে নিষেধ এবং প্রয়োজন বা জনস্বার্থ ব্যতিরেকে পদ গ্রহণ বর্জন করার পরিচ্ছেদ। ইমারত বা নেতৃত্বের অর্থ হলো মানুষের ওপর কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তার করা; আর এটি একটি বিশাল দায়িত্ব...

(স: 6) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وصغرى أما الكبرى: فهي التي تكون إمارة عامة على كل المسلمين كإمارة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهم من الخلفاء هذه إمارة عامة سلطة عامة وإمارة خاصة دون ذلك تكون إمارة على منطقة من المناطق تشتمل على قرى ومدن أو إمارة أخص من ذلك على قرية واحدة أو مدينة واحدة وكلها ينهى الإنسان أن يطلب فيها أن يكون أميراً كما سيأتي في حديث عبد الرحمن بن سبرة رضي الله عنه ثم صدر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بقول الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين يعني الجنة {نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض} وطلب الإمارة ربما يكون قصد الطالب للإمارة أن يعلو على الناس ويملك رقابهم ويأمر وينهي فيكون قصده سيئاً فلا يكون له حظ من الآخرة والعياذ بالله ولهذا نهى عن طلب الإمارة. وقوله {ولا فساداً} أي فساداً في الأرض بقطع الطريق وسرقة أموال الناس والاعتداء على أعراضهم وغير ذلك من

এবং ক্ষুদ্রতর। তবে বৃহত্তর নেতৃত্ব হলো তা-ই, যা সকল মুসলিমের ওপর একটি সাধারণ নেতৃত্ব হিসেবে কার্যকর থাকে, যেমন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

খলিফা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্ব এবং আমিরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব, উসমান ইবনে আফফান, আলী ইবনে আবি তালিব ও অন্যান্য খলিফাগণের নেতৃত্ব। এটি হলো সাধারণ নেতৃত্ব ও সার্বজনীন কর্তৃত্ব। আর বিশেষ নেতৃত্ব হলো এর চেয়ে নিম্নতর পর্যায়, যা কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের ওপর হয় যেখানে বিভিন্ন গ্রাম ও শহর অন্তর্ভুক্ত থাকে; অথবা এর চেয়েও সুনির্দিষ্ট কোনো একটি গ্রাম বা একটি শহরের ওপর হয়ে থাকে। এ সকল ক্ষেত্রেই মানুষকে নেতৃত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা করতে নিষেধ করা হয়েছে, যেমনটি সামনে আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদিসে আসবে। এরপর লেখক (রহিমাহুল্লাহ তায়ালা) মহান আল্লাহর এই বাণীর মাধ্যমে অধ্যায়টি শুরু করেছেন: "সেই পরকালীন আবাস আমি তাদের জন্যই নির্ধারিত করি, যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য ও ফাসাদ বা বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। আর শুভ পরিণাম কেবল মুত্তাকিদের জন্য।" অর্থাৎ জান্নাত। {আমি তা তাদের জন্য নির্ধারিত করি যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য চায় না}। নেতৃত্ব লাভের কামনার পেছনে হয়তো আবেদনকারীর উদ্দেশ্য থাকে মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা, তাদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং আদেশ ও নিষেধ জারি করা, যার ফলে তার উদ্দেশ্য কলুষিত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় পরকালে তার জন্য কোনো অংশ থাকে না—আমরা এ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আর এই কারণেই নেতৃত্ব প্রার্থনা করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

আর আল্লাহর বাণী {এবং বিপর্যয় নয়} এর অর্থ হলো—ডাকাতি, মানুষের সম্পদ লুণ্ঠন, তাদের মান-সম্মানে আঘাত হানা এবং এ জাতীয় অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা...

(ص: 7) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الفساد {والعاقبة للمتقين} عاقبة الأمر للمتقين فإما أن تظهر هذا العاقبة في الدنيا وإما أن تكون في الآخرة فالمتقون هم الذين لهم العاقبة سواء في الدنيا أو في الآخرة أو في الدنيا والآخرة.

ثم ساق المؤلف رحمه الله حديث عبد الرحمن بن سبرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الرحمن بن سبرة ناداه باسمه واسم أبيه من أجل أن ينتبه لما يلقي إليه لأن الموضوع ليس بالهين لا تسأل الإمارة يعني لا تطلب أن تكون أميراً فإنك إن أعطيتها عن مسألة يعني بسبب سؤالك وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها والمعين هو الله فإذا أعطيتها بطلب منك وكلت الله إليها وتخلي الله عنك والعياذ بالله وفشلت فيها ولم تنجح ولم تفلح وإن أعطيتها عن غير مسألة بل الناس هم الذين اختاروك وهم الذين طلبوك فإن الله تعالى يعينك عليها يعني فاقبلها وخذها وهذا يشبه المال فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذها وما لا فلا تتبعه نفسك

বিপর্যয় {এবং শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য}। বিষয়ের চূড়ান্ত পরিণতি মুত্তাকীদের অনুকূলেই থাকে; চাই এই পরিণাম দুনিয়াতে প্রকাশিত হোক অথবা পরকালে। অতএব মুত্তাকীরাই শুভ পরিণামের অধিকারী, চাই তা দুনিয়াতে হোক, আখেরাতে হোক কিংবা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই হোক।

এরপর লেখক (রহিমাল্লাহ) আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা-এর বর্ণিত হাদীসটি উপস্থাপন করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেছিলেন: "হে আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা!" তিনি তাকে তার নাম এবং তার পিতার নাম ধরে ডেকেছেন যাতে তিনি যা বলা হচ্ছে তার প্রতি মনোযোগী হন, কারণ বিষয়টি মোটেও তুচ্ছ নয়। "তুমি নেতৃত্ব প্রার্থনা করো না," অর্থাৎ তুমি নিজে আমীর হওয়ার আবেদন করো না। কারণ তুমি যদি চাওয়ার কারণে তা প্রাপ্ত হও, অর্থাৎ তোমার যাচনা বা আবেদনের প্রেক্ষিতে তা তোমাকে দেওয়া হয়, তবে তোমাকে সেই পদের ওপরই ন্যস্ত করা হবে (আল্লাহর সাহায্য ছাড়াই)। আর যদি আবেদন করা ছাড়াই তা তোমাকে দেওয়া হয়, তবে তোমাকে তাতে সাহায্য করা হবে; আর প্রকৃত সাহায্যকারী হলেন মহান আল্লাহ। সুতরাং যদি তুমি প্রার্থনার মাধ্যমে তা লাভ করো, তবে আল্লাহ তোমাকে সেই পদের ওপরই ছেড়ে দেবেন এবং আল্লাহ তোমার দিক থেকে বিমুখ হবেন—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—ফলে তুমি তাতে ব্যর্থ হবে এবং সফলকাম হতে পারবে না। পক্ষান্তরে, যদি প্রার্থনা করা ছাড়াই তোমাকে তা দেওয়া হয়, বরং মানুষই তোমাকে নির্বাচিত করে এবং তোমার কাছে আবেদন জানায়, তবে আল্লাহ তাআলা তোমাকে সেই

দায়িত্ব পালনে সাহায্য করবেন; অর্থাৎ এমতাবস্থায় তা কবুল করো এবং গ্রহণ করো। আর এই বিষয়টি ধন-সম্পদের হুকুমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ; কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উমরকে বলেছিলেন: "এই সম্পদ থেকে যা তোমার কাছে এমনভাবে আসে যে তুমি তার প্রতি লালায়িত ছিলে না এবং যাদ্ধগাও করোনি, তা গ্রহণ করো। আর যা এভাবে আসে না, তার পেছনে তোমার নফসকে ছুটিয়ে দিও না।"

(ص: 8) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ولهذا ينبغي للإنسان الموفق ألا يسأل من الوظائف فإن رقي بدون مسألة فهذا هو الأحسن وله أن يقبل حينئذ أما أن يطلب ويلح فإنه يخشى أن يكون داخلا في هذا الحديث فالورع والاحتياط أن يطلب شيئا من ترقية أو انتداب أو غير ذلك إن أعطيت فخذ وإن لم تعط فالأحسن والأروع والأتقى ألا تطالب فكل الدنيا ليست بشيء وإذا رزقك الله رزقا كافا لا فتنة فيه فهو خير من مال كثير تفتن فيه نسأل الله السلامة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير يعني إذا حلفت ألا تفعل شيئا ثم تبين لك أن الخير في فعله فكفر عن يمينك وافعله وإذا حلفت أن تفعل شيئا ثم بدا لك أن الخير في تركه فأت تركه وكفر عن يمينك وإنما قال له النبي ذلك لأنه إذا كان الإنسان أميرا فحلف على شيء فربما تملى عليه أنفة الإمارة ألا يتحول عن حلفه ولكن ينبغي وإن كان أميرا إذا حلف على شيء ورأى الخير في تركه أن

এজন্য তৌফিকপ্রাপ্ত ব্যক্তির উচিত কোনো পদের যাদ্ধগ না করা। যদি যাদ্ধগ করা ছাড়াই পদোন্নতি হয়, তবে তা-ই সর্বোত্তম এবং এমতাবস্থায় তা গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ। কিন্তু যদি

সে পদের জন্য আবেদন করে এবং পীড়াপীড়ি করে, তবে আশঙ্কা করা হয় যে সে এই হাদিসের সতর্কবাণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং তাকওয়া ও সাবধানতার দাবি হলো পদোন্নতি, প্রেষণ বা এই জাতীয় কোনো কিছুর যাঞ্চ না করা। যদি তোমাকে দেয়া হয় তবে তা গ্রহণ করো, আর যদি না দেয়া হয় তবে যাঞ্চ না করাই উত্তম, অধিক শোভনীয় এবং তাকওয়াপূর্ণ কাজ; কেননা পার্থিব এই দুনিয়া তুচ্ছ ও মূল্যহীন। আল্লাহ যদি তোমাকে জীবনধারণের জন্য পর্যাপ্ত এমন রিযিক দান করেন যাতে কোনো ফিতনা নেই, তবে তা সেই অটেল সম্পদ অপেক্ষা উত্তম যার দ্বারা তুমি ফিতনায় নিপতিত হও। আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। তুমি নেতৃত্ব যাঞ্চ করো না; কারণ যদি তোমাকে চাওয়ার কারণে তা প্রদান করা হয়, তবে তোমাকে তার ওপরই সোপর্দ করে দেওয়া হবে। আর যদি না চাওয়া সত্ত্বেও তা প্রদান করা হয়, তবে তোমাকে সে বিষয়ে সাহায্য করা হবে। এবং যখন তুমি কোনো বিষয়ে শপথ করো, অতঃপর অন্য বিষয়টিকে তার চেয়ে উত্তম মনে করো, তবে তোমার শপথের কাফফারা আদায় করো এবং যা উত্তম তা-ই করো। অর্থাৎ, যদি তুমি কোনো কাজ না করার শপথ করো এবং পরে তোমার নিকট স্পষ্ট হয় যে তা করাই কল্যাণকর, তবে শপথের কাফফারা দাও এবং সেটিই করো। আবার যদি তুমি কোনো কাজ করার শপথ করো এবং পরে তোমার কাছে প্রতিভাত হয় যে তা বর্জন করাই উত্তম, তবে তা বর্জন করো এবং শপথের কাফফারা দাও। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একারণেই এ কথা বলেছিলেন যে, মানুষ যখন আমির বা নেতা হয় এবং কোনো বিষয়ে শপথ করে, তখন সম্ভবত নেতৃত্বের অহমিকা তাকে শপথ থেকে বিচ্যুত না হতে প্ররোচিত করতে পারে। কিন্তু আমির হওয়া সত্ত্বেও যখন সে কোনো বিষয়ে শপথ করে এবং তা বর্জন করার মাঝে কল্যাণ দেখতে পায়, তখন তার উচিত—

(ص: 9) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

يتركه أو حلف ألا يفعل شيئاً ورأى الخير في فعله أن يفعله وهذا شامل الأمير وغيره إذا حلفت على شيء ورأيت أن الخير في خلافة كفر عن يمينك وافعل الخير

مثال ذلك رجل حلف ألا يزور قريبه لأنه صار بينه وبينه شيء فقال والله لا أزورك فهذا حلف على قطع الرحم وصلة الرحم خير من القطيعة فنقول يجب عليك أن تكفر عن يمينك وأن تزور قريبك لأن هذا من الصلة والصلة واجبة مثال آخر: رجل حلف ألا يكلم أخاه المسلم ويهجره نقول هذا غلط كفر عن يمينك وكلبه وهكذا كل شيء تحلف عليه ويكون الخير بخلاف ما حلفت فكفر عن يمينك وافعل الخير وهذه قاعدة في كل الأيمان ولكن الذي ينبغي للإنسان ألا يتسرع في الحلف فإن كثيرا من الناس يتسرعون في الحلف أو في الطلاق أو ما أشبه ذلك ويندمون بعد ذلك فنقول لا تتعجل ولا تتسرع إذا كنت عازما على الشيء فافعله أو اتركه بدون يمين وبدون طلاق ثم إن ابتليت بكثرة الحلف فأقرن حلفك بقولك إن شاء الله فإنك إن حلفت وقلت إن شاء الله فأنت في حل حتى لو خالفت ما حلفت عليه فإنه لا يضر

তা ত্যাগ করবে, অথবা কেউ যদি কোনো কাজ না করার শপথ করে এবং পরবর্তীতে তা করার মধ্যে কল্যাণ দেখতে পায়, তবে তার উচিত সেটি সম্পাদন করা। এটি নেতা এবং সাধারণ মানুষ সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যদি আপনি কোনো বিষয়ে শপথ করেন এবং দেখেন যে এর বিপরীতেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে, তবে আপনার শপথের কাফফারা আদায় করুন এবং সেই কল্যাণকর কাজটিই করুন। এর উদাহরণ হলো: কোনো ব্যক্তি তার আত্মীয়ের সাথে মনোমালিন্যের কারণে তাকে দেখতে না যাওয়ার শপথ করল এবং বলল, "আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে দেখতে যাব না।" এটি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শপথ, অথচ সম্পর্ক বজায় রাখা বিচ্ছিন্ন করার চেয়ে উত্তম। এমতাবস্থায় আমরা বলব: আপনার ওপর আবশ্যিক হলো শপথের কাফফারা আদায় করা এবং আপনার আত্মীয়ের সাথে সাক্ষাৎ করা; কারণ এটি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার অন্তর্ভুক্ত, আর তা রক্ষা করা ওয়াজিব। অন্য একটি উদাহরণ: কোনো ব্যক্তি শপথ করল যে সে তার কোনো মুসলিম ভাইয়ের সাথে কথা বলবে না এবং তাকে বর্জন করবে। আমরা বলব, এটি ভুল। আপনার শপথের কাফফারা দিন এবং তার সাথে কথা বলুন। এভাবেই আপনি যে কোনো বিষয়ে শপথ করেন না কেন, যদি তার বিপরীতে কল্যাণ পরিলক্ষিত হয়, তবে শপথের কাফফারা দিন এবং কল্যাণকর কাজটিই করুন। আর এটি সব

ধরনের শপথের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ মূলনীতি। তবে মানুষের উচিত শপথ করার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো না করা। কেননা অনেক মানুষ শপথ, তালাক বা এই জাতীয় বিষয়ে তাড়াহুড়ো করে ফেলে এবং পরবর্তীতে অনুতপ্ত হয়। তাই আমরা বলি, তাড়াহুড়ো বা হঠকারিতা করবেন না। কোনো কাজ করার সংকল্প করলে শপথ বা তালাকের আশ্রয় ছাড়াই তা করুন অথবা বর্জন করুন। এরপরও যদি আপনি ঘন ঘন শপথ করার অভ্যাসে আক্রান্ত হন, তবে আপনার শপথের সাথে "ইনশাআল্লাহ" (যদি আল্লাহ চান) বাক্যটি যুক্ত করুন। কেননা আপনি যদি শপথ করার সময় "ইনশাআল্লাহ" বলেন, তবে আপনি শপথের দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত থাকবেন; এমনকি পরবর্তীতে সেই শপথের বিপরীত কাজ করলেও কোনো সমস্যা হবে না বা তাতে কোনো গুনাহ হবে না।

(ص: 10) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

فلو قلت والله إن شاء الله لا أفعل هذا الشيء ثم فعلته فليس عليك شيء لأن من قال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه والله الموفق
675 - وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب ل نفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم رواه مسلم

676 - وعنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيه رواه مسلم

সুতরাং আপনি যদি বলেন, ‘আল্লাহর শপথ, যদি আল্লাহ চান আমি এই কাজটি করব না,’ অতঃপর আপনি তা করেন, তবে আপনার ওপর কোনো দায় নেই। কারণ, যে ব্যক্তি তার শপথে ‘যদি আল্লাহ চান’ বলবে, তার শপথ ভঙ্গ হবে না। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

৬৭৫ - আবু যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন: "হে আবু যার! আমি তোমাকে দুর্বল দেখছি। আর আমি তোমার জন্য তাই পছন্দ করি, যা নিজের জন্য পছন্দ করি। তুমি কক্ষনো দুই ব্যক্তির ওপরও নেতৃত্ব দিয়ো না এবং ইয়াতীমের সম্পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করো না।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

৬৭৬ - তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম: "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে কোনো রাষ্ট্রীয় কাজে নিযুক্ত করবেন না?" তখন তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমার কাঁধে হৃদু আঘাত করলেন এবং বললেন: "হে আবু যার! নিশ্চয়ই তুমি দুর্বল। আর এটি (নেতৃত্ব) হলো একটি আমানত। কিয়ামতের দিন এটি হবে লাঞ্ছনা ও অনুশোচনার কারণ—তবে তার জন্য নয়, যে ব্যক্তি একে এর হক অনুযায়ী গ্রহণ করেছে এবং এর ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

(ص: 11) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

[الشَّرْحُ]

ذكر الحافظ النووي رحمه الله في باب النهي عن سؤال الإمارة ما نقله عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك امرؤ ضعيف وإني أحب لك ما أحب & لنفسي فلا تأمرن على اثنين ولا تولين على مال يتيم هذه أربع جمل بين الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر فيها ما بين الأولى: قال له: إنك امرؤ ضعيف وهذا القول إذا كان مصارحة أمام الإنسان فلا شك أنه ثقیل على النفس وأنه قد يؤثر فيك أن يقال لك إنك امرؤ ضعيف لكن الأمانة تقتضي هذا أن يصرح للإنسان بوصفه الذي هو عليه إن قوياً فقوياً وإن ضعيفاً فضعيف هذا هو النصح إنك امرؤ ضعيف ولا حرج على الإنسان إذا قال لشخص مثلاً إن فيك كذا وكذا من

بَاب النصيحة لا من باب السب والتعيير فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك امرؤ
ضعيف الثانية: قال: وإني أحب لك ما أحبه لنفسي وهذا من حسن خلق النبي عليه
الصلاة والسلام لما كانت الجملة الأولى فيها شيء من الجرح قال وإني أحب لك ما
أحب لنفسي يعني لم أقل لك ذلك إلا أنني أحب لك ما أحب لنفسي

[ব্যাখ্যা]

হাফেজ নববী (রহিমাল্লাহু) 'নেতৃত্ব প্রার্থনা করার নিষেধাজ্ঞা' অধ্যায়ে আবু যর (রাতিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বলেছিলেন: "নিশ্চয়ই তুমি একজন দুর্বল ব্যক্তি এবং আমি তোমার জন্য তাই পছন্দ করি যা নিজের জন্য করি; সুতরাং তুমি কখনও দুজন ব্যক্তির ওপরেও নেতৃত্ব দিও না এবং এতিমের মালের দায়িত্বভার গ্রহণ করো না।" এগুলি ছিল চারটি বাক্য যার মাধ্যমে রাসূল (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) আবু যরের নিকট বিষয়গুলো স্পষ্ট করেছেন। প্রথম বাক্য: তিনি তাকে বলেছিলেন: "নিশ্চয়ই তুমি একজন দুর্বল ব্যক্তি।" আর এই কথাটি যখন মানুষের সামনে সরাসরি বলা হয়, তখন নিঃসন্দেহে তা হৃদয়ের ওপর ভারি হয়ে থাকে এবং তোমাকে যদি বলা হয় যে তুমি একজন দুর্বল ব্যক্তি, তবে তা তোমার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু আমানতদারিতার দাবি হলো মানুষের প্রকৃত অবস্থা স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া; সে শক্তিশালী হলে শক্তিশালী এবং দুর্বল হলে দুর্বল। এটাই হলো প্রকৃত নসিহত যে—"নিশ্চয়ই তুমি একজন দুর্বল ব্যক্তি।" আর কোনো ব্যক্তিকে যদি উপদেশের খাতিরে (গালি বা অবমাননার উদ্দেশ্যে নয়) বলা হয় যে, তোমার মধ্যে এই এই বিষয় রয়েছে, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। তাই নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বলেছিলেন: "নিশ্চয়ই তুমি একজন দুর্বল ব্যক্তি।" দ্বিতীয় বাক্য: তিনি বললেন: "আর আমি তোমার জন্য তাই পছন্দ করি যা আমি নিজের জন্য পছন্দ করি।" এটি নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর উত্তম চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। যেহেতু প্রথম বাক্যে কিছুটা আঘাতের সম্ভাবনা ছিল, তাই তিনি বললেন: "আমি তোমার জন্য তাই পছন্দ করি যা নিজের জন্য করি।" অর্থাৎ আমি তোমাকে এ কথা কেবল এই জন্য বলেছি যে, আমি তোমার জন্য তাই কল্যাণকর মনে করি যা আমি নিজের জন্য মনে করি।

الثالثة: فلا تأمرن على اثنين يعني لا تكن أميرا على اثنين وما زاد فهو من باب أولي والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يكون أميرا لأنه ضعيف والإمارة تحتاج إلى إنسان قوي أمين قوي بحيث تكون له سلطة وكلمة حادة وإذا قال فعل لا يكون ضعيفا أمام الناس لأن الناس إذا استضعفوا الشخص لم يبق له حرمة عندهم وتجراً عليه لكع بن لكع وصار الإنسان ليس بشيء لكن إذا كان قويا حادا في ذات الله لا يتجاوز حدود الله عز وجل ولا يقصر عن السلطة التي جعلها الله له فهذا هو الأمير حقيقة الرابعة لا تولين مال يتيم واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ فنهاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتولى على مال اليتيم لأن مال اليتيم يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى رعاية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وأبو ذر ضعيف لا يستطيع أن يرضى هذا المال حق رعايته فلماذا قال ولا تولين مال يتيم يعني لا تكن ولياً عليه دعه لغيرك ففي هذا دليل على أنه يشترط للإمارة أن يكون الإنسان قويا وأن يكون آميناً لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها أمانة

তৃতীয় (উপদেশ): তুমি যেন কখনোই দুই ব্যক্তির ওপরও আমির বা নেতা না হও। অর্থাৎ, তুমি দুই জনের ওপর নেতৃত্ব গ্রহণ করো না, আর তার অধিক সংখ্যক মানুষের ওপর তো তা আরও অগ্রগণ্যভাবে পরিত্যাজ্য। এর মর্মার্থ হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে আমির হতে নিষেধ করেছেন, কারণ তিনি দুর্বল ছিলেন। আর ইমারত বা নেতৃত্বের জন্য এমন একজন শক্তিশালী ও আমানতদার ব্যক্তির প্রয়োজন, যার কর্তৃত্ব থাকবে এবং যার কথা হবে জোরালো ও প্রভাবশালী। তিনি যখন কিছু বলবেন, তখন তা বাস্তবায়ন করবেন; মানুষের সামনে তিনি দুর্বল হবেন না। কেননা মানুষ যখন কোনো ব্যক্তিকে দুর্বল মনে করে, তখন তাদের কাছে তার কোনো মর্যাদা অবশিষ্ট থাকে না এবং অতি নগণ্য ব্যক্তিও তার ওপর দুঃসাহস দেখানোর স্পর্ধা পায়, ফলে সেই ব্যক্তির কোনো গুরুত্বই থাকে না। কিন্তু যদি কেউ

আল্লাহর দ্বীনের বিষয়ে শক্তিশালী ও কঠোর হন, আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন না করেন এবং আল্লাহ তাঁকে যে কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন তার প্রয়োগে ত্রুটি না করেন, তবে তিনিই প্রকৃতপক্ষে আমি।

চতুর্থ (উপদেশ): তুমি কখনোই কোনো ইয়াতীমের মালের দায়িত্বভার গ্রহণ করো না। ইয়াতীম হলো সেই শিশু, যার পিতা তার প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই ইন্তেকাল করেছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে ইয়াতীমের সম্পদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন; কারণ ইয়াতীমের সম্পদের জন্য নিবিড় যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন। "নিশ্চয় যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের সম্পদ ভক্ষণ করে, তারা তো তাদের পেটে আগুনই ভক্ষণ করে এবং অচিরেই তারা প্রজ্বলিত আগুনে প্রবেশ করবে।" আবু যর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন দুর্বল, তাই তিনি এই সম্পদের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম ছিলেন না। এই কারণেই তিনি বলেছেন, "তুমি কোনো ইয়াতীমের মালের অভিভাবক হবে না", অর্থাৎ তুমি তার অভিভাবক হয়ো না, বরং তা অন্যের জন্য ছেড়ে দাও। এতে এই দলিল বা প্রমাণ নিহিত রয়েছে যে, নেতৃত্বের জন্য শর্ত হলো ব্যক্তিকে শক্তিশালী ও আমানতদার হতে হবে; কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "নিশ্চয়ই এটি একটি আমানত।"

(ص: 13) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

فَإِذَا كَانَ قَوِيًّا أَمِينًا فَهَذِهِ هِيَ الصِّفَاتُ الَّتِي يَسْتَحِقُّ بِهَا أَنْ يَكُونَ أَمِيرًا فَإِنْ كَانَ قَوِيًّا
غَيْرَ أَمِينٍ أَوْ أَمِينًا غَيْرَ قَوِيٍّ أَوْ ضَعِيفًا غَيْرَ أَمِينٍ فَهَذِهِ الْأَحْوَالُ الثَّلَاثَةُ لَا يَنْبَغِي أَنْ
يَكُونَ صَاحِبَهَا أَمِيرًا وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ الْأَشْيَاءَ تَتَّقِيدُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ فَإِذَا لَمْ
نَجِدْ إِلَّا أَمِيرًا ضَعِيفًا أَوْ أَمِيرًا غَيْرَ أَمِينٍ وَكَانَ لَا يَوْجُدُ فِي السَّاحَةِ أَحَدٌ تَنْطَبِقُ عَلَيْهِ
الْأَوْصَافُ كَامِلَةٌ فَإِنَّهُ يُولَى الْأَمْثِلَ فَالْأَمْثِلُ وَلَا تَتْرَكَ الْأُمُورَ بِلَا إِمَارَةٍ لِأَنَّ النَّاسَ
مُحْتَاجُونَ إِلَى أَمِيرٍ وَمُحْتَاجُونَ إِلَى قَاضٍ وَمُحْتَاجُونَ إِلَى مَنْ يَتَوَلَّى أُمُورَهُمْ فَإِنْ أُمُورُ
وَجُودٍ مِنْ تَتَمُّ فِيهِ الشَّرُوطُ فَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ وَإِنْ لَمْ يَوْجُدْ فَإِنَّهُ يُولَى الْأَمْثِلَ فَالْأَمْثِلُ

لَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وتختلف الأنظار فيما إذا كان لدينا رجلان أحدهما أمين غير قوي والثاني قوي غير أمين كل منهما معيب من وجه لكن في باب الإمارة يفضل القوي وإن كان فيه ضعف في الأمانة لأن القوي ربما يكون أميناً لكن الضعيف الذي طبيعته الضعف فإن الطبع لا يتغير ولا يتحول غالباً فإذا كان أماناً رجلاً أحدهما ضعيف ولكنه أمين والثاني قوي لكنه ضعيف في الأمانة فإننا نؤمر القوي لأن هذا أنفع للناس فالناس يحتاجون إلى سلطة وإلى قوة وإذا لم تكن قوة ولا سبباً مع ضعف الدين ضاعت الأمور

সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত হন, তবে এগুলোই হলো সেই গুণাবলি যার মাধ্যমে তিনি নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জন করেন। কিন্তু যদি তিনি শক্তিশালী হয়েও অবিশ্বস্ত হন, অথবা বিশ্বস্ত হয়েও দুর্বল হন, কিংবা দুর্বল ও অবিশ্বস্ত হন—তবে এই তিন অবস্থায় সেই ব্যক্তির নেতৃত্ব প্রদান করা সমীচীন নয়। তবে আমাদের জানা প্রয়োজন যে, বিষয়সমূহ প্রয়োজনের নিরিখে নির্ধারিত হয়। সুতরাং যদি আমরা দুর্বল কিংবা অবিশ্বস্ত নেতা ব্যতীত অন্য কাউকে না পাই এবং সেখানে এমন কেউ না থাকে যার মাঝে সকল গুণাবলি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, তবে তাদের মধ্য থেকে যিনি অধিকতর যোগ্য তাকেই ক্রমানুসারে দায়িত্ব প্রদান করা হবে। আর নেতৃত্বহীন অবস্থায় বিষয়াবলি ফেলে রাখা যাবে না; কেননা মানুষের একজন নেতা, একজন বিচারক এবং তাদের কার্যাবলি পরিচালনার জন্য একজন দায়িত্বশীলের প্রয়োজন রয়েছে। যদি এমন কাউকে পাওয়া সম্ভব হয় যার মাঝে সকল শর্ত বিদ্যমান, তবে তাকেই নিয়োগ দেওয়া ওয়াজিব। আর যদি তেমন কাউকে পাওয়া না যায়, তবে আল্লাহ তাআলার বাণী—"তোমরা আল্লাহকে তোমাদের সাধ্যানুযায়ী ভয় করো"—অনুযায়ী অপেক্ষাকৃত যোগ্য ব্যক্তিকে ক্রমানুসারে নিয়োগ দিতে হবে। এমতাবস্থায় ইজতিহাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ঘটে যখন আমাদের সামনে এমন দুইজন ব্যক্তি থাকেন যাদের একজন বিশ্বস্ত কিন্তু দুর্বল এবং অন্যজন শক্তিশালী কিন্তু অবিশ্বস্ত। উভয়েই কোনো না কোনো দিক থেকে ত্রুটিযুক্ত। তবে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে শক্তিশালী ব্যক্তিকেই অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়, যদিও তার বিশ্বস্ততায় কিছুটা দুর্বলতা থাকে। কেননা শক্তিশালী ব্যক্তি কখনো বিশ্বস্ত হতে পারেন, কিন্তু যে ব্যক্তির স্বভাবই দুর্বলতা, সেই স্বভাব সাধারণত পরিবর্তন বা রূপান্তরিত হয় না। সুতরাং যদি আমাদের সামনে দুইজন ব্যক্তি থাকেন যাদের একজন দুর্বল কিন্তু বিশ্বস্ত এবং

অন্যজন শক্তিশালী কিন্তু বিশ্বস্ততায় দুর্বল, তবে আমরা শক্তিশালী ব্যক্তিকেই নেতৃত্বে অভিষিক্ত করব; কারণ এটিই মানুষের জন্য অধিক উপকারী। কেননা মানুষের শাসনকর্তৃত্ব ও শক্তির প্রয়োজন রয়েছে। আর যদি শক্তির অভাব ঘটে, বিশেষ করে দুইনি দুর্বলতার সাথে সাথে, তবে যাবতীয় শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা বিনষ্ট হয়ে যায়।

(ص: 14) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاية الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم

قال الله تعالى: {الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين}

678 - عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله رواه البخاري

679 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم

শাসক, বিচারক এবং অন্যান্য দায়িত্বশীলদের নেককার সহকারী বা উজির গ্রহণের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং অসৎ সঙ্গী ও তাদের কথা গ্রহণ করা থেকে সতর্কীকরণ অধ্যায়।

মহান আল্লাহ বলেন: "সেদিন বন্ধুরা একে অপরের শত্রু হবে, কেবল মুত্তাকীরা ছাড়া।"

৬৭৮ - আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ যখনই কোনো নবী পাঠিয়েছেন কিংবা কোনো খলীফা

নিযুক্ত করেছেন, তাঁর জন্য অবশ্যই দু'টি বিশেষ পক্ষ বা সঙ্গী থাকে। এক পক্ষ তাঁকে ভালো কাজের আদেশ দেয় ও সেদিকে উৎসাহিত করে এবং অপর পক্ষ তাঁকে মন্দ কাজের নির্দেশ দেয় ও সেদিকে প্ররোচিত করে। আর প্রকৃত নিষ্পাপ বা সুরক্ষিত সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তায়ালা রক্ষা করেছেন।" (বুখারী)

৬৭৯ - আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ যখন কোনো শাসকের মঙ্গল চান, তখন তাকে একজন সত্যনিষ্ঠ সহকারী বা উজির দান করেন। সে যদি কিছু ভুলে যায়, তবে সে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং যদি মনে থাকে তবে তাকে সহযোগিতা করে। আর যখন আল্লাহ তাঁর জন্য মঙ্গলের পরিবর্তে অন্য কিছু চান, তখন তাকে একজন অসৎ উজির দান করেন। সে ভুল করলে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় না এবং মনে থাকলে তাকে সহযোগিতা করে না।" (আবু দাউদ, মুসলিমের শর্তানুযায়ী উত্তম সনদসহ বর্ণিত)

(ص: 15) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

[الشَّرْحُ]

قَالَ النُّووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين (باب حث القاضي والسلطان وغيرهما من ولاية الأمور على اتخاذ وزير صالح والتحذير من قرناء السوء) ثم ذكر المؤلف قول الله تعالى الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ الْأَخْلَاءُ جمع خليل والخليل هو الذي أحبك وتحبه حباً عظيماً حتى يتخلل حبه جميع البدن وفي ذلك يقول الشاعر

قد تخللت مسلك الروح مني ... وبذا سبي خليل خليلًا

فإذا صدق الود واشتد فإن أعلى أنواع المحبة هي الخلّة ولهذا اتخذ الله إبراهيم خليلًا واتخذ محمداً صلى الله عليه وسلم خليلًا ولا نعلم أنه اتخذ خليلًا من خلقه

إلا هذين النبيين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وسلم ولهذا نقول من قال إن إبراهيم خليل الله وموسى كليم الله ومحمدا حبيب الله فقد هضم محمدا صلى الله عليه وسلم حقه لأنه إذا جعله حبيب الله فقط فقد نزل رتبته بل هو عليه الصلاة والسلام أعلى من الحبيب فالله تعالى يحب المؤمنين ويحب المقسطين ويحب المتقين فمحبتته أوسع لكن الخلّة لا تحصل لكل واحد

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রাহিমাল্লাহু) তাঁর 'রিয়ায়ুস সালিহীন' গ্রন্থে বলেছেন: (অধ্যায়: বিচারক, সুলতান এবং অন্যান্য দায়িত্বশীলদের নেককার উজির বা সহযোগী গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা এবং অসৎ সঙ্গীদের ব্যাপারে সতর্কীকরণ)। এরপর লেখক মহান আল্লাহর বাণী উল্লেখ করেছেন:

"বন্ধুরা সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে, তবে মুত্তাকীরা ব্যতীত।" 'আখিল্লা' শব্দটি 'খালীল' শব্দের বহুবচন। 'খালীল' সেই ব্যক্তি, যাকে আপনি অত্যন্ত গভীরভাবে ভালোবাসেন এবং সেও আপনাকে ভালোবাসে; এই ভালোবাসা এতটাই প্রবল যে তা শরীরের প্রতিটি অঙ্গে মিশে যায়। এই প্রসঙ্গে কবি বলেন:

তুমি আমার রুহের পথে মিশে গেছ ... আর এ কারণেই 'খালীল'কে 'খালীল' (গভীর বন্ধু) বলা হয়।

যখন ভালোবাসা সত্যনিষ্ঠ ও প্রবল হয়, তখন ভালোবাসার সর্বোচ্চ পর্যায়ই হলো 'খুল্লাত' (গভীর বন্ধুত্ব)। এই কারণেই আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে 'খালীল' হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কেও 'খালীল' হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আমরা জানি না যে, তিনি তাঁর সৃষ্টিজগত থেকে এই দুই নবী—ইবরাহীম ও মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহিমা স সালাম)—ব্যতীত আর কাউকে 'খালীল' হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এজন্য আমরা বলি যে, যারা বলে ইবরাহীম আল্লাহর 'খালীল', মূসা আল্লাহর 'কালীম' এবং মুহাম্মদ আল্লাহর 'হাবীব', তারা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করল। কারণ, তাঁকে কেবল 'হাবীব' (প্রিয়জন) হিসেবে গণ্য করলে তাঁর উচ্চ মর্যাদাকে কমিয়ে দেওয়া হয়; বরং তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'হাবীব'-এর চেয়েও শ্রেষ্ঠ। কেননা আল্লাহ তাআলা মুমিনদের ভালোবাসেন, ন্যায়পরায়ণদের

ভালোবাসেন এবং মুত্তাকীদের ভালোবাসেন; তাঁর এই মহব্বত বা ভালোবাসা অনেক ব্যাপক, কিন্তু 'খুল্লাত' বা গভীর বন্ধুত্ব সবার ভাগ্যে জুটে না।

(স: 16) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

فهؤلاء المساكين الجهال يقولون محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله سبحانه الله يقولون ذلك مع أنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {إن الله اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا} وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر ومع هذا سئل أي الرجال أحب إليك قال: أبو بكر ففرق بين الخلّة والمحبة الخلّة أعظم من المحبة فالأخلاء في الدنيا والأصدقاء في الدنيا هم على صداقتهم لكنهم في الآخرة أعداء قال تعالى: {الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين} فإن المتقين محبتهم في الله والرجلان إذا تحاببا في الله اجتمعوا عليه وتفرقا عليه كانا من السبعة الذين يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله جعلنا الله منهم ويدل على أن الأخلاء سيكونون أعداء إلا المتقين قوله تعالى: {قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ

এই অজ্ঞ বোচারা মানুষগুলো বলে থাকে যে, মুহাম্মদ আল্লাহর হাবীব (মুহাব্বাতপ্রাপ্ত) এবং ইব্রাহিম আল্লাহর খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু)। সুবহানাল্লাহ! তারা এমনটি বলে অথচ বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: {নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন যেভাবে তিনি ইব্রাহিমকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।} নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন: "আমি যদি আমার উম্মতের মধ্য থেকে কাউকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম।" তা সত্ত্বেও যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: "পুরুষদের মধ্যে আপনার কাছে কে সবচেয়ে প্রিয়?" তিনি বলেছিলেন: "আবু বকর।" সুতরাং তিনি 'খুল্লাহ' (অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব) এবং 'মুহাব্বাত' (ভালোবাসা)-এর মধ্যে পার্থক্য

করেছেন; আর খুল্লাহ হলো মুহাব্বাতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ও উচ্চতর স্তর। দুনিয়ার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং সুহৃদরা তাদের বন্ধুত্বের ওপর অটল থাকে, কিন্তু পরকালে তারা একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: {সেদিন অন্তরঙ্গ বন্ধুরা একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে, মুত্তাকীরা ব্যতীত।} কেননা মুত্তাকীদের ভালোবাসা হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আর দুজন ব্যক্তি যখন আল্লাহর জন্য পরস্পরকে ভালোবাসে, সেই ভালোবাসার ভিত্তিতেই তারা একত্রিত হয় এবং সেই ভিত্তিতেই তারা পৃথক হয়, তবে তারা সেই সাত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে যাদেরকে আল্লাহ তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন সেদিন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। আল্লাহ আমাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আর মুত্তাকীরা ছাড়া অন্তরঙ্গ বন্ধুরা যে একে অপরের শত্রু হবে, তার প্রমাণ হলো আল্লাহ তাআলার বাণী: {তিনি বলবেন: তোমাদের পূর্বে জিন ও মানুষের যেসব জাতি অতিবাহিত হয়েছে, তাদের সাথে তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ করো। যখনই কোনো জাতি তাতে প্রবেশ করবে, তারা তাদের সঙ্গীদের অভিশাপ দেবে...}

(ص: 17) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

أُخْتَهَا} وَقَالَ تَعَالَى: {إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ} قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْمَحَبَّةُ فَكَانَتِ الْمَحَبَّةُ بَيْنَهُمَا فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ تَتَلَاشَى وَتَتَقَطَّعُ. ثُمَّ إِنَّهُ يَجِبُ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى يَبْتَلِي الْعَبْدَ فَتَارَةً يَيْسِرُهُ لِأَخْلَاءِ صَدَقَ يَدْعُونَهُ لِلْخَيْرِ يَأْمُرُونَهُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُعِينُونَهُ عَلَى مَا يَعْجُزُ عَنْهُ وَتَارَةً يَبْتَلِي بِقَوْمٍ خِلَافَ ذَلِكَ وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يَخَالِلُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَحَامِلِ الْمَسْكِ إِمَّا أَنْ يَبِيعَكَ أَيْ يَبِيعَ مَسْكًا وَإِمَّا أَنْ يَحْذِيكَ أَيْ يَعْطِيكَ مَجَانًا وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ

منه رائحة طيبة أما الجليس السوء والعياذ بالله فإنه كنافخ الكير إما أن يحرق
ثيابك بما يتطأير عليك من شرر النار وإما أن تجد منه رائحة كريهة

তার সমগোত্রীয়কে} এবং মহান আল্লাহ বলেন: {যখন অনুসরিত ব্যক্তির তাদের অনুসারীদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে এবং তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, আর তাদের মধ্যকার সমস্ত সম্পর্ক ও মাধ্যম ছিন্ন হয়ে যাবে}। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, তাদের মধ্যকার ভালোবাসা ছিন্ন হয়ে যাবে; সুতরাং দুনিয়াতে তাদের মধ্যকার যে ভালোবাসা ছিল, তা পরকালে বিলীন ও ছিন্ন হয়ে যাবে।

অতঃপর আমাদের অবশ্যই জানতে হবে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বান্দাকে পরীক্ষা করেন; কখনো তিনি তাকে এমন সত্যনিষ্ঠ বন্ধুলাভের পথ সহজ করে দেন যারা তাকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করে, সৎ কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে এবং তার সাধ্যাতীত বিষয়ে তাকে সহায়তা করে; আবার কখনো তিনি তাকে এমন এক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন যারা এর বিপরীত। একারণেই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে: 'মানুষ তার বন্ধুর আদর্শের অনুসারী হয়, তাই তোমাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য রাখা উচিত সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।' এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: 'সৎ সঙ্গীর উদাহরণ হলো মিশক বহনকারীর ন্যায়; হয় সে তোমার কাছে মিশক বিক্রি করবে, নতুবা সে তোমাকে তা উপহার হিসেবে প্রদান করবে, অথবা অন্তত তুমি তার কাছ থেকে সুগন্ধি লাভ করবে। আর অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ—আল্লাহর কাছে তা থেকে আশ্রয় চাই—কামারের হাপরের ন্যায়; হয় তা আগুনের স্ফুলিঙ্গ দিয়ে তোমার পোশাক পুড়িয়ে দেবে, নতুবা তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে।'

(ص: 18) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وفي حديث عائشة الذي ساقه المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بأمر خير جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإذا أراد به

غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله ما بعث من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان بطانة خير تأمره بالخير وتحثه عليه وبطانة سوء تدله على السوء وتأمره به قال والمعصوم من عصيه الله وهذا شيء مشاهد تجد الأمراء بعضهم يكون صالحاً في نفسه حريصاً على الخير لكن يقيض الله له قرناء سوء والعياذ بالله فيصدونه عما يريد من الخير ويزينون له السوء ويبغضونه لعباد الله وتجد بعض الأمراء يكون في نفسه غير الصالح لكن عنده بطانة خير تدله على الخير وتحثه عليه وتدله على ما يوجب المحبة بينه وبين رعيته حتى يستقيم وتصلح حاله والمعصوم من عصيه الله إذا كان هذا في الأمراء ففتش نفسك أنت فأنت بنفسك إذا رأيت من أصحابك أنهم يدلونك على الخير ويعينونك عليه وإذا نسيت ذكرك وإذا جهلت علموك فاستمسك بحجزهم وعض عليهم بالنواجذ

আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত যে হাদিসটি লেখক (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন, তাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যখন আল্লাহ কোনো আমিরের (নেতার) কল্যাণ চান, তখন তিনি তার জন্য একজন সত্যনিষ্ঠ উজির (সহকারী) নির্ধারণ করে দেন; সে কিছু ভুলে গেলে তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সে কল্যাণের সংকল্প করলে তাকে সহায়তা করে। আর আল্লাহ যদি তার জন্য অন্য কিছু (অকল্যাণের) ইচ্ছা করেন, তবে তার জন্য একজন মন্দ উজির নির্ধারণ করে দেন; সে কিছু ভুলে গেলে তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেয় না এবং সে ভালো কাজের সংকল্প করলে তাকে সাহায্য করে না। একইভাবে নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা কোনো নবী পাঠাননি কিংবা কোনো খলিফাকে স্থলাভিষিক্ত করেননি, যার জন্য দুটি ঘনিষ্ঠ পারিষদবর্গ (উপদেষ্টামণ্ডলী) ছিল না; একটি হলো কল্যাণের পারিষদ, যা তাকে সৎ কাজের আদেশ দেয় ও তাতে উৎসাহিত করে, আর অন্যটি হলো মন্দের পারিষদ, যা তাকে মন্দের দিকে পরিচালিত করে ও তার নির্দেশ দেয়। তিনি বলেন, মূলত সুরক্ষিত সেই ব্যক্তিই, যাকে আল্লাহ তাআলা সুরক্ষা প্রদান করেন। এটি একটি বাস্তব ও দৃশ্যমান বিষয়। আপনি অনেক আমিরকে দেখবেন যারা ব্যক্তিগতভাবে সৎ এবং কল্যাণের প্রতি আগ্রহী, কিন্তু আল্লাহ তাদের জন্য কিছু মন্দ সঙ্গী

নির্ধারিত করে দেন—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—ফলে তারা তাকে তার অভিপ্রেত কল্যাণ থেকে বিরত রাখে, তার সামনে মন্দকে সুশোভিত করে এবং আল্লাহর বান্দাদের কাছে তাকে অপ্রিয় করে তোলে। আবার অনেক আমিরকে দেখবেন যারা ব্যক্তিগতভাবে সৎ নয়, কিন্তু তাদের নিকট এমন একদল সৎ পারিষদ থাকে যারা তাকে কল্যাণের পথ দেখায়, তাতে উৎসাহিত করে এবং এমন সব বিষয়ের দিকে তাকে পরিচালিত করে যা তার ও তার প্রজাদের মধ্যে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি নিশ্চিত করে, ফলে সে সঠিক পথে অবিচল থাকে এবং তার অবস্থা সংশোধিত হয়। মূলত সুরক্ষিত সেই যাকে আল্লাহ রক্ষা করেন। আমিরদের ক্ষেত্রে যদি বিষয়টি এমন হয়, তবে আপনি নিজের ব্যাপারে অনুসন্ধান করুন। আপনি যদি আপনার বন্ধুদের মাঝে এমন কাউকে দেখেন যারা আপনাকে কল্যাণের পথ দেখায় এবং তাতে সহযোগিতা করে, আপনি ভুলে গেলে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং অজ্ঞতার সময়ে আপনাকে শিক্ষা দান করে, তবে তাদের আঁচল দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন এবং দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে (অর্থাৎ অত্যন্ত মজবুতভাবে) তাদের সংশ্রব অবলম্বন করুন।

(ص: 19) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وَإِذَا رَأَيْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ مَنْ هُوَ مَهْمَلٌ فِي حَقِّكَ وَلَا يَبَالِي هَلْ هَلَكْتَ أَمْ بَقِيتَ بَلْ رَبِّهَا يَسْعَى لِهَلَاكَكَ فَاحْذَرهُ فَإِنَّهُ السَّمُّ النَّاقِعُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ لَا تَقْرَبْ هَؤُلَاءِ بَلْ ابْتَعدْ عَنْهُمْ فَرِ مِنْهُمْ فَرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ وَالْإِنْسَانِ الْمَوْفِقُ هُوَ الَّذِي لَا يَكُونُ بَلِيدًا كَالْحَجَرِ بَلْ & يَكُونُ ذَكِيًّا كَالزَّجَاجَةِ فَإِنَّهَا صَلْبَةٌ وَلَكِنْ يَرَى مَا وَرَاءَهَا مِنْ صَفَاءٍ فَيَكُونُ عِنْدَهُ قُوَّةٌ وَصَلَابَةٌ لَكِنْ عِنْدَهُ يَقْظَةٌ بِحَيْثُ يَعْرِفُ وَكَأَنَّمَا يَرَى بِالْغَيْبِ مَا يَنْفَعُهُ مِمَّا يَضُرُّهُ فَيَحْرَصُ عَلَى مَا يَنْفَعُهُ وَيَتَجَنَّبُ مَا يَضُرُّهُ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ التَّوْفِيقَ

যদি আপনি আপনার সঙ্গীদের মধ্যে এমন কাউকে দেখেন যে আপনার হকের ব্যাপারে উদাসীন এবং আপনার ধ্বংস বা অস্তিত্বের বিষয়ে ভ্রক্ষেপহীন, বরং সম্ভবত সে আপনার বিনাশ সাধনে সচেষ্ট, তবে তার থেকে সতর্ক থাকুন। কেননা সে হলো এক হলাহল বিষ; আল্লাহর

নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। এদের নিকটবর্তী হবেন না, বরং তাদের থেকে দূরে থাকুন এবং তাদের থেকে সেভাবেই পলায়ন করুন যেভাবে আপনি সিংহ থেকে পলায়ন করেন। আর তৌফিকপ্রাপ্ত মানুষ তিনি নন যিনি পাথরের মতো জড়বুদ্ধি সম্পন্ন, বরং তিনি হবেন কাঁচের মতো স্বচ্ছ ও প্রখর ধীসম্পন্ন। কেননা কাঁচ কঠিন হওয়া সত্ত্বেও তার স্বচ্ছতার দরুন তার অন্তরালের বিষয়সমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। ফলে তার মধ্যে যেমন থাকবে শক্তি ও দৃঢ়তা, তেমনি থাকবে এমন সতর্কতা যাতে তিনি নিজের কল্যাণ ও অকল্যাণ সম্পর্কে এমনভাবে অবগত হতে পারেন যেন তিনি অদৃশ্যের সংবাদ প্রত্যক্ষ করছেন। অতঃপর তিনি হিতকর বিষয় অর্জনে সচেষ্ট হন এবং ক্ষতিকর বিষয় বর্জন করেন। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য এবং সকল মুসলিমের জন্য তৌফিক কামনা করছি।

(ص: 20) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها
فعرض بها

680 - عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي فقال أحدهما يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل وقال الآخر مثل ذلك فقال إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سألناه أو أحدا حرص عليه متفق عليه

[الشَّرْحُ]

هذا الباب الذي ذكره النووي رحمه الله في رياض الصالحين (النهي عن تولية من طلب الإمارة أو حرص عليها) وقد سبق في حديث عبد الرحمن بن سبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير

مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها كذلك أيضاً لا ينبغي لولي الأمر إذا سأله أحد أن يؤمره على بلد أو على قطعة من الأرض فيها بادية أو ما أشبه ذلك أن يؤمره حتى وإن كان

নেতৃত্ব, বিচারকার্য এবং অন্যান্য প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রদানের নিষেধাজ্ঞা তাদের জন্য যারা তা যাদ্ধগ করে অথবা এর প্রতি লোভ রাখে এবং এর জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে

৬৮০ - আবু মুসা আল-আশআরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি এবং আমার চাচাতো ভাইদের মধ্যে দুইজন লোক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তাদের একজন বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল! মহান আল্লাহ আপনাকে যেসব বিষয়ের দায়িত্ব দিয়েছেন, তার কিছু অংশের ওপর আমাদের আমির নিযুক্ত করুন।' অন্যজনও অনুরূপ কথা বলল। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: 'আল্লাহর কসম! আমরা এমন কোনো ব্যক্তিকে এই কাজের দায়িত্ব অর্পণ করি না যে তা যাদ্ধগ করে কিংবা তার প্রতি লোভ রাখে।' (বুখারি ও মুসলিম)

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রহিমাল্লাহ) রিয়াদুস সলিহিন গ্রন্থে এই যে অধ্যায়টি উল্লেখ করেছেন তা হলো (নেতৃত্ব যে প্রার্থনা করে বা এর প্রতি লোভ রাখে তাকে তা প্রদানের নিষেধাজ্ঞা)। ইতোপূর্বে আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'তুমি নেতৃত্ব চেয়ো না; কেননা যদি যাদ্ধগ করার ভিত্তিতে তোমাকে তা দেওয়া হয় তবে তোমাকে তার ওপর একাকী ছেড়ে দেওয়া হবে, আর যদি না চাইতেই তা তোমাকে দেওয়া হয় তবে তোমাকে তাতে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সাহায্য করা হবে।' তদ্রূপ কোনো দায়িত্বশীলের (শাসকের) জন্যও উচিত নয় যে, কেউ যদি তার কাছে কোনো শহর বা কোনো ভূখণ্ডের মরু অঞ্চল বা এই জাতীয় কিছুর নেতৃত্ব চায়, তবে তাকে সেই দায়িত্ব প্রদান করা, এমনকি সে যদি (যোগ্যও) হয়...

الطالب أهلاً لذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الذي ذكره المصنف لما سأله الرجلان أن يؤمرهما على بعض ما ولاه الله عليه قال إنا والله لا نوالى هذا الأمر أحداً سألناه أو واحداً حرص عليه يعني لا نولي أحداً سأل أن يتأمر على شيء وحرص عليه وذلك لأن الذي يطلب أو يحرص على ذلك ربما يكون غرضه بهذا أن يجعل لنفسه سلطة لا أن يصلح الخلق فلما كان قد يتهم بهذه التهمة منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يولى من طلب الإمارة وقال إنا والله لا نولى هذا الأمر أحداً سألناه أو أحداً حرص عليه وكذلك أيضاً لو أن أحداً سأل القضاء فقال لولي الأمر في القضاء كوزير العدل مثلاً ولني القضاء في البلد الفلاني فإنه لا يولى وأما من طلب النقل من بلد إلى بلد أو ما أشبه ذلك فلا يدخل في هذا الحديث لأنه قد تولى من قبل ولكنه طلب أن يكون في محل آخر إلا إذا علمنا أن نيته وقصده هي السلطة على أهل هذه البلدة فإننا نمنعه فالأعمال بالنيات فإن قال قائل كيف تجيبون عن قول يوسف عليه الصلاة والسلام للعزيز & اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ فإننا نجيب بأحد جوابين

আবেদনকারী এর উপযুক্ত নয়; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবু মুসা (রাযি.) বর্ণিত সেই হাদীসে বলেছেন—যা গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন—যখন দুই ব্যক্তি তাঁর কাছে আবেদন করেছিল যেন তিনি তাদেরকে আল্লাহর দেওয়া কোনো কোনো বিষয়ের দায়িত্বশীল হিসেবে নিযুক্ত করেন, তখন তিনি বলেছিলেন: "আল্লাহর শপথ! আমরা এই পদের (নেতৃত্বের) জন্য এমন কাউকে নিযুক্ত করি না যে তা প্রার্থনা করে কিংবা যে এর প্রতি লোভ পোষণ করে।" অর্থাৎ, আমরা এমন কাউকে দায়িত্ব দিই না যে কোনো কিছুর কর্তৃত্ব চায় এবং সে বিষয়ে অতি আগ্রহী। এর কারণ হলো, যে ব্যক্তি পদের আকাঙ্ক্ষা বা লোভ করে, সম্ভবত তার উদ্দেশ্য হলো নিজের জন্য একচ্ছত্র ক্ষমতা তৈরি করা, সৃষ্টির সংশোধন বা কল্যাণ করা নয়। যেহেতু তার বিরুদ্ধে এই অপবাদের সুযোগ থাকে, তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নেতৃত্ব প্রার্থনাকারীকে নিয়োগ প্রদান করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন: "আল্লাহর শপথ! আমরা

এই কাজের জন্য এমন কাউকে নিযুক্ত করি না যে তা প্রার্থনা করে অথবা এর প্রতি লোভ রাখে।" অনুরূপভাবে, কেউ যদি বিচারকের পদের আবেদন করে দায়িত্বশীল ব্যক্তির (যেমন আইনমন্ত্রী) কাছে গিয়ে বলে: "আমাকে অমুক শহরের বিচারক নিযুক্ত করুন", তবে তাকে সেই পদে নিয়োগ দেওয়া হবে না। কিন্তু যারা এক শহর থেকে অন্য শহরে বদলি হওয়ার আবেদন করেন বা অনুরূপ কিছু চান, তারা এই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হবেন না; কারণ তিনি তো আগে থেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত, কেবল কর্মস্থল পরিবর্তনের আবেদন জানিয়েছেন। তবে যদি আমরা জানতে পারি যে তার নিয়ত ও উদ্দেশ্য হলো ওই অঞ্চলের মানুষের ওপর প্রভুত্ব খাটানো, তবে আমরা তাকে বাধা দেব। কেননা আমলসমূহ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) আজিজের মিসরকে যা বলেছিলেন, তার জবাব আপনারা কীভাবে দেবেন? তিনি বলেছিলেন: "আমাকে দেশের ধনভাণ্ডারের দায়িত্বে নিযুক্ত করুন, নিশ্চয়ই আমি একজন নির্ভরযোগ্য রক্ষক ও সুবিজ্ঞ।" এর জবাবে আমরা দুটি উত্তরের যেকোনো একটি প্রদান করব।

(ص: 22) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

أولاً: إما أن يقال إن الشرع من قبلنا إذا خالفه شرعنا فالعمدة على شرعنا بناء على القاعدة المعروفة عند الأصوليين شرع من قبلنا ما لم يرد شرعنا بخلافه وقد ورد شرعنا بخلافه أننا لا نولي الأمر أحدا طلب الولاية عليه ثانياً أو يقال إن يوسف عليه الصلاة والسلام رأى أن المال ضائع وأنه يفرط فيه ويلعب فيه فأراد أن ينقذ البلاد من هذا التلاعب ومثل هذا يكون الغرض منه إزالة سوء التدبير وسوء العمل ويكون هذا لا بأس به فمثلاً إذا رأينا أميراً في ناحية لكنه قد أضاع الإمرة وأفسد الخلق فللصالح لهذا الأمر إذا لم يجد أحداً غيره أن يطلب من ولي الأمر أن يولييه على هذه الناحية فيقول له ولني هذه البلدة لأجل دفع الشر الذي فيها ويكون هذا لا بأس به متفقاً مع القواعد.

ويحضرني في هذا حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم
اجعلني إمام قومي يعني في الصلاة فقال أنت إمامهم فولي الأمر ينظر ما هو السبب
في أن هذا الرجل طلب أن يكون أميراً أو طلب أن يكون قاضياً أنبأنا أو طلب أن
يكون إماماً ثم يعمل بما يرى أن فيه المصلحة

প্রথমত: এটি বলা যেতে পারে যে, আমাদের পূর্ববর্তীদের শরিয়ত যদি আমাদের শরিয়তের পরিপন্থী হয়, তবে উসুলবিদগণের নিকট সুপরিচিত নীতি অনুযায়ী আমাদের শরিয়তই হবে মূল ভিত্তি। নীতিটি হলো— আমাদের পূর্ববর্তীদের শরিয়ত আমাদের জন্যও শরিয়ত, যতক্ষণ না আমাদের শরিয়তে এর বিপরীত কিছু বর্ণিত হয়। আর আমাদের শরিয়তে এর বিপরীত বিধান এসেছে যে, আমরা এমন কাউকে নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ করি না যে নিজে তা প্রার্থনা করে। দ্বিতীয়ত: অথবা এটি বলা যেতে পারে যে, ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম লক্ষ্য করেছিলেন যে সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে এবং এর অপব্যবহার ও নয়ছয় করা হচ্ছে; তাই তিনি দেশকে এই বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। এই ধরনের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য থাকে কু-ব্যবস্থাপনা ও মন্দ কর্ম দূর করা, আর এতে কোনো দোষ নেই। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি কোনো অঞ্চলে এমন একজন আমীর বা নেতাকে দেখি যিনি নেতৃত্বকে কলুষিত করেছেন এবং জনজীবনকে বিপর্যস্ত করেছেন, তবে যোগ্য ব্যক্তি যদি অন্য কাউকে না পান, তবে তার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট সেই অঞ্চলের দায়িত্ব চাওয়া বৈধ। তিনি বলবেন, 'আমাকে এই শহরের দায়িত্ব প্রদান করুন যাতে এখানকার অনিষ্ট দূর করা যায়।' এটি শরিয়তের মূলনীতির সাথে সংগতিপূর্ণ এবং এতে কোনো অসুবিধা নেই।

এই প্রসঙ্গে উসমান ইবনে আবিলা আস-এর হাদিসটি উল্লেখযোগ্য, যেখানে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন, 'আমাকে আমার কওমের ইমাম নিযুক্ত করুন'—অর্থাৎ সালাতের ইমাম। তখন নবীজি বলেছিলেন, 'তুমিই তাদের ইমাম।' সুতরাং কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করবেন যে, কেন এই ব্যক্তি আমীর, বিচারক কিংবা ইমাম হওয়ার আবেদন করেছেন; অতঃপর তিনি যাতে বৃহত্তর কল্যাণ নিহিত রয়েছে বলে মনে করবেন, সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবেন।

كتاب الأدب

باب الحياء وفضله والحث على التخلق به

681 - عن ابن عمر رضي الله عنه أن: رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان متفق عليه

682 - وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير متفق عليه وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله أو قال: الحياء كله خير

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين (كتاب الأدب) (باب الحياء وفضله والحث عليه) الأدب: الأخلاق التي يتأدب بها الإنسان، وله أنواع كثيرة

শিষ্টাচার অধ্যায়

লজ্জাশীলতা, এর মর্যাদা এবং এই চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার উৎসাহ প্রদান সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

৬৮১ - ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জনৈক আনসারী ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যিনি তাঁর ভাইকে লজ্জা সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছিলেন।

তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: তাকে ছেড়ে দাও, কেননা লজ্জা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। (বুখারী ও মুসলিম)

৬৮২ - ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: লজ্জা কেবল কল্যাণই বয়ে আনে। (বুখারী ও মুসলিম)। মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে: লজ্জার পুরোটাই কল্যাণ, অথবা তিনি বলেছেন: লজ্জা তার সমস্তটাকেই কল্যাণকর।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার ইমাম নববী (রহিমাল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালেহীন' গ্রন্থের (শিষ্টাচার অধ্যায়) ও (লজ্জাশীলতা, এর মর্যাদা এবং এর প্রতি উৎসাহ প্রদান পরিচ্ছেদ)-এ বলেন: আদব বা শিষ্টাচার হলো সেই উন্নত নৈতিকতা যা দ্বারা মানুষ নিজেকে সুশোভিত করে, আর এর বহু প্রকারভেদ রয়েছে।

(ص: 24) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

منها: الكرم والشجاعة وطيب النفس وانسراح الصدر وطلاقة الوجه وغير ذلك كثير فالأدب هو عبارة عن أخلاق يتخلق بها الإنسان يمدح عليها ومنها الحياء والحياء صفة في النفس تحمل الإنسان على فعل ما يجل ويزين، وترك ما يدنس ويشين، فتجده إذا فعل شيئاً يخالف البروءة استحياء من الناس، وإذا فعل شيئاً محرماً استحياء من الله عز وجل وإذا ترك واجباً استحياء من الله وإذا ترك ما ينبغي فعله استحياء من الناس فالحياء من الإيمان، ولهذا ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء يعني أنه يحثه عليه ويرغبه فيه فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الحياء من الإيمان وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمالة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان

এর অন্তর্ভুক্ত হলো: উদারতা, বীরত্ব, পবিত্র আত্মা, হৃদয়ের প্রশস্ততা, প্রফুল্ল মুখমণ্ডল এবং এ জাতীয় আরও অনেক কিছু। মূলতঃ শিষ্টাচার বা আদব হলো এমন সব চারিত্রিক গুণাবলি যা মানুষ আপন করে নেয় এবং এর কারণে সে প্রশংসিত হয়। লজ্জাও এর অন্যতম অংশ। লজ্জা হলো আত্মার এমন একটি গুণ যা মানুষকে এমন সব কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে যা তাকে সুশোভিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে এবং এমন সব কাজ বর্জন করতে বাধ্য করে যা তাকে

কলঙ্কিত ও লজ্জিত করে। ফলে আপনি তাকে এমন অবস্থায় পাবেন যে, সে যদি মানবিক মর্যাদার পরিপন্থী কোনো কাজ করে তবে মানুষের কাছে লজ্জিত হয়, আর যদি কোনো নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয় তবে মহান আল্লাহর কাছে লজ্জিত হয়। তদ্রূপ কোনো ওয়াজিব পালনে অবহেলা করলে সে আল্লাহর কাছে লজ্জা পায় এবং যা করা উচিত ছিল তা বর্জন করলে মানুষের কাছে লজ্জা পায়। সুতরাং লজ্জা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। একারণেই ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনৈক আনসারী ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন যিনি তার ভাইকে লজ্জার বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছিলেন; অর্থাৎ তিনি তাকে লজ্জা অর্জনে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করছিলেন। তখন নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) স্পষ্ট করে দিলেন যে, লজ্জা ঈমানের অংশ। তিনি অন্য এক হাদীসে বলেন: 'ঈমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা রয়েছে; যার মধ্যে সর্বোচ্চ হলো এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং সর্বনিম্ন হলো পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া। আর লজ্জা হলো ঈমানের একটি শাখা'

(ص: 25) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ حَيَاءٌ وَجَدْتَهُ يَمْشِي مَشْيًا مُسْتَقِيمًا لَيْسَ بِالْعَجَلَةِ الَّتِي يَذِمُّ عَلَيْهَا وَلَيْسَ بِالْتِمَاوَاتِ الَّذِي يَذِمُّ عَلَيْهِ أَيْضًا كَذَلِكَ إِذَا تَكَلَّمَ تَجَدَّه لَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِالْخَيْرِ وَبِكَلَامٍ طَيِّبٍ وَبِأَدَبٍ وَبِأَسْلُوبٍ رَفِيعٍ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَيًّا فَإِنَّهُ يَفْعَلُ مَا شَاءَ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ الصَّحِيحِ إِنْ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعِذْرَاءِ فِي خَدْرِهَا الْعِذْرَاءُ الَّتِي لَمْ تَتَزَوَّجْ وَعَادَتُهَا أَنْ تَكُونَ حَيَّةً فَالرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعِذْرَاءِ فِي خَدْرِهَا وَلَكِنَّهُ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ يَتَكَلَّمُ بِالْحَقِّ وَيَصْدَعُ بِهِ لَا يَبَالِي بِأَحَدٍ فَأَمَّا مَا لَا تَضَعُ بِهِ الْحَقُّوَ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كان أحيى الناس فعليك يا أخي باستعمال الحياء والأدب والتخلق بالأخلاق الطيبة
التي تمدح بها بين الناس

যখন কোনো মানুষের মাঝে লজ্জা ও শালীনতা থাকে, তখন আপনি তাকে দেখতে পাবেন যে সে অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণভাবে পথ চলে; সে এমন দ্রুতগতিতে হাঁটে না যা নিন্দনীয়, আবার এমন নিজীব বা মস্তুরভাবেও চলে না যা সমভাবে নিন্দনীয়। একইভাবে, যখন সে কথা বলে, তখন আপনি তাকে কেবল কল্যাণকর, উত্তম, শিষ্টাচারপূর্ণ এবং সাধ্যমতো মার্জিত ভাষায় কথা বলতে দেখবেন। আর যদি সে লজ্জাশীল না হয়, তবে সে যা ইচ্ছা তাই করে; যেমনটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: "পূর্ববর্তী নবুওয়াতের বাণী থেকে মানুষ যা লাভ করেছে তার মধ্যে একটি হলো—যখন তোমার লজ্জা থাকবে না, তখন তুমি যা ইচ্ছা তা-ই করো।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্দরমহলে পর্দানশীন কুমারী কন্যার চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। 'কুমারী' বলতে সেই নারীকে বোঝায় যার বিবাহ হয়নি এবং স্বভাবগতভাবেই সে অত্যন্ত লাজুক হয়ে থাকে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্দরমহলে অবস্থানরত কুমারী কন্যার চেয়েও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন, তবে সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি কোনো সংকোচ করতেন না। তিনি সত্য বলতেন এবং তা বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করতেন, এ ক্ষেত্রে তিনি কারো পরোয়া করতেন না। তবে যেখানে কারো অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ার বিষয় থাকত না, সেখানে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন জগতের সবচেয়ে লাজুক মানুষ। অতএব হে আমার ভাই, আপনার কর্তব্য হলো লজ্জা ও শিষ্টাচার অবলম্বন করা এবং এমন উত্তম চরিত্রে ভূষিত হওয়া যার কারণে মানুষের মাঝে আপনার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

(ص: 26) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

683 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إمطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه.

البضع بكسر الباء ويجوز فتحها وهو من الثلاثة إلى العشرة والشعبة القطعة
والخصلة والإمطة الإزالة ووالأذى ما يؤذي كحجر وشوك وطين ورماد وقذر ونحو
ذلك

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة شك من الراوي هل
قال النبي صلى الله عليه وسلم بضع وسبعون أو قال بضع وستون فأفضلها وفي لفظ
فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان
وهذا هو الشاهد لهذا الباب باب الحياء وفضله وفي هذا الحديث: بين الرسول عليه
الصلاة والسلام أن الإيمان

৬৮৩ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: ঈমানের সত্তরটিরও কিছু বেশি অথবা ষাটেরও কিছু বেশি শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হলো এই কথা বলা যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ), এবং তার মধ্যে সর্বনিম্ন শাখা হলো পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া। আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা। (বুখারী ও মুসলিম)।

'বিদ্‌উ' শব্দটি 'বা' অক্ষরে কাসরা (জের) দিয়ে পড়তে হয়, তবে ফাতহা (জবর) দিয়ে পড়াও বৈধ। এটি তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যাকে বোঝায়। 'শু'বাহ' অর্থ হলো অংশ বা বৈশিষ্ট্য।

'ইমাতাহ' অর্থ হলো অপসারণ করা বা সরিয়ে দেওয়া। আর 'আযা' বা কষ্টদায়ক বস্তু বলতে যা মানুষকে কষ্ট দেয় তাকে বোঝায়, যেমন: পাথর, কাঁটা, কাদা, ছাই, ময়লা এবং এই জাতীয় বিষয়সমূহ।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহু তায়ালা) আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাতে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: ঈমান

সত্তরটিরও বেশি অথবা ষাটেরও বেশি শাখা বিশিষ্ট। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্তরোর্ধ্ব বলেছিলেন নাকি ষাটোর্ধ্ব বলেছিলেন—এটি বর্ণনাকারীর সন্দেহ। তবে তার মধ্যে সর্বোত্তম—এবং অন্য শব্দে সর্বোচ্চ—হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই) বলা, আর তার মধ্যে সর্বনিম্ন হলো পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া এবং লজ্জা ঈমানের একটি শাখা। এটিই এই অধ্যায় অর্থাৎ 'লজ্জা ও তার ফযীলত' এর স্বপক্ষে মূল দলিল। এই হাদিসে রাসূল (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) স্পষ্ট করেছেন যে, ঈমান...

(ص: 27) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

شعب كثيرة بضع وستون أو بضع وسبعون ولم يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن يجتهد الإنسان بنفسه ويتتبع نصوص الكتاب والسنة حتى يجمع هذه الشعب ويعمل بها وهذا كثير أي أنه يكون في القرآن والسنة أشياء مبهمّة يبهّمها الله ورسوله من أجل امتحان الخلق ليتبين الحريص من غير الحريص فمثلاً ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان أو في السبع الأواخر من رمضان لكن لا تعلم في أي ليلة هي من أجل أن يحرص الناس على العمل في كل الليالي رجاء هذه الليلة ولو علمت بعينها لاجتهد الناس في هذه الليلة وكسلوا عن بقية الليالي ومن ذلك ساعة الإجابة في يوم الجمعة فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله إلا أعطاه إياه هذه أيضاً مبهمّة من أجل أن يحرص الناس على التحري والعمل كذلك في كل ليلة ساعة إجابة لا يوافقها أحد يدعو الله سبحانه وتعالى إلا استجاب له كذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: أن لله تسعة وتسعون

অনেকগুলো শাখা রয়েছে; ষাট কিংবা সত্তরোর্ধ্ব। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এগুলোকে সুনির্দিষ্ট করে বর্ণনা করেননি, যাতে মানুষ নিজ থেকে সচেষ্টিত হয়ে কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্যসমূহ অনুসন্ধান করে এই শাখাগুলো একত্রিত করতে পারে এবং সে অনুযায়ী আমল

করতে পারে। আর এটি একটি সাধারণ নিয়ম; অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহতে এমন কিছু অস্পষ্ট বিষয় রয়েছে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সৃষ্টির পরীক্ষার নিমিত্তে অস্পষ্ট রেখেছেন, যাতে যত্নশীল ও অনাগ্রহী ব্যক্তির স্বরূপ প্রকাশিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, লাইলাতুল কদর রমজানের শেষ দশকে অথবা শেষ সাত দিনের মধ্যে নিহিত, কিন্তু এটি ঠিক কোন রাতে তা জানা নেই; যাতে মানুষ এই মহিমাম্বিত রাতের আশায় প্রতিটি রাতেই ইবাদতে যত্নশীল হয়। যদি এটি নির্দিষ্টভাবে জানা থাকত, তবে মানুষ কেবল সেই রাতেই পরিশ্রম করত এবং বাকি রাতগুলোতে অলসতা করত। অনুরূপ বিষয় হলো জুমার দিনের দুয়া কবুলের বিশেষ মুহূর্তটি; সেই দিনে এমন একটি সময় রয়েছে যখন কোনো মুসলিম বান্দা দাঁড়িয়ে সালাতরত অবস্থায় আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করলে তিনি তাকে তা অবশ্যই দান করেন। এটিও অস্পষ্ট রাখা হয়েছে যাতে মানুষ তা অনুসন্ধানে ব্রতী হয় এবং আমলের ব্যাপারে সচেতন হয়। একইভাবে প্রতি রাতেই দুয়া কবুলের এমন একটি সময় রয়েছে যখন কোনো ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে দুয়া করলে তিনি তার দুয়া কবুল করেন। অনুরূপভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সংবাদ দিয়েছেন যে: নিশ্চয়ই আল্লাহর নিরানন্দইটি...

(ص: 28) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة ولم يعدها والحديث الوارد في سردها حديث ضعيف لا تقوم به حجة وعلى هذا فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة ترك تعيينها من أجل أن نحصر نحن على تتبعها في الكتاب والسنة حتى نجمع هذه الشعب ثم نقوم بالعمل بها وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم التي أتاه الله تعالى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الشعب أفضلها أو أعلاها قول لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة لو وزنت السماوات السبع والأرضين السبع وجميع المخلوقات لرجحت بهن لأنها أعظم كلمة وهي كلمة التوحيد التي إذا قالها الإنسان صار مسلماً وإذا استكبر عنها صار كافراً فهي

الحد الفاصل بين الإيمان والكفر ولذلك كانت أعلى شعب الإيمان وأفضلها لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل فكل المعبودات من دون الله باطلة إلا الله وحده لا شريك له فهو الحق كما قال الله تبارك وتعالى: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

এক কম একশত নাম রয়েছে; যে ব্যক্তি এগুলোকে আয়ত্ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে; অথচ তিনি (নবীজি) সেগুলো বিস্তারিত গণনা করে দেননি। আর এই নামগুলো ক্রমানুসারে বর্ণনাকারী হাদীসটি যযীফ (দুর্বল), যা দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। এরই ভিত্তিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: ‘ঈমানের সত্তরোর্ধ্ব বা ষাটোর্ধ্ব শাখা রয়েছে’— এখানে শাখাগুলো নির্দিষ্ট না করার নিগূঢ় রহস্য হলো যেন আমরা কিতাব ও সুন্নাহ হতে সেগুলো অনুসন্ধান সচেষ্ট হই, যাতে এই শাখাগুলো একত্রিত করে তদানুযায়ী আমল করতে পারি। আর এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেই হিকমত বা প্রজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ তা’আলা তাঁকে প্রদান করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শাখাগুলো সম্পর্কে বলেন: ‘এদের মধ্যে সর্বোত্তম বা সর্বোচ্চ হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা’। এই সুমহান বাক্যটি যদি সাত আসমান, সাত জমিন এবং যাবতীয় সৃষ্টির বিপরীতে ওজন করা হয়, তবে এটিই অধিক ভারী হবে। কেননা এটি সর্বশ্রেষ্ঠ বাক্য এবং এটিই তাওহীদের কালিমা; যা উচ্চারণ করলে মানুষ মুসলিম হয় এবং যা থেকে অহংকারবশত বিমুখতা প্রদর্শন করলে কাফির হয়ে যায়। এটিই ঈমান ও কুফরের মধ্যকার বিভেদরেখা। এই কারণেই ঈমানের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম শাখা হলো ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’, অর্থাৎ আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা ব্যতীত সত্য কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল উপাস্যই বাতিল; একমাত্র আল্লাহই সত্য যাঁর কোনো শরিক নেই। তিনিই প্রব সত্য, যেমনটি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা’আলা ইরশাদ করেছেন: “এটা এ কারণে যে, আল্লাহই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে আহ্বান করে তা বাতিল, আর আল্লাহই তো সমুচ্চ, মহান।”

والإيمان بهذا التوحيد العظيم بأنه لا معبود بحق إلا الله يتضمن الإيمان بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر للخلق إلا الله ولا يملك الضر والنفع إلا الله ويتضمن كذلك الإيمان بأسماء الله وصفاته إذ لا يعبد إلا من علم أنه أهل للعبادة ولا أهل للعبادة سوى الخالق عز وجل لهذا كانت هذه الكلمة أعلى شعب الإيمان وأفضلها ومن ختم له بها في الحياة الدنيا فإنه يكون من أهل الجنة فإن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة نسأل الله أن يختم لنا بها إنه على كل شيء قدير أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها يعني الشيء الهين إمطة الأذى عن الطريق الأذى: ما يؤذي البارة من شوك أو خرق أو خشب أو حجر أو غير ذلك فإمطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان وهذا يدل على سعة الإيمان وأنه يشمل الأعمال كلها والحياء شعبة من الإيمان انكسار يكون في القلب وخجل لفعل ما لا يستحسنه الناس والحياء من الله والحياء من الخلق من الإيمان فالحياء من الله يوجب للعبد أن يقوم بطاعة الله وأن ينتهي عما نهى الله والحياء من الناس

আর এই মহান তাওহীদের ওপর ঈমান আনা—যে আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো সত্য উপাস্য নেই—এর অন্তর্ভুক্ত হলো এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো স্রষ্টা নেই, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো রিযিকদাতা নেই, সৃষ্টিজগতের আর কোনো পরিচালক নেই এবং আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ক্ষতি বা উপকারের মালিক নয়। তদ্রূপ এটি আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ওপর ঈমান আনয়নকেও অন্তর্ভুক্ত করে; কারণ কেবল তাকেই ইবাদত করা হয় যাকে ইবাদতের যোগ্য বলে জানা যায়, আর মহান ও পরাক্রমশালী স্রষ্টা ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই। এ কারণেই এই কালিমাটি ঈমানের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম শাখা। পার্থিব জীবনে যার জীবনের সমাপ্তি এই কালিমার মাধ্যমে হবে, সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা দুনিয়াতে যার শেষ কথা হবে 'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই', সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের শেষ পরিণতি এই কালিমার মাধ্যমেই দান করেন; নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল। ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর হলো 'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই'—একথা বলা, আর সর্বনিম্ন স্তর—অর্থাৎ সহজতম বিষয়টি হলো—পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারিত করা। কষ্টদায়ক বস্তু বলতে বোঝায়: কাঁটা,

ন্যাকড়া, কাঠ, পাথর কিংবা অন্য যা কিছু পথচারীদের কষ্ট দেয়। সুতরাং পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা ঈমানের অন্যতম শাখা। এটি ঈমানের ব্যাপকতার প্রমাণ দেয় এবং এটি নির্দেশ করে যে ঈমান যাবতীয় নেক আমলকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর লজ্জা হলো ঈমানের একটি শাখা। লজ্জা হলো অন্তরের এক প্রকার কোমলতা ও বিনয় এবং এমন কাজ করতে সংকোচ বোধ করা যা মানুষ ভালো মনে করে না। আল্লাহর প্রতি লজ্জা এবং সৃষ্টির প্রতি লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর প্রতি লজ্জা বান্দার ওপর আল্লাহর আনুগত্য করা এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকাকে আবশ্যিক করে দেয়। আর মানুষের প্রতি লজ্জা...

(ص: 30) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

يوجب للعبد أن يستعمل البروءة وأن يفعل ما يجمله ويزينه عند الناس ويتجنب ما يدينسه ويشينه فالحياة كله من الإيمان وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فإذا جمعت هذا الحديث بذاك الحديث الآخر تبين لك أن الإيمان كما ذهب إليه السنة والجماعة يشمل العقيدة ويشمل القول ويشمل الفعل فيشمل عمل القلب عقيدة القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح لا إله إلا الله هي قول اللسان إمطة الذي عن الطريق عمل الجوارح الحياة عمل القلب الإيمان بملائكته وكتبه اعتقاد القلب فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يتضمن كل هذه الأربعة اعتقاد القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح وأدلة ذلك من الكتاب والسنة كثيرة في هذا الحديث: حث على إمطة الأذى عن الطريق لأنه إذا كان من الإيمان فأفعله يزداد إيمانك ويكمل فإذا وجدت

এটি বান্দার জন্য অপরিহার্য করে দেয় যে, সে যেন সুরূচিপূর্ণ আচরণ অবলম্বন করে এবং এমন কাজ করে যা মানুষের নিকট তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও সুশোভিত করে, আর এমন বিষয় পরিহার

করে যা তাকে কলঙ্কিত ও লাঞ্ছিত করে। বস্তুত লজ্জাশীলতার পুরোটাই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। নবী (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)-কে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: "তা হলো—তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও শেষ দিবসের প্রতি এবং ভাগ্যের ভালো ও মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।" যখন আপনি এই হাদীসটিকে অপর হাদীসটির সাথে যুক্ত করবেন, তখন আপনার নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসৃত পথ অনুযায়ী ঈমান হলো বিশ্বাস, বাক্য ও কর্মের সমষ্টি। ফলে এটি হৃদয়ের আমল—অর্থাৎ হৃদয়ের বিশ্বাস ও হৃদয়ের কাজ—জিহ্বার উচ্চারণ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমলকে অন্তর্ভুক্ত করে। ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ হলো জিহ্বার কথা; রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা হলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল; আর লজ্জাশীলতা হলো হৃদয়ের আমল। ফেরেশতা ও কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনা হলো হৃদয়ের বিশ্বাস। অতএব, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নিকট ঈমান এই চারটি বিষয়কে शामिल করে: হৃদয়ের বিশ্বাস, হৃদয়ের আমল, জিহ্বার কথা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল। আর কুরআন ও সুন্নাহ থেকে এর প্রমাণাদি অসংখ্য। এই হাদীসে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে; কেননা এটি যেহেতু ঈমানের অংশ, তাই এটি পালন করলে আপনার ঈমান বৃদ্ধি পাবে ও পূর্ণতা লাভ করবে। সুতরাং যখন আপনি পাবেন

(ص: 31) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

أذى في الطريق حجراً أو زجاجاً أو شوكا أو غير ذلك فأزله فإن ذلك من الإيمان حتى السيارة إذا جعلتها في وسط الطريق وضيق على الناس فقد وضعت الأذى في طرق الناس وإزالة ذلك من الإيمان وإذا كان إمالة الأذى عن الطريق من الإيمان فوضع الأذى في الطريق من الخسران والعياذ بالله ومن نقص الإيمان ولذلك يجب أن يكون الإنسان حيي القلب يشعر بشعور الناس تجد بعض الناس الآن يوقف السيارة في أي مكان بالطول أو بالعرض ما يهتم المكان ضيق أو المكان واسع ما يبالي ليست

هذه خصال المؤمن، المؤمن هو الذي يكون حيى القلب يشعر بشعور الناس يحب للناس ما يحب لنفسه كيف تأتى مثلاً وتوقف سيارتك في عرض الطريق ولا تبالي بتضييق الطريق على الناس؟ أحياناً يسدون الطريق يقفون عند باب مسجد جامع ويكون الطريق ضيقاً فإذا خرج الناس يوم الجمعة ضيقوا عليهم وهذا غلط فإمالة الأذى عن الطريق صدقة فعلى هذا ينبغي للإنسان أن يقوم بإمالة الأذى عن الطريق وإذا كان لا يستطيع كما لو كانت أحجاراً كبيرة أو أكواماً من الرمل أو ما أشبه ذلك فليبلغ المسؤولين ليبلغ البلدية مثلاً لأنها

পথে কোনো কষ্টদায়ক বস্তু যেমন পাথর, কাঁচ, কাঁটা বা অন্য কিছু দেখলে তা অপসারণ করুন; কেননা তা ঈমানের অঙ্গ। এমনকি আপনি যদি আপনার গাড়িটি রাস্তার মাঝখানে রেখে মানুষের চলাচলের পথ সংকীর্ণ করে দেন, তবে আপনি মানুষের পথে কষ্টদায়ক বস্তু স্থাপন করলেন; আর তা দূর করা ঈমানের অংশ। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা যদি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে পথে কষ্টদায়ক বস্তু রাখা হবে ক্ষতিগ্রস্ততা—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই—এবং তা ঈমানের ঘাটতির পরিচায়ক। এই কারণে মানুষের অন্তর হতে হবে সজীব, যাতে সে অন্যের সুবিধা-অসুবিধা অনুভব করতে পারে। বর্তমানে কিছু মানুষকে দেখা যায় তারা রাস্তার যে কোনো স্থানে আড়াআড়ি বা লম্বালম্বিভাবে গাড়ি পার্ক করে রাখে; জায়গাটি সংকীর্ণ কি প্রশস্ত সেদিকে তাদের কোনো ভ্রক্ষেপ নেই। এটি মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়; মুমিন তিনিই যার অন্তর সজাগ, যিনি অন্যের অনুভূতি অনুভব করেন এবং নিজের জন্য যা পছন্দ করেন অন্যের জন্যও তাই পছন্দ করেন। আপনি কীভাবে রাস্তার মাঝে গাড়ি রেখে রাস্তা সংকীর্ণ করে দেবেন এবং মানুষের কষ্টের ব্যাপারে উদাসীন থাকবেন? মাঝে মাঝে দেখা যায় মানুষ পথ রুদ্ধ করে দেয়; বিশেষ করে জামে মসজিদের প্রবেশদ্বারের সামনে এমনভাবে অবস্থান করে যেখানে রাস্তা আগে থেকেই সংকীর্ণ। ফলে জুমার দিনে যখন মুসল্লিরা বের হন, তখন তারা সংকীর্ণতার সম্মুখীন হন, যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো একটি সদকা; অতএব মানুষের উচিত রাস্তা থেকে বিঘ্ন অপসারণে সচেষ্ট হওয়া। আর যদি সে তা করতে সক্ষম না হয়—যেমন বড় পাথরখণ্ড, বালুর স্তুপ বা অনুরূপ কিছু থাকলে—তবে সে যেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে, যেমন পৌরসভাকে বিষয়টি অবহিত করে; কেননা তারা...

المسئولة عن هذا يبلغها حتى يكون ممن تعانوا على البر والتقوى الحياء شعبة من الإيمان فإذا كان الإنسان حياً لا يتكلم بما يدينه عند الناس ولا يفعل ما يدينه عند الناس بل تجده وقوراً ساكناً مطمئناً فهذا من علامة الإيمان والله الموفق

684 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئاً يكرهه عرفناه في وجهه متفق عليه

[الشَّرْحُ]

ثم ذكر النووي رحمه الله في باب الحياء وفضله فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها

যিনি এই বিষয়ের দায়িত্বশীল তাকে এটি পৌঁছে দেওয়া উচিত, যাতে তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন যারা পুণ্য ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করে। লজ্জা ঈমানের একটি শাখা। সুতরাং মানুষ যখন লজ্জাশীল হয়, তখন সে এমন কথা বলে না যা মানুষের কাছে তাকে কলঙ্কিত করে এবং এমন কাজ করে না যা তাকে মানুষের কাছে তুচ্ছ করে; বরং আপনি তাকে গান্ধীর্ষপূর্ণ, শান্ত ও প্রশান্ত দেখতে পাবেন। আর এটি ঈমানের অন্যতম নিদর্শন। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

৬৮৪ - আবু সাঈদ আল-খুদরি (রাতিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পর্দার অন্তরালে থাকা কুমারী মেয়ের চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। যখন তিনি এমন কিছু দেখতেন যা তিনি অপছন্দ করেন, তখন আমরা তাঁর চেহারায তা বুঝতে পারতাম। (বুখারি ও মুসলিম কর্তৃক ঐকমত্য পোষণকৃত)

[ব্যাখ্যা]

অতঃপর ইমাম নববী (রহিমাল্লাহু) 'লজ্জা ও এর ফযিলত' অধ্যায়ে আবু সাঈদ আল-খুদরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন তাতে উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর নিভৃত কোণে অবস্থানরত কুমারী কন্যার চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন।

(ص: 33) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

العدراء: هي المرأة التي لم تتزوج وهي أشد النساء حياء لأنها لم تتزوج ولم تعاشر الرجال فتجدها حيية في خدرها فرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء منها ولكنه صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يكره عرف ذلك في وجهه يتغير وجهه لكن يستحي عليه الصلاة والسلام وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون حياً لا يتخبط ولا يفعل ما يخجل ولا يفعل ما ينتقد عليه ولكن إذا سمع ما يكره أو رأى ما يكره فإنه يتأثر وليس من الرجولة أن لا تتأثر بشيء لأن الذي لا يتأثر بشيء هو البليد الذي لا يحس لكن تتأثر ويمنعك الحياء أن تفعل ما ينكر أو أن تقول ما ينكر ثم إن الحياء لا يجوز أن يمنع الإنسان من السؤال عن دينه فيما يجب عليه لأن ترك السؤال عن الدين فيما يجب ليس حياء ولكنه خور فالله سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين فكانت المرأة تأتي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي يستحي من ذكره الرجال فلا بد أن يسأل الإنسان عن دينه ولا يستحي

কুমারী: তিনি হলেন সেই নারী যিনি বিবাহ করেননি এবং তিনি নারীদের মধ্যে সর্বাধিক লজ্জাশীলা; কারণ তিনি বিবাহ করেননি এবং পুরুষদের সাথে মেলামেশা করেননি, ফলে তাকে

তার আবরণে লজ্জাশীলা অবস্থায় পাওয়া যায়। আর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার চাইতেও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। তবে তিনি যখন অপছন্দনীয় কোনো কিছু দেখতেন, তখন তা তাঁর চেহারায় ফুটে উঠত এবং তাঁর চেহারা পরিবর্তন হয়ে যেত; তবুও তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লজ্জাবোধ করতেন। মুমিনের জন্যও এমন লজ্জাশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়; সে অসংলগ্ন আচরণ করবে না, লজ্জাজনক কোনো কাজ করবে না এবং এমন কিছু করবে না যার জন্য সে সমালোচিত হয়। তবে যখন সে অপ্রীতিকর কিছু শুনবে বা দেখবে, তখন সে প্রভাবিত হবে। কোনো কিছুতেই প্রভাবিত না হওয়া পৌরুষের পরিচয় নয়; কারণ যে ব্যক্তি কোনো কিছুতেই প্রভাবিত হয় না, সে হলো বোধহীন জড় পদার্থ। বরং আপনি প্রভাবিত হবেন এবং লজ্জা আপনাকে কোনো মন্দ কাজ করা বা কথা বলা থেকে বিরত রাখবে।

অতঃপর, লজ্জা কোনো ব্যক্তিকে তার দ্বীনের আবশ্যকীয় বিষয়াদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে বাধা দেওয়া বৈধ নয়। কারণ আবশ্যকীয় দ্বীনি জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করা বর্জন করা লজ্জা নয়, বরং তা হলো হীনমুণ্ডতা ও ভীৰুতা। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সত্য প্রকাশে লজ্জা বোধ করেন না। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: ‘আনসারী নারীরা কতই না উত্তম! লজ্জা তাদেরকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান অন্বেষণ করতে বাধা দেয়নি।’ এমনকি নারীরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে এমন সব বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেন যা উল্লেখ করতে পুরুষরাও লজ্জা পেত। সুতরাং মানুষকে অবশ্যই তার দ্বীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে হবে এবং এক্ষেত্রে লজ্জা করা যাবে না।

(ص: 34) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ولهذا لما جاء ماعز بن مالك رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء يقر بالزنى يقول إنه زنى فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاء ثانية وقال إنه زنى فأعرض عنه ثم جاء ثالثة وقال إنه زنى فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتوب فيتوب الله عليه فلما جاء الرابعة ناقشة النبي عليه الصلاة والسلام

قال: أبك جنون قال لا يا رسول الله قال أتدري ما الزنى؟ قال: نعم الزنا أن يأتي الرجل من المرأة حراماً ما يأتي الرجل من زوجته حلالاً فقال له: أنكتهأ لا يكني بل صرح هنا مع أن هذا مما يستحي منه لكن الحق لا يستحي منه قال له: أنكتهأ قال: نعم قال حتى غاب ذاك منك في ذلك منها كما يغيب البرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال نعم فهذا شيء يستحي منه لكن في باب الحق لا تستحي جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي

এই কারণেই যখন মা'ইজ ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসলেন, তিনি ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি দিতে আসলেন। তিনি বলছিলেন যে তিনি ব্যভিচার করেছেন, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয়বার আসলেন এবং বললেন যে তিনি ব্যভিচার করেছেন, তখনও তিনি তাঁর থেকে বিমুখ হলেন। এরপর তিনি তৃতীয়বার আসলেন এবং বললেন যে তিনি ব্যভিচার করেছেন, তখনও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর থেকে বিমুখ হলেন; তিনি চাচ্ছিলেন যে লোকটি যেন তওবা করে নেয় এবং আল্লাহ তাঁর তওবা কবুল করেন। অতঃপর যখন তিনি চতুর্থবার আসলেন, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাথে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: 'তোমার কি মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে?' তিনি বললেন: 'না, হে আল্লাহর রাসূল!' তিনি বললেন: 'তুমি কি জানো ব্যভিচার কী?' তিনি বললেন: 'হ্যাঁ, ব্যভিচার হলো একজন পুরুষের কোনো নারীর সাথে হারাম উপায়ে তা-ই করা, যা একজন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে হালাল উপায়ে করে থাকে।' তখন তিনি তাঁকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন: 'তুমি কি তার সাথে সঙ্গম করেছ?' তিনি এখানে কোনো রূপক ব্যবহার না করে বরং স্পষ্টভাবে বললেন, যদিও এটি এমন বিষয় যা নিয়ে লজ্জা বোধ করা হয়, কিন্তু সত্যের ক্ষেত্রে কোনো লজ্জা নেই। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: 'তুমি কি তার সাথে সঙ্গম করেছ?' তিনি বললেন: 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন: 'এমনকি কি তোমার সেটি তার সেটির মধ্যে এমনভাবে প্রবেশ করে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল যেমনটি সুরমাদানিতে শলাকা এবং কূপে বালতির রশি অদৃশ্য হয়ে যায়?' তিনি বললেন: 'হ্যাঁ।' এটি এমন একটি বিষয় যা নিয়ে স্বাভাবিকভাবে লজ্জা বোধ করা হয়, কিন্তু সত্যের ক্ষেত্রে লজ্জা নেই। উম্মে সুলাইম রাসূলুল্লাহ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করতে আসলেন এবং বললেন: ‘হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্য প্রকাশে লজ্জা পান না। নারীর ওপর কি গোসল ফরজ হবে যখন সে...’

(ص: 35) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

احتلمت؟ قال: نعم إذا & هي رأت الماء هذا السؤال ربما يخجل منه الرجل أن يسأله ولا سيما في المجلس لكن أم سليم لم يمنعها الحياء من أن تعرف دينها وتتفقه فيه وعلى هذا فالحياء الذي يمنع من السؤال عما يجب السؤال عنه حياء مذموم ولا ينبغي أن نسيه حياء بل نقول إن هذا خور وجبن وهو من الشيطان فاسأل عن دينك ولا تستح & أما الأشياء التي لا تتعلق بالأمور الواجبة فالحياء خير من عدم الحياء إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ومما يجانب الحياء ما يفعله بعض الناس الآن في الأسواق من الكلام البذيء السيئ أو الأفعال السيئة أو ما أشبه ذلك فذلك يجب على الإنسان أن يكون حياء إلا في أمر يجب عليه معرفته فلا يستحي من الحق

স্বপ্নদোষ হয়েছে কি? তিনি বললেন: হ্যাঁ, যদি সে তরল (বীর্য) দেখতে পায়। এই প্রশ্নটি করতে সম্ভবত একজন পুরুষও লজ্জা বোধ করবে, বিশেষ করে কোনো মজলিসে; কিন্তু উম্মু সুলাইমকে তাঁর লজ্জা দ্বীন সম্পর্কে জানতে এবং তাতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে বাধা দেয়নি। এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, যে লজ্জা এমন বিষয়ে প্রশ্ন করতে বাধা দেয় যে বিষয়ে প্রশ্ন করা আবশ্যিক, তা নিন্দনীয় লজ্জা। একে আমাদের 'লজ্জা' বলা উচিত নয়, বরং আমরা বলব যে এটি হীনমুণ্যতা ও ভীর্ণতা এবং তা শয়তানের পক্ষ থেকে। অতএব, আপনার দ্বীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন এবং লজ্জা করবেন না। আর যেসব বিষয় আবশ্যকীয় বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, সে ক্ষেত্রে লজ্জাশীল হওয়া নির্লজ্জতার চেয়ে উত্তম। পূর্ববর্তী নবুওয়াতের বাণী থেকে

মানুষ যা লাভ করেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো: 'যদি তোমার লজ্জা না থাকে, তবে যা ইচ্ছা তা-ই করো।' আর লজ্জার পরিপন্থী বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত হলো বর্তমানে বাজারে কিছু মানুষের অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ কথাবার্তা, মন্দ কাজ বা এই জাতীয় আচরণ। তাই মানুষের কর্তব্য হলো লজ্জাশীল হওয়া, তবে এমন বিষয় ব্যতীত যা জানা তার জন্য অপরিহার্য; কেননা সত্যের ব্যাপারে লজ্জা করা সংগত নয়।

(ص: 36) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب حفظ السر

قال الله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا}

685 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يقضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها رواه مسلم

[الشرح]

قال الإمام النووي رحمه الله (باب حفظ السر) والسر هو ما يقع خفية بينك وبين صاحبك ولا يحل لك أن تفشي هذا السر أو أن تبينه لأحد سواء قال لك لا تبينه لأحد أو علم بالقرينة الفعلية أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد أو علم بالقرينة الحالية أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد.

مثال الأول: اللفظ أن يحدثك بحديث ثم يقول لا تخبر أحدا هو معك أمانة ومثال الثاني: القرينة الفعلية أن يحدثك وهو في حال حديثه إياك يلتفت

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: {আর তোমরা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো, নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে}

৬৮৫ - আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: নিশ্চয়ই কিয়ামত দিবসে আল্লাহর নিকট মর্যাদার দিক থেকে নিকৃষ্টতম ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর সাথে একান্তে মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তার সাথে একান্তে মিলিত হয়, অতঃপর সে তার স্ত্রীর গোপন বিষয় প্রকাশ করে দেয়। (মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: (গোপনীয়তা রক্ষার অধ্যায়)। আর 'গোপন বিষয়' (সিরর) হলো যা আপনার ও আপনার সঙ্গীর মাঝে সংগোপনে সংঘটিত হয়। আপনার জন্য এই গোপন বিষয়টি ফাঁস করা বা অন্য কারো কাছে প্রকাশ করা বৈধ নয়; চাই সে আপনাকে বলুক যে "কাউকে বলো না", অথবা কাজের মাধ্যমে (কারিনা ফিলিইয়াহ) প্রতীয়মান হয় যে সে চাচ্ছে না কেউ এ বিষয়ে অবগত হোক, কিংবা অবস্থার প্রেক্ষিতে (কারিনা হালিইয়াহ) বোঝা যায় যে সে চাচ্ছে না কেউ এটা জানুক।

প্রথমটির উদাহরণ: মৌখিক প্রকাশ, যেমন সে আপনার সাথে কোনো কথা বলল এবং তারপর বলল যে "কাউকে বলবে না, এটি তোমার কাছে আমানত"। আর দ্বিতীয়টির উদাহরণ: কাজের মাধ্যমে ইঙ্গিত পাওয়া, যেমন সে আপনার সাথে কথা বলার সময় এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে (যাতে অন্য কেউ শুনতে না পায়)।

(ص: 37) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

يخشى أن يكون أحد يسمع لأن معنى التفاته أنه لا يجب أن يطلع عليه أحد ومثال الثالث: القرينة الحالية أن يكون هذا الذي حدثك به أو أخبرك به من الأمور التي يستحي من ذكرها أو يخشى من ذكرها أو ما أشبه ذلك فلا يحل لك أن تبين

وتفشي هذا السر ثم استدل المؤلف رحمه الله لذلك بقوله تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا يَعْنِي إِذَا عَاهَدْتُمْ عَلَى شَيْءٍ بِلِسَانِ الْحَالِ أَوْ بِلِسَانِ الْمَقَالِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَمِنَ الْعَهْدِ الشُّرُوطُ الَّتِي تَقَعُ بَيْنَ النَّاسِ فِي الشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ وَالِاسْتِئْجَارِ وَالرَّهْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّ هَذِهِ الشُّرُوطُ مِنَ الْعَهْدِ وَكَذَلِكَ مَا يَجْرِي بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكَافِرِينَ مِنَ الْعَهْدِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَوْفُوا بِهِ وَالْمُعَاهِدِينَ مِنَ الْكَافِرِينَ بَيْنَ اللَّهِ فِي سُورَةِ التَّوْبَةِ أَنَّهُمْ يَنْقَسِبُونَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ قَسَمٌ: لَا يَزَالُونَ يَوْفُونَ بِالْعَهْدِ فَهَؤُلَاءِ يَجِبُ أَنْ نُوفِيَ بِعَهْدِهِمْ. وقسم ثانٍ: نَقَضُوا الْعَهْدَ فَهَؤُلَاءِ لَا عَهْدَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ لِأَنَّهُمْ نَقَضُوا الْعَهْدَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَبُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَوُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ}

তিনি শঙ্কা করছেন যে কেউ শুনছে কি না, কারণ তাঁর এদিক-ওদিক তাকানোর অর্থ হলো তিনি চান না যে কেউ বিষয়টি অবগত হোক। তৃতীয় উদাহরণ হলো: পারিপার্শ্বিক আলামত; অর্থাৎ তিনি আপনাকে যে বিষয়ে কথা বলেছেন বা সংবাদ দিয়েছেন তা এমন বিষয় যা উল্লেখ করতে তিনি লজ্জাবোধ করেন কিংবা তা প্রকাশ হওয়াকে ভয় পান অথবা এই জাতীয় কোনো বিষয়। এমতাবস্থায় আপনার জন্য এই গোপন কথাটি প্রকাশ করা বা ফাঁস করা বৈধ নয়। অতঃপর গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) এর স্বপক্ষে মহান আল্লাহর বাণী দ্বারা দলিল পেশ করেছেন: "তোমরা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো, নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" অর্থাৎ, যখন তোমরা কোনো বিষয়ে মৌখিক কিংবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার মাধ্যমে অঙ্গীকারবদ্ধ হও, তখন তোমাদের জন্য সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা আবশ্যিক। আর প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত হলো সেই সকল শর্তাবলি যা ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, নিয়োগ ও বন্ধক এবং এজাতীয় অন্যান্য বিষয়ে মানুষের মধ্যে সংঘটিত হয়; কেননা এই শর্তাবলি প্রতিশ্রুতিরই অংশ। একইভাবে মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যে যে সন্ধি বা অঙ্গীকার সম্পাদিত হয়, তা পূর্ণ করাও মুসলিমদের ওপর আবশ্যিক। আর কাফিরদের মধ্য থেকে চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ সূরা আত-তাওবাহ-তে বর্ণনা করেছেন যে, তারা তিন প্রকারে বিভক্ত। প্রথম প্রকার: যারা নিয়মিত অঙ্গীকার পূর্ণ করে চলেছে, সুতরাং আমাদের ওপর তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা আবশ্যিক।

দ্বিতীয় প্রকার: যারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে; তাদের সাথে আমাদের আর কোনো অঙ্গীকার অবশিষ্ট নেই, কারণ তারা তা লঙ্ঘন করেছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না যারা তাদের শপথ ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলকে বহিষ্কারের সংকল্প করেছে, আর তারাই প্রথমবার তোমাদের সাথে শত্রুতা শুরু করেছে?"

(স: 38) ھرح رفاض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وقسم ثالث لم ينقضوا العهد ولم يتبين لنا أنهم سيستمرون في الوفاء به بل نخاف منهم أن يخونوا وينقضوا العهد فهؤلاء قال الله فيهم {وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} & يعني قل لهم لا عهد بيننا وبينكم حتى يكون الأمر صريحاً فالهم أن جميع ما يشترط بين الناس فإنه من المعهود ومن ذلك التزام الموظفين بأداء عملهم فإن الموظف قد التزم بالشروط التي تشترطها الحكومة على الموظفين من الحضور في أول الدوام وعدم الخروج إلا بعد انتهاء الدوام والنصح في العمل وما أشبه ذلك مما هو معروف في ديوان الخدمة فالواجب الوفاء بهذه العهود وإلا فأتارك الوظيفة وكن حراً فيما تعمل لأن الوظيفة لم تلزم بها بل أنت الذي أتيت وتوظفت فيجب أن تلتزم بما تقتضيه شروط هذه الوظيفة من كل شيء وإلا فدعها وكن حراً فيما تريد ولا أحد يحاسبك إلا الله عز وجل ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة أشر هذه لغة قليلة لأن اللغة الكثيرة حذف الهزة فخير وشر الأكثر فيهما في اللغة حذف الهزة لا يقال أخير ولا أشر إلا قليلاً وإنما يقال خير وشر قال

তৃতীয় একটি দল হলো তারা যারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেনি এবং আমাদের কাছে এমন কোনো স্পষ্ট প্রমাণও নেই যে তারা ভবিষ্যতে তা রক্ষা করে চলবে, বরং আমরা আশঙ্কা করি যে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে পারে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "যদি তুমি কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা করো, তবে তুমিও তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি সরাসরি বাতিল ঘোষণা করো।" অর্থাৎ, আপনি তাদের বলে দিন যে, আমাদের ও তোমাদের মাঝে আর কোনো অঙ্গীকার অবশিষ্ট নেই যাতে বিষয়টি উভয় পক্ষের নিকট পরীক্ষার হয়ে যায়। মূল কথা হলো, মানুষের মধ্যে যে সকল শর্তারোপ করা হয় তা অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত। এর অন্যতম উদাহরণ হলো কর্মচারীদের নিজ দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকা। একজন কর্মচারী সেই সকল শর্ত পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে যা সরকার কর্মচারীদের ওপর আরোপ করে; যেমন—কর্মসময়ের শুরুতে উপস্থিত হওয়া, নির্ধারিত সময়ের আগে কর্মস্থল ত্যাগ না করা, কাজে নিষ্ঠা বজায় রাখা এবং সরকারি চাকরিবিধিতে যা কিছু পরিচিত রয়েছে তা মেনে চলা। সুতরাং এই অঙ্গীকারগুলো পূর্ণ করা আবশ্যিক; অন্যথায় চাকরি ছেড়ে দিন এবং নিজ কাজে স্বাধীন হয়ে যান। কারণ এই চাকরি আপনার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়নি, বরং আপনি নিজেই এসে চাকরিতে যোগদান করেছেন। তাই এই চাকরির শর্তাবলি যা কিছু দাবি করে, তা মেনে চলা আপনার জন্য অপরিহার্য। নতুবা তা ছেড়ে দিন এবং যা ইচ্ছা করতে আপনি স্বাধীন থাকুন, তখন মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ আপনার হিসাব গ্রহণ করবে না। এরপর তিনি আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক থেকে সবচাইতে নিকৃষ্ট মানুষের অন্তর্ভুক্ত হলো সেই ব্যক্তি..."। এখানে 'আশারর' (সবচেয়ে নিকৃষ্ট) শব্দটি ব্যাকরণগতভাবে কম ব্যবহৃত রূপ; কারণ এই জাতীয় শব্দের শুরুতে হামযা বিলুপ্ত করাই অধিক প্রচলিত নিয়ম। 'খাইর' (উত্তম) ও 'শার' (নিকৃষ্ট) শব্দ দুটির ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় হামযা বিলুপ্ত করে ব্যবহার করাই ব্যাকরণসম্মত রীতি। খুব সামান্য ক্ষেত্রে ব্যতীত 'আখইয়ার' বা 'আশারর' বলা হয় না, বরং সাধারণত 'খাইর' ও 'শার' বলা হয়। তিনি বলেন—

الله تعالى: {أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا} وقال تعالى: {فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا} حذف الهمزة في خير وشر لكن يأتي ذكرها أحياناً بناء على الأصل.

فهنا إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه يعني بذلك الزوجة فيصبح ينشر سرها أو هي أيضاً تصبح تنشر سره فيقول فعلت في امرأتي البارحة كذا وفعلت كذا والعياذ بالله فالغائب كأنه يشاهد كأنه بينهما في الفراش والعياذ بالله يخبره بالشيء السر الذي لا تحب الزوجة أن يطلع عليه أحد أو الزوجة كذلك تخبر النساء بأن زوجها يفعل بها كذا وكذا وكل هذا حرام ولا يحل وهو من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة فالواجب أن الأمور السرية في البيوت وفي الفراش وفي غيرها تحفظ وألا يطلع عليها أحدا أبداً فإن من حفظ سر أخيه حفظ الله سره فالجزاء من جنس العمل

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: {সেদিন জান্নাতবাসীদের আবাসস্থল হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে অতি মনোরম}। এবং তিনি আরও ইরশাদ করেছেন: {অচিরেই তারা জানতে পারবে কার স্থান নিকৃষ্ট এবং কার দলবল দুর্বল}। 'খায়র' (উত্তম) ও 'শার' (অধম) শব্দদ্বয়ে হামযাহ বিলোপ করা হয়েছে, তবে মূলগত রূপের ভিত্তিতে কখনও কখনও তা উল্লেখ করা হয়।

এখানে নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মর্যাদার দিক থেকে নিকৃষ্টতম ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হলো সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর সাথে একান্তে মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তার সাথে একান্তে মিলিত হয়—অর্থাৎ এখানে স্ত্রী উদ্দেশ্য—অতঃপর সে তার গোপন বিষয় প্রচার করে বেড়ায় অথবা স্ত্রীও তদ্রূপ তার গোপন বিষয় প্রচার করতে থাকে। সে বলে বেড়ায়, 'গত রাতে আমি আমার স্ত্রীর সাথে এমন এমন করেছি'—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এতে অনুপস্থিত ব্যক্তি যেন সবকিছু সচক্ষে দেখছে এবং সে যেন তাদের সাথে বিছানায় উপস্থিত রয়েছে—নাউযুবিল্লাহ। সে তাকে এমন গোপনীয় বিষয় বলে দেয় যা তার স্ত্রী চায় না যে অন্য কেউ জানুক। অথবা স্ত্রীও একইভাবে অন্য নারীদের নিকট বলে বেড়ায় যে তার স্বামী তার

সাথে এমন এমন আচরণ করে। এসবই হারাম এবং তা বৈধ নয়; আর সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মর্যাদার দিক থেকে নিকৃষ্টতম ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং ঘরোয়া ও শয়্যাগত যাবতীয় গোপনীয় বিষয়সমূহ হিফায়ত করা ওয়াজিব এবং তা যেন অন্য কেউ জানতে না পারে। কারণ যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের গোপন বিষয় রক্ষা করবে, আল্লাহও তার গোপন বিষয় রক্ষা করবেন; আর কর্মফল তো কর্মের ধরন অনুযায়ীই হয়ে থাকে।

(ص: 40) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

688 - وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا فبعثني في حاجة فأبطأت على أمي فلما جئت قالت ما حبسك فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة قالت ما حاجته؟ قلت إنها سر قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم وروى البخاري بعضه مختصرا

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب حفظ السر فيها نقله عن ثابت عن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يلعب مع الصبيان فسلم عليهم يعني سلم على الصبيان وهم يلعبون لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقاً فكان يمر بالصبيان فيسلم عليهم ثم دعا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرسله في حاجة فأبطأ على أمه وأمه هي أم سليم امرأة أبي

طلحة فلما جاء إليها سألتها ما الذي أبطأ بك قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة يعني أرسلني بها قالت ما حاجته قال ما كنت لأخبر بسر رسول الله

৬৮৮ - সাবিত থেকে বর্ণিত, আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার নিকট আসলেন যখন আমি বালকদের সাথে খেলা করছিলাম। তিনি আমাদের সালাম দিলেন এবং আমাকে একটি প্রয়োজনে পাঠালেন। ফলে আমার মায়ের নিকট ফিরতে আমার দেরি হয়ে গেল। যখন আমি আসলাম, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কিসে তোমাকে আটকে রেখেছিল?" আমি বললাম, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে একটি প্রয়োজনে পাঠিয়েছিলেন।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তাঁর কী প্রয়োজন ছিল?" আমি বললাম, "এটি একটি গোপন বিষয়।" তিনি বললেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গোপন কথা কখনো কাউকেও বলবে না।" আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: আল্লাহর কসম, আমি যদি তা কাউকেও বলতাম, তবে তোমাকেই বলতাম হে সাবিত।

ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী এর কিছু অংশ সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাল্লাহু) 'গোপনীয়তা রক্ষা' বিষয়ক অধ্যায়ে সাবিত সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খাদেম আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন যখন তিনি শিশুদের সাথে খেলা করছিলেন। তিনি তাঁদের সালাম দিলেন, অর্থাৎ তিনি শিশুদের সালাম দিলেন যখন তারা খেলাধুলা করছিল। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী; তিনি শিশুদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের সালাম দিতেন। এরপর তিনি আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে ডাকলেন এবং একটি প্রয়োজনে পাঠালেন, ফলে তিনি তাঁর মায়ের নিকট পৌঁছাতে দেরি করলেন। তাঁর মা ছিলেন আবু তালহার স্ত্রী উম্মে সুলাইম। যখন তিনি তাঁর নিকট আসলেন, মা জিজ্ঞেস করলেন, "কিসে তোমাকে বিলম্বিত করল?" তিনি বললেন, "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) আমাকে একটি প্রয়োজনে পাঠিয়েছেন।" মা জিজ্ঞেস করলেন, "তাঁর কী প্রয়োজন ছিল?" তিনি বললেন, "আমি রাসূলুল্লাহর গোপন বিষয় প্রকাশ করার ছিলাম না।"

(ص: 41) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

صلى الله عليه وسلم فقالت لا تخبرن أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس لثابت وكان ملازماً له لو كنت مخبراً أحداً بذلك & لأخبرتكم به أي بالحاجة التي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بها ففي هذا الحديث فوائد أولاً: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه الجرم وأنه على شرفه ومكانته وجأهه عند الله وعند خلقه يتواضع حتى يسلم على الصبيان وهم يلعبون في السوق ومن منا يفعل ذلك إلا من شاء الله ثانياً: من فوائد هذا الحديث أنه يسن للإنسان أن يسلم على من مر به ولو كان من الصبيان لأن السلام دعاء تدعو لأخيك به تقول السلام عليك وردة دعاء لك يقول عليك السلام ولأنك إذا سلمت على الصبيان عودتهم التربية الحسنة حتى ينشئوا عليها ويعيشوا عليها ويكون لك أجر في كل ما اهتموا بل فيه فكل شيء يهتدي فيه بك الناس من أمور الخير لك فيه أجر ثالثاً: جواز إرسال الصبي بالحاجة لكن بشرط أن يكون مأموناً أما إذا كان غير مأمون بأن يكون الصبي كثير اللعب ولا يهتم بالحوائج فلا تعتمد عليه رابعاً: ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أن الصبي إذا جاءك

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোপন কথা কাউকে বলবে না। আনাস (রা.) সাবেতকে—যিনি তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলেন—বললেন, "যদি আমি এ বিষয়ে কাউকে জানাতাম, তবে অবশ্যই তোমাকেই জানাতাম।" অর্থাৎ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে যে প্রয়োজনে পাঠিয়েছিলেন। এই হাদিসটিতে বেশ কিছু শিক্ষা রয়েছে— প্রথমত: নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুমহান চরিত্র ও তাঁর অগাধ বিনয়; আল্লাহ তাআলার নিকট এবং তাঁর সৃষ্টির নিকট তাঁর সুউচ্চ মর্যাদা ও সম্মান থাকা সত্ত্বেও তিনি এতটাই বিনয়ী ছিলেন যে, বাজারে খেলাধুলায় মগ্ন শিশুদেরও তিনি সালাম দিতেন। আল্লাহ যাকে তাওফিক দিয়েছেন, তিনি ব্যতীত আমাদের মধ্যে আর কে এমনটি করে? দ্বিতীয়ত: এই হাদিসের অন্যতম শিক্ষা হলো—মানুষ যখন কাউকে অতিক্রম করবে তখন তাকে সালাম দেওয়া সুন্নাত, যদিও তারা শিশু হয়। কেননা সালাম হলো একটি দুআ যা আপনি আপনার ভাইয়ের জন্য করে থাকেন; আপনি বলেন 'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক', আর এর প্রতিদানস্বরূপ সেও আপনার জন্য দুআ করে বলে 'আপনার ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক'। এছাড়া আপনি যখন শিশুদের সালাম দেবেন, তখন এটি তাদের উত্তম তরবিয়ত বা শিষ্টাচারের ওপর অভ্যস্ত করে তুলবে, যাতে তারা এর ওপরই বেড়ে ওঠে এবং জীবন অতিবাহিত করে। আর তারা আপনার মাধ্যমে যা কিছু সঠিক পথের দিশা পাবে, তার সওয়াব আপনার আমলনামায় যুক্ত হবে; বরং প্রতিটি কল্যাণকর কাজে মানুষ যদি আপনার মাধ্যমে পথনির্দেশ লাভ করে, তবে আপনি তার সওয়াব পাবেন। তৃতীয়ত: কোনো প্রয়োজনে শিশুকে পাঠানো বৈধ, তবে শর্ত হলো তাকে বিশ্বস্ত হতে হবে। কিন্তু যদি সে বিশ্বস্ত না হয়—অর্থাৎ শিশুটি যদি অধিক খেলাধুলাপ্রিয় হয় এবং কাজের প্রতি গুরুত্ব না দেয়—তবে তার ওপর নির্ভর করা যাবে না। চতুর্থত: ফকিহগণ (রহিমাহুমুল্লাহ) যা উল্লেখ করেছেন তা হলো, যখন কোনো শিশু আপনার কাছে আসে...

(ص: 42) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

بحاجة وقال هذه من أبي هذه من أمي وما أشبه ذلك فلك أن تقبلها وإن كان هو بنفسه لا يملك أن يتبرع من ماله بشيء لكن إذا جاءك على أنه مرسل وقال هذا من أبي جاءك مثلاً بتمر جاءك ببطيخ جاءك بثوب بأي شيء إذا جاءك فأقبله ولا تقل هذا صبي ربما سرقها ربما كذا ربما كذا أخذاً بالظاهر.

خامساً: مراعاة الوالدة والأهل وأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجة وخاف أن يبطل عليهم أن يخبرهم إذا لم تفت الحاجة بذلك يعني إذا خرجت من أهلك فينبغي أن تقول خرجت للجهة الفلانية حتى يطمئنوا ولا تشغل خواطرهم والإنسان لا يدري ربما يذهب إلى الجهة الفلانية ويصاب بحادث أو مرض أو غيره فإذا لم يكن معلوماً بقي أمره مشكلاً عند أهله فينبغي إذا أردت أن تذهب إلى شيء غير معتاد أن تخبرهم بوجهتك أما الشيء المعتاد مثل الخروج إلى المسجد وما أشبهه فلا بأس مثلاً إذا أردت أن تذهب إلى بلدك قلت لهم اليوم أذهب إلى المكان الفلاني أو تريد أن تذهب في نزهة فأخبرهم حتى يطمئنوا سادساً أنه لا يجوز للإنسان أن

যখন কোনো শিশু কিছু নিয়ে আসে এবং বলে, "এটি আমার বাবার পক্ষ থেকে," অথবা "এটি আমার মায়ের পক্ষ থেকে," কিংবা এই জাতীয় কিছু বলে, তবে আপনার জন্য তা গ্রহণ করা বৈধ। যদিও সে নিজে তার সম্পদ থেকে কোনো কিছু দান করার অধিকার রাখে না, কিন্তু সে যখন প্রেরিত বাহক হিসেবে আপনার কাছে আসে এবং বলে, "এটি আমার বাবার পক্ষ থেকে,"—যেমন ধরুন সে খেজুর, তরমুজ, কাপড় কিংবা অন্য যেকোনো কিছু নিয়ে এল—তবে তা গ্রহণ করুন। এমন কথা বলবেন না যে, 'এটি একটি বালক, সম্ভবত সে এটি চুরি করেছে,' কিংবা এই জাতীয় কোনো সংশয় প্রকাশ করবেন না; বরং বাহ্যিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করেই তা গ্রহণ করবেন।

পঞ্চম: মাতা ও পরিবারের প্রতি লক্ষ্য রাখা। কোনো ব্যক্তি যদি কোনো প্রয়োজনে বাইরে যেতে চায় এবং তার ফিরতে দেরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে তার উচিত পরিবারকে সে বিষয়ে অবহিত করা—যদি না এতে তার কাজ পণ্ড হওয়ার ভয় থাকে। অর্থাৎ, আপনি যখন আপনার পরিবার ছেড়ে বের হবেন, তখন আপনার বলা উচিত যে আপনি অমুক দিকে বা অমুক স্থানে যাচ্ছেন, যাতে তারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারে এবং তাদের মনে উদ্বেগের সৃষ্টি না হয়। মানুষ জানে না, হয়তো সে কোনো স্থানে গেল এবং সেখানে কোনো দুর্ঘটনা, অসুস্থতা কিংবা অন্য কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলো; এমতাবস্থায় যদি তার অবস্থান জানা না থাকে, তবে বিষয়টি তার পরিবারের জন্য অত্যন্ত সংকটপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং আপনি যখন নিয়মিত অভ্যাসের বাইরে কোথাও যেতে চাইবেন, তখন আপনার গন্তব্য সম্পর্কে তাদের জানিয়ে দেওয়া উচিত। তবে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হওয়া বা এই জাতীয় প্রাত্যহিক ও সাধারণ বিষয়ের ক্ষেত্রে না

জানাতেও কোনো অসুবিধা নেই। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি কোথাও ভ্রমণে যেতে চান, তবে তাদের বলে দিন যে আজ আমি অমুক স্থানে যাচ্ছি, যাতে তারা আশ্বস্ত থাকতে পারে। ষষ্ঠ: কোনো ব্যক্তির জন্য এটি বৈধ নয় যে—

(ص: 43) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

يبدى سر شخص حتى لأمه وأبيه فلو أن إنساناً أرسلك في حاجة ثم قال لك أبوك ما الذي أرسلك به لا تخبره ولو كان أباك أو قالت أمك ما الذي أرسلك به لا تخبرها ولو كانت أمك لأن هذا من أسرار الناس ولا يجوز إبدائها لأحد سابعاً: حسن تربية أم سليم لابنها حيث قالت لا تخبرن أحداً بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنها قالت له ذلك مع أنه لم يخبرها ولم يخبر غيرها تأييداً له وتثبيتاً له وإقامة للعذر له لأنه أبى أن يخبرها بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تخبرن به أحداً كأنها تقول أنا أوافقك على هذا فاستمسك به ثامناً: إظهار محبة أنس لثابت لأنه ملازم له ولهذا تجده يروى عنه كثيراً ولهذا قال له لو كنت مخبراً أحداً لأخبرتكم هذا يدل على المحبة بين أنس وبين تلميذه ثابت وهكذا أيضاً ينبغي أن تكون المودة بين التلاميذ ومعلمهم متبادلة لأنه إذا لم يكن بين التلميذ والمعلم مودة فإن التلميذ لا يقبل كل ما قاله معلمه كذلك المعلم لا ينشط لتعليم تلميذه ولا يهتم به كثيراً فإذا صارت المودة بينهم متبادلة حصل بهذا خيراً كثيراً

কারও গোপন রহস্য প্রকাশ করা যাবে না, এমনকি তার মা-বাবার কাছেও নয়। যদি কোনো ব্যক্তি আপনাকে কোনো প্রয়োজনে পাঠায় এবং এরপর আপনার পিতা আপনাকে জিজ্ঞেস করেন, "তিনি আপনাকে কী উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন?", তবে আপনি তাকে বলবেন না—যদিও তিনি আপনার পিতা হন। অথবা আপনার মা যদি জিজ্ঞেস করেন, "তিনি আপনাকে কী

উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন?", তবে তাকেও জানাবেন না—যদিও তিনি আপনার মা হন। কারণ এটি মানুষের আমানত ও গোপন বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত, যা কারও কাছে প্রকাশ করা বৈধ নয়।

সপ্তমতঃ উম্মে সুলাইমের তাঁর পুত্রের প্রতি উত্তম লালন-পালন ও শিষ্টাচার শিক্ষাদান; যখন তিনি বললেন, "তুমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন রহস্য কাউকে বলবে না।" তিনি তাকে একথার সমর্থন ও দৃঢ় করার জন্য এবং তার ওজরের গ্রহণযোগ্যতা প্রদানের জন্যই এটি বলেছিলেন; কারণ আনাস (রা.) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন কথা তাকে জানাতে অস্বীকার করেছিলেন। তাই তিনি বললেন, "কাউকেও এটি জানাবে না।" যেন তিনি বলছেন, "আমি তোমার এই অবস্থানের সাথে একমত, সুতরাং তুমি এর ওপর অটল থাকো।" অষ্টমতঃ ছাবিতের প্রতি আনাস (রা.)-এর ভালোবাসা প্রকাশ পাওয়া; কারণ তিনি সর্বদা তাঁর সাথে থাকতেন। এই কারণেই দেখা যায় যে, তিনি তাঁর থেকে অধিক বর্ণনা করেছেন। আর একারণেই তিনি তাকে বলেছিলেন, "আমি যদি কাউকে বিষয়টি জানাতাম, তবে তোমাকেই জানাতাম।" এটি আনাস (রা.) এবং তাঁর ছাত্র ছাবিতের মধ্যকার গভীর ভালোবাসার পরিচয় বহন করে। অনুরূপভাবে শিক্ষক ও ছাত্রদের মাঝে পারস্পরিক হৃদয়তা থাকা আবশ্যিক। কারণ যদি ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে মহব্বত না থাকে, তবে ছাত্র তার শিক্ষকের প্রতিটি কথা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে না। তেমনিভাবে শিক্ষকও তার ছাত্রকে শিক্ষাদানে উৎসাহ বোধ করেন না এবং তার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন না। সুতরাং যখন তাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও হৃদয়তা সৃষ্টি হয়, তখন এর মাধ্যমে প্রভূত কল্যাণ অর্জিত হয়।

(ص: 44) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

بَابُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَإِنْ جَازَ الْوَعْدُ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ}

[الشَّرْحُ]

قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (بَابُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَإِنْ جَازَ الْوَعْدُ) الْعَهْدُ: مَا يَعْهَدُ الْإِنْسَانُ بِهِ غَيْرَهُ وَهُوَ نَوْعَانِ عَهْدٌ مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا فَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ الْعَهْدَ عَلَى عِبَادِهِ جَمِيعًا أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا لِأَنَّهُ رَبُّهُمْ وَخَالِقُهُمْ

প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং অঙ্গীকার পূর্ণ করা বিষয়ক অধ্যায়

আল্লাহ তাআলা বলেন: "এবং তোমরা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" এবং তিনি আরও বলেন: "এবং তোমরা যখন আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করো, তখন সেই অঙ্গীকার পূর্ণ করো।" এবং তিনি বলেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো।" তিনি আরও বলেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা যা করো না, তা কেন বলো? তোমরা যা করো না, তা বলা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ক্রোধের বিষয়।"

[ব্যাক্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন) বলেন: (প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং অঙ্গীকার পূর্ণ করা বিষয়ক অধ্যায়)। 'আহদ' বা প্রতিশ্রুতি হলো: মানুষ অন্য কারো সাথে যে অঙ্গীকার করে। এটি দুই প্রকার; (প্রথমত) মহান আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর কিতাবে বলেছেন: "আর স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন এবং তাদের নিজেদের ওপর সাক্ষ্য রেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' তারা বলল, 'অবশ্যই, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি'।" আল্লাহ তাঁর সকল বান্দার নিকট থেকে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে, তারা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না; কারণ তিনি তাদের প্রতিপালক এবং তাদের স্রষ্টা।

وعهد مع عباد الله ومنه العهود التي تقع بين الناس بين الإنسان وبين أخيه المسلم بين المسلمين وبين الكفار وغير ذلك من العهود المعروفة فقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعهد فقال عز وجل: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} يعني أن الوفاء بالعهد مسئول عنه الإنسان يوم القيامة يسأل عن عهده هل وفي به أم لا وقال تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} يعني ولا تخلفوا العهد وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} والإنسان إذا عاهد ولم يف فقد قال ما لا يفعل فمثلاً لو قلت لشخص عاهدتك ألا أخبر بالسِر الذي بيني وبينك أو عاهدتك ألا أخبر بها صنعت في كذا وكذا ثم نقضت وأخبرت فهذا من القول بما لا يفعل: {لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ} وقوله: {كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ} يعني كبر بغضاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فإن الله يبغض هذا الشيء ويحب الموفين بالعهد إذا عاهدوا

আল্লাহর বান্দাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার; যার অন্তর্ভুক্ত হলো মানুষের মাঝে সম্পাদিত প্রতিশ্রুতিসমূহ—যেমন একজন মানুষ ও তার মুসলিম ভাইয়ের মধ্যে, মুসলমানদের ও অমুসলিমদের মধ্যে এবং এজাতীয় অন্যান্য পরিচিত সকল ধরনের অঙ্গীকার। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ অঙ্গীকার পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন; তিনি মহিমাম্বিত ও সুউচ্চ কণ্ঠে বলেছেন: "তোমরা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে (কিয়ামতের দিনে) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি রক্ষার বিষয়ে কিয়ামতের দিন মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে; তাকে তার অঙ্গীকার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে যে, সে কি তা পূর্ণ করেছে নাকি করেনি। মহান আল্লাহ আরও বলেছেন: "তোমরা যখন পরস্পর অঙ্গীকার করো, তখন আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করো।" অর্থাৎ তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করো না। মহান আল্লাহ আরও ইরশাদ করেছেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা যা করো না, তা কেন বলো? তোমরা যা করো না, তা বলা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ক্রোধের বিষয়।" মানুষ যখন কোনো অঙ্গীকার করে এবং তা পূর্ণ করে না, তখন সে প্রকৃতপক্ষে এমন কিছু বলল যা সে বাস্তবে করে না। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি কাউকে

বলেন, 'আমি তোমার সাথে অঙ্গীকার করছি যে আমাদের মধ্যকার এই গোপন বিষয়টি কাউকে বলব না', অথবা বললেন, 'আমি অঙ্গীকার করছি যে অমুক বিষয়ে তুমি যা করেছ তা আমি প্রকাশ করব না', অতঃপর আপনি সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করলেন এবং তা অন্যকে জানিয়ে দিলেন—তবে এটিই হলো সেই কথা যা কাজ দিয়ে বাস্তবায়ন করা হয়নি: "তোমরা যা করো না, তা কেন বলো?" আর তাঁর বাণী: "আল্লাহর নিকট এটি অত্যন্ত ক্রোধের বিষয়"—এর অর্থ হলো, তোমরা যা করো না তা বলা আল্লাহর কাছে চরম ঘৃণা ও অসন্তুষ্টির বিষয়। কেননা আল্লাহ এই আচরণটিকে ঘৃণা করেন এবং যারা অঙ্গীকার করার পর তা নিষ্ঠার সাথে পূর্ণ করে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।

(ص: 46) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

- 689 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم
- 690 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر متفق عليه
- 691 - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا فلم يجيء مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنأدى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا فأتيته وقلت له أن

النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا فحشى لي حثية فعددتها فإذا هي خمسمائة فقال لي خذ مثلها متفق عليه.

৬৮৯ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি: যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে এবং যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় তখন সে খেয়ানত করে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

মুসলিমের এক বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে: "যদিও সে রোজা রাখে, নামাজ আদায় করে এবং ধারণা করে যে সে একজন মুসলিম।"

৬৯০ - আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: চারটি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক হবে। আর যার মধ্যে এগুলোর কোনো একটি বৈশিষ্ট্য থাকবে, তার মধ্যে মুনাফেকির একটি দিক থাকবে যতক্ষণ না সে তা বর্জন করে: যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় সে খেয়ানত করে, যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করে এবং যখন বিবাদে লিপ্ত হয় তখন সে অন্যায় ও অশ্লীল আচরণ করে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

৬৯১ - জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বলেছিলেন: "যদি বাহরাইনের সম্পদ আসত, তবে আমি তোমাকে এভাবে, এভাবে এবং এভাবে (অঞ্জলি ভরে) দিতাম।" কিন্তু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত বাহরাইনের সম্পদ আসেনি। অতঃপর যখন বাহরাইনের সম্পদ এল, তখন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নির্দেশ দিলেন এবং একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করল: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে যদি কারো কোনো প্রতিশ্রুতি বা ঋণ পাওনা থাকে, সে যেন আমাদের কাছে আসে।" তখন আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং বললাম যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে এরূপ বলেছিলেন। তখন তিনি অঞ্জলি ভরে আমাকে এক মুঠি দিলেন। আমি তা গণনা করে দেখলাম যে তা পাঁচশত (মুদ্রা), তখন তিনি বলেন: "এর সমপরিমাণ আরও দুই বার গ্রহণ করো।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[الشَّرْحُ]

نقل المؤلف رحمه الله في باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث أيته يعني علامته ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان يعني أن هذه من علامات المنافقين إذا رأيت الرجل يكذب وإذا حدث ويخلف إذا وعد ويخون إذا أؤتمن فهذه من علامات المنافقين لأن أصل المنافق مبني على التورية والستر يستر الخبيث ويظهر الطيب يستر الكفر ويظهر الإيمان. والكاذب كذلك يخبر بخلاف الواقع والواعد الذي يعد ويخلف كذلك وكذلك الذي يخون إذا أؤتمن فهذه علامات النفاق والعياذ بالله. وفي هذا التحذير من الكذب وأنه من علامات المنافقين فلا يجوز للإنسان أن يكذب لكن إن اضطر إلى التورية وهي التأويل فلا بأس مثل أن يسأله أحد عن أمر لا يحب أن يطلع عليه غيره فيحدث بشيء خلاف الواقع لكن يتأول فهذا لا بأس به وأما إخلاف الوعد فحرام يجب الوفاء بالوعد سواء وعدته

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) ‘অঙ্গীকার পূর্ণ করা এবং প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন’ অধ্যায়ে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি।” এখানে ‘আয়াত’ বলতে নিদর্শন বা আলামত বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ: (১) যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে; (২) যখন সে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা ভঙ্গ করে এবং (৩) যখন তার নিকট আমানত রাখা হয়, সে খেয়ানত করে। এর অর্থ হলো, এগুলো মুনাফিকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আপনি যখন দেখবেন কোনো ব্যক্তি কথা বলার সময় মিথ্যা বলছে, প্রতিশ্রুতি দিলে তা ভঙ্গ করছে এবং আমানত রক্ষা না করে খেয়ানত করছে, তবে এগুলো মুনাফিকদের আলামত। কারণ মুনাফিকের মূল ভিত্তি হলো সত্য গোপন করা ও ঢেকে

রাখা; সে মন্দকে গোপন করে ভালোকে প্রকাশ করে, কুফরকে গোপন করে ঈমানকে জাহির করে।

মিথ্যাবাদীও ঠিক অনুরূপভাবে বাস্তবতার বিপরীত সংবাদ দেয়। আবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা ভঙ্গ করে এবং যে আমানতের খেয়ানত করে, এগুলো নিফাকের (কপটতার) আলামত; আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এর মাধ্যমে মিথ্যা বলা থেকে সতর্ক করা হয়েছে এবং একে মুনাফিকদের অন্যতম নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং মানুষের জন্য মিথ্যা বলা বৈধ নয়। তবে যদি কেউ ‘তাওরিয়াহ’ বা দ্ব্যর্থবোধক কথা (যা রূপক অর্থ বহন করে) বলতে বাধ্য হয়, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। যেমন, কেউ তাকে এমন কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করল যা সে অন্য কাউকে জানাতে ইচ্ছুক নয়, এমতাবস্থায় সে বাহ্যিকভাবে বাস্তবতার বিপরীত কিছু বলল কিন্তু মনে মনে সে ভিন্ন ও সঠিক কোনো অর্থ গ্রহণ করল, তবে এতে কোনো দোষ নেই। আর ওয়াদা ভঙ্গ করা হারাম; প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ওয়াজিব, চাই আপনি তাকে যে প্রতিশ্রুতিই দিয়ে থাকুন না কেন।

(ص: 48) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

مَالًا أَوْ وَعْدَتَهُ إِعَانَةً تَعِينُهُ فِي شَيْءٍ أَوْ أَمْرٍ مِنْ الْأُمُورِ إِذَا وَعَدْتَ فَيَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَقِي بِالْوَعْدِ وَفِي هَذَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَحْدِدَ الْمَوَاعِيدَ وَيَضْبِطَهَا فَإِذَا قَالَ لِأَحَدٍ إِخْوَانَهُ أَوْ أَعَدَكَ فِي الْمَكَانِ الْفُلَانِي فَلْيَحْدِدِ السَّاعَةَ الْفُلَانِيَّةَ حَتَّى إِذَا تَأَخَّرَ الْمَوْعُودُ وَانْصَرَفَ الْوَاعِدُ يَكُونَ لَهُ عَذْرٌ حَتَّى لَا يَرِبْطُهُ فِي الْمَكَانِ كَثِيرًا وَقَدْ اشْتَهَرَ عِنْدَ بَعْضِ السُّفَهَاءِ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ أَنَا وَاعَدَكَ وَلَا أَخْلَفُكَ وَعَدِي إِنْجِلِيزِي يَظُنُّونَ أَنَّ الَّذِينَ يُوْفُونَ بِالْوَعْدِ هُمُ الْإِنْجِلِيزِيُّ وَلَكِنَّ الْوَعْدَ الَّذِي يُوفَى بِهِ هُوَ وَعْدُ الْمُؤْمِنِ وَلِهَذَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَقُولَ إِذَا وَعَدْتَ أَحَدًا وَأَرَدْتَ أَنْ تَتَّكِدَ إِنَّهُ وَعْدَ مُؤْمِنٍ حَتَّى لَا يَخْلِفَهُ لِأَنَّهُ لَا يَخْلِفُ الْوَعْدَ إِلَّا الْمُنَافِقُ.

وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ يَعْنِي إِذَا ائْتَمَنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ أَوْ عَلَى أَسْرَارِهِمْ أَوْ عَلَى أَوْلَادِهِمْ أَوْ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَإِنَّهُ يَخُونُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ فَهَذِهِ أَيْضًا مِنْ عِلَامَاتِ النِّفَاقِ وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَفِيهِ أَرْبَعٌ مِنْ كُنْ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُمْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا الْمِرَادُ بِهِ أَنَّ هَذِهِ الْأَرْبَعُ لَا تَجْتَمِعُ إِلَّا فِي الْمُنَافِقِ الْخَالِصِ وَإِنْ كَانَ الْيُؤْمِنُ قَدْ يَحْصُلُ لَهُ وَاحِدَةٌ

আপনি যদি কাউকে অর্থসম্পদ কিংবা কোনো বিষয়ে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন, তবে আপনার ওপর সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে মানুষের উচিত সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করা এবং তা সুনির্দিষ্ট রাখা। যদি কেউ তার কোনো ভাইকে বলে যে, 'আমি তোমার সাথে অমুক স্থানে দেখা করব', তবে যেন সে নির্দিষ্ট সময়টিও উল্লেখ করে দেয়। যাতে করে যাকে কথা দেওয়া হয়েছে সে যদি বিলম্ব করে এবং প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি সেখান থেকে চলে যায়, তবে তার যেন যুক্তিসঙ্গত ওজর থাকে এবং তাকে দীর্ঘ সময় সেই স্থানে আবদ্ধ থাকতে না হয়। কিছু নির্বোধের মাঝে এ কথা প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে তারা বলে, 'আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি এবং তা ভঙ্গ করব না, আমার প্রতিশ্রুতি হলো ইংরেজদের মতো প্রতিশ্রুতি।' তারা ধারণা করে যে কেবল ইংরেজরাই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা অনিবার্য তা হলো মুমিনের প্রতিশ্রুতি। এ কারণেই আপনার উচিত যখন কাউকে কোনো কথা দেবেন এবং তা দৃঢ় করতে চাইবেন, তখন বলবেন—এটি একজন মুমিনের প্রতিশ্রুতি, যাতে তা ভঙ্গ না হয়। কারণ মুনাফিক ছাড়া আর কেউ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না।

আর 'যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়, সে খেয়ানত করে'—অর্থাৎ মানুষ যখন তার কাছে তাদের ধন-সম্পদ, গোপন রহস্য, সন্তান-সন্ততি কিংবা এ জাতীয় কোনো বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে গচ্ছিত রাখে, তখন সে তাতে বিশ্বাসভঙ্গ বা খেয়ানত করে—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। এটিও নিফাকের অন্যতম লক্ষণ। আর আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হাদিসে রয়েছে যে, 'চারটি স্বভাব যার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক হিসেবে গণ্য হবে, আর যার মধ্যে এর কোনো একটি স্বভাব থাকবে তার মধ্যে মুনাফেকির একটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে যতক্ষণ না সে তা বর্জন করে।' এর অর্থ

হলো, এই চারটি গুণ কেবল খাঁটি মুনাফিকের মধ্যেই একত্রে সমবেত হয়, যদিও একজন মুমিনের মধ্যেও কখনো কখনো এর কোনো একটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যেতে পারে।

(ص: 49) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

منها لكنه لا يكون منافقا خالصا بل يكون فيه خصلة من نفاق حتى يدعها وهذه الأربع هي: إذا أؤتمن خان إذا حدث كذب وسبق الكلام على هاتين الجملتين والثالثة: قال ك إذا عاهد غدر وهو قريب من قوله فيما سبق إذا وعد أخلف أي إذا عاهد أحدا غدر به ولم يف بالعهد الذي عاهده عليه. والرابعة: إذا خاصم فجر والخصومة: هي الخصامة عند القاضي ونحوه فإذا خاصم فجر والفجور في الخصومة على نوعين أحدهما: أن يدعي ما ليس له والثاني: أن ينكر ما يجب عليه مثال الأول: ادعى شخص على آخر فقال عند القاضي أنا أطلب من هذا الرجل ألف ريال وهو كاذب وحلف على هذه الدعوى وأتى بشاهد زور فحكم له القاضي فهذا خاصم ففجر لأنه ادعى ما ليس له وحلف عليه مثال الثاني: أن يكون عند شخص ألف ريال فيأتيه صاحب

এর অন্তর্ভুক্ত; তবে সে খাঁটি মুনাফিক হবে না, বরং তার মধ্যে নিফাকের একটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে যতক্ষণ না সে তা বর্জন করে। আর এই চারটি বৈশিষ্ট্য হলো: যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় তখন সে থিয়ানত করে এবং যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে - এই দুটি বাক্য সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয়টি হলো: তিনি বলেছেন, যখন সে অঙ্গীকার করে তখন বিশ্বাসঘাতকতা করে। এটি ইতিপূর্বে বর্ণিত ‘যখন সে ওয়াদা করে তখন ভঙ্গ করে’ এর অর্থের কাছাকাছি; অর্থাৎ যখন সে কারো সাথে কোনো অঙ্গীকার করে তখন সে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং যার সাথে অঙ্গীকার করেছে তা সে পূর্ণ করে না।

চতুর্থটি হলো: যখন সে বিবাদে লিপ্ত হয় তখন পাপাচার (সীমা লঙ্ঘন) করে। আর বিবাদ হলো বিচারক বা অনুরূপ কারো সম্মুখে তর্কে লিপ্ত হওয়া। সুতরাং যখন সে বিবাদে জড়ায় তখন পাপাচার করে। বিবাদের ক্ষেত্রে পাপাচার দুই প্রকার: প্রথমটি হলো এমন কিছু দাবি করা যা তার নয়, আর দ্বিতীয়টি হলো তার ওপর যা ওয়াজিব বা পাওনা তা অস্বীকার করা। প্রথমটির উদাহরণ: এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবি উত্থাপন করল এবং বিচারকের নিকট গিয়ে বলল, ‘আমি এই ব্যক্তির কাছে এক হাজার রিয়াল পাই’, অথচ সে মিথ্যাবাদী। অতঃপর সে এই দাবির সপক্ষে শপথ করল এবং একজন মিথ্যা সাক্ষী উপস্থিত করল, ফলে বিচারক তার পক্ষে রায় প্রদান করলেন। এই ব্যক্তি বিবাদে লিপ্ত হয়ে পাপাচার করল; কারণ সে এমন কিছু দাবি করেছে যা তার নয় এবং তার ওপর সে শপথ করেছে। দ্বিতীয়টির উদাহরণ হলো: কোনো ব্যক্তির নিকট এক হাজার রিয়াল রয়েছে, এমতাবস্থায় সেই অর্থের মালিক তার নিকট এল...

(ص: 50) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الحق فيقول: أو فني حقي فيقول ليس لك عندي شيء فإذا اختصمنا عند القاضي ولم يكن للمدعى بينة حلف هذا المنكر الكاذب في إنكاره أنه ليس في ذمته له شيء فيحكم القاضي ببراءته فهذه خصومه فجور والعياذ بالله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين صبر ليقتطع بها حق امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان نعوذ بالله وهذه الخصال الأربع إذا اجتمعت في البرء كان منافقاً خالصاً لأنه استوفى خصال النفاق والعياذ بالله وإذا كان فيه واحدة منهم كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها وفي هذا الحديث: دليل على التحذير البليغ من هذه الصفات الأربع: الخيانة في الأمانة، والكذب في الحديث، والغدر بالعهد، والفجور في الخصومة وفيه أيضاً دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال إيمان وخصال نفاق

لقوله كان فيه خصلة من النفاق هذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان يكون فيه خصلة نفاق وخصلة

প্রাপ্য অধিকার আদায়ের লক্ষে যখন পাওনাদার বলে, "আমার হক বুঝিয়ে দাও", তখন সে (প্রতিপক্ষ) বলে, "তোমার কোনো কিছু আমার নিকট পাওনা নেই।" অতঃপর যখন তারা বিচারকের সম্মুখে বিবাদে লিপ্ত হয় এবং অভিযোগকারীর নিকট কোনো প্রমাণ না থাকে, তখন এই মিথ্যাচারী অস্বীকারকারী তার অস্বীকারের সপক্ষে এমনভাবে শপথ করে যে, তার জিম্মায় কোনো কিছুই পাওনা নেই। ফলে বিচারক তাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করে রায় প্রদান করেন। এটিই হলো পাপাচারমূলক বিবাদ, যা থেকে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সুসাব্যস্ত হয়েছে যে তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের হক আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা শপথ করবে, সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে তিনি তার ওপর অত্যন্ত রাগান্বিত থাকবেন।" আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। আর এই চারটি বৈশিষ্ট্য যখন কোনো ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত হয়, তখন সে খাঁটি মুনাফিকে পরিণত হয়; কেননা সে নিফাকের সকল বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটিয়েছে (আল্লাহ আমাদের হিফায়ত করুন)। আর যদি তার মধ্যে এগুলোর কোনো একটি বিদ্যমান থাকে, তবে যতক্ষণ না সে তা বর্জন করে, ততক্ষণ তার মধ্যে নিফাকের একটি বৈশিষ্ট্য রয়ে যায়। এই হাদিসটি উক্ত চারটি মন্দ স্বভাবের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর সতর্কবাণী বহন করে: আমানতের খিয়ানত করা, কথায় মিথ্যা বলা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা এবং বিবাদের সময় পাপাচার বা সীমালঙ্ঘন করা। এতে আরও প্রমাণ রয়েছে যে, একজন মানুষের মধ্যে একই সাথে ঈমানের বৈশিষ্ট্য এবং নিফাকের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকতে পারে; কারণ নবীজি বলেছেন, "তার মধ্যে নিফাকের একটি বৈশিষ্ট্য রয়ে যায়।" আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মায়হাব বা অভিমত এটাই যে, মানুষের মধ্যে একই সাথে নিফাকের একটি বৈশিষ্ট্য এবং একটি (ঈমানের বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে)...

فسوق وخصلة عدالة وخصلة عداوة وخصلة ولاية يعني أن الإنسان ليس بالضرورة أن يكون كافراً خالصاً أو مؤمناً خالصاً بل قد يكون فيه خصال من الكفر وهو مؤمن وخصال من الإيمان ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا مال البحرين يعني مال الإحساء وما جاورها كلها تسمى البحرين في ذلك العهد يقول لو قد جاء لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا: يقول بيديه عليه الصلاة والسلام وهذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله أن يعطيه من مال البحرين هكذا وهكذا وهكذا.

فلما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي مال البحرين وكان الخليفة أباً بكر الصديق رضي الله عنه بإجماع الصحابة بإيعوه كلهم على أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء مال البحرين في خلافة أبي بكر فقال رضي الله عنه من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين عدة: يعني وعد أو دين يعني على الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ربما يكون الرسول اشترى من أحد شيئاً فلزمه دين أو وعد أحداً شيئاً ففعلوا توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند رجل يهودي

অবাধ্যতা ও ন্যায়ের বৈশিষ্ট্য, এবং শত্রুতা ও বন্ধুত্বের বৈশিষ্ট্য। এর অর্থ হলো মানুষ যে সর্বদা একজন নিছক কাফির অথবা নিছক মুমিন হবে তা আবশ্যিক নয়; বরং সে মুমিন হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে কুফরির কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, আবার ঈমানেরও কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। অতঃপর তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর হাদীস উল্লেখ করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যদি বাহরাইনের সম্পদ আসত, তবে আমি তোমাকে এভাবে, এভাবে এবং এভাবে প্রদান করতাম।" বাহরাইনের সম্পদ বলতে আল-আহসা ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সম্পদকে বোঝায়, সেই যুগে এই পুরো অঞ্চলটি বাহরাইন নামে পরিচিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় হস্তদ্বয় দ্বারা ইশারা করে বলেছিলেন যে, যদি সম্পদ আসে তবে তিনি এভাবে, এভাবে এবং এভাবে দান করবেন। এটি

জাবির ইবনে আবদুল্লাহর প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একটি প্রতিশ্রুতি ছিল যে, তিনি তাকে বাহরাইনের সম্পদ থেকে এভাবে এভাবে প্রদান করবেন। অতঃপর বাহরাইনের সম্পদ আসার পূর্বেই যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইন্তেকাল করলেন এবং সাহাবায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খলীফা হলেন—সকলেই তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ করেছিলেন এই মর্মে যে, তিনিই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরবর্তী খলীফা—তখন আবু বকরের খিলাফতকালে বাহরাইনের সম্পদ এসে পৌঁছালো। তখন তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট যদি কারও কোনো প্রতিশ্রুতি বা ঋণ পাওনা থাকে—প্রতিশ্রুতি বলতে কোনো ওয়াদা এবং ঋণ বলতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর কোনো আর্থিক দায়—তবে সে যেন আসে।" কেননা হতে পারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কারও কাছ থেকে কিছু ক্রয় করেছিলেন যার ফলে তিনি ঋণী ছিলেন, অথবা কাউকে কোনো কিছুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বাস্তবিকভাবেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর বর্মটি একজন ইহুদির নিকট বন্ধক রাখা ছিল।

(ص: 52) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

في المدينة بثلاثين صاعاً من شعير اشتراها لأهله عليه الصلاة والسلام فهو صلى الله عليه وسلم ليس عنده مال ولم يبعث جابياً للمال ولا يبقى عنده المال إلا بمقدار ما يفرقه على المسلمين فآلمهم أن أبا بكر نادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا فجاء جابر رضي الله عنه إلى أبي بكر وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فقال خذ فأخذ بيديه فعدّها فإذا هي خمسمائة فقال خذ مثيلها لأن الرسول قال هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات فأعطاه أبو بكر رضي الله عنه العدة التي وعده إياها رسول

الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز تخصيص بعض المسلمين بشيء من بيت المال لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصص جابراً ولكن بشرط ألا يكون ذلك لمجرد الهوى بل للمصلحة العامة أو الخاصة وفيه دليل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم حيث يحثو المال حثياً ولا يعده عداً لأنه قال بيديه وهذا يدل على الكرم وأن المال لا يساوي عنده شيئاً صلوات الله وسلامه عليه بخلاف الذي جمع مالا

মদিনায় থাকাকালীন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারের জন্য ত্রিশ ‘সা’ যব ক্রয় করেছিলেন (যা পরিশোধের জন্য তাঁর বর্মটি বন্ধক রাখা ছিল)। তাঁর ওপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক; প্রকৃতপক্ষে তাঁর কাছে কোনো সম্পদ ছিল না এবং তিনি অর্থ সংগ্রাহক হিসেবেও প্রেরিত হননি। তাঁর কাছে কেবল ততটুকুই সম্পদ অবশিষ্ট থাকত যা তিনি মুসলিমদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। মূল কথা হলো, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘোষণা করলেন: ‘আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যদি কারো কোনো প্রতিশ্রুতি বা ঋণ প্রাপ্য থাকে, তবে সে যেন আমাদের কাছে আসে।’ তখন জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন: ‘যদি বাহরাইনের সম্পদ আসে, তবে আমি তোমাকে এভাবে, এভাবে এবং এভাবে (তিন অঞ্জলি ভরে) দেব।’ তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘গ্রহণ করো’। অতঃপর জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর দুই হাত ভরে নিলেন এবং গণনা করে দেখলেন যে সেখানে পাঁচশ মুদ্রা রয়েছে। তিনি বললেন, ‘এর সমপরিমাণ আরও নাও’; কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার ‘এভাবে, এভাবে এবং এভাবে’ বলেছিলেন। ফলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে সেই প্রতিশ্রুত অংশ প্রদান করলেন, যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। এই হাদিসের শিক্ষণীয় বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে: বাইতুল মাল থেকে বিশেষ কোনো মুসলিমকে নির্দিষ্ট কিছু প্রদান করা বৈধ; যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিশেষভাবে দিতে চেয়েছিলেন। তবে শর্ত হলো, এটি যেন নিছক ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে না হয়, বরং সাধারণ বা বিশেষ কোনো কল্যাণার্থে হতে হবে। এছাড়া এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহানুভবতার প্রমাণ পাওয়া যায়; যেখানে তিনি অর্থ গণনা না করে

অঞ্জলি ভরে দান করার কথা বলেছিলেন। তাঁর দুই হাত ব্যবহার করার বিষয়টি তাঁর অসীম দানশীলতার পরিচায়ক এবং এটি প্রমাণ করে যে তাঁর কাছে পার্থিব সম্পদের কোনো মূল্য ছিল না—তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক—যা সম্পদ পুঞ্জীভূতকারীদের আচরণের সম্পূর্ণ বিপরীত।

(ص: 53) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وعدده يحدد الهل قبل الريالات من حرصه على المال.
وفي هذا دليل أيضاً على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لأنه وعد وتوفي قبل أن يفى بالوعد لأن المال لم يأت وفيه أيضاً دليل على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه لمبايعة الصحابة له.
وفيه دليل أيضاً على قبول دعوى المدعى إذا لم يكن له منازع يرد دعواه وكان هذا المدعى ثقة أما إذا كان له منازع فإن البيئة على المدعى واليمين على من أنكر وفي هذه القصة لا منازع لجابر رضي الله عنه لأن أبا بكر هو المسئول عن بيت المال وقد عرض على الناس من كان له عدة أو دين فليأتنا فجاء جابر ولم يقل له أبو بكر أين البيئة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعدك ما طلب منه البيئة لأنه واثق به ولا منازع له وفيه دليل أيضاً على اعتبار الشيء بنظيره وأن الإنسان إذا وزن شيئاً في إناء وكان وزنه مثلاً مائة كيلو فله أن يملأ هذا الإناء مرة ثانية بشيء آخر ويعتبره مائة كيلو إذا تساوى الموزون في الخفة والثقيل لأن أبا بكر رضي الله عنه لما عد الحثية الأولى اعتبر الحثية الثانية والثالثة بمثلها في العدد

সম্পদের প্রতি অতি যত্নশীলতার কারণে সে রিয়ালের পূর্বে হালালা (ক্ষুদ্র মুদ্রা) গণনা করছিল।

এতে এই বিষয়েরও দলিল রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অদৃশ্যের জ্ঞান রাখতেন না; কেননা তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার পূর্বেই ইন্তেকাল করেন, কারণ তখনও সম্পদ এসে পৌঁছায়নি। এতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শ্রেষ্ঠত্বেরও প্রমাণ পাওয়া যায়, যেহেতু সাহাবায়ে কেলাম তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন।

এতে আরও প্রমাণ রয়েছে যে, দাবিকারীর দাবি গ্রহণযোগ্য হবে যদি তার দাবির কোনো বিরোধী না থাকে এবং সেই দাবিকারী যদি বিশ্বস্ত ব্যক্তি হন। তবে যদি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে, সেক্ষেত্রে দাবিকারীর ওপর প্রমাণ উপস্থাপনের দায়িত্ব এবং অস্বীকারকারীর ওপর শপথ করার বাধ্যবাধকতা বর্তাবে। আর এই ঘটনায় জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, কারণ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেই ছিলেন বায়তুল মালের দায়িত্বপ্রাপ্ত। তিনি মানুষের নিকট ঘোষণা করেছিলেন যে, যার প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো প্রতিশ্রুতি বা পাওনা রয়েছে, সে যেন আমাদের কাছে আসে। অতঃপর জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু আসলেন এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞেস করলেন না যে—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার প্রমাণ কোথায়? তিনি তাঁর কাছে কোনো প্রমাণ চাননি; কারণ তিনি তাঁর ওপর আস্থাশীল ছিলেন এবং সেখানে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীও ছিল না। এতে আরও দলিল রয়েছে যে, কোনো বস্তুকে তার সমরূপ বস্তুর মাধ্যমে বিবেচনা করা বৈধ। আর মানুষ যখন কোনো পাত্রে কোনো কিছু ওজন করে এবং তার ওজন যদি উদাহরণস্বরূপ একশ কেজি হয়, তবে সে পাত্রটি পুনরায় অন্য কিছু দিয়ে পূর্ণ করে সেটিকেও একশ কেজি হিসেবে গণ্য করতে পারে, যদি ওজনকৃত বস্তু দুটি লঘুত্ব ও গুরুত্বের দিক থেকে সমান হয়। কারণ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন প্রথম অঞ্জলিটি গণনা করেছিলেন, তখন তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঞ্জলিকেও সংখ্যার দিক থেকে প্রথমটির অনুরূপ হিসেবে গণ্য করেছিলেন।

فَإِذَا فَرَضْنَا أَنْ شَخْصًا وَجِبَ عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ صَاعٍ مِثْلًا ثُمَّ كَانَ فِي إِنْاءٍ عَشْرَةَ أَصْوَاعٍ وَأَرَادَ أَنْ تَعْتَبِرَ الْبَاقِي بِهَذَا الْإِنْاءِ فَإِنْ ذَلِكَ لَا بِأَسْ بِهِ لِأَنَّهُ إِذَا تَسَاوَى الشَّيْءُ فَإِنَّهُ لَا بِأَسْ أَنْ تَعْتَبِرَ هَذَا الْإِنْاءَ لِفَعْلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ

অতএব, যদি আমরা ধরে নিই যে কোনো ব্যক্তির ওপর উদাহরণস্বরূপ পাঁচশত 'সা' ওয়াজিব হয়েছে, আর একটি পাত্রে দশ 'সা' পরিমাণ বস্তু রয়েছে এবং সে এই পাত্রটির মাধ্যমেই অবশিষ্ট পরিমাণ পরিমাপ করতে চায়, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ, যখন বস্তুসমূহ পরস্পর সমান হয়, তখন এভাবে পরিমাপ করাতে কোনো দোষ নেই; যেহেতু আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অনুরূপ করেছিলেন। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

(ص: 55) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

بَابُ الْمَحَافَظَةِ عَلَى مَا اعْتَادَهُ مِنَ الْخَيْرِ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا} وَالْأَنْكَاثُ جَمْعُ نَكَثٍ وَهُوَ الْغَزْلُ الْمَنْقُوضُ وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ} وَقَالَ تَعَالَى: {فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا}

692 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق عليه

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى (باب المحافظة على ما اعتاده من الخير) يعني أن الإنسان إذا اعتاد فعل الخير فينبغي أن يداوم عليه فمثلاً إذا اعتاد

অভ্যস্ত সৎকাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে পালন করার অধ্যায়

আল্লাহ তাআলা বলেন: {নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে।} আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: {তোমরা সেই নারীর মতো হয়ো না, যে তার সুতা মজবুত করে পাকানোর পর তা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে।} ‘আনকাস’ শব্দটি ‘নিকস’-এর বহুবচন, যার অর্থ হলো ছিন্নভিন্ন করে ফেলা সুতা। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: {তারা যেন তাদের মতো না হয়, যাদের ইতিপূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, অতঃপর তাদের ওপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার ফলে তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে গিয়েছিল।} আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: {কিন্তু তারা তা যথাযথভাবে রক্ষা করেনি।}

৬৯২ - আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বলেছেন: “হে আবদুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির মতো হয়ো না; সে রাতে সালাত আদায় করত, কিন্তু পরে রাতের সালাত বর্জন করেছে।” (বুখারি ও মুসলিম)

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার ইমাম নববী (রহিমাল্লাহ) বলেন: (অভ্যস্ত সৎকাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে পালন করার অধ্যায়) অর্থাৎ মানুষ যখন কোনো ভালো কাজ করার অভ্যাস গড়ে তোলে, তখন তার উচিত তা নিয়মিত বজায় রাখা। উদাহরণস্বরূপ, যখন সে অভ্যস্ত হয়...

ألا يدع الرواتب يعني الصلوات النوافل التي تتبع الصلوات الخمس فليحافظ على ذلك وإذا كان يقوم الليل فليحافظ على ذلك وإذا كان يصلي ركعتين من الضحى فليحافظ على ذلك وكل شيء من الخير إذا اعتاده فإنه ينبغي أن يحافظ عليه وكان من هدى النبي صلى الله عليه وسلم أن عمله ديمة يعني يداوم عليه فكان إذا عمل عملاً أثبته ولم يغيره وذلك لأن الإنسان إذا اعتاد الخير وعمل به ثم تركه فإن هذا يؤدي إلى الرغبة عن الخير لأن الرجوع بعد الإقدام شر من عدم الإقدام فلو أنك لم تفعل الخير ابتداءً لكان أهون مما إذا فعلته ثم تركته وهذا شيء مشاهد مجرب وذكر المؤلف رحمه الله عدة آيات من القرآن كلها تدل على أن الإنسان ينبغي أن يحافظ على ما اعتاده من الخير فمن ذلك قوله تعالى: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَظَتْ غَزْلَهُمَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا يعني لا تكونوا كالبراة الغزالة التي تغزل الصوف ثم إذا غزلته وأتقنته نقضته أنكاثاً ومزقته بل دوموا على ما أنتم عليه ومن ذلك قوله تعالى: {وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ} أي: أنهم يعملون العمل الصالح لكن طال عليهم الأمد فقسفت قلوبهم وتركوا العلم فلا تكونوا مثلهم

তিনি যেন সুন্নতে মুয়াক্কাদা (রাওয়াতিব) অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের অনুগামী নফল নামাযসমূহ পরিত্যাগ না করেন; বরং তিনি যেন সেগুলোর হিফায়ত করেন। যদি তিনি তাহাজ্জুদ নামায আদায় করেন, তবে তারও যেন হিফায়ত করেন। যদি তিনি চাশতের (দুহা) দুই রাকাত নামায আদায় করেন, তবে তারও যেন হিফায়ত করেন। কোনো ব্যক্তি যখন কোনো নেক কাজে অভ্যস্ত হয়, তখন তার উচিত তা নিয়মিত পালন করা। নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ ছিল এই যে, তাঁর আমল ছিল ধারাবাহিক; অর্থাৎ তিনি তা নিয়মিত পালন করতেন। তিনি যখন কোনো কাজ শুরু করতেন, তখন তা সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতেন এবং তা পরিবর্তন করতেন না। এর কারণ হলো, মানুষ যখন কোনো কল্যাণের কাজে অভ্যস্ত হয়ে তা আমল করে এবং পরবর্তীতে তা ছেড়ে দেয়, তখন এটি কল্যাণের প্রতি অনীহা ও বিমুখতা তৈরি করে। কেননা কোনো সৎকাজে অগ্রসর হওয়ার পর পিছিয়ে আসা, মোটেও অগ্রসর না হওয়ার চেয়ে অধিকতর মন্দ। আপনি যদি শুরু থেকেই

কোনো নেক কাজ না করতেন, তবে তা করার পর ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে বিষয়টি সহজ হতো। এটি একটি সুপরিচিত ও পরীক্ষিত সত্য। গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) কুরআনের বেশ কিছু আয়াত উল্লেখ করেছেন, যার সবকটিই নির্দেশ করে যে, মানুষের উচিত তার অভ্যস্ত নেক আমলগুলোর হিফায়ত করা। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর বাণী: "তোমরা সেই নারীর মতো হয়ো না, যে তার সূতা মজবুত করে পাকানোর পর নিজেই তা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে।" অর্থাৎ, তোমরা সেই সূতা প্রস্তুতকারক নারীর মতো হয়ো না, যে পশম দিয়ে সূতা কাটে, অতঃপর তা নিপুণভাবে সম্পন্ন করার পর পুনরায় তা ছিঁড়ে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে; বরং তোমরা যে অবস্থায় (আমলে) আছো তা অব্যাহত রাখো। এরই অন্তর্ভুক্ত মহান আল্লাহর বাণী: "আর তারা যেন তাদের মতো না হয়, যাদেরকে ইতিপূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, অতঃপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার ফলে তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে গিয়েছিল।" অর্থাৎ, তারা নেক আমল করত, কিন্তু তাদের ওপর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার ফলে তাদের অন্তর কঠোর হয়ে যায় এবং তারা ইলম (ও আমল) পরিত্যাগ করে। সুতরাং তোমরা তাদের মতো হয়ো না।

(ص: 57) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ فَمِنْهَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ كَلِمَةً فُلَانٌ يَكْنِي بِهَا عَنِ الْإِنْسَانِ الْبَشَرَ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ يَقَالُ لَهَا فُلَانَةٌ وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ يَحْتَمِلُ أَنَّهَا مِنْ كَلَامِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ الرَّسُولَ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو سَتَرًا عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْقَضِيَّةَ دُونَ صَاحِبِهَا وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنُهُ لَكِنْ أَبْهَمَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَيًّا كَانَ فَالْبِهِمُ الْعَمَلُ.

وَالْقَضِيَّةُ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمْ يَثْبِتْهُ وَلَمْ يَدَاوِمِ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ فِي الْأَصْلِ سُنَّةٌ فَلَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ الْإِنْسَانُ لَمْ يَلْمِ عَلَيْهِ يَعْنِي لَوْ لَمْ يَقُمْ مِنَ اللَّيْلِ

مَا لَامَهُ وَلَا قَالَ لَهُ: لِمَ إِذَا لَمْ تَقُمْ مِنَ اللَّيْلِ؟ لِأَنَّهُ سَنَةٌ لَكِنْ كَوْنُهُ يَقُومُ ثُمَّ يَرْجِعُ وَيَتْرَكَ هَذَا هُوَ الَّذِي يَلَامُ عَلَيْهِ وَلِهَذَا قَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ وَمِنْ ذَلِكَ وَهُوَ أَهْمٌ وَأَعْظَمُ أَنْ يَبْدَأَ الْإِنْسَانُ بِطَلَبِ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ ثُمَّ إِذَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَهَا فَتَحَ تَرْكُهُ فَإِنَّ هَذَا كَفَرٌ نِعْمَةً أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِذَا بَدَأَتْ بِطَلَبِ الْعِلْمِ فَاسْتَمِرْ إِلَّا أَنْ يَشْغَلَكَ عَنْهُ شَيْءٌ عَلَى وَجْهِ الضَّرُورَةِ وَإِلَّا فِدَاوِمِ لِأَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَرَضَ

লেখক যে সকল হাদীস উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "হে আবদুল্লাহ! তুমি অমুকের মতো হয়ো না, যে রাতে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করত (তাহাজ্জুদ পড়ত), অতঃপর তা পরিত্যাগ করেছে।" 'ফুলান' (অমুক) শব্দটি দিয়ে কোনো পুরুষ ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করা হয় এবং নারীর ক্ষেত্রে 'ফুলানা' বলা হয়। এই শব্দটি সম্ভবত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উক্তি, যেখানে তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গোপনীয়তা রক্ষার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে আমরের নিকট তার নাম প্রকাশ করেননি; কারণ মূল উদ্দেশ্য ছিল ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়া, ব্যক্তি নয়। আবার এমনও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নাম নির্দিষ্ট করেছিলেন কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) তা অস্পষ্ট রেখেছেন। তবে বিষয়টি যা-ই হোক না কেন, মূল বিবেচ্য বিষয় হলো আমল। ঘটনাটি হলো, এক ব্যক্তি রাতে ইবাদতে দাঁড়াতে কিন্তু তিনি তাতে অবিচল থাকতে পারেননি এবং এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করেননি। যদিও মূলত কিয়ামুল লাইল একটি সুন্নাহ আমল। সুতরাং কোনো মানুষ যদি তা না করত, তবে তাকে তিরস্কার করা হতো না। অর্থাৎ সে যদি রাতে ইবাদত না করত, তবে তাকে নিন্দা করা হতো না বা জিজ্ঞাসা করা হতো না যে, 'তুমি কেন রাতে সালাত আদায় করোনি?' কারণ এটি একটি সুন্নাহ। কিন্তু বিষয়টি হলো, সে আমলটি শুরু করার পর পুনরায় তা বর্জন করেছে—এই কারণেই তাকে তিরস্কার করা হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তুমি অমুকের মতো হয়ো না, যে রাতে ইবাদত করত কিন্তু পরবর্তীতে তা ছেড়ে দিয়েছে।" আর এরই সমগোত্রীয় এবং তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ও মহান বিষয় হলো, কোনো ব্যক্তির শরয়ি জ্ঞান অন্বেষণ শুরু করা এবং আল্লাহ যখন তার জন্য জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন, তখন তা পরিত্যাগ করা। এটি আল্লাহর

দেওয়া একটি নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের শামিল। সুতরাং আপনি যখন ইলম অর্জন শুরু করবেন, তখন তা অব্যাহত রাখুন; যদি না একান্ত কোনো জরুরি বিষয় আপনাকে তাতে বাধাগ্রস্ত করে। অন্যথায় তা সর্বদা আঁকড়ে ধরুন, কারণ ইলম অন্বেষণ করা একটি ফরজ দায়িত্ব।

(ص: 58) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

كفاية كل من طلب العلم من طلب العلم فإن الله تعالى يثيبه على ثواب الفرض و ثواب الفرض أعظم من ثواب النافلة كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال: ما تقرب إلا عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه فطلب العلم فرض كفاية إذا قام به الإنسان قام بفرض عن عموم الأمة وقد يكون فرض عين فيها إذا احتاج الإنسان إليه في نفسه كمن أراد أن يصلى فلا بد أن يتعلم أحكام الصلاة ومن كان عنده مال فلا بد أن يتعلم أحكام الزكاة والبائع والمشتري لا بد أن يتعلما أحكام البيع والشراء ومن أراد أن يحج فلا بد أن يتعلم أحكام الحج هذا فرض عين أما بقية العلوم فهي فرض كفاية فإذا شرع الإنسان في طلب العلم فلا يرجع وإنما يستمر إلا أن يصدده عن ذلك شيء ضروري فهذا شيء آخر ولهذا كان المنافقون هم الذين إذا بدأوا بالعمل تركوه في غزوة أحد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو ألف رجل وكان ثلثهم تقريبا من المنافقين فرجعوا من الطريق وقالوا: {لو نعلم قتالا لا تبعنكم} قال الله تعالى: {هُمُ لِّلْكَفْرِ يَوْمٌ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ}

জ্ঞান অন্বেষণকারী ব্যক্তির জন্য জ্ঞান অন্বেষণই যথেষ্ট, কারণ আল্লাহ তাআলা তাকে ফরয বা আবশ্যিক ইবাদতের সওয়াব প্রদান করবেন। আর ফরযের সওয়াব নফল বা ঐচ্ছিক

ইবাদতের সওয়াবের চেয়ে অধিক মহান, যেমনটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আমার বান্দা আমার নিকট এমন কোনো প্রিয়তর বিষয়ের মাধ্যমে নৈকট্য লাভ করতে পারে না, যা আমি তার ওপর ফরয করেছি।" অতএব, জ্ঞান অন্বেষণ করা হলো 'ফরযে কিফায়া'; যদি কোনো ব্যক্তি তা সম্পাদন করে, তবে সে সমগ্র উম্মতের পক্ষ থেকে একটি ফরয দায়িত্ব পালন করল। তবে ক্ষেত্রবিশেষে এটি 'ফরযে আইন' বা ব্যক্তিগতভাবে অপরিহার্য হতে পারে, যখন কোনো মানুষের নিজের প্রয়োজনে সেটির আবশ্যিকতা দেখা দেয়। যেমন—যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের ইচ্ছা করে, তার জন্য সালাতের বিধিবিধান শিক্ষা করা অপরিহার্য। যার নিকট সম্পদ রয়েছে, তার জন্য যাকাতের বিধানাবলী জানা আবশ্যিক। ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্য ক্রয়-বিক্রয়ের শরয়ী বিধান জানা জরুরি। আর যে ব্যক্তি হজ্জ পালনের সংকল্প করে, তার জন্য হজ্জের নিয়ম-কানুন শিক্ষা করা ফরযে আইন। এর বাইরে অন্যান্য অবশিষ্ট জ্ঞানসমূহ হলো ফরযে কিফায়া। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যখন জ্ঞান অন্বেষণ শুরু করে, তখন তার উচিত হবে না পিছুপা হওয়া; বরং তার উচিত এটি অব্যাহত রাখা, যদি না কোনো একান্ত অনিবার্য কারণ তাকে নিবৃত্ত করে; তবে সেটি ভিন্ন বিষয়। এই কারণেই মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য ছিল এমন যে, তারা যখন কোনো কাজ শুরু করত, তখন তা মাঝপথে বর্জন করত। ওহুদ যুদ্ধে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে প্রায় এক হাজার লোক বের হয়েছিলেন এবং তাদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই ছিল মুনাফিক। তারা পশ্চিমদিক থেকে ফিরে গিয়েছিল এবং বলেছিল: "যদি আমরা জানতাম যে যুদ্ধ হবে, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের অনুসরণ করতাম।" আল্লাহ তাআলা বলেন: "সেদিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরিরই অধিক নিকটবর্তী ছিল।"

(ص: 59) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

فالحاصل أنه ينبغي للمسلم إذا من الله عليه بعمل مما يتعبد به الله من عبادات خاصة كالصلاة أو عبادات متعدية للغير كطلب العلم ألا يتقاعس وألا يتأخر ليستمر

على ذلك فإن ذلك من هدى النبي صلى الله عليه وسلم ومن إرشاده بقوله: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل والله البوفق

সারকথা হলো, কোনো মুসলিমের ওপর আল্লাহ যখন তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পালনীয় কোনো আমলের তাওফিক দান করেন—তা ব্যক্তিগত ইবাদত যেমন সালাত হোক কিংবা অন্যের জন্য কল্যাণকর ইবাদত যেমন জ্ঞান অন্বেষণ হোক—তখন তার উচিত তাতে অলসতা না করা এবং পিছিয়ে না গিয়ে তা নিয়মিত পালন করা। কেননা এটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ এবং তাঁর সেই নির্দেশনার অনুকূল যেখানে তিনি বলেছেন: "হে আবদুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির মতো হয়ো না, যে রাতে নামাজ পড়ত কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা ছেড়ে দিয়েছে।" আর আল্লাহই তাওফিক দানকারী।

(ص: 60) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء
قال الله تعالى: {وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ} وقال تعالى: {وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأُنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ}

693 - عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة متفق عليه

694 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة

الطيبة صدقة متفق عليه وهو بعض حديث تقدم بطوله

695 - وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا

تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق رواه مسلم

সাক্ষাতের সময় মিষ্ট আলাপ এবং প্রফুল্ল বদনে মিলিত হওয়ার পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: "আপনি মুমিনদের প্রতি আপনার বাহু অবনমিত রাখুন।"

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন: "আপনি যদি রুঢ় ও কঠোর চিত্ত হতেন, তবে তারা আপনার চারপাশ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।"

৬৯৩ - আদী বিন হাতিম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাকো, যদিও তা খেজুরের এক টুকরোর বিনিময়ে হয়। আর যে তা জোগাড় করতে পারবে না, সে যেন সুন্দর কথার মাধ্যমে (তা অর্জন করে)।" (বুখারী ও মুসলিম)

৬৯৪ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "উত্তম কথা সদকা সমতুল্য।" (বুখারী ও মুসলিম)। এটি পূর্বে বর্ণিত দীর্ঘ একটি হাদিসের অংশবিশেষ।

৬৯৫ - আবু যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "তুমি কোনো নেক কাজকেই তুচ্ছ জ্ঞান করো না, যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাস্যোজ্জ্বল মুখে সাক্ষাৎ করা হয়।" (মুসলিম)

(ص: 61) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

[الشَّرْحُ]

قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: (بَابُ اسْتِحْبَابِ طَيْبِ الْكَلَامِ وَطَلَاقَةِ الْوَجْهِ عِنْدَ الْلِقَاءِ) يَعْنِي: إِذَا لَاقَى الْإِنْسَانُ أَخَاهُ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلَاقِيَهُ بِالْبَشَرِ وَطَلَاقَةِ الْوَجْهِ & وَحَسَنَ الْمَنْطِقِ لِأَنَّ هَذَا مِنْ خَلْقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَعْدُ هَذَا تَنْزِلًا مِنَ الْإِنْسَانِ وَلَكِنَّهُ رَفْعَةٌ وَأَجْرٌ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاتِّبَاعٌ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ دَائِمًا الْبَشَرُ كَثِيرَ التَّبَسُّمِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ فَالْإِنْسَانُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْقَى أَخَاهُ بِوَجْهِ طَلِقٍ وَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ لِيُنَالَ بِذَلِكَ الْأَجْرَ وَالْمَحَبَّةَ وَاللِّفَةَ وَالْبَعْدَ عَنِ التَّكْبَرِ وَالتَّرَفُّعِ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ آيَاتِ

منها: قوله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين اخفض جناحك يعني لن وتواضع للمؤمنين لأن المؤمن أهل لأن يتواضع له أما الكفار فقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} فالذي يتلقى بالبشر وطلاقة الوجه هو المؤمن أما الكافر فإن

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) বলেন: (সাক্ষাতের সময় নম্র কথা বলা এবং হাসিমুখে থাকার ফযিলত সংক্রান্ত অধ্যায়) অর্থাৎ: যখন কোনো ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন তার উচিত প্রফুল্ল চিত্তে, হাসিমুখে এবং সুন্দর বাচনভঙ্গিতে তার সাথে মিলিত হওয়া। কেননা এটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মহান চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। একে মানুষের জন্য মর্যাদাহানি বা ছোট হওয়া মনে করা উচিত নয়; বরং এটি মহান আল্লাহর নিকট উচ্চ মর্যাদা ও সওয়াবের কাজ এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহের অনুসরণ। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বদা প্রফুল্ল চিত্ত এবং অত্যন্ত হাস্যোজ্জ্বল থাকতেন (আল্লাহর দরুদ ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক)। সুতরাং মানুষের উচিত তার ভাইয়ের সাথে প্রফুল্ল চেহারা ও সুন্দর কথার মাধ্যমে সাক্ষাৎ করা, যাতে সে এর দ্বারা সওয়াব, পারস্পরিক ভালোবাসা ও হৃদয়তা অর্জন করতে পারে এবং আল্লাহর বান্দাদের ওপর অহংকার ও আত্মগরিমা থেকে দূরে থাকতে পারে। অতঃপর লেখক বেশ কিছু আয়াত উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে মহান আল্লাহর বাণী রয়েছে: “আর আপনি মুমিনদের জন্য আপনার ডানা অবনমিত করুন।” ডানা অবনমিত করার অর্থ হলো—মুমিনদের প্রতি কোমল হোন এবং বিনয়ী হোন; কেননা একজন মুমিন এই বিনয় পাওয়ার যোগ্য। তবে কাফিরদের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ বলেছেন: “হে নবী! আপনি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। আর তাদের আবাসস্থল হলো জাহান্নাম, যা অত্যন্ত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।” সুতরাং যাকে প্রসন্ন চিত্ত ও হাসিমুখে গ্রহণ করতে হবে সে হলো মুমিন; পক্ষান্তরে কাফিরের ক্ষেত্রে...

كان يرجى إسلامه إذا عاملناه بطلاقة الوجه والبشر فإننا نعامله بذلك رجاء إسلامه وانتفاعه بهذا اللقاء وأما إذا كان هذا التواضع وطلاقة الوجه لا يزيده إلا تعالياً على المسلم وترفعاً عليه فإنه لا يقابل بذلك ثم إن طلاقة الوجه توجب سرور صاحبك لأنه يفرق بين شخص يلقاك بوجه معبس وشخص يلقاك بوجه منطلق لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق فهذا من المعروف لأنه يدخل السرور على أخيك ويشرح صدره ثم إذا قرن ذلك بالكلمة الطيبة حصل بذلك مصلحتان: طلاقة الوجه والكلمة الطيبة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة يعني: اجعلوا بينكم وبين النار وقاية ولو بشق تمرة يعني: ولو أن تصدقوا بنصف تمرة فإن ذلك يقيكم من النار إذا قلبها الله عز وجل فإن لم يجد فبكلمة طيبة كلمة طيبة مثل أن تقول له: كيف أنت؟ كيف حالك؟ كيف إخوانك؟ كيف أهلك؟ وما أشبه ذلك لأن هذه من الكلمات الطيبة التي تدخل السرور على صاحبك كل

যদি এমন আশা থাকে যে, কারও সাথে প্রফুল্ল চেহারা ও হাসিমুখে আচরণ করলে সে ইসলাম গ্রহণ করবে, তবে তার ইসলাম গ্রহণ এবং এই সাক্ষাৎ থেকে সে উপকৃত হওয়ার আশায় আমরা তার সাথে এরূপ আচরণ করব। কিন্তু যদি এই বিনয় ও প্রফুল্লতা তার মাঝে কেবল অহংকার ও মুসলিমদের ওপর বড়ত্ব প্রকাশের প্রবণতাই বৃদ্ধি করে, তবে তাকে এরূপ আচরণের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে না। অধিকন্তু, চেহারার প্রফুল্লতা আপনার সঙ্গীর মনে আনন্দ উদ্বেক করে; কারণ মানুষ একজন বিমর্ষ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ এবং একজন হাস্যোজ্জ্বল ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতের মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে পারে। এ কারণেই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবু যর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেছিলেন: ‘তুমি কোনো ভালো কাজকেই তুচ্ছ মনে করো না, এমনকি তোমার ভাইয়ের সাথে হাস্যোজ্জ্বল মুখে সাক্ষাৎ করাকেও নয়।’ এটি একটি নেক আমল বা ভালো কাজ, কেননা এটি আপনার ভাইয়ের মনে আনন্দ দেয় এবং তার হৃদয়কে প্রফুল্ল করে। অতঃপর যখন এর সাথে উত্তম কথা যুক্ত হয়,

তখন দুটি কল্যাণ অর্জিত হয়: চেহারার প্রফুল্লতা এবং সদয় বাক্য; যে সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: ‘তোমরা জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকো, যদিও তা খেজুরের একটি ফালির বিনিময়ে হয়।’ অর্থাৎ: তোমাদের এবং আগুনের মাঝে একটি আড়াল তৈরি করো, যদিও তা খেজুরের একটি টুকরো হয়। অর্থাৎ: যদি তোমরা একটি খেজুরের অর্ধাংশও দান করো, তবে আল্লাহ তা গ্রহণ করলে তা তোমাদেরকে আগুন থেকে রক্ষা করবে। আর যদি কেউ তা না পায়, তবে সে যেন মিষ্ট ও উত্তম কথা বলে। উত্তম কথা হলো যেমন আপনি তাকে বললেন: ‘আপনি কেমন আছেন? আপনার দিনকাল কেমন যাচ্ছে? আপনার ভাইবোনেরা কেমন আছেন? আপনার পরিবার-পরিজন কেমন আছেন?’ এবং এই জাতীয় কথা। কারণ এগুলো সেই সব উত্তম কথা, যা আপনার সঙ্গীর মনে আনন্দ নিয়ে আসে।

(ص: 63) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

كلمة طيبة فهي صدقة لك عند الله وأجر وثواب وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام
البر حسن الخلق وقال: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً

একটি উত্তম কথা আল্লাহর নিকট তোমার জন্য সদকা এবং তাতে রয়েছে প্রতিদান ও সওয়াব। নবী (সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) বলেছেন: “সদাচারই হলো পুণ্য।” তিনি আরও বলেছেন: “মুমিনদের মধ্যে ঈমানের দিক থেকে তারাই সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ, যারা চরিত্রে সবচেয়ে উত্তম।”

(ص: 64) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

بَاب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك

696 - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثاً رواه البخاري

697 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاماً فصلاً يفهمه كل من يسمعه رواه أبو داود

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى: (بَاب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك) والمعنى أنه ينبغي للإنسان إذا تكلم وخاطب الناس أن يكلمهم بكلام بين لا يستعجل في إلقاء الكلمات، ولا يدغم شيئاً في شيء ويكون حقه الإظهار بل يكون كلامه فصلاً بيناً واضحاً حتى يفهم المخاطب بدون مشقة وبدون كلفة

সংলাপে বক্তব্য স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল করা এবং শ্রোতার অনুধাবনের প্রয়োজনে তার পুনরাবৃত্তি করার মুস্তাহাব হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

৬৯৬ - আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কোনো কথা বলতেন, তখন তা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন যাতে তা তাঁর পক্ষ থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। আর যখন তিনি কোনো সম্প্রদায়ের নিকট আসতেন, তখন তিনি তাদের প্রতি তিনবার সালাম পেশ করতেন। (বুখারি এটি বর্ণনা করেছেন)

৬৯৭ - আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা ছিল অত্যন্ত সুবিন্যস্ত ও সুস্পষ্ট, যা শ্রবণকারী প্রত্যেকেই বুঝতে পারত। (আবু দাউদ এটি বর্ণনা করেছেন)

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ তা'আলা) বলেন: (সংলাপে বক্তব্য স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল করা এবং শ্রোতার অনুধাবনের প্রয়োজনে তার পুনরাবৃত্তি করার মুস্তাহাব হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ)। এর তাৎপর্য হলো, মানুষের উচিত যখন সে কথা বলে এবং লোকজনকে সম্বোধন করে, তখন তাদের সাথে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় কথা বলা। কথা বলার সময় শব্দ উচ্চারণে তাড়াহুড়ো না করা এবং কোনো অংশকে অন্য অংশের সাথে এমনভাবে মিলিয়ে না ফেলা যা পৃথকভাবে প্রকাশ করা উচিত ছিল। বরং তার কথা হতে হবে পৃথক, স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল, যাতে শ্রোতা কোনো প্রকার কষ্ট বা পরিশ্রম ছাড়াই তা অনুধাবন করতে পারে।

(ص: 65) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

فبعض الناس تجده في الكلام ويأكل الكلام حتى إن الإنسان يحتاج إلى أن يقول له: ماذا تقول؟ فهذا خلاف السنة فالسنة أن يكون الكلام بينا واضحا يفهمه المخاطب وليس من الواجب أن يكون خطابك باللغة الفصحى. فعليك أن تخاطب الناس بلسانهم وليكن بينا واضحا كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه فقوله: حتى تفهم عنه يدل على أنها إذا فهمت بدون تكرار فإنه لا يكررها وهذا هو الواقع فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نسمع عنه أحاديث كثيرة يقولها في خطبة وفي المجتمعات ولا يكرر ذلك لكن إذا لم يفهم الإنسان بأن كان لا يعرف المعنى جيدا فكرر عليه حتى يفهم أو كان سمعه ثقيل لا يسمع أو كان هناك ضجة حوله لا يسمع فهنا يستحب أن تكرر حتى يفهم عنك وكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاثا معناه أنه كان لا يكرر أكثر من ثلاث يسلم مرة فإذا لم يجب سلم الثانية فإذا لم يجب سلم الثالثة فإذا لم يجب تركه

কিছু মানুষকে দেখা যায় কথা বলার সময় তারা শব্দগুলো অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে, এমনকি শ্রোতাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করতে হয় যে, "আপনি কী বলছেন?" এটি সুন্নাহর পরিপন্থী। সুন্নাহ হলো কথা হবে প্রাঞ্জল ও সুস্পষ্ট যা সম্বোধিত ব্যক্তি অনায়াসেই বুঝতে পারে। আপনার বক্তব্য যে উচ্চাঙ্গের প্রমিত ভাষাতেই হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

বরং আপনার উচিত মানুষের সাথে তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলা এবং তা যেন পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট হয়। যেমন আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন কোনো কথা বলতেন, তখন তা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন যাতে তা যথাযথভাবে অনুধাবন করা যায়। তাঁর এই উক্তি "যাতে তা অনুধাবন করা যায়" নির্দেশ করে যে, কথা যদি পুনরাবৃত্তি ছাড়াই বোঝা যায় তবে তিনি তা পুনরায় বলতেন না। বাস্তবেও তাই প্রমাণিত; আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এমন অনেক হাদিস পেয়েছি যা তিনি খুতবায় বা জনসমাবেশে বলেছেন কিন্তু তা পুনরাবৃত্তি করেননি। তবে যদি কোনো ব্যক্তি কথা বুঝতে না পারে—যেমন সে শব্দার্থ ভালোভাবে জানে না, তবে তার নিকট পুনরাবৃত্তি করা সমীচীন যাতে সে বুঝতে পারে; অথবা সে শ্রবণশক্তি দুর্বল হওয়ার কারণে শুনতে পায়নি কিংবা চারপাশে শোরগোলের কারণে কথা পৌঁছায়নি, এমতাবস্থায় কথা পুনরাবৃত্তি করা মুস্তাহাব যাতে আপনার বক্তব্য তার কাছে স্পষ্ট হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন কোনো কওমকে সালাম দিতেন, তখন তিনবার সালাম দিতেন। এর অর্থ হলো, তিনি তিনবারের অধিক পুনরাবৃত্তি করতেন না। তিনি একবার সালাম দিতেন, উত্তর না পেলে দ্বিতীয়বার দিতেন, এরপরও উত্তর না আসলে তৃতীয়বার দিতেন। এরপরও যদি উত্তর না পাওয়া যেত, তবে তিনি তা ত্যাগ করতেন।

(ص: 66) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وكذلك في الاستئذان كان صلى الله عليه وسلم يستأذن ثلاثاً يعني إذا جاء للإنسان يستأذن في الدخول على بيته يدق عليه الباب ثلاث مرات فإذا لم يجب انصرف فهذه سنته عليه الصلاة والسلام أن يكرر الأمور ثلاثاً ثم ينتهي.

وهل مثل ذلك إذا دق جرس الهاتف ثلاث مرات؟ يحتمل أن يكون من هذا الباب، وأنت إذا اتصلت بإنسان ودق الجرس ثلاث مرات وأنت تسمعه وهو لم يجبك، فأنت في حل إذا وضعت سماعة الهاتف ويحتمل أن يقال: إن الهاتف له حكم آخر وأنت تبقى حتى تيبأس من أهل البيت لأنهم ربما لا يكونون حول الهاتف عند اتصالك فربما يكونون في طرف المكان ويحتاجون إلى خطوات كثيرة حتى يصلوا إلى الهاتف فلذلك قلنا باحتمال الأمرين ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه فصلا يعني مفصلا لا يدخل الحروف بعضها على بعض ولا الكلمات بعضها على بعض حتى لو شاء العاد أن يحصيه

একইভাবে অনুমতি প্রার্থনার ক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার অনুমতি গ্রহণ করতেন। অর্থাৎ, তিনি যখন কারও ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইতেন, তখন দরজায় তিনবার করাঘাত করতেন; যদি উত্তর না পাওয়া যেত, তবে ফিরে যেতেন। কোনো বিষয় তিনবার পুনরাবৃত্তি করা এবং এরপর ক্ষান্ত হওয়া—এটিই ছিল তাঁর (তাঁর ওপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক) সূনাত।

অনুরূপভাবে টেলিফোনের রিং যদি তিনবার বাজে, তবে কি তা-ও একই বিধানের আওতাভুক্ত হবে? সম্ভাবনা রয়েছে যে এটিও উক্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ, আপনি যদি কাউকে ফোন করেন এবং তিনবার রিং হওয়ার পরও তিনি উত্তর না দেন, তবে আপনি কল কেটে দিলে আপনার কোনো দোষ হবে না। আবার এ কথা বলাও সম্ভব যে, টেলিফোনের বিধান ভিন্ন; আপনি ততক্ষণ অপেক্ষা করবেন যতক্ষণ না গৃহবাসীদের উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে আপনি নিরাশ হন। কারণ, আপনার কলের সময় তারা হয়তো ফোনের নিকটবর্তী স্থানে নেই, বরং গৃহের অন্য প্রান্তে রয়েছেন এবং ফোনে পৌঁছাতে তাদের অনেকগুলো পদক্ষেপ পার হতে হতে পারে। এ কারণেই আমরা উভয় সম্ভাবনার কথা বলেছি। এরপর লেখক (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ছিল সুস্পষ্ট ও বিভাজিত। অর্থাৎ, তাঁর কথাগুলো এমন বিশদ ছিল যে তিনি একটি বর্ণকে অন্য বর্ণের সাথে কিংবা একটি শব্দকে অন্য শব্দের সাথে মিলিয়ে ফেলতেন না। এমনকি কোনো গণনাকারী যদি তাঁর কথাগুলো গণনা করতে চাইতেন, তবে তা গণনা করা সম্ভব হতো।

لأحصاه من شدة تأنيه صلى الله عليه وسلم في الكلام وهكذا ينبغي للإنسان أن لا يكون كلامه متداخلاً بحيث يخفي على السامع لأن المقصود من الكلام هو إفهام المخاطب وكلما كان أقرب إلى الإفهام كان أولى وأحسن ثم إنه ينبغي للإنسان إذا استعمل هذه الطريقة يعني إذا جعل كلامه فصلاً بيناً واضحاً وكرره ثلاث مرات لمن لم يفهم ينبغي أن يستشعر في هذا أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحصل له بذلك الأجر وإفهام أخيه المسلم وهكذا جميع السنن اجعل على بالك أنك متبع فيها لرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق لك الاتباع

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বলার ধীরস্থিরতা ও গাম্ভীর্য এতই প্রবল ছিল যে, কেউ চাইলে তাঁর শব্দগুলো গণনা করতে পারত। আর মানুষের কথা এমনভাবে একে অপরের সাথে জড়িয়ে যাওয়া বা তালগোল পাকানো উচিত নয় যা শ্রোতার কাছে অস্পষ্ট হয়ে পড়ে; কেননা কথার মূল উদ্দেশ্যই হলো সম্বোধিত ব্যক্তিকে বিষয়টি সঠিকভাবে বোঝানো। কথা যত বেশি বোধগম্য হবে, তা তত বেশি উত্তম ও সুন্দর বলে গণ্য হবে। অতঃপর কোনো ব্যক্তি যখন এই পদ্ধতি অবলম্বন করে—অর্থাৎ নিজের বক্তব্যকে সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল করে এবং যারা বুঝতে পারেনি তাদের জন্য তিনবার পুনরাবৃত্তি করে—তখন তার মনে এই অনুভূতি জাগ্রত রাখা উচিত যে, সে এ ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করছে; যাতে করে এর মাধ্যমে সে সওয়াব অর্জন করতে পারে এবং তার মুসলিম ভাইকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলার সার্থকতাও লাভ হয়। একইভাবে সমস্ত সুন্নতের ক্ষেত্রেই মনে এই সংকল্প রাখা উচিত যে, আপনি এতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন, যাতে আপনার ক্ষেত্রে 'ইত্তিবা' বা যথাযথ অনুসরণের বিষয়টি পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়।

باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ
حاضري مجلسه

698 - عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض متفق عليه

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف النووي رحمه الله تعالى هذا الباب في إصغاء الإنسان إلى جليسه إذا لم يكن يتكلم بشيء محرم، واستنصات العالم والمعلم الناس يعني ليستمعوا إلى كلامه، وقد سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثاً والبراد أنه لم يسمع المسلم عليه سلم ثلاثاً، فإنه يسلم أول مرة، فإذا لم يجب سلم ثانية، فإذا لم يجب سلم الثالثة، فإذا لم يجب تركه أما إذا رد المسلم عليه من أول مرة فإنه لا يعيد السلام مرة ثانية أما هذا الباب ففيه أنه ينبغي للإنسان أن يكون حسن الإصغاء إلى كلام جليسه إذا لم يكن يتكلم بمحرم

সাথীর বৈধ কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং আলেম ও ওয়ায়েজ কর্তৃক মজলিশে উপস্থিতদের নীরবতা পালনের নির্দেশ প্রদান সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

৬৯৮ - জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিদায় হজ্জের ভাষণে বললেন: "মানুষকে চুপ থাকতে বলো।" অতঃপর তিনি বললেন: "আমার পর তোমরা পুনরায় কুফরিতে লিপ্ত হয়ো না, যার ফলে তোমরা একে অপরের গর্দান কাটবে।" (বুখারি ও মুসলিম কর্তৃক ঐক্যমতপ্রাপ্ত)

[ব্যখ্যা]

গ্রন্থকার ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) মানুষের তার সাথীর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার বিষয়ে এই পরিচ্ছেদটি উল্লেখ করেছেন, যতক্ষণ না সে কোনো হারাম বিষয়ে কথা বলে। এছাড়া আলেম ও শিক্ষকের শ্রোতাদের চুপ থাকতে বলা, যাতে তারা তার কথা শুনতে পারে। ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সালাম দিতেন, তখন তিনবার সালাম দিতেন। এর অর্থ হলো যাকে সালাম দেওয়া হচ্ছে তিনি যদি না শুনতে পান তবে তিনবার সালাম দিতে হবে। তিনি প্রথমবার সালাম দিতেন, উত্তর না এলে দ্বিতীয়বার, এবং এরপরও উত্তর না এলে তৃতীয়বার সালাম দিতেন। যদি তবুও উত্তর না আসত, তবে তিনি ফিরে যেতেন। কিন্তু যদি প্রথমবারই সালামের উত্তর পাওয়া যেত, তবে তিনি সালাম পুনরাবৃত্তি করতেন না। আর এই পরিচ্ছেদের সারকথা হলো, মানুষের উচিত তার সাথীর কথার প্রতি উত্তমরূপে মনোযোগী হওয়া, যদি সে কোনো হারাম প্রসঙ্গে কথা না বলে।

(ص: 69) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وحسن الإصغاء يكون بالقول وبالفعل أما القول: فبألا يتكلم إذا كان جليسه يتكلم، فيحصل بذلك التشويش بأن يكون الكلام كلاماً واحداً حتى ينتفع الناس جميعاً بما يتكلم به بعضهم وأما الإصغاء بالفعل: فينبغي إذا كان الإنسان يحدثك أن تقبل إليه بوجهك وألا تلتفت يميناً وشمالاً، لأنك إذا التفت يميناً وشمالاً وهو يحدثك نسبك إلى الكبرياء، وقد قال الله تعالى: وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا فَيَنْبَغِي أَنْ تصغي إليه وأن تقابله بوجهك حتى يعرف أنك قد أحسست به، وأنك قد اهتمت بكلامه، إلا إذا كان يتكلم بشيء محرم، كغيبة، أو كلام لغو، أو ما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة، فإنك لا تصغي إليه، بل انهه عن ذلك الشيء. فإن استمر يتكلم بالكلام المحرم، ولم يضع إلى قولك وإلى نصحك، فالواجب عليك أن تقوم من مكانك وأن تفارقه، لأن الله يقول: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا

سَبَّغْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

মনোযোগ সহকারে শ্রবণের বিষয়টি কথা এবং কাজ—উভয় মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। কথার মাধ্যমে শ্রবণের অর্থ হলো: আলাপচারী সাথী যখন কথা বলেন, তখন কথা না বলা; যাতে কোনো রূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় এবং আলোচনাটি একটি ধারাতেই থাকে, ফলে উপস্থিত সকলে বক্তার কথা থেকে উপকৃত হতে পারে। আর কাজের মাধ্যমে মনোযোগ প্রদানের বিষয়টি হলো: যখন কোনো ব্যক্তি আপনার সাথে কথা বলবে, তখন আপনার উচিত তার দিকে মুখ করে থাকা এবং ডানে-বামে না তাকানো। কারণ তিনি কথা বলার সময় আপনি যদি ডানে-বামে তাকান, তবে তিনি আপনাকে অহংকারী মনে করতে পারেন। আর মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার গাল ফিরিয়ে নিও না এবং পৃথিবীতে দম্ভভরে বিচরণ করো না।" সুতরাং আপনার উচিত তার প্রতি মনোযোগ দেওয়া এবং তার অভিমুখী হওয়া, যাতে তিনি বুঝতে পারেন যে আপনি তার উপস্থিতি অনুভব করছেন এবং তার কথাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। তবে বক্তা যদি কোনো হারাম বিষয়ে লিপ্ত হয়—যেমন গীবত, অনর্থক কথাবার্তা বা এ জাতীয় অন্য কোনো নিষিদ্ধ বিষয়—তবে সেক্ষেত্রে আপনি তার প্রতি কর্ণপাত করবেন না, বরং তাকে সেই কাজ থেকে বারণ করবেন।

যদি সে এরপরও হারামে লিপ্ত থাকে এবং আপনার কথা ও উপদেশের প্রতি ভ্রক্ষেপ না করে, তবে আপনার জন্য আবশ্যিক হলো সেই স্থান থেকে উঠে যাওয়া এবং তাকে ত্যাগ করা। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন: "তিনি কিতাবে তোমাদের প্রতি এই বিধান অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না যতক্ষণ না তারা অন্য কোনো আলোচনায় লিপ্ত হয়। অন্যথায় তোমরাও তাদের মতোই গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদের সকলকেই জাহান্নামে একত্রিত করবেন।"

ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس يعني: سكتهم حتى يستمعوا لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم.

ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض يضرب هنا بالرفع، ولا يجوز جزمها على أنها جواب النهي، بل هي بالرفع لأنها حال، يعني لا ترجعوا بعدي كفاراً حال كونكم يضرب بعضكم رقاب بعض، وفي هذا دليل على أن قتال المؤمنين بعضهم كفر، وقد أيد هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر لكنه كفر لا يخرج من الملة، والدليل على أنه لا يخرج من الملة قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا} إلى قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ}

এরপর লেখক (রহিমাল্লাহ) জারীর বিন আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হজ্জের সময় তাঁকে বলেছিলেন: মানুষকে নীরব হতে বলো, অর্থাৎ: তাদের চুপ করাও যাতে তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলছেন তা শুনতে পায়।

অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "আমার পরে তোমরা কাফিরে পরিণত হয়ে ফিরে যেও না, যেখানে তোমরা একে অপরের গর্দান কর্তন করবে।" এখানে 'ইয়াদরিবু' শব্দটি রফ' (পেশ) যোগে হবে, একে 'জাওয়াবুন নাহয়' (নিষেধাজ্ঞার উত্তর) হিসেবে জজম প্রদান করা বৈধ নয়; বরং এটি রফ' সহকারে হবে কারণ এটি একটি 'হাল' বা অবস্থা প্রকাশ করছে। অর্থাৎ তোমরা আমার পরে এমন অবস্থায় কাফিরে পরিণত হয়ে ফিরে যেও না যে তোমরা একে অপরের গর্দান কর্তন করছ। এর মধ্যে এই প্রমাণ রয়েছে যে, মুমিনদের একে অপরের সাথে লড়াই করা কুফরী। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই বাণীটি উক্ত হাদীসকে সমর্থন করে: "মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী।" তবে এটি এমন এক কুফরী যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বহিস্কার করে না। আর এটি যে ধর্ম থেকে বের করে দেয় না তার প্রমাণ মহান আল্লাহর এই বাণী: "যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও"—মহান

আল্লাহর এই বাণী পর্যন্ত: "মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই; কাজেই তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।"

(স: 71) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب الوعظ والاقتصاد فيه

قال الله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ}

699 - وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملككم وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا متفق عليه. يتخولنا: يتعهدنا.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب الوعظ والاقتصاد فيه) وذلك لعدم إدخال الملل والسامة على الناس فيما يعظ به الوعظ: هو ذكر الأحكام الشرعية مقرونة بالترغيب أو التهيب، كأن نقول للإنسان مثلاً إنه يجب عليك كذا وكذا فأتق الله، وقم بما أوجب الله عليك وما أشبه ذلك.

নসিহত প্রদান এবং এতে পরিমিতিবোধ অবলম্বনের অধ্যায়

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: "তুমি তোমার রবের পথের দিকে হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করো।"

৬৯৯ - আবু ওয়াইল শাকিক ইবনে সালামা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাদের প্রতি বৃহস্পতিবার একবার নসিহত করতেন। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বললেন: হে আবু আব্দুর রহমান! আমি খুব পছন্দ করতাম যদি আপনি আমাদের প্রতিদিন নসিহত করতেন। তখন তিনি বললেন: আমাকে এ কাজ থেকে যা বাধা দেয় তা হলো—আমি তোমাদের বিরক্ত করা অপছন্দ করি। আর আমি নসিহতের ক্ষেত্রে তোমাদের সুযোগ ও সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখি, যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের বিরক্তি আসার আশঙ্কায় আমাদের জন্য উপযুক্ত সময় ও সুযোগের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। (বুখারি ও মুসলিম)।

ইয়াতাতাখাওয়ালুনা: অর্থাৎ আমাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা বা তদারকি করা।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: (নসিহত প্রদান এবং এতে পরিমিতিবোধ অবলম্বনের অধ্যায়)। আর এটি একারণে যেন নসিহত করার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ক্লান্তি ও বিরক্তি সৃষ্টি না হয়। 'ওয়াজ' বা নসিহত হলো: উৎসাহ প্রদান (তারগিব) অথবা ভীতি প্রদর্শনের (তারহিব) সাথে শরয়ি বিধানসমূহ আলোচনা করা। যেমন আমরা কোনো মানুষকে উদাহরণস্বরূপ বলি যে, তোমার ওপর অমুক অমুক কাজ করা আবশ্যিক, সুতরাং তুমি আল্লাহকে ভয় করো এবং আল্লাহ তোমার ওপর যা ফরজ করেছেন তা সম্পাদন করো, এবং এই জাতীয় কথাবার্তা।

(ص: 72) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وَأَعْظَمُ وَاعْظُ هُوَ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْظَمُ مَا يَوْعِظُ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لِأَنَّهُ جَامِعٌ بَيْنَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيْبِ، وَذَكَرَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَالْمُتَّقِينَ وَالْفَجَّارَ، فَهُوَ أَعْظَمُ كِتَابٍ يَوْعِظُ بِهِ.

ولكن إنما يكون كذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد كما قال تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} أما من قست قلوبهم والعياذ بالله فقد قال الله تعالى: {وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا فَآمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ} وهكذا المؤمن كلما قرأ من كتاب الله ازداد إيماناً بالله واستبشر بها جعل الله في قلبه من النور من هذا الكتاب العظيم }.

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ} نعوذ بالله من ذلك فينبغي لإنسان أن يعظ الناس بالقرآن وبالسنة، وبكلام الأئمة، وبكل ما يلين القلوب ويوجهها إلى الله عز وجل ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن ينبغي الاقتصاد في الموعظة.

সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশদাতা হলো মহান আল্লাহর কিতাব; কারণ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

“হে মানবকুল, তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে উপদেশ এবং অন্তরের ব্যাধির আরোগ্য এসেছে, আর মুমিনদের জন্য এসেছে পথনির্দেশ ও রহমত।” সুতরাং উপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো মহান আল্লাহর কিতাব। কারণ এটি আশা ও ভীতির সঞ্চারণ, জ্ঞানাত ও জাহান্নামের আলোচনা এবং মুত্তাকী ও পাপাচারীদের বর্ণনার এক অনন্য সংকলন। অতএব, উপদেশ প্রদানের জন্য এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব।

তবে এটি কেবল তাদের জন্যই কার্যকর হবে যাদের সজাগ অন্তর আছে অথবা যারা নিবিষ্ট চিন্তে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: “নিশ্চয়ই এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য যার সজাগ অন্তর আছে অথবা যে নিবিষ্ট চিন্তে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে।” পক্ষান্তরে যাদের অন্তর কঠোর হয়ে গেছে—আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই—তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: “আর যখন কোনো সূরা নাযিল করা হয়, তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, ‘এটি তোমাদের মধ্যে কার ঈমান বৃদ্ধি করল?’ বস্তুত যারা ঈমান এনেছে, এটি তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়।” একজন মুমিনের অবস্থাও ঠিক তেমনই; তিনি যখনই আল্লাহর কিতাব থেকে তিলাওয়াত করেন, আল্লাহর প্রতি

তাঁর ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং এই মহান কিতাব থেকে আল্লাহ তাঁর অন্তরে যে নূর দান করেন, তাতে তিনি আনন্দিত হন।

“আর যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, এটি তাদের কলুষতার সাথে আরও কলুষতা বৃদ্ধি করে এবং তারা কাফির অবস্থায় মারা যায়।” আমরা আল্লাহর কাছে এমন অবস্থা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। অতএব, মানুষের উচিত কুরআন, সুন্নাহ, ইমামগণের বাণী এবং এমন সব বিষয়ের মাধ্যমে মানুষকে উপদেশ দেওয়া যা অন্তরকে কোমল করে এবং মহান আল্লাহর দিকে ধাবিত করে। এরপর লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন যে, উপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ বজায় রাখা উচিত।

(ص: 73) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

فلا تكثر على الناس فتيلهم، وتكره إليهم القرآن والسنة وكلام أهل العلم، لأن النفوس إذا ملت كلت، وتعبت وسئمت وكرهت الحق وإن كان حقاً ولهذا كان أحكم الواعظين من الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يتخول الناس بالموعظة، ما يكثر عليهم لئلا يملوا ويسأموا ويكرهوا ما يقال من الحق ثم صدر المؤلف هذا الباب بقوله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} ادع إلى سبيل ربك: يعني إلى دين الله، لأن سبيل الله هو دين الله حيث أنه يوصل إلى الله تعالى، فمن سلك هذا الدين أوصله إلى الله سبحانه وتعالى، ولأن هذا الدين وضعه الله عز وجل وشرعه لعباده، ولهذا أضيف إليه ف قيل: سبيل الله {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} أي بثلاثة أمور: أولاً: الحكمة: وذلك بأن تنزل الأمور منازلها، في الوقت المناسب، والكلام المناسب، والقول المناسب، لأن بعض الأماكن لا تنبغي فيها الموعظة وبعض

الأزمة لا ينبغي فيها الموعظة وكذلك بعض الأشخاص لا ينبغي أن تعظمهم في حال من الأحوال بل تنتظر حتى يكون مهياً لقبول الموعظة ولهذا قال:

সুতরাং মানুষের ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেবেন না, যাতে তারা বিরক্ত না হয়ে পড়ে এবং তাদের নিকট কুরআন, সুন্নাহ ও আলিমগণের কথা অগ্রিয় হয়ে না ওঠে। কারণ মানুষের অন্তর যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন তা অলস ও বিমুখ হয়ে যায় এবং সত্য হওয়া সত্ত্বেও সেই সত্যকে অপছন্দ করতে শুরু করে। এই কারণে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম প্রাজ্ঞ উপদেশদাতা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকদের নসিহত করার ক্ষেত্রে বিরতি দিতেন; তিনি তাদের ওপর অধিক চাপ সৃষ্টি করতেন না যাতে তারা বিরক্ত ও বিমুখ না হয় এবং হকের কথাকে অপছন্দ না করে।

অতঃপর লেখক এই অধ্যায়টি মহান আল্লাহর এই বাণীর মাধ্যমে শুরু করেছেন: "আপনি আপনার রবের পথের দিকে হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করুন এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন সর্বোত্তম পন্থায়।"

"আপনার রবের পথের দিকে আহ্বান করুন" এর অর্থ হলো আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান করা। কারণ আল্লাহর পথই হলো আল্লাহর দ্বীন, যেহেতু তা আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। সুতরাং যে ব্যক্তি এই দ্বীন অনুসরণ করবে তা তাকে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট পৌঁছে দেবে। আর যেহেতু এই দ্বীন মহান আল্লাহ স্বয়ং প্রবর্তন করেছেন এবং তাঁর বান্দাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন, তাই একে তাঁর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে বলা হয়েছে: আল্লাহর পথ।

"আপনি আপনার রবের পথের দিকে হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করুন এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন সর্বোত্তম পন্থায়" অর্থাৎ তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে:

প্রথমত: হিকমত (প্রজ্ঞা)। আর তা হলো প্রতিটি বিষয়কে তার যথাযোগ্য স্থানে রাখা; উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত শব্দে এবং যথাযথ বক্তব্যের মাধ্যমে। কারণ কিছু স্থান এমন রয়েছে যেখানে নসিহত বা উপদেশ দেওয়া সমীচীন নয়, আবার কিছু সময় এমন রয়েছে যা উপদেশের জন্য উপযোগী নয়। অনুরূপভাবে কিছু ব্যক্তি এমন থাকে যাদের কোনো বিশেষ অবস্থায় উপদেশ দেওয়া উচিত নয়, বরং তারা উপদেশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এই কারণেই তিনি বলেছেন:

{بالحكمة} قال العلماء: الحكمة: وضع الأشياء في مواضعها ثانياً: الموعظة الحسنة: يعني: اجعل دعوتك مقرونة بموعظة حسنة، موعظة تلين القلب وترققه وتوجهه إلى الله بشرط أن تكون حسنة، إن كان الترغيب فيها أولى فبالترغيب وإن كان التهيب والتخويف فيها أولى فبالتهيب والتخويف وكذلك تكون حسنة من حيث الأسلوب والصياغة وكذلك تكون حسنة من حيث الإقناع بحيث تأتي بموعظة تكون فيها أدلة مقنعة أدلة شرعية وأدلة عقلية تسند الشرعية لأن بعض الناس يقنع بالأدلة الشرعية كالمؤمنين الخالص، فإن الله يقول: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} ومن الناس من لا يكتفي بالأدلة الشرعية بل يحتاج أن تنسد الأدلة الشرعية عنده بأدلة عقلية، ولهذا يستدل الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة بالأدلة العقلية على ما أوحاه إلى نبيه من الأدلة الشرعية انظر مثلاً إلى البعث بعد الموت، فالبعث بعد الموت أنكره الكفار وقالوا: من يحيى العظام وهي رميم؟ كيف يبوت الإنسان وتأكل الأرض عظامه ولحمه وجلده، ثم يبعث؟ فأجاب الله:

{প্রজ্ঞার সাথে} উলামায়ে কেরাম বলেছেন: হিকমাহ বা প্রজ্ঞা হলো কোনো বস্তুকে তার যথোপযুক্ত স্থানে স্থাপন করা। দ্বিতীয়ত: উত্তম উপদেশ। এর অর্থ হলো: আপনার দাওয়াতকে উত্তম উপদেশের সাথে সমন্বিত করুন; এমন উপদেশ যা অন্তরকে নরম ও কোমল করে এবং আল্লাহর দিকে ধাবিত করে, তবে শর্ত হলো তা হতে হবে উত্তম। যদি সেখানে তারগীব (উৎসাহ প্রদান) অধিক যুক্তিযুক্ত হয় তবে তারগীবের মাধ্যমে, আর যদি সেখানে তারহীব (ভীতি প্রদর্শন) অধিক যুক্তিযুক্ত হয় তবে তারহীবের মাধ্যমে। একইভাবে উপদেশটি উপস্থাপনা শৈলী ও বাক্যবিন্যাসের দিক থেকেও উত্তম হতে হবে। তদ্রূপ এটি সন্তোষজনক হওয়ার দিক থেকেও উত্তম হতে হবে, অর্থাৎ আপনি এমনভাবে উপদেশ দেবেন যাতে সন্তোষজনক দলিল বিদ্যমান থাকে—শরয়ী দলিল এবং সেই শরয়ী দলিলকে সমর্থনকারী

যৌক্তিক দলিল। কারণ কিছু মানুষ কেবল শরয়ী দলিলেই আশ্বস্ত হন, যেমন একনিষ্ঠ মুমিনগণ; কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন: "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে ফায়সালা করলে কোনো মুমিন পুরুষ বা মুমিন নারীর সে বিষয়ে নিজের পক্ষ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ইখতিয়ার থাকে না।" আবার মানুষের মধ্যে এমন কেউ আছে যারা কেবল শরয়ী দলিলে সন্তুষ্ট হয় না, বরং তাদের নিকট শরয়ী দলিলসমূহ যৌক্তিক দলিল দ্বারা সমর্থিত হওয়ার প্রয়োজন পড়ে। এই কারণেই আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা তাঁর নবীর প্রতি অবতীর্ণ শরয়ী দলিলসমূহের সপক্ষে অনেক আয়াতে যৌক্তিক দলিল দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের বিষয়টি দেখুন। কাফেররা পরকালীন পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে বলেছিল: "কে এই জীর্ণ-শীর্ণ হাড়গুলোকে পুনর্জীবিত করবে?" মানুষ মারা যাওয়ার পর মাটি যখন তার হাড়, মাংস ও চামড়া ভক্ষণ করে ফেলবে, তখন তাকে কীভাবে পুনরুত্থিত করা হবে? তখন আল্লাহ উত্তর দিলেন:

(ص: 75) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

{قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ} من الذي خلق هذه العظام أول مرة هو الله وإعادة الخلق أهون من ابتدائه: {وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ} {أَوْ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى} هذه أدلة عقلية الاستدلال بالبداً على المعاد وكذلك يستدل الله سبحانه وتعالى على إمكان البعث بإحياء الأرض بعد موتها فإن الله تعالى ينزل المطر على أرض هامة قاحلة، ليس فيها حياة ولا نبات فتصبح الأرض مخضرة بهذا المطر من الذي أحيا هذا النبات إلا الله؟ فالذي أحيا هذا النبات بعد يبسه وموته قادر على إحياء الموتي ولا بد من حياة أخرى لأنه ليس من الحكمة أن الله ينشئ هذا الخلق ويهدم بالنعمة والرزق وينزل عليهم الكتب، ويرسل إليهم الرسل، ويشرع الجهاد لأعدائه

ثم تكون المسألة مجرد دنيا تروح، فهذا لا يمكن، وهذا خلاف الحكمة، بل لا بد من حياة أخرى هي الحياة الحقيقية كما قال تعالى: {يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي} الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} ثم قال: {وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} يعني: إذا وعظت موعظة

{বলুন, যিনি এগুলোকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তিনিই এগুলোতে প্রাণ সঞ্চার করবেন।} এই অস্তিত্বগুলোকে প্রথমবার কে সৃষ্টি করেছেন? তিনি হলেন আল্লাহ। আর সৃষ্টিকে পুনরাবৃত্তি করা প্রথমবার সৃষ্টি করার চেয়েও সহজ: {আর তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি তা পুনরায় সৃষ্টি করবেন; আর এটি তাঁর জন্য অত্যন্ত সহজ।} {যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের মতো পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? অবশ্যই (তিনি সক্ষম)।} এগুলো হলো সৃষ্টির সূচনা দ্বারা পুনরুত্থানের যৌক্তিক প্রমাণ। একইভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মৃত জমিনকে জীবিত করার মাধ্যমে পুনরুত্থানের সম্ভাব্যতা প্রমাণ করেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা নিজীব, শুষ্ক ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যেখানে কোনো প্রাণ বা উদ্ভিদ থাকে না, অতঃপর সেই বৃষ্টির ফলে জমিন শস্য-শ্যামল হয়ে ওঠে। আল্লাহ ছাড়া কে এই উদ্ভিদকে জীবিত করেছেন? সুতরাং যিনি এই উদ্ভিদকে তার শুষ্কতা ও মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন, তিনি মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করতেও সক্ষম। আর অবশ্যই একটি পরকালীন জীবন থাকতে হবে; কারণ এটি আল্লাহর প্রজ্ঞার পরিচায়ক নয় যে, তিনি এই মাখলুক সৃষ্টি করবেন, তাদের নিআমত ও রিজিক দান করবেন, তাদের কাছে কিতাব অবতীর্ণ করবেন, রাসূল প্রেরণ করবেন এবং তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদের বিধান দেবেন, আর পরিশেষে বিষয়টি কেবল এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতেই শেষ হয়ে যাবে—এমনটি হওয়া সম্ভব নয় এবং এটি হিকমতের পরিপন্থী। বরং অবশ্যই অন্য একটি জীবন থাকতে হবে যা-ই প্রকৃত জীবন, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: {সে বলবে, হায়! আমি যদি আমার এই জীবনের জন্য কিছু অগ্রিম পাঠাতাম!} প্রকৃত জীবন হলো আখেরাতের জীবন: {হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন আর আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।} অতঃপর তিনি বলেছেন: {আর তাদের সাথে বিতর্ক করুন সর্বোত্তম পন্থায়} অর্থাৎ: যখন আপনি কোনো উপদেশ প্রদান করবেন...

حسنة وصار الإنسان يجادل ولم يقبل فجادله ولا تنسحب لكن جادل بالتي هي أحسن من حيث الأسلوب، ومن حيث العرض، ومن حيث الإقناع، إذا استدل عليك بدليل فحاول إبطال دليله، فإذا كان إبطال دليله يطول فانتقل إلى دليل آخر، ولا تأخذ في الجدل معه، بل انتقل إلى دليل آخر لا يستطيع مجادلته فيه.

انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما حجة الرجل في الله: {الْمُ تَرِّ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ} يعني وأنت لا تستطيع أن تحيي وتميت {قال أنا أحيي وأميت} كيف يحيي ويميت هذا المجادل المعاند؟ كان يؤتي بالرجل المستحق للقتل فيقول: لا تقتلوه ويؤتي بالرجل لا يستحق القتل فيقول: اقتلوه فجعل هذه التمويه إحياء وإماتة فقال إبراهيم: {فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ} ولم يجادله على قوله: أنا أحيي وأميت، وإلا لو جادله لقال أنت لم تحي ولم تمت حقيقة وإنما تفعل سبب الموت فيموت وهو القتل وترفع موجب القتل فلا يقتل لكنه عدل عن هذا إلى شيء لا يستطيع الخصم أن يتحرك معه أو أن ينطق قال: {فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ} فلم يستطع ردا ولهذا قال: {فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي} وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

উত্তম পন্থায়; আর যদি মানুষটি তর্কে লিপ্ত হয় এবং সত্য গ্রহণ না করে, তবে আপনিও তার সাথে বিতর্ক চালিয়ে যান, পিছিয়ে আসবেন না। তবে এই বিতর্ক হতে হবে শৈলী, উপস্থাপনা এবং যুক্তির গ্রহণযোগ্যতার বিচারে সর্বোত্তম পন্থায়। সে যদি আপনার বিপক্ষে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করে, তবে তার সেই প্রমাণকে অসার করার চেষ্টা করুন। আর যদি তার প্রমাণ খণ্ডন করা দীর্ঘসূত্রিতার কারণ হয়, তবে অন্য কোনো প্রমাণে চলে যান। তার সাথে অহেতুক তর্কে সময়ক্ষেপণ করবেন না, বরং এমন এক অকাট্য প্রমাণের অবতারণা করুন যাতে সে আপনার সাথে আর বিতর্কের সুযোগ না পায়।

ইবরাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দিকে লক্ষ্য করুন, যখন এক ব্যক্তি তাঁর সাথে মহান আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল: "তুমি কি সেই ব্যক্তির কথা ভেবে দেখেছ, যে ইবরাহিমের সাথে তার রব সম্পর্কে বিতর্ক করেছিল এ কারণে যে, আল্লাহ তাকে রাজত্ব দান করেছিলেন? যখন ইবরাহিম বললেন, 'আমার রব তিনিই যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান'।" অর্থাৎ, আপনি তো জীবন দান করতে বা মৃত্যু ঘটাতে পারেন না। "সে বলল, 'আমিও জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই'।" এই হঠকারী তार्কিক কীভাবে জীবন দান করত ও মৃত্যু ঘটাত? সে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে এসে বলত: "একে হত্যা করো না", আবার এমন ব্যক্তিকে নিয়ে আসত যার মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্য নয় এবং বলত: "একে হত্যা করো"। সে এই চাতুর্যপূর্ণ প্রতারণাকেই জীবন দান ও মৃত্যু দান হিসেবে সাব্যস্ত করেছিল। এমতাবস্থায় ইবরাহিম বললেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন, সুতরাং তুমি একে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করো।" তিনি তার 'আমি জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই'—এই দাবির ওপর আর তার সাথে বিতর্ক চালিয়ে গেলেন না। নতুবা তিনি যদি বিতর্ক করতেন, তবে বলতেন যে, আপনি প্রকৃতপক্ষে জীবন দান করেননি বা মৃত্যু ঘটাননি; বরং আপনি কেবল মৃত্যুর একটি কারণ অর্থাৎ হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন মাত্র, অথবা হত্যার কারণ দূর করেছেন যাতে সে নিহত না হয়। কিন্তু তিনি এই পথ পরিহার করে এমন এক বিষয়ের অবতারণা করলেন যেখানে প্রতিপক্ষের নড়াচড়া করার বা কথা বলার কোনো সুযোগ ছিল না। তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন, সুতরাং তুমি একে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করো।" ফলে সে কোনো উত্তর দিতে সক্ষম হলো না এবং একারণেই আল্লাহ বলেছেন: "ফলে সেই কাফের ব্যক্তিটি হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ হেদায়েত দান করেন না"

(ص: 77) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} فالحاصل أن الله يقول: {وجادلهم بالتي هي أحسن} وفهم من الآية أن من لا يستطيع المجادلة بالتي هي أحسن فلا يجادل، لأنه قد يأتي إنسان

مؤمن حقاً وليس عنده إشكال لها معه من الإيمان لكن يجادله ألد خصم فيعجز عن
مقاومته ففي هذه الحال لا تجادل لأنك إن جادلت لن تجادل بالتي هي أحسن
اتركه إلى وقت آخر أو إلى أن يأتي أحد أقوى منك في المجادلة فيجادله

700 - وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته، مئنة فقهه فأطيلوا
الصلاة وأقصروا في الخطبة رواه مسلم مئنة بيم مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم نون
مشددة أي علامة دالة على فقهه

701 - وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينا أنا أصلي مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله

জালেম সম্প্রদায়।} মোদা কথা হলো, আল্লাহ বলেন: {আর তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক
করো।} এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি উত্তম পন্থায় বিতর্ক করতে অক্ষম, তার
বিতর্ক করা উচিত নয়। কারণ এমন হতে পারে যে, একজন প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি যার ঈমানের
কারণে মনে কোনো সংশয় নেই, কিন্তু একজন কটুর প্রতিপক্ষ তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো
এবং সে তার মোকাবিলা করতে অক্ষম হলো। এমতাবস্থায় তুমি বিতর্ক করো না, কারণ তুমি
যদি বিতর্ক করো তবে তা উত্তম পন্থায় হবে না। তাকে অন্য সময়ের জন্য ছেড়ে দাও অথবা
এমন কেউ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো যে তোমার চেয়ে বিতর্কে অধিক শক্তিশালী এবং সে তার
সাথে বিতর্ক করবে।

৭০০ - আবু আল-ইয়াকজান আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি
বলেন: আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: নিশ্চয়ই কোনো
ব্যক্তির সালাত দীর্ঘ হওয়া এবং খুতবা সংক্ষিপ্ত হওয়া তার প্রজ্ঞার পরিচায়ক। অতএব তোমরা
সালাত দীর্ঘ করো এবং খুতবা সংক্ষিপ্ত করো। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন। 'মিআল্লাহ' শব্দটি
মীম বর্ণে ফাতহা (জবর), এরপর হামজায় কাসরা (জের) এবং নূন বর্ণে তাশদীদ সহযোগে
গঠিত, যার অর্থ হলো তার প্রজ্ঞা বা ফিকহের পরিচায়ক নিদর্শন।

৭০১ - মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম আস-সুলামী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:
একদা আমি যখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সালাত আদায়

করছিলাম, তখন উপস্থিত লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি হাঁচি দিলেন। তখন আমি বললাম, 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' (আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন)।

(স: 78) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

فرماني القوم بأبصارهم فقلت واشكل أميأه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أنبأنا وكبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالاً يأتون الكهان؟ قال: فلا تأتهم قلت ومنا رجال يتطيرون؟ قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصذبهم رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف النووي رحمه الله تعالى في (باب الوعظ والاقتصاد فيه وعدم إدخال الملل والسامة على الناس فيما يعظ به) وسبق الكلام عن الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب وهي قوله تعالى: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ثم ذكر المؤلف أحاديث منها: حديث عمار بن ياسر أن النبي

লোকেরা আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। তখন আমি বললাম, "হায় আমার দুর্ভাগ্য! তোমাদের কী হয়েছে যে তোমরা আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছ?" তখন তারা তাদের

উরুতে হাত চাপড়াতে লাগল। যখন আমি দেখলাম তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে, তখন আমি চুপ হয়ে গেলাম। অতঃপর যখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালাত শেষ করলেন—আমার পিতা-মাতা তাঁর জন্য উৎসর্গ হোক—আমি তাঁর আগে বা পরে তাঁর চেয়ে অধিক উত্তম কোনো শিক্ষক দেখিনি। আল্লাহর কসম! তিনি আমাকে ধমক দেননি, প্রহার করেননি এবং গালমন্দও করেননি। তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই এই সালাতে মানুষের সাধারণ কথাবার্তা বলা সমীচীন নয়; এটি কেবল তাসবীহ, তাকবীর এবং কুরআন তিলাওয়াতের জন্য।" অথবা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেমনটি বলেছেন। আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি সবেমাত্র জাহিলিয়াতের যুগ পার করেছি এবং আল্লাহ ইসলাম দান করেছেন। আমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা গণকদের কাছে যায়।" তিনি বললেন, "তুমি তাদের কাছে যেও না।" আমি বললাম, "আমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা কুলক্ষণ মানে।" তিনি বললেন, "এটি এমন এক অনুভূতি যা তারা তাদের অন্তরে অনুভব করে, সুতরাং তা যেন তাদের কাজে বাধা না দেয়।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার ইমাম নববী (রহিমাল্লাহ তাআলা) 'উপদেশ দান এবং তাতে মধ্যপন্থা অবলম্বন এবং মানুষের মনে বিরক্তি ও ক্লান্তি সৃষ্টি না করা' পরিচ্ছেদে এটি উল্লেখ করেছেন। লেখক (রহিমাল্লাহ তাআলা) এই পরিচ্ছেদে যে আয়াতটি উল্লেখ করেছেন সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, আর তা হলো মহান আল্লাহর বাণী: 'তুমি তোমার রবের পথে প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করো এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পন্থায়।' অতঃপর লেখক কিছু হাদীস উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে আমাদের বিন ইয়াসিরের হাদীস যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)...

صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه يعني: صلاة الجمعة فصلاة الجمعة لها خطبتان قبلها: فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه وهذا وإن كان ظاهراً في خطبة الجمعة فهو عام أيضاً حتى في الخطب العارضة لا ينبغي للإنسان أن يطيل على الناس كلما قصر كان أحسن لوجهين الوجه الأول: ألا يبل الناس الوجه الثاني: أن يستوعبوا ما قال لأن الكلام إذا طال ضيع بعضه بعضاً فإذا كان قصيراً مهضوماً مستوعباً انتفع به وكذلك لا يلحقهم الملل وأما طول الصلاة فالمراد أن تكون كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليست طويلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ إطالته في صلاة العشاء وأنكر على الرجل الآخر إطالته في صلاة الفجر وقال: أيها الناس إن منكم منفرين فالمراد بطول الصلاة هنا الطول الموفق لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إذا كان الإنسان إماماً أمّا إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তির সালাতের দীর্ঘতা এবং খুতবার সংক্ষিপ্ততা তার গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিচায়ক। অর্থাৎ জুমুআর সালাত; কেননা জুমুআর সালাতের পূর্বে দুটি খুতবা রয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তির সালাতের দীর্ঘতা এবং খুতবার সংক্ষিপ্ততা তার ফিকহ বা গভীর প্রজ্ঞার নিদর্শন। এই বিষয়টি বাহ্যিকভাবে জুমুআর খুতবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে হলেও এটি সাধারণ বা আকস্মিক খুতবাসমূহের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। মানুষের জন্য উচিত নয় যে তারা খুতবা দীর্ঘ করে শ্রোতাদের বিরক্তির কারণ হবে। বরং খুতবা যত সংক্ষিপ্ত হবে, দুটি কারণে তা ততই উত্তম হবে। প্রথমত: মানুষ যাতে বিরক্ত না হয়। দ্বিতীয়ত: তারা যাতে যা বলা হয়েছে তা পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে পারে। কারণ কথা যখন দীর্ঘ হয়, তখন তার এক অংশ অন্য অংশকে ভুলিয়ে দেয়। আর যখন তা সংক্ষিপ্ত, বোধগম্য এবং সারগর্ভ হয়, তখন মানুষ তা থেকে উপকৃত হয় এবং তাদের মাঝে একঘেয়েমিও আসে না। আর সালাত দীর্ঘ করার অর্থ হলো তা যেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সালাতের অনুরূপ হয়; এটি যেন অত্যধিক দীর্ঘ না হয়। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুআজ (রা.)-এর এশার সালাত দীর্ঘ করার কারণে আপত্তি জানিয়েছিলেন এবং অন্য এক ব্যক্তি ফজর সালাত

দীর্ঘ করার কারণেও অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: হে লোকসকল! তোমাদের মাঝে এমন কিছু লোক আছে যারা মানুষের মাঝে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে। সুতরাং এখানে সালাত দীর্ঘ করার অর্থ হলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সালাতের পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দৈর্ঘ্য। এটি তখন প্রযোজ্য যখন ব্যক্তি ইমাম হিসেবে সালাত পরিচালনা করবেন। তবে যদি তিনি একা সালাত আদায় করেন, তবে তিনি চাইলে যতটুকু ইচ্ছা দীর্ঘ করতে পারেন।

(ص: 80) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ولا أحد يمنعه لأنه يعامل نفسه بنفسه ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة أطيلوها كما ورد وأقصروا الخطبة لكن لا بد من خطبة تشير المشاعر ويحصل بها الموعظة والانتفاع.

ثم ذكر المؤلف حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه بينما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذ عطس رجل من القوم فقال الحمد لله فقال له معاوية يرحمك الله لأنك إذا سمعت العاطس يحمده الله بعد عطاسه وجب عليك أن تشمته فتقول يرحمك الله حتى ولو كنت تقرأ أو تطالع أو تراجع أما في الصلاة فلا يجوز لأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ولهذا أنكر الناس بأعينهم على معاوية فرموه بأبصارهم فقال واثل أمياه ماذا صنعت؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يسكتونه فسكت ومضى في صلاته فلما انصرف من الصلاة دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال فبأي هو وأمي ما رأيت معلماً أحسن تعليماً منه لا قبله ولا بعده والله ما كهربي ولا ضربني ولا شتمني وإنما خاطبه بلطف وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام

এবং কেউ তাকে বাধা দেবে না কারণ সে নিজেই নিজের সাথে আচরণ করছে। অতঃপর নবী (সালাতু ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) বলেছেন: তোমরা সালাত দীর্ঘ করো এবং খুতবা সংক্ষিপ্ত করো। বর্ণিত বর্ণনা অনুযায়ী সালাত দীর্ঘ করো এবং খুতবা সংক্ষিপ্ত করো, তবে খুতবা অবশ্যই এমন হতে হবে যা আবেগ জাগিয়ে তোলে এবং যার মাধ্যমে উপদেশ ও উপকার অর্জিত হয়।

এরপর লেখক মুআবিয়া ইবনুল হাকাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, তিনি যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সালাত আদায় করছিলেন, তখন উপস্থিত লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি হাঁচি দিলেন এবং বললেন ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য’ (আলহামদুলিল্লাহ)। তখন মুআবিয়া তাকে বললেন ‘আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন’ (ইয়ারহামুকাল্লাহ)। কারণ আপনি যখন কোনো হাঁচিদাতাকে হাঁচির পর আল্লাহর প্রশংসা করতে শুনবেন, তখন আপনার ওপর তার উত্তর দেয়া (তাশমিত) ওয়াজিব হয়ে যায়, অর্থাৎ আপনি বলবেন ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’; এমনকি আপনি যদি তিলাওয়াত, অধ্যয়ন বা পাঠ্য বিষয় পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন তবুও। তবে সালাতের মধ্যে এটি বৈধ নয়, কারণ সালাতে মানুষের সাধারণ কথাবার্তার কোনো স্থান নেই। এই কারণে লোকজন চোখের ইশারায় মুআবিয়ার প্রতি আপত্তি প্রকাশ করলেন এবং তাঁর দিকে আড়চোখে তাকাতে লাগলেন। তখন তিনি বললেন, ‘হায় আফসোস! আমি কী করলাম?’ তখন তারা তাঁকে চুপ করানোর জন্য তাদের উরুতে হাত দিয়ে আঘাত করতে লাগলেন। ফলে তিনি চুপ হয়ে গেলেন এবং সালাত চালিয়ে গেলেন। যখন সালাত শেষ হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে ডাকলেন। তিনি বলেন, ‘আমার পিতা-মাতা তাঁর প্রতি উৎসর্গিত হোন, আমি তাঁর আগে বা পরে তাঁর চেয়ে উত্তম কোনো শিক্ষক দেখিনি। আল্লাহর কসম! তিনি আমাকে ধমক দেননি, প্রহার করেননি এবং গালিও দেননি।’ বরং তিনি অত্যন্ত নম্রভাবে তাঁকে সম্বোধন করলেন এবং বললেন: ‘নিশ্চয়ই এই সালাতে মানুষের সাধারণ কথার কোনো স্থান নেই; এটি কেবল তাসবীহ, তাকবীর এবং কুরআন তিলাওয়াতের জন্য।’ অথবা নবী (সালাতু ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) যেমনটি বলেছেন।

فهذه موعظة قصيرة مفيدة انتفع بها معاوية ونقلها إلى من بعده وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن يلتفت المصلي أو ينظر إذا كان ذلك لمصلحة أو حاجة، وإلا فالأفضل أن يكون نظره إلى موضع سجوده وفي حال الجلوس يكون نظرة إلى موضع إشارته لأن الجالس في التشهد أو بين السجدين يرفع إصبعه قليلا ويشير بها عند الدعاء، فيكون نظره إلى موضع إشارته، وأما في حال القيام والركوع فينظر إلى موضع سجوده وقال بعض العلماء ينظر تلقاء وجهه، والأمر في هذا واسع، إن شاء نظر إلى موضع سجوده، وإن شاء نظر تلقاء وجهه، لكن إذا حصلت حاجة والتفت فإن ذلك لا بأس به وفيه أيضا: أن العمل اليسير في الصلاة لا يضر لأن الصحابة جعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك، إلا أنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: إذا نابكم شيء فليسبح الرجال ولتصفق النساء

এটি একটি সংক্ষিপ্ত ও ফলপ্রসূ নসিহত যা থেকে মুআবিয়া (রা.) উপকৃত হয়েছেন এবং তা পরবর্তী প্রজন্মের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। এই হাদিসটি প্রমাণ করে যে, কোনো বিশেষ কল্যাণ বা প্রয়োজনে মুসল্লি যদি নামাজের মধ্যে এদিক-ওদিক তাকায় বা দ্রক্ষেপ করে তবে তাতে কোনো দোষ নেই; অন্যথায় দৃষ্টি সিজদার স্থানের দিকে রাখাই উত্তম। আর উপবিষ্ট অবস্থায় দৃষ্টি থাকবে ইশারার স্থানের দিকে; কেননা তাশাহুদ বা দুই সিজদার মাঝখানে বসা অবস্থায় ব্যক্তি তার আঙুল সামান্য উত্তোলন করে এবং দোয়ার সময় তা দিয়ে ইশারা করে, তাই তার দৃষ্টি সেই ইশারার স্থানের দিকেই থাকা বাঞ্ছনীয়। পক্ষান্তরে কিয়াম ও রুকু অবস্থায় মুসল্লি সিজদার জায়গার দিকে তাকাবে। অবশ্য কোনো কোনো আলেম বলেছেন যে, মুসল্লি সরাসরি সামনের দিকে তাকাবে। এ বিষয়টি বেশ প্রশস্ত; মুসল্লি চাইলে সিজদার স্থানে তাকাতে পারে আবার চাইলে সোজাসুজি সামনের দিকেও তাকাতে পারে। তবে যদি কোনো প্রয়োজনে সে দ্রক্ষেপ করে তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। এই হাদিসে আরও প্রমাণ রয়েছে যে, সালাতের মধ্যে সামান্য কাজ বা নড়াচড়া সালাতের কোনো ক্ষতি করে না; কেননা সাহাবীগণ (সালাতের মধ্যে) তাদের উরুর ওপর হাত মারতে শুরু করেছিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের এই কাজের প্রতিবাদ করেননি। তবে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য একটি হাদিসে বলেছেন: "সালাতে তোমাদের কোনো বিষয়ের সম্মুখীন হতে হলে পুরুষরা যেন সুবহানাল্লাহ বলে এবং মহিলারা যেন হাততালি দেয়।"

(ص: 82) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وفيه دليل: على أن الكلام في الصلاة لا يجوز وأنه مبطل لها، إلا إذا كان الإنسان جاهلاً أو ناسياً أو غافلاً، فمثلاً لو أن أحداً سلم عليك وأنت تصلي أو دق الباب وأنت تصلي فقلت غافلاً أو قلت: وعليكم السلام ناسياً أو غافلاً، فصلاتك صحيحة لأن الله لا يؤاخذ الإنسان بالجهل أو النسيان أو بالغفلة {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} ومن فوائد الحديث: حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعلم بالرفق واللين وهذا هديه صلى الله عليه وسلم وهو أسوة أمته فالذي ينبغي للإنسان أن ينزل الناس منازلهم فالعائد المكابر يخاطب بخطاب يليق به والجاهل الملتبس للعلم يخاطب بخطاب يليق به ومن فوائد هذا الحديث: أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الأدميين وإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والصلاة كما نعلم فيها قراءة قرآن وفيها تكبير وفيها تسبيح وفيها دعاء وفيها تشهد وفي الحديث: الثناء على الوعظ إذا كانت عظمته جيدة وليس عنده عنف وهذا يشجع أهل الوعظ على أن يلتزموا بهذه الطريقة التي التزم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

এতে এই মর্মে দলিল রয়েছে যে, সালাতে কথা বলা বৈধ নয় এবং তা সালাতকে বাতিল করে দেয়; তবে মানুষ যদি অজ্ঞতাবশত, বিস্মৃত হয়ে কিংবা অসতর্কবস্থায় কথা বলে ফেলে তবে ভিন্ন কথা। উদাহরণস্বরূপ, আপনি সালাত আদায় করছেন এমতাবস্থায় কেউ আপনাকে সালাম

দিল কিংবা দরজায় করাঘাত করল, আর আপনি অসতর্কতাবশত বলে ফেললেন 'ভেতরে আসুন' অথবা বিস্মৃতি বা অসতর্কতাবশত বললেন 'ওয়ালাইকুমুস সালাম', তবে আপনার সালাত সঠিক হবে। কারণ আল্লাহ তাআলা মানুষকে অজ্ঞতা, বিস্মৃতি কিংবা অসতর্কতার জন্য পাকড়াও করেন না। {আল্লাহ তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য পাকড়াও করবেন না, কিন্তু তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য তিনি তোমাদের পাকড়াও করবেন।} এই হাদীসের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চমৎকার শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং এই যে, তিনি কোমলতা ও নম্রতার সাথে শিক্ষা দিতেন। আর এটাই হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ এবং তিনি তাঁর উম্মতের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। সুতরাং মানুষের উচিত হবে অন্যকে তাদের যথাযথ অবস্থানে মূল্যায়ন করা; অতএব হঠকারী ও অহংকারী ব্যক্তির সাথে তার উপযুক্ত ভাষায় কথা বলতে হবে, আর জ্ঞানপ্রার্থী অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে তার জন্য মানানসই ভাষায় কথা বলতে হবে। এই হাদীসের আরও একটি শিক্ষা হলো: সালাতে মানুষের সাধারণ আলাপচারিতা শোভা পায় না; বরং সালাত হলো কেবল তাসবীহ, তাকবীর এবং কুরআন তিলাওয়াত—অথবা নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম যেমনটি বলেছেন। আর আমরা জানি যে, সালাতে কুরআন তিলাওয়াত, তাকবীর, তাসবীহ, দুআ এবং তাশাহুদ রয়েছে। এই হাদীসে সেই নসীহতের প্রশংসা করা হয়েছে যা কল্যাণকর এবং যাতে কোনো রুচুতা নেই। এটি নসীহত প্রদানকারীদের সেই পদ্ধতি অবলম্বন করতে উৎসাহিত করে যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে অনুসরণ করতেন।

(ص: 83) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وفي سياق حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وإن الله تعالى قد جاء بالإسلام قال هذا الكلام ليبين حاله من قبل وحاله من بعد وليتحدث بنعمة الله عليه حيث كانوا في جاهلية لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً إلا ما جرت به العادات بينهم وجاءنا الله بهذا الإسلام

بأنور البين والفرقان العظيم فبين الحق من الباطل وبين النافع من الضار وبين الإيمان من الكفر والتوحيد من الشرك إلى غير ذلك مما من الله به على هذه الأمة بالإسلام ثم قال رضي الله عنه وإن منا رجلاً يأتون الكهان قال فلا تأتهم الكهان كانوا رجلاً تنزل عليهم شياطين الجن بها يسمعون من خبر السماء ثم يحدثون الناس بها أخبرت به الشياطين ويضيفون إلى الخبر الحق أشياء كثيرة من الكذب فإذا صدقوا في واحد من مائة اتخذهم الناس حكماً ولهذا يأتون إليهم ويتحاكمون إليهم فالكاهن عبارة عن رجل يأتيه الشيطان يخبره بها سماع من خبر السماء ويضيف إلى هذا الخبر أشياء كثيرة من الكذب يأتهم

মুআবিয়া ইবনুল হাকাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসের প্রেক্ষাপটে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জাহিলিয়াতের খুব নিকটবর্তী সময়ের মানুষ এবং আল্লাহ তাআলা ইসলামের আগমন ঘটিয়েছেন। তিনি এই কথাটি বলেছিলেন নিজের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা করতে এবং তাঁর প্রতি আল্লাহর নিআমত সম্পর্কে আলোচনা করতে; কেননা তারা এমন এক জাহিলিয়াতের মধ্যে ছিল যেখানে তারা প্রচলিত রীতিনীতি ব্যতীত কোনো ন্যায় কাজ জানত না এবং কোনো অন্যায়কেও প্রতিহত করত না। অতঃপর আল্লাহ আমাদের নিকট এই ইসলামকে সুস্পষ্ট জ্যোতি ও মহান ফুরকান সহ পাঠালেন, যা সত্য ও মিথ্যার মাঝে, উপকারী ও ক্ষতিকারকের মাঝে, ঈমান ও কুফরের মাঝে এবং তাওহীদ ও শিরকের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করে দিল। এছাড়াও আরও বহুবিধ অনুগ্রহ আল্লাহ এই উম্মাতকে ইসলামের মাধ্যমে দান করেছেন। অতঃপর তিনি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "এবং আমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা গণকদের নিকট যায়।" তিনি বলেন, "তবে তুমি তাদের নিকট যেও না।" গণক ছিল এমন সব ব্যক্তি যাদের নিকট জিন-শয়তানরা আসমানের সংবাদ থেকে যা শুনতে পেত তা নিয়ে অবতরণ করত। অতঃপর শয়তানরা তাদের যা অবহিত করত তারা তা মানুষের নিকট বর্ণনা করত এবং সেই সত্য সংবাদের সাথে প্রচুর পরিমাণ মিথ্যা মিশ্রিত করত। ফলে তারা যদি একশটি কথার মধ্যে একটিতেও সত্য বলত, তবে মানুষ তাদেরকে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করে নিত এবং এই কারণেই মানুষ তাদের নিকট গমন করত ও তাদের মাধ্যমে বিচার ফয়সালা করত। সুতরাং গণক হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যার নিকট

শয়তান আসে এবং আসমান থেকে যা শুনেছে সে বিষয়ে তাকে সংবাদ দেয়, আর সে এই সংবাদের সাথে প্রচুর মিথ্যা যোগ করে তাদের নিকট নিয়ে আসে।

(ص: 84) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الناس فيسألونهم ما حالنا؟ ما مستقبلنا؟ يسألونهم عن أمور مستقبلية عامة أو خاصة فيخبرونهم بها وسمعوا من أخبار الشياطين قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تأتهم كلمة واحدة لا تأت الكهان وهل تظن أن معاوية أو غيره من الصحابة إذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا أن يفعلوا؟ لا، لا نظن ذلك فإنهم ليسوا كحال كثير من الناس اليوم يكرر عليه النهي ولكنه لا ينتهي أو يتأول ويقول: النهي للكراهة أو النهي للأدب أو لخلاف الأولي أو ما أشبه ذلك ثم اعلم أن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وإذا أتاه الإنسان فله ثلاث حالات: الحلة الأولى: أن يأتيه يسأله ولا يصدقه فثبت في صحيح مسلم أن من فعل هذا لا تقبل له صلاة أربعين يوماً الحالة الثانية: أن يأتيه يسأله ويصدقه فهذا كافر لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ووجه كفره أن تصديقه إياه يتضمن تكذيب قول الله جل وعلا: {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ} لأن الكاهن

মানুষ তাদের জিজ্ঞাসা করে: আমাদের অবস্থা কী? আমাদের ভবিষ্যৎ কী? তারা তাদের নিকট সাধারণ কিংবা বিশেষ ভবিষ্যৎ বিষয়াদি সম্পর্কে জানতে চায়; ফলে তারা (গণকরা) শয়তানদের নিকট থেকে যা শুনেছে তা তাদের অবহিত করে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "সুতরাং তোমরা তাদের কাছে যেও না, গণকদের কাছে যেও না।" আপনি কি মনে করেন যে মুয়াবিয়া (রা.) কিংবা অন্য কোনো সাহাবী, যখন রাসূল (আলাইহিস সালাতু

ওয়াস সালাম) তাদের কোনো কাজ করতে নিষেধ করতেন, তখন তারা তা করতেন? না, আমরা তা মনে করি না। কেননা তারা বর্তমান যুগের অনেক মানুষের মতো ছিলেন না, যাদের বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা নিবৃত্ত হয় না অথবা অপব্যখ্যা দিয়ে বলে: এই নিষেধটি মাকরুহ হওয়ার জন্য, কিংবা স্বেফ শিষ্টাচারের জন্য, কিংবা উত্তম পন্থার পরিপন্থী হওয়ার জন্য অথবা এই জাতীয় কিছু। এরপর জেনে রাখুন, গণক সেই ব্যক্তি যে ভবিষ্যতের অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে সংবাদ দেয়। কোনো ব্যক্তি যখন তার নিকট আসে, তখন তার তিনটি অবস্থা হতে পারে: প্রথম অবস্থা: তার কাছে আসা এবং তাকে প্রশ্ন করা কিন্তু তাকে বিশ্বাস না করা। এমতাবস্থায় সহীহ মুসলিমে প্রমাণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এরূপ করবে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার সালাত কবুল করা হবে না। দ্বিতীয় অবস্থা: তার কাছে আসা এবং তাকে প্রশ্ন করা ও তাকে বিশ্বাস করা; এটি কুফরি। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো গণকের নিকট আসলো এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করলো, সে মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার (কুফরি) করলো।" তার কাফের হওয়ার কারণ হলো, তাকে বিশ্বাস করার অর্থ হলো মহান আল্লাহর এই বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা: "বলুন, আসমান ও যমীনে আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ অদৃশ্যের সংবাদ জানে না।" কারণ গণক...

(ص: 85) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

يخبر عن الغيب في المستقبل فإذا صدقته فمضونه أنك تكذب هذه الآية فيكون ذلك كفرا الحالة الثالثة: أن يسأل الكاهن ليكذبه وإنما يسأله اختباراً فهذا لا بأس به وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد عما أضمر له فقال له: الدخ يعني: الدخان فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اخساً فلن تعدو قدرك فإذا سأله ليفضحه ويكشف كذبه وحاله للناس فإن هذا لا بأس به بل إن هذا يكون محموداً مطلوباً لباً في ذلك من إبطال الباطل ثم سأل معاوية رضي الله عنه رسول الله صلى

الله عليه وسلم سؤالا آخر قال ومنا رجال يتطرون؟ قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدّنهم والتطير: هو التشاؤم بالأشياء وكان العرب يتشاءمون أكثر ما يتشاءمون في الطيور فإذا طار يميناً فله حال وإن طار يساراً فله حال وإن اتجه أمماً فله حال أو رجع فله حال حسب اصطلاحات العرب وخرافاتهم

তিনি ভবিষ্যতের অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান করেন; এমতাবস্থায় আপনি যদি তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেন, তবে এর অর্থ দাঁড়ায় যে আপনি এই আয়াতটিকে অস্বীকার করছেন, যা কুফরি হিসেবে গণ্য হবে। তৃতীয় অবস্থা: গণককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তাকে প্রশ্ন করা, মূলত তাকে পরীক্ষা করার জন্যই এই প্রশ্ন করা হয়; এতে কোনো দোষ নেই। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইবনে সাইয়াদকে তাঁর মনে নিহিত একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সে উত্তর দিয়েছিল: ‘আদ-দুখ’ অর্থাৎ ‘আদ-দুখান’ (ধোঁয়া)। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে লক্ষ্য করে বললেন: ‘দূর হ! তুই কখনোই তোর সীমানা অতিক্রম করতে পারবি না।’ সুতরাং কেউ যদি গণককে জনসমক্ষে অপদস্থ করতে এবং তার মিথ্যাচার ও প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করতে প্রশ্ন করে, তবে তাতে কোনো বাধা নেই; বরং এটি প্রশংসনীয় ও কাম্য কাজ, কারণ এর মাধ্যমে বাতিল বা অসত্যকে খণ্ডন করা হয়। অতঃপর মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আরেকটি প্রশ্ন করলেন, তিনি বললেন: ‘আমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা অশুভ লক্ষণ (তাতায্যুর) মান্য করে?’ তিনি বললেন: ‘এটি এমন একটি বিষয় যা তারা তাদের অন্তরে অনুভব করে, সুতরাং এটি যেন তাদের পথরোধ না করে।’ আর ‘তাতায্যুর’ বলতে কোনো বস্তু বা বিষয়ের মাধ্যমে কুলক্ষণ গ্রহণ করাকে বোঝায়। আরবরা পাখির মাধ্যমেই সর্বাধিক অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করত। পাখিটি ডানে উড়লে তার এক প্রকার তাৎপর্য থাকত, বামে উড়লে অন্য প্রকার তাৎপর্য থাকত, সামনে অগ্রসর হলে এক অর্থ হতো কিংবা পেছনে ফিরে আসলে ভিন্ন অর্থ হতো—এগুলো সবই ছিল আরবদের কুসংস্কার ও প্রচলিত পরিভাষা অনুযায়ী।

فكانوا يتطيرون فيجعلون الطيور هي التي تمضيهم أو تردهم إذا كان الطير مثلاً عن اليسار قال هذا نذير سوء فلا أسافر إذا طار يميناً قال هذا سفر مبارك حيث اليمين من اليمن والبركة وهكذا اصطلاحات عندهم فكانوا يتشاءمون أكثر ما يتشاءمون في الطيور وربما تشاءموا من الأيام وربما تشاءموا من الشهور وربما تشاءموا فيها يصنعون من الأصوات وربما تشاءموا حتى من الأشخاص حتى إنه يوجد الآن أناس إذا خرج أحدهم من بيته ثم لاقاة شخص قبيح المنظر قال هذا اليوم سوء وتشاءم وإذا لقي رجلاً جميل الوجه قال: هذا اليوم خير فتفاءل & فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدّونهم والإنسان إذا ركن إلى التطير تنغصت عليه حاله وربما يصنع الجني ما يكره ليبقى دائماً في غم وهم ولكن لا تشاءم وكان العرب يتشاءمون من شهر شوال في النكاح يقولون الذي يتزوج في شهر شوال لا يوفق في زواجه هكذا كانوا يقولون فكانت عائشة رضي الله عنها تقول: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال عقد عليها

তারা কুসংস্কার বা অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করত; ফলে তারা পাখির গতিবিধিকেই তাদের যাত্রা চালিয়ে যাওয়া বা তা থেকে ফিরে আসার নির্ধারক বানিয়ে নিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, পাখি যদি বাম দিকে যেত, তবে তারা বলত—এটি অমঙ্গলের সংকেত, সুতরাং আমি সফরে যাব না। আর যদি ডানে উড়ত, তবে বলত—এটি বরকতময় সফর, যেহেতু ডান দিকটি কল্যাণ ও বরকতের প্রতীক। এভাবেই তাদের মাঝে বিভিন্ন পরিভাষা প্রচলিত ছিল। তারা মূলত পাখির মাধ্যমেই সবচেয়ে বেশি অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করত। কখনো কখনো তারা দিন কিংবা মাসের মাধ্যমে, আবার কখনো বিভিন্ন শব্দ বা ধ্বনির মাধ্যমে কুলক্ষণ নির্ণয় করত। এমনকি ব্যক্তিবিশেষের মাধ্যমেও তারা অশুভ কিছু আশঙ্কা করত। এমনকি বর্তমান যুগেও এমন কিছু মানুষ রয়েছে, যারা ঘর থেকে বের হওয়ার পর যদি কোনো কুৎসিত চেহারার লোকের দেখা পায়, তবে সেটিকে অশুভ লক্ষণ মনে করে বলে—আজকের দিনটি অমঙ্গলজনক হবে। পক্ষান্তরে, যদি কোনো সুন্দর চেহারার মানুষের সাক্ষাৎ পায়, তবে সেটিকে শুভ লক্ষণ মনে করে এবং সুসংবাদ হিসেবে গ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "এটি এমন এক অনুভূতি যা তারা তাদের অন্তরে অনুভব করে, সুতরাং এটি যেন

তাদের (উদ্দিষ্ট কাজ থেকে) কোনোভাবেই বিরত না রাখে।" মানুষ যখন কুসংস্কার বা অশুভ লক্ষণের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে, তখন তার জীবন সংকীর্ণ ও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। সম্ভবত জিন শয়তান তার জন্য এমন কিছু ঘটিয়ে দেয় যা সে অপছন্দ করে, যাতে সে সর্বদা দুঃখ ও দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকে। কিন্তু বাস্তবে অশুভ লক্ষণ বলতে কিছু নেই। আরবরা শাওয়াল মাসে বিবাহ সম্পন্ন করাকে অমঙ্গলের কারণ মনে করত। তারা বলত, যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসে বিবাহ করবে, তার দাম্পত্য জীবনে বরকত বা সফলতা আসবে না। তারা এমনই ধারণা পোষণ করত। তাই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলতেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাওয়াল মাসেই আমার সাথে বিবাহের আকদ সম্পন্ন করেছিলেন।"

(ص: 87) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

في شوال ودخل بها في شوال فتقول أيكم أحظى إليه مني؟ لا شك أن عائشة أحب النساء إليه بعد أن تزوجها ومع ذلك عقد عليها في شوال ودخل عليها في شوال والعرب لجهلهم وسخافتهم يقولون: الذي يتزوج في شوال لا يوفق ونحن الآن نشاهد أناساً يتزوجون في شوال ولا يكون فيهم إلا الخير فإلهم أنه يجب عليك أن تمحو من قلبك التطير والتشاؤم وكن دائماً متفائلاً واجعل الدنيا أمامك واسعة واجعل الطريق أمامك دائماً مفتوحاً فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكره الطيرة ويعجبه الفأل الحسن فاجعل نفسك دائماً في تفاؤل والذي يريده الله سيكون لكن كن مسروراً فرحاً بالدنيا أمامك واسعة والطريق مفتوح ودائماً كن في تفاؤل ودائماً كن واسع الصدر فهذا هو الخير أما التشاؤم والانقباض وأن يجعل الإنسان بآله في كل شيء فإن الدنيا ستضيق عليه

শাওয়াল মাসে এবং তিনি তাঁর সাথে শাওয়াল মাসেই বাসর সম্পন্ন করেছিলেন। এমতাবস্থায় আয়েশা (রা.) বলতেন: 'তোমাদের মধ্যে কে তাঁর নিকট আমার চেয়ে অধিক প্রিয় বা

সৌভাগ্যবতী ছিল?' এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বিবাহের পর আয়েশা (রা.) ছিলেন তাঁর নিকট নারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। তা সত্ত্বেও তিনি শাওয়াল মাসে তাঁর সাথে বিবাহের আকদ করেছিলেন এবং শাওয়াল মাসেই বাসর করেছিলেন। আর আরবরা তাদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে বলত: 'যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসে বিবাহ করে সে সফল হয় না।' অথচ বর্তমানে আমরা অনেক মানুষকে শাওয়াল মাসে বিবাহ করতে দেখছি এবং তাদের মধ্যে কল্যাণ ভিন্ন আর কিছুই নেই। সুতরাং মূল কথা হলো, আপনার অন্তর থেকে কুলক্ষণ ও অশুভ ধারণা মুছে ফেলা আপনার জন্য আবশ্যিক। সর্বদা আশাবাদী থাকুন এবং দুনিয়াকে আপনার সামনে প্রশস্ত মনে করুন, নিজের পথকে সর্বদা উন্মুক্ত রাখুন। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুলক্ষণ গ্রহণ করা অপছন্দ করতেন এবং শুভলক্ষণ বা উত্তম আশাবাদ পছন্দ করতেন। অতএব নিজেকে সর্বদা আশাবাদী রাখুন; আল্লাহ যা চান তা-ই হবে, তবে আপনি আনন্দিত ও প্রফুল্ল থাকুন। কেননা আপনার সামনে দুনিয়া প্রশস্ত এবং পথ উন্মুক্ত। সর্বদা আশাবাদ পোষণ করুন এবং প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী হোন, কারণ এটাই কল্যাণকর। পক্ষান্তরে অশুভ ধারণা পোষণ করা, মনকে সংকুচিত রাখা এবং মানুষ যদি প্রতিটি বিষয়েই দুষ্টিতাগ্রস্ত থাকে, তবে দুনিয়া তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়বে।

(ص: 88) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

فمن محاسن الإسلام أنه ألغى الطيرة وأثبت الفأل لأن الفأل خير والطيرة شر

ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য এই যে, এটি অশুভ লক্ষণ বা কুলক্ষণ গ্রহণকে রহিত করেছে এবং সুলক্ষণ বা শুভ প্রত্যাশাকে বহাল রেখেছে; কেননা সুলক্ষণ বা শুভ ফাল হলো কল্যাণকর, আর কুলক্ষণ হলো মন্দ বা অমঙ্গলজনক।

(ص: 89) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب الوقار والسكينة

قال الله تعالى: {وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا}

703 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجعبا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته وإنما كان يتبسم متفق عليه اللهوات جمع لهأة: وهي اللحمة التي في أقصى سقف الفم

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى (باب الوقار والسكينة) والوقار: هو هيئة يتصف بها العبد يكون وقورا بحيث إذا رآه من رآه يحترمه ويعظمه والسكينة هي عدم الحركة الكثيرة وعدم الطيش بل يكون ساكنا في قلبه وفي جوارحه وفي مقاله ولاشك أن هذين الوصفين الوقار والسكينة من خير الخصال

গান্ধীৰ্য ও প্রশান্তি বিষয়ক পরিচ্ছেদ

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: {আর দয়াময় আল্লাহর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং যখন মূর্খরা তাদের সম্বোধন করে, তখন তারা বলে, সালাম (শান্তি)।} **৭০৩ -** আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কখনো এমনভাবে অটুহাসি হাসতে দেখিনি যে তাঁর আলজিভ দেখা যায়; বরং তিনি কেবল মৃদু হাসতেন। (বুখারি ও মুসলিম)। 'লাহাওয়াত' হলো 'লাহাহ'-এর বহুবচন; আর তা হলো মুখের তালুর শেষপ্রান্তের মাংসপিণ্ড।

[ব্যাক্য]

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: (গান্ধীৰ্য ও প্রশান্তি বিষয়ক পরিচ্ছেদ)। 'ওয়াকার' বা গান্ধীৰ্য হলো এমন এক বৈশিষ্ট্য যা কোনো বান্দা অর্জন করলে সে গান্ধীৰ্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়, ফলে

যে কেউ তাকে দেখলে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। আর 'সাকিনাহ' বা প্রশান্তি হলো অধিক নড়াচড়া ও অস্থিরতা বর্জন করা; বরং তার অন্তর, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং কথাবার্তায় স্থিরতা বজায় থাকা। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই গান্ধীর্ষ ও প্রশান্তি নামক গুণ দুটি সর্বোত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত।

(ص: 90) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

التي يمن الله بها على العبد لأن ضد ذلك أن يكون الإنسان لا شخصية له ولا هيبة له وليس وقورا ذا هيبة بل هو مهين قد وضع نفسه ونزلها وكذلك السكينة ضدها أن يكون الإنسان كثير الحركات كثير التلفت لا يرى عليه أثر سكينة قلبه ولا قوله ولا فعله فإذا من الله على العبد بذلك فإنه ينال بذلك خلقين كريمين وضد ذلك أيضا العجلة أن يكون الإنسان عجولا لا يتحري ولا يتأنى ليس له هم إلا القيل والقال اللذان نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان ينهى عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال فإذا كان الإنسان ليس متأنيا ولا متشبثا في الأمور حصل منه زلل كثير وأصبح الناس لا يثقون في قوله وصار عند الناس من القوم الذين يرد حديثهم ولا ينتفع به ثم استشهد المؤلف بقول الله تبارك وتعالى: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

যা আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি অনুগ্রহ হিসেবে দান করেন। কারণ এর বিপরীত অবস্থা হলো মানুষের ব্যক্তিত্বহীন ও প্রভাবহীন হওয়া; সে গান্ধীর্ষপূর্ণ ও মর্যাদাবান হয় না, বরং সে লাঞ্ছিত হয় এবং নিজেকে তুচ্ছ ও হীন করে ফেলে। একইভাবে স্থিরতার বিপরীত হলো মানুষের অত্যধিক নড়াচড়া ও ঘনঘন এদিক-ওদিক তাকানো, যার ফলে তার হৃদয়ে, কথায় বা কাজে স্থিরতার কোনো প্রভাব দেখা যায় না। যখন আল্লাহ কোনো বান্দাকে এই নেয়ামত দান করেন,

তখন সে এর মাধ্যমে দুটি মহৎ গুণ অর্জন করে। এর বিপরীত আরেকটি স্বভাব হলো তড়িঘড়ি করা; অর্থাৎ মানুষ অস্থির হওয়া, কোনো বিষয় যাচাই না করা এবং ধৈর্যশীল না হওয়া। ভিত্তিহীন কথা ও পরচর্চাই তখন তার একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত হয়, যা থেকে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিষেধ করেছেন। তিনি অহেতুক কথাবার্তা, অধিক প্রশ্ন করা এবং সম্পদ অপচয় করতে নিষেধ করতেন। সুতরাং মানুষ যদি ধীরস্থির না হয় এবং কোনো বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে কাজ করে, তবে তার অনেক পদস্থলন ঘটে এবং মানুষ তার কথার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। তখন সে মানুষের কাছে এমন ব্যক্তিতে পরিণত হয় যাদের কথা প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং যার দ্বারা কোনো উপকার হয় না। এরপর লেখক মহান আল্লাহর এই বাণী দ্বারা দলিল পেশ করেছেন: ‘আর পরম করুণাময়ের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং যখন অজ্ঞরা তাদের সম্বোধন করে, তখন তারা শান্তির কথা বলে।’

(ص: 91) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

{وعباد الرحمن} : الذين من الله عليهم بالرحمة ووفقهم للخير هم الذين يمشون على الأرض هونا يعني إذا رأيت أحدهم رأيت رجلا في مشيته وقار بدون أن يعجل عجلة تقبح {وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما} : يعني قالوا قولا يسلمون به من شرهم وليس المعنى أنهم يلقون السلام، بل المعنى أنه إذا خاطبه الجاهل قال قولا يسلم به من شره، إما أن يدافعه بالتي هي أحسن، وإما أن يسكت إذا رأى السكوت خيرا المهم أنه يقول قولا يسلم به، لأن الجاهل أمره مشكل، إن خاصيته أو جادلتة فربما يبدر منه كلام سيئ عليك، وربما يبدر منه كلام سيئ على ما تدعو إليه من الخير فيسب الدين وما أشبه ذلك والعياذ بالله فمن توفيق عباد الرحمن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يعني قالوا قولا يسلمون به ولا يحصل لهم

به إثم، وكذلك من أوصافهم ما ذكره في آخر الآيات {والذين لا يشهدون الزور} يعني لا يشهدون القول الكذب ولا الفعل القبيح {وإذا مروا باللغو} أي: الذي ليس فيه خير ولا شر {مروا كراماً} أي سالمين منه

{পরম করুণাময়ের বান্দা} : যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ রহমতপ্রাপ্ত এবং কল্যাণের তাওফিকপ্রাপ্ত, তারা জমিনে অত্যন্ত নম্রভাবে চলাফেরা করে। অর্থাৎ আপনি যখন তাদের কাউকে দেখবেন, তখন তার চলনে এক প্রকার গান্ধীর্ষ ও স্থিরতা লক্ষ্য করবেন; তারা কোনো অশোভন তাড়াহুড়া করে না। {এবং যখন মূর্খরা তাদের সম্বোধন করে, তখন তারা বলে ‘সালাম’} : অর্থাৎ তারা এমন কথা বলে যার মাধ্যমে তারা তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পায়। এর অর্থ কেবল সালাম প্রদান করা নয়, বরং উদ্দেশ্য হলো মূর্খ যখন তাদের সাথে কথা বলে, তখন তারা এমন কথা বলে যার দ্বারা তার অনিষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যায়; হয় তারা সর্বোত্তম পন্থায় তাকে নিবৃত্ত করে, নতুবা নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করলে মৌনতা অবলম্বন করে। মূল বিষয় হলো, তারা এমন কথা বলে যার মাধ্যমে তারা নিরাপদ থাকে। কারণ মূর্খদের বিষয়টি অত্যন্ত জটিল; আপনি যদি তাদের সাথে বিতর্কে বা বিবাদে লিপ্ত হন, তবে প্রবল সম্ভাবনা থাকে যে সে আপনার প্রতি মন্দ কথা বলবে, অথবা আপনি যে কল্যাণের দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন সে বিষয়ে কটুক্তি করবে, যার ফলে সে দ্বীন বা এই জাতীয় বিষয়কে গালি দিয়ে বসতে পারে (আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। সুতরাং পরম করুণাময়ের বান্দাদের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, মূর্খরা যখন তাদের সম্বোধন করে, তারা এমন কথা বলে যাতে তারা নিরাপদ থাকে এবং কোনো পাপে লিপ্ত হয় না। তদ্রূপ তাদের গুণাবলির মধ্যে আয়াতের শেষে বর্ণিত হয়েছে: {এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না} অর্থাৎ তারা মিথ্যা কথা বা কোনো কদর্য কর্মে উপস্থিত হয় না। {এবং যখন তারা অসার কর্মকাণ্ডের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে} অর্থাৎ যাতে কোনো কল্যাণ বা অকল্যাণ নেই, {তখন তারা সসম্মানে তা এড়িয়ে চলে} অর্থাৎ তা থেকে মুক্ত ও নিরাপদ হয়েই প্রস্থান করে।

وذلك أن الأشياء إما خير وإما شر وإما لغو فالشر لا يشهدونه واللغو يسلمون منه ويمرون به كراماً والخير يرتعون فيه ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجمع قط ضاحكاً تبدو منه لهواته يعني ليس يضحك ضحكاً فاحشاً بقهقهة يفتح فيه حتى تبدو لهاتيه ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يبتسم أو يضحك حتى تبدو نواجذه أو تبدو أنيابه وهذا من وقار النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا تجد الرجل كثير الكركرة الذي إذا ضحك قهقهه وفتح فاه يكون هيناً عند الناس وضيعاً عندهم ليس له وقار وأما الذي يكثر التبسم في محله فإنه محبوباً تنشرح برؤيته الصدور وتطئن به القلوب

আর তা এ কারণেই যে, বিষয়সমূহ হয় কল্যাণকর, নতুবা অকল্যাণকর অথবা অনর্থক। ফলে অকল্যাণকর বিষয়সমূহ তারা প্রত্যক্ষ করে না, আর অনর্থক বিষয়াদি হতে তারা বিমুক্ত থাকে এবং সম্মান বজায় রেখে তা অতিক্রম করে; আর কল্যাণকর বিষয়সমূহে তারা প্রশান্তি লাভ করে। অতঃপর তিনি আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো এমনভাবে পূর্ণ হাসিতে ফেটে পড়তেন না যাতে তাঁর আলজিভ দেখা যায়। অর্থাৎ, তিনি অসংযতভাবে অউহাসি হাসতেন না যাতে মুখগহুর উন্মুক্ত হয়ে আলজিভ দৃশ্যমান হয়। বরং তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুচকি হাসতেন অথবা এমনভাবে হাসতেন যাতে তাঁর মাড়ির দাঁত বা সামনের দাঁতসমূহ প্রকাশিত হতো। আর এটি ছিল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গাম্ভীর্যের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই আপনি দেখবেন যে ব্যক্তি অধিক অউহাসি দেয়, হাসার সময় মুখ অব্যবহৃত করে উচ্চৈঃস্বরে হাসে, সে মানুষের নিকট তুচ্ছ ও হীন প্রতিপন্ন হয় এবং তার কোনো গাম্ভীর্য অবশিষ্ট থাকে না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি যথাস্থানে অধিক মুচকি হাসে, সে সবার প্রিয় হয়, তাকে দর্শনে অন্তরসমূহ প্রফুল্ল হয় এবং হৃদয়সমূহ প্রশান্তি লাভ করে।

باب النذب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوها من العبادات بالسكينة والوقار

قال الله تعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}

704 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فبما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتوا متفق عليه زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعبد إلى الصلاة فهو في الصلاة

705 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للابل فأشار بسوطه إليهم وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر

সালাত, জ্ঞান অর্জন এবং অনুরূপ ইবাদতসমূহের জন্য ধীরস্থিরতা ও গাম্ভীর্যের সাথে উপস্থিত হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

মহান আল্লাহ বলেন: "এটাই আল্লাহর বিধান; আর কেউ আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করলে তা তো তার অন্তরের তাকওয়া থেকেই উদ্ভূত।"

704 - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "যখন সালাতের ইকামত দেওয়া হয়, তখন তোমরা দৌড়ে সালাতে আসবে না, বরং হেঁটে হেঁটে আসবে এবং তোমাদের ওপর ধীরস্থিরতা বজায় রাখা আবশ্যিক। অতঃপর সালাতের যতটুকু অংশ তোমরা পাবে তা আদায় করবে, আর যা তোমাদের থেকে ছুটে যাবে তা পূর্ণ করে নেবে।" (বুখারী ও মুসলিম)। মুসলিমের এক বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে: "কেননা তোমাদের কেউ যখন সালাতের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়, তখন সে সালাতরত অবস্থাতেই থাকে।"

705 - ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত যে, তিনি আরাফার দিন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ফিরছিলেন। এমতাবস্থায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পেছন থেকে উট তাড়ানোর কঠোর হাঁকডাক, প্রহারের শব্দ এবং উটের চিৎকার শুনতে পেলেন। তিনি তাঁর চাবুক দিয়ে তাদের দিকে ইশারা করলেন এবং বললেন: "হে লোকসকল! তোমরা ধীরস্থিরতা অবলম্বন করো; কেননা পুণ্য..."

ليس بالإيضاع رواه البخاري وروى مسلم بعضه البر: الطاعة والإيضاع بضاد معجمة قلبها ياء وهمزة مكسورة وهو الإسراع

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى (باب النذب إلى آتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار) الصلاة من المعلوم أنها أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي من أعظم شعائر الله والإنسان إذا أقبل إلى الصلاة فإنما يقبل إلى الوقوف بين يدي الله عز وجل ومن المعلوم أن الإنسان إذا أتى إلى شخص من بني آدم يعظمه فإنه يأتي إليه بأدب وسكينة ووقار، فكيف إذا أتى ليقف بين يدي الله عز وجل؟ ولهذا ينبغي للإنسان أن تأتي إلى الصلاة في سكينة كما سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الباب بقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب

দ্রুত পদক্ষেপে পুণ্য নিহিত নয়। এটি ইমাম বুখারি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিম এর একাংশ বর্ণনা করেছেন। আল-বির অর্থ হলো আনুগত্য; আর আল-ইদা'হ—যা 'দদ' বর্ণের পরে 'ইয়া' এবং শুরুতে কাসরায়ুক্ত হামজা দিয়ে গঠিত—তার অর্থ হলো দ্রুত চলা।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) বলেছেন: (পরিচ্ছেদ: প্রশান্তি ও গান্ধীরের সাথে সালাত, ইলম অর্জন এবং এ জাতীয় ইবাদতের দিকে আসার প্রতি উৎসাহ প্রদান)। এটি সর্বজনবিদিত যে, শাহাদাতদ্বয়ের পর সালাত হলো ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ এবং এটি আল্লাহর অন্যতম মহান নিদর্শন। মানুষ যখন সালাতের দিকে অগ্রসর হয়, তখন সে মূলত মহান আল্লাহর দরবারে দণ্ডায়মান হওয়ার জন্যই অগ্রসর হয়। এটি স্বীকৃত যে, মানুষ যখন

কোনো আদমসন্তানকে সম্মান প্রদর্শন করতে তার নিকট যায় যাকে সে শ্রদ্ধা করে, তখন সে অত্যন্ত আদব, প্রশান্তি ও গাম্ভীর্যের সাথে যায়। তাহলে মহান আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য আসার বিষয়টি কেমন হওয়া উচিত? এজন্যই মানুষের উচিত অত্যন্ত প্রশান্তির সাথে সালাতের দিকে আসা, যেমনটি সামনে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসে আসবে। অতঃপর লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) এই পরিচ্ছেদের সপক্ষে মহান আল্লাহর এই বাণী দ্বারা দলিল পেশ করেছেন: "এটাই বিধান; এবং কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে সম্মান করলে তা তো তার হৃদয়ের তাকওয়া থেকেই উৎসারিত।"

(ص: 95) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الذي يعظم شعائر الله فيرى أنها عظيمة في قلبه ويقوم بما ينبغي لها من التعظيم بجوارحه فإن هذا من تقوى القلوب علامة على صلاح نيته وتقوى قلبه وإذا اتقى القلب اتقت الجوارح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فعليك بتعظيم شعائر الله فإن ذلك تقوى لقلبك وأيضاً يكون خيراً لك عند الله عز وجل: {ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه} ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون يعني إذا سبعتم الإقامة من خارج المسجد وهذا يدل على أن الإقامة تسع من خارج المسجد وهو الظاهر وقد جاء في الحديث أن بلالا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين مما يدل على أنه يقيم في مكان يسمعه الناس فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة تمشون مشياً عادياً وعليكم السكينة

যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের সম্মান প্রদর্শন করে এবং স্বীয় অন্তরে সেগুলোকে মহান বলে জ্ঞান করে, আর নিজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সেগুলোর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে; তবে এটি অন্তরের তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত। এটি তার নিয়তের বিশুদ্ধতা ও অন্তরের আল্লাহভীতির নিদর্শন। আর অন্তর যখন আল্লাহভীতি অর্জন করে, তখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গও আল্লাহভীরু হয়ে যায়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "জেনে রেখো! শরীরের ভেতর একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে; যদি তা সংশোধিত হয় তবে পুরো শরীরই সংশোধিত হয়, আর যদি তা কলুষিত হয় তবে পুরো শরীরই কলুষিত হয়ে যায়। সাবধান! সেটি হলো অন্তর।" সুতরাং আপনার কর্তব্য হলো আল্লাহর নিদর্শনসমূহের সম্মান করা, কেননা তা আপনার অন্তরের তাকওয়ার পরিচায়ক এবং তা মহান আল্লাহর নিকট আপনার জন্য কল্যাণকর। আল্লাহ তাআলা বলেন: "এটাই (বিধান); আর কেউ আল্লাহর পবিত্র বিধানাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তার রবের নিকট তা তার জন্য অতি উত্তম।" এরপর তিনি আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যখন নামাজের ইকামত দেওয়া হয়, তখন তোমরা দৌড়ে বা তাড়াহুড়ো করে নামাজের দিকে এসো না।" এর অর্থ হলো, যখন তোমরা মসজিদের বাইরে থেকে ইকামত শুনতে পাও। এটি প্রমাণ করে যে, ইকামত মসজিদের বাইরে থেকেও শোনা যায়, আর এটাই স্পষ্ট। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, বিলাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন, "আপনি আমাকে 'আমিন' বলার ক্ষেত্রে পেছনে ফেলে দেবেন না (অর্থাৎ আমার ইকামত শেষ হওয়ার আগেই আমিন বলবেন না)।" এটি নির্দেশ করে যে, তিনি এমন স্থানে দাঁড়িয়ে ইকামত দিতেন যা মানুষ শুনতে পেত। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: "তোমরা স্বাভাবিকভাবে হেঁটে নামাজের দিকে আসো এবং তোমাদের ওপর স্থিরতা ও প্রশান্তি বজায় রাখা আবশ্যিক।" অর্থাৎ তোমরা স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে আসবে এবং ধীরস্থিরতা অবলম্বন করবে।

وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وأنتم تمشون دليل على أنه يمشي مشياً معتاداً وأنه لا يقارب الخطى كما استحبه بعض أهل العلم وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: لم يخط خطوة إلا رفع الله بها درجة يعني أنه يقارب الخطى لكن يمشي مشية المعتاد بدون إسراع فإذا أتى الإنسان على هذا الوجه فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا إلا أن أهل العلم قالوا إذا خشي فوات الركعة يعني فوات الركوع فلا بأس أن يسرع قليلاً سرعة لا تكون سرعة قبيحة فإنه لا بأس بذلك لا ينبغي أن تكون سرعة تقبح يكون لها جلبة وصوت يستفاد من هذا الحديث فوائد منها تعظيم شأن الصلاة وأن الإنسان ينبغي أن يأتي إليها بأدب وخشوع وسكينة ووقار ومنها: أنه لا بأس أن تسمع الإقامة من خارج المسجد وعلى هذا فإذا أقام المؤذن في مكبر الصوت ليسمع من كان خارج المسجد فلا بأس وإن كان بعض الناس قد اعترض على هذا إذا وقال إنه إذا أقام من

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: "এবং তোমরা হেঁটে আসো"—এর মধ্যে এই দলিল রয়েছে যে, ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে হাঁটবে এবং সে ছোট ছোট কদম ফেলবে না, যেমনটি কোনো কোনো আলিম মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় বলে গণ্য করেছেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: "সে প্রতিটি যে কদম ফেলে, তার বিনিময়ে আল্লাহ তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন"—এর অর্থ হলো সে কদম ফেলবে ঠিকই, তবে দ্রুতগতি পরিহার করে স্বাভাবিকভাবে হাঁটবে। সুতরাং মানুষ যদি এভাবে আসে, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা (জামাতের) যতটুকু পাও তা আদায় করো, আর যা ছুটে যায় তা পূর্ণ করো।" তবে আলিমগণ বলেছেন, যদি রাকাত ছুটে যাওয়ার—অর্থাৎ রুকু ছুটে যাওয়ার—আশঙ্কা থাকে, তবে সামান্য দ্রুত চলায় কোনো দোষ নেই, যতক্ষণ না সেই দ্রুততা দৃষ্টিকটু বা অশোভন পর্যায়ে পৌঁছায়। কারণ এতে কোনো অসুবিধা নেই; তবে এমন দ্রুত হওয়া উচিত নয় যা অশোভন হয় এবং যার ফলে শোরগোল ও শব্দের সৃষ্টি হয়। এই হাদিস থেকে বেশ কিছু শিক্ষা ও ফায়দা অর্জিত হয়, তন্মধ্যে রয়েছে: সালাতের মর্যাদা ও গুরুত্ব এবং এটি যে, মানুষের উচিত আদব, খুশু (বিনয়), প্রশান্তি ও গান্ধীর্যের সাথে সালাতে উপস্থিত হওয়া। আরেকটি বিষয় হলো: মসজিদের বাইরে থেকে ইকামত শোনায় কোনো দোষ নেই। এর ওপর ভিত্তি করে,

মুয়াজ্জিন যদি লাউডস্পিকারে ইকামত দেন যাতে মসজিদের বাইরের লোকেরা তা শুনতে পায়, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই; যদিও কোনো কোনো ব্যক্তি এ বিষয়ে আপত্তি করেছেন এবং বলেছেন যে, যদি তিনি...

(ص: 97) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

خارج المسجد تكاسل الناس وصاروا لا يحضرون إلا إذا سبعا الإقامة وربما تفوتهم الركعة الأولى أو يفوتهم أكثر حسب قربهم من المسجد أو بعدهم منه ولكن ما دام قد حدث مثله في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الإقامة كانت تسمع من الخارج فإننا نرى أنه لا بأس بذلك لكن الشيء الذي يخشى منه الإثم ما يفعله بعض الناس فينقل الصلاة نفسها عبر مكبر الصوت من المنارة فإن هذا يشوش على من حوله لاسيما في صلاة الليل الجهرية يشوش على أصل البيوت ويشوش على المساجد القريبة حتى إننا سبعا بعض الناس إذا سبعا مكبر الصوت من مسجد قريب وكان الإمام حسن الصوت والقراءة صار المأموم الذي في هذا المسجد يتابع بقلبه الإمام في المسجد الثاني حتى سبعا أن بعضهم أمن على قراءة إمام المسجد الثاني لما قال إمام المسجد الثاني {ولا الضالين} قال هؤلاء: آمين وهذا ليس ببعيد لأن القلب إذا انشغل بشيء أعرض عن غيره فإذا كانوا يتابعون قراءة المسجد المجاور وكانت قراءة الإمام جيدة في الصوت والأداء فإن القلب قد يلهى عن الإمام الذي بين يديه وقد ثبت في موطأ الإمام مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة وأصحابه في المسجد يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال

মসজিদের বাইরে মানুষ অলস হয়ে পড়েছে এবং তারা এখন ইকামাহ না শোনা পর্যন্ত উপস্থিত হয় না। ফলে মসজিদের নৈকট্য বা দূরত্বের ওপর ভিত্তি করে তাদের প্রথম রাকাত বা তার চেয়ে বেশি ছুটে যায়। কিন্তু যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগেও অনুরূপ ঘটেছিল যে, বাইরে থেকে ইকামাহ শোনা যেত, তাই আমরা মনে করি যে এতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে যে বিষয়টিতে পাপের আশঙ্কা করা হয় তা হলো, কিছু মানুষ যা করে থাকে—অর্থাৎ মিনারের লাউডস্পিকারের মাধ্যমে মূল সালাতকেই প্রচার করা। এটি চারপাশের লোকদের জন্য বিভ্রান্তি ও বিঘ্ন সৃষ্টি করে, বিশেষ করে উচ্চৈঃস্বরে পাঠকৃত রাতের সালাতগুলোর ক্ষেত্রে। এটি সাধারণ ঘরবাড়ি এবং নিকটস্থ মসজিদগুলোর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এমনকি আমরা শুনেছি যে, কোনো ব্যক্তি যখন নিকটবর্তী কোনো মসজিদ থেকে মাইকের শব্দ শোনে এবং সেই ইমামের কণ্ঠ ও তিলাওয়াত সুন্দর হয়, তখন এই মসজিদের মুক্তাদি তার হৃদয়ের মাধ্যমে পাশের মসজিদের ইমামের অনুসরণ শুরু করে। আমরা এও শুনেছি যে, তাদের কেউ কেউ পার্শ্ববর্তী মসজিদের ইমামের তিলাওয়াতের ওপর 'আমিন' বলেছে; অর্থাৎ যখন দ্বিতীয় মসজিদের ইমাম "ওয়ালাদ-দাল্লিন" বলেছেন, তখন এরা বলেছে: 'আমিন'। এটি অসম্ভব নয়, কারণ অন্তর যখন কোনো কাজে মগ্ন হয়, তখন তা অন্য বিষয় থেকে বিমুখ হয়ে যায়। সুতরাং তারা যদি পাশের মসজিদের তিলাওয়াত শুনতে থাকে এবং সেই ইমামের তিলাওয়াত ও শব্দশৈলী চমৎকার হয়, তবে অন্তর তার সামনে উপস্থিত নিজ ইমামের দিক থেকে বিচ্যুত হতে পারে। ইমাম মালিক (রাহিমাল্লাহু)-এর মুওয়াত্তায় বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক রাতে বের হলেন যখন তাঁর সাহাবীগণ মসজিদে সালাত আদায় করছিলেন এবং তিলাওয়াতের কারণে তাঁদের কণ্ঠস্বর উচ্চ হচ্ছিল, তখন তিনি বললেন...

(ص: 98) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

عليه الصلاة والسلام: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بم يناجيه به ولا يجهر
بعضكم على بعض بالقرآن وعند أبي داود ألا كلكم مناج ربه فلا يؤذون بعضكم

بعضاً ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة فجعل هذا أذية ونهى عنه والواقع شاهد بذلك ولهذا نرى أن الذين يفعلون هذا يؤدون الصلاة عبر مكبر الصوت نرى أنهم إذا كانوا يؤدون من حولهم فإنهم آثمون فإذا كان هذا العمل يكون فيه الإنسان إما أثماً وإما سالباً فلا شك أن تركه أولى وهو في الحقيقة لا فائدة منه لأن الإنسان لا يصلي إلى من هم خارج المسجد إنما يصلي لأهل المسجد أما الذين في الخارج فلا عليك منهم ثم إن هذا العمل فيه مفسدة أخرى وهي أن بعض الناس يتكاسل عن آتيان المسجد للصلاة ما دام أنه يسمع صوت قراءة الإمام فيتكاسل وكلما أراد أن يقوم ثبطه الشيطان وقال له انتظر الركعة الثانية: انتظر الثالثة، اجلس حتى لا يبقى إلا ركعة فيحرم بذلك من الخير لهذا نوصي إخواننا لاسيما الأئمة ألا يفعلوا هذا وأن تسلم ذمهم ويسلم إخوانهم من أذيتهم حتى في البيوت أيضاً ربما بعض الناس يكون قد صلى ويجب أن ينام ويرتاح قد

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: নিশ্চয়ই মুসল্লি তার প্রতিপালকের সাথে সংলাপে রত থাকে, সুতরাং সে যেন লক্ষ্য করে সে কীসের মাধ্যমে তাঁর সাথে গোপনে কথা বলছে; আর তোমরা কোরআন পাঠের মাধ্যমে একে অপরের ওপর উচ্চস্বর করো না। আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে: সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই নিজের প্রতিপালকের সাথে সংলাপে রত, সুতরাং তোমরা একে অপরকে কষ্ট দিও না এবং কিরাআত পাঠে একে অপরের ওপর আওয়াজ উঁচু করো না। তিনি বিষয়টিকে কষ্টদায়ক হিসেবে গণ্য করেছেন এবং তা থেকে নিষেধ করেছেন, আর বাস্তবতাও এর সাক্ষ্য দেয়। এ কারণেই আমরা মনে করি, যারা লাউডস্পিকারের মাধ্যমে সালাত পরিচালনা করেন, তারা যদি এর দ্বারা আশপাশের লোকদের কষ্টের কারণ হন, তবে তারা গুনাহগার হবেন। যখন এই কাজের ফলে মানুষ হয় গুনাহগার হবে নতুবা (বর্জনের মাধ্যমে) নিরাপদ থাকবে, তখন এটি বর্জন করাই যে শ্রেয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে এর কোনো উপকারিতাও নেই; কারণ মুসল্লি মসজিদের বাইরের লোকদের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করেন না, বরং কেবল মসজিদের মুসল্লিদের জন্যই আদায় করেন। আর যারা বাইরে আছে, তাদের প্রতি আপনার কোনো দায় নেই। তদুপরি, এই কাজে আরেকটি অনিষ্ট রয়েছে, আর তা হলো—কিছু মানুষ মসজিদে আসার ক্ষেত্রে অলসতা করে

যতক্ষণ না তারা ইমামের কিরাআতের আওয়াজ শুনতে পায়। তারা গড়িমসি করতে থাকে এবং যখনই সে উঠে দাঁড়াতে চায়, শয়তান তাকে নিরুৎসাহিত করে এবং বলে: দ্বিতীয় রাকাত পর্যন্ত অপেক্ষা করো, তৃতীয় রাকাত পর্যন্ত অপেক্ষা করো, বসে থাকো—এভাবে যতক্ষণ না কেবল এক রাকাত অবশিষ্ট থাকে, ততক্ষণ সে বসে থাকে। ফলে এর মাধ্যমে সে প্রভূত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়। এই কারণে আমরা আমাদের ভাইদের, বিশেষ করে ইমামদের উপদেশ দিই যেন তারা এমনটি না করেন; যাতে করে তাদের দায়বদ্ধতা লাঘব হয় এবং তাদের মুসলিম ভাইয়েরাও তাদের কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে। এমনকি ঘরবাড়িতেও এমন অনেকে থাকতে পারেন যারা হয়তো সালাত আদায় করে নিয়েছেন এবং তাদের ঘুমানো বা বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন হতে পারে...

(ص: 99) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

يكون مريضاً فيزعجه هذا الصوت وقد يكون المسجد قريباً من السطوح في أيام القيظ وفيه الصبيان فيفزعهم صوت المكبر فالحاصل أن هذه المسألة ابتلى بها بعض الناس نسأل الله أن يعافينا وصاروا يؤذون من بجوارهم من المساجد أو البيوت في أمر لا فائدة منه ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: فبأ أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا أن الإنسان يكبر تكبيرة الإحرام ثم يدخل مع الإمام على الحال التي فيها فإذا جئت والإمام راكع فكبر تكبيرة الإحرام وأنت معتدل ثم اركع وبذلك تدرك الركعة وإذا أتيت وهو قائم من الركوع فكبر وادخل معه واسجد معه ولا تحسب هذه الركعة لأن الإنسان إذا لم يدرك ركوع الإمام فاتته الركعة وإذا أتيت وهو ساجد فكبر للإحرام وأنت قائم ثم اسجد ولا تنتظر حتى يقوم وإذا أتيت وهو جالس فكبر وأنت قائم واجلس أي حال أدركت الإمام عليها فاصنع كما يصنع الإمام وإذا أتيت وهو في التشهد الأخير نظرت إن كان معك جماعة في مثل حالك فلا

تدخل معه لأنك لا تدرك صلاة الجماعة بإدراك التشهد لا تدرك الجماعة إلا إذا أدركت ركعة كاملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة

কেউ অসুস্থ হতে পারেন যাকে এই শব্দ কষ্ট দেয়। আবার গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে মসজিদ হয়তো ছাদ সংলগ্ন হতে পারে, যেখানে অবস্থানরত শিশুদের মাইকের শব্দ আতঙ্কিত করে তোলে। মোদা কথা হলো, এই বিষয়টি দ্বারা কিছু লোক পরীক্ষিত হয়েছেন—আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে পরিত্রাণ প্রার্থনা করি—যারা তাদের প্রতিবেশী মসজিদ বা ঘরবাড়ির লোকজনকে এমন একটি বিষয়ে কষ্ট দিচ্ছেন যাতে কোনো ফায়দা নেই। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীর অর্থ—"তোমরা (জামাতের) যা পাও তা আদায় করো এবং যা তোমাদের থেকে ছুটে গেছে তা পূর্ণ করো"—হলো এই যে, মানুষ তাকবিরে তাহরিমা বলবে, অতঃপর ইমাম যে অবস্থায় আছেন সে অবস্থায় তার সাথে নামাজে शामिल হবে। সুতরাং আপনি যখন আসবেন এবং ইমামকে রুকু অবস্থায় পাবেন, তখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকবিরে তাহরিমা দেবেন, তারপর রুকু করবেন; এর মাধ্যমে আপনি রাকাতটি পেয়ে যাবেন। আর যদি আপনি এমন সময় আসেন যখন তিনি রুকু থেকে উঠে দাঁড়িয়েছেন, তবে তাকবির বলে তার সাথে নামাজে প্রবেশ করবেন এবং তার সাথে সিজদা করবেন, কিন্তু এই রাকাতটি গণনা করবেন না; কারণ ব্যক্তি যখন ইমামের রুকু পেল না, তখন তার রাকাতটি ছুটে গেল। আর যদি আপনি তাকে সিজদাবনত অবস্থায় পান, তবে দাঁড়িয়ে তাকবিরে তাহরিমা দিয়ে সিজদায় যাবেন এবং তিনি দাঁড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন না। আর যদি তাকে বসা অবস্থায় পান, তবে দাঁড়িয়ে তাকবির বলে বসে পড়বেন। অর্থাৎ ইমামকে যে অবস্থায় পাবেন, সে অনুযায়ীই আমল করবেন। আর যখন আপনি তাকে শেষ তাশাহুদে পাবেন, তখন লক্ষ্য করবেন যদি আপনার সাথে আপনার মতো আরও লোক থাকে (যাদের নিয়ে পৃথক জামাত করা সম্ভব), তবে তার সাথে দাখিল হবেন না; কারণ শুধু তাশাহুদ পাওয়ার মাধ্যমে জামাত পাওয়া যায় না। জামাত তখনই পাওয়া যায় যখন অন্তত একটি পূর্ণ রাকাত পাওয়া যায়; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি নামাজের এক রাকাত পেল, সে নামাজ (জামাত) পেল।"

وإذا لم يكن معك جماعة أولاً يمكنك أن تدرك مسجداً آخر فأدخل معه ولو في التشهد ولا تحسب هذا شيئاً لأنه فاتك الركوع وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فأتوا دليل على أن السبوق إذا قام يقضي فإنه يقضى آخر صلاته لا أولها فإذا أدرك الركعتين الأخيرتين من الظهر مثلاً وقام يقضي فإن الركعتين اللتين يقضيهما هما آخر صلاته فلا يزيد على الفاتحة لأن السنة في الركعتين الأخيرتين أن لا يزيد عن الفاتحة وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة فسمع وراءه جلبة وضرباً وزجراً للإبل وأصواتاً للإبل لأنهم كانوا في الجاهلية إذا دفعوا من عرفة أسرعوا إسراعاً عظيماً يبادرون النهار قبل أن يظلم الجو فكانوا يضربون الإبل ضرباً شديداً فأوماً النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بسوطه وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة يعني الطمأنينة والهدوء فإن البر ليس بالإيضاع يعني أن البر والخير ليس بالإيضاع أي ليس بالإسراع والإيضاع نوع من السير سريع ففي هذا دليل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يسرع إذا تقدم إلى أماكن العبادة لأن الذين يدفعون من عرفة يتجهون إلى مزدلفة إلى عبادة

যদি আপনার সাথে কোনো জামাত না থাকে অথবা আপনি অন্য কোনো মসজিদে পৌঁছাতে সক্ষম না হন, তবে ইমামের সাথে নামাজে শরিক হোন, যদিও তা শেষ তাশাহুদের সময় হয়। তবে এটিকে রাকাত হিসেবে গণ্য করবেন না; কারণ আপনি রুকু পাননি। আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী—“অতঃপর তোমরা পূর্ণ করো”—এতে এই প্রমাণ রয়েছে যে, মাসবুক (নামাজে বিলম্বে অংশগ্রহণকারী) যখন ছুটে যাওয়া অংশ আদায়ের জন্য দাঁড়ায়, তখন সে তার নামাজের শেষ অংশটিই পূর্ণ করে, গুরুত্ব অংশটি নয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ জোহরের শেষ দুই রাকাত পায় এবং বাকিটুকু আদায়ের জন্য দাঁড়ায়, তবে সে যে দুই রাকাত নিজে আদায় করছে তা তার নামাজের শেষ দুই রাকাত হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং সে সুরা ফাতিহার অতিরিক্ত কিছু পাঠ করবে না; কারণ সুন্নাত হলো শেষ দুই রাকাতে সুরা

ফাতিহার অতিরিক্ত কিছু না পড়া। আর লেখক ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণিত যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফা থেকে প্রস্থান করলেন এবং তাঁর পেছনে শোরগোল, প্রহার ও উট হাঁকানোর শব্দ শুনতে পেলেন। কারণ জাহেলি যুগে লোকেরা যখন আরাফা থেকে প্রস্থান করত, তখন তারা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলত; তারা আকাশ অন্ধকার হওয়ার আগেই দিনের আলো থাকতে গন্তব্যে পৌঁছানোর প্রতিযোগিতা করত। এ জন্য তারা উটগুলোকে কঠোরভাবে প্রহার করত। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাবুক দিয়ে তাদের দিকে ইশারা করলেন এবং বললেন: "হে লোকসকল! তোমরা ধীরস্থিরতা অবলম্বন করো"; অর্থাৎ প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য বজায় রাখো। কেননা পুণ্য বা নেকি 'ইদা' (দ্রুত গমন)-এর মধ্যে নয়। অর্থাৎ কল্যাণ ও পুণ্য দ্রুত পথ চলার মধ্যে নিহিত নয়। আর 'ইদা' হলো এক প্রকার দ্রুতলয়ের চলন। এতে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কোনো ব্যক্তির ইবাদতের স্থানের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় দ্রুত ছোট্টা সমীচীন নয়। কারণ যারা আরাফা থেকে প্রস্থান করে, তারা মূলত মুজদালিফার দিকে একটি ইবাদতের লক্ষ্যেই অগ্রসর হয়।

(ص: 101) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وبهذا يتم المؤلف رحمه الله ما ترجم به من الندب إلى إتيان الصلاة ومجالس العلم وغيرها من العبادة بسكينة ووقار فإذا أتيت إلى مجالس العلم والخير فكن ساكناً وقوراً مهيباً حتى لا يستهان بك أمام الناس ويكون تعظيمك لهذه المجالس من تعظيم الله عز وجل

এরই মাধ্যমে গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) সালাত, ইলমের মজলিস এবং অন্যান্য ইবাদতে প্রশান্তি ও গাম্ভীর্যের সাথে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশনার বিষয়ে যে অধ্যায়টি অবতারণা করেছিলেন, তার সমাপ্তি ঘটালেন। সুতরাং আপনি যখন ইলম ও কল্যাণের মজলিসে উপস্থিত হবেন, তখন প্রশান্ত, গম্ভীর ও মর্যাদাবান হয়ে থাকবেন, যেন মানুষের নিকট আপনি তুচ্ছজ্ঞান না হন; আর

এই মজলিসসমূহের প্রতি আপনার এই সম্মান প্রদর্শন মহান আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনেরই অন্তর্ভুক্ত।

(ص: 102) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب إكرام الضيف

قال الله تعالى: {هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون} وقال تعالى: {وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قال المؤلف رحمه الله: (باب إكرام الضيف) والضيف: هو الذي ينزل بك مسافراً لأجل أن تتلقاه بالأيواء والطعام والشراب وما يحتاج إليه والضيافة خلق فاضل قديم منذ عهد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إن لم يكن قبل ذلك وسيدكر المؤلف إن شاء الله أحاديث متعددة حول إكرام الضيف وأن إكرامه من الإيمان بالله واليوم الآخر ولكنه رحمه الله كعاداته يبدأ بالآيات الكريمة لأن القرآن مقدم على السنة فهو كلام الله والحديث كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامهما حق

মেহমানের মেহমানদারির পরিচ্ছেদ

মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "আপনার নিকট কি ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে? যখন তারা তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'সালাম'; উত্তরে তিনিও বললেন, 'সালাম'; এরা তো অপরিচিত লোক। অতঃপর তিনি দ্রুত তাঁর পরিবারের নিকট গেলেন এবং একটি হুষ্ঠপুষ্ঠ বাছুর (ভাজা) নিয়ে আসলেন। তিনি তা তাদের সামনে

স্থাপন করলেন এবং বললেন, ‘আপনারা কি আহ্বার করবেন না?’” মহান আল্লাহ আরও ইরশাদ করেছেন: "এবং তাঁর সম্প্রদায় তাঁর নিকট উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল, তারা আগে থেকেই মন্দ কাজে লিপ্ত ছিল। তিনি বললেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! এরা আমার কন্যা (সদৃশ কওমের নারী), তোমাদের জন্য তারা অধিকতর পবিত্র; অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত করো না; তোমাদের মধ্যে কি কোনো বিবেকবান মানুষ নেই?’” গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেছেন: (মেহমানের মেহমানদারির পরিচ্ছেদ)। ‘যইফ’ বা মেহমান হলেন তিনি, যিনি মুসাফির হিসেবে আপনার নিকট পদার্পণ করেন যাতে আপনি তাঁকে আশ্রয়, খাদ্য, পানীয় এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে আপ্যায়ন করেন। মেহমানদারি একটি প্রাচীন ও মহৎ চারিত্রিক গুণ যা ইবরাহীম খলীল (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর যুগ থেকে প্রচলিত, বরং তার পূর্ব থেকেও হতে পারে। গ্রন্থকার ইনশাআল্লাহ মেহমানদারি সম্পর্কে একাধিক হাদিস উল্লেখ করবেন এবং মেহমানকে সম্মান করা যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত তা বর্ণনা করবেন। তবে তিনি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী পবিত্র আয়াতসমূহ দ্বারা শুরু করেছেন, কারণ কুরআন সুন্নাহর ওপর অগ্রগণ্য; যেহেতু কুরআন আল্লাহর কালাম এবং হাদিস রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী, আর উভয়ই সত্য।

(ص: 103) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

يجب تصديقه إن كان خيرا وامتثاله إن كان طلباً فذكر قول الله تعالى: { هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين } هل أتاك؟ الاستفهام هنا للتشويق من أجل أن ينتبه المخاطب والخطاب في قوله: { هل أتاك } إما للرسول صلى الله عليه وسلم وإما له وللأمة أي لكل من يصح خطابه { هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين } إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً { وهؤلاء الضيف ملائكة أرسلهم الله عز وجل إلى إبراهيم ثم إلى لوط وقوله: { المكرمين } يعني الذين أكرمهم إبراهيم عليه الصلاة

والسلام: { إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام { قال العلماء إن قولهم سلاماً يعني نسلم سلاماً وإن قوله سلام يعني عليكم سلام والثانية أبلغ من الأولى لأن المشروع لمن حيى بتحية أن يحيى بأحسن منها أو بمثلها كما قال الله تعالى: { وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها { وإنما كانت الثانية أبلغ من الأولى لأن الأولى جملة فعلية والثانية جملة اسمية تفيد الثبوت والاستمرار ثم قال: { قوم منكرون { ولم يقل أنتم قوم لأن أنتم صريح في الخطاب وهذا قد يكون مستتبشعاً عند بعض الناس فكان من

তা সত্যায়ন করা আবশ্যিক যদি তা সংবাদ হয় এবং তা পালন করা আবশ্যিক যদি তা নির্দেশ হয়। এরপর তিনি মহান আল্লাহর বাণী উল্লেখ করেন: {আপনার নিকট কি ইবরাহিমের সম্মানিত মেহমানদের সংবাদ পৌঁছেছে?}। "আপনার নিকট কি পৌঁছেছে?" —এখানে প্রশ্নবোধক ভঙ্গিটি আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যাতে সম্বোধিত ব্যক্তি মনোযোগী হন। তাঁর বাণী {আপনার নিকট কি পৌঁছেছে} এর মাধ্যমে সম্বোধনটি হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অথবা তাঁর এবং উম্মত উভয়ের প্রতি, অর্থাৎ যার নিকট সম্বোধন করা শুদ্ধ হয় এমন প্রত্যেকের প্রতি। {আপনার নিকট কি ইবরাহিমের সম্মানিত মেহমানদের কাহিনী পৌঁছেছে? যখন তারা তাঁর নিকট প্রবেশ করে বলল, ‘সালাম’}। এই মেহমানরা ছিলেন ফেরেশতা, যাদেরকে মহান আল্লাহ ইবরাহিমের নিকট এবং অতঃপর লূতের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। আর তাঁর বাণী {সম্মানিত} এর অর্থ হলো তারা ঐসব ব্যক্তি যাদেরকে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম সম্মান করেছিলেন। {যখন তারা তাঁর নিকট প্রবেশ করে বলল, ‘সালাম’, তখন তিনি বললেন, ‘সালাম’}। আলেমগণ বলেছেন যে, তাদের উক্তি ‘সালামা’ অর্থ হলো ‘আমরা আপনাকে সালাম দিচ্ছি’, আর তাঁর উক্তি ‘সালাম’ অর্থ হলো ‘আপনাদের উপর সালাম বর্ষিত হোক’। দ্বিতীয়টি প্রথমটির চেয়ে অধিক অর্থবহ ও অলঙ্কারপূর্ণ; কারণ যাকে অভিবাদন জানানো হয় তার জন্য বিধান হলো তার চেয়ে উত্তম অভিবাদন জানানো অথবা সমপরিমাণ ফিরিয়ে দেওয়া, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {আর যখন তোমাদেরকে অভিবাদন জানানো হয়, তখন তোমরা তার চেয়েও উত্তম পন্থায় অভিবাদন জানাও অথবা তাই ফিরিয়ে দাও}। আর দ্বিতীয়টি প্রথমটির চেয়ে অধিক অর্থবহ হওয়ার কারণ হলো প্রথমটি একটি ক্রিয়াবাচক বাক্য এবং দ্বিতীয়টি নামবাচক বাক্য যা স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা প্রকাশ করে।

অতঃপর তিনি বললেন: {অপরিচিত এক সম্প্রদায়}, তিনি 'তোমরা এক সম্প্রদায়' বলেননি; কারণ 'তোমরা' শব্দটি সম্বোধনে অত্যন্ত স্পষ্ট, যা কোনো কোনো মানুষের নিকট অপ্রীতিকর হতে পারে। তাই এটি ছিল...

(ص: 104) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

حسن معاملته لضييفه أن قال: { قوم منكرون } وقوم لو أخذناها هكذا لكان يمكن أن يكون التقدير هم قوم أو أنتم قوم أو هؤلاء قوم ليست في الصراحة كقوله أنتم قوم فلهذا حذف المبتدأ وصارت: { قوم منكرون } ومعنى كونهم منكرين أنه لا يعرفهم لأنه أول مرة يلتقي بهم { فراغ إلى أهله } وكان عليه السلام كريماً ومعنى راغ: أي ذهب بسرعة وخفية { إلى أهله } أي إلى بيته { فجاء بعجل سبين } جاء بعجل، وهي صغار البقر، لأن لحمه خفيف ولذيذ وكونه سبيناً يكون أحلى للحمة وأطيب، وفي الآية الأخرى أنه جاء بعجل حينئذ، أي محنود يعني مشوي لم يخرج من طعمه شيء وهذا أذ ما يكون من اللحم { فقربه إليهم } ولم يضعه بعيداً عنهم فيقول: تقدموا إلى الطعام، ولكن هو الذي قربه لئلا يكون عليهم عناء ومشقة ومع ذلك لم يقل كلوا هكذا بصيغته الأمر ولكن قال: { ألا تأكلون } وهذا عرض وليس بأمر وهو أيضاً من حسن معاملته لضيوفه ثم إن هؤلاء الضيوف ذهبوا إلى لوط بصورة شبان مرد ذوي جمال وفتنة وكان قوم لوط والعياذ بالله قد ابتلوا بداء اللواط وهو إتيان الذكر الذكر، فلما ذهبوا إلى لوط انطلق بعضهم إلى بعض

মেহমানদের প্রতি তাঁর শিষ্টাচার ও উত্তম ব্যবহারের একটি দিক হলো তাঁর এই উক্তি: {অপরিচিত এক সম্প্রদায়}। এখানে 'কওম' (সম্প্রদায়) শব্দটিকে যদি আমরা এভাবে গ্রহণ করি, তবে এর উহ্য রূপ হতে পারে 'তারা এক সম্প্রদায়' অথবা 'আপনারা এক সম্প্রদায়' কিংবা

'এরা এক সম্প্রদায়'। কিন্তু এটি 'আপনারা এক সম্প্রদায়'—এরূপ সরাসরি বলার মতো স্পষ্ট নয়। এই কারণে এখানে 'মুবতাদা' বা উদ্দেশ্য পদটি উহ্য রাখা হয়েছে এবং বাক্যটি হয়েছে: {(আপনারা) অপরিচিত লোক}। তাদের অপরিচিত হওয়ার অর্থ হলো তিনি তাদের চিনতেন না, কারণ তাদের সাথে এটিই ছিল তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। {অতঃপর তিনি দ্রুত ও সংগোপনে তাঁর পরিবারের কাছে গেলেন}। তিনি (আলাইহিস সালাম) অত্যন্ত মর্যাদাবান ও অতিথিপরায়ণ ছিলেন। 'রা-গা' শব্দের অর্থ হলো: দ্রুত এবং সংগোপনে প্রস্থান করা। {তাঁর পরিবারের কাছে} অর্থাৎ তাঁর গৃহভ্যন্তরে। {অতঃপর তিনি একটি হুষ্টপুষ্ট বাছুর নিয়ে আসলেন}। তিনি বাছুর নিয়ে এসেছিলেন, যা গরু-শাবক; কারণ এর গোশত হয় কোমল ও সুস্বাদু। আর সেটি হুষ্টপুষ্ট হওয়া গোশতকে আরও উপাদেয় ও উত্তম করে তোলে। অন্য আয়াতে উল্লেখ আছে যে, তিনি তখন একটি বাছুর নিয়ে এসেছিলেন যা ছিল 'মাহনুয' অর্থাৎ অগ্নিতে ঝলসানো বা কাবাব করা, যার স্বাদ ও নির্ঘাস বিন্দুমাত্র নষ্ট হয়নি। আর এটিই গোশতের সর্বোত্তম ও সুস্বাদু অবস্থা। {অতঃপর তিনি তা তাঁদের নিকটবর্তী করলেন}। তিনি মেহমানদের থেকে দূরে খাবার রেখে বলেননি যে, 'আপনারা খাবারের দিকে এগিয়ে আসুন'; বরং তিনি নিজেই তা তাঁদের কাছে এগিয়ে দিয়েছেন যাতে তাঁদের কোনো প্রকার কষ্ট বা সংকোচ না হয়। এতদসত্ত্বেও তিনি 'খান'—এভাবে আদেশসূচক শব্দ প্রয়োগ করেননি, বরং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলেছেন: {আপনারা কি আহার করবেন না?} এটি ছিল একটি হৃদয়তাপূর্ণ প্রস্তাব, কোনো আদেশ নয়। এটিও মেহমানদের প্রতি তাঁর অনন্য শিষ্টাচারের পরিচায়ক। অতঃপর এই মেহমানগণ লূত (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট অত্যন্ত সুশ্রী ও আকর্ষণীয় শূশ্রূহীন যুবকদের বেশে উপস্থিত হলেন। লূত (আলাইহিস সালাম)-এর সম্প্রদায়—আল্লাহ আমাদের হিফায়ত করুন—সমকামিতার ন্যায় জঘন্য ব্যাধিতে লিপ্ত ছিল, যা হলো পুরুষের সাথে পুরুষের কামবৃত্তি চরিতার্থ করা। ফলে মেহমানরা যখন লূত (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট পৌঁছাল, তখন তারা (লূতের কওম) একে অপরের নিকট সংবাদ দিতে দিতে ছুটে এলো।

يخبر بعضهم بعضاً ويقولون جاء إلى لوط مردان شبان ذوو جمال فجاءوا { يهرعون إليه { أي يسرعون } ومن قبل كانوا يعملون السيئات { يعني كانوا يعملون الفاحشة وهي اللواط } قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي { قال بعض العلماء } هؤلاء بناتي { يشير إلى بنات القوم ما هن بناته من صلبه ولكنه يعني بذلك بنات قومه لأن النبي لقومه بمنزله الأب لهم كأنه يقول عندكم النساء وهذا كقوله في آية أخرى: { أَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ { يعني من النساء } بل أنتم قوم عادون { المهم أنه عليه الصلاة والسلام قال لهم: } فاتقوا الله ولا تخزون { وقوله } هؤلاء بناتي هن أطهر لكم { هذا من باب التفضيل الذي ليس في الجانب المفضل عليه منه شيء لأن إتيان الذكور ليس فيه طهارة كله خبث وخبائث كما قال تعالى: } ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث { لكن هن أطهر لكم لأن فروج النساء تحل بالعقد }

তারা একে অপরকে সংবাদ দিচ্ছিল এবং বলছিল যে, লুতের কাছে অত্যন্ত রূপবান একদল যুবক এসেছে। অতঃপর তারা তাঁর দিকে দ্রুতবেগে ছুটে এল অর্থাৎ তারা দ্রুত আসছিল। আর পূর্ব থেকেই তারা মন্দ কাজে লিপ্ত ছিল অর্থাৎ তারা অশ্লীল কাজে লিপ্ত ছিল আর তা হলো সমকামিতা। তিনি বললেন, "হে আমার কওম! এই তো আমার কন্যারা, তারা তোমাদের জন্য অধিকতর পবিত্র। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত করো না।" কোনো কোনো আলিম বলেছেন, "এই আমার কন্যারা" বলতে তিনি কওমের কন্যাদের বুঝিয়েছেন; তারা তাঁর আপন ঔরসজাত কন্যা ছিলেন না। বরং এর মাধ্যমে তিনি তাঁর কওমের নারীদের বুঝিয়েছেন, কারণ একজন নবী তাঁর কওমের জন্য পিতার সমতুল্য। যেন তিনি বলছিলেন যে তোমাদের জন্য তো নারীরা রয়েছেই। এটি অন্য একটি আয়াতের উক্তির মতো: "তোমরা কি বিশ্বজগতের পুরুষদের সাথে উপগত হও? আর তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের মধ্য থেকে যা সৃষ্টি করেছেন তা বর্জন করো? বরং তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী জাতি।" অর্থাৎ নারীদের ছেড়ে। "বরং তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী জাতি।" মূল কথা হলো যে, তিনি (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) তাদের

বলেছিলেন: "সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমাকে লজ্জিত করো না।" আর তাঁর উক্তি "এই আমার কন্যারা, তারা তোমাদের জন্য অধিকতর পবিত্র"—এটি এমন এক ধরনের তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের পদ্ধতি (তায়দিল) যেখানে অপর পক্ষের (পাপের) মধ্যে বিন্দুমাত্র পবিত্রতা নেই। কারণ পুরুষে উপগত হওয়ার মধ্যে কোনো পবিত্রতা নেই, বরং তা পুরোটাই অপবিত্রতা ও জঘন্যতা। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: "আর আমি তাকে সেই জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম যারা জঘন্য কাজে লিপ্ত ছিল।" তবে তারা (নারীরা) তোমাদের জন্য অধিকতর পবিত্র, কারণ বিয়ের চুক্তির মাধ্যমে নারীদের সতীত্ব বৈধ হয়।

(ম: 106) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ {ولكن لم يكن منهم رجل رشيد والعياذ بالله} قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ {يعني تعلم أننا نريد هؤلاء الشباب الذين جاءوا إليك} قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ {فقلت الرسل} يَا لَوْ طِ إِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ لَنَاصِلُوا إِلَيْكَ {ثم أُرْشِدُوهُ إِلَى أَنْ يَسْرِيَ بِأَهْلِهِ وَيُدْعَ الْبَلَدَةَ وَفِي سُورَةِ الْقَمَرِ قَالَ تَعَالَى: {كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ وَلَقَدْ أُنْذِرْتُمْ بِطُغْيَانِكُمْ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرْ {قيل إن الملائكة صفقوهم على وجوههم فعبت أبصارهم وقيل إن الله أعمى أبصارهم في نفس الحال وعلى أي حال فإن قوله: {ولا تخزون في ضيفي} يدل على أن الضيوف كانوا مكرمين عند لوط كما هم مكرمون عنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام والحاصل أنك إذا نزل بك ضيف فإنه يجب عليك أن تضيفه يوماً وليلة ولكن لا تفعل كما يفعل السفهاء تذهب وتتكلف

"অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোনো বিবেকবান মানুষ নেই?" {কিন্তু নাউযুবিল্লাহ, তাদের মধ্যে কোনো বিবেকবান মানুষ ছিল না।} তারা বলল, "তুমি তো জানোই যে তোমার কন্যাদের প্রতি আমাদের কোনো অধিকার বা প্রয়োজন নেই; আর আমরা কী চাই তা তো তুমি অবশ্যই জানো।" {অর্থাৎ তুমি জানো যে আমরা ঐসব যুবকদের চাই যারা তোমার নিকট এসেছে।} তিনি বললেন, "হায়! তোমাদের বিরুদ্ধে যদি আমার কোনো শক্তি থাকত অথবা আমি যদি কোনো সুদৃঢ় আশ্রয় গ্রহণ করতে পারতাম!" {তখন রাসূলগণ (ফেরেশতারা) বললেন,} "হে লুত, আমরা তোমার রবের প্রেরিত দূত। তারা কখনোই তোমার নিকট পৌঁছাতে পারবে না।" {অতঃপর তারা তাকে তার পরিবার নিয়ে রাতের বেলা বেরিয়ে পড়তে এবং জনপদ ত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন। আর সূরা আল-কামারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:} "লুতের সম্প্রদায় সতর্কবাণীসমূহকে অস্বীকার করেছিল। আমি তাদের ওপর পাথর নিক্ষেপকারী প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত্যা পাঠিয়েছিলাম, তবে লুতের পরিবার এর ব্যতিক্রম ছিল। আমি আমার পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহস্বরূপ শেষ রাতে তাদের রক্ষা করেছিলাম; যারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমি এভাবেই তাদের পুরস্কৃত করি। লুত তাদের আমার কঠিন পাকড়াও সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন, কিন্তু তারা সতর্কবাণীসমূহ নিয়ে বিতর্ক শুরু করল। আর তারা তার মেহমানদের নিয়ে অসৎ উদ্দেশ্যে চরিতার্থ করতে চেয়েছিল, তখন আমি তাদের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করে দিলাম। অতএব (আমি বললাম,) আস্বাদন করো আমার আজাব ও সতর্কবাণীর পরিণাম।" {বলা হয়ে থাকে যে, ফেরেশতারা তাদের চেহারা আঘাত করেছিলেন ফলে তারা অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আবার বলা হয় যে, আল্লাহ সেই মুহূর্তেই তাদের দৃষ্টিশক্তি হরণ করেছিলেন। আর যেটাই হয়ে থাকুক না কেন, আল্লাহর এই বাণী:} "এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত করো না" {— এটি প্রমাণ করে যে, লুত (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট মেহমানগণ অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন, ঠিক যেমন ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট তাঁরা সম্মানিত ছিলেন। সারকথা হলো, তোমার নিকট যদি কোনো মেহমান আসে, তবে একদিন ও একরাত তাকে মেহমানদারি করা তোমার ওপর আবশ্যিক। তবে নির্বোধদের মতো এমন আচরণ করো না যে, তুমি লোকদেখানো আতিথেয়তা বা কৃত্রিমতায় লিপ্ত হবে।}

وتصنع وليمة كبيرة ترمى معظمها حتى إنا نسبع عن بعض الناس أنه إذا نزل به الضيف ذهب صاحب البيت من أجل أن يذبح له ذبيحة فيقول الضيف لا تذبح على الطلاق ما تذبح فيقول الثاني على الطلاق أن أذبح هذا غلط ومنكر فلا حاجة إلى اليمين في ذلك إما أن تذبح وإما أن لا تذبح وإذا اضطرت إلى اليمين فليس هناك حاجة إلى اليمين بالطلاق لأن الحلف بالطلاق أمره ليس بالهين فالأئمة الأربعة: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وجمهور أتباعهم يرون أن الحلف بالطلاق طلاق إذا حنث فيه الإنسان يعني إذا قلت علي الطلاق ما تفعلين كذا ففعلت طلقت زوجتك ولو أردت اليمين هذا مذهب جمهور الأمة وجميع الأئمة المتبوعين من هذه الأمة إذا المسألة خطيرة وتهاون الناس بهذه المسألة غلط كبير ما أسرع أن يقول الإنسان على الطلاق أن أفعل على الطلاق ما أفعل أو امرأتي طالق إن فعلت أو امرأتي طالق إن لم أفعل وهذا غلط عظيم كيف تقول هذا الكلام وأكثر الأئمة يرون أنك إذا حنث طلقت امرأتك {

এবং একটি বিশাল ভোজের আয়োজন করা হয় যার অধিকাংশ অংশই অপচয় করা হয়। এমনকি আমরা কোনো কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে এমনটিও শুনে থাকি যে, যখন তার নিকট কোনো মেহমান আসে, তখন গৃহকর্তা তার মেহমানদারির উদ্দেশ্যে পশু জবাই করতে উদ্যত হয়। তখন মেহমান বলে ওঠে, 'আপনি এটি করবেন না, আমি তালাকের কসম করে বলছি আপনি জবাই করবেন না।' বিপরীতে গৃহকর্তা বলে, 'আমিও তালাকের কসম করে বলছি যে আমি অবশ্যই জবাই করব।' এটি একটি ভুল ও গর্হিত কাজ। এক্ষেত্রে শপথ করার কোনো প্রয়োজন নেই; হয় আপনি জবাই করবেন অথবা করবেন না। আর যদি আপনার শপথ করার একান্ত প্রয়োজনও হয়, তবে সেখানে তালাকের মাধ্যমে শপথ করার কোনো আবশ্যিকতা নেই। কারণ তালাকের মাধ্যমে শপথ করা কোনো সাধারণ বিষয় নয়। চার ইমাম—মালিক, আবু হানিফা, শাফেয়ী ও আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং তাঁদের অনুসারী জুমহুর (অধিকাংশ)

আলিমদের অভিমত হলো, তালাকের শপথ করলে এবং তাতে শপথ ভঙ্গ হলে তালাক সংঘটিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ, আপনি যদি বলেন, 'আমার ওপর তালাক যদি তুমি এমনটি করো,' অতঃপর সে তা করে ফেলল, তবে আপনার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে—যদিও আপনি কেবল শপথের উদ্দেশ্যই করে থাকেন। এটিই উম্মাহর জুমহুর আলিম এবং সকল অনুসরণীয় ইমামগণের মায়হাব। সুতরাং বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও গুরুতর; এই বিষয়ে মানুষের শিথিলতা প্রদর্শন করা এক বিরাট ভুল। মানুষ কত দ্রুতই না বলে ফেলে, 'আমি তালাকের শপথ করছি যে আমি এটি করব,' 'আমি তালাকের শপথ করছি যে আমি এটি করব না,' অথবা 'আমি এটি করলে আমার স্ত্রী তালাক,' কিংবা 'আমি এটি না করলে আমার স্ত্রী তালাক।' এটি একটি মহা ভুল। আপনি কীভাবে এ জাতীয় কথা বলতে পারেন যেখানে অধিকাংশ ইমামের মতে কসম ভঙ্গ করলে আপনার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে?}

(ص: 108) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

706 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه

707 - وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة متفق عليه وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه قال: يقيم عنده ولا شيء له يقره به

৭০৬ - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে; আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে; এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা নীরব থাকে।" (বুখারী ও মুসলিম)

৭০৭ - আবু শুরাইহ খুওয়াইলিদ বিন আমর আল-খুজায়ী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে তার পারিতোষিকসহ সম্মান করে।" তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! তার পারিতোষিক কী?" তিনি বললেন, "তার এক দিন ও এক রাত (বিশেষ আতিথেয়তা)। আর মেহমানদারি হলো তিন দিন পর্যন্ত; এর অতিরিক্ত যা হবে তা সদকা।" (বুখারী ও মুসলিম)। মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে: "কোনো মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের কাছে এত দীর্ঘ সময় অবস্থান করা বৈধ নয় যা তাকে পাপে লিপ্ত করে।" তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! সে তাকে কীভাবে পাপে লিপ্ত করবে?" তিনি বললেন, "সে তার কাছে অবস্থান করতে থাকে অথচ তাকে আপ্যায়ন করার মতো কিছুই তার কাছে থাকে না।"

(ص: 109) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله في باب الضيافة وإكرام الضيف الأحاديث التي تدل على إكرام الضيف وقراه ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وهذا من باب الحث والإغراء على إكرام الضيف يعني أن إكرام الضيف من علامة الإيمان بالله واليوم الآخر ومن تمام الإيمان بالله واليوم الآخر وذلك أن الذي يكرم ضيفه يثيبه الله تعالى يوم

القيامة وربما أثابه يوم القيامة وفي الدنيا، كما قال الله تعالى: مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ
الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ فيثيبه الله في الدنيا بالخلف وفي الآخرة بالثواب ولهذا قال:
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وإكرام الضيف يختلف بحسب
أحوال الضيف فمن الناس من هو من أشرف القوم ووجهاء القوم فيكرم بها يليق
به ومن الناس من هو من سقط القوم فيكرم بها يليق به ومنهم من هو دون ذلك
فألهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق الإكرام فيشمل كل الإكرام فمن الناس
إذا نزل بك ضيفاً لا يرضيه أن تأتي له بطعام عليه دجاجتان وما أشبه ذلك يحتاج
إلى أن تأتي بطعام

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) মেহমানদারি ও মেহমানকে সম্মান করা সংক্রান্ত অধ্যায়ে এমন সব হাদীস উল্লেখ করেছেন যা মেহমানকে সম্মান ও আপ্যায়ন করার আবশ্যিকতা নির্দেশ করে। এরই অংশ হিসেবে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসটি রয়েছে যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে।" এটি মূলত মেহমানকে সম্মান করার প্রতি গুরুত্বারোপ ও উৎসাহ প্রদানের একটি মাধ্যম। এর অর্থ হলো, মেহমানকে সম্মান করা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানের অন্যতম নিদর্শন এবং ঈমানের পূর্ণতার বহিঃপ্রকাশ। কারণ, যে ব্যক্তি তার মেহমানকে সম্মান করে, আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন পুরস্কৃত করবেন এবং সম্ভবত তাকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতেই প্রতিদান দেবেন। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: "যে ব্যক্তি পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার ফসলে প্রবৃদ্ধি দান করি।" সুতরাং আল্লাহ তাকে দুনিয়াতে বিকল্প রিযিকের মাধ্যমে এবং আখিরাতে সওয়াবের মাধ্যমে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। এই কারণেই তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে।" মেহমানকে সম্মান করার পদ্ধতি মেহমানের অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। মানুষের মধ্যে কেউ এমন থাকে যারা সমাজের অত্যন্ত সম্মানিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি, তাদের সেভাবেই সম্মান করা উচিত যা তাদের মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আবার কেউ সাধারণ স্তরের মানুষ হয়ে থাকে, তাদেরও তাদের উপযুক্ত সম্মান দিতে হবে। আবার কেউ এমন আছে যারা এর মাঝামাঝি স্তরের। মূল কথা হলো, নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস

সালাম) এখানে সম্মান প্রদর্শনের কথাটি সাধারণভাবে উল্লেখ করেছেন, যা সব ধরনের সম্মানকেই শামিল করে। মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে যে মেহমান হয়ে এলে আপনি যদি তার সামনে এমন খাবার নিয়ে আসেন যাতে মাত্র দুটি মুরগি বা অনুরূপ কিছু থাকে, তবে সে তাতে সন্তুষ্ট হয় না; তার জন্য এমন খাবার নিয়ে আসা প্রয়োজন যা তার সামাজিক অবস্থানের জন্য উপযোগী।

(ص: 110) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

عليه ذبيحة ويكون من إكرامه أيضاً أن تدعو جيرانك وما أشبه ذلك ومن الناس من هو دون ذلك المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد الإكرام بشيء بل أطلق فيكون راجعاً إلى ما يعدة الناس إكراماً قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه وفي حديث آخر فليكرم جاره فليصل رحمه الرحم هم الأقارب وكلما كان القريب إليك أقرب كان حقه أوجب فعلى البرء أن يصل رحمه ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يصله؟ فيرجع أيضاً إلى العرف فمن الأقارب من تصله بالزيارة والإكرام البدني ومن الأقارب من تصله بإعطاء المال لحاجته لذلك ومن الأقارب من تكرمه بالطعام والكسوة كل بحسب حاله المهم أكرم أقاربك بما يعد إكراماً فمثلاً إذا كان قريبك غنياً كريماً فهذا لا يمكن أن ترسل إليه طبقاً من طعام إنما تكرمه بالزيارة والكلام اللين وما أشبه ذلك أما إذا كان قريبك فقيراً فطبق الطعام أحب إليه من غيره فترسل له طبقاً من الطعام أما إذا كان قريبك يحتاج إلى المال فلافضل أن ترسل إليه المال وهلم جرا فكل إنسان يكرم بما يليق بحاله الثالث: قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو

তাঁর ওপর পশু জবাই করা আবশ্যিক হতে পারে এবং মেহমানদারির অংশ হিসেবে প্রতিবেশীদের দাওয়াত করা বা এই জাতীয় কাজ করাও এর অন্তর্ভুক্ত। মানুষের সামর্থ্য ও অবস্থার ভিন্নতা থাকতে পারে। মূল কথা হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টিকে কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখায় আবদ্ধ করেননি, বরং একে সাধারণ বা ব্যাপক রেখেছেন। সুতরাং, মানুষ যা কিছুকে সম্মান প্রদর্শন হিসেবে গণ্য করে, তার মাধ্যমেই এটি সম্পাদিত হবে। তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে।" অন্য একটি হাদীসে এসেছে, "সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে।" আত্মীয় বলতে রক্তসম্পর্কীয় নিকটজনদের বোঝায়। আত্মীয়ের সম্পর্ক আপনার সাথে যত বেশি ঘনিষ্ঠ হবে, তার অধিকার তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত তার আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দিষ্ট করে বলে দেননি যে, ঠিক কীসের মাধ্যমে এই বন্ধন রক্ষা করতে হবে। তাই এটিও প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি বা 'উরফ'-এর ওপর নির্ভরশীল। আত্মীয়দের মধ্যে কেউ এমন আছেন যাদের সাথে সশরীরে সাক্ষাৎ ও সৌজন্য প্রকাশের মাধ্যমে সুসম্পর্ক রাখা হয়। আবার কিছু আত্মীয়ের অভাব বা প্রয়োজনের কারণে তাদের অর্থ প্রদানের মাধ্যমে সুসম্পর্ক বজায় রাখা হয়। কাউকে খাদ্য ও বস্ত্র দিয়ে সম্মান করতে হয়; অর্থাৎ প্রত্যেকের অবস্থা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা নিতে হয়। মূল বিষয় হলো, যা সম্মান হিসেবে বিবেচিত হয়, তা দিয়েই আপনার আত্মীয়দের সম্মান করুন। উদাহরণস্বরূপ, আপনার কোনো আত্মীয় যদি ধনী ও মর্যাদাসম্পন্ন হন, তবে তাঁর কাছে এক থালা খাবার পাঠানো সমীচীন হবে না; বরং তাঁর সাথে দেখা করা এবং নম্রভাবে কথা বলা বা এই জাতীয় সৌজন্যের মাধ্যমেই তাঁকে সম্মান জানাতে হবে। পক্ষান্তরে, আপনার আত্মীয় যদি দরিদ্র হন, তবে তাঁর কাছে অন্য কিছুর চেয়ে এক থালা খাবারই বেশি কাঙ্ক্ষিত হবে; তাই তাঁকে এক থালা খাবার পাঠাবেন। আবার আপনার আত্মীয়ের যদি অর্থের প্রয়োজন থাকে, তবে তাঁকে অর্থ সাহায্য করাই অধিক উত্তম হবে। এভাবেই পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকের অবস্থা অনুযায়ী যা উপযুক্ত, তা দিয়েই তাকে সম্মান জানাতে হবে। তৃতীয়ত: তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা..."

ليصت ويا ليتنا نسير على ذلك في حياتنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصت وقد يكون نفس الكلام خيرا وقد يكون الخير في المقصود منه فمثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم مسألة من مسائل العلم والدين الكلام هنا خير في نفسه والكلام الآخر الذي ليس في نفسه خير من حيث هو لكن تتكلم به من أجل أن تدخل الإنسان على مجالسك وأن تنشرح صدره هذا أيضا خير وإن كان نفس الكلام ليس مما يتقرب به إلى الله لكنه ليس إثما وتقصد بذلك أو توسع صدر جليسك وأن تدخل عليه الأئس والسرور فهذا أيضا من الخير وعلم من هذا أن من لم يقل الخير فإن إيمانه بالله واليوم الآخر يكون ناقصا فكيف بمن يقول الشر؟ وكيف بمن أصبح يأكل لحوم الناس والعياذ بالله ويسعى بينهم بالنميمة ويكذب ويغش؟ بل كيف من أصبح يؤلب على أهل العلم ويسب أهل العلم ويذمهم بأمرهم فيه أقرب إلى الصواب مما يظن؟ فإن هذا أعظم وأعظم لأن الكلام في أهل العلم ليس كاللزام في عامة الناس الكلام في عامة الناس ربما يجرح الرجل نفسه، لكن الكلام في أهل العلم جرح في العلماء وجرح فيما يحملونه من الشريعة، لأن

চুপ থাকা উচিত। হায়, আমরা যদি আমাদের জীবনে এই নীতি অনুসরণ করতাম—"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা চুপ থাকে।" অনেক সময় কথাটি নিজেই উত্তম হয়, আবার কখনো কথার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের মাঝে কল্যাণ নিহিত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, সৎ কাজের আদেশ প্রদান, অসৎ কাজের নিষেধ এবং ইলম ও দ্বীনের কোনো মাসআলা শিক্ষা দেওয়া; এক্ষেত্রে কথাটি স্বয়ং একটি উত্তম কাজ। অন্যদিকে, এমন কথা যা শব্দগতভাবে স্বয়ং কোনো পুণ্য নয়, কিন্তু আপনি আপনার মজলিসে উপস্থিত সঙ্গীকে আনন্দিত করতে এবং তার মনকে প্রফুল্ল করতে তা বলছেন, তবে এটিও কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত। যদিও সেই কথাটি সরাসরি আল্লাহর নৈকট্য লাভের কোনো মাধ্যম নয়, তবে এটি কোনো

গুনাহও নয়; বরং আপনার উদ্দেশ্য যদি হয় আপনার সঙ্গীর চিত্ত প্রশস্ত করা এবং তাকে আনন্দ ও প্রফুল্লতা দান করা, তবে তাও কল্যাণেরই অন্তর্ভুক্ত। এ থেকে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি উত্তম কথা বলে না, আল্লাহ ও পরকালের প্রতি তার ঈমান অপূর্ণাঙ্গ। এমতাবস্থায় সেই ব্যক্তির অবস্থা কেমন হবে যে মন্দ কথা বলে? আর সেই ব্যক্তির অবস্থাই বা কেমন হবে যে মানুষের মাংস ভক্ষণ (গীবত) করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—এবং মানুষের মাঝে চোগলখুরি করে বেড়ায়, মিথ্যা বলে ও প্রতারণা করে? এমনকি সেই ব্যক্তির অবস্থা কতটা ভয়াবহ যে আলেমদের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দেয়, তাঁদের গালিগালাজ করে এবং তাঁদের এমন বিষয়ে নিন্দা করে যে ক্ষেত্রে তাঁদের অবস্থানই তার ধারণার চেয়ে সত্যের অধিক নিকটবর্তী? নিশ্চয়ই এটি একটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয়; কারণ আলেমদের সমালোচনা করা সাধারণ মানুষের সমালোচনার মতো নয়। সাধারণ মানুষের সমালোচনা করলে কেবল সেই ব্যক্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু আলেমদের সমালোচনা করা মানে স্বয়ং আলেমদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা এবং তাঁরা শরীয়তের যে মহান আমানত বহন করছেন তার অবমাননা করা, কারণ...

(ص: 112) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الناس لن يثقوا بهم إذا كثر القول فيهم والخوض فيهم، ولهذا يجب عند كثرة الكلام وخوض الناس في أمر من الأمور أن يحرص الإنسان على كف لسانه، وعدم الكلام إلا فيما كانت مصلحته ظاهرة، حتى لو سئل فإنه يقول: نسأل الله الهداية، نسأل الله أن يهدي الجميع أما أن يتكلم ويطلق لسانه في أمور ليس لها أصل البتة فهذا من عدم الإيمان بالله واليوم الآخر ولا يكفر الإنسان بهذا لكن إيمانه يكون ناقصاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت وكما قيل: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب وقيل أيضاً في الحكمة: الصمت حكمة وقليل فاعله وقيل أيضاً من صمت نجاً ومن تكلم فإنه على خطر فلذلك الزم الصمت في شيء ترى أنه خير فحينئذ تكلم فالخير مطلوب

মানুষের মাঝে যখন কাউকে নিয়ে অধিক আলোচনা ও সমালোচনা শুরু হয়, তখন তারা তাদের ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলে। একারণে কোনো বিষয়ে যখন আলাপ-আলোচনা ও বাদানুবাদ বেড়ে যায়, তখন মানুষের কর্তব্য হলো নিজ জিহ্বা সংযত রাখার ব্যাপারে সচেত্ব হওয়া এবং কেবল সেই বিষয়েই কথা বলা যাতে স্পষ্ট কল্যাণ বিদ্যমান। এমনকি তাকে যদি কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়, তবে সে বলবে: ‘আমরা আল্লাহর নিকট হিদায়াত প্রার্থনা করি, আমরা আল্লাহর নিকট সকলের হিদায়াতের তাওফিক কামনা করি।’ পক্ষান্তরে, ভিত্তিহীন বিষয়ে লাগামহীন কথা বলা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানের দুর্বলতার পরিচায়ক। এর দ্বারা মানুষ কাফির হয়ে যায় না ঠিকই, তবে তার ঈমান ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা নীরব থাকে।’ প্রবাদে বলা হয়: ‘কথা যদি রূপা হয়, তবে নীরবতা সোনা।’ হিকমতের কথায় আরও বলা হয়েছে: ‘নীরবতা একটি প্রজ্ঞা, কিন্তু খুব অল্প লোকই তা পালন করে।’ আরও বলা হয়েছে: ‘যে নীরব রইল সে নাজাত পেল, আর যে কথা বলল সে বিপদের সম্মুখীন হলো।’ সুতরাং নীরবতা অবলম্বন করুন; তবে যখন আপনি কোনো কথাকে কল্যাণকর মনে করবেন তখন কথা বলুন, কেননা কল্যাণ সর্বদা কাম্য।

(ص: 113) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير
 قال الله تعالى: {فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَبِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} وقال تعالى: {يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ} وقال تعالى: {وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ} وقال تعالى: {فبشرناهم بغلامٍ حلِيمٍ} وقال تعالى: {ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبريى} وقال تعالى: {وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ} وقال تعالى: {فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ

قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْبَحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى { وَقَالَ تَعَالَى: {إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ} والآيات في الباب كثيرة معلومة

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير) والبشارة تكون في الأمور التي تسر وسييت بذلك لأن الإنسان كان إذا بشر بما يسره ظهر أثر ذلك في وجهه وفي بشرته وقد تكون البشارة

সুসংবাদ প্রদান ও কল্যাণে অভিনন্দন জানানো মুস্তাহাব হওয়ার পরিচ্ছেদ
আল্লাহ তাআলা বলেন: "সুতরাং আপনি আমার বান্দাদের সুসংবাদ দিন, যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং তার সর্বোত্তম অংশ অনুসরণ করে।" আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "তাদের প্রতিপালক তাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে দয়া ও সম্ভৃষ্টির এবং এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন যেখানে তাদের জন্য চিরস্থায়ী নিআমত রয়েছে।" আল্লাহ তাআলা বলেন: "এবং তোমরা সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল।" আল্লাহ তাআলা বলেন: "অতঃপর আমি তাকে এক ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দান করলাম।" আল্লাহ তাআলা বলেন: "নিশ্চয়ই আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ ইবরাহীমের নিকট সুসংবাদ নিয়ে এসেছিল।" আল্লাহ তাআলা বলেন: "এবং তাঁর স্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিল, অতঃপর সে হেসে ফেলল; তখন আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম এবং ইসহাকের পর ইয়াকুবের।" আল্লাহ তাআলা বলেন: "অতঃপর ফেরেশতাগণ তাকে সম্বোধন করল যখন তিনি মেহরাবে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন যে, আল্লাহ আপনাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন।" আল্লাহ তাআলা বলেন: "যখন ফেরেশতারা বলল, হে মারয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে একটি কালিমার সুসংবাদ দিচ্ছেন, যাঁর নাম হলো মসীহ।" এই পরিচ্ছেদে আয়াতসমূহ অনেক এবং সুপরিচিত।

[ব্যাক্য]

লেখক (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেন: (সুসংবাদ প্রদান ও কল্যাণে অভিনন্দন জানানো মুস্তাহাব হওয়ার পরিচ্ছেদ)। 'বিশারাহ' বা সুসংবাদ মূলত এমন সব বিষয়ে হয় যা আনন্দ

প্রদান করে। এর নামকরণ এই কারণে করা হয়েছে যে, মানুষকে যখন কোনো আনন্দদায়ক সংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার প্রভাব তার চেহারা ও ত্বকে (বাশারাহ) ফুটে ওঠে। আর সুসংবাদ হতে পারে...

(ص: 114) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

فِيهَا يَسُوءُ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَالْبَشَارَةُ فِيهَا يَسُرُّ تَكُونُ فِيهَا يَسُرُّ فِي الْآخِرَةِ، وَفِيهَا يَسُرُّ فِي الدُّنْيَا، أَمَّا الْبَشَارَةُ فِيهَا يَسُرُّ فِي الْآخِرَةِ فَكَثِيرَةٌ، ذَكَرَهَا اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} وَقَوْلِهِ: {لَهُمْ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} وَقَوْلِهِ: {يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ} وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} هَذَا كُلُّهُ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِأُمُورِ الْآخِرَةِ وَمِنْ الْأُمُورِ الَّتِي تَبَشِّرُ بِالْخَيْرِ فِي أُمُورِ الْآخِرَةِ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ أَوْ تَرَى لَهُ، مِثْلَ أَنْ يَرَى إِنْسَانًا رُؤْيَاً فَيَقَالُ لَهُ فِي الْمَنَامِ مِثْلًا: بَشِّرْ فَلَانًا بِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَبَشْرُهُ هَذِهِ بَشْرِي كَذَلِكَ أَيْضًا الْإِنْسَانُ إِذَا رَأَى مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ يَنْقَادُ لِلْخَيْرِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَيَرْغَبُ فِيهِ وَيُحِبُّهُ وَأَنَّهُ يَكْرَهُ الشَّرَّ فَهَذِهِ أَيْضًا بَشْرِي لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى} وَأَمَّا الْبَشَارَةُ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِأَمْرِ الدُّنْيَا فَمِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ

অপ্রীতিকর বিষয়ের ক্ষেত্রে সুসংবাদ (বিদ্রূপাত্মক অর্থে), যেমন মহান আল্লাহর বাণী: "সুতরাং তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন।" আর আনন্দদায়ক বিষয়ের সুসংবাদ পরকালীন এবং ইহকালীন—উভয় ক্ষেত্রেই হতে পারে। পরকালীন আনন্দদায়ক বিষয়ের সুসংবাদ

অনেক, যা আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে উল্লেখ করেছেন; যেমন মহান আল্লাহর বাণী: {আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাতসমূহ যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত} এবং তাঁর বাণী: {তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালে} এবং তাঁর বাণী: {তাদের প্রতিপালক তাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে দয়া ও সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিচ্ছেন এবং এমন জান্নাতসমূহের, যেখানে তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী নেয়ামত। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে; নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার।} মহান আল্লাহ আরও বলেন: {এবং আরও একটি বিষয় যা তোমরা পছন্দ করো; তা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও নিকটবর্তী বিজয়। আর মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন।} এ সবই পরকালীন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। পরকালীন কল্যাণের সুসংবাদ প্রদানকারী বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে: নেক স্বপ্ন, যা কোনো ব্যক্তি নিজে দেখে অথবা তার জন্য অন্য কেউ দেখে। যেমন কোনো ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল এবং তাকে ঘুমের মধ্যে বলা হলো, উদাহরণস্বরূপ: "অমুক ব্যক্তিকে সুসংবাদ দাও যে সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।" অতঃপর সে তাকে সুসংবাদ দিল—এটি একটি সুসংবাদ। অনুরূপভাবে, মানুষ যখন নিজের মধ্যে দেখে যে সে কল্যাণের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং সৎকর্মের প্রতি আগ্রহী ও তা ভালোবাসছে এবং মন্দকে ঘৃণা করছে, তবে এটিও একটি সুসংবাদ। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {সুতরাং যে দান করে ও তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যা উত্তম তা সত্য বলে বিশ্বাস করে, অচিরেই আমি তাকে সহজ পথের জন্য সুগম করে দেব।} আর পার্থিব বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সুসংবাদের উদাহরণ হলো ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী...

(ص: 115) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الخليل: {إنا نبشرك بغلام عليم} وفي آية أخرى: {فبشرناه بغلام حليم} والذي بشر به في الآية الأولى غير الذي بشر به في الآية الثانية التي فيها: {إنا نبشرك بغلام عليم هذا إسحاق والتي فيها: فبشرناه بغلام حليم، هذا إسماعيل، عليهما السلام إسحاق أبو بني إسرائيل لأن ابنه يعقوب ويعقوب هو إسرائيل الذي من

ذريته موسى وعيسى عليهما السلام وأكثر الأنبياء المذكورين في القرآن كلهم من ذرية إسرائيل أما التي ذكر الله فيها فبشرناه بغلام حليم وهي التي في سورة الصافات فهذا إسماعيل أبو العرب وليس في ذريته رسول إلا رسول واحد ولكنه ختم جميع الرسالات وبعث إلى الناس كافة من بعثته إلى يوم القيامة وغيره من الأنبياء كان يبعث إلى قومه خاصة هذا الرسول الذي من بني إسماعيل هو محمد صلوات الله وسلامه عليه وكذلك قال الله تعالى عن امرأة إبراهيم: {وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحَكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ} هذا أيضا بشارة للإنثى فالحاصل أن البشارة تكون في أمور الآخرة وفي أمور الدنيا وينبغي للإنسان أن يكون متفائلا مستبشرا بالخير، وألا يرى الدنيا

আল-খলীল (ইবরাহীম আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বর্ণিত: {নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে এক জ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি} এবং অন্য আয়াতে রয়েছে: {অতঃপর আমরা তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দান করলাম}। প্রথম আয়াতে যার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, তিনি দ্বিতীয় আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তি থেকে ভিন্ন। যে আয়াতে বলা হয়েছে: {নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে এক জ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি}, তিনি হলেন ইসহাক; আর যে আয়াতে বলা হয়েছে: {অতঃপর আমরা তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দান করলাম}, তিনি হলেন ইসমাইল, তাঁদের উভয়ের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। ইসহাক হলেন বনী ইসরাঈলের আদি পিতা, কারণ তাঁর পুত্র ছিলেন ইয়াকুব, আর ইয়াকুবই হলেন 'ইসরাঈল', যাঁর বংশধর হলেন মূসা ও ঈসা (আলাইহিমুস সালাম) এবং কুরআনে বর্ণিত অধিকাংশ নবীই ইসরাঈলের বংশোদ্ভূত। পক্ষান্তরে, যে আয়াতে আল্লাহ তাআলা {অতঃপর আমরা তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দান করলাম} বলেছেন—যা সূরা আস-সাফফাতে বর্ণিত—তিনি হলেন ইসমাইল, যিনি আরব জাতির পিতা। তাঁর বংশধারায় মাত্র একজন ব্যতীত অন্য কোনো রাসূল নেই, কিন্তু তিনি সমস্ত রিসালাতের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন এবং তাঁর নবুওয়াতের সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছেন। অথচ অন্যান্য নবীরা কেবল বিশেষভাবে তাঁদের নিজ নিজ কওমের প্রতি প্রেরিত হতেন। বনী ইসমাইল থেকে আগত সেই রাসূল হলেন মুহাম্মদ (তাঁর ওপর আল্লাহর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক)। একইভাবে আল্লাহ তাআলা ইবরাহীমের স্ত্রী সম্পর্কে বলেছেন: {এবং তাঁর স্ত্রী দণ্ডায়মান ছিলেন, অতঃপর তিনি

হাসলেন। তখন আমরা তাঁকে ইসহাকের এবং ইসহাকের পরবর্তী ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম। এটি একজন নারীর জন্যেও সুসংবাদ। সারকথা হলো, সুসংবাদ আখিরাত ও দুনিয়া—উভয় বিষয়ের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। মানুষের উচিত আশাবাদী হওয়া এবং কল্যাণের প্রত্যাশা করা, আর দুনিয়াকে যেন সে...

(ص: 116) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

أمامه كالحلة مظلمة فيستحسر ويقنط وينبغي للإنسان أيضاً إذا حصل له خير أن يهنئ به وأن يبشر به إذا كان مستقبلاً يهنئ به بالخير إذا وقع ويبشر بالخير في المستقبل بشر أخاك السرور عليه حتى لو رأيت مثلاً إنساناً مغتصباً قد ضاقت عليه الدنيا وتكالت عليه الأمور فقل له أبشر: بالفرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى فإذا رأيت أخاك مكروباً فقل له أبشر فالفرج قريب وإذا رأيته في عسر فقل له اليسر القريب وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لن يغلب عسر يسرين في سورة ألم نشرح لك صدرك {فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً} العسر ذكر مرتين واليسر ذكر مرتين لكن حقيقة الأمر أن العسر لم يذكر إلا مرة واحدة واليسر ذكر مرتين لماذا؟ قال العلماء إذا تكررت الكلمة معرفة بآل فهي واحدة وإذا تكررت غير معرفة بآل فهي اثنان العسر كمر مرتين لكن بآل فيكون العسر الثاني هو الأول اليسر كمر مرتين لكن بدون آل فيكون اليسر الثاني غير اليسر الأول

তাঁর সামনে অন্ধকার ও কঠোর সময় উপস্থিত হয়, ফলে তিনি ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে পড়েন। মানুষের জন্য এটিও সমীচীন যে, যখন কারো কোনো কল্যাণ অর্জিত হয়, তখন তাকে

মোবারকবাদ জানানো এবং ভবিষ্যতে কোনো কল্যাণ আসার সম্ভাবনা থাকলে তাকে সুসংবাদ প্রদান করা। কল্যাণ সাধিত হলে অভিনন্দন জানাতে হয় এবং ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্য সুসংবাদ দিতে হয়। আপনার ভাইকে সুসংবাদ দিয়ে আনন্দিত করুন। এমনকি আপনি যদি এমন কোনো ব্যক্তিকে দেখেন যিনি অত্যন্ত চিন্তিত, যাঁর কাছে পৃথিবী সংকুচিত হয়ে এসেছে এবং নানাবিধ সমস্যা যাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে, তাঁকে বলুন: "মুক্তির সুসংবাদ গ্রহণ করুন।" কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "জেনে রেখো, ধৈর্যের সাথেই সাহায্য আসে, বিপদের সাথেই মুক্তি আসে এবং কষ্টের সাথেই স্বস্তি আসে।" এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, যিনি নিজের প্রবৃত্তি থেকে কোনো কথা বলেন না। সুতরাং যখন আপনি আপনার ভাইকে বিপদগ্রস্ত দেখবেন, তখন তাকে বলুন: "সুসংবাদ গ্রহণ করো, মুক্তি সন্নিকটে।" আর যদি তাকে কষ্টে থাকতে দেখেন, তবে বলুন: "স্বস্তি অতি নিকটে।" যেমনটি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন: "একটি কষ্ট কখনোই দুটি স্বস্তির ওপর প্রবল হতে পারবে না।" এটি সূরা আল-ইনশিরাহ-এর আয়াতের প্রেক্ষিতে: "নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে, অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।" এখানে 'কষ্ট' শব্দটি দুবার এবং 'স্বস্তি' শব্দটি দুবার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত বিষয় হলো, 'কষ্ট' মূলত একবারই উল্লেখিত হয়েছে আর 'স্বস্তি' দুবার। এর কারণ কী? আলেমগণ বলেন, যখন কোনো শব্দ নির্দিষ্টকারী অব্যয় (আলিফ-লাম) সহকারে পুনরুক্ত হয়, তখন তা একই বিষয়কে নির্দেশ করে। আর যদি অনির্দিষ্ট অবস্থায় পুনরুক্ত হয়, তবে তা ভিন্ন দুটি বিষয়কে বোঝায়। 'কষ্ট' শব্দটি দুবার এসেছে কিন্তু তা নির্দিষ্টকারী অব্যয় যুক্ত হয়ে, ফলে দ্বিতীয় কষ্টটি প্রথমটিরই পুনরাবৃত্তি। অন্যদিকে 'স্বস্তি' শব্দটি দুবার এসেছে কিন্তু নির্দিষ্টকারী অব্যয় ছাড়াই, তাই দ্বিতীয় স্বস্তিটি প্রথম স্বস্তি থেকে ভিন্ন আরেকটি স্বস্তি।

(ص: 117) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لن يغلب عسر يسرين يقال إن الحجاج بن يوسف الثقفي وهو رجل معروف نسأل الله أن يعفو عنه رجل ظالم يقتل الناس

بغير حق تكلم عنده أحد الناس وقال له كلمة استنكرها الحجاج وكان الحجاج جيدا في اللغة العربية فهو الذي شكل القرآن وهذه من حسناته وإن كان له سيئات كثيرة قال له الحجاج ليس هذا في اللغة العربية فعلة ما تأتي في اللغة العربية قال هكذا سمعت من الأعراب وكان يأخذون اللغة من الأعراب لأن الأعراب في البادية ليسوا في المدن والمدن دخل فيها الفرس والروم الذين أسلموا فتغير اللسان فقال الحجاج: اذهب عند الأعراب واثنتي بشاهد من كلام العرب ما يدل على أن فعلة موجودة في اللغة العربية ولك كذا وكذا يوم فإن لم تأتني فأنا أضرب عنقك ذهب الرجل مكروبا والحجاج ينفذ ما يقول وذهب يطلب من الأعراب فسمع أعرابيا يقول

আর এ কারণেই ইবনে আব্বাস (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হন) বলেছেন, একটি কষ্ট কখনোই দুটি স্বস্তির ওপর প্রবল হতে পারবে না। বর্ণিত আছে যে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আস-সাকাফী—যিনি একজন সুপরিচিত ব্যক্তি, আমরা আল্লাহর নিকট তাঁর ক্ষমার প্রার্থনা করি, তিনি ছিলেন একজন জালিম ব্যক্তি যিনি অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করতেন—তাঁর নিকট জনৈক ব্যক্তি কথা বলছিলেন এবং তিনি এমন একটি শব্দ উচ্চারণ করলেন যা হাজ্জাজ প্রত্যাখ্যান করলেন। হাজ্জাজ আরবি ভাষায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন; তিনিই পবিত্র কুরআনে স্বরচিহ্ন সংযোজন করেছিলেন এবং এটি তাঁর সৎকর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যদিও তাঁর বহু মন্দ কাজ ছিল। হাজ্জাজ তাকে বললেন, "আরবি ভাষায় এর কোনো ভিত্তি নেই; 'ফা'লাহ' ওজনের কোনো শব্দ আরবি ভাষায় আসে না।" লোকটি বলল, "আমি মরুবাসীদের নিকট থেকে এভাবেই শুনেছি।" তখন মরুবাসীদের নিকট থেকেই বিশুদ্ধ ভাষা গ্রহণ করা হতো, কারণ তারা মরুপ্রান্তরে বসবাস করত এবং লোকালয়ে থাকত না; অন্যদিকে নগরে পারস্য ও রোমীয়দের সংমিশ্রণ ঘটেছিল যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, ফলে ভাষার স্বাভাবিক শৈলী পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। তখন হাজ্জাজ বললেন, "তুমি মরুবাসীদের নিকট যাও এবং আরবদের বক্তব্য থেকে আমার নিকট এমন একটি প্রমাণ নিয়ে এসো যা দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে 'ফা'লাহ' ওজনটি আরবি ভাষায় বিদ্যমান। তোমার জন্য নির্ধারিত কতক দিন সময় দেওয়া হলো; যদি তুমি তা নিয়ে আসতে না পারো তবে আমি তোমার শিরশ্ছেদ করব।" লোকটি অত্যন্ত বিমর্ষ অবস্থায়

প্রস্থান করল, আর হাজ্জাজ যা বলতেন তা বাস্তবায়ন করতেন। সে মরুবাসীদের নিকট গিয়ে অনুসন্ধান করতে লাগল এবং হঠাৎ এক মরুবাসীকে বলতে শুনল...

(ص: 118) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ربما تكره النفوس من الأمر ... له فرجة كحل العقال
ففرج بها فرحاً عظيماً وجاء بها إلى الحجاج فبينما هو في الطريق قيل له إن الحجاج
قد مات فقال والله ما أدري هل أنا أشد فرحاً بهذه الكلمة التي وجدتتها عند الأعرابي
أو بهوت هذا الرجل فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يدخل السرور والبشرى على
إخوانه حتى يفرحوا وينشطوا ويؤملوا وينتظروا الفرج نسأل الله أن يجعلنا
والمسلمين ممن له البشرى في الحياة الدنيا والآخرة
708 - عن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببית
في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب متفق عليه القصب هنا: اللؤلؤ المجوف
والصخب: الصياح، واللغط والنصب: التعب

সম্ভবত মন কোনো বিষয়কে অপছন্দ করে ... অথচ তার নিষ্কৃতি উটের বন্ধনী খোলার মতোই ত্বরান্বিত।

এতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং এটি হাজ্জাজের কাছে নিয়ে আসছিলেন। পথিমধ্যে তাঁকে জানানো হলো যে, হাজ্জাজ মারা গেছেন। তখন তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম! আমি জানি না যে ওই গ্রাম্য ব্যক্তির কাছে পাওয়া এই বাণীর কারণে আমি অধিক আনন্দিত নাকি এই ব্যক্তির মৃত্যুতে বেশি আনন্দিত।" সারকথা হলো, মানুষের উচিত তার ভাইদের অন্তরে আনন্দ ও সুসংবাদ প্রবেশ করানো, যাতে তারা আনন্দিত হয়, প্রাণবন্ত হয়, আশাবাদী হয় এবং

মুক্তির অপেক্ষা করে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এবং সকল মুসলিমকে দুনিয়া ও আখেরাতে সুসংবাদপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

৭০৮ - আবু ইবরাহিম—যাঁকে আবু মুহাম্মদ এবং আবু মুয়াবিয়াও বলা হয়—আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কে জান্নাতে মুক্তার তৈরি এমন একটি প্রাসাদের সুসংবাদ দিয়েছেন, যেখানে থাকবে না কোনো শোরগোল এবং থাকবে না কোনো ক্লান্তি। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। এখানে 'কাসাব' অর্থ: ফাঁপা মুক্তা; 'সাখাব' অর্থ: হট্টগোল ও চিৎকার-চোঁচামেচি; এবং 'নাসাব' অর্থ: ক্লান্তি বা পরিশ্রম।

(ম: 119) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

709 - وعن أبي موسى الشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال لألزم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاكونن معه يومي هذا فجاء المسجد، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا وجه هاهنا قال فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ فقامت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقه ودلاهما في البئر فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال: أبو بكر فقلت: على رسلك ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن فقال: ائذن له وبشرة بالجنة فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله يبشرك بالجنة فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف ودلى رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت إن يرد

بفلان يريد أخاه خيرا يأت به فإذا إنسان يحرك الباب فقلت: من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب فقلت: على رسلك ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن؟ فقال: أئذن له وبشره بالجنة فجئت عمر فقلت: أذن أدخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في

৭০৯ - আবু মুসা আল-আশআরি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর ঘরে উযু করলেন, অতঃপর বের হলেন এবং বললেন, “আমি অবশ্যই আজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সংশ্রবে থাকব এবং আজ সারা দিন তাঁর সাথেই থাকব।” অতঃপর তিনি মসজিদে এলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খোঁজ করলেন। সাহাবীগণ বললেন, “তিনি এই দিকে গিয়েছেন।” আবু মুসা বলেন, “আমি তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করে তাঁর সন্ধানে বের হলাম, শেষ পর্যন্ত তিনি ‘বি’রে আরিস’ (আরিস কূয়া)-এ প্রবেশ করলেন। আমি দরজার কাছে বসে রইলাম যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারলেন এবং উযু করলেন। অতঃপর আমি তাঁর নিকট গেলাম। দেখলাম তিনি আরিস কূয়ার পাড়ের মাঝখানে বসেছেন এবং তাঁর দুই পায়ের নলা অনাবৃত করে কূয়ার মধ্যে ঝুলিয়ে দিয়েছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম, অতঃপর ফিরে এসে দরজায় বসলাম এবং (মনে মনে) বললাম, ‘আজ আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বাররক্ষী হব।’ অতঃপর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এসে দরজায় ধাক্কা দিলেন। আমি বললাম, ‘আপনি কে?’ তিনি বললেন, ‘আবু বকর।’ আমি বললাম, ‘একটু অপেক্ষা করুন।’ অতঃপর আমি গিয়ে বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! এই যে আবু বকর অনুমতি প্রার্থনা করছেন।’ তিনি বললেন, ‘তাঁকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও।’ আমি ফিরে এলাম এবং আবু বকরকে বললাম, ‘প্রবেশ করুন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন।’ আবু বকর ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কূয়ার পাড়ে তাঁর ডান পাশে বসলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুকরণে কূয়ায় নিজের দুই পা ঝুলিয়ে দিলেন এবং দুই পায়ে নলা অনাবৃত করলেন। তারপর আমি ফিরে এসে (দরজায়) বসলাম। আমি আমার ভাইকে উযু করে আমার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য রেখে এসেছিলাম। আমি মনে মনে

বললাম, ‘আল্লাহ যদি অমুকের (আমার ভাইয়ের) কল্যাণ চান, তবে তাকে নিয়ে আসবেন।’
এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি দরজা নাড়া দিল। আমি বললাম, ‘কে?’ তিনি বললেন, ‘উমর ইবনুল
খাত্তাব।’ আমি বললাম, ‘একটু অপেক্ষা করুন।’ অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে সালাম দিলাম এবং বললাম, ‘এই যে উমর অনুমতি প্রার্থনা
করছেন।’ তিনি বললেন, ‘তাকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও।’ আমি উমরের
নিকট গিয়ে বললাম, ‘অনুমতি হয়েছে, প্রবেশ করুন; আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম) আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন।’ অতঃপর তিনি প্রবেশ করলেন এবং
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে বসলেন...

(ম: 120) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

القف عن يساره ودلى رجليه في البئر ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان
خيبراً يعني أخاه يأت به فجاء إنسان فحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن
عفان فقلت: على رسلك وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: ائذن له
وبشره بالجنة مع بلوي تصيبه فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه
وسلم بالجنة مع بلوي تصيبك فدخل فجد القف قد ملئ فجلس وجأهم من الشق
الآخر قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم.
متفق عليه وزاد في رواية وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب وفيها:
أن عثمان حين بشره حصد الله تعالى ثم قال: الله المستعان.
قوله: وجه بفتح الواو وتشديد الجيم، أي: توجه وقوله: بئر أريس هو بفتح الهزة
وكسر الراء وبعدها ياء مثناة من تحت ساكنة ثم سين مهملة وهو مصروف ومنهم
من منع صرفه القفبضم القاف وتشديد الفاء: هو المبني حول البئر قوله على رسلك
بكسر الراء على المشهور وقيل بفتحها أي: ارفق

[الشُّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله في باب استحباب التبشير بالخير

সেই উঁচু বাঁধাই করা স্থানের বাম পাশে বসলেন এবং কূপের মধ্যে তাঁর দুই পা ঝুলিয়ে দিলেন। এরপর আমি ফিরে এসে বসলাম এবং মনে মনে বললাম, যদি আল্লাহ অমুক ব্যক্তির (অর্থাৎ তাঁর ভাইয়ের) কল্যাণ চান, তবে তাকে এখানে নিয়ে আসবেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে দরজায় নাড়া দিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কে?" তিনি উত্তর দিলেন, "উসমান বিন আফফান।" আমি বললাম, "একটু অপেক্ষা করুন।" এরপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে গিয়ে তাঁকে খবর দিলাম। তিনি বললেন, "তাঁকে ভেতরে আসার অনুমতি দাও এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও, সাথে একটি বিপদও তাঁকে স্পর্শ করবে।" আমি ফিরে গিয়ে বললাম, "আপনি ভেতরে প্রবেশ করুন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে একটি বিপদসহ জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন।" তিনি ভেতরে প্রবেশ করে দেখলেন যে, উঁচু বাঁধাই করা স্থানটি পূর্ণ হয়ে গেছে, তাই তিনি তাঁদের মুখোমুখি অন্য পাশে বসলেন। সাঈদ বিন আল-মুসাইয়িব বলেন, "আমি এই বসার ধরন থেকে তাঁদের কবরের অবস্থানের ইঙ্গিত পেয়েছি।"

এটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিতভাবে বর্ণিত। অন্য এক বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দরজা পাহারার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাতে আরও আছে যে, উসমান যখন সুসংবাদ পেলেন, তখন তিনি মহান আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং এরপর বললেন: "আল্লাহই একমাত্র সাহায্যস্থল।"

তাঁর উক্তি: 'ওয়াজ্জাহ' শব্দটি ওয়াও বর্ণে ফাতহাহ (যবর) এবং জীম বর্ণে তাশদীদ সহযোগে, যার অর্থ হলো তিনি লক্ষ্য করে চললেন। তাঁর উক্তি: 'বি'রে আরীস' শব্দটি হামযাহ বর্ণে ফাতহাহ (যবর) এবং রা বর্ণে কাসরাহ (যের) সহযোগে, এরপর নিচের দুটি নুত্তায়ুক্ত সাকিন ইয়া এবং সবশেষে সীন বর্ণ। এটি একটি 'মুনসারিফ' বা রূপান্তরযোগ্য শব্দ, তবে কেউ কেউ একে 'গাইরে মুনসারিফ' হিসেবেও গণ্য করেছেন। 'আল-কুফফ' শব্দটি কাফ বর্ণে যম্মাহ (পেশ) এবং ফা বর্ণে তাশদীদ সহযোগে; এর দ্বারা কূপের চারপাশে নির্মিত উঁচু বাঁধাই করা স্থানকে বোঝানো হয়। তাঁর উক্তি: 'আলা রিসলিকা' শব্দটি প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী রা বর্ণে কাসরাহ

(যের) সহযোগে, তবে কেউ কেউ এটি ফাতহাহ (যবর) যোগেও পড়েছেন; এর অর্থ হলো: ধীরে সুস্থে বা ধৈর্য ধরুন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) 'সুসংবাদ প্রদান মুস্তাহাব হওয়া' পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন যে-

(ص: 121) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

والتهنئة به آيات سبق الكلام عليها، وبيناً أن البشارة قد تكون بخير في الدنيا وقد تكون في الآخرة ثم ذكر حديثين حديث أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة وكذلك حديث أبي موسى الأشعري وسيأتي إن شاء الله فقد بشر صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنه ببيت في الجنة من قصب ليس فيه صخب ولا نصب ولكن القصب الذي بني منه قصر خديجة في الجنة ليس كالقصب الذي في الدنيا الاسم هو الاسم والحقيقة غير الحقيقة كما أنه في الجنة نخل ورمان وفاكهة ولحم طير وغير ذلك لكن التشابه في الاسم فقط فالاسم هة الاسم والحقيقة غير الحقيقة وهذا باب يجب على الإنسان أن يتفطن له فإن أمور الغيب التي لها نظير في الدنيا لا تماثل نظيرها في الآخرة فمثلاً في صفات الله عز وجل، لله عز وجل وجه كريم، موصوف بالجلال والإكرام، ونحن أيضاً لنا وجه، الأمر لا يختلف في الاسم لكن قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فوجهه يليق بجلاله وعظمته ولا يمكن الإحاطة به لا وصفاً ولا تصوراً في الذهن ولا نطقاً باللسان فهو أعظم وأجل من أن تحيط به الأوصاف وهكذا بقية صفاته عز وجل

সুসংবাদ প্রদানের বিষয়ে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। আমরা বর্ণনা করেছি যে, সুসংবাদ ইহকাল এবং পরকাল উভয় জগতের কল্যাণের ক্ষেত্রে হতে পারে। অতঃপর তিনি দুটি হাদিস উল্লেখ করেছেন; প্রথমটি আবু ইব্রাহিম আব্দুল্লাহ বিন আবি আউফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কে জান্নাতে একটি গৃহের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তদ্রূপ আবু মুসা আল-শআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদিসটিও রয়েছে যা ইনশাআল্লাহ সামনে আসবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কে জান্নাতে মণি-মুক্তা খচিত এমন এক প্রাসাদের সুসংবাদ দিয়েছেন যেখানে কোনো শোরগোল নেই এবং কোনো ক্লান্তিও নেই। তবে জান্নাতে খাদিজার প্রাসাদ যে মণি-মুক্তা দিয়ে নির্মিত, তা দুনিয়ার মণি-মুক্তার মতো নয়। নাম এক হলেও এদের হাকিকত বা প্রকৃত স্বরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেমন জান্নাতে খেজুর গাছ, ডালিম, ফলমূল এবং পাখির গোশত ইত্যাদি রয়েছে; কিন্তু এগুলোর সাদৃশ্য কেবল নামেই। অর্থাৎ নাম এক হলেও এদের বাস্তবতা ভিন্ন। এটি এমন একটি বিষয় যা মানুষের গভীরভাবে অনুধাবন করা উচিত; কেননা অদৃশ্যের বিষয়াবলি যার দৃষ্টান্ত দুনিয়াতে আছে, আখিরাতে তা দুনিয়ার বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে না। উদাহরণস্বরূপ, মহান আল্লাহর গুণাবলির ক্ষেত্রে তাঁর একটি সম্মানিত চেহারা রয়েছে, যা মহিমা ও মর্যাদায় গুণান্বিত। আমাদেরও চেহারা রয়েছে; এখানে নামের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই, কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয় এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" সুতরাং তাঁর চেহারা তাঁর মহিমা ও গান্ধীর্যের জন্য উপযুক্ত। কোনো বর্ণনা, চিত্রা-কল্পনা বা মুখনিঃসৃত কথার মাধ্যমে তা পরিবেষ্টন করা সম্ভব নয়। তিনি এতটাই মহান ও মর্যাদাবান যে কোনো বর্ণনাই তাঁকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারে না। মহান আল্লাহর অন্যান্য গুণাবলির ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য।

(ص: 122) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

اسمها يوافق الاسم الذي نتصف به ولكن الحقيقة غير الحقيقة كذلك أيضاً الجنة فيها غسل وماء وخمر ولحم ونساء وفاكهة ورمان وغير ذلك لكن ليست كالذي في

الدنيا لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: {فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين} ول كانت مثل ما في الدنيا لكننا نعلمها لكنها ليست مثلها ولا قريباً منها وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله أنه قال أعدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذان سمعت ولا خطر على قلب بشر نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين ممن أعد الله لهم ذلك فخديجة رضي الله عنها بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل هو الذي أخبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم بشرها ببيت في الجنة من قصب ولكن ليس القصب الذي في الجنة مثل القصب الذي في الدنيا ثم قال: ليس فيه صخب ولا نصب والصخب: أي الأصوات المزعجة الشديدة أهل الجنة كلهم أهل ليس عندهم

এটির নাম আমাদের গুণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও এর বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। একইভাবে জান্নাতেও মধু, পানি, পানীয়, গোশত, নারী, ফলমূল, ডালিম এবং আরও অনেক কিছু রয়েছে, তবে সেগুলো দুনিয়ার জিনিসের মতো নয়। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন: "কেউ জানে না তাদের জন্য তাদের নয়নপ্রীতিকর কী নেয়ামত লুকিয়ে রাখা হয়েছে।" যদি জান্নাতের নেয়ামত দুনিয়ার মতো হতো, তবে আমরা তা জানতাম; কিন্তু তা দুনিয়ার মতো নয় এবং এর কাছাকাছিও নয়। অনুরূপভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন কিছু প্রস্তুত করে রেখেছি যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো মানুষের হৃদয়েও তার কল্পনা আসেনি।" আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের এবং সকল মুসলিমকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন যাদের জন্য আল্লাহ এই নেয়ামত প্রস্তুত করেছেন। অতঃপর খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন; জিবরাঈলই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সংবাদ জানিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে জান্নাতে 'কাসাব' বা মণি-মুক্তার তৈরি একটি গৃহের সুসংবাদ দেন। তবে জান্নাতের সেই 'কাসাব' দুনিয়ার নলখাগড়ার মতো নয়। এরপর তিনি বলেন: "তাতে কোনো শোরগোল নেই এবং কোনো ক্লান্তি নেই।" আর 'সাখাব' অর্থ হলো অত্যন্ত বিকট ও বিরক্তিকর শব্দ।

জান্নাতবাসী সবাই এমন স্তরের যে তাদের কাছে কোনো...

صخب ولا نصب ولا كلام لغو كما قال تعالى: { لا لغو فيها ولا تأثيم } {تحيتهم فيها سلام} فكلامهم طيب لأنهم جوار الطيب جل وعلا فهم طيبون في جنات عدن مساكن طيبة عند الطيب جل وعلا كما أن قلوبهم في الدنيا طيبة وأفعالهم طيبة لأن الله لا يقبل إلا الطيب وأفعالهم مقبولة فهم كذلك في الآخرة فقصر خديجة ليس فيه صخب وليس فيه نصب، وليس فيه تعب، لا يحتاج إلى كنس القمامة ولا غيره بل كله طيب وهذه بشارة لأمر المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأمر المؤمنين خديجة هي أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو صلى الله عليه وسلم ابن خمس وعشرين سنة ولها أربعون سنة من زوج سابق قبله وولدت له بناته الأربع وأولاده الثلاثة أو الاثنان ولم يتزوج عليها أحدا حتى مات رضي الله عنها وكانت امرأة عاقلة ذكية حكيمة لها مآثر طيبة معروفة يجدها من يراجع ترجمتها في كتب التاريخ وكانت تسامى عائشة رضي الله عنها يعني أنها هي عائشة أفضل نساء الرسول عليه الصلاة والسلام وأحب نسائه إليه واختلف العلماء أيهما أفضل فقيل: عائشة وقيل: خديجة

সেখানে কোনো চিৎকার-চেষ্টামেচি নেই, কোনো ক্লান্তি নেই এবং কোনো অসার কথাবার্তাও নেই; যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: "সেখানে তারা কোনো অসার বা পাপের কথা শুনবে না" এবং "সেখানে তাদের অভিবাদন হবে সালাম"। তাদের কথাবার্তা পবিত্র, কারণ তারা পরম পবিত্র মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে রয়েছেন। তারা জান্নাতে আদনে পবিত্র বাসস্থানে পরম পবিত্র সত্তার নিকটে অবস্থানকারী পবিত্র মানুষ। যেমন দুনিয়াতেও তাদের অন্তর ছিল নির্মল এবং তাদের আমলসমূহ ছিল পবিত্র; কেননা আল্লাহ পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। তাদের আমলসমূহ কবুল হয়েছে, ফলে পরকালেও তারা তেমনি পবিত্র অবস্থায় রয়েছেন। সুতরাং খাদীজার জান্নাতী প্রাসাদে কোনো কোলাহল নেই, কোনো ক্লান্তি নেই এবং কোনো পরিশ্রম নেই। সেখানে আবর্জনা পরিষ্কার করা বা অন্য কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই, বরং এর পুরোটাই

পবিত্র ও মনোরম। এটি উম্মুল মুমিনীন খাদীজা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর জন্য এক সুসংবাদ। উম্মুল মুমিনীন খাদীজা হলেন প্রথম নারী যাকে নবী (আল্লাহর শান্তি ও আশীর্বাদ তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) বিবাহ করেছিলেন। তিনি তাঁকে বিবাহ করার সময় তাঁর বয়স ছিল পঁচিশ বছর এবং খাদীজার বয়স ছিল চল্লিশ বছর, যিনি ইতিপূর্বে অন্য স্বামীর বিবাহবন্ধনে ছিলেন। তিনি তাঁর গর্ভে নবীর চার কন্যা এবং তিন অথবা দুই পুত্র সন্তান জন্ম দেন। খাদীজা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) মৃত্যু অবধি নবী তাঁর বর্তমানে অন্য কাউকে বিবাহ করেননি। তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, মেধাবী ও প্রজ্ঞাবান নারী। তাঁর অনেক মহৎ ও সুপরিচিত কীর্তি রয়েছে যা ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে তাঁর জীবনী পাঠ করলে জানা যায়। গুণগত শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে তাঁকে আয়েশা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর সমমর্যাদাসম্পন্ন মনে করা হয়। অর্থাৎ, তিনি ও আয়েশা রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর শান্তি ও আশীর্বাদ তাঁর ওপর বর্ষিত হোক)-এর শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর নিকট সবচাইতে প্রিয় স্ত্রী ছিলেন। তাঁদের দুইজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ—এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন আয়েশা শ্রেষ্ঠ, আবার কেউ বলেছেন খাদীজা শ্রেষ্ঠ।

(ص: 124) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

والصحيح أن لكل واحدة منهما مزية تختص بها، لا تشاركها فيها الأخرى فلعائشة رضي الله عنها في آخر الرسالة وبعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام من نشر الرسالة والعلم والشرعية ما ليس لخديجة وخديجة لها في أول الرسالة ومناصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذته ما ليس لعائشة فلكل واحدة منهما مزية أما الفضيلة الكبرى فكفي لهما فخرا أنهما أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه ويكفي هذا وأما الفضائل فكل واحدة لها فضيلة

বিশুদ্ধ অভিमत হলো এই যে, তাঁদের প্রত্যেকেরই এমন কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা কেবল তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট এবং তাতে অন্যজন অংশীদার নন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-র জন্য

রিসালাতের শেষ ভাগে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর রিসালাত, ইলম ও শরীয়ত প্রচারের ক্ষেত্রে এমন অবদান রয়েছে যা খাদিজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-র ছিল না। আবার খাদিজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-র জন্য রিসালাতের শুরুর দিকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সমর্থন ও সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে এমন অবদান রয়েছে যা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-র ছিল না। সুতরাং তাঁদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র মর্যাদা রয়েছে। আর সুমহান ফযীলতের কথা বলতে গেলে তাঁদের উভয়ের জন্য এই গৌরবই যথেষ্ট যে, তাঁরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় ছিলেন এবং এটিই যথেষ্ট। আর সাধারণ ফযীলতসমূহের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ফযীলত রয়েছে।

(ম: 126) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه في يوم من الأيام توضأ في بيته وخرج يطلب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لألزم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يومي هذا ألزم من عني أكون معه ذاهباً وآتياً وفي هذا: دليل على أن الإنسان ينبغي إذا خرج من بيته أن يكون متوضئاً لأجل أن يكون مستعداً للصلاة وهو خارج البيت فإذا جاء وقت الصلاة وهو في مكان لا يوجد فيه ماء كان على طهارة وصلي وإذا حضرت جنازة صلى عليها وهو خارج البيت أو على الأقل يكون على طهر، لأن كون الإنسان على طهور أفضل من أن يكون على غير طهر وربما أيضاً يحصل له الموت في هذا الوقت فيكون على طهر فالإنسان يحرص ما استطاع أن يكون على طهر لا سيما إذا خرج من بيته فخرج رضي الله عنه يطلب النبي صلى الله عليه وسلم فألقى المسجد لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إما في المسجد وإما في

بيته في مهنة أهله وإما في مصالح أصحابه عليه الصلاة والسلام فلم يجده في
المسجد فسأل عنه فقالوا وجه هاهنا وأشاروا إلى ناحية أريس وهي بئر

অতঃপর লেখক (রহিমাল্লাহ) আবু মুসা আল-আশআরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, একদিন তিনি নিজ গৃহে অজু করলেন এবং আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খোঁজে বের হলেন। তিনি বলছিলেন: "আজকের পুরোটা দিন আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথেই থাকব; তাঁর যাওয়া-আসা সবখানেই আমি তাঁর সাথে থাকব।" এর মধ্যে এই প্রমাণ নিহিত রয়েছে যে, মানুষের জন্য উচিত হলো যখন সে বাড়ি থেকে বের হবে তখন যেন অজু অবস্থায় থাকে, যাতে সে ঘরের বাইরে থাকা অবস্থায় নামাজের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে। সুতরাং যদি নামাজের ওয়াক্ত হয়ে যায় এবং সে এমন কোনো স্থানে থাকে যেখানে পানি নেই, তবে সে পবিত্র অবস্থায় থাকার কারণে নামাজ আদায় করে নিতে পারবে। আর যদি কোনো জানাজা উপস্থিত হয়, তবে সে ঘরের বাইরে থাকা অবস্থায় তাতে শরিক হতে পারবে। অন্ততপক্ষে সে পবিত্র অবস্থায় থাকবে, কারণ অপবিত্র থাকার চেয়ে পবিত্র অবস্থায় থাকা অধিক উত্তম। অধিকন্তু, এ সময়ে তার মৃত্যুও হতে পারে, ফলে সে পবিত্র অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। তাই মানুষের উচিত সাধ্যমতো সর্বদা পবিত্র থাকার চেষ্টা করা, বিশেষ করে যখন সে ঘর থেকে বের হয়। অতঃপর তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে খুঁজতে বের হলেন এবং মসজিদে এলেন। কারণ রাসূল (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) সাধারণত হয় মসজিদে থাকতেন, না হয় ঘরে পরিবারের কাজে সহযোগিতা করতেন, অথবা সাহাবীগণের প্রয়োজনে কোনো কাজে ব্যস্ত থাকতেন। মসজিদে তাঁকে না পেয়ে তিনি তাঁর খোঁজ নিলেন। তখন লোকজন বললেন, তিনি এদিকে গিয়েছেন—এই বলে তারা 'আরীস' নামক একটি কূপের দিকে ইশারা করলেন।

حول قباء فخرج أبو موسى في إثره حتى وصل إلى البئر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم هنالك فلزم الباب رضي الله عنه ففرض النبي صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ ثم جلس على قف البئر يعني على حافته ودلى رجليه وكشف عن ساقيه والظاهر والله أعلم أنه كان في ذلك الوقت في حر وهذا البئر فيه ماء والماء قريب وحوله الأشجار والنخل والظلال وعادة أن الإنسان إذا حصل له مثل ذلك فعل مثل هذا الفعل فيكشف عن ساقيه ليبرد جسده وتأتية من برودة الماء الذي في البئر وفي هذا الظل فجلس عليه الصلاة والسلام متوسطاً للقف أي حافة البئر ودلى رجليه وكشف عن ساقيه وكان أبو موسى على الباب يحفظ باب البئر فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه لكنه لم يأذن له أبو موسى حتى يستشير النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبو بكر يستأذن فقال: ائذن له وبشره بالجنة فأذن له وقال له يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وياً لها من بشارة يبشره بالجنة ثم يأذن له أن يدخل ليكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم فدخل ووجد النبي صلى الله عليه وسلم متوسطاً القف فجلس عن يمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في كل شيء فجلس أبو بكر عن يمينه

কুবা সংলগ্ন এলাকায় আবু মুসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর পিছু পিছু বের হলেন এবং শেষ পর্যন্ত কূপে পৌঁছালেন। সেখানে তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি দরজার কাছে অবস্থান নিলেন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করলেন এবং ওজু করলেন। এরপর তিনি কূপের পাড়ে অর্থাৎ তার কিনারায় বসলেন এবং নিজের পদযুগল ঝুলিয়ে দিলেন ও তাঁর পায়ের নলা উন্মুক্ত করলেন। বাহ্যত—এবং আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন—সে সময় প্রচণ্ড গরম ছিল। এই কূপে পানি ছিল, পানির স্তর ছিল নিকটবর্তী এবং এর চারপাশে ছিল বৃক্ষরাজি, খেজুর বাগান ও ছায়া। সাধারণত মানুষের অবস্থা এমন (গরম) হলে সে অনুরূপ কাজই করে থাকে; ফলে সে তার পায়ের নলা উন্মুক্ত করে যাতে শরীর শীতল হয় এবং কূপের পানির ও এই ছায়ার স্নিগ্ধতা লাভ করা যায়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কূপের পাড়ের অর্থাৎ কিনারার মাঝখানে বসলেন, তাঁর পা দুটি ঝুলিয়ে দিলেন এবং পায়ের

নলা উন্মুক্ত করলেন। আবু মুসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) দরজায় দাঁড়িয়ে কূপের প্রবেশপথ পাহারা দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অনুমতি চাইলেন। কিন্তু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি না নেওয়া পর্যন্ত আবু মুসা তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এই যে আবু বকর অনুমতি চাচ্ছে।" অতঃপর তিনি বললেন, "তাঁকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করো।" এরপর তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন এবং বললেন, "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন।" আর কী অসামান্য এক সুসংবাদ— জান্নাতের সুসংবাদ! অতঃপর তিনি তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন যেন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকতে পারেন। তিনি প্রবেশ করলেন এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কূপের পাড়ের মাঝখানে উপবিষ্ট অবস্থায় পেলেন। তখন তিনি তাঁর ডান পাশে বসলেন, কারণ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি কাজে ডান দিককে পছন্দ করতেন। তাই আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর ডান পাশে বসলেন।

(ص: 128) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وضع مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم دلى رجليه في البئر وكشف عن ساقيه كراهة أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة وإلا فليس من المشروع أن يجلس الإنسان على بئر ويدي رجليه ويكشف عن ساقيه لكنه لا يجب أن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم على غير الهيئة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عليها فقال أبو موسى وكان قد ترك أخاه يتوضأ ويلحقه إن يرد الله به خيرا يأت به وإذا جاء واستأذن فقد حصل له أن يبشر بالجنة ولكن استأذن الرجل الثاني فجاء أبو موسى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هذا عمر قال: ائذن له وبشره بالجنة فأذن له وقال له يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة

فدخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وأباً بكر على القف فجلس عن يسار الرسول عليه الصلاة والسلام والبئر ضيقة ليست واسعة كثيراً فهؤلاء الثلاثة كانوا في جانب واحد ثم استأذن عثمان وصنع أبو موسى مثل ما صنع من الاستئذان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه فأذن له وقال يبشرك الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك فاجتمع في حقه نعمة وبلوى فدخل

তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মের অনুরূপ করলেন—অর্থাৎ কূপের মধ্যে পা ঝুলিয়ে দিলেন এবং তাঁর উভয় জজ্ঞা উন্মুক্ত করলেন—এই বসার ভঙ্গিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈসাদৃশ্য হওয়াকে অপছন্দ করার কারণে। নতুবা, সাধারণ অবস্থায় কোনো ব্যক্তির কূপের পাড়ে বসা, পা ঝুলিয়ে দেওয়া এবং জজ্ঞা উন্মুক্ত করা শরীয়তসম্মত কোনো আমল নয়। তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পদ্ধতিতে উপবিষ্ট ছিলেন, তার পরিপন্থী কোনো অবস্থায় তাঁর সাথে বসাকে তিনি পছন্দ করেননি। এমতাবস্থায় আবু মুসা (রা.)—যিনি তাঁর ভাইকে ওয়ু করতে এবং পরে তাঁর সাথে যোগ দিতে রেখে এসেছিলেন—বললেন: "আল্লাহ যদি তার প্রতি কল্যাণ কামনা করেন, তবে তিনি তাকে নিয়ে আসবেন।" আর যদি তারা আসে এবং অনুমতি প্রার্থনা করে, তবে তাকেও জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হবে। কিন্তু এমতাবস্থায় দ্বিতীয় এক ব্যক্তি অনুমতি চাইলেন। তখন আবু মুসা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে বললেন, "ইনি ওমর।" তিনি বললেন: "তাঁকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও।" অতঃপর তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন এবং বললেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন।" তিনি প্রবেশ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর (রা.)-কে কূপের উঁচু পাড়ে উপবিষ্ট পেলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাম পাশে বসলেন। কূপটি খুব একটা প্রশস্ত ছিল না, তাই এই তিনজন একপাশেই অবস্থান করছিলেন। এরপর উসমান (রা.) অনুমতি প্রার্থনা করলেন এবং আবু মুসা (রা.) পূর্বের ন্যায় পুনরায় অনুমতি চাইলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তাঁকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও, সেই সাথে এমন এক বিপদেরও (সংবাদ দাও) যা তাঁর ওপর আপতিত হবে।" অতঃপর তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন এবং বললেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন, সেই সাথে এমন এক মুসিবত যা আপনাকে স্পর্শ করবে।" ফলে তাঁর ক্ষেত্রে নেয়ামত ও পরীক্ষা—উভয়ই একত্রিত হলো এবং তিনি প্রবেশ করলেন।

(ص: 129) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

فوجد القف قد امتلأ لأنه ليس واسعاً كثيراً فذهب إلى الناحية الأخرى تجاههم وجلس فيها ودلى رجليه وكشف عن ساقيه أولها سعيد بن المسيب أحد كبار التابعين على أنها قبور هؤلاء لأن قبور الثلاثة كانت في مكان واحد فالنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر كلهم كانوا في حجرة واحدة دفنوا جميعاً في مكان واحد وكانوا في الدنيا يذهبون جميعاً ويرجعون جميعاً ودائماً يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر وعمر فهما صاحبة ووزيرة ويم القيامة يخرجون من قبورهم جميعاً فجلس عثمان رضي الله عنه تجاههم وبشرة صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه وهذه البلوى هي ما حصل له رضي الله عنه من اختلاف الناس عليه وخروجهم عليه وقتلهم إياه في بيته رضي الله عنه حيث دخلوا عليه في بيته وقتلوه وهو يقرأ القرآن وكتاب الله بين يديه ويذكر بعد المؤرخين أن قطرة من الدم نزلت على قوله تعالى {فسيكفيكم الله وهو السميع العليم} والله أعلم لكن على كل حال هو رضي الله عنه كان معروفاً بكثرة

তিনি দেখলেন যে কুয়ার পাড়টি পূর্ণ হয়ে গেছে কারণ তা খুব একটা প্রশস্ত ছিল না, তাই তিনি তাদের বিপরীতে অন্য পাশে গেলেন এবং সেখানে বসলেন ও তাঁর দুই পা ঝুলিয়ে দিলেন এবং দুই নলা উন্মুক্ত করলেন। বিশিষ্ট তাবেয়ী সাঈদ ইবনে আল-মুসায়্যিব একে তাদের কবরের ইঙ্গিত হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। কারণ এই তিনজনের কবর একই স্থানে অবস্থিত; নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর এবং উমর—তারা সবাই একটি কক্ষেই সমাহিত এবং একই স্থানে দাফন করা হয়েছে। দুনিয়াতেও তারা একত্রে চলাফেরা করতেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা বলতেন, "আমি, আবু বকর এবং উমর গিয়েছি" এবং "আমি, আবু বকর এবং উমর এসেছি"। তারা দুজন ছিলেন তাঁর দুই সাথী ও উজির (সহকারী)। কিয়ামতের দিনও তারা তাঁদের কবর থেকে একসাথেই পুনরুত্থিত হবেন।

অতঃপর উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁদের বিপরীতে বসলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন, তবে সাথে তাঁর ওপর আপতিত হওয়া একটি কঠিন পরীক্ষার কথাও উল্লেখ করলেন। এই পরীক্ষাটি ছিল তাঁর বিরুদ্ধে মানুষের মতবিরোধ, বিদ্রোহ এবং তাঁর নিজ গৃহে তাঁকে হত্যা করার ঘটনা। বিদ্রোহীরা তাঁর ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে তখন হত্যা করে যখন তিনি কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন এবং আল্লাহর কিতাব তাঁর সামনে ছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক উল্লেখ করেন যে, তাঁর রক্তের এক ফোঁটা আল্লাহর এই বাণীর ওপর পড়েছিল: "অতএব তাদের বিপরীতে আল্লাহই আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" আল্লাহই এ বিষয়ে সম্যক অবগত। তবে যাই হোক, তিনি রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত অধিক পরিমাণে (সৎগুণাবলীতে) সুপরিচিত ছিলেন।

(ص: 130) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

القراءة والتهجد فدخل عليه أولئك المعتدون الظالمون فقتلوه فقتل شهيدا وبذلك تحقق قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما صعد على جبل أحد وهو جبل معروف كبير في المدينة هو وأبو بكر وعمر وعثمان وارتج بهم الجبل وهذا من آيات الله ليس هو ارتجاج نقمة وخسف لكنه ارتجاج فرح فلما ارتج بهم الجبل قال له النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد فإنما عليك نبى وصديق وشهيدان فالنبي هو عليه الصلاة والسلام والصديق أبو بكر، والشهيدان: عمر وعثمان وكلاهما رضي الله عنهما قتل شهيدا أما عمر فقتل وهو متقدم لصلاة الفجر بالمسلمين قتل

في المحراب وأما عثمان فقتل وهو يتجهد في بيته في صلاة الليل فرضى الله عنها وألحقنا وصالح المسلمين بها في دار النعيم المقيم فهذه القصة فيها بشارة لأبي بكر وعمر وعثمان ولذلك ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب فرضى الله عنهم جميعاً وجعلنا والمسلمين ممن يحشرون في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم

কুরআন তিলাওয়াত ও তাহাজ্জুদ পালনেরত অবস্থায় সেই জালেম ও সীমালঙ্ঘনকারীরা তাঁর ওপর চড়াও হয়ে তাঁকে হত্যা করে। এর মাধ্যমে তিনি শাহাদাত বরণ করেন এবং রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সেই বাণীর প্রতিফলন ঘটে, যা তিনি উহুদ পাহাড়—যা মদিনার একটি সুবিখ্যাত ও বিশাল পাহাড়—আরোহণকালে বলেছিলেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবু বকর, উমর ও উসমান। তখন পাহাড়টি তাঁদের নিয়ে কেঁপে উঠেছিল। এটি ছিল মহান আল্লাহর এক অনন্য নিদর্শন; এটি কোনো অভিশাপ কিংবা ভূমিধসের কম্পন ছিল না, বরং তা ছিল আনন্দের আতিশয্যে এক স্পন্দন। যখন পাহাড়টি প্রকম্পিত হলো, তখন নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে সম্বোধন করে বললেন, "হে উহুদ! স্থির হও। কারণ তোমার ওপর একজন নবি, একজন সিদ্দিক এবং দুজন শহীদ অবস্থান করছেন।" এখানে নবি হলেন তিনি স্বয়ং (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), সিদ্দিক হলেন আবু বকর এবং দুজন শহীদ হলেন উমর ও উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)। তাঁরা উভয়েই শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন। উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন মুসল্লিদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায়ের জন্য মেহরাবে দণ্ডায়মান ছিলেন তখন তাঁকে শহীদ করা হয়, আর উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নিজ গৃহে রাতের সালাতে তাহাজ্জুদ আদায়কালে শহীদ হন। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং আমাদেরকে ও সৎকর্মশীল মুসলিমদেরকে চিরস্থায়ী নিআমতের জাহান্নাতে তাঁদের সঙ্গী হওয়ার তাওফিক দান করুন। এই ঘটনার মধ্যে আবু বকর, উমর ও উসমানের জন্য জাহান্নাতের সুসংবাদ নিহিত রয়েছে; আর একারণেই গ্রন্থকার (রাহিমাহুল্লাহ) এই অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং আমাদের ও সকল মুসলিমকে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য নসিব করুন।

710 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعوداً حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنه في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطاً للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له باباً فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه والربيع الجدول الصغير فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبو هريرة؟ فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قلت كنت بين أظهرنا فقمنا فأبطأت علينا فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب وهؤلاء الناس ورائي قال: يا أبا هريرة وأعطاني نعليه فقال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة وذكر الحديث بطوله رواه مسلم الربيع النهر الصغير وهو الجدول بفتح الجيم كما فسرته في الحديث وقوله: احتفرت روى بالراء وبالزاي ومعناه بالزاي تضامنت وتصاصرت حتى أمكنني الدخول

৭১০ - আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চারপাশে উপবিষ্ট ছিলাম এবং আমাদের সাথে আবু বকর ও ওমর (রা.)-সহ একদল সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্য থেকে উঠে চলে গেলেন এবং ফিরতে বিলম্ব করলেন। আমরা আশঙ্কা করলাম যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে তাঁর কোনো অনিষ্ট হতে পারে। ফলে আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম এবং সকলে উঠে দাঁড়লাম। আমিই প্রথম আতঙ্কিত হয়েছিলাম, তাই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খুঁজতে বের হলাম। খুঁজতে খুঁজতে আমি বনু নাজ্জার গোত্রের আনসারদের একটি বাগানের প্রাচীরের কাছে পৌঁছিলাম। আমি তার চারপাশ ঘুরে দেখলাম কোনো প্রবেশদ্বার পাওয়া যায় কি না, কিন্তু পেলাম না। হঠাৎ দেখলাম বাইরের একটি

কূপ থেকে একটি নালা বাগানের ভেতরে প্রবেশ করেছে। ‘রাবী’ অর্থ হলো ক্ষুদ্র নালা। আমি নিজেকে সংকুচিত করে ভেতরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন: আবু হুরায়রা? আমি বললাম: জ্বি, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন: তোমার কী হয়েছে? আমি বললাম: আপনি আমাদের মাঝে ছিলেন, তারপর আপনি উঠে আসলেন এবং আপনার ফিরতে বিলম্ব হওয়ায় আমরা আপনার ক্ষতির আশঙ্কা করে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। আমিই প্রথম আতঙ্কিত হয়ে এই বাগানের নিকট আসি এবং শেয়ালের মতো নিজেকে সংকুচিত করে ভেতরে প্রবেশ করি। আর অন্যান্যরা আমার পেছনেই আছে। তখন তিনি বললেন: হে আবু হুরায়রা! অতঃপর তিনি আমাকে তাঁর জুতোজোড়া দান করলেন এবং বললেন: আমার এই জুতোজোড়া নিয়ে যাও, এই বাগানের বাইরে এমন যার সাথেই তোমার দেখা হবে যে অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সাক্ষ্য দেয় যে ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই’, তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। (ইমাম মুসলিম হাদীসটি দীর্ঘভাবে বর্ণনা করেছেন)। ‘আর-রাবী’ অর্থ ছোট নদী বা নালা, যেমনটি হাদীসের পাঠে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর বর্ণনায় ‘ইহতাফারতু’ এবং ‘ইহতাফাযতু’ উভয় শব্দই বর্ণিত হয়েছে; ‘যা’ বর্ণ সহযোগে এর অর্থ হলো—নিজেকে গুটিয়ে ছোট করা যাতে ভেতরে প্রবেশ করা সম্ভব হয়।

(ص: 132) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث الذي نقله المؤلف في باب التبشير والتهنئة بالخير فيه أيضاً البشارة
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالساً في أصحابه في نفر منهم ومعه أبو بكر
وعمر فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبطأ عليهم فخشوا أن يكون أحد من
الناس اقتطعه دونهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب من جهة المنافقين ومن
جهة غيرهم من أعداء الدين فقام الصحابة رضي الله عنهم فزعين فكان أول من
فزع أبو هريرة رضي الله عنه حتى أتى حائطاً لبني النجار فجعل يطوف به لعله يجد

بَابًا فَلَمْ يَجِدْ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بَابًا مَفْتُوحًا فَلَمْ يَجِدْ لِأَنَّهُ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْحَيَّطَانَ لَا بَدَّ
أَنْ يَكُونَ لَهَا أَبْوَابٌ وَلَكِنْ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ وَجَدَ بَابًا مَغْلَقًا وَلَكِنَّهُ وَجَدَ فَتْحَةً صَغِيرَةً فِي
الْجِدَارِ فَضَمَّ جَسْمَهُ حَتَّى دَخَلَ فَوَجَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ
قَالَ نَعَمْ فَأَعْطَاهُ نَعْلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَالَ لَهُ اذْهَبْ بِنَعْلَيْ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيتَ
مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهِ قَلْبُهُ فَبَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ فَخَرَجَ
أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَعَهُ نَعْلَا رَسُولِ اللَّهِ

[ব্যাখ্যা]

সুসংবাদ প্রদান এবং কল্যাণে মোবারকবাদ জ্ঞাপন অধ্যায়ে লেখক যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তাতেও সুসংবাদ প্রদানের বিষয়টি রয়েছে। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা তাঁর একদল সাহাবির মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁদের মাঝে আবু বকর ও উমর (রা.)-ও উপস্থিত ছিলেন। অতপর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান থেকে উঠে গেলেন এবং ফিরে আসতে বিলম্ব করলেন। এতে সাহাবিগণ আশঙ্কা করলেন যে, কোনো লোক হয়তো তাঁকে তাঁদের অনুপস্থিতিতে কোনো বিপদে ফেলেছে; কারণ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিক এবং দ্বীনের অন্যান্য শত্রুদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিলেন। তখন সাহাবিগণ (রা.) অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং সর্বপ্রথম আবু হুরায়রা (রা.) বিচলিত হয়ে নবিজির খোঁজে বের হলেন। তিনি বনু নাজ্জার গোত্রের একটি বাগান পর্যন্ত পৌঁছালেন এবং তার চারপাশ প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন এই আশায় যে, হয়তো কোনো দরজা খুঁজে পাবেন; কিন্তু তিনি কোনো প্রবেশপথ পেলেন না। সম্ভবত তিনি কোনো খোলা দরজা খুঁজছিলেন যা তিনি পাননি; কারণ এটি জানা কথা যে, দেয়ালঘেরা বাগানে অবশ্যই দরজা থাকে, তবে হয়তো তিনি সেটি বন্ধ পেয়েছিলেন। অবশেষে তিনি প্রাচীরের গায়ে একটি ছোট ছিদ্র দেখতে পেলেন এবং নিজের শরীরকে সংকুচিত করে তার ভেতর দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পেলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "আবু হুরায়রা?" তিনি উত্তর দিলেন, "জি হ্যাঁ।" তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে তাঁর জুতা জোড়া প্রদান করলেন এবং বললেন, "আমার এই জুতা জোড়া নিয়ে যাও; এই বাগানের বাইরে যার সাথে তোমার দেখা হবে এবং যে ব্যক্তি অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এই সাক্ষ্য দেবে যে 'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই', তাকে

জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করো।" এরপর আবু হুরায়রা (রা.) আল্লাহর রাসুলের জুতা জোড়া নিয়ে বের হয়ে আসলেন।

(ص: 133) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

صلى الله عليه وسلم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه النعلين أمانة وعلامة أنه صادق لأن هذه بشارة عظيمة أن من شهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه دخل الجنة لأن الذي يقول هذه الكلمة مستيقناً بها قلبه لا بد أن يقوم بأوامر الله ويجتنب نواهي الله لأنه يقول لا معبود بحق إلا الله وإذا كان تلك الكلمة العظيمة فإنه لا بد أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له أما من قالها بلسانه ولم يوقن بها قلبه والعياذ بالله فإنها لا تنفعه فهاهم المنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله لكنهم لا يذكرون الله إلا قليلاً ويقومون ويصلون لكنهم يصلون صلاة المنافقين فالصلاة ثقيلة عليهم وأثقلها صلاة العشاء والفجر ويأتون للرسول عليه الصلاة والسلام يقولون نشهد أنك لرسول الله ويؤكدون هذا ولكن الله يقول: وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ لم تستيقن بها قلبه هو الذي يبشر بذلك ولكن لا يمكن أن يوجد إنسان صادق يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويترك الفرائض ولهذا لا يكون هذا الحديث دليلاً على أن تارك الصلاة لا يكفر لا ليس فيه دلالة لأن تارك الصلاة

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে জুতোজোড়া প্রদান করেছিলেন তার সত্যবাদিতার নিদর্শন ও চিহ্নস্বরূপ। কারণ এটি একটি মহান সুসংবাদ যে, যে ব্যক্তি অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ

করবে। কেননা যে ব্যক্তি অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এই কালিমা পাঠ করে, সে অবশ্যই আল্লাহর আদেশসমূহ পালন করবে এবং তাঁর নিষেধসমূহ বর্জন করবে। কারণ সে বলছে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য মাবুদ নেই। আর যখন এই মহান কালিমা হৃদয়ে প্রোথিত হয়, তখন তাকে অবশ্যই অংশীদারহীনভাবে একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদত করতে হবে।

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তা কেবল মুখে উচ্চারণ করে কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস পোষণ করে না—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—তা তার কোনো উপকারে আসবে না। এই তো মুনাফিকরা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, কিন্তু তারা আল্লাহকে খুব সামান্যই স্মরণ করে। তারা সালাতে দাঁড়ায় এবং সালাত আদায় করে, কিন্তু তাদের সালাত হয় মুনাফিকদের সালাতের মতো। তাদের নিকট সালাত অত্যন্ত ভারী মনে হয় এবং তাদের জন্য সবচেয়ে কষ্টকর সালাত হলো এশা ও ফজরের সালাত। তারা রাসূলের (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) নিকট এসে বলে, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল' এবং তারা এটি জোরালোভাবে ব্যক্ত করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর আল্লাহ জানেন যে আপনি অবশ্যই তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে মুনাফিকরা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।" তাদের অন্তর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কিংবা 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল না, তাই এটি তাদের কোনো উপকারে আসেনি। তবে যার অন্তর এর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তাকেই এই সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এমন কোনো সত্যবাদী মানুষের অস্তিত্ব সম্ভব নয়, যে সাক্ষ্য দেবে 'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল' অথচ সে ফরজ ইবাদতসমূহ বর্জন করবে। অতএব, এই হাদিসটি সালাত বর্জনকারী কাফির হবে না—এমন দাবির পক্ষে দলিল হতে পারে না; না, এতে এমন কোনো প্রমাণ নেই, কারণ সালাত বর্জনকারী...

(ص: 134) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

يكفر ولو قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، لأنه يقولها من غير يقين: إذ كيف يقولها من يقين ويترك الصلاة ويحافظ على تركها والعباد بالله؟ ولكن قد يرد على القلب وساوس من الشيطان في الله عز وجل وهذه الوسوس لا

تضر المؤمن شيئاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا صريح الإيمان ليس معنى ذلك أن الوسواس نفسها صريح الإيمان لكن الوسواس دليل على خالص الإيمان لأن الشيطان يأتي إلى القلب الخالص الصريح الخالي من الشك ويوقع عليه الوسواس لعله يشك أو لعله يفسد إيمانه فيأتي الشيطان إلى القلب العامر بالإيمان فإذا دافعه الإنسان وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأخذ الله عز وجل ويبيده وأعرض عن هذا الوسواس زالت عنه والشيطان لا يأتي إلى قلب خراب ليفسده لأن القلب الخراب خراب ويذكر أن ابن مسعود أو ابن عباس رضي الله عنهما جاء إليه

সে কুফরি করবে যদিও সে বলে: 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল'; কারণ সে তা কোনো সুদৃঢ় বিশ্বাস ছাড়াই বলছে। কেননা, কীভাবে একজন ব্যক্তি সুদৃঢ় বিশ্বাসের সাথে তা বলতে পারে অথচ সে সালাত পরিত্যাগ করে এবং তা ত্যাগের ওপর অটল থাকে? আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তবে মহান আল্লাহ সম্পর্কে শয়তানের পক্ষ থেকে অন্তরে কিছু কুমন্ত্রণা আসতে পারে এবং এই কুমন্ত্রণাগুলো মুমিনের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: 'এটিই স্পষ্ট ঈমান'। এর অর্থ এই নয় যে কুমন্ত্রণাগুলো নিজেই স্পষ্ট ঈমান, বরং কুমন্ত্রণাগুলো হলো খাঁটি ঈমানের প্রমাণ। কারণ শয়তান সেই হৃদয়েই আসে যা খাঁটি, স্বচ্ছ এবং সংশয়মুক্ত, যাতে সে সেখানে সংশয় সৃষ্টি করতে পারে অথবা সম্ভবত তার ঈমান বিনষ্ট করতে পারে। শয়তান ঈমান দ্বারা আবাদকৃত হৃদয়ে আসে; অতঃপর যখন মানুষ তাকে প্রতিহত করে এবং বলে—'আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি', আর সে মহান আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করতে থাকে এবং এই কুমন্ত্রণা থেকে বিমুখ হয়, তখন তা তার থেকে দূর হয়ে যায়। আর শয়তান কোনো ধ্বংসপ্রাপ্ত হৃদয়ে তা নষ্ট করতে আসে না, কারণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হৃদয় তো ধ্বংসই। বর্ণিত আছে যে, ইবনে মাসউদ অথবা ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসেছিল...

নাস يقولون نحن لا نوسوس في الصلاة فقال ابن عباس أو ابن مسعود وما يصنع الشيطان بقلب خراب؟ معنى هذا أن قلوبهم خربة والقلوب الخربة لا يأتي الشيطان لها لأنها انتهت إلى ما يريده الشيطان إنما يأتي الشيطان للقلوب السليمة المخلصة من أجل أن يلقي عليها الوسوس والشكوك فدع عنك هذه الوسوس والشكوك والتجئ إلى ربك وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو الأول والآخر والظاهر والباطن فسيزول عنك ذلك بإذن الله ففي هذا الحديث بشارة بالخير وهو أن من شهد أن لا إله إلا الله موقناً بها قلبه فليبشر بالجنة

711 - وعن ابن شماس قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكي طويلاً وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إني قد كنت على

কিছু লোক বলে থাকে, "আমরা সালাতে কোনো কুমন্ত্রণা (ওয়াসওয়াসা) অনুভব করি না।" তখন ইবনে আব্বাস অথবা ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, "শয়তান একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হৃদয় নিয়ে কী-ই বা করবে?" এর অর্থ হলো, তাদের অন্তরসমূহ বিধ্বস্ত; আর ধ্বংসপ্রাপ্ত অন্তরে শয়তান আসে না, কারণ তা ইতিমধ্যে শয়তানের কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। শয়তান কেবল সুস্থ ও একনিষ্ঠ হৃদয়েই আসে, যাতে সে সেখানে কুমন্ত্রণা ও সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে। অতএব, আপনি এই কুমন্ত্রণা ও সন্দেহগুলো পরিহার করুন এবং আপনার প্রতিপালকের আশ্রয় গ্রহণ করুন; আর বলুন: "আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি, আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই প্রকাশ্য এবং তিনিই গুপ্ত।" আল্লাহর ইচ্ছায় শীঘ্রই আপনার থেকে এই অবস্থা দূর হয়ে যাবে। এই হাদিসে একটি

সুসংবাদ রয়েছে, আর তা হলো: যে ব্যক্তি তার অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সাক্ষ্য দেয় যে, 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই', সে যেন জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করে।

৭১১ - ইবনে শামাসাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা আমর ইবনুল আস (রা.)-এর নিকট তাঁর মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত হলাম। তখন তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে কাঁদলেন এবং দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তাঁর পুত্র বলতে লাগলেন: "হে আব্বাজান! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি আপনাকে অমুক বিষয়ে সুসংবাদ দেননি? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি আপনাকে অমুক বিষয়ে সুসংবাদ দেননি?" অতঃপর তিনি তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন: "আমাদের নিকট সর্বোত্তম পাথেয় হলো এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল'। আমি ইতিপূর্বে এমন এক অবস্থায় ছিলাম যে..."

(ص: 136) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

أطباق ثلاث لقد رأيته وما أحد أشد بغضاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتله فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبأبعك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال مالك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشتري قال: تشتري ماذا؟ قلت أن يغفر لي قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا به ولو سئلت أن أصفه ما أطق لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها؟ فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتوني فشنوا علي التراب شناً ثم

أَقْبُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تَنْحَرُ جُزُورَ وَيُقَسِّمُ لِحْمَهَا حَقِّي أَسْتَأْنِسُ بِكُمْ وَأَنْظُرُ مَا
أَرْجِعُ بِهِ رِسْلَ رَبِّي رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَوْلُهُ: شَنُّوا رُويَ بِالشَّيْنِ الْمَعْجَمَةِ وَبِالْمِهْمَلَةِ أَيُّ: صَبُوةٌ
قَلِيلًا قَلِيلًا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ

তিনটি পর্যায়: আমি আমাকে এমন অবস্থায় দেখেছি যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আমার চেয়ে অধিক বিদেষ পোষণকারী আর কেউ ছিল না। আর আমার নিকট এর চেয়ে প্রিয় আর কিছুই ছিল না যে, আমি যদি তাঁকে বাগে পেতাম তবে অবশ্যই তাঁকে হত্যা করতাম। আমি যদি ওই অবস্থায় মারা যেতাম, তবে অবশ্যই আমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। অতঃপর যখন আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরে ইসলামের হিদায়াত দান করলেন, তখন আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আপনার ডান হাত প্রসারিত করুন যাতে আমি আপনার হাতে বয়আত গ্রহণ করতে পারি। তখন তিনি তাঁর ডান হাত প্রসারিত করলেন, কিন্তু আমি আমার হাত গুটিয়ে নিলাম। তিনি বললেন, হে আমার! তোমার কী হলো? আমি বললাম, আমি একটি শর্তারোপ করতে চাই। তিনি বললেন, তুমি কী শর্ত দিতে চাও? আমি বললাম, যেন আমার (পূর্বের) সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। তিনি বললেন, তুমি কি জানো না যে, ইসলাম তার পূর্ববর্তী সকল পাপ মিটিয়ে দেয়? হিজরত তার পূর্ববর্তী সকল পাপ মিটিয়ে দেয়? এবং হজ তার পূর্ববর্তী সকল পাপ মিটিয়ে দেয়? এরপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক প্রিয় এবং আমার দৃষ্টিতে তাঁর চেয়ে মহান আর কেউ ছিল না। তাঁর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধের কারণে আমি তাঁর দিকে চোখ ভরে তাকাতেও সক্ষম ছিলাম না। আমাকে যদি তাঁর অবয়বের বর্ণনা দিতে বলা হয়, তবে আমি তা দিতে পারব না; কারণ আমি কখনোই তাঁর দিকে চোখ ভরে তাকাতে পারিনি। আমি যদি ওই অবস্থায় মারা যেতাম, তবে আমি জান্নাতবাসী হওয়ার আশা পোষণ করতে পারতাম। এরপর আমরা অনেক শাসনতান্ত্রিক ও বৈষয়িক বিষয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি, যেগুলোতে আমার অবস্থা কেমন হবে তা আমি জানি না। সুতরাং যখন আমি মৃত্যুবরণ করব, তখন কোনো বিলাপকারিণী যেন আমার লাশের সাথে না থাকে এবং কোনো আগুনও যেন বহন করা না হয়। যখন তোমরা আমাকে দাফন করবে, তখন আমার ওপর ধীরে ধীরে মাটি ছিটিয়ে দিয়ো। এরপর একটি উট জবাই করে তার মাংস বণ্টন করতে যতটুকু সময় লাগে, ততক্ষণ আমার কবরের পাশে অবস্থান করো; যাতে আমি তোমাদের সান্নিধ্যে স্বস্তি বোধ করি এবং আমার রবের প্রেরিত দূতদের (ফেরেশতাদের) কী

জবাব দেব, তা প্রস্তুত করে নিতে পারি। এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। লেখকের উক্তি: ‘শান্নু’ শব্দটি ‘শিন’ এবং ‘সিন’ উভয় বর্ণযোগে বর্ণিত হয়েছে; এর অর্থ হলো—অল্প অল্প করে ঢালা। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সর্বাধিক অবগত।

(ص: 137) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

[الشَّرْحُ]

ثم ذكر المؤلف رحمه الله في سياق الأحاديث الواردة في التبشير والتهنئة بالخير حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه تلك القصة العظيمة أنه حضره بعض أصحابه وهو في سياق الموت فبكى بكاء شديدا وحول وجهه نحو الجدار رضي الله عنه وهو في سياق الموت سيفارق الدنيا فقال له ابنه: علام تبكي وقد بشرك النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ فقال: يا بني إني كنت على أطباق ثلاث، أطباق يعني أحوال ومنه قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق يعني حالا بعد حال ثم ذكر هذه الأطباق الثلاث أنه كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم بغضا شديدا وأنه لم يكن على وجه الأرض أحد يبغضه كما كان يبغضه هو وأنه يود أنه لو تمكن منه فقتله وهذا أشد ما يكون من الكفر حتى ألقى الله الإسلام في قلبه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: ابسط يدك فلا أبأيعك على الإسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا فمد يده ولكن عمرو بن العاص كف يده، ليس استكبارا ولكن استثباتا لما سيذكره فقال له: مالك قال: يا رسول الله إني أشتري يعني على الإسلام قال: ماذا تشتري أن يغفر لي

[ব্যখ্যা]

এরপর লেখক (রহিমাল্লাহ) সুসংবাদ প্রদান এবং কল্যাণের অভিনন্দনের প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদিসসমূহের ধারাবাহিকতায় আমার ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সেই মহান ঘটনার হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি হলো, তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় ছিলেন, তখন তাঁর কিছু সাথী তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি তখন প্রচণ্ডভাবে কাঁদতে লাগলেন এবং দেয়ালের দিকে নিজের চেহারা ফিরিয়ে নিলেন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছেন, তখন তাঁর পুত্র তাঁকে বললেন: "আপনি কেন কাঁদছেন, অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন?" তিনি বললেন: "হে প্রিয় বৎস! আমি তিনটি স্তরের (অবস্থার) ওপর অতিবাহিত করেছি। 'আতবাক' শব্দের অর্থ হলো অবস্থা বা পর্যায়; যেমনিভাবে মহান আল্লাহর বাণী: 'নিশ্চয়ই তোমরা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করবে', অর্থাৎ এক অবস্থার পর অন্য অবস্থা।" এরপর তিনি সেই তিনটি পর্যায় বর্ণনা করলেন। প্রথমটি হলো, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে চরমভাবে ঘৃণা করতেন এবং এই জমিনের বুকে তাঁর চেয়ে অধিক ঘৃণিত ব্যক্তি তাঁর কাছে আর কেউ ছিল না। তিনি মনে মনে এই কামনা করতেন যে, যদি তাঁকে হত্যা করার সুযোগ পেতেন! কুফরের এটি ছিল চরম পর্যায়। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁর অন্তরে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ঢেলে দিলেন। এরপর তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার হাত প্রসারিত করুন যেন আমি ইসলামের ওপর আপনার হাতে বায়আত গ্রহণ করতে পারি।" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী, তাই তিনি নিজের হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু আমার ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর হাত গুটিয়ে নিলেন। এটি অহংকারবশত ছিল না, বরং পরবর্তী বিষয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য ছিল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেন: "তোমার কী হয়েছে?" তিনি বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি শর্তারোপ করতে চাই।" অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের জন্য একটি শর্ত দিতে চাই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "তুমি কী শর্ত দিতে চাও?" তিনি বললেন: "যাতে আমার (পূর্বের সব গুনাহ) ক্ষমা করে দেওয়া হয়।"

هذا أكبر همه رضي الله عنه يشترط أن الله يغفر له ظن أن الله لن يغفر له لما كان له من سابقه في محاربة الدين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله ثلاثة أشياء أما الإسلام فإنه يهدم ما كان قبله بنص الكتاب العزيز قال الله عز وجل: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ} والهجرة: إذا هاجر الإنسان من بلدة التي يعيش فيها وهي بلد كفر هدمت ما قبلها والحج يهدم ما قبله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه فبأيّ رضي الله عنه وأحب النبي صلى الله عليه وسلم حباً شديداً حتى كان أحب الناس إليه وحتى أنه لا يستطيع أن يحد النظر فيه جلالة له عليه الصلاة والسلام سبحانه مقلب القلوب بالأمر كان يبغضه بغضاً شديداً حتى يتمنى أنه يقدر عليه فيقتله والآن ما يستطيع أن يرفع طرفه إليه إجلالاً له ولا يستطيع أن يصفه لأنه لا يحيط به

এটিই ছিল তাঁর (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) সবচেয়ে বড় চিন্তা। তিনি শর্তারোপ করেছিলেন যে আল্লাহ যেন তাঁকে ক্ষমা করে দেন; কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে দ্বীনের বিরুদ্ধে তাঁর অতীত কর্মকাণ্ডের কারণে আল্লাহ হয়তো তাঁকে ক্ষমা করবেন না। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেন: "তুমি কি জানো না যে ইসলাম পূর্ববর্তী সকল পাপ ধুয়ে মুছে দেয়, হিজরত তার পূর্বের সকল গুনাহ মিটিয়ে দেয় এবং হজ তার পূর্বের সকল পাপ ধ্বংস করে দেয়?" এই তিনটি বিষয়। ইসলামের ক্ষেত্রে, এটি পূর্ববর্তী সবকিছু মিটিয়ে দেয়—মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অকাট্য দলীল অনুযায়ী। মহান আল্লাহ বলেন: "যারা কুফরী করেছে তাদের বলে দিন, যদি তারা বিরত হয়, তবে তাদের অতীতে যা হয়ে গেছে তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে; কিন্তু তারা যদি পুনরায় সেরূপ করে, তবে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত তো গত হয়েছে।" আর হিজরত হলো: যখন কোনো ব্যক্তি তার বসবাসের দেশ—যা কুফরী রাষ্ট্র—সেখান থেকে হিজরত করে, তখন তা পূর্বের সকল গুনাহ মিটিয়ে দেয়। আর হজ পূর্ববর্তী পাপসমূহ মিটিয়ে দেয়; কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হজ করল এবং অশ্লীল কথা ও পাপাচারে লিপ্ত হলো না, সে তার পাপসমূহ থেকে ঐ দিনের মতো নিষ্পাপ

হয়ে ফিরে আসবে, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিলেন।" অতঃপর তিনি (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বায়আত গ্রহণ করলেন এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অত্যধিক ভালোবাসতে লাগলেন। এমনকি তিনি তাঁর কাছে সকল মানুষের চেয়ে প্রিয় হয়ে উঠলেন এবং তাঁর মহত্ত্ব ও গান্ধীর্যের কারণে তিনি তাঁর দিকে সরাসরি দৃষ্টিপাত করতে পারতেন না (তাঁর ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)। অন্তরসমূহ পরিবর্তনকারীর পবিত্রতা ঘোষণা করছি! গতকাল পর্যন্তও তিনি তাঁকে তীব্রভাবে ঘৃণা করতেন, এমনকি আকাঙ্ক্ষা করতেন যে সুযোগ পেলে তাঁকে হত্যা করবেন; আর আজ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও মহত্ত্বের কারণে তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছেন না এবং তাঁকে বর্ণনা করারও সক্ষমতা রাখছেন না, কারণ তিনি তাঁকে পূর্ণরূপে দৃষ্টিগোচর করতে পারেননি।

(ম: 139) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

حيث إنه لم يدركه إدراكاً جيداً مهابة له صلى الله عليه وسلم يقول رضي الله عنه إنه لو مات على الطبقة الأولى لكان من أهل النار يقول ولو مات على تلك الحال يعني الطبقة الثانية لرجوت أن أكون من أهل الجنة انظر الاحتياط فقد جزم أنه لو مات على الحال الأولى لكان من أهل النار أما الحال الثانية فإنه لشدة خوفه قال لو مات على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ولم يقل لكنت من أهل الجنة لأن الشهادة بالجنة أمرها صعب نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها ثم إنه بعد ذلك تولى أموراً رضي الله عنه تولى إمارات وقيادات وحصل ما حصل في قصة حرب معاوية وغيره وكان عمرو بن العاص معروفاً أنه من أدهى العرب وأذى العرب فيقول أخشى من هذا الذي حدث به بعد الطبقة الأوسط أن يكون أحاط بعمله ثم أوصى رضي الله عنه أنه إذا مات لا تتبعه نائحة والنائحة هي المرأة التي تنوح على الميت وتبكي عليه بكاء يشبه نوح الحمام وأمر رضي الله عنه إذا دفنوه أن يبقوا عند قبره

قدر ما تنحر جذور ويقسم لحماً حتى يراجع رسل ربه وهم الملائكة الذين يأتون
إلى البيت إذا دفن إذا دفن فإنه يأتيه ملكان ويجلسانه

যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অত্যধিক ভীতি ও শ্রদ্ধাবোধের কারণে তিনি তাঁকে স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারেননি। তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন যে, তিনি যদি প্রথম স্তরে থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করতেন, তবে তিনি জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতেন। তিনি আরও বলেন, আর যদি আমি সেই অবস্থায়—অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তরে থাকাবস্থায়—মৃত্যু বরণ করতাম, তবে আমি জান্নাতবাসী হওয়ার আশা পোষণ করতাম। তাঁর সতর্কতা লক্ষ্য করুন! তিনি প্রথম অবস্থার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে বলেছিলেন যে, তিনি জাহান্নামবাসী হতেন; কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড আল্লাহভীতির কারণে তিনি বলেছিলেন, 'যদি আমি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতাম তবে আমি জান্নাতবাসী হওয়ার আশা করতাম'। তিনি নিশ্চিত করে বলেননি যে, 'আমি জান্নাতবাসী হতাম', কারণ জান্নাতের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করা অত্যন্ত কঠিন বিষয়। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাকে এবং আপনাদের সকলকে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করেন। এরপর তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বিভিন্ন বিষয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন; তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনভার ও নেতৃত্ব পরিচালনা করেন এবং মুআবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে যুদ্ধ ও অন্যান্য ঘটনাপ্রবাহে যা ঘটার তা ঘটেছিল। আমার ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আরবদের মধ্যে অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি বলতেন, 'আমি আশঙ্কা করি যে, মধ্যবর্তী স্তরের পর যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তা হয়ত আমার আমলসমূহকে পরিবেষ্টন করে ফেলেছে।' অতঃপর তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অসিয়ত করেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর যেন কোনো বিলাপকারিণী তাঁর অনুগমন না করে। বিলাপকারিণী হলো সেই নারী যে মৃত ব্যক্তির জন্য উচ্চস্বরে বিলাপ করে এবং কবুতরের ডাকের ন্যায় করুণ সুরে ক্রন্দন করে। তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আরও নির্দেশ প্রদান করেন যে, তাঁকে দাফন করার পর একটি উট জবেহ করে তার গোশত বণ্টন করতে যতটুকু সময় লাগে, ততক্ষণ যেন তারা তাঁর কবরের পাশে অবস্থান করে; যাতে তিনি তাঁর রবের প্রেরিত দূতদের সাথে কথা বলার প্রস্তুতি নিতে পারেন। আর তাঁরা হলেন সেই ফেরেশতা যারা দাফনের পর মৃত ব্যক্তির নিকট আগমন করেন। যখন কোনো মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা হয়, তখন তাঁর নিকট দুইজন ফেরেশতা আসেন এবং তাঁকে বসিয়ে দেন।

في قبره ويسألانه ثلاثة أسئلة يقولان من ربك وما دينك ومن نبيك أما المؤمن الذي ثبتته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة جعلنا الله منهم بمنه وكرمه فيقول ربي الله ودينني الإسلام ونبيي محمداً صلى الله عليه وسلم يثبتته الله في هذا المقام الضنك أما المنافق والعياذ بالله أو المرتاب الذي عنده الشك فيقول هاها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته لأن الإيذان ما دخل إلى قلبه ولا وقر في قلبه فهو يسمع ويقول لكن نسأل الله العافية لم يلج الإيمان قلبه فيضرب بمرزبة والمرزبة هي المطرقة العظيمة من الحديد يضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو سمعها الإنسان لصعق ولو يسمع الناس من يعذب في قبره لصعقوا لأنه يصيح صيحة لا نظير لها في الدنيا لأن الصياح في الدنيا مهما كان لا يموت منه أحد لكن هذه صيحة عظيمة ليس لها نظير فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق فأمر عمرو بن العاص رضي الله عنه أهله أن يقيموا عليه قدر ما

তার কবরে এবং তারা তাকে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন: তোমার রব কে? তোমার ধর্ম কী? এবং তোমার নবী কে? পক্ষান্তরে সেই মুমিন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে সুদৃঢ় বাণীর মাধ্যমে অবিচল রেখেছেন—আল্লাহ যেন তাঁর অনুগ্রহ ও করুণায় আমাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন—সে বলবে: আমার রব আল্লাহ, আমার ধর্ম ইসলাম এবং আমার নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আল্লাহ তাকে এই সংকীর্ণ ও কঠিন স্থানে অবিচল রাখবেন। আর মুনাফিক—আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—কিংবা সংশয়বাদী যার অন্তরে সন্দেহ ছিল, সে বলবে: হায়! হায়! আমি জানি না। আমি মানুষকে কিছু বলতে শুনছিলাম, তাই আমিও তা বলেছিলাম। কারণ ঈমান তার অন্তরে প্রবেশ করেনি এবং তার হৃদয়ে তা বদ্ধমূল হয়নি। সে কেবল শুনত এবং বলত, কিন্তু—আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি—ঈমান তার অন্তরে প্রবেশ করেনি। অতঃপর তাকে একটি বিশাল হাতুড়ি দিয়ে আঘাত

করা হবে; আর ‘মিরজাবাহ’ হলো লোহার তৈরি এক অত্যন্ত ভারী হাতুড়ি। তাকে সেই লোহার হাতুড়ি দিয়ে সজোরে আঘাত করা হবে, ফলে সে এমন তীব্রভাবে চিৎকার করে উঠবে যা মানুষ ব্যতীত সৃষ্টিজগতের সবকিছুই শুনতে পাবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: যদি মানুষ তা শুনতে পেত, তবে সে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ত। মানুষ যদি কবরের আজাব ভোগকারীর আত্ননাদ শুনতে পেত, তবে তারা নিশ্চিতভাবে মূর্ছা যেত। কারণ সে এমন এক চিৎকার দেয় যার কোনো তুলনা পৃথিবীতে নেই। কেননা দুনিয়ার চিৎকার যতই ভয়াবহ হোক না কেন, তাতে কেউ মারা যায় না; কিন্তু এটি এমন এক মহাগর্জন যার কোনো দৃষ্টান্ত নেই। সে এমন চিৎকার দেয় যা মানুষ ছাড়া সব কিছুরই শুনতে পায়, আর মানুষ যদি তা শুনত তবে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলত। তাই আমার ইবনুল আস (রাডিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর পরিবারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তারা যেন তাঁর কবরের পাশে ততক্ষণ অবস্থান করে যতক্ষণ...

(ص: 141) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

تنحرج الجوزور ويقسم لحمها ليستأنس بهم وهذا يدل على أن البيت يحس بأهله وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن البيت يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا من دفنه قرع النعال الخفي يسمعه البيت إذا انصرفوا من دفنه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن أنه كان إذا دفن البيت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل فيستحب إذا دفن البيت أن يقف الإنسان على قبره ويقول: اللهم ثبته، اللهم ثبته، اللهم ثبته، اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثاً وإذا دعا ثلاثاً نسأل الله تعالى أن تثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم أن ابن عمرو بن العاص قال له: بشرك النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهذا من باب البشارة بالخير والتهنئة به

উট নহর করা হয় এবং এর গোশত বণ্টন করা হয় যাতে তাদের সান্নিধ্যে মৃত ব্যক্তি স্বস্তি লাভ করেন। এটি প্রমাণ করে যে, মৃত ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের উপস্থিতি অনুভব করতে পারেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, দাফন শেষে লোকজন যখন ফিরে যায়, তখন মৃত ব্যক্তি তাদের পাদুকার শব্দ শুনতে পান। দাফন শেষে প্রস্থানকালে জুতোর সেই মৃদু শব্দও মৃত ব্যক্তি শুনতে পান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটি হাসান হাদীসে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি যখন কোনো মৃত ব্যক্তিকে দাফন সম্পন্ন করতেন, তখন তার কবরের পাশে দাঁড়াতেন এবং বলতেন: তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তার দৃঢ়তার জন্য আল্লাহর কাছে সওয়াল করো, কারণ তাকে এখনই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সুতরাং মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মানুষের জন্য এভাবে বলা মুস্তাহাব: হে আল্লাহ, আপনি তাকে সুদৃঢ় রাখুন; হে আল্লাহ, আপনি তাকে সুদৃঢ় রাখুন; হে আল্লাহ, আপনি তাকে সুদৃঢ় রাখুন। হে আল্লাহ, আপনি তাকে ক্ষমা করুন; হে আল্লাহ, আপনি তাকে ক্ষমা করুন; হে আল্লাহ, আপনি তাকে ক্ষমা করুন। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাম দিতেন তখন তিনবার দিতেন এবং যখন দোয়া করতেন তখন তিনবার করতেন। আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদেরকে ইহকাল ও পরকালে শাশ্বত বাণীর ওপর অবিচল রাখেন। মূল কথা হলো, আমরা ইবনুল আস-এর পুত্র তাকে বলেছিলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। এটি মূলত কল্যাণের সুসংবাদ প্রদান ও অভিনন্দনের অন্তর্ভুক্ত।

(ص: 142) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

بَابُ وَدَاعِ الصَّاحِبِ وَوَصِيَّتِهِ عِنْدَ فِرَاقِهِ لِسَفَرٍ وَغَيْرِهِ وَالِدَعَاءُ لَهُ وَطَلَبُ الدَّعَاءِ مِنْهُ
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ
 فَلَا تَبْوَثُنَ إِلَّا وَآنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ & } وَأَمَّا الْإِسْلَامُ

712 - فَمِنْهَا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الَّذِي سَبَقَ فِي بَابِ إِكْرَامِ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ وَوَعِظَ وَذَكَرَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوْشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأَجِيبُ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلَهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فَحُثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغِبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ: وَأَهْلُ بَيْتِي أَذْكُرْكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقَدْ سَبَقَ بِطَوْلِهِ

সাথীকে বিদায় জানানো, সফর বা অন্য কোনো কারণে বিচ্ছেদের সময় তাকে নসিহত করা, তার জন্য দোয়া করা এবং তার নিকট দোয়া চাওয়ার পরিচ্ছেদ

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: {ইব্রাহিম ও ইয়াকুব তাদের সন্তানদের এই উপদেশই দিয়েছিলেন যে, হে আমার সন্তানেরা! আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমরা মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। ইয়াকুবের যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়েছিল, তখন কি তোমরা সেখানে উপস্থিত ছিলে? সে যখন তার সন্তানদের জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আমার পর তোমরা কার ইবাদত করবে?' তারা বলেছিল, 'আমরা আপনার উপাস্য এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহিম, ইসমাইল ও ইসহাকের উপাস্য—সেই অদ্বিতীয় উপাস্যের ইবাদত করব। আর আমরা তাঁরই অনুগত (মুসলিম)'।} আর হাদিসসমূহের মধ্যে রয়েছে—

৭১২ - তন্মধ্যে একটি হলো জায়েদ বিন আরকাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিস, যা ইতিপূর্বে ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারবর্গের সম্মান ও মর্যাদা’ পরিচ্ছেদে অতিক্রান্ত হয়েছে। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে ভাষণ দেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা করলেন এবং নসিহত ও উপদেশ প্রদান করলেন। অতঃপর বললেন: "অতঃপর শোনো হে লোকসকল! নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ মাত্র। অচিরেই আমার রবের প্রেরিত দূত (মালাকুল মাউত) আসবেন এবং আমি তাতে সাড়া দেব। আর আমি তোমাদের মাঝে দুটি অতি মূল্যবান বস্তু রেখে যাচ্ছি। প্রথমটি হলো আল্লাহর কিতাব, যাতে রয়েছে হেদায়েত ও আলো। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ করো এবং একে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো।" অতঃপর তিনি

আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান ও উদ্বুদ্ধ করলেন। তারপর বললেন: "আর আমার পরিবারবর্গের ব্যাপারে আমি তোমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি (অর্থাৎ তাদের প্রতি সদয় থাকার নির্দেশ দিচ্ছি)।" এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন এবং ইতিপূর্বে এটি পূর্ণাঙ্গভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

(ص: 143) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

[الشَّرْحُ]

قال النووي رحمه الله تعالى: (باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه) وذلك أن الإنسان إذا سافر فينبغي لذويه وأقاربه وأصحابه أن يودعوه وأن يوصوه بتقوى الله عز وجل فإن الله تعالى يقول: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشاً أو سرية وأمر عليهم أميراً قال له: أوصيك بتقوى الله ومن معك من المسلمين خيراً وذلك أن الإنسان يحتاج إلى من يساعده ويعينه على طاعة ربه لا سيما عند السفر لأن السفر محل الشغل والتقصير لاسيماً فيما سبق من الزمان لما كانت الأسفار بعيدة على البطايا وعلى الأقدام فالناس يحتاجون إلى وصية وإلى تثبيت وإلى إعانة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآيات الواردة في ذلك فذكر قوله تعالى: {وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ} وهذه الوصية هو قول الله عز وجل

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহু তাআলা) বলেছেন: (পরিচ্ছেদ: সফর বা অন্য কোনো কারণে বিদায়লগ্নে সঙ্গীকে বিদায় জানানো, তাকে উপদেশ প্রদান, তার জন্য দোয়া করা এবং তার

নিকট দোয়া প্রার্থনা করা)। এর তাৎপর্য এই যে, কোনো ব্যক্তি যখন সফরে বের হয়, তখন তার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের কর্তব্য হলো তাকে বিদায় জানানো এবং মহান আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বনের উপদেশ দেওয়া। কেননা মহান আল্লাহ বলেন: "তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও আমি নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখনই কোনো সেনাদল বা বাহিনী অভিযানে পাঠাতেন এবং তাদের ওপর কাউকে আমীর নিযুক্ত করতেন, তখন তাকে বলতেন: "আমি তোমাকে আল্লাহর তাকওয়া অর্জন এবং তোমার সাথে থাকা মুসলমানদের সাথে কল্যাণকর আচরণের উপদেশ দিচ্ছি।" এর কারণ হলো, মানুষের এমন কারো প্রয়োজন হয় যে তাকে তার প্রতিপালকের আনুগত্যে সহায়তা করবে, বিশেষত সফরের সময়। কারণ সফর হলো ব্যস্ততা ও ক্রটির ক্ষেত্র, বিশেষ করে প্রাচীনকালে যখন সাওয়ারি অথবা পদব্রজে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হতো। এমতাবস্থায় মানুষের উপদেশ, দৃঢ়তা এবং সহযোগিতার মুখাপেক্ষী হতে হয়। অতঃপর গ্রন্থকার (রাহিমাহুল্লাহ তাআলা) এ বিষয়ে অবতীর্ণ আয়াতসমূহ উল্লেখ করে মহান আল্লাহর এই বাণীটি বর্ণনা করেছেন: "ইব্রাহিম ও ইয়াকুব তাদের সন্তানদের এই অসিয়ত করে গিয়েছিলেন যে, হে আমার পুত্রগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে মনোনীত করেছেন; সুতরাং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" আর এই অসিয়তটি মূলত মহান আল্লাহর নির্দেশনারই প্রতিফলন।

(ص: 144) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

في إبراهيم: {إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلَمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} ولم يتردد فأسلم لله وانقاد له {ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب} يعني: وصى بهذه الوصية وهي أن يسلموا لله عز وجل ظاهراً وباطناً فلا سلام الظاهر يكون بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والإسلام الباطن يكون بالإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره {ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب} يعني أن إبراهيم ويعقوب كلا منهما وصى

بها بنيه قائلا: {إن الله اصطفى لكم الدين} أي اختاره لكم {فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون} المعنى استدينوا الإسلام واثبتوا عليه إلى الممات ولا تترتدوا عنه {أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا} وهذا غاية التوحيد وهو من نصح يعقوب عليه السلام لبنيه حيث أراد أن يعرف حالهم قبل أن يفارق الدنيا {مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ} أما إبراهيم فهو أبوه يعني جده وإسحاق أبوه من صلبة وأما إسماعيل فهو عمه لكن أطلق عليه لفظ الآباء من باب التغليب لأن

ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর প্রসঙ্গে: {যখন তাঁর প্রতিপালক তাঁকে বললেন: "তুমি আত্মসমর্পণ করো", তিনি বললেন: "আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম"}। তিনি কোনো দ্বিধা করেননি, বরং আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করলেন এবং তাঁর অনুগত হলেন। {আর ইব্রাহীম ও ইয়াকুব তাদের সন্তানদের এ বিষয়ে অসিয়ত করেছিলেন} অর্থাৎ: তিনি এই অসিয়ত করেছিলেন যে, তারা যেন প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে মহান আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে। বাহ্যিক ইসলাম হলো সালাত কায়েম করা, জাকাত প্রদান করা, রমজানের রোজা রাখা এবং বাইতুল্লাহর হজ করা; আর অভ্যন্তরীণ ইসলাম হলো আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ—এভাবে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করা। {আর ইব্রাহীম ও ইয়াকুব তাদের সন্তানদের এ বিষয়ে অসিয়ত করেছিলেন} অর্থাৎ ইব্রাহীম ও ইয়াকুব উভয়েই নিজ সন্তানদের এই বলে অসিয়ত করেছিলেন যে: {নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই ধীনকে মনোনীত করেছেন, সুতরাং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না}। এর অর্থ হলো: ইসলামকে নিজেদের ধীন হিসেবে গ্রহণ করো এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এর ওপর অবিচল থাকো, আর তা থেকে বিচ্যুত হয়ো না। {তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুবের মৃত্যু উপস্থিত হয়েছিল? যখন সে তার সন্তানদের বলেছিল: 'আমার পর তোমরা কার ইবাদত করবে?' তারা বলেছিল: 'আমরা আপনার ইলাহ এবং আপনার পিতৃপুরুষ—ইব্রাহীম, ইসমাইল ও ইসহাকের ইলাহ—সেই অদ্বিতীয় ইলাহ-র ইবাদত করব'}। এটি তাওহিদের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ এবং এটি ছিল তাঁর সন্তানদের প্রতি ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম)-এর নসিহতস্বরূপ, কারণ তিনি পৃথিবী ত্যাগ করার আগে তাদের অবস্থা সম্পর্কে জেনে নিতে

চেয়েছিলেন। {আমার পর তোমরা কার ইবাদত করবে? তারা বলেছিল: আমরা আপনার ইলাহ এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাইল ও ইসহাকের ইলাহ-র ইবাদত করব}। এখানে ইব্রাহীম হলেন তাঁর পিতা অর্থাৎ পিতামহ, আর ইসহাক হলেন তাঁর জন্মদাতা পিতা; অন্যদিকে ইসমাইল হলেন তাঁর চাচা, কিন্তু ভাষার প্রধান্য বা আধিক্যের (তাগলিব) রীতি অনুযায়ী তাঁর ক্ষেত্রেও 'পিতৃপুরুষ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ...

(ص: 145) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

العم صنو الأب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه يعني شريكه في الأصل والجذر والصنو هو عبارة عن النخلتين يكون أصلهما واحدا وهما قرينتان وقوله: {إلهًا واحدًا} من باب التوكيد {ونحن له مسلمون} فهذه الوصية ينبغي للإنسان أن يوصى بها من أراد سفرًا وأن يوصى بها أهله وأن يتعاهدهم عليها لأنها هي التي عليها بناء كل شيء فلا دين بدون إخلاص ولا عبادة بدون إخلاص ولا اتباع بدون إخلاص كل شيء مبناه على الإخلاص لله عز وجل

713 - وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شعبة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيماً رقيقاً فظن أنا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عن من أهلنا فأخبرنا فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلوهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين

চাচা পিতার সমতুল্য, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরকে বলেছিলেন: "তুমি কি অনুভব করোনি যে, মানুষের চাচা তার পিতার সমতুল্য?" অর্থাৎ মূল ও উৎসের ক্ষেত্রে

তিনি পিতার অংশীদার। 'সিনওয়ুন' হলো এমন দুটি খেজুর গাছ যাদের মূল এক এবং তারা একে অপরের সাথে যুক্ত। আর মহান আল্লাহর বাণী: {এক ইলাহ} এটি মূলত গুরুত্বারোপের (তাকীদ) জন্য এসেছে, {এবং আমরা তাঁরই প্রতি অনুগত}। সুতরাং এই অসিয়ত বা উপদেশটি মানুষের জন্য বাঞ্ছনীয় যে, সে যেন সফর করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে এটি প্রদান করে এবং তার পরিবারকেও এই উপদেশ দেয় এবং সর্বদা এর ওপর তাদের তদারকি করে। কারণ এর ওপরই সবকিছু প্রতিষ্ঠিত। ইখলাস (একনিষ্ঠতা) ব্যতীত কোনো দীন নেই, ইখলাস ব্যতীত কোনো ইবাদত নেই এবং ইখলাস ব্যতীত কোনো অনুসরণ নেই; প্রতিটি বিষয়ের ভিত্তি হলো মহান আল্লাহর প্রতি ইখলাস।

৭১৩ - আবু সুলাইমান মালিক ইবনে আল-হুওয়াইরিস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম যখন আমরা সমবয়সী কয়েকজন যুবক ছিলাম। আমরা তাঁর নিকট বিশ রাত অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত দয়ালু ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। যখন তিনি ধারণা করলেন যে আমরা আমাদের পরিবারের প্রতি ব্যাকুল হয়ে উঠেছি, তখন তিনি আমাদের পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং আমরা তাঁকে জানালাম। তখন তিনি বললেন: "তোমরা তোমাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের মাঝে বসবাস করো, তাদের শিক্ষা দাও এবং নির্দেশ দাও। আর অমুক সালাত অমুক সময়ে আদায় করো এবং অমুক সালাত অমুক সময়ে..."

(ص: 146) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم متفق عليه زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي قوله: رحيماً رفيقاً روي بقاء وقاف، وروي بقاءين

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف النووي رحمه الله تعالى في باب توديع صاحب والمسافر ما نقله عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شعبة متقاربون وهذا في عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة وكانوا شباباً فأقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ليلة جاءوا من أجل أن يتفقهوا في دين الله قال مالك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيماً رقيقاً فظن أنا قد اشتقنا أهلنا يعني اشتقنا إليهم فسألنا عن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلوهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم زاد البخاري وصلوا كما رأيتموني أصلي

তেমনিভাবে যখন সালাতের সময় উপস্থিত হবে, তখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যেন আজান দেয় এবং তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড় সে যেন ইমামতি করে। এটি সর্বসম্মত (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। ইমাম বুখারি তাঁর এক বর্ণনায় অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন: "এবং তোমরা সেভাবেই সালাত আদায় করো যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ।" তাঁর উক্তি: 'দয়ালু ও কোমল'; এটি 'ফা' ও 'কাফ' যোগে (রফীকান) বর্ণিত হয়েছে, আবার দুই 'কাফ' যোগেও বর্ণিত হয়েছে।

[ব্যখ্যা]

গ্রন্থকার ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) 'সাথি ও মুসাফিরকে বিদায় দান' অধ্যায়ে মালিক ইবনে আল-হুওয়াইরিস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: আমরা একদল সমবয়সী যুবক রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসলাম। এটি ছিল হিজরি নবম বর্ষে প্রতিনিধিদলের আগমনের বছর। তারা যুবক ছিলেন এবং আল্লাহর দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট বিশ রাত অবস্থান করেছিলেন। মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তিনি অনুভব করলেন যে আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনের অভাব বোধ করছি (অর্থাৎ তাদের প্রতি আমাদের ব্যাকুলতা জন্মেছে)। তাই তিনি আমাদের পরিবারের যাদের

আমরা রেখে এসেছি তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং আমরা তাঁকে সে সম্পর্কে জানালাম। অতঃপর তিনি বললেন: "তোমরা তোমাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের মাঝেই অবস্থান করো। তাদের শিক্ষা দাও ও নির্দেশ প্রদান করো এবং অমুক সালাত অমুক সময়ে আদায় করো। অতঃপর যখন সালাতের সময় হবে, তখন তোমাদের মধ্য থেকে একজন যেন আজান দেয় এবং তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড় সে যেন ইমামতি করে।" ইমাম বুখারি আরও বর্ধিত করেছেন: "এবং তোমরা সেভাবেই সালাত আদায় করো যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ।"

(ম: 147) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

فهذا الحديث فيه فوائد: منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشهوراً بالرحمة والرفق فكان أرحم الناس بالناس وكان أرفق الناس بالناس عليه الصلاة والسلام رحيماً رفيقاً حتى إن الجارية من أهل المدينة البنت الصغيرة كانت تمسك بيده ليذهب معها ليقضي حاجتها وحتى العجوز كذلك فكان عليه الصلاة والسلام أرحم الناس بالناس وأرفق الناس بالناس.

ومنها: أن الإنسان ينبغي له أن يكون شعوره شعور الآخرين لا يكون أنانياً إذا تمت له الأمور نسي من سواه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مقيماً في أهله مستريح البال مطمئن القلب مرتاح النفس لكن هؤلاء الناس الشبهة الذين جاءوا يتعلمون الدين كانت الفطرة والعادة والطبيعة أن الإنسان يشتاق إلى أهله فلما رأى أنهم اشتاقوا إلى أهلهم وسألهم من خلفوا وراءهم وأخبروه أمرهم أن يرجعوا إلى أهلهم فينبغي عليك أن تشعر بشعور الآخرين وأن تجعل نفسك مكانهم حتى تعاملهم بما تحب أن تعامل به نفسك ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يقيم في أهله

مَا أَمْكَنَهُ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَغَرَّبَ عَنْهُمْ وَلَا أَنْ يَبْتَغِدَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ إِنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَ الْمَسَافِرَ إِذَا سَافَرَ وَقَضَىٰ حَاجَتَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ لِأَنَّ

এই হাদিসটিতে বেশ কিছু শিক্ষা রয়েছে: তার মধ্যে একটি হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দয়া ও কোমলতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তিনি মানুষের প্রতি সবচেয়ে দয়ালু এবং সবচেয়ে বিনয়ী ছিলেন। তাঁর ওপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক; তিনি এতটাই দয়ালু ও কোমল ছিলেন যে, মদিনার কোনো ছোট বালিকাও তাঁর হাত ধরে নিয়ে যেত যাতে তিনি তার প্রয়োজন পূরণে সাহায্য করতে পারেন, এমনকি বৃদ্ধাদের ক্ষেত্রেও এমনটি হতো। বস্তুত তিনি মানুষের প্রতি সবচেয়ে দয়ালু ও কোমল ছিলেন।

অন্যতম শিক্ষা হলো: মানুষের উচিত অপরের অনুভূতির প্রতি সংবেদনশীল হওয়া। সে যেন স্বার্থপর না হয় যে নিজের কাজ হাসিল হওয়ার পর অন্যদের কথা ভুলে যায়। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পরিবারের সাথে অত্যন্ত প্রশান্ত চিন্তে ও নিশ্চিন্তে অবস্থান করছিলেন, কিন্তু এই যে যুবকগণ যারা দ্বীন শিখতে এসেছিলেন—মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও স্বভাবই হলো সে তার পরিবারের জন্য ব্যাকুল হয়। যখন তিনি লক্ষ্য করলেন যে তারা তাদের পরিবারের জন্য উৎকর্ষিত এবং তাদের কাছে জানতে চাইলেন তারা পেছনে কাদের রেখে এসেছে এবং তারা যখন তাঁকে বিষয়টি জানালো, তখন তিনি তাদের নিজ নিজ পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। অতএব, আপনার উচিত অন্যের অনুভূতি উপলব্ধি করা এবং নিজেকে তাদের অবস্থানে কল্পনা করা, যাতে আপনি তাদের সাথে সেই আচরণই করতে পারেন যা আপনি নিজের জন্য পছন্দ করেন। অন্যতম শিক্ষা হলো: মানুষের উচিত সাধ্যমতো নিজের পরিবারের সাথে অবস্থান করা এবং তাদের থেকে দূরে প্রবাস জীবন অতিবাহিত না করা। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফির ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তার সফরের প্রয়োজন পূরণ হওয়া মাত্রই সে যেন দ্রুত তার পরিবারের কাছে ফিরে আসে, কারণ—

بقاء الإنسان في أهله فيه خير كثير فيه الألفة والبودة والمحبة والتربية ومراعاة أحوالهم والتأديب والتوجيه لهم فهذا كان الذي ينبغي للإنسان ألا يفارق أهله إلا عند الحاجة ومتى انتهت حاجته رجع إليهم ومن فوائد الحديث: أن الإنسان مأمور بأن يعلم أهله ولهذا قال: ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم يعلمونهم ما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإنسان ينبغي له أن يعلم أهله ما يحتاجون إليه إما أن يجعل جلسة خاصة لهم أو إذا جلسوا على الطعام أو على الشراب أو في انتظار النوم أو ما أشبه ذلك يعلمهم ومن فوائد الحديث أيضاً أن الإنسان لا يقتصر على التعليم فقط قال: علموهم ومروهم فيعلمهم ويأمرهم وأهم ما يأمر به: الصلاة وقد نص الرسول عليه الصلاة والسلام عليها فقال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فلا بد من تعليم الأهل ولا بد من أمرهم وتأديبهم وتوجيههم ومن فوائد الحديث: وجوب الأذان وأنه فرض كفاية، لقوله: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم

নিজ পরিবার-পরিজনের মাঝে অবস্থান করার মধ্যে প্রভূত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এতে হৃদয়তা, সম্প্রীতি, ভালোবাসা, সঠিক লালন-পালন, তাদের অবস্থার খোঁজখবর নেওয়া এবং তাদের শিষ্টাচার ও দিকনির্দেশনা দেওয়ার সুযোগ থাকে। একারণেই মানুষের জন্য উচিত হলো প্রয়োজন ছাড়া পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া এবং প্রয়োজন শেষ হওয়া মাত্রই তাদের নিকট ফিরে আসা। হাদিসের অন্যতম শিক্ষা হলো: মানুষকে তার পরিবার-পরিজনকে দ্বিনি শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই তিনি বলেছেন: "তোমরা তোমাদের পরিবারের নিকট ফিরে যাও এবং তাদেরকে শিক্ষা দাও।" অর্থাৎ তারা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট থেকে যা শিখেছেন তা তাদের শিক্ষা দেবেন। সুতরাং মানুষের উচিত তার পরিবারকে তাদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো শিক্ষা দেওয়া; এজন্য তিনি হয় কোনো বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করবেন অথবা খাবার গ্রহণকালে, পানীয় পানকালে কিংবা ঘুমানোর অপেক্ষার সময় অথবা অনুরূপ কোনো মুহূর্তে তাদের শিক্ষা প্রদান করবেন। হাদিসের আরও একটি শিক্ষা হলো, মানুষ যেন কেবল শিক্ষার ওপরই সীমাবদ্ধ না থাকে। তিনি বলেছেন: "তাদেরকে শিক্ষা দাও এবং নির্দেশ দাও।" সুতরাং সে তাদের শিক্ষা

দেবে এবং আদেশও করবে। আর আদেশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সালাত। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন: "তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে সালাতের আদেশ দাও এবং দশ বছর বয়সে (সালাত আদায় না করলে) তার জন্য তাদের প্রহার করো।" অতএব, পরিবারকে শিক্ষা দেওয়া যেমন জরুরি, তেমনি তাদের আদেশ করা, শিষ্টাচার শেখানো এবং সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করাও আবশ্যিক। এই হাদিসের আরেকটি শিক্ষা হলো আযানের আবশ্যিকতা এবং এটি যে ফরজে কেফায়া তা সাব্যস্ত হওয়া; কেননা তিনি বলেছেন: "যখন সালাতের সময় উপস্থিত হবে, তখন তোমাদের মধ্য থেকে একজন যেন আযান দেয়।"

(ম: 149) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ومنها: أنه لا يصح الأذان قبل الوقت فلو أذن الإنسان قبل الوقت ولو بتكبير واحدة من الأذان، فإن آذانه لا يصح ويجب عليه أن يعيده بعد دخول الصلاة، لقوله إذا حضرت الصلاة والصلاة لا تحضر إلا إذا دخل وقتها وبهذا نعرف أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي محذورة إذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم مرتين المراد به الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت لأنه قال الأول لصلاة الصبح خلافاً لما فهمه بعض الناس من أن المراد بذلك الأذان الذي يكون قبل الفجر لأن الأذان الذي يكون قبل الفجر ليس أذاناً لصلاة الفجر فقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأذان الذي يكون قبل الفجر هو لإيقاظ النائم وإرجاع القائم فقال: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فبين في هذا الحديث أن الأذان الذي يكون

এর অন্তর্ভুক্ত হলো: ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে আযান প্রদান করা শুদ্ধ নয়। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি সময়ের আগে আযান দেয়, এমনকি আযানের একটি তাকবীরও যদি ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে প্রদান করা হয়, তবে তার সেই আযান শুদ্ধ হবে না এবং সালাতের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর তা পুনরায় প্রদান করা তার ওপর আবশ্যিক। এর সপক্ষে প্রমাণ হলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী—"যখন সালাতের সময় উপস্থিত হবে"; আর সালাতের ওয়াক্ত শুরু না হওয়া পর্যন্ত সালাত উপস্থিত হয় না। এর মাধ্যমেই আমরা বুঝতে পারি যে, আবু মাহযুরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই নির্দেশ—"যখন তুমি সুবহের প্রথম আযান দিবে, তখন দুইবার 'সালাত ঘুম অপেক্ষা উত্তম' বলবে"—এর দ্বারা মূলত ওয়াক্ত হওয়ার পরের আযানকেই বোঝানো হয়েছে। কারণ তিনি একে 'সুবহ সালাতের জন্য প্রথম আযান' বলে অভিহিত করেছেন। এটি কিছু মানুষের সেই ধারণার পরিপন্থী, যারা মনে করেন যে এর দ্বারা ফজরের পূর্ববর্তী আযানকে বোঝানো হয়েছে; কেননা ফজরের সময়ের আগে যে আযান দেওয়া হয়, তা মূলত ফজর সালাতের আযান নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ফজরের আগের আযানটি হলো ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগিয়ে তোলা এবং ইবাদতে দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে (সাহরির জন্য) ফিরিয়ে আনার জন্য। তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই বেলাল রাতে আযান দেয় যাতে তোমাদের ঘুমন্তদের জাগিয়ে দেয় এবং ইবাদতে মগ্ন ব্যক্তিদের ফিরিয়ে আনে। সুতরাং তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতূম আযান দেয়। কারণ সে ফজর (সুবহে সাদিক) উদিত হওয়ার আগে আযান দেয় না।" নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এভাবেই বলেছেন। সুতরাং এই হাদীসে তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, যে আযানটি...

(ص: 150) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

آخر الليل والذي يسميه الناس الأذان الأول ليس للفجر وليس للصلاة لأن الأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الأذان ليس لصلاة الفجر بقوله ليرجع

قائكم يعني ليرده ليتسحر ويوقظ نائكم ليتسحر ومن فوائد هذا الحديث: وجوب صلاة الجماعة لقوله: وليؤمكم أكبركم واللام هنا للأمر فصلاة الجماعة واجبة ومن فوائد الحديث: أن صلاة الجماعة واجبة على المسافرين كما هي واجبة على المقيمين لأن هؤلاء وفد سيرجعون إلى أهلهم فهم مسافرون وأمرهم مع ذلك بالصلاة جماعة وعلى هذا كان الإنسان في البلد وهو مسافر فإنه يجب عليه أن يحضر الجماعة في المساجد بعض العامة إذا قلت له: صل قال: أنا مسافر والمسافر ما عليه صلاة جماعة هذا خطأ يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المساجد ولو كنت مسافراً فأنت وأهل البلد سواء قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل: أسمع النداء؟ قال: نعم قال: فأجب

রাতের শেষ প্রহরে মানুষ যাকে প্রথম আজান বলে অভিহিত করে, তা ফজরের জন্য বা নামাজের (ওয়াক্তের) জন্য নয়। কারণ নামাজের আজান কেবল ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পরেই দেওয়া হয়; (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:) "যখন নামাজের সময় উপস্থিত হয়, তখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যেন আজান দেয়।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্পষ্ট করেছেন যে, এই আজান ফজরের নামাজের জন্য নয়। তিনি বলেছেন, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা ইবাদতে দাঁড়িয়ে আছে তারা (সাহরি খাওয়ার জন্য) ফিরে আসে এবং তোমাদের ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগিয়ে দেয় (যাতে সে সাহরি খেতে পারে)। এই হাদিসের অন্যতম শিক্ষা হলো জামাতে নামাজ পড়া ওয়াজিব; কেননা তাঁর নির্দেশ— "তোমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যেন ইমামতি করে"—এখানে আদেশবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তাই জামাতে নামাজ আদায় করা ওয়াজিব। হাদিসটির আরও একটি শিক্ষা হলো, মুসাফিরদের ওপরও জামাতে নামাজ পড়া তেমনি ওয়াজিব যেমনটি মুকিম বা স্থানীয়দের ওপর ওয়াজিব। কারণ তারা ছিল একটি প্রতিনিধি দল যারা তাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাচ্ছিল, ফলে তারা ছিল মুসাফির; তা সত্ত্বেও তাদের জামাতে নামাজ পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, কোনো ব্যক্তি সফরে থাকা অবস্থায় কোনো শহরে বা জনপদে অবস্থান করলে তার জন্য মসজিদে গিয়ে জামাতে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব।

সাধারণ মানুষের কেউ কেউ এমন আছে যে, তাকে যখন বলা হয় "নামাজ আদায় করুন", সে বলে: "আমি তো মুসাফির, আর মুসাফিরের ওপর জামাতে নামাজ পড়া আবশ্যিক নয়।" এটি

একটি ভুল ধারণা। আপনার জন্য মসজিদে জামাতের সাথে নামাজ পড়া ওয়াজিব, এমনকি আপনি মুসাফির হলেও; এ ক্ষেত্রে আপনি এবং স্থানীয় অধিবাসীদের বিধান সমান। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "তুমি কি আজান শুনতে পাও?" সে বলল: "হ্যাঁ।" তিনি বললেন: "তবে সাড়া দাও (অর্থাৎ জামাতে উপস্থিত হও)।"

(ص: 151) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ومن فوائد هذا الحديث: تقديم الكبير في الإمامة لقوله: وليؤمكم أكبركم وهذا لا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله لأن هؤلاء الشباب وكلهم وفدوا في وقت واحد والظاهر أنه ليس بينهم فرق بين في قراءة القرآن وأنهم متقاربون ليس بعضهم أقرأ من بعض ولهذا قال: وليؤمكم أكبركم لأنهم متساوون في القراءة أو متقاربون فإذا تساوا في القراءة والسنة والهجرة فإنه يرجع إلى الأكبر سناً وفيه أيضاً اعتبار الكبر في السن وأن الكبير في السن مقدم على غيره إذا لم يكن لغيره ميزة يفضل بها هذا الكبير في السن ومن فوائده أيضاً: أنه ينبغي للإنسان أن يوجه الناس لكل أمر وإن كان يظن أنه معلوم، ولهذا قال: صلوا صلاة كذا في حين كذا مع أنهم قد صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا معه عشرين ليلة وهم يعلمون ذلك لكن من أجل التنبيه قال: صلوا الظهر مثلاً في صلوا العصر في وقت كذا صلوا المغرب في وقت كذا صلوا العشاء في وقت كذا، صلوا الفجر في وقت كذا

এই হাদিসের অন্যতম শিক্ষা হলো: ইমামতের ক্ষেত্রে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা; কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: 'তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড়, সে যেন তোমাদের ইমামতি করে।' এটি তাঁর অপর বাণীর সাথে সাংঘর্ষিক নয় যেখানে

তিনি বলেছেন: 'লোকদের মধ্যে সেই ইমামতি করবে যে আল্লাহর কিতাবে অধিক পারদর্শী।' কারণ, এই যুবকগণ সকলেই একসাথে প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন এবং বাহ্যত কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে কোনো দৃশ্যমান পার্থক্য ছিল না, বরং তাঁরা তিলাওয়াতে কাছাকাছি পর্যায়ের ছিলেন এবং তাঁদের কেউ অন্য কারো চেয়ে অধিক পারদর্শী ছিলেন না। একারণেই তিনি বলেছেন: 'তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড়, সে যেন তোমাদের ইমামতি করে।' কেননা তাঁরা তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে সমান বা কাছাকাছি পর্যায়ের ছিলেন। অতএব, যখন লোকজন তিলাওয়াত, সুন্নাহর জ্ঞান এবং হিজরতের ক্ষেত্রে সমান হয়, তখন বয়সে বড় হওয়ার বিষয়টি বিবেচ্য হয়। এতে আরও প্রমাণিত হয় যে, বয়সের জ্যেষ্ঠতা গুরুত্বপূর্ণ এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি অন্যের তুলনায় অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য, যদি না অন্যের এমন কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে যার ফলে সে উক্ত বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। এর আরও একটি শিক্ষা হলো: মানুষের উচিত প্রতিটি বিষয়েই লোকজনকে দিকনির্দেশনা দেওয়া, যদিও তা জানা বিষয় বলে মনে হয়। একারণেই তিনি বলেছিলেন: 'অমুক সালাত অমুক সময়ে আদায় করো,' অথচ তাঁরা নবীজির (আলাইহিস সালাতু ওয়া সালাম) সাথে বিশ রাত অতিবাহিত করেছিলেন এবং সালাত আদায় করেছিলেন ও সময় সম্পর্কে জানতেন। কিন্তু সতর্কীকরণ ও গুরুত্বারোপের লক্ষ্যে তিনি বলেছিলেন: উদাহরণস্বরূপ, জোহর আদায় করো (অমুক সময়ে), আসর আদায় করো অমুক সময়ে, মাগরিব আদায় করো অমুক সময়ে, ইশা আদায় করো অমুক সময়ে এবং ফজর আদায় করো অমুক সময়ে।

(ص: 152) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس بالقول وبالفعل فعلم الذي صلى بغير طأنيئة بالقول قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع إلى آخره أما هؤلاء فقال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي وهذا تعليم بالفعل وكما فعل

عليه الصلاة والسلام حينما صنع له المنبر فصعد عليه وجعل يصلي بالناس وهو على المنبر فيركع وهو على المنبر فإذا أراد السجود نزل من المنبر وهو مستقبل القبلة ثم سجد وقال لها سلم: إنما فعلت هذا لتأتوا بي ولتعلموا صلاتي ومن فوائد هذا الحديث: أنه على الإنسان أن يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيقرأ من كتب العلم التي كتبها من يوثق في عمله كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ينفذ أمر الرسول في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي

এই হাদীসের শিক্ষণীয় দিকগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে কথা এবং কাজ—উভয় মাধ্যমেই শিক্ষা দিতেন। যিনি স্থিরতা (তমানিনাহ) ব্যতিরেকে সালাত আদায় করেছিলেন, তাকে তিনি মৌখিক নির্দেশের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন; তিনি বলেছিলেন: “যখন তুমি সালাতে দণ্ডায়মান হবে, তখন পূর্ণরূপে অজু সম্পন্ন করো, অতঃপর কিবলামুখী হয়ে তাকবীর বলো, তারপর কুরআনের যা তোমার জন্য সহজ তা তিলাওয়াত করো, অতঃপর রুকু করো...” শেষ পর্যন্ত। পক্ষান্তরে, অন্যদের ক্ষেত্রে তিনি বলেছিলেন: “তোমরা সেভাবেই সালাত আদায় করো, যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ।” আর এটি হলো কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান। ঠিক যেমনটি নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম করেছিলেন যখন তাঁর জন্য মিস্বর তৈরি করা হয়েছিল; তিনি মিস্বরে আরোহণ করলেন এবং মিস্বরে অবস্থানরত অবস্থায় মানুষকে নিয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন। তিনি মিস্বরেই রুকু করলেন, অতঃপর যখন সিজদাহ করার ইচ্ছা করলেন, তখন কিবলামুখী থাকা অবস্থাতেই মিস্বর থেকে নিচে নেমে আসলেন এবং সিজদাহ করলেন। সালাত শেষে তিনি বললেন: “আমি এটি কেবল একারণেই করেছি যাতে তোমরা আমাকে অনুসরণ করতে পারো এবং আমার সালাত আদায়ের পদ্ধতি শিখতে পারো।” এই হাদীসের আরেকটি ফায়দা হলো: প্রত্যেক মানুষের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কীভাবে সালাত আদায় করতেন তা জানা আবশ্যিক। সুতরাং সে নির্ভরযোগ্য আলেমদের রচিত ইলমী কিতাবসমূহ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাত আদায়ের পদ্ধতি অধ্যয়ন করবে, যাতে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই নির্দেশটি বাস্তবায়ন করতে পারে: “তোমরা সেভাবেই সালাত আদায় করো, যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ।”

714 - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرنى أن لي بها الدنيا وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح

715 - وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا ادن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح

716 - وعن عبد الله بن يزيد الخطبي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش يقول: استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح

717 - وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني فقال: زدك الله التقوى

৭১৪ - উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উমরার অনুমতি চাইলাম, তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন এবং বললেন, "হে আমার ভাই, তোমার দোয়ায় আমাদের ভুলে যেয়ো না।" তিনি (উমর) বললেন: এটি এমন একটি বাক্য ছিল যার বিনিময়ে সমগ্র পৃথিবী পাওয়াও আমার কাছে এত আনন্দের হতো না। অন্য একটি বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন: "হে আমার ভাই, তোমার দোয়ায় আমাদের शामिल করো।" এটি ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিজি একে হাসান সহীহ হাদীস বলেছেন।

৭১৫ - সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কোনো ব্যক্তি সফরের ইচ্ছা করলে তাকে বলতেন: আমার নিকটবর্তী হও যাতে আমি

তোমাকে সেভাবে বিদায় জানাতে পারি যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বিদায় জানাতেন। তিনি বলতেন: "আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানত এবং তোমার আমলের শেষ পরিণাম আল্লাহর নিকট সোপর্দ করছি।" এটি তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান সহীহ হাদীস বলেছেন।

৭১৬ - সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াজীদ আল-খাতমী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো বাহিনীকে বিদায় জানাতেন তখন বলতেন: "আমি তোমাদের দ্বীন, তোমাদের আমানত এবং তোমাদের আমলসমূহের শেষ পরিণাম আল্লাহর নিকট সোপর্দ করছি।" এটি একটি সহীহ হাদীস যা আবু দাউদ এবং অন্যান্যরা সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

৭১৭ - আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূল, আমি সফরের ইচ্ছা করছি, সুতরাং আমাকে পাথেয় দান করুন। তিনি বললেন: "আল্লাহ তোমাকে তাকওয়াকে পাথেয় হিসেবে দান করুন।"

(ص: 154) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

قال: زدني قال: وغفر ذنبك قال: زدني، قال: ويسر لك الخير حيثما كنت رواه الترمذي وقال حديث حسن

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث ذكرها النووي رحمه الله في هذا الباب فيما يستحب من وداع الصاحب والدعاء له وطلب الدعاء منه فذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أراد أن يعتزم فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له.

وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك وفي رواية: أشركنا يا أخي في دعائك وذكر أن الترمذي أخرجه وقال إنه حسن صحيح ولكن الحقيقة أنه ضعيف وأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الدعاء من الغير ينقسم إلى أقسام: القسم الأول: أن يطلب من الغير الدعاء لصالح المسلمين جميعاً أي شيء عام فهذا لا بأس به، وقد دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا فأنشأ الله سحابة فانتشرت وتوسعت وأمطرت ولم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته، وبقي

তিনি বললেন: "আমাকে আরও (দুয়া) দিন।" তিনি বললেন: "এবং আল্লাহ আপনার গুনাহ ক্ষমা করুন।" তিনি বললেন: "আমাকে আরও দিন।" তিনি বললেন: "এবং আপনি যেখানেই থাকুন না কেন তিনি আপনার জন্য কল্যাণ সহজ করে দিন।" তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি একটি হাসান হাদীস।

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) এই অধ্যায়ে সেই সকল হাদীস উল্লেখ করেছেন যা সঙ্গীকে বিদায় জানানো, তার জন্য দুআ করা এবং তার কাছে দুআ চাওয়ার মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি উমরাহ পালন করার ইচ্ছা করলেন এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন, অতঃপর তিনি তাকে অনুমতি দিলেন।

এবং তিনি বললেন: "হে ভাই, তোমার দুআতে আমাদের ভুলে যেয়ো না।" অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: "হে ভাই, তোমার দুআতে আমাদের অন্তর্ভুক্ত করো।" তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে এটি হাসান সহীহ। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো এটি যযীফ (দুর্বল) এবং এটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সাব্যস্ত নয়। আর অন্যের কাছে দুআ চাওয়ার বিষয়টি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত: প্রথম ভাগ: অন্যের কাছে সকল মুসলিমের কল্যাণের জন্য অর্থাৎ সাধারণ কোনো বিষয়ে দুআ চাওয়া; এতে কোনো দোষ নেই। এক ব্যক্তি

জুমার দিন প্রবেশ করল যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খুতবা দিচ্ছিলেন। সে বলল: "হে আল্লাহর রাসূল! গবাদিপশু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং পথঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, তাই আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন তিনি আমাদের বৃষ্টি দান করেন।" অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর দুই হাত তুললেন এবং বললেন: "হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দান করুন, হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দান করুন, হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দান করুন।" তখন আল্লাহ একটি মেঘমালা সৃষ্টি করলেন, যা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, বিস্তৃত হলো এবং বৃষ্টি বর্ষণ করতে লাগল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিসর থেকে নামার আগেই তাঁর দাড়ি বেয়ে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে পড়ছিল। এবং তা অব্যাহত থাকল...

(ص: 155) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

المطر أسبوعاً كاملاً وفي الجمعة الثانية دخل رجل آخر أو الأول فقال: يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء فادع الله يسكنها عنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا وجعل يشير إلى النواحي فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت وتمايز السحاب حتى خرج الناس يمشون في الشمس فإذا طلبت من شخص صالح مرجو الإجابة شيئاً عاماً للمسلمين فهذا لا بأس به لأنك لم تسأل لنفسك مثال ذلك: لو أن رجلاً جاء إليك يطلب منك الشفاعة لتغيث رجلاً ملهوفاً أو تقضى عنه دينه أو ترفع الظلم عن رجل ضعيف من المسلمين فإن هذا لا بأس به لأن المصلحة لغيره القسم الثاني: أن يطلب الدعاء من الرجل الصالح من أجل أن ينتفع الرجل بهذا الدعاء ولا يهيمه هو أن ينتفع لكن يحب من هذا الرجل الذي طلب منه الدعاء أن يلجأ إلى الله وأن يسأل الله عز وجل وأن يعلق قلبه بالله وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى سميع الدعاء المهم أن يكون قصده مصلحة هذا الرجل فهذا لا

بأس به أيضاً لأنك لم تسأله لمحض نفعك ولكن لنفعه هو فأنت تريد أن يزداد
هذا الرجل الصالح خيراً بدعاء الله عز

এক সপ্তাহ ধরে বৃষ্টি অব্যাহত থাকল। পরবর্তী জুমায় অন্য এক ব্যক্তি অথবা প্রথম ব্যক্তিই প্রবেশ করলেন এবং বললেন: ‘হে আল্লাহর রাসূল! ধন-সম্পদ ডুবে যাচ্ছে এবং ঘরবাড়ি ধসে পড়ছে, তাই আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি এটি আমাদের থেকে থামিয়ে দেন।’ তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উভয় হাত উত্তোলন করলেন এবং বললেন: ‘হে আল্লাহ! আমাদের আশেপাশে বর্ষণ করুন, আমাদের ওপর নয়।’ এরপর তিনি আকাশের বিভিন্ন দিকে ইশারা করতে লাগলেন; আর তিনি যদিকেই ইশারা করছিলেন, মেঘ সেদিক থেকেই সরে যাচ্ছিল এবং মেঘমালা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, এমনকি মানুষ রৌদ্রোজ্জ্বল অবস্থায় চলাফেরা করতে শুরু করল। সুতরাং, আপনি যদি এমন কোনো নেককার ব্যক্তির কাছে যার দোয়া কবুল হওয়ার আশা করা যায়, সাধারণ মুসলমানদের কল্যাণে কোনো কিছুর প্রার্থনা করেন, তবে এতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ আপনি নিজের জন্য কিছু চাচ্ছেন না। এর উদাহরণ হলো: যদি কোনো ব্যক্তি আপনার কাছে এসে কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করার জন্য সুপারিশ প্রার্থনা করে, কিংবা তার ঋণ পরিশোধ করে দিতে অথবা কোনো দুর্বল মুসলমানের ওপর থেকে জুলুম অপসারণ করতে বলে, তবে এতে কোনো দোষ নেই; কেননা এর উপকারিতা অন্য ব্যক্তির জন্য। দ্বিতীয় প্রকার হলো: কোনো নেককার ব্যক্তির কাছে দোয়ার আবেদন করা যাতে স্বয়ং ওই ব্যক্তিই এই দোয়ার মাধ্যমে উপকৃত হয়। এখানে আবেদনকারীর নিজের উপকার হওয়াটা মুখ্য নয়, বরং তিনি চান যেন যার কাছে দোয়ার আবেদন করা হয়েছে তিনি আল্লাহর অভিমুখী হন, মহান আল্লাহর কাছে সওয়াল করেন, তাঁর হৃদয়ে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং এই বিশ্বাস লালন করেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা প্রার্থনা শ্রবণকারী। মূল বিষয় হলো, আপনার উদ্দেশ্য হতে হবে সেই ব্যক্তির কল্যাণ। এটিও অনুমোদিত, কারণ আপনি কেবল নিজের উপকারের জন্য তাকে বলেননি, বরং তার উপকারের জন্যই বলেছেন; আপনি চাচ্ছেন যে নেককার ব্যক্তিটি আল্লাহর কাছে দোয়ার মাধ্যমে আরও বেশি কল্যাণ ও সওয়াব লাভ করুক।

وجل وأن يتقرب إلى الله بالدعاء وأن يحصل على الأجر والثواب القسم الثالث: أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحة نفسه هو فهذا أجازة بعض العلماء وقال لا بأس أن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لا ينبغي إذا كان قصدك مصلحة نفسك فقط لأن هذا قد يدخل في المسألة المذمومة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه ألا يسألوا الناس شيئاً وكذلك لأنه ربما يعتمد هذا السائل الذي سأل غيره أن يدعو له ربما يعتمد على دعاء هذا الغير وينسى أن يدعو هو لنفسه فيقول: أنا قلت لفلان وهو رجل صالح ادع الله لي وإذا استجاب الله هذا الدعاء فهو كاف فيعتمد على غيره وكذلك لأنه ربما يلحق المسئول غرور في نفسه وأنه رجل صالح يطمع الناس إلى دعائه فيحصل في هذا شر على المسئول وعلى كل حال فإن هذا القسم الثالث مختلف فيه فمن العلماء من قال: لا بأس أن تقول للرجل الصالح يا فلان ادع الله لي ومنهم من قال لا ينبغي والأحسن ألا تقول ذلك لأنه ربما يمين عليك بهذا وربما تذل أمامه بسؤالك ثم إنه من الذي يحول بينك

এবং মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা ও নেকি ও সওয়াব অর্জন করা। তৃতীয় বিভাগ: নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অন্যের কাছে দুআ প্রার্থনা করা। এটি কোনো কোনো আলেম বৈধ বলেছেন এবং তারা বলেছেন যে, কোনো সৎ ব্যক্তির কাছে নিজের জন্য দুআ চাইতে বলাতে কোনো দোষ নেই। তবে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাল্লাহ) বলেছেন, যদি তোমার উদ্দেশ্য কেবল নিজের স্বার্থসিদ্ধি হয়, তবে তা করা সমীচীন নয়। কারণ এটি নিন্দনীয় যাপ্ধগর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে; কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের নিকট থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তাঁরা মানুষের কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করবেন না। তদ্রূপ, যে ব্যক্তি অন্যের কাছে দুআ চায়, সে হয়তো সেই ব্যক্তির দুআর ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারে এবং নিজের জন্য নিজে দুআ করতে ভুলে যেতে

পারে। সে তখন বলে: ‘আমি অমুক নেককার ব্যক্তিকে বলেছি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতে; আর আল্লাহ যদি সেই দুআ কবুল করেন তবে তা-ই যথেষ্ট’। ফলে সে অন্যের ওপর ভরসা করে বসে থাকে। একইভাবে, যাকে দুআ করতে বলা হয়েছে তার মনে আত্মতুষ্টি বা অহংকার জন্মানোর আশঙ্কা থাকে যে, সে একজন নেককার লোক এবং মানুষ তার দুআর মুখাপেক্ষী; ফলে এতে ওই ব্যক্তির জন্য অকল্যাণ হতে পারে। যাই হোক, এই তৃতীয় বিভাগটি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন: কোনো নেককার ব্যক্তিকে এই বলাতে কোনো অসুবিধা নেই যে, ‘হে অমুক, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন’। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন এটি করা উচিত নয়। আর উত্তম হলো এমনটি না বলা; কারণ এর ফলে সম্ভবত সে তোমার ওপর অনুগ্রহ প্রকাশ করতে পারে অথবা তার কাছে প্রার্থনার কারণে তুমি তার সামনে হীন বোধ করতে পার। তাছাড়া তোমার [আর আল্লাহর] মাঝে কে অন্তরায় হতে পারে...

(ص: 157) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وبين ربك ادع الله بنفسك لا أحد يحول بينك وبين الله لما إذا تذهب تفتقر إلى غيرك وتقول: ادع الله لي وأنت ليس بينك وبين ربك واسطة؟ قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال: {وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان}

তোমার ও তোমার প্রতিপালকের মাঝে যে নিবিড় সম্পর্ক, তাতে তুমি নিজেই আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করো। তোমার এবং আল্লাহর মাঝে অন্তরায় হওয়ার মতো কেউ নেই। তুমি কেন অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে বলো যে, ‘আমার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন’, অথচ তোমার ও তোমার প্রতিপালকের মাঝে কোনো মাধ্যম বা মধ্যস্থতাকারী নেই? মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: “তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।” তিনি আরও বলেছেন: “আর যখন আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে তোমাকে

জিজ্ঞাসা করে, তখন নিশ্চয়ই আমি অতি নিকটে। আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেই যখনই সে আমাকে আহ্বান করে।”

(ص: 158) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب الاستخارة والمشاورة

قال الله تعالى: {وشاورهم في الأمر} وقال تعالى: {وأمرهم شورى بينهم} أي يتشاورون بينهم فيه

718 - عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني استخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به قال: ويسى حاجته رواه البخاري

[الشَّرْحُ]

قال النووي رحمه الله: (باب

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: {এবং কাজের বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করুন} এবং আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: {এবং তাদের কার্যাবলী তাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়} অর্থাৎ তারা এ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে থাকে।

৭১৮ - জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কুরআনের সূরার ন্যায় সব বিষয়ে ইস্তিখারা করার শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন: যখন তোমাদের কেউ কোনো কাজের সংকল্প করে, তখন সে যেন ফরয নামায ব্যতীত দুই রাকাত নামায আদায় করে, অতঃপর বলে: হে আল্লাহ! আমি আপনার ইলমের মাধ্যমে আপনার নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করছি, আপনার কুদরতের মাধ্যমে আপনার নিকট শক্তি প্রার্থনা করছি এবং আপনার মহান অনুগ্রহ ভিক্ষা করছি। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমতা রাখেন, আমি ক্ষমতা রাখি না; আপনি জানেন, আমি জানি না; এবং আপনিই অদৃশ্য বিষয়সমূহের পরিজ্ঞাত। হে আল্লাহ! যদি আপনি জানেন যে, এই বিষয়টি আমার দ্বীন, আমার জীবন ও আমার পরিণতির ক্ষেত্রে—অথবা তিনি বলেছেন: আমার ইহকাল ও পরকালের জন্য—কল্যাণকর, তবে তা আমার জন্য নির্ধারিত করে দিন এবং তা আমার জন্য সহজ করে দিন, অতঃপর তাতে আমাকে বরকত দান করুন। আর যদি আপনি জানেন যে এই বিষয়টি আমার দ্বীন, আমার জীবন ও আমার পরিণতির ক্ষেত্রে—অথবা তিনি বলেছেন: আমার ইহকাল ও পরকালের জন্য—ক্ষতিকর, তবে তা আমার থেকে সরিয়ে নিন এবং আমাকেও তা থেকে ফিরিয়ে রাখুন। আর আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারিত করুন তা যেখানেই হোক না কেন, অতঃপর আমাকে তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দিন। তিনি বলেন: আর সে যেন তার প্রয়োজনের কথা (নির্দিষ্টভাবে) উল্লেখ করে। [বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন]

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী রাহিমাল্লাহু বলেন: (অধ্যায়:

الاستخارة والمشاورة) والاستخارة مع الله، والمشاورة مع أهل الرأي والصلاح وذلك أن الإنسان عنده قصور أو تقصير والإنسان خلق ضعيفاً فقد تشكل عليه الأمور وقد يتردد فيها فماذا يصنع؟ لنفرض أنه هم بسفر وتردد هل هو خير أم شر أو هم أن يشتري سيارة أو بيتاً أو أن يصاهر رجلاً يتزوج ابنته أو ما أشبه ذلك ولكنه متردد فماذا يصنع؟ نقول: له طريقتان: الطريق الأول: استخارة رب العالمين عز وجل الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون الطريق الثاني: استشارة أهل الري والصلاح والأمانة واستدل المؤلف رحمه الله على المشاورة بآيتين من كتاب الله هما قوله تعالى: وشاوروهم في الأمر وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم.

قال الله تعالى: {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسد الناس رأياً وأصوبهم صواباً يستشير أصحابه في بعض الأمور التي تشكل عليه وكذلك خلفاؤه من بعده كانوا يستشيرون أهل الري والصلاح ولا بد من هذين الشرطين فيمن تستشيره أن يكون ذا رأى

ইস্তিখারা ও পরামর্শ) আল্লাহর কাছে ইস্তিখারা করা এবং প্রাজ্ঞ ও সৎ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করা। এর কারণ হলো মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি রয়েছে এবং মানুষকে দুর্বল হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে বিভিন্ন বিষয় তার কাছে অস্পষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং সে দ্বিধাগ্রস্ত হতে পারে। এমতাবস্থায় সে কী করবে? ধরা যাক, সে সফরের সংকল্প করল এবং এটি কল্যাণকর নাকি অকল্যাণকর তা নিয়ে দ্বিধায় পড়ল; অথবা সে একটি গাড়ি বা বাড়ি কেনার সংকল্প করল, কিংবা কোনো ব্যক্তির সাথে বৈবাহিক আত্মীয়তা স্থাপনের মাধ্যমে তার কন্যাকে বিয়ে করতে চাইল অথবা অনুরূপ কোনো কাজ, কিন্তু সে দ্বিধাগ্রস্ত। এমতাবস্থায় সে কী করবে? আমরা বলব: তার সামনে দুটি পথ রয়েছে। প্রথম পথ: রব্বুল আলামিন তথা মহান আল্লাহর কাছে ইস্তিখারা করা, যিনি যা হয়েছে, যা হবে এবং যা হয়নি তা যদি হতো তবে কেমন হতো— সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। দ্বিতীয় পথ: বিজ্ঞ, সৎ ও আমানতদার ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করা। গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) পরামর্শের বিষয়ে আল্লাহর কিতাব থেকে দুটি আয়াতের মাধ্যমে দলিল পেশ করেছেন। যার একটি হলো মহান আল্লাহর বাণী: "এবং তুমি কাজের ব্যাপারে

তাদের সাথে পরামর্শ করো।" এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহান আল্লাহর সম্বোধন ছিল।

মহান আল্লাহ বলেন: "অতএব তুমি তাদের ক্ষমা করো এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো। তারপর যখন তুমি কোনো সংকল্প করবে, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করো।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের মধ্যে সর্বাধিক বিচক্ষণ ও সঠিক মতের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন জটিল বিষয়ে তাঁর সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন। অনুরূপভাবে তাঁর পরবর্তী খলিফাগণও প্রাজ্ঞ ও সৎ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করতেন। আর যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হবে, তার মধ্যে দুটি শর্ত থাকা অপরিহার্য; প্রথমত: তাকে বিচক্ষণ ও প্রাজ্ঞ হতে হবে।

(ص: 160) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وخبرة في الأمور وتأن وتجربة وعدم تسرع وأن يكون صالحاً في دينه لأن من ليس بصالح في دينه ليس بأمين حتى وإن كان ذكياً وعاقلاً ومحنكاً في الأمور إذا لم يكن صالحاً في دينه فلا خير فيه وليس أهلاً لأن يكون من أهل المشورة لأنه إذا كان غير صالح في دينه فإنه ربما يخون والعياذ بالله ويشير بما فيه الضرر أو يشير بما لا خير فيه فيحصل بذلك من الشر والفساد ما الله به عليم ولنفرض أنه رجل من أهل الفسق والمجون والفجور فلا يجوز أن تستشيريه لأن هذا يوقعك في هلاك كذلك ولو كان رجلاً صالحاً ديناً أميناً لكنه مغفل ما يعرف الأمور أو متسرع لا خبرة له فهذا أيضاً لا تحرص على استشارته لأنه ربما إذا كان مغفلاً لا يدري عن الأمور يأخذ الأمور بظواهرها ولا يعرف شيئاً مما وراء الظواهر وكذلك إذا كان متسرعاً فإنه ربما يحمله التسرع على أن يشير عليك بما لا خير فيه فلا بد من أن يكون ذا خبرة وذا رأي وصلاح في الدين وقال الله تبارك تعالیٰ: {وأمرهم شورى بينهم} يعني أمرهم

المشترك الذي هو للجميع كالجهاد مثلا فإنه شوري بينهم فإذا أراد ولي الأمر أن يجاهد أو أن يفعل شيئا عاما للمسلمين فإنه يشاورهم

বিষয়াদিতে অভিজ্ঞতা, ধীরস্থিরতা, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এবং ত্বরিত সিদ্ধান্ত না নেওয়ার গুণ থাকা আবশ্যিক। পাশাপাশি তাকে স্বীয় দীনদারিতেও সৎ ও নিষ্ঠাবান হতে হবে; কারণ যার দীনদারিতে সততা নেই সে আমানতদার নয়—যদিও সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিবেকবান এবং জাগতিক বিষয়ে বিচক্ষণ হয়। যদি সে দীনদারিতে নেককার না হয়, তবে তার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই এবং সে পরামর্শদাতা হওয়ার যোগ্য নয়। কারণ সে যদি দীনদার না হয়, তবে সম্ভবত সে বিশ্বাসঘাতকতা করবে—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি—এবং এমন বিষয়ের পরামর্শ দেবে যাতে ক্ষতি রয়েছে অথবা যাতে কোনো কল্যাণ নেই। এর ফলে এমন অনিষ্ট ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে যা আল্লাহই সম্যক অবগত। মনে করুন, সে যদি একজন পাপাচারী, পাপিষ্ঠ ও দুশরিত্র ব্যক্তি হয়, তবে তার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করা বৈধ নয়; কারণ এটি আপনাকে ধ্বংসের মুখে নিপতিত করবে। তদ্রূপ, সে যদি একজন নেককার, ধার্মিক ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিও হয় কিন্তু সে যদি অসতর্ক ও নির্বোধ হয় এবং বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত না থাকে, অথবা তাড়াহুড়োকারী ও অনভিজ্ঞ হয়, তবে তার নিকট পরামর্শ চাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হবেন না। কারণ সম্ভবত সে যদি অসতর্ক হয় এবং বিষয়গুলো সম্পর্কে না জানে, তবে সে সবকিছুকে কেবল বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিচার করবে এবং বাহ্যিক আবরণের আড়ালে কী নিহিত আছে সে সম্পর্কে কিছুই জানবে না। একইভাবে সে যদি হঠকারী হয়, তবে সম্ভবত এই দ্রুততা তাকে এমন পরামর্শ দিতে প্ররোচিত করবে যাতে কোনো কল্যাণ নেই। সুতরাং (পরামর্শদাতাকে) অবশ্যই অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, দূরদর্শী এবং দীনদারিতে সৎ হতে হবে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন: "আর তাদের কার্যাবলি তাদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়।" অর্থাৎ তাদের সেই সকল সামষ্টিক বিষয় যা সকলের সাথে সংশ্লিষ্ট, যেমন জিহাদ—এটি তাদের মাঝে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে হবে। সুতরাং রাষ্ট্রপ্রধান যখন জিহাদ করতে চান বা মুসলমানদের জন্য সাধারণ কোনো কাজ করতে চান, তখন তিনি তাদের সাথে পরামর্শ করবেন।

ولكن كيف تكون المشورة المشورة تكون إذا حدث له أمر يتردد فيه جمع الإمام من يرى أنهم أهل للمشورة برأيهم وصلاهم واستشارهم أما الاستشارة فهي مع الله عز وجل يستخير الإنسان ربه إذا هم بأمر وهو لا يدري عاقبته ولا يدري مستقبله فعليه بالاستشارة والاستشارة معناها طلب خير الأمرين وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بأن يصلي الإنسان ركعتين من غير الفريضة في غير وقت النهي إلا في أمر يخشى فواته قبل خروج وقت النهي فلا بأس أن يستخير ولو في وقت النهي أما ما كان فيه الأمر واسعاً فلا يجوز أن يستخير وقت النهي فلا يستخير بعد صلاة العصر وكذلك بعد الفجر حتى ترتفع الشمس مقدار رمح وكذلك عند زوالها حتى تزول لا يستخير إلا في أمر قد يفوت عليه يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يسلم وإذا سلم قال: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كان هذا الأمر ويسميه

কিন্তু পরামর্শ কীভাবে সম্পাদিত হবে? পরামর্শের প্রক্রিয়া হলো, যখন কোনো ব্যক্তির সম্মুখে এমন কোনো বিষয় উপস্থিত হয় যাতে সে দ্বিধাগ্রস্ত থাকে, তখন ইমাম (বা নেতা) এমন ব্যক্তিদের সমবেত করবেন যাদেরকে তিনি তাদের প্রজ্ঞা ও নিষ্ঠার কারণে পরামর্শদানের যোগ্য মনে করেন এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণ করবেন। আর ইস্তিখারা হলো মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা; মানুষ যখন কোনো কাজের সংকল্প করে অথচ সে তার পরিণাম বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবগত থাকে না, তখন তার কর্তব্য হলো স্থায়ী রবের নিকট ইস্তিখারা করা। ইস্তিখারা শব্দের অর্থ হলো দুটি বিষয়ের মধ্যে যেটি অধিকতর কল্যাণকর তা প্রাপ্তির আবেদন করা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ বিষয়ে এই নির্দেশনা প্রদান করেছেন যে, ব্যক্তি ফরজ ব্যতীত দুই রাকাত নামাজ আদায় করবে। এই নামাজ নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত অন্য সময়ে হতে হবে; তবে যদি এমন কোনো বিষয় হয় যা নিষিদ্ধ সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই

হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে নিষিদ্ধ সময়েও ইস্তিখারা করাতে কোনো বাধা নেই। পক্ষান্তরে, যে বিষয়ে সময়ের প্রশস্ততা রয়েছে, সেখানে নিষিদ্ধ সময়ে ইস্তিখারা করা বৈধ নয়। সুতরাং আসরের নামাজের পর ইস্তিখারা করবে না, তদ্রূপ ফজরের পর থেকে সূর্য এক বল্লম পরিমাণ উপরে ওঠা পর্যন্ত এবং সূর্য মধ্যাকাশে অবস্থানকালে তা ঢলে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত ইস্তিখারা করবে না। কেবল সেই বিষয়ের ক্ষেত্রেই (নিষিদ্ধ সময়ে) ইস্তিখারা করা যাবে যা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। সে ফরজ ব্যতীত দুই রাকাত নামাজ আদায় করবে, অতঃপর সালাম ফেরাবে। সালাম ফেরানোর পর সে বলবে: হে আল্লাহ, আমি আপনার ইলমের অসিলায় আপনার নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করছি, আপনার কুদরতের অসিলায় আপনার নিকট সামর্থ্য প্রার্থনা করছি এবং আপনার মহান অনুগ্রহ ভিক্ষা করছি। কেননা আপনিই সক্ষম, আমি সক্ষম নই; আপনিই জানেন, আমি জানি না; আর আপনিই অদৃশ্য বিষয়াবলি সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। হে আল্লাহ, যদি এই বিষয়টি—এখানে সে বিষয়টির নাম উল্লেখ করবে—

(ص: 162) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: عاجل أمري وآجله يعني إما أن تقول هذا أو هذا فأقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: عاجل أمري وآجله فأصرفه عني وأصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به وينتهي ثم بعد ذلك إن انشرح صدره بأحد الأمرين بالأقدام أو الإحجام فهذا المطلوب يأخذ بما ينشرح به صدره فإن لم ينشرح صدره لشيء وبقي مترددا أعاد الاستخارة مرة ثانية وثالثة ثم بعد ذلك المشورة إذا لم يتبين له شيء بعد الاستخارة فإنه يشاور أهل الرأي والصلاح ثم ما أشير عليه به فهو الخير إن شاء الله، لأن الله تعالى قد لا يجعل في قلبه بالاستخارة ميلا إلى شيء معين حتى يستشير فيجعل الله تعالى ميل قلبه بعد المشورة وقد اختلف العلماء هل المقدم

المشورة أو الاستشارة؟ والصحيح أن المقدم الاستشارة فقدم أولا الاستشارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليصل ركعتين.. إلى آخره ثم إذا كررتها ثلاث مرات ولم يتبين لك الأمر فاستشر ثم ما أشير عليك به فخذ به وإنما قلنا: إنه يستخير ثلاث مرات لأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه

আমার দ্বীন, জীবিকা ও পরিণতির জন্য কল্যাণকর (অথবা তিনি বলেছিলেন: আমার দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য), অর্থাৎ আপনি হয় এটি বলবেন নতুবা ওটি; তবে তা আমার জন্য নির্ধারিত করুন ও সহজ করে দিন। আর আপনি যদি জানেন যে এটি আমার দ্বীন, জীবিকা ও পরিণতির জন্য ক্ষতিকর (অথবা তিনি বলেছিলেন: আমার দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য), তবে তা আমার থেকে দূরে সরিয়ে দিন এবং আমাকেও তা থেকে বিমুখ রাখুন। আর আমার জন্য কল্যাণ যেখানেই থাকুক না কেন তা নির্ধারিত করুন এবং এরপর তাতে আমাকে সন্তুষ্ট রাখুন। এ পর্যন্ত দুআ শেষ হবে। এরপর যদি তার অন্তর দুই বিষয়ের কোনো একটির প্রতি—অর্থাৎ কাজটি করা বা বর্জন করার প্রতি—প্রশান্ত হয়, তবে এটিই কাজ্জিত এবং তার অন্তর যদিকে প্রশান্ত হয়েছে সেটিই সে গ্রহণ করবে। আর যদি তার অন্তর কোনো কিছুর প্রতিই প্রশান্ত না হয় এবং সে দ্বিধাদ্বন্দ্বে থেকে যায়, তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ইস্তিখারা পুনরায় করবে। এরপরও যদি ইস্তিখারার মাধ্যমে কিছু স্পষ্ট না হয়, তবে সে পরামর্শ (মাশুরা) করবে। সে প্রজ্ঞা ও নেক আমলসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করবে, এরপর তাকে যা পরামর্শ দেওয়া হবে তা-ই কল্যাণকর হবে ইনশাআল্লাহ। কারণ, আল্লাহ তাআলা হয়তো ইস্তিখারার মাধ্যমে তার অন্তরে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি ঝোঁক সৃষ্টি করবেন না যতক্ষণ না সে পরামর্শ করে; ফলে পরামর্শের পরেই আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে ঝোঁক সৃষ্টি করবেন। ওলামায়ে কেরাম ইখতিলাফ করেছেন যে, পরামর্শ আগে হবে নাকি ইস্তিখারা? সঠিক মত হচ্ছে, ইস্তিখারা আগে করতে হবে। তাই প্রথমে ইস্তিখারাকে অগ্রাধিকার দিন, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যখন তোমাদের কেউ কোনো কাজের ইচ্ছা করে, সে যেন দুই রাকাত সালাত আদায় করে...

শেষ পর্যন্ত। এরপর যখন আপনি তিনবার ইস্তিখারার পুনরাবৃত্তি করবেন এবং আপনার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হবে না, তখন পরামর্শ করুন। এরপর আপনাকে যা পরামর্শ দেওয়া হয় তা-ই

গ্রহণ করুন। আমরা যে বলেছি তিনি তিনবার ইস্তিখারা করবেন, তার কারণ হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল যে তিনি...

(ص: 163) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

إذا دعا دعاً ثلاثاً والاستخارة دعاء وقد لا يتبين للإنسان خير الأمرين من أول مرة بل قد يتبين في أول مرة أو في الثانية أو في الثالثة وإذا لم يتبين فليستشر

যখন তিনি দোয়া করতেন, তখন তিনবার দোয়া করতেন; আর ইস্তিখারাও একটি দোয়া। অনেক সময় প্রথমবারেই মানুষের নিকট দুটি বিষয়ের মধ্যে কোনটি অধিকতর কল্যাণকর তা স্পষ্ট হয় না; বরং তা প্রথমবার, দ্বিতীয়বার কিংবা তৃতীয়বারে স্পষ্ট হতে পারে। আর যদি তা স্পষ্ট না হয়, তবে সে যেন পরামর্শ গ্রহণ করে।

(ص: 164) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب استحباب الذهاب إلى العيد وعبادة المريض والحج والغزو والجنائز ونحوها من طريق الرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة
719 - عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق رواه البخاري قوله: خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر

720 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى متفق عليه

[الشَّرْحُ]

ثم ذكر النووي رحمه الله (باب استحباب مخالفة الطريق في العيد والجمعة وغيرها من العبادات)

ঈদ, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, হজ, জিহাদ, জানাজা এবং এই জাতীয় ইবাদতগুলোর ক্ষেত্রে এক পথে গিয়ে অন্য পথে ফিরে আসা মুস্তাহাব হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ যাতে ইবাদতের স্থানসমূহ বৃদ্ধি পায়।

৭১৯ - জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন ঈদের দিন হতো, তখন তিনি পথ পরিবর্তন করতেন। ইমাম বুখারি এটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর উক্তি: "পথ পরিবর্তন করতেন" এর অর্থ হলো তিনি এক পথে যেতেন এবং অন্য পথে ফিরে আসতেন।

৭২০ - ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শাজারা নামক পথ দিয়ে বের হতেন এবং মুআররাস নামক পথ দিয়ে প্রবেশ করতেন। আর যখন তিনি মক্কায় প্রবেশ করতেন, তখন উচ্চভূমির গিরিপথ দিয়ে প্রবেশ করতেন এবং নিম্নভূমির গিরিপথ দিয়ে বের হতেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাক্য]

অতঃপর ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন (ঈদ, জুমা এবং অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে পথ পরিবর্তনের মুস্তাহাব হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ)।

ومعنى مخالفة الطريق: أن يذهب إلى العبادة من طريق ويرجع من الطريق الآخر فمثلاً يذهب من الجانب الأيمن ويرجع من الجانب الأيسر وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين كما رواه جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق يعني خرج من طريق ورجع من طريق آخر واختلف العلماء لم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك؟ فقل: ليشهد له الطريقان يوم القيامة لأن الأرض يوم القيامة تشهد على ما عمل فيها من خير وشر كما قال الله تبارك وتعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها تشهد الأرض فتقول عمل على فلان كذا وعمل على فلان كذا فإذا ذهب من طريق ورجع من آخر شهد له الطريقان يوم القيامة بأنه أدى صلاة العيد وقيل من أجل إظهار الشعيرة شعيرة العيد حتى تكتظ الأسواق هنا وهناك ومعلوم أن الناس لا يخرجون كلهم من طريق واحد ويرجعون من طريق واحد تجد هذا يخرج من هذا الطريق وهذا من هذا من هذا فإذا انتشر الناس في طرق المدينة صار في هذا إظهار لهذه الشعيرة لأن صلاة العيد من شعائر الدين والدليل

পথ পরিবর্তনের অর্থ হলো: ইবাদতের উদ্দেশ্যে এক পথে যাওয়া এবং অন্য পথ দিয়ে ফিরে আসা। উদাহরণস্বরূপ, ডান দিক দিয়ে যাওয়া এবং বাম দিক দিয়ে ফিরে আসা। দুই ঈদের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এটি সুপ্রমাণিত, যেমনটি জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঈদের দিন আসত, তিনি পথ পরিবর্তন করতেন; অর্থাৎ তিনি এক পথ দিয়ে বের হতেন এবং অন্য পথ দিয়ে ফিরে আসতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন এমনটি করতেন—সে বিষয়ে আলেমগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন: যাতে কিয়ামতের দিন উভয় পথ তাঁর সপক্ষে সাক্ষ্য দেয়; কারণ কিয়ামতের দিন যমীন তার ওপর সংঘটিত হওয়া ভালো-মন্দ সকল কাজের সাক্ষ্য দেবে। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন: "সেদিন সে (পৃথিবী) তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, কারণ তোমার পালনকর্তা তাকে আদেশ

করবেন।" যমীন সেদিন সাক্ষ্য দিয়ে বলবে, অমুক ব্যক্তি আমার ওপর এই এই কাজ করেছে। সুতরাং ব্যক্তি যখন এক পথ দিয়ে যাবে এবং অন্য পথ দিয়ে ফিরবে, তখন কিয়ামতের দিন উভয় পথই তার সপক্ষে সাক্ষ্য দেবে যে, সে ঈদের সালাত আদায় করেছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন: এটি ঈদের মহিমা ও নিদর্শন প্রকাশের উদ্দেশ্যে করা হতো, যাতে করে চারপাশের রাস্তাঘাট ও বাজারগুলো জনাকীর্ণ হয়ে ওঠে। এটি সর্বজনবিদিত যে, সকল মানুষ কেবল একটি পথ দিয়ে যাতায়াত করে না; বরং দেখা যায় কেউ এই পথে চলে, কেউ ওই পথে। সুতরাং মানুষ যখন মদীনার বিভিন্ন পথে ছড়িয়ে পড়ে, তখন এই ধর্মীয় নিদর্শনের পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কেননা ঈদের সালাত হলো দ্বীনের অন্যতম বিশেষ নিদর্শন, আর এর দলীল হলো...

(ص: 166) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

على ذلك أن الناس يؤمرون بالخروج إلى الصحراء إظهاراً لذلك وإعلاناً له وبعضهم قال إنما خالف الطريق من أجل المساكين الذين يكونون في الأسواق قد يكون في هذا الطريق ما ليس في هذا الطريق من المساكين فيتصدق على هؤلاء وهؤلاء ولكن الأقرب والله أعلم أنه من أجل إظهار تلك الشعيرة حتى تظهر شعيرة صلاة العيد بالخروج إليها من جميع سكك البلد ثم اختلفت العلماء رحمهم الله هل يلحق في ذلك صلاة الجمعة؟ لأن صلاة الجمعة صلاة العيد قالوا: تلحق بصلاة العيدين، فيأتي إلى الجمعة من طريق ويرجع من طريق آخر ثم توسع بعض العلماء وقالوا: يشرع ذلك أيضاً في الصلوات الخمس فيأتي مثلاً في صلاة الظهر من طريق ويرجع من طريق آخر وهكذا صلاة العصر وبقية الصلوات قالوا: لأن ذلك حضور إلى الصلاة فيقاس على صلاة العيد وتوسع آخرون فقالوا تشرع مخالفة الطريق في كل تعبد كل عبادة تذهب إليها فاذهب إليها من طريق وارجع منها من طريق آخر حتى عيادة المريض فإذا عدت مريضاً فاذهب إليه من

এ কারণেই মানুষকে (ঈদের নামাজের জন্য) মরুভূমির প্রান্তরে বের হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে এই নিদর্শনের প্রকাশ ও ঘোষণা ঘটে। কেউ কেউ বলেছেন যে, রাস্তা পরিবর্তন করার কারণ হলো বাজারে অবস্থানরত অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করা; কারণ এক পথে এমন সব মিসকিন থাকতে পারে যারা অন্য পথে নেই, ফলে উভয় পথের অভাবগ্রস্তদের সদকা প্রদান করা সম্ভব হয়। তবে অধিক নিকটবর্তী ও গ্রহণযোগ্য মত হলো—আল্লাহই সর্বজ্ঞ—এই নিদর্শনের প্রকাশ ঘটানো, যাতে শহরের প্রতিটি অলিগলি দিয়ে বের হওয়ার মাধ্যমে ঈদের নামাজের এই মহান নিদর্শনটি সর্বত্র দৃশ্যমান হয়। এরপর ওলামায়ে কেরাম (রহিমাহুমুল্লাহ) মতভেদ করেছেন যে, জুমার নামাজও কি এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে কি না? যেহেতু জুমার নামাজও ঈদের নামাজের মতো। তাঁরা বলেছেন: এটি দুই ঈদের নামাজের বিধানের সাথে যুক্ত হবে; ফলে জুমার নামাজে এক পথে আসবে এবং অন্য পথে ফিরে যাবে। এরপর কোনো কোনো আলিম একে আরও বিস্তৃত করে বলেছেন যে, এটি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ক্ষেত্রেও বিধেয়। যেমন জোহরের নামাজে এক পথ দিয়ে আসবে এবং অন্য পথ দিয়ে ফিরে যাবে, আছর ও বাকি নামাজের ক্ষেত্রেও অনুরূপ। তাঁদের যুক্তি হলো, যেহেতু এটি নামাজের জন্য উপস্থিতি, তাই একে ঈদের নামাজের ওপর কিয়াস করা হবে। অন্য একদল আলিম আরও ব্যাপক মত দিয়ে বলেছেন যে, প্রতিটি ইবাদতের ক্ষেত্রেই ভিন্ন পথ অবলম্বন করা বিধেয়। যে কোনো ইবাদত পালনের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় এক পথ দিয়ে যাবেন এবং ফেরার সময় অন্য পথ দিয়ে ফিরবেন; এমনকি রোগী দেখার ক্ষেত্রেও। সুতরাং আপনি যখন কোনো রোগীকে দেখতে যাবেন, তখন এক পথ দিয়ে যাবেন এবং...

(ص: 167) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

طريق وارجع من طريق آخر وكذلك إذا شيعت جنازة فاذهب من طريق وارجع من طريق آخر وكل هذه الأقيسة الثلاثة كلها ضعيفة، لا قياس لصلاة الجمعة على العيدين ولا بقية الصلوات على العيدين ولا المشي في العبادة على العيدين وذلك لأن العبادات ليس فيها قياس ولأن هذه الأشياء كانت في عهد الرسول عليه الصلاة

والسلام كان في عهده الجمعة والصلوات الخمس وعبادة المريض وتشيع الجنائز ولم يحفظ عنه أن كان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق في هذا والشيء إذا وجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسن فيه شيئاً فالسنة ترك ذلك أما في الحج فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف الطريق في دخوله إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها وكذلك في ذهابه إلى عرفه ذهب من طريق ورجع من طريق آخر واختلف العلماء أيضاً في هذه المسألة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على سبيل التعبد أو لأنه أسهل لدخوله وخروجه؟ لأنه كان الأسهل لدخوله أن يدخل من الأعلى ولخروجه أن يخرج من الأسفل فمن من العلماء قال بالأول قال: إنه تدخل من أعلاها

এক পথ দিয়ে যাওয়া এবং অন্য পথ দিয়ে ফিরে আসা; অনুরূপভাবে যদি তুমি জানাজার অনুসরণ করো, তবে এক পথ দিয়ে যাও এবং অন্য পথ দিয়ে ফিরে এসো। আর এই তিনটি অনুমানই (কিয়াস) দুর্বল; জুমার সালাতকে দুই ঈদের ওপর, কিংবা অন্যান্য সালাতকে দুই ঈদের ওপর, অথবা ইবাদতের উদ্দেশ্যে হাটাকে দুই ঈদের ওপর কিয়াস করা যাবে না। এর কারণ হলো, ইবাদতের ক্ষেত্রে কিয়াসের কোনো স্থান নেই। তাছাড়া এই বিষয়গুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেও বিদ্যমান ছিল; তাঁর যুগে জুমা, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রোগী দেখা এবং জানাজার অনুসরণ করার বিধান ছিল, অথচ এই কাজগুলোর ক্ষেত্রে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পথ পরিবর্তন করতেন বলে কোনো বর্ণনা সংরক্ষিত নেই। কোনো বিষয় যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে বিদ্যমান থাকে এবং তিনি সে বিষয়ে বিশেষ কিছু বিধিবদ্ধ না করেন, তবে তা বর্জন করাই হলো সুন্নাহ। তবে হজের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় প্রবেশের সময় পথ পরিবর্তন করেছিলেন; তিনি মক্কার উপরিভাগ দিয়ে প্রবেশ করেন এবং নিম্নভাগ দিয়ে বের হন। অনুরূপভাবে আরাফায় যাওয়ার সময়ও তিনি এক পথ দিয়ে গিয়েছিলেন এবং অন্য পথ দিয়ে ফিরে এসেছিলেন। এই মাসআলার ক্ষেত্রেও আলেমগণ মতভেদ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি এটি ইবাদত হিসেবে করেছিলেন, নাকি তাঁর প্রবেশ ও প্রস্থানের সুবিধার জন্য করেছিলেন? কারণ, তাঁর প্রবেশের জন্য উপরিভাগ এবং প্রস্থানের জন্য নিম্নভাগ

ব্যবহার করাই অধিকতর সহজ ছিল। আলেমদের মধ্যে যারা প্রথম মতটি (অর্থাৎ ইবাদত হিসেবে) পোষণ করেন, তারা বলেন: মক্কায় উপরিভাগ দিয়েই প্রবেশ করতে হবে।

(ص: 168) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

أي أعلى مكة وتخرج من أسفلها وسنة أن تأتي عرفة من طريق وترجع من طريق آخر ومنهم من قال: إن هذا حسب تيسر الطريق، فأسلك المتيسر سواء من الأعلى أو من الأسفل وعلى كل حال إن تيسر لك أن تدخل من أعلاها وتخرج من أسفلها فهذا طيب فإن كان ذلك عبادة فقد أدركته وإن لم يكن عبادة لم يكن عليك ضرر فيه وإن لم يتيسر كما هو الواقع في وقتنا الحاضر حيث إن الطرق قد وجهت توجيهها واحدا ولا يمكن للإنسان أن يخالف فلا أمر والحمد لله واسع

অর্থাৎ মক্কার উর্ধ্বাঞ্চল দিয়ে প্রবেশ করা এবং এর নিম্নাঞ্চল দিয়ে বের হওয়া। আর সুন্নাহ হলো আরাফায় এক পথে গমন করা এবং অন্য পথে প্রত্যাবর্তন করা। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন: এটি মূলত রাস্তার সহজলভ্যতার ওপর নির্ভরশীল; অতএব উর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী যা-ই সহজসাধ্য হয়, সেটিই অনুসরণ করুন। পরিশেষে, আপনার জন্য যদি মক্কার উর্ধ্বাঞ্চল দিয়ে প্রবেশ এবং নিম্নাঞ্চল দিয়ে প্রস্থান করা সহজ হয়, তবে তা অতি উত্তম। যদি বিষয়টি ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে আপনি তা লাভ করলেন, আর যদি তা ইবাদত না-ও হয় তবে এতে আপনার কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু বর্তমানে যা পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ যদি তা সহজসাধ্য না হয়—যেহেতু বর্তমানে রাস্তাগুলো একমুখী চলাচলের উপযোগী করে সাজানো হয়েছে এবং কোনো ব্যক্তির পক্ষে এর অন্যথা করা সম্ভব নয়—তবে এই বিষয়টি প্রশস্ত, আর সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

(ص: 169) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والخف والسرراويل ودخول المسجد والسواك والاكتمال وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والبصاق عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسرراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقذرات وأشباه ذلك قال الله تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بَيِّنَاتٍ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَفْرُؤُوا كِتَابِيهِ} وقال تعالى: {فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ}

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى (باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم) والعكس بالعكس فيما يقصد به الإهانة فإنه يبدأ باليد اليسرى وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أشياء متعددة مثل

সম্মানসূচক সকল কাজে ডান দিককে প্রাধান্য দেওয়ার মুস্তাহাব হওয়ার অধ্যায় যেমন অযু, গোসল, তায়াম্মুম, পোশাক পরিধান, জুতো, মোজা ও পাজামা পরিধান, মসজিদে প্রবেশ, মিসওয়াক করা, সুরমা লাগানো, নখ কাটা, গোঁফ ছাঁটা, বগলের চুল উপড়ানো, মাথা মুণ্ডানো, সালাত শেষে সালাম ফেরানো, পানাহার করা, মুসাফাহা করা, হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা, শৌচাগার থেকে বের হওয়া, কোনো কিছু গ্রহণ ও প্রদান করা এবং এই জাতীয় সম্মানসূচক অন্যান্য সকল কাজ। আর এর বিপরীত বিষয়গুলোতে বাম দিককে প্রাধান্য দেওয়া মুস্তাহাব; যেমন নাক ঝাড়া, বাম দিকে থুতু ফেলা, শৌচাগারে প্রবেশ করা, মসজিদ থেকে বের হওয়া, মোজা, জুতো, পাজামা ও পোশাক খোলা, ইস্তিনজা করা, অপরিচ্ছন্ন কাজ সম্পাদন এবং এই জাতীয় বিষয়সমূহ।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: {অতঃপর যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, ‘নাও, তোমরা আমার আমলনামা পড়ে দেখ’} এবং আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: {অতঃপর ডানদিকের দল; কত ভাগ্যবান ডানদিকের দল! আর বামদিকের দল; কত হতভাগা বামদিকের দল!}

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: (সম্মানসূচক সকল কাজে ডান দিককে প্রাধান্য দেওয়ার মুস্তাহাব হওয়ার অধ্যায়)। আর তুচ্ছ বা অপছন্দনীয় কাজের ক্ষেত্রে বিষয়টি হবে এর বিপরীত, অর্থাৎ সেক্ষেত্রে বাম হাত বা বাম দিক দিয়ে শুরু করা হবে। গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) এখানে বেশ কিছু বিষয় উল্লেখ করেছেন যেমন:

(ص: 170) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب فالوضوء يبتدئ فيه الإنسان باليمين يبتدئ باليد اليمنى قبل اليد اليسرى وبالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى هذا إذا كانا عضوين متميزين أما إذا كان عضوا واحدا كالوجه مثلا فإننا لا نقول ابداً بيمين الوجه قبل يساره بل يغسل الوجه مرة واحدة كما جاءت به السنة نعم لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يغسل وجهه إلا بيد واحدة فهنا يبدأ باليمين بما يقال: يبدأ من اليمين وربما يقال: يبدأ من الأعلى وكذلك مسح الأذنين لا تمسح الأذن اليمنى قبل اليسرى بل يمسحان جميعاً إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يمسح يديه جميعاً فيبدأ باليمنى قبل اليسرى وكذلك في الغسل إذا أراد الإنسان أن يغتسل من الجنابة فإنه يتوضأ وضوءاً للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات حتى يروي ثم يغسل سائر جسده ويبدأ بالشق الأيمن منه قبل الأيسر لقول النبي

صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي كن يغسلن ابنته قال: ابدأن ببيامنها ومواضع
الوضوء منها

ওজু, গোসল, তায়াম্মুম এবং পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে বিধান হলো—ওজুর সময় মানুষ ডান দিক দিয়ে শুরু করবে; অর্থাৎ বাম হাতের পূর্বে ডান হাত এবং বাম পায়ের পূর্বে ডান পা ধৌত করবে। এটি তখনই প্রযোজ্য যখন অঙ্গ দুটি ভিন্ন ও স্বতন্ত্র হয়। কিন্তু যদি অঙ্গটি একটিই হয়, যেমন মুখমণ্ডল, তবে সে ক্ষেত্রে আমরা মুখমণ্ডলের বাম অংশের পূর্বে ডান অংশ দিয়ে শুরু করার কথা বলি না; বরং সুন্নাহ অনুযায়ী পুরো মুখমণ্ডল একসাথেই ধৌত করতে হয়। তবে যদি ধরে নেওয়া হয় যে, কোনো ব্যক্তি এক হাতের সাহায্যে ছাড়া মুখমণ্ডল ধৌত করতে সক্ষম নয়, তবে সে ক্ষেত্রে সে ডান দিক থেকে শুরু করবে—যেমনটি বলা হয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ বলেন: সে উপর থেকে শুরু করবে। একইভাবে কান মাসাহ করার ক্ষেত্রেও বাম কানের আগে ডান কান মাসাহ করবে না, বরং উভয় কান একসাথেই মাসাহ করবে। তবে যদি কোনো ব্যক্তি তার উভয় হাত দ্বারা একসাথে মাসাহ করতে সক্ষম না হয়, তবে সে বাম কানের আগে ডান কান মাসাহ করার মাধ্যমে শুরু করবে। তদ্রূপ জানাবাত বা অপবিত্রতা থেকে গোসলের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম; যখন কোনো ব্যক্তি গোসল করতে চাইবে, সে প্রথমে সালাতের ওজুর ন্যায় ওজু করবে, অতঃপর তার মাথায় তিনবার পানি প্রবাহিত করবে যাতে মাথাটি সিক্ত হয়। এরপর সে শরীরের বাকি অংশ ধৌত করবে এবং এ ক্ষেত্রে বাম পার্শ্বের আগে ডান পার্শ্ব দিয়ে ধৌত করা শুরু করবে। এর ভিত্তি হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই বাণী, যা তিনি তাঁর কন্যাকে গোসলদানকারী নারীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন: "তোমরা তার ডান দিক এবং তার ওজুর অঙ্গসমূহ থেকে শুরু করো।"

(ص: 171) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

فإذا كنت تحت الصنبور وهو يصيب على رأسك وأنت تريد أن تغتسل فإذا غسلت
رأسك وأرويته فأبدأ بغسل الجانب الأيمن من الجسد قبل الأيسر هذا هو السنة

كذلك في التيمم ولكن التيمم جاءت السنة أن الإنسان يمسح وجهه بيديه جميعاً ثم يمسح كل واحدة بالأخرى فلا يظهر فيها التيامن لأن التيمم في عضوين فقط في الوجه والكفين وإذا كان في الوجه والكفين فالوجه يمسح مرة واحدة والكفان يمسح بعضهما ببعض كذلك لبس الثوب والنعل والخف والسراويل كل هذه يبدأ فيها باليمين إذا أردت أن تلبس الثوب فأدخل اليد اليمنى في كبتها قبل اليد اليسرى في السراويل أدخل الرجل اليمنى في كبتها قبل أن تدخل الرجل اليسرى في النعل إذا أردت أن تلبس النعل ابدأ بالرجل اليمنى أدخلها في النعل قبل اليسرى كذلك في الخف والجوارب ابدأ بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى هذه هي السنة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك دخول المسجد تبدأ بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى تقصد ذلك فإذا أقبلت على المسجد فانتبه حتى تكون رجلك اليمنى هي الداخلة الأولى

আপনি যখন পানির কলের নিচে থাকেন এবং আপনার মাথায় পানি পড়ছে এমতাবস্থায় আপনি গোসল করার ইচ্ছা করেন, তখন আপনার মাথা ধৌত ও সিন্ত করার পর শরীরের বাম অংশের পূর্বে ডান অংশ ধৌত করার মাধ্যমে শুরু করুন; এটিই সুন্নাহ। তায়াম্মুমের ক্ষেত্রেও বিষয়টি অনুরূপ; তবে তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে সুন্নাহ হলো ব্যক্তি তার উভয় হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মাসাহ করবে, অতঃপর এক হাত দিয়ে অপর হাত মাসাহ করবে। তাই এতে ডান দিক থেকে শুরু করার বিষয়টি পৃথকভাবে পরিলক্ষিত হয় না, কেননা তায়াম্মুম কেবল দুটি অঙ্গের ক্ষেত্রে— মুখমণ্ডল ও উভয় কবজি। আর যখন মুখমণ্ডল ও উভয় কবজির প্রশ্ন আসে, তখন মুখমণ্ডল একবার মাসাহ করা হয় এবং উভয় হাত একে অপরের দ্বারা মাসাহ করা হয়। একইভাবে পোশাক, জুতা, চামড়ার মোজা ও পায়জামা পরিধানের ক্ষেত্রেও—এই সবকিছুর শুরুতে ডান দিক থেকে আরম্ভ করতে হয়। আপনি যখন পোশাক পরিধান করতে চান, তখন বাম হাতের পূর্বে ডান হাত আস্তিনে প্রবেশ করান। পায়জামার ক্ষেত্রে বাম পা প্রবেশ করানোর পূর্বে ডান পা প্রবেশ করান। জুতা পরিধানের ইচ্ছা করলে বাম পায়ের পূর্বে ডান পা দিয়ে শুরু করুন এবং বামটির আগে সেটি জুতার ভেতরে প্রবেশ করান। একইভাবে চামড়ার মোজা ও সাধারণ মোজার ক্ষেত্রেও বাম পায়ের পূর্বে ডান পা দিয়ে শুরু করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম থেকে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, এটিই সেই সুন্নাহ। অনুরূপভাবে মসজিদে প্রবেশের ক্ষেত্রেও আপনি বাম পায়ের পূর্বে ডান পা দিয়ে শুরু করবেন এবং এ ব্যাপারে সচেতন থাকবেন। সুতরাং আপনি যখন মসজিদের দিকে অগ্রসর হবেন, তখন লক্ষ্য রাখবেন যেন আপনার ডান পা-ই প্রথম প্রবেশকারী হয়।

(ص: 172) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

كذلك أيضاً السواك إذا أراد الإنسان يتسوك فيبدأ بالجانب الأيمن قبل الأيسر وكذلك الاكتحال إذا أراد أن يكتحل يبدأ بالعين اليمنى قبل اليسرى كذلك تقليم الأظفار يبدأ بالأيمن قبل الأيسر فيبدأ مثلاً في اليمنى بالخنصر ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام وفي اليد اليسرى يبدأ بتقليم الإبهام ثم السبابة ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ويبدأ أيضاً بالقدم اليمنى في تقليم أظفارها قبل القدم اليسرى كذلك في قص الشارب يبدأ بالجانب الأيمن منه قبل الأيسر كذلك نتف الإبط وحلق الرأس نتف الإبط سنة فإذا أردت أن تنتف الإبط يعني تنتف الشعر فأبدأ بالإبط الأيمن قبل الأيسر وكذلك في حلق الرأس ابدأ بالجانب الأيمن من الرأس قبل الأيسر وكذلك أيضاً السلام من الصلاة يلتفت الإنسان عن يمينه قبل أن يلتفت عن يساره وكذلك الأكل والشرب فيأكل بيمينه ويشرب بيمينه ولا يجوز أن يأكل باليسرى أو يشرب باليسرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك

একইভাবে মিসওয়াকের ক্ষেত্রেও; যখন কোনো ব্যক্তি মিসওয়াক করতে চায়, তখন সে বাম দিকের আগে ডান দিক থেকে শুরু করবে। তদ্রূপ সুরমা লাগানোর ক্ষেত্রেও; যখন সে সুরমা লাগাতে চায়, তখন বাম চোখের আগে ডান চোখ দিয়ে শুরু করবে। একইভাবে নখ কাটার

ক্ষেত্রেও; বামের আগে ডান দিয়ে শুরু করবে। উদাহরণস্বরূপ, ডান হাতের ক্ষেত্রে কনিষ্ঠা, এরপর অনামিকা, তারপর মধ্যমা, এরপর তর্জনী এবং সবশেষে বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে শুরু করবে। আর বাম হাতের ক্ষেত্রে বৃদ্ধাঙ্গুলি থেকে শুরু করে এরপর তর্জনী, তারপর মধ্যমা, এরপর অনামিকা এবং সবশেষে কনিষ্ঠা দিয়ে নখ কাটা শেষ করবে। পায়ের নখ কাটার ক্ষেত্রেও বাম পায়ের আগে ডান পা দিয়ে শুরু করবে। একইভাবে গোঁফ কাটার ক্ষেত্রেও বাম পাশের আগে ডান পাশ থেকে শুরু করতে হবে। তদ্রূপ বগলের পশম উপড়ানো এবং মাথা মুগুনের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। বগলের পশম উপড়ানো একটি সূন্যাত; সুতরাং যখন আপনি বগলের পশম পরিষ্কার করতে চাইবেন, তখন বাম বগলের আগে ডান বগল দিয়ে শুরু করবেন। একইভাবে মাথা মুগুনের ক্ষেত্রেও মাথার বাম দিকের আগে ডান দিক থেকে শুরু করবেন। তদ্রূপ সালাত শেষে সালাম ফেরানোর সময় ব্যক্তি বাম দিকে ফেরার আগে ডান দিকে মুখ ফেরাবে। একইভাবে আহার ও পানীয় গ্রহণের ক্ষেত্রেও; সে ডান হাতে আহার করবে এবং ডান হাতে পান করবে। বাম হাতে আহার করা বা পান করা বৈধ নয়, কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা থেকে নিষেধ করেছেন।

(ص: 173) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وقال: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله فإذا رأيت رجلين أحدهما يأكل باليمين ويشرب باليمين والثاني يأكل بالشمال ويشرب بالشمال فالأول على هدى النبي صلى الله عليه وسلم والثاني على هدى الشيطان وهل يرضى أحد من الناس أن يتبع هدى الشيطان ويعرض عن هدى محمد صلى الله عليه وسلم لا أحد يريد ذلك أبداً لكن الشيطان يزين للناس الأكل بالشمال والشرب بالشمال وربما بعض الناس يظن أن هذا تقدم وحضارة لأن الغربيين الكفرة يقدمون اليسار عن اليمين ولهذا يجب علي الإنسان أن يأكل باليمين وأن يشرب باليمين إلا للضرورة ويجب علينا أيضاً أن نعلم أولادنا الصغار أن يأكلوا باليمين ويشربوا باليمين كذلك المصافحة

يَصَافِحُ بِالْيَمِينِ وَلَا يَصَافِحُ بِالْيَسَارِ فَإِنْ مَدَّ إِلَيْكَ يَدَهُ الْيُسْرَى لِلْمَصَافِحَةِ فَلَا تَصَافِحْهُ أَهْجَرَهُ لِأَنَّهُ خَالَفَ السُّنَّةَ إِلَّا إِذَا كَانَتْ الْيَدُ الْيُمْنَى شَلَاءً لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْرُكَهَا فَهَذَا عَذْرُكَ كَذَلِكَ اسْتَلَامَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدَ بِالْيَمِينِ وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْإِنْسَانُ مَسْحَهُ فَإِنَّهُ يَشِيرُ إِلَيْهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِالْيَدِ الْيُمْنَى وَكَذَلِكَ اسْتَلَامَ الرُّكْنَ الْيُمَانِي يَكُونُ بِالْيَمِينِ وَنَحْنُ نَرَى الْآنَ بَعْضَ الطَّائِفَتَيْنِ يَمْسَحُ الْحَجَرُ الْأَسْوَدَ بِالْيُسْرَى أَوْ يَشِيرُ إِلَيْهِ بِالْيُسْرَى أَوْ يَشِيرُ إِلَيْهِ بِالْيَمِينِ جَمِيعًا أَمَّا الرُّكْنُ الْيُمَانِي فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْتَلِمَهُ يَعْنِي تَمْسَحَهُ بِالْيَدِ فَافْعَلْ وَإِلَّا فَلَا تَشِرْ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَشَارَ إِلَيْهِ

এবং তিনি বলেছেন: নিশ্চয়ই শয়তান তার বাম হাতে আহার করে এবং বাম হাতে পান করে। সুতরাং আপনি যখন দু'জন ব্যক্তিকে দেখবেন যাদের একজন ডান হাতে আহার করে ও পান করে এবং দ্বিতীয় জন বাম হাতে আহার করে ও পান করে, তবে প্রথম ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের ওপর রয়েছে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি শয়তানের আদর্শের ওপর রয়েছে। মানুষের মধ্যে কি কেউ এমন আছে যে শয়তানের আদর্শ অনুসরণ করতে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পছন্দ করবে? কেউ কখনোই তা চাইবে না; কিন্তু শয়তান মানুষের কাছে বাম হাতে আহার ও পান করাকে সুশোভিত করে দেখায়। সম্ভবত কিছু মানুষ মনে করে যে এটিই প্রগতি ও সভ্যতা, কারণ অবিশ্বাসী পশ্চিমা ডানের চেয়ে বামকে অগ্রাধিকার দেয়। এই কারণেই মানুষের জন্য ডান হাতে আহার করা এবং ডান হাতে পান করা আবশ্যিক, একান্ত নিরুপায় অবস্থা ব্যতীত। আমাদের জন্য এটিও আবশ্যিক যে আমরা আমাদের ছোট সন্তানদের ডান হাতে আহার ও পান করতে শিক্ষা দেব। অনুরূপভাবে মুসাফাহার ক্ষেত্রেও ডান হাতে মুসাফাহা করতে হবে এবং বাম হাতে মুসাফাহা করা যাবে না। যদি কেউ আপনার দিকে মুসাফাহার জন্য বাম হাত বাড়িয়ে দেয় তবে তার সাথে মুসাফাহা করবেন না; বরং তাকে পরিহার করুন কারণ সে সুন্যাহর বিরোধিতা করেছে। তবে যদি ডান হাত অবশ্য হয় এবং সে তা নাড়াতে সক্ষম না হয়, তবে সেটি একটি ওজর বা গ্রহণযোগ্য কারণ হিসেবে গণ্য হবে। একইভাবে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করাও ডান হাতে হতে হবে। আর যদি মানুষ তা স্পর্শ করতে সক্ষম না হয় তবে সেটির দিকে ইশারা করবে এবং তাও ডান হাতের মাধ্যমেই হতে হবে। তেমনিভাবে রুকনে ইয়ামানি স্পর্শ

করাও ডান হাতের মাধ্যমেই হবে। আমরা বর্তমানে কিছু দলকে দেখি যারা বাম হাত দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে অথবা বাম হাত দিয়ে সেটির দিকে ইশারা করে কিংবা উভয় হাত দিয়ে ইশারা করে। আর রুকনে ইয়ামানির ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, আপনি যদি সেটি স্পর্শ করতে অর্থাৎ হাত দিয়ে মুছতে সক্ষম হন তবে তা করুন, অন্যথায় সেটির দিকে ইশারা করবেন না; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সেটির দিকে ইশারা করার কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না।

(ص: 174) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

والغالب أن هذا جهل منهم فإذا رأيت أحدا يمسح الركن اليماني أو الحجر الأسود باليد اليسرى فنبهه أن هذا ليس من الإكرام فليس من إكرام بيت الله أن تمسح الركن اليماني أو الحجر الأسود باليد اليسرى بل امسحها باليد اليمنى كذلك الخروج من الخلاء يعني إذا دخلت الحمام لقضاء الحاجة من بول أو غائط ثم خرجت فقدم الرجل اليمنى لأن خارج الخلاء أحق بالتكريم من الخلاء فإذا خرجت فابدأ بالرجل اليمنى كذلك الأخذ والإعطاء وغير ذلك الأخذ والإعطاء يعني إذا أردت أن تناول صاحبك شيئا فنأوله باليمين وإذا أردت أن تأخذ شيئا ينأولك إيأه فخذها باليمين هذه أخلاق الإسلام لكن بعض الناس ينأولك باليسار ويأخذ منك باليسار ظناً منه أن هذا هو التقدم لأن الكفرة يأخذون باليسار ويعطون باليسار وسبحان الله العظيم أصحاب الشمال لهم الشمال لأن الكفرة أصحاب الشمال والمؤمنون هم أصحاب اليمين ولهذا تجد الكافر دائماً يفضل اليسار لأنه أهل اليسار

সাধারণত এটি তাদের অঙ্গতাপ্রসূত। আপনি যখন কাউকে বাম হাত দিয়ে রুকনে ইয়ামানি বা হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করতে দেখবেন, তখন তাকে সতর্ক করুন যে এটি সম্মান প্রদর্শনের সঠিক পদ্ধতি নয়। আল্লাহর ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বাম হাত দিয়ে রুকনে ইয়ামানি বা হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করার মাধ্যমে হয় না, বরং তা ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করাই নিয়ম। অনুরূপভাবে শৌচাগার থেকে বের হওয়ার ক্ষেত্রেও একই বিধান—অর্থাৎ যখন আপনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য শৌচাগারে প্রবেশ করেন এবং এরপর বের হন, তখন ডান পা আগে বাড়িয়ে বের হন। কেননা শৌচাগারের বাইরের স্থানটি শৌচাগারের চেয়ে অধিকতর মর্যাদাপূর্ণ। সুতরাং বের হওয়ার সময় ডান পা দিয়ে শুরু করুন। একইভাবে আদান-প্রদান বা লেনদেনের ক্ষেত্রেও বিষয়টি তদ্রূপ। অর্থাৎ আপনি যখন আপনার সঙ্গীকে কোনো কিছু দিতে চাইবেন, তখন তা ডান হাতে দিন এবং যখন তার কাছ থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করবেন, তখন তা ডান হাতেই গ্রহণ করুন। এগুলোই ইসলামের মহান আদর্শ ও শিষ্টাচার। কিন্তু কিছু মানুষ আধুনিকতা বা প্রগতি মনে করে বাম হাতে আদান-প্রদান করে; কারণ কাফিররা বাম হাতে নেয় এবং বাম হাতে দেয়। মহান আল্লাহ অতীব পবিত্র! বামপন্থীদের জন্য বাম দিকই নির্দিষ্ট, কারণ কাফিররা হলো বামপন্থী, আর মুমিনরা হলো ডানপন্থী। এই কারণেই কাফিরকে সর্বদা বাম দিককে প্রাধান্য দিতে দেখা যায়, কারণ সে বামপন্থীদেরই অন্তর্ভুক্ত।

(ص: 175) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وأهل الشمال فهو من أهل اليسار في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله إذا كل هذه الأمور ابدأ فيها باليمين وكذلك غيرها مما يشمله التكريم كل شيء للتكريم فإنه يبدأ فيه باليمين لأن اليمين أكرم وأفضل أما اليسار فبالعكس ثم ذكر المؤلف أشياء مما يقدم فيها اليسار، كالامتخاط والبصاق فإنه يكون باليسار الامتخاط: يعني إذا استنثر الإنسان ليخرج ما في أنفه من الأذى فإنه يكون باليد اليسرى وكذلك لو أراد أن يمسح المخاط فإنه يكون باليد اليسرى وكذلك عند دخول

الخلاء يقدم الرجل اليسرى وأما الخروج منه فقد سبق أنه يقدم الرجل اليمنى وكذلك إذا خرج من المسجد فإنه يقدم الرجل اليسرى وكذلك إذا أراد أن يخلع النعل أو أن يخلع الخف أو أن يخلع الثوب أو أن يخلع السراويل فإنه يبدأ بإخراج الرجل اليسرى وتكون اليمنى هي الأولى عند اللبس كذلك الاستنجاء يكون باليد اليسرى وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن

আর বাম দিকের লোক হলো দুনিয়া ও আখিরাতে বামপন্থী বা দুর্ভাগাদের অন্তর্ভুক্ত—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সুতরাং এই সকল বিষয়ে ডান দিক দিয়ে শুরু করুন। তেমনিভাবে অন্যান্য বিষয় যা সম্মান ও মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত, তার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম; যা কিছু সম্মানজনক তা ডান দিক দিয়ে শুরু করতে হয়, কারণ ডান দিক অধিকতর মর্যাদাপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ। আর বাম দিকের বিষয়টি এর বিপরীত। এরপর লেখক এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করেছেন যেখানে বাম দিককে প্রাধান্য দেওয়া হয়, যেমন নাক ঝাড়া এবং থুতু ফেলা, যা বাম হাতের মাধ্যমে করতে হয়। নাক ঝাড়া (আল-ইমতিখাত) বলতে বোঝায়: যখন কোনো ব্যক্তি তার নাকের ভেতরের ময়লা বের করার জন্য সজোরে শ্বাস ত্যাগ করে, তখন তা বাম হাত দিয়ে করতে হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি শ্লেষ্মা মুছতে চায়, তবে তাও বাম হাত দিয়ে হতে হবে। একইভাবে শৌচাগারে প্রবেশের সময় বাম পা আগে বাড়াতে হয়, আর সেখান থেকে বের হওয়ার ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে ডান পা আগে দিতে হবে। তেমনিভাবে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বাম পা আগে দিতে হয়। আবার কেউ যদি জুতা, চামড়ার মোজা (খুফ), পোশাক বা পায়জামা খুলতে চায়, তবে সে বাম দিক আগে খোলার মাধ্যমে শুরু করবে, আর পরিধানের সময় ডান দিকটি হবে প্রথম। একইভাবে শৌচকার্য বা ইস্তিজ্জা বাম হাত দিয়ে করতে হয়; আর নবী (সাললল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন যে—

يستنجى الرجل يمينه لأن اليمين محل الإكرام ويؤكل بها ويشرب بها فينبغي إبعادها عن القاذورات وكذلك كل شيء مستقذر فإنه يكون باليد اليسرى وأما اليمين فهي لما يكون فيه الإكرام ولغيره مما إكرام فيه ولا إهانة فاليسرى تكون الأذى واليمين لما سواها واعلم أن الناس حينما ظهرت الساعات التي تتعلق باليد صاروا يلبسونها باليد اليسار من أجل أن تبقى اليد اليمنى طليقة ليس فيها ساعة يتأذى بها الإنسان عند الحركة لأن حركة اليمين أكثر من حركة اليسرى ويحتاج الإنسان لحركة اليمين أكثر فكانوا يجعلونها في اليد اليسرى لأن ذلك أسهل ولأن اليد اليمنى هي التي يكون فيها العمل غالباً فربما تتعرض الساعة لشيء يضرها ولذلك جعلوها باليسار وقد ظن بعض الناس أن الأفضل جعلها في اليمين بناء على تقديم اليد اليمنى ولكن هذا ظن ليس مبنياً على صواب لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم بيمينه ويتختم أحياناً بيساره وربما كان تختمه بيساره أفضل ليسهل أخذ الخاتم باليد اليمنى

একজন ব্যক্তি তার ডান হাত দ্বারা শৌচকার্য সম্পাদন করবে না; কেননা ডান হাত হলো মর্যাদার স্থান এবং তা দ্বারা আহার ও পান করা হয়। সুতরাং একে অপবিত্রতা থেকে দূরে রাখা আবশ্যিক। একইভাবে প্রতিটি নোংরা কাজ বাম হাতের মাধ্যমে হওয়া উচিত। আর ডান হাত হবে সেই সব কাজের জন্য যাতে মর্যাদা রয়েছে এবং যাতে কোনো অমর্যাদা বা অবজ্ঞা নেই। সুতরাং কষ্টদায়ক বা নোংরা বিষয়গুলো বাম হাতের জন্য এবং অন্যান্য সকল কাজ ডান হাতের জন্য। জেনে রাখুন, যখন হাতে পরিধানযোগ্য ঘড়ির প্রচলন হলো, তখন মানুষ তা বাম হাতে পরতে শুরু করল যাতে ডান হাত মুক্ত থাকে এবং চলাফেরার সময় মানুষ ঘড়ির কারণে কোনো অসুবিধায় না পড়ে। কারণ বাম হাতের তুলনায় ডান হাতের নড়াচড়া বেশি এবং মানুষের ডান হাতের ব্যবহারের প্রয়োজনও অধিক। তাই তারা এটি বাম হাতেই পরত কারণ তা সহজতর এবং যেহেতু ডান হাতের মাধ্যমেই অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন হয়, ফলে ঘড়িটি কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে; একারণেই তারা একে বাম হাতে নির্ধারণ করেছে। কেউ কেউ ধারণা করেছেন যে, ডান হাতকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মূলনীতির ভিত্তিতে ঘড়ি ডান হাতে পরাই উত্তম। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত

যে তিনি ডান হাতে আংটি পরতেন এবং কখনো কখনো বাম হাতেও আংটি পরতেন। সম্ভবত তাঁর বাম হাতে আংটি পরিধান করা অধিক উত্তম ছিল যাতে ডান হাত দিয়ে আংটিটি নাড়াচাড়া করা বা ধরা সহজ হয়।

(ص: 177) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

والساعة أقرب ما تكون للخاتم فلا تفضل فيها اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى الأمر في هذا واسع وإن شئت جعلتها باليمين وإن شئت جعلتها باليسار كل هذا لا حرج فيه ثم ذكر المؤلف آيتين من كتاب الله هما قوله تعالى: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بَيِّنَاتٍ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَبُوا كِتَابِيَّ وهذا يكون يوم القيامة فإن الناس يؤتون كتبهم أي كتب أعمالهم التي كتب فيها عمل الإنسان إما باليمين وإما بالشمال {من أوتي كتابه بيمينه} جعلنا الله منهم فإنه يأخذه فرحاً مسروراً يقول للناس: انظروا إلى {اقرأوا كتابيه} كما نشاهد الآن الطالب إذا أخذ ورقة النجاح صار يريها أصدقاءه وأقاربه فرحاً بها {وأما من أوتي كتابه بشماله} فإنه على العكس من ذلك يتمنى أنه لم يؤت الكتاب فضلاً عن أن يطلع عليه غيره والآية الأخرى التي ذكرها المؤلف فهي قوله تعالى: {فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ} فذكر الله سبحانه أن الناس يكونون يوم القيامة ثلاثة أقسام: أصحاب اليمين وأصحاب المشأمة والسابقون فالسابقون هم المقربون وأصحاب اليمين ناجون وأصحاب المشأمة هالكون فهم يوم القيامة ثلاثة أصناف

ঘড়ি পরিধান করা আংটির মতোই, তাই এক্ষেত্রে ডান হাতকে বাম হাতের উপর কিংবা বাম হাতকে ডান হাতের উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে না। এ বিষয়টি প্রশস্ত; আপনি চাইলে এটি ডান হাতেও পরতে পারেন আবার চাইলে বাম হাতেও পরতে পারেন, এতে কোনো দোষ নেই।

অতঃপর লেখক আল্লাহর কিতাব থেকে দুটি আয়াত উল্লেখ করেছেন, যা মহান আল্লাহর বাণী: "অতঃপর যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, 'এই নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখ'।" আর এটি কিয়ামতের দিন ঘটবে, কেননা তখন মানুষকে তাদের আমলনামা—অর্থাৎ সেই কর্মলিপি যাতে মানুষের কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ রয়েছে—হয় ডান হাতে নতুবা বাম হাতে প্রদান করা হবে। "যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে"—আল্লাহ আমাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন—সে তা অত্যন্ত আনন্দিত ও উৎফুল্ল চিত্তে গ্রহণ করবে এবং মানুষকে লক্ষ্য করে বলবে: "দেখো," "আমার আমলনামা পড়ে দেখ।" যেমনটি বর্তমানে আমরা দেখি যে, কোনো ছাত্র যখন তার সাফল্যের ফলাফল লাভ করে, তখন সে আনন্দের আতিশয্যে তা তার বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনকে দেখাতে থাকে। "পক্ষান্তরে যাকে তার আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে", সে হবে এর সম্পূর্ণ বিপরীত; সে আকাঙ্ক্ষা করবে যেন তাকে এই আমলনামা প্রদানই না করা হতো, অন্য কেউ সেটি দেখা তো দূরের কথা। লেখক অপর যে আয়াতটি উল্লেখ করেছেন তা হলো মহান আল্লাহর বাণী: "অতঃপর ডান দিকের দল; কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল! আর বাম দিকের দল; কত দুর্ভাগা বাম দিকের দল!" মহান আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, কিয়ামতের দিন মানুষ তিনটি ভাগে বিভক্ত হবে: ডান দিকের দল, বাম দিকের দল এবং অগ্রগামী দল। অগ্রগামীরাই হলেন নৈকট্যপ্রাপ্ত, ডান দিকের দলের লোকরা মুক্তিপ্রাপ্ত এবং বাম দিকের দলের লোকরা ধ্বংসপ্রাপ্ত; সুতরাং কিয়ামতের দিন তারা এই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হবে।

(ص: 178) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وهم كذلك عند خروج الروح من البدن ثلاثة أصناف ذكر الله في سورة الواقعة أحوالهم يوم القيامة وذكر في آخرها أحوالهم عند الاختصار فقال: {فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ

وَرِيحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٍ {وَالْمُقَرَّبُونَ هُمُ السَّابِقُونَ الَّذِينَ يَسْبِقُونَ إِلَى الْخَيْرَاتِ فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْخَيْرِ} وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزِّلُ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةٌ جَحِيمٍ {وهؤلاء هم أصحاب المشأمة والعياذ بالله فهم المكذبون الضالون أعاذنا الله من حالهم وأشار المؤلف رحمه الله في هاتين إلى أن أهل اليمين للفضائل الدائمة في الدنيا وفي الآخرة ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا

অনুরূপভাবে শরীর থেকে প্রাণ নির্গত হওয়ার সময়ও তারা তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। আল্লাহ তাআলা সূরা আল-ওয়াকিআতে কিয়ামত দিবসে তাদের অবস্থাসমূহ বর্ণনা করেছেন এবং সূরার শেষভাগে মৃত্যুশয্যায় তাদের অবস্থা উল্লেখ করে ইরশাদ করেছেন: "অতঃপর কেন নয় যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয়? এবং তোমরা তখন কেবল তাকিয়ে থাক। আর আমরা তোমাদের চেয়ে তার অধিক নিকটবর্তী, কিন্তু তোমরা তা দেখতে পাও না। তবে তোমরা যদি বিচারাধীন না হও, তবে কেন তোমরা সেই প্রাণকে ফিরিয়ে আনো না, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? সুতরাং যদি সে (মুমিন) নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তার জন্য রয়েছে অনাবিল প্রশান্তি, উত্তম জীবনোপকরণ এবং নেয়ামতপূর্ণ জাহ্নাম।" আর নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই হলো সেই অগ্রগামী দল, যারা প্রত্যেক প্রকার কল্যাণকর কাজে অগ্রসর হয়। "আর যদি সে ডানদিকের লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে (তাকে বলা হবে:) তোমার প্রতি শান্তি, যেহেতু তুমি ডানদিকের লোকদের একজন। আর যদি সে সত্যকে অস্বীকারকারী ও পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তার আপ্যায়ন হবে ফুটন্ত পানি দ্বারা এবং দহন হবে প্রজ্বলিত জাহ্নামে।" আর এরাই হলো বামদিকের (অভাগা) লোক—আমরা আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই। তারা হলো সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ও পথভ্রষ্ট; আল্লাহ আমাদের তাদের অবস্থা থেকে হেফাযত করুন। লেখক (রহিমাল্লাহ) এই দুই পর্যায়ে ইঙ্গিত করেছেন যে, ডানদিকের লোকেরা দুনিয়া ও আখিরাতে চিরস্থায়ী মর্যাদার অধিকারী। ইনশাআল্লাহ এই বিষয়ের অবশিষ্ট আলোচনা সামনে আসবে।

721 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه

التيمن في شأنه في ظهوره وترجله وتنعله متفق عليه

722 - وعن عائشة قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لظهوره وطعامه

وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد

صحيح

[الشَّرْحُ]

نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب استحباب تقديم اليمن فيما من شأنه التكريم

عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في

شأنه كله في شأنه كله أي: في جميع أحواله يعجبه يعني يسره ويستحسن البداءة

باليمين في كل شيء في ظهوره وترجله وتنعله في ظهوره يعني إذا تطهر يبدأ باليمين

فيبدأ بغسل اليد اليمنى قبل اليسرى وبغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى وأما

الأذن فإنيها عضو واحد داخلان في الرأس فيمسح بهما جميعاً إلا إذا كان لا

يستطيع أن يمسح إلا بيد واحدة فهنا يبدأ بالأذن اليمنى للضرورة

৭২১ - আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

তাঁর সকল কাজে—পবিত্রতা অর্জন, চুল আঁচড়ানো এবং জুতা পরিধানের ক্ষেত্রে ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৭২২ - তাঁর (আয়েশা রা.) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম)-এর ডান হাত তাঁর পবিত্রতা অর্জন ও আহারের জন্য ব্যবহৃত হতো এবং বাম হাত শৌচকার্য ও যা কিছু কষ্টদায়ক (ময়লা-আবর্জনা) তা দূর করার জন্য ব্যবহৃত হতো। এটি একটি সহীহ হাদীস; ইমাম আবু দাউদ ও অন্যান্যগণ এটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) 'সম্মানজনক কার্যাবলীতে ডান দিককে প্রাধান্য দেওয়ার মুস্তাহাব হওয়া' পরিচ্ছেদে আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সকল ক্ষেত্রে ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। অর্থাৎ: তাঁর সকল অবস্থায় এটি তাঁকে আনন্দিত করত এবং তিনি প্রতিটি বিষয়ে ডান দিক থেকে শুরু করাকে উত্তম মনে করতেন; যেমন—তাঁর পবিত্রতা অর্জন, চুল আঁচড়ানো এবং জুতা পরিধানের ক্ষেত্রে। 'পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে' অর্থাৎ যখন তিনি পবিত্রতা অর্জন করতেন, তখন ডান দিক থেকে শুরু করতেন; ফলে বাম হাতের আগে ডান হাত এবং বাম পায়ের আগে ডান পা ধৌত করতেন। আর কানের ক্ষেত্রে কথা হলো, কান দুটিকে একটি অঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হয় যা মাথার অন্তর্ভুক্ত, তাই উভয় কান একসাথেই মাসেহ করা হবে। তবে যদি কেউ এক হাত ছাড়া মাসেহ করতে সক্ষম না হয়, তবে সেই অপারগতামূলক অবস্থায় ডান কান থেকে শুরু করবে।

(ص: 180) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

قالت وترجله والترجل يعني تسريح الشعر ومشطه ودهنه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كعادة الناس في ذلك الوقت لا يأخذ رأسه إلا في حج أو عمرة لكن أحياناً يأخذ منه وأحياناً يبقيه فأحياناً يكون إلى شحمه أذنيه وأحياناً ينزل حتى يضرب على منكبيه فكان صلى الله عليه وسلم يتعاهده بالتنظيف والتسريح والدهن حتى نظيفاً لا يكون فيه الغبار ولا القمل ولا غير ذلك مما يستقذر وكذلك أيضاً يعجبه التيسن في تنعله أي إذا لبس النعل فإنه يبدأ باليمين قبل اليسار وإذا خلع يبدأ باليسار قبل اليمين وكذلك الثوب إذا لبسه بإدخال الكم اليمين قبل اليسار وكذلك السروال يبدأ بإدخال الرجل اليمنى قبل اليسرى والعكس في الخلع وفي الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أنها بينت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل فيه اليمين ويستعمل فيه اليسار فذكرت أن الذي يستعمل فيه اليسار ما كان فيه

أذى كالاستنجاء والاستجمار والاستنشاق والاستنثار وما أشبه ذلك كل ما فيه أذى
فإنه تقدم فيه اليسرى وما سوى ذلك فإنه تقدم فيه اليمنى تكريماً لها لأن الأيمن
أفضل من الأيسر كما سبق

তিনি (আয়েশা রা.) বলেছেন, 'এবং চুল বিন্যাস করা'; আর চুল বিন্যাস করার অর্থ হলো চুল বিন্যস্ত করা, আঁচড়ানো এবং তাতে তেল লাগানো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সময়ের মানুষের রীতি অনুযায়ী হজ্জ বা উমরাহ ব্যতীত সাধারণত মস্তক মুণ্ডন করতেন না। তবে কখনো কখনো তিনি চুল সামান্য ছোট করতেন আবার কখনো তা দীর্ঘ রাখতেন। ফলে কখনো তাঁর চুল কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছাত, আবার কখনো তা কাঁধ পর্যন্ত ঝুলে থাকত। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুলের পরিচ্ছন্নতা, আঁচড়ানো এবং তেল দেওয়ার বিষয়ে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন, যাতে তা সর্বদা পরিষ্কার থাকে এবং তাতে ধুলোবালি, উকুন বা অন্য কোনো ঘৃণ্য বস্তু না থাকে। অনুরূপভাবে, তিনি জুতো পরিধানের ক্ষেত্রে ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন; অর্থাৎ জুতো পরার সময় বাম পায়ের আগে ডান পা দিয়ে শুরু করতেন এবং খোলার সময় ডান পায়ের আগে বাম পা দিয়ে শুরু করতেন। একইভাবে পোশাক পরার সময় বাম হাতের আগে ডান হাত প্রবেশ করাতেন এবং পায়জামা পরার সময় বাম পায়ে আগে ডান পা প্রবেশ করাতেন, আর খোলার ক্ষেত্রে এর বিপরীত করতেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদিসে তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন কাজে ডান হাত এবং কোন কাজে বাম হাত ব্যবহার করতেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, যা কিছু কষ্টদায়ক বা অপবিত্র, সেসব ক্ষেত্রে বাম হাত ব্যবহৃত হতো; যেমন—শৌচকার্য সম্পাদন, নাকে পানি দেওয়া ও নাক ঝাড়া এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয়। যেখানেই কোনো অপবিত্রতার সংস্পর্শ থাকত, সেখানে বাম দিককে আগে রাখা হতো। আর এর বাইরে অন্য সকল বিষয়ে সম্মানার্থে ডান দিককে অগ্রাধিকার দেওয়া হতো; কারণ বামের চেয়ে ডান শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাপূর্ণ, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

- 723 - وعن أمر عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها ابدأن بيمينها ومواضع الوضوء منها متفق عليه
- 724 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمن وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع متفق عليه
- 725 - وعن حفصة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لهما سوى ذلك رواه أبو داود وغيره
- 726 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح
- 727 - وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مني:

- ৭২৩ - উম্মে আতিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যা যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর গোসলের সময় তাঁদের (মহিলাদের) বলেছিলেন: “তোমরা তাঁর ডান দিক এবং অঙ্গুর অঙ্গসমূহ হতে শুরু করো।” (মুত্তাফাকুন আলাইহি)
- ৭২৪ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের কেউ যখন জুতা পরিধান করবে তখন সে যেন ডান পা দিয়ে শুরু করে, আর যখন খুলবে তখন যেন বাম পা দিয়ে শুরু করে; যাতে ডান পা পরিধানে প্রথম এবং খোলার ক্ষেত্রে শেষ হয়।” (মুত্তাফাকুন আলাইহি)
- ৭২৫ - হাফসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আহার, পানীয় এবং পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে ডান হাত ব্যবহার করতেন এবং এ ছাড়া অন্যান্য কাজের জন্য বাম হাত ব্যবহার করতেন। (আবু দাউদ ও অন্যান্যরা এটি বর্ণনা করেছেন)
- ৭২৬ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যখন তোমরা পোশাক পরিধান করবে এবং যখন অঙ্গুর করবে, তখন

তোমাদের ডান দিক হতে শুরু করবে।” (এটি সহীহ হাদীস, আবু দাউদ ও তিরমিযী সহীহ সনদে এটি বর্ণনা করেছেন)

৭২৭ - আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় আসলেন:

(ص: 182) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

فَأَتَى الْجِمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بَنَى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ خُذْ وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرَ ثُمَّ جَعَلَ يَعْطِيهِ النَّاسَ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ: لَمَّا رَمَى الْجِمْرَةَ وَنَحَرَ نَسَكَهُ وَحَلَقَ نَاولَ الْحَلَّاقِ شَقَّهُ الْأَيْمَنِ فَحَلَقَهُ ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ثُمَّ نَاولَهُ الشَّقَّ الْأَيْسَرَ فَقَالَ: احْلُقْ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ: اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث في بيان استحباب البداءة باليمين فيما طريقه التكريم وتقديم اليسار فيما طريقه الأذى والقذر كالاستنجاء والاستجمار وما أشبه ذلك فذكر المؤلف حديثاً عن أم عطية رضي الله عنها من نساء الأنصار وكان لها أعمال جلييلة منها أنها كانت تغسل الأموات من النساء فلما ماتت زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم وحضرن ليغسلنها فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم ابدأن بيمينها ومواضع الوضوء منها وكيفية تغسيل الميت بأن تخلع ثيابه بعد أن توضع على

অতঃপর তিনি জামরায় আসলেন এবং সেখানে পাথর নিক্ষেপ করলেন। এরপর মিনায় নিজের আবাসে ফিরে কুরবানি করলেন। তারপর নাপিতকে ডেকে নিজের ডান দিকের দিকে ইশারা

করে বললেন: "নাও।" এরপর বাম দিকের দিকে ইশারা করলেন। অতঃপর তিনি তা মানুষের মধ্যে বিতরণ করতে শুরু করলেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে: যখন তিনি জামরায় পাথর নিক্ষেপ করলেন, তাঁর পশু কুরবানি করলেন এবং মাথা মুগুন করলেন, তখন তিনি নাপিতকে তাঁর মাথার ডান পাশ দিলেন এবং সে তা মুগুন করল। তারপর তিনি আবু তালহা আনসারি (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে ডাকলেন এবং তাঁকে তা প্রদান করলেন। এরপর তিনি তাকে বাম পাশ দিলেন এবং বললেন: "মুগুন করো।" সে তা মুগুন করল। তারপর তিনি তা আবু তালহাকে দিয়ে বললেন: "এটি মানুষের মাঝে বণ্টন করে দাও।"

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসগুলো সেসব কাজের ক্ষেত্রে ডান দিক থেকে শুরু করা মুস্তাহাব হওয়ার বর্ণনায় এসেছে যা সম্মানজনক এবং মর্যাদাকর। আর সেসব ক্ষেত্রে বাম দিককে অগ্রগণ্য করার বর্ণনায় এসেছে যা কষ্টদায়ক বা অপবিত্রতা দূর করার সাথে সংশ্লিষ্ট, যেমন ইস্তিজ্জা (শৌচকার্য), ইস্তিজমার (পাথর দিয়ে পরিচ্ছন্ন হওয়া) এবং অনুরূপ বিষয়সমূহ। লেখক আনসারী নারী উম্মে আতিয়্যাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। তাঁর বহু মহৎ কাজ ছিল, তন্মধ্যে একটি হলো তিনি মৃত নারীদের গোসল দিতেন। যখন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কন্যা যয়নব ইন্তেকাল করলেন এবং মহিলারা তাঁকে গোসল দিতে উপস্থিত হলেন, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের বললেন: "তোমরা তাঁর ডান দিক এবং ওয়ুর অঙ্গগুলো থেকে শুরু করো।" মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর পদ্ধতি হলো, তাঁকে স্থাপনের পর তাঁর পরিধেয় বস্ত্রসমূহ খুলে ফেলা এবং...

(ص: 183) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

عورته ما يسترها ثم يضع الغاسل خرقة على يده فينجيه يعني يغسل فرجه القبل والدبر حتى ينظفه ثم بعد ذلك يزيل هذه الخرقة ويغسل كفيه كما يتوضأ الإنسان في العادة ثم يأخذ خرقة مبلولة بالياء فينظف أسنانه وفه وينظف منخريه بدلا

عن المضضة والاستنشاق ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه لأنه إذا فعل ذلك نزل الماء إلى جوفه وربما يخرج فيؤذيهم عند التغسيل ثم بعد هذا يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ويغسل رجليه وضوءاً كاملاً ثم بعد ذلك يغسل رأسه برغوة السدر بعد أن يكون قد أعد ماء فيه سدر مطحون يضربه بيده حتى يكون له رغوة فيأخذ الرغوة ويغسل بها رأس الميت ثم يغسل ببقية السدر بقية البدن على أن المرأة لا يغسلها إلا نساء حتى أبوها لا يغسلها ولا ابنها ولا أحد من محارمها إلا النساء أو الزوج والرجل لا يغسله إلا رجل لا تغسله أمه ولا بنته ولا أحد من النساء إلا زوجته فالزوج يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها وما سوى ذلك لا يغسل الذكر الأنثى ولا الأنثى الذكر حضرت النساء لتغسيل زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: ابدأن بميامنها يعني بالأيمن قبل الأيسر اليد اليمنى قبل اليسرى

মৃত ব্যক্তির সতর ঢেকে দিতে হবে, অতঃপর গোসলদানকারী তার হাতে একটি নেকড়া বা কাপড়ের টুকরো জড়িয়ে মৃত ব্যক্তির সমুখ ও পশ্চাৎ পথ পরিষ্কার করবেন যতক্ষণ না তা পরিচ্ছন্ন হয়। এরপর তিনি সেই কাপড়টি সরিয়ে ফেলবেন এবং মৃত ব্যক্তির উভয় কবজি ধৌত করবেন, যেভাবে মানুষ সাধারণত অজু করে থাকে। এরপর একটি ভেজা নেকড়া নিয়ে তার দাঁত, মুখ এবং নাসারন্ধ্র পরিষ্কার করবেন; এটি কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার স্থলাভিষিক্ত হবে। মৃত ব্যক্তির মুখ বা নাকের ভেতরে সরাসরি পানি প্রবেশ করানো যাবে না; কারণ এর ফলে পানি শরীরের অভ্যন্তরে চলে যেতে পারে এবং পরবর্তীতে তা নির্গত হয়ে গোসলদানকারীদের জন্য কষ্টের কারণ হতে পারে। এরপর তার মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত উভয় হাত ধৌত করবেন, মাথা মাসাহ করবেন এবং উভয় পা ধুয়ে পূর্ণ অজু সম্পন্ন করবেন। এরপর বরই পাতার ফেনা দিয়ে তার মাথা ধৌত করবেন। এজন্য আগে থেকেই চূর্ণ করা বরই পাতা মিশ্রিত পানি প্রস্তুত রাখতে হবে এবং হাত দিয়ে তা নেড়ে ফেনা তৈরি করে নিতে হবে; সেই ফেনা দিয়ে মৃত ব্যক্তির মাথা ধৌত করতে হবে। অতঃপর অবশিষ্ট বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে শরীরের বাকি অংশ ধৌত করবেন। উল্লেখ্য যে, নারীকে কেবল মহিলারাই গোসল করাবেন; এমনকি তার বাবা, পুত্র বা অন্য কোনো মাহরাম পুরুষও তাকে গোসল করাতে

পারবেন না, কেবল নারীগণ অথবা তার স্বামী ব্যতীত। অনুরূপভাবে পুরুষকে কেবল পুরুষরাই গোসল করাবেন; তার মা, কন্যা বা অন্য কোনো নারী তাকে গোসল করাতে পারবেন না, কেবল তার স্ত্রী ব্যতীত। সুতরাং স্বামী তার স্ত্রীকে এবং স্ত্রী তার স্বামীকে গোসল করাতে পারেন। এছাড়া কোনো পুরুষ কোনো নারীকে কিংবা কোনো নারী কোনো পুরুষকে গোসল করাবেন না। যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কন্যা যয়নব (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কে গোসল দেওয়ার জন্য মহিলারা উপস্থিত হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছিলেন: "তোমরা তার ডান দিক থেকে শুরু করো।" অর্থাৎ বাম দিকের পূর্বে ডান দিক এবং বাম হাতের পূর্বে ডান হাত ধৌত করতে হবে।

(ص: 184) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

والرجل اليمنى قبل اليسرى والشق الأيمن قبل الشق الأيسر ومواضع الوضوء منها ففعلن ذلك وجعلن رأسها ثلاثة قرون يعني ثلاث جدائل الجانب الأيمن قرن والأيسر قرن ووسط الرأس قرن وألقينه خلفها ثم أعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم حقوه يعني إزاره وقال: أشعرنها إياه يعني الففنه على جسدها مباشرة تبركا بإزار النبي صلى الله عليه وسلم ففعلن ذلك والشاهد من هذا قوله ابدأن ببيامنها ثم ذكر المؤلف أحاديث فيها معنى ما تقدم كحديثي أبي هريرة رضي الله عنه في لبس الثوب والنعل والوضوء وكذلك حديث حفصة رضي الله عنها ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة حلق النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما بات بمزدلفة وصلى الفجر وجلس يدعو حتى أسفر جدا ودفع قبل أن تطلع الشمس ووصل إلى جرة العقبة وقد ارتفع النهار وصار للشمس حرارة فرمى الجمرة وذلك يوم العيد وذهب صلى الله عليه وسلم إلى منزله فدعا بالحلاق فحلق رأسه وأشار صلى الله عليه وسلم إلى الشق الأيمن فبدأ

الحلاق بالشق الأيمن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعفي شعر الرأس فكان شعر رأسه كثيراً فبدأ بالشق الأيمن فحلقة ثم

এবং বাম পায়ের আগে ডান পা এবং বাম পাশের আগে ডান পাশ এবং ওয়ুর অঙ্গসমূহ দিয়ে শুরু করা। তাঁরা তা-ই করলেন এবং তাঁর মাথার চুলকে তিনটি ভাগে বিন্যস্ত করলেন, অর্থাৎ তিনটি বেণী; ডান পাশে একটি বেণী, বাম পাশে একটি বেণী এবং মাথার মাঝখানে একটি বেণী। অতঃপর সেগুলো তাঁর পেছনের দিকে ঝুলিয়ে দিলেন। এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদেরকে তাঁর ইজার (তহবন্দ) প্রদান করলেন এবং বললেন: ‘এটি তাঁর গায়ের সাথে জড়িয়ে দাও’, অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইজারের বরকত লাভের উদ্দেশ্যে সেটি সরাসরি তাঁর লাশের সাথে পেঁচিয়ে দাও। তাঁরা তাই করলেন। আর এর স্বপক্ষে দলিল হলো তাঁর এই বাণী: ‘তোমরা তাঁর ডান দিক থেকে শুরু করো।’ অতঃপর লেখক এমন কিছু হাদিস উল্লেখ করেছেন যা পূর্বোক্ত অর্থকেই সমর্থন করে, যেমন পোশাক ও জুতো পরিধান এবং ওয়ুর ক্ষেত্রে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত দুটি হাদিস। একইভাবে হাফসা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদিস। এরপর তিনি বিদায় হজের সময় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাথা মুগুনোর ঘটনা সম্পর্কে আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিসটি উল্লেখ করেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিদায় হজের সময় যখন মুজদালিফায় রাত যাপন করলেন এবং ফজরের সালাত আদায় করলেন, তখন তিনি বসে আকাশ পরিষ্কার ও ফর্সা হওয়া পর্যন্ত দুআ করতে থাকলেন। অতঃপর সূর্য ওঠার পূর্বেই তিনি রওনা হলেন এবং দিনের আলো ছড়িয়ে পড়ার পর যখন সূর্যের উত্তাপ শুরু হলো, তখন তিনি জামরাতুল আকাবায় পৌঁছালেন। তিনি সেই ঈদের দিনে জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর আবাসে ফিরে গেলেন। অতঃপর তিনি নাপিতকে ডাকলেন এবং তিনি তাঁর মাথা মুগুন করলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর মাথার ডান দিকের প্রতি ইশারা করলেন, ফলে নাপিত ডান দিক থেকেই মুগুন শুরু করল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর মাথার চুল লম্বা রাখতেন, ফলে তাঁর মাথায় প্রচুর চুল ছিল। তাই নাপিত ডান দিক থেকে শুরু করল এবং তা মুগুন করল, অতঃপর...

دعا أبا طلحة رضي الله عنه الأنصاري وأعطاه شعر الشق الأيمن كله ثم حلق بقية الرأس ودعا أبا طلحة وأعطاه إياه وقال: اقسمه بين الناس فقسمه فمن الناس من ناله شعرة واحدة ومنهم من ناله شعرتان ومنهم من ناله أكثر حسب ما تيسر وذلك لأجل التبرك بهذا الشعر الكريم شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكون أبا طلحة خصه الرسول بالجانب الأيمن كله يدل على أن من الناس من يختص بخصيصة يخص الله بها وإن كان في الصحابة من هو أفضل منه فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكثير من الصحابة أفضل من أبي طلحة لكن فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء وكان الصحابة يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وبثيابه وبعرقه لكن غيره لا يتبرك بشعرة ولا بثيابه ولا بعرقه وكان عند أم سلمة رضي الله عنها إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم شعرات من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم وضعتها في جلدل يعني طابوق من الفضة وجعلته من الفضة تكريماً لشعر الرسول صلى الله عليه وسلم فكان الناس إذا مرض عندهم مريض جاءوا إليها فصبت على الشعر ماء وحركته به ثم أعطته المريض فيشفى بإذن الله ببركة شعر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا ليس لغير النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصحابة لم يتبركوا بشعر أبي بكر وهو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بشعر عمر

তিনি আনসারী সাহাবী আবু তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে ডাকলেন এবং তাঁকে মাথার ডান অংশের সমস্ত চুল দান করলেন। এরপর মাথার অবশিষ্টাংশ মুগুন করা হলো এবং তিনি পুনরায় আবু তালহাকে ডেকে তা প্রদান করে বললেন: "এটি মানুষের মাঝে বণ্টন করে দাও।" অতঃপর তিনি তা বণ্টন করলেন; মানুষের মধ্যে কেউ একটি চুল পেলেন, কেউ দুটি পেলেন, আবার সুযোগ অনুযায়ী কেউ তার চেয়েও বেশি পেলেন। এটি করা হয়েছিল নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই বরকতময় ও সম্মানিত চুলের মাধ্যমে বরকত হাসিল করার উদ্দেশ্যে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক আবু তালহাকে

বিশেষভাবে ডান পাশের সমস্ত চুল প্রদান করা একথাই প্রমাণ করে যে, মানুষের মধ্যে এমন কেউ থাকতে পারেন যাকে আল্লাহ তাআলা কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করেন, যদিও সাহাবীগণের মধ্যে তাঁর চেয়েও অধিক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বিদ্যমান ছিলেন। কেননা আবু বকর, উমর, উসমান, আলী এবং অনেক সাহাবীই আবু তালহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন; তবে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। সাহাবীগণ নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চুল, পোশাক এবং ঘাম মুবারক দ্বারা বরকত গ্রহণ করতেন। তবে তিনি ব্যতীত অন্য কারও চুল, পোশাক কিংবা ঘাম দ্বারা বরকত গ্রহণ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহধর্মিণী উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট নবীজীর কিছু চুল সংরক্ষিত ছিল, যা তিনি একটি রুপার তৈরি ছোট পাত্রে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চুলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে তিনি সেটি রুপা দিয়ে তৈরি করেছিলেন। ফলে যখন কোনো লোক অসুস্থ হতো, তারা তাঁর নিকট আসত; তখন তিনি সেই চুলের ওপর পানি ঢেলে তা নাড়া দিতেন এবং সেই পানি অসুস্থ ব্যক্তিকে দিতেন। অতঃপর নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চুলের বরকতে আল্লাহর হুকুমে রোগী আরোগ্য লাভ করত। তবে এ বিষয়টি নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যতীত অন্য কারও জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ সাহাবীগণ আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর চুল দ্বারা বরকত গ্রহণ করেননি—অথচ তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর এই উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন; এমনকি তাঁরা উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর চুল থেকেও বরকত গ্রহণ করেননি।

(ص: 186) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ولا غيره من الصحابة وكذلك من دونهم لا يتبرك بشعره ولا بعرقه ولا بثيابه إنما ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم والشاهد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الحلاق أن يبدأ بالجانب الأيمن فإذا حجبت وأردت أن

تحلق أو تقصر فأبدأ بالجانب الأيمن وكذلك لو حلقت حلقاً عادياً فأبدأ بالجانب الأيمن

অন্যান্য সাহাবী কিংবা তাঁদের পরবর্তী স্তরের অন্য কারোরই চুল, ঘাম অথবা পোশাকের মাধ্যমে বরকত হাসিল করা যাবে না। এটি কেবল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। আনাস (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীসের মূল বিষয় হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপিতকে ডান দিক থেকে (মুণ্ডন) শুরু করতে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। অতএব, আপনি যখন হজ্জ করবেন এবং চুল মুণ্ডন বা ছোট করার ইচ্ছা করবেন, তখন ডান দিক থেকেই শুরু করবেন; তদ্রূপ আপনি যদি সাধারণ প্রয়োজনেও চুল কাটেন, তবুও ডান দিক থেকেই শুরু করবেন।

(ص: 187) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

كتاب أدب الطعام

باب التسمية في أوله والحمد في آخره

728 - عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه

729 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل

أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل:

بسم الله أوله وآخره رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح

[الشَّرْحُ]

قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ (كُتِبَ أَدَبُ الطَّعَامِ) فَالطَّعَامُ مَا يَطْعَمُهُ الْإِنْسَانُ أَيْ مَا يَتَذَوَّقُ طَعْمَهُ وَيَكُونُ شَرَابًا وَيَكُونُ أَكْلًا وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الشَّرَابَ يَسَى طَعْمًا أَوْ طَعَامًا قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: (بَابُ التَّسْمِيَةِ فِي أَوَّلِهِ وَالْحَمْدُ فِي آخِرِهِ) ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ

আহারের আদব সংক্রান্ত গ্রন্থ

খাবারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা এবং শেষে আল্লাহর প্রশংসা করার অধ্যায়

৭২৮ - উমর ইবনে আবী সালামা (রাতিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তুমি আল্লাহর নাম নাও, তোমার ডান হাত দিয়ে খাও এবং তোমার সামনের অংশ থেকে খাও।" (বুখারি ও মুসলিম কর্তৃক সর্বসম্মত)।

৭২৯ - আয়েশা (রাতিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের কেউ যখন আহার করে, সে যেন মহান আল্লাহর নাম স্মরণ করে। আর যদি সে শুরুতে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে ভুলে যায়, তবে সে যেন বলে: আল্লাহর নামে এর শুরুতে এবং শেষে।" (আবু দাউদ ও তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী বলেছেন যে এটি একটি হাসান সহীহ হাদিস)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) বলেছেন: (আহারের আদব সংক্রান্ত গ্রন্থ), 'ত্বআম' বা আহার্য হলো তা-ই যা মানুষ আশ্বাদন করে, অর্থাৎ যার স্বাদ গ্রহণ করা হয়। এটি পানীয়ও হতে পারে আবার খাদ্যও হতে পারে। পানীয়কেও যে 'ত্বআম' বা আহার্য বলা হয় তার প্রমাণ হলো মহান আল্লাহর বাণী: "অতঃপর যে ব্যক্তি তা থেকে পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয়, আর যে তা আশ্বাদন (পান) করবে না সে অবশ্যই আমার দলভুক্ত, তবে যে ব্যক্তি নিজ হাতে এক আঁজলা ভরে নেয় (তার কথা ভিন্ন)।" এরপর তিনি বলেছেন: (খাবারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা এবং শেষে আল্লাহর প্রশংসা করার অধ্যায়), অতঃপর তিনি হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وكان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابن زوجته أم سلمة فإنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم طعام وكان غلاماً صغيراً فجعلت يده تطيش في الصفحة من هنا ومن هنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع مجالاً يحتاج إلى التعليم إلا علم حتى الصغار فقال له: سم الله وكل بيبيك وكل مما يليك فهذه ثلاثة آداب في الأكل علمها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام أولاً: قال: سم الله يعني قل: بسم الله ولا حرج أن يزيد الإنسان الرحمن الرحيم لأن هذين الاسمين أثنى الله بهما على نفسه في البسلة في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فإن قال بسم الله الرحمن الرحيم فلا حرج وإن اقتصر على بسم الله كفى والتسمية على الأكل واجبة إذا تركها الإنسان فإنه يَأْثَمُ ويشاركه الشيطان في أكله ولا أحد يرضى أن يشاركه عدوه في أكله فلا أحد يرضى أن يشاركه الشيطان في أكله فإذا لم تقل: بسم الله فإن الشيطان يشاركك فيه فإن نسيت أن تسمى في أوله وذكرت في أثناؤه فقل: بسم الله أوله وآخره كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روته عائشة وأخرجه أبو داود والترمذي

উমর ইবনে আবী সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি ছিলেন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ‘রাবীব’ অর্থাৎ তাঁর সহধর্মিণী উম্মে সালামার (পূর্বতন স্বামীর) পুত্র। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে যখন খাবার আনা হলো, উমর তখন ছিলেন অল্পবয়স্ক বালক। খাবারের পাত্রের চতুর্দিকে তাঁর হাত এদিক-ওদিক ঘুরছিল। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এমন কোনো ক্ষেত্রেই শিক্ষা প্রদান করা ব্যতীত ছেড়ে দিতেন না, এমনকি শিশুদের ক্ষেত্রেও। তিনি তাকে বললেন: “আল্লাহর নাম নাও (বিসমিল্লাহ বলো), তোমার ডান হাত দিয়ে ভক্ষণ করো এবং তোমার সমুখ হতে আহার করো।” আহারের ক্ষেত্রে এই তিনটি শিষ্টাচার নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই বালককে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

প্রথমত: তিনি বললেন, “বিসমিল্লাহ বলো”, অর্থাৎ ‘আল্লাহর নামে শুরু করছি’ বলো। যদি কেউ এর সাথে ‘আর-রাহমানির রাহিম’ যুক্ত করে তবে তাতে কোনো দোষ নেই; কারণ পবিত্র কুরআনের ‘বাসমালাহ’-তে আল্লাহ তাআলা এই দুটি নামের মাধ্যমে নিজের প্রশংসা করেছেন—‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’। সুতরাং কেউ যদি এটি পূর্ণাঙ্গভাবে বলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই, আর যদি শুধু ‘বিসমিল্লাহ’ বলার ওপর সীমাবদ্ধ থাকে তবে তাও যথেষ্ট। আহারের শুরুতে আল্লাহর নাম নেয়া ওয়াজিব (আবশ্যিক)। যদি কোনো ব্যক্তি তা বর্জন করে তবে সে গুনাহগার হবে এবং শয়তান তার আহারে অংশীদার হবে। কোনো ব্যক্তিই তার শত্রুর সাথে একত্রে আহার করা পছন্দ করে না, আর শয়তান আহারে শরিক হোক—এটি তো কেউ কখনোই পছন্দ করবে না। সুতরাং তুমি যদি ‘বিসমিল্লাহ’ না বলো, তবে শয়তান তোমার খাবারে অংশ নেবে।

যদি আহারের শুরুতে আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যাও এবং আহারের মাঝপথে তা স্মরণ হয়, তবে বলো: ‘বিসমিল্লাহি আউওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু’ (এর শুরুতে এবং শেষে আল্লাহর নাম)। যেমনটি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই হাদিসে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন যা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী তা সংকলন করেছেন।

(ص: 189) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ثانياً: قال: كل بيمينك والأكل باليمين واجب ومن أكل بشماله فهو آثم عاص للرسول صلى الله عليه وسلم ومن عصى الرسول فقد عصى الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ثالثاً: كل مما يليك يعني إذا كان معك مشارك فكل من الذي يليك لا تأكل من جهته، ومن الذي يليه فإن هذا سوء أدب قال العلماء: إلا أن يكون الطعام أنواعاً مثل أن يكون فيه قرع وباذنجان ولحم وغيره فلا بأس أن تتخطى يدك إلى هذا النوع أو ذاك كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من الصحيفة

يأكلها والدباء يعني القرع وكذلك لو كنت تأكل وحدك فلا حرج أن تأكل من الطرف الآخر لأنك لا تؤذي أحدا في ذلك لكن لا تأكل من أعلى الصحيفة لأن البركة تنزل في أعلاها ولكن كل من الجوانب وفي هذا الحديث: دليل على أنه ينبغي لنا أن نعلم الصبيان والغلمان آداب الأكل والشرب وكذلك آداب النوم فضلا عن الأمور الأخرى كالصلاة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر

দ্বিতীয়ত: তিনি বলেছেন: তুমি তোমার ডান হাত দিয়ে আহার করো। আর ডান হাতে আহার করা ওয়াজিব (আবশ্যিক)। যে ব্যক্তি বাম হাতে আহার করে, সে পাপী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্য। আর যে ব্যক্তি রাসূলের অবাধ্য হলো, সে মূলত আল্লাহরই অবাধ্য হলো; আর যে রাসূলের আনুগত্য করলো, সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো। তৃতীয়ত: তোমার সামনের অংশ থেকে আহার করো। অর্থাৎ যদি তোমার সাথে অন্য কেউ আহারে অংশ নেয়, তবে তুমি তোমার সামনের দিক থেকেই খাও, তার দিক থেকে আহার করো না। কারণ এটি শিষ্টাচারবহির্ভূত কাজ। উলামায়ে কেরাম বলেছেন: তবে খাবার যদি বিভিন্ন পদের হয়, যেমন তাতে কদু, বেগুন, গোশত বা অন্য কিছু থাকে, তবে হাত বাড়িয়ে অন্য দিক থেকে সে খাবার গ্রহণে কোনো দোষ নেই। যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রের চারপাশ থেকে কদু খুঁজে নিয়ে খেতেন। আর 'দুব্বা' অর্থ হলো কদু। তদ্রূপ তুমি যদি একাকী আহার করো, তবে অন্য পাশ থেকে আহার করাতে কোনো অসুবিধা নেই, কারণ এতে তুমি কাউকে কষ্ট দিচ্ছ না। কিন্তু পাত্রের উপরিভাগের মাঝখান থেকে খাবে না, কারণ বরকত এর উপরিভাগেই নাজিল হয়। বরং চারপাশ থেকে আহার করো। এই হাদিসে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, আমাদের উচিত শিশু-কিশোরদের আহার ও পানীয় গ্রহণের আদব শিক্ষা দেওয়া, সেই সঙ্গে ঘুমের আদব এবং অন্যান্য বিষয় যেমন সালাতের শিক্ষাও দেওয়া। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে সালাতের নির্দেশ দাও এবং দশ বছর বয়সে তার জন্য তাদের প্রহার করো।

730 - وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في سياق أدب الطعام عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء ذلك لأن الإنسان ذكر الله وذكر الله تعالى عند دخول البيت أن يقول: بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا اللهم إني أسألك خير المولج وأسألك خير المخرج هذا الذكر عند دخول المنزل سواء في الليل أو في النهار وأما الذكر عند العشاء فأن يقول بسم الله

৭৩০ - জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: যখন কোনো ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশ করার সময় এবং আহ্বারের সময় মহান আল্লাহর যিকির করে, তখন শয়তান তার সঙ্গীদের বলে: তোমাদের জন্য এখানে রাত কাটানোর কোনো জায়গা নেই এবং রাতের খাবারেরও কোনো ব্যবস্থা নেই। আর সে যখন ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ না করে, তখন শয়তান বলে: তোমরা রাত কাটানোর জায়গা পেয়ে গেলে। আর যখন সে আহ্বারের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ না করে, তখন শয়তান বলে: তোমরা থাকার জায়গা এবং রাতের খাবার—উভয়টিরই সুযোগ পেয়ে গেলে। (মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)।

[ব্যাখ্যা]

আহারের আদব বর্ণনার প্রসঙ্গে গ্রন্থকার (রাহিমাহুল্লাহ) জাবির (রা.)-এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: যখন কোনো ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশ করে এবং তার প্রবেশের সময় ও আহারের সময় মহান আল্লাহর যিকির করে, তখন শয়তান তার সঙ্গীদের বলে: তোমাদের জন্য কোনো রাত্রি যাপন ও রাতের খাবারের ব্যবস্থা নেই। এটি একারণে যে, ঐ ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করেছে। আর ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহর যিকির করার অর্থ হলো এই বলা: "আল্লাহর নামে আমরা প্রবেশ করলাম, আল্লাহর নামে আমরা বের হলাম এবং আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ওপরই আমরা ভরসা করলাম। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উত্তম প্রবেশস্থল এবং উত্তম প্রস্থানস্থল প্রার্থনা করছি।" এই যিকিরটি ঘরে প্রবেশের সময়ের জন্য প্রযোজ্য, তা রাতে হোক বা দিনে। আর আহারের সময় যিকির হলো "বিসমিল্লাহ" (আল্লাহর নামে শুরু করছি) বলা।

(ص: 191) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

فإذا ذكر الله عند دخوله البيت وذكر الله عند أكله عند العشاء قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء لأن هذا البيت وهذا العشاء حتى بذكر الله عز وجل حماه الله تعالى من الشياطين وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء أي أن الشيطان يشاركه المبيت والطعام لعدم التحصن بذكر الله وفي هذا: حث على أن الإنسان ينبغي له إذا دخل بيته أن يذكر اسم الله والذكر الوارد في ذلك بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا اللهم إني أسألك خير البولج وخير المخرج ثم يستاك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به السواك ثم يسلم على أهله أما عند العشاء فيقول: بسم الله وبذلك يحترز من الشيطان الرجيم مبيتاً وعشاءً فإن ذكر اسم الله عند الدخول دون

العشاء شاركه الشيطان في عشاءه وإن ذكر اسم الله عند العشاء دون الدخول
شاركه الشيطان في المبيت دون العشاء وإن ذكر اسم الله عند الدخول وعند العشاء
فإن الشيطان لا يكون له مبيت ولا عشاء

যখন কেউ ঘরে প্রবেশকালে এবং রাতের আহারের সময় আল্লাহর যিকির করে, তখন শয়তান তার সঙ্গীদের বলে, ‘তোমাদের জন্য এখানে রাত যাপনের কোনো স্থান নেই এবং রাতের খাবারও নেই।’ কেননা এই ঘর এবং এই আহার মহান আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে সুরক্ষিত হয়েছে; আল্লাহ তাআলা একে শয়তানদের থেকে হিফায়ত করেছেন। পক্ষান্তরে যখন সে প্রবেশের সময় আল্লাহ তাআলার যিকির করে না, তখন শয়তান বলে, ‘তোমরা রাত যাপনের স্থান পেয়ে গেলে।’ আর যখন সে আহারের সময় আল্লাহ তাআলার যিকির করে না, তখন সে বলে, ‘তোমরা রাত যাপন এবং রাতের খাবার—উভয়ই পেয়ে গেলে।’ অর্থাৎ আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে সুরক্ষিত না হওয়ার ফলে শয়তান তার সাথে রাত যাপন এবং খাবারে অংশীদার হয়। এর মাধ্যমে এই বিষয়ে উৎসাহিত করা হয়েছে যে, মানুষের উচিত ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করা। এ ক্ষেত্রে বর্ণিত যিকিরটি হলো: ‘আল্লাহর নামে আমরা প্রবেশ করলাম, আল্লাহর নামে আমরা বের হলাম এবং আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ওপরই আমরা ভরসা করলাম। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট উত্তম প্রবেশস্থল এবং উত্তম নির্গমনস্থল প্রার্থনা করছি।’ এরপর মেসওয়াক করবে; কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ঘরে প্রবেশ করতেন, তখন সর্বপ্রথম মেসওয়াক দিয়ে শুরু করতেন। অতঃপর তিনি পরিবারের সদস্যদের সালাম দিতেন। আর আহারের সময় বলবে: ‘বিসমিল্লাহ’ (আল্লাহর নামে)। এর মাধ্যমে সে রাত কাটানো এবং আহারের ক্ষেত্রে বিতাড়িত শয়তান থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে। সুতরাং যদি কেউ প্রবেশের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে কিন্তু খাবারের সময় না করে, তবে শয়তান তার খাবারে শরিক হয়। আর যদি খাবারের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে কিন্তু প্রবেশের সময় না করে, তবে শয়তান তার সাথে রাত যাপনে শরিক হয়, খাবারে নয়। কিন্তু যদি সে প্রবেশের সময় এবং খাবারের সময়—উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহর নাম স্মরণ করে, তবে শয়তানের জন্য সেখানে রাত যাপনের কোনো সুযোগ থাকে না এবং কোনো আহারও থাকে না।

731 - وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده وإننا حضرنا معه طعاماً فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله تعالى عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله في باب أدب الطعام ما نقله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده وذلك لكمال احترامهم للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يضعون أيديهم في الطعام حتى يضع يده فحضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم طعاماً تقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بدؤوا جاءت جارية يعني طفلة صغيرة كأنما تدفع دفعا يعني كأنها

৭৩১ - হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে কোনো ভোজে উপস্থিত হতাম, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুরু করে হাত না রাখা পর্যন্ত আমরা হাত রাখতাম না। একদা আমরা তাঁর সাথে খাবারে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় একটি বালিকা আসল, সে যেন দ্রুতবেগে (কারো দ্বারা) ধাক্কা খেয়ে আসছিল। সে খাবারে হাত দিতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার হাত ধরে ফেললেন। অতঃপর এক গ্রাম্য আরব আসল,

সেও যেন ধাক্কা খেয়ে আসছিল, তিনি তার হাতও ধরে ফেললেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "নিশ্চয়ই শয়তান সেই খাদ্যকে নিজের জন্য হালাল (বৈধ) করে নেয় যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় না। সে এই বালিকাটির মাধ্যমে খাদ্যটি হালাল করতে চেয়েছিল, তাই আমি তার হাত ধরলাম। অতঃপর সে এই গ্রাম্য লোকটির মাধ্যমে খাদ্যটি হালাল করতে চেয়েছিল, তাই আমি তার হাতও ধরলাম। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয়ই তাদের উভয়ের হাতের সাথে শয়তানের হাতটিও আমার হাতের মুঠোয় ছিল।" অতঃপর তিনি আল্লাহর নাম স্মরণ করলেন এবং আহার করলেন। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রাহিমাহুল্লাহ) ভোজনের আদব অধ্যায়ে হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন: আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে আহারে উপস্থিত হতাম, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুরু করে হাত না রাখা পর্যন্ত আমরা হাত রাখতাম না। আর এটি ছিল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি তাঁদের পূর্ণাঙ্গ শ্রদ্ধাবোধের কারণে, ফলে তিনি হাত না রাখা পর্যন্ত তাঁরা খাবারে হাত দিতেন না। একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে আহারের আয়োজন হলো এবং খাবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট পেশ করা হলো। যখন তাঁরা শুরু করতে চাইলেন, তখন একটি বালিকা—অর্থাৎ একটি ছোট শিশু—আসল, সে যেন প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা খেয়ে আসছিল, অর্থাৎ সে যেন...

(ص: 193) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ترکض فأرادت أن تضع يدها في الطعام بدون أن تسمى فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء أعرابي كذلك كأنما يدفع دفعا فجاء يده في الطعام فأمسك

النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأعراي وهذه الجارية جاء بهما الشيطان لأجل أن يستحل الطعام بهما إذا أكلا بدون تسمية وهما قد يكونان معذورين لجهلهما هذه لصغرها وهذا أعراي لكن الشيطان أتى بهما من أجل أنهما إذا أكلا بدون تسمية شارك في الطعام ثم أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يد الشيطان مع أيديهما في يد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يدل على فوائد: منها: احترام الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأدبهم معه. ومنها: أنه ينبغي إذا كان هناك كبير على الطعام ألا يتقدم أحد قبل أكله بل يؤثر الكبير بالأكل أولا لأن التقدم بين يدي الكبير غير مناسب وينافي الأدب ومنها: أن الشيطان يأمر الإنسان ويحثه ويزجره على فعل ما لا ينبغي وقد جاء في القرآن الكريم: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطَاةَ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطَاةَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ}

সে দ্রুত গতিতে এল এবং 'বিসমিল্লাহ' না বলেই খাবারে হাত দিতে চাইল। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার হাত ধরলেন। এরপর একজন মরুবাসী আরবও একইভাবে এল, যেন তাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে আনা হচ্ছে; সে-ও খাবারে হাত বাড়িয়ে দিল। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার হাতটিও ধরে ফেললেন। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জানালেন যে, এই মরুবাসী আরব এবং এই বালিকাটিকে শয়তান নিয়ে এসেছে যাতে তাদের মাধ্যমে খাবারকে নিজের জন্য বৈধ করে নিতে পারে, যদি তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে আহার করে। তারা হয়তো তাদের অজ্ঞতার কারণে অপারগ বিবেচিত হতে পারে—এই বালিকাটি তার শৈশবের কারণে এবং এই ব্যক্তিটি মরুবাসী হওয়ার কারণে। কিন্তু শয়তান তাদের নিয়ে এসেছে যাতে তারা আল্লাহর নাম না নিয়ে আহার করলে সেও সেই খাবারে অংশ নিতে পারে। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কসম করে বললেন যে, শয়তানের হাত তাদের হাতের সাথে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাতের মধ্যেই রয়েছে। এই হাদিসটি বেশ কিছু শিক্ষণীয় বিষয়ের

প্রতি নির্দেশ করে: তার মধ্যে একটি হলো—রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি সাহাবায়ে কেরামের গভীর শ্রদ্ধা এবং তাঁর সাথে তাঁদের অনুপম শিষ্টাচার। অন্যতম শিক্ষা হলো: যখন আহারের সময় কোনো মুরব্বি বা বড় ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন, তখন তাঁর আহার শুরু করার আগে কারো অগ্রসর হওয়া উচিত নয়; বরং বড় ব্যক্তিকে আহারে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। কারণ বড়র অগ্রে হাত বাড়ানো অসঙ্গত এবং তা শিষ্টাচারের পরিপন্থী। আরেকটি শিক্ষা হলো: শয়তান মানুষকে অনুচিত কাজ করার আদেশ দেয়, প্ররোচিত করে এবং প্রলুব্ধ করে। পবিত্র কুরআনে এসেছে: "শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়।" আল্লাহ তাআলা আরও এরশাদ করেন: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। আর যে ব্যক্তি শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তবে সে (শয়তান) তো তাকে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজেরই নির্দেশ দেবে।"

(ص: 194) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وَالْمُنْكَرُ { فدل هذا على أن الشيطان له إمرة على بني آدم والمعصوم من عصمه الله ومنها: أن الإنسان إذا أتى في أثناء الطعام فليسم ولا يقل سى الأولون قبلي ولكن إذا كانوا جميعاً وبدؤوا بالطعام جميعاً فهل يكفي تسمية الواحد؟ والجواب: إن كان الواحد سى سرا فإن تسميته لا تكفي لأن الآخرين لم يسمعوها وإن سى جهراً ونوى عن الجميع فقد يقال إنها تكفي وقد يقال الأفضل أن يسمي كل إنسان لنفسه وهذا أكمل وأحسن.

ومن فوائد هذا الحديث: أن للشيطان يدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيده ومنها أيضاً: أن هذا الحديث آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أعلمه الله تعالى بما حصل في هذه القصة وأن الشيطان دفع الأعرابي والجارية وأنه أمسك بأيديهم أي بأيدي الثلاثة بيده الكريمة صلوات الله وسلامه عليه ومنها:

أَنْهَا إِذَا جَاء أَحَدٌ يَرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ وَلَمْ تَسْمَعْهُ سَمَى فَأَمْسَكَ بِيَدِهِ حَتَّى يَسْمِيَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسَكَ بِأَيْدِيهِمْ وَلَمْ يَقُلْ سَمِيًّا بَلْ

...এবং অন্যায় কাজ। এটি প্রমাণ করে যে, আদম সন্তানের ওপর শয়তানের কর্তৃত্ব রয়েছে এবং কেবল তিনিই সুরক্ষিত যাকে আল্লাহ রক্ষা করেন। এর আরেকটি শিক্ষা হলো: খাবারের মাঝামাঝি সময়েও যদি কেউ উপস্থিত হয়, তবে সে যেন আল্লাহর নাম (বিসমিল্লাহ) স্মরণ করে। সে যেন এমন না বলে যে, ‘আমার পূর্ববর্তীরা তো আমার আগেই বিসমিল্লাহ বলেছে’। কিন্তু তারা যদি সকলে মিলে একসাথে খাবার শুরু করে, তবে একজনের বিসমিল্লাহ বলা কি যথেষ্ট হবে? উত্তর হলো: যদি কেউ মনে মনে বিসমিল্লাহ বলে, তবে তা যথেষ্ট হবে না; কারণ অন্যরা তা শুনতে পায়নি। আর যদি সে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ বলে এবং সবার পক্ষ থেকে নিয়ত করে, তবে কেউ কেউ বলেন এটি যথেষ্ট হতে পারে। তবে অন্য মতে, প্রত্যেকের জন্য ব্যক্তিগতভাবে বিসমিল্লাহ বলা উত্তম। আর এটিই অধিকতর পূর্ণাঙ্গ ও উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। এই হাদিসের আরও কিছু শিক্ষণীয় দিক হলো: শয়তানের হাত আছে, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত ধরে ফেলেছিলেন। এর আরেকটি দিক হলো: এই হাদিসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিজাসমূহের একটি নিদর্শন। কেননা আল্লাহ তাআলা এই ঘটনায় যা ঘটেছিল সে সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেছিলেন; অর্থাৎ শয়তান যে সেই গ্রাম্য ব্যক্তি ও কিশোরীটিকে প্ররোচিত করেছিল এবং নবীজি যে তাঁর বরকতময় হাত দিয়ে তাদের তিনজনেরই হাত ধরে ফেলেছিলেন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), তা তিনি জানতে পেরেছিলেন। এর আরও একটি শিক্ষা হলো: যদি কেউ খাবার খেতে আসে এবং তাকে বিসমিল্লাহ বলতে না শোনা যায়, তবে সে যতক্ষণ পর্যন্ত বিসমিল্লাহ না বলে ততক্ষণ তার হাত ধরে রাখা উচিত। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের হাত ধরে ফেলেছিলেন, তিনি কেবল তাদের বিসমিল্লাহ বলতে বলেননি বরং...

أَمْسِكْ بِأَيْدِيهِمْ حَتَّى يَكُونَ فِي ذَلِكَ ذِكْرٌ لَهُمْ يَذْكُرُونَ هَذِهِ الْقِصَّةَ وَلَا يَنْسَوْنَ التَّسْمِيَةَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَمِنْ فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ: تَأْكُدُ التَّسْمِيَةَ عِنْدَ الْأَكْلِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ التَّسْمِيَةَ عِنْدَ الْأَكْلِ وَاجِبَةٌ وَأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا لَمْ يَسْمِ فَهُوَ عَاصٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَاضٍ بِأَنْ يَشَارَكَهُ فِي طَعَامِهِ أَعْدَى عَدُوِّ لَهُ وَهُوَ الشَّيْطَانُ فَلِذَلِكَ كَانَتِ التَّسْمِيَةُ وَاجِبَةً فَإِنْ نَسِيتِ التَّسْمِيَةَ فِي أَوَّلِهِ وَذَكَرْتَ فِي أَثْنَائِهِ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

732 - وَعَنْ أُمِّةِ بْنِ مَخْشِي الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَرَجُلٌ يَأْكُلُ فَلَمْ يَسْمِ اللَّهَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ لَقْمَةٌ فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

733 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

তিনি তাদের হাত চেপে ধরলেন যাতে এটি তাদের জন্য একটি স্মারক হয়ে থাকে, তারা এই ঘটনাটি মনে রাখে এবং ভবিষ্যতে আল্লাহর নাম নিতে না ভুলে যায়। এই হাদীসের শিক্ষণীয় দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে: খাবারের সময় আল্লাহর নাম নেওয়ার গুরুত্ব এবং সঠিক মতানুসারে খাবারের সময় আল্লাহর নাম নেওয়া ওয়াজিব। মানুষ যদি আল্লাহর নাম না নেয়, তবে সে মহান আল্লাহর অবাধ্য হলো এবং তার নিকৃষ্টতম শত্রু শয়তানকে তার খাবারে অংশীদার করতে সম্মত হলো। এই কারণেই আল্লাহর নাম নেওয়া ওয়াজিব। যদি শুরুতে আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যান এবং খাওয়ার মাঝপথে মনে পড়ে, তবে বলুন: আল্লাহর নামে এর শুরুতে ও শেষে।

৭৩২ - সাহাবী উমাইয়াহ ইবনে মাখশি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপবিষ্ট ছিলেন এবং এক ব্যক্তি আহার করছিল। সে আল্লাহর নাম নেয়নি, এমনকি যখন তার খাবারের মাত্র এক লোকমা অবশিষ্ট ছিল এবং সে তা মুখের কাছে তুলল, তখন সে বলল: আল্লাহর নামে এর শুরুতে ও শেষে। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হেসে দিলেন এবং বললেন: শয়তান অনবরত তার সাথে আহার করছিল, কিন্তু যখন সে আল্লাহর নাম স্মরণ করল, তখন শয়তান তার পেটে যা ছিল তা বমি করে দিল। (আবু দাউদ ও নাসাঈ এটি বর্ণনা করেছেন)।

৭৩৩ - আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন...

(ص: 196) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

يَأْكُلُ طَعَامًا فِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ أَعْرَابِي فَأَكَلَهُ بِلَقْمَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِمَّا إِنَّهُ لَوْ سَى لَكَفَاكُمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
734 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مَبَارَكًا فِيهِ غَيْرُ مَكْفِيٍّ وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

735 - وَعَنْ مَعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

[الشَّرْحُ]

هَذِهِ الْأَحَادِيثُ سَاقَهَا الْبُؤْلَفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي (كِتَابِ أَدَبِ الطَّعَامِ) (وَفِيهَا دَلَالَةٌ عَلَى أُمُورٍ مِنْهَا: أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا لَمْ يَسْمِ اللَّهَ عَلَى طَعَامِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ مَعَهُ لِحَدِيثِ أُمِّهِ بْنِ مَخْشَى أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ طَعَامًا فَلَمْ يَسْمِ فَلَمَّا

তিনি তাঁর ছয়জন সাহাবীর সাথে খাবার খাচ্ছিলেন, এমন সময় এক গ্রাম্য আরব এসে দুই লোকমায় তা খেয়ে শেষ করে ফেলল। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "শোনো, সে যদি আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করত (বিসমিল্লাহ বলত), তবে তা

তোমাদের সবার জন্য যথেষ্ট হতো।" এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদীসটি হাসান সহীহ।

৭৩৪ - আবু উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন দস্তরখান উঠাতেন তখন বলতেন: "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এমন প্রশংসা যা অটল, পবিত্র ও বরকতময়; যে প্রশংসার সমাপ্তি নেই, যা থেকে বিমুখ হওয়া যায় না এবং যা থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়া সম্ভব নয়, হে আমাদের প্রতিপালক।" এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।

৭৩৫ - মুয়াজ ইবনে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আহার করার পর বলে: 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে এই খাবার খাইয়েছেন এবং আমার কোনো প্রচেষ্টা ও শক্তি ছাড়াই আমাকে এটি দান করেছেন', তবে তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।" এটি আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী বলেছেন এটি হাসান হাদীস।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদীসগুলো লেখক (রহিমাল্লাহ) 'আহারের আদব' (কিতাব আদাবুত তাযাম) অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। এগুলোতে বেশ কিছু বিষয়ের নির্দেশনা রয়েছে: তন্মধ্যে একটি হলো, মানুষ যদি খাবারের শুরুতে আল্লাহর নাম না নেয়, তবে শয়তান তার সাথে খাবারে অংশ নেয়। এর প্রমাণ উমাইয়া ইবনে মাখশি বর্ণিত হাদীসটি, যেখানে এক ব্যক্তি খাবার খাচ্ছিল কিন্তু আল্লাহর নাম নেয়নি, অতঃপর যখন...

(ص: 197) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

بقى لقمة واحدة تذكر فسمى الله تعالى فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الشيطان كان يأكل معه فلما ذكر الله قاء الشيطان ما أكله وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الشيطان يحرم أن يأكل معنا إذا سبينا في أول الطعام وكذلك إذا سبينا في آخره وقلنا بسم الله أوله وآخره فإن ما أكله يتقيؤه فيحرم إياه وفي

الحديث دليل على أن الشيطان يأكل لأنه أكل من هذا الطعام فالشيطان يأكل ويشرب ويشترك الأكل والشارب إذا لم يسم الله تعالى على أكله وشربه وكذلك ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل في سنة نفر من أصحابه فجاء أعرابي فدخل معهم فأكل الباقي بلقمتين هذا كأنه جائع والله أعلم فجاء منها في الأكل فأكل الباقي بلقمتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سى لكفأكم لكنه لم يسم فأكل الباقي كله بلقمتين ولم يكفه وهذا يدل على أن الإنسان إذا لم يسم نزع البركة من طعامه لأن الشيطان يأكل معه فيكون الطعام الذي يظن أنه يكفيه لا يكفيه لأن البركة تنزع منه وبقيّة الأحاديث فيها دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا أكل أكلاً أن يحمّد الله سبحانه وتعالى وأن يقول: الحمد لله الذي أطعني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة ومعنى ذلك أنه لولا أن الله تعالى يسر لك هذا الطعام ما

মাত্র এক লোকমা অবশিষ্ট ছিল, তখন তার মনে পড়ল এবং সে মহান আল্লাহর নাম স্মরণ করল। এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন এবং জানালেন যে, শয়তান তার সাথে খাচ্ছিল; কিন্তু যখন সে আল্লাহর নাম স্মরণ করল, তখন শয়তান যা খেয়েছিল তা বমি করে দিল। এটি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অন্যতম এক অনুগ্রহ যে, খাবারের শুরুতে যদি আমরা আল্লাহর নাম স্মরণ করি, তবে শয়তান আমাদের সাথে আহার করা থেকে বঞ্চিত হয়। একইভাবে যদি আমরা খাবারের শেষেও আল্লাহর নাম স্মরণ করি এবং বলি যে ‘আল্লাহর নামে এর শুরুতে ও শেষে’, তবে সে যা আহার করেছে তা বমি করে দেয় এবং তা থেকে বঞ্চিত হয়। এই হাদিসে প্রমাণ রয়েছে যে শয়তান আহার করে, কারণ সে এই খাদ্য থেকে আহার করেছিল। সুতরাং শয়তান আহার করে, পান করে এবং আহারকারী ও পানকারীর সাথে অংশীদার হয় যদি সে তার আহার ও পানের শুরুতে মহান আল্লাহর নাম স্মরণ না করে। অনুরূপভাবে আয়েশা (রা.)-এর হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের ছয়জনের একটি দলের সাথে আহার করছিলেন। এমন সময় একজন গ্রাম্য বেদুইন এল এবং তাদের সাথে যোগ দিল। সে অবশিষ্ট খাবার মাত্র দুই লোকমায় খেয়ে শেষ করে ফেলল। সম্ভবত সে ক্ষুধার্ত ছিল, আল্লাহই ভালো জানেন। সে আহার

করতে এসে বাকি সবটুকু দুই লোকমায় খেয়ে নিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “শোনো, সে যদি আল্লাহর নাম স্মরণ করত, তবে তা তোমাদের সবার জন্য যথেষ্ট হতো। কিন্তু সে আল্লাহর নাম নেয়নি, তাই সে অবশিষ্ট সবটুকু দুই লোকমায় খেয়ে ফেলল এবং তা তার জন্য পর্যাপ্ত হলো না।” এটি নির্দেশ করে যে, মানুষ যখন আল্লাহর নাম স্মরণ করে না, তখন তার খাবার থেকে বরকত ছিনিয়ে নেওয়া হয়। কারণ শয়তান তার সাথে আহার করে, ফলে যে খাবারটি সে মনে করেছিল তার জন্য যথেষ্ট হবে, তা আর যথেষ্ট হয় না; কারণ তা থেকে বরকত অপসারিত হয়। অবশিষ্ট হাদিসসমূহে প্রমাণ রয়েছে যে, মানুষের উচিত আহার শেষ করার পর মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রশংসা করা এবং বলা: ‘সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে এটি আহার করিয়েছেন এবং আমার কোনো প্রচেষ্টা ও শক্তি ছাড়াই আমাকে এটি রিজিক হিসেবে দান করেছেন।’ এর অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলা যদি আপনার জন্য এই আহার সহজ না করে দিতেন, তবে...

(ص: 198) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

حصل لك كما قال تعالى: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطًا مَّا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ فَإِنَّ إِنْسَانَ لَوَلا أَنَّهُ يَيْسِرُ لَهُ الطَّعَامُ مِنْ حِينَ أَنْ يَبْذُرَ ثُمَّ يَنْبِتُ ثُمَّ يَحْصِدُ ثُمَّ يَحْضِرُ إِلَيْهِ ثُمَّ يَطْحَنُ ثُمَّ يَعْجَنُ ثُمَّ يَطْبَخُ ثُمَّ يَيْسِرُ اللَّهُ لَهُ الْأَكْلَ مَا تَيْسِرُ لَهُ ذَلِكَ وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِنَّ الطَّعَامَ لَا يَصِلُ إِلَى الْإِنْسَانِ وَيَقْدُمُ إِلَيْهِ إِلَّا وَقَدْ سَبَقَ ذَلِكَ نَحْوَ مِائَةِ نِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِهَذَا الطَّعَامِ وَلَكِنَّا أَكْثَرُ الْأَحْيَانِ فِي غَفْلَةٍ عَنْ هَذَا نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَطْعِمَنَا وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ الطَّعَامَ الْحَلَالَ وَأَنْ يَرْزُقَنَا شُكْرَ نِعْمَتِهِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَفِي حَدِيثٍ مَعَاذُ بَنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَثَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْلٍ: الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مَبَارَكًا فِيهِ غَيْرُ مَكْفِيٍّ وَلَا مَوْدِعٍ وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا أَيْ

إِنَّا لَا نَسْتَغْنِي عَنْ اللَّهِ عِزَّ وَجَلَّ وَلَا أَحَدٌ يَكْفِينَا دُونَهُ فَهُوَ سُبْحَانَهُ حَسْبُنَا وَهُوَ
رَازِقُنَا جَلَّ وَعَلَا

আপনার ক্ষেত্রেও তেমনই ঘটেছে যেমনটি মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে বীজ তোমরা বপন করো? তোমরা কি তা অঙ্কুরিত করো, না কি আমিই অঙ্কুরোদগমকারী? আমি ইচ্ছা করলে তা খড়কুটোয় পরিণত করে দিতাম, তখন তোমরা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বলতে: আমরা তো ঋণের দায়ে পড়ে গেলাম; বরং আমরা তো বঞ্চিত হলাম।” সুতরাং মহান আল্লাহ যদি মানুষের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা সহজ না করতেন—বীজ বপন থেকে শুরু করে তা অঙ্কুরিত হওয়া, অতঃপর কর্তন করা, এরপর তা সংগ্রহ করা, তারপর চূর্ণ করা, খামির তৈরি করা, রান্না করা এবং পরিশেষে খাওয়ার বিষয়টি সহজ না করতেন—তবে তা তার পক্ষে কখনও সম্ভব হতো না। এই কারণেই কোনো কোনো আলিম বলেছেন যে, কোনো ব্যক্তির নিকট খাদ্য পৌঁছানো এবং তার সামনে তা পেশ করার পূর্বে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই খাবারের নিমিত্তে প্রায় একশত নিয়ামত অতিবাহিত হয়ে যায়। কিন্তু আমরা অধিকাংশ সময় এ বিষয়ে উদাসীন থাকি। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের ও সকল মুসলিমকে হালাল খাবার দান করেন এবং তাঁর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের তাওফীক দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। মুয়াজ্জ ইবনে আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দু'আটি পাঠ করতে উৎসাহিত করেছেন: “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য—যে প্রশংসা প্রচুর, পবিত্র ও বরকতময়; যা পর্যাণ্ত নয়, যা বর্জন করা যায় না এবং যা থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়া সম্ভব নয়—হে আমাদের প্রতিপালক।” অর্থাৎ, আমরা মহান আল্লাহ তাআলা থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারি না এবং তিনি ব্যতীত কেউ আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়। তিনি পবিত্র ও মহিমান্বিত, তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই আমাদের মহান রিযিকদাতা।

بَاب لَا يَعْيبُ الطَّعَامَ وَاسْتِحْبَابَ مَدْحِهِ

736 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

طعاماً قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه متفق عليه

737 - وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم

فقالوا: ما عندنا إلا خل فدعاً به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل نعم الأدم

الخل رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه) والطعام: ما يطعمه من مأكل ومشروب والذي ينبغي للإنسان إذا قدم له الطعام أن يعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى بتيسيره وأن يشكره على ذلك وألا يعيبه إن كان يشتهيهِ وطابت به نفسه فليأكله وإلا فلا يأكله ولا يتكلم فيه بقدرح أو يعيب ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً قط يعني لم يعب أبداً فيمضى طعاماً ولكنه إن

খাবারের দোষ না ধরা এবং তার প্রশংসা করার মুস্তাহাব হওয়ার পরিচ্ছেদ

৭৩৬ - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কোনো খাবারের দোষারোপ করেননি। তাঁর পছন্দ হলে তিনি তা আহার করতেন, আর অপছন্দ হলে তা পরিহার করতেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

৭৩৭ - জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারের নিকট তরকারি বা সালন চাইলেন। তাঁরা বললেন: আমাদের কাছে সিরকা (ভিনেগার) ছাড়া আর কিছু নেই। তখন তিনি তা চাইলেন এবং তা দিয়ে আহার করতে লাগলেন। তিনি বলছিলেন: “সিরকা কতই না চমৎকার তরকারি! সিরকা কতই না চমৎকার তরকারি!” (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

[ব্যাক্তা]

লেখক (আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) বলেছেন: (খাবারের দোষ না ধরা এবং তার প্রশংসা করা মুস্তাহাব হওয়ার পরিচ্ছেদ)। খাদ্য বলতে যা আহার করা হয় এবং যা পান করা হয়—উভয়কেই বোঝায়। মানুষের জন্য যা সমীচীন তা হলো, যখন তার সামনে খাবার পেশ করা হয়, তখন তা সহজলভ্য করার ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নেয়ামতের কদর অনুধাবন করা এবং তার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। সেই খাবারের কোনো দোষ বর্ণনা করা উচিত নয়। যদি তা তার রুচিসম্মত হয় এবং মন টানে তবে তা আহার করবে, অন্যথায় তা থাকে না; কিন্তু সে বিষয়ে কোনো নিন্দা বা ত্রুটির কথা বলবে না। এর দলিল হলো আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদিস, তিনি বলেছেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও খাবারের দোষ ধরেননি। অর্থাৎ ইতিপূর্বে তিনি কখনও খাবারের কোনো খুঁত বর্ণনা করেননি, বরং তিনি যদি...

(ص: 200) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

اشتهاه أكله وإلا تركه ولا يعيبه مثال ذلك رجل قدم له تمر وكان التمر رديئاً فلا يقل هذا تمر رديء بل يقال له إن اشتهيته فكل وإلا فلا تأكله أم أن تعيبه وهو نعمة أنعم الله بها عليك ويسرها لك فهذا لا يليق كذلك إذا صنع طعام فقدم إليه ولكنه لم يعجبه فلا يعيبه ويقال له إن كان هذا الطبخ قد ساغ لك فكل وإلا فاتركه وأما في مدح الطعام والثناء عليه فذكر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا شيء إلا الخل والخل عبارة عن ماء يوضع فيه التمر حتى يكون حلوا فجيء إليه بالخل يأتدم به يعني يغط فيه الخبز ويأكله ويقول: نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل وهذا ثناء على الطعام لأن الخل وإن كان شراباً يشرب لكن الشراب يسمى طعاماً قال الله تعالى: فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي وَإِنَّمَا سَمِيَ طعاماً لأن له طعماً يطعم

যদি রুচি হয় তবে তিনি তা আহার করবেন, অন্যথায় বর্জন করবেন এবং তার কোনো দোষ বর্ণনা করবেন না। এর উদাহরণ হলো, কোনো ব্যক্তির সামনে খেজুর পেশ করা হলো এবং খেজুরগুলো ছিল নিম্নমানের; সেক্ষেত্রে সে যেন না বলে যে, 'এই খেজুরগুলো অত্যন্ত নিম্নমানের'। বরং তাকে বলা হবে, যদি আপনার রুচি হয় তবে আহার করুন, নতুবা করবেন না। কিন্তু খাবারের দোষ ধরা—অথচ এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার ওপর এক বিশেষ নেয়ামত যা তিনি আপনার জন্য সহজসাধ্য করেছেন—তা একেবারেই সমীচীন নয়। একইভাবে, যখন কোনো খাদ্য প্রস্তুত করে কারো সামনে পেশ করা হয় এবং তা তার পছন্দ না হয়, তবে সে যেন তার দ্রুতি অশ্বেষণ না করে। বরং তাকে বলা হবে, যদি এই রান্না আপনার রুচিকর মনে হয় তবে গ্রহণ করুন, অন্যথায় বর্জন করুন। আর খাবারের প্রশংসা ও গুণগান করার বিষয়ে জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসটি প্রাধান্যযোগ্য যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পরিবারের কাছে ব্যঞ্জন বা সালন প্রার্থনা করলেন। তাঁরা বললেন: 'আমাদের কাছে সিরকা (ভিনেগার) ব্যতীত আর কিছুই নেই।' সিরকা হলো এমন এক পানীয় যা মূলত পানির মধ্যে খেজুর ভিজিয়ে রেখে মিষ্টতা তৈরি করা হয়। অতঃপর তাঁর নিকট সিরকা নিয়ে আসা হলো এবং তিনি তা দিয়ে ব্যঞ্জন হিসেবে আহার করতে শুরু করলেন; অর্থাৎ তিনি তাতে রুচি ডুবিয়ে আহার করছিলেন এবং বলছিলেন: 'সিরকা কতই না উত্তম ব্যঞ্জন! সিরকা কতই না উত্তম ব্যঞ্জন!' এটি খাদ্যের প্রতি এক অনন্য প্রশংসা। কেননা সিরকা যদিও পানযোগ্য পানীয়, তথাপি পানীয়কেও 'খাদ্য' (তা'আম) হিসেবে অভিহিত করা হয়। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: 'অতঃপর যে তা থেকে পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয়, আর যে তা আস্বাদন (ভক্ষণ) করবে না সে আমার দলভুক্ত।' একে 'খাদ্য' বলে নামকরণ করা হয়েছে কারণ এর স্বাদ (ত্ব'ম) রয়েছে যা আস্বাদন করা হয়ে থাকে।

وهذا أيضاً من هدى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أعجبه الطعام أثنى عليه وكذلك مثلاً لو أثنت على الخبر قلت نعم الخبز خبز فلان أو ما أشبه ذلك فهذا أيضاً من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিদায়াত বা দিকনির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত যে, যখন কোনো খাদ্য তাঁহার নিকট পছন্দনীয় হইত, তিনি উহার প্রশংসা করিতেন। তদ্রূপ উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি রুটির প্রশংসা করিয়া বলেন যে, ‘অমূকের রুটি কতই না চমৎকার’ অথবা এই জাতীয় কিছু, তবে ইহাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত।

(ص: 202) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر
738 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا
دعي أحدكم فليجب فإن كان صائماً فليصل وإن كان مفطراً فليطعم رواء مسلم قال
العلماء: معنى فليصل فليدع ومعنى فليطعم فليأكل

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر)
ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن
دعي إلي الطعام وهو صائم قال: فإن كان صائماً فليصل وإن كان مفطراً فليطعم
فليصل: يعني فليدعو لأن الصلاة هنا المراد بها الدعاء كما هو في اللغة العربية أن

الصلاة هي الدعاء أما في الشرع فالصلاة هي العبادة المعروفة إلا إذا دل الدليل على
أن المراد بها الدعاء فهو على ما دل عليه الدليل

সিয়ামরত অবস্থায় খাবারের মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তি রোজা না ভাঙলে যা বলবে সেই বিষয়ক অধ্যায়

৭৩৮ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যখন তোমাদের কাউকে দাওয়াত দেওয়া হয়, সে যেন তা কবুল করে। যদি সে সিয়ামরত থাকে তবে সে যেন দোয়া করে, আর যদি সে সিয়ামরত না থাকে তবে সে যেন আহর করে।" (ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)। উলামায়ে কেরাম বলেন: 'ফাল-ইউসাল্লি' (সে যেন সালাত আদায় করে) এর অর্থ হলো সে যেন দোয়া করে এবং 'ফাল-ইয়াতআম' (সে যেন আহর করে) এর অর্থ হলো সে যেন ভোজন করে।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: (সিয়ামরত অবস্থায় খাবারের মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তি রোজা না ভাঙলে যা বলবে সেই বিষয়ক অধ্যায়)। অতঃপর তিনি আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন যাকে সিয়ামরত অবস্থায় খাবারের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে: "যদি সে সিয়ামরত থাকে তবে সে যেন দোয়া করে, আর যদি সে সিয়ামরত না থাকে তবে যেন আহর করে।" 'সে যেন সালাত আদায় করে': অর্থাৎ সে যেন প্রার্থনা বা দোয়া করে; কারণ এখানে 'সালাত' দ্বারা দোয়া উদ্দেশ্য, যেমনটি আরবি ভাষায় 'সালাত' এর শাব্দিক অর্থ হলো দোয়া। আর শরিয়তের পরিভাষায় 'সালাত' বলতে সুপরিচিত ইবাদতকে (নামাজ) বোঝায়, তবে যদি কোনো দলিল প্রমাণ করে যে এখানে সালাত দ্বারা দোয়া উদ্দেশ্য, তবে তা সেই দলিলে নির্দেশিত অর্থেই পরিগণিত হবে।

فإنّ إنسان إذا دعي إلى الطّعام وحضر فلا يكفي الحضور بل يأكل لأن الرجل الذي دعاك لم يصنع الطّعام إلا ليؤكل فقد تكلف لك وصنع طعاماً أكثر من طعام أهله ودعاك إليه فإذا قلنا لا حرج عليك إن تركت الأكل لزم من هذا أن يبقى طعامه لم يؤكل فمثلاً لو دعا عشرة وصنع لهم طعاماً وقلنا إن الواجب الحضور دون الأكل ثم قاموا ولم يأكلوا لصار في ذلك مفسدة لباله ومضيعة لباله وصار في قلبه على الحاضرين شيء لماذا لم يأكلوا طعامي؟ فتقول إذا دعاك داع فالسنة أن تجيبه إلا إذا كان الداعي هو الزوج في وليمة العرس فإن الواجب أن تجيبه إلى دعوته ولا يحل لك أن تمنع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجب فقد عصى الله ورسوله يعني دعوة الولاية أما غيرها من الدعوات فأنت بالخيار مثل ذلك لو أن إنساناً دعاك في طعام لأنه قدم من سفر أو

সুতরাং একজন মানুষকে যখন খাবারের দাওয়াত দেওয়া হয় এবং সে সেখানে উপস্থিত হয়, তখন কেবল উপস্থিত হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং তার উচিত আহার করা। কারণ যিনি আপনাকে দাওয়াত দিয়েছেন, তিনি আহার করার উদ্দেশ্যেই এই খাবার প্রস্তুত করেছেন। তিনি আপনার জন্য কষ্ট স্বীকার করেছেন এবং নিজ পরিবারের স্বাভাবিক খাবারের তুলনায় অধিক খাবার তৈরি করে আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এমতাবস্থায় যদি আমরা বলি যে আহার বর্জন করলে আপনার কোনো দোষ হবে না, তবে এর অনিবার্য ফল এই দাঁড়াবে যে, তার খাবারগুলো অভুক্ত থেকে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, তিনি যদি দশ ব্যক্তিকে দাওয়াত দেন এবং তাদের জন্য খাবার তৈরি করেন, আর আমরা যদি বলি যে কেবল উপস্থিত হওয়া আবশ্যিক কিন্তু আহার করা নয়; অতঃপর তারা যদি এসে আহার না করেই উঠে চলে যান, তবে এতে তার অর্থের অপচয় ও লোকসান হবে। এছাড়া আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের প্রতি তার মনে একটি সংকীর্ণতা বা ক্ষোভের সৃষ্টি হবে যে, তারা কেন আমার খাবার খেল না? তাই বলা যায়, যখন কোনো আহ্বানকারী আপনাকে দাওয়াত দেন, তখন সেই ডাকে সাড়া দেওয়া সুন্নাত। তবে সেই দাওয়াত যদি বিবাহের ওলীমা হয়, তবে তাতে সাড়া দেওয়া আপনার জন্য ওয়াজিব বা আবশ্যিক এবং তা থেকে বিরত থাকা আপনার জন্য বৈধ নয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি দাওয়াত কবুল করল না, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলো।" এর

দ্বারা ওলীমার দাওয়াতই উদ্দেশ্য। অন্যান্য দাওয়াতে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে আপনার ইখতিয়ার বা পছন্দ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি যদি সফর থেকে ফিরে আসার কারণে আপনাকে খাবারের দাওয়াত দেন অথবা...

(ص: 204) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

لأنه دعا أصحابه أو ما أشبه ذلك فأنت بالخيار إن شئت فأجب وإن شئت فلا تجب لكن الأفضل أن تجيب وهذا الذي عليه جمهور العلماء وقال بعض العلماء يجب أن تجيب في دعوة الطعام في العرس وغيره إلا لسبب شرعي فإذا حضرت فإن كنت مفطرا فكل وإن كنت صائما فادع لصاحب الطعام وأخبره بأنك صائم حتى لا يكون في قلبه شيء وإن رأيت أنك إذا أفطرت وأكلت صار أطيب لقلبه فأفطر إلا أن يكون الصوم صوم فريضة فلا تفطر فتبين الآن أن المسألة ثلاثة أحوال: أولا: إذا دعاك وأنت مفطر فكل ثانيا: إذا دعاك وأنت صائم صوم فريضة فلا تأكل ولا تفطر ثالثا: إذا دعاك وأنت صائم صوم نقل فأنت بالخيار إن شئت فأفطر وكل وإن شئت فلا تأكل وأخبره بأنك صائم واتبع ما هو الأصلح إذا رأيت أن من الخير أن تفطر فأفطر وكل وإلا فلزوم الصيام أولى أما البطاقات فلا تجب الإجابة فيها إلا إذا علمت أن الرجل أرسل إليك البطاقة بدعوة حقيقية لأن كثيرا من البطاقات ترسل إلى

যেহেতু তিনি তাঁর সঙ্গী বা অনুরূপ কাউকে দাওয়াত করেছেন, তাই আপনার ইখতিয়ার রয়েছে; আপনি চাইলে সেই দাওয়াত কবুল করতে পারেন, আবার না-ও করতে পারেন। তবে উত্তর দেওয়া বা দাওয়াত কবুল করাই উত্তম, এবং জমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) আলিমগণের অভিমত এটিই। আবার কোনো কোনো আলিম মনে করেন যে, বিয়ের ওয়ালিমা বা অন্য যেকোনো খাবারের দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব, যদি না কোনো শরয়ি ওজর থাকে। এমতাবস্থায় আপনি যদি উপস্থিত হন এবং রোজা অবস্থায় না থাকেন, তবে আহার করুন। আর যদি আপনি

রোজাদার হন, তবে দাওয়াতদাতার জন্য বরকতের দোয়া করুন এবং তাঁকে অবহিত করুন যে আপনি রোজা রেখেছেন, যাতে তাঁর মনে কোনো প্রকার সংকোচ বা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়। আর যদি আপনি মনে করেন যে রোজা ভেঙে আহার করলে তিনি অধিক আনন্দিত হবেন, তবে রোজা ভেঙে আহার করুন—যদি না সেই রোজা ফরজ রোজা হয়; কারণ ফরজ রোজা ভাঙা জায়েজ নয়। সুতরাং এখন এটি স্পষ্ট হলো যে, মাসআলাটি তিনটি অবস্থার ওপর নির্ভরশীল: প্রথমত, আপনি যদি রোজা অবস্থায় না থাকেন এবং তিনি আপনাকে দাওয়াত দেন, তবে আহার করুন। দ্বিতীয়ত, আপনি যদি ফরজ রোজা অবস্থায় থাকেন এবং তিনি আপনাকে দাওয়াত দেন, তবে আহার করবেন না এবং রোজাও ভাঙবেন না। তৃতীয়ত, আপনি যদি নফল রোজা অবস্থায় থাকেন এবং তিনি আপনাকে দাওয়াত দেন, তবে আপনার ইখতিয়ার রয়েছে; চাইলে আপনি রোজা ভেঙে আহার করতে পারেন, আবার চাইলে আহার না করে তাঁকে নিজের রোজার কথা জানিয়ে দিতে পারেন এবং যেটি অধিক কল্যাণকর সেটিই অনুসরণ করুন। যদি দেখেন যে রোজা ভেঙে আহার করাটাই ভালো, তবে তা-ই করুন; অন্যথায় রোজা পূর্ণ করাই শ্রেয়। আর নিমন্ত্রণপত্রের (কার্ড) ক্ষেত্রে দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব নয়, যতক্ষণ না আপনি নিশ্চিত হন যে ব্যক্তিটি সত্যিই আপনাকে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে কার্ডটি পাঠিয়েছেন; কারণ অনেক কার্ডই কেবল লৌকিকতা রক্ষার জন্য পাঠানো হয়ে থাকে...

(ص: 205) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الناس من باب الجاملة ولا يهمله حضرت أم لم تحضر لكن إذا علمت أنه يهمله أن
تحضر لكونه قريباً لك أو صديقاً لك فأجب

মানুষ নিছক সৌজন্যবশত আমন্ত্রণ জানায় এবং আপনার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি তার নিকট বিশেষ গুরুত্ব বহন করে না; তবে আপনি যদি নিশ্চিত হন যে, আপনার আত্মীয়তা কিংবা নিবিড় বন্ধুত্বের কারণে আপনার উপস্থিতি তার নিকট গুরুত্বপূর্ণ, তবে তার আহ্বানে সাড়া দিন।

بَاب مَا يَقُولُهُ مَنْ دَعَى إِلَى طَعَامٍ فَتَبِعَهُ غَيْرُهُ

739 - عَنْ أَبِي مسعود البدرى رضى الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة فتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع قال: بل آذن له يا رسول الله متفق عليه

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في (كتاب أدب الطعام) : (بَاب مَا يَقُولُهُ مَنْ دَعَى إِلَى الطَّعَامِ فَتَبِعَهُ غَيْرُهُ) ثم ذكر حديث أبي مسعود البدرى رضى الله عنه أن رجلاً دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام خامس خمسة يعني حدد العدد بأنهم خمسة فتبعهم رجل فكانوا ستة فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم منزل الداعي استأذن للرجل السادس قال صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع ففي هذا دليل على فوائد أولاً: أنه يجوز للإنسان إذا دعا قوماً أن يحدد العدد ولا حرج في ذلك وبعض الناس يقول: إنه إذا حدد العدد فإنه بخيل

ভোজের জন্য আমন্ত্রিত ব্যক্তির সাথে অন্য কেউ গেলে যা বলতে হবে তার পরিচ্ছেদ
৭৩৯ - আবু মাসউদ আল-বাদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তাঁর তৈরি করা ভোজের জন্য পাঁচজনের পঞ্চম ব্যক্তি হিসেবে দাওয়াত দিলেন। অতঃপর এক ব্যক্তি তাঁদের অনুসরণ করল। যখন তিনি দরজায় পৌঁছালেন, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেন: "এই ব্যক্তি আমাদের অনুসরণ করে এসেছে। তুমি চাইলে তাকে অনুমতি দিতে পারো, আর তুমি চাইলে সে ফিরে যাবে।" তিনি বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! বরং আমি তাকে অনুমতি দিচ্ছি।" (বুখারী ও মুসলিম)

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) 'ভোজের শিষ্টাচার গ্রন্থ'-এ বলেছেন: (ভোজের জন্য আমন্ত্রিত ব্যক্তির সাথে অন্য কেউ গেলে যা বলতে হবে তার পরিচ্ছেদ)। অতঃপর তিনি আবু মাসউদ আল-বাদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে পাঁচজনের পঞ্চম ব্যক্তি হিসেবে দাওয়াত দিয়েছিলেন; অর্থাৎ তিনি সংখ্যাটি পাঁচজনে নির্দিষ্ট করেছিলেন। অতঃপর এক ব্যক্তি তাঁদের পিছু নিল, ফলে তাঁরা ছয়জন হয়ে গেলেন। যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাওয়াতকারীর বাসগৃহে পৌঁছালেন, তখন তিনি ষষ্ঠ ব্যক্তির জন্য অনুমতি চাইলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "এই ব্যক্তি আমাদের অনুসরণ করে এসেছে। তুমি চাইলে তাকে অনুমতি দিতে পারো, আর চাইলে সে ফিরে যাবে।" এর মধ্যে বেশ কিছু উপকারিতা বা শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রমাণ রয়েছে। প্রথমত: কোনো ব্যক্তি যখন লোকদের দাওয়াত দেয়, তখন মেহমানদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া তার জন্য বৈধ এবং এতে কোনো দোষ নেই। অথচ কিছু মানুষ বলে থাকে যে, যদি কেউ সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয় তবে সে কুপণ।

(ص: 207) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ولكن يقال قد يكون الإنسان قليل ذات اليد يحتاج أن يحدد لأجل أن يصنع الطعام الذي لا يزيد عن كفايتهم ولا سيما في مكان يكون فيه عامة الناس فقراء أما الأغنياء فالحمد لله لا يحددون وفيه أيضاً: دليل على جواز اتباع الرجل للمدعوين لعله يحصل علي طعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع هذا الرجل من اتباعهم بل استأذن له ولأنه ورد أيضاً في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين تبع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يشبع بطنه وفيه أيضاً: دليل على أنه إذا جاء مع الإنسان من لم يدع فإنه يستأذن له خصوصاً إذا كنت تظن أن صاحب

البيت دعاك لغرض خاص لا يجب أن يطلع عليه أحد فحينئذ لا بد أن تستأذن وفيه أيضاً: دليل على أنه لا حرج علي صاحب البيت إذا لم يأذن للذي تبع المدعو لأنه لو كان في ذلك حرج ما استأذنه النبي صلى الله عليه وسلم فلما استأذنه دل على أنه بالخيار إن شاء أذن وإن شاء قال ارجع وذلك أن الإنسان إذا استأذن علي شخص فصاحب البيت بالخيار إن شاء أذن له وإن شاء قال ارجع وقد قال الله تعالى: وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارجعوا فارجعوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ فلا يكن في صدرك حرج ولا في نفسك ضيق إذا استأذنت علي

তবে এ কথা বলা যেতে পারে যে, কোনো ব্যক্তি হয়তো অল্পবিত্তের হতে পারেন, যার ফলে তাকে খাবারের পরিমাণ নির্দিষ্ট করতে হতে পারে যাতে তিনি কেবল প্রয়োজনমাত্রিক খাবার তৈরি করেন যা তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত না হয়; বিশেষ করে এমন স্থানে যেখানে সাধারণ মানুষ অভাবী। পক্ষান্তরে ধনীদেব কথা ভিন্ন, আল্লাহর অনুগ্রহে তাদের খাবারের পরিমাণ নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন পড়ে না। এতে আরও প্রমাণ রয়েছে যে, আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সাথে এমন কারো যাওয়া বৈধ যে হয়তো খাবারের প্রত্যাশা রাখে; কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই ব্যক্তিকে তাদের অনুসরণ করতে বাধা দেননি, বরং তার জন্য (গৃহকর্তার কাছে) অনুমতি চেয়েছিলেন। আর এ কারণেও যে, আবু হুরায়রা (রাডিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ক্ষুধা নিবারণের উদ্দেশ্যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পিছু নিয়েছিলেন। এতে আরও দলিল রয়েছে যে, কোনো ব্যক্তির সাথে যদি এমন কেউ আসে যাকে দাওয়াত দেওয়া হয়নি, তবে তার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে; বিশেষ করে যদি আপনি ধারণা করেন যে গৃহকর্তা আপনাকে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে দাওয়াত দিয়েছেন যা অন্য কারো জানা কাম্য নয়, তবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই অনুমতি নিতে হবে। এতে আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আমন্ত্রিত অতিথির সাথে আসা ব্যক্তিকে যদি গৃহকর্তা অনুমতি না দেন, তবে তাতে গৃহকর্তার কোনো দোষ নেই। কারণ যদি এতে কোনো দোষ থাকত, তবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার জন্য অনুমতি চাইতেন না। যেহেতু তিনি অনুমতি চেয়েছিলেন, এটি প্রমাণ করে যে গৃহকর্তা স্বেচ্ছাধীন; তিনি চাইলে অনুমতি দিতে পারেন অথবা চাইলে ফিরে যেতে বলতে পারেন। আর বিষয়টি এমন যে, কোনো ব্যক্তি যখন অন্য কারো কাছে (প্রবেশের) অনুমতি চায়, তখন গৃহকর্তা স্বাধীন; তিনি চাইলে তাকে অনুমতি দেবেন অথবা চাইলে ফিরে

যেতে বলবেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "আর যদি তোমাদের বলা হয় ফিরে যাও, তবে তোমরা ফিরে যাবে; এটিই তোমাদের জন্য অধিকতর পবিত্র।" অতএব, আপনি যখন কারো কাছে অনুমতি চাইবেন (এবং তিনি আপনাকে ফিরে যেতে বলেন), তখন আপনার অন্তরে কোনো ক্ষোভ বা মনে কোনো সংকীর্ণতা থাকা উচিত নয়।

(ص: 208) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

شخص وقال ارجع أنا الآن مشغول خلافا لبعض الناس إذا استأذن على إنسان وقال له: ارجع أنا مشغول صار في قلبه شيء وهذا غلط لأن الناس لهم حاجات خاصة في بيوتهم وقد يكون ذلك لهم تعلقات بأناس آخرين أهم فإذا استأذنت علي شخص في البيت وقال لك الآن عندي شغل فارجع وارجع بكل راحة وبكل طمأنينة لأن هذا هو الشرع

কোনো ব্যক্তি যদি বলে, "ফিরে যাও, আমি এখন ব্যস্ত", তবে তা সেই সব লোকের আচরণের বিপরীত (যাদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়)। কেননা একদল মানুষ যখন কারো নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে এবং তাকে বলা হয় "ফিরে যাও, আমি ব্যস্ত", তখন তার অন্তরে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়; অথচ এটি একটি ভুল কাজ। কারণ মানুষের নিজ গৃহে ব্যক্তিগত নানাবিধ প্রয়োজন থাকে এবং হতে পারে অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে তাদের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। সুতরাং আপনি যদি কারো নিকট গৃহে প্রবেশের অনুমতি চান এবং সে আপনাকে বলে যে "এখন আমার কাজ আছে", তবে আপনি ফিরে যান; আর এই ফিরে যাওয়া হোক পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য ও মানসিক প্রশান্তির সাথে। কেননা এটিই হলো শরীয়তের নির্দেশিত বিধান।

(ص: 209) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

بَابُ الْأَكْلِ مِمَّا يَلِيهِ وَوَعْظُهُ وَتَأْدِيبُهُ مِنْ يَسِيءٍ أَكَلَهُ

740 - عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاماً في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحيفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه قوله: تطيش بكسر الطاء وبعدها ياء مثناة من تحت معناه تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحيفة **741 -** وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلاً أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك قال: لا أستطيع قال: لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في (كتاب أدب الطعام) : (باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله)

নিজের নিকট থেকে খাবার গ্রহণ এবং যার খাদ্যাভ্যাস ত্রুটিপূর্ণ তাকে উপদেশ ও শিষ্টাচার প্রদানের পরিচ্ছেদ

৭৪০ - উমর ইবনে আবি সালামা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তত্ত্বাবধানে এক বালক ছিলাম। খাওয়ার সময় আমার হাত পাত্রের চারদিকে ঘুরে বেড়াত। তখন আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন: “হে বালক! আল্লাহর নাম নাও, তোমার ডান হাত দিয়ে খাও এবং তোমার সামনে থেকে (নিকটবর্তী স্থান থেকে) খাও।” (বুখারি ও মুসলিম)। বর্ণনাকারীর উক্তি: 'তাতীশ' এর অর্থ হলো হাত নাড়াচাড়া করা এবং পাত্রের বিভিন্ন দিকে হাত প্রসারিত হওয়া।

৭৪১ - সালামাহ ইবনুল আকওয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে বাম হাত দিয়ে আহার করছিল। তিনি

বললেন: “তোমার ডান হাত দিয়ে খাও।” সে বলল: “আমি পারছি না।” তিনি বললেন: “তুমি যেন তা না পারো (অর্থাৎ তুমি যেন সামর্থ্য হারিয়ে ফেলো)।” কেবল অহংকারই তাকে ডান হাতে খেতে বাধা দিয়েছিল। এরপর সে তার হাত আর মুখ পর্যন্ত ওঠাতে পারেনি। (মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) ‘আহারের আদব’ নামক অধ্যায়ে বলেছেন: (নিজের নিকট থেকে আহার গ্রহণ এবং যার আহার করার পদ্ধতি সঠিক নয় তাকে উপদেশ ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার পরিচ্ছেদ)

(ص: 210) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وقد سبق لنا الكلام على أن الكل باليمين والشرب باليمين واجب وأنه يحرم على الإنسان أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله وأن من أكل بشماله أو شرب بشماله فإنه عاص وآثم عاص لله ورسوله وآثم ومثابه للشيطان ولأولياء الشيطان من الكفار والواجب على المسلم أن يأكل باليمين إلا لعذر كما لو كانت اليمين مشلولة أو ما أشبه ذلك فاتقوا الله ما استطعتم ولهذا ذكر المؤلف حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يأكل بشماله: كل بيمينك قال: لا أستطيع قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت يعني دعا عليه أن يعجز أن يرفع يده اليمنى إلى فيه لأنه ما منعه إلا الكبر والعياذ بالله فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يرفعها بعد ذلك إلى فيه ويحتمل قوله ما منعه إلا الكبر يعني إلا التكبير عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه ما منعه إلا الكبر يعني ما منعه أن يأكل بيمينه إلا الكبر وأياً كان فإن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بهذه الدعوة التي أوجبت أن تنشل يده حتى لا ترفع إلى فيه دليل على أن الأكل

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, ডান হাত দিয়ে পানাহার করা ওয়াজিব বা আবশ্যিক এবং বাম হাত দিয়ে আহার করা বা পান করা মানুষের জন্য হারাম। যে ব্যক্তি বাম হাত দিয়ে পানাহার করে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য এবং পাপিষ্ঠ; এমনকি সে শয়তান ও শয়তানের বন্ধু কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী। একজন মুসলিমের জন্য অপরিহার্য হলো ডান হাতে আহার করা, যদি না কোনো শরয়ি ওজর বা বিশেষ কারণ থাকে—যেমন ডান হাত অবশ হওয়া বা এই জাতীয় কোনো সমস্যা। সুতরাং তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় করো। এ কারণেই গ্রন্থকার সালামাহ ইবনুল আকওয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে বাম হাতে খেতে দেখে বললেন, "তোমার ডান হাত দিয়ে খাও।" সে বলল, "আমি সক্ষম নই।" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "তুমি যেন সক্ষম না হও।" অর্থাৎ তিনি তার বিরুদ্ধে এই বদদোয়া করলেন যেন সে তার ডান হাত মুখ পর্যন্ত তুলতে অক্ষম হয়ে যায়; কারণ একমাত্র অহংকারই তাকে তা করতে বাধা দিয়েছিল—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বদদোয়ার ফলে সে ব্যক্তি এরপর আর কখনোই তার হাত মুখ পর্যন্ত তুলতে পারেনি। "অহংকারই তাকে বাধা দিয়েছিল"—একথার অর্থ হতে পারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশের বিপরীতে অহংকার করা, অথবা এর অর্থ এমনও হতে পারে যে, কেবল অহংকারের কারণেই সে ডান হাতে খেতে অসম্মতি জানিয়েছিল।

মূলত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই বদদোয়া, যার প্রভাবে ওই ব্যক্তির হাত অবশ হয়ে গিয়েছিল এবং সে তা মুখ পর্যন্ত তুলতে পারেনি, তা একথারই সুস্পষ্ট প্রমাণ যে বাম হাতে আহার করা হারাম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও জানিয়েছেন যে, শয়তান তার বাম হাতে আহার ও পান করে থাকে।

بشماله فأنت الآن أمامك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الشيطان فهل تأخذ بهدي الرسول أو بهدي الشيطان؟ وكل مؤمن يقول آخذ بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يأكل بيمينه وأمر بالأكل باليمين ويشرب بيمينه وأمر بالشرب باليمين والشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله فآختر أي الطريقين شئت ولهذا كان أولياء الشيطان من اليهود والنصارى والمشركين لا يعرفون الأكل إلا بالشمال ولا الشرب إلا بالشمال لأنهم أولياء الشيطان تولاهم الشيطان والعياذ بالله واستحوذ عليهم فإياك أن تكون مثلهم وبعض الناس إذا كان يأكل وأراد أن يشرب يمسك الكأس باليسار ويشرب وهذا لا يجوز لأن الحرام لا يباح إلا للضرورة وهذا ليس له ضرورة يستطيع أن يمسك الكأس من أسفله باليد اليمنى فغالب كئوس الناس اليوم إما من البلاستيك يشرب بها ثم ترمي ولا تغسل أو من الحديد أو الزجاج فيمكن غسلها حتى لو تلطخت ولكن لا يجوز للإنسان أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله فإن فعل فهو عاص لله ورسوله عاص للرسول لأنه نهى عن

বাম হাত দিয়ে। এখন আপনার সম্মুখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ এবং শয়তানের আদর্শ—উভয়ই বিদ্যমান। আপনি কি রাসূলের আদর্শ গ্রহণ করবেন নাকি শয়তানের আদর্শ? প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তিই বলবে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শই গ্রহণ করব। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান হাতে আহার করতেন এবং ডান হাতে আহার করার নির্দেশ দিতেন; তিনি ডান হাতে পান করতেন এবং ডান হাতে পান করার নির্দেশ দিতেন। অন্যদিকে, শয়তান বাম হাতে আহার করে এবং বাম হাতে পান করে। সুতরাং এই দুই পথের মধ্য থেকে আপনার ইচ্ছানুযায়ী যেকোনো একটি বেছে নিন। এই কারণেই শয়তানের বন্ধু—ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুশরিকরা—বাম হাত ব্যতীত আহার করা বা পান করার কোনো নিয়ম জানে না। কারণ তারা শয়তানের বন্ধু; শয়তান তাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছে—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—এবং সে তাদের ওপর পূর্ণ

কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। সুতরাং সাবধান! আপনি যেন তাদের সদৃশ না হন। কিছু মানুষ খাওয়ার সময় যখন পান করতে চায়, তখন গ্লাসটি বাম হাত দিয়ে ধরে পান করে। অথচ এটি বৈধ নয়; কারণ কোনো হারাম বিষয় নিরুপায় অবস্থা (জরুরত) ব্যতীত বৈধ হয় না, আর এখানে তেমন কোনো নিরুপায় অবস্থা নেই। সে চাইলেই গ্লাসটি নিচ থেকে ডান হাত দিয়ে ধরতে পারে। বর্তমানে মানুষের ব্যবহৃত অধিকাংশ গ্লাসই হয় প্লাস্টিকের—যা ব্যবহারের পর ফেলে দেওয়া হয় এবং ধোয়ার প্রয়োজন হয় না, অথবা লোহা বা কাঁচের—যা ময়লা লেগে গেলেও ধুয়ে নেওয়া সম্ভব। তবে কোনো অবস্থাতেই মানুষের জন্য বাম হাতে আহার করা বা পান করা বৈধ নয়। যদি কেউ এমনটি করে, তবে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলো; বিশেষত সে রাসূলের অবাধ্য হলো যেহেতু তিনি এ থেকে নিষেধ করেছেন...

(ص: 212) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ذلك وعاص لله لأن معصية الرسول معصية لله قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال: {ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً} والرسول ما يتكلم من عند نفسه بل يتكلم لأنه رسول رب العالمين سبحانه وتعالى وذكر المؤلف رحمه الله حديث عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن أبي سلمة بن أم سلمة وأم سلمة مات عنها زوجها أبو سلمة رضي الله عنه وكانت تحبه حباً عظيماً وهو ابن عمها وحضر النبي صلى الله عليه وسلم وفاته ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد شخص بصره أي انفتح انفتح انفتاحاً كبيراً فقال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر لأن الروح بإذن الله جسم لطيف خفيف يخرج من البدن ولا يمكن أن نشاهده بل يشاهده الميت فيشاهد نفسه خرجت من جسده قال: إن الروح إذا قبضت تبعها البصر فضج ناس من أهله لما

سبعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عرفوا أنه مات فضجوا كعادة الناس لأنه في
الجاهلية إذا مات الميت دعوا بالويل والثبور

তা এবং তিনি আল্লাহর অবাধ্যকারী, কারণ রাসূলের অবাধ্যতা মূলত আল্লাহরই অবাধ্যতা। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে মূলত আল্লাহরই আনুগত্য করল।" তিনি আরও ইরশাদ করেছেন: "আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়, সে তো সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পথভ্রষ্ট হলো।" আর রাসূল নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলেন না, বরং তিনি বলেন কারণ তিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক—যিনি পরম পবিত্র ও মহান—তাঁর প্রেরিত রাসূল। গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিপালিত সন্তান উমর ইবনে আবি সালামাহর বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। উমর ইবনে আবি সালামাহ হলেন উম্মে সালামাহর পুত্র। উম্মে সালামাহর স্বামী আবু সালামাহ (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) ইন্তেকাল করেন এবং তিনি তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন; তিনি ছিলেন তাঁর চাচাতো ভাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইন্তেকালের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে প্রবেশ করলেন যখন তাঁর চোখ স্থির হয়ে গিয়েছিল, অর্থাৎ তা অত্যন্ত বড় হয়ে উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "নিশ্চয়ই যখন আত্মা কবজ করা হয়, তখন দৃষ্টি তার অনুসরণ করে।" কারণ আত্মা আল্লাহর নির্দেশে একটি সূক্ষ্ম ও হালকা অস্তিত্ব, যা দেহ থেকে নির্গত হয়। আমরা তা দেখতে পাই না, বরং মৃত ব্যক্তি তা দেখতে পায় এবং সে নিজের আত্মাকে দেহ থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে। তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই যখন আত্মা কবজ করা হয়, তখন দৃষ্টি তার অনুসরণ করে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথা শুনে তাঁর পরিবারের লোকেরা উচ্চস্বরে কেঁদে উঠল, কারণ তারা বুঝতে পারল যে তিনি মারা গেছেন। মানুষের স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী তারা কান্নায় ভেঙে পড়ল; কারণ জাহেলি যুগে যখন কেউ মারা যেত, তখন তারা ধ্বংস ও বিপদের আহাজারি করত।

واثبوراہ واویلاہ وما أشبه ذلك فقال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا علي أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون علي ما تقولون ثم أغمض النبي صلى الله عليه وسلم بصره يعني رد أجفانه بعضها إلى بعض لئلا تبقى عيناه مفتوحين وهكذا ينبغي أن يغمض البيت إذا مات لأنه إذا برد ما تستطيع أن تغمض عينيه فما دام حاراً فأغمض عينيه وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه يا لها من دعوات كلنا يتمناها اللهم اغفر لأبي سلمة يعني ذنوبه وارفع درجته في المهديين أي في جنات النعيم جعلنا الله من أهلها: وافسح له في قبره أي وسع له في قبره ونور له فيه لأن القبر ظلمة إلا من نوره الله عليه نور الله قبورنا واخلفه في عقبه يعني كن خليفته في عقبه وكانت أم سلمة رضي الله عنها قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فقال: اللهم أجرني في مصيبتني واخلف لي خيراً منها آجره الله في مصيبتته وأخلف له خيراً منها فقالت ذلك لها مات زوجها وابن عمها وأحب الناس إليها

“হায় ধ্বংস! হায় দুর্ভোগ!” এবং এই জাতীয় বিলাপ। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমরা নিজেদের অমঙ্গল কামনা করো না, বরং কেবল কল্যাণের দোয়াই করো; কারণ তোমরা যা বলো ফেরেশতারা তার ওপর আমীন বলেন।” এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর (আবু সালামার) চোখ বন্ধ করে দিলেন—অর্থাৎ চোখের পাতাগুলো একটির সাথে অন্যটি মিলিয়ে দিলেন যেন চোখ দুটো খোলা না থাকে। আর এভাবেই মৃতব্যক্তি মারা যাওয়ার পর তার চোখ বন্ধ করে দেওয়া উচিত; কারণ শরীর যখন ঠান্ডা হয়ে যায় তখন আর চোখ বন্ধ করা সম্ভব হয় না। তাই শরীর যতক্ষণ পর্যন্ত উষ্ণ থাকে তখনই চোখ বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “হে আল্লাহ! আবু সালামাকে ক্ষমা করুন, হিদায়াতপ্রাপ্তদের মাঝে তাঁর মর্যাদা সুউচ্চ করুন এবং তাঁর পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে আপনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত (অভিভাবক) হোন। হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক! আমাদের এবং তাঁকে ক্ষমা করুন, তাঁর কবরকে প্রশস্ত করুন এবং তা নূরে আলোকিত করে দিন।” আহ! কী

চমৎকার সব দোয়া, যা আমাদের প্রত্যেকেরই আকাঙ্ক্ষা। “হে আল্লাহ! আবু সালামাকে ক্ষমা করুন”—অর্থাৎ তাঁর গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন। “এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের মাঝে তাঁর মর্যাদা সুউচ্চ করুন”—অর্থাৎ নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতসমূহে; আল্লাহ আমাদের সেই জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। “তাঁর কবরকে প্রশস্ত করুন”—অর্থাৎ তাঁর কবরকে বিস্তৃত করে দিন “এবং তা নূরে আলোকিত করে দিন”; কারণ কবর মূলত অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থান, তবে আল্লাহ যার জন্য তা আলোকিত করেন তার কথা ভিন্ন। আল্লাহ আমাদের কবরসমূহকে নূরে আলোকিত করুন। “আর তাঁর বংশধরদের মাঝে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হোন”—অর্থাৎ তাঁর সন্তানদের জন্য আপনিই অভিভাবক হয়ে যান। উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শুনেছিলেন যে, কোনো মানুষ যখন বিপদে পড়ে এই দোয়া পাঠ করে: “হে আল্লাহ! আমার এই বিপদে আমাকে সওয়াব দান করুন এবং এর বিনিময়ে আমাকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করুন”, তখন আল্লাহ তাকে সেই বিপদে সওয়াব দান করেন এবং এর বিনিময়ে তাকে উত্তম প্রতিদান দান করেন। তাই যখন তাঁর স্বামী, তাঁর চাচাতো ভাই এবং তাঁর সবচেয়ে প্রিয় মানুষটি ইন্তেকাল করলেন, তখন তিনি এই দোয়াই পাঠ করেছিলেন।

(ص: 214) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ثم جعلت تفكر تقول في نفسها من خير من أبي سلمة فهي مؤمنة بأن الله سيخلف لها خيرا منه لكن تقول من خير من أبي سلمة؟ فما أن انتهت عدتها من وفاة زوجها حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم خيرا لها من أبي سلمة بلا شك ثم إن الله استجاب دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في أبي سلمة: اخلفه في عقبه خلفه الله في عقبه وجعل خليفة أبيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نعم الخليفة خلف أبا سلمة في أهله وفي أولاده وكان منهم عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وكان صغيرا غلاما جلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل فجعلت يده تطيش في الصحيفة صبي صغير ما تعلم تروح يده يميناً ويساراً يأكل مما

يليه ومن وسط الصحافة ومن الجانب الآخر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله يعني قل بسم الله عند الأكل وكل بيمينك وكل مما يليك فعلم الرسول هذا الغلام ثلاث سنن: سم الله والتسمية على الأكل واجبة وكل بيمينك والأكل باليمين واجب وكل مما يليك تأدباً مع صاحبك لأن من سوء الأدب أن تأكل من حافة صاحبك فعليه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنن في أكله

এরপর তিনি চিন্তা করতে লাগলেন এবং মনে মনে বলতে লাগলেন, আবু সালামার চেয়ে উত্তম কে হতে পারে? তিনি এই বিশ্বাস পোষণ করতেন যে, আল্লাহ অবশ্যই তাঁকে তাঁর চেয়ে উত্তম কোনো বিনিময় দান করবেন, কিন্তু তবুও তিনি ভাবতেন, আবু সালামার চেয়ে উত্তম আর কে হতে পারে? অতঃপর তাঁর স্বামীর ইন্তেকাল পরবর্তী ইদতকাল শেষ হতে না হতেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। ফলে নিঃসন্দেহে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য আবু সালামার চেয়েও উত্তম সাব্যস্ত হলেন। এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই দোয়া কবুল করলেন যা তিনি আবু সালামার ব্যাপারে করেছিলেন: "তাঁর উত্তরসূরিদের মাঝে আপনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হোন।" আল্লাহ তাঁর উত্তরসূরিদের মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁদের পিতার স্থলাভিষিক্ত ও অভিভাবক বানিয়ে দিলেন, আর তিনিই হলেন সর্বোত্তম অভিভাবক। তিনি আবু সালামার পরিবার ও সন্তানদের দেখাশোনার ক্ষেত্রে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। তাঁদেরই একজন ছিলেন ওমর ইবনে আবু সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু), যিনি তখন এক ছোট বালক ছিলেন। তিনি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বসে খাবার খাচ্ছিলেন, তখন পাত্রের চারদিকে তাঁর হাত ঘুরছিল। ছোট শিশু হওয়ার কারণে তিনি জানতেন না, তাই তাঁর হাত পাত্রের ডানে-বামে, সামনের দিক থেকে, মাঝখান থেকে এবং অন্য পাশ থেকেও খাবার সংগ্রহের জন্য ঘুরছিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন: "হে বৎস, আল্লাহর নাম নাও," অর্থাৎ আহারের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলো, "এবং তোমার ডান হাত দিয়ে খাও এবং তোমার সামনের অংশ থেকে খাও।" এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বালককে তিনটি সুন্নাহ শিক্ষা দিলেন: আল্লাহর নাম নেওয়া—আর আহারের শুরুতে আল্লাহর নাম নেওয়া (তাসমিয়াহ) ওয়াজিব; ডান হাত দিয়ে খাওয়া—আর ডান হাতে আহার করা ওয়াজিব; এবং নিজের সামনের অংশ থেকে খাওয়া—যা সঙ্গীর প্রতি শিষ্টাচারের

অন্তর্ভুক্ত, কেননা সঙ্গীর পাত্রে পাশ থেকে আহার করা অভদ্রতা। এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আহারের তিনটি সুন্নাহ শিক্ষা দিলেন।

(ص: 215) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

واحدة وهذه من بركات النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله فيه بركة فيعلم في كل مناسبة وكذلك ينبغي لطالب العلم وغير طالب العلم كل من علم سنة ينبغي أن يبينها في كل مناسبة ولا تقل أنا لست بعالم نعم لست بعالم لكن عندك علم قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فينبغي للإنسان في مثل هذه الأمور أن ينتهز الفرص كلها سمحت الفرصة لنشر السنة فأنشرها يكن لك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة

এটি একটি বিষয়; আর এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম বরকত যে, আল্লাহ তাতে বরকত দান করেন, ফলে তিনি প্রতিটি উপলক্ষ্যেই শিক্ষা প্রদান করেন। অনুরূপভাবে ইলম অন্বেষী হোক বা অন্য কেউ—যে ব্যক্তিই কোনো সুন্নাহ সম্পর্কে জানবে, তার উচিত প্রতিটি সুযোগে তা ব্যক্ত করা। আর এমনটি বলো না যে, 'আমি তো আলেম নই'। হ্যাঁ, তুমি আলেম নও ঠিকই, কিন্তু তোমার নিকট তো ইলম বা জ্ঞান রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: 'তোমরা আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও।' সুতরাং মানুষের জন্য সংগত হলো এই জাতীয় বিষয়ে সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। যখনই সুন্নাহ প্রচারের সুযোগ আসবে, তখনই তা প্রচার করো; ফলে তোমার জন্য এর প্রতিদান থাকবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা এর ওপর আমল করবে তাদের সমপরিমাণ প্রতিদানও তুমি লাভ করবে।

(ص: 216) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته
742 - عن جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا وكان
 عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا فإن النبي
 صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه متفق
 عليه

এক সাথে আহার করার সময় সঙ্গীদের অনুমতি ব্যতীত দুইটি খেজুর বা অনুরূপ কিছু একত্রে
 মিলিয়ে খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক অধ্যায়।

৭৪২ - জাবালা ইবনে সুহাইম (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনুল জুবারের (রা.)-এর
 শাসনামলে আমরা এক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছিলাম। তখন আমাদের জন্য খেজুরের ব্যবস্থা
 করা হলো। এমতাবস্থায় আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যখন
 আমরা আহার করছিলাম। তখন তিনি বললেন, “তোমরা (দুইটি খেজুর) একত্রে মিলিয়ে খেও
 না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একত্রে মিলিয়ে খেতে নিষেধ করেছেন।”
 অতঃপর তিনি বলেন, “তবে যদি কেউ তার ভাইয়ের (সঙ্গীর) অনুমতি নেয় (তবে ভিন্ন কথা)।”
 (বুখারি ও মুসলিম)

(ص: 217) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع
743 - عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
 قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع؟ قال: فلعلكم تفترون قالوا: نعم قال
 فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه رواه أبو داود

[الشَّرْحُ]

هذان بابان ذكرهما النووي رحمه الله في (كتاب أدب الطعام) أما أولهما: فهو في النهي عن القرآن بين التمرتين ونحوهما مما يؤكل أفراداً إذا كان مع جماعة إلا يأذن أصحابه فمثلاً الشيء الذي جرت العادة أن يؤكل واحدة واحدة كالتمر إذا كان مع جماعة فلا تأكل تمرتين جميعاً لأن هذا يضر بإخوانك الذين معك فلا تأكل أكثر منهم إلا إذا استأذنت وقلت تأذنون لي أن أكل تمرتين في آن واحد فإن أدنوا لك فلا بأس وكذلك ما جاء في العادة بأنه يؤكل أفراداً كبعض الفواكه الصغيرة التي يلتقطها الناس حبة حبة ويأكلونها فإن الإنسان لا

যে ব্যক্তি আহার করেও তৃপ্ত হয় না, সে যা বলবে এবং করবে—সেই বিষয়ক অধ্যায় ৭৪৩ - ওয়াহশি ইবন হারব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণ নিবেদন করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আহার করি কিন্তু আমাদের তৃপ্তি হয় না। তিনি বললেন: সম্ভবত তোমরা পৃথক পৃথকভাবে আহার করো? তাঁরা বললেন: হ্যাঁ। তিনি বললেন: তবে তোমরা তোমাদের আহারের জন্য একত্রিত হও এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করো, তোমাদের জন্য তাতে বরকত দান করা হবে। এটি ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাক্যা]

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর ‘ভোজন-শিষ্টাচার’ (কিতাবু আদাবিত তায়াম) গ্রন্থে এই দুটি অধ্যায় উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে প্রথমটি হলো: কোনো দলের সাথে খাবার খাওয়ার সময় সঙ্গীদের অনুমতি ব্যতীত দুটি খেজুর বা এই জাতীয় এক এক করে খাওয়ার মতো জিনিস একত্রে মিলিয়ে খেতে নিষেধ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যেসব জিনিস সাধারণত একটি একটি করে খাওয়ার প্রচলন রয়েছে—যেমন খেজুর—আপনার সাথে যদি অন্য লোক থাকে, তবে একসাথে দুটি খেজুর খাবেন না। কারণ এটি আপনার সাথে থাকা ভাইদের জন্য ক্ষতিকর হবে। তাই তাদের অনুমতি ব্যতীত তাদের চেয়ে বেশি খাবেন না। তবে যদি আপনি অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং বলেন যে, আপনারা কি আমাকে একসাথে দুটি করে খেজুর খাওয়ার

অনুমতি দেবেন? আর তারা যদি আপনাকে অনুমতি দেয়, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। একইভাবে যেসব ছোট ফল মানুষ সচরাচর একটি একটি করে খুঁটে খায়, সেক্ষেত্রেও একজন মানুষ...

(ص: 218) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

يجمع بين اثنتين إلا بإذن صاحبه الذي صاحبه الذي معه مخافة أن يأكل أكثر مما يأكل صاحبه أما إذا كان الإنسان وحده فلا بأس أن يأكل التمرتين جميعاً أو الحبتين مما يؤكل أفراداً جميعاً لأنه لا يضر بذلك أحداً إلا أن يخشى على نفسه من الشرع أو الغصص فإن العامة يقولون من كب اللقمة غص فإذا كان يخشى أنه لو أكل تمرتين جميعاً أو حبتين جميعاً مما يؤكل أفراداً أن يغص فلا يفعل لأن ذلك يضر بنفسه والنفس أمانة عندك لا يحل لك أن تفعل ما يؤذيها أو يضرها ثم ذكر المؤلف ما رواه ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القران يعني أن يقرن الإنسان بين تمرتين إلا أن يستأذن من كان معه فلا بأس أما الباب الثاني: فهو في الذي يأكل ولا يشبع ولذلك أسباب منها: أنه يسى الله على الطعام فإن الإنسان إذا لم يسم الله على الطعام أكل الشيطان معه ونزعت البركة من طعامه ومنها: أن يأكل من أعلى الصحيفة فإن ذلك أيضاً ينزع البركة من الصحيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الإنسان من أعلى الصحيفة فإن فيه البركة فيأكل من الجوانب

সাথে থাকা সঙ্গীর অনুমতি ব্যতিরেকে কেউ যেন দুইটিকে একত্রে গ্রহণ না করে। এটি এই আশঙ্কায় যে, সে হয়তো তার সঙ্গীর তুলনায় অধিক আহার করে ফেলবে। তবে মানুষ যখন একাকী থাকে, তখন দুটি খেজুর অথবা যা সাধারণত এককভাবে খাওয়া হয় এমন খাদ্যবস্তু

দুটি দানা একত্রে খাওয়ায় কোনো দোষ নেই; কেননা এর দ্বারা সে অন্য কারো ক্ষতি করছে না। তবে যদি নিজের গলায় খাবার আটকে যাওয়া বা শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে তা ভিন্ন কথা। কারণ সাধারণ মানুষ বলে থাকে: "যে বড় লোকমা নেয়, তার গলায় আটকে যায়।" সুতরাং যদি সে আশঙ্কা করে যে, একত্রে দুটি খেজুর বা দুটি দানা খেলে তা গলায় আটকে যেতে পারে, তবে সে যেন তা না করে। কারণ এতে সে নিজের জীবনের ক্ষতি করবে। আর তোমার জীবন তোমার কাছে একটি আমানত; তোমার জন্য এমন কিছু করা বৈধ নয় যা তাকে কষ্ট দেয় বা তার ক্ষতি সাধন করে। অতঃপর লেখক ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'কিরান' তথা একত্রে দুটি করে খেজুর মিলিয়ে খেতে নিষেধ করেছেন, যদি না সাথে থাকা ব্যক্তির নিকট থেকে অনুমতি গ্রহণ করা হয়; অনুমতি নিলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি হলো সেই ব্যক্তির বিষয়ে যে আহার করে কিন্তু তৃপ্ত হয় না। এর বেশ কিছু কারণ রয়েছে, যার মধ্যে একটি হলো: খাবারের শুরুতে আল্লাহর নাম স্মরণ (বিসমিল্লাহ) না করা। কেননা মানুষ যখন খাবারের শুরুতে আল্লাহর নাম নেয় না, তখন শয়তান তার সাথে আহারে অংশ নেয় এবং তার খাবার থেকে বরকত উঠিয়ে নেওয়া হয়। আরেকটি কারণ হলো: পাত্রের উপরিভাগ বা মাঝখান থেকে আহার করা। এটিও পাত্র থেকে বরকত চলে যাওয়ার একটি কারণ। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাত্রের উপরিভাগ বা মাঝখান থেকে খেতে নিষেধ করেছেন; কারণ বরকত সেখানেই অবতীর্ণ হয়, অতএব সে যেন পাত্রের পার্শ্বদেশ বা চারপাশ থেকে আহার করে।

(ص: 219) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ومنها: التفرق على الطعام فإن ذلك من أسباب نزع البركة لأن التفرق يستلزم أن كل واحد يجعل له إناء خاص فيتفرق الطعام وتنزع بركته وذلك لأنك لو جعلت لكل إنسان طعاماً في صحن واحد أو في إناء واحد لتفرق الطعام لكن إذا جعلته كله في إناء واحد اجتمعوا عليه وصار في القليل بركة وهذا يدل على أنه ينبغي للجماعة

أَنْ يَكُونَ طَعَامُهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلَوْ كَانُوا عَشْرَةَ أَوْ خَمْسَةَ يَكُونُ طَعَامُهُمْ فِي صَحْنٍ وَاحِدٍ بِحَسَبِهِمْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ نَزُولِ الْبَرَكَةِ وَالتَّفَرُّقِ مِنْ أَسْبَابِ نَزْعِ الْبَرَكَةِ

আর তার মধ্যে অন্যতম হলো: আহারের সময় পৃথক হয়ে বসা। কারণ, এটি বরকত অপসারিত হওয়ার অন্যতম কারণ। কেননা পৃথকভাবে আহার করার অর্থ হলো—প্রত্যেকে নিজের জন্য পৃথক পাত্র গ্রহণ করবে, ফলে খাবারও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং তার বরকত দূরীভূত হবে। এর কারণ হলো, আপনি যদি প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য পৃথক পাত্রে বা থালায় খাবার পরিবেশন করেন, তবে খাবার পৃথক হয়ে যাবে। কিন্তু যখন আপনি সমস্ত খাবার একটি পাত্রে রাখবেন, তখন সকলে তার ওপর সমবেত হবে এবং সামান্য খাবারেও বরকত হবে। এটি প্রমাণ করে যে, জামাত বা দলের জন্য তাদের খাবার একটি পাত্রে হওয়া বাঞ্ছনীয়। তারা সংখ্যায় দশজন হোক বা পাঁচজন, তাদের সংখ্যা অনুযায়ী তাদের খাবার একটিই বড় থালায় হওয়া উচিত। কারণ এটি বরকত অবতীর্ণ হওয়ার একটি কারণ, আর পৃথক হয়ে আহার করা বরকত অপসারিত হওয়ার অন্যতম কারণ।

(ص: 220) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

بَابُ الْأَمْرِ بِالْأَكْلِ مِنْ جَانِبِ الْقِصْعَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ وَسْطِهَا وَفِيهِ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَمَا سَبَقَ

744 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسْطَ الطَّعَامِ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسْطِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

745 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَسْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِصْعَةٌ يَقَالُ لَهَا: الْغَرَاءُ يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ فَلَمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضَّحَى أَتَى بِتِلْكَ الْقِصْعَةِ يَعْنِي وَقَدْ ثَرَدَ فِيهَا فَالْتَفَوْا عَلَيْهَا فَلَمَّا كَثُرُوا جِثَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسلم فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواشيها ودعوا ذروتها يبارك فيها رواه أبو داود بإسناد جيد ذروتها أعلاها: بكسر الذال وضمة

বড় পাত্রে চারপাশ থেকে খাওয়ার নির্দেশ এবং এর মাঝখান থেকে খেতে নিষেধ করার অধ্যায় এতে রয়েছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: "তুমি তোমার সামনের দিক থেকে খাও।" এটি মুত্তাফাকুন আলাইহি, যেমনটি ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

৭৪৪ - ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "বরকত খাবারের মাঝখানে নাযিল হয়, সুতরাং তোমরা তার চারপাশ থেকে খাও এবং মাঝখান থেকে খেয়ো না।" এটি আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি (তিরমিযী) বলেছেন: এটি একটি হাসান সহীহ হাদীস।

৭৪৫ - আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি বড় পাত্র ছিল যাকে 'আল-গাররা' বলা হতো এবং তা বহন করতে চারজন মানুষের প্রয়োজন হতো। যখন পূর্বাহ্ন হলো এবং তারা চাশতের সালাত আদায় করলেন, তখন সেই পাত্রটি আনা হলো—যাতে সারীদ (ঝোল ও রুটি মিশ্রিত খাবার) প্রস্তুত করা হয়েছিল। অতঃপর তারা এর চারপাশে একত্রিত হলেন। যখন মানুষের ভিড় বেড়ে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁটু গেড়ে বসলেন। জনৈক গ্রাম্য আরব বলল: "এটি কেমন বসা?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে একজন বিনয়ী ও সম্মানিত বান্দা করেছেন এবং তিনি আমাকে উদ্ধৃত ও অবাদ্য দাস্তিক করেননি।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তোমরা এর চারপাশ থেকে খাও এবং এর উপরিভাগ ছেড়ে দাও, এতে বরকত দেওয়া হবে।" এটি আবু দাউদ উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন। 'যিরওয়াতুহা' অর্থ এর উপরিভাগ; এখানে 'যাল' বর্ণে যের (যিরওয়াতুহা) এবং পেশ (যুরওয়াতুহা) উভয়টিই পড়া যায়।

[الشَّرْحُ]

هذا الباب الذي عقد المؤلف رحمه الله في (كتاب أدب الطعام) يفيد ما أشرنا إليه فيما سبق وهو أنه ينبغي للناس أن يأكلوا من حواف القصعة يعني من جوانبها لا من وسطها ولا من أعلاها ففي حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن بسر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك وإن الإنسان إذا قدم إليه الطعام فلا يأكل من أعلاه بل يأكل من الجانب وإذا كان معه جماعة فليأكل مما يليه ولا يأكل مما يلي غيره وقوله صلى الله عليه وسلم: إن البركة تنزل في وسط الطعام يدل على أن الإنسان إذا أكل من أعلاه أي من الوسط نزع البركة من الطعام قال أهل العلم: إلا إذا كان الطعام أنواعا وكان نوع منه في الوسط وأراد أن يأخذ منه شيئا فلا بأس مثل أن يوضع اللحم في وسط الصفحة فإنه لا بأس أن تأكل من اللحم ولو كان في وسطها لأنه ليس له نظير في جوانبها فلا حرج كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء يلتقطها من الصفحة كلها والدباء هي القرع وفي حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه دليل على استحباب ركعتي الضحى لقوله فلما سجدوا الضحى أي لما صلوا صلاة

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) ‘ভোজন শিষ্টাচার’ (কিতাব আদাবুত তা‘আম) গ্রন্থে যে পরিচ্ছেদটি বিন্যাস করেছেন, তা ইতিপূর্বে আমাদের আলোচিত বিষয়েরই গুরুত্ব বহন করে। আর তা হলো, মানুষের উচিত বড় পাত্রের প্রান্তভাগ তথা পাশ থেকে খাওয়া, মাঝখান বা উপরিভাগ থেকে নয়। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত হাদিসসমূহ একথারই প্রমাণ বহন করে। মানুষের সামনে যখন খাবার পরিবেশন করা হয়, তখন সে যেন খাবারের উপরিভাগ থেকে না খেয়ে পার্শ্বদেশ থেকে খায়। আর যদি তার সাথে অন্য লোক থাকে, তবে সে যেন তার নিজের সামনের অংশ থেকে আহার করে এবং অন্যের সামনের অংশ থেকে যেন না খায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী: "নিশ্চয়ই খাবারের মাঝখানে বরকত অবতীর্ণ হয়" - এর দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষ যদি

উপরিভাগ তথা মাঝখান থেকে খাওয়া শুরু করে, তবে খাবার থেকে বরকত তুলে নেওয়া হয়। আলেমগণ বলেছেন: তবে খাবার যদি কয়েক পদের হয় এবং কোনো এক প্রকারের খাবার মাঝখানে থাকে যা সে নিতে ইচ্ছুক, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। যেমন পাত্রে মাঝখানে যদি গোশত রাখা হয়, তবে মাঝখান থেকে সেই গোশত খেতে কোনো বাধা নেই, কারণ পাত্রে চারপাশজুড়ে এর কোনো বিকল্প নেই; সুতরাং এতে কোনো দোষ নেই। যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাত্রে চারপাশ থেকে লাউ খুঁজে নিয়ে খেতেন; ‘দুব্বা’ অর্থ হলো লাউ বা কদু। আর আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিসে চাশতের (দুহা) দুই রাকাত নামাজের মুস্তাহাব হওয়ার দলিল রয়েছে, যেহেতু তিনি বলেছেন— "যখন তারা চাশতের সিজদাহ করলেন" অর্থাৎ যখন তারা সালাত আদায় করলেন।

(ص: 222) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الضحى وصلاة الضحى سنة ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح يعني من ربع ساعة من طلوع الشمس إلى قبيل الزوال يعني إلى أن يبقى على الظهر عشر دقائق كل هذا وقت لها وهي سنة ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها لأنها تغني عن الصدقات التي تصبح على كل عضو من أعضاء البدن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصبح على كل سلامي من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعني كل عضو من أعضائك عليك به صدقة كل يوم لكن ليست صدقة مال فقط بل التسبيح صدقة والتكبير صدقة والتهليل صدقة وقراءة القرآن صدقة والأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة ومعونة الرجل على متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وإتيان الرجل زوجته صدقة كل شيء يتقرب به العبد إلى الله فهو صدقة ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وهذا يدل على أن سنة الضحى سنة في كل يوم وفيه أيضاً دليل

على أن الإنسان عند الأكل متكئاً وإنما يأكل مستوفزاً يعني جاث على ركبته حتى لا
يكثر من الأكل

আয-দুহা এবং চাশতের সালাত একটি সুন্নাহ। এর সময় হলো সূর্য এক বর্ষা পরিমাণ উচ্চতায় আরোহণ করা থেকে শুরু করে ঠিক দ্বিপ্রহর হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত—অর্থাৎ সূর্যোদয়ের ১৫ মিনিট পর হতে যোহরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার ১০ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত পূর্ণ সময়টিই এর অন্তর্ভুক্ত। এটি এমন এক সুন্নাহ যা মানুষের নিয়মিত সংরক্ষণ করা বা পালন করা উচিত; কেননা এটি শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পক্ষ থেকে প্রতিদিন যে সদকা আবশ্যিক হয়, তার স্থলাভিষিক্ত হয়। যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সংবাদ দিয়েছেন যে, ‘প্রতিদিন সূর্য উদিত হওয়ার সাথে সাথে মানুষের শরীরের প্রতিটি গ্রন্থির (জোড়ার) পক্ষ থেকে সদকা করা আবশ্যিক।’ অর্থাৎ আপনার শরীরের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে প্রতিদিন আপনার ওপর সদকা রয়েছে। তবে এই সদকা কেবল আর্থিক ব্যয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তাসবিহ (সুবহানাল্লাহ) পাঠ করা সদকা, তাকবির (আল্লাহু আকবার) বলা সদকা, তাহলিল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বলা সদকা, কুরআন তিলাওয়াত করা সদকা, সৎকাজের আদেশ দেওয়া সদকা, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সদকা, কোনো ব্যক্তিকে তার আসবাবপত্র বহনে সাহায্য করা সদকা, উত্তম কথা বলা সদকা এবং স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য মিলনও সদকা। প্রতিটি কাজ যার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে, তা-ই সদকা হিসেবে গণ্য। আর চাশতের সময় আদায়কৃত দুই রাকাত সালাত এই সবকিছুর পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে যায়। এটি এই কথার প্রমাণ বহন করে যে, চাশতের সালাত প্রতিদিনের একটি সুন্নাহ। এছাড়া এতে এই নির্দেশনাও রয়েছে যে, মানুষ যেন আহারের সময় হেলান দিয়ে না বসে, বরং সে যেন হাঁটু গেড়ে সংকুচিত হয়ে বসে আহার করে, যাতে সে মাত্রাতিরিক্ত ভক্ষণ না করে।

لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإكثار من الأكل ما ملأ ابن آدم وعاء من بطنه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه هذا هو الأكل النافع الطبيعي وإذا جعت فكل فالأمر ليس مقصوراً على ساعات معينة ولو قال قائل: إن الإنسان لو اقتصر على ثلث وثلث وثلث قد يجوع قبل أن يأتي وقت العشاء نقول إذا جعت فكل لكن كونك تأكل هذا الخفيف يكون أسهل للهضم وأسهل للمعدة وإذا اشتهيت فكل وهذا من الطب النبوي لكن لا بأس بالشبع أحياناً لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا هريرة رضي الله عنه حينما سقاه اللبن وقال: اشرب اشرب اشرب حتى قال: والله لا أجد له مساعاً يعني لا أجد له مكاناً فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وإنما الذي ينبغي أن يكون الأكثر في أكلك كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس

কেননা অত্যাধিক আহার সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী রয়েছে: "আদম সন্তান তার পেটের চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো পাত্র পূর্ণ করে না। তবে যদি একান্তই প্রয়োজন হয়, তবে যেন সে তার পেটের এক তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখে।" এটিই হলো উপকারী ও স্বাভাবিক খাদ্যাভ্যাস। আর যখনই তুমি ক্ষুধার্ত হবে, তখনই আহার করবে; কারণ বিষয়টি কেবল নির্দিষ্ট কিছু সময়ের ওপর নির্ভরশীল নয়। যদি কেউ প্রশ্ন করে: কোনো মানুষ যদি কেবল এই এক তৃতীয়াংশ নিয়মের ওপর সীমাবদ্ধ থাকে, তবে রাতের খাবারের সময়ের আগেই সে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়তে পারে। আমরা বলব—যদি তুমি ক্ষুধার্ত হও তবে আহার করো, কিন্তু তোমার এই স্বল্প আহার গ্রহণ হজমের জন্য সহজতর এবং পাকস্থলীর জন্য অধিক আরামদায়ক হবে। যখন তোমার আহারের প্রবৃত্তি হবে তখনই আহার করবে এবং এটি নববী চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত। তবে মাঝেমধ্যে তৃপ্তিসহকারে পেট ভরে আহার করায় কোনো দোষ নেই; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যখন দুধ পান করতে দিয়েছিলেন এবং বারবার বলেছিলেন: "পান করো, পান করো", তখন তিনি তা অনুমোদন করেছিলেন। এমনকি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন: "আল্লাহর কসম! আমি এর আর কোনো পথ (জায়গা) পাচ্ছি না।" অর্থাৎ পেটে আর কোনো স্থান অবশিষ্ট ছিল না। নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সেই অবস্থার ওপর মৌন সম্মতি দিয়েছিলেন। তবে সাধারণভাবে তোমার আহারের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় যা হওয়া উচিত, তা হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই দিকনির্দেশনা: এক তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য।

(ص: 224) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب كراهية الكل متكئا

746 - عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أكل متكئا رواه البخاري قال الخطابي: المتكئ هنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته قال وأراد أنه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا ويأكل بلغة هذا كلام الخطابي وأشار غيره إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه والله أعلم

747 - وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا رواه مسلم المقعي هو الذي يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في (كتاب أدب الطعام): (باب كراهية الأكل متكئا) الأكل ينقسم بالنسبة للجلوس له إلى قسمين: قسم منهي عنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يأكل الإنسان متكئا إما على اليد

হেলান দিয়ে আহার করার অপছন্দনীয়তা বিষয়ক অধ্যায়

৭৪৬ - আবু জুহাইফা ওয়াহাব বিন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: আমি হেলান দিয়ে আহার করি না। (বুখারী)। খাত্তাবী বলেন: এখানে ‘হেলান দেওয়া ব্যক্তি’ বলতে তাকে বোঝানো হয়েছে যে নিচে কোনো বিছানো বস্তুর ওপর ভর দিয়ে বসে। তিনি আরও বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তিনি বিছানা ও বালিশের ওপর এমনভাবে বসেন না যেমনটি সেই ব্যক্তি বসে যে প্রচুর আহার করতে চায়; বরং তিনি এমনভাবে বসেন যাতে শরীর টানটান থাকে, আয়েশ করে জাঁকিয়ে বসেন না এবং যৎসামান্য আহার করেন—এটি খাত্তাবীর বক্তব্য। অন্য বিদ্বানগণ ইঙ্গিত করেছেন যে, হেলান দেওয়া ব্যক্তি হলো সে যে এক পার্শ্বে কাত হয়ে থাকে। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

৭৪৭ - আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে উবু হয়ে বিশেষ ভঙ্গিতে (ইক’আ) বসে খেজুর খেতে দেখেছি। (মুসলিম)। ‘মুকয়ী’ (ইক’আকারী) হলো সেই ব্যক্তি যে তার নিতম্ব মাটির সাথে লাগিয়ে রাখে এবং উভয় হাঁটু খাড়া করে রাখে।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাল্লাহু) ‘আহারের আদব’ গ্রন্থে বলেছেন: (হেলান দিয়ে আহার করার অপছন্দনীয়তা বিষয়ক অধ্যায়)। আহারের জন্য বসার বিষয়টি দুই ভাগে বিভক্ত: এক প্রকার যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ অনুযায়ী অপছন্দনীয়, আর তা হলো কোনো মানুষের হেলান দিয়ে আহার করা, তা হাতের ওপর ভর দিয়ে হোক অথবা অন্য কিছুর ওপর।

(ص: 225) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

اليمنى أو على اليد اليسرى وذلك لأن الاتكاء يدل على غطرسة وكبرياء وهذا معنى نفسي ولأنه إذا أكل متكئاً يتضرر حيث يكون مجرى الطعام متباً لا ليس مستقيماً

فلا يكون على طبيعته فربما حصل في مجارى الطعام أضرار من ذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي جحيفة عبد الله بن وهب السواري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أكل متكئا ويعني ليس من هديي أن أكل متكئا وذلك للسببين اللذين ذكرناهما: سبب معنوي يكون بالنفس وهو الكبرياء وسبب حسي يتعلق بالبدن وهو الضرر الذي ينتج عن الأكل على هذا الوجه وذكر المؤلف حديث أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل تمرا مقعيا والإقعاء أن ينصب قدميه ويجلس على عقبه هذا هو الإقعاء وإنما أكل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لئلا يستقر في الجلسة فيأكل أكلا كثيرا لأن الغالب أن الإنسان إذ كان مقعيا لا يكون مطمئنا في الجلوس فلا يأكل كثيرا وإذا كان غير مطمئن فلن يأكل كثيرا وإذا كان مطمئنا فإنه يأكل كثيرا هذا هو الغالب وربما يأكل الإنسان كثيرا وهو غير مطمئن وربما يأكل قليلا وهو مطمئن لكن من أسباب تقليل الأكل ألا يستقر الإنسان في جلسته وألا يكون مطمئنا الطبائنية

ডান বা বাম হাতের ওপর ভর দিয়ে বসা; কারণ এভাবে হেলান দিয়ে বসা ঔদ্ধত্য ও অহংকারের পরিচায়ক এবং এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়। এছাড়া হেলান দিয়ে আহার করলে শারীরিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কারণ তখন খাদ্যনালী সোজা না থেকে বাঁকা হয়ে থাকে, ফলে তা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না। এতে খাদ্যনালীতে নানাবিধ সমস্যা দেখা দিতে পারে। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু জুহাইফা আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব আস-সুওয়াযী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসে বলেছেন: "আমি হেলান দিয়ে আহার করি না।" অর্থাৎ, হেলান দিয়ে আহার করা আমার সুন্নাহ বা আদর্শের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর এটি উল্লিখিত দুটি কারণে: প্রথমটি হলো আত্মিক কারণ, যা হলো অহংকার; আর দ্বিতীয়টি হলো শারীরিক কারণ, যা এভাবে খাওয়ার ফলে শরীরে সৃষ্ট ক্ষতির সাথে সম্পর্কিত। লেখক এখানে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'ইকআ' অবস্থায় বসে খেজুর খেতে দেখেছেন। 'ইকআ' হলো দুই পা খাড়া রেখে দুই গোড়ালির ওপর বসা। একেই 'ইকআ' বলা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূলত এভাবেই আহার করতেন যাতে তিনি দীর্ঘক্ষণ জাঁকিয়ে বসে অধিক পরিমাণে আহার না করেন।

কারণ সাধারণত মানুষ যখন 'ইকআ' অবস্থায় বসে, তখন তার উপবেশন স্থির বা আরামদায়ক হয় না, ফলে সে বেশি আহাৰ করতে পারে না। যখন বসা আরামদায়ক হয় না, তখন সে বেশি খাবে না; আর যদি স্থির হয়ে আয়েশ করে বসে, তবে সে বেশি আহাৰ করবে—সাধারণত এমনটাই ঘটে থাকে। তবে কখনও এমনও হতে পারে যে, কেউ স্থির হয়ে না বসেও বেশি খাচ্ছে, আবার কেউ আরাম করে বসেও অল্প খাচ্ছে। কিন্তু আহাৰ কম করার অন্যতম একটি মাধ্যম হলো জাঁকিয়ে না বসা এবং অতি আরামদায়ক ভঙ্গিতে উপবেশন না করা।

(ص: 226) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الكاملة والحاصل أن عندنا جلستين: الجلسة الأولى الاتكاء، وهذه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل متكئاً وكل أنواع الجلوس الباقية جائزة ولكن أحسن ما يكون ألا تجلس جلسة الإنسان المطمئن المستقر لئلا يكون ذلك سبباً لإكثار الطعام وإكثار الطعام لا ينبغي والأفضل أن يجعل الإنسان ثلثاً للأكل وثلثاً للشراب وثلثاً للنفس هذا أصح ما يكون في الغذاء فإن تيسر فهذا هو المطلوب ولا بأس أن يشبع الإنسان أحياناً

পরিপূর্ণ আলোচনা ও সারকথা এই যে, আমাদের সামনে দুই ধরনের উপবেশন পদ্ধতি রয়েছে: প্রথমটি হলো হেলান দিয়ে বসা; অথচ হেলান দিয়ে আহাৰ করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শের অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশিষ্ট সকল উপবেশন পদ্ধতি বৈধ, তবে সর্বোত্তম হলো এমন আয়েশি ও স্থিরভাবে না বসা যা অধিক খাদ্য গ্রহণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়; কেননা অধিক ভোজন করা অনুচিত। বরং উত্তম হলো মানুষ তার পাকস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে। আহাৰের ক্ষেত্রে এটিই সর্বাধিক স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি। যদি এটি সম্ভব হয় তবে তাই কাম্য; তবে মাঝে মাঝে তৃপ্তিসহকারে উদরপূর্তি করাতে কোনো দোষ নেই।

باب استحباب الأكل بثلاثة أصابع واستحباب لعق الأصابع وكراهة مسحها قبل
لعقها واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقبة التي تسقط منه وأكلها وجواز مسحها بعد
اللعق بالساعد والقدم وغيرها

748 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا
أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها متفق عليه

749 - وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها رواه مسلم

750 - وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق
الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرّون في أي طعامكم البركة رواه مسلم

তিন আঙুলে খাবার খাওয়ার মুস্তাহাব হওয়া, আঙুলসমূহ চেটে নেওয়ার মুস্তাহাব হওয়া এবং
আঙুল চাটার আগে তা মুছে ফেলা অপছন্দনীয় হওয়া এবং পাত্র চেটে নেওয়ার মুস্তাহাব হওয়া
এবং পড়ে যাওয়া লোকমা তুলে নিয়ে তা খাওয়া এবং আঙুল চাটার পর বাহু, পা বা অন্য কিছু
দিয়ে তা মোছার বৈধতা বিষয়ক পরিচ্ছেদ।

৭৪৮ - ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমাদের কেউ যখন খাবার গ্রহণ করে, সে যেন তার
আঙুলগুলো না মোছে যতক্ষণ না সে নিজে তা চেটে নেয় অথবা অন্যকে দিয়ে চাটায়। (বুখারী
ও মুসলিম)

৭৪৯ - কাব বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দেখেছি তিনি তিন আঙুল দিয়ে আহার করতেন এবং
আহার শেষ করে সেগুলো চেটে নিতেন। (মুসলিম)

৭৫০ - জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম) আঙুলসমূহ এবং পাত্র চেটে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন: নিশ্চয়ই
তোমরা জানো না তোমাদের খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে। (মুসলিম)

- 751 -** وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليط ما كان من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلحق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة رواه مسلم
- 752 -** وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة رواه مسلم
- 753 -** وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الثلاث وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليط عنها الأذى وليأكلها ولا بدعها للشيطان وأمرنا أن نسلت القصعة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة رواه مسلم
- 754 -** وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابراً

৭৫১ - তাঁর (আনাস রা.) থেকেই বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন তোমাদের কারো খাবারের লোকমা পড়ে যায়, তখন সে যেন তা তুলে নেয় এবং তাতে কোনো ময়লা লেগে থাকলে তা পরিষ্কার করে ফেলে এবং সেটি খেয়ে নেয়; শয়তানের জন্য তা ছেড়ে না দেয়। আর নিজের আঙ্গুল না চাটা পর্যন্ত যেন রুমাল দিয়ে হাত না মোছে। কেননা সে জানে না তার খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে। (মুসলিম)

৭৫২ - তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি কাজের সময় উপস্থিত থাকে, এমনকি খাবার গ্রহণের সময়ও সে উপস্থিত হয়। সুতরাং তোমাদের কারো খাবারের লোকমা পড়ে গেলে সে যেন তা তুলে নেয় এবং তাতে লেগে থাকা ময়লা দূর করে তা খেয়ে নেয়; শয়তানের জন্য তা ফেলে না রাখে।

খাওয়া শেষ করলে সে যেন তার আঙ্গুলগুলো চেটে নেয়। কারণ, সে জানে না তার খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে। (মুসলিম)

৭৫৩ - আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খাবার খেতেন, তখন তাঁর (ব্যবহৃত) তিনটি আঙ্গুল চেটে নিতেন। তিনি বলতেন: তোমাদের কারো লোকমা যদি পড়ে যায়, তবে সে যেন তা তুলে নেয় এবং তার ময়লা পরিষ্কার করে তা খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য তা ফেলে না রাখে। আর তিনি আমাদের পাত্র চেটে পরিষ্কার করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন: তোমরা জানো না তোমাদের খাবারের কোন অংশে বরকত নিহিত রয়েছে। (মুসলিম)

৭৫৪ - সাঈদ ইবনুল হারিস থেকে বর্ণিত যে, তিনি জাবির (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন...

(ص: 229) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار فقال لا قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلاً فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ رواه البخاري

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في (كتاب آداب الطعام) تضمنت مسائل متعددة المسألة الأولى: أنه ينبغي للإنسان أن يأكل بثلاثة أصابع الواسطي والسبابة والإبهام لأن ذلك أدل على عدم الشره وأدل على التواضع ولكن هذا في الطعام الذي يكفي فيه ثلاثة أصابع أما الطعام الذي لا يكفي فيه ثلاثة أصابع مثل الأرز فلا بأس بأن تأكل بأكثر لكن الشيء الذي تكفي فيه الأصابع الثلاثة يقتصر عليها فإن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية: أنه ينبغي للإنسان إذا انتهى

من الطعام أن يلحق أصابعه قبل أن يمسحها بالمنديل كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يلحقها هو أو يلحقها غيره أما كونه هو يلحقها فالأمر ظاهر وكونه يلحقها

আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন, আগুন স্পর্শ করা খাবার (রাগ্না করা খাবার) গ্রহণের পর অজু করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "না; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আমরা এই ধরনের খাবার খুব কমই পেতাম। যখন আমরা তা পেতাম, তখন আমাদের হাতের তালু, বাহু এবং পা ব্যতিরেকে কোনো রুমাল ছিল না। অতঃপর আমরা (তা দিয়েই হাত মুছে) নামাজ আদায় করতাম এবং নতুন করে অজু করতাম না।" ইমাম বুখারি এটি বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) 'ভোজন শিষ্টাচার অধ্যায়'-এ যে হাদিসগুলো উল্লেখ করেছেন, তাতে বেশ কিছু মাসয়ালা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রথম মাসয়ালা: মানুষের উচিত তিনটি আঙুল—মধ্যমা, তর্জনী এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি—দিয়ে আহার করা। কারণ এটি লোভহীনতা ও বিনয়ের অধিকতর পরিচায়ক। তবে এটি সেই খাবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা তিনটি আঙুল দিয়ে খাওয়া সম্ভব। কিন্তু যেসব খাবার তিনটি আঙুলে খাওয়া পর্যাপ্ত নয়, যেমন ভাত, তবে সেক্ষেত্রে তিনটির অধিক আঙুল ব্যবহারে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু যে খাবারে তিনটি আঙুল যথেষ্ট, সেখানে এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত; কেননা এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত। দ্বিতীয় মাসয়ালা: খাবার শেষ করার পর হাত রুমাল দিয়ে মোছার আগে আঙুলগুলো চেটে নেওয়া মানুষের জন্য বাঞ্ছনীয়, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন। সে নিজে তা চাটবে অথবা অন্য কেউ তা চেটে দেবে। নিজের আঙুল চাটার বিষয়টি তো স্পষ্ট, আর অন্য কেউ চেটে দেওয়ার বিষয়টি হলো...

غيره هذا أيضاً ممكن فإنه إذا كانت المحبة بين الرجل وزوجته محبة قوية يسهل عليه جداً أن تلتصق أصابعه أو أن يلصق أصابعها فهذا ممكن وقول بعض الناس: إن هذا لا يمكن أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كيف يلصق الإنسان أصابعه غيره؟ نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقاً ولا يمكن أن يقول شيئاً لا يمكن فالأمر في هذا ممكن جداً وكذلك الأولاد الصغار أحياناً الإنسان يحبهم ويلصق أصابعهم بعد الطعام هذا شيء ممكن فالسنة أن تلتصقها أو تلتصقها غيرك والأمر الحمد لله واسع ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فليلتصقها غيره حتى نقول هذا إجباراً للناس على شيء يشق عليهم العقها أنت أو ألعقها غيرك وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة قد يكون البركة ونفع الطعام الكثير بهذا الجزء الذي تلتصقه من أصابعك حتى إنه ذكر لي بعض الناس عن بعض الأطباء أن الأنامل بإذن الله تفرز إفرازات عند الطعام تعين على هضم الطعام في البعدة وهذه من الحكمة ولكننا نفعلها سنة إن حصلت لنا هذه الفائدة

অন্যের মাধ্যমে (চাটানো) বিষয়টিও সম্ভব; কেননা স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে সুদৃঢ় ভালোবাসা থাকলে স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর আঙুল চেটে দেওয়া অথবা স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর আঙুল চেটে দেওয়া অত্যন্ত সহজ। সুতরাং এটি সম্ভবপর। কিছু মানুষের বক্তব্য হলো: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন কথা বলতে পারেন না, কারণ একজন মানুষ কীভাবে অন্যের আঙুল চাটতে পারে? আমরা বলব: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্য ব্যতীত কিছুই বলেন না এবং তাঁর পক্ষ থেকে অসম্ভব কোনো কথা আসা সম্ভব নয়। সুতরাং এই বিষয়টি পুরোপুরি সম্ভব। তেমনিভাবে ছোট শিশুদের ক্ষেত্রেও, মানুষ অনেক সময় তাদের ভালোবাসে এবং খাবারের পর তাদের আঙুল চেটে দেয়; এটি একটি বাস্তব বিষয়। সুতরাং সুন্নাত হলো আপনি নিজে আপনার আঙুল চাটবেন অথবা অন্য কাউকে দিয়ে চাটাবেন। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানি যে বিষয়টি প্রশস্ত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ‘অন্যকে দিয়ে চাটানো’র বিষয়টি এমনভাবে বলেননি যে তা মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক বা কষ্টসাধ্য হয়। বরং আপনি নিজে চাটুন অথবা অন্যকে দিয়ে চাটান। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা জানো না তোমাদের খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে।" হতে পারে বরকত এবং খাদ্যের

প্রকৃত উপকারিতা সেই সামান্য অংশেই রয়েছে যা আপনি আঙুল থেকে চেটে নিচ্ছেন। এমনকি আমার কাছে কেউ কেউ কিছু চিকিৎসকের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর ইচ্ছায় আঙুলের অগ্রভাগ আহারের সময় এমন কিছু পদার্থ নিঃসরণ করে যা পাকস্থলীতে খাদ্য হজমে সহায়তা করে। এটি একটি প্রজ্ঞাময় বিষয় হতে পারে, তবে আমরা এটি সুন্নাত হিসেবেই পালন করি, তা থেকে এই জাগতিক উপকার হাসিল হোক বা না হোক।

(ص: 231) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الطيبة حصلت وإن لم تحصل فلا يهمن الذي يهمن امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسألة الثالثة: أنه ينبغي للإنسان أن يلحق الصحن أو القدر أو الإناء الذي فيه الطعام إذا انتهيت فالحس حافته كما أمر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام فإنك لا تدري في أي طعامك البركة ومع الأسف أن الناس يتفرقون عن الطعام بدون تنفيذ هذه السنة فتجد حافات الأنية عليها الطعام كما هي والسبب في هذا الجهل بالسنة ولو أن طلبة العلم إذا أكلوا مع العامة وجهوهم إلى هذه السنة وغيرها من سنن الأكل والشرب لانتشرت هذه السنن لكن نسأل الله أن يعاملنا بعفوه فنحن نتجاوز كثيرا ونتهاون في الأمر وهذا خلاف الدعوة إلى الحق المسألة الرابعة: أن الإنسان إذا سقطت منه اللقمة فلا يتركها بل يأخذها وإذا كان فيها أذى يمسحه لا يأكل الأذى لأن الإنسان ليس مجبرا أن يأكل شيئا لا يشتهي يمسح الأذى كأن يكون فيها عود أو تراب أو ما أشبه ذلك امسحه ثم كلها لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يدعها للشيطان لأن الشيطان يحضر ابن آدم في كل شئونه إن أراد أن يأكل حضرة وإن أراد أن يشرب حضرة وإن أراد أن يأتي أهله حضرة حتى

উত্তমতা অর্জিত হয়েছে, আর যদি তা অর্জিত না-ও হয় তবুও আমাদের কিছু যায় আসে না। আমাদের নিকট যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের অনুসরণ করা। তৃতীয় মাসআলা: মানুষের জন্য উচিত হলো থালা, পাতিল বা খাবারের পাত্রটি চেটে নেওয়া; যখন আপনি খাওয়া শেষ করবেন তখন এর কিনারাগুলো চেটে নেবেন, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা আপনি জানেন না যে, আপনার খাবারের কোন অংশে বরকত নিহিত রয়েছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, মানুষ এই সুন্নাহর প্রয়োগ ছাড়াই খাবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, ফলে আপনি পাত্রের কিনারাগুলোতে খাবার অবশিষ্ট দেখতে পান। এর কারণ হলো সুন্নাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা। ইলম অন্বেষণকারীরা যদি সাধারণ মানুষের সাথে খাওয়ার সময় তাদের এই সুন্নাহ এবং পানাহারের অন্যান্য সুন্নাহগুলোর ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দিতেন, তবে এই সুন্নাহগুলো ব্যাপকভাবে প্রচলিত হতো। কিন্তু আমরা আল্লাহর কাছে তাঁর ক্ষমার প্রার্থনা করি, কেননা আমরা অনেক ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করি এবং এ বিষয়ে শিথিলতা প্রদর্শন করি, যা সত্যের দিকে দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতির বিপরীত। চতুর্থ মাসআলা: মানুষের হাত থেকে যদি খাবারের লোকমা পড়ে যায়, তবে সে যেন তা ফেলে না রাখে, বরং তা তুলে নেয়। যদি তাতে কোনো ময়লা লেগে থাকে তবে তা মুছে ফেলবে; সে ময়লা খাবে না, কারণ মানুষ তার রুচিহীন কোনো কিছু খেতে বাধ্য নয়। সে ময়লা মুছে ফেলবে—যেমন তাতে কোনো কাঠি বা ধুলোবালি বা এই জাতীয় কিছু থাকলে তা মুছে নেবে—অতঃপর তা খেয়ে নেবে। কেন? কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "সে যেন তা শয়তানের জন্য ছেড়ে না দেয়।" কেননা শয়তান বনী আদমের প্রতিটি কাজে উপস্থিত হয়; সে যখন খেতে চায় তখন সে উপস্থিত হয়, যখন পান করতে চায় তখন উপস্থিত হয়, এমনকি যখন সে তার স্ত্রীর নিকট আসতে চায় তখনও সে উপস্থিত হয়, এমনকি...

(ص: 232) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

يشاركه كما في الآية الكريمة وشاركهم في الأموال والأولاد فهو يشارك أهل الغفلة
فإذا قلت وأنت تأكل: بسم الله منعته من الأكل، ما يقدر على الكل معك وقد سببت

على الطعام أبدا إذا لم تقل بسم الله أكل معك فإذا قلت: الله بسم فإن الشيطان
يتربقب اللقمة إذا سقطت بالأرض فإن رفعتها أنت فهي لك وإن تركتها أكلها هو فصار
إذا لم يشاركك في الطعام شاركك فيما يسقط من الطعام ولهذا فضيق عليه في ذلك
أيضا فإذا سقطت اللقمة أو التمرة أو ما أشبه ذلك في الأرض فخذها وإذا كان علق بها
أذى من تراب أو عيدان أو ما أشبه ذلك فأزل ذلك الأذى ثم كلها ولا تدعها
للشيطان المسألة الخامسة: الوضوء من الطعام المطبوخ الذي مسته النار كالخبز
والأرز والجريش وغيرها هل يتوضأ الإنسان إذا أكله أم لا؟ قال بعض العلماء إنه
يجب على من أكل شيئا مطبوخا على النار أن يتوضأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
أمر بالوضوء مما مست النار ولكن الصحيح أنه لا يجب كما في حديث جابر في صحيح
البخاري الذي أورده المؤلف رحمه الله فالصحيح أنه لا يجب بل هو سنة يعني
الأفضل أن يتوضأ حتى ولو كنت على وضوء إذا أكلت

সে তার সাথে অংশীদার হয় যেমনটি পবিত্র আয়াতে বর্ণিত হয়েছে: "এবং তাদের ধন-সম্পদ ও
সন্তান-সন্ততিতে আপনি শরীক হোন।" সুতরাং সে গাফেল বা অসচেতন ব্যক্তিদের সাথে অংশ
নেয়। আপনি যখন আহারের সময় "বিসমিল্লাহ" বলেন, তখন আপনি তাকে আহার করা থেকে
বিরত রাখেন; খাবারের ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলে সে কখনোই আপনার সাথে আহার
করতে সক্ষম হয় না। যদি আপনি "বিসমিল্লাহ" না বলেন, তবে সে আপনার সাথে আহার
করে। আর আপনি যদি "বিসমিল্লাহ" বলেন, তবে শয়তান ঐ লোকমার (খাদ্যকণা) প্রতীক্ষায়
থাকে যা মাটিতে পড়ে যায়; যদি আপনি তা তুলে নেন তবে তা আপনার জন্য রইল, আর যদি
আপনি তা ছেড়ে দেন তবে সে তা ভক্ষণ করে। ফলে সে যদি আহারে আপনার সরাসরি
অংশীদার হতে না পারে, তবে খাবার থেকে যা পড়ে যায় তাতে অংশ নেয়। তাই এ ক্ষেত্রেও
তার সুযোগ সংকীর্ণ করে দিন। সুতরাং যখন কোনো লোকমা বা খেজুর অথবা অনুরূপ কিছু
মাটিতে পড়ে যায়, তখন তা তুলে নিন। যদি তাতে মাটি, কাঠি বা এই জাতীয় কোনো ময়লা
লেগে থাকে, তবে সেই ময়লাটুকু দূর করে তা খেয়ে নিন এবং শয়তানের জন্য তা ফেলে
রাখবেন না। পঞ্চম মাসআলা: আগুন স্পর্শ করেছে এমন রান্না করা খাবার—যেমন রুটি, ভাত,
ডালিয়া ইত্যাদি—আহার করলে কি ওয়ু করতে হবে? জনৈক আলিমগণ বলেছেন যে, আগুনে

রান্না করা কোনো কিছু আহার করলে ওয়ু করা ওয়াজিব (আবশ্যিক); কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আগুন স্পর্শ করা বস্তু আহারের পর ওয়ু করার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে সঠিক মত হলো এটি ওয়াজিব নয়, যেমনটি ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) কর্তৃক উদ্ধৃত জাবির (রা.)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং বিশুদ্ধ মতানুসারে এটি ওয়াজিব নয় বরং সুন্নাত; অর্থাৎ আহারের পর পুনরায় ওয়ু করা উত্তম, এমনকি আপনি ইতিপূর্বে ওয়ু অবস্থায় থাকলেও।

(ص: 233) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

شيئاً مطبوخاً على النار فالأفضل أن نتوضأ لكنه ليس بواجب لأن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار يعني عدم الالتزام به ويدل لهذا أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل نتوضأ من لحوم الإبل قال: نعم؟ قال: نتوضأ من لحوم الغنم قال: إن شئت لأن لحم الإبل إذا أكله الإنسان انتقض وضوءه لو كان على وضوء فلا بد أن نتوضأ ولكن ما يجب غسل الفرج لأنه ما بال ولا تغطو إنما يجب الوضوء سواء كان اللحم نيئاً أو مطبوخاً وسواء أكلت الهبر أو الكبد أو القلب أو الكرش أو الأمعاء أي شيء تأكله من البعير فإنه يجب عليك أن تتوضأ لأنه كله ناقض للوضوء أما غيره فإذا أكلته مطبوخاً فالأفضل أن تتوضأ ولا يجب عليك ذلك هذه من الآداب والحقيقة أن هذا الكتاب رياض الصالحين كتاب جامع نافع ويصدق عليه أنه رياض الصالحين ففيه من كل زوج بهيج فيه أشياء كثيرة من مسائل العلم ومسائل الآداب لا تكاد تجدها في غيره

অগ্নিপক্ক কোনো খাবার গ্রহণ করলে অজু করা উত্তম, তবে তা ওয়াজিব বা আবশ্যিক নয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে সর্বশেষ আমল ছিল অগ্নিপক্ক বস্তু ভক্ষণের কারণে অজু না করা; অর্থাৎ এটি পালন করা আর আবশ্যিক থাকেনি। এর প্রমাণ হিসেবে আরও উল্লেখ করা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা

হয়েছিল, "আমরা কি উটের গোশত খাওয়ার ফলে অজু করব?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "আমরা কি ছাগলের গোশত খাওয়ার পর অজু করব?" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যদি তুমি চাও (তবে করো)।" কেননা মানুষ যদি উটের গোশত আহার করে, তবে তার অজু থাকলেও তা ভেঙে যায়; ফলে পুনরায় অজু করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। তবে এক্ষেত্রে লজ্জাজ্ঞান ধৌত করা আবশ্যিক নয়, কারণ তিনি প্রস্রাব বা মলত্যাগ করেননি। বরং কেবল অজু করাই যথেষ্ট, চাই গোশত কাঁচা হোক কিংবা রান্না করা। একইভাবে আপনি উটের হাড়হীন গোশত, কলিজা, হৃৎপিণ্ড, ভুঁড়ি কিংবা অন্ত্র—যা-ই আহার করুন না কেন, আপনার জন্য অজু করা আবশ্যিক; কারণ উটের শরীরের প্রতিটি অংশই অজু ভঙ্গকারী। তবে উট ব্যতীত অন্য প্রাণীর গোশত যদি রান্না করা অবস্থায় খাওয়া হয়, তবে অজু করা উত্তম, কিন্তু তা আবশ্যিক নয়; এটি শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে এই 'রিয়াদুস সালেহীন' গ্রন্থটি একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও কল্যাণকর কিতাব। এর নামকরণের যথার্থতা এখানে পরিলক্ষিত হয় যে, এটি প্রকৃত অর্থেই 'সৎকর্মশীলদের বাগান'; এতে প্রতিটি বিষয়ের চমৎকার সমাহার রয়েছে। এই গ্রন্থে ইলম ও শিষ্টাচারের এমন বহু মাসয়ালা সংকলিত হয়েছে যা সচরাচর অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

(ص: 234) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب أدب الشرب واستحباب النفس ثلاثاً خارج الإناء وكراهة التنفس في الإناء
واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيسر بعد المبتدئ
757 - عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في
الشراب ثلاثاً متفق عليه يعني يتنفس خارج الإناء
758 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا
تشرّبوا واحداً كشرّب البعير ولكن أشربوا مثني وثلاث وسبوا إذا أنتم شربتم
واحدوا إذا أنتم رفعتم رواه الترمذي وقال حديث حسن

759 - وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء متفق عليه

পান করার আদব, পাত্রের বাইরে তিনবার শ্বাস নেওয়ার মুস্তাহাব হওয়া এবং পাত্রের ভেতরে শ্বাস নেওয়া অপছন্দনীয় হওয়া এবং প্রারম্ভকারীর পর ডান দিক থেকে পর্যায়ক্রমে পাত্র আবর্তন করানোর মুস্তাহাব হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

৭৫৭ - আনাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পান করার সময় তিনবার শ্বাস গ্রহণ করতেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। এর অর্থ হলো—তিনি পাত্রের বাইরে শ্বাস নিতেন।

৭৫৮ - ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমরা উটের ন্যায় এক চুমুকে পান করো না, বরং দুই বা তিন বারে পান করো। তোমরা যখন পান করতে শুরু করবে তখন আল্লাহর নাম স্মরণ করো (বিসমিল্লাহ বলো) এবং যখন পাত্র সরিয়ে নেবে তখন আল্লাহর প্রশংসা করো (আলহামদুলিল্লাহ বলো)। (তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান হাদিস বলেছেন)।

৭৫৯ - আবু কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাত্রের অভ্যন্তরে শ্বাস নিতে নিষেধ করেছেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

(ص: 235) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

يعني: يتنفس في نفس الإناء

760 - وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بقاء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن متفق عليه

761 - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بشارب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبك منك أحدا فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده متفق عليه قوله: تله أي: وضعه وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب أدب الشرب واستحباب النفس ثلاثا خارج

অর্থ: একই পাত্রের ভেতরে শ্বাস গ্রহণ করা।

৭৬০ - আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পানি মিশ্রিত দুধ আনা হলো। তখন তাঁর ডান পাশে একজন গ্রাম্য আরব এবং বাম পাশে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বসা ছিলেন। তিনি পান করলেন, অতঃপর গ্রাম্য আরবটিকে তা প্রদান করলেন এবং বললেন: "ডান দিকের ব্যক্তিই অগ্রগণ্য, অতঃপর তার ডানের ব্যক্তি।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

৭৬১ - সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু পানীয় আনা হলো, তিনি তা থেকে পান করলেন। তাঁর ডান দিকে ছিল একজন বালক এবং বাম দিকে ছিলেন প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ। তিনি বালকটিকে বললেন: "তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে যাতে আমি এদেরকে (আগে) দিতে পারি?" বালকটি বলল: "না, আল্লাহর কসম! আপনার নিকট থেকে প্রাপ্ত আমার অংশে আমি কাউকে অগ্রাধিকার দেব না।" তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটি তার হাতে অর্পণ করলেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। তাঁর বক্তব্য: 'তালাহু' অর্থ: তিনি তা স্থাপন করলেন। আর এই বালকটি ছিলেন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: (পান করার আদব এবং পাত্রের বাইরে তিনবার শ্বাস গ্রহণ মুস্তাহাব হওয়া সংক্রান্ত অধ্যায়)

الإِنَاء وكراهة التنفس في الإِنَاء واستحباب إدارة الإِنَاء على الأيمن فالأيسر بعد البتدئ) وقد بين المؤلف في الباب السابق ما يتعلق بالطعام فقد سبق جمل كثيرة من آداب الأكل والله سبحانه وتعالى على عباده نعم لا تحصى كما قال الله تعالى: وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا فَاَلْأَكْلُ وَالشُّرْبُ مِنْ نِعْمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من حرمها نسأل الله ألا يحرمنا إياها فمن حرمها وذاق الجوع وذاق العطش عرف نعمة الله تعالى بالأكل والشرب وهذه إحدى الحكم من الصيام أن الإنسان يبسك عن الأكل والشرب حتى يعرف قدر نعمة الله عليه بتيسير الأكل والشرب وللشرب آداب منها أن يسي الله عز وجل إذا شرب فيقول عند الشرب: بسم الله ومنها أن يتنفس في الشرب ثلاثاً لقول أنس بن مالك رضى الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفس في الشراب ثلاثاً كيف يتنفس في الشراب ثلاثاً؟ يعني يشرب ثم يفصل الإِنَاء عن فيه ثم يشرب الثالثة ولا يتنفس في الإِنَاء لحديث أبي قتادة

পাত্র এবং পাত্রের অভ্যন্তরে নিঃশ্বাস ত্যাগ করার অপছন্দনীয়তা (কারাহাত) এবং পরিবেশন শুরুর পর ডান দিক থেকে পর্যায়ক্রমে পাত্রটি আবর্তন করানোর মুস্তাহাব হওয়া প্রসঙ্গে) লেখক পূর্ববর্তী অধ্যায়ে খাদ্য সংক্রান্ত বিষয়াবলী বর্ণনা করেছেন, ফলে ভোজনের আদব সম্পর্কে অনেক আলোচনা ইতিপূর্বেই অতিক্রান্ত হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার তাঁর বান্দাদের ওপর অগণিত নেয়ামত রয়েছে, যেমনটি আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন: "আর তোমরা যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা করো, তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না।" অতএব আহার ও পানাহার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নেয়ামতসমূহের অন্তর্ভুক্ত; আর এই নেয়ামতের গুরুত্ব কেবল তিনিই অনুধাবন করতে পারেন যিনি তা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের তা থেকে বঞ্চিত না করেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা থেকে বঞ্চিত হয় এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণার স্বাদ আস্বাদন করে, সে আহার ও পানাহারে

আল্লাহ তাআলার নেয়ামত সম্পর্কে সম্যক অবগত হয়। আর সিয়ামের অন্যতম হিকমত হলো মানুষ আহার ও পানাহার থেকে বিরত থাকবে, যাতে সে তার জন্য আহার ও পানাহার সহজলভ্য করে দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর নেয়ামতের কদর বুঝতে পারে। পান করার কিছু আদব রয়েছে, যার মধ্যে একটি হলো পান করার সময় মহান আল্লাহর নাম নেওয়া; অতএব পান করার শুরুতে বলবে: "বিসমিল্লাহ" (আল্লাহর নামে শুরু করছি)। আরেকটি আদব হলো পান করার সময় তিনবার নিঃশ্বাস গ্রহণ করা। যেমনটি আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কিছু পান করতেন, তখন তিন নিঃশ্বাসে পান করতেন। পানের সময় তিনবার নিঃশ্বাস নেওয়ার পদ্ধতি কেমন? এর অর্থ হলো, সে পান করবে, এরপর মুখ থেকে পাত্রটি সরিয়ে নেবে (নিঃশ্বাস ছাড়ার জন্য), এরপর পুনরায় পান করবে এবং একইভাবে তৃতীয়বার করবে। তবে পাত্রের ভেতরে নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে না, আবু কাতাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসের নির্দেশনার কারণে।

(ص: 237) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن يتنفس الإنسان في الإناء والحكمة من ذلك أن النفس في الإناء مستقذرة على من يشرب من بعده وربما تخرج من النفس أمراض في البعدة أو في المريء أو في الفم فتلتصق بالإناء وربما يشرق إذا تنفس في الإناء فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس الإنسان في الإناء بل يتنفس ثلاثة أنفاس كل نفس يبعد فيه الإناء عن فمه وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا أهناً وأبرأ وأمرأ أهناً لأنه يشرب بمهلة وأبرأ: يعني أبرأ من العطش، وأسلم من المرض.

وأمرأ: أسهل في النزول إلى الأمعاء ووجه ذلك أن العطش عبارة عن حرارة البعدة لقلة الماء أو لغير ذلك وأحياناً يكون المرض فإذا جاءها الماء دفعة واحدة ربما يضر

فإذا راسله الإنسان عليها مراسلة كان هذا أبرأ في إزالة العطش وفي السلامة من المرض ولأثر الذي يحصل بمرور الماء على المعدة دفعة واحدة ولهذا ينبغي أيضاً إذا شرب أن لا يحب الماء عبا وإنما يمصه مصاً لا يعبه عبا فيأخذ جرعات كبيرة بل يمصه مصاً حتى يأتي المعدة شيئاً فشيئاً فيمصه في النفس الأول ثم يطلق الإناء ثم يمصه في النفس الثاني ثم يطلق الإناء ثم في النفس الثالث هذه

আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন, নবী (তাঁর ওপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) থেকে বর্ণিত যে: তিনি পানপাত্রের ভেতরে নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন। এর পেছনের হিকমত বা প্রজ্ঞা হলো, পাত্রের ভেতর নিঃশ্বাস ফেলা পরবর্তী পানকারীর জন্য রুচিহীনতার কারণ হতে পারে। এছাড়া নিঃশ্বাসের মাধ্যমে পাকস্থলী, খাদ্যনালী কিংবা মুখের কোনো রোগ-ব্যাধি নির্গত হয়ে পাত্রে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার পাত্রে শ্বাস নিলে পানকারী বিষমও খেতে পারে। এসব কারণেই নবী (তাঁর ওপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) পাত্রের ভেতরে শ্বাস নিতে নিষেধ করেছেন; বরং তিন নিঃশ্বাসে পান করতে হবে এবং প্রতিবার শ্বাস নেওয়ার সময় পাত্রটি মুখ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে হবে। নবী (তাঁর ওপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) জানিয়েছেন যে, এভাবে পান করা অধিক তৃপ্তিদায়ক, রোগ নিরাময়কারী এবং সহজপাচ্য। অধিক তৃপ্তিদায়ক হওয়ার কারণ হলো, এতে ধীরস্থিরভাবে পান করা যায়। আর রোগ নিরাময়কারী হওয়ার অর্থ হলো—এটি তৃষ্ণা নিবারণে অধিক কার্যকর এবং ব্যাধি থেকে অধিক নিরাপদ।

সহজপাচ্য হওয়ার অর্থ হলো—এটি অন্ত্রে অতি সহজে পৌঁছে যায়। এর কারণ হলো, পানির স্বল্পতা বা অন্য কোনো কারণে পাকস্থলীর উত্তপ্ত অবস্থাই হলো তৃষ্ণা এবং কখনো কখনো এটি অসুস্থতার পর্যায়ে পড়ে। এমতাবস্থায় যদি পাকস্থলীতে একসাথে হঠাৎ করে পানি প্রবেশ করে, তবে তা ক্ষতির কারণ হতে পারে। কিন্তু যদি পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে পানি পান করা হয়, তবে তা তৃষ্ণা দূর করতে এবং রোগমুক্ত থাকতে অধিক সহায়ক হয় এবং একসাথে পাকস্থলীতে পানি পড়ার যে বিরূপ প্রভাব রয়েছে তা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। একারণে পান করার সময় একনাগাড়ে ঢকঢক করে বড় বড় ঢোক গিলে পান করা উচিত নয়, বরং চুষে চুষে অল্প চুমুকে পান করা উচিত। বড় বড় ঢোক না গিলে বরং অল্প অল্প করে পান করবে যাতে পানি ধীরে ধীরে পাকস্থলীতে পৌঁছায়। প্রথম নিঃশ্বাসের সময় চুমুক দিয়ে পাত্র সরিয়ে নেবে, দ্বিতীয়

নিঃশ্বাসের সময় চুমুক দিয়ে পাত্র সরিয়ে নেবে এবং এরপর তৃতীয় নিঃশ্বাসেও অনুরূপ করবে।
এটিই হলো পান করার নিয়ম।

(ص: 238) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

هي السنة وأما التناول يعني بمن يبدأ في إعطاء الإناء إذا أراد أن يعطي الشراب أحداً؟ مثال ذلك: رجل دخل ومعه شراب شاي أو قهوة بمن يبدأ نقول: إذا كان أحد من الناس قد طلب الشراب فقال هات الماء مثلاً فإنه يبدأ به هو الأول وإذا لم يكن أحد طلبه فإنه يبدأ بالأكبر ثم الأكبر يناوله من على يمينه وإذا كان لكل واحد إناء كالأكس مثلاً فليبدأ بالأكبر ثم يعطي الذي عن يساره لأن الذي عن يساره هو الذي عن يمين الصاب والصاب هو الذي سيتناول فيبدأ بمن على يمينه والذي على يمين الصاب هو الذي على يسار الشارب لأن الصاب مستقبل للشارب فيكون من على يسار الشارب هو الذي على يمين الصاب مثال ذلك مثلاً: إنسان طلب الماء فجاء إليه بالماء فشرب منه وأراد أن يناوله أحداً بعده إن كان الذي جاء بالشراب واقفاً على رأسه يقول: أعطني الإناء إذا فرغت فيعطيه إياه وإن لم يكن فإنه إذا انتهى يعطيه للذي على يمينه سواء كان صغيراً أو كبيراً شريفاً أو وضيعاً والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء فشرب وعلى يمينه

এটিই সুন্নাহ। আর পরিবেশন অর্থাৎ পাত্র প্রদানের ক্ষেত্রে কার মাধ্যমে শুরু করা হবে যখন কাউকে পানীয় দিতে চাওয়া হয়? উদাহরণস্বরূপ: এক ব্যক্তি চা বা কফি নিয়ে প্রবেশ করলেন, তিনি কার মাধ্যমে শুরু করবেন? আমরা বলি: যদি লোকদের মধ্যে কেউ পানীয়ের জন্য আবেদন করে থাকে, যেমন বলল, "পানি নিয়ে এসো", তবে তার মাধ্যমেই প্রথমে শুরু করতে হবে। আর যদি কেউ আবেদন না করে থাকে, তবে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠর মাধ্যমে শুরু করবেন,

অতঃপর সেই বড় ব্যক্তি তার ডানদিকের ব্যক্তিকে পাত্রটি প্রদান করবেন। আর যদি প্রত্যেকের জন্য পৃথক পাত্র থাকে, যেমন পেয়ালাসমূহ, তবে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠর মাধ্যমে শুরু করবেন, অতঃপর তার বাম দিকের ব্যক্তিকে প্রদান করবেন। কারণ, সেই ব্যক্তির বাম দিকের ব্যক্তিটিই পরিবেশনকারীর ডান দিকে অবস্থিত। আর পরিবেশনকারীই যেহেতু সেটি প্রদান করবেন, তাই তিনি তার নিজের ডানদিকের ব্যক্তির মাধ্যমে শুরু করবেন। আর পরিবেশনকারীর ডানদিকের ব্যক্তিটি মূলত পানকারীর বাম দিকে থাকেন, কেননা পরিবেশনকারী পানকারীর মুখোমুখি হয়ে থাকেন; ফলে পানকারীর বাম দিকের ব্যক্তিটিই পরিবেশনকারীর ডান দিকের ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হন। উদাহরণস্বরূপ: কোনো ব্যক্তি পানি চাইলেন, তার নিকট পানি আনা হলো এবং তিনি তা পান করলেন। এরপর তিনি তার পরবর্তী কাউকে সেটি দিতে চাইলেন। যদি পানীয় বহনকারী ব্যক্তি তার নিকট দাঁড়িয়ে থাকেন এবং বলেন: "আপনার পান শেষ হলে পাত্রটি আমাকে দিন", তবে তিনি তাকে সেটি দিয়ে দেবেন। আর যদি এমনটি না হয়, তবে পান শেষ করে তিনি তার ডানদিকের ব্যক্তিকে তা দেবেন; তিনি ছোট হোন বা বড়, উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন হোন বা সাধারণ। এর দলিল হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পানি মিশ্রিত দুধ আনা হয়েছিল। তিনি তা পান করলেন, আর তাঁর ডান দিকে ছিলেন...

(ص: 239) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

رجل من الأعراب وعلى يساره أبو بكر وعمر فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم ناوله الأعراي فقال عمر للأعراي هذا أبو بكر يريد من الأعراي أن يكرم أبا بكر ويقول خذه يا أبا بكر لأن أبا بكر مشهور معروف بين الصحابة أنه أخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالأعراي ولكن الأعراي أخذ الإناء فشرب فهنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل المفضل على الفاضل لأن أبا بكر أفضل من الأعراي لكن فضله عليه لأنه عن يمينه وقال: الأيمن فالأيسر والقصة الثانية: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بشارب فشرب منه وعلى يمينه غلام وعلى يساره الأشياخ الكبار فلما

شرب قال للذي على يمينه وهو الغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء يعني الأشياخ فقال
والله يا رسول الله ما أنا بالذي أؤثر بنصيبك أحدا يعني ما أؤثرهم على أنا
أحب أن أشرب فضلتك فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده يعني أعطاه الإناء
في يده فهذا دليل على أنه إذا كان الذي على اليمين أصغر سناً فإنه يفضل على الذي
على اليسار ولو كان أكبر سناً والأول يدل على أنه كان الذي على اليمين أقل قدراً
فإنه يعطي ويقدم على الذي هو أعظم قدراً إذا كان على اليسار لقول الرسول:
الأيمنون الأيمنون

জনৈক বেদুঈন ব্যক্তি উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাঁর বাম পাশে ছিলেন আবু বকর ও উমর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পানাহার শেষ করলেন, তখন তিনি পাত্রটি সেই বেদুঈনকে দিলেন। তখন উমর (রা.) বেদুঈনটিকে লক্ষ্য করে বললেন, "ইনি আবু বকর"; তিনি চেয়েছিলেন যেন বেদুঈন ব্যক্তিটি আবু বকরকে সম্মান প্রদর্শন করেন এবং বলেন, "হে আবু বকর, আপনি এটি গ্রহণ করুন"। কেননা সাহাবীদের মাঝে আবু বকর (রা.) অত্যন্ত সুপরিচিত ছিলেন যে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতম সহচর। কিন্তু বেদুঈন ব্যক্তিটি পাত্রটি গ্রহণ করলেন এবং পান করলেন। এখানে আমরা দেখতে পাই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদাবান ব্যক্তিকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ আবু বকর (রা.) সেই বেদুঈনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও নবীজি তাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন যেহেতু তিনি তাঁর ডান দিকে ছিলেন। আর তিনি বললেন: "ডান দিকের ব্যক্তিই অগ্রগণ্য, অতঃপর তার পরবর্তী ডান দিকের ব্যক্তি।" দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পানীয় আনা হলো এবং তিনি তা থেকে পান করলেন। তাঁর ডান পাশে ছিল এক বালক এবং বাম পাশে ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ। পান করা শেষ করে তিনি তাঁর ডান পাশে থাকা বালকটিকে বললেন, "তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে যে আমি এই পানীয়টি এদের (অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠদের) দেই?" বালকটি উত্তর দিল, "আল্লাহর শপথ, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার থেকে প্রাপ্ত আমার অংশে আমি কাউকে অগ্রাধিকার দেব না।" অর্থাৎ, সে অন্যদের নিজের ওপর প্রাধান্য দিতে চাইল না, বরং সে নবীজির বরকতময় উচ্ছিষ্ট পান করতে পছন্দ করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটি তার হাতেই তুলে দিলেন। এটি এই বিষয়ের প্রমাণ যে, যদি ডান

দিকে অবস্থানকারী ব্যক্তি বয়সে ছোটও হয়, তবুও তাকে বাম দিকের ব্যক্তির ওপর প্রাধান্য দেওয়া হবে, যদিও বাম দিকের ব্যক্তি বয়সে বড় হন। আর প্রথম ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, ডান পাশের ব্যক্তি যদি পদমর্যাদায় ছোটও হয়, তবুও তাকে বাম পাশের উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং তাকেই আগে প্রদান করা হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "ডান দিকের ব্যক্তিরাই অগ্রগণ্য, ডান দিকের ব্যক্তিরাই অগ্রগণ্য।"

(ص: 240) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الأيمنون ألا فيمنوا ألا فيمنوا هكذا جاء الحديث لكن هذا فمن إذا شرب يريد أن يناول من على يمينه أو على يساره أما ما يفعله الناس اليوم يأتي الرجل بالبريق ويدخل المجلس فهنا يبدأ بالأكبر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يبدؤون به فيعطونه أولاً ولأنه لما أراد أن يناول عليه الصلاة والسلام المسواك أحد الرجلين اللذين وقفاً قيل له: كبر كبر وقد ورد في ذلك أيضاً أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنك إذا دخلت المجلس تبدأ بالأكبر لا بمن على يمين

ডানদিকের ব্যক্তিগণ অগ্রগণ্য; শোনো, তোমরা ডান দিক থেকে শুরু করো, শোনো, তোমরা ডান দিক থেকে শুরু করো, শোনো, তোমরা ডান দিক থেকে শুরু করো। হাদীসটি এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। তবে এটি সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে নিজে পান করার পর তার ডানে বা বামে থাকা ব্যক্তিকে সেটি দিতে চায়। আর বর্তমানে মানুষ যা করে থাকে—অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি পানির পাত্র নিয়ে মজলিসে প্রবেশ করলে—সেক্ষেত্রে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি থেকে শুরু করতে হবে। কারণ সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমেই শুরু করতেন এবং তাঁকেই সর্বপ্রথম প্রদান করতেন। এছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উপস্থিত দুই ব্যক্তির একজনকে মিসওয়াক দিতে চাইলেন, তখন তাঁকে বলা হয়েছিল: ‘বড় থেকে শুরু করুন, বড় থেকে শুরু করুন’। এ প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম থেকে আরও হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, আপনি যখন কোনো মজলিসে প্রবেশ করবেন, তখন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি থেকে শুরু করবেন, আপনার ডানে থাকা ব্যক্তি থেকে নয়।

(ص: 241) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم
762 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية يعني أن تكسر أفواهاً ويشرب منها متفق عليه
763 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة متفق عليه
764 - وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنه وعنهما قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب في قربة معلقة قائماً فقامت إلي فيها فقطعته رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه عن الابتذال وهذا الحديث محمول على بيان الجواز

মশক বা পানির পাত্রের মুখ থেকে সরাসরি পান করার অপছন্দনীয়তা এবং এটি যে কেবল 'কারাহাতে তানযিহি' (সামান্য অপছন্দনীয়), হারাম নয়—তার বর্ণনা।

৭৬২ - আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সা.) পানপাত্রের মুখ উলটিয়ে বা ভেঙে তা থেকে পান করতে নিষেধ করেছেন। এর অর্থ হলো পানপাত্রের মুখটি বাইরের দিকে ভাঁজ করে তা দিয়ে পান পান করা। (বুখারি ও মুসলিম)

৭৬৩ - আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) মশক বা পানির পাত্রের মুখ দিয়ে সরাসরি পান করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারি ও মুসলিম)

৭৬৪ - হাসসান বিন সাবিত (রা.)-এর বোন উম্মে সাবিত কাবশা বিনতে সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন এবং একটি ঝুলন্ত মশক থেকে দাঁড়িয়ে পানি পান করলেন। অতঃপর আমি উঠে গিয়ে মশকটির মুখের অংশটি কেটে আলাদা করে নিলাম। (তিরমিযী; তিনি বলেছেন এটি হাসান সহিহ হাদিস)। মূলত তিনি এটি এই উদ্দেশ্যে কেটেছিলেন যাতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র মুখের স্পর্শ লাগা স্থানটি সংরক্ষণ করতে পারেন, তা থেকে বরকত হাসিল করতে পারেন এবং একে সাধারণ ব্যবহার থেকে রক্ষা করতে পারেন। আর এই হাদিসটি এর বৈধতা প্রমাণের সপক্ষে বর্ণিত হয়েছে।

(ম: 242) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل والله أعلم

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم) من آداب الشرب ألا يشرب الإنسان من فم القربة أو السقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك والحكمة من هذا أن المياة فيها سبق ليست بتلك المياة النظيفة فإذا صارت في القربة أو في السقاء فإنه يكون فيها أشياء مؤذية عيدان أو حشرات أو غير ذلك مما هو معروف لمن كانوا يستعملون هذا من قبل فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم: عن اختناث الأسقية يعني أن الإنسان يكسر أفواهها هكذا ثم شرب وذكر أن رجلاً شرب مرة هكذا فخرجت حية من القربة وهذا لاشك أنه على خطر إما أن تلدغه أو تؤذيه لهذا ينهي عن الشرب من فم القربة وليس من ذلك الشرب من الصنبور أو من الجرار التي يخزن فيها الماء لأن هذه معلومة ونظيفة فهو كالشرب من الأواني لكن إذا كان هناك حاجة فلا

بأس أن يشرب الإنسان من فم القربة مثل أن يكون محتاجاً إلى الماء وليس عنده
إناء فإنه يشرب من في القربة وعلى هذا فيكون النهي عن ذلك كما قال المؤلف
رحمه الله للكراهة وليس للتحريم ويستفاد من الحديث الأخير: أنه يجوز أن
يشرب الإنسان قائماً إذا دعت الحاجة إلى ذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم
وعلي آله

পূর্ববর্তী হাদিস দুটি সর্বোত্তম ও পূর্ণাঙ্গ বিষয়টি বর্ণনার জন্য, আর আল্লাহই ভালো জানেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ তাআলা) বলেছেন: (পরিচ্ছেদ: মশক বা অনুরূপ পাত্রের মুখ থেকে সরাসরি পান করার অপছন্দনীয়তা এবং এটি যে অপছন্দনীয় (কারাহাতে তানজিহি), হারাম নয়—তার বর্ণনা)। পান করার আদবসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলো—মানুষ যেন মশক বা পানির পাত্রের মুখ থেকে সরাসরি পান না করে। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ থেকে নিষেধ করেছেন। এর অন্তর্নিহিত হিকমত হলো, অতীতে পানি বর্তমানের মতো এত পরিচ্ছন্ন ছিল না। সুতরাং পানি যখন মশক বা পাত্রে রাখা হতো, তখন তাতে ক্ষতিকারক বস্তু যেমন কাঠখড়, কীটপতঙ্গ বা এই জাতীয় কিছু থাকতে পারত—যা আগে যারা এগুলো ব্যবহার করতেন তাদের কাছে পরিচিত ছিল। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাত্রের মুখ উল্টে (ইখতিনাস) সরাসরি পান করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি একবার এভাবে পান করেছিলেন, তখন মশক থেকে একটি সাপ বেরিয়ে এসেছিল। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এটি বিপজ্জনক; হয় সেটি তাকে দংশন করত অথবা তাকে কষ্ট দিত। একারণেই মশকের মুখ থেকে সরাসরি পান করতে নিষেধ করা হয়েছে। কলের মুখ (ট্যাপ) বা পানি জমা রাখার কলস থেকে পান করা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ এগুলো সাধারণত পরিচ্ছন্ন থাকে। সুতরাং এটি পাত্র থেকে পান করার মতোই। তবে যদি প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে মশকের মুখ থেকে পান করাতে কোনো দোষ নেই। যেমন কোনো ব্যক্তির পানির প্রয়োজন হলো কিন্তু তার কাছে কোনো স্বতন্ত্র পাত্র নেই, তখন সে মশকের মুখ থেকেই পান করবে। এর ভিত্তিতে, এই নিষেধাজ্ঞাটি—যেমনটি লেখক (রহিমাল্লাহ) উল্লেখ করেছেন—অপছন্দনীয়তার (কারাহাত) জন্য, হারামের জন্য নয়। আর শেষোক্ত হাদিস থেকে এই শিক্ষা

পাওয়া যায় যে, যদি প্রয়োজন হয় তবে দাঁড়িয়ে পান করা জায়েজ। যদিও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর পরিবারের প্রতি...

(ص: 243) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وسلم نهى عن الشرب قائماً لكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس كما في هذه الحالة القربة معلقة والمعلقة تكون عالية عن القاعد وليس عنده إناء فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القربة المعلقة قائماً وفي الحديث أيضاً: دليل على جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك وقد كان الصحابة يتبركون بعرق النبي صلى الله عليه وسلم ويتبركون بريقه ويتبركون بثيابه ويتبركون بشعره أما غيره صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتبرك بشيء من هذا منه فلا يتبرك بثياب الإنسان ولا بشعره ولا بأظفاره ولا بشيء من متعلقاته إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন, তবে যদি কোনো প্রয়োজন থাকে তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই; যেমন এই বিশেষ অবস্থায় মশকটি ঝুলন্ত ছিল এবং ঝুলন্ত বস্তু উপবিষ্ট ব্যক্তির জন্য উঁচুতে হয়ে থাকে, আর তাঁর নিকট কোনো পাত্রও ছিল না, ফলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই ঝুলন্ত মশক থেকে দাঁড়িয়ে পান করেছেন। এই হাদিসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিদর্শনাবলি (আসার) দ্বারা বরকত গ্রহণের বৈধতার প্রমাণ রয়েছে এবং বিষয়টি এমনই। সাহাবীগণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘাম, লালা, পোশাক এবং চুল মুবারক থেকে বরকত গ্রহণ করতেন। তবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রে এ জাতীয় কোনো কিছু থেকে বরকত গ্রহণ করা যাবে না। সুতরাং কোনো মানুষের পোশাক, চুল, নখ

কিংবা তাঁর ব্যবহৃত কোনো সামগ্রী থেকে বরকত গ্রহণ করা যাবে না; এটি কেবল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গেই নির্দিষ্ট।

(ص: 244) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب كراهة النفخ في الشراب

765 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب فقال رجل: القذاة أراها في الإناء؟ فقال: أهرقها قال: فأني لا أروي من نفس واحد؟ قال: فأبْنِ القدح إذا عن فيك رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح

766 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في آداب الطعام والشراب: (باب كراهة النفخ في الشراب) ثم ذكر حديثين فيهما النهي عن النفخ في الشراب وذلك لأن الإنسان إذا نفخ ربما يحصل من الهواء الذي يخرج منه أشياء مؤذية أو ضارة كمرض ونحوه فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ فيه فسأله

পানীয় দ্রব্যে ফুঁ দেওয়ার অপছন্দনীয়তা বিষয়ক অধ্যায়

৭৬৫ - আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পানীয়ের মধ্যে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল:

"পাত্রের মধ্যে যদি আমি কোনো ময়লা দেখতে পাই?" তিনি বললেন: "তা ঢেলে ফেলে দাও।"

সে পুনরায় বলল: "আমি তো এক নিশ্বাসে পান করে তৃপ্ত হই না?" তিনি বললেন: "তবে পাত্রটি তোমার মুখ থেকে সরিয়ে নাও (এবং নিশ্বাস নাও)।" এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদিসটি হাসান সহীহ।

৭৬৬ - ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাত্রের ভেতরে নিশ্বাস ছাড়তে বা তাতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদিসটি হাসান সহীহ।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) আহার ও পানীয়ের আদব প্রসঙ্গে বলেছেন: (পানীয় দ্রব্যে ফুঁ দেওয়ার অপছন্দনীয়তা বিষয়ক অধ্যায়)। এরপর তিনি পানীয়ের মধ্যে ফুঁ দেওয়া নিষেধ সংক্রান্ত দুটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। এর কারণ হলো, মানুষ যখন ফুঁ দেয়, তখন তার মুখ থেকে নির্গত বাতাসের মাধ্যমে রোগব্যাধি বা এই জাতীয় ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক কিছু মিশে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো...

(ص: 245) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الرجل قال: يا رسول الله القذاة يعني تكون في الشراب يعني مثل العود الصغير أو ما أشبه ذلك فينفخه الإنسان من أجل أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهرقها يعني صب الماء الذي فيه القذاة ولا تنفخ فيه ثم سأله: أنه لا يروي بنفس واحد فقال: أبى الإناء عن نفسك المعنى أنه يشرب ويحتاج إلى تنفس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين الإناء عن فمه يعني يفصله ثم يتنفس ثم يعود فيشرب إلا أن بعض العلماء استثنى من ذلك ما دعت الحاجة إليه كم لو كان الشراب حاراً ويحتاج إلى السرعة فرخص في هذا بعض العلماء ولكن الأولى ألا ينفخ حتى لو

كان حاراً إذا كان حاراً وعنده إناء آخر فإنه يصبه في الإناء ثم يعيده مرة ثانية حتى يبرد وفي هذا: دليل أن الشريعة الإسلامية كاملة من جميع الوجوه كل شيء قد علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحه في السماء إلا ذكر لنا منه علماً حتى الطيور في السماء لنا منها علم بتعليم الله ورسوله إيانا وقال رجل من المشركين لسليمان الفارسي رضي الله عنه

এক ব্যক্তি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, পানীয়ের মধ্যে ময়লা—অর্থাৎ ক্ষুদ্র কাঠি বা অনুরূপ কিছু—পড়লে মানুষ তা বের করার জন্য ফুঁ দেয়। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তা ঢেলে দাও। অর্থাৎ যে পানির মধ্যে ময়লা পড়েছে তা ফেলে দাও এবং তাতে ফুঁ দিও না। অতঃপর তিনি তাঁকে নিবেদন করলেন যে, এক নিঃশ্বাসে পান করলে তাঁর তৃষ্ণা মেটে না। তখন তিনি বললেন: পাত্রটি তোমার থেকে সরিয়ে নাও। এর মর্মার্থ হলো, পান করার সময় যখন শ্বাস নেওয়ার প্রয়োজন হয়, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পাত্রটি মুখ থেকে সরিয়ে নিতে অর্থাৎ পৃথক করতে নির্দেশ দিয়েছেন; যেন সে শ্বাস গ্রহণ করে পুনরায় পান করতে পারে। তবে কোনো কোনো আলিম বিশেষ প্রয়োজনে এর ব্যতিক্রমকে বৈধ বলেছেন, যেমন পানীয়টি যদি গরম হয় এবং দ্রুত পান করার প্রয়োজন থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে কিছু আলিম অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু উত্তম হলো ফুঁ না দেওয়া, এমনকি তা গরম হলেও। যদি পানীয় গরম হয় এবং ব্যক্তির নিকট অন্য কোনো পাত্র থাকে, তবে সে যেন তা ওই পাত্রে ঢালে এবং পুনরায় আগের পাত্রে ফিরিয়ে নেয় যাতে তা ঠান্ডা হয়। আর এতে এই প্রমাণ রয়েছে যে, ইসলামী শরিয়ত সকল দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ। প্রতিটি বিষয়ই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। যেমনটি আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন এমতাবস্থায় যে, আকাশে ডানা ঝাপটানো কোনো পাখি সম্পর্কেও তিনি আমাদের নিকট জ্ঞান বর্ণনা করেছেন। এমনকি আকাশের পাখি সম্পর্কেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের কাছে জ্ঞান রয়েছে। জনৈক মুশরিক ব্যক্তি সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলল...

عليكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة يعني حتى الجلوس على قضاء الحاجة لبول أو غائط قال: أجل وذكر ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ألا نستقبل القبلة بغائط ولا بول، وألا نستنجي باليدين، وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وألا نستنجي برجيع أو عظم فإلهم أن شريعتنا والله الحمد كاملة من كل وجه، ليس فيها نقص ولا تحتاج إلى أحد يكملها وفيه رد على السفهاء الذين يزعمون أن الشريعة الإسلامية إنما تنظم العبادة بين الله وبين الخلق فقط وأما المعاملات بين الناس بعضهم بعضاً فإن الشريعة لا تعتني بها فيقال لهؤلاء تبا لكم وسفها لعقولكم أطول آية في كتاب الله العزيز كلها في المداينة في التعامل بين الناس وهل بعد هذا من اعتناء وما أكثر الآيات في القرآن الكريم في تنظيم المال وإصلاحه وما أشبه ذلك وكذلك في السنة فالشريعة الإسلامية والله الحمد كاملة من كل وجه

তোমাদের নবী তোমাদের সব কিছুই শিখিয়েছেন, এমনকি মলত্যাগের শিষ্টাচার পর্যন্ত। অর্থাৎ প্রস্রাব বা পায়খানার প্রয়োজনে বসার পদ্ধতিও। তিনি (সালমান আল-ফারসি) বললেন: হ্যাঁ; এবং তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই বিষয়ে যা শিখিয়েছেন তা উল্লেখ করলেন— আমরা যেন মলমূত্র ত্যাগের সময় কিবলামুখী না হই, ডান হাত দিয়ে শৌচকার্য সম্পাদন না করি, তিনটির কম পাথর ব্যবহার না করি এবং গোবর বা হাড় দিয়ে যেন শৌচ না করি। মূল কথা হলো, আল্লাহর সকল প্রশংসা যে, আমাদের শরীয়ত সর্বদিক থেকে পূর্ণাঙ্গ; এতে কোনো অপূর্ণতা নেই এবং এটি পূর্ণ করার জন্য অন্য কারো মুখাপেক্ষী নয়। এতে সেই নির্বোধদের প্রতি উত্তর রয়েছে যারা দাবি করে যে, ইসলামি শরীয়ত কেবল আল্লাহ এবং সৃষ্টির মধ্যকার ইবাদতসমূহকেই সুসংবদ্ধ করে, আর মানুষের পারস্পরিক লেনদেনের বিষয়ে শরীয়তের কোনো গুরুত্ব নেই। এই সকল লোকদের বলা উচিত— তোমাদের ধ্বংস হোক এবং তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি কতই না নিকৃষ্ট! মহান আল্লাহর কিতাবের দীর্ঘতম আয়াতটি সম্পূর্ণরূপেই মানুষের পারস্পরিক লেনদেন তথা ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে অবতীর্ণ। এর চেয়ে বড় ভ্রমক্ষেপ আর কী হতে পারে? পবিত্র কুরআনে অর্থ ব্যবস্থাপনা, এর সংশোধন এবং এই জাতীয়

বিষয়ে কতই না আয়াত রয়েছে! সুন্নাহর ক্ষেত্রেও বিষয়টি অনুরূপ। সুতরাং আল্লাহর সকল প্রশংসা যে, ইসলামি শরীয়ত সর্বতোভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

(ص: 247) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب بيان جواز الشرب قائماً وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعداً فيه حديث
كبشة السابق

767 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من
زمزم فشرب وهو قائم متفق عليه

768 - وعن النزال بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة
فشرب قائماً وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت
رواه البخاري

769 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام رواه الترمذي وقال حديث حسن
صحيح

770 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يشرب قائماً وقاعداً رواه الترمذي وقال:

দাঁড়িয়ে পান করার বৈধতা এবং বসে পান করা অধিকতর পূর্ণাঙ্গ ও উত্তম হওয়ার বর্ণনা
বিষয়ক পরিচ্ছেদ এতে কাবশাহ বর্ণিত পূর্ববর্তী হাদিসটি রয়েছে।

৭৬৭ - ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যমযমের পানি পান করতে দিয়েছিলাম, অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে
থাকা অবস্থায় তা পান করেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

৭৬৮ - নাযযাল বিন সাবরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ‘রাহবাহ’ নামক স্থানের প্রবেশদ্বারে আসলেন এবং দাঁড়িয়ে পান করলেন। এরপর তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ঠিক তেমনি করতে দেখেছি, যেমনটি তোমরা আমাকে করতে দেখলে। (বুখারী)

৭৬৯ - ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে চলাফেরা করা অবস্থায় খাবার খেতাম এবং দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় পান করতাম। (তিরমিযী; তিনি হাদিসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন)

৭৭০ - আমার ইবনে শুআইব তার পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দাঁড়িয়ে এবং বসে—উভয় অবস্থায় পান করতে দেখেছি। (তিরমিযী; তিনি বলেছেন:)

(ص: 248) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

حديث حسن صحيح

771 - وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائماً قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث رواه مسلم وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائماً

772 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائماً فمن نسي فليستقيء رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى (باب بيان جواز الشرب قائماً وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعداً) فالأفضل في الأكل والشرب أن يكون الإنسان قاعداً لأن هذا هو هدي

النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأكل وهو قائم ولا يشرب وهو قائم أما الشرب وهو قائم فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك وسئل أنس بن مالك عن الأكل قال: ذاك أشد وأخبث يعني معناه أنه إذا نهى عن الشرب قائماً فالأكل قائماً من باب أولى لكن في حديث ابن عمر الذي أخرجه الترمذي وصححه قال:

হাদিসটি হাসান সহিহ

৭৭১ - আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। কাতাদাহ (রহ.) বলেন, আমরা আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম: তবে কি দাঁড়িয়ে খাওয়া যাবে? তিনি বললেন: সেটি তো আরও মন্দ অথবা আরও নিকৃষ্ট। (মুসলিম)। মুসলিমেরই অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাঁড়িয়ে পান করা হতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

৭৭২ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমাদের কেউ যেন দাঁড়িয়ে পান না করে, আর কেউ যদি ভুলে করে ফেলে তবে সে যেন তা বমি করে ফেলে। (মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, (দাঁড়িয়ে পান করার বৈধতা এবং বসে পান করা অধিক পূর্ণাঙ্গ ও উত্তম হওয়ার বর্ণনা বিষয়ক অধ্যায়)। সুতরাং পানাহারের ক্ষেত্রে উত্তম হলো মানুষ যেন বসে থাকে, কারণ এটিই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ। সে যেন দাঁড়িয়ে না খায় এবং দাঁড়িয়ে পান না করে। দাঁড়িয়ে পান করার বিষয়টি সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সহিহভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তা থেকে নিষেধ করেছেন। আনাস ইবনে মালিক (রা.)-কে দাঁড়িয়ে খাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন: তা আরও মন্দ ও নিকৃষ্ট। অর্থাৎ এর অর্থ হলো, যদি দাঁড়িয়ে পান করা নিষিদ্ধ হয়, তবে দাঁড়িয়ে খাওয়া আরও বেশি আপত্তিকর হওয়ার কথা। কিন্তু ইবনে উমর (রা.)-এর হাদিসে যা তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং সহিহ বলেছেন, সেখানে বলা হয়েছে:

كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام فهذا يدل على أن النهي ليس للتحريم ولكنه لترك الأولى بمعنى أن الأحسن والأكمل أن يشرب الإنسان وهو قاعد وأن يأكل وهو قاعد ولمكن لا بأس أن يشرب وهو قائم وأن يأكل وهو قائم والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وعلى آله من زمزم فشرب وهو قائم زمزم هي عين الماء التي حول الكعبة وسببها أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ترك هاجر أم إسماعيل وابنها إسماعيل في مكة وليس فيها أحد ليس فيها سكان وليس فيها كعبة وليس فيها أحد بل وليس فيها زروع هي واد غير ذي زرع وجعل عندهما وعاء من تمر وسقاء من ماء وانصرف لأن الله أمره أن يبقيهما هنالك فلما انصرف لحقته هاجر وقالت له: كيف تذهب وتتركنا هل أمرك الله بذلك؟ قال نعم قالت إذا كان الله أمرك بذلك فإنه لن يضيعنا وهذا يدل على كمال إيمان هاجر رضي الله عنها وقصتها هذه نظير قصة أم موسى بن عمران كان فرعون مسلطاً على بني إسرائيل يقتل أبنائهم ويبقى نساءهم إذلالاً لهم وقد قيل أن البنجمين قالوا له إنه سيظهر من بني إسرائيل رجل يكون

আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে হাঁটা অবস্থায় আহার করতাম এবং দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় পান করতাম। এটি একথাই প্রমাণ করে যে, (দাঁড়িয়ে পান করার) নিষেধাজ্ঞাটি হারাম বা অবৈধ হওয়ার জন্য নয়, বরং তা উত্তম পদ্ধতি বর্জনের (তরকে আওলা) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, একজন মানুষের জন্য বসে পান করা এবং বসে আহার করাই হলো সর্বোত্তম ও পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি। তবে দাঁড়িয়ে পান করা বা দাঁড়িয়ে আহার করাতে কোনো ক্ষতি নেই। এর দলিল হলো আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদিস, তিনি বলেন: "আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জমজমের পানি পান করিয়েছিলাম এবং তিনি দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় তা পান করেছিলেন।" জমজম হলো

কাবার পার্শ্ববর্তী সেই পানির প্রস্রবণ। এর ইতিহাস হলো, ইব্রাহিম খলিল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন ইসমাইলের মাতা হাজেরা এবং তাঁর পুত্র ইসমাইলকে মক্কায় রেখে গিয়েছিলেন, তখন সেখানে কোনো জনমানুষ ছিল না, কোনো বসতি ছিল না, এমনকি কোনো কাবাগৃহ বা শস্যক্ষেতও ছিল না। মূলত সেটি ছিল একটি শস্যহীন জনমানবশূন্য উপত্যকা। তিনি তাদের নিকট এক পাত্র খেজুর এবং এক মশক পানি রেখে প্রস্থান করেন, কারণ মহান আল্লাহ তাঁকে সেখানে তাদের রেখে যাওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি যখন প্রস্থান করছিলেন, তখন হাজেরা তাঁর পিছু পিছু আসলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: "আপনি আমাদের এভাবে এখানে রেখে কোথায় চলে যাচ্ছেন? আল্লাহ কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ"। তখন হাজেরা বললেন, "তবে আল্লাহ আমাদের কক্ষনো ধ্বংস হতে দেবেন না।" এটি হাজেরা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঈমানের পূর্ণতা ও সুদৃঢ় অবস্থানের পরিচয় দেয়। তাঁর এই ঘটনাটি মুসা ইবনে ইমরানের জননীর কাহিনীর সদৃশ। ফেরাউন বনী ইসরায়েলের ওপর চড়াও হয়েছিল এবং তাদের অপদস্থ করার জন্য তাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করত ও কন্যা সন্তানদের জীবিত রাখত। বলা হয়ে থাকে যে, জ্যোতিষীরা তাকে বলেছিল যে, বনী ইসরায়েলের মধ্যে অচিরেই এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে যিনি...

(ص: 250) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

هلاكك على يده فصار يقتل أبناءهم فخافت أم موسى عليه فأوحى الله إليها وحي إلهام لا وحي بنوة أنها إذا خافت عليه تجعله في تابوت صندوق من الخشب وتلقيه في البحر وهذا شيء شديد على النفس أن تضع ولدها في تابوت وتلقيه في البحر لكنها مؤمنة واثقة بوعد الله عز وجل ففعلت جعلته في التابوت وألقيته في البحر فرآه جند فرعون فأخذوه ليقتلوه فلما رأت أم موسى زوجة فرعون ألقى الله محبته في قلبها وقالت: قُرْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ واضطربت أم موسى أصبح فؤادها فارغا يعني ما كأن شيئا وراءه قد فر قلبها على

ولدها مع إيمانها بالله ولين الله عز وجل بقدرته جعل هذه الابن كلباً عرضت عليه امرأة ليرضعها أي أن يرضى أن يرضع من أي امرأة فإذا أخت موسى قد أرسلتها والدته تنظر ماذا حدث له فرأت الناس يبحثون عن مريض لهذا الصبي فقالت: {هَلْ أَذُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ} فردّه الله إلى أمه قبل أن يرضع من أي امرأة ما رضع من أحد سوى أمه مع أنها قد ألقته في البحر لكن رده الله عليها

তোমার ধ্বংস তার হাতেই হবে—এই আশঙ্কায় সে তাদের পুত্রসন্তানদের হত্যা করতে শুরু করল। মূসা আলাইহিস সালামের জননী তাঁর জীবনের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি ইলহাম তথা অন্তরে বিশেষ প্রত্যাদেশ প্রদান করলেন—এটি নবুওয়াতের ওহী ছিল না—যে, যখনই তুমি তাঁর জীবনের ব্যাপারে আশঙ্কাবোধ করবে, তখন তাঁকে একটি সিন্দুকে (কাঠের বাক্স) পুরে নদীতে নিক্ষেপ করবে। নিজ সন্তানকে সিন্দুকে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হৃদয়ের জন্য অত্যন্ত কঠিন একটি পরীক্ষা। কিন্তু তিনি ছিলেন মুমিন এবং মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতির ওপর পূর্ণ আস্থাশীল। তাই তিনি তাই করলেন; তাঁকে সিন্দুকে রাখলেন এবং নদীতে নিক্ষেপ করলেন। ফেরাউনের সৈন্যরা তাঁকে দেখতে পেল এবং হত্যার উদ্দেশ্যে ধরে নিয়ে গেল। কিন্তু ফেরাউনের স্ত্রী যখন তাঁকে দেখলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর অন্তরে শিশুটির প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিলেন। তিনি বললেন: "সে আমার ও তোমার জন্য নয়নপ্রীতিকর হবে; তাঁকে হত্যা করো না, সম্ভবত সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা তাঁকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করে নেব।" অথচ তারা এর পরিণাম সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারছিল না। এদিকে মূসা আলাইহিস সালামের জননীর অন্তর অন্য সব চিন্তা থেকে রিক্ত হয়ে গেল। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ঈমান থাকা সত্ত্বেও সন্তানের বিরহে তাঁর হৃদয় ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর কুদরতের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা করলেন যে, যখনই স্তন্যদানের জন্য কোনো নারীকে আনা হতো, শিশুটি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাত। তিনি কোনো মহিলারই দুধ পান করতে রাজি হচ্ছিলেন না। এমতাবস্থায় মূসা আলাইহিস সালামের বোন—যাকে তাঁর মা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠিয়েছিলেন—দেখলেন যে লোকেরা এই শিশুর জন্য ধাত্রী খুঁজছে। তখন সে বলল: "আমি কি তোমাদের এমন এক পরিবারের সন্ধান দেব, যারা তোমাদের পক্ষ থেকে তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব নেবে এবং তারা হবে তাঁর

হিতাকাঙ্ক্ষী?" পরিশেষে আল্লাহ তাআলা অন্য কোনো মহিলার দুধ পান করার আগেই তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। তিনি তাঁর জননী ব্যতীত আর কারও স্তন্যপান করেননি। যদিও মা তাঁকে নদীতে নিক্ষেপ করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহ পুনরায় তাঁকে তাঁর মায়ের কাছেই ফিরিয়ে দিলেন।

(ص: 251) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

فهاجر رضى الله عنها لما قال لها إبراهيم: إن الله أمرني بهذا قالت إذا لا يضيعنا ثم بقيت هي وطفلها في هذا المكان الذي ليس فيه أحد من بني آدم وجعلت تأكل من التمر وتشرب من الماء وتدر اللبن على الولد ويرضع حتى نفذ التمر والماء وجاءت الأم ومعلوم أن الأم إذا جاءت لا يكون فيها لبن وجعل الطفل يصيح ويبكي فبحثت بما ألهمها الله عن أقرب جبل لها تصعد عليه لعلها تسمع صوتاً أو ترى أحداً فوجد أقرب مكان إليها الصفا والمشاهد الآن أن أقرب جبل للكعبة هو الصفا فصعدت عليه وتسبعت فبأ وجدت أحدا فنزلت وقالت: أذهب إلى الجهة الثانية وأقرب جبل إليها في الجهة الثانية وهو البروة فصعدت على البروة تسمع فلم تجد أحداً وكان بين الصفا والبروة شعيب واد مجرى سيل ومعروف أن الشعيب يكون نازلاً عن الأرض فكانت إذا نزلت في الشعيب ركضت ركضاً عظيماً تركض من أجل أن تسمع الولد وتلتفت إليه وتراه فعلت هذا سبع مرات فلما أكملت سبع مرات إذا هي تسمع شيئاً فقالت أغث إن كان عندك غواث سمعت حساً وإذا هو جبريل أمره به عز وجل أن ينزل إلى الأرض فيضرب بعقبه أو بجناحه مكان زمزم فضربه

অতঃপর হাজেরা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)—যখন ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম) তাঁকে বলেছিলেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন—তখন তিনি বলেছিলেন:

"তাহলে তিনি আমাদের ধ্বংস করবেন না।" এরপর তিনি ও তাঁর শিশু সন্তান এমন এক নির্জন স্থানে অবস্থান করতে লাগলেন যেখানে আদম সন্তানের কেউ ছিল না। তিনি খেজুর খেতে লাগলেন এবং পানি পান করতে লাগলেন। এতে তাঁর স্তনে দুধের সঞ্চয় হতো যা শিশুটি পান করত। অবশেষে যখন খেজুর ও পানি শেষ হয়ে গেল, তখন মা ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন। আর এটি সুবিদিত যে, মা যখন ক্ষুধার্ত হন, তখন তাঁর স্তনে দুধ থাকে না। ফলে শিশুটি চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল। তখন আল্লাহ তাঁকে যে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন, তার মাধ্যমে তিনি তাঁর নিকটতম পাহাড়টি খুঁজতে লাগলেন যাতে সেটির ওপর আরোহণ করে কোনো শব্দ শুনতে পান অথবা কাউকে দেখতে পান। তিনি তাঁর সবচেয়ে নিকটতম স্থান হিসেবে সাফা পাহাড়কে পেলেন—আর বর্তমানেও প্রত্যক্ষ করা যায় যে কাবার নিকটতম পাহাড় হলো সাফা। তিনি সেটির ওপর আরোহণ করলেন এবং কান পেতে কোনো শব্দ শোনার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কাউকে পেলেন না। অতঃপর তিনি নিচে নেমে বললেন: "আমি অপর দিকে যাই।" অপর দিকে তাঁর জন্য নিকটতম পাহাড় ছিল মারওয়া। তিনি মারওয়া পাহাড়ে আরোহণ করে শোনার চেষ্টা করলেন কিন্তু কাউকে পেলেন না। সাফা ও মারওয়ার মধ্যস্থলে একটি নিচু উপত্যকা ছিল যা ছিল মূলত ঢলের পথ। আর এটি সুপরিচিত যে, এ জাতীয় উপত্যকা ভূমি থেকে নিচু হয়ে থাকে। তাই তিনি যখন সেই উপত্যকায় নামতেন, তখন অত্যন্ত দ্রুত বেগে দৌড়াতে। তিনি দ্রুত দৌড়াতে যাতে শিশুর শব্দ শুনতে পান এবং তাঁর দিকে ফিরে তাকাতে ও তাকে দেখতে পারেন। এভাবে তিনি সাতবার যাতায়াত করলেন। যখন তিনি সাতবার পূর্ণ করলেন, তখন হঠাৎ তিনি কিছু একটা শুনতে পেলেন। তিনি বললেন: "তোমার নিকট যদি কোনো সাহায্য থাকে তবে আমাকে সাহায্য করো।" তিনি একটি শব্দ অনুভব করলেন এবং দেখলেন যে তিনি জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম); মহান আল্লাহ তাঁকে পৃথিবীতে অবতরণ করার এবং যমযমের স্থানে তাঁর পায়ের গোড়ালি অথবা ডানা দিয়ে আঘাত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি সেখানে আঘাত করলেন।

مرة واحدة فخرج هذا الماء ينبع فجعلت تحوطه تحجر عليه خافت أن يسبح في الأرض وينقص وشربت من الماء وإذا الماء يكفي عن الطعام والشراب وهو ماء فجعلت تشرب من هذا الماء وترضع الولد وفرج الله عز وجل عنها وكان حولها أناس ولكنهم كانوا بعيدين عنها من جرهم قبيلة من العرب كانوا حولها فرأوا الطيور تهوى إلى هذا المكان مكان زمزم الذي فيه الماء والطيور يري من بعيد فقالوا ما خبرنا أن هنا ماء حتى تأوي الطيور إليه لكنهم قالوا لا يمكن للطيور أن تأوي إلا إلى الماء فتبعوا هذه الطيور حتى وصلوا إلى المكان وإذا المكان عين تنبع فنزلوا حول المرأة وأنست بهم وكبر إسماعيل وتزوج منهم بعد مدة جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام فدخل على أهل إسماعيل وعلى هاجر وسأل زوجة إسماعيل كيف حالكم؟ فشكت الحال وتضجرت فقال لها إذا جاء زوجك فقولي له يغير عتبة بابه فجاء إسماعيل وأخبرته الذي حصل قال: هل جاءكم أحد؟ قالت: نعم جاء شيخ صفته كذا وكذا وأنه قال: أقرئني السلام وقولي له يغير عتبة بابه ماذا يريد إبراهيم بهذه الكلمة؟ يريد أن يطلقها لأن المرأة شكاية شكت زوجها يعني أن ما عندهم إلا كل بؤس

অকস্মাৎ এই পানি উথলে উঠতে শুরু করল। তখন তিনি (হাজেরা) এর চারদিকে মাটির বাঁধ দিতে লাগলেন এবং একে সীমাবদ্ধ করতে চাইলেন; তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে পানি চারদিকে ছড়িয়ে গিয়ে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। তিনি সেই পানি পান করলেন এবং দেখা গেল যে, এই পানি খাদ্য ও পানীয় উভয়ের জন্য যথেষ্ট। এটি ছিল এমন পানি যা তিনি নিজে পান করতেন এবং সন্তানকে স্তন্যপান করাতেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর কষ্ট লাঘব করে দিলেন। তাঁর আশেপাশে কিছু মানুষ ছিল, কিন্তু তারা তাঁর থেকে কিছুটা দূরে অবস্থান করছিল; তারা ছিল আরবের জুরহুম গোত্রের লোক। তারা পাখিদের এই স্থানে অর্থাৎ যমযমের স্থানে উড়তে দেখল যেখানে পানি ছিল। পাখি দূর থেকেই পানি দেখতে পায়। তারা বলল, "আমাদের জানামতে তো এখানে কোনো পানি ছিল না, তবে কেন পাখিরা এখানে ভিড় করছে?" কিন্তু তারা এও বলল, "পানি ছাড়া পাখিদের এভাবে একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়।" অতঃপর তারা পাখিদের অনুসরণ করে সেই স্থানে পৌঁছাল এবং দেখল যে সেখানে একটি ঝরনা প্রবাহিত

হচ্ছে। তারা সেই নারীর আশেপাশে বসতি স্থাপন করল এবং তিনি তাদের আগমনে আশ্বস্ত হলেন। ইসমাইল বড় হলেন এবং তাদের গোত্রের বিবাহ করলেন। দীর্ঘকাল পর ইবরাহীম (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) আসলেন এবং ইসমাইলের পরিবার ও হাজারের আবাসে প্রবেশ করলেন। তিনি ইসমাইলের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কেমন আছো?" সে তাদের দুরবস্থার অভিযোগ করল এবং অসন্তোষ প্রকাশ করল। তখন তিনি তাকে বললেন, "যখন তোমার স্বামী আসবে, তখন তাকে বোলো যেন সে তার দরজার চৌকাঠ পরিবর্তন করে ফেলে।" ইসমাইল ফিরে আসলে স্ত্রী তাকে বিস্তারিত জানাল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের কাছে কি কেউ এসেছিল?" সে বলল, "হ্যাঁ, জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি এসেছিলেন যাঁর অবয়ব ছিল এমন এমন এবং তিনি বলেছেন: তাঁকে সালাম পৌঁছে দিয়ো এবং বোলো যেন তিনি তাঁর দরজার চৌকাঠ পরিবর্তন করেন।" এই কথার মাধ্যমে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কী বোঝাতে চেয়েছিলেন? তিনি চেয়েছিলেন যেন ইসমাইল তাকে তালুক দিয়ে দেয়; কারণ নারীটি ছিল অত্যন্ত অভিযোগপ্রবণ এবং সে তার স্বামীর জীবন নিয়ে নালিশ করছিল, যেন তাদের জীবনে অভাব-অনটন ছাড়া আর কিছুই নেই।

(ص: 253) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

فقال: هذا أبي وأنت العتبة فالحقي بأهلك
ثم تزوج غيرها ثم جاء إبراهيم مرة أخرى بعد أن غاب عنه مدة ودخل على بيت
ابنه إسمايل ووجد الزوجة فسألها عن حالهم فأثنت على حالهم وقالت: نحن
بخير وأثنت علي الحال فقال أقرئي زوجك مني السلام وقولي له يمسك بعتبة بابه
فلما جاء إسمايل كأنه سأل هل جاء أحد؟ قالت: نعم جاءنا شيخ صفته كذا وكذا
وأنه يقرئك السلام ويقول يمسك عتبة بابه قال: ذاك أبي وأنت عتبة الباب وأمرني
أن أمسكك فالحاصل أن زمزم ماء مبارك طعام وطعم وشفاء سقم وماء زمزم لما
شرب له إن شربته لعطش رويت وإن شربته لجوع شبع حتى إن بعض العلماء أخذ

من عموم هذا الحديث أن الإنسان إذا كان مريضاً وشربه للشفاء شفى وإذا كان كثير النسيان وشربه للحفظ صار حفظاً وإذا شربه لأي غرض ينفعه فعلى كل حال هذا الماء ماء مبارك

তিনি বললেন: "তিনি আমার পিতা এবং তুমি হলে সেই চৌকাঠ; সুতরাং তুমি তোমার পরিজনদের সাথে গিয়ে মিলিত হও।"

অতঃপর তিনি অন্য এক নারীকে বিবাহ করলেন। এরপর ইব্রাহিম দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকার পর পুনরায় আগমন করলেন এবং তাঁর পুত্র ইসমাঈলের গৃহে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি (ইসমাঈলের নতুন) স্ত্রীকে পেলেন এবং তাঁদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি তাঁদের অবস্থার প্রশংসা করলেন এবং বললেন: "আমরা অনেক ভালো আছি।" তিনি তাঁদের সচ্ছলতার গুণগান করলেন। তখন ইব্রাহিম বললেন: "তোমার স্বামীকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবে এবং তাকে বলবে যেন সে তার ঘরের চৌকাঠটি ধরে রাখে।" অতঃপর যখন ইসমাঈল ফিরে আসলেন, তিনি যেন কারো আগমনের আভাস পেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: "কেউ কি এসেছিল?" স্ত্রী বললেন: "হ্যাঁ, আমাদের নিকট এমন এমন বৈশিষ্ট্যের একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি এসেছিলেন এবং তিনি আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। আর তিনি বলে গিয়েছেন যেন আপনি আপনার ঘরের চৌকাঠটি ধরে রাখেন।" তিনি বললেন: "তিনি আমার পিতা এবং তুমি হলে সেই ঘরের চৌকাঠ; তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি তোমাকে নিজ বিবাহবন্ধনে বহাল রাখি।" সারকথা হলো, যমযম একটি বরকতময় পানি; এটি খাদ্যের পরিপূরক এবং রোগের আরোগ্যস্বরূপ। যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হয়, তা সেই উদ্দেশ্যেই সফল হয়। যদি তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পান করো তবে তৃপ্ত হবে, আর যদি ক্ষুধার্ত অবস্থায় পান করো তবে ক্ষুধা নিবারিত হবে। এমনকি কোনো কোনো আলেম এই হাদীসের ব্যাপকতা থেকে এই অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি যদি অসুস্থ হয় এবং আরোগ্যের নিয়তে এটি পান করে তবে সে সুস্থতা লাভ করবে; আর যদি কেউ অধিক বিস্মৃতিপ্রায়ণ হয় এবং মুখস্থ রাখার শক্তি বৃদ্ধির জন্য এটি পান করে তবে তার স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পাবে। এটি যে কোনো নেক উদ্দেশ্যেই পান করা হোক না কেন, তা ফলপ্রসূ হবে। সর্বাবস্থায়, এই পানি অত্যন্ত বরকতময়।

فالحاصل أن الأكمل والأفضل أن يشرب الإنسان وهو قاعد ويجوز الشرب قائماً وقد شرب علي بن أبي طالب رضي الله عنه قائماً وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت فدل ذلك على أن الشرب قائماً لا بأس به لكن الأفضل أن يشرب قاعداً بقي أن يقال إذا كانت البرادة في المسجد ودخل الإنسان المسجد فهل يجلس ويشرب أو يشرب قائماً؟ لأنه إن جلس خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وإن شرب قائماً ترك الأفضل فنقول الأفضل أن

সারকথা হলো, একজন মানুষের জন্য বসে পান করা অধিকতর পরিপূর্ণ ও উত্তম, তবে দাঁড়িয়ে পান করাও বৈধ। আলী ইবনে আবী তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) দাঁড়িয়ে পান করেছেন এবং বলেছেন: “নিশ্চয়ই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তেমনটিই করেছেন যেমনটি তোমরা আমাকে করতে দেখলে।” এটি একথারই প্রমাণ বহন করে যে দাঁড়িয়ে পান করার মধ্যে কোনো দোষ নেই, তবে বসে পান করাই উত্তম। এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, যদি পানির শীতলীকরণ যন্ত্র (ফিল্টার) মসজিদের ভেতরে থাকে এবং কোনো ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে, তবে সে কি বসে পান করবে নাকি দাঁড়িয়ে? কারণ সে যদি বসে পড়ে, তবে সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীর বিরুদ্ধাচরণ করল যেখানে তিনি বলেছেন: “তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, সে যেন দুই রাকাত সালাত আদায় করার আগে না বসে।” আর যদি সে দাঁড়িয়ে পান করে, তবে সে উত্তম পদ্ধতিটি বর্জন করল। এমতাবস্থায় আমরা বলি যে, উত্তম হলো...

يشرب قائماً لأن الجلوس قبل صلاة الركعتين حرام عند بعض العلماء بخلاف الشرب قائماً فهو أهون وعلى هذا فيشرب قائماً ثم يذهب ويصلي تحية المسجد

তিনি দণ্ডায়মান অবস্থায় পান করবেন; কারণ কতিপয় আলিমের মতে দুই রাকাত (তাহিয়াতুল মাসজিদ) সালাত আদায়ের পূর্বে বসা হারাম। পক্ষান্তরে দাঁড়িয়ে পান করার বিষয়টি এর ব্যতিক্রম, যা অপেক্ষাকৃত লঘুতর। এর ভিত্তিতে তিনি দাঁড়িয়ে পান করবেন এবং এরপর গিয়ে তাহিয়াতুল মাসজিদ সালাত আদায় করবেন।

(ص: 256) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب استحباب كون ساقى القوم آخرهم شرباً
773 - عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقى القوم
آخرهم شرباً رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتاب أدب الطعام: (باب استحباب كون ساقى القوم آخرهم شرباً) يعني الذي يسقي القوم ماء أو لبناً أو قهوة أو شايًا ينبغي أن يكون هو آخرهم شرباً من أجل أن يكون مؤثراً على نفسه ومن أجل أن يكون النقص إن كان على نفس الساقى وهذا لاشك أنه أحسن امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذاً بأدب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه إذا كان لا يشتهي أن يشرب فليس بلامزم أن يشرب بعدهم إن شاء شرب وإن شاء لا يشرب المهم أن يكون هو الأخير إذا أن يشرب لها في ذلك من الإيثار وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا

إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يخدم إخوانه بسقيهم وإذا كان صاحب البيت
فليقدم

দলের পানীয় পরিবেশনকারী ব্যক্তি সবার শেষে পান করা মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ
৭৭৩ - আবু কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:
"কোনো দলের পরিবেশনকারী ব্যক্তি তাদের মধ্যে সর্বশেষে পান করবে।" ইমাম তিরমিযী
এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি হাসান সহীহ হাদিস।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) ভোজন শিষ্টাচার অধ্যায়ে বলেছেন: (পরিচ্ছেদ: দলের পরিবেশনকারী
ব্যক্তি সর্বশেষে পান করা মুস্তাহাব)। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি একদল লোককে পানি, দুধ, কফি কিংবা
চা পরিবেশন করে, তার জন্য উচিত হলো পান করার ক্ষেত্রে সবার শেষে থাকা। যাতে সে
পরার্থপরতার গুণ অর্জন করতে পারে এবং যদি কোনো স্বল্পতা বা ঘাটতি দেখা দেয়, তবে তা
যেন স্বয়ং পরিবেশনকারীর ওপরই পড়ে। নিঃসন্দেহে এটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশের আনুগত্য এবং তাঁর শিখিয়ে যাওয়া শিষ্টাচার গ্রহণের সর্বোত্তম
উপায়। তবে তার যদি পান করার ইচ্ছা না থাকে, তবে অন্যদের পরে পান করা তার জন্য
আবশ্যিক নয়; তিনি চাইলে পান করতে পারেন অথবা নাও করতে পারেন। মূল উদ্দেশ্য হলো,
যদি তিনি পান করেন তবে যেন সবার শেষেই করেন; কারণ এর মধ্যে অন্যকে অগ্রাধিকার
দান এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশ পালনের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।
এতে আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের উচিত পানীয় পরিবেশনের মাধ্যমে নিজ ভাইদের সেবা
করা। আর যদি কেউ গৃহকর্তা হন, তবে তার উচিত (পরিবেশন কাজে) অগ্রণী ভূমিকা পালন
করা।

إليهم الشراب أو الأكل كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعَجَلٍ سَمِينٍ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فصاحب البيت يقرب الأكل ويناول الشراب ويكون هو آخر القوم ثم هل الأفضل أن ينصرف ولا يشاركهم في الطعام سواء كان غداء أو عشاء أو فطور أو الأفضل أن ينصرف ولا يشاركهم؟ هذا يرجع إلى عادة الناس فإذا كانت مشاركتهم أطيب لقلوب الضيوف وأكثر إنياسا فليأكل معهم وإذا كان الأمر بالعكس وجرت العادة أنه لا يأكل الإنسان مع ضيوفه فلا يأكل وإن فهذا أمر يرجع إلى العرف إن كان العرف أن من إكرام الضيف ألا تأكل معه وأن تجعله حرا يأكل ما شاء فلا تأكل وإن كان الأمر بالعكس فكل ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ولم يبين نوع الإكرام فيرجع في ذلك إلى ما جرى به عرف الناس

তাদের নিকট পানীয় বা খাবার পেশ করা, যেমনটি ইবরাহীম (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) করেছিলেন: "অতঃপর তিনি সংগোপনে তাঁর পরিবারের নিকট গেলেন এবং একটি হুঁপুটি ভাজা বাছুর নিয়ে আসলেন। তারপর তিনি তা তাঁদের সামনে পেশ করলেন এবং বললেন, তোমরা কি আহার করবে না?" সুতরাং গৃহকর্তা খাবার মেহমানদের নিকটবর্তী করে দেবেন এবং পানীয় পরিবেশন করবেন এবং তিনি নিজে হবেন দলের সর্বশেষ ব্যক্তি। অতঃপর শ্রেষ্ঠতর পছন্দ কি এটি যে, তিনি প্রস্থান করবেন এবং তাদের সাথে খাবারে অংশগ্রহণ করবেন না—চাই তা দুপুরের আহার হোক বা রাতের আহার কিংবা প্রাতরাশ—নাকি শ্রেষ্ঠতর হলো অংশগ্রহণ করা? এটি মূলত মানুষের প্রথা বা অভ্যাসের ওপর নির্ভরশীল। যদি তাঁর অংশগ্রহণ মেহমানদের চিত্ততৃষ্টির জন্য অধিকতর উত্তম এবং অধিক হৃদয়তাপূর্ণ হয়, তবে তিনি তাদের সাথে আহার করবেন। আর যদি বিষয়টি এর বিপরীত হয় এবং এমন প্রথা প্রচলিত থাকে যে ব্যক্তি তার মেহমানদের সাথে আহার করবে না, তবে তিনি আহার করবেন না। এটি মূলত প্রচলিত রীতিনীতির (উরফ) ওপর নির্ভরশীল। যদি রীতি এমন হয় যে, মেহমানকে সম্মান প্রদর্শনের দাবি হলো তাঁর সাথে আহার না করা যাতে তিনি স্বচ্ছন্দে নিজের ইচ্ছামতো আহার করতে পারেন, তবে আপনি তাঁর সাথে আহার করবেন না। আর যদি বিষয়টি এর বিপরীত হয়, তবে আহার করুন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও

পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে।" তিনি সম্মানের ধরণ নির্দিষ্ট করে দেননি, ফলে বিষয়টি মানুষের মাঝে প্রচলিত প্রথার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে।

(ص: 258) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

بَابُ جَوَازِ الشَّرْبِ مِنْ جَمِيعِ الْأَوَانِي الطَّاهِرَةِ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَجَوَازِ الْكَرْعِ وَهُوَ الشَّرْبُ بِالْفَمِّ مِنَ النَّهْرِ وَغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِنْاءٍ وَلَا يَدٍ وَتَحْرِيمُ اسْتِعْمَالِ إِنْاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الشَّرْبِ وَالْأَكْلِ وَالطَّهَارَةِ وَسَائِرِ وَجُوهِ الاسْتِعْمَالِ

774 - عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَضَرَتِ الصَّلَاةَ فَقَامَ مِنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ وَبَقِيَ قَوْمٌ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَصَغَرَ الْمِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَهُ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ قَالُوا كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثَمَانِينَ وَزِيَادَةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ هَذِهِ رَوَايَةُ الْبُخَارِيِّ وَفِي رَوَايَةٍ لَهُ وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِإِنْاءٍ مِنْ مَاءٍ فَأَتَى بِقَدَحٍ رَحَاحٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ قَالَ أَنَسٌ: فَجَعَلَتْ أَنْظُرَ إِلَى الْمَاءِ يَنْبَعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَحَزَرْتُ مِنْ تَوَضُّأٍ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ

775 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجَنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صَفَرٍ فَتَوَضَّأَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত সকল প্রকার পবিত্র পাত্র হতে পান করার বৈধতা এবং সরাসরি মুখ লাগিয়ে নদী বা অন্য উৎস হতে পাত্র বা হাতের সাহায্য ছাড়া পান করার (কার'আ) বৈধতা; এবং পানাহার, পবিত্রতা অর্জন ও অন্য সকল প্রয়োজনে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহারের অবৈধতা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।

৭৭৪ - আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: সালাতের সময় উপস্থিত হলো, তখন যাদের ঘর নিকটবর্তী ছিল তারা তাদের পরিজনের নিকট চলে গেল এবং কিছু লোক রয়ে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট পাথরের তৈরি একটি ওয়ুর পাত্র আনা হলো। পাত্রটি এতই ছোট ছিল যে, তাতে হাতের তালু প্রসারিত করা সম্ভব ছিল না। এরপরও সেই দলের সকলেই তা থেকে ওয়ু করলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বললেন: আশি জন বা তার কিছু বেশি। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। এটি বুখারীর বর্ণনা। তাঁর এবং মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক পাত্র পানি চাইলেন। তখন তাঁর নিকট একটি প্রশস্ত ও অগভীর পাত্র আনা হলো যাতে সামান্য পানি ছিল। তিনি তাতে নিজ আঙুলসমূহ রাখলেন। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আমি পানির দিকে তাকাচ্ছিলাম যা তাঁর আঙুলগুলোর মাঝখান হতে উৎসারিত হচ্ছিল। আমি অনুমান করলাম যারা ওয়ু করেছিলেন তাদের সংখ্যা সত্তর হতে আশির মধ্যে ছিল।

৭৭৫ - আবদুল্লাহ ইবনে যায়িদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিকট আসলেন, তখন আমরা তাঁর জন্য একটি পিতলের পাত্রে পানি বের করে দিলাম এবং তিনি ওয়ু করলেন। (বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন)

(ص: 259) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الصفير بضم الصاد ويجوز كسرهما وهو النحاس والتور كالقدرح وهو بالتاء المثناة من فوق

776 - وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي رجل من الأنصار ومعه صاحب له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا رواه البخاري الشن: القربة

777 - وعن حذيفة رضى الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال: هي لهم في الدنيا، وهي لكم في الآخرة متفق عليه

778 - وعن أم سلمة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجر جر في بطنه نار جهنم متفق عليه وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب

'আস-সুফর' শব্দটি সোয়াদ বর্ণে পেশ সহযোগে উচ্চারিত হয়, তবে এতে যের (ইকার) প্রদানও জায়েয। এর অর্থ হলো তামা। আর 'আত-তাওর' হলো পেয়ালার মতো একটি পাত্র, যা উপর থেকে দুটি নুজ্জায়ুক্ত 'তা' বর্ণ দ্বারা গঠিত।

৭৭৬ - জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এক আনসারী ব্যক্তির ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর সাথে তাঁর একজন সঙ্গীও ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: "যদি তোমাদের কাছে চামড়ার মশকে রাতভর রাখা (শীতল) পানি থাকে তবে আমাদের দাও, অন্যথায় আমরা (সরাসরি উৎসে মুখ লাগিয়ে) পানি পান করে নেব।" এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন। 'শন' অর্থ হলো চামড়ার পুরাতন মশক।

৭৭৭ - হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সা.) আমাদের রেশম ও দিবায (এক প্রকার রেশমি বস্ত্র) পরিধান করতে এবং সোনা ও রূপার পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন: "এগুলো দুনিয়াতে তাদের (কাফিরদের) জন্য এবং আখেরাতে তোমাদের (মু'মিনদের) জন্য।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

৭৭৮ - উম্মে সালামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে, সে মূলত তার পেটে জাহান্নামের আগুনের শব্দ সৃষ্টি করে (অর্থাৎ আগুন ঢোকায়)।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে: "নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি সোনা বা রূপার পাত্রে পানাহার করে..."

وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجر جر في بطنه ناراً من جهنم

[الشَّرْحُ]

هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في كتابه لبيان حكم الأواني واستعمالها في الشرب ليعلم أن هناك قاعدة نافعة وهي أن الأصل في كل ما خلق الله في الأرض أنه حلال فالأصل أن حكمه الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا كُلٌّ مَّا فِي الْأَرْضِ فَهُوَ لَنَا حلال من حيوان وأشجار وأحجار وكل شيء كل الذي في الأرض حلال أحله الله لنا إلا ما قام الدليل على تحريمه وبناء على هذه القاعدة العظيمة التي بينها الله لنا في كتابه فإن كل من ادعى أن هذا حرام فعليه الدليل إذا قال مثلاً: إن هذا الحيوان حرام نقول: هات الدليل وإلا فالأصل أنه حلال إذا قال: هذه الآنية حرام قلنا: هات الدليل وإلا فالأصل أنها حلال إذا قال: هذا الشجر حرام قلنا: هات الدليل وإلا فالأصل أنه حلال لأن الذي يقول: إنه حلال معه أصل من الله عز وجل: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} وقال عز وجل

এবং তাঁর একটি বর্ণনায় রয়েছে: যে ব্যক্তি সোনা বা রূপার পাত্রে পান করে, সে আসলে তার পেটে জাহান্নামের আগুনই ঢোকায়।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাতুল্লাহ) তাঁর কিতাবে এই অধ্যায়টি পাত্রের বিধান এবং পান করার ক্ষেত্রে সেগুলোর ব্যবহারের নিয়ম বর্ণনা করার জন্য সাজিয়েছেন, যাতে এটি জানা যায় যে এখানে একটি উপকারী মূলনীতি রয়েছে। আর তা হলো—আল্লাহ তাআলা জমিনে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলোর মূল বিধান হলো তা হালাল (বৈধ)। সুতরাং কোনো কিছুর বিধান মূলত হালাল হওয়া, যতক্ষণ না তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো দলিল সাব্যস্ত হয়। এর দলিল

হলো মহান ও বরকতময় আল্লাহর বাণী: "তিনিই সেই সত্তা যিনি জমিনে যা কিছু আছে তার সবকিছুই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।" জমিনে যা কিছু আছে—প্রাণী, বৃক্ষলতা, পাথর এবং অন্য সবকিছুই আমাদের জন্য হালাল। জমিনে বিদ্যমান সবকিছুই হালাল, আল্লাহ আমাদের জন্য তা বৈধ করেছেন, কেবল সেই বিষয়গুলো ছাড়া যা হারাম হওয়ার দলিল পাওয়া গেছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে আমাদের জন্য যে মহান মূলনীতি বর্ণনা করেছেন, তার ওপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, যে ব্যক্তিই কোনো কিছুকে হারাম বলে দাবি করবে, তাকেই দলিল পেশ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি বলে: "এই প্রাণীটি হারাম", তবে আমরা বলব: "দলিল নিয়ে এসো," অন্যথায় মূল বিধান অনুযায়ী তা হালাল। যদি কেউ বলে: "এই পাত্রটি হারাম", তবে আমরা বলব: "দলিল নিয়ে এসো," অন্যথায় মূল বিধান অনুযায়ী তা হালাল। যদি কেউ বলে: "এই গাছটি হারাম", তবে আমরা বলব: "দলিল নিয়ে এসো," অন্যথায় মূল বিধান অনুযায়ী তা হালাল। কেননা, যে ব্যক্তি কোনো কিছুকে হালাল বলছে, তার সাথে মহান আল্লাহর দেওয়া মূলনীতি রয়েছে: "তিনিই সেই সত্তা যিনি জমিনে যা কিছু আছে তার সবকিছুই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।" এবং মহান আল্লাহ আরও বলেছেন সংশ্লিষ্ট এই উক্তিটি:

(ص: 261) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

{وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه} فهذا هو الأصل ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (باب جواز الشرب من جميع الآنية) من خشب أو حجر أو غير ذلك إلا الذهب والفضة فإن الذهب والفضة لا يجوز فيهما الأكل ولا الشرب ودليل هذا حديث حذيفة بن اليمان وأمر سلمة رضي الله عنها أما حديث حذيفة بن اليمان فقد صرح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة وكذلك حديث أمر سلمة وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكمة من ذلك فقال: هي لهم في الدنيا يعني الكفار وهي لكم في الآخرة فالكفار في الآخرة في نار جهنم والعياذ بالله إذا استغاثوا وهلكوا من العطش فقد قال الله تعالى:

{وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا} يُؤْتِي إِلَيْهِمْ بِالْمَاءِ كَالْمُهْلِ وَهُوَ كَرْدِيءِ الزَّيْتِ الْحَمِي وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ إِذَا قَرَّبَهُ إِلَى وَجْهِهِمْ لِيَشْرَبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يَشْوِي وَجْهِهِمْ {وَسُقُوا مَاءً حَمِيًّا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ} وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ لَكِنْ أَهْلُ الْجَنَّةِ جَعَلْنَا اللَّهُ مِنْهُمْ {يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكَ} وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ {يُسْقَوْنَ بِأَنِيَةِ الذَّهَبِ}

“এবং তিনি তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে তার সবকিছুকে, তাঁর পক্ষ থেকে।” এটিই হলো মূলনীতি এবং এ কারণেই লেখক (রহিমাল্লাহ) বলেছেন: (সমস্ত প্রকার পাত্র থেকে পান করা জায়েজ হওয়ার অধ্যায়), তা কাঠ, পাথর বা অন্য যেকোনো কিছুর হোক না কেন, তবে সোনা ও রূপা ব্যতীত; কারণ সোনা ও রূপার পাত্রে আহার করা বা পান করা বৈধ নয়। এর প্রমাণ হলো হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান এবং উম্মে সালামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর বর্ণিত হাদিস। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর হাদিসের ব্যাপারে বলা যায় যে, তিনি স্পষ্ট করেছেন যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আlihি ওয়া সাল্লাম) সোনা ও রূপার পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন। অনুরূপ উম্মে সালামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর হাদিসেও বর্ণিত হয়েছে। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আlihি ওয়া সাল্লাম) এর হিকমত বা প্রজ্ঞা বর্ণনা করে বলেছেন: “এগুলো দুনিয়াতে তাদের জন্য” —অর্থাৎ কাফেরদের জন্য— “আর আখেরাতে তোমাদের জন্য।” সুতরাং আখেরাতে কাফেররা জাহান্নামের আগুনে থাকবে —আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই— যখন তারা সাহায্যের জন্য আর্তনাদ করবে এবং তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় হয়ে পড়বে, তখন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: “আর তারা যদি পানীয়ের জন্য ফরিয়াদ করে, তবে তাদেরকে এমন পানি দিয়ে সাহায্য করা হবে যা গলিত ধাতুর মতো, যা তাদের মুখমণ্ডল দক্ষ করবে। কতই না নিকৃষ্ট সে পানীয় এবং কতই না মন্দ সে বিশ্রামস্থল।” তাদেরকে গলিত ধাতুর ন্যায় পানি দেওয়া হবে যা উত্তপ্ত তেলের তলানির মতো —আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই— যখন তারা তা পান করার জন্য নিজেদের চেহারার কাছে নেবে, তখন তা তাদের চেহারাকে দক্ষ করে দেবে। “এবং তাদেরকে পান করানো হবে ফুটন্ত উত্তপ্ত পানি, ফলে তা তাদের নাড়িভুড়ি ছিন্নভিন্ন করে দেবে।” আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। পক্ষান্তরে জান্নাতবাসীগণ —আল্লাহ আমাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন—

“তাদেরকে মোহরকৃত বিশুদ্ধ পানীয় থেকে পান করানো হবে, যার মোহর হবে কস্তুরীর; আর এ বিষয়েই প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত।” তাদেরকে স্বর্ণের পাত্রে পান করানো হবে।

(ص: 262) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

والفضة ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب فيهما لأنها آنية الجنة ونهى عن لبس الحرير للرجال لأن الحرير للمؤمنين في الجنة والرجال لا يليق بهم لبس الحرير في الدنيا وكذلك النساء لولا أن الله تعالى رخص لهن في لباس الحرير من أجل مصلحتهن ومصلحة أزواجهن حتى تتجمل المرأة لزوجها فيحصل بذلك مصلحة للجميع ولولا هذا لكان الحرير حراماً على النساء كما هو حرام على الرجال لأنه لباس أهل الجنة فالحاصل أن جميع الأواني من زجاج وخزف وخشب وأحجار وغير ذلك الأصل فيها الحل حتى لو كانت من أغلى المعادن فإنها حلال إلا الذهب والفضة والعلة في ذلك ليس كما قال بعض الفقهاء: إنها الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وما أشبه ذلك لأنه لو كان هكذا لكان كل إناء يكسر قلوب الفقراء يحرم فيه الأكل والشرب لكن العلة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة وهذا خاص بآنية الذهب والفضة ولو أن الإنسان شرب في آنية من معدن أغلى من الذهب والفضة لم يكن هذا حراماً إذا لم يصل إلى حد السرف ولكن لو أكل أو شرب في الذهب والفضة كان ذلك حراماً لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن

এবং রূপা। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুটিতে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন; কারণ এগুলো জান্নাতের পাত্র। আর তিনি পুরুষদের জন্য রেশম পরিধান করতে নিষেধ করেছেন, কারণ রেশম জান্নাতে মুমিনদের জন্য নির্ধারিত। দুনিয়াতে পুরুষদের

জন্য রেশম পরিধান করা শোভনীয় নয়। তেমনিভাবে নারীদের ক্ষেত্রেও এটি নিষিদ্ধ হতো যদি না আল্লাহ তাআলা তাদের এবং তাদের স্বামীদের কল্যাণের স্বার্থে রেশম পরিধানের অনুমতি প্রদান করতেন, যাতে নারী তার স্বামীর জন্য সুসজ্জিত হতে পারে এবং এর মাধ্যমে সকলেরই কল্যাণ সাধিত হয়। যদি এই কারণ না থাকত, তবে রেশম নারীদের জন্যও হারাম হতো যেমনটি পুরুষদের জন্য হারাম; কারণ এটি জাল্লাতবাসীদের পোশাক। সারকথা হলো, কাঁচ, সিরামিক, কাঠ, পাথর এবং এই জাতীয় অন্যান্য যা কিছু আছে, সেই সকল পাত্রের ক্ষেত্রে মূল বিধান হলো তা হালাল বা বৈধ। এমনকি যদি সেগুলো অত্যন্ত মূল্যবান ধাতু দিয়েও তৈরি হয়, তবুও তা হালাল; কেবল সোনা ও রূপা ব্যতীত। আর এর পেছনের নিগূঢ় কারণ (ইল্লাত) সেটি নয় যা কিছু ফকীহগণ বলেছেন যে, এটি অহংকার এবং দরিদ্রদের মনে কষ্ট দেওয়ার কারণ; কারণ বিষয়টি যদি এমনই হতো, তবে দরিদ্রদের মনে কষ্ট দেয় এমন প্রতিটি পাত্রেই পানাহার করা হারাম হতো। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কারণ স্পষ্ট করেছেন যে: "এগুলো তাদের জন্য দুনিয়াতে এবং তোমাদের জন্য আখেরাতে।" এটি বিশেষভাবে সোনা ও রূপার পাত্রের জন্য নির্দিষ্ট। যদি কোনো ব্যক্তি সোনা ও রূপার চেয়েও দামী কোনো ধাতুর তৈরি পাত্রে পান করে, তবে তা অপচয়ের পর্যায়ে না পৌঁছানো পর্যন্ত হারাম হবে না। কিন্তু যদি কেউ সোনা বা রূপার পাত্রে আহার বা পান করে, তবে তা হারাম হবে; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন...

(ص: 263) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ذلك وبين السبب وفي حديث أم سلمة: دليل على أن الأكل في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم تواعد على ذلك بأن من فعله: فإنما يجر جر في بطنه نار جهنم الجرجرة صوت الطعام والشراب وهو ينحدر في البلعوم فإذا أكل أو شرب في إناء الذهب والفضة فإنما يجر جر في بطنه نار جهنم وهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب لأن فيه الوعيد وكل ذنب فيه وعيد فإنه من كبائر

الذنوب والمطلي بالذهب والفضة قال العلماء: إنه كالخالص لا يجوز أن يؤكل فيه ولا أن يشرب فيه

এটি উক্ত কারণটি স্পষ্ট করে। উম্মে সালামাহ (রা.)-এর বর্ণিত হাদিসে এই মর্মে প্রমাণ রয়েছে যে, সোনা ও রূপার পাত্রে পানাহার করা কবির গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ওপর এই কঠোর হুঁশিয়ারি প্রদান করেছেন যে, যে ব্যক্তি এরূপ করবে: "সে মূলত তার উদরে জাহান্নামের আগুনই গলাধকরণ করছে।" 'যারজারা' মূলত খাদ্য ও পানীয় কণ্ঠনালি দিয়ে নামার সময়ের শব্দকে বোঝায়। সুতরাং যখন কেউ সোনা বা রূপার পাত্রে পানাহার করে, সে মূলত তার উদরে জাহান্নামের আগুনই টেনে নেয়। এটি প্রমাণ করে যে, এটি কবির গুনাহের অন্তর্ভুক্ত; কারণ এতে পরকালীন শাস্তির হুঁশিয়ারি বর্ণিত হয়েছে। আর প্রত্যেক এমন পাপ যাতে শাস্তির হুঁশিয়ারি থাকে, তা কবির গুনাহ হিসেবে গণ্য। আর সোনা ও রূপার প্রলেপযুক্ত পাত্রের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম বলেছেন: এটি খাঁটি সোনা বা রূপার সমতুল্য; সুতরাং এতে পানাহার করা বৈধ নয়।

(ص: 264) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

كتاب اللباس
باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من
قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير
قال الله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ
التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ}

[الشُّرُحُ]

قال المؤلف رحمه الله: (كتاب اللباس) وهذا من أحسن الترتيب فإن الأكل والشرب لباس الباطن والثياب لباس الظاهر قال الله تبارك وتعالى: إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى فقال: {ألا تجوع فيها ولا تعرى} لأن الجوع عرى الباطن فخلو البطن من الطعام عري لها {ولا تعرى} من لباس الظاهر {وأنت لا تظمأ فيها} هذا حرارة الباطن {ولا تصحى} هذا حرارة الظاهر، ولهذا أشكل على بعض الناس قال: لماذا لم يقل إن لك ألا تجوع فيها ولا تظمأ وأنت لا تعرى فيها ولا تصحى؟ ولكن من تفطن للمعنى الذي أشرنا إليه تبين له بلاغة القرآن {ألا تجوع فيها} هذا

পোশাক পরিচ্ছেদ অধ্যায়

সাদা পোশাক পরিধানের মুস্তাহাব হওয়া এবং লাল, সবুজ, হলুদ ও কালো পোশাকের বৈধতা; আর রেশম ব্যতীত তুলা, লিনেন, লোম, পশম ও অন্যান্য উপাদানে তৈরি পোশাকের বৈধতা বিষয়ক পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তাআলা বলেন: {হে বনী আদম, আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং যা সৌন্দর্য দান করে; আর তাকওয়ার পোশাকই সর্বোত্তম।}

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) বলেন: (পোশাক পরিচ্ছেদ অধ্যায়)। এটি একটি অত্যন্ত চমৎকার বিন্যাস; কেননা আহার ও পানীয় হলো অভ্যন্তরীণ পোশাক, আর বস্ত্র হলো বাহ্যিক পোশাক। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন: {নিশ্চয়ই তোমার জন্য এটি (নির্ধারিত) যে, তুমি সেখানে ক্ষুধার্ত হবে না এবং উলঙ্গও হবে না। আর তুমি সেখানে পিপাসার্ত হবে না এবং রৌদ্রতাপেও কষ্ট পাবে না।} অতঃপর তিনি বললেন: {তুমি সেখানে ক্ষুধার্ত হবে না এবং উলঙ্গ হবে না}; কারণ ক্ষুধা হলো অভ্যন্তরীণ উলঙ্গতা, কেননা খাদ্যশূন্য উদর হলো উদরের জন্য এক প্রকার উলঙ্গতা। আর {উলঙ্গ হবে না} দ্বারা বাহ্যিক পোশাক উদ্দেশ্য। {আর তুমি সেখানে পিপাসার্ত হবে না} এটি হলো অভ্যন্তরীণ উত্তাপের বিষয়, {এবং রৌদ্রতাপে কষ্ট পাবে না} এটি হলো বাহ্যিক উত্তাপের বিষয়। এই কারণেই কিছু মানুষের মনে

সংশয় সৃষ্টি হয়েছে, তারা বলেছে: কেন এরূপ বলা হলো না যে, "নিশ্চয়ই তোমার জন্য এটি যে তুমি সেখানে ক্ষুধার্ত হবে না ও পিপাসার্ত হবে না, আর তুমি সেখানে উলঙ্গ হবে না ও রৌদ্রতাপে কষ্ট পাবে না?" কিন্তু যে ব্যক্তি আমাদের নির্দেশিত অর্থটি অনুধাবন করতে পারবে, তার নিকট কুরআনের অলঙ্কারশাস্ত্রীয় শ্রেষ্ঠত্ব সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। {তুমি সেখানে ক্ষুধার্ত হবে না} এটি...

(ص: 265) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

انتفاء العري في الباطن {ولا تعري} انتفاؤه في الظاهر {لا تظأ} هذا انتفاء الحرارة في الباطن {ولا تضحي} يعني لا تتعرض للشمس الحارة فيه انتفاء للحرارة في الظاهر كذلك المؤلف رحمه الله بدأ بأداب الأكل ثم بأداب الشرب ثم اللباس الذي هو كسوة الظاهر وافتتح هذا الكتاب بقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أُنْزِلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ} فذكر الله تعالى نوعين من اللباس: نوعاً ظاهراً ونوعاً باطناً أو نوعاً حسياً ونوعاً معنوياً وذكر أن الحسي قسبان: قسم ضروري تواري به العورة، وقسم كمالي وهو الريش لباس الزينة والله سبحانه وتعالى من حكمته أن جعل بني آدم محتاجين للباس لمواراة السوءة يعني لتغطية السوءة حتى يتستر الإنسان وكما أنه محتاج للباس يواري سوءته الحسية فهو محتاج للباس يواري سوءته المعنوية وهي المعاصي وهذا من حكمة الله تعالى ولهذا نجد غالب المخلوقات سوي الآدمي لها ما يستتر جلدتها من شعر أو صوف أو وبر أو ريش لأنها ليست بحاجة إلى أن تتذكر العري المعنوي بخلاف بني آدم فإنهم محتاجون إلي أن يتذكروا العورة المعنوية وهي عورة الذنوب حمأنا الله منها

অন্তরাত্মার নগ্নতার অবসান—{এবং আপনি নগ্ন হবেন না}—এর অর্থ হলো বাহ্যিক নগ্নতারও অবসান। {আপনি তৃষ্ণার্ত হবেন না}—এটি হলো অভ্যন্তরীণ উত্তাপের নিবৃত্তি, আর {আপনি রৌদ্রদগ্ধ হবেন না}—অর্থাৎ আপনি প্রখর রোদে উন্মুক্ত হবেন না, যা হলো বাহ্যিক উত্তাপের নিবৃত্তি। একইভাবে গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) প্রথমে আহারের আদব, এরপর পানের আদব এবং পরবর্তীতে পোশাকের আলোচনা করেছেন যা বাহ্যিক অবয়বের আবরণ। তিনি এই প্রসঙ্গের সূচনা করেছেন মহান আল্লাহর এই বাণীর মাধ্যমে: {হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য এমন পোশাক অবতীর্ণ করেছি যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং যা সৌন্দর্য দান করে; আর তাকওয়ার পোশাকই হলো সর্বোত্তম।} এখানে আল্লাহ তাআলা দুই প্রকার পোশাকের কথা উল্লেখ করেছেন: বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, অথবা দৃশ্যমান ও আধ্যাত্মিক। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, দৃশ্যমান পোশাক দুই প্রকার: একটি হলো অপরিহার্য—যা দ্বারা সতর বা লজ্জাস্থান আবৃত করা হয়, আর অন্যটি হলো পরিপূরক—যা হলো সৌন্দর্য বর্ধনের পোশাক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রজ্ঞার দাবি হলো তিনি আদম সন্তানকে তাদের লজ্জাস্থান আবৃত করার জন্য পোশাকের মুখাপেক্ষী করেছেন যাতে মানুষ নিজেকে সংবৃত রাখতে পারে। আর মানুষ যেমন তার দৃশ্যমান নগ্নতা ঢাকার জন্য পোশাকের মুখাপেক্ষী, তেমনি সে তার আধ্যাত্মিক নগ্নতা—অর্থাৎ পাপাচার—আচ্ছাদনের জন্যও পোশাকের মুখাপেক্ষী; এটি আল্লাহ তাআলার হিকমতেরই অন্তর্ভুক্ত। এই কারণেই আমরা দেখি যে, মানুষ ব্যতীত অধিকাংশ প্রাণীর ত্বক আবৃত করার জন্য জন্মগতভাবে চুল, পশম, লোম কিংবা পালক রয়েছে; কারণ তাদের আধ্যাত্মিক নগ্নতা স্মরণে রাখার প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে আদম সন্তানের আধ্যাত্মিক নগ্নতা তথা গুনাহের নগ্নতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন—আল্লাহ আমাদের তা থেকে হিফায়ত করুন।

(ص: 266) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

{يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أُنْزِلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ} {أَيُّ عَوْرَاتِكُمْ} {وَرِيْشًا} أَيُّ
ثَابَ زِينَةٍ وَجَمَالٍ زَائِدَةٍ عَنِ اللَّبَاسِ الضَّرُورِيِّ {وَلِبَاسٍ التَّقْوَى} هَذَا هُوَ اللَّبَاسُ

المعنوي {ذلك خير} أي خير من اللباس الظاهر سواء كان مما هو ضروري كالذي يوارى السوءة أم من الكمالي وإذا كان لباس التقوى خيراً من لباس الظاهر فيجب على الإنسان أن يفكر حيث تجدنا نحرص على نظافة اللباس الظاهر فالإنسان إذا أصاب ثوبه بقعة أو وسخ هب يغسلها بالباء والصابون وبما يقدر عليه من المنظف لكن لباس التقوى كثير من الناس لا يهتم به يتنظف أو يتسوخ لا يهتم به مع أن هذا كما قال الله عز وجل هو الخير وهو إشارة إلى أنه يحب الاعتناء بلباس التقوى أكثر مما يجب الاعتناء بلباس البدن الظاهر الحسي لأن لباس التقوى أهم وهنا قال: {ذلك خير} ولم يقل: ولباس التقوى هو خير لأن اسم إشارة وجيء بها للبعد إشارة إلى علو مرتبة هذا اللباس كما قال تعالى: {آلم ذلك الكتاب لا ريب فيه} ولم يقل هذا الكتاب إشارة إلى علو مرتبة القرآن كذلك قوله {ذلك خير} إشارة إلى علو مرتبة لباس التقوى

{হে আদম সন্তান! আমরা তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে} অর্থাৎ তোমাদের লজ্জাস্থানসমূহ {এবং শোভাবর্ধক পোশাক} অর্থাৎ সৌন্দর্য ও অলঙ্করণের সেই পোশাক যা অপরিহার্য পোশাকের অতিরিক্ত {আর তাকওয়ার পোশাক} এটি হলো আধ্যাত্মিক পোশাক {তা-ই সর্বোত্তম} অর্থাৎ বাহ্যিক পোশাকের তুলনায় এটিই শ্রেষ্ঠ; চাই তা লজ্জাস্থান আবৃত করার মতো অপরিহার্য পোশাক হোক কিংবা বিলাসজাত সৌন্দর্যবর্ধক পোশাক। আর তাকওয়ার পোশাক যদি বাহ্যিক পোশাকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়, তবে মানুষের জন্য এ নিয়ে ভাবা উচিত। কারণ দেখা যায় যে আমরা বাহ্যিক পোশাক পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে খুবই সচেতন; পোশাকে কোনো দাগ বা ময়লা লাগলে মানুষ তৎক্ষণাৎ পানি, সাবান বা কোনো পরিষ্কারক দিয়ে তা ধোয়ার জন্য সচেতন হয়। অথচ অনেক মানুষ তাকওয়ার পোশাকের ব্যাপারে ঞ্ক্ষিপ করে না; তা পরিষ্কার থাকল কি মলিন হলো—সে বিষয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। যদিও মহান আল্লাহ যেমনটি বলেছেন, এটিই হলো শ্রেষ্ঠ। এটি একটি ইঙ্গিত যে, বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৈহিক পোশাকের যত্নের চেয়ে তাকওয়ার পোশাকের প্রতি যত্নবান হওয়া অধিক বাঞ্ছনীয়; কারণ তাকওয়ার পোশাকই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর এখানে আল্লাহ বলেছেন: {তা-ই সর্বোত্তম}; তিনি ‘আর তাকওয়ার পোশাক হলো উত্তম’ বলেননি। কারণ

এখানে একটি দূরবর্তী নির্দেশক সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে যা এই পোশাকের সুউচ্চ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: {আলিফ-লাম-মীম, ঐ কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই}; সেখানে কুরআনের উচ্চ মর্যাদা বোঝাতে ‘এই কিতাব’ না বলে ‘ঐ কিতাব’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অনুরূপভাবে তাঁর এই বাণী {তা-ই সর্বোত্তম} মূলত তাকওয়ার পোশাকের সুউচ্চ মর্যাদার দিকেই ইঙ্গিত প্রদান করে।

(ص: 267) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

فينبغي للإنسان أن يعتني بهذا اللباس بأن يتقي الله عز وجل وأن يفكر دائماً في سيئاته ومعاصيه وتنظيف السيئات والمعاصي أسهل من تنظيف الثياب الظاهرة الثياب الظاهرة تحتاج إلى عمل وتعب وأجرة وتحضير ماء ومنظف لكن الأمر سهل جداً {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ} بالاستغفار والتوبة يمحى كل ما سلف نسأل الله تعالى أن يتوب علينا بینه وكرمه وقال تعالى: {وَجَعَلَ لَكُم سَرَائِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَائِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ} 779 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفونا فيها موتاكم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح

অতএব মানুষের উচিত এই পোশাকের প্রতি যত্নবান হওয়া; আর তা হলো আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লাকে ভয় করা এবং সর্বদা নিজের মন্দ কাজ ও পাপসমূহ নিয়ে চিন্তা করা। পাপাচার ও মন্দ কাজ পরিষ্কার করা বাহ্যিক পোশাক পরিষ্কার করার চেয়ে অনেক সহজ। বাহ্যিক পোশাকের জন্য পরিশ্রম, ক্লান্তি, পারিশ্রমিক এবং পানি ও পরিষ্কারক প্রস্তুত করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই বিষয়টি অত্যন্ত সহজ— "এবং যারা কোনো অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।" ইস্তিগফার ও

তাওবার মাধ্যমে অতীতের সবকিছু মুছে যায়। আমরা মহান আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ ও দাক্ষিণ্যে আমাদের তাওবা কবুল করার প্রার্থনা করি।

এবং আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "তিনি তোমাদের জন্য এমন পোশাক নির্ধারণ করেছেন যা তোমাদের উত্তাপ থেকে রক্ষা করে এবং এমন পোশাক যা তোমাদের যুদ্ধে রক্ষা করে।"

৭৭৯ - ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা তোমাদের পোশাকের মধ্যে সাদা কাপড় পরিধান করো, কারণ তা তোমাদের সর্বোত্তম পোশাক এবং তা দিয়ে তোমাদের মৃতদের কাফন দাও। আবু দাউদ ও তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে হাসান সহিহ হাদিস বলেছেন।

(ص: 268) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

780 - وعن سيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أظهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم رواه النسائي والحاكم وقال حديث صحيح

781 - وعن البراء رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعاً ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئاً قط أحسن منه متفق عليه

[الشَّرْحُ]

وذكر المؤلف رحمه الله آية أخرى وهي قوله تعالى: وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ السَّرَابِيلُ: هي الدروع يعني مثل لباسنا هذا يسمى سرابيل: القمص والدروع وشبهها { وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ } أما السرابيل التي تقينا البأس فهي سرابيل الحديد الدروع من

الحديد كانوا في السابق يلبسونها عند الحرب والقتال لأنها تقي الإنسان السهم
الواردة إليه فإنها عبارة عن حلق

৭৮০ - সামুরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা সাদা পোশাক পরিধান করো, কারণ এটি অধিকতর পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। আর তোমাদের মৃতদেরও সাদা কাপড়ে কাফন দাও।" এটি নাসায়ী ও হাকেম বর্ণনা করেছেন এবং তিনি (হাকেম) একে সহীহ হাদীস বলেছেন।

৭৮১ - বারা' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাঝারি গড়নবিশিষ্ট ছিলেন। আমি তাঁকে লাল রঙের এক জোড়া পোশাকে দেখেছি; আমি তাঁর চেয়ে সুন্দর আর কিছু কখনো দেখিনি। (বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক একমত বা মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাক্তা]

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) অন্য একটি আয়াত উল্লেখ করেছেন, যা হলো মহান আল্লাহর বাণী: "আর তিনি তোমাদের জন্য তৈরি করেছেন এমন পোশাক যা তোমাদের উত্তাপ হতে রক্ষা করে এবং এমন পোশাক যা তোমাদের যুদ্ধে (পারস্পরিক আঘাত হতে) রক্ষা করে।" 'সারাবীল' বলতে বর্ম বা পরিধেয় বস্ত্র বোঝায়; অর্থাৎ আমাদের এই পোশাকের মতো জিনিসগুলোকেও 'সারাবীল' বলা হয়, যেমন: জামা, বর্ম এবং এই জাতীয় পোশাক। "আর তিনি তোমাদের জন্য তৈরি করেছেন এমন পোশাক যা তোমাদের উত্তাপ হতে রক্ষা করে এবং এমন পোশাক যা তোমাদের যুদ্ধে রক্ষা করে।" যুদ্ধ বা প্রতিকূলতা থেকে রক্ষাকারী পোশাক বলতে লোহার তৈরি পোশাক বা বর্ম বোঝানো হয়েছে। প্রাচীনকালে যুদ্ধের সময় তারা এগুলো পরিধান করতেন, কারণ এগুলো মানুষকে নিষ্কিণ্ড তীরের আঘাত থেকে রক্ষা করত; মূলত এগুলো ছিল পরস্পর যুক্ত লোহার কড়ার তৈরি জালের মতো।

من حديد منسوج كما قال الله تعالى وهو يعلم داود: {أَنْ اَعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ} فيصفون هذه الدروع بأنها إذا لبسها الإنسان وجاءته السهام أو الرماح أو السيوف ضربت على هذا الحديث ورقته الشر أما قوله: {سرابيل تقيكم الحر} فهي الثياب من القطن وشبهها تقي الحر وقد يقول قائل: لماذا لم يقل تقيكم البرد؟ أجاب العلماء عن ذلك بأن هذا على تقدير شيء محذوف أي تقيكم الحر وتقيكم البرد لكنه ذكر الحر لأن السورة مكية نزلت في مكة وأهل مكة ليس عندهم برد فذكر الله منته عليهم بهذه السرابيل التي تقي الحر وقيل: إنه ليس في الآية شيء محذوف وأن الدروع التي تقي البأس تقي الإنسان حر السهام ونحوها والسرابيل الخفيفة تقي الحر الجوي وذلك أن الإنسان في الجو الحار لو لم يكن عليه سرابيل تقيه الحر للفعه الحر واسود جلده وتأذي وجف ولكن الله سبحانه وتعالى جعل السرابيل التي تقي الحر من نعمته تبارك وتعالى ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث سرّة في أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على لبس الثياب البيض وقال إنها من خير ثيابكم وقال: كفنوا فيها موتاكم وصدق النبي عليه الصلاة

এটি বুননকৃত লোহা দ্বারা নির্মিত ছিল, যেমনটি মহান আল্লাহ দাউদ (আলাইহিস সালাম)-কে শিক্ষা দেওয়ার সময় বলেছেন: ‘তুমি প্রশস্ত বর্ম তৈরি করো এবং এর বুননে যথাযথ পরিমাপ রক্ষা করো।’ তারা এই বর্মগুলোর বর্ণনা এভাবে দেন যে, যখন কোনো ব্যক্তি তা পরিধান করে এবং তার দিকে তীর, বল্লম বা তলোয়ার ধেয়ে আসে, তখন সেগুলো এই লোহার ওপর আঘাত হানে এবং এর অনিষ্ট থেকে তাকে রক্ষা করে। আর মহান আল্লাহর বাণী: ‘এবং এমন পোশাক যা তোমাদেরকে উত্তাপ থেকে রক্ষা করে’—এটি দ্বারা তুলা বা এই জাতীয় উপাদানে তৈরি পোশাককে বোঝানো হয়েছে যা গরম থেকে সুরক্ষা দেয়। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন: কেন ‘যা তোমাদেরকে শীত থেকে রক্ষা করে’ বলা হয়নি? এর উত্তরে উলামায়ে কিরাম বলেছেন যে, এখানে একটি বিষয় উহ্য ধরা হয়েছে, যার অর্থ—যা তোমাদেরকে তাপ থেকে এবং শীত থেকেও রক্ষা করে। তবে এখানে উত্তাপের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং মক্কাবাসীদের সেখানে শীতের প্রকোপ ছিল না। তাই আল্লাহ

তাদের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে এই পোশাকের কথা উল্লেখ করেছেন যা উত্তাপ থেকে রক্ষা করে। আবার বলা হয়েছে যে, আয়াতে কোনো কিছু উহ্য নেই; বরং যুদ্ধের বর্মসমূহ মানুষকে তীরের প্রচণ্ড আঘাত ও উত্তাপ থেকে রক্ষা করে, আর হালকা পোশাকসমূহ পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার উত্তাপ থেকে রক্ষা করে। কেননা, তপ্ত আবহাওয়ায় মানুষ যদি তাপ নিরোধক পোশাক পরিধান না করে, তবে উত্তাপ তাকে ঝলসে দেবে, তার গায়ের চামড়া কালো হয়ে যাবে এবং সে কষ্ট ও শৃঙ্খতার শিকার হবে। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাঁর বরকত ও নেয়ামত হিসেবে এই তাপ রক্ষাকারী পোশাক দান করেছেন। অতঃপর তিনি ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) ও সামুরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাদা পোশাক পরার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন এবং বলেছেন: ‘নিশ্চয় এটি তোমাদের পোশাকগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম।’ তিনি আরও বলেছেন: ‘তোমরা তোমাদের মৃতদের এতে কাফন দাও।’ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্য বলেছেন।

(ص: 270) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

والسلام فإن الثوب الأبيض خير من غيره من جهة الإضاءة والنور ومن جهة أنه إذا اتساخت أدنى اتساخت ظهر فيه فبادر الإنسان إلى غسله أما الثياب الأخرى فربما تتراكم فيها الأوساخ والإنسان لا يشعر بها ولا يغسلها وإذا غسلها فلا يدري هل تنظف أم لا؟ فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها من خير ثيابكم وكفوا فيها موتاكم وهو شامل للباس الثياب البيض القمص والأزر والسراويل كلها ينبغي أن تكون من البياض فإنه أفضل ولكن لو أنه لبس من لون آخر فلا بأس بشرط ألا يكون مما يختص لبسه بالنساء فإن كان مما يختص لبسه بالنساء فإنه لا يجوز أن يلبسه الرجل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء وكذلك بشرط ألا يكون أحمر لأن الأحمر قد نهى عنه النبي صلى الله عليه

وسلم إذا كان أحمر خالصاً فإن كان أحمر وفيه أبيض فلا بأس وعلى هذا يحمل الحديث الثالث الذي ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مربوعاً وأنه كان عليه حلة حمراء هذه الحلة الحمراء ليس معناها أنها كلها حمراء لكن معناها أن أعلامها حمراء مثل ما تقول الشياخ أحمر وليس هو كله أحمر بل فيه بياض كثير لكن

এবং শান্তি। নিশ্চয়ই উজ্জ্বলতা ও জ্যোতির দিক থেকে সাদা পোশাক অন্য পোশাকের চেয়ে উত্তম। পাশাপাশি এতে সামান্যতম ময়লা লাগলেও তা ফুটে ওঠে, ফলে মানুষ তা দ্রুত ধৌত করার প্রতি ধাবিত হয়। পক্ষান্তরে অন্যান্য পোশাকে সম্ভবত ময়লা জমতে থাকে অথচ মানুষ তা টের পায় না এবং তা ধৌতও করে না; আবার ধৌত করলেও সে বুঝতে পারে না যে তা পরিষ্কার হয়েছে কি না। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “নিশ্চয়ই এটি তোমাদের সর্বোত্তম পোশাক এবং এতেই তোমরা তোমাদের মৃতদের কাফন দাও।” এটি সাদা পোশাক পরিধানের সাধারণ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে কামিজ, লুঙ্গি ও পায়জামা—সবই রয়েছে। এই সবগুলিই সাদা হওয়া উচিত, কারণ তা অধিকতর উত্তম। তবে কেউ যদি অন্য কোনো রঙের পোশাক পরিধান করে তাতে কোনো ক্ষতি নেই, তবে শর্ত হলো তা যেন এমন পোশাক না হয় যা কেবল নারীদের জন্য নির্দিষ্ট। যদি তা নারীদের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক হয়, তবে পুরুষের জন্য তা পরিধান করা বৈধ নয়; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐসব পুরুষদের লানত করেছেন যারা নারীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে শর্ত হলো পোশাকটি যেন লাল রঙের না হয়, কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশুদ্ধ লাল রঙের পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তবে যদি লালের সাথে সাদা রঙের মিশ্রণ থাকে তবে তাতে কোনো দোষ নেই। আর লেখক কর্তৃক উল্লিখিত তৃতীয় হাদিসটিকে এই অর্থেই গ্রহণ করা হবে যেখানে বলা হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাঝারি গড়নের ছিলেন এবং তাঁর পরনে একটি লাল জোকা ছিল। এই লাল জোকার অর্থ এটি নয় যে তা আগাগোড়া লাল ছিল, বরং এর অর্থ হলো এর কারুকাজ বা রেখাগুলো ছিল লাল রঙের; যেমনটি আপনি লাল শিম্যাগ (আরবীয় রুমাল) সম্পর্কে বলে থাকেন, অথচ সেটি পুরোপুরি লাল নয় বরং তাতে প্রচুর সাদা রং থাকে। তবে...

نقطه ووشمه الذي فيه أحمر كذلك الحلة الحمراء يعني أن أعلامها حمر أما أن يلبس الرجل أحمرًا خالصًا ليس فيه شيء من البياض فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك

782 - وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من آدم فخرج بلال بوضوءه فمن ناضح ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأنني أنظر إلى بياض ساقيه فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يقول يمينًا وشمالًا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى يمر بين يديه الكلب والحصار لا يمنع متفق عليه العنزة بفتح النون نحو العكازة

783 - وعن أبي رمثة رفاعة التيمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح

784 - وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم

বিন্দুবিন্যাস এবং তার কারুকাজ যাতে লাল রঙ রয়েছে, তদ্রূপ লাল ছল্লা (পোশাক) বলতে বোঝায় যার নকশা বা পাড় লাল। পক্ষান্তরে, পুরুষের জন্য এমন বিশুদ্ধ লাল রঙ পরিধান করা যাতে সাদা রঙের কোনো সংমিশ্রণ নেই, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে নিষেধ করেছেন।

৭৮২ - আবু জুহাইফা ওয়াহাব বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কায় 'আবতাহ' নামক স্থানে চামড়ার তৈরি একটি লাল তাঁবুতে দেখেছি। এরপর বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর ওয়ুর পানি নিয়ে বের হলেন, তখন কেউ সেই পানি ছিটানো অবস্থায় পাচ্ছিল আর কেউ সরাসরি তা গ্রহণ করছিল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাল ছল্লা পরিহিত অবস্থায় বের হলেন, আমি যেন এখনও তাঁর নলার শুভ্রতার দিকে তাকিয়ে আছি। এরপর তিনি ওয়ু করলেন এবং বিলাল (রাযিয়াল্লাহু

আনহু) আযান দিলেন। আমি তাঁর মুখের অনুসরণ করছিলাম যখন তিনি ডানে এবং বামে ফিরে 'হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আল্লা ফালাহ' বলছিলেন। এরপর তাঁর সামনে একটি লাঠি (আনযাহ) পোঁতা হলো, তিনি সামনে এগিয়ে সালাত আদায় করলেন। তাঁর সামনে দিয়ে কুকুর ও গাধা চলে যাচ্ছিল, তাতে কোনো বাধা দেওয়া হচ্ছিল না। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। 'আনযাহ' (নুন বর্ণে ফাতহাহ যোগে) হলো লাঠি সদৃশ ছোট বর্শা।

৭৮৩ - আবু রিমসা রিফায়াহ আত-তিমি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তাঁর পরিধানে ছিল দুটি সবুজ কাপড়। (আবু দাউদ ও তিরমিযী এটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন)।

৭৮৪ - জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মক্কা বিজয়ের) দিন প্রবেশ করলেন...

(ص: 272) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

فتح مكة وعليه عمامة سوداء رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين في (كتاب اللباس) وقد سبق ذكر شيء من هذه الأحاديث وهنا حديث وهب بن عبد الله السوائي أبي جحيفة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء من أدم أو من أدم ولكن الصواب من أدم وذلك في الأبطح في حجة الوداع فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة قدمها ضحى يوم الأحد الرابع من ذي الحجة ونزل إلى المسجد الحرام فطاف وسعى ثم خرج إلى الأبطح فنزل فيه إلى اليوم الثامن وكان في هذه القبة التي ضربت له عليه الصلاة والسلام

يقول فخرج يعني حين زالت الشمس فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه وهذه الحلة حمراء يعني أن أعلامها حمر ليست سودا ولا خضرا لأن الأحمر الخالص قد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه فتحمل هذه على أن المراد أن أعلامها يعني خطوطها ونقشها حمر خرج بلال رضى الله عنه بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام

মক্কা বিজয়ের সময় তিনি একটি কালো পাগড়ি পরিহিত ছিলেন; এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) রিয়াদুস সালিহীনের 'পোশাক অধ্যায়ে' (কিতাবুল লিবাস) এই হাদিসগুলো উল্লেখ করেছেন। ইতিপূর্বে এই হাদিসগুলোর কিছু অংশ আলোচিত হয়েছে। এখানে ওয়াহাব ইবনে আব্দুল্লাহ আস-সুওয়ায়ি আবু জুহাইফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বিদায় হজের সময় 'আবতাহ' নামক স্থানে চামড়ার তৈরি একটি লাল তাঁবুতে দেখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন হিজরি দশম সনে বিদায় হজের উদ্দেশ্যে মক্কায় আসেন, তখন তিনি জিলহজ মাসের চার তারিখ রবিবার পূর্বাহ্নে পৌঁছেছিলেন। এরপর তিনি মসজিদে হারামে প্রবেশ করে তাওয়াফ ও সাঈ সম্পন্ন করেন এবং পরে আবতাহ নামক স্থানে গিয়ে অষ্টম তারিখ পর্যন্ত অবস্থান করেন। তাঁর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) জন্য সেখানে যে তাঁবুটি স্থাপন করা হয়েছিল তিনি তাতেই অবস্থান করছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, 'অতঃপর তিনি বের হলেন'—অর্থাৎ যখন সূর্য ঢলে পড়ল তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি লাল পোশাক পরিহিত অবস্থায় বের হলেন। আমি যেন এখনও তাঁর দুই পায়ের নলার শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি। এই লাল পোশাকের অর্থ হলো এর নকশা বা কারুকাজগুলো ছিল লাল, কালো বা সবুজ নয়। কারণ কেবল গাঢ় লাল রঙের পোশাক পরিধান করতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন বলে প্রমাণিত। অতএব, এর অর্থ হলো পোশাকটির নকশা অর্থাৎ এর রেখা ও কারুকাজগুলো ছিল লাল। বিলাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর অজুর পানি নিয়ে বের হলেন।

يعني بما بقي من مائه الذي توضع به فجعل الناس يأخذون منه من ناضح ونائل
يعني بعضهم أخذ كثيراً وبعضهم أخذ قليلاً يتبركون بفضل وضوئه وآله فخرج
النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القبة وأذن بلال ثم ركزت العنزة لرسول الله صلى
الله عليه وسلم والعنزة رمح في طرفه زج يعني رمح في طرفه حديدة محددة كان
النبي صلى الله عليه وسلم يصحبها معه في السفر ركزت العنزة من أجل أن يصلي
إليها لأن الإنسان إذا كان في السفر فإنه ينبغي أن يصلي إلى شيء قائم كعصا
يركزها في الأرض أو ما أشبه ذلك يقول فتقدم فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين
وهذا يدل على جواز الجمع للمسافر وإن كان نازلاً لكن الأفضل ألا يجمع إلا من
حاجة كما لو كان سائراً يمشي أو كان نازلاً ولكن يحتاج إلى راحة فيجمع جمع تأخيراً
أو جمع تقديم وإلا فالأفضل للنازل ألا يجمع ثم ذكر وهب بن عبد الله السوائي أو
جحيظة كيف كان أذان بلال يقول جعلت ألتبّع فاه هاهنا وهاهنا يعني يميناً وشمالاً
يقول حي على الصلاة حي على الفلاح واختلف العلماء رحمهم الله: هل يقول حي على
الصلاة على اليمين حي على الصلاة على اليسار ثم حي على الفلاح علي

অর্থ্যৎ, তাঁর ওয়ুর অবশিষ্ট পানি থেকে। ফলে মানুষ তা থেকে কেউ বেশি এবং কেউ কম গ্রহণ
করতে শুরু করল; তারা তাঁর ওয়ুর অবশিষ্টাংশ ও বরকত গ্রহণ করছিল। অতঃপর নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই তাঁবু থেকে বের হলেন এবং বিলাল আযান দিলেন। এরপর
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে একটি আনাযাহ (ছোট বর্ষা) পোঁতা হলো।
আনাযাহ হলো এমন একটি বর্ষা যার মাথায় লোহার ফলা থাকে; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম সফরে এটি নিজের সাথে রাখতেন। আনাযাহটি পোঁতা হয়েছিল যেন তিনি সেটিকে
সামনে রেখে (সুতরাং হিসেবে) সালাত আদায় করতে পারেন। কারণ মানুষ যখন সফরে থাকে,
তখন তার উচিত কোনো দণ্ডায়মান বস্তু যেমন লাঠি বা অনুরূপ কিছু ভূমিতে গেঁথে সেটিকে
সামনে রেখে সালাত আদায় করা। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি সামনে এগিয়ে গিয়ে

যোহরের দুই রাকাত এবং আসরের দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন। এটি মুসাফিরের জন্য অবস্থানরত অবস্থায়ও সালাত একত্র করে পড়ার বৈধতা প্রমাণ করে, তবে প্রয়োজন ছাড়া সালাত একত্র না করাই উত্তম। যেমন কেউ যদি পথিমধ্যে চলন্ত অবস্থায় থাকে কিংবা কোথাও অবস্থান করে কিন্তু বিশ্রামের প্রয়োজন বোধ করে, তবে সে 'জম-এ তা'খীর' (বিলম্বে একত্রীকরণ) বা 'জম-এ তাকদীম' (অগ্রিম একত্রীকরণ) করতে পারে। অন্যথায়, অবস্থানরত মুসাফিরের জন্য সালাত একত্র না করাই উত্তম। এরপর ওয়াহাব ইবনে আব্দুল্লাহ আস-সুওয়াই বা আবু জুহাইফা বর্ণনা করেছেন বিলাল (রা.)-এর আযান কেমন ছিল। তিনি বলেন, আমি তাঁর মুখের অনুসরণ করছিলাম যখন তিনি এদিকে ও ওদিকে—অর্থাৎ ডানে ও বামে—বলছিলেন: 'হাইয়া আলাস সালাহ', 'হাইয়া আলাল ফালাহ'। আলেমগণ (আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন) এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন যে: তিনি কি ডানে 'হাইয়া আলাস সালাহ' বলবেন আর বামে 'হাইয়া আলাস সালাহ' বলবেন, নাকি ডানে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলবেন...

(ص: 274) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

اليامين حي علي الفلاح على اليسار أم أنه يجعل حي على الصلاة كلها على اليمين
وحي على الفلاح كلها على اليسار والأمر في هذا واسع وإن فعل هذا أو هذا فكله على
خير ولا بأس به ثم ذكر حديثين آخرين أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
عليه لباس أخضر والثاني: كان عليه عباءة سوداء وهذا يدل أيضاً على جواز لباس
الأخضر ولباس الأسود

785 - وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضى الله عنه قال: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم وعليه عباءة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه رواه مسلم وفي
رواية له: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عباءة سوداء

786 - وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قبيص ولا عمامة متفق عليه السحولية بفتح السين وضمها وضم الحاء المبهلتين: ثياب

ডানে 'হায়্যা আলাল ফালাহ' বামে করবেন, নাকি তিনি 'হায়্যা আলাস সালাহ' এর পুরো অংশটি ডানে এবং 'হায়্যা আলাল ফালাহ' এর পুরো অংশটি বামে করবেন? এ বিষয়ে অবকাশ রয়েছে; তিনি এর যেকোনোটিই করুন না কেন, তা উত্তম এবং এতে কোনো দোষ নেই। অতঃপর তিনি আরও দুটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, যার একটি হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিধানে সবুজ পোশাক ছিল এবং দ্বিতীয়টি হলো: তাঁর মাথায় কালো পাগড়ি ছিল। এটি সবুজ ও কালো রঙের পোশাক পরিধানের বৈধতা প্রমাণ করে।

৭৮৫ - আবু সাঈদ আমর ইবনে হুরাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকাচ্ছি, এমতাবস্থায় যে তাঁর মাথায় একটি কালো পাগড়ি ছিল যার দুই প্রান্ত তিনি তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। (মুসলিম)। তাঁর অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের সামনে খুতবা প্রদান করেছেন এমতাবস্থায় যে তাঁর মাথায় কালো পাগড়ি ছিল।

৭৮৬ - আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কার্পাস তুলার তৈরি তিনটি সাদা সাহুলিয়া কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছিল, যাতে কোনো জামা বা পাগড়ি ছিল না। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। সাহুলিয়া শব্দটি সীন বর্ণের ফাতাহ (যবর) বা যম্মাহ (পেশ) এবং হা বর্ণের যম্মাহ যোগে উচ্চারিত হয়, যা এক প্রকার কাপড়কে বোঝায়।

(ص: 275) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

تنسب إلى سحول قرية باليمن والكرسف القطن

787 - وعنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل منه شعر أسود رواه مسلم المرط بكسر الميم: وهو كساء والمرحل بالحاء المبهلة: هو الذي فيه صورة رحال الإبل، وهي الأكوار

788 - وعن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي: أمعك ماء؟ قلت نعم فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطيع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجها من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعها فأني أدخلتها طاهرتين ومسح عليهما متفق عليه وفي رواية وعليه جبة شامية ضيقه الكمين وفي رواية: أن هذه القصة كانت في غزوة تبوك

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في (كتاب اللباس)

সুহ্ল শব্দটি ইয়েমেনের একটি গ্রামের দিকে সম্বন্ধিত এবং 'কুরসুফ' অর্থ হলো তুলা।

৭৮৭ - তাঁর (আয়িশা রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এক সকালে বের হলেন এবং তখন তাঁর অঙ্গে কালো পশমের তৈরি একটি চিত্রিত চাদর ছিল। (মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)। 'মিরত' (মীম বর্ণে কাসরা সহ) হলো এক প্রকার চাদর এবং 'মুরাহহাল' (হা বর্ণ দ্বারা) হলো এমন বস্ত্র যাতে উটের পিঠের জিনের চিত্র বিদ্যমান, যা মূলত উটের হাওদা।

৭৮৮ - মুগীরা ইবনে শুবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি কোনো এক রাতে সফরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন: "তোমার কাছে কি পানি আছে?" আমি বললাম: "হ্যাঁ।" তখন তিনি তাঁর সওয়ারি থেকে নামলেন এবং হেঁটে রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি ফিরে এলে আমি পাত্র থেকে তাঁর ওপর পানি ঢাললাম। তিনি তাঁর চেহারা ধুলেন, তখন তাঁর পরিধানে পশমের একটি জুব্বা ছিল। তিনি জুব্বার আঙ্গিন দিয়ে তাঁর দুই হাত বের করতে পারছিলেন না,

তাই তিনি হাত দুটি জুঝার নিচ দিয়ে বের করলেন এবং তাঁর হাত দুটি ধুলেন ও মাথা মাসাহ করলেন। এরপর আমি তাঁর মোজা জোড়া খুলে দেওয়ার জন্য উদ্যত হলাম, তখন তিনি বললেন: "ওগুলো রেখে দাও, কারণ আমি ওগুলো পবিত্র (অজু) অবস্থায় পরিধান করেছি।" অতঃপর তিনি সে দুটির ওপর মাসাহ করলেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। অন্য এক বর্ণনায় আছে: তাঁর অঙ্গে ছিল সংকীর্ণ আস্তিন বিশিষ্ট একটি শামী জুঝা। আরেকটি বর্ণনায় এসেছে: এই ঘটনাটি তাবুক যুদ্ধের সময়কার।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) 'পোশাক অধ্যায়'-এ এই হাদিসগুলো উল্লেখ করেছেন।

(ص: 276) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

فيها الإشارة كما سبق إلى أنه يجوز للإنسان أن يلبس ما شاء من الثياب البيض والسود والخضر والصفير والحمرة إلا أن الأحمر الخالص قد ثبت فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس الأحمر الخالص إلا مشوباً بلون آخر وفي حديث عمرو بن حريث أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه عمامة سوداء وسبق أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء فهو يدل على جواز لبس العمامة السوداء وكذلك الشماغ الذي نقشه أسود أو أخضر أو أحمر كل هذا جائز وفيه: دليل على جواز لبس العمامة وأن من الأفضل أن يجعل الإنسان لها ذؤابة وأن يرخي طرفها من خلف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والعمامة التي ليس لها ذؤابة تسمى العمامة الصباء لأنه ليس لها طرف مرخي وكلاهما جائز وكلاهما أيضاً يجوز المسح عليه على القول الراجح وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس

فِيهَا قَبِيصٌ وَلَا عِبَامَةٌ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَكْفَنَ الْأَمْوَاتُ فِي الثِّيَابِ الْبَيْضِ
وَهَذَا إِنْ تَيْسَّرَ لَكِنْ لَوْ فَرَضَ أَنَّهُ لَمْ يَتَيْسَّرَ فَيَكْفَنُ الْبَيْتُ فِي مِثْلِ مَا يَلْبَسُهُ الْحَيُّ
مَنْ أَيْ لَوْ كَانَ إِلَّا الْأَحْمَرُ الْخَالِصُ

এতে পূর্বে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের জন্য সাদা, কালো, সবুজ, হলুদ এবং লাল রঙের যে কোনো পোশাক পরিধান করা জায়েজ। তবে খাঁটি লাল রঙের পোশাকের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হয়েছে; তাই অন্য কোনো রঙের মিশ্রণ ব্যতীত কেবল খাঁটি লাল রঙের পোশাক পরিধান করা বৈধ নয়। আমার ইবন হুরায়স রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন। ইতিপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর পরিধানে কালো পাগড়ি ছিল। এটি কালো পাগড়ি পরিধান করার বৈধতা প্রমাণ করে। অনুরূপভাবে এমন শিমাগ (মাথার রুমাল) যার নকশা কালো, সবুজ কিংবা লাল, তাও জায়েজ। এতে পাগড়ি পরিধান করার বৈধতার দলিল রয়েছে এবং উত্তম হলো পাগড়ির একটি শিমলা (প্রান্তভাগ) রাখা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায় এর প্রান্তভাগ পেছনের দিকে ঝুলিয়ে রাখা। যে পাগড়ির কোনো শিমলা বা ঝুলন্ত প্রান্ত থাকে না তাকে 'ইমামাহ সাম্মা' বলা হয়; কারণ এর কোনো ঝুলন্ত অংশ নেই। উভয় প্রকার পাগড়িই জায়েজ এবং বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী উভয়টির ওপরই মাসেহ করা বৈধ। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুতি কাপড়ের তৈরি তিনটি সাদা 'সাহলিয়া' চাদরে কাফন দেওয়া হয়েছিল, যাতে কোনো জামা বা পাগড়ি ছিল না। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মৃত ব্যক্তিকে সাদা কাপড়ে কাফন দেওয়া উত্তম, যদি তা সহজলভ্য হয়। তবে যদি তা সম্ভব না হয়, তবে জীবিত ব্যক্তি যে ধরনের পোশাক পরিধান করে, তেমন যেকোনো রঙের কাপড় দিয়ে মৃতকে কাফন দেওয়া যাবে, তবে খাঁটি লাল রঙ ব্যতিরেকে।

وفي حديث عائشة دليل على أن الميت لا يجعل عليه قميص ولا عباءة وإنما توضع القطع واحدة فوق الأخرى ثم يوضع عليها الميت ثم تلف القطع العليا عليه ثم الوسطى ثم السفلى ثم تثني من عند رأسه ومن عند الرجلين وتربط وتحزم حتى يدخل الميت القبر فإذا أدخل القبر فإنها تفك الحزائم قال العلماء: تفك الحزائم لأن الميت إذا مات ينتفخ فإذا انتفخ وقد ربط فربما يتفجر، فتفك الحزائم من أجل ألا يتفجر وفي حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك نزل من بعيره وأخذ الإداوة والإداوة إناء يوضع فيه الماء فأخذ الإداوة عليه الصلاة والسلام وانطلق حتى توارى في سواد الليل لأنه عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء، فلا يحب أن يراه أحد وهو جالس علي قضاء حاجته وإن لم تر عورته وهذا من كمال الأدب، أنك إذا أردت أن تقضي حاجتك فأبعد عن الناس حتى تتوارى عنهم لا من أجل ألا يروا عورتك لأن ستر العورة واجب ولا يجوز أن تتكشف أمام الناس لكن هذا فوق ذلك يعني الأفضل ألا يرى الإنسان وهو على حاجته وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأن هديه أكمل الهدى ثم أراد أن يتوضأ وكان عليه جبة من صوف ضيقة الأكمام

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদীসে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, মৃত ব্যক্তিকে কামিজ (জামা) বা পাগড়ি পরানো হবে না। বরং কাফনের কাপড়গুলো একটির ওপর আরেকটি রাখা হবে, অতঃপর তার ওপর মৃত ব্যক্তিকে শোয়ানো হবে। এরপর প্রথমে ওপরের কাপড়টি তার ওপর জড়ানো হবে, তারপর মাঝখানেরটি এবং সবশেষে নিচেরটি। অতঃপর মাথার দিক এবং পায়ের দিক থেকে কাপড় ভাঁজ করে গিঁট দিয়ে বেঁধে দেওয়া হবে এবং মৃত ব্যক্তিকে কবরে প্রবেশ করানো পর্যন্ত তা বাঁধা থাকবে। যখন তাকে কবরে রাখা হবে, তখন বাঁধনগুলো খুলে দেওয়া হবে। উলামায়ে কেরাম বলেন: বাঁধনগুলো খুলে দেওয়া হয় কারণ মৃত্যুর পর মৃতদেহ ফুলে ওঠে; এমতাবস্থায় যদি তা বাঁধা থাকে তবে ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই ফেটে যাওয়া রোধকল্পে বাঁধনগুলো খুলে দেওয়া হয়। আর মুগীরা ইবনে শু'বা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে এসেছে: নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম) তাবুক যুদ্ধে তাঁর উট থেকে অবতরণ করলেন এবং একটি ইদাওয়া গ্রহণ করলেন। ইদাওয়া হলো পানি

রাখার পাত্র। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইদাওয়াটি গ্রহণ করে রাতের অন্ধকারে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন। কারণ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক লজ্জাশীল। তাই তাঁর সতর দেখা না গেলেও প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণরত অবস্থায় কেউ তাঁকে দেখুক—এটি তিনি পছন্দ করতেন না। এটি শিষ্টাচারের পূর্ণতা যে, যখন তুমি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করতে চাইবে, তখন মানুষের দৃষ্টির আড়ালে না যাওয়া পর্যন্ত দূরে অবস্থান করবে। এটি কেবল সতর ঢাকার জন্য নয়—কারণ সতর ঢাকা তো ওয়াজিব এবং মানুষের সামনে তা উন্মোচন করা নাজায়েয—বরং এটি তার চেয়েও বেশি কিছু; অর্থাৎ উত্তম হলো মানুষ যেন কাউকে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণরত অবস্থায় না দেখে। এটি নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুনাহ ও আদর্শের অন্তর্ভুক্ত, কারণ তাঁর আদর্শই হলো পূর্ণাঙ্গতম আদর্শ। এরপর তিনি অযু করার ইচ্ছা করলেন, তখন তাঁর পরিধানে ছিল সংকীর্ণ আস্তিনবিশিষ্ট একটি পশমি জুব্বা।

(ص: 278) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

لبسها عليه الصلاة والسلام لأن الوقت كان بارداً لأن تبوك قريبة من الشام باردة
 فلذلك كان عليه هذه الجبة عليه الصلاة والسلام فلما توضأ وغسل وجهه وأراد أن
 يخرج ذراعيه من الكم وكان ضيقاً صفيقاً فلم تستطع يده أن تخرج فأخرجها من
 أسفل وغسلها عليه الصلاة والسلام ولما أراد أن يغسل قدميه أهوى البغيرة بن
 شعبة لينزع خفيه قياً على أن الرسول لم يمسح على الكمين لما كان ضيقين وإنما
 أخرج يده من أسفل حتى غسلها فظن البغيرة بن شعبة أن الخفين مثل ذلك وأنها
 تنزع من أجل غسل الرجل غسل الرجل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:
 دعها فإني أدخلتها طاهرتين فمسح عليهما وقوله: أدخلتها طاهرتين أي لبستها
 على طهارة فمسح عليهما ففي هذا الحديث عدة فوائد: منها: أن رسول الله صلى الله

عليه وسلم بشر يناله ما ينال البشر من الأمور الطبيعية يبرد كما يبرد الناس ويحتر كما يحتر الناس ولهذا رآه مرة معاوية وقد فك أزرار القبيص لأنه والله أعلم كان محترًا فك الأزرار فظن معاوية رضى الله عنه أن هذا من السنة وهو ليس من السنن المطلقة لكن من السنة إذا كان فيه تخفيف على البدن لأن

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটি পরিধান করেছিলেন কারণ তখন আবহাওয়া ছিল অত্যন্ত শীতল। যেহেতু তারুক অঞ্চলটি শামের (সিরিয়া) নিকটবর্তী হওয়ার কারণে বেশ ঠান্ডা ছিল, তাই তাঁর অঙ্গে এই জুকাটি ছিল। অতঃপর যখন তিনি ওয়ু করলেন এবং নিজ মুখমণ্ডল ধৌত করলেন, তখন হাতা থেকে তাঁর দুই বাহু বের করতে চাইলেন; কিন্তু হাতাটি সংকীর্ণ ও পুরু হওয়ার কারণে তাঁর হাত অনায়াসে বের হতে পারছিল না। ফলে তিনি নিচ দিয়ে হাত বের করে এনে তা ধৌত করলেন। যখন তিনি তাঁর পদদ্বয় ধৌত করার ইচ্ছা করলেন, তখন মুগিরা বিন শু'বা (রা.) তাঁর মোজাদ্বয় (খুফফাইন) খুলে ফেলার জন্য নিচু হলেন। তিনি এই কiyাস বা অনুমানের ভিত্তিতে এটি করেছিলেন যে, হাতা সংকীর্ণ হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেমন হাতার ওপর মাসাহ না করে নিচ থেকে হাত বের করে ধৌত করেছেন, মোজার ক্ষেত্রেও হয়তো পা ধোয়ার জন্য তা খুলে ফেলতে হবে। মুগিরা বিন শু'বা (রা.) ভেবেছিলেন মোজাদ্বয় হাতার মতোই এবং পা ধোয়ার জন্য তা খুলে ফেলা আবশ্যিক। কিন্তু নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বললেন: "এগুলো থাকতে দাও, কারণ আমি পবিত্র অবস্থায় এ দুটি পরিধান করেছি।" অতঃপর তিনি মোজার ওপর মাসাহ করলেন। তাঁর এই উক্তি: "আমি পবিত্র অবস্থায় এ দুটি পরিধান করেছি" এর অর্থ হলো—তিনি ওয়ু থাকা অবস্থায় সেগুলো পরিধান করেছিলেন এবং এরপর সেগুলোর ওপর মাসাহ করেছিলেন। এই হাদিসে বেশ কিছু ফায়েদা বা শিক্ষণীয় দিক রয়েছে: তন্মধ্যে একটি হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন মানুষ ছিলেন এবং সাধারণ মানুষের ওপর যেসব প্রাকৃতিক বিষয় বা অবস্থার প্রভাব পড়ে, তাঁর ওপরও তা পরিলক্ষিত হতো। অন্যান্য মানুষের মতো তিনিও শীত অনুভব করতেন এবং গরম অনুভব করতেন। এই কারণেই একবার মুয়াবিয়া (রা.) তাঁকে কামিজের বোতাম খোলা অবস্থায় দেখেছিলেন, কারণ—আল্লাহই সর্বজ্ঞ—সম্ভবত তাঁর গরম লাগছিল বিধায় তিনি বোতাম খুলেছিলেন। মুয়াবিয়া (রা.) মনে করেছিলেন এটি হয়তো সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত, অথচ এটি কোনো

সাধারণ বা নিঃশর্ত স্নানাত নয়। তবে যদি শরীরের আরাম বা স্বস্তির জন্য এমনটি করা হয় তবে তা স্নানাত হিসেবে গণ্য হবে, কারণ...

(ص: 279) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

كل ما يخفف عن البدن فهو خير فإذا كان الإنسان محترا وأراد أن يفتح الأضرار الأعلى والذي يليه فلا بأس ويكون هذا من السنة أما بدون سبب فإنه ليس من السنة لأنه لو كان من السنة لكان وضع الأضرار عبثاً لا فائدة منه والدين الإسلامي ليس فيه شيء عبث فكله جد ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا حرج على الإنسان أن يتوقى ما يؤذيه من حر أو برد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بل الأفضل للإنسان أن يتوقى ما يؤذيه لأن هذا من تمام الرعاية للنفس حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: الكل إذا خفت أن يؤذيك صار حراماً عليك الأكل الذي هو الغذاء إذا خفت أن يؤذيك إما بكثرته وإما بكونك أكلت قريباً فتخشى أن تتأذى بالأكل الجديد فإنه يحرم عليك بمعنى أنك تأثم إذا أكلته لأن الإنسان يجب أن يرعى نفسه حق الرعاية ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز أن يمسح على حائل سوى الخفين أو العمامة فلو كان على الإنسان ثوب ضيق الأكمام ولا تخرج اليد إلا بصعوبة وقال: أمسح على هذا الثوب كما أمسح على الخف قلنا: هذا لا يجوز لا بد أن تخرج يدك حتى تغسلها حتى لو فرض أنها لم تخرج إلا بشق الكم فإنه يشق حتى يؤذي الإنسان ما

শরীরের জন্য আরামদায়ক যা কিছু তা-ই কল্যাণকর। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি গরম অনুভব করেন এবং তিনি জামার উপরের ও তার নিচের বোতাম খুলে দিতে চান, তবে তাতে কোনো দোষ নেই; বরং এটি স্নানাহর অন্তর্ভুক্ত। তবে কোনো কারণ ছাড়াই এমন করা স্নানাহর অন্তর্ভুক্ত

নয়। কারণ, যদি এটি সুন্নাহ হতো, তবে বোতাম লাগানো নিরর্থক ও ফায়দাহীন সাব্যস্ত হতো। অথচ ইসলামি শরীয়তে নিরর্থক কোনো কিছু নেই; এর সবকিছুই গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। এই হাদিসের অন্যতম শিক্ষা হলো: মানুষ গরম বা শীতের কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তাতে কোনো দোষ নেই, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। বরং মানুষের জন্য কষ্টদায়ক বিষয়গুলো পরিহার করাই উত্তম; কারণ এটি নিজের প্রতি যথাযথ যত্ন নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। এমনকি শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আহার যদি আপনার ক্ষতির কারণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে তা গ্রহণ করা আপনার জন্য হারাম হয়ে যায়। খাদ্য যা মূলত শরীরের পুষ্টি, তা যদি পরিমাণের আধিক্যের কারণে কিংবা অল্প সময় আগে খাওয়ার ফলে পুনরায় খাওয়ার কারণে শারীরিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তবে তা ভক্ষণ করা আপনার জন্য নিষিদ্ধ। অর্থাৎ, এমতাবস্থায় তা গ্রহণ করলে আপনি গুনাহগার হবেন; কেননা নিজের শরীরের যথাযথ যত্ন নেওয়া মানুষের জন্য আবশ্যিক।

হাদিসটির আরও একটি শিক্ষা হলো: মোজা অথবা পাগড়ি ব্যতীত অন্য কোনো আবরণের ওপর মাসেহ করা বৈধ নয়। সুতরাং কোনো ব্যক্তির পোশাকের হাতা যদি এমন সংকীর্ণ হয় যে সেখান থেকে হাত বের করা কষ্টসাধ্য, আর সে যদি বলে: 'আমি মোজার ওপর মাসেহ করার মতো এই পোশাকের হাতার ওপর মাসেহ করব', তবে আমরা বলব: এটি জায়েজ নয়। বরং হাত বের করা আবশ্যিক যাতে তা ধৌত করা যায়। এমনকি যদি ধরে নেওয়া হয় যে, হাতা না ছিঁড়ে হাত বের করা সম্ভব নয়, তবে হাতা ছিঁড়ে হলেও তা করতে হবে যাতে মানুষ তার ইবাদত যথাযথভাবে পালন করতে পারে...

(ص: 280) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

فرض الله عليه من غسل اليد فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ومن فوائد الحديث: بيان جهل بعض الناس الذين يظنون أن ما يسي باللبانكيير مثل الخفين إذا وضعته المرأة على طهارة تغسلها يوماً وليلة وهذا خطأ ليس بصحيح فاللبانكيير

يجب أن يزال عند الوضوء حتى يصل الماء إلى الأظافر وأطراف الأصابع ومن فوائد هذا الحديث: جواز استخدام الأحرار لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان المغييرة يخدمه ولكن لاشك أن خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم شرف كل يفخر بخدمة الرسول عليه الصلاة والسلام وكان للنبي صلى الله عليه وسلم خدم من الأحرار كعبد الله بن مسعود رضى الله عنه وأنس بن مالك وغيرها فالمغييرة كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الحديث: جواز إعانة المتوضئ على وضوءه يعني تصب عليه أو تقرب له الإناء وما أشبه ذلك وكذلك لو فرض أنه يستطيع أن يغسل أعضائه فأغسلها أنت فلو فرض أن في يده كسرا أو شللا أو ما أشبه ذلك فلا حرج أن تغسل أعضائه أنت ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا كان لابسا خفين أو جوارب على طهارة فإنه يمسح عليهما وأن المسح أفضل من

আল্লাহ তাআলা হাত ধোয়ার যে বিধান তাঁর ওপর অর্পণ করেছেন তা হলো: "তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতগুলো কনুই পর্যন্ত ধৌত করো।" এ হাদিসের অন্যতম ফায়দা হলো: সেই সব মানুষের অজ্ঞতার স্বরূপ উন্মোচন করা যারা মনে করে যে, তথাকথিত 'ম্যানিকিউর' (নেলপলিশ) চামড়ার মোজার সদৃশ; অর্থাৎ কোনো নারী যদি পবিত্র অবস্থায় তা ব্যবহার করে তবে সে একদিন ও একরাত পর্যন্ত তার ওপর মাসেহ করতে পারবে—এই ধারণাটি ভ্রান্ত এবং সঠিক নয়। কেননা ওজুর সময় ম্যানিকিউর (নেলপলিশ) অবশ্যই অপসারণ করতে হবে যেন নখ ও আঙুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত পানি পৌঁছাতে পারে। এ হাদিসের আরও একটি শিক্ষা হলো: মুক্ত বা স্বাধীন ব্যক্তিদের সেবা গ্রহণ করা বৈধ। কারণ মুগিরা ইবনে শুবা (রা.) আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর খিদমত করতেন। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমত করা এক বিশাল আভিজাত্য ও সম্মানের বিষয় এবং প্রত্যেকেই তাঁর খিদমত করতে পেরে গর্ব অনুভব করতেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মুক্ত বা স্বাধীন খাদেমদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), আনাস ইবনে মালিক (রা.) এবং অন্যান্যরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তেমনিভাবে মুগিরা (রা.)-ও নবী কারীম (সা.)-এর খিদমত করতেন। এ হাদিসের আরেকটি ফায়দা হলো: ওজুকারী ব্যক্তিকে তার ওজুর কাজে সহায়তা করা জায়েজ। যেমন—তাকে পানি ঢেলে দেওয়া কিংবা পানির পাত্র নিকটবর্তী করে দেওয়া অথবা এই জাতীয় কোনো কিছু। অনুরূপভাবে যদি

ধরে নেওয়া হয় যে, সে নিজ অঙ্গগুলো ধৌত করতে সক্ষম, তবুও আপনি তা ধৌত করে দিতে পারেন। আর যদি তার হাতে কোনো জখম, হাড় ভাঙা কিংবা পক্ষাঘাতজনিত সমস্যা অথবা অনুরূপ কোনো ওজর থাকে, তবে আপনি তার অঙ্গগুলো ধৌত করে দিলে তাতে কোনো দোষ নেই। এ হাদিসের অন্যতম শিক্ষা হলো: কোনো ব্যক্তি যদি পবিত্রতা অর্জনের পর চামড়ার মোজা কিংবা সাধারণ মোজা পরিধান করে, তবে সে এগুলোর ওপর মাসেহ করতে পারবে। আর এমতাবস্থায় মাসেহ করা ধৌত করার চেয়ে উত্তম...

(ম: 281) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

أَنْ يَخْلَعَهَا وَيَغْسِلَ قَدَمَيْهِ لِأَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَعَهَا أَيَّ أَتْرَكَهَا لَا تَخْلَعَهَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهَا وَمِنْ فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ: مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخَفَيْنِ يَكُونُ مَرَّةً وَاحِدَةً عَلَى الْقَدَمَيْنِ إِذْ أَنَّ الْمَغِيرَةَ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ بَدَأَ بِالْيَمِينِ قَبْلَ الْيَسْرَى فَاسْتَنْبَطَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخَفَيْنِ يَكُونُ بِالْيَدَيْنِ جَمِيعًا مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَا حَرَجَ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَفْعَلُ هَذَا أَوْ يَمْسَحُ عَلَى الرَّجْلِ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيَسْرَى لِأَنَّ الْمَسْحَ بَدَلَ عَنِ الْغَسْلِ وَالْغَسْلُ تَقْدِمُ فِيهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيَسْرَى وَالْبَدَلُ لَهُ حُكْمُ الْمَبْدَلِ فَإِنْ فَعَلَ الْإِنْسَانُ هَذَا أَوْ هَذَا فَلَا حَرَجَ وَالْأَمْرُ فِي هَذَا وَاسِعٌ وَمِنْ فَوَائِدِ الْحَدِيثِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخَفَيْنِ أَوْ الْجُورْبَيْنِ إِلَّا إِذَا كَانَ لِبَسَهَا عَلَى طَهَارَةٍ فَإِنْ لَبَسَهَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَخْلَعَهَا عِنْدَ الْوُضُوءِ وَيَغْسِلَ قَدَمَيْهِ وَمِنْهُ فَوَائِدُ أُخْرَى

তাকে মোজা দুটি খুলে ফেলতে হবে এবং পা ধৌত করতে হবে; কারণ রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন: "সে দুটি রেখে দাও," অর্থাৎ সেগুলো খোলো না, "নিশ্চয়ই আমি পবিত্র অবস্থায় পা দুটি প্রবেশ করিয়েছি।" এরপর তিনি সে দুটির ওপর মাসেহ করলেন। এই হাদিসের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের (ফাওয়াইদ) মধ্যে রয়েছে: কিছু আলেম এই মত পোষণ

করেছেন যে, মোজার ওপর মাসেহ উভয় পায়ে একই সাথে একবার করতে হয়; কেননা মুগিরাহ (রা.) উল্লেখ করেননি যে তিনি (রাসুলুল্লাহ) বাম পায়ের আগে ডান পা দিয়ে শুরু করেছিলেন। এর ভিত্তিতে কিছু আলেম এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, মোজার ওপর মাসেহ উভয় হাত দিয়ে একই সাথে একবার করতে হবে। তবে কোনো ব্যক্তি যদি এমনটি করে অথবা বাম পায়ের আগে ডান পা মাসেহ করে, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। কারণ মাসেহ হলো ধৌত করার স্থলাভিষিক্ত (বদল), আর ধৌত করার ক্ষেত্রে বামের আগে ডানের অগ্রাধিকার রয়েছে। আর স্থলাভিষিক্ত বিষয় মূল বিধানের হুকুমই লাভ করে। অতএব, মানুষ যদি এটি বা ওটি (যেকোনোটি) করে তবে কোনো অসুবিধা নেই এবং এ বিষয়টি প্রশস্ত। হাদিসের অন্যতম শিক্ষা হলো: পবিত্র অবস্থায় (অজু থাকা অবস্থায়) পরিধান করা ছাড়া চামড়ার মোজা বা সাধারণ মোজার ওপর মাসেহ করা বৈধ নয়। যদি কেউ অপবিত্র অবস্থায় (অজুহীন অবস্থায়) সেগুলো পরিধান করে, তবে অজুর সময় মোজা খোলা এবং পা ধৌত করা তার জন্য আবশ্যিক। এছাড়াও এই হাদিসে আরও অনেক শিক্ষা রয়েছে।

(ص: 282) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب استحباب القميص

789 - عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله

عليه وسلم القميص رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن

কামিস (জামা) পছন্দনীয় হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

৭৮৯ - উম্মে সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পোশাকের মধ্যে কামিস (জামা) সবচাইতে প্রিয় ছিল। এটি আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী বলেছেন: এটি একটি হাসান হাদীস।

بَابُ صِفَةِ طَوْلِ الْقَمِيصِ وَالْكَمِّ وَالْإِزَارِ وَطَرَفِ الْعِمَامَةِ وَتَحْرِيمِ إِسْبَالِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْخِيَلَاءِ وَكَرَاهَتِهِ مِنْ غَيْرِ خِيَلَاءٍ

790 - عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدٍ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ كَمْ قَمِيصِ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرِّسْغِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ

791 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جَرَّ

ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ إِزَارِي

يَسْتَرِخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهِدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ

يَفْعَلُهُ خِيَلَاءَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَرَوَى مُسْلِمٌ بَعْضَهُ

792 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ

اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

793 - وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَسْفَلَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ

কামিজ, হাতা, লুঙ্গি ও পাগড়ির প্রান্তদেশের দৈর্ঘ্যের বিবরণ এবং অহংকারের বশবর্তী হয়ে এগুলোর কোনো অংশ ঝুলিয়ে রাখা হারাম এবং অহংকার ব্যতীত তা অপছন্দনীয় হওয়া প্রসঙ্গে

৭৯০ - আসমা বিনতে ইয়াযিদ আল-আনসারিয়াহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কামিজের হাতা কবজি পর্যন্ত ছিল। (আবু দাউদ ও তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী একে হাসান হাদীস বলেছেন)

৭৯১ - ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি অহংকারবশত নিজের কাপড় (মাটির ওপর দিয়ে) টেনে নিয়ে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না।" তখন আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আমার লুঙ্গির এক পাশ ঢিলে হয়ে ঝুলে যায়, যদি না আমি তা বিশেষভাবে খেয়াল রাখি।" তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন: "নিশ্চয়ই আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন যারা অহংকারবশত তা করে।" (বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন এবং মুসলিম এর কিয়দাংশ বর্ণনা করেছেন)

৭৯২ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "কিয়ামতের দিন আল্লাহ সেই ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না, যে দম্ভভরে তার লুঙ্গি টেনে নিয়ে চলে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

৭৯৩ - তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "লুঙ্গির যে অংশ টাখনুর নিচে থাকবে..."

(ص: 284) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ففي النار رواه البخاري

794 - وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال: فقراها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم وفي رواية له: المسبل إزاره

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث التي ذكرها النووي رحمه الله في (كتاب اللباس) فيها أحاديث تدل على أن أحب الثياب إلى رسول الله القميص وذلك أن القميص أستر من الإزار والرداء وكانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يلبسون الإزار والرداء أحياناً يلبسون القميص وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب القميص لأنه أستر ولأنه قطعة واحدة يلبسها الإنسان مرة واحدة فهي أسهل من أن يلبس الإزار أولاً الرداء

ثانياً ولكن مع ذلك لو كنت في بلد يعتادون لبأس الأزر والأردية ولبست مثلهم فلا حرج والمهم ألا تخالف لبأس أهل بلدك فتقع في

...তা জাহান্নামে যাবে। ইমাম বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন।

৭৯৪ - আবু যর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না; বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" বর্ণনাকারী বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটি তিনবার পাঠ করলেন। আবু যর (রা.) বললেন: "তারা তো ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হলো! হে আল্লাহর রাসূল, তারা কারা?" তিনি বললেন: "টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানকারী, দানের খোটা দানকারী এবং মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয়কারী।" ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: "যে ব্যক্তি তার লুঙ্গি (টাখনুর নিচে) ঝুলিয়ে রাখে।"

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) ‘পোশাক অধ্যায়ে’ (কিতাবুল লিবাস) যে হাদিসগুলো উল্লেখ করেছেন, তাতে এমন কিছু হাদিস রয়েছে যা প্রমাণ করে যে, কামিস (জামা) ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট অধিক প্রিয় পোশাক। কারণ, কামিস বা জামা লুঙ্গি ও চাদরের চেয়ে অধিক আবরক (শরীর ভালোভাবে ঢেকে রাখে)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে তাঁরা কখনো লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করতেন, আবার কখনো কামিস পরিধান করতেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কামিস পছন্দ করতেন, কারণ এটি অধিক আবরক এবং এটি এক টুকরো কাপড় যা মানুষ একসাথেই পরে নিতে পারে; এটি প্রথমে লুঙ্গি এবং পরে চাদর পরার তুলনায় অধিক সহজতর। তবে তা সত্ত্বেও, আপনি যদি এমন কোনো দেশে থাকেন যেখানে মানুষ সাধারণত লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করে এবং আপনিও তাদের মতোই পোশাক পরেন, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। মূল বিষয় হলো আপনার দেশের মানুষের প্রচলিত পোশাকের বিরোধিতা না করা, যাতে আপনি (খ্যাতি বা লৌকিকতার পোশাকে) পতিত না হন।

الشهرة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة وفي هذه الأحاديث أيضاً دليل على أن كم القميص يكون إلى الرسغ والرسغ هو الوسط بين الكوع والكرسوع لأن الإنسان له مرفق وهو المفصل الذي بين العضد والذراع وله كوع كرسوع ورسغ فالكوع هو طرف الذراع مما يلي الكف من جهة الإبهام والكرسوع: طرف عظم الذراع مما يلي الكف من جهة الخنصر وأما الرسغ فهو ما بينهما وعلي هذا قول الناظم:

وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي ...

الخنصر الكرسوع والرسغ ما وسط

وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع ...

فخذ بالعلم واحذر من الغلط

والعوام إذا أرادوا ضرب المثل بالإنسان الأبله قالوا هذا رجل لا يعرف كوعه من كرسوعه وأكثر الناس يظنون أن الكوع: هو المرفق الذي إليه منتهى الوضوء ولكن ليس كذلك فما عند مفصل الكف من الذراع مما يلي الخنصر هو الكرسوع وما يلي الإبهام فهو الكوع وما بينهما فهو الرسغ والنبي عليه الصلاة والسلام كان قبضه إلى الرسغ ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله

খ্যাতি বা প্রদর্শনেচ্ছা; নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খ্যাতির পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। এই হাদিসগুলোতে এই মর্মেও প্রমাণ রয়েছে যে, কামিজের আঙ্গিন কবজি পর্যন্ত হওয়া উচিত। কবজি হলো 'কু' (বৃদ্ধাঙ্গুলির দিকের হাড়) এবং 'কুরসু' (কনিষ্ঠাঙ্গুলির দিকের হাড়)-এর মধ্যবর্তী অংশ। কেননা মানুষের কনুই রয়েছে, যা বাহু ও প্রকোষ্ঠের মধ্যবর্তী সন্ধিস্থল। এছাড়া মানুষের রয়েছে 'কু', 'কুরসু' এবং কবজি। 'কু' হলো প্রকোষ্ঠের সেই প্রান্ত যা হাতের তালু সংলগ্ন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির দিকে অবস্থিত। 'কুরসু' হলো প্রকোষ্ঠের হাড়ের সেই প্রান্ত

যা হাতের তালু সংলগ্ন এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলির দিকে অবস্থিত। আর কবজি হলো এই উভয়ের মধ্যবর্তী অংশ। এই বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে ছন্দকার বলেছেন:

বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্শ্ববর্তী হাড় হলো কু, আর যা ...

কনিষ্ঠাঙ্গুলির পাশে থাকে তা কুরসু, আর কবজি হলো মধ্যভাগ

পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্শ্ববর্তী হাড়ের নাম বু ...

অতএব জ্ঞান অর্জন করো এবং ভুল থেকে বেঁচে থাকো

সাধারণ মানুষ যখন কোনো নির্বোধ ব্যক্তির উদাহরণ দিতে চায়, তখন তারা বলে: "এটি এমন এক লোক যে তার কু এবং কুরসুর পার্থক্যই জানে না।" অধিকাংশ মানুষ মনে করে যে, 'কু' হলো সেই কনুই যা পর্যন্ত অঙ্গু করতে হয়; কিন্তু বিষয়টি তেমন নয়। বরং প্রকোষ্ঠের যে অংশ হাতের তালুর সন্ধিস্থলে কনিষ্ঠাঙ্গুলির দিকে থাকে তা হলো কুরসু, আর যা বৃদ্ধাঙ্গুলির দিকে থাকে তা হলো কু, এবং এই উভয়ের মধ্যবর্তী অংশ হলো কবজি। নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর কামিজ কবজি পর্যন্ত ছিল। এরপর লেখক ইবনে উমর এবং আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর হাদিস উল্লেখ করেছেন।

(ص: 286) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

عنهما في إسبال الثياب وإسبال الثياب يقع على وجهين الوجه الأول: أن يجز الثوب خيلاء الوجه الثاني: أن ينزل الثوب أسفل من الكعبين من غير خيلاء أما الأول: وهو الذي يجز ثوبه خيلاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أربع عقوبات والعياذ بالله: لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه يعني نظر رحمة ولا يزيكه وله عذاب أليم أربع عقوبات بها المرء إذا جر ثوبه خيلاء ولما سمع أبو بكر بهذا الحديث قال: رسول الله إن أحد شقي إزارني يسترخي علي إلا أن أتعاهده يعني فهل يشملني هذا الوعيد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يضع هذا خيلاء فزكاة النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يصنع هذا خيلاء وإنما العقوبة على من

فعله خيلاء أما من لم يفعل خيلاء فعقوبته أهون ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أسفل من الكعبين ففي النار ولم يذكر إلا عقوبة واحدة ثم هذه العقوبة أيضاً لا تعم البدن كله إنما تختص بها فيه المخالفة وهو ما نزل من الكعب فإذا نزل الإنسان أو مشلحه أو سرواله إلى أسفل من الكعب فإنه

তাদের উভয়ের পক্ষ থেকে কাপড় ঝুলিয়ে রাখার বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। পোশাক ঝুলিয়ে রাখা বা ইসবাল দুই প্রকারের হয়ে থাকে। প্রথম প্রকার: অহংকারবশত কাপড় টেনে চলা। দ্বিতীয় প্রকার: অহংকার ব্যতীত কাপড় টাখনুর নিচে নামিয়ে রাখা। প্রথম প্রকারের ক্ষেত্রে, যে ব্যক্তি অহংকারবশত তার কাপড় টেনে চলে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জন্য চারটি শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই: কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন না, তার দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না, তাকে পবিত্র করবেন না এবং তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। যদি কোনো ব্যক্তি অহংকারবশত কাপড় ঝুলিয়ে চলে, তবে সে এই চারটি শাস্তির সম্মুখীন হবে। আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন এই হাদিসটি শুনলেন, তখন তিনি বললেন: ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমার লুঙ্গির এক পাশ ঝুলে যায় যদি না আমি সর্বদা তা খেয়াল রাখি।’ অর্থাৎ, তিনিও কি এই হুঁশিয়ারির অন্তর্ভুক্ত হবেন? তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: ‘নিশ্চয়ই তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও যারা এটি অহংকারবশত করে থাকে।’ এভাবে নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) তাঁকে এই মর্মে প্রত্যয়ন করলেন যে, তিনি এটি অহংকারবশত করেন না। প্রকৃতপক্ষে শাস্তি হলো ওই ব্যক্তির জন্য যে তা অহংকারবশত করে। আর যে ব্যক্তি এটি অহংকার ছাড়া করে, তার শাস্তি অপেক্ষাকৃত হালকা। আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিসে রয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ‘টাখনুর নিচে কাপড়ের যতটুকু অংশ থাকবে তা জাহান্নামে যাবে।’ এখানে মাত্র একটি শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পুনরায়, এই শাস্তিও পুরো দেহের জন্য ব্যাপক নয়, বরং তা নির্দিষ্টভাবে কেবল ওই অংশের জন্য যেখানে বিধান লঙ্ঘন করা হয়েছে, আর তা হলো টাখনুর নিচে যতটুকু নেমেছে। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তির পোশাক, চাদর অথবা পায়জামা টাখনুর নিচে নেমে যায়, তবে তা...

يعاقب على هذا النازل بالنار ولا يشمل النار كل الجسد إنما يكوي بالنار والعياذ بالله بقدر ما نزل ولا تستغرب أن يكون العذاب على بعض البدن الذي حصلت فيه المخالفة فإنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه توضؤوا ولم يسبغوا الوضوء فنأدى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار فهنا جعل العقوبة على الأعقاب يعني العراقيب التي لم يسبغوا وضوءها فالعقاب بالنار يكون عاما كأن يحرق الإنسان كله بالنار والعياذ بالله ويكون في بعض البدن الذي حصلت فيه المخالفة ولا غرابة في ذلك وبهذا نعرف قول النووي رحمه الله بتحريم الإِسْبَال خيلاء وكراهيته لغير الخيلاء والصحيح أنه حرام سواء أكان لخيلاء أمر لغير خيلاء بل الصحيح أنه من كبائر الذنوب لأن كبائر الذنوب كل ذنب جعل الله عليه عقوبة خاصة به وهذا عليه عقوبة خاصة ففيه الوعيد بالنار إذا كان لغير الخيلاء وفيه وعيد بالعقوبات الأربع إذا كان خيلاء لا يكلمه الله يوم القيامة

এই নিম্নাংশে বলে থাকা কাপড়ের কারণে জাহান্নামের আগুনের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করা হবে। তবে এই আগুন পুরো শরীরকে আবৃত করবে না, বরং—আল্লাহ রক্ষা করুন—যতটুকু অংশ নিচে বলে থাকবে কেবল ততটুকু অংশকেই আগুন দিয়ে দহন করা হবে। শরীরের যে নির্দিষ্ট অংশে বিধান লঙ্ঘন হয়েছে কেবল সেখানেই শাস্তি হওয়া আপনার নিকট বিস্ময়কর মনে হওয়া উচিত নয়। কেননা সহীহাইন-এ প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা তাঁর সাহাবীগণকে ওজু করতে দেখলেন কিন্তু তাঁরা ওজু পূর্ণাঙ্গরূপে সম্পন্ন করেননি, তখন তিনি উচ্চস্বরে আহ্বান করে বললেন, "পায়ের গোড়ালিগুলোর জন্য আগুনের দুর্ভোগ।" এখানে তিনি শাস্তিকে কেবল গোড়ালিগুলোর জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, অর্থাৎ পায়ের সেই পিছনের অংশ যা তাঁরা ওজুতে পূর্ণাঙ্গভাবে ধৌত করেননি। সুতরাং আগুনের শাস্তি কখনো সাধারণ বা ব্যাপক হতে পারে, যেমন পুরো মানুষটিকেই আগুনে পুড়িয়ে ফেলা—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—আবার কখনো তা শরীরের সেই সুনির্দিষ্ট অঙ্গে হতে পারে যেখানে অবাধ্যতা সংঘটিত হয়েছে; আর এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এর মাধ্যমেই আমরা ইমাম নববী

(রহিমাল্লাহ)-এর বক্তব্য সম্পর্কে জানতে পারি, যেখানে তিনি অহংকারবশত কাপড় টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে রাখাকে হারাম এবং অহংকার ব্যতীত হলে তাকে মাকরুহ বা অপছন্দনীয় বলেছেন। তবে সঠিক অভিমত হলো এটি সর্বাবস্থায় হারাম, চাই তা অহংকারের বশবর্তী হয়ে হোক কিংবা অহংকার ছাড়া। বরং বিশুদ্ধ কথা হলো এটি কবির গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। কারণ কবির গুনাহ হলো এমন প্রতিটি পাপ যার জন্য আল্লাহ তাআলা কোনো বিশেষ শাস্তির বিধান রেখেছেন, আর এই কাজের জন্যও বিশেষ শাস্তির ঘোষণা রয়েছে। সুতরাং যদি তা অহংকার ব্যতীত হয় তবে তাতে রয়েছে জাহান্নামের আগুনের ভীতিপ্রদর্শন। আর যদি তা অহংকারবশত হয় তবে তাতে রয়েছে চারটি দণ্ডের হুঁশিয়ারি, যার একটি হলো কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার সাথে কথা বলবেন না।

(ম: 288) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ولا ينظر إليه ولا يزيكبه وله عذاب أليم وختم المؤلف بحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قرأها ثلاث مرات وإنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا من أجل أن ينتبه الإنسان لأن اللفظ إذا جاء مجبلاً ولا سيما مع التكرار ينتبه له الإنسان حتى إذا جاءت التفصيل والبيان ورد على نفس متشوقة تطلب البيان فقال أبو ذر يا رسول الله خابوا وخسروا من هؤلاء؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب الأول المسبل: يعني الذي يجز ثوبه خيلاء والثاني المنان: الذي يمن ببا أعطى، إذا أحسن إلى أحد بشيء جعل يمن عليه: فعلت بك كذا وفعلت بك كذا والمن من كبائر الذنوب، لأن عليه هذا الوعيد، وهو مبطل الأجر لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى وَالثالث المنفق سلعته

بالحلف الكاذب: يعني الذي يحلف وهو كاذب ليزيد ثمن السلعة فيقول: والله لقد اشتريتها بعشرة وهو لم يشتريها إلا بثمانية أو يقول: أعطيت فيها عشرة وهو لم

এবং তিনি তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর গ্রন্থকার আবু যর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীস দ্বারা অধ্যায়টি সমাপ্ত করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তিন প্রকার ব্যক্তি রয়েছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ যাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" তিনি এটি তিনবার পাঠ করলেন। নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) এটি করেছেন যাতে মানুষ সচেতন হয়। কারণ কোনো কথা যখন সংক্ষিপ্তভাবে আসে—বিশেষ করে পুনরাবৃত্তির সাথে—তখন মানুষ তার প্রতি মনোযোগী হয়, যাতে করে যখন এর বিস্তারিত ও ব্যাখ্যা আসে, তখন তা এক আগ্রহী মনের কাছে পৌঁছে যা ব্যাখ্যা তলাশ করছে। তখন আবু যর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! তারা তো ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; তারা কারা?" তিনি বললেন: "কাপড় পায়ের গোড়ালির নিচে ঝুলিয়ে রাখা ব্যক্তি, দান করে খোঁটা দানকারী এবং মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয়কারী।" প্রথমজন হলো 'মুসবিল': অর্থাৎ যে ব্যক্তি অহংকারবশত তার কাপড় মাটির সাথে টেনে নিয়ে চলে। দ্বিতীয়জন হলো 'মাল্লান' (খোঁটা দানকারী): যে ব্যক্তি যা দান করেছে তা নিয়ে খোঁটা দেয়। যখন সে কারো সাথে কোনো ভালো ব্যবহার করে, তখন সে তার ওপর খোঁটা দিতে থাকে এই বলে যে: 'আমি তোমার জন্য অমুক কাজ করেছি, তোমার সাথে এমন আচরণ করেছি'। আর দান করে খোঁটা দেওয়া কবীরা গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত; কেননা এর ওপর এই কঠোর ধমকি এসেছে। এটি আমলের সওয়াবকেও বিনষ্ট করে দেয়, মহান আল্লাহর এই বাণীর কারণে: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা খোঁটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমাদের দানসমূহকে নষ্ট করো না।" এবং তৃতীয়জন হলো মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয়কারী: অর্থাৎ যে ব্যক্তি পণ্যের দাম বাড়ানোর জন্য মিথ্যা শপথ করে। সে বলে: "আল্লাহর কসম, আমি এটি দশ টাকায় কিনেছি", অথচ সে তা আট টাকা দিয়েই কিনেছে। অথবা সে বলে: "আমাকে এর জন্য দশ টাকা দাম দেওয়া হয়েছে", অথচ তাকে তা দেওয়া হয়নি...

يعط فيها إلا ثمانية فيحلف على هذا فهذا ممن يستحق هذه العقوبات الأربع لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم نسأل الله العافية

796 - وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلاً يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئاً إلا صدروا عنه قلت من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى قل السلام عليك قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضرر فدعوته كشفه عنك وإذا أصابك عامر سنة فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض كفر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك قلت: اعهد لي قال: لا تسب أحداً قال فما سببت بعده حراً ولا عبداً ولا بعييراً ولا شاة ولا تحقرن من المعروف شيئاً وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبأل ذلك عليه رواه أبو داود والترمذي فإسناد

তাকে কেবল আট (মুদ্রা) দেওয়া হয়েছে অথচ সে এর ওপর শপথ করে, তবে সে ঐ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যারা এই চারটি শাস্তির যোগ্য: কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন না, তার দিকে তাকাবেন না, তাকে পবিত্র করবেন না এবং তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করি।

৭৯৬ - আবু জুরাই জাবির বিন সুলাইম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি এমন একজন ব্যক্তিকে দেখলাম যার সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে মানুষ পরিচালিত হচ্ছে; তিনি যা-ই বলেন মানুষ তা-ই মেনে নেয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম: এই ব্যক্তিটি কে? তারা বলল: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আমি দুইবার বললাম: 'আলাইকাস সালাম' হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন: 'আলাইকাস সালাম' বলো না, কারণ 'আলাইকাস সালাম'

হলো মৃতদের সম্ভাষণ। বরং বলো: 'আসসালামু আলাইকা'। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম: আপনি কি আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন: আমি সেই আল্লাহর রাসূল, যখন তোমার ওপর কোনো বিপদ আসে আর তুমি তাঁকে ডাকো, তিনি তা তোমার ওপর থেকে দূর করে দেন; যখন তোমার ওপর দুর্ভিক্ষের বছর আসে আর তুমি তাঁর কাছে প্রার্থনা করো, তিনি তোমার জন্য ভূমি থেকে শস্য উৎপাদন করেন; আর যখন তুমি কোনো জনমানবহীন মরুপ্রান্তরে থাকো এবং তোমার সওয়ারি হারিয়ে যায়, অতঃপর তুমি তাঁকে ডাকো, তবে তিনি তা তোমার কাছে ফিরিয়ে দেন। আমি বললাম: আমাকে কোনো উপদেশ দিন। তিনি বললেন: তুমি কখনো কাউকে গালি দেবে না। বর্ণনাকারী বলেন: এরপর আমি আর কখনো কোনো স্বাধীন মানুষ, দাস, উট কিংবা ছাগলকেও গালি দেইনি। তিনি আরও বললেন: সওয়াবের কোনো কাজকেই তুচ্ছ মনে করো না, এমনকি তোমার ভাইয়ের সাথে হাস্যোজ্জ্বল মুখে কথা বলাও সওয়াবের কাজ, নিশ্চয়ই এটিও ভালো কাজের অন্তর্ভুক্ত। আর তোমার পরিধেয় বস্ত্র নলার অর্ধেক পর্যন্ত উঁচু করে পরো, আর যদি তাতে অসম্মত হও তবে টাখনু পর্যন্ত পরো। খবরদার! টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা থেকে বেঁচে থাকো, কারণ এটি অহংকারের অন্তর্ভুক্ত, আর আল্লাহ অহংকার করা পছন্দ করেন না। যদি কোনো ব্যক্তি তোমাকে গালি দেয় এবং তোমার ভেতরকার কোনো দোষের কথা তুলে তোমাকে লজ্জা দেয়, তবে তুমি তার ভেতরকার কোনো দোষের কথা বলে তাকে লজ্জিত করো না; কেননা এর অশুভ পরিণতি কেবল তারই ওপর বর্তাবে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ উত্তম)।

(ص: 290) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

صحیح وقال الترمذی: حدیث حسن صحیح

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله في رياض الصالحين في (كتاب اللباس) عن جابر بن سليم رضي الله عنه أنه قدم المدينة فرأى رجلاً يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئاً إلا صدوراً عنه يعني أنهم يأخذون بما يقول وبما يوجه لأنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأل من هذا؟ لأنه رجل لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: رسول الله فجاء إليه فقال: أنت رسول الله؟ قال: نعم ولكنه قال: عليك السلام فقدم الخبر فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقل عليك السلام عليك السلام تحية الموتى ولكن قل السلام عليك ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: عليك السلام تحية الموتى يعني أنهم كانوا في الجاهلية يسلمون على الأموات هكذا كما قال الشاعر

عليك سلام الله قيس بن عامر ... ورحمته ما شاء أن يترحم
فكانوا في الجاهلية إذا سلموا على الأموات يقولون عليك

সহীহ। ইমাম তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) রিয়াদুস স্বলিহীনের (পোশাক পরিচ্ছদ অধ্যায়)-এ জাবির ইবনে সুলাইম (রাতিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মদীনাতে আগমন করেন এবং এক ব্যক্তিকে দেখতে পান যার মতামতের ভিত্তিতে মানুষ পরিচালিত হয়; তিনি যা-ই বলেন মানুষ তা-ই গ্রহণ করে—অর্থাৎ তারা তাঁর কথা ও দিকনির্দেশনা মেনে চলে কারণ তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম)। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: ইনি কে? কারণ তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে চিনতেন না। তারা বললেন: আল্লাহর রাসূল। অতঃপর তিনি তাঁর কাছে এসে বললেন: আপনি কি আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তবে তিনি (সালাম দিতে গিয়ে) বললেন: ‘আলাইকাস সালাম’ (আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক), অর্থাৎ তিনি খবরকে (বিধেয়) আগে নিয়ে এসেছিলেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: ‘আলাইকাস সালাম’ বলো না; ‘আলাইকাস সালাম’ হলো মৃতদের অভিবাদন। বরং বলো ‘আস-সালামু আলাইকা’। নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস

সালাম)-এর এই বাণীর অর্থ— ‘আলাইকাস সালাম’ হলো মৃতদের অভিবাদন— অর্থাৎ জাহিলী যুগে তারা মৃতদের ওপর এভাবেই সালাম দিত, যেমন জনৈক কবি বলেছেন: হে কায়স ইবনে আমির, তোমার ওপর আল্লাহর সালাম ... ও তাঁর রহমত বর্ষিত হোক যতক্ষণ তিনি রহমত বর্ষণ করতে চান।

জাহিলী যুগে তারা যখন মৃতদের সালাম দিত তখন ‘আলাইকা’ (আপনার ওপর) শব্দটি আগে বলত।

(ম: 291) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

السلام لكن الإسلام نسخ هذا وصار السلام يقال لمن ابتدئ به السلام عليك حتى الموتى كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج إليهم إلى المقبرة يسلم فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين ولا يقول: عليكم السلام وفي قوله عليه الصلاة والسلام: قل السلام عليك دليل على أن الإنسان إذا سلم على الواحد يقول: السلام عليك وهكذا جاء أيضاً في حديث الرجل الذي يسى المسيح في صلاته أنه جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك بالافراد وهذا هو الأفضل وقال بعض العلماء: تقول السلام عليكم، تريد بذلك أن تسلم على الإنسان الذي سلمت عليه ومن معه من الملائكة ولكن الذي وردت به السنة أولى واحسن أن تقول: السلام عليك إلا إذا كانوا جماعة فإنك تسلم عليهم بلفظ السلام عليكم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه رسول رب العالمين الذي يكشف الضر ويجلب النفع فإذا ضاعت البعير في فلاة من الأرض فدعوت الله سبحانه وتعالى ردها عليك يقول: وإذا أصابك سنة يعني جدياً في الأرض وعدم نبات فدعوت الله كشفه عنك أنبت الأرض لك وكذلك إذا أصابك الضر فدعوت الله كشفه

সালাম; তবে ইসলাম এটিকে রহিত করেছে এবং নিয়ম নির্ধারিত হয়েছে যে, যাকে প্রথমে সালাম দেওয়া হবে তাকে বলা হবে 'আস-সালামু আলাইকা'। এমনকি মৃতদের ক্ষেত্রেও (একই নিয়ম প্রযোজ্য); নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম) কবরস্থানে তাদের নিকট যেতেন এবং সালাম দিয়ে বলতেন: 'আস-সালামু আলাইকুম দারা কওমিন মু'মিনীন'। তিনি 'আলাইকুমুস সালাম' বলতেন না। আর তাঁর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) এই বাণী—"তুমি আস-সালামু আলাইকা বলো"—এর মধ্যে এই প্রমাণ রয়েছে যে, মানুষ যখন একজন ব্যক্তিকে সালাম দেবে তখন সে বলবে 'আস-সালামু আলাইকা'। অনুরূপভাবে সেই ব্যক্তির হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে যাকে 'সালাতে ভুলকারী ব্যক্তি' বলা হয়; তিনি এসে নবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাম দিলেন এবং একবচন শব্দে 'আস-সালামু আলাইকা' বললেন। আর এটিই হলো উত্তম পদ্ধতি। কোনো কোনো আলিম বলেছেন: তুমি 'আস-সালামু আলাইকুম' বলবে; এর মাধ্যমে তোমার উদ্দেশ্য হবে সেই ব্যক্তি যাকে তুমি সালাম দিচ্ছ এবং তার সাথে থাকা ফেরেশতাগণ। তবে সুন্নাহ অনুযায়ী যা বর্ণিত হয়েছে সেটিই অধিক অগ্রগণ্য ও উত্তম যে, তুমি বলবে 'আস-সালামু আলাইকা'; তবে তারা যদি একটি দল বা সমষ্টি হয় তবে তুমি তাদের 'আস-সালামু আলাইকুম' শব্দে সালাম দেবে। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার নিকট এটি স্পষ্ট করে দিলেন যে, তিনি রাব্বুল আলামীনের রাসূল, যিনি কষ্ট দূর করেন এবং কল্যাণ আনয়ন করেন। সুতরাং যদি কোনো জনমানবহীন প্রান্তরে উট হারিয়ে যায় এবং তুমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট দোয়া করো, তবে তিনি তা তোমার নিকট ফিরিয়ে দেবেন। তিনি বলেন: যদি তুমি দুর্ভিক্ষের কবলে পড়—অর্থাৎ জমিতে অনাবৃষ্টি ও উদ্ভিদহীনতা দেখা দেয়—আর তুমি আল্লাহর নিকট দোয়া করো, তবে তিনি তা তোমার থেকে দূর করে দেবেন এবং তোমার জন্য জমিতে উদ্ভিদ উৎপন্ন করবেন। তেমনিভাবে যদি তোমার কোনো বিপদ বা কষ্ট হয় এবং তুমি আল্লাহর নিকট দোয়া করো, তবে তিনি তা দূর করে দেবেন।

عنك كما قال الله تعالى: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ
 حُلَفَاءَ الْأَرْضِ وَالْأَلَّةِ مَعَ اللَّهِ فَبَيْنَ لَهُ أَنَّهُ أَيْ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ يَجْلِبُ لِعِبَادَةِ الْخَيْرِ وَأَنَّهُ إِذَا
 دَعَاهُ عَبْدُهُ لَمْ يَخِبْ وَهَكَذَا كُلُّ دَعَاءٍ تَدْعُو بِهِ رَبَّكَ فَإِنَّكَ لَا تَخِيبُ لَوْ لَمْ يَأْتِكَ مِنْ
 هَذَا إِلَّا أَنَّ الدُّعَاءَ عِبَادَةٌ تَوْجِرُ عَلَيْهِ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضَعْفٍ إِلَى
 أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ لَكْفَى وَإِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَوَانِعُ تَمْنَعُ إِجَابَةَ الدُّعَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِمَّا أَنْ
 يُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَ وَتَرَاهُ رَأْيَ الْعَيْنِ تَدْعُو اللَّهَ بِالشَّيْءِ فَيَحْصِلُ وَإِمَّا أَنْ يَكْشِفَ عَنْكَ
 مِنَ الضَّرِّ مَا هُوَ أَعْظَمُ وَإِمَّا أَنْ يَدْخِرَ ذَلِكَ لَكَ عِنْدَهُ وَإِلَّا فَلَنْ يَخِيبَ مِنْ دَعَا اللَّهَ عَزَّ
 وَجَلَّ أَبَدًا وَلَكِنْ إِيَّاكَ أَنْ تَسْتَبْطِئَ الْإِجَابَةَ فَتَقُولَ دَعَوْتُ وَدَعَوْتُ فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي فَإِنَّ
 الشَّيْطَانَ قَدْ يَلْقِي فِي قَلْبِكَ هَذَا وَيَقُولُ: كَمْ دَعَوْتُ اللَّهَ مِنْ مَرَّةٍ وَمَا جَاءَكَ مَطْلُوبٌ؟
 ثُمَّ يَقْنَطُكَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَهَذِهِ مِنْ كِبَائِرِ الذُّنُوبِ الْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ
 مِنْ كِبَائِرِ الذُّنُوبِ وَلَا تَقْنَطْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَلَوْ تَأَخَّرَتْ إِجَابَةُ الدُّعَاءِ فَأَنْتَ لَا تَدْرِي
 مَا هُوَ الْخَيْرُ؟ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْدُّعَاءِ إِلَّا وَهُوَ يَرِيدُ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكَ كَمَا قَالَ
 تَعَالَى: {وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}

আপনার থেকে (অকল্যাণ দূর করবেন), যেমন মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: ‘নাকি
 তিনি, যিনি আত্মের আহ্বানে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং কষ্ট দূর করেন আর
 তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানান? আল্লাহর সাথে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে?’
 অতঃপর তিনি তার নিকট স্পষ্ট করেছেন যে, তিনি অর্থাৎ মহান প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের
 নিকট কল্যাণ নিয়ে আসেন এবং যখনই কোনো বান্দা তাঁকে ডাকে, সে বিফল হয় না।
 একইভাবে আপনার প্রতিপালকের কাছে আপনি যে দোয়াই করুন না কেন, আপনি ব্যর্থ হবেন
 না। যদি এর দ্বারা অন্য কোনো ফলাফল না-ও আসে, কেবল দোয়া যে একটি ইবাদত যার
 বিনিময়ে একটি পুণ্যের দশ গুণ থেকে সাতশত গুণ এমনকি তার চেয়েও বহুগুণ সওয়াব
 পাওয়া যায়—এটিই যথেষ্ট হতো। আর যদি দোয়া কবুলের পথে কোনো অন্তরায় না থাকে,
 তবে মহান আল্লাহ হয় আপনার প্রার্থিত বস্তু দান করবেন এবং আপনি চাক্ষুষভাবে তা দেখতে
 পাবেন—অর্থাৎ আপনি আল্লাহর কাছে কিছু চাইলেন আর তা পূর্ণ হলো; নতুবা তিনি আপনার
 থেকে এর চেয়ে বড় কোনো অনিষ্ট দূর করে দেবেন, অথবা আপনার জন্য তা তাঁর নিকট জমা

রাখবেন। অন্যথায় যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করে সে কখনো বিফল হয় না। তবে সাবধান! দোয়া কবুল হতে দেরি হচ্ছে বলে মনে করবেন না এবং এ কথা বলবেন না যে, ‘আমি কত দোয়া করলাম কিন্তু আমার দোয়া কবুল হলো না’। কারণ শয়তান আপনার অন্তরে এ সংশয় নিক্ষেপ করতে পারে এবং বলতে পারে: ‘কতবার আল্লাহর কাছে চাইলে কিন্তু তোমার কাঙ্ক্ষিত বস্তু তো পেলে না?’ অতঃপর সে আপনাকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে দিতে চায়—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া কবির গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আপনি আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হবেন না, যদিও দোয়া কবুল হতে বিলম্ব হয়; কারণ আপনি জানেন না কিসে আপনার প্রকৃত কল্যাণ রয়েছে। মহান আল্লাহ আপনাকে দোয়ার নির্দেশ তখনই দিয়েছেন যখন তিনি আপনার দোয়া কবুল করতে চেয়েছেন, যেমনটি তিনি ইরশাদ করেছেন: ‘আর তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন: তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব’।

(ص: 293) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

لكنك تستعجل انتظر وألح على الله بالدعاء فربما أن الله عز وجل يؤخر إجابتك لأجل أن تكثر من الدعاء فتزداد حسناتك وتعرف قدر نفسك وتعرف قدر حاجتك إلى الله عز وجل فهذا خير فأياك أن تستعجل وألح على الله في الدعاء والله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء المبالغين فيه لأن الإنسان يدعو من إليه المنتهى عز وجل من بيده ملكوت كل شيء وسواء كان ذلك في صلاتك أو في خلواتك ادع الله بما شئت حتى وأنت تصلي ادع الله بما شئت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما السجود فأكثرُوا فيه من الدعاء وقال حين ذكر التشهد ثم ليتخذ من الدعاء ما شاء الله فليس للإنسان أحد سوى الله فليدجأ إليه في كل دقيقة وجليل حتى إنه جاء

في الحديث ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع شرك
النعل أدني شيء يسأله الله عز وجل لأن السؤال عبادة والتجاء إلى الله عز

কিন্তু আপনি তাড়াহুড়ো করছেন; ধীরস্থির হোন এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনায় অনুনয়-বিনয় করতে থাকুন। হতে পারে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা আপনার প্রার্থনা কবুল করতে বিলম্ব করছেন যাতে আপনি অধিক হারে দোয়া করেন এবং আপনার নেকি বৃদ্ধি পায়, আর আপনি নিজের সীমাবদ্ধতা ও আল্লাহর কাছে আপনার মুখাপেক্ষিতার গভীরতা উপলব্ধি করতে পারেন। এটিই আপনার জন্য মঙ্গলজনক। সুতরাং আপনি কখনো তাড়াহুড়ো করবেন না, বরং আল্লাহর কাছে প্রার্থনায় অবিচল থাকুন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রার্থনায় ঐকান্তিক অনুনয়কারীদের ভালোবাসেন। কারণ মানুষ তাঁরই কাছে প্রার্থনা করে, যাঁর নিকট সকল বিষয়ের চূড়ান্ত সমাপ্তি এবং যাঁর হাতে প্রতিটি বস্তুর সার্বভৌমত্ব। আপনার সালাতে হোক কিংবা নির্জনে—আপনি আল্লাহর কাছে যা ইচ্ছা প্রার্থনা করুন। এমনকি সালাতরত অবস্থায়ও আপনি আপনার যা খুশি তা-ই চান; কারণ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আর সিজদারত অবস্থায় তোমরা অধিক পরিমাণে দোয়া করো।" তিনি তাশাহুদ সম্পর্কেও বলেছেন: "অতঃপর সে যেন তার পছন্দমতো দোয়া বেছে নেয়।" আল্লাহ ব্যতীত মানুষের আর কোনো আশ্রয় নেই, তাই প্রতিটি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বিষয়ে তাঁরই শরণাপন্ন হওয়া উচিত। এমনকি হাদিসে এসেছে যে, "তোমাদের প্রত্যেকে যেন তার রবের কাছে তার যাবতীয় প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনা করে, এমনকি তার জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও যেন তা আল্লাহর কাছে চায়।" জুতার ফিতার মতো অতি তুচ্ছ বস্তুও আল্লাহর কাছে চাওয়া উচিত, কারণ প্রার্থনা করা একটি ইবাদত এবং পরাক্রমশালী আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ শরণাগতি।

(ص: 294) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وجل وإجابة إليه وارتباط به سبحانه وتعالى يكون قلبك دائماً مع الله سبحانه وتعالى
فأكثر من الدعاء ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر جابر بن سليم ألا

يحقن من المعروف شيئاً كل معروف افعله سواء كان قولاً أو فعلاً أو جأهاً أو أي شيء لا تحقر شيئاً من المعروف فإن المعروف من الإحسان والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين فلو ساعدت إنساناً على تحصيل متاعه في السيارة فهذا معروف لو أدنيت له شيئاً يحتاج إليه فهذا من المعروف لو أعطيته القلم يكتب به فهذا من المعروف لو أعطيته حافظة من أجل أن يحفظ بها شيئاً من الأشياء فهذا من المعروف أحسن فإن الله يحب المحسنين واعلم أن هناك قاعدة إذا ذكرها الإنسان سهل عليه الإحسان وهي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته وما ظنك إذا كان الله في حاجتك؟ هل تتعثر الأمور؟ الجواب: لا إذا كان الله في حاجتك يساعدك على حاجتك ويعينك عليها فلا شك أنها سوف تسهل فأنت كلباً

এবং তাঁর প্রতি একাগ্রচিত্ত ও নিবিষ্ট হওয়া এবং মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখা, যাতে আপনার অন্তর সর্বদা মহান আল্লাহর সাথেই থাকে। সুতরাং বেশি বেশি দোয়া করুন। এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম) জাবির বিন সুলাইমকে আদেশ করেছিলেন যেন তিনি কোনো সৎ কাজকেই তুচ্ছ জ্ঞান না করেন। প্রতিটি সৎ কাজই আপনি করুন, চাই তা কথা হোক বা কাজ, কিংবা প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যবহার করে হোক অথবা অন্য যেকোনো কিছুই হোক; কোনো ভালো কাজকেই অবজ্ঞা করবেন না। কেননা সৎ কাজ ইহসানের অন্তর্ভুক্ত, আর মহান আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন। আপনি যদি কাউকে গাড়িতে তার মালামাল তুলে দিতে সাহায্য করেন, তবে তাও একটি সৎ কাজ। যদি কারো প্রয়োজন মেটাতে কোনো জিনিস এগিয়ে দেন, তাও একটি নেক কাজ। যদি কাউকে লেখার জন্য কলম দেন, তাও একটি সৎ কাজ। যদি কাউকে কোনো কিছু রাখার জন্য পাত্র বা সংরক্ষক দেন, তাও একটি ভালো কাজ। ইহসান করুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ইহসানকারীদের ভালোবাসেন। জেনে রাখুন যে, একটি মূলনীতি রয়েছে যা মানুষ স্মরণে রাখলে তার জন্য ইহসান করা সহজ হয়ে যায়; আর তা হলো নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) থেকে প্রমাণিত তাঁর এই বাণী: "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ায়, আল্লাহ তার প্রয়োজনে পাশে থাকেন।" আর আপনার কী ধারণা যখন আল্লাহ স্বয়ং আপনার প্রয়োজনে পাশে থাকবেন? কাজগুলো কি তখন

বাধাগ্রস্ত হবে? উত্তর হলো: না, আল্লাহ যদি আপনার প্রয়োজনে পাশে থাকেন, তবে তিনি আপনার প্রয়োজনে আপনাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করবেন; আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তা অবশ্যই সহজ হয়ে যাবে। সুতরাং আপনি যখনই...

(ص: 295) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

كنت في حاجة أخيك كان الله في حاجتك فأكثر من المعروف أكثر من الإحسان ولا تحقرن شيئاً ولو كان قليلاً قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة أي لا تحقر ولو هذا الشيء القليل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن سليم: وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف لها قال: لا تحقرن من المعروف شيئاً بين أن من المعروف أن تلقي أخاك بوجه طلق لا معبس ولا مكفهر بل يكون منبسطاً وذلك لأن هذا يدخل السرور على أخيك وكل أدخل السرور على أخيك فإنه معروف وإحسان والله يحب المحسنين وهذا لا شك أنه خير إلا أنه في بعض الأحيان قد يكون المرء الذي يخاطبك من المصلحة ألا تلقاه بوجه منبسط كأن يكون قد فعل شيئاً لا يحمد عليه فلا تلقه بوجه منبسط تعزيراً له لأجل أن يرتدع ويتأدب ولكل مقام مقال ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرفع إزاره إلي نصف الساق فإن أبي فإلى الكعبين وهذا يدل على أن رفع الإزار إلى نصف الساق أفضل ولكن لا حرج أن ينزل إلى الكعبين وذلك لأن هذا من باب

আপনি যখন আপনার ভাইয়ের প্রয়োজনে সচেষ্টিত থাকেন, তখন আল্লাহ আপনার প্রয়োজনে থাকেন। অতএব, আপনি সৎকাজ ও মহানুভবতা অধিক মাত্রায় করুন এবং কোনো বিষয়কেই সামান্য মনে করে অবজ্ঞা করবেন না, তা যৎসামান্য হলেও। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "কোনো প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীর দেওয়া উপঢৌকনকে তুচ্ছজ্ঞান না করে, তা যদি একটি বকরীর পায়ের খুরও হয়।" অর্থাৎ এই যৎসামান্য বস্তুটিকেও যেন অবজ্ঞা করা না হয়। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাবির ইবনে সুলাইমকে বললেন: "তোমার ভাইয়ের সাথে প্রফুল্ল চিত্তে কথা বলাও সৎকাজের অন্তর্ভুক্ত।" যখন তিনি বললেন: "সৎকাজের কোনো কিছুই তুচ্ছজ্ঞান করো না", তখন তিনি স্পষ্ট করে দিলেন যে, হাসিমুখে ও প্রফুল্ল চিত্তে ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করা সৎকাজেরই অংশ—দ্রুত বা বিমর্ষ বদনে নয়, বরং প্রফুল্ল চিত্তে। কেননা, এটি আপনার ভাইয়ের মনে আনন্দ দান করে। আর আপনার ভাইকে আনন্দ দেয় এমন প্রতিটি কাজই সৎকাজ ও ইহসান হিসেবে গণ্য, আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন। নিঃসন্দেহে এটি কল্যাণকর; তবে ক্ষেত্রবিশেষে আপনার সাথে কথোপকথনকারী ব্যক্তির সাথে প্রফুল্ল চিত্তে সাক্ষাৎ না করাই শ্রেয় হতে পারে—যেমন সে যদি এমন কোনো কাজ করে থাকে যা প্রশংসনীয় নয়। সেক্ষেত্রে তাকে প্রশ্ন না দেওয়ার উদ্দেশ্যে আপনি হাসিমুখে সাক্ষাৎ করবেন না, যাতে সে তা থেকে বিরত হয় এবং শিষ্টাচার শিক্ষা করে। বস্তুত প্রতিটি পরিস্থিতির জন্য রয়েছে যথোপযুক্ত কর্মপন্থা। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার পরিধেয় বস্ত্র (ইজার) নলার অর্ধাংশ পর্যন্ত উঁচু রাখার নির্দেশ দিলেন; আর যদি সে তাতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে টাখনু পর্যন্ত। এটি নির্দেশ করে যে, ইজার নলার অর্ধেক পর্যন্ত উঁচু রাখা উত্তম, তবে টাখনু পর্যন্ত নামানোতে কোনো দোষ নেই। কারণ এটি মূলত...

(ص: 296) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الرخصة وليس بلام أن يرفع الإنسان إزاره إلى نصف الساق أو يرى أن ذلك حتم عليه وأن الذي لا يرفع قد خالف السنة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فإن أبيت إلى الكعبين ولم يقل فإن أبيت فعليك كذا وكذا من الوعيد فدل ذلك على أن الأمر في هذا واسع وقد مر علينا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى

الله عليه وسلم إن أحد شقي إزارني يسترخي علي إلا أن أتعاهده وقلنا إن هذا يدل على أن إزار أبي بكر رضي الله عنه كان نازلا عن نصف الساق وأن هذا لا بأس به فلا ينبغي للإنسان أن يشدد على نفسه أو على الناس بحيث يرى أنه لزام عليه أن يجعل سرواله أو ثوبه أو (مشلحه) إلى نصف الساق فالأمر في هذا واسع هو سنة ولكن مع ذلك الأمر فيه واسع والله الحمد بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن سليم من البخيلة يعني أن يختال في مشيته أو ثوبه أو عبامته أو (مشلحه) أو كلامه أو أي شيء يفعل خيلاء فإن الله لا يحب ذلك {إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} فالإنسان ينبغي له أن يكون متواضعا دائما في لباسه ومشيته وهيئته وكل أحواله لأن من تواضع لله رفعه الله فهذه الآداب التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم على آله وسلم أمته ينبغي للإنسان أن

এটি একটি শিথিলতা মাত্র; একজন মানুষের জন্য তার লুঙ্গি (ইজার) নলার অর্ধেক পর্যন্ত উঠানো আবশ্যিক নয়, কিংবা এটি মনে করাও ঠিক নয় যে এটি তার জন্য অবধারিত এবং যে ব্যক্তি তা করবে না সে সুন্নাহর বিরোধিতা করল। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যদি তুমি তা (অর্ধেক নলা পর্যন্ত উঠাতে) অস্বীকার করো, তবে টাখনু পর্যন্ত রাখো।" তিনি এটি বলেননি যে, "যদি তুমি অস্বীকার করো তবে তোমার জন্য অমুক অমুক শাস্তি বা হুঁশিয়ারি রয়েছে।" এটি প্রমাণ করে যে, এ বিষয়ে প্রশস্ততা রয়েছে। ইতিপূর্বে আমাদের নিকট অতিক্রান্ত হয়েছে যে, আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন: "আমার ইজারের একপাশ ঝুলে নিচে নেমে যায় যদি না আমি তা বারবার টেনে ঠিক করি।" আমরা বলেছি যে, এটি প্রমাণ করে যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইজার নলার অর্ধেকের নিচে ছিল এবং এতে কোনো সমস্যা নেই। সুতরাং কোনো মানুষের জন্য নিজের ওপর বা অন্য মানুষের ওপর এতটা কড়াকড়ি করা উচিত নয় যে, সে মনে করবে যে তার পায়জামা, পোশাক বা চাদর নলার অর্ধেক পর্যন্ত রাখা তার জন্য আবশ্যকীয়। এ বিষয়ে অবকাশ রয়েছে, এটি সুন্নাহ ঠিকই, তবে এ ব্যাপারে প্রশস্ততা রয়েছে। আর আল্লাহর প্রশংসা যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ক্ষেত্রে শিথিলতা বা অনুমতি দিয়েছেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাবির ইবনে সুলাইমকে অহংকার

(মাখিলাহ) থেকে সতর্ক করেছেন। এর অর্থ হলো—নিজের চলনবলন, পোশাক, পাগড়ি, চাদর, কথাবার্তা বা যেকোনো কাজে দস্ত প্রদর্শন করা। কারণ আল্লাহ তাআলা তা পছন্দ করেন না; যেমন ইরশাদ হয়েছে: "নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দাস্তিক ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না।" অতএব মানুষের জন্য উচিত হবে সর্বদা তার পোশাকে, চলনভঙ্গিতে, বেশভূষায় এবং সর্বাবস্থায় বিনয়ী থাকা। কারণ যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে যে শিষ্টাচারগুলো শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষের উচিত সেগুলো...

(ম: 297) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

يَتَأَدَّبُ بِهَا لِأَنَّهُ يَحْصُلُ عَلَى أَمْرَيْنِ أَوَّلًا: امْتِثَالُ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} ثَانِيًا: التَّحْلِي بِحَسَنِ الْخَلْقِ مِنْ خِلَالِ التَّأَدُّبِ بِهَذِهِ الْأَدَابِ الرَّاقِيَةِ الَّتِي لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَ الْبَشَرِ أَنْ يُوْجِهَ النَّاسَ إِلَى آدَابٍ مِثْلَهَا أَبَدًا لِأَنَّ الْأَدَابَ الَّتِي جَاءَ بِهَا الشَّرْعُ هِيَ خَيْرُ الْأَدَابِ ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَإِنْ أَمْرٌ شَتَمَكَ وَغَيْرِكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تَعِيرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فَإِنَّمَا وَبَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْفو وَيَصْفَحَ وَلَا يَجْعَلَ كُلَّ كَلِمَةٍ يَسْمَعُهَا مَقْيَاسًا لَهُ فِي الْحُكْمِ عَلَى النَّاسِ تَغَاضٍ عَنِ الشَّيْءِ وَاعْفُ وَاصْفَحْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَيُثِيبُهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَأَنْتَ إِذَا عِيرْتَهُ أَوْ سَبَبْتَهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ طَالَ النِّزَاعُ وَرَبَّمَا حَصَلَ بِذَلِكَ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ فَإِذَا كَفَفْتَ وَسَكَتَ هَدَأَتِ الْأُمُورَ وَهَذَا شَيْءٌ مُجْرِبٌ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا سَابَ أَحَدًا قَدْ سَبَّهُ طَالَ السَّبَابُ بَيْنَهُمَا وَحَصَلَ تَفَرُّقٌ وَتَبَاغُضٌ وَإِذَا سَكَتَ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَنْفَعُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي وَصْفِ عِبَادِ الرَّحْمَنِ {وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا} يَعْنِي قَالُوا قَوْلًا يَسْلُمُونَ بِهِ إِمَّا

তিনি এই শিষ্টাচারগুলো আয়ত্ত করবেন, কারণ এর মাধ্যমে দুটি বিষয় অর্জিত হয়। প্রথমত: নবী করীম (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)-এর নির্দেশ পালন। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: "আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়।" দ্বিতীয়ত: এই উচ্চাঙ্গের শিষ্টাচারগুলো অনুসরণের মাধ্যমে উত্তম চরিত্রের ভূষণে ভূষিত হওয়া, যার সমতুল্য কোনো শিষ্টাচারের দিকে পৃথিবীর কোনো মানুষ কখনোই মানুষকে দিকনির্দেশনা দিতে সক্ষম নয়। কারণ শরীয়ত যে শিষ্টাচারসমূহ নিয়ে এসেছে, তা-ই হলো সর্বোত্তম শিষ্টাচার। অধিকন্তু, নবী করীম (তাঁর ওপর এবং তাঁর পরিবারের ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) এরশাদ করেছেন: "যদি কোনো ব্যক্তি তোমাকে গালি দেয় এবং তোমার কোনো দোষ যা সে জানে তা নিয়ে তোমাকে বিদ্রূপ করে, তবে তুমি তাকে তার সেই দোষ নিয়ে বিদ্রূপ করো না যা তুমি তার সম্পর্কে জানো; কেননা এর অশুভ পরিণতি কেবল তার ওপরই বর্তাবে।" এর তাৎপর্য হলো, মানুষের উচিত ক্ষমা ও মার্জনা করা এবং শোনা প্রতিটি কথাতে মানুষের ওপর বিচার করার মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ না করা। কোনো বিষয়কে উপেক্ষা করুন, ক্ষমা করুন এবং উদারতা প্রদর্শন করুন; কারণ মহান আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীলদের ভালোবাসেন এবং এর জন্য তাদের পুরস্কৃত করেন। আপনি যদি তাকে বিদ্রূপ করেন অথবা তার দোষ ধরে তাকে গালি দেন যা আপনি জানেন, তবে বিবাদ দীর্ঘায়িত হবে এবং এর ফলে শত্রুতা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু আপনি যদি নিবৃত্ত থাকেন এবং নীরবতা অবলম্বন করেন, তবে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে যাবে। এটি একটি পরীক্ষিত বিষয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি তাকে গালি প্রদানকারীকে পাল্টা গালি দেয়, তবে তাদের মধ্যে গালিগালাজ দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং এর ফলে বিচ্ছিন্নতা ও পারস্পরিক ঘৃণা জন্ম নেয়। আর যদি সে চুপ থাকে, তবে তা অধিকতর কল্যাণকর হতে পারে, যেমন মহান আল্লাহ তায়ালা 'রাহমান'-এর বান্দাদের গুণাবলী বর্ণনায় বলেছেন: "এবং যখন মূর্খরা তাদেরকে সম্বোধন করে, তখন তারা বলে 'সালাম'।" অর্থাৎ, তারা এমন কথা বলে যার মাধ্যমে তারা বিবাদ থেকে নিরাপদ থাকে, হয়...

أَن يَقُولُوا مِثْلًا: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا أَعْرَضَ عَنْ هَذَا أَتَرَكَ الْكَلَامَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} {خذ العفو} يعني ما عفى وسهل من أخلاق الناس ولا ترد من الناس أن يكونوا على أكمل حال بالنسبة لك الناس ليسوا على هواك لكن خذ منهم ما عفى وما سهل وما صعب فلا تطلبه ولهذا قال: {وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} الجاهل إذا سأك أو شتمك أو ما أشبه ذلك فأعرض عنه فإن هذا هو الخير وهو المصلحة والمنفعة

797 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ فذهب وتوضأ ثم جاء، فقال اذهب وتوضأ فقال له رجل: يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم

তারা যেমন বলবে: উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন, এটি বর্জন করুন, কথা বন্ধ করুন এবং এ জাতীয় শব্দ। আর মহান আল্লাহ বলেছেন: {আপনি ক্ষমাশীলতা অবলম্বন করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং জ্ঞানহীনদের এড়িয়ে চলুন}। {ক্ষমাশীলতা অবলম্বন করুন} এর অর্থ হলো মানুষের আচরণের মধ্য থেকে যা সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত তা গ্রহণ করুন এবং আপনার প্রতি তাদের আচরণ একদম নিখুঁত হবে এমন প্রত্যাশা করবেন না। মানুষ আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী চলবে না, বরং তাদের থেকে যা সহজ ও স্বাভাবিক তা গ্রহণ করুন এবং যা কঠিন তা দাবি করবেন না। আর এ কারণেই তিনি বলেছেন: {এবং সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং জ্ঞানহীনদের এড়িয়ে চলুন}। কোনো মূর্খ ব্যক্তি যদি আপনাকে গালি দেয় কিংবা মন্দ কথা বলে বা এ জাতীয় কিছু করে, তবে তাকে এড়িয়ে চলুন; কেননা এটাই কল্যাণকর এবং এতেই রয়েছে হিত ও উপকার।

৭৯৭ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি লুঙ্গি ঝুলিয়ে (টাখনুর নিচে) সালাত আদায় করছিলেন, এমতাবস্থায় আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন: "যাও এবং অজু করো।" অতঃপর সে গিয়ে অজু করে ফিরে এল। তিনি আবারও বললেন: "যাও এবং অজু করো।" তখন এক ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহর রাসূল!

আপনি তাকে অজু করার আদেশ দিলেন কেন এবং এরপর নীরব হলেন কেন? তিনি বললেন: "সে লুঙ্গি ঝুলিয়ে (টাখনুর নিচে রেখে) সালাত আদায় করছিল, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে রাখা ব্যক্তির সালাত কবুল করেন না।" এটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী এর সনদ সহিহ।

(ص: 299) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

[الشَّرْحُ]

في الأحاديث السابقة بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه ولا يكلمه يوم القيامة ولا يزيكه وله عذاب أليم وأن ما أسفل من الكعبين ففي النار وبيننا أن هذا من كبائر الذنوب وأنه لا يحل للإنسان أن يلبس ثوباً نازلاً عن الكعب وأما ما كان على حذاء الكعب يعني على وزن الكعب فلا بأس به وكذلك ما ارتفع إلى نصف الساق فبما بين نصف الساق إلى الكعب كله من الألبسة المرخص فيها والإنسان في حل وفي سعة إذا لبس إزاراً أو سروالاً أو قميصاً أو (مشلحاً) يكون فيما بين ذلك وأما ما نزل عن الكعب فحرام بكل حال بل هو من كبائر الذنوب ثم اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو صلى الإنسان وهو مسبل يعني قد نزل ثوبه أو سرواله أو إزاره أو (مشلحه) الذي يستر ولا يشف اختلف في هذا أهل العلم هل تصح صلاته أو لا تصح؟ فمن العلماء من قال إنها لا تصح صلاته لأنه لبس ثوباً محرماً والله سبحانه وتعالى إنما أباح لنا أن نلبس ما أحل لنا فإن قوله: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

[ব্যখ্যা]

পূর্ববর্তী হাদীসসমূহে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি অহংকারবশত নিজের কাপড় (মাটির ওপর) টেনে নিয়ে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না, তার সাথে কথা বলবেন না এবং তাকে পবিত্র করবেন না; আর তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর টাখনুর নিচে কাপড়ের যে অংশ থাকবে তা জাহান্নামে যাবে। আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, এটি কবীরা গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং কোনো ব্যক্তির জন্য টাখনুর নিচে কাপড় পরা বৈধ নয়। আর যা টাখনু বরাবর থাকে অর্থাৎ টাখনুর সমান্তরালে থাকে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। তেমনিভাবে যা অর্ধ-গোছা পর্যন্ত উঁচুতে থাকে তাও বৈধ। সুতরাং অর্ধ-গোছা থেকে টাখনু পর্যন্ত পুরো অংশই অনুমোদিত পোশাকের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ যখন লুঙ্গি, পায়জামা, কামিজ বা চাদর পরিধান করে যা এই সীমানার মধ্যে থাকে, তখন সে অবকাশ ও প্রশস্ততার মধ্যে থাকে। কিন্তু যা টাখনুর নিচে নেমে যায়, তা সর্বাবস্থায় হারাম; বরং তা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর ওলামায়ে কেরাম (আল্লাহ তাঁদের ওপর রহম করুন) ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে মতভেদ করেছেন, যে ব্যক্তি কাপড় ঝুলিয়ে (ইসবাল করে) সালাত আদায় করে—অর্থাৎ যার জামা, পায়জামা, লুঙ্গি বা চাদর (যা শরীর আবৃত করে এবং স্বচ্ছ নয়) টাখনুর নিচে ঝুলে থাকে। আলেমগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন যে, তার সালাত কি সহীহ হবে না কি হবে না? আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন যে, তার সালাত সহীহ হবে না; কারণ সে একটি হারাম পোশাক পরিধান করেছে। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জন্য কেবল তা-ই পরিধান করা বৈধ করেছেন যা তিনি আমাদের জন্য হালাল করেছেন। কেননা তাঁর বাণী হলো: "হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় তোমাদের সৌন্দর্য (পোশাক) গ্রহণ করো।"

(ص: 300) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

يعني ثيابكم يريد بها ما أباح لنا وما أحله لنا وأما ما حرمه علينا فلسنا مأمورين به بل نحن منهيون عنه واستدل الذين يقولون: إن الله لا يقبل صلاته إذا أسبل بهذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى

مسبلاً فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم رجع فقال: اذهب فتوضأ ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضأ؟ قال: إنه يصلي وهو مسبلاً إزاره وإن الله لا يقبل صلاة مسبلاً وهذا نص صريح في أن الله لا يقبل صلاة المسبلاً يعني فتكون صلاته فاسدة ويلزم بإعادتها والمؤلف يقول رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم ولكن هذا فيه نظر فإن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحيح من أقوال العلماء أن صلاة المسبلاً صحيحة ولكنه آثم ومثل ذلك أيضاً من لبس ثوباً محرماً عليه كثوب سرقه الإنسان فصلى به أو ثوب فيه تصاوير فيه صليب مثلاً أو فيه صور حيوان فكل هذا يحرم لبسه في الصلاة وفي خارج الصلاة فإذا صلى الإنسان في مثل هذا فالصلاة صحيحة لكنه آثم بلبسه هذا هو القول الراجح في هذه المسألة لأن النهي هنا ليس نهياً خاصاً بالصلاة فلبس الثوب المحرم عام في الصلاة وغيرها فلا

অর্থাৎ তোমাদের পোশাক বলতে তিনি বুঝিয়েছেন যা তিনি আমাদের জন্য বৈধ ও হালাল করেছেন। আর যা তিনি আমাদের জন্য হারাম করেছেন, তা পরিধানের নির্দেশ আমাদের দেওয়া হয়নি, বরং তা থেকে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে। যারা বলেন যে, কাপড় টাখনুর নিচে ঝুলালে আল্লাহ তাআলা তার সালাত কবুল করেন না, তারা গ্রন্থকার কর্তৃক বর্ণিত আবু হুরায়রা (রা.)-এর এই হাদিসটি দ্বারা দলিল পেশ করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে সালাত আদায় করতে দেখে তাকে বললেন: "যাও, ওজু করো।" সে গিয়ে ওজু করে ফিরে এলে তিনি পুনরায় বললেন: "যাও, ওজু করো।" এরপর এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তাকে কেন ওজু করার নির্দেশ দিলেন?" তিনি বললেন: "সে তার লুঙ্গি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে সালাত আদায় করছিল, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে সালাত আদায়কারীর সালাত কবুল করেন না।" এটি একটি সুস্পষ্ট দলিল যে, আল্লাহ তাআলা টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে সালাত আদায়কারীর সালাত কবুল করেন না। অর্থাৎ, এর ফলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে এবং তা পুনরায় আদায় করা আবশ্যিক হবে। গ্রন্থকার বলেছেন যে, এটি ইমাম আবু দাউদ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে

এ বিষয়ে আপত্তির অবকাশ রয়েছে, কারণ হাদিসটি দুর্বল; এটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত নয়। আলেমদের বিশুদ্ধ অভিমত হলো, টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে সালাত আদায় করলে সালাত সহিহ হবে, তবে সে গুনাহগার হবে। ঠিক তেমনিভাবে কেউ যদি কোনো হারাম কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করে, যেমন—চুরি করা কাপড় অথবা এমন কাপড় যাতে কোনো ত্রুশ বা প্রাণীর ছবি রয়েছে। এই সব কিছুই সালাতের ভেতর এবং বাইরে পরিধান করা হারাম। অতএব, কোনো ব্যক্তি যদি এমন পোশাকে সালাত আদায় করে, তবে তার সালাত সহিহ হবে, কিন্তু তা পরিধান করার কারণে সে গুনাহগার হবে। এই মাসআলায় এটিই অগ্রগণ্য মত; কারণ এখানে নিষেধাজ্ঞাটি কেবল সালাতের সাথে নির্দিষ্ট নয়। বরং হারাম পোশাক পরিধান করা সালাত এবং সালাতের বাইরে সব অবস্থাতেই নিষিদ্ধ, সুতরাং...

(ص: 301) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

يختص بها فلا يبطلها هذه هي القاعدة التي أخذ بها جمهور العلماء رحمهم الله وهي القاعدة الصحيحة وهذا الحديث لو صح لكان فاصلاً للنزاع لكنه ضعيف فمن ضعفه قال صلاة المسبل صحيحة ومن صححه قال صلاة المسبل غير صحيحة وعلى كل حال فإن الإنسان يجب عليه أن يتقي الله عز وجل وألا يتخذ من نعمته وسيلة لغضبه والعياذ بالله فإن من بارز الله بالعصيان وقيل له: إن الثواب النازل عن الكعب حرام ومن كبائر الذنوب ولكنه لم يبال بهذا فهذا استعان بنعمة الله على معصية الله نسأل الله العافية

798 - وعن قيس بن بشر التغلبي قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل ابن الحنظلية وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس إنما هو صلاة فإذا فرغ هو تسبيح وتكبير حتى

يأتي أهله فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء كربة تنفعنا ولا تضرك
قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت فجاء رجل منهم فجلس في
المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل إلى جنبه لو
رأيتنا حين التقينا نحن

যাতে তা বিশিষ্ট হয়, সুতরাং তা সেটিকে বাতিল করবে না। এটিই সেই মূলনীতি যা জমহুর ওলামায়ে কেরাম (আল্লাহ তাঁদের ওপর রহম করুন) গ্রহণ করেছেন এবং এটিই সঠিক মূলনীতি। আর এই হাদিসটি যদি সহিহ হতো, তবে তা বিবাদের চূড়ান্ত মীমাংসাকারী হতো, কিন্তু এটি যয়িফ। সুতরাং যারা এটিকে যয়িফ বলেছেন, তাঁদের মতে মুসবিলের (টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারী) সালাত সহিহ। আর যারা এটিকে সহিহ বলেছেন, তাঁদের মতে মুসবিলের সালাত সহিহ নয়। তবে যে কোনো অবস্থাতেই মানুষের জন্য আবশ্যক হলো আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লাকে ভয় করা এবং তাঁর নেয়ামতকে তাঁর ক্রোধ অর্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ না করা—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। কেননা যে ব্যক্তি অবাধ্যতার মাধ্যমে আল্লাহর মোকাবিলা করে এবং তাকে বলা হয় যে, টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা হারাম এবং এটি কবিরাত গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সে এতে লক্ষ্যপ করে না, তবে সে আল্লাহর অবাধ্যতায় আল্লাহর নেয়ামতকেই ব্যবহার করল। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

৭৯৮ - কায়স ইবনে বিশর আত-তাগলিবি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন—যিনি আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সহচর ছিলেন—তিনি বলেন: দামেস্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে সাহল ইবনুল হানজালিয়া নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন নিভৃতচারী মানুষ, খুব কমই মানুষের সাথে বসতেন। তাঁর কাজ ছিল কেবল সালাত আদায় করা এবং যখন তিনি সালাত শেষ করতেন তখন থেকে নিজ পরিবারে পৌঁছানো পর্যন্ত কেবল তাসবিহ ও তাকবির পাঠ করতেন। একদা তিনি আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যখন আমরা আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তখন আবু দারদা তাঁকে বললেন, আমাদের এমন একটি কথা বলুন যা আমাদের উপকারে আসবে এবং আপনার কোনো ক্ষতি করবে না। তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ছোট সেনাদল প্রেরণ করেছিলেন। তারা ফিরে আসার পর তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে বসল এবং

তার পাশের একজনকে বলল, আপনি যদি আমাদের দেখতেন যখন আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল তখন আমরা...

(ص: 302) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

والعدو فحمل فلان فطعن فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأساً، فتنازعا حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله؟ لا بأس أن يؤجر ويحمد فرأيت أبا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: نعم فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه قال فمر بنا يوماً آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كاللباسط يده بالصدقة لا يقبضها ثم مر بنا يوماً آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جنته وإسبال إزاره فبلغ ذلك خريماً فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جنته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه ثم مر بنا يوماً آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رجالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش

...এবং শত্রুর মোকাবিলা করা হলো। তখন অমুক ব্যক্তি আক্রমণ করে বর্শা বিদ্ধ করল এবং বলল: "এটি আমার পক্ষ থেকে গ্রহণ করো, আমি গিফারী যুবক।" (সে ব্যক্তি) জিজ্ঞেস করল: তার এই উক্তির বিষয়ে আপনার অভিমত কী? তিনি বললেন: "আমি মনে করি তার সওয়াব বা

প্রতিদান বিনষ্ট হয়ে গেছে।" অন্য একজন তা শুনে বললেন: "আমি এতে কোনো সমস্যা দেখি না।" অতঃপর তারা বিতর্কে লিপ্ত হলেন, এমনকি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা শুনতে পেলেন এবং বললেন: "সুবহানাল্লাহ! এতে কোনো বাধা নেই যে সে প্রতিদানও লাভ করবে এবং প্রশংসিতও হবে।" আমি দেখলাম আবু দৌরদা এতে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং তার দিকে মস্তক উত্তোলন করে বলতে লাগলেন: "আপনি কি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট থেকে এটি শুনেছেন?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ।" তিনি কথাটি বারবার শুনতে চাচ্ছিলেন, এমনকি আমার মনে হচ্ছিল তিনি হয়তো (আনন্দে) তার হাঁটুর ওপর ঝুঁকে পড়বেন।

বর্ণনাকারী বলেন, একদিন তিনি পুনরায় আমাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আবু দৌরদা তাকে বললেন: "আমাদের এমন একটি কথা বলুন যা আমাদের উপকারে আসবে এবং আপনার কোনো ক্ষতি করবে না।" তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের বলেছেন: "ঘোড়ার পেছনে ব্যয়কারী ব্যক্তি সেই দাতার মতো যে সদকার জন্য হস্ত প্রসারিত করেছে এবং তা আর গুটিয়ে নেয় না।"

অতঃপর অন্য একদিন তিনি পুনরায় আমাদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় আবু দৌরদা তাকে বললেন: "আমাদের এমন একটি কথা বলুন যা আমাদের উপকারে আসবে এবং আপনার কোনো ক্ষতি করবে না।" তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "খুরাইম আল-আসাদী কতই না উত্তম ব্যক্তি হতেন যদি না তার বাবরি চুল দীর্ঘ হতো এবং তিনি তার পরিধেয় বস্ত্র (লুঙ্গি) টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরিধান করতেন।" খুরাইমের নিকট এই সংবাদ পৌঁছালে তিনি ত্বরিত একটি ধারালো অস্ত্র নিয়ে তার বাবরি চুল কান বরাবর কেটে ছোট করলেন এবং তার পরিধেয় বস্ত্র নলার অর্ধেক পর্যন্ত উঁচু করলেন।

অতঃপর অন্য একদিন তিনি আবার আমাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আবু দৌরদা তাকে বললেন: "আমাদের একটি কথা বলুন যা আমাদের উপকারে আসবে এবং আপনার কোনো ক্ষতি হবে না।" তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের ভাইদের নিকট উপস্থিত হতে যাচ্ছ; সুতরাং তোমরা তোমাদের বাহনসমূহ ও পোশাক-পরিচ্ছদ পরিপাটি করো, যেন মানুষের মাঝে তোমাদের একটি সৌন্দর্যের চিহ্নের (তিল) মতো পরিচ্ছন্ন দেখায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ অশ্লীলতা ও কদর্যতা পছন্দ করেন না।"

رواه أبو داود بإسناد حسن إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه وقد روي له مسلم

[الشَّرْحُ]

في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف في قصة ابن الحنظلة رضي الله عنه عبر وفوائد حيث كان رجلاً يحب التفرد ما هو إلا صلاة ثم تسبيح ثم في شأن أهله يعني أنه لا يحب أن يذهب عمره سدى مع الناس في القيل والقال والكلام الفارغ الذي ليس فيه فائدة يصلي ويسبح ويكون في أهله فمر ذات يوم بأبي الدرداء رضي الله عنه وهو جالس مع أصحابه فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه كلمة تنفعنا ولا تضرك يعني أعطنا كلمة أو قل لنا كلمة تنفعنا ولا تضرك فذكر ابن الحنظلية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث سرية ثم قدمت السرية والسرية يعني الجيش القليل أقل من أربعائة نفر، يذهبون يقاتلون الكفار إذا لم يسلبوا فقدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فجلس أحدهم في المكان الذي يجلس فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وجعل يتحدث عن السرية وما صنعتها وذكر رجلاً رامياً يرمي ويقول: خذها وأنا الغلام الغفاري يفتخر

আবু দাউদ এটি একটি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন, তবে কায়স ইবনে বিশর ব্যতীত, যার নির্ভরযোগ্যতা ও দুর্বলতা নিয়ে মতভেদ রয়েছে এবং ইমাম মুসলিম তার থেকে বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাক্য]

ইবনুল হানজালিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঘটনায় লেখক যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তাতে অনেক শিক্ষা ও উপকারিতা রয়েছে। কারণ তিনি এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি নির্জনতা পছন্দ

করতেন; তাঁর কাজ ছিল কেবল সালাত আদায় করা, এরপর তাসবীহ পাঠ করা এবং এরপর পরিবারের সাথে সময় কাটানো। অর্থাৎ তিনি মানুষের সাথে বৃথা আলাপ-আলোচনা এবং অর্থহীন কথাবার্তায় তাঁর জীবন অপচয় করতে পছন্দ করতেন না যাতে কোনো ফায়দা নেই। তিনি সালাত আদায় করতেন, তাসবীহ পাঠ করতেন এবং নিজ পরিবারের সাথে থাকতেন। একদিন তিনি আবু দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যখন তিনি তাঁর সঙ্গীদের সাথে বসা ছিলেন। আবু দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেন, "আমাদের এমন একটি কথা বলুন যা আমাদের উপকারে আসবে এবং আপনার কোনো ক্ষতি করবে না।" অর্থাৎ আমাদের একটি উপদেশ দিন বা এমন কিছু বলুন যা আমাদের উপকারে আসবে কিন্তু আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। তখন ইবনুল হানজালিয়া উল্লেখ করলেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম) একটি সারিয়্যাহ পাঠিয়েছিলেন, অতঃপর সেই সারিয়্যাহ ফিরে আসে। সারিয়্যাহ বলতে সেই ক্ষুদ্র বাহিনীকে বোঝায় যাদের সংখ্যা চারশ'র কম হয়, যারা কাফিররা ইসলাম গ্রহণ না করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যায়। তারা নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর কাছে ফিরে এলে তাদের একজন রাসূল (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর বসার স্থানে বসলেন এবং সারিয়্যাহ ও তাদের যুদ্ধাভিযান সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন। তিনি একজন তীরন্দাজের কথা উল্লেখ করলেন যিনি তীর নিক্ষেপ করছিলেন এবং গর্ব করে বলছিলেন: "এটি গ্রহণ করো, আমি গিফারি যুবক।"

(ص: 304) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

والحرب لا بأس أن الإنسان يفتخر فيها أمام العدو ولهذا جاز للإنسان في مقابلة الأعداء أن يمشي الخيلاء وأن يتبخر في مشيته وأن يضع على عمامته ريش النعام وما أشبه ذلك مما يعد مفخرة لأن هذا يغيظ الأعداء وكل شيء يغيظ الكفار فلك فيه أجر عند الله حتى الكلام الذي يغيظ الكافر ويذله هو عز لك عند الله عز وجل وأجر هذا الغلام الغفاري كان يفتخر ويقول خذها يعني خذ الرمية وأنا الغلام

الغفاري فقال بعض الحاضرين بطل أجره لأنه افتخر إن الله لا يحب كل مختالٍ فخورٍ وهذا صحيح أن الله لا يحب كل مختالٍ فخورٍ إلا في الحرب فقال الآخر لا بأس في ذلك فصار بينهم كلام فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون فقال: سبحان الله يعني تنزيهاً لله عز وجل عن كل عيب ونقص لأن الله تعالى كامل الصفات من كل وجه ليس في علمه قصور ولا في قدرته قصور ولا في حكمته قصور ولا في عزته قصور كل صفاته جل وعلا كاملة من جميع الوجوه قال: سبحان الله يعني كيف تتنازعون في هذا؟ لا بأس أن يحمد ويؤجر يعني يجمع الله له بين خيري الدين والدنيا يحمد بأنه رجل شجاع رام وأنه يؤجر عند الله عز وجل فلا بأس في هذا

যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর সামনে মানুষের জন্য নিজের বীরত্ব ও শৌর্য প্রকাশ করাতে কোনো দোষ নেই। এজন্যই শত্রুর মোকাবিলা করার সময় দস্তভরে বা অহংকারভরে পথ চলা এবং নিজের পাগড়িতে উটপাখির পালক বা অনুরূপ কিছু লাগানো—যা বীরত্বের প্রতীক হিসেবে গণ্য হয়— তা মানুষের জন্য বৈধ করা হয়েছে। কারণ, এটি শত্রুদের মনে ক্ষোভ ও ত্রাসের সঞ্চার করে। আর কাফেরদের ক্রুদ্ধ করে এমন প্রতিটি কাজের জন্যই আল্লাহর নিকট তোমার জন্য প্রতিদান রয়েছে। এমনকি যে কথা কাফেরকে মর্মান্বিত ও লাঞ্ছিত করে, তা মহান আল্লাহর নিকট তোমার জন্য সম্মান ও সওয়াবের কারণ। এই গিফারি যুবকটি গর্ব করে বলছিলেন, "এটি গ্রহণ করো" অর্থাৎ এই তীরের আঘাতটি গ্রহণ করো, "আমি সেই গিফারি যুবক"। তখন উপস্থিতদের কেউ কেউ বললেন, তার সওয়াব নষ্ট হয়ে গেছে; কারণ সে অহংকার করেছে, আর মহান আল্লাহ তো কোনো দাস্তিক ও আত্মগর্বীকে পছন্দ করেন না। এটি সত্য যে, আল্লাহ কোনো দাস্তিক ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না, তবে যুদ্ধের ময়দান এর ব্যতিক্রম। অন্য পক্ষ বললেন, এতে কোনো দোষ নেই। এভাবে তাদের মধ্যে বাদানুবাদ শুরু হলো। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট আসলেন যখন তারা বিবাদে লিপ্ত ছিলেন। তিনি বললেন, "সুবহানাল্লাহ" (আল্লাহ অতি পবিত্র)। অর্থাৎ মহান আল্লাহকে সকল ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে পবিত্র ঘোষণা করা। কেননা মহান আল্লাহ সর্বতোভাবে পূর্ণাঙ্গ গুণাবলির অধিকারী। তাঁর জ্ঞানে কোনো সীমাবদ্ধতা নেই, তাঁর ক্ষমতায় কোনো দুর্বলতা নেই, তাঁর প্রজ্ঞায় কোনো ত্রুটি নেই এবং তাঁর মহিমাতেও কোনো ঘাটতি নেই। মহান রবের প্রতিটি গুণ সব দিক থেকেই পরিপূর্ণ।

তিনি বললেন, "সুবহানাল্লাহ", অর্থাৎ তোমরা এ বিষয়ে কেন বিবাদ করছ? সে প্রশংসিতও হবে এবং প্রতিদানও পাবে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তার জন্য দ্বীন ও দুনিয়া উভয় জগতের কল্যাণ একত্রিত করবেন; দুনিয়াতে সে একজন সাহসী বীর ও দক্ষ তীরন্দাজ হিসেবে প্রশংসিত হবে এবং পরকালে আল্লাহর নিকট এর সওয়াব লাভ করবে। সুতরাং এতে কোনো দোষ নেই।

(ص: 305) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وكان عامر بن الأكوع رضي الله عنه لما لحق القوم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع فلا بأس أن يفتخر الإنسان في حال الحرب بنفسه وقوته وعشيرته وما أشبه ذلك ومر ابن الحنظلية بأبي الدرداء يوماً آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرک يعني كلمة تنفعنا ولا تضرک فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المنفق على الخيل كاللباسط يده بالصدقة لا يقبضها لأن الخيل في ذلك الوقت هي المربوب الذي يركب به في الجهاد في سبيل الله والمنفق عليها كاللباسط يده بالصدقة لا يقبضها فيكون الإنفاق على الخيل من الصدقات لأنها تستعمل في الجهاد في سبيل الله ثم مر به مرة أخرى فقال: كلمة تنفعنا ولا تضرک فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أثني على رجل إلا أنه قال: لولا طول جمته وإسبال إزاره الجملة: الشعر يعني أنه عنده شيء من الخيلاء هذا الرجل قد أطال شعره وأطال ثوبه، فسبح الرجل بذلك فقص جمته حتى صارت إلى كتفه وقصر ثوبه

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমের বিন আল-আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন শত্রুদলকে মোকাবিলা করলেন, তখন তিনি বীরত্বগাথা পাঠ করছিলেন: "এটি গ্রহণ করো, আমি আকওয়ার পুত্র; আর আজকের দিনটি হলো হীনদের বিনাশের দিন।" সুতরাং

যুদ্ধের ময়দানে কোনো ব্যক্তির নিজ সত্তা, শক্তি, বংশ বা এই জাতীয় বিষয় নিয়ে গৌরব প্রকাশ করাতে কোনো বাধা নেই। অন্য একদিন ইবনুল হানজালিয়া আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আবু দারদা তাকে বললেন: "আমাদেরকে এমন একটি বাণী শোনান যা আমাদের উপকারে আসবে অথচ আপনার কোনো ক্ষতি করবে না।" অর্থাৎ এমন একটি কথা যা আমাদের জন্য কল্যাণবহু হবে। তখন তিনি তাকে অবহিত করলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "ঘোড়ার রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয়কারী ব্যক্তি সেই দাতার সদৃশ যে সদকা প্রদানের জন্য হাত প্রসারিত করে রেখেছে এবং তা গুটিয়ে নেয় না।" কেননা সেই সময়ে ঘোড়াই ছিল আল্লাহর পথে জিহাদের প্রধান বাহন। সুতরাং ঘোড়ার পেছনে ব্যয় করা সদকারই অন্তর্ভুক্ত, কারণ তা আল্লাহর পথে জিহাদে নিয়োজিত হয়। অতঃপর তিনি পুনরায় তার নিকট দিয়ে গমন করার সময় তিনি বললেন: "আমাদেরকে এমন একটি কথা বলুন যা আমাদের উপকারে আসবে কিন্তু আপনার কোনো ক্ষতি করবে না।" তখন তিনি তাকে জানালেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তির প্রশংসা করেছেন, তবে তিনি বলেছেন: "যদি তার মাথার চুল (জুম্মাহ) অধিক দীর্ঘ না হতো এবং পরিধেয় বস্ত্র ঝুলিয়ে না পরত!" জুম্মাহ অর্থ মাথার চুল; অর্থাৎ সেই ব্যক্তির মাঝে কিঞ্চিৎ অহমিকা বিদ্যমান ছিল যেহেতু সে তার চুল ও পোশাক দীর্ঘ করেছিল। লোকটি যখন এই কথা শুনতে পেলেন, তখন তিনি তার মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত ছেঁটে ফেললেন এবং পোশাকও খাটো করে নিলেন।

(ص: 306) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وفي هذا: دليل على أن طول الجمة يعني الشعر للرجال من المخيلة وأن الشعر للرجل لا يتجاوز الكتف أو شحمة الأذن أو ما أشبه ذلك لأن الذي يحتاج إلى التجميل بالرأس هي المرأة فإن المرأة هي التي تحتاج إلى التجميل وفي هذا إشارة إلى أن الرجل لا يجوز لهم أن يتشبهوا بالنساء في الشعر أو غير الشعر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء

بألرجال والله سبحانه وتعالى جعل الذكور جنسا والإناث جنسا وأحل لكل واحد منها ما يناسبه فلا يجوز أن يلحق الرجال بالنساء ولا أعلم أن أحدا من المسلمين ألحق النساء بالرجال في كل شيء لكن الكفار الذين انتكسوا ونكس الله فطرتهم وطبيعتهم هم اللذين يقدمون النساء ويقولون لا بد أن تشارك المرأة الرجل حتى لا يحصل فرق ولا شك أن هذا خلاف الفطرة التي جبل الله عليها الخلق وخلاف الشريعة التي جاءت بها الرسل فالنساء لهن خصائص والرجال لهم خصائص ثم إن الرجل سمع ذلك فقص جمته وفيه دليل على امتثال

আর এর মধ্যে এই প্রমাণ রয়েছে যে, পুরুষদের জন্য ‘জুম্মাহ’ তথা দীর্ঘ কেশরাজি রাখা লোক দেখানো বা অহমিকার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এবং পুরুষের চুল কাঁধ, কানের লতি বা অনুরূপ সীমানা অতিক্রম করা উচিত নয়। কেননা মস্তক সুশোভিত করার প্রয়োজনীয়তা কেবল নারীরই রয়েছে, মূলত নারীই হলো প্রসাধন ও সৌন্দর্যের মুখাপেক্ষী। আর এতে এই বিষয়ের ইঙ্গিত রয়েছে যে, পুরুষদের জন্য চুল বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা বৈধ নয়; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারীদের বেশধারী পুরুষদের এবং পুরুষদের বেশধারিণী নারীদের অভিশাপ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ পুরুষ ও নারী উভয়কে পৃথক জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেকের জন্য যা উপযুক্ত তা-ই বৈধ করেছেন। অতএব, পুরুষদের নারীদের সমপর্যায়ে নিয়ে আসা বৈধ নয়। আমার জানা মতে কোনো মুসলিম সকল বিষয়ে নারীকে পুরুষের সমান সাব্যস্ত করেনি; বরং সেইসব কাফির—যাদের স্বভাবজাত প্রকৃতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং আল্লাহ যাদের প্রকৃতিকে বিকৃত করে দিয়েছেন—তারাই মূলত নারীকে পুরুষের সামনে নিয়ে আসে এবং বলে যে, উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য না রাখার জন্য সবক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ আবশ্যিক। নিঃসন্দেহে এটি সেই স্বভাবজাত প্রকৃতির পরিপন্থী যার ওপর ভিত্তি করে আল্লাহ সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করেছেন এবং এটি রাসূলগণের আনীত শরীয়তেরও বিরোধী। বস্তুত নারীদের জন্য যেমন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে, পুরুষদের জন্যও রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। অতঃপর সেই ব্যক্তি যখন এটি শুনলেন, তখন তিনি তার লম্বা চুল কেটে ফেললেন এবং এর মধ্যে বিধান পালনের এক অনন্য নিদর্শন রয়েছে।

الصحابۃ رضي الله عنهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واسترشادهم بإرشاده وأنهم كانوا يتسابقون إلى تنفيذ ما يقول وهذا علامة الإيمان أما المتباطئ في تنفيذ أمر الله ورسوله، فإن فيه شبهاً من المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، تجده مثلاً يخبر عن حكم الله ورسوله في شيء، ثم يتباطأ ويتثاقل وكأنه وضع رأسه صخرة والعياذ بالله ثم يذهب إلى كل عالم لعله يجد رخصة مع أن العلماء قالوا إن تتبع الرخص من الفسق والعياذ بالله والمتتبع للرخص فاسق حتى إن بعضهم قال: إن من تتبع الرخص فقد تزندق أي صار زنديقاً فعلى الإنسان إذا بلغه أمر الله ورسوله من شخص يثق به في علمه وفي دينه ألا يتردد، وأقول في علمه ودينه لأن من الناس من هو دين ملتزم متق لكن ليس عنده علم، تجده يحفظ حديثاً من أحاديث الرسول ثم يقوم يتكلم في الناس وكأنه إمام من الأئمة، وهذا يجب الحذر منه ومن فتاواه، لأنه قد يخطئ كثيراً لقلة علمه ومن الناس من يكون عنده علم واسع لكن له هوى والعياذ بالله، يفتي الناس بما يرضى الناس لا بما يرضي الله، وهذا يسمى عالم الأمة.

فالعلماء ثلاثة أقسام: عالم دولة، وعالم أمة.

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশ পালনে এবং তাঁর নির্দেশনায় পরিচালিত হতে সদা সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরা তাঁর বাণী বাস্তবায়নে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন এবং এটিই ঈমানের অন্যতম নিদর্শন। পক্ষান্তরে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ পালনে যে ব্যক্তি মন্ব্রতা ও অলসতা প্রদর্শন করে, তার মাঝে মুনাফিকদের সাদৃশ্য বিদ্যমান; যারা যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন অলসভাবে দাঁড়ায়। আপনি তাকে দেখবেন যে, তাকে কোনো বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান সম্পর্কে অবহিত করা হলেও সে গড়িমসি ও টালবাহানা করে, যেন তার মস্তকে ভারী পাথর রাখা হয়েছে—আল্লাহ আমাদের হিফায়ত করুন। এরপর সে প্রত্যেক আলেমের কাছে ছুটে

বেড়ায় এই আশায় যে, যদি কোথাও কোনো শিথিলতা বা সহজ পথ খুঁজে পাওয়া যায়। অথচ ওলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, শিথিলতার অন্বেষণ করা ফাসেকীর পর্যায়ভুক্ত—আল্লাহ আমাদের আশ্রয় দান করুন। আর যে ব্যক্তি সর্বদা শিথিলতা ও সহজতা খুঁজে বেড়ায় সে ফাসেক। এমনকি কোনো কোনো আলেম বলেছেন: "যে ব্যক্তি সর্বদা রুখসত বা শিথিলতার অন্বেষণ করে, সে যিন্দীকে (ধর্মদ্রোহী) পরিণত হয়।" অতএব, কোনো ব্যক্তির নিকট যখন এমন কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির পক্ষ থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ পৌঁছাবে যার ইলম ও দ্বীনদারির ওপর তার পূর্ণ আস্থা রয়েছে, তখন তার আর দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। আমি 'ইলম ও দ্বীনদারি' কথাটি একারণেই বলছি যে, এমন কিছু লোক আছে যারা বাহ্যত দ্বীনদার ও পরহেযগার কিন্তু তাদের ইলম নেই। আপনি দেখবেন সে রাসূলের কোনো একটি হাদীস মুখস্থ করেই মানুষের মাঝে এমনভাবে বয়ান শুরু করে যেন সে বড় কোনো ইমাম। এ জাতীয় ব্যক্তি এবং তাদের ফতোয়া থেকে সতর্ক থাকা ওয়াজিব; কারণ ইলমের স্বল্পতার কারণে তারা প্রচুর ভুল করে থাকে। আবার কিছু মানুষ এমন আছে যাদের ইলম অত্যন্ত প্রশস্ত, কিন্তু তারা কুপ্রবৃত্তির অনুসারী—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। তারা মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য ফতোয়া প্রদান করে, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়। একে বলা হয় 'আলিমে উম্মাহ' (জনগণের আলেম)।

মূলত আলেমগণ তিন প্রকার: রাজকীয় আলেম এবং জনগণের আলেম।

(ص: 308) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

أما عالم الملة: فهو الذي ينشر دين الإسلام، ويفتي بدين الإسلام عن علم، ولا يبالي بما دل عليه الشرع أو افق أهواء الناس أم لم يوافق.
وأما عالم الدولة: فهو الذي ينظر ماذا تريد الدولة فيفتي بما تريد الدولة، ولو كان في ذلك تحريف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأما عالم الأمة: فهو الذي ينظر ماذا يرضى الناس، إذا رأى الناس على شيء أفقي بها يرضيهم، ثم يحاول أن يحرف نصوص الكتاب والسنة من أجل موافقة أهواء الناس نسأل الله أن يجعلنا من علماء الأمة العاملين بها فآلهم أن الإنسان يجب عليه ألا يغتر بدينه وألا يغتر، بل يكون مطمئناً حتى يجد من يثق به في علمه ودينه ويأخذ دينه منه كما قال أحد السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.

فهذا العلم دين وطريق إلى الله عز وجل، ثم إن هؤلاء المغرمين بالكفار، وتقليدهم والعياذ بالله تجدهم يقلدون الكفار في الملبس، فإذا جاءت هذه المجلات التي يسمونها البردة وغيرها اشتروها مباشرة وذهبوا بها إلى أهل البيت، وقالوا: انظروا إلى هذه الملبس، فتجد صوراً خليعة وألبسه مخالفة للشريعة، والنساء

আর ‘আলিমে মিল্লাত’ বা দ্বীনের আলিম হলেন তিনি, যিনি ইসলামের প্রচার করেন এবং ইলমের ভিত্তিতে ফতোয়া প্রদান করেন। শরীয়তের নির্দেশ মানুষের খেয়াল-খুশির অনুকূলে হোক বা প্রতিকূলে—এ ব্যাপারে তিনি বিন্দুমাত্র ঈক্ষিপ করেন না।

আর ‘আলিমে দাওলাহ’ বা রাষ্ট্রীয় আলিম হলেন তিনি, যিনি লক্ষ্য করেন রাষ্ট্র কী চায়, অতঃপর রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করেন; যদিও তাতে আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহর বিকৃতি ঘটে থাকে।

আর ‘আলিমে উম্মাহ’ বা জনমানুষের আলিম হলেন তিনি, যিনি মানুষ কিসে সন্তুষ্ট হবে তা লক্ষ্য করেন। তিনি যখন মানুষকে কোনো বিষয়ের ওপর লিপ্ত দেখেন, তখন তাদের সন্তুষ্টির নিরিখেই ফতোয়া প্রদান করেন; অতঃপর মানুষের খেয়াল-খুশির সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্যসমূহ বিকৃত করার অপচেষ্টা করেন। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এমন ‘আলিমে মিল্লাত’ হিসেবে কবুল করেন যারা তদনুযায়ী আমলকারী। সারকথা হলো, মানুষের জন্য আবশ্যিক হলো নিজের দ্বীন নিয়ে প্রতারিত বা বিভ্রান্ত না হওয়া, বরং সুস্থির থাকা—যতক্ষণ না সে এমন কাউকে খুঁজে পায় যার ইলম ও দ্বীনদারির ওপর সে আস্থা রাখতে পারে এবং যাঁর কাছ থেকে দ্বীন গ্রহণ করতে পারে। যেমনটি

জনৈক সালাফ (পূর্বসূরি) বলেছেন: “নিশ্চয়ই এই ইলম হলো দ্বীন, সুতরাং তোমরা লক্ষ্য করো কার নিকট থেকে তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ।”

মূলত এই ইলমই হলো দ্বীন এবং মহান আল্লাহর দিকে পৌঁছানোর পথ। অতঃপর যারা কাফিরদের প্রতি আসক্ত এবং তাদের অন্ধ অনুকরণে মত্ত—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—তাদের দেখা যায় পোশাক-পরিচ্ছদে কাফিরদের অনুকরণ করতে। যখন ‘বুর্দাহ’ বা এই জাতীয় ফ্যাশন ম্যাগাজিনগুলো আসে, তারা সেগুলো তৎক্ষণাৎ কিনে পরিবারের সদস্যদের নিকট নিয়ে যায় এবং বলে: “এই পোশাকগুলো দেখো।” অথচ সেখানে থাকে কুরাচিপূর্ণ ছবি এবং শরীয়ত পরিপন্থী পোশাক, আর মহিলারা...

(ম: 309) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

لقصرهن نظرا ونقصهن عقلا ودينا، إذا رأت شيئا يعجبها يمليه عليها هواها قالت لزوجها: أريد مثل هذا، أو ذهبت بنفسها إلى الخياط ليصنع لها مثل هذه الألبسة الفاضحة فيصبح الشعب المسلم في زيهِ كزي الشعب الكافر والعياذ بالله، وهذه مسألة خطيرة قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم ومن ذلك الآن ما تفعله النساء برؤوسهن، كان النساء إلى عهد قريب تفرح البرأة إذا طال شعرها، والخاطب إذا خطب امرأة كان يسأل عن شعرها أطويل هو أم قصير؟ أما الآن فصار الأمر بالعكس البرأة تقص رأسها حتى يكون قريبا من رأس الرجل أو مثل رأس الرجل نسأل الله العافية.

ثم بدأن أيضا يستعملن ما يسمى بالخنفسة، تجد البرأة تقص سواف رأسها مقدم الرأس والباقي يبقى مقصرا مشرفا، كل هذا تقليد، كل هذا بسبب الغفلة من الرجال عن النساء، والواجب أن تكون رجلا في بيتك، رجلا بمعنى الكلمة في تكون كأنك خشبة عند أهلك.

إذا رأيت أهلك مقصرين في واجب لله عز وجل مرهم به، وإذا كان الشرع يجيز لك أن تضرب فأضرب، إذا رأيتهم يخالفون الشرع في شيء من الأمور الأخرى فألزمهم بالشرع، لأنك مسئول أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم إمارة على أهلك الرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته ما نصبك فلان وفلان ما نصبك أمير البلد ولا الوزير ولا الملك ولا غيره نصبك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

তাদের দূরদর্শিতার অভাব এবং বিবেক ও দ্বীনের অসম্পূর্ণতার কারণে, যখন তারা তাদের প্রবৃত্তির তাড়নায় পছন্দনীয় কিছু দেখে, তখন তারা তাদের স্বামীকে বলে: 'আমি এমনটি চাই', অথবা তারা নিজেরাই দর্জীদের কাছে যায় যাতে তাদের জন্য এমন সব অশালীন পোশাক তৈরি করা হয়। ফলে মুসলিম জাতি তাদের পোশাকে কাফির জাতির সদৃশ হয়ে যায়— আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। এটি একটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয়; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।" বর্তমান সময়ে মহিলারা তাদের মাথার চুল নিয়ে যা করছে তাও এর অন্তর্ভুক্ত। নিকট অতীত পর্যন্ত কোনো মহিলার চুল লম্বা হলে সে আনন্দিত হতো, এবং কোনো পাণিপ্রার্থী যখন কাউকে বিয়ের প্রস্তাব দিত, তখন সে জিজ্ঞেস করত যে তার চুল লম্বা না কি খাটো? কিন্তু এখন বিষয়টি উল্টো হয়ে গেছে; মহিলারা তাদের চুল এমনভাবে ছাঁটে যা পুরুষের চুলের কাছাকাছি বা হুবহু পুরুষের চুলের মতো হয়ে যায়। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি।

অতঃপর তারা তথাকথিত 'খুনফুসা' (এক ধরনের বিশেষ কেশবিন্যাস) পদ্ধতিও ব্যবহার করতে শুরু করেছে; আপনি দেখবেন যে একজন মহিলা তার মাথার সম্মুখভাগের ও কানের পাশের চুলগুলো কেটে ফেলছে আর বাকি অংশ ছোট ও উঁচু করে রাখছে। এ সবই অন্ধ অনুকরণ, আর এসবই নারীদের প্রতি পুরুষদের উদাসীনতার কারণে ঘটছে। আপনার কর্তব্য হলো আপনার ঘরে একজন প্রকৃত পুরুষ হওয়া, আক্ষরিক অর্থেই পুরুষ হওয়া; এমনটি হওয়া উচিত নয় যে আপনি আপনার পরিবারের কাছে একটি জড় কাঠের মতো পড়ে থাকবেন। আপনি যদি দেখেন যে আপনার পরিবার মহান আল্লাহর কোনো ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় বিধান পালনে ত্রুটি করেছে, তবে তাদের তা পালনের নির্দেশ দিন। আর শরীয়ত যদি আপনাকে (শাসনমূলক) প্রহারের অনুমতি দেয়, তবে প্রহার করুন। যদি দেখেন তারা অন্য কোনো বিষয়ে

শরীয়তের লঙ্ঘন করছে, তবে তাদের শরীয়ত পালনে বাধ্য করুন। কারণ আপনি দায়বদ্ধ; নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনাকে আপনার পরিবারের ওপর কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন। পুরুষ তার পরিবারের অভিভাবক এবং সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অমুক বা তমুক ব্যক্তি আপনাকে নিযুক্ত করেনি, দেশের আমির, মন্ত্রী বা বাদশাহও আপনাকে নিযুক্ত করেননি; বরং আপনাকে এই দায়িত্বে নিযুক্ত করেছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

(ম: 310) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

فَأَنْتَ أَمِيرٌ فِي بَيْتِكَ الرَّجُلُ رَاعٍ فِي بَيْتِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَلَمْ يَقُلْ: رَاعٍ وَسَكَتَ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَهَانَ الْأَمْرُ لَكِنْ قَالَ: وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَأَنْظِرْ مَاذَا يَكُونُ جَوَابُكَ إِذَا وَقَفْتَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ فَعَلَيْنَا أَنْ نَنْتَبِهَ إِلَى هَذِهِ الْأُمُورِ قَبْلَ أَنْ يَجْتَرِفَنَا السَّيْلُ الْجَرَارُ الَّذِي لَا يَبْقَى وَلَا يَذَرُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ ثُمَّ تَنْقَلِبُ عَادَاتِنَا وَأَحْوَالُنَا كَأَحْوَالِ النَّصَارَى ثُمَّ ذَكَرَ فِي بَقِيَّةِ الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرْشِدَهُمْ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ عَلَى وَجْهِ يَرْضَى قَالَ: إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ يَعْنِي فَاَصْلَحُوا أَحْوَالَكُمْ وَاصْلَحُوا ثِيَابَكُمْ لِأَنَّهُ مِنَ الْمَعْرُوفِ فِيهَا سَبَقُ أَنَّ الْمَسَافِرَ تَكُونُ ثِيَابُهُ رَثَةً وَيَكُونُ شَعْرُهُ شَعَثًا وَيَكُونُ عَلَيْهِ الْغُبَارُ، لَيْسَ الْأَمْرُ كَالْيَوْمِ فَالْيَوْمِ تَسَافِرُ بِالطَّائِرَاتِ نَظِيفَةً وَنَزِيهَةً وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ لَكِنْ فِيهَا سَبَقُ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى الْعَكْسِ مِنْ هَذَا فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَصْلَحُوا أَحْوَالَهُمْ يَعْنِي الشَّعْرَ الشَّعَثَ

অতএব, আপনি আপনার গৃহের অধিপতি। পুরুষ তার গৃহের একজন অভিভাবক এবং সে তার অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। তিনি কেবল 'অভিভাবক' শব্দটি বলে নীরব থাকেননি; যদি তিনি তাই করতেন তবে বিষয়টি সহজ হতো, কিন্তু তিনি বলেছেন: 'এবং সে তার অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।' সুতরাং ভেবে দেখুন, কিয়ামতের দিবসে যখন আপনি

আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হবেন, তখন আপনার উত্তর কী হবে? অতএব, এক প্রবল ধ্বংসাত্মক স্রোত যা কোনো কিছুই অবশিষ্ট রাখে না এবং কাউকেই রেহাই দেয় না—আমরা আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই—তা আমাদের গ্রাস করার পূর্বেই এই বিষয়গুলোর প্রতি আমাদের মনোযোগী হওয়া আবশ্যিক। অন্যথায় আমাদের আচার-আচরণ ও অবস্থা খ্রিস্টানদের অবস্থার মতো হয়ে যাবে। এরপর হাদীসের অবশিষ্টাংশে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (আল্লাহর শান্তি ও আশীর্বাদ তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) তাঁদেরকে এমনভাবে জনসমক্ষে উপস্থিত হওয়ার দিকনির্দেশনা দিয়েছেন যা শোভনীয়। তিনি বলেছেন: 'নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের ভাইদের নিকট পৌঁছাতে যাচ্ছ;' অর্থাৎ তোমরা তোমাদের অবস্থা সংশোধন করো এবং তোমাদের পোশাক পরিপাটি করো। কেননা ইতিপূর্বে এটি সুপরিচিত ছিল যে, মুসাফিরের পোশাক জীর্ণ এবং চুল উস্কোখুস্কো ও ধূলিধূসরিত থাকতো। বর্তমানকালের অবস্থা তেমন নয়; বর্তমানে আপনারা বিমানে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও আরামদায়কভাবে ভ্রমণ করেন যেখানে কোনো ক্লেশ নেই। কিন্তু অতীতে অবস্থা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই তিনি তাঁদেরকে নিজেদের অবস্থা সংশোধন করার অর্থাৎ অবিন্যস্ত চুল বিন্যস্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

(ص: 311) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

يرجل ويصلح وكذلك يتنظف الإنسان ويلبس الثياب التي ليست ثياب سفر حتى لقي الناس دون أن يشمئزوا منه.

وفي هذا: إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يلاحظ نفسه في هذه الأمور ولا يكون غافلاً حتى جمال الثياب فإنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر قالوا: يا رسول الله كلنا يجب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال يعني يحب التجميل، ليكن ثوبك حسناً ونعلك حسناً وهيئتك حسنة إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق يعني رد الحق أن الإنسان يستكبر

عن الحق يقال: هذا حق فيعرض والعباذ بالله وغط الناس: احتقارهم وازدراؤهم
وألا يراهم شيئاً قال رجل لابنه يا بني كيف ترى الناس؟ قال: أراهم ملوكاً قال هم
يرونك كذلك وقال آخر لابنه: كيف ترى الناس قال: لا أراهم شيئاً قال: هم كذلك
يرونك يعني إذا رأيت الناس ملوكاً فهم يجعلونك ملكاً وإذا لم ترهم شيئاً لا تكون
أنت شيئاً عندهم فالناس ينظرون إليك بقدر ما تنظر إليهم

একজন মানুষ তার চুল বিন্যস্ত করবে, নিজেকে পরিপাটি করবে এবং তেমনিভাবে পরিচ্ছন্নতা
অর্জন করবে ও এমন পোশাক পরিধান করবে যা সফরের (জীর্ণ) পোশাক নয়, যাতে সে
মানুষের সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করতে পারে যেখানে তারা তাকে দেখে ঘৃণা বা বিরক্তি
বোধ না করে।

এর মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের উচিত এই বিষয়গুলোতে নিজের প্রতি লক্ষ্য রাখা
এবং উদাসীন না হওয়া; এমনকি পোশাকের সৌন্দর্যের ব্যাপারেও। কেননা নবী (আলাইহিস
সালাতু ওয়াস সালাম) যখন বলেছিলেন: "যার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে
সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না", তখন তারা আরজ করলেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমরা
প্রত্যেকেই ভালোবাসি যে আমাদের পোশাক সুন্দর হোক এবং আমাদের জুতা সুন্দর হোক।
তখন তিনি (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বললেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি
সৌন্দর্য পছন্দ করেন।" অর্থাৎ তিনি সৌন্দর্যমন্ডিত হওয়া পছন্দ করেন। সুতরাং তোমার
পোশাক যেন সুন্দর হয়, তোমার জুতা সুন্দর হয় এবং তোমার বাহ্যিক অবয়ব সুন্দর হয়;
কারণ নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। আর অহংকার হলো সত্যকে
অস্বীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা। সত্য অস্বীকার করার অর্থ হলো সত্যকে
প্রত্যাখ্যান করা; অর্থাৎ মানুষ সত্যের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে। যখন বলা হয়: "এটিই সত্য",
তখন সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। আর মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান
করার অর্থ হলো তাদের অবজ্ঞা করা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা এবং তাদেরকে কোনো কিছুই যোগ্য
মনে না করা। এক ব্যক্তি তার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন: হে বৎস! তুমি মানুষকে কেমন মনে
করো? সে বলল: আমি তাদেরকে রাজা মনে করি। তিনি বললেন: তারাও তোমাকে তেমনই
মনে করে। অন্য এক ব্যক্তি তার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি মানুষকে কেমন মনে করো?
সে বলল: আমি তাদেরকে কিছুই মনে করি না। তিনি বললেন: তারাও তোমাকে তেমনই মনে

করে। অর্থাৎ, তুমি যদি মানুষকে রাজা মনে করো, তবে তারা তোমাকে রাজার আসনেই বসাবে। আর যদি তুমি তাদেরকে তুচ্ছ মনে করো, তবে তাদের কাছে তোমার কোনো মূল্য থাকবে না। কেননা মানুষ তোমাকে ঠিক ততটুকুই মূল্যায়ন করবে যতটুকু তুমি তাদেরকে মূল্যায়ন করবে।

(ص: 312) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

799 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزاره المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه رواه أبو داود بإسناد صحيح

800 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزارى استرخاء فقال: يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته ثم قال: زد فزدت، فما زلت أتحرأها بعد فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين رواه مسلم.

801 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن، قال: يرخين شبرا قالت: إذن تنكشف أقدامهن قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

৭৯৯ - আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "একজন মুসলমানের নিচের কাপড় (তহবন্দ) পায়ের নলার অর্ধেক পর্যন্ত হওয়া উচিত। তবে নলার অর্ধেক ও টাখনুর মধ্যবর্তী স্থানে থাকলে কোনো দোষ বা গুনাহ নেই। আর যা টাখনুর নিচে যাবে, তা জাহান্নামের আগুনে দক্ষ হবে।

আর যে ব্যক্তি অহংকারবশত তার কাপড় টেনে হেঁচড়ে চলে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না।" এটি আবু দাউদ সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

৮০০ - আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমার নিচের কাপড়টি কিছুটা ঝুলে ছিল। তিনি বললেন: "হে আবদুল্লাহ! তোমার কাপড় উপরে উঠাও।" আমি তা উঠালাম। এরপর তিনি বললেন: "আরও উপরে উঠাও।" আমি আরও উঠালাম। এরপর থেকে আমি সর্বদা কাপড় পরার ক্ষেত্রে এই সতর্কতা বজায় রাখতাম। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল: "কতটুকু পর্যন্ত?" তিনি বললেন: "দুই পায়ের নলার অর্ধেক পর্যন্ত।" এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

৮০১ - তাঁর (ইবনে উমর) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি অহংকারবশত নিজের কাপড় টেনে হেঁচড়ে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না।" তখন উম্মে সালামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) জিজ্ঞাসা করলেন: "তাহলে মহিলারা তাদের কাপড়ের নিচের অংশ নিয়ে কী করবে?" তিনি বললেন: "তারা এক বিঘত পরিমাণ ঝুলিয়ে রাখবে।" উম্মে সালামাহ বললেন: "তাহলে তো তাদের পা অনারুত হয়ে যাবে।" তিনি বললেন: "তাহলে তারা এক হাত পরিমাণ ঝুলিয়ে রাখবে, এর বেশি নয়।" এটি আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী একে হাসান সহিহ হাদিস বলেছেন।

(ص: 313) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

[الشَّرْحُ]

هذه أحاديث ثلاثة ساقها النووي رحمه الله في رياض الصالحين في (كتاب اللباس) منها: حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إزاره المسلم إلى نصف الساق، ولا جناح، أو قال: لا حرج فيما بينه وبين الكعبين،

وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه فقسم النبي صلى الله عليه وسلم طول القميص إلى أربعة أقسام: القسم الأول: السنة إلى نصف الساق.

والقسم الثاني: الرخصة: وهو ما نزل من نصف الساق إلى الكعب والقسم الثالث: كبيرة من كبائر الذنوب وهو ما نزل عن الكعبين ولكنه لم يكن بطرا القسم الرابع: من جر ثوبه خيلاء أو بطرا وهو أشد من الذي قبله فصارت الأقسام أربعة: قسم هو السنة وقسم جائز وقسم محرم بل من كبائر الذنوب لكنه دون الذي بعده، والقسم الرابع من جره خيلاء، فإن الله تعالى لا ينظر إليه وفي هذا: دليل على أن من أنزل ثوبه إزارا أو قميصا أو سروالا

[ব্যাখ্যা]

এগুলো তিনটি হাদিস যা ইমাম নববী (রহিমাল্লাহু) রিয়াদুস সালিহীনের 'পোশাক অধ্যায়ে' উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো আবু সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিস যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "একজন মুসলিমের লুঙ্গি বা নিচের পোশাক পায়ের নলার অর্ধেক পর্যন্ত হওয়া উচিত। তবে নলার অর্ধেক থেকে টাখনু পর্যন্ত হওয়ার মধ্যে কোনো দোষ বা গোনাহ নেই। আর যা টাখনুর নিচে যাবে তা জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি দস্তভরে নিজের কাপড় ঝুলিয়ে পরবে, আল্লাহ তার দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না।" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পোশাকের দৈর্ঘ্যকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন: প্রথম ভাগ হলো সুন্নাহ, যা পায়ের নলার অর্ধেক পর্যন্ত।

দ্বিতীয় ভাগ হলো অনুমতিপ্রাপ্ত (রুখসত): আর তা হলো যা পায়ের নলার অর্ধেক থেকে টাখনু পর্যন্ত ঝুলে থাকে। তৃতীয় ভাগ হলো কবিরাত্তা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত: আর তা হলো যা টাখনুর নিচে চলে যায়, কিন্তু তা অহংকারবশত নয়। চতুর্থ ভাগ: যে ব্যক্তি অহংকার বা দস্তভরে নিজের কাপড় ঝুলিয়ে রাখে; এটি পূর্বেরটির চেয়েও কঠোরতর অপরাধ। সুতরাং ভাগ হলো চারটি: এক ভাগ সুন্নাহ, এক ভাগ বৈধ, এক ভাগ হারাম বরং কবিরাত্তা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত (তবে তা পরবর্তীটির চেয়ে কম অপরাধের)। আর চতুর্থ ভাগ হলো অহংকারবশত কাপড় ঝুলিয়ে রাখা, যার ফলে আল্লাহ তাআলা তার দিকে তাকাবেন না। এর মধ্যে এই দলীল রয়েছে যে, যে ব্যক্তি তার কাপড় যেমন লুঙ্গি, কামিস বা পায়জামা নিচে ঝুলিয়ে পরবে...

أو (مشلحاً) إلى أسفل من الكعبين فإنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب سواء فعل ذلك خيلاء أو لغير الخيلاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في هذا الحديث بين ما كان خيلاء وما لم يكن كذلك فالذي جعله خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة وإذا ضمننا هذا الحديث إلى حديث أبي ذر السابق قلنا: لا ينظر الله إليه ولا يكلمه، ولا يزيكه، وله عذاب أليم.

أما ما دون الكعبين، فإنه يعاقب عليه بالنار فقط، ولكن لا تحصل له العقوبات الأربع ثم ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يرفع إزاره، فرفعه ثم قال: زد ثم قال: زد: حتى قال رجل: إلى أين يا رسول الله؟ قال: إلى أنصاف الساقين يعني الزيادة إلى فوق لا تتجاوز نصف الساق من فوق، لكنها من نصف الساق إلى الكعب كل هذا جائز، وكلما ارتفع نصف الساق فهو أفضل. وأما حيث أمر سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء أن يرخين ذيولهن يعني أسفل ثيابهن إلى شبر، فقالت: إذا تنكش أقدامهن، فقال عليه الصلاة والسلام: فيرخينه ذراعاً لا يزدن لأن المرأة قدمها عورة، فإذا برز للناس ورأوه فإن ذلك قد

অথবা (পোশাক) টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরিধান করে, তবে সে কবির গুনাহসমূহের মধ্য থেকে একটি বড় গুনাহ করল; চাই সে তা অহংকারবশত করুক কিংবা অহংকার ছাড়া। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই হাদিসে অহংকারবশত ঝুলিয়ে পরা এবং অহংকারহীন অবস্থায় ঝুলিয়ে পরার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি অহংকারবশত কাপড় ঝুলিয়ে পরবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না। আর যদি আমরা এই হাদিসটিকে আবু যর (রা.)-এর পূর্বোক্ত হাদিসের সাথে যুক্ত করি, তবে আমরা বলব: আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না, তার সাথে কথা বলবেন না, তাকে পবিত্র করবেন না এবং তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

আর যা টাখনুর নিচে থাকবে, তার জন্য কেবল আগুনের শাস্তি হবে, কিন্তু তার ক্ষেত্রে উক্ত চারটি শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। এরপর তিনি ইবনে উমর (রা.)-এর হাদিস উল্লেখ করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে তার পরিধেয় বস্ত্র (ইজার) উপরে তুলতে নির্দেশ দিলেন। তিনি তা উপরে তুললেন, এরপর নবী (সা.) বললেন: আরও তোল। এরপর পুনরায় বললেন: আরও তোল। শেষ পর্যন্ত এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! কতটুকু পর্যন্ত? তিনি বললেন: নলার অর্ধাংশ পর্যন্ত। অর্থাৎ উপর দিকে তোলা যেন নলার মধ্যভাগ অতিক্রম না করে; তবে নলার মধ্যভাগ থেকে টাখনু পর্যন্ত এই পুরো সীমানাই বৈধ। আর নলার অর্ধাংশের যত উপরে হবে, তা তত বেশি উত্তম।

আর উম্মে সালামাহ (রা.)-এর হাদিসে রয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারীদের তাদের কাপড়ের প্রান্তভাগ এক বিঘত পরিমাণ ঝুলিয়ে রাখার অনুমতি দিয়েছিলেন। তখন তিনি (উম্মে সালামাহ) বললেন: এমতাবস্থায় তো তাদের পা অনাবৃত হয়ে পড়বে। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তবে তারা যেন এক হাত পরিমাণ ঝুলিয়ে রাখে এবং এর বেশি যেন না বাড়ায়। কেননা নারীর পদযুগল ‘আওরাত’ বা পর্দার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তা যদি মানুষের সামনে প্রকাশ পায় এবং তারা তা দেখে ফেলে, তবে তা নিশ্চয়ই...

(ص: 315) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

يكون فيه فتنة فإذا نزلت ثوبها وجعلت تمشي سترت قدمها وفي هذا: دليل على وجوب تغطية الوجه، لأنه إذا كانت القدم يجب سترها مع أن الفتنة فيها أقل من الفتنة في الوجه فستر الوجه من باب أولى، ولا يمكن للشرعية التي نزلت من لدن حكيم خبير أن تقول للنساء يغطين أقدامهن ولا يغطين وجوههن، لأن هذا تناقض، بل هذا إعطاء للحكم في شيء وحجب الحكم عن شيء أولى منه، وهذا لا يتصور في الشريعة العادلة هي الميزان، ولهذا جانب الصواب من قال من العلماء إنه يجب أن تستر القدمان ولا يجب أن يستر الوجه والعينان، هذا لا يمكن أبداً.

والصواب الذي لا شك فيه عندنا فيه، أنه لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها إلا
لزوجها أو محارمها

এতে ফিতনার আশঙ্কা থাকে; তাই নারী যখন তার পরিধেয় বস্ত্র ঝুলিয়ে দেয় এবং হাঁটতে শুরু করে, তখন তা তার পা দুটিকে আবৃত করে ফেলে। আর এর মধ্যেই মুখমণ্ডল আবৃত করা আবশ্যিক হওয়ার দলিল নিহিত রয়েছে। কেননা, যদি পা আবৃত করা আবশ্যিক হয়—অথচ পায়ের মাধ্যমে সৃষ্ট ফিতনা মুখমণ্ডলের ফিতনার চেয়ে কম—তবে মুখমণ্ডল আবৃত করা আরও বেশি অগ্রাধিকারযোগ্য। প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ শরিয়তের পক্ষে এমনটি বলা সম্ভব নয় যে, নারীরা তাদের পা আবৃত করবে কিন্তু মুখমণ্ডল উন্মুক্ত রাখবে; কারণ এটি একটি স্ববিরোধিতা। বরং এটি হবে কোনো একটি বিষয়ে বিধান আরোপ করা এবং তার চেয়ে অধিকতর অগ্রাধিকারযোগ্য অন্য একটি বিষয় থেকে বিধানকে সরিয়ে নেওয়া। ন্যায়নিষ্ঠ শরিয়তে এটি কল্পনাই করা যায় না, যা মূলত ইনসাফের মানদণ্ড। এজন্যই সেই সকল আলেম সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন যারা বলেছেন যে, পা দুটি আবৃত করা ওয়াজিব কিন্তু মুখ ও চোখ আবৃত করা ওয়াজিব নয়; এটি কখনোই সম্ভব নয়। আমাদের নিকট সঠিক এবং নিসন্দেহ মত হলো, কোনো নারীর জন্য তার স্বামী অথবা মাহরাম ব্যতীত অন্য কারো সামনে মুখমণ্ডল উন্মুক্ত করা বৈধ নয়।

(ص: 316) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا قد سبق في باب فضل الجوع وخشونة
العيش تتعلق بهذا الباب

802 - وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من
ترك اللباس تواضعا لله، وهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق
حتى يخبره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها رواه الترمذي وقال: حديث حسن

বিনয়বশত পোশাকে বিলাসিতা বর্জনের মুস্তাহাব হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ক্ষুধা ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের ফযীলত সংক্রান্ত অধ্যায়ে এই পরিচ্ছেদের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

৮০২ - মুয়াজ ইবনে আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনয়বশত জৌলুসপূর্ণ পোশাক পরিধান বর্জন করে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে ডেকে আনবেন এবং তাকে ঈমানের পোশাকসমূহের মধ্য হতে পছন্দমতো যেকোনোটি পরিধান করার সুযোগ দান করবেন।" তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এটি একটি হাসান (উত্তম) হাদিস।

(ص: 317) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي

803 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده رواه الترمذي وقال: حديث حسن

[الشَّرْحُ]

عقد المؤلف رحمه الله في (كتاب اللباس) هذين البابين الباب الأول: في استحباب ترك رفيع الثياب تواضعاً لله عز وجل والثاني: في التوسط في اللباس. أما الأول: فعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ترك اللباس يعني اللباس الجميل الطيب تواضعاً لله عز وجل وهو يقدر

عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء
يلبسها وهذا يعني أن الإنسان إذا كان بين أناس متوسطي الحال لا يستطيعون
اللباس الرفيع فتواضع وصار يلبس مثلهم، لئلا

পোশাকের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন মুস্তাহাব হওয়ার পরিচ্ছেদ; এবং কোনো প্রয়োজন বা
শরয়ি উদ্দেশ্য ছাড়া এমন পোশাক পরিধান না করা যা ব্যক্তিকে তুচ্ছ বা হয়ে প্রতিপন্ন করে।

৮০৩ - আমার ইবনে শুআইব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন,
তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ
তাআলা তাঁর বান্দার ওপর তাঁর নেয়ামতের প্রভাব দেখতে পছন্দ করেন।" ইমাম তিরমিজি
এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এটি একটি হাসান হাদিস।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাতুল্লাহ) ‘পোশাক অধ্যায়’-এ এই দুটি পরিচ্ছেদ বিন্যস্ত করেছেন। প্রথম
পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর প্রতি বিনয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে দামী পোশাক পরিধান ত্যাগ করার
মুস্তাহাব হওয়া প্রসঙ্গে। আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি হলো: পোশাকে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা
প্রসঙ্গে।

প্রথম পরিচ্ছেদ সম্পর্কে: মুআজ ইবনে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিনয়বশত সুন্দর ও উন্নত
পোশাক পরিধান করা ত্যাগ করবে—অথচ সে তা পরিধান করার সামর্থ্য রাখে—আল্লাহ
তাআলা কিয়ামতের দিন তাকে সকল সৃষ্টির সামনে উচ্চস্বরে ডাকবেন এবং তাকে ঈমানের
পোশাকসমূহের মধ্য থেকে তার পছন্দমতো যেকোনোটি পরিধান করার স্বাধীনতা প্রদান
করবেন।" এর তাৎপর্য হলো, কোনো ব্যক্তি যখন এমন সাধারণ লোকদের মাঝে থাকে যাদের
দামী পোশাক পরিধান করার সামর্থ্য নেই, তখন সে যদি বিনয়বশত তাদের মতোই পোশাক
পরিধান করে, যেন তাদের মনে কষ্ট না হয় এবং...

تنكسر قلوبهم، ولئلا يفخر عليهم، فإنه ينال هذا الأجر العظيم أما إذا كان بين أناس قد أنعم عليهم ويلبسون الثياب الرفيعة لكنها غير محرمة، فإن الأفضل أن يلبس مثلهم لأن الله تعالى جميل يحب الجمال ولا شك أن الإنسان إذا كان بين أناس رفيعي الحال يلبسون الثياب الجميلة ولبس دونهم فإن هذا يعد لباس شهرة فالإنسان ينظر ما تقتضيه الحال فإذا كان ترك ربيع الثياب تواضعاً لله ومواساة لمن كان حوله من الناس فإن له هذا الأجر العظيم أما إذا كان بين أناس قد أغناهم الله ويلبسون الثياب الرفيعة فإنه يلبس مثلهم ثم ذكر المؤلف رحمه الله الاقتصاد في اللباس وأن الإنسان يقتصد في جميع أحواله في لباسه وطعامه وشرابه لكن لا يجحد النعمة فإن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده إذا أنعم على عبده نعمة فإنه يحب أن يرى أثر هذه النعمة عليه فإن كانت مالا فإنه يحب سبحانه وتعالى أن يرى أثر هذا المال على من أنعم الله عليه به بالإنفاق والصدقات والمشاركة في الإحسان والثياب الجميلة اللائقة به وغير ذلك وإذا أنعم الله على عبده بعلم فإنه يحب أن يرى أثر هذه النعمة عليه بالعمل بهذا العلم في العبادة وحسن المعاملة ونشر

তাদের অন্তর যেন ভেঙে না যায় এবং তাদের ওপর অহংকার প্রকাশ না পায়, সে জন্য সে এই মহান সওয়াব লাভ করবে। পক্ষান্তরে, সে যদি এমন লোকদের মাঝে থাকে যাদের আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন এবং তারা উন্নতমানের পোশাক পরিধান করে যা নিষিদ্ধ নয়, তবে তাদের ন্যায় পোশাক পরিধান করাই উত্তম। কেননা আল্লাহ তাআলা সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মানুষ যদি উচ্চবিত্ত ও সুন্দর পোশাক পরিধানকারী লোকদের মাঝে অবস্থান করার সময় তাদের চেয়ে নিচুমানের পোশাক পরিধান করে, তবে তা লোকচক্ষু আকর্ষণকারী বা লৌকিক পোশাক হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং মানুষ পরিস্থিতির চাহিদার দিকে লক্ষ্য রাখবে। যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয়বশত এবং চারপাশের মানুষের প্রতি সমবেদনা স্বরূপ উন্নত পোশাক ত্যাগ করা হয়, তবে তার জন্য

রয়েছে এই মহান প্রতিদান। কিন্তু সে যদি এমন লোকদের মাঝে থাকে যাদের আল্লাহ সচ্ছলতা দান করেছেন এবং তারা উন্নতমানের পোশাক পরিধান করে, তবে সেও তাদের মতোই পোশাক পরিধান করবে। এরপর লেখক (আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন) পোশাকে মিতব্যয়িতার কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, মানুষ যেন তার পোশাক, খাদ্য ও পানীয়সহ সকল অবস্থায় পরিমিতবোধ বজায় রাখে। তবে সে যেন নেয়ামতকে অস্বীকার না করে; কারণ আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার ওপর তাঁর নেয়ামতের প্রভাব দেখতে পছন্দ করেন। যখন তিনি তাঁর কোনো বান্দাকে কোনো নেয়ামত দান করেন, তখন তিনি সেই নেয়ামতের বহিঃপ্রকাশ তার ওপর দেখতে ভালোবাসেন। যদি তা সম্পদ হয়, তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই সম্পদের প্রভাব ঐ ব্যক্তির ওপর দেখতে পছন্দ করেন যাকে তিনি তা দান করেছেন— দান-সদকা, জনহিতকর কাজে অংশগ্রহণ, তার উপযুক্ত সুন্দর পোশাক পরিধান এবং এই জাতীয় বিষয়ের মাধ্যমে। আর আল্লাহ যখন তাঁর বান্দাকে জ্ঞান দান করেন, তখন তিনি সেই নেয়ামতের প্রভাব তার ওপর দেখতে পছন্দ করেন— ইবাদতে সেই জ্ঞানের প্রতিফলন, সদ্যবহার এবং জ্ঞান প্রচারের মাধ্যমে।

(ص: 319) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الدعوة وتعليم الناس وغير ذلك وكلما أنعم الله عليك نعمة فأر الله تعالى أثر هذه النعمة عليك فإن هذا من شكر النعمة وأما من أنعم الله عليه بالمال وصار لا يرى عليه أثر النعمة يخرج إلى الناس بلباس رث وكأنه أفقر عباد الله فهذا في الحقيقة قد جحد نعمة الله عليه كيف ينعم الله عليك بالمال والخير وتخرج إلى الناس بثياب كلباس الفقراء أو أقل وكذلك ينعم الله عليك بالمال ثم تمسك ولا تنفق لا فيما أوجب الله عليك ولا فيما ندب لك أن تنفق فيه ينعم الله عليك بالعلم فلا يرى أثر هذه النعمة عليك لا بزيادة عبادة أو خشوع أو حسن معاملة ولا بتعليم الناس ونشر العلم كل هذا النوع من كتمان النعمة التي ينعم الله بها على العبد

والإنسان كلما أنعم الله عليه بنعمة فإنه ينبغي أن يظهر أثر هذه النعمة عليه حتى لا يجحد نعمة الله

দাওয়াত, মানুষকে শিক্ষা প্রদান এবং এজাতীয় অন্যান্য কাজ; আর আল্লাহ তাআলা যখনই আপনাকে কোনো নিআমত দান করেন, তখন আপনি আপনার ওপর সেই নিআমতের প্রভাব আল্লাহ তাআলাকে দেখান; কেননা এটি নিআমতের শোকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা আদায় করার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যাকে আল্লাহ তাআলা সম্পদ দান করেছেন অথচ তার ওপর সেই নিআমতের কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না, বরং সে জীর্ণ পোশাকে মানুষের সামনে বের হয় যেন সে আল্লাহর বান্দাদের মাঝে সর্বাপেক্ষা দরিদ্র, তবে সে প্রকৃতপক্ষে তার প্রতি আল্লাহর নিআমতকে অস্বীকার করল। আল্লাহ আপনাকে ধন-সম্পদ ও কল্যাণ দান করবেন, আর আপনি মানুষের সামনে অভাবগ্রস্তদের মতো বা তার চেয়েও হীন পোশাকে বের হবেন—তা কীভাবে হয়? অনুরূপভাবে, আল্লাহ আপনাকে সম্পদ দান করেছেন অথচ আপনি তা কৃপণতাবশত ধরে রাখছেন এবং আল্লাহ যা আপনার ওপর আবশ্যিক করেছেন তাতেও ব্যয় করছেন না, আবার যেখানে ব্যয় করা মুস্তাহাব বা উত্তম সেখানেও ব্যয় করছেন না। আবার আল্লাহ আপনাকে ইলম বা জ্ঞান দান করেছেন অথচ আপনার ওপর সেই নিআমতের কোনো প্রভাব দেখা যায় না—না ইবাদতের আধিক্য, খুশু-খুযু বা উত্তম আচরণের মাধ্যমে, আর না মানুষকে শিক্ষা প্রদান ও ইলম প্রচারের মাধ্যমে। এসবই আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে প্রদত্ত নিআমত গোপন করার অন্তর্ভুক্ত। মানুষের ওপর আল্লাহ যখনই কোনো নিআমত দান করেন, তখন তার উচিত সেই নিআমতের প্রভাব প্রকাশ করা, যাতে সে আল্লাহর নিআমত অস্বীকারকারী না হয়।

(ص: 320) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستئذانهم إليه
وجواز لبسه للنساء

804 - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه

805 - وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير

من لا خلاق له متفق عليه وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة قوله: من

لا خلاق له أي: لا نصيب له.

806 - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس

الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه

807 - وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ

حريراً فجعله في يمينه وذهباً فجعله في

পরিচ্ছেদ: পুরুষদের জন্য রেশমি পোশাক পরিধান করা এবং তার ওপর বসা ও হেলান দেওয়া হারাম হওয়া ও নারীদের জন্য তা বৈধ হওয়া প্রসঙ্গে

৮০৪ - উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমরা রেশম পরিধান করো না; কারণ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে তা পরিধান করবে, পরকালে সে তা পরিধান করবে না। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

৮০৫ - তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতে শুনেছি: কেবল সেই ব্যক্তিই রেশম পরিধান করে যার (পরকালে) কোনো অংশ নেই। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। বুখারীর এক বর্ণনায় রয়েছে: ‘যার পরকালে কোনো অংশ নেই’। তাঁর উক্তি: ‘যার কোনো খালাক নেই’ অর্থাৎ: যার কোনো প্রাপ্য অংশ নেই।

৮০৬ - আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশম পরিধান করবে, পরকালে সে তা পরিধান করবে না। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

৮০৭ - আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেখেছি, তিনি রেশম গ্রহণ করে তা তাঁর ডান হাতে রাখলেন এবং স্বর্ণ নিয়ে তা তাঁর ওনুনসা

شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي رواه أبو داود بإسناد حسن
808 - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم رواه الترمذي وقال
حديث حسن صحيح

809 - وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في
آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن تجلس عليه
رواه البخاري

[الشَّرْحُ]

(باب تحريم الحرير على الرجال وافتراشه والاستناد إليه) هذه ثلاثة أمور: لباس
الحرير وافتراشه والاستناد إليه وقد جزم المؤلف بأن هذا حرام على الرجال وذلك
للأحاديث التي أوردها عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وأبي موسى
الأشعري وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم وكلها تدل على تحريم لباس الذهب
وعلى تحريم لباس الحرير

...তার বাম হাতে নিলেন, অতঃপর বললেন: "নিশ্চয়ই এই দু'টি বস্তু আমার উম্মতের পুরুষদের
জন্য হারাম।" এটি আবু দাউদ একটি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।

৮০৮ - আবু মুসা আল-শআরি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "রেশমি পোশাক এবং স্বর্ণ পরিধান করা আমার উম্মতের
পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে এবং তাদের নারীদের জন্য তা বৈধ করা হয়েছে।" এটি
তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন হাদিসটি হাসান সহিহ।

৮০৯ - হুজাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম) আমাদের স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পান করতে এবং তাতে আহার করতে নিষেধ

করেছেন, আর রেশম ও দিবায (মোটো রেশম) পরিধান করতে এবং তার ওপর বসতে নিষেধ করেছেন। এটি বুখারি বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

(পুরুষদের জন্য রেশম ব্যবহার করা, তা বিছানো এবং তাতে হেলান দেওয়া হারাম হওয়া সংক্রান্ত অধ্যায়) এখানে তিনটি বিষয় রয়েছে: রেশমি পোশাক পরিধান করা, তা বিছানা হিসেবে ব্যবহার করা এবং তাতে হেলান দেওয়া। লেখক নিশ্চিতভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, এটি পুরুষদের জন্য হারাম; আর তা ওমর ইবনুল খাত্তাব, আলী ইবনে আবি তালিব, আনাস ইবনে মালিক, আবু মুসা আল-শআরি এবং হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসসমূহের ভিত্তিতে। এই সব হাদিসই স্বর্ণ পরিধান করা এবং রেশমি পোশাক ব্যবহারের হারামের ওপর প্রমাণ বহন করে।

(ص: 322) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

للرجال وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة يعني إذا لبس الرجل حريرا في الدنيا فإنه لا يلبسه في الآخرة وهذا وعيد يدل على أن لباس الحرير للرجال من كبائر الذنوب لأن فيه الوعيد في الآخرة وكل ذنب فيه وعيد الآخرة فهو كبيرة من كبائر الذنوب عند أهل العلم، ولا فرق بين أن يكون قميصاً أو سراويل أو غترة أو طاقية أو غير ذلك مما يلبس كل هذا حرام على الرجال إذا كان من الحرير ولا يجوز للرجال أن يلبسوا شيئاً من الحرير لا قليلاً ولا كثيراً وفي حديث على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهباً وحريراً بيديه وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لأنائهم والحكمة في ذلك أن المرأة محتاجة إلى التجميل لزوجها فأبيح لهذا الذهب والحرير وأما الرجل فليس في حاجة إلى ذلك

فهذا حرم عليه لبس الذهب والحرير وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه: إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة يعني من لا نصيب له في الآخرة ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا لبس الحرير في الدنيا فإنه لا يدخل الجنة والعياذ بالله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا خلاق له في الآخرة أي لا نصيب له

পুরুষদের জন্য; উমর ইবনুল খাতাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে তা পরিধান করবে, আখেরাতে সে তা পরিধান করতে পারবে না। অর্থাৎ, যদি কোনো ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশম পরিধান করে, তবে আখেরাতে সে তা পরিধান করবে না। এটি এমন এক কঠোর সতর্কবাণী যা প্রমাণ করে যে, পুরুষদের জন্য রেশম পরিধান করা কবির গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এতে আখেরাতের শাস্তির হুঁশিয়ারি রয়েছে; আর আলেমদের মতে, যে পাপে আখেরাতের শাস্তির ধমকি থাকে, তা কবির গুনাহ হিসেবে গণ্য হয়। এক্ষেত্রে কামিজ, পায়জামা, রুমাল বা পাগড়ি, টুপি কিংবা পরিধেয় অন্য কোনো পোশাকের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই; রেশমের তৈরি হলে এ সবই পুরুষদের জন্য হারাম। পুরুষদের জন্য অল্প বা অধিক কোনো পরিমাণেই রেশম পরিধান করা বৈধ নয়। নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, তিনি নিজের হাতে সোনা ও রেশম নিলেন এবং বললেন: "এই দুটি বস্তু আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম এবং তাদের নারীদের জন্য হালাল।" এর অন্তর্নিহিত রহস্য হলো—নারী তার স্বামীর নিকট নিজেকে সুসজ্জিত করার প্রয়োজন বোধ করে, তাই তার জন্য সোনা ও রেশম ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে, পুরুষের এমন কোনো আবশ্যিকতা নেই, তাই তার ওপর সোনা ও রেশম পরিধান করা হারাম করা হয়েছে। উমর ইবনুল খাতাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিসে আরও এসেছে যে: "আখেরাতে যার কোনো অংশ নেই, সেই কেবল এটি পরিধান করে।" অর্থাৎ আখেরাতে যার কোনো পাওনা বা সৌভাগ্য নেই। এ কারণেই কোনো কোনো আলেম এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, মানুষ যদি দুনিয়াতে রেশম পরিধান করে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই। কারণ রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'আখেরাতে তার কোনো অংশ নেই', অর্থাৎ তার কোনো প্রাপ্য অধিকার নেই।

وقال أيضاً: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وهذا يعني أنه لا يدخل الجنة ولكن قال بعض العلماء: إنه يدخلها ولكن لا يتمتع بلباس الحرير مع أن أهل الجنة لباسهم فيها حرير وإنما يلبس شيئاً آخر وهذا ما لم يتب فإن تاب من ذنوبه فإن التائب من الذنب يَغْفِرُ الله له ذنبه كما قال تعالى قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وهذا في الحرير الطبيعي الذي يخرج من دود القز وأما الحرير الصناعي فليس حراماً لكن لا ينبغي للرجل أن يلبسه لما فيه من الميوعة والتنزل بحال الرجل الذي ينبغي أن يكون فيها خشناً يلبس ثياب الرجولة لا ثياب النعومة لكن الفائدة من قولنا: إن الحرير الصناعي ليس حراماً يعني لو لبس طاقية من الحرير الصناعي أو سروالاً لا يرى فهذا لا بأس به وأما القميص والغترة فلا ينبغي وإن كان حلالاً لا ينبغي أن يلبسه الرجل لما فيه من الميوعة والتدني ولأن الجاهل إذا رآه يظنه حريراً طبيعياً فيظن أن ذلك سائغ للرجل وربما يقتدي به السلامة أسلم للإنسان وكذلك الذهب فإنه محرم على الرجال حلال للنساء لأنهن

তিনি আরও বলেছেন: "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে তা (রেশম) পরিধান করবে, আখেরাতে সে তা পরিধান করতে পারবে না।" এর অর্থ হলো সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তবে কোনো কোনো আলেম বলেছেন: সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ঠিকই কিন্তু রেশমি পোশাকের নেয়ামত ভোগ করবে না, যদিও জান্নাতবাসীদের পোশাক সেখানে রেশমেরই হবে। বরং সে অন্য কোনো পোশাক পরিধান করবে। আর এটি ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর যতক্ষণ না সে তওবা করে। যদি সে তার গুনাহ থেকে তওবা করে, তবে আল্লাহ তওবাকারীর গুনাহ ক্ষমা করে দেন, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: "বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছে, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন।" এটি সেই প্রাকৃতিক রেশমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা রেশম পোকা থেকে উৎপাদিত হয়। আর কৃত্রিম রেশম

হারাম নয়, তবে পুরুষের জন্য তা পরিধান করা সমীচীন নয়; কারণ এতে এক প্রকার কোমলতা ও কমনীয়তা রয়েছে যা পুরুষের মর্যাদার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। পুরুষের অবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে বলিষ্ঠতা প্রকাশ পায় এবং সে পৌরুষদীপ্ত পোশাক পরিধান করবে, বিলাসপ্রিয় কোমল পোশাক নয়। তবে কৃত্রিম রেশম হারাম নয়—এ কথার ফায়দা হলো, কেউ যদি কৃত্রিম রেশমের টুপি কিংবা এমন পায়জামা পরিধান করে যা বাইরে থেকে দেখা যায় না, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু কামিজ বা রুমাল (ঘুতরা) হিসেবে তা ব্যবহার করা অনুচিত। যদিও তা হালাল, তবুও পুরুষের জন্য তা পরিধান করা ঠিক নয়; কারণ এতে নারীসুলভ লঘুতা ও ব্যক্তিত্বের অবমাননা প্রকাশ পায়। তদুপরি, কোনো অজ্ঞ ব্যক্তি তাকে দেখলে মনে করতে পারে যে এটি প্রাকৃতিক রেশম এবং সে ভাববে এটি পুরুষের জন্য বৈধ, ফলে সে হয়তো তার অনুসরণ করবে। সুতরাং এ থেকে মুক্ত থাকাই মানুষের জন্য অধিক নিরাপদ। অনুরূপভাবে স্বর্ণও পুরুষদের জন্য হারাম এবং নারীদের জন্য হালাল, কারণ তারা...

(ص: 324) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

يحتجن إلى التجميل لأزواجهن وأما الدبلة من الذهب فهي حرام على الرجل لاشك
وأما المرأة فإن قارن ذلك عقيدة كاعتقادها أنها تحبها إلى زوجها فهي حرام وإن
كان بدون عقيدة فهي خاتم من الخواتم

তাদের স্বামীদের নিমিত্তে সৌন্দর্যচর্চা করা তাদের প্রয়োজন। আর স্বর্ণের আংটি (বিবাহের বিশেষ আংটি) পরিধান করা পুরুষের জন্য নিঃসন্দেহে হারাম। তবে নারীর ক্ষেত্রে, যদি এর সাথে এমন কোনো বিশ্বাস জড়িয়ে থাকে—যেমন এটি তাকে তার স্বামীর নিকট প্রিয় করে তুলবে—তবে তা হারাম হবে। আর যদি কোনো বিশেষ বিশ্বাস ব্যতিরেকেই হয়, তবে তা সাধারণ আংটিসমূহের ন্যায় একটি আংটি হিসেবে গণ্য হবে।

باب جواز لبس الحرير لمن به حكة

810 - عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة بهما. متفق عليه

চুলকানি বা চর্মরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য রেশমি কাপড় পরিধানের বৈধতা বিষয়ক পরিচ্ছেদ
৮১০ - আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাইর এবং আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কে তাঁদের চর্মরোগের (চুলকানি) কারণে রেশমি বস্ত্র পরিধান করার অনুমতি দিয়েছিলেন। মুত্তাফাকুন আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম)।

باب النهي عن افتراش جلود النمر والركوب عليها

811 - عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخبز ولا النمار حديث حسن رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن
812 - عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع رواه أبو داود، والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح.

চিতাবাঘের চামড়া বিছানো এবং তার ওপর আরোহণ করার নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক অধ্যায়
৮১১ - মুআবিয়াহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা রেশমি বস্ত্র (খায) এবং চিতাবাঘের চামড়ার ওপর

আরোহণ করো না।" এটি একটি হাসান হাদীস; আবু দাউদ ও অন্যান্যরা হাসান সনদে এটি বর্ণনা করেছেন।

৮১২ - আবুল মালিহ তাঁর পিতা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হিংস্র পশুর চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। আবু দাউদ, তিরমিযী এবং নাসায়ী এটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

(ص: 327) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

بَاب مَا يَقُولُ إِذَا لَبَسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

813 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَاهَ عِمَامَةً أَوْ قَمِيصًا أَوْ رَدَاءً يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صَنَعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صَنَعَ لَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ

[الشَّرْحُ]

هذه الأبواب التي ذكرها المؤلف هي آخر أبواب كتاب رياض الصالحين فالباب الأول: جواز لبس الحرير لمن به حكة وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن لبس الحرير وقال: إنما يلبسه من لا خلاق له وقال: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه لا بأس به مثل أن يكون في الإنسان حكة يعني حساسية واحتاج إلى لبس الحرير فإنه

নতুন পোশাক পরিধানকালে যা বলতে হয় সেই সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

৮১৩ - আবু সাঈদ আল-খুদরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কোনো নতুন পোশাক পরিধান করতেন—তা পাগড়ি, জামা কিংবা চাদর যাই হোক না কেন—তখন তিনি সেটির নাম নিতেন এবং বলতেন: "হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই জন্য। আপনিই আমাকে এটি পরিধান করিয়েছেন। আমি আপনার নিকট এর কল্যাণ এবং এটি যে কল্যাণের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে তা প্রার্থনা করছি। আর আমি আপনার নিকট এর অনিষ্ট এবং এটি যে অনিষ্টের আশঙ্কায় তৈরি করা হয়েছে তা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।" এটি আবু দাউদ ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিজি একে 'হাসান' হাদিস বলেছেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক এখানে যে পরিচ্ছেদগুলো উল্লেখ করেছেন, সেগুলো রিয়াদুস সালিহীন কিতাবের সর্বশেষ পরিচ্ছেদসমূহ। প্রথম পরিচ্ছেদটি হলো: যার চুলকানি বা চর্মরোগ রয়েছে তার জন্য রেশম পরিধানের বৈধতা। ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পুরুষদের জন্য রেশম পরিধান করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন: "পরকালে যার কোনো অংশ নেই, সেই কেবল এটি পরিধান করে।" তিনি আরও বলেছেন: "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এটি পরিধান করবে, সে পরকালে তা পরিধান করবে না।" কিন্তু যদি এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। যেমন কোনো ব্যক্তির যদি চুলকানি অর্থাৎ এলার্জি থাকে এবং তার রেশম পরিধান করার প্রয়োজন হয়, তবে সে...

(ص: 328) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

يلبسه ويكون مما يلي الجسد لأن الحرير لين وناعم وبارد يناسب الحكمة فيطفؤها
ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير أن يلبسا
الحرير من حكة كانت بهما كذلك أيضاً إذا كان الحرير أربعة أصابع فأقل يعني
عرضه أربعة أصابع فأقل فإنه لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم

رخص في ذلك يعني مثلاً لو كان إنسان عنده جبة وفي فتحتها خيوط من الحرير أو تطريز من الحرير لا يتجاوز أربعة أصابع فإن ذلك لا بأس به وكذلك إذا كان الثوب مختلطاً بين الحرير والقطن أو بين الحرير والصوف وكان الأكثر الصوف أو القطن يعني أكثر من الحرير فإنه لا بأس به فهذه ثلاثة أمور الأمر الرابع: إذا كان الحرب يعني التقى الصفان بين المسلمين والكفار فلا بأس أن يلبس الإنسان ثياب الحرير لأن ذلك يغيظ الكفار وكل شيء يغيظ الكفار فإنه مطلوب فهذه أربعة أشياء تستثنى: الأول: إذا كان حاجة كالحكة ويكون مما يلي الجسد والحكمة في ذلك واضحة الثاني: إذا كان أربعة أصابع فأقل والثالث: إذا كان مختلطاً والأكثر ظهوراً سوى الحرير

এটি পরিধান করা হবে এবং এটি শরীরের সংলগ্ন থাকবে, কারণ রেশম কোমল, মসৃণ ও শীতল হওয়ায় তা চুলকানির জন্য উপযোগী এবং তা উপশম করে। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবদুর রহমান ইবনে আউফ ও যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে তাদের চুলকানির রোগের কারণে রেশম পরিধানের অনুমতি দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে, যদি রেশমের পরিমাণ চার আঙুল বা তার কম হয়—অর্থাৎ এর প্রস্থ চার আঙুল বা তার কম হয়—তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সে বিষয়ে অনুমতি দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ব্যক্তির নিকট এমন একটি জুবা থাকে যার উন্মুক্ত অংশে রেশমের সুতা বা রেশমের কারুকাজ থাকে যা চার আঙুলের বেশি নয়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। তেমনিভাবে, যদি কাপড়টি রেশম ও সুতি অথবা রেশম ও পশমের মিশ্রণে তৈরি হয় এবং পশম বা সুতির পরিমাণ রেশমের চেয়ে বেশি হয়, তবে তাতেও কোনো বাধা নেই। এগুলো হলো তিনটি বিষয়। চতুর্থ বিষয়টি হলো: যুদ্ধের সময়, অর্থাৎ যখন মুসলিম ও কাফিরদের দুই বাহিনী মুখোমুখি হয়, তখন রেশমি বস্ত্র পরিধানে কোনো ক্ষতি নেই। কারণ এটি কাফিরদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে, আর যা কিছু কাফিরদের ক্ষুব্ধ করে তা শরীয়তে কাম্য। সুতরাং এই চারটি বিষয় ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য: প্রথমত, যদি কোনো প্রয়োজনের কারণে হয় যেমন চুলকানি, এবং তা শরীরের সাথে লেগে থাকে; এর পেছনের হিকমত বা তাৎপর্য অত্যন্ত স্পষ্ট। দ্বিতীয়ত, যদি তা চার আঙুল বা তার কম হয়।

তৃতীয়ত, যদি তা মিশ্রিত হয় এবং রেশম ছাড়া অন্য উপাদানটি অধিক প্রকাশমান বা পরিমাণে বেশি হয়।

(ص: 329) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

والرابع: في الحرب من أجل إغاية الكفار فهذه المواضع الأربعة لا بأس فيها من الحرير أما الباب الثاني: فهو لباس جلود النمار والنيار جمع نمر وهو حيوان معروف فلا يجوز للإنسان أن يلبس فروا من جلود النمار وكذلك لا يجوز للإنسان أن يلبس فروا من جلود السباع كما يدل عليه الحديث الآخر لأن جلود السباع نجسة كل السباع نجسة وأخبثها الكلب لأن نجاسة الكلب مغلظة لا يكفي فيها إلا الغسل سبع مرات إحداها بالتراب أما ما سواه من السباع فهو نجس، لكن ليس بهذه الغلظة وعلى كل حال فجلود الذئب وجلود النمر وأي جلود أخرى حرام كجلد الأسد مثلاً يحرم لبسها وكذلك ويحرم افتراشها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك يعني لو جعلتها مقاعد تجلس عليها فإن ذلك حرام أما جلود الضأن وجلود ما تحله الزكاة، فلا بأس أن يفتريشها الإنسان ولا بأس أن يلبسها أيضاً لأنها طاهرة والطاهر لا بأس باستعماله.

وأما الباب الثالث: فهو ما يقوله الإنسان إذا لبس ثوباً جديداً ولا شك أن الإنسان لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولا

চতুর্থত: যুদ্ধের ময়দানে কাফিরদের ক্রোধান্বিত করার উদ্দেশ্যে রেশম ব্যবহার করা। এই চারটি ক্ষেত্রে রেশম ব্যবহারে কোনো দোষ নেই। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: চিতাবাঘের চামড়া পরিধান করা প্রসঙ্গে। 'নামার' হলো 'নামির' (চিতাবাঘ) শব্দের বহুবচন, যা একটি সুপরিচিত প্রাণী। সুতরাং মানুষের জন্য চিতাবাঘের চামড়া দিয়ে তৈরি পশমি পোশাক পরিধান করা বৈধ নয়।

একইভাবে মানুষের জন্য অন্য কোনো হিংস্র প্রাণীর চামড়ার পশমি পোশাক পরিধান করাও বৈধ নয়, যা অন্য হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। কারণ হিংস্র প্রাণীর চামড়া অপবিত্র; সকল হিংস্র প্রাণীই নাপাক। আর তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো কুকুর। কারণ কুকুরের নাপাকি অত্যন্ত গুরুতর, যা মাটি দিয়ে একবারসহ মোট সাতবার ধৌত করা ছাড়া পবিত্র হয় না। অন্যান্য হিংস্র প্রাণীও অপবিত্র, তবে সেগুলোর নাপাকি এই পর্যায়ে নয়। মোটের উপর, নেকড়ে, চিতাবাঘ বা অন্য যেকোনো হিংস্র প্রাণীর চামড়া—যেমন সিংহের চামড়া—পরিধান করা হারাম। একইভাবে এগুলো বিছানা হিসেবে ব্যবহার করাও হারাম, কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আlihি ওয়াসাল্লাম) তা থেকে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ আপনি যদি এগুলোকে বসার আসন হিসেবে ব্যবহার করেন, তবে তা হারাম হবে। পক্ষান্তরে, ভেড়া বা এমন পশুর চামড়া যা জবেহ করার মাধ্যমে পবিত্র হয়, তা বিছানা হিসেবে ব্যবহার করতে বা পরিধান করতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ এগুলো পবিত্র, আর পবিত্র বস্তু ব্যবহারে কোনো বাধা নেই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: নতুন পোশাক পরিধান করার সময় পঠিতব্য দোয়া সম্পর্কে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত মানুষ নিজের জন্য কোনো কল্যাণ বা অকল্যাণ করার ক্ষমতা রাখে না এবং...

(ص: 330) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

شك أن ما نأكله ونشربه ونلبسه من نعمة الله عز وجل وأنه هو الذي خلقه لنا ولولا أن الله يسره ما تيسر لو شاء تعالى لفقد المال من بين أيدينا فلم نستطيع أن نحصل شيئاً ولو شاء الله لوجد المال بيننا لكن لا نجد شيئاً نطعمه أو نلبسه ونشربه قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ فكل ما بنا من نعمة الله وحده ومن ذلك اللباس فإذا من الله عليك بلباس جديد قميص أو سروال أو غترة أو مشلح أو نحوها ولبستها فقل: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه وتسبيبه بأسبه اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا القميص أنت كسوتني هذا السروال أنت

كسوتني هذه الغترة أنت كسوتني هذه الطاقية أنت كسوتني هذا المشلح أي شيء
تلبسه وهو جديد فاحمد الله قل: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير
ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له فربما يكون هذا سبب شر عليك ربما
تأكل النار طرفه ثم تتقد حتى تشمل هذا اللباس وتقضي عليك أنت أيضاً ربما تكون
فيه أشياء سامة ما تعلم عنها شيئاً فآلمهم أنك تقول: اللهم إني أعوذ بك من شره
وشر ما صنع له لأنه قد يصنع ويكون سبباً للشر كأن يحمل صاحبه على الكبر
والترفع على الناس أو قد يكون سبباً للفتنة وهي من أعظم الشر والفساد كتلك
الألبسة التي تتفنن النساء في صنعها مضاهاة لغيرهن

নিঃসন্দেহে আমরা যা আহার করি, পান করি এবং পরিধান করি তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে
এক বিশেষ নিয়ামত এবং তিনিই আমাদের জন্য এসব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ যদি এটি সহজ
না করতেন, তবে তা লাভ করা সম্ভব হতো না। মহান আল্লাহ চাইলে আমাদের নিকট থাকা
সম্পদ বিলুপ্ত করে দিতে পারতেন, ফলে আমরা কিছুই অর্জন করতে পারতাম না। আবার
আল্লাহ চাইলে আমাদের মাঝে সম্পদ থাকতে পারত, কিন্তু আমরা আহার করার, পরিধান
করার বা পান করার মতো কিছুই পেতাম না। আপনি বলুন, "তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি
তোমাদের পানি ভূগর্ভে হারিয়ে যায়, তবে কে তোমাদের প্রবাহমান নির্মল পানি এনে দেবে?"
সুতরাং আমাদের যা কিছু নিয়ামত রয়েছে তা কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই এবং পোশাক-
পরিচ্ছদও সেই নিয়ামতের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, আল্লাহ যখন আপনাকে কোনো নতুন
পোশাক—যেমন কামিজ, পায়জামা, পাগড়ি, চাদর বা এই জাতীয় কিছু—দ্বারা ধন্য করেন
এবং আপনি তা পরিধান করেন, তখন বলুন: "হে আল্লাহ! আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা,
আপনিই আমাকে এটি পরিধান করিয়েছেন।" এবং আপনি সেই পোশাকের নাম সুনির্দিষ্টভাবে
উল্লেখ করবেন: "হে আল্লাহ! আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, আপনি আমাকে এই কামিজটি
পরিধান করিয়েছেন, আপনি আমাকে এই পায়জামাটি পরিধান করিয়েছেন, আপনি আমাকে
এই পাগড়িটি পরিধান করিয়েছেন, আপনি আমাকে এই টুপিটি পরিধান করিয়েছেন, আপনি
আমাকে এই চাদরটি পরিধান করিয়েছেন।" নতুন যা কিছুই পরিধান করুন না কেন, আল্লাহর
প্রশংসা করুন এবং বলুন: "হে আল্লাহ! আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, আপনি আমাকে এটি
পরিধান করিয়েছেন। আমি আপনার কাছে এর কল্যাণ এবং যে উদ্দেশ্যে এটি তৈরি করা

হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি; আর আমি আপনার কাছে এর অনিষ্ট এবং যে উদ্দেশ্যে এটি তৈরি করা হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" কারণ হতে পারে এই পোশাকটি আপনার জন্য অকল্যাণের কারণ হবে। হতে পারে আগুন এর কোনো এক প্রান্ত স্পর্শ করবে এবং পরবর্তীতে তা প্রজ্জ্বলিত হয়ে পুরো পোশাককে গ্রাস করে ফেলবে, এমনকি আপনাকেও ধ্বংস করে দেবে। হতে পারে এতে এমন কোনো বিষাক্ত উপাদান রয়েছে যা সম্পর্কে আপনি কিছুই জানেন না। তাই মূল বিষয় হলো আপনি বলবেন: "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এর অনিষ্ট এবং যে উদ্দেশ্যে এটি তৈরি করা হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।" কারণ এটি এমনভাবে তৈরি হতে পারে যা মন্দের কারণ হয়ে দাঁড়াবে; যেমন এটি পরিধানকারীকে মানুষের ওপর অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনে প্ররোচিত করতে পারে। অথবা এটি ফিতনার কারণ হতে পারে, যা অত্যন্ত ভয়াবহ অনিষ্ট ও বিপজ্জ্বলা—যেমন নারীদের সেই সব পোশাক যা তারা অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে অতি কারুকার্যময় করে তৈরি করে থাকে।

(ص: 331) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

من نساء الغرب الكفريات

পাশ্চাত্যের অবিশ্বাসী নারীদের মধ্য হতে

(ص: 332) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

كتاب آداب النوم

باب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا

814 - عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه

815 - وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعا فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اظجع على شقك الأيمن وقل ... وذكر نحوه وفيه واجعلن آخر ما تقول متفق عليه

[الشَّرْحُ]

عقد المؤلف رحمه الله كتاباً في آداب النوم والجلوس والجليس وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان في

নিদ্রার আদব অধ্যায়

নিদ্রা, শয়ন, উপবেশন, মজলিস, সঙ্গী এবং স্বপ্ন দেখার আদব সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

৮১৪ - বারা ইবনে আযিব (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন নিজ বিছানায় যেতেন, তখন তিনি ডান কাতে শয়ন করতেন। এরপর বলতেন: "হে আল্লাহ! আমি নিজেকে আপনার প্রতি সমর্পণ করলাম, আমার চেহারা আপনার দিকে ফিরলাম, আমার সকল বিষয় আপনার ওপর ন্যস্ত করলাম এবং আপনার প্রতি অনুরাগী হয়ে ও আপনার ভয়ে ভীত হয়ে আমার পিঠ আপনার আশ্রয়ে সঁপে দিলাম। আপনি ব্যতীত কোনো আশ্রয়স্থল নেই এবং আপনার পাকড়াও হতে মুক্তি পাওয়ার কোনো জায়গা নেই। আমি আপনার অবতীর্ণ কিতাবের ওপর এবং আপনার প্রেরিত নবীর ওপর ঈমান এনেছি।" ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থের 'কিতাবুল আদব'-এ এই শব্দেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৮১৫ - তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বলেছেন: "যখন তুমি তোমার বিছানায় যাবে, তখন নামাযের ওয়ুর মতো ওয়ু করবে, এরপর তোমার ডান কাতে শুয়ে পড়বে এবং বলবে..."

অতঃপর পূর্বের ন্যায় যিকরটি উল্লেখ করেন এবং তাতে রয়েছে: "আর এগুলোকে তোমার (দিনের) শেষ কথা হিসেবে নির্ধারণ করো।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) নিদ্রা, উপবেশন, সঙ্গী এবং মানুষের প্রয়োজনীয় অন্যান্য আদবসমূহ সম্পর্কে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন...

(ص: 333) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

حياته وهذا يدل على أن هذا الكتاب أعني رياض الصالحين كتاب شامل عام ينبغي لكل مسلم أن يقتنيه وأن يقرأه وأن يفهم ما فيه فذكر المؤلف رحمه الله آداب النوم والنوم من آيات الله عز وجل الدالة على كمال قدرته وحكمته قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ وهو نعمة من الله تعالى على العبد لأنه يستريح فيه من تعب سابق وينشط فيه لعمل لاحق فهو ينفع الإنسان فيها مضى وفيها يستقبل وهو من كمال الحياة الدنيا وذلك لأن الدنيا ناقصة فتكمل بالنوم لأجل الراحة لكنه نقص من وجه آخر بالنسبة للقيوم عز وجل وهو الله فإن الله تعالى: { لا تأخذة سنة ولا نوم } لكمال حياته فهو لا يحتاج إلى النوم ولا يحتاج إلى شيء وهو الغني الحميد عز وجل لكن الإنسان في هذه الحياة الدنيا بشر ناقص يحتاج إلى تكميل والنوم عبارة عن أن الله سبحانه وتعالى يقبض النفس حين النوم لكنه ليس القبض التام الذي تحصل به المفارقة التامة ولذلك تجد الإنسان حياً

میتا فی الحقیقة لا یحس بما عنده لا یسمع قولا ولا یشعر بشیء
ولکن

তাঁর জীবন। এটি একথাই প্রমাণ করে যে, এই কিতাবটি—অর্থাৎ রিয়াদুস সলিহীন—একটি অত্যন্ত ব্যাপক ও সর্বজনীন কিতাব, যা প্রতিটি মুসলিমেরই সংগ্রহ করা, পাঠ করা এবং এর অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু অনুধাবন করা উচিত। অতঃপর লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) ঘুমের আদবসমূহ আলোচনা করেছেন। আর ঘুম হলো মহান আল্লাহর অন্যতম একটি নিদর্শন, যা তাঁর ক্ষমতার পূর্ণতা ও প্রজ্ঞার পরিচায়ক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: “আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর অনুগ্রহ অব্বেষণ।” এটি বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এক বিশেষ নিয়ামত; কারণ এর মাধ্যমে মানুষ পূর্ববর্তী ক্লান্তি থেকে বিশ্রাম পায় এবং পরবর্তী কাজের জন্য নতুন উদ্দীপনা লাভ করে। সুতরাং এটি মানুষের অতীত ও ভবিষ্যৎ—উভয় দিক থেকেই উপকারী। এটি পার্থিব জীবনের পূর্ণতারও অংশ; কারণ দুনিয়া ত্রুটিপূর্ণ, আর বিশ্রামের জন্য ঘুমের মাধ্যমে সে ত্রুটি পূর্ণ করা হয়। তবে ‘আল-কাইয়ুম’ তথা চিরঞ্জীব ও সর্বসত্তার ধারক মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে এটি অন্য বিবেচনায় একটি সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি। আর তিনি হলেন আল্লাহ; নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা: “তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না”—এটি তাঁর সুমহান জীবনের পূর্ণতার প্রমাণ। সুতরাং তিনি নিদ্রার মুখাপেক্ষী নন এবং কোনো কিছুই মুখাপেক্ষী নন; তিনি অভাবমুক্ত ও চিরপ্রশংসিত মহাপরাক্রমশালী। কিন্তু এই পার্থিব জীবনে মানুষ হলো এক অপূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি, যাকে পূর্ণতা অর্জনের জন্য মুখাপেক্ষী হতে হয়। মূলত ঘুম হলো মহান আল্লাহ কর্তৃক ঘুমের সময় রুহ বা আত্মা কবজ করার একটি অবস্থা; তবে এটি সেই পূর্ণাঙ্গ বিচ্ছেদ নয় যা চূড়ান্ত মৃত্যুর সময় ঘটে। একারণেই আপনি মানুষকে বাস্তবে জীবিত অথচ মৃতের ন্যায় দেখতে পান—সে তার আশপাশের কিছুই অনুভব করতে পারে না, কোনো কথা শোনে না, কাউকে দেখে না এবং কোনো দ্রাঘপায় না, কিন্তু...

لم تخرج نفسه من بدنه الخروج الكامل قال الله تعالى: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا} وهذه الوفاة الكبرى: {والتي لم تمت في منامها} يتوفاها في منامها {فيمسك التي قضى عليها الموت} وهي الأولى {ويرسل الآخرة} وهي النائمة يعني يطلقها {إلى أجل مسي} لأن كل شيء عند الله تعالى وبقدير وكل شيء عنده بأجل مسي كل فعله جل وعلا حكمة في غاية الإتقان فهذا النوم من آيات الله عز وجل تأتي القوم مثلاً في حجرة أو في سطح أو في بر وهم نيام كأنهم جثث موتى لا يشعرون بشيء ثم هؤلاء القوم يبعثهم الله عز وجل قال الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَيَّ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ} ثم إن الإنسان يعتبر بالنوم اعتباراً آخر وهو إحياء الأموات بعد الموت فإن القادر على رد الروح حتى يصحو الإنسان ويستيقظ ويعمل عمله في الدنيا قادر على أن يبعث الأموات من قبورهم وهو على كل شيء قدير ومن آداب النوم: أن ينام الإنسان على الشق الأيمن لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره فالبراء بن عازب رضي الله عنه روى أن النبي

তার শরীর থেকে তার আত্মা পূর্ণাঙ্গভাবে নির্গত হয় না। মহান আল্লাহ বলেন: {আল্লাহ প্রাণসমূহ গ্রহণ করেন তাদের মৃত্যুর সময়ে}। আর এটি হলো ‘মহা-মৃত্যু’। {এবং যারা তাদের ঘুমের মধ্যে মরেনি}—অর্থাৎ তিনি তাদের ঘুমের অবস্থায় গ্রহণ করেন। {অতঃপর তিনি যার ওপর মৃত্যু অবধারিত করেছেন তাকে আটকে রাখেন}—এটি হলো প্রথম অবস্থা— {এবং অন্যটিকে প্রেরণ করেন}—অর্থাৎ তাকে মুক্ত করে দেন— {একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত}। কারণ মহান আল্লাহর নিকট প্রতিটি বিষয় সুপরিমিত এবং তাঁর কাছে সবকিছুই একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত নির্ধারিত। মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর প্রতিটি কর্মই চরম নিপুণ প্রজ্ঞাপূর্ণ। সুতরাং এই নিদ্রা মহান আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আপনি একদল লোককে দেখবেন— উদাহরণস্বরূপ কোনো কক্ষে, ছাদে কিংবা প্রান্তরে—তারা ঘুমিয়ে আছে যেন তারা নিথর দেহ, তারা কোনো কিছু অনুভব করে না। এরপর এই লোকদের মহান আল্লাহ পুনরায় জাগ্রত করেন। মহান আল্লাহ বলেন: {আর তিনিই সেই সত্তা যিনি রাতে তোমাদের প্রাণ গ্রহণ করেন এবং দিনে তোমরা যা অর্জন করো তা তিনি জানেন। এরপর তিনি তোমাদের তাতে পুনরায়

জাগ্রত করেন যাতে একটি নির্ধারিত সময় পূর্ণ হয়। তারপর তাঁরই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন।} এছাড়া মানুষ ঘুম থেকে আরেকটি শিক্ষা লাভ করতে পারে, তা হলো মৃত্যুর পর মৃতদের পুনর্জীবিত হওয়া। কারণ যিনি রুহ ফিরিয়ে দিতে সক্ষম যাতে মানুষ সচেতন হয়, জাগ্রত হয় এবং পৃথিবীতে তার কাজ সম্পাদন করতে পারে, তিনি মৃতদের তাদের কবর থেকে পুনরুত্থিত করতেও সক্ষম; আর তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। ঘুমের আদবসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো: মানুষের ডান কাতে ঘুমানো, কারণ এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমল ও নির্দেশ ছিল। বারআ বিন আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী...

(ص: 335) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

صلى الله عليه وسلم كان يضطجع على شقه الأيمن والنبي صلى الله عليه وسلم أمر البراء بن عازب أن ينام على شقه الأيمن هذا هو الأفضل سواء كانت القبلة خلفك أو أمامك أو عن يمينك أو عن شمالك النوم على الأيمن هو المهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به بعض الناس اعتاد أن ينام على الجنب الأيسر ولو نام على الأيمن ربما لا يأتيه النوم لكن عليه أن يعود نفسه لأن المسألة ليست بالأمر الهين ثبتت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره فأنت إذا نمت على الجنب الأيمن تشعر بأنك متبع الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان ينام على جنبه الأيمن وممثل لأمره حيث أمر به عليه الصلاة والسلام فعود نفسك وجاهدها على ذلك يوماً أو يومين أو أسبوعاً حتى تستطيع النوم وأنت ممثل لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ومن السنن أيضاً إذا تيسر أن تضع يداك اليمنى تحت خدك الأيمن لأن هذا ثبت من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فإن تيسر لك ذلك فهو جيد وأفضل وإن لم يتيسر فليس هو بالتأكيد كمثال النوم على الجنب الأيمن ومن ذلك أيضاً أن تقول هذا الذكر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به اللهم أسلمت نفسي إليك

ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا
ملجأ ولا منجأ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান কাতে শয়ন করতেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারান্না ইবনে আযেব (রা.)-কে ডান কাতে ঘুমানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটিই হলো সর্বোত্তম পদ্ধতি, চাই কিবলা আপনার পেছনে, সামনে, ডানে কিংবা বামে যে কোনো দিকেই হোক না কেন। ডান পাশে কাৎ হয়ে ঘুমানোটাই মূল বিষয়, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ দিয়েছেন। কিছু মানুষ বাম কাতে ঘুমাতে অভ্যস্ত এবং ডান কাতে শয়ন করলে হয়তো তাদের ঘুম আসতে চায় না; তবে তাদের উচিত নিজেদের অভ্যস্ত করে তোলা। কারণ বিষয়টি তুচ্ছ নয়, বরং এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল ও নির্দেশ দ্বারা প্রমাণিত। আপনি যখন ডান পাশে কাৎ হয়ে শয়ন করবেন, তখন আপনি অনুভব করবেন যে, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন, যেহেতু তিনি ডান কাতে শয়ন করতেন এবং আপনি তাঁর আদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছেন। সুতরাং একদিন, দুই দিন বা এক সপ্তাহ পর্যন্ত এ বিষয়ে চেষ্টা করুন এবং নিজেকে অভ্যস্ত করে তুলুন, যাতে আপনি আপনার নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ পালনরত অবস্থায় ঘুমাতে পারেন।

অন্যতম সুন্নাহ হলো যদি সম্ভব হয় তবে ডান হাত ডান গালের নিচে রাখা, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল থেকে এটি প্রমাণিত। যদি এটি আপনার জন্য সহজসাধ্য হয় তবে তা উত্তম, আর যদি সম্ভব না হয় তবে তা ডান কাতে শোয়ার মতো অতটা গুরুত্ববহ নয়। এছাড়া আরও একটি সুন্নাহ হলো সেই যিকিরটি পাঠ করা যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করতেন এবং পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন: "হে আল্লাহ! আমি নিজেকে আপনার কাছে সমর্পণ করলাম, আমার মুখমণ্ডল আপনার দিকে নিবদ্ধ করলাম, আমার সকল বিষয় আপনার ওপর ন্যস্ত করলাম এবং আপনার প্রতি অনুরাগ ও ভীতি নিয়ে আপনার আশ্রয়ে পিঠ লাগলাম। আপনি ছাড়া আপনার নিকট থেকে পালানোর কোনো আশ্রয়স্থল নেই এবং নাজাতের কোনো স্থান নেই।"

منك إلا إليك آمنت بكتابتك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت واجعل هذا آخر ما تقول يعني بعد الأذكار الأخرى مثل اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وما أشبه ذلك المهم اجعل هذا الذكر الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب آخر ما تقول وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب أن يعيد عليه هذا الذكر فأعاده لكن قال وبرسولك الذي أرسلت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا قل وبنبيك الذي أرسلت ولا تقل وبرسولك قال أهل العلم: وذلك لأن الرسول يطلق على الرسول البشري والرسول الملكي جبريل كما قال تعالى: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ} والنبي للنبي البشري وأنت إذا قلت نبيك الذي أرسلت جمعت بين الشهادة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنبوة والرسالة فكان هذا اللفظ أولى من قولك وبرسولك الذي أرسلت لأنك لو قلت

আপনার নিকট থেকে আপনারই নিকট আশ্রয়। আমি ঈমান এনেছি আপনার কিতাবের ওপর যা আপনি অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনার নবীর ওপর যাকে আপনি প্রেরণ করেছেন। আপনি এটিকে আপনার সর্বশেষ পঠিত বাক্য হিসেবে নির্ধারণ করুন; অর্থাৎ অন্যান্য যিকির বা দুআ সমাপনের পর এটি পাঠ করবেন, যেমন: “হে আল্লাহ! আপনার নামেই আমি আমার পার্শ্বদেশ শায়িত করলাম এবং আপনার কুদরতেই তা উত্তোলন করব। যদি আপনি আমার রুহ কবজ করেন তবে তাকে ক্ষমা করে দিন এবং তার প্রতি দয়া করুন, আর যদি তা পুনরায় ফিরিয়ে দেন তবে তাকে সেভাবেই হিফাজত করুন যেভাবে আপনি আপনার নেককার বান্দাদের হিফাজত করেন” এবং এই জাতীয় অন্যান্য যিকিরসমূহ। মূল কথা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারা ইবনে আযিবকে যে যিকিরটি শিখিয়েছেন, সেটিকে আপনার শয্যাগ্রহণের সর্বশেষ পঠিত বাক্য হিসেবে নির্ধারণ করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারা ইবনে আযিবকে যিকিরটি পুনরায় পাঠ করতে আদেশ করেছিলেন, তখন তিনি তা পুনরায় পাঠ করলেন কিন্তু বললেন “আপনার প্রেরিত রাসূলের ওপর”। এমতাবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন: “না, বরং বলো: আপনার প্রেরিত নবীর ওপর; ‘আপনার প্রেরিত রাসূলের ওপর’ বলো না।” উলামায়ে কিরাম বলেন: এর কারণ হলো ‘রাসূল’ শব্দটি যেমন মানব রাসূলের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তেমনি ফেরেশতা রাসূল জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়, যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: “নিশ্চয়ই এটি এক সম্মানিত রাসূলের বাণী, যিনি শক্তিশালী এবং আরশের অধিপতির নিকট বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।” আর ‘নবী’ শব্দটি কেবল মানব নবীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এমতাবস্থায় আপনি যখন বলেন “আপনার প্রেরিত নবী”, তখন আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত ও রিসালাত—উভয় বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্য প্রদানকে একত্রিত করলেন। তাই এই শব্দচয়ন আপনার “আপনার প্রেরিত রাসূল” বলার চেয়ে অধিকতর উত্তম ও অগ্রগণ্য, কারণ আপনি যদি বলেন...

(ص: 337) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وبرسوك الذي أرسلت يمكن أن يكون جبريل لأن جبريل رسول أرسله الله إلى الأنبياء بالوحي فينبغي عليكم أن تحفظوا هذا الذكر وأن تقولوه إذا اضطجعتكم على فرشكم وأن تجعلوه آخر ما تقولون امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتباعاً لسنة وهدية هذه من آداب النوم ومن حكمة الله عز وجل ورحمته أنك لا تكاد تجد فعلاً للإنسان إلا وجدته مقروناً بذكر اللباس له ذكر، الأكل له ذكر، الشرب له ذكر، النوم له ذكر، حتى جماع الرجل لامرأته له ذكر كل شيء له ذكر وذلك من أجل ألا يغفل الإنسان عن ذكر الله يكون ذكر الله على قلبه دائماً وعلى لسانه دائماً وهذه من نعمة الله التي نسأل الله تعالى أن يرزقنا شكرها وأن يعيننا عليها

816 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة فإذا طلع الفجر صلى ركعتين حفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه متفق عليه

এবং "আপনার সেই রাসূলের প্রতি যাকে আপনি প্রেরণ করেছেন"—এখানে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভব; কারণ জিবরাঈল হলেন এমন এক রাসূল যাকে আল্লাহ নবীদের নিকট ওহী নিয়ে পাঠাতেন। অতএব, আপনাদের কর্তব্য হলো এই যিকিরটি মুখস্থ করা এবং যখন আপনারা বিছানায় শয়ন করবেন তখন তা পাঠ করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আlihি ওয়া সাল্লামের নির্দেশের আনুগত্য এবং তাঁর সুন্নাহ ও আদর্শের অনুসরণে একে আপনাদের সর্বশেষ বাক্য হিসেবে নির্ধারণ করা উচিত। এটি ঘুমের শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহর প্রজ্ঞা ও করুণার বহিঃপ্রকাশ এই যে, মানুষের এমন কোনো কাজ আপনি পাবেন না যার সাথে কোনো যিকির সংশ্লিষ্ট নেই। পোশাক পরিধানের যিকির আছে, আহারের যিকির আছে, পান করার যিকির আছে, ঘুমের যিকির আছে, এমনকি স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য মিলনেরও যিকির আছে। প্রতিটি বিষয়েরই যিকির রয়েছে যাতে মানুষ আল্লাহর স্মরণ থেকে বিস্মৃত না হয় এবং আল্লাহর যিকির যেন সর্বদা তার অন্তরে ও জিহ্বায় বিরাজমান থাকে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন এক নিয়ামত যার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তাওফীক এবং যার ওপর অবিচল থাকার সামর্থ্য আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি।

৮১৬ - আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে এগারো রাকাত সালাত আদায় করতেন। যখন ফজর উদিত হতো, তখন তিনি দুই রাকাত সংক্ষিপ্ত সালাত আদায় করতেন, এরপর নিজের ডান পার্শ্বের ওপর ভর দিয়ে শুতেন যতক্ষণ না মুয়াযযিন এসে তাঁকে সালাতের সংবাদ প্রদান করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

817 - وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم بأسبك أموت وأحياً وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحياناً بعد ما أماتنا وإليه النشور رواه البخاري

[الشَّرْحُ]

هذه من الأحاديث التي ساقها النووي رحمه الله في (كتاب آداب النوم) وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر البراء بن عازب أن يضطجع على جنبه الأيمن وأن يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك إلى آخر الحديث وبيننا أن السنة والأفضل أن ينام الإنسان على جنبه الأيمن وفي حديث حذيفة رضي الله عنه أنه ينبغي أن يضع الإنسان يده تحت خده ومعلوم أنها اليد اليمنى تكون تحت الخد الأيمن وهذا ليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الأفضلية فإن تيسر لك هذا وإلا فالأمر واسع والله الحمد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده تحت خده ويقول: بأسبك اللهم أموت وأحياً يعني أنني أموت وأحياً بإرادة الله عز وجل والبراد

৮১৭ - হযরত হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রাতে শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন তাঁর হাত স্বীয় গালের নিচে রাখতেন এবং বলতেন: ‘হে আল্লাহ! আপনার নামেই আমি মৃত্যুবরণ করি এবং জীবিত হই।’ আর যখন তিনি জাগ্রত হতেন, তখন বলতেন: ‘সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের মৃত (নিদ্রিত) করার পর পুনরায় জীবিত করেছেন এবং তাঁর দিকেই পুনরুত্থান।’ (বুখারী বর্ণনা করেছেন)

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী রাহিমাল্লাহু ‘ঘুমানোর আদব’ (কিতাবু আদাবিন নাউম) অধ্যায়ে যেসকল হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোরই অন্তর্ভুক্ত। ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারং বারং আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্দেশ

দিয়েছিলেন যেন তিনি তাঁর ডান পার্শ্বে শয়ন করেন এবং এই দু’আ পাঠ করেন: ‘হে আল্লাহ! আমি আমার প্রাণকে আপনার নিকট সমর্পণ করলাম, আমার মুখমণ্ডল আপনার দিকে ফেরালাম এবং আমার সকল কাজ আপনার ওপর ন্যস্ত করলাম...’ হাদীসের শেষ পর্যন্ত। আমরা ব্যাখ্যা করেছি যে, সুন্নত ও সর্বোত্তম হলো মানুষ যেন তার ডান পার্শ্বে শুয়ে ঘুমায়। হযরত হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদীস থেকে জানা যায় যে, মানুষের উচিত তার হাত গালের নিচে রাখা। আর এটি স্পষ্ট যে, ডান হাতই ডান গালের নিচে রাখা হবে। এটি কোনো ওয়াজিব বা আবশ্যিক বিধান নয়, বরং উত্তম হওয়ার নিরিখে। যদি এটি করা আপনার জন্য সহজ হয়, তবে করবেন; অন্যথায় বিষয়টি প্রশস্ত, আলহামদুলিল্লাহ। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাত গালের নিচে রাখতেন এবং বলতেন: ‘আপনার নামে হে আল্লাহ! আমি মৃত্যুবরণ করি ও জীবন লাভ করি।’ অর্থাৎ আমি মহান আল্লাহর ইচ্ছাতেই মৃত্যুবরণ করি এবং জীবিত হই। আর এখানে উদ্দেশ্য হলো—

(ص: 339) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

بالموت هنا والله أعلم موت النوم لأن النوم يسمى وفاة أو أنه الموت الأكبر الذي هو مفارقة الروح للبدن ويكون كقوله تعالى: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور وهذا يؤيد أن المراد بالموت في قوله: بآسبك اللهم أموت وأحيا يعني موت النوم وهو الموت الأصغر أما حديث عائشة رضي الله عنها فقد أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة وهذا أكثر ما كان يصلي إما إحدى عشرة وإما ثلاثة عشر وقد ينقص عن ذلك حسب ما تكون حاله عليه الصلاة والسلام من النشاط وعدم النشاط ثم كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين وهما سنة الفجر فإن السنة أن يخففها فيقرأ في الأولى: {قل يا أيها الكافرون} وفي

الثانية {قل هو الله أحد} أو في الأولى {قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا} إلى آخر الآية في سورة البقرة وفي الثانية {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم} في آل عمران والمهم أن يخففها فيخفف الركوع والسجود والقيام والقعود

এখানে মৃত্যু বলতে—আল্লাহই সর্বজ্ঞ—নিদ্রার মৃত্যুকে বোঝানো হয়েছে, কেননা নিদ্রাকে 'ওফাত' বা মৃত্যু বলা হয়। অথবা এর দ্বারা সেই 'মউতে আকবর' বা বড় মৃত্যু উদ্দেশ্য, যা শরীর থেকে রুহের পৃথক হওয়া। আর এটি মহান আল্লাহর বাণীর ন্যায়: "বলুন, নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কোরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই জন্য।" এবং তিনি যখন জাগ্রত হতেন, তখন বলতেন: "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন এবং তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন।" এটি এই বিষয়টিকে সমর্থন করে যে, তাঁর উক্তি "হে আল্লাহ, আপনার নামেই আমি মৃত্যুবরণ করি এবং জীবিত হই"-এ মৃত্যু দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঘুমের মৃত্যু, যা হলো 'মউতে আসগর' বা ছোট মৃত্যু। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বর্ণিত হাদিসের প্রসঙ্গে বলা যায় যে, তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাতে এগারো রাকাত সালাত আদায় করতেন। আর এটিই ছিল তাঁর সর্বাধিক সালাত; হয় এগারো রাকাত অথবা তেরো রাকাত। তবে তাঁর (আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম) কর্মতৎপরতা বা ক্লাস্তি অনুযায়ী কখনো এর চেয়ে কমও হতো। অতঃপর যখন ফজর উদিত হতো, তিনি সংক্ষিপ্ত দু'রাকাত সালাত আদায় করতেন, যা ফজরের সুন্নাত। কেননা সুন্নাত হলো এ দু'রাকাত সংক্ষিপ্ত করা; যেখানে প্রথম রাকাতে 'বলুন, হে কাফিরগণ' এবং দ্বিতীয় রাকাতে 'বলুন, তিনিই আল্লাহ, একক' পাঠ করা হয়। অথবা প্রথম রাকাতে সূরা বাকারার "বলুন, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে..." আয়াতের শেষ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আলে-ইমরানের "বলুন, হে কিতাবধারীগণ! এসো এমন এক কালিমার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন" পাঠ করা। আর মূল বিষয় হলো এ দু'রাকাত সংক্ষেপ করা; অর্থাৎ রুকু, সিজদা, কিয়াম ও বৈঠক সংক্ষিপ্ত করা।

لكن بشرط ألا يخل بالطبائنة لأنه لو أخل بالطبائنة لفسدت ثم يضطجع على جنبه الأيمن عليه الصلاة والسلام بعد أن يصلي الركعتين سنة الفجر يضطجع على الجانب الأيمن حتى يؤذنه المؤذن يعني حتى يعلمه بأن وقت الإقامة قد جاء فيخرج ويصلي ففي هذا الحديث فوائد: منها: أن من نعمة الله عز وجل أن أطلعنا على ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمه في السر في الليل بواسطة زوجاته رضي الله عنهن وهذا من الحكمة في كثرة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه مات عن تسع نسوة ومن فوائد ذلك أن كل امرأة منهن تأتي بسنة لا يطلع عليها إلا هي ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل إحدى عشرة ركعة وكان يطيل القيام عليه الصلاة والسلام وكان يقوم إذا انتصف الليل وأحياناً بعد ذلك حسب نشاطه وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من نصف الليل ينام في آخر الليل كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث آخر وإلا صلى إلى الفجر إذا تأخر فإذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم اضطجع على جنبه الأيمن وفيه دليل على أنه يسن تخفيف ركعتي الفجر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفيه أن الأفضل للإمام ألا يحضر إلى

তবে শর্ত হলো এতে যেন স্থিরতায় (তুমানীনাহ) কোনো বিঘ্ন না ঘটে, কারণ যদি স্থিরতায় ব্যাঘাত ঘটে তবে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের দুই রাকাত সূনাত সালাত আদায়ের পর তাঁর ডান পার্শ্বে কাত হয়ে শুতেন। তিনি ডান পার্শ্বে কাত হয়ে শুয়ে থাকতেন যতক্ষণ না মুয়াযযিন তাঁকে সংবাদ দিতেন; অর্থাৎ তাঁকে জানানো হতো যে ইকামতের সময় হয়ে গেছে, তখন তিনি বের হতেন এবং সালাত আদায় করতেন। এই হাদীসে বেশ কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে: তন্মধ্যে একটি হলো, আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার এটি এক বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁর নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলিহি ওয়া সাল্লাম) স্ত্রীগণের (রাদিয়াল্লাহু আনহুনা) মাধ্যমে রাতের নির্জনে করা তাঁর

আমলগুলো আমাদের সামনে প্রকাশ করেছেন। আর এটিই ছিল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম)-এর বহুবিবাহের এক অন্যতম হিকমত; কেননা তিনি নয়জন স্ত্রী রেখে ইন্তেকাল করেছিলেন। এর অন্যতম উপকারিতা এই যে, তাঁদের প্রত্যেক স্ত্রীই এমন সব সুন্নাহর বর্ণনা দিয়েছেন যা কেবল তাঁদের পক্ষেই প্রত্যক্ষ করা সম্ভব ছিল। আরেকটি বিষয় হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতে এগারো রাকাত সালাত আদায় করতেন এবং তিনি কিয়াম অত্যন্ত দীর্ঘ করতেন। তিনি মাঝরাতে সালাতের জন্য দাঁড়াতেন, আবার কখনো তাঁর শারীরিক উদ্যম অনুযায়ী এর কিছু পরে দাঁড়াতেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মাঝরাত থেকে সালাত শুরু করতেন, তখন রাতের শেষাংশে ঘুমিয়ে নিতেন— যেমনটি আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) অন্য এক হাদীসে বর্ণনা করেছেন। অন্যথায়, যদি সালাত শুরু করতে বিলম্ব হতো তবে তিনি ফজর পর্যন্ত সালাত আদায় করতেন। অতঃপর যখন ফজর উদিত হতো, তিনি দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন এবং এরপর তাঁর ডান পার্শ্ব কাত হয়ে শুতেন। এতে এই দলীল পাওয়া যায় যে, ফজরের দুই রাকাত সুন্নাহ সংক্ষিপ্ত করা সুন্নাহসম্মত, যেমনটি নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) করেছেন। আর এতে এ বিষয়টিও রয়েছে যে, ইমামের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত মসজিদে উপস্থিত না হওয়া উত্তম যতক্ষণ না...

(ص: 341) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

المسجد إلا عند إقامة الصلاة وإن يجعل صلاة الرواتب في بيته كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل أما المأموم فإنه يتقدم لكن الإمام لما كان ينتظر ولا ينتظر كانت السنة أن يتأخر في بيته حتى يصلي النوافل المشروعة ثم يأتي وفيه دليل على استحباب الاضطجاع على الجنب الأيمن بعد سنة الفجر لمن تطوع في بيته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الضجعة: منهم من قال إنها سنة بكل حال ومنهم من قال إنها ليست بسنة إلا إذا كان الإنسان صاحب

صلاة في آخر الليل فإنه يضطجع ليعطي بدنه شيئاً من الراحة ومنهم من شدد فيها حتى جعلها بعض العلماء من شروط صلاة الفجر وقال من لم يضطجع بعد السنة فلا صلاة له لكن هذا قول شاذ وإنما ذكرناه لنبين لكم أن بعض العلماء يأتون بأقوال شاذة بعيدة عن الصواب والصواب أنها سنة لمن كان له تهجد من الليل وصلاة وطول قيام فهذا يضطجع حتى يؤذن بالصلاة وهذا في حق الإمام ظاهر أما المأموم فإنه ربما لو اضطجع يقيسون الصلاة فيفوته شيء منها وهو لا يشعر لأن المأموم ينتظر ولا ينتظر لكن الإمام هو الذي

মসজিদে কেবল ইকামত প্রদানের সময় প্রবেশ করা এবং সুন্নতে রাওয়াতিব নামাযসমূহ নিজের ঘরে আদায় করা উচিত, যেমনটি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করতেন। তবে মুক্তাদির ক্ষেত্রে নিয়ম হলো তিনি আগেভাগেই উপস্থিত হবেন। কিন্তু ইমাম যেহেতু এমন ব্যক্তি যার জন্য অপেক্ষা করা হয় এবং তিনি অন্যের জন্য অপেক্ষা করেন না, তাই সুন্নাহ হলো তিনি ঘরে অবস্থান করবেন যতক্ষণ না শরীয়ত নির্দেশিত নফল নামাযসমূহ আদায় করেন, অতঃপর তিনি আসবেন। এর মধ্যে ফজরের সুন্নতের পর ডান কাতে শুয়ে পড়ার মুস্তাহাব হওয়ার দলিল রয়েছে তাদের জন্য যারা ঘরে নফল আদায় করেছেন, যেমনটি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেছিলেন। উলামায়ে কেরাম (রহিমাহুমুল্লাহ) এই শয়নের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন: তাদের মধ্যে কেউ বলেছেন এটি সর্বাবস্থায় সুন্নাহ। আবার কেউ কেউ বলেছেন এটি সুন্নাহ নয়, কেবল সেই ব্যক্তির জন্য যে রাতের শেষাংশে নামায (তাহাজ্জুদ) আদায় করেছে, সে তার শরীরকে কিছুটা বিশ্রাম দেওয়ার জন্য শয়ন করবে। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ এ ব্যাপারে এত কঠোরতা করেছেন যে, এমনকি কোনো কোনো আলিম একে ফজর নামায সহীহ হওয়ার শর্ত হিসেবে গণ্য করেছেন এবং বলেছেন: যে ব্যক্তি সুন্নতের পর শয়ন করবে না, তার নামায হবে না। তবে এটি একটি 'শায' বা অগ্রহণযোগ্য বিচ্ছিন্ন মত। আমরা এটি কেবল এজন্যই উল্লেখ করেছি যাতে আপনাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে, কোনো কোনো আলিম এমন কিছু বিচ্ছিন্ন মত প্রদান করেন যা সঠিক সিদ্ধান্ত থেকে বহু দূরে। সঠিক কথা হলো, এটি তার জন্য সুন্নাহ যার রাতে তাহাজ্জুদ, নামায ও দীর্ঘ কিয়াম করার অভ্যাস রয়েছে; এমন ব্যক্তি নামাযের ইকামত হওয়া পর্যন্ত শয়ন করবেন। এটি ইমামের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। কিন্তু মুক্তাদির ক্ষেত্রে বিষয় হলো, সে যদি শুয়ে পড়ে তবে হয়তো

নামাযের ইকামত হয়ে যাবে এবং তার অজান্তেই নামাযের কিছু অংশ ছুটে যাবে; কারণ মুক্তাদি অপেক্ষা করে কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা করা হয় না, বরং ইমামই হলেন সেই ব্যক্তি যিনি...

(ص: 342) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ينتظره الناس فإذا اضطجع بعد سنة الفجر في بيته فإن هذا من السنة إذا كان ممن يجتهد في التهجد أما من لا يقوم إلا متأخراً أو لا يقوم إلا مع أذان الفجر فهذا لا حاجة إلى أن يضطجع بعد سنة الفجر

818 - وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنها قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال إن هذه ضجة يبغضها الله قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود بإسناد صحيح

819 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعداً لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة ومن اضطجع مضطجاً لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة رواه أبو داود بإسناد حسن الترة بكسر التاء المثناة من فوق وهي النقص وقيل التبعة

মানুষ তাঁর জন্য অপেক্ষা করে। এমতাবস্থায় ফাজরের সুন্নাত আদায়ের পর নিজ গৃহে পার্শ্বদেশে ঠেকিয়ে শয়ন করা সুন্নাতসম্মত হবে যদি সে তাহাজ্জুদ আদায়ে যত্নশীল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দেরিতে জাগ্রত হয় অথবা কেবল ফাজরের আযানের সাথেই জাগ্রত হয়, তার জন্য ফাজরের সুন্নাতের পর শয়ন করার কোনো প্রয়োজন নেই।

৮১৮ - ইয়াঈশ ইবনে তিহফাহ আল-গিফারি (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমার পিতা বলেছেন: একদা আমি মসজিদে পেটের ওপর ভর দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়েছিলাম, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তাঁর পা দিয়ে আমাকে নাড়া দিলেন এবং বললেন: "নিশ্চয় এটি এমন শয়ন পদ্ধতি যা আল্লাহ অত্যন্ত অপছন্দ করেন।" তিনি বলেন: অতঃপর আমি লক্ষ্য করে

দেখলাম যে, তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আবু দাউদ এটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

৮১৯ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি এমন কোনো স্থানে বসল যেখানে সে মহান আল্লাহর যিকির করল না, তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য পরিতাপের কারণ হবে। আর যে ব্যক্তি এমন কোনো স্থানে শয়ন করল যেখানে সে মহান আল্লাহর স্মরণ করল না, তবে তাও আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে।" আবু দাউদ এটি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। 'তিরাহ' (التره) শব্দটি 'তা' বর্ণে কাসরা যোগে গঠিত, যার অর্থ হলো ঘাটতি বা অপূর্ণতা, আবার কারো মতে এর অর্থ হলো মন্দ পরিণাম বা দায়বদ্ধতা।

(ص: 343) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

[الشَّرْحُ]

هذه بقية الأحاديث الواردة في آداب النوم والاضطجاع ذكر فيها المؤلف حديث يعيش بن طخفة الغفاري أنه قال: حدثني أبي أنه كان نائماً في المسجد على بطنه فإذا رجل يركضه برجله ويقول إن هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن ينام على بطنه لاسيما في الأماكن التي يغشاها الناس لأن الناس إذا رأوه على هذا الحال فهي رؤية مكروهة لكن إذا كان في الإنسان وجع في بطنه وأراد أن ينام على هذه الكيفية لأنه أريح له فإن هذا لا بأس به لأن هذه حاجة وفي هذا دليل على جواز ركض الإنسان بالرجل يعني نخسه برجله لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك وهو أشد الناس تواضعاً ولا يعد هذا من الكبر اللهم إلا أن يكون في قلب الإنسان شيء من كبر فهذا شيء آخر لكن مجرد أن تركز الرجل برجلك لا

يعتبر هذا كبيرا إلا أنه ينبغي مراعاة الأحوال إذا كنت تخشى أن الرجل الذي
تركضه برجلك يرى أنك مستهين به وأنت محتقر له فلا تفعل لأن الشيء المباح
إذا ترتب عليه محذور فإنه يمنع

[ব্যখ্যা]

এগুলি শয়ন ও বিশ্রামের আদব সম্পর্কিত বর্ণিত হাদিসসমূহের অবশিষ্টাংশ। এতে লেখক ইয়াঈশ ইবনে তুখফাহ আল-গিফারি (রা.)-এর হাদিস উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেছেন: আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মসজিদে উপুড় হয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় একজন ব্যক্তি তাঁকে পা দিয়ে নাড়া দিলেন এবং বললেন, "নিশ্চয়ই এটি এমন এক শয়ন পদ্ধতি যা মহান আল্লাহ অপছন্দ করেন।" আমি তাকিয়ে দেখি তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। এই হাদিসে এই প্রমাণ রয়েছে যে, মানুষের জন্য উপুড় হয়ে শোয়া সমীচীন নয়; বিশেষ করে এমন সব স্থানে যেখানে লোকজনের সমাগম ঘটে। কারণ মানুষ যখন তাকে এই অবস্থায় দেখে, তখন তা একটি অপ্রীতিকর দৃশ্য হিসেবে গণ্য হয়। তবে যদি মানুষের পেটে ব্যথা থাকে এবং অধিকতর আরামবোধের জন্য সে এই ভঙ্গিতে ঘুমাতে চায়, তবে এতে কোনো দোষ নেই; কারণ এটি একটি প্রয়োজন বা অপারগতা। এই হাদিসে কাউকে পা দিয়ে নাড়া দেওয়ার বা আলতো ধাক্কা দেওয়ার বৈধতারও প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বয়ং তা করেছেন, অথচ তিনি ছিলেন মানবজাতির মধ্যে সর্বাধিক বিনয়ী। এটিকে অহংকার হিসেবে গণ্য করা যাবে না। তবে যদি মানুষের অন্তরে অহংবোধ থেকে থাকে, তবে তা ভিন্ন বিষয়। কিন্তু কেবল কাউকে পা দিয়ে নাড়া দেওয়া অহংকার হিসেবে বিবেচিত হবে না। তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করা আবশ্যিক। আপনি যদি আশঙ্কা করেন যে, যাকে আপনি পা দিয়ে নাড়া দিচ্ছেন তিনি এটিকে অবজ্ঞা বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য মনে করতে পারেন, তবে তা করবেন না। কারণ কোনো বৈধ কাজের পরিণাম যদি কোনো নিষিদ্ধ বা ক্ষতিকর বিষয়ের দিকে ধাবিত করে, তবে তা বর্জনীয়।

ثم ذكر حديث أبي هريرة في الرجل يجلس مجلسا لا يذكر الله فيه أو يضطجع مضطجعا لا يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة والترة يعني الخسارة أن تجلس مجلسا لا تذكر الله فيه فهذا خسارة لأنك لم تربح فيه وفيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبه وكذلك إذا اضطجعت مضطجعا لم تذكر اسم الله فيه فإنه يكون عليك من الله ترة أي خسارة فأكثر من ذكر الله دائما وأبدا كن كمن قال الله تعالى فيهم: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ لَتَكُونَ مِثْلًا لِّقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} أعاننا الله على ذكره وشكره وحسن عبادته

এরপর তিনি আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত সেই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যাতে এমন ব্যক্তির কথা এসেছে যে এমন কোনো মজলিসে বসে অথবা এমন শয্যায় শয়ন করে যেখানে সে আল্লাহর জিকির করে না, তার ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আক্ষেপ বা ক্ষতি বর্তাবে। 'তিরাহ' শব্দের অর্থ হলো ক্ষতি। এমন মজলিসে বসা যেখানে আপনি আল্লাহর জিকির করেননি, তা মূলত একটি ক্ষতি; কারণ আপনি সেখানে কোনো কল্যাণ লাভ করেননি। এতে এই প্রমাণ বিদ্যমান যে, মানুষের উচিত দাঁড়িয়ে, বসে এবং পার্শ্বদেশ অবলম্বন করে অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করা। অনুরূপভাবে, আপনি যখন কোনো স্থানে শয়ন করবেন এবং সেখানে আল্লাহর নাম স্মরণ করবেন না, তখন তা আপনার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আক্ষেপ বা ক্ষতির কারণ হবে।

সুতরাং সর্বদা ও নিরন্তর আল্লাহর জিকির অধিক পরিমাণে করুন। আপনি তাদের মতো হোন যাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন: 'নিশ্চয়ই আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে; যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও পার্শ্বদেশ অবলম্বন করে আল্লাহকে স্মরণ করে।' যাতে আপনি মহান আল্লাহর এই বাণীর অনুসারী হতে পারেন: 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো।' আল্লাহ আমাদের তাঁর জিকির, শোকর ও উত্তম ইবাদত করার তৌফিক দান করুন।

باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف
انكشاف العورة وجواز القعود متربعا ومحتبيا

820 - عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه

وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجله على الأخرى متفق عليه

821 - وعن جابر بن سيرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا

صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء حديث صحيح رواه أبو داود

وغيره بأسانيد صحيحة

822 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

بفناء الكعبة: محتبيا بيديه هكذا ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء رواه

البخاري

823 - وعن قيلة بنت مخزمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

وهو قاعد القرفصاء فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة

সতৰ উন্মোচিত হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে চিৎ হয়ে শোয়া এবং এক পায়ের ওপর অন্য পা
রাখার বৈধতা এবং পালথি গেঁথে ও হাঁটু জড়িয়ে বসার বৈধতা সংক্রান্ত অধ্যায়

৮২০ - আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, তিনি আল্লাহর রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছেন, এমতাবস্থায় যে
তিনি তাঁর এক পা অন্য পায়ের ওপর রেখেছিলেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

৮২১ - জাবির ইবনে সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফজরের সালাত আদায় করতেন, তখন সূর্য পূর্ণরূপে উদিত হওয়া
পর্যন্ত নিজ আসনে পালথি গেঁথে বসে থাকতেন। এটি একটি সহীহ হাদীস, যা আবু দাউদ ও
অন্যান্যরা সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

৮২২ - ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাবার প্রাঙ্গণে দুই হাত দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে এভাবে বসে থাকতে দেখেছি; বর্ণনাকারী হাত দিয়ে সেই বসার ভঙ্গির বর্ণনা দিয়েছেন। আর তা হলো ‘ইহতিবা’ যা মূলত ‘কুফুসা’ (হাঁটু পেটের সাথে লাগিয়ে হাত দিয়ে জড়িয়ে বসা)। (বুখারী)

৮২৩ - কায়লা বিনতে মাখরামা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ‘কুফুসা’ ভঙ্গিতে বসে থাকতে দেখেছি। যখন আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বসার এই ভঙ্গিতে অত্যন্ত বিনয়ানত অবস্থায় দেখলাম...

(ম: 346) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

أرعدت من الفرق رواه أبو داود والترمذي
824 - وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم رواه أبو داود بإسناد صحيح

[الشَّرْحُ]

هذا الباب الذي عقده النووي رحمه الله في بيان النوم على الظهر وقد سبق أن الأفضل لمن أراد أن ينام على الجنب الأيمن وسبق أن النوم على البطن لا ينبغي إلا لحاجة وبقي النوم على الظهر وهو لا بأس به شرط أن يأمن انكشاف العورة فإن كان يخشى من انكشاف عورته بحيث يرفع إحدى رجليه فيرتفع الإزار وليس عليه سراويل فإنه لا ينبغي لكن إذا أمن انكشاف العورة فإن ذلك لا بأس به وبقي شيء رابع وهو النوم على الجنب الأيسر فهذا أيضاً لا

ভয়ে প্রকম্পিত হতে লাগলেন। এটি ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

৮২৪ - আশ-শারীদ ইবনুল সুওয়াইদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার নিকট দিয়ে গমন করলেন যখন আমি এভাবে বসেছিলাম; আমি আমার বাম হাতটি পিঠের পেছনে রেখে হাতের তালুর ওপর ভর দিয়েছিলাম। তখন তিনি বললেন: "তুমি কি তাদের ন্যায় বসে আছো যাদের ওপর আল্লাহর ক্রোধ নাযিল হয়েছে?" এটি ইমাম আবু দাউদ সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) এই অধ্যায়টি চিত হয়ে শোয়ার বিবরণে বিন্যস্ত করেছেন।

ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ঘুমানোর ইচ্ছা করে তার জন্য ডান কাতে শোয়া উত্তম। আরও অতিবাহিত হয়েছে যে, কোনো প্রয়োজন ছাড়া উপুড় হয়ে শোয়া সমীচীন নয়।

এখন বাকি রইল চিত হয়ে শোয়া, এতে কোনো দোষ নেই যদি সতর উন্মুক্ত হওয়া থেকে নিরাপদ থাকা যায়। যদি সতর উন্মুক্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, যেমন এক পা অন্য পায়ের ওপর রাখার ফলে লুঙ্গি সরে যায় এবং পরিধানে কোনো পায়জামা না থাকে, তবে তা অনুচিত। কিন্তু যদি সতর উন্মুক্ত হওয়ার ভয় না থাকে তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। চতুর্থ আরেকটি বিষয় অবশিষ্ট থাকে, আর তা হলো বাম কাতে শোয়া; এটিও...

(ص: 347) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

بأس به فالنوم على الظهر لا بأس به والنوم على الجنب الأيسر لا بأس به والنوم على الجنب الأيمن أفضل والنوم منبطحاً لا يينبغي إلى حاجة أما القعود فإن جميع القعود لا بأس بها فلا بأس أن يقعد الإنسان متربعا ولا بأس أن يجلس وهو محتبي القرفصاء يعني يقيم فخذه وساقيه ويجعل يديه مضومتين على الساقين هذا أيضاً لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قعد هذه القعدة ولا يكره

من الجلوس إلا ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قعدة المغضوب عليهم بأن يجعل يده اليسرى من خلف ظهره ويجعل بطن الكف على الأرض ويتكئ عليها فإن هذه القعدة وصفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها قعدة المغضوب عليهم أما وضع اليدين كليهما من وراء ظهره واتكأ عليهما فلا بأس ولو وضع اليد اليمنى فلا بأس إنما التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها قعدة المغضوب عليهم أن يجعل اليد اليسرى من خلف ظهره ويجعل باطنها أي أليتها على الأرض ويتكئ عليها فهذه هي التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قعدة المغضوب عليهم

এতে কোনো দোষ নেই; চিত হয়ে শয়ন করাতে কোনো অসুবিধা নেই এবং বাম পার্শ্বে শয়ন করাতেও কোনো দোষ নেই, তবে ডান পার্শ্বে শয়ন করা উত্তম। আর প্রয়োজন ব্যতিরেকে উপুড় হয়ে শয়ন করা সমীচীন নয়। বসার ক্ষেত্রে সকল প্রকার আসনেই কোনো বাধা নেই; সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি বাবু হয়ে বসে তবে তাতে কোনো দোষ নেই। আবার ‘আল-কুরফাসা’ পদ্ধতিতে বসাতেও কোনো অসুবিধা নেই—অর্থাৎ নিজ উরু ও জঙ্ঘা খাড়া রাখা এবং উভয় হাত পায়ের নলার ওপর পেঁচিয়ে রাখা; এটিও বৈধ, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আlihি ওয়া সাল্লাম এ পদ্ধতিতে উপবেশন করেছেন। বসার ভঙ্গিগুলোর মধ্যে কেবল সেটিই অপছন্দনীয় যেটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র ক্রোধে নিপতিতদের বসার ভঙ্গি বলে অভিহিত করেছেন; আর তা হলো—নিজ বাম হাত পিঠের পেছনে রাখা এবং হাতের তালু মাটির ওপর ন্যস্ত করে তার ওপর ভর দিয়ে বসা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আlihি ওয়া সাল্লাম এই ভঙ্গিটিকে আল্লাহ্র গযবপ্রাপ্তদের বসার ভঙ্গি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে যদি কেউ উভয় হাত পিঠের পেছনে রেখে তার ওপর ভর দেয়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। এমনকি কেবল ডান হাত রাখলেও কোনো অসুবিধা নেই। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যে ভঙ্গিটিকে আল্লাহ্র ক্রোধে নিপতিতদের আসন হিসেবে বর্ণনা করেছেন তা হলো—বাম হাত পিঠের পেছনে স্থাপন করা এবং হাতের তালুর নিম্নভাগ মাটির ওপর রেখে তার ওপর ভর দেওয়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল এই বিশেষ ভঙ্গিটিকেই আল্লাহ্র ক্রোধে নিপতিতদের বসার ভঙ্গি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

بَابُ آدَابِ الْمَجْلِسِ وَالْجَلِيسِ

- 825 -** عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقين أحدكم رجلاً من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه متفق عليه
- 826 -** وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في (باب آداب المجلس والجليس) هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان الآداب التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان في مجالسه ومع جلسيه وقد ذكر الله تعالى في كتابه شيئاً من آداب المجالس

মজলিস এবং সহচরের আদব বা শিষ্টাচার বিষয়ক পরিচ্ছেদ

৮২৫ - ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমাদের কেউ যেন কোনো ব্যক্তিকে তার বসার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সেখানে না বসে; বরং তোমরা মজলিস প্রশস্ত করো এবং জায়গা করে দাও। আর ইবনে উমরের জন্য যখন কোনো ব্যক্তি তার বসার স্থান থেকে উঠে দাঁড়াতে, তিনি সেখানে বসতেন না। (মুত্তাফাকুন আলাইহি বা বুখারী ও মুসলিম)।

৮২৬ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমাদের কেউ যখন কোনো মজলিস থেকে উঠে যায় এবং পুনরায় সেখানে ফিরে আসে, তবে সে-ই ওই স্থানের অধিক হকদার। (মুসলিম)।

[ব্যাক্যা]

গ্রন্থকার (রাহিমাহুল্লাহ) ‘মজলিস এবং সহচরের আদব’ পরিচ্ছেদে বলেছেন: এই পরিচ্ছেদটি গ্রন্থকার (রাহিমাহুল্লাহ) ঐ সকল আদব বা শিষ্টাচার বর্ণনার জন্য বিন্যস্ত করেছেন যা মানুষের তার মজলিসে এবং তার সহচরের সাথে বজায় রাখা উচিত। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে মজলিসের আদবসমূহ হতে কিছু বিষয় উল্লেখ করেছেন।

(ص: 349) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

فَقَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَالشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ شَرِيعَةٌ شَامِلَةٌ لِكُلِّ مَا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَقَدْ تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَمَا طَأَّرَ يَقْلِبُ جَنَاحَهُ فِي السَّمَاءِ إِلَّا ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا وَلِهَذَا تَجَدَّدَتِ الشَّرِيعَةُ بَيْنَتْ مَسَائِلَ الدِّينِ الْهَامَّةِ الْكَبِيرَةِ كَالْتَوْحِيدِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنَ الْعَقِيدَةِ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ مِنْ آدَابِ النَّوْمِ وَالْأَكْلِ وَالشَّرْبِ وَالْمَجَالِسِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُؤَلَّفُ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقْبَلَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلًا مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَوَسَّعُوا وَتَفَسَّحُوا يَعْنِي إِذَا دَخَلْتَ مَكَانًا وَوَجَدْتَ الْمَكَانَ مَبْتَلَأًا فَلَا تَقْلُ يَا فَلَانُ قُمْ ثُمَّ تَجْلِسْ فِي مَكَانِهِ وَلَكِنْ إِذَا كُنْتَ لَا بَدَّ أَنْ تَجْلِسَ فَقُلْ تَفَسَّحُوا تَوَسَّعُوا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُوَسِّعُ لَهُمْ }.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا

মহান আল্লাহ বলেন: "হে মুমিনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিয়ো; আল্লাহ তোমাদের জন্য প্রশস্ত করে দেবেন।" আর

ইসলামি শরিয়ত হলো এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা মানুষের দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন: {আমি আপনার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা প্রতিটি বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা, আর এটি মুসলিমদের জন্য পথনির্দেশ, রহমত ও সুসংবাদ}। আর আবু যর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম) এমন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন যে, আকাশের কোনো পাখি তার ডানা ঝাপটালেও সে বিষয়েও তিনি আমাদের কাছে কোনো না কোনো জ্ঞান বর্ণনা করেছেন। এই কারণেই আপনি দেখতে পাবেন যে, শরিয়ত দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ ও বড় বিষয়াদি যেমন তাওহিদ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট আকিদা, সালাত, জাকাত, সিয়াম ও হজ থেকে শুরু করে এর চেয়ে ছোট বিষয় যেমন ঘুমানো, খাওয়া, পান করা এবং মজলিসের আদবসমূহ পর্যন্ত স্পষ্ট বর্ণনা করেছে। অতঃপর লেখক আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"তোমাদের কেউ যেন কাউকে তার বসার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সেখানে না বসে; বরং তোমরা প্রশস্ত করো এবং জায়গা করে দাও।" অর্থাৎ, যখন আপনি কোনো স্থানে প্রবেশ করবেন এবং দেখবেন স্থানটি পূর্ণ হয়ে আছে, তখন আপনি বলবেন না যে "হে অমুক! উঠে দাঁড়াও" এবং তারপর তার জায়গায় আপনি বসবেন; বরং যদি আপনার বসতেই হয়, তবে বলুন "আপনারা একটু জায়গা প্রশস্ত করে দিন, স্থান করে দিন", কেননা আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য প্রশস্ত করে দেবেন।

হে মুমিনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিয়ো।

(ص: 350) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

يُفَسِّحُ اللَّهُ لَكُمْ { أَمَا أَنْ تَقِيمَ الرَّجُلَ وَتَجْلِسَ مَكَانَهُ فَإِنْ هَذَا لَا يَجُوزُ حَتَّى فِي مَجَالِسِ الصَّلَاةِ لَوْ رَأَيْتَ إِنْسَانًا فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَقُولَ لَهُ قُمْ ثُمَّ تَجْلِسَ فِي مَكَانِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ صَبِيًّا لَكِنَّهُ يَصْلِي فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَقِيْبَهُ مِنْ مَكَانِهِ

وتصلى فيه لأن الحديث عام والصبي لا بد أن يصلي مع الناس ويكون في مكانه الذي يكون فيه وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولا الأحلام والنهي فهو أمر للبالغين العقلاء أن يتقدموا حتى يلوا الرسول عليه الصلاة والسلام وليس نهياً أن يكون الصغار قريبين منه ولو كان أراد ذلك لقَالَ صلى الله عليه وسلم لا يلني إلا أولو الأحلام والنهي أما إذا أمر أن يليه أولو الأحلام والنهي فالبعض أنه يحثهم على التقدم حتى يكونوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم يلونه ويفهمون عنه شريعته وينقلونها إلى الناس وكان ابن عمر رضي الله عنهما من ورعه إذا قم أحد له وقال له اجلس في مكاني لا يجلس فيه كل هذا من الورع يخشى أن هذا الذي قام قال خجلاً وحياء من ابن عمر ومعلوم أن الذي يهدى

{...আল্লাহ তোমাদের জন্য প্রশস্ত করে দেবেন।} তবে কোনো ব্যক্তিকে উঠিয়ে দিয়ে তার স্থান বসা বৈধ নয়, এমনকি সালাতের মজলিসের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। আপনি যদি প্রথম কাতারে কাউকে দেখতে পান, তবে তাকে ‘উঠে দাঁড়াও’ বলে তার জায়গায় গিয়ে বসা আপনার জন্য হালাল হবে না—এমনকি সে যদি বালকও হয়। যদি সে সালাত আদায়রত থাকে, তবে তাকে তার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে সালাত আদায় করা আপনার জন্য বৈধ নয়। কারণ হাদিসটি ব্যাপক অর্থবোধক; আর বালককেও মানুষের সাথে সালাত আদায় করতে হয় এবং সে যে স্থানে আছে সেখানেই অবস্থান করবে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত ও প্রজ্ঞাবান, তারা যেন আমার নিকটবর্তী হয়"—এটি মূলত প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের প্রতি একটি নির্দেশ যাতে তারা অগ্রবর্তী হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংলগ্ন হতে পারে। এটি শিশুদের তাঁর নিকটে থাকতে কোনো নিষেধ নয়। তিনি যদি তা-ই চাইতেন, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন: "বয়ঃপ্রাপ্ত ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ যেন আমার নিকটবর্তী না হয়।" কিন্তু যখন তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে বয়ঃপ্রাপ্ত ও প্রজ্ঞাবানরা যেন তাঁর নিকটে থাকে, তখন এর অর্থ দাঁড়ায়—তিনি তাদেরকে অগ্রবর্তী হতে উৎসাহিত করছেন, যাতে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পশ্চাতে থেকে তাঁর নিকট থেকে শরিয়ত হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এবং তা মানুষের নিকট পৌঁছে দিতে পারে। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর আল্লাহভীতি ও পরহেজগারি এমন ছিল যে, যদি কেউ তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলত, "আমার জায়গায়

বসুন", তবে তিনি সেখানে বসতেন না। এর পুরোটাই ছিল সাবধানতাবশত; তিনি আশঙ্কা করতেন যে, ঐ ব্যক্তি হয়তো কেবল লজ্জা ও সংকোচবশত ইবনে উমরের সম্মানে দাঁড়িয়েছে। আর এটি সর্বজনবিদিত যে, যাকে কোনো কিছু উপহার দেওয়া হয়...

(ص: 351) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

إليك أو يعطيك شيئاً خجلاً وحياءاً أنك لا تقبل منه لأن هذا كالمكره ولهذا قال العلماء رحمهم الله يحرم قبول الهدية إذا علمت أنه أهذاك حياءً أو خجلاً ومن ذلك أيضاً إذا مررت ببيت وفيه صاحبه وقال تفضل وأنت تعرف أنه إنما قال ذلك حياءً وخجلاً فلا تدخل عليه لأن هذا يكون كالمكره هذا من آداب الجلوس التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأئمة ألا يقيم الرجل أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه 827 - وعن جابر بن سبرة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن 828 - وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع

...তোমাকে প্রদান করে অথবা লোকলজ্জা ও সংকোচের বশবর্তী হয়ে তোমাকে কিছু দেয়, তবে তুমি তা তার থেকে গ্রহণ করো না; কারণ এটি বাধ্য করার অন্তর্ভুক্ত। এই কারণেই উলামায়ে কেরাম (আল্লাহ তাঁদের ওপর রহম করুন) বলেছেন, উপহার গ্রহণ করা হারাম যখন তুমি জানবে যে দাতা কেবল সংকোচ বা লজ্জাবশত তোমাকে তা উপহার দিয়েছে। অনুরূপভাবে, তুমি যদি কোনো গৃহের পাশ দিয়ে অতিক্রম করো এবং গৃহস্বামী সেখানে উপস্থিত থাকে আর সে তোমাকে ভেতরে আসার আমন্ত্রণ জানায়, অথচ তুমি জানো যে সে কেবল লোকলজ্জার খাতিরে তা বলেছে, তবে তার গৃহে প্রবেশ করো না; কারণ এটিও বাধ্য করার ন্যায়। এটি উপবেশনের সেই শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উম্মতের

জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি যেন তার ভাইকে তার বসার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সেখানে না বসে।

৮২৭ - জাবির ইবনে সামুরা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসতাম, তখন আমাদের প্রত্যেকে মজলিসের শেষ প্রান্তে যেখানে জায়গা হতো সেখানেই বসে পড়তাম। (আবু দাউদ ও তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী বলেছেন: এটি হাসান হাদীস)।

৮২৮ - আবু আব্দুল্লাহ সালমান আল-ফারিসী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: কোনো ব্যক্তি যদি জুমার দিনে গোসল করে এবং যথাসাধ্য পবিত্রতা অর্জন করে...

(ص: 352) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين
ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة
الأخرى رواه البخاري

[الشَّرْحُ]

هذان الحديثان نقلهما النووي رحمه الله في (باب آداب المجلس والجلوس) فمن
آداب المجلس أن الإنسان إذا دخل على جماعة يجلس حيث ينتهي به المجلس هكذا
كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة إذا أتوا مجلس النبي صلى الله
عليه وسلم يعني لا يتقدم إلى صدر المجلس إلا إذا أثره أحد بمكانه أو كان قد ترك
له مكان في صدر المجلس فلا بأس وأما أن يشق المجلس وكأنه يقول للناس ابتعدوا
وأجلس أنا في صدر المجلس فهذا خلاف هدى النبي صلى الله عليه وسلم وهدى

أصحابه رضي الله عنهم وهو يدل على أن الإنسان عنده شيء من الكبرياء
والإعجاب بالنفس ثم إن كان الرجل صاحب خير وتذكير وعلم فإن مكانه الذي هو
فيه سيكون هو صدر المجلس فسوف يتجه الناس إليه إن تكلم أو يسألونه إذا أرادوا
سؤاله ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام

যে ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন করে এবং নিজের তেল ব্যবহার করে অথবা তার ঘরের সুগন্ধি মাখে,
এরপর (জুমআর জন্য) বের হয় এবং দুইজনের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায় না, অতঃপর তার জন্য
নির্ধারিত সালাত আদায় করে এবং ইমাম যখন কথা বলেন তখন সে নিরবতা পালন করে, তবে
তার এই জুমআ ও পরবর্তী জুমআর মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।
ইমাম বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রহিমাল্লাহ) এই দুটি হাদিস 'মজলিস ও সহচরের শিষ্টাচার' পরিচ্ছেদে বর্ণনা
করেছেন। মজলিসের শিষ্টাচারসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলো, মানুষ যখন কোনো সমাবেশের কাছে
আসবে, তখন মজলিস যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেই বসবে। নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম) এবং সাহাবায়ে কেরামের আমল এমনই ছিল যখন তাঁরা নবীজির মজলিসে
আসতেন। অর্থাৎ, তিনি মজলিসের সম্মুখভাগে অগ্রসর হবেন না, যদি না কেউ তাকে নিজের
জায়গা ছেড়ে দিয়ে অগ্রাধিকার দেয় অথবা তার জন্য সেখানে জায়গা রাখা হয়ে থাকে; তবে
তাতে কোনো সমস্যা নেই। আর মজলিস চিরে সামনে অগ্রসর হওয়া যেন তিনি মানুষকে
বলছেন "আপনারা সরে যান, আমি সামনে বসব", এটি নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) আদর্শের পরিপন্থী। এটি নির্দেশ করে
যে, উক্ত ব্যক্তির মাঝে কিছুটা অহংকার ও আত্মমুগ্ধতা রয়েছে। অতঃপর সেই ব্যক্তি যদি
কল্যাণ, নসিহত ও ইলমের অধিকারী হন, তবে তিনি যেখানেই বসবেন সেটিই মজলিসের
প্রধান স্থান হিসেবে গণ্য হবে এবং তিনি কথা বললে মানুষ তাঁর দিকেই মনোনিবেশ করবে
অথবা কিছু জানতে চাইলে তাঁকেই জিজ্ঞাসা করবে। আর একারণেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন...

إذا دخل المجلس جلس حيث ينتهي به ثم يكون المكان الذي هو فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو صدر المجلس هكذا أيضاً ينبغي للإنسان إذا دخل المجلس ورأى الناس قد بقوا في أماكنهم فليجلس حيث ينتهي به المجلس ثم إن كان من عامة الناس فهذا مكانه وإن كان من خاصة الناس فإن الناس سوف يتجهون إليه ويكون مكانه هو صدر المجلس كذلك أيضاً من آداب المجلس ألا يفرق بين اثنين يعني لا يجلس بينهما فيضيق عليهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يتطهر في بيته يوم الجمعة ويدهن ويأخذ من طيب أهله ثم يأتي إلى الجمعة ولا يفرق بين اثنين ويصلي ما كتب له حتى يحضر الإمام فإنه يغفر لهما بين الجمعة والجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام فدل ذلك على أنه يجب على الإنسان في يوم الجمعة أن يتطهر والمراد بذلك الاغتسال لأن غسل الجمعة واجب ويأثم من لم يغتسل إلا لضرورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني على كل بالغ فكل بالغ يأتي إلى الجمعة فإنه

যখন তিনি মজলিসে প্রবেশ করতেন, তখন মজলিসের যেখানে বসা শেষ হয়েছে (অর্থাৎ শেষ প্রান্তে) বসে পড়তেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে অবস্থান করতেন, সেটিই হতো মজলিসের প্রধান স্থান। অনুরূপভাবে মানুষের জন্যও এটিই উচিত যে, যখন সে কোনো মজলিসে প্রবেশ করবে এবং দেখবে যে মানুষ তাদের নিজ নিজ স্থানে বসে আছে, তখন সে যেখানে জায়গা শেষ হয়েছে সেখানেই বসে পড়বে। অতঃপর সে যদি সাধারণ জনগণের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে সেটিই তার নির্ধারিত স্থান, আর যদি সে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে মানুষ স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার দিকেই অভিমুখ করবে এবং তার বসার স্থানটিই মজলিসের প্রধান স্থান হিসেবে গণ্য হবে। একইভাবে মজলিসের আদবসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলো—দুজনের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি না করা, অর্থাৎ তাদের মাঝখানে না বসা যাতে তাদের জন্য জায়গা সংকীর্ণ হয়ে যায়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন

যে জুমার দিনে নিজ বাড়িতে পবিত্রতা অর্জন করে, তেল ব্যবহার করে এবং নিজের পরিবারের সুগন্ধি মাখে, অতঃপর জুমায় আসে এবং দুজনের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায় না এবং তার জন্য যতটুকু নির্ধারিত আছে ততটুকু সালাত আদায় করে যতক্ষণ না ইমাম উপস্থিত হন; তবে তার এক জুমা থেকে অপর জুমা এবং অতিরিক্ত আরও তিন দিনের মধ্যবর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। এটি একথারই প্রমাণ বহন করে যে, জুমার দিনে মানুষের জন্য পবিত্রতা অর্জন করা আবশ্যিক এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো গোসল করা। কারণ জুমার গোসল ওয়াজিব এবং বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া যে ব্যক্তি গোসল করবে না সে গুনাহগার হবে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "জুমার গোসল প্রত্যেক স্বপ্নদোষী ব্যক্তির (অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের) জন্য ওয়াজিব।" সুতরাং প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যে জুমায় আসবে, তার জন্য...

(ম: 354) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

يجب عليه أن يغتسل إلا أن يخاف ضرراً أو لا يجد ماءً كما لو مر مثلاً بقرية وهو مسافر وأراد أن يصلي الجمعة معهم ولم يجد مكاناً يغتسل فيه فهذا يسقط عنه لقوله تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها وكذلك أيضاً مما يسن في هذا اليوم أن يدهن وذلك إذا كان له شعر رأس فإنه يدهن رأسه ويصلحه حتى يكون على أجمل حال ومن ذلك أيضاً أن يلبس أحسن ثيابه ومن ذلك أيضاً أن يتسوك يخصصها بسواك الجمعة وليس السواك العادي ولهذا لو أن الإنسان استعمل يوم الجمعة الفرشاة التي تطهر الفم لكان هذا حسناً وجيداً ومن ذلك أن يتقدم إلى المسجد فإن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ومن أتى بعد دخول الإمام فليس له أجر التقدم ولكن له أجر الجمعة لكن أجر التقدم حرم منه

وكثير من الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية ليس لهم شغل في الجمعة ومع ذلك تجده يقعد في بيته أو في سوقه بدون أي

তার ওপর গোসল করা আবশ্যিক, তবে যদি সে ক্ষতির আশঙ্কা করে অথবা পানি না পায়; যেমনটি ঘটে থাকে যখন কোনো মুসাফির ব্যক্তি কোনো জনপদ অতিক্রম করার সময় তাদের সাথে জুমার সালাত আদায়ের ইচ্ছা করে কিন্তু গোসলের কোনো স্থান পায় না, এমতাবস্থায় তা তার ওপর থেকে রহিত হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "আল্লাহ কোনো সত্তার ওপর তার সাধ্যাতিত কোনো বোঝা চাপিয়ে দেন না।" অনুরূপভাবে এই দিনে যে সকল কাজ সুন্নাতভুক্ত তার অন্তর্ভুক্ত হলো মাথায় তেল ব্যবহার করা; অর্থাৎ যদি তার মাথায় চুল থাকে তবে সে যেন মাথায় তেল দেয় এবং তা সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করে যাতে তাকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায়। আরও সুন্নাত হলো তার সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করা এবং মেসওয়াক করা; জুমার জন্য বিশেষ গুরুত্বের সাথে মেসওয়াক করা সাধারণ মেসওয়াকের মতো নয়। এই কারণেই কোনো ব্যক্তি যদি জুমার দিন মুখ পরিষ্কার করার ব্রাশ ব্যবহার করে, তবে তাও সুন্দর ও উত্তম হবে। এবং অন্যতম সুন্নাত হলো মসজিদে দ্রুত গমন করা। কেননা যে ব্যক্তি প্রথম প্রহরে মসজিদে গেল সে যেন একটি উট উৎসর্গ করল; যে দ্বিতীয় প্রহরে গেল সে যেন একটি গাভী উৎসর্গ করল; যে তৃতীয় প্রহরে গেল সে যেন একটি শিংওয়ালা দুগ্ধা উৎসর্গ করল; যে চতুর্থ প্রহরে গেল সে যেন একটি মুরগি উৎসর্গ করল এবং যে পঞ্চম প্রহরে গেল সে যেন একটি ডিম সদকা করল। আর যে ব্যক্তি ইমামের মিম্বরে প্রবেশের পর উপস্থিত হলো, সে আগে আসার সওয়াব পাবে না, তবে জুমার সওয়াব পাবে। কিন্তু অগ্রিম আসার সওয়াব থেকে সে বঞ্চিত হলো। অনেক মানুষ—আমরা তাদের এবং আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে হেদায়েত প্রার্থনা করি—জুমার দিন তাদের বিশেষ কোনো ব্যস্ততা থাকে না, তবুও দেখা যায় তারা নিজ গৃহে অথবা বাজারে কোনো কারণ ছাড়াই বসে থাকে...

حاجة وبدون أي سبب ولكن الشيطان يثبته من أجل أن يفوت عليه هذا الأجر العظيم فبادر من حين تطلع الشمس واغتسل وتنظيف والبس أحسن الثياب وتطيب وتقدم إلى المسجد وصل ما شاء الله واقرأ القرآن إلى أن يحضر الإمام وكذلك أيضاً من آداب الجمعة ألا يفرق بين اثنين يعني لا تأتي بين اثنين تدخل بينهما وتضييق عليها أما لو كان هناك فرجة فهذا ليس بتفريق لأن هذين الاثنين هما اللذان تفرقا لكن أن تجد اثنين متراصين ليس بينهما مكان لجالس ثم تجلس بينهما هذا من الإيذاء وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يتخطى الرقاب يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له اجلس فقد أذيت كل هذه من آداب الحضور إلى الجمعة

829 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنها رواه

কোনো প্রয়োজন বা কারণ ছাড়াই, কিন্তু শয়তান তাকে নিরুৎসাহিত করে যাতে সে এই মহান সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়। তাই সূর্যোদয়ের পর থেকেই দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করুন, গোসল ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পন্ন করুন, সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করুন, সুগন্ধি ব্যবহার করুন এবং মসজিদের দিকে অগ্রগামী হোন। সেখানে আল্লাহ যতটুকু তাওফিক দেন ততটুকু সালাত আদায় করুন এবং ইমাম উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত কুরআন তিলাওয়াত করুন। অনুরূপভাবে জুমার আদবসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলো—দুইজনের মাঝখানে ফাঁক করে না বসা। অর্থাৎ আপনি এমনভাবে দুই ব্যক্তির মাঝে প্রবেশ করবেন না যা তাদের জন্য সঙ্কীর্ণতা তৈরি করে। তবে যদি সেখানে কোনো ফাঁকা জায়গা থাকে, তবে তা বিচ্ছিন্ন করা হিসেবে গণ্য হবে না; কারণ তারা নিজেরাই আলাদা হয়ে বসেছিল। কিন্তু যদি দেখেন যে দুইজন ব্যক্তি ঘনিষ্ঠভাবে বসে আছে এবং মাঝখানে বসার মতো কোনো স্থান নেই, এমতাবস্থায় তাদের মাঝে জোর করে বসা কষ্টদায়ক আচরণের অন্তর্ভুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিনে খুতবা দেওয়া অবস্থায় এক ব্যক্তিকে মানুষের ঘাড় টপকে সামনে অগ্রসর হতে দেখে বলেছিলেন: ‘বসো, তুমি মানুষকে কষ্ট দিয়েছ।’ এ সবই জুমায় উপস্থিত হওয়ার শিষ্টাচার।

৮২৯ - আমার ইবনে শুআইব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘কোনো ব্যক্তির জন্য তাদের অনুমতি ব্যতীত দুইজনের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা বৈধ নয়।’ এটি বর্ণনা করেছেন...

(ص: 356) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وفي رواية لأبي داود لا يجلس بين رجلين إلا بإذنها

830 - وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة رواه أبو داود بإسناد حسن وروى الترمذي عن أبي مجلز: أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة قال الترمذي: حديث حسن صحيح

831 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري

832 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه

আবু দাউদ ও তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে হাসান হাদিস বলেছেন। আবু দাউদের এক বর্ণনায় রয়েছে, "দুই ব্যক্তির মাঝখানে তাদের অনুমতি ব্যতীত বসবে না।"

৮৩০ - হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন যে চক্রাকার মজলিসের মাঝখানে বসে। আবু দাউদ এটি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী আবু মিজলায থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি একটি মজলিসের মাঝখানে বসল, তখন হুযাইফা (রা.) বললেন:

মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যবানীতে ওই ব্যক্তি অভিশপ্ত—অথবা আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যবানীতে লানত করেছেন—যে ব্যক্তি মজলিসের মাঝখানে বসে। ইমাম তিরমিযী বলেছেন: এটি হাসান সহীহ হাদিস।

৮৩১ - আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "মজলিসসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো তা যা অধিক প্রশস্ত।" আবু দাউদ এটি ইমাম বুখারীর শর্তানুসারে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

৮৩২ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো মজলিসে বসল এবং সেখানে তার অনর্থক কথা অধিক হলো, অতঃপর সে তার মজলিস থেকে ওঠার পূর্বে বলল..."

(ص: 357) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ذلك: سبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح

[الشَّرْحُ]

ومن آداب المجالس ما ذكره المؤلف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بأذنها يعني إذا جاءت ووجدت شخصين جلس أحدهما إلى جنب الآخر فلا يفرق بينهما إلا إذا أذن لك في هذا إما إذا باللسان يعني إذا قال أحدهما تعال اجلس هنا أو بالفعل بأن يتفرق بعضهما عن بعض إشارة إلى أنك تجلس بينهما وإلا فلا تفرق بينهما لأن هذا من سوء الأدب إن قلت تفسح ومن الأذية إن جلست وضيق عليهما ومن الآداب أيضاً أن يجلس الإنسان حيث انتهى به المجلس كما سبق فلا يجوز

للإنسان أن يجلس وسط الحلقة يعني إذا رأيت جماعة متحلقين سواء كانوا متحلقين
على من يعلمهم أو على من يتكلم معهم المهم إذا كانوا حلقة فلا يجلس في وسط

সেই ব্যক্তি যদি বলে: হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত আর কোনো সত্য উপাস্য নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার নিকট তওবা করছি—তবে উক্ত মজলিসে তার যা কিছু (ত্রুটি-বিচ্যুতি) হয়েছে তা ক্ষমা করে দেয়া হবে। এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদীসটি হাসান সহীহ।

[ব্যাখ্যা]

মজলিসের শিষ্টাচারসমূহের মধ্যে একটি হলো তা যা লেখক আমার ইবনে শুআইব থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: কোনো ব্যক্তির জন্য তাদের দুজনের অনুমতি ছাড়া দুই ব্যক্তির মাঝখানে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা বৈধ নয়। অর্থাৎ, যদি আপনি কোথাও উপস্থিত হন এবং দেখেন যে দুজন লোক পাশাপাশি বসে আছে, তবে আপনি তাদের মধ্যে দুকে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করবেন না যতক্ষণ না তারা আপনাকে অনুমতি দেয়। এই অনুমতি মৌখিক হতে পারে, যেমন তাদের কেউ বলল ‘আসুন, এখানে বসুন’; অথবা কর্মের মাধ্যমে হতে পারে, যেমন তারা একে অপরের থেকে সরে গিয়ে আপনাকে বসার ইঙ্গিত দিল।

অন্যথায়, তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করবেন না; কেননা আপনি যদি তাদের সরে যেতে বলেন তবে তা শিষ্টাচার পরিপন্থী এবং যদি সেখানে বসে তাদের জন্য জায়গা সংকীর্ণ করে দেন তবে তা কষ্টের কারণ। মজলিসের আদবসমূহের আরেকটি হলো মানুষ যেখানে মজলিস শেষ হয়েছে অর্থাৎ যেখান পর্যন্ত লোকসংখ্যা পৌঁছেছে সেখানেই বসবে, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। সুতরাং কোনো ব্যক্তির জন্য মজলিসের বৃত্তের মাঝখানে বসা জায়েয নয়। অর্থাৎ আপনি যদি একদল মানুষকে গোল হয়ে বসা অবস্থায় দেখেন—চাই তারা কোনো শিক্ষকের চারপাশে হোক বা কোনো বক্তার চারপাশে—মূল কথা হলো, যদি তারা বৃত্তাকারে বসে থাকে তবে তার মাঝখানে বসবেন না।

الحلقة وذلك لأنك تحول بينهم وبين من معهم ثم إنهم لا يرضون في الغالب أن يجلس أحد في الحلقة يتقدم عليهم فيكون في ذلك عدوان عليهم وعلى حقوقهم إلا إذا أذنوا لك بأن وقفت مثلاً وكان المكان ضيقاً وقالوا تفضل اجلس هنا فلا حرج أما بدون إذن فإن حذيفة بن اليمان أخبر بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعن من جلس في وسط الحلقة كذلك أيضاً من آداب المجالس: أن الإنسان إذا جلس مجلساً فكثير فيه لخطئه فإنه يكفره أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قبل أن يقوم من مجلسه فإذا قال ذلك فإن هذا يبحو ما كان منه من لخطئه وعليه فيستحب أن يختم المجلس الذي كثير فيه اللغو بهذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ومما ينبغي في المجالس أيضاً أن تكون واسعة فإن سعة المجالس من خير المجالس كما قال صلى الله عليه وسلم: خير المجالس أوسعها لأنها إذا كانت واسعة حملت أناساً كثيرين وصار فيها انشراح وسعة صدر وهذا على حسب الحال قد يكون بعض الناس حرج بيتته ضيقة لكن إذا أمكنت السعة فهو أحسن لأنه يحمل أناساً كثيرين ولأنه

أُشرح للمصدر

মজলিস বা বৃত্তের মাঝখানে বসা ঠিক নয়, কারণ এর ফলে আপনি তাদের এবং তাদের সঙ্গীদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন। অধিকন্তু, সাধারণত তারা পছন্দ করেন না যে কেউ বৃত্তের ভেতর এমনভাবে বসুক যা তাদের ওপর প্রাধান্য পায়; কেননা এতে তাদের প্রতি এবং তাদের অধিকারের ওপর সীমালঙ্ঘন করা হয়। তবে যদি তারা আপনাকে অনুমতি দেয়—যেমন আপনি দাঁড়িয়ে আছেন এবং স্থানটি সংকীর্ণ হওয়ার কারণে তারা বলল, "দয়া করে এখানে বসুন"—তবে তাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু অনুমতি ব্যতীত বসা নিষিদ্ধ, কারণ হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলাহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি মজলিসের বৃত্তের মাঝখানে বসে, তার

ওপর অভিশাপ বর্ষিত হয়।" একইভাবে মজলিসের আদবসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলো: মানুষ যখন কোনো মজলিসে বসে এবং সেখানে তার পক্ষ থেকে অনর্থক কথাবার্তা বেশি হয়ে যায়, তখন মজলিস থেকে ওঠার আগে এই দোয়াটি পাঠ করলে তা তার কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়: "হে আল্লাহ! আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং আপনারই প্রশংসা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনারই নিকট তওবা করছি।" যদি সে এটি পাঠ করে, তবে তা তার মজলিসে ঘটে যাওয়া অনর্থক কথাবার্তাকে মিটিয়ে দেয়। অতএব, যে মজলিসে অনর্থক কথা বেশি হয়, তা এই দোয়ার মাধ্যমে শেষ করা মুস্তাহাব। মজলিসের ক্ষেত্রে আরও একটি বাঞ্ছনীয় বিষয় হলো মজলিস প্রশস্ত হওয়া। কেননা প্রশস্ত মজলিস সর্বোত্তম মজলিসের অন্তর্ভুক্ত, যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "সর্বোত্তম মজলিস হলো যা সর্বাধিক প্রশস্ত।" কারণ মজলিস প্রশস্ত হলে তা অনেক মানুষকে ধারণ করতে পারে এবং সেখানে চিত্তের প্রশান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য তৈরি হয়। অবশ্য এটি পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল; কারো ঘরের কক্ষ সংকীর্ণ হতে পারে, কিন্তু যদি প্রশস্ত করা সম্ভব হয় তবে তা-ই উত্তম। কারণ এটি অধিক মানুষকে সংকুলান করে এবং তা মনের জন্য অধিক স্বস্তিদায়ক।

(ص: 359) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

833 - وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولاً ما كنت تقول فيمضى؟ قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس رواه أبو داود رواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرک من رواية عائشة رضي الله عنها وقال صحيح الإسناد

[الشَّرْحُ]

سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من جلس مجلساً فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرُك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك وفي حديث أبي هريرة الذي وصله المؤلف بالحديث السابق دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعله وبين أن هذا كفارة المجلس وقليلًا يجلس الإنسان مجلساً إلا ويحصل له فيه شيء من اللغو أو من اللغو أو من ضياع الوقت فيحسن أن يقول ذلك كلياً قام من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت

৮৩৩ - আবু বারযাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর জীবনের শেষ ভাগে যখন কোনো মজলিস থেকে ওঠার ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন: "হে আল্লাহ! আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং আপনারই প্রশংসা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনারই নিকট তওবা করছি।" তখন জনৈক ব্যক্তি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এমন বাক্য বলছেন যা আপনি ইতিপূর্বে বলতেন না? তিনি বললেন: "এটি সেই মজলিসে ঘটে যাওয়া ঢ্রুটি-বিচ্যুতির কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত)।" এটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকেম আবু আব্দুল্লাহ তাঁর 'মুস্তাদরাক' গ্রন্থে আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর বর্ণনা থেকে এটি উদ্ধৃত করেছেন এবং বলেছেন এর সনদ সহীহ।

[ব্যাক্য]

ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি কোনো মজলিসে বসে এবং সেখানে তার পক্ষ থেকে অনেক অনর্থক কথাবার্তা হয়ে যায়, অতঃপর সে মজলিস থেকে ওঠার পূর্বে বলে: "হে আল্লাহ! আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং আপনারই প্রশংসা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনারই নিকট তওবা করছি"—তবে সেই মজলিসে তার যা কিছু (ঢ্রুটি) হয়েছে তা ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আবু বারযাহ-এর এই হাদীসটি, যা লেখক পূর্ববর্তী হাদীসের সাথে সংযুক্ত করেছেন, তাতে দলীল রয়েছে যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বয়ং এটি আমল করতেন এবং তিনি স্পষ্ট

করেছেন যে এটি মজলিসের কাফফারা। মানুষ খুব কমই এমন কোনো মজলিসে বসে যেখানে কিছু অনর্থক কথা, নিরর্থক বিষয় বা সময়ের অপচয় ঘটে না। তাই যখনই কেউ কোনো মজলিস থেকে উঠবে, তখন তার জন্য এটি বলা উত্তম: "হে আল্লাহ! আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং আপনারই প্রশংসা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই।"

(ص: 360) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

أستغفرُكَ وأتوبُ إليك حتى يكون كفارة للمجلس أما الحديث الآخر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قَلِمًا يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسِمْ لنا من خشيتك وذكر تمام الحديث فهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضع آخر والمقصود بهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في أكثر أحيانه ولكن هل هو في كل مجلس حتى مجالس الوعظ ومجالس الذكر؟ في هذا نظر وابن عمر رضي الله عنهما لا يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس بل قد يفوته بعض المجالس فإن قال الإنسان هذا الذكر في أثناء المجلس أو في أوله أو في آخره حصل بذلك السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها

834 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قَلِمًا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسِمْ لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن ليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في

আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার নিকট তওবা করছি, যাতে এটি মজলিসের কাফফারা (পাপমোচন) স্বরূপ হয়। ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত অন্য হাদীসটির ব্যাপারে—যেখানে বলা হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুব কম মজলিস থেকেই এই দোয়াগুলো পাঠ না করে উঠতেন: 'হে আল্লাহ, আমাদের মাঝে আপনার এমন ভয় বণ্টন করে দিন...' এবং তিনি পূর্ণ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন—এ বিষয়ে ইনশাআল্লাহ অন্য এক স্থানে আলোচনা করা হবে। এর উদ্দেশ্য হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অধিকাংশ সময়ই এটি পাঠ করতেন। তবে প্রশ্ন হলো, এটি কি প্রতিটি মজলিসেই প্রযোজ্য, এমনকি নসিহতের মজলিস ও যিকিরের মজলিসের ক্ষেত্রেও? এ বিষয়ে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। আর ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সকল মজলিসে উপস্থিত থাকতেন না, বরং কিছু মজলিস হয়ত তাঁর অগোচরে থেকে যেত। যদি কোনো ব্যক্তি মজলিসের মাঝে, শুরুতে অথবা শেষে এই যিকিরটি পাঠ করে, তবে এর মাধ্যমে সেই সুন্নাহ অর্জিত হবে যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করতেন।

৮৩৪ - ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুব কম মজলিস থেকেই এই দোয়াগুলো পাঠ না করে উঠতেন: 'হে আল্লাহ, আপনি আমাদের জন্য আপনার এমন ভয় বণ্টন করে দিন যা আমাদের ও আপনার অবাধ্যতার মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে; এবং আপনার এমন আনুগত্য দান করুন যা আমাদের আপনার জালালে পৌঁছে দেবে; এবং এমন সুদৃঢ় ইয়াকীন (বিশ্বাস) দান করুন যা আমাদের জন্য দুনিয়ার মুসিবতসমূহকে সহজ করে দেবে। হে আল্লাহ, আপনি যতক্ষণ আমাদের জীবিত রাখেন ততক্ষণ আমাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও শারীরিক শক্তির দ্বারা আমাদের উপকৃত করুন এবং একে আমাদের উত্তরাধিকারী (আমাদের পরবর্তী বংশধরদের মাঝেও অবশিষ্ট) রাখুন। আমাদের ওপর যারা যুলুম করেছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিশোধ গ্রহণ নিশ্চিত করুন এবং যারা আমাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন; আর আমাদের দ্বীনের বিষয়ে কোনো বিপদ দি়েন না...'

ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر هماً ولا مبلغ علينا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا رواه
الترمذي وقال حيث حسن

[الشَّرْحُ]

نقل الإمام النووي رحمه الله في (باب آداب المجلس والجلوس) عن عبد الله بن
عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قلباً يقوم من مجلسٍ إلا
ويقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك اقسم بمعنى
قدر والخشية هي الخوف المقرون بالعلم لقول الله تبارك وتعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ
عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ وقوله: ما تحول به بيننا وبين معصيتك لأن الإنسان كلما خشي الله
عز وجل منعتة خشيته من الله أن ينتهك محارم الله ولهذا قال: ما تحول به بيننا
وبين معصيتك ثم قال: ومن طاعتك يعني واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به
جنتك فإن الجنة طريقها طاعة الله عز وجل فإذا وفق العبد لخشية الله واجتناب
محارمه والقيام بطاعته نجا من النار بخوفه ودخل الجنة بطاعته ومن اليقين ما
تهون به علينا مصائب الدنيا واليقين هو

আমাদের দীন সম্পর্কে; এবং দুনিয়াকে আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয় ও আমাদের জ্ঞানের চরম
সীমা বানিয়ে দেবেন না, আর আমাদের ওপর এমন কাউকে কর্তৃত্ব দেবেন না যে আমাদের
প্রতি দয়া করবে না। এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান হাদীস বলেছেন।

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রহিমাল্লাহ) 'মজলিস এবং সহচরদের আদব' অধ্যায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর
(রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুব
কমই কোনো মজলিস থেকে উঠে দাঁড়াতেন এই দোয়াটি পাঠ করা ছাড়া: হে আল্লাহ, আমাদের
জন্য আপনার ভয়ের এমন এক অংশ বরাদ্দ করুন, যা আমাদের এবং আপনার অবাধ্যতার

মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। 'বরাদ্দ করুন' অর্থ হলো নির্ধারণ করুন। আর 'খাশইয়াহ' (ভয়) হলো এমন ভীতি যা জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত; কেননা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমরাই তাঁকে ভয় করে।" এবং তাঁর বাণী: "যা আমাদের এবং আপনার অবাধ্যতার মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে"—এর কারণ হলো মানুষ যখনই মহান আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহর প্রতি সেই ভয় তাকে আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ লঙ্ঘন করা থেকে বিরত রাখে। একারণেই তিনি বলেছেন: "যা আমাদের এবং আপনার অবাধ্যতার মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।" অতঃপর তিনি বললেন: "এবং আপনার আনুগত্য থেকে", অর্থাৎ আমাদের জন্য আপনার আনুগত্যের এমন অংশ বরাদ্দ করুন যার মাধ্যমে আপনি আমাদের জান্নাতে পৌঁছে দেবেন। কারণ জান্নাতের পথ হলো মহান আল্লাহর আনুগত্য। সুতরাং বান্দা যখন আল্লাহর ভয় অর্জন, তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়াবলি বর্জন এবং তাঁর আনুগত্য পালনের তাওফীক লাভ করে, তখন সে স্বীয় ভয়ের কারণে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পায় এবং আনুগত্যের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করে। এবং আমাদের এমন ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস) দান করুন যার মাধ্যমে আপনি আমাদের নিকট দুনিয়ার বিপদ-আপদগুলো সহজ করে দেবেন। আর ইয়াকীন হলো

(ص: 362) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

أعلى درجات الإيمان لأنه إيمان لا شك معه ولا تردد تتيقن ما غاب عنك كما تشهد ما حضر بين يديك فإذا كان عند الإنسان تأم بما أخبر الله تعالى به من أمور الغيب فيما يتعلق بالله عز وجل أو بأسبائه أو صفاته أو اليوم الآخر أو غير ذلك وصار ما أخبر الله به من الغيب عنده بمنزلة المشاهد فهذا هو كمال اليقين وقوله ما تهون به علينا مصائب الدنيا لأن الدنيا فيها مصائب كثيرة لكن هذه المصائب إذا كان عند الإنسان يقين أنه يكفر بها من سيئاته ويرفع بها من درجاته إذا صبر واحتسب الأجر من الله هانت عليه المصائب وسهلت عليه المحن مهما عظمت سواء

كانت في بدنه أو في أهله أو في ماله ما دام عنده اليقين التام فإنها تهون عليه
المصائب ومنتعنا بأساعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا تسأل الله تعالى أن يمتعك
بهذه الحواس السمع والبصر والقوة ما دمت حياً لأن الإنسان إذا متع بهذه الحواس
حصل على خير كثير وإذا افتقد هذه الحواس فاته خير كثير لكن لا يلام عليه إذا
كان لا يقدر عليها واجعله الوارث منا يعني اجعل تستعنا بهذه الأمور السمع والبصر
والقوة الوارث منا يعني اجعله يمتد إلى آخر حياتنا حتى

এটি ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর, কারণ এটি এমন এক ঈমান যাতে কোনো সন্দেহ বা দ্বিধা নেই;
আপনার নিকট যা অদৃশ্য তা এমনভাবে সুনিশ্চিত হবে যেন আপনি আপনার সামনে উপস্থিত
কোনো কিছু প্রত্যক্ষ করছেন। সুতরাং যদি কোনো মানুষের মধ্যে মহান আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত
গায়িব বা অদৃশ্য বিষয়াবলি—যা আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা, তাঁর নামসমূহ, গুণাবলি, পরকাল
বা অন্য যা কিছুর সংবাদ তিনি দিয়েছেন—সে সম্পর্কে পূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাস থাকে এবং সেই
অদৃশ্যের সংবাদগুলো তার নিকট চাক্ষুষ দর্শনের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়, তবে এটিই হলো
বিশ্বাসের পূর্ণতা। আর তাঁর বাণী "যার মাধ্যমে আপনি আমাদের জন্য দুনিয়ার বিপদ-
আপদগুলো সহজ করে দেবেন": কারণ পৃথিবীতে অনেক বিপদ-আপদ রয়েছে। কিন্তু এই
বিপদগুলোর ক্ষেত্রে যদি মানুষের এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, এর মাধ্যমে তার গুনাহসমূহ মোচন
করা হবে এবং সে যদি ধৈর্য ধারণ করে ও আল্লাহর নিকট প্রতিদানের আশা রাখে তবে এর
দ্বারা তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, তখন এই মুসিবতগুলো তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় এবং
পরীক্ষাগুলো সহজ হয়ে যায়, তা যতই গুরুতর হোক না কেন—চাই তা তার শরীরের ওপর
আসুক, কিংবা পরিবার বা সম্পদের ওপর—যতক্ষণ তার মধ্যে পূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে ততক্ষণ
এই বিপদগুলো তার নিকট সহজ মনে হবে। আর "আমাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও শারীরিক
শক্তি দ্বারা আমাদের উপকৃত করুন যতক্ষণ আপনি আমাদের জীবিত রাখেন": আপনি মহান
আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছেন যাতে আপনি জীবিত থাকাকালীন এই ইন্দ্রিয়গুলো—শ্রবণ, দৃষ্টি
ও শক্তি—দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। কেননা মানুষ যদি এই ইন্দ্রিয়গুলো দ্বারা উপকৃত হওয়ার
সুযোগ পায় তবে সে প্রভূত কল্যাণ লাভ করে, আর যদি সে এগুলো হারিয়ে ফেলে তবে সে
অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়; যদিও সামর্থ্য না থাকলে এর জন্য তাকে দায়ী করা হবে না।
আর "একে আমাদের উত্তরাধিকারী করুন": অর্থাৎ আমাদের শ্রবণ, দৃষ্টি ও শক্তির এই

উপকারিতাকে আমাদের উত্তরাধিকারী করুন, যার অর্থ হলো এটি যেন আমাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে যাতে...

(ص: 363) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

يبقى بعدنا ويكون كالوارث لنا وهو كيانه عن استمرار هذه القوات إلى الموت واجعل
ثأرنا على من ظلمنا يعني اجعلنا نستأثر ويكون لنا الأثرة على من ظلمنا بحيث
تقتص لنا منه إما بأشياء تصيبه في الدنيا أو في الآخرة ولا حرج على الإنسان أن
يدعو على ظالمه بقدر ظلمه وإذا دعا على ظالم بقدر ما ظلمه فهذا إنصاف والله
سبحانه وتعالى يستجيب دعوة المظلوم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ
وقد بعثه إلى اليمن وبين له ما يدعوهم إليه فقال: فإن أجابوك لذلك أي للصدقة
من أموالهم فأياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله
حجاب لأن الله تعالى حكم عدل ينتقم من المظالم إذا رفع المظلوم الشكوى إليه
فإذا رفع المظلوم الشكوى إلى الله انتقم الله من الظالم لكن لا يتجاوز في دعائه
فيدعو بأكثر من مظلمته لأنه إذا دعا بأكثر من مظلمته صار هو الظالم وانصرنا على
من عادانا وأكبر عدو لنا من عادانا في دين الله

এটি যেন আমাদের পরেও অবশিষ্ট থাকে এবং আমাদের উত্তরাধিকারীর মতো হয়; আর এর অর্থ হলো মৃত্যু পর্যন্ত এই শক্তি ও সক্ষমতাগুলোর স্থায়িত্ব। "এবং আমাদের প্রতিশোধ তাদের ওপর নির্দিষ্ট করুন যারা আমাদের প্রতি জুলুম করেছে"—এর অর্থ হলো, আপনি আমাদের তাদের ওপর জয়ী করুন এবং আমাদের পক্ষ থেকে তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করুন; তা দুনিয়াতে তাদের ওপর কোনো বিপদ আপতিত করার মাধ্যমে হোক অথবা পরকালে। কোনো ব্যক্তি যদি তার ওপর কৃত জুলুমের সমপরিমাণ জালেমের বিরুদ্ধে দোয়া করে, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। আর জালেমের বিরুদ্ধে তার জুলুমের সমপরিমাণ বদদোয়া করা ইনসাফ বা

ন্যায়বিচারের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মজলুমের দোয়া কবুল করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম যখন মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়ামেনে প্রেরণ করেন এবং কোন বিষয়ের দিকে তাদের দাওয়াত দেবেন তা ব্যাখ্যা করেন, তখন বলেছিলেন: "যদি তারা তাদের সম্পদ থেকে সদকা প্রদানের বিষয়টি মেনে নেয়, তবে তাদের উৎকৃষ্ট সম্পদ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। আর মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করবে; কেননা তার এবং আল্লাহর মাঝে কোনো অন্তরায় নেই।" কারণ আল্লাহ তাআলা হলেন ন্যায়বিচারক; মজলুম যখন তাঁর কাছে অভিযোগ পেশ করে, তখন তিনি জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। সুতরাং মজলুম যখন আল্লাহর কাছে অভিযোগ দায়ের করে, তখন আল্লাহ জালেমের থেকে প্রতিশোধ নেন। তবে শর্ত হলো, সে যেন তার দোয়ায় সীমালঙ্ঘন না করে এবং কৃত জুলুমের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু জন্য প্রার্থনা না করে। কারণ, সে যদি জুলুমের তুলনায় বেশি কিছু জন্য বদদোয়া করে, তবে সে নিজেই জালেম হয়ে যাবে। "এবং আমাদের সাহায্য করুন তাদের বিরুদ্ধে যারা আমাদের সাথে শত্রুতা করে।" আর আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে আমাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে।

(ص: 364) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

من اليهود والنصارى والمشركين البوذيين والملحدين والمنافقين وغيرهم هؤلاء هم أعداؤنا قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ} وقال الله في المنافقين: {هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُهُمْ قَاتِلْهُمْ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} فتسأل الله تعالى أن ينصرك على من عاداك وينصرك على اليهود والنصارى والمشركين والبوذيين وجميع أصناف الكفرة والله سبحانه وتعالى هو الناصر {بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ} ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر هبنا ولا مبلغ علمنا البصائب في الحقيقة تكون في مال الإنسان بأن يحترق ماله أو يسرق أو يتلف فهذه مصيبة وتكون أيضاً في أهل الإنسان فيمرض أهله أو يموتون وتكون في العقل بأن

يَصَابُ هُوَ أَوْ أَهْلُهُ بِالْجَنُونِ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ وَتَكُونُ فِي كُلِّ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَصَابَ بِهِ
الْإِنْسَانُ لَكِنْ أَعْظَمُ مَصِيبَةٍ هِيَ مَصِيبَةُ الدِّينِ نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَثْبِتَنَا عَلَى دِينِهِ الْحَقِّ
فَإِذَا أَصِيبَ الْإِنْسَانُ بِدِينِهِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ فَهَذِهِ أَعْظَمُ مَصِيبَةٍ

ইহুদি, খ্রিস্টান, মুশরিক, বৌদ্ধ, নাস্তিক, মুনাফিক এবং অন্যান্যদের মধ্য থেকে এরাই আমাদের শত্রু। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।" এবং মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: "তরাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন; তারা সত্যবিমুখ হয়ে কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে!" সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবেন যেন তিনি আপনাকে আপনার শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন এবং ইহুদি, খ্রিস্টান, মুশরিক, বৌদ্ধ ও সকল প্রকার কাফেরদের বিরুদ্ধে আপনাকে বিজয় দান করেন। বস্তুত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই হলেন সাহায্যকারী; "বরং আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।" আমাদের দ্বীনের মধ্যে কোনো বিপদ দিও না এবং দুনিয়াকে আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয় ও আমাদের জ্ঞানের শেষ সীমা করো না। প্রকৃতপক্ষে বিপদ মানুষের ধন-সম্পদে হতে পারে, যেমন—সম্পদ পুড়ে যাওয়া, চুরি হওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়া—এগুলো বিপদ। আবার বিপদ মানুষের পরিবার-পরিজনের ক্ষেত্রেও হতে পারে, যেমন—পরিবার অসুস্থ হওয়া বা মারা যাওয়া; আবার তা বুদ্ধিবৃত্তিক হতে পারে, যেমন—নিজে বা পরিবারের কেউ উম্মাদগ্রস্ত হওয়া—আমরা আল্লাহর কাছে সুস্থতা কামনা করি। মানুষের ওপর আপতিত হতে পারে এমন সব বিষয়েই বিপদ হতে পারে, তবে সর্বশ্রেষ্ঠ বিপদ হলো দ্বীনি বিপদ। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের তাঁর সত্য দ্বীনের ওপর অটল রাখেন। কেননা মানুষ যখন তার দ্বীনের বিষয়ে বিপদগ্রস্ত হয়—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই—তবে সেটিই হলো সবচেয়ে বড় বিপদ।

والمصائب في الدين مثل المصائب في البدن هناك مصائب خفيفة في البدن كالزكام والصداع اليسير وما أشبه ذلك وهناك مصائب في الدين خفيفة كشيء من المعاصي وهناك مصائب في الدين مهلكة مثل الكفر والشرك والشك وما أشبه ذلك هذه مهلكة مثل الموت للبدن فأنت تسأل الله ألا يجعل مصيبتك في دينك أما المصائب التي دون الدين فإنها سهلة فإن المصائب من حرم الثواب نسأل الله العافية ولا تجعل الدنيا أكبر همتنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا فلا تجعل الدنيا أكبر همتنا بل اجعل الآخرة أكبر همتنا ولا ننسى نصيبنا من الدنيا فلا بد للإنسان من الدنيا لكن لا تكون الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه بل يسأل الله أن يجعل مبلغ علمه علم الآخرة أما علم الدنيا وما يتعلق بها فهذه مهما كانت فإنها ستزول يعني لو كان الإنسان عالماً في الطب عالماً في الفلك عالماً في الجغرافيا عالماً في أي شيء من علوم الدنيا فهي علوم تزول وتغنى بالكلام على علم الشرع علم الآخرة فهذا هو المهم ولا تسلط علينا من لا يرحمنا لا تسلط علينا أحداً من خلقك لا يرحمنا يعني وكذلك من يرحمنا لا تسلط علينا أحداً لكن

দ্বীনের বিপদসমূহ শরীরের বিপদের মতো। শরীরে যেমন কিছু হালকা বিপদ রয়েছে—যেমন সর্দি, সামান্য মাথাব্যথা এবং এই জাতীয় বিষয়—তেমনি দ্বীনের ক্ষেত্রেও কিছু হালকা বিপদ রয়েছে, যেমন সামান্য পাপাচার। আবার দ্বীনের মধ্যে কিছু ধ্বংসাত্মক বিপদও রয়েছে, যেমন কুফর, শিরক, সন্দেহ এবং এই জাতীয় বিষয়; এগুলো শরীরের জন্য মৃত্যুর ন্যায় ধ্বংসাত্মক। সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আপনার দ্বীনের মধ্যে কোনো বিপদ না দেন। আর দ্বীন বহির্ভূত অন্যান্য বিপদসমূহ সহজতর। প্রকৃত বিপদগ্রস্ত তো সেই ব্যক্তি যে সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। আর দুনিয়াকে আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয় এবং আমাদের জ্ঞানের শেষ সীমা করবেন না। আমাদের পাপের কারণে আমাদের ওপর এমন কাউকে চাপিয়ে দেবেন না যে আমাদের প্রতি দয়া করবে না। সুতরাং দুনিয়াকে আমাদের বড় দুশ্চিন্তার কারণ করবেন না, বরং আখেরাতকেই আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয় বানান। তবে আমরা দুনিয়া থেকে আমাদের প্রাপ্য অংশটুকু ভুলে যাব না, কারণ মানুষের জন্য দুনিয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু দুনিয়া যেন মানুষের প্রধান চিন্তার বিষয়

এবং তার জ্ঞানের চূড়ান্ত লক্ষ্য না হয়; বরং সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে যেন তিনি তার জ্ঞানের শেষ সীমা আখেরাতের জ্ঞানকে করেন। আর দুনিয়াবি জ্ঞান এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো যা-ই হোক না কেন, তা বিলীন হয়ে যাবে। অর্থাৎ মানুষ যদি চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল কিংবা দুনিয়াবি বিজ্ঞানের যেকোনো বিষয়ে পণ্ডিত হয়, তবে সেই জ্ঞানসমূহ বিলুপ্ত ও নশ্বর। তাই মূল আলোচ্য বিষয় হলো শরয়ি জ্ঞান তথা আখেরাতের জ্ঞান, আর এটিই হলো গুরুত্বপূর্ণ। আর আমাদের ওপর এমন কাউকে কর্তৃত্ব দেবেন না যে আমাদের প্রতি দয়া করে না। অর্থাৎ আপনার সৃষ্টির মধ্য থেকে এমন কাউকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেবেন না যে আমাদের প্রতি নির্দয় হবে। এমনকি যারা আমাদের প্রতি দয়াবান তাদের মধ্য থেকেও কাউকে আমাদের ওপর (একচ্ছত্র) কর্তৃত্ব দেবেন না, তবে...

(ম: 366) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الذي يرحمك لا ينالك منه سوء أما الذي ينالك منه سوء هو أن يسلط الله عليك من لا يرحمك نسأل الله ألا يسلط علينا من لا يرحمنا فكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جلس مجلسا يقول هذا الذكر لكنه ليس بلازم كما سبق أن قلنا وإنما المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك كثيرا

835 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة رواه أبو داود بإسناد صحيح

836 - وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم رواه الترمذي وقال حديث حسن

837 - وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة ومن اضطجع

যিনি আপনার প্রতি দয়া করেন, তাঁর পক্ষ থেকে আপনার কোনো অনিষ্ট পৌঁছাবে না। তবে আপনার যে অনিষ্ট হয় তা হলো আল্লাহ আপনার ওপর এমন কাউকে কর্তৃত্বশীল করেন যে আপনার প্রতি দয়া করে না। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের ওপর এমন কাউকে চাপিয়ে না দেন যে আমাদের প্রতি দয়া করে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো মজলিসে বসতেন তখন এই জিকিরটি পাঠ করতেন, তবে এটি পূর্বেই উল্লিখিত নিয়মে অপরিহার্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি সচরাচর পাঠ করতেন।

৮৩৫ - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে কোনো সম্প্রদায় যদি এমন কোনো মজলিস থেকে উঠে যায় যাতে তারা আল্লাহ তাআলার জিকির করেনি, তবে তারা যেন গাধার পচা লাশের ওপর থেকে উঠে দাঁড়াল এবং তা তাদের জন্য পরিতাপের কারণ হবে।" আবু দাউদ এটি সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

৮৩৬ - তাঁর থেকেই বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে কোনো সম্প্রদায় যদি কোনো মজলিসে বসে যেখানে তারা আল্লাহ তাআলার জিকির করে না এবং তাদের নবীর ওপর দরুদ পাঠ করে না, তবে তা তাদের জন্য ঋণটি বা লোকসানের কারণ হবে। এরপর তিনি চাইলে তাদের শাস্তি দেবেন অথবা চাইলে ক্ষমা করে দেবেন।" তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি হাসান হাদিস।

৮৩৭ - তাঁর থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত: "যে ব্যক্তি এমন কোনো আসনে বসল যেখানে সে আল্লাহ তাআলার জিকির করল না, তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য আক্ষেপের কারণ হবে, আর যে ব্যক্তি শয়ন করল..."

مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة رواه أبو داود وقد سبق قريبا
وشرحنا الترة فيه

[الشَّرْحُ]

هذه ثلاثة أحاديث في بيان آداب المجلس وكلها تدل على أنه ينبغي للإنسان إذا
جلس مجلسا أن يغتنم ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم حيث إنها تدل على أنه ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا
على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا كان عليهم من الله ترة يعني قطيعة
وخسارة إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم ويتحقق ذكر الله عز وجل في المجالس
بصور عديدة فمثلا إذا تحدث أحد الأشخاص في المجلس عن آية من آيات الله عز
وجل فإن هذا من ذكر الله مثل أن يقول نحن في هذه الأيام في دفء كأننا في الربيع
وهذا من آيات الله لأننا في الشتاء وفي أشد ما يكون من أيام الشتاء بردا ومع ذلك
فكأننا في الصيف فهذا من آيات الله ويقول مثلا لو اجتمع الخلق على أن يدفئوا هذا
الجو في هذه الأيام التي جرت العادة أن تكون باردة ما استطاعوا إلى ذلك

...শুয়ে থাকে এবং তাতে মহান আল্লাহর যিকির করে না, তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার
জন্য অনুতাপের কারণ হবে। এটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন এবং ইতিপূর্বে এটি অতিবাহিত
হয়েছে এবং আমরা সেখানে 'তিরাহ' (অনুতাপ/ক্ষতি) শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করেছি।

[ব্যাখ্যা]

মজলিসের আদব বা শিষ্টাচার বর্ণনায় এখানে তিনটি হাদিস রয়েছে। এই সবগুলো হাদিস
একথাই প্রমাণ করে যে, মানুষ যখন কোনো মজলিসে বা বৈঠকে বসে, তখন তার উচিত মহান
আল্লাহর যিকির এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরুদ পাঠের
সুযোগ অন্বেষণ করা। কেননা এই হাদিসগুলো নির্দেশ করে যে, যখনই কোনো সম্প্রদায়
কোনো মজলিসে বসে আর সেখানে তারা মহান আল্লাহর যিকির করে না এবং নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ করে না, তখন সেটি আল্লাহর পক্ষ

থেকে তাদের জন্য 'তিরাহ' তথা অনুতাপ বা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর অর্থ হলো বিচ্ছিন্নতা ও লোকসান; আল্লাহ চাইলে তাদের শাস্তি দেবেন অথবা চাইলে তাদের ক্ষমা করে দেবেন। মজলিসসমূহে মহান আল্লাহর যিকির বিভিন্ন পদ্ধতিতে অর্জিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মজলিসে উপস্থিত কোনো ব্যক্তি যদি মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলির মধ্য থেকে কোনো একটি নিদর্শন নিয়ে আলোচনা করে, তবে সেটিও আল্লাহর যিকিরের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন কেউ যদি বলে: "আমরা এই দিনগুলোতে এমন উষ্ণতার মধ্যে আছি যেন আমরা বসন্তকালে রয়েছি।" এটি আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন; কারণ আমরা এখন শীতকালে এবং শীতের চরমতম দিনগুলোর মধ্যে অবস্থান করছি, তবুও মনে হচ্ছে যেন আমরা গ্রীষ্মকালে আছি। এটি আল্লাহর একটি নিদর্শন। সে আরও বলতে পারে যে, যদি সমস্ত সৃষ্টিজগত একত্রিত হয়ে এই দিনগুলোতে আবহাওয়াকে উত্তপ্ত করতে চাইত—যখন সাধারণত আবহাওয়া শীতল থাকে—তবে তারা তা করার সক্ষমতা রাখত না।

(ص: 368) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

سببلا وما أشبه ذلك أو مثلاً يذكر حالة من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام مثل أن يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام أخشى الناس لله وأتقاهم الله فيذكر عليه الصلاة والسلام ثم يصلي عليه والحاضرون يكونون إذا استمعوا إليه مثله في الآجر هكذا يكون ذكر الله عز وجل والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله من الأصل إذا جلس قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وما أشبه ذلك المهم أن الإنسان العاقل يستطيع أن يعرف كيف يذكر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المجلس ومن ذلك أيضاً أنه إذا انتهى المجلس وأراد أن يقوم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وفي هذه الأحاديث الثلاثة دليل على أنه ينبغي للإنسان ألا يفوت عليه مجلساً

وَلَا مَظْجَعًا إِلَّا يَذْكُرُ اللَّهُ حَتَّى يَكُونَ مِنْ قَالِ اللَّهِ فِيهِمْ: الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا
وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ

কোনো পথ বা অনুরূপ কিছু অথবা উদাহরণস্বরূপ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কোনো অবস্থার কথা উল্লেখ করা; যেমন কেউ বলল যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন আল্লাহর প্রতি মানুষের মধ্যে সর্বাধিক ভীত এবং তাঁদের মাঝে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান। এভাবে যখন তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়, তখন তাঁর ওপর দরুদ পাঠ করা হয়। আর উপস্থিত শ্রোতারা যখন তা শোনে, তখন তারা সওয়াবের ক্ষেত্রে বক্তার মতোই অংশীদার হয়। এভাবেই মহান আল্লাহর জিকির এবং আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর দরুদ পাঠ সম্পন্ন হয়। আর আল্লাহ চাইলে মূলগতভাবে যখন কেউ মজলিসে বসবে, তখন বলবে: 'আল্লাহ যা চেয়েছেন তা-ই হয়েছে, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোনো শক্তি নেই, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই' এবং এ জাতীয় বিষয়সমূহ। মূল কথা হলো, একজন বিবেকবান মানুষ অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন যে, কীভাবে এই মজলিসে আল্লাহর জিকির করতে হয় এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর দরুদ পাঠ করতে হয়। এর অন্তর্ভুক্ত আরও একটি বিষয় হলো, যখন মজলিস শেষ হবে এবং সে উঠে দাঁড়াতে চাইবে, তখন বলবে: 'হে আল্লাহ! আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং আপনারই প্রশংসা করছি; আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত কোনো সত্য মাবুদ নেই; আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনারই নিকট তওবা করছি।' এই তিনটি হাদিসে এ কথারই দলিল রয়েছে যে, মানুষের জন্য উচিত নয় কোনো মজলিস বা শয়নকালকে আল্লাহর জিকির ছাড়া অতিবাহিত করা; যাতে সে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন: 'যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং পার্শ্বদেশ অবলম্বন করে (শোয়া অবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করে।'।

(ص: 369) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

بَابُ الرُّؤْيَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

قال الله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ}

838 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا: وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة رواه البخاري

839 - وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكذب رؤيا المؤمن تكذب ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة متفق عليه وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا

840 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي متفق عليه

স্বপ্ন এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ের পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা।"

৮৩৮ - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "নবুয়তের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই 'মুবাশশিরাত' (সুসংবাদসমূহ) ব্যতীত।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন: "মুবাশশিরাত কী?" তিনি বললেন: "উত্তম স্বপ্ন।" (বুখারী বর্ণনা করেছেন)

৮৩৯ - তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "যখন শেষ জামানা নিকটবর্তী হবে, তখন মুমিনের স্বপ্ন খুব কমই মিথ্যা হবে। আর মুমিনের স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। অন্য এক বর্ণনায় আছে: "তোমাদের মধ্যে যার কথা যত বেশি সত্য, তার স্বপ্নও তত বেশি সত্য হবে।"

৮৪০ - তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল, সে শীঘ্রই আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখবে অথবা সে যেন আমাকে জাগ্রত অবস্থাতেই দেখল; কেননা শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

841 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى فليحمد الله عليها وليحدث بها وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره متفق عليه

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف النووي رحمه الله في (باب الرؤيا وما يتعلق بها) الرؤيا يعني رؤيا المنام فالإنسان إذا نام فإن الله تعالى يتوفى روحه لكنها وفاة صغرى كما قال الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى وقال الله تعالى: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا} وهذه الوفاة الصغرى تذهب فيها الروح إلى حيث يشاء الله ولهذا كان من أذكار المنام أن نقوم: اللهم بك وضعت حنبي وبك أرفعه فإن أمسكت روحي فاغفر لها وارحمها وإن أرسلها

৮৪১ - আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন: "তোমাদের কেউ যখন এমন কোনো স্বপ্ন দেখে যা সে পছন্দ করে, তবে তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। সুতরাং সে যেন এর জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তা অন্যের কাছে বর্ণনা করে।" অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: "সে যেন তা কেবল তাকেই বলে যাকে সে ভালোবাসে। আর যদি সে এছাড়া অন্য কিছু দেখে যা সে অপছন্দ করে, তবে তা শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং সে যেন এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং তা কারো কাছে ব্যক্ত না করে। এতে তার কোনো ক্ষতি হবে না।" (বুখারী ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার ইমাম নববী (রাহিমাল্লাহ) ‘স্বপ্ন এবং এ সংশ্লিষ্ট বিষয়’ অধ্যায়ে বলেন: ‘রুহিয়া’ অর্থ ঘুমের স্বপ্ন। মানুষ যখন ঘুমায়, তখন মহান আল্লাহ তার রুহ বা আত্মা কবজ করেন, তবে এটি ক্ষুদ্র মৃত্যু (ওফাত সোগরা)। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: "তিনিই সেই সত্তা, যিনি রাতে তোমাদের মৃত্যু ঘটান (অর্থাৎ নিদ্রা দেন) এবং দিনে তোমরা যা করো তা তিনি জানেন। অতঃপর তোমাদের সেই দিনে পুনরুত্থিত করেন, যাতে নির্ধারিত সময় পূর্ণ করা হয়।" মহান আল্লাহ আরও বলেছেন: "আল্লাহ প্রাণ হরণ করেন মানুষের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের ঘুমের সময়।" আর এই ক্ষুদ্র মৃত্যুর অবস্থায় রুহ সেখানে বিচরণ করে যেখানে আল্লাহ ইচ্ছা করেন। এই কারণেই ঘুমের যিকিরের মধ্যে এটি অন্তর্ভুক্ত যে, আমরা বলি: "হে আল্লাহ! আপনার নামেই আমি আমার পার্শ্বদেশ শায়িত করলাম এবং আপনার সাহায্যেই তা পুনরায় উঠাব। যদি আপনি আমার প্রাণকে আটকে রাখেন (মৃত্যু দেন), তবে তাকে ক্ষমা করুন ও তার প্রতি দয়া করুন; আর যদি আপনি তা ছেড়ে দেন (ফিরিয়ে দেন)..."

(ص: 371) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ثم إن الروح في هذه الحال ترى منامات ومراي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: رؤيا محبوبة ورؤيا مكروهة ورؤيا عبارة عن أشياء ليس لها معنى وليس لها هدف قد تكون من تلاعب الشيطان وقد تكون من حديث النفس وقد تكون من أسباب أخرى القسم الأول الرؤيا الصالحة الحسنة وهي إذا رأى الإنسان ما يحب فهذه من الله عز وجل وهي نعمة الله على الإنسان أن يريه ما يحب لأنه إذا رأى ما يحب نشط وفرح وصار هذا من البشرى فمن عاجل بشرى المؤمن الرؤيا الصالحة يراها أو ترى له ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات الرؤيا الصالحة يراها الإنسان أو ترى له هذه بشرى وخير وهي من الله عز وجل القسم الثاني: الرؤيا المكروهة وهي من

الشيطان حيث يضرب الشيطان للإنسان أمثالا في منامه يزعجه بها لمن دواءها أن يستعين بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره ولا يحرص على أن تعبر لأن بعض الناس إذا رأى

সুতরাং আপনি একে সেইভাবে হিফায়ত করুন, যেভাবে আপনি আপনার নেককার বান্দাদের হিফায়ত করে থাকেন। অতঃপর এই অবস্থায় রুহ এমন কিছু স্বপ্ন ও দৃশ্য দেখে যা তিন ভাগে বিভক্ত: পছন্দনীয় স্বপ্ন, অপছন্দনীয় স্বপ্ন এবং এমন কিছু বিষয় যার কোনো অর্থ বা লক্ষ্য নেই; যা শয়তানের প্ররোচনা হতে পারে, অথবা মনের কল্পনা হতে পারে কিংবা অন্য কোনো কারণে হতে পারে। প্রথম প্রকার হলো নেক ও উত্তম স্বপ্ন। আর তা হলো যখন মানুষ এমন কিছু দেখে যা সে পছন্দ করে; তবে তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। এটি মানুষের ওপর আল্লাহর একটি নিয়ামত যে, তিনি তাকে তার পছন্দনীয় বিষয় দেখান। কেননা সে যখন তার পছন্দনীয় কিছু দেখে, তখন সে উদ্যমী ও আনন্দিত হয় এবং এটি সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত হয়। মুমিনের জন্য দুনিয়াতে দ্রুততম সুসংবাদসমূহের মধ্যে রয়েছে নেক স্বপ্ন, যা সে নিজে দেখে অথবা তার জন্য অন্য কেউ দেখে। একারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: 'নবুওয়াতের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই সুসংবাদবাহী বিষয়সমূহ ব্যতীত।' আর তা হলো নেক স্বপ্ন, যা মানুষ নিজে দেখে অথবা তার জন্য দেখা হয়। এটি সুসংবাদ ও কল্যাণ এবং তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। দ্বিতীয় প্রকার হলো: অপছন্দনীয় স্বপ্ন এবং এটি শয়তানের পক্ষ থেকে। যেখানে শয়তান মানুষের ঘুমের মধ্যে এমন কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে যার মাধ্যমে সে তাকে বিচলিত করে। তবে এর প্রতিকার হলো শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং সে যা দেখেছে তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং তা কারো কাছে ব্যক্ত না করা। কেননা এটি তার কোনো ক্ষতি করবে না। আর সে যেন এর ব্যাখ্যা জানার জন্য সচেষ্টি না হয়, কারণ কিছু মানুষ যখন দেখে

ما يكره حرص على أن تعبر وذهب إلى العابرين أو يطالع في الكتب لينظر ما هذه الرؤيا المكروهة ولكنها إذا عبرت فإنها تقع على الوجه المكروه وإذا استعاذ الإنسان من شر الشيطان ومن شر ما رأى ولم يحدث بها أحدا فإنها لا تضره مهما كانت وهذا دواء سهل أن الإنسان يتصبر ويكتهما ويستعيز بها من شر الشيطان ومن شرها حتى لا تقع أما القسم الثالث وهو الذي ليس له هدف معين فهذا أحيانا يكون من حديث النفس حين يكون الإنسان متعلقا قلبه بشيء من الأشياء يفكر فيه وينشغل به ثم يراه في المنام أو أحيانا يلعب به الشيطان في منامه يريه أشياء ليس لها معنى كما ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله رأيت في المنام أن رأسي قد قطع وذهب رأسي يركض وأنا أسعى وراءه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك فهذا ليس له معنى رأسي يقطع ويركض الرأس وهذا يركض بجسده وراءه هذا ليس له معنى

অপ্রীতিকর স্বপ্নের ক্ষেত্রে যা অপছন্দনীয় তা হলো এর ব্যাখ্যা জানার জন্য অতি আগ্রহী হওয়া, স্বপ্ন বিশারদদের কাছে যাওয়া অথবা বইপত্র ঘাটাঘাটি করে দেখা যে এই অপ্রীতিকর স্বপ্নের অর্থ কী। কিন্তু যদি এর ব্যাখ্যা করা হয়, তবে তা অপ্রীতিকর রূপেই সংঘটিত হতে পারে। অথচ মানুষ যদি শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং যা সে দেখেছে তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং কাউকে তা না জানায়, তবে তা তার কোনো ক্ষতি করবে না, তা যেমনই হোক না কেন। আর এটি একটি সহজ প্রতিকার যে, মানুষ ধৈর্য ধারণ করবে, তা গোপন রাখবে এবং শয়তানের অনিষ্ট ও স্বপ্নের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাইবে যাতে তা বাস্তবে না ঘটে। আর তৃতীয় প্রকারটি হলো যার কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নেই; এটি কখনও মনের খেয়াল বা প্রবৃত্তি থেকে হয়, যখন মানুষের অন্তর কোনো বিষয়ের প্রতি আসক্ত থাকে, তা নিয়ে চিন্তা করে ও ব্যস্ত থাকে, অতঃপর স্বপ্নে তা-ই দেখে। অথবা কখনও শয়তান ঘুমের মধ্যে তাকে নিয়ে খেলা করে এবং তাকে এমন সব জিনিস দেখায় যার কোনো অর্থ নেই। যেমন এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে উল্লেখ করে বলেছিলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে আমার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে এবং আমার মাথাটি দৌড়াচ্ছে আর আমি সেটির পেছনে ছুটছি। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া

সাল্লাম) বললেন: স্বপ্নে শয়তান তোমাকে নিয়ে যে খেলা করে তা মানুষের কাছে বলো না। কারণ এর কোনো অর্থ নেই—মাথা কেটে ফেলা হয়েছে এবং মাথা দৌড়াচ্ছে, আর ব্যক্তি তার দেহ নিয়ে সেটির পেছনে দৌড়াচ্ছে—এর কোনো যৌক্তিক অর্থ হয় না।

(ص: 373) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

المهم أن هذه هي أقسام الرؤيا وإذا ضرب للإنسان مثل بأبيه أو أمه أو أخيه أو عمه أو غير ذلك فقد يكون هذا هو الواقع وقد يكون من الشيطان يتمثل الشيطان للنفس بصورة هذا الإنسان ويراه النائم إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الإنسان إذا رأى النبي على هذا الوصف المعروف فإنه قد رآه حقاً لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم أبداً ولا يجروء فإذا رأى الإنسان شخصاً ووقع في نفسه أنه النبي صلى الله عليه وسلم فليبحث عن أوصاف هذا الذي رأى هل تطابق أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام فهو هو وإن لم تطابق فليس النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هذه أوهام من الشيطان أوقع في نفس النائم أن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم وليس هو الرسول ولذلك دائماً يأتي أحد يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام وقال كذا وفعل كذا ثم إذا وصفه إذا أوصافه لا تطابق أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه في منامه وقع عليه أنه النبي لكن إذا تحدث عن أوصافه فإذا هو ليس النبي صلى الله عليه وسلم ووصافه فنجزم أن هذا ليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم أما لو وصف لنا رآه وانطبقت أوصافه على النبي لله فهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن يجب أن نعمل أنه لا يمكن أن يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يخالف شريعته يعني لو جاء إنسان وقال رأيت الرسول

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এগুলোই স্বপ্নের প্রকারভেদ। যখন কোনো মানুষের সামনে তার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পিতৃব্য কিংবা অন্য কারো অবয়ব তুলে ধরা হয়, তখন তা বাস্তব হতে পারে অথবা শয়তানের পক্ষ থেকেও হতে পারে। শয়তান মানুষের সামনে ওই ব্যক্তির রূপ ধারণ করে নিজেকে প্রকাশ করে এবং নিদ্রিত ব্যক্তি তাকে দেখতে পায়। তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আlihি ওয়া সাল্লাম-এর বিষয়টি ভিন্ন; কেননা কোনো ব্যক্তি যদি নবীকে তাঁর সুপরিচিত গুণাবলি অনুযায়ী দেখে, তবে সে তাঁকেই প্রকৃতপক্ষে দেখেছে। কারণ শয়তান কখনোই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রূপ ধারণ করতে পারে না এবং সে সেই সাহসও রাখে না। সুতরাং কোনো মানুষ যদি কাউকে দেখে এবং তার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তবে সে যাকে দেখেছে তার শারীরিক বৈশিষ্ট্যাবলি অনুসন্ধান করা উচিত। যদি সেগুলো নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর বৈশিষ্ট্যের সাথে হুবহু মিলে যায়, তবে তিনি প্রকৃতপক্ষেই তিনি। আর যদি না মিলে, তবে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নন; বরং এটি শয়তানের পক্ষ থেকে সৃষ্টি করা এক প্রকার বিভ্রম, যা সে ঘুমন্ত ব্যক্তির মনে গোঁথে দিয়েছে যে এটিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, অথচ তিনি রাসূল নন। এই কারণেই প্রায়ই কেউ এসে বলে যে, আমি রাসূল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে স্বপ্নে দেখেছি এবং তিনি এমন বলেছেন কিংবা এমন করেছেন; কিন্তু যখন সে তাঁর বর্ণনা দেয়, তখন দেখা যায় সেই বর্ণনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়—যদিও স্বপ্নের মধ্যে তার মনে হয়েছিল যে তিনি নবী। কিন্তু যখন সে তাঁর অবয়ব বর্ণনা করে, তখন স্পষ্ট হয়ে যায় যে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন না। এমতাবস্থায় আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন না। পক্ষান্তরে সে যা দেখেছে তা যদি আমাদের কাছে বর্ণনা করে এবং সেই বর্ণনা যদি নবীর বৈশিষ্ট্যের সাথে হুবহু মিলে যায়, তবে তিনিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আlihি ওয়া সাল্লাম। তবে আমাদের অবশ্যই অবগত থাকতে হবে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে কাউকে এমন কোনো কথা বলতে পারেন না যা তাঁর শরীয়তের পরিপন্থী। অর্থাৎ, যদি কোনো ব্যক্তি এসে বলে যে আমি রাসূলকে দেখেছি—

وقال لي كذا وأوصاني بكذا فإن كان يخالف الشريعة فهو كذب ويكون الكذب ممن تحدث به إذا انطبقت أوصاف من رآه على أوصاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 842 - وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة وفي رواية الرؤيا الحسنة من الله والحلم من الشيطان فممن رأى شيئاً يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثاً وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره متفق عليه النفث نفخ لطيف لا ريق معه

843 - وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثاً وليستعيز بالله من الشيطان ثلاثاً وليتحول عن جنبه الذي كان عليه رواه مسلم 844 - وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفري أن يدعى الرجل إلى غير أبيه أو يرى عينه ما لم تر أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل رواه

এবং তিনি আমাকে এমন কথা বলেছেন এবং এই বিষয়ে অসিয়ত করেছেন—এমতাবস্থায় যদি তা শরীয়তের পরিপন্থী হয়, তবে তা মিথ্যা। আর যদি স্বপ্নদ্রষ্টার বর্ণিত অবয়ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলির সাথে মিলেও যায়, তবে সেই মিথ্যার দায়ভার উক্ত বর্ণনাকারীর ওপরই বর্তাবে।

৮৪২ - আবু কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "সৎ স্বপ্ন—অন্য বর্ণনায়: সুন্দর স্বপ্ন—আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর মন্দ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং কেউ যখন এমন কিছু দেখে যা সে অপছন্দ করে, তখন সে যেন তার বাম দিকে তিনবার থুতু ফেলার মতো ফুঁ দেয় এবং শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে; এতে তা তার কোনো ক্ষতি করবে না।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। 'নাফথ' হলো থুতুবিহীন মৃদু ফুঁ।

৮৪৩ - জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের কেউ যখন অপছন্দনীয় কোনো স্বপ্ন দেখে, সে যেন তার বাম দিকে তিনবার থুতু ফেলে এবং আল্লাহর কাছে তিনবার শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং যে পার্শ্বে শুয়েছিল তা পরিবর্তন করে নেয়।" (মুসলিম)।

৮৪৪ - আবুল আসকা‘ ওয়াসিলা ইবনুল আসকা‘ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই সবচাইতে বড় মিথ্যাচারসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলো কোনো ব্যক্তির নিজেকে আপন পিতা ব্যতীত অন্য কারো দিকে সম্বন্ধ করা, অথবা নিজের চোখে এমন কিছু দেখার দাবি করা যা সে দেখেনি, অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেননি তা তাঁর নামে বর্ণনা করা।" (বুখারি)।

(ص: 375) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

البخاري

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث فيها يتعلق بالرؤيا وسبق شيء من ذلك وقد بينا أن الرؤيا ثلاثة أقسام: القسم الأول: رؤيا حسنة صالحة فهذه من الله عز وجل وذكرنا فيها يسر وأنها من عاجل بشري المؤمن القسم الثاني: الحلم وهذا من الشيطان والغالب أنه يكون فيها يكره الإنسان أي أن الشيطان يرى الإنسان حتى يفزع ويتكدر ويحزن وربما يمرض لأن الشيطان عدو للإنسان يحب ما يسوء الإنسان وما يحزنه قال الله تعالى إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ فالحلم هو هذا الذي يراه الإنسان في منامه يكرهه

ويزعجه ولكن من نعمة الله عز وجل وجعل أن جعل لكل داء دواء ودواء الحلم
فيما يلي: أولاً أن يبصق الإنسان على يساره ثلاث مرات ويستعين بالله

আল-বুখারী

[ব্যাক্যা]

স্বপ্ন সংক্রান্ত এই হাদীসসমূহ এবং ইতিপূর্বে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে।
আমরা বর্ণনা করেছি যে, স্বপ্ন তিন প্রকার: প্রথম প্রকার হলো উত্তম ও নেক স্বপ্ন, যা মহান
আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আমরা ইতিপূর্বে এর আনন্দদায়ক দিকটি উল্লেখ করেছি এবং
এটি মুমিনের জন্য ইহকালে দ্রুত প্রাপ্ত সুসংবাদ। দ্বিতীয় প্রকার হলো 'হুলাম' (মন্দ স্বপ্ন), যা
শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি এমন বিষয় হয়ে থাকে যা মানুষ অপছন্দ
করে। অর্থাৎ শয়তান মানুষকে এমন কিছু দেখায় যাতে সে আতঙ্কিত হয়, বিমর্ষ হয় এবং দুঃখ
পায়; এমনকি কখনও কখনও সে অসুস্থও হয়ে পড়ে। কারণ শয়তান মানুষের শত্রু এবং সে
মানুষের কষ্ট ও দুঃখদায়ক বিষয়গুলোই পছন্দ করে। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: "গোপন
পরামর্শ তো কেবল শয়তানের পক্ষ থেকেই, যেন সে মুমিনদের দুঃখ দিতে পারে। তবে
আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত সে তাদের সামান্যতম ক্ষতি করতে পারবে না। আর মুমিনদের উচিত
কেবল আল্লাহর ওপরই ভরসা করা।" সুতরাং 'হুলাম' হলো সেই স্বপ্ন যা মানুষ ঘুমের ঘোরে
দেখে, যা সে অপছন্দ করে এবং যা তাকে বিচলিত করে। তবে এটি মহান আল্লাহর বিশেষ
অনুগ্রহ যে, তিনি প্রতিটি রোগের জন্য ঔষধ রেখেছেন। আর এই মন্দ স্বপ্নের প্রতিকার হলো
নিম্নরূপ: প্রথমত, ব্যক্তি তার বাম দিকে তিনবার থুতু ফেলবে এবং আল্লাহর নিকট আশ্রয়
প্রার্থনা করবে।

من شر الشيطان ثلاث مرات ومن شر ما رأى يقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث مرات ويتحول إلى الجانب الثاني فإذا كان على جنبه الأيسر يتحول إلى الأيمن وإذا كان على الأيمن يتحول إلى الأيسر ثانياً وإذا لم ينفع هذا يعني لو أنه تحول عن جنبه الأول إلى الثاني ثم عادت هذه الرؤيا التي يكرهها فليقم ويتوضأ ويصلي ولا يخبر بها أحداً فلا يقول رأيت ورأيت ولا يذهب إلى الناس يعبرونها ولا يذهب إلى أحد يفسرها فإنها لا تضره أبداً حتى وكأنها ما وقعت وفي هذا راحة له وبعض الناس إذا رأى شيئاً يكرهه ذهب يتلمس من يفسر له هذه الرؤيا ونحن نقول له لا تفعل ذلك وكان الصحابة رضي الله عنهم يرون الرؤيا يكرهونها فلما حدثهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث استراحوا فصار الإنسان إذا رأى الرؤيا التي يكرهها بصق عن يساره ثلاث مرات واستعاذ من شرها وشر الشيطان ولم يحدث بها أحداً ثم لا تضره وكأنه ما رآها أما القسم الثالث فهو الحلم الذي يكون من حديث النفس حيث يكون الإنسان متعلقاً بشيء من الأشياء دائماً فهذا ربما يراه

শয়তানের অনিষ্ট থেকে তিনবার এবং যা দেখেছে তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। সে বলবে: 'আমি শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং আমি যা দেখেছি তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি'—তিনবার। এরপর সে অন্য পাশে ফিরে শোবে; যদি সে বাম পাশে শুয়ে থাকে তবে ডান পাশে ফিরবে, আর যদি ডান পাশে থাকে তবে পুনরায় বাম পাশে ফিরবে। আর যদি এতেও কাজ না হয়—অর্থাৎ এক পাশ থেকে অন্য পাশে ফেরার পরও যদি সেই অপছন্দনীয় স্বপ্নটি পুনরায় ফিরে আসে—তবে সে যেন উঠে দাঁড়ায়, অজু করে এবং সালাত আদায় করে। সে যেন এই স্বপ্নের কথা কাউকে না জানায়; সে যেন না বলে যে 'আমি এই দেখেছি বা ওই দেখেছি', আর এটি ব্যাখ্যা করার জন্য মানুষের কাছে না যায় এবং কারো কাছে এর ব্যাখ্যাও না চায়। কারণ এটি তার কোনো ক্ষতি করবে না, যেন এমন কিছু ঘটেইনি। আর এর মধ্যেই তার জন্য রয়েছে প্রশান্তি। কিছু মানুষ যখন অপছন্দনীয় কিছু দেখে, তখন তারা এর ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্য হন্যে হয়ে কাউকে খুঁজতে থাকে; আমরা তাদের বলি, এমনটি করবেন না। সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এমন সব স্বপ্ন দেখতেন যা তারা অপছন্দ

করতেন, কিন্তু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাঁদের নিকট এই হাদিসটি বর্ণনা করলেন, তখন তাঁরা আশ্বস্ত হলেন। ফলে এখন কোনো ব্যক্তি অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে তার বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে (হালকা ফুৎকারের মতো) এবং এর অনিষ্ট ও শয়তানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চায় এবং কাউকে তা বলে না; ফলে এটি তার কোনো ক্ষতি করে না, যেন সে তা দেখেইনি। আর তৃতীয় প্রকার হলো সেই স্বপ্ন যা মানুষের মনের প্রবহমান জল্পনা-কল্পনা থেকে সৃষ্টি হয়; যখন মানুষ কোনো বিষয় নিয়ে সর্বদা চিন্তামগ্ন থাকে, তখন সম্ভবত সে স্বপ্নে তাই দেখে।

(ص: 377) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

في المنام وهذا أيضاً لا حكم ولا أثر له وينبغي للإنسان إذا رأى رؤياً تسره وهي الرؤيا الصالحة أن يؤولها على خير ما يقع في نفسه لأن الرؤيا إذا عبرت بإذن الله فإنها تقع ثم إن من المهم ألا نعتد على ما يوجد في بعض الكتب ككتاب الأحلام لابن سيرين وما أشبهها فإن ذلك خطأ وذلك لأن الرؤيا تختلف بحسب الراي وبحسب الزمان وبحسب المكان وبحسب الأحوال يعني ربما يرى الشخص رؤيا فنفسرها له بتفسير ويرى آخر رؤيا هي نفس الرؤيا فنفسرها له بتفسير آخر غير الأول وذلك لأن هذا رأى ما يليق وهذا رأى ما يليق به أو لأن الحال تقتضي أن نفسر هذه الرؤيا بهذا التفسير فإلهم ألا يرجع الإنسان إلى الكتب المؤلفة في تفسير الأحلام لأن الأحلام والرؤى تختلف ويذكر أن رجلاً رأى رؤيا ففسرت له بتفسير ثم رأى آخر نفس الرؤيا ففسرت بتفسير آخر فسئل الذي فسرهما في ذلك فقال لأن هذا يليق به ذلك التفسير لما رأى وهذا يليق به ذلك التفسير لما رأى كل إنسان يفسر له بما يليق به ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد قبل الواقعة أو في أثنائها

স্বপ্নে; আর এর কোনো আইনি বিধান বা প্রভাব নেই। মানুষের জন্য করণীয় হলো, সে যখন কোনো আনন্দদায়ক স্বপ্ন দেখে—যা মূলত নেক স্বপ্ন—তখন সে যেন নিজের মনে উদ্ভিত হওয়া সর্বোত্তম কল্যাণকর পন্থায় তার ব্যাখ্যা করে। কারণ স্বপ্ন যখন আল্লাহর ইচ্ছায় ব্যাখ্যা করা হয়, তখন তা বাস্তবে সংঘটিত হয়। অতঃপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমরা যেন ইবনে সিরিনের স্বপ্নের ব্যাখ্যাগ্রন্থ বা এই জাতীয় বইগুলোতে যা পাওয়া যায় তার ওপর নির্ভর না করি; কারণ সেটি ভুল। কেননা স্বপ্ন দেখা ব্যক্তি, সময়, স্থান এবং অবস্থার প্রেক্ষিতে স্বপ্নের ব্যাখ্যা পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ, হতে পারে একজন ব্যক্তি একটি স্বপ্ন দেখল যার ব্যাখ্যা আমরা একভাবে করলাম, আবার অন্য একজন ব্যক্তি ঠিক একই স্বপ্ন দেখল কিন্তু তার ব্যাখ্যা আমরা প্রথমজনের চেয়ে ভিন্নভাবে করলাম। এর কারণ হলো, এই ব্যক্তি যা দেখেছে তা তার অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল এবং অন্য ব্যক্তি যা দেখেছে তা তার প্রেক্ষিত অনুযায়ী উপযুক্ত ছিল। অথবা পরিস্থিতিই দাবি করছিল যে স্বপ্নটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা হোক। সারকথা হলো, মানুষের জন্য স্বপ্ন ব্যাখ্যার ওপর রচিত কিতাবগুলোর দিকে প্রত্যাবর্তন করা উচিত নয়, কারণ স্বপ্ন ও দর্শনের ধরনে ভিন্নতা থাকে। বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি একটি স্বপ্ন দেখল এবং তার জন্য একরকম ব্যাখ্যা করা হলো, এরপর অন্য এক ব্যক্তি হুবহু একই স্বপ্ন দেখল কিন্তু তার জন্য ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হলো। যখন ব্যাখ্যাকারীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি বললেন, 'এই ব্যক্তির জন্য ওই ব্যাখ্যাটিই তার দেখা স্বপ্নের নিরিখে উপযুক্ত ছিল এবং অপর ব্যক্তির জন্য এই ব্যাখ্যাটিই তার অবস্থার নিরিখে সমীচীন ছিল।' প্রত্যেক মানুষের জন্য তার অবস্থা অনুযায়ী ব্যাখ্যা প্রদান করতে হয়। আর এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহূদের যুদ্ধের পূর্বে কিংবা যুদ্ধ চলাকালীন...

(ص: 378) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

رَأَى فِي الْمَنَامِ أَنَّ فِي سَيْفِهِ ثَلَاثَةَ وَرَأَى بَقْرًا تَنْحَرُ فَفَسَّرَهَا بِأَنَّهُ يَقْتُلُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَأَنَّهُ يَقْتُلُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَالْثَلَاثَةُ هِيَ أَنَّهُ يَقْتُلُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَحْتَمِي بِقَبِيلَتِهِ وَيَحْتَمِي بِسَيْفِهِ فَلَمَّا صَارَ فِي السَّيْفِ ثَلَاثَةٌ فَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ

سيكون ثلثة في أهل بيته ووقع كذلك فقد استشهد حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أما البقر التي تنحر فالذين قتلوا من الصحابة رضي الله عنهم في أحد نحو سبعين رجلا وإنما رآه بقرا لأن البقر فيها منافع كثيرة فهي أنفع ما يكون من بهيمة الأنعام للحرث وللسمن وللنماء وللبن وفيها مصالح كثيرة والصحابة رضي الله عنهم كلهم خير ففيهم خير كثير لهذه الأمة ولو لم يكن من خيرهم إلا أن الله سبحانه وتعالى وفقهم لحمل الشريعة إلى الأمة لكان ذلك يكفيهم إذ أنه لا طريق لنا إلى شريعة الله إلا بواسطة الصحابة رضي الله عنهم

তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে তাঁর তলোয়ারে একটি খাঁজ সৃষ্টি হয়েছে এবং কিছু গরু জবাই করা হচ্ছে। তিনি এর ব্যাখ্যা এই করলেন যে, তাঁর পরিবারবর্গের মধ্য থেকে কেউ নিহত হবেন এবং তাঁর একদল সাহাবীও শাহাদাত বরণ করবেন। তলোয়ারের খাঁজটির অর্থ হলো তাঁর পরিবারের কোনো সদস্যের বিয়োগ; কেননা মানুষ তার গোত্র এবং তলোয়ারের সাহায্যেই আত্মরক্ষা করে থাকে। সুতরাং তলোয়ারে যখন খাঁজ দেখা দিল, এর অর্থ দাঁড়াল যে তাঁর পরিবারে একটি শূন্যতা বা বিচ্ছেদ তৈরি হবে। বাস্তবে তা-ই সংঘটিত হয়েছিল; ওহুদ যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাত বরণ করেন। আর যে গরুগুলো জবাই হতে দেখা গিয়েছিল, তা ছিল ওহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী প্রায় সত্তরজন সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর প্রতীক। তিনি তাঁদের গরুরূপে দেখেছিলেন কারণ গরুর বহুমুখী উপযোগিতা রয়েছে; হালচাষ, পুষ্টি, প্রবৃদ্ধি ও দুগ্ধ আহরণের ক্ষেত্রে গবাদি পশুর মধ্যে এটি সর্বাধিক উপকারী এবং এতে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত রয়েছে। অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম সকলেই ছিলেন কল্যাণময়; এই উম্মতের জন্য তাঁদের মাঝে অপরিসীম মঙ্গল নিহিত ছিল। যদি তাঁদের অন্য কোনো মাহাত্ম্য না-ও থাকত এবং কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁদেরকে উম্মতের নিকট শরীয়ত পৌঁছে দেওয়ার তাওফিক দান করতেন, তবে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণের জন্য সেটুকুই যথেষ্ট হতো। কেননা সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর মধ্যস্থতা ব্যতীত আল্লাহর শরীয়ত পর্যন্ত পৌঁছানোর আর কোনো পথ আমাদের সামনে খোলা নেই।

کتاب السلام

L20/ باب فضل السلام والأمر بإفشائه

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسْلِمُوا عَلَى أَهْلِهَا} وقال تعالى {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مَبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ} وقال تعالى {وَإِذَا حَيَّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} وقال تعالى {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْكَرَّمِ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ}

সালাম অধ্যায়

/O/L2 সালামের মর্যাদা এবং তা ব্যাপক প্রসারের নির্দেশ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: {হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারও ঘরে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি নাও এবং তাদের অধিবাসীদের সালাম দাও।} তিনি আরও ইরশাদ করেছেন: {অতঃপর যখন তোমরা কোনো ঘরে প্রবেশ করবে, তখন তোমরা একে অপরকে সালাম দেবে; এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বরকতময় ও পবিত্র সম্ভাষণ।} তিনি আরও ইরশাদ করেছেন: {আর যখন তোমাদের কোনো অভিবাদন দ্বারা অভিবাদন জানানো হয়, তখন তোমরা তার চেয়েও উত্তম অভিবাদন জানাও অথবা সেটিই ফিরিয়ে দাও।} তিনি আরও ইরশাদ করেছেন: {তোমার কাছে কি ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের কাহিনী পৌঁছেছে? যখন তারা তার কাছে উপস্থিত হয়ে বলল: সালাম; উত্তরে তিনিও বললেন: সালাম।}

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين كتاب السلام والسلام يريد به التحية التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأُمتِه والسلام بمعنى الدعاء بالسلامة من كل آفة، فإذا قلت لشخص: السلام عليك فهذا يعني أنك تدعو له بأن الله يسلمه من كل آفة: يسلمه من المرض من الجنون، يسلمه من شر الناس، يسلمه من المعاصي وأمراض القلوب، يسلمه من النار فهو لفظ عام معناه الدعاء للمسلم عليه بالسلامة من كل آفة.

وكان الصحابة رضي الله عنهم من محبتهم لله عز وجل كانوا يقولون في صلاتهم السلام على الله من عبادة السلام على جبريل السلام على فلان وفلان فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا السلام على الله، السلام على عبادة وقال إن الله هو السلام يعني السالم من كل عيب ونقص جل وعلا فلا حاجة أن تثنوا عليه بالدعاء بأن يسلم نفسه ثم قال لهم قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) তাঁর ‘রিয়াদুস সালাহীন’ গ্রন্থে ‘সালাম অধ্যায়’ সম্পর্কে বলেছেন। এখানে ‘সালাম’ দ্বারা সেই অভিবাদনকে বোঝানো হয়েছে যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উম্মতের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন। সালামের অর্থ হলো সকল প্রকার আপদ-বিপদ থেকে নিরাপত্তার দোয়া করা। সুতরাং আপনি যখন কাউকে বলেন ‘আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক’, তখন এর অর্থ হয় যে, আপনি তাঁর জন্য এই দোয়া করছেন যেন আল্লাহ তাঁকে সব ধরনের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখেন: তাঁকে রোগব্যাধি ও মানসিক ভারসাম্যহীনতা থেকে রক্ষা করেন, মানুষের মন্দ থেকে রক্ষা করেন, পাপাচার ও অন্তরের ব্যাধি থেকে রক্ষা করেন এবং তাঁকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দান করেন। অতএব, এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ যার মূল উদ্দেশ্য হলো যাকে সালাম প্রদান করা হচ্ছে তাঁর জন্য যাবতীয় বিপদ-আপদ থেকে নিরাপত্তার প্রার্থনা করা।

সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) মহান আল্লাহর প্রতি তাঁদের গভীর ভালোবাসার কারণে নামাজের মধ্যে বলতেন, “আল্লাহর বান্দাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, জিবরাঈলের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, অমুক ও অমুক ব্যক্তির ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।” তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদেরকে ‘আল্লাহর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক’ বলতে নিষেধ করেন এবং বলেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ নিজেই হলেন ‘আস-সালাম’, অর্থাৎ তিনি সকল ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। সুতরাং আল্লাহর জন্য এমন দোয়া করার প্রয়োজন নেই যে তিনি নিজেকে নিরাপদ রাখুন। এরপর তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা বলো: “আমাদের ওপর এবং আল্লাহর নেককার বান্দাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।” কারণ তোমরা যখন এটি বলবে, তখন আসমান ও জমিনের প্রতিটি নেককার বান্দার ওপর তোমাদের সালাম ও শান্তি পৌঁছে যাবে।

(ص: 381) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ولا أدري هل نحن نستحضر هذا إذا قلنا في الصلاة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ لا أدري هل نحن نستحضر أننا نسلم على أنفسنا. السلام علينا وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض يعني نسلم على الأنبياء نسلم على الصحابة نسلم على التابعين لهم بإحسان، نسلم على أصحاب الأنبياء كالحواريين أصحاب عيسى والذين اختارهم موسى عليه الصلاة والسلام سبعين رجلاً وغير ذلك هل نحن نستحضر أننا نسلم على جبريل وعلى ميكائيل وعلى إسرافيل وعلى مالك خازن النار وعلى خازن الجنة وعلى جميع الملائكة لا أدري هل نحن نستحضر هذا أم لا؟ إن كنا لا نستحضر فيجب أن نستحضر ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض.

والسلام مشروع بين المسلمين، مأمور بإفشائه قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم يعني أظهروه أعلنوه وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إفشاء السلام بين الناس من أسباب المحبة، ولذلك إذا لاقاك رجل ولم يسلم عليك كرهته وإذا

আমি জানি না, আমরা যখন সালাতে বলি: ‘আমাদের ওপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক’, তখন কি আমরা এই বিষয়টি স্মরণে রাখি? আমি জানি না, আমরা কি এটি উপলব্ধি করি যে, আমরা নিজেদের ওপর সালাম পেশ করছি? আমাদের ওপর এবং আসমান ও জমিনের প্রত্যেক পুণ্যবান বান্দার ওপর সালাম বর্ষিত হোক। অর্থাৎ আমরা নবীগণের প্রতি সালাম দিচ্ছি, সাহাবায়ে কেরামের প্রতি সালাম দিচ্ছি, নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসারী তাবেরীদের প্রতি সালাম দিচ্ছি; আমরা আশ্বিয়ায়ে কেরামের সঙ্গী-সাথীদের প্রতি সালাম দিচ্ছি, যেমন ঈসা আলাইহিস সালাম-এর হাওয়ারীগণ এবং মুসা আলাইহিস সালাম যাদের নির্বাচন করেছিলেন সেই সত্ত্বর জন ব্যক্তি ও অন্যান্যদের প্রতি। আমরা কি এই চেতনা অন্তরে জাগ্রত করি যে, আমরা জিবরাঈল, মিকাইল, ইসরাফীল, জাহান্নামের রক্ষক মালিক, জান্নাতের রক্ষক এবং সকল ফেরেশতাদের প্রতি সালাম দিচ্ছি? আমি জানি না আমরা এটি স্মরণে রাখি কি না? যদি আমরা এটি স্মরণে না রাখি, তবে আমাদের উচিত তা স্মরণে আনা; কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমরা যখন এটি বলো, তখন তোমরা আসমান ও জমিনের প্রতিটি নেক বান্দার প্রতি সালাম পেশ করো।”

মুসলমানদের মাঝে সালাম বিনিময় একটি বিধিবদ্ধ বিধান এবং এটি ব্যাপক প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আল্লাহর শপথ! তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না ঈমান আনবে, আর ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না একে অপরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদের এমন একটি কাজের কথা বলব না, যা করলে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটান।” অর্থাৎ একে প্রকাশ ও প্রচার করো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য বলেছেন; মানুষের মাঝে সালামের ব্যাপক প্রচলন পারস্পরিক ভালোবাসার অন্যতম কারণ। এই কারণেই, যখন কোনো ব্যক্তি তোমার

সাথে সাক্ষাৎ করে কিন্তু তোমাকে সালাম দেয় না, তখন তুমি তাকে অপছন্দ করো; পক্ষান্তরে যখন সে...

(ص: 382) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

سلم عليك أحببته وإن لم يكن بينك وبينه معرفة ولهذا كان من حسن الإسلام أن تفشي السلام أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات من كتاب الله منها: 1 - أن السلام من سنن الرسل والملائكة أيضاً، فهؤلاء الملائكة الذين جاءوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام ذكر علماء النحو أن إجابة إبراهيم أكمل من سلام الملائكة لأن الملائكة قالوا سلاماً بالنصب وهو مصدر منصوب لفعل محذوف والتقدير نسلم سلاماً؟ فالجمله فعلية وهي لا تدل على الدوام والثبوت أما رد إبراهيم فقال: سلام أي عليكم سلام فهي جملة اسمية تدل على الثبوت فردة أكمل ولهذا يعتبر رد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الرد الأكمل الذي قال الله عز وجل فيه {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} فتبين من هذا أن السلام من سنن الرسل السابقين وأنه أيضاً من عمل الملائكة المقربين.

2 - ثم ذكر المؤلف أيضاً آيات تدل على ذلك {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون}

যদি কেউ আপনাকে সালাম প্রদান করে তবে আপনি তাকে ভালোবাসবেন, যদিও আপনার ও তার মাঝে কোনো পূর্বপরিচয় না থাকে। আর একারণেই ইসলামের সৌন্দর্যের একটি দিক হলো সালামের প্রসার ঘটানো এবং পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান করা।

অতঃপর লেখক (রহিমাহুল্লাহ) আল্লাহর কিতাব থেকে কিছু আয়াত উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে: ১- সালাম প্রদান করা রাসূলগণের এবং ফেরেশতাদেরও একটি সুন্নত। সেই ফেরেশতাগণ যারা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর নিকট এসেছিলেন, তারা যখন তাঁর নিকট প্রবেশ করে বললেন ‘সালাম’ (আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক), তখন তিনি উত্তরে বললেন ‘সালাম’। ব্যাকরণবিদগণ উল্লেখ করেছেন যে, ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর উত্তরটি ফেরেশতাদের অভিবাদনের চেয়ে অধিকতর পূর্ণাঙ্গ ছিল। কারণ ফেরেশতাগণ ‘সালামা’ শব্দটি নসব (জবর) যোগে উচ্চারণ করেছিলেন, যা একটি উহ্য ক্রিয়ার কর্ম (মাসদার) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে; যার অন্তর্নিহিত অর্থ হলো—‘আমরা আপনাকে সালাম দিচ্ছি’। এই ক্রিয়াবাচক বাক্যটি স্থায়িত্ব বা নিরবচ্ছিন্নতা বোঝায় না। পক্ষান্তরে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর উত্তর ছিল ‘সালামুন’, যার অর্থ—‘আপনাদের ওপর শান্তি (স্থায়ীভাবে) বর্ষিত হোক’। এটি একটি বিশেষ্যবাচক বাক্য, যা স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা নির্দেশ করে। ফলে তাঁর প্রদানকৃত উত্তরটি ছিল অধিকতর পূর্ণাঙ্গ। একারণেই ইবরাহীম (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর উত্তরদানকে সেই সর্বোত্তম প্রতিউত্তরের অন্তর্ভুক্ত করা হয় যার সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন: “যখন তোমাদের কোনো অভিবাদন দ্বারা সম্ভাষণ জানানো হয়, তখন তোমরা তার চেয়ে উত্তম অভিবাদন জানাও অথবা সেটিই ফিরিয়ে দাও।” সুতরাং এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সালাম পূর্ববর্তী রাসূলগণের সুন্নত ছিল এবং এটি নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদেরও আমল ছিল।

২ - অতঃপর লেখক আরও কিছু আয়াত উল্লেখ করেছেন যা এর সপক্ষে প্রমাণ দেয়: “হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারও ঘরে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি গ্রহণ করো এবং সেই ঘরের অধিবাসীদের সালাম দাও। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারো।”

فإذا أردت أن تدخل بيتاً لا تدخل إذا لم يكن بيتك حتى تستأنس وتسلم ما معنى الأُنس يعني حتى لا يكون في قلبك وحشة لأن الإنسان إذا دخل بيت غيره بدون استئذان استوحش، وإذا دخل باستئذان فهو مستأنس وفي قراءة أخرى تستأذنوا لكن السبعية {حتى تستأنسوا} وهي أعم لأن قوله {تستأنسوا} يشمل ما إذا استأنس الإنسان بإذن من صاحب البيت أو استأنس الإنسان بإذن سابق. مثلاً قال له: ائتني الساعة الرابعة والنصف وتجد الباب مفتوحاً فإذا جئت في الموعد ووجدت الباب مفتوحاً فلا حاجة لأن أستاذن لأبي الآن مستأنس أم مستوحش؟ مستأنس لأن عندي إذناً مسبقاً فقراءة حتى تستأنسوا هي الصحيحة يعني هي أشمل من قراءة حتى تستأذنوا وأيضاً هي السبعية. وقوله: {وتسلموا على أهلها} أيضاً تسلم على أهل البيت السلام عليكم أَدْخَلَ؟ وإذا دخلت بيتك فلا حاجة للاستئذان لأنه بيتك ولكن تسلم على أهلِكَ وابدأ بالسواك قبل السلام على أهلِكَ فإذا وصلت أهلِكَ قل: السلام عليكم هذه هي السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

3 - قوله تعالى {هل أتاك حديث إبراهيم المكرمين إذ

সুতরাং যখন আপনি কোনো ঘরে প্রবেশ করতে চান, তবে সেটি যদি আপনার নিজের ঘর না হয়, তবে যতক্ষণ না আপনি অনুমতি গ্রহণ করবেন (সংশয় দূর করবেন) এবং সালাম দেবেন, ততক্ষণ প্রবেশ করবেন না। 'উন্স' বা স্বাচ্ছন্দ্যবোধের অর্থ কী? এর অর্থ হলো—যাতে আপনার অন্তরে কোনো সংকোচ বা ভীতি না থাকে। কারণ মানুষ যখন অনুমতি ছাড়া অন্যের ঘরে প্রবেশ করে, তখন সে সংকোচবোধ করে। আর যখন সে অনুমতিক্রমে প্রবেশ করে, তখন সে স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা বোধ করে। অন্য একটি কীরাত 'তাসতা'যিনু' (অনুমতি গ্রহণ করা) শব্দটিও এসেছে, তবে সাবআ কীরাত (সাতটি প্রসিদ্ধ কীরাত) অনুযায়ী শব্দ হলো 'তাসতা'নিছু'। এটি অধিকতর ব্যাপক; কারণ 'তাসতা'নিছু' শব্দের অন্তর্ভুক্ত হলো—ব্যক্তি গৃহকর্তার তাৎক্ষণিক অনুমতিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে অথবা সে পূর্বানুমতির ভিত্তিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে।

উদাহরণস্বরূপ, কেউ তাকে বলল: 'তুমি আমার কাছে সাড়ে চারটায় এসো এবং দরজা খোলা পাবে।' এমতাবস্থায় আপনি যদি নির্ধারিত সময়ে এসে দরজা খোলা পান, তবে নতুন করে অনুমতি চাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ আমি এখন কি আতঙ্কিত নাকি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছি? আমি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছি, কারণ আমার কাছে পূর্বানুমতি রয়েছে। সুতরাং 'তাসতা'নিছু' কিরাতটিই সঠিক (অধিক অর্থবহ), অর্থাৎ এটি 'তাসতা'যিনু' কিরাতের চেয়ে অধিক ব্যাপক এবং এটিই সাবআ কিরাতের অন্তর্ভুক্ত।

আর মহান আল্লাহর বাণী: "এবং তার অধিবাসীদের প্রতি সালাম পেশ করো", এর অর্থ হলো আপনি গৃহবাসীদের সালাম দেবেন—'আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, আমি কি প্রবেশ করতে পারি?' আর যখন আপনি আপনার নিজের ঘরে প্রবেশ করবেন, তখন অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন নেই, যেহেতু এটি আপনার নিজের ঘর। তবে আপনি আপনার পরিবারের লোকদের সালাম দেবেন এবং তাদের সালাম দেওয়ার আগে মিসওয়াক দিয়ে শুরু করবেন। যখন আপনি আপনার পরিবারের কাছে পৌঁছাবেন, তখন বলবেন: 'আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক'। এটিই মহান আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত সুন্নাহ।

৩ - মহান আল্লাহর বাণী: "আপনার কাছে কি ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে? যখন তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল..."

(ص: 384) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون {هل أتاك} مثل هذه الصيغة يراد بها التشويق يعني أن الله عز وجل ذكرها بصيغة الاستفهام تشويقاً للمخاطب ومن المعلوم أن الإنسان يقول لم يأتني لأنها ماض وقد سبق الكلام عن هذه الآية أيضاً أما قوله {قوم منكرون} يعني أنتم قوم منكرون أي لا أعرفكم وليس المعنى أنه من المنكر الذي هو الحرام لكنه من المنكر الذي هو غير معروف يعني أنا لا أعرفكم 4 - قوله تعالى {فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند

الله مبركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون} {فسلموا على أنفسكم} يعني على من فيها وجعلهم من أنفسهم لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً فهو كقوله تعالى {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم} فالمعنى إذن سلموا على من فيها لأنكم أنتم وإياهم نفس واحدة

তারা তাঁর নিকট প্রবেশ করল এবং বলল: 'সালাম'। তিনি বললেন: 'সালাম, আপনারা তো অপরিচিত লোক'। {আপনার নিকট কি সংবাদ পৌঁছেছে?} এ জাতীয় বাচনভঙ্গি কৌতূহল ও আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা এটি প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে উল্লেখ করেছেন যাতে সম্বোধিত ব্যক্তির মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আর এটি জানা কথা যে, মানুষ বলবে 'আমার নিকট আসেনি' কারণ এটি অতীতকাল নির্দেশক। এই আয়াতের আলোচনা পূর্বেও অতিক্রান্ত হয়েছে। আর তাঁর বাণী {অপরিচিত লোক} এর অর্থ হলো—আপনারা অপরিচিত সম্প্রদায়, অর্থাৎ আমি আপনাদের চিনি না। এর অর্থ এই নয় যে তারা 'মুনকার' বা নিষিদ্ধ কোনো বিষয়, বরং এর অর্থ হলো তারা অপরিচিত; অর্থাৎ আমি আপনাদের চিনি না। ৪- আল্লাহ তাআলার বাণী: {অতঃপর যখন তোমরা কোনো ঘরে প্রবেশ করবে, তখন তোমরা নিজেদের প্রতি সালাম পেশ করবে; আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি এক বরকতময় ও পবিত্র অভিবাদন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুঝতে পারো}। {নিজেদের প্রতি সালাম পেশ করো} অর্থাৎ যারা ঘরে অবস্থান করছে তাদের প্রতি। আর তাদেরকে 'নিজেদের' অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে কারণ এক মুমিন অন্য মুমিনের জন্য ইমারত বা প্রাচীরের ন্যায়, যা একে অপরকে শক্তিশালী করে। এটি আল্লাহ তাআলার এই বাণীর মতোই: {নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রসূল এসেছেন, তোমাদের যা কষ্ট দেয় তা তাঁর জন্য পীড়াদায়ক, তিনি তোমাদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী}। সুতরাং এর অর্থ হলো, সেখানে যারা আছে তাদের সালাম দাও, কারণ তোমরা এবং তারা একই সত্তার অন্তর্ভুক্ত।

والنفس قد تطلق على الغريب كما ذكرنا {لقد جاءكم رسول من أنفسكم} وكذلك قوله تعالى {ولا تلمزوا أنفسكم} يعني لا يلمز بعضكم بعضاً وليس المعنى أن الإنسان يلمز نفسه المهم أنك إذا دخلت بيتاً فسلم على من فيه قل: السلام عليكم وهم يجب عليهم أن يردوا السلام وقد سبق أن السنة إذا دخلت بيتك أن أول ما تبدأ به أن تتسوك ثم تسلم على أهل البيت {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيباً} فأمر الله سبحانه وتعالى إذا حييتم بتحية أن تحيي بأحسن منها أو تردوها يعني نرد مثلها فمثلاً إذا قال لك إنسان (السلام عليك) فقل (عليك السلام) ولا تنقص وإذا قال (السلام عليك ورحمة الله) فقل (عليك السلام ورحمة الله) وإذا قال (السلام عليك ورحمة الله وبركاته) فقل (عليك السلام ورحمة الله وبركاته) وجوباً لأن الله قال {أو ردوها} وإذا قال (السلام عليك) فقلت (وعليك السلام ورحمة الله) فهذا أحسن من الأول وأفضل لكنه ليس بواجب الواجب أن ترد عليه بمثل ما سلم عليك

নফস (প্রাণ) শব্দটি কখনও কখনও অন্যদের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়, যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি: "নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল এসেছেন।" অনুরূপভাবে মহান আল্লাহর বাণী: "তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করো না" অর্থাৎ তোমরা একে অপরকে নিন্দা করো না। এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ নিজেকে নিজে নিন্দা করবে। মূল কথা হলো, আপনি যখন কোনো ঘরে প্রবেশ করবেন, তখন তথায় অবস্থানকারীদের সালাম দেবেন; বলবেন: "আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক"। আর সালামের উত্তর দেওয়া তাদের জন্য আবশ্যিক। ইতিপূর্বেও আলোচিত হয়েছে যে, নিজ ঘরে প্রবেশের সুন্নাত পদ্ধতি হলো—প্রথমে মিসওয়াক করা এবং তারপর পরিবার-পরিজনকে সালাম দেওয়া। "আর যখন তোমাদের অভিবাদন জানানো হয়, তখন তোমরা তার চেয়েও উত্তম অভিবাদন জানাও অথবা অনুরূপটিই ফিরিয়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব

গ্রহণকারী।" সুতরাং মহান আল্লাহ আদেশ করেছেন যে, আমাদের যখন অভিবাদন জানানো হয়, তখন আমরা যেন তার চেয়ে উত্তম অভিবাদন জানাই অথবা তা ফিরিয়ে দিই—অর্থাৎ সমপরিমাণ উত্তর প্রদান করি। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ব্যক্তি আপনাকে বলে "আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক", তবে আপনিও বলুন "আপনার ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক" এবং তাতে কোনো ঘাটতি করবেন না। যদি সে বলে "আপনার ওপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক", তবে আপনিও বলুন "আপনার ওপরও শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক"। আর যদি সে বলে "আপনার ওপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত বর্ষিত হোক", তবে আপনিও "আপনার ওপরও শান্তি, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত বর্ষিত হোক" বলুন। এটি ওয়াজিব বা আবশ্যিক, কারণ আল্লাহ বলেছেন: "অথবা তা ফিরিয়ে দাও।" আর যদি সে বলে "আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক" এবং আপনি উত্তরে বলেন "আপনার ওপরও শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক", তবে এটি প্রথমটির চেয়েও সুন্দর ও উত্তম, কিন্তু তা ওয়াজিব নয়। ওয়াজিব হলো—সে যেভাবে আপনাকে সালাম দিয়েছে, ঠিক সেভাবেই তার উত্তর প্রদান করা।

(ص: 386) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وقوله سبحانه {بأحسن منها} يشمل الأحسن نوعاً والأحسن كما والأحسن كيفية
فمثلاً إذا قال السلام عليك فقلت أهلاً ومرحباً بأبي فلان حيّك الله وبيّك تفضل
فهذا لا يجوز ولو قلته ألف مرة لن ينفع وكنت آثماً لأنك لم ترد بأحسن ولا
بالمثل فهو عندما قال السلام عليك يدعوك بالسلام مع التحية فإذا قلت أهلاً
ومرحباً فهذه تحية بلا دعاء فلا بد أن تقول أحسن منها نوعاً أحسن منها كما أو
مثلاً وإذا قال: السلام عليك ورحمة الله فقلت عليك السلام فهذا لا يجوز لأنك ما
رددت بأحسن ولا بالمثل لا بد أن تقول كما قال كذلك أحسن منها كيفية فإذا سلم
عليك بصوت واضح مرتفع لا ترد عليه بطرف أنفك ومن ذلك أيضاً: إذا سلم عليك

وقد أقبل إليك بوجهه فسلمت عليه معرضاً عنه مصعراً خدك له فهذا أيضاً نقص لم تردّها ولم ترد بأحسن منها وظاهر هذه الآية الكريمة أنه لو حيّاك رجل من الكفار قال السلام عليك بعبارة واضحة فقلت وعليك السلام فلا بأس بها لأنك رددت بالمثل وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب

এবং মহান আল্লাহর বাণী {তার চেয়ে উত্তম অভিবাদন দ্বারা} গুণগতভাবে উত্তম, পরিমাণগতভাবে উত্তম এবং পদ্ধতিগতভাবে উত্তম—এই সব বিষয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে।
উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ বলে ‘আসসালামু আলাইক’ (আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) আর আপনি উত্তরে বলেন ‘স্বাগতম ও অভিনন্দন হে অমুকের পিতা, আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী ও হাস্যোজ্জ্বল রাখুন, ভেতরে আসুন’—তবে এটি যথেষ্ট হবে না। আপনি যদি এটি হাজার বারও বলেন, তবুও তা কোনো উপকারে আসবে না এবং আপনি গুনাহগার হবেন; কারণ আপনি এর চেয়ে উত্তম কিংবা সমপর্যায়ের কোনো উত্তর দেননি। কেননা তিনি যখন ‘আসসালামু আলাইক’ বলেছেন, তখন তিনি অভিবাদনের সাথে সাথে আপনার জন্য শান্তির দুআও করেছেন। কিন্তু আপনি যখন কেবল ‘স্বাগতম ও অভিনন্দন’ বললেন, তখন এটি দুআহীন একটি অভিবাদন মাত্র। সুতরাং আপনাকে অবশ্যই গুণগতভাবে উত্তম, পরিমাণগতভাবে উত্তম কিংবা অন্তত সমপর্যায়ের উত্তর দিতে হবে। আর যদি তিনি বলেন: ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ’ আর আপনি কেবল বলেন ‘আলাইকাস সালাম’, তবে এটি বৈধ হবে না; কারণ আপনি এর চেয়ে উত্তম কিংবা সমপরিমাণ উত্তর দেননি। আপনাকে অবশ্যই তিনি যতটুকু বলেছেন ততটুকু বলতে হবে। একইভাবে পদ্ধতিগত দিক থেকেও উত্তম হতে হবে; যেমন, কেউ যদি আপনাকে স্পষ্ট ও উচ্চকণ্ঠে সালাম দেয়, তবে আপনি কেবল তাচ্ছিল্যের সাথে বিড়বিড় করে উত্তর দেবেন না। এর আরেকটি দিক হলো: যদি কেউ আপনার দিকে মুখ করে এগিয়ে এসে সালাম দেয়, আর আপনি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বা অবজ্ঞাভরে মুখ বাঁকিয়ে উত্তর দেন, তবে এটিও একটি ত্রুটি; আপনি যথাযথভাবে সালামের উত্তর দেননি এবং তার চেয়ে উত্তম কোনো উত্তরও প্রদান করেননি। এই মহিমাম্বিত আয়াতের বাহ্যিক দিক থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যদি কোনো অমুসলিম ব্যক্তি আপনাকে স্পষ্ট শব্দে ‘আসসালামু আলাইক’ বলে সালাম দেয়, আর আপনি উত্তরে ‘ওয়া আলাইকাস সালাম’ বলেন, তবে তাতে কোনো দোষ নেই; কারণ আপনি সমপর্যায়ের উত্তর দিয়েছেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই বাণীর বিষয়ে যে, ‘আহলে কিতাবরা যখন তোমাদের সালাম দেবে...’

فقولوا وعليكم يعني لا تقولوا وعليكم السلام فإنه بين سبب ذلك في نفس الحديث فقال إن اليهود إذا سلموا يقولون السلام عليكم يعني يدعون عليكم بالهوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا وعليكم أي وعليك أنت أيضاً السام فيفهم من هذا الحديث أنهم لو قالوا السلام عليكم فإننا نقول وعليكم السلام ولا بأس لأن الله قال {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} والله الموفق

845 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفق عليه

অতএব তোমরা বলো 'ওয়া আলাইকুম' (এবং তোমাদের ওপরও), অর্থাৎ তোমরা 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' বলবে না। কেননা তিনি সেই হাদিসেই এর কারণ স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ইহুদিরা যখন সালাম দেয় তখন তারা বলে 'আস-সামু আলাইকুম', অর্থাৎ তারা তোমাদের মৃত্যু কামনা করে। তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমরা বলো 'ওয়া আলাইকুম', অর্থাৎ তোমাদের ওপরও সেই মৃত্যুই আপতিত হোক। এই হাদিস থেকে অনুধাবন করা যায় যে, তারা যদি 'আস-সালামু আলাইকুম' বলে, তবে আমরা 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' বলতে পারি এবং এতে কোনো বাধা নেই; কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {আর যখন তোমাদের অভিবাদন জানানো হয়, তখন তোমরা তার চেয়ে উত্তম অভিবাদন দাও অথবা সেইটুকুই ফিরিয়ে দাও}। আর আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

৮৪৫ - আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করলেন: ইসলামের কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন: "অন্নদান করা এবং পরিচিত ও অপরিচিত উভয়কেই সালাম প্রদান করা।" (বুখারী ও মুসলিম)।

[الشَّرْحُ]

سبق الكلام على الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب ثم ذكر الأحاديث ومنها: 1 - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الإسلام خير؟ والصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا الرسول في مثل هذه الأسئلة لا يريدون مجرد العلم وإنما يريدون العمل فإذا قال الإسلام كذا وكذا فعلوه وتسابقوا إليه وهكذا ينبغي للسائل الذي يسأل العالم ويستفتيه أن ينوي بقلبه أنه إذا دله على الخير فعله كما كان دأب الصحابة لا يريد أن ينظر ماذا عند العالم فقط فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام يعني من احتاج إليه وأول من يلزمك إطعام هم عائلتك وإطعامهم صدقة وصلة وأفضل من إطعام الأبعد لأن إطعام أهلك قيام بواجب وإطعام الأبعد قيام بمستحب والواجب أحب إلى الله من المستحب كما في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت

[ব্যাখ্যা]

এই অধ্যায়ে লেখক (রহিমাহুল্লাহ) যে আয়াতগুলো উল্লেখ করেছেন সে বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর তিনি হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে: ১ - আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীস যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইসলামের কোন আমলটি সর্বোত্তম? সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এই জাতীয় প্রশ্ন করতেন, তখন তাঁদের উদ্দেশ্য কেবল নিছক জ্ঞান অর্জন ছিল না, বরং তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল আমল করা। ফলে যখন তিনি বলতেন ইসলাম হলো এই এবং এই কাজ, তখন তাঁরা তা পালন করতেন এবং সেদিকে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতেন। আলেমকে প্রশ্নকারী ও ফতোয়া অব্বেষণকারীর জন্য এভাবেই অন্তরে নিয়ত করা উচিত যে, যখন তিনি তাকে

কল্যাণের পথ দেখাবেন, তখন তিনি তা আমল করবেন, যেমনটি ছিল সাহাবীগণের রীতি; কেবল আলেমের কাছে কী জ্ঞান আছে তা দেখা যেন তার উদ্দেশ্য না হয়। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "অন্ন দান করা", অর্থাৎ যার প্রয়োজন তাকে আহার করানো। আর যাদের আহার করানো তোমার জন্য সর্বাত্মক আবশ্যিক তারা হলো তোমার পরিবার; তাদের আহার করানো একইসাথে সদকা এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা। এটি দূরবর্তীদের আহার করানোর চেয়েও উত্তম; কারণ নিজ পরিবারকে আহার করানো একটি ওয়াজিব বা আবশ্যিক কর্তব্য পালন করা, আর দূরবর্তীদের আহার করানো একটি মুস্তাহাব বা ঐচ্ছিক কাজ সম্পাদন করা। আর ওয়াজিব কাজ আল্লাহর কাছে মুস্তাহাবের চেয়ে অধিক প্রিয়, যেমনটি হাদীসে কুদসীতে এসেছে: "আমার বান্দা আমার নিকট সে সব বিষয়ের চেয়ে অধিক প্রিয় আর কোনো জিনিসের মাধ্যমে নৈকট্য লাভ করতে পারে না, যা আমি তার ওপর ফরজ করেছি।"

(ص: 389) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

عليه وبعض الناس ينفق على أهله ما ينفق ولكنه لا يشعر بأنه يتقرب إلى الله بهذا الإنفاق ولو جاءه مسكين وأعطاه ريالاً واحداً يشعر بأنه متقرب إلى الله بهذه الصدقة ولكن الصدقة الواجبة على الأهل أفضل وأكثر أجراً فإذا أطعتم الطعام لأهلك فهذا من خير الإسلام وتقرأ السلام وهذا هو الشاهد وتقرأ السلام يعني تقول السلام عليك ويسى قراءة السلام وإلقاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف لا يكن سلامك سلام معرفة بل يكن سلامك سلام مثوبة وإلغة لأن المسلم يثاب على سلامة ويحصل بسلامه التأليف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أما من لا يسلم إلا سلام معرفة فسوف يفوته خير

كثير لأنه ربما مر به العشرات لا يعرف منهم إلا واحداً أما من يسلم سلام مثوبة
والفة فهو يسلم على من عرف ومن لم يعرف إلا إذا كان الذي مررت به كافراً فلا
تسلم عليه لأن النبي

তাঁর ওপর; এবং কিছু মানুষ তাদের পরিবার-পরিজনের জন্য যা কিছু ব্যয় করে, তারা তা ব্যয় করে ঠিকই কিন্তু তারা এটি অনুভব করে না যে তারা এই ব্যয়ের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছে। পক্ষান্তরে, যদি কোনো অভাবী ব্যক্তি তার কাছে আসে এবং তাকে মাত্র এক রিয়াল দান করে, তবে সে অনুভব করে যে সে এই সদকার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছে। অথচ পরিবারের পেছনে ব্যয় করা ওয়াজিব সদকা অধিক উত্তম এবং এতে সওয়াবও বেশি। সুতরাং আপনি যখন আপনার পরিবারকে খাবার খাওয়ান, তখন তা ইসলামের অন্যতম কল্যাণকর কাজ হিসেবে গণ্য হয়। এবং আপনি সালাম দেবেন; আর এটিই হলো মূল আলোচ্য বিষয়। সালাম প্রদান করা মানে হলো আপনি বলবেন ‘আসসালামু আলাইক’ (আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক); একেই সালাম পাঠ করা বা পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম দেওয়া বলা হয়। আপনার সালাম যেন কেবল পরিচিতির খাতিরে না হয়, বরং আপনার সালাম হওয়া উচিত সওয়াব লাভ ও হৃদয়তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। কারণ একজন মুসলিম তার সালামের বিনিময়ে সওয়াব লাভ করে এবং সালামের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্প্রীতি অর্জিত হয়, যেমনটি নবী (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) বলেছেন: "আল্লাহর শপথ! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা ঈমান আনবে, আর তোমরা মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা একে অপরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয়ের কথা বলে দেব না, যা করলে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন করো।" পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি কেবল পরিচিত লোককেই সালাম দেয়, সে প্রভূত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে; কারণ হয়তো তার সামনে দিয়ে কয়েক ডজন লোক অতিক্রম করবে কিন্তু সে তাদের মধ্যে কেবল একজনকে চেনে। আর যে ব্যক্তি সওয়াব ও হৃদয়তার নিয়তে সালাম দেয়, সে পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকেই সালাম প্রদান করে। তবে আপনি যার পাশ দিয়ে যাচ্ছেন সে যদি কাফের হয়, তবে তাকে সালাম দেবেন না; কারণ নবী...

صلى الله عليه وسلم قال لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام وغيرهم أخبث منهم مثل السيخ والمشركون والشيوعيين ومن شابههم فلا تقرأ عليهم السلام ولا تسلم عليهم وكذلك الفاسق المعلن بفسقه إذا كان في ترك السلام عليه مصلحة وهو أنك إذا لم تسلم عليه تاب من فسقه ورجع إلى الله أما إذا لم يكن هناك مصلحة وأن الأمر بالنسبة له سيان سلمت أو لم تسلم وكان عدم سلامك عليه يجعل في قلبه عداوة عليك ويستمر في باطله ولا يقبل منك النصيحة فسلم عليه مما سبق نجد أن الناس صاروا ثلاثة أقسام 1 - القسم الأول الفاسق المعلن بفسقه فهذا سلم عليه إلا إذا كان في هجرة مصلحة 2 - القسم الثاني الكافر لا تسلم عليه لكن إن سلم عليك رد عليه 3 - القسم الثالث إنسان مسلم لا تعلم عليه فسقاً فسلم عليه واحرص على أن تكون أنت البادئ بالسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ من لقيه بالسلام وهو أشرف الخلق وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরকে আগে সালাম প্রদান করো না। আর যারা তাদের চেয়েও নিকৃষ্ট, যেমন শিখ, মুশরিক, কমিউনিস্ট এবং তাদের অনুরূপ যারা আছে, তাদের প্রতিও তোমরা সালামের সূচনা করো না এবং তাদের সালাম দিও না। একইভাবে যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে পাপাচার করে, তাকে সালাম দেওয়া বর্জন করার মধ্যে যদি কোনো কল্যাণ নিহিত থাকে—অর্থাৎ আপনার সালাম না দেওয়ার কারণে যদি সে তার পাপাচার থেকে তওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে আসে—তবে (সালাম বর্জন করুন)। পক্ষান্তরে যদি সেখানে কোনো কল্যাণ না থাকে এবং আপনার সালাম দেওয়া বা না দেওয়া তার নিকট সমান হয়, উপরন্তু সালাম না দিলে যদি তার হৃদয়ে আপনার প্রতি বিদ্বেষের সৃষ্টি হয় এবং সে তার ভ্রষ্টতায় অটল থাকে ও আপনার উপদেশ গ্রহণ না করে, তবে তাকে সালাম দিন। পূর্বোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই যে, মানুষ তিন

শ্রেণিতে বিভক্ত: ১- প্রথম শ্রেণি হলো সেই ব্যক্তি যে প্রকাশ্যে পাপাচার করে; তাকে সালাম প্রদান করুন, তবে যদি তাকে বর্জন করার মধ্যে কোনো দ্বীনি কল্যাণ থাকে তবে ভিন্ন কথা। ২- দ্বিতীয় শ্রেণি হলো কাফির; তাকে আগে সালাম দেবেন না, তবে সে যদি সালাম দেয় তবে তার উত্তর দিন। ৩- তৃতীয় শ্রেণি হলো সেই মুসলিম ব্যক্তি যার কোনো পাপাচার আপনার জানা নেই; তাকে সালাম প্রদান করুন এবং আপনি নিজে আগে সালাম দেওয়ার ব্যাপারে সচেত্ব হোন। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম সত্তা হওয়া সত্ত্বেও যাকেই দেখতেন তাকে আগে সালাম দিতেন। আর তিনি (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বলেছেন: কোনো মুমিনের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের অধিক সময় সম্পর্ক ছিন্ন রাখা বৈধ নয়; যেখানে তাদের দেখা হলে একজন মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অন্যজনও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

(ص: 391) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وهكذا الحديث الذي معنا خير الإسلام أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف والله الموفق

864 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله متفق عليه

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل السلام والأمر بإفشائه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله لما خلق آدم قال له: اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة وهم جلوس فسلم عليهم وانظر ماذا يحيونك به فإنها تحيتك وتحية

এটি এবং তাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে সালামের মাধ্যমে শুরু করে। আর এভাবেই আমাদের সামনে থাকা হাদিসটি নির্দেশ করে যে, ইসলামের সর্বোত্তম কাজ হলো পরিচিত ও অপরিচিত সবাইকে সালাম প্রদান করা। আল্লাহই তাওফিক দানকারী।

৮৬৪ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: যখন আল্লাহ তাআলা আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি বললেন, যাও এবং ঐখানে উপবিষ্ট ফেরেশতাদের একটি দলকে সালাম দাও। অতঃপর তারা তোমাকে কী অভিবাদন জানায় তা মনোযোগ দিয়ে শোনো; কেননা এটিই হবে তোমার এবং তোমার সন্তানদের অভিবাদন। তখন তিনি বললেন, 'আস-সালামু আলাইকুম'। তারা উত্তরে বললেন, 'আস-সালামু আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ'। অর্থাৎ তারা 'ওয়া রহমাতুল্লাহ' শব্দটুকু বৃদ্ধি করলেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সলিহীন' কিতাবে 'সালামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তা প্রসারের নির্দেশ' পরিচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ যখন আদমকে সৃষ্টি করলেন তখন তাঁকে বললেন: ফেরেশতাদের এই দলটির কাছে যাও যারা উপবিষ্ট আছে, অতঃপর তাদেরকে সালাম দাও এবং লক্ষ্য করো তারা তোমাকে কী প্রতিউত্তর দেয়; কারণ এটিই তোমার এবং তোমার বংশধরদের অভিবাদন...

(ص: 392) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ذريتك فذهب آدم امثالاً لأمر الله فسلم على الملائكة الجلوس السلام عليكم قالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوا: ورحمة الله ففي هذا الحديث دليل على أن هذه الخليفة البشرية كانت من العدم وأنها لم تكن شيئاً مذكوراً من قبل كما قال الله تبارك وتعالى أهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً فهذه

البشرية لم تكن شيئاً مذكوراً من قبل فخلقها الله وأوجدها لحكمة عظيمة ولهذا لما قالت الملائكة لله عز وجل حين أخبرها أنه جاعل في الأرض خليفة قالوا {أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون} خلق الله هذه البشرية وجعل منهم الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين 2 - أن الملائكة أجسام وليست أرواحاً بلا أجسام لأنهم جلوس والجالس يعني أنه جسم وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها له ستمائة جناح قد سد الأفق والله سبحانه وتعالى قال {جاعل الملائكة رسلاً أولى أجنحة} فالملائكة أجسام ولكن الله عز وجل حجبهم عنا جعلهم عالمًا غيبياً كما أن الجن أجسام ولكن الله عز وجل حجبهم فجعلهم عالمًا غيبياً وقد تظهر

...আপনার বংশধর। অতঃপর আদম আল্লাহর আদেশ পালনার্থে গমন করলেন এবং উপবিষ্ট ফেরেশতাদের সালাম প্রদান করলেন: 'আসসালামু আলাইকুম'। তাঁরা উত্তর দিলেন: 'আসসালামু আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ'। তাঁরা 'ওয়া রহমাতুল্লাহ' অংশটুকু বৃদ্ধি করলেন। এই হাদিসটিতে এই মর্মে প্রমাণ রয়েছে যে, এই মানব প্রতিনিধি অনস্তিত্ব থেকে সৃষ্ট এবং ইতিপূর্বে এটি উল্লেখযোগ্য কোনো কিছুই ছিল না; যেমনটি প্রতাপশালী মহান আল্লাহ বলেছেন: "মানুষের ওপর কি এমন এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়নি, যখন সে উল্লেখযোগ্য কোনো কিছু ছিল না?" সুতরাং এই মানবজাতি ইতিপূর্বে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না, অতঃপর আল্লাহ এক মহান প্রজ্ঞার কারণে তাদের অস্তিত্ব দান করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন। এ কারণেই যখন মহান আল্লাহ ফেরেশতাদের অবহিত করলেন যে তিনি পৃথিবীতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে যাচ্ছেন, তখন তাঁরা বলেছিলেন: "আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা আপনার সপ্রশংস মহিমা ঘোষণা করি এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি।" তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না।" আল্লাহ এই মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মধ্য থেকে নবী, রাসূল, সত্যনিষ্ঠ (সিদ্দীক), শহীদ ও নেককার বান্দাদের মনোনীত করেছেন।

২ - ফেরেশতাগণ সশরীরে বিদ্যমান সত্তা, তাঁরা দেহহীন বিমূর্ত কোনো আত্মা নন। কারণ তাঁরা উপবিষ্ট ছিলেন, আর যে উপবিষ্ট থাকে সে অবশ্যই দেহধারী হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিবরাঈলকে তাঁর সেই আদি আকৃতিতে দেখেছিলেন যে অবস্থায় তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছিল; তাঁর ছয়শত ডানা ছিল যা দিগন্তকে অवरুদ্ধ করে ফেলেছিল। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন: "যিনি ফেরেশতাদের বার্তাবাহক হিসেবে নিয়োগ করেছেন, যারা ডানা বিশিষ্ট।" সুতরাং ফেরেশতাগণ দেহবিশিষ্ট সত্তা, কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁদের আমাদের থেকে আড়াল করে রেখেছেন এবং তাঁদেরকে গায়েব বা অদৃশ্য জগতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেমনটি জিন জাতিও দেহধারী সত্তা, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁদের আড়াল করে রেখেছেন এবং অদৃশ্য জগতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন; তবে কখনো কখনো তারা দৃষ্টিগোচর হতে পারে...

(ص: 393) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الملائكة في صورة إنسان كما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة بصورة دحية الكلبي ومرة بصورة رجل غريب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه الصحابة وعليه ثياب بيض شعره أسود وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها ومن فوائد هذا الحديث 3 - أن السنة في السلام (السلام عليك) إذا كان المسلم عليه واحدا وإذا كانوا جماعة تقول (السلام عليكم) لأن الواحد يخاطب بخطاب الواحد والجماعة تخاطب بخطاب الجماعة 4 - أن السلام متلقن من الملائكة بأمر الله حيث قال سبحانه وتعالى إنها تحيتك وتحية ذريتك لكن في قولهم في الرد (السلام عليك ورحمة الله) إشكال وهو أن المعروف في الرد أن يقدم الخبر فيقال عليك السلام والرد على ذلك نقول إما أن هذا يعلمونه التحية الابتدائية أو أن الشريعة وردت بخلاف ذلك أي بتقديم

الخبر 5 - أن الأفضل في رد السلام أن يزيد الإنسان ورحمة الله لأن الملائكة زادوا
والله سبحانه وتعالى قال {فحيوا بأحسن منها} فبدأ بالأحسن {أو ردوها} إذا لم
تردوا الأحسن

ফেরেশতারা মানুষের আকৃতিতে আবির্ভূত হন, যেমন জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট একবার দিহয়্যা আল-কালবীর আকৃতিতে এবং অন্যবার এক অপরিচিত ব্যক্তির বেশে এসেছিলেন, যার মধ্যে সফরের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না এবং সাহাবীগণের কেউই তাকে চিনতেন না। তার পরিধানে ছিল ধবধবে সাদা পোশাক এবং মাথার চুল ছিল কুচকুচে কালো। তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট বসলেন এবং তাকে ইসলাম, ইমান, ইহসান, কিয়ামত ও এর লক্ষণসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। এই হাদিসের শিক্ষাগুলোর মধ্যে রয়েছে: ৩ - সালাম প্রদানের সুন্নাহ পদ্ধতি হলো, যাকে সালাম দেওয়া হচ্ছে তিনি যদি একাকী হন তবে বলতে হবে ‘আস-সালামু আলাইকা’ এবং যদি তারা সমষ্টিগত হন তবে বলতে হবে ‘আস-সালামু আলাইকুম’। কারণ, একক ব্যক্তিকে একবচনের সম্বোধনে এবং সমষ্টিকে বহুবচনের সম্বোধনে সম্বোধন করা হয়। ৪ - সালামের এই বিধান ফেরেশতাদের কাছ থেকে আল্লাহর নির্দেশে প্রাপ্ত, যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছিলেন যে, ‘নিশ্চয়ই এটি তোমার এবং তোমার বংশধরদের অভিবাদন’। তবে তাদের প্রতিত্তোরের ক্ষেত্রে ‘আস-সালামু আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ’ বলায় একটি তাত্ত্বিক জটিলতা পরিলক্ষিত হয়; সেটি হলো—সালামের উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে সুপরিচিত নিয়ম হলো ‘খবর’-কে আগে আনা, অর্থাৎ ‘আলাইকাস সালাম’ বলা। এর উত্তরে বলা যায় যে, হয় তারা তাকে প্রারম্ভিক সালাম প্রদানের পদ্ধতি শেখাচ্ছিলেন, অথবা শরিয়ত এখানে প্রচলিত নিয়মের বিপরীতে অর্থাৎ খবরকে পরে সংস্থাপনের বিধান নিয়ে এসেছে। ৫ - সালামের উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম হলো ‘ওয়া রহমাতুল্লাহ’ অংশটুকু বৃদ্ধি করা। কেননা ফেরেশতারা এটি বাড়িয়ে বলেছিলেন এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইরশাদ করেছেন: {তবে তোমরা তার চেয়ে উত্তম অভিবাদন করো}, এখানে তিনি উত্তমটি দিয়ে শুরু করেছেন, {অথবা তা-ই ফিরিয়ে দাও}, যদি তোমরা অধিক উত্তমটি না বলো।

847 - وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشيت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم متفق عليه هذا لفظ إحدی روایات البخاری

848 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم

849 - وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح

850 - وعن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى صاحب بيعة ولا مسكين ولا

৮৪৭ - আবু উমারা বারা ইবনে আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের সাতটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন: রোগীর সেবা করা, জানাযার অনুসরণ করা, হাঁচিদাতার উত্তর দেওয়া, দুর্বলকে সাহায্য করা, মজলুমকে সহায়তা করা, সালামের প্রচার করা এবং শপথকারীর শপথ পূর্ণ করা। (বুখারী ও মুসলিম) এটি বুখারীর একটি বর্ণনার শব্দ।

৮৪৮ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না ঈমান আনবে, আর তোমরা মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না একে অপরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয়ের কথা বলব না যা করলে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রসার ঘটান।" (মুসলিম)

৮৪৯ - আবু ইউসুফ আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "হে লোকসকল! তোমরা সালামের প্রসার ঘটান, অন্ন দান করো, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করো এবং রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন সালাত আদায় করো; তাহলে তোমরা শান্তির সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (তিরমিযী, তিনি বলেছেন: হাদীসটি হাসান সহীহ)

৮৫০ - তুফাইল ইবনে উবাই ইবনে কাব থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমরের নিকট আসতেন এবং তাঁর সাথে সকালে বাজারের দিকে যেতেন, সেখানে কোনো পণ্য বিক্রেতা কিংবা কোনো অভাবী অথবা...

(ম: 395) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

أحد إلا سلم عليه قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوماً فاستتبعتني إلى السوق فقلت له ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق وأقول: اجلس بنا ههنا نتحدث فقال يا أبا بطن وكان الطفيل ذا بطن إنما تغدو من أجل السلام نسلم على من لقيناه رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث في باب فضل السلام وإفشائه سبق الكلام عليها حديث البراء وأبي هريرة وعبد الله بن سلام كلها سبق الكلام عليها فلا حاجة إلى إعادة الكلام أما حديث الطفيل بن أبي بن كعب فإنه ذكر له قصة مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه استتبعه يعني عبد الله بن عمر يوماً إلى السوق فجعل عبد الله بن عمر يسلم على كل أحد على صاحب الدكان وعلى كل من مر به ممن عرف ومن لا يعرف فجاءه

ذات يوم فقال له: اذهب بنا إلى السوق فقال له ماذا تصنع في السوق فأنت لا تشتري شيئاً ولا تباع شيئاً اجلس بنا نتحدث فقال إنما أذهب إلى السوق من أجل السلام على الناس لأن الإنسان إذا سلم وأفشى السلام

কারো পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাকে সালাম প্রদান না করে যেতেন না। তুফাইল বলেন, আমি একদিন আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে তাঁর সাথে বাজারে যাওয়ার জন্য আহ্বান করলেন। আমি তাঁকে বললাম, "আপনি বাজারে গিয়ে কী করবেন? অথচ আপনি কেনাবেচার জায়গায় দাঁড়ান না, পণ্য সামগ্রী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন না, দরদাম করেন না এবং বাজারের মজলিসগুলোতেও বসেন না?" আমি আরও বললাম, "এখানে আমাদের সাথে বসুন, আমরা কথা বলি।" তখন তিনি বললেন, "হে আবু বাতান (হে উদরধারী) — আর তুফাইল স্থূলকায় ছিলেন — আমরা তো কেবল সালামের উদ্দেশ্যেই বের হই, যেন যার সাথে আমাদের দেখা হয় তাকে আমরা সালাম দিতে পারি।" ইমাম মালিক তাঁর 'মুওয়াত্তা' গ্রন্থে সহীহ সনদে এটি বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

সালামের ফযীলত ও তা ব্যাপকভাবে প্রচারের অধ্যায়ে বর্ণিত এই হাদিসগুলো সম্পর্কে ইতোপূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে। বারা, আবু হুরায়রা এবং আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) বর্ণিত হাদিসগুলো ইতিপূর্বেই আলোচিত হওয়ায় এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। তবে তুফাইল ইবনে উবাই ইবনে কা'ব বর্ণিত হাদিসটিতে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে তাঁর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর একদিন তাঁকে বাজারে যাওয়ার সঙ্গী হতে বললেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে উমর পরিচিত-অপরিচিত যার পাশ দিয়েই যাচ্ছিলেন এবং দোকানের মালিকসহ প্রত্যেকের ওপরই সালাম বর্ষণ করছিলেন। একদিন তিনি তাঁকে বললেন: "চলো আমাদের সাথে বাজারে চলো।" তখন তুফাইল তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি বাজারে গিয়ে কী করবেন? অথচ আপনি কোনো কিছু ক্রয়ও করেন না এবং বিক্রয়ও করেন না। বরং আমাদের সাথে বসুন, আমরা কথা বলি।" তিনি উত্তরে বললেন, "আমি বাজারে কেবল মানুষকে সালাম দেওয়ার উদ্দেশ্যেই যাই। কারণ মানুষ যখন সালাম দেয় এবং সালামের ব্যাপক প্রসার ঘটায়..."

وأظهره كان هذا سبباً لدخول الجنة كما في حديث أبي هريرة لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم ولأن الإنسان إذا سلم على أخيه فقال السلام عليكم أو السلام عليك إذا كان واحداً فإنه يكتب له بذلك عشر حسنات فإذا سلم على عشرة أشخاص كتب له بذلك مائة حسنة وهذا خير من البيع والشراء فكان عبد الله بن عمر يدخل السوق من أجل المسلم عليهم لأنه في بيته لا يأتيه أحد وإذا أتاه أتاه أقل بكثير ممن يوجد في السوق لكن من في السوق يمر عليهم ويسلم عليهم وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يمل من كثرة السلام لو قابلت مائة شخص فيما بينك وبين المسجد مثلاً فسلم إذا سلمت على مائة شخص تحصل على ألف حسنة هذه نعمة كبيرة وفي هذا أيضاً دليل على حرص السلف الصالح على كسب الحسنات ولأنهم لا يفرطون فيها بخلاف وقتنا الحاضر تجد الإنسان يفرط في حسنات كثيرة وابن عمر رضي الله عنهما من أحرص الناس إلى المبادرة إلى فعل الخير لما حدثه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تبع الجنائز حتى يصل على عليها كتب له

এবং একে প্রকাশ করা জান্নাতে প্রবেশের একটি কারণ, যেমনটি আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে এসেছে: "তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা ঈমান আনবে, আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা একে অপরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয়ের কথা বলে দেব না যা করলে তোমরা একে অপরকে ভালোবাসবে? তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচার করো।" কেননা মানুষ যখন তার কোনো ভাইয়ের ওপর সালাম পেশ করে এবং বলে "আস-সালামু আলাইকুম" অথবা একজন হলে "আস-সালামু আলাইকা", তখন তার জন্য এর বিনিময়ে দশটি নেকি বা পুণ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। সুতরাং যদি সে দশজন

ব্যক্তিকে সালাম দেয়, তবে তার জন্য একশত পুণ্য লেখা হয়; আর এটি দুনিয়াবী ব্যবসা-বাণিজ্যের চেয়েও অধিক উত্তম। এই কারণেই আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কেবল মানুষকে সালাম দেওয়ার উদ্দেশ্যেই বাজারে প্রবেশ করতেন। কারণ তাঁর ঘরে তেমন কেউ আসত না, আর কেউ আসলেও তা বাজারের তুলনায় সংখ্যায় অনেক কম ছিল। পক্ষান্তরে বাজারে যারা থাকত, তিনি তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় সবাইকে সালাম দিতেন। এর মাঝে এই প্রমাণ নিহিত রয়েছে যে, অধিক সালাম প্রদানের কারণে মানুষের ক্লান্ত বা বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, আপনার অবস্থানস্থল থেকে মসজিদের পথে যদি একশত লোকের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয়, তবে আপনি তাদের সালাম দিন। যদি আপনি একশত ব্যক্তিকে সালাম দেন, তবে আপনি এক হাজার পুণ্য লাভ করবেন। এটি একটি মহান নিয়ামত। এতে আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নেক আমল বা সওয়াব অর্জনে সালাফে সালাহীন (পুণ্যবান পূর্বসূরিগণ) কতটা উদগ্রীব ছিলেন; তাঁরা কোনো পুণ্যই হাতছাড়া করতেন না, যা আমাদের বর্তমান সময়ের পরিস্থিতির সম্পূর্ণ বিপরীত; বর্তমানে মানুষকে অনেক নেক আমল অবহেলা করতে দেখা যায়। ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কল্যাণকর কাজে ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে সর্বাপেক্ষা আগ্রহী ছিলেন। যখন আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত এই হাদীসটি তাঁকে শোনালেন যে, যে ব্যক্তি জানাজার অনুগমন করবে যতক্ষণ না তার জানাজার নামাজ আদায় করা হয়, তার জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়...

(ص: 397) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

قيراط ومن شهدها حتى تدفن كتب له قيراطان قيل وما القيراطان يا رسول الله قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد ولما حدث ابن عمر بهذا الحديث قال والله لقد فرطنا في قراريط كثرة ثم صار لا تحصل جنازة إلا تتبعها رضي الله عنه وهكذا السلف الصالح إذا علموا ما في الأعمال من الخير والثواب بادروا إليها وحرصوا

عليها فالذي ينبغي للمؤمن أن يكون حريصاً على فعل الخير كلها بأن له خصلة خير فليبادر إليها نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتسابقين إلى الخيرات إنه على كل شيء قدير أما قوله يا أبا بطن فإن الطفيل كان كبير البطن وهذا من باب المداعبة وليس قصده أن يعيره بأنه كبير البطن لكن يداعبه مثل قول الرسول لأبي هريرة يا أبا هر

...এক কিরাত (সওয়াব)। আর যে ব্যক্তি জানাজায় উপস্থিত থাকে দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত, তার জন্য দুই কিরাত লেখা হয়। জিজ্ঞেস করা হলো: হে আল্লাহর রাসূল! দুই কিরাত কী? তিনি বললেন: তা দুটি বিশাল পাহাড়ের ন্যায়, যার ক্ষুদ্রতমটি উহুদ পাহাড়ের সমান। যখন ইবনে উমর (রা.)-এর নিকট এই হাদিসটি বর্ণনা করা হলো, তখন তিনি বললেন: আল্লাহর শপথ! আমরা তো অনেক কিরাত (অজস্র সওয়াব) হারিয়ে ফেলেছি। এরপর থেকে তাঁর কাছে কোনো জানাজা উপস্থিত হলে তিনি অবশ্যই তার অনুসরণ করতেন (রাজিয়াল্লাহু আনহু)। পুণ্যবান পূর্বসূরিদের (সালাফ-এ-সালাহীন) রীতি এমনই ছিল; যখনই তাঁরা কোনো আমলের কল্যাণ ও সওয়াব সম্পর্কে জানতে পারতেন, তখনই তার প্রতি দ্রুত ধাবিত হতেন এবং তা অর্জনে সচেষ্ট হতেন। অতএব, মুমিনের জন্য উচিত হলো কল্যাণকর কাজের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী হওয়া। যখনই তার সামনে কোনো নেক আমলের সুযোগ স্পষ্ট হবে, তখনই তার দিকে ক্ষিপ্ততার সাথে ধাবিত হওয়া উচিত। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদেরকে কল্যাণের পথে প্রতিযোগিতাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেন। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আর তাঁর উক্তি "হে উদরধারী" (ইয়া আব্বা বাত্ব) এর প্রেক্ষাপট হলো, তুফাইল স্থূলকায় উদরের অধিকারী ছিলেন। এটি ছিল মূলত এক প্রকার রসালাপ বা কৌতুক মাত্র। তাকে স্থূলকায় বলে লজ্জা দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, বরং রাসূলুল্লাহ (সা.) আবু হুরায়রা (রা.)-কে যেমন "হে আবু হির" বলে সম্বোধন করে রসিকতা করতেন, এটিও ছিল তদ্রূপ।

بَاب كَيْفِيَةِ السَّلَامِ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقُولَ الْمُبْتَدِي بِالسَّلَامِ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَيَأْتِي بِضَمِيرِ الْجَمْعِ وَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمَ عَلَيْهِ وَاحِدًا وَيَقُولُ الْمَجِيبُ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَيَأْتِي بِوَاوِ الْعُطْفِ فِي قَوْلِهِ وَعَلَيْكُمْ

851 - عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وباركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن

852 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرأ عليك السلام قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وباركاته متفق عليه وهكذا وقع في بعض روايات الصحيحين

সালাম প্রদানের পদ্ধতি সংক্রান্ত অধ্যায় সালাম প্রদানকারীর জন্য মুস্তাহাব হলো 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' বলা। সালামপ্রাপক একজন হলেও এক্ষেত্রে বহুবচনের সর্বনাম ব্যবহার করতে হবে। আর উত্তরদাতা বলবেন 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'। তিনি তাঁর 'ওয়া আলাইকুম' উক্তিগে সংযোজক অব্যয় 'ওয়া' (এবং) যুক্ত করবেন।

৮৫১ - ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল, 'আস-সালামু আলাইকুম'। তিনি তার উত্তর দিলেন, তারপর লোকটি বসল। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'দশ' (নেকি)। এরপর অন্য এক ব্যক্তি এল এবং বলল, 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ'। তিনি তার উত্তর দিলেন এবং সে বসল। তখন তিনি বললেন, 'বিশ'। এরপর আরও এক ব্যক্তি এল এবং বলল, 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'। তিনি তার উত্তর দিলেন এবং সে বসল। তখন তিনি বললেন, 'ত্রিশ'। (আবু দাউদ ও তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এটি হাসান হাদীস)।

৮৫২ - আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন, 'এই যে জিবরাঈল তোমাকে সালাম দিচ্ছেন'। তিনি (আয়েশা) বলেন, আমি বললাম, 'ওয়া আলাইহিস সালামু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'। (বুখারী ও মুসলিম এ ব্যাপারে একমত এবং সহীহাইন-এর কোনো কোনো বর্ণনায় এভাবেই এসেছে)।

(ص: 399) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وبركاته وفي بعضها بحذفها وزيادة الثقة مقبولة
853 - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثاً رواه البخاري وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيراً

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب كيفية السلام يعني كيف يسلم ماذا يقول إذا سلم وماذا يقول إذا رد وذكر المؤلف رحمه الله أنه يستحب أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وإن كان المسلم عليه واحداً ثم استدل بحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون فقال للأول عشر حسناً والثاني عشرون وللثالث ثلاثون لأن كل واحد منهم زاد وهذه مسألة اختلف فيها العلماء هل إذا سلم على واحد

এবং তাঁর বরকতসমূহ। আর কোনো কোনো বর্ণনায় তা বর্জন করা হয়েছে, তবে বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর অতিরিক্ত তথ্য গ্রহণযোগ্য।

৮৫৩ - আনাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কোনো কথা বলতেন, তখন তিনি তা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন যেন তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। আর যখন তিনি কোনো সম্প্রদায়ের নিকট আসতেন এবং তাদের সালাম দিতেন, তখন তিনি তিনবার সালাম দিতেন। ইমাম বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন। এটি সেই পরিস্থিতির ওপর প্রযোজ্য যখন লোক সমাগম অধিক হয়।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালাহীন' গ্রন্থে সালাম প্রদানের পদ্ধতির পরিচ্ছেদটি উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ কীভাবে সালাম দিতে হয়, সালাম দেওয়ার সময় কী বলতে হয় এবং সালামের উত্তর প্রদানের সময় কী বলতে হয়। লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন যে, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ' বলা মুস্তাহাব, যদিও সালাম যাকে দেওয়া হচ্ছে তিনি একজন ব্যক্তি হন। অতঃপর তিনি ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বললেন: 'আসসালামু আলাইকুম'। তিনি তার উত্তর দিলেন, তারপর সে বসে পড়ল। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: 'দশ'। এরপর অন্য এক ব্যক্তি এসে বললেন: 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ'। তিনি তার উত্তর দিলেন এবং সে বসল। তখন তিনি বললেন: 'বিশ'। এরপর অপর এক ব্যক্তি এসে বললেন: 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু'। তিনি তার উত্তর দিলেন এবং সে বসল। তখন তিনি বললেন: 'ত্রিশ'। অর্থাৎ প্রথম ব্যক্তির জন্য দশটি নেকি, দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য বিশটি এবং তৃতীয় ব্যক্তির জন্য ত্রিশটি। কারণ তাদের প্রত্যেকেই কিছু অংশ বৃদ্ধি করেছেন। এটি এমন একটি বিষয় যা নিয়ে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, যদি একজনকে সালাম দেওয়া হয়...

يقول السلام عليك أم عليكم؟ والصحيح أن يقول السلام عليك هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسيء في صلاته أنه قال السلام عليك وأما ما استدل به المؤلف من حديث عمران فليس فيه دلالة لأن الرجل دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة فسلم على الجميع فإذا كانوا جماعة فقل السلام عليكم وإذا كان واحدا فقل السلام عليك وإن زدت ورحمة الله فهو خير وإن زدت وبركاته فهو خير لأن كل كلمة فيها عشر حسنات وإن اقتصرت على السلام عليك فهو كاف ويقول الراد وعليكم السلام ثم إن كان المسلم لم يزد على قول السلام عليك كفي وإن كان المسلم قد قال السلام عليك ورحمة الله فعلى الراد أن يقول السلام عليك ورحمة الله لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها يعني ردوا مثلها وقال يستحب أن يقول وعليكم بزيادة الواو وهذا حسن لأنه إذا قال وعليكم صار واضحا أنه معطوف على الجملة التي سلم بها المسلم وإن حذفها فلا بأس لأن إبراهيم عليه السلام لم يأت بالواو في رده السلام على الملائكة {فقالوا سلاما قال سلام} ولم يأت بالواو فإن أتى بالواو فحسن وإن تركها فلا بأس

তিনি কি বলবেন 'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক' নাকি 'আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক'? সঠিক অভিমত হলো, তিনি বলবেন 'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক'; নবী (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন) থেকে এভাবেই প্রমাণিত হয়েছে, যেমন সালাতে ভুলকারী ব্যক্তির হাদিসে এসেছে যে, তিনি বলেছিলেন 'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক'। আর লেখক ইমরান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিস থেকে যে দলিল পেশ করেছেন, তাতে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই; কারণ সেই ব্যক্তি যখন নবী (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন)-এর কাছে প্রবেশ করেছিলেন তখন তাঁর সাথে একদল লোক ছিল, ফলে তিনি সকলের ওপর সালাম পেশ করেছিলেন। অতএব তারা যদি দলবদ্ধ হয় তবে বলুন 'আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক', আর যদি একজন হয় তবে বলুন 'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক'। আর যদি আপনি 'এবং আল্লাহর রহমত' কথাটি যোগ করেন তবে তা উত্তম, আর যদি 'এবং তাঁর বরকতসমূহ' যোগ করেন তবে তাও উত্তম; কারণ প্রতিটি শব্দের বিনিময়ে দশটি করে নেকি রয়েছে। আর যদি কেবল 'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক' বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন,

তবে তা যথেষ্ট। উত্তরদাতা বলবেন 'আপনার ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক'। এরপর সালাম প্রদানকারী যদি কেবল 'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক' বলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন, তবে উত্তরদাতার জন্য সেটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু সালাম প্রদানকারী যদি বলেন 'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর রহমত', তবে উত্তরদাতার উচিত 'আপনার ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর রহমত' বলা; মহান আল্লাহর এই বাণীর কারণে: "আর যখন তোমাদের অভিবাদন জানানো হয়, তখন তোমরাও তার চেয়ে উত্তম অভিবাদন জানাও অথবা তারই অনুরূপ ফিরিয়ে দাও।" অর্থাৎ সমপরিমাণ ফিরিয়ে দাও। তিনি আরও বলেছেন যে, 'এবং আপনাদের ওপর' বলার সময় 'এবং' (ওয়াউ) অব্যয়টি যুক্ত করে বলা মুস্তাহাব বা পছন্দনীয়। এটি উত্তম, কারণ যখন তিনি 'এবং' বলেন, তখন এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটি সালাম প্রদানকারীর বাক্যের সাথে অম্বয় বা সংযুক্তি করা হয়েছে। আর যদি কেউ তা বর্জন করেন তবে কোনো সমস্যা নেই, কারণ ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) ফেরেশতাদের সালামের উত্তর দেওয়ার সময় 'এবং' (ওয়াউ) আনেননি; যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে: "তারা বলল 'সালাম', তিনি বললেন 'সালাম'।" এখানে তিনি 'এবং' (ওয়াউ) ব্যবহার করেননি। সুতরাং যদি কেউ 'এবং' (ওয়াউ) যোগ করেন তবে তা উত্তম, আর যদি ছেড়ে দেন তবে কোনো দোষ নেই।

(ص: 401) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ثم إنه من السنة إذا نقل السلام من شخص إلى شخص أن يقول عليه السلام وإن قال عليك وعليه السلام أو عليه وعليك السلام فحسن لأن هذا الذي نقل السلام محسن فتكافئه بالدعاء له فإذا قال شخص لآخر سلم لي على فلان ثم نقل الوصية وقال فلان يسلم عليك فإنه يقول عليه وعليك السلام أو يقول عليه السلام ويقتصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عائشة أن جبريل يقرأ عليها السلام فقالت عليه السلام فدل ذلك على أنه إذا نقل السلام إليك أحد من شخص تقول عليه السلام ولكن هل يجب عليك أن تنقل الوصية إذا قال سلم لي على فلان أم لا

يجب فصل العلماء فقالوا إن التزمت له بذلك وجب عليك لأن الله يقول {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} وأنت الآن تحملت هذا أما إذا قال سلم لي على فلان وسكت أو قلت له مثلاً إذا تذكرت أو ما أشبه ذلك فهذا لا يلزم إلا إذا ذكرت وقد التزمت له أن تسلم عليه إذ ذكرت لكن الأحسن ألا يكلف الإنسان أحدا بهذا لأنه ربما يشق عليه ولكن يقول سلم لي على من سأل عني هذا طيب أما أن يحمله فإن هذا لا ينفع لأنه قد يستحي منك فيقول نعم أنقل

এরপর সুন্নাত হলো, যখন একজনের পক্ষ থেকে অন্যজনের কাছে সালাম পৌঁছানো হয়, তখন উত্তরদাতা বলবে: ‘আলাইহিস সালাম’ (তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)। আর যদি সে বলে: ‘আলাইকা ওয়া আলাইহিস সালাম’ (তোমার এবং তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) অথবা ‘আলাইহি ওয়া আলাইকাস সালাম’ (তার এবং তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক), তবে তা উত্তম। কারণ যে ব্যক্তি সালাম পৌঁছে দিচ্ছে সে একজন ইহসানকারী বা উপকারকারী, তাই তাকেও দু’আর মাধ্যমে প্রতিদান দেওয়া উচিত। অতএব, যখন কোনো ব্যক্তি অন্যকে বলে যে, ‘অমুককে আমার সালাম দিও’, অতঃপর সে সেই নির্দেশ পৌঁছে দিয়ে বলে যে, ‘অমুক তোমাকে সালাম দিয়েছে’, তখন উত্তরদাতা বলবে: ‘আলাইহি ওয়া আলাইকাস সালাম’ অথবা সে শুধু ‘আলাইহিস সালাম’ বলেও ক্ষান্ত হতে পারে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কে সংবাদ দিলেন যে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) তাঁকে সালাম জানিয়েছেন, তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন: ‘আলাইহিস সালাম’। এটি প্রমাণ করে যে, যখন কেউ আপনার কাছে অন্য কারো সালাম পৌঁছে দেয়, তখন আপনি বলবেন: ‘আলাইহিস সালাম’। কিন্তু কেউ যদি বলে ‘অমুককে আমার সালাম দিও’, তবে সেই ওসিয়ত বা দায়িত্ব পৌঁছে দেওয়া কি আপনার ওপর ওয়াজিব (আবশ্যিক), নাকি ওয়াজিব নয়? এ বিষয়ে আলেমগণ বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তাঁরা বলেছেন, যদি আপনি তার সালাম পৌঁছানোর প্রতিশ্রুতি দেন বা তা নিজ কাঁধে তুলে নেন, তবে তা পৌঁছে দেওয়া আপনার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আমানতসমূহ তার মালিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন।” আর আপনি এখন এই দায়িত্বটি গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে, সে যদি বলে ‘অমুককে সালাম দিও’ আর আপনি চুপ থাকেন, অথবা আপনি যদি তাকে বলেন—উদাহরণস্বরূপ—‘যদি মনে থাকে তবে দেব’ বা

এই জাতীয় কিছু, তবে তা আপনার ওপর আবশ্যিক হবে না; যতক্ষণ না আপনার মনে পড়ে এবং আপনি মনে পড়লে সালাম পৌঁছানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন। তবে উত্তম হলো কোনো মানুষকে এই জাতীয় দায়িত্ব দিয়ে ভারাক্রান্ত না করা, কারণ এটি হয়তো তার জন্য কষ্টকর হতে পারে। বরং এমন বলা যেতে পারে যে, ‘যে আমার কথা জিজ্ঞাসা করবে তাকে আমার সালাম দিও’, এটি উত্তম। তবে কারো ওপর এটি চাপিয়ে দেওয়া ফলপ্রসূ নয়, কারণ সে হয়তো আপনার কাছে লজ্জাবোধ করে বলতে পারে ‘হ্যাঁ, আমি পৌঁছে দেব’ (অথচ প্রকৃতপক্ষে সে তা বহন করতে ইচ্ছুক নয়)।

(ম: 402) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

سلامك ثم ينسى أو تطول المدة أو ما أشبه ذلك ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثاً وإذا سلم سلم ثلاثاً لكنه يتكلم ثلاثاً إذا لم تفهم الكلمة عنه أما إذا فهمت فلا يكرر فإذا فهمت الكلمة فلا حاجة لكن لو لم تفهم لكون المخاطب ثقیل السمع أو لكثرة الضجة حوله أو ما أشبه ذلك فليعد مرتين فإن لم تكف فثلاث يعني وبعد الثلاث لا يجوز كما أنه إذا استأذن للدخول في البيت ثلاث مرات ولم يؤذن له انصرف وكذلك هنا إذا تكلم ثلاث مرات ولم يكلمه أو لم يفهم يتركه كذلك إذا سلمت ولم يسمع المسلم عليه أعد مرة ثانية وثالثة وهكذا إذا سلمت ورد عليك ردا لا يجزئ كما لو قلت السلام عليك قال أهلاً ومرحباً أعد السلام قل السلام عليك إذا قال أهلاً ومرحباً أعد السلام قل السلام عليك ثلاث مرات فإن لم ينفع فأتركه ولكن نبهه بأن قول القائل في الإجابة أهلاً ومرحباً لا يكفي لا بد أن يقول عليك السلام إذا قيل السلام عليك والله الموفق

854 - وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قل كُنَّا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليماً لا يوقظ نائماً ويسمع اليقظان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فسلم كما كان يسلم

আপনার সালাম, এরপর তিনি ভুলে যান অথবা দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় কিংবা অনুরূপ কিছু ঘটে। এরপর আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কথা বলতেন, তিনবার বলতেন এবং যখন সালাম দিতেন, তিনবার সালাম দিতেন। তবে তিনি তিনবার কথা বলতেন তখনই, যখন তাঁর কথা বোঝা যেত না; কিন্তু যদি কথা বোঝা যেত, তবে তিনি পুনরাবৃত্তি করতেন না। সুতরাং যদি কথা বোঝা যায়, তবে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি সম্বোধিত ব্যক্তির শ্রবণশক্তি দুর্বল হওয়ার কারণে অথবা চারপাশের অধিক শোরগোলের কারণে কিংবা অনুরূপ কোনো কারণে কথা বোঝা না যায়, তবে তা দ্বিতীয়বার বলবে, তাতেও যথেষ্ট না হলে তৃতীয়বার বলবে। অর্থাৎ, তিনবারের পর আর অনুমতি নেই; যেমনটি গৃহে প্রবেশের অনুমতির ক্ষেত্রে তিনবার চাওয়ার পর অনুমতি না मिलলে ফিরে যেতে হয়। তদ্রূপ এখানেও, যদি তিনবার কথা বলার পরও সে কথা না বলে অথবা না বোঝে, তবে তাকে ছেড়ে দেবে। একইভাবে যদি আপনি সালাম দেন এবং যাকে সালাম দেওয়া হয়েছে সে শুনতে না পায়, তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার পুনরাবৃত্তি করবেন। তদ্রূপ যদি আপনি সালাম দেন এবং সে এমন জবাব দেয় যা যথেষ্ট নয়—যেমন আপনি বললেন 'আসসালামু আলাইকুম' আর সে বলল 'আহলান ওয়া মারহাবান' (স্বাগতম)—তবে সালাম পুনরাবৃত্তি করুন এবং বলুন 'আসসালামু আলাইকুম'। যদি সে বলে 'আহলান ওয়া মারহাবান', তবে সালাম পুনরাবৃত্তি করুন এবং তিনবার বলুন 'আসসালামু আলাইকুম'। যদি তাতেও কাজ না হয়, তবে তাকে ছেড়ে দিন। কিন্তু তাকে সতর্ক করে দিন যে, উত্তরের ক্ষেত্রে 'আহলান ওয়া মারহাবান' বলা যথেষ্ট নয়, বরং যখন 'আসসালামু আলাইকুম' বলা হয়, তখন অবশ্যই 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' বলতে হবে। আর আল্লাহই তাওফিক দানকারী।

৮৫৪ - মিকদাদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে তাঁর দীর্ঘ হাদিসে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য তাঁর দুধের অংশ তুলে রাখতাম। তিনি রাতে আসতেন এবং এমনভাবে সালাম দিতেন যা ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগিয়ে তুলত না কিন্তু জাগ্রত

ব্যক্তিকে শুনিয়ে দিত। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আসলেন এবং তিনি যেভাবে সালাম দিতেন সেভাবেই সালাম দিলেন।

(ص: 403) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

رواه مسلم

855 - عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوماً وعصبة من النساء قعود فألوي بيده بالتسليم رواه الترمذي وقال حديث حسن وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة ويؤيده أن في رواية أبي داود فسلم علينا

856 - وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام رواه أبو داود بإسناد جيد ورواه الترمذي بنحوه وقال حديث حسن وقد ذكر بعده

ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

৮৫৫ - আসমা বিনতে ইয়াজিদ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং একদল নারী সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন তিনি হাতের ইশারায় তাঁদের সালাম প্রদান করেন। তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি হাসান হাদিস। এর অর্থ হলো তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চারিত শব্দ এবং হাতের ইশারা—উভয় পদ্ধতির সমন্বয় করেছিলেন। এর স্বপক্ষে আবু দাউদের বর্ণনাটি দলিল হিসেবে কাজ করে, যাতে উল্লেখ রয়েছে: "তিনি আমাদের সালাম দিলেন।"

৮৫৬ - আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে আল্লাহর সর্বাধিক নিকটবর্তী সেই ব্যক্তি, যে

আগে সালাম প্রদান করে।" আবু দাউদ এটি একটি উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযীও অনুরূপ বর্ণনা করে একে হাসান হাদিস বলেছেন। এটি পরবর্তীতেও উল্লেখ করা হয়েছে।

(ص: 407) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

بَاب آداب السلام

857 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على المشي والمشي على القاعد والقليل على الكثير متفق عليه وفي رواية البخاري والصغير على الكبير

858 - وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام رواه أبو داود بإسناد جيد ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام قال أولاهما بالله تعالى قال الترمذي حديث حسن

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث في شيء من آداب السلام ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين في آداب السلام سبق الكلام على

সালামের শিষ্টাচার সংক্রান্ত অধ্যায়

৮৫৭ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আরোহী ব্যক্তি পথচারীকে সালাম দেবে, পথচারী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে

সালাম দেবে এবং অল্প সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম দেবে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। বুখারীর বর্ণনায় আরও রয়েছে: এবং ছোট বড়কে সালাম দেবে।

৮৫৮ - আবু উমামা সুদী ইবনে আজলান আল-বাহিলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, মানুষের মধ্যে আল্লাহর নিকটতম সেই ব্যক্তি, যে প্রথমে সালাম দেয়। (আবু দাউদ উত্তম সনদে এটি বর্ণনা করেছেন)। ইমাম তিরমিযীও এটি আবু উমামা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, তাতে রয়েছে: জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! দু'জন লোকের সাক্ষাৎ হলে তাদের মধ্যে কে আগে সালাম শুরু করবে? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী। ইমাম তিরমিযী বলেন, এটি একটি হাসান হাদীস।

[ব্যাখ্যা]

সালামের শিষ্টাচার সংক্রান্ত এই হাদীসগুলো ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) রিয়াদুস সালিহীন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সালামের আদব প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

(ص: 408) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

بعضها ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه من الذي يسلم فنقول أولاً: خير الناس من يبدأ الناس بالسلام وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق يبدأ من لقيه بالسلام فأحرص على أن تكون أنت الذي تسلم قبل صاحبك ولو كان أصغر منك لأن خير الناس من يبدأهم بالسلام وأولى الناس بالله من يبدأهم بالسلام فهل تحب أن تكون أولى الناس عند الله كلنا يحب ذلك إذن فابدأ الناس بالسلام ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الراكب يسلم على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير والصغير على الكبير وذلك لأن الراكب يكون متعلقاً

فيسلم على المأشي والمأشي متعلياً على القاعد فيسلم عليه والقليل يسلم على الكثير لأن الكثير لهم حق على القليل والصغير يسلم على الكبير لأن الكبير له حق على الصغير ولكن لو قدر أن القليلين في غفلة ولم يسلموا فليسلم الكثيرون ولو قدر أن الصغير في غفلة فليسلم الكبير ولا تترك السنة وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليس معناه أنه لو سلم الكبير على الصغير كان حراماً ولكن المعنى الأول أن الصغير يسلم

...তার কিছু অংশ, এরপর তিনি আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, কে আগে সালাম প্রদান করবে। সে প্রেক্ষিতে আমরা প্রথমেই বলব: মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে প্রথমে সালাম দেয়। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও যার সাথেই তাঁর সাক্ষাৎ হতো, তাকেই আগে সালাম দিতেন। সুতরাং আপনার সঙ্গীর আগেই আপনি সালাম দেওয়ার ব্যাপারে যত্নবান হোন, যদিও সে আপনার চেয়ে বয়সে ছোট হয়। কারণ মানুষের মধ্যে তারা শ্রেষ্ঠ যারা আগে সালাম দেয় এবং আল্লাহর কাছে তারা অধিকতর নৈকট্যপ্রাপ্ত যারা আগে সালাম দেয়। আপনি কি আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি হতে পছন্দ করেন? আমরা সকলেই তা পছন্দ করি। অতএব, মানুষকে আগে সালাম দিন। এরপর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উল্লেখ করেছেন যে, আরোহী ব্যক্তি পথচারীকে সালাম দেবে, পথচারী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে, অল্প সংখ্যক ব্যক্তি অধিক সংখ্যককে এবং ছোট বড়কে সালাম দেবে। এর কারণ হলো, আরোহী ব্যক্তি উচ্চাঙ্গীন থাকে বিধায় সে পথচারীকে সালাম দেবে, আর পথচারী উপবিষ্ট ব্যক্তির তুলনায় উচ্চতর অবস্থায় থাকে বিধায় সে তাকে সালাম দেবে। স্বল্প সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম দেবে, কারণ অধিক সংখ্যকদের একটি অধিকার রয়েছে। অনুরূপভাবে ছোট বড়কে সালাম দেবে, কারণ বড়দেরও একটি বিশেষ অধিকার রয়েছে। তবে যদি এমন হয় যে, স্বল্প সংখ্যক লোক অসতর্কতা বশত সালাম দেয়নি, তবে যেন অধিক সংখ্যক লোক সালাম দেয়। আবার ছোট যদি অসতর্ক থাকে, তবে যেন বড় ব্যক্তিই সালাম দেয় এবং সুন্নতটি বর্জন না করে। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা উল্লেখ করেছেন তার অর্থ এই নয় যে, বড় ব্যক্তি ছোটকে সালাম দিলে তা হারাম হবে; বরং এর উদ্দেশ্য হলো অধিকতর উত্তম ও উপযুক্ত নিয়ম হলো ছোট ব্যক্তি বড়কে আগে সালাম প্রদান করা।

على الكبير فإنه لم يسلم فليسلم الكبير حتى إذا بادرت بالسلام كما قلنا من قبل
كان أفضل وأولى الناس بالله من يبدؤهم بالسلام

বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি; কেননা তিনি যদি সালাম প্রদান না করেন, তবে বয়োজ্যেষ্ঠেরই সালাম দেওয়া উচিত। এমনকি আপনি যদি সালাম প্রদানের মাধ্যমে অগ্রণী হন—যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে ব্যক্ত করেছি—তবে তা হবে অধিকতর শ্রেষ্ঠ। আর আল্লাহর নিকট মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বাধিক নৈকট্যভাজন, যে তাদের মাঝে আগে সালাম প্রদান করে।

باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاءه على قرب بأن دخل ثم خرج في
الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها
859 - عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك
لم تصل فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك
ثلاث مرات متفق عليه
860 - وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم
عليه فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه رواه أبو داود

পরিচ্ছেদ: অল্প সময়ের ব্যবধানে বারবার দেখা হলে সালামের পুনরাবৃত্তি করার মুস্তাহাব হওয়া—যেমন তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করে বের হয়ে আসা অথবা উভয়ের মাঝে কোনো গাছ বা অনুরূপ কিছু আড়াল হওয়া প্রসঙ্গে

৮৫৯ - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, সেই ব্যক্তির হাদীসে যে ভুলভাবে সালাত আদায় করছিল; সে ব্যক্তি এসে সালাত আদায় করল, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে সালাম দিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন, "ফিরে যাও এবং পুনরায় সালাত আদায় করো, কারণ তুমি সালাত আদায় করেনি।" সে ফিরে গিয়ে সালাত আদায় করল, অতঃপর পুনরায় এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিল। এভাবে সে তিনবার করল। (মুত্তাফাকুন আলাইহি তথা বুখারী ও মুসলিম)

৮৬০ - তাঁর (আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকেই বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের কেউ যখন তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে যেন তাকে সালাম দেয়। অতঃপর যদি তাদের উভয়ের মাঝে কোনো গাছ, দেওয়াল বা পাথর আড়াল হয়ে যায় এবং পুনরায় দেখা হয়, তবে সে যেন তাকে (আবারও) সালাম দেয়।" (আবু দাউদ)

(ص: 411) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب استحباب السلام إذا دخل بيته

قال الله تعالى: {فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة}

861 - وعن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح

[الشَّرْحُ]

هذان البابان من آداب السلام ذكرهما النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين أن الإنسان إذا سلم على أخيه ثم خرج ورجع عن قرب أو عن بعد من باب أولى فإنه يعيد السلام مثلاً إنسان عنده ضيوف في البيت فدخل إلى البيت يأتي لهم بماء أو طعام أو نحو ذلك فإنه إذا رجع يسلم وهذه من نعمة الله أنه يسن السلام وتكراره كلما غاب الإنسان عن أخيه سواء غيبة طويلة أو قصيرة فإن الله شرع لنا أن يسلم بعضنا على بعض لأن السلام عبادة

নিজ ঘরে প্রবেশের সময় সালাম প্রদানের মুস্তাহাব হওয়া বিষয়ক পরিচ্ছেদ

মহান আল্লাহ বলেন: {অতঃপর যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করবে, তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম করবে; এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক কল্যাণময় ও পবিত্র অভিবাদন} **৮৬১** - আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বলেছেন, "হে বৎস! যখন তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের কাছে প্রবেশ করবে, তখন সালাম দিবে; এটি তোমার জন্য এবং তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য বরকতের কারণ হবে।" এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে, এটি হাসান সহীহ হাদীস।

[ব্যাখ্যা]

সালামের আদব সংক্রান্ত এই দুটি পরিচ্ছেদ ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মানুষ যদি তার ভাইকে সালাম দেয়, এরপর সেখান থেকে বের হয়ে অল্প সময়ের জন্য বা দীর্ঘ সময়ের জন্য (দীর্ঘ সময় হলে তো অবশ্যই) ফিরে আসে, তবে সে পুনরায় সালাম দিবে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তির বাড়িতে মেহমান রয়েছে, এরপর সে তাদের জন্য পানি বা খাবার অথবা অনুরূপ কিছু আনতে ঘরের ভেতরে গেল; অতঃপর যখন সে ফিরে আসবে, তখন সে সালাম দিবে। এটি আল্লাহর অন্যতম নেয়ামত যে, যখনই মানুষ তার ভাই থেকে আলাদা হয়, চাই সেই বিচ্ছেদ দীর্ঘ হোক বা সংক্ষিপ্ত, পুনরায় সাক্ষাতের সময় সালাম প্রদান করা এবং তা পুনরাবৃত্তি করা সুন্নাত। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের জন্য একে অপরকে সালাম প্রদানের বিধান দিয়েছেন, কারণ সালাম একটি ইবাদত।

وأجر كلما ازددنا منه ازددنا عبادة الله وازداد أجرنا وثوابنا عند الله ولولا أن الله شرع هذا لكان تكرار السلام على هذا الوجه من البدعة لكن من نعمة الله أنك إذا غبت عن أخيك ورجعت ولو عن قرب فإنك تسلم عليه حال بينكما شجرة أو حجر كبير بحيث تغيب عنه فإذا لقيته فسلم عليه ثم استدل المعلق رحمه الله بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي دخل المسجد فصلى صلاة لا يطئن فيها ينقرها نقرأ ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل وصلى لكن كصلاته الأولى بدون طأئينة ثم رجع فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاث مرات والرجل يصلي صلاة لا يعرف غيرها لأنه جاهل ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلني وهذا من حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم جعله يتردد يصلي هذه الصلاة التي لا تجزئ من أجل أن يشتاق إلى العلم ويتشوف إليه فيرد العلم على قلبه وهو منفتح له محتاج إليه ومعروف أن الشيء إذا جاء على الحاجة يكون أقبل للنفس انظر الآن تعطي الفقير

এটি এমন এক সাওয়াব যে, আমরা যতই তা বৃদ্ধি করব, ততই আল্লাহর প্রতি আমাদের ইবাদত বৃদ্ধি পাবে এবং আল্লাহর নিকট আমাদের প্রতিদান ও পুরস্কার বর্ধিত হবে। আল্লাহ যদি এটি বিধিবদ্ধ না করতেন, তবে সালামের এই পুনরাবৃত্তি বিদআত বলে গণ্য হতো। কিন্তু এটি আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত যে, আপনি যদি আপনার ভাইয়ের নিকট থেকে কিছুক্ষণের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পুনরায় ফিরে আসেন—তা স্বল্প সময়ের জন্য হলেও—তবে আপনি তাকে সালাম দেবেন। এমনকি আপনাদের উভয়ের মাঝে কোনো গাছ বা বড় পাথর অন্তরায় হওয়ার কারণে যদি আপনি তার দৃষ্টির আড়ালে চলে যান, তবে পুনরায় সাক্ষাতে তাকে সালাম দিন। অতঃপর ব্যাখ্যাকারী (রহিমাহুল্লাহ) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত সেই ব্যক্তির ঘটনার হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন, যে মসজিদে প্রবেশ করে এমনভাবে সালাত আদায় করেছিল যাতে

কোনো ধীরস্থিরতা ছিল না; বরং সে দ্রুততার সাথে ঠোকর দেওয়ার মতো করে সালাত পড়ছিল। এরপর সে এসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সালাম দিল। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, "ফিরে যাও এবং পুনরায় সালাত আদায় করো, কারণ তুমি সালাত আদায় করোনি।" লোকটি ফিরে গিয়ে পুনরায় সালাত পড়ল, কিন্তু তা ছিল প্রথমবারের মতোই স্থিরতাহীন। এরপর সে পুনরায় ফিরে এসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সালাম দিলে তিনি সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, "ফিরে যাও এবং সালাত আদায় করো, কারণ তুমি সালাত আদায় করোনি।" এভাবে তিনবার ঘটার পর লোকটি আর কোনো পদ্ধতি না জানায় আরজ করল, "সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! আমি এর চেয়ে উত্তম পদ্ধতিতে সালাত আদায় করতে জানি না, অতএব আমাকে শিখিয়ে দিন।" এটি ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হিকমতের বহিঃপ্রকাশ; তিনি তাকে বারবার এই অগ্রহণযোগ্য সালাত আদায় করতে পাঠিয়েছিলেন যাতে তার মনে জ্ঞান অর্জনের তীব্র ব্যাকুলতা ও আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়। ফলে যখন তার হৃদয়ে জ্ঞান প্রদান করা হবে, তখন তার হৃদয় হবে উন্মুক্ত এবং সে হবে এর মুখাপেক্ষী। আর এটি স্বীকৃত যে, কোনো বস্তু প্রয়োজনের মুহূর্তে প্রাপ্ত হলে তা মনের নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য হয়। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, আপনি যখন কোনো অভাবগ্রস্তকে দান করেন...

(ص: 413) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

عشرة رياضات وهو محتاج يفرح بها فرحاً شديداً ويكون لها منزلة لكن لو أعطيتها غنياً لا تهمة الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا الرجل من أجل أن يتشوق إلى العلم وينفتح قلبه له فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ولكن الفاتحة لا بد منها لدلالة نصوص أخرى عليها ثم اركع حتى تطمئن راکعاً ثم ارفع حتى تطمئن قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ثم

اسجد حتى تطمئن ساجدا هذه ركعة تامة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فتعلم ومشي فاستدل المؤلف بهذا الحديث على أن الإنسان إذا رجع إلى أخيه ولو من قرب فليسلم عليه مثلا أنت في المسجد ثم انصرفت لتجديد الوضوء أو إحضار كتاب أو ما أشبه ذلك ثم رجعت فسلم وهذا خير فكل سلام بعشر حسنات ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه من السنة إذا دخل الإنسان بيته أن يسلم واستدل بقوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة إذا دخلت بيتك فسلم لكن أول ما تدخل تبدأ به السواك ثم سلم على أهلك وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادمه قال يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهلك ولهذا قال الله تعالى {مباركة طيبة}

দশ রিয়াল, অথচ সে অভাবী, এমতাবস্থায় সে এতে অত্যন্ত আনন্দিত হবে এবং তার কাছে এর একটি বিশেষ মর্যাদা থাকবে। কিন্তু আপনি যদি তা কোনো ধনী ব্যক্তিকে দেন, তবে তার কাছে এর কোনো গুরুত্ব নেই। মূল কথা হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই লোকটিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যাতে তার মনে ইলম বা জ্ঞানের প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় এবং তার হৃদয় এর জন্য উন্মুক্ত হয়। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "যখন তুমি সালাতে দাঁড়াবে, তখন পূর্ণাঙ্গভাবে ওয়ু সম্পাদন করো, অতঃপর কিবলামুখী হও এবং তাকবীর বলো। এরপর কুরআনের যা তোমার জন্য সহজ হয় তা পাঠ করো।" তবে অন্যান্য দলীলের নির্দেশনার কারণে সূরা ফাতিহা পাঠ করা অপরিহার্য। "অতঃপর রুকু করো যতক্ষণ না রুকু অবস্থায় স্থিরতা অর্জন করো। এরপর মাথা তোলো যতক্ষণ না সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে স্থিরতা অর্জন করো। এরপর সিজদা করো যতক্ষণ না সিজদাবনত অবস্থায় স্থিরতা অর্জন করো। এরপর মাথা তোলো যতক্ষণ না উপবিষ্ট অবস্থায় স্থিরতা অর্জন করো। এরপর পুনরায় সিজদা করো যতক্ষণ না সিজদাবনত অবস্থায় স্থিরতা অর্জন করো। এটি হলো একটি পূর্ণাঙ্গ রাকাত। অতঃপর তোমার পুরো সালাতেই এরূপ করো।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে শিক্ষা দিলেন, অতঃপর সে শিখল এবং চলে গেল। লেখক এই হাদীস দ্বারা এ বিষয়ে দলীল পেশ করেছেন যে, মানুষ যদি তার ভাইয়ের নিকট ফিরে আসে—চাই তা নিকট দূরত্ব

থেকেই হোক না কেন—তবে সে যেন তাকে সালাম দেয়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি মসজিদে আছেন, এরপর ওয়ু নবায়ন করতে অথবা কোনো কিতাব নিয়ে আসতে বা অনুরূপ কোনো প্রয়োজনে বাইরে গেলেন এবং পুনরায় ফিরে এলেন, তবে সালাম দিন। এটি একটি কল্যাণকর কাজ, কারণ প্রতিটি সালামে দশটি নেকি রয়েছে। এরপর লেখক (রহিমাল্লাহ) উল্লেখ করেছেন যে, মানুষ যখন তার ঘরে প্রবেশ করবে তখন সালাম দেওয়া সুন্নাত। তিনি মহান আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে দলীল পেশ করেছেন: "অতঃপর যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করবে, তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম দেবে; যা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বরকতময় ও পবিত্র অভিবাদন।" আপনি যখন নিজের ঘরে প্রবেশ করবেন তখন সালাম দেবেন। তবে প্রবেশের মুহূর্তে প্রথমে মিসওয়াক দিয়ে শুরু করবেন, এরপর আপনার পরিবারকে সালাম দেবেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর খাদেম আনাস ইবনে মালিক (রাডিয়াল্লাহু আনহু)-কে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন: "হে বৎস! যখন তুমি তোমার পরিবারের নিকট প্রবেশ করবে তখন সালাম দিও, এটি তোমার ও তোমার পরিবারের জন্য বরকতের কারণ হবে।" আর এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন— "বরকতময় ও পবিত্র" (মুবারাকাতান তায়্যিযাহ)।

(ص: 414) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

فَإِذَا دَخَلْتَ الْبَيْتَ فَسَلِّمْ عَلَى مَنْ فِيهِ سِوَا أَهْلِكَ أَوْ زَمَلَاؤِكَ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهَذَا مِنَ
السَّنَةِ

অতএব আপনি যখন গৃহে প্রবেশ করবেন, তখন সেখানে যারা রয়েছে তাদের সালাম দেবেন; তারা আপনার পরিবারবর্গ হোক কিংবা সহকর্মী অথবা অনুরূপ কেউ। কেননা এটি সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত।

باب السلام على الصبيان

862 - عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما تفعلون عليه

শিশুদের সালাম প্রদানের অধ্যায়

৮৬২ - আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদা কিছু শিশুর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদেরকে সালাম দিলেন এবং বললেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এভাবেই করতেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি: বুখারী ও মুসলিম)।

باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط

863 - عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة وفي رواية كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا رواه البخاري قوله تكركر أي تطحن

864 - وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت وذكرت الحديث رواه مسلم

865 - وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وهذا لفظ أبي

داود ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوماً وعصبة
من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف في كتابه رياض الصالحين في آداب السلام باب السلام على الصبيان
يعني الصغار من سن التمييز إلى سن الثانية عشرة ونحوها

পুরুষের তার স্ত্রী, মাহরাম নারী এবং ফিতনার আশঙ্কা না থাকলে গায়র-মাহরাম নারী বা নারীদের সালাম প্রদান এবং একই শর্তে নারীদের পক্ষ থেকে সালাম প্রদানের অধ্যায়
৮৬৩ - সাহল ইবনে সাদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের মাঝে এক নারী ছিলেন—
অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমাদের এক বৃদ্ধা মহিলা ছিলেন—যিনি বিট-পালংয়ের শিকড় নিয়ে
হাঁড়িতে রাখতেন এবং তাতে কিছু যবের দানা পিষতেন। আমরা যখন জুমার নামাজ আদায়
করে ফিরে আসতাম, তখন তাঁকে সালাম দিতাম। এরপর তিনি তা আমাদের সামনে পরিবেশন
করতেন। (বুখারি)। তাঁর উক্তি "তুকরকির" অর্থ: তিনি পিষতেন।

৮৬৪ - উম্মে হানি ফাখিতা বিনতে আবি তালিব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের
দিন আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি গোসল
করছিলেন এবং ফাতিমা (রা.) তাঁকে একটি কাপড় দিয়ে আড়াল করে রাখছিলেন। তখন আমি
সালাম দিলাম... (পূর্ণ হাদিসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

৮৬৫ - আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম) একদা কিছু নারীর মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি আমাদের সালাম দেন। (আবু
দাউদ ও তিরমিজি; ইমাম তিরমিজি বলেন, এটি হাসান হাদিস)। এটি আবু দাউদের শব্দ। আর
তিরমিজির শব্দ হলো: একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মসজিদের ভেতর
দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন একদল নারী সেখানে বসে ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি হাতের ইশারায়
তাঁদের সালাম দিলেন।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার তাঁর ‘রিয়াদুস সালাহীন’ কিতাবে সালামের শিষ্টাচার প্রসঙ্গে বলেছেন: শিশুদের সালাম প্রদানের অধ্যায়। অর্থাৎ যারা সমঝদার হওয়ার বয়স থেকে শুরু করে বারো বছর বা তদ্রূপ বয়সের মধ্যে রয়েছে।

(ص: 417) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وقد جرت عادة الكثير من الناس ألا يسلم على الصبيان استخفافاً بهم ولكن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يسلم على الصغير والكبير فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أي كان يسلم على الصبيان وللسلام على الصبيان أكثر من فائدة 1 - اتباع السنة: سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 2 - التواضع: حتى لا يذم الإنسان بنفسه ويشمخ بأنفه ويعلو برأسه يتواضع ويسلم على الصبيان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه 3 - تعويد الصبيان لمحاسن الأخلاق لأن الصبيان إذا رأوا الرجل يسر بهم ويسلم عليهم تعودوا ذلك واعتادوا هذه السنة المباركة الطيبة 4 - أن هذا يجلب البودة للصبي يعني أن الصبي يحب

অনেক মানুষেরই প্রথাগত অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, তারা শিশুদের প্রতি অবজ্ঞাবশত তাদের সালাম প্রদান করে না। কিন্তু এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেদায়েত বা আদর্শের পরিপন্থী। কেননা তিনি ছোট এবং বড় সকলকেই সালাম দিতেন। এই যে আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু), তিনি একদা একদল শিশুর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদের সালাম দিলেন এবং বললেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি করতেন; অর্থাৎ তিনি শিশুদের সালাম দিতেন। শিশুদের সালাম প্রদানের ক্ষেত্রে একাধিক উপকারিতা রয়েছে:

১ - সুন্নাতের অনুসরণ: এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। আর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ—তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে।" ২ - বিনয় ও নম্রতা: যেন মানুষ নিজের নফস নিয়ে আত্মশ্লাঘায় না ভোগে, অহংকার না করে এবং দম্ভের সাথে মাথা উঁচু করে না চলে; বরং সে বিনয়ী হবে এবং শিশুদের সালাম দিবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "ক্ষমার দ্বারা আল্লাহ বান্দার কেবল সম্মানই বৃদ্ধি করেন এবং যে কেউ আল্লাহর জন্য বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে উচ্চাসনে উন্নীত করেন।" ৩ - শিশুদের সচ্চরিত্র ও শিষ্টাচারে অভ্যস্তকরণ: কারণ শিশুরা যখন দেখবে যে কোনো ব্যক্তি তাদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের সালাম দিচ্ছেন, তখন তারা এতে অভ্যস্ত হবে এবং এই বরকতময় ও পবিত্র সুন্নাতটি পালনে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। ৪ - এটি শিশুর মনে মুহাব্বত বা প্রীতির সঞ্চার করে; অর্থাৎ শিশুটি ভালোবাসবে...

(ص: 418) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الذي يسلم عليه ويفرح لذلك وربما لا ينساها أبداً لأن الصبي لا ينسى ما مر به
فهذه من فوائد السلام على الصبيان فينبغي لنا إذا مررنا على صبيان يلعبون في
السوق أو جالسين يبيعون شيئاً أو ما أشبه ذلك أن نسلم عليهم لهذه الفوائد التي
ذكرناها أما السلام على النساء فالسلام على المحارم من النساء والزوجات سنة
والمحارم يعني التي لا يحل لك أن تتزوج بها تسلم عليها ولا حرج في ذلك تسلم
على زوجتك أختك عمتك بنت أخيك بنت أختك ولا حرج في هذا أما الأجانب فلا
تسلم عليهن اللهم إلا العجائز الكبيرات إذا كنت آمناً على نفسك من الفتنة وأما
إذا خفت الفتنة فلا تسلم ولهذا جرت عادة الناس اليوم أن الإنسان لا يسلم على
المرأة إذا لاقاها في السوق وهذا هو الصواب ولكن لو أتيت بيتك ووجدت فيه نساء

من معارفك وسلبت فلا بأس ولا حرج بشرط أمن الفتنة وكذلك المرأة تسلم على الرجل بشرط أمن الفتنة وذكر المؤلف رحمه الله حديث المرأة التي كانت تأخذ من أصول السلق وهو نوع من الشجر وأصوله طيبة تصلح إداماً فتأخذ من هذه الأصول وتلقيها في الماء وتغليها على النار

যাকে সালাম দেওয়া হয় সে এতে আনন্দিত হয় এবং সম্ভবত সে এটি কখনোই ভুলে যায় না, কারণ শৈশবের স্মৃতি মানুষের মনে গেঁথে থাকে। এটি শিশুদের সালাম দেওয়ার অন্যতম উপকারিতা। সুতরাং আমরা যখন বাজারে খেলাধুলায় মগ্ন শিশুদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করি কিংবা তারা কিছু বিক্রির জন্য বসে থাকে অথবা অনুরূপ কোনো অবস্থায় থাকে, তখন আমাদের উচিত তাদের সালাম দেওয়া; উপরে উল্লিখিত কল্যাণসমূহের প্রত্যাশায়। আর নারীদের সালাম দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ম হলো: মাহরাম নারী এবং স্ত্রীদের সালাম দেওয়া সুন্নত। মাহরাম বলতে সেই নারীদের বোঝায় যাদের বিবাহ করা আপনার জন্য (শরীয়ত অনুযায়ী) বৈধ নয়। তাদের সালাম দেবেন এবং এতে কোনো দোষ নেই। আপনি আপনার স্ত্রী, বোন, ফুফু, ভাইয়ের মেয়ে কিংবা বোনের মেয়েকে সালাম দেবেন; এতে কোনো বাধা নেই। তবে পরনারী বা গায়রে মাহরামদের সালাম দেবেন না; অবশ্য অতি বৃদ্ধা নারীদের ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা—যদি আপনি নিজের ব্যাপারে ফিতনার আশঙ্কা থেকে নিরাপদ থাকেন। আর যদি ফিতনার আশঙ্কা থাকে তবে সালাম দেবেন না। এ কারণেই বর্তমানকালে মানুষের মাঝে এই রীতি প্রচলিত হয়েছে যে, বাজারে কোনো নারীর সাথে সাক্ষাৎ হলে পুরুষ তাকে সালাম দেয় না; আর এটিই সঠিক পদ্ধতি। তবে আপনি যদি নিজ গৃহে আসেন এবং সেখানে পরিচিত নারীদের উপস্থিতি থাকে, তবে ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকার শর্তে তাদের সালাম দিতে কোনো অসুবিধা বা দোষ নেই। একইভাবে, ফিতনার আশঙ্কা না থাকলে নারীরাও পুরুষদের সালাম দিতে পারে। গ্রন্থকার (রাহিমাল্লাহ) সেই মহিলার হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যিনি ‘সিলক’ (এক প্রকার শাকজাতীয় উদ্ভিদ) এর মূল সংগ্রহ করতেন। এটি এমন এক ধরণের উদ্ভিদ যার মূল বেশ সুস্বাদু এবং তরকারি হিসেবে উপযোগী। তিনি এই মূলগুলো সংগ্রহ করে পানিতে দিতেন এবং আগুনের তাপে তা সিদ্ধ করতেন।

وتكرر عليها حبات من شعير فإذا خرج الصحابة من شاء منهم جاء إليها يسلم عليها ويأكل من هذا السلق ويفرحون به لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا أغنياء إلا بعد فتح الله عليهم كما قال تعالى {ومغانم كثيرة يأخذونها} وقال {وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها} فكثر الأموال بعد الفتوح أما قبل ذلك فإن غالبية الصحابة فقراء

এবং তিনি তার ওপর যবের দানা ছড়িয়ে দিতেন। অতঃপর সাহাবীগণ যখন (সালাত শেষে) বের হতেন, তখন তাঁদের মধ্যে যারা ইচ্ছা করতেন তাঁর নিকট আসতেন, তাঁকে সালাম দিতেন এবং এই বিটপালং শাকের ব্যঞ্জন থেকে আহার করতেন। তাঁরা এতে আনন্দিত হতেন; কেননা আল্লাহ তাআলা বিজয় দান করার পূর্ব পর্যন্ত সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) সচ্ছল ছিলেন না। যেমনটি মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, "এবং প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা তারা লাভ করবে।" তিনি আরও বলেছেন, "আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল যুদ্ধলব্ধ সম্পদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যা তোমরা লাভ করবে।" সুতরাং বিভিন্ন বিজয়ের পর সম্পদের প্রাচুর্য ঘটেছিল, তবে তার আগে অধিকাংশ সাহাবীই ছিলেন দরিদ্র।

L20/ باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام
على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار/0

866 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه رواه مسلم

867 - وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم متفق عليه

868 - وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخطأ من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه متفق عليه

/0L2 কাফিরদেরকে প্রথমে সালাম প্রদান নিষিদ্ধ হওয়া, তাদের সালামের উত্তর দেওয়ার পদ্ধতি এবং মুসলিম ও কাফির উভয়ের উপস্থিতিতে কোনো মজলিসে সালাম দেওয়া মুস্তাহাব হওয়া বিষয়ক অধ্যায়/0

৮৬৬ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানদেরকে আগে সালাম দিয়ো না। আর যদি রাস্তায় তাদের কারও সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হয়, তবে তাকে সংকীর্ণ পথে চলতে বাধ্য করো।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

৮৬৭ - আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "আহলে কিতাবগণ যখন তোমাদেরকে সালাম দিবে, তখন তোমরা বলবে: 'ওয়া আলাইকুম' (তোমাদের ওপরও)।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

৮৬৮ - উসামা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন একটি মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন যেখানে মুসলিম, মূর্তিপূজক মুশরিক এবং ইয়াহুদিদের মিশ্র উপস্থিতি ছিল। তখন নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের সালাম দিলেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

[الشَّرْحُ]

هذا الباب ذكره المؤلف في كتابه رياض الصالحين في حكم السلام على الكفار الخالص وعلى الكفار المختلطين بالمسلمين وقد سبق الكلام في السلام على المسلمين الخالص وأنه سنة مؤكدة أما السلام على الكفار فإنه لا يحل لنا أن نبدأهم بالسلام يعني لا يجوز للإنسان إذا مر بالكافر أو دخل عليه أن يقول السلام عليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وذلك لأن تسليمنا عليهم فيه نوع من الذل لهم ونوع من الإكرام لهم لأن التحية والسلام إكرام والكافر ليس أهلاً للإكرام بل الكافر حقه منا أن نغيظه وأن نذله وأن نهينه لأن الله سبحانه وتعالى قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً قال {أشداء على الكفار} يعني أقوياء عليهم أعزة عليهم {تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً} سيباهم في وجوهم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار..

..

{ هذا الشاهد وقال تعالى في سورة التوبة {ولا

[ব্যাখ্যা]

লেখক এই পরিচ্ছেদটি তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন কেবল কাফিরদের এবং মুসলমানদের সাথে মিশ্রিত কাফিরদের সালাম প্রদানের বিধান সম্পর্কে। ইতিপূর্বে খাটি মুসলিমদের সালাম দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে যে, এটি একটি সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। আর কাফিরদের সালাম প্রদানের বিষয়টি হলো, আমাদের জন্য তাদের সালাম প্রদানের মাধ্যমে শুরু করা হালাল নয়। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি কোনো কাফিরের পাশ দিয়ে

অতিক্রম করে অথবা তার নিকট প্রবেশ করে, তবে তার জন্য ‘আসসালামু আলাইকা’ বলা জায়েজ নয়; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ থেকে নিষেধ করেছেন, যেমনটি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ হলো, তাদের প্রতি আমাদের এই সালাম প্রদানের মধ্যে তাদের জন্য এক প্রকার হীনতা ও এক প্রকার সম্মান প্রদর্শন নিহিত রয়েছে। যেহেতু অভিবাদন ও সালাম প্রদান হলো একটি সম্মানসূচক কাজ, আর কাফির সম্মানের যোগ্য নয়। বরং কাফিরের প্রাপ্য হলো আমাদের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করা এবং তাদের হীন ও লাঞ্ছিত রাখা। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন: "মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল; আর তাঁর সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত দয়াশীল। আপনি তাদের রুকু ও সিজদাহরত অবস্থায় আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অন্বেষণকারী হিসেবে দেখতে পাবেন। তাদের চেহারা সিজদাহর চিহ্ন বিদ্যমান। তাওরাতে তাদের উদাহরণ এরূপ এবং ইনজিলে তাদের উদাহরণ হলো একটি চারাগাছের মতো, যা থেকে অঙ্কুর বের হয়, অতঃপর তা শক্ত হয়, এরপর তা পুষ্ট হয়ে নিজ কাণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে যায়, যা কৃষকদের আনন্দ দেয়; যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন..."

..

এটিই হলো মূল দলিল। আর আল্লাহ তাআলা সূরা আত-তাওবায় বলেছেন: {আর (তোমরা)...

(ص: 422) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

يُطْأُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نِيلًا إِلَّا كَتَبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ {
وَابْتَدَأُونَا إِيَّاهُمْ بِالسَّلَامِ إِكْرَامًا لَهُمْ وَإِعْزَازَ لَهُمْ وَالْمُؤْمِنُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَزِيزًا
عَلَى الْكَافِرِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ
يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ} فَهُمْ لَهُمُ
الْعِزَّةُ عَلَى الْكَافِرِينَ يَعْنِي يَرَى الْمُسْلِمُ أَنَّهُ أَعَزُّ مِنَ الْكَافِرِ وَأَنَّ لَهُ الْعِزَّةَ عَلَيْهِ وَلِهَذَا

لما كثرت العبالة النصرانية بيننا اليوم ذهبت الغيرة من القلوب وكان النصراني أو اليهودي أو البوذي أو الوثني كأنه لا يخالفنا إلا كما يخالف المالكي الحنبلي والشافعي أو ما أشبه ذلك عند بعض الناس يظنون أن اختلافنا مع أهل الكفر كاختلاف المذاهب الأربعة في الإسلام نسأل الله العافية وهذا لاشك أنه من موت القلوب فلا يحل للإنسان أبدا أن يعز الكافر والمشروع أن نعمل كل ما فيه غيظ لهم ولكن يجب علينا أن نفى لهم بالعهد الذي بيننا وبينهم إذا كان بيننا وبينهم عهد فمثلا عمال ولو كانوا نصارى أولا نقول لا تأتي بعمال نصارى في الجزيرة العربية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأمر فقال أخرجوا اليهود

...কিংবা তারা এমন কোনো স্থানে পদক্ষেপ করে না যা কাফেরদের ক্রোধান্বিত করে এবং শত্রুর পক্ষ হতে কোনো কিছু লাভ করে না, তবে এর বিনিময়ে তাদের জন্য একটি নেক আমল লিপিবদ্ধ করা হয়। আর আমাদের পক্ষ হতে তাদের অভিবাদন বা সালাম প্রদান করা হলো তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও মর্যাদাবান করা; অথচ মুমিনের উচিত কাফেরদের ওপর প্রতাপ ও শক্তিতে শ্রেষ্ঠ থাকা। মহান আল্লাহ বলেন, {হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ নিজ ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, তবে শীঘ্রই আল্লাহ এমন এক জাতি নিয়ে আসবেন যাদের তিনি ভালোবাসেন এবং যারা তাঁকে ভালোবাসে; যারা মুমিনদের প্রতি হবে কোমল এবং কাফেরদের প্রতি হবে কঠোর ও প্রতাপশালী।} সুতরাং কাফেরদের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। অর্থাৎ একজন মুসলিম অনুভব করবে যে, সে একজন কাফের অপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান এবং কাফেরের ওপর তার শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। এ কারণেই বর্তমানে আমাদের মাঝে খ্রিস্টান শ্রমজীবীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অন্তর থেকে ধর্মীয় আত্মমর্যাদাবোধ বিলুপ্ত হয়ে গেছে; যেন একজন খ্রিস্টান, ইহুদি, বৌদ্ধ বা মূর্তিপূজারি আমাদের সাথে কেবল ততটুকুই ভিন্নতা রাখে যতটুকু একজন মালিকি মাযহাবের অনুসারী হাম্বলি বা শাফেয়ি মাযহাবের অনুসারীর সাথে রাখে—কিছু মানুষের নিকট বিষয়টি এমনই মনে হয়। তারা মনে করে যে, কুফরের অনুসারীদের সাথে আমাদের পার্থক্য যেন ইসলামের চার মাযহাবের মধ্যকার মতপার্থক্যের মতো। আমরা আল্লাহর নিকট এ থেকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। নিঃসন্দেহে এটি অন্তরের আধ্যাত্মিক মৃত্যুরই বহিঃপ্রকাশ। অতএব, কোনো মানুষের জন্য কাফেরকে সম্মানিত করা

কখনোই বৈধ নয় এবং শরিয়তসম্মত বিষয় হলো এমন কাজ করা যা তাদের (কুফরি সত্তার প্রতি) ক্ষোভের কারণ হয়। তবে আমাদের ও তাদের মাঝে কোনো চুক্তি থাকলে তা পূর্ণ করা আমাদের জন্য আবশ্যিক। উদাহরণস্বরূপ, শ্রমিকদের কথা ধরা যাক; তারা খ্রিস্টান হলেও—প্রথমত আমরা বলব, আরব উপদ্বীপে খ্রিস্টান শ্রমিক নিয়ে আসবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আমি অবশ্যই আরব উপদ্বীপ থেকে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বহিস্কার করব" এবং তিনি নির্দেশ প্রদান করে বলেছেন: "তোমরা ইহুদিদের বের করে দাও।"

(ম: 423) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

والنصارى من جزيرة العرب وقال وهو في مرض موته أخرجوا المشركين من جزيرة العرب فلا تأت بكافر وأنت يمكنك أن تأتي بمسلم وأما ما يعتقد من أمات الله قلبه والعياذ بالله أو نقول أزاغ الله قلبه يقول أنا آتي بعمال كفار لأنهم لا يصلون فلو صلوا لنقص العمل وحتى لا يصوموا ومن ثم فلا ينقص العمل وحتى لا يذهبوا لعبرة أو حج ومن ثم فلا ينقص العمل فهذا والعياذ بالله ممن اختار الدنيا على الآخرة نسأل الله العافية فالحاصل أنه لا يجوز أن نبداً أي كافر بالسلام لا يهودي ولا نصراني ولا بوذي ولا وثني فأبي إنسان على غير الإسلام لا يجوز أن نبداً بالسلام قال صلى الله عليه وسلم وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقة يعني لا توسع لهم الطريق لو كان جماعة مسلمون وجماعة كفار تلاقوا في الطريق لا يفسح المسلمون لهم المجال ولو تفرقوا في الطريق لأنك إذا أفسحت الطريق لهم يعد هذا

এবং আরব উপদ্বীপ থেকে খ্রিস্টানদের (বহিস্কার করো)। তিনি তাঁর অন্তিম পীড়ার সময় বলেছিলেন: "তোমরা আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদের বহিস্কার করো।" সুতরাং যখন তোমার পক্ষে একজন মুসলিমকে সংগ্রহ করা সম্ভব, তখন কোনো কাফিরকে নিয়ে আসবে না। আর

আল্লাহ যার অন্তরকে মৃত করে দিয়েছেন—আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—অথবা আমরা বলতে পারি আল্লাহ যার অন্তরকে সত্যবিদ্যুত করেছেন, তার বিশ্বাস হলো এই যে, সে বলে: "আমি অমুসলিম শ্রমিক নিয়ে আসি কারণ তারা সালাত আদায় করে না; কেননা তারা সালাত আদায় করলে কাজের সময় কমে যেত। তারা সিয়াম পালন করে না, ফলে কাজের ব্যাঘাত ঘটে না। এমনকি তারা উমরাহ বা হজ্জ করতেও যায় না, যার ফলে কাজের কোনো ক্ষতি হয় না।" আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, এই ব্যক্তি মূলত তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা আখিরাতের ওপর দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামনা করি। সারকথা হলো, কোনো কাফিরকে আগে সালাম দেওয়া বৈধ নয়; সে ইহুদি হোক, খ্রিস্টান হোক, বৌদ্ধ হোক কিংবা মূর্তিপূজারী হোক। ইসলামের বাইরে থাকা কোনো ব্যক্তিকেই প্রথমে সালাম দেওয়া জায়েজ নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা যখন রাস্তায় তাদের দেখা পাবে, তখন তাদেরকে সংকীর্ণতম পথে চলতে বাধ্য করবে।" অর্থাৎ তাদের জন্য রাস্তা প্রশস্ত করে দেবে না। যদি একদল মুসলিম এবং একদল অমুসলিম রাস্তায় মুখোমুখি হয়, তবে মুসলিমরা তাদের জন্য পথ ছেড়ে দেবে না, এমনকি যদি তারা রাস্তায় ছড়িয়েও পড়ে। কারণ তুমি যদি তাদের জন্য রাস্তা প্রশস্ত করে দাও, তবে একে গণ্য করা হবে...

(ص: 424) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

إكراماً..

أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لِمَاذَا نَعَامِلُهُمْ هَذِهِ الْمَعَامِلَةُ لِأَنَّهُمْ أَعْدَاءُ اللَّهِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَأَعْدَاءُ
لَنَا قَالَ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاءَ تَلْقَوْنَ إِلَيْهِمْ
بِالْبُودَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ} هُمْ أَعْدَاءُ اللَّهِ أَوْلَا قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَثَانِيَا
أَعْدَاءُ لَنَا وَأَفْعَالُهُمْ بِالْمُسْلِمِينَ سَابِقًا وَلاحقًا وَإِلَى الْيَوْمِ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى شِدَّةِ
عِدَاوَتِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ نَسْلَمَ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ إِذَا سَلِمُوا مَاذَا نَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ
عَلَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ إِذَا سَلِمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ فَقَطْ لَا تَزِدْ عَلَى هَذَا لِمَاذَا

لأنهم في عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسلمون على المسلمين سلام
خبيث يقولون السام عليكم يعني الموت فهم من يسمعونهم يظن أنهم يقولون
السلام عليكم وهم يقولون السام عليكم يعني الموت فأنظر إلى العداوة حتى في
التحية لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا وعليكم فقط فإن كانوا قد قالوا
السام فعليهم وإن كانوا قد قالوا السلام فعليهم وهذا من العدل لأن الله قال {وإذا
حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها}

সম্মান প্রদর্শনস্বরূপ...

অথবা এর অনুরূপ কিছু। কেন আমরা তাদের সাথে এমন আচরণ করি? কারণ তারা সবকিছুর
আগে আল্লাহর শত্রু এবং আমাদেরও শত্রু। মহান আল্লাহ বলেন, {হে মুমিনগণ! তোমরা
আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না; তোমরা কি তাদের প্রতি বন্ধুত্বের
বার্তা পাঠাচ্ছ, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে?} তারা
সর্বাত্মে আল্লাহর শত্রু এবং দ্বিতীয়ত আমাদের শত্রু। অতীতে, পরবর্তীতে এবং বর্তমানকাল
পর্যন্ত মুসলিমদের প্রতি তাদের কর্মকাণ্ড এরই প্রমাণ বহন করে এবং মুসলিমদের প্রতি তাদের
চরম শত্রুতা প্রকাশ করে। তাই তাদের প্রথমে সালাম দেওয়া বৈধ নয়। তবে তারা যদি সালাম
দেয়, তবে আমরা কী বলব? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যখন তারা
তোমাদের সালাম দেয়, তখন তোমরা কেবল 'ওয়া আলাইকুম' (তোমাদের ওপরও) বলো।"
এর বেশি কিছু বলবে না। কেন? কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে
তারা মুসলিমদের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষপূর্ণ উপায়ে সালাম দিত; তারা বলত 'আস-সামু
আলাইকুম', যার অর্থ হলো 'তোমাদের মৃত্যু হোক'। যারা তাদের কথা শুনত, তারা মনে করত
তারা 'আস-সালামু আলাইকুম' বলছে, অথচ তারা বলত 'আস-সামু আলাইকুম' অর্থাৎ মৃত্যু।
সুতরাং দেখুন, অভিবাদনের ক্ষেত্রেও তাদের শত্রুতা কতখানি! তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা কেবল 'ওয়া আলাইকুম' বলো।" যদি তারা 'সাম' (মৃত্যু) বলে
থাকে, তবে তা তাদের ওপরই বর্তাবে; আর যদি তারা 'সালাম' বলে থাকে, তবে তাও তাদের
ওপরই বর্তাবে। আর এটিই হলো ন্যায্যবিচার, কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {আর যখন
তোমাদেরকে অভিবাদন জানানো হয়, তখন তোমরা তার চেয়েও উত্তম অভিবাদন দাও অথবা
সেটুকুই ফিরিয়ে দাও}।

هذا عدل ولذا قال بعض العلماء إذا قال الكافر السلام عليك باللام الواضحة فقل عليك السلام لأنه زال الأمر الذي بنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قوله قولوا وعليكم كما في حديث ابن عمر في البخاري انهم يقولون السام عليكم فإذا سلموا فقولوا وعليكم وهذه علة واضحة لأن السبب أننا نقول وعليكم لأنهم يقولون السام عليكم أما إذا قالوا السلام صراحة فنقول وعليكم السلام لأن أقوم الناس بالعدل هم المسلمون والحمد لله فإذا قالوا السلام عليكم نقول وعليكم السلام وإن قالوا أهلاً وسهلاً فقل أهلاً وسهلاً وإن قالوا مرحباً فقل مرحباً فنعطيهم مثل ما يعطوننا لكن قد أشكل على بعض الناس الآن أننا ابتلينا بقوم من الكفار يكونون رؤساء في بعض الشركات فيدخل المسلم على مكتب الرئيس رئيس الشركة وهو يهودي أو نصراني فماذا يقول نقول يسلم ويقول السلام فقط وينوي بذلك أنه السلام عليه هو على المسلم لأنك إذا حذف المتعلق فلا يدري لمن هذا السلام وهذا إذا خفت من شره أما إذا لم تخف من شره وأنه رجل لا يبالي سلمت أم لم تسلم فادخل لقضاء مصلحتك منه بدون سلام

এটিই ইনসাফ বা ন্যায়বিচার। এ কারণেই কোনো কোনো আলেম বলেছেন, যদি কোনো অমুসলিম স্পষ্ট ‘লাম’ উচ্চারণের সাথে ‘আস-সালামু আলাইকুম’ বলে, তবে আপনি ‘ওয়া আলাইকুমুস সালাম’ বলুন। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে প্রেক্ষাপটের ওপর ভিত্তি করে ‘ওয়া আলাইকুম’ বলতে বলেছিলেন, তা এখন আর বিদ্যমান নেই। বুখারী শরীফে ইবনে উমর (রা.)-এর হাদিসে যেমনটি এসেছে যে, তারা (তৎকালীন ইহুদিরা) বলত ‘আস-সামু আলাইকুম’ (তোমাদের মৃত্যু হোক)। তাই তারা যখন সালাম দিত, তখন (রাসূলুল্লাহ সা. নির্দেশ দিলেন) তোমরা বলো ‘ওয়া আলাইকুম’ (এবং তোমাদের ওপরও)। এটি একটি সুস্পষ্ট কারণ (ইল্লাত); কেননা আমরা ‘ওয়া আলাইকুম’ বলি এই কারণে যে তারা ‘আস-সামু আলাইকুম’ বলে। কিন্তু যদি তারা স্পষ্টভাবে ‘সালাম’ বলে, তবে আমরা ‘ওয়া

আলাইকুমুস সালাম’ বলব। কারণ মুসলিমরাই হলো ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অটল ও শ্রেষ্ঠ জাতি, আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। সুতরাং তারা যদি ‘আস-সালামু আলাইকুম’ বলে, তবে আমরা ‘ওয়া আলাইকুমুস সালাম’ বলব। তারা যদি ‘আহলান ওয়া সাহলান’ (স্বাগতম) বলে, তবে আপনিও ‘আহলান ওয়া সাহলান’ বলুন। তারা যদি ‘মারহাবা’ বলে, তবে আপনিও ‘মারহাবা’ বলুন। অর্থাৎ তারা আমাদের সাথে যেমন ব্যবহার করবে, আমরাও তাদের তেমন প্রতিদান দেব। কিন্তু বর্তমানে কিছু মানুষের কাছে বিষয়টি জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, আমরা এমন কিছু অমুসলিমদের দ্বারা পরীক্ষিত যারা বিভিন্ন কোম্পানির প্রধান হিসেবে নিয়োজিত। এমতাবস্থায় একজন মুসলিম যখন কোনো ইহুদি বা খ্রিস্টান কোম্পানি প্রধানের অফিসে প্রবেশ করেন, তখন তিনি কী বলবেন? আমরা বলি যে, তিনি সালাম দেবেন এবং কেবল ‘আস-সালাম’ শব্দটি বলবেন; আর এর দ্বারা তিনি নিজের ওপর শান্তি বর্ষিত হওয়ার নিয়ত করবেন। কারণ আপনি যখন সম্বোধনসূচক শব্দটি বাদ দেবেন, তখন এই সালাম কার প্রতি তা অস্পষ্ট থেকে যায়। এটি তখন করবেন যদি আপনি তার অনিষ্টের ভয় করেন। আর যদি আপনি তার অনিষ্টের ভয় না করেন এবং সে এমন ব্যক্তি হয় যে আপনি সালাম দিলেন কি দিলেন না তাতে তার কোনো ঝঞ্জেপ নেই, তবে সালাম প্রদান ছাড়াই আপনার প্রয়োজনীয় কাজে তার নিকট প্রবেশ করুন।

(ص: 426) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام لكن إذا خفت من شره فنقول السلام فقط واختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز أن نبدأهم بغير السلام مثل مرحباً أهلاً وسهلاً ...

فمنهم من قال لا بأس به تأليفاً لاسيما إن خاف منه أو لم يأمن شره ومنهم من قال لا لأن ذلك فيه تعظيم له والإنسان في هذه الحال مرحباً أهلاً وما أشبه ذلك ينظر ما تقتضيه الحاجة أو المصلحة ثم ذكر المؤلف حديث إذا مر الإنسان بجمع

فيه مسلمون وكفار هل يترك السلام لأن فيهم كفارا أمر يسلم لأن فيه مسلمين
اجتمع الآن سببان مبيح وحظر المبيح وهم المسلمون والحاضر المانع وهم الكفار
لكن هنا يمكن تشذير الحكم وإلا فالقاعدة الشرعية أنه إذا اجتمع مبيح وحظر
وتعذر انفكاك أحدهما عن الآخر فإنه يغلب جانب الحاضر أي المانع لكن هنا يمكن
من الانفكاك تسلم وتنوي على المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس
فيه أخلاط من المشركين واليهود وفيهم مسلمون فسلم عليهم والله الموفق

কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানদের
আগে সালাম দিও না। তবে যদি কারো অনিষ্টের ভয় থাকে, তবে আমরা কেবল ‘সালাম’
বলব। আর আলেমগণ (রাহিমাহুমুল্লাহ) এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন যে, তাদের কি সালাম
ব্যতিরেকে অন্য কোনো শব্দে—যেমন ‘মারহাবা’ (স্বাগতম), ‘আহলান ওয়া সাহলান’—
সম্ভাষণ জানানো জায়েজ কি না ...

তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন যে, হৃদয়তা সৃষ্টির লক্ষ্যে এতে কোনো দোষ নেই; বিশেষ
করে যদি তার পক্ষ থেকে অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে বা তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা না যায়।
আবার কেউ কেউ বলেছেন, তা জায়েজ নয়; কারণ এতে তাকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়।
এমতাবস্থায় ‘মারহাবা’, ‘আহলান’ বা এ জাতীয় শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা
মাসলাহাত (কল্যাণ) কী দাবি করে, তা লক্ষ্য করা উচিত। অতঃপর লেখক একটি হাদিস
উল্লেখ করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি যদি এমন কোনো সমাবেশের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে
যেখানে মুসলিম ও কাফির উভয়ই রয়েছে, তবে সেখানে কি কাফিরদের উপস্থিতির কারণে
সালাম ত্যাগ করবে, নাকি মুসলিমদের উপস্থিতির কারণে সালাম প্রদান করবে? এখানে এখন
দুটি কারণ একত্রিত হয়েছে: একটি বৈধকারী এবং অপরটি নিষিদ্ধকারী। বৈধকারী দিকটি হলো
মুসলিমদের উপস্থিতি, আর নিষিদ্ধকারী বা প্রতিবন্ধক দিকটি হলো কাফিরদের উপস্থিতি। তবে
এক্ষেত্রে বিধানটিকে পৃথক করা সম্ভব; অন্যথায় শরিয়তের মূলনীতি হলো, যখন কোনো
বৈধকারী ও নিষিদ্ধকারী বিষয় একত্রিত হয় এবং একটিকে অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব
হয়ে পড়ে, তখন নিষিদ্ধ করার দিকটিই প্রাধান্য পায়। কিন্তু এখানে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব: আপনি
সালাম দেবেন এবং মনে মনে মুসলিমদের উদ্দেশ্য করবেন। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম) এমন এক মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন যেখানে মুশরিক ও

ইয়াহুদিদের সংমিশ্রণ ছিল এবং সেখানে মুসলিমরাও উপস্থিত ছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি তাদের সালাম দিয়েছিলেন। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 427) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ختم المؤلف رحمه الله كتاب السلام وآدابه بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل إذا جاء إلى المجلس ثم قام منه ومن المعلوم أن الإنسان إذا دخل على قوم فإنه يسلم عليهم كما سبق والسلام سنة مؤكدة وردة فرض عين على من سلم عليه وإذا كانوا جماعة فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين لكن إذا كانوا جماعة وكان من المعلوم أن المسلم يريد بالقصد الأول واحدا منهم وجب على هذا الواحد أن يرد مثلا لو كانوا طلبة ومعهم معلمهم والذي دخل وسلم يريد بالقصد الأول نفس المعلم فإنه يجب على المعلم أن يرد ولا يكفي رد الجماعة كالطلبة مثلا وكذلك لو كان أمير مع رجاله وشرطته فدخل إنسان وسلم فإنه من المعلوم أن المقصود بالقصد الأول هو الأمير فيجب عليه أن يرد أما إذا كانوا جماعة متساوين ولم يعلم أن واحدا منهم هو المقصود بالقصد الأول فإنه إذا رد أحدهم السلام كفي لأن رد السلام فرض كفاية

লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) 'সালাম ও এর আদব' অধ্যায়টি আবু হুরায়রা (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণিত এমন এক ব্যক্তির হাদিস দ্বারা সমাপ্ত করেছেন, যে মজলিসে আসে এবং এরপর সেখান থেকে উঠে যায়। এটি সুবিদিত যে, কোনো ব্যক্তি যখন কোনো জনসমষ্টির কাছে প্রবেশ করে, তখন সে তাদের সালাম দেবে, যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। সালাম প্রদান করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা এবং যাকে সালাম প্রদান করা হয়েছে তার ওপর এর উত্তর দেওয়া ফরজে আইন। আর যদি তারা একটি দল হয়, তবে সালামের উত্তর দেওয়া ফরজে কিফায়া; যদি তাদের মধ্য থেকে কেউ তা আদায় করে নেয়, তবে অবশিষ্টদের ওপর

থেকে সে দায়িত্ব রহিত হয়ে যায়। কিন্তু তারা যদি একটি দল হয় এবং এটি জানা থাকে যে সালাম প্রদানকারী প্রাথমিকভাবে তাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট একজনকে উদ্দেশ্য করেছেন, তবে সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপরই উত্তর দেওয়া ওয়াজিব। উদাহরণস্বরূপ, যদি তারা একদল ছাত্র হয় এবং তাদের সাথে তাদের শিক্ষক থাকেন, আর প্রবেশকারী ব্যক্তি সালাম দেওয়ার মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে সেই শিক্ষককেই উদ্দেশ্য করেন, তবে শিক্ষকের ওপরই উত্তর দেওয়া ওয়াজিব এবং ছাত্রদের উত্তর দেওয়া এক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে না। একইভাবে, যদি কোনো আমির তার সাথী ও রক্ষীবাহিনীর সাথে থাকেন এবং কোনো ব্যক্তি এসে সালাম দেয়, তবে এটি স্পষ্ট যে সালামের মূল লক্ষ্য হলেন সেই আমির; সুতরাং সালামের উত্তর দেওয়া তাঁর জন্যই আবশ্যিক। কিন্তু তারা যদি সমমর্যাদার একটি দল হয় এবং এটি জানা না থাকে যে তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট কেউ সালামের মূল লক্ষ্য, তবে তাদের মধ্য থেকে যেকোনো একজন উত্তর দিলে তা যথেষ্ট হবে; কারণ সালামের উত্তর দেওয়া ফরজে কিফায়া।

(ص: 428) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

L20/ باب استحباب السلام إذا قام عن المجلس وفارق جلساءه أو جلسه
869 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
 انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق
 من الآخرة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن ففي هذا الحديث أن الرجل
 إذا دخل على المجلس فإنه يسلم فإذا أراد أن ينصرف وقام وفارق المجلس فإنه
 يسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال ليست الأولى بأحق من الثانية
 يعني كما أنك إذا دخلت تسلم كذلك إذا فارق تسلم ولهذا إذا دخل الإنسان
 المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا خرج سلم عليه أيضاً وإذا دخل
 مكة لعبرة أو حج بدأ بالطواف وإذا فارق مكة وخرج ختم بالطواف لأن الطواف

تحية مكة لمن دخل بحج أو عمرة وكذلك وداع مكة لمن أتى بحج أو عمرة ثم سافر
وهذا من

/oএল২ মজলিস থেকে ওঠার সময় এবং সঙ্গীদের ছেড়ে যাওয়ার সময় সালাম প্রদানের মুস্তাহাব হওয়া বিষয়ক পরিচ্ছেদ

৮৬৯ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমাদের কেউ যখন কোনো মজলিসে পৌঁছায়, তখন সে যেন সালাম দেয়। আর যখন সে সেখান থেকে ওঠার ইচ্ছা করে, তখনও যেন সালাম দেয়। কেননা প্রথম সালামটি শেষ সালামটির তুলনায় অধিক হকের দাবিদার নয়। এটি আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী একে হাসান হাদীস বলেছেন। এই হাদীসটির শিক্ষা হলো, কোনো ব্যক্তি যখন মজলিসে প্রবেশ করবে তখন সে সালাম প্রদান করবে, আবার যখন সে প্রস্থান করতে চাইবে, উঠে দাঁড়াবে এবং মজলিস ত্যাগ করবে, তখনও সে সালাম প্রদান করবে। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, প্রথম সালামটি দ্বিতীয় সালামটির চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ নয়। অর্থাৎ আপনি প্রবেশের সময় যেভাবে সালাম প্রদান করেন, প্রস্থানের সময়ও ঠিক সেভাবেই সালাম প্রদান করবেন। এই কারণেই মানুষ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি সালাম পেশ করে এবং যখন বের হয়, তখনও তাঁর প্রতি সালাম পেশ করে। তদ্রূপ যখন কেউ উমরাহ বা হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করে, তখন সে তাওয়াফ দিয়ে শুরু করে এবং যখন মক্কা ত্যাগ করে চলে যায়, তখন তাওয়াফ দিয়েই শেষ করে। কারণ হজ্জ বা উমরাহ করতে আসা ব্যক্তিদের জন্য তাওয়াফ হলো মক্কার অভিবাদন স্বরূপ, আর যারা হজ্জ বা উমরাহ সম্পাদন করে সফর করে বিদায় নিচ্ছে, তাদের জন্যও এটি বিদায়ী অভিবাদন। এটি মূলত...

كَمَا الشَّرِيعَةُ أَنَّهُا جَعَلَتْ الْمُبْتَدِيَّ وَالْمُنْتَهِيَّ عَلَى حَدِّ سَوَاءٍ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأُمُورِ
وَالشَّرِيعَةُ كَمَا نَعْلَمُ جَمِيعًا مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ
ثُمَّ فَصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} فَتَجِدُهَا كُلَّهَا مِتْنَسِقَةً مُتَصَاحِبَةً لَيْسَ فِيهَا تَنَاقُضٌ
وَلَا تَفْرِيطٌ حَتَّى إِنَّ الرُّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ بِنَعْلٍ وَاحِدٍ
وَلَوْ لِإِصْلَاحِ الْأُخْرَى لِمَاذَا؟ لِأَنَّكَ إِذَا خَصَصْتَ إِحْدَى قَدَمَيْكَ بِالنَّعْلِ صَارَ ذَلِكَ جَوْرًا
وَعَدَمَ عَدْلٍ فَهَكَذَا نَرَى أَنَّ الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ جَاءَتْ بِالْعَدْلِ فِي كُلِّ شَيْءٍ {إِنَّ اللَّهَ
يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يُعْظَمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ

শরিয়তের পূর্ণাঙ্গতা এই যে, তা এই জাতীয় বিষয়ে নবীন ও প্রবীণ উভয়কে সমান স্তরে রেখেছে। আর শরিয়ত—যেমনটি আমরা সকলে অবগত—তা মহা প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: {এটি এমন এক কিতাব যার আয়াতসমূহ সুসংবদ্ধ করা হয়েছে এবং অতঃপর প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ থেকে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে}। সুতরাং আপনি একে পাবেন সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুসংবদ্ধ, যাতে নেই কোনো বৈপরীত্য কিংবা কোনো শৈথিল্য। এমনকি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো ব্যক্তিকে এক পায়ে জুতো পরে হাঁটতে নিষেধ করেছেন, যদিও তা অপর জুতোটি মেরামতের উদ্দেশ্যে হয়। কেন? কারণ আপনি যখন কেবল একটি পা-কে জুতোর জন্য নির্দিষ্ট করেন, তখন তা অবিচার ও ইনসাফের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। এভাবেই আমরা দেখি যে, ইসলামী শরিয়ত প্রতিটি বিষয়ে ন্যায়বিচার নিয়ে এসেছে। {নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার, সদাচরণ এবং নিকটাত্মীয়দের দান করার নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো}। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلبوا على أهلها} وقال تعالى {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم}

870 - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع متفق عليه

871 - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر متفق عليه

872 - وعن ربعي بن حراش قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل

/0L2 অনুমতি প্রার্থনা এবং এর আদবসমূহ পরিচ্ছেদ

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, {হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি গ্রহণ করো এবং গৃহবাসীদের প্রতি সালাম পেশ করো}। তিনি আরও বলেন, {আর তোমাদের সন্তানরা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন তারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে, যেভাবে তাদের পূর্ববর্তীরা অনুমতি প্রার্থনা করত}।

৮৭০ - আবু মুসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "অনুমতি প্রার্থনা তিনবার। যদি তোমাকে অনুমতি দেওয়া হয় (তবে প্রবেশ করো), অন্যথায় ফিরে যাও।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

৮৭১ - সাহল ইবনে সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "দৃষ্টির (সুরক্ষার) কারণেই মূলত অনুমতি গ্রহণের বিধান দেওয়া হয়েছে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

৮৭২ - রিবয়ী ইবনে হিরাশ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু আমির গোত্রের এক ব্যক্তি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট

অনুমতি প্রার্থনা করলেন যখন তিনি ঘরে ছিলেন। তখন তিনি বললেন: "আমি কি প্রবেশ করব?" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর খাদেমকে বললেন: "এই ব্যক্তির নিকট বাইরে যাও এবং তাকে অনুমতি চাওয়ার নিয়ম শিখিয়ে দাও। তাকে বলো যেন সে বলে: আসসালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করতে পারি?" সেই ব্যক্তি তা শুনতে পেলেন এবং বললেন: "আসসালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করতে পারি?" তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে অনুমতি দিলেন এবং তিনি প্রবেশ করলেন। (আবু দাউদ এটি সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন)।

(ص: 431) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رواه أبو داود بإسناد صحيح
873 - عن كعدة بن الحنبل رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم
 فدخلت عليه ولم أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرجع فقل السلام عليكم
 فأدخل رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب الاستئذان وآدابه والاستئذان
 يعني طلب الإذن أن تطلب من صاحب البيت أن يأذن لك في الدخول فإن أذن لك
 فأدخل وإن لم يأذن لك فلا تدخل حتى لو قال لك بصراحة أرجع فأرجع كما قال
 الله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم وأنت يا صاحب البيت لا تستح
 أن تقول أرجع وأنت أيها المستأذن لا تغضب عليه إذا قال: لك أرجع لأن الإنسان
 قد يكون في حاجة وقد يكون غير مستعد لاستقبال الناس فلا يمكن أن تلجئه

وتحرجه وإذا رجعت بعد أن قال لك: ارجع فإن الله يقول ذلك هو أذكى لك {فارجعوا هو أذكى لكم} أي أذكى لقلوبكم وأطهر

অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে অনুমতি দিলেন এবং তিনি প্রবেশ করলেন। ইমাম আবু দাউদ একটি বিশুদ্ধ সনদসহ এটি বর্ণনা করেছেন।

৮৭৩ - কালদাহ ইবনুল হানবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসলাম এবং সালাম না দিয়েই তাঁর কাছে প্রবেশ করলাম। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "তুমি ফিরে যাও এবং বলো— আসসালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করতে পারি?" এটি ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি (তিরমিযী) একে হাসান হাদীস বলেছেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) তাঁর 'রিয়ায়ুস সালিহীন' গ্রন্থে বলেছেন: "অনুমতি প্রার্থনা ও এর আদবসমূহ" পরিচ্ছেদ। আর অনুমতি প্রার্থনা বলতে বুঝায় প্রবেশের অনুমতি চাওয়া; অর্থাৎ তুমি গৃহকর্তার কাছে অনুমতি চাইবে যেন তিনি তোমাকে প্রবেশের অনুমতি দেন। যদি তিনি তোমাকে অনুমতি দেন তবে প্রবেশ করো, আর যদি অনুমতি না দেন তবে প্রবেশ করো না। এমনকি তিনি যদি তোমাকে স্পষ্টভাবে বলেন 'ফিরে যাও', তবে ফিরে যাও, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আর যদি তোমাদের বলা হয় ফিরে যাও, তবে তোমরা ফিরে যাবে; এটিই তোমাদের জন্য অধিকতর পবিত্র।" হে গৃহস্থামী, আপনি 'ফিরে যাও' বলতে সংকোচ বোধ করবেন না। আর হে অনুমতি প্রার্থী, তিনি যদি আপনাকে 'ফিরে যাও' বলেন তবে আপনি তাঁর ওপর রাগান্বিত হবেন না। কারণ মানুষ কোনো প্রয়োজনে থাকতে পারেন অথবা মানুষের সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত না-ও থাকতে পারেন; তাই তাঁকে বাধ্য করা বা বিব্রত করা সমীচীন নয়। আর যখন তিনি আপনাকে 'ফিরে যাও' বললেন এবং আপনি ফিরে গেলেন, তখন আল্লাহ বলেছেন যে তা আপনার জন্য অধিকতর পবিত্র। "তোমরা ফিরে যাও, এটিই তোমাদের জন্য অধিকতর পবিত্র" অর্থাৎ এটি তোমাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পরিশুদ্ধ ও পবিত্র।

وذكر المؤلف رحمه الله آيتين من كتاب الله الآية الأولى وقد سبق الكلام عليها وهي قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا} وقلنا إن معنى الاستئناس يعني أن تستأذنوا أو أن تعلموا علم اليقين أن صاحبكم مستعد لدخولكم ومن ذلك إذا واعدك الإنسان قال لك مثلاً ائتني بعد صلاة الظهر فإذا وجدت الباب مفتوحاً فهو إذن فأنت إذا أتيت لا حاجة لأن تستأذن لأن صاحب البيت قال لك ائتني في الموعد المحدد فإذا وجدت الباب مفتوحاً فهذا إذن فالإذن لا فرق بين أن يكون سابقاً أو لاحقاً مادام قد علمت أن الرجل لم يفتح بابه إلا من أجل أن تدخل وبينك وبينه موعد فادخل ولكن لا بأس بل الأولى بلا شك أن تسلم عند الدخول لو لم يكن في ذلك إلا أن تحصل أجر السلام وثوابه والدعاء من أخيك حيث يقول لك وعليك السلام أما الآية الثانية فهي قوله تعالى {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم} إذا بلغوا الحلم يعني بلغوا بالإنزال لكن كني عنه بالحلم لأن الغالب أن الإنسان لا يخرج منه المني أول ما يخرج إلا بالاحتلام

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) আল্লাহর কিতাব থেকে দুটি আয়াত উল্লেখ করেছেন। প্রথম আয়াতটি নিয়ে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, যা হলো মহান আল্লাহর বাণী: "হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য ঘরে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি গ্রহণ করো।" আমরা বলেছিলাম যে, অনুমতি গ্রহণের অর্থ হলো তোমরা অনুমতি প্রার্থনা করবে অথবা দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত হবে যে গৃহস্থামী তোমাদের প্রবেশের জন্য প্রস্তুত আছেন। এর একটি উদাহরণ হলো যখন কোনো ব্যক্তি আপনার সাথে সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করে, যেমন সে আপনাকে বলল: "যোহরের নামাজের পর আমার কাছে এসো, যদি দরজা খোলা পাও তবে সেটাই অনুমতি।" এমতাবস্থায় আপনি যখন আসবেন, তখন নতুন করে অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ গৃহস্থামী আপনাকে নির্দিষ্ট সময়ে আসতে বলেছেন এবং দরজা খোলা

রাখাই একটি অনুমতি। সুতরাং অনুমতি আগে দেওয়া হোক বা পরে, তাতে কোনো পার্থক্য নেই যতক্ষণ না আপনি নিশ্চিত হচ্ছেন যে ব্যক্তিটি কেবল আপনার প্রবেশের উদ্দেশ্যেই দরজা খোলা রেখেছেন এবং আপনাদের মধ্যে আগে থেকেই সময় নির্ধারিত ছিল; এমতাবস্থায় আপনি প্রবেশ করতে পারেন। তবে প্রবেশের সময় সালাম দেওয়াতে কোনো দোষ নেই, বরং এটিই নিঃসন্দেহে উত্তম। এতে অন্তত সালামের সওয়াব ও প্রতিদান অর্জিত হবে এবং আপনার ভাইয়ের পক্ষ থেকে দুআও লাভ হবে, যখন তিনি বলবেন: "আপনার ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক।"

আর দ্বিতীয় আয়াতটি হলো মহান আল্লাহর বাণী: "তোমাদের সন্তানরা যখন বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছায়, তখন তারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে, যেভাবে তাদের পূর্ববর্তীরা অনুমতি প্রার্থনা করত।" বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছানোর অর্থ হলো বীর্যপাতের মাধ্যমে সাবালক হওয়া। তবে একে 'স্বপ্নদোষ' শব্দ দ্বারা রূপকভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে, কারণ সাধারণত মানুষের প্রথম বীর্যপাত স্বপ্নদোষের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

(ص: 433) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وإن كان بعض الناس يبلغ بدون احتلام لكن الغالب أنه يحتلم فإذا بلغ الطفل الحلم فإنه لا يدخل البيت إلا باستئذان أما قبل ذلك فأمره هين لكن هناك ثلاث عورات لا بد من الاستئذان فيها {يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات} 1 - الأولى من قبل صلاة الفجر 2 - والثانية حين تضعون ثيابكم من الظهيرة 3 - والثالثة ومن بعد صلاة العشاء هذه الأوقات لا بد منها أن نستأذن حتى الصغار لا بد وأن يستأذنوا لأن الإنسان في هذه الأوقات الثلاثة قد يكون متهيئاً للنوم وعليه ثياب لا يحب أن يطلع عليه أحد فلذلك لا بد من الاستئذان في هذه الساعات الثلاث وأما بالنسبة للنظر نظر الطفل للمرأة فليس مقيداً بالبلوغ بل هو مقيد بها إذا عرف من الطفل

أنه ينظر إلى المرأة نظر شهوة فإذا علم ولو لم يكن له إلا عشر سنوات فإنه يجب عليها أن تحتجب عنه لأن الله قال {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} يعني أزواجهن إلى

যদিও কিছু মানুষ স্বপ্নদোষ ছাড়াই বয়ঃসন্ধিতে উপনীত হয়, তবে সাধারণত স্বপ্নদোষের মাধ্যমেই তা ঘটে থাকে। সুতরাং শিশু যখন বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছাবে, তখন সে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত ঘরে প্রবেশ করবে না। তবে এর পূর্বের সময়গুলোতে বিষয়টি শিথিল, কিন্তু তিনটি গোপনীয় সময় রয়েছে যাতে অবশ্যই অনুমতি নিতে হবে: {হে মুমিনগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসী এবং তোমাদের মধ্যে যারা এখনও বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছায়নি, তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে।} ১- প্রথমত, ফজর সালাতের পূর্বে। ২- দ্বিতীয়ত, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখো। ৩- এবং তৃতীয়ত, এশা সালাতের পর। এই সময়গুলোতে অবশ্যই অনুমতি নিতে হবে, এমনকি শিশুদের জন্যও অনুমতি নেওয়া আবশ্যিক; কারণ মানুষ এই তিনটি সময়ে বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে এবং এমন পোশাকে থাকতে পারে যা অন্য কেউ দেখুক তা সে পছন্দ করে না। এই কারণেই এই তিন সময়ে অনুমতি নেওয়া আবশ্যিক। আর নারীর প্রতি শিশুর দৃষ্টিপাতের বিষয়টি কেবল বয়ঃসন্ধির সাথে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা শিশুর মাঝে নারীর প্রতি কামনাসিক্ত দৃষ্টির উপস্থিতি পরিলক্ষিত হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং যদি এটি জানা যায়—এমনকি তার বয়স মাত্র দশ বছর হলেও—তবে নারীর জন্য তার সামনে পর্দা করা ওয়াজিব। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {আর মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, তবে যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ব্যতীত। আর তারা যেন তাদের ওড়না বক্ষদেশের ওপর টেনে দেয় এবং তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের স্বামী ব্যতীত...} অর্থাৎ তাদের স্বামী থেকে শুরু করে...

أن قال {أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء} قال العلماء الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني ليس لهم غرض في النساء ولا يسري على بالهم المرأة بعض الأطفال من حين ما يتم له عشر سنوات وهو ينظر إلى النساء نظر شهوة وهذا يختلف كما قلت قد يكون هذا الطفل يجلس مع قوم أكثر حديثهم في النساء فهذا تتربى فيه الشهوة الجنسية من البداية وقد يكون عند قوم ليس همهم إلا الدرس وحفظ القرآن وما أشبه ذلك ولا يسري على بالهم هذا الشيء فلا تنبو فيه هذه الغريزة على كل حال فإذا عرفنا أن الطفل يطلع على عورة المرأة ويتكلم في النساء وأشبعت نظراته نظرة الإنسان المشتتهي فإنه يجب على المرأة أن تحتجب عنه ولو لم يكن له إلا عشر سنين مع أن العلماء رحمهم الله يقولون يمكن لمن تم له عشر سنين أن يأتي له أولاد يعني وعنده (11) سنة فلا تستغرب إذا جاء له ولد إذا تزوج وجامع زوجه فلا تستغرب ويذكر أن عمرو بن العاص ليس بينه وبين ابنه عبد الله إلا إحدى عشرة سنة وقال الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة عندنا الآن تبلغ الواحد والعشرين وما تزوجت حتى الآن لأن المرأة يمكن أن تبلغ تحيض ولها تسع سنوات فإذا قدرنا أنها تزوجت ولها تسع سنوات يعني

মহান আল্লাহর বাণী: {অথবা ঐসব শিশু যারা নারীদের গোপনীয় অঙ্গ বা বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবগত নয়}। উলামায়ে কিরাম বলেন, 'যারা নারীদের গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত নয়' বলতে এমন শিশুদের বোঝানো হয়েছে যাদের নারীদের প্রতি কোনো আসক্তি নেই এবং তাদের মনে নারী সংক্রান্ত কোনো কামনার উদ্রেক হয় না। কিছু শিশু এমন থাকে যারা দশ বছর পূর্ণ হওয়ার পর থেকেই নারীদের দিকে কামাতুর দৃষ্টিতে তাকায়। এটি ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির কারণে হতে পারে যেমনটি আমি বলেছি—হয়তো শিশুটি এমন লোকদের সাথে অবস্থান করে যাদের অধিকাংশ আলোচনা নারীদের কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, ফলে তার মধ্যে প্রথম থেকেই যৌন কামনার বিকাশ ঘটে। আবার হয়তো সে এমন লোকদের সান্নিধ্যে থাকে যাদের মূল লক্ষ্য

হলো শিক্ষা অর্জন, কুরআন হিফজ করা বা এই জাতীয় কাজ, ফলে তাদের মনে এই ধরনের কোনো চিন্তা আসে না এবং তাদের মধ্যে এই প্রবৃত্তি গড়ে ওঠে না। মোটকথা, আমরা যদি বুঝতে পারি যে কোনো শিশু নারীর গোপনীয় বিষয়সমূহ লক্ষ্য করছে এবং নারীদের নিয়ে আলোচনা করছে, আর তার চাহনি যদি কামাসক্ত ব্যক্তির চাহনির মতো হয়, তবে সেই নারীর জন্য তার সামনে পর্দা করা ওয়াজিব বা আবশ্যিক; যদিও তার বয়স মাত্র দশ বছর হয়। অথচ উলামায়ে কিরাম (রহিমাল্লহু) বলেন, যার দশ বছর পূর্ণ হয়েছে তার সন্তান হওয়া সম্ভব, অর্থাৎ এগারো বছর বয়সে সে বাবা হতে পারে। সুতরাং সে যদি বিবাহ করে এবং স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর তার সন্তান হয়, তবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। বর্ণিত আছে যে, আমার ইবনুল আস (রা.) এবং তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ (রা.)-এর মধ্যবর্তী বয়সের ব্যবধান ছিল মাত্র এগারো বছর। ইমাম শাফিঈ (রহিমাল্লহু) বলেন, "আমি এমন এক নানি দেখেছি যার বয়স ছিল মাত্র একুশ বছর।" বর্তমানে আমাদের মাঝে মেয়েরা একুশ বছরে পদার্পণ করেও অবিবাহিত থাকে, অথচ একজন নারী নয় বছর বয়সেই ঋতুবতী হয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হতে পারে। সুতরাং আমরা যদি ধরে নিই যে সে নয় বছর বয়সে বিবাহিতা হয়েছে, অর্থাৎ...

(ص: 435) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

في العاشرة وحملت في أول سنة وأتت ببنت ثم إن البنت لما تم لها تسع سنوات تزوجت في العاشرة كم هكذا (20) سنة يأتيها ولد في الحادي والعشرين فتكون جدته أم البنت والشافعي رحمه الله صدوق يقول رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة والحاصل أنه إذا بلغ الطفل الحلم فلا يدخل البيت إلا باستئذان وإذا اطلع على عورات النساء وصار يتكلم فيهن وينظر إليهن بشهوة فإنه يجب أن تستتر عنه المرأة ولم لو يتم له إلا عشر سنوات والله الموفق

দশ বছর বয়সে তার বিয়ে হয় এবং প্রথম বছরেই তিনি গর্ভধারণ করে একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেন। অতঃপর সেই কন্যার বয়স যখন নয় বছর পূর্ণ হলো, তখন দশম বছরে

পদার্পণকালে তার বিয়ে হলো। এভাবে বিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর একুশতম বছরে তার (ঐ কন্যার) সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। ফলে সেই কন্যার মা নানী হয়ে গেলেন। ইমাম শাফিঈ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) একজন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি; তিনি বলেন, ‘আমি এমন একজন নানীকে দেখেছি যার বয়স মাত্র একুশ বছর।’ মূল কথা হলো, যখন কোনো শিশু প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তখন সে অনুমতি ছাড়া ঘরে প্রবেশ করবে না। আর যদি সে নারীদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত হয় এবং তাদের নিয়ে চর্চা করে কিংবা লালসার দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকায়, তবে তার সামনে নারীর জন্য পর্দা করা আবশ্যিক, যদিও তার বয়স কেবল দশ বছরই হয়ে থাকে। আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

(ম: 436) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

L20/ باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى وكراهية تشميتة إذا لم
يحمد الله تعالى وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب
878 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب
العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقاً على كل مسلم
سمعه أن يقول له يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا ثأب أحدكم
فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا ثأب ضحك منه الشيطان رواه البخاري
879 - وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله
وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله
ويصلح بالكم رواه البخاري
880 - وعن أبي موسى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته فإن لم يحمد الله فلا تشمته رواه مسلم

হাঁচিদাতার আল্লাহর প্রশংসা (হামদ) করা সাপেক্ষে তার হাঁচির উত্তর প্রদান (তাশমিত) মুস্তাহাব হওয়া, আর সে যদি আল্লাহর প্রশংসা না করে তবে তার উত্তর প্রদানের অপছন্দনীয়তা; এবং হাঁচির উত্তর প্রদান, হাঁচি ও হাই তোলার আদবসমূহের বর্ণনা বিষয়ক পরিচ্ছেদ

৮৭৮ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দেয় এবং আল্লাহর প্রশংসা করে, তখন যে কোনো মুসলিম তা শুনবে তার ওপর কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' (আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন) বলা। আর হাই তোলা তো শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। অতএব তোমাদের কেউ যখন হাই তোলে, তখন সে যেন যথাসাধ্য তা রোধ করার চেষ্টা করে। কেননা তোমাদের কেউ যখন হাই তোলে, তখন শয়তান তাকে দেখে হাসে।" (বুখারী)

৮৭৯ - তাঁর (আবু হুরায়রা) থেকেই বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দেয়, সে যেন বলে 'আলহামদুলিল্লাহ' (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য), এবং তার ভাই অথবা সাথী যেন তাকে বলে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' (আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন)। অতঃপর যখন সে তাকে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে, তখন সে (হাঁচিদাতা) যেন বলে 'ইয়াহদিকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহ বালাকুম' (আল্লাহ তোমাদের হিদায়াত দান করুন এবং তোমাদের অবস্থা সংশোধন করে দিন)।" (বুখারী)

৮৮০ - আবু মূসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দেয় এবং আল্লাহর প্রশংসা করে, তখন তোমরা তার হাঁচির উত্তর দাও। আর যদি সে আল্লাহর প্রশংসা না করে, তবে তার হাঁচির উত্তর দিও না।" (মুসলিম)

881 - وعن أنس رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الذي لم يشتمه عطس فلان فشتمه وعطست فلم تشمتني فقال هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله متفق عليه

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب استحباب تشييت العاطس إذا حمد الله تعالى وبيان آداب العاطس والتثاؤب العطاس من الله عز وجل يحبه الله كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس والسبب في ذلك أن العطاس يدل على النشاط والخفة ولهذا تجد الإنسان إذا عطس نشط والله سبحانه وتعالى يحب الإنسان النشط الجاد وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير

৮৮১ - আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপস্থিতিতে দুই ব্যক্তি হাঁচি দিলেন। তিনি তাদের একজনের হাঁচির উত্তর দিলেন কিন্তু অপরজনের উত্তর দিলেন না। যার হাঁচির উত্তর দেওয়া হয়নি তিনি বললেন, অমুক ব্যক্তি হাঁচি দিল আর আপনি তার উত্তর দিলেন, অথচ আমি হাঁচি দিলাম কিন্তু আপনি আমার উত্তর দিলেন না? তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করেছে, আর তুমি আল্লাহর প্রশংসা করোনি।" (বুখারি ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর ‘রিয়াদুস সালেহীন’ কিতাবে ‘আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করলে হাঁচিদাতার উত্তর দেওয়ার মুস্তাহাব হওয়া এবং হাঁচি ও হাই তোলার শিষ্টাচার বর্ণনা’ শীর্ষক অধ্যায়ে বলেন: হাঁচি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং আল্লাহ এটি পছন্দ করেন। যেমনটি আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ হাঁচি পছন্দ করেন।" এর কারণ হলো, হাঁচি শারীরিক

সক্রিয়তা ও লক্ষ্যতার পরিচয় বহন করে। এই কারণে আপনি দেখবেন যে, মানুষ যখন হাঁচি দেয় তখন সে সজীবতা অনুভব করে। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কর্মতৎপর ও নিষ্ঠাবান মানুষকে পছন্দ করেন। সহিহ হাদিসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন: "শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মুমিনের চেয়ে অধিক প্রিয়, তবে উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে।"

(ص: 438) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

والعطاس يدل على الخفة والنشاط فلهذا كان محبوباً إلى الله وكان مشروعاً للإنسان إذا عطس أن يقول الحمد لله لأنها نعمة أعطيها فليحمد الله عليها فيقول (الحمد لله) إذا عطس سواء أكان في الصلاة أو خارج الصلاة في أي مكان كان إلا أن العلماء رحمهم الله يقولون إذا عطس وهو في الخلاء فلا يقول بلسانه (الحمد لله) ولكن يحمد بقلبه لأنهم يقولون رحمهم الله إن الإنسان لا يذكر الله في الخلاء فإذا عطس الإنسان وحمد الله كان حقاً على كل من سمعه أن يقول له (يرحمك الله) فيدعو له بالرحمة جزاء له على حمده لله عز وجل فإنه لما حمد الله كان من جزائه أن إخوانه يدعون له بالرحمة وقوله كان حقاً على كل من سمعه ظاهراً أنه يجب على كل السامعين بأعيانهم ويؤيده قوله في الحديث الآخر إذا عطس فحمد الله فشمته وذهب بعض العلماء إلى أن تشميت العاطس فرض كفاية يعني إذا قال واحد من الجماعة يرحمك

হাঁচি দেওয়া শরীরের হালকাবোধ ও সজীবতার প্রমাণ বহন করে, আর এই কারণেই তা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়। মানুষের জন্য এটি বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যে, সে যখন হাঁচি দেবে তখন যেন 'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য' (আলহামদুলিল্লাহ) বলে। কেননা এটি এমন এক নেয়ামত যা তাকে দান করা হয়েছে, তাই এর জন্য তার আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত। সুতরাং

সে হাঁচি দেওয়ার সময় 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবে— চাই সে নামাজের ভেতরে থাকুক কিংবা বাইরে, যেকোনো স্থানেই হোক না কেন। তবে আলেম সমাজ (রহিমাহুমুল্লাহ) বলেন যে, যদি কেউ শৌচাগারে থাকা অবস্থায় হাঁচি দেয়, তবে সে মুখে উচ্চারণ করে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবে না, বরং অন্তরে আল্লাহর প্রশংসা করবে। কারণ তাঁরা (রহিমাহুমুল্লাহ) বলেন যে, শৌচাগারে আল্লাহর জিকির করা সমীচীন নয়। অতঃপর যখন কোনো ব্যক্তি হাঁচি দেয় এবং আল্লাহর প্রশংসা করে, তখন যে ব্যক্তি তা শুনবে তার ওপর এটি কর্তব্য হয়ে যায় যে সে তাকে বলবে 'আল্লাহ আপনার ওপর রহমত বর্ষণ করুন' (ইয়ারহামুকাল্লাহ)। এভাবে সে আল্লাহর প্রশংসা করার প্রতিদানস্বরূপ তার জন্য রহমতের দোয়া করবে। কেননা সে যখন আল্লাহর প্রশংসা করল, তখন তার প্রতিদান হিসেবে তার ভাইয়েরা তার জন্য রহমতের দোয়া করবে। আর 'এটি শ্রবণকারী প্রত্যেকের ওপর একটি হক'—এই বাণীর বাহ্যিক অর্থ হলো এটি প্রত্যেক শ্রোতার ওপর ব্যক্তিগতভাবে আবশ্যিক। অন্য একটি হাদিসের বক্তব্যও একে সমর্থন করে যেখানে বলা হয়েছে: 'যখন সে হাঁচি দেয় এবং আল্লাহর প্রশংসা করে, তখন তোমরা তার হাঁচির উত্তর দাও'। তবে কিছু আলেম এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, হাঁচিদাতার উত্তর দেওয়া 'ফরজে কেফায়া'; অর্থাৎ দলের মধ্য থেকে যদি একজন বলে 'আল্লাহ আপনার ওপর রহমত বর্ষণ করুন'...

(ص: 439) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الله كفي لكن الاحتياط أن يشمتة أي يدعو له بالرحمة كل من سبعه كما جاء في الحديث وأما التثأب فإنه من الشيطان ولهذا كان الله يكرهه لما إذا لأن التثأب يدل على الكسل ولهذا يكثر التثأب فيمن كان فيه نوم ولأجل أنه يدل على الكسل كان الله يكرهه ولكن إذا تشأب فالأولى أن يردده أي يرد التثأب يكظمه ويتصبر قال العلماء وإذا أردت أن تكظمه فعض على شفتك السفلى وليس عضاً شديداً فتقطع ولكن لأجل أن تضربها حتى لا ينفتح الفم فإلهم أن تكظم سواء بهذه الطريقة أو غيرها فإن عجزت عن الكظم فضع يدك على فمك وما ذكره بعض العلماء رحمهم الله

أَنْك تَضَع ظَهْرَهَا عَلَى الْفَمِ فَلَا أُصِلْ لَهُ وَإِنَّمَا تَضَع بَطْنَهَا تَسُدُّ الْفَمَ وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا تَشَاءَبَ ضَحَكَ الشَّيْطَانُ مِنْهُ لِأَنَّهُ أَيْ الشَّيْطَانُ يَعْرِفُ أَنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى كَسَلِهِ وَعَلَى فَتَوْرِهِ وَالشَّيْطَانُ يُحِبُّ مَنْ بَنَى آدَمَ أَنْ يَكُونَ كَسُولًا فَتَوْرًا أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْهُ وَيَكْرَهُ الْإِنْسَانُ النَّشِيطَ الْجَادَّ الَّذِي يَكُونُ دَائِمًا فِي حَزْمٍ وَقُوَّةٍ وَنَشَاطٍ فَإِذَا جَاءَكَ التَّشَاؤُبُ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكْظِمَهُ وَتَمْنَعَهُ فَهَذَا هُوَ السَّنَةُ وَهَذَا هُوَ الْأَفْضَلُ وَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى فَمِكَ

আল্লাহই যথেষ্ট। তবে সতর্কতা এই যে, হাদিসে বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী যে ব্যক্তিই হাঁচি শুনবে সে যেন তার জন্য রহমতের দোয়া করে। আর হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে, এ কারণেই আল্লাহ তা অপছন্দ করেন। কেন? কারণ হাই তোলা অলসতার বহিঃপ্রকাশ, আর এ কারণেই যে ব্যক্তি তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকে তার হাই বেশি আসে; এবং এটি অলসতার পরিচায়ক হওয়ার কারণেই আল্লাহ তা অপছন্দ করেন। তবে হাই আসলে তা প্রতিহত করাই শ্রেয়, অর্থাৎ হাই দমন করবে এবং ধৈর্য ধারণ করবে। উলামায়ে কেরাম বলেছেন, যদি তুমি তা দমন করতে চাও তবে তোমার নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরো—তবে এমন জোরে কামড় দেবে না যাতে তা কেটে যায়—বরং মুখ যেন খুলে না যায় সেজন্য তা চেপে রাখবে। মূল কথা হলো হাই দমন করা, চাই এই পদ্ধতিতে হোক বা অন্য কোনো উপায়ে; যদি দমন করতে অক্ষম হও তবে তোমার হাত মুখের ওপর রাখো। আর কোনো কোনো আলেম (আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন) যা উল্লেখ করেছেন যে, হাতের পিঠ মুখের ওপর রাখতে হবে—এর কোনো ভিত্তি নেই; বরং হাতের তালু দিয়ে মুখ বন্ধ করবে। এর কারণ হলো মানুষ যখন হাই তোলে তখন শয়তান তাকে দেখে হাসে, কেননা শয়তান জানে যে এটি তার অলসতা ও শৈথিল্যের লক্ষণ। শয়তান বনী আদমের অলসতা ও স্থবিরতা পছন্দ করে; আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের তার থেকে রক্ষা করুন। সে সেই উদ্যমী ও কর্মতৎপর মানুষকে অপছন্দ করে যে সর্বদা দৃঢ়তা, শক্তি ও সক্রিয়তার ওপর অবিচল থাকে। অতএব যখন তোমার হাই আসবে তখন যদি তুমি তা দমন ও প্রতিহত করতে পারো তবে সেটিই সুন্নাহ এবং সেটিই সর্বোত্তম; আর যদি সক্ষম না হও তবে তোমার হাত মুখের ওপর রাখো।

ولكن هل تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا لأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ماذا نفعل عند التثاؤب ولم يقل قولوا كذا وإنما قال اكظموا أو ردوا باليد ولم يقل قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما ما اشتهر عند بعض الناس أن الإنسان إذا تثأب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذا لا أصل له والعبادات مبنية على الشرع لا على الهوى لكن قد يقول بعض الناس أليس الله يقول وأما ينزغك من الشيطان نزغ فاستعد بالله إنه هو السميع العليم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التثاؤب من الشيطان فهذا نزغ؟ نقول لا فقد فهمت الآية خطأ فالمراد من الآية {إما ينزغك من الشيطان نزغ فاستعد بالله أنه هو السميع العليم} يعني الأمر بالمعاصي أو بترك الواجبات فهذا نزغ الشيطان كما قال تعالى فيه إنه ينزغ بين الناس فهذا نزغه أمر بالمعاصي والتضليل عن الواجبات فإن أحسست بذلك فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما التثاؤب فليس فيه إلا سنة فعلية فقط وهي الكظم ما استطعت فإن لم تقدر فضع يدك على فمك ومن آداب العطاس: أنه ينبغي للإنسان إذا عطس أن يضع ثوبه على وجهه قال أهل العلم وفي ذلك حكمتان الحكمة الأولى: أنه قد يخرج مع هذا العطاس أمراض تنتشر

কিন্তু আপনি কি ‘আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম’ বলবেন? না, কারণ এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শিখিয়েছেন হাই তোলার সময় আমাদের কী করতে হবে, কিন্তু তিনি এমন কিছু বলতে বলেননি। বরং তিনি বলেছেন তা দমন করতে অথবা হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরতে; তিনি ‘আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম’ বলতে নির্দেশ দেননি। আর কিছু মানুষের মাঝে যা প্রচলিত রয়েছে যে, হাই তুললে ‘আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম’ বলতে হয়—তার কোনো ভিত্তি নেই। ইবাদতসমূহ শরীয়তের বিধানের ওপর নির্ভরশীল, মানুষের খেয়াল-খুশির

ওপর নয়। তবে কেউ হয়তো বলতে পারেন যে, আল্লাহ কি বলেননি: “আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো; নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ”? আর যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন যে হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে, তাহলে এটি কি শয়তানি প্ররোচনা নয়? আমরা বলব—না, কারণ আপনি আয়াতটি ভুল বুঝেছেন। আয়াতে ‘শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো; নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ’ বলতে পাপাচারের নির্দেশ বা ওয়াজিব বর্জনের প্ররোচনা বোঝানো হয়েছে। এটিই শয়তানের কুমন্ত্রণা, যেমনটি আল্লাহ তাআলা তার সম্পর্কে বলেছেন যে সে মানুষের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে। সুতরাং পাপাচারের প্ররোচনা এবং ওয়াজিব থেকে বিচ্যুত করাই হলো তার কুমন্ত্রণা। যদি আপনি তা অনুভব করেন, তবে বলুন ‘আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম’। আর হাই তোলার ক্ষেত্রে কেবল কর্মগত সুন্নাহ বিদ্যমান, তা হলো যথাসম্ভব তা দমন করা। যদি সক্ষম না হন, তবে আপনার হাত মুখের ওপর রাখুন। আর হাঁচির আদবসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলো: হাঁচি দেওয়ার সময় মানুষের উচিত স্বীয় কাপড় চেহারার ওপর রাখা। উলামায়ে কেরাম বলেছেন, এর পেছনে দুটি রহস্য রয়েছে। প্রথম রহস্য: হাঁচির সাথে এমন সব রোগব্যাদি নির্গত হতে পারে যা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

(ص: 441) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

على من حوله الحكمة الثانية: أنه قد يخرج من أنفه شيء مستقذر تتقزز النفوس منه فإذا غطى وجهه صار ذلك خيراً ولكن لا تفعل ما يفعله بعض الناس بأن تضع يدك على أنفك فهذا خطأ لأن هذا يحد من خروج الريح التي تخرج من الفم عند العطاس وربما يكون في ذلك ضرر عليك وفي هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف دليل على أن من عطس ولم يقل الحمد لله فإنه لا يقال له يرحمك الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده رجلان أحدهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله

والثاني لم يقل له ذلك فقال الثاني يا رسول الله عطس فلان فقلت له يرحمك الله وعطست فلم تقل لي ذلك قال أي الرسول هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله وعلى هذا إذا عطس إنسان ولم يحمد الله فلا تقل له يرحمك الله ولكن هل نذكره فنقول له قل الحمد لله لا الحديث هذا يدل على أنك لا تذكره فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا عطس ولم يحمد الله فذكره بل قال (لا تشبهوه) فنحن لا نقل احمد الله

পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিদের জন্য দ্বিতীয় হিকমত হলো: হাঁচির সময় নাক দিয়ে এমন কোনো ঘৃণ্য বস্তু নির্গত হতে পারে যা মানুষের মনে বিতৃষ্ণা তৈরি করে, তাই যদি সে তার মুখমণ্ডল ঢেকে রাখে তবে তা উত্তম হয়। কিন্তু কিছু মানুষ যা করে থাকে আপনি তেমনটি করবেন না—অর্থাৎ নাকের ওপর হাত চেপে ধরা; এটি ভুল, কারণ এটি হাঁচির সময় মুখ দিয়ে নির্গত বাতাসের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং এতে আপনার ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। লেখক যে হাদিসগুলো উল্লেখ করেছেন তাতে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' (আল্লাহর প্রশংসা) বলে না, তাকে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' (আল্লাহ আপনার ওপর দয়া করুন) বলা যাবে না। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট দুই ব্যক্তি হাঁচি দিলেন; নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের একজনকে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বললেন কিন্তু দ্বিতীয়জনকে তা বললেন না। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! অমুক ব্যক্তি হাঁচি দিল আর আপনি তাকে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বললেন, অথচ আমি হাঁচি দিলাম কিন্তু আমাকে তা বললেন না।' তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'এই ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করেছে, আর তুমি আল্লাহর প্রশংসা করোনি।' এর ভিত্তিতে, কোনো মানুষ যদি হাঁচি দেয় এবং আল্লাহর প্রশংসা না করে, তবে তাকে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবেন না। কিন্তু আমরা কি তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য বলব যে 'আলহামদুলিল্লাহ বলো'? না; এই হাদিসটি নির্দেশ করে যে আপনি তাকে স্মরণ করিয়ে দেবেন না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদিসে এমনটি বলেননি যে—যদি সে হাঁচি দেয় এবং আল্লাহর প্রশংসা না করে তবে তাকে স্মরণ করিয়ে দাও; বরং তিনি বলেছেন, 'তোমরা তার হাঁচির জবাব দিয়ো না'। সুতরাং আমরা তাকে 'আল্লাহর প্রশংসা করো' বলব না।

ولكن فيما بعد علينا أن ن خبره أن الإنسان إذا عطس عليه أن يقول (الحمد لله) ويكون ذلك من باب التعليم ولا بد أن يكون حمد العاطس مسبوفاً كما أن العاطس إذا قيل له يرحمك الله يقول (يهديكُم الله ويصلح بالكم) أي يصلح شأنكم فتدعو له بالهداية وإصلاح الشأن ويقول بعض العامة (يهدينا أو يهديكُم الله) وهذا خلاف المشروع المشروع أن يقول يهديكُم الله ويصلح بالكم كما بينا والله الموفق

তবে পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের তাকে অবহিত করা আবশ্যিক যে, মানুষ যখন হাঁচি দেয়, তখন তার ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য’ বলা কর্তব্য। এটি মূলত শিক্ষা প্রদানের অংশ হিসেবে গণ্য হবে। আর হাঁচিদাতার এই প্রশংসা অবশ্যই শ্রবণযোগ্য হতে হবে। তদ্রূপ যখন হাঁচিদাতাকে বলা হয় ‘আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন’, তখন সে উত্তরে বলবে ‘আল্লাহ আপনাদের হিদায়াত দান করুন এবং আপনাদের অবস্থা সংশোধন করে দিন’, যার অর্থ হলো আল্লাহ আপনাদের যাবতীয় বিষয়াদি সুশৃঙ্খল করে দিন। এমতাবস্থায় আপনি তার হিদায়াত ও অবস্থা সংশোধনের জন্য দোয়া করবেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে কেউ কেউ বলে থাকে ‘আল্লাহ আমাদের অথবা আপনাদের হিদায়াত দিন’, যা শরয়ি নির্দেশনার পরিপন্থী। বরং শরয়ি বিধান হলো সে বলবে ‘আল্লাহ আপনাদের হিদায়াত দিন এবং আপনাদের অবস্থা সংশোধন করুন’, যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। আর আল্লাহই তাওফিক দানকারী।

L20/ باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء

885 - عن أبي الخطاب قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه البخاري

886 - وعن أنس رضي الله عنه قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة رواه أبو داود بإسناد صحيح

887 - وعن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا رواه أبو داود

888 - وعن أنس رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له قال لا قال أفيلتزمه ويقبله قال لا قال قيأخذ بيده ويصافحه قال نعم رواه

সাক্ষাতের সময় মুসাফাহা করা, প্রফুল্লচিত্ত থাকা, নেককার ব্যক্তির হাত চুম্বন করা, মমতাবশত নিজ সন্তানকে চুম্বন করা, সফর থেকে আগত ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করা এবং মাথা নত করা অপছন্দনীয় হওয়া সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

৮৮৫ - আবুল খাত্তাব কাতাদা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে কি মুসাফাহার প্রচলন ছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ। (বুখারী)

৮৮৬ - আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ইয়ামেনবাসীরা আসলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের নিকট ইয়ামেনবাসীগণ এসেছেন এবং তারাই সর্বপ্রথম মুসাফাহার রীতি নিয়ে এসেছেন। (সহীহ সনদে আবু দাউদ)

৮৮৭ - বারা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখনই দুজন মুসলিমের সাক্ষাৎ হয় এবং তারা পরস্পর মুসাফাহা করে, তখন তারা পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (আবু দাউদ)

৮৮৮ - আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যখন তার ভাই বা বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন সে কি তার সামনে মাথা নত করবে? তিনি বললেন, না। সে পুনরায় আরজ করল, তবে

কি সে তাকে জড়িয়ে ধরবে এবং চুম্বন করবে? তিনি বললেন, না। সে আবার জিজ্ঞেস করল, তবে কি সে তার হাত ধরবে এবং মুসাফাহা করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। (বর্ণিত হয়েছে...)

(ص: 446) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الترمذي وقال حديث حسن

[الشَّرْحُ]

هذا الباب عقده المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين بآداب السلام والاستئذان وما يتعلق بذلك فمنها: المصافحة هل يسن للرجل إذا لقي أخاه أن يصافحه والجواب نعم يسن له ذلك لأن هذا من آداب الصحابة رضي الله عنهم كما سأل قتادة أنس بن مالك رضي الله عنه هل كانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ويصافحه باليد اليمنى وإذا حصل ذلك فإنه يغفر لهما قبل أن يفترقا وهذا يدل على فضيلة المصافحة إذا لاقاه وهذا إذا كان لاقاه ليتحدث معه أو ما أشبه ذلك أما مجرد الملاقاة في السوق فما كان هذا من هدي الصحابة يعني إذا مررت بالناس في السوق يكفي أن يسلم عليهم وإذا كنت تقف إليه دائماً وتحدث إليه بشيء فصافحه ثم ينبغي أن نعرف أن بعض الناس إذا سلم من الصلاة إذا كانت فرضاً صافح أخاه وأحياناً يقول

তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান হাদীস বলেছেন।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার ইমাম নববী (রাহিমাল্লাহু) রিয়াদুস স্বলিহীন কিতাবে সালাম ও অনুমতির আদব এবং এ সংক্রান্ত বিষয়াবলি নিয়ে এই অধ্যায়টি রচনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি হলো: মুসাফাহা বা করমর্দন। কোনো ব্যক্তি যখন তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন মুসাফাহা করা কি সুন্নাত? উত্তর হলো—হ্যাঁ, এটি তার জন্য সুন্নাত। কেননা এটি ছিল সাহাবায়ে কিরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি কাতাদা (রাহিমাল্লাহু) আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীদের মধ্যে কি মুসাফাহার প্রচলন ছিল? তিনি উত্তরে বললেন—হ্যাঁ। মুসাফাহা ডান হাত দিয়ে করতে হয়। আর যখন এটি করা হয়, তখন তারা পরস্পর পৃথক হওয়ার আগেই তাদের উভয়কে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। এটি সাক্ষাতের সময় মুসাফাহা করার ফযীলত সাব্যস্ত করে। আর এটি তখনই হবে যখন সে তার সাথে কথা বলার জন্য বা অনুরূপ কোনো প্রয়োজনে সাক্ষাৎ করবে। তবে বাজারে কেবল সাক্ষাতের ক্ষেত্রে এমনটি নয়; এটি সাহাবীগণের আদর্শের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। অর্থাৎ বাজারে মানুষের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কেবল সালাম দেওয়াই যথেষ্ট। কিন্তু আপনি যদি কারো কাছে দাঁড়ান এবং তার সাথে কথা বলেন, তবে তার সাথে মুসাফাহা করুন। এরপর আমাদের জানা উচিত যে, কিছু মানুষ যখন ফরয সালাত শেষে সালাম ফিরায়ে, তখন তার ভাইয়ের সাথে মুসাফাহা করে এবং কখনো বলে...

(ص: 447) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

له تقبل الله أو قبول ...

قبول وهذا من البدع فما كان الصحابة يفعلون هذا وإنما يكفي أن يسلم المصلي عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله وأما الانحناء عند الملاقاة أو المعانقة والالتزام فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك أنحنى قال لا قال السائل أيلتزمه ويعانقه قال لا فإذا لاقاه فإنه لا يلتزم أي لا يضمه إليه ولا يعانقه ولا ينحنى له والانحناء أشد وأعظم لأن فيه نوعاً من الخضوع لغير الله عز وجل

بمثل ما يفعل الله في الركوع فهو منهى عنه ولكنه يصفحه وهذا كافٍ إلا إذا كان هناك سبب فإن المعانقة أو التقبيل لا بأس به كأن كان قادمًا من سفر أو نحو ذلك فإن قال قائل كيف يكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينحني له مع قول الله تعالى في إخوة يوسف لما دخلوا عليه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً فالجواب عن هذا أنه في شريعة سابقة وشريعتنا الإسلامية قد نسخته ومنعت منه فلا يجوز لأحد أن يسجد لأحد وإن لم يرد بذلك العبادة أو ينحني فإن الانحناء منع منه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قابلك أحد يجهل هذا الأمر وانحني لك

কারো উদ্দেশ্যে 'আল্লাহ কবুল করুন' বা 'কবুল' বলা ...

বলা—এটি বিদআতের অন্তর্ভুক্ত; কেননা সাহাবায়ে কেবল এমনিটি করতেন না। বরং নামাজির জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার ডানে ও বামে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ' বলে সালাম ফেরাবে। আর সাক্ষাতের সময় মাথা নত করা বা আলিঙ্গন করা ও বুকে বুক মেলানোর বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আমরা কি মাথা নত করব? তিনি বললেন, না। প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি তাকে বুকে টেনে নেবে এবং আলিঙ্গন করবে? তিনি বললেন, না। সুতরাং যখন কারো সাথে সাক্ষাৎ হবে, তখন সে তাকে জড়িয়ে ধরবে না—অর্থাৎ নিজের সাথে মিশিয়ে নেবে না—আলিঙ্গন করবে না এবং তার জন্য মাথা নতও করবে না। আর মাথা নত করা বা ঝুঁকে পড়া আরও গুরুতর ও জঘন্য বিষয়, কারণ এতে মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সামনে সেই প্রকারের বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশ পায় যা কেবল আল্লাহর জন্য রুকুতে করা হয়। তাই এটি নিষিদ্ধ। তবে সে মুসাফাহা (করমর্দন) করবে এবং এটাই যথেষ্ট; অবশ্য যদি কোনো বিশেষ কারণ থাকে, তবে আলিঙ্গন করা বা চুমু দেওয়াতে কোনো দোষ নেই, যেমন কেউ সফর থেকে ফিরে আসলে বা অনুরূপ ক্ষেত্রে। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, 'তার জন্য মাথা নত করবে না'—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নির্দেশের সাথে মহান আল্লাহর সেই বাণীর সামঞ্জস্য কীভাবে হবে যেখানে ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইদের সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'যখন তারা তাঁর কাছে প্রবেশ করল এবং তিনি বললেন, আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করো; আর তিনি তাঁর পিতা-মাতাকে সিংহাসনে উঠালেন এবং তারা সকলে তাঁর সম্মানে সিজদায় লুটিয়ে

পড়লেন'? এর উত্তর হলো, এটি পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহের বিধান ছিল এবং আমাদের ইসলামি শরিয়ত একে রহিত করেছে ও এটি থেকে নিষেধ করেছে। অতএব, কারো জন্য অন্যকে সিজদা করা বৈধ নয়—যদিও সে এর মাধ্যমে ইবাদতের সংকল্প না করে—এবং মাথা নত করাও বৈধ নয়। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা নত করতে নিষেধ করেছেন। যদি আপনার সাথে এমন কারো সাক্ষাৎ হয় যে এই বিধান সম্পর্কে অবগত নয় এবং সে আপনার সম্মানে মাথা নত করে...

(ص: 448) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

فانصحه وأرشده قل له هذا ممنوع لا تنحن ولا تخضع إلا لله وحده وتقبيل اليد لا بأس به إذا كان الرجل أهلاً لذلك والله الموفق

889 - وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي فأتياً رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات فذكر الحديث إلى قوله فقبلنا يده ورجله وقالنا نشهد أنك نبي رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة

890 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده رواه أبو داود

891 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجير ثوبه فاعتنقه وقبله رواه الترمذي وقال حديث حسن

892 - وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم

সুতরাং আপনি তাকে উপদেশ দিন এবং সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। তাকে বলুন যে এটি নিষিদ্ধ; একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও সামনে মস্তক অবনত করবেন না কিংবা বিনীত হবেন না। আর হাত চুম্বন করার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই যদি সেই ব্যক্তি তার যোগ্য হন। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

৮৮৯ - হযরত সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ইহুদি তার সঙ্গীকে বলল, "আমাদেরকে এই নবীর কাছে নিয়ে চলো।" অতঃপর তারা উভয়েই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসলেন এবং তাঁকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। এরপর বর্ণনাকারী দীর্ঘ হাদীসটি উল্লেখ করলেন, এমনকি তিনি তাঁর এই কথা পর্যন্ত পৌঁছালেন যে, "অতঃপর তারা উভয়েই তাঁর হাত ও পা চুম্বন করলেন এবং বললেন, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি অবশ্যই একজন নবী।" এটি ইমাম তিরমিযী এবং অন্যান্যগণ বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন।

৮৯০ - হযরত ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যাতে তিনি বলেছেন, "অতঃপর আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটবর্তী হলাম এবং তাঁর হাত চুম্বন করলাম।" এটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন।

৮৯১ - উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যায়িদ ইবনে হারিসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মদীনায় আসলেন যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার ঘরে অবস্থান করছিলেন। এরপর তিনি তাঁর নিকট এসে দরজায় করাঘাত করলেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাদর টানতে টানতে (তাড়ালুড়ো করে) তাঁর দিকে উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁকে আলিঙ্গন করলেন ও চুম্বন করলেন। এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে এটি একটি হাসান হাদীস।

৮৯২ - হযরত আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন...

لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث ذكرها الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين في آداب المصافحة والمعانقة وما يتعلق بذلك منها حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أن رجلاً يهودياً قل لصاحبه اذهب بنا إلى هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم فذهبا إليه وأخبراه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم تسع آيات فقيلاً يده ورجله وقالوا نشهد أنك نبي واليهود كانوا في المدينة وكان أصلهم من مصر من بني إسرائيل ثم انتقلوا إلى الشام إلى الأرض المقدسة التي قال لهم نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وكانوا يقرءون في التوراة أنه سيبعث نبي في آخر الزمان وأنه سيكون من مكة ومهاجرة المدينة فهاجر كثير منهم من الشام إلى المدينة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ليتبعوه لأنه قد نوه عن فضله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل فقد قال الله تعالى {الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً

কোনো সৎ কাজকেই তুচ্ছ জ্ঞান করো না, এমনকি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাকেও। (মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসসমূহ ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) রিয়াদুস সলিহীন গ্রন্থের মুসাফাহা (করমর্দন) ও মুআনাকা (কোলাকুলি) এবং এ সংক্রান্ত আদব অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে সাফওয়ান বিন আসসাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত একটি হাদিস রয়েছে যে, একজন ইহুদি তার সঙ্গীকে বলল, "চলো আমরা এই লোকটির (অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) কাছে যাই।" তারা তাঁর কাছে গেল এবং তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের সামনে নয়টি নিদর্শন উল্লেখ করলেন। তখন তারা তাঁর হাত ও পা চুম্বন করল এবং বলল, "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি আল্লাহর নবী।" ইহুদিরা মদিনায় বসবাস

করত, তবে তাদের মূল উৎস ছিল মিসরের বনী ইসরাইল। পরবর্তীতে তারা শামের (সিরিয়া) পবিত্র ভূমিতে স্থানান্তরিত হয়, যে ভূমি সম্পর্কে তাদের নবী মুসা (আলাইহিস সালাম) বলেছিলেন, "হে আমার জাতি, তোমরা পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করো যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন।" তারা তাওরাত পাঠ করত যে, শেষ জামানায় একজন নবী প্রেরিত হবেন, যাঁর আবির্ভাব হবে মক্কায় এবং হিজরতের স্থান হবে মদিনা। তাই তাদের অনেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অপেক্ষায় এবং তাঁর অনুসরণের লক্ষ্যে শাম থেকে মদিনায় হিজরত করেছিল। কেননা তাওরাত ও ইঞ্জিল উভয় কিতাবেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, "যারা সেই রাসূলের অনুসরণ করে, যিনি উম্মী নবী, যাঁর উল্লেখ তারা তাদের নিকট লিখিত পায়..."

(ص: 450) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم} وكانوا إذا جرى بينهم وبين المشركين شيء يستفتحون على الذين كفروا يقولون سيبعث نبي ونتبعه ونستفتح به ونغلبكم كما قال تعالى {وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به} ثم إنهم صاروا ثلاث قبائل أي اليهود في المدينة بنو قينقاع وبنو النضر وبنو قريظة وعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وكلهم نقضوا العهد فطردوا منها آخرهم بنو قريظة قتل منهم نحو سبعمائة نفر لما خانوا العهد في يوم الأحزاب وانتقلوا إلى خيبر وفتحها النبي صلى الله عليه وسلم وأبقاهم فيها لأنهم أصحاب مزارع يعرفون الحرث والزرع والصحابة مشغولون عن ذلك بما هو أهم فعاملهم النبي صلى الله

عليه وسلم قال لهم تبقون في محلكم خيبر على أن لكم نصف الثمر والزرع
وللمسلمين نصفهما ونقركم في ذلك ما شاء الله وبقوا في عهد

তাদের নিকট বিদ্যমান তাওরাত ও ইঞ্জিলে [বর্ণিত আছে যে], তিনি তাদের সৎকাজের আদেশ দেন ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করেন, তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ বৈধ করেন ও অপবিত্র বস্তুসমূহ নিষিদ্ধ করেন এবং তাদের ওপর চেপে থাকা গুরুভার ও শৃঙ্খলসমূহ অপসারিত করেন। যখন মুশরিকদের সাথে তাদের কোনো সংঘাত হতো, তখন তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয় কামনা করে বলত যে, শীঘ্রই একজন নবী প্রেরিত হবেন, আমরা তাঁর অনুসরণ করব এবং তাঁর উসিলায় বিজয় লাভ করে তোমাদের পরাজিত করব। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: “পূর্বকালে তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করত; কিন্তু তাদের নিকট যখন পরিচিত বিষয়টি (সত্য নবী) উপস্থিত হলো, তখন তারা তা অস্বীকার করল।” মদিনার ইহুদিরা মূলত তিনটি গোত্রে বিভক্ত ছিল: বনু কাইনুকা, বনু নাজির এবং বনু কুরাইজা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদিনায় আগমনের পর তাদের সাথে শান্তিচুক্তি করেন। কিন্তু তারা সবাই সেই চুক্তি ভঙ্গ করল, ফলে তাদের সেখান থেকে বহিস্কার করা হয়। তাদের সর্বশেষ গোত্র ছিল বনু কুরাইজা; খন্দকের যুদ্ধের সময় (আহজাব) তারা বিশ্বাসঘাতকতা করায় তাদের প্রায় সাতশ ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এরপর তারা খায়বারে স্থানান্তরিত হয় এবং পরবর্তীতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খায়বার জয় করেন। তিনি তাদের সেখানে অবস্থান করার অনুমতি দেন, কারণ তারা ছিল অভিজ্ঞ কৃষক এবং চাষাবাদে পারদর্শী, পক্ষান্তরে সাহাবীগণ এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি কাজে ব্যস্ত ছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের সাথে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হলেন যে, তারা খায়বারে অবস্থান করবে এই শর্তে যে, উৎপাদিত ফল ও ফসলের অর্ধেক তাদের এবং অর্ধেক মুসলিমদের জন্য থাকবে। আল্লাহ যতদিন চাইবেন ততদিন তিনি তাদের সেখানে বহাল রাখবেন। এরপর তারা এই চুক্তির অধীনেই সেখানে বসবাস করতে থাকে।

الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر وفي عهد أبي بكر ولما تولى عمر حصل منهم خيانة كما هي طبيعتهم التي عرفوا بها من الخيانة والغدر فأجلاهم عمر رضي الله عنه من خيبر في السنة السادسة عشرة إلى أذرعات في الشام هذا أصل وجود اليهود في الجزيرة العربية كانوا ينتظرون بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتبعوه ولكنهم لما رأوه عين اليقين كفروا ولعلمهم كانوا في أول الأمر يظنون أنه من بني إسرائيل هكذا قال بعض العلماء ولكن لما تبين أنه من بني إسماعيل حسدوهم أي بني إسماعيل وكفروا ولكن لا يتبين لي هذا لأن الله يقول {يعرفونه كما يعرفون أبناءهم} فهم يعرفون أنه من العرب من بني إسماعيل لكن والعياذ بالله فرق بين علم اليقين وعين اليقين هم كانوا بالأول يظنون أنه إذا بعث يتبعونه بسهولة لكنهم حسدوه والعياذ بالله المهم أن هذين الرجلين قبلا يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله فأقرهما على ذلك وفي هذا جواز تقبيل اليد والرجل للإنسان الكبير الشرف والعلم كذلك تقبيل اليد والرجل من الأب والأم وما أشبه ذلك لأن لها حقاً وهذا من التواضع وذكر المؤلف أيضاً حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أتينا

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এবং আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে ইহুদিরা খায়বারে অবস্থান করছিল। কিন্তু উমর (রা.) যখন শাসনভার গ্রহণ করলেন, তখন তাদের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পেল; যা ছিল মূলত তাদের মজ্জাগত স্বভাব—যেটি বিশ্বাসঘাতকতা ও ধোঁকাবাজির জন্য সুপরিচিত। ফলে উমর (রা.) হিজরি ১৬ সনে তাদের খায়বার থেকে সিরিয়ার আযরিআত নামক স্থানে বহিস্কার করেন। আরব উপদ্বীপে ইহুদিদের উপস্থিতির মূল প্রেক্ষাপট ছিল এই যে, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের প্রতীক্ষা করছিল যাতে তারা তাঁর অনুসারী হতে পারে। কিন্তু যখন তারা ধ্রুব সত্য হিসেবে তাঁকে প্রত্যক্ষ করল, তখন তারা সত্য অস্বীকার (কুফরি) করল। কোনো কোনো আলিমের মতে, সম্ভবত তারা শুরুতে মনে করেছিল যে তিনি বনী ইসরাঈল বংশ থেকে আসবেন। কিন্তু যখন প্রমাণিত হলো যে তিনি বনী ইসমাঈল বংশীয়, তখন তারা বনী ইসমাঈলের প্রতি বিদ্বেষবশত সত্য প্রত্যাখ্যান করল। তবে এই বিষয়টি (অর্থাৎ তারা জানত না যে তিনি বনী ইসমাঈল থেকে আসবেন) আমার নিকট স্পষ্ট নয়; কারণ মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, "তারা তাঁকে তেমনই

চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে।" অর্থাৎ তারা জানত যে তিনি আরবদের মধ্য থেকে বনী ইসমাইল বংশেই আবির্ভূত হবেন। তবে—আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই—তাত্ত্বিক নিশ্চিত জ্ঞান এবং চাক্ষুষ ধ্রুব সত্যের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তারা শুরুতে ভেবেছিল যে তিনি প্রেরিত হলে তারা সহজেই তাঁর অনুসরণ করবে, কিন্তু বাস্তবে তারা ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়ল। মূল কথা হলো, এই ব্যক্তিদ্বয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হস্তদ্বয় ও পদযুগল চুম্বন করেছিলেন এবং তিনি তাতে সম্মতি প্রদান করেছিলেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উচ্চ মর্যাদা ও ইলমের অধিকারী ব্যক্তির হাত ও পা চুম্বন করা বৈধ। অনুরূপভাবে পিতা-মাতার হাত ও পা চুম্বন করাও জায়েয, কেননা তাঁদের বিশেষ অধিকার রয়েছে এবং এটি বিনয় ও শিষ্টাচারের বহিঃপ্রকাশ। গ্রন্থকার এখানে ইবনে উমর (রা.) বর্ণিত একটি হাদিসও উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেছেন, "আমরা আসলাম..."

(ص: 452) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقبيل اليد كتقبيل الرأس ليس بينهما فرق لكن عجباً أن الناس الآن يستنكرون تقبيل اليد أكثر من استنكارهم تقبيل الرأس وهو لا فرق بينهما لكن الذي ينتقد من بعض الناس أنه إذا سلم عليه أحد مد يده إليه وكأنه يقول قبل يدي فهذا هو الذي يستنكر ويقال للإنسان عندئذ لا تفعل أما من يقبل يدك تكريماً وتعظيماً أو رأسك أو جبهتك فهذا لا بأس به إلا أن هذا لا يكون في كل مرة يلقاك لأنه سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك إذا لاقى الرجل أخاه أينحني له؟ قال لا قال أيقبله ويعانقه قال لا قال أيضاً فحه؟ قال نعم لكن إذا كان لسبب فلا بأس للغائب ولهذا يذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة في قدوم زيد بن حارثة حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن فقام الرسول صلى الله عليه وسلم إليه

يجر ثوبه وزيد بن حارثة مولى الرسول صلى الله عليه وسلم أي كان عبدا مملوكا
لرسول صلى الله عليه وسلم أهدته إليه خديجة رضي الله عنها فأعتقه ولكن
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويحب ابنه أسامة ولهذا يسمى أسامة الحب
بن الحب فهو محبوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أسامة كذلك البهم

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসলেন, অতঃপর আমরা তাঁর হাত চুম্বন
করলাম এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের এই কাজে মৌনসম্মতি দান
করলেন। হাত চুম্বন করা মাথা চুম্বন করার মতোই, উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তবে
বিস্ময়ের বিষয় হলো, বর্তমান সময়ে মানুষ মাথা চুম্বনের চেয়ে হাত চুম্বন করাকে অধিক
অপছন্দ বা অস্বীকার করে, অথচ উভয়ের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। তবে কিছু মানুষের ক্ষেত্রে
যা সমালোচনার যোগ্য তা হলো, যখন কেউ তাকে সালাম দেয়, তখন সে তার হাত এমনভাবে
বাড়িয়ে দেয় যেন সে বলছে— 'আমার হাত চুম্বন করো'। এটিই মূলত নিন্দনীয় এবং তখন
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বলা উচিত, 'এমন করো না'। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ থেকে
আপনার হাত, মাথা কিংবা কপালে চুম্বন করে, তাতে কোনো দোষ নেই। তবে এটি যেন প্রতিটি
সাক্ষাতে নিয়মিত না হয়; কেননা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লাম)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল— যখন কোনো ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে
সাক্ষাৎ করে, তখন সে কি তার সামনে মাথা নত করবে? তিনি বললেন, 'না'। জিজ্ঞাসা করা
হলো, সে কি তাকে চুম্বন করবে ও আলিঙ্গন করবে? তিনি বললেন, 'না'। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা
হলো, সে কি তার সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করবে? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। তবে যদি কোনো
বিশেষ কারণ থাকে, যেমন প্রবাস থেকে আগত ব্যক্তির ক্ষেত্রে, তবে (চুম্বন বা আলিঙ্গন করায়)
কোনো অসুবিধা নেই। এজন্যই লেখক (রহিমাহুল্লাহ) য়ায়েদ ইবনে হারিসাহ (রাযিয়াল্লাহু
আনহু)-এর আগমন সম্পর্কে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন—
যখন তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন,
তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরিধেয় বস্ত্র টেনে (তাড়াহুড়ো করে) তাঁর
দিকে এগিয়ে গেলেন। আর য়ায়েদ ইবনে হারিসাহ ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম)-এর মুক্তদাস, অর্থাৎ তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ক্রীতদাস
ছিলেন; খাদিজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে রাসূলের নিকট উপহার দিয়েছিলেন এবং তিনি
তাঁকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে অত্যন্ত

ভালোবাসতেন এবং তাঁর পুত্র উসামাকেও ভালোবাসতেন। এজন্য উসামাকে 'আল-হিব্বু ইবনুল হিব্ব' (প্রিয়তমের প্রিয় পুত্র) বলা হতো। সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট প্রিয় ছিলেন এবং তাঁর পুত্র উসামাও ছিলেন তদ্রূপ। সারকথা হলো—

(ص: 453) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

أن الرسول قام يجر ثوبه فعانقه وقبله لأن زيدا رضي الله عنه كان قادماً من سفر فإذا كان عند القدوم من السفر فهذا لا بأس به أما كلما لاقاك يقبلك فهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أيضاً أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يحقر من المعروف شيئاً يعني المعروف والإحسان إلى الناس لا تحقر شيئاً منه أبداً وتقول هذا قليل حتى ولو أعطيته قلباً أو شيئاً قليل القيمة مادياً فلا تحقر شيئاً فإن هذا يذكر الإنسان ولو بعد حين يقول هذا الرجل أهداني سنة كذا وكذا فكل شيء يجلب المودة والمحبة بين الناس لا تحقره ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق إلى هذا الحد تلقى أخاك بوجه طليق يعني غير عبوس لكن أحياناً يغلبنا عدم التوسع في هذا الأمر لسبب أو لآخر فقد يكون هناك أسباب خفية يكون الإنسان مثلاً متأثراً بها والناس لا يعلمون فلا يحصل أن يلقي الإنسان الناس دائماً بوجه طليق إنما عليك المحاولة أن تلقاهم بوجه طليق منشرح لأن هذا من المعروف وسبب للمودة والمحبة والدين الإسلامي دين المحبة والوفاء والأخوة كما قال

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় চাদর টানতে টানতে উঠে দাঁড়ালেন, অতঃপর তাকে আলিঙ্গন করলেন এবং চুম্বন করলেন; কারণ যারিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সফর থেকে ফিরছিলেন। সুতরাং সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যদি এমনটি হয়, তবে তাতে কোনো দোষ

নেই। তবে প্রত্যেক সাক্ষাতেই চুম্বন করা—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে নিষেধ করেছেন। একইভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসিয়ত করেছেন যে, মানুষ যেন কোনো সৎকাজকেই তুচ্ছ জ্ঞান না করে। অর্থাৎ, মানুষের প্রতি কল্যাণ ও দয়া প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কোনো কিছুকেই কখনও ছোট মনে করবে না এবং বলবে না যে ‘এটি সামান্য’। এমনকি তুমি যদি কাউকে একটি কলম কিংবা পার্শ্বিক মূল্যে সামান্য কোনো বস্তুও দান করো, তবে তাকে তুচ্ছ মনে করো না। কেননা এটি মানুষের স্মৃতিতে অমলিন থাকে, এমনকি দীর্ঘকাল পরেও সে বলবে যে, ‘এই ব্যক্তি আমাকে অমুক বছর এটি উপহার দিয়েছিলেন’। সুতরাং মানুষের মাঝে সৌহার্দ্য ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করে এমন কোনো কাজকেই অবজ্ঞা করো না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তুমি কোনো নেক আমলকেই তুচ্ছ জ্ঞান করো না, এমনকি তোমার ভাইয়ের সাথে হাস্যোজ্জ্বল মুখে সাক্ষাৎ করাকেও।” এই পর্যায় পর্যন্ত যে, তোমার ভাইয়ের সাথে প্রফুল্ল চিত্তে সাক্ষাৎ করো—যার অর্থ হলো বিমর্ষহীন মুখ। তবে কখনও কখনও কোনো না কোনো কারণে এই বিষয়ে সর্বদা সাবলীল থাকা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে; হয়তো এমন কিছু নেপথ্য কারণ থাকতে পারে যা দ্বারা মানুষ প্রভাবিত থাকে এবং অন্যেরা তা জানে না। ফলে সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল মুখে মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবে তোমার উচিত হাসিমুখে ও প্রফুল্ল চিত্তে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করা; কারণ এটি একটি সৎকাজ এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভালোবাসার মাধ্যম। আর ইসলামি জীবনব্যবস্থা হলো ভালোবাসা, বিশ্বস্ততা ও ভ্রাতৃত্বের ধর্ম, যেমনটি তিনি বলেছেন।

(ص: 454) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

تعالى {واذكروا نعمة الله عليكم إذا كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا} نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى أحسن الأخلاق والأعمال فلا يهدي إلى أحسنها إلا هو وأن يصرف عنا سيئ الأخلاق والأعمال فلا يصرف عنا سيئها إلا هو

893 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال الأقرع بن حابس إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم متفق عليه

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث ذكره النووي رحمه الله فيما يتعلق

মহান আল্লাহ বলেন, {আর তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো, যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করলেন, ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়ে গেলে।} আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের এবং আপনাদের সর্বোত্তম চরিত্র ও আমলের দিকে পরিচালিত করেন, কেননা তিনি ব্যতীত আর কেউ সর্বোত্তম চরিত্রের দিকে পথপ্রদর্শন করতে পারে না; আর তিনি যেন আমাদের থেকে মন্দ চরিত্র ও আমলসমূহ দূর করে দেন, কারণ তিনি ব্যতীত আর কেউ তা দূর করতে পারে না।

৮৯৩ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাসান ইবনে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে চুম্বন করলেন। তখন আকরা ইবনে হাবিস বললেন, আমার দশটি সন্তান রয়েছে, আমি তাদের কাউকেই কখনো চুম্বন করিনি। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না।" (বুখারী ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রহিমাল্লাহ) এই হাদিসটি সেই সব বিষয়ে উল্লেখ করেছেন যা সংশ্লিষ্ট...

بالمعانقة والتقبيل وما أشبه ذلك ومن ذلك تقبيل الصغار رحمه بهم وشفقة وإحساناً وتودداً فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما والحسن هو ابن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جده من قبل أمه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحسن ويحب الحسين ويقول إنها سيدا شباب أهل الجنة لكن الحسن أفضل من الحسين ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين من المسلمين ولذلك لما استشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتله الخارجي كان الذي تولى الخلافة بعده الحسن ابنه الأكبر والأفضل ولكنه لما رأى أن منازعته لمعاوية الخلافة سيحصل فيها سفك دماء وقتل وضرر عظيم تنازل رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية تنازلاً تاماً درأً للفتنة وائتلافاً للأمة فأصلح الله به بين الأمة وصار بهذا له منقبة عظيمة حيث تنازل عما هو أحق به لمعاوية رضي الله عنه درأً للفتنة كان ذات يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الأقرع بن حابس من سادات بني تميم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم

কোলাকুলি, চুম্বন এবং এ জাতীয় আচরণের মাধ্যমে; আর এর অন্তর্ভুক্ত হলো শিশুদের প্রতি দয়া, মমতা, ইহসান ও ভালোবাসা প্রদর্শনার্থে তাদের চুম্বন করা। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ইবনে আলী ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কে চুম্বন করেছিলেন। হাসান হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তনয়া ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার পুত্র; অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন তাঁর মাতামহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইনকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং বলতেন যে, তাঁরা জান্নাতী যুবকদের সরদার। তবে হাসান হুসাইনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; একারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন: "আমার এই পুত্র একজন সরদার, অচিরেই আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে মুসলিমদের দুটি বৃহৎ দলের মধ্যে সমঝোতা করে দেবেন।" এই প্রেক্ষিতেই যখন আলী ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু জনৈক খারেজীর হাতে শাহাদাত বরণ করেন, তখন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ পুত্র হাসান। কিন্তু তিনি যখন অনুধাবন করলেন যে, মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে

খিলাফত নিয়ে বিরোধে লিপ্ত হলে ব্যাপক রক্তপাত, হত্যাকাণ্ড এবং ভয়াবহ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে, তখন তিনি ফিতনা নিরসন ও উম্মাহর ঐক্যের স্বার্থে মুয়াবিয়ার অনুকূলে খিলাফত থেকে পূর্ণাঙ্গভাবে ইস্তফা প্রদান করেন। এর ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁর মাধ্যমে উম্মতের মধ্যে শান্তি ও সংহতি স্থাপন করেন এবং এটি তাঁর জন্য এক মহান বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়; কারণ তিনি ফিতনা প্রতিহত করতে নিজের ন্যায্য অধিকার মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুকূলে বিসর্জন দিয়েছিলেন। একদিন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে ছিলেন এবং এমতাবস্থায় তাঁর কাছে নবী তামীমের অন্যতম নেতা আকরা ইবনে হাবিস উপস্থিত ছিলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে (হাসানকে) চুম্বন করলেন।

(ম: 456) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الحسن فكان هذا الرجل الأقرع الجاني كأنه استغرب كيف تقبل هذا الطفل فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم يعني من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل والعياذ بالله ولا يوفقه لرحمة فدل ذلك على جواز تقبيل الأولاد الصغار رحمة وشفقة سواء كانوا من أبنائك أو من أولاد أبنائك وبناتك أو من الأجانب لأن هذا يوجب الرحمة وأن لديك قلباً يرحم الصغار وكلما كان الإنسان بعباد الله أرحم كان إلى رحمة الله أقرب حتى إن الله عز وجل غفر لامرأة بغية زانية غفر لها حين رحمت كلباً يأكل الثري من العطش فنزلت وأخذت بخفها ماء وسقته فغفر الله لها مع أنها سقت ورحمت كلباً ولكن إذا جعل الله في قلب الإنسان رحمة لهؤلاء الضعفاء فذلك دليل على أنه سوف يرحم بإذن الله عز وجل نسأل الله أن يرحمنا وإياكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم فدل ذلك على أنه ينبغي للإنسان أن يجعل قلبه ليناً عطوفاً رحيماً خلاف ما يفعله بعض

আল-হাসান (রা.) প্রসঙ্গে; যেন এই কর্কশ স্বভাবের ব্যক্তিটি বিস্ময় প্রকাশ করলেন যে কীভাবে এই শিশুটিকে চুম্বন করা হচ্ছে। তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই আমার দশটি সন্তান রয়েছে, আমি তাদের কাউকেই কখনো চুম্বন করিনি।" তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "যে দয়া করে না, তাকে দয়া করা হয় না।" অর্থাৎ, যে মানুষের প্রতি দয়া করে না, মহিমাম্বিত আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—এবং তাকে দয়া করার তাওফিক দেওয়া হয় না। এটি প্রমাণ করে যে, স্নেহ ও মমতার বশবর্তী হয়ে ছোট শিশুদের চুম্বন করা বৈধ; তারা নিজের সন্তান হোক, নাতি-নাতনি হোক কিংবা অন্যের সন্তান। কেননা এটি দয়া প্রকাশ করে এবং প্রমাণ করে যে আপনার অন্তরে শিশুদের জন্য মমতা রয়েছে। মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি যত বেশি দয়ালু হবে, সে আল্লাহর রহমতের তত বেশি নিকটবর্তী হবে। এমনকি মহান আল্লাহ একজন ব্যভিচারিণী নারীকেও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন যখন সে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় ভেজা মাটি চাটতে থাকা একটি কুকুরের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছিল। সে নিচে নেমে নিজের মোজায় করে পানি সংগ্রহ করে তাকে পান করিয়েছিল। ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন, যদিও সে কেবল একটি কুকুরকে পানি পান করিয়েছিল এবং দয়া প্রদর্শন করেছিল। তবে আল্লাহ যখন মানুষের অন্তরে এই দুর্বল সৃষ্টিগুলোর প্রতি দয়া সঞ্চর করেন, তখন সেটি এই প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহর ইচ্ছায় তাকেও অচিরেই দয়া করা হবে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের প্রতি রহম করেন। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "যে দয়া করে না, তাকে দয়া করা হয় না।" এটি নির্দেশ করে যে, মানুষের উচিত নিজের অন্তরকে কোমল, স্নেহশীল ও দয়ালু হিসেবে গড়ে তোলা; কিছু মানুষ যে কঠোরতা প্রদর্শন করে তার বিপরীতে।

(ص: 457) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

السفهاء من الناس حتى إنه إذا دخل الصبي عليه وهو في المقهى انتهره ونهزه فهذا خطأ وها هو النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً وأكرمهم أدباً جاء يوم من الأيام وهو ساجد يصلي بالناس فأتي الحسن بن علي بن أبي طالب فركب عليه وهو

ساجد كما يفعل الصبيان وتأخر في السجود فكان الصحابة تعجبوا من ذلك فقال إن ابني ارتحلني يعني جعلني راحلة له وإني أحببت ألا أقوم حتى يقضي نهيمته هذه من الرحمة وفي يوم آخر كانت أمامة بنت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة فخرج بها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فتقدم يصلي بالناس وهو حامل هذه الطفلة إذا سجد وضعها على الأرض وإذا قام حملها كل هذا رحمة بها وعطف وإلا فقد كان من الممكن أن يقول لعائشة أو غيرها من نسائه (خذي البنت) لكنها رحمة رباً إنها تعلقت بجدها صلى الله عليه وسلم فأراد أن يطيب نفسها وفي

মানুষের মধ্যে যারা নির্বোধ, অবস্থা এমন যে কোনো শিশু যদি তাদের কাছে আসে যখন তারা কোনো জনসমাগমস্থলে থাকে, তখন তারা তাকে ধমক দেয় এবং তাড়িয়ে দেয়। এটি একটি ভুল আচরণ। অথচ এই হলেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), যিনি চরিত্রের দিক থেকে মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম এবং শিষ্টাচারের দিক থেকে সর্বাধিক মর্যাদাবান। একদিন তিনি যখন লোকদের নিয়ে সালাত আদায়কালে সিজদাবনত অবস্থায় ছিলেন, তখন হাসান ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব আসলেন এবং শিশুরা যেভাবে করে সেভাবে তাঁর ওপর চড়ে বসলেন। তিনি সিজদা দীর্ঘ করলেন, এতে সাহাবীগণ যেন আশ্চর্যান্বিত হলেন। অতঃপর তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই আমার এই পুত্র আমাকে সওয়ারি বানিয়েছিল এবং আমি ততক্ষণ পর্যন্ত ওঠা পছন্দ করলাম না যতক্ষণ না সে তার মনের স্বাদ মিটিয়ে নেয়।" এটি ছিল তাঁর দয়ার নিদর্শন। অন্য একদিনের কথা, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কন্যা যয়নাবের কন্যা উমামা তখন ছোট ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে নিয়ে মসজিদে আসলেন এবং এই শিশুটিকে কোলে নিয়েই লোকদের ইমামতি করতে দাঁড়ালেন। যখন তিনি সিজদায় যেতেন তখন তাকে জমিনে রাখতেন, আর যখন দাঁড়াতে তখন পুনরায় তাকে কোলে তুলে নিতেন। এ সবই ছিল শিশুটির প্রতি তাঁর মমতা ও স্নেহের বহিঃপ্রকাশ। অন্যথায় তিনি আয়েশা কিংবা তাঁর অন্য কোনো স্ত্রীকে বলতে পারতেন: "এই শিশুটিকে নিয়ে নাও।" কিন্তু এটি ছিল তাঁর দয়া; সম্ভবত সে তার নানা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিল, তাই তিনি তার মনকে প্রফুল্ল করতে চেয়েছিলেন। আর...

يوم من الأيام كان يخطب الناس وكان على الحسن والحسين ثوبان لعلهما جديدان وكان فيهما طول فجعل يمشيان ويتعثران فنزل من على المنبر وحملهما بين يديه صلى الله عليه وسلم وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال إنه رآهما يتعثران فما طابت نفسه حتى نزل فحملهما المهرم أنه ينبغي لنا أن نعود أنفسنا على رحمة الصبيان وعلى رحمة كل من يحتاج الرحمة من اليتامى والفقراء والعاجزين وغيرهم وأن نجعل في قلوبنا رحمة ليكون ذلك سبباً لرحمة الله إيانا لأننا أيضاً محتاجون إلى الرحمة ورحمتنا لعباد الله سبب لرحمة الله لنا نسأل الله أن يعيننا وإياكم برحمته

একদিন তিনি মানুষের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করছিলেন, এমতাবস্থায় হাসান ও হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এমন দুটি পোশাক পরিহিত ছিলেন যা সম্ভবত নতুন ছিল এবং দৈর্ঘ্যে কিছুটা লম্বা ছিল। তারা হাঁটছিলেন এবং হেঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিম্বার থেকে নেমে আসলেন এবং তাঁদের উভয়কে কোলে তুলে নিলেন। অতঃপর তিনি বললেন: আল্লাহ সত্যই বলেছেন, ‘তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল এক পরীক্ষা’। তিনি আরও বললেন যে, তিনি তাঁদের হেঁচট খেতে দেখছিলেন, ফলে তাঁদের কোলে তুলে নেওয়া পর্যন্ত তাঁর মন শান্ত হচ্ছিল না। মূল কথা হলো, আমাদের উচিত শিশুদের প্রতি দয়া প্রদর্শনে অভ্যস্ত হওয়া এবং এতিম, দরিদ্র, অক্ষম ও অন্যান্য সকল অত্যাচারী মানুষের প্রতি দয়া ও মমতা রাখা। আমাদের অন্তরে দয়া ও অনুকম্পা পোষণ করা উচিত, যেন তা আমাদের প্রতি আল্লাহর রহমত লাভের মাধ্যম হয়; কারণ আমরা নিজেরাও তাঁর রহমতের মুখাপেক্ষী। আল্লাহর বান্দাদের প্রতি আমাদের দয়া ও করুণা প্রদর্শনই আমাদের প্রতি তাঁর রহমতের কারণ হয়ে থাকে। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের সকলকে তাঁর রহমত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন।

كتاب عيادة المريض وتشيع البيت

الصلاة على الميت وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه

894 - عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشيع العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام متفق عليه

[الشَّرْحُ]

سبق لنا في رياض الصالحين لمؤلفه النووي رحمه الله عدة أبواب مفيدة وكلها تتعلق بالأحياء ثم ذكر رحمه الله في هذا الباب حكم عيادة المريض وتشيع الجنائز عيادة المريض ذهب بعض العلماء إلى أنها فرض كفاية فإذا لم يقم بها أحد فإنه يجب على من علم بحال المريض أن يعود له لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من حقوق المسلم على أخيه ولا يليق

রোগী পরিদর্শন ও জানাজার অনুসরণ অধ্যায়

মৃতের জানাজা পড়া, দাফনে উপস্থিত থাকা এবং দাফনের পর কবরের নিকট অবস্থান করা

৮৯৪ - বারা ইবনে আযেব (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের রোগী দেখতে যাওয়া, জানাজার অনুসরণ করা, হাঁচিদাতার উত্তর দেওয়া, শপথকারীর শপথ পূর্ণ করা, মজলুমকে সাহায্য করা, আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেওয়া এবং সালাম প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

[ব্যাখ্যা]

রিয়াদুস সালিহীন-এর লেখক ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) ইতোপূর্বে আমাদের জন্য বেশ কিছু উপকারী অধ্যায় আলোচনা করেছেন যার সবই জীবিতদের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। অতঃপর তিনি

(রহিমাল্লাহ) এই অধ্যায়ে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া এবং জানাজার অনুগমন করার বিধান আলোচনা করেছেন। অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার বিষয়ে কোনো কোনো আলেম এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এটি ফরজে কিফায়া। সুতরাং যদি কেউ তা পালন না করে, তবে যে ব্যক্তি রোগীর অবস্থা সম্পর্কে জানবে তার ওপর তাকে দেখতে যাওয়া ওয়াজিব বা আবশ্যিক হয়ে পড়বে। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একে এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের অধিকার হিসেবে গণ্য করেছেন এবং এটি অনুচিত...

(ص: 460) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

بالمسلمين أن يعلموا أن أخاهم مريض ولا يعودُهُ أحد منهم لأن هذا قطيعة وأي قطيعة وهذا القول هو الراجح أن عيادة المريض فرض كفاية ومن المعلوم أن غالب المرضى يعودهم أقاربهم وأصحابهم وتحصل بذلك الكفاية لكن لو علمنا أن أحداً أجنبياً في البلد مريض وليس معروفاً وقد علمت أنه لم يعده أحد فإن الواجب عليك أن تعودهُ لأن ذلك من حقوق المسلمين بعضهم على بعض والمستحب لمن عاد المريض أن يسأل عن حاله كيف أنت وعن عبادته كيف تتوضأ كيف تصلي وعن معاملاته هل لك حقوق على الناس أو هل للناس حقوق عليك ثم إذا قال نعم قل له أوص بما عليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ولا تلحف عليه في المسألة ولا سيما إذا كان مرضه شديداً لأنه ربما يضجر ويتعب ولا تطل الجلوس عنده لأنه ربما يمل لأن حال المريض غير حال الصحيح فربما يمل ويحب أن تقوم عنه ليأتي إليه أهله وما أشبه ذلك ولكن إذا رأيت أن المريض مستأنس

মুসলমানদের অবগত হওয়া উচিত যে, তাদের কোনো ভাই অসুস্থ অথচ তাদের কেউ তাকে দেখতে যায় না—এটি একটি চরম বিচ্ছেদ। আর বিশুদ্ধ মত হলো, রুগী দেখা ‘ফরজে কেফায়া’। এটি সর্বজনবিদিত যে, অধিকাংশ রোগীর কাছে তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা যাতায়াত করেন এবং এর মাধ্যমেই ফরজে কেফায়া আদায় হয়ে যায়। কিন্তু যদি আমরা জানতে পারি যে, লোকালয়ে কোনো অপরিচিত ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং আপনি জানতে পারেন যে তাকে কেউ দেখতে যায়নি, তবে আপনার জন্য তাকে দেখতে যাওয়া ওয়াজিব বা আবশ্যিক। কেননা এটি এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। রুগী দেখতে যাওয়া ব্যক্তির জন্য মুস্তাহাব হলো তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা যে, “আপনি কেমন আছেন?” এবং তার ইবাদত সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা যে, “আপনি কীভাবে অজু করছেন এবং কীভাবে সালাত আদায় করছেন?” তদ্রূপ তার লেনদেন সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা যে, “মানুষের নিকট আপনার কি কোনো পাওনা আছে অথবা আপনার নিকট কি মানুষের কোনো পাওনা আছে?” অতঃপর সে যদি ‘হ্যাঁ’ বলে, তবে তাকে বলুন: “আপনার ওপর অর্পিত পাওনা বা অসিয়তযোগ্য বিষয় সম্পর্কে অসিয়ত করুন।” কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: “অসিয়ত করার মতো বিষয় আছে এমন কোনো মুসলিম ব্যক্তির জন্য তার অসিয়তনামাটি তার নিকট লিখিত থাকা ব্যতিরেকে দুই রাত অতিবাহিত করা সমীচীন নয়।” আর তাকে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে অতিষ্ঠ করবেন না, বিশেষ করে যখন তার অসুস্থতা তীব্র হয়; কারণ এতে সে বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারে। এছাড়া তার নিকট দীর্ঘক্ষণ বসে থাকবেন না, পাছে সে বিরক্ত হয়ে যায়। কেননা অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থা সুস্থ ব্যক্তির মতো নয়; হতে পারে সে বিরক্ত হবে এবং আপনার প্রশ্নান কামনা করবে যাতে তার পরিবারের লোকজন তার কাছে আসতে পারে বা অনুরূপ কিছু। তবে যদি আপনি দেখেন যে রোগী আপনার সাহচর্যে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে...

بك ويفرح أن تبقي وأن تطيل الجلوس عنده فهذا خير ولا بأس به وهذا ربما يكون سبباً في شفاؤه لأن من أسباب الشفاء إدخال السرور على المريض ومن أسباب دوام المرض وزيادته إدخال الغم عليه فمثلاً إذا جئت مريضاً وقلت له أنت اليوم أحسن من أمس حتى وإن لم يكن أحسن من جهة المرض لكن تقول أحسن من أمس لأنك زدت خيراً ما بين أمس واليوم صليت خمس صلوات استغفرت هلت كذلك زاد أجرك بالمرض وذلك حتى يدخل عليه السرور ولا تقل له أنت أمس أحسن من اليوم فذا خطأ حتى ولو كان الأمر كذلك لأنه إن لم يضر لن ينفع كذلك إذا كان المريض ممن يحب القصص وهي حق وليست كذباً قصص حقيقية ليست مكذوبة وكان ذلك مدعاة لإدخال السرور عليه فهذا أيضاً طيب لأن من المهم إدخال السرور على المريض وإذا أردت أن تقوم واستأذنت تقوم أأذن لي فإن هذا أيضاً مما يسره لأنه ربما يود أن تبقي فلا يأذن لك

আপনার সান্নিধ্যে তিনি আনন্দিত হন এবং আপনি সেখানে অবস্থান করলে ও দীর্ঘক্ষণ বসে থাকলে তিনি খুশি হন; এটি কল্যাণকর এবং এতে কোনো অসুবিধা নেই। এটি সম্ভবত তাঁর আরোগ্যের একটি কারণ হতে পারে, কারণ রুগীর মনে আনন্দ সঞ্চার করা আরোগ্যের অন্যতম উপায়। আর রুগীর মনে দুঃখ বা বিষণ্ণতা সৃষ্টি করা রোগ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার ও বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম কারণ। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যখন কোনো রুগীর কাছে এসে বলেন, "আজ আপনি গতকালের চেয়ে ভালো আছেন"—যদিও অসুস্থতার বিচারে তিনি অধিকতর ভালো অবস্থায় নেই—তথাপি আপনি বলবেন যে তিনি গতকালের চেয়ে ভালো আছেন। কারণ গতকাল থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর পুণ্য কর্ম বৃদ্ধি পেয়েছে; যেমন তিনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেছেন, ইস্তিগফার করেছেন এবং তাহলীল পাঠ করেছেন। তদ্রূপ অসুস্থতার কারণে তাঁর প্রতিদানও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই কথাগুলো বলা হবে যাতে তাঁর মনে আনন্দ প্রবেশ করে। আপনি তাকে বলবেন না যে, "গতকালের চেয়ে আজ আপনার অবস্থা বেশি খারাপ"—এটি বলা ভুল, এমনকি বাস্তব অবস্থা যদি তেমনই হয়। কারণ এটি কোনো উপকারে আসে না, বরং ক্ষতির কারণ হতে পারে। অনুরূপভাবে, রুগী যদি সত্য ঘটনা বা কাহিনী পছন্দ করেন—যা কোনো মিথ্যা বা বানোয়াট বিষয় নয়—এবং তা যদি তাঁর মনে আনন্দ দেওয়ার কারণ হয়,

তবে সেটিও উত্তম। কারণ অসুস্থ ব্যক্তির মনে প্রফুল্লতা আনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর যখন আপনি উঠে যাওয়ার ইচ্ছা করবেন এবং অনুমতি প্রার্থনা করে বলবেন, "আপনি কি আমাকে যাওয়ার অনুমতি দেবেন?"—তবে এটিও তাঁকে আনন্দিত করে; কারণ সম্ভবত তিনি চাইছেন আপনি আরও কিছুক্ষণ অবস্থান করুন, তাই তিনি আপনাকে অনুমতি দেবেন না।

(ص: 462) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ثم احرص غاية الحرص على أن توجهه إلى فعل الخير في هذا المرض وقول الخير في هذا المرض فتقول قد يقدر الله المرض على الإنسان فيكون خيراً له فيتفرغ للذكر ولقراءة القرآن وما أشبه ذلك لعله ينتبه ويكون لك أجر السبب

895 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعبادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العطس متفق عليه

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين كتاب عبادة المريض وتشيع الجنائز يقال عبادة زيارة وتشيع الزيارة للصحيح إذا زرت أخاك في الله في بيته في مكانه فهذه زيارة والعبادة للمريض لأن الإنسان يعيدها ويكررها مادام

এরপর এই অসুস্থতার মধ্যে তাকে সৎকাজে লিপ্ত হতে এবং ভালো কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সর্বোচ্চ সচেষ্ট হও। তাকে বলো যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের ওপর রোগ-ব্যাধি নির্ধারণ করেন যা তার জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে; এর মাধ্যমে সে জিকির, কুরআন তিলাওয়াত ও এই জাতীয় ইবাদতের জন্য অবসর লাভ করে। হয়তো এর ফলে সে সচেতন হবে এবং তুমি এর মাধ্যম হওয়ার কারণে সওয়াব লাভ করবে।

৮৯৫ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের পাঁচটি হক রয়েছে: সালামের উত্তর দেওয়া, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, জানাযার অনুসরণ করা, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচিদাতার উত্তর দেওয়া। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' কিতাবে অসুস্থ ব্যক্তির সেবা ও জানাযায় গমনের পরিচ্ছেদ সম্পর্কে বলেন: একে 'ইয়াদাত' (সেবা), 'জিয়ারাত' (সাক্ষাৎ) এবং 'তাশরী' (অনুসরণ) বলা হয়। সুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'জিয়ারাত' বলা হয়; যখন তুমি তোমার কোনো দ্বীনি ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তার ঘরে বা অবস্থানে যাও, সেটি হলো জিয়ারাত। আর অসুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'ইয়াদাত' বলা হয়, কারণ মানুষ একে বারবার সম্পাদন করে যতক্ষণ পর্যন্ত...

(ص: 463) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

أخوه مريضاً وتشجيع الجنائز اتباعها ثم ذكر المؤلف حديث البراء بن عازب وقد سبق الكلام على أكثره والشاهد منه قوله وعيادة المريض فهي أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهي فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط عن الباقيين وإذا لم يقم بها أحد وجب على من علم أن يعود ثم إن المراد بالمريض الذي يعاد هو الذي انقطع في بيته ولا يخرج وأما المريض مرضاً خفيفاً لا يعوقه عن الخروج ومصاحبة الناس فإنه لا يعاد لكن يسأل عن حاله إذا علم به الإنسان وللعيادة آداب كثيرة منها 1 - أن ينوي الإنسان بها امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها 2 - أن ينوي الإحسان إلى أخيه بعيادته فإن المريض إذا عادة أخوه وجد في ذلك راحة عظيمة وانشراح صدر 3 - أن يستغل الفرصة في توجيه

المريض إلى ما ينفعه فيأمره بالتوبة والاستغفار والخروج من حقوق الناس 4 - أنه ربما يكون على المريض إشكالات في طهارته أو صلاته أو ما أشبه ذلك فإذا كان العائد طالب علم انتفع به المريض لأنه لا بد أن يخبره عما ينبغي أن يقوم به من طهارة وصلاة

তার ভাই অসুস্থ হলে (তাকে দেখতে যাওয়া) এবং জানাজার অনুসরণ করা। এরপর লেখক আল-বারা ইবনে আজিব (রা.)-এর হাদিসটি উল্লেখ করেছেন, যার অধিকাংশ আলোচনা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এখানে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো তাঁর বাণী—'অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া'। এটি এমন একটি বিষয় যার নির্দেশ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। এটি একটি 'ফরজে কিফায়া'; যদি কিছু লোক তা পালন করে, তবে বাকিদের ওপর থেকে এর দায়ভার অপসারিত হয়। আর যদি কেউ তা পালন না করে, তবে যে ব্যক্তি অসুস্থতার সংবাদ জানবে, তার ওপর তাকে দেখতে যাওয়া ওয়াজিব বা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। এরপর লক্ষণীয় যে, এখানে এমন অসুস্থ ব্যক্তির কথা বোঝানো হয়েছে, যে অসুস্থতার দরুন ঘরে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং বাইরে বের হতে পারছে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সামান্য অসুস্থ, যা তাকে বাইরে বের হতে বা মানুষের সংশ্রবে থাকতে বাধা দেয় না, তাকে (বিশেষভাবে) দেখতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই; বরং তার সম্পর্কে জানতে পারলে কেবল তার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করাই যথেষ্ট। রোগীকে দেখতে যাওয়ার অনেক আদব বা শিষ্টাচার রয়েছে, তন্মধ্যে কয়েকটি হলো: ১- এর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ পালনের নিয়ত করা; কারণ তিনি এর নির্দেশ দিয়েছেন। ২- অসুস্থ ভাইয়ের প্রতি সদাচরণের নিয়ত করা; কারণ কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে যখন তার ভাই দেখতে যায়, তখন সে তাতে পরম শান্তি ও হৃদয়ের প্রফুল্লতা অনুভব করে। ৩- এই সুযোগটি রোগীকে তার কল্যাণকর বিষয়ের দিকে দিকনির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে কাজে লাগানো। যেমন—তাকে তওবা, ইস্তিগফার এবং মানুষের পাওনা বা হকসমূহ পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া। ৪- অসুস্থ ব্যক্তির পবিত্রতা, সালাত বা এই জাতীয় ইবাদতের ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা বা মাসআলাগত জটিলতা থাকতে পারে; এমতাবস্থায় সাক্ষাৎকারী যদি তালিবে ইলম (দ্বীনি শিক্ষার্থী) হন, তবে রোগী তার মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে। কেননা তিনি তাকে পবিত্রতা ও সালাত আদায়ের সঠিক নিয়ম সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করবেন যা তার পালন করা উচিত।

أو يسأله المريض 5 - أن الإنسان ينظر للمصلحة في إطالة البقاء عند المريض أو عدمها وهذا القول هو القول الصحيح وذهب بعض العلماء إلى أنه ينبغي تخفيف العبادة وألا يثقل على المريض لكن الصحيح أن الإنسان ينظر للمصلحة إذا رأى أن المريض مستأنس منبسط منشرح الصدر وأنه يجب بقاءه فليتأن لها في ذلك من إدخال السرو عليه وإن رأى أن المريض يرغب أن يقوم الناس عنه حتى يأتيه أهله ويصلحوا حاله فإنه يقوم ولا يتأخر 6 - أن يتذكر الإنسان نعمة الله عليه بالعافية فإن الإنسان لا يعرف قدر نعمة الله عليه إلا إذا رأى من ابتلي بفقدتها كمًا قيل وبضدها تتميز الأشياء فتحمد الله سبحانه وتعالى على العافية وتسأله أن يديم عليك النعمة 7 - ومنها ما يرجي من دعاء المريض للعائد ودعاء المريض حري بالإجابة لأن الله سبحانه وتعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله والمريض من أشد الناس ضعفًا في النفس ولا سيما إذا طال به المرض وثقل فيرجى إجابة دعوة هذا المريض

৫- অথবা অসুস্থ ব্যক্তি তাকে অনুরোধ করবে। মানুষ অসুস্থ ব্যক্তির নিকট অবস্থান দীর্ঘায়িত করার ক্ষেত্রে কল্যাণ বা অকল্যাণের বিষয়টি বিবেচনা করবে; আর এটিই সঠিক অভিমত। কোনো কোনো আলেম মনে করেন যে, রোগী দেখার সময়টি সংক্ষিপ্ত করা উচিত এবং তার ওপর বোঝা হওয়া উচিত নয়। তবে সঠিক কথা হলো, মানুষ মসলহত বা কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখবে; যদি সে দেখে যে অসুস্থ ব্যক্তি তার সান্নিধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রফুল্লতা বোধ করছে এবং সে আরও কিছুক্ষণ অবস্থান করুক এমনটি চাচ্ছে, তবে সে যেন বিলম্ব করে। কারণ এতে রোগীর মনে আনন্দ সঞ্চার হয়। আর যদি সে দেখে যে অসুস্থ ব্যক্তি চাচ্ছে লোকজন তার কাছ থেকে বিদায় নিক যাতে তার পরিবার তার কাছে আসতে পারে এবং তার সেবা-শুশ্রূষা করতে পারে, তবে সে যেন প্রস্থান করে এবং দেরি না করে।

৬- মানুষ যেন সুস্থতার মাধ্যমে নিজের ওপর আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ করে। কেননা মানুষ আল্লাহর নেয়ামতের মর্যাদা ততক্ষণ উপলব্ধি করতে পারে না, যতক্ষণ না সে এমন কাউকে দেখে যে সেই নেয়ামত হারিয়ে বিপদে পড়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে— "বিপরীত বিষয়ের মাধ্যমেই বস্তুর মাহাত্ম্য ফুটে ওঠে।" অতএব, সুস্থতার জন্য মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলার প্রশংসা জ্ঞাপন করুন এবং তাঁর নিকট এই নেয়ামত স্থায়ী রাখার প্রার্থনা করুন।

৭- এর অন্তর্ভুক্ত হলো—দর্শনার্থীর জন্য অসুস্থ ব্যক্তির দোয়ার আশা করা। অসুস্থ ব্যক্তির দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ উপযুক্ত; কেননা মহান আল্লাহ সেই সব ব্যক্তির নিকটবর্তী থাকেন যাদের অন্তর তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ভগ্ন বা বিদীর্ণ। আর অসুস্থ ব্যক্তি মানসিকভাবে সর্বাধিক দুর্বল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, বিশেষত যখন রোগ দীর্ঘস্থায়ী ও প্রকট হয়। তাই এই অসুস্থ ব্যক্তির দোয়া কবুল হওয়ার আশা করা যায়।

(ص: 465) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وهناك فوائد أكثر مما ذكرنا لذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على عيادة المرضى لها في ذلك من الأجر الكثير والثواب العظيم

896 - وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعبه أما علمت أنك لو أطعته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي رواه مسلم

আমরা যা উল্লেখ করেছি তার চেয়েও অধিক উপকারিতা এখানে নিহিত রয়েছে; অতএব মানুষের উচিত অসুস্থ ব্যক্তির সেবা ও পরিদর্শনে যত্নবান হওয়া, কারণ এতে রয়েছে প্রচুর পুণ্য ও মহান প্রতিদান।

৮৯৬ - তাঁর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ আযযা ওয়া জাল কিয়ামতের দিন বলবেন, ‘হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে যাওনি।’ সে বলবে, ‘হে আমার রব! আমি আপনাকে কীভাবে দেখতে যেতাম, অথচ আপনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক?’ আল্লাহ বলবেন, ‘তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে দেখতে যাওনি? তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে, তবে আমাকে তার কাছেই পেতে? হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাওনি।’ সে বলবে, ‘হে আমার রব! আমি আপনাকে কীভাবে খাওয়াতাম, অথচ আপনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক?’ আল্লাহ বলবেন, ‘তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে খাওয়াওনি? তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে খাওয়াতে, তবে তা আমার কাছেই পেতে? হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি।’ সে বলবে, ‘হে আমার রব! আমি আপনাকে কীভাবে পান করাতাম, অথচ আপনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক?’ আল্লাহ বলবেন, ‘আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পান করাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে পান করাতে, তবে তা আমার কাছেই পেতে?’” (সহীহ মুসলিম)

(ص: 466) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث ذكره النووي رحمه الله في رياض الصالحين باب عيادة المريض وتشجيع البيت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى

يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال كيف أعودك وأنت رب العالمين يعني وأنت لست بحاجة إلي حتى أعودك قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما إنك لو عدته لوجدتني عنده هذا الحديث ليس فيه إشكال في قوله تعالى مرضت فلم تعدني لأن الله تعالى يستحيل عليه المرض لأن المرض صفة نقص والله سبحانه وتعالى منزلة عن كل نقص قال الله تبارك وتعالى سبحانه ربك رب العزة عما يصفون لكن المراد بالمرض مرض عبد من عبادة الصالحين وأولياء الله سبحانه وتعالى هم خاصته ولهذا جاء في الحديث الصحيح القدسي أيضا من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب يعني من يعادي أولياء الله محارب لله عز وجل مع أنه وإن كان لم يعاد الله على زعمه لكنه عادي أوليائه وحاربهم كذلك إذا مرض عبد من عباد الله الصالحين فإن الله سبحانه وتعالى يكون عنده

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রহিমাল্লাহ) রিয়াদুস সালাহীন গ্রন্থের 'অসুস্থ ব্যক্তির সেবা এবং জানাজায় শরিক হওয়া' অধ্যায়ে আবু হুরায়রা (রাতিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ বলবেন, "হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে আসোনি।" সে বলবে, "হে আমার পালনকর্তা! আমি কীভাবে আপনার সেবা বা পরিচর্যা করব? অথচ আপনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক!" অর্থাৎ আপনি তো আমার সেবার মুখাপেক্ষী নন। তিনি বলবেন, "তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল, অথচ তুমি তাকে দেখতে যাওনি? তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে, তবে আমাকে তার নিকটেই পেতে?" মহান আল্লাহর বাণী— "আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে আসোনি"—এর মধ্যে কোনো তাত্ত্বিক জটিলতা নেই। কারণ মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে অসুস্থতা অসম্ভব; যেহেতু অসুস্থতা একটি ত্রুটিপূর্ণ গুণ, আর মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা সকল প্রকার ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা থেকে পবিত্র। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন, "আপনার প্রতিপালক, যিনি সম্মানের অধিকারী, তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে তিনি পবিত্র।" তবে এখানে অসুস্থতা দ্বারা তাঁর কোনো নেককার বান্দার অসুস্থতা বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলার

ওলিগণ হলেন তাঁর বিশেষ বান্দা। এই কারণেই অন্য একটি সহিহ হাদিসে কুদসিতে এসেছে: "যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলির সাথে শত্রুতা করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিচ্ছি।" অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধুদের সাথে শত্রুতা করে, সে মূলত মহামহিম আল্লাহর বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করে; যদিও সে তার নিজের ধারণা মতে সরাসরি আল্লাহর সাথে শত্রুতা করছে না, কিন্তু সে তাঁর প্রিয় বন্ধুদের সাথে শত্রুতা ও যুদ্ধ করছে। একইভাবে, যখন আল্লাহর কোনো নেককার বান্দা অসুস্থ হয়, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর অনুগ্রহ ও সান্নিধ্য নিয়ে সেই বান্দার নিকটেই থাকেন।

(ম: 467) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ولهذا قال أما إنك لو عدته لوجدتني عنده ولم يقل لوجدت ذلك عندي كما قال في الطعام والشراب بل قال لوجدتني عنده وهذا يدل على قرب المريض من الله عز وجل ولهذا قال العلماء إن المريض حري بإجابة الدعاء إذا دعا لشخص أو دعا على شخص وفي هذا دليل على استحباب عيادة المريض وأن الله سبحانه وتعالى عند المريض وعند من عادة لقوله لوجدتني عنده وقد سبق لنا كيف تكون عيادة المريض وما ينبغي أن يقوله له العائد يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني يعني طلبت منك طعاماً فلم تطعمني ومعلوم أن الله تعالى لا يطلب الطعام لنفسه لقول الله تبارك وتعالى {وهو يطعم ولا يطعم} فهو غني عن كل شيء لا يحتاج لطعام ولا شراب لكن جاع عبد من عباد الله فعلم به شخص فلم يطعمه قال الله تعالى أما إنك لو أطعته لوجدت ذلك عندي يعني لوجدت ثوابه عندي مدخراً لك الحسنه بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة وفي هذا دليل على استحباب إطعام الجائع وأنا الإنسان إذا أطعم الجائع وجد ذلك عند الله يا ابن آدم استسقيتك أي

طلبت منك أن تسقينني فلم تسقينني قال كيف أسقيك وأنت رب العالمين يعني لست في حاجة إلى

এই কারণেই তিনি বলেছেন: "জেনে রেখো, তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে (অসুস্থকে দেখতে যেতে), তবে তুমি আমাকে তার কাছেই পেতে।" তিনি এটি বলেননি যে "তবে তুমি সেটি (তার সওয়াব) আমার কাছে পেতে"—যেভাবে তিনি খাদ্য ও পানীয়ের ক্ষেত্রে বলেছেন। বরং তিনি বলেছেন, "তুমি আমাকে তার কাছেই পেতে।" এটি মহান আল্লাহ তাআলার নিকট অসুস্থ ব্যক্তির নৈকট্যের প্রমাণ বহন করে। এই কারণেই আলেমগণ বলেছেন যে, অসুস্থ ব্যক্তি দোয়া কবুল হওয়ার অধিক যোগ্য, যখন সে কারো জন্য দোয়া করে অথবা কারো বিরুদ্ধে বদদোয়া করে। এতে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার মুস্তাহাব হওয়ার দলিল রয়েছে এবং এটি প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহ সুবহানাছ্ ওয়া তাআলা অসুস্থ ব্যক্তির কাছে থাকেন এবং যে ব্যক্তি তাকে দেখতে আসে তার নিকটেও থাকেন; কারণ তাঁর বাণী: "তুমি আমাকে তার কাছে পেতে।" অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখার পদ্ধতি এবং দর্শনকারীর কী বলা উচিত, সে সম্পর্কে আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। "হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে খাওয়াওনি"—অর্থাৎ আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম আর তুমি তা দাওনি। এটা সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহ তাআলা নিজের জন্য খাদ্য প্রার্থনা করেন না; কারণ মহান আল্লাহর বাণী: "তিনিই আহর করান এবং তাঁকে আহর করানো হয় না।" তিনি সব কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী; খাদ্য বা পানীয়ের কোনো প্রয়োজন তাঁর নেই। কিন্তু আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কোনো এক বান্দা ক্ষুধার্ত হয়েছিল এবং কোনো এক ব্যক্তি সে সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও তাকে আহর করায়নি। আল্লাহ তাআলা বলেন: "জেনে রেখো, তুমি যদি তাকে আহর করাতে, তবে তুমি সেটি আমার নিকট পেতে।" অর্থাৎ তুমি তার সওয়াব বা প্রতিদান আমার নিকট তোমার জন্য সংরক্ষিত পেতে—যেখানে একটি নেকির বদলে দশ গুণ থেকে সাতশ গুণ, এমনকি তার চেয়েও বহুগুণ বেশি সওয়াব প্রদান করা হয়। এতে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে অন্নদানের মুস্তাহাব হওয়ার দলিল রয়েছে এবং এটি নির্দেশ করে যে, মানুষ যখন কোনো ক্ষুধার্তকে আহর করায়, তখন সে তার প্রতিদান আল্লাহর কাছে পায়। "হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানীয় চেয়েছিলাম"—অর্থাৎ আমি তোমার নিকট পান করতে চেয়েছিলাম—"কিন্তু তুমি আমাকে পান করাওনি।" সে বলবে: "হে রব্বুল আলামিন! আমি আপনাকে কীভাবে পান করাব অথচ আপনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক?" অর্থাৎ আপনার তো কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই—

طعام ولا شراب قال أما علمت أن عبدي فلانا ظمئ أو استسقاك فلم تسقه أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي ففيه أيضاً دليل على فضيلة إسقاء من طلب منك السقياً وأنت تجد ذلك عند الله مدخراً الحسنه بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والشاهد من هذا الحديث الجملة الأولى منه وهي قوله مرضت فلم تعدني ففيه دليل على استحباب عيادة المريض والله الموفق

897 - وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني رواه البخاري العاني الأسير

খাদ্য বা পানীয় নয়। তিনি বলবেন: "তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা তৃষ্ণার্ত হয়েছিল অথবা তোমার কাছে পানীয় প্রার্থনা করেছিল, কিন্তু তুমি তাকে পান করাওনি? তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে পান করাতে তবে তা আমার কাছে গচ্ছিত পেতে?" সুতরাং এতে পানীয় প্রার্থনাকারীকে পান করানোর ফযীলতের প্রমাণ রয়েছে এবং এটিও যে, তুমি তা আল্লাহর নিকট সঞ্চিত পাবে; যেখানে একটি নেকি দশ গুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত, এমনকি তার চেয়েও বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়। আর এই হাদীস থেকে মূল প্রাসঙ্গিক অংশ হলো এর প্রথম বাক্যটি, যা হলো তাঁর বাণী: "আমি অসুস্থ হয়েছিলাম অথচ তুমি আমাকে দেখতে আসোনি।" সুতরাং এতে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার মুস্তাহাব হওয়ার দলিল রয়েছে। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

৮৯৭ - আবু মুসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমরা রুগীর সেবা করো, ক্ষুধার্তকে আহার দাও এবং বন্দীকে মুক্তি দাও। বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন। 'আল-আনী' অর্থ হলো বন্দী।

898 - وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة قال جناها رواه مسلم جناها أي واجتني من الثمر

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب عيادة المريض وتشجيع البيت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكوا العاني يعني الأسير وأطعموا الجائع وعودوا المريض هذه ثلاثة أشياء أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أولا عيادة المريض وقد سبق أنها فرض كفاية يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم فإذا لم يقيم أحد بذلك وجب على من علم بالمريض أن يعود له لأن ذلك من حق المسلم على إخوانه ثانياً أطعموا الجائع فإذا وجدنا إنساناً جائعاً وجب علينا جميعاً أن نطعمه وإطعامه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقيين فإن لم يقم به أحد تعين على من علم بحاله أن يطعمه وكذلك أيضاً كسوة العاري وهو فرض كفاية

৮৯৮ - সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই একজন মুসলিম যখন তার মুসলিম ভাইকে দেখতে যায়, তখন সে ফিরে আসা পর্যন্ত জান্নাতের ফল আহরণের মধ্যে থাকে।" জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতের 'খুরফাহ' কী? তিনি বললেন: "তার ফল চয়ন করা।" ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন। 'জানাহ' অর্থ হচ্ছে ফল সংগ্রহ করা।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রাহিমাল্লাহু) রিয়াদুস সলিহীন কিতাবের 'অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া এবং জানাজায় শরিক হওয়া' অধ্যায়ে আবু মুসা আল-শাশারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা বন্দীকে মুক্ত করো, ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও এবং অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাও।" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

এই তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রথমত: অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া; আর ইতোপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, এটি ফরজে কিফায়া। মুসলিমদের ওপর তাদের অসুস্থদের দেখতে যাওয়া আবশ্যিক। সুতরাং যদি কেউ এই দায়িত্ব পালন না করে, তবে যে ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তি সম্পর্কে অবগত হবে তার ওপর তাকে দেখতে যাওয়া আবশ্যিক হয়ে পড়বে। কারণ এটি একজন মুসলিমের তার ভাইদের ওপর পাওনা অধিকার। দ্বিতীয়ত: ক্ষুধার্তকে অন্ন দান করা। অতএব আমরা যখন কোনো ক্ষুধার্ত মানুষকে পাবো, তখন আমাদের সকলের ওপর তাকে খাওয়ানো ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর তাকে খাওয়ানো ফরজে কিফায়া; যখন পর্যাপ্ত সংখ্যক লোক এই দায়িত্ব পালন করবে, তখন অবশিষ্টদের ওপর থেকে তা রহিত হয়ে যাবে। আর যদি কেউ তা পালন না করে, তবে যে ব্যক্তি তার অবস্থা জানবে তার ওপর তাকে খাওয়ানো নির্দিষ্টভাবে আবশ্যিক হয়ে যাবে। একইভাবে বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করাও ফরজে কিফায়া।

(ص: 470) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ثالثاً قوله فكوا العاني يعني الأسير فكوا الأسير الذي عند الكفار من الأسر فإذا اختطف الكفار رجلاً مسلماً وجب علينا أن نفك أسرته وكذلك لو أسروه في حرب بينهم وبين المسلمين فإنه يجب علينا أن نفك أسرته وفك أسرته فرض كفاية أيضاً ثم ذكر حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد المسلم أخاه المسلم يعني في مرضه فإنه لا يزال في خرفة الجنة قيل وما خرفة الجنة؟ قال جناها يعني أنه يجني من ثمار الجنة مدة دوامه جالساً عند هذا المريض وقد سبق أن الجلوس عند المريض يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وفي هذا الحديث الثاني دليل على فضل عيادة المريض من يحب أن يعترف من ثمار الجنة هذا من أسبابها والله الموفق

তৃতীয়ত, তাঁর বাণী: "তোমরা বন্দীকে মুক্ত করো", অর্থাৎ কাফেরদের নিকট যে বন্দী আছে তাকে কারামুক্ত করো। যদি কাফেররা কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে অপহরণ করে, তবে তাকে মুক্ত করা আমাদের ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়। তদ্রূপ যদি তারা মুসলিমদের সাথে কোনো যুদ্ধে তাকে বন্দী করে, তবে তাকে মুক্ত করাও আমাদের ওপর আবশ্যিক। আর বন্দীকে মুক্ত করা একটি 'ফরজে কেফায়া'। অতঃপর তিনি সাওবান (রাযি.) বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "যখন কোনো মুসলিম তার কোনো মুসলিম ভাইকে দেখতে যায়—অর্থাৎ তার অসুস্থতায়—তখন সে জান্নাতের 'খুরফা'র মধ্যে অবস্থান করতে থাকে।" জিজ্ঞেস করা হলো, জান্নাতের 'খুরফা' কী? তিনি বললেন: "জান্নাতের আহরণকৃত ফল।" এর অর্থ হলো, সে যতক্ষণ সেই অসুস্থ ব্যক্তির নিকট বসে থাকে, ততক্ষণ যেন সে জান্নাতের ফল সংগ্রহ করতে থাকে। ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, অসুস্থ ব্যক্তির নিকট অবস্থানের সময়টুকু অবস্থা ও ব্যক্তির ভিন্নতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। আর এই দ্বিতীয় হাদিসটিতে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার ফজিলতের প্রমাণ রয়েছে; যারা জান্নাতের ফল আহরণ করতে পছন্দ করেন, এটি তার অন্যতম একটি মাধ্যম। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 471) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

899 - وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلماً غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن الخريف التبر المخرuf أي المجتني

900 - وعن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقعده عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى

أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار رواه البخاري

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب عيادة المريض وتشجيع البيت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مريضاً غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وكذلك إن عادة في المساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان في خريف الجنة

৮৯৯ - হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "যখন কোনো মুসলমান সকালে অন্য কোনো মুসলমান রোগীকে দেখতে যায়, তখন সত্তর হাজার ফেরেশতা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকে। আর যদি সে সন্ধ্যায় তাকে দেখতে যায়, তবে সত্তর হাজার ফেরেশতা সকাল পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকে এবং জান্নাতে তার জন্য একটি বাগান (বা সংগৃহীত ফল) নির্ধারিত থাকে।" ইমাম তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং একে 'হাসান' হাদিস বলেছেন। 'খারীফ' অর্থ হলো আহরিত খেজুর, অর্থাৎ যা গাছ থেকে পাড়া হয়েছে।

৯০০ - হযরত আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ইয়াহুদি বালক নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খিদমত করত। সে অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে দেখতে গেলেন এবং তার শিয়রে বসলেন। তিনি তাকে বললেন, "তুমি ইসলাম গ্রহণ করো।" তখন সে তার পিতার দিকে তাকাল, যে তার নিকটেই ছিল। পিতা তাকে বলল, "তুমি আবুল কাসিমের (রাসূলুল্লাহর) আনুগত্য করো।" ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করল। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেখান থেকে এই বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন যে, "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করেছেন।" ইমাম বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাল্লাহ) রিয়াদুস সালিহীন গ্রন্থের 'রোগী পরিদর্শন ও জানাজার অনুগমন' অধ্যায়ে হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন: যখন কোনো মুসলমান সকালে কোনো রোগীকে দেখতে যায়, তখন সত্তর হাজার ফেরেশতা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমত ও মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে। তদ্রূপ সে যদি সন্ধ্যায় তাকে দেখতে যায়, তবে সত্তর হাজার ফেরেশতা সকাল পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকে এবং সে জান্নাতের আহরিত ফলসমূহের মাঝে বিচরণ করতে থাকে।

(ম: 472) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

هذا الحديث له شاهد مما سبق أن الإنسان إذا عاد أخاه المريض فهو في خرفة الجنة أي في جناها وأما استغفار الملائكة له ففيه نظر لأن فضل الله واسع لكن من قواعد الحديث الضعيف عند العلماء كثرة الثواب في عمل يسير جدا لكننا نقول إنه مادام قد ثبت أصل مشروعية عيادة المريض فإن ذكر الفضائل إذا لم يكن الضعف شديدا مما يساعد على فعل ما رغب فيه وينشط الإنسان ويرجو الإنسان ثواب ذلك إن كان هذا الحديث ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم حصل للإنسان ما دل عليه وإن لم يكن ثابتاً فإنه لا يزيده إلا رغبة في الخير وعلى كل حال فهو يدل على فضيلة عيادة المريض وأنه إذا كان في الصباح فله هذا الأجر وإذا كان في المساء فله هذا الأجر أما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن غلاماً يهودياً كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض الغلام فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عند رأسه وقال له أسلم فنظر إلى أبيه يعني كأنه يستشير فقال له أبوه وهو يهودي أطع أبا القاسم لأن اليهودي يعلم أنه حق فقال لابنه أطع أبا القاسم فأسلم هذا الغلام

فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار ففي هذا الحديث عدة فوائد منها

এই হাদীসটির স্বপক্ষে পূর্বে বর্ণিত একটি সাক্ষ্য বিদ্যমান যে, মানুষ যখন তার অসুস্থ ভাইকে দেখতে যায়, তখন সে জান্নাতের ফল আহরণে নিয়োজিত থাকে। আর ফেরেশতাদের তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার বিষয়টি গবেষণাসাপেক্ষ; কেননা আল্লাহর অনুগ্রহ অত্যন্ত প্রশস্ত, তবে আলেমদের নিকট দুর্বল হাদীসের একটি নিদর্শন হলো অতি সামান্য আমলের বিপরীতে অত্যধিক সওয়াবের আধিক্য বর্ণনা করা। তবে আমরা বলি যে, যেহেতু অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার মূল বিধানটি সাব্যস্ত হয়েছে, তাই বর্ণনার দুর্বলতা যদি প্রকট না হয়, তবে এর ফজিলতসমূহ আলোচনা করা কাঙ্ক্ষিত আমলটির প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং মানুষকে কর্মোদ্দীপক করতে সহায়ক হয়; ফলে মানুষ এর সওয়াবের আশা করতে পারে। যদি হাদীসটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত হয়ে থাকে, তবে হাদীসে যা নির্দেশ করা হয়েছে মানুষ তা লাভ করবে। আর যদি তা প্রমাণিত না-ও হয়, তবুও এটি মানুষের মধ্যে কেবল কল্যাণের প্রতি আগ্রহই বৃদ্ধি করবে। সর্বাবস্থায় এটি রুগী দেখার ফজিলত প্রমাণ করে এবং এটিও নির্দেশ করে যে, সকালে গেলে এই প্রতিদান মিলবে এবং সন্ধ্যায় গেলেও অনুরূপ প্রতিদান পাওয়া যাবে। আর আনাস বিন মালিক (রাডিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসের বিষয়টি হলো, একজন ইহুদি বালক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খেদমত করত। একদা বালকটি অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে দেখতে যান এবং তার মাথার শিয়রে বসে তাকে বললেন, "তুমি ইসলাম গ্রহণ করো।" তখন সে তার পিতার দিকে তাকাল, যেন সে তার নিকট পরামর্শ চাইছে। তার পিতা ইহুদি হওয়া সত্ত্বেও তাকে বলল, "তুমি আবুল কাসেমের আনুগত্য করো"; কারণ সেই ইহুদি জানত যে তিনি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সে তার ছেলেকে বলল, "আবুল কাসেমের আনুগত্য করো।" ফলে বালকটি ইসলাম গ্রহণ করল। এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন যে, "সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিয়েছেন।" এই হাদীসে বেশ কিছু শিক্ষা নিহিত রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো—

1 - جواز استخدام اليهودي يعني يجعلهم خدماً عنده وهذا بشرط أن يأمن من مكروه لأن اليهود أصحاب مكر وخديعة وخيانة لا يكادون يوفون بعهد ولا يؤدون أمانة لكن إذا أئمنه فلا بأس من أن يستخدمه 2 - جواز عيادة المريض اليهودي لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد هذا الغلام ولكن يحتمل أن تكون عيادة النبي صلى الله عليه وسلم له كانت من أجل خدمته إياه وأن هذا من باب المكافأة وعلى هذا لا يكون الحكم لكل يهودي أن تعود ويحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم عادة ليعرض عليه الإسلام فتكون عيادة المريض اليهودي أو غيره من الكفار مستحبة إذا كان الإنسان يريد أن يعرض عليهم الإسلام فينقذهم الله به من النار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم يعني إذا هدى الله بك رجلاً من الكفر خير لك من الإبل الحمر التي هي أغلى أنواع الإبل عند العرب

১ - ইহুদিকে কাজে নিয়োগ করার বৈধতা, অর্থাৎ তাদেরকে নিজের খাদেম বা সেবক হিসেবে রাখা জায়েজ। তবে এটি এই শর্তে যে, তার চক্রান্ত ও প্রতারণা থেকে নিরাপদ থাকতে হবে; কারণ ইহুদিরা সাধারণত ষড়যন্ত্র, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার অধিকারী হয়ে থাকে। তারা সচরাচর অঙ্গীকার পূর্ণ করে না এবং আমানত রক্ষা করে না। তবে যদি তাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা যায়, তবে তাদেরকে কাজে নিয়োগ করতে কোনো অসুবিধা নেই। ২ - অসুস্থ ইহুদিকে দেখতে যাওয়া বা রুগ্ন পরিচর্যা করা বৈধ; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বালকটিকে দেখতে গিয়েছিলেন। তবে সম্ভাবনা রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাকে দেখতে যাওয়াটা ছিল তার খিদমতের কারণে এবং এটি ছিল এক প্রকার প্রতিদানস্বরূপ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, প্রতিটি ইহুদিকে দেখতে যাওয়ার হুকুম এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। আবার এও সম্ভাবনা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখতে গিয়েছিলেন তাকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য। অতএব, অসুস্থ ইহুদি বা অন্য কোনো কাফেরকে দেখতে যাওয়া মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় হবে যদি মানুষের উদ্দেশ্য হয় তাদের সামনে

ইসলাম পেশ করা, যাতে আল্লাহ আপনার মাধ্যমে তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ যদি আপনার মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকেও হিদায়াত দান করেন, তবে তা আপনার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম।" অর্থাৎ, আল্লাহ যদি আপনার উসিলায় কোনো ব্যক্তিকে কুফর থেকে হিদায়াত দান করেন, তবে তা আপনার জন্য সেই লাল উটের চেয়েও শ্রেষ্ঠ যা আরবদের নিকট উটের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান প্রকার হিসেবে বিবেচিত।

(ص: 474) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

- 3 - ينبغي على من عاد المريض أن يرشده إلى الحق ويرغبه فيه فإذا كان يعلم أنه أي المريض صاحب تقصير قال له (يا فلان استغفر الله تب إليه) فأحسن ما تهدي للمريض هو أن تنفعه في دينه أما الحكاوي والقصص فلها وقت آخر ...
- 4 - الأب قد يؤثر ابنه في الخير وهو لا يفعله فهذا اليهودي أشار على ابنه أن يطيع أبا القاسم ويسلم ولكنه هو لم يسلم فالأب قد يحب لابنه الخير وهو محروم منه والعياذ بالله 5 - فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حق ودليل ذلك أن اليهودي قال لابنه أطع أبا القاسم والحق ما شهدت به الأعداء ومعلوم أن اليهود والنصارى يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإننا كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لأن الله قال

৩ - যে ব্যক্তি রোগীর সেবা বা সাক্ষাতে আসবে, তার কর্তব্য হলো তাকে সত্যের দিকে পথনির্দেশ করা এবং এর প্রতি তাকে উৎসাহিত করা। যদি সে জানে যে অসুস্থ ব্যক্তিটি (ইবাদতে বা আমলে) ত্রুটিপূর্ণ, তবে সে তাকে বলবে, "হে অমুক! আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা

করুন এবং তাঁর নিকট তওবা করুন।" রোগীকে দেওয়ার মতো সর্বোত্তম উপহার হলো তার দ্বীনি উপকার করা; আর সাধারণ কিচ্ছা-কাহিনী বা গল্পগুজবের জন্য অন্য সময় রয়েছে ...

৪ - পিতা অনেক সময় তার সন্তানকে কল্যাণের পথে এগিয়ে দেয় অথচ সে নিজে তা করে না। যেমন এই ইহুদি ব্যক্তিটি তার পুত্রকে আবুল কাসিম (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্য করার ও ইসলাম গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছিল, কিন্তু সে নিজে ইসলাম গ্রহণ করেনি। সুতরাং পিতা তার সন্তানের জন্য কল্যাণ পছন্দ করতে পারে অথচ সে নিজে তা থেকে বঞ্চিত থাকে; আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। ৫ - এতে এই প্রমাণ রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর প্রমাণ হলো সেই ইহুদি ব্যক্তিটি তার পুত্রকে বলেছিল, "আবুল কাসিমের আনুগত্য করো।" আর প্রকৃত সত্য তো তাই যার সাক্ষ্য শত্রুরাও প্রদান করে। এটি সুপরিচিত যে, ইহুদি ও নাসারারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তেমনভাবেই চিনত যেমন তারা তাদের সন্তানদের চিনত। মহান আল্লাহ বলেন, "যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি, তারা তাকে (রাসূলকে) তেমনভাবেই চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে।" তারা তাকে তাদের সন্তানদের মতোই চিনত কারণ আল্লাহ বলেছেন...

(ص: 475) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

{الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل} معروف مشهور بأسسه العلم عليه السلام {الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل} يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم {هم يعرفون هذا لكن الحسد والعياذ بالله والاستكبار منعهم من الإيمان به {ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق} نسأل الله السلامة وعلى هذا فإذا مرض إنسان كافر فلك أن تعود إذا رجوت في عيادته خيراً

بأن تعرض عليه الإسلام لعله يسلم فهو لاء العمال الذين عندنا الآن من الكفار
وهم كثيرون لا ينبغي أن نتركهم هكذا وأنا نجعلهم في منزلة البهائم يعلمون لنا
دون أن ندلهم على الحق فهم لهم حق علينا واجب أن ندعوهم للإسلام ونبين
لهم الحق ونرغبهم فيه حتى يسلموا أما أن يكون عندنا هذا العدد الهائل من
النصارى والبوذيين وغيرهم ثم لا نجد من يسلم منهم إلا واحدا بعد واحد بعد
عدة أيام فهو دليل على ضعف الدعوة عندنا وأنا لم نحاول أن ندعوهم للإسلام
وهذا لاشك تقصير منا وإلا فإن العامل جاء

{যাকে তারা তাদের নিকট তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পায়} তাঁর সুনির্দিষ্ট নামে (তাঁর ওপর
শান্তি বর্ষিত হোক) তিনি সুবিদিত ও সুপ্রসিদ্ধ। {যাকে তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও
ইঞ্জিলে লিখিত পায়; যিনি তাদের সৎকাজের নির্দেশ দেন ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেন,
তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহকে হালাল করেন ও অপবিত্র বস্তুসমূহকে হারাম করেন এবং
তাদের ওপর থেকে তাদের গুরুভার ও শৃঙ্খলসমূহ অপসারিত করেন যা তাদের ওপর ছিল।}
তারা এ বিষয়টি জানে, কিন্তু হিংসা—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—এবং অহংকার
তাদের তাঁর প্রতি ঈমান আনতে বাধা দিয়েছে। {আহলে কিতাবদের অনেকেই সত্য স্পষ্ট
হওয়ার পর তাদের নিজেদের পক্ষ হতে হিংসাবশত তোমাদের ঈমান আনার পর পুনরায়
কাফির অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে কামনা করে।} আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা ও মুক্তি প্রার্থনা
করি। এর ভিত্তিতে, যদি কোনো অমুসলিম ব্যক্তি অসুস্থ হয়, তবে আপনি তাকে দেখতে যেতে
পারেন যদি তার সেবা করার মাঝে কোনো কল্যাণের আশা থাকে, যেমন তাকে ইসলামের
দাওয়াত দেওয়া যাতে সম্ভবত সে ইসলাম গ্রহণ করে। আমাদের এখানে বর্তমানে
অমুসলিমদের মধ্য থেকে যে বিশাল সংখ্যক শ্রমিক রয়েছে, তাদের এভাবে ছেড়ে দেওয়া
আমাদের উচিত নয়; আর না আমরা তাদের চতুষ্পদ জন্তুর স্তরে গণ্য করব যারা কেবল
আমাদের কাজ করে দেবে অথচ আমরা তাদের সত্যের পথ দেখাব না। বরং আমাদের ওপর
তাদের এই অধিকার রয়েছে যে, আমরা তাদের ইসলামের দিকে আহ্বান করব, তাদের সামনে
সত্য স্পষ্ট করব এবং এর প্রতি তাদের আগ্রহী করে তুলব যাতে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু
আমাদের এখানে এই বিপুল সংখ্যক খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ
সময় পর পর মাত্র একজন করে ইসলাম গ্রহণ করা মূলত আমাদের দাওয়াহর দুর্বলতারই

প্রমাণ এবং এটি নির্দেশ করে যে আমরা তাদের ইসলামের দিকে ডাকার চেষ্টা করিনি। এটি নিঃসন্দেহে আমাদের পক্ষ থেকে একটি অবহেলা, অন্যথায় শ্রমিক তো এসেছে...

(ص: 476) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

يتكفف الناس في الواقع يريد لقمة العيش فليش عنده دافع الاستكبار فلو أننا دعونا بالدين ورغبناه لحصلنا خيرا كثيرا واهتدى على أيدينا أناس كثيرون ولكننا في غفلة عن هذه الدعوة إلى الحق والذي ينبغي لنا أن ننتهز الفرص في هذه الأمور والله الموفق

প্রকৃতপক্ষে সে কেবল জীবনধারণের তাগিদে মানুষের কাছে হাত পাতছে; তার মাঝে দস্ত বা অহংকারের কোনো তাড়না নেই। আমরা যদি তাকে কোমলতার সাথে আহ্বান জানাতাম এবং তাকে উৎসাহিত করতাম, তবে আমরা প্রভূত কল্যাণ অর্জন করতে পারতাম এবং আমাদের মাধ্যমে বহু মানুষ সত্যের দিশা পেত। কিন্তু আমরা সত্যের এই দাওয়াতের ক্ষেত্রে গাফিলতির মধ্যে রয়েছি; অথচ আমাদের উচিত এই বিষয়গুলোতে সুযোগের সদ্যবহার করা। আর আল্লাহ-ই একমাত্র তাওফিকদাতা।

(ص: 477) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب ما يدعى به للمريض

901 - عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم

بأصبعه هكذا ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبأته بالأرض ثم رفعها وقال بسم
الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا متفق عليه
902 - وعنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى
ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا
يغادر سقماً متفق عليه

[الشَّرْحُ]

لما ذكر المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين ما يدل على استحباب
عيادة المريض ذكر ما يدعى له به وما يفعل به فذكر حديثين عن عائشة رضي الله
عنها.

الأول: أنه إذا كان في الإنسان المريض جرح أو قرحة أو نحو ذلك كان النبي صلى الله
عليه وسلم يبذل إصبعه ثم يمسح بها الأرض فيأخذ من

অসুস্থ ব্যক্তির জন্য যা দোয়া করতে হয় সেই বিষয়ক অধ্যায়

৯০১ - আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, যখন কোনো ব্যক্তি কোনো কিছুতে অসুস্থ
হতো অথবা তার কোনো ফোঁড়া কিংবা জখম হতো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
তাঁর আঙুল দিয়ে এভাবে করতেন—বর্ণনাকারী সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনাহ তাঁর শাহাদাত
আঙুল মাটিতে রাখলেন এবং এরপর তা উঠিয়ে বললেন: “আল্লাহর নামে, আমাদের জমিনের
মাটি, আমাদের কারো লালার সাহায্যে, আমাদের রবের অনুমতিক্রমে আমাদের অসুস্থ ব্যক্তি
আরোগ্য লাভ করবে।” (বুখারি ও মুসলিম)।

৯০২ - তাঁর (আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতেই বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
তাঁর পরিবারের কোনো কোনো সদস্যের সেবা করতেন এবং তাঁর ডান হাত দিয়ে (রোগীর
শরীর) মুছে দিতেন এবং বলতেন: “হে আল্লাহ, হে মানুষের প্রতিপালক! আপনি কষ্ট দূর করে
দিন এবং আরোগ্য দান করুন, আপনিই আরোগ্যদানকারী। আপনার আরোগ্য ছাড়া আর
কোনো আরোগ্য নেই, এমন আরোগ্য যা কোনো রোগ অবশিষ্ট রাখে না।” (বুখারি ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার আন-নওয়াবী (রাহিমাহুল্লাহ) যখন রিয়াদুস সালিহীন গ্রন্থে অসুস্থ ব্যক্তির সেবা বা রুগ্ন পরিদর্শনের মুস্তাহাব হওয়ার স্বপক্ষে প্রমাণসমূহ উল্লেখ করেছেন, তখন তিনি রোগীর জন্য যা দোয়া করতে হয় এবং তার সাথে কী আচরণ করতে হয় তাও উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত দুটি হাদিস উল্লেখ করেছেন।

প্রথমটি হলো: যখন অসুস্থ ব্যক্তির কোনো জখম বা ফোঁড়া কিংবা অনুরূপ কিছু হতো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আঙুলটি (লালা দ্বারা) ভিজিয়ে নিতেন, অতঃপর তা মাটিতে বুলিয়ে নিতেন, ফলে তিনি সেখান থেকে কিছু মাটি সংগ্রহ করতেন...

(ম: 478) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

التراب بهذا البلل ثم يمسح به الجرح ويقول: تربة أرضنا بريقه بعضنا يشفى به مريضنا بإذن ربنا وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يداوي الجرح بمثل ذلك ووجه ذلك أن التراب طهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت تربتها لنا طهورا وريق المؤمن طاهر أيضا فيجتمع الطهوران مع قوة التوكل على الله عز وجل والثقة به فيشفى بها المريض ولكن لا بد من أمرين 1 - قوة اليقين في هذا الداعي بأن الله سبحانه وتعالى سوف يشفي هذا المريض بهذه الرقية 2 - قبول المريض لهذا وإيمانه بأنه سينفع أما إذا كانت المسألة على وجه التجربة فإن ذلك لا ينفعه لأنه لا بد من اليقين أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حق ولا بد أن يكون المحل قابلا وهو المريض لا بد أن يكون مؤمنا بفائدة ذلك وإلا فلا فائدة لأن الذين في قلوبهم مرض لا تزيدهم الآيات إلا رجسا إلى رجسهم والعياذ بالله أما الحديث الثاني فإنه كان إذا عاد بعض أهله يقول اللهم رب الناس أذهب البأس أشف أنت الشافي لا شفاء إلا

এই সিক্ত মাটি দিয়ে ক্ষতস্থান মুছে দিবে এবং বলবে: আমাদের যমিনের মাটি এবং আমাদের কারো লালার মিশ্রণে আমাদের রবের হুকুমে আমাদের অসুস্থ ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করবে। এটি প্রমাণ করে যে, মানুষের উচিত এমন কিছু মাধ্যমে ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করা। এর তাৎপর্য হলো, মাটি হলো পবিত্রকারী, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "এর মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্রকারী করা হয়েছে।" আর মুমিনের লালারও পবিত্র। ফলে মহান আল্লাহর ওপর প্রবল নির্ভরতা ও আস্থার সাথে যখন এই দুই পবিত্র বস্তুর সমন্বয় ঘটে, তখন অসুস্থ ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করে। তবে এখানে দুটি বিষয় অবশ্যই থাকতে হবে: ১- দু'আকারীর অন্তরে এই সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই রুকইয়ার মাধ্যমে অবশ্যই অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করবেন। ২- অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষ থেকে এটি গ্রহণ করার মানসিকতা এবং এর কার্যকারিতার প্রতি বিশ্বাস থাকা। কিন্তু বিষয়টি যদি কেবল পরীক্ষার উদ্দেশ্যে হয়, তবে তা কোনো উপকারে আসবে না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেছেন তা সত্য—এই বিষয়ে সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকা অনিবার্য। পাশাপাশি পাত্রটিকেও (অর্থাৎ অসুস্থ ব্যক্তি) এটি গ্রহণের উপযোগী হতে হবে; তাকে অবশ্যই এর উপকারিতার প্রতি বিশ্বাসী হতে হবে, অন্যথায় কোনো ফায়দা হবে না। কারণ যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, আয়াতসমূহ তাদের কলুষতার সাথে আরও কলুষতাই বৃদ্ধি করে, আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। আর দ্বিতীয় হাদিসটি হলো, তিনি যখন তাঁর পরিবারের কোনো সদস্যকে দেখতে যেতেন তখন বলতেন: হে আল্লাহ, মানুষের প্রতিপালক! কষ্ট দূর করে দিন, আরোগ্য দান করুন, আপনিই আরোগ্যদানকারী, আপনার আরোগ্য ব্যতীত অন্য কোনো আরোগ্য নেই...

(ص: 479) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

شفائك شفاء لا يغادر سقياً ويمسح بيده اليمنى أي يمسح المريض ويقرأ عليه هذا الدعاء اللهم رب الناس فيتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته العامة فهو الرب سبحانه وتعالى الخالق البالك المدبر لجميع الأمور فأنت أيها المريض تقول خلقي الله عز

وجل ولا بأس بي ثم قدر علي المرض والذي قدر علي المريض بعد الصحة قادر علي أن يشفيني أذهب البأس يعني المرض الذي حل بهذا المريض.

اشف أنت الشافي والشفاء إزالة المرض وبرء المريض فيقال اشف ولا يقال أشف لأن الثانية - أشف - بمعنى أهلك وأما الأولى اشف فمعناها البرء من السقم ولهذا يقال اللهم اشف فلانا ولا تشفه فالكلمتان عند العامة يظن أن معناهما واحد ولكن بينهما هذا الفرق العظيم اشفه أي أبرئه من المرض أما أشفه أهلكه الشافي هو الله عز وجل لأنه الذي يشفي المرض وما يصنع من الأدوية أو يقرأ من الرقي فما هو إلا سبب قد ينفع وقد لا ينفع فالله هو المسبب عز وجل ولهذا ربما يمرض رجلان بمرض واحد ويداويان بدواء واحد وعلى

আপনার নিরাময় এমন এক নিরাময় যা কোনো রোগই অবশিষ্ট রাখে না। তিনি তাঁর দান হাত দিয়ে অসুস্থ ব্যক্তিকে স্পর্শ করতেন এবং তার ওপর এই দুআ পাঠ করতেন: "হে আল্লাহ, মানুষের প্রতিপালক।" এখানে মহান আল্লাহর সর্বজনীন রুবুবিয়্যাহ বা প্রভুত্বের অসিলা গ্রহণ করা হচ্ছে। তিনিই মহান রব, সুবহানাহু ওয়া তায়ালা, যিনি স্রষ্টা, মালিক এবং সর্ববিষয়ের পরিচালক। অতএব হে অসুস্থ ব্যক্তি, আপনি বলবেন: মহান আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি সুস্থই ছিলাম, এরপর তিনি আমার ওপর এই রোগ নির্ধারণ করেছেন। আর যিনি সুস্থতার পর রোগ নির্ধারণ করেছেন, তিনি আমাকে আরোগ্য দান করতেও সক্ষম। "কষ্ট দূর করে দিন" অর্থাৎ এই রোগীর ওপর যে ব্যাধি আপতিত হয়েছে তা দূর করে দিন।

আপনি আরোগ্য দান করুন, আপনিই আরোগ্যদাতা। 'শেফা' বা আরোগ্য হলো রোগ নির্মূল করা এবং রোগীকে সুস্থ করা। সুতরাং 'ইশফি' (আরোগ্য দিন) বলতে হবে, 'আশফি' বলা যাবে না। কারণ দ্বিতীয়টি—আশফি—ধ্বংস করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে প্রথমটি অর্থাৎ 'ইশফি' এর অর্থ হলো অসুস্থতা থেকে মুক্তি দেওয়া। এই কারণেই বলা হয়, "হে আল্লাহ, অমুককে আরোগ্য দিন এবং তাকে ধ্বংস করবেন না।" সাধারণ মানুষের কাছে মনে হতে পারে যে শব্দ দুটির অর্থ এক, কিন্তু এ দুটির মধ্যে এক বিশাল পার্থক্য বিদ্যমান। 'ইশফিহি' মানে তাকে রোগমুক্ত করুন, আর 'আশফিহি' মানে তাকে ধ্বংস করুন। মহান আল্লাহই হলেন প্রকৃত আরোগ্যদাতা, কারণ তিনিই রোগ নিরাময় করেন। যেসব ঔষধ ব্যবহার করা হয় বা যেসব রুকইয়াহ (ঝাড়ফুঁক) পাঠ করা হয়, সেগুলো কেবল বাহ্যিক কারণ বা অসিলা মাত্র; যা কখনো

কার্যকর হয় আবার কখনো হয় না। মূলত মহান আল্লাহই হলেন সবকিছুর মূল কার্যকারক (মুসাব্বিব)। এই কারণেই দেখা যায় যে, দুজন ব্যক্তি একই রোগে আক্রান্ত হয় এবং তাদের একই ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা হয় এবং...

(ص: 480) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وصفة واحدة فيموت هذا ويسلم ذاك لأن الأمر كله بيده الله عز وجل فهو الشافي وما يصنع من أدوية أو يقال من رقى فهو سبب ونحن مأمورون بذلك السبب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تداؤوا ولا تتداؤوا بالحرام وقال ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء وقوله لا شفاء إلا شفاؤك صدق & رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شفاء إلا شفاء الله فشفاء الله لا شفاء غيره وشفاء المخلوقين ليس إلا سبباً والشافي هو الله فليس الطبيب وليس الدواء هما اللذان يشفيان بل الطبيب سبب والدواء سبب وإنما الشافي هو الله.

وقوله شفاء لا يغادر سقماً يعني شفاء كاملاً لا يبقى سقماً أي لا يبقى مرضاً. فينبغي للإنسان إذا عاد المريض أن يمسحه بيده اليمنى ويقول هذا الدعاء والله الموفق

একই ব্যবস্থাপত্র হওয়া সত্ত্বেও একজন মারা যায় আর অন্যজন মুক্তি পায়। কারণ সকল বিষয়ই মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনিই একমাত্র আরোগ্যদানকারী। যেসব ঔষুধ তৈরি করা হয় কিংবা যেসব ঝাড়ফুঁক (রুকইয়া) করা হয়, সেগুলো কেবল মাধ্যম মাত্র। আর আমাদের সেই মাধ্যম অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো, তবে হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করো না।” তিনি আরও বলেছেন: “আল্লাহ এমন কোনো রোগ অবতীর্ণ করেননি যার প্রতিষেধক তিনি অবতীর্ণ করেননি।” তাঁর বাণী— “আপনার আরোগ্য ব্যতীত আর কোনো আরোগ্য

নেই”—রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্য বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আরোগ্য ছাড়া আর কোনো আরোগ্য নেই। সুতরাং আল্লাহর শিফা-ই প্রকৃত শিফা, অন্য কারও নয়। সৃষ্টির মাধ্যমে আরোগ্য লাভ কেবল একটি উসিলা মাত্র, আর প্রকৃত আরোগ্যদানকারী হলেন আল্লাহ। চিকিৎসক কিংবা ওষুধ আরোগ্য দান করে না; বরং চিকিৎসক ও ওষুধ কেবল মাধ্যম মাত্র, আর আল্লাহই হলেন প্রকৃত আরোগ্যদানকারী।

এবং তাঁর উক্তি “এমন আরোগ্য যা কোনো অসুস্থতা অবশিষ্ট রাখে না” এর অর্থ হলো এমন পূর্ণাঙ্গ আরোগ্য যা কোনো রোগ বা ব্যাধিই বাকি রাখে না।

অতএব, কোনো ব্যক্তি যখন কোনো রোগীকে দেখতে যাবে, তখন তার উচিত রোগীর গায়ে ডান হাত বুলিয়ে দেওয়া এবং এই দোয়াটি পাঠ করা। আর আল্লাহই তাওফিক দানকারী।

(ম: 481) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

904 - وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اشف سعدا رواه مسلم

905 - وعن أبي عبد الله عثمان بن العاص رضي الله عنه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعاً يجده في جسده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثاً وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر رواه مسلم.

906 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضاً لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري.

904 - সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে দেখতে আসলেন এবং বললেন: হে আল্লাহ! সাদকে আরোগ্য দান করুন। হে আল্লাহ! সাদকে আরোগ্য দান করুন। হে আল্লাহ! সাদকে আরোগ্য দান করুন। (মুসলিম)

905 - আবু আব্দুল্লাহ উসমান ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট তাঁর শরীরে অনুভূত ব্যথার অভিযোগ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে বললেন: "তোমার শরীরের ব্যথিত স্থানে তোমার হাত রাখো এবং তিনবার বলো: 'আল্লাহর নামে'। আর সাতবার বলো: 'আমি আল্লাহর সম্মান ও কুদরতের মাধ্যমে সেই অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা আমি অনুভব করছি এবং যার আশঙ্কা করছি'।" (মুসলিম)

906 - ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি এমন কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাবে যার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়নি এবং তার নিকট সাতবার বলবে: 'আমি সুমহান আল্লাহর নিকট, যিনি মহান আরশের রব, তোমার আরোগ্য প্রার্থনা করছি', তবে আল্লাহ তাকে সেই ব্যাধি থেকে মুক্তি দান করবেন।" (আবু দাউদ ও তিরমিজি; ইমাম তিরমিজি বলেন এটি হাসান হাদীস এবং হাকেম বলেন এটি বুখারীর শর্তানুযায়ী সহীহ হাদীস)।

(ص: 482) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث مما يقال عند المريض إذا عاده الإنسان ذكرها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين.

حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه فقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اشف سعدا ثلاث مرات ففي هذا الحديث دليل على أن من السنة أن يعود الإنسان المريض المسلم وفيه أيضاً حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملته لأصحابه فإنه كان صلى الله عليه وسلم يعود مرضاهم

ويدعو لهم وفيه أنه يستحب أن يدعى بهذا الدعاء اللهم اشف فلاناً وتسببه ثلاث
مرات فإن هذا مما يكون سبباً في شفاء المريض وفيه أيضاً دليل على أن الإنسان
يكرر الدعاء لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعا يدعو ثلاثاً وإذا سلم ولم
يفهم عنه سلم ثلاثاً وتكرار الدعاء ثلاثاً من الأمور المشروعة كما كان صلى الله
عليه وسلم في الصلاة يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي يكرر هكذا أيضاً
الدعاء للمريض ثم ذكر المؤلف حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه
وسلم سأل

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসগুলো এমন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যা কোনো ব্যক্তি অসুস্থ রোগীকে দেখতে গেলে পাঠ
করে থাকে। ইমাম নববী (রহিমাল্লাহু তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে এগুলো উল্লেখ করেছেন।
সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাডিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর অসুস্থতার সময় তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন এবং তিনবার
বলেছিলেন, "হে আল্লাহ, আপনি সা'দকে আরোগ্য দান করুন; হে আল্লাহ, আপনি সা'দকে
আরোগ্য দান করুন; হে আল্লাহ, আপনি সা'দকে আরোগ্য দান করুন।" এই হাদিসে এই
দলিল রয়েছে যে, অসুস্থ মুসলিম ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত। এতে নবী
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মহান চরিত্র এবং তাঁর সাহাবীদের সাথে আচরণের
মাধুর্যও প্রকাশ পায়; কেননা তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের অসুস্থদের দেখতে
যেতেন এবং তাঁদের জন্য দোয়া করতেন। এতে আরও প্রতীয়মান হয় যে, এই দোয়ার মাধ্যমে
প্রার্থনা করা মুস্তাহাব: "হে আল্লাহ, অমুককে (নাম উল্লেখ করে) আরোগ্য দান করুন"—এটি
তিনবার বলা উচিত; কেননা এটি রোগীর সুস্থতার অন্যতম কারণ হয়ে থাকে। এতে আরও
প্রমাণ রয়েছে যে, মানুষ দোয়া পুনরাবৃত্তি করবে। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)
যখন দোয়া করতেন তখন তিনবার করতেন, আর যখন সালাম দিতেন এবং তা যদি বোঝা না
যেত, তখন তিনি তিনবার সালাম দিতেন। দোয়ার তিনবার পুনরাবৃত্তি করা শরিয়তসম্মত
বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত, যেমনটি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাতের মধ্যে
বলতেন, "হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ক্ষমা করুন; হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ক্ষমা
করুন; হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ক্ষমা করুন।" রোগীর জন্য দোয়ার ক্ষেত্রেও তিনি

একইভাবে পুনরাবৃত্তি করতেন। এরপর লেখক উসমান ইবনে আবিল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন...

(ص: 483) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

عثمان أنه يشكو من مرض في جسده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الدعاء بسم الله ثلاثاً ويضع يده على موضع الألم ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر يقولها سبع مرات فهذا من أسباب الشفاء أيضاً فينبغي للإنسان إذا أحس بالألم أن يضع يده على هذا الألم ويقول بسم الله ثلاثاً أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر يقولها سبع مرات إذا قاله موقناً بذلك مؤمناً به وأنه سوف يستفيد من هذا فإنه يسكن الألم بإذن الله عز وجل وهذا أبلغ من الدواء الحسي كالأقراص والشراب والحقن لأنك تستعيز بمن بيده ملكوت السماوات والأرض الذي أنزل هذا المرض هو الذي يجيرك منه كذلك أيضاً حديث ابن عباس أن الإنسان إذا زار مريضاً لم يحضر أجله أي ليس الذي فيه مرض الموت فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات إلا شفاه الله من هذا المرض هذا إذا لم يحضر الأجل أما إذا حضر الأجل فلا ينفع الدواء ولا القراءة لأن الله تعالى قال ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون والله الموفق

উসমান (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তার শরীরে ব্যথার অভিযোগ করলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে এই দোয়াটি পাঠ করার নির্দেশ দেন: তিনবার ‘আল্লাহর নামে’ বলবে এবং ব্যথার স্থানে হাত রেখে সাতবার বলবে—‘আমি আল্লাহর মহিমা ও তাঁর কুদরতের

মাধ্যমে আমি যা অনুভব করছি এবং যে বিষয়ে শিক্ষা করছি, তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।’ এটি আরোগ্যের অন্যতম একটি মাধ্যম। সুতরাং কোনো মানুষ যখন ব্যথা অনুভব করবে, তখন তার উচিত ব্যথার স্থানে হাত রাখা এবং তিনবার ‘আল্লাহর নামে’ বলা এবং সাতবার বলা—‘আমি আল্লাহর মহিমা ও তাঁর কুদরতের মাধ্যমে আমি যা অনুভব করছি এবং যে বিষয়ে শিক্ষা করছি, তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।’ যদি কেউ এর ওপর পূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাস ও ঈমান রেখে দোয়াটি পাঠ করে যে এর মাধ্যমে সে উপকৃত হবে, তবে মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তার ব্যথা প্রশমিত হবে। এটি ট্যাবলেট, সিরাপ কিংবা ইনজেকশনের মতো বাহ্যিক ওষুধের চেয়েও অধিক প্রভাবশালী। কারণ আপনি এমন সত্তার কাছে আশ্রয় চাচ্ছেন যার হাতে আসমান ও জমিনের রাজত্ব। যিনি এই রোগ অবতীর্ণ করেছেন, তিনিই আপনাকে তা থেকে মুক্তি দেবেন। একইভাবে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদিসে এসেছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি এমন কোনো রোগীকে দেখতে যায় যার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসেনি—অর্থাৎ যার রোগটি মৃত্যুশয্যার রোগ নয়—এবং সাতবার বলে: ‘আমি মহান আরশের প্রতিপালক সুমহান আল্লাহর কাছে তোমার আরোগ্য প্রার্থনা করছি’, তবে আল্লাহ তাকে সেই রোগ থেকে মুক্তি দান করবেন। এটি কেবল তখনই কার্যকর যখন মৃত্যুর নির্ধারিত সময় উপস্থিত হয়নি। কিন্তু যদি মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, তবে কোনো ওষুধ বা তিলাওয়াত উপকারে আসে না। কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন: ‘প্রত্যেক জাতির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে; যখন তাদের সেই নির্ধারিত সময় উপস্থিত হয়, তখন তারা এক মুহূর্তও বিলম্ব করতে পারে না এবং ত্বরান্বিতও করতে পারে না।’ আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 484) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

907 - وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعودُهُ وكان إذا دخل على من يعودُهُ قال لا بأس طهور إن شاء الله رواه البخاري

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث الذي ذكره النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب ما يدعى به للمريض.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعودُه وكان إذا دخل على مريض يعودُه قال لا بأس طهور إن شاء الله. لا بأس يعني لا شدة عليك ولا أذى طهور يعني هذا طهور إن شاء الله وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله لأن هذه جملة خبرية وليست جملة دعائية لأن الدعاء ينبغي للإنسان أن يجزم به ولا يقل إن شئت ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت لا تقل هذا لأن الله لا مكره له إن شاء غفر لك وإن شاء لم يغفر ولم يرحم فلا يقال إن شئت إلا لمن له مكره أو لمن يستعظم العطاء

৯০৭ - তাঁর (ইবনে আব্বাস) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক বেদুইনের অসুস্থতার সংবাদ নিতে তাঁর কাছে গেলেন। তিনি যখন কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যেতেন, তখন বলতেন: "কোনো ভীতি নেই, আল্লাহর ইচ্ছায় এটি (গুনাহ থেকে) পবিত্রকারী।" ইমাম বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রহিমাল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থের 'অসুস্থ ব্যক্তির জন্য যা দোয়া করতে হয়' পরিচ্ছেদে এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বেদুইনের অসুস্থতার খবর নিতে তাঁর নিকট গেলেন। তিনি যখন কোনো রোগীকে দেখতে যেতেন, তখন বলতেন: "কোনো ভীতি নেই, আল্লাহর ইচ্ছায় এটি পবিত্রকারী।"

"কোনো ভীতি নেই" অর্থাৎ আপনার জন্য কোনো কঠোরতা বা কষ্ট নেই। "পবিত্রকারী" অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছায় এটি আপনার জন্য (গুনাহ থেকে) পবিত্রতা স্বরূপ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "আল্লাহর ইচ্ছায়" শব্দটি এখানে এজন্য বলেছিলেন কারণ এটি একটি তথ্যমূলক বাক্য, এটি কোনো প্রার্থনামূলক বাক্য নয়। কেননা প্রার্থনার ক্ষেত্রে মানুষের উচিত দৃঢ়তার

সাথে চাওয়া এবং "যদি আপনি চান" এমনটি না বলা। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো ব্যক্তির এভাবে বলা নিষেধ করেছেন যে— "হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমার প্রতি দয়া করুন।" এমনটি বলবেন না; কারণ আল্লাহকে বাধ্য করার মতো কেউ নেই। তিনি চাইলে আপনাকে ক্ষমা করবেন, আর চাইলে ক্ষমা করবেন না কিংবা দয়া করবেন না। সুতরাং "যদি আপনি চান" কথাটি কেবল তার ক্ষেত্রে বলা হয় যাকে বাধ্য করার মতো কেউ থাকে অথবা যার কাছে কোনো কিছু দান করাটা অনেক বড় বা কঠিন মনে হয়।

(ম: 485) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

فَإِذَا سَأَلْتَ اللَّهَ فَلَا تَقُلْ إِنْ شِئْتُ.
أَمَّا قَوْلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بِأَسْ طَهْوَرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهَذَا لِأَنَّهُ خَبَرٌ وَتَفَاوُلٌ فَيَقُولُ لَا بِأَسْ كَأَنَّهُ يَنْفِي أَنْ يَكُونَ بِهِ بِأَسْ ثُمَّ يَقُولُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِأَنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ عَادَ الْمَرِيضُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ لَا بِأَسْ طَهْوَرُ عَنْ شَاءَ اللَّهِ
908 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ جَبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[الشَّرْحُ]

ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله اشتكيت يعني هل أنت مريض قال نعم فقال بسم الله أرقبك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد

অতএব আপনি যখন আল্লাহর কাছে কিছু চাইবেন, তখন বলবেন না ‘যদি আপনি চান’। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ‘কোনো সমস্যা নেই, আল্লাহর ইচ্ছায় পবিত্রতা অর্জিত হবে’-এর মধ্যে ‘ইনশাআল্লাহ’ বলার বিষয়টি হলো সংবাদ প্রদান ও আশাবাদের বহিঃপ্রকাশ। তিনি বলেন ‘কোনো সমস্যা নেই’—এর মাধ্যমে যেন তিনি অকল্যাণকে নাকচ করছেন, অতঃপর বলেন ‘ইনশাআল্লাহ’ কারণ সকল বিষয়ই মহান আল্লাহর ইচ্ছাধীন। এই হাদিস থেকে এটি শিক্ষা পাওয়া যায় যে, কেউ যখন কোনো রোগীর পরিচর্যা করতে যাবে, তখন তার জন্য উচিত হলো রোগীর নিকট প্রবেশ করে বলা: ‘কোনো সমস্যা নেই, আল্লাহর ইচ্ছায় পবিত্রতা অর্জিত হবে’

৯০৮ - আবু সাঈদ আল-খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন: আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়ফুক করছি এমন সব কিছু থেকে যা আপনাকে কষ্ট দেয়, প্রতিটি প্রাণের অনিষ্ট থেকে অথবা হিংসুকের কুদৃষ্টি থেকে; আল্লাহ আপনাকে সুস্থতা দান করুন, আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়ফুক করছি। (মুসলিম)

[ব্যাখ্যা]

অতঃপর তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন? অর্থাৎ আপনি কি অসুস্থ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন: আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়ফুক করছি এমন সব কিছু থেকে যা আপনাকে কষ্ট দেয়, প্রতিটি প্রাণের অনিষ্ট থেকে অথবা হিংসুকের কুদৃষ্টি থেকে।

الله يشفيك بسم الله أرقبك هذا دعاء من جبريل أشرف الرسل للنبي صلى الله عليه وسلم أشرف الرسل لكن جبريل أشرف الرسل الملكيين وأما محمد صلى الله عليه وسلم فأشرف الرسل البشريين يقول له اشتكيت قال نعم وفي هذا دليل على أنه لا بأس أن يقول المريض للناس إني مريض إذا سأله وأن هذا ليس من باب الشكوى، الشكوى أن تشتكي الخالق للمخلوق تقول أنا أمرضني الله بكذا وكذا تشكو الرب للخلق هذا لا يجوز ولهذا قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله لكن إذا أخبر المريض بمرضه على سبيل الإخبار لا الشكوى فلا بأس ولهذا بعض العامة يقول إخبار لا شكوى وهذا طيب.

وفيه أيضاً دليل على أنه ينبغي أن نقرأ على المريض بهذه الرقية بسم الله أرقبك يعني أقرأ عليك من كل شيء يؤذيكَ من مرض حزن هم أو غم ...

إلخ من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك من شر كل نفس من النفوس البشرية أو نفوس الجن أو غير ذلك أو عين حاسد أي ما يسونه الناس بالعين وذلك أن الحاسد والعياذ بالله الذي يكره أن ينعم على عباده بنعمه نفسه خبيثة شريرة وهذه النفس الخبيثة الشريرة قد ينطلق منها ما

আল্লাহ আপনাকে সুস্থতা দান করুন, আল্লাহর নামে আমি আপনার ওপর রুকইয়া (বাড়ফুক) করছি। এটি ফিরিশতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর পক্ষ থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি একটি দুআ, যিনি সকল রাসূলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তবে জিবরাঈল হলেন ফিরিশতাকুল হতে প্রেরিত রাসূলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন মানবকুল হতে প্রেরিত রাসূলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি অসুস্থতা বোধ করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এর মধ্যে এই প্রমাণ নিহিত রয়েছে যে, অসুস্থ ব্যক্তি যদি মানুষের জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে বলে যে 'আমি অসুস্থ', তবে তাতে কোনো দোষ নেই এবং এটি অভিযোগ বা অনুযোগের অন্তর্ভুক্ত নয়। 'শিকওয়াহ' বা অভিযোগ হলো সৃষ্টির কাছে স্রষ্টার বিরুদ্ধে নালিশ করা; যেমন বলা যে—আল্লাহ আমাকে অমুক অমুক রোগে আক্রান্ত করেছেন; অর্থাৎ সৃষ্টির কাছে রবের ব্যাপারে নালিশ করা। এটি বৈধ নয়। এ কারণেই ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম)

বলেছিলেন: "আমি কেবল আল্লাহর কাছেই আমার দুঃখ ও অস্থিরতার অভিযোগ করছি।" তবে অসুস্থ ব্যক্তি যদি অভিযোগের উদ্দেশ্যে নয়, বরং নিছক সংবাদ দেওয়ার জন্য তার অসুস্থতার কথা জানায়, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। এ কারণেই সাধারণ মানুষের মধ্যে কেউ কেউ বলে থাকেন, "তথ্য দিচ্ছি, অভিযোগ নয়," এবং এটি একটি উত্তম কাজ।

এর মধ্যে আরও প্রমাণ রয়েছে যে, অসুস্থ ব্যক্তির ওপর এই রুকইয়া পাঠ করা উচিত:

"আল্লাহর নামে আমি আপনার ওপর রুকইয়া করছি," অর্থাৎ আমি আপনার ওপর এমন প্রতিটি বিষয় থেকে (নিরাময়ের জন্য) পাঠ করছি যা আপনাকে কষ্ট দেয়—তা রোগ-ব্যাদি হোক কিংবা দুঃখ, দুশ্চিন্তা বা মনোকষ্ট হোক ...

ইত্যাদি; প্রতিটি অনিষ্টকারী আত্মা বা হিংসুক চোখের অনিষ্ট হতে। আল্লাহ আপনাকে প্রতিটি অনিষ্টকারী আত্মা থেকে সুস্থতা দান করুন, তা মানুষের আত্মা হোক কিংবা জিনের আত্মা অথবা অন্য কিছু; অথবা হিংসুক চোখ হতে, যাকে মানুষ 'নজর লাগা' বলে থাকে। এটি এ কারণে যে, হিংসুক ব্যক্তি—আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই—যে আল্লাহর বান্দাদের ওপর তাঁর নেয়ামত বর্ষিত হওয়া অপছন্দ করে, তার আত্মা হয় কলুষিত ও মন্দ। আর এই কলুষিত ও মন্দ আত্মা থেকে এমন কিছু নির্গত হতে পারে যা...

(ص: 487) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

يُصِيبُ الْمَحْسُودَ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى {وَمَنْ شَرَّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ} وَيَكُونُ الْمَحْسُودُ مَهْمُومًا بِسَبَبِ هَذِهِ الْعَيْنِ وَلِهَذَا قَالَ أَوْ عَيْنَ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ أَيُّ يَبْرُئُهُ وَيُزِيلُ سَقَمَهُ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ فَبَدَأَ بِالْبِسْمِلَةِ فِي أَوَّلِ الدَّعَاءِ وَفِي آخِرِهِ فَإِذَا دَعَا الْإِنْسَانَ بِمَا جَاءَ فِي السَّنَةِ فَهَذَا خَيْرٌ لِأَنَّ كُلَّ مَا جَاءَ فِي السَّنَةِ فَإِنْ مَرَاعَاتِهِ أَفْضَلُ وَإِذَا لَمْ يَعْرِفْ هَذَا الدَّعَاءَ فَادْعَ بِالْمُنَاسِبِ شَفَاكَ اللَّهُ عَافَاكَ اللَّهُ أَسْأَلُ اللَّهَ لَكَ الشِّفَاءَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَكَ الْعَافِيَةَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يصيبه المرض وفيه أيضاً أن القراءة على المريض لا تنافي كمال التوكل بخلاف الذي يطلب من الناس أن يقرءوا عليه ففيه شيء من نقص التوكل لأنه سأل الخلق واعتمد على سؤالهم لكن إذا جاء إنسان يقرأ عليه ولم تمنعه فإن ذلك لا شيء فيه ولا يعد نقصاً في التوكل ولهذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على غيره وقرئ عليه أيضاً فذلك لا ينافي كمال التوكل إذا كان بغير سؤال.
والله الموفق.

এটি ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিকে আক্রান্ত করে; আর এ কারণেই মহান আল্লাহ বলেছেন: {এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে}। নজর লাগার ফলে ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই উদ্দেশ্যেই তিনি বলেছেন: 'অথবা হিংসুকের নজর হতে আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন'; অর্থাৎ তাকে রোগমুক্ত করুন এবং তার ব্যাধি দূর করে দিন। 'আল্লাহর নামে আমি আপনাকে রুকইয়াহ করছি'—এভাবে তিনি দোয়ার শুরুতে এবং শেষে বিসমিল্লাহ পাঠ করেছেন। মানুষ যদি সুন্নাহর বর্ণিত দোয়াগুলোর মাধ্যমে প্রার্থনা করে তবে তা হবে কল্যাণকর; কেননা সুন্নাহর অনুসরণ করাই সর্বোত্তম। আর যদি কারো এই দোয়া জানা না থাকে, তবে সে প্রাসঙ্গিক শব্দে দোয়া করবে, যেমন: 'আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করুন', 'আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন', 'আমি আল্লাহর কাছে আপনার সুস্থতা কামনা করছি', 'আমি আল্লাহর নিকট আপনার নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি' এবং এই জাতীয় শব্দাবলি।

এই হাদিস প্রমাণ করে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য মানুষের মতোই অসুস্থতার শিকার হতেন। এতে আরও স্পষ্ট হয় যে, অসুস্থ ব্যক্তির ওপর পবিত্র কালাম পাঠ করা বা ঝাড়ফুক করা আল্লাহর ওপর পূর্ণ নির্ভরশীলতার (তাওয়াক্কুল) পরিপন্থী নয়। তবে বিষয়টি ভিন্ন হবে যদি কেউ মানুষের কাছে গিয়ে তার ওপর পাঠ করার অনুরোধ জানায়; এটি তাওয়াক্কুলের অপূর্ণতা প্রকাশ করে, কারণ সে সৃষ্টির কাছে যাব্ধগ করেছে এবং তাদের ওপর নির্ভর করেছে। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে পাঠ করে এবং তাকে বাধা দেওয়া না হয়, তবে তাতে কোনো সমস্যা নেই এবং তা তাওয়াক্কুলের ঘাটতি হিসেবে গণ্য হবে না। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যের ওপর পাঠ করেছেন এবং তাঁর

ওপরও পাঠ করা হয়েছে। সুতরাং প্রার্থনা বা যাক্ষা ব্যতিরেকে এটি করলে তা পূর্ণাঙ্গ
তাওয়াক্কুলের বিরোধী নয়।
আল্লাহই সঠিক পথের দিশারি।

(ص: 488) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

909 - وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي & وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار رواه الترمذي وقال حديث حسن

[الشَّرْحُ]

هذا آخر حديث نقله النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب ما يدعى به للمريض وقد سبقت الأحاديث فيما يدعو به العائد للمريض أما هذا فهو يدعو به المريض نفسه إذا قال هذا الذي ذكره أبو هريرة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله سبحانه وتعالى يصدق العبد إذا قال الله أكبر لا إله إلا الله قال الله إنه لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كذلك يصدق الله فمن قال هذا لا إله

৯০৯ - আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত যে, তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন যে তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি বলে—আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁর রব তাকে সত্যায়ন করে বলেন: 'আমি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ।' আর যখন সে বলে—আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই, তখন আল্লাহ বলেন: 'আমি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, আমি একক, আমার কোনো শরিক নেই।' আর যখন সে বলে—আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, রাজত্ব কেবল তাঁরই এবং সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য, তখন আল্লাহ বলেন: 'আমি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, রাজত্ব কেবল আমারই এবং সকল প্রশংসা আমারই।' আর যখন সে বলে—আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (গুনাহ থেকে বাঁচার) কোনো উপায় ও (ইবাদত করার) কোনো শক্তি নেই, তখন আল্লাহ বলেন: 'আমি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং আমার সাহায্য ছাড়া কোনো উপায় ও শক্তি নেই।' তিনি আরও বলতেন: "যে ব্যক্তি তার অসুস্থতার সময় এটি পাঠ করবে এবং এরপর মৃত্যুবরণ করবে, জাহান্নামের আগুন তাকে ভক্ষণ করবে না।" (তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে এটি হাসান হাদিস)।

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' কিতাবের 'অসুস্থ ব্যক্তির জন্য যা দুআ করা হয়' পরিচ্ছেদে এটিই সর্বশেষ হাদিস হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন। অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে আসা ব্যক্তি কী দুআ করবে সে বিষয়ে ইতিপূর্বে হাদিসগুলো আলোচিত হয়েছে; আর এটি হলো সেই দুআ যা অসুস্থ ব্যক্তি নিজে পাঠ করবে। আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে যে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন তার মর্মার্থ হলো—বান্দা যখন বলে 'আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই', তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে সত্যায়ন করেন। আল্লাহ বলেন: 'আমি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ।' আর যখন সে বলে 'আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো উপায় ও শক্তি নেই', তখনও আল্লাহ তাকে একইভাবে সত্যায়ন করেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এটি বলবে: 'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই...'

إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم مات مع بقية الذكر فإنه لا تطعمه النار أي يكون ذلك من أسباب تحريم الإنسان على النار فينبغي للإنسان أن يحفظ هذا الذكر وأنا أكثر منه في حال مرضه حتى يختتم له بالخير إن شاء الله تعالى والله الموفق

...আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই। অতঃপর এই জিকিরের অবশিষ্টাংশসহ যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে, তবে জাহান্নামের আগুন তাকে গ্রাস করবে না; অর্থাৎ এটি মানুষের জন্য জাহান্নাম হারাম হওয়ার অন্যতম কারণ হবে। সুতরাং মানুষের জন্য কর্তব্য হলো এই জিকিরটি মুখস্থ রাখা এবং অসুস্থ থাকাকালীন তা অধিক পরিমাণে পাঠ করা, যাতে ইনশাআল্লাহ তাআলা তার জীবনের পরিসমাপ্তি কল্যাণের সাথে হয়। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله
910 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصبح بحمد الله بارئاً رواه البخاري

[الشَّرْحُ]

بعد ما ذكر المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين كثيرا من آداب
عيادة المريض يتحدث عن بيان سؤال أهل المريض عن حاله وأن ذلك من
الأمر التي جاءت بها السنة حيث ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن
أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات
فيه وكان علي بن أبي طالب صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وأفضل
أهل البيت فهو الخليفة الرابع في هذه الأمة ولما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على
أهله في غزوة تبوك ورأى أنه تأثر من ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما

অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে তাঁর পরিবার-পরিজনের নিকট জিজ্ঞাসা করা মুস্তাহাব হওয়া
সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

৯১০ - ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, আলী ইবনে আবি তালিব
(রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অন্তিম রোগশয্যার সময়
তাঁর নিকট থেকে বের হয়ে আসলেন। তখন উপস্থিত লোকজন জিজ্ঞেস করল, "হে আবুল
হাসান! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আজ ভোরে কেমন আছেন?" তিনি উত্তর
দিলেন, "আল্লাহর শুকরিয়া, তিনি এখন সুস্থ ও আরোগ্য লাভ করেছেন।" (বুখারী এটি বর্ণনা
করেছেন)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার ইমাম নববী (রহিমাল্লাহু) তাঁর 'রিয়ায়ুস সালিহীন' গ্রন্থে রোগী পরিদর্শনের বহু
শিষ্টাচার বর্ণনা করার পর, এখন অসুস্থ ব্যক্তির পরিবারকে তার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে
জিজ্ঞাসা করার বিষয়টি আলোচনা করেছেন। এটি সুন্নাহ সমর্থিত একটি বিষয়। তিনি ইবনে
আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আলী ইবনে আবি তালিব (রাযিয়াল্লাহু
আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সেই অসুস্থতার সময় তাঁর নিকট থেকে বের
হয়ে আসেন যাতে তিনি ইন্তেকাল করেন। আলী ইবনে আবি তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জামাতা ও তাঁর চাচাতো ভাই এবং আহলে
বাইতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। তিনি এই উম্মতের চতুর্থ খলিফা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম) যখন তাবুক যুদ্ধের সময় তাঁকে তাঁর পরিবারের দেখাশোনার জন্য স্থলাভিষিক্ত

করে রেখে যাচ্ছিলেন এবং আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এতে কিছুটা বিমর্ষবোধ করছিলেন, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বলেছিলেন- "তুমি কি..."

(ص: 491) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ترضي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى لأن موسى خلف هارون على أهله قال
اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين قال له النبي صلى الله عليه وسلم
أما ترضي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي خرج من عند
الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم
عندما مرض يعدل بين نسائه التسع إلا سودة بنت زمعة فإنها وهبت يومها لعائشة
فلما اشتد به المرض صار يقول أين أنا غدا أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له
رضي الله عنهن أن يمرض في بيت عائشة وظل عندها رضي الله عنها حتى توفي
فسئل علي رضي الله عنه كيف أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبح بحمد الله
بارئاً ففيه دليل على أنه إذا لم يمكن الوصول إلي المريض فإنه يسأل عنه من يراه
من

তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি আমার কাছে ঠিক তেমনি হবে যেমন মুসার কাছে হারুন ছিলেন? কারণ মুসা তাঁর পরিবারের দায়িত্ব হারুনের ওপর অর্পণ করেছিলেন; তিনি বলেছিলেন: তুমি আমার কওমের মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করো, সংশোধন করো এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করো না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বললেন: তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে তুমি আমার কাছে হারুনের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত, তবে আমার পরে আর কোনো নবী নেই? তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট থেকে তাঁর সেই অসুস্থতার সময় বের হয়ে আসলেন যে অসুস্থতায় তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন অসুস্থ ছিলেন, তখন তিনি তাঁর নয়জন স্ত্রীর মধ্যে দিন

বণ্টনের ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখতেন; তবে সাওদা বিনতে জামআহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর পালার দিনটি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে দান করেছিলেন। যখন তাঁর রোগ যাতনা তীব্র হলো, তখন তিনি বলতে লাগলেন: আগামীকাল আমি কোথায় থাকব? আগামীকাল আমি কোথায় থাকব? তিনি মূলত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর পালার দিনটিই চাইছিলেন। অতঃপর স্ত্রীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুনা) তাঁকে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরে অবস্থান করে সেবা গ্রহণের অনুমতি দিলেন এবং তিনি ইন্তেকাল পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলেন। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আজ সকালে কেমন আছেন? তিনি বললেন: আল্লাহর প্রশংসায় তিনি সুস্থ অবস্থায় সকালে উপনীত হয়েছেন। এর মধ্যে এই প্রমাণ নিহিত রয়েছে যে, যদি সরাসরি অসুস্থ ব্যক্তির কাছে পৌঁছানো সম্ভব না হয়, তবে যারা তাঁকে দেখছেন বা দেখাশোনা করছেন তাদের নিকট তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা বিধেয়...

(ص: 492) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

أقاربه أو غيرهم ليطمئن الإنسان وفي وقتنا الحالي حصل والله الحمد الاتصال بالهاتف فإن الإنسان إذا لم يتمكن من الذهاب إلى المريض بنفسه فهذا الهاتف يدخل على البيوت بدون استئذان لهذا نقول إذا لم تتمكن من عيادة المريض بنفسك فإنك تتصل بالهاتف وتساءل عن حاله ويكتب لك بذلك الأجر إن شاء الله تعالى والله الموفق

তাঁর নিকটাত্মীয় হোক বা অন্য কেউ, যাতে মানুষ আশ্বস্ত হতে পারে। বর্তমান সময়ে আল্লাহর অশেষ প্রশংসায় টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগের ব্যবস্থা সহজ হয়েছে। কোনো ব্যক্তি যদি অসুস্থ ব্যক্তিকে সশরীরে দেখতে যেতে সক্ষম না হন, তবে এই টেলিফোন বিনা অনুমতিতেই ঘরে প্রবেশ করে। এজন্য আমরা বলি, আপনি যদি নিজে অসুস্থ ব্যক্তির সাক্ষাতে যেতে সক্ষম না হন, তবে টেলিফোনে যোগাযোগ করবেন এবং তাঁর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করবেন।

ইনশাআল্লাহ তাআলা, এর মাধ্যমে আপনার জন্য সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 493) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

بَاب مَا يَقُولُهُ مَنْ أُيْسَ مِنْ حَيَاتِهِ

911 - عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحطني بالرقيق الأعلى متفق عليه.
وعنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبوت عنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على غمرات البوت وسكرات البوت رواه الترمذي

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب ما يقوله من أيس من حياته.
اليأس من الحياة لا يعلم إلا إذا حضر الموت أما قبل ذلك فإنه مهما اشتد المرض فإن الإنسان لا ييأس وكم من إنسان اشتد به المرض حتى جمع أهله ماء تغسيله وحنوطه وكفنه ثم شفاه الله

যে ব্যক্তি নিজের জীবনের ব্যাপারে নিরাশ হয়েছে, তার পঠনীয় দোয়া বিষয়ক পরিচ্ছেদ

৯১১ - আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার গায়ে হেলান দেওয়া অবস্থায় বলতে শুনেছি: হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন এবং আমাকে সুউচ্চ বন্ধুর (আর-রাফীকুল আ'লা) সাথে মিলিত করুন। (বুখারি ও মুসলিম কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে বর্ণিত)।

তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ইন্তেকালের সময় দেখলাম, তাঁর নিকট একটি পানির পাত্র ছিল। তিনি পাত্রের ভেতরে হাত ঢোকাতেন, তারপর তা দিয়ে নিজের মুখমণ্ডল মুছতেন এবং বলতেন: হে আল্লাহ! মৃত্যুর ভয়াবহতা ও মৃত্যুযন্ত্রার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন। (তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন)

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার রাহিমাহুল্লাহ তাঁর রিয়াদুস সালিহীন গ্রন্থে বলেছেন: যে ব্যক্তি নিজের জীবনের ব্যাপারে নিরাশ হয়েছে, তার পঠনীয় দোয়া বিষয়ক পরিচ্ছেদ।

জীবনের আশা ত্যাগ করা বা নিরাশ হওয়া কেবল তখনই নিশ্চিত হওয়া যায় যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়। তার আগে অসুস্থতা যত তীব্রই হোক না কেন, মানুষের নিরাশ হওয়া উচিত নয়। এমন কত মানুষ আছে যাদের অসুস্থতা এতই চরমে পৌঁছেছিল যে, তাদের পরিবার এমনকি তাদের গোসলের পানি, সুগন্ধি এবং কাফন পর্যন্ত জোগাড় করে ফেলেছিল, অতঃপর আল্লাহ তাদের আরোগ্য দান করেছেন।

(ص: 494) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وعافاه وكم من إنسان أشرف على الموت في أرض مفازة ليس عنده ماء ولا طعام
فأنجاه الله عز وجل ومن ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أشد فرحاً
بتوبة عبده من أحدكم براحلته حين أضلها يعني ضياعها وعليها طعامه وشرابه
وطلبها فلم يجدها، فأضطجع تحت شجرة ينتظر الموت أيس منها وما بقي عليه إلا
أن يموت فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته متعلقاً بالشجرة رد الله عليه ضالته حتى
جاءت هذه الشجرة ترعاه فارتطم خطامها بها فأخذها الرجل وقال اللهم أنت
عبدى وأنا ربك يريد أن يقول أنت ربي وأنا عبدك لكنه من شدة الفرح أخطأ فهذا
الرجل أيس من حياته باعتبار صاحب الحال لأنه فقد طعامه وشرابه لكن اليأس

الحقيقي هو ما إذا حضر الإنسان الموت وصار في النزع فحينئذ لا يمكن أن يحيى
قال الله تعالى فلو لا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون بلغت يعني الروح
الحلقوم يعني الحلق وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا
تبصرون الملائكة أقرب إلى الإنسان من حلقومه عند احتضاره {فلولا إن كنتم

এবং তিনি তাকে আরোগ্য দান করেছেন। কত মানুষ মরুভূমির নির্জন প্রান্তরে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে যখন তার কাছে কোনো পানি বা খাবার ছিল না, অতঃপর মহান আল্লাহ তাকে উদ্ধার করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা বলেছেন তা হলো: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবায় তোমাদের সেই ব্যক্তির চেয়েও অধিক আনন্দিত হন, যে মরুভূমিতে তার সওয়ারিটি হারিয়ে ফেলেছিল—যার ওপর তার খাদ্য ও পানীয় বিদ্যমান ছিল। সে সেটি তালাশ করে না পেয়ে নিরাশ হয়ে পড়ল এবং একটি গাছের নিচে শুয়ে পড়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগল। তার মৃত্যু বরণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় অবশিষ্ট ছিল না। এমতাবস্থায় হঠাৎ সে দেখল তার উটনীর লাগামটি গাছের সাথে আটকে আছে। আল্লাহ তার হারানো সম্পদ ফিরিয়ে দিলেন; উটনীটি ঘাস খেতে খেতে এই গাছের কাছে এলে তার লাগামটি সেখানে আটকে গিয়েছিল। তখন লোকটি তা ধরে ফেলল এবং বলল, 'হে আল্লাহ! আপনি আমার বান্দা আর আমি আপনার প্রভু।' সে মূলত বলতে চেয়েছিল 'আপনি আমার প্রতিপালক আর আমি আপনার বান্দা', কিন্তু অত্যধিক আনন্দের আতিশয্যে সে ভুল করে ফেলেছিল।" এই লোকটি তার উপস্থিত পরিস্থিতির বিচারে জীবনের আশা ত্যাগ করেছিল কারণ সে তার খাদ্য ও পানীয় হারিয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত নিরাশা হলো তখন, যখন মানুষের মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং সে প্রাণোৎক্রমণের অবস্থায় উপনীত হয়; সেই মুহূর্তে আর জীবিত হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: "তবে কেন নয়, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয়? এবং তোমরা তখন তাকিয়ে থাক।" এখানে 'পৌঁছানো' বলতে রুহ কণ্ঠনালীতে পৌঁছানো বোঝানো হয়েছে। "আর তোমরা তখন তাকিয়ে থাক। আর আমরা তোমাদের চেয়ে তার অধিক নিকটবর্তী, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না।" মুমূর্ষু অবস্থায় ফেরেশতারা মানুষের কণ্ঠনালীর চেয়েও অধিক নিকটে থাকে। "তবে যদি তোমরা..."

غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين} من يستطيع هل أحد يمكن أن يرد روحه بعد أن بلغت الحلقوم أبداً أبداً إذا ييأس الإنسان من حياته إذا عاين الموت فماذا يقول تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عند موته وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر! من هم الرفيق الأعلى؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقاً هكذا كان الرسول يقول عند موته وكان عنده إناء فيه ماء وقد أتى من شدة الموت وسكراته ما لم يؤت أحد لأنه صلى الله عليه وسلم يمرض مرض رجلين شدد عليه المرض شدد عليه النزع لماذا من أجل أن ينال أعلى درجات الصبر لأن الصبر يحتاج إلى شيء يصبر عليه فكان الله قد اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون مرضه شديداً ونزعه شديداً حتى ينال أعلى درجات الصابرين صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يضع يده في الإناء الذي فيه الماء ويمسح بذلك وجهه ويقول

"...যদি তোমরা বিচারধীন না হও, তবে কেন তোমরা সেই আত্মাকে ফিরিয়ে আনো না, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?" কে সক্ষম? কারও পক্ষে কি সম্ভব তার রুহ বা আত্মাকে ফিরিয়ে আনা যখন তা কণ্ঠাগত হয়? কখনো নয়, একেবারেই নয়। মানুষ যখন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে নিজের জীবনের ব্যাপারে আশাহীন হয়ে পড়ে, তখন সে কী বলে? আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন: "হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার ওপর রহম করুন এবং আমাকে সর্বোচ্চ সুহৃদদের অন্তর্ভুক্ত করুন।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ইন্তেকালের সময় এভাবেই বলতেন, অথচ আল্লাহ তাঁর পূর্বাপর সকল ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছিলেন! এই সর্বোচ্চ সুহৃদ বা আর-রাফিক আল-আ'লা কারা? তাঁরা হলেন নবীগণ, সত্যনিষ্ঠগণ, শহীদগণ এবং নেককার ব্যক্তিবর্গ; আর সঙ্গী হিসেবে

তাঁরা কতই না উত্তম! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মৃত্যুর সময় এমনটিই বলতেন। তাঁর নিকট একটি পানির পাত্র ছিল। মৃত্যুর তীব্রতা ও যন্ত্রণা তাঁকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছিল যা অন্য কাউকে করেনি; কেননা তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'জন ব্যক্তির সমপরিমাণ অসুস্থতায় ভুগতেন। তাঁর অসুস্থতা ছিল অতিশয় তীব্র এবং তাঁর প্রাণহরণের প্রক্রিয়াও ছিল অত্যন্ত কঠিন। কেন এমন হয়েছিল? যাতে তিনি ধৈর্যের সর্বোচ্চ মাকাম অর্জন করতে পারেন। কারণ ধৈর্য ধারণের জন্য এমন কিছু থাকা প্রয়োজন যার ওপর ধৈর্য ধারণ করা যায়। সুতরাং আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জন্য তাঁর অসুস্থতা ও মৃত্যু-যন্ত্রণাকে অত্যন্ত প্রবল করে দিয়েছিলেন, যাতে তিনি ধৈর্যশীলদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হতে পারেন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই পানির পাত্রে হাত রাখতেন এবং তা দিয়ে নিজের মুখমণ্ডল মুছতেন ও বলতেন—

(ص: 496) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

اللهم أعني على سكرات الموت أو قال على سكرات الموت أي أعني عليها حتى أتحمّل وأصبر وأتروى ولا يزيغ عقلي وحتى يختم لي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله لأن المقام مقام عظيم مقام هول وشدة إذا لم يعنك الله عز وجل ويصبرك فأنت على خطر ولهذا كان يقول اللهم أعني على غمرات الموت وفي رواية أخرى يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات وصدق النبي صلى الله عليه وسلم {وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد} نسأل الله أن يعيننا وإياكم على غمرات الموت وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة ويتوفانا على الإيمان والتوحيد وأن يتوفانا وهو راض عنا إنه على كل شيء قدير

হে আল্লাহ, মৃত্যুর যন্ত্রণাসমূহে আমাকে সাহায্য করুন। অথবা তিনি বলেছেন: মৃত্যুর কষ্টসমূহে; অর্থাৎ আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করুন যাতে আমি তা সহ্য করতে পারি, ধৈর্য ধারণ করতে পারি এবং স্থির থাকতে পারি, আর আমার বুদ্ধি যেন বিভ্রান্ত না হয়। এবং যাতে আমার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে এই সাক্ষ্যের মাধ্যমে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল। কারণ এই মুহূর্তটি এক মহান মুহূর্ত, এক ভয়াবহ ও কঠিন সময়। আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লা যদি আপনাকে সাহায্য না করেন এবং আপনাকে ধৈর্যশীল না করেন, তবে আপনি চরম বিপদের সম্মুখীন। এই কারণেই তিনি বলতেন: হে আল্লাহ, মৃত্যুর মহাসংকটসমূহে আমাকে সাহায্য করুন। অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন: আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, নিশ্চয়ই মৃত্যুর কঠিন যন্ত্রণাসমূহ রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য বলেছেন: "আর মৃত্যুযন্ত্রণা যথাযথভাবে উপস্থিত হয়েছে; এটাই তো সেই বিষয় যা থেকে তুমি পলায়ন করতে চাইতে।" আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের মৃত্যুর মহাসংকটসমূহে সাহায্য করেন, আমাদের ও আপনাদের শেষ পরিণতিকে সুন্দর করেন এবং আমাদের মৃত্যু যেন ঈমান ও তাওহিদের ওপর হয়। আর তিনি যেন আমাদের এমন অবস্থায় মৃত্যু দান করেন যখন তিনি আমাদের ওপর সন্তুষ্ট। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(ص: 497) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتئاله والصبر على ما يشق من أمره وكذا بالوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما
913 - عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقبه علي فداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأنتني بها ففعل

فَأَمْرُ بِهَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرَجَمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب استحباب وصية أهل المريض بالصبر وتحمله وغير ذلك يعني أنه ينبغي للإنسان أن يحسن إلى المريض ويتحمله ويصبر على ما يجد منه من كلام قاس لأن المريض نفسه ضيقة والدينا عليه قد ضاقت فربما يحصل منه كلام أو تضجر أو ما أشبه ذلك فليصبر الإنسان على هذا وليحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى فإنه يثاب على

অসুস্থ ব্যক্তির পরিবার এবং তার সেবাকারীদেরকে তার প্রতি সদ্যবহার করা, তাকে সহ্য করা এবং তার কষ্টের বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশ প্রদান মুস্তাহাব হওয়া সংক্রান্ত অধ্যায় এবং যার মৃত্যুর কারণ (হৃদ বা কিসাস ইত্যাদির মাধ্যমে) নিকটবর্তী হয়েছে তার ব্যাপারেও সদ্যবহারের নির্দেশ দেওয়া।

৯১৩ - ইমরান ইবনুল হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, জুহাইনা গোত্রের এক নারী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসলেন, এমতাবস্থায় যে তিনি ব্যভিচারের কারণে গর্ভবতী ছিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি দণ্ডযোগ্য অপরাধ করেছি, সুতরাং আমার ওপর তা কার্যকর করুন। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার অভিভাবককে ডাকলেন এবং বললেন: তার সাথে সদ্যবহার করো। যখন সে সন্তান প্রসব করবে, তখন তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। তিনি তাই করলেন। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন, ফলে তার পরিধেয় বস্ত্র তার শরীরে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হলো। এরপর তিনি নির্দেশ দিলেন এবং তাকে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড (রজম) দেওয়া হলো। এরপর তিনি তার জানাজার সালাত আদায় করলেন। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যাক্য]

লেখক ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সলিহীন' গ্রন্থে অসুস্থ ব্যক্তির পরিবারবর্গকে ধৈর্য ধারণ ও সহ্য করার অসিয়ত বা নির্দেশ দেওয়া মুস্তাহাব হওয়া সংক্রান্ত অধ্যায়টি উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, মানুষের উচিত অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি সদাচরণ করা, তাকে সহ্য করা এবং তার পক্ষ থেকে প্রকাশ পাওয়া রুঢ় বা কঠোর কথার ওপর ধৈর্য ধারণ করা। কারণ অসুস্থ অবস্থায় মানুষের মন সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং পৃথিবী তার কাছে ছোট হয়ে আসে। ফলে তার থেকে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত কথা বা বিরক্তি কিংবা এই জাতীয় কিছু প্রকাশ পেতে পারে। তাই মানুষের উচিত এতে ধৈর্য ধরা এবং মহান আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা করা। কেননা সে এর জন্য পুণ্যপ্রাপ্ত হবে...

(ম: 498) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

إحسانه لهذا المريض ويثاب على تحمله المشقة منه والأذى ولاسيما إذا كان هذا الذي يتولاه الإنسان قد وجد سبب موته أو سبب قتله كما ذكر في حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا حامل فقالت يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي تريد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد وهو الرجم لأنها محصنة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها وقال له أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن وضعت الحمل ثم أمرها أن تنتظر حتى تطفم الصبي فلما فطمتها جاءت فأقام عليها الحد وأمر أن تشد عليها ثيابها أي تحزم وتربط لئلا تضطرب عند رجها فتبدو سوءتها أي عورتها ثم أمر بها فرجمت وصلى عليها. ففي هذا دليل على أنه يوصي أهل البيت ومن يتولاه بالإحسان إليه والرفق به وغير ما ذكر مما يناسب حاله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا أن يتكرر أربع مرات وأن الزاني إذا أقر ولو مرة

واحدة وهو عاقل لا اشتباه في حاله فإنه يؤخذ بإقراره ويقام عليه الحد وفيه أيضا دليل على أنه يشترط في إقامة الحد ألا يتعدى الضرر إلى غير المحدود لأنها لو

এই অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি তার সদাচরণ এবং তার কারণে সৃষ্ট কষ্ট ও ক্লেশ সহ্য করার জন্য সে প্রতিদানপ্রাপ্ত হবে; বিশেষ করে যখন এমন কোনো ব্যক্তির দায়িত্ব গ্রহণ করা হয় যার মৃত্যু বা নিহতের কারণ উপস্থিত হয়েছে। যেমনটি ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এক নারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলেন, এমতাবস্থায় যে তিনি ব্যভিচারের কারণে গর্ভবতী ছিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি দণ্ডযোগ্য অপরাধ করেছি, সুতরাং আমার ওপর তা কার্যকর করুন। তিনি চেয়েছিলেন যেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ওপর দণ্ড অর্থাৎ রজম (পাথর নিক্ষেপে মৃত্যু) কার্যকর করেন, কেননা তিনি বিবাহিতা ছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অভিভাবককে ডেকে বললেন: "তার প্রতি সদয় ব্যবহার করো, আর যখন সে সন্তান প্রসব করবে তখন তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।" সন্তান প্রসবের পর তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আনা হলো। এরপর তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন যেন শিশুটির দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করেন। যখন তিনি দুধ ছাড়ালেন, তখন তিনি আসলেন এবং নবীজি তার ওপর দণ্ড কার্যকর করলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন যেন তার পরিধেয় বস্ত্রগুলো তার শরীরের সাথে মজবুত করে বেঁধে দেওয়া হয়, যাতে পাথর নিক্ষেপের সময় নড়াচড়ার কারণে তার লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে না পড়ে। এরপর তার নির্দেশে তাকে রজম করা হলো এবং তিনি তার জানাজার সালাত আদায় করলেন।

এর মধ্যে এই প্রমাণ নিহিত রয়েছে যে, মৃতপ্রায় ব্যক্তি বা যার তদারকি করা হচ্ছে, তার পরিবার ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ন্যায় সদাচরণ ও কোমল ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তার অবস্থার উপযোগী অন্যান্য বিষয়াদি মেনে চলার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। এই হাদিসে আরও প্রমাণ রয়েছে যে, ব্যভিচারের স্বীকৃতির ক্ষেত্রে তা চারবার হওয়া শর্ত নয়; বরং ব্যভিচারী যদি সুস্থ মস্তিষ্কে এবং কোনো অস্পষ্টতা ছাড়াই একবার স্বীকৃতি দেয়, তবে তার সেই স্বীকৃতির ভিত্তিতেই তাকে দণ্ড প্রদান করা হবে এবং তার ওপর হদ কার্যকর করা হবে। এতে আরও প্রমাণ রয়েছে যে, দণ্ড কার্যকরের ক্ষেত্রে শর্ত হলো এর ক্ষতি যেন অপরাধী ব্যতীত অন্য কারো ওপর না বর্তায়। কারণ তিনি যদি...

رجعت لمأت الذي في بطنها وهو ليس منه جنأية ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر حتى تضع مولودها وتفطمه وفي هذا دليل على أن المرأة لا يحفر لها في الرجم ولكن تربط عليها ثيابها تم تلقى عليها الحجارة حجارة لا صغيرة ولا كبيرة حتى تموت وإنما كان الحد هكذا لأن الشهوة المحرمة شملت جميع البدن فناسب أن يذوق جميع البدن ألم العقوبة وهذا من حكمة الله عز وجل.

وفي هذا دليل على أن الحدود إذا أقيمت فإن صاحبها يبرأ منها ويخلص منها ويظهر منها ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فصلى عليها وصلى الناس أيضا

তাকে রজম করা হলে তার গর্ভস্থ সন্তানটিও মারা যেত, অথচ সে কোনো অপরাধ করেনি; এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সে যেন সন্তান প্রসব এবং তার দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা করে। এতে এই প্রমাণ নিহিত রয়েছে যে, রজমের সময় নারীর জন্য গর্ভ খনন করা হবে না, বরং তার পরিধেয় বস্ত্র তার শরীরের সাথে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হবে, অতঃপর তার ওপর পাথর নিক্ষেপ করা হবে—যে পাথরগুলো খুব ছোটও হবে না আবার খুব বড়ও হবে না—যতক্ষণ না তার মৃত্যু ঘটে। এই দণ্ডবিধিটি এমন হওয়ার নিগূঢ় কারণ হলো, যেহেতু নিষিদ্ধ কামলিঙ্গা পুরো শরীরে পরিব্যাপ্ত ছিল, তাই দণ্ডের যন্ত্রণা পুরো শরীরের আশ্বাদন করাই ছিল সম্ভব; আর এটি মহান আল্লাহর প্রজ্ঞারই অন্তর্ভুক্ত।

এতে আরও প্রমাণ রয়েছে যে, যখন নির্ধারিত দণ্ডবিধি (হদ) কার্যকর করা হয়, তখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সেই অপরাধ থেকে নিষ্কৃতি পায়, দায়মুক্ত হয় এবং পবিত্রতা লাভ করে। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জানাজার নির্দেশ দিয়েছিলেন, ফলে তিনি নিজেও জানাজার সালাত আদায় করেছিলেন এবং অন্যান্য মানুষও জানাজা পড়েছিল।

بَاب جَوَازِ قَوْلِ الْمَرِيضِ أَنَا وَجَعٌ أَوْ شَدِيدُ الْوَجَعِ أَوْ مَوْعُوكَ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَبَيَّانُ أَنَّهُ لَا كِرَاهَةَ فِي ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى سَبِيلِ التَّسْخِطِ وَإِظْهَارِ الْجَزَعِ

914 - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمستته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا فقال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم متفق عليه

915 - وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم عودني من وجع اشتد بي فقلت بلغ بي ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي وذكر الحديث متفق عليه

916 - وعن القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها وأرأساه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا وأرأساه وذكر الحديث رواه البخاري

অসুস্থ ব্যক্তির জন্য "আমি যন্ত্রণাকাতর" বা "তীব্র ব্যথায় আছি" অথবা "আমি জ্বরাক্রান্ত" এবং অনুরূপ কথা বলা বৈধ হওয়ার অধ্যায় এবং এর বর্ণনা যে, যদি তা আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্টি বা অধৈর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে না হয় তবে এতে কোনো অপছন্দনীয়তা নেই।

৯১৪ - ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হলাম এমতাবস্থায় যে তিনি জ্বরে ভুগছিলেন। আমি তাঁকে স্পর্শ করে বললাম, আপনি তো অত্যন্ত তীব্র জ্বরে আক্রান্ত! তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তোমাদের মধ্য থেকে দুইজন লোক যতটুকু কষ্ট পায়, আমি একাই ততটুকু জ্বরে আক্রান্ত হই।" (বুখারী ও মুসলিম)।

৯১৫ - সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার তীব্র অসুস্থতার সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে দেখতে আসলেন। আমি বললাম, আমার অবস্থা তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যা ঘটেছে। আমি একজন সম্পদশালী ব্যক্তি, অথচ আমার এক কন্যা ব্যতীত অন্য কোনো উত্তরাধিকারী নেই। (অতঃপর তিনি সম্পূর্ণ হাদীসটি উল্লেখ করেন)। (বুখারী ও মুসলিম)।

৯১৬ - কাসিম ইবনে মুহাম্মদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়েশা (রা.) বললেন, "হায় আমার মাথা (ব্যথা)!" তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "বরং আমিই বলব হায়

আমার মাথা (ব্যথা)!" (অতঃপর তিনি সম্পূর্ণ হাদীসটি উল্লেখ করেন)। (বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন)।

(ص: 501) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

[الشَّرْحُ]

قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما يتعلق بالمرض أنه يجوز أن يخبر عما فيه من المرض وشدته بشرط أن يكون ذلك إخباراً لا شكوى أي أنه يقصد بهذا الإخبار وليست الشكوى والتسخط من قدر الله وقضائه ثم استدل بحديث ابن مسعود وحديث سعد بن أبي وقاص وحديث عائشة رضي الله عنهم كلها أحاديث تدل على أنه لا بأس أن يخبر الرجل المريض بأنه مريض أو شديد الوجع أو ما أشبه ذلك فحديث ابن عباس يذكر أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك أي فيه شدة فمد يده فقال له إنك لتوعك يا رسول الله قال أجل إنني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم أي يشدد عليه صلى الله عليه وسلم في المرض وذلك من أجل أن ينال أعلى درجات الصبر صلى الله عليه وسلم فإن أنواع الصبر ثمانية في حقه على الوجه الأعلى فقد صبر على أمر الله وصبر عن معاصي الله وصبر على أقدار الله المؤلمة صلى الله عليه وسلم صبر على أمر الله حين بلغ رسالة ربه مع شدة الإيذاء له حتى كان يؤذى في وسط البيت الحرام وهو صابر محتسب حتى إنه خرج إلى أهل الطائف ودعاهم إلى الله عز وجل ولكنهم استهزءوا به وسخروا منه وجعلوا يرمونه بالحجارة

[ব্যখ্যা]

হাফেজ আন-নববী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালাহীন' গ্রন্থে অসুস্থ ব্যক্তি সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে বলেছেন যে, নিজের অসুস্থতা এবং তার তীব্রতা সম্পর্কে অন্যকে জানানো বৈধ, তবে শর্ত হলো তা যেন কেবল সংবাদ প্রদানের উদ্দেশ্যে হয়, কোনো অভিযোগ হিসেবে নয়। অর্থাৎ, এই সংবাদ প্রদানের মাধ্যমে কেবল অবস্থা জানানোই উদ্দেশ্য হতে হবে, আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরের প্রতি কোনো অভিযোগ বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ নয়। এরপর তিনি ইবনে মাসউদ, সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস এবং আয়েশা (রাদিআল্লাহু আনহুম)-এর বর্ণিত হাদীসসমূহ দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। এই সকল হাদীস একতাই প্রমাণ করে যে, অসুস্থ ব্যক্তি যদি তার অসুস্থতা, ব্যথার তীব্রতা বা অনুরূপ কোনো পরিস্থিতির কথা জানায়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। ইবনে আব্বাসের (রা.) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এমন অবস্থায় প্রবেশ করলেন যখন তিনি অত্যন্ত জ্বরাক্রান্ত ছিলেন। তখন তিনি নিজের হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং তাঁকে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো তীব্র জ্বরে ভুগছেন। তিনি বললেন: হ্যাঁ, তোমাদের দুইজন লোক যতটুকু জ্বরে আক্রান্ত হয়, আমি একাই ততটুকু জ্বরে আক্রান্ত হই। অর্থাৎ, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অসুস্থতাকে কঠিন করা হতো যাতে তিনি ধৈর্যের সর্বোচ্চ স্তর অর্জন করতে পারেন। কেননা তাঁর ক্ষেত্রে ধৈর্যের সকল প্রকারই সর্বোচ্চ মানে বিদ্যমান ছিল। তিনি আল্লাহর নির্দেশের ওপর ধৈর্য ধরেছেন, আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকতে ধৈর্য ধরেছেন এবং আল্লাহর যন্ত্রণাদায়ক তাকদীরের ওপর ধৈর্য ধারণ করেছেন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তিনি আল্লাহর আদেশের ওপর তখন ধৈর্য ধরেছিলেন যখন তিনি চরম নির্যাতনের মুখেও তাঁর রবের রিসালাত পৌঁছে দিচ্ছিলেন; এমনকি পবিত্র কাবা চত্বরের ভেতরেও তাঁকে কষ্ট দেওয়া হতো, আর তিনি সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধরে তা সহ্য করতেন। এমনকি তিনি তায়েফবাসীদের নিকট গিয়ে তাদেরকে মহান আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিলেন, কিন্তু তারা তাঁকে নিয়ে উপহাস ও বিদ্রূপ করল এবং তাঁর দিকে পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করল।

حتى أدموا عقبه فلم يفتق إلا وهو في قرن الثعالب ثم جاءه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين فقال لا إني أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئاً فهذا صبر على أمر الله وصبر صلى الله عليه وسلم عنة معصية الله فكان أخشى الناس لله وأتقاهم له وصبر على أقدار الله فكم أؤذي في الجهاد في سبيل الله وفي غير ذلك وكم حصل له من أمراض وهو صابر محتسب لينال بذلك درجة الصابرين فلنا فيه أسوة فالإنسان يجب عليه أن يصبر على أقدار الله المؤلمة كما صبر الرسول صلى الله عليه وسلم يصبر ويحتسب ويعلم أنه ما من شيء يصيبه إلا كفر الله به عنه خطيئة حتى الشوكة يشاكها ثم إذا احتسب الأجر عند الله ونوى بذلك أن يكون هذا الصبر لنيل رفعة درجات له حصل له هذا فينال بالمصائب مرتبتين عظيمتين: 1 - مرتبة الصابرين على قضاء الله وقدره.

...পর্যন্ত তারা তাঁর গোড়ালি রক্তাক্ত করে দিল; অতঃপর তিনি 'কারন আল-সাআলিব' নামক স্থানে না পৌঁছানো পর্যন্ত হুঁশ ফিরে পেলেন না। এরপর পাহাড়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা তাঁর নিকট এসে তাদের ওপর 'আখশাবাইন' (মক্কার দুই পাহাড়) ধসিয়ে দেওয়ার অনুমতি চাইলেন। তখন তিনি বললেন, 'না, বরং আমি তাদের ব্যাপারে অবকাশ প্রার্থনা করছি, হয়তো আল্লাহ তাদের বংশধরদের মধ্য থেকে এমন উত্তরসূরি বের করবেন যারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না।' এটি ছিল আল্লাহর নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে ধৈর্য বা সবর। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রেও সবর করেছিলেন; ফলে তিনি ছিলেন মানবজাতির মধ্যে আল্লাহকে সর্বাধিক ভয়কারী ও পরহেয়গার। তিনি আল্লাহর নির্ধারিত তাকদিরের ওপরও ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। আল্লাহর পথে জিহাদ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি কতই না নিগৃহীত হয়েছেন এবং কত ব্যাধিতে তিনি আক্রান্ত হয়েছেন! এমতাবস্থায় তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল ও সওয়াব প্রত্যাশী, যাতে এর মাধ্যমে তিনি ধৈর্যশীলদের সুউচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারেন। সুতরাং তাঁর মাঝে আমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। অতএব, মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহর বেদনাদায়ক ফয়সালাসমূহের ওপর ধৈর্য ধারণ করা, ঠিক যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সবর করেছিলেন। সে ধৈর্য ধারণ করবে এবং প্রতিদানের আশা রাখবে এবং এ

কথা জানবে যে, তার ওপর আপতিত প্রতিটি কষ্টের বিনিময়ে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ মোচন করে দেন, এমনকি একটি কাঁটা বিঁধলেও। অতঃপর সে যদি আল্লাহর নিকট প্রতিদান প্রত্যাশা করে এবং এই নিয়ত পোষণ করে যে, এই সবর তার মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হবে, তবে সে তা প্রাপ্ত হবে। এর ফলে মুসিবতের মাধ্যমে সে দুটি মহান স্তর লাভ করবে: ১- আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদিরের ওপর ধৈর্যশীলদের মর্যাদা।

(ص: 503) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

২ - ينال من رفعة الدرجات مع الاحتساب ما يناله من الثواب.
وَأَمَّا حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ أَنَّهُ مَرَضَ فِي مَكَّةَ وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَكَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَمُوتَ الْإِنْسَانُ فِي بَلَدِهِ الَّذِي هَاجَرَ مِنْهُ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْبَلَدَ لِلَّهِ فَيَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ فِيهَا وَكَانَ مِنْ عَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَسَنَ رِعَايَتِهِ وَخَلَقَهُ أَنَّهُ يَعُودُ الْمَرْضَى مِنْ أَصْحَابِهِ فَعَادَهُ فَقَالَ لَهُ سَعْدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ذُو وَجَعٍ وَجَعٍ شَدِيدٍ وَإِنِّي ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي أَيْ لَا يَرِثُهُ مِنَ الذَّرِيَةِ إِلَّا بِنْتُ وَلَا فَلَهُ عَصْبَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثَلَاثِي مَالِي قَالَ لَا قَالَ بِالنِّصْفِ قَالَ لَا قَالَ بِالثَّلَاثِ قَالَ الثَّلَاثُ وَالثَّلَاثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَالْغَالِبُ مِنَ النَّاسِ الْيَوْمَ وَقَبْلَ الْيَوْمِ أَنَّهُمْ يُوصُونَ بِالثَّلَاثِ مَعَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّلَاثُ كَثِيرٌ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ يُوصَى الْإِنْسَانُ بِالثَّلَاثِ وَلَكِنْ أَخَذَ النَّاسُ ذَلِكَ عَادَةً وَأَصْبَحُوا يُوصُونَ بِالثَّلَاثِ وَلِهَذَا قَالَ حَبْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِي دَعَا لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْقَهُهُ اللَّهُ فِي

২ - সওয়াব লাভের পাশাপাশি সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণ করার ফলে সুউচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয়।

আর সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসের বিষয়বস্তু হলো এই যে, তিনি মক্কায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তারা যে দেশ থেকে হিজরত করেছিলেন সেখানে মৃত্যুবরণ করাকে অপছন্দ করতেন। কারণ তারা সেই দেশ আল্লাহর জন্য পরিত্যাগ করেছিলেন, তাই সেখানে মৃত্যুবরণ করা তাদের কাছে অপ্রীতিকর ছিল। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অভ্যাস এবং তাঁর চমৎকার যত্ন ও চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি তাঁর সাহাবীদের মধ্যে যারা অসুস্থ হতেন তাদের দেখতে যেতেন। ফলে তিনি তাঁকে দেখতে আসলেন। তখন সাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তীব্র যন্ত্রণায় কাতর, আর আমি অটেল সম্পদের অধিকারী। আমার একমাত্র কন্যা ছাড়া আর কোনো উত্তরাধিকারী নেই—অর্থাৎ সন্তান-সন্ততির মধ্যে কেবল এক কন্যাই তাঁর উত্তরাধিকারী ছিল, নতুবা তাঁর 'আসাবা' (অন্যান্য নিকটাত্মীয়) উত্তরাধিকারী ছিল। আমি কি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ দান করে দেব? তিনি বললেন, না। তিনি বললেন, অর্ধেক? তিনি বললেন, না। তিনি বললেন, এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, এক-তৃতীয়াংশ, তবে এক-তৃতীয়াংশও অনেক। নিশ্চয়ই তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদের সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া তাদেরকে দরিদ্র ও মানুষের কাছে হাত পাতা অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। বর্তমানে এবং পূর্বের অধিকাংশ মানুষের সাধারণ অবস্থা হলো তারা এক-তৃতীয়াংশের অসিয়ত করে, যদিও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে এক-তৃতীয়াংশও অনেক। এটি প্রমাণ করে যে, মানুষের জন্য এক-তৃতীয়াংশের অসিয়ত করা আবশ্যিক নয়। তবে মানুষ এটিকে প্রথা হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং তারা এক-তৃতীয়াংশের অসিয়ত করতে শুরু করেছে। একারণেই এই উম্মতের বিজ্ঞ পণ্ডিত, যাঁর জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দোয়া করেছিলেন যে আল্লাহ যেন তাঁকে দ্বীনের ব্যুৎপত্তি দান করেন...

(ص: 504) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الدين ويعلمه التأويل لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع س.

يعني لكان أحسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير والناس الآن يقولون اكتب ثلثاً وثلثين وما أشبه ذلك وهذا غير محبوب للنبي صلى الله عليه وسلم غرض من الثلث إلى الربع وغرض من الربع إلى الخمس وهو أفضل لأن أبا بكر رضي الله عنه أفقه هذه الأمة والخليفة الأول بعد نبيها أوصى بالخمس وقال رضيت بها رضي الله به لأن الله يقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول مع هذا نجد الذين يوصون بالثلث لا يوصون على الوجه المشروع بل يوصون بأشياء مفضولة وغيرها أفضل منها يوصى وأحياناً يحيف في الوصية حيث يوصى للأولاد ويدع البنات أو يوصي بأشياء تؤدي بالنزاع بين الموصى لهم في المستقبل ولو أن الناس إذا أرادوا أن يوصوا أوصوا بما هو نفع عام كبناء المساجد والمدارس وشراء الكتب النافعة وما أشبه ذلك مما ينفذ في حينه ويجري أجره ويسلم الورثة أو الموصى لهم من التنازع لكان خيراً

দীন এবং তাঁকে ব্যাখ্যার জ্ঞান দান করেছেন। মানুষ যদি এক-তৃতীয়াংশ থেকে কমিয়ে এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করত!

অর্থাৎ এটি অধিকতর উত্তম হতো; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘এক-তৃতীয়াংশ, আর এক-তৃতীয়াংশও অনেক।’ অথচ বর্তমানে মানুষ বলে, ‘এক-তৃতীয়াংশ ও দুই-তৃতীয়াংশ লেখো’ এবং এই জাতীয় কথা। এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পছন্দনীয় নয়। এক-তৃতীয়াংশ থেকে কমিয়ে এক-চতুর্থাংশ করা এবং এক-চতুর্থাংশ থেকে কমিয়ে এক-পঞ্চমাংশ করা অধিকতর উত্তম। কারণ আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু, যিনি এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ফকীহ এবং নবীর পরবর্তী প্রথম খলীফা, তিনি এক-পঞ্চমাংশের অছিয়ত করেছিলেন এবং বলেছিলেন, ‘আল্লাহ যাতে সন্তুষ্ট হয়েছেন, আমিও তাতে সন্তুষ্ট হয়েছি।’ কেননা আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন, ‘আর জেনে রাখো যে, তোমরা যা কিছু গনীমত হিসেবে লাভ করো, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর এবং তাঁর রাসুলের জন্য।’ এতদসত্ত্বেও আমরা দেখি যে, যারা এক-তৃতীয়াংশের অছিয়ত করেন, তারা শরীয়তসম্মত পন্থায় তা করেন না; বরং তারা নিম্নমানের বিষয়ে অছিয়ত করেন অথচ অন্য অনেক বিষয় রয়েছে যা অছিয়ত করার জন্য অধিকতর উত্তম। কখনও কখনও অছিয়তের ক্ষেত্রে অবিচার করা হয়, যেখানে

ছেলেদের জন্য অছিযত করা হয় এবং মেয়েদের বঞ্চিত করা হয়, অথবা এমন সব বিষয়ে অছিযত করা হয় যা ভবিষ্যতে গ্রহীতাদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি করে। মানুষ যদি অছিযত করার ইচ্ছা পোষণ করার সময় জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য অছিযত করত—যেমন মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ, উপকারী কিতাব ক্রয় এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজ যা তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হয় এবং এর সওয়াব জারি থাকে, আর ওয়ারিশ বা অছিযতপ্রাপ্তরা বিবাদ থেকে রক্ষা পায়—তবে তা অবশ্যই তাদের জন্য মঙ্গলজনক হতো।

(ص: 505) ج 4 - شرح رياض الصالحين لابن عثيمين

والذي يجب على أهل العلم الذين يكتبون الوصايا أن يفقهوا أولاً في دين الله وأن يحملوا الناس على ما هو أفضل وأولى لأن العامي الذي جاء يطلب منك أن تكتب ويقول لك اكتب وصيتي قد ائتمنتك فكونه يكون كاتب أمة أي لا يهمله إلا ما يرضي الناس فقط فهذا خطأ حملوا الناس على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم حتى ولو كان على خلاف عاداتهم فهذا العامي المسكين ما أراد إلا الخير ولا يدري فعليك أن تدله وتخبره بالخير الذي ينفعه في قبره بعد موته أما الحديث الثالث فهو عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله وأرأساه تشكو من رأسها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا

আলিম সমাজ যারা অসিয়তনামা লিখে থাকেন, তাদের জন্য যা আবশ্যকীয় তা হলো—প্রথমে তারা আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করবেন এবং মানুষকে সেই বিষয়ের দিকে পরিচালিত করবেন যা তাদের জন্য সর্বোত্তম ও অধিকতর শ্রেয়। কেননা যে সাধারণ ব্যক্তি আপনার কাছে অসিয়ত লিখে নেওয়ার আবেদন নিয়ে আসে এবং বলে যে, "আমার অসিয়তনামাটি লিখে দিন", সে মূলত আপনাকে আমানতদার হিসেবে গ্রহণ করেছে। সুতরাং, কেবল মানুষের সম্ভৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখে গণ-লেখকের ভূমিকা পালন করা একটি ভুল কাজ।

বরং মানুষকে এমন বিষয়ের দিকে উদ্বুদ্ধ করুন যা তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য কল্যাণকর, যদিও তা তাদের প্রচলিত রীতিনীতির পরিপন্থী হয়। কারণ এই সাধারণ মানুষটি কেবল কল্যাণই চায় কিন্তু সে সঠিকটি জানে না; তাই আপনার দায়িত্ব হলো তাকে সঠিক পথপ্রদর্শন করা এবং এমন কল্যাণের সংবাদ দেওয়া যা মৃত্যুর পর কবরে তার উপকারে আসবে। আর তৃতীয় হাদিসটি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেছিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! উফ, আমার মাথা!"—তিনি তখন মাথা ব্যথার কারণে অভিযোগ করছিলেন। এর উত্তরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "বরং আমারই (মাথা ব্যথা করছে)।"

(ص: 506) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وارأساه فهذا اجتماع فيه سنتان إقرارية وقولية أما الإقرارية فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة عندما قالت وارأساه وأما القولية فهو نفسه قال وارأساه وعليه فإن الإنسان إذا قال وا رأساه وا بطناه..
أو ما أشبه ذلك فلا حرج بشرط ألا يقصد بذلك أن يشكو الخالق إلى المخلوق بل يقصد التوجع مما قضاه الله عليه فإذا كان مجرد خبر فهذا لا بأس به ولا سيما إذا كان يذكر هذا عند من يريد أن يعالجه لأنه خبر مجرد ليس المراد به الاعتراض والتسخط على قضاء الله وقدره نسأل الله لنا ولكم الشفاء من كل داء وأن يجعل هذا قوة لنا على طاعته إنه على كل شيء قدير

"ওহ, আমার মাথা!"—এতে দুটি সুন্নাহ একত্রিত হয়েছে: মৌন সম্মতিমূলক এবং বাচনিক। মৌন সম্মতিমূলক সুন্নাহ হলো, নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর কথার প্রতি মৌন সমর্থন জানিয়েছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন, "ওহ, আমার মাথা!"। আর বাচনিক সুন্নাহ হলো, তিনি নিজেও বলেছিলেন, "ওহ, আমার মাথা!"। সেই প্রেক্ষিতে, কোনো ব্যক্তি যদি বলে, "ওহ, আমার মাথা!", "ওহ, আমার পেট!"...

কিংবা অনুরূপ কিছু বলে, তবে তাতে কোনো দোষ নেই; শর্ত হলো, এর দ্বারা স্রষ্টার বিরুদ্ধে সৃষ্টির কাছে অভিযোগ করা উদ্দেশ্য না হওয়া, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ব্যথার অনুভূতি প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হতে হবে। সুতরাং এটি যদি কেবল সংবাদ বা তথ্য প্রদানের জন্য হয় তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই, বিশেষ করে যদি এমন কারো কাছে এটি উল্লেখ করা হয় যিনি চিকিৎসা করবেন। কারণ এটি স্রেফ একটি বর্ণনা মাত্র, এর দ্বারা আল্লাহর ফয়সালা ও তকদিরের প্রতি কোনো আপত্তি বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা উদ্দেশ্য নয়। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের এবং আপনাদের জন্য সকল ব্যাধি থেকে আরোগ্য প্রার্থনা করছি এবং তিনি যেন একে তাঁর আনুগত্যের পথে আমাদের জন্য শক্তি স্বরূপ করে দেন; নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(ص: 507) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

بَابُ تَلْقِينِ الْمُخْتَصَرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

917 - عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تلقين المختصر قوله لا إله إلا الله.

المختصر هو الذي حضرت الملائكة لقبض روحه والله سبحانه وتعالى قد وكل بالإنسان ملائكة يحفظونه في حال حياته وبعد مماته قال الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وقال الله تبارك وتعالى { حتى إذا جاء

أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون} والإنسان إذا حضر أجله نزل إليه
ملائكة يقبضون روحه من يد ملك الموت

মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তিকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' স্মরণ করিয়ে দেওয়ার অধ্যায়

৯১৭ - মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যার শেষ কথা হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই), সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এটি আবু দাউদ এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে সহীহ সনদযুক্ত বলেছেন।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালেহীন' গ্রন্থে বলেছেন: মুমূর্ষু ব্যক্তিকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' স্মরণ করিয়ে দেওয়ার অধ্যায়।

মুমূর্ষু বা মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তি (আল-মুহতার) হলেন তিনি, যার নিকট তার প্রাণ হরণের জন্য ফেরেশতারা উপস্থিত হয়েছেন। মহান আল্লাহ মানুষের জন্য এমন কিছু ফেরেশতা নিয়োজিত করেছেন যারা তার জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরেও তাকে রক্ষা করেন। মহান আল্লাহ বলেন: "তার জন্য পর্যায়ক্রমে আগমনকারী ফেরেশতারা রয়েছে তার সামনে থেকে ও তার পেছন থেকে, যারা আল্লাহর আদেশে তাকে রক্ষা করে।" এবং আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা আরও বলেন: "এমনকি যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তার প্রাণ সংহার করে এবং তারা কোনো ত্রুটি করে না।" মানুষের অন্তিম সময় উপস্থিত হলে তার কাছে ফেরেশতারা অবতীর্ণ হন, যারা মৃত্যুর ফেরেশতার হাত থেকে তার প্রাণ গ্রহণ করেন।

فإن ملك الموت يتولى قبضها من البدن والملائكة معهم كفن وحنوط من الجنة إذا كان من المؤمنين جعلنا الله وإياكم منهم وأما إذا كان من الكافرين فملائكة العذاب معهم كفن من النار وحنوط من النار نعوذ بالله من ذلك فإذا احتضر الإنسان وعلمنا أنه في النزع وأنه ميت فإننا نلقنه لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله قال العلماء فيلقنه برفق لا يأمره لا يقل قل لا إله إلا الله لأنه رعباً إذا قال له قل لا إله إلا الله وهو في هذه الحال قد ضاق صدره وقد ضاقت عليه الدنيا فيقول لا لأنك ما تتصور ضيق الصدر في هذه الحالة إلا إذا كنت في هذه الحالة نسأل الله أن يشرح صدورنا وإياكم عند لقائه فتذكر الله عنده تقول لا إله إلا الله ترفع صوتك بهذا ليسمع قريباً يمين الله عليه فيستحضر أنك تلقنه فيقول لا إله إلا الله فإذا قال لا إله إلا الله وكانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة كما في حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة قال أهل العلم فإذا قال لا إله إلا الله فليسكت ولا

মৃত্যু দূত দেহ থেকে প্রাণ হরণের দায়িত্ব পালন করেন এবং তাঁর সাথে ফিরিশতাগণ জান্নাত থেকে আনা কাফন ও সুগন্ধি নিয়ে উপস্থিত হন, যদি সেই ব্যক্তি মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হন— আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আর যদি তিনি কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হন, তবে শাস্তির ফিরিশতাগণ তাঁদের সাথে জাহান্নামের কাফন ও জাহান্নামের সুগন্ধি নিয়ে উপস্থিত হন; আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। যখন কোনো মানুষের অন্তিম সময় উপস্থিত হয় এবং আমরা বুঝতে পারি যে তিনি মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যে আছেন ও তাঁর মৃত্যু আসন্ন, তখন আমরা তাঁকে 'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই' (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বাক্যটির তালকিন প্রদান করব বা স্মরণ করিয়ে দেব, যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমরা তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিদের 'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই'-এর তালকিন দাও। আলেমগণ বলেছেন, তাঁকে অত্যন্ত নম্রতার সাথে তালকিন দিতে হবে; তাঁকে আদেশ করা যাবে না, অর্থাৎ তাঁকে 'বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'—এভাবে বলা উচিত নয়। কারণ হতে পারে যখন তাঁকে বলা হবে 'বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', এমতাবস্থায় তাঁর বক্ষ

অত্যন্ত সংকুচিত এবং তাঁর নিকট পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে আছে, ফলে তিনি হয়তো বলে বসবেন 'না'। কেননা সেই মুহূর্তের মানসিক সংকীর্ণতা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না যতক্ষণ না আপনি নিজে সেই পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তাঁর সাথে সাক্ষাতের সময় আমাদের ও আপনাদের বক্ষকে প্রশস্ত করে দেন। এমতাবস্থায় আপনি তাঁর নিকট আল্লাহর যিকির করবেন এবং উচ্চস্বরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবেন যেন তিনি শুনতে পান। সম্ভবত আল্লাহ তাঁর ওপর অনুগ্রহ করবেন এবং তিনি উপলব্ধি করতে পারবেন যে আপনি তাঁকে তালকিন দিচ্ছেন, ফলে তিনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবেন। যখন তিনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবেন এবং এটিই যদি হয় দুনিয়াতে তাঁর শেষ কথা, তবে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন। যেমন মুয়াজ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদিসে এসেছে যে, তিনি বলেছেন: যার শেষ কথা হবে 'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই', সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জ্ঞানতাপসগণ বলেন, যখন তিনি একবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে ফেলবেন, তখন উপস্থিত সকলে চুপ হয়ে যাবে এবং আর কথা বলবে না...

(ص: 509) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

يقول شيئاً فإن عاد المحتضر نفسه وتحدث في شيء مثل اسقوني ماءً أو أي شيء آخر فليعد التلقين ولكن إذا كان الإنسان والعياذ بالله كافراً مرتدّاً فهذا ربماً نقول له بالأمر: قل لا إله إلا الله فإن من الله عليه وقالها فبهاً ونعمت وإن لم يقل فهو كافر لذلك لما حضرت أبا طالب الوفاة وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وأعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا الرسالة أربعة اثنان أسلباً حمزة والعباس أحدهما أفضل من الآخر حمزة أفضل من العباس واثنان ماتا على الكفر أحدهما أقبح كفراً من الآخر أبو طالب والد علي وأبو لهب والعياذ بالله من أشد الناس إيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا أنزل الله في ذمه سورة كاملة يقرأها الناس في الصلوات في الفرائض والنوافل {تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب

سيصلى نارا ذات لهب وامراته حباله الحطب في جديها حبل من مسد { ولكن أبا
طالب رغم كفره كان به حب على الرسول صلى الله عليه وسلم وحنان وشفقة
ومدافعة وثناء عليه إلا أنه والعياذ بالله حبل بينه وبين الإسلام فعندما حضرته
الوفاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده وعنده رجلان من قریش

কিছু বলবে না। তবে মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তি যদি নিজে পুনরায় কোনো কথা বলে, যেমন 'আমাকে পান করতে দাও', 'আমাকে পানি দাও' অথবা অন্য কিছু, তবে পুনরায় তালকিন (কালিমা স্মরণ করিয়ে দেওয়া) করতে হবে। কিন্তু যদি মানুষটি (আল্লাহ রক্ষা করুন) কাফির বা ধর্মত্যাগী হয়, তবে সম্ভবত আমরা তাকে আদেশের সুরে বলব: 'বলুন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। যদি আল্লাহ তার ওপর অনুগ্রহ করেন এবং সে তা পাঠ করে, তবে তা অতি উত্তম। আর যদি না বলে, তবে সে কাফির হিসেবেই গণ্য হবে। এই কারণেই যখন আবু তালিবের মৃত্যু ঘনিয়ে এল—যিনি ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে চারজন চাচা নবুওয়াতের যামানা পেয়েছিলেন, তাদের মধ্যে দুইজন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন: হামযাহ ও আব্বাস। তাদের একজন অন্যজনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; হামযাহ আব্বাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর অন্য দুইজন কুফরের ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন, যাদের একজন অন্যজনের চেয়ে জঘন্যতম কাফির ছিল। তারা হলেন আলীর পিতা আবু তালিব এবং আবু লাহাব। (আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই) আবু লাহাব ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট প্রদানকারীদের মধ্যে সবচেয়ে কঠোর। এই কারণেই আল্লাহ তাআলা তার নিন্দায় একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল করেছেন, যা মানুষ ফরয ও নফল সালাতে পাঠ করে: 'আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক। তার ধন-সম্পদ ও তার অর্জন কোনো কাজে আসেনি। অচিরেই সে লেলিহান অগ্নিতে প্রবেশ করবে। আর তার স্ত্রীও, যে ইন্ধন বহনকারিণী। তার গলায় থাকবে পাকানো রশি।' তবে আবু তালিব কাফির হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তার মমতা, ভালোবাসা, প্রতিরক্ষা ও প্রশংসা বজায় ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তার এবং ইসলামের মাঝে আড়াল তৈরি হয়ে গিয়েছিল। যখন তার মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পাশে ছিলেন এবং তার নিকট কুরাইশের আরও দুইজন লোক উপস্থিত ছিল।

فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ولكن كان هذان الرجلان جليسي سوء قالَا أترغب عن ملة عبد المطلب وكأنهما والله أعلم رأياهم أن يقول لا إله إلا الله فقالا له أترغب عن ملة عبد المطلب فلما قالَا ذلك أخذته العزة بالإثم فقال هو على ملة عبد المطلب وكان آخر كلمة منه كلمة الشرك والعباذ بالله ثم مات يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه شفع له عند الله فخفف عنه العذاب فكان في ضحضاح من النار قد غاص به وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه والعباذ بالله ودماغه أبعد شيء عن قدميه فإذا كان يغلي كالقدر فيه الباء تحته النار فما بالك بما هو أدنى من رأسه إلى قدميه لكان أشد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عم قل لا إله إلا الله ولم يذكر الله عنده فقط بل قال قل لا إله إلا الله فهذا من أفضل وأجل ما يكون هدية للمراء

অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বললেন, "হে চাচা, আপনি বলুন— আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই; এটি এমন একটি বাক্য যার মাধ্যমে আমি আল্লাহর নিকট আপনার পক্ষে যুক্তি পেশ করব।" কিন্তু সেখানে উপস্থিত অপর দুই ব্যক্তি ছিল মন্দ সঙ্গী। তারা বলল, "আপনি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে বিমুখ হচ্ছেন?" আল্লাহই ভালো জানেন, সম্ভবত তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি এই তাওহীদের বাণী বলার সংকল্প করেছেন, তাই তারা পুনরায় বলল, "আপনি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম বিসর্জন দেবেন?" যখন তারা এ কথা বলল, তখন তাঁর মধ্যে বংশীয় আভিজাত্য ও পাপের অহংকার জেঁকে বসল এবং তিনি বললেন যে তিনি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপরেই অটল আছেন। আর তাঁর জীবনের শেষ কথাটি ছিল শিরকপূর্ণ—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই। অতঃপর তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন যে, তিনি আল্লাহর দরবারে তাঁর জন্য সুপারিশ করেছেন, যার ফলে তাঁর শাস্তি লাঘব করা হয়েছে। তিনি এখন জাহান্নামের এক অগভীর স্তরে অবস্থান করছেন যা তাঁকে আবৃত করে আছে; তাঁর পায়ে আগুনের তৈরি এমন

দুটি জুতো রয়েছে যার উত্তাপে তাঁর মস্তিষ্ক টগবগ করে ফুটছে—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই। তাঁর পা থেকে মস্তিষ্কের দূরত্ব শরীরের সবচেয়ে বেশি হওয়া সত্ত্বেও যদি আগুনের তাপে তা চুলার ওপর ফুটন্ত ডেকচির পানির মতো ফুটতে থাকে, তবে মাথা থেকে পা পর্যন্ত শরীরের অবশিষ্ট অংশের অবস্থা যে আরও কত ভয়াবহ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "আমি না থাকলে তিনি অবশ্যই জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকতেন।" এই প্রসঙ্গের মূল বিষয়টি হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বলেছিলেন, "হে চাচা, আপনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করুন।" তিনি কেবল তাঁর সামনে আল্লাহর যিকির করেননি, বরং তাঁকে সরাসরি এই কালিমা পাঠ করতে বলেছিলেন। আর এটিই কোনো ব্যক্তির জন্য শ্রেষ্ঠতম ও মহত্তম উপহার হতে পারে।

(ص: 511) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

إذا لقنه أخوه عند الموت قول لا إله إلا الله فهذه تساوي الدنيا كلها فإذا حضرت أحداً وهو يحتضر فأحرص على تلقينه لا إله إلا الله امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإحساناً لهذا الشخص وربما يلقنك الله سبحانه وتعالى عند موتك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه ختم الله لنا ولكم بالشهادة

মৃত্যুকালে যদি কোনো মুসলিম ভাই অন্য কাউকে 'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই' এই কালিমার তালকিন করেন, তবে এটি সমগ্র পৃথিবীর চেয়েও মূল্যবান। অতএব, আপনি যদি মুমূর্ষু কোনো ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হন, তবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের অনুসরণ এবং ওই ব্যক্তির প্রতি সদাচরণের উদ্দেশ্যে তাকে 'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই' কথাটি তালকিন করতে সচেষ্ট হোন। সম্ভবত এর প্রতিদানস্বরূপ মহান আল্লাহ আপনার মৃত্যুর সময়েও আপনাকে তালকিন নসিব করবেন; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ ততক্ষণ বান্দার সাহায্যে থাকেন, যতক্ষণ

বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে লিপ্ত থাকে।" আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদের মৃত্যু শাহাদাতের কালিমা নসিব করে সমাপ্ত করুন।

(ص: 512) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

بَاب مَا يَقُولُهُ بَعْدَ تَغْيِيزِ الْمَيْتِ

919 - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصْرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قَبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقْبِهِ فِي الْغَامِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنُورْ لَهُ فِيهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[الشَّرْحُ]

قَالَ الْمَوْلَفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ رِيَّاضُ الصَّالِحِينَ بَابُ مَا يَقَالُ عِنْدَ تَغْيِيزِ الْمَيْتِ. يَعْنِي أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا حَضَرَ الْمَيْتَ فَإِنَّ الْمَيْتَ فِي الْغَالِبِ يَشْخُصُ بَصْرُهُ يَنْفَتِحُ بِاتِّسَاعٍ يَشَاهِدُ الرُّوحَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْبَدَنِ لِأَنَّ الرُّوحَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْبَدَنِ لَهَا جَسْمٌ لَكِنَّهُ جَسْمٌ لَا يَرَاهُ النَّاسُ لَا يَرَاهُ إِلَّا الْمَيْتَ وَالْمَلَائِكَةُ فَقَطْ وَتَأْخُذُهَا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَكَانَ مِنْ عَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ

মৃত ব্যক্তির চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে দেওয়ার পর যা বলতে হয় সেই সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ

৯১৯ - উম্মে সালামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবু সালামাহ-এর নিকট প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় স্থির হয়ে গিয়েছিল (খোলা ছিল)। তিনি তা বন্ধ করে দিলেন, অতঃপর বললেন: "নিশ্চয়ই যখন

রুহ কবজ করা হয়, তখন দৃষ্টি তার অনুসরণ করে।" তখন তাঁর পরিবারের কিছু লোক উচ্চস্বরে বিলাপ করতে শুরু করল। তিনি বললেন: "তোমরা নিজেদের জন্য কল্যাণ ছাড়া অন্য কোনো দোয়া করো না; কারণ তোমরা যা বলো, ফেরেশতারা তার ওপর আমীন বলেন।" অতঃপর তিনি বললেন: "হে আল্লাহ! আপনি আবু সালামাহকে ক্ষমা করুন, হিদায়েতপ্রাপ্তদের মাঝে তাঁর মর্যাদা উচ্চ করে দিন, তাঁর পরবর্তী বংশধরদের মাঝে আপনি তাঁর প্রতিনিধি (অভিভাবক) হয়ে যান। হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক! আমাদের এবং তাঁকে ক্ষমা করে দিন, তাঁর কবরকে প্রশস্ত করুন এবং তা তাঁর জন্য আলোকিত করে দিন।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সলিহীন' গ্রন্থে বলেছেন: মৃত ব্যক্তির চক্ষুদ্বয় বন্ধ করার সময় যা বলতে হয় সেই সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ।

এর অর্থ হলো, মানুষ যখন মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়, তখন মৃত ব্যক্তির চোখ সাধারণত স্থির ও বড় হয়ে যায়, যা নির্গত হওয়া রুহকে প্রত্যক্ষ করে। কারণ রুহ যখন শরীর থেকে বের হয়, তখন তার একটি অবয়ব থাকে, কিন্তু সেই অবয়ব মানুষ দেখতে পায় না; কেবল মৃত ব্যক্তি এবং ফেরেশতরাই তা দেখতে পান এবং ফেরেশতারা তা গ্রহণ করেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবু সালামাহ-এর নিকট প্রবেশ করলেন; আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অভ্যাস ছিল যে তিনি...

(ص: 513) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

يعود البرضى فدخل عليه وقد شق بصره يعني اتسع وانفتح فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات فقال إن الروح إذا قبض أتبعه البصر فضج ناس من أهله أي من أهل البيت عندما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام فعرفوا أن الرجل قد مات فضجوا كعادة الناس فقال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم

إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون وكانوا في الجاهلية إذا حصل مثل هذا يدعون على أنفسهم بالويل والثبور والعياذ بالله يقولون يا ويلاه يا ثبوراها وما أشبه ذلك فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ففي هذه الحالة ينبغي للإنسان أن يدعو لنفسه بالخير ويقول ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أجري في مصيبتى واخلف لي خيرا منها بعد قوله أنا لله وإنا إليه راجعون لأن كل مصيبة تقول إنا لله وإنا إليه راجعون وفي مصيبة الموت اللهم أجري في مصيبتى واخلف لي خيرا منها وكذلك غيرها وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فسمعت أم سلمة زوج أبي سلمة فلما مات زوجها وكان من أحب الناس إليها دعت بهذا الدعاء

তিনি অসুস্থদের দেখতে যেতেন। একদা তিনি তাঁর (মৃত ব্যক্তির) নিকট প্রবেশ করলেন এবং দেখলেন যে তাঁর চোখ স্থির হয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ দৃষ্টি প্রসারিত ও উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারলেন যে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। তিনি বললেন, “নিশ্চয়ই রুহ যখন কবজ করা হয়, তখন দৃষ্টি তার অনুসরণ করে।” তখন তাঁর পরিবারের কিছু লোক, অর্থাৎ মৃতের পরিজনরা আত্নাদ করে উঠলেন; যখন তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলতে শুনলেন, তারা বুঝতে পারলেন যে লোকটি মারা গিয়েছেন, ফলে মানুষের স্বভাবজাত অভ্যাস অনুযায়ী তারা হাহাকার ও শোরগোল শুরু করলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমরা নিজেদের জন্য কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছু প্রার্থনা করো না, কারণ তোমরা যা বলো ফেরেশতারা তার ওপর ‘আমীন’ বলেন।” জাহেলিয়াতের যুগে যখন এমন কিছু ঘটত, তখন তারা নিজেদের ধ্বংস ও বিনাশের জন্য বদদোয়া করত—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—তারা বলত, ‘হায় আমার ধ্বংস!’, ‘হায় আমার মৃত্যু!’ এবং এই জাতীয় কথা। তাই তিনি বললেন, “তোমরা নিজেদের জন্য কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছু প্রার্থনা করো না, কারণ তোমরা যা বলো ফেরেশতারা তার ওপর আমীন বলেন।” এমতাবস্থায় মানুষের উচিত নিজের জন্য কল্যাণের দোয়া করা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নির্দেশনা দিয়েছেন তা পাঠ করা: ‘হে আল্লাহ! আমাকে আমার এই বিপদে সওয়াব দান করুন এবং আমাকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করুন’, যা বলতে হয় ‘নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী’ পাঠ

করার পর। কারণ প্রতিটি বিপদের সময় বলতে হয় ‘ইল্লা লিল্লাহি ওয়া ইল্লা ইলাইহি রাজিউন’, আর মৃত্যুর বিপদের ক্ষেত্রে বলতে হয় ‘হে আল্লাহ! আমাকে আমার এই বিপদে প্রতিদান দিন এবং এর বিনিময়ে আমাকে উত্তম কিছু দান করুন’ এবং অন্যান্য বিপদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন এবং আবু সালামার স্ত্রী উম্মে সালামা তা শুনেছিলেন। অতঃপর যখন তাঁর স্বামী ইন্তেকাল করলেন—যিনি তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষদের একজন ছিলেন—তখন তিনি এই দোয়াটি পাঠ করেছিলেন।

(ص: 514) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وقالت في نفسها من خير من أبي سلمة لأنها مؤمنة بهذا الكلام فلما انقضت عدتها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فكان خيراً من أبي سلمة ولا شك المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهيدين ونور له في قبره وافسح له فيه واخلفه في عقبه خمس كلمات تساوي الدنيا كلها: اللهم اغفر لأبي سلمة يعني اغفر له ذنوبه فلا تعاقبه عليها وسامحه واعف عنه ارفع درجته في المهيدين في الجنة لأن أصحاب الجنة مهديون كلهم افسح له في قبره يعني وسع له فيه فإن القبر بالنسبة لمنازل الدنيا ضيق بحسب الحس لكنه يفسح للمؤمن حتى يكون كمد البصر ويكون روضة من رياض الجنة.

نور له فيه والقبر مظلم بحسب الحس لا فيه نور النهار ولا نور السراج وغيره. اخلفه في عقبه يعني كن خليفة له في ذريته فهذه الدعوات الخمس منها شيء علمناه ومنها شيء رجوناه الذي

তিনি মনে মনে বললেন, "আবু সালামার চেয়ে উত্তম আর কে হতে পারে?" কারণ তিনি এই বাণীর (রাসূলুল্লাহর হাদীস) ওপর পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। যখন তাঁর ইদ্দত অতিক্রান্ত হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন এবং নিঃসন্দেহে তিনি আবু সালামার চেয়েও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মূল কথা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সালামার চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন: "হে আল্লাহ! আপনি আবু সালামাকে ক্ষমা করে দিন, হিদায়াতপ্রাপ্তদের মাঝে তাঁর মর্যাদা উন্নীত করুন, তাঁর কবরকে আলোকিত ও প্রশস্ত করুন এবং তাঁর উত্তরসূরিদের মধ্যে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হোন।" এই পাঁচটি বাক্য সমগ্র পৃথিবীর সমতুল্য। "হে আল্লাহ! আবু সালামাকে ক্ষমা করে দিন"—অর্থাৎ তাঁর পাপসমূহ ক্ষমা করে দিন যাতে আপনি তাঁকে শাস্তি না দেন, বরং তাঁকে মার্জনা ও ক্ষমা করেন। "হিদায়াতপ্রাপ্তদের মাঝে তাঁর মর্যাদা উন্নীত করুন"—অর্থাৎ জান্নাতে তাঁর সম্মান বৃদ্ধি করুন, কেননা জান্নাতবাসীরা সকলেই হিদায়াতপ্রাপ্ত। "তাঁর কবরকে প্রশস্ত করুন"—অর্থাৎ কবরের ভেতরটা তাঁর জন্য বিস্তৃত করে দিন। কারণ বাহ্যিক ইন্দ্রিয় বিচারে দুনিয়ার ঘরবাড়ির তুলনায় কবর অত্যন্ত সংকীর্ণ, তবে মুমিনের জন্য তা দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হয় এবং তা জান্নাতের একটি বাগানে পরিণত হয়।

"তাঁর কবরে নূরের আলো দান করুন"—কেননা বাহ্যিক বিচারে কবর অন্ধকারাচ্ছন্ন, সেখানে দিবালোক নেই এবং প্রদীপ বা অন্য কিছু আলোও নেই।

"তাঁর উত্তরসূরিদের মাঝে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হোন"—অর্থাৎ তাঁর বংশধরদের জন্য আপনিই অভিভাবক ও রক্ষক হয়ে যান। এই পাঁচটি প্রার্থনার মধ্যে কোনোটি এমন যা আমরা চাক্ষুষ করেছি এবং কোনোটি এমন যা আমরা প্রত্যাশা করেছি যা...

(ص: 515) ج 4 - شرح رياض الصالحين لابن عثيمين

علمناه أن الله سبحانه وتعالى خلفه في عقبه لأن زوجته تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأولاده صاروا ربائب للنبي صلى الله عليه وسلم وتربوا في بيته وأما الأربعة الباقية فإننا نرجو الله أن يكون قد قبل دعوة نبيه في هذا الرجل الصالح.

وفي هذا الحديث دليل على مسائل: 1 - أنه ينبغي للإنسان إذا أصيب بمصيبة ألا يدعو لنفسه إلا بالخير.

2 - أنه ينبغي لمن حضر البيت إذا خرجت روحه وانفتح بصره أن يغمضه مادام حاراً لأنه إذا برد وعيناه شاخصتان بقيتا شاخصتين قال العلماء وينبغي أيضاً أن يلين مفصلة قبل أن تبرد وتشكل وذلك بأن يرد ذراعه إلى عضده وعضده إلى صدره ثم يمد يده ويرد الساق إلى الفخذ والفخذ إلى البطن ثم يمدّها عدة مرات حتى تلين ليسهل تغسيله وتكفينه.

3 - الدلالة على أن الروح شيء يرى لأنها جسم ولكنه ليس كأجسامنا هذا فأجسامنا غليظة لكن الروح جسم ليس بالغليظ بل هو جسم لطيف يجري من ابن آدم مجرى الدم وليس مخلوقاً من طين بل من

আমরা জানতে পেরেছি যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর বংশধরদের মধ্যে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। কারণ তাঁর স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁর সন্তানগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশ্রিত সন্তান হিসেবে তাঁর ঘরেই প্রতিপালিত হয়েছিলেন। আর অবশিষ্ট চারটি বিষয়ের ক্ষেত্রে আমরা আল্লাহর কাছে আশা রাখি যে, তিনি এই নেককার ব্যক্তির ব্যাপারে তাঁর নবীর দোয়া কবুল করেছেন।

এই হাদিসে বেশ কিছু বিষয়ের প্রমাণ রয়েছে: ১. মানুষের যখন কোনো বিপদ ঘটে, তখন নিজের জন্য কেবল কল্যাণের দোয়াই করা উচিত।

২ - মৃত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত ব্যক্তির উচিত, রুহ বের হয়ে যাওয়ার পর চোখ খোলা থাকলে শরীর গরম থাকা অবস্থাতেই তা বন্ধ করে দেওয়া। কারণ শরীর শীতল হয়ে গেলে চোখ যদি স্থির হয়ে খোলা থাকে, তবে তা ওইভাবেই থেকে যায়। ওলামায়ে কেরাম বলেন, শরীর শীতল ও শক্ত হয়ে যাওয়ার আগেই হাড়ের জোড়াগুলো নরম করে নেওয়া উচিত। আর তা হলো— হাতকে বাহুর সাথে এবং বাহুকে বুকের সাথে মিলিয়ে পুনরায় প্রসারিত করা এবং পায়ের নলিকে উরুর সাথে ও উরুকে পেটের সাথে মিলিয়ে কয়েকবার ভাঁজ করা ও সোজা করা, যাতে শরীর নরম হয় এবং গোসল ও কাফন দেওয়া সহজ হয়।

৩ - এটি এই বিষয়ের প্রমাণ যে, রুহ বা আত্মা এমন একটি সত্তা যা দেখা যায়; কারণ এটি একটি দেহ, কিন্তু তা আমাদের এই দেহের মতো নয়। আমাদের দেহ স্থূল, কিন্তু রুহ স্থূল নয় বরং তা এক সূক্ষ্ম দেহ যা আদম সন্তানের রক্ত প্রবাহের সাথে প্রবাহিত হয়। এটি মাটি দ্বারা সৃষ্টি নয়, বরং...

(ص: 516) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

مادة الله أعلم بها ولهذا قال الله تعالى ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.

4 - ينبغي لمن حضر البيت وأغمضه أن يدعو له وإذا دعا بهذه الدعوات العظيمة التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة كان خيرا وإن لم يعرفها دعا بها شاء 5 - البلائكة يؤمنون على الدعاء في هذه الحالة فينبغي لأهل البيت أن يدعو بالخير

এটি এমন এক বিষয় যা সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন। আর এ কারণেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "তারা আপনাকে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন: রুহ আমার রবের নির্দেশমত। আর তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।"

8 - যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয় এবং তার চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে দেয়, তার জন্য সমীচীন হলো মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা। আর যদি সে ঐ সকল মহান দোয়ার মাধ্যমে প্রার্থনা করে যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু সালামা (রা.)-এর জন্য করেছিলেন, তবে তা উত্তম হবে। আর যদি সে তা না জানে, তবে সে নিজের পছন্দমতো দোয়া করবে। ৫ - এই অবস্থায় ফেরেশতাগণ দোয়ার ওপর 'আমীন' বলেন, তাই মৃত ব্যক্তির পরিজনদের উচিত কেবল কল্যাণের দোয়া করা।

بَاب مَا يُقَالُ عِنْدَ الْبَيْتِ وَمَا يَقُولُهُ مَنْ مَاتَ لَهُ مَيِّتٌ

920 - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصْرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قَبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَضَجَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقْبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنُورَ لَهُ فِيهِ رِوَاةٌ مُسْلِمٌ

921 - وَعَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ تَصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ إِنْ أَلَّ اللَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِعُونَ اللَّهُمَّ أَجْرِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَجْرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مُصِيبَتِهِ

মৃত ব্যক্তির নিকট যা বলতে হয় এবং যার স্বজন মারা গেছে সে যা বলবে সেই সম্পর্কিত অধ্যায়

৯২০ - উম্মে সালামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবু সালামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর চক্ষু স্থির হয়ে গিয়েছিল। তিনি তা বন্ধ করে দিলেন, অতঃপর বললেন, "নিশ্চয়ই রুহ যখন কবজ করা হয়, তখন দৃষ্টি তার অনুসরণ করে।" তখন তাঁর পরিবারের কিছু লোক কান্নাকাটি ও চিৎকার করতে লাগল। তিনি বললেন, "তোমরা নিজেদের জন্য কেবল কল্যাণের দুআ করো; কেননা তোমরা যা বলো ফেরেশতারা তাতে আমীন বলেন।" অতঃপর তিনি বললেন, "হে আল্লাহ! আবু সালামাহকে ক্ষমা করে দিন, হিদায়েতপ্রাপ্তদের মাঝে তাঁর মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তাঁর পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হোন। হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক! আমাদের ও তাঁকে ক্ষমা করুন, তাঁর কবরকে প্রশস্ত করুন এবং তাতে তাঁর জন্য আলো দান করুন।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

৯২১ - তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "কোনো বান্দা যখন মুসিবতে আক্রান্ত হয় এবং বলে—'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর

জন্য এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমাকে আমার এই বিপদে প্রতিদান দান করুন এবং আমাকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করুন—তবে আল্লাহ তাআলা তাকে তার মুসিবতে প্রতিদান দান করেন।"

(ص: 518) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وأخلف له خيراً منها قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيراً منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

رواه مسلم

922 - وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول فماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسبوه بيت الحمد رواه الترمذي وقال حديث حسن.

923 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة رواه البخاري

924 - وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيّاً لها أو ابناً في الموت فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن الله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب وذكر تمام

এবং আল্লাহ তাকে তার চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করবেন। তিনি (উম্মে সালামা) বলেন, যখন আবু সালামা ইন্তেকাল করলেন, আমি তা-ই বললাম যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে আদেশ করেছিলেন। ফলে আল্লাহ আমাকে তার পরিবর্তে তাঁর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করলেন—রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন

৯২২ - আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: যখন কোনো বান্দার সন্তান মারা যায়, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর ফেরেশতাদের বলেন, তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানের জান কবজ করেছ? তারা বলে, হ্যাঁ। তিনি বলেন, তোমরা কি তার কলিজার টুকরোটি কেড়ে নিয়েছ? তারা বলে, হ্যাঁ। তখন তিনি বলেন, আমার বান্দা কী বলেছে? তারা বলে, সে আপনার প্রশংসা করেছে এবং ইস্তিরজা (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) পাঠ করেছে। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা জান্নাতে আমার বান্দার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করো এবং তার নাম দাও ‘বাইতুল হামদ’ (প্রশংসার ঘর)। তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি হাসান হাদিস।

৯২৩ - আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি যখন দুনিয়াবাসীদের মধ্য থেকে আমার মুমিন বান্দার কোনো প্রিয়জনকে তুলে নিই, অতঃপর সে সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণ করে, তখন আমার কাছে জান্নাত ছাড়া তার জন্য আর কোনো প্রতিদান নেই। বুখারি এটি বর্ণনা করেছেন

৯২৪ - উসামা ইবনে জায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এক কন্যা তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে তাঁকে ডাকলেন এবং জানালেন যে, তাঁর এক শিশু সন্তান বা পুত্র মৃত্যুশয্যায়। তখন তিনি প্রেরিত ব্যক্তিকে বললেন, তুমি তার কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জানাও যে, আল্লাহ যা নিয়েছেন তা তাঁরই, আর যা তিনি দান করেছেন তাও তাঁরই। তাঁর কাছে প্রতিটি জিনিসের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত রয়েছে। অতএব, তুমি তাকে ধৈর্য ধারণ করতে এবং সওয়াবের প্রত্যাশা করতে বলো। এবং তিনি পূর্ণ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

الحديث متفق عليه

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين فيما يقال عند الموت يعني إذا مات للإنسان أحد فماذا يقول وقد سبقت لنا الإشارة إلى حديثين صدر بهما المؤلف هذا الباب وهما لأمر سلمة رضي الله عنها حين مات زوجها فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتى واخلفني خيراً منها فأخلف الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم.

أما الأحاديث الثلاثة الباقية فهي فيمن مات له ولد فحمد الله واسترجع وصبر فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه بذلك الجنة كما في الحديث إن الله تعالى إذا قبضت الملائكة نفس ولده فإن الله يقول للملائكة قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم وهو يعلم عز وجل لكن يقول هذا ليظهر فضل هذا العبد وأنه حمد الله واسترجع عند هذه المصيبة العظيمة فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال قالوا حمدك واسترجع يعني قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه

হাদীসটি মুত্তাফাকুন আলাইহি (সর্বসম্মত)।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদীসগুলো ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'রিয়াদুস সলিহীন' গ্রন্থে মৃত্যুর সময় যা বলতে হয় সেই পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, যখন কোনো মানুষের কোনো আপনজন মারা যায়, তখন সে কী বলবে। এই অধ্যায়ের শুরুতে লেখক যে দুটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, সে বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বেই ইঙ্গিত দিয়েছি। হাদীস দুটি উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত; যখন তাঁর স্বামী মারা গিয়েছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন: "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমার এই বিপদে

আমাকে সওয়াব দান করুন এবং আমাকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করুন।" অতঃপর আল্লাহ তাঁকে এর বিনিময়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করেছিলেন। আর অবশিষ্ট তিনটি হাদীস ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যার সন্তান মারা গেছে, অতঃপর সে আল্লাহর প্রশংসা করেছে, 'ইন্শালিল্লাহ' পাঠ করেছে এবং ধৈর্য ধারণ করেছে। ফলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এর বিনিময়ে তাকে জান্নাত দান করবেন। যেমনটি হাদীসে এসেছে, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ—যখন ফেরেশতারা কোনো বান্দার সন্তানের প্রাণ হরণ করে—তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করেন, "তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানের প্রাণ হরণ করেছ?" তারা বলে, "হ্যাঁ।" অথচ তিনি (মহা পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত) এ বিষয়ে সম্যক অবগত। কিন্তু তিনি এটি বলেন যাতে এই বান্দার মর্যাদা প্রকাশ পায় যে, সে এই কঠিন বিপদের সময়ও আল্লাহর প্রশংসা করেছে এবং 'ইন্শালিল্লাহ' পাঠ করেছে। অতঃপর আল্লাহ বলেন, "তোমরা কি তার অন্তরের ফল (কলিজার টুকরা) কেড়ে নিয়েছ?" তারা বলে, "হ্যাঁ।" তিনি বলেন, "সে কী বলেছে?" তারা বলে, "সে আপনার প্রশংসা করেছে এবং 'ইন্শালিল্লাহ' পাঠ করেছে।" অর্থাৎ সে বলেছে, "সকল প্রশংসা আল্লাহর এবং নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই জন্য আর আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাভর্তনকারী।"

(ص: 520) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

راجعون والحمد عند المصائب مما يدل على صبر الإنسان على قضائه وقدره وأنه صبر فأثنى على الله بصبره على هذه المصيبة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما يكره قال الحمد لله على كل حال وإذا أصابه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فإذا حصل لك ما يسرك فقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا حصل العكس فقال الحمد لله على كل حال وكذلك أخبر سبحانه وتعالى فيما رواه عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من إنسان يقبض الله له ولده فيصبر ويحتسب إلا عوضه الله به الجنة وكذلك أيضاً ما أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم

قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ جَزَاءٌ إِذَا قَبِضَتْ صَفِيهِ وَاحْتَسَبَ إِلَّا الْجَنَّةَ
صَفِيهِ يَعْنِي مَنْ اصْطَفَاهُ وَاخْتَارَهُ مِنْ وَلَدٍ وَزَوْجَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَخِيرُ فَهُوَ فِي
قِصَّةِ لِاحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهَا صَبِيٌّ فِي سِيَاقِ الْمَوْتِ فَأُرْسِلَتْ إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّسُولِ الَّذِي أُرْسِلَتْهُ إِلَيْهِ
قُلْ لَهَا إِنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ وَكُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مَسْمُومٍ فَصَبِرْ
وَلْتَحْتَسِبْ

বিপদে আল্লাহর দরবারে প্রত্যাবর্তন এবং তাঁর প্রশংসা করা মানুষের তাকদির ও ফয়সালার ওপর তার ধৈর্যের পরিচায়ক; এটি প্রমাণ করে যে সে ধৈর্যশীল এবং এই বিপদে সে আল্লাহর প্রশংসা করেছে। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেন, তখন বলতেন: "সর্বাবস্থায় আল্লাহর সকল প্রশংসা।" আর যখন তিনি আনন্দদায়ক কোনো কিছুর সম্মুখীন হতেন, তখন বলতেন: "সেই আল্লাহর প্রশংসা, যাঁর অনুগ্রহে সকল কল্যাণকর কাজ পূর্ণতা পায়।" সুতরাং আপনি যখন আনন্দদায়ক কিছু লাভ করবেন, তখন বলবেন: "সেই আল্লাহর প্রশংসা, যাঁর অনুগ্রহে সকল কল্যাণকর কাজ পূর্ণতা পায়;" আর যদি এর বিপরীত কিছু ঘটে, তবে বলবেন: "সর্বাবস্থায় আল্লাহর সকল প্রশংসা।" অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বর্ণিত হাদীসে কুদসীতে জানিয়েছেন যে, কোনো বান্দার সন্তানকে যখন আল্লাহ তুলে নেন এবং সে ধৈর্য ধারণ করে সওয়াবের প্রত্যাশা করে, তখন আল্লাহ তাকে এর বিনিময়ে জান্নাত দান করেন। একইভাবে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: "আমি যখন আমার মুমিন বান্দার কোনো প্রিয়জনকে দুনিয়া থেকে তুলে নিই এবং সে সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণ করে, তখন তার জন্য জান্নাত ব্যতীত আমার কাছে অন্য কোনো প্রতিদান নেই।" 'প্রিয়জন' বলতে তিনি যাকে পছন্দ ও নির্বাচন করেছেন—যেমন সন্তান, স্ত্রী বা অন্য কাউকে বোঝানো হয়েছে। আর সর্বশেষ হাদীসটি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জনৈক কন্যার ঘটনা সংশ্লিষ্ট, যার একটি সন্তান মুমূর্ষু অবস্থায় ছিল। তিনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে লোক পাঠালে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই সংবাদবাহককে বললেন: "তাকে গিয়ে বলো—নিশ্চয়ই আল্লাহ যা নিয়েছেন তা তাঁরই এবং যা তিনি দান করেছেন তাও তাঁরই,

আর তাঁর নিকট প্রতিটি বিষয়ের একটি সুনির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত রয়েছে। সুতরাং তাকে ধৈর্য ধারণ করতে এবং সওয়াবের প্রত্যাশা করতে বলো।"

(ص: 521) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

فينبغي للإنسان في تعزية أخيه أن يقول له هذه الكلمات فهي أحسن ما يعزى به إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى اصبر واحتسب والله الموفق

সুতরাং কোনো ব্যক্তির জন্য তার ভাইকে সমবেদনা জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে এই বাক্যগুলো বলাই সমীচীন, কেননা সমবেদনা প্রকাশের ক্ষেত্রে এটিই সর্বোত্তম বাক্য: "নিশ্চয়ই আল্লাহ যা নিয়ে নিয়েছেন তা তাঁরই এবং যা তিনি দান করেছেন তাও তাঁরই; আর তাঁর নিকট প্রতিটি জিনিসেরই একটি সুনির্দিষ্ট সময়কাল নির্ধারিত রয়েছে। অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং সওয়াবের আশা রাখুন।" আর আল্লাহ-ই তাওফিকদাতা।

(ص: 522) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة أما النياحة فحرام وسيأتي فيها باب في كتاب النهي إن شاء الله تعالى وأما البكاء فجاءت أحاديث كثيرة بالنهي عنه وأن الميت يعذب ببكاء أهله وهي متأولة ومحمولة على من أوصى به والنهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديث كثيرة منها

বিলাপ ও উচ্চৈঃস্বরে আত্ননাদ ব্যতিরেকে মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দনের বৈধতা বিষয়ক পরিচ্ছেদ তবে বিলাপ করা হারাম, এ সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ 'নিষেধাজ্ঞা অধ্যায়'-এ বিস্তারিত আলোচনা আসবে। আর কান্নার বিষয়ে এমন অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে যেখানে তা নিষেধ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, পরিবারের কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তিকে শান্তি দেওয়া হয়। এ হাদিসগুলো মূলত সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে ব্যক্তি মৃত্যুর পর তার জন্য বিলাপ করার অসিয়ত করে গিয়েছিল। মূলত সেই ক্রন্দনের ব্যাপারেই নিষেধাজ্ঞা এসেছে যার মধ্যে বিলাপ বা উচ্চৈঃস্বরে মাতম অন্তর্ভুক্ত থাকে। বিলাপ বা উচ্চৈঃস্বরে আত্ননাদ ছাড়া স্বাভাবিকভাবে কান্নার বৈধতার সপক্ষে অনেক হাদিস রয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

(ص: 524) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

927 - وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه فجعلت عيناً رسول الله صلى الله عليه وسلم تذر فان فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون رواه البخاري وروى مسلم بعضه. والأحاديث في الباب كثيرة في الصحيح مشهورة والله أعلم

[الشَّرْحُ]

سبق لنا الكلام على الأحاديث الثلاثة الماضية التي ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب جواز البكاء على

৯২৭ - আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পুত্র ইব্রাহীমের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নিকট প্রবেশ করলেন, তখন সে মুমূর্ষু

অবস্থায় ছিল। এতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দুই চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। তখন আবদুর রহমান বিন আউফ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও কি কাঁদছেন? তিনি বললেন, হে ইবন আউফ! এটি তো দয়া। অতঃপর তিনি পুনরায় বললেন: নিশ্চয়ই চোখ অশ্রুসিক্ত হয় এবং হৃদয় ব্যথিত হয়, তবে আমরা মুখে তা-ই উচ্চারণ করি যা আমাদের প্রতিপালক সন্তুষ্ট হন। হে ইব্রাহীম! আমরা তোমার বিচ্ছেদে অবশ্যই শোকাহত। ইমাম বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিম এর কিয়দাংশ বর্ণনা করেছেন।

এই অধ্যায়ে সহীহ গ্রন্থসমূহে আরও অনেক প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণিত রয়েছে। আর আল্লাহই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।

[ব্যাখ্যা]

রিয়াদুস সলিহীন গ্রন্থে ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) কর্তৃক 'মৃতের জন্য ক্রন্দন করার বৈধতা' পরিচ্ছেদে ইতিপূর্বে বর্ণিত তিনটি হাদীসের ওপর আমাদের আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে।

(ص: 525) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

البيت من غير ندب ولا نياحة ثم ذكر حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بكى حين رأى طفلين في النزع أما الأول فهو ابن ابنته رفع إليه وهو في سياق الموت فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة بهذا الصبي لأنه يراه ينازعه الموت فرق له وبكى صلى الله عليه وسلم وهو أرحم الخلق بالخلق فقال له سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله يعني كيف تبكي فقال صلى الله عليه وسلم هذه رحمة يعني أنني رحمت هذا الصبي الذي ينازع نفسه فرقت له وإنما يرحم الله من عبادة الرحماء كلما كان الإنسان بعباد الله أرحم كان أقرب من رحمة الله ولهذا ينبغي لك أن تعود نفسك على الرحمة والرقّة للأطفال والحيوان وغير ذلك ممن هو

أهل للرحمة حتى تكون أهلاً لرحمة الله عز وجل إنما يرحم الله من عبادة الرّحماء وفي هذا دليل على جواز البكاء على الميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال هذه رحمة وفيها دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتعرض لرحمة الله عز وجل بكل وسيلة إن رحمت الله قريب من المحسنين وفي قوله صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عبادة الرّحماء إشارة إلى أن جزاء الله من جنس العمل فلما كان هذا الإنسان راحباً لعباد الله كان الله تعالى راحباً له لأن الله تعالى في حاجة العبد إذا كان العبد في حاجة أخيه من كان في حاجة

মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ বা মাতম করা ছাড়াই কান্না প্রসঙ্গে; এরপর তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে দুটি হাদিস উল্লেখ করেন যে, তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় দুটি শিশুকে দেখে কেঁদেছিলেন। প্রথমটি ছিল তাঁর কন্যার পুত্র, যাকে মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁর নিকট পেশ করা হয়েছিল এবং তখন সে মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ছিল। তখন সেই শিশুটির প্রতি দয়াবশত আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দুচোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে। কারণ তিনি তাকে মৃত্যুর যন্ত্রণায় ছটফট করতে দেখছিলেন, ফলে তাঁর মন ব্যথিত হয় এবং তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রোদন করেন। আর তিনি ছিলেন সমগ্র সৃষ্টির প্রতি সর্বাধিক দয়ালু। তখন সাদ ইবনে উবাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, এ কী?" অর্থাৎ আপনি কাঁদছেন কেন? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তর দিলেন, "এটি হলো রহমত বা দয়া।" অর্থাৎ আমি এই মুমূর্ষু শিশুটির প্রতি মমতা বোধ করেছি বিধায় আমার অন্তর বিগলিত হয়েছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল দয়াশীলদের প্রতিই রহমত বর্ষণ করেন। মানুষ আল্লাহর বান্দাদের প্রতি যত বেশি দয়ালু হবে, সে আল্লাহর রহমতের তত বেশি নিকটবর্তী হবে। এই কারণে শিশু, পশুপাখি এবং যারা দয়ার পাত্র—তাদের প্রতি মমতা ও কোমলতা প্রদর্শনে আপনার নিজেকে অভ্যস্ত করা উচিত, যাতে আপনি মহামহিম আল্লাহর রহমতের যোগ্য হতে পারেন। কেননা আল্লাহ কেবল তাঁর দয়াশীল বান্দাদেরই দয়া করেন। এর মধ্যে মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নার বৈধতার দলীল বিদ্যমান, যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বয়ং কেঁদেছেন এবং বলেছেন, "এটি দয়া।" এতে আরও দলীল রয়েছে যে, মানুষের উচিত সকল উপায়ে আল্লাহর রহমত লাভের চেষ্টা করা; নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর

বাণী—“আল্লাহ কেবল তাঁর দয়াশীল বান্দাদেরই দয়া করেন”—এতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রতিদান আমল বা কর্মের ধরন অনুযায়ী হয়ে থাকে। সুতরাং যখন কোনো মানুষ আল্লাহর বান্দাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, তখন আল্লাহ তাআলাও তার প্রতি দয়া করেন। কারণ আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ বান্দার সাহায্যে থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের প্রয়োজনে নিয়োজিত থাকে। যে ব্যক্তি অন্যের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ায়...

(ص: 526) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

أخيه كان الله في حاجته أما الحديث الثاني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهذا الولد ليس من زوجته خديجة بل من مارية التي أهداها & له ملك القبط فسراها النبي صلى الله عليه وسلم أي وطئها بملك اليمين فأنت له بهذا الولد وبقي ستة عشر شهرا ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه وهو يجود بنفسه أي ينازعه الموت وأشرف مال عند الإنسان نفسه وهذا المحتضر كأنما يسليها للبلائكة يجود بها فذرقت عيناه صلى الله عليه وسلم فقيل له ما هذا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وأنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون ثم قالها مرة أخرى العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وأنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ثم توفي الولد وله ستة عشر شهرا فدل ذلك على الإنسان لا حرج عليه إذا بكى رحمة بالميت وحزنا على فراقه فإن الرسول هنا قال إنه محزون على فراق ابنه.

وفيه أيضا دليل على جواز إخبار الإنسان عن نفسه بأنه محزون من هذه

যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজনে পাশে থাকে, আল্লাহ তার প্রয়োজনে পাশে থাকেন। দ্বিতীয় হাদীসটি আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। এতে এসেছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট তাঁর পুত্র ইবরাহীম (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে নিয়ে আসা হলো। এই সন্তানটি তাঁর স্ত্রী খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর গর্ভজাত ছিলেন না, বরং মারিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর গর্ভজাত ছিলেন, যাকে কিবতিদের রাজা তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে নিজের দাসী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর গর্ভেই এই সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। শিশুটি ষোল মাস জীবিত ছিল এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবদ্দশাতেই মৃত্যুবরণ করে। যখন তাকে তাঁর নিকট আনা হলো, তখন সে মুমূর্ষু অবস্থায় ছিল, অর্থাৎ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিল। মানুষের নিকট তার প্রাণের চেয়ে প্রিয় আর কোনো সম্পদ নেই, আর এই মুমূর্ষু ব্যক্তিটি যেন তা ফেরেশতাদের নিকট সমর্পণ করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "হে আল্লাহর রাসূল! এটি কী?" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "নিশ্চয়ই অন্তর ব্যথিত হয় এবং চোখ অশ্রু বিসর্জন দেয়, আর হে ইবরাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা অবশ্যই শোকাহত।" এরপর তিনি পুনরায় বললেন, "চোখ অশ্রু ঝরায় এবং অন্তর ব্যথিত হয়, কিন্তু আমরা এমন কিছুই বলি না যা আমাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টির পরিপন্থী। হে ইবরাহীম! আমরা তোমার বিচ্ছেদে সত্যিই শোকাহত।" অতঃপর ষোল মাস বয়সে শিশুটির মৃত্যু হয়। এটি প্রমাণ করে যে, মৃতের প্রতি দয়া ও বিচ্ছেদের বেদনায় কান্নাকাটি করা মানুষের জন্য কোনো দোষের বিষয় নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এখানে তাঁর পুত্রের বিচ্ছেদে শোকাহত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

এতে আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কোনো ব্যক্তি যদি নিজের দুঃখ বা শোকের কথা প্রকাশ করে, তবে তা বৈধ।

المصيبة لأنه قال القلب يحزن وإننا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت له الولد ويتألم لذلك وأنه يلحقه ما يلحق البشر فكان له من الأولاد سبعة ثلاثة ذكور وأربع بنات وأشهر الذكور هو إبراهيم رضي الله عنه أما الإناث فأفضلهن فاطمة وهي مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزينب امرأة أبي العاص بن الربيع وأم كلثوم ورقية كانتا مع عثمان بن عفان لما ماتت إحداهما زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الثانية ولم يزوج الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا من صحابته ابنتين إلا عثمان فتميز عثمان رضي الله عنه بأن الرسول زوجة ابنتيه لكن بعد أن ماتت الأولى زوج الثانية.

أما أولاده فهم القاسم وعبد الله وإبراهيم لكن الذي اشتهر وبقي مدة هو إبراهيم وكل هؤلاء من خديجة رضي الله عنها إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية ولم يبق أحد من أولاده لا ذكورهم ولا إناثهم بعد موته إلا فاطمة فقد ماتوا جميعاً في حياته وهذا من حكمة الله عز وجل فإنه لا أحد يستطيع أن يدفع الموت ولو كان أعظم الناس جاهاً عند الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم

মুসিবত বা বিপদ; কারণ তিনি বলেছিলেন, "নিশ্চয়ই অন্তর ব্যথিত হয় এবং হে ইবরাহিম, আমরা তোমার বিচ্ছেদে অবশ্যই শোকাহত।" এতে এই প্রমাণ নিহিত রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তানও মৃত্যুবরণ করেন এবং তিনি তজ্জন্য ব্যথিত হন। মানুষের ক্ষেত্রে যা ঘটে থাকে, তাঁর ক্ষেত্রেও তা ঘটেছিল। তাঁর মোট সাতজন সন্তান ছিল— তিনজন পুত্র এবং চারজন কন্যা। পুত্রদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন ইবরাহিম (রা.)। আর কন্যাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন ফাতিমা (রা.), যিনি আলী বিন আবু তালিব (রা.)-এর পত্নী ছিলেন। অন্য কন্যারা হলেন আবুল আস বিন রাবি'র স্ত্রী যয়নব এবং উম্মে কুলসুম ও রুকাইয়া। শেষোক্ত দুইজন উসমান বিন আফফানের (রা.) পত্নী ছিলেন। যখন তাঁদের একজন ইন্তেকাল করেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট দ্বিতীয়জনকে বিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান (রা.) ব্যতীত তাঁর অন্য কোনো সাহাবীর কাছে দুই কন্যাকে বিয়ে দেননি। ফলে উসমান (রা.) এই অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী

হন যে, রাসূল (সা.) তাঁর কাছে নিজ দুই কন্যাকে বিয়ে দিয়েছিলেন; তবে প্রথমজনের ইন্তেকালের পরই তিনি দ্বিতীয়জনকে তাঁর নিকট অর্পণ করেছিলেন। আর তাঁর পুত্ররা হলেন কাসিম, আবদুল্লাহ এবং ইবরাহিম। তবে যিনি অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন এবং কিছুকাল পৃথিবীতে অবস্থান করেছিলেন, তিনি হলেন ইবরাহিম। ইবরাহিম ব্যতীত তাঁর এই সকল সন্তানই খাদিজা (রা.)-এর গর্ভজাত ছিলেন। ইবরাহিম ছিলেন মারিয়া কিবতিয়ার সন্তান। তাঁর ইন্তেকালের পর ফাতিমা (রা.) ব্যতীত তাঁর পুত্র বা কন্যাদের কেউই অবশিষ্ট ছিলেন না; তাঁরা সকলেই তাঁর জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এটি মহান আল্লাহর এক বিশেষ প্রজ্ঞা। কারণ কেউই মৃত্যুকে রুখতে পারে না, এমনকি আল্লাহর নিকট সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তিও নন—যেমন স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

(ص: 528) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب الكف عما يرى من البيت من مكروه

928 - عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتاً فكنتم عليه غفر الله له أربعين مرة رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم

[الشَّرْحُ]

قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب من ستر على البيت ما رآه من مكروه ثم ذكر حديث مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الغسل إذا ستر على البيت ما يرى من مكروه والذي يرى من البيت من المكروهات نوعان: النوع الأول ما يتعلق بحاله النوع الثاني ما يتعلق بجسده الأول لو رأى مثلاً أن الميت

تغير وجهه واسود وقبح فهذا والعياذ بالله دليل على سوء خاتمته نسأل الله العافية
فلا يحل له أن يقول للناس إني رأيت هذا الرجل على هذه الصفة لأن هذا

মৃত ব্যক্তির মাঝে যা কিছু অপছন্দনীয় দেখা যায় তা গোপন রাখার অধ্যায়

৯২৮ - আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আযাদকৃত দাস আবু রাফে আসলাম (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয় এবং তার (ত্রুটি-বিচ্যুতি) গোপন রাখে, আল্লাহ তাকে চল্লিশ বার ক্ষমা করবেন।" এটি ইমাম হাকেম বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে এটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রহিমাল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালেহীন' গ্রন্থে বলেছেন: "মৃত ব্যক্তির মাঝে যা কিছু অপছন্দনীয় দেখা যায় তা গোপন রাখার অধ্যায়"। এরপর তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আযাদকৃত দাসের হাদীসটি উল্লেখ করেছেন সেই ব্যক্তির ফযীলত সম্পর্কে যে মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয় এবং তার কোনো অপছন্দনীয় বিষয় দেখলে তা গোপন রাখে। মৃত ব্যক্তির মাঝে যা কিছু অপছন্দনীয় দেখা যায় তা মূলত দুই প্রকার: প্রথম প্রকার যা তার অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং দ্বিতীয় প্রকার যা তার দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রথম প্রকারের উদাহরণ হলো, যদি সে দেখে যে মৃত ব্যক্তির চেহারা পরিবর্তিত হয়ে কালো হয়ে গেছে এবং কদাকার হয়ে গেছে, তবে এটি - আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি - তার মন্দ পরিণতির আলামত; আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামনা করি। এমতাবস্থায় গোসলদানকারীর জন্য মানুষের কাছে এটি বলা বৈধ নয় যে, 'আমি এই লোকটিকে এই অবস্থায় দেখেছি', কারণ এটি...

كشف لعيوبه والرجل قدم على ربه وسوف يجازيه بما يستحق من عدل أو فضل إن كان عمل خيرا فالله يجزيه الحسنة بعشرة أمثالها وإن كان غير ذلك وجزاء سيئة سيئة مثلها الثاني ما يتعلق بجسده كأن يرى بجسده عيبا كأن يرى برصا أو سوادا خلقيا أو غير ذلك مما يكره الإنسان أن يطلع عليه غيره فهذا أيضا لا يجوز له أن يكشفه للناس ويقول رأيت فيه كذا وكذا برصا في بطنه في ظهره وما أشبه ذلك ولهذا قال العلماء رحمهم الله يجب على الغاسل أن يستر ما رآه إن لم يكن حسنة أما إذا رأى خيرا بالبيت واستنارة بوجهه أو رآه يتبسم فهذا خير وليخبر به الناس لأنه يجعل الناس يثنون عليه خيرا ولا بأس به ولا يعد هذا من الرياء أو ما أشبه ذلك فإن هذا يعد من عاجل بشرى المؤمن لأن المؤمن قد يكون له مبشرات ومن هذه مثلا أنه يرى بعد موته على حالة حسنة وكذلك يرى الرؤيا الحسنة لنفسه أو يراها له غيره كل هذه من المبشرات التي تبشر بالخير.

ولهذا قال العلماء رحمهم الله يكره لغير المعين في غسله أن يحضر غسله

তার দোষ-ত্রুটি উন্মোচন করা [অনুচিত], কেননা ব্যক্তিটি তার রবের নিকট উপনীত হয়েছেন এবং তিনি তাকে তাঁর ন্যায়বিচার অথবা অনুগ্রহের ভিত্তিতে প্রাপ্য প্রতিদান প্রদান করবেন। তিনি যদি সৎকর্ম করে থাকেন, তবে আল্লাহ একটি পুণ্যের বিনিময়ে দশগুণ প্রতিদান দেবেন; আর যদি তা ভিন্ন কিছু হয়, তবে মন্দের প্রতিফল হবে অনুরূপ মন্দ। দ্বিতীয় বিষয়টি তার শরীরের সাথে সংশ্লিষ্ট, যেমন তার শরীরে কোনো খুঁত দেখা; হতে পারে তা ধবল রোগ বা জন্মগত কোনো কৃষ্ণবর্ণ দাগ অথবা এমন কিছু যা অন্য কেউ অবগত হওয়াকে মানুষ অপছন্দ করে। সুতরাং এটিও মানুষের নিকট প্রকাশ করা তার জন্য বৈধ নয় এবং এ কথা বলা যে, "আমি তার মধ্যে অমুক অমুক বিষয় দেখেছি, যেমন তার পেটে বা পিঠে ধবল ছিল" ইত্যাদি। এই কারণেই উলামায়ে কেরাম (রহিমাহুমুল্লাহ) বলেছেন: গোসলদাতার ওপর আবশ্যিক হলো সে যা দেখেছে তা গোপন রাখা, যদি তা কোনো ভালো বিষয় না হয়। তবে সে যদি মৃতব্যক্তির মাঝে ভালো কিছু প্রত্যক্ষ করে, যেমন চেহারা জ্যোতি বা তাকে হাস্যোজ্জ্বল দেখে, তবে এটি কল্যাণকর এবং সে যেন মানুষকে তা অবহিত করে। কেননা এটি মানুষকে তার সম্পর্কে উত্তম প্রশংসা করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং এতে কোনো দোষ নেই; এমনকি একে লোকদেখানো বা

অনুরূপ কিছু গণ্য করা হবে না। কারণ এটি মুমিনের জন্য ইহকালে দ্রুত প্রাপ্ত সুসংবাদ হিসেবে বিবেচিত হয়। কেননা মুমিনের জন্য বিভিন্ন সুসংবাদ থাকতে পারে; যেমন মৃত্যুর পর তাকে উত্তম অবস্থায় দেখা, অথবা নিজের জন্য ভালো স্বপ্ন দেখা কিংবা অন্য কেউ তার সম্পর্কে ভালো স্বপ্ন দেখা—এসবই কল্যাণের সুসংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত।
এই কারণেই উলামায়ে কেরাম (রহিমাহুমুল্লাহ) বলেছেন: গোসলের কাজে সাহায্যকারী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো জন্য মৃতব্যক্তির গোসলে উপস্থিত থাকা অপছন্দনীয়।

(ص: 530) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

حتى ولو كان قريباً له لأنه ربما يرى ما يكره في ذلك إساءة إلى الميت والله
الوفيق

এমনকি তিনি যদি তাঁর নিকটাত্মীয়ও হন, তবুও (তা পরিহার করা উচিত); কারণ সম্ভবত তিনি এমন কিছু প্রত্যক্ষ করবেন যা অপ্ৰীতিকর, ফলে তা মৃত ব্যক্তির প্রতি অবমাননা হিসেবে গণ্য হবে। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

(ص: 531) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب الصلاة على الميت وتشيعه وحضور دفنه وكرهية اتباع النساء الجناز
929 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من
شهد الجنازة حتى يصل على قبرها فله قبران ومن شهدا حتى تدفن فله قبران قيل
وما القبران قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه

930 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط رواه البخاري

931 - وعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهيننا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق عليه ومعناه ولم يشدد في النهي كما يشدد في المحرمات

মৃত ব্যক্তির জানাযার সালাত আদায়, তার অনুসরণ, দাফনে উপস্থিতি এবং নারীদের জানাযার পশ্চাদগমন অপছন্দনীয় হওয়ার পরিচ্ছেদ

৯২৯ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জানাযায় সালাত আদায় সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকে, তার জন্য এক কিরাত (সওয়াব)। আর যে ব্যক্তি দাফন হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকে, তার জন্য দুই কিরাত।" জিজ্ঞাসা করা হলো, "দুই কিরাত কী?" তিনি বললেন, "দুটি বিশাল পাহাড়ের সমতুল্য।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

৯৩০ - তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমানসহ ও সওয়াবের প্রত্যাশায় কোনো মুসলিমের জানাযার অনুগমন করে এবং সালাত আদায় ও দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত তার সাথে থাকে, সে দুই কিরাত সওয়াব নিয়ে ফিরে আসবে; প্রতিটি কিরাত উহুদ পাহাড়ের ন্যায়। আর যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করে দাফনের আগেই ফিরে আসে, সে এক কিরাত সওয়াব নিয়ে ফিরবে।" (বুখারী)

৯৩১ - উম্মু আতিয়াহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমাদেরকে জানাযার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, তবে আমাদের ওপর তা কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়নি।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। এর অর্থ হলো: এই নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে অন্যান্য হারামের ন্যায় তেমন কঠোরতা অবলম্বন করা হয়নি।

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تشييع الجنازة والصلاة على الميت وتشيعه وحضور دفنه يعني استحباب ذلك للرجال وكراهته للنساء. الجنازة بالفتح اسم للميت والجنازة بالكسر اسم للنعش الذي عليه الميت ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة الأول والثاني وحديث أم عطية وليعلم أن تشييع الجنائز من حقوق المسلمين على إخوانهم قال العلماء وإذا خرج مع الجنازة فينبغي أن يكون متخشعاً متفكراً في مآله وأنه كما أنه الآن يتبع جنازة هذا الرجل فسوف يأتي اليوم الذي يتبع الناس فيه جنازته فكما حمل هذا فهو أيضاً سيحمل كل ابن أنثى ولو طالت سلامتك ...

يوماً على آلة حذاء محمول

فيفكر في أمره وأنه مهما طالت به الدنيا فسوف يحمل كما حمل هذا ويشيع كما شيع هذا ولهذا قالوا لا ينبغي لتابع الجنازة أن يتحدث في شيء من أمور الدنيا بل يفكر في نفسه وإذا كان معه أحد يكلمه فليذكره بآل كل حي حتى يكون تشييع

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) তাঁর ‘রিয়ায়ুস সালিহীন’ গ্রন্থে বলেছেন: ‘জানাযার অনুসরণ, মৃতের ওপর জানাযার সালাত আদায়, জানাযার সাথে যাওয়া এবং দাফনে উপস্থিত হওয়া’ সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ; অর্থাৎ এটি পুরুষদের জন্য মুস্তাহাব এবং নারীদের জন্য মাকরুহ বা অপছন্দনীয়। ‘জানাযা’ (জ-বর্ণে ফাতহা বা যবর যোগে) মৃত ব্যক্তির নাম এবং ‘জিনাযা’ (জ-বর্ণে কাসরা বা যের যোগে) সেই খাটিয়ার নাম যার ওপর মৃত ব্যক্তিকে রাখা হয়। এরপর লেখক আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত প্রথম ও দ্বিতীয় হাদীস এবং উম্মে আতিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। জেনে রাখা উচিত যে, জানাযার অনুসরণ করা এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের প্রাপ্য অধিকারসমূহের অন্তর্ভুক্ত। উলামায়ে কেরাম বলেন: যখন কেউ জানাযার সাথে বের হয়, তখন তার উচিত অত্যন্ত বিনম্র হওয়া এবং নিজের শেষ

পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করা। সে আজ যেভাবে এই লোকটির জানাযার পেছনে চলছে, একদিন অবশ্যই এমন আসবে যখন মানুষ তার জানাযার পেছনে চলবে। আজ যেমন একে বহন করা হচ্ছে, তাকেও তেমনি একদিন বহন করা হবে—

প্রত্যেক নারীজাত সন্তান, তার নিরাপত্তা বা সুস্থতা যত দীর্ঘই হোক না কেন...

একদিন তাকে কুজপৃষ্ঠ খাটিয়ার ওপর বহন করা হবেই।

তাই সে যেন নিজের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করে এবং এই উপলব্ধি জাগ্রত করে যে, দুনিয়াতে সে যত দীর্ঘকালই অবস্থান করুক না কেন, একদিন তাকেও একইভাবে বহন করা হবে যেমন এই মৃত ব্যক্তিকে বহন করা হচ্ছে, এবং তার জানাযারও একইভাবে অনুসরণ করা হবে যেমন এই জানাযার করা হচ্ছে। এই কারণেই উলামায়ে কেরাম বলেছেন: জানাযার অনুসারী ব্যক্তির জন্য দুনিয়াবী কোনো বিষয়ে কথা বলা সমীচীন নয়, বরং সে যেন নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে। আর যদি তার সাথে কথা বলার মতো কেউ থাকে, তবে সে যেন তাকে প্রতিটি জীবিত প্রাণের শেষ পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যাতে জানাযার এই অনুসরণ ফলপ্রসূ হয়।

(ص: 533) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الجنائز تشييعاً وعبرة أي قضاء لحق المسلم وعبرة للمشييع ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثي أبي هريرة وفيهما أن من تبع الجنائز من بيتها حتى يصلي عليها ثم تدفن فله قيراطان فسئل عن القيراطين قال مثل الجبلين العظيمين وفي رواية لمسلم أصغرهما مثل جبل أحد ولما حدث ابن عمر بهذا الحديث قال لقد فرطنا في قرارات كثيرة يعني ما كنا نخرج مع الجنائز وفرطنا في هذه القرارات الكثيرة فصار يخرج بعد ذلك مع الجنائز رضي الله عنه فإذا شهدت الجنائز حتى يصلي عليها فلك قيراط وإن استمرت معها حتى تدفن فلك قيراطان لكن في رواية البخاري اشترط أن يكون ذلك إيماناً واحتساباً يعني إيماناً بالله وتصديقاً بوعده واحتساباً لثوابه وليس قصدك المجاملة لأهل البيت لأن المجاملة لأهل البيت ثواب عاجل في الدنيا فقط

وقد يؤجر الإنسان على مجاملة إخوانه لكن الأجر الذي هو قيراطان فهو لمن تبعها
إيماناً واحتساباً وإيماناً بالله وثقة بما النساء فقالت أم عطية رضي الله عنها نهينا
عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا لفظ نهينا إذا قاله صحابي أو قالته صحابية

জানাজা হলো মৃত ব্যক্তির অনুগমন এবং শিক্ষা গ্রহণস্বরূপ; অর্থাৎ একজন মুসলিমের অধিকার আদায় এবং অনুগমনকারীর জন্য উপদেশ গ্রহণ। অতঃপর লেখক (রহমতুল্লাহি আলাইহি) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত দুটি হাদিস উল্লেখ করেছেন, যাতে বলা হয়েছে— যে ব্যক্তি জানাজার সাথে তার বাড়ি থেকে বের হয় এবং জানাজা পড়া ও দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সাথে থাকে, তার জন্য দুই কিরাত সওয়াব রয়েছে। যখন 'দুই কিরাত' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি বললেন: দুটি বিশাল পাহাড়ের ন্যায়। সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে, এ দুটির মধ্যে ছোটটিও উল্লেখ্য পাহাড়ের সমান। ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) যখন এই হাদিসটি শুনলেন, তখন আক্ষেপ করে বললেন: আমরা তো অনেক কিরাত হারিয়ে ফেলেছি! অর্থাৎ, ইতিপূর্বে আমরা জানাজার সাথে এভাবে যেতাম না, ফলে অনেক কিরাত সওয়াব হাতছাড়া করেছি। এরপর থেকে তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জানাজার সাথে বের হতে শুরু করেন। সুতরাং আপনি যদি জানাজায় উপস্থিত হন এবং জানাজা পড়া পর্যন্ত থাকেন, তবে আপনার জন্য এক কিরাত সওয়াব। আর যদি দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত সাথে থাকেন, তবে আপনার জন্য দুই কিরাত সওয়াব। তবে বুখারীর বর্ণনায় শর্ত দেওয়া হয়েছে যে, এটি হতে হবে ঈমান ও সওয়াব লাভের আশায় (ইহতিসাব)। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর প্রতিশ্রুতির সত্যতায় প্রত্যয় রেখে এবং তাঁরই কাছে প্রতিদানের প্রত্যাশায়—মৃতের পরিবারের সাথে নিছক লৌকিকতা বা সৌজন্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নয়। কারণ মৃতের পরিবারের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন কেবল দুনিয়ার নগদ প্রতিদানস্বরূপ। অবশ্য ভাইয়ের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণের জন্য মানুষ সওয়াব পেতে পারে, কিন্তু বিশেষ দুই কিরাত সওয়াব কেবল তার জন্য, যে ঈমান ও ইহতিসাব সহকারে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও আস্থার সাথে জানাজার অনুগমন করে। আর নারীদের ব্যাপারে উম্মে আতিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন: আমাদের জানাজার অনুগমন করতে নিষেধ করা হয়েছে, তবে আমাদের ওপর তা কঠোরভাবে (হারাম হিসেবে) আরোপ করা হয়নি। যখন কোনো সাহাবী বা সাহাবীয়া 'আমাদের নিষেধ করা হয়েছে' শব্দটি ব্যবহার করেন—

فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي له الأمر والنهي.

فإذا قال الصحابي أو الصحابية نهيناً فالمعنى نهاناً رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن اتباع النساء للجنائز مكروه لأنها قالت نهيناً ولم يعزم علينا وقال بعض العلماء بل اتباع النساء للجنائز محرم لثبوت النهي وقول أم عطية ولم يعزم علينا.

هذا تفقه منها رضي الله عنها ولا ندري هل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي نهاهن ولم يعزم عليهن أم هي التي فهمت أنه لم يعزم على النساء بترك اتباع الجنائز.

والصحيح أن اتباع المرأة للجنائز حرام وأنه لا يجوز للمرأة أن تتبع الجنائز لأنها إذا تبعتها فهي لا شك ضعيفة قريباً تصيح وتولول وتضرب الخد وتنتف الشعر وتمزق الثوب لا تصبر المرأة وأيضاً ربما يحصل اختلاط بين الرجال والنساء في تشييع الجنائز فيحصل بذلك فتنة وتزول الحكمة من اتباع الجنائز بحيث يكون الرجال أو الأراذل من الرجال يكون ليس لهم هم إلا ملاحقة هؤلاء النساء أو التمتع بالنظر إليهن فالواجب منع النساء من اتباع الجنائز فهو حرام ولا يجوز كما أن زيارة المرأة للمقابر حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج والله الموفق

এর অর্থ হলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের নিষেধ করেছেন; কেননা আদেশ ও নিষেধের একক কর্তৃত্ব কেবল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এরই রয়েছে। সুতরাং যখন কোনো সাহাবী বা সাহাবীয়া বলেন, "আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে", তখন এর অর্থ দাঁড়ায় যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের নিষেধ করেছেন।

কতিপয় আলিম এই হাদীস থেকে এই মর্মে দলিল গ্রহণ করেছেন যে, নারীদের জানাযার অনুসরণ করা মাকরুহ; কেননা উম্মে আতিয়াহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন, "আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তবে আমাদের ওপর কঠোরতা আরোপ করা হয়নি (অর্থাৎ তা বাধ্যতামূলক করা হয়নি)"। অন্যদিকে অন্য একদল আলিম বলেছেন, বরং নারীদের জানাযার অনুসরণ করা হারাম; কারণ এখানে নিষেধের বিষয়টি প্রমাণিত এবং উম্মে আতিয়াহর উক্তি "আমাদের ওপর কঠোরতা করা হয়নি" এতে বিদ্যমান রয়েছে।

এটি তাঁর (রাদিয়াল্লাহু আনহা) নিজস্ব ফিকহী উপলব্ধি মাত্র। আমরা জানি না যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-ই কি তাঁদের নিষেধ করার ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করেছিলেন, নাকি তিনি (উম্মে আতিয়াহ) নিজেই এটি বুঝেছিলেন যে জানাযার অনুসরণ বর্জনের বিষয়ে নারীদের ওপর কঠোরতা করা হয়নি।

আর বিশুদ্ধ মত হলো, নারীর জন্য জানাযার অনুসরণ করা হারাম এবং জানাযার পেছনে যাওয়া কোনো নারীর জন্য বৈধ নয়। কারণ সে যখন জানাযার অনুসরণ করে, তখন সে নিঃসন্দেহে দুর্বলচিত্ত হয়ে পড়ে; ফলে এমনটি ঘটার প্রবল সম্ভাবনা থাকে যে সে উচ্চস্বরে বিলাপ করবে, গালে চপেটাঘাত করবে, চুল ছিঁড়বে এবং কাপড় ছিঁড়ে ফেলবে; কেননা সাধারণত নারীরা ধৈর্য ধারণ করতে পারে না। তদুপরি, জানাযার মিছিলে পুরুষ ও নারীদের মধ্যে অবাধ মেলামেশার আশঙ্কা থাকে, যা ফিতনার সৃষ্টি করে। এর ফলে জানাযার অনুসরণের মূল হিকমত বা গান্ধীর্য় বিলুপ্ত হয়; এমনকি কুরুচিপূর্ণ পুরুষদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় এই নারীদের পিছু নেওয়া অথবা তাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করে লালসা চরিতার্থ করা। অতএব, নারীদের জানাযার অনুসরণ থেকে বিরত রাখাওয়াজিব; কেননা এটি হারাম এবং নাজায়েয। ঠিক যেমন নারীদের কবর যিয়ারত করা হারাম; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর যিয়ারতকারিণী নারী এবং কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণকারী ও বাতি প্রজ্বলনকারীদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন। আল্লাহই সঠিক পথের দিশারি।

باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر

932 - عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه رواه مسلم

933 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئاً إلا شفّعهم الله فيه رواه مسلم

934 - وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها ثلاثة أجزاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن

[الشَّرْحُ]

قال النووي رحمه الله باب استحباب تكثير المصلين على

জানাযার নামাযে মুসল্লির সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং তাদের কাতার তিনটি বা ততোধিক করা মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

৯৩২ - আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যদি কোনো মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায এমন একদল মুসলিম আদায় করেন যাদের সংখ্যা একশতে পৌঁছায় এবং তারা সকলেই তার জন্য সুপারিশ (ক্ষমার দুআ) করেন, তবে অবশ্যই তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ কবুল করা হবে।" (মুসলিম)

৯৩৩ - ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "যখন কোনো মুসলিম ব্যক্তি মারা যায় এবং তার জানাযায় এমন চল্লিশজন ব্যক্তি দাঁড়ান যারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরিক করেন না, তবে আল্লাহ অবশ্যই তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করবেন।" (মুসলিম)

৯৩৪ - মারসাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-ইয়াযানী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মালিক ইবনে হুযায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন জানাযার নামায পড়াতেন এবং সেখানে মানুষের সংখ্যা কম মনে করতেন, তখন তিনি তাদেরকে তিন ভাগে (কাতারে) বিভক্ত করতেন। এরপর তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যার জানাযার নামাযে তিন কাতার লোক শরীক হয়, তার জন্য (জান্নাত) অবধারিত হয়ে যায়।" (আবু দাউদ ও তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী একে হাসান হাদীস বলেছেন)

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: জানাযার নামাযে মুসল্লির সংখ্যা বৃদ্ধি করা মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ...

(ص: 537) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الميت ثم ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أحاديث حديث عائشة وحديث عبد الله بن عباس وحديث مالك بن هبيرة رضي الله عنهم وكلها تدل على أنه كلما كثر الجمع على الميت كان ذلك أفضل وأرجى للشفاعة ففي حديث عائشة أنه من صلى عليه طائفة من الناس يبلغون مائة يشفعون له إلا شفّعهم الله فيه ومعلوم أن المصلين على الجنازة يشفعون إلى الله عز وجل لهذا الميت فهم يسألون من الله له المغفرة والرحمة والدعاء للميت في الجنازة من أوجب ما يكون في الصلاة بل هو ركن من أركان الصلاة لا تصح صلاة الجنازة إلا به إلا المسبوق وحديث ابن عباس يدل على أنه من قام على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفّعهم الله فيه أي قبل شفاعتهم فيه وهذه بشرى للمؤمن إذا كثر المصلون على جنازته فشفّعوا له عند الله أن الله تعالى يشفعهم فيه.

أما حديث مالك بن هبيرة ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب يعني وجبت له الجنة وهذه الأحاديث كلها تدل على أنه كلما كثر الجمع كان أفضل ولهذا نجد أن بعض الناس إذا صلى على جنازة في مسجد نبه أهل المساجد الأخرى ليحضروا إليه حتى يكثر الجمع فينبغي للإمام إذا رأى

মৃত ব্যক্তি; অতঃপর লেখক (রহিমাহুল্লাহ) তিনটি হাদিস উল্লেখ করেছেন: আয়েশা (রা.), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং মালিক ইবনে হুযায়রা (রা.) বর্ণিত হাদিসসমূহ। এগুলোর সবকটিই প্রমাণ করে যে, মৃত ব্যক্তির জানাজায় লোকসংখ্যা যত বেশি হবে, তা তত বেশি উত্তম এবং সুপারিশ কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে অধিক আশাব্যঞ্জক হবে। আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদিসে এসেছে, যার জানাজায় এমন একদল লোক অংশগ্রহণ করে যাদের সংখ্যা একশ পর্যন্ত পৌঁছে এবং তারা তার জন্য সুপারিশ করে, তবে আল্লাহ তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ অবশ্যই কবুল করবেন। এটি সুনিশ্চিত যে, জানাজার নামাজ আদায়কারীরা মহান আল্লাহর দরবারে মৃত ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করে থাকে। তারা আল্লাহর কাছে তার জন্য ক্ষমা ও রহমত প্রার্থনা করে। জানাজার নামাজে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা নামাজের অন্যতম অপরিহার্য বিষয়, বরং এটি নামাজের একটি রুকন; এটি ব্যতীত জানাজার নামাজ শুদ্ধ হয় না (তবে মাসবুক তথা পরে জানাজায় শরিক হওয়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে নিয়ম ভিন্ন)। ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদিসটি প্রমাণ করে যে, যার জানাজায় এমন চল্লিশজন ব্যক্তি দণ্ডায়মান হয় যারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করে না, আল্লাহ তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ কবুল করবেন; অর্থাৎ তাদের শাফায়াত গ্রহণ করবেন। এটি একজন মুমিনের জন্য সুসংবাদ যে, যখন তার জানাজায় অনেক মুসল্লি হয় এবং তারা আল্লাহর কাছে তার জন্য সুপারিশ করে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের সুপারিশ কবুল করে নেন।

মালিক ইবনে হুযায়রা (রা.) বর্ণিত হাদিসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, “যার জানাজায় তিন কাতার মুসল্লি নামাজ পড়ে, সে তা অবধারিত করে নিল”; অর্থাৎ তার জন্য জাল্লাত অবধারিত হয়ে গেল। এই হাদিসগুলোর সবকটিই নির্দেশ করে যে, জমায়েত যত বড় হবে, তা তত বেশি উত্তম হবে। একারণেই আমরা দেখি যে, কিছু লোক যখন কোনো মসজিদে জানাজার নামাজ আদায় করে, তখন তারা অন্য মসজিদের মুসল্লিদেরও উপস্থিত হওয়ার জন্য অবহিত করে যাতে উপস্থিতি অধিক হয়। সুতরাং ইমামের উচিত যখন তিনি দেখেন—

الناس الذين جاءوا ليشهدوا صلاة الجنازة قد فاتهم شيء من صلاة الفريضة ألا يتعجل بالصلاة على الميت حتى ينتهي الذين يقضون صلاتهم ليشاركوا الحاضرين في الصلاة على الميت فيكون ذلك أكثر للجمع وربما تكون دعوة واحد منهم هي المستجابة وكون بعض الناس بعدما يسلم يقوم ويصلي على الجنازة وخلفه صف أو أكثر فهذا وإن كان جائزاً لكن الأفضل أن ينتظر حتى يتم الناس صلاتهم ويصلون على الجنازة وهذا لا يفوت شيئاً كثيراً غاية ما هنالك عشر دقائق على الأكثر ... والله الموفق

যেসব লোক জানাযার নামাযে শরীক হওয়ার জন্য এসেছেন এবং তাদের ফরয নামাযের কিছু অংশ ছুটে গেছে, তাদের ক্ষেত্রে উচিত হলো মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়তে তাড়াহুড়ো না করা, যতক্ষণ না অবশিষ্ট নামায আদায়কারীরা তাদের নামায সম্পন্ন করেন। যাতে তারা উপস্থিত অন্যদের সাথে মৃত ব্যক্তির জানাযার নামাযে শরীক হতে পারেন; এর ফলে মুসল্লিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং সম্ভবত তাদের মধ্যে কোনো একজনের দুআ কবুল হয়ে যেতে পারে। কিছু মানুষ সালাম ফিরানোর পরপরই জানাযার নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যান এবং তাদের পেছনে এক বা একাধিক কাতার তৈরি হয়—এটি যদিও জায়েয, তবে উত্তম হলো মানুষ তাদের নামায শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা এবং তারপর সকলে মিলে জানাযার নামায পড়া। এতে খুব বেশি সময় অতিবাহিত হয় না, বড়জোর দশ মিনিট সময় লাগতে পারে ... আর আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

[الشَّرْحُ]

يكبر أربع تكبيرات يتعوذ بعد الأولى ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يكبر الثانية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والأفضل أن يتمه بقوله كما صليت على إبراهيم..

إلى قوله إنك حميد مجيد ولا يفعل ما يفعله كثير من العوام من قراءتهم إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية فإنه لا تصح صلاته إذا اقتصر عليه ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت وللمسلمين بما سنذكره من الأحاديث إن شاء الله تعالى ثم يكبر الرابعة ويدعو ومن أحسنه اللهم لا تحرمننا أجره ولا تفتننا بعده واغفر لنا وله والمختار أنه يطول الدعاء في الرابعة خلاف ما يعتاده أكثر الناس لحديث ابن أبي أوفى الذي سنذكر إن شاء الله تعالى فأما الأدعية الباثورة بعد التكبيرة الثالثة فمنها

935 - عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجته وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب ما يدعى به للميت صلاة الجنازة تشتمل على قراءة الفاتحة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء فيبدأ أولاً بالفاتحة لأنها ثناء على الله عز وجل ثم الصلاة على النبي صلى الله

عليه وسلم وهو أحق الناس أن يقدم حتى على النفس ثم بعد ذلك الدعاء العام
اللهم اغفر لحينا وميتنا ثم

জানাজা নামাজে যা পাঠ করতে হবে সেই বিষয়ক অধ্যায়

[ব্যাখ্যা]

চারবার তাকবির বলবে। প্রথম তাকবিরের পর আউজুবিল্লাহ পাঠ করবে, তারপর সুরা ফাতিহা পড়বে। এরপর দ্বিতীয় তাকবির বলবে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ করবে। এভাবে বলবে: হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের ওপর রহমত বর্ষণ করুন... এবং সবচেয়ে উত্তম হলো এভাবে পূর্ণ করা: যেভাবে আপনি ইবরাহিমের ওপর রহমত বর্ষণ করেছেন...

ইল্লাকা হামিদুম মাজিদ পর্যন্ত। সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেকে যে আমল করে থাকে—অর্থাৎ কেবল 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর ওপর দরুদ পাঠ করেন' আয়াতটি পাঠ করা—তা করা যাবে না। কেননা কেবল এর ওপর সীমাবদ্ধ থাকলে সালাত শুদ্ধ হবে না। এরপর তৃতীয় তাকবির বলবে এবং মৃত ব্যক্তি ও সকল মুসলমানের জন্য সেই সকল হাদিস অনুযায়ী দোয়া করবে যা আমরা ইনশাআল্লাহ সামনে উল্লেখ করব। এরপর চতুর্থ তাকবির বলবে এবং দোয়া করবে। এর মধ্যে একটি সুন্দর দোয়া হলো: হে আল্লাহ! আমাদের তার সওয়াব থেকে বঞ্চিত করবেন না এবং তার পরে আমাদের ফিতনায় ফেলবেন না, আর আমাদের ও তাকে ক্ষমা করে দিন। নির্ভরযোগ্য মত হলো চতুর্থ তাকবিরের পর দোয়া দীর্ঘ করা, যা অধিকাংশ মানুষের অভ্যাসের বিপরীত; এর ভিত্তি হলো ইবনে আবি আওফা বর্ণিত হাদিস যা আমরা ইনশাআল্লাহ উল্লেখ করব। আর তৃতীয় তাকবিরের পর বর্ণিত দোয়াগুলোর মধ্যে একটি হলো:

৯৩৫ - আবু আবদুর রহমান আউফ ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি জানাজার নামাজ পড়ালেন, তখন আমি তাঁর দোয়ার এই অংশটুকু মুখস্থ করে নিলাম। তিনি বলছিলেন: হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন, তার প্রতি দয়া করুন, তাকে নিরাপত্তা দিন এবং তাকে মার্জনা করুন। তাকে সম্মানজনক মেহমানদারি দান করুন, তার প্রবেশের স্থান (কবর) প্রশস্ত করে দিন এবং তাকে পানি, বরফ ও শিলাবৃষ্টি দিয়ে ধৌত করুন। তাকে গুনাহ থেকে এমনভাবে পরিচ্ছন্ন করুন

যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিচ্ছন্ন করা হয়। তাকে তার বর্তমান ঘরের পরিবর্তে উত্তম ঘর, তার বর্তমান পরিবারের পরিবর্তে উত্তম পরিবার এবং তার বর্তমান স্ত্রীর পরিবর্তে উত্তম স্ত্রী দান করুন। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান এবং কবরের আজাব ও জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করুন। (দোয়াটি শুনে) এমনকি আমি আকাঙ্ক্ষা করতে লাগলাম যদি আমিই সেই মৃত ব্যক্তি হতাম! মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে বলেছেন: মৃত ব্যক্তির জন্য যা দোয়া করতে হবে সেই বিষয়ক অধ্যায়। জানাজার সালাতে সুরা ফাতিহা পাঠ, এরপর নবীর ওপর দরুদ এবং তারপর দোয়ার বিধান রয়েছে। তাই প্রথমে ফাতিহা দিয়ে শুরু করবে কারণ এতে মহান আল্লাহর প্রশংসা রয়েছে। এরপর নবীর ওপর দরুদ পাঠ করবে, কারণ তিনি সকল মানুষের মধ্যে এমনকি নিজের প্রাণের চেয়েও অগ্রাধিকার পাওয়ার বেশি যোগ্য। এরপর সাধারণ দোয়া করবে: হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃতদের ক্ষমা করুন... তারপর—

(ص: 540) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الدعاء الخاص للميت اللهم اغفر له وارحمه وهذا الترتيب كالترتيب في التشهد حيث نبدأ أولاً بالتحيات لله وهو الثناء على الله ثم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم السلام على الإنسان وعلى عباد الله الصالحين وهذا أيضاً الدعاء للميت كذلك مرتب لكن نبدأ بالعام قبل الخاص بخلاف التشهد فإنه يبدأ بالخاص قبل العام لأن التشهد تدعو لنفسك السلام علينا والنفس مقدمة على الغير إلا على النبي صلى الله عليه وسلم المهم أن صلاة الجنازة يكبر الإنسان التكبيرة الأولى ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة كاملة ثم يكبر التكبيرة الثانية فيصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن ما يصلّي به عليه ما علمه أمته

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
حييد مجيد اللهم بآرك على محمد وعلى آل محمد كما بآركت على إبراهيم وعلى آل
إبراهيم إنك حييد مجيد ثم يكبر الثالثة فيدعو لعامة المسلمين اللهم اغفر

মৃত ব্যক্তির জন্য বিশেষ প্রার্থনা হলো: হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন এবং তার প্রতি
রহমত বর্ষণ করুন। এই বিন্যাসটি তাশাহহুদের বিন্যাসের মতোই; যেখানে আমরা প্রথমে
আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা ও স্তুতি দিয়ে শুরু করি যা মহান আল্লাহর গুণগান। এরপর নবীর
(তাঁর ওপর আল্লাহর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক) প্রতি সালাম পেশ করি এবং তারপর নিজের
ওপর ও আল্লাহর নেককার বান্দাদের ওপর সালাম পাঠ করি। মৃত ব্যক্তির এই প্রার্থনাটিও
একইভাবে বিন্যস্ত, তবে তাশাহহুদের বিপরীতে এখানে সুনির্দিষ্ট বিষয়ের আগে সাধারণ বিষয়
দিয়ে শুরু করা হয়। কারণ তাশাহহুদে মানুষ নিজের জন্য প্রার্থনা করে (আমাদের ওপর শান্তি
বর্ষিত হোক), আর নবীর (তাঁর ওপর আল্লাহর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক) সত্তা ব্যতীত অন্য
সবার চেয়ে নিজের সত্তাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। মূল বিষয় হলো, জানাযার সালাতে
মানুষ প্রথম তাকবীর প্রদান করবে, এরপর বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয়
প্রার্থনা করবে এবং পূর্ণ সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। এরপর দ্বিতীয় তাকবীর দিয়ে নবীর (তাঁর
ওপর আল্লাহর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক) ওপর দরুদ পাঠ করবে। আর দরুদ পাঠের
সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো সেটিই যা তিনি তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন: হে আল্লাহ! মুহাম্মদ ও
মুহাম্মদের বংশধরদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন, যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছিলেন
ইবরাহিম ও ইবরাহিমের বংশধরদের ওপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত ও মহিমাম্বিত। হে
আল্লাহ! মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের বংশধরদের ওপর বরকত দান করুন, যেমন আপনি বরকত দান
করেছিলেন ইবরাহিম ও ইবরাহিমের বংশধরদের ওপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত ও
মহিমাম্বিত। এরপর তৃতীয় তাকবীর দিয়ে সাধারণ মুসলিমদের জন্য প্রার্থনা করবে: হে আল্লাহ!
আপনি ক্ষমা করুন...

لحيننا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا ثم يدعو للميت الدعاء الخاص
ومنه ما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى
على جنازة فحفظ من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله
يعني ضيافته يعني أكرمه في ضيافته لأن البيت في ضيافة الله عز وجل إذا انتقل من
هذه الدنيا إلى قبره فهو إما أن يكون في قبره معذباً أو منعماً ويقول وأوسع مدخله
ويجوز مدخله يعني أوسع قبره لأنه يدخل فيه واغسله بالماء والثلج والبرد واغسله
يعني طهره من الذنوب بالماء والثلج والبرد ذكر الثلج والبرد لأنه بارد وذكر الماء
لأن به النظافة والذنوب أجارنا الله وإياكم منها عقوبتها حارة فناسب أن يقرن مع
الماء الثلج فيحصل بالماء التنظيف ويحصل بالثلج والبرد التبريد ونقه من الخطايا
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يعني نظفه تنظيفاً كاملاً من الخطايا كما ينقى
الثوب الأبيض من الوسخ وذكر الثوب الأبيض لأنه هو الذي يظهر فيه أدنى دنسة
فإذا كان الثوب الأبيض نقياً فمعناه أنه ليس به دنس

আমাদের জীবিতদের জন্য, আমাদের মৃতদের জন্য, আমাদের উপস্থিতদের জন্য, আমাদের
অনুপস্থিতদের জন্য, আমাদের ছোটদের জন্য এবং আমাদের বড়দের জন্য। এরপর মৃত
ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট দোয়া করা হবে, যার মধ্যে একটি হলো আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণিত
হাদিস; তিনি বলেন, নবী (সা.) একটি জানাজার সালাত আদায় করলেন এবং আমি তাঁর দোয়া
থেকে এটি মুখস্থ করলাম: 'হে আল্লাহ, আপনি তাকে ক্ষমা করুন, তার ওপর রহম করুন, তাকে
নিরাপত্তা দান করুন, তাকে মার্জনা করুন এবং তার মেহমানদারিকে সম্মানজনক করুন।' এর
অর্থ হলো তার আতিথেয়তাকে সম্মানজনক করুন; কারণ মৃত ব্যক্তি যখন এই পৃথিবী থেকে
কবরে স্থানান্তরিত হন, তখন তিনি মহান আল্লাহর মেহমান হয়ে যান। সেখানে কবরে তিনি হয়
শাস্তির সম্মুখীন হন, অথবা নিয়ামত ভোগ করেন। আরও বলা হয়েছে: 'এবং তার প্রবেশের
স্থানকে প্রশস্ত করুন', অর্থাৎ তার কবরকে প্রশস্ত করে দিন কারণ তিনি সেখানে প্রবেশ করেন।
'এবং তাকে ধৌত করুন পানি, বরফ ও শিলাখণ্ড দিয়ে'। এখানে 'ধৌত করুন' অর্থ হলো পানি,
বরফ ও শিলাখণ্ডের মাধ্যমে তাকে পাপ থেকে পবিত্র করা। বরফ ও শিলাখণ্ডের কথা উল্লেখ
করা হয়েছে কারণ তা শীতল, আর পানির কথা উল্লেখ করা হয়েছে কারণ এর মাধ্যমে

পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়। আর পাপসমূহ—আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের তা থেকে রক্ষা করুন—এর শাস্তি অত্যন্ত উত্তপ্ত, তাই পানির সাথে বরফের সমন্বয় ঘটানো যথাযথ হয়েছে যেন পানির মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা এবং বরফ ও শিলাখণ্ডের মাধ্যমে শীতলতা অর্জিত হয়। 'আর তাকে গুনাহ থেকে এমনভাবে পরিচ্ছন্ন করুন যেভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়', অর্থাৎ তাকে গুনাহ থেকে এমনভাবে পরিপূর্ণরূপে পরিষ্কার করুন যেভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা-আবর্জনা থেকে পরিষ্কার করা হয়ে থাকে। এখানে সাদা কাপড়ের উল্লেখ করার কারণ হলো, এতে সামান্যতম ময়লাও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে; তাই সাদা কাপড় যখন পরিষ্কার হয়, তার অর্থ হলো তাতে কোনো মলিনতাই অবশিষ্ট নেই।

(ম: 542) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

إطلاقاً بخلاف الثوب الأسود والأحمر والأخضر وما أشبه ذلك فإنه ليس كالأبيض تبين به الدنسة بياناً واضحاً اللهم أبدله داراً خيراً من داره لأنه انتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ ودار الدنيا كما نعلم دار محن وأذى وكدر فيقول أبدله داراً خيراً من داره ليكون منعماً في قبره وأهلاً خيراً من أهله ذووه كأمه وخالته وبناته وأبيه وابنه وما أشبه ذلك وزوجاً خيراً من زوجه يعني زوجة خيراً من زوجته وذلك بالحوار العين وكذلك بزوجه في الدنيا لأن الإنسان إذا تزوج امرأة في الدنيا وماتت على الإيمان فإنها تكون زوجته في الآخرة فإن قال قائل كيف تكون خيراً من زوجتي وهي واحدة في الدنيا نقول خيراً منها في الصفات والجمال وغير ذلك وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار كل هذا دعاء يدعو به الإنسان للميت وينبغي أن يخلص الإنسان للميت في هذا الدعاء فإن كان كانت امرأة فإنه يقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها..

يعني بضير المؤنث فإن كان لا يدري هل هي ذكر أم أنثى فإنه مخير إن شاء قال
اللهم اغفر له يعني لهذا الشخص والمرأة تسمى شخصاً أو إن شاء قال اغفر لها أي
لهذه الجنازة والجنازة تطلق على الرجل وعلى المرأة وإن كان يعلم أنه ذكر

সম্পূর্ণরূপে, কালো, লাল, সবুজ বা এ জাতীয় কাপড়ের বিপরীতে; কারণ এগুলো সাদা কাপড়ের মতো নয় যাতে ময়লা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। "হে আল্লাহ, তাকে তার গৃহের পরিবর্তে উত্তম গৃহ দান করুন" কারণ সে ইহকাল থেকে বারযাখ বা কবরের জগতে স্থানান্তরিত হয়েছে। আর ইহকাল যেমনটি আমরা জানি—পরীক্ষা, কষ্ট ও দুঃখ-বেদনার স্থান। তাই তিনি বলেন, তাকে তার গৃহের পরিবর্তে উত্তম গৃহ দান করুন যাতে সে তার কবরে নেয়ামতপ্রাপ্ত হয়। "এবং তাকে তার পরিবারের চেয়ে উত্তম পরিবার দান করুন"—তার পরিবার বলতে তার আত্মীয়-স্বজন যেমন মা, খালা, কন্যা, পিতা, পুত্র ও অনুরূপ ব্যক্তিবর্গকে বোঝানো হয়েছে। "এবং তাকে তার স্ত্রীর চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করুন" অর্থাৎ হুরুল ইন এবং দুনিয়ার স্ত্রীর মাধ্যমেও। কারণ মানুষ যখন দুনিয়াতে কোনো নারীকে বিবাহ করে এবং সে ঈমানের ওপর মৃত্যুবরণ করে, তবে পরকালেও সে তারই স্ত্রী হবে। এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে, "সে আমার দুনিয়ার স্ত্রীর চেয়ে উত্তম কীভাবে হবে যেখানে দুনিয়াতেও সে একজনই ছিল?" আমরা বলব: গুণাবলি, সৌন্দর্য ও অন্যান্য দিক দিয়ে সে তার চেয়ে উত্তম হবে। "এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান এবং তাকে কবরের আযাব ও জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।" এ সবই সেই দুয়া যা মানুষ মৃত ব্যক্তির জন্য করে থাকে। মানুষের উচিত মৃত ব্যক্তির জন্য এই দুয়াতে ইখলাস বা একাগ্রতা বজায় রাখা। যদি মৃত ব্যক্তি নারী হয় তবে বলবে: "হে আল্লাহ, তাকে ক্ষমা করুন, তার ওপর দয়া করুন, তাকে নিরাপত্তা দান করুন এবং তাকে মার্জনা করুন..." অর্থাৎ স্ত্রীবাচক সর্বনাম ব্যবহার করে। আর যদি সে না জানে যে মৃত ব্যক্তি পুরুষ না নারী, তবে সে ইচ্ছাধীন; চাইলে বলতে পারে: "হে আল্লাহ, তাকে ক্ষমা করুন" অর্থাৎ এই ব্যক্তিকে (শখস), আর নারীকেও ব্যক্তি বলা যায়। অথবা চাইলে বলতে পারে: "তাকে ক্ষমা করুন" অর্থাৎ এই জানাজাটিকে; আর 'জানাজা' শব্দটি পুরুষ ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। এমনকি যদি সে জানে যে মৃত ব্যক্তি পুরুষ...

ذكره وإن كان يعلم أنها أنثى أنثى وإن كان لا يدري جاز أن يذكره وجاز أن يؤنثه فإن ذكره فالمعنى اغفر له أي لهذا الشخص الذي بين أيدينا وإن قال اغفر لها أي لهذه الجنابة، والجنابة تطلق على الرجل والمرأة والله الموفق

936 - عن أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وأبوه صحابي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده رواه الترمذي من رواية أبي هريرة والأشهلي ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة قال الحاكم حديث أبي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم قال الترمذي قال البخاري أصح روايات هذا الحديث رواية الأشهلي قال البخاري وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك

যিনি নামাজ পড়াচ্ছেন তিনি যদি জানেন যে মৃত ব্যক্তিটি পুরুষ, তবে তিনি পুংলিঙ্গবাচক সর্বনাম ব্যবহার করবেন; আর যদি জানেন যে সে নারী, তবে স্ত্রীলিঙ্গবাচক সর্বনাম ব্যবহার করবেন। আর যদি তিনি না জানেন, তবে পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ই ব্যবহার করা বৈধ। যদি তিনি পুংলিঙ্গ ব্যবহার করেন, তবে অর্থ হবে ‘তাকে ক্ষমা করুন’ অর্থাৎ আমাদের সামনে উপস্থিত এই ব্যক্তিকে। আর যদি তিনি স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করে বলেন ‘তাকে (স্ত্রীলিঙ্গ) ক্ষমা করুন’, তবে অর্থ হবে এই জানাজাকে। কারণ ‘জানাজা’ শব্দটি পুরুষ ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আল্লাহই তাওফিক দানকারী।

৯৩৬ - আবু হুরায়রাহ, আবু কাতাদাহ এবং আবু ইবরাহিম আল-আশহালি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন—এবং তাঁর পিতা একজন সাহাবী ছিলেন (আল্লাহ তাঁদের সবার ওপর সন্তুষ্ট হন)—যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি জানাজার নামাজ পড়লেন এবং বললেন: ‘হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃতদের, ছোট ও বড়দের, পুরুষ ও নারীদের এবং আমাদের উপস্থিত ও অনুপস্থিতদের ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে আপনি যাকে

জীবিত রাখেন তাকে ইসলামের ওপর জীবিত রাখুন, আর যাকে মৃত্যু দান করেন তাকে ইমানের ওপর মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদের এই মৃত ব্যক্তির সওয়াব থেকে বঞ্চিত করবেন না এবং তার পরে আমাদের ফিতনায় ফেলবেন না।’ এটি তিরমিজি আবু হুরায়রাহ ও আল-আশহালির বর্ণনা থেকে এবং আবু দাউদ আবু হুরায়রাহ ও আবু কাতাদাহর বর্ণনা থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকেম বলেছেন: আবু হুরায়রাহর হাদিসটি বুখারি ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহিহ। ইমাম তিরমিজি বলেন: ইমাম বুখারি বলেছেন, এই হাদিসের বর্ণনাগুলোর মধ্যে আল-আশহালির বর্ণনাটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ। বুখারি আরও বলেন যে, এই অধ্যায়ে আউফ বিন মালিকের হাদিসটি সবচেয়ে বেশি বিশুদ্ধ।

(ص: 544) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

937 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذ صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء رواه أبو داود

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث فيما يدعى به في الصلاة على الميت وقد سبق حديث عوف بن مالك رضي الله عنه في الدعاء الخاص للميت أما هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف رحمه الله فهو الدعاء العام يقول المصلي على الميت اللهم اغفر لنا ولحياتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكربنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا وهذه الجملة تغني عنها جملة واحدة لو قال اللهم اغفر لنا ولحياتنا وشهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط والتفصيل لأن الدعاء كل جملة منه عبادة لله عز وجل وإذا كررته ازدادت بذلك ثواباً فقله حيناً وميتناً يشمل الحي الحاضر والميت القديم والميت في عصره وصغيرنا وكبيرنا كذلك أيضاً يشمل الصغير والكبير.

الحي والبيت وذكر الصغير مع أن الصغير لا ذنب له من باب التبعية وإلا فإن
الصغير ليس له ذنب حتى تسأل له المغفرة وذكرنا وأنشأنا مثلها عامة وشاهدنا
وغائبنا الحاضر والمسافر

৯৩৭ - আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "যখন তোমরা মৃত ব্যক্তির জানাযার সালাত আদায় করবে, তখন তার জন্য একনিষ্ঠভাবে দুআ করো।" (আবু দাউদ এটি বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসটি জানাযার সালাতে পঠিতব্য দুআ সংক্রান্ত। ইতিপূর্বে মৃত ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট দুআ সম্পর্কে আউফ ইবনে মালিক (রা.)-এর হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আর লেখক (রহিমাহুল্লাহ) এখানে যে দুআটি উল্লেখ করেছেন তা হলো সাধারণ দুআ। জানাযার সালাত আদায়কারী বলবে: "হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জীবিত ও মৃত, ছোট ও বড়, পুরুষ ও নারী এবং উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকলকে ক্ষমা করে দিন।" এই বাক্যগুলোর পরিবর্তে কেবল একটি বাক্যই যথেষ্ট হতো যদি বলা হতো: "হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জীবিত ও মৃতদের ক্ষমা করুন", তবে তা সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করে নিত। কিন্তু দুআর ক্ষেত্রে বিস্তারিত ও বিশদ বর্ণনা করাই সঙ্গত; কারণ দুআর প্রতিটি বাক্যই মহান আল্লাহর এক একটি ইবাদত। আপনি যখন এটি পুনরাবৃত্তি করবেন, তখন আপনার সওয়াব আরও বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং, তাঁর বাণী "আমাদের জীবিত ও মৃত" বলতে বর্তমান জীবিত, পূর্বের মৃত এবং সমসাময়িক মৃত—সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে। "আমাদের ছোট ও বড়" কথাটিও একইভাবে ছোট ও বড় উভয়কে শামিল করে। ছোটদের কথা উল্লেখ করার বিষয়টি—যদিও তাদের কোনো গুনাহ নেই—তা কেবল বড়দের অনুবর্তিতা হিসেবে। অন্যথায় ছোটদের তো কোনো পাপ নেই যার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। "আমাদের পুরুষ ও নারী" শব্দটিও পূর্বের ন্যায় ব্যাপক অর্থবোধক। আর "আমাদের উপস্থিত ও অনুপস্থিত" বলতে বর্তমানে উপস্থিত এবং যারা সফরে বা অন্য কোথাও অনুপস্থিত আছে তাদের বোঝানো হয়েছে।

مثلاً اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان الحياة ذكر معها الإسلام وهو الاستسلام الظاهر وأما الموت قال توفنا على الإيمان لأن الإيمان أفضل ومحل القلب وال مدار على ما في القلب عند الموت وفي يوم القيامة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده لا تحرمنا أجره يعني بالصلاة عليه لأن الإنسان يؤجر بالصلاة على الميت كما سبق أن من شهدا حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدا حتى تدفن فله قيراطان كذلك أيضاً أجر آخر للمصاب بهذا البيت الذي حزن لفراقه يؤجر أيضاً على صبره على المصيبة ولا تفتنا بعده يعني لا تضلنا عن ديننا بعده لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة مادام الإنسان لم يخرج روحه فإنه عرضة لأن يفتن في دينه والعياذ بالله ولهذا قال لا تفتنا بعده فينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.

أما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعوت للميت فأخلصوا له الدعاء بالمعنى أنك تدعو بحضور قلب وإلحاح على الله لأخيك الميت لأنه محتاج لك والله الموفق

উদাহরণস্বরূপ: "হে আল্লাহ, আমাদের মধ্যে আপনি যাকে জীবিত রাখেন তাকে ইসলামের ওপর জীবিত রাখুন এবং যাকে মৃত্যু দান করেন তাকে ঈমানের ওপর মৃত্যু দান করুন।" জীবনের সাথে ইসলামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা হলো বাহ্যিক আত্মসমর্পণ। আর মৃত্যুর ক্ষেত্রে ঈমানের কথা বলা হয়েছে; কারণ ঈমান অধিক শ্রেষ্ঠ এবং এর স্থান হলো অন্তর। আর মৃত্যুর সময় এবং কিয়ামতের দিন অন্তরে যা থাকে তার ওপরই সবকিছু নির্ভর করে। "হে আল্লাহ, আমাদের এর সওয়াব হতে বঞ্চিত করবেন না এবং তার পরে আমাদের ফিতনায় ফেলবেন না।" এর সওয়াব হতে বঞ্চিত করবেন না—অর্থাৎ তার জানাযার সালাতের মাধ্যমে। কারণ জানাযার সালাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষ পুণ্য লাভ করে, যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় পর্যন্ত উপস্থিত থাকে সে এক কীরাত সওয়াব পায় এবং

যে দাফন পর্যন্ত উপস্থিত থাকে সে দুই কীরাত পায়। একইভাবে এই মৃত ব্যক্তির বিচ্ছেদে শোকাতুর ব্যক্তির জন্যও আরেকটি সওয়াব রয়েছে; সে বিপদে ধৈর্যের কারণেও প্রতিদান লাভ করবে। "তার পরে আমাদের ফিতনায় ফেলবেন না"—অর্থাৎ তার মৃত্যুর পর আমাদের দ্বীন থেকে পথভ্রষ্ট করবেন না। কারণ মানুষ যতক্ষণ জীবিত থাকে ততক্ষণ সে ফিতনা থেকে নিরাপদ নয়; প্রাণবায়ু বের না হওয়া পর্যন্ত সে দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে, আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। একারণেই বলা হয়েছে 'তার পরে আমাদের ফিতনায় ফেলবেন না'। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে মানুষের এই দু'আটি করা উচিত।

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে, যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা যখন মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করবে, তখন তার জন্য নিষ্ঠার সাথে দু'আ করো।" এর অর্থ হলো আপনি আপনার মৃত ভাইয়ের জন্য একাগ্রচিত্তে এবং আল্লাহর কাছে আকুল আবেদন সহকারে দু'আ করবেন, কারণ সে আপনার দু'আর মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

(ص: 546) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب الإسراع بالجنائز

941 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنائز فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه.

وفي رواية لمسلم فخير تقدمونها عليه

942 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنائز فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت

قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق رواه البخاري

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف في كتابه رياض الصالحين باب الإسراع في الجنائز الإسراع في الجنائز يشمل الإسراع في تجهيزها والإسراع في تشييعها والإسراع في دفنها وذلك أن

জানাজা নিয়ে দ্রুত গমনের অধ্যায়

৯৪১ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমরা জানাজা নিয়ে দ্রুত চলো। কেননা যদি মৃতদেহটি পুণ্যবান হয়, তবে তোমরা তাকে কল্যাণের দিকেই এগিয়ে দিচ্ছ। আর যদি তা অন্যরূপ (পাপী) হয়, তবে তা এমন এক অমঙ্গল যা তোমরা তোমাদের ঘাড় থেকে নামিয়ে দিচ্ছ। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে: তবে তা এক কল্যাণ যার দিকে তোমরা তাকে ত্বরান্বিত করছ।

৯৪২ - আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন: যখন জানাজা রাখা হয় এবং পুরুষেরা তা তাদের কাঁধে তুলে নেয়, তখন সেটি যদি পুণ্যবান হয়, তবে সে বলে: আমাকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলো। আর যদি তা পুণ্যবান না হয়, তবে সে তার পরিবারকে বলে: হায় দুর্ভোগ! তোমরা একে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? মানুষ ছাড়া সৃষ্টিজগতের সবকিছুই তার সেই আওয়াজ শুনতে পায়; যদি মানুষ তা শুনতে পেত তবে সে অবশ্যই মূর্ছিত হয়ে পড়ত। (ইমাম বুখারি এটি বর্ণনা করেছেন)

[ব্যাক্যা]

গ্রন্থকার তাঁর ‘রিয়াদুস সালেহীন’ কিতাবে বলেছেন, ‘জানাজা নিয়ে দ্রুত গমনের অধ্যায়’। জানাজা নিয়ে দ্রুত গমনের বিষয়টি এর কাফন-দাফনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে দ্রুততা, জানাজা বহনের ক্ষেত্রে দ্রুততা এবং দাফন করার ক্ষেত্রে দ্রুততা—এই সব বিষয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। আর তা এজন্য যে...

البيت إذا مات فإما أن يكون صالحاً وإما أن يكون سوى ذلك فإن كان صالحاً فإن حبسه حيلولة بينه وبين ما أعد له الله من النعيم في قبره لأنه ينتقل من الدنيا إلى خير منها وإلى أفضل لأنه حين احتضاره ومنازعتة الموت يبشر يقال لروحه أبشري برحمة من الله ورضوان فيشتاق لهذه البشرية فيجب أن يتعجل وأن يعجل به فإذا حبس كان في هذا شيء من الجناية عليه والحيلولة بينه وبين ما أعد الله له من النعيم وإن كان غير صالح والعياذ بالله فإنه لا ينبغي أن يكون بيننا وبينه أن نسارع بالتخلص منه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنائز أسرعوا بها في تجهيزها وتشيعها ودفنها لا تؤخروها فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه يعني خير مما انتقلت منه تقدمونها إليه لأنها تقدم جعلنا الله وإياكم منهم إلى رحمة الله ونعيم وسرور ونور فتقدمونها إلى خير وإن تك سوى ذلك يعني ليست صالحة فشر تضعونه عن رقابكم تسلمون منه لأنه ما لا خير فيه لا خير في بقاءه إذا استفاد من هذا الحديث أنه يسر الإسراع بالجنائز وألا تؤخر وما يفعله بعض الناس اليوم إذا مات البيت قالوا انتظروا حتى يقدم أهله من كل فج وبعضهم ربما كان في أوربا

একজন ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন তিনি হয় নেককার হবেন অথবা অন্যকিছু হবেন। যদি তিনি নেককার হন, তবে তাঁকে আটকে রাখা (দাফনে বিলম্ব করা) তাঁর এবং আল্লাহ তাঁর জন্য কবরে যে নিয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছেন তার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির নামান্তর। কারণ তিনি দুনিয়া থেকে আরও উত্তম ও শ্রেষ্ঠ কিছু দিকে স্থানান্তরিত হচ্ছেন। কেননা মৃত্যু যন্ত্রণা ও জান কবজের সময় তাঁকে সুসংবাদ প্রদান করা হয়; তাঁর রূহকে বলা হয়, 'আল্লাহর রহমত ও সম্ভূষ্টির সুসংবাদ গ্রহণ করুন'। তখন তিনি এই সুসংবাদ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন; তাই তাঁকে দ্রুত নিয়ে যাওয়া এবং তাঁর কার্যাদি ত্বরান্বিত করা আবশ্যিক। এমতাবস্থায় যদি তাঁকে আটকে রাখা হয়, তবে তা হবে তাঁর প্রতি এক প্রকার অবিচার এবং আল্লাহ তাঁর জন্য যে

নিয়ামত প্রস্তুত রেখেছেন তার মাঝে অন্তরায় সৃষ্টির শামিল। আর যদি তিনি নেককার না হন— আল্লাহর নিকট আমরা এ থেকে আশ্রয় চাই—তবে তিনি আমাদের মাঝে থাকা সমীচীন নয় এবং দ্রুত তাঁর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া বা তাঁকে বিদায় করাই আমাদের জন্য উচিত। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা জানাযার কাজে দ্রুততা অবলম্বন করো।" অর্থাৎ তাঁকে প্রস্তুত করা, জানাযার অনুগমন এবং দাফন কার্যে দ্রুততা প্রদর্শন করো, বিলম্ব করো না। কারণ তিনি যদি নেককার হন, তবে তোমরা তাঁকে কল্যাণের দিকেই দ্রুত এগিয়ে দিচ্ছ; অর্থাৎ তিনি যেখান থেকে স্থানান্তরিত হয়েছেন তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ কিছু দিকে তোমরা তাঁকে পেশ করছ। কেননা তাঁকে—আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদের তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করুন—আল্লাহর রহমত, নিয়ামত, আনন্দ ও নূরের দিকে এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে; সুতরাং তোমরা তাঁকে মঙ্গলের দিকেই পৌঁছে দিচ্ছ। আর যদি তিনি এর বিপরীত হন অর্থাৎ নেককার না হন, তবে তিনি একটি আপদ বা অনিষ্ট যা তোমরা তোমাদের ঘাড় থেকে নামিয়ে দিচ্ছ এবং এর থেকে মুক্তি পাচ্ছ। কারণ যার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই, তার অবস্থানের মাঝেও কোনো কল্যাণ নেই। সুতরাং এই হাদিস থেকে এ বিষয়টিই প্রতীয়মান হয় যে, জানাযার কাজে দ্রুততা অবলম্বন করা সুন্নাত এবং এতে বিলম্ব করা অনুচিত। অথচ বর্তমানে কিছু মানুষ যা করছে যে, কেউ মারা গেলে তারা বলে, 'অপেক্ষা করো যাতে তাঁর আত্মীয়-স্বজন দূর-দূরান্ত থেকে আসতে পারে', এমনকি তাঁদের কেউ হয়তো ইউরোপেও অবস্থান করছেন।

(ص: 548) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

أو في أمريكا وربما طال ذلك يوماً أو يومين فهذا جنازة على البيت وعصيان لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة أهله إذا جاءوا وقد دفن يصلون على قبره الأمر واسع والحمد لله وهو إذا تأخر دفنه حتى يأتوا ماذا ينفعه من ذلك إنه لا ينفعه إلا الدعاء له بالصلاة عليه وهذا حاصل إذا صلوا عليه في قبره ولا وجه لهذا

الحبس إطلاقاً فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين ولم يدفن إلا ليلة الأربعاء قلنا بلى لكن الصحابة رضي الله عنهم أرادوا ألا يدفنوا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقيموا خليفة على عباد الله بعده لئلا تخلو الأرض عن خليفة لله فيها ولهذا لما تمت مبايعة أبي بكر رضي الله عنه دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم وهذه علة ظاهرة واضحة.

وقوله صلى الله عليه وسلم إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك ... يستفاد منه أنه ينبغي أن يعبر عن الألفاظ السيئة بما يدل عليها بدون سوء لأن قسيم الصالحة الفاسدة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن كلمة فاسدة إلى قوله وإن تك سوى ذلك وهذا من باب التأدب في اللفظ وإلا فالمعنى واحد والتأدب في اللفظ له شأن عجيب انظر إلى قوله تعالى عن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً لما أرادوا الخير أضافوه إلى

অথবা আমেরিকায়, আর সম্ভবত এতে একদিন বা দুদিন সময় লেগে যায়; তবে এটি মৃতের প্রতি এক প্রকার অবিচার এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশের অবাধ্যতা। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন: "তোমরা জানাযা নিয়ে দ্রুত চলো।" তার পরিজন যদি দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর আসে, তবে তারা তার কবরের ওপর জানাযার সালাত আদায় করবে। এ বিষয়টি প্রশস্ত, আলহামদুলিল্লাহ। তারা আসা পর্যন্ত দাফনে বিলম্ব করলে এতে মৃতের কী উপকার হবে? জানাযার সালাতের মাধ্যমে তার জন্য দুআ করা ছাড়া আর কিছুই তাকে উপকৃত করবে না। আর তারা যদি তার কবরের ওপর সালাত আদায় করে তবে তো এটি অর্জিত হলোই। সুতরাং জানাযা আটকে রাখার মোটেও কোনো যৌক্তিকতা নেই। এখন কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সোমবার ইন্তেকাল করেননি এবং বুধবার রাত পর্যন্ত কি তাকে দাফন করা হয়নি? আমরা বলব, হ্যাঁ, কিন্তু সাহাবীগণ রাযিয়াল্লাহু আনহুম চেয়েছিলেন যে, আল্লাহর বান্দাদের ওপর একজন খলীফা নিযুক্ত করার আগে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাফন করবেন না, যাতে পৃথিবী আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত খলীফা শূন্য না থাকে। এই কারণেই যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু

আনহুর বায়আত সম্পন্ন হলো, তখন তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাফন করলেন। এটি একটি সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য কারণ।

এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: "যদি সে নেককার হয়, তবে তোমরা তাকে কল্যাণের দিকে এগিয়ে দিচ্ছ, আর যদি সে তা না হয় তবে ...

এ থেকে শিক্ষণীয় হলো যে, অপ্রীতিকর বিষয়গুলো এমন শব্দে প্রকাশ করা উচিত যা মন্দত্ব প্রকাশ না করেই অর্থের দিকে ইঙ্গিত করে। কারণ 'নেককার'-এর বিপরীত শব্দ হলো 'ফাসিদ' বা মন্দ। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মন্দ' শব্দটি বর্জন করে তার পরিবর্তে বললেন "আর যদি সে তা না হয় (অন্য কিছু হয়)"। এটি শব্দ প্রয়োগের শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত; নতুবা অর্থ একই। শব্দচয়ন ও ব্যবহারের শিষ্টাচারের এক আশ্চর্য প্রভাব রয়েছে। জিনদের সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণীর দিকে লক্ষ্য করুন: "আমরা জানি না যে, জমিনবাসীদের জন্য কোনো মন্দের ইচ্ছা করা হয়েছে, নাকি তাদের রব তাদের জন্য কল্যাণের ইচ্ছা করেছেন।" যখন তারা কল্যাণের কথা উল্লেখ করল, তখন তা আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করল...

(ص: 549) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الله {أمر أراد بهم ربهم رشداً} وفي الشر قالوا {أشر أريد} وما قالوا شر أراد الله مع أن الله يريد للخير والشر لكن الشر الذي يريد الله ليس شراً في فعله بل في مفعولاته أما فعله عز وجل فلا شك أنه خير لكن يقدر الشر للخير لحكمة يريد لها عز وجل.

المهم أنه ينبغي للإنسان أن يتأدب في صياغة الألفاظ من غير إخلال بالمعنى ويذكر أن ملكاً من الملوك رأى رؤياً وهي أن أسنانه قد سقطت واهتم لذلك فجمع الذين يعبرون الرؤيا أي يفسرونها فقال له واحد إن حاشيتك تموت وأهلك معهم ففزع الملك ولم يعجبه هذا التفسير فأمر بالرجل فجلد ثم دعا آخر وقال له ما أرى قال إن الملك يكون أطول أهله عمراً المعنى واحد فأكرمه وأجازه فالألفاظ لها

تأثير ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.

ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرجل إذا مات وحلت جنازته فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني تقول ذلك بصوت مسبوع يسبعه كل شيء إلا الإنسان لا يسبعه

আল্লাহ তায়ালা বলেন, {নাকি তাদের প্রতিপালক তাদের জন্য কল্যাণের ইচ্ছা করেছেন?} আর অকল্যাণের ক্ষেত্রে তারা বলেছিল, {মন্দের ইচ্ছা করা হয়েছে}। তারা এ কথা বলেনি যে, আল্লাহ মন্দের ইচ্ছা করেছেন, যদিও আল্লাহ কল্যাণ ও অকল্যাণ উভয়েরই ইচ্ছাকারী। কিন্তু আল্লাহ যে মন্দের ইচ্ছা করেন, তা তাঁর কর্মের দিক থেকে মন্দ নয়, বরং তা তাঁর সৃষ্টির দিক থেকে মন্দ। আর মহান আল্লাহর কর্মের ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নেই যে তা কল্যাণকর। তবে তিনি তাঁর প্রজ্ঞার কারণে মঙ্গলের উদ্দেশ্যে মন্দ নির্ধারণ করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন। সারকথা হলো, মানুষের উচিত অর্থের কোনো ব্যাঘাত না ঘটিয়ে শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে শিষ্টাচার অবলম্বন করা। বর্ণিত আছে যে, জনৈক রাজা একটি স্বপ্ন দেখলেন যে তার সমস্ত দাঁত পড়ে গেছে। এতে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং যারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেন অর্থাৎ তা বিশ্লেষণ করেন, তাদের একত্রিত করলেন। তাদের মধ্যে একজন তাকে বলল, আপনার সভাসদ ও আত্মীয়স্বজন সবাই আপনার জীবদ্দশায় মারা যাবে। রাজা এতে আতঙ্কিত হলেন এবং এই ব্যাখ্যা তার পছন্দ হলো না; ফলে তিনি লোকটিকে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি অন্য একজনকে ডেকে পাঠালেন এবং তিনি যা দেখেছিলেন তা বর্ণনা করলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, রাজা তাঁর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দীর্ঘতম আয়ুর অধিকারী হবেন। উভয়ের কথার অর্থ অভিন্ন ছিল, কিন্তু রাজা তাকে সম্মানিত করলেন এবং পুরস্কৃত করলেন। সুতরাং শব্দ প্রয়োগের একটি বিশেষ প্রভাব রয়েছে। আর একারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আর যদি তা অন্য কিছু (অসৎ) হয়, তবে তা একটি মন্দ যা তোমরা তোমাদের ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেলছো।”

অতঃপর তিনি আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেন যে, যখন কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে এবং তার জানাজা বহন করা হয়, যদি সে ব্যক্তি নেককার হয় তবে সে বলতে থাকে, “আমাকে এগিয়ে নিয়ে চলো, আমাকে এগিয়ে নিয়ে চলো।” সে

এটি এমন উচ্চস্বরে বলে যা মানুষ ব্যতীত প্রতিটি সৃষ্টিই শুনতে পায়, কেবল মানুষ তা শুনতে পায় না।

(ص: 550) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

نعمة من الله عز وجل لأننا لو سبنا ما يقوله الأموات على نعوشهم لانزعجنا لكن الله أخفاه عنا لكن تسمعه الدواب يسمعه كل شيء تقول قدموني قدموني إلى أي شيء يقدمونها لما أعد الله لها من النعيم الذي بشرت به عند الاحتضار وإن لم تكن صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها نعوذ بالله تدعو بالويل لأنها ستقدم نسأل الله العافية إلى عذاب في القبر يضيق عليها القبر حتى تختلف الأضلاع ويفتح لها باب إلى النار نسأل الله العافية ولا أحد من الأحياء البشر يعلم ويشعر بذلك ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أن أخفاه علينا ولو علمنا بذلك ما تدافنا أبداً لكن الله يخفيه وهذا يدل على أن من حق الميت علينا أن نبادر به ولذلك قال أهل العلم يسر الإسراع في تجهيز الميت إلا إذا مات بغتة فإنه ينتظر حتى يتيقن أنه مات لأنه يحتمل أن يكون غشية وأنه حي فينتظر حتى يتيقن أنه مات ثم نبادر به والله الموفق

এটি মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ নেয়ামত; কেননা মৃত ব্যক্তির তাদের জানাজার খাটিয়ার ওপর যা বলে তা যদি আমরা শুনতে পেতাম, তবে আমরা বিচলিত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়তাম। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তা আমাদের নিকট গোপন রেখেছেন, অথচ চতুষ্পদ জন্তুসহ সৃষ্টিজগতের সবকিছুই তা শুনতে পায়। সেই আত্মা বলতে থাকে, "আমাকে এগিয়ে নিয়ে চলো, আমাকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলো!" তাকে কিসের দিকে এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে? সেই চিরসুখের নেয়ামতের দিকে যা আল্লাহ তার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন এবং যার সুসংবাদ তাকে মৃত্যুর পূর্বক্ষণেই প্রদান করা হয়েছিল। আর যদি সে নেককার না হয়, তবে সে

আর্তনাদ করে বলতে থাকে, "হায় দুর্ভোগ! তোমরা একে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?" আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই; সে ধ্বংস ও দুর্ভোগের আহ্বান জানায় কারণ তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাই—কবরের আজাবের দিকে। সেখানে কবর তাকে এমনভাবে চাপ দেবে যে তার একদিকের পাঁজরের হাড় অন্যদিকের হাড়ের ভেতর ঢুকে যাবে এবং তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা ও প্রশান্তি প্রার্থনা করি। জীবিত মানুষদের মধ্য থেকে কেউই তা জানতে পারে না বা অনুভব করতে পারে না। এটি মহান আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ যে তিনি তা আমাদের থেকে আড়াল করে রেখেছেন; যদি আমরা তা জানতে পারতাম তবে আমরা কখনোই একে অপরকে দাফন করতাম না। কিন্তু আল্লাহ তা গোপন রেখেছেন, আর এটি নির্দেশ করে যে মৃত ব্যক্তির আমাদের ওপর অন্যতম প্রাপ্য অধিকার হলো আমরা যেন তাকে দ্রুত দাফন করার ব্যবস্থা করি। এই কারণেই বিজ্ঞ আলেমগণ বলেছেন, মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফনের প্রস্তুতি দ্রুত সম্পন্ন করা সুন্নাত। তবে যদি কারো আকস্মিক মৃত্যু হয়, তবে মৃত্যুর বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা আবশ্যিক; কেননা সম্ভাবনা থাকে যে সে হয়তো কেবল মূর্ছা গেছে এবং এখনো জীবিত রয়েছে। অতএব মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, এরপর দ্রুত তাকে দাফন করতে হবে। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 551) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته

943 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس

المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه رواه الترمذي وقال حديث حسن

944 - وعن حصين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء بن عازب رضي الله

عنهما مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد

حدث فيه الموت فأذنوني به وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين
ظهراي أهله رواه أبو داود

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تعجيل قضاء الدين عن البيت
وإسراع تجهيزه إلا أن يموت فجأة فينتظر حتى يتيقن موته

মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে ত্বরান্বিত করা এবং তার কাফন-দাফনের প্রস্তুতি দ্রুত সম্পন্ন করা
সম্পর্কিত অধ্যায়, তবে যদি সে আকস্মিকভাবে মারা যায়, তবে তার মৃত্যুর বিষয়ে নিশ্চিত
হওয়া পর্যন্ত তাকে রাখা হবে

৯৪৩ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
বলেছেন: "মুমিনের আত্মা তার ঋণের কারণে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে যতক্ষণ না তার পক্ষ থেকে
তা পরিশোধ করা হয়।" ইমাম তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি হাসান
হাদিস।

৯৪৪ - হুসাইন ইবনে ওয়াহওয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তালহা ইবনুল বারা
ইবনে আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) অসুস্থ হলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে
দেখতে আসলেন। অতঃপর তিনি বললেন: "আমি মনে করি তালহার মৃত্যু আসন্ন। সুতরাং
(তার মৃত্যু হলে) আমাকে সংবাদ দিও এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করো। কেননা, কোনো
মুসলিমের মৃতদেহ তার পরিবারের মাঝে আটকে রাখা সমীচীন নয়।" এটি ইমাম আবু দাউদ
বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহু) তার 'রিয়াদুস সালেহীন' গ্রন্থে বলেছেন: মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে
ত্বরান্বিত করা এবং তার কাফন-দাফন দ্রুত সম্পন্ন করা সম্পর্কিত অধ্যায়, তবে যদি সে
আকস্মিকভাবে মারা যায়, তবে তার মৃত্যুর বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

وذلك يدل على أن الإنسان إذا مات فإنه يجب على أهله أن يبادروا بقضاء دينه إذا كان عليه دين ولا يجوز لهم أن يؤخروا ذلك لأن المال الذي ورثوه من ماله ليس لهم فيه حق إلا إذا انتهى الدين يعني الورثة ليس لهم حق في شيء من التركة حتى يقضي الدين ولهذا قال الله تعالى في آيات المواريث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ليس للورثة حق أن يأخذوا شيئاً من التركة حتى يقضوا دين الميت ويجب عليهم المبادرة في قضاء الدين إلا إذا كان مؤجلاً فإنه يطلب من أهل الدين أن ينظروا فإن أبوا فإنه يعجل لهم وإلا إذا وثق الورثة برهن أو كفيل وقد تهاون الناس في قضاء الدين عن الأموات فتجد الميت يموت وعليه الدين فيلعب الورثة بالتركة ويؤخرون قضاء الدين يكون مثلاً عليه مئات الآلاف وترك عقارات كثيرة فيقول الورثة لا نبيع العقارات بل ننتظر حتى تزيد العقارات ثم نبيع وهذا حرام الواجب أن يبادروا حتى ولو باعوا الشيء بنصف الثمن لأن المال ليس لهم بل هو للميت ومن ذلك إذا كان الإنسان قد اقترض من صندوق التنمية العقارية ولم يدفع أقساطاً تجد الورثة يلعبون ولا يوفون صندوق التنمية وربما يسول

এটি একথার প্রমাণ বহন করে যে, কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারের জন্য অবিলম্বে তার ঋণ পরিশোধ করা অপরিহার্য। যদি তার কোনো ঋণ থাকে, তবে তা বিলম্বিত করা তাদের জন্য বৈধ নয়। কারণ, উত্তরাধিকার সূত্রে তারা যে সম্পদ লাভ করেছে, তাতে তাদের কোনো অধিকার নেই যতক্ষণ না ঋণ পরিশোধ সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ, ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ত্যাজ্য সম্পত্তির কোনো কিছুতেই ওয়ারিশদের কোনো স্বত্ত্ব নেই। এই কারণেই আল্লাহ তাআলা মীরাস সংক্রান্ত আয়াতসমূহে ইরশাদ করেছেন— "অসিয়ত পালন অথবা ঋণ পরিশোধের পর, যা কারোর জন্য ক্ষতিকর নয়।" মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত ওয়ারিশদের জন্য ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করার অধিকার নেই। বরং তাদের ওপর ওয়াজিব হলো দ্রুত ঋণ পরিশোধ করা। তবে ঋণটি যদি দীর্ঘমেয়াদী হয়, তবে

পাওনাদারদের নিকট অবকাশ কামনা করা হবে; তারা যদি অসম্মত হয় তবে দ্রুত পরিশোধ করে দিতে হবে। অথবা ওয়ারিশগণ যদি কোনো বন্ধক বা জামিনদারের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারে। বর্তমানে মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে মানুষ অত্যন্ত অবহেলা প্রদর্শন করে। দেখা যায়, একজন ব্যক্তি ঋণী অবস্থায় মারা গেছেন, এমতাবস্থায় ওয়ারিশগণ ত্যাজ্য সম্পত্তি নিয়ে ভোগ-বিলাসে মত্ত হয় এবং ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করে। যেমন, হয়তো তার ওপর কয়েক লক্ষ টাকার ঋণ রয়েছে এবং তিনি প্রচুর স্থাবর সম্পত্তি রেখে গেছেন, কিন্তু ওয়ারিশরা বলে—আমরা এখন সম্পত্তি বিক্রি করব না, বরং এর মূল্য আরও বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করব এবং তারপর বিক্রি করব। অথচ এটি হারাম। তাদের ওপর ওয়াজিব হলো অবিলম্বে তা বিক্রি করে ঋণ শোধ করা, এমনকি যদি তা অর্ধেক মূল্যেও বিক্রি করতে হয়। কারণ এই সম্পদ তাদের নয়, বরং এটি মৃতের। এর অন্তর্ভুক্ত হলো— যদি কোনো ব্যক্তি রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকেন এবং কিস্তি পরিশোধ না করেন, তবে দেখা যায় ওয়ারিশরা অবহেলা করে এবং ফান্ডের পাওনা পরিশোধ করে না; সম্ভবত তাদের নফস বা কুপ্রবৃত্তি তাদেরকে এ কাজে প্ররোচিত করে।

(ص: 553) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

لهم الشيطان أن يرفعوا إلى الحكومة طلب العفو عنه ثم يقولون ننتظر متى جاء الرد فربما يأتي بالرفض وربما يعفى عنه لكن لا يعلم فلا يحل لهم ذلك والواجب أن يبادروا بقضاء الدين عن الميت أما إذا كان الميت قد أوفى ما عليه من أقساط في حياته وبقي البيت مرهوناً لصندوق التنمية فإن الميت يبرأ بذلك ولا يلحقه شيء وبعض الناس من أهل الورع إذا مات الميت وقد اقترض من صندوق التنمية وقد أوفى بجميع الأقساط التي حلت عليه في حياته يظنون أن الميت تتعلق روحه بهذا الدين وليس الأمر كذلك مادام هناك رهن فالميت بريء منه ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وعليه دين لرجل من اليهود وقد أعطاه درعه رهناً

فهل تقول أن نفس الرسول صلى الله عليه وسلم معلقة بالدين لا لأنه قد رهنه شيئاً يمكنه الاستيفاء به منه.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه يعني أن نفسه وهو في قبره معلقة بالدين كأنها والله أعلم تتألم من تأخير الدين ولا تفرح بنعيم ولا تنبسط لأن عليه ديناً ومن ثم قلنا إنه يجب على الورثة أن يبادروا بقضاء الدين أما الحديث الثاني فقد تقدم الكلام عليه وهو أن

শয়তান তাদের এই কুমন্ত্রণা দেয় যে, তারা যেন সরকারের কাছে মৃত ব্যক্তির ঋণ মওকুফের আবেদন জানায় এবং এরপর তারা বলতে থাকে যে, আমরা উত্তরের অপেক্ষায় আছি; হয়তো আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করা হবে অথবা হয়তো তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। কিন্তু যেহেতু বিষয়টি অনিশ্চিত, তাই তাদের জন্য এমনটি করা বৈধ নয়। বরং তাদের ওপর ওয়াজিব হলো মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দ্রুত ঋণ পরিশোধ করা। তবে মৃত ব্যক্তি যদি তার জীবদ্দশায় প্রদেয় কিস্তিগুলো পরিশোধ করে থাকে এবং বাড়িটি উন্নয়ন তহবিলের (ফান্ড) নিকট বন্ধক থেকে থাকে, তবে মৃত ব্যক্তি এর দ্বারা দায়মুক্ত হয়ে যাবে এবং তার ওপর কোনো দায় বর্তাবে না। পরহেজগার লোকদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে, মৃত ব্যক্তি যদি উন্নয়ন তহবিল থেকে ঋণ নিয়ে থাকে এবং জীবদ্দশায় তার ওপর অর্পিত সকল কিস্তি পরিশোধ করে থাকে, তবুও তার রুহ এই ঋণের সাথে ঝুলে থাকবে। বিষয়টি আসলে এমন নয়; যতক্ষণ সেখানে পর্যাপ্ত বন্ধক বিদ্যমান রয়েছে, ততক্ষণ মৃত ব্যক্তি ঋণমুক্ত। এর প্রমাণ হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইন্তেকাল করেন, তখন এক ইহুদির কাছে তাঁর ঋণ ছিল এবং তিনি নিজের বর্মটি তার কাছে বন্ধক রেখেছিলেন। তাহলে কি আপনি বলবেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মা ঋণের কারণে আটকে ছিল? না, কারণ তিনি এমন বস্তু বন্ধক রেখেছিলেন যা দিয়ে সেই ঋণ উসূল করা সম্ভব ছিল।

অতঃপর লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মুমিনের আত্মা তার ঋণের কারণে আটকে থাকে যতক্ষণ না তা তার পক্ষ থেকে পরিশোধ করা হয়।" অর্থাৎ কবরে থাকা অবস্থায় তার আত্মা ঋণের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ, ঋণ পরিশোধে বিলম্বের

কারণে আত্মা সম্ভবত যাতনা ভোগ করে এবং কোনো নিআমতে পূর্ণ আনন্দ বা প্রফুল্লতা লাভ করতে পারে না, কারণ তার ওপর ঋণ রয়ে গেছে। এই কারণেই আমরা বলেছি যে, ওয়ারিশদের ওপর কর্তব্য হলো দ্রুত ঋণ পরিশোধে সচেষ্ট হওয়া। আর দ্বিতীয় হাদিসটির আলোচনা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে, যা হলো এই যে...

(ص: 554) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

يسن الإسراع في الجنازة ولهذا قال لا ينبغي لجيفة مسلم أن يحبس بين ظهراني أهلها لكن لو حبست لساعة أو ساعتين لانتظار كثرة الجمع كما لو مات في أول النهار مثلاً يوم جمعة وقالوا ننتظر للصلاة لكثرة الجمع فهذا لا بأس به إن شاء الله وهو تأخير لا يضر والله الموفق

জানায়ার কার্যাদি দ্রুত সম্পন্ন করা সুন্নত। এই কারণেই বলা হয়েছে যে, কোনো মুসলিমের মরদেহ তার পরিবার-পরিজনের মাঝে আটকে রাখা সমীচীন নয়। তবে অধিক লোক সমাগমের অপেক্ষায় যদি এক বা দুই ঘণ্টা দেরি করা হয়—যেমন জুমআর দিনের গুরুত্ব ভাগে কেউ মৃত্যুবরণ করল এবং অধিক মুসল্লির আশায় জুমআর সালাত পর্যন্ত অপেক্ষা করার কথা বলা হলো—তবে ইনশাআল্লাহ এতে কোনো অসুবিধা নেই। এটি এমন বিলম্ব যা কোনো ক্ষতি করে না। আর আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

(ص: 555) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب الموعظة عند القبر

945 - عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخرصة فنكس وجعل ينكت بمخرصته ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعدة من النار ومقعدة من الجنة فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له وذكر تمام الحديث متفق عليه

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب الموعظة عند القبر والموعظة هي تذكير الناس بما يلي قلوبهم إما بترغيب في خير وإما بترهيب من شر هذه هي الموعظة وأعظم واعظ وأفضله وأصلحه للقلب هو القرآن الكريم كما قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فالقرآن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد هو أعظم واعظ لكن قلوب أكثر

কবরের পাশে উপদেশের অধ্যায়

৯৪৫ - আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বাকিউল গারকাদ কবরস্থানে এক জানাজায় উপস্থিত ছিলাম। তখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিকট আসলেন এবং বসলেন, আমরাও তাঁর চারপাশে বসলাম। তাঁর হাতে একটি ছোট লাঠি ছিল। তিনি মাথা নিচু করলেন এবং তাঁর লাঠিটি দিয়ে মাটিতে দাগ কাটতে লাগলেন। অতঃপর তিনি বললেন: "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার জান্নাত বা জাহান্নামের ঠিকানা লিখে রাখা হয়নি।" সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! তবে কি আমরা আমাদের লিখিত ভাগ্যের ওপর ভরসা করব না? তিনি বললেন: "তোমরা আমল করতে থাকো, কারণ যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সেই পথ সহজ করে দেওয়া হয়েছে।" এরপর তিনি সম্পূর্ণ হাদিসটি উল্লেখ করেন। (বুখারি ও মুসলিম)

[ব্যাক্যা]

লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সলিহীন' গ্রন্থে বলেছেন: কবরের পাশে উপদেশের অধ্যায়। আর 'মাওয়িয়াহ' বা উপদেশ হলো মানুষকে এমন বিষয়ের মাধ্যমে নসিহত করা যা তাদের হৃদস্পর্শী হয়; হোক তা কোনো কল্যাণের প্রতি উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে অথবা কোনো মন্দ থেকে ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে। এটিই হলো উপদেশ। আর অন্তরের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে হিতকর উপদেশদাতা হলো পবিত্র কুরআন। যেমনটি মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: "হে মানুষ! তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট এসেছে উপদেশ এবং তোমাদের অন্তরের ব্যাধির নিরাময়, আর মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।" সুতরাং কুরআন হলো সেই ব্যক্তির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশদাতা যার সজাগ হৃদয় রয়েছে অথবা যে উপস্থিত হয়ে মনোযোগের সাথে শ্রবণ করে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের অন্তর...

(ص: 556) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الناس لا تتعظ بالقرآن لأنها فيها قسوة وقد قال الله تعالى فيمن إذا تلى عليه الآيات {قال أساطير الأولين} والعياذ بالله قال الله تعالى {كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون} يعني ختم عليها ما كانوا يكسبون من الأعمال السيئة حتى لا يشعروا بالقرآن كما يشعر به المتقون الذين من الله عليهم نسأل الله أن يبين علينا وعليكم ولكن مع ذلك قد يأتي إنسان أعطاه الله بياناً وفصاحة وعلماً فيعظ الناس ويذكرهم ويلين من قلوبهم ما لا تلين به إذا تلى عليها القرآن وهذا شيء مشاهد مجرب كنا في جنازة ببقيع الغرقد المعروف الآن بالمدينة والغرقد نوع من الشجر معروف وسي ببقيع الغرقد لكثرة وجود هذا النوع من الشجر به وكان مدفن أهل المدينة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأهل ببقيع الغرقد قالها ثلاثاً فكانوا في جنازة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعد الناس حوله لأن كل

الناس يحبون أن يكونوا جلساء للنبي صلى الله عليه وسلم جلسوا حوله وفي يده
مخصرة

মানুষ কুরআন দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে না কারণ তাদের হৃদয়ে কঠোরতা বিদ্যমান। আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে বলেছেন যাদের নিকট আয়াতসমূহ পাঠ করা হলে তারা বলে, ‘এগুলো তো সেকালের উপকথা।’ আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, ‘কখনোই নয়, বরং তারা যা অর্জন করত, তা-ই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।’ অর্থাৎ তাদের মন্দ কর্মসমূহ তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছে, যার ফলে তারা কুরআনকে সেভাবে অনুভব করতে পারে না যেভাবে সেই মুত্তাকিগণ করেন যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, কখনও এমন মানুষের আগমন ঘটে যাকে আল্লাহ বাকপটুতা, বাগ্মিতা ও জ্ঞান দান করেছেন, যিনি মানুষকে উপদেশ দেন ও নসিহত করেন এবং তাদের অন্তরকে এমনভাবে বিগলিত করেন যা কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমেও বিগলিত হয় না। এটি একটি দৃশ্যমান ও পরীক্ষিত সত্য। আমরা বাকিউল গারকাদে একটি জানাজায় ছিলাম, যা মদিনায় সুপরিচিত। গারকাদ হলো একটি সুপরিচিত বৃক্ষবিশেষ এবং এই প্রকার বৃক্ষের আধিক্যের কারণেই একে ‘বাকিউল গারকাদ’ বলা হতো। এটি ছিল মদিনাবাসীদের সমাধিস্থল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনবার বলেছিলেন, ‘হে আল্লাহ! আপনি বাকিউল গারকাদবাসীদের ক্ষমা করে দিন।’ তারা একটি জানাজায় উপস্থিত ছিলেন, অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেখানে এসে উপবেশন করলেন এবং মানুষও তাঁর চারপাশে বসে পড়ল; কেননা সকলেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহচর্য পেতে ভালোবাসতেন। তারা তাঁর চতুর্দিকে বসলেন এবং তাঁর হাতে একটি লাঠি ছিল।

يعني عود فنكس رأسه وجعل ينكت بالعود كالمهوم صلى الله عليه وسلم ثم قال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار كل إنسان من بني آدم مكتوب مقعده من الجنة إن كان من أهل الجنة ومقعده من النار إن كان من أهل النار وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء لما قال هذا الكلام قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب يعني مادام الأمر مكتوباً فيها حاجة العمل فقال لا تدعوا العمل فالجنة لا تأتي إلا بعمل والنار لا تأتي إلا بعمل فلا يدخل النار إلا من عمل بعمل أهل النار ولا يدخل الجنة إلا من عمل بعمل أهل الجنة قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم تلا قوله تعالى {وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى}

অর্থাৎ একটি কাষ্ঠখণ্ড; এরপর তিনি তাঁর মাথা অবনত করলেন এবং চিত্তিত ব্যক্তির ন্যায় সেই কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটতে লাগলেন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। অতঃপর তিনি বললেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার জান্নাতের ঠিকানা এবং জাহান্নামের ঠিকানা ইতিপূর্বেই লিখে রাখা হয়নি।" বনী আদমের প্রত্যেকটি মানুষের জান্নাতের স্থান নির্ধারিত রয়েছে যদি সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, আর জাহান্নামের স্থানও নির্ধারিত রয়েছে যদি সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর তা আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছে। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করেন। যখন তিনি এই কথা বললেন, তখন তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! তবে কি আমরা আমল ত্যাগ করে লিখিত ভাগ্যের ওপর ভরসা করব না?" অর্থাৎ বিষয়টি যখন আগে থেকেই লিপিবদ্ধ, তবে আমলের প্রয়োজনীয়তা কী? তখন তিনি বললেন, "তোমরা আমল পরিত্যাগ করো না। কেননা জান্নাত আমল ব্যতীত অর্জিত হয় না এবং জাহান্নামও আমল ব্যতীত আসে না। সুতরাং যে ব্যক্তি জাহান্নামীদের ন্যায় আমল করবে সে ব্যতীত অন্য কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, আর যে ব্যক্তি জান্নাতীদের ন্যায় আমল করবে সে ব্যতীত অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" তিনি বললেন, "তোমরা আমল

করতে থাকো, কারণ প্রত্যেককে সেই কাজের জন্যই সহজ সুযোগ ও সামর্থ্য দেওয়া হয়, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা সৌভাগ্যবান, তাদেরকে সৌভাগ্যবানদের আমলের সামর্থ্য দেওয়া হয়; আর যারা দুর্ভাগ্যবান, তাদেরকে দুর্ভাগ্যবানদের আমলের দিকেই ধাবিত করা হয়।" অতঃপর তিনি মহান আল্লাহর এই বাণী তিলাওয়াত করলেন: {পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কার্পণ্য করল এবং নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করল, আর যা উত্তম (তাওহীদ বা জাহান্নাত) তা অস্বীকার করল, আমি তাকে কঠিন বা কষ্টের (জাহান্নামের) পথের জন্য সহজ করে দেব।}

(ম: 558) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

قال اعمل لا تتكل على الكتاب، الكتاب أمر مجهول ما ندري ما فيه لكن من عمل خيراً فهو بشرى أنه من أهل الخير ومن عمل سوى ذلك فهذا إنذار قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فأنت يا أخي إذا رأيت الله قد يسر لك عمل أهل السعادة فأبشّر أنك من أهل السعادة وإذا رأيت نفسك أنك تنقاد للصلاة للزكاة لفعل الخير عندك تقوى من الله عز وجل فاعلم واستبشّر أنك من أهل السعادة لأن الله قال {فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى} وإن رأيت العكس رأيت نفسك تنشرح بفعل السيئات والعياذ بالله وتضيق ذرعاً بفعل الطاعات فأحذر أنقذ نفسك وتب إلى الله عز وجل حتى ييسر الله لك واعلم أنك إذا أقبلت على الله أقبل الله عليك حتى إذا أذنبت مهما أذنبت قال الله تعالى {قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً} وعلى هذا فإذا جاء الإنسان إلى المقبرة وجلس الناس حوله فهنا يحسن أن يعظهم بما يناسب بمثل هذا الحديث أو حديث عبد الرحمن بن مرة حين جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهى إلى جنازة رجل من الأنصار ووجدهم يحفرون القبر ولم يتنوا حفرة فجلس

তিনি বললেন: তোমরা আমল করো, কেবল বিধিলিপির ওপর নির্ভর করো না। বিধিলিপি একটি অদৃশ্য বিষয়, তাতে কী আছে তা আমরা জানি না। তবে যে ব্যক্তি সৎকাজ করে, সেটি তার জন্য সুসংবাদ যে সে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত। আর যে ব্যক্তি এর বিপরীত কাজ করে, তবে সেটি একটি সতর্কবাণী। তিনি আরও বলেছেন: তোমরা আমল করতে থাকো, কারণ যাকে যার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সেই পথ সহজ করে দেওয়া হয়। সুতরাং হে আমার ভাই! তুমি যদি দেখ যে আল্লাহ তোমার জন্য সৌভাগ্যবানদের আমল সহজ করে দিয়েছেন, তবে সুসংবাদ গ্রহণ করো যে তুমি সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত। আর যখন তুমি দেখবে যে তোমার অন্তর সালাত, জাকাত ও সৎকর্মের প্রতি অনুগত এবং তোমার মধ্যে মহান আল্লাহর তাকওয়া বিদ্যমান, তখন নিশ্চিত হও এবং সুসংবাদ নাও যে তুমি সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: {সুতরাং যে দান করে ও তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যা উত্তম তা সত্য বলে বিশ্বাস করে, আমি তার জন্য সহজ পথ সুগম করে দেব}। পক্ষান্তরে যদি এর বিপরীত অবস্থা দেখ—অর্থাৎ যদি দেখ যে পাপাচার করতে তোমার মন প্রফুল্ল হচ্ছে (আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই) এবং ইবাদত-বন্দেগি করতে তোমার মন সংকুচিত হয়ে আসছে, তবে সতর্ক হও। নিজেকে রক্ষা করো এবং মহান আল্লাহর কাছে তওবা করো যেন আল্লাহ তোমার জন্য সবকিছু সহজ করে দেন। জেনে রেখো, তুমি যদি আল্লাহর অভিমুখী হও, আল্লাহও তোমার প্রতি অভিমুখী হবেন। এমনকি তুমি যত বড় গুনাহই করো না কেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর সীমালঙ্ঘন করেছে, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন}। এর প্রেক্ষিতে, যখন কোনো ব্যক্তি কবরস্থানে যায় এবং মানুষ তার চারপাশে উপবেশন করে, তখন এই হাদিস বা এর সদৃশ বিষয়ের মাধ্যমে তাদের নসিহত করা উত্তম। অথবা আবদুর রহমান ইবনে মুররা বর্ণিত হাদিসটিও উল্লেখ করা যায়—যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জনৈক আনসারী ব্যক্তির জানাজায় উপস্থিত হলেন এবং দেখলেন যে তারা কবর খনন করছে কিন্তু তা তখনো সম্পন্ন হয়নি, তখন তিনি সেখানে বসলেন।

وجلسوا حوله كأن على رؤوسهم الطير احتراماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالاً لهذا المجلس وهيبة فجعل يحدثهم أن الإنسان إذا جاءه الموت نزلت إليه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب وجعل يحدثهم بحديث طويل يعظهم به هذه هي البوعظة عند القبر أما أن يقوم القائم عند القبر يتكلم كأنه يخطب فهذا لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقف بين الناس يتكلم كأنه يخطب هذا ليس من السنة، السنة أن تفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقط إذا كان الناس جلوساً ولم يدفن البيت فاجلس في انتظار دفنه وتحدث حديث المجالس حديثاً عادياً بعض الناس أخذ من هذه الترجمة ترجمة النووي رحمه الله وقد ترجم بمثلها قبله البخاري في صحيحة باب البوعظة عند القبر أخذ من هذا أن يكون خطيباً في الناس يخطب الناس برفع صوت وياً عباد الله وما أشبه ذلك من الكلمات التي تقال في الخطب وهذا فهم خاطئ غير صحيح

তারা তাঁর চারপাশে এমন শান্ত ও স্থিরভাবে বসলেন যেন তাদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে; এটি ছিল আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং এই মজলিসের মর্যাদা ও গান্ধীর কারণে। অতঃপর তিনি তাদের নিকট বর্ণনা করতে শুরু করলেন যে, মানুষের যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তার কাছে রহমতের ফেরেশতাগণ অথবা আজাবের ফেরেশতাগণ অবতরণ করেন। তিনি একটি দীর্ঘ হাদিসের মাধ্যমে তাদের নসিহত করতে লাগলেন। কবরের পাশে নসিহত বা উপদেশের পদ্ধতি মূলত এটাই। কিন্তু কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কেউ খুতবা দেওয়ার চঙে কথা বলবে—এটি আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদর্শের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে খুতবার মতো করে বক্তব্য প্রদান করা সুন্নাহর পরিপন্থী। সুন্নাহ হলো কেবল তা-ই করা যা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) করেছিলেন। অর্থাৎ, লোকেরা যদি বসা অবস্থায় থাকে এবং মৃত ব্যক্তিকে তখনো দাফন করা না হয়ে থাকে, তবে দাফনের প্রতীক্ষায় আপনিও বসুন এবং মজলিসের সাধারণ আলাপচারিতার মতো স্বাভাবিক ভাষায় আলোচনা করুন। কিছু মানুষ ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর অধ্যায় বিন্যাস থেকে এটি গ্রহণ করেছেন, যার অনুরূপ অধ্যায়

ইতিপূর্বে ইমাম বুখারিও তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থে ‘কবরের নিকট নসিহত’ শিরোনামে রচনা করেছেন। তারা এখান থেকে ধারণা করে নিয়েছেন যে, কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মানুষের সামনে উচ্চস্বরে খতিবের মতো ভাষণ দিতে হবে এবং ‘হে আল্লাহর বান্দাগণ’ কিংবা খুতবায় ব্যবহৃত হয় এমন শব্দমালা উচ্চারণ করতে হবে—অথচ এটি একটি ভুল ধারণা ও সঠিক নয়।

(ص: 560) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الموعظة عند القبر تقيدها بما جاء في السنة فقط لئلا تتخذ المقابر منابر فالبواعظ هادئة يكون الإنسان فيها جالساً ويبعدو عليه أثر الحزن والتفكير وما أشبه ذلك لا أثر الشجاعة وكأنه ينذر الجيش يقول صبحكم ومساكم لكن فضل الله يؤتیه من يشاء فبعض الناس يفهم شيئاً من النصوص فهما غير مراد بها والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

কবরের পার্শ্বে নসিহত প্রদান কেবল সুন্নাহর নির্দেশনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা আবশ্যিক, যাতে কবরস্থানসমূহকে মিস্বর হিসেবে গ্রহণ করা না হয়। ফলে সেখানকার উপদেশসমূহ হতে হবে অত্যন্ত শান্ত ও ধীরস্থির; যেখানে উপদেশদাতা উপবিষ্ট থাকবেন এবং তার অবয়বে দুঃখ ও গভীর চিন্তাশীলতার ছাপ পরিলক্ষিত হবে। সেখানে কোনো সেনাদলকে সতর্ক করার ন্যায় তেজস্বিতা বা বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গি প্রকাশ পাবে না—যে ভঙ্গিতে বলা হয় যে, শত্রু তোমাদের সকাল-সন্ধ্যায় আক্রমণ করতে আসছে। বস্তুত আল্লাহর অনুগ্রহ তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। তবে কিছু মানুষ কতিপয় মূলপাঠ থেকে এমন অর্থ গ্রহণ করে যা প্রকৃতার্থে কাম্য নয়। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথের দিশা প্রদান করেন।

(ص: 561) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة
946 - عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه
 قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا
 لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل رواه أبو داود
947 - وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قل إذا دفنتوني فأقيموها حول قبري قدر
 ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي رواه
 مسلم وقد سبق بطوله

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب الوقوف بعد دفن الميت والدعاء
 له

মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর তার জন্য দোয়া করা এবং তার কবরের পাশে কিছুক্ষণ অবস্থান
 করে তার জন্য দোয়া, ক্ষমা প্রার্থনা ও তিলাওয়াত করার পরিচ্ছেদ

৯৪৬ - আবু আমর—মতান্তরে আবু আবদুল্লাহ অথবা আবু লায়লা—উসমান ইবনে আফফান
 (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মৃত
 ব্যক্তির দাফন সম্পন্ন করতেন, তখন কবরের পাশে দাঁড়াতেন এবং বলতেন: "তোমরা
 তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তার জন্য দৃঢ়তার (সাওয়াল-জওয়াবের সময়
 অবিচল থাকার) দোয়া করো, কারণ তাকে এখনই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।" (আবু দাউদ)

৯৪৭ - আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "যখন তোমরা
 আমাকে দাফন করবে, তখন একটি উট যবেহ করে তার গোশত বণ্টন করতে যতটুকু সময়
 লাগে, ততক্ষণ আমার কবরের পাশে অবস্থান করো; যেন আমি তোমাদের সান্নিধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য
 বোধ করি এবং আমার প্রতিপালকের দূতদের (ফেরেশতাদের) কী উত্তর দেব তা গুছিয়ে নিতে
 পারি।" (মুসলিম; এটি পূর্বে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে)

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) তার 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে বলেছেন: মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর কবরের পাশে অবস্থান করা এবং তার জন্য দোয়া করার পরিচ্ছেদ।

(ص: 562) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

والاستغفار له وذلك أن الميت إذا دفن فإنه يأتيه ملكان يسألان عن ربه ودينه ونبيه فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه يعني عنده وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل فيسن للإنسان إذا فرغ الناس من دفن الميت أن يقف عنده ويقول اللهم اغفر له ثلاث مرات اللهم ثبته ثلاثاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان غالب أحياناً إذا دعا دعاً ثلاثاً ثم ينصرف ولا يجلس بعد ذلك لا للذكر ولا للقراءة ولا للاستغفار هكذا جاءت به السنة أما ما ذكره رحمه الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أمر أهله أن يقيموا عنده إذا دفنوه قدر ما تنحر جزور قال لعلي أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به ربي يعني الملائكة فهذا اجتهد منه رضي الله عنه لكنه اجتهد لا نوافقه عليه لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي غيره ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقف أو يجلس عند القبر بعد الدفن قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمها ولم يأمر أصحابه بذلك غاية ما هنالك أنه أمرهم أن يقفوا على القبر ويستغفروا لصاحبه ويسألوا له التثبيت

এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা; কারণ মৃত ব্যক্তিকে যখন দাফন করা হয়, তখন তার নিকট দুইজন ফেরেশতা আসেন যারা তাকে তার প্রতিপালক, তার দ্বীন এবং তার নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মৃত ব্যক্তির দাফন সম্পন্ন

করতেন, তখন তিনি কবরের পাশে দাঁড়াতেন এবং বলতেন: "তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তার দৃঢ়তার (সওয়াল-জওয়াবে অটল থাকার) জন্য দুআ করো, কেননা তাকে এখনই জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে।" সুতরাং মানুষের জন্য সুন্নাত হলো যখন দাফন কার্য সম্পন্ন হবে, তখন কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তিনবার বলা— "হে আল্লাহ, তাকে ক্ষমা করে দিন" এবং তিনবার বলা— "হে আল্লাহ, তাকে অটল রাখুন"। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অধিকাংশ ক্ষেত্রে যখন দুআ করতেন, তখন তা তিনবার করতেন। এরপর তিনি ফিরে যেতেন; যিকর, তিলাওয়াত কিংবা দীর্ঘক্ষণ ইসতিগফারের জন্য সেখানে বসে থাকতেন না। সুন্নাহ এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। আর লেখক (রহিমাহুল্লাহ) আমার ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর পরিবারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তাঁকে দাফন করার পর একটি উট জবাই করে তার গোশত বণ্টন করার সমপরিমাণ সময় তারা তাঁর পাশে অবস্থান করে। তিনি বলেছিলেন, "যাতে আমি তোমাদের উপস্থিতিতে স্বস্তি বোধ করি এবং আমার রবের প্রেরিত দূতগণকে (ফেরেশতাদের) কী উত্তর দেব তা ভেবে দেখতে পারি।" এটি ছিল তাঁর একটি ব্যক্তিগত ইজতিহাদ (গবেষণা প্রসূত অভিমত)। তবে এটি এমন একটি ইজতিহাদ যার সাথে আমরা একমত নই; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হিদায়াত বা আদর্শ অন্য যে কারও আদর্শের তুলনায় অধিকতর নিখুঁত ও পরিপূর্ণ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাফনের পর উট জবাই ও তার গোশত বণ্টন করার সমপরিমাণ সময় কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকতেন না এবং তিনি তাঁর সাহাবীদেরও এমন নির্দেশ দেননি। বড়জোর তিনি তাঁদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে এবং অটল থাকার দুআ করতে নির্দেশ দিতেন।

(ص: 563) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

فقط هذا هو السنة ثم ينصرف الناس وأما القراءة عند القبر فالأصح أنها مكروهة وأنه يكره للإنسان أن يذهب إلى القبر ثم يقف أو يجلس عنده ويقرأ لأن هذا من

البدع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وأقل أحوالها أن تكون
مكروهة والله الموفق

কেবল এটিই সুন্নাহ, অতঃপর মানুষ প্রস্থান করবে। আর কবরের নিকট কিরাআত পাঠের
বিষয়ে অধিকতর বিশুদ্ধ মত হলো এটি মাকরুহ। মানুষের জন্য কবরের নিকট যাওয়া এবং
সেখানে দাঁড়িয়ে বা বসে কিরাআত পাঠ করা অপছন্দনীয়; কারণ এটি বিদআতের অন্তর্ভুক্ত।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।" আর এর ন্যূনতম
অবস্থা হলো এটি মাকরুহ হওয়া। আল্লাহই তাওফীকদাতা।

(ص: 564) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب الصدقة عن البيت والدعاء له

قال الله تعالى {والذي جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين
سبقونا بالإيمان}

948 - وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أُمِّي
افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت فهل لها من أجر إن تصدقت عنها قال نعم
متفق عليه

949 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو
له رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف في رياض الصالحين باب الصدقة عن البيت والدعاء له ثم ساق قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দান-সদকা করা এবং তার জন্য দোয়া করার অধ্যায়

আল্লাহ তাআলা বলেন: {এবং যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে: হে আমাদের রব!

আমাদের এবং আমাদের সেই ভাইদের ক্ষমা করুন যারা ঈমানের সাথে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছেন}

৯৪৮ - আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন: আমার মা হঠাৎ ইন্তেকাল করেছেন; আমার মনে হয় তিনি যদি কথা বলতে পারতেন তবে দান-সদকা করতেন। আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে সদকা করি, তবে কি তিনি এর প্রতিদান পাবেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ। (বুখারি ও মুসলিম কর্তৃক ঐক্যমত পোষণকৃত)

৯৪৯ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি মাধ্যম ব্যতীত: চলমান সদকা (সদকায়ে জারিয়া), অথবা এমন জ্ঞান যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, অথবা নেককার সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

[ব্যাখ্যা]

রিয়াদুস সালিহীন-এর লেখক বলেছেন, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সদকা করা এবং তার জন্য দোয়া করার অধ্যায়। অতঃপর তিনি আল্লাহ তাআলার এই বাণী উল্লেখ করেছেন: "এবং যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে: হে আমাদের রব! আমাদের এবং আমাদের সেই ভাইদের ক্ষমা করুন যারা ঈমানের সাথে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছেন। আর যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই আপনি অতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু।"

{والذين جاءوا من بعدهم} أي من بعد الصنفين السابقين وهم المهاجرون والأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم لأن هذه الأمة ثلاثة أقسام: مهاجرون أنصار ومن جاءوا من بعدهم وقد جمع الله ذلك في آيتين في القرآن منها قوله تعالى {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه} وكذلك في سورة الحشر {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان} فإذا رأيت الرجل يترحم على الصحابة ويستغفر لهم ويحبهم فاعلم أنه منهم أي يحشر معهم وإذا رأيت الرجل يسب الصحابة ولا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم فإنهم بريئون منه وهو بريء منهم وليس له حظ في هذه الأمة لأن الصحابة هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا شريعة الله عن رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم

{এবং যারা তাদের পরে এসেছে} অর্থাৎ পূর্ববর্তী দুই শ্রেণির পরে, যারা হলেন মুহাজির ও আনসার; যারা তাদের পূর্বে (মদিনার) আবাসস্থল ও ঈমানকে নিজেদের ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছিলেন। কারণ এই উম্মাহ তিন ভাগে বিভক্ত: মুহাজির, আনসার এবং যারা তাদের পরে আগমন করেছেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনের দুটি আয়াতে বিষয়টি একত্রিত করেছেন, যার একটি হলো আল্লাহর বাণী: {আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে।} একইভাবে সূরা আল-হাশরে বর্ণিত হয়েছে: {এই সম্পদ সেই অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য, যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি থেকে বহিস্কৃত হয়েছে; তারা

আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। তারাই তো সত্যবাদী। আর যারা মুহাজিরদের আসার আগে এই নগরীতে বসবাস করেছিল এবং ঈমান গ্রহণ করেছিল, তারা হিজরত করে আসা মুহাজিরদের ভালোবাসে এবং তাদের যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য নিজেদের অন্তরে কোনো সংকীর্ণতা অনুভব করে না, বরং তারা নিজেদের ওপর অন্যদের অগ্রাধিকার দেয়, নিজেরা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও। আর যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম। আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে: হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের এবং আমাদের সেই ভাইদের ক্ষমা করুন যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে।} সুতরাং আপনি যখন দেখবেন কোনো ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরামের প্রতি রহমতের দোয়া করছে, তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছে এবং তাঁদের ভালোবাসছে, তবে জেনে রাখুন যে সে তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত; অর্থাৎ তাঁদের সাথেই হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। আর যখন দেখবেন কোনো ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরামকে গালি দিচ্ছে, তাঁদের প্রতি রহমতের দোয়া বা ক্ষমা প্রার্থনা করছে না, তবে নিশ্চয়ই তাঁরা তাঁর থেকে মুক্ত এবং সেও তাঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন। এই উম্মাহর মাঝে তার কোনো অংশ নেই; কারণ সাহাবায়ে কেরাম হলেন আমাদের এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যবর্তী যোগসূত্র, যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে আল্লাহর শরীয়ত পৌঁছে দিয়েছেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম...

(ص: 566) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

هو الوساطة التي بيننا وبين ربنا الذي بلغنا كلام ربنا فإذا طعن أحد في الوساطة التي بيننا وبين رسول الله فهو طعن في الشريعة كلها وخاصة الطعن في أبي بكر وعمر لأنهما أفضل اتباع الرسل على الإطلاق ليس في أتباع موسى ولا إبراهيم ولا عيسى ولا محمد أفضل من أبي بكر وعمر فمن طعن فيهما فإنه ليس في قلبه شيء من الإيمان والعياذ بالله وكذلك من سب الصحابة وقدر فيهم فإنه قدح في دين الله عز

وجل ولهذا قال {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان} ثم استدل بحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قال يا رسول الله إن أُمِّي افتلّت نفسها يعني ماتت ولو تكلمت لتصدقن أفأتصدق عنها قال نعم فدل ذلك على جواز الصدقة على الميت فتنوي إذا أردت أن تتصدق أن هذه عن أمك عن أبيك عن أخيك عن أختك عن أي إنسان مسلم ميت فإن ذلك ينفعه. وأما الدعاء للميت ففي حديث أبي هريرة إذا مات الإنسان

তিনিই হলেন আমাদের এবং আমাদের রবের মধ্যকার সেই মাধ্যম, যিনি আমাদের নিকট আমাদের রবের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। অতএব, যদি কেউ আমাদের এবং আল্লাহর রাসূলের মধ্যবর্তী মাধ্যমের (সাহাবীগণ) নিন্দা করে, তবে তা মূলত সমগ্র শরীয়তেরই নিন্দা করা। বিশেষ করে আবু বকর ও উমরের সমালোচনা করা, কারণ তাঁরা নিঃসন্দেহে সকল রাসূলের অনুসারীদের মধ্যে সর্বোত্তম। মূসা, ইবরাহীম, ঈসা কিংবা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসারীদের মধ্যে আবু বকর ও উমরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁদের নিন্দা করবে, তার হৃদয়ে ঈমানের লেশমাত্র নেই, আল্লাহর কাছে আমরা এ থেকে আশ্রয় চাই। অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কিরামকে গালি দেয় এবং তাঁদের দোষারোপ করে, সে মূলত মহান আল্লাহর দ্বীনকেই দোষারোপ করল। এ কারণেই তিনি বলেছেন: {এবং যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে: হে আমাদের রব! আমাদের এবং আমাদের সেই সকল ভাইদের ক্ষমা করুন যারা ঈমানের সাথে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছেন}। এরপর তিনি আয়েশা (রাঃ) আল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন যে, এক ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেছেন; আমার মনে হয় তিনি যদি কথা বলতে পারতেন তবে দান-সদকা করতেন। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে সদকা করতে পারি? তিনি বললেন: হ্যাঁ। এটি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সদকা করার বৈধতা প্রমাণ করে। সুতরাং আপনি যখন সদকা করতে চাইবেন, তখন আপনার মা, বাবা, ভাই, বোন বা যেকোনো মুসলিম মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে নিয়ত করবেন; কেননা তা তাদের উপকারে আসে। আর মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়ার বিষয়টি আবু হুরায়রা (রাঃ) আল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে...

انقطع عمله لأن دار العمل هي دار الدنيا فإذا مات انتهى فليس هناك عمل بعد الموت إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية يعني هو نفسه يضع وقفًا عقارًا أي شيء للفقراء أو علم ينتفع به يعني من بعده أو ولد صالح يدعو له لأن غير الصالح لا يدعو لوالديه ولا يبرهما لكن الصالح هو الذي يدعو لوالديه بعد موتهما ولهذا يتأكد علينا أن نحرس غاية الحرص على صلاح أولادنا لأن صلاحهم صلاح لهم وخير لا حيث يدعون لنا بعد الموت وأفضل هذه الثلاثة العلم الذي ينتفع به واضرب لكم مثلاً بل أمثلاً كثيرة أبو هريرة رضي الله عنه من أفقه الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يسقط أحياناً على الأرض من شدة الجوع ومع ذلك أكثر المسلمين الآن لا يقرءون إلا رواياته فهو الذي نقل لنا هذه الأحاديث وهي صدقة جارية إذا ما قورنت بأي صدقات أخرى في عهده.

الإمام أحمد شيخ الإسلام ابن تيمية يدرسنا وهو في قبره لأن كتبه بين أيدينا أكبر خليفة أكبر تاجر في عهد ابن تيمية رحمه الله هل وصل خيرهم إلينا اليوم أبداً إذا العلم أنفع

তার আমল বা কর্ম বন্ধ হয়ে যায়, কারণ কর্মের আলয় হলো এই ইহকাল। যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তখন তা সমাপ্ত হয়ে যায়; মৃত্যুর পর আর কোনো আমল করার সুযোগ নেই। মানুষ যখন মারা যায়, তখন তিনটি মাধ্যম ব্যতীত তার আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়: সদকায়ে জারিয়া—অর্থাৎ সে নিজে দরিদ্রদের জন্য কোনো ওয়াকফ, স্থাবর সম্পত্তি বা অন্য কোনো স্থায়ী দান রেখে যায়; অথবা এমন জ্ঞান যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়—অর্থাৎ তার মৃত্যুর পর যা অবশিষ্ট থাকে; অথবা এমন নেককার সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে। কেননা পাপাচারী সন্তান তার পিতামাতার জন্য দোয়া করে না এবং তাদের প্রতি সদ্যবহারও করে না, বরং নেককার সন্তানই পিতামাতার মৃত্যুর পর তাদের জন্য প্রার্থনা করে। এই কারণেই আমাদের ওপর এটি সুনিশ্চিতভাবে আবশ্যিক যে, আমরা যেন আমাদের সন্তানদের সৎ ও নেককার হিসেবে গড়ে

তুলতে সর্বোচ্চ সচেষ্টিত হই; কারণ তাদের সদাচার যেমন তাদের নিজেদের জন্য কল্যাণকর, তেমনি আমাদের জন্যও এমন এক পরম সৌভাগ্য যার মাধ্যমে তারা আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের জন্য দোয়া করবে। আর এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হলো সেই জ্ঞান যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। আমি আপনাদের নিকট একটি নয়, বরং বহু উদাহরণ দিচ্ছি। আবু হুরায়রা (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হন), যিনি আল্লাহর রাসূল (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক)-এর পর অন্যতম বিজ্ঞ ফকিহ সাহাবী ছিলেন, ক্ষুধার তীব্রতায় তিনি কখনো কখনো মাটিতে লুটিয়ে পড়তেন। তা সত্ত্বেও বর্তমান যুগের অধিকাংশ মুসলিম তাঁর বর্ণিত হাদিসসমূহ ব্যতিরেকে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। তিনিই আমাদের কাছে এই হাদিসগুলো পৌঁছে দিয়েছেন এবং তাঁর সমসাময়িক অন্য যেকোনো সদকার তুলনায় তাঁর এই অবদান এক অতুলনীয় সদকায়ে জারিয়া।

ইমাম আহমাদ কিংবা শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ কবরে থেকেও আমাদের শিক্ষা দান করছেন, কারণ তাঁদের লিখিত কিতাবসমূহ আজ আমাদের হাতে রয়েছে। ইবনে তাইমিয়াহ (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন)-এর সমসাময়িক কোনো বড় খলিফা বা বড় কোনো ব্যবসায়ীর কল্যাণ কি আজ আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে? কক্ষনো নয়। অতএব, জ্ঞানই হলো অধিকতর ফলপ্রসূ ও কল্যাণকর।

(ص: 568) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الثلاثة فالصدقة الجارية قد تتعثر والولد الصالح قد يمتلئ لكن العلم النافع الذي ينتفع به المسلمون باق إلى ما شاء الله فأحرص أخي على العلم فهو لا يعدله شيء كما قال الإمام أحمد لمن صحت نيته فأحرص على العلم الشرعي وعلى مساعداته كالنحو وما أشبه ذلك حتى ينفعك الله وينفع بك والله الموفق

এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে সদকায়ে জারিয়া কখনো বাধাগ্রস্ত হতে পারে এবং নেক সন্তান হয়তো মৃত্যুবরণ করতে পারে, কিন্তু উপকারী ইলম—যা দ্বারা মুসলিম উম্মাহ উপকৃত হয়—তা

আল্লাহ তায়ালা যতদিন চান ততদিন অবশিষ্ট থাকে। অতএব হে প্রিয় ভ্রাতা, আপনি ইলম অর্জনে পরম যত্নবান হোন; কেননা যার নিয়ত সঠিক, তার জন্য ইলমের সমতুল্য আর কিছুই নেই—যেমনটি ইমাম আহমাদ (রহ.) বলেছেন। সুতরাং আপনি শরয়ি ইলম এবং এর সহায়ক শাস্ত্রসমূহ, যেমন নাহ্ (ব্যাকরণ) ও তৎসদৃশ বিষয়াবলি অর্জনে সচেষ্টি হোন, যাতে আল্লাহ আপনাকে উপকৃত করেন এবং আপনার দ্বারা অন্যদেরও উপকৃত করেন। আর আল্লাহই একমাত্র তাওফিকদাতা।

(ম: 569) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب ثناء الناس على البيت

950 - عن أنس رضي الله عنه قال مروا بجنزة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض متفق عليه

951 - وعن أبي الأسود قال قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة فأثنى على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بأخرى فأثنى على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بالثالثة فأثنى على صاحبها شرا فقال عمر وجبت قال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة فقلنا وثلاثة قال وثلاثة فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد رواه البخاري

মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

৯৫০ - আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা সাহাবীগণ একটি জানাযা নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তারা মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "ওয়াজিব হয়ে গেল।" অতঃপর তারা অন্য একটি জানাযা নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তার সম্পর্কে মন্দ আলোচনা করলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "ওয়াজিব হয়ে গেল।" তখন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "কী ওয়াজিব হয়ে গেল?" তিনি বললেন: "এই ব্যক্তির আপনারা প্রশংসা করেছেন, তাই তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর ঐ ব্যক্তির আপনারা নিন্দা করেছেন, তাই তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। তোমরাই জমিনের বুকে আল্লাহর সাক্ষী।" (বুখারী ও মুসলিম)

৯৫১ - আবুল আসওয়াদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদিনায় আসলাম এবং উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট বসলাম। এমতাবস্থায় একটি জানাযা তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করল এবং লোকেরা মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করল। তখন উমর বললেন, "ওয়াজিব হয়ে গেল।" তারপর অন্য একটি জানাযা অতিক্রম করল এবং লোকেরা তারও প্রশংসা করল। উমর বললেন, "ওয়াজিব হয়ে গেল।" এরপর তৃতীয় আরেকটি জানাযা অতিক্রম করল এবং লোকেরা তার সম্পর্কে মন্দ আলোচনা করল। উমর বললেন, "ওয়াজিব হয়ে গেল।" আবুল আসওয়াদ বলেন, আমি বললাম, "হে আমীরুল মুমিনীন! কী ওয়াজিব হয়ে গেল?" তিনি বললেন, "আমি ঠিক তা-ই বলেছি যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন: 'যে কোনো মুসলিমের জন্য যদি চারজন ব্যক্তি কল্যাণের সাক্ষ্য দেয়, তবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।'।" আমরা বললাম, "যদি তিনজন হয়?" তিনি বললেন, "তিনজন হলেও।" আমরা বললাম, "যদি দুইজন হয়?" তিনি বললেন, "দুইজন হলেও।" এরপর আমরা তাকে একজন সম্পর্কে আর জিজ্ঞাসা করিনি। (বুখারী)

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب ثناء الناس على الميت ثناء الناس على الميت يعني ذكره بخير أو بشر فالميت إذا مات فإما أن يثني الناس عليه خيرا وإما شرا حسب ما يعلمون من حاله.

ثم ذكر المؤلف حديث أنس رضي الله عنه وحديث أبي الأسود مع عمر بن الخطاب ففي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجنائزة في مجلسه فأثنوا على صاحبها خيرا فقال وجبت ثم مروا بجنائزة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فقال عمر بن الخطاب ما وجبت يا رسول الله قال أثنيتم على الأول خيرا فوجبت له الجنة وأثنيتم على الثاني شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض والثاني كأنه والله أعلم من المنافقين والمنافقون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم موجودون في المدينة بكثرة يظهرهم الإسلام ويبطنون الكفر والعياذ بالله والمنافقون في الدرك الأسفل من النار إلا من تاب، وفي هذا دليل على أن المسلمين إذا أثنوا على الميت خيرا دل ذلك على أنه من أهل الجنة فوجبت له الجنة وإذا أثنوا عليه شرا دل ذلك على أنه من أهل النار فوجبت له النار ولا فرق في هذا

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর ‘রিয়াদুস সালাহীন’ গ্রন্থে ‘মৃত ব্যক্তির প্রতি মানুষের প্রশংসার অধ্যায়’ শিরোনামে বলেছেন, মৃত ব্যক্তির প্রতি মানুষের প্রশংসা বলতে তাকে ভালো বা মন্দের সাথে স্মরণ করাকে বুঝানো হয়েছে। কোনো ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন মানুষ তার অবস্থা সম্পর্কে যা জানে সেই অনুযায়ী হয় তার প্রশংসা করে, না হয় তার নিন্দা করে।

অতঃপর গ্রন্থকার আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিস এবং উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে আবুল আসওয়াদ-এর বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিসে এসেছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মজলিসের কাছ দিয়ে একটি জানাজা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন উপস্থিত সাহাবীগণ মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করলেন। তিনি বললেন, “ওয়াজিব হয়ে গেল।” অতঃপর তারা অন্য একটি জানাজা নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তারা সেটির নিন্দা করলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

“ওয়াজিব হয়ে গেল।” উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! কী ওয়াজিব হয়ে গেল?” তিনি বললেন, “তোমরা প্রথম ব্যক্তির প্রশংসা করেছ, তাই তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে; আর দ্বিতীয় ব্যক্তির নিন্দা করেছ, তাই তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। তোমরা জমিনে আল্লাহর সাক্ষী।” আর দ্বিতীয় ব্যক্তিটি—আল্লাহই ভালো জানেন—সম্ভবত মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে মদিনায় মুনাফিকদের ব্যাপক উপস্থিতি ছিল; তারা ইসলাম প্রকাশ করত কিন্তু অন্তরে কুফরি গোপন রাখত—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। আর মুনাফিকরা তো জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে, তবে যারা তওবা করেছে তারা ব্যতীত। এর মধ্যে এই দলিল রয়েছে যে, মুসলিমরা যখন মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করে, তখন তা এই বিষয়ের প্রমাণ দেয় যে সে জান্নাতি, ফলে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়। আর যখন তারা তার নিন্দা করে, তখন তা প্রমাণ করে যে সে জাহান্নামি, ফলে তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়। এ বিষয়ে কোনো পার্থক্য নেই।

(ص: 571) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

بين أن تكون الشهادة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده لأن حديث أبي الأسود مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد تنازل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ذكر من شهد له اثنان بخير كان من أهل الجنة ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد لأحد بجنة أو نارٍ إلا من يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم فنشهد لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ونشهد بالنار لمن شهد له بالنار فمثال من شهد له بالجنة الخلفاء الأربعة (أبو بكر وعمر وعثمان وعلي) وكذلك بقية العشرة المبشرين بالجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف

في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة والزبير بن العوام في الجنة هؤلاء عشرة جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعاً من أهل الجنة وعكاشة بن المحسن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل من هذه الأمة سبعون ألفاً بلا حساب أو عذاب قال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সাক্ষ্য প্রদান করা হোক কিংবা তাঁর ইন্তেকালের পরে—উভয়ই সমান। কারণ উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে আবুল আসওয়াদের হাদিসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরবর্তী সময়ের ঘটনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন যে, যার স্বপক্ষে দুইজন ব্যক্তি কল্যাণের সাক্ষ্য দেবে, সে জান্নাতবাসী হবে। আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আকিদা হলো, আমরা নির্দিষ্টভাবে কারো জন্য জান্নাত বা জাহান্নামের সাক্ষ্য দেই না, কেবল তাদের ছাড়া যাদের স্বপক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য দিয়েছেন, আমরা তার জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য দেই; আর যার জন্য তিনি জাহান্নামের সাক্ষ্য দিয়েছেন, আমরা তার জন্য জাহান্নামের সাক্ষ্য প্রদান করি। যেমন যাদের জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে তাঁরা হলেন চার খলিফা (আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী) এবং জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর অবশিষ্টগণ। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: আবু বকর জান্নাতি, উমর জান্নাতি, উসমান জান্নাতি, আলী জান্নাতি, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস জান্নাতি, সাঈদ বিন যায়েদ জান্নাতি, আব্দুর রহমান বিন আউফ জান্নাতি, আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ জান্নাতি এবং জুবায়ের ইবনুল আওয়াম জান্নাতি। এই দশজনকেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একত্রে জান্নাতবাসী হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এছাড়াও উকাশাহ বিন মিহসান—যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিলেন যে, এই উম্মতের সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসেবে বা আজাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তিনি নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

منهم قال أنت منهم فقال آخر يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة.

ثابت بن القيس رضي الله عنه كان جهوري الصوت ولما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون خاف رضي الله عنه وبقي في بيته محبوسا يبكي يخشى أن يكون حبط عمله لأنه جهوري الصوت ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فأخبره الخبر فقال بل تعيش حيدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة فكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأجنة نشهد له ومن شهد له بالنار فإننا نشهد له بالنار وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة بالنار وكذلك في القرآن قال الله تعالى في أبي لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم {سيعلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد} وأخبر صلى الله عليه وسلم أن عمه أبا طالب في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما

তিনি বললেন, "তুমি তাদেরই একজন।" অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন তিনি আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।"

তিনি বললেন, "উক্বাশা এ ক্ষেত্রে তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে।"

ছাবিত ইবনুল কায়স (রাদিয়াল্লাহু আনহু) স্বভাবগতভাবেই উচ্চকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। যখন মহান আল্লাহর এই বাণী অবতীর্ণ হলো— "হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বলো, তাঁর সঙ্গে সেভাবে উচ্চস্বরে কথা বলো না; পাছে তোমাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল হয়ে যায় অথচ তোমরা টেরও পাবে না"— তখন তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অত্যন্ত ভীত হলেন এবং নিজ গৃহে অবরুদ্ধ হয়ে কাঁদতে থাকলেন। তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, উচ্চকণ্ঠ হওয়ার কারণে সম্ভবত তাঁর আমলসমূহ নষ্ট হয়ে গেছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে দীর্ঘক্ষণ না দেখে তাঁর খোঁজে লোক পাঠালেন এবং বিষয়টি অবগত হলেন। তখন তিনি বললেন, "বরং তুমি

প্রশংসিত অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করবে, শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে।" সুতরাং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাঁদের জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন, আমরাও তাঁদের জান্নাতী বলে সাক্ষ্য প্রদান করি। আর যাঁদের ব্যাপারে তিনি জাহান্নামের সাক্ষ্য দিয়েছেন, আমরাও তাঁদের জাহান্নামী বলে সাক্ষ্য দেই। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দিষ্ট একদল লোকের জাহান্নামী হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং পবিত্র কুরআনেও তা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচা আবু লাহাব সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন: "অচিরেই সে দহন হবে লেলিহান অগ্নিতে; এবং তার স্ত্রীও—যে ইক্ষন বহনকারিণী, তার গলদেশে হবে পাকানো রশি।" এবং তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর চাচা আবু তালিব জাহান্নামের এক অগভীর স্তরে থাকবে এবং তার পায়ে আগুনের দুটি জুতা থাকবে যার উত্তাপে তার মগজ ফুটতে থাকবে।

(ص: 573) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

دماغه والعياذ بالله وجاءه رجل فقال يا رسول الله أين أبي فقال أبوك في النار وأخبر أنا عمرو بن لحي الخزاعي يجر قسطه في النار قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك من أجمعت الأمة على الثناء عليه فإننا نشهد له بالجنة فمثلا الإمام أحمد رحمه الله الشافعي أبو حنيفة مالك سفيان الثوري سفيان بن عيينة وغيرهم من الأئمة أجمعت الأمة على الثناء عليهم فنشهد لهم بأنهم من أهل الجنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجمع الناس بالثناء عليه إلا من شذ ومن شذ شذ في النار يشهد له بالجنة على هذا الرأي ويؤيد هذا الرأي حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من شهد له أربعة وثلاثة واثنان ثم لم يسأله عن الواحد.

نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل المحرمين على النار

...তার মস্তিষ্ক—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। জনৈক ব্যক্তি এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমার পিতা কোথায়? তিনি বললেন: তোমার পিতা জাহান্নামে। তিনি আরও সংবাদ দিয়েছেন যে, আমার ইবনে লুহাই আল-খুজায়ি জাহান্নামে তার নাড়িভুঁড়ি টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাল্লাহ) বলেছেন: অনুরূপভাবে, উম্মাহ যাদের প্রশংসার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছে, আমরা তাদের জান্নাতি হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করি। যেমন ইমাম আহমাদ (রহিমাল্লাহ), শাফেয়ি, আবু হানিফা, মালিক, সুফিয়ান আস-সাওরি, সুফিয়ান বিন উয়াইনা এবং অন্যান্য ইমামগণ—যাদের প্রশংসার বিষয়ে উম্মাহ একমত হয়েছে; ফলে আমরা সাক্ষ্য দিই যে তাঁরা জান্নাতি। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাল্লাহ)-এর প্রশংসার বিষয়েও মানুষ একমত হয়েছে, কেবল তারা ব্যতীত যারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে; আর যারা বিচ্ছিন্ন হয়, তারা জাহান্নামের পথেই বিচ্ছিন্ন হয়। এই মতানুসারে তাঁর জন্যও জান্নাতের সাক্ষ্য দেওয়া হয়। এই অভিমতটিকে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত বুখারির সেই হাদিসটি সমর্থন করে যেখানে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যার সম্পর্কে চারজন, তিনজন বা দুইজন (কল্যাণের) সাক্ষ্য দেবে... অতঃপর তারা তাঁকে একজনের ব্যাপারে আর জিজ্ঞেস করেননি।

আমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের সকলকে জাহান্নামের জন্য নিষিদ্ধ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

(ص: 574) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب فضل من مات له أولاد صغار

952 - عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم متفق عليه

93 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم متفق عليه.

وتحلة القسم قول الله تعالى {وإن منكم إلا واردة} والورود هو العبور على الصراط وهو جسر منصوب على ظهر جهنم عافانا الله منها

954 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فأجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما عليك الله قال اجتمعن

যার ছোট সন্তান মারা গিয়েছে তার মর্যাদার অধ্যায়

৯৫২ - আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "কোনো মুসলিমের যদি তিনটি সন্তান মারা যায় যারা বালেগ (পাপ-পুণ্যের হিসাবযোগ্য বয়স) হয়নি, তবে তাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ রহমতের কারণে আল্লাহ তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

৯৩ - আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "কোনো মুসলিমের যদি তিনটি সন্তান মারা যায়, তবে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না; কেবল শপথ পূর্ণ হওয়ার মাত্রা ছাড়া।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

আর 'শপথ পূর্ণ হওয়া' বলতে মহান আল্লাহর এই বাণীকে বোঝানো হয়েছে: {তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যাকে তা অতিক্রম করতে হবে না}। আর 'অতিক্রম করা' বলতে এখানে 'সিরাত' পার হওয়াকে বোঝানো হয়েছে, যা জাহান্নামের পিঠের ওপর স্থাপিত একটি সেতু। আল্লাহ আমাদের তা থেকে নিরাপত্তা দান করুন।

৯৫৪ - আবু সাঈদ আল-খুদরি (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক নারী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! পুরুষরা আপনার হাদীস লাভের ক্ষেত্রে আমাদের ছাড়িয়ে গেছে। অতএব আপনি আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিন, যে দিন আমরা আপনার কাছে আসব এবং আল্লাহ আপনাকে যা শিখিয়েছেন তা থেকে আপনি আমাদের শিক্ষা দেবেন।" তিনি বললেন, "তোমরা সমবেত হও।"

يوم كذا وكذا فاجتمعن فاتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما عليه الله ثم قال ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجاباً من النار فقالت امرأة واثنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين متفق عليه

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب فضل من مات له أولاد صغار يعني باب الفضل الذي يعطاه من مات له أولاد صغار يعني فاحتسب الأجر من الله عز وجل وصبر ثم ذكر حديث أنس وأبي هريرة وأبي سعيد وكلها تدل على فضل ذلك أن الإنسان إذا مات له أولاد صغار لم يبلغوا الحنث يعني لم يبلغوا فإنهم يكونون له سترًا من النار بفضل رحمته إياهم لأن هؤلاء الأولاد الصغار هم محل الرحمة فالأولاد إذا كبروا استقلوا بأنفسهم ولم يكن عند والدهم من الرحمة لهم كالرحمة التي عنده للأولاد الصغار وإذا كان له أولاد صغار وماتوا واحتسب الأجر من الله وهم ثلاثة فإنهم يكونون له سترًا من النار فلا تمسهم النار إلا تحلة القسم يريد ب تحلة القسم قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً

অমুক অমুক দিনে তারা সমবেত হলেন, অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের নিকট আগমন করলেন এবং আল্লাহ তাঁকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে তিনি তাদের শিক্ষা দান করলেন। এরপর তিনি বললেন: "তোমাদের মধ্য থেকে যে মহিলার তিনটি সন্তান মারা যাবে, তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে প্রতিবন্ধক হবে।" জনৈক মহিলা বললেন, "আর যদি দুইজন হয়?" আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "দুইজন হলেও।" (এটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে বর্ণিত)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন) তাঁর 'রিয়ায়ুস সলিহীন' কিতাবে 'নাবালক সন্তান মারা যাওয়ার ফজিলত' সংক্রান্ত অধ্যায়টি উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ সেই ফজিলত যা ওই ব্যক্তিকে প্রদান করা হবে যার ছোট সন্তান মারা গেছে এবং সে আল্লাহর কাছে সওয়াবের আশা করেছে ও ধৈর্য ধারণ করেছে। এরপর তিনি আনাস, আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছেন। এর সবগুলিই এই শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে যে, কোনো মানুষের যদি এমন ছোট সন্তান মারা যায় যারা এখনও সাবালক হয়নি (অর্থাৎ যাদের গুনাহ লেখা শুরু হয়নি), তবে তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাকারী পর্দা হবে—তাদের প্রতি তার দয়া ও মমতার বরকতে। কারণ এই ছোট সন্তানরাই হচ্ছে বিশেষ অনুকম্পার পাত্র। সন্তানরা যখন বড় হয়ে যায় তখন তারা নিজেরাই নিজেদের দায়িত্ব নিতে শেখে এবং তখন পিতার হৃদয়ে তাদের জন্য সেই পর্যায়ের মমতা থাকে না যা ছোট সন্তানদের জন্য থাকে। অতএব, যদি কারও তিনটি ছোট সন্তান মারা যায় এবং সে আল্লাহর নিকট প্রতিদানের আশা রাখে, তবে তারা তার জন্য জাহান্নাম থেকে সুরক্ষা কবচ হবে। ফলে তাদের (পিতা-মাতার) ওপর জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না, কেবল শপথ পূর্ণ করার জন্য যতটুকু আবশ্যিক ততটুকু ছাড়া। 'শপথ পূর্ণ করা' বলতে তিনি মহান আল্লাহর এই বাণীকে বুঝিয়েছেন: "তোমাদের প্রত্যেককেই তা (জাহান্নাম) অতিক্রম করতে হবে, এটি তোমার রবের এক অনিবার্য ফয়সালা।"

(ص: 576) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

مقضيًا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيًا وفي حديث أبي سعيد الخدري في اجتماع النساء حتى أتى إليهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما عليه الله وأخبرهن أنه ما من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا لم تمسه النار إلا تحلة القسم فقالت امرأة وثنين فقالوا اثنين وعلى هذا فيكون ذلك

من فضل الله أيضاً أنه إذا مات للإنسان اثنان من الولد ذكورا أو إناثاً ثم صبر واحتسب كان ذلك له حجاباً من النار والله الموفق

এটি একটি অবধারিত সিদ্ধান্ত। অতঃপর আমি মুত্তাকিদে উদ্ধার করব এবং জালিমদের সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব। আবু সাঈদ আল-খুদরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসে নারীদের সমাবেশের বিবরণে এসেছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের নিকট উপস্থিত হয়ে আল্লাহ তাঁকে যা শিখিয়েছেন তা থেকে তাঁদের শিক্ষা প্রদান করেন। তিনি তাঁদের অবহিত করেন যে, যে কোনো মহিলার তিনটি সন্তান যদি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই মারা যায়, তবে তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাকারী ঢাল হবে—কেবল শপথ পূর্ণ করার ক্ষেত্র (অর্থাৎ পুলসিরাত অতিক্রমের সময়টুকু) ব্যতীত। তখন এক নারী প্রশ্ন করলেন, "আর যদি দুইজন হয়?" তিনি বললেন, "দুইজন হলেও।" এর ভিত্তিতে এটিও আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত যে, যদি কোনো ব্যক্তির দুইজন সন্তান—তারা পুত্র হোক বা কন্যা—মারা যায় এবং সে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে ও পরকালীন প্রতিদানের আশা রাখে, তবে তা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে সুরক্ষার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। আর আল্লাহই তৌফিকদাতা।

(ص: 577) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

بَابُ الْبُكَاءِ وَالْخَوْفِ عِنْدَ الْمُرُورِ بِقُبُورِ الظَّالِمِينَ وَمَصَارِعِهِمْ وَإِظْهَارِ الْاِفْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالتَّحْذِيرِ مِنَ الْغَفْلَةِ عَنْ ذَلِكَ

955- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يعني لبأ وصلوا الحجر ديار ثمود لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا بأكين فإن لم تكونوا بأكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم متفق عليه وفي رواية قال لبأ مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن

الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ثم قنع رسول
الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب البكاء عند المرور بقبور
الظالمين والخوف من أن يصيب الإنسان ما أصابهم ثم ذكر حديث ابن عمر بمرور
النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر

অত্যাচারীদের কবর এবং তাদের ধ্বংসস্থান অতিক্রম করার সময় ক্রন্দন ও ভীতি প্রদর্শন করা,
মহান আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করা এবং এ বিষয়ে অসতর্কতা সম্পর্কে সতর্কীকরণ
অধ্যায়

৯৫৫ - ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাহাবীদের বলেছিলেন—
অর্থাৎ যখন তারা সামুদ জাতির আবাসস্থল হিজর নামক স্থানে পৌঁছালেন— "তোমরা এই
আযাবপ্রাপ্তদের নিকট প্রবেশ করো না, যদি না তোমরা ক্রন্দনরত অবস্থায় থাকো। আর যদি
তোমরা ক্রন্দনরত অবস্থায় না থাকো, তবে তাদের নিকট প্রবেশ করো না; পাছে তোমাদের
ওপরও তা আপতিত হয় যা তাদের ওপর আপতিত হয়েছিল।" (বুখারী ও মুসলিম)। অন্য
একটি বর্ণনায় আছে, যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) হিজর এলাকা অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি
বললেন, "যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল তাদের আবাসস্থলে তোমরা প্রবেশ করো না—
পাছে তোমাদের ওপরও সেই বিপদ নেমে আসে যা তাদের ওপর নেমে এসেছিল—যদি না
তোমরা ক্রন্দনরত অবস্থায় থাকো।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর মস্তক আবৃত করলেন এবং
দ্রুত পথ চলে উপত্যকাটি অতিক্রম করলেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে অত্যাচারীদের কবর অতিক্রমকালে ক্রন্দন
করা এবং মানুষের ওপর সেই আযাব আপতিত হওয়ার ভয় থাকা যা তাদের ওপর আপতিত
হয়েছিল, সে বিষয়ে অধ্যায়টি রচনা করেছেন। অতঃপর তিনি নবী করীম (সা.)-এর হিজর
এলাকা অতিক্রম করা সংক্রান্ত ইবনে উমরের হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

ديار ثمود و ثمود هم قوم صالح الذين أرسل الله إليهم صالحاً عليه الصلاة والسلام فذكرهم بالله ولكنهم كفروا به فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ثم أخذتهم الصيحة والرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وكان الله تعالى قد أعطاهم قدرة وقوة في نحت الجبال وبناء القصور في السهول وأصبحوا أمة قوية ولكن الله تعالى أخذهم برجفة وصيحة فماتوا عن آخرهم مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى تبوك فقال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء إلا أن تكونوا بأكين فإن لم تكونوا بأكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم ولهذا نقول لا يجوز لأحد أن يذهب لديار ثمود ليتفرج وينظر مساكنهم لأن ذلك وقوع في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم إلا رجلاً يريد أن يذهب للعبرة ويكون بأكياً عند مروره بتلك الأماكن فإن لم يكن بأكياً فإنه لا يجوز أن يدخل عليهم لأنه ربما يصيبه ما أصابهم ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بواديهم قنع رأسه يعني خفضه وأسرع السير حتى تجاوز الوادي وبه نعرف خطأ هؤلاء الجهال الذين يذهبون إلى ديار ثمود للتفرج والتنزه ويبقون فيها أياماً ينظرون آثارهم القديمة فإن ذلك معصية للرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة لهديه وسنته فإنه صلى الله عليه وسلم لما مر بهذه الديار أسرع وقنع رأسه صلى الله عليه وسلم حتى جاوز الوادي وحذر من أن يسكن الإنسان في مساكن الذين ظلموا

সামূদ জাতির আবাসস্থল; সামূদ হলো সালিহ (আলাইহিস সালাম)-এর কওম, যাদের নিকট আল্লাহ তাআলা সালিহ (আলাইহিস সালাম)-কে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তাদের আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা তাঁকে অস্বীকার করল। তখন তিনি বললেন, "তোমরা তোমাদের ঘরে তিন দিন জীবনোপভোগ করে নাও।" অতঃপর এক মহানাদ ও প্রকম্পন তাদের পাকড়াও করল এবং তারা তাদের নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। আল্লাহ তাআলা তাদের পাহাড় খোদাই করার এবং সমতল ভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণের শক্তি ও সামর্থ্য

দান করেছিলেন এবং তারা এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের প্রকম্পন ও মহানাদের মাধ্যমে পাকড়াও করলেন, ফলে তারা সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হলো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাবুক অভিযুখে যাত্রাকালে যখন তাদের এলাকা অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন: "তোমরা এদের ওপর দিয়ে অতিক্রম করার সময় ক্রন্দনরত অবস্থায় ব্যতীত প্রবেশ করো না। আর যদি তোমরা ক্রন্দনরত না হও, তবে তাদের নিকট প্রবেশ করো না; পাছে তাদের ওপর যা আপতিত হয়েছিল তা তোমাদের ওপরও আপতিত হয়।" এই কারণেই আমরা বলি যে, কারও জন্য নিছক দর্শনার্থী হয়ে সামূদ জাতির এলাকায় যাওয়া এবং তাদের ঘরবাড়ি দেখতে যাওয়া বৈধ নয়; কারণ এটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশের অবাধ্যতা করার শামিল। তবে যদি কোনো ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে যায় এবং সেই স্থানগুলো অতিক্রমকালে ক্রন্দনরত থাকে, তবে তা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু সে যদি ক্রন্দনরত না হয়, তবে সেখানে প্রবেশ করা তার জন্য বৈধ নয়; কারণ সম্ভবত তাদের ওপর যা আপতিত হয়েছিল তা তার ওপরও আপতিত হতে পারে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তাদের উপত্যকা অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি নিজের মাথা ঢেকে নিয়েছিলেন—অর্থাৎ মাথা নিচু করেছিলেন—এবং দ্রুত পথ চলেছিলেন যতক্ষণ না তিনি সেই উপত্যকা পার হন। এর মাধ্যমেই আমরা সেই সব মূর্খ লোকদের ভুল বুঝতে পারি যারা সামূদ জাতির এলাকায় নিছক দেখাশোনা ও ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যায় এবং তাদের প্রাচীন নিদর্শনগুলো দেখার জন্য সেখানে দিনাতিপাত করে। নিশ্চয়ই এটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি এক প্রকার নাফরমানি এবং তাঁর আদর্শ ও সুন্নাহর পরিপন্থী কাজ। কেননা তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন এই এলাকা অতিক্রম করেছিলেন, তখন তিনি দ্রুত চলেছিলেন এবং তাঁর মাথা ঢেকে নিয়েছিলেন যতক্ষণ না উপত্যকাটি পার হন। অধিকন্তু তিনি যালিমদের আবাসস্থলে অবস্থান করতে সতর্ক করেছেন।

أنفسهم والذين أهلكهم الله في هذه الأرض خوفاً أن يصيب الإنسان ما أصابهم من عذاب الله إما بكفره بالله عز وجل حتى يستحق هذا العذاب وإما بعقوبة يعاقب بها وإن لم يكفر وإذا لقي الله تعالى يوم القيامة فأن الله بصير بالعباد والله الموفق

নিজেদের এবং যাদেরকে আল্লাহ এই জমিনে ধ্বংস করেছেন, (তাদের এই অবস্থা) এই ভয়ে যে মানুষের ওপর যেন আল্লাহর সেই আযাব আপতিত না হয় যা তাদের ওপর আপতিত হয়েছিল; তা হয় আল্লাহর প্রতি তার কুফরির কারণে—যার ফলে সে এই আযাবের উপযুক্ত হয়—অথবা এমন কোনো শাস্তির মাধ্যমে যার দ্বারা তাকে দণ্ডিত করা হয় যদিও সে কুফরি না করে। আর যখন সে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সম্যক দ্রষ্টা। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

(ص: 580) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

كتاب آداب السفر

باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار

956 - عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة

تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس متفق عليه وفي رواية في

الصحيحين لقبا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس

957 - وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله

عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من

أول النهار وكان صخر تاجرا وكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله رواه أبو

داود والترمذي وقال حديث حسن

ভ্রমণের আদব ও শিষ্টাচার বিষয়ক কিতাব

বৃহস্পতিবার এবং দিনের শুরুভাগে সফরে বের হওয়া মুস্তাহাব হওয়ার পরিচ্ছেদ

৯৫৬ - কা'ব ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাবুক যুদ্ধের অভিযানে বৃহস্পতিবার বের হয়েছিলেন এবং তিনি বৃহস্পতিবার সফরে বের হতে পছন্দ করতেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। সহীহাইন-এর অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বৃহস্পতিবার ব্যতীত অন্য দিনে খুব কমই সফরে বের হতেন।

৯৫৭ - সাহাবী সাখর ইবনে ওয়াদাআহ আল-গামিদী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: হে আল্লাহ! আপনি আমার উম্মতের জন্য দিনের শুরুভাগে (ভোরে) বরকত দান করুন। তিনি যখন কোনো ক্ষুদ্র সেনাদল বা বিশাল বাহিনী পাঠাতেন, তখন দিনের শুরুভাগেই পাঠাতেন। সাখর (রা.) একজন ব্যবসায়ী ছিলেন এবং তিনি তাঁর ব্যবসার পণ্যদ্রব্য দিনের শুরুভাগে পাঠাতেন, ফলে তিনি অত্যন্ত সচ্ছল ও ধনাঢ্য হয়ে ওঠেন এবং তাঁর সম্পদ বৃদ্ধি পায়। (আবু দাউদ ও তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন এটি হাসান হাদীস)।

(ص: 581) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب آداب السفر السفر هو مفارقة الوطن وهو أن يخرج الإنسان من وطنه إلى وطن آخر وسي سفرًا لأنه من الإسفار وهو الخروج والظهور كما يقال أسفر الصبح إذا ظهر وبأن وقيل في المعنى سي السفر سفرًا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال يعني يبين ويوضح أحوالهم فكم من إنسان لا تعرفه ولا تعرف سيرته إلا إذا سافرت معه وعندئذ تعرف أخلاقه وسيرته وإيثاره إلخ حتى كان عمر رضي الله عنه إذا زكى رجل شخصاً عنده قال له هل سافرت معه هل عاملته إن قال نعم قبل ذلك وإن قال لا فقال لا علم لك به ثم إن السفر ينبغي للإنسان أن

يتحرى فيه الأوقات التي تكون أسهل وأنسب ومن ذلك أن يكون في آخر الأسبوع
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أسفاره يخرج يوم الخميس وربما خرج في
غيره فقد خرج صلى الله عليه وسلم في آخر سفرة سافرها وهي حجة الوداع يوم
السبت لكن دائماً كان إذا سافر ولاسيماً إذا كان في غزو كان ذلك يوم الخميس
والحكمة من ذلك والله أعلم أنه يوم ترفع

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) বলেছেন: সফরের আদবসমূহ সংক্রান্ত অধ্যায়। সফর হলো স্বদেশ ত্যাগ করা; অর্থাৎ মানুষের নিজ দেশ থেকে অন্য দেশে প্রস্থান করা। একে 'সফর' বলা হয় কারণ এটি 'ইসফার' শব্দ থেকে আগত, যার অর্থ উন্মোচন ও প্রকাশ পাওয়া। যেমন বলা হয়, 'প্রভাত উদ্ভাসিত হয়েছে', যখন তা প্রকাশিত ও স্পষ্ট হয়। এর অর্থ সম্পর্কে এও বলা হয়েছে যে, সফরকে 'সফর' নাম দেওয়া হয়েছে কারণ এটি মানুষের প্রকৃত চরিত্রকে উন্মোচিত করে। অর্থাৎ এটি তাদের অবস্থা ও স্বভাবকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলে। কত মানুষ এমন আছে যাদের আপনি চেনেন না এবং তাদের জীবনধারা সম্পর্কেও জানেন না যতক্ষণ না আপনি তাদের সাথে সফর করেন; আর তখনই আপনি তাদের চরিত্র, জীবনধারা এবং অন্যের প্রতি তাদের ত্যাগ ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। এমনকি ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট যখন কোনো ব্যক্তি অন্য কারো প্রশংসা করত, তখন তিনি তাকে বলতেন: "তুমি কি তার সাথে সফর করেছ? তুমি কি তার সাথে লেনদেন করেছ?" যদি সে বলত 'হ্যাঁ', তবে তিনি তা কবুল করতেন। আর যদি সে বলত 'না', তবে তিনি বলতেন: "তার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই।" অতঃপর মানুষের উচিত সফরের জন্য এমন সময় অন্বেষণ করা যা অধিক সহজ ও উপযুক্ত। এরই অংশ হলো সপ্তাহের শেষ দিকে প্রস্থান করা; যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর অধিকাংশ সফরে বৃহস্পতিবার বের হতেন। অবশ্য কখনো কখনো তিনি অন্য দিনেও বের হতেন; যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সর্বশেষ সফর অর্থাৎ বিদায় হুজ্জ শনিবার বের হয়েছিলেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি যখনই সফরে বের হতেন, বিশেষ করে তা যদি কোনো যুদ্ধাভিযান হতো, তবে তা বৃহস্পতিবারেই হতো। এর রহস্য সম্পর্কে আল্লাহই সর্বজ্ঞ, সম্ভবত এটি এমন এক দিন যখন আমলনামা উত্তোলন করা হয়...

فيه الأعمال وتعرض على الله عز وجل فكان يحب صلى الله عليه وسلم أن يعرض على الله عمله في ذلك اليوم وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يخرج من أول النهار لما في ذلك من استقبال النهار لأنه ربما يفاجأ الإنسان في سفره طولا وقد تجهز قليلا فيصعب عليه التخلص منه وهذا في الأسفار التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على الدواب والأرجل أما اليوم فكما تشاهدون الناس لا يجدون صعوبة في أول النهار أو آخره ثم إن السفر في الوقت الحاضر مرتبط بطائرات ومواعيد وعلى كل حال إذا خرج في أول النهار وفي يوم الخميس فهو أفضل وإن لم يتيسر له ذلك فلا بأس والحمد لله ثم ذكر حديث صخر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها أي في أول النهار فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله في أول النهار فيه لأمته لأنه مستقبل العمل فإن النهار كما قال الله تعالى معاش وجعلنا النهار معاشا فإذا استقبله الإنسان من أوله صار في ذلك بركة وهذا شيء مشاهد أن الإنسان إذا عمل في أول النهار وجد في عمله بركة لكن وللأسف أكثرنا اليوم ينامون في أول النهار ولا يستيقظون إلا في الضحى فيفوت عليهم أول النهار الذي فيه بركة وقد قال العامة أمير النهار أوله يعني أن أول النهار هو

এতে আমলসমূহ সংরক্ষিত থাকে এবং মহান আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পছন্দ করতেন যে, সেই দিনটিতে যেন আল্লাহর সমীপে তাঁর আমল পেশ করা হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দিনের শুরুতেই সফরে বের হতে পছন্দ করতেন, কারণ এতে দিনের শুরুর সময়ের সদ্ব্যবহার করা যায়। কেননা সফরে মানুষ দীর্ঘ পথের কারণে কখনও আকস্মিক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে, অথচ তার প্রস্তুতি থাকে সামান্য; ফলে তা থেকে মুক্তি পাওয়া তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। এটি ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগের সেই সব সফরের ক্ষেত্রে যা পশু ও পদব্রজে সম্পন্ন

হতো। কিন্তু বর্তমানে আপনারা যেমন দেখছেন, দিনের শুরুতে বা শেষে সফরে বের হতে মানুষ কোনো অসুবিধা বোধ করে না। তদুপরি বর্তমান সময়ের সফর বিমান ও নির্দিষ্ট সময়সূচীর সাথে সম্পৃক্ত। যা হোক, যদি কেউ দিনের শুরুতে এবং বৃহস্পতিবার সফরে বের হয় তবে তা উত্তম। আর যদি তা সম্ভব না হয় তবে তাতে কোনো দোষ নেই, সকল প্রশংসা আল্লাহর। এরপর তিনি সাখর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: হে আল্লাহ! আপনি আমার উম্মতের জন্য দিনের শুরুর অংশে বরকত দান করুন। অর্থাৎ দিনের প্রথম ভাগে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুআ করেছেন যেন আল্লাহ তাঁর উম্মতের জন্য দিনের শুরুর ভাগে বরকত দান করেন; কারণ এটি কর্মতৎপরতার সূচনালগ্ন। কেননা দিন হলো জীবিকা নির্বাহের সময়, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: 'আর আমি দিনকে করেছি জীবিকা অন্বেষণের সময়।' সুতরাং মানুষ যখন দিনের শুরু থেকেই কর্মতৎপর হয়, তখন তাতে বরকত অর্জিত হয়। এটি একটি প্রত্যক্ষ বিষয় যে, মানুষ যখন দিনের শুরুতে কাজ করে, তখন সে তার কাজে বরকত খুঁজে পায়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমানে আমাদের অধিকাংশ লোক দিনের শুরুতে ঘুমিয়ে থাকে এবং চাশতের সময়ের আগে জাগ্রত হয় না; ফলে তাদের হাত থেকে দিনের শুরুর সেই বরকতপূর্ণ অংশটি হারিয়ে যায়। সাধারণ মানুষের প্রবাদে বলা হয়, 'দিনের শুরুই হলো দিনের আমীর (নিয়ন্ত্রক)', অর্থাৎ দিনের শুরুই হলো...

(ص: 583) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الذي يتركز عليه العمل وكان صخر يبعث بتجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله من أجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لهذه الأمة في بكورها والله الموفق

যার ওপর কর্মটি নিবদ্ধ। সাখর (রা.) দিনের প্রথম ভাগে তাঁর ব্যবসায়িক কাফেলা প্রেরণ করতেন, ফলে তিনি সমৃদ্ধশালী হন এবং তাঁর ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়। এটি ছিল এই উম্মতের

প্রাঃকালীন সময়ে বরকত লাভের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কৃত দুআর ফলশ্রুতিতে। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

(ص: 584) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه/0

958 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده رواه البخاري

959 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة وقال الترمذي حديث حسن

960 - وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن

961 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة

সফরসঙ্গী গ্রহণ এবং নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর (নেতা) নিযুক্ত করার মুস্তাহাব হওয়া প্রসঙ্গে, যাঁর তাঁরা আনুগত্য করবেন/০

৯৫৮ - ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "মানুষ যদি একাকী সফরের (ক্ষতি ও একাকীত্বের ভয়াবহতা) সম্পর্কে তা জানত যা আমি জানি, তবে কোনো আরোহী রাতে একাকী পথ চলত না।" (বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন)

৯৫৯ - আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "একাকী আরোহী একটি শয়তান, দুইজন আরোহী দুটি শয়তান এবং তিনজন আরোহী হলো একটি কাফেলা।" (আবু দাউদ, তিরমিজি ও নাসাঈ সহীহ সনদে এটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিজি একে হাসান হাদীস বলেছেন)

৯৬০ - আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যখন তিনজন ব্যক্তি সফরে বের হয়, তখন তারা যেন তাদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর নিযুক্ত করে।" (এটি একটি হাসান হাদীস, আবু দাউদ হাসান সনদে এটি বর্ণনা করেছেন)

৯৬১ - ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "সাথীদের মধ্যে সর্বোত্তম সংখ্যা হলো চারজন, ছোট যুদ্ধাভিযানের (সারিয়া) জন্য সর্বোত্তম সৈন্যসংখ্যা হলো চারশত এবং বড় বাহিনীর (জায়শ) জন্য সর্বোত্তম সংখ্যা হলো চার (হাজার)..."

(ص: 585) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

آلاف ولن يغلب اثنا عشر ألفاً من قله رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب استحباب الرفقة وتأمير أحدهم هذا الباب تضمن مسألتين الأولى أنه ينبغي للإنسان أن يكون معه رفقة في السفر وألا يسافر وحده ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل قط وحده يعني أن الإنسان لا ينبغي أبداً أن يسير وحده في السفر لأنه ربما يصاب بمرض أو إغماء أو يتسلط عليه أحد أو غير ذلك من

المحظورات فلا يكون معه أحد يدافع عنه أو يخبر عنه أو ما أشبه ذلك وهذا في الأسفار التي تتحقق فيها الوحدة وأما ما يكون في الخطوط العامة التي لا تكاد تمر فيها دقيقة واحدة إلا وتمر بك فيها سيارة فهذا وإن كان الإنسان في سيارة وحده فليس من هذا الباب يعني ليس من باب السفر وحده لأن الخطوط الآن عامة من محافظة لأخرى ومن مدينة لثانية وما أشبه ذلك

সহস্র, আর স্বল্পতার কারণে বারো হাজার কখনো পরাজিত হবে না। ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে হাসান হাদিস বলেছেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) তাঁর কিতাব ‘রিয়াদুস সালেহীন’-এর ‘সফরে সঙ্গী গ্রহণ এবং তাদের একজনকে আমির বা নেতা নির্ধারণ করা মুস্তাহাব’ পরিচ্ছেদে বলেছেন: এই পরিচ্ছেদটি দুটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রথমটি হলো: মানুষের উচিত সফরে সঙ্গী সাথে রাখা এবং একা সফর না করা। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: 'মানুষ যদি একাকী থাকার (অপকারিতা) সম্পর্কে জানত, তবে কোনো আরোহী রাতে কখনো একা সফর করত না।' এর অর্থ হলো, মানুষের জন্য সফরে কখনোই একা চলা উচিত নয়; কারণ সে হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, কিংবা মূর্ছা যেতে পারে, অথবা কেউ তার ওপর চড়াও হতে পারে কিংবা এই জাতীয় অন্যান্য সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। তখন তার সাথে তাকে রক্ষা করার মতো বা তার অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ দেওয়ার মতো কেউ থাকবে না। আর এটি সেই সফরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে একাকীত্ব প্রকৃত অর্থেই বিদ্যমান। কিন্তু বর্তমান সময়ের জনবহুল ও ব্যস্ত রাস্তাগুলো—যেখানে একটি মিনিটও পার হয় না কোনো গাড়ি অতিক্রম করা ছাড়া—সেখানে কেউ যদি গাড়িতে একা থাকেও, তবে তা এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। অর্থাৎ, এটি ‘একা সফর’ হিসেবে গণ্য হবে না; কারণ এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশ বা এক শহর থেকে অন্য শহরের সংযোগকারী রাস্তাগুলো এখন অত্যন্ত ব্যস্ত ও জনাকীর্ণ থাকে।

فلا يدخل في النهي ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب أن الراكب شيطان والراكبين شيطانان والثلاثة ركب يعني من يسافر وحده شيطان والذي يسافر وليس معه سوى واحد شيطانان والثلاثة ركب يعني ليسوا من الشياطين بل هم ركب مستقل وهذا أيضاً على الحذر والتنفير من سفر الوحدة وكذلك من سفر الاثنين والثلاثة لا بأس وهذا كما قلت مقيد بالأسفار التي لا يكون فيها ذهاب وآت ثم ذكر حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسافرين إذا سافروا أن يؤمروا أحدهم يعني يؤمرون واحدا منهم يتولى تدبيرهم يقول نذهب ونجلس نتوضأ نتناول العشاء وما أشبه ذلك لأنهم إذا لم يؤمروا واحدا صار أمرهم فوضى ولهذا قيل لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم لا بد من أمير يتولى أمرهم وظاهر الحديث أن هذا الأمير إذا رضوه وجبت طاعته فيما يتعلق بمصالح السفر لأنه أمير أما ما لا يتعلق بأمور السفر فلا تجب طاعته كالمسائل الخاصة بالإنسان إلا أنه لا يعني ذلك أن هذا الأمير يستبد بل يكون كما قال الله تبارك وتعالى فأعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فعليه أن يشاورهم في الأمور التي يخفى فيها جانب المصلحة ولا يستبد برأيه أما الأمور الواضحة فلا حاجة للمشورة فيها والله الموفق

সুতরাং তা নিষেধের অন্তর্ভুক্ত হবে না। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ইবনে শুআইব বর্ণিত হাদিসে স্পষ্ট করেছেন যে, একা আরোহী শয়তান, দুই আরোহী দুই শয়তান এবং তিনজন হলো একটি কাফেলা। অর্থাৎ যে একা সফর করে সে শয়তান এবং যার সাথে কেবল একজন ব্যতীত অন্য কেউ নেই তারা দুই শয়তান, আর তিনজন হলো যাত্রীদল; অর্থাৎ তারা শয়তানের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং তারা একটি স্বতন্ত্র কাফেলা। এটিও একাকী সফরের ব্যাপারে সতর্কতা এবং তা থেকে নিরুৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়েছে। একইভাবে দুইজনের সফরের ক্ষেত্রেও কথাটি প্রযোজ্য, তবে তিনজন হলে কোনো সমস্যা নেই। এটি

আমি যেমনটি বলেছি, এমন সফরের সাথে নির্দিষ্ট যেখানে অন্য কোনো যাতায়াতকারী থাকে না। এরপর তিনি আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফিরদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যখন সফরে বের হবে তখন যেন তাদের মধ্য থেকে একজনকে আমির বা নেতা নিযুক্ত করে। অর্থাৎ তারা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে দায়িত্ব দেবে যে তাদের বিষয়গুলো পরিচালনা করবে; সে বলবে—আমরা এখন যাব, এখন বিশ্রাম নেব, অজু করব, রাতের খাবার গ্রহণ করব এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয়। কারণ তারা যদি একজনকে নেতা না বানায়, তবে তাদের যাবতীয় বিষয় বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে। এই কারণেই বলা হয়েছে: নেতা ছাড়া বিশৃঙ্খল অবস্থায় মানুষের কল্যাণ সাধিত হয় না। অবশ্যই একজন আমির থাকা জরুরি যে তাদের বিষয়াবলি দেখাশোনা করবে। হাদিসের বাহ্যিক অর্থ হলো, তারা যখন এই নেতাকে গ্রহণ করে নেবে, তখন সফরের কল্যাণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে তার আনুগত্য করা ওয়াজিব হবে; কারণ সে একজন আমির। পক্ষান্তরে যা সফরের বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, যেমন কোনো ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়, তবে সেক্ষেত্রে তার আনুগত্য ওয়াজিব নয়। তবে এর অর্থ এই নয় যে, এই আমির স্বৈরাচারী বা একরোখা হবেন; বরং তিনি তেমন হবেন যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেছেন: ‘সুতরাং আপনি তাদের ক্ষমা করুন, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজের বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।’ অতএব যেসব বিষয়ে কল্যাণের দিকটি অস্পষ্ট, সেসব ক্ষেত্রে তার উচিত তাদের সাথে পরামর্শ করা এবং নিজের মতামতের ওপর একগুঁয়েমি না করা। আর যেসব বিষয় সুস্পষ্ট, সেগুলোতে পরামর্শের প্রয়োজন নেই। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 587) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

بَاب آداب السير والنزول والبيت والنوم في السفر واستحباب السري والرفق
بالدواب ومراعاة مصلحتها

962 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتُم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتُم في الجذب فأسرعوا عليها السير وبأدروا بها نقيها وإذا عرستم فأجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل رواه مسلم معنی أعطوا الإبل حظها من الأرض أي ارفقوا بها في السير لترعى في حال سيرها وقوله نقيها هو بكسر النون وإسكان القاف وبالياء المثناة من تحت وهو البخ معناه أسرعوا بها حتى تصلوا المقصد قبل أن يذهب مخها من ضنك السير والتعريس النزول في الليل

963 - وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه وإذا عرس قبيل

সফরের পথে চলা, যাত্রাবিরতি, রাতযাপন ও ঘুমের আদব এবং রাতের শেষাংশে পথ চলা ও কোমলতা অবলম্বনের পরিচ্ছেদ পশুর প্রতি এবং তাদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা

৯৬২ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা যখন শস্যশ্যামল ও উর্বর ভূমিতে সফর করবে, তখন উটকে জমিন থেকে তার প্রাপ্য অংশ (চরে খাওয়ার সুযোগ) দিও। আর যখন তোমরা দুর্ভিক্ষপীড়িত ও শুষ্ক এলাকায় সফর করবে, তখন দ্রুত পথ অতিক্রম করো এবং তার মজ্জা শেষ হওয়ার পূর্বেই গন্তব্যে পৌঁছার চেষ্টা করো। আর যখন তোমরা রাতের শেষভাগে বিশ্রামের জন্য অবতরণ করবে, তখন রাস্তার পথ এড়িয়ে অবস্থান করবে; কেননা তা রাতে জীবজন্তু চলাচলের পথ এবং বিষাক্ত পোকামাকড়ের আশ্রয়স্থল।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)। 'উটকে জমিন থেকে তার প্রাপ্য অংশ দাও' কথাটির অর্থ হলো—চলার পথে তাদের প্রতি কোমলতা অবলম্বন করা যাতে তারা চলার সময় ঘাস খেয়ে নিতে পারে। আর তাঁর বাণী 'নাক্‌হি' শব্দটি 'নূন' বর্ণে কাসরা (জের) ও 'ক্বফ' বর্ণে সুকুন যোগে এবং নিচে দুই নুজাবিশিষ্ট 'ইয়া' সহযোগে গঠিত, যার অর্থ হলো মজ্জা। এর অর্থ হলো: দ্রুত চলো যাতে সফরের কষ্টে মজ্জা শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বেই তোমরা গন্তব্যে পৌঁছাতে পারো। আর 'তা'রীস' অর্থ হলো রাতের বেলা বিশ্রামের জন্য অবতরণ করা।

৯৬৩ - আবু কাতাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সফরে থাকতেন এবং রাতের বেলা বিশ্রামের জন্য যাত্রা বিরতি

করতেন, তখন তিনি তাঁর ডান পার্শ্বের ওপর শুয়ে বিশ্রাম নিতেন। আর যখন তিনি ভোরের কিছু আগে বিরতি নিতেন...

(ص: 588) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الصباح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه رواه مسلم قال العلماء إنما نصب ذراعه
لئلا يستغرق في النوم فتفوت صلاة الصبح عن وقتها أو عن أول وقتها

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب آداباً كثيرة تتعلق بالسفر والرواحل وذلك أن
المسافر إذا سافر على راحلة بهيمة من الإبل أو حمر أو بغال أو خيل فإن عليه أن
يراعي مصلحتها لأنه مسئول عنها ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة
الوداع كان راكباً على ناقته وقد شق لها زمامها فإذا أتى مرتفعاً من المرتفعات أرخى
لها قليلاً ومن الآداب أن الإنسان إذا سافر في أيام الخصب فإنه ينبغي أن يتأنى في
السير يعني لا يسير سيرا حثيثاً يعطي فيه الإبل حقها من الرعي لأنه إذا كان يمشي
الهوينى أمكن لها ذلك فإذا كانت الأرض معشبة وخصبة وأنت على إبل فلا تسرع
السير دعها ترعى في مهل من أجل أن تنال حظها من الخصب أما إذا كان الأمر
بالعكس وكانت السنة جدياً فإن

ফজরের সময় তিনি তাঁর বাহু খাড়া করে রাখতেন এবং হাতের তালুর ওপর মাথা রাখতেন।
এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন। উলামায়ে কেরাম বলেছেন, তিনি তাঁর বাহু খাড়া করে রাখতেন
যাতে তিনি গভীর ঘুমে নিমগ্ন না হয়ে যান, যার ফলে ফজরের নামাজ তার ওয়াক্ত থেকে বা
ওয়াক্তের শুরু থেকে ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) এই অধ্যায়ে সফর এবং বাহন সম্পর্কিত অনেক শিষ্টাচার বর্ণনা করেছেন। বিষয়টি হলো, মুসাফির যখন কোনো চতুষ্পদ বাহন যেমন—উট, গাধা, খচ্চর বা ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে সফর করে, তখন তার ওপর সেই প্রাণীর কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যিক, কেননা সে এর জন্য দায়বদ্ধ। এজন্যই বিদায় হজের সময় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তাঁর উটনীর ওপর আরোহী ছিলেন, তখন তিনি সেটির লাগাম টেনে ধরেছিলেন এবং কোনো উঁচু স্থানে আরোহণের সময় তিনি লাগাম কিছুটা শিথিল করে দিতেন। সফরের একটি শিষ্টাচার হলো, মানুষ যখন প্রাচুর্য ও সজীবতার (তৃণলতা পূর্ণ) দিনগুলোতে সফর করবে, তখন তার উচিত ধীরস্থিরভাবে পথ চলা। অর্থাৎ সে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে পথ চলবে না, যাতে উটকে তার চরে খাওয়ার হক বা সুযোগ প্রদান করা যায়। কারণ সে যদি ধীরগতিতে চলে, তবেই উটের পক্ষে তা সম্ভব হবে। সুতরাং ভূমি যদি ঘাসযুক্ত ও উর্বর হয় এবং আপনি উটের ওপর আরোহী থাকেন, তবে দ্রুত চলবেন না; বরং একে ধীরে সুস্থে চরে খাওয়ার অবকাশ দিন যাতে এটি সেই উর্বরতার ভাগ পেতে পারে। পক্ষান্তরে যদি অবস্থা এর বিপরীত হয় এবং বছরটি যদি অনাবৃষ্টি বা দুর্ভিক্ষের হয়, তবে...

(ص: 589) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

المفروض أن تسرع لأنك إذا أمهلت في السير والأرض جذب لا ترعى طالت مدة السفر فيذهب مخها وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى قد أعطاه مصالح الرعاية للإنسان والبهائم حيث أرشد صلى الله عليه وسلم المسافرين إلى هذه الآداب في الخصب تأن في السير في الجذب أسرع في السير كذلك أمر صلى الله عليه وسلم أننا إذا عرسنا نزلنا ليلاً لنستريح ونأمن فإننا لا ننام في الطريق يعني في الجادة لأنها طرق البهائم الناس يستطرقون هذا الطريق فربما يأتي إنسان غافل

فيقع في هذا الطريق كذلك هي أيضاً مأوى الهوام تأتي إلى هذه الطرق حتى إذا سقط من أحد شيء من الطعام أكلته ولهذا يكثر وجود الهوام في هذه الطرق فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننام في الطرقات بل نرتفع عنها حتى لا يخرج السائرين على الطريق وحتى لا تتعرض لأذى الهوام ومثل ذلك بل من باب أولى طرق سيارات اليوم فإن الإنسان يبتعد عنها لأنه ربما يأتي سائق ينعس ولو لحظة فيقتحم بسيارته هؤلاء الذين ينامون على الطريق وتحدث كارثة فأبعد عن هذه الطرق السريعة لا تنم حولها حتى لا تقع في الخطر وهذا من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم

নির্ধারিত বিষয় হলো আপনার দ্রুত চলা উচিত; কারণ আপনি যদি ধীরগতিতে চলেন অথচ ভূমি অনুর্বর ও ঘাসহীন হয়, তবে সফরের সময় দীর্ঘ হবে এবং পশুর জীবনীশক্তি বা মজ্জা নিঃশেষ হয়ে যাবে। এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রজ্ঞার পরিচায়ক। আল্লাহ তাআলা তাঁকে মানুষ ও গবাদি পশুর কল্যাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জ্ঞান দান করেছেন; যে কারণে তিনি মুসাফিরদের এই সকল আদব বা শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন যে—তৃণলতা সমৃদ্ধ ভূমিতে ধীরগতিতে চলো এবং অনুর্বর ভূমিতে দ্রুত সফর করো। তদ্রূপ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যখন রাতের শেষভাগে বিশ্রামের জন্য যাত্রাবিরতি করব, তখন যেন রাস্তার ওপর অর্থাৎ মূল পথে না ঘুমাই। কারণ এটি হলো পশুর চলাচলের পথ এবং মানুষও এই পথ ব্যবহার করে। ফলে কোনো অসতর্ক ব্যক্তি এসে হয়তো এই পথে ঘুমন্তদের ওপর আপতিত হতে পারে। পাশাপাশি এটি হলো বিষাক্ত কীটপতঙ্গ ও সরীসৃপের বিচরণস্থল; তারা এই পথে আসে যাতে মানুষের নিকট থেকে পড়ে যাওয়া কোনো খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করতে পারে। এই কারণেই এসব রাস্তায় বিষাক্ত প্রাণীর উপস্থিতি বেশি থাকে। একারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরা রাস্তার ওপর না ঘুমাই, বরং রাস্তা থেকে সরে গিয়ে উঁচুতে বা নিরাপদ স্থানে অবস্থান করি; যাতে পথচারীদের চলাচলে বিঘ্ন না ঘটে এবং ক্ষতিকর প্রাণীর অনিষ্ট থেকেও নিরাপদ থাকা যায়। বর্তমান সময়ের মোটরগাড়ি চলাচলের রাস্তাগুলোও অনুরূপ, বরং গুরুত্বের দিক থেকে তা আরও অগ্রগণ্য। সুতরাং মানুষের উচিত এসব রাস্তা থেকে দূরে থাকা; কারণ কোনো চালক হয়তো মুহূর্তের জন্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়তে পারেন এবং রাস্তার ওপর ঘুমন্ত ব্যক্তিদের ওপর গাড়ি উঠিয়ে দিয়ে বড় ধরনের বিপর্যয়

ঘটিয়ে ফেলতে পারেন। অতএব, এই মহাসড়কগুলো থেকে দূরে থাকুন এবং এর আশপাশে ঘুমাবেন না যাতে বিপদে না পড়েন। এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র নির্দেশনারই অন্তর্ভুক্ত।

(ص: 590) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا عرس في أول الليل اضطجع على يمينه وإذا عرس قبيل الفجر اتكأ على يده اليسرى لأن إذا كان أول الليل ينام على اليمين ليعطي النفس حظاً من النوم ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في بيته إذا نام ينام على الجنب الأيمن بل أمر بذلك أما إذا كان قبيل الفجر فكان ينصب ذراعه صلى الله عليه وسلم وينام على يده لئلا يستغرق في النوم فتفوته صلاة الفجر وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان أيضاً يعطي نفسه حظاً من الراحة ولا ينسى عبادة ربه ففي أول الليل يمكنه أن ينام ويشبع قبل الفجر ثم يقوم أما في آخر الليل فإنه لا ينام نومة المطمئن بل نومة المستيقظ الذي لا يستغرق في النوم لئلا تفوته صلاة الفجر وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يستعمل المنبه في النوم ينبهه حتى لا تفوته الصلاة فإن نصب الرسول صلى الله عليه وسلم ذراعه من أجل أن يتنبه كذلك الإنسان ينبغي أن يجعل معه منبهاً للصلاة فهذا من آداب السفر الذي دل عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم والله الموفق

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ ছিল এই যে, যদি তিনি রাতের শুরুতে যাত্রাবিরতি করতেন, তবে ডান কাতে শুয়ে বিশ্রাম নিতেন; আর যদি ফজরের ঠিক আগে যাত্রাবিরতি করতেন, তবে তিনি তাঁর বাহু খাড়া করে হাতের তালুর ওপর মাথা রাখতেন। কেননা, রাতের শুরুতে ডান কাতে শয়ন করতেন যাতে নফস বা প্রবৃত্তি ঘুমের পূর্ণ অংশ লাভ

করতে পারে। এ কারণেই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজ গৃহে অবস্থানকালে ঘুমাতেন, তখন ডান পাশে কাত হয়েই ঘুমাতেন; এমনকি তিনি এর নির্দেশও প্রদান করেছেন। কিন্তু যদি সময়টি ফজরের অব্যবহিত পূর্বমুহূর্ত হতো, তবে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাহু খাড়া করে রাখতেন এবং হাতের ওপর মাথা দিয়ে ঘুমাতেন, যাতে গভীর ঘুমে নিমগ্ন হয়ে ফজরের সালাত হাতছাড়া না হয়ে যায়। এতে এই ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে যে, মানুষ তার শরীরকে বিশ্রামের প্রাপ্য অংশ প্রদান করবে, আবার তার রবের ইবাদতের কথাও বিস্মৃত হবে না। সুতরাং রাতের শুরুতে সে পরিতৃপ্তির সাথে ঘুমাতে পারে এবং ফজরের আগে জাগ্রত হতে পারে। কিন্তু রাতের শেষভাগে সে নিশ্চিন্তে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হবে না, বরং সতর্ক ও জাগ্রতপ্রায় অবস্থায় থাকবে যাতে গভীর ঘুম তাকে ফজরের সালাত থেকে বিচ্যুত না করে। এটি একথারও প্রমাণ বহন করে যে, মানুষের উচিত ঘুমের সময় কোনো সতর্ককারী মাধ্যম বা যন্ত্র (অ্যালার্ম) ব্যবহার করা যা তাকে জাগিয়ে তুলবে, যেন সালাত ছুটে না যায়। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত হওয়ার উদ্দেশ্যেই তাঁর বাহু খাড়া করে রাখতেন, তাই মানুষেরও উচিত সালাতের জন্য কোনো সতর্ককারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এটি সফরের সেই সকল শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত যা মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহই তাওফীকদাতা।

(ص: 591) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

964 - وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل رواه أبو داود بإسناد حسن بالدلجة السير في الليل

965 - وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال كان الناس إذا نزلوا منزلاً تفرقوا في الشعاب والأودية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب

والأودية إنما ذلكم من الشيطان فلم ينزلوا بعد ذلك منزلاً إلا انضم بعضهم إلى بعض رواه أبو داود بإسناد حسن

966 - وعن سهل بن عمرو وقيل سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلية وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فأركبوها صالحة واكلوها صالحة رواه أبو داود بإسناد صحيح

967 - وعن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال

964 - আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা রাতের শেষভাগে ভ্রমণ করো; কেননা রাতে ভূমি সংকুচিত করা হয় (অর্থাৎ দূরত্ব দ্রুত অতিক্রান্ত হয়)।" এটি আবু দাউদ হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। 'দুলজাহ' অর্থ রাতের বেলা ভ্রমণ করা।

965 - আবু সা'লাবা আল-খুশানি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা যখন কোনো স্থানে যাত্রাবিরতি করত, তখন তারা গিরিপথ ও উপত্যকাসমূহে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "তোমাদের এই গিরিপথ ও উপত্যকাসমূহে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া কেবল শয়তানের প্ররোচনা মাত্র।" এরপর থেকে তারা যখনই কোনো স্থানে অবতরণ করতেন, তারা একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে অবস্থান করতেন। এটি আবু দাউদ হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।

966 - সাহল ইবনে আমর—মতান্তরে সাহল ইবনে রাবি ইবনে আমর আল-আনসারি, যিনি ইবনে হানজালিয়া নামে পরিচিত এবং বাইয়াতে রিদওয়ানের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন একটি উটের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যার পিঠ (ক্ষুধার তাড়নায়) পেটের সাথে মিশে গিয়েছিল। তখন তিনি বললেন: "তোমরা এই নির্বাক পশুদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো; সুতরাং এগুলি কর্মক্ষম ও সুস্থ থাকা অবস্থায় এতে আরোহণ করো এবং সুস্থ অবস্থায় এগুলি আহার করো।" এটি আবু দাউদ সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

967 - আবু জাফর আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

أُردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه وأسر إلي حديثاً لا أحدث به أحداً من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل يعني حائط نخل رواه مسلم هكذا مختصراً وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم هذا بعد قوله حائش نخل فدخل حائطاً لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر وذرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سرائه أي سنامه وذافره فسكن فقال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل فجاء فتى من الأنصار فقال هذا لي يا رسول الله فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيبة التي ملكك الله إياها فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه ورواه أبو داود كرواية البرقاني قوله ذفراه هو بكسر الهمزة وإسكان الفاء وهو لفظ مفرد مؤنث قال أهل اللغة الذفري الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن وقوله تدئبه أي تتعبه

968 - وعن أنس رضي الله عنه قال كنا إذا نزلنا منزلاً لا نسبح حتى نحل الرحال رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিন আমাকে তাঁর পেছনে সওয়ারিতে বসালেন এবং আমাকে গোপনে একটি কথা বললেন, যা আমি মানুষের মধ্যে কাউকে বলব না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজনে আড়াল হওয়ার জন্য কোনো উঁচু ভূমি অথবা খেজুর বাগানের ঘের বা প্রাচীর সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন। ইমাম মুসলিম এটি এভাবেই সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আল-বারকানি এটি মুসলিমের সনদে 'খেজুর বাগানের ঘের' শব্দটির পরে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে: অতঃপর তিনি জনৈক আনসারী সাহাবীর বাগানে প্রবেশ করলেন। সেখানে হঠাৎ একটি উট দেখতে পেলেন। উটটি যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দেখল, তখন সেটি গুমরে কেঁদে উঠল এবং তার দুচোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার

নিকট আসলেন এবং তার কুঁজ ও কানের পেছনের অংশে হাত বুলিয়ে দিলেন, ফলে সেটি শান্ত হলো। এরপর তিনি বললেন, "এই উটের মালিক কে? এটি কার উট?" তখন আনসারদের মধ্য থেকে এক যুবক এসে বলল, "হে আল্লাহর রাসূল! এটি আমার।" তিনি বললেন, "তুমি কি এই পশুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো না, যার মালিক আল্লাহ তোমাকে বানিয়েছেন? সে আমার কাছে অভিযোগ করছে যে, তুমি তাকে ক্ষুধার্ত রাখো এবং তাকে দিয়ে অতিরিক্ত কাজ করিয়ে ক্লান্ত করে ফেলো।" আবু দাউদ ও বারকানির বর্ণনার অনুরূপ এটি বর্ণনা করেছেন। মূল পাঠের 'যিফরাহু' শব্দটি যাল বর্ণে যের এবং ফা বর্ণে সাকিন যোগে গঠিত, এটি একটি একবচন স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। ভাষাবিদগণ বলেন, 'যিফরা' উটের কানের পেছনের সেই স্থানকে বলা হয় যেখান থেকে ঘাম নির্গত হয়। আর 'তুদইবুহু' শব্দের অর্থ হলো তাকে পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত করা।

৯৬৮ - আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন কোনো গন্তব্যে অবতরণ করতাম, ততক্ষণ পর্যন্ত নফল সালাত পড়তাম না, যতক্ষণ না সওয়ারির পিঠ থেকে মালপত্র ও হাওদা নামাতাম। আবু দাউদ এটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী শক্তিশালী সনদে বর্ণনা করেছেন।

(ص: 593) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وقوله لا نسبح أي لا نصلي النافلة ومعناه أنا مع حرصنا على الصلاة لا نقدمها على
حط الرحال وإراحة الدواب

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث في آداب السفر ساقها النووي رحمه الله في رياض الصالحين منها أن
النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى أن يسيروا في الليل وأخبر أن الأرض تطوى
للمسافر إذا سافر في الليل يعني أنه يقطع في الدلجة الليل ما لا يقطعه في النهار
وذلك لأن الليل وقت براد فهو أنشط للرواحل وأسرع في سيرها ولهذا عبر النبي صلى

الله عليه وسلم عن ذلك بأنه تطوى الأرض للمسافر إذا مشى في الليل ومن الآداب أيضاً أنه ينبغي للجماعة ألا يتفرقوا إذا نزلوا منزلاً فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا نزلوا منزلاً تفرقوا في الأودية والشعاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلكم من الشيطان يعني تفرقهم فما نزلوا بعد ذلك منزلاً إلا اجتمعوا جميعاً لأن ذلك أقوى لهم وأحفظ ولو تسلط عليهم عدو في هدأة الليل وكانوا جميعاً أمكنهم المدافعة لكن إذا تفرقوا توزعوا وفشلوا ومن ذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرفق بالبهائم وأنه يجب على الإنسان أن يعاملها معاملة حسنة فلا يكلفها ما لا تطيق ولا

এবং তাঁর বাণী "আমরা নফল পড়তাম না" অর্থাৎ আমরা নফল সালাত আদায় করতাম না। এর অর্থ হলো, সালাতের প্রতি আমাদের প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও আমরা আসবাবপত্র নামানো এবং পশুদের বিশ্রাম দেওয়ার আগে সালাতকে অগ্রাধিকার দিতাম না।

[ব্যাখ্যা]

সফরের আদব বা শিষ্টাচার সম্পর্কিত এই হাদিসগুলো ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) রিয়াদুস সালিহীন গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উম্মাতকে রাতে সফর করার পথনির্দেশ দিয়েছেন এবং সংবাদ দিয়েছেন যে, মুসাফির যখন রাতে সফর করে তখন জমিন তার জন্য সংকুচিত করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ রাতের শেষ ভাগের অন্ধকারে সে যে পরিমাণ পথ অতিক্রম করতে পারে, দিনের বেলায় তা পারে না। এর কারণ হলো, রাত হলো শীতল সময়, যা সওয়ারি পশুদের জন্য অধিক সজীবতা প্রদানকারী এবং তাদের দ্রুত চলার সহায়ক। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিষয়টিকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, মুসাফির যখন রাতে পথ চলে তখন তার জন্য জমিন সংকুচিত বা গুটিয়ে দেওয়া হয়। আদবসমূহের অন্তর্ভুক্ত আরেকটি বিষয় হলো, কোনো কাফেলা বা দল যখন কোনো স্থানে যাত্রাবিরতি করবে, তখন তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়া অনুচিত। কেননা সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) যখন কোনো স্থানে অবতরণ করতেন, তখন তাঁরা উপত্যকা ও গিরিপথগুলোতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন, "তোমাদের এই বিচ্ছিন্ন হওয়া কেবল শয়তানের প্ররোচনা।" অর্থাৎ

তাদের এই বিচ্ছিন্নতা। এরপর থেকে তাঁরা যেখানেই অবতরণ করতেন, সকলে একত্রে সমবেত হতেন; কারণ এটি তাদের জন্য অধিক শক্তিশালী ও নিরাপদ। যদি রাতের নিস্তব্ধতায় কোনো শত্রু তাদের ওপর চড়াও হতো এবং তারা সবাই একত্রে থাকত, তবে তাদের পক্ষে তা প্রতিরোধ করা সম্ভব হতো। কিন্তু তারা বিচ্ছিন্ন থাকলে বিভক্ত হয়ে পড়ত এবং বিফল হতো। আরও একটি বিষয় হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চতুষ্পদ জন্তুদের প্রতি দয়া ও নম্রতা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং মানুষের ওপর আবশ্যক করেছেন যেন সে পশুদের সাথে উত্তম আচরণ করে। সুতরাং সে তাদের ওপর সাধাতীত কোনো কষ্ট বা বোঝা চাপাবে না এবং...

(ص: 594) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

يقصر عليها في أكل أو شرب ومن ذلك أيضاً أن الإنسان يركب الراحلة وحده وله أن يردف غيره لكن بشرط أن تكون الراحلة مطيقة لذلك فإن لم تكن مطيقة لضعفها أو نحو ذلك فإنه لا يحل له أن يكلفها ما لا تطيق لأن هذه البهائم تتعب كما يتعب الإنسان هي مكونة مما كون منه الإنسان لحم وعظم ودم فإن كان الإنسان يتعب إذا حمل ما لا يطيق أو حمل عملاً يتعبه كذلك هذه البهائم ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتقي الله عز وجل فيها وألا نقصر في حقها ثم ذكر حديث ابن الحنظلية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قلباً يقضي حاجته إلا إلى هدف أو حائل هدف يعني هدف مثل العنزة كان يركزها ويقضي حاجته صلى الله عليه وسلم فدخل ذات يوم حائط رجل من الأنصار فإذا به حمل فلماً رأى النبي صلى الله عليه وسلم أي الحمل رأى النبي صلى الله عليه وسلم جاء يجر جر وعيناه تذرفان يشكو صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رب هذا الحمل فجاء رجل من الأنصار فقال إنه لي يا رسول الله فأخبره صلى الله عليه وسلم

أَنْ الْجَمَلُ يَشْكُو إِلَيْهِ صَاحِبُهُ بِأَنَّهُ يَجْبِعُهُ وَيَحْمِلُهُ مَا لَا يَطِيقُ وَأَمْرُهُ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ
تَعَالَى فِيهِ وَهَذَا مِنْ آيَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

আহার বা পানীয় প্রদানের ক্ষেত্রে সেগুলোর প্রতি কোনো প্রকার অবহেলা করা যাবে না। এর অন্তর্ভুক্ত আরও একটি বিষয় হলো, মানুষ একাকী সওয়ারিতে আরোহণ করতে পারে এবং চাইলে অন্য কাউকে পেছনে বসাতেও পারে, তবে শর্ত হলো সওয়ারিটি যেন তা বহনে সক্ষম হয়। যদি দুর্বলতা বা অন্য কোনো কারণে সেটি সক্ষম না হয়, তবে তার ওপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপানো জায়েজ নয়; কারণ এই পশুগুলোও মানুষের মতোই ক্লান্ত হয়। এগুলোও মাংস, হাড় এবং রক্ত দিয়েই গঠিত, যা দিয়ে মানুষ গঠিত হয়েছে। মানুষ যেমন তার সাধ্যের অতীত কোনো বোঝা বহন করলে বা ক্লান্তিকর কোনো কাজ করলে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে, এই পশুগুলোর অবস্থাও তদ্রূপ। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলোর ব্যাপারে মহান আল্লাহকে ভয় করার এবং তাদের হকের ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি না করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর তিনি ইবনুল হানজালিয়া (রা.) বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো আড়াল বা উঁচু বস্তু ব্যতীত খুব কমই প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করতেন। আড়াল বলতে এখানে ছোট বল্লমের মতো কিছু বোঝানো হয়েছে, যা তিনি মাটিতে গেড়ে নিতেন এবং তার আড়ালে প্রয়োজন সারতেন। একদিন তিনি জনৈক আনসারীর বাগানে প্রবেশ করলেন, সেখানে একটি উট ছিল। উটটি যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখল, তখন সেটি অনুচ্চৈঃস্বরে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে এল এবং তার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। সে তার মালিকের বিরুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ পেশ করছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, “এই উটের মালিক কে?” জনৈক আনসারী ব্যক্তি এসে বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! এটি আমার।” তখন তিনি তাকে জানালেন যে, উটটি তার কাছে অভিযোগ করছে যে, সে তাকে ক্ষুধার্ত রাখে এবং তার ওপর সাধ্যাতীত পরিশ্রমের বোঝা চাপিয়ে দেয়। তিনি তাকে এই প্রাণীর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করার নির্দেশ দিলেন। এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের অন্যতম নিদর্শন যে...

البهائم العجم تشكو إليه إذا رآته صلى الله عليه وسلم لأن هذا من آيات الله التي يؤيد الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى ما أرسل رسولا إلا أعطاه آيات تدل على نبوته لئلا يكذبه الناس لأن الناس إذا جاء إليهم رجل وقال أنا رسول الله لكم بدون آية ما صدقوه لكن الله تعالى يؤتي رسوله آيات تدل على أنهم صادقون وأعظم آيات أعطيها الأنبياء ما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وغيره أيضا أنه ما من آية لنبي من السابقين إلا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها أو أعظم منها إما له شخصيا وإما لاتباعه وذكر على ذلك أمثلة وشواهد كثيرة لكن لم يعط أحد من الأنبياء مثل ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوحي القرآن ولهذا قال إننا الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة لأن هذا الوحي باق إلى يومنا هذا والناس كلما قرعوه ازدادوا إيماناً بالله ورسوله لما فيه من الآيات العظيمة الدالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقاً والله الموفق

নির্বাক পশুরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখত, তখন তারা তাঁর কাছে অভিযোগ করত; কেননা এটি আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমর্থন দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা কোনো রাসূলকেই তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণস্বরূপ নিদর্শন প্রদান করা ব্যতীত প্রেরণ করেননি, যাতে মানুষ তাঁকে অস্বীকার করতে না পারে। কেননা যদি কোনো ব্যক্তি কোনো নিদর্শন ছাড়াই মানুষের কাছে এসে দাবি করত যে ‘আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল’, তবে তারা তাকে বিশ্বাস করত না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলগণকে এমন সব নিদর্শন দান করেন যা তাঁদের সত্যবাদিতার প্রমাণ দেয়। আর নবীদের প্রদত্ত নিদর্শনসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলো সেটি, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদান করা হয়েছে। ইবনে কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ‘আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া’ এবং অন্যান্য গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন যে,

পূর্ববর্তী নবীদের জন্য এমন কোনো নিদর্শন নেই যার অনুরূপ অথবা তার চেয়েও মহান নিদর্শন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদান করা হয়নি—হোক তা ব্যক্তিগতভাবে তাঁর জন্য অথবা তাঁর অনুসারীদের জন্য। তিনি এ বিষয়ে বহু উদাহরণ ও সাক্ষ্যপ্রমাণ উল্লেখ করেছেন। তবে নবীদের মধ্যে কাউকেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো এই ওহি অর্থাৎ কুরআন দান করা হয়নি। এ কারণেই তিনি বলেছেন: ‘নিশ্চয়ই আমাকে যা প্রদান করা হয়েছে তা হলো ওহি যা আল্লাহ আমার নিকট পাঠিয়েছেন; তাই আমি আশা করি কিয়ামতের দিন আমার অনুসারী সংখ্যা হবে সব নবীর তুলনায় সর্বাধিক।’ কারণ এই ওহি আজ পর্যন্ত অবশিষ্ট রয়েছে এবং মানুষ যখনই এটি পাঠ করে, এর মধ্যকার সুমহান নিদর্শনাবলীর কারণে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, যা প্রমাণ করে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই প্রেরিত রাসূল। আর আল্লাহই তাওফিক দানকারী।

(ص: 596) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

L20/ باب إعانة الرفيق في الباب أحاديث كثيرة تقدمت كحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وحديث: كل معروف صدقة وأشباههما 969 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يميناً وشمالاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له فذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل رواه مسلم

970 - وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوماً ليس لهم مال، ولا

عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة، فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا
عقبة يعني كعقبة أحدهم، قال: فضمت إلي اثنين أو ثلاثة ما لي إلا عقبة كعقبة
أحدهم من جملي رواه أبو داود

971 - وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في

/0L2 সাথীকে সাহায্য করা বিষয়ক পরিচ্ছেদ। এ বিষয়ে ইতোপূর্বে অনেক হাদিস অতিবাহিত হয়েছে, যেমন: "আল্লাহ বান্দার সাহায্যে ততক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে" এবং "প্রত্যেকটি সৎকাজই সদকা" ও এই জাতীয় অন্যান্য হাদিস।

৯৬৯ - আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা এক সফরে ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি তার বাহনের পিঠে চড়ে এল এবং এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, "যার কাছে অতিরিক্ত বাহন আছে, সে যেন তা তাকে দিয়ে দেয় যার কোনো বাহন নেই। আর যার কাছে অতিরিক্ত পাথেয় আছে, সে যেন তা তাকে দিয়ে দেয় যার কোনো পাথেয় নেই।" এরপর তিনি বিভিন্ন প্রকার মালের কথা এমনভাবে উল্লেখ করলেন যে, আমাদের মনে হলো যে আমাদের কারোরই অতিরিক্ত মালের ওপর কোনো অধিকার নেই। (মুসলিম)

৯৭০ - জাবির (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) একবার যুদ্ধের সংকল্প করলেন এবং বললেন, "হে মুহাজির ও আনসার সম্প্রদায়! তোমাদের ভাইদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের ধন-সম্পদ ও আত্মীয়-স্বজন নেই। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকে যেন নিজের সাথে তাদের মধ্য থেকে দুই বা তিনজনকে শামিল করে নেয়।" এমতাবস্থায় আমাদের কারোরই নিজের বাহন ছাড়া আর কোনো বাহন ছিল না যা তাকে বহন করবে, বরং কেবল পালাক্রমেই আমরা আরোহণ করতাম। জাবির (রা.) বলেন, এরপর আমি আমার সাথে দুই বা তিনজনকে শামিল করে নিলাম, আর আমার উটে আমার জন্য তাদের মতো একজনের পালার মতোই পালা নির্ধারিত ছিল। (আবু দাউদ)

৯৭১ - তাঁর (জাবির) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) (সফরের সময়) পেছনে অবস্থান করতেন...

المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له رواه أبو داود بإسناد حسن

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الإحسان إلى الرفيق عند السفر والرفق به وهذا من آداب السفر أن الإنسان يحسن إلى رفيقه في السفر ويرفق به ثم ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أحاديث: منها أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فجعل يلتفت يمينه وشماله وكأنه يريد حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل زاد به على من زاد له وذكر أصنافاً من البال فصار الناس كل منهم ينظر إلى رفيقه ويركبه معه ويشركه في زاده وهكذا أيضاً في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتعاقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد حتى يكون الناس كلهم سواء وكذلك الحديث الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكون في أخريات القوم في السفر يزجي الضعيف يسوقه ويدعو له كما ثبت ذلك عنه في صحيح مسلم في قصة جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه وكان جابر على

সফরের সময় তিনি দুর্বলদের পেছনে থেকে এগিয়ে দিতেন, নিজের বাহনে আরোহণ করাতেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন। এটি ইমাম আবু দাউদ হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: 'সফরসঙ্গীর প্রতি সদাচরণ ও তার সাথে কোমল ব্যবহারের অধ্যায়'। এটি সফরের অন্যতম শিষ্টাচার যে, ব্যক্তি তার সফরসঙ্গীর সাথে সদ্যবহার করবে এবং তার প্রতি কোমল হবে। এরপর লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) তিনটি হাদিস উল্লেখ করেছেন: তার মধ্যে একটি হলো—এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে আসলেন

যখন তিনি সফরে ছিলেন। লোকটি ডানে-বামে তাকাচ্ছিলেন যেন তিনি কোনো অভাব বা প্রয়োজন বোধ করছেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "যার নিকট অতিরিক্ত বাহন রয়েছে, সে যেন তা এমন ব্যক্তিকে দিয়ে দেয় যার কোনো বাহন নেই। আর যার নিকট অতিরিক্ত পাথেয় আছে, সে যেন তা এমন ব্যক্তিকে দিয়ে দেয় যার কোনো পাথেয় নেই।" তিনি সম্পদের আরও কিছু প্রকারভেদ উল্লেখ করলেন, ফলে উপস্থিত প্রত্যেকেই তাদের সঙ্গীদের প্রতি লক্ষ্য করতে লাগলেন এবং তাদের নিজেদের বাহনে আরোহণ করালেন ও নিজেদের পাথেয়তে অংশীদার করলেন। একইভাবে দ্বিতীয় হাদিসেও এসেছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুই বা তিন ব্যক্তিকে একই উটের পিঠে পর্যায়ক্রমে আরোহণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে করে সকল মানুষ সমান অবস্থানে থাকে। তেমনিভাবে তৃতীয় হাদিসটি হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সফরের সময় লোকজনের সবার শেষে থাকতেন যাতে তিনি দুর্বলদের চালিত করতে পারেন, তাদের এগিয়ে দেন এবং তাদের জন্য দোয়া করেন। যেমনটি সহিহ মুসলিমের জাবির ইবনে আব্দুল্লাহর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনায় সাব্যস্ত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার সাথে মিলিত হয়েছিলেন যখন জাবির একটি...

(ص: 598) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

جمل قد أعيا فضربه النبي صلى الله عليه وسلم أي ضرب الجمل ودعا له فصار يمشي
كما تمشي الركاب بل كان يتقدم عليها والحاصل أنه ينبغي للإنسان أن يكون مع
رفقائه في السفر محسناً إليهم قاضياً لحاجتهم معيناً لهم فإن هذا من الآداب
النبوية التي جاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم

একটি উট অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল; অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটিকে আঘাত করলেন—অর্থাৎ তিনি উটটির গায়ে মৃদু আঘাত করলেন—এবং সেটির কল্যাণে দোয়া করলেন। এতে উটটি অন্যান্য আরোহী পশুর ন্যায় চলতে শুরু করল, এমনকি

সেটি তাদের অগ্রগামী হয়ে গেল। সারকথা এই যে, মানুষের জন্য উচিত হলো সফরের সঙ্গীদের প্রতি দয়ালু হওয়া, তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেওয়া এবং তাদের সাহায্য করা; কেননা এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ নির্দেশিত নববী শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহই অধিক পরিজ্ঞাত।

(ص: 599) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

L20/ باب ما يقول إذا ركب الدابة للسفر
قال الله تعالى: {وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم إذا استوتيم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقربين وإنا إلى ربنا لمنقلبون}
972 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر، كبر ثلاثاً، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل.
اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبه المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل والولد وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آييون تأييون عابدون لربنا حامدون رواه مسلم
[الشَّرْحُ]
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب آداب السفر: باب ما

/0L2 সফরের জন্য সওয়ারিতে আরোহণের সময় যা বলতে হয় সেই সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

মহান আল্লাহ বলেন: {এবং তিনি তোমাদের জন্য নৌযান ও চতুষ্পদ জন্তুর মধ্য থেকে এমন সব সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা আরোহণ করো। যাতে তোমরা তাদের পিঠের ওপর স্থির হয়ে বসো, তারপর যখন তোমরা তার ওপর স্থির হবে, তখন তোমাদের রবের অনুগ্রহ স্মরণ করো এবং বলো: পবিত্র সেই সত্তা যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, অথচ আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আর আমরা অবশ্যই আমাদের রবের কাছে প্রত্যাবর্তন করব।}

৯৭২ - ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সফরের উদ্দেশ্যে তাঁর উটের ওপর আরোহণ করে স্থির হতেন, তখন তিনবার তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলতেন। অতঃপর বলতেন: "পবিত্র সেই সত্তা যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, অথচ আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আর আমরা অবশ্যই আমাদের রবের কাছে প্রত্যাবর্তন করব। হে আল্লাহ! আমরা আমাদের এই সফরে আপনার কাছে পুণ্য ও তাকওয়া প্রার্থনা করছি এবং এমন আমল প্রার্থনা করছি যা আপনি পছন্দ করেন। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এই সফরকে সহজ করে দিন এবং এর দূরত্বকে আমাদের জন্য সংকুচিত করে দিন। হে আল্লাহ! আপনিই সফরে আমাদের সঙ্গী এবং পরিবার-পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণকারী।"

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সফরের ক্লান্তি ও ক্লেশ, অশুভ দৃশ্য এবং সম্পদ, পরিবার ও সম্ভানের অশুভ পরিণতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" আর যখন তিনি ফিরে আসতেন, তখন এগুলোই পড়তেন এবং সাথে এই বাক্যগুলো বাড়িয়ে বলতেন: "আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আমাদের রবের প্রশংসাকারী।" (মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ তাআলা) সফরের আদব সম্পর্কিত অধ্যায়ে বলেন: পরিচ্ছেদ: যা...

يقوله إذا ركب دابته للسفر.

هكذا قيد المؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا ركب للسفر وظاهر الآية الكريمة أن الحكم عام وأن الإنسان إذا ركب دابته أو سيارته أو السفينة فإنه يقول ما ذكره الله عز وجل ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب دابته خارجاً في سفر قال كذا وكذا وذكر قبل ذلك الآية وهي قوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الآية.

{وجعل لكم} يعني: سير لكم.

{من الفلك}: يعني السفن وهي ثلاثة أنواع: بحرية، وبرية، وجوية أما البحرية فكانت معروفة من قديم الزمان من زمن نوح صلى الله عليه وسلم حين أوحى الله إليه {أن اصنع الفلك بأعيننا ووحيننا} ثم قال: {ولقد تركناها آية فهل من مدكر} وأما السفن البرية فظهرت متأخرة وهي السيارات، وأما الجوية فهي أيضاً بعد ذلك وهي الطائرات وكلها داخلية في قوله: {وجعل لكم من الفلك} فإنها فلك لأنها تجمع ما شاء الله من الخلق وقوله تعالى: {والأنعام} يعني الإبل والبغال والحمير والخيول وغيرها مما يركب وقد اختلف العلماء في جواز ركوب

ভ্রমণের উদ্দেশ্যে সওয়ারিতে আরোহণের সময় তিনি এটি বলতেন।

এভাবেই গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) বিধানটিকে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আরোহণের সাথে নির্দিষ্ট করেছেন। তবে পবিত্র আয়াতের বাহ্যিক মর্ম এই যে, এই বিধানটি সাধারণ; মানুষ যখনই কোনো পশু, গাড়ি কিংবা জাহাজে আরোহণ করবে, তখনই সে মহান ও মহিমাম্বিত আল্লাহর নির্দেশিত জিকিরটি পাঠ করবে। অতঃপর তিনি ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বের হয়ে সওয়ারিতে আরোহণ করতেন, তখন তিনি এই এই বলতেন। তার আগে তিনি আয়াতটি উল্লেখ করেছেন, যা মহান আল্লাহর বাণী: "আর তিনি তোমাদের জন্য জলযান ও

চতুষ্পদ জন্তুসমূহ সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা আরোহণ করো। যাতে তোমরা তাদের পিঠের ওপর স্থির হয়ে বসতে পারো, অতঃপর যখন তোমরা তার ওপর স্থির হয়ে বসবে, তখন তোমাদের রবের অনুগ্রহ স্মরণ করবে এবং বলবে—পবিত্র সেই সত্তা যিনি একে আমাদের জন্য বশীভূত করেছেন, অথচ আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আর নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।" (আয়াত শেষ পর্যন্ত)।

{এবং তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন} অর্থাৎ: তিনি তোমাদের জন্য নির্ধারিত ও সহজসাধ্য করেছেন।

{জলযানসমূহ থেকে}: অর্থাৎ যানসমূহ, যা তিন প্রকার: জলপথের, স্থলপথের এবং আকাশপথের। জলপথের যানসমূহ প্রাচীনকাল থেকেই পরিচিত, যা নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর সময় থেকে বিদ্যমান, যখন আল্লাহ তাঁর প্রতি ওহি করেছিলেন: "তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার নির্দেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ করো।" অতঃপর তিনি বলেন: "আর আমি একে একটি নিদর্শন হিসেবে রেখে দিয়েছি, সুতরাং কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?" আর স্থলপথের যানসমূহ পরবর্তীকালে আত্মপ্রকাশ করেছে, যা হলো মোটরযান। আর আকাশপথের যানসমূহ আরও পরে এসেছে, যা হলো উড়োজাহাজ। এই সবই আল্লাহর বাণী: {এবং তিনি তোমাদের জন্য জলযানসমূহ সৃষ্টি করেছেন}-এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ এগুলোও এক ধরনের 'ফুলক' বা যান, যেহেতু এগুলো আল্লাহর অনেক সৃষ্টিকে ধারণ করে। আর মহান আল্লাহর বাণী: {এবং চতুষ্পদ জন্তুসমূহ} দ্বারা উট, খচ্চর, গাধা, ঘোড়া ও অন্যান্য আরোহণযোগ্য প্রাণীকে বোঝানো হয়েছে। আর আরোহণের বৈধতা প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরাম মতভেদ করেছেন

(ص: 601) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الإنسان ما لم تجر العادة بركوبه، كما لو ركب البقر فمنهم من قال: إنه جائز ما لم يشق عليه ومنهم من قال: إنه لا يجوز لأنها لم تخلق لهذا والصحيح أنه جائز وأنه لا بأس أن يركب الإنسان ما لم تجر العادة بركوبه لكن بشرط ألا يشق عليها فإن شق عليه فهو ممنوع وقوله تعالى: {لتستووا على ظهوره} اللام إما للتعليل أو

للعاقبة. يعني أنه جعل لنا ما نركب لنستقر على الظهور، فلم يجعله صعباً نذراً لا يستوي الإنسان على ظهره ولا يستقره، بل هو يستقر على ظهره. وهذا مشاهد في السيارات والسفن والطائرات والإبل الذلول وما أشبه ذلك {ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه} بعد الاستواء تذكرون نعمة الله بما يسر لكم مما خلق من الأنعام ومما علمكم من الفلك وتقولوا: {سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون} كان الذي يتبادر أن يقول الإنسان: الحمد لله الذي سخر لنا هذا ولكنه أمر أن يقول: {سبحان الذي سخر لنا هذا} لماذا، لأن (سبحان) تدل على التنزيه: يعني تنزيه الله عز وجل عن الحاجة وعن النقص فكأن الإنسان يشعر إذا ركب على هذه الفلك والأنعام أنه محتاج إليه يستعين به على حاجاته فيسبح الله عز وجل الذي هو مستغن عن

মানুষের এমন প্রাণীর ওপর আরোহণ করা যা সাধারণত আরোহণের জন্য ব্যবহৃত হয় না, যেমন কেউ যদি গরুর ওপর আরোহণ করে—এ বিষয়ে তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন: এটি বৈধ যতক্ষণ না তা প্রাণীর জন্য কষ্টকর হয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন: এটি বৈধ নয়, কারণ এগুলো এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়নি। তবে সঠিক মত হলো, এটি বৈধ এবং মানুষের জন্য এমন প্রাণীর ওপর আরোহণ করতে কোনো দোষ নেই যা সাধারণত আরোহণের জন্য ব্যবহৃত হয় না, তবে শর্ত হলো তা যেন প্রাণীর জন্য কষ্টকর না হয়। আর যদি তা প্রাণীর জন্য কষ্টদায়ক হয়, তবে তা নিষিদ্ধ। আর মহান আল্লাহর বাণী: {যাতে তোমরা তাদের পিঠের ওপর স্থির হয়ে বসতে পারো}—এখানে ‘লাম’ বর্ণটি হয় কারণ দর্শানোর জন্য অথবা পরিণাম বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ, তিনি আমাদের জন্য আরোহণের মাধ্যম তৈরি করেছেন যেন আমরা তাদের পিঠের ওপর স্থির হতে পারি। তিনি একে এমন কঠিন বা দুর্লভ করেননি যে মানুষ তার পিঠের ওপর সমাসীন হতে বা স্থির হতে পারবে না; বরং সে তার পিঠের ওপর স্থির হতে পারে। আর এটি গাড়ি, জাহাজ, বিমান, অনুগত উট এবং এ জাতীয় বিষয়গুলোতে পরিলক্ষিত হয়। {অতঃপর যখন তোমরা তার ওপর স্থির হয়ে বসবে, তখন তোমাদের রবের নেয়ামত স্মরণ করবে}। অর্থাৎ স্থির হওয়ার পর তোমরা আল্লাহর সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করবে যা তিনি তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন—সেই সকল চতুষ্পদ জন্তু যা তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং

সেই সকল জলযান যা তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। আর তোমরা বলবে: {পবিত্র মহান তিনি, যিনি একে আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, অথচ আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আর আমরা অবশ্যই আমাদের রবের নিকট ফিরে যাবো}। এখানে প্রাথমিকভাবে মনে হতে পারে যে মানুষ বলবে: ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি একে আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন’, কিন্তু তাকে আদেশ করা হয়েছে যেন সে বলে: {পবিত্র মহান তিনি, যিনি একে আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন}। কেন? কারণ ‘সুবহান’ শব্দটি পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণার অর্থ বহন করে: অর্থাৎ আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লাকে যাবতীয় অভাব ও ত্রুটি থেকে পবিত্র ঘোষণা করা। ফলে মানুষ যখন এই জলযান ও চতুষ্পদ জন্তুর ওপর আরোহণ করে, তখন সে যেন অনুভব করে যে সে এগুলোর মুখাপেক্ষী এবং নিজের প্রয়োজনে এগুলোর সাহায্য নিচ্ছে; তাই সে মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে, যিনি সকল অভাব থেকে মুক্ত ও অমুখাপেক্ষী...

(ص: 602) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

كل خلقه فكان التسبيح في هذا المقام أنسب مع أنه جاء في السنة أنه يحمده الله، لكننا نتكلم عن هذه الآية: {سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين} يعني: ما كنا مطيقين له لولا أن الله سخره أي ذلله كما قال الله تعالى في آية أخرى: {وذلكمناهم فمناهم ركوبهم ومنها يأكلون} أرايتم لو كانت هذه البعير الكبيرة الجسم القوية النشيطة لو لم تسخر هل نركبها؟ هل نقدر عليها؟ الجواب: لا هناك من السباع ما هو دونها بكثير ولا نستطيع أن نقدر عليه، لكن الله سخر لنا هذا الذي نركبه، حتى إن الصبي الصغير يأخذ بزمام الناقة ويقودها إلى حيث شاء، هذا من تسخير الله عز وجل وتذليله {سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي: مطيقين} وإنا إلى ربنا لننقلبون {هذه الجملة جملة عظيمة، كأن الإنسان لما ركب مسافرا على هذه الذلول أو الفلك كأنه يتذكر السفر الأخير من هذه الدنيا وهو

سفر الإنسان إلى الله عز وجل إذا مات، وحملته الناس على أعناقهم فيتذكرو
ويقول: { وإنا إلى ربنا لمنقلبون } جل وعلا، فالقلب إلى الله والله تعالى يقول في
كتابه العزيز: { يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً } كادح إلى ربك، لم يقبل
كادح لربك بل كادح إليه: يعني سيكون مالك ومآل كدحك وكدحك إلى الله عز
وجل: { كادح

তাঁর সমস্ত সৃষ্টি, তাই এই পর্যায়ে তাসবীহ পাঠ করাই অধিকতর সমীচীন, যদিও সুন্নাহর বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহর প্রশংসা (হামদ) করার কথা এসেছে। তবে আমরা এই আয়াতটি সম্পর্কে আলোচনা করছি: {পবিত্র সেই সত্তা, যিনি আমাদের জন্য একে বশীভূত করেছেন, অথচ আমরা একে আয়ত্তে আনতে সক্ষম ছিলাম না} অর্থাৎ: আল্লাহ যদি একে বশীভূত ও অনুগত করে না দিতেন, তবে আমরা একে আয়ত্তে আনার ক্ষমতা রাখতাম না। যেমনটি আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন: {আর আমি সেগুলোকে তাদের অনুগত করে দিয়েছি; ফলে তাদের কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা আহার করে।} আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন, এই বিশালদেহী, শক্তিশালী ও তেজী উট যদি বশীভূত না হতো, তবে কি আমরা এতে আরোহণ করতে পারতাম? আমরা কি এর ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে সক্ষম হতাম? উত্তর হলো: না। এমন অনেক হিংস্র প্রাণী রয়েছে যা আকারে এর চেয়ে অনেক ছোট, অথচ আমরা তা আয়ত্ত করতে পারি না। কিন্তু আল্লাহ আমাদের জন্য এই বাহনকে বশীভূত করে দিয়েছেন, এমনকি একটি ছোট শিশুও উটের লাগাম ধরে তাকে যেখানে ইচ্ছা চালিত করতে পারে। এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বশীভূত ও অনুগত করে দেওয়ারই দান। {পবিত্র সেই সত্তা, যিনি আমাদের জন্য একে বশীভূত করেছেন, অথচ আমরা একে আয়ত্তে আনতে সক্ষম ছিলাম না} আর নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। {এই বাক্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ; মানুষ যখন মুসাফির হিসেবে এই অনুগত বাহন বা জলযানে আরোহণ করে, তখন সে যেন এই দুনিয়ার শেষ সফরের কথা স্মরণ করে—আর তা হলো মৃত্যুর পর মহান আল্লাহর দিকে মানুষের যাত্রা, যখন মানুষ তাকে কাঁধে বহন করে নিয়ে যায়। তখন সে স্মরণ করে এবং বলে:} আর নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। {আল্লাহ সুউচ্চ ও মহান। সুতরাং প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহর দিকেই। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবুল আজিজে ইরশাদ করেন:} হে মানুষ! তোমাকে তোমার রবের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। {তোমার

রবের দিকে কঠোর পরিশ্রমকারী—এখানে 'রবের জন্য পরিশ্রমকারী' বলা হয়নি, বরং 'রবের দিকে' বলা হয়েছে। অর্থাৎ আপনার শেষ গন্তব্য এবং আপনার যাবতীয় শ্রম ও সাধনার সমাপ্তি হবে মহান আল্লাহর সমীপে।} কঠোর পরিশ্রমকারী।

(ص: 603) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

إلى ربك {أي: عامل وراجع إلى ربك} فملاقية {كلنا سوف يلاقي الله، ولكن على أي شيء وشأن نلاقي الله عز وجل؟ يعني: الإنسان لا يهيمه أين يموت ولا متى يموت ربما أنه يحب أن يطيل الله عمره وأن يموت في بلد مقدس كما اختار ذلك موسى صلى الله عليه وسلم لكن الشأن كل الشأن على أي شيء يموت نسأل الله أن يتوفانا وإياكم على الإيمان والتوحيد هذا هو المهم فإن مت على خير فإنه لا فرق أن تموت هنا أو هناك أو في بلد مقدس أو غير مقدس ولا في هذا الشهر ولا في هذا اليوم ولا في هذا الوقت المهم أن تموت على خير فينبغي للإنسان إذا ركب سيارته أو الطائرة أن يقول هذا الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: يكبر ثلاثاً ويقول: {سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون} ثم يدعو بهذا الدعاء الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنهما وتأمل في هذا الحديث كلمة تدل على إحاطة الله بكل شيء يقول: أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل الصاحب في السفر يعني تصحبني في سفري، تيسره علي، تسهله

তোমার প্রতিপালকের অভিমুখে {অর্থাৎ: আমলকারী এবং তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তনকারী হিসেবে} অতঃপর তুমি তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে {আমরা সকলেই আল্লাহর সাক্ষাৎ পাব, কিন্তু কোন অবস্থায় এবং কী মর্যাদায় আমরা মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করব? অর্থাৎ: মানুষ কোথায় মারা গেল বা কখন মারা গেল তা বড় বিষয় নয়; হতে পারে সে কামনা

করে যে আল্লাহ যেন তার হায়াত দীর্ঘ করে দেন এবং সে যেন কোনো পবিত্র ভূমিতে মৃত্যুবরণ করে, যেমনটি মূসা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চয়ন করেছিলেন। কিন্তু আসল বিষয় হলো সে কোন অবস্থার ওপর মৃত্যুবরণ করছে। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের এবং আপনাদের ঈমান ও তাওহীদের ওপর মৃত্যু দান করেন; এটিই হলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ আপনি যদি কল্যাণের ওপর মৃত্যুবরণ করেন, তবে আপনি এখানে মরলেন নাকি ওখানে, পবিত্র ভূমিতে নাকি সাধারণ ভূমিতে, এই মাসে নাকি অন্য মাসে, এই দিনে নাকি অন্য কোনো সময়ে—তাতে কোনো পার্থক্য নেই। গুরুত্বপূর্ণ হলো আপনি কল্যাণের ওপর মৃত্যুবরণ করছেন কি না। সুতরাং মানুষের উচিত যখন সে গাড়িতে বা বিমানে আরোহণ করবে, তখন ইবনে উমরের বর্ণিত হাদিসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রাপ্ত এই যিকরটি পাঠ করা: তিনি তিনবার তাকবীর বলতেন এবং বলতেন:} মহিমাম্বিত সেই সত্তা যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, অথচ আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আর আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তনকারী {অতঃপর তিনি ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত সেই দু'আটি পাঠ করতেন। এই হাদিসের এমন একটি শব্দের প্রতি লক্ষ্য করুন যা সবকিছুর ওপর আল্লাহর পরিবেষ্টনকে নির্দেশ করে, তিনি বলছেন: আপনিই সফরে আমার সঙ্গী এবং পরিবার-পরিজনের দেখাশোনাকারী। সফরে সঙ্গী হওয়ার অর্থ হলো আপনি আমার সফরে আমার সাথে থাকবেন, একে আমার জন্য সহজ ও সুগম করে দেবেন।}

(ص: 604) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

علي وأنت الخليفة في الأهل أي: الخليفة في الأهل من بعدي تحوطهم برعايتك وعنايتك، فهو جل وعلا مع الإنسان في سفره، وخليفته في أهله، لأنه جل وعلا بكل شيء محيط والله الموفق }

973 - وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر يتعوذ من وعشاء السفر، وكآبة المنقلب، والخور بعد الكون، ودعوة المظلوم.

وسوء المنظر في الأهل والمال رواه مسلم هكذا هو في صحيح مسلم الخور بعد الكون بالنون وكذا رواه الترمذي، والنسائي، قال الترمذي: ويروي الكور بالراء وكلاهما له وجه، قال العلماء: ومعناه بالنون والراء جميعاً: الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص.

قالوا: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعها ورواية النون من الكون مصدر كان يكون كوناً إذا وجد واستقر

974 - وعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتى بدابة ليركبها فلما وضع رجله في

আলী, এবং আপনি পরিবারের মধ্যে স্থলাভিষিক্ত; অর্থাৎ: আমার পরে পরিবারের স্থলাভিষিক্ত যিনি আপনার তত্ত্বাবধান ও মনোযোগ দিয়ে তাদের আগলে রাখবেন। কারণ মহান আল্লাহ মানুষের সফরে তার সাথে থাকেন এবং তার পরিবারের অভিভাবক হন, যেহেতু তিনি সবকিছুর ওপর পরিবেষ্টনকারী। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।}

৯৭৩ - আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন সফরে যেতেন, তখন তিনি সফরের কষ্ট-ক্লেশ, প্রত্যাবর্তনের বিষণ্ণতা, উন্নতির পর অবনতি এবং মজলুমের বদদোয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

এবং পরিবার ও সম্পদের অশুভ দৃশ্য থেকেও (আশ্রয় চাইতেন)। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিমে এটি 'নুন' বর্ণযোগে 'আল-হাওর বাদাল কাওন' এভাবেই রয়েছে। তদ্রূপ তিরমিযী ও নাসাঈও বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন: এটি 'রা' বর্ণযোগে 'আল-কাওর' হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে এবং উভয়টিরই তাৎপর্য রয়েছে। উলামায়ে কেরাম বলেন: 'নুন' ও 'রা' উভয় বর্ণযোগে এর অর্থ হলো—সততা বা আধিক্য থেকে বিচ্যুতি বা ঘাটতির দিকে ফিরে আসা।

তাঁরা বলেন: 'রা' বর্ণের বর্ণনাটি পাগড়ি প্যাঁচানো (তাকউইরুল ইমামাহ) থেকে সংগৃহীত, যার অর্থ তা জড়ানো ও গুটিয়ে নেওয়া। আর 'নুন' বর্ণের বর্ণনাটি 'কাওন' থেকে আগত, যা 'কানা-ইয়াকুনু-কাওনান' এর ক্রিয়ামূল, যার অর্থ কোনো কিছুর অস্তিত্ব লাভ করা ও স্থিতিশীল হওয়া।

৯৭৪ - আলী ইবনে রাবিআহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আলী ইবনে আবি তালিব (রা.)-কে দেখেছি, তাঁর নিকট আরোহণের জন্য একটি পশু আনা হলো। যখন তিনি তাঁর পা রাখলেন...

(ص: 605) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال: الحمد لله ثلاث مرات، ثم قال: الله أكبر ثلاث مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فأغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك، ف قيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، ثم ضحك فقلت: يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ: حسن صحيح.

وهذا لفظ أبي داود.

[الشَّرْحُ]

هذان الحديثان في الأدعية والأذكار التي تقال إذا ركب الإنسان راحلته في السفر وسبق لنا شرح الآية الكريمة أن الله تعالى قال: لتستوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين

كذلك أيضاً يتعوذ الإنسان من وعثاء السفر ومن كآبة المنظر، وسوء المنقلب في
البال والأهل، ويتعوذ أيضاً من

পাদানিতে পা রেখে তিনি বললেন: আল্লাহর নামে। অতঃপর যখন তিনি সওয়ারির পিঠে স্থির হয়ে বসলেন, তখন বললেন: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, অথচ আমরা একে বশীভূত করতে পারতাম না; এবং আমরা অবশ্যই আমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। এরপর তিনি তিনবার বললেন: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এরপর তিনবার বললেন: আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, এরপর বললেন: আপনি পবিত্র ও মহান, আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন; কেননা আপনি ব্যতীত আর কেউ গুনাহসমূহ ক্ষমা করতে পারে না। অতঃপর তিনি হাসলেন। তখন বলা হলো: হে আমিরুল মুমিনিন! আপনি কেন হাসলেন? তিনি বললেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি আমি যেমনটি করলাম তিনিও তেমনটি করেছিলেন, অতঃপর তিনি হেসেছিলেন। তখন আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন হাসলেন? তিনি বললেন: নিশ্চয়ই আপনার মহান রব তাঁর বান্দার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন যখন সে বলে: 'আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন', তিনি জানেন যে, আমি ছাড়া আর কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না। এটি আবু দাউদ ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিজি বলেছেন: এটি হাসান হাদিস, আর কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে: হাসান সহিহ।

এটি আবু দাউদের শব্দাবলী।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসদ্বয় ঐ সকল দোয়া ও জিকির প্রসঙ্গে যা মানুষ সফরে তার সওয়ারিতে আরোহণের সময় পাঠ করে। ইতিপূর্বে আমরা সেই পবিত্র আয়াতের ব্যাখ্যা করেছি যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: 'যাতে তোমরা তাদের পৃষ্ঠদেশে স্থির হয়ে বসতে পারো, অতঃপর তোমাদের রবের নেয়ামত স্মরণ করো যখন তোমরা তার ওপর স্থির হয়ে বসবে এবং বলবে—পবিত্র সেই সত্তা যিনি একে আমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন অথচ আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না।' অনুরূপভাবে মানুষ সফরের ক্লাস্তি ও কষ্ট, বিষণ্ণ দৃশ্য এবং সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের কাছে অশুভ প্রত্যাবর্তন থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে, এবং সে আরও আশ্রয় চাইবে...

دعوة المظلوم، ويسأله الله المغفرة والرحمة ويحمد الله ثلاثاً ويكبر ثلاثاً، كل هذا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذكرته بلفظه فهذا هو الأحسن والأفضل وإلا فقل ما تيسر، وأهم شيء ما ذكره الله تعالى في القرآن: {سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين} وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيان سعة مغفرة الله ورحمته وأنه عز وجل يفرح من عبده إذا استغفره وتاب إليه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم براحلته وذكر الحديث وهو أن رجلاً مسافراً أضل راحلته وفقدها فطلبها فلم يجدها وعليه طعامه وشرابه فأيس منها ومن الحياة ونام تحت شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذا براحلته قد تعلقت بالشجرة، فأخذ بزمامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك لكنه أخطأ من شدة الفرح فאלله عز وجل يفرح بتوبة عبده فعليك أخي المسلم أن تتوب إلى الله وترجع وتستغفر وتعلم أنك متى

মজলুমের (অত্যাচারিতের) বদদোয়া; এবং সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও রহমত প্রার্থনা করবে, তিনবার আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং তিনবার তাকবীর পাঠ করবে। এসবই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং যদি আপনি তা হাদিসের শব্দেই পাঠ করেন, তবে সেটিই সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্ট। অন্যথায় আপনার জন্য যা সহজ হয় তা পাঠ করুন। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে যা উল্লেখ করেছেন: "পবিত্র সেই সত্তা, যিনি এগুলোকে আমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন, অথচ আমরা এগুলোকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না।" আলী ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদিসে আল্লাহর ক্ষমা ও রহমতের প্রশস্ততার বিবরণ রয়েছে; আর নিশ্চয়ই মহামহিম আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি আনন্দিত হন যখন সে তাঁর কাছে ক্ষমা চায় এবং তওবা করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এটি প্রমাণিত যে তিনি বলেছেন: "আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবায়

তোমাদের মধ্য থেকে সেই ব্যক্তির চেয়েও অধিক আনন্দিত হন যে তার হারানো বাহন ফিরে পেয়েছে।" এরপর তিনি হাদিসটি বর্ণনা করেন যে, এক মুসাফির ব্যক্তি তার বাহনটি হারিয়ে ফেলেছিল। সে সেটি অনেক খুঁজল কিন্তু পেল না, অথচ তার খাদ্য ও পানীয় সেই বাহনের ওপরই ছিল। ফলে সে বাহনটির আশা এবং জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় একটি গাছের নিচে ঘুমিয়ে পড়ল। সে এই অবস্থায় থাকাকালীন হঠাৎ দেখতে পেল যে তার বাহনটি গাছের সাথে আটকে আছে। সে তখন সেটির লাগাম ধরল এবং বলল: "হে আল্লাহ! আপনি আমার বান্দা আর আমি আপনার রব।" সে মূলত বলতে চেয়েছিল: "হে আল্লাহ! আপনি আমার রব আর আমি আপনার বান্দা," কিন্তু অতিশয় আনন্দের আতিশয্যে সে ভুল করে বসল। সুতরাং আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার তওবায় অত্যন্ত আনন্দিত হন। অতএব হে আমার মুসলিম ভাই, আপনার কর্তব্য হলো আল্লাহর কাছে তওবা করা, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা; আর এটি জেনে রাখা যে আপনি যখনই...

(ص: 607) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

استغفرت الله تعالى بصدق وإخلاص فإن الله تعالى يغفر لك {ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً} نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ويرحمنا ويرحمكم إنه على كل شيء قدير

তুমি যদি সত্যনিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, তবে আল্লাহ তাআলা তোমাকে ক্ষমা করবেন। {আর যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ করে কিংবা নিজের প্রতি জুলুম করে, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু হিসেবে পাবে।} আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের ও আপনাদের ক্ষমা করেন এবং আমাদের ও আপনাদের প্রতি রহম করেন; নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

L20/ باب تكبير المسافر إذا صعد الثنأيا وشبهها وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه
975 - عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا رواه البخاري.

976 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنأيا كبروا وإذا هبطوا سبحوا رواه أبو داود بإسناد صحيح

[الشَّرْحُ]

هذا الباب عقده المؤلف النووي رحمه الله في (رياض الصالحين) تحت آداب السفر وما يقال فيه، فمن ذلك أنه من آداب السفر أنه إذا صعد الإنسان شيئاً مرتفعاً كالجبل وكذلك الطائرة إذا صعدت فإنه يكبر يقول: الله أكبر إما مرة أو مرتين أو ثلاثاً وإذا نزل: سبح قال: سبحان الله مرة أو مرتين أو ثلاثاً ووجه ذلك أن الإنسان إذا علا فإنه يرى نفسه في مكان عال فقد يستعظم نفسه

/0L2 পাহাড়ের উঁচু পথ ও অনুরূপ স্থানে আরোহণের সময় মুসাফিরের তাকবির বলা এবং উপত্যকা ও অনুরূপ নিচু স্থানে অবতরণের সময় তাসবিহ পাঠ করা এবং তাকবির ও সমজাতীয় যিকরে অতি উচ্চস্বরে চিৎকার করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

৯৭৫ - জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা যখন উপরে আরোহণ করতাম তখন তাকবির বলতাম এবং যখন নিচে নামতাম তখন তাসবিহ পাঠ করতাম। (ইমাম বুখারি এটি বর্ণনা করেছেন)।

৯৭৬ - ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সেনাবাহিনী যখন পাহাড়ের চড়াই পথগুলোতে আরোহণ করতেন তখন

তাকবির বলতেন এবং যখন নিচে নামতেন তখন তাসবিহ পাঠ করতেন। (ইমাম আবু দাউদ এটি সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যাখ্যা]

এই পরিচ্ছেদটি গ্রন্থকার ইমাম নববী (রহিমাল্লাহ) 'রিয়াদুস সালেহীন' গ্রন্থে সফরের আদব এবং সফরে যা পঠিত হয়—তার অধীনে সংকলন করেছেন। সফরের আদবসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলো—মানুষ যখন কোনো উঁচু স্থানে যেমন পাহাড়, এমনকি বিমান যখন উপরে আরোহণ করে, তখন সে তাকবির পাঠ করবে অর্থাৎ বলবে: আল্লাহু আকবার, একবার, দুইবার বা তিনবার। আর যখন নিচে অবতরণ করবে, তখন তাসবিহ পাঠ করবে অর্থাৎ বলবে: সুবহানাল্লাহ, একবার, দুইবার বা তিনবার। এর তাৎপর্য হলো, মানুষ যখন উঁচুতে আরোহণ করে তখন সে নিজেকে একটি উচ্চ স্থানে প্রত্যক্ষ করে, ফলে সে নিজেকে বড় মনে করতে পারে...

(ص: 609) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

فيقول: الله أكبر يعني يرد نفسه إلى الاستصغار أما كبرياء الله عز وجل فيقول: الله أكبر.

يعني: لو علوت أيتها النفس فإن فوقك من هو أعلى منك وهو الله عز وجل أما إذا نزل فالنزل سفول ودنو وذل فيقول: سبحان الله يعني أنزهه الله سبحانه وتعالى عن السفول والنزل، لأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وإن كان جل وعلا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلى السماء الدنيا هذا نزول يليق بجلاله وعظمته ولا يلزم منه السفول لأن الله تعالى ليس كمثله شيء المهم أنه من الآداب المستحبة التي من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنك إذا صعدت تقول الله أكبر وإذا نزلت وادياً تقول: سبحان الله كذلك الطائرة عند ارتفاعها تكبر عند

نزولها المطار تسبح لأنه لا فرق بين الصعود في الهواء والنزول منه أو على الأرض
والله الموفق

সুতরাং সে বলবে: আল্লাহ্ আকবার; অর্থাৎ মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর মহত্ত্বের সামনে সে নিজের তুচ্ছতাকে স্বীকার করবে, তাই সে বলবে: আল্লাহ্ আকবার।
এর অর্থ হলো: হে নফস, তুমি যতই উপরে ওঠো না কেন, তোমার উপরে এমন একজন আছেন যিনি তোমার চেয়েও সুউচ্চ, আর তিনি হলেন পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত আল্লাহ। আর যখন সে নিচে নামে—যেহেতু নিচে নামা হলো অবনমন, নিকটবর্তী হওয়া ও দীনতার পরিচায়ক—তাই সে বলে: সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ পবিত্র); অর্থাৎ আমি মহান আল্লাহকে যাবতীয় নিম্নগামিতা ও হীনতা থেকে পবিত্র ঘোষণা করছি। কেননা তিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে সমাসীন। যদিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন, তবে এই অবতরণ তাঁর শান ও মহত্ত্বের উপযোগী। এর দ্বারা তাঁর জন্য কোনো প্রকার নিম্নগামিতা সাব্যস্ত হয় না, কারণ কোনো কিছুই মহান আল্লাহর সদৃশ নয়। সারকথা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের প্রদর্শিত হিদায়াত ও উত্তম আদব হলো এই যে, যখন আপনি উপরে আরোহণ করবেন তখন 'আল্লাহ্ আকবার' বলবেন এবং যখন কোনো উপত্যকায় নামবেন তখন 'সুবহানাল্লাহ' বলবেন।
অনুরূপভাবে বিমান যখন উড্ডয়ন করবে তখন তাকবীর পাঠ করবে এবং যখন বিমানবন্দরে অবতরণ করবে তখন তাসবীহ পাঠ করবে। কেননা আকাশে আরোহণ কিংবা সেখান থেকে নিচে নামা অথবা ভূমিতে চলাচলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আল্লাহই তাওফীকদাতা।

(ص: 610) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

979 - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنّا إذا أشرَفنا على واد وهللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا فقال النبي صلى الله

عليه وسلم: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّهُ مَعَكُمْ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ارْبِعُوا بَفَتْحِ الْبَاءِ الْمَوْحِدَةِ أَيُّ: اِرْفَقُوا بِأَنْفُسِكُمْ

[الشَّرْحُ]

تقدم أنه ينبغي للمسافر إذا علا وارتفع أن يكبر، وإذا هبط ونزل أن يسبح، وبيننا الحكمة في ذلك، ولكن ينبغي للإنسان إذا فعل هذا ألا يجهد نفسه ولا يشق عليها ولا يرفع صوته رفعا بالغا، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكانوا يهللون ويكبرون ويرفعون أصواتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أَيُّهَا النَّاسُ ارْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ يَعْنِي هُونُوا عَلَيْهَا وَلَا تَشْقُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ؟ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُو أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا مُجِيبًا قَرِيبًا وَهُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَحْتَاجُ أَنْ تَجْهَدُوا أَنْفُسَكُمْ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ عِنْدَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ، لِأَنَّ اللَّهَ

৯৭৯ - আবু মুসা আল-আশআরি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। যখন আমরা কোনো উপত্যকায় আরোহণ করতাম, তখন আমরা তাহলীল ও তাকবীর পাঠ করতাম এবং আমাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়ে যেত। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "হে লোকসকল! তোমরা নিজেদের প্রতি সদয় হও (কণ্ঠস্বর নিচু করো)। কারণ তোমরা কোনো বধির বা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছ না। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের সাথে আছেন, তিনি সর্বশ্রোতা ও অতি নিকটে।" (বুখারী ও মুসলিম)। 'আরবাউ' (এক নুজ্জাবিশিষ্ট 'বা' বর্ণে ফাতহাযুক্ত) শব্দের অর্থ হলো: নিজেদের প্রতি কোমল হও বা সহজ করো।

[ব্যাখ্যা]

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, মুসাফিরের জন্য উচিত হলো যখন সে কোনো উচ্চস্থানে আরোহণ করবে তখন তাকবীর পাঠ করা, আর যখন নিচে অবতরণ করবে তখন তাহলীল পাঠ করা। আমরা এর হিকমত বা রহস্যও বর্ণনা করেছি। তবে মানুষের উচিত হলো এটি করার সময়

নিজেকে অতিরিক্ত কষ্টে না ফেলা, নিজের ওপর কঠোরতা আরোপ না করা এবং কণ্ঠস্বর অত্যধিক উচ্চ না করা। যেমনটি আবু মুসা আল-আশআরি (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসে এসেছে যে, তাঁরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সফরে ছিলেন এবং তাঁরা তাহলীল ও তাকবীর পাঠ করছিলেন এবং উচ্চস্বরে আওয়াজ করছিলেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "হে লোকসকল! তোমরা নিজেদের প্রতি সদয় হও।" অর্থাৎ নিজেদের জন্য বিষয়টিকে সহজ করো এবং কণ্ঠস্বর উচ্চ করার মাধ্যমে নিজেদের কষ্টে ফেলো না। কেননা তোমরা কোনো বধির বা অনুপস্থিত সত্তাকে আহ্বান করছ না; বরং তোমরা এমন এক সত্তাকে আহ্বান করছ যিনি সর্বশ্রোতা, প্রার্থনা কবুলকারী এবং অতি নিকটে। আর তিনি হলেন মহান আল্লাহ। তাসবীহ, তাহমীদ ও তাকবীর পাঠের সময় উচ্চস্বরে চিৎকার করে নিজেদের পরিশ্রান্ত করার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ আল্লাহ...

(ص: 611) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

تعالى يسمع ويبصر وهو قريب جل وعلا مع أنه فوق السماوات لكنه محيط بكل شيء جل وعلا قال ابن عباس: رضي الله عنهما: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم كل السماوات والأرض لا تنسب إلى الله عز وجل فهو جل وعلا محيط بكل شيء وهو فوق كل شيء وفي هذا دليل أنه لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه في العبادات لا في أدائها ولا في المداومة عليها، ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال من شدة رغبته في الخير: لأقوم من الليل ما عشت ولأصوم من النهار ما عشت يعني: يريد أن يصوم كل النهار ويقوم كل الليل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدعاه، وقال: أنت الذي قلت هذا قال: نعم يا رسول الله قال: إنك لا تطيق ذلك ثم أمره أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام أن يقوم وينام فقال: إني أطيق أكثر من

ذلك فما زال به حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم له: صم يوماً وأفطر يوماً قال: فإني
أطيع أكثر من ذلك، قال: لا أفضل من هذا، هذا صوم داود صلى الله عليه وسلم
يصوم يوماً ويفطر يوماً ليتقوى بيوم الفطر

মহান আল্লাহ শ্রবণ করেন ও দর্শন করেন এবং তিনি অতি নিকটবর্তী; সুমহান ও সুউচ্চ তিনি। তিনি আসমানসমূহের উর্ধ্বে হওয়া সত্ত্বেও সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: "পরম করুণাময় আল্লাহর করতলে সপ্ত আসমান ও সপ্ত জমিন কেবল তোমাদের কারো হাতের তালুতে রাখা একটি সরিষার দানার ন্যায়।" আসমান ও জমিন আল্লাহ তাআলার তুলনায় অতি নগণ্য; তিনি সব কিছুর পরিবেষ্টন করে আছেন এবং তিনি সব কিছুর উপরে। এর মধ্যে এই দলিল রয়েছে যে, মানুষের জন্য ইবাদতের ক্ষেত্রে নিজের ওপর কঠোরতা আরোপ করা সমীচীন নয়—তা আদায়ের ক্ষেত্রেই হোক কিংবা তাতে অভ্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রেই হোক। একারণেই যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছাল যে, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) কল্যাণের প্রতি গভীর অনুরাগের আতিশয্যে বলেছেন: "আমি যতদিন বেঁচে থাকব, অবশ্যই সারা রাত নামাজে দণ্ডায়মান থাকব এবং সারা দিন সিয়াম পালন করব"—অর্থাৎ তিনি প্রতিদিন সিয়াম পালন ও সারা রাত ইবাদত করতে চেয়েছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খবরটি পেয়ে তাঁকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমিই কি সেই ব্যক্তি যে এ কথা বলেছ?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল!" নবীজী বললেন: "নিশ্চয়ই তুমি তা সহ্য করতে পারবে না।" অতঃপর তিনি তাঁকে প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম পালনের এবং রাতে সালাত আদায়ের পাশাপাশি ঘুমানোর নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন: "আমি এর চেয়ে বেশি সামর্থ্য রাখি।" তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বললেন: "তবে একদিন সিয়াম পালন করো এবং একদিন ভঙ্গ করো।" তিনি বললেন: "আমি এর চেয়েও অধিক সামর্থ্য রাখি।" নবীজী বললেন: "এর চেয়ে উত্তম আর কোনো সিয়াম নেই; এটি দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর সিয়াম। তিনি একদিন সিয়াম পালন করতেন এবং একদিন বিরতি দিতেন, যাতে বিরতির দিনে তিনি শক্তি সঞ্চয় করতে পারেন।"

على يوم الصيام فلما كبر رضي الله عنه شق عليه ذلك شق أن يصوم يوماً ويفطر يوماً فقال: ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم ثم صار يصوم خمسة عشر يوماً سرداً ويفطر خمسة عشر يوماً سرداً لأنه عجز أن يصوم يوماً ويفطر يوماً أما في القيام فقال له: أعظم ما يكون أن ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدس الليل، قسمه ثلاثة أقسام: ينام النصف، ويقوم الثلث، وينام السدس، وقال: لا أفضل من ذلك والحاصل أنه لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه في العبادة متى تسهلت فليحمد الله بعض الناس في أيام الشتاء يكون عنده الماء الساخن والبارد، يتوضأ بالبارد ويترك الساخن، يعذب نفسه والله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتُمْ نعم، إذا لم يكن عندك إلا الماء البارد واستعمله وشق عليك فلك أجر أما أن تعدل عن السهل إلى الصعب طلباً للأجر فهذا ليس بصواب، متى تسهل الأمر فأفعله، كذلك بعض الناس مثلاً يقول: امشي على رجلي للحج لأنه أصعب من المشي بالسيارة قلنا: هذا خطأ، إذا سهل الله لك العبادة فافعل

সিয়াম পালনের দিনগুলোর বিষয়ে; অতঃপর যখন তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বার্ষিক্যে উপনীত হলেন, তখন একদিন রোজা রাখা এবং একদিন বিরতি দেওয়া তাঁর জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়ল। তখন তিনি আক্ষেপ করে বললেন: "হায়! আমি যদি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দেওয়া অবকাশ গ্রহণ করতাম!" এরপর তিনি একটানা পনেরো দিন রোজা রাখতেন এবং পনেরো দিন বিরতি দিতেন; কারণ একদিন রোজা রাখা ও একদিন বিরতি দেওয়ার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। আর রাত্রিকালীন ইবাদতের ব্যাপারে তিনি তাঁকে বলেছিলেন: সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো রাতের অর্ধেক সময় ঘুমানো, এক-তৃতীয়াংশ সময় ইবাদতে দাঁড়ানো এবং শেষ ষষ্ঠাংশ সময় পুনরায় ঘুমানো। তিনি রাতকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছিলেন: অর্ধেক সময় ঘুম, এক-তৃতীয়াংশ কিয়াম এবং ষষ্ঠাংশ ঘুম। তিনি আরও বলেছিলেন: এর চেয়ে উত্তম

আর কিছু নেই। সারকথা হলো, ইবাদতের ক্ষেত্রে মানুষের নিজের ওপর কঠোরতা আরোপ করা উচিত নয়; বরং যখনই তা সহজসাধ্য হবে, তখনই আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত। শীতকালে কোনো কোনো ব্যক্তির কাছে গরম ও ঠান্ডা উভয় প্রকার পানি থাকা সত্ত্বেও তারা গরম পানি পরিহার করে ঠান্ডা পানি দিয়ে অজু করে নিজেদের কষ্ট দেয়। অথচ আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেন: "তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং ঈমান আনো, তবে আল্লাহ তোমাদের শাস্তি দিয়ে কী করবেন?" হ্যাঁ, যদি আপনার নিকট ঠান্ডা পানি ব্যতীত অন্য কিছু না থাকে এবং তা ব্যবহার করতে আপনার কষ্ট হয়, তবে আপনি সওয়াব পাবেন। কিন্তু সওয়াব লাভের আশায় সহজ পথ বর্জন করে কঠিন পথ বেছে নেওয়া সঠিক নয়। যখনই বিষয়টি সহজ হবে, তখনই তা পালন করুন। ঠিক একইভাবে কোনো কোনো মানুষ বলে: "আমি হেঁটে হজে যাব, কারণ এটি গাড়িতে চড়ে যাওয়ার চেয়ে বেশি কষ্টকর।" আমরা বলি: এটি ভুল। আল্লাহ যখন আপনার জন্য ইবাদত সহজ করে দিয়েছেন, তখন তা সহজভাবেই পালন করুন।

(ص: 613) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

أَوْ أَنْكَ تَقْرَأُ عَلَى نَوْرٍ ضَعِيفٍ وَلَا تَقْرَأُ عَلَى نَوْرٍ قَوِيٍّ، لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ عَلَى النُّورِ الضَّعِيفِ أَصْعَبُ هَذَا أَيْضًا خَطَأٌ كُلَّمَا تَسَهَّلَتِ الْعِبَادَةُ فَافْعَلْ مَا تَيْسِرُ وَلَكِنْ لَا تَقْصُرْ أَمَّا إِذَا لَمْ يُمْكِنْ إِلَّا مَعَ تَعَبٍ فَهَذَا الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ وَمَتَى تَعَبْتَ فِي الْعِبَادَةِ فَلَكَ أَجْرٌ وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ

অথবা আপনি ক্ষীণ আলোতে অধ্যয়ন করেন এবং উজ্জ্বল আলোতে অধ্যয়ন করেন না, কারণ ক্ষীণ আলোতে অধ্যয়ন করা অধিকতর কষ্টসাধ্য—এটিও একটি ভ্রান্তি। ইবাদত যখনই সহজসাধ্য হয়, আপনি সহজ পন্থায় তা সম্পাদন করুন, তবে কোনো প্রকার শৈথিল্য প্রদর্শন করবেন না। আর যদি কষ্ট ও পরিশ্রম ব্যতিরেকে তা সম্ভব না হয়, তবে বিষয়টি আল্লাহর ওপর ন্যস্ত। আপনি ইবাদতে যতটুকু শ্রম স্বীকার করবেন, আপনার জন্য তার প্রতিদান রয়েছে। আল্লাহ-ই তাওফিকদাতা ও সহায়।

L20/ باب استحباب الدعاء في السفر

980 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن وليس في رواية أبي داود: على ولده

/0L2 সফরে দোয়া করার মুস্তাহাব হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

৯৮০ - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তিনটি দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই: মজলুমের দোয়া, মুসাফিরের দোয়া এবং সন্তানের বিরুদ্ধে পিতার দোয়া। এটি আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী বলেছেন: এটি হাসান হাদিস। তবে আবু দাউদের বর্ণনায় ‘সন্তানের বিরুদ্ধে’ অংশটুকু নেই।

L20/ باب ما يدعو به إذا خاف ناساً أو غيرهم

981 - عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوماً قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم رواه أبو داود، والنسائي بإسناد صحيح

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه (رياض الصالحين) : باب دعاء المسافر
المسافر: هو الذي فارق وطنه يكون مسافرا حتى يرجع إليه ودعوة المسافر دعوة
محتاج في الغالب والإنسان إذا احتاج ودعا ربه أو شك أن يستجاب له لأن الله
سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطر ودعوة المحتاج أكثر مما يستجيب لغيرهما ثم
ذكر الحديث ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر،
ودعوة الوالد.
أما دعوة المظلوم فمعناها إذا ظلمك أحد فأخذ مالك أو غير

মানুষ বা অন্য কাউকে ভয় পেলে যা পাঠ করতে হয় সেই বিষয়ক অধ্যায়

৯৮১ - আবু মুসা আল-আশআরি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কোনো সম্প্রদায়কে ভয় করতেন, তখন বলতেন: "হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে তাদের মুখোমুখি (প্রতিবন্ধক) করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" এটি আবু দাউদ এবং নাসায়ি সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর গ্রন্থ (রিয়াদুস সলিহীন)-এ বলেছেন: মুসাফিরের দোয়ার অধ্যায়। মুসাফির হলো সেই ব্যক্তি যে নিজের স্বদেশ ত্যাগ করেছে, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে। আর মুসাফিরের দোয়া সাধারণত একজন মুখাপেক্ষী ও নিরুপায় ব্যক্তির দোয়া হয়ে থাকে। মানুষ যখন মুখাপেক্ষী হয়ে তার প্রতিপালককে ডাকে, তখন তার দোয়া কবুল হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসে। কারণ মহান আল্লাহ বিপদগ্রস্ত ও মুখাপেক্ষী ব্যক্তির দোয়া অন্যদের তুলনায় বেশি কবুল করেন। এরপর তিনি হাদিসটি উল্লেখ করেছেন: "তিনটি দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই: মজলুমের দোয়া, মুসাফিরের দোয়া এবং সন্তানের জন্য পিতার দোয়া।"

আর মজলুমের দোয়ার অর্থ হলো, যখন কেউ আপনার প্রতি জুলুম করে আপনার সম্পদ বা অন্য কিছু কেড়ে নেয়...

ذلك فهذا ظلم فإذا دعوت الله عليه استجاب الله دعاءك، حتى ولو كان المظلوم كافراً وظلمته ثم دعا الله فإن الله يستجيب دعاءه، ولا حياً للكافر ولكن حياً للعدل، والمظلوم لا بد أن ينصف له من الظالم ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن قال له: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فالمظلوم دعوته مستجابة إذا دعا على ظلمه بمثل ما ظلمه أو أقل إما إذا تجاوز فإنه يكون معتدياً فلا يستجاب له هذه واحدة الثانية: دعوة المسافر إذا دعا الله عز وجل أن ييسر سفره أو يعينه عليه أو غير ذلك من الدعوات فإن الله تعالى يستجيب له ولذا ينبغي أن يغتنم فرصة الدعاء في السفر وإذا كان السفر سفر طاعة كعبرة وحج فإنه يزداد ذلك قوة في إجابة الدعاء الثالثة: دعوة الوالد في بعض ألفاظ الحديث على (ولده) وفي بعض ألفاظه مطلقة (الوالد) أي سواء دعا لولده أو عليه وهذا هو

এটি একটি জুলুম; সুতরাং আপনি যদি তার বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন, তবে আল্লাহ আপনার প্রার্থনা কবুল করবেন। এমনকি মজলুম যদি কাফেরও হয় এবং আপনি তার প্রতি জুলুম করেন, অতঃপর সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করবেন। এটি কাফেরের প্রতি ভালোবাসার কারণে নয়, বরং ন্যায়বিচারের প্রতি ভালোবাসার কারণে। আর মজলুমকে অবশ্যই জালেমের পক্ষ থেকে ইনসাফ বা ন্যায়বিচার প্রদান করতে হবে। একারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুয়াযকে ইয়ামেনে প্রেরণ করেছিলেন, তখন তাঁকে বলেছিলেন: "তুমি মজলুমের বদদোয়া থেকে সতর্ক থাকো, কারণ তার এবং আল্লাহর মাঝে কোনো অন্তরাল নেই।" সুতরাং মজলুমের দোয়া কবুল করা হয় যখন সে তার ওপর কৃত জুলুমের সমপরিমাণ অথবা তার চেয়ে কম বদদোয়া করে; কিন্তু যদি সে সীমালঙ্ঘন করে, তবে সে নিজেই সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে গণ্য হবে এবং তার দোয়া কবুল করা হবে না। এটি হলো প্রথম বিষয়। দ্বিতীয় বিষয়: মুসাফিরের দোয়া; যখন সে মহান আল্লাহর কাছে তার সফর সহজ করার, তাকে সাহায্য করার কিংবা অন্য কোনো প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ তাআলা তার দোয়া কবুল করেন। তাই সফরের সময় দোয়ার সুযোগকে কাজে লাগানো

উচিত। আর সফরটি যদি উমরাহ বা হজ্জের মতো আনুগত্যের সফর হয়, তবে দোয়া কবুল হওয়ার বিষয়টি আরও শক্তিশালী হয়। তৃতীয় বিষয়: পিতার দোয়া। হাদীসের কোনো কোনো ভাষ্যে 'সন্তানের বিরুদ্ধে' কথাটি এসেছে, আবার কোনো কোনো ভাষ্যে তা সাধারণভাবে 'পিতা' হিসেবে এসেছে; অর্থাৎ তিনি তাঁর সন্তানের পক্ষে দোয়া করুন বা বিপক্ষে (তা কবুল হয়)। আর এটিই হলো...

(ص: 617) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الأصح دعوة الوالد لولده أو عليه مستجابة أما دعوته لولده فلأنه يدعو لولده شفقة ورحمة والراحمون يرحمهم الله عز وجل وأما عليه فإنه لا يمكن أن يدعو على ولده إلا باستحقاق فإذا دعا عليه وهو مستحق لها استجاب الله دعوته هذه ثلاث دعوات مستجابات دعوة المظلوم والمسافر والوالد سواء الأمر أو الأب ثم ذكر المؤلف حديثاً فيها يسن للإنسان إذا خاف ناساً أو غيرهم ماذا يقول، مثلاً قالك أناس تخشى منهم قالك شخص تخشى من شره فقل: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم إذا قلت ذلك بصدق وإخلاص ولجوء إلى الله كفك الله شرهم (اللهم إنا نجعلك في نحورهم): أي أمامهم تدفعهم عنا وتمنعنا منهم (ونعوذ بك من شرورهم) ففي هذه الحال يكفيك الله شرهم، كلمتان يسيرتان إذا قالهما الإنسان بصدق وإخلاص فإن الله تعالى يستجيب له والله الموفق

সঠিক মতানুসারে, সন্তানের অনুকূলে বা প্রতিকূলে পিতার দোয়া কবুল হয়। সন্তানের পক্ষে তাঁর দোয়া কবুল হওয়ার কারণ হলো, তিনি মমতা ও অনুকম্পাবশত সন্তানের জন্য দোয়া করেন; আর দয়ালুদের প্রতি মহান আল্লাহ দয়া বর্ষণ করেন। পক্ষান্তরে, সন্তানের বিপক্ষে দোয়া করার বিষয়টি হলো, সংগত কারণ ব্যতীত কোনো পিতার পক্ষে তাঁর সন্তানের বিরুদ্ধে দোয়া করা সম্ভব নয়; সুতরাং যখন তিনি সন্তানের প্রতিকূলে দোয়া করেন এবং সন্তান তার উপযোগী হয়,

তখন আল্লাহ সেই দোয়া কবুল করেন। এই তিনটি দোয়া কবুলযোগ্য: মজলুমের দোয়া, মুসাফিরের দোয়া এবং পিতার দোয়া—তা মা হোক বা বাবা হোক।

অতঃপর লেখক এমন একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন যেখানে কোনো ব্যক্তি লোকজনকে বা অন্য কাউকে ভয় পেলে কী বলবে সে সম্পর্কে সুন্নাহসম্মত আমল বর্ণিত হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, আপনার সম্মুখে এমন একদল লোক উপস্থিত হলো যাদের নিয়ে আপনি শঙ্কিত, অথবা এমন কোনো ব্যক্তির মুখোমুখি হলেন যার অনিষ্টের ভয় রয়েছে, তবে আপনি বলুন: "হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে তাদের মোকাবিলায় পেশ করছি এবং তাদের অনিষ্ট হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" আপনি যদি সত্যবাদিতা, একনিষ্ঠতা এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ সমর্পিত হয়ে এটি পাঠ করেন, তবে আল্লাহ আপনাকে তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। "হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে তাদের মোকাবিলায় পেশ করছি" অর্থাৎ: আপনি তাদের সামনে থেকে আমাদের পক্ষ হয়ে তাদের প্রতিহত করুন এবং আমাদের হেফজত করুন। "এবং তাদের অনিষ্ট হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি"—এই অবস্থায় আল্লাহ আপনাকে তাদের অনিষ্ট হতে বাঁচিয়ে দেবেন। এই দুটি অতি সহজ বাক্য; যদি কোনো মানুষ এগুলো সত্যনিষ্ঠা ও ইখলাসের সাথে পাঠ করে, তবে আল্লাহ তায়ালা তার দোয়া কবুল করবেন। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 618) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

L20/ باب ما يقول إذا نزل منزلاً

982 - عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك رواه مسلم

983 - وعن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر

مَا خَلَقَ فِيكَ وَشَرَّ مَا يَدْبُ عَلَيْكَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ وَمِنْ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ
وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْأَسْوَدُ الشَّخْصُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ:
وَسَاكِنِ الْبَلَدِ: هُمُ الْجِنُّ الَّذِينَ سَكَنُوا الْأَرْضَ قَالَ: وَالْبَلَدُ مِنَ الْأَرْضِ مَا كَانَ مَأْوًى
الْحَيَوَانَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِنَاءٌ وَمَنَازِلُ قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ الْمُرَادُ بِالْوَالِدِ: إِبْلِيسُ وَمَا
وَلَدَ الشَّيَاطِينُ

/0L2 কোনো স্থানে অবতরণ করলে যা বলতে হয় সেই সম্পর্কিত অধ্যায়

৯৮২ - খাওলা বিনতে হাকিম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি কোনো স্থানে অবতরণ করার পর বলে: ‘আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের উসিলায় তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি’, তবে সে স্থান ত্যাগ না করা পর্যন্ত কোনো কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

৯৮৩ - ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সফরে থাকাবস্থায় রাত ঘনিয়ে আসত, তখন বলতেন: হে পৃথিবী! আমার প্রতিপালক ও তোমার প্রতিপালক আল্লাহ। আমি আল্লাহর নিকট তোমার অনিষ্ট হতে, তোমার অভ্যন্তরে যা রয়েছে তার অনিষ্ট হতে, তোমার মাঝে যা সৃষ্টি করা হয়েছে তার অনিষ্ট হতে এবং তোমার ওপর যা বিচরণ করে তার অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি সিংহ ও কালো অবয়বের (সর্প বা ব্যক্তি) অনিষ্ট হতে, সাপ ও বিচ্ছুর অনিষ্ট হতে, এই জনপদের অধিবাসীদের অনিষ্ট হতে এবং জন্মদাতা ও তার সন্তানদের অনিষ্ট হতে। (আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন)। ‘আল-আসওয়াদ’ অর্থ কোনো ব্যক্তির অবয়ব বা ছায়া। ইমাম খাত্তাবি (রহ.) বলেন: ‘জনপদের অধিবাসী’ বলতে পৃথিবীতে বসবাসকারী জিনদের বোঝানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন: ‘বালাদ’ বলতে পৃথিবীর সেই অংশকে বোঝায় যা প্রাণীর আশ্রয়স্থল, যদিও সেখানে কোনো দালানকোঠা বা ঘরবাড়ি না থাকে। তিনি বলেন: এর সম্ভাবনা রয়েছে যে, ‘জন্মদাতা’ বলতে ইবলিস এবং ‘তার সন্তান’ বলতে শয়তানকুলকে বোঝানো হয়েছে।

[الشَّرْحُ]

هذان الحديثان في بيان ما يقوله الإنسان إذا كان مسافراً ونزل منزلاً ففي حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله هذا قوله: نزل منزلاً يشمل من نزل منزلاً في السفر إذا كان مسافراً ثم نزل ليستريح لغداء أو عشاء أو نوم أو غير ذلك فإنه إذا نزل يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وأعوذ أي: أعتصم بكلمات الله التامات، وكلمات الله التامات تشمل كلماته الكونية والشرعية فأما الكونية فهي التي ذكرها الله في قوله إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فيحييكم الله تعالى بكلماته الكونية يدفع عنك ما يضرك إذا قلت هذا الكلام كذلك الكلمات الشرعية وهي الوحي فيها وقاية من كل سوء وشر وقاية من الشر قبل نزوله أما قبل نزوله فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح وأما بعد نزول الأثر فقد

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিস দুটি কোনো ব্যক্তি যখন সফরে থাকে এবং কোনো স্থানে যাত্রাবিরতি করে, তখন তার পঠনীয় বিষয়ের বর্ণনায়। খাওলা বিনতে হাকিম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদিসে আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো স্থানে অবতরণ করে এবং বলে: 'আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি', তবে সেই স্থান থেকে প্রস্থান না করা পর্যন্ত কোনো কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না।" তাঁর এই বাণী: 'কোনো স্থানে অবতরণ করা' বলতে সফরের মধ্যবর্তী বিরতিকে বোঝায়, যখন কোনো মুসাফির দুপুরের খাবার, রাতের খাবার, ঘুম বা অন্য কোনো কারণে বিশ্রামের জন্য কোথাও অবস্থান নেয়। এমতাবস্থায় সে সেখানে অবতরণ করে বলবে: "আমি

আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" 'আউযু' অর্থাৎ: আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের মাধ্যমে আশ্রয় ও সুরক্ষা গ্রহণ করছি। আল্লাহর 'পরিপূর্ণ কালিমাসমূহ' তাঁর মহাজাগতিক (কাওনিয়াহ) এবং বিধানিক (শারইয়াহ) উভয় বাণীকেই অন্তর্ভুক্ত করে। মহাজাগতিক বাণী বলতে সেই বাণীকে বোঝায় যা আল্লাহ তাঁর এই বাণীতে উল্লেখ করেছেন: "তাঁর বিষয় তো এই যে, যখন তিনি কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন তাকে বলেন: 'হও', আর তা হয়ে যায়।" সুতরাং আপনি যখন এই কথাগুলো বলেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর মহাজাগতিক বাণীর মাধ্যমে আপনাকে সুরক্ষা দান করেন এবং যা কিছু আপনার ক্ষতি করতে পারে তা প্রতিহত করেন। তদ্রূপ শারয়ি বা বিধানিক বাণী তথা ওহির মধ্যেও সকল মন্দ ও অনিষ্ট থেকে সুরক্ষা রয়েছে; যা অনিষ্ট আপতিত হওয়ার পূর্বেই সুরক্ষা প্রদান করে। অনিষ্ট ঘটার পূর্বের সুরক্ষার ব্যাপারে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি রাতে আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবে এবং সকাল হওয়া পর্যন্ত শয়তান তার নিকটবর্তী হতে পারবে না। আর অনিষ্টের প্রভাব আপতিত হওয়ার পর...

(ص: 620) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الفاتحة إذا قرئ بها على المريض فإنه يبرأ بها حتى إن الصحابي رضي الله عنه لها قرأ الفاتحة على سيد القوم الذي لدغ قام كأنما نشط من عقال يعني: برأ حاله لأن القرآن شفاء {يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لها في الصدور ورحمة للمؤمنين} فأحرص يا أخي المسلم إذا نزلت منزلاً في بر أو بحر أو منزلاً اشتهيته للنوم وما أشبه ذلك فقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضرک شيء حتى ترحل من منزلك ذلك والله الموفق

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এটি সুসাব্যস্ত যে, সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করে যদি কোনো রোগীর ওপর ফুঁ দেওয়া হয়, তবে সে এর দ্বারা আরোগ্য লাভ করে। এমনকি জনৈক সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন এক দংশিত গোত্রপতির ওপর সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করেছিলেন, তখন তিনি এমনভাবে সুস্থ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন যেন তাকে বাঁধন থেকে মুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, তিনি তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করেছিলেন; কেননা কুরআন হলো নিরাময়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: "হে লোকসকল! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নসিহত এবং অন্তরের ব্যাধির আরোগ্য এসেছে, আর মুমিনদের জন্য এটি রহমত।" অতএব হে আমার মুসলিম ভাই! আপনি যখনই স্থলভাগে বা জলপথে কোনো স্থানে অবতরণ করবেন, অথবা বিশ্রাম বা অন্য কোনো প্রয়োজনে কোথাও অবস্থান করবেন, তখন বলবেন: 'আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের অসিলায় তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' তবে সেই স্থান থেকে বিদায় নেওয়া পর্যন্ত কোনো কিছুই আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

(ص: 621) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته
984 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر
 قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى أحدكم نهيمته من
 سفره فليعجل إلى أهله متفق عليه نهيمته مقصوده

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه (رياض الصالحين) فيما يتعلق بالسفر باب
 استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته وذلك أن المسافر إذا
 سافر فإنه يترك أهله وربما يحتاجون إليه في تعليمهم ورعايتهم وغير ذلك وربما

يحدث لهم أشياء توجب أن يكون عندهم ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما
في الحديث في ذكره المؤلف إن الإنسان إذا قضى نهيمته من سفره فليرجع إلى أهله
وقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن السفر قطعة من العذاب ويعني ذلك
عذاب الضمير وعذاب الجسم ولاسيما

প্রয়োজন পূরণ হওয়ার পর মুসাফিরের স্বীয় পরিজনের নিকট দ্রুত ফিরে আসা মুস্তাহাব হওয়া বিষয়ক পরিচ্ছেদ

৯৮৪ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: সফর হলো আযাব বা কষ্টের একটি অংশ, যা তোমাদের আহার, পানীয় এবং নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটায়। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন সফরের উদ্দেশ্য পূরণ করে ফেলে, তখন সে যেন দ্রুত স্বীয় পরিজনের নিকট ফিরে আসে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। 'নাহমাতুহু' অর্থ তার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ তায়ালা) তাঁর কিতাব (রিয়াদুস সালিহীন)-এ সফর সংক্রান্ত আলোচনায় বলেছেন: "প্রয়োজন পূরণ হওয়ার পর মুসাফিরের স্বীয় পরিজনের নিকট দ্রুত ফিরে আসা মুস্তাহাব হওয়া বিষয়ক পরিচ্ছেদ।" এর কারণ হলো, মুসাফির যখন সফরে বের হন, তখন তিনি তাঁর পরিবারকে রেখে যান। অথচ অনেক সময় পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা-দীক্ষা, দেখাশোনা বা অন্য কোনো প্রয়োজনে তাঁর উপস্থিতির দরকার হতে পারে। আবার অনেক সময় এমন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যাতে তাদের নিকট তাঁর অবস্থান আবশ্যিক হয়ে পড়ে। একারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন—যেমনটি লেখক হাদীসে উল্লেখ করেছেন—মানুষ যখন তার সফরের প্রয়োজন মিটিয়ে ফেলবে, তখন সে যেন দ্রুত তার পরিবারের নিকট ফিরে আসে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই হাদীসে আরও বলেছেন যে, সফর হলো আযাবের একটি অংশ। এর অর্থ হলো মনের কষ্ট এবং দেহের কষ্ট, বিশেষ করে...

الذي كان في الزمن السابق حيث يسافرون على الإبل ويكون فيها مشقات كبيرة حر في الصيف وبرد في الشتاء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنه قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه لأنه أي المسافر مشغول البال ولا يأكل ويشرب كطعامه وشربه العادي في أيامه العادية وكذلك في النوم فإذا كان كذلك فليرجع الإنسان إلى الراحة إلى أهله وبلده ليقوم على أهله بالرعاية والتأديب وغير ذلك وفي هذا دليل على أن إقامة الإنسان في أهله أفضل من سفره إلا أن يكون هناك حاجة ووجهه أن أهله يحتاجون إليه ولهذا لما قدم مالك بن الحويرث ومعه عشرون رجلاً من قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقاموا عنده نحو عشرين ليلة فرأى أنهم قد اشتاقوا إلى أهلهم قال ارجعوا إلى أهليكم وأقيموا فيهم وأدبواهم وعلّمواهم فدل ذلك على أن الإنسان لا ينبغي أن يغيب عن أهله إلا بقدر الحاجة هذا هو الأفضل والله الموفق

এটি ছিল পূর্ববর্তী যুগের অবস্থা, যখন মানুষ উটের পিঠে আরোহণ করে সফর করত এবং তাতে প্রচণ্ড কষ্ট ও ক্লেশ বিদ্যমান ছিল—গ্রীষ্মকালে তপ্ত রোদ আর শীতকালে তীব্র ঠান্ডা। একারণেই নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘সফর হলো আজাবের (কষ্টের) একটি অংশ, যা তোমাদের পানাহার ও নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটায়।’ কেননা মুসাফির বা সফরকারী ব্যক্তি মানসিকভাবে উদ্ভিন্ন থাকেন এবং তিনি তার স্বাভাবিক দিনগুলোর মতো তৃপ্তিভরে পানাহার করতে পারেন না, নিদ্রার ক্ষেত্রেও একই রূপ ঘটে। বিষয়টি যখন এমন, তখন সফরের প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ামাত্র ব্যক্তির উচিত স্থায়ী পরিবার ও স্বদেশের প্রশান্তিতে ফিরে আসা, যাতে তিনি তার পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ, শিষ্টাচার শিক্ষা দান এবং অন্যান্য দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারেন। এর মধ্যে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, প্রয়োজন ব্যতিরেকে সফর করার চেয়ে পরিবারের সঙ্গে অবস্থান করা অধিকতর উত্তম; কারণ পরিবার তার সান্নিধ্যের মুখাপেক্ষী থাকে। এ কারণেই যখন মালিক ইবনুল হুয়াইরিস (রা.) তাঁর গোত্রের বিশজন লোকসহ নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আগমন করলেন এবং

সেখানে প্রায় বিশ রাত অবস্থান করলেন, তখন নবীজি (সা.) লক্ষ্য করলেন যে তারা তাদের পরিবারের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। এমতাবস্থায় তিনি বললেন, ‘তোমরা তোমাদের পরিবারের নিকট ফিরে যাও, তাদের মাঝে অবস্থান করো এবং তাদেরকে শিষ্টাচার ও দ্বীন শিক্ষা দাও।’ এটি একথারই প্রমাণ বহন করে যে, প্রয়োজন ব্যতিরেকে পরিবারের নিকট থেকে দূরে থাকা কোনো ব্যক্তির জন্য সংগত নয়। আর এটিই হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থা। আল্লাহই তাওফিক দানকারী।

(ص: 623) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب استحباب القدوم على أهله نهأً وكرهته في الليل لغير حاجة
985 - عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلاً وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلاً متفق عليه
986 - وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلاً وكان يأتيهم غدوة أو عشية متفق عليه الطروق المجيء في الليل

পরিচ্ছেদ: দিনের বেলায় নিজ পরিবারের নিকট প্রত্যাবর্তন মুস্তাহাব এবং প্রয়োজন ব্যতীত রাতে প্রত্যাবর্তন করা অপছন্দনীয়

৯৮৫ - জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তোমাদের কেউ যখন দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকার পর বাড়ি ফিরে আসে, সে যেন রাতে অতর্কিতে তার পরিবারের নিকট না পৌঁছায়।" অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) কোনো ব্যক্তি রাতে অতর্কিতে তার পরিবারের নিকট উপস্থিত হওয়াকে নিষেধ করেছেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

৯৮৬ - আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) রাতে অতর্কিতে তাঁর পরিবারের নিকট আসতেন না; বরং তিনি সকালে অথবা বিকেলে আসতেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। 'তুরুক' অর্থ হলো রাতে আগমন করা।

بَاب مَا يَقُولُهُ إِذَا رَجَعَ وَإِذَا رَأَى بَلَدَهُ فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقُ فِي بَابِ تَكْبِيرِ
الْمَسَافِرِ إِذَا صَعِدَ الثَّنَائِيَا
987 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا
بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ قَالَ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى
قَدَمْنَا الْمَدِينَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

প্রত্যাবর্তনকালে এবং নিজ জনপদ দেখলে যা বলতে হয় সেই সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ এতে ইবনে
উমর (রা.)-এর সেই পূর্ববর্তী হাদিসটি রয়েছে যা ‘মুসাফির যখন উঁচু স্থানে আরোহণ করবে
তখন তাকবীর পাঠ’ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে অতিক্রান্ত হয়েছে।

৯৮৭ - আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-
এর সাথে ফিরে আসছিলাম; যখন আমরা মদিনার উপকণ্ঠে পৌঁছলাম, তখন তিনি বললেন,
"আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আমাদের প্রতিপালকের
প্রশংসাকারী।" মদিনায় প্রবেশ করা পর্যন্ত তিনি নিরন্তর এই কথাগুলো বলতে থাকলেন।
(মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

بَابِ اسْتِحْبَابِ ابْتِدَاءِ الْقُدُومِ بِالْمَسْجِدِ الَّذِي فِي جَوَارِهِ صَلَاتُهُ فِيهِ رَكَعَتَيْنِ
988 - عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا
قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكَعَتَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[الشَّرْحُ]

هذان البابان من آداب السفر الباب الأول أن الإنسان إذا غاب عن أهله وطالت غيبته وطالت فلا يطرقهم ليلاً أي لا يأتيهم في الليل إلا لحاجة أو إعلان الحاجة مثل أن يحصل عليه في السفر مشقة لو انتظر إلى الصباح مثلاً فهذه حاجة يقدم عليهم في الليل ولا حرج وكذلك أيضاً إذا كان قد أعلمهم أنه سيقدم عليهم الليلة الفلانية فلا بأس أن يقدم عليهم ليلاً أما إذا كان أطال الغيبة فإنه لا يطرقهم ليلاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك فقال لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة يعني لأجل أن المرأة تتجمل وتزين لزوجها لئلا يقدم

সফর থেকে ফিরে নিজ মহল্লার মসজিদে প্রথমে যাওয়া এবং সেখানে দুই রাকাত সালাত আদায় করা মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

৯৮৮ - কাব ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখন প্রথমে মসজিদে যেতেন এবং সেখানে দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যখ্যা]

এই দুটি পরিচ্ছেদ সফরের শিষ্টাচার (আদব) সম্পর্কিত। প্রথম পরিচ্ছেদটি হলো, যখন কোনো ব্যক্তি তার পরিবার থেকে দীর্ঘ সময় দূরে থাকে, তখন সে যেন রাতে হঠাৎ বাড়িতে উপস্থিত না হয়। অর্থাৎ প্রয়োজন কিংবা পূর্ব ঘোষণা ব্যতীত সে যেন রাতে তাদের কাছে না আসে।

প্রয়োজন বলতে যেমন—সফরে থাকাকালীন এমন কষ্টের সম্মুখীন হওয়া যা সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করাকে দুঃসাধ্য করে তোলে; এটি একটি প্রয়োজন এবং এমতাবস্থায় রাতে আসাতে কোনো দোষ নেই। অনুরূপভাবে, যদি সে তাদের আগেই জানিয়ে থাকে যে সে অমুক রাতে পৌঁছাবে, তবে রাতে আসাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু অনুপস্থিতি দীর্ঘ হলে সে যেন রাতে হঠাৎ উপস্থিত না হয়; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন: "যাতে এলোমেলো চুলের নারী চুল আঁচড়ে নিতে পারে এবং যার স্বামী প্রবাসে ছিল সে যেন ক্ষুর ব্যবহার (পরিচ্ছন্নতা অর্জন) করতে পারে।" অর্থাৎ, যাতে স্ত্রী তার স্বামীর জন্য

নিজেকে সজ্জিত ও পরিপাটি করতে পারে এবং স্বামী যেন তার কাছে অপ্রস্তুত অবস্থায় উপস্থিত না হয়।

(ص: 626) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

عليها وهي شعبة غير مألوفة أو لم تستحد أي لم تحلق عانتها فهذا قيد المسألة إذا أطال السفر أما إذا لم يطل السفر كسفر يوم أو يومين أو ما أشبه ذلك فلا حرج عليه أن يقدم إلى أهله متى شاء والحاصل أنه إذا أطال الغيبة فلا يقدم على أهله ليلاً إلا لحاجة أو إعلام فلا بأس أما الحديث الثاني فهو إذا قدم الإنسان من السفر فليبدأ قبل كل شيء بالمسجد قبل أن يدخل على أهله يبدأ بالمسجد ويصلي فيه ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن ذلك لأئمة في قوله وفعله فكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم أول ما يبدأ به هو المسجد يصلي فيه ركعتين ولما جاءه جابر رضي الله عنه ليأخذ ثمن جملة الذي باعه عليه قال له أدخلت المسجد وصليت قال لا قال ادخل المسجد وصل ركعتين وهذه السنة قد غفل عنها كثير من الناس إما جهلاً بذلك وإما تهاوناً ولكن ينبغي للإنسان أن يحيي هذه السنة وإذا وصل إلى البلد فليكن أول ما يبدأ به أن يدخل إلى المسجد ويصلي ركعتين ثم بعد ذلك يذهب إلى أهله والله الموفق

তার ওপর এমন অবস্থায় যখন সে অগোছালো থাকে, চুল বিন্যস্ত করেনি কিংবা ক্ষৌরকার্য সম্পন্ন করেনি অর্থাৎ নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করেনি। এ কারণেই বিষয়টি দীর্ঘ সফরের সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি সফর দীর্ঘ না হয়, যেমন একদিন বা দুই দিনের সফর কিংবা তদ্রূপ কিছু, তবে তার জন্য পরিবারের কাছে যখন ইচ্ছা তখন ফিরে আসায় কোনো দোষ নেই। সারকথা হলো, যদি অনুপস্থিতি দীর্ঘ হয়, তবে প্রয়োজন কিংবা আগে থেকে

অবহিত করা ছাড়া রাতের বেলা অতর্কিত পরিবারের কাছে উপস্থিত হবে না, (অবহিত করলে) তবে কোনো অসুবিধা নেই। আর দ্বিতীয় হাদিসটি হলো এই যে, মানুষ যখন সফর থেকে ফিরে আসে, তখন পরিবার-পরিজনের কাছে যাওয়ার আগে সর্বাগ্রে যেন সে মসজিদ দিয়ে গুরু করে। অর্থাৎ সে প্রথমে মসজিদে যাবে এবং সেখানে দুই রাকাত সালাত আদায় করবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাণী ও কর্মের মাধ্যমে উম্মতের জন্য এটি সুন্নাহ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখন সর্বপ্রথম মসজিদেই প্রবেশ করতেন এবং সেখানে দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন। আর যখন জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কাছে তাঁর উটের মূল্য নিতে আসলেন যা তিনি তাঁর (নবীর) কাছে বিক্রয় করেছিলেন, তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: “তুমি কি মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করেছ?” তিনি উত্তর দিলেন: “না।” তখন তিনি বললেন: “মসজিদে প্রবেশ করো এবং দুই রাকাত সালাত আদায় করো।” এই সুন্নাহটি সম্পর্কে অনেক মানুষই আজ গাফেল, হয় অজ্ঞতার কারণে নতুবা অবহেলার কারণে। কিন্তু মানুষের উচিত এই সুন্নাহটিকে পুনর্জীবিত করা। যখন কেউ নিজ শহরে পৌঁছাবে, তখন তার সর্বপ্রথম কাজ যেন হয় মসজিদে প্রবেশ করা এবং দুই রাকাত সালাত আদায় করা, অতঃপর সে তার পরিবারের কাছে যাবে। আল্লাহই তাওফীকদাতা।

(ص: 627) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب تحريم سفر المرأة وحدها

989 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها متفق عليه

990 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقال له

رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال
انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله في كتاب (رياض الصالحين) باب تحريم سفر المرأة وحدها
يعني بلا محرم وذلك أن المرأة ناقصة العقل والدين كل إنسان يخدعها وكل

মাহরাম ব্যতীত নারীর সফর নিষিদ্ধ হওয়া বিষয়ক অধ্যায়

৯৮৯ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে নারী আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, তার জন্য মাহরাম ব্যতীত একদিন ও এক রাতের দূরত্বের পথ সফর করা বৈধ নয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

৯৯০ - ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন: "কোনো পুরুষ যেন কোনো নারীর সাথে নির্জনে অবস্থান না করে যদি না তার সাথে কোনো মাহরাম থাকে। আর কোনো নারী যেন মাহরাম ব্যতীত সফর না করে।" তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্ত্রী হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন, আর আমি অমুক অমুক যুদ্ধের জন্য নাম লিখিয়েছি।" তিনি বললেন: "তুমি ফিরে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ আদায় করো।" (বুখারী ও মুসলিম)

[ব্যাক্ত্যা]

গ্রন্থকার (রাহিমাহুল্লাহ) 'রিয়াদুস সালিহীন' কিতাবে মাহরাম ব্যতীত নারীর সফর নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে অধ্যায়টি উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ মাহরাম ছাড়া সফর করা। এর কারণ হলো নারী বুদ্ধি ও দ্বীনের ক্ষেত্রে অপূর্ণাঙ্গ, যে কেউ তাকে ধোঁকা দিতে পারে এবং প্রত্যেক...

إنسان يذل بها وهي فتنة الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء وقال ما تركت بعدي فتنة أضرب على الرجال من النساء فلهذا تمنع المرأة من السفر بلا محرم واختلف العلماء فيها إذا كان السفر قصيرا هل تمنع منه أم لا فمنهم من قال بالمنع حتى من السفر القصير ومنهم من قال لا تمنع إلا من السفر الطويل والصحيح أنها تمنع مما يسييه الناس سفرا فكل ما يطلق عليه اسم سفر فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم خوفا عليها من الفتنة والشر والبلاء ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم فيها يدل على أنه يحرم أن تسافر المرأة بلا محرم وظاهر الحديث أنه لا فرق بين المرأة الشابة والكبيرة والحسنة والقبيحة ومن معها نساء ومن لا نساء معها ومن هي آمنة وغير آمنة فالحديث عام وإذا قدر أن يوجد في سفر من الأسفار السلامة يقينا فإن ذلك لا يوجد في كل سفر ولما كانت المسألة

মানুষ এর দ্বারা লাঞ্ছিত হয় এবং এটি পুরুষদের জন্য একটি ফিতনা (পরীক্ষা), যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, বনী ইসরাঈলের প্রথম ফিতনা ছিল নারী সংক্রান্ত। তিনি আরও বলেছেন, আমি আমার পরে পুরুষদের জন্য নারীদের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর কোনো ফিতনা রেখে যাইনি। একারণেই কোনো নারী মাহরাম ব্যতীত সফর করতে পারবে না। সফর যদি স্বল্প দূরত্বের হয়, তবে সে ক্ষেত্রে তাকে নিষেধ করা হবে কি না, এ নিয়ে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ স্বল্প দূরত্বের সফরেও নিষেধ করেছেন, আবার কেউ কেউ বলেছেন যে দীর্ঘ সফর ব্যতীত তাকে নিষেধ করা হবে না। তবে সঠিক মত হলো, মানুষ যাকে সফর হিসেবে গণ্য করে এমন প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাকে নিষেধ করা হবে। সুতরাং যা কিছুকে সফর বলা হয়, ফিতনা, মন্দ ও বিপদের আশঙ্কায় মাহরাম ব্যতীত নারীর জন্য তা সফর করা বৈধ নয়। এরপর লেখক আবু হুরায়রা এবং ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এর হাদীস উল্লেখ করেছেন যা নারীর মাহরাম ছাড়া সফর হারাম হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করে। হাদীসের বাহ্যিক অর্থ হলো, যুবতী ও বৃদ্ধা, সুন্দরী ও কুৎসিত এবং তার সাথে অন্য নারী থাকা বা না থাকা কিংবা পথ নিরাপদ থাকা বা না থাকার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ হাদীসটি

সাধারণ। যদি কোনো নির্দিষ্ট সফরে নিশ্চিত নিরাপত্তা বিদ্যমান থাকেও, তবুও তা সব সফরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আর যেহেতু বিষয়টি

(ص: 629) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

خطيرة منعت المرأة منعاً باتاً من السفر بلا محرم وقد تهاون بعض الناس اليوم في السفر بلا محرم ولا سيما في سفر الطائرة وكذلك النقل الجماعي وهذا غلط وتهاون في طاعة الله ورسوله فلا يحل للمرأة أن تسافر بلا محرم ولو بالطائرة حتى لو كان محرماً سيشيئها إلى أن تركب الطائرة ومحرماً الثاني يقابلها في البلد الآخر فإن ذلك لا يجوز لأننا مهياً قدرنا من السلامة فإنه من يركب إلى جنب هذه المرأة لأن النساء الآن في الطائرة لا يفرق بينهم وبين الرجال تجد المرأة إلى جانب الرجل لهذا نقول إنه يحرم على المرأة أن تسافر بلا محرم في الطائرة أو السيارة أو الجمل أو الحمار أو الأرجل كل ذلك حرام والمحرم هو من تحرم عليه تحريماً مؤبداً بنسب أو مصاهرة أو رضاعة وقد ذكر الله ذلك في القرآن الكريم قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت هؤلاء سبع من النسب ثم قال {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}

এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, নারীকে মাহরাম ব্যতীত সফরে যেতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বর্তমানে অনেক মানুষ মাহরাম ছাড়া সফরের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করছে, বিশেষ করে বিমানে ভ্রমণের ক্ষেত্রে এবং সেইসাথে গণপরিবহনের ক্ষেত্রেও। এটি একটি ভুল এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিথিলতা। সুতরাং কোনো নারীর জন্য মাহরাম ছাড়া সফর করা হালাল নয়, এমনকি তা বিমানে হলেও। এমনকি যদি তার এক মাহরাম তাকে বিমানে আরোহণ পর্যন্ত বিদায় জানায় এবং অন্য দেশে তার দ্বিতীয় মাহরাম তাকে অভ্যর্থনা জানায়, তবুও তা বৈধ নয়। কারণ আমরা নিরাপত্তার বিষয়ে যতই সুনিশ্চিত হই

না কেন, সেই নারীর পাশে কে বসবে তা অনিশ্চিত; যেহেতু বিমানে এখন নারী ও পুরুষের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয় না, তাই দেখা যায় একজন নারীর পাশে কোনো পরপুরুষ বসে আছে। এই কারণেই আমরা বলি যে, কোনো নারীর জন্য মাহরাম ছাড়া বিমানে, গাড়িতে, উটে, গাধার পিঠে কিংবা পায়ে হেঁটে সফর করা হারাম। এ সবই নিষিদ্ধ। আর মাহরাম হলেন তিনি, যার সাথে বংশীয় সম্পর্ক, বৈবাহিক সম্পর্ক অথবা দুগ্ধপানজনিত সম্পর্কের কারণে বিবাহ স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এটি উল্লেখ করে বলেছেন: "তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের ভগ্নী, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভাতুস্পুত্রী এবং ভাগিনেয়ীদের"—এই সাতটি বংশীয় সম্পর্কের ভিত্তিতে। অতপর তিনি বলেছেন: "এবং তোমাদের সেই মায়েরা যারা তোমাদের স্তন্যদান করেছেন এবং তোমাদের দুধ-বোনগণ।"

(ص: 630) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

هذا من الرضاة وكذلك العمة من الرضاة والخالة من الرضاة كلها محارم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاة ما يحرم من النسب أما البصاهرة فأبو الزوج وجده من قبل الأب أو الأم محرم للزوجة وابن الزوج وابن بنت الزوج وإن نزل كذلك أيضاً من محارم الزوجة فلو أن جد الزوج سافر بامرأة ابنه فإن ذلك لا بأس به لأنه محرم ولو أن ابن الزوج النابه سافر بزوجة أبيه فلا بأس لأنها محرم له وأما ما يظنه بعض العوام من أن الإنسان إذا أنقذ امرأة من هلاك صار محرماً لها فهذا ليس له أصل كان يقول بعض الناس إذا غرقت امرأة ثم جاء إنسان وأنقذها أو شبت حريقاً بالبيت فجاء إنسان فأنقذها يدعي بعض العوام أنه يصير محرماً لها وهذا ليس له أصل وهذا غير صحيح الحارم سبع من النسب وسبع من الرضاة وأربع من البصاهرة أما الزوج فمعلوم أنه محرم لأنه زوج والله الموفق

এটি দুগ্ধপানজনিত সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে দুগ্ধপানজনিত ফুফু এবং দুগ্ধপানজনিত খালা—এরা সকলেই মাহরাম; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "বংশগত সম্পর্কের কারণে যারা হারাম হয়, দুগ্ধপানের কারণেও তারা হারাম হয়।" বৈবাহিক সম্পর্কের (মুসাহারা) ক্ষেত্রে স্বামীর পিতা এবং তার পিতৃকুলীয় বা মাতৃকুলীয় পিতামহ (দাদা বা নানা) স্ত্রীর জন্য মাহরাম। তদ্রূপ স্বামীর পুত্র এবং স্বামীর কন্যার পুত্র, তারা স্তরে স্তরে যত নিচে হোক না কেন, তারাও স্ত্রীর মাহরাম। সুতরাং স্বামীর দাদা যদি তার নাতির স্ত্রীর সাথে সফর করেন, তবে তাতে কোনো সমস্যা নেই; কারণ তিনি মাহরাম। আবার স্বামীর কোনো সমঝদার পুত্র যদি তার পিতার স্ত্রীর সাথে সফর করে, তবে তাতেও কোনো দোষ নেই; কারণ তিনি তার জন্য মাহরাম। সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচলিত এই ধারণা যে, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো নারীকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করে তবে সে তার মাহরাম হয়ে যায়—এর কোনো ভিত্তি নেই। কেউ কেউ বলে থাকে যে, কোনো নারী যদি পানিতে ডুবতে থাকে আর কোনো ব্যক্তি তাকে উদ্ধার করে, অথবা বাড়িতে আগুন লাগলে কেউ তাকে বাঁচায়, তবে সাধারণদের কেউ কেউ দাবি করে যে সে তার মাহরাম হয়ে গেছে। এর কোনো ভিত্তি নেই এবং এটি সঠিক নয়। মাহরাম হওয়ার কারণসমূহ হলো: বংশীয় সূত্রে সাত জন, দুগ্ধপান সূত্রে সাত জন এবং বৈবাহিক সূত্রে চার জন। আর স্বামী তো স্বাভাবিকভাবেই মাহরাম, কারণ তিনি স্বামী। আল্লাহই তাওফীকদাতা।

(ص: 631) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

كتاب الفضائل

باب فضل قراءة القرآن

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين كتاب الفضائل الفضائل جمع فضيلة ثم بدأ بفرائض كتاب الله عز وجل فقال باب فضل قراءة القرآن والقرآن

الذي بين أيدينا هو كلام الله عز وجل تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة كلاماً سمعه جبريل ثم تلاه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وإنه لتزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وقال نزل به على قلبك لأن القلب هو محل الوعي والإدراك والفقه لتكون من المنذرين وقال الله تبارك وتعالى {لا تحرك به لسانك لتعجل به} وكان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على القرآن كان يبادر جبريل وجبريل يقرأ عليه يلقيه فيبأدره القراءة فقال الله تعالى {لا تحرك به لسانك لتعجل به} يعني اسكت حتى يقرأ جبريل {إن علينا جمعه وقرءانه فإذا قرأناه فاتبع قرءانه} يعني قرأه جبريل الذي رسول رب العالمين إلى محمد صلى الله عليه وسلم

ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ক অধ্যায়
কুরআন পাঠের ফজিলত সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) তাঁর 'রিয়ায়ুস সালিহীন' গ্রন্থে বলেছেন, ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ক অধ্যায়। 'ফাদায়িল' শব্দটি 'ফাদিলাহ' শব্দের বহুবচন। এরপর তিনি মহান আল্লাহর কিতাবের মর্যাদা বা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে আলোচনা শুরু করে বলেছেন, 'কুরআন পাঠের ফজিলত সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ'। আমাদের সামনে যে কুরআন রয়েছে, তা মহান আল্লাহর কালাম বা বাণী। মহান আল্লাহ প্রকৃতপক্ষে এই বাণীর মাধ্যমে কথা বলেছেন যা জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) শুনেছেন, অতঃপর জিবরাঈল তা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট পাঠ করে শুনিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন: "নিশ্চয়ই এটি বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। অতি বিশ্বস্ত আত্মা (জিবরাঈল) তা আপনার হৃদয়ে নিয়ে অবতরণ করেছেন, যাতে আপনি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন।" তিনি বলেছেন, "আপনার হৃদয়ে অবতরণ করেছেন", কারণ হৃদয়ই হলো সচেতনতা, উপলব্ধি ও গভীর বোধের কেন্দ্রস্থল; "যাতে আপনি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হন।" আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা আরও বলেছেন: "তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করার জন্য আপনি আপনার জিহ্বা দ্রুত নাড়াচাড়া করবেন না।" কুরআনের প্রতি প্রবল আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার কারণে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) যখন

তাঁকে তালকিন করতেন বা পড়ে শোনাতেন, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর পড়ার সাথেই দ্রুত পড়ার চেষ্টা করতেন। তখন মহান আল্লাহ বলেন: "তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করার জন্য আপনি আপনার জিহ্বা দ্রুত নাড়াচাড়া করবেন না।" অর্থাৎ জিবরাঈল পাঠ শেষ করা পর্যন্ত আপনি নীরব থাকুন। "নিশ্চয়ই এটি সংরক্ষণ ও পাঠ করানো আমাদেরই দায়িত্ব। সুতরাং যখন আমরা তা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন।" অর্থাৎ জিবরাঈল তা পাঠ করবেন, যিনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট প্রেরিত দূত।

(ص: 632) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

{فإذا قرأه فاتبع قرأه} يعني أقرأه بعده {ثم إن علينا بيانه} يعني لا تقاطع جبريل في القراءة فهذا القرآن تكلم الله به جل وعلا وهو يتكلم به سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينزله كما قال تعالى {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها} وهذه الجملة جملة ماضية يعني أنها فعل ماض {قد سمع} يدل على تقدم كلام هذه المرأة وعلى تأخر كلام الله في قصتها وشأنها {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله يسمع تحاور كما أن الله سميع بصير} وقال تعالى {وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال} هذا في أحد يقول إذ غدوت من أهلك إذا فالغدو سابق المؤمنين على كلام الله تعالى هذا والله جل وعلا يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء ولا يحل لنا أن نقول إن كلام الله تعالى ككلامنا يعني أن صوته في القرآن كأصواتنا كلا لكنه يتكلم بالحروف التي نتكلم بها فهذا القرآن الذي بين أيدينا هو الحروف التي نكون منها كلاماً وهو كلام الله عز وجل المعنى واللفظ كله كلام الله هذا هو ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة أهل السنة أن القرآن كلام الله وأنه منزل من عنده وأن الله تكلم به حقيقة وأنه تلقاه عنه

"অতঃপর যখন আমি তা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন" অর্থাৎ জিবরাঈল (আ.)-এর পাঠ সমাপ্ত হওয়ার পর আপনি তা পাঠ করুন। "অতঃপর তা বিশদ ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব আমারই" অর্থাৎ জিবরাঈল যখন পাঠ করেন তখন আপনি তাতে বাধা দেবেন না। এই কুরআন মহান আল্লাহ বর্ণনা করেছেন। তিনি যখন তা অবতীর্ণ করার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তা ব্যক্ত করেন; যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আল্লাহ অবশ্যই সেই নারীর কথা শুনেছেন যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছিল।" এই বাক্যটি একটি অতীতকালীন বাক্য, অর্থাৎ এটি একটি অতীতকালীন ক্রিয়া। "আল্লাহ শুনেছেন" কথাটি নির্দেশ করে যে, এই মহিলার বক্তব্য আগে ছিল এবং তার অবস্থা ও ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহর বাণী পরে এসেছে। "আল্লাহ অবশ্যই সেই নারীর কথা শুনেছেন যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছিল এবং আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছিল। আল্লাহ আপনাদের উভয়ের কথোপকথন শুনছিলেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, "এবং স্মরণ করুন, যখন আপনি প্রত্যুষে আপনার পরিবার হতে বের হয়ে মুমিনদের যুদ্ধের অবস্থানের জন্য বিন্যস্ত করছিলেন।" এটি উহুদ যুদ্ধের ঘটনা। এখানে বলা হয়েছে "যখন আপনি বের হলেন"—সুতরাং মুমিনদের সেই প্রস্থান ছিল আল্লাহর এই বাণীর পূর্ববর্তী ঘটনা। মহান আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন, যা ইচ্ছা করেন এবং যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবেই কথা বলেন। আমাদের জন্য এটি বলা বৈধ নয় যে, আল্লাহর কালাম আমাদের কালামের মতো; অর্থাৎ কুরআনে আল্লাহর আওয়াজ আমাদের আওয়াজের মতো—না, কখনোই নয়। তবে তিনি সেই সকল বর্ণের মাধ্যমে কথা বলেন যা আমরা আমাদের কথোপকথনে ব্যবহার করি। সুতরাং আমাদের হাতের নাগালে বিদ্যমান এই কুরআন সেই সকল বর্ণের সমষ্টি যা দিয়ে আমরা আমাদের বাক্য গঠন করি এবং এটি মহান আল্লাহর কালাম; এর অর্থ ও শব্দরাশি উভয়ই আল্লাহর কালাম। এটিই কিতাব, সুন্নাহ এবং সালাফ ও আহলে সুন্নাতের ইমামগণের ঐক্যমত্য দ্বারা প্রমাণিত যে, কুরআন আল্লাহর কালাম, তা তাঁর পক্ষ হতে অবতীর্ণ, আল্লাহ প্রকৃতপক্ষে এটি ব্যক্ত করেছেন এবং এটি তাঁর থেকেই গৃহীত হয়েছে।

جبريل ثم نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى {إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين} فهو أمين أعني جبريل عليه الصلاة والسلام نزل به على أمين البشر جبريل أمين الملائكة ومحمد أمين البشر وكلاهما أمين على وحي الله عز وجل هذا القرآن له فضائل عظيمة فضائل عامة وفضائل في آيات وسور خاصة مثلاً الفاتحة هي السبع البشاني وهي أم الكتاب آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله وهلم جرا هناك آيات أو سور لها فضل خاصة أما القرآن عموماً فله أيضاً فضائل عامة وهذا يوجب علينا أن نحرص غاية الحرص على تلاوة كتاب الله عز وجل ليلاً ونهاراً لأن الإنسان إذا تلا كلام الله صار له بكل حرف بكل حرف عشر حسنات الحرف الواحد من الكلمة له فيه عشر حسنات فمثلاً (قل) فيها عشرون حسنة لأنها حرفان القاف واللام (أعوذ) هذه أربعة أحرف فيها أربعون حسنة وهذا ثواب عظيم لا يتصور الإنسان إذا قرأ هذا الكتاب العزيز العظيم الذي {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد} وينبغي إذا قرأ القرآن أن يترسل فيه وألا يتعجل عجلة توجب سقوط بعض الحروف فإن بعض الناس يهذه هذا حتى

জিবরাঈল (আ.), এরপর তিনি এটি নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হৃদয়ে অবতীর্ণ হন। মহান আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই এটি এক সম্মানিত রাসূলের আনীত বাণী, যিনি শক্তিশালী, আরশের অধিপতির নিকট মর্যাদাবান, সেখানে তিনি মান্যবর ও বিশ্বস্ত।" তিনি হলেন বিশ্বস্ত—অর্থাৎ জিবরাঈল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম—যিনি এটি নিয়ে মানুষের মধ্যে যিনি সর্বাধিক বিশ্বস্ত তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছেন। জিবরাঈল হলেন ফেরেশতাদের মধ্যে বিশ্বস্ত আর মুহাম্মদ হলেন মানুষের মধ্যে বিশ্বস্ত; এবং তাঁরা উভয়ই মহান আল্লাহর ওহীর ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত। এই কুরআনের রয়েছে সুমহান ফযীলত—সাধারণ ফযীলত এবং নির্দিষ্ট আয়াত ও সূরার বিশেষ ফযীলত। উদাহরণস্বরূপ, সূরা আল-ফাতিহা হলো বারবার পাঠিত সাতটি আয়াত (আস-সাবউল মাসানী) এবং উম্মুল কিতাব। আয়াতুল কুরসী হলো আল্লাহর কিতাবের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত। এভাবে আরও উদাহরণ রয়েছে। এমন কিছু আয়াত বা সূরা রয়েছে যেগুলোর বিশেষ ফযীলত আছে, আর সামগ্রিকভাবে কুরআনেরও সাধারণ ফযীলত রয়েছে। এটি আমাদের

ওপর আবশ্যিক করে দেয় যেন আমরা দিন-রাত মহান আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াতের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সচেষ্টিত হই। কারণ মানুষ যখন আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করে, তখন প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে তার জন্য দশটি করে নেকি অর্জিত হয়। শব্দের একটি মাত্র অক্ষরের জন্য দশটি নেকি। যেমন, ‘কুল’ শব্দটিতে বিশটি নেকি রয়েছে, কারণ এতে ‘কাফ’ ও ‘লাম’—এই দুটি অক্ষর রয়েছে। ‘আউযু’ শব্দটিতে চারটি অক্ষর, এতে রয়েছে চল্লিশটি নেকি। এটি এক বিশাল সওয়াব যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না যখন সে এই মহান ও সম্মানিত কিতাব পাঠ করে যার "সম্মুখ বা পশ্চাৎ—কোনো দিক থেকেই বাতিল এতে প্রবেশ করতে পারে না; এটি প্রজ্ঞাময়, চিরপ্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।" কুরআন পাঠ করার সময় ধীরস্থিরভাবে পাঠ করা উচিত এবং এমন তাড়াহুড়ো করা অনুচিত যার ফলে কিছু অক্ষর বাদ পড়ে যায়। কেননা কিছু মানুষ একে এত দ্রুত পাঠ করে যে...

(ص: 634) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

يسقط بعض الحروف هذا ما تلاه كما أنزل لا بد من بيان الحروف لكن التجويد المصطلح عليه في كتب التجويد ليس بواجب لكنه من كمال تحسين الصوت الواجب ألا تسقط حرفاً من الحروف ولا شدة من الشدات وأما قواعد التجويد المعروفة فهي من باب التحسين والتكميل وليست من باب الواجبات ولهذا يضعف القول بأن التجويد واجب وأن من لم يجد القرآن آثم فإن هذا قول ضعيف جداً بل يقال القرآن أمره والله الحمد بين واضح لا تسقط حرفاً من حروفه وأما مراعاة قواعد التجويد فليست بواجبة لكنها من باب تحسين الصوت بالقرآن واعلم أن القرآن أول ما نزل نزل على سبعة أحرف لأن الناس عرب من قبائل متعددة ولهجات مختلفة وأنتم تعرفون أن الواحد إذا أراد أن يتكلم بلهجة غيره يصعب عليه ويشق عليه فكان من رحمة الله عز وجل أن جعل القرآن على سبعة أحرف كل يقرأ بلهجته

بقي على هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كله وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر في عهد عثمان صار الناس يقرءون على لهجاتهم فصار في هذا اختلاف واللغة القرشية كانت غلبت على جميع اللهجات بعد أن تطور اللسان وصارت الدولة كل خلفائها من قریش غلبت اللغة

কিছু অক্ষর বাদ পড়ে যাওয়া—একে অবতীর্ণ হওয়া রূপ অনুযায়ী তিলাওয়াত বলা যাবে না; বরং প্রতিটি অক্ষর স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা আবশ্যিক। তবে তাজবিদ শাস্ত্রের কিতাবসমূহে যে পারিভাষিক তাজবিদের উল্লেখ রয়েছে, তা পালন করা ওয়াজিব বা আবশ্যিক নয়; বরং তা কণ্ঠস্বর সুন্দর করার ও পূর্ণতা প্রদানের অন্তর্ভুক্ত। তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে যা আবশ্যিক তা হলো—কোনো অক্ষর যেন বাদ না পড়ে এবং কোনো তাশদিদও যেন বাদ না যায়। আর তাজবিদের সুপরিচিত নিয়মাবলি সৌন্দর্যবর্ধন ও পরিপূর্ণতার পর্যায়ভুক্ত, তা আবশ্যিকীয় বিধানের অংশ নয়। এই কারণেই তাজবিদ পালন করা ওয়াজিব এবং যে ব্যক্তি তাজবিদ সহকারে কুরআন পাঠ করে না সে গুনাহগার হবে—এই উক্তিটি অত্যন্ত দুর্বল সাব্যস্ত হয়। বরং বলা উচিত যে, আল্লাহর প্রশংসায় কুরআনের বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট—এর কোনো অক্ষর বাদ দেওয়া যাবে না। আর তাজবিদের নিয়মাবলি অনুসরণ করা ওয়াজিব নয়, তবে তা কুরআনের মাধ্যমে কণ্ঠস্বরকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার অংশ। জেনে রাখুন, কুরআন যখন প্রথম অবতীর্ণ হয়, তখন তা 'সাত হরফ' বা সাতটি রীতিতে অবতীর্ণ হয়েছিল; কারণ আরবরা ছিল বহু গোত্র ও বিভিন্ন উপভাষায় বিভক্ত। আপনারা জানেন যে, কোনো ব্যক্তি যদি অন্যের উপভাষায় কথা বলতে চায়, তবে তা তার জন্য কষ্টসাধ্য ও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। তাই মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ছিল যে তিনি কুরআনকে সাতটি রীতিতে অবতীর্ণ করেছেন যাতে প্রত্যেকে নিজ নিজ উপভাষায় পড়তে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পুরো যুগে এবং আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা যুগেও বিষয়টি এভাবেই বলবৎ ছিল। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু যুগেও মানুষ যখন নিজ নিজ উপভাষায় পাঠ করতে শুরু করল, তখন এতে মতপার্থক্য দেখা দিল। তবে ভাষাগত বিবর্তনের ফলে এবং রাষ্ট্রের সকল খলিফা কুরাইশ বংশীয় হওয়ার কারণে কুরাইশদের ভাষা অন্য সকল উপভাষার ওপর প্রাধান্য লাভ করে।

القرشية غلب حرف قريش على جميع اللهجات فلما خاف أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أن يختلف الناس في كلام الله وأن تؤدي هذه الأحرف السبعة إلى شقاق ونزاع أمر رضي الله عنه أن يوحد القرآن على حرف واحد ألا وهو حرف قريش أي لغة قريش فجمع القرآن على حرف واحد على لغة قريش وهو الذي نقرأ به الآن ثم أمر بسائر المصاحف فأحرقت لئلا تبقى فيفتتن الناس بها فكان في ذلك مصلحة عظيمة وفضيلة لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لا توصف فنسأل الله تعالى أن يجزيه عن المسلمين خيرا وأحث نفسي وإياكم على تلاوة كتاب الله لا تتركوا القرآن ولو في الشهر مرة تقرأه كله أو مرتين أو أربعة أو عشر مرات وهذا أدنى ما يكون من الكمال أن تقرأه كل ثلاثة أيام هذا أفضل ما يكون وإن رأيت أنه لا يتيسر لك إلا في الأسبوع مرة أو كل عشرة أيام مرة أو في الأسبوعين مرة أو في ثلاثة أسابيع مرة أو في الشهر مرة المهم لا تهجر القرآن لأنه كلام الله عز وجل ولا يزيذك إلا نورا في القلب وبصيرة في العلم والله الموفق

কুরাইশদের ভাষা অন্য সকল আঞ্চলিক উপভাষার ওপর প্রাধান্য লাভ করে। যখন আমীরুল মুমিনীন উসমান (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) আশঙ্কা করলেন যে, আল্লাহর কালামের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হতে পারে এবং এই সাতটি পাঠরীতি অনৈক্য ও বিবাদের কারণ হতে পারে, তখন তিনি (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) কুরআনকে একটিমাত্র রীতিতে তথা কুরাইশদের ভাষায় ঐক্যবদ্ধ করার নির্দেশ দেন। ফলে কুরাইশদের ভাষারীতি অনুযায়ী কুরআনকে একক রীতিতে সংকলন করা হয় এবং এটিই সেই রীতি যাতে আমরা বর্তমানে তিলাওয়াত করি। অতঃপর তিনি অবশিষ্ট সকল পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন যেন তা বিদ্যমান থেকে মানুষ বিভ্রান্তিতে না পড়ে। এতে এক মহান কল্যাণ নিহিত ছিল এবং এর মাধ্যমে আমীরুল মুমিনীন উসমান (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর এমন এক অতুলনীয় মর্যাদা প্রকাশিত হয়েছে যা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি,

তিনি যেন মুসলিমদের পক্ষ থেকে তাঁকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করেন। আমি নিজেকে এবং আপনাদেরকে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করার প্রতি উৎসাহিত করছি। আপনারা কুরআন পরিত্যাগ করবেন না, মাসে অন্তত একবার হলেও পূর্ণ কুরআন খতম করুন, কিংবা দুইবার, চারবার অথবা দশবার। পূর্ণতার নিকটতম পর্যায় হলো প্রতি তিন দিনে একবার তিলাওয়াত করা; এটিই সর্বোত্তম। আর যদি দেখেন যে এটি আপনার জন্য সহজ হচ্ছে না, তবে সপ্তাহে একবার, দশ দিনে একবার, দুই সপ্তাহে একবার অথবা তিন সপ্তাহে একবার হলেও তিলাওয়াত করুন। মূল কথা হলো, কুরআন বর্জন করবেন না, কারণ এটি পরাক্রমশালী আল্লাহর কালাম। এটি আপনার অন্তরে জ্যোতি এবং ইলমের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই করবে না। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

(ص: 636) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

991 - عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه رواه مسلم

992 - وعن النواس بن سبعمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوتي يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين كتاب الفضائل باب فضل قراءة القرآن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرءوا القرآن فأمر بقراءة القرآن وأطلق فهي مستحبة كل وقت وعلى كل حال إلا إذا كان الإنسان على حاجة يعني يبول أو يتغوط فلا يقرأ القرآن لأن القرآن معظم محترم فلا يقرأ

في هذه الحال وكلّك إذا كان الإنسان مع أهله حال جماعه فإنه لا يقرأ القرآن لكنه يقول عند جماعة بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا

৯৯১ - আবু উমামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি: তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করো, কেননা তা কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীদের জন্য সুপারিশকারী হিসেবে উপস্থিত হবে। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

৯৯২ - নাওয়াস ইবনে সামআন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি: কিয়ামতের দিন কুরআন এবং তার ওই সকল অনুসারীদের উপস্থিত করা হবে যারা দুনিয়াতে সে অনুযায়ী আমল করত। সূরা আল-বাকারাহ ও সূরা আলে-ইমরান এর অগ্রভাগে থাকবে এবং তারা তাদের পাঠকারীর পক্ষ থেকে (আল্লাহর কাছে) বিতর্ক বা সুপারিশ করবে। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রহ.) তাঁর ‘রিয়াদুস সালিহীন’ গ্রন্থের ফাযায়েল (মর্যাদা) অধ্যায়ের ‘কুরআন তিলাওয়াতের মর্যাদা’ পরিচ্ছেদে বলেছেন— আবু উমামাহ (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন: "তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করো।" এখানে তিনি কুরআন পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তা সাধারণভাবে ব্যক্ত করেছেন। অতএব, কুরআন তিলাওয়াত সব সময় এবং সব অবস্থাতেই মুস্তাহাব (পছন্দনীয়), তবে যখন মানুষ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে থাকে, অর্থাৎ প্রস্রাব বা পায়খানা করে, তখন সে কুরআন তিলাওয়াত করবে না। কারণ কুরআন সুমহান ও অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ, তাই এই অবস্থায় তা পাঠ করা যাবে না। তদ্রূপ মানুষ যখন স্থায়ী স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত থাকে, তখন সে কুরআন পাঠ করবে না; তবে মিলনের সময় বলবে: "বিসমিল্লাহ, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের শয়তান থেকে রক্ষা করুন এবং আমাদের যে রিযিক (সন্তান) দান করবেন তাকেও শয়তান থেকে রক্ষা করুন।"

قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه إذا كان يوم القيامة جعل الله عز وجل ثواب هذا القرآن شيئاً قائماً بنفسه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى فإن القرآن إذا تلاه الإنسان محتسباً فيه الأجر عند الله فله بكل حرف عشر حسنات ومثله حديث النواس بن سميان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قرأ القرآن وعمل به فإنه يأتي يوم القيامة يتقدمه سورة البقرة وآل عمران يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قيد في هذا الحديث قراءة القرآن بالعمل به لأن الذين يقرءون القرآن ينقسمون إلى قسمين قسم لا يعمل به فلا يؤمنون بأخباره ولا يعملون بأحكامه هؤلاء يكون القرآن حجة عليهم وقسم آخر يؤمنون بأخباره ويصدقون بها ويعملون بأحكامه فهؤلاء يكون القرآن حجة لهم يحاج عنهم يوم القيامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن حجة لك أو عليك وفي هذا دليل على أن أهم شيء في القرآن العمل به ويؤيد هذا قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مباركاً ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أي يتفهمون معانيها

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: “তোমরা কুরআন পাঠ করো, কারণ কিয়ামতের দিন তা তার সাথীদের জন্য সুপারিশকারী হিসেবে উপস্থিত হবে।” কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা এই কুরআনের সওয়াবকে একটি স্বতন্ত্র সত্তা দান করবেন যা কিয়ামতের দিন তার সাথীদের জন্য সুপারিশকারী হিসেবে আসবে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট তাদের জন্য সুপারিশ করবে। কেননা কোনো মানুষ যখন আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশায় কুরআন তিলাওয়াত করে, তখন সে প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে দশটি নেকি লাভ করে। তদ্রূপ নাওয়াস ইবনে সামআন রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে এবং তদানুযায়ী আমল করবে, কিয়ামতের দিন তা এমনভাবে আসবে যে তার অগ্রভাগে থাকবে সূরা আল-বাকারাহ ও সূরা আলে ইমরান, যা কিয়ামতের দিন তাদের পাঠকারীর পক্ষ হয়ে সওয়াল-জবাব (সুপারিশ) করবে। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই হাদীসে কুরআন পাঠকে তার

ওপর আমল করার সাথে শর্তযুক্ত করেছেন। কারণ যারা কুরআন পাঠ করে তারা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত: এক শ্রেণি যারা এর ওপর আমল করে না, ফলে তারা এর সংবাদসমূহে ঈমান আনে না এবং এর বিধান অনুযায়ী আমল করে না; এদের ক্ষেত্রে কুরআন তাদের বিপক্ষে প্রমাণ হিসেবে দাঁড়াবে। আর অন্য শ্রেণিটি হলো যারা এর সংবাদসমূহের ওপর ঈমান আনে, তা সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং এর বিধান অনুযায়ী আমল করে; এদের জন্য কুরআন সপক্ষে প্রমাণ হবে এবং কিয়ামতের দিন তাদের পক্ষে সুপারিশ করবে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “কুরআন তোমার সপক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ।” এর মধ্যে এই দলীল বিদ্যমান যে, কুরআনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এর ওপর আমল করা। মহান আল্লাহর এই বাণী একেই সমর্থন করে: “এটি একটি বরকতময় কিতাব যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গবেষণা করে এবং যাতে বোধসম্পন্ন ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ করে।” অর্থাৎ তারা যেন এর মর্মার্থ অনুধাবন করে।

(ص: 638) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ويعملون بها وإنما آخر العمل عن التدبر لأنه لا يمكن العمل بلا تدبر إذا إن التدبر يحصل به العلم والعمل فرع عن العلم فآلهم أن هذا هو الفائدة من إنزال القرآن أن يتلى ويعمل به يؤمن بأخباره يعمل بأحكامه يمثل أمره يجتنب نهيه فإذا كان يوم القيامة فإنه يحاج عن أصحابه وفي هذا دليل على أن الترتيب بين سورة البقرة وآل عمران والنساء هو ما في المصحف الآن يعني البقرة ثم آل عمران ثم النساء وأما حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ بالبقرة ثم النساء ثم بآل عمران فإن هذا نسخ في الترتيب الأخير حيث جعلت آل عمران قبل النساء ولهذا اتفق الصحابة رضي الله عنهم على أن آل عمران بعد سورة البقرة فهي بينها وبين سورة النساء والله الموفق

993 - وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري

তারা এর ওপর আমল করবে। মূলত অনুধাবনের পরেই আমলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ অনুধাবন বা চিন্তা-গবেষণা ব্যতীত আমল করা অসম্ভব। কেননা অনুধাবনের মাধ্যমেই জ্ঞান অর্জিত হয় এবং আমল হলো জ্ঞানেরই একটি শাখা। সুতরাং মূল কথা হলো, কুরআন অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্যই হলো এটি তিলাওয়াত করা এবং এর ওপর আমল করা—এর সংবাদসমূহের ওপর ঈমান আনা, এর বিধানসমূহ কার্যকর করা, এর আদেশসমূহ পালন করা এবং এর নিষেধসমূহ বর্জন করা। অতঃপর যখন কিয়ামত দিবস উপস্থিত হবে, তখন এটি তার সাথীদের পক্ষে যুক্তি পেশ (সুপারিশ) করবে। এর মধ্যে এই দলিলও রয়েছে যে, সূরা বাকারা, আলে ইমরান এবং নিসার মধ্যকার বর্তমান ক্রমবিন্যাস—অর্থাৎ প্রথমে বাকারা, তারপর আলে ইমরান এবং এরপর নিসা—এটিই চূড়ান্ত। আর হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সালাত আদায়ের সময় প্রথমে বাকারা, তারপর নিসা এবং এরপর আলে ইমরান পাঠ করার যে বিষয়টি এসেছে, তা পরবর্তী বিন্যাসের মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে; যেখানে আলে ইমরানকে নিসার পূর্বে স্থান দেওয়া হয়েছে। এই কারণেই সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এ ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছেছেন যে, সূরা আলে ইমরান হবে সূরা বাকারার পরে, অর্থাৎ এটি বাকারা এবং নিসার মধ্যবর্তী স্থানে থাকবে। আল্লাহই তাওফীকদাতা।

৯৯৩ - উসমান ইবনে আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং তা শিক্ষা দেয়।" (বুখারী কর্তৃক বর্ণিত)

994 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران متفق عليه

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في كتابه رياض الصالحين باب فضل قراءة القرآن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه الخطاب للأمة عامة فخير الناس من جمع بين هذين الوصفين من تعلم القرآن وعلم القرآن تعلمه من غيره وعلمه غيره والتعلم والتعليم يشمل التعلم اللفظي والمعنوي فمن حفظ القرآن يعني صار يعلم الناس التلاوة ويحفظهم إياه فهو داخل في التعليم وكذلك من تعلم القرآن على هذا الوجه فهو داخل في التعلم وبه نعرف فضيلة الحلق الموجودة الآن في كثير من البلاد والله الحمد في المساجد حيث يتعلم الصبيان فيها كلام الله عز وجل فمن ساهم فيها بشيء فله أجر ومن أدخل أولاده فيها فله أجر ومن تبرع وعلم فيها فله أجر كلهم داخلون في قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه

৯৯৪ - আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআনে দক্ষ সে সম্মানিত ও পুণ্যবান লিপিকার ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন পড়ার সময় আটকে যায় এবং তা তার জন্য কষ্টসাধ্য হয়, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ তাআলা) তাঁর রচিত রিয়াদুস সলেহীন গ্রন্থের ‘কুরআন তিলাওয়াতের মর্যাদা’ পরিচ্ছেদে উসমান বিন আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে

কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেয়। এই সম্বোধনটি সমগ্র উম্মতের জন্য সাধারণ। সুতরাং মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে এই দুটি গুণের সমন্বয় ঘটিয়েছে— অর্থাৎ কুরআন শিক্ষা করা এবং কুরআন শিক্ষা দেওয়া; সে অন্যের কাছ থেকে শিখেছে এবং অন্যকে শিখিয়েছে। আর এই শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদান শাব্দিক এবং অর্থগত—উভয় দিককেই অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন মুখস্থ করে অর্থাৎ মানুষকে তিলাওয়াত শেখাতে শুরু করে এবং তাদের মুখস্থ করায়, সেও এই শিক্ষা প্রদানের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা করে, সেও শিক্ষা গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত। এর মাধ্যমেই আমরা বর্তমানে অনেক দেশে—আলহামদুলিল্লাহ—মসজিদসমূহে বিদ্যমান কুরআনী তালীমের আসরগুলোর মর্যাদা জানতে পারি, যেখানে শিশুরা মহান আল্লাহর বাণী শিক্ষা করে। সুতরাং যে ব্যক্তি এতে কোনো কিছু দিয়ে সহযোগিতা করবে তার জন্য সওয়াব রয়েছে, যে তার সন্তানদের এতে পাঠাবে তার জন্য সওয়াব রয়েছে এবং যে স্বেচ্ছায় সেখানে শিক্ষা প্রদান করবে তার জন্যও সওয়াব রয়েছে। তারা সবাই মহানবীর এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত যে: "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যে কুরআন শিক্ষা করে এবং তা অন্যকে শিক্ষা দেয়।"

(ص: 640) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

والنوع الثاني تعليم المعنى يعني تعليم التفسير أن الإنسان يجلس إلى الناس يعلمهم تفسير كلام الله عز وجل كيف يفسر القرآن والقرآن كما نعلم متشابه تجد في بعض الأحيان آيات تتكرر بلفظها مثل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير هذه تكررت بلفظها في سورتين التوبة والتحريم وكذلك كثير من الآيات يتكرر فإذا علم الإنسان غيره كيف يفسر القرآن وأعطاه القواعد في ذلك فهذا من تعليم القرآن وليعلم أن القرآن الكريم ليس كغيره من الكتب من حيث التفسير يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يفسر القرآن بهواه ويحمل الآيات على ما يريد هو كما يفعل أهل الإلحاد بآيات الله عز

وجل من أهل التعطيل وغيرهم يحملون الآية على غير ما أراد الله مثلاً يقول في قوله تعالى {وجاء ربك والملك صفاً صفاً} يقول وجاء أمر ربك هذا حرام لا يجوز لأن الذي يفسر القرآن إنما يشهد على الله أنه أراد كذا وهذه عظيمة وليست هينة لو كنت تفسر كلام عالم من العلماء لعد ذلك جنابة إذا فسرت به بما يريد أنت فكيف بكلام رب العالمين ولهذا جاء في الحديث من قال في

দ্বিতীয় প্রকার হলো অর্থের শিক্ষা প্রদান, অর্থাৎ তাফসীরের শিক্ষা দেওয়া। তা হলো কোনো ব্যক্তি মানুষের মাঝে বসবে এবং তাদের মহান আল্লাহর বাণীর ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবে যে, কীভাবে কুরআন ব্যাখ্যা করতে হয়। আর কুরআন, যেমনটি আমরা জানি, বিষয়বস্তুর দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ; আপনি কখনও কখনও এমন আয়াত পাবেন যা হুবহু শব্দে বারবার এসেছে। যেমন: "হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন; তাদের আশ্রয়স্থল হলো জাহান্নাম, আর তা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।" এই আয়াতটি সূরা আত-তাওবাহ এবং সূরা আত-তাহরীম—এই দুই সূরায় হুবহু একই শব্দে এসেছে। একইভাবে অনেক আয়াত বারবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি অন্য কাউকে কুরআন ব্যাখ্যা করার পদ্ধতি শিক্ষা দেয় এবং এ সংক্রান্ত মূলনীতিসমূহ প্রদান করে, তবে তাও কুরআন শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। আর এটি জেনে রাখা উচিত যে, তাফসীরের মানদণ্ডে আল-কুরআন অন্য সব সাধারণ কিতাবের মতো নয়। অর্থাৎ, কোনো মানুষের জন্য নিজের খেয়ালখুশি মতো কুরআনের ব্যাখ্যা করা বৈধ নয় এবং আয়াতগুলোকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী অর্থ প্রদান করাও জায়েজ নয়, যেমনটি আল্লাহর আয়াতের ক্ষেত্রে বিচ্যুত গোষ্ঠী অর্থাৎ আহলুত তা'তীল (গুণাবলী অস্বীকারকারী) এবং অন্যরা করে থাকে; তারা আয়াতকে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যতীত ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে। উদাহরণস্বরূপ, মহান আল্লাহর বাণী: "এবং আপনার প্রতিপালক ও ফেরেশতাগণ কাতারবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হবেন"—এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কেউ যদি বলে, "আপনার প্রতিপালকের আদেশ আসবে", তবে তা হারাম এবং নাজায়েজ। কারণ, যে ব্যক্তি কুরআনের তাফসীর করে সে মূলত আল্লাহর পক্ষ হয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি এটিই উদ্দেশ্য করেছেন। আর এটি একটি গুরুতর বিষয়, মোটেও তুচ্ছ নয়। আপনি যদি কোনো একজন আলেমের কথাকে নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে চালিয়ে দেন, তবে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য

হবে; তাহলে রাসুল আলামীনের বাণীর ক্ষেত্রে বিষয়টি কত ভয়াবহ হতে পারে! একারণেই হাদীসে এসেছে, "যে ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে..."

(ص: 641) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار فالواجب أن الإنسان يتحرز من أن يقول معنى الآية كذا وكذا وهو لا يدري لكن إذا كان طالب علم وتكلم بمعنى الآية عند من هو أعلم منه على أساس أنه سيرشده إذا أخطأ فلا بأس ومن ذلك ما يلقي في الاختبارات مثل فسر الآية كذا وكذا ويكون الطالب ليس عنده في تلك الساعة استحضار لمعناها فهل يفسرها بما عنده نقول نعم لأن هذا يختبر وإذا أخطأ فعنده من سينبئه لكن يتحري أخطاءه أما الإنسان الذي يفسر ليس على هذا الوجه وهو ليس عنده علم فإنه لا يجوز له أن يقدم على هذا لأن كلام الله ليس كغيره أما حديث عائشة رضي الله عنها ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المبهر بالقرآن مع السفارة الكرام البررة المبهر الذي يجيد القرآن يتقنه هذا مع السفارة الكرام البررة وهؤلاء السفارة الكرام البررة هم الملائكة كما قال تعالى { في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة } فالمبهر مع الملائكة وأما الذي يتتبع فيه يتجهجاه وهو عليه شاق فله أجران الأول للتلاوة والثاني للتعبد

যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশি বা অভিমত অনুযায়ী কুরআনের ব্যাখ্যা করে, সে যেন জাহান্নামে তার আবাসস্থল নির্ধারণ করে নেয়। সুতরাং মানুষের জন্য কর্তব্য হলো এটি বলা থেকে বিরত থাকা যে, এই আয়াতের অর্থ এমন এবং এমন, যখন সে তা জানে না। তবে যদি সে একজন ইলম অন্বেষণকারী বা তালিবে ইলম হয় এবং তার চেয়ে অধিকতর জ্ঞানী কারো নিকট কোনো আয়াতের অর্থ নিয়ে আলোচনা করে এই ভিত্তিতে যে, সে ভুল করলে তিনি তাকে সঠিক পথ

প্রদর্শন করবেন, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। পরীক্ষার খাতায় যেসব প্রশ্ন আসে তা-ও এর অন্তর্ভুক্ত, যেমন বলা হয়: অমুক আয়াতের ব্যাখ্যা করো। তখন হয়তো ছাত্রের সেই মুহূর্তে আয়াতের প্রকৃত অর্থ স্মরণে নেই; এমতাবস্থায় সে কি তার জানা অনুযায়ী সেটির ব্যাখ্যা করবে? আমরা বলব—হ্যাঁ, কারণ এটি একটি পরীক্ষা এবং সে ভুল করলে এমন ব্যক্তি আছেন যিনি তাকে সংশোধন করে দেবেন; তবে তাকে ভুল থেকে বাঁচার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি এই প্রেক্ষিতে ছাড়া এবং কোনো ইলম ছাড়াই ব্যাখ্যা প্রদান করে, তার জন্য এটি করা বৈধ নয়; কারণ আল্লাহর বাণী অন্য কারো বাণীর মতো নয়। আর আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন, কুরআনে পারদর্শী ব্যক্তি সম্মানিত ও পুণ্যবান দূতগণের সঙ্গী হবে। পারদর্শী বলতে তাকেই বোঝানো হয়েছে, যিনি কুরআন তিলাওয়াতে অত্যন্ত দক্ষ ও নিপুণ; তিনি সম্মানিত ও পুণ্যবান দূতদের সাথে থাকবেন। আর এই সম্মানিত ও পুণ্যবান দূতগণ হলেন ফিরিশতা, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তা লিপিবদ্ধ রয়েছে সম্মানিত সহীফাসমূহে, যা সুউচ্চ ও পবিত্র; এমন দূতগণের হস্তাক্ষরে, যারা অত্যন্ত সম্মানিত ও পুণ্যবান।" সুতরাং পারদর্শী ব্যক্তি ফিরিশতাদের সাথে থাকবেন; আর যিনি তিলাওয়াতকালে আটকে যান বা তোতলান এবং তা তিলাওয়াত করা তাঁর জন্য কষ্টসাধ্য হয়, তাঁর জন্য রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান—প্রথমটি তিলাওয়াতের জন্য এবং দ্বিতীয়টি কষ্টের জন্য।

(ص: 642) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

والمشقة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك أي على قدر تعبك فالذي يتتبع في القرآن ويشق عليه له أجران أجر التلاوة وأجر قراءة القرآن لكن الأول أفضل منه لأن الأول مرتبته عظيمة وفرق بين إنسان له مرتبة عالية وإنسان دون ذلك ولكن له أجر ونضرب مثلاً لهذا والثواب ليس له نظير لكن لو أن رجلاً له شرف وسيادة ومنزلة عالية في الناس لكن دراهمه قليلة وآخر وضيع

بين الناس ليس له قيمة لكن دراهمه كثيرة الأول أفضل فآلهم أن الباهر بالقرآن
 المجيد فيه مع السفارة الكرام البررة وأما الذي يتلوه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق
 فله أجران إذا تآلى القرآن ليس بخاسر مهما كان والله الموفق
 995 - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها حلو ومثل
 المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا

এবং কষ্ট। এ কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আয়েশা (রা.)-কে বলেছিলেন,
 “তোমার সওয়াব তোমার পরিশ্রমের পরিমাণ অনুযায়ী হবে,” অর্থাৎ তোমার কষ্টের মাত্রা
 অনুযায়ী। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করতে গিয়ে আটকে যায় এবং এটি তার জন্য
 কষ্টসাধ্য হয়, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব—একটি তিলাওয়াতের সওয়াব এবং অন্যটি
 তিলাওয়াত করার (কষ্টের) সওয়াব। তবে প্রথম ব্যক্তি (পারদর্শী) তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ; কারণ প্রথম
 ব্যক্তির মর্যাদা সুউচ্চ। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং তার নিচের স্তরের ব্যক্তির মাঝে পার্থক্য
 রয়েছে, যদিও দ্বিতীয় ব্যক্তির সওয়াব রয়েছে। আমরা এর জন্য একটি উদাহরণ দিচ্ছি, যদিও
 সওয়াবের কোনো সমতুল্য কিছু নেই: যদি কোনো ব্যক্তির লোকসমাজে মর্যাদা, নেতৃত্ব ও উচ্চ
 সম্মান থাকে কিন্তু তার অর্থকড়ি সামান্য হয়, আর অন্য একজন লোকসমাজে হীন ও তুচ্ছ হয়
 কিন্তু তার অর্থকড়ি প্রচুর থাকে, তবে প্রথম ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। মূল কথা হলো, পবিত্র কুরআনে
 পারদর্শী ব্যক্তি সম্মানিত ও পুণ্যবান ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত। আর যে ব্যক্তি কুরআন
 তিলাওয়াত করে এবং তাতে আটকে যায় ও তা তার জন্য কষ্টসাধ্য হয়, তার জন্য রয়েছে
 দ্বিগুণ সওয়াব। অতএব, কুরআন তিলাওয়াতকারী যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, সে কখনোই
 ক্ষতিগ্রস্ত নয়। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

৯৯৫ - আবু মুসা আল-শআরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
 ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে মুমিন কুরআন পাঠ করে তার উদাহরণ হলো বাতাবি লেবুর মতো,
 যার ঘ্রাণ চমৎকার এবং স্বাদও মিষ্টি। আর যে মুমিন কুরআন পাঠ করে না তার উদাহরণ হলো
 খেজুরের মতো, যার কোনো ঘ্রাণ নেই..."

ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر متفق عليه

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله في باب فضل قراءة القرآن في رياض الصالحين في بيان أحوال الناس بالنسبة للقرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أمثلة للمؤمن والمنافق المؤمن إما أن يكون قارئاً للقرآن أو غير قارئٍ فإن كان قارئاً له فمثله كمثل الأترجة يعني الثمرة ريحها طيب وطعمها طيب فهذا المؤمن الذي يقرأ القرآن لأن نفسه طيبة وقلب طيب وفيه خيره لغيره الجلسة معه خير وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح كمثل حامل المسك إما أن يبيعه أو تجد منه رائحة طيبة فالمؤمن الذي يقرأ القرآن كله خير في ذاته وفي غيره فهو كالأترجة لها رائحة طيبة ذكية وطعمها طيب

দ্রাণ আছে এবং স্বাদ মিষ্টি। আর সেই মুনাফিকের উদাহরণ যে কুরআন পাঠ করে, তার উদাহরণ রায়হানা (সুগন্ধি লতা) এর মতো, যার দ্রাণ চমৎকার কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর সেই মুনাফিকের উদাহরণ যে কুরআন পাঠ করে না, তার উদাহরণ হানজালা (মাকাল ফল) এর মতো, যার কোনো দ্রাণ নেই এবং স্বাদও তিক্ত। (বুখারি ও মুসলিম কর্তৃক ঐক্যমত পোষণকৃত)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) রিয়াদুস সালিহীন গ্রন্থের ‘কুরআন তিলাওয়াতের মর্যাদা’ অধ্যায়ে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এখানে কুরআনের সাথে সম্পৃক্ততার নিরিখে মানুষের অবস্থার

বর্ণনায় নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুমিন ও মুনাফিকের উদাহরণ পেশ করেছেন। মুমিন ব্যক্তি হয় কুরআন তিলাওয়াতকারী হবে অথবা অ-তিলাওয়াতকারী হবে। যদি সে তিলাওয়াতকারী হয়, তবে তার উদাহরণ হলো ‘উতরুজ্জাহ’ (জাম্বুরা বা লেবু জাতীয় ফল) এর মতো—অর্থাৎ এমন এক ফল যার সুবাস চমৎকার এবং স্বাদও সুস্বাদু। এটি সেই মুমিন যে কুরআন তিলাওয়াত করে, কারণ তার আত্মা পবিত্র ও হৃদয় নির্মল এবং তার মাঝে অন্যের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তার সাহচর্য লাভ করা কল্যাণকর, যেমনটি নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "সৎ সঙ্গীর উদাহরণ সুগন্ধি বহনকারীর মতো; হয় সে তোমার কাছে তা বিক্রি করবে, অথবা তুমি তার নিকট থেকে সুস্বাণ পাবে।" সুতরাং যে মুমিন কুরআন পাঠ করে, সে নিজের সত্তায় এবং অন্যের জন্য সম্পূর্ণ কল্যাণময়। সে ‘উতরুজ্জাহ’ ফলের মতো, যার সুবাস অত্যন্ত পবিত্র ও হৃদয়গ্রাহী এবং স্বাদও অত্যন্ত চমৎকার।

(ص: 644) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

أما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فهو كمثل التمرة طعمها حلو ولكن ليس لها رائحة ذكية كرائحة الأترجة ونفى النبي صلى الله عليه وسلم ريحها لأنه ليس بريح طيب وإن كان كل شيء له رائحة لكن ليست رائحتها ذكية لكنها حلوة طيبة هذا المؤمن الذي لا يقرأ القرآن إذا فالمؤمن القارئ للقرآن أفضل بكثير من الذي لا يقرأ القرآن ومعنى لا يقرؤه يعني لا يعرفه ولم يتعلمه ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة لها رائحة طيبة لكن طعمها مر لأن المنافق في ذاته خبيث لا خير فيه والمنافق هو الذي يظهر أنه مسلم ولكن قلبه كافر والعياذ بالله هو الذي قال الله فيه ومن الناس يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون يوجد منافقون يقرءون القرآن قراءة

طيبة مرتلة مجودة لكنهم منافقون والعياذ بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
في الخوارج يقرءون القرآن لا يتجاوز حناجرهم هؤلاء والعياذ بالله

আর সেই মুমিন যে কুরআন তিলাওয়াত করে না, তার উদাহরণ হলো খেজুরের ন্যায়; যার স্বাদ মিষ্টি কিন্তু তাতে কোনো সুবাস নেই, যেমনটি জাম্বুরার সুবাস থাকে। নবী (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) এর সুগন্ধকে নাকচ করেছেন কারণ এটি কোনো সুঘ্রাণ নয়, যদিও প্রতিটি বস্তুরই কোনো না কোনো ঘ্রাণ থাকে, তবে এর ঘ্রাণ অতটা সুবাসিত নয়, যদিও তা মিষ্টি ও উত্তম। এই হলো সেই মুমিন যে কুরআন তিলাওয়াত করে না। সুতরাং, কুরআন পাঠকারী মুমিন সেই মুমিনের চেয়ে অনেক বেশি উত্তম যে কুরআন পাঠ করে না। আর 'পাঠ না করা' বলতে বোঝানো হয়েছে যে, সে তা জানে না এবং তা শেখেনি। আর সেই মুনাফিকের উদাহরণ যে কুরআন পাঠ করে, সে হলো রায়হান ফুলের মতো; যার সুঘ্রাণ চমৎকার কিন্তু স্বাদ তিক্ত। কারণ মুনাফিক সত্তাগতভাবেই কলুষিত এবং তার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই। মুনাফিক হলো সেই ব্যক্তি যে বাহ্যিকভাবে নিজেকে মুসলিম হিসেবে প্রকাশ করে কিন্তু তার অন্তরে কুফর বা অবিশ্বাস লালন করে—আল্লাহর কাছে আমরা এ থেকে আশ্রয় চাই। এটি সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ তারা মুমিন নয়। তারা আল্লাহ ও মুমিনদেরকে প্রতারিত করতে চায়, অথচ তারা কেবল নিজেদেরকেই প্রতারিত করছে কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না। তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন; আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাচার করত।" এমন অনেক মুনাফিক রয়েছে যারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে, সুস্পষ্ট উচ্চারণ ও নিয়মমাফিক তিলাওয়াত করে, কিন্তু তারা মুনাফিক—আল্লাহর কাছে আমরা এ থেকে আশ্রয় চাই। যেমনটি নবী (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) খারিজিদের সম্পর্কে বলেছেন: "তারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না।" এরাই তারা—আল্লাহর কাছে আমরা এ থেকে আশ্রয় চাই।

ضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً بالريحانة ريحها طيب وذلك لها معهم من القرآن وطعها مر وذلك لخبث طويتهم وفساد نيتهم والمنافق الذي لا يقرأ القرآن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم له مثلاً بالحنظلة طعها مر وليست لها ريح هذا المنافق الذي لا يقرأ القرآن لا خير فيه طعنه مر وليس معه قرآن ينتفع الناس به هذه أقسام الناس بالنسبة لكتاب الله عز وجل فأحرص أخي المسلم على أن تكون من المؤمنين الذين يقرءون القرآن ويتلونه حق تلاوته حتى تكون كمثال الأترجة ريحها طيب وطعها حلو والله الموفق

996 - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل قراءة القرآن فيها نقله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য রায়হানার (এক প্রকার সুগন্ধি উদ্ভিদ) উদাহরণ দিয়েছেন যার সুঘ্রাণ চমৎকার, আর তা হলো তাদের নিকট বিদ্যমান কুরআনের কারণে; কিন্তু এর স্বাদ তিক্ত, আর তা হলো তাদের অন্তরের কলুষতা ও নিয়তের ভ্রষ্টতার কারণে। আর যে মুনাফিক কুরআন পাঠ করে না, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য হানজালার (মাকাল ফল) উদাহরণ দিয়েছেন যার স্বাদ তিক্ত এবং যার কোনো সুঘ্রাণ নেই। এই মুনাফিক যে কুরআন পাঠ করে না, তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই; তার স্বাদ তিক্ত এবং তার কাছে এমন কোনো কুরআন নেই যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে পারে। মহান আল্লাহর কিতাবের প্রতি মানুষের প্রকারভেদ এমনই। অতএব হে আমার মুসলিম ভাই, আপনি সেই মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতে সচেষ্ট হোন যারা কুরআন পাঠ করে এবং তার হুক আদায় করে তিলাওয়াত করে,

যাতে আপনি উত্তরজ্জার (লেবু জাতীয় সুস্বাদু ফল) ন্যায় হতে পারেন যার দ্বাণও চমৎকার এবং স্বাদও মিষ্টি। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

৯৯৬ - উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ এই কিতাবের দ্বারা কিছু জাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন এবং এর দ্বারা অন্যদের অবনমিত করেন।" (মুসলিম)

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থের 'কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত' অধ্যায়ে আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যা উল্লেখ করেছেন তাতে বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ এই কিতাবের দ্বারা কিছু জাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন..."

(ص: 646) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ويضع به آخرين يعني معناه أن هذا القرآن يأخذه أناس يتلونه ويقرءونه فمنهم من يرفعه الله به في الدنيا والآخرة ومنهم من يضعهم الله به في الدنيا والآخرة فمن هذا ومن عمل بهذا القرآن تصديقاً بأخباره وتنفيذاً لأوامره واجتناباً لنواهيه واهتداءً بهديه وتخلقاً بما جاء به من أخلاق وكلها أخلاق فاضلة فإن الله تعالى يرفعه به في الدنيا والآخرة وذلك لأن هذا القرآن هو أصل العلم ومنبع العلم وكل العلم وقد قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أما في الآخرة فيرفع الله به أقواماً في جنات النعيم ويقال للقارئ اقرأ ورتل واصعد وله إلى منتهى قراءته صعود في الجنة إن شاء الله وأما الذين يضعهم الله به فقوم يقرءونه ويحسنون قراءته لكنهم يستكبرون عنه والعياذ بالله لا يصدقون

بأخباره ولا يعملون بأحكامه يستكبرون عنه عملا ويجحدونه خبرا إذا جاءهم شيء
من القرآن كقصص الأنبياء السابقين أو غيرهم أو عن اليوم الآخر أو ما أشبه ذلك
صأروا والعياذ بالله يشككون في

...এবং এর মাধ্যমে অন্যদের অবনমিত করেন। এর অর্থ হলো, এই কুরআন এমন একদল মানুষ গ্রহণ করে যারা তা তিলাওয়াত ও পাঠ করে। ফলে তাদের মধ্যে কেউ এমন আছে যাদের আল্লাহ এর মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা দান করেন, আবার তাদের মধ্যে কেউ এমনও আছে যাদের আল্লাহ এর মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্চিত ও অবনমিত করেন। সুতরাং প্রথমোক্ত দল হলো তারা, যারা এই কুরআনের সংবাদসমূহ সত্যায়ন করার মাধ্যমে, এর নির্দেশনাবলী বাস্তবায়ন ও নিষিদ্ধ বিষয়াবলী বর্জন করার মাধ্যমে, এর হিদায়াত দ্বারা পরিচালিত হয়ে এবং এতে বর্ণিত মহান চরিত্রগুলো—যার প্রতিটিই অত্যন্ত গুণান্বিত ও মর্যাদাপূর্ণ—ধারণ করার মাধ্যমে আমল করে; আল্লাহ তাআলা তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে উচ্চ আসনে আসীন করেন। এর কারণ হলো, এই কুরআনই হচ্ছে জ্ঞানের মূল ভিত্তি, সকল ইলমের উৎস এবং সমগ্র জ্ঞানভাণ্ডার। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন: ‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের বহুগুণ মর্যাদায় উন্নীত করবেন।’ আর পরকালে আল্লাহ এর মাধ্যমে বহু জাতিকে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। তখন তিলাওয়াতকারীকে বলা হবে: ‘তুমি পাঠ করো, তারতীলের সাথে তিলাওয়াত করো এবং উপরে আরোহণ করো।’ আল্লাহর ইচ্ছায়, তার তিলাওয়াতের সমাপ্তি পর্যন্ত জান্নাতে তার এই আরোহণ বা উন্নতি অব্যাহত থাকবে। পক্ষান্তরে, যাদের আল্লাহ এর মাধ্যমে অবনমিত করবেন, তারা হলো এমন এক সম্প্রদায় যারা কুরআন পাঠ করে এবং অত্যন্ত নিপুণভাবেই তিলাওয়াত করে, কিন্তু তারা এর প্রতি অহংকার প্রদর্শন করে—আল্লাহর কাছে আমরা এ থেকে আশ্রয় চাই। তারা এর সংবাদসমূহ বিশ্বাস করে না এবং এর বিধিবিধান অনুযায়ী আমল করে না। তারা আমল করার ক্ষেত্রে অহমিকা দেখায় এবং সংবাদের ক্ষেত্রে তা অস্বীকার করে। যখন তাদের নিকট কুরআনের কোনো বিষয় উপস্থাপিত হয়, যেমন পূর্ববর্তী নবীগণের কাহিনী বা অন্য কোনো বিষয়, অথবা পরকাল কিংবা সমজাতীয় কোনো প্রসঙ্গ, তখন তারা—আল্লাহর কাছে পানাহ চাই—সে বিষয়ে সংশয় পোষণ করতে শুরু করে...

ذلك ولا يؤمنون بل { في قلوبهم مرض } مرتابون والعياذ بالله وربما يصل بهم الحال إلى الجحد مع أنهم يقرءون القرآن وفي الأحكام يستكبرون لا يأترون بأمره ولا ينتهون بنهيه هؤلاء والعياذ بالله يضعهم الله في الدنيا والآخرة ولا بد أن يكون أمرهم خسارا حتى لو فرض أن الدنيا دانت لهم وتزخرت فإن مآلهم إلى الخسار والعياذ بالله ولكن ربما يسهل لهم ويسلي لهم وتنفذ عليهم الدنيا ولكنهم كلما انفتح عليهم شيء من زهرة الدنيا فإنهم لا يزدادون به إلا خسارا والعياذ بالله { ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون } يعني ربما يسهل الله سبحانه وتعالى للكافر الجاحد المستكبر وتزدان له الدنيا لكنه لا يزيده ذلك إلا خسارا وإنما في الآخرة والعياذ بالله فالحذر الحذر أن تكون من القسم الثاني يضعهم الله بهذا القرآن كن من القسم الأول الذين يرفعهم الله بالقرآن جعلنا الله وإياكم منهم

তারা এতে বিশ্বাস স্থাপন করে না, বরং তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে; তারা সংশয়গ্রস্ত—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই। এমনকি তাদের অবস্থা সত্য প্রত্যাখ্যান পর্যন্ত গড়ায়, অথচ তারা কুরআন পাঠ করে। কিন্তু এর বিধানাবলির ব্যাপারে তারা অহংকার প্রদর্শন করে; তারা এর আদেশ পালন করে না এবং এর নিষেধ থেকেও বিরত থাকে না। এই শ্রেণীর লোকদের—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছিত করেন এবং তাদের কর্মতৎপরতা অবশ্যই ক্ষতির কারণ হয়। এমনকি যদি ধরে নেওয়া হয় যে দুনিয়া তাদের বশীভূত হয়েছে এবং চাকচিক্যময় হয়ে উঠেছে, তবুও তাদের চূড়ান্ত পরিণতি ক্ষতি ও ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নয়—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই। তবে অনেক সময় আল্লাহ তাদের অবকাশ দেন এবং দীর্ঘ সময় প্রদান করেন, ফলে তাদের জন্য দুনিয়ার দুয়ার খুলে দেওয়া হয়। কিন্তু যখনই তাদের সামনে পার্থিব জগতের কোনো চাকচিক্য উন্মোচিত হয়, তা

তাদের কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করে—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই। যেমন আল্লাহ বলেন: "আর যেদিন কাফিরদের আগুনের নিকট উপস্থিত করা হবে (সেদিন বলা হবে), তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই তোমাদের যাবতীয় সুখ-শান্তি ও পবিত্র বস্তুগুলো নিঃশেষ করেছে এবং তা ভোগ করেছে। সুতরাং আজ তোমাদের অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে, কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করতে এবং তোমরা পাপাচার করতে।" অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হয়তো সত্য অস্বীকারকারী অহংকারী কাফিরকে সময় দেন এবং দুনিয়াকে তার জন্য সুশোভিত করেন, কিন্তু তা তাকে কেবল ক্ষতির দিকেই ধাবিত করে এবং আখিরাতেও তার জন্য রয়েছে কঠিন পরিণাম—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই। সুতরাং সাবধান! অত্যন্ত সাবধান! আপনি যেন সেই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত না হন যাদের আল্লাহ এই কুরআনের মাধ্যমে লাঞ্চিত ও অধঃপতিত করেন। বরং সেই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হোন যাদের মর্যাদা আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে সুউচ্চ করেন। আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

(ص: 648) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

997 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار متفق عليه والآناء الساعات

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في باب فضل القرآن في كتاب رياض الصالحين فيبا نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنين الحسد قال العلماء إن معناه هنا هو الغبطة يعني لا شيء فيه غبطة إلا هاتين الاثنتين وذلك لأن الناس يغبط بعضهم بعضاً في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة فتجد

مثلاً بعض الناس يغبط هذا الرجل حين أعطاه الله المال والأولاد والأهل والقصور والسيارات وما أشبه ذلك يقول هذا هو الحظ هذا هو المغتبط وما أشبه ذلك يحسد يغبط بعض الناس على ما آتاه الله من الصحة وسلامة البنیان وغير ذلك يغبطه على أنه له شرف وجاءه في قومه إن قال سمع وإن عمل اتبع فيقول هذا هو

৯৯৭ - ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "দুইটি বিষয় ব্যতীত অন্য কোনো কিছুতে ঈর্ষা করা যায় না: এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন এবং সে দিবা-রাত্রি তা তিলাওয়াত ও আমল করে; আর অন্য এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন এবং সে দিবা-রাত্রি তা সৎপথে ব্যয় করে।" (বুখারী ও মুসলিম)। 'আনা' অর্থ হলো সময়ের প্রহর বা ঘণ্টা।

[ব্যাখ্যা]

রিয়াদুস সলিহীন কিতাবের 'কুরআনের ফযিলত' অধ্যায়ে লেখক (রহিমাহুল্লাহ) ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, তাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "দুইটি বিষয় ব্যতীত অন্য কোনো কিছুতে ঈর্ষা নেই।" উলামায়ে কিরাম বলেন, এখানে 'হাসাদ' (হিংসা) অর্থ হলো 'গিবতাহ' (বা ঈর্ষণীয় আকাঙ্ক্ষা)। অর্থাৎ এই দুই বিষয় ব্যতীত অন্য কিছুতে গিবতাহ বা ঈর্ষা করার মতো কিছু নেই। কারণ মানুষ দুনিয়াবী ও পরকালীন বিভিন্ন বিষয়ে একে অপরের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করে। আপনি দেখবেন, কেউ হয়তো কোনো ব্যক্তিকে ঈর্ষা করে যখন আল্লাহ তাকে সম্পদ, সন্তানসন্ততি, পরিবার, অট্টালিকা, যানবাহন এবং এজাতীয় কিছু দান করেন। সে বলে, "এটাই তো প্রকৃত সৌভাগ্য, এটাই তো ঈর্ষা করার মতো বিষয়" ইত্যাদি। আবার কেউ কাউকে আল্লাহর দেওয়া সুস্বাস্থ্য ও শারীরিক সক্ষমতার জন্য ঈর্ষা করে। আবার কেউ কাউকে তার সামাজিক মর্যাদা ও সম্মানের জন্য ঈর্ষা করে—যেখানে সে কথা বললে শোনা হয় এবং কোনো কাজ করলে অনুসরণ করা হয়—তখন সে বলে এটাই হলো...

الحظ لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي يغبط من حصل على هذين الاثنين الأولى آتاه الله تعالى الحكمة القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار آتاه الله القرآن حفظه وفهمه وعمل به آناء الليل والنهار يقوم به يفكر ماذا قال الله عز وجل عن الصلاة فيقول أقيموا الصلاة فيقيمها ماذا قال عن الزكاة فيقول {وآتوا الزكاة} فيؤتيها ماذا قال عن الوالدين قال الله تعالى {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً} وماذا قال عن صلة الأرحام {والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل} فيصل رحمه ماذا قال عن الجيران قال تعالى {والجار ذي القربى والجار الجنب} إلى آخره فتجده يقوم بالقرآن آناء الليل والنهار هذه هي الغبطة وهي الغنينة وهي الحظ والثاني رجل آتاه الله المال يعني صار غنياً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار يعني في سبيل الله فيما يرضي الله عز وجل أي شيء يرضي الله ينفق ماله فيه بناء المساجد الصدقات على الفقراء إعانة المجاهدين إعانة المهوفين وغير ذلك المهم لا يجد شيئاً يقرب إلى الله إلا بذل ماله فيه

সৌভাগ্য; তবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বর্ণনা করেছেন যে, কেবল ঐ ব্যক্তিই ঈর্ষার যোগ্য যে এই দুটি নিয়ামত লাভ করেছে। প্রথমজন হলো: যাকে মহান আল্লাহ হিকমত তথা কুরআন দান করেছেন, ফলে সে দিবা-রাত্রির প্রহরে তা নিয়ে নিমগ্ন থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ তাকে কুরআন দান করেছেন, সে তা হিফজ করেছে, অনুধাবন করেছে এবং দিন-রাত তদানুযায়ী আমল করেছে। সে তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে যে, মহান আল্লাহ সালাত সম্পর্কে কী বলেছেন; যখন আল্লাহ বলেন: "তোমরা সালাত কায়েম করো", তখন সে সালাত কায়েম করে। যাকাত সম্পর্কে কী বলেছেন? আল্লাহ বলেছেন: "আর তোমরা যাকাত প্রদান করো", তখন সে তা প্রদান করে। পিতা-মাতা সম্পর্কে কী বলেছেন? মহান আল্লাহ বলেছেন: "তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করো না, আর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো।" আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা সম্পর্কে কী বলেছেন? "আর যারা রক্ষা করে এসব সম্পর্ক যা রক্ষা করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন", ফলে সে তার আত্মীয়তার বন্ধন

অটুট রাখে। প্রতিবেশী সম্পর্কে কী বলেছেন? মহান আল্লাহ বলেছেন: "আর নিকট প্রতিবেশী ও দূর প্রতিবেশীর সাথে (সদ্যবহার করো)..." শেষ পর্যন্ত। ফলে তাকে আপনি রাত ও দিনের বিভিন্ন প্রহরে কুরআনের বিধান পালনে রত পাবেন। এটিই প্রকৃত ঈর্ষা, এটিই পরম পাওয়া এবং এটিই প্রকৃত সৌভাগ্য। আর দ্বিতীয়জন হলো সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন—অর্থাৎ সে ধনী হয়েছে—আর সে তা দিবা-রাত্রির প্রহরে ব্যয় করে; অর্থাৎ আল্লাহর পথে এবং যাতে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হন এমন কাজে। আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত এমন প্রতিটি খাতেই সে সম্পদ ব্যয় করে; যেমন মসজিদ নির্মাণ, দরিদ্রদের সাহায্য প্রদান, মুজাহিদদের সহায়তা করা, বিপদগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানো ইত্যাদি। সারকথা হলো, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের এমন কোনো পথ সে পায় না যেখানে সে নিজের সম্পদ বিলিয়ে দেয় না।

(ص: 650) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ليلا ونهارا ليس ممسكا ولا مبذرا فيخلو ويزيد بل ينفقه لله وبالله وفي الله منفقا لله مستعينا به متمشيا على شرعه هذا هو الذي يغبط أما الذي عنده حظ من الدنيا يتمتع به كما تتمتع البهيمة بالعلف ثم يذهب عنها هذا ليس محسودا ولا يحسد على ذلك لأنه تالف أو متلوف عنه لكن الذي ينفق ماله في سبيل الله فهذا هو الذي يغبط وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يقوم بالقرآن آناء الليل والنهار دائما يجعل أعماله كلها مبنية على القرآن يتمشى بهدي القرآن وأنه ينبغي لمن آتاه الله المال أن يؤدي حقه ويقوم بواجبه وينفقه حيث كان إنفاقه خيرا والله الموفق

998 - وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرس ينفر منها فلما

أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن
متفق عليه

দিবা-রাত্রি তিনি কৃপণতা করেন না এবং অপব্যয়ী হয়ে সীমালঙ্ঘনও করেন না; বরং তিনি তা আল্লাহর জন্য, আল্লাহর সাহায্যে এবং আল্লাহর পথেই ব্যয় করেন—আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, তাঁরই সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এবং তাঁর শরিয়ত অনুসরণ করে। এই ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে ঈর্ষণীয়। পক্ষান্তরে, যার কাছে পার্থিব জগতের কিছু ভোগবিলাস রয়েছে এবং সে তা ভোগ করে যেমন গবাদি পশু ঘাস-বিচালি উপভোগ করে, অতঃপর তা তার থেকে বিদায় নেয়—এমন ব্যক্তি হিংসার পাত্র নয় এবং এ জন্য তাকে ঈর্ষা করাও যায় না। কারণ, এই সম্পদ হয় ধ্বংস হয়ে যাবে, নতুবা সে নিজেই সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করে, সেই ব্যক্তিই মূলত ঈর্ষণীয়। এর মধ্যে এই প্রমাণ নিহিত রয়েছে যে, মানুষের উচিত দিবা-রাত্রির মুহূর্তগুলোতে সর্বদা কুরআনের অনুশাসন মেনে চলা, নিজের সমস্ত আমল কুরআনের ওপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা এবং কুরআনের হিদায়াত অনুযায়ী পথ চলা। আর যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, তার উচিত সম্পদের হক আদায় করা, তার ওয়াজিব দায়িত্ব পালন করা এবং যেখানে ব্যয় করা কল্যাণকর সেখানে তা ব্যয় করা। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

৯৯৮ - হযরত বারা ইবনে আযিব (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি সূরা আল-কাহাফ পাঠ করছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁর নিকট দুটি রশি দিয়ে একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল। তখন একটি মেঘ তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলল এবং তা ক্রমেই নিকটবর্তী হতে লাগল, আর ঘোড়াটি তা দেখে ভয়ে চমকাতে ও ছুটোছুটি করতে লাগল। সকাল হলে তিনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বিষয়টি ব্যক্ত করলেন। তিনি বললেন: "এটি ছিল সাকিনাহ (প্রশান্তি), যা কুরআন তিলাওয়াতের কারণে অবতীর্ণ হয়েছিল।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

الشطن بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة الحبل

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب فضل قراءة القرآن ما يدل على فضل قراءة القرآن من الأحاديث السابقة واللاحقة فمن ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رجلاً كان يقرأ في سورة الكهف وسورة الكهف هي التي بين الإسراء ومريم هذه السورة من فضائلها أن الإنسان إذا قرأها يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين وفيها قصص وعبر قصها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وكان هذا الرجل يقرأ القرآن فغشاه يعني غطاه شيء مثل الظلة كأنه غمامة كلباً قرأ نزل كلباً قرأ نزل من فوق وجعلت الفرس وهي مربوطة بشطنين جعلت تميل تنفر من هذا الذي رآته فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك السكينة نزلت لقراءة القرآن لأن السكينة تنزل عند قراءة القرآن إذا قرأه الإنسان بتمهل وتدبر فإن السكينة تنزل حتى تصل إلى قلب القارئ فينزل الله السكينة في قلبه وهذه القصة من كرامات الأولياء والأولياء لهم كرامات لكن ليس لكل ولي كرامة إنما يؤتي الله بعض أوليائه كرامة تثبিতاً له وتصديقاً لما كان عليه من الحق وهي يعني

'শাতান' (বিন্দুযুক্ত শীন ও বিন্দুমুক্ত ত্ব হরফে ফাতহাহ বা জবরসহ) অর্থ হলো রশি।

[ব্যখ্যা]

লেখক ইমাম নববী (রাহিমাল্লাহ) 'রিয়াদুস সালেহীন' গ্রন্থের 'কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত' অধ্যায়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী হাদীসসমূহ থেকে এমন সব বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যা কুরআন তিলাওয়াতের মর্যাদাকে প্রমাণ করে। তার মধ্যে বারা ইবনে আযেব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসটি অন্যতম যে, এক ব্যক্তি সূরা আল-কাহফ তিলাওয়াত করছিলেন। আর সূরা আল-কাহফ হলো সেই সূরা যা আল-ইসরা ও মারইয়াম সূরার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এই সূরার

অন্যতম ফজিলত হলো, কোনো ব্যক্তি যদি জুমার দিনে এটি পাঠ করে তবে তার জন্য দুই জুমার মধ্যবর্তী সময়কালকে আলো দ্বারা উদ্ভাসিত করে দেওয়া হয়। এই সূরায় এমন সব কাহিনী ও শিক্ষা রয়েছে যা আল্লাহ আযযা ওয়া জাল তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বর্ণনা করেছেন। সেই ব্যক্তি যখন কুরআন পাঠ করছিলেন, তখন মেঘখণ্ডের মতো কোনো বস্তু তাকে ঢেকে ফেলল। তিনি যতবার পাঠ করছিলেন, সেটি উপর থেকে ততবার নিচে নেমে আসছিল। তার ঘোড়াটি দুটি রশি দিয়ে বাঁধা ছিল, ঘোড়াটি যা দেখছিল তাতে সেটি ছটফট করতে লাগল এবং দূরে সরে যেতে চাইল। অতঃপর যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বিষয়টি জানানো হলো, তিনি বললেন, "ওটি ছিল সাকীনাহ (প্রশান্তি), যা কুরআন তিলাওয়াতের কারণে অবতীর্ণ হয়েছিল।" কারণ কুরআন তিলাওয়াতের সময় সাকীনাহ বা প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়। মানুষ যখন ধীরস্থিরভাবে ও চিন্তা-গবেষণার সাথে কুরআন পাঠ করে, তখন সাকীনাহ অবতীর্ণ হয়ে তিলাওয়াতকারীর অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং আল্লাহ তার অন্তরে প্রশান্তি দান করেন। এই ঘটনাটি আউলিয়াদের কারামত বা অলৌকিক নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। আউলিয়াদের কারামত থাকে, তবে প্রত্যেক ওলীর ক্ষেত্রেই যে কারামত প্রকাশ পাবে এমনটি নয়। বরং আল্লাহ তাআলা তাঁর কোনো কোনো ওলীকে কারামত দান করেন তাকে দ্বীনের ওপর অবিচল রাখার জন্য এবং তিনি যে হকের ওপর রয়েছেন তার সত্যতা প্রমাণের জন্য। আর এটি হলো অর্থাৎ...

(ص: 652) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الكرامات أمور خارقة للعادة يعني لا يأتي على وفق العادة يجريها الله عز وجل على يدي بعض أوليائه تكريماً له وتثبيتاً له وتصديقاً لما هو عليه من الحق وهي في نفس الوقت معجزة للرسول الذي يتبعه هذا الولي وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الخوارق ثلاثة أقسام 1 - قسم آيات للأنبياء 2 - وقسم كرامات للأولياء 3 - وقسم إهانات من الشياطين يجريها الله على خلاف العادة على أيدي الشياطين

والعياذ بالله وعلامة ذلك أن الذي تحصل له هذه الخوارق إما أن يكون نبياً أو ولياً للرحمن أو ولياً للشيطان ومن المعلوم أنه بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تكون كرامة معجزة أبداً لأن النبوة انقطعت وذاك رسول الله وخاتم النبيين بقيت الكرامات والأحوال الشيطانية والشعوذات والسحر وما أشبه ذلك الكرامات علامتها أن يجريها الله عز وجل على يد عبد صالح من أولياء الله وأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فإذا أجرى شيء خارق للعادة على يد رجل صالح مؤمن تقي معروف بالخير قيل هذه كرامة القسم الثالث السحر والأحوال الشيطانية وهذه تجري على طواغيت

কারামত হলো অলৌকিক বিষয়াবলি, অর্থাৎ যা স্বাভাবিক নিয়মের অনুকূলে ঘটে না; আল্লাহ আযযা ওয়া জাল তাঁর জনৈক ওলীর সম্মানার্থে, তাঁকে সুদৃঢ় রাখার নিমিত্তে এবং তিনি যে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন তার সত্যায়নস্বরূপ তাঁর মাধ্যমে তা প্রকাশ করে থাকেন। এটি একই সাথে সেই রাসূলের জন্য একটি মুজিজা, যাঁর অনুসরণ এই ওলী করে থাকেন।

উলামায়ে কেরাম (রাহিমাল্লাহু মুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন যে, অলৌকিক বিষয়াবলি তিন প্রকার: ১. নবীগণের জন্য নিদর্শন বা আয়াত, ২. ওলীগণের জন্য কারামত এবং ৩. শয়তানদের পক্ষ থেকে অবমাননাকর বিষয়সমূহ, যা আল্লাহ শয়তানদের মাধ্যমে স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীতে ঘটিয়ে থাকেন—আল্লাহর নিকট তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এর নিদর্শন হলো, যার মাধ্যমে এই অলৌকিক কার্যাদি সাধিত হচ্ছে, সে ব্যক্তি হয় একজন নবী হবেন, না হয় পরম করুণাময় আল্লাহর একজন ওলী হবেন, অথবা শয়তানের একজন বন্ধু হবেন। এটি সর্বজনবিদিত যে, নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইত্তেকালের পর কোনো কারামত কখনোই মুজিজা হওয়া সম্ভব নয়; কারণ নবুওয়াতের ধারা সমাপ্ত হয়ে গেছে এবং তিনিই আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী। এখন কেবল কারামত, শয়তানী অবস্থা, ভেলকিবাজি, জাদু এবং এই জাতীয় বিষয়গুলোই অবশিষ্ট রয়েছে। কারামতের লক্ষণ হলো, আল্লাহ আযযা ওয়া জাল এটি আল্লাহর ওলীগণের মধ্য হতে কোনো একজন নেককার বান্দার মাধ্যমে প্রকাশ করেন; আর আল্লাহর ওলীরা হলেন সেই সকল মুমিন যারা মুত্তাকী, যেমনটি মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: "জেনে রেখো, আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে

না। তারা হলেন সেই সব লোক যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করত।" সুতরাং কোনো নেককার, মুমিন, মুত্তাকী এবং কল্যাণের জন্য পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে যদি কোনো অলৌকিক বিষয় প্রকাশ পায়, তবে তাকে কারামত বলা হয়। তৃতীয় প্রকার হলো জাদু ও শয়তানী অবস্থা, যা তাগুত বা পাপিষ্ঠদের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে।

(ص: 653) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وأولياء الشياطين الذين يدعون أنهم أولياء ويلعبون بعقول السفهاء وعقول العامة تجد الإنسان يكبر عمايته ويوسع كفه ويطيل لحيته ويعفر جبهته في الأرض ليظهر عليه أثر السجود وما أشبه ذلك من اللعب بعقول الناس ثم يستخدم الشياطين لأغراض خاصة فتقلب له البعير وربما تحمله في الهواء ويطير حتى إن بعضهم شوهد في أول يوم عرفة ثم حملته الشياطين حتى أدرك الناس في عرفة ... هذا من زمان وهم يلعبون بعقول الناس هؤلاء شياطين وإن كانوا يفعلون هذا الشيء فإنه لا كرامة لهم والكرامات والإهانات ألف فيها العلماء كثيرا ومن أحسن ما ألف كتاب [الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان] لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر فيها أشياء كثيرة من كرامات الأولياء وأشياء أخرى من إهانات الأعداء يذكر أن (مسيلة الكذاب) الذي خرج في اليمامة بالرياض وادعى أنه نبي أنه جاءه قوم فقالوا له إن عندنا بئرا غار مأوها ولم يبق منه إلا قليل

শয়তানের বন্ধুগণ, যারা নিজেদের ওলি বা আল্লাহর বন্ধু হিসেবে দাবি করে এবং নির্বোধ ও সাধারণ মানুষের বিবেক নিয়ে খেলা করে; আপনি দেখতে পাবেন যে, এমন ব্যক্তি তার পাগড়ি বড় করে, জামার হাতা প্রশস্ত করে, দাড়ি লম্বা করে এবং মাটিতে কপাল ঘষে যাতে সিজদার চিহ্ন প্রকাশ পায়। মানুষের বিবেক নিয়ে খেলা করার জন্য তারা এই জাতীয় আরও নানা রূপ ধারণ করে। এরপর সে বিশেষ উদ্দেশ্যে শয়তানদের ব্যবহার করে, ফলে শয়তানরা তার জন্য

উট উল্টে দেয়, আবার কখনো তাকে শূন্যে বহন করে নিয়ে যায় এবং সে উড়তে থাকে। এমনকি তাদের কাউকে কাউকে আরাফাতের দিনের শুরুতে দেখা গেছে, এরপর শয়তানরা তাকে বহন করে নিয়ে গেছে যতক্ষণ না সে আরাফাতের ময়দানে মানুষের নাগাল পেয়েছে ... এটি দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে এবং তারা মানুষের বিবেক নিয়ে খেলা করছে। এরা মূলত শয়তান; তারা যদি এই কাজগুলো করেও থাকে, তবে এতে তাদের কোনো সম্মান বা অলৌকিক মর্যাদা নেই। ওলামায়ে কেরাম আল্লাহর বন্ধুদের অলৌকিক ঘটনা এবং শত্রুদের লাঞ্ছনাকর বিষয়গুলো নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই বিষয়ে রচিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলোর একটি হলো শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন)-এর 'আল-ফুরকান বাইনা আউলিয়াউর রহমান ওয়া আউলিয়াউশ শয়তান'। সেখানে তিনি ওলিদের অলৌকিকত্ব এবং আল্লাহর শত্রুদের লাঞ্ছনাকর অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, রিয়াদের ইয়ামামাতে আবির্ভূত নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদার মুসায়লিমা আল-কাযযাব-এর নিকট একদল লোক এসে বলল যে, আমাদের একটি কূপ আছে যার পানি শুকিয়ে নিচে নেমে গেছে এবং তাতে সামান্যই পানি অবশিষ্ট আছে।

(ص: 654) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وطلبوا منه أن يأتي إليها لأجل أن يباركها كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شكوا إليه قلة الماء يسر على يديه صلى الله عليه وسلم أن ينبع الماء من بين أصابعه فجاءوا إلى (مسيلة الكذاب) فذهب إلى البئر يقولون إنه مج فيها مجة من الماء ولما مج فيها غار الماء الموجود فيها وكانوا يتوقعون أن الماء يكثُر وينهر فأراهم الله عز وجل آية لتكذيب هذا الرجل هذا لاشك أنه أمر خارق للعادة لأنه ليس من العادة أن الإنسان يمج الماء في بئر ليس فيها إلا ماء قليل ثم يغار هذا خلاف العادة لكن الله أجرى ذلك إهانة له فعلى كل حال إذا رأيت من شخص ما يكون خارقاً للعادة فإن كان مؤمناً تقياً يعرف بالصلاح والاستقامة فهذا من كرامات

الأولياء وإن لم يكن كذلك فهي أحوال شيطانية من الشياطين أو سحر يسحر أعين الناس لأن السحر قد يسحر الأعين حتى ترى المتحرك ساكناً والساكن متحركاً فهاهم سحرة فرعون ألقوا حبلاً عادية وعصياً في الأرض ثم سحروا أعين الناس حتى جعل الوادي كله حياً حتى موسى صلى الله عليه وسلم أوجس في نفسه خيفة فأوحى الله تعالى أن يلقي عصاه {فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين} حية عظيمة فجعلت تمشي على هذه الحبال والعصي تلقفها فعرفوا أنه صادق لأنه التهم كل سحر فالحاصل أن هذه الظلة التي حصلت للقارئ والذي كان يقرأ سورة الكهف هذه كرامة له وهي شهادة من الله عز وجل بالفعل

তারা তাঁর কাছে অনুরোধ করল যেন তিনি সেখানে আসেন যাতে তিনি সেটিতে বরকত দান করতে পারেন, যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে ঘটত; যখন লোকেরা তাঁর কাছে পানির স্বল্পতার অভিযোগ করত, তখন তাঁর বরকতময় হাতের ছোঁয়ায় তাঁর আঙুলের মাঝখান থেকে পানি নির্গত হতো। অতঃপর তারা (মুসায়লিমা আল-কাযযাব)-এর কাছে এল। সে একটি কূপের কাছে গেল; বলা হয়ে থাকে যে, সে সেখানে কুলি করে এক আজলা পানি নিষ্ক্ষেপ করল। কিন্তু যখন সে সেখানে পানি নিষ্ক্ষেপ করল, কূপের বিদ্যমান পানিটুকুও শুকিয়ে তলিয়ে গেল। অথচ তারা আশা করছিল যে পানি বৃদ্ধি পাবে ও উপচে পড়বে। ফলে মহান আল্লাহ এই লোকটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য একটি নিদর্শন দেখালেন। এটি নিঃসন্দেহে একটি অলৌকিক বিষয় ছিল; কারণ সাধারণত এমনটি হয় না যে, কোনো ব্যক্তি সামান্য পানিযুক্ত কূপে কুলি করবে আর সেই পানিটুকুও শুকিয়ে তলিয়ে যাবে—এটি স্বভাববিরুদ্ধ। তবে আল্লাহ তাকে লাঞ্চিত করার জন্যই এটি ঘটিয়েছিলেন। মোটের ওপর, আপনি যদি কারো পক্ষ থেকে কোনো অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হতে দেখেন, তবে তিনি যদি একজন মুমিন ও মুত্তাকী হন এবং নেক আমল ও সততার জন্য পরিচিত হন, তবে তা আল্লাহর ওলীদের 'কারামত' হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি তিনি তেমনটি না হন, তবে তা হবে শয়তানি অবস্থা অথবা জাদু, যার মাধ্যমে মানুষের চোখের দৃষ্টিকে ধোঁকা দেওয়া হয়। কেননা জাদু মানুষের দৃষ্টিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করতে পারে যে, চলমান বস্তুকে স্থির এবং স্থির বস্তুকে চলমান বলে ভ্রম হতে পারে। এই তো ফেরাউনের জাদুকররা জমিনে সাধারণ রশি ও লাঠি নিষ্ক্ষেপ করেছিল এবং মানুষের চোখের দৃষ্টিকে মোহাচ্ছন্ন করেছিল, এমনকি পুরো

উপত্যকাটিই সাপে ভরে গিয়েছিল। এমনকি মুসা আলাইহিস সালামও মনে মনে কিছুটা ভয় পেয়েছিলেন। তখন মহান আল্লাহ ওহী পাঠালেন যে, তিনি যেন তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করেন। {অতঃপর তিনি তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলেন এবং তৎক্ষণাৎ তা একটি সুস্পষ্ট অজগরে পরিণত হলো}—অর্থাৎ এক বিশাল সাপ। সেটি ঐ রশি ও লাঠিগুলোর ওপর দিয়ে চলতে লাগল এবং সেগুলোকে গ্রাস করতে লাগল। তখন তারা বুঝতে পারল যে তিনি সত্যবাদী, কারণ তাঁর লাঠিটি সকল জাদু গ্রাস করে নিয়েছিল। সারকথা হলো, সূরা আল-কাহাফ পাঠকারীর ওপর যে মেঘখণ্ড বা ছায়ার আবেশ তৈরি হয়েছিল, তা ছিল তাঁর জন্য একটি কারামত এবং এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর আমলের সত্যতার এক বাস্তব নিদর্শন।

(ص: 655) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

على أن هذا القرآن حق تنزل السكينة لقراءته وتلاوته نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم به وأن يجعله حجة لنا وقائداً إلى جنات النعيم
999 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح

নিশ্চয়ই এই কুরআন সত্য, যার পাঠ ও তিলাওয়াতের সময় প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়। আমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন এর মাধ্যমে আমাদের ও আপনাদেরকে উপকৃত করেন এবং একে আমাদের জন্য দলিল ও জান্নাতুন নাদিমের পথপ্রদর্শক বানান।

৯৯৯ - ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি অক্ষর পাঠ করবে, তার জন্য একটি নেকি রয়েছে; আর প্রতিটি নেকি তার দশ গুণ সওয়াবের সমান। আমি বলছি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম' একটি অক্ষর; বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর

এবং মীম একটি অক্ষর।" ইমাম তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি একটি হাসান সহীহ হাদিস।

(ص: 657) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

بَابُ الْأَمْرِ بِتَعَهُدِ الْقُرْآنِ وَالتَّحْذِيرِ مِنْ تَعْرِيزِهِ لِلنَّسْيَانِ
1002 - عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَاهِدُوا هَذَا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْإِبْلِ فِي عَقْلِهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
1003 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا مِثْلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمِثْلِ الْإِبْلِ الْمَعْقَلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أُمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان يعني أن كتاب الله عز وجل إذا من الله عليك فحفظته فتعاهده وذلك لأن القرآن الكريم كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم كالإبل في عقلها إذا تعهد لها الإنسان أمسكها وإن أطلقها ذهبت

কুরআন নিয়মিত তিলাওয়াত ও চর্চার নির্দেশ এবং তা বিস্মৃতির শিকার হওয়ার ব্যাপারে সতর্কীকরণ অধ্যায়

১০০২ - আবু মুসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা এই কুরআনের নিয়মিত চর্চা করো। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে

মুহাম্মাদের প্রাণ, এটি (কুরআন) তার বন্ধন থেকে উটের চেয়েও দ্রুত পলায়নপর।"

(মুত্তাফাকুন আলাইহি)

১০০৩ - ইবনে উমর (রাতিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "কুরআনের হাফিজের উদাহরণ হলো রশি দিয়ে বাঁধা উটের মালিকের ন্যায়; সে যদি নিয়মিত তার তদারকি করে তবে তাকে আটকে রাখতে পারে, আর যদি তাকে মুক্ত করে দেয় তবে তা চলে যায়।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে কুরআন নিয়মিত তিলাওয়াত করার নির্দেশ এবং তা ভুলে যাওয়ার ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্কীকরণ অধ্যায়টি উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ হলো, মহান আল্লাহ যদি আপনার প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং আপনি আল্লাহর কিতাব মুখস্থ করেন, তবে সেটির নিয়মিত চর্চা ও তদারকি করুন। কেননা পবিত্র কুরআনকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রশিতে বাঁধা উটের সাথে তুলনা করেছেন; মানুষ যদি সেটির নিয়মিত দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে তবেই তাকে ধরে রাখতে পারে, আর যদি তাকে বাঁধনমুক্ত করে ছেড়ে দেয় তবে তা হারিয়ে যায়।

(ص: 658) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وضاعت وقد أقسم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتاً من الإبل في عقلها فينبغي لك أن تجعل لك حزباً معيناً تتعاهده كل يوم مثلاً تقول كل يوم اقرأ جزءاً فتختم القرآن في شهر أو جزأين فتختبه في خمسة عشر يوماً أو ثلاثاً أجزاء فتختبه في عشرة أيام إلى تسعة أيام إلى ثلاثة أيام تعاهد هذا حتى لا تنساه وقد وردت أحاديث في التحذير من نسيانه لمن أهمله أما من نساه

بمقتضى الطبيعة فإنه لا يضر لكن من أهمل وتغافل عنه بعد أن أنعم الله عليه بحفظه فإنه يخشى عليه من العقوبة فأنت يا أخي إذا من الله عليك بالقرآن فتعاهده بالقراءة بتلاوته بتكرار التلاوة وكذلك أيضاً بالعمل به لأن العمل بالشيء يؤدي إلى حفظه وبقائه ولهذا قال بعض العلماء قيد العلم بالعمل به فإن العمل بالعلم يقتضي بقاءه لأنه لا يزال على قلبك وعلى جوارحك فإذا صار هكذا فإنه يبقى ولا ينسى أما إذا أهمل فإنه يضيع وينبغي لمن قرأ القرآن أن يقرأه بتدبر وتسهل ولا يحل له أن يسرع السرعة التي توجب إسقاط بعض الحروف لأنه إذا أسقط بعض الحروف فقد غير كلام الله من موضعه وحرفه أما العجلة التي لا تستوجب سقوط الحروف فإنه لا بأس بها والله الموفق

...এবং তা হারিয়ে যায়। এ বিষয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শপথ করেছেন যখন তিনি বলেছেন—যেমনটি আবু মুসা আল-আশআরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসে এসেছে—: "তোমরা কুরআনের নিয়মিত চর্চা করো। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, এটি রশি দিয়ে বাঁধা উটের চেয়েও দ্রুত পলায়নপর।" অতএব, আপনার উচিত প্রতিদিনের জন্য একটি নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারণ করা যা আপনি নিয়মিত তিলাওয়াত করবেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি বলতে পারেন যে আমি প্রতিদিন এক পারা পড়ব, তবে মাসে একবার কুরআন খতম হবে; অথবা দুই পারা পড়লে পনেরো দিনে খতম হবে; কিংবা তিন পারা পড়লে দশ দিন থেকে নয় দিন কিংবা তিন দিনের মধ্যে খতম হবে। এভাবেই নিয়মিত চর্চা করতে থাকুন যাতে তা ভুলে না যান। যারা অবহেলাবশত কুরআন ভুলে যায়, তাদের ব্যাপারে সতর্কবাণীমূলক কিছু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তবে যারা মানবিক স্বভাবজাত কারণে ভুলে যায়, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু আল্লাহ যাকে কুরআন হিফজ করার নিয়ামত দান করার পর সে যদি অবহেলা ও গাফিলতি করে, তবে তার শাস্তির আশঙ্কা রয়েছে। হে আমার ভাই, আল্লাহ যখন আপনাকে কুরআনের মাধ্যমে ধন্য করেছেন, তখন আপনি তিলাওয়াত ও বারবার পাঠের মাধ্যমে এর নিয়মিত চর্চা করুন। পাশাপাশি এর ওপর আমলও করুন, কারণ কোনো বিষয়ের ওপর আমল করলে তা সংরক্ষিত ও স্থায়ী থাকে। এই কারণেই কোনো কোনো আলিম বলেছেন: "ইলমকে আমলের মাধ্যমে আবদ্ধ করো।" কেননা ইলম অনুযায়ী আমল করলে তা স্থায়ী হয়, কারণ তা সর্বদা আপনার অন্তরে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কার্যকর থাকে। আর যখন বিষয়টি এমন হয়, তখন তা

স্থায়ী থাকে এবং মানুষ তা ভুলে যায় না। কিন্তু যদি অবহেলা করা হয় তবে তা হারিয়ে যায়। যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে, তার উচিত চিন্তা-গবেষণা ও ধীরস্থিরভাবে পাঠ করা। তার জন্য এমন দ্রুতগতিতে পাঠ করা বৈধ নয় যার ফলে কোনো অক্ষর বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ যদি কোনো অক্ষর বিলুপ্ত হয়, তবে সে আল্লাহর কালামকে তার স্বস্থান থেকে বিকৃত ও পরিবর্তিত করল। তবে এমন দ্রুততা যাতে কোনো অক্ষর বিলুপ্ত হয় না, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 659) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها

1004 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنّى بالقرآن يجهر به متفق عليه. معنى أذن الله أي استمع وهو إشارة إلى الرضي والقبول.

1005 - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لقد أوتيت مزمارة من مزامير آل داود متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة

কুরআন তিলাওয়াতের সময় কণ্ঠস্বর সুন্দর করা এবং সুমধুর কণ্ঠসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট তিলাওয়াত শুনতে চাওয়া ও তা মনোযোগ দিয়ে শোনার মুস্তাহাব হওয়ার পরিচ্ছেদ
১০০৪ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "আল্লাহ তাআলা কোনো বিষয়ের প্রতি এমন মনোযোগ দিয়ে কর্ণপাত করেন না, যেমনটি তিনি সুন্দর কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট নবীর প্রতি

কর্ণপাত করেন, যিনি উচ্চস্বরে সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করেন।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

'আল্লাহর কর্ণপাত করা' এর অর্থ হলো শ্রবণ করা, যা মূলত সন্তুষ্টি ও কবুলিয়াতের প্রতি ইঙ্গিত।

১০০৫ - আবু মুসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বললেন: "তোমাকে দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর বংশধরদের সুরলহরীর মধ্য থেকে একটি সুর প্রদান করা হয়েছে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বলেছিলেন: "তুমি যদি আমাকে গত রাতে তোমার তিলাওয়াত শুনতে দেখতে!"

(ص: 660) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه (رياض الصالحين) في آداب القراءة باب استحباب تحسين الصوت بالقراءة وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع إليه هاتان مسألتان: المسألة الأولى استحباب تحسين الصوت في قراءة القرآن وتحسين الصوت ينقسم إلى قسمين أحدهما تحسين الأداء بحيث يبين الحروف ويخرجها من مخارجها حتى يبدو القرآن واضحاً بيناً فلا يخفى ولا يحذف شيء من الحروف لئلا ينقص شيء مما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم.

الثاني تحسين النغمة بالصوت يحسن به صوته وكلاهما أمر مطلوب ولكن الأمر الأول تحسين الأداء لا ينبغي المبالغة فيه والغلو فيه بحيث تجد الرجل يقرأ القرآن يتكلف ويحمر وجهه ويتكلف في الغنة وفي الإدغام وفي مثل ذلك فإن هذا من إقامة الحروف المتكلفة ولكن لتكن قراءته طبيعية يبين فيها الحروف والحركات هذا هو المطلوب وأما الغلو والمبالغة فإنهما ليسا مطلوبين وبه نعلم أن تعلم التجويد ليس

بواجب لأنه يعود إلى تحسين الصوت بدون غلو ولا مبالغة فهو من الأمور المستحبة
التي يتوصل بها الإنسان إلى شيء

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর রচিত ‘রিয়াদুস সালাহীন’ গ্রন্থের তিলাওয়াতের আদব অধ্যায়ে, ‘তিলাওয়াতের সময় কণ্ঠস্বর সুন্দর করা মুস্তাহাব হওয়া এবং সুকণ্ঠ অধিকারীর নিকট তিলাওয়াত শুনতে চাওয়া ও তা শ্রবণ করা’ নামক পরিচ্ছেদে বলেছেন যে, এখানে দুটি বিষয় রয়েছে: প্রথম বিষয়টি হলো কুরআন তিলাওয়াতের সময় কণ্ঠস্বর সুন্দর করা মুস্তাহাব হওয়া। কণ্ঠস্বর সুন্দর করাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে একটি হলো তিলাওয়াতের মান বা আদায় পদ্ধতি সুন্দর করা, যাতে প্রতিটি বর্ণ সুস্পষ্ট হয় এবং তা নিজ নিজ উচ্চারণস্থল থেকে এমনভাবে নির্গত হয় যে কুরআন পরিষ্কার ও সুস্পষ্টরূপে ফুটে ওঠে। এতে কোনো বর্ণ অস্পষ্ট থাকে না বা বিলুপ্ত হয়ে যায় না, যাতে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের (তাঁর ওপর আল্লাহর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক) প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, তার কোনো কিছু হ্রাস না পায়।

দ্বিতীয়টি হলো সুরের মাধ্যমে কণ্ঠস্বরকে সুন্দর করা; এবং এ দুটিই কাম্য। তবে প্রথম বিষয়টি অর্থাৎ তিলাওয়াতের পদ্ধতি সুন্দর করার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়, যেখানে কাউকে দেখা যায় যে তিনি কুরআন পাঠের সময় অনেক কৃত্রিমতা অবলম্বন করছেন, ফলে তাঁর চেহারা লাল হয়ে যাচ্ছে এবং গুল্লাহ, ইদগাম ও এই জাতীয় বিষয়গুলোতে অত্যধিক কসরত করছেন; কারণ এটি বর্ণ উচ্চারণে কৃত্রিমতা করার অন্তর্ভুক্ত। বরং তিলাওয়াত হওয়া উচিত স্বাভাবিক যাতে বর্ণ ও স্বরচিহ্নসমূহ সুস্পষ্ট হয়; এটাই মূলত কাম্য। আর বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন—এ দুটি মোটেও কাম্য নয়। এর মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি যে, তাজবিদ শিক্ষা করা ওয়াজিব নয়; কারণ এটি বাড়াবাড়ি বা অতিরঞ্জন ব্যতিরেকে কণ্ঠস্বর সুন্দর করার সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই এটি সেসব মুস্তাহাব বা বাঞ্ছনীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যার মাধ্যমে মানুষ একটি লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে।

মস্তুব লা ঁ শীء واءب.

وأما القسم الثاني هو تحسين الصوت فقد يقول قائل حسن الصوت ليس باختيار الإنسان لأن الله تعالى هو الذي يمن على من يشاء من عباده فيعطيه حنجره قویه وصوتاً طیباً فيقال نعم الأمر كذلك لكن يحسن الإنسان الصوت بالتعلم لأن حسن الصوت غریزی ومکتسب فلا يزال یقرأ بصوت حسن حتى يتعلم ویؤدي بصوت حسن & ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. أذن قال العلماء استمع يعني ما استمع الله لشيء من الأشياء التي يسمعها جل وعلا مثل استماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به يعني نبي والأنبياء هم أفضل طبقات الخلق يتغنى بالقرآن يعني يقرأ بصوت حسن يجهر به يعني يرفع صوته به فهذا هو الذي يأذن الله له أي يستمع له جل وعلا لأنه يحب الصوت الحسن بالقرآن والأداء الحسن.

ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو عبد الله بن قيس أحد خطباء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى قراءته ذات ليلة فأعجبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود

এটি মুস্তাহাব, কোনো ওয়াজিব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

আর দ্বিতীয় প্রকারটি হলো কণ্ঠস্বর সুন্দর করা। কেউ হয়তো বলতে পারেন যে, কণ্ঠস্বর সুন্দর করা মানুষের ইচ্ছাধীন নয়; কেননা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ দান করেন, ফলে তাকে শক্তিশালী কণ্ঠশালী ও সুমধুর কণ্ঠস্বর দান করেন। এর উত্তরে বলা হবে যে, হ্যাঁ—বিষয়টি এমনই, তবে মানুষ অনুশীলনের মাধ্যমেও কণ্ঠস্বর সুন্দর করতে পারে। কারণ কণ্ঠের সৌন্দর্য যেমন সৃষ্টিগত বা সহজাত, তেমনি তা অর্জনযোগ্যও বটে। সুতরাং সে সুন্দর

কণ্ঠে তিলাওয়াত অব্যাহত রাখবে যতক্ষণ না সে তা আয়ত্ত করে এবং সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করতে সক্ষম হয়। এরপর লেখক (রহিমাহুল্লাহ) আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ কোনো কিছুর প্রতি এমন মনোযোগ দিয়ে কর্ণপাত করেন না, যেমনটি তিনি কোনো সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী নবীর প্রতি করেন, যিনি উচ্চস্বরে এবং সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করেন।" 'আযিনা' (মনোযোগ দেওয়া)—ওলামায়ে কেরাম বলেছেন এর অর্থ হলো 'শ্রবণ করা'। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁর শ্রবণযোগ্য বিষয়াবলির মধ্যে কোনো কিছুর প্রতি এমনভাবে কর্ণপাত করেন না, যেমনটি তিনি কোনো সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী নবীর তিলাওয়াত শ্রবণে করেন, যিনি উচ্চস্বরে সুমধুর কণ্ঠে কুরআন পাঠ করেন। এখানে 'নবী' বলা হয়েছে, আর নবীগণ হলেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ স্তর। 'সুমধুর কণ্ঠে কুরআন পাঠ করা' মানে হলো সুন্দর স্বরে তিলাওয়াত করা। 'উচ্চস্বরে' মানে হলো এর মাধ্যমে কণ্ঠস্বর উঁচু করা। এটিই সেই তিলাওয়াত যার প্রতি আল্লাহ কর্ণপাত করেন অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তা নিবিষ্টচিত্তে শোনেন; কেননা তিনি কুরআনের সুমধুর কণ্ঠস্বর ও উত্তম তিলাওয়াত পছন্দ করেন।

এরপর তিনি আবু মুসা আল-আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসটি উল্লেখ করেছেন— যিনি হলেন আবদুল্লাহ ইবনে কায়স, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অন্যতম বাগ্মী সাহাবী। এক রাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর তিলাওয়াত শুনলেন এবং তা তাঁকে মুগ্ধ করল। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু মুসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন, "তোমাকে দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর বংশধরের সুরের ন্যায় সুমধুর সুর প্রদান করা হয়েছে।"

(ص: 662) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وآل داود يعني به داود صلى الله عليه وسلم داود عنده صوت حسن جبيل رفيع حتى قال الله تعالى يا جبال أوبي معه والطير وأنا له الحديد فكانت الجبال ترجع مع داود وهو يتلو الزبور لحسن صوته تجاوبه جبال أحجار جامدة وكذلك الطير تؤوب معه

سبحان الله تأتي فإذا سمعت قراءته تجبعت في جو السماء وجعلت ترجع معه فكانت
الجبال والطيور إذا سمعت قراءة داود للزبور قامت ترجع معه ولهذا قال النبي صلى
الله عليه وسلم لأبي موسى لقد أوتيت مزمارة من مزامير آل داود يعني صوتاً حسناً
كصوت آل داود يقول أبو موسى لها قال له الرسول لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك
البارحة قال لو علمت أنك تستمع أو قال تسمع لحبرته لك تحبيراً يعني يزيينه
أحسن مما كان.

قال العلماء وفي هذا دليل على أن الإنسان لو حسن صوته بالقرآن لأجل أن يتلذذ
السامع ويسر به فإن ذلك لا بأس به ولا يعد من الرياء بل هذا مما يدعو إلى
الاستماع لكلام الله عز وجل حتى يسر الناس به ولهذا يوجد

'দাউদের পরিবার' বলতে দাউদ (আলাইহিস সালাম)-কেই বোঝানো হয়েছে। দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর কণ্ঠস্বর ছিল অত্যন্ত সুমধুর, সুন্দর ও উচ্চাঙ্গের, এমনকি মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "হে পর্বতমালা, তোমরা দাউদের সাথে বারবার তসবিহ পাঠ করো এবং পক্ষীকুলকেও (অনুরূপ আদেশ করা হলো), আর আমি তাঁর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম।" ফলে যখন তিনি তাঁর সুমধুর কণ্ঠে জাবুর তিলাওয়াত করতেন, তখন পাহাড়গুলো তাঁর সাথে প্রতিধ্বনি করত; সেই নিজীব পাথরের পাহাড়গুলো তাঁর তিলাওয়াতের উত্তর দিত। তেমনিভাবে পাখিরাও তাঁর সাথে সুর মেলাত। সুবহানাল্লাহ! পাখিরা উড়ে আসত এবং যখনই তাঁর তিলাওয়াত শুনত, তারা আকাশে সমবেত হতো এবং তাঁর সাথে সুরে সুর মেলাতে শুরু করত। সুতরাং পাহাড় ও পাখিরা যখনই দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর জাবুর পাঠ শুনত, তখনই তারা তাঁর সাথে সমস্বরে তসবিহ পাঠ করতে শুরু করত। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু মুসা (রাডিয়াল্লাহু আনহু)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন: "তোমাকে দাউদ পরিবারের বংশীবাদকের সুরের ন্যায় একটি সুমধুর কণ্ঠস্বর প্রদান করা হয়েছে।" অর্থাৎ, দাউদ পরিবারের কণ্ঠস্বরের ন্যায় একটি সুন্দর কণ্ঠ। আবু মুসা (রাডিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেন, "যদি তুমি দেখতে যে গত রাতে আমি তোমার তিলাওয়াত শুনছিলাম!", তখন তিনি বললেন, "যদি আমি জানতাম যে আপনি শুনছেন, তবে আমি আপনার জন্য তিলাওয়াতকে আরও অধিক সুন্দর ও

সুশোভিত করতাম।" অর্থাৎ, তিনি একে আগের চেয়েও অনেক বেশি সৌন্দর্যমণ্ডিত করে উপস্থাপন করতেন।

উলামায়ে কেরাম বলেন, এর মধ্যে এই দলিল নিহিত রয়েছে যে, কোনো মানুষ যদি কুরআন তিলাওয়াতের সময় তার কণ্ঠকে সুন্দর করে যাতে শ্রোতা তৃপ্তি পায় এবং আনন্দিত হয়, তবে তাতে কোনো সমস্যা নেই এবং একে রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হবে না। বরং এটি মহান আল্লাহর কালাম শোনার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করার একটি মাধ্যম যাতে মানুষ এর মাধ্যমে আনন্দ লাভ করতে পারে। আর এই কারণেই দেখা যায়...

(ম: 663) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

بعض الناس إذا ضاق صدره استمع إلى قراءة إنسان حسن القراءة حسن الصوت وهذه متيسرة الآن في أشرطة لبعض القراء الذي لا يتكلفون القراءة وأصواتهم حسنة وأداؤهم حسن إذا استمع الإنسان إليهم لا يكاد يبل لأن كلام الله له تأثير إذا جاء من إنسان حسن الصوت وحسن الأداء لا يبل.

ويستفاد من هذين الحديثين أنه ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن على أكمل ما يمكنه أن يقرأه عليه من حسن الصوت وحسن الأداء ونسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يقيم حروفه وحدوده حتى يكون حجة لنا لا علينا والله الموفق.

1006 - وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتاً منه متفق عليه.

1007 - وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لن يتغن بالقرآن فليس منا رواه أبو داود بإسناد

কিছু মানুষ যখন হৃদয়ে সংকীর্ণতা বা অস্থিরতা অনুভব করে, তখন সে এমন কোনো ব্যক্তির তিলাওয়াত শোনে যার তিলাওয়াত ও কণ্ঠস্বর অত্যন্ত সুন্দর। বর্তমানে রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে

এমন কিছু কারীর তিলাওয়াত শোনার সুযোগ সহজলভ্য হয়েছে, যারা তিলাওয়াতে কোনো কৃত্রিমতা করেন না এবং যাদের কণ্ঠস্বর ও উপস্থাপনা অত্যন্ত চমৎকার। মানুষ যখন তাদের তিলাওয়াত শোনে, তখন সে মোটেও ক্লান্তিবোধ করে না। কারণ আল্লাহর বাণীর এক বিশেষ প্রভাব রয়েছে; আর যখন তা সুকণ্ঠ ও উত্তম উপস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশিত হয়, তখন তা শ্রবণে কোনো বিরক্তি আসে না।

এই হাদিসদ্বয় থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হলো, একজন মানুষের জন্য উচিত যতটা সম্ভব সুকণ্ঠ ও উত্তম শৈলীর মাধ্যমে কুরআনকে সর্বোত্তম পন্থায় তিলাওয়াত করা। আমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাকে এবং আপনাদেরকে সেই সকল ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত করেন যারা কুরআনের শব্দাবলি এবং এর বিধানাবলি যথাযথভাবে পালন করে, যাতে এটি আমাদের পক্ষে দলিল হয়, আমাদের বিরুদ্ধে নয়। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১০০৬ - হযরত বারা ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এশার সালাতে 'ওয়াত্তীনি ওয়াযযাইতুন' (সূরা আত-তীন) তিলাওয়াত করতে শুনেছি। আমি তাঁর চেয়ে সুন্দর কণ্ঠস্বর আর কারো শুনিনি। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১০০৭ - হযরত আবু লুবাবাহ বাশীর ইবনে আব্দুল মুনযির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি সুর দিয়ে (সুন্দর কণ্ঠে) কুরআন তিলাওয়াত করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (আবু দাউদ এটি একটি সনদে বর্ণনা করেছেন)।

(ص: 664) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

جيد.

ومعنى يتغنى يحسن صوته بالقرآن.

1008 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمع من

غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية { فكيف إذا جئنا من كل أمة
بشاهد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا } قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه
تذرفان متفق عليه.

[الشَّرحُ]

هذه الأحاديث في بيان تحسين الصوت والقراءة في القرآن الكريم فحديث البراء
بن عازب رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فقرأ
والتين والزيتون قال فما سمعت قراءة أحسن من قراءته أو قال صوتاً أحسن من
صوته وكلاهما صحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صوتاً بالقرآن وهو
أول وأولى من يدخل في قوله فيما سبق من حديث ما أذن الله لشيء

উত্তম।

আর সুমধুর স্বরে পাঠ করার অর্থ হলো কুরআনের তিলাওয়াতে নিজের কণ্ঠস্বরকে সুন্দর করা।
১০০৮ - ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন: "তুমি আমার কাছে কুরআন তিলাওয়াত করো।" আমি
বললাম: "হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার কাছে তিলাওয়াত করব অথচ আপনার ওপরই তা
নাযিল হয়েছে?" তিনি বললেন: "আমি অন্যের কাছ থেকে তা শুনতে পছন্দ করি।" এরপর
আমি তাঁর কাছে সূরা আন-নিসা পাঠ করলাম, যখন আমি এই আয়াতে পৌঁছলাম—{অতএব
কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকে
তাদের সবার ওপর সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করব}—তখন তিনি বললেন: "আপাতত যথেষ্ট।"
তখন আমি তাঁর দিকে তাকালাম এবং দেখলাম তাঁর দুই চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে। (বুখারী ও
মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদীসগুলো কুরআনুল কারীমে কণ্ঠস্বর সুন্দর করা এবং তিলাওয়াতের বর্ণনায় এসেছে।
বারা ইবনে আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসে এসেছে যে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে এশার সালাত আদায় করেছিলেন এবং তিনি 'ওয়াত-তীন ওয়ায-যায়তুন' পাঠ করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর তিলাওয়াতের চেয়ে সুন্দর তিলাওয়াত কিংবা তাঁর কণ্ঠস্বরের চেয়ে সুন্দর কণ্ঠস্বর আর শুনি নি। উভয় বর্ণনাই সঠিক। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন মানুষের মধ্যে কুরআনের সবচেয়ে সুন্দর কণ্ঠস্বরের অধিকারী। ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত 'আল্লাহ কোনো কিছু প্রতি তেমন কান দেননি' মর্মে বর্ণিত হাদীসের মর্মার্থের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম এবং সর্বাধিক অগ্রগণ্য।

(ص: 665) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به فرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صوتاً بالقرآن وأحسن الناس أداءاً في القراءة لأن القرآن عليه أنزل والقرآن هو خلقه صلى الله عليه وسلم.

وفي هذا الحديث دليل على أن صلاة العشاء لا بأس أن يقرأ فيها بقصار المفصل لأن سورة التين من قصار المفصل ولكن الأكثر أن يقرأ فيها من أوسطه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل أن يقرأ فيها بـ (سبح اسم ربك الأعلى) (هل أتاك حديث الغاشية) (والليل إذا يغشى) (والشمس وضحاها) وما أشبه ذلك لكن لا حرج أن يقرأ بقصار المفصل (كالتين وإذا زلزلت) وما أشبه ذلك أيضاً حث النبي صلى الله عليه وسلم على التغني بالقرآن وقال من لم يتغن بالقرآن فليس منّا.

قال العلماء وهذه الكلمة لها معنيان الأول (من لم يتغن به) أي من لم يستغن به عن غيره بحيث يطلب الهدى من سواه فليس منّا فهذا لا شك أن من طلب الهدى من غير القرآن أضله الله والعياذ بالله.

والمعنى الثاني (من لم يتغن) أي من لم يحسن صوته بالقرآن

সুমিষ্ট কণ্ঠের নবীর জন্য তাঁর অনুমতি, যিনি উচ্চস্বরে সুমধুর সুরে কুরআন তিলাওয়াত করেন। আর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন কুরআন তিলাওয়াতে মানুষের মাঝে সর্বাধিক সুমিষ্ট কণ্ঠের অধিকারী এবং তিলাওয়াত প্রদর্শনে সর্বোত্তম ব্যক্তি; কারণ কুরআন তাঁর ওপরই অবতীর্ণ হয়েছে এবং কুরআনই ছিল তাঁর মহান চরিত্র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

এই হাদীসে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, ইশার সালাতে 'কিসারে মুফাসসাল' (কুরআনের সংক্ষিপ্ত সূরাসমূহ) তিলাওয়াত করাতে কোনো অসুবিধা নেই; কারণ সূরা আত-তীন কিসারে মুফাসসালের অন্তর্ভুক্ত। তবে অধিকতর উত্তম হলো এতে 'আওসাতে মুফাসসাল' (মধ্যম দৈর্ঘ্যের সূরাসমূহ) তিলাওয়াত করা। কেননা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুআয ইবনে জাবালকে এই সালাতে 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা', 'হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ', 'ওয়াল-লাইলি ইয়া ইয়াগশা', 'ওয়াশ-শামসি ওয়াদুহাহা' এবং এ জাতীয় সূরাগুলো পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে কিসারে মুফাসসাল (যেমন সূরা আত-তীন, সূরা ইয়া যুলযিলাত) এবং এই ধরনের সূরাগুলো পাঠ করাতে কোনো দোষ নেই। অনুরূপভাবে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরআন সুমিষ্ট স্বরে তিলাওয়াত করতে উৎসাহিত করেছেন এবং বলেছেন: "যে ব্যক্তি সুমিষ্ট স্বরে কুরআন তিলাওয়াত করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

উলামায়ে কিরাম বলেন, এই বাক্যটির দুটি অর্থ রয়েছে। প্রথমটি হলো— "যে ব্যক্তি এর মাধ্যমে অমুখাপেক্ষী হয় না"; অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআনের মাধ্যমে অন্য সবকিছু থেকে তুষ্ট না হয়ে অন্য কোথাও হিদায়াত অন্বেষণ করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি কুরআন ছাড়া অন্য কোথাও হিদায়াত খুঁজবে, আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করবেন; আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আর দ্বিতীয় অর্থটি হলো— "যে ব্যক্তি সুর প্রদান করে না"; অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআনের মাধ্যমে নিজের কণ্ঠস্বরকে সুন্দর করে না।

فليس منا فيدل على أنه ينبغي للإنسان أن يحسن صوته بالقرآن وأن يستغنى به عن غيره.

وأما الحديث الثالث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يقرأ عليه فقال عبد الله بن مسعود أقرأ عليك وعليك أنزل فقال صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسبغه من غيري لأن الإنسان الذي يستمع قد يكون أقرب إلى تدبر القرآن من القارئ فالقارئ تجده يركز على ألا يخطئ في القراءة والمستمع يتدبر ويتأمل ولهذا قيل (القارئ حالب والمستمع شارب) يعني القارئ يحلب الناقة أو الشاة والمستمع شارب فهو الذي يستفيد بهم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه فقال أقرأ القرآن وعليك أنزل قال إني أحب أن أسبغه من غيري فقرأ بسورة النساء حتى إذا جاء إلى قول الله تعالى { فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد } يعني كيف تكون الحال فقال صلى الله عليه وسلم حسبك الآن يقول فالتفت فإذا عيناه تذرفان يبكي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى به يوم القيامة شهيدا على أمته لأنه يؤتى يوم القيامة من كل أمة بشهيد الأنبياء شهداء العلماء شهداء لأن العلماء واسطة بين الرسل وبين الخلق هم الذين يحصلون شريعة الرسل إلى الخلق فهم شهداء

সুতরাং 'তিনি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নন'—এই উক্তিটি নির্দেশ করে যে, মানুষের জন্য উচিত কুরআনের মাধ্যমে নিজের কণ্ঠস্বরকে সুন্দর করা এবং এর মাধ্যমে অন্য সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়া।

আর ইবনে মাসউদ (রাতিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তৃতীয় হাদিসটি হলো এই যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নিকট কুরআন পাঠ করে শোনানোর অনুরোধ করেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেন, 'আমি কি আপনাকে পাঠ করে শোনাব, অথচ আপনার ওপরই তা অবতীর্ণ হয়েছে?' নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'আমি অন্যের কণ্ঠ থেকে তা শুনতে পছন্দ করি।' কারণ যে ব্যক্তি শ্রবণ করে, সে তেলাওয়াতকারীর তুলনায় কুরআনের মর্ম নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার অধিকতর নিকটবর্তী হতে পারে। কেননা

তেলাওয়াতকারীকে সচরাচর পাঠে যেন কোনো ভুল না হয় সেদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে দেখা যায়, আর শ্রোতা নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা ও গবেষণা করতে পারেন। এই কারণেই বলা হয়েছে: 'পাঠকারী হলো দোহনকারী আর শ্রোতা হলো পানকারী'; অর্থাৎ পাঠক যেন উষ্ট্রী বা বকরি দোহন করছেন আর শ্রোতা হলেন পানকারী, সুতরাং তিনিই প্রকৃত উপকৃত হচ্ছেন। মূল কথা হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে তাঁর নিকট পাঠ করার অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন, 'আমি কি আপনাকে কুরআন পড়ে শোনাব অথচ আপনার ওপরই তা অবতীর্ণ হয়েছে?' তিনি বললেন, 'আমি অন্যের নিকট থেকে তা শুনতে পছন্দ করি।' অতঃপর তিনি সূরা আন-নিসা পাঠ করলেন, এমনকি যখন আল্লাহর এই বাণীতে পৌঁছালেন—'তখন কী অবস্থা দাঁড়াবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকে তাদের সবার ওপর সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করব?' অর্থাৎ সেই পরিস্থিতি কেমন হবে! তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'আপাতত যথেষ্ট।' বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর দুই চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাঁদছিলেন এই কারণে যে, কিয়ামতের দিন তাঁকে তাঁর উম্মতের ওপর সাক্ষী হিসেবে আনা হবে। কারণ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী আনা হবে। নবীগণ হলেন সাক্ষী এবং আলিমগণও সাক্ষী; কারণ আলিমগণ রাসূল ও সৃষ্টির মাঝে যোগসূত্রস্বরূপ। তাঁরাই রাসূলগণের শরীয়তকে সৃষ্টির নিকট বহন করে নিয়ে যান, তাই তাঁরাও সাক্ষী।

(ص: 667) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

فالعالم يشهد بأمرين.

أمر أعلى وأمر أسفل الأمر الأعلى يشهد بأن هذا حكم الله والأمر الأسفل يشهد لأنه قد بلغ الناس لأن العالم يبلغ فمثلاً يقرأ آية حديثاً ويقول للناس معناها كذا وكذا اعلّموا بها فيشهد عليهم فهو شاهد من طرفين طرف أعلى وطرف أسفل الطرف

الأعلى أنه يشهد بأن هذا حكم الله بلغه للعباد والأسفل أنه يشهد أنه بلغ الناس به فقامت عليهم الحجة في يوم القيامة يؤتي من كل أمة بشهيد وأول من يشهد الرسل نشهد أننا بلغنا رسالة ربنا إلى خلقه ويؤتي من هذه الأمة بـ محمد صلى الله عليه وسلم يستشهد الله فيشهد أنه بلغ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد ربه في أكبر مجمع للمسلمين في ذلك الوقت في يوم عرفة لما خطب الناس الخطبة الطويلة العظيمة البليغة قال ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد قال ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد قال

অতএব, আলেম দুটি বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন।

একটি উচ্চতর বিষয় এবং অন্যটি নিম্নতর বিষয়। উচ্চতর বিষয়টি হলো, তিনি সাক্ষ্য দেন যে এটি আল্লাহর বিধান; আর নিম্নতর বিষয়টি হলো, তিনি সাক্ষ্য দেন যে তিনি মানুষের নিকট তা পৌঁছে দিয়েছেন। কেননা আলেম বা জ্ঞানী ব্যক্তি প্রচারের দায়িত্ব পালন করেন;

উদাহরণস্বরূপ, তিনি কোনো আয়াত বা হাদিস পাঠ করেন এবং মানুষকে বলেন যে এর অর্থ এই এবং এই, তোমরা এ সম্পর্কে অবগত হও; এভাবে তিনি তাদের ওপর সাক্ষী হন। সুতরাং তিনি দুই দিক থেকে সাক্ষী—উচ্চতর দিক এবং নিম্নতর দিক। উচ্চতর দিকটি হলো, তিনি সাক্ষ্য দেন যে এটি আল্লাহর বিধান যা তিনি বান্দাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। আর নিম্নতর দিকটি হলো, তিনি সাক্ষ্য দেন যে তিনি মানুষের নিকট তা পৌঁছে দিয়েছেন, যার ফলে তাদের ওপর সত্যের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিয়ামতের দিন প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী উপস্থিত করা হবে। আর সর্বপ্রথম সাক্ষ্য দেবেন রাসূলগণ; তাঁরা বলবেন যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের বাণী তাঁর সৃষ্টির নিকট পৌঁছে দিয়েছি। আর এই উম্মত থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আনা হবে। আল্লাহ তাঁকে সাক্ষী হিসেবে তলব করবেন, তখন তিনি সাক্ষ্য দেবেন যে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সময়ের মুসলমানদের বৃহত্তম সমাবেশ আরাফার দিনে তাঁর প্রতিপালককে সাক্ষী রেখেছিলেন, যখন তিনি মানুষের উদ্দেশ্যে এক দীর্ঘ, মহিমাম্বিত ও প্রাঞ্জল ভাষণ প্রদান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: 'শোনো, আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?' তারা বলল: 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন: 'হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।' তিনি আবারও বললেন: 'শোনো, আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?' তারা বলল: 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন: 'হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।'।

ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد.

لما وصل إلى هذه الآية بكى صلى الله عليه وسلم لأمة تصور هذه الحال تخيلها حالا عظيمة كل أمة جاثية وكل أمة تدعى إلى كتابها كل أمة تأتي على الركب من شدة الهول وعظمته {كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون} ولهذا قال في الآية الكريمة التي وقف عليها عبد الله بن مسعود {يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض} يعني يودون أنهم ما بعثوا وما قبضوا {ولا يكتنون الله حديثا} {فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتنون الله حديثا} يودون أنهم بقوا في الأرض أو أن يكونوا ترابا ولكن لا ينفعهم ولهذا قال تعالى {ولا يكتنون الله حديثا} فالفهم أنه يجوز للإنسان أن يطلب من شخص قارئ أن يقرأ عليه ولو كان هذا القارئ أقل منه علما لأن بعض الناس يعطيه الله تعالى حسن صوت وحسن أداء وإن كان قليل العلم فلا بأس أن تقول يا فلان جزاك الله خيرا اقرأ علي إما أن تعين له ما يقرأ وإما أن تدع الأمر إليه فتستمع وفي هذا الحديث بركة القرآن أنه ينتفع به القارئ والمستمع ولا شك أن القرآن أعظم الكتب بركة وأفيدها

আমি কি (বার্তা) পৌঁছে দিয়েছি? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।

যখন তিনি এই আয়াতে পৌঁছালেন, তখন নবী (সা.) কেঁদে ফেললেন। এই অবস্থার কথা চিন্তা করুন, এই মহান পরিস্থিতির কল্পনা করুন—যখন প্রতিটি উম্মত নতজানু হয়ে থাকবে এবং প্রতিটি উম্মতকে তাদের আমলনামার দিকে ডাকা হবে। সেই দিনের ভয়াবহতা ও বিশালতার কারণে প্রতিটি উম্মত হাঁটু গেড়ে উপস্থিত হবে। {প্রত্যেক উম্মতকে তার আমলনামার দিকে ডাকা হবে; আজ তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে।} এই কারণেই

সেই সম্মানিত আয়াতে বলা হয়েছে যেখানে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) তিলাওয়াত থামিয়েছিলেন: {সেদিন যারা কুফরি করেছে এবং রাসুলের অবাধ্য হয়েছে, তারা কামনা করবে যদি তাদের জমিনের সাথে মিশিয়ে সমতল করে দেওয়া হতো!} অর্থাৎ, তারা কামনা করবে যেন তারা পুনরুত্থিত না হতো এবং তাদের পাকড়াও না করা হতো। {এবং তারা আল্লাহর কাছে কোনো কথা গোপন করতে পারবে না।} {তবে কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করব? সেদিন যারা কুফরি করেছে ও রাসুলের অবাধ্য হয়েছে, তারা কামনা করবে যদি জমিন তাদের নিয়ে সমান হয়ে যেত এবং তারা আল্লাহর কাছে কোনো কথা গোপন করতে পারবে না।} তারা কামনা করবে যদি তারা মাটির সাথে মিশে থাকত অথবা মাটি হয়ে যেত, কিন্তু তা তাদের কোনো উপকারে আসবে না। একারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, {এবং তারা আল্লাহর কাছে কোনো কথা গোপন করতে পারবে না।} মূল কথা হলো, কোনো ব্যক্তির জন্য কোনো তিলাওয়াতকারীর কাছে তিলাওয়াত শুনতে চাওয়া জায়েজ, যদিও সেই তিলাওয়াতকারী ইলমের দিক থেকে তার চেয়ে কম স্তরের হন। কেননা আল্লাহ তাআলা কোনো কোনো মানুষকে সুন্দর কণ্ঠ এবং তিলাওয়াতের সুন্দর শৈলী দান করেন, যদিও তাদের ইলম সীমিত হতে পারে। সুতরাং আপনি যদি বলেন, হে অমুক! আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন, আপনি আমার সামনে তিলাওয়াত করুন—তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আপনি তিলাওয়াতের বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন অথবা বিষয়টি তার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজে মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারেন। এই হাদিসে কুরআনের বরকতের প্রমাণ মেলে যে, এর দ্বারা পাঠক এবং শ্রোতা উভয়ই উপকৃত হয়। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কুরআন বরকতের দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক উপকারী কিতাব।

(ص: 669) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وَأَصْلَحَهَا لِلْقَلْبِ وَأَرْضَاهَا لِلرَّبِّ نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي وَإِيَّاكُمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا يَمُوتُونَ عَلَيْهِ وَيُحْيَوْنَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ.

এবং এটি অন্তরের জন্য সর্বাপেক্ষা সংশোধনকারী ও রবের নিকট সর্বাধিক সন্তোষজনক। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি আমাকে ও আপনাদেরকে কুরআনের সেই পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্বাবস্থায় তদানুযায়ী আমল করে এবং এরই ওপর জীবিত থাকে ও মৃত্যুবরণ করে। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 670) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

باب الحث على سور وآيات مخصوصة

1010 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في {قل هو الله أحد} والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلاث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم وقالوا آينا يطيق ذلك يا رسول الله فقال قل هو الله أحد الله الصمد ثلث القرآن رواه البخاري.

বিশেষ কিছু সূরা ও আয়াতের প্রতি উৎসাহিত করার পরিচ্ছেদ

১০১০ - আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘কুল হুয়াল্লাহু আহাদ’ (সূরা আল-ইখলাস) সম্পর্কে বলেছেন, “সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই এটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য।” অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের বললেন, “তোমাদের কেউ কি এক রাতে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করতে অক্ষম?” বিষয়টি তাদের জন্য কষ্টকর মনে হলো এবং তারা বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কার সেই সামর্থ্য আছে?” তখন তিনি বললেন, “‘কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ’ হলো কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ।” (বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন)

1011 - وعنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددّها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن رواه البخاري.

[الشَّرْحُ]

قال النووي رحمه الله فيما نقله من الأحاديث في باب الحث على سور معينة في كتاب الله في فضل قل هو الله أحد الله الصمد ...

وهي تسمى سورة الإخلاص لأن الله سبحانه وتعالى أخلصها لنفسها فلم يذكر فيها شيئاً إلا من أسماء الله وصفاته وأيضاً من قرأها مؤمناً بها معتقداً لما دلت عليه فإنه مخلص الله عز وجل سالم من الشرك هذه السورة كلها أسماء الله وصفاته (قل هو الله أحد) يقال إن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا انسب لنا ربك يعني ما نسبه كأنهم يقولون من

১০১১ - তাঁর থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' (সূরা আল-ইখলাস) পাঠ করতে শুনলেন, যা তিনি বারবার পুনরাবৃত্তি করছিলেন। সকাল হলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বিষয়টি উল্লেখ করলেন। মনে হচ্ছিল যেন ওই ব্যক্তি এই আমলটিকে সামান্য বা নগণ্য মনে করছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই এটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য।" ইমাম বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রহিমাল্লাহ) আল্লাহর কিতাবের বিশেষ কিছু সূরার গুরুত্ব প্রদান সংক্রান্ত অধ্যায়ে 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ' এর ফযীলত সম্পর্কে হাদীসসমূহ উদ্ধৃত করতে গিয়ে বলেন ...

একে সূরা আল-ইখলাস বলা হয়, কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একে কেবল নিজের জন্যই নির্দিষ্ট করেছেন। তাই এতে আল্লাহর নাম ও গুণাবলী ব্যতীত অন্য কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়াও যে ব্যক্তি এর ওপর ঈমান এনে এবং এটি যা নির্দেশ করে তার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে তা পাঠ করবে, সে মহান আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হবে এবং শিরক থেকে মুক্ত থাকবে। এই পুরো সূরাটিই আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্বলিত। (বলুন, তিনি আল্লাহ এক অদ্বিতীয়)। বর্ণিত আছে যে, মুশরিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করেছিল এবং বলেছিল, "আমাদের কাছে আপনার রবের বংশপরিচয় বর্ণনা করুন।" অর্থাৎ তাঁর বংশধারা কী? যেন তারা বলতে চাচ্ছিল যে তিনি কার থেকে উদ্ভূত...

(ص: 674) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

هو ابن له والعياذ بالله أو أنهم سألوه من أي شيء هو أمن ذهب أو فضة أو ما أشبه ذلك فأنزل الله هذه السورة.

{قل هو الله أحد} أحد يعني واحد منفرد عن كل مخلوقاته جل وعلا و (أحد) اسم مختص بالله سبحانه وتعالى لا يطلق على غيره.

{الله الصمد} الصمد اختلفت عبارات المفسرين في معناه لكن المعنى الجامع لها أن الصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته فهو الكامل في علمه في قدرته في رحمته في حلمه وفي غير ذلك من صفاته وكذلك هو الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته كل الخلائق تصمد إليه في حاجتها وتسأله حتى المشركون إذا كانوا في البحر وماجت الأمواج فإنما يدعون الله وحده فهو جل وعلا مرجع الخلائق كلها

فَالصِّدْقُ إِذَا مَعْنَاهُ الْكَامِلُ فِي صِفَاتِهِ الَّذِي افْتَقَرَتْ إِلَيْهِ جَمِيعُ مَخْلُوقَاتِهِ {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ} لَمْ يَلِدْ لَيْسَ لَهُ أَوْلَادٌ عَزَّ وَجَلَّ لِأَنَّهُ غَنِيٌّ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً} وَفِي هَذَا رَدٌّ وَإِبْطَالٌ لِمَا ادَّعَتْهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكُونَ الْيَهُودُ قَالُوا عَزِيزُ ابْنِ اللَّهِ يَعْنِي قَالُوا إِلَهُ يَلِدُ وَابْنُهُ عَزِيرٌ وَالنَّصَارَى

তিনি তাঁর পুত্র—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি—অথবা তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, তিনি কিসের তৈরি, স্বর্ণের নাকি রূপার নাকি অন্য কিছুর? তখন আল্লাহ এই সূরাটি অবতীর্ণ করেন।

{বলুন, তিনিই আল্লাহ, একক} ‘আহাদ’ অর্থ হলো এক ও অদ্বিতীয়, যিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টিজগত থেকে স্বতন্ত্র, মহিমাম্বিত ও সুউচ্চ। ‘আহাদ’ নামটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য নির্দিষ্ট একটি নাম, যা অন্য কারো ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় না।

{আল্লাহ অমুখাপেক্ষী} ‘আস-সামাদ’-এর অর্থের ব্যাপারে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে, তবে এর সামগ্রিক অর্থ হলো—‘আস-সামাদ’ হলেন তিনি, যিনি তাঁর গুণাবলীতে পরিপূর্ণ এবং যাঁর প্রতি সমস্ত সৃষ্টিজগত মুখাপেক্ষী। তিনি তাঁর জ্ঞানে, কুদরতে (ক্ষমতায়), রহমতে (করুণায়), ধৈর্যশীলতায় এবং অন্যান্য সকল গুণে পূর্ণাঙ্গ। তেমনিভাবে সমস্ত সৃষ্টিজগত তাঁর মুখাপেক্ষী; সকল সৃষ্টি তাদের প্রয়োজনে তাঁরই অভিমুখী হয় এবং তাঁর কাছেই যাচনা করে। এমনকি মুশরিকরা যখন সমুদ্রে থাকে এবং ঢেউ উত্তাল হয়ে ওঠে, তখন তারা কেবল আল্লাহকেই ডাকে। সুতরাং তিনি মহান ও সুউচ্চ সত্তা, যিনি সমস্ত সৃষ্টির পরম আশ্রয়স্থল। অতএব, ‘আস-সামাদ’-এর অর্থ হলো—যিনি তাঁর গুণাবলীতে পূর্ণাঙ্গ এবং সমস্ত সৃষ্টি তাঁর মুখাপেক্ষী। {তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং জন্ম নেননি। আর তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।} ‘তিনি কাউকে জন্ম দেননি’ অর্থাৎ তাঁর কোনো সন্তান নেই, তিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহান; কারণ তিনি সবার থেকে অমুখাপেক্ষী। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, {তাঁর সন্তান হবে কীভাবে, অথচ তাঁর কোনো সঙ্গিনী নেই?} এর মধ্যে ইয়াহুদি, খ্রিষ্টান ও মুশরিকদের দাবির খণ্ডন ও অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে। ইয়াহুদিরা বলেছিল, উযাইর আল্লাহর পুত্র; অর্থাৎ তারা বলেছিল যে উপাস্য সন্তান জন্ম দেন এবং উযাইর তাঁর পুত্র। আর খ্রিষ্টানরা...

قالوا المسيح ابن الله والمشركون قالوا الملائكة بنات الله فأبطل الله ذلك كله {لم يلد ولم يولد} وذلك لأنه جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء فهو الأول وما بعده كائن بعد أن لم يكن أما الرب جل وعلا فإنه أول أزلي أبدي.

{ولم يكن له كفوا أحد} يعني لا أحد يكافئه ويكون ندا له لا في علمه ولا في قدرته ولا في غير ذلك ولما افتخرت عاد بقوتها وقالوا {من أشد منا قوة} قال الله عز وجل {أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات} ريحا هواء من ألين المخلوقات فدمرهم تدميرا وهم يقولون من أشد منا قوة؟! والله عز وجل لا يكون له كفوا أحد.

واعلم أن (كفوا) فيها ثلاث قراءات كفوا بضم الفاء ولا يصلح أن تكون كفوا بسكون الفاء وفيها قراءتان أخريان بالهز مع سكون الفاء وبالهزة مع ضم الفاء كفئا وكفؤا وأما مع الواو فإنها مضبوطة ونسبع كثيرا من القراء يقرءونها بالسكون مع الواو وهذا لحن فأنت إذا قرأتها بالواو ضم الفاء.

وهذه السورة أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن وقال

তারা বলেছিল মসীহ আল্লাহর পুত্র এবং মুশরিকরা বলেছিল ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা। আল্লাহ এ সবই বাতিল করে দিয়েছেন: "তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং জন্ম নেনওনি।" আর তা এ কারণে যে, মহান আল্লাহ হলেন আদি যার পূর্বে কিছু নেই। সুতরাং তিনি হলেন আদি এবং তাঁর পরবর্তী সবকিছুই অস্তিত্বহীনতার পর অস্তিত্ব লাভ করেছে। পক্ষান্তরে রব তাআলা হলেন অনাদি, চিরন্তন ও শাস্ত।

"এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।" অর্থাৎ তাঁর সমতুল্য বা সদৃশ কেউ নেই; তাঁর জ্ঞানে নয়, তাঁর কুদরত বা শক্তিতে নয় এবং অন্য কোনো কিছুতেও নয়। আর যখন আদ জাতি তাদের শক্তি নিয়ে অহংকার করেছিল এবং বলেছিল: "আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আর কে আছে?" তখন আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা বললেন: "তারা কি তবে লক্ষ্য করেনি যে, আল্লাহ—যিনি তাদের সৃষ্টি

করেছেন—তিনি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী? আর তারা আমার নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার করত। অতঃপর আমি তাদের ওপর অশুভ দিনগুলোতে এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করলাম।" এটি ছিল বাতাস—যা সৃষ্টির অন্যতম কোমল বস্তু—অথচ তা তাদের সমূলে ধ্বংস করে দিল, যদিও তারা বলছিল: "আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী কে?" আর মহান আল্লাহর সমকক্ষ কেউ নেই।

জেনে রাখুন যে, 'কুফুওয়ান' শব্দটিতে তিনটি কিরাআত বা পাঠরীতি রয়েছে। 'ফা' বর্ণে পেশ দিয়ে 'কুফুওয়ান'; 'ফা' বর্ণে সাকিন দিয়ে 'কুফওয়ান' পড়া সঠিক নয়। এতে হামযা সহকারে আরও দুটি কিরাআত রয়েছে—'ফা' বর্ণে সাকিন দিয়ে হামযা সহযোগে 'কুফুআন' এবং 'ফা' বর্ণে পেশ দিয়ে হামযা সহযোগে 'কুফুআন'। তবে 'ওয়াও' বর্ণের ক্ষেত্রে 'ফা' বর্ণটি পেশযুক্ত হবে। আমরা অনেক কারীকে 'ওয়াও' এর সাথে সাকিন দিয়ে পড়তে শুনি, যা একটি ভাষাগত ভুল। অতএব আপনি যখন এটি 'ওয়াও' দিয়ে পড়বেন, তখন 'ফা' বর্ণে পেশ দিয়ে পড়বেন। আর এই সূরার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শপথ করে বলেছেন যে, এটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য এবং তিনি বললেন:

(ص: 676) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق عليهم ذلك فقال {قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد} تعدل ثلث القرآن يعني أجرها كأجر ثلث القرآن لكنها لا تجزئ عن القرآن ولهذا لو قرأها الإنسان مثلاً ثلاث مرات بدل قراءة الفاتحة في الصلاة لا تجزئ لأن هناك فرقاً بين المعادلة في الأجر والمعادلة في الأجزاء قد يكون الشيء معادلاً لغيره في الأجر ولكنه لا يعادله في أجزائه أُرأيتم مثلاً إذا قال الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل يعني يعادل عتق أربعة رقاب لكن لو كان عليه عتق رقبة وقال ذلك ما

نفعه ذلك فهناك فرق بين المعادلة في الثواب والمعادلة في الأجزاء فهي تعدل ثلث القرآن في الثواب ولكنها لا تعدل في الأجزاء ولهذا لو قرأها الإنسان ثلاث مرات في الصلاة لم تجزئه عن الفاتحة والله الموفق.

তিনি তাঁর সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, “তোমাদের কেউ কি এক রাতে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করতে অক্ষম?” বিষয়টি তাঁদের নিকট অত্যন্ত কঠিন মনে হলো। তখন তিনি বললেন, {বলুন, তিনিই আল্লাহ, একক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং জন্ম নেননি। আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।} এটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য। অর্থাৎ এর সওয়াব বা প্রতিদান কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াতের সওয়াবের ন্যায়; কিন্তু এটি পূর্ণ কুরআনের স্থলাভিষিক্ত বা যথেষ্ট হয় না। এই কারণেই, কোনো ব্যক্তি যদি সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠের পরিবর্তে উদাহরণস্বরূপ এটি তিনবার পাঠ করে, তবে তা যথেষ্ট হবে না। কেননা সওয়াবের ক্ষেত্রে সমতুল্য হওয়া এবং বিধান পালনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট হওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কোনো বিষয় সওয়াবের দিক থেকে অন্যটির সমতুল্য হতে পারে, কিন্তু তা যথেষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে সমতুল্য নাও হতে পারে। আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন, উদাহরণস্বরূপ কোনো ব্যক্তি যদি দশবার পাঠ করে—‘আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং সকল প্রশংসা তাঁরই, আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান’—তবে সে ইসমাইল (আলাইহিস সালাম)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে চারজন দাস মুক্ত করার সমান সওয়াব লাভ করবে। অর্থাৎ এটি চারজন গোলাম মুক্ত করার সমতুল্য। কিন্তু যদি তার ওপর কোনো দাস মুক্ত করার বাধ্যবাধকতা থাকে এবং সে কেবল এই যিকিরটি পাঠ করে, তবে তা তার পক্ষ থেকে সেই বাধ্যবাধকতা পূরণে যথেষ্ট হবে না। সুতরাং সওয়াবের ক্ষেত্রে সমতা এবং যথেষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে সমতার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। অতএব এটি সওয়াবের দিক থেকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য, কিন্তু যথেষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে সমতুল্য নয়। এই কারণেই কোনো ব্যক্তি সালাতে এটি তিনবার পাঠ করলে তা সূরা ফাতিহার বিকল্প হিসেবে যথেষ্ট হবে না। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

1012 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في {قل هو الله أحد} إنها ثلث القرآن رواه مسلم.

1013 - وعن أنس رضي الله عنه أن رجلاً قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد قال إن حبها أدخلك الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن رواه البخاري في صحيحه تعليقاً.

1014 - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس رواه مسلم

1015 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجآن وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما رواه الترمذي وقال حديث حسن.

১০১২ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূরা ‘কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ’ সম্পর্কে বলেছেন: “নিশ্চয়ই এটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য।” (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

১০১৩ - আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই সূরাটিকে (কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ) অত্যন্ত ভালোবাসি।’ তিনি বললেন: “নিশ্চয়ই এর প্রতি তোমার ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।” (তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন হাদীসটি হাসান; ইমাম বুখারীও তাঁর সহীহ গ্রন্থে এটি ‘তা’লীক’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন)।

১০১৪ - উকবা ইবনে আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “তুমি কি লক্ষ্য করোনি আজ রাতে এমন কিছু আয়াত নাযিল হয়েছে, যার সমতুল্য আর কখনও দেখা যায়নি? (তা হলো) ‘কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক’ এবং ‘কুল আউযু বিরাব্বিন নাস’।” (মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)।

১০১৫ - আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিনের আসর এবং মানুষের কুদৃষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, যতক্ষণ না ‘মুআউবিয়াতাইন’ (সূরা ফালাক ও নাস) নাযিল হলো। অতঃপর যখন এই সূরা দুটি নাযিল হলো, তখন তিনি এই দুটিকেই গ্রহণ করলেন এবং অন্য সবকিছু ছেড়ে দিলেন। (তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন হাদীসটি হাসান)।

(ص: 678) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

1016 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القرآن سورة ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وفي رواية أبي داود تشفع.

1017 - وعن أبي مسعود البدر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه متفق عليه.

قيل كفتاه المكروه تلك الليلة وقيل كفتاه من قيام الليل.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحث على قراءة سور وآيات معينة من سور القرآن ما سبق في سورة الفاتحة وسورة الإخلاص وقد تقدم الكلام عليهما ومن ذلك المعوذتان فإن المعوذتين وهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ما تعود بهما متعوذ عن إيمان وصدق إلا أعاده الله عز

১০১৬ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "কুরআনে এমন একটি সূরা রয়েছে যাতে ত্রিশটি আয়াত আছে, যা এক

ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করেছে যতক্ষণ না তাকে ক্ষমা করা হয়েছে। আর সেই সূরাটি হলো ‘তাবারাকাল্লাযী বি-ইয়াদিহিল মুলক’ (সূরা আল-মুলক)।" এটি আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী একে হাসান হাদীস বলেছেন। আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে: "সেটি সুপারিশ করবে।"

১০১৭ - আবু মাসউদ আল-বাদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে, তা তার জন্য যথেষ্ট হবে।" এটি মুত্তাফাকুন আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম)।
বলা হয়েছে যে, ‘তা তাকে সেই রাতের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট হবে’, আবার বলা হয়েছে ‘তা তার রাতের ইবাদতের (তাহাজ্জুদ) বিকল্প হিসেবে যথেষ্ট হবে’।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাহুল্লাহ তা'আলা) কুরআনের নির্দিষ্ট কিছু সূরা ও আয়াত পাঠে উৎসাহ প্রদান সংক্রান্ত অধ্যায়ে সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাস সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তা উল্লেখ করেছেন এবং ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এরই অন্তর্ভুক্ত হলো ‘মুআউবিয়াতাইন’ (আশ্রয় প্রার্থনার দুই সূরা)। কেননা মুআউবিয়াতাইন তথা ‘কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক’ এবং ‘কুল আউযু বিরাব্বিন নাস’—এই দুটি সূরার মাধ্যমে কোনো আশ্রয়প্রার্থী যখন ঈমান ও সত্যনিষ্ঠার সাথে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাকে অবশ্যই আশ্রয় দান করেন।

(ص: 679) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

وجل أما سورة {الفلق} فيقول الله عز وجل {قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق}
يعني قل أيها الإنسان مستعيناً بربك أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.
الفلق فلق الصبح وفلق الحب والنوى قال الله تعالى {فالق الإصباح} وقال {إن الله
فالق الحب والنوى} فهو عز وجل رب الفلق لا يستطيع أحد أن يفلق شيئاً من هذه

التي ذكرها الله إلا الله عز وجل {من شر ما خلق} أي كل ما خلق ومنهم نفسه كما جاء في الحديث الصحيح نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والنفس أمارة بالسوء فتستعيز بالله من شر ما خلق أي من شر كل ما خلق من الإنس والجن والنفس وغير ذلك {ومن شر غاسق إذا وقب} الغاسق الليل لأن الليل تخرج فيه الهوام وتخرج فيه السباع وتكون فيه الشرور فتستعيز بالله من شر الليل إذا وقب أي إذا دخل {ومن شر النفاثات في العقد} يعني الساحرات

মহান ও মহীয়ান আল্লাহ তাআলা সূরা আল-ফালাক সম্পর্কে বলেন: "বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি উষার রবের, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে।" অর্থাৎ হে মানুষ, তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট সাহায্য চেয়ে বলো: আমি প্রভাতের রবের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাঁর সৃষ্টি সবকিছুর অনিষ্ট থেকে।

'আল-ফালাক' হলো সুবহে সাদিকের বিদারণ এবং শস্যদানা ও আঁটির অঙ্কুরোদগম। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তিনিই প্রভাত বিদীর্ণকারী।" তিনি আরও বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ শস্যদানা ও আঁটি বিদীর্ণকারী।" সুতরাং পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহ হলেন বিদারণের রব। আল্লাহ তাআলা যা উল্লেখ করেছেন তার কোনো কিছুই বিদীর্ণ করার সক্ষমতা মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কারও নেই। "তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে" অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টি সবকিছুর অনিষ্ট হতে; যার অন্তর্ভুক্ত হলো মানুষের নিজ নফস বা প্রবৃত্তিও। যেমনটি সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে: "আমরা আমাদের নফসের অনিষ্ট এবং আমাদের মন্দ আমলসমূহ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" প্রকৃতপক্ষে নফস মন্দ কাজের প্রতি নির্দেশ দিয়ে থাকে। তাই আপনি আল্লাহর সৃষ্টির অনিষ্ট হতে—অর্থাৎ মানুষ, জিন, নফস এবং অন্যান্য সবকিছুর অনিষ্ট হতে—আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবেন। "আর অনিষ্ট হতে অন্ধকার রাত্রির যখন তা গভীর হয়।" এখানে 'গাসিক' বলতে রাত্রিকে বোঝানো হয়েছে; কারণ রাতেই বিষাক্ত কীটপতঙ্গ ও হিংস্র জন্তুরা বের হয় এবং নানাবিধ অনিষ্ট সংঘটিত হয়। তাই রাত্রির অনিষ্ট হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয় যখন তা সমাগত হয় অর্থাৎ শুরু হয়। "এবং গিঁটে ফুঁ দানকারী নারীদের অনিষ্ট হতে" অর্থাৎ জাদুকরীদের অনিষ্ট হতে।

اللاتي ينفثن في العقد ليسحرن الناس ونص على النساء وإن كان السحر يكون في النساء وفي الرجال لأنه هو الغالب فيهن ويجوز أن يكون من {النفاثات} أي النفوس النفاثات فتشمل النساء والرجال {ومن شر حاسد إذا حسد} هذه العين صاحب العين والعياذ بالله الشرير الذي لا يحب الخير للغير تجده إذا من الله على أحد بشيء من مال أو جاه أو علم أو ولد أو زوجة أو غير ذلك يخرج من نفسه الخبيثة كما يخرج السهم فيصيب الرجل وهذا السهم لا ينفعه شيئاً لكن نفسه خبيثة والعياذ بالله لا تحب الخير للغير فيصاب الإنسان بالعين قال النبي صلى الله عليه وسلم لو سبق القضاء شيء أو قال القدر لسبقته العين فالعين تدرك وهي حق حتى قال بعض العلماء إنها المراد من قوله تعالى {وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سبعوا الذكر} .

{ومن شر حاسد إذا حسد} ثم قال {إذا حسد} لأن الحاسد قد لا يحسد لكن إذا حسد والعياذ بالله تعدى شره غيره يعني تعدى إلى غيره ويجوز أن يكون المراد بالآية الحاسد العائن وغير العائن لأن بعض الناس حسود والعياذ بالله.

যারা মানুষকে জাদু করার জন্য গ্রন্থিতে ফুঁ প্রদান করে। এখানে বিশেষভাবে নারীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও জাদু নারী ও পুরুষ উভয়ের মাধ্যমেই হতে পারে, তবে নারীদের মধ্যেই এটি সাধারণত অধিক প্রচলিত। আবার এমনটিও হতে পারে যে, {ফুঁ প্রদানকারিণীগণ} বলতে ফুঁ প্রদানকারী আত্মসমূহকে বোঝানো হয়েছে, যা নারী ও পুরুষ উভয়কেই شامل করে। {এবং হিংসূকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে}—এটি হলো বদনজর এবং বদনজরদানকারী ব্যক্তি; আল্লাহর নিকট পানাহ চাই এমন অনিষ্টকারী ব্যক্তি থেকে, যে অন্যের ভালো পছন্দ করে না। আপনি তাকে এমন অবস্থায় পাবেন যে, আল্লাহ যখন কাউকে সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, জ্ঞান, সন্তান, স্ত্রী বা অন্য কোনো নেয়ামত দান করেন, তখন তার কলুষিত আত্মা থেকে তীরের মতো তেজ নির্গত হয় এবং তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আঘাত করে। এই তীরের

মতো তেজটি তার নিজের কোনো উপকারে আসে না, তবে তার আত্মা অত্যন্ত অপবিত্র—
আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—যা অন্যের কল্যাণ সহিতে পারে না; ফলে মানুষ কুনজরের
শিকার হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যদি কোনো কিছু তকদির বা
পূর্বনির্ধারিত লিখনকে অতিক্রম করতে পারত, তবে বদনজরই তাকে অতিক্রম করত।" সুতরাং
বদনজর সত্য এবং এটি কার্যকর হয়। এমনকি কোনো কোনো আলেম বলেছেন যে, মহান
আল্লাহর এই বাণী দ্বারা বদনজরই উদ্দেশ্য: {আর কাফিররা যখন উপদেশবাণী শোনে, তখন
তারা যেন তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে আপনাকে আছড়ে ফেলবে}।

{এবং হিংসূকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে}। এরপর তিনি বললেন—{যখন সে হিংসা
করে}। কারণ হিংসুক ব্যক্তি সবসময় হিংসা নাও করতে পারে, কিন্তু যখন সে হিংসা করে—
আল্লাহর কাছে পানাহ চাই—তখন তার অনিষ্ট অন্যদের দিকে ধাবিত হয়। আর এটিও সম্ভব
যে, এই আয়াতের উদ্দেশ্য হলো বদনজরদানকারী হিংসুক এবং সাধারণ হিংসুক উভয়ই; কারণ
কিছু মানুষ অত্যন্ত হিংসাপরায়ণ হয়ে থাকে—আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন।

(ص: 681) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

والحسد هو كراهة ما أنعم الله به على غيرك وإن كنت لا تمنى زواله فإن تمنيت
زواله صار أشد والعياذ بالله.
والحاسدون والعياذ بالله نسأل الله العافية لا يحرقون إلا أنفسهم الحاسد يحترق
كلما أنعم الله على عباده نعمة احترق قلبه فهذا الحاسد والعياذ بالله أحياناً إذا حسد
بغى على الغير واعتدى عليهم مثلاً افترض أن إنساناً من الله عليه بمال وصار ينفقه
في سبيل الله ووجده رجل حسود والعياذ بالله قلبه يحترق أيضاً إذا من الله على
إنسان بعلم وصار له قبول عند الناس صار والعياذ بالله يحسد وهلم جرا والحسد
والعياذ بالله من كبائر الذنوب وقد ذم الله اليهود عليه فقال {أمر يحسدون الناس

على ما آتاهم الله من فضله { فالفضل من الله يوتيهِ من يشاء وأنت إذا حسدت
جنيت على من أعطاهم الله الفضل وজনيت واعتديت على حق الله

আর হিংসা হলো অন্যকে দেওয়া আল্লাহর অনুগ্রহকে অপছন্দ করা, যদিও আপনি সেই নেয়ামতটি বিলুপ্ত হওয়া কামনা না করেন। আর যদি আপনি তা চলে যাওয়া কামনা করেন, তবে তা আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করে—আল্লাহর কাছে আমরা এ থেকে আশ্রয় চাই। আর হিংসুকেরা—আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি—নিজেদের ছাড়া আর কাউকে দক্ষ করে না। আল্লাহ যখনই তাঁর বান্দাদের কোনো নেয়ামত দান করেন, হিংসুকের অন্তর তখন জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যায়। সুতরাং এই হিংসুক ব্যক্তি—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—মাঝে মাঝে যখন হিংসা করে, তখন সে অন্যের ওপর জুলুম ও সীমালঙ্ঘন করে। উদাহরণস্বরূপ, মনে করুন কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সে তা আল্লাহর পথে ব্যয় করছে, আর কোনো হিংসুক ব্যক্তি তা দেখে হিংসায় প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে। একইভাবে, আল্লাহ যখন কোনো ব্যক্তিকে জ্ঞান দান করেন এবং মানুষের কাছে সে গ্রহণযোগ্যতা পায়, তখন সে হিংসা করতে শুরু করে—এভাবেই বিষয়টি চলতে থাকে। আর হিংসা হলো কবির গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা এ বিষয়ে ইহুদিদের নিন্দা করে বলেছেন: "নাকি আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দান করেছেন, সেজন্য তারা তাদের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করে?" বস্তুত অনুগ্রহ আল্লাহরই দান, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর আপনি যখন হিংসা করেন, তখন আপনি যেমন সেই ব্যক্তিদের ওপর অন্যায় করেন যাদের আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি আপনি আল্লাহর হকের ওপরও জুলুম ও সীমালঙ্ঘন করেন।

(ص: 682) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

كَأَنَّكَ تَقُولُ مَا اسْتَحَقَّ هَذَا الرَّجُلُ هَذِهِ النِّعَةُ فَتَحْسَدُ هَذِهِ سُورَةُ الْفُلُق.
وَالْمَهْمُ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَوَّذَ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ وَمِنْ عَيْنِ الْإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتْ { قُلْ

أعوذ برب الفلق} و {قل أعوذ برب الناس} فصار يتعوذ بهما وترك ما سواهما والله
الموفق.

1018 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا
تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة رواه
مسلم.

1019 - وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا
أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قلت الله لا إله إلا هو الحي
القيوم فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر رواه مسلم.

যেন আপনি বলছেন যে, এই ব্যক্তি এই নেয়ামতের যোগ্য নয়, ফলে আপনি হিংসা করছেন;
এটি সূরা আল-ফালাক সংক্রান্ত বিষয়।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মানুষের উচিত এই সূরাদ্বয়ের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করা। ইমাম
তিরমিজি (রহ.) উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিন এবং মানুষের
কুদৃষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, যতক্ষণ না ‘বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি উষার রবের’
এবং ‘বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের রবের’ নাযিল হলো। অতঃপর তিনি এই দুটির
মাধ্যমেই আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুরু করলেন এবং এছাড়া অন্যগুলো ত্যাগ করলেন। আর
আল্লাহই তাওফিক দানকারী।

১০১৮ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থানে পরিণত করো না।
নিশ্চয়ই শয়তান সেই ঘর থেকে পলায়ন করে যে ঘরে সূরা আল-বাকারাহ পাঠ করা হয়।
(মুসলিম)।

১০১৯ - উবাই ইবনে কাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: হে আবুল মুনযির! তোমার কাছে থাকা আল্লাহর কিতাবের
কোন আয়াতটি সবচেয়ে মহান, তা কি তুমি জানো? আমি বললাম: ‘আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো
সত্য মাবুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক’। তখন তিনি আমার বুকে আঘাত করলেন
এবং বললেন: হে আবুল মুনযির! তোমার জ্ঞান তোমার জন্য আনন্দদায়ক হোক। (মুসলিম)।

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث في بيان فضل آيات أو سور من القرآن الكريم منها سورة البقرة نقل المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر قال العلماء معنى ذلك لا تتركوا الصلاة فيها يعني صلوا في بيوتكم وإنما سئى البيوت في حال عدم الصلاة فيها مقابر لأن المقبرة لا تصح الصلاة فيها كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وقال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها فالمقبرة لا تصح فيها صلاة النافلة ولا الفريضة ولا سجدة التلاوة ولا سجدة الشكر ولا أي شيء من الصلوات إلا صلاة واحدة وهي صلاة الجنازة إذا صلى على الجنازة في المقبرة فلا بأس سواء كان ذلك قبل الدفن أم بعده لكن بعد الدفن لا

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসগুলো পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত বা সূরার ফযীলত বর্ণনার প্রসঙ্গে, যার মধ্যে সূরা আল-বাকারাহ অন্তর্ভুক্ত। লেখক (রহিমাহুল্লাহ) আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করো না।" আলেমগণ বলেছেন, এর অর্থ হলো—সেখানে সালাত আদায় করা বর্জন করো না; অর্থাৎ তোমরা তোমাদের ঘরে সালাত আদায় করো। সালাত আদায় না করার অবস্থায় ঘরগুলোকে 'কবর' নামে অভিহিত করার কারণ হলো, কবরস্থানে সালাত আদায় করা শুদ্ধ নয়। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে তিনি বলেছেন, "কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত সমগ্র জমিনই সিজদাহগাহ।" তিনি আরও বলেছেন, "তোমরা কবরের দিকে ফিরে সালাত আদায় করো না এবং তার ওপর বসো না।" সুতরাং কবরস্থানে নফল বা ফরজ সালাত, সিজদায়ে তিলাওয়াত, সিজদায়ে শুকর কিংবা কোনো প্রকার সালাতই শুদ্ধ নয়; কেবল একটি সালাত ব্যতীত—আর তা হলো জানাজার সালাত। যদি কবরস্থানে জানাজার সালাত আদায় করা হয়, তবে তাতে কোনো

অসুবিধা নেই—চাই তা দাফনের পূর্বে হোক বা পরে; তবে দাফনের পরে (অন্য কোনো সালাত) নয়।

(ص: 684) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

يُصلى عليها في أوقات النهي يعني مثلاً لو جئت لحضور جنازة بعد صلاة العصر ووجدت أنهم قد دفنوها فلا تصل عليها لأنه يمكنك أن تصلي في وقت آخر غير وقت النهي كالضحى مثلاً وأما إذا جئت وهم لم يدفنوها لكن قد وضعت في الأرض للدفن فلا بأس أن تصلي عليها ولو كان ذلك بعد العصر لأنه في هذه الحال تكون صلاة لها سبب والصلاة التي لها سبب ليس عنها وقت نهى ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يعني إذا قرأت في بيتك سورة البقرة فإن الشيطان يفر منها ولا يقرب البيت والسبب أن في سورة البقرة (آية الكرسي) ويدل لهذا ما بعد الحديث الذي ذكره المؤلف حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم قال آية الكرسي فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر يعني هنا حيث علم أن أعظم آية في كتاب الله (آية الكرسي) لأن هذه الآية مشتملة على عشر صفات من صفات الله عز وجل يقول عز وجل لا إله إلا هو الحي القيوم ففي هذا إخلاص التوحيد لله عز وجل ومعنى (لا إله إلا هو) أي لا معبود بحق إلا هو جل وعلا فجميع العبادات من دون الله معبودة بغير حق حتى وإن سببت آلهة

নিষিদ্ধ সময়ে কবরের ওপর জানাজা পড়া যাবে না। অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি আসর সালাতের পর জানাজায় উপস্থিত হতে এসে দেখেন যে তারা দাফন সম্পন্ন করে ফেলেছে, তবে

আপনি সেই সময়ে তার ওপর সালাত আদায় করবেন না। কারণ আপনি নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত অন্য কোনো সময়ে, যেমন চাশতের (দুহা) সময়ে তা আদায় করতে পারেন। আর যদি আপনি এমন অবস্থায় আসেন যখন তারা তখনও দাফন করেনি, বরং দাফনের জন্য কেবল জমিনে রাখা হয়েছে, তবে সেই সময় জানাজা পড়তে কোনো অসুবিধা নেই—যদিও তা আসরের পর হয়। কারণ এই অবস্থায় এটি কারণবিশিষ্ট সালাত (সালাত যাতু সাবাব) হিসেবে গণ্য হবে, আর কারণবিশিষ্ট সালাতের জন্য কোনো নিষিদ্ধ সময় নেই। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, যে ঘরে সূরা আল-বাকারাহ তিলাওয়াত করা হয়, শয়তান সেই ঘর থেকে পলায়ন করে। অর্থাৎ আপনি যদি আপনার ঘরে সূরা আল-বাকারাহ পাঠ করেন, তবে শয়তান সেখান থেকে পলায়ন করে এবং সেই ঘরের নিকটবর্তী হয় না। এর কারণ হলো, সূরা আল-বাকারাহ'র মধ্যে 'আয়াতুল কুরসি' রয়েছে। গ্রন্থকার কর্তৃক বর্ণিত পরবর্তী হাদীসটি এর প্রমাণ বহন করে, যা হলো উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াতটি সবচেয়ে মহান? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: আয়াতুল কুরসি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বক্ষদেশে মৃদু আঘাত করে বললেন, "হে আবুল মুনযির! তোমার জ্ঞান তোমার জন্য কল্যাণকর হোক।" অর্থাৎ, আল্লাহর কিতাবের সবচেয়ে মহান আয়াত যে 'আয়াতুল কুরসি'—তা জানার কারণে তিনি তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। কেননা এই আয়াতটি মহান আল্লাহর দশটি গুণবৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে আছে। মহান আল্লাহ বলেন: 'আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক।' এতে আল্লাহর জন্য তাওহীদের একনিষ্ঠতা বিদ্যমান। আর 'তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই'—এর অর্থ হলো, মহান আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য উপাস্য নেই। সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত অন্য যত উপাস্য রয়েছে, সেগুলোর উপাসনা করা সত্য নয়, যদিও সেগুলোকে ইলাহ বা উপাস্য বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

فإنما هي أسبَاء سبوها ما أنزل الله بها من سلطان {الحي القيوم} يعني الكامل في حياته وفي قيوميته فهو الحي الكامل في حياته لم يسبق حياته عدم ولا يلحقها فناء لأنه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء قال الله عز وجل {كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام} قال بعض السلف ينبغي لمن قرأ بهذه الآية {كل من عليها فان} ألا يقف بل يقول {كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام} .

{كل من} لأجل أن يتبين في ذلك نقص المخلوقات وكمال الخالق جل وعلا فهو سبحانه وتعالى الحي الكامل في حياته كذلك حياته لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه وحياة غيره كلها نقص انظر حياتك أنت إن جئت بالسمع فسمعت ناقص لا تسمع كل شيء البصر كذلك الصحة كذلك وما أكثر الأمراض التي تصيب الناس وهكذا بقية أسباب الحياة ناقصة.

أما الرب عز وجل فهو كامل الحياة القيوم معناها القائم بنفسه القائم على غيره يعني معنى القائم بنفسه لا يحتاج لغيره {ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} و {إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم} فهو غني وفي

এগুলো কেবল কতগুলো নাম যা তারা নিজেরা রেখেছে, যে বিষয়ে আল্লাহ কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক (আল-হাইয়ুল কাইয়ুম) বলতে তাঁর জীবন ও সর্বসত্তার ধারকত্বে পরিপূর্ণ সত্তাকে বোঝায়। তিনি এমন চিরঞ্জীব যিনি স্থায়ী জীবনে পরিপূর্ণ; যাঁর জীবনের পূর্বে কোনো অনন্তিত্ব ছিল না এবং যার পরে কোনো বিনাশ নেই। কেননা তিনিই হলেন আদি (আল-আউয়াল) যাঁর পূর্বে কিছু নেই এবং তিনিই হলেন অন্ত (আল-আখির) যাঁর পরে কিছু নেই। মহান আল্লাহ বলেন: "ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই নশ্বর। কেবল আপনার মহিমাময় ও মহানুভব রবের সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে।" সালাফদের কেউ কেউ বলেছেন যে, যখন কেউ "ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই নশ্বর" এই আয়াতটি পাঠ করবে, তার জন্য সেখানে

থামা উচিত নয়; বরং তার উচিত "ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই নশ্বর এবং আপনার মহিমাময় ও মহানুভব রবের সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে" পুরো অংশটি পাঠ করা।

"সবাই" কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে যাতে এর মাধ্যমে সৃষ্টির অপূর্ণতা এবং মহান স্রষ্টার পূর্ণতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। সুতরাং তিনি সুবহানাছ ওয়া তাআলা তাঁর জীবনে পূর্ণ চিরঞ্জীব, তাঁর জীবনে কোনো দিক থেকেই কোনো প্রকার ত্রুটি স্পর্শ করতে পারে না। পক্ষান্তরে অন্য সবার জীবনই ত্রুটিপূর্ণ। আপনি আপনার নিজের জীবনের দিকেই লক্ষ্য করুন; যদি শ্রবণের কথা আসে, তবে আপনার শ্রবণশক্তি অপূর্ণ—আপনি সব কিছু শুনতে পান না। দৃষ্টিশক্তির ক্ষেত্রেও তাই, স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও তাই। মানুষের কতই না রোগব্যাদি হয়! এভাবেই জীবনের অন্যান্য সকল উপকরণই অসম্পূর্ণ।

পক্ষান্তরে মহান রব পূর্ণ জীবনের অধিকারী। 'আল-কাইয়ুম' শব্দের অর্থ হলো যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অন্যের অস্তিত্ব বজায় রাখেন। অর্থাৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার অর্থ হলো তিনি অন্য কারও মুখাপেক্ষী নন। "আর কেউ কুফরি করলে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ জগতসমূহের মুখাপেক্ষী নন।" এবং "তোমরা যদি কুফরি করো তবে আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন, আর তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কুফরি পছন্দ করেন না। কিন্তু যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করবেন।" সুতরাং তিনি অভাবমুক্ত এবং...

(ص: 686) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الحديث القدسي أنه قال جل وعلا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني فهو قائم بنفسه لا يحتاج لأحد قائم على غيره كل من سواه فإن القائم عليه هو الله عز وجل قال الله تعالى {أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت} يعني كمن لا يملك شيئاً والقائم على كل نفس بما كسبت هو الله عز وجل. إذا (القيوم) له معنيان القائم بنفسه والقائم على غيره {لا تأخذه سنة ولا نوم} .

السنة هي النعاس والنعاس هو مقدمة النوم والنوم معروف الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم والإنسان تأخذه السنة ويأخذه النوم اختار أم لم يختار أحياناً ينام الإنسان وهو يصلي ينعس وهو يكلم الناس لكن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وكمال قيواميته وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يعني

হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহ বলেছেন: "হে আমার বান্দাগণ! তোমরা কখনোই আমার ক্ষতি করার সামর্থ্য রাখবে না যে আমার ক্ষতি করবে, আর তোমরা কখনোই আমার কোনো উপকার করার সামর্থ্য রাখবে না যে আমার উপকার করবে।" সুতরাং তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন; বরং তিনি অন্যের ধারক ও রক্ষক। তিনি ব্যতীত অন্য যা কিছু আছে, সেগুলোর দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণকারী হলেন মহান আল্লাহ। মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: {তবে কি তিনি, যিনি প্রত্যেক ব্যক্তির কৃতকর্মের ওপর নজর রাখেন [তাঁর মতো হতে পারেন যে কিছুই জানে না]?} অর্থাৎ, যিনি কোনো কিছুর মালিক নন, তিনি কি তাঁর মতো হতে পারেন? মূলত প্রতিটি প্রাণ যা কিছু অর্জন করে, তার রক্ষণাবেক্ষণকারী হলেন মহান আল্লাহ।

অতএব, 'আল-কাইয়ুম' গুণের দুটি অর্থ রয়েছে: যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান এবং যিনি অন্যের রক্ষণাবেক্ষণকারী। "তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।"

'সিনাহ' হলো তন্দ্রা বা ঝিমুনি, আর তন্দ্রা হলো ঘুমের পূর্বাভাস; আর ঘুম তো সবারই জানা বিষয়। মহান আল্লাহকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। অথচ মানুষকে তন্দ্রা ও নিদ্রা আচ্ছন্ন করে ফেলে, সে তা পছন্দ করুক বা না করুক। কখনও কখনও মানুষ নামাজ পড়া অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে, আবার কখনও লোকজনের সাথে কথা বলা অবস্থায় ঝিমিয়ে পড়ে। কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালাকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না তাঁর জীবনের পূর্ণতা ও তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ গুণের পূর্ণতার কারণে। সহীহ হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ ঘুমান না এবং ঘুমানো তাঁর জন্য সমীচীনও নয়।" অর্থাৎ—

مستحيل غاية الاستحالة أن ينام عز وجل لأنه كامل الحياة كامل القيومية من يقوم على الخلق لو نام الخالق لا أحد فهو جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم والله أعلم.

1020 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني محتاج وعلي عيال وبني حاجة شديدة فخليت عنه فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله شكا حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله فقال أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصدته. فجاء يحثو من الطعام فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فأني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته وخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله شكا حاجة وعيالا فرحمته وخليت سبيله فقال إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا

মহান পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহর পক্ষে নিদ্রা যাওয়া একেবারেই অসম্ভব; কারণ তিনি পূর্ণাঙ্গ হায়াত (জীবন) ও পূর্ণাঙ্গ কাইয়ুমিয়্যত (সবার রক্ষণাবেক্ষণকারী গুণ)-এর অধিকারী। সৃষ্টিকর্তা যদি ঘুমিয়ে পড়েন, তবে মাখলুকের রক্ষণাবেক্ষণ কে করবে? কেউ নেই। সুতরাং তিনি মহিমাম্বিত ও সুউচ্চ, তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

১০২০ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে রমজানের জাকাত (ফিতরা) পাহারা দেওয়ার দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। তখন এক আগন্তুক এসে অঞ্জলি ভরে খাদ্যবস্তু নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে

ফেললাম এবং বললাম, ‘অবশ্যই আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে নিয়ে যাব।’ সে বলল, ‘আমি অভাবী, আমার ওপর পরিবারের দায়িত্ব রয়েছে এবং আমি চরম সংকটে আছি।’ তখন আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। ভোরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘হে আবু হুরায়রা! গত রাতে তোমার বন্দি কী করেছে?’ আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! সে অভাব ও পরিবারের অভিযোগ করেছিল, তাই দয়াবশত আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি।’ তিনি বললেন, ‘জেনে রেখো, সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবারও আসবে।’ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীর কারণে আমি নিশ্চিত হলাম যে সে আবারও আসবে, তাই আমি তার অপেক্ষায় ওত পেতে রইলাম। সে পুনরায় এসে অঞ্জলি ভরে খাদ্যবস্তু নিতে লাগল। আমি বললাম, ‘অবশ্যই আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে নিয়ে যাব।’ সে বলল, ‘আমাকে ছেড়ে দাও, আমি অভাবী এবং আমার ওপর পরিবারের দায়িত্ব রয়েছে; আমি আর আসব না।’ আমি পুনরায় দয়াবশত তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন, ‘হে আবু হুরায়রা! গত রাতে তোমার বন্দি কী করেছে?’ আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! সে অভাব ও পরিবারের অভিযোগ করেছিল, তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি।’ তিনি বললেন, ‘সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবারও আসবে।’

তৃতীয়বার আমি তার অপেক্ষায় ওত পেতে রইলাম। সে এসে পুনরায় অঞ্জলি ভরে খাদ্যবস্তু নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, ‘আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে অবশ্যই নিয়ে যাব। এটি তিনবারের শেষবার যে, তুমি দাবি করেছিলে তুমি আর আসবে না...’

(ص: 688) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

تعود ثم تعود فقال دعني فأني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هن قال إذا أويت إلى فراشك فاقرا آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخلت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل

أسيرك البأرحة فقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فأقرأ آية الكرسي من أولها حتى تخطم الآية {الله لا إله إلا هو الحي القيوم} وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة قلت لا قال ذاك شيطان رواه البخاري.

[الشَّرْحُ]

هذه القصة قصة عجيبة عظيمة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة رضي الله عنه على صدقة رمضان يعني الفطر يحفظها وكانوا يجمعونها قبل العيد بيوم أو يومين وكان أبو هريرة وكيلا عليها وفي ليلة من الليالي جاء رجل يحثو من الطعام فأمسكه أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخاف وقال إني

...তুমি পুনরায় ফিরে আসো, পুনরায় ফিরে আসো। অতঃপর সে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আপনাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দেব যার মাধ্যমে আল্লাহ আপনার উপকার করবেন।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'সেগুলো কী?' সে বলল, 'যখন আপনি আপনার বিছানায় আশ্রয় নেবেন, তখন আয়াতুল কুরসি পাঠ করবেন; এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য সর্বদা একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবে এবং সকাল হওয়া পর্যন্ত কোনো শয়তান আপনার নিকটবর্তী হতে পারবে না।' তখন আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। পরদিন সকালে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন, 'গত রাতে তোমার বন্দি কী করেছে?' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! সে দাবি করেছে যে সে আমাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দেবে যা দ্বারা আল্লাহ আমার উপকার করবেন, তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি।' তিনি বললেন, 'সেগুলো কী?' আমি বললাম, 'সে আমাকে বলেছে, যখন আপনি বিছানায় যাবেন তখন যেন আয়াতুল কুরসির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত {আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম} পাঠ করেন। সে আরও বলেছে যে, এর ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বদা আপনার ওপর একজন রক্ষক

থাকবে এবং সকাল হওয়া পর্যন্ত কোনো শয়তান আপনার কাছে আসতে পারবে না।' তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'জেনে রেখো, সে তোমার কাছে সত্য কথা বলেছে, যদিও সে চরম মিথ্যাবাদী। হে আবু হুরায়রা! তুমি কি জানো তিন রাত ধরে তুমি কার সাথে কথা বলছিলে?' আমি বললাম, 'না।' তিনি বললেন, 'সে ছিল শয়তান।' ইমাম বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

এই ঘটনাটি অত্যন্ত বিস্ময়কর ও মহিমান্বিত। কারণ, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে রমজানের সদকা অর্থাৎ ফিতরা পাহারার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সাহাবীগণ ঈদের এক বা দুই দিন আগে থেকেই তা জমা করতেন এবং আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন এর রক্ষণাবেক্ষণকারী। এক রাতে জনৈক ব্যক্তি এসে অঞ্জলি ভরে খাদ্য গ্রহণ করতে লাগল, তখন আবু হুরায়রা তাকে ধরে ফেললেন এবং বললেন, 'আমি অবশ্যই তোমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে নিয়ে যাব।' তখন সে ভীত হয়ে পড়ল এবং বলল যে, আমি...

(ص: 689) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ذو عيال وذو حاجة فرحمه وأطلقه فلما أصبح وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة وهذه من آيات الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده ولكنه علم بذلك عن طريق الوحي قال ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله إنه قال إنه ذو حاجة وذو عيال فرحمته وأطلقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبك يعني كذب عليك وسيعود يقول فعلت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيعود وكان الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما يؤمنون بما يشاهدونه بأعينهم أو

أكثر يقول فرصدته فجاء فجعل يحثو من الطعام فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى شكايته الأولى أنه محتاج وذو عيال فرحمه رضي الله عنه وإنما رحمه مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذبك لأن أبا هريرة يعلم حلم النبي صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وأنه لن يؤنبه وفعلنا لم يؤنبه فلما أصبح وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال إنه كذبك وسيعود وفي المرة الثالثة جعل يترقبه وجاء يأكل من الطعام فقلت لأرفعنك أمرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة لأنك قلت لن تعود ثلاث مرات وعدت فقال دعني وإني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن قال وما هن قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي

সে পরিবার-পরিজন এবং অভাবের অভিযোগ করল, ফলে তিনি তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করলেন এবং তাকে মুক্তি দিলেন। অতঃপর যখন সকাল হলো এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "গতরাতে তোমার বন্দি কী করেছে?" এটি আল্লাহর নিদর্শনাদির অন্যতম; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সশরীরে সেখানে উপস্থিত না থাকলেও ওহীর মাধ্যমে বিষয়টি জেনেছিলেন। তিনি বললেন, "তোমার বন্দি কী করেছে?" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! সে দাবি করল যে সে অভাবী এবং তার পরিবার-পরিজন রয়েছে, তাই আমি তার প্রতি দয়া করে তাকে ছেড়ে দিয়েছি।" তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সে তোমার নিকট মিথ্যা বলেছে এবং সে পুনরায় ফিরে আসবে।" তিনি বলেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর কারণে আমি বুঝতে পারলাম যে সে অবশ্যই ফিরে আসবে।" সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত সংবাদের প্রতি ঠিক তেমনই বিশ্বাস পোষণ করতেন যেমনটি তারা স্বচক্ষে দেখা বিষয়ের প্রতি করতেন, অথবা তার চেয়েও দৃঢ়তর। তিনি বলেন, "অতঃপর আমি তার প্রতীক্ষায় ওত পেতে রইলাম। সে আসল এবং দু'হাতে খাবার অঞ্জলি ভরে নিতে লাগল। আমি বললাম, আমি অবশ্যই তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে যাব।" সে পুনরায় তার অভাব ও পরিবার-পরিজনের কথা বলে আরজি পেশ করল। ফলে তিনি রাদিয়াল্লাহু আনহু তার প্রতি দয়া করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সে মিথ্যা বলেছে' বলা সত্ত্বেও যে তিনি পুনরায় দয়া করেছিলেন, তার কারণ ছিল আবু হুরায়রা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

ধৈর্য ও মহানুভবতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং জানতেন যে তিনি তাকে এ জন্য তিরস্কার করবেন না। বাস্তবেও তিনি তাকে তিরস্কার করেননি। যখন সকাল হলো এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে সংবাদ দিলেন, তখন তিনি বললেন, "সে তোমার নিকট মিথ্যা বলেছে এবং সে পুনরায় আসবে।" তৃতীয়বার তিনি তার জন্য ওত পেতে রইলেন এবং সে এসে খাবার খেতে শুরু করল। আমি বললাম, "এবার আমি অবশ্যই তোমার বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উত্থাপন করব, কারণ তুমি তিনবার বলেছিলে যে আর আসবে না, অথচ তুমি পুনরায় এসেছ।" তখন সে বলল, "আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আপনাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দেব যার দ্বারা আল্লাহ আপনাকে উপকৃত করবেন।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "সেগুলো কী?" সে বলল, "আয়াতুল কুরসি: আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব..."

(ص: 690) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

القيوم إذا أويت إلى فراشك للنوم فأقرأها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ فلا يقربك شيطان حتى تصبح كلمات يسيرة تحفظك لو جعلت مائة حارس ما استطاعوا أن يمنعوا الشياطين عنك ولكن هذه كلمات يسيرة يحفظك الله بها فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الخبر فقال إنه صدقك وهو كذوب يعني هذه البرة ما قاله لك صادق فيه وهو كذوب أتدري من تخاطب منذ ثلاث ليال قلت يا رسول الله لا أعلم قال ذاك شيطان متلبس في صورة آدمي وفي هذا الحديث فوائد كثيرة

আল-কাইয়ুম; যখন আপনি নিদ্রার উদ্দেশ্যে আপনার বিছানায় আশ্রয় নেবেন তখন এটি পাঠ করবেন, কারণ এর ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বদা আপনার জন্য একজন রক্ষক নিয়োজিত থাকবে এবং সকাল হওয়া পর্যন্ত কোনো শয়তান আপনার নিকটবর্তী হতে পারবে না। এগুলো

অতি সামান্য কিছু বাক্য যা আপনাকে রক্ষা করবে; যদি আপনি একশত জন প্রহরীও নিযুক্ত করতেন তবে তারা শয়তানদের আপনার থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হতো না, কিন্তু এগুলো এমন সহজ কিছু বাক্য যার মাধ্যমে আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করবেন। অতঃপর যখন ভোর হলো, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গমন করলেন এবং তাঁকে বিষয়টি জানালেন। তখন তিনি (নবীজি) বললেন: "সে তোমার নিকট সত্য বলেছে, অথচ সে চরম মিথ্যাবাদী।" অর্থাৎ, এইবার সে তোমার কাছে যা বলেছে তাতে সে সত্যবাদী, যদিও সে মূলত মিথ্যাবাদী। "তুমি কি জানো গত তিন রাত ধরে তুমি কার সাথে কথোপকথন করছিলে?" আমি বললাম: "হে আল্লাহর রাসূল, আমি জানি না।" তিনি বললেন: "সে ছিল মানুষের রূপ ধারণকারী এক শয়তান।" আর এই হাদিসে অনেক শিক্ষা ও উপকারিতা রয়েছে।

(ص: 695) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ولكننا نعود لشرح آية الكرسي حيث وقفنا عند قوله تعالى { لا تأخذه سنة ولا نوم } والسنة النعاس والنوم معروف { له ما في السماوات وما في الأرض } هذه جملة تفيد عموم ملك الله عز وجل وأنه منفرد بالملك سبحانه وتعالى { له ما في السماوات وما في الأرض } والدليل على عموم ملكه أن (ما) في قوله { ما في السماوات } اسم موصول - يعني له الذي - واسم الموصول يفيد العموم والدليل على انفرادة بالملك أنه قدم فيها الخبر { له ما في السماوات } وتقديم الخبر يدل على الحصر فلا أحد يملك شيئاً في السماوات ولا في الأرض إلا الله وما يملكه الإنسان من ثياب وعقارات ونحو ذلك ملك مقيد لا يستطيع أن يتصرف فيه كيف يشاء لو أراد إنسان أن يحرق ثوبه منع إذا فلكي الذي هو ملكي لست حراً في تصرفي فيه إلا على حسب الشرع ولهذا لا يجوز لنا أن نراي في أموالنا مع أنه ربما يكون الذي أعطى الرباً موافقاً راضياً لكن لا يجوز لأننا لسنا أحراراً في أملاكنا لا نملكها إلا ملكاً مقيداً

الملك التام المطلق الذي يفعل فيه المالك ما يشاء هو ملك الله عز وجل {له ما في
السموات وما في الأرض} .

{من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه} (من) اسم استفهام بمعنى النفي يعني لا أحد
يشفع عند الله إلا بإذن الله والشفاعة معروفة

তবে আমরা আয়াতুল কুরসির ব্যাখ্যায় পুনরায় ফিরে আসছি যেখানে আমরা মহান আল্লাহর এই বাণী পর্যন্ত পৌঁছেছিলাম: "তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না"। এখানে 'সিনাহ' অর্থ হলো ঝিমুনি বা তন্দ্রা, আর নিদ্রা বা ঘুম তো সবারই জানা। "আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে সব তাঁরই"—এই বাক্যটি মহান আল্লাহর মালিকানার ব্যাপকতা এবং সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে তাঁর এককত্বের অর্থ প্রদান করে। তাঁর মালিকানার ব্যাপকতার প্রমাণ হলো, "আসমানসমূহে যা কিছু আছে" এই বাণীতে 'মা' (যা কিছু) শব্দটি একটি সম্বন্ধসূচক সর্বনাম—অর্থাৎ যা কিছু আছে তা তাঁরই—আর সম্বন্ধসূচক সর্বনাম ব্যাপকতা বা সার্বজনীনতা অর্থ প্রকাশ করে। আর মালিকানায় তাঁর এককত্বের প্রমাণ হলো যে, এতে 'খবর' বা বিধেয় অংশকে (তাঁরই জন্য) আগে আনা হয়েছে। বাক্যে বিধেয় অংশকে আগে আনা সীমাবদ্ধকরণ বা নির্দিষ্টকরণ নির্দেশ করে; সুতরাং আসমানসমূহ ও জমিনে আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ কোনো কিছুর মালিক নয়। মানুষ কাপড়-চোপড়, স্থাবর সম্পত্তি ও এই জাতীয় যা কিছুর মালিকানা লাভ করে, তা এক প্রকার সীমাবদ্ধ মালিকানা। সে সেখানে নিজের খেয়ালখুশিমতো যা ইচ্ছা তা করতে পারে না। যদি কোনো ব্যক্তি তার নিজ পরিধেয় বস্ত্র পুড়িয়ে ফেলতে চায়, তবে তাকে তা করতে বাধা দেওয়া হবে। সুতরাং আমার মালিকানাধীন জিনিসের ওপর আমি স্বাধীনভাবে হস্তক্ষেপ করার অধিকারী নই, বরং কেবল শরিয়ত অনুযায়ী তা পরিচালনা করতে পারি। এই কারণেই আমাদের জন্য নিজ সম্পদে সুদি কারবার করা বৈধ নয়, যদিও হতে পারে যে সুদাতা এতে সম্মত ও সন্তুষ্ট; তবুও তা বৈধ হবে না। কারণ আমরা আমাদের সম্পদের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীন নই, বরং আমাদের মালিকানা একটি সীমাবদ্ধ মালিকানা মাত্র। পূর্ণাঙ্গ ও নিরঙ্কুশ মালিকানা, যাতে মালিক যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন, তা একমাত্র মহান আল্লাহরই জন্য; "আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে সব তাঁরই।"

"কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে?" এখানে 'কে' শব্দটি প্রশ্নবোধক হলেও তা না-বোধক অর্থ প্রদান করছে। অর্থাৎ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করার মতো কেউ নেই। আর সুপারিশ বা শাফায়াতের বিষয়টি তো সুপরিচিত।

وهي التوسط للغير لجلب منفعة أو لدفع مضرة من المعلوم أن ملوك الدنيا مهما عظم ملكهم يشفع الإنسان عندهم بدون أي استئذان حتى إن الملك الكبير الملك تشفع عنده زوجته ولا تستأذن منه لكن الله عز وجل لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه أكرم عبادة عنده لا يشفع إلا بإذن الله وهذا دليل على كمال سلطانه عز وجل وأنه من كمال سلطانه لا أحد يستطيع أن يتكلم عنده ولا بالشفاعة التي هي خير إلا بإذنه من أكرم الخلق من بني آدم عند الله إنه محمد صلى الله عليه وسلم ويوم القيامة لا يمكن أن يشفع إلا بعد أن يستأذن من الله ثم يسجد سجوداً طويلاً يفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتحه عليه من قبل ثم يشفع ومن دونه من باب أولى لا أحد يشفع إلا بإذن الله لباذا لكمال ملكه وسلطانه عز وجل {يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم} يعلم الله عز وجل {ما بين أيديهم} كل الأمور المستقبلية {وما خلفهم} كل الأمور الماضية وهذا دليل على كمال علمه عز وجل وأنه محيط بكل شيء ماضياً وحاضراً ومستقبلاً فبما بين يديك ما تستقبله ولو بلحظة وما خلفك ما خلفته ولو بلحظة فمثلاً كلامنا اليوم بعد صلاة العصر من بين أيدينا أمر من خلفنا من خلفنا كلباتي الآن

আর তা হলো অন্যের জন্য কল্যাণ বয়ে আনা বা ক্ষতি দূর করার উদ্দেশ্যে মধ্যস্থতা করা। এটি সর্বজনবিদিত যে, দুনিয়ার রাজাদের রাজত্ব যত বিশালই হোক না কেন, মানুষ তাদের নিকট কোনো প্রকার পূর্বানুমতি ছাড়াই সুপারিশ করে থাকে। এমনকি একজন প্রতাপশালী রাজার নিকট তার স্ত্রীও সুপারিশ করে এবং সে জন্য কোনো অনুমতি গ্রহণ করে না। কিন্তু মহান আল্লাহ—যাঁর শান অত্যন্ত উচ্চ—তাঁর নিকট তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ সুপারিশ করতে পারে না। তাঁর সর্বাধিক সম্মানিত বান্দাগণও আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করেন না। এটি মহান আল্লাহর পূর্ণ সার্বভৌমত্বের প্রমাণ। তাঁর পূর্ণ আধিপত্যের বহিঃপ্রকাশ হলো এই যে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর সম্মুখে কেউ কথা বলার সাহস রাখে না, এমনকি সুপারিশের মতো

কল্যাণকর বিষয়েও নয়। মানবজাতির মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত সৃষ্টি কে? তিনি হলেন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। কিয়ামতের দিন তিনি আল্লাহর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করার পরেই কেবল সুপারিশ করতে পারবেন। অতঃপর তিনি দীর্ঘক্ষণ সিজদাবনত থাকবেন এবং আল্লাহ তাঁর ওপর এমন সব প্রশংসাগীতি উন্মোচিত করবেন যা ইতিপূর্বে কখনও করেননি; এরপর তিনি সুপারিশ করবেন। আর তাঁর চেয়ে নিম্নমর্যাদার যারা, তাদের ক্ষেত্রে তো এটি আরও বেশি প্রযোজ্য; কেউ আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করতে পারবে না। কেন? কারণ এটি মহান আল্লাহর রাজত্ব ও আধিপত্যের পূর্ণতার দাবি। {তিনি জানেন যা তাদের সামনে আছে এবং যা তাদের পেছনে আছে}। অর্থাৎ মহান আল্লাহ জানেন {যা তাদের সামনে আছে} অর্থাৎ ভবিষ্যতের যাবতীয় বিষয়, এবং {যা তাদের পেছনে আছে} অর্থাৎ অতীতের যাবতীয় বিষয়। এটি মহান আল্লাহর জ্ঞানের পূর্ণতার প্রমাণ এবং তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। সুতরাং যা আপনার সামনে রয়েছে তা হলো যা আপনি ভবিষ্যতে পাবেন, তা এক মুহূর্ত পরের হলেও। আর যা আপনার পেছনে রয়েছে তা হলো যা আপনি পেছনে ফেলে এসেছেন, তা এক মুহূর্ত আগের হলেও।

উদাহরণস্বরূপ, আসরের সালাতের পর আমাদের আজকের এই কথাগুলো কি আমাদের সামনে নাকি পেছনে? এগুলো আমাদের পেছনে। আমার এই বর্তমান কথাগুলোও...

(ص: 697) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

أنا أقول الآن وما بعد الآن مستقبل والآن حاضر فالله عز وجل يعلم كل ما يكون
بين أيدينا الحاضر والمستقبل وما خلفنا وهذا يدل على كمال علمه جل وعلا لأن
علم غيره ناقص.
أولا نجهل كثيرا من الأمور ثم يتجدد لنا العلم.

ثانياً إذا علمنا شيئاً فهناك آفة لعلمنا وهي النسيان أما علم الله عز وجل فليس فيه نسيان ولا جهل سابق كما قال موسى صلى الله عليه وسلم لما قال له فرعون {قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى} . لا يضل يعني لا يجهل ولا ينسى ما مضى فعلنا نحن محفوف بآفتين آفة سابقة وهي الجهل وآفة لاحقة وهي النسيان وعلم الله عز وجل خال من ذلك كله.

আমি এখন বলছি, আর এখনকার পরবর্তী সময় হলো ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান সময় হলো উপস্থিত। সুতরাং মহান আল্লাহ আমাদের সামনে যা কিছু আছে—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এবং আমাদের পেছনে যা কিছু আছে, তার সবকিছুই জানেন। এটি তাঁর মহিমাম্বিত জ্ঞানের পরিপূর্ণতার প্রমাণ দেয়, কারণ তিনি ব্যতীত অন্য সকলের জ্ঞান অপূর্ণ।

প্রথমত, আমরা অনেক বিষয়েই অজ্ঞ থাকি, অতঃপর আমাদের মাঝে নতুন জ্ঞানের সঞ্চার ঘটে।

দ্বিতীয়ত, আমরা যখন কোনো কিছু জানি, তখন আমাদের সেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি আপদ বা ত্রুটি বিদ্যমান থাকে, আর তা হলো বিস্মৃতি (ভুলে যাওয়া)। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহর জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো বিস্মৃতি নেই এবং ইতিপূর্বের কোনো অজ্ঞতাও নেই। যেমনটি মুসা (আলাইহিস সালাম) বলেছিলেন যখন ফেরাউন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল: "সে বলল, তাহলে অতীত যুগের প্রজন্মের অবস্থা কী? তিনি বললেন, তাদের জ্ঞান আমার রবের নিকট কিতাবে সংরক্ষিত আছে। আমার রব বিভ্রান্ত হন না এবং ভুলেও যান না।"

'বিভ্রান্ত হন না' এর অর্থ হলো তিনি অজ্ঞ নন এবং যা গত হয়েছে তা ভুলেও যান না। সুতরাং আমাদের জ্ঞান দুটি আপদ দ্বারা পরিবেষ্টিত; একটি পূর্ববর্তী আপদ যা হলো অজ্ঞতা, আর অন্যটি পরবর্তী আপদ যা হলো বিস্মৃতি। কিন্তু মহান আল্লাহর জ্ঞান এই সবকিছু থেকে মুক্ত।

1021 - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال وفي رواية من آخر سورة الكهف رواه مسلم.

1022 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل عليه & السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سيع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته رواه مسلم.

النقيض الصوت.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحث على آيات وسور معينة من كتاب الله ما يتعلق بسورة الكهف وما يتعلق بفاتحة الكتاب وآخر سورة البقرة. أما الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف أو من آخرها عصم من الدجال والدجال رجل كافر

১০২১ - আবু দারদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “যে ব্যক্তি সূরা আল-কাহফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে, তাকে দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা করা হবে।” অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: “সূরা আল-কাহফের শেষ দশটি আয়াত।” এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

১০২২ - ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় তিনি তাঁর ওপর থেকে একটি মড়মড় শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি মাথা তুলে বললেন: “এটি আকাশের একটি দরজা যা আজ খোলা হয়েছে, আজকের পূর্বে এটি আর কখনো খোলা

হয়নি।” অতঃপর সেখান থেকে একজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হলেন। জিবরাঈল (আ.) বললেন: “ইনি একজন ফেরেশতা যিনি পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন, আজ ছাড়া তিনি ইতিপূর্বে আর কখনো অবতরণ করেননি।” সেই ফেরেশতা সালাম পেশ করলেন এবং বললেন: “আপনি এমন দুটি নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করুন যা আপনাকে দান করা হয়েছে, আপনার পূর্বে আর কোনো নবীকে তা প্রদান করা হয়নি। তা হলো— সূরা আল-ফাতিহা এবং সূরা আল-বাকারার শেষ আয়াতসমূহ। আপনি এর যে কোনো বর্ণ পাঠ করবেন, তার প্রার্থনা অনুযায়ী আপনাকে অবশ্যই তা দান করা হবে।” এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

‘আন-নাকীজ’ অর্থ হলো শব্দ।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রাহিমাহুল্লাহ) আল্লাহর কিতাবের সুনির্দিষ্ট কিছু আয়াত ও সূরা পাঠে উৎসাহ প্রদান সংক্রান্ত অধ্যায়ে সূরা আল-কাহফ, সূরা আল-ফাতিহা এবং সূরা আল-বাকারার শেষাংশ সংশ্লিষ্ট হাদিসসমূহ ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সংবাদ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি সূরা আল-কাহফের প্রথম দশটি আয়াত অথবা শেষ দশটি আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত থাকবে। আর দাজ্জাল হলো একজন কাফের ব্যক্তি...

(ص: 701) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

يبعث في آخر الزمان يدعي النبوة أولا ثم يدعي أنه إله والعياذ بالله وفتنته أعظم فتنة تكون على الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإلا فאלله خليفتي على كل مسلم وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنته وما من نبي من الأنبياء إلا أذر قومه حتى يستعد بنو آدم لهذه الفتنة العظيمة وإن كان من المعلوم أنه لا يأتي

إلا في آخر الزمان لكن لأجل التنبيه لعظم فتنته وأنها كبيرة عظيمة لا ينجو منها إلا من أنجاه الله عز وجل هذا الدجال يجعل الله على يديه آيات خوارق فتنه للناس منها أنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت فيأتي إلى القوم ليس في أرضهم رعي ومواشيهم ضعاف عجاف فيدعوهم ويمنيهم فيتبعونه فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ثم تروح عليهم مواشيهم وهي أكثر ما تكون لبناً وأوفر ما تكون لحماً ثم يأتي إلى آخرين فيدعوهم ولكنهم ينكرونه فيصبحون مقفرين ليس في أرضهم نبات هل تجدون أعظم من هذه الفتنة لاسيما في البادية فيتبعه أناس كثيرون فمن تبعه أدخله جنته

শেষ জামানায় তাকে পাঠানো হবে, যে প্রথমে নবুওয়াতের দাবি করবে এবং এরপর নিজেকে ঈশ্বর দাবি করবে—নাউযুবিল্লাহ। আদমের সৃষ্টি থেকে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে তার ফিতনাই হবে সর্বশ্রেষ্ঠ ফিতনা, যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "যদি সে আত্মপ্রকাশ করে আর আমি তোমাদের মাঝে উপস্থিত থাকি, তবে তোমাদের পরিবর্তে আমিই তার মোকাবিলা করব। অন্যথায় আল্লাহ প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আমার স্থলাভিষিক্ত অভিভাবক।" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। প্রত্যেক নবীই তাঁর কওমকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন যাতে আদম সন্তানরা এই মহা ফিতনার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে। যদিও এটি সুনিশ্চিত যে সে শেষ জামানা ছাড়া আসবে না, তবুও তার ফিতনার ভয়াবহতা এবং তা যে অত্যন্ত বিশাল ও গুরুতর—যা থেকে আল্লাহ যাকে রক্ষা করবেন সে ব্যতীত কেউ মুক্তি পাবে না—সে বিষয়ে সজাগ করার লক্ষ্যেই এই সতর্কতা। এই দাজ্জালের হাতে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ কিছু অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশ করবেন; তার মধ্যে অন্যতম হলো—সে আকাশকে নির্দেশ দেবে ফলে বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং জমিনকে নির্দেশ দেবে ফলে উদ্ভিদ জন্মাবে। সে এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট আসবে যাদের ভূমিতে কোনো চারণভূমি নেই এবং যাদের গবাদিপশুগুলো অত্যন্ত দুর্বল ও শীর্ণকায়। সে তাদের আহ্বান জানাবে এবং প্রলোভন দেখাবে, ফলে তারা তার অনুসরণ করবে। তখন সে আকাশকে নির্দেশ দেবে ফলে বৃষ্টি হবে এবং জমিনকে নির্দেশ দেবে ফলে ফসল ফলবে; অতঃপর তাদের গবাদিপশুগুলো প্রচুর দুধ ও মাংসে পরিপূর্ণ হয়ে ফিরে আসবে। এরপর সে অন্য এক সম্প্রদায়ের নিকট আসবে এবং তাদের আহ্বান জানাবে, কিন্তু

তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করবে; ফলে তারা দুর্ভিক্ষ ও চরম অভাবের সম্মুখীন হবে এবং তাদের জমিতে কোনো উদ্ভিদ অবশিষ্ট থাকবে না। তোমরা কি এর চেয়ে বড় কোনো ফিতনা হতে পারে বলে মনে করো? বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলের মানুষের জন্য। ফলে বহু মানুষ তার অনুসরণ করবে; আর যে তার অনুসরণ করবে, সে তাকে তার জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

(ص: 702) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ومن أنكره أدخله ناره وهي جنة فيما يبدو للناس لكنها نار والعياذ بالله وناره نار فيما يبدو للناس لكنها جنة وماء عذب ولكن الناس ليس لهم إلا الظاهر إلا أن الله سبحانه وتعالى بين لنا آياته أنه كاذب لما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم من أن هذا الرجل مكتوب بين عينيه كافر يقرؤها كل مؤمن حتى الذي لا يستطيع القراءة ويعنى عنها كل منافق كما أن الإنسان في القبر إذا كان مؤمناً أجاب بالصواب وقال ربي الله ودينني الإسلام ونبيي محمد وإذا كان منافقاً ولو كان قارئاً لم يجب والعياذ بالله وأعطانا نبيناً صلى الله عليه وسلم آية أيضاً بينة وهي أنه أعور ليس له إلا عين واحدة وربنا جل وعلا ليس بأعور منزّه عن كل عيب ونقص فمن وفق سلم من فتنته ونجا يبقى هذا الدجال الخبيث في الأرض أربعين يوماً أول يوم كسنة يعني اثني عشر شهراً واليوم الثاني كـشهر ثلاثون يوماً والثالث كالأسبوع سبعة أيام وبقية الأيام كأيامنا يبقى هذه المدة ثم ينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقتل هذا الدجال المسيح

আর যে ব্যক্তি তাকে অস্বীকার করবে, সে তাকে তার অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করবে; যা মানুষের দৃষ্টিতে জান্নাত মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা আগুন—আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। পক্ষান্তরে তার যে আগুন মানুষের চোখে আগুন বলে প্রতীয়মান হবে, তা মূলত

জান্নাত ও সুপেয় সুমিষ্ট পানি। তবে মানুষের জন্য কেবল বাহ্যিক রূপটুকুই দৃশ্যমান হয়। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের নিকট তার মিথ্যাবাদী হওয়ার নিদর্শনাবলি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সংবাদ দিয়েছেন যে, এই ব্যক্তির দুই চোখের মাঝখানে 'কাফির' লেখা থাকবে। প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তি তা পাঠ করতে পারবে, এমনকি যে লিখতে-পড়তে জানে না সেও; পক্ষান্তরে প্রত্যেক মুনাফিক তা দেখতে অন্ধ হয়ে থাকবে। যেমনটি কবরে শায়িত ব্যক্তি যদি মুমিন হয়, তবে সে সঠিক উত্তর প্রদান করে এবং বলে: 'আমার প্রতিপালক আল্লাহ, আমার দ্বীন ইসলাম এবং আমার নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'। কিন্তু সে যদি মুনাফিক হয়, তবে সে দুনিয়াতে শিক্ষিত বা পাঠে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও সেখানে উত্তর দিতে পারবে না—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আরও একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করেছেন, তা হলো— সে হবে একচক্ষুবিশিষ্ট, তার কেবল একটিই চোখ থাকবে; অথচ আমাদের সুমহান প্রতিপালক একচক্ষুবিশিষ্ট নন, বরং তিনি সকল দোষ ও ত্রুটি থেকে পবিত্র। সুতরাং যাকে তাওফিক দেওয়া হবে, সে তার ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে ও মুক্তি পাবে। এই অপবিত্র দাজ্জাল পৃথিবীতে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে। প্রথম দিনটি হবে এক বছরের সমান অর্থাৎ বারো মাস, দ্বিতীয় দিনটি হবে এক মাসের সমান অর্থাৎ ত্রিশ দিন, তৃতীয় দিনটি হবে এক সপ্তাহের সমান অর্থাৎ সাত দিন; আর অবশিষ্ট দিনগুলো হবে আমাদের সাধারণ দিনগুলোর মতো। সে এই নির্দিষ্ট সময়কাল অবস্থান করার পর ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম অবতীর্ণ হবেন এবং এই ভ্রান্ত মসীহ দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

(ص: 703) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

الصادق النبي الطاهر يقتل هذا المسيح الخبيث الدجال يسلطه الله عز وجل عليه فيقتله ومن أجل عظم فتنته أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ منه في كل صلاة فقال إذا تشهد أحدكم فليقل أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمبات ومن فتنة المسيح الدجال لأن فتنته عظيمة فينبغي

لَنَا أَنْ نَسْتَعِذَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِقَلْبٍ صَادِقٍ مِنْ فِتْنَةِ هَذَا الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ثُمَّ إِنَّهُ
أَيْضًا مِنْ أَسْبَابِ الْوَقَايَةِ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ مِنْ حِفْظِ عَشْرِ آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ مِنْ أَوَّلِهَا
أَوْ آخِرِهَا وَقَرَأَهُنَّ عَلَيْهِ عَصَمَ مِنْ فِتْنَتِهِ.

وَمِنْ السُّورِ الْمَعِينَةِ وَالْآيَاتِ الْمَعِينَةِ سُورَةُ الْفَاتِحَةِ وَآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
فَإِنَّهُمَا مَا قَرَأَهُمَا وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُؤْمِنًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا فِيهِمَا مِنَ الطَّلَبِ وَفِي
سُورَةِ الْفَاتِحَةِ أَهْدَانَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِعَبْدِهِ إِذَا قَرَأَهَا فِي الصَّلَاةِ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا
سَأَلَ.

وَأَمَّا آخِرُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ { لَا يَكْفُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا

সত্যবাদী পবিত্র নবী এই নিকৃষ্ট মাসিহ দাজ্জালকে হত্যা করবেন; আল্লাহ তাআলা তাকে তার
ওপর কর্তৃত্ব দান করবেন এবং তিনি তাকে সংহার করবেন। তার ফিতনার ভয়াবহতার কারণে
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরা প্রতিটি
নামাজে তার থেকে মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। তিনি ইরশাদ করেছেন: "যখন
তোমাদের কেউ তাশাহুদ পাঠ করবে, তখন সে যেন বলে— আমি আল্লাহর নিকট জাহান্নামের
আজাব থেকে, কবরের আজাব থেকে, জীবন ও মরণের ফিতনা থেকে এবং মাসিহ দাজ্জালের
ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" যেহেতু তার ফিতনা অত্যন্ত গুরুতর, তাই আমাদের উচিত
ঐকান্তিক চিন্তে মহামহিম আল্লাহর কাছে এই মাসিহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে পানাহ চাওয়া।
তদুপরি, তার ফিতনা থেকে সুরক্ষা লাভের অন্যতম উপায় হলো— যে ব্যক্তি সূরা কাহফের
প্রথম দিক থেকে অথবা শেষ দিক থেকে দশটি আয়াত মুখস্থ করবে এবং তার সম্মুখে তা পাঠ
করবে, সে তার ফিতনা থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

সহায়ক সূরা ও আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলো সূরা আল-ফাতিহা এবং সূরা আল-বাকারার শেষ
দুই আয়াত। এই উম্মতের কোনো মুমিন বান্দা যখনই এ দুটি পাঠ করেন, মহান আল্লাহ তাকে
এর অন্তর্ভুক্ত সকল প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। সূরা আল-ফাতিহায় রয়েছে: "আমাদের সরল পথ
প্রদর্শন করুন। তাদের পথ যাদের আপনি নেয়ামত দান করেছেন; তাদের পথ নয় যারা
আপনার ক্রোধের শিকার এবং যারা পথভ্রষ্ট।" বান্দা যখন নামাজে এটি পাঠ করে, তখন মহান

আল্লাহ বলেন: "এটি আমার বান্দার জন্য, আর আমার বান্দা যা প্রার্থনা করেছে তা তাকে দেওয়া হলো।"

আর সূরা আল-বাকারার শেষাংশের ক্ষেত্রে (ইরশাদ হয়েছে): {আল্লাহ কোনো প্রাণের ওপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত ভার অর্পণ করেন না; সে যা ভালো অর্জন করেছে তা তারই প্রাপ্য এবং সে যা মন্দ কামাই করেছে তা তারই ওপর বর্তাবে...

(ص: 704) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

مَا اكْتَسَبْتَ رَبَّنَا لَا تَوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ { سَبْعُ جُمَلٍ دَعَائِيَّةٌ مَا يَدْعُو بِهِنَّ مُؤْمِنٌ مُوقِنًا مُؤْمِنًا إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ وَهَذِهِ مِيزَةٌ وَفَضْلٌ عَظِيمٌ نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَغْفِرَ عَنَّا وَعَنْكُمْ وَأَنْ يَنْصُرَنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

...যা সে অর্জন করেছে। হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি, তবে আপনি আমাদের পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের ওপর এমন গুরুভার অর্পণ করবেন না, যেমনটি আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর অর্পণ করেছিলেন। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের ওপর এমন কিছু চাপিয়ে দেবেন না, যা বহন করার সামর্থ্য আমাদের নেই। আপনি আমাদের মার্জনা করুন, আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই আমাদের অভিভাবক; সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন।} এই সাতটি প্রার্থনামূলক বাক্য; কোনো মুমিন ব্যক্তি যখন পূর্ণ দৃঢ়তা ও ঈমানের সাথে এগুলো দ্বারা দোয়া করে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তার দোয়া কবুল করেন। এটি একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং মহান অনুগ্রহ। আমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের ও আপনাদের মার্জনা করেন এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয় দান করেন।

باب استحباب الاجتماع على القراءة

1023 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه (رياض الصالحين) باب استحباب الاجتماع على تلاوة القرآن يعني بذلك أنه من المستحب أن الناس يجتمعون على تلاوة القرآن كما يوجد الآن في حلقات تحفيظ القرآن في المساجد فإن هذا النوع يجتمعون يتعلمون القرآن ويعلمونه فإن هذا مما ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك فيما رواه أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده هذه أربعة أشياء تترتب على هذا الاجتماع بقوله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله وبيوت الله في الأرض المساجد قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة

কুরআন পাঠের উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়া মুস্তাহাব হওয়ার পরিচ্ছেদ

১০২৩ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যখনই কোনো সম্প্রদায় আল্লাহর ঘরসমূহের কোনো একটি ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং নিজেদের মধ্যে তা নিয়ে

পঠন-পাঠন করে, তখন তাদের ওপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, রহমত তাদের আচ্ছাদিত করে নেয়, ফেরেশতারা তাদের পরিবেষ্টন করে রাখে এবং আল্লাহ তাঁর নিকটস্থ ফেরেশতাদের মাঝে তাদের প্রশংসা করেন।" (সহীহ মুসলিম)

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে বলেছেন: "কুরআন তিলাওয়াতের জন্য একত্রিত হওয়ার মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ।" এর দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন যে, মানুষের কুরআন তিলাওয়াতের জন্য একত্রিত হওয়া মুস্তাহাব, যেমনটি বর্তমানে মসজিদের কুরআন হিফজ করার হালকাসমূহে দেখা যায়। নিশ্চয়ই এই ধরনের মজলিসে তারা একত্রিত হয় এবং কুরআন শেখে ও শেখায়। এটি এমন একটি বিষয় যার প্রতি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উৎসাহ প্রদান করেছেন। আর এটি সেই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত যা আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "যখনই কোনো সম্প্রদায় আল্লাহর ঘরসমূহের কোনো একটি ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং নিজেদের মধ্যে তা নিয়ে পঠন-পাঠন করে, তখন তাদের ওপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, রহমত তাদের আচ্ছাদিত করে নেয়, ফেরেশতারা তাদের পরিবেষ্টন করে রাখে এবং আল্লাহ তাঁর নিকটস্থ ফেরেশতাদের মাঝে তাদের প্রশংসা করেন।" এই একত্রিত হওয়ার ফলে চারটি বিষয় অর্জিত হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী: "যখনই কোনো সম্প্রদায় আল্লাহর ঘরসমূহের কোনো একটি ঘরে একত্রিত হয়" - আর জমিনে আল্লাহর ঘরসমূহ হলো মসজিদ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "সেই সব গৃহে যাকে সমুন্নত করতে এবং যেখানে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এমন সব লোক, যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য আল্লাহর স্মরণ হতে বিচ্যুত করে না।"

ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأضاف الله هذه الأمكن إلى نفسه
تشريفاً وتعظيماً ولأنها محل ذكره وتلاوة كلامه والتقرب إليه بالصلاة وإلا فهو
سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سماواته لا يحل في شيء من خلقه ولا يحل فيه
شيء من خلقه جل وعلا لكن هذه الإضافة للتشريف.
وقد قال العلماء رحمهم الله المضاف إلى الله نوعان صفة لا تقوم إلا بسجل فهذه
تكون من صفات الله عز وجل مثل عزة الله قدرة الله كلام الله سمع الله بصر الله
هذه صفة لا تقوم إلا بهوصوف فتكون من صفات الله عز وجل.
الثاني شيء بائن من الله عز وجل مخلوق فهذا ليس من صفات الله وإنما هو مضاف
إليه عز وجل على سبيل التشريف والتكريم مثل مساجد الله بيوت الله ناقة الله
ومثل قوله تعالى في آدم {ونفخت فيه من روحي} كذلك في عيسى ابن مريم فإن
الروح شيء بائن من الله تعالى مخلوق من مخلوقاته لكن أضيف إليه على سبيل
التشريف والتكريم.
وقوله صلى الله عليه وسلم يتلون كتاب الله تلاوة كتاب الله عز وجل تنقسم

আল্লাহর জিকির, সালাত কায়েম এবং জাকাত প্রদান থেকে কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য তাদেরকে
বিরত রাখে না। আল্লাহ এই স্থানগুলোকে সম্মান ও মর্যাদার খাতিরে এবং এগুলো তাঁর জিকির,
তাঁর কালাম তিলাওয়াত ও সালাতের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভের স্থান হওয়ার কারণে নিজের
দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। অন্যথায় তিনি সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর আরশের উপরে,
আসমানসমূহের উপরে সমাসীন; তিনি তাঁর সৃষ্টির কোনো কিছুই মধ্যে বিলীন হন না এবং তাঁর
সৃষ্টির কোনো কিছুও তাঁর সত্তার মধ্যে প্রবেশ করে না, তিনি সুউচ্চ ও মহান। তবে এই সম্বন্ধ
কেবল সম্মান প্রদর্শনের জন্য।

ওলামায়ে কেরাম (রহিমাহুমুল্লাহ) বলেছেন যে, আল্লাহর দিকে সম্বন্ধযুক্ত বিষয়গুলো দুই
প্রকার। প্রথমত: এমন গুণ যা কোনো আধার ছাড়া এককভাবে অবস্থান করতে পারে না;
এগুলো মহান আল্লাহর সিফাতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন: আল্লাহর মর্যাদা, আল্লাহর ক্ষমতা, আল্লাহর
বাণী, আল্লাহর শ্রবণ ও আল্লাহর দৃষ্টি। এগুলো এমন গুণ যা গুণান্বিত সত্তা ছাড়া বিদ্যমান থাকা
সম্ভব নয়, তাই এগুলো মহান আল্লাহর সিফাত বা বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়ত: এমন সত্তা যা মহান আল্লাহ থেকে পৃথক এবং যা সৃষ্টি। এগুলো আল্লাহর সিফাত নয়, বরং সম্মান ও মর্যাদার খাতিরে মহান আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। যেমন: আল্লাহর মসজিদসমূহ, আল্লাহর ঘরসমূহ, আল্লাহর উটনী। তদ্রূপ আদম (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী: {আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে রুহ ফুঁকে দিয়েছি}। ঈসা ইবনে মারিয়ামের ক্ষেত্রেও বিষয়টি তদ্রূপ; কেননা রুহ হলো মহান আল্লাহ থেকে পৃথক একটি সত্তা এবং তাঁর সৃষ্টিসমূহের মধ্য হতে একটি সৃষ্টি। কিন্তু একে সম্মান ও মর্যাদার খাতিরে তাঁর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে।

এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "তারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে।" মহান আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত কয়েক ভাগে বিভক্ত—

(ص: 707) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

إلى ثلاثة أقسام: 1 - تلاوة اللفظ 2 - تلاوة المعنى 3 - تلاوة العمل أما تلاوة اللفظ فمعروف يقرأ هذا وهذا وهذا وهي على نوعين: 1 - أن يقرأ القارئ صفحة أو صفحتين ثم يتابع الباقي يقرءون نفس ما قرأ وهذا غالباً يكون في التعليم. 2 - أن يقرأ القارئ صفحة أو صفحتين ثم يقرأ الثاني بعده صفحة أو صفحتين غير ما قرأهما الأول وهلم جرا.

فإن قال قائل هذا النوع الثاني يفوت فيه ثواب بعضهم لأن ما قرأه هذا غير ما قرأه ذاك فيقال لا يفوته شيء لأن المستمع كالقارئ له ثوابه ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة يونس في قصة موسى صلى الله عليه وسلم حين دعا على آل فرعون {ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم} القائل هو موسى كما في أول الآية {وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة

وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ

তিন ভাগে বিভক্ত: ১ - শব্দের তিলাওয়াত ২ - অর্থের তিলাওয়াত ৩ - আমলের তিলাওয়াত। আর শব্দের তিলাওয়াত তো সুপরিচিত, যা অমুক ও তমুক পাঠ করে থাকে এবং এটি দুই প্রকার: ১ - একজন পাঠক এক বা দুই পৃষ্ঠা পাঠ করবেন, অতঃপর অবশিষ্টরা যা পাঠ করা হয়েছে ঠিক তাই অনুসরণ করে পাঠ করবেন। এটি সাধারণত শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

২ - একজন পাঠক এক বা দুই পৃষ্ঠা পাঠ করবেন, অতঃপর দ্বিতীয়জন তার পরে এমন এক বা দুই পৃষ্ঠা পাঠ করবেন যা প্রথমজন পাঠ করেননি এবং এভাবেই চলতে থাকবে। যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, এই দ্বিতীয় প্রকার পদ্ধতিতে কারো কারো সওয়াব হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে, কারণ একজন যা পাঠ করেছেন অন্যজন তা পাঠ করেননি। তবে এর উত্তরে বলা হবে যে, তার কোনো কিছুই হাতছাড়া হবে না। কারণ শ্রবণকারী পাঠকারীর মতোই সওয়াব লাভ করেন। এর প্রমাণ হলো সূরা ইউনুসে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর ফেরাউন বংশের বিরুদ্ধে দুআ করার ঘটনার বর্ণনায় মহান আল্লাহর বাণী: {হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের সম্পদসমূহ মিটিয়ে দিন এবং তাদের অন্তরসমূহ কঠোর করে দিন, ফলে তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাব না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনবে না}। এখানে বক্তা হলেন মূসা, যেমনটি আয়াতের প্রারম্ভে উল্লেখ আছে: {এবং মূসা বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গকে পার্থিব জীবনে বিলাসিতা ও সম্পদ দান করেছেন; হে আমাদের প্রতিপালক! যেন তারা আপনার পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলে। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের সম্পদসমূহ মিটিয়ে দিন এবং তাদের অন্তরসমূহ কঠোর করে দিন, ফলে তারা আযাব না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনবে না...}

الأليم} فقال الله تعالى {قد أجيبتم دعوتكم فاستقيموا ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون} الداعي واحد لكن قال العلماء إن هارون كان يستمع ويؤمن على دعائه فكان الدعاء لهما جميعاً.

أما التلاوة المعنوية فأن يتدارس هؤلاء القوم كلام الله عز وجل ويتفهموا معناه وقد كان السلف الصالح لا يقرءون عشر آيات حتى يتفهموها وما فيها من العلم والعمل.

أما القسم الثالث من التلاوة فهي تلاوة العمل وهذه هي المقصود الأعظم للقرآن الكريم كما قال تعالى {كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب} العمل بما جاء في القرآن وذلك بتصديق ما أخبر الله به والقيام بما أمر به والبعد عما نهى عنه هذه التلاوة العملية لكتاب الله عز وجل يقول صلى الله عليه وسلم إلا نزلت عليهم السكينة السكينة شيء يقذفه الله عز وجل في القلب فيطمئن ويوقن ويستقر ولا يكون عنده قلق ولا شك ولا ارتياب هو ذاته مطمئن وهذه من أكبر نعم الله على العبد أن ينزل السكينة في قلبه بحيث يكون مطمئناً غير قلق ولا شاك راضياً بقضاء الله وقدره مع الله عز وجل في قضائه وقدره إن أصابته

যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।} অতঃপর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: {তোমাদের দুজনের দোয়া কবুল করা হয়েছে, সুতরাং তোমরা অটল থাকো এবং তাদের পথ অনুসরণ করো না যারা জানে না।} এখানে দোয়া আহ্বানকারী মূলত একজনই ছিলেন, কিন্তু ওলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, হারুন (আ.) সেই দোয়া শুনছিলেন এবং 'আমিন' বলছিলেন, ফলে দোয়াটি তাঁদের উভয়ের দোয়া হিসেবেই গণ্য হয়েছিল।

আর অর্থগত তিলাওয়াত হলো এই যে, এই ব্যক্তিবর্গ মহান আল্লাহর কালাম নিয়ে পরস্পর আলোচনা করবে এবং এর অর্থ অনুধাবন করবে। সালাফে সালাহীন (সৎকর্মশীল পূর্বসূরিগণ) ততক্ষণ পর্যন্ত দশটি আয়াত অতিক্রম করতেন না, যতক্ষণ না সেই আয়াতগুলো এবং তাতে নিহিত জ্ঞান ও আমল সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি অর্জন করতেন।

আর তিলাওয়াতের তৃতীয় প্রকার হলো আমলগত তিলাওয়াত। এটিই হলো পবিত্র কুরআনের মূল ও সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য, যেমনটি আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: {এটি একটি বরকতময়

কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে এবং প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ করে।} কুরআনে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপর আমল করা—অর্থাৎ আল্লাহ যা সংবাদ দিয়েছেন তা সত্য বলে বিশ্বাস করা, যা আদেশ করেছেন তা পালন করা এবং যা নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকা। এটিই হলো মহান আল্লাহর কিতাবের ব্যবহারিক তিলাওয়াত। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: 'তাদের ওপর সাকিনা (প্রশান্তি) অবতীর্ণ হয়।' সাকিনা হলো এমন এক বিশেষ অবস্থা যা মহান আল্লাহ বান্দার হৃদয়ে ঢেলে দেন, ফলে হৃদয় আশ্বস্ত হয়, দৃঢ় বিশ্বাসী হয় এবং স্থিরতা লাভ করে; তার মাঝে কোনো উদ্বেগ, সন্দেহ বা সংশয় থাকে না। সে নিজে প্রশান্ত থাকে। এটি বান্দার প্রতি আল্লাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেয়ামত যে, তিনি তার হৃদয়ে প্রশান্তি নাযিল করেন, যার ফলে সে উদ্বেগ ও সংশয়মুক্ত হয়ে আশ্বস্ত থাকে এবং আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরের ওপর সন্তুষ্ট থাকে; আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরের প্রতি সে এমনভাবে সমর্পিত থাকে যে, যদি সে কোনো বিপদের সম্মুখীন হয়—বীফদ্রে...

(ص: 709) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 4

ضراء صبر وانتظر الأجر من الله وإن أصابته سراء شكر وحمد الله على ذلك مطمئن مستقر مستريح هذه السكينة نعمة عظيمة نسأل الله أن ينزل في قلوبنا وقلوبكم السكينة وقد قال الله تعالى {هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم} فهي من أسباب زيادة الإيمان وغشيتهم الرحمة يعني غطتهم والغشيان بمعنى الغطاء كما قال تعالى {والليل إذا يغشى} يعني يغطي الأرض بظلامه & غشيتهم الرحمة أي رحمة الله عز وجل فتغشاهم وتحيط بهم وتكون لهم بمنزلة الغطاء الشامل لكل ما يحتاجون إليه من رحمة الله عز وجل وحفتهم الملائكة أحاطت بهم يستمعون الذكر ويكونون شهداء عليهم وذكرهم الله فيمن عنده يذكرهم الله تعالى في البلاء الأعلى وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي من

ذكرني في ملاً ذكرته في ملاً خير منه وهذا الحديث يدل على فضيلة الاجتماع على كتاب الله عز وجل والله الموفق.

বিপদে তিনি ধৈর্য ধারণ করেন এবং আল্লাহর নিকট প্রতিফলের প্রত্যাশা করেন, আর যদি সুখের ছোঁয়া পান তবে তিনি আল্লাহর শুকরিয়া ও প্রশংসা করেন; এমতাবস্থায় তিনি প্রশান্ত, স্থির ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। এই প্রশান্তি এক মহান নিয়ামত; আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের ও আপনাদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, "তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেছেন যেন তারা তাদের বর্তমান ঈমানের সাথে আরও ঈমান বৃদ্ধি করতে পারে।" সুতরাং এটি ঈমান বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। "রহমত তাদের আচ্ছন্ন করে নেয়" অর্থ হচ্ছে তাদের ঢেকে ফেলে। "আচ্ছন্ন করা" অর্থ হলো আবরণ হওয়া বা ঢেকে ফেলা, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "শপথ রাত্রির যখন তা আচ্ছন্ন করে ফেলে।" অর্থাৎ যখন রাত তার অন্ধকার দিয়ে পৃথিবীকে ঢেকে দেয়। "রহমত তাদের আচ্ছন্ন করে নেয়" অর্থাৎ মহামহিম আল্লাহর রহমত; যা তাদের আবৃত করে এবং পরিবেষ্টন করে রাখে এবং তাদের জন্য আল্লাহর রহমত থেকে প্রয়োজনীয় সবকিছুর এক ব্যাপক আবরণ স্বরূপ হয়ে যায়। "ফেরেশতারা তাদের ঘিরে রাখে" অর্থাৎ তারা তাদের চারপাশ থেকে পরিবেষ্টন করে রাখে, তারা যিকর শ্রবণ করে এবং তাদের ব্যাপারে সাক্ষী হয়। "আর আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তীদের কাছে তাদের কথা উল্লেখ করেন" অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ঊর্ধ্বজগতে ফেরেশতাদের উচ্চতর সমাবেশে তাদের কথা উল্লেখ করেন। এটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলার এই বাণীর মতো, "যে ব্যক্তি কোনো সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, আমি তার চেয়ে উত্তম কোনো সমাবেশে তাকে স্মরণ করি।" এই হাদীসটি মহামহিম আল্লাহর কিতাব পাঠের উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়ার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (ابن عثيمين)
القسم: شروح الحديث

الكتاب: شرح رياض الصالحين
المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت 1421 هـ)
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
الطبعة: 1426 هـ
عدد الأجزاء: 6
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431

ইবনে উসাইমীন কর্তৃক রিয়াদুস সালিহীনের ব্যাখ্যা (ইবনে উসাইমীন)
বিভাগ: হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ

গ্রন্থ: শারহু রিয়াদুস সালিহীন
লেখক: মুহাম্মদ বিন সালিহ বিন মুহাম্মদ আল-উসাইমীন (মৃত্যু ১৪২১ হিজরী)
প্রকাশক: দারুল ওয়াতান পাবলিশিং, রিয়াদ
সংস্করণ: ১৪২৬ হিজরী
খণ্ড সংখ্যা: ৬
[গ্রন্থের সংখ্যায়ন মূল মুদ্রিত কপি অনুসরণে]
শামিলা লাইব্রেরিতে প্রকাশের তারিখ: ৮ ফিলহজ্জ ১৪৩১

باب فضل الوضوء

قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم} إلى قوله تعالى {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون} .

[الشَّرْحُ]

قال النووي رحمه الله في كتابه (رياض الصالحين) باب فضل الوضوء.
الوضوء في اللغة العربية مأخوذ من الوضأة وهي الحسن والنظافة.
وأما في الشرع فهو تطهير الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
والأعضاء الأربعة هي الوجه واليدين والرأس والرجلان والوضوء من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة حيث أمرهم به ورتب عليه الثواب الذي سيذكر في هذا الباب إن شاء الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية.
{يا أيها الذين آمنوا} إذا سمعت الله يقول {يا أيها الذين آمنوا} فانتبه وارعها سبعك فيما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه وإما خبر صادق تنتفع به

ওযুর ফযীলত সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

মহান আল্লাহ বলেন, {হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হবে, তখন তোমাদের মুখমন্ডল ধৌত করো} মহান আল্লাহর এই বাণী পর্যন্ত: {আল্লাহ তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা বা কষ্ট চাপিয়ে দিতে চান না, বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করতে চান, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।}

[ব্যাক্য]

ইমাম নববী (রহিমাল্লাহ) তাঁর গ্রন্থ 'রিয়ায়ুস সালিহীন'-এ বলেছেন: ওযুর ফযীলত সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।

আরবি ভাষায় 'ওযু' শব্দটি 'অদ্বা-আহ' থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা।

আর শরীয়তের পরিভাষায়, ওযু হলো বিশেষ পদ্ধতিতে শরীরের নির্দিষ্ট চারটি অঙ্গ পবিত্র করা।

এই চারটি অঙ্গ হলো মুখমন্ডল, দুই হাত, মাথা এবং দুই পা। ওয়ু এই উম্মতের প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এক বিশেষ নিয়ামত, যেহেতু তিনি তাদের এটি পালনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং এর ওপর এমন সওয়াব নির্ধারিত করেছেন যা ইনশাআল্লাহ এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হবে। মহান আল্লাহ বলেন: "হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হবে..." (আয়াতাতংশ)।

{হে মুমিনগণ!} যখন আপনি আল্লাহকে বলতে শুনবেন {হে মুমিনগণ!}, তখন নিবিষ্টচিত্ত হোন এবং কান পেতে তা শুনুন; কারণ এর মাধ্যমে হয়তো আপনাকে কোনো কল্যাণের আদেশ দেওয়া হবে, অথবা কোনো মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা হবে, নতুবা কোনো সত্য সংবাদ প্রদান করা হবে যা দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন।

(ص: 6) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} أَيِ إِذَا أُرِدْتُمْ الْقِيَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةً {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ تَعَالَى غَسْلَ الْكَفَيْنِ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ وَالْوَجْهَ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ عَرْضًا وَمَنْ مَنَحَنِي الْجَبْهَةَ إِلَى أَسْفَلِ اللَّحْيَةِ طَوَلًا وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمَضْمُضَةُ فِي الْفَمِ وَالِاسْتِنْشَاقُ فِي الْأَنْفِ {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} وَالْمَرْفَقُ هُوَ الْمَفْصَلُ الَّذِي بَيْنَ الذَّرَاعِ وَالْعِضْدِ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْغَسْلِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ شَرَعَ فِي الْعِضْدِ {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} الرَّأْسُ يَمْسَحُ وَلَا يَجِبُ غَسْلُهُ وَهَذَا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِعِبَادِهِ لِأَنَّ الرَّأْسَ فِيهِ شَعْرٌ فَلَوْ فَرَضَ غَسْلُهُ لَكَانَ فِيهِ مَشَقَّةٌ عَلَى النَّاسِ وَلَجَرَى الْمَاءُ عَلَى الثِّيَابِ وَلِلْحَقِّ النَّاسُ مَشَقَّةٌ فِي أَيَّامِ الشِّتَاءِ وَلَكِنْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ أَنَّ الرَّأْسَ يَمْسَحُ وَلَا يَغْسَلُ وَمِنْ الرَّأْسِ الْأُذُنَانِ يَمْسَحَانِ أَيْضًا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْسَحُ بِأُذُنَيْهِ {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} يَعْنِي وَاغْسِلُوا أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَالْكَعْبَانِ هُمَا الْعِظْمَانِ

النَّائِئَانِ أَسْفَلَ السَّاقِ وَهِيَا دَاخِلَتَانِ فِي الْغَسْلِ هَذِهِ أَرْبَعُ أَعْضَاءٍ وَهَذِهِ هِيَ أَعْضَاءُ
الْوَضُوءِ ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} وَفِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ

{যখন তোমরা সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হবে} অর্থাৎ যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়ানোর ইচ্ছা করবে, চাই তা ফরজ সালাত হোক বা নফল। {তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল এবং হাতসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত করো।} {তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত করো}—এখানে মহান আল্লাহ দুই হাতের কবজি পর্যন্ত ধোয়ার কথা উল্লেখ করেননি, কারণ এটি সুন্নাত, ওয়াজিব নয়। আর মুখমণ্ডলের সীমা হলো প্রস্থে এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত এবং দৈর্ঘ্যে কপালের উপরিভাগ (চুল গজানোর স্থান) থেকে চিবুকের নিচের অংশ পর্যন্ত। এর অন্তর্ভুক্ত হলো মুখে কুলি করা এবং নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করা। {এবং তোমাদের হাতসমূহ কনুই পর্যন্ত (ধৌত করো)}—আর কনুই হলো সেই সন্ধিস্থল যা প্রকোষ্ঠ ও বাহুর মধ্যস্থলে অবস্থিত। এটি ধৌত করার অন্তর্ভুক্ত, কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাঁর হাত ধৌত করতেন তখন বাহুর অংশবিশেষ থেকেও ধোয়া শুরু করতেন। {এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করো}—মাথা মাসেহ করতে হয়, ধোয়া ওয়াজিব নয়। এটি বান্দাদের প্রতি মহান আল্লাহর এক বিশেষ রহমত। কারণ মাথায় চুল থাকে, যদি এটি ধোয়া ফরজ করা হতো তবে তা মানুষের জন্য কষ্টসাধ্য হতো, পানি কাপড়ের ওপর গড়িয়ে পড়ত এবং শীতের দিনগুলোতে মানুষ কষ্টের সম্মুখীন হতো। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত এই যে, মাথা মাসেহ করা হয় এবং তা ধৌত করা হয় না। আর কান দুটিও মাথার অন্তর্ভুক্ত যা মাসেহ করতে হয়, কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কান মাসেহ করতেন। {এবং তোমাদের পা দুটি টাখনু পর্যন্ত} অর্থাৎ তোমরা তোমাদের পা দুটি টাখনু পর্যন্ত ধৌত করো। আর টাখনু হলো পায়ের নলার নিচের দিকে অবস্থিত উঁচু হাড় দুটি, যা ধোয়ার অন্তর্ভুক্ত। এই চারটি হলো ওজুর অঙ্গ। এরপর মহান আল্লাহ বলেন, {এবং যদি তোমরা অপবিত্র অবস্থায় থাকো তবে পবিত্রতা অর্জন করো (গোসল করো)} এবং দ্বিতীয় আয়াতে...

{فاغتسلوا} يعني إذا كان الإنسان عليه جنابة وجب عليه أن يطهر جميع بدنه من رأسه إلى أخمص قدميه ومنه المضمضة والاستنشاق فالمضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء وكذلك الغسل.

والجنب هو الذي حصلت عليه جنابة والجنابة إما إنزال المني بشهوة وإما جماع وإن لم ينزل فإذا جامع الإنسان زوجته وجب عليه أن يغتسل سواء أنزل أم لم ينزل وإذا أنزل وجب عليه غسل سواء جامع أو لم يجمع حتى لو فكر وأنزل وجب عليه الغسل {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} يعني أن الإنسان إذا وجب عليه الوضوء أو الغسل ولم يجد ماء أو كان مريضا يتضرر باستعمال الماء فإنه يتيمم يضرب الأرض بكفيه ويمسح وجهه وكفيه {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج} يعني فيما فرض علينا لم يرد أن يحرجننا ويلحق بنا المشقة بل هو أرحم بنا من أنفسنا وأولادنا وأمهاتنا والدليل على أنه أرحم بنا من أنفسنا قوله تعالى {ولا تقتلوا أنفسكم} يوصيك ألا تقتل نفسك هو أرحم بك من نفسك فهو لا يريد منا بهذا الفرض أن يشق علينا أو يلحقنا الحرج ولكن يريد ليطهركم هذا الذي أراده الله منا بالوضوء والغسل أن يطهر ظواهرنا بالماء وبواطننا بالتوحيد ولهذا يسن إذا فرغت من الوضوء أن تتشهد تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن

{অতঃপর তোমরা পবিত্রতা অর্জন করো} অর্থাৎ যখন কোনো ব্যক্তি জানাবাত বা অপবিত্র অবস্থায় থাকে, তখন তার ওপর মাথার উপরিভাগ থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত সমস্ত শরীর পবিত্র করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। এর অন্তর্ভুক্ত হলো কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া। সুতরাং ওজু এবং গোসল উভয় ক্ষেত্রেই কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া ওয়াজিব।

আর জুনুবী (অপবিত্র) হলেন সেই ব্যক্তি যার ওপর জানাবাত আপতিত হয়েছে। আর জানাবাত হলো হয় কামভাবের সাথে বীর্যপাত হওয়া, অথবা সহবাস করা—যদিও বীর্যপাত না হয়।

সুতরাং মানুষ যখন তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে, তখন বীর্যপাত হোক বা না হোক, তার ওপর

গোসল ওয়াজিব হবে। আর যদি বীর্যপাত ঘটে, তবে সহবাস করুক বা না করুক, তার ওপর গোসল ওয়াজিব হবে; এমনকি যদি চিন্তার বশবর্তী হয়েও বীর্যপাত ঘটে, তবে তার ওপর গোসল ওয়াজিব হবে। {আর যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা সফরে থাকো কিংবা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে ফিরে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদের স্পর্শ করো (সহবাস করো) এবং পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করো} অর্থাৎ যখন কোনো মানুষের ওপর ওজু বা গোসল ওয়াজিব হয় এবং সে পানি খুঁজে না পায়, অথবা সে যদি অসুস্থ থাকে এবং পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তবে সে তায়াম্মুম করবে। সে তার উভয় হাতের তালু দিয়ে মাটিতে আঘাত করবে এবং তা দিয়ে তার মুখমন্ডল ও উভয় হাত (কজি পর্যন্ত) মাসেহ করবে। {অতঃপর তোমরা তা দিয়ে তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত মাসেহ করো। আল্লাহ তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা বা কষ্ট চাপিয়ে দিতে চান না} অর্থাৎ তিনি আমাদের ওপর যা ফরজ করেছেন, তাতে আমাদের সংকটে ফেলা বা কষ্টের সম্মুখীন করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। বরং তিনি আমাদের প্রতি আমাদের নিজেদের চেয়ে, আমাদের সন্তানদের চেয়ে এবং আমাদের মায়েদের চেয়েও অধিক দয়ালু। আমাদের নিজেদের চেয়েও তিনি যে আমাদের প্রতি অধিক দয়ালীল, তার প্রমাণ হলো মহান আল্লাহর এই বাণী: {তোমরা নিজেদের হত্যা করো না}। তিনি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা নিজেদের জীবন নাশ না করো; তিনি তোমাদের প্রতি তোমাদের নিজেদের চেয়েও বেশি করুণাময়। সুতরাং এই ফরজের মাধ্যমে তিনি আমাদের ওপর কঠোরতা করতে বা আমাদের কষ্টে ফেলতে চান না, বরং তিনি চান {তোমাদের পবিত্র করতে}। ওজু ও গোসলের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের থেকে যা চেয়েছেন, তা হলো পানির মাধ্যমে আমাদের বাহ্যিক অঙ্গসমূহকে পবিত্র করা এবং তাওহীদের মাধ্যমে আমাদের অভ্যন্তরীণ সত্তাকে পরিশুদ্ধ করা। এই কারণেই ওজু শেষ করার পর কালিমা শাহাদাত পাঠ করা সুন্নত; তুমি বলবে: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে...

محمددا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين {وليتم نعمته عليكم} وذلك بهذا الوضوء الذي يحصل به تكفير السيئات ورفع الدرجات فإن من توضأ وأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمددا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وقوله {ولعلكم تشكرون} أي لأجل أن تشكروا الله عز وجل على نعمه & فالواجب على البرء أن يشكر الله على نعمه لأن نعم الله لا تحصى ولا سيما النعم الدينية لأن بها سعادة الدنيا والآخرة. والشكر هو القيام بطاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه باللسان والأركان والقلوب نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكر نعمته وحسن عبادته إنه على كل شيء قدير.

1024 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه.

মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। {যাতে তিনি তোমাদের ওপর তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করেন} আর এটি এই ওয়ুর মাধ্যমে অর্জিত হয় যার দ্বারা পাপ মোচন ও মর্যাদা বৃদ্ধি লাভ হয়। কেননা যে ব্যক্তি ওয়ু করল এবং ওয়ু পূর্ণাঙ্গভাবে সম্পন্ন করল, এরপর বলল: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই, আর মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন; তবে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হয়, সে যে কোনোটি দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে। আর মহান আল্লাহর বাণী: {যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো} অর্থাৎ যাতে তোমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট তাঁর নিয়ামতসমূহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো। সুতরাং মানুষের ওপর কর্তব্য হলো আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায় করা, কারণ আল্লাহর নিয়ামত গণনা করে শেষ করা যায় না; বিশেষ করে দ্বীনি নিয়ামতসমূহ, কারণ তাতেই দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য নিহিত।

আর কৃতজ্ঞতা বা শোকর হলো মৌখিকভাবে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে এবং অন্তরের সাহায্যে তাঁর আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য করা। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের এবং আপনাদের তাঁর নিয়ামতের শোকর আদায় এবং সুন্দরভাবে তাঁর ইবাদত করার তাওফিক দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১০২৪ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে এমন অবস্থায় ডাকা হবে যে, ওয়ুর চিহ্নের কারণে তাদের মুখমণ্ডল এবং হাত-পা উজ্জ্বল শুভ্র থাকবে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার সেই শুভ্রতা দীর্ঘ করতে সক্ষম হয়, সে যেন তা করে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

(ص: 9) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

1025 - وعنه قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء رواه مسلم.

1026 - وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث ذكرها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الوضوء حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم

أن يطيل غرته فليفعل يعني أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم تدعى يوم القيامة غرا محجلين.

الغرة بياض الوجه والتحجيل بياض الأطراف اليدين وأطراف الرجلين يعني أن هذه المواضع تكون نورا يتلأأ يوم القيامة لهذه الأمة وهذه خاصة بنا والله الحمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيباً ليست لغيركم يعني علامة تتبين بها أمة محمد في هذا اليوم المشهود

১০২৫ - তাঁর (আবু হুরায়রা রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার বন্ধুকে (সা.) বলতে শুনেছি: "মুমিনের অলংকার সেখানে পৌঁছাবে যেখানে ওয়ুর পানি পৌঁছাবে।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

১০২৬ - উসমান ইবনে আফফান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি ওয়ু করল এবং উত্তমরূপে ওয়ু সম্পন্ন করল, তার শরীর থেকে তার গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার নখের নিচ থেকেও তা বের হয়ে যায়।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসগুলো ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর গ্রন্থ 'রিয়াদুস সালাহীন'-এর ওয়ুর ফযিলত অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিসে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি: "নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে ওয়ুর চিহ্নের কারণে উজ্জ্বল ললাট ও হাত-পা বিশিষ্ট অবস্থায় ডাকা হবে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে তার সেই উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়, সে যেন তা করে।" অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সা.)-এর এই উম্মতকে কিয়ামতের দিন উজ্জ্বল মুখমন্ডল ও হাত-পা বিশিষ্ট অবস্থায় ডাকা হবে।

'গুররাহ' হলো চেহারার শুভ্রতা এবং 'তাহজীল' হলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তথা হাত ও পায়ের প্রান্তসমূহের শুভ্রতা। এর অর্থ হলো এই স্থানগুলো কিয়ামতের দিন এই উম্মতের জন্য নূরে উদ্ভাসিত হবে এবং এটি আমাদের জন্য এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। যেমনটি নবী (সা.) বলেছেন: "এটি এমন এক নিদর্শন যা তোমাদের ছাড়া অন্য কারো জন্য

নয়।" অর্থাৎ এটি একটি চিহ্ন যার মাধ্যমে এই মহাসমাবেশের দিনে মুহাম্মাদ (সা.)-এর উম্মতকে চেনা যাবে।

(ص: 10) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

وهذا دليل على فضل الوضوء وأن أعضاء الوضوء تأتي بيضاء يوم القيامة تلوح من النور يقول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل هذه الجملة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وليست بصحيحة من جهة الحكم الشرعي لأن ظاهرها أن الإنسان يمكنه أن يطيل غرته يعني يطيل وجهه وهذا غير ممكن فالوجه محدد من الأذن إلى الأذن ومن منحى الجبهة إلى أسفل اللحية وهذا مما يدل على أن هذه الجملة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه قالها اجتهدا كما أشار إلى ذلك ابن القيم في النونية قال وأبو هريرة قال ذا من كيسه ...

فغدا يميزه أولو العرفان

وإطالة الغرات ليس بممكن ...

أيضاً وهذا واضح التبيان

لكن على كل حال ما فرضه الله علينا أن نغسل الوجوه والأيدي إلى المرافق والأرجل إلى الكعبين هذا هو منتهى الوضوء وكفى فخراً أن يأتي الناس يوم القيامة وهذه المواضع تتلألأ نورا من أجسادهم من أثر الوضوء ففي هذا دليل على فضيلة الوضوء وعلى إثبات البعث وأن الأمم يوم القيامة يأتي كل أمة تدعى إلى كتابها هل صدقت كتابها أم لم تصدق؟ وأما الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي

صلى الله عليه وسلم قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء الحلية يوم
القيامة

এটি ওযুর ফযীলতের প্রমাণ এবং এই মর্মে দলীল যে, কিয়ামতের দিন ওযুর অঙ্গসমূহ নূর বা জ্যোতির প্রভাবে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠবে। ‘কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ঔজ্জ্বল্য দীর্ঘ করতে সক্ষম, সে যেন তা করে’—এই বাক্যটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী নয়, বরং এটি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর উক্তি। এমনকি শরয়ী বিধানের দিক থেকেও এটি সঠিক নয়; কারণ এর বাহ্যিক অর্থ হলো মানুষ তার চেহারার ঔজ্জ্বল্য তথা চেহারাকে দীর্ঘ করতে সক্ষম, অথচ এটি অসম্ভব। কেননা মুখমণ্ডলের সীমানা এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত এবং কপালের উপরিভাগ থেকে থুতনির নিচ পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট। এটিই প্রমাণ করে যে, এই বাক্যটি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিজস্ব ইজতিহাদ বা গবেষণা থেকে বলা, যেমনটি ইবনুল কাইয়্যিম তাঁর ‘নূনিয়াহ’ কাব্যে ইঙ্গিত করে বলেছেন:

আবু হুরায়রা এটি তাঁর নিজস্ব ঝুলি থেকে বলেছেন ...

ফলে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ তা পৃথক করে চিনতে পারবেন

আর উজ্জ্বলতা দীর্ঘ করা সম্ভব নয় ...

এটিও অত্যন্ত সুস্পষ্ট একটি বর্ণনা

যাই হোক, আল্লাহ আমাদের ওপর যা ফরয করেছেন তা হলো মুখমণ্ডল ধৌত করা, কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করা এবং টাখনু পর্যন্ত পা ধৌত করা; ওযুর পরিসীমা এটুকুই। আর এটুকুই গৌরবের জন্য যথেষ্ট যে, কিয়ামতের দিন মানুষ যখন উপস্থিত হবে, তখন ওযুর প্রভাবে তাদের শরীরের এই অঙ্গগুলো নূরে ঝলমল করবে। এতে ওযুর ফযীলত ও পুনরুত্থান সত্য হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। আরও প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামতের দিন প্রতিটি উম্মাতকে তাদের আমলনামার দিকে ডাকা হবে যে, তারা তাদের কিতাবকে সত্য গণ্য করেছিল কি না। আর দ্বিতীয় হাদীসটি হলো আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কিয়ামতের দিন মুমিনের অলঙ্কার ততদূর পর্যন্ত পৌঁছাবে যে পর্যন্ত ওযুর পানি পৌঁছেছিল।

يحلّى بها الرجال والنساء يلبس الرجال والنساء حلّية من ذهب وفضة ولؤلؤ وحلوا أساور من فضة {يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا} فهم يحلون بهذه الأنواع الثلاثة يلبس الرجل والمرأة في الجنة حلّياً من هذه الأنواع الثلاثة ذهب وفضة ولؤلؤ ولا بد أن تكون مرصوفة على وجه يحصل به الجمال أكثر وأكثر لأن التحلي بكل نوع من هذا لا شك أنه يكسب الإنسان جمالاً فإذا رصف بعضها إلى بعض ورتبت ترتيباً حسناً أعطت جمالاً أكثر فيوم القيامة تبلغ الحلّية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء إذن كل الذراع يكون حلّية مملوءة حلّية من ذهب وفضة ولؤلؤ وهذا يدل على فضيلة الوضوء حيث تكون مواضعه يوم القيامة يحلّى بها الإنسان في الجنة جعلني الله وإياكم من أهلها وأما الحديث الثالث حديث عثمان رضي الله عنه ففيه أن من توضأ فأحسن الوضوء خرج خطاياّه تخرج خطاياّه من هذا الوضوء حتى من تحت أظفاره وعلى هذا فالوضوء يكون سبباً لكفارة الخطايا حتى من أدق مكان وهو ما تحت الأظفار وهذه الأحاديث وأمثالها تدل على أن الوضوء من أفضل العبادات وأنه عبادة ينبغي للإنسان أن ينوي به التقرب إلى الله عز وجل يعني أن يستحضر وهو يتوضأ أنه يتقرب إلى الله كما أنه إذا صلى يستشعر أنه يتقرب إلى الله كذلك وهو يتوضأ ويستشعر بأنه يمثل أمر الله في قوله {إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم} ويستشعر أيضاً أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه وكذلك أيضاً يستحضر

জান্নাতে পুরুষ ও নারী উভয়কেই অলঙ্কার পরানো হবে। পুরুষ ও নারী স্বর্ণ, রৌপ্য ও মুক্তার অলঙ্কার পরিধান করবে এবং তারা রৌপ্যের কঙ্কণ দ্বারা সুশোভিত হবে {সেখানে তাদের স্বর্ণের কঙ্কণ ও মুক্তা দ্বারা অলঙ্কৃত করা হবে}। তারা এই তিন প্রকার অলঙ্কারেই বিভূষিত হবে। জান্নাতে পুরুষ ও নারী স্বর্ণ, রৌপ্য ও মুক্তা—এই তিন প্রকারের অলঙ্কারই পরিধান করবে।

আর এগুলো অবশ্যই এমনভাবে বিন্যস্ত থাকবে যা সৌন্দর্যকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করবে। কারণ, এর প্রতিটি প্রকারের অলঙ্কার পরিধান করা নিঃসন্দেহে মানুষকে সৌন্দর্য দান করে। সুতরাং যখন এগুলো একটির সাথে অন্যটি গেঁথে সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো হবে, তখন তা আরও বহুগুণ বেশি সৌন্দর্য প্রকাশ করবে। কিয়ামতের দিন মুমিনের অলঙ্কার সেই পর্যন্ত পৌঁছাবে, যে পর্যন্ত তার ওয়ুর পানি পৌঁছেছিল। সুতরাং সম্পূর্ণ বাহু স্বর্ণ, রৌপ্য ও মুক্তার অলঙ্কারে পরিপূর্ণ হয়ে থাকবে। এটি ওয়ুর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে, কারণ কিয়ামতের দিন ওয়ুর অঙ্গগুলোই জান্নাতে মানুষের অলঙ্কৃত হওয়ার স্থানে পরিণত হবে। আল্লাহ আমাকে এবং আপনাদেরকে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আর তৃতীয় হাদিসটি হলো উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিস; এতে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ওয়ু করবে এবং উত্তমরূপে ওয়ু সম্পন্ন করবে, তার পাপসমূহ ঝরে যাবে। এমনকি তার নখের নিচ থেকেও এই ওয়ুর বরকতে পাপগুলো বের হয়ে যাবে। এর ভিত্তিতে ওয়ু হচ্ছে পাপ মোচনের একটি মাধ্যম, এমনকি নখের নিচের মতো অতি সূক্ষ্ম স্থানের পাপের জন্যও। এই হাদিসসমূহ এবং এর অনুরূপ অন্যান্য বর্ণনা প্রমাণ করে যে, ওয়ু অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত। এটি এমন এক ইবাদত যার মাধ্যমে মানুষের আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়ত করা উচিত। অর্থাৎ, ওয়ু করার সময় সে মনে মনে এই অনুভূতি জাগ্রত রাখবে যে, সে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করছে; ঠিক যেভাবে সালাত আদায়ের সময় সে অনুভব করে যে সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করছে। একইভাবে ওয়ু করার সময়ও সে অনুভব করবে যে, সে আল্লাহর এই নির্দেশ পালন করছে: {যখন তোমরা সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হবে, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত করো}। পাশাপাশি সে আরও অনুভব করবে যে, সে তার ওয়ুর ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসরণ করছে এবং একইভাবে সে আরও অন্তরে জাগ্রত রাখবে...

(ص: 12) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

أنه يريد الثواب وأنه يثاب على هذا العمل حتى يتقنه ويحسنه والله الموفق

1027 - وعنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ مثل وضوئي هذا ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيته إلى المسجد نافلة رواه مسلم

1028 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في باب: بيان فضل الوضوء منها حديث عثمان رضي الله عنه أنه توضأ فغسل كفيه ثلاثاً وتمضمض واستنشق ثلاثاً بثلاث غرفات وغسل وجهه ثلاثاً وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً ومسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ومسح أذنيه وغسل رجليه ثلاثاً إلى الكعبين

যে তিনি সওয়াব প্রত্যাশা করেন এবং এই আমলের ওপর তিনি সওয়াবপ্রাপ্ত হবেন যতক্ষণ না তিনি তা নিষ্ঠা ও নিপুণতার সাথে সম্পন্ন করেন। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

১০২৭ - তাঁর (উসমান রা.) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার এই ওয়ুর ন্যায় ওয়ু করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি বললেন: "যে ব্যক্তি এভাবে ওয়ু করবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং তার সালাত ও মসজিদের দিকে হেঁটে যাওয়া অতিরিক্ত সওয়াব হিসেবে গণ্য হবে।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

১০২৮ - আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যখন কোনো মুসলিম বা মুমিন বান্দা ওয়ু করে এবং তার মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন তার চোখ দিয়ে করা প্রতিটি গুনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার মুখমণ্ডল থেকে বের হয়ে যায়। যখন সে তার দুই হাত ধৌত করে, তখন তার দুই হাত দিয়ে করা প্রতিটি গুনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়। যখন সে তার

দুই পা ধৌত করে, তখন তার দুই পা দিয়ে হেঁটে করা প্রতিটি গুনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়; এমনকি সে গুনাহ থেকে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন হয়ে নিষ্কৃতি পায়।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) ওয়ুর ফযীলত বর্ণনা অধ্যায়ে যে হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে উসমান (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসটি অন্যতম যে, তিনি ওযু করলেন—প্রথমে তিনবার কবজি পর্যন্ত উভয় হাত ধৌত করলেন, তিন আজলা পানিতে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করলেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করলেন এবং তিনবার কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধৌত করলেন। এরপর উভয় হাত দিয়ে মাথা মাসাহ করলেন—তা সামনের দিক থেকে পিছনে নিলেন ও পুনরায় সামনে ফিরিয়ে আনলেন, কান মাসাহ করলেন এবং টাখনু পর্যন্ত দুই পা তিনবার ধৌত করলেন।

(ص: 13) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضْئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَحْدِثُ بِهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَهَذَا شَيْءٌ يَسِيرٌ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَعْمَلُ هَذَا الْعَمَلَ ثُمَّ يَغْفِرُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَأَخَذَ الْعُلَمَاءُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَسْتَحِبُّ لِمَنْ أَسْبَغَ الْوُضُوءَ أَنْ يَصْلِيَ رَكْعَتَيْنِ وَتَسْمِيَ سُنَّةَ الْوُضُوءِ سَوَاءٌ فِي الصَّبَاحِ أَوْ الْمَسَاءِ فِي اللَّيْلِ أَوْ النَّهَارِ بَعْدَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ لَهَا سَبَبٌ فَإِذَا تَوَضَّأَ الْإِنْسَانُ نَحْوَ وَضْءِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ يَصْلِي رَكْعَتَيْنِ يَغْفِرُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَفِي الْحَدِيثِ قَالَ وَكَانَ مَشِيهِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتِهِ نَافِلَةً يَعْنِي: زَائِدٌ عَلَى مَغْفَرَةِ الذُّنُوبِ وَلَيْسَ مَعْنَى نَافِلَةٍ يَعْنِي صَلَاةً تَطَوُّعٌ قَدْ تَكُونُ صَلَاةً فَرِيضَةً وَلَكِنْ نَافِلَةً يَعْنِي زَائِدًا عَلَى مَغْفَرَةِ الذُّنُوبِ لِأَنَّ ذُنُوبَهُ غُفِرَتْ بِوُضْئِهِ وَصَلَاتِهِ الْأُولَى فَيَكُونُ مَشِيهِ

للمسجد وصلاته ولو فريضة نافلة أي زيادة على مغفرة الذنوب لأن النفل في اللغة معناه الزيادة كما قال الله تعالى ومن الليل فتعبد به نافلة لك ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة في أن الوضوء تخرج به الخطايا إذا غسلت وجهك خرجت خطايا وجهك مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو هنا للشك من الراوي وعلى كل حال فإن

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আমার এই ওজুর মতো ওজু করবে, অতঃপর দুই রাকাত সালাত আদায় করবে এবং তাতে নিজের মনের সাথে কোনো কথা বলবে না (অর্থাৎ পূর্ণ মনোযোগ দিবে), আল্লাহ তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।" এটি অত্যন্ত সহজ একটি আমল এবং আল্লাহরই সকল প্রশংসা যে, মানুষ এই সামান্য আমলটি করবে আর তার বিনিময়ে তার পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আলেমগণ এই হাদিস থেকে এই বিধান গ্রহণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওজু সম্পন্ন করবে, তার জন্য দুই রাকাত সালাত আদায় করা মুস্তাহাব। একে 'সুন্নাতুল ওজু' বলা হয়। এটি সকাল বা সন্ধ্যা, রাত বা দিন, এমনকি ফজর বা আসরের পরেও আদায় করা যায়; কারণ এটি একটি কারণবিশিষ্ট সুন্নাত। সুতরাং যখন কোনো মানুষ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওজুর ন্যায় ওজু করে দুই রাকাত সালাত পড়বে, তখন তার পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে। হাদিসে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, তার মসজিদে হেঁটে যাওয়া এবং সালাত আদায় করা 'নাফিলা' বা অতিরিক্ত হিসেবে গণ্য হবে; অর্থাৎ গুনাহ মাফ হওয়ার অতিরিক্ত পুরস্কার। এখানে 'নাফিলা' অর্থ কেবল নফল সালাত নয়, বরং তা ফরয সালাতও হতে পারে। তবে এখানে 'নাফিলা' মানে হলো গুনাহ মাফ হওয়ার অতিরিক্ত পাওনা। কারণ তার ওজু এবং পূর্বোক্ত সালাতের মাধ্যমেই তার গুনাহসমূহ ক্ষমা হয়ে গেছে, তাই তার মসজিদে গমন এবং সালাত—তা ফরয হলেও—অতিরিক্ত বা 'নাফিলা' হিসেবে গণ্য হবে। কেননা ভাষাগতভাবে 'নাফল' শব্দের অর্থ হলো অতিরিক্ত বা বৃদ্ধি; যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "এবং রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ পড়ো, যা তোমার জন্য অতিরিক্ত।" এরপর লেখক (রহিমাহুল্লাহ) আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, ওজুর মাধ্যমে গুনাহসমূহ ঝরে যায়। যখন তুমি তোমার মুখমণ্ডল ধৌত করো, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে

তোমার চেহারার গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়। এখানে 'অথবা' শব্দটি বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে সন্দেহের কারণে এসেছে। তবে সারকথা হলো এই যে...

(ص: 14) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الإنسان إذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه وإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه التي كان قد بطش بها وإذا غسل رجله خرجت خطايا رجله حتى يخرج نقياً من الذنوب والله الحمد فهذا دليل على فضيلة الوضوء ولكن من منا يستحضر هذا الفضل فهل يكتب هذا الفضل للإنسان سواء أستمحضره أم لا؟ الظاهر إن شاء الله أنه يكتب له سواء أستمحضر أو لم يستحضر لكن إذا استحضر فهو أكمل لأنه إذا استحضر هذا احتسب الأجر على الله عز وجل وأيقن أنه سيجازي ويكافأ على هذا العمل جزاء وفاقاً بخلاف ما إذا توضأ وهو غافل لكننا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكتب هذا الأجر حتى من الإنسان الغافل الذي يتوضأ على سبيل إبراء ذمته والله الموفق

1029 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى القبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا كيف تعرف من لم يأتوا بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال رأيت لو أن رجلاً له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غراً محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض رواه مسلم

মানুষ যখন তার মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন তার মুখের পাপসমূহ ঝরে যায়, যখন তার হাত ধৌত করে তখন হাত দিয়ে করা পাপসমূহ ঝরে যায় এবং যখন তার পা ধৌত করে তখন তার

পায়ের পাপসমূহ ঝরে যায়, এমনকি সে গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়; আল্লাহরই সকল প্রশংসা। এটি অজুর ফযিলতের একটি প্রমাণ। কিন্তু আমাদের মধ্যে কে এই ফযিলতের কথা মনে রাখে? মানুষের মনে থাকুক বা না থাকুক, এই ফযিলত কি তার জন্য লেখা হবে? ইনশাআল্লাহ, বাহ্যত এটিই প্রতীয়মান হয় যে, সে সুরণ রাখুক বা না রাখুক তার আমলনামায় তা লেখা হবে। তবে সুরণ রাখলে তা অধিকতর পূর্ণাঙ্গ হবে, কারণ তখন সে মহান আল্লাহর কাছে সওয়াবের প্রত্যাশা করবে এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে যে তাকে এই কর্মের যথাযথ প্রতিদান দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে উদাসীন অবস্থায় অজু করার বিষয়টি আলাদা। তবে আমরা মহান আল্লাহর কাছে আশা করি যে, তিনি সেই উদাসীন ব্যক্তির জন্যও এই প্রতিদান লিখে দেবেন যে কেবল তার দায়মুক্ত হওয়ার জন্য অজু করেছে। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১০২৯ - তাঁর থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরস্থানে আসলেন এবং বললেন: "তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক হে মুমিন সম্প্রদায়ের আবাসস্থল, আর ইনশাআল্লাহ আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি। আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যদি আমরা আমাদের ভাইদের দেখতে পেতাম!" সাহাবীগণ বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি আপনার ভাই নই?" তিনি বললেন: "তোমরা হলে আমার সাহাবী, আর আমাদের ভাই হলো তারা যারা এখনো (পৃথিবীতে) আসেনি।" তাঁরা বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল, আপনার উম্মতের মধ্যে যারা এখনো আসেনি তাদের আপনি কীভাবে চিনবেন?" তিনি বললেন: "বল তো দেখি, কোনো ব্যক্তির যদি কপালে ও পায়ে সাদা চিহ্নবিশিষ্ট ঘোড়া থাকে যা অনেকগুলো কুচকুচে কালো ঘোড়াসমূহের মাঝে মিশে আছে, তবে সে কি তার নিজের ঘোড়াগুলো চিনতে পারবে না?" তাঁরা বললেন: "অবশ্যই পারবেন হে আল্লাহর রাসূল।" তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই তারা কিয়ামতের দিন অজুর প্রভাবে উজ্জ্বল কপাল ও উজ্জ্বল হাত-পা নিয়ে উপস্থিত হবে এবং আমি হাউজের পাড়ে তাদের অগ্রবর্তী হিসেবে উপস্থিত থাকব।" (মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)।

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث الذي أورده النووي رحمه الله في كتابه (رياض الصالحين) باب فضل الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإننا إن شاء الله بكم لاحقون كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى عن زيارة القبور لأن الناس حديثو عهد بشرك فخشى أن تتعلق قلوبهم بالقبور وتفتتن بها فنهى عن الزيارة ثم لما استقر الإيمان في قلوبهم أمرهم بالزيارة فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت وفي رواية تذكر الآخرة فأمر بزيارتها وبين الحكمة العظيمة من هذه الزيارة وأنها تذكركم الإنسان الذي على ظهر الأرض أنه اليوم على ظهرها وغدا في بطنها ولا يدري متى يكون هذا؟ قد يصبح الإنسان على ظهر الأرض ويمسي في بطنها وقد يمسي على ظهر الأرض ويصبح في بطنها فكان في زيارة المقابر تذكير بالموت والآخرة لأن الإنسان يمر بالمقبرة فإذا فكر يرى أباه عمه زوجته أخاه وما أشبه ذلك أمس كانوا معه يأكلون ويشربون ويتنعمون والآن هم مرتهنون بأعمالهم في القبور يتذكر العام الماضي في مثل هذا الوقت وهم معنأ فرحين بالدنيا مغتبطين بها والآن غادروها وصاروا مرتهنين بأعمالهم من يعمل خيرا يلقيه ومن يعمل سوءا يلقيه فهي تذكر

[ব্যখ্যা]

ইমাম নববী (রাহিমাল্লাহু তাঁর ‘রিয়াদুস সালিহীন’ গ্রন্থের ‘ওযুর শ্রেষ্ঠত্ব’ অধ্যায়ে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তা হলো— নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবরস্থানে আগমন করে বললেন: “হে মুমিন সম্প্রদায়ের গৃহবাসীরা, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। ইনশাআল্লাহ আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি।” ইসলামের সূচনালগ্নে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন, কারণ মানুষ তখন শিরকের যুগ থেকে সদ্য মুক্ত হয়েছিল। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, তাদের অন্তর কবরের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যেতে পারে এবং তারা ফিতনায়

নিপতিত হতে পারে, তাই তিনি জিয়ারত নিষিদ্ধ করেছিলেন। পরবর্তীতে যখন তাদের হৃদয়ে ঈমান সুদৃঢ় হলো, তখন তিনি তাদের জিয়ারতের নির্দেশ দিয়ে বললেন: “আমি তোমাদের কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা তা জিয়ারত করো; কেননা তা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।” অন্য বর্ণনায় রয়েছে: “তা পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়।” সুতরাং তিনি জিয়ারতের নির্দেশ দিলেন এবং এই জিয়ারতের মহান তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন যে, এটি ভূপৃষ্ঠে অবস্থানকারী মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে—আজ সে জমিনের ওপরে আছে, কিন্তু আগামীকাল তাকে জমিনের ভেতরে যেতে হবে। আর সে জানে না কখন এটি ঘটবে। হতে পারে একজন মানুষ সকালে জমিনের ওপর থাকে আর সন্ধ্যায় জমিনের নিচে চলে যায়, আবার সন্ধ্যায় জমিনের ওপর থাকে আর সকালে জমিনের নিচে চলে যায়। অতএব, কবর জিয়ারতের মধ্যে রয়েছে মৃত্যু ও পরকালের এক মহা স্মারক। কেননা মানুষ যখন কবরস্থানের পাশ দিয়ে যায় এবং চিন্তা করে, তখন সে দেখতে পায় তার পিতা, চাচা, স্ত্রী, ভাই ও আপনজনদের; যারা গতকালও তার সাথে পানাহার করত এবং ভোগবিলাসে লিপ্ত ছিল, অথচ এখন তারা কবরে নিজ নিজ কর্মের শিকলে আবদ্ধ। সে গত বছরের এই সময়ের কথা স্মরণ করে যখন তারা আমাদের সাথে পার্থিব জীবনে আনন্দিত ও প্রফুল্ল ছিল, আর এখন তারা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে এবং নিজেদের কর্মের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে পড়েছে। যে ভালো কাজ করবে সে তার প্রতিদান পাবে, আর যে মন্দ কাজ করবে সেও তা পাবে। সুতরাং এটি (জিয়ারত) মানুষকে পরকাল স্মরণ করিয়ে দেয়।

(ص: 16) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الآخرة تذكر الموت حقاً أخرجوا إلى المقابر انظروا هؤلاء لا يحصيهم إلا الله عز وجل أو لا يحصون إلا بمشقة كانوا بالألمس معنا والآن هم في بطن الأرض ولا تدري فلعلك ضجيعهم في مدة يسيرة فهي تذكر الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان يخرج هو بنفسه إلى البقيع يزور أهل البقيع ويسلم عليهم صلى الله عليه

وسلم ويدعو لهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين يعني يا أهل دار قوم مؤمنين والظاهر والله أعلم أنه يسلم عليهم ويسمعونه إذ لا فائدة من خطاب لا يسمعه المخاطب لكنهم لا يستجيبون لأنهم في قبورهم فيسلم عليهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون وصدق النبي صلى الله عليه وسلم ما من حي إلا سيلحق البيت بمشيئة الله عز وجل يقول وإنا إن شاء الله بكم للاحقون واختلف العلماء رحمهم الله لماذا قال: وإنا إن شاء الله بكم للاحقون وهو أمر معلوم متيقن والصحيح أنه لا إشكال في هذا فإن معنى التعليق هنا أننا إذا لحقنا بكم نلحق بمشيئة الله متى شاء لحقنا بكم لأن الأمر أمره والملك ملكه هو الذي يدبر عز وجل ما شاء فيمن شاء أليس الله يقول لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مع أنهم سيدخلونه لأن الله أكد الدخول بالقسم واللام ونون التوكيد ولا شك في أنهم سيدخلونه ولهذا لما جرى الصلح في الحديبية على أن الرسول سيرجع ولا يكمل عمرته قال له عمر أأنت

পরকাল মৃত্যুকে যথার্থই স্মরণ করিয়ে দেয়। তোমরা কবরস্থানে যাও এবং তাদের দিকে তাকাও, যাদের সংখ্যা মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গণনা করতে পারে না, অথবা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টা ছাড়া যাদের গণনা করা সম্ভব নয়। তারা গতকাল আমাদের সাথেই ছিল, আর আজ তারা মাটির জঁঠরে। তুমি জানো না, সম্ভবত অল্প সময়ের মধ্যেই তুমি তাদের শয্যাসঙ্গী বা পার্শ্বশায়ী হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমনটি বলেছেন, এটি মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়। একারণেই তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে জান্নাতুল বাকিতে যেতেন, বাকির অধিবাসীদের জিয়ারত করতেন, তাদের সালাম দিতেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন: "তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক হে মুমিন সম্প্রদায়ের আবাসস্থল"—অর্থাৎ হে মুমিন সম্প্রদায়ের গৃহের অধিবাসীরা। বাহ্যত—আর আল্লাহই ভালো জানেন—তিনি তাদের সালাম দিতেন এবং তারা তা শুনত; কারণ যাকে সম্বোধন করা হচ্ছে সে যদি শুনতেই না পায় তবে তাকে সম্বোধন করার কোনো সার্থকতা থাকে না। কিন্তু তারা উত্তর দেয় না কারণ তারা তাদের কবরে রয়েছে। তাই তিনি তাদের সালাম দিয়ে বলতেন: "তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক হে মুমিন সম্প্রদায়ের আবাসস্থল, আর আমরাও ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত

হতে যাচ্ছি।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য বলেছেন; প্রতিটি জীবিত প্রাণই মহান আল্লাহর ইচ্ছায় মৃতদের সাথে মিলিত হবে। তিনি বলেন: "আর আমরাও ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি।" উলামায়ে কেরাম (রহিমাহুল্লাহ) এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন যে, কেন তিনি "ইনশাআল্লাহ" (যদি আল্লাহ চান) বলেছেন, অথচ এটি একটি সুনিশ্চিত ও অবধারিত বিষয়। সঠিক কথা হলো, এতে কোনো অস্পষ্টতা নেই; কেননা এখানে শর্তযুক্ত করার অর্থ হলো, আমরা যখন তোমাদের সাথে মিলিত হব, তখন আল্লাহর ইচ্ছাতেই মিলিত হব; তিনি যখন চাইবেন তখনই আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হব। কারণ সকল কর্তৃত্ব তাঁরই এবং রাজত্বও তাঁরই; তিনি যা চান এবং যার ক্ষেত্রে চান তা-ই পরিচালনা করেন। আল্লাহ কি বলেননি: "তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, ইনশাআল্লাহ, নিরাপদ অবস্থায়"? অথচ তারা অবশ্যই সেখানে প্রবেশ করবে, কারণ আল্লাহ কসম, 'লাম' এবং 'নূনে তাকিদ' (দৃঢ়তাসূচক অব্যয়) দ্বারা এই প্রবেশের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এবং তারা যে সেখানে প্রবেশ করবে তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। একারণেই যখন হৃদয়বিয়ার সন্ধি হলো যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে যাবেন এবং তাঁর ওমরাহ সম্পন্ন করবেন না, তখন উমর তাঁকে বললেন: "আপনি কি নন..."

(ص: 17) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

تحدثنا أننا ندخل البيت ونطوف به قال بلى لكن هل حددت لك هذا العام وإنك آتية ومطوف به فالحاصل أن كلمة إن شاء الله هنا ليس معناها التعليق الذي يكون الإنسان فيه مترددا بين حصول الشيء وعدمه بل معنى التعليق أن لحوقنا بكم ليس باختيارنا ولكنه بمشيئة الله عز وجل ثم قال صلى الله عليه وسلم وددت أنا لقينا إخواننا تمنى أن يلقي إخوانه صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني وإياكم منهم قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك قال أنتم أصحابي أخص من الإخوان الصاحب أخ وزيادة والأخ أخ بلا مصاحبة قال أنتم أصحابي يعني فأنتم أخص منهم وهم

الصحابۃ إخوان للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب له أما من جاءوا بعدهم من المؤمنين فهم إخوانه وليسوا أصحابه وددت أنا لقينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي لكن إخواني قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني اللهم لك الحمد اللهم ثبتنا على ذلك يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقاً وهم لا يرونه لكنهم مثل الذين يرونه قالوا يا رسول الله كيف تعرفهم يعني وأنت لم تدركهم فضرب مثلاً برجل له خيل غر غر يعني فيها بياض في رأسها

আমরা আলোচনা করেছি যে আমরা বায়তুল্লাহয় প্রবেশ করব এবং তাওয়াফ করব। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে আমি কি তোমাদের জন্য এই বছরটি সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম যে তোমরা সেখানে পৌঁছাবে এবং তাওয়াফ করবে? মূল কথা হলো, এখানে ‘ইনশাআল্লাহ’ (যদি আল্লাহ চান) বাক্যটি দ্বারা এমন কোনো অনিশ্চয়তা বোঝানো হয়নি যেখানে মানুষ কোনো কাজ সম্পন্ন হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকে। বরং এর অর্থ হলো, তোমাদের সাথে আমাদের মিলিত হওয়া আমাদের ইচ্ছাধীন নয়, বরং তা মহান আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ‘আমি আকাঙ্ক্ষা করি যদি আমাদের ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারতাম!’ তিনি তাঁর ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করার তামান্না বা আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। হে আল্লাহ! আমাকে ও আপনাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন, ‘তোমরা হলে আমার সাহাবী বা সঙ্গী’, যা ‘ভাই’ এর তুলনায় অধিক বিশিষ্ট। সাহাবী হলেন ভাই এবং তার চেয়েও বেশি কিছু, আর ভাই হলো সাহচর্য বা চাক্ষুষ সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেই ভাই। তিনি বললেন, ‘তোমরা আমার সাহাবী’, অর্থাৎ তোমরা তাদের চেয়েও বিশেষ মর্যাদাবান।

আর সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ভাই হওয়ার পাশাপাশি তাঁর সঙ্গীও। তবে তাঁদের পরে যেসব মুমিন আসবে তারা তাঁর ভাই, কিন্তু সাহাবী নয়। ‘আমি আকাঙ্ক্ষা করি যদি আমাদের ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারতাম!’ তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন, ‘তোমরা আমার সাহাবী, কিন্তু আমার ভাই হলো তারা যারা আমার পরে আসবে এবং আমাকে না দেখেই আমার প্রতি ঈমান আনবে।’ হে আল্লাহ! আপনারই সকল প্রশংসা। হে আল্লাহ! আমাদের এই ঈমানের ওপর অটল

রাখুন। তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি এবং তিনি যে সত্যই আল্লাহর রাসূল—তাতে বিশ্বাস স্থাপন করবে অথচ তারা তাঁকে দেখেনি। কিন্তু (ঈমানের দৃঢ়তায়) তারা তাদের মতোই যারা তাঁকে দেখেছে। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তাদের কীভাবে চিনবেন অথচ আপনি তাদের সমসাময়িক হননি? তখন তিনি এমন এক ব্যক্তির উদাহরণ দিলেন যার এমন কিছু ঘোড়া রয়েছে যা ‘গুর’। ‘গুর’ মানে হলো যার কপালে শুভ্রতা বা সাদা চিহ্ন রয়েছে।

(ص: 18) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

ومحجلة بياض في أرجلها مع خيل دهم يعني سود ليس فيها أي غرة هل يشتبه عليه هذا بهذا؟ قالوا لا قال فإنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين يعني من أثر الوضوء ففي هذا دليل على فضيلة الوضوء وأن هذه الأمة يأتون يوم القيامة وهم غر محجلون من أثر الوضوء غر يعني بيض الوجوه محجلون يعني بيض الأرجل والأيدي وهذا البياض بياض نور وإضاءة يعرفهم الناس يوم القيامة في هذا اليوم المشهود العظيم تعرف أمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بهذه السيماء والعلامة التي ليست لغيرهم أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يحشرني وإياكم على هذا الوجه وأن يجعلنا من أمته ظاهراً وباطناً إنه على كل شيء قدير

1030 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط رواه مسلم

1031 - وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله الطهور شطر الإيمان رواه مسلم وقد سبق بطوله في باب الصبر

এবং হাত-পায়ে শুভ্রতা বিশিষ্ট ঘোড়া যদি ঘুটঘুটে কালো ঘোড়ার পালের মাঝে থাকে—অর্থাৎ যেগুলোর মাঝে কোনো শুভ্র তিলক নেই—তবে কি সে তার ঘোড়াকে চিনতে ভুল করবে? তারা বললেন, না। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তোমরা কিয়ামতের দিন ওয়ুর প্রভাবে উজ্জ্বল মুখমন্ডল এবং শুভ্র হাত ও পা নিয়ে উপস্থিত হবে। এতে ওয়ুর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রয়েছে এবং এটিও প্রমাণিত হয় যে, এই উম্মত কিয়ামতের দিন ওয়ুর চিহ্নের কারণে 'গুররান মুহাজ্জালীন' (উজ্জ্বল মুখমন্ডল ও শুভ্র হাত-পা বিশিষ্ট) হয়ে আসবে। 'গুরর' অর্থ হলো উজ্জ্বল মুখমন্ডল এবং 'মুহাজ্জালীন' অর্থ হলো শুভ্র হাত ও পা। আর এই শুভ্রতা হবে নূর বা জ্যোতির শুভ্রতা, যার মাধ্যমে কিয়ামতের সেই মহান উপস্থিতির দিনে মানুষ তাদের চিনতে পারবে। এই সম্মানিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে এমন এক বিশেষ নিদর্শন ও চিহ্নের মাধ্যমে চেনা যাবে যা অন্য কোনো উম্মতের মাঝে নেই। আমি আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ ও দানশীলতার উসিলায় প্রার্থনা করি, যেন তিনি আমাকে ও আপনাদেরকে এই অবস্থায় পুনরুত্থিত করেন এবং আমাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে তাঁর উম্মতভুক্ত করেন। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

১০৩০ - তাঁর (আবু হুরায়রা রা.) থেকেই বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আমি কি তোমাদের এমন আমলের কথা বলব না যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা পাপসমূহ মোচন করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন?” তাঁরা বললেন, “অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল!” তিনি বললেন, “কষ্টের সময়ও যথাযথভাবে পূর্ণাঙ্গরূপে ওয়ু করা, মসজিদের দিকে বেশি বেশি পদচারণা করা এবং এক সালাতের পর অন্য সালাতের অপেক্ষায় থাকা। আর এটিই হলো প্রকৃত রিবাত (সীমান্তে অতন্দ্র প্রহরা), এটিই হলো প্রকৃত রিবাত।” (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

১০৩১ - আবু মালিক আল-আশআরি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।” (মুসলিম বর্ণনা করেছেন এবং এটি ‘ধৈর্য’ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে অতিবাহিত হয়েছে)।

وفي الباب حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه السابق في آخر باب الرجاء وهو
حديث عظيم مشتمل على جبل من الخيرات

1032 - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما
منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية
يدخل من أيها شاء رواه مسلم وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني
من المتطهرين

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث في بيان فضل الوضوء وقد سبق حديث في هذا المعنى وتكلمنا على
زيارة القبور التي ذكرها المؤلف رحمه الله وبيننا أن فيها فائدة عظيمة وهي تذكير
الإنسان الموت أو الآخرة وليعلم أن زيارة القبور لا تحل للنساء فلا يجوز للمرأة أن
تزور المقبرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها
المساجد والسرج ولأن المرأة ضعيفة لا تتحمل فربما تنوح وتبكي وتلطم ولأن
المقابر في

এই অধ্যায়ে আমর ইবনে আবাসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত ইতিপূর্বেকার সেই হাদিসটি
রয়েছে যা 'আশা' (রাজা) অধ্যায়ের শেষে উল্লেখিত হয়েছে। এটি একটি মহান হাদিস যা
অগণিত কল্যাণের সমষ্টি।

১০৩২ - ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে যথাযথভাবে অথবা পরিপূর্ণভাবে
অজু সম্পাদন করে, অতঃপর বলে: 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই,
তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর
বান্দা ও রাসুল', তবে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে; সে যে
কোনোটি দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে।" এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম

তিরমিযী এই দোয়াটি বর্ধিত আকারে বর্ণনা করেছেন: "হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।"

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসগুলো অজুর ফজিলত বা গুরুত্ব বর্ণনার ক্ষেত্রে উপস্থাপিত হয়েছে। এই মর্মে ইতিপূর্বে একটি হাদিস অতিক্রান্ত হয়েছে। গ্রন্থকার (রাহিমাহুল্লাহ) কবর জিয়ারতের যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন আমরা সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং স্পষ্ট করেছি যে, এতে মহান কল্যাণ নিহিত রয়েছে, আর তা হলো মানুষকে মৃত্যু ও আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। তবে এটি জেনে রাখা আবশ্যিক যে, মহিলাদের জন্য কবর জিয়ারত বৈধ নয়। অতএব, কোনো মহিলার জন্য কবরস্থানে যাওয়া জায়েজ হবে না; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবর জিয়ারতকারিণী নারীদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন এবং যারা কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করে ও বাতি জ্বালায় তাদের ওপরও। তদুপরি নারী স্বভাবগতভাবেই দুর্বল, সে ধৈর্য ধারণ করতে সক্ষম হয় না, ফলে সে বিলাপ করতে পারে, ক্রন্দন করতে পারে কিংবা শোকে নিজ মুখমণ্ডলে আঘাত করতে পারে। অধিকন্তু কবরস্থান...

(ص: 20) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الغالب تكون خالية من الناس فيخشى إذا خرجت المرأة إليها أن يتبعها السفهاء من الناس ويحصل بذلك المحذور والفتنة لهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور أما إذا مرت المرأة بالقببرة من غير أن تخرج لقصد الزيارة فلا بأس أن تقف وتسلم وتدعو كما يدعو الرجل يعني هناك فرق بين القصد وعدم القصد ثم ليعلم أيضاً أن أصحاب القبور مهما بلغوا من العمل الصالح والتقى لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ولا يملكون لغيرهم أيضاً نفعاً ولا ضراً ولهذا هم يدعى لهم ولا يدعوهم يدعى لهم كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم ولكنهم لا

يدعون لأنهم لا يفيدون وقد قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقال تعالى {والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير} أما ما ذكره رحمه الله من الأحاديث الباقية فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم أو أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات وإنما ساق الحديث وشك على سبيل الاستفهام من أجل أن ينتبه السامع لما يلقي إليه لأن الأمر مهم فقال ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسبأغ الموضوع على المكارة وكثرة الخطأ إلى

সাধারণত এগুলো (কবরস্থান) জনশূন্য থাকে, ফলে কোনো নারী সেখানে গেলে আশঙ্কা করা হয় যে লম্পট ও নির্বোধ ব্যক্তির তাড় পিছু নেবে এবং এতে নিষিদ্ধ বিষয় ও ফিতনা সৃষ্টি হবে। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর জিয়ারতকারী নারীদের অভিসম্পাত করেছেন। তবে কোনো নারী যদি জিয়ারতের উদ্দেশ্যে না গিয়ে ঘটনাক্রমে কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন, তবে সেখানে দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়া এবং দোয়া করাতে কোনো দোষ নেই, যেমনটি পুরুষরা করে থাকেন। অর্থাৎ, উদ্দেশ্যমূলকভাবে যাওয়া এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে অতিক্রম করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এরপর এটিও জেনে রাখা উচিত যে, কবরের অধিবাসীরা আমল ও তাকওয়ার যত উচ্চ স্তরেই পৌঁছান না কেন, তারা নিজেদের কোনো উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেন না এবং অন্যদেরও কোনো লাভ বা লোকসান করতে পারেন না। এজন্য তাদের জন্য দোয়া করা হয়, কিন্তু তাদের নিকট দোয়া বা প্রার্থনা করা হয় না। যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য দোয়া করেছেন, কিন্তু তারা উপকার করতে অক্ষম বিধায় তাদের কাছে প্রার্থনা করা হবে না। মহান আল্লাহ বলেছেন: "সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না? অথচ তারা তাদের সেই আহ্বান সম্পর্কে গাফেল (অবহিত নয়)। আর যখন হাশরের ময়দানে মানুষকে একত্রিত করা

হবে, তখন তারা তাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের এই ইবাদত অস্বীকার করবে।" আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "তোমরা তাঁর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো, তারা তো খেজুরের আঁটির পাতলা আবরণেরও (কীতমীর) মালিক নয়। তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের সেই ডাক শুনবে না, আর শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দিতে পারবে না। আর কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের এই শিরক অস্বীকার করবে। সর্বজ্ঞ (আল্লাহর) ন্যায় কেউ তোমাকে সংবাদ দিতে পারবে না।" গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) যে অবশিষ্ট হাদিসগুলো উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসটি রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু জানিয়ে দেব না, যার মাধ্যমে আল্লাহ পাপসমূহ মোচন করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন?" বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় তিনি শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য এটি প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন। অতঃপর তিনি বললেন: "আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয়ের সংবাদ দেব না যার দ্বারা আল্লাহ গুনাহসমূহ মুছে দেন এবং মর্যাদা বুলন্দ করেন?" তারা বললেন: "অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল!" তিনি বললেন: "কষ্টের সময়ও পূর্ণরূপে ওজু সম্পন্ন করা এবং মসজিদের দিকে অধিক পদচারণা করা..."

(ص: 21) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط إسباغ الوضوء على المكاره يعني أن الإنسان يتوضأ وضوءه على كره منه إما لكونه فيه حتى ينفر من الماء فيتوضأ على كره وإما أن يكون الجو باردا وليس عنده ما يسخن به الماء فيتوضأ على كره وإما أن يكون هناك أمطار تحول بينه وبين الوصول لمكان الوضوء فيتوضأ على كره المهم أنه يتوضأ على كره ومشقة لكن بدون ضرر أما مع الضرر فلا يتوضأ بل يتيمم هذا مما يحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يشق على نفسه ويذهب يتوضأ بالبارد ويترك الساخن أو يكون عنده ما

يسخن به الماء ويقول لا أريد أن أتوضأ بالماء البارد لأنال هذا الأجر فهذا غير مشروع لأن الله يقول {ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم} ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس قال ما هذا قالوا نذر أن يقف في الشمس فنهاه عن ذلك وأمره أن يستظل فالإنسان ليس مأمورا ولا مندوبا في أن يفعل ما يشق عليه ويضره بل كلما سهلت عليه العبادة فهو أفضل لكن إذا كان لا بد من الأذى والكره فإنه يؤجر على ذلك لأنه بغير اختياره

মসজিদসমূহ এবং এক সালাতের পর অপর সালাতের জন্য অপেক্ষা করা; এটাই হলো ‘রিবাত’ (সীমান্ত পাহারা), এটাই হলো ‘রিবাত’। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পূর্ণাঙ্গরূপে অজু সম্পাদন করার অর্থ হলো, মানুষ তার অনিচ্ছা বা কষ্ট সত্ত্বেও অজু করে। যেমন—সে জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার কারণে পানি থেকে দূরে থাকতে চায়, তবুও সে কষ্টের সাথে অজু করে; অথবা আবহাওয়া অত্যন্ত ঠান্ডা এবং তার কাছে পানি গরম করার মতো কোনো মাধ্যম নেই, ফলে সে কষ্টের সাথে অজু করে; অথবা এমন বৃষ্টিপাত হচ্ছে যা ওজু করার স্থানে পৌঁছাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তবুও সে কষ্টের সাথে অজু করে। মূল কথা হলো, সে কষ্ট ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে অজু করে, তবে তা যেন ক্ষতিকর না হয়। যদি ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তবে সে অজু করবে না, বরং তায়ামুম করবে। এটি এমন এক আমল যার মাধ্যমে আল্লাহ পাপসমূহ মিটিয়ে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ নিজের ওপর অহেতুক কঠোরতা আরোপ করবে এবং গরম পানি ব্যবহারের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা ছেড়ে দিয়ে ঠান্ডা পানি দিয়ে অজু করতে যাবে; অথবা তার নিকট পানি গরম করার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সে বলবে—‘আমি এই সওয়াব অর্জনের জন্য ঠান্ডা পানি দিয়েই অজু করতে চাই’, তবে তা শরয়িভাবে অনুমোদিত নয়। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং ঈমান আনো, তবে তোমাদের আজাব দিয়ে আল্লাহ কী করবেন?” নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তিকে রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, “এটি কী?” তারা বলল, “সে রোদে দাঁড়িয়ে থাকার মানত করেছে।” তখন তিনি তাকে তা করতে নিষেধ করলেন এবং ছায়ায় আসার নির্দেশ দিলেন। সুতরাং মানুষকে এমন কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি এবং তা করতে উৎসাহিতও করা হয়নি যা তার জন্য কষ্টদায়ক ও ক্ষতিকর। বরং ইবাদত যত সহজ

হবে, ততই তা উত্তম। তবে যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কষ্ট ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়, তবে সে জন্য সে সওয়াব লাভ করবে; কারণ তা তার ইচ্ছাধীন ছিল না।

(ص: 22) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

كذلك كثرة الخطأ إلى المساجد فيه دليل على أن الجماعة تكون في المسجد ولا تكون في البيت وأن الإنسان إذا كثرت خطاه إلى المساجد يرفع الله له به الدرجات ويمحو عنه الخطايا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة وهذه نعمة عظيمة فإذا وصل المسجد وصلى لم تزل الملائكة تصلي عليه مادام في صلاة تقول اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة وكثرة الخطأ معناه أن يأتي الإنسان للمسجد ولو من بعد وليس المعنى أن يتقصد الطريق البعيد أو أن يقارب الخطأ هذا غير مشروع بل يمشي على عادته ولا يتقصد البعد يعني مثلاً لو كان بينه وبين المسجد طريق قريب وآخر بعيد لا يترك القريب لكن إذا كان بعيداً ولا بد أن يمشي إلى المسجد فإن كثرة الخطأ إلى المساجد مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات وأما انتظار الصلاة بعد الصلاة بمعنى أن الإنسان إذا فرغ من هذه الصلاة يتشوق إلى الصلاة الأخرى

একইভাবে, মসজিদের দিকে অধিক পদচারণা একথার প্রমাণ বহন করে যে, জামাত মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে, ঘরে নয়। মানুষ যখন মসজিদের দিকে অধিক পদচারণা করে, আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তার পাপসমূহ মোচন করে দেন। নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি নিজ ঘরে

উত্তমরূপে ওজু করে কেবল সালাতের উদ্দেশ্যেই মসজিদের দিকে বের হয়, তবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে আল্লাহ তার মর্যাদা এক স্তর বৃদ্ধি করেন এবং তার একটি গুনাহ মিটিয়ে দেন। এটি এক মহান নেয়ামত। সে যখন মসজিদে পৌঁছে সালাত আদায় করে, তখন পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে যতক্ষণ সে তার সালাতের স্থানে অবস্থান করে; তারা বলতে থাকে: হে আল্লাহ! আপনি তার ওপর রহমত বর্ষণ করুন, হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! আপনি তার প্রতি দয়া করুন। আর সালাতের অপেক্ষায় থাকাকালীন সে সালাতরত হিসেবেই গণ্য হয়। মসজিদের দিকে অধিক পদচারণার অর্থ হলো মানুষ দূর থেকে হলেও মসজিদে আসবে; এর অর্থ এই নয় যে, কেউ উদ্দেশ্যমূলকভাবে দীর্ঘ পথ অবলম্বন করবে কিংবা ছোট ছোট পদক্ষেপে হাঁটবে, কারণ এমনটি শরিয়তসম্মত নয়। বরং সে তার স্বাভাবিক নিয়মেই হাঁটবে এবং ইচ্ছা করে দূরত্ব তৈরি করবে না। অর্থাৎ, যদি মসজিদের দিকে একটি নিকটবর্তী পথ এবং একটি দূরবর্তী পথ থাকে, তবে সে নিকটবর্তী পথটি বর্জন করবে না। কিন্তু যদি তার ঘর দূরেই হয় এবং তাকে হেঁটেই মসজিদে আসতে হয়, তবে মসজিদের দিকে এই অধিক পদচারণা এমন একটি আমল যার মাধ্যমে আল্লাহ পাপরাশি মোচন করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আর এক সালাতের পর পরবর্তী সালাতের জন্য প্রতীক্ষা করার অর্থ হলো, মানুষ যখন এক সালাত সমাপ্ত করে, তখন সে পরবর্তী সালাতের জন্য ব্যাকুল থাকে।

(ص: 23) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

وهكذا يكون قلبه معلقاً بالمساجد كلها فرغ من صلاة فهو ينتظر الصلاة الأخرى
هذا أيضاً مما يبحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قال فذلكم الرباط فذلكم
الرباط يعني المراقبة على الخير وهو داخل في قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون} ثم ذكر المؤلف حديث أبي
مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان

يشمل طهور الماء التيمم طهارة القلب من الشرك والشك والغل والحقْد على المسلمين وغير ذلك مما يجب التطهر منه فهو يشمل الطهارة الحسية والمعنوية سطر الإيمان نصفه والنصف الثاني هو التحلي بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة لأن كل شيء لا يتم إلا بتنقيته من الشوائب وتكميله بالفضائل فالتكميل بالفضائل نصف والتنقية من الرذائل نصف آخر ولهذا قال الطهور سطر الإيمان وأما شطره الثاني فهو التكميل بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة ثم ذكر المؤلف آخر ما ختم به الباب حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرجل إذا أسبغ الوضوء ثم قال اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإنه تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وزاد الترمذي رحمه الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذه الأحاديث في فضل الوضوء

এভাবেই মুমিনের অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকে; যখনই সে এক নামাজ শেষ করে, তখন থেকে সে পরবর্তী নামাজের অপেক্ষায় থাকে। এটিও সেই সব আমলের অন্তর্ভুক্ত যার মাধ্যমে মহান আল্লাহ পাপরাশি মোচন করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তিনি বলেছেন: “এটাই হলো রিবাত, এটাই হলো রিবাত।” অর্থাৎ কল্যাণের ওপর অবিচল থাকা। এটি মহান আল্লাহর এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত: {হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, ধৈর্যের প্রতিযোগিতায় জয়ী হও, রিবাত (অর্থাৎ ইবাদতে অবিচলতা বা সীমান্ত পাহারা) করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো}।

অতঃপর লেখক আবু মালিক আল-আশআরি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।” এটি পানির মাধ্যমে পবিত্রতা, তায়াম্মুম এবং শিরক, সন্দেহ, বিদ্বেষ ও মুসলমানদের প্রতি হিংসাসহ অন্যান্য যাবতীয় পঙ্কিলতা থেকে অন্তরকে পবিত্র করার বিষয়টিকে শামিল করে। সুতরাং এটি বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ—উভয় প্রকার পবিত্রতাকেই অন্তর্ভুক্ত করে। “ঈমানের অর্ধেক” মানে তার এক অংশ; আর দ্বিতীয় অর্ধাংশ হলো সচ্চরিত্র ও সৎকাজের মাধ্যমে নিজেকে সুশোভিত করা। কারণ, কোনো বিষয়ই কলুষতা থেকে মুক্ত করা এবং গুণাবলী দ্বারা পূর্ণ করা ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। সুতরাং মন্দ থেকে পবিত্র হওয়া এক অর্ধেক, আর সদগুণ দ্বারা

পূর্ণতা অর্জন করা অন্য অর্ধেক। একারণেই তিনি বলেছেন, “পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক”; আর এর দ্বিতীয় অংশ হলো উন্নত চরিত্র এবং নেক আমলের মাধ্যমে পূর্ণতা অর্জন করা।

অতঃপর লেখক অধ্যায়ের সমাপ্তিতে উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি যদি উত্তমরূপে ওয়ু সম্পন্ন করে এবং এরপর বলে: “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল”, তবে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হয়; সে যে কোনোটি দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করতে পারবে। ইমাম তিরমিযী (রাহিমাহুল্লাহ) এতে আরও বর্ধিত অংশ বর্ণনা করেছেন: “হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।” এই হাদীসসমূহ ওয়ুর ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

(ص: 24) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

والمؤلف لم يستوعب كل ما ورد في هذا الباب من فضائل لكن لو لم يكن من فضائله إلا حديث واحد لكفى به دعوة إلى الوضوء وإحسانه وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح

গ্রন্থকার এই অধ্যায়ে বর্ণিত ফযিলতসমূহের সবটুকু সন্নিবেশিত করেননি। তবে এর ফযিলত সম্পর্কে যদি কেবল একটি হাদিসও বর্ণিত হতো, তবে অজু করা এবং তা যথাযথভাবে সম্পন্ন করার আহ্বানের জন্য সেটিই যথেষ্ট হতো। আল্লাহ তাআলা সকলকে কল্যাণ ও মঙ্গলের পথে চলার তাওফিক দান করুন।

(ص: 25) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

L20/ باب فضل الأذان

1033 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أنة يستهوا عليه لاستهوا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا متفق عليه الاستهام الاقتراع والتهجير التذكير إلى الصلاة

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه (رياض الصالحين) باب الأذان يعني في فضله وما ورد فيه والأذان هو الإعلام بالصلاة أي بدخول وقتها إن كانت مما يقدم أو بفعلها إن كانت مما يؤخر هذا هو الأذان يعني ينادي الإنسان فيعلم الناس أن الوقت قد دخل في صلاة المغرب والفجر والعصر والظهر إلا أن يبردوا بها وكذلك في العشاء إذا أخروها فالأذان كذلك يؤخر وإلا فإنه يؤذن عند دخول الوقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم والأذان المشروع هو الذي يؤذن للصلوات الخمس وفرض في السنة الثانية من الهجرة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى

আযানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

১০৩৩ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "মানুষ যদি জানত আযান এবং প্রথম কাতারে কী পরিমাণ সওয়াব রয়েছে, আর লটারি করা ছাড়া তা অর্জন করার কোনো উপায় না থাকত, তবে অবশ্যই তারা এর জন্য লটারি করত। আর যদি তারা জানত সালাতের জন্য আগেভাগে আসার মধ্যে কী মর্যাদা রয়েছে, তবে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করত। আর যদি তারা এশা ও ফজরের সালাতের গুরুত্ব জানত, তবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে উপস্থিত হতো।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। 'ইসতিহাম' অর্থ লটারি করা এবং 'তাহজীর' অর্থ সালাতের জন্য আগেভাগে আসা।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ তাআলা) তাঁর ‘রিয়াদুস সলিহীন’ কিতাবে বলেছেন: আযানের পরিচ্ছেদ; অর্থাৎ এর শ্রেষ্ঠত্ব এবং এ বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে। আযান হলো সালাত সম্পর্কে অবহিত করা, অর্থাৎ সালাতের ওয়াক্ত শুরু হওয়া সম্পর্কে জানানো—যদি তা ওয়াক্তের শুরুতে আদায়যোগ্য হয়, অথবা সালাত সম্পাদন সম্পর্কে জানানো—যদি তা বিলম্বিত করা হয়। এটাই হলো আযান; অর্থাৎ ব্যক্তি উচ্চস্বরে ঘোষণা দিবে যাতে মানুষ জানতে পারে যে মাগরিব, ফজর, আসর এবং যোহরের ওয়াক্ত শুরু হয়েছে (যোহর যদি না তীব্র গরমের কারণে বিলম্ব করা হয়)। একইভাবে এশার সালাতের ক্ষেত্রেও যদি তা বিলম্বিত করা হয়, তবে আযানও একইভাবে বিলম্বিত হবে। অন্যথায় ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথেই আযান দেয়া হবে; যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যখন সালাতের সময় উপস্থিত হয়, তখন তোমাদের মধ্য হতে কোনো একজন যেন তোমাদের জন্য আযান দেয়।" শরীয়তসম্মত আযান হলো যা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জন্য দেয়া হয় এবং এটি হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হিজরতের পর বিধিবদ্ধ করা হয়েছে...

(ص: 26) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

المدينة شرع الأذان واختلف الصحابة حين تشاوروا كيف يعلم بدخول وقت الصلاة؟ فقال بعضهم نوّقد ناراً عظيمة يعرف الناس أن الوقت قد دخل وقال بعضهم بل نضرب بالناقوس الذي يشبع الجرس وهو الذي ينادي به النصراني لصلواتهم وقال آخرون بل ننفع بالبوق كما يفعل اليهود وكل هذا كرهه النبي صلى الله عليه وسلم هرع رجل من الصحابة وهو عبد الله بن زيد رأى رجلاً في المنام وفي يده ناقوس قال له أتبيع هذا؟ قال وماذا تصنع به قال أعلم به للصلاة قال أفلا أدلك على خير من ذلك قال بلى فقرأ عليه الأذان وقرأ عليه الإقامة فلما

أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا رؤيا حق ثم علمه بلال فأذن به بهذا الأذان المعروف ولما كان في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وكثر الناس جعل أذاناً أولاً للجمعة قبل الأذان الثاني الذي هو عند حضور الإمام فكان في يوم الجمعة أذانان وفي رمضان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالاً أن يؤذن في آخر الليل إذا قرب وقت السحور وقال إن بلالاً يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر فصار عندنا الفجر لها أذان أول

মদিনায় আজান বিধিবদ্ধ হয়েছিল এবং নামাজের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার বিষয়টি কীভাবে জানানো হবে, সে বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম যখন পরামর্শ করছিলেন, তখন তারা মতভেদে লিপ্ত হলেন। তাদের কেউ বললেন, "আমরা একটি বিশাল অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করব যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে ওয়াক্ত হয়েছে।" কেউ কেউ বললেন, "বরং আমরা 'নাকুস' (ঘণ্টা সদৃশ বাদ্যযন্ত্র) বাজাব", 'নাকুস' হলো ঘণ্টার মতো একটি জিনিস যা নাসারারা (খ্রিস্টানরা) তাদের নামাজের আহ্বানের জন্য ব্যবহার করে। আবার অন্যরা বললেন, "বরং আমরা ইয়াহুদিদের মতো শিঙায় ফুঁ দেব।" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এগুলোর প্রতিটিকেই অপছন্দ করলেন। অতঃপর সাহাবীদের মধ্য থেকে আবদুল্লাহ ইবনে জায়েদ নামক এক ব্যক্তি দৌড়ে এলেন; তিনি স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে দেখেছিলেন যার হাতে একটি নাকুস ছিল। তিনি তাকে বললেন, "আপনি কি এটি বিক্রি করবেন?" সেই ব্যক্তি বললেন, "আপনি এটি দিয়ে কী করবেন?" তিনি বললেন, "আমি এটি দিয়ে নামাজের ঘোষণা দেব।" তখন সেই ব্যক্তি বললেন, "আমি কি আপনাকে এর চেয়ে উত্তম কিছুর সন্ধান দেব না?" তিনি বললেন, "অবশ্যই।" তখন তিনি তাকে আজান ও ইকামতের শব্দগুলো পড়ে শোনালেন। পরদিন সকালে তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে গিয়ে বিষয়টি জানালেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "নিশ্চয়ই এটি একটি সত্য স্বপ্ন।" অতঃপর তিনি তা বিলালকে শিখিয়ে দিতে বললেন এবং তিনি এই সুপরিচিত পদ্ধতিতে আজান দিলেন। পরবর্তীতে উসমান ইবনে আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর যুগে যখন জনবসতি বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি জুমার দিনে ইমামের উপস্থিত হওয়ার সময় প্রদত্ত দ্বিতীয় আজানের পূর্বে একটি প্রথম আজানের প্রচলন করেন। ফলে জুমার দিনে দুটি আজান কার্যকর হলো। আর রমজান

মাসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিলালকে রাতের শেষাংশে সেহরির সময় নিকটবর্তী হলে আজান দেওয়ার নির্দেশ দিতেন। তিনি বলতেন, "বিলাল রাতে আজান দেয় যাতে তোমাদের ঘুমন্ত ব্যক্তির জেগে ওঠে এবং তোমাদের ইবাদতে রত ব্যক্তির যেন (সেহরির জন্য) ফিরে আসে; সুতরাং তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতুমের আজান শোনো। কেননা ফজর উদিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি আজান দেন না।" এভাবেই আমাদের মাঝে ফজরের জন্য একটি প্রথম আজানের বিধান প্রচলিত হলো।

(ص: 27) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

ولكن ليست لها بل لأجل الإعلان أن وقت السحر قد حل والجمعة لها أذان أول من سنة عثمان رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم قال بعض المتحذلقين الذين يدعون أنهم سلفيون سنيون إن أذان الجمعة الأول لا نقبله لأنه بدعة لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول منهم قدح للنبي صلى الله عليه وسلم وقدح بالخلفاء الراشدين وقدح بالصحابة رضي الله عنهم وهؤلاء المبسكين وصلوا إلى هذا الحد من حيث لا يعلمون أما كونه قدحاً بالرسول صلى الله عليه وسلم فلأن النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وبإجماع المسلمين أن عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين وأما كونه قدحاً بالخلفاء الراشدين فهو قدح بعثمان رضي الله عنه وهو منهم والقادح في واحد منهم قادح في الجميع كما أن المكذب للرسول الواحد مكذب بجميع الرسل وأما كونه قدحاً في الصحابة فلأن الصحابة لم ينكروا على عثمان رضي الله عنه مع أنه لو أخطأ لأنكروا عليه كما أنكروا عليه الإتيان في (منى) في الحج لكن في أذان الجمعة الأول لم ينكروا عليه فهل هؤلاء المتحذلقون المخالفون أعلم بشريعة الله ومقاصدها من الصحابة؟

তবে এটি সেই নামাযের জন্য নয়, বরং সেহরির সময় হয়ে গেছে তা ঘোষণা করার জন্য। আর জুমুআর একটি প্রথম আযান রয়েছে যা উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সুন্নাত দ্বারা সাব্যস্ত; আর তিনি হলেন সেই খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্যতম যাদের সুন্নাত অনুসরণ করতে আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিছু অতি-পণ্ডিত ব্যক্তি, যারা নিজেদেরকে সালাফি ও সুন্নি বলে দাবি করে, তারা বলে যে: "জুমুআর প্রথম আযান আমরা গ্রহণ করি না, কারণ এটি একটি বিদআত যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে ছিল না।" তাদের এই বক্তব্য মূলত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি কটাক্ষ, খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রতি কটাক্ষ এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর প্রতি কটাক্ষ। এই অসহায় লোকগুলো অজান্তেই এই চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি কটাক্ষ হওয়ার কারণ এই যে, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "তোমরা আমার সুন্নাত এবং আমার পরবর্তী হিদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরো।" আর মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য অনুযায়ী উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভুক্ত। আর খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রতি কটাক্ষ হওয়ার অর্থ হলো তা উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি কটাক্ষ করা, অথচ তিনি তাঁদেরই একজন; আর তাঁদের কোনো একজনের প্রতি কটাক্ষ করা মানেই সকলের প্রতি কটাক্ষ করা, ঠিক যেমন কোনো একজন রাসূলকে অস্বীকার করা মানে সকল রাসূলকেই অস্বীকার করা। আর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি কটাক্ষ হওয়ার কারণ হলো, সাহাবীগণ উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করেননি; অথচ তিনি যদি ভুল করতেন তবে তারা অবশ্যই তার প্রতিবাদ করতেন, যেমনটি তারা হজের সময় মিনায় নামায পূর্ণ করার কারণে তাঁর প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু জুমুআর প্রথম আযানের ক্ষেত্রে তারা কোনো প্রতিবাদ করেননি; তবে কি এই অতি-পণ্ডিত বিরোধীরা আল্লাহর শরীয়ত ও এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের চেয়েও বেশি অবগত?

لكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آخر هذه الأمة يلعن أولها آخرها والعياذ بالله ويقدر فيهم فالأذان الأول للجمعة أذان شرعي بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وبإجماع الصحابة الإجماع السكوتي ولا عذر لأحد وقطع الله لسان من يعترض على خلفاء هذه الأمة الراشدين وعلى الصحابة قد يقول قائل لماذا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم والجمعة موجودة في عهده؟ والجواب أن السبب هو أن الناس في عهد عثمان كثروا واتسعت المدينة واحتاجوا إلى أذان ينبههم يكون قبل الأذان الأخير الذي يكون عند مجيء الإمام فكان من الحكمة أن يؤذن وعثمان رضي الله عنه بني على أساس فهاهو النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بلالا أن يؤذن بآخر الليل لا لأن الصلاة حلت ولكن ليوقظ النائم ويرجع القائم فهو مقصد شرعي ولا إشكال في شرعية أذان الجمعة الأول إذا فالأذان الأول ليوم الجمعة مشروع بسنة الخلفاء الراشدين وإيماء سيد المرسلين محمد وإجماع الصحابة الذين أدركوا هذا أما الأذان في آخر الليل فإنه مشروع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لإيقاظ النائم وإرجاع القائم لكن هل يشرع في غير رمضان؟ نقول لعله قياسا على فعل عثمان رضي الله عنه نرى أنه لا بأس به

তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্যই বলেছেন যে, এই উম্মতের শেষ ভাগের লোকেরা তাদের পূর্বসূরীদের লানত করবে (আল্লাহর নিকট এ থেকে পানাহ চাই) এবং তাদের নিন্দা করবে। সুতরাং জুমুআর প্রথম আযানটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইঙ্গিত, আমীরুল মুমিনীন উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কিরামের ইজমায়ে সুকূতী (মৌন সম্মতিমূলক ঐক্যমত্য) দ্বারা প্রমাণিত একটি শরয়ী আযান; এ বিষয়ে কারো কোনো ওজর বা আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। আর আল্লাহ যেন সেই ব্যক্তির জিহ্বা কর্তন করেন যে এই উম্মতের খুলাফায়ে রাশিদীন এবং সাহাবায়ে কিরামের ওপর আপত্তি উত্থাপন করে। কেউ হয়তো বলতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে জুমুআ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি কেন এটি প্রবর্তন করেননি? এর উত্তর হলো, উসমান

(রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর যুগে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং মদীনার পরিধি বিস্তৃত হয়েছিল। ফলে ইমামের আগমনের সময় যে শেষ আযান দেওয়া হয়, তার আগে মানুষকে সচেতন করার জন্য একটি আযানের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তাই আযান প্রবর্তন করাই ছিল হিকমত বা প্রজ্ঞার দাবি। আর উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এটি একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপরই স্থাপন করেছিলেন। যেমন দেখা যায় যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে রাতের শেষাংশে আযান দেওয়ার নির্দেশ দিতেন; সালাতের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার কারণে নয়, বরং ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগিয়ে তুলতে এবং ইবাদতরত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে আনতে। এটি একটি শরয়ী উদ্দেশ্য, তাই জুমুআর প্রথম আযানের বৈধতায় কোনো সংশয় নেই। অতএব, জুমুআর দিনের প্রথম আযানটি খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাহ, রাসূলগণের সরদার মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইঙ্গিত এবং তৎকালীন সাহাবায়ে কিরামের ইজমার দ্বারা শরীয়তসম্মত। পক্ষান্তরে, রাতের শেষাংশের আযানটি রামাযান মাসে ঘুমন্তকে জাগাতে এবং কিয়ামরত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে আনতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। তবে রামাযান মাস ছাড়া অন্য সময়েও কি তা বৈধ? আমরা বলি, উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কর্মের ওপর কিয়াস বা অনুমান করে বলা যায় যে, এতে কোনো অসুবিধা নেই।

(ص: 29) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

وهنا مسألة ثانية الصلاة خير من النوم زعم بعض المتأخرين أنها تقال في الأذان الأول الذي قبل الفجر وأخطئوا خطأ عظيماً لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يقولها في أذان الفجر قال إذا أذنت الأول في صلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم ومعلوم أن الأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وسى أذاناً أولاً باعتبار الإقامة لأن الإقامة أذان ثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين صلاة وجاء

في صحيح مسلم رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فإذا أذن للأذان الأول للفجر قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه لصلاة الفجر وهذا صريح في أن أذان الفجر الأول يكون بعد دخول الوقت وأما الأذان آخر الليل فليس أذاناً للفجر بل هو أذان للنائمين ليقوموا وللقائمين ليرجعوا ويتسحروا إذا كان ذلك في رمضان والأذان من أفضل الأعمال وهو أفضل من الإمامة يعني أن مرتبة المؤذن في الأجر أفضل من مرتبة الإمام لأن المؤذن يعلن لتعظيم الله وتوحيد الله والشهادة للرسول بالرسالة وكذلك أيضاً يدعو الناس إلى الصلاة

এখানে দ্বিতীয় একটি মাসআলা বা বিষয় রয়েছে, তা হলো 'নামাজ ঘুম হতে উত্তম' (আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাউম)। পরবর্তী যুগের কিছু আলিম দাবি করেছেন যে, এটি ফজরের পূর্ববর্তী প্রথম আজানে বলতে হয়; তারা এক মহা ভুল করেছেন। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে ফজরের আজানেই তা বলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "যখন তুমি সুবহে সাদেকের নামাজের জন্য প্রথম আজান দিবে, তখন বলবে 'আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাউম'।" আর এটি সুপরিচিত যে, নামাজের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগে নামাজের আজান হয় না; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যখন নামাজের সময় উপস্থিত হবে, তখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যেন আজান দেয়।" আর একে 'প্রথম আজান' বলা হয়েছে ইকামতকে বিবেচনায় রেখে; কারণ ইকামত হলো দ্বিতীয় আজান, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "প্রত্যেক দুই আজানের (আজান ও ইকামত) মাঝে নামাজ রয়েছে।"

সহীহ মুসলিমে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: "যখন ফজরের প্রথম আজান দেওয়া হতো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়াতেন, যতক্ষণ না মুয়াজ্জিন এসে তাঁকে ফজরের নামাজের সংবাদ দিতেন।" এটি একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, ফজরের প্রথম আজান ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পরেই হয়। আর রাতের শেষভাগে যে আজান দেওয়া হয়, তা ফজরের আজান নয়; বরং তা দেওয়া হয় নিদ্রিতদের জাগ্রত করার জন্য এবং ইবাদতে রতদের ফিরে আসার (বিশ্রাম বা সাহরি গ্রহণের) জন্য, যদি তা রমজান মাসে হয়। আজান প্রদান করা শ্রেষ্ঠ আমলগুলোর অন্তর্ভুক্ত এবং এটি ইমামতির চেয়েও উত্তম। অর্থাৎ সওয়াবের ক্ষেত্রে মুয়াজ্জিনের মর্যাদা ইমামের মর্যাদার চেয়েও বেশি। কারণ মুয়াজ্জিন আল্লাহর

মহিমা ও তাঁর একত্ববাদ ঘোষণা করেন, রাসুলের রিসালাতের সাক্ষ্য দেন এবং একইভাবে মানুষকে নামাজের দিকে আহ্বান করেন।

(ص: 30) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

والفلاح في اليوم والليلة خمس مرات أو أكثر والإمام لا يحصل منه ذلك والمؤذن لا يسمع صوته شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة ولهذا كان الأذان مرتبته في الشرع أعلى من مرتبة الإمامة فإن قال قائل إذا كان كذلك لماذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذن ولا الخلفاء الراشدون أجاب العلماء عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كانوا مشغولين بمصالح العباد لأنهم خلفاء أئمة يدبرون أمة الأمة والأذان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كالأذان في وقتنا الآن إذا أراد الإنسان أن يؤذن ليس عليه سوى أن ينظر إلى الساعة ويعرف الوقت حل أو لم يحل لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يراقبون الشمس ويتابعون الظل حتى يعرفوا أن الشمس قد زالت وكذلك أيضاً يراقبونها حتى يعرفوا أنها غربت ثم يراقبون الشفق ثم يراقبون الفجر ففيه صعوبة عظيمة؟ لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون لا يتولون الأذان لا لأن فضلة أقل من الإمامة ولكن لأنهم مشغولون بما هم فيه عن الأذان وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلته بأن الناس لو يعلمون ما فيه النداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهوا عليه لاستهوا سبحان الله معنى هذا أن الناس لو يعلمون ما في الأذان من فضل وأجر لكانوا يقتربون أيهم الذي يؤذن بينما الناس الآن مع الأسف يتدافعون هذا يقول أذن وهذا يقول بل أذن أنت

দিনে ও রাতে পাঁচবার বা তার অধিক সময় ‘সাফল্যের’ আহ্বান করা হয়, যা ইমামের মাধ্যমে সাধিত হয় না। মুয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বর যতটুকু দূরত্ব পর্যন্ত কোনো বৃক্ষ, প্রস্তর বা মাটির ঢিলা শুনতে পায়, কিয়ামতের দিন তারা সকলে তার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে। এই কারণেই শরীয়তের বিধানে আজানের মর্যাদা ইমামতের মর্যাদার চেয়েও উচ্চতর। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, বিষয়টি যদি এমনই হয়, তবে কেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন আজান দিতেন না? আলেমগণ এর উত্তরে বলেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন বান্দাদের নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যাপ্ত থাকতেন; কারণ তারা ছিলেন খলিফা ও ইমাম যারা উম্মতের সার্বিক বিষয়াদি পরিচালনা করতেন। তদুপরি, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগের আজান বর্তমান সময়ের মতো সহজ ছিল না। বর্তমানে কেউ আজান দিতে চাইলে তাকে কেবল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় হয়েছে কি না তা দেখে নিতে হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে সূর্য পর্যবেক্ষণ করতে হতো এবং ছায়ার দৈর্ঘ্য অনুসরণ করতে হতো যাতে সূর্যের ঢলে পড়া নিশ্চিত হওয়া যায়। একইভাবে সূর্যাস্ত নিশ্চিত করতে সূর্য পর্যবেক্ষণ, অতঃপর গোধূলির লাল আভা এবং ফজরের উদয়কাল পর্যবেক্ষণ করতে হতো, যা ছিল অত্যন্ত দুরূহ ও সময়সাপেক্ষ কাজ। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন আজানের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন না। এটি আজানের মর্যাদা ইমামতের চেয়ে কম হওয়ার কারণে নয়, বরং আজানের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ও উম্মাহর সেবামূলক কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আজানের ফজিলত বর্ণনা করে বলেছেন যে, মানুষ যদি জানত আজানের আহ্বানের মধ্যে কী পরিমাণ সওয়াব নিহিত রয়েছে, আর লটারি করা ব্যতীত যদি তা পাওয়ার কোনো উপায় না থাকত, তবে তারা অবশ্যই লটারি করত। সুবহানাল্লাহ! এর নিহিতার্থ হলো, আজানের প্রতিদান ও সওয়াব সম্পর্কে যদি মানুষের জ্ঞান থাকত, তবে কে আজান দেবে তা নির্ধারণের জন্য তারা নিজেদের মধ্যে লটারি করত। অথচ বর্তমানে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, মানুষ একে অপরকে দায়িত্ব এড়ানোর জন্য ঠেলে দেয়—একজন বলে আপনি আজান দিন, অন্যজন বলে বরং আপনিই দিন।

وهكذا فينبغي عليك إذا كنت في رحلة أن تحرص أن تكون أنت المؤذن لكن معلوم أن الرحلة لها أمير سواء سفر أو نزهة فإذا نصب الأمير شخصاً للأذان فليس لأحد أن يتقدم ويؤذن لأنه صار مؤذنًا راتباً وكذلك إذا قال لأحدهم أنت الإمام صار هو الإمام ولا أحد يتقدم عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن رجل رجلاً في سلطانه إلا بإذنه وفق الله الجميع لها فيه الخير والصواب

1034 - وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة رواه مسلم

1035 - وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فأرفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري

একইভাবে, আপনি যখন কোনো ভ্রমণে থাকবেন, তখন আপনার উচিত আযান দেওয়ার জন্য সচেষ্টিত হওয়া। তবে এটি জানা কথা যে, সফর বা প্রমোদভ্রমণ—যাই হোক না কেন—ভ্রমণের একজন আমীর বা নেতা থাকেন। সুতরাং আমীর যদি আযান দেওয়ার জন্য কোনো ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, তবে অন্য কারো পক্ষে সামনে এগিয়ে আযান দেওয়া উচিত নয়; কারণ সে-ই এখন নির্ধারিত মুয়াযযিন। অনুরূপভাবে, তিনি যদি কাউকে বলেন, "আপনি ইমাম", তবে তিনিই ইমাম হবেন এবং অন্য কেউ তাঁর আগে অগ্রসর হবে না। কারণ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "কোনো ব্যক্তি যেন অন্য কারো কর্তৃত্বাধীন স্থানে তার অনুমতি ব্যতীত ইমামতি না করে।" আল্লাহ তাআলা সকলকে কল্যাণ ও সঠিক পথের তাওফীক দান করুন।

১০৩৪ - হযরত মুআবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "কিয়ামতের দিন মুয়াযযিনগণ মানুষের মধ্যে দীর্ঘতম গ্রীবার অধিকারী হবেন।" (সহীহ মুসলিম)।

১০৩৫ - আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবি সা'সাআ থেকে বর্ণিত যে, আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে বলেছিলেন: "আমি দেখছি তুমি বকরি চড়ানো এবং মরুভূমি পছন্দ করো। তাই যখন তুমি তোমার বকরি নিয়ে থাকো বা মরুভূমিতে থাকো এবং নামাযের জন্য আযান দাও, তখন উচ্চস্বরে আযান দিও। কেননা, মুয়াযযিনের আযানের শব্দ যতদূর পৌঁছায়, কোনো জিন, মানুষ বা অন্য যা কিছুই তা শুনবে, তারা কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।" আবু সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: "আমি এটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট থেকে শুনেছি।" (সহীহ বুখারী)।

(ص: 32) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

[الشَّرْحُ]

هذان الحديثان ساقتهما المؤلف رحمه الله في (رياض الصالحين) في: باب فضل الأذان عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة إذا بعث الناس فإن المؤذنين يكون لهم ميزة ليست لغيرهم وهي أنهم أطول الناس أعناقاً فيعرفون بذلك تنويهاً لفضلهم وإظهار لشرفهم لأنهم يؤذنون ويعلنون بتكبير الله عز وجل وتوحيده والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة والدعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح يعلنونها من الأماكن العالية ولهذا كان جزاؤهم من جنس العمل أن تعلق رؤوسهم وأن تعلق وجوههم وذلك بإطالة أعناقهم يوم القيامة وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون مؤذناً حتى لو كان في نزهة هو وأصحابه فإنه ينبغي أن يبادر لذلك وقد سبق

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهْمُوا وَكَذَلِكَ مِنْ فَضِيلَةِ الْأَذَانِ مَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَا مِنْ إِنْسٍ وَلَا جِنٍّ وَلَا شَيْءٍ يَسْمَعُ صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ إِلَّا شَهِدَ لَهُ بِذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَذَا أَيْضًا مِنْ فَضَائِلِ الْأَذَانِ أَنَّ صَاحِبَهُ يَشْهَدُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَنَّهُ مِنَ الْمُؤَذِّنِينَ تَنْوِيهَا لِفَضْلِهِ بَيَانًا لثَوَابِهِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَذَانَ لَهُ فَضْلٌ عَظِيمٌ وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ مُؤَذِّنًا إِلَّا أَنَّهُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ مُؤَذِّنٌ رَاتِبٌ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَجَاوَزَهُ وَيُؤَذِّنَ

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) এই দুটি হাদীস 'রিয়াদুস সালাহীন' গ্রন্থের 'আযানের ফযীলত' অধ্যায়ে উপস্থাপন করেছেন। মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনগণ মানুষের মধ্যে দীর্ঘতম গ্রীবার অধিকারী হবে।" যখন মানুষকে পুনরুত্থিত করা হবে, তখন মুয়াজ্জিনদের এমন একটি বিশেষ মর্যাদা থাকবে যা অন্য কারো থাকবে না; আর তা হলো তারা হবে দীর্ঘতম গ্রীবার অধিকারী। এর মাধ্যমে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার এবং তাদের মর্যাদা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তাদেরকে চেনা যাবে। কারণ তারা মহান আল্লাহর মহত্ত্ব ও একত্ববাদের ঘোষণা দেয়, তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করে এবং উচ্চ স্থান থেকে সালাত ও সফলতার দিকে আহ্বান জানায়। আর একারণেই তাদের প্রতিদান তাদের কর্মের প্রকৃতি অনুযায়ী নির্ধারিত হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন তাদের গ্রীবা দীর্ঘ করার মাধ্যমে তাদের মস্তক ও মুখমণ্ডল সমুন্নত করা হবে। এটি প্রমাণ করে যে, মানুষের মুয়াজ্জিন হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হওয়া উচিত, এমনকি সে যদি তার বন্ধুদের সাথে কোনো ভ্রমণেও থাকে, তবে তার উচিত আযান দিতে আগ্রহী হওয়া। ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "মানুষ যদি জানত আযানের আহ্বানে কী (মর্যাদা) রয়েছে, অতঃপর লটারি করা ছাড়া তা পাওয়ার কোনো পথ না থাকত, তবে তারা অবশ্যই লটারি করত।" আযানের ফযীলত সম্পর্কে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আরও বর্ণনা করেছেন যে: "কোনো মানুষ, জিন কিংবা অন্য যা কিছুই মুয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বর শুনবে, কিয়ামতের দিন সে অবশ্যই তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।" এটিও আযানের অন্যতম

ফযীলত যে, কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনের সপক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হবে যে সে মুয়াজ্জিনদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা তার শ্রেষ্ঠত্ব ও পুরস্কারের বহিঃপ্রকাশ। সারকথা হলো, আযানের গুরুত্ব ও ফযীলত অপরিসীম এবং মানুষের উচিত মুয়াজ্জিন হওয়ার চেষ্টা করা; তবে কোনো স্থানে যদি নির্ধারিত মুয়াজ্জিন থাকে, তবে তাকে ডিঙিয়ে অন্য কারো জন্য আযান দেওয়া বৈধ নয়।

(ص: 33) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

عنه إلا إذا كان قد وكله أو ما أشبه ذلك يعني لا تظنوا أن الإنسان ينبغي له أن يبادر للمسجد ويؤذن قبل المؤذن الراتب لأن هذا عدوان عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه والله الموفق

1036 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب للصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدرى كم صلى؟ متفق عليه التثويب الإقامة

1037 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة رواه مسلم

...ব্যতিক্রম শুধু এই ক্ষেত্রে যে, যদি সে তাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে অথবা অনুরূপ কিছু হয়। অর্থাৎ, তোমরা এমনটি মনে করো না যে, কোনো ব্যক্তির জন্য সমীচীন হলো মসজিদে দ্রুত

পৌঁছে নির্ধারিত মুয়াযযিনের আগেই আযান দিয়ে দেওয়া; কারণ এটি তার অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কোনো ব্যক্তি যেন অন্য কোনো ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীন স্থানে তার অনুমতি ব্যতীত ইমামতি না করে।" আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১০৩৬ - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যখন সালাতের আযান দেওয়া হয়, তখন শয়তান পিঠ দেখিয়ে পলায়ন করে এবং বায়ু ত্যাগ করতে থাকে যাতে সে আযানের শব্দ শুনতে না পায়। যখন আযান শেষ হয়, তখন সে পুনরায় ফিরে আসে। আবার যখন সালাতের জন্য একামত (তাতউইব) দেওয়া হয়, তখন সে পুনরায় পলায়ন করে। যখন একামত শেষ হয়, তখন সে ফিরে এসে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে এবং বলতে থাকে—'অমুক কথা স্মরণ করো, অমুক কথা স্মরণ করো' যা ইতিপূর্বে তার স্মরণে ছিল না। এমনকি অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, ঐ ব্যক্তি আর বুঝতে পারে না সে কত রাকাত সালাত আদায় করেছে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। 'তাতউইব' অর্থ হলো একামত।

১০৩৭ - আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: "যখন তোমরা আযান শুনবে, তখন মুয়াযযিন যা বলে তোমরাও অনুরূপ বলো। এরপর আমার ওপর দরুদ পাঠ করো। কেননা, যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তার ওপর দশবার রহমত নাযিল করবেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহর কাছে আমার জন্য 'ওয়াসিলা' প্রার্থনা করো। আর 'ওয়াসিলা' হলো জালালের একটি সুউচ্চ মর্যাদা, যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্য হতে কেবল একজনের জন্যই নির্ধারিত। আমি আশা করি যে, আমিই হবো সেই ব্যক্তি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য 'ওয়াসিলা' প্রার্থনা করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত অবধারিত হয়ে যাবে।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث أيضاً في فضل الأذان منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط كراهة أن يسمع ذكر الله عز وجل وهذا هو معنى قوله تعالى من شر الوسواس الخناس الذي يخنس عند ذكر الله عز وجل ويختفي ويبعد لأن الشيطان أكره ما عنده عبادة الله وأبغض ما عنده من الرجال عباد الله وأحب ما يحب الشرك بالله عز وجل والمعاصي لأنه يأمر بالفحشاء {الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء} فيحب من الناس أن يأتوا ما لم يأمر الله به ويكره أن يأتوا ما أمر الله عز وجل فإذا أذن المؤذن ولي وأبعد عن مكان الأذان حتى يخرج بعيداً عن البلاد لئلا يسمع الأذان فإذا انتهى الأذان أقبل حتى يغوي بني آدم فإذا أقيمت الصلاة فإنه في حال الإقامة أيضاً يولي ويدبر ثم إذا فرغت الإقامة أقبل حتى يحول بين المرء وقلبه في صلاته يقول له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا

...

حتى لا يطيق المصلي وهذا أمر يشهد له الواقع فإن الإنسان أحياناً ينسى أشياء فإذا دخل في الصلاة فتح الشيطان عليه باب التذكر حتى جعل يذكرها ويذكر أن رجلاً جاء إلى أبي حنيفة رحمه الله وقال إنه استودع وديعة ونسيها فقال له اذهب فتوضأ فصل ركعتين وستذكرها ففعل الرجل فتوضأ ودخل في الصلاة فذكره إياها الشيطان وهذا أمر يشهد له الواقع

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসগুলোও আযানের ফজিলত সম্পর্কিত। এগুলোর মধ্যে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসটি অন্যতম যে, যখন মুয়াজ্জিন আযান দেয়, তখন শয়তান সশব্দে বায়ু নির্গত করতে করতে পশ্চাদপসরণ করে, যাতে সে মহান আল্লাহর জিকির শুনতে না পায়। আর এটাই মহান আল্লাহর এই বাণীর মর্ম: "আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে", যে মহান আল্লাহর জিকিরের সময় পিছিয়ে যায়, আত্মগোপন করে এবং দূরে সরে যায়। কারণ শয়তানের কাছে সবচাইতে অপ্রিয় বিষয় হলো আল্লাহর ইবাদত এবং তার কাছে মানুষের মধ্যে সবচাইতে

ঘৃণিত হলো আল্লাহর ইবাদতকারী বান্দাগণ। আর তার কাছে সবচাইতে প্রিয় বিষয় হলো মহান আল্লাহর সাথে শিরক করা ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া, কারণ সে অশ্লীলতার আদেশ দেয়— {শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়}। সুতরাং সে চায় মানুষ এমন কাজ করুক যা আল্লাহ নির্দেশ দেননি এবং সে ঘৃণা করে মানুষ ওইসব কাজ করুক যা মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। তাই যখন মুয়াজ্জিন আযান দেয়, তখন সে পিঠ ফিরিয়ে চলে যায় এবং আযানের স্থান থেকে দূরে সরে যায়, এমনকি সে জনপদ থেকেও দূরে চলে যায় যাতে আযান শুনতে না পায়। আযান শেষ হলে সে পুনরায় ফিরে আসে যাতে আদম সন্তানকে বিভ্রান্ত করতে পারে। আবার যখন নামাজের ইকামত দেওয়া হয়, তখন ইকামতের সময়ও সে পিঠ ফিরিয়ে পলায়ন করে। এরপর যখন ইকামত শেষ হয়, তখন সে পুনরায় ফিরে আসে এবং নামাজে থাকা ব্যক্তির ও তার অন্তরের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তাকে সে বলতে থাকে, "অমুক কথা মনে করো, অমুক কথা মনে করো, অমুক কথা মনে করো..." ...

এভাবে সে নামাজীকে বিভ্রান্ত করে তোলে। এটি এমন এক বিষয় বাস্তব জগত যার সাক্ষী। মানুষ অনেক সময় অনেক কিছু ভুলে যায়, কিন্তু যখন সে নামাজে দাঁড়ায়, শয়তান তার সামনে স্মৃতির দুয়ার খুলে দেয় এবং সে তা মনে করতে শুরু করে। বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি ইমাম আবু হানিফা (রহিমাহুল্লাহ)-এর কাছে এসে বললেন যে, তিনি একটি আমানত গচ্ছিত রেখেছিলেন কিন্তু তা ভুলে গেছেন। ইমাম সাহেব তাকে বললেন, "যাও, ওজু করো এবং দুই রাকাত নামাজ পড়ো, তবেই তোমার তা মনে পড়ে যাবে।" লোকটি তাই করল, ওজু করে নামাজে দাঁড়াল এবং শয়তান তাকে তা মনে করিয়ে দিল। এটি এমন এক বিষয় বাস্তব জগত যার সাক্ষী।

(ص: 35) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فائدتان عظيمتان 1 - بيان فضل الأذان وأنه يطرد الشياطين ولهذا استحباب الكثير من العلماء إذا ولد المولود أول ما يولد أن يؤذن في أذنه حتى يطرد الشيطان عنه

وبعضهم يقول: يؤذن في أذنه حتى يكون أول ما يسمع ذكر الله عز وجل وعلى كل حال فالأذان يطرد الشياطين ولكن هل إذا أذن الإنسان في غير وقت الأذان هل يطرد الشياطين؟ الله أعلم لكن ذكر الله على سبيل العموم يطرد الشياطين لأن معنى الخناس الذي يخنس عند ذكر الله عز وجل أما الحديث الثاني ففضيلته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا سبعا المؤذن أن نقول مثل ما يقول إذا قال الله أكبر نقول الله أكبر..

إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله نقول أشهد أن لا إله إلا الله إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله نقول أشهد أن محمدا رسول الله..

إلا حي على الصلاة حي على الفلاح فلا نقول لأننا نحن مدعوون والمؤذن داع فلا يصح أن نقول (حي على الصلاة) بعده لكننا نقول كلمة الاستعانة (لا حول ولا قوة إلا بالله) وهذه الكلمة تعني أننا عزمنا على الإجابة ولكننا نستعين بالله عز وجل ولهذا أقول إن هذه الكلمة كلمة استعانه تعين الإنسان على أموره وعلى صلاح أحواله ولهذا قال الرجل المؤمن في قصة صاحبي الجنتين قال لصاحبه {ولولا

এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য বলেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসে দুটি মহান উপকারের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন: ১- আযানের ফযীলত বর্ণনা করা এবং এটি যে শয়তানকে বিতাড়িত করে তা স্পষ্ট করা। এই কারণেই অনেক আলিম মুস্তাহাব মনে করেন যে, নবজাতক ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সর্বপ্রথম তার কানে আযান দেওয়া হবে যাতে তার থেকে শয়তানকে বিতাড়িত করা যায়। আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন: তার কানে আযান দেওয়া হয় যাতে তার শ্রুত প্রথম বিষয়টি যেন হয় মহান আল্লাহর যিকর। যাই হোক, আযান শয়তানকে বিতাড়িত করে; তবে মানুষ যদি আযানের নির্ধারিত সময় ব্যতিরেকে অন্য সময়ে আযান দেয়, তবে কি তা শয়তানকে বিতাড়িত করবে? আল্লাহই ভালো জানেন। তবে সাধারণভাবে আল্লাহর যিকর শয়তানকে বিতাড়িত করে, কারণ ‘খান্নাস’ শব্দের অর্থ হলো এমন সত্তা যে মহান আল্লাহর যিকরের সময় সংকুচিত হয়ে যায় বা পিছিয়ে যায়। আর দ্বিতীয় হাদীসটির ফযীলত হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা

যখন মুয়াজ্জিনের আযান শুনব, তখন সে যা বলে আমরাও অনুরূপ বলব। যখন সে বলে ‘আল্লাহু আকবার’, আমরাও বলব ‘আল্লাহু আকবার’..

যখন সে বলে ‘আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’, আমরাও বলব ‘আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’; যখন সে বলে ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’, আমরাও বলব ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’..

তবে ‘হাইয়া আলাস সালাহ’ এবং ‘হাইয়া আলাল ফালাহ’ এর ক্ষেত্রে আমরা তা বলব না; কারণ আমাদের আহ্বান করা হচ্ছে আর মুয়াজ্জিন হলেন আহ্বানকারী। সুতরাং মুয়াজ্জিনের পরে ‘হাইয়া আলাস সালাহ’ বলা সঠিক নয়, বরং আমরা সাহায্য প্রার্থনার বাক্য (লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ) বলব। এই বাক্যটির অর্থ হলো আমরা আহ্বানে সাড়া দেওয়ার সংকল্প করেছি কিন্তু আমরা মহান আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। এজন্যই আমি বলি যে, এই বাক্যটি হলো সাহায্যের বাক্য যা মানুষকে তার যাবতীয় বিষয়ে এবং অবস্থার সংশোধনে সহায়তা করে। এই কারণেই দুই উদ্যান অধিপতির কাহিনীতে মুমিন ব্যক্তিটি তার সঙ্গীকে বলেছিল {আর কেন নয়...

(ص: 36) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله { يعني لكان خيرا لك وسلمت جنتك من التلف فهذه الكلمة كلمة عظيمة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قال بلى قال لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا قال في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم نقول الصلاة خير من النوم وإذا قال الله أكبر قلنا الله أكبر وإذا قال لا إله إلا الله قلنا لا إله إلا الله ثم بعد ذلك نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نقول اللهم صل على محمد فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا ثم نسأل الله له الوسيلة اللهم رب

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد فإذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم وسألنا الله له الوسيلة حلت لنا الشفاعة يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة درجة عالية في الجنة أعلى ما يكون لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو أن أكون أنا هو وهذا الرجاء إن شاء الله تعالى سيكون محققا لأننا نعلم أن أفضل الخلق

“...যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করেছিলে, তখন কেন বললে না—‘আল্লাহ যা চেয়েছেন (তাহাই হইয়াছে), আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত আর কোনো শক্তি নাই’—অর্থাৎ ইহা তোমার জন্য কল্যাণকর হইত এবং তোমার বাগান ধ্বংস হওয়া হইতে রক্ষা পাইত। এই বাক্যটি অত্যন্ত মহিমান্বিত, এমনকি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবদুল্লাহ ইবনে কায়স আবু মুসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলিয়াছিলেন: ‘আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের মধ্য হইতে একটি ভাণ্ডারের সন্ধান দিব না?’ তিনি বলিলেন: ‘অবশ্যই।’ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন: ‘আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত (পাপ হইতে ফিরিবার) কোনো উপায় নাই এবং (ইবাদত করিবার) কোনো শক্তি নাই।’ অতঃপর যখন মুয়াজ্জিন ‘সালাতের দিকে এসো, সফলতার দিকে এসো’ বলেন, তখন আমরা বলি: ‘আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোনো উপায় ও শক্তি নাই।’ আর ফজরের সালাতের আজানে যখন তিনি বলেন ‘নিদ্রা হইতে সালাত উত্তম’, তখন আমরা বলি: ‘নিদ্রা হইতে সালাত উত্তম।’ যখন তিনি বলেন ‘আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ’, আমরা বলি ‘আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ’। যখন তিনি বলেন ‘আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নাই’, আমরা বলি ‘আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নাই’। অতঃপর আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি দরুদ পাঠ করি এবং বলি—‘হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।’ কেননা যে ব্যক্তি একবার তাঁহার প্রতি দরুদ পাঠ করে, আল্লাহ তাহার বিনিময়ে তাঁহার উপর দশবার রহমত নাজিল করেন। এরপর আমরা আল্লাহর নিকট তাঁহার জন্য ‘ওয়াসিলা’ প্রার্থনা করি—‘হে আল্লাহ, এই পরিপূর্ণ আহুন এবং প্রতিষ্ঠিত সালাতের প্রভু! মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ওয়াসিলা ও উচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং তাঁহাকে সেই প্রশংসিত স্থানে (মাকামে মাহমুদ) পৌঁছে দিন যাহার প্রতিশ্রুতি আপনি তাঁহাকে দিয়াছেন। নিশ্চয়ই আপনি

প্রতিশ্রুতির খেলাফ করেন না’। যখন আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি দরুদ পাঠ করি এবং আল্লাহর নিকট তাঁহার জন্য ওয়াসিলা প্রার্থনা করি, তখন আমাদের জন্য শাফায়াত বা সুপারিশ অবধারিত হইয়া যায়; অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুপারিশ। ওয়াসিলা হইল জান্নাতের একটি সুউচ্চ মর্যাদা, যাহা হইবে সর্বোচ্চ পর্যায়ের। ইহা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল একজনের জন্যই উপযোগী হইবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন: ‘আমি আশা করি যে আমিই সেই ব্যক্তি হইব।’ আর এই আশা ইনশাআল্লাহ তাআলা অবশ্যই পূর্ণ হইবে, কারণ আমরা জানি যে তিনি সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠ সত্তা...”

(ص: 37) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

عند الله محمد صلى الله عليه وسلم ولأن أمة محمد تدعو الله بذلك بعد كل أذان والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد كل الأمة تقول اللهم آت محمدا الوسيلة وأمة محمد جديرة بإذن الله إذا دعت أن يؤتي محمد الوسيلة أن يقبل الله منها ولهذا قال أرجو أن كون أنا هو إذن ينبغي لنا إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول حتى لو كنا نقرأ نقطع القراءة ونجيب المؤذن وإذا فرغنا نقبل على القراءة واختلف العلماء رحمهم الله فيها إذا كان الإنسان يصلي هل يتابع المؤذن فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم ولو كنت تصلي لأن الأذان ذكر لا يبطل الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ولا يستثن حالا من الأحوال ولكن أكثر العلماء يقولون إذا كنت تصلي لا تجب المؤذن لأن الصلاة فيها شغل خاص بها والأذان طويل يشغلك كثيرا عنها ولكن لو عطست وأنت تصلي فقل الحمد لله ما في مانع لأنها كلمة واحدة لا تشغلك عن الصلاة أما إجابة المؤذن طويلة فلا تجب المؤذن ولكن إذا فرغت من الصلاة فأجب المؤذن لأنك سكت

اشتغالا بصلاتك كذلك إذا كنت على قضاء الحاجة وأذن المؤذن فلا تجبه لأن هذا ذكر لكن إذا فرغت وخرجت من المرحاض أجب وقيل بل يجيبه بقلبه لكن هذا فيه نظر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول والمتابعة

আল্লাহর নিকট মুহাম্মাদ (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)-এর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। আর যেহেতু মুহাম্মাদ (সা.)-এর উম্মত প্রত্যেক আজানের পর আল্লাহর কাছে তাঁর জন্য সেই মাকামের প্রার্থনা করে, আর আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। সমগ্র উম্মত বলে: হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদকে ‘ওয়াসিলা’ দান করুন। আর মুহাম্মাদ (সা.)-এর উম্মত যখন এই দোয়া করে যে মুহাম্মাদকে যেন ওয়াসিলা দান করা হয়, তখন আল্লাহর অনুমতিক্রমে তারা এর যোগ্য হয় যে আল্লাহ তাদের পক্ষ থেকে তা কবুল করবেন। এজন্যই তিনি (রাসূলুল্লাহ) বলেছিলেন: "আমি আশা করি যে আমিই হব সেই ব্যক্তি।" সুতরাং যখন আমরা মুয়াজ্জিনকে আজান দিতে শুনব, তখন আমাদের উচিত সে যা বলে তদ্রূপ বলা; এমনকি আমরা যদি তখন কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকি, তবে তিলাওয়াত বন্ধ করে মুয়াজ্জিনের উত্তর দেওয়া উচিত এবং উত্তর দেওয়া শেষ হলে পুনরায় তিলাওয়াতে মনোনিবেশ করা উচিত। সালাতরত অবস্থায় মানুষ মুয়াজ্জিনকে অনুসরণ করবে কি না এ বিষয়ে উলামায়ে কেরাম (আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন) মতভেদ করেছেন। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেছেন: হ্যাঁ, আপনি সালাতরত থাকলেও উত্তর দিবেন; কারণ আজান হলো জিকির, যা সালাতকে বাতিল করে না। আর নবী (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) বলেছেন: "যখন তোমরা মুয়াজ্জিনকে শুনবে, তখন সে যা বলে তোমরাও তদ্রূপ বলো।" তিনি কোনো অবস্থাকেই এর থেকে ব্যতিক্রম করেননি। তবে অধিকাংশ আলিম বলেন, আপনি যখন সালাত আদায় করবেন তখন মুয়াজ্জিনের উত্তর দিবেন না; কারণ সালাতের নিজস্ব স্বতন্ত্র ব্যস্ততা রয়েছে, আর আজান দীর্ঘ যা আপনাকে সালাত থেকে অনেকাংশে বিচ্যুত করবে। তবে আপনি যদি সালাতরত অবস্থায় হাঁচি দেন, তবে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলুন, এতে কোনো বাধা নেই; কারণ এটি একটি ক্ষুদ্র বাক্য যা আপনাকে সালাত থেকে বিচ্যুত করবে না। কিন্তু মুয়াজ্জিনের উত্তর দেওয়া দীর্ঘ কাজ, তাই মুয়াজ্জিনের উত্তর দিবেন না। তবে যখন সালাত শেষ করবেন তখন মুয়াজ্জিনের উত্তর দিবেন; কেননা আপনি সালাতে ব্যস্ত থাকার কারণে তখন নীরব ছিলেন। অনুরূপভাবে, আপনি যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণরত থাকবেন এবং মুয়াজ্জিন আজান দিবে, তখন তাকে উত্তর দিবেন না; কারণ

এটি আল্লাহর জিকির। তবে যখন আপনি কাজ শেষ করে শৌচাগার থেকে বের হবেন, তখন উত্তর দিবেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, সে মনে মনে উত্তর দিবে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)-এর বাণী—"তোমরা তদ্রূপ বলো যা সে বলে"—এবং আজান অনুসরণের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই মতটি পর্যালোচনার দাবি রাখে।

(ص: 38) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

بالقلب ليست قولا كذلك لو سبعت عدة مؤذنين فهل تجيب كل مؤذن؟ نقول إذا كانوا يؤذنون في صوت واحد بمعنى أن يبدأ الثاني قبل أن يتم الأول فانشغل بالأول ولا عليك بالثاني أما إذا سبعت الثاني بعد انتهاء الأول فتابعه لأنه خير وهو داخل في عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول لكن العلماء رحمهم الله قيدوا هذا فيما لو لم يكن قد صلى فإن كان أذن وصلى ثم بعد ذلك سمع أذانا قالوا فلا يجبه لأنه غير مدعون بهذا الأذان هو أدى ما فرض عليه فلا يحتاج أن يتابع المؤذن ولكن في هذا القول نظر لأنه مخالف لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سبعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ولم يستثن شيئا وقولهم إنه غير مدعو بهذا الأذان نقول إنه غير مدعو به الآن لكن في المستقبل لابد أن يدعى للصلاة والأمر هنا سهل نقول أجب المؤذن ولو كنت قد صليت وأنت على خير ولا يضرك شيء والله الموفق

1038 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال إذا سبعت النداء فقولوا كما يقول المؤذن متفق عليه

এটি অন্তরের বিষয়, কোনো মৌখিক উচ্চারণ নয়। অনুরূপভাবে, আপনি যদি একাধিক মুয়াজ্জিনের আজান শুনতে পান, তবে কি আপনি প্রত্যেক মুয়াজ্জিনের জবাব দেবেন? আমরা

বলি, যদি তারা সমস্বরে আজান দেন—অর্থাৎ প্রথমজন শেষ করার আগেই দ্বিতীয়জন শুরু করেন—তবে আপনি প্রথম মুয়াজ্জিনের জবাব প্রদান করুন এবং দ্বিতীয়জনের আজান নিয়ে আপনার ব্যতিব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে প্রথমজন শেষ করার পর যদি আপনি দ্বিতীয়জনের আজান শুনতে পান, তবে তার অনুসরণ করুন (জবাব দিন); কেননা এটি একটি কল্যাণকর কাজ এবং এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর সাধারণ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত যে: "মুয়াজ্জিন যা বলে তোমরাও অনুরূপ বলো।" কিন্তু উলামায়ে কিরাম (রাহিমাহুমুল্লাহ) একে এই বিষয়ের সাথে সীমাবদ্ধ করেছেন যে, যদি ব্যক্তি সালাত আদায় না করে থাকেন। সুতরাং যদি তিনি আজান শুনে সালাত আদায় করে নেন এবং এরপর অন্য আজান শুনতে পান, তবে তাঁরা বলেন: তিনি এর জবাব দেবেন না; কারণ এই আজানের মাধ্যমে তাকে আহ্বান করা হচ্ছে না। তিনি তার ওপর অর্পিত ফরজ আদায় করে নিয়েছেন, তাই তার মুয়াজ্জিনের অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই মতটি পর্যালোচনার দাবি রাখে; কারণ এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর সাধারণ নির্দেশের পরিপন্থী: "যখন তোমরা মুয়াজ্জিনকে শুনতে পাও, তখন মুয়াজ্জিন যা বলে তোমরাও তা-ই বলো।" তিনি এখানে কোনো কিছুকে স্বতন্ত্র বা ব্যতিক্রম করেননি। আর তাদের এই বক্তব্য যে, তাকে এই আজানের মাধ্যমে ডাকা হচ্ছে না—এর উত্তরে আমরা বলি যে, বর্তমানে তাকে ডাকা না হলেও ভবিষ্যতে তো তাকে সালাতের জন্য অবশ্যই আহ্বান করা হবে। বিষয়টি এখানে সহজ; আমরা বলি, আপনি মুয়াজ্জিনের আজানের জবাব দিন—যদিও আপনি ইতিমধ্যে সালাত আদায় করে নিয়েছেন—এতে আপনি কল্যাণের ওপরই থাকবেন এবং এতে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১০৩৮ - আবু সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যখন তোমরা আজান শুনতে পাও, তখন মুয়াজ্জিন যা বলে তোমরাও তা-ই বলো।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

1039 - وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري

1040 - وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا والإسلام ديننا غفر له ذنبه رواه مسلم

1041 - وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث بقية باب فضل الأذان ساقها النووي رحمه الله في (رياض الصالحين) منها: قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ومنها من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة

১০৩৯ - জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আযান শোনার পর বলে: হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং সুপ্রতিষ্ঠিত সালাতের অধিপতি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ওসীলা ও ফযীলত দান করুন এবং তাঁকে সেই প্রশংসিত স্থানে (মাকামে মাহমুদ) পৌঁছে দিন যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাঁকে দিয়েছেন, কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার সুপারিশ অবধারিত হয়ে যাবে।" (বুখারী সংকলন করেছেন)

১০৪০ - সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের আযান শোনার সময় বলে: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহকে রব হিসেবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রাসূল হিসেবে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে সমুপস্থিত হয়েছি, তবে তার পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" (মুসলিম সংকলন করেছেন)

১০৪১ - আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না।" (আবু দাউদ ও তিরমিযী সংকলন করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী একে হাসান হাদীস বলেছেন)

[ব্যাখ্যা]

এই হাদীসগুলো আযানের ফযীলত অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশ যা ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ (রিয়াদুস সালিহীন) গ্রন্থে সংকলন করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: "যখন তোমরা আযান শুনবে, তখন মুয়াজ্জিন যা বলে তোমরাও অনুরূপ বলো।" এবং এর মধ্যে আরও রয়েছে: "যে ব্যক্তি আযান শোনার সময় বলবে: হে আল্লাহ, এই পরিপূর্ণ আহ্বানের রব..."

(ص: 40) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد ومنها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولا ومنها أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد فأما الحديث الأول فقد سبق الكلام عليه أنه ينبغي للإنسان إذا سمع النداء أن يقول مثل ما يقول المؤذن كما بينا من قبل وأما الحديث الثاني من قال حين يسمع النداء يعني وفرغ المؤذن كما دل عليه الحديث السابق إذا فرغ المؤذن فإنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم

مقاماً محموداً الذي وعدته اللهم رب هذه الدعوة التامة إنك لا تخلف الميعاد هي الدعوة إلى الصلاة والفلاح لأن ذلك من أتم ما يكون من الدعوات الصلاة القائمة يعني الصلاة التي ستقام لأن النداء إعلام بدخول وقت الصلاة أت محمداً الوسيلة والفضيلة يعني أعطه الوسيلة وهي درجة في الجنة أعلى ما يكون من درجاتها وهي للنبي صلى الله عليه وسلم والفضيلة يعني الميزة والرتبة العالية وقد حصل له ذلك وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته وقد وعده الله ذلك في قوله

...এবং প্রতিষ্ঠিত সালাত; মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে অসিলা ও ফজিলাত দান করুন এবং তাঁকে সেই মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্থান) উন্নীত করুন যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাঁকে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রতিশ্রুতির খেলাফ করেন না। এগুলোর মধ্যে আরও রয়েছে: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই; এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে ধীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে রাসূল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি। এগুলোর মধ্যে আরও অন্তর্ভুক্ত যে, আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দুআ কবুল করা হয় (তা ফিরিয়ে দেওয়া হয় না)। প্রথম হাদিসটির ব্যাপারে আলোচনা ইতিপূর্বেই অতিক্রান্ত হয়েছে যে, মানুষের উচিত আযান শোনার সময় মুয়াজ্জিন যা বলেন অনুরূপ বলা—যেমনটি আমরা আগে বর্ণনা করেছি। আর দ্বিতীয় হাদিসটির ক্ষেত্রে—যে ব্যক্তি আযান শোনার সময় পাঠ করবে, অর্থাৎ মুয়াজ্জিন আযান শেষ করার পর, যেমনটি পূর্ববর্তী হাদিস দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে যে, মুয়াজ্জিন আযান শেষ করলে আপনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর দরুদ পাঠ করবেন এবং তারপর বলবেন: 'হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের অধিপতি; মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে অসিলা ও ফজিলাত দান করুন এবং হে আল্লাহ! তাঁকে সেই মাকামে মাহমুদে পৌঁছে দিন যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাঁকে দিয়েছেন।' 'হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বানের অধিপতি; নিশ্চয়ই আপনি প্রতিশ্রুতির খেলাফ করেন না'—এখানে 'পরিপূর্ণ আহ্বান' বলতে সালাত ও সফলতার দিকে আহ্বানকে বোঝানো হয়েছে, কারণ এটিই হলো আহ্বানসমূহের মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ। 'প্রতিষ্ঠিত সালাত' বলতে সেই সালাতকে বোঝানো হয়েছে যা অচিরেই অনুষ্ঠিত হবে, কারণ আযান হলো সালাতের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার ঘোষণা।

'মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে অসিলা ও ফজিলাত দান করুন' অর্থ হলো তাঁকে 'অসিলা' দান করা; এটি জান্নাতের একটি সুউচ্চ স্তর যা জান্নাতের সকল স্তরের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং এটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য নির্ধারিত। আর 'ফজিলাত' অর্থ হলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও উচ্চ মর্যাদা, যা তিনি লাভ করেছেন। 'এবং তাঁকে মাকামে মাহমুদে পৌঁছে দিন যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাঁকে দিয়েছেন'—আল্লাহ তাআলা তাঁর বাণীতে তাঁকে সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

(ص: 41) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

ومن الليل فتتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ومن هذا المقام المحمود الشفاعة العظيمة فإن الناس يوم القيامة يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون في ذلك اليوم العظيم الذي مقداره خمسون ألف سنة في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر عارية أجسادهم حافية أقدامهم شاخصة عيونهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا يفر البرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. الشمس تدنو منهم قدر ميل ولا هناك عوج ولا أمت ولا ظل ولا بناء ولا شيء فيطلبون من يشفع لهم عند الله فيأتون آدم ثم نوحاً ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم ويشفع في هذا المقام يحمداه الأولون والآخرون لأن الناس كلهم في هذا المقام فإذا تعذر الأنبياء الكرام الكبار إبراهيم وموسى وعيسى ونوح وآدم أبو البشر ثم قام هذا النبي الكريم فشفع إلى الله فهنا يحمداه الأولون والآخرون وهذا من المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل ثم إن هذا الحديث رواه البخاري إلى قوله الذي وعده لكن قد صحت الزيادة إنك لا تخلف الميعاد فينبغي أن يقولها الإنسان لأنها صحيحة ولأن هذا دعاء المؤمنين {ربنا وآتتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحزننا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد}

আর রাত্রির একাংশে তাহাজ্জুদ আদায় করুন, যা আপনার জন্য এক অতিরিক্ত ইবাদত; শীঘ্রই আপনার প্রতিপালক আপনাকে প্রশংসিত স্থানে (মাকামে মাহমুদ) প্রতিষ্ঠিত করবেন। আর এই প্রশংসিত স্থানের অন্তর্ভুক্ত হলো মহান সুপারিশ (শাফায়াতে কুবরা)। কিয়ামতের দিন মানুষ এমন অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট ও দুশ্চিন্তার সম্মুখীন হবে যা তাদের সহ্যক্ষমতার বাইরে চলে যাবে। সেই মহাদিবসে, যার ব্যাপ্তি হবে পঞ্চাশ হাজার বছর, সকল মানুষ এক সমতলে অবস্থান করবে; আহ্বানকারীর ডাক তাদের সবার কানে পৌঁছাবে এবং দৃষ্টি সবাইকে পরিবেষ্টন করবে। তাদের দেহ হবে নগ্ন, পা হবে অনাবৃত এবং চোখ হবে স্থির। তারা নিজেদের জন্য কোনো লাভ বা লোকসানের মালিক হবে না। সেদিন মানুষ তার ভাই, মা, বাবা, স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকে পলায়ন করবে।

সূর্য তাদের অতি সন্নিকটে—এক মাইল দূরত্বে চলে আসবে। সেখানে কোনো বক্রতা, উচ্চতা, ছায়া, অটালিকা বা কিছুই থাকবে না। তখন মানুষ আল্লাহর দরবারে তাদের জন্য সুপারিশ করার মতো কাউকে খুঁজবে। তারা পর্যায়ক্রমে আদম, অতঃপর নূহ, অতঃপর ইবরাহীম, অতঃপর মূসা এবং ঈসা (আলাইহিমুস সালাম)-এর নিকট আসবে, যতক্ষণ না তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছাবে। তখন তিনি দণ্ডায়মান হবেন এবং সুপারিশ করবেন। এই অবস্থানে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষ তাঁর প্রশংসা করবে। যেহেতু সকল মানুষ এই অবস্থানে সমবেত থাকবে, তাই যখন মহান ও শ্রেষ্ঠ নবীগণ—ইবরাহীম, মূসা, ঈসা, নূহ এবং মানবজাতির পিতা আদম (আলাইহিমুস সালাম) অপারগতা প্রকাশ করবেন এবং এই সম্মানিত নবী দণ্ডায়মান হয়ে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবেন, তখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলে তাঁর প্রশংসা করবে। এটিই সেই প্রশংসিত স্থান (মাকামে মাহমুদ) যার ওয়াদা আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাঁকে দিয়েছেন। অতঃপর এই হাদীসটি ইমাম বুখারী ‘যা আপনি তাকে ওয়াদা করেছেন’ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন, তবে ‘নিশ্চয়ই আপনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না’ এই অতিরিক্ত অংশটুকুও সহীহ সূত্রে প্রমাণিত। সুতরাং এটি বলা মানুষের জন্য বাঞ্ছনীয়, কারণ এটি বিশুদ্ধ এবং এটি মুমিনদের দুআও বটে: {হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদের যা প্রদানের ওয়াদা করেছেন তা আমাদের দান করুন এবং কিয়ামতের দিন আমাদের লাঞ্ছিত করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না}।

فهو جل وعلا لا يخلف الميعاد لكمال صدقه وكمال قدرته جل وعلا وإخلاف الوعد إما أن يكون عن كذب من الوعد وإما أن يكون عن عجز منه والله جل وعلا أصدق القائلين وأقدر القادرين فهو سبحانه وتعالى وعد نبيه في قوله {عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً} وهو جل وعلا صادق في وعده قادر على تنفيذه أما من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله رضي الله عنه وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ورسولاً فهذه تقال إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله وكنت معه فقل هذا أما آخر الأحاديث ففيه الحث على الدعاء بين الأذان والإقامة وأن الدعاء بينهما حري بالإجابة فينبغي أن تنتهز هذه الفرصة لعل الله أن يستجيب لك والله الموفق

অতএব তিনি, প্রতাপশালী ও সুমহান, তাঁর সত্যবাদিতার পূর্ণতা এবং ক্ষমতার পূর্ণতার কারণে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। আর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হওয়া হয় হয় প্রতিশ্রুতিদাতার মিথ্যার কারণে, অথবা তার অক্ষমতার কারণে। অথচ আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা সর্বাধিক সত্যবাদী এবং সকল ক্ষমতাশীলের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। তিনি সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর নবীকে তাঁর এই বাণীতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন: "সম্ভবত তোমার রব তোমাকে মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে) অধিষ্ঠিত করবেন।" তিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতিতে সত্যবাদী এবং তা বাস্তবায়নে পূর্ণ সক্ষম। আর যে ব্যক্তি বলে: "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল; আমি আল্লাহর প্রতি রব হিসেবে, ইসলামের প্রতি দীন হিসেবে এবং মুহাম্মদের প্রতি নবী ও রাসূল হিসেবে সন্তুষ্ট হলাম"—এটি মূলত তখন বলতে হয় যখন মুয়াজ্জিন "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল" বলে এবং আপনি তার সাথে জওয়াব দেন, তখন এটি বলুন। আর শেষ হাদিসটির বিষয়বস্তু হলো আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে দোয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান; কেননা এই সময়ের দোয়া কবুল হওয়ার অধিক উপযোগী। সুতরাং এই

সুযোগটি গ্রহণ করা উচিত, সম্ভবত আল্লাহ আপনার দোয়া কবুল করবেন। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 43) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

باب فضل الصلوات

قال الله تعالى {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه (رياض الصالحين) باب فضل الصلوات الصلوات هي عبادات معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وهي أركان الإسلام بعد الشهادتين وأفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين وأنفع أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي صلة بين الإنسان وربّه لأن الإنسان يقوم بين يدي الله عز وجل يناجيه يقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدي عبدي {الرحمن الرحيم} فيقول الله أثني علي عبدي {ملك يوم الدين} فيقول الله مجدي عبدي {إياك نعبد وإياك نستعين} فيقول هذا بيني وبين عبدي نصفين {أهدنا الصراط المستقيم} هذا لعبدي ولعبدي ما سأل مجاورة مناجاة ثم هي أيضاً أفعال وأقوال كلها تعظيم من حين يبدأ الإنسان بقوله الله أكبر يعني أكبر من كل شيء علماً وسلطاناً وكبرياءً وجبروتاً وكل شيء السماوات السبع والأرضون السبع في كفه كخردلة في كف

সালাতসমূহের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচ্ছেদ

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: {নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে}

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) তাঁর গ্রন্থ 'রিয়াদুস সালেহীন'-এ 'সালাতসমূহের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচ্ছেদ' শিরোনামে বলেছেন যে, সালাত হলো সুপরিচিত কিছু ইবাদত, যা তাকবীরের মাধ্যমে শুরু হয় এবং সালামের মাধ্যমে শেষ হয়। শাহাদাতাইনের (কালিমা শাহাদাতের) পর এটি ইসলামের সবচেয়ে সুদৃঢ় স্তম্ভ, শাহাদাতাইনের পর এটি ইসলামের সর্বোত্তম স্তম্ভ এবং শাহাদাতাইনের পর এটি ইসলামের সবচেয়ে উপকারী স্তম্ভ। এটি মানুষ ও তার রবের মাঝে এক সেতুবন্ধন; কেননা মানুষ আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার সামনে দন্ডায়মান হয়ে তাঁর সাথে সংগোপনে কথোপকথন করে। সে যখন বলে: 'সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য', তখন আল্লাহ বলেন: 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল'। যখন সে বলে: {পরম করুণাময়, অতি দয়ালু}, তখন আল্লাহ বলেন: 'আমার বান্দা আমার গুণগান করল'। যখন সে বলে: {বিচার দিবসের মালিক}, তখন আল্লাহ বলেন: 'আমার বান্দা আমার মহিমা বর্ণনা করল'। যখন সে বলে: {আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং কেবল আপনারই সাহায্য চাই}, তখন আল্লাহ বলেন: 'এটি আমার এবং আমার বান্দার মাঝে দুই ভাগে বিভক্ত'। যখন সে বলে: {আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন}, তখন আল্লাহ বলেন: 'এটি আমার বান্দার জন্য, আর আমার বান্দা যা চেয়েছে তা সে পাবে'। এটি মূলত এক ঘনিষ্ঠ কথোপকথন। অতঃপর সালাত এমন কিছু কাজ ও কথার সমষ্টি যার পুরোটাই মহান আল্লাহর মহিমা বর্ণনা; যখন মানুষ 'আল্লাহু আকবার' (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) বলার মাধ্যমে এটি শুরু করে—যার অর্থ হলো তিনি জ্ঞান, রাজত্ব, মহিমা ও প্রতাপে সবকিছুর চেয়ে বড়। এমনকি সাত আসমান ও সাত জমিন তাঁর হাতের তালুতে একটি সরিষার দানার ন্যায়।

(ص: 44) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

أحدنا فكل هذه السماوات على عظمها يطويها بيمينه عز وجل ويقبض الأرض على كبرها كقبضة أحدنا بيده على الشيء ثم يناجيه بكلام ثم ينحني تعظيماً له بفعله

ويعظمه بلسانه يقول سبحان ربي العظيم ثم يرفع ثم يسجد وهذا الرفع من أجل الفصل بين ركن التعظيم وهو الركوع وركن الذل وهو السجود ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظّموا فيه الرب ثم يسجد لله ذلاً وخضوعاً فيضع أشرف ما به على مستوى أقدامه التي هي أسفل ما به يضع جبهته على الأرض ذلاً لله وخضوعاً لله عز وجل ثم يقول سبحان ربي الأعلى تنزيهاً لربه سبحانه وتعالى عن السفول كأنما يقول سبحان من تنزه عن السفول فكان أعلى فوق كل شيء فالصلاة عبادة عظيمة نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم حتى نعرف قدرها ويدلك على فضلها وعظمتها ومحبة الله لها أنه ما من فريضة فضت على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بواسطة الوحي إلا الصلاة فرضها الله على رسوله منه له مباشرة كلمه بها وفرضها عليه في أعلى مكان يصل إليه البشر وفرضها عليه في أشرف ليلة كانت لرسوله صلى الله عليه وسلم وهي ليلة المعراج وفرضها عليه عدداً كبيراً خمسين صلاة في اليوم واللييلة لأن الله يحبها ولأن ثوابها عظيم ولكن من لطف الله أن خففها حتى

আমাদের কারো মতো, এই বিশাল আসমানসমূহকে তাদের সমস্ত বিশালতা সত্ত্বেও মহান আল্লাহ তাঁর ডান হাতে গুটিয়ে নেবেন এবং এই বিশাল জমিনকেও তিনি মুষ্টিবদ্ধ করবেন, যেমন আমাদের কেউ কোনো বস্তুকে হাতের মুঠোয় নেয়। অতঃপর বান্দা তাঁর সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে একান্তে আলাপ করে, এরপর তাঁর মহিমা প্রকাশের উদ্দেশ্যে কর্মের মাধ্যমে মাথা নত করে এবং মুখেও তাঁর মহিমা ঘোষণা করে বলে, ‘পবিত্র আমার মহান প্রতিপালক’। এরপর সে মাথা উঠায় এবং সিজদাহ করে। এই মাথা উঠানো হলো মহিমা প্রকাশের রোকন অর্থাৎ ‘রুকু’ এবং চূড়ান্ত বিনয় প্রকাশের রোকন অর্থাৎ ‘সিজদাহ’-এর মধ্যে পার্থক্য করার জন্য। এ কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: ‘রুকুতে তোমরা রবের মহিমা বর্ণনা করো’। অতঃপর সে আল্লাহর প্রতি বিনয় ও আনুগত্য প্রদর্শন করে সিজদাহয় লুটিয়ে পড়ে। সে তার শরীরের সবচেয়ে সম্মানিত অঙ্গটিকে তার পায়ের সমতলে স্থাপন করে, যা তার শরীরের সবচেয়ে নিচের অংশ। সে মহান আল্লাহর প্রতি চূড়ান্ত বিনয় ও আনুগত্যের স্মারক হিসেবে তার কপাল মাটিতে রাখে। অতঃপর সে বলে, ‘পবিত্র আমার সর্বোচ্চ প্রতিপালক’। এর মাধ্যমে সে তার প্রতিপালক সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে সমস্ত নীচতা

ও হীনতা থেকে পবিত্র ঘোষণা করে। যেন সে বলছে, ‘পবিত্র সেই সত্তা যিনি সকল নীচতা থেকে মুক্ত এবং সবকিছুর ঊর্ধ্বে সমুন্নত’। সুতরাং সালাত এক মহান ইবাদত। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের জন্য এর দ্বার উন্মুক্ত করে দেন, যাতে আমরা এর প্রকৃত মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারি। সালাতের শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য এবং আল্লাহর নিকট এর প্রিয় হওয়ার প্রমাণ হলো—রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর সালাত ছাড়া অন্য সকল ফরজ বিধান ওহীর মাধ্যমেই অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু সালাত মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের ওপর সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যমে অর্পণ করেছেন। তিনি এটি এমন এক সর্বোচ্চ স্থানে ফরজ করেছেন যেখানে কোনো মানুষ পৌঁছাতে পেরেছে। তিনি এটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য নির্ধারিত সর্বশ্রেষ্ঠ রাত অর্থাৎ মি’রাজের রাতে ফরজ করেছেন। তিনি এটি দিনে ও রাতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত হিসেবে সংখ্যায় অনেক বেশি করে ফরজ করেছিলেন, কারণ আল্লাহ একে ভালোবাসেন এবং এর প্রতিদানও অত্যন্ত মহান। তবে এটি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি একে সহজ ও কমিয়ে দিয়েছেন যাতে...

(ص: 45) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

صارت خمس صلوات عن خمسين صلاة اللهم لك الحمد الصلاة لها ثمرات جليلة عظيمة منها: 1 - ما ذكره الله تعالى في الآية التي صدر المؤلف بها هذا الباب {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} الفحشاء: فواحش الذنوب كالزنا واللواط وما أشبهها والمنكر: ما دون ذلك الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.. لكن متى؟ إذا كانت صلاة مقامة على الوجه الأكمل ولهذا نجدنا كثيرا نصلي ولا نجد القلوب تتغير أو تكره الفحشاء أو المنكر أو يكون الإنسان بعد الصلاة خيرا منه قبلها لا نجد هذا لأن الصلاة التي نصليها ليست الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر وإلا فكلام الله حق ووعد صدق الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا كنت قد هيمت بذنب أو كان قلبك يميل إلى المعاصي فإنك إذا صليت انبجى ذلك كله لكن

بشرط أن تكون الصلاة التي تراد منك والتي تريدها أنت لله عز وجل صلاة أكمل ما يكون ولهذا يجب علينا ونسأل الله أن يعيننا يجب علينا أن نعتني بصلاتنا نكملها بقدر المستطاع بجميع أركانها وشروطها وواجباتها ومكملاتها فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر قال بعض السلف من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا نسأل الله العافية لأنها ليست الصلاة المطلوبة منا الصلاة المطلوبة منا أن تكون صلاة بمعنى الكلمة كان بعض السلف إذا دخل في

পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের পরিবর্তে এটি পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে পরিণত হলো। হে আল্লাহ, সকল প্রশংসা কেবল আপনারই জন্য। সালাতের অনেক সুমহান ও সুউচ্চ সুফল রয়েছে, যার মধ্যে একটি হলো: ১- আল্লাহ তাআলা সেই আয়াতে যা উল্লেখ করেছেন, যা দ্বারা লেখক এই অধ্যায়টি শুরু করেছেন: {নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে}। 'ফাহশা' বা অশ্লীলতা বলতে ব্যভিচার, সমকামিতা এবং এই জাতীয় জঘন্য পাপসমূহকে বোঝায়। আর 'মুনকার' বা মন্দ কাজ বলতে এর নিম্নস্তরের পাপসমূহকে বোঝায়। সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে...

কিন্তু কখন? যখন সালাত যথাযথ ও পরিপূর্ণরূপে কায়েম করা হয়। এই কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, আমরা প্রচুর সালাত আদায় করছি অথচ আমাদের হৃদয়গুলো পরিবর্তিত হচ্ছে না, কিংবা অশ্লীল ও মন্দ কাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করছে না, অথবা সালাতের পর মানুষের মাঝে সালাতপূর্ব অবস্থার চেয়ে কোনো উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। আমরা এমনটি খুঁজে পাই না কারণ আমরা যে সালাত আদায় করছি তা প্রকৃত অর্থে সেই সালাত নয় যা অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। অন্যথায় মহান আল্লাহর বাণী সত্য এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি অটল। সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে—যদি আপনি কোনো গুনাহের সংকল্প করে থাকেন অথবা আপনার অন্তর অবাধ্যতার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে আপনি যখন সালাত আদায় করবেন তখন সেই সবকিছুই মুছে যাবে। তবে শর্ত হলো, সেই সালাত হতে হবে আপনার কাছে যেমনটি কাম্য এবং আপনি মহান আল্লাহর জন্য যেমনটি করতে চান—অর্থাৎ সর্বোত্তম ও সুনিপুণ সালাত। এই কারণেই আমাদের ওপর আবশ্যিক—এবং আমরা আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি—আমাদের সালাতের প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া, সাধ্যানুসারে এর সমস্ত রুকন, শর্ত, ওয়াজিব ও পরিপূরক বিষয়গুলো পূর্ণ করা। কেননা এটিই অশ্লীল ও মন্দ

কাজ থেকে বিরত রাখে। সালাফদের কেউ কেউ বলেছেন: "যার সালাত তাকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখল না, তা দ্বারা আল্লাহর নিকট থেকে তার দূরত্বই কেবল বৃদ্ধি পেল।" আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। কারণ এটি সেই সালাত নয় যা আমাদের নিকট থেকে চাওয়া হয়েছে। আমাদের কাছে কাঙ্ক্ষিত সালাত হলো শব্দের প্রকৃত অর্থে সালাত। সালাফদের কেউ কেউ যখন সালাতে প্রবেশ করতেন তখন...

(ص: 46) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

صلاته لا يحس بشيء يغيب عن كل شيء إلا عن الله عز وجل حتى إن عروة بن الزبير رحمه الله وهو من فقهاء التابعين أصابت أحد أعضائه أكلة جروح تتقرح حتى تقضي على الجسم كله فقرر الأطباء أن تقطع رجله حتى لا تسري الأكلة إلى بقية البدن وكان في ذلك الوقت لا يوجد (بنج) فقال أمهلوني حتى أدخل في صلاتي فلما دخل في صلاته قطعوا رجله فلم يحس بها لأن قلبه منشغل مع الله والقلب إذا انشغل لا يحس بها يصيب البدن انظر إلى الحمالين مثلاً يحملون السيارة أو يفرغونها فيصاب أحدهم بجرح في يده أو قدمه مع التحميل ولا يحس به لأنه مشغول فإذا انتهى من العمل أحس بالجرح فالإنسان في صلاته لا بد أن يكون مع الله عز وجل لا يذهب قلبه يميناً وشمالاً كما هي العادة عند كثير منا ولا تتسلط الهواجس ولا الوسوس إلا إذا دخل الإنسان في الصلاة جاء الشيطان يقول له اذكر كذا..

اذكر كذا ...

افعل كذا لا تفعل كذا وهذا يخل بالصلاة ربما ينصرف الإنسان ما من صلاته شيء وإن كانت تبرأ الذمة لكن ما أدرك شيئاً منها وكان عمر رضي الله عنه يجهز جيشه في

الصلاة فأخذ البطالون من هذا أنه لا بأس أن الإنسان وهو في صلاته يوسوس وما إلى ذلك

সালাতে তিনি কিছুই অনুভব করতেন না, বরং মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছু থেকেই তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতেন। এমনকি তাবেয়ী ফকীহগণের অন্যতম উরওয়াহ ইবনুল যুবাইর (রাহিমাহুল্লাহ)-এর একটি অঙ্গে পচনশীল ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল, যা পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। চিকিৎসকরা তাঁর পা কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলেন যাতে সেই পচন শরীরের বাকি অংশে ছড়িয়ে না পড়ে। সেই সময় কোনো সংজ্ঞালোপকারী ওষুধ (অ্যানেস্থেসিয়া) ছিল না। তিনি বললেন, "আমি সালাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।" যখন তিনি সালাতে নিমগ্ন হলেন, তখন তারা তাঁর পা কেটে ফেলল, কিন্তু তিনি তা অনুভব করতে পারলেন না। কারণ তাঁর অন্তর আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন ছিল। আর অন্তর যখন মগ্ন থাকে, তখন শরীরের ওপর কী আপত্তি হচ্ছে তা সে টের পায় না। উদাহরণস্বরূপ মালবাহী শ্রমিকদের দিকে তাকান, যারা গাড়ি বোঝাই বা খালাস করার সময় হাতে বা পায়ে আঘাত পায়, কিন্তু কাজের ব্যস্ততায় তা অনুভব করতে পারে না; কাজ শেষ হলে তবেই সেই ক্ষত বা বেদনা অনুভব করে। মানুষের জন্য তার সালাতে মহান আল্লাহর সাথেই থাকা আবশ্যিক; তার অন্তর যেন ডানে-বামে তথা অন্য কোথাও না যায়, যেমনটি আমাদের অনেকের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কুমন্ত্রণা ও শয়তানের প্ররোচনা তখনই মানুষের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে যখন সে সালাতে প্রবেশ করে। শয়তান এসে তাকে বলতে থাকে, 'অমুক কথা স্মরণ করো...'

'অমুক কথা স্মরণ করো' ...

'এটা করো, ওটা করো না।' আর এটি সালাতে বিঘ্ন ঘটায়। সম্ভবত মানুষ তার সালাত শেষ করে অথচ তার সালাতের কোনো অংশই তার (আমলনামায়) অবশিষ্ট থাকে না; যদিও এর মাধ্যমে সে দায়মুক্ত হয় (অর্থাৎ ফরজ আদায় হয়ে যায়), কিন্তু সে সালাতের প্রকৃত ফল কিছুই অর্জন করতে পারে না। উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সালাতরত অবস্থায় তাঁর বাহিনী প্রস্তুত করতেন—এ কথা শুনে অলস ব্যক্তির একে অজুহাত হিসেবে গ্রহণ করেছে যে, সালাতে কুমন্ত্রণা বা অন্য চিন্তা আসাতে কোনো অসুবিধা নেই।

لكن تجهيز الجيش جهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله يجوز أن يدخل على الصلاة ولهذا نجد أن الله شرع للمسلمين صلاة الخوف فعمد رضي الله عنه يجهز جيشه في صلاته وهو حاضر القلب لم يذهب قلبه يميناً ولا شمالاً لأنه يعبد الله عز وجل وإن كان يجهز الجيش وهو يصلي فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر وأن يتقبل منا ومنكم إنه على كل شيء قدير

তবে সৈন্যবাহিনী সুসজ্জিত করা আল্লাহর পথে জিহাদ। আর আল্লাহর পথে জিহাদ সালাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া বৈধ। এই কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ মুসলিমদের জন্য ‘সালাতুল খাউফ’ (ভয়কালীন সালাত) বিধিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর সালাতের মধ্যেই সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করতেন; এমতাবস্থায় তিনি উপস্থিত হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন, তাঁর অন্তর ডানে বা বামে বিচ্যুত হতো না। কেননা তিনি মহান আল্লাহরই ইবাদত করছিলেন, যদিও তিনি সালাতরত অবস্থায় সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করছিলেন। আমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের ও আপনাদেরকে ঐসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন যাদের সালাত তাদেরকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের পক্ষ থেকে তা কবুল করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

L20/ باب فضل الصلوات

1042 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتيم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى

من درنه شيء؟ قالوا لا يبقي من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يبحو الله بهن الخطايا متفق عليه

1043 - وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم الغمر بفتح الغين المعجمة الكثير

1044 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات} فقال الرجل أي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم متفق عليه

1045 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات

নামাজের শ্রেষ্ঠত্ব অধ্যায়

১০৪২ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "তোমরা কি মনে করো, যদি তোমাদের কারো দরজার সামনে একটি নদী থাকে এবং সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তবে কি তার শরীরে কোনো ময়লা অবশিষ্ট থাকবে?" তারা বললেন, "তার শরীরে কোনো ময়লাই অবশিষ্ট থাকবে না।" তিনি বললেন: "পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের উদাহরণও তদ্রূপ; আল্লাহ এর মাধ্যমে পাপসমূহ মিটিয়ে দেন।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি/বুখারী ও মুসলিম)।

১০৪৩ - জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের উদাহরণ হলো তোমাদের কারো দরজার সামনে প্রবাহমান একটি গভীর নদীর মতো, যাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)। 'আল-গামর' (গাইন বর্ণে ফাতাহ বা জবর যোগে) অর্থ হলো প্রচুর পানি।

১০৪৪ - ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি এক নারীকে চুমু দিয়েছিল। এরপর সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বিষয়টি জানাল। তখন মহান আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করলেন: {আর তুমি দিনের দুই প্রান্তে এবং রাতের কিছু

অংশে নামাজ কায়েম করো; নিশ্চয়ই পুণ্যসমূহ পাপসমূহকে দূর করে দেয়}। লোকটি জিজ্ঞেস করল, "এটি কি কেবল আমার জন্য?" তিনি বললেন: "আমার সকল উম্মতের জন্য।"

(মুত্তাফাকুন আলাইহি/বুখারী ও মুসলিম)।

১০৪৫ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, নামাজসমূহ...

(ص: 49) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر رواه مسلم
1046 - وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله رواه مسلم هذه الأحاديث من فضائل الصلوات فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم بنهر غمر جار النهر الغمر: الكثير الباء الجاري: معروف ضد الراكد يغتسل منه الإنسان في اليوم خمس مرات فهل يبقى من وسخه شيء الجواب لا يبقى من وسخه شيء فهكذا الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا حتى يبقى الإنسان طاهراً نقياً من الخطايا ولكن كما أسلفنا فيما مضى أن هذا في الصلوات التي يتبها الإنسان ويحققها ويحضر قلبه ويشعر أنه يناجي الله سبحانه وتعالى فإذا تمت الصلاة على المطلوب حصل هذا الثواب العظيم وكذلك أيضاً من فضائل الصلوات الخمس أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما ما لم تغش الكبائر يعني ما لم

...পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং এক জুমা থেকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত সময়কাল তাদের মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের জন্য কাফফারা স্বরূপ, যতক্ষণ না কবির গুনাহে লিপ্ত হওয়া হয়। ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

১০৪৬ - উসমান ইবনে আফফান (রাডিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "যখন কোনো মুসলিম ব্যক্তির ফরয সালাতের সময় উপস্থিত হয়, অতঃপর সে তার ওয়ু, খুশু (একাগ্রতা) এবং রুকু সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে, তবে তা তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহের জন্য কাফফারা হয়ে যায়, যতক্ষণ না সে কোনো কবির গুনাহে লিপ্ত হয়। আর এটি সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য।" ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসগুলো সালাতের ফযিলত সংক্রান্ত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালাতকে একটি গভীর প্রবাহমান নদীর সাথে তুলনা করেছেন। গভীর নদী বলতে এমন নদীকে বোঝায় যাতে প্রচুর পানির প্রবাহ থাকে; আর প্রবাহমান শব্দটি স্থবির বা বদ্ধ শব্দের বিপরীত। মানুষ যদি তাতে দিনে পাঁচবার গোসল করে, তবে কি তার শরীরে কোনো ময়লা অবশিষ্ট থাকতে পারে? উত্তর হলো, তার শরীরে কোনো ময়লাই অবশিষ্ট থাকবে না। অনুরূপভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা গুনাহসমূহ এমনভাবে মুছে দেন যে মানুষ গুনাহ থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। তবে আমরা ইতিপূর্বে যেমনটি উল্লেখ করেছি, এটি কেবল সেই সালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা মানুষ পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করে, যথাযথভাবে সম্পাদন করে, অন্তরকে উপস্থিত রাখে এবং অনুভব করে যে সে মহান আল্লাহর সাথে নিভূতে কথোপকথন করছে। সুতরাং যখন সালাত কাঙ্ক্ষিত পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়, তখন এই মহান প্রতিদান অর্জিত হয়। তদ্রূপ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের আরও একটি ফযিলত হলো—পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং এক জুমা থেকে পরবর্তী জুমা তাদের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহ মোচনকারী হয়, যতক্ষণ না কবির গুনাহে লিপ্ত হওয়া হয়। অর্থাৎ যতক্ষণ না...

تفعل فالصلوات الخمس تكفر الصغائر لكن الكبائر لا فالغش مثلاً في المعاملات كبيرة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعله فقال من غش فليس منا فإذا صلى الإنسان الصلوات الخمس وهو غاش فإن الغش لا يكفر لأنه كبيرة من كبائر الذنوب الحلف الكاذب في السلعة هذا أيضاً من كبائر الذنوب ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المنان والمسبل والمنفق سلعته بحلف كاذب كذلك لو كان الإنسان ينزل ثوبه خيلاء فإن هذا من كبائر الذنوب فإنه لا يكفر عنه ذلك إذا صلى بل لو أنزله إلى أسفل من الكعب ولو لم يكن خيلاء فإنه من كبائر الذنوب فلا يغفر له بصلاته لأنه كبيرة الغيبة أيضاً من كبائر الذنوب فإذا اغتاب الإنسان رجلاً واحداً فقط بين صلاة الفجر والظهر مثلاً فإن صلاة الظهر لا تكفر هذه الغيبة لأنها من كبائر الذنوب ولو كانت مرة واحدة لرجل واحد والغيبة هي التي يسميها العوام السبابة يعني أن يذكر أخاه بما يكره

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সগিরা বা ছোট গুনাহসমূহ মোচন করে থাকে, কিন্তু কবিরা বা বড় গুনাহসমূহ নয়। উদাহরণস্বরূপ, লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রতারণা করা কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতারণাকারীর সাথে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করে বলেছেন: "যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।" অতএব, কোনো মানুষ যদি নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা সত্ত্বেও লেনদেনে প্রতারণা চালিয়ে যায়, তবে সেই সালাত তার প্রতারণার গুনাহ মোচন করবে না; কেননা এটি একটি কবিরা গুনাহ। পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে মিথ্যা শপথ করাও কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে এসেছে, তিন শ্রেণির ব্যক্তির সাথে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলা কথা বলবেন না, তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না; বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হলো: যে ব্যক্তি দানের পর খোঁটা দেয়, যে ব্যক্তি টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে এবং যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় করে। তদ্রূপ কোনো ব্যক্তি যদি অহংকারবশত কাপড় ঝুলিয়ে পরে, তবে তা কবিরা গুনাহ। এমতাবস্থায় সে সালাত আদায় করলেও এই গুনাহ মোচন হবে না। এমনকি যদি অহংকারবশত না-ও হয়, কেবল টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরাও কবিরা

গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, যা সালাতের মাধ্যমে ক্ষমাযোগ্য নয়। গীবত বা পরনিন্দাও কবির গুনাহের পর্যায়ভুক্ত। যদি কোনো ব্যক্তি ফজর ও যোহরের সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে মাত্র একজন ব্যক্তিরও গীবত করে, তবে যোহরের সালাত সেই গীবতের গুনাহ মোচন করতে পারবে না; কারণ এটি কবির গুনাহ, যদিও তা কেবল একবার এবং একজনের ক্ষেত্রেই হোক না কেন। গীবত বলতে তাই বোঝায় যা সাধারণ মানুষের প্রচলিত ভাষায় পরনিন্দা, অর্থাৎ আপন মুসলিম ভাই সম্পর্কে এমন কিছু উল্লেখ করা যা সে অপছন্দ করে।

(ص: 51) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال ذكرك أخاك بما يكره قال أرأيت إن كان فيه ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته والغيبة تختلف آثامها باختلاف آثارها وعواقبها فمثلاً اغتياب العلماء أشد من العوام واغتياب ولاية الأمور أشد من اغتياب من دونهم وبهذا نعرف أن هذه النشرات التي توزع بين الناس الآن من الغيبة وأن نشرها بين الناس من كبائر الذنوب وأن الإنسان يأثم بها إثماً عظيماً لأنها توجب أن يكره الناس من اغتیبوا فيها وأن يتردوا عليهم وتوجب أيضاً إيغار الصدور وإيقاظ الفتن فهي والعياذ بالله غيبة لولاية الأمور من أكبر الآثام في الغيبة فالذي ينشرها أو يصورها ويوزعها آثم فاعل كبيرة والعياذ بالله عليه إثمها وإثم كل من تأثر بها نسأل الله السلامة والعافية لأن هذه الأمور لا شك أنها داخله في الغيبة ذكرك أخاك بما يكره ثم ما مصدر هذا الكلام من قال إن هذا الكلام صحيح من يقول إنه صحيح ولذلك يوجد في بعض النشرات أشياء كذب ليست بصحيحة فتكون جامعة بين الغيبة والبهتان والعياذ بالله وثالثاً ماذا يترتب على نشر هذه الأوراق هل تصلح الأمور هل يقلع الناس عما وصفوا به في هذه النشرات؟ أبداً لا يزيد الأمر إلا شدة

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন: "তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কিছু বলা যা সে অপছন্দ করে।" বলা হলো: "আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তবে আপনার অভিমত কী?" তিনি বললেন: "তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবেই তুমি তার গীবত (পরনিন্দা) করলে। আর যদি তা তার মধ্যে বিদ্যমান না থাকে, তবে তুমি তাকে অপবাদ (বুহতান) দিলে।" গীবতের পাপ এর প্রভাব ও পরিণতির ভিন্নতার কারণে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, আলেমদের গীবত করা সাধারণ মানুষের গীবত করার চেয়ে অধিক গুরুতর। তেমনিভাবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের (উলুল আমর) গীবত করা তাদের অধস্তনদের গীবত করার চেয়ে অনেক বেশি জঘন্য। এর মাধ্যমেই আমরা বুঝতে পারি যে, বর্তমানে মানুষের মাঝে যেসব প্রচারপত্র (লিফলেট) বিতরণ করা হয়, সেগুলো গীবতের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের মাঝে এগুলো প্রচার করা কবির গুনাহের শামিল এবং এর মাধ্যমে মানুষ মারাত্মক পাপে লিপ্ত হয়। কারণ এর ফলে যাদের বিরুদ্ধে গীবত করা হয়েছে, তাদের প্রতি মানুষের মনে ঘৃণা সৃষ্টি হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্রবণতা তৈরি হয়। এটি অন্তরে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এবং ফিতনা জাগিয়ে তোলে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, এটি রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের গীবত যা গীবতের অন্তর্ভুক্ত সবথেকে বড় পাপসমূহের একটি। অতএব, যে ব্যক্তি এটি প্রচার করে, ফটোকপি করে বা বিতরণ করে, সে একজন পাপী এবং কবির গুনাহকারী। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, তার ওপর এর পাপ এবং এর দ্বারা যারা প্রভাবিত হবে তাদের সবার পাপ বর্তাবে। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও সুস্থতা প্রার্থনা করছি। কারণ এই বিষয়গুলো নিঃসন্দেহে গীবতের অন্তর্ভুক্ত, যা হলো— "তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কিছু বলা যা সে অপছন্দ করে।" তদুপরি, এসব কথার উৎস কী? কে বলেছে যে এই কথাগুলো সঠিক? কে একে সত্য বলে দাবি করে? এই কারণেই কিছু প্রচারপত্রে এমন সব মিথ্যা বিষয় পাওয়া যায় যা আদৌ সঠিক নয়; ফলে তা গীবত ও অপবাদের (বুহতান) এক নিকৃষ্ট সমন্বয়ে পরিণত হয়—আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

তৃতীয়ত, এই কাগজগুলো প্রচার করার ফলে কী অর্জিত হয়? বিষয়গুলো কি শুধরে যায়? মানুষ কি সেই সব কাজ থেকে বিরত হয় যা এই প্রচারপত্রগুলোতে বর্ণনা করা হয়েছে? কখনোই নয়, বরং এটি কেবল পরিস্থিতিতে আরও জটিল ও ভয়াবহ করে তোলে।

لذلك نرى أن توزيع مثل هذه النشرات في غيبة ولاية الأمور من كبائر الذنوب وأن الإنسان آثم إذا نشرها أو صورها أو وزعها بين الناس لما فيها من انطباق حقيقة الغيبة عليها ثم يتولد عليها مفسد عظيمة ليست كما لو اغتبت زيدا أو اعتبرا فالأمر يكون عليه شخصياً لكن هذا يترتب عليه أنه ضرر على المغتاب شخصياً وضرر على الأمن لأنه يوجب إيغار الصدور وكراهة ولاية الأمور فنحن نحذر من نشر هذه الأوراق ونرى أن من شارك في نشرها أو توزيعها فإنه آثم فاعل كبيرة من كبائر الذنوب ولو كنا نعلم أن الأمر ستصلح بمثل هذا لكان الأمر هيناً ولكن الأمور ما تزداد إلا كراهة لولاية الأمور وشراً مستطيراً نسأل الله عز وجل أن يجازي من نشرها بما يستحق إنه على كل شيء قدير

একারণে আমরা মনে করি যে, শাসকগোষ্ঠীর অগোচরে এ ধরনের লিফলেট বা প্রচারপত্র বিতরণ করা কবির গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কোনো ব্যক্তি যদি তা প্রচার করে, কপি করে কিংবা লোকালয়ে বিতরণ করে, তবে সে পাপিষ্ঠ হিসেবে গণ্য হবে। কারণ এর ওপর গীবত বা পরনিন্দার হুকুম পুরোপুরি প্রযোজ্য হয়। তদুপরি এর ফলে এমন ভয়াবহ অনিষ্ট ও ফিতনা সৃষ্টি হয়, যা সাধারণ কোনো ব্যক্তি—যেমন জায়েদ কিংবা আমরের—গীবত করার মতো নয়। ব্যক্তিগত গীবতের ক্ষেত্রে ক্ষতি কেবল সেই ব্যক্তির ওপরই বর্তায়; কিন্তু শাসকদের গীবত করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষতির পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর। কেননা এটি মানুষের অন্তরে ক্ষোভের সঞ্চার করে এবং উলুল আমর বা শাসকগোষ্ঠীর প্রতি ঘৃণার উদ্বেক ঘটায়। অতএব, আমরা এসব লিফলেট প্রচার করা থেকে সতর্ক করছি এবং আমরা মনে করি যে, যে ব্যক্তি এর প্রচার বা বিতরণে অংশগ্রহণ করবে, সে গুনাহগার এবং সে কবির গুনাহের অন্তর্ভুক্ত একটি মহাপাপ করল। আমরা যদি জানতাম যে এ ধরনের কর্মতৎপরতার মাধ্যমে পরিস্থিতির সংশোধন সম্ভব, তবে বিষয়টি লম্বু হতো; কিন্তু এর ফলে শাসকদের প্রতি ঘৃণা এবং সুদূরপ্রসারী অকল্যাণ ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি পায় না। আমরা মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর

নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন এর প্রচারকারীদের যথাযথ প্রতিফল দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(ص: 53) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

L20/ باب صلاة الصبح والعصر

1047 - عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى

البردين دخل الجنة متفق عليه البردان الصبح والعصر

1048 - وعن زهير بن عمار بن ربيعة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله

عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني

الفجر والعصر رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب فضل صلاة الصبح وصلاة العصر

هاتان الصلاتان تميزتا بفضل ليسا في غيرهما أما الفجر فقد قال الله تبارك وتعالى

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان

مشهودا يشهده الله وملائكته وهذه فضيلة عظيمة واختصت أيضاً بأنها مفصلة عن

الصلوات الخمس منفردة بوقتها فبينها وبين صلاة العشاء نصف الليل الأخير وبينها

وبين صلاة الظهر نصف النهار الأول لأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل ولا يمتد

إلى طلوع الفجر فإذا انتصف الليل خرج وقت صلاة العشاء وبقي

ফজরের নামায় ও আসরের নামায় অধ্যায়

১০৪৭ - আবু মুসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি দুই শীতল সময়ের নামায (আল-বারদাইন) আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। দুই শীতল সময়ের নামায হলো ফজর ও আসর।

১০৪৮ - উমারাহ ইবনে রুওয়াযবাহর পুত্র জুহাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "এমন কোনো ব্যক্তি কখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে নামায আদায় করেছে।" অর্থাৎ ফজর ও আসর। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালাহীন' গ্রন্থে বলেছেন: ফজরের নামায ও আসরের নামাযের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ক অধ্যায়। এই দুটি নামায এমন বিশেষ মর্যাদার অধিকারী যা অন্যগুলোতে নেই। ফজরের ব্যাপারে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেছেন: "সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম করুন এবং ফজরের কুরআন পাঠ (নামায) আদায় করুন; নিশ্চয়ই ফজরের কুরআন পাঠ প্রত্যক্ষ করা হয়।" আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ এটি প্রত্যক্ষ করেন এবং এটি একটি মহান ফযীলত। এটি এই দিক থেকেও স্বতন্ত্র যে, এটি অন্যান্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায থেকে বিচ্ছিন্ন এবং নিজস্ব সময়ে একক। কেননা এই নামায এবং ইশার নামাযের মাঝে রাতের শেষ অর্ধাংশ বিদ্যমান, আর এই নামায ও যোহরের নামাযের মাঝে দিনের প্রথম অর্ধাংশ বিদ্যমান। কারণ ইশার নামাযের ওয়াক্ত মধ্যরাতে শেষ হয়ে যায় এবং ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয় না। সুতরাং যখন মধ্যরাত পার হয়, তখন ইশার নামাযের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায় এবং অবশিষ্ট থাকে...

هذا النصف إلى الفجر ليس وقتاً لصلاة مفروضة لكنه وقت التهجد لمن وفقه الله عز وجل أما من طلع الشمس إلى زوال الشمس فليس أيضاً وقتاً لصلاة مفروضة وإنما هو وقت لصلاة مطلقة كصلاة الضحى وما أشبه ذلك فتميزت بأنها مشهودة وبأنها منفردة بوقتها لا يتصل بها ما قبلها ولا تتصل بها بعدها أما صلاة العصر فتميزت بأنها الصلاة الوسطى فإن الصلاة الوسطى بنص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر وتبيزت بأن الله تعالى نوه بفضلها وشرفها حيث خصها بالذكر بعد أن عمم فقال {حافظوا على الصلوات} هذا عام {والصلاة الوسطى} يعني صلاة العصر فخصها بالذكر لفضيلتها وهناك فضائل وميزات اشتركت فيها صلاة الفجر وصلاة العصر منها ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في هذا الباب 1 - أن من صلى البردين دخل الجنة والبردين هما صلاة الفجر وصلاة العصر لأن الفجر يأتي في براد الليل في آخره والعصر تأتي في براد النهار في آخره ولذلك قال قال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة 2 - وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني صلاة الفجر وصلاة العصر

মধ্যরাতের এই শেষার্ধ থেকে ফজর পর্যন্ত সময়টি কোনো ফরয সালাতের সময় নয়, বরং এটি তাহাজ্জুদ সালাতের সময় তাদের জন্য যাদের আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করেছেন। আর সূর্যোদয় থেকে সূর্য ঢলে পড়া (যাওয়াল) পর্যন্ত সময়টিও কোনো ফরয সালাতের সময় নয়, বরং এটি চাশতের সালাত বা এই জাতীয় সাধারণ নফল সালাতের সময়। সুতরাং (ফজর সালাত) এই বৈশিষ্ট্যে অনন্য যে, এটি ফেরেশতাদের উপস্থিতির সময় এবং এর সময়কাল স্বতন্ত্র; যার সাথে এর পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কোনো ফরয সালাতের সময় সংযুক্ত নয়। আর আসর সালাতের বিশেষত্ব হলো এটি ‘সালাতুল উসতা’ বা মধ্যবর্তী সালাত। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের সুস্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী ‘সালাতুল উসতা’ হলো আসরের সালাত। এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, আল্লাহ তাআলা এর ফযীলত ও মর্যাদা বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি সাধারণভাবে সকল সালাতের কথা বলার পর বিশেষভাবে একে উল্লেখ করে ইরশাদ করেছেন, {তোমরা সকল সালাতের প্রতি যত্নবান হও}—এটি একটি সাধারণ নির্দেশ, {এবং বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের}—অর্থাৎ আসরের সালাত।

এর ফযীলতের কারণেই তিনি একে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া এমন কিছু ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে যাতে ফজর ও আসরের সালাত উভয়ই অংশীদার। লেখক (রহিমাহুল্লাহ) এই অধ্যায়ে সেগুলোর কয়েকটি নির্দেশ করেছেন:

১. যে ব্যক্তি ‘বারদাইন’ বা দুই শীতল সময়ের সালাত আদায় করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর ‘বারদাইন’ হলো ফজর ও আসরের সালাত। কারণ ফজর রাতের শেষ ভাগের শীতল সময়ে এবং আসর দিনের শেষ ভাগের শীতল সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। একারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি দুই শীতল সময়ের সালাত আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

২. অনুরূপভাবে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, এমন কোনো ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না যে সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে সালাত আদায় করে; অর্থাৎ ফজর ও আসরের সালাত।

(ص: 55) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

ففي الأول إثبات دخول الجنة وفي الثاني انتفاء دخول النار فيكون هذا كقوله تعالى { فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز } نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على الصلوات والصلاة الوسطى وأن يحرمنّا على النار ويدخلنا الجنة إنه على كل شيء قدير

1049 - وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فأنظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء رواه مسلم

1050 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة

العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون متفق عليه

1051 - وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم

প্রথমোক্ত অংশে জান্নাতে প্রবেশের প্রমাণ এবং দ্বিতীয় অংশে জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতির বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে; ফলে এটি মহান আল্লাহর এই বাণীর অনুরূপ: "যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হয়েছে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে, সে-ই সফলকাম।" আমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের ও আপনাদেরকে সালাতসমূহ এবং বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের প্রতি যত্নশীলদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং আমাদের জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন ও জান্নাতে প্রবেশ করান। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

১০৪৯ - জুনদুব বিন সুফিয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি ভোরের সালাত আদায় করল, সে আল্লাহর জিম্মায় (নিরাপত্তায়) থাকল। সুতরাং হে আদম সন্তান! লক্ষ্য রেখো, আল্লাহ যেন তাঁর জিম্মাদারির কোনো বিষয়ের জন্য তোমাদের নিকট কৈফিয়ত তলব না করেন।" (মুসলিম)

১০৫০ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "তোমাদের নিকট রাতের ফেরেশতারা এবং দিনের ফেরেশতারা পালান্ধ্রমে যাতায়াত করেন। তারা ফজর ও আসরের সালাতে একত্রিত হন। অতঃপর যারা তোমাদের নিকট রাত কাটিয়েছেন তারা যখন উর্ধ্বে আরোহণ করেন, তখন মহান আল্লাহ তাদের জিজ্ঞাসা করেন—যদিও তিনি তাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত—'তোমরা আমার বান্দাদের কী অবস্থায় রেখে এলে?' তারা বলেন, 'আমরা যখন তাদের ছেড়ে এসেছি তখন তারা সালাতরত ছিল এবং যখন তাদের নিকট গিয়েছিলাম তখনও তারা সালাতরত ছিল।'" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

১০৫১ - জারীর বিন আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম...

فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا متفق عليه وفي رواية فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة

1052 - وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله رواه البخاري

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث في بيان فضيلة صلاة الفجر وصلاة العصر فمنها الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر فهو في ذمة الله عز وجل يعني في عهده وأمانة فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء يعني لا تغدوا ولا تعملوا عملاً سيئاً فيطالبكم الله تعالى بما عهد به إليكم وهذا دليل على أن صلاة الفجر كالفتاح لصلاة النهار بل لعمل النهار كله وأنها كالمعاهدة مع الله بأن يقوم العبد بطاعة ربه عز وجل ممثلاً لأمره مجتنباً لنهييه ومن فضائل صلاة الفجر والعصر 1 - أن الله سبحانه وتعالى وكل بالعباد ملائكة معقبات يتعاقبون فينا

এরপর তিনি পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে যেমন তোমরা এই চাঁদটিকে দেখতে পাচ্ছ; তাঁকে দেখতে তোমরা কোনো ভিড়ের বা কষ্টের সম্মুখীন হবে না। অতএব, সূর্যোদয়ের আগের সালাত এবং সূর্যাস্তের আগের সালাত যেন তোমাদের ওপর বিজয়ী হতে না পারে (অর্থাৎ যেন কোনোভাবেই তা ছুটে না যায়)—যদি তোমরা তা করতে সক্ষম হও, তবে অবশ্যই তা আদায় করো।” (বুখারি ও মুসলিম)। অন্য এক বর্ণনায় আছে: “তিনি চতুর্দশ রজনীর চাঁদের দিকে তাকালেন।”

১০৫২ - বুরাইদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আসরের সালাত ছেড়ে দিল, তার আমল বিনষ্ট হয়ে গেল।” (বুখারি)

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসগুলো ফজর ও আসরের সালাতের ফজিলত বর্ণনার ক্ষেত্রে। এর মধ্যে প্রথম হাদিসটি হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করল, সে আল্লাহর জিম্মায় (নিরাপত্তায়) রয়েছে।” অর্থাৎ আল্লাহর অঙ্গীকার ও আশ্রয়ে। “অতএব আল্লাহ যেন তাঁর জিম্মার বিষয়ে তোমাদের কাছে কোনো কৈফিয়ত তলব না করেন।” অর্থাৎ তোমরা সীমা লঙ্ঘন করো না এবং কোনো মন্দ কাজ করো না, যার ফলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের কাছে সেই অঙ্গীকারের বিষয়ে জবাবদিহি চান যা তিনি তোমাদের সাথে করেছেন। এটি এই বিষয়ের প্রমাণ যে, ফজরের সালাত দিনের সালাতসমূহের জন্য বরং সারা দিনের সমস্ত আমলের জন্য একটি চাবিকাঠি স্বরূপ। আর এটি আল্লাহর সাথে এমন এক চুক্তির মতো যে, বান্দা তার রবের আনুগত্য করবে, তাঁর আদেশ পালন করবে এবং নিষেধ থেকে বিরত থাকবে। ফজর ও আসর সালাতের ফজিলতসমূহের মধ্যে রয়েছে: ১- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বান্দাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এমন কিছু ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন যারা পর্যায়ক্রমে আমাদের কাছে গমনাগমন করেন।

(ص: 57) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

يحفظوننا من أمر الله عز وجل يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر ثم يصعد
الذين باتوا فينا إلى الله عز وجل فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي يسألهم
ذلك إظهاراً لشرف العباد وتنوياً بفضلهم وليس خفاء عليه لأنه يعلم السر وأخفى
لكن لإظهار فضيلتهم يسألهم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون

وتركناهم وهم يصلون لأنهم يأتون في أول الليل وأول النهار فيتعاقبون في صلاة
 الفجر وصلاة العصر هؤلاء ينزلون وهؤلاء يصعدون وقيد الله سبحانه وتعالى وقت
 صعودهم ونزولهم بهاتين الصلاتين لفضلهما لأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى
 وصلاة الفجر هي الصلاة المشهودة 2 - ومن ذلك أيضاً ما رواه جرير بن عبد الله
 البجلي رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القبر ليلة
 البدر ليلة الرابع عشر فقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا
 القبر يعني يوم القيامة يراه المؤمنون في الجنة كما يرون القبر ليلة البدر ليس
 المعنى أن الله مثل القبر لأن الله ليس كمثله شيء بل هو أعظم وأجل عز وجل وقد
 قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه حجاب النور لو كشفه لأحرقت سبحات
 وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه لكن المراد من المعنى تشبيه الرؤية بالرؤية
 فكما أننا نرى القبر ليلة

তারা মহান আল্লাহর নির্দেশে আমাদের হিফায়ত করেন। তারা ফজর ও আসরের সালাতে
 একত্রিত হন। অতঃপর যারা আমাদের মাঝে রাত অতিবাহিত করেছিলেন, তারা মহান আল্লাহর
 নিকট আরোহণ করেন। এরপর আল্লাহ তাদের জিজ্ঞাসা করেন—অথচ তিনি তাদের সম্পর্কে
 সম্যক অবগত—"তোমরা আমার বান্দাদের কী অবস্থায় রেখে এসেছ?" তিনি তাদের এই প্রশ্ন
 করেন বান্দাদের মর্যাদা প্রকাশের উদ্দেশ্যে এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরার জন্য; বিষয়টি তাঁর
 নিকট গোপন থাকার কারণে নয়, কেননা তিনি তো গোপন ও অতি গোপন সব কিছুই জানেন।
 কিন্তু তাদের ফযীলত প্রকাশের জন্যই তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা আমার বান্দাদের কী
 অবস্থায় রেখে এসেছ?" তখন তারা বলেন, "আমরা যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম, তখন তারা
 সালাত আদায় করছিল এবং আমরা যখন তাদের ছেড়ে এসেছি, তখনও তারা সালাত আদায়
 করছিল।" কারণ ফেরেশতারা রাতের শুরুতে এবং দিনের শুরুতে আগমন করেন। এভাবে
 ফজর ও আসরের সালাতে তাদের পালাবদল ঘটে; একদল অবতরণ করেন এবং অন্যদল
 আরোহণ করেন। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা এই দুই সালাতের ফযীলতের কারণে
 ফেরেশতাদের আরোহণ ও অবতরণের সময়কে এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। কেননা

আসরের সালাত হলো মধ্যবর্তী সালাত (সালাতুল উস্তা) এবং ফজরের সালাত হলো সাক্ষ্যদানের সালাত (সালাতুল মাশহুদা)।

২ - এর অন্তর্ভুক্ত সেই বর্ণনাটিও যা জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ছিলেন। তখন তিনি চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমার রাতের চাঁদের দিকে তাকালেন। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের রবকে দেখতে পাবে যেমন এই চাঁদটিকে দেখছ।" অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মুমিনগণ জান্নাতে আল্লাহকে দেখতে পাবেন, যেমন তারা পূর্ণিমার রাতের চাঁদ দেখতে পায়। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ চাঁদের মতো; কেননা আল্লাহর সদৃশ কোনো কিছুই নেই। বরং তিনি অতি মহান ও মহিমান্বিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, "নূর বা জ্যোতিহ হলো তাঁর পর্দা। তিনি যদি সেই পর্দা উন্মোচন করে দিতেন, তবে তাঁর চেহারার মাহাত্ম্য ও তেজ তাঁর দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত সৃষ্টিকুলের সবকিছুকে জ্বালিয়ে ছাই করে দিত।" তবে এই বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো দেখার অবস্থাকে দেখার অবস্থার সাথে তুলনা করা (অর্থাৎ দেখার বিষয়টি নিশ্চিত করা)। যেমন আমরা পূর্ণিমার রাতে চাঁদকে দেখতে পাই...

(ص: 58) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

البدر رؤية حقيقية ليس فيها اشتباه فإننا سنرى ربنا عز وجل كما نرى هذا القمر رؤية حقيقية بالعين دون اشتباه واعلم أن ألد نعيم وأطيب نعيم عند أهل الجنة أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم هو النظر إلى وجه الله فلا شيء يعدله ولهذا قال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فسرهما النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله الحسنى اسم تفضيل مؤنث يقابله أحسن في المذكر فالزيادة زيادة على الأحسن وهي النظر إلى وجه الله عز وجل فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما ذكر أننا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل

طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا والمراد من قوله استطعتم ألا تغلبوا على صلاة أي على أن تأتوا بهما كاملتين ومنها أن تصلي في جماعة إن استطعتم ألا تغلبوا على هذا فافعلوا وفي هذا دليل على أن المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر من أسباب النظر إلى وجه الله عز وجل وياً لها من قيبة عظيمة حافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر تنظر إلى وجه الله يوم القيامة في جنات النعيم 3 - من فضائل صلاة العصر خاصة أن من تركها فقد حبط عمله لأنها عظيمة وقد استدل بهذا بعض

পূর্ণিমার চাঁদ দেখা যেমন একটি বাস্তব বিষয় যাতে কোনো অস্পষ্টতা নেই, তেমনি আমরাও আমাদের মহান ও পরাক্রমশালী প্রতিপালককে চাক্ষুষভাবে দেখব, যে দেখায় কোনো প্রকার সংশয় থাকবে না। জেনে রাখুন, জান্নাতবাসীদের নিকট সবচেয়ে সুস্বাদু ও সর্বোত্তম নিয়ামত হলো মহান আল্লাহর চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত করা—আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাকে এবং আপনাদেরকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন—এর সমতুল্য আর কিছুই হতে পারে না। এই কারণেই মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: "যারা কল্যাণকর কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ (জান্নাত) এবং আরও অধিক (জিয়াদাহ)।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, 'জিয়াদাহ' বা অতিরিক্ত বিষয়টি হলো আল্লাহর মহিমাম্বিত চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত করা। 'আল-হুসনা' শব্দটি হচ্ছে একটি স্ত্রীলিঙ্গবাচক অতিশয়ত্ববোধক বিশেষ্য, যার পুংলিঙ্গ হলো 'আহসান'। সুতরাং এই 'অতিরিক্ত' বিষয়টি হলো সেই সর্বোত্তম প্রাপ্তির (জান্নাতের) অতিরিক্ত পাওয়া, আর তা হলো মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত করা। পূর্ণিমার রাতে আমরা যেভাবে চাঁদ দেখি সেভাবে আমাদের প্রতিপালককে দেখার বিষয়টি উল্লেখ করার পর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "যদি তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয় যে, সূর্যোদয়ের আগের সালাত (ফজর) এবং সূর্যাস্তের আগের সালাত (আসর) আদায়ে তোমরা পরাজিত হবে না, তবে তোমরা তা-ই করো।" তাঁর এই বাণী "সালাত আদায়ে যেন তোমরা পরাজিত না হও" এর অর্থ হলো—যাতে তোমরা এই দুই সালাতকে পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করতে পারো। আর এর একটি দিক হলো জামাআতের সাথে সালাত আদায় করা; যদি তোমরা এই বিষয়ে সক্ষম হও যে তোমাদের ওপর অন্য কোনো কিছু প্রবল হয়ে বাধা দেবে না, তবে তোমরা তা-ই করো। এর মধ্যে এই বিষয়ের প্রমাণ রয়েছে যে, ফজর ও আসর সালাতের নিয়মিত যত্ন নেওয়া হলো মহান ও

পরাক্রমশালী আল্লাহর চেহারার দর্শন লাভের অন্যতম মাধ্যম। আর এটি কতই না মহান এক মর্যাদা! আপনি ফজর ও আসর সালাতের হিফায়ত করুন, তবেই কিয়ামতের দিন আপনি নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে আল্লাহর চেহারার দিকে তাকাতে পারবেন। ৩ - বিশেষভাবে আসর সালাতের অন্যতম ফযীলত হলো, যে ব্যক্তি এটি ত্যাগ করে তার আমলসমূহ বিনষ্ট হয়ে যায়; কারণ এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি সালাত। আর এই বিষয়ের আলোকে কোনো কোনো আলিম দলীল পেশ করেছেন যে...

(ص: 59) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

العلماء على أن من ترك صلاة العصر كفر لأنه لا يحبط الأعمال إلا الردة كما قال تعالى {ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون} وقال تعالى {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} فيقول بعض العلماء صلاة العصر خاصة من تركها فقد كفر وكذلك من ترك بقية الصلوات عموماً فقد كفر وهذا القول ليس ببعيد من الصواب لأن حبوط العمل لا يكون إلا بالكفر والردة ففي هذا دليل على عظم شأن هذه الصلاة صلاة العصر ولذلك نص الله على المحافظة عليها من بين سائر الصلوات فقال {حافظوا على الصلوات والصلوات الوسطى} يعني صلاة العصر {وقوموا لله قانتين}

বিদ্বানগণ এই মত পোষণ করেন যে, যে ব্যক্তি আসরের সালাত ত্যাগ করবে সে কুফরি করল; কারণ ধর্মত্যাগ (ইরতিদাদ) ব্যতীত অন্য কোনো কিছু আমলসমূহকে বিনষ্ট করে না। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেন: {আর যদি তারা শিরক করত, তবে তারা যা আমল করত তা অবশ্যই তাদের জন্য নিষ্ফল হয়ে যেত}। মহান আল্লাহ আরও বলেন: {আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যাবে এবং কাফির অবস্থায় মারা যাবে, তবে দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের আমলসমূহ নিষ্ফল হয়ে যাবে; আর তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তারা সেখানে

চিরকাল থাকবে}। তাই কোনো কোনো আলেম বলেন, বিশেষভাবে যে ব্যক্তি আসরের সালাত ত্যাগ করবে সে কুফরি করল, তদ্রূপ সাধারণভাবে অন্যান্য সালাত বর্জনকারীও কুফরি করল। এই অভিমতটি সঠিক হওয়া থেকে দূরে নয়; কারণ আমল নিষ্ফল হওয়া কেবল কুফরি ও ধর্মত্যাগের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। সুতরাং এর মধ্যে এই সালাত অর্থাৎ আসরের সালাতের সুমহান মর্যাদার প্রমাণ নিহিত রয়েছে। এই কারণেই আল্লাহ তাআলা অন্যান্য সালাতের মধ্য থেকে বিশেষভাবে এটি সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন: {তোমরা সালাতসমূহের এবং বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের (অর্থাৎ আসরের সালাত) রক্ষণাবেক্ষণ কর; এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াও}।

(ص: 60) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

باب فضل المشي إلى المساجد

1053 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى

المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح متفق عليه

1054 - وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت

من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة

والأخرى ترفع درجة رواه مسلم

1055 - وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا

أبعد من المسجد منه وكانت لا تخطئه صلاة فقل له لو اشتريت حماراً لتركبه في

الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي

ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم

1056 - وعن جابر رضي الله عنه قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما يسرنا أنا كنا

মসজিদের দিকে হেঁটে যাওয়ার ফযীলত পরিচ্ছেদ

১০৫৩ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি সকালে অথবা সন্ধ্যায় মসজিদের দিকে গমন করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে মেহমানদারির সামগ্রী প্রস্তুত করেন যতবার সে সকালে অথবা সন্ধ্যায় যাতায়াত করে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

১০৫৪ - তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি নিজ ঘরে পবিত্রতা অর্জন করে, অতঃপর আল্লাহর ঘরসমূহের কোনো একটির দিকে আল্লাহর ফরযসমূহের কোনো একটি ফরয আদায়ের উদ্দেশ্যে হেঁটে যায়, তার পদক্ষেপগুলোর একটি পাপ মোচন করে এবং অন্যটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

১০৫৫ - উবাই ইবনে কাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আনসারদের মধ্যে একজন ব্যক্তি ছিলেন, আমার জানামতে মসজিদের থেকে তাঁর চেয়ে বেশি দূরবর্তী ঘর আর কারো ছিল না। অথচ তাঁর কোনো সালাত জামাআত থেকে বাদ পড়ত না। তাঁকে বলা হলো, "আপনি যদি একটি গাধা ক্রয় করতেন, তবে আপনি অন্ধকারে এবং প্রচণ্ড উত্তপ্ত বালুকার ওপর তার পিঠে সওয়ার হয়ে আসতে পারতেন।" তিনি বললেন, "আমার বাড়ি মসজিদের পাশে হওয়া আমাকে আনন্দিত করবে না। আমি চাই যে আমার মসজিদের দিকে হেঁটে আসা এবং যখন আমি আমার পরিবারের নিকট ফিরে যাই, তখন আমার সেই ফিরে যাওয়াটাও যেন আমার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়।" তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য এই সবই একত্রিত (কবুল) করেছেন।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

১০৫৬ - জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মসজিদের আশপাশের ভূমিগুলো খালি হয়ে গিয়েছিল। তখন বনু সালিমা গোত্র মসজিদের কাছে স্থানান্তরিত হতে চাইল। এ সংবাদ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি তাদের বললেন: "আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে তোমরা মসজিদের নিকটবর্তী স্থানে চলে আসতে

চাচ্ছ?" তারা বলল, "হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তা ইচ্ছা করেছি।" তিনি বললেন: "হে বনু সালিমা! তোমরা তোমাদের ঘরগুলোতেই অবস্থান করো, তোমাদের পদচিহ্নসমূহ লিপিবদ্ধ করা হবে; তোমরা তোমাদের ঘরগুলোতেই অবস্থান করো, তোমাদের পদচিহ্নসমূহ লিপিবদ্ধ করা হবে।" তখন তারা বলল, "আমরা (আগে থেকে মসজিদের কাছে) থাকলে আমাদের জন্য এত আনন্দের বিষয় হতো না।"

(ص: 61) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

تحولنا رواه مسلم وروى البخاري معناه من رواية أنس

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب فضل المشي إلى المساجد المشي للمساجد يعني الصلاة فيها والمشي إلى المساجد يكون لأسباب متعددة مثلاً لحضور درس قراءة القرآن إصلاح شيء فيها أو غير ذلك لكن من جاء إلى المساجد للصلاة فهذا المقصود من هذا الباب ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح كتب الله له نزلاً في الجنة كلباً غداً أو راح غداً يعني ذهب في الصباح راح يعني ذهب في العشي بعد الزوال فإنه يكتب له نزلاً في الجنة كلباً غداً أو راح ونحن والله الحمد نغداً إلى المساجد ونروح في كل يوم وليلة خمس مرات فيكتب للإنسان نزل في الجنة يعني ضيافة في الجنة هذه من فضائل المشي إلى المساجد ومن فضائلها أيضاً أن الإنسان إذا تطهر في بيته وخرج إلى المسجد لا يخرج إلا للصلاة ففي الحديث الذي ساقه المؤلف هنا أنه لا يخطو خطوة

إلا رفع الله له بها درجة والخطوة الثانية يحط عنه خطيئة لكن في حديث آخر أنه لا يخطو

আমরা স্থানান্তরিত হলাম। এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারি আনাস (রা.)-এর সূত্রে এর সমার্থবোধক বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) তাঁর 'রিয়াদুস সলিহীন' গ্রন্থে বলেছেন, 'মসজিদসমূহের দিকে হেঁটে যাওয়ার ফজিলত' সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। মসজিদের দিকে হাঁটা বলতে সেখানে সালাত আদায় করাকে বোঝানো হয়েছে। মসজিদের দিকে যাওয়া বিভিন্ন কারণে হতে পারে, যেমন—দরসে উপস্থিত হওয়া, কুরআন তিলাওয়াত করা, মসজিদের কোনো কিছু মেরামত করা বা অন্য কিছু। কিন্তু যারা সালাতের জন্য মসজিদে আসে, মূলত সেটিই এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য। আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “যে ব্যক্তি সকালে বা সন্ধ্যায় মসজিদের দিকে যায়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে মেহমানদারির ব্যবস্থা করেন, যতবার সে সকালে বা সন্ধ্যায় যাতায়াত করে।” ‘গাদা’ মানে হলো সকালবেলা যাওয়া, আর ‘রাহা’ মানে হলো সূর্য ঢলে পড়ার পর বা শেষ বিকেলে যাওয়া। সুতরাং সে যতবার সকালে বা বিকেলে মসজিদে যায়, তার জন্য জান্নাতে একটি মেহমানদারি লিপিবদ্ধ করা হয়। আমরা আল্লাহর শুকরিয়া যে, দিনে ও রাতে পাঁচবার মসজিদে যাতায়াত করি, ফলে মানুষের জন্য জান্নাতে 'নুজুল' অর্থাৎ মেহমানদারি লিপিবদ্ধ করা হয়। এটি মসজিদে গমনের ফজিলতসমূহের অন্যতম। এর আরেকটি ফজিলত হলো, মানুষ যখন তার ঘরে পবিত্রতা অর্জন করে এবং মসজিদের দিকে বের হয়, আর সালাত ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য তাকে বের করে না, তখন লেখক এখানে যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাতে বলা হয়েছে যে, তার প্রতিটি কদমের বিনিময়ে আল্লাহ তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং অন্য কদমের বিনিময়ে তার একটি পাপ মোচন করেন। তবে অন্য হাদিসে এসেছে যে, সে কোনো কদম ফেলে না...

خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فيكتسب في الخطوة الواحدة رفع الدرجة وحط الخطيئة بشرط أن يتوضأ في بيته ويسبغ الوضوء ثم يخرج إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة فهذا له بكل خطوة يخطوها أن يرفع الله له بها درجة ويحط عنه خطيئة وهذه نعم عظيمة من الله عز وجل ومن فوائد ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يأتي إلى المسجد ماشياً ويرجع ماشياً فهو الأفضل ودليل ذلك قصة الأنصاري الذي كان بعيد الدار ف قيل له لو اشتريت حماراً تركبه في الظلماء والرمضاء فقال لا فأنا أحتسب على الله خطيئة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب الله لك ذلك كله فدل ذلك على أن المجيء إلى المسجد على القدمين أفضل من المجيء على مركوب لأنه يحسب لك أجر الخطأ ولكن إذا كان الإنسان معذوراً فلا بأس أن يأتي بالسيارة وخطوة السيارة دورة لعجلتها إذا دار عجلها دورة واحدة فهذه خطوة لأنه عند دوراته يرتفع الذي بأش الأرض ثم يدور حتى يرجع ثانية إلى الأرض فهو كرفع القدم من الأرض ثم وضعها مرة ثانية فإذا كان الإنسان معذوراً فلا بأس أن يأتي بالسيارة وهذا أيضاً من فضائل المشي إلى المساجد أن الله تعالى يكتب للإنسان الخطوات كلها ذهب وكلما رجع

প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে মহান আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তার গুনাহ মোচন করেন। ফলে সে একটি মাত্র পদক্ষেপের মাধ্যমেই মর্যাদা বৃদ্ধি এবং গুনাহ খণ্ডন—উভয়ই লাভ করে। তবে এর শর্ত হলো, সে নিজ ঘরে অত্যন্ত যত্নসহকারে উত্তমরূপে ওয়ু করবে এবং অতঃপর কেবল সালাতের উদ্দেশ্যেই মাসজিদের দিকে বের হবে। এমতাবস্থায় তার প্রতিটি কদমের বিনিময়ে আল্লাহ তার একটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন এবং একটি গুনাহ মিটিয়ে দেবেন। এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশাল নিআমত। এর একটি শিক্ষা হলো, মানুষের জন্য মাসজিদে হেঁটে আসা এবং হেঁটে বাড়ি ফেরা উচিত, কারণ এটিই শ্রেষ্ঠতর। এর প্রমাণ হলো সেই আনসারী সাহাবীর ঘটনা, যাঁর ঘর ছিল মাসজিদ থেকে অনেক দূরে। তাকে

বলা হলো, "আপনি যদি একটি গাধা ক্রয় করতেন, তবে তা অন্ধকার রাতে এবং প্রখর উত্তাপে সওয়ারি হিসেবে ব্যবহার করতে পারতেন।" তিনি বললেন, "না, বরং আমি আল্লাহর নিকট আমার প্রতিটি পদক্ষেপের প্রতিদান প্রত্যাশা করি।" তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "আল্লাহ তোমার জন্য সেই সবটুকুই লিখে রেখেছেন।" এটি একথাই প্রমাণ করে যে, মাসজিদে পায়ে হেঁটে আসা কোনো যানবাহনে চড়ে আসার চেয়ে উত্তম; কারণ এতে কদমের সওয়াব গণনা করা হয়। তবে মানুষ যদি ওয়রগ্রস্ত বা অপারগ হয়, তবে গাড়িতে করে আসাতে কোনো অসুবিধা নেই। আর গাড়ির ক্ষেত্রে চাকার প্রতিটি পূর্ণ আবর্তন একটি পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হবে। কারণ চাকা যখন ঘোরে, তখন ভূমির সংস্পর্শে থাকা অংশটি উপরে উঠে যায় এবং পুনরায় ঘুরে মাটিতে ফিরে আসে; যা ঠিক পা মাটি থেকে উপরে তুলে পুনরায় মাটিতে রাখার সদৃশ। সুতরাং ব্যক্তি ওয়রগ্রস্ত হলে গাড়িতে আসাতে কোনো দোষ নেই। এটিও মাসজিদে গমনের অন্যতম ফযীলত যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের যাওয়া এবং ফিরে আসা— উভয় সময়েরই প্রতিটি কদম বা পদক্ষেপের পুণ্য লিখে রাখেন।

(ص: 63) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

ومما يدل أيضاً على فضل المشي إلى المساجد ولو بعدت حديث جابر في بني سلمة يقول خلا ما حول المسجد يعني من المنازل فأراد بنو سلمة أن يأتوا المسجد ويقربوا منه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ذلك قالوا نعم أردنا أن نتحول لنقرب من المسجد فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم يعني الزموا دياركم ولا تقربوا تكتب آثاركم فدل هذا على أنه كلما كان منزل الإنسان أبعد من المسجد فإنه أكثر أجراً لأنه قال تكتب آثاركم ولكن لا يعني هذا أن الإنسان يتقصد أن ينزل بعيداً من المسجد لكن إذا قدر إلا يصلي إلا في المكان البعيد أو كانت ديار قوم أو ما أشبه ذلك فإنه يكتب آثاره فدل ذلك على فضيلة المشي إلى

المساجد وفضل الله واسع وعطاؤه كثير يعطي على العمل القليل الأجر الكثير نسأل
الله لنا ولكم من فضله العظيم

1057 - وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن
أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها مشى فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى
يصل إليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصل إليها ثم ينام متفق عليه

মসজিদের দিকে হেঁটে যাওয়ার ফযীলত সম্পর্কে আরও যা প্রমাণ করে—তা যদি দূর থেকেও হয়—তাহলো বনু সালামাহ গোত্র সম্পর্কিত জাবির (রা.)-এর হাদীস। তিনি বলেন, মসজিদের চারপাশের জায়গা খালি হয়ে গিয়েছিল (অর্থাৎ ঘরবাড়ি ছিল না), তখন বনু সালামাহ মসজিদের নিকটে চলে আসতে চাইলেন। এই সংবাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছালে তিনি তাদের এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তারা বললেন, হ্যাঁ, আমরা মসজিদের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য স্থান পরিবর্তন করতে চেয়েছি। তখন তিনি বললেন, হে বনু সালামাহ! তোমরা তোমাদের নিজেদের অবস্থানেই থাকো, তোমাদের পদচিহ্নগুলো লিপিবদ্ধ করা হবে। অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের নিজেদের বাড়িতেই অবস্থান করো এবং (মসজিদের) নিকটে চলে এসো না, তোমাদের পদচিহ্নগুলো লেখা হবে। এটি প্রমাণ করে যে, মানুষের ঘর মসজিদ থেকে যত দূরে হবে, তার প্রতিদান তত বেশি হবে। কারণ তিনি বলেছেন, 'তোমাদের পদচিহ্নগুলো লিপিবদ্ধ করা হবে'। তবে এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ ইচ্ছা করে মসজিদ থেকে দূরে অবস্থান করার সংকল্প করবে; বরং যদি বিষয়টি এমন হয় যে সে দূরবর্তী স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও সালাত আদায় করতে পারছে না, অথবা সেটি কোনো সম্প্রদায়ের মূল ভূখণ্ড হয় বা অনুরূপ কিছু হয়, তবে তার পদচিহ্নগুলো গণনা করা হবে। এটি মসজিদের দিকে হেঁটে যাওয়ার ফযীলত নির্দেশ করে। আর আল্লাহর অনুগ্রহ প্রশস্ত এবং তাঁর দান প্রচুর; তিনি অল্প আমলের বিনিময়ে অনেক প্রতিদান দান করেন। আমরা আমাদের এবং আপনাদের জন্য আল্লাহর মহান অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।

১০৫৭ - আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: সালাতে মানুষের মধ্যে সওয়াবের দিক থেকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হলো সেই ব্যক্তি, যার হাঁটার পথ সবচেয়ে বেশি দূরবর্তী, তারপর যে তার চেয়েও দূরবর্তী। আর যে ব্যক্তি সালাতের অপেক্ষায় থাকে যাতে ইমামের সাথে তা আদায় করতে পারে, সে ওই ব্যক্তির চেয়ে বেশি

সওয়াবের অধিকারী যে (একাকী) সালাত আদায় করে অতঃপর ঘুমিয়ে পড়ে। (বুখারী ও মুসলিম)।

(ص: 64) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

1058 - وعن بريده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة رواه أبو داود الترمذي

1059 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاراة وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط رواه مسلم

1060 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله عز وجل {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر} الآية رواه الترمذي وقال حديث حسن

[الشَّرْحُ]

هذه بقية الأحاديث في فضل المشي إلى المساجد ذكر الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم

১০৫৮ - বুরাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “অন্ধকারে মসজিদের দিকে পদব্রজে গমনকারীদের কিয়ামতের দিন পূর্ণ নূরের সুসংবাদ দাও।” এটি আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

১০৫৯ - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আমি কি তোমাদের এমন বিষয়ের সংবাদ দেব না, যার মাধ্যমে আল্লাহ পাপসমূহ মোচন করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন?” তাঁরা বললেন: “অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল!” তিনি বললেন: “কষ্টের সময়েও পূর্ণাঙ্গভাবে ওয়ু করা, মসজিদের দিকে অধিক পদচারণা করা এবং এক সালাতের পর অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষা করা; এটাই হলো রিবাত (প্রহরা), এটাই হলো রিবাত।” এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

১০৬০ - আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যখন তোমরা কোনো ব্যক্তিকে মসজিদে যাতায়াত করতে অভ্যস্ত দেখবে, তখন তার ঈমানের সাক্ষ্য দাও।” আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেছেন: {নিশ্চয়ই তারাই আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে...} শেষ পর্যন্ত আয়াত। এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি একটি হাসান হাদীস।

[ব্যাখ্যা]

এগুলো মসজিদে গমনের ফযীলত সম্পর্কিত অবশিষ্ট হাদীসসমূহ। প্রথম হাদীসটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সালাতে সওয়াবের দিক থেকে মানুষের মধ্যে সবচাইতে বড় প্রতিদান পাবেন সেই ব্যক্তি, যার ঘর সবচাইতে দূরে।

(ص: 65) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

ممشى فأبعدهم وذلك لما سبق من أن الإنسان إذا تطهر في بيته وخرج إلى المسجد لا يخرج به إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه خطيئة ولا تزال الملائكة تصلي عليه مادام في مصلاه فإذا كان بيتك بعيدا عن المسجد ولم يمنعك البعد من حضور الجماعة فإنك أعظم أجرا من القريب لأن القريب ليس له

عذر يسهل عليه الوصول للمسجد أما البعيد فقد يكون له شيء من العذر لبعده
ومع ذلك يتجشم البعد ويأتي إلى المسجد ويصلي مع الجماعة فكان هذا أفضل ثم
ذكر أن الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أفضل من الذي يصلي ثم ينام
وهذا في صلاة العشاء فإن الم شروع في صلاة العشاء أن تؤخر إلى ثلث الليل لأن
النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ذات يوم وقد مضى عامة الليل وقال أنه
لوقتها لولا أن أشق على أمتي فهذا الذي صلى وحده ونام لأنه يشق عليه أن ينتظر
صلاة الجماعة لكونهم يؤخرونها نقول له إذا انتظرت وصليت مع الجماعة فهو أفضل
وأما إذا كان الإمام يصلي على العادة فإنه لا يجوز للإنسان أن يصلي ثم ينام لأن
صلاة الجماعة واجبة حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هبت أن آمر
بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب
لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار

চলার পথ—সুতরাং তাদের মাঝে যারা অধিক দূর থেকে আসে (তাদের সওয়াব বেশি)। আর
এটি এ কারণে যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, মানুষ যখন তার ঘরে পবিত্রতা অর্জন করে এবং
মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয় এবং কেবল নামাজই তাকে বের করে, তবে তার প্রতিটি
পদক্ষেপের বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং একটি পাপ মোচন
করেন। আর ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে যতক্ষণ সে তার নামাজের স্থানে
অবস্থান করে। সুতরাং আপনার ঘর যদি মসজিদ থেকে দূরে হয় এবং এই দূরত্ব আপনাকে
জামাতে উপস্থিত হতে বাধা না দেয়, তবে আপনি নিকটবর্তী ব্যক্তির চেয়ে অধিক প্রতিদানের
অধিকারী হবেন। কারণ নিকটবর্তী ব্যক্তির কোনো ওজর নেই এবং তার জন্য মসজিদে
পৌঁছানো সহজ। পক্ষান্তরে দূরবর্তী ব্যক্তির দূরত্বের কারণে ওজর থাকতে পারে, তা সত্ত্বেও সে
দূরত্বের কষ্ট সহ্য করে মসজিদে আসে এবং জামাতের সাথে নামাজ আদায় করে; তাই এটিই
শ্রেষ্ঠ। এরপর তিনি উল্লেখ করেছেন যে, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামাজ পড়ার জন্য অপেক্ষা
করে, সে ওই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম যে আগে নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আর এটি এশার
নামাজের ক্ষেত্রে। কেননা এশার নামাজের বিধান হলো একে রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত
বিলম্বিত করা। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিন এশার নামাজ এমন সময়

পড়েছিলেন যখন রাতের বড় একটি অংশ অতিবাহিত হয়েছিল এবং তিনি বলেছিলেন: "এটিই এশার নামাজের (প্রকৃত) সময় হতো, যদি না আমি আমার উম্মতের ওপর তা কষ্টকর মনে করতাম।" সুতরাং যে ব্যক্তি একা নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে পড়ল কারণ জামাতের জন্য অপেক্ষা করা তার কাছে কষ্টকর ছিল যেহেতু তারা নামাজ বিলম্বিত করছিল, তাকে আমরা বলব: আপনি যদি অপেক্ষা করে জামাতের সাথে নামাজ পড়েন তবে তা-ই উত্তম। আর যদি ইমাম স্বাভাবিক সময়েই নামাজ আদায় করেন, তবে কোনো ব্যক্তির জন্য একা নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে পড়া জায়েজ নেই। কারণ জামাতে নামাজ পড়া ওয়াজিব। এমনকি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি কাউকে নামাজের নির্দেশ দিই এবং নামাজ শুরু করা হোক, তারপর একজনকে নির্দেশ দিই যেন সে মানুষকে নামাজ পড়ায়; এরপর আমি একদল লোককে সাথে নিয়ে বের হই যাদের নিকট কাঠের বোঝা থাকবে এবং যারা নামাজে উপস্থিত হয় না তাদের ঘরে গিয়ে আগুন লাগিয়ে দিই।"

(ص: 66) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

ثم ذكر الحديث الذي أخرجه الترمذي قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة وهذا الحديث ضعيف لكن لا شك أن الذي يذهب إلى المسجد في الظلم فإن حزاءه من جنس العمل يعني كما تجشم الظلم وأتى إلى المساجد فإنه يكتب له النور يوم القيامة وأضعف منه الحديث الذي بعده إذا رأيت الرجل يعتاد المسجد فأشهدوا له بالإيمان فإن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله هذا أيضاً حديث ضعيف لا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه يكفي في فضل المشي إلى المساجد ما سبق من الأحاديث الصحيحة الواضحة نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في العمل والموفقة لما يرضاه جل وعلا

এরপর তিনি তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, "অন্ধকারের মধ্যে মসজিদের দিকে হেঁটে যাওয়া ব্যক্তিদের কিয়ামতের দিন পূর্ণ নূরের সুসংবাদ দাও।" এই হাদিসটি দুর্বল, তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যারা অন্ধকারের মধ্যে মসজিদের দিকে যায়, তাদের প্রতিদান হবে তাদের কর্মের ধরন অনুযায়ী। অর্থাৎ, সে যেভাবে অন্ধকার মাড়িয়ে মসজিদে এসেছে, সেভাবেই কিয়ামতের দিন তার জন্য নূর বা আলো নির্ধারিত হবে। আর এর চেয়েও দুর্বল হলো পরবর্তী হাদিসটি: "যখন তোমরা কাউকে নিয়মিত মসজিদে যাতায়াত করতে দেখবে, তখন তার ইমানের সাক্ষ্য দাও। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন: 'নিশ্চয়ই আল্লাহর মসজিদসমূহ তারাই আবাদ করে, যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সালাত কায়েম করে, জাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না।'" এটিও একটি দুর্বল হাদিস, যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সরাসরি বক্তব্য হিসেবে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়। তবে মসজিদের দিকে হেঁটে যাওয়ার ফজিলত বর্ণনায় ইতিপূর্বে উল্লিখিত সহিহ ও স্পষ্ট হাদিসগুলোই যথেষ্ট। আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের কর্মে ইখলাস বা একনিষ্ঠতা নসিব করেন এবং তাঁর সম্ভৃষ্টি অনুযায়ী কাজ করার তৌফিক দান করেন।

(ص: 67) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

باب فضل انتظار الصلاة

1061 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة متفق عليه

1062 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البلاءكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه رواه البخاري

1063 - وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجه بعدما صلى فقال صلى الناس رقدوا ولم تزلوا في صلاة منذ انتظرتوها رواه البخاري

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث في بيان فضل انتظار الصلاة سواء كان ذلك بعد صلاة سابقة أو تقدم الإنسان إلى المسجد ينتظر الصلاة فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث أن الإنسان مادام ينتظر الصلاة فإنه في الصلاة وبين أيضاً أن الملائكة تصلي عليه مادام في مصلاة الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول

সালাতের প্রতীক্ষায় থাকার ফযীলত সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

১০৬১ - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত সালাতরত থাকে যতক্ষণ সালাত তাকে আটকে রাখে; এবং সালাত ব্যতীত অন্য কোনো কিছু তাকে তার পরিবারের নিকট ফিরে যেতে বাধা দেয় না। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

১০৬২ - তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ফেরেশতারা তোমাদের কারো জন্য ততক্ষণ দু'আ করতে থাকেন যতক্ষণ সে তার সালাতের স্থানে অবস্থান করে যেখানে সে সালাত আদায় করেছে, যতক্ষণ না তার ওয়ু ভঙ্গ হয়। তারা বলতে থাকেন: হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম করুন। (বুখারি বর্ণনা করেছেন)

১০৬৩ - আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতে এশার সালাত মধ্যরাত পর্যন্ত বিলম্বিত করলেন। অতঃপর সালাত আদায়ের পর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন: মানুষ সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে, আর তোমরা যখন থেকে সালাতের প্রতীক্ষা করছিলে তখন থেকেই সালাতের মধ্যে ছিলে। (বুখারি বর্ণনা করেছেন)

[ব্যাক্থ্যা]

এই হাদিসগুলো সালাতের প্রতীক্ষায় থাকার ফযীলত বর্ণনার ক্ষেত্রে, চাই তা পূর্ববর্তী কোনো সালাতের পরে হোক অথবা সালাতের অপেক্ষায় আগেভাগে মসজিদে উপস্থিত হওয়ার মাধ্যমে হোক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদিসগুলোতে স্পষ্ট করেছেন যে, মানুষ যতক্ষণ সালাতের প্রতীক্ষায় থাকে ততক্ষণ সে সালাতের মধ্যেই গণ্য হয়। তিনি আরও স্পষ্ট করেছেন যে, ফেরেশতারা তার জন্য ততক্ষণ দু'আ করতে থাকেন যতক্ষণ সে তার সালাতের স্থানে অবস্থান করে যেখানে সে সালাত আদায় করেছে এবং যতক্ষণ না তার ওয়ু ভঙ্গ হয়; তারা বলতে থাকেন:

(ص: 68) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه وقوله ما لم يحدث قيل ما لم يحدث حدثا في الإسلام يعني ما لم يعص وقيل ما لم يحدث حدثا ينقص الوضوء لأنه إذا أحدث حدثا ينقص الوضوء & فإنه يبطل الصلاة فيمنع أن يكون في صلاة وأيا كان ففيه دليل على فضيلة انتظار الصلاة بعد الصلاة وعلى فضيلة انتظار الصلاة وإن لم يكن بعد الصلاة فيؤخذ من هذا أنه ينبغي للإنسان أن يتقدم إلى المسجد ثم ذكر قصة تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل يعني أنه لم ينته منها حتى منتصف الليل والصحابة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف من صلاته قال إن الناس صلوا وناموا وإنكم ما تزالون في صلاة ما انتظرت الصلاة فكانت من وقت العشاء إلى نصف الليل أي إلى أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في انتظاره ولا يزالون في صلاة ما انتظروا الصلاة وفي هذا الحديث دليل على أن الأفضل تأخير صلاة العشاء وهو كذلك إلا إذا كان يشق على الناس أو على بعضهم فالأفضل أن يقدموا وعلى هذا فإذا كانوا جماعة في سفر أو في غير سفر أو في بلد لا تقام فيها جماعات فإن الأفضل أن تؤخر الصلاة إلى قريب من منتصف الليل

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا لوقتها لولا أن أشق على أمتي وكان صلى
الله عليه وسلم في صلاة العشاء إذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم أبطئوا آخر والله
ال موفق

হে আল্লাহ! আপনি তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন, হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! আপনি তাঁর ওপর দয়া করুন। এবং তাঁর (রাসূলুল্লাহর) বাণী—‘যতক্ষণ না সে অযু ভঙ্গ করে বা কোনো নতুন কর্ম ঘটায়’—এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হলো—যতক্ষণ না সে ইসলামে কোনো নতুন (বিদআত বা পাপ) কর্ম ঘটায়, অর্থাৎ যতক্ষণ না সে পাপে লিপ্ত হয়। আবার বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হলো—যতক্ষণ না সে অযু নষ্টকারী কোনো কাজ করে; কেননা অযু ভঙ্গ হলে সালাত বাতিল হয়ে যায়, ফলে তা তাকে সালাতের অবস্থায় গণ্য হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এর ব্যাখ্যা যা-ই হোক না কেন, এতে এক সালাতের পর অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষা করার ফযিলত এবং সাধারণভাবে সালাতের প্রতীক্ষা করার ফযিলত প্রমাণিত হয়, এমনকি তা যদি অন্য সালাতের ঠিক পরবর্তী সময় নাও হয়। এ থেকে এটিও গ্রহণ করা হয় যে, মানুষের জন্য আগেভাগে মসজিদে যাওয়া সমীচীন। এরপর তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক এশার সালাত মধ্যরাত পর্যন্ত বিলম্বিত করার কাহিনী উল্লেখ করেন; অর্থাৎ মধ্যরাত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি সালাত শেষ করেননি, আর সাহাবীগণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অপেক্ষায় ছিলেন। অতঃপর যখন তিনি সালাত থেকে অবসর হলেন তখন বললেন, ‘নিশ্চয়ই অন্যান্য লোকেরা সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত সালাতের জন্য অপেক্ষা করছো ততক্ষণ তোমরা সালাতের অবস্থাতেই গণ্য হচ্ছ।’ সুতরাং এশার ওয়াক্ত থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত সময়টি, অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সালাত আদায় করা পর্যন্ত সাহাবীগণ তাঁর অপেক্ষায় ছিলেন এবং সালাতের অপেক্ষায় থাকার কারণে তারা সালাতের সওয়াবই পাচ্ছিলেন। এই হাদীসটি এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, এশার সালাত বিলম্বিত করা উত্তম, এবং বিষয়টি এমনই—তবে যদি এটি মানুষের জন্য বা তাদের একাংশের জন্য কষ্টদায়ক হয় তবে আগেভাগে পড়ে নেয়াই উত্তম। এই মূলনীতির ভিত্তিতে, যদি কোনো কাফেলা সফরে থাকে কিংবা সফর ছাড়া অন্য কোনো অবস্থায় থাকে অথবা এমন কোনো জনপদে থাকে যেখানে জামাত অনুষ্ঠিত হয় না, তবে তাদের জন্য সালাতকে মধ্যরাতের নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা উত্তম। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ‘এটিই এ

সালাতের উপযুক্ত সময় হতো যদি না আমি আমার উম্মতের ওপর কষ্টের আশঙ্কা করতাম।’ আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এশার সালাতের ক্ষেত্রে দেখতেন—যদি তিনি লক্ষ্য করতেন যে লোকজন দ্রুত সমবেত হয়ে গেছে তবে তিনি তা দ্রুত আদায় করতেন, আর যদি দেখতেন তারা বিলম্ব করছে তবে তিনি তা পিছিয়ে দিতেন। আল্লাহই তাওফীকদাতা।

(ص: 69) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

باب فضل صلاة الجماعة

1064 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة متفق عليه

1065 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفاً وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة متفق عليه وهذا لفظ البخاري

[الشَّرْحُ]

قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب فضل صلاة الجماعة يريد بذلك رحمه الله بيان فضل الصلاة مع الجماعة وقد اتفق العلماء على أن صلاة الجماعة من أفضل العبادات وأجل الطاعات لكن اختلفوا هل هي سنة أو واجب أو

شرط لصحة الصلاة على أقوال ثلاثة 1 - أنها سنة إن قام بها الإنسان أثيب على ذلك وإن تركها فلا

জামাআতে সালাত আদায়ের ফযীলত পরিচ্ছেদ

১০৬৪ - ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: জামাআতে সালাত আদায় করা একাকী সালাত আদায়ের চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি মর্যাদাপূর্ণ। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

১০৬৫ - আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোনো ব্যক্তির জামাআতে সালাত আদায়ের সওয়াব তার ঘরে বা বাজারে একা সালাত আদায়ের তুলনায় পঁচিশ গুণ বৃদ্ধি করা হয়। আর তা এজন্য যে, যখন সে সুন্দরভাবে ওয়ু করে, অতঃপর মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয় এবং সালাত ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য তার থাকে না; তখন তার প্রতিটি কদমের বিনিময়ে একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি করে গুনাহ ক্ষমা করা হয়। অতঃপর যখন সে সালাত আদায় করে, তখন ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে যতক্ষণ সে তার সালাতের স্থানে থাকে এবং ওয়ু না ভাঙে; তারা বলতে থাকে: হে আল্লাহ, আপনি তার ওপর রহমত বর্ষণ করুন, হে আল্লাহ, আপনি তার প্রতি দয়া করুন। আর যতক্ষণ সে সালাতের অপেক্ষায় থাকে, ততক্ষণ সে সালাতের মধ্যেই গণ্য হয়। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, এটি বুখারীর শব্দ)

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ‘রিয়াদুস সালিহীন’ গ্রন্থে বলেন: ‘জামাআতে সালাত আদায়ের ফযীলত পরিচ্ছেদ’। এর মাধ্যমে তিনি জামাআতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করতে চেয়েছেন। উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, জামাআতে সালাত আদায় করা শ্রেষ্ঠতম ইবাদত এবং মহানতম আনুগত্যের কাজ। তবে এটি সুন্নাত, ওয়াজিব নাকি সালাত শুদ্ধ হওয়ার শর্ত—এ ব্যাপারে তিনটি অভিমত রয়েছে: ১. এটি সুন্নাত; যদি মানুষ তা পালন করে তবে সওয়াব লাভ করবে, আর যদি তা পরিত্যাগ করে তবে তার জন্য কোনো গুনাহ নেই।

إثم عليه 2 - أنها واجبة يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة فإن لم يفعل فهو
 إثم وصلاته صحيحة 3 - أن الجماعة شرط لصحة الصلاة وأنه إذا لم يصل مع
 الجماعة فصلاته باطلة ولا تقبل منه وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
 رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد أن الإنسان إذا صلى وحده بدون عذر شرعي فإن
 صلاته لا تقبل كالذي يصلي بغير وضوء وعللوا ذلك بأن صلاة الجماعة واجبة
 والقاعدة أن من ترك واجباً في الصلاة بطلت صلاته لكن القول الراجح أنها واجبة
 يأثم الإنسان بتركها ولكنه إذا صلى وحده قبلت صلاته فليست شرطاً لصحة الصلاة
 ويدل على هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه
 وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ووجه الدلالة
 أنه لو كانت صلاة المنفرد لا ثواب فيها ما صحت المفاضلة ولكن يأثم الإنسان الذي
 لا يصلي مع الجماعة وأما حديث أبي هريرة فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة
 الجماعة أفضل من صلاة البرء في بيت وفي سوقه بخمس وعشرين ضعفاً ولا منافاة
 بين الحديثين بل يؤخذ بالزائد لأن فضل الله واسع ثم بين ذلك وذلك أنه إذا
 توضعاً في بيته فأسبغ الوضوء يعني أتمه ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرج إلا
 الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة الخطوة الواحدة
 فيها فائدتان

তার ওপর গুনাহ হবে। ২- এটি ওয়াজিব; মানুষের ওপর জামাআতের সাথে সালাত আদায় করা আবশ্যিক। যদি সে তা না করে তবে সে গুনাহগার হবে, তবে তার সালাত সহীহ হবে। ৩- জামাআত সালাত সহীহ হওয়ার জন্য একটি শর্ত এবং যদি কেউ জামাআতের সাথে সালাত আদায় না করে, তবে তার সালাত বাতিল এবং তা কবুল করা হবে না। এই শেষোক্ত মতটি শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ)-এর মনোনীত অভিমত এবং ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত যে, কোনো মানুষ যদি শরয়ী ওজর ব্যতীত

একাকী সালাত আদায় করে, তবে তার সালাত কবুল হবে না; ঠিক যেমন ওজু ব্যতীত সালাত আদায়কারীর সালাত কবুল হয় না। তাঁরা এর কারণ হিসেবে দর্শিয়েছেন যে, জামাআতে সালাত আদায় করা ওয়াজিব, আর মূলনীতি হলো—যে ব্যক্তি সালাতের কোনো ওয়াজিব ত্যাগ করে, তার সালাত বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু অধিকতর সঠিক ও অগ্রগণ্য মত হলো—এটি ওয়াজিব, যা ত্যাগ করার কারণে মানুষ গুনাহগার হয়, তবে যদি সে একাকী সালাত আদায় করে তবে তার সালাত কবুল হবে; সুতরাং জামাআত সালাত সহীহ হওয়ার জন্য কোনো শর্ত নয়। এর সপক্ষে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত হাদীসটি প্রমাণ পেশ করে, যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "জামাআতের সালাত একাকী সালাতের চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি শ্রেষ্ঠ।" এখানে দলীলের দিকটি হলো—যদি একাকী সালাত আদায়কারীর কোনো সওয়াবই না থাকত, তবে এই শ্রেষ্ঠত্বের তুলনা বা তারতম্য করা সঠিক হতো না; তবে যে ব্যক্তি জামাআতে সালাত আদায় করবে না সে গুনাহগার হবে। আর আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসের ক্ষেত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্পষ্ট করেছেন যে, জামাআতের সালাত কোনো ব্যক্তির ঘরে বা বাজারে সালাত আদায়ের চেয়ে পঁচিশ গুণ বেশি মর্যাদাপূর্ণ। এই দুই হাদীসের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই, বরং যেটিতে সওয়াব বেশি বর্ণিত হয়েছে সেটিই গ্রহণ করা হবে; কারণ আল্লাহর অনুগ্রহ অত্যন্ত প্রশস্ত। অতঃপর তিনি এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, যখন কোনো ব্যক্তি নিজ ঘরে ওজু করে এবং তার ওজুকে পূর্ণাঙ্গ করে—অর্থাৎ পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করে—অতঃপর মসজিদের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয় এবং সালাত ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্য তার থাকে না, তখন তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং তার একটি গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ একটি কদম বা পদক্ষেপেই দুটি উপকার নিহিত রয়েছে।

(ص: 71) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

1 - أنه يرفع له بها درجة 2 - أنه يحط عنه بها خطيئة فإذا دخل المسجد وصلى لم تنزل الملائكة تصل عليه مادام في مصلاة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم

يحدث ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة وهذا أجر عظيم وفضل كبير لا ينبغي للرجل المؤمن العاقل أن يفرط فيه لو أنه قيل لك إن سلعتك إذا بعته في بلدك بعته بمائة وإذا بعته في بلد آخر بالسفر إليه بعته بمائة وعشرة لسافرت من أجل عشرة بالمائة ولم يشق عليك السفر والكثير من الناس والعياذ بالله حرموا الخير تجدهم قريبين من المسجد يتركون هذا الفضل العظيم وهذا المكسب العظيم الواحد بسبع وعشرين يعني أضعاف ومع ذلك لا يأتي إلى المسجد نسأل الله العافية وربح الدنيا مع قلته يسعى إليه ويهتم به مع أنه زائل فإن كل ما في الدنيا من نعيم فإما زائل عنك وإما زائل أنت عنه ولا بد فماً من نعيم دائم ولا إقامة دائمة ونعيم الآخرة باق ومع ذلك نجد بعض الناس يفرط فيه ولا يهتم به وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته 1066 - وعنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعشى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلي المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له

১ - এর মাধ্যমে তার মর্যাদা এক স্তর উন্নীত করা হয়। ২ - এর মাধ্যমে তার একটি গুনাহ মোচন করা হয়। অতঃপর যখন সে মসজিদে প্রবেশ করে এবং সালাত আদায় করে, তখন ফেরেশতারা তার জন্য অনবরত দোয়া করতে থাকেন যতক্ষণ সে তার সালাতের স্থানে অবস্থান করে। তারা বলতে থাকেন: "হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! আপনি তার প্রতি দয়া করুন", যতক্ষণ না সে অযু ভঙ্গ করে। আর যতক্ষণ সে সালাতের অপেক্ষায় থাকে, ততক্ষণ সে সালাতরত হিসেবেই গণ্য হয়। এটি এক মহান প্রতিদান এবং বিশাল শ্রেষ্ঠত্ব, যা কোনো বিবেকবান মুমিন ব্যক্তির হাতছাড়া করা উচিত নয়। যদি তোমাকে বলা হতো যে, তোমার পণ্যটি যদি তুমি তোমার নিজ শহরে বিক্রি করো তবে তা একশ টাকায় বিক্রি হবে, আর যদি অন্য শহরে সফর করে গিয়ে বিক্রি করো তবে তা একশ দশ টাকায় বিক্রি হবে, তবে তুমি ওই দশ শতাংশ মুনাফার জন্যই সফর করতে এবং এই সফর তোমার কাছে কষ্টকর মনে হতো না। অথচ অনেক মানুষ—আল্লাহর কাছে আমরা এ থেকে পানাহ চাই—কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। দেখা যায় তারা মসজিদের নিকটেই অবস্থান করে, অথচ তারা এই মহান ফযীলত এবং বিশাল মুনাফা পরিত্যাগ করে, যা কি না সাতাশ গুণ বৃদ্ধি পায়। তা সত্ত্বেও তারা মসজিদে

আসে না। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। দুনিয়াবী মুনাফা অতি সামান্য হওয়া সত্ত্বেও মানুষ তার পেছনে ছোট্টে এবং সে বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়, অথচ তা নশ্বর। কেননা দুনিয়ার সকল নেয়ামত হয় তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে, না হয় তুমি তাকে ছেড়ে চলে যাবে— এটিই অনিবার্য। দুনিয়াতে কোনো চিরস্থায়ী নেয়ামত বা চিরস্থায়ী আবাসন নেই। পক্ষান্তরে আখেরাতের নেয়ামত চিরস্থায়ী, অথচ আমরা দেখি কিছু মানুষ এতে অবহেলা করে এবং এর প্রতি ভ্রক্ষেপ করে না। আল্লাহর অনুগ্রহ তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের তাঁর জিকির, শোকর এবং উত্তমরূপে ইবাদত পালনে সাহায্য করেন।

১০৬৬ - তাঁর (আবু হুরায়রা রা.) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একজন অন্ধ ব্যক্তি এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে মসজিদে নিয়ে আসার মতো কোনো পথপ্রদর্শক নেই।" অতঃপর তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে (ঘরে সালাত আদায়ের) অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

(ص: 72) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

فيصلي في بيته فرخص له فلما ولي دعاه فقال له هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب رواه مسلم

1067 - وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع فقال رسول الله تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحيهلا رواه أبو داود بإسناد حسن ومعنى حيهلا تعال

1068 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤمر الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم متفق عليه

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث الثلاثة في بيان وجوب صلاة الجماعة وأن تكون في المسجد فنها حديث أبي هريرة الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم وهو الصادق البار بدون قسم أنه هم أن يأمر بالصلاة فتقام ثم يأمر رجلا فيصلي بالناس ثم ينطلق بحزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة

যাতে তিনি তাঁর বাড়িতেই সালাত আদায় করেন, অতঃপর তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। কিন্তু যখন তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁকে ডেকে বললেন: আপনি কি সালাতের আযান শুনতে পান? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তিনি বললেন: তবে সাড়া দিন। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

১০৬৭ - আব্দুল্লাহ, মতান্তরে আমর ইবনে কায়স থেকে বর্ণিত—যিনি মুয়াযযিন ইবনে উম্মে মাকতুম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নামে পরিচিত—তিনি আরজ করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! মদিনায় প্রচুর বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ ও হিংস্র প্রাণী বিচরণ করে। তখন আল্লাহর রাসূল (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: আপনি কি 'হাইয়া আলাস সালাহ', 'হাইয়া আলাল ফালাহ' শুনতে পান? তবে আপনি অবশ্যই উপস্থিত হবেন। এটি আবু দাউদ হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন এবং 'হাইয়াহালা' অর্থ হলো আসো।

১০৬৮ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি! আমি সংকল্প করেছিলাম যে, কাঠ সংগ্রহের নির্দেশ দেব এবং তা সংগ্রহ করা হবে, অতঃপর সালাতের নির্দেশ দেব এবং তার জন্য আযান দেওয়া হবে, তারপর এক ব্যক্তিকে লোকেদের ইমামতি করার আদেশ দেব। এরপর আমি ঐসব লোকদের কাছে যাব যারা জামাতে আসেনি এবং তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেব। এটি মুত্তাফাকুন আলাইহি (বুখারি ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

এই তিনটি হাদিস জামাতে সালাত আদায় ওয়াজিব হওয়া এবং তা মসজিদে হওয়ার বর্ণনায় এসেছে। তন্মধ্যে আবু হুরায়রার শেষোক্ত হাদিসে নবী (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শপথ করেছেন—অথচ তিনি শপথ ছাড়াও পরম সত্যবাদী ও নেককার—যে তিনি সালাতের নির্দেশ

দিবেন এবং তা কায়েম হবে, এরপর একজনকে লোকেদের ইমামতি করার নির্দেশ দেবেন, তারপর একগুচ্ছ কাঠ নিয়ে এমন লোকদের কাছে যাবেন যারা সালাতে উপস্থিত হয় না।

(ص: 73) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

فيحرق عليهم بيوتهم بالنار وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم هذا الهم إلا لترك أمر واجب ولا يخبر الناس بذلك إلا ليحذرهم من تركه ومخالفته وإلا لم يكن هناك فائدة وكونه صلى الله عليه وسلم هم أن يعاقبهم هذه العقوبة دليل على تأكد الجماعة وأنها أمر مهم وقد روي بسند ضعيف أنه قال لولا ما فيها من النساء والذرية لكن هذا ضعيف ولكن يكفي أن يكون هم بذلك وأخير الأمة به ثم من الذي تجب عليه الجماعة هو الذي يستطيع أن يصل إليها وهو يسمع النداء ولهذا استفتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال يا رسول الله إنني رجل أعشى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد يريد أن يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فرخص له فلما أدبر ناداه قال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة على الأعشى وأن العشى ليس عذرا في ترك الجماعة ودل ذلك أيضا على أنها تجب في المسجد وأنه ليس المقصود الجماعة فقط بل الجماعة وأن تكون في المسجد ودل ذلك أيضا على أن العبرة بسماع النداء ولكن المراد سماع النداء المعتاد وليس بالبيكرو فون

অতঃপর তিনি তাদের ঘরবাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দেবেন। এটি জামাতে সালাত আদায়ের আবশ্যিকতা বা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো ওয়াজিব বিধান বর্জন করা ছাড়া এমন কঠোর সংকল্প করতেন না। আর তিনি মানুষকে এ বিষয়ে অবহিত করেছেন কেবল যেন তারা তা বর্জন ও তার অবাধ্য হওয়া থেকে সতর্ক হতে

পারে; অন্যথায় এটি জানানোর কোনো ফায়দা থাকত না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাদেরকে এই শাস্তি প্রদানের সংকল্প করা একথারই দলিল যে, জামাত সুনিশ্চিতভাবে আবশ্যিক এবং এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি দুর্বল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছিলেন: 'যদি ঘরগুলোতে নারী ও শিশু না থাকত (তবে আমি ঘরগুলো জ্বালিয়ে দিতাম)'; কিন্তু এই বর্ণনাটি দুর্বল। তবে তিনি যে এ সংকল্প করেছিলেন এবং উম্মতকে এ বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন, তা-ই (ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণের জন্য) যথেষ্ট। অতঃপর, যার ওপর জামাতে সালাত আদায় ওয়াজিব সে হলো সেই ব্যক্তি যে সেখানে পৌঁছাতে সক্ষম এবং আযান শুনতে পায়। এ কারণেই জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মাসআলা জানতে চেয়ে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন অন্ধ ব্যক্তি এবং মসজিদে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার কোনো পথপ্রদর্শক নেই। তিনি চেয়েছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি প্রদান করবেন, তাই তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর যখন তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন নবী তাকে ডেকে বললেন: তুমি কি আযান শুনতে পাও? তিনি বললেন: হ্যাঁ। নবী বললেন: তবে তুমি তাতে সাড়া দাও। এটি প্রমাণ করে যে অন্ধ ব্যক্তির ওপরও জামাতে সালাত আদায় ওয়াজিব এবং দৃষ্টিহীনতা জামাত বর্জনের জন্য কোনো গ্রহণযোগ্য ওজর বা অজুহাত নয়। এটি আরও প্রমাণ করে যে জামাত মসজিদে আদায় করা ওয়াজিব; অর্থাৎ কেবল জামাত হওয়াই উদ্দেশ্য নয়, বরং সেই জামাত মসজিদে হওয়াটাই উদ্দেশ্য। এটি আরও নির্দেশ করে যে, আযান শুনতে পাওয়াটাই হলো বিবেচ্য বিষয়; তবে এখানে উদ্দেশ্য হলো স্বাভাবিক আওয়াজে আযান শ্রবণ, মাইকের মাধ্যমে আযান শ্রবণ নয়।

(ص: 74) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

ودل ذلك أيضاً على أنه لا يصح افتداء من كان خارج المسجد بمن في المسجد ولو أمكنه أن يقتدي به يعني مثلاً لو كان الإنسان عند بيت بجوار المسجد وهو يسمع تكبيرات الإمام فقال لابنه مثلاً نصلي مع الإمام جماعة في بيتنا فإن ذلك لا يصح لأنه لا بد من حضور المكان الذي تقام فيه الجماعة إلا أنه إذا امتلأ المسجد وصلى

الناس في الأسواق فإن الذين خارج المسجد يكونون تبعاً لمن في المسجد في اتصال الصفوف وإلا فبدون اتصال الصفوف فإن من كان خارج المسجد لا تصح صلاته مع أهل المسجد لا بد من الحضور حتى لو كان يسمع كل التكبيرات فإذا قال قائل إذا كان مريضاً ولا يستطيع الحضور لكن يسمع النداء بواسطة الميكروفون يتابع الإمام قلناً لا يصلي مع الإمام هو معذور في ترك الجماعة وإذا كان من عادته أنه يصلي مع الجماعة فإنه يكتب له ما كان يعمل لما كان صحيحاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مرض وسافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً والله أعلم

1069 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقي الله تعالى غدا مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادي بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم

আর এটি এ কথারও প্রমাণ বহন করে যে, মসজিদের বাইরে অবস্থানকারী ব্যক্তির জন্য মসজিদের ভেতরে থাকা ইমামের অনুসরণ করা শুদ্ধ নয়, যদিও তার পক্ষে অনুসরণ করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ব্যক্তি মসজিদের পার্শ্ববর্তী কোনো বাড়িতে অবস্থান করে এবং ইমামের তাকবীর শুনতে পায়, অতঃপর সে তার ছেলেকে বলে, 'চলো আমরা আমাদের ঘরে অবস্থান করেই ইমামের সাথে জামাতে সালাত আদায় করি', তবে তা শুদ্ধ হবে না। কারণ যেখানে জামাত অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেই স্থানে উপস্থিত হওয়া অপরিহার্য। তবে মসজিদ যদি পূর্ণ হয়ে যায় এবং মানুষ রাস্তায় সালাত আদায় করে, সেক্ষেত্রে যারা মসজিদের বাইরে রয়েছেন তারা কাতার সংযুক্ত থাকার মাধ্যমে মসজিদের ভেতরের মুসল্লিদের অনুগামী হিসেবে গণ্য হবেন। অন্যথায়, কাতার সংযুক্ত না থাকলে মসজিদের বাইরের কোনো ব্যক্তির সালাত মসজিদের মুসল্লিদের সাথে শুদ্ধ হবে না। সেখানে উপস্থিত হওয়া আবশ্যিক, এমনকি সে যদি সমস্ত তাকবীর শুনতেও পায় তবুও। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, কোনো ব্যক্তি অসুস্থ এবং সে মসজিদে উপস্থিত হতে সক্ষম নয়, কিন্তু লাউডস্পিকারের মাধ্যমে ইমামের আওয়ায শুনতে পাচ্ছে, তবে সে কি ইমামের অনুসরণ করতে পারবে? আমরা বলব, সে ইমামের সাথে সালাত আদায় করবে না। জামাতে উপস্থিত না হওয়ার ক্ষেত্রে সে ওয়রপ্রাপ্ত বা অপারগ হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি তার নিয়মিত অভ্যাস এমন থাকে যে সে জামাতের সাথে সালাত আদায় করত,

তবে সে সুস্থ অবস্থায় যে আমল করত তার সওয়াব তার আমলনামায় লিখে রাখা হবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হলে কিংবা সফরে থাকলে, সে সুস্থ ও মুকীম অবস্থায় যে আমল করত, তার জন্য অনুরূপ সওয়াবই লিখে রাখা হয়।” আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

১০৬৯ - ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি আগামীকাল (কিয়ামতের দিন) আল্লাহর সাথে মুসলিম হিসেবে সাক্ষাৎ করে আনন্দিত হতে চায়, সে যেন এই সালাতগুলোর প্রতি যত্নবান হয় যেখানে এগুলোর জন্য আযান দেওয়া হয়। কেননা আল্লাহ তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য...

(ص: 75) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد الرجل يؤتي به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف رواه مسلم وفي رواية له قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه

[الشَّرْحُ]

ساق المؤلف رحمه الله في باب فضل الجماعة هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا الأثر الذي كأنما يخرج من مشكاة النبوة كأنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في سلاسته وحسنه ونظمه يقول رضي الله عنه من سره أن يلقي الله غدا مسلماً فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينأى بهن وكلنا يسره أن يلقي الله تعالى مسلماً مؤمناً به جل وعلا فمن أراد ذلك فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس

حيث ينادى بهن أي في المكان الذي نادى به عليهن أي المسجد وذلك لوجوب صلاة الجماعة في المسجد فلا يجوز لأحد يقدر على أن يصلي في المسجد إلا وجب عليه إذا كان من أهل

হেদায়াতের সুন্নাতসমূহ। আর নিশ্চয়ই এগুলো হেদায়াতের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। তোমরা যদি তোমাদের ঘরে সালাত আদায় করো যেমনটি এই জামাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তি তার ঘরে সালাত আদায় করে, তবে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত বর্জন করলে। আর যদি তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত বর্জন করো তবে অবশ্যই তোমরা পথভ্রষ্ট হবে। আমি আমাদের এমন অবস্থায় দেখেছি যে, প্রকাশ্য মুনাফিক ছাড়া কেউ জামাত থেকে পিছিয়ে থাকত না। এমনকি একজন ব্যক্তিকে দুই জনের কাঁধে ভর দিয়ে নিয়ে আসা হতো যতক্ষণ না তাকে কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হতো। (মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)। তাঁর অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন: নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের হেদায়াতের সুন্নাতসমূহ শিক্ষা দিয়েছেন এবং হেদায়াতের সুন্নাতসমূহের অন্যতম হলো সেই মসজিদে সালাত আদায় করা যেখানে আযান দেওয়া হয়।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) 'জামাতের ফযীলত' পরিচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এই আসারটি (বর্ণনাটি) উদ্ধৃত করেছেন। এই আসারটি যেন নবুয়তের প্রদীপাধার থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে; এর সাবলীলতা, সৌন্দর্য এবং চমৎকার বিন্যাসের কারণে এটি যেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর সদৃশ। তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: যে ব্যক্তি আগামীকাল (কিয়ামতের দিন) আল্লাহর সাথে মুসলিম হিসেবে সাক্ষাৎ করতে পছন্দ করে, সে যেন এই সালাতগুলোর প্রতি যত্নবান হয় যেখানে এগুলোর জন্য আযান দেওয়া হয়। আমাদের সকলেই মহান আল্লাহর সাথে মুসলিম ও তাঁর প্রতি ঈমানদার হিসেবে সাক্ষাৎ করতে পছন্দ করি। সুতরাং যে ব্যক্তি তা চায়, সে যেন এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের প্রতি যত্নবান হয় যেখানে সেগুলোর জন্য আযান দেওয়া হয়, অর্থাৎ সেই স্থানে যেখানে আযানের ধ্বনি দেওয়া হয় তথা মসজিদ। এটি মসজিদে জামাতে সালাত আদায় ওয়াজিব হওয়ার কারণে। সুতরাং মসজিদে সালাত আদায়ে সক্ষম এমন কোনো ব্যক্তির জন্য সেখানে গিয়ে

সালাত আদায় না করা বৈধ নয়, বরং তার ওপর এটি আবশ্যিক যদি সে জামাতের উপযুক্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

(ص: 76) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

وجوب الجماعة كالرجال ثم ذكر رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى يعني طرق الهدى فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو هدى ونور شرعه الله له وإنهن يعني الصلوات الخمس من سنن الهدى وصدق رضي الله عنه بل الصلوات الخمس أعظم سنن الهدى بعد الشهادتين لأن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ثم قال لو أنكم صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم يعني لو أن كل واحد صلى في بيته كما صلى هذا المتخلف لتركنا السنة ولتعطلت المساجد ولانقطع الناس بعضهم عن بعض ولما تعارفوا ولا تآلفوا ولا حصل هذا المظهر العظيم في الدين الإسلامي ولكن من رحمة الله وحكمته أن شرع للعباد أن يصلوا جماعة كل يوم خمس مرات تلقى أخاك تسلم عليه ويسلم عليك وتقتدي معه على إمام واحد فهي نعمة عظيمة من أعظم روابط الأخوة في المودة والمحبة ثم قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق والمنافقون كثيرون لاسيما إذا اعتز الإسلام وقوي ما استطاع الإنسان أن يعلن كفره ولهذا لم يبرز النفاق ولم يكثر في عهده صلى الله عليه وسلم إلا حين انتصر المسلمون في غزوة بدر لما انتصر المسلمون في غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة بدأ النفاق يظهر خاف الكفار على أنفسهم فصاروا يعلنون الإسلام حتى إنهم يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم

পুরুষদের ন্যায় জামাতে সালাত আদায়ের আবশ্যিকতা; অতঃপর তিনি (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ (পবিত্র ও মহিমাম্বিত তিনি) তাঁর নবীর (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) জন্য হিদায়াতের রীতিনীতি অর্থাৎ হিদায়াতের পথসমূহ বিধিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং নবী (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা-ই হিদায়াত ও নূর যা আল্লাহ তাঁর জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন। আর নিশ্চয়ই সেগুলো—অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত—হিদায়াতের রীতিনীতির অন্তর্ভুক্ত। তিনি (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) সত্যই বলেছেন; বরং পাঁচ ওয়াক্ত সালাত হলো দুই সাক্ষ্যবাণীর পর হিদায়াতের শ্রেষ্ঠতম রীতিনীতি। কারণ দুই সাক্ষ্যবাণীর পর সালাত হলো ইসলামের মহানতম স্তম্ভ। অতঃপর তিনি বললেন: “যদি তোমরা তোমাদের ঘরে সালাত আদায় করো যেমন এই জামাত ত্যাগকারী ব্যক্তি তার ঘরে সালাত আদায় করে, তবে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত বর্জন করলে। আর যদি তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত বর্জন করো তবে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে।” অর্থাৎ যদি প্রত্যেকেই এই জামাত ত্যাগকারীর মতো নিজ ঘরে সালাত আদায় করত তবে আমরা সুন্নাত বর্জন করতাম, মসজিদসমূহ অকার্যকর হয়ে পড়ত, মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত এবং তারা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারত না, তাদের মাঝে হৃদয়তা তৈরি হতো না এবং ইসলামি শরীয়তের এই মহান বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেত না। কিন্তু আল্লাহর রহমত ও হিকমত এই যে, তিনি বান্দাদের জন্য প্রতিদিন পাঁচবার জামাতে সালাত আদায়ের বিধান দিয়েছেন; যেখানে তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তাকে সালাম দেবে এবং সে তোমাকে সালাম দেবে এবং তোমরা একত্রে একজন ইমামের পেছনে সালাত আদায় করবে। এটি একটি মহান নিয়ামত এবং সৌহার্দ্য ও ভালোবাসার মাধ্যমে ভ্রাতৃত্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্ধন। অতঃপর তিনি বলেন: “আমি আমাদের দেখেছি যে, প্রকাশ্য মুনাফিক ছাড়া আর কেউ জামাত থেকে পিছে থাকত না।” মুনাফিকরা সংখ্যায় অনেক, বিশেষ করে যখন ইসলাম সম্মানিত ও শক্তিশালী হয় তখন মানুষ তার কুফরি বা অবিশ্বাস প্রকাশ করতে সক্ষম হয় না। এই কারণেই নবী (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)-এর যুগে মুনাফিকি প্রকাশ পায়নি এবং এর বিস্তার ঘটেনি যতক্ষণ না মুসলমানরা বদরের যুদ্ধে বিজয়ী হলো। যখন হিজরি দ্বিতীয় সনে মুসলমানরা বদরের যুদ্ধে জয়ী হলো, তখন মুনাফিকি বা ভণ্ডামি প্রকাশ পেতে শুরু করল। কাফিররা নিজেদের জীবনের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে পড়ল এবং তারা প্রকাশ্যে ইসলাম ঘোষণা করতে শুরু করল, এমনকি তারা আল্লাহর রাসূলের (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) নিকট আসতে লাগল।

يقولون نشهد إنك لرسول الله فيقول الله عز وجل {والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون} يعني ما قالوا صدقاً بل قالوا بالسنتهم ما ليس في قلوبهم & قول ما يتخلف عنها إلا منافق لماذا يتخلف المنافق لأن المنافق لا يرجو ثواباً ولا يؤمن بالحساب فلا يحضرها ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين العشاء والفجر لأن صلاة العشاء لا يرى فيها الذي يتخلف ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يوجد كهرباء ولا أنوار فيتخلف الإنسان ولا يدري عنه ثم إن صلاة العشاء والفجر تأتي في وقت الراحة والنوم فهي ثقيلة على المنافقين لا يأتون إليها ولو يعلمون ما فيها لأتوها ولو حبوا ثم ذكر رضي الله عنه أن الرجل من المسلمين يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف فهو رجل مريض لا يستطيع أن يمشى وحده يهادونه يمشون به ويريدا ويريدا حتى يقام في الصف فيصلّي مع الجماعة رضي الله عنهم وبهذه الأعمال وغيرها ملكوا مشارق الأرض ومغاربها ولما تخلفت الأمة الإسلامية واختلفت قلوبها صارت إلى ما ترون الآن أمة ذليلة على أنهم يبلغون ملياراً من البشر ومع ذلك هم في أدل ما يكون من الأمم

তারা বলে, "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল"; তখন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন, {আর আল্লাহ জানেন যে আপনি অবশ্যই তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে মুনাফিকরা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী}। অর্থাৎ তারা যা বলেছে তা সত্য হিসেবে বলেনি, বরং তারা মুখে এমন কথা বলেছে যা তাদের অন্তরে নেই। আর এই উক্তিটি যে, "মুনাফিক ব্যতীত আর কেউই তা (সালাত) থেকে পিছিয়ে থাকে না"—কেন মুনাফিক পিছিয়ে থাকে? কারণ মুনাফিক কোনো সওয়াবের আশা করে না এবং পরকালীন হিসাব-নিকাশের ওপর বিশ্বাস রাখে না, ফলে সে তাতে উপস্থিত হয় না। একারণেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে ভারী সালাত হলো এশা ও ফজর।" কারণ এশার

সালাতে যারা অনুপস্থিত থাকে তাদের দেখা যেত না; কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে বিদ্যুৎ বা কৃত্রিম বাতির ব্যবস্থা ছিল না, ফলে কোনো ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকলেও তা কেউ টের পেত না। তদুপরি এশা ও ফজরের সালাত বিশ্রাম ও ঘুমের সময়ে হয়ে থাকে, তাই এটি মুনাফিকদের কাছে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য মনে হয় এবং তারা এতে উপস্থিত হয় না। তারা যদি জানত এই দুই সালাতে কী (মর্যাদা ও সওয়াব) নিহিত রয়েছে, তবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে আসত। অতঃপর তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উল্লেখ করেন যে, কোনো কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে এমন অবস্থায় নিয়ে আসা হতো যে, তাকে দুজন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে নিয়ে আসা হতো যতক্ষণ না তাকে কাতারে দাঁড় করানো হতো। অর্থাৎ তিনি এমন অসুস্থ ব্যক্তি ছিলেন যিনি একা হাঁটতে পারতেন না, তাই তাঁকে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটিয়ে নিয়ে আসা হতো যতক্ষণ না কাতারের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হতো, এবং তিনি জামাতের সাথে সালাত আদায় করতেন (আল্লাহ তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট হোন)। এই সকল আমল ও অন্যান্য সৎকর্মের মাধ্যমেই তারা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের অধিপতি হয়েছিলেন। কিন্তু যখন মুসলিম উম্মাহ (আদর্শ থেকে) পিছিয়ে পড়ল এবং তাদের হৃদয়ে বিভেদ সৃষ্টি হলো, তখন তারা আজকের এই লাঞ্ছিত জাতিতে পরিণত হলো যা আপনারা দেখছেন। যদিও সংখ্যায় তারা প্রায় একশ কোটি মানুষ, তা সত্ত্বেও তারা বর্তমানে বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে সর্বাধিক হীন অবস্থায় রয়েছে।

(ص: 78) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

لأنهم متفرقون بل بعضهم متعادون بل بعضهم يرى أن الآخر أشد عليه من اليهود والنصارى والعياذ بالله لأنهم متنازعون متفرقون لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتخلف أحد عن الجماعة حتى ولو كان مريضاً يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف فلو أننا عدنا إلى ما كان الصحابة عليه

لصراً أمه عزيزة مرموقة كل يخافها وكل يصانعها وكل يتودد إليها نسأل الله أن يعيد لنا مجدنا لديننا ويعيد لنا كرامتنا إنه على كل شيء قدير

1070 - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فليكنم بالجماعة فإنما يأكل الذنب من الغنم القاصية رواه أبو داود بإسناد حسن

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الجماعة فيها نقله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية ولا بدو يعني ولا بادية لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان يعني معنى ذلك أنه إذا كان ثلاثة في قرية أو في بادية لا تقام فيهم الجماعة ولا

কারণ তারা বিচ্ছিন্ন, বরং তাদের কেউ কেউ একে অপরের শত্রু; বরং তাদের কেউ কেউ মনে করে যে অপরজন তার জন্য ইহুদি ও নাসারাদের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—কারণ তারা বিবাদমান ও দ্বিধাবিভক্ত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কেউ জামাত থেকে পিছিয়ে থাকতে পারত না, এমনকি কেউ অসুস্থ থাকলেও তাকে নিয়ে আসা হতো; দু’জন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে তাকে নিয়ে আসা হতো যতক্ষণ না তাকে কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হতো। আমরা যদি সাহাবায়ে কেরাম যে আদর্শের ওপর ছিলেন তাতে ফিরে যেতাম, তবে আমরা এক সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ জাতিতে পরিণত হতাম, যাকে সবাই ভয় পেত, সবাই যার তোষামোদ করত এবং সবাই যার সাথে হৃদয়তা বজায় রাখতে চাইত। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের দ্বীনের গৌরব ফিরিয়ে দেন এবং আমাদের মর্যাদা পুনরায় দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

১০৭০ - আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: কোনো গ্রাম বা মরুভূমিতে যদি এমন তিনজন লোক

থাকে যাদের মধ্যে সালাত কায়েম করা হয় না, তবে শয়তান তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলে। সুতরাং তোমরা জামাতকে আঁকড়ে ধরো, কারণ নেকড়ে কেবল দলছুট ভেড়াকেই ভক্ষণ করে। (আবু দাউদ এটি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক রাহিমাহুল্লাহ তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থের 'জামাতের শ্রেষ্ঠত্ব' পরিচ্ছেদে আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যা বর্ণনা করেছেন তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোনো গ্রাম বা মরুভূমিতে—অর্থাৎ লোকালয়ের বাইরে—যদি এমন তিনজন লোক থাকে যাদের মধ্যে জামাত কায়েম করা হয় না, তবে শয়তান তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। অর্থাৎ এর অর্থ হলো, যখন কোনো গ্রাম বা মরুভূমিতে তিনজন লোক থাকে এবং সেখানে জামাত কায়েম করা হয় না এবং...

(ص: 79) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان فدل ذلك على أنه لا يجوز ترك الجماعة ولكن هذا الحديث يفيد أنه لا يجوز إذا كانوا ثلاثة فأكثر لكن هناك أحاديث أخرى تدل على أن الجماعة تجب إذا كانا اثنين فأكثر أما في الجمعة فلا تجب إلا إذا كانوا ثلاثة فأكثر في غير البرية أما البادية والمسافرون في البر فليس عليهم جمعة لكن القرى والأمصار فيها جمعة وأدنى ما يكون ثلاثة فإن قيل كيف يمكن أن تكون قرية أو مدينة ليس فيها جمعة إلا ثلاثة فالجواب يمكن هذا بأن تكون هذه المدينة مسافرين جاءوا للدراسة مثلاً كما يوجد الآن في المجتمعات في بعض البلاد الخارجية يكون من فيها من المواطنين ثلاثة فقط والباقيون كلهم مسافرون جاءوا للدراسة فهؤلاء تلزمهم الجمعة لأن فيها ثلاثة مواطنين وأما البادية فلا تجب عليهم الجمعة لأن

الجمعة لا تكون إلا في القرى والأصبار ولهذا لم تكن البادية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم حول المدينة يقيمون الجمعة وفي قوله وعليكم بالجماعة إنما يأكل الذئب القاصية من الغنم دليل على أنه لا ينبغي للمسلمين الافتراق والاختلاف وأنه واجب عليهم الاجتماع وأن الشرود عن الجماعة سبب في الهلاك لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك بالقاصية من الغنم البعيدة يأكلها الذئب فتهلك فهكذا الذي يشذ عن الجماعة حتى لو برأي ينفرد به ويظن أن النصوص معه وتدل عليه فإن الواجب إذا رأى الإنسان في رأي أن النصوص وتدل على خلاف ما يراه الجمهور فالواجب عليه أن يعيد النظر مرة بعد أخرى إذ لا يمكن أن يكون

জুমুআহ ব্যতীত তাদের ওপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করে, যা একথাই প্রমাণ করে যে জামাত পরিত্যাগ করা বৈধ নয়। তবে এই হাদিসটি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সংখ্যায় তিনজন বা তার অধিক হলে (জামাত ত্যাগ করা) জায়েজ নয়; কিন্তু এমন আরও কিছু হাদিস বিদ্যমান রয়েছে যা নির্দেশ করে যে, সংখ্যায় দুজন বা তার অধিক হলেই জামাত ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে জুমুআর ক্ষেত্রে, উন্মুক্ত প্রান্তর বা মরুভূমি ব্যতীত অন্য স্থানে তিন বা ততোধিক ব্যক্তি না হওয়া পর্যন্ত তা ওয়াজিব হয় না। মরুচারী বেদুইন ও প্রান্তরে অবস্থানরত মুসাফিরদের ওপর জুমুআহ নেই; তবে গ্রাম ও শহরগুলোতে জুমুআহ কায়েম করা হবে এবং এর সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা হবে তিনজন। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এমন কোনো গ্রাম বা শহর কীভাবে হতে পারে যেখানে মাত্র তিনজন লোক রয়েছে? এর উত্তর হলো—এটি সম্ভব; যেমন কোনো শহরে অবস্থানরত ব্যক্তির হয়তো সবাই অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে আসা মুসাফির, যা বর্তমানে বিদেশের কিছু জনপদে দেখা যায় যে, সেখানকার স্থানীয় নাগরিক মাত্র তিনজন এবং বাকিরা সবাই শিক্ষার্থী হিসেবে আসা মুসাফির। এমতাবস্থায় তাদের ওপর জুমুআহ কায়েম করা আবশ্যিক, কারণ সেখানে তিনজন নাগরিক বিদ্যমান। আর মরুচারীদের ওপর জুমুআহ ওয়াজিব নয়, কারণ জুমুআহ কেবল গ্রাম ও লোকালয়সমূহে কায়েম হয়। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মদিনার উপকণ্ঠে বসবাসকারী মরুচারীরা জুমুআহ কায়েম করত না। আর তাঁর বাণী—"তোমরা জামাতবদ্ধ থাকো, কারণ নেকড়ে কেবল পালছুট বকরিকেই ভক্ষণ করে"—এতে প্রমাণ রয়েছে যে, মুসলমানদের জন্য বিভেদ ও মতানৈক্যে লিপ্ত হওয়া অনুচিত এবং তাদের জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকা ওয়াজিব। জামাত থেকে বিচ্যুত হওয়া ধ্বংসের

অন্যতম কারণ, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে দলছুট বকরির সাথে তুলনা করেছেন যাকে নেকড়ে খেয়ে ফেলে এবং সে ধ্বংস হয়ে যায়। তদ্রূপ সেই ব্যক্তিও (ধ্বংসের আশঙ্কায় থাকে) যে জামাত থেকে বিচ্যুত হয়, এমনকি যদি তা এমন কোনো মতের মাধ্যমেও হয় যাতে সে একাকী হয়ে পড়েছে এবং ভাবছে যে দলিলাদি তার পক্ষেই রয়েছে। এমতাবস্থায় কোনো ব্যক্তি যদি কোনো বিষয়ে এমন মত পোষণ করে যা জমহুর বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের বিপরীতে দলিলাদি দ্বারা প্রমাণিত বলে তার কাছে মনে হয়, তবে তার ওপর ওয়াজিব হলো বারবার নিজ মতের পুনঃপর্যবেক্ষণ করা; কেননা এটি হওয়া সম্ভব নয় যে...

(ص: 80) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الجمهور توهبوا وأنت الذي أصبت ولهذا لما قال حذيفة لابن مسعود رضي الله عنه إن قوماً يعتكفون في البصرة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد الحرام والنبوي والأقصى قال لعلمهم ذكروا ونسيت وحفظوا فوهم ابن مسعود حذيفة وذلك لأن المسلمين يكادون كالمجمعين على أن الاعتكاف يصح في كل مسجد وأنه لو فرض صحة حديث حذيفة لكان معناه لا اعتكاف تماماً إلا في هذه المساجد الثلاثة وإلا فلا يمكن أن يخاطب الله بالقرآن الكريم الأمة الإسلامية يقول ولا تبأشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ثم نقول لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد لا يحضرها ولا واحد بالمائة من المسلمين هذا خلاف البلاغة وخلاف الفصاحة لكن بعض الناس يحب الإغراب في الشيء يحب أن يذكر ومن أمثال العامة خالف تذكر هو إن شذ وخالف ما عليه الجماعة اشتهر ولهذا تجد بعض الناس يفتي بأقوال شاذة ما لها دليل مخالف للدليل ورأي الجمهور ثم يشتهر بهذا وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الشاذ عن الجماعة بالقاصية من الغنم يأكلها الذئب والله الموفق

জমহুর বা অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম ভুল ধারণার শিকার হয়েছেন আর আপনিই সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। এই কারণেই যখন হুযায়ফা (রা.) ইবনে মাসউদ (রা.)-কে বললেন যে, একদল লোক বসরায় ইতিকার করছে, অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তিনটি মসজিদ ব্যতীত কোনো ইতিকার নেই: মাসজিদুল হারাম, মাসজিদুন নববী এবং মাসজিদুল আকসা।" তখন তিনি (ইবনে মাসউদ) বললেন: "হয়তো তারা মনে রেখেছে আর আপনি ভুলে গেছেন, এবং তারা মুখস্থ রেখেছে আর আপনি বিভ্রান্তিতে পড়েছেন।" এভাবে ইবনে মাসউদ (রা.) হুযায়ফা (রা.)-এর ভুল নির্দেশ করেছেন। এর কারণ হলো, মুসলিম উম্মাহ প্রায় এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, প্রতিটি মসজিদেই ইতিকার করা সঠিক বা বৈধ। আর যদি হুযায়ফা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসটিকে সহীহ ধরেও নেওয়া হয়, তবে তার অর্থ হবে এই যে, এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও ইতিকার পূর্ণাঙ্গ হয় না। অন্যথায়, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে মুসলিম উম্মাহকে সম্বোধন করে বলতেন না যে: "আর তোমরা মসজিদে ইতিকারের অবস্থায় তাদের সাথে সংগত হয়ো না।" এরপর যদি আমরা বলি যে, ইতিকার কেবল তিনটি মসজিদেই সীমাবদ্ধ, তবে তো দেখা যাবে বিশ্বের এক শতাংশ মুসলিমও সেখানে উপস্থিত নেই। এটি ভাষাগত অলঙ্কার ও প্রাঞ্জলতার পরিপন্থী। কিন্তু কিছু মানুষ কোনো বিষয়ে অদ্ভুত বা ভিন্নতা প্রকাশ করতে পছন্দ করে যাতে করে তারা আলোচিত হতে পারে। সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে: "বিরোধিতা করো, আলোচিত হবে।" অর্থাৎ যদি কেউ মূলধারা থেকে বিচ্যুত হয় এবং জামাতের পরিপন্থী অবস্থান নেয়, তবে সে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই কারণে আপনি দেখবেন কিছু মানুষ এমন সব বিচ্যুত বা শায় ফতোয়া প্রদান করে যার কোনো দলীল নেই, বরং তা প্রতিষ্ঠিত দলীল ও জমহুর ওলামাদের মতের পরিপন্থী; এবং এর মাধ্যমেই তারা পরিচিতি পায়। অথচ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জামাত থেকে বিচ্যুত ব্যক্তিকে সেই দলছুট ভেড়ার সাথে তুলনা করেছেন যাকে নেকড়ে খেয়ে ফেলে। আর আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء

1071 - عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله رواه مسلم وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة قال الترمذي حديث حسن صحيح

1072 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولو يعلمون ما فيه العتمة والصبح لأتوها ولو حبوا متفق عليه وقد سبق بطوله

1073 - وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيها لأتوها ولو حبوا

ফজর ও এশার জামাতে উপস্থিত হওয়ার প্রতি উৎসাহিতকরণ পরিচ্ছেদ

১০৭১ - উসমান ইবনে আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি জামাতের সাথে এশার সালাত আদায় করল, সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত কিয়াম (ইবাদত) করল। আর যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ফজরের সালাত আদায় করল, সে যেন সারা রাত সালাত আদায় করল।" (মুসলিম)। তিরমিযীর বর্ণনায় উসমান ইবনে আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জামাতের সাথে এশার সালাতে উপস্থিত হলো, তার জন্য অর্ধেক রাত কিয়াম করার সওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি জামাতের সাথে এশা ও ফজর উভয় সালাত আদায় করল, তার জন্য পুরো রাত কিয়াম করার সমপরিমাণ সওয়াব রয়েছে।" ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

১০৭২ - আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যদি তারা জানত যে এশা ও ফজরের সালাতে কী (ফজিলত) রয়েছে, তবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এ দুটি সালাতে উপস্থিত হতো।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। এটি পূর্বে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

১০৭৩ - তাঁর (আবু হুরাইরা) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "মুনাফিকদের জন্য ফজর ও এশার সালাতের চেয়ে অধিক ভারী আর কোনো সালাত নেই। যদি তারা জানত এই দুই সালাতে কী (ফজিলত) রয়েছে, তবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে উপস্থিত হতো।"

(ص: 82) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

متفق عليه

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب فضل صلاة الفجر وصلاة العشاء يعني في جماعة ونص على هاتين الصلاتين لما فيهما من الأجر الكثير ففي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن الإنسان إذا صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله أي فكأنه قام يصلي الليل كله العشاء نصف الليل والفجر نصف الليل وهذا فضل عظيم يعني كأنك قائم الليل كله وأنت في فراشك إذا صليت الفجر في جماعة والعشاء في جماعة وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة لو يعلمون ما في العتمة وصلاة الفجر لأتوها ولو حبوا العتمة هي العشاء والفجر معروف لو يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب لأتوها يحبون على الأرض كما يحبو الصبي لما فيهما من الأجر العظيم وكذلك الحديث الذي يعده لأبي هريرة أيضاً أن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر لأن المنافقين يصلون رياء وسبعه وصلاة العشاء والفجر ظلمة لا يشاهدون فهم يأتون إليهما كرهاً لكن الظهر والعصر والمغرب يأتون لأن الناس يشاهدونهم فهم يراءون الناس ولا يذكرون الله

إلا قليلا والعشاء والفجر ما فيهما مراعاة لأنها ظلمة وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن توجد أنوار ولا سرج فلا يشاهدهم أحد فيكون حضورهم العشاء

বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক ঐক্যমতাপূর্ণ।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার ইমাম নববী (রহিমাল্লাহু) তাঁর ‘রিয়াদুস সালাহীন’ গ্রন্থে ফজর ও ইশার সালাতের ফযীলত—অর্থাৎ জামাতের সাথে আদায়ের ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বিশেষভাবে এই দুই সালাতের কথা উল্লেখ করেছেন কারণ এগুলোর মধ্যে রয়েছে অটেল সওয়াব। উসমান ইবনে আফফান (রাতিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, মানুষ যদি ইশা ও ফজর জামাতের সাথে আদায় করে, তবে সে যেন সারা রাত নফল সালাত আদায় করল। অর্থাৎ সে যেন পুরো রাত দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করল; ইশার সালাত অর্ধেক রাত এবং ফজরের সালাত বাকি অর্ধেক রাতের সমতুল্য। এটি একটি মহান ফযীলত, যার অর্থ হলো—আপনি যদি ইশা ও ফজর জামাতের সাথে আদায় করেন, তবে বিছানায় শুয়ে থাকা সত্ত্বেও আপনার আমলনামায় পুরো রাত দাঁড়িয়ে ইবাদত করার সওয়াব লেখা হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরায়রা (রাতিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে যেমনটি বলেছেন: “যদি তারা জানত যে ‘আতামাহ’ (ইশা) ও ফজরের সালাতের মধ্যে কী (সওয়াব) রয়েছে, তবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে উপস্থিত হতো।” ‘আতামাহ’ বলতে ইশার সালাতকে বোঝানো হয়েছে এবং ফজর তো সুপরিচিত। যদি তারা এর মধ্যকার সওয়াব ও প্রতিদান সম্পর্কে জানত, তবে এর মহান প্রতিদানের কারণে তারা শিশুর মতো মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে আসত। অনুরূপভাবে আবু হুরায়রা (রাতিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত অন্য একটি হাদীসে এসেছে যে, “মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে কষ্টদায়ক সালাত হলো ইশার সালাত ও ফজরের সালাত।” কারণ মুনাফিকরা লোকদেখানো ও লোকশোনানোর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করে। আর ইশা ও ফজরের সালাত অন্ধকারের সময় হওয়ায় কাউকে দেখা যায় না, ফলে তারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই সালাতে আসে। কিন্তু যোহর, আসর ও মাগরিবের সময় তারা আসে কারণ মানুষ তখন তাদের দেখতে পায়; তারা মানুষকে দেখানোর জন্য আসে এবং আল্লাহকে খুব অল্পই স্মরণ করে। ইশা ও ফজরের সালাতে লোকদেখানোর অবকাশ নেই কারণ তখন অন্ধকার থাকে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে কোনো কৃত্রিম

আলো বা প্রদীপের ব্যবস্থা ছিল না, ফলে কাউকেও দেখা যেত না। তাই তাদের ইশার সালাতে উপস্থিত হওয়া...

(স: 83) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

والفجر ثقيلًا عليهم لفوات المراءة هذا من وجه ومن وجه آخر أن صلاة العشاء والفجر وقت الراحة والنوم ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس لا يسهرون كما يسهر الناس اليوم ينامون مبكرين بعد صلاة العشاء والفجر يقومون ومنهم من يمين الله عليه بقيام ومنهم من يقوم لصلاة الفجر فهما ثقيلتان على المنافقين فينبغي للإنسان أن يحرص على صلاة العشاء والفجر لكن صلاة العشاء ليست أفضل من صلاة العصر فصلاة العصر أفضل ولهذا صارت صلاة الفجر قرينة للعصر وقرينة للعشاء فهي قرينة للعصر كما سبق من صلى البردين دخل الجنة وقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس - الفجر - وصلاة قبل غروبها - العصر - فافعلوا وهي أي صلاة الفجر مع العشاء أيضًا إذا اجتمعتا فكأنما قام الإنسان الليل كله وكذلك أيضًا لو يعلم الناس ما في العشاء والفجر لأتوها ولو حبوا فاحرص أخي المسلم على جميع الصلوات كن محافظًا عليها فإن

আর ফজর তাদের নিকট লোকদেখানোর সুযোগ না থাকার কারণে ভারী মনে হতো। এটি যেমন এক কারণ, অন্যদিকে এশা ও ফজরের সালাত হচ্ছে আরাম ও নিদ্রার সময়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে মানুষ আজকের দিনের মানুষের মতো রাত জাগত না; তারা এশার সালাতের পর দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ত। অতঃপর ফজরের সময় তারা জাগ্রত হতো; তাদের মধ্যে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করতেন তারা তাহাজ্জুদ পড়ত, আর কেউ কেউ

ফজরের সালাতের জন্য উঠত। সুতরাং এই দুই সালাত মুনাফিকদের নিকট অত্যন্ত ভারী। তাই মানুষের উচিত এশা ও ফজরের সালাতের প্রতি যত্নবান হওয়া। তবে এশার সালাত আসরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, বরং আসর সালাতই অধিক শ্রেষ্ঠ। একারণেই ফজরের সালাত আসরের জোড়া এবং এশারও জোড়া হিসেবে গণ্য হয়। আসরের জোড়া হওয়ার বিষয়টি আগেই অতিক্রান্ত হয়েছে যে, ‘যে ব্যক্তি দুই শীতল সময়ের সালাত আদায় করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে’। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলেছেন: ‘নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে যেমন তোমরা পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে পাও। সুতরাং যদি তোমরা সূর্যোদয়ের পূর্বের সালাত (ফজর) এবং সূর্যাস্তের পূর্বের সালাত (আসর) আদায়ে কোনোভাবে পরাভূত না হওয়ার সামর্থ্য রাখো, তবে তা-ই করো’। আর ফজরের সালাত এশার সাথেও সম্পৃক্ত এই অর্থে যে, যদি এ দুটি একত্রে আদায় করা হয়, তবে মানুষ যেন সারা রাত কিয়াম করল। অনুরূপভাবে, মানুষ যদি জানত এশা ও ফজরের মধ্যে কী পুরস্কার রয়েছে, তবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এতে উপস্থিত হতো। অতএব হে আমার মুসলিম ভাই! সকল সালাতের প্রতি যত্নবান হোন এবং তা যথাযথ সংরক্ষণ করুন, কারণ...

(ص: 84) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيমানهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فذكر الله الصلاة في أول الأوصاف الحميدة وفي آخرها وقال تعالى في سورة المعارج {إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً} إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون} ...

وفي آخر الأوصاف الحميدة قال {والذين هم على صلاتهم يحافظون} وفي هذا يعرف أن الصلاة أعظم الأعمال بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله جعلني الله وإياكم من مقيمي الصلاة ومؤتي الزكاة المحافظين على أداء فرائض الله واجتناب محارمه

মহান আল্লাহ বলেন, ‘অবশ্যই মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে। যারা নিজেদের সালাতে বিনয়ানত। যারা অসার ক্রিয়াকলাপ থেকে বিমুখ। যারা যাকাত দানে সক্রিয়। যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফায়ত করে। তবে তাদের পত্নী অথবা তাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। অতঃপর যারা এদের ছাড়া অন্য কিছু কামনা করবে, তারাই হবে সীমালঙ্ঘনকারী। আর যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। এবং যারা নিজেদের সালাতসমূহের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করে। তারাই হবে উত্তরাধিকারী। যারা ফিরদাউসের উত্তরাধিকার লাভ করবে এবং সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।’ আল্লাহ তাআলা প্রশংসনীয় গুণাবলির শুরুতে এবং শেষে সালাতের কথা উল্লেখ করেছেন। আর মহান আল্লাহ সূরা আল-মাআরিজে ইরশাদ করেছেন, ‘নিশ্চয়ই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিহ্নরূপে। যখন তাকে বিপদ স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশ করে। আর যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে কৃপণ হয়ে যায়। তবে সালাত আদায়কারীগণ ব্যতীত, যারা তাদের সালাতে সর্বদা নিষ্ঠাবান।’ ...

এবং প্রশংসনীয় গুণাবলির শেষাংশে তিনি বলেছেন, ‘আর যারা তাদের সালাতের রক্ষণাবেক্ষণ করে।’ এর মাধ্যমে এটি প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল—এই সাক্ষ্য প্রদানের পর সালাতই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। আল্লাহ আমাকে এবং আপনাদেরকে সালাত কায়েমকারী, যাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহর ফরযসমূহ যথাযথ পালনকারী ও তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

بَاب الأَمْرِ بِالمَحَافِظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ المَكْتُوبَاتِ والنَّهْيِ الأَكِيدِ وَالعِيدِ الشَّدِيدِ فِي تَرْكِهِنَّ

قَالَ اللهُ تَعَالَى {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى} وَقَالَ تَعَالَى {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}

1074 - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَيْ قَالَ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَيْ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

ফরয সালাতসমূহের প্রতি যত্নবান হওয়ার নির্দেশ এবং তা ত্যাগের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ও কঠোর হুঁশিয়ারি সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, {তোমরা সালাতসমূহের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের প্রতি।} এবং তিনি আরও বলেন, {অতঃপর তারা যদি তাওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও।}

১০৭৪ - ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন আমলটি সর্বশ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন, "ঠিক সময়ে সালাত আদায় করা।" আমি বললাম, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, "পিতামাতার প্রতি সদ্যবহার করা।" আমি বললাম, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ করা।" (বুখারী ও মুসলিম)।

(ص: 88) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

1075 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب وجوب المحافظة على الصلوات والتحذير من إضاعتها الصلوات خمس كتبهن الله عز وجل على عباده في كل يوم وليلة لقوله تبارك وتعالى حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يخفف عن العباد قال هن خمس في الفعل خمسون في الميزان وسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل عن الإسلام ومنه الصلوات فذكر له خمس صلوات قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع وأرسل معاذاً إلى اليمن وقال أخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة وقد أمر الله بالمحافظة عليها فقال حافظوا على الصلوات والصلوات الوسطى خصها لما لها من المزية والفضل والبراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر فسرّها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بكتاب الله وبمراده ولا قول لأحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} وليت المؤلف جاء بالآية الأخرى {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين} لأن هذه الآية تدل على أن لم يقم الصلاة فهو كافر ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها يعني على الوقت المطلوب شرعاً إن كان مما يطلب تقديمه فتقديمه أفضل وإن كان مما يطلب تأخيرها أفضل والصلوات الخمس كلها الأفضل فيها التقديم إلا العشاء فالأفضل فيها التأخير ما لم يشق على الناس وإلا الظهر في شدة الحر فالأفضل فيها التأخير تيسيراً على الناس وتخفيفاً عليهم أما الفجر والعصر والمغرب فالأفضل فيها التعجيل على كل حال لكن قال العلماء رحمه الله من قام حين يسمع النداء يتوضأ ويتأهب للصلاة فهذا تقديم يعني ليس المعنى أنه من حين يؤذن نصلي المهم أن تستعد للصلاة من أول وقتها قال ابن مسعود ثم أي قال صلى الله عليه وسلم بر الوالدين يعني الإحسان

إليهما بالقول والمال والخدمة وغير ذلك قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال ابن مسعود ولو استزدته لزدني يعني لو طلب زيادة ثم أي ثم أي لزيادة النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بناء على ما عرفه من قرينه الحال وفي الحديث دليل على إثبات المحبة لله عز وجل وأنه يحب الأعمال كما يحب العاملين وأن حبه يتفاوت سبحانه وتعالى وفيه أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله واجبه على واجبه وتطوعه على تطوعه فمثلاً إذا كان الوالدان ليس عندهما من يعولهما ولا من يخدمهما وهما في ضرورة للولد فإنه يجب عليه أن يبقى ولا يجاهد وإذا كان عندهم من يقوم بخدمتهما وأمرهما فهذا بقاءه عندهما مستحب ثم الجهاد وإذا احتاج إليه كان أفضل وإن لم يحتج إليه فبر الوالدين أفضل والله أعلم بالنسبة لصلاة الفجر المعروف أن التوقيت الذي يعرفه الناس الآن ليس بصحيح فالتوقيت مقدم على الوقت بخمس دقائق على أقل تقدير وبعض الإخوان خرجوا إلى البر فوجدوا أن الفرق بين التوقيت الذي بأيدي الناس وبين طلوع الفجر نحو ثلث ساعة فالبسالة خطيرة جداً ولهذا لا ينبغي للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر في إقامة الصلاة وليتأخر ثلث ساعة أو 25 دقيقة حتى يتقين أن الفجر قد حضر وقته

1075 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب فضل الصلوات الخمس والنهي الأكيد والوعيد الشديد على من ضيعهن ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن

محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان هكذا رواه
ابن عمر رضي الله عنهما وفي

১০৭৫ - ইবনে ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের ওপর—এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, জাকাত প্রদান করা, বাইতুল্লাহর হজ করা এবং রমজানের সিয়াম পালন করা। (বুখারি ও মুসলিম)

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ তাআলা) তাঁর ‘রিয়াদুস সালিহীন’ গ্রন্থে ‘সালাতসমূহের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের আবশ্যিকতা এবং তা নষ্ট করার ব্যাপারে সতর্কীকরণ’ পরিচ্ছেদে বলেছেন: সালাত পাঁচ ওয়াক্ত, যা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর প্রতি দিন ও রাতে ফরজ করেছেন। এর কারণ হলো মহান আল্লাহর বাণী, যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর রবের কাছে বান্দাদের ওপর থেকে ভার কমানোর আবেদন করেছিলেন, তখন আল্লাহ বলেছিলেন: "আমলে পাঁচটি কিন্তু মিজানে (পাল্লায়) পঞ্চাশটি।" জনৈক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে—যার অন্তর্ভুক্ত ছিল সালাত—তিনি তাকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের কথা বলেন। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, "আমার ওপর কি এ ছাড়া আর কোনো সালাত আছে?" তিনি বললেন, "না, তবে তুমি যদি নফল হিসেবে কিছু আদায় করো।" তিনি মুআজকে ইয়ামেনে পাঠানোর সময় বলেছিলেন, "তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের ওপর প্রতি দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন।" আল্লাহ তাআলা এই সালাতগুলো সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন: "তোমরা সালাতসমূহ এবং বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের প্রতি যত্নশীল হও।" এর বিশেষ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তিনি একে আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন। আর 'মধ্যবর্তী সালাত' বলতে আসরের সালাতকে বোঝানো হয়েছে; আল্লাহর কিতাব ও তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এভাবেই এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীর পর অন্য কারো কোনো কথা চলে না। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "অতঃপর তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং জাকাত দেয়, তবে তাদের

পথ ছেড়ে দাও।" লেখক যদি অপর আয়াতটিও উল্লেখ করতেন তবে ভালো হতো: "যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং জাকাত দেয়, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই।" কারণ এই আয়াতটি নির্দেশ করে যে, যে ব্যক্তি সালাত কায়েম করে না সে কাফির। এরপর তিনি ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদিসটি উল্লেখ করেন যে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনটি? তিনি বললেন: "সময়মতো সালাত আদায় করা।" অর্থাৎ শরিয়ত নির্ধারিত সময়ে; যদি কোনো সালাত প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা বাঞ্ছনীয় হয় তবে দ্রুত আদায় করা উত্তম, আর যদি দেরি করে আদায় করা বাঞ্ছনীয় হয় তবে দেরি করা উত্তম। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মধ্যে এশার সালাত ছাড়া (যা মানুষের কষ্ট না হলে দেরি করে পড়া উত্তম) এবং প্রচণ্ড গরমে যোহরের সালাত ছাড়া (মানুষের সহজিকরণ ও আরামের জন্য), বাকি সব সালাত ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে দ্রুত আদায় করা উত্তম। তবে উলামায়ে কেরাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আজান শুনে ওজু করে সালাতের জন্য প্রস্তুতি নেয়, সেটিই দ্রুত আদায় করার অন্তর্ভুক্ত; এর অর্থ এই নয় যে আজান হওয়ার সাথে সাথেই সালাত পড়তে হবে, বরং গুরুত্বপূর্ণ হলো ওয়াক্তের শুরুতেই সালাতের প্রস্তুতি নেওয়া। ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, এরপর কোনটি? তিনি বললেন: "পিতামাতার প্রতি সদ্যবহার করা।" অর্থাৎ কথা, অর্থ ও সেবা ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের প্রতি ইহসান করা। তিনি বললেন, এরপর কোনটি? তিনি বললেন: "আল্লাহর পথে জিহাদ করা।" ইবনে মাসউদ বলেন, আমি যদি আরও জানতে চাইতাম তবে তিনি আমাকে আরও বলতেন। অর্থাৎ যদি তিনি আরও জিজ্ঞাসা করতেন যে এরপর কোনটি, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে আরও বলতেন; তিনি পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তা বলেছিলেন। এই হাদিসে মহান আল্লাহর জন্য 'মহব্বত' বা ভালোবাসা গুণের প্রমাণ পাওয়া যায়; তিনি আমলকে ভালোবাসেন যেমন আমলকারীকেও ভালোবাসেন, আর তাঁর এই ভালোবাসা আমলভেদে কম-বেশি হয়। এতে আরও প্রমাণিত হয় যে, পিতামাতার সেবা জিহাদের চেয়ে অগ্রগণ্য; ফরজের ক্ষেত্রে ফরজের ওপর এবং নফলের ক্ষেত্রে নফলের ওপর। উদাহরণস্বরূপ, যদি পিতামাতার এমন কেউ না থাকে যে তাদের দেখাশোনা বা সেবা করবে এবং তারা সন্তানের মুখাপেক্ষী হয়, তবে সন্তানের জন্য সেখানে অবস্থান করা ওয়াজিব এবং সে জিহাদে যাবে না। আর যদি তাদের সেবা ও দেখাশোনার জন্য অন্য লোক থাকে, তবে সেখানে অবস্থান করা মুস্তাহাব, এরপর জিহাদ। যদি জিহাদে তার প্রয়োজন থাকে তবে সেটিই উত্তম হবে, আর প্রয়োজন না থাকলে পিতামাতার সেবা করাই উত্তম। আল্লাহই ভালো জানেন। ফজরের সালাতের ব্যাপারে প্রচলিত

যে সময়সূচি এখন মানুষ জানে, তা পুরোপুরি সঠিক নয়; ক্যালেন্ডারের সময় প্রকৃত সময়ের চেয়ে অন্তত পাঁচ মিনিট এগিয়ে দেওয়া আছে। কিছু ভাই মরুভূমিতে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে, মানুষের হাতে থাকা সময়সূচি এবং প্রকৃত সুবহে সাদেকের মধ্যে প্রায় বিশ মিনিটের পার্থক্য রয়েছে। তাই বিষয়টি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। একারণে ফজরের সালাতের ক্ষেত্রে মানুষের উচিত নয় তাড়াহুড়ো করে ইকামত দেওয়া, বরং উচিত হবে ২০ থেকে ২৫ মিনিট দেরি করা যাতে ফজর হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়।

১০৭৫ - ইবনে ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের ওপর—এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, জাকাত প্রদান করা, বাইতুল্লাহর হজ করা এবং রমজানের সিয়াম পালন করা। (বুখারি ও মুসলিম)

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) ‘রিয়াদুস সালিহীন’ গ্রন্থে ‘পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ফজিলত এবং যে ব্যক্তি তা নষ্ট করে তার প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা ও চরম হুঁশিয়ারি’ পরিচ্ছেদে ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যেখানে তিনি বলেছেন: ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের ওপর—এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, জাকাত প্রদান করা, বাইতুল্লাহর হজ করা এবং রমজানের সিয়াম পালন করা। এভাবেই ইবনে ওমর (রা.) এটি বর্ণনা করেছেন। এবং...

(ص: ৪৯) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

لفظ أنه قدم الصوم على الحج فعلى الأول بنى البخاري رحمه الله الترتيب الصحيح
فبدأ بالحج قبل الصيام وأكثر الأحاديث على تقديم الصيام على الحج قوله صلى الله

عليه وسلم بني الإسلام يعني أنه شبه الإسلام بالقصر الذي له خمسة أعمدة
ومعلوم أن الأعمدة هي أساس البنيان وأنه إذا فقدت الأعمدة تداعى البنيان
وانهدم فإن بني على غير أعمدة بني بناء ضعيفاً ولكن الإسلام بناء قوي محكم
شرعه الله عز وجل لعبادة وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
ورضيت لكم الإسلام ديناً هذه الدعائم وهذه الأعمدة الخمسة بينها صلى الله عليه
وسلم بقوله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يعني أن تشهد معترفاً
بلسانك مؤمناً بقلبك أنه لا معبود بحق إلا الله كل ما عبد من دون الله فهو باطل
هناك أناس يعبدون الشمس وهناك أناس يعبدون القمر وهناك أناس يعبدون
الشعري وهناك أناس يعبدون البقر وهناك أناس يعبدون فروج النساء ...
أمر مختلفة لكن من المعبود حقاً الله عز وجل هو المعبود حقاً هذا هو مقتضى
الشرع ومقتضى العقل لأن الذي يستحق العبادة هو الذي خلق الخلق من الذي
خلق الخلق الله عز وجل قال تبارك وتعالى {أمر خلقوا من غير شيء أمر هم
الخالقون} وقال تعالى {أفأريتم ما تمنون

শব্দগতভাবে এখানে রোজা-কে হজের আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে প্রথমোক্তটির ওপর
ভিত্তি করেই ইমাম বুখারি (রহিমাল্লাহ) সঠিক বিন্যাস সাজিয়েছেন, যেখানে তিনি রোজার
আগে হজের আলোচনা শুরু করেছেন। যদিও অধিকাংশ হাদিসে রোজাকে হজের আগে রাখার
বর্ণনা এসেছে। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী ‘ইসলাম নির্মিত
হয়েছে’—এর অর্থ হলো তিনি ইসলামকে এমন একটি প্রাসাদের সাথে তুলনা করেছেন যার
পাঁচটি স্তম্ভ রয়েছে। এটি সুবিদিত যে, স্তম্ভই হলো কোনো ইমারতের মূল ভিত্তি। যদি স্তম্ভগুলো
না থাকে, তবে ইমারতটি ধসে পড়বে ও ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি স্তম্ভ ছাড়া কোনো ইমারত
নির্মাণ করা হয়, তবে তা হবে একটি দুর্বল নির্মাণ। কিন্তু ইসলাম হলো একটি শক্তিশালী ও
সুদৃঢ় ইমারত যা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন, "আজ
আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত
সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" এই পাঁচটি
ভিত্তি ও স্তম্ভের বর্ণনা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে

দিয়েছেন যে—এই সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল। এর অর্থ হলো আপনি মুখে স্বীকারোক্তি দিয়ে এবং অন্তরে বিশ্বাস রেখে এই সাক্ষ্য দেবেন যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য উপাস্য নেই। আল্লাহ ছাড়া যারই ইবাদত করা হয়, তা-ই বাতিল। এমন অনেক মানুষ আছে যারা সূর্যের উপাসনা করে, কেউ চাঁদের উপাসনা করে, কেউ সিরিয়াস নক্ষত্রের উপাসনা করে, কেউ গরুর উপাসনা করে, আবার কেউ নারীর যৌনাঙ্গের উপাসনা করে ...

এগুলো বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী। তবে প্রকৃত উপাস্য কে? মহান আল্লাহ-ই হলেন প্রকৃত উপাস্য। এটিই শরিয়ত ও বিবেকের দাবি। কারণ, যিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন তিনিই ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। কে সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেছেন? মহান আল্লাহ। আল্লাহ বরকতময় ও সুউচ্চ, তিনি বলেছেন: "তারা কি কোনো কিছু ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে, নাকি তারা নিজেরাই স্রষ্টা?" এবং মহান আল্লাহ আরও বলেছেন: "তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে বীর্য তোমরা নিক্ষেপ করো..."

(ص: 90) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ} لو اجتمع الخلق كله على أن يخلقوا جنبا واحدا ما استطاعوا بل قال عز وجل {يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له سبحانه الله كل المعبودات بالباطل على اختلاف أصنافها لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له هذا في القدر في الشرع قال الله تبارك وتعالى {قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله {إذن لا أحد يستطيع أن يأتي بمثل كلام الله ولا أن يخلق مثل خلق الله} ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله {ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله} {قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر

فسيقولون الله إذن هذا الذي يوصف بكل هذه الأوصاف هو المستحق للعبادة هل يستحق العبادة شيء مدبر الشمس مدبرة { والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم } هل هي يستحق أن تعبد القبر هل يستحق أن يعبد النجم الشجر لا أحد يستحق

“তোমরা কি তা সৃষ্টি করো, নাকি আমিই স্রষ্টা?” যদি সকল সৃষ্টি একত্রিত হয়ে একটি ক্ষুদ্র জীবনকোষও সৃষ্টি করতে চায়, তবে তারা তা পারবে না। বরং মহান আল্লাহ বলেছেন: “হে মানুষ! একটি উদাহরণ পেশ করা হলো, তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোনো; তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো, তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা এর জন্য সকলে একত্রিত হয়।” সুবহানাল্লাহ! সকল মিথ্যা উপাস্য, তাদের বিচিত্র ধরন থাকা সত্ত্বেও, তারা কখনো একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, এমনকি যদি তারা সকলে একত্রিতও হয়। এটি সৃষ্টির ক্ষমতার ক্ষেত্রে। আর শরীয়তের বিধানে বরকতময় মহান আল্লাহ বলেছেন: “বলুন, যদি এই কুরআনের অনুরূপ কিছু আনার জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ আনতে পারবে না।” সুতরাং, আল্লাহর বাণীর অনুরূপ কিছু আনার সাধ্য কারো নেই এবং আল্লাহর সৃষ্টির মতো কোনো কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতাও কারো নেই। “আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে—আল্লাহ।” “আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে—আল্লাহ।” “বলুন: কে তোমাদেরকে আসমান ও জমিন থেকে রিযিক দান করেন? অথবা শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির মালিক কে? কে জীবিতকে মৃত থেকে এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন? আর কে সকল বিষয় পরিচালনা করেন? তারা অবশ্যই বলবে—আল্লাহ।” অতএব, যিনি এই সকল গুণে গুণান্বিত, তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। যা কিছু অন্য কোনো সত্তা কর্তৃক পরিচালিত, তা কি ইবাদত পাওয়ার যোগ্য হতে পারে? সূর্যও তো অন্য সত্তা দ্বারা পরিচালিত। “আর সূর্য তার জন্য নির্ধারিত গন্তব্যের দিকে চলতে থাকে; এটি মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর সুনির্ধারিত পরিমাপ।” সূর্য কি ইবাদত পাওয়ার যোগ্য? চন্দ্র কি ইবাদত পাওয়ার যোগ্য? নক্ষত্র কিংবা বৃক্ষ কি এর যোগ্য? কেউ ইবাদত পাওয়ার যোগ্য নয়।

فكل مخلوق حاج إبراهيم صلى الله عليه وسلم قومه فلما جن عليه الليل وأظلم رأي كوكبا وكان من قومه من يعبد النجوم قال هذا ربي وكالعادة غاب الكوكب فلما أفل قال لا أحب الآفلين لأن الرب لا يغييب عن عبادة فلما رأى القمر بازغا وهو أعلى النجوم إضاءة { قال هذا ربي فلما أفل قال {أي غاب} لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين {وهذا أشد من الأول جاء إلى شيء أكبر وهي الشمس وهم يعبدون أيضا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي فلما أفلت غابت أعلن صلى الله عليه وسلم التوحيد قال} يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين {إذن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وكل ما يعبد من دون الله فهو باطل والعجيب أن هذه الأصنام التي تعبد يا إخواني أنها يوم القيامة تجمع وتحصب في نار جهنم كما يحصب الحصى وكذلك عابدها يحصبون} إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون {نعم لو كانت هذه الأصنام آلهة حقاً هل ترد النار

প্রতিটি সৃষ্টিই—ইব্রাহিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সম্প্রদায়ের সাথে বিতর্ক করলেন। যখন রাত গভীর হলো এবং অন্ধকার তাকে আচ্ছন্ন করল, তখন তিনি একটি নক্ষত্র দেখতে পেলেন। তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কিছু লোক ছিল যারা নক্ষত্রের পূজা করত। তিনি বললেন, 'এটিই আমার প্রতিপালক'। এরপর অভ্যাসমতো নক্ষত্রটি অদৃশ্য হয়ে গেল। যখন এটি অস্তমিত হলো, তখন তিনি বললেন, 'অস্তগামীদের আমি ভালোবাসি না'। কারণ প্রকৃত প্রতিপালক কখনো তাঁর বান্দাদের নিকট থেকে অদৃশ্য হন না। অতঃপর যখন তিনি চন্দ্রকে উজ্জ্বলভাবে উদিত হতে দেখলেন—যা নক্ষত্রগুলোর মধ্যে সর্বাধিক আলোকময়—তিনি বললেন, 'এটিই আমার প্রতিপালক'। যখন সেটিও অস্তমিত হলো (অর্থাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল), তখন তিনি বললেন, 'আমার প্রতিপালক যদি আমাকে পথপ্রদর্শন না করেন, তবে অবশ্যই

আমি পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব'। এটি প্রথমটির চেয়েও গুরুতর ছিল। এরপর তিনি আরও বিশাল কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, আর সেটি হলো সূর্য, যেটিরও তারা পূজা করত। যখন তিনি সূর্যকে প্রদীপ্ত অবস্থায় উদিত হতে দেখলেন, তিনি বললেন, 'এটিই আমার প্রতিপালক'। যখন সেটিও অস্তমিত হয়ে অদৃশ্য হলো, তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাওহীদের ঘোষণা দিলেন এবং বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর সাথে যাদের শরিক করো, নিশ্চয়ই আমি তাদের থেকে মুক্ত। আমি একনিষ্ঠভাবে সেই সত্তার দিকে আমার মুখ ফিরালাম যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।' সুতরাং, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই; আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোনো সত্য উপাস্য নেই। আর আল্লাহ ছাড়া যারই ইবাদত করা হয়, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অসার। হে আমার ভাইয়েরা! বিস্ময়ের বিষয় হলো যে, যেসব মূর্তির পূজা করা হয়, কিয়ামতের দিন সেগুলোকে একত্রিত করে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, যেভাবে নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করা হয়। তেমনিভাবে তাদের পূজারীদেরও সেখানে নিক্ষেপ করা হবে—'নিশ্চয়ই তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত করতে, তারা জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা তাতে প্রবেশ করবে। যদি তারা প্রকৃতই ইলাহ হতো তবে তারা তাতে প্রবেশ করত না; এবং তাদের সকলেই সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।' হ্যাঁ, যদি এই মূর্তিগুলো প্রকৃতপক্ষে ইলাহ হতো, তবে কি তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতো?

(ص: 92) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

وكذلك الذين يعبدونها لما جاءت هذه الآيات أراد المشركون أن يشبهوا بها قالوا عيسى ابن مريم يعبد إذن يلقي في النار فأنزل الله تعالى قوله { وإن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها معبدون لا يسمعون حسيها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون } فعيسى ابن مريم ممن سبقت لهم من الله الحسنى لأنه أحد أولي

العزم من الرسل المهم يا إخواني أن تعلموا أن كل من يعبد من دون الله فهو باطل سواء كان نجماً أو ولياً أو صالحاً أو عالماً أو رئيساً كل ما يعبد من دون الله فهو باطل عبادته باطلة فشهادة أن لا إله إلا الله تتضمن الإخلاص الذي لا تصح العبادة إلا به والمتابعة التي يتضمنها شهادة أن محمداً رسول الله ولهذا يعد هذا ركناً واحداً أما الثاني فهو إقامة الصلاة يعني الصلوات الخمس وما يتبعها من النوافل لكون الصلاة من أركان الإسلام والصلوات الواجبة بالإجماع وهي خمس الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة تكون في محل الظهر وماعدا ذلك فيختلف فيه فالوتر اختلف العلماء هل هو واجب يأثم الإنسان بتركه أم سنة أم فيه تفصيل وهو أن من له ورد من الليل يجب عليه أن يوتر ومن ليس له ورد وإنما ينام إذا صلى العشاء إلى الفجر فهذا لا

অনুরূপভাবে যারা সেগুলোর উপাসনা করে, যখন এই আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হলো তখন মুশরিকরা তাতে সংশয় সৃষ্টি করতে চাইল। তারা বলল: মারইয়াম-তনয় ঈসারও তো উপাসনা করা হয়, তবে কি তাকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে? তখন মহান আল্লাহ তাঁর এই বাণী অবতীর্ণ করলেন: “নিশ্চয়ই যাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে পূর্বেই কল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে, তারা তা (জাহান্নাম) থেকে দূরে থাকবে। তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না এবং তারা তাদের মনের আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের মাঝে চিরকাল অবস্থান করবে। মহাসন্তোষ তাদেরকে চিন্তিত করবে না এবং ফেরেশতারা তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে (এই বলে যে): এটিই তোমাদের সেই দিন, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল।” সুতরাং মারইয়াম-পুত্র ঈসা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত যাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্বেই কল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে; কেননা তিনি ছিলেন উলুল আযম (দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ) রাসূলগণের অন্যতম। হে আমার ভ্রাতৃবৃন্দ, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এটি জানা যে, আল্লাহ ব্যতীত যা কিছু ইবাদত করা হয় তা বাতিল; চাই তা কোনো নক্ষত্র হোক, কিংবা কোনো অলি, নেককার ব্যক্তি, আলেম অথবা কোনো নেতা হোক। আল্লাহ ছাড়া যা কিছু ইবাদত করা হয় তা বাতিল এবং তার ইবাদত করাও অসার। সুতরাং ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এই সাক্ষ্য প্রদান ইখলাস বা একনিষ্ঠতাকে শামিল করে, যা ছাড়া ইবাদত শুদ্ধ হয় না; আর ‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ এই সাক্ষ্য প্রদান তাঁর অনুসরণকে শামিল করে। এই কারণেই এই

সাক্ষ্যদ্বয়কে একটি রুকন বা স্তম্ভ হিসেবে গণ্য করা হয়। আর দ্বিতীয়টি হলো সালাত কায়েম করা; অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট নফল সালাতসমূহ। যেহেতু সালাত ইসলামের অন্যতম রুকন। সর্বসম্মতভাবে আবশ্যিক সালাত পাঁচটি: ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা। জুমুআর সালাত যোহরের স্থলাভিষিক্ত হয়। এ ছাড়া অন্য সালাতগুলোর ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যেমন বিতর সালাতের বিষয়ে আলেমগণ মতভেদ করেছেন যে, এটি কি ওয়াজিব—যা বর্জন করলে মানুষ গুনাহগার হবে, নাকি এটি সুন্নাত, নাকি এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে? সেই ব্যাখ্যাটি হলো: যার রাতের বেলা নফল ইবাদতের নির্দিষ্ট অভ্যাস (ওরদ) রয়েছে তার জন্য বিতর পড়া আবশ্যিক, আর যার এমন কোনো অভ্যাস নেই বরং এশার সালাত আদায়ের পর ফজর পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকে, তার জন্য তা...

(ص: 93) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

يجب عليه الوتر وأما صلاة الكسوف فمختلف فيها من العلماء من يقول واجبة ومنهم من يقول ليست بواجبة والصحيح أنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفزع لها كسفت الشمس وصلاتها صلاة غريبة لكنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي من أهل البلد سقطت من الباقيين وكذلك أيضاً اختلف العلماء رحمهم الله في تحية المسجد هل هي واجبة أم لا والقول بالوجوب قول قوي لكن يمنع القطع به أحاديث تدل على أنها ليست بواجبة مثل مجيء الإمام يوم الجمعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد يوم الجمعة ويصعد المنبر ويخطب الناس ويجلس ولا يصلي تحية المسجد وكذلك رويت أخبار أخرى تدل على عدم وجوب تحية المسجد وكذلك صلاة العيدين اختلف فيها العلماء منهم من يقول إنها واجبة ومنهم من يقول إنها سنة ومنهم من يقول فرض كفاية المهم أن الصلوات المجمع على وجوبها هي الخمس والجمعة بدلا عن الظهر ومعنى إقامة الصلاة أن يأتي بها

الإنسان في أوقاتها متبهاً شروطها وأركانها واجباتها ومكبلاً ذلك بمستحباتها هذا هو إقام الصلاة وأما إتياء الزكاة فهو إعطاء الزكاة لمستحقها والزكاة هي القسط من مالك الذي أوجبه الله عليك في الذهب والفضة والنقد وعروض التجارة والخارج من الأرض وبهية الأنعام فيجب أن تعطي الزكاة هذه لمستحقيها وقد بين الله المستحقين لها في قوله { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ

তার ওপর বিতর নামায ওয়াজিব। আর সূর্যগ্রহণের (কুসূফ) নামাযের ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আলেমদের কেউ বলেন এটি ওয়াজিব, আবার কেউ বলেন এটি ওয়াজিব নয়। তবে সঠিক মত হলো এটি ওয়াজিব; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং সূর্যগ্রহণের সময় তিনি বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন ও এক ব্যতিক্রমী পদ্ধতিতে এই নামায আদায় করেছিলেন। তবে এটি ফরযে কিফায়া; যদি জনপদের পর্যাপ্ত সংখ্যক মানুষ তা আদায় করে নেয়, তবে বাকিদের ওপর থেকে এর আবশ্যকতা রহিত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে, আলেমগণ (আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন) তাহিয়্যাতুল মাসজিদ ওয়াজিব কি না সে বিষয়েও মতভেদ করেছেন। এটি ওয়াজিব হওয়ার স্বপক্ষের মতটি শক্তিশালী, কিন্তু এর নিশ্চিত সিদ্ধান্তের পথে এমন কিছু হাদীস প্রতিবন্ধক যা এর ওয়াজিব না হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে। যেমন জুমার দিন ইমামের আগমন; নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুমার দিন মসজিদে প্রবেশ করে মিস্বরে আরোহণ করতেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিতেন ও বসতেন, কিন্তু তিনি তাহিয়্যাতুল মাসজিদ আদায় করতেন না। এছাড়া আরও কিছু বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে যা তাহিয়্যাতুল মাসজিদ ওয়াজিব না হওয়ার প্রমাণ বহন করে। ঠিক একইভাবে দুই ঈদের নামাযের ব্যাপারেও আলেমগণ মতভেদ করেছেন; তাঁদের কেউ কেউ বলেন এটি ওয়াজিব, কেউ বলেন এটি সুন্নাত, আবার কেউ বলেন ফরযে কিফায়া। মূল কথা হলো, যে সকল নামাযের ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং যোহরের স্থলাভিষিক্ত জুমার নামায। আর 'নামায কায়েম' করার অর্থ হলো—মানুষ তা নির্দিষ্ট সময়ে এর শর্তাবলি, রুকনসমূহ ও ওয়াজিবসমূহ যথাযথভাবে পালন করবে এবং মুস্তাহাব কার্যাবলীর মাধ্যমে তা পূর্ণতা দান করবে; এটিই মূলত নামায কায়েম করা। আর যাকাত প্রদানের অর্থ হলো তার হকদারদের নিকট যাকাত পৌঁছে দেওয়া। যাকাত হলো আপনার সম্পদের সেই নির্দিষ্ট অংশ যা আল্লাহ

আপনার ওপর স্বর্ণ, রৌপ্য, নগদ অর্থ, ব্যবসায়িক পণ্য, ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসল এবং গবাদি পশুর ক্ষেত্রে ফরয করেছেন। সুতরাং এই যাকাত এর হকদারদের প্রদান করা আবশ্যিক। আল্লাহ তাআলা যাকাতের হকদারদের পরিচয় তাঁর এই বাণীতে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন: "নিশ্চয়ই সদাকা (যাকাত) কেবল ফকীরদের জন্য..."

(ص: 94) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل {وأما حج البيت فهو قصد مكة لأداء المناسك وقد فرضه الله عز وجل على هذه الأمة في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة وأما صوم رمضان فهو صوم الشهر الذي بين شعبان وشوال وفرض في السنة الثانية من الهجرة فهذه هي أركان الإسلام من أتى بها فهو المسلم وقد بنى على أساس متين ومن لم يأت بها فهو بين فاسق أو كافر فمن لم يأت بالشهادتين فهو كافر ومن لم يصل فهو كافر ومن منع الزكاة فهو فاسق ومن لم يحج فهو فاسق ومن لم يصم فهو فاسق والله الموفق {
1076 - وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه

মিসকিন, যাকাত আদায়ের কাজে নিয়োজিত কর্মচারী, যাদের অন্তর ইসলামের প্রতি অনুরাগী করা প্রয়োজন, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের জন্য। {আর বাইতুল্লাহর হজ্জ হলো ধর্মীয় বিধানসমূহ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা গমনের সংকল্প করা। মহান আল্লাহ এই উম্মতের ওপর হিজরতের নবম অথবা দশম বর্ষে এটি ফরজ করেছেন। আর রমযানের রোজা হলো শাবান ও শাওয়াল মাসের মধ্যবর্তী মাসে সিয়াম পালন করা, যা

হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে ফরজ করা হয়েছে। এগুলিই হলো ইসলামের রুকনসমূহ; যে ব্যক্তি এগুলো সম্পাদন করবে সে-ই মুসলিম এবং সে এক সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর যে ব্যক্তি এগুলো পালন করবে না সে ফাসেক অথবা কাফেরের পর্যায়ভুক্ত। অতএব, যে ব্যক্তি শাহাদাতাইন পাঠ করবে না সে কাফের; যে সালাত ত্যাগ করবে সে কাফের; যে যাকাত দিবে না সে ফাসেক; যে হজ্জ করবে না সে ফাসেক এবং যে রোজা রাখবে না সে ফাসেক। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।}

১০৭৬ - তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আমি মানুষের সাথে লড়াই করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আর তারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে। তারা যখন এটি করবে, তখন তারা আমার থেকে তাদের জান ও মাল নিরাপদ করে নিল, তবে ইসলামের অধিকার ব্যতীত। আর তাদের হিসাব আল্লাহর নিকট ন্যস্ত। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

(ص: 95) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

[الشَّرْحُ]

قَالَ النُّووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب المحافظة على الصلوات الخمس فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة أمرت الأمر له هو الله عز وجل أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فالذي أمره بقتالهم هو الذي خلقهم وله أن يتصرف في ملكه كيف يشاء له أن يأمر بقتل هؤلاء وله أن يأمر بقتالهم إلى أن يسلموا فإذا أسلموا كف عنهم وهذا الحديث مخصوص بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما

حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية
عن يد وهم صاغرون وكذلك حديث بريدة بن الطفيل أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله عز وجل وذكر الحديث
وفيه أنهم إذا أرادوا الجزية فأقبلها وكف عنهم وعلى هذا فيقاتل الكفار إلى غايتين
إما أن يسلموا وإما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فإن لم يفعلوا لا هذا ولا
هذا وجب على المسلمين قتالهم وقتال

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থের 'পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ' পরিচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "আমি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আর তারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে।" 'আমি আদিষ্ট হয়েছি'—এখানে তাঁর প্রতি আদেশদাতা হলেন মহান আল্লাহ। মানুষের বিরুদ্ধে ততক্ষণ যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আর সালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। সুতরাং, যিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন তিনিই তাদের সৃষ্টি করেছেন; আর তিনি তাঁর রাজত্বে যেভাবে ইচ্ছা কর্তৃত্ব করার অধিকার রাখেন। তিনি এদের হত্যার নির্দেশ দিতে পারেন এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দিতে পারেন। যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করবে, তখন তাদের থেকে বিরত থাকতে হবে। আর এই হাদিসটি মহান আল্লাহর এই বাণীর মাধ্যমে বিশেষায়িত বা সীমিত: "তোমরা আহলে কিতাবদের ঐসব লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে না, এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না, যতক্ষণ না তারা বিনীত হয়ে নিজ হাতে জিযিয়া প্রদান করে।" অনুরূপভাবে বুরাইদাহ ইবনুল হুসাইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিস, যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কোনো সেনাদল বা ক্ষুদ্র বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করতেন, তখন তাঁকে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বনের উপদেশ দিতেন। সেই হাদিসে বর্ণিত

হয়েছে যে, "যদি তারা জিযিয়া দিতে সম্মত হয়, তবে তা গ্রহণ করো এবং তাদের ওপর আক্রমণ থেকে বিরত থাকো।" এর ভিত্তিতে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দুটি লক্ষ্য রয়েছে: হয় তারা ইসলাম গ্রহণ করবে, নতুবা বিনীত হয়ে নিজ হাতে জিযিয়া প্রদান করবে। যদি তারা এ দুটির কোনটিই না করে, তবে মুসলিমদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

(স: 96) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

المسلمين لهم بأمر الله الذي هو ربهم ورب الكافرين ليس تعصبا من المسلمين لدينهم وحق لهم أن يتعصبوا له لأنه دين الله عز وجل ودين غير المسلمين دين باطل منسوخ لا يقبله الله عز وجل من أي أحد كما قال تعالى {ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه} وقوله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة سبق الكلام عليه إذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم وفي هذا دليل على أن الكفار إذا قوتلوا فأموالهم حلال لنا كما أننا نستبيح دماءهم فنستبيح أموالهم من باب أولى وكذلك أيضاً نستبيح نساءهم وذرياتهم يكونون سبياً لنا ويكونون أرقاء للمسلمين لأننا نأخذهم بكلمات الله عز وجل بأمره ودينه وشرعه فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة حتى راجعه الصحابة وراجعته عمر في ذلك ولكنه أصر على مقاتلتهم وقال والله لو منعوني عناقاً أي ماعزاً صغيرة وفي رواية عقلاً وهي ما تربط به البعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك يقول فلما رأيت أن الله شرع صدر أبي بكر للقتال علمت

মুসলমানদের জন্য এটি আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে নির্ধারিত, যিনি তাদের রব এবং কাফেরদেরও রব। এটি মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের দ্বীনের প্রতি কেবল গোঁড়ামি নয়, বরং তাদের জন্য এই দ্বীনের প্রতি অবিচল থাকা সংগত; কারণ এটি মহান আল্লাহর মনোনীত দ্বীন। আর অমুসলিমদের ধর্ম বাতিল ও রহিত, যা মহান আল্লাহ কারো পক্ষ থেকেই কবুল করবেন না। যেমনটি মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করবে, তার পক্ষ থেকে তা কখনোই গ্রহণ করা হবে না।" আর তাঁর বাণী: "যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল, আর তারা সালাত কায়েম করে ও জাকাত প্রদান করে"—এ বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। যখন তারা তা করবে, তখন তারা আমার পক্ষ থেকে তাদের রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ করে নিল। এতে এই কথার দলিল রয়েছে যে, কাফেরদের বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধ করা হয়, তখন তাদের সম্পদ আমাদের জন্য বৈধ। যেভাবে আমরা তাদের রক্তকে বৈধ করি, সেভাবে তাদের সম্পদকে বৈধ করা আরও বেশি যুক্তিযুক্ত। একইভাবে আমরা তাদের নারী ও সন্তানদেরও বৈধ মনে করি; তারা আমাদের জন্য যুদ্ধবন্দী এবং মুসলমানদের জন্য দাস হিসেবে পরিগণিত হবে। কারণ আমরা তাদের গ্রহণ করি মহান আল্লাহর বাণী, তাঁর আদেশ, তাঁর দ্বীন ও তাঁর শররিয়তের ভিত্তিতে। অতএব যখন তারা তা করবে, তখন তারা ইসলামের হক ব্যতীত আমার থেকে তাদের রক্ত ও সম্পদ রক্ষা করবে, আর তাদের হিসাব আল্লাহর জিম্মায়। আবু বকর সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) জাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, এমনকি সাহাবায়ে কেরাম এবং উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এ বিষয়ে তাঁর সাথে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অটল থাকলেন এবং বললেন, "আল্লাহর কসম! যদি তারা আমাকে একটি ছাগলছানা দিতেও অস্বীকার করে—অন্য বর্ণনায় উটের রশি যা দিয়ে উট বাঁধা হয়—যা তারা আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রদান করত, তবে আমি তার জন্যও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।" তিনি (উমর) বলেন, "যখন আমি দেখলাম যে আল্লাহ যুদ্ধের জন্য আবু বকরের অন্তর প্রশস্ত করে দিয়েছেন, তখন আমি বুঝতে পারলাম..."

أنه الحق فهذا دليل على أهلية الصلاة وأن الناس يقاتلون على تركها إلى أن يصلوا
والله الموفق

1077 - وعن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن
فقال إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول
الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل
يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ
من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فأياك وكرائم أموالهم واتق
دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه

[الشَّرْحُ]

نقل المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين كتاب المحافظة على الصلوات
حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن معاذ بن جبل أنه بعثه النبي صلى الله عليه
وسلم إلى اليمن المعروف جنوب الجزيرة العربية بعثه في السنة العاشرة من
الهجرة في ربيع الأول ولما أراد أن يبعثه قال له إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب وأهل
الكتاب هم اليهود والنصارى لأن الله أنزل على اليهود التوراة وعلى النصارى الإنجيل
وإنما أخبره بذلك ليكون مستعداً لهم

নিশ্চয়ই এটি সত্য, আর এটি নামাযের গুরুত্বের একটি প্রমাণ এবং এই বিষয়ের দলিল যে,
মানুষ নামায ত্যাগ করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে যতক্ষণ না তারা নামায আদায় করে।
আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

১০৭৭ - মুয়াজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লাম) আমাকে ইয়ামেনে পাঠালেন এবং বললেন: "নিশ্চয়ই তুমি আহলে কিতাবদের
এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। সুতরাং তুমি তাদের এই সাক্ষ্য দেওয়ার প্রতি আহ্বান জানাবে যে,
আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যদি তারা তা মেনে নেয়,
তবে তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর প্রতিদিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত

নামায ফরয করেছেন। যদি তারা এটিও মেনে নেয়, তবে তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর সদকা (যাকাত) ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করা হবে। যদি তারা এটিও মেনে নেয়, তবে তাদের উত্তম সম্পদসমূহ গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকো। আর মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করো, কেননা তার ও আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা নেই।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থের 'নামাযের রক্ষণাবেক্ষণ' অধ্যায়ে ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত মুয়াজ বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে ইয়ামেনে পাঠিয়েছিলেন। ইয়ামেন আরব উপদ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত একটি সুপরিচিত অঞ্চল। তিনি তাঁকে হিজরি দশম সনের রবিউল আউয়াল মাসে পাঠিয়েছিলেন। যখন তিনি তাঁকে পাঠানোর ইচ্ছা করলেন, তখন তাঁকে বললেন: "নিশ্চয়ই তুমি আহলে কিতাবদের এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ।" আর আহলে কিতাব হলো ইহুদি ও খ্রিস্টানরা; কারণ আল্লাহ ইহুদিদের ওপর তাওরাত এবং খ্রিস্টানদের ওপর ইঞ্জিল নাযিল করেছেন। তিনি তাঁকে এ বিষয়টি অবহিত করেছিলেন যাতে তিনি তাদের সাথে আলোচনার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারেন।

(ص: 98) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

لأن أهل الكتاب هم أعلم الناس في ذلك الوقت بشرائع الله فيجب على الإنسان أن يعرف حالهم حتى يمكن أن يجادلهم بما يفهمهم به وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وهذا هو مفتاح الإسلام وهذا لا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مختص بالرسالة فهناك رسل قبله موسى وهود وعيسى وغيرهم ولكن رسول الله هو خاتم النبيين وشريعته نسخت جميع الشرائع

فلا نبي بعده ولا شريعة سوى شريعته فإن هم أطاعوك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة وهذا هو الشاهد فإن هم أطاعوك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم في أموالهم هذه إحدى روايات البخاري تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم الأغنياء هنا جمع غني وهم الذين يملكون نصاباً زكائياً والغني في كل موضع بحسبه فيفسر في باب وجوب الزكاة بالنصاب الزكوي ويفسر في باب أهل الزكاة بأنه الذي يجد ما يكفيه وعائلته لمدة سنة فأكثر فإن واقفوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم يعني احذر أن تأخذ الطيب من الأموال بل خذ الوسط لا يظلمون ولا يظلمون لا تأخذ الردي من المستحقين للزكاة ولا الأجود فتظلم الذين تجب عليهم الزكاة خذ الوسط

যেহেতু কিতাবধারীগণ তৎকালীন সময়ে আল্লাহর শরীয়ত সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন, তাই একজন মানুষের জন্য তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানা আবশ্যিক যাতে তাদের সাথে এমনভাবে বিতর্ক করা সম্ভব হয় যা তাদের নিরন্তর করে দেয়। আর তুমি তাদের প্রতি প্রথম যে দাওয়াত দেবে তা যেন হয় এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। আর এটিই হলো ইসলামের চাবিকাঠি। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একাই রিসালাতের অধিকারী ছিলেন, বরং তাঁর পূর্বে মুসা, হুদ, ঈসা এবং অন্যান্য অনেক রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল হলেন সর্বশেষ নবী এবং তাঁর শরীয়ত পূর্ববর্তী সকল শরীয়তকে রহিত করে দিয়েছে; সুতরাং তাঁর পরে আর কোনো নবী নেই এবং তাঁর শরীয়ত ব্যতীত আর কোনো শরীয়ত নেই। যদি তারা এই বিষয়ে তোমার আনুগত্য করে, তবে তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের ওপর প্রতি দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। আর এটিই এখানে মূল প্রাসঙ্গিক অংশ। অতঃপর যদি তারা এ বিষয়েও তোমার আনুগত্য করে, তবে তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের সম্পদের ওপর সদকা (যাকাত) ফরজ করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে। এটি বুখারীর অন্যতম বর্ণনা। ‘তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং দরিদ্রদের মধ্যে তা

ফিরিয়ে দেওয়া হবে’—এখানে ‘ধনী’ শব্দটি ‘গনী’ এর বহুবচন, আর তারা হলো সেই সব ব্যক্তি যারা যাকাতের নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক। আর ‘ধনী’ শব্দটির ব্যাখ্যা স্থানভেদে ভিন্ন হয়। যাকাত ওয়াজিব হওয়ার অধ্যায়ে এর দ্বারা যাকাতের নিসাব উদ্দেশ্য, আর যাকাতের ব্যয়ের খাতের অধ্যায়ে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন ব্যক্তি যার কাছে এক বছর বা তার বেশি সময় নিজের ও পরিবারের প্রয়োজন পূরণের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ বিদ্যমান আছে। যদি তারা এতে সম্মত হয়, তবে তাদের সর্বোত্তম সম্পদ গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকো। অর্থাৎ তাদের সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ গ্রহণ করা থেকে সতর্ক থেকো; বরং মধ্যম মানের সম্পদ গ্রহণ করো, যাতে তাদের ওপর জুলুম না হয় এবং তারাও যেন জুলুমের শিকার না হয়। যাকাত গ্রহণের ক্ষেত্রে অতি নিম্নমানের সম্পদও গ্রহণ করবে না, আবার অতি উৎকৃষ্ট মানের সম্পদও গ্রহণ করবে না যা যাকাত প্রদানকারীদের ওপর জুলুমের শামিল হবে। বরং তুমি মধ্যম মানের সম্পদ গ্রহণ করো।

(ص: 99) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

واتق دعوة المظلوم يعني إنك إن أخذت من كرائم أموالهم فقد ظلمتهم فيدعون عليك فاتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فالله تعالى يستجيب لها ولو كانت من كافر المظلوم إذا دعا الله ولو كان كافرا فإن الله ينتقم له ممن ظلمه إما عاجلا وإما آجلا لأن هذا من باب إقامة العدل والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين ومن تمام حكيمته العدل بين عباده فيأخذ للمظلوم من الظالم والشاهد من هذا الحديث قوله فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة والله الموفق

1078 - وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم

1079 - وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح

এবং মাজলুমের বদদোয়াকে ভয় করো। এর অর্থ হলো, তুমি যদি তাদের উৎকৃষ্ট সম্পদসমূহ গ্রহণ করো তবে তুমি তাদের প্রতি জুলুম করলে, ফলে তারা তোমার বিরুদ্ধে বদদোয়া করবে। সুতরাং তুমি মাজলুমের বদদোয়া থেকে বেঁচে থাকো, কেননা তার এবং আল্লাহর মাঝে কোনো অন্তরায় নেই। আল্লাহ তাআলা তা কবুল করেন, এমনকি সে যদি কাফিরও হয়। মাজলুম যখন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে—যদিও সে কাফির হয়—তবুও আল্লাহ তার পক্ষ থেকে জালেমের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন, চাই তা ইহকালে দ্রুত হোক কিংবা পরকালে বিলম্বে। কেননা এটি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। তাঁর পূর্ণ প্রজ্ঞার অন্যতম দিক হলো বান্দাদের মাঝে ইনসাফ কায়েম করা; ফলে তিনি মাজলুমের পাওনা জালেমের নিকট থেকে আদায় করে দেন। আর এই হাদিসটির আলোচ্য অংশ হলো তাঁর এই বাণী: 'তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের ওপর প্রতি দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন।' আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১০৭৮ - জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি: "নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফরের মাঝে ব্যবধান হলো নামাজ ত্যাগ করা।" (মুসলিম)

১০৭৯ - বুরাইদাহ (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী (সা.) বলেছেন: "আমাদের ও তাদের (কাফিরদের) মাঝে যে অঙ্গীকার রয়েছে তা হলো নামাজ। সুতরাং যে ব্যক্তি তা ত্যাগ করল, সে কুফরি করল।" (তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি হাদিসে হাসান সহিহ)

1080 - وعن شقيق بن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث في التحذير من إضاعة الصلاة حديث جابر وحديث بريدة أما حديث جابر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وحديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فهذان الحديثان يدلان على أن ترك الصلاة كفر وأنه كافر مخرجاً عن الملة فالذي لا يصلي أشد من اليهود والنصارى اليهود لو ذبحوا لأكل الإنسان ذبيحتهم والنصراني أيضاً كذلك أما تارك الصلاة لو ذبح فإن ذبيحته لا تحل تارك الصلاة مثلاً لو كان أنثى لا تصلي فإنه لا يحل للمسلم أن يتزوجها ولو كانت نصرانية جاز أن يتزوجها المسلم ولو كانت يهودية جاز أن يتزوجها أيضاً المسلم تارك الصلاة لا يقر على ترك الصلاة بل يقال صل وإلا قتلناك واليهودي والنصراني يقر على دينه إما بمعاهدة أو استئمان أو ذمه فدل ذلك على أن ترك الصلاة أعظم من اليهودية والنصرانية هذا الأمر الذي

১০৮০ - প্রখ্যাত তাবেয়ী শাকীক ইবনে আবদুল্লাহ (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন), যাঁর মাহাত্ম্যের ব্যাপারে সকলে একমত, তিনি থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীগণ নামায ব্যতীত অন্য কোনো আমল ত্যাগ করাকে কুফরী মনে করতেন না। তিরমিযী এটি 'কিতাবুল ঈমান' অধ্যায়ে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

[ব্যখ্যা]

নামায বিনষ্ট করার ব্যাপারে সতর্কতাস্বরূপ এই হাদীসসমূহ এসেছে, যথা জাবের (রা.) এবং বুরাইদাহ (রা.) বর্ণিত হাদীসদ্বয়। জাবের (রা.) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি এবং কুফর ও শিরকের মাঝে পার্থক্যকারী বিষয় হলো নামায ত্যাগ করা।" আর বুরাইদাহ (রা.) বর্ণিত হাদীসটি হলো: "আমাদের এবং তাদের মাঝে যে অঙ্গীকার রয়েছে তা হলো নামায; সুতরাং যে ব্যক্তি তা ত্যাগ করল, সে কুফরী করল।" এই হাদীস দুটি প্রমাণ করে যে, নামায ত্যাগকারী কাফের এবং সে এমন কুফরীতে লিপ্ত যা তাকে ইসলাম থেকে বহিস্কার করে দেয়। সুতরাং যে ব্যক্তি নামায পড়ে না, সে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের চেয়েও নিকৃষ্ট। ইহুদিরা যদি পশু যবেহ করে তবে মানুষ তাদের যবেহকৃত পশুর গোশত খেতে পারে এবং খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রেও বিধান তা-ই। কিন্তু নামায ত্যাগকারী যদি পশু যবেহ করে, তবে তার যবেহকৃত পশু হালাল হবে না। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো নারী নামায ত্যাগকারী হয়, তবে কোনো মুসলিমের জন্য তাকে বিবাহ করা হালাল নয়। অথচ সে যদি খ্রিস্টান নারী হতো তবে একজন মুসলিমের পক্ষে তাকে বিবাহ করা বৈধ হতো এবং সে যদি ইহুদি নারী হতো তবুও কোনো মুসলিম তাকে বিবাহ করতে পারত। নামায ত্যাগকারীকে তার নামায বর্জনের অবস্থায় বহাল থাকতে দেওয়া হবে না, বরং তাকে বলা হবে—নামায আদায় করো, অন্যথায় আমরা তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেব। অথচ ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে তাদের নিজ নিজ ধর্মে থাকার সুযোগ দেওয়া হয়, চাই তা কোনো চুক্তির মাধ্যমে হোক, কিংবা নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে অথবা জিম্মি ব্যবস্থার অধীনে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নামায ত্যাগ করা ইহুদি বা খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী হওয়ার চেয়েও গুরুতর বিষয়। এটি এমন বিষয় যা...

(ص: 101) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

يتهاون به الناس اليوم وليعلم أن الإنسان إذا ترك الصلاة ثم عقد له على امرأة فإن النكاح غير صحيح ولو جامعها فإنه يجمعها بزنى والعياذ بالله وكذلك لو عقد له وهو يصلي ثم ترك الصلاة انفسخ النكاح ووجب أن يفرق بينه وبين المرأة إلا أن يتوب ويعود إلى الإسلام فيبقى على نكاحه وليعلم أيضاً أن تارك الصلاة إذا مات على ترك الصلاة فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا

يدعى له بالرحمة ولا تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ولكن ماذا نصنع به..

هل نبقى جيافته للكلاب تأكلها ونحن نشاهده لا لأن هذا فساد لقلوب أقاربه لكن نخرج به برا ونحفر له حفرة ونغرسه فيها بثيابه بدون تكفين ولا تغتسل ولا صلاة عليه ولا كرامة له ولولا أن أهله يتأثرون لقلنا يبقى على وجه الأرض تأكله الكلاب والناس ينظرون إليه لكنه يرمى اتقاء لنتنه ورائحته وخبثه وإذا كان يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحشر مع فرعون وهامات وقارون وأبي بن خلف وبهذا نعلم أن ترك الصلاة أمر عظيم وأنه يجب على من مات عنده ميت وهو لا يصلي أن يبعده عن مدافن المسلمين ولا يحل له أن يقدمه للمسلمين ليصلوا عليه وهو يعلم أنه مات لا يصلي أبدا فإن

বর্তমানে মানুষ একে অবজ্ঞা করে থাকে। জেনে রাখা উচিত যে, কোনো ব্যক্তি যদি সালাত ত্যাগ করে এবং এরপর তার বিবাহ সম্পন্ন হয়, তবে সেই বিবাহ বৈধ হবে না। এমতাবস্থায় সে যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তবে তা ব্যভিচার হিসেবে গণ্য হবে—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। অনুরূপভাবে, যদি সালাত আদায়রত অবস্থায় তার বিবাহ হয় এবং পরবর্তীতে সে সালাত ত্যাগ করে, তবে তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে এবং স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো আবশ্যিক হয়ে পড়বে; যতক্ষণ না সে তওবা করে পুনরায় ইসলামে ফিরে আসে। যদি সে ফিরে আসে, তবেই সে তার বিবাহে বহাল থাকবে। আরও জেনে রাখা প্রয়োজন যে, সালাত ত্যাগকারী ব্যক্তি যদি ওই অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করে, তবে তাকে গোসল করানো যাবে না, কাফন পরানো যাবে না, তার জানাজা পড়া যাবে না এবং মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা যাবে না। তার জন্য রহমতের দোয়া করা যাবে না এবং কিয়ামতের দিন সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুপারিশ লাভ করবে না। কিন্তু এমতাবস্থায় আমরা তাকে নিয়ে কী করব?

আমরা কি তার মৃতদেহকে কুকুরদের খাওয়ার জন্য ফেলে রাখব যখন আমরা তা প্রত্যক্ষ করছি? না, কারণ এটি তার আত্মীয়-স্বজনের মনে চরম কষ্ট দেবে। বরং তাকে কোনো নির্জন প্রান্তরে নিয়ে যাওয়া হবে এবং একটি গর্ত খনন করে কাফন, গোসল ও জানাজা ছাড়াই তার

পরিহিত পোশাকসহ সেখানে তাকে পুঁতে ফেলা হবে। তার জন্য কোনো সম্মান নেই। যদি তার পরিবার ব্যথিত হওয়ার আশঙ্কা না থাকত, তবে আমরা বলতাম যে তাকে মাটির ওপরেই ফেলে রাখা হোক যেন কুকুরেরা তাকে খায় এবং মানুষ তা প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু তার লাশের পচন, দুর্গন্ধ ও অপবিত্রতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাকে দূরে নিষ্ক্ষেপ করা হয়। কিয়ামতের দিন সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, তাকে ফেরাউন, হামান, কারুন এবং উবাই ইবনে খালফের সাথে হাশর করানো হবে। এর মাধ্যমে আমরা অবগত হই যে, সালাত পরিত্যাগ করা একটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। সুতরাং কারো নিকটাত্মীয় যদি সালাত ত্যাগকারী অবস্থায় মারা যায়, তবে তাকে মুসলমানদের কবরস্থান থেকে দূরে রাখা ওয়াজিব। যে ব্যক্তি কখনোই সালাত আদায় করত না, জেনে-বুঝে তাকে জানাজার জন্য মুসলমানদের সামনে উপস্থিত করা কারো জন্য বৈধ নয়; কারণ...

(ص: 102) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

فعل فهو مسيء إلى المسلمين والمسلمون ليس عليهم إثم لأنهم ما علموا لأن الله قال ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون والذي لا يصلي كافر بالله ورسوله حتى لو قال أو من بأن الله موجود وأن محمدا رسوله لا يكفي لأن المنافقين يقولون مثل هذا الكلام {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون} ثم اعلم أنه إذا مات لك ميت وهو لا يصلي فإنه لا يحل لك من ميراثه شيء على قول أكثر أهل العلم لأن ميراثه ليس لأقاربه المسلمين كما أنه هو لو مات عنه قريب مسلم فإنه لا يرثه يعني مثلا إنسان مات وله ابن لا يصلي وله ابن عم بعيد يصلي من يرثه ابن العم البعيد وابنه لا يرث ولو مات عن أبيه وهو لا يصلي وله عم والولد غني ومات عن أبيه الذي لا يصلي وعمه

المسلم الذي يصلي فالمال للعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة كما حكاه عنهم عبد الله بن شقيق أو شقيق بن عبد الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفراً إلا الصلاة وقال

সে যদি এমনটি করে থাকে তবে সে মুসলিমদের প্রতি অন্যায় করল। আর মুসলিমদের ওপর কোনো গুনাহ নেই কারণ তারা বিষয়টি জানত না। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আর তাদের মধ্যে যার মৃত্যু হয়েছে তার ওপর আপনি কখনো জানাজার সালাত পড়বেন না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবেন না; তারা তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি কুফরি করেছে এবং তারা পাপাচারী (ফাসিক) অবস্থায় মারা গেছে।" আর যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে না, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি কুফরি করল। এমনকি সে যদি মুখে বলে বা বিশ্বাসও করে যে আল্লাহ বিদ্যমান এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, তবুও তা যথেষ্ট হবে না। কারণ মুনাফিকরাও এই জাতীয় কথা বলত: "যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে, তখন তারা বলে: আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন যে আপনি অবশ্যই তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।" এরপর জেনে রাখুন, আপনার কোনো আত্মীয় যদি সালাত ত্যাগকারী অবস্থায় মারা যায়, তবে অধিকাংশ আলিমের মতানুসারে তার উত্তরাধিকার (মিরাস) থেকে আপনার জন্য কোনো কিছু গ্রহণ করা হালাল হবে না। কারণ তার মিরাস তার মুসলিম আত্মীয়রা পাবে না, ঠিক তেমনি তার কোনো মুসলিম আত্মীয় মারা গেলে সেও তার উত্তরাধিকার পাবে না। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি মারা গেল এবং তার একটি পুত্র আছে যে সালাত পড়ে না, আর তার একজন দূর সম্পর্কের চাচাতো ভাই আছে যে সালাত আদায় করে; এক্ষেত্রে ঐ দূর সম্পর্কের চাচাতো ভাই মিরাস পাবে, কিন্তু তার নিজের ছেলে পাবে না। আবার যদি কোনো সম্পদশালী সন্তান মারা যায় এবং তার পিতা সালাত না পড়ে, আর তার একজন মুসলিম চাচা থাকে যে সালাত আদায় করে, তবে সমস্ত সম্পদ ঐ চাচাই পাবে। যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "মুসলিম কাফিরের উত্তরাধিকারী হবে না এবং কাফিরও মুসলিমের উত্তরাধিকারী হবে না।" আর এটিই কুরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবীগণের ইজমা (ঐক্যমত) দ্বারা প্রমাণিত, যেমনটি তাঁদের পক্ষ থেকে আবদুল্লাহ ইবনে শাকিক বা শাকিক

ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীগণ সালাত ব্যতীত অন্য কোনো আমল ত্যাগ করাকে কুফরি মনে করতেন না।"

(ص: 103) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

النووي في هذا الرجل إنه متفق على جلالته وثقته وعدالته وتحريه وقد صرح علماءنا المتأخرون كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بأنه كافر كفراً مخرجاً عن الملة وأنه مرتد عن دين الإسلام ومع الأسف أن الناس الآن يتهاونون في هذا الأمر نسأل الله تعالى أن يهدينا لما فيه الخير والصلاح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيئاً قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم تكون سائر أعماله على هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن

[الشَّرْحُ]

هذا آخر حديث في باب فضل الصلاة والوعيد على من تركها والنهي الأكيد وفيه أن أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة الصلاة وهذا بالنسبة لحق الله عز وجل فإن صلحت فقد أفلح ونجح وإلا فعلى العكس خاب وخسر والعياذ بالله أما بالنسبة لحقوق آدميين فأول ما يقضى بين الناس في الدماء لأنها أعظم الحقوق الدماء يعني القتل ثم يأتي بقية المحاسبة

ইমাম আন-নওয়াবী এই ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন যে, তাঁর মর্যাদা, নির্ভরযোগ্যতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং সতর্কতা সর্বসম্মত। তবে আমাদের পরবর্তী যুগের আলিমগণ, যেমন শায়খ আবদুল আজীজ বিন বাজ (রাহিমাহুল্লাহ), স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, সে এমন কুফরী করেছে যা তাকে মিল্লাত (ইসলামি আদর্শ) থেকে বহিস্কার করে দেয় এবং সে ইসলাম ধর্ম থেকে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমানে মানুষ এই বিষয়ে অবহেলা করছে। আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের কল্যাণ ও সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন বান্দার আমলসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম যে জিনিসের হিসাব নেওয়া হবে তা হলো তার সালাত। যদি সালাত সঠিক ও ত্রুটিমুক্ত হয়, তবে সে সফলকাম হলো এবং মুক্তি পেল। আর যদি সালাত ত্রুটিপূর্ণ বা নষ্ট হয়, তবে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হলো। যদি তার ফরয ইবাদতে কোনো ঘাটতি থাকে, তবে মহান রব বলবেন, 'দেখো, আমার বান্দার কোনো নফল ইবাদত আছে কি না?' অতঃপর সেই নফল দ্বারা ফরযের ঘাটতি পূরণ করা হবে। এরপর তার অবশিষ্ট আমলগুলোর হিসাবও একইভাবে সম্পন্ন করা হবে।" এটি তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে হাসান হাদীস বলেছেন।

[ব্যাখ্যা]

সালাতের ফযীলত, সালাত ত্যাগকারীর জন্য কঠোর সতর্কবাণী এবং তা বর্জনের কঠোর নিষেধাজ্ঞা অধ্যায়ের এটিই শেষ হাদীস। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন বান্দার আমলসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম যেটির হিসাব নেওয়া হবে তা হলো সালাত; আর এটি মহান আল্লাহর হকের (অধিকারের) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যদি তা সঠিক হয়, তবে সে সফল ও সার্থক হলো; নতুবা এর বিপরীত ফল হিসেবে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে—আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর মানুষের পারস্পরিক হকের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম রক্তের (হত্যার) বিচার করা হবে, কারণ রক্তের অধিকার হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রক্ত বলতে এখানে হত্যাকাণ্ডকে বোঝানো হয়েছে। এরপর অন্যান্য হিসাব-নিকাশ অনুষ্ঠিত হবে।

على ما يبقى ولكن الله عز وجل إذا حاسب العبد على الصلاة وصحت أفلح ونجح وإلا خاب وخسر ثم يحمد الله عز وجل أن ينظر في أعماله هل له نوافل فإنها تكمل بها الفرائض ولهذا كان من فضل الله ورحمته ونعمته وإحسانه أن شرع لنا النوافل خلف الصلوات وقبلها وفي كل وقت إلا الأوقات المنهي عنها وذلك لأن الإنسان لا بد أن يكون في صلاته خلل فيكمل بهذه النوافل فالظهر له أربع ركعات قبلها بتسليبين وركعتان بعدها وصلاة العصر ليس لها راتبه لكن لها سنة مطلقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة صلاة المغرب لها راتبه بعدها ركعتان وسنة مطلقة قبلها صلاة العشاء بعدها ركعتان الفجر قبلها ركعتان صلاة الليل صلاة الوتر صلاة الضحى كل هذه النوافل يزداد بها أجر المصلي ويكمل بها النقص الذي حصل في الفريضة وهذه من نعمة الله عز وجل نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته

যা অবশিষ্ট থাকে তার ওপর। তবে মহান আল্লাহ যখন বান্দার সালাতের হিসাব গ্রহণ করবেন এবং তা যদি সঠিক হয়, তবে সে সফল ও কামিয়াব হবে; অন্যথায় সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতঃপর মহান আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত যে, তিনি তাঁর বান্দার আমলসমূহ পরীক্ষা করে দেখবেন যে সেখানে কোনো নফল ইবাদত আছে কি না; কেননা এর মাধ্যমেই ফরজের অপূর্ণতাগুলো পূর্ণ করা হয়। আর একারণেই এটি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, রহমত, নিয়ামত ও ইহসানের বহিঃপ্রকাশ যে, তিনি আমাদের জন্য ফরজের পূর্বে, পরে এবং নিষিদ্ধ সময়গুলো ব্যতীত সর্বক্ষণ নফল সালাত বিধিবদ্ধ করেছেন। কারণ, মানুষের সালাতে কোনো না কোনো ত্রুটি থাকা অনিবার্য, আর এই নফলসমূহ সেই ত্রুটিগুলোকেই পূর্ণ করে দেয়। যেমন: জোহরের পূর্বে দুই সালামে চার রাকাত এবং পরে দুই রাকাত সুন্নাতে। আসরের সালাতের কোনো নির্ধারিত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নেই, তবে সাধারণ নফল রয়েছে; যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "প্রত্যেক দুই আজানের (আজান ও ইকামতের) মাঝে সালাত রয়েছে।" মাগরিবের সালাতের পর দুই রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং পূর্বে সাধারণ নফল রয়েছে।

এশার সালাতের পর দুই রাকাত এবং ফজরের পূর্বে দুই রাকাত। এছাড়া রাতের সালাত, বিতর ও চাশতের সালাত—এই সকল নফল ইবাদতের মাধ্যমে মুসল্লির সওয়াব বৃদ্ধি পায় এবং ফরজের ঘাটতিসমূহ পূরণ হয়। এটি মহান আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের তাঁর জিকির, শোকর এবং উত্তমরূপে ইবাদত করার তাওফিক দান করেন।

(ص: 105) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

بَابُ فَضْلِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَالْأَمْرِ بِاتِّمَامِ الصَّفُوفِ الْأَوَّلِ وَتَسْوِيتِهَا وَالتَّرَاصُ فِيهَا
1082 - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا تَصِفُونَ كَمَا تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يَتِمُّونَ الصَّفُوفَ الْأَوَّلَ وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ
1083 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْوُوا عَلَيْهِ لَا سَتَهُوا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[الشَّرْحُ]

قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ رِيَّاضِ الصَّالِحِينَ بَابُ فَضْلِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَالتَّرَاصُ فِي الصَّفُوفِ وَتَسْوِيتِهَا وَإِكْمَالِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلُ هَذِهِ مَسَائِلُ مُتَعَدِّدَةٌ بَيْنَ رَحِمِهِ اللَّهُ حَكَمَهَا بِمَا سَاقَهُ مِنْ أَحَادِيثِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ أَلَا تَصِفُونَ كَمَا تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا الْمَلَائِكَةُ لَهَا عِبَادَاتٌ مُتَنَوِّعَةٌ وَهُمْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا

প্রথম কাতারের শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রথম কাতারসমূহ পূর্ণ করার নির্দেশ, তা সোজা করা এবং তাতে নিবিড়ভাবে দাঁড়ানোর অধ্যায়

১০৮২ - জাবির ইবনে সামুরা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিকট বের হয়ে আসলেন এবং বললেন, "তোমরা কি সেভাবে কাতারবদ্ধ হবে না যেভাবে ফেরেশতারা তাদের রবের সামনে কাতারবদ্ধ হয়?" আমরা আরজ করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! ফেরেশতারা তাদের রবের সামনে কীভাবে কাতারবদ্ধ হয়?" তিনি বললেন, "তারা প্রথম কাতারসমূহ পূর্ণ করে এবং কাতারে একে অপরের সাথে মিশে নিবিড়ভাবে দাঁড়ায়।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

১০৮৩ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "মানুষ যদি জানত আযান এবং প্রথম কাতারে কী (মর্যাদা ও সওয়াব) রয়েছে, অতঃপর লটারি করা ছাড়া তা অর্জনের আর কোনো পথ না থাকত, তবে তারা অবশ্যই এর জন্য লটারি করত।" (বুখারি ও মুসলিম একমত হয়েছেন)

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) রিয়াদুস সালিহীন গ্রন্থে বলেছেন: প্রথম কাতারের শ্রেষ্ঠত্ব, কাতারসমূহে নিবিড়ভাবে দাঁড়ানো, কাতার সোজা করা এবং ধারাবাহিকভাবে প্রথম কাতারগুলো আগে পূর্ণ করার অধ্যায়। এগুলো একাধিক বিষয়, যার বিধান তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) এখানে সংকলিত হাদিসগুলোর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। প্রথম হাদিসটি জাবির ইবনে সামুরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের মাঝে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, "তোমরা কি সেভাবে কাতারবদ্ধ হবে না যেভাবে ফেরেশতারা তাদের রবের নিকট কাতারবদ্ধ হয়?" ফেরেশতাদের বিবিধ ইবাদত রয়েছে এবং তাঁরা (আলাইহিমুস সালাম)...

يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وتأمل قوله {يسبحون الليل والنهار} ولم يقل يسبحون في الليل والنهار لأنهم يستوعبون لوقت كله في التسبيح ومن عباداتهم عند ربهم أنهم يصفون عند الله عز وجل كما قال تعالى {وإننا لنحن الصافون وإننا لنحن المسبحون} وكيف صفوفهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يكملون الأول فالأول ويتراصون إذن فنحن إذا صففنا بين يدي الله في صلاتنا ينبغي أن نكون كالملائكة يكملون الأول فالأول ويتراصون الأول فالأول كما أنه من سنة الملائكة عند الله عز وجل ومما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الأمور التي ينبغي أن يتزاحم الناس عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول يعني من الأجر ثم لم يجدوا إلا أن يستهوا عليه لاستهوا يعني لو لم يجدوا طريقاً يصلون إلى الصف الأول به إلا أن يجروا قرعة لفعلوا وهذا يدل على فضيلة الصف الأول ويدل على أن الأفضل التراص في الصفوف ويدل على أنه يكمل الأول فالأول فهذه ثلاث مسائل ينبغي للإنسان أن ينتبه لها 1 - ألا يقف في صف حتى يكمل الذي قبله 2 - في الصلاة يتراصون يلصق بعضهم كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكبه حتى تتم المراجعة لأنهم إذا لم يتراصوا تدخل

তারা তাঁর ইবাদতে অহংকার করে না এবং ক্লান্তও হয় না। তারা রাত-দিন তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে, তারা কোনো শৈথিল্য প্রদর্শন করে না। "তারা রাত ও দিন তসবীহ পাঠ করে" — আল্লাহ তাআলার এই বাণীর প্রতি লক্ষ্য করুন। তিনি এটি বলেননি যে, "তারা রাত ও দিনের মধ্যে তসবীহ পাঠ করে"; কারণ তাঁরা তসবীহ পাঠের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সময়কে পরিবেষ্টন করে রাখেন। মহান আল্লাহর নিকট তাঁদের ইবাদতসমূহের একটি হলো তাঁরা আল্লাহর সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান, যেমনটি আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "আর আমরা অবশ্যই সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান এবং আমরা অবশ্যই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী।" তাঁদের কাতারসমূহ কেমন হয় সে সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তাঁরা ক্রমান্বয়ে প্রথম কাতারগুলো পূর্ণ করেন এবং নিবিড়ভাবে সারিবদ্ধ হন। সুতরাং আমরা যখন

সালাতে আল্লাহর সামনে দাঁড়াই, তখন আমাদেরও উচিত ফেরেশতাদের মতো হওয়া, যারা ক্রমান্বয়ে প্রথম কাতারগুলো পূর্ণ করেন এবং নিবিড়ভাবে একে অপরের সাথে মিশে দাঁড়ান। যেহেতু এটি মহান আল্লাহর নিকট ফেরেশতাদের সুন্নাত এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি উৎসাহিত করেছেন, তাই এটি এমন একটি বিষয় যার জন্য মানুষের প্রতিযোগিতা করা উচিত। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে বলেছেন, যদি মানুষ জানত যে আযান ও প্রথম কাতারে কী পরিমাণ সওয়াব রয়েছে এবং লটারি করা ছাড়া সেটি পাওয়ার কোনো উপায় না থাকত, তবে তারা অবশ্যই লটারি করত। অর্থাৎ তারা যদি লটারি করা ছাড়া প্রথম কাতারে পৌঁছানোর কোনো পথ না পেত, তবে তারা তা-ই করত। এটি প্রথম কাতারের ফযীলত প্রমাণ করে এবং কাতারসমূহে নিবিড়ভাবে দাঁড়ানোর শ্রেষ্ঠত্ব নির্দেশ করে। সেই সাথে এটি প্রমাণ করে যে, ক্রমান্বয়ে প্রথম কাতারগুলো আগে পূর্ণ করতে হয়। এই তিনটি বিষয়ে মানুষের বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন:

১. সামনের কাতার পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোনো নতুন কাতারে দাঁড়াবে না।
২. সালাতে নিবিড়ভাবে দাঁড়াতে হবে, একজন তার অপর মুসলিম ভাইয়ের টাখনুর সাথে টাখনু এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে যাতে কাতার নিশ্চিহ্ন হয়। কারণ তারা যদি নিবিড়ভাবে না দাঁড়ায়, তবে সেখানে প্রবেশ করে...

(ص: 107) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الشياطين بينهم كأولاد الغنم الصغار ثم يشوشون عليهم صلاتهم ولكن يجب التنبيه لمسائل 1 - ليس المراد بالمراسة المراساة التي تشوش على الآخرين وإنما المراد منها ألا يكون بينك وبينه فرجة 2 - الصف الأول لا يجوز التقدم إليه بوضع المنديل أو الكتاب أو ما أشبه ذلك وكأنه أصبح ملكاً له يحجزه دائماً سواء جاء أو لا حتى إني سمعت بعض الناس عندنا هنا في الجمعة أنه جاء شخص متقدم فوجد

المكان ليس فيه شيء فتقدم إليه وصف فيه فجاء صاحبه الذي كان من عادته أن يصلي فيه وكأنما اشتراه من كيسه قال لماذا تجلس هنا مكاني فقال الرجل لقد وجدت مكانا خاليا فجلست فيه فقال لا هذا مكاني..
سبحان الله..

اشتريته من مالك المساجد لله عز وجل..
من جاء الأول فهو أحق وليس أحد أحق بمكانه من أحد أبدا والإنسان ينبغي له أن يتجنب هذه الأمور بل قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أن التحجز حرام وأنه لا يجوز حتى بعض الفقهاء قال يتوجه أن لا تصح صلاته لأنه شبه مغضوب حيث إنه جلس في مكان لا يستحقه

শয়তানরা তাদের মাঝে ভেড়ার ছোট বাচ্চার মতো বিচরণ করে, অতঃপর তাদের নামাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তবে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যিক: ১. 'মুরাসসাহ' (গা ঘেঁষে দাঁড়ানো) দ্বারা এমন সঙ্কুচিত হওয়া উদ্দেশ্য নয় যা অন্যদের জন্য কষ্টের কারণ হয়; বরং এর উদ্দেশ্য হলো আপনার ও আপনার পাশের ব্যক্তির মাঝে যেন কোনো ফাঁক না থাকে। ২. রুমাল, বই বা অনুরূপ কিছু রেখে প্রথম কাতারের জায়গা দখল করে রাখা জায়েজ নয়; যেন তা তার নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে এবং সে সর্বদা তা সংরক্ষিত রাখে, চাই সে আসুক বা না আসুক। এমনকি আমি আমাদের এখানকার জুমার নামাজে কিছু লোকের ব্যাপারে শুনেছি যে, এক ব্যক্তি আগেভাগে এসে জায়গাটি খালি পেয়ে সেখানে অবস্থান নিলেন। এরপর সেই ব্যক্তি এলেন যিনি সচরাচর সেখানে নামাজ পড়েন। তিনি এমন আচরণ করলেন যেন জায়গাটি নিজের অর্থে ক্রয় করেছেন এবং বললেন, 'তুমি কেন আমার জায়গায় বসেছ?' ওই ব্যক্তি উত্তর দিলেন, 'আমি জায়গাটি খালি পেয়েছি, তাই এখানে বসেছি।' তিনি বললেন, 'না, এটা আমার জায়গা।'

সুবহানাল্লাহ!

আপনি কি এটি মালিকের কাছ থেকে কিনেছেন? মসজিদসমূহ তো মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর জন্য।

যে আগে আসবে সে-ই অধিক হকদার; কোনো নির্দিষ্ট স্থানের ওপর অন্য কারও চেয়ে কারও বিশেষ কোনো অগ্রাধিকার নেই। মানুষের উচিত এই জাতীয় বিষয়গুলো পরিহার করা। বরং

আমাদের শায়খ আব্দুর রহমান বিন সাদী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন যে, জায়গা দখল করে রাখা (তাহাজ্জুজ) হারাম এবং এটি জায়েজ নয়। এমনকি কোনো কোনো ফকিহ মত দিয়েছেন যে, তার নামাজ সহিহ না হওয়ারই সম্ভাবনা প্রবল; কেননা এটি অনেকটা জবরদখলকৃত স্থানের মতো, যেহেতু সে এমন এক স্থানে বসেছে যার সে হকদার ছিল না।

(ص: 108) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

فقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لم يجدوا إلا أن يستهوا عليه لاستهوا
معناه أنهم يتقدمون ويتسابقون ثم إن حجز الأماكن فيه مضرة فيقل الإنسان
إن مكاني مضبون فينحرف عن الخير بناء على أن مكانه مضبون بهم بآرك الله
فيكم أن المراد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس من في النداء
والصف الأول من يتقدم بنفسه نعم إذا كان إنسا حاضر بالمسجد ولكنه أراد أن
يبتعد عن الصف الأول لأجل أن يقرأ أو يصلي أو يراجع أو ينام ولا بأس بالنوم في
المسجد فلا بأس لأنه مستحقة لكن يجب أن يصل إلى مكانه قبل أن تتصل
الصفوف فيحتاج إلى تخطي الرقاب وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى
الرقاب فقال اجلس فقد أذيتهم وفي حديث أبي هريرة الثاني دليل على جواز
الاستهام في القرب يعني لو تنازع اثنان في الأذان وليس بينهما مؤذن راتب
ومتساويان في الصفات المطلوبة في الأذان فحينئذ نقرع بينهما فمن خرجت له
القرعة هو الذي يؤذن ومع الأسف أنك ترى بعض الناس الآن جماعة مسافرين أو
ما أشبه ذلك كل واحد يقول للثاني أذن أنت وهو لا يعلم ما في الأذان من خير فهو
الأذان لا يسمعه شجر ولا مضر ولا حجر إلا شهد لك يوم القيامة فينبغي أن تبادل
للأذان

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী—“অতঃপর লটারি করা ব্যতীত যদি অন্য কোনো উপায় না থাকত, তবে তারা অবশ্যই লটারি করত”—এর অর্থ হলো তারা অগ্রগামী হবে এবং প্রতিযোগিতা করবে। অধিকন্তু, জায়গা সংরক্ষণ করার মধ্যে ক্ষতি রয়েছে; কারণ তখন মানুষ মনে করে যে তার জায়গা তো নিশ্চিত, ফলে সে নিজের স্থান সংরক্ষিত থাকার ওপর ভিত্তি করে কল্যাণমূলক কাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। মূল কথা হলো—আল্লাহ আপনাদের বরকত দান করুন—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: “মানুষ যদি আজান ও প্রথম কাতারের সওয়াব সম্পর্কে জানত,” এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেই ব্যক্তি যে নিজে সশরীরে অগ্রগামী হয়। হ্যাঁ, যদি কোনো ব্যক্তি মসজিদে উপস্থিত থাকে কিন্তু তিলাওয়াত, নফল নামাজ, অধ্যয়ন বা ঘুমানোর জন্য (আর মসজিদে ঘুমানোর মধ্যে কোনো দোষ নেই) প্রথম কাতার থেকে দূরে থাকতে চায়, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই; কারণ সে ওই স্থানের হকদার। তবে শর্ত হলো কাতারগুলো কাতারবদ্ধ হওয়ার আগেই তাকে তার জায়গায় পৌঁছাতে হবে, নতুবা তাকে মানুষের ঘাড় ডিঙিয়ে যেতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে মানুষের ঘাড় ডিঙিয়ে যেতে দেখে বলেছিলেন: “বসো, তুমি মানুষকে কষ্ট দিয়েছ।” আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত দ্বিতীয় হাদিসটি ইবাদতের নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে লটারি করার বৈধতার প্রমাণ। অর্থাৎ, যদি আজান দেওয়া নিয়ে দুই ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং সেখানে কোনো নির্ধারিত মুয়াজ্জিন না থাকে, আর তারা উভয়ে আজানের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলিতে সমান হয়, তবে এমতাবস্থায় আমরা তাদের মধ্যে লটারি করব। যার নামে লটারি উঠবে, সেই আজান দেবে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমানে আপনি কিছু মানুষকে দেখবেন—যেমন সফরের সাথী বা অনুরূপ কোনো দল—যেখানে প্রত্যেকে অন্যকে বলছে “আপনি আজান দিন।” সে আজানের মধ্যে নিহিত কল্যাণ সম্পর্কে অবগত নয়। গাছপালা, মাটির ঢেলা বা পাথর—যা-ই আজান শুনবে, তা-ই কিয়ামতের দিন আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। সুতরাং আজান দেওয়ার জন্য আপনার সচেষ্টিত হওয়া উচিত।

نسأل الله لنا ولكم الخير وأن يجعلنا من المتسابقين للخيرات إنه على كل شيء
قدير

1084 - وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها
وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها رواه مسلم

1085 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتبوا بي وليأتكم بكم من بعدكم لا يزال
قوم

আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের এবং আপনাদের জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং তিনি যেন
আমাদের সংকাজে প্রতিযোগীদের অন্তর্ভুক্ত করেন; নিশ্চয়ই তিনি সকল বিষয়ের ওপর পরম
ক্ষমতাবান।

১০৮৪ - তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
বলেছেন: পুরুষদের কাতারসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো প্রথমটি এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো
শেষটি; আর মহিলাদের কাতারসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো শেষটি এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো
প্রথমটি। (মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)

১০৮৫ - আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের মধ্যে পেছনে থাকার প্রবণতা লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি
তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন: তোমরা সামনে এগিয়ে আসো এবং আমার অনুসরণ করো, আর
তোমাদের পরবর্তী লোকেরা যেন তোমাদের অনুসরণ করে। কোনো সম্প্রদায় সর্বদা (পেছনে
থাকতে থাকতে)...

1086 - وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم
أولوا الأعلام والنهي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم

1087 - وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا
صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة متفق عليه وفي رواية للبخاري فإن
تسوية الصفوف من إقامة الصلاة

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث في بيان فضل الصفوف نقلها النووي رحمه الله في رياض الصالحين
منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف
الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وذلك لأن
صفوف النساء تكون خلف الرجال ذا هو السنة فإذا كان أولها فهو قريب من الرجال
فيكون شرها وآخرها بعيد عن الرجال فيكون

তারা পেছনে পড়ে থাকে, এমনকি আল্লাহও তাদের পেছনে ফেলে দেন। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

১০৮৬ - আবু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালাতে আমাদের কাঁধগুলো স্পর্শ করতেন এবং বলতেন: তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও এবং পরস্পরের মধ্যে বৈষম্য করো না, অন্যথায় তোমাদের অন্তরের মাঝেও বৈষম্য সৃষ্টি হবে। তোমাদের মধ্যে যারা প্রজ্ঞাবান ও বুদ্ধিমান তারা যেন আমার নিকটবর্তী দাঁড়ায়, এরপর যারা তাদের নিকটবর্তী, তারপর যারা তাদের নিকটবর্তী। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

১০৮৭ - আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমরা তোমাদের কাতারগুলো সোজা করো, কেননা কাতার সোজা করা সালাতের পূর্ণতার অংশ। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। বুখারীর এক বর্ণনায় রয়েছে: নিশ্চয়ই কাতারগুলো সোজা করা সালাত কায়েম করার অন্তর্ভুক্ত।

[ব্যাখ্যা]

কাতারসমূহের ফযীলত বর্ণনার ক্ষেত্রে এই হাদিসগুলো ইমাম নববী (রহিমাল্লাহু) রিয়াদুস সালিহীন গ্রন্থে সংকলন করেছেন। সেগুলোর মধ্যে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত একটি হাদিস রয়েছে যে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: পুরুষদের কাতারের মধ্যে সর্বোত্তম হলো প্রথমটি এবং সবচেয়ে মন্দ হলো শেষটি। আর নারীদের কাতারের মধ্যে সর্বোত্তম হলো শেষটি এবং সবচেয়ে মন্দ হলো প্রথমটি। এটি এ কারণে যে, সুন্নাহ অনুযায়ী নারীদের কাতার পুরুষদের পেছনে হয়ে থাকে। সুতরাং প্রথম কাতারটি পুরুষদের নিকটবর্তী হওয়ায় তা মন্দ সাব্যস্ত হয় এবং শেষ কাতারটি পুরুষদের থেকে দূরে থাকায় তা...

(ص: 111) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

خيرها أما الرجال فكلما تقدموا فهو أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا عن التأخر لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله وهذه خطيرة أن الإنسان كلما تأخر عن الصف الأول أو الثاني أو الثالث ألقى الله في قلبه محبة التأخر في كل عمل صالح والعياذ بالله ولهذا قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله فأنت يا أخي تقدم في الصف الأول فالأول وقوله في الحديث خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ما لم يكن النساء في مكان خاص لهن فإن خير صفوفهن أولها لأنه أقرب من الإمام ولا محذور فيه لأنهن بعيدات عن الرجال ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي مناكب أصحابه عند التكبير مناكبهم يعني أكتافهم ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم يعني أن اختلاف الناس بعضهم متقدم وبعضهم متأخر يوجب اختلاف القلوب وآخر الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه

وسلم أمر بتسوية الصف وقال إن تسوية الصف من تمام الصلاة وهو كذلك وفي رواية إقامة الصفوف من تمام الصلاة فالذي ينبغي لنا أن نقيم صفوفنا وتكملة الأول فالأول والتراص حتى يكون ذلك من تمام صلاتنا والله الموفق

পুরুষদের জন্য সর্বোত্তম হলো প্রথম কাতার এবং তারা যত অগ্রসর হবে ততই তা শ্রেষ্ঠ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিলম্বে আসার ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছেন: "কিছু লোক সর্বদা পিছিয়ে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহও তাদের পিছিয়ে দেন।" এটি অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বিষয় যে, মানুষ যখনই প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় কাতার থেকে পেছনে অবস্থান করতে শুরু করে, তখন আল্লাহ তাআলা তার হৃদয়ে প্রতিটি নেক আমলে পিছিয়ে থাকার প্রবণতা সৃষ্টি করে দেন (আল্লাহ আমাদের তা থেকে হিফাজত করুন)। এই কারণেই তিনি বলেছেন: "কিছু লোক সর্বদা পিছিয়ে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদের পিছিয়ে দেন।" অতএব হে আমার ভাই, আপনি প্রথম কাতার থেকে ক্রমানুসারে অগ্রবর্তী হওয়ার চেষ্টা করুন। আর হাদিসে বর্ণিত নারীদের কাতারের ক্ষেত্রে "তাদের জন্য সর্বোত্তম হলো শেষ কাতার এবং নিকৃষ্ট হলো প্রথম কাতার"— এটি কেবল তখনই প্রযোজ্য যখন তারা পুরুষদের সাথে একই স্থানে থাকে। কিন্তু নারীদের জন্য যদি পৃথক কোনো নির্ধারিত স্থান থাকে, তবে তাদের জন্য প্রথম কাতারই শ্রেষ্ঠ; কারণ তা ইমামের নিকটবর্তী এবং সেখানে কোনো ফেতনার আশঙ্কা নেই যেহেতু তারা পুরুষদের থেকে দূরে অবস্থান করছে। এরপর উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকবীরের সময় তাঁর সাহাবীদের কাঁধগুলো বরাবর করে দিতেন এবং বলতেন: "তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করো না, অন্যথায় তোমাদের অন্তরে বিভেদ সৃষ্টি হবে।" অর্থাৎ, মানুষের সারিবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে কারো অগ্রবর্তী ও কারো পশ্চাদবর্তী হওয়ার ফলে অন্তরেও অনৈক্য সৃষ্টি হয়। সর্বশেষ হাদিসসমূহে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাতার সোজা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন: "নিশ্চয়ই কাতার সোজা করা সালাত পূর্ণাঙ্গ করার অন্তর্ভুক্ত।" বিষয়টি এমনই। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: "কাতার কয়েম করা সালাত পূর্ণাঙ্গ করার অংশ।" সুতরাং আমাদের উচিত কাতার সোজা করা, সামনের কাতারগুলো ক্রমানুসারে পূর্ণ করা এবং পরস্পরের সাথে মিশে দাঁড়ানো, যাতে তা আমাদের সালাতের পূর্ণতা দান করে। আল্লাহই তৌফিকদাতা।

1088 - وعنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه وفي رواية للبخاري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه

১০৮৮ - তাঁর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: সালাতের ইকামত দেওয়া হলো, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ সোজা করো এবং গায়ে গায়ে মিশে দাঁড়াও; কেননা আমি তোমাদেরকে আমার পিছন থেকেও দেখতে পাই।" এটি বুখারী তাঁর নিজস্ব শব্দে এবং মুসলিম এর মর্মার্থ বর্ণনা করেছেন। বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: "আমাদের প্রত্যেকেই তার কাঁধ সঙ্গীর কাঁধের সাথে এবং নিজের পা সঙ্গীর পায়ের সাথে মিলিয়ে রাখতেন।"

1089 - وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسبون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم متفق عليه وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأننا يسوي بها القداح حتى رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوماً فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلاً بآدياً صدره من الصف فقال عباد الله لتسبون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث في تنمة باب إقامة الصفوف والحث على تسويتها وما يتعلق بذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف فيقبل على الناس ويقول أقيموا صفوفكم فإنني أراكم من وراء ظهري فأمرهم صلى الله عليه وسلم بإقامة الصفوف وأخبر أنه يراهم من وراء ظهرة وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذه الحالة المعينة يرى الناس من وراء ظهرة أما فيما سوى ذلك فإنه لا يرى من وراء ظهرة شيئاً وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير أنه إما أن تسووا الصفوف أو يخالفن الله بين وجوهكم فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم واختلف العلماء في قوله بين وجوهكم ف قيل المعنى أن الله

১০৮৯ - নু'মান ইবনে বাশীর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "তোমরা অবশ্যই তোমাদের কাতারসমূহ সোজা করবে, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের চেহারা সমূহের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেবেন।" (বুখারী ও মুসলিম)। মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাতারগুলোকে এমনভাবে সোজা করতেন যেন তিনি তীরের কাঠের দণ্ড সোজা করছেন, যতক্ষণ না তিনি দেখলেন যে আমরা তাঁর থেকে বিষয়টি সম্যকভাবে অনুধাবন করেছি। এরপর একদিন তিনি বের হলেন এবং (নামাজের জন্য) দাঁড়ালেন; এমনকি যখন তিনি তাকবীর বলতে উদ্যত হলেন, তখন জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন তার বুক কাতার থেকে সামান্য বের হয়ে আছে। তখন তিনি বললেন: "হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা অবশ্যই তোমাদের কাতারগুলো সোজা করবে, নতুবা আল্লাহ তোমাদের চেহারা সমূহের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেবেন।"

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসগুলো কাতার সোজা করা এবং তা সুবিন্যস্ত করার প্রতি গুরুত্বারোপ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদের পরিশিষ্ট ও তৎসংশ্লিষ্ট আলোচনার অংশ। আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতারসমূহ সোজা করতেন এবং মানুষের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেন: "তোমরা তোমাদের কাতারগুলো সোজা করো, কেননা আমি

তোমাদেরকে আমার পিছন দিক থেকেও দেখতে পাই।" সুতরাং তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কাতার সোজা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সংবাদ দিয়েছেন যে তিনি তাদের নিজের পিছন দিক থেকে দেখছেন। আর এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত যে, বিশেষ এই অবস্থায় তিনি পিছন থেকে মানুষকে দেখতে পেতেন; তবে এছাড়া অন্য অবস্থায় তিনি পিছন থেকে কিছু দেখতে পেতেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নু'মান ইবনে বাশীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসে সংবাদ দিয়েছেন যে, হয় তোমরা কাতার সোজা করবে, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের চেহারা সমূহের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবেন। তিনি বলেছেন: "হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা অবশ্যই তোমাদের কাতারগুলো সোজা করবে, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের চেহারা সমূহের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেবেন।" আর তাঁর বাণী "তোমাদের চেহারা সমূহের মধ্যে" এর ব্যাখ্যায় আলেমগণ দ্বিমত পোষণ করেছেন। বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হলো আল্লাহ...

(ص: 114) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

يعاقبهم بأن يجعل وجوههم نحو ظهورهم فتلوى الأعناق وقيل المعنى أي بين وجهات نظرهم هو كالحديث الذي سبق لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وهذا المعنى أصح وأرجح فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن تختلف بل قال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ومعلوم أن الاختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن فإذا اختلف الناس فيما بينهم ظاهراً أدى ذلك إلى اختلاف القلوب وإذا اختلفت القلوب صار الشر والفساد والعياذ بالله وخلاصة هذا الباب كله أننا مأمورون بتسوية الصفوف على النحو التالي 1 - تسوية الصف بالمحاذاة بحيث لا يتقدم أحد على أحد ولهذا كان الصحابة يلصق أحدهم قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكبه وفي هذا الوصف دليل على فساد فهم هؤلاء الذين إذا وقفوا في الصف فتحوا

بين أرجلهم حتى تكون القدم لاصقة بالقدم لكن المناكب متباعدة وهذا بدعة
ليس من السنة السنة أننا نتراض جميعاً بحيث يلصق الكعب بالكعب والمناكب
بالمناكب 2 - تسوية الصف بإكمال الأول فالأول بحيث لا يصف أحد في الصف الثاني
والأول لم يتم أو في الثالث والثاني لم يتم ...
إلخ 3 - أن الأولى إذا اجتمع رجال ونساء أن تبتعد النساء عن الرجال فإن خير
صفوف النساء آخرها وشرها أولها 4 - سد الفرج ألا ندع للشياطين فرجاً يدخلون
من بينها لأن

তিনি তাদের শাস্তি দেবেন তাদের মুখমণ্ডলকে তাদের পিঠের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে, ফলে ঘাড়গুলো মচকে যাবে। আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হলো তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি হওয়া, যা পূর্বে উল্লিখিত হাদিসটির ন্যায়: "তোমরা মতবিরোধ করো না, নতুবা তোমাদের হৃদয়ে বৈরিতা সৃষ্টি হবে।" আর এই অর্থটিই অধিক সঠিক ও অগ্রগণ্য। কারণ রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মতভেদ করতে নিষেধ করেছেন, বরং তিনি বলেছেন: "তোমরা অবশ্যই তোমাদের কাতারগুলো সোজা করবে, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের চেহারা সমূহের (দৃষ্টিভঙ্গির) মধ্যে বৈসাদৃশ্য তৈরি করে দেবেন।" এটি সুপরিচিত যে, বাহ্যিক মতভেদ অভ্যন্তরীণ অনৈক্যের দিকে ধাবিত করে। সুতরাং মানুষ যখন বাহ্যিকভাবে পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন তা তাদের হৃদয়ের অনৈক্যের কারণ হয়। আর যখন হৃদয়ে অনৈক্য সৃষ্টি হয়, তখন অকল্যাণ ও ফিতনা-ফাসাদ প্রকাশ পায়—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। এই সম্পূর্ণ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ হলো এই যে, আমাদের নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে কাতার সোজা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: ১ - সমান্তরালভাবে কাতার সোজা করা, যাতে কেউ কারও চেয়ে সামনে এগিয়ে না থাকে। এই কারণেই সাহাবীগণ তাদের একজনের পা অপরজনের পায়ের সাথে এবং কাঁধ অপরজনের কাঁধের সাথে মিলিয়ে দাঁড়াতেন। এই বর্ণনার মাঝে ঐসব ব্যক্তিদের বুঝের অসারতার দলিল রয়েছে, যারা কাতারে দাঁড়ানোর সময় দুই পায়ের মাঝে এত বেশি ফাঁকা করে যে একজনের পায়ের সাথে অন্যজনের পা লেগে যায়, অথচ কাঁধগুলো একে অপরের থেকে দূরে থাকে। এটি একটি বিদআত; এটি সুন্নাহসম্মত নয়। সুন্নাহ হলো আমরা সকলেই এমনভাবে মিলেমিশে দাঁড়াবো যাতে গোড়ালি গোড়ালি এবং কাঁধ কাঁধের সাথে লেগে থাকে। ২ - কাতার সোজা করার ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে

প্রথম কাতারগুলো পূর্ণ করা। অর্থাৎ প্রথম কাতার অপূর্ণ রেখে কেউ দ্বিতীয় কাতারে দাঁড়াবে না, অথবা দ্বিতীয় কাতার অপূর্ণ রেখে কেউ তৃতীয় কাতারে দাঁড়াবে না ...

ইত্যাদি। ৩ - পুরুষ ও নারী একত্রে উপস্থিত হলে নারীরা পুরুষদের থেকে দূরে অবস্থান করা উত্তম। কারণ নারীদের কাতারের মধ্যে সর্বোত্তম হলো শেষ কাতারটি এবং সবচেয়ে মন্দ হলো প্রথমটি। ৪ - কাতারগুলোর মাঝের ফাঁকা স্থান বন্ধ করা, যাতে আমরা শয়তানদের প্রবেশের জন্য কোনো পথ না রাখি, কারণ

(ম: 115) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الشياطين تسلط على بني آدم ابتلاء من الله وامتحاناً فإذا وجدوا فرجة في الصف تخللوا المصلين حتى يشوشوا عليهم صلواتهم ومن تمام الصفوف 5 - إذا كانوا ثلاثة فإنه يتقدم أحدهم إماماً ويكون الباقيان خلفه وإن كان بالغين أو صغيرين أو بالغ وصغير كلهم يكونون خلفه لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النفل وصلاة الفرض مثل صلاة النفل إلا إذا قام دليل على الفرق بينهما والله الموفق

1090 - وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسه صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول رواه أبو داود بإسناد حسن

1091 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفاً قطعه الله رواه أبو داود بإسناد صحيح

শয়তানদেরকে আদম সন্তানের ওপর আধিপত্য দেওয়া হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা ও যাচাইস্বরূপ। যখন তারা কাতারের মধ্যে ফাঁক খুঁজে পায়, তখন তারা মুসল্লিদের মাঝে দুকে পড়ে যাতে তাদের সালাতে বিঘ্ন ঘটতে পারে। আর কাতার পূর্ণ করার নিয়মাবলির অন্তর্ভুক্ত হলো— যদি তারা সংখ্যায় তিনজন হয়, তবে তাদের একজন ইমাম হিসেবে সামনে দাঁড়াবে এবং বাকি দুজন তার পেছনে দাঁড়াবে। তারা দুজন প্রাপ্তবয়স্ক হোক বা অপ্রাপ্তবয়স্ক, অথবা একজন প্রাপ্তবয়স্ক ও অন্যজন অপ্রাপ্তবয়স্ক—তারা সবাই পেছনেই দাঁড়াবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নফল সালাতের ক্ষেত্রে এটি প্রমাণিত হয়েছে এবং নফল সালাতের বিধানের ন্যায় ফরজ সালাতের বিধানও অনুরূপ, যদি না উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের কোনো দলিল বিদ্যমান থাকে। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১০৯০ - বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতারের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যাতায়াত করতেন, তিনি আমাদের বুক ও কাঁধ স্পর্শ করে সমান করে দিতেন এবং বলতেন, তোমরা অসংলগ্ন থেকে না, অন্যথায় তোমাদের অন্তরগুলোও অসংলগ্ন হয়ে পড়বে। তিনি আরও বলতেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ প্রথম কাতারগুলোর ওপর রহমত বর্ষণ করেন। আবু দাউদ এটি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।

১০৯১ - ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কাতারগুলো সোজা করো, কাঁধের সাথে কাঁধ মেলাও, ফাঁকগুলো বন্ধ করো এবং তোমাদের ভাইদের হাতের স্পর্শে নমনীয় হও। শয়তানের জন্য কোনো ফাঁক ছেড়ো না। যে ব্যক্তি কাতার সংযুক্ত করে, আল্লাহ তাকে নিজের সাথে সংযুক্ত করেন; আর যে ব্যক্তি কাতার বিচ্ছিন্ন করে, আল্লাহ তাকে বিচ্ছিন্ন করেন। আবু দাউদ এটি সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

১০৯২ - আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের কাতারগুলো সুসংবদ্ধ করো।

وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأردي الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث في تكمله هذا الباب الذي فيه بيان فضيلة الصف الأول وتكميل الأول فالأول من الصفوف فإن في هذه الأحاديث دليل على مسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح صدور أصحابه ومناكبهم ليسوي صفوفهم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية يسوي بيده الكريمة وكان هذا عادته ولما كثر الناس في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وفي زمن عثمان صار هناك رجال موكلون من قبل الخليفة يسوون الصفوف فإذا جاءوا إلى الإمام وقالوا إن الصفوف قد تمت وكملت كبر للصلاة وهذا دليل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بالصفوف والتراص فيها وتسويتها وعدم فرجات الشيطان حتى تكون الصلاة تامة مستوية فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ومن إقامة الصلاة

এবং কাতারগুলো পরস্পর কাছাকাছি রাখো এবং ঘাড়গুলোকে সমান্তরাল করো। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি শয়তানকে কাতারের ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করতে দেখি, যেন তারা ছোট কালো ভেড়ার বাচ্চা। এটি একটি সহীহ হাদিস, আবু দাউদ এটি ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সনদে বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসগুলো সেই অধ্যায়ের পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত, যাতে প্রথম কাতারের মর্যাদা এবং ধারাবাহিকভাবে প্রথম থেকে পরবর্তী কাতারগুলো পূর্ণ করার বর্ণনা রয়েছে। কারণ এই

হাদিসগুলোতে এমন কিছু বিষয়ের প্রমাণ রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণের বুক ও কাঁধে হাত বুলিয়ে কাতার সোজা করে দিতেন এবং বলতেন, "তোমরা অসংলগ্ন হইও না, অন্যথায় তোমাদের অন্তরেও বিভেদ সৃষ্টি হবে।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাতারের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গিয়ে তাঁর পবিত্র হাত দিয়ে কাতার সোজা করে দিতেন এবং এটিই ছিল তাঁর নিয়মিত অভ্যাস। যখন আমীরুল মুমিনীন উমর (রা.) এবং উসমান (রা.)-এর যুগে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তখন খলীফার পক্ষ থেকে কাতার সোজা করার জন্য কিছু লোক নিযুক্ত করা হলো। যখন তাঁরা ইমামের কাছে এসে বলতেন যে কাতারগুলো পূর্ণ ও সোজা হয়েছে, তখন তিনি সালাতের জন্য তাকবীর বলতেন। এটি কাতারবদ্ধ হওয়া, ঘন হয়ে দাঁড়ানো, কাতার সোজা করা এবং শয়তানের জন্য ফাঁকা না রাখার প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশিদীনের বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের প্রমাণ, যাতে সালাত ত্রুটিমুক্ত ও সুশৃঙ্খল হয়। কেননা কাতার সোজা করা সালাতের পূর্ণতা ও সালাত প্রতিষ্ঠারই অংশ।

(ص: 117) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

1093 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتبوا الصف المقدم ثم الذي

يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر رواه أبو داود بإسناد حسن

1094 - عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله

وملائكته يصلون على ميامن الصفوف رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وفيه

رجل مختلف في توثيقه

1095 - وعن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه

وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه فسمعتة يقول رب قني عذابك

يوم تبعث أو تجمع عبادك رواه مسلم

1096 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطوا الإمام وسدوا الخلل رواه أبو داود

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث في بيان الصفوف الأول وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكمل الصف الأول فالأول وأخبر أن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول وفي حديث أنس بن مالك الذي نقله المؤلف في

১০৯৩ - তাঁর (আনাস) থেকেই বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমরা প্রথম কাতার পূর্ণ করো, অতঃপর এর পরবর্তীটি। সুতরাং যদি কোনো অপূর্ণতা থাকে, তবে তা যেন সর্বশেষ কাতারে থাকে। (আবু দাউদ এটি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন)

১০৯৪ - আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ দোয়া করেন কাতারসমূহের ডান দিকের লোকদের জন্য। (আবু দাউদ এটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সনদে বর্ণনা করেছেন, তবে এর একজন বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে মতভেদ রয়েছে)

১০৯৫ - বারা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পেছনে সালাত আদায় করতাম, তখন আমরা তাঁর ডান দিকে থাকাকে পছন্দ করতাম যাতে তিনি (সালাম ফেরানোর পর) আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেন। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন: "হে আমার রব! আমাকে আপনার আজাব থেকে রক্ষা করুন যে দিন আপনি আপনার বান্দাদের পুনরুত্থিত করবেন (অথবা বলেছেন: সমবেত করবেন)।" (মুসলিম)

১০৯৬ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমরা ইমামকে মাঝখানে রাখো এবং কাতারের ফাঁকা স্থানসমূহ বন্ধ করো। (আবু দাউদ)

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসগুলো প্রথম কাতারসমূহের গুরুত্ব বর্ণনার ক্ষেত্রে। ইতিপূর্বেও বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ধারাবাহিকভাবে প্রথম কাতারগুলো পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ প্রথম কাতারসমূহের ওপর রহমত ও দোয়া বর্ষণ করেন। আনাস ইবনে মালিক (রা.)-এর যে হাদিসটি লেখক এখানে উল্লেখ করেছেন...

(ম: 118) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نبدأ بالصف المقدم فالمقدم وما كان من نقص فليكن بالمؤخرة يعني أمرهم أن يتبوا الصفوف الأول فالأول وما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر وهذا يدل على أن من وقف في الثاني قبل تمام الأول ولو كان معه غيره فإنه لم يصب السنة بل السنة ألا يكون أحد في الثاني حتى يتم الأول ولا في الثالث حتى يتم الثاني..

إلخ هذه هي السنة وفي الأحاديث التي ذكرها المؤلف هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على ميامين الصفوف لكن هذا الحديث فيه رجل مختلف في توثيقه وعلى هذا فيكون ضعيفاً وإن كان على شرط مسلم من حيث الإسناد لكن إذا كان فيه رجل مختلف بتوثيقه فليكن ضعيفاً أما الحديث الأخير فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يوسط الإمام فقال وسطوا الإمام يعني اجعلوه وسطاً وهذا هو العدل ولهذا لما كان في أول الهجرة وكان الناس يصفون إذا كانوا ثلاثة صفّاً واحداً كان مشروعاً أن الإمام يكون بينهم لا يكون متطرفاً من حيث اليسار بل يكون بينهم فدل ذلك على أن توسيط الإمام له أهمية به نعرف أن ما

এই অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু হলো যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন প্রথম কাতার থেকে শুরু করি এবং ধারাবাহিকভাবে তা পূরণ করি। যদি কোনো অপূর্ণতা থাকে, তবে তা যেন পেছনের কাতারে থাকে। অর্থাৎ তিনি তাঁদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁরা যেন ক্রমান্বয়ে প্রথম থেকে কাতারগুলো পূর্ণ করেন এবং কোনো ঘাটতি থাকলে তা যেন পেছনের কাতারে থাকে। এটি একথারই প্রমাণ দেয় যে, প্রথম কাতার পূর্ণ হওয়ার আগে কেউ যদি দ্বিতীয় কাতারে দাঁড়ায়, এমনকি তার সাথে অন্য কেউ থাকলেও, সে সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করল না। বরং সুন্নাহ হলো, প্রথম কাতার পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কেউ দ্বিতীয় কাতারে দাঁড়াবে না এবং দ্বিতীয় কাতার পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কেউ তৃতীয় কাতারে দাঁড়াবে না। ইত্যাদি; এটিই হলো সুন্নাহ। লেখক এখানে যে হাদিসগুলো উল্লেখ করেছেন তাতে রয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ কাতারের ডান দিকের লোকদের ওপর রহমত বর্ষণ করেন।" তবে এই হাদিসটির একজন বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে মতভেদ রয়েছে, তাই এটি দুর্বল (যয়িফ) হিসেবে গণ্য হবে। যদিও সনদের বিচারে এটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী, কিন্তু বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে বিতর্ক থাকায় এটি দুর্বল। আর শেষ হাদিসটির ক্ষেত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইমামকে মাঝখানে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "ইমামকে মাঝখানে রাখো"; অর্থাৎ তাঁকে মধ্যস্থলে অবস্থান করাও। আর এটিই হলো ন্যায়সঙ্গত। এই কারণেই হিজরতের শুরুর দিকে যখন তিনজন লোক এক কাতারে নামাজে দাঁড়াতে, তখন বিধান ছিল যে ইমাম তাঁদের মাঝখানে দাঁড়াবেন। তিনি বাম দিকে একপ্রান্তে সরে থাকবেন না, বরং তাঁদের মাঝখানে থাকবেন। এটি প্রমাণ করে যে, ইমামকে মাঝখানে রাখার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমেই আমরা বুঝতে পারি যে...

(ص: 119) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

يفعله بعض الناس الآن تجدهم يكملون الصف يميناً والأيسر ليس فيه إلا القليل
هذا خلاف السنة السنة أن يكون اليمين واليسار متقاربين فإذا تساوى فهنا نقول

الأيمن أفضل فإن زاد رجل أو رجلان في الإيمن فلا بأس أما أن يكون الأيمن تاماً والأيسر ليس فيه إلا قليل فهذا خلاف السنة لأنه ليس فيه توسيط الإمام وقد عرفتم أن الحديث الذي فيه إن الله وملائكته يصلون على ميامين الصفوف فيه رجل قد اختلف في توثيقه ... والله أعلم

বর্তমানে কিছু লোক যা করছে তা হলো—দেখা যায় তারা কাতারের ডান দিক পূর্ণ করছে অথচ বাম দিকে মাত্র সামান্য কয়েকজন রয়েছে। এটি সুন্নাহর পরিপন্থী। সুন্নাহ হলো ডান ও বাম উভয় দিক প্রায় সমান রাখা। যখন উভয় দিক সমান হবে, তখন আমরা বলব যে ডান দিকটিই উত্তম। এমতাবস্থায় যদি ডান দিকে একজন বা দুইজন বেশি হয় তবে তাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু ডান দিক সম্পূর্ণ পূর্ণ থাকা আর বাম দিকে মাত্র অল্প কয়েকজন থাকা সুন্নাহর খেলাফ; কারণ এতে ইমামকে মাঝখানে রাখা হয় না। আপনারা অবগত আছেন যে, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ কাতারের ডান দিকের লোকদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন’—এই হাদিসটির একজন বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতা বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ... আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(ص: 120) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما
1097 - عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت
 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل
 يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير الفريضة إلا بني الله له بيتاً في الجنة أو إلا بني له
 بيت في الجنة رواه مسلم

1098 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم

وركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد

المغرب وركعتين بعد العشاء متفق عليه

1099 - وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة وقال في

الثالثة لمن شاء متفق عليه

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب فضل

ফরয নামাযের সাথে সুন্নতে রাতেবার ফযীলত এবং এর সর্বনিম্ন, পূর্ণাঙ্গ ও মধ্যম সংখ্যার বর্ণনা

১০৯৭ - উমুল মুমিনীন উম্মে হাবীবা রামলা বিনতে আবু সুফিয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "কোনো মুসলিম বান্দা যখন প্রতিদিন ফরয নামায ব্যতীত আল্লাহর উদ্দেশ্যে বারো রাকাত নফল নামায আদায় করে, তখন আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন অথবা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হয়।" (মুসলিম বর্ণিত)

১০৯৮ - ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে যোহরের আগে দুই রাকাত, যোহরের পরে দুই রাকাত, জুমার পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পরে দুই রাকাত এবং এশার পরে দুই রাকাত নামায আদায় করেছি। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

১০৯৯ - আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "প্রত্যেক দুই আযানের (আযান ও ইকামতের) মাঝে নামায রয়েছে, প্রত্যেক দুই আযানের মাঝে নামায রয়েছে, প্রত্যেক দুই আযানের মাঝে নামায রয়েছে।" তৃতীয়বার তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি চায় তার জন্য।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

[ব্যাক্ত্যা]

(ص: 121) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

النوافل والسنن الراتبة التابعة للمفروضات واعلم أن من نعمة الله عز وجل أن شرع لعباده نوافل زائدة عن الفريضة لتكمل بها الفرائض لأن الفرائض لا تخلص من نقص ولولا أن الله شرعها لكانت بدعة لكن من نعمة الله أن شرع هذه النوافل حتى تكمل نقص الفرائض والنوافل أنواع متعددة وأجناس منها الرواتب التابعة للمفروضات وهي اثنتا عشرة ركعة أربع قبل الظهر يسلم بين كل ركعتين وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر من صلاهن في كل يوم وليلة بنى الله له بيتاً في الجنة كما في حديث أم حبيبة رضي الله عنها والأفضل أن تصلي هذه الرواتب في البيت للمأموم والإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة حتى لو كنت في مكة أو في المدينة فالأفضل أن تصلي هذه السنن الراتبة في بيتك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته ويقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وهناك نوافل تابعة للمفروضات لكنها ليست كهذه الرواتب وهو ما رواه عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين

ফরয নামাযের অনুগামী নফল ও সুন্নতে রাতেবাহ। জেনে রাখুন যে, মহান আল্লাহর অন্যতম নেয়ামত হলো তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য ফরযের অতিরিক্ত নফল ইবাদত বিধিবদ্ধ করেছেন যাতে এর মাধ্যমে ফরয ইবাদতের অপূর্ণতা পূর্ণ করা যায়। কারণ ফরয ইবাদতসমূহ সাধারণত ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত হয় না। যদি আল্লাহ এগুলো বিধিবদ্ধ না করতেন তবে তা বিদআত হিসেবে গণ্য হতো। কিন্তু এটি আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি এই নফলসমূহ বিধিবদ্ধ করেছেন যাতে তা

ফরযের ঘাটতি পূরণ করে। নফল ইবাদতের বহু প্রকার ও শ্রেণী রয়েছে; তার মধ্যে অন্যতম হলো ফরয নামাযের অনুগামী সুন্নতে রাতেবাহসমূহ, যা মোট বারো রাকাত। যোহরের পূর্বে চার রাকাত (প্রতি দুই রাকাত অন্তর সালাম ফিরিয়ে), যোহরের পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পরে দুই রাকাত, এশার পরে দুই রাকাত এবং ফজর নামাযের পূর্বে দুই রাকাত। উম্মে হাবীবা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে এই বারো রাকাত নামায আদায় করবে, আল্লাহ তাঁর জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করবেন। ইমাম ও মুক্তাদী সকলের জন্যই এই সুন্নতে রাতেবাহসমূহ ঘরে আদায় করা উত্তম। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফরয নামায ব্যতীত মানুষের শ্রেষ্ঠ নামায হলো তার নিজ ঘরে আদায়কৃত নামায। এমনকি আপনি যদি মক্কা বা মদীনাতেও অবস্থান করেন, তবুও এই সুন্নতে রাতেবাহসমূহ ঘরে আদায় করা উত্তম। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো ঘরেই আদায় করতেন এবং বলতেন, ফরয নামায ব্যতীত মানুষের শ্রেষ্ঠ নামায হলো তার ঘরে আদায়কৃত নামায। এছাড়াও ফরয নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট আরও কিছু নফল রয়েছে যা এই সুন্নতে রাতেবাহর সমপর্যায়ের নয়। আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: দুই...

(ص: 122) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

كل أذانين صلاة ثلاث مرات وقال في الثالثة لمن شاء لئلا يتخذها الناس سنة راتبة وعلى هذا فيكون بين كل أذانين يعني الأذان والإقامة صلاة الفجر بين الأذان والإقامة سنة راتبة الظهر بين الأذان والإقامة سنة راتبة العصر ليس لها راتبة قبلها ولا بعدها لكن تدخل في هذا الحديث أن الإنسان إذا أذن للعصر فليصل ركعتين قبل الإقامة المغرب كذلك ليس لها سنة راتبة قبلها لكن يسن أن يصلي ركعتين بعد الأذان وقد ورد فيها حديث بخصوصها قال صلوا قبل المغرب ثلاثا وقال في الثالثة لمن شاء العشاء كذلك ليس لها راتبة قبلها لكن تدخل في الحديث

أن يصلي بعد الأذان وقبل الإقامة ركعتين وإذا فاتت الرواتب التي قبل الصلاة فإنه يقضيها بعد ذلك وإذا كان للصلاة سنتان قبلها بعدها وفاتته الأولى فإنه يبدأ أولاً بالبعدية ثم ما فاتته مثال ذلك دخل والإمام يصلي الظهر وهو لم يصل راتبة الظهر فإذا انتهت الصلاة يصلي أولاً الركعتين اللتين بعد الصلاة ثم يقضي الأربع التي قبلها الجبعة قال ابن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعدها ركعتين وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يصلي الإنسان بعدها أربع ركعات فقال

প্রতি দুই আজানের মাঝখানে সালাত রয়েছে—এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন এবং তৃতীয়বার বললেন: "যে ইচ্ছা করে তার জন্য", যাতে মানুষ একে সুন্নাতে রাতেবা (অপরিহার্য নিয়মিত সুন্নাত) হিসেবে গ্রহণ না করে। এর ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি দুই আজানের মাঝে, অর্থাৎ আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত সাব্যস্ত হয়। ফজরের আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে সুন্নাতে রাতেবা রয়েছে। জোহরের আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়েও সুন্নাতে রাতেবা রয়েছে। আসরের আগে বা পরে কোনো সুন্নাতে রাতেবা নেই, তবে তা এই হাদিসের অন্তর্ভুক্ত যে, যখন আসরের আজান দেওয়া হয়, তখন ইকামতের আগে মানুষ যেন দুই রাকাত সালাত আদায় করে। মাগরিবের সালাতের আগেও একইভাবে কোনো সুন্নাতে রাতেবা নেই, তবে আজানের পর দুই রাকাত সালাত আদায় করা সুন্নাত। এ বিষয়ে একটি বিশেষ হাদিস বর্ণিত হয়েছে; তিনি বলেছেন: "তোমরা মাগরিবের আগে সালাত আদায় করো"—কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন এবং তৃতীয়বারে বলেছেন: "যে ইচ্ছা করে তার জন্য"। এশার সালাতের আগেও কোনো সুন্নাতে রাতেবা নেই, তবে এটিও উক্ত হাদিসের অন্তর্ভুক্ত যে, আজানের পর এবং ইকামতের আগে দুই রাকাত সালাত আদায় করবে। যদি সালাতের পূর্ববর্তী সুন্নাতে রাতেবা ছুটে যায়, তবে তা পরবর্তীতে কাজা আদায় করবে। আর যদি কোনো সালাতের আগে ও পরে উভয় সুন্নাত থাকে এবং আগের সুন্নাতটি ছুটে যায়, তবে সে প্রথমে সালাত-পরবর্তী (বা'দিয়্যাহ) সুন্নাতটি আদায় করবে, এরপর যা ছুটে গেছে তা আদায় করবে। এর উদাহরণ হলো: কেউ মসজিদে প্রবেশ করে দেখল ইমাম জোহরের সালাত পড়াচ্ছেন, অথচ সে জোহরের সুন্নাতে রাতেবা পড়েনি; এমতাবস্থায় ফরজ সালাত শেষ হলে সে প্রথমে সালাত-পরবর্তী দুই রাকাত পড়বে, এরপর আগের চার রাকাত কাজা আদায় করবে।

জুমুআর সালাত সম্পর্কে ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জুমুআর পর দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন। আবার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এটিও সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি জুমুআর পর মানুষকে চার রাকাত সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন:

(ص: 123) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً فقال بعض العلماء يقدم القول وتكون راتبة الجمعة أربع ركعات وقال بعضهم يجمع بين القول والفعل فتكون راتبة الجمعة ست ركعات وقال بعضهم إن صليت في المسجد فأربع وإن صليت بالبيت فركعتان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها بالبيت ركعتين وقال صلوا بعد الجمعة أربعاً فإن صلى بالمسجد فأربع وإن صلى بالبيت فركعتان والأمر في هذا واسع إن شاء الله لك ينبغي للإنسان أن يحرص على هذه السنن الراتبة لها فيها من الخير وتكميل ناقص الفرائض والله أعلم

“তোমাদের কেউ যখন জুমার সালাত আদায় করে, সে যেন এরপর চার রাকাত সালাত পড়ে।” এ বিষয়ে জনৈক আলেমগণ বলেছেন যে, এখানে মৌখিক নির্দেশকে প্রাধান্য দেওয়া হবে এবং জুমার সুন্নাতে রাতিবা হবে চার রাকাত। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন যে, মৌখিক নির্দেশ ও কর্মগত সুন্নাহর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হবে, ফলে জুমার সুন্নাতে রাতিবা হবে ছয় রাকাত। অপর একদল আলেম বলেছেন, যদি মসজিদে পড়া হয় তবে চার রাকাত এবং যদি বাড়িতে পড়া হয় তবে দুই রাকাত; কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাড়িতে তা দুই রাকাত আদায় করতেন, অথচ তিনি বলেছিলেন, “তোমরা জুমার পরে চার রাকাত সালাত আদায় করো।” সুতরাং মসজিদে পড়লে চার রাকাত এবং বাড়িতে পড়লে দুই রাকাত। এই বিষয়টি ইনশাআল্লাহ প্রশস্ত। তবে মানুষের উচিত এই সুন্নাতে রাতিবাগুলোর প্রতি

যত্নশীল হওয়া; কারণ এতে কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং এটি ফরয ইবাদতের ত্রুটি-
বিচ্যুতিসমূহ পূর্ণ করে। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(ص: 124) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

باب تأكيد ركعتي سنة الصبح

1100 - عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعاً قبل الظهر وركعتين قبل الغداة رواه البخاري

1101 - وعنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر متفق عليه

1102 - وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه مسلم وفي رواية لهما أحب إلي من الدنيا جميعاً

1103 - وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة فشغلت عائشة بلالاً بأمر سألته عنه حتى أصبح جداً فقام بلال فأذنه بالصلاة وتابع أذانه فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرج صلى بالناس فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جداً وأنه أبطأ عليه بالخروج فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت ركعت ركعتي الفجر فقال يا رسول الله إنك أصبحت جداً فقال لو أصبحت أكثر مما

ফজরের সুন্নাত দুই রাকাতের গুরুত্ব পরিচ্ছেদ

১১০০ - আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের পূর্বের চার রাকাত এবং ভোরের (ফজরের) পূর্বের দুই রাকাত কখনো পরিত্যাগ করতেন না। (বুখারী কর্তৃক বর্ণিত)

১১০১ - তাঁর হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল সালাতসমূহের মধ্যে ফজরের দুই রাকাতের চেয়ে অন্য কোনোটির প্রতি অধিক যত্নবান ও নিয়মিত ছিলেন না। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

১১০২ - তাঁর নিকট হতেই বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "ফজরের দুই রাকাত দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম।" (মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)। আর মুসলিমেরই অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: "তা আমার নিকট সমগ্র দুনিয়ার চেয়েও অধিক প্রিয়।"

১১০৩ - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াজ্জিন আবু আব্দুল্লাহ বিলাল ইবনে রাবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভোরের সালাতের সংবাদ দিতে তাঁর নিকট আসলেন। তখন আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বিলালকে একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে ব্যস্ত রাখলেন, যার ফলে ভোর বেশ ফর্সা হয়ে গেল। এরপর বিলাল দাঁড়িয়ে তাঁকে সালাতের সংবাদ দিলেন এবং তাঁর আহ্বানের পুনরাবৃত্তি করলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন না। অতঃপর যখন তিনি বের হলেন, তখন লোকজনকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি (বিলাল) তাঁকে জানালেন যে, আয়েশা তাঁকে একটি বিষয়ে প্রশ্ন করে ব্যস্ত রেখেছিলেন যার ফলে ভোর বেশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, আর তিনিও (নবীজী) বের হতে বিলম্ব করেছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "আমি ফজরের দুই রাকাত (সুন্নাত) আদায় করছিলাম।" তিনি (বিলাল) বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো বেশ ফর্সা হয়ে যাওয়ার পর (সালাত আদায় করতে) উপনীত হয়েছেন। তিনি বললেন: "যদি ভোর এর চেয়েও বেশি হয়ে যেত..."

أصبحت لركعتيها وأحسنتهما وأجملتهما رواه أبو داود بإسناد حسن

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تأكيد ركعتي الصبح يعني سنة الفجر تمتاز سنة الفجر وهي ركعتان قبل الصلاة بأمر 1 - أنه يسن تخفيفهما فلو أطلها الإنسان لكان مخالفاً للسنة بل يخفف حتى كانت عائشة تقول أنه يخفف فيها حتى أقول أقرأ بأمر القرآن من شدة التخفيف 2 - أنه يسن فيها قراءة معينة إما قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى و { قل هو الله أحد } في الثانية وإما { قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ... } البقرة و { قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم .. } الآية آل عمران يعني مرة هذا ومرة هذا 3 - ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل يعني رواتب الصلوات أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر يتعاهدهما صلى الله عليه وسلم 4 - أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها خير من الدنيا وما فيها وأحب إليه من الدنيا وما فيها 5 - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها حضراً ولا سفراً كل هذا تتميز

আমি এই দুই রাকাতের প্রতি অধিক যত্নবান হলাম এবং তা অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুভাবে আদায় করলাম। এটি ইমাম আবু দাউদ হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক ইমাম নববী (রহিমাল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালাহীন' গ্রন্থে 'সুবহে সাদিকের দুই রাকাতের গুরুত্ব' অর্থাৎ ফজরের সুন্নাত অধ্যায়ে বলেছেন যে, ফজরের সুন্নাত—যা ফরজের পূর্বে দুই রাকাত—কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কারণে স্বতন্ত্র: ১ - এই দুই রাকাত সংক্ষেপে আদায় করা সুন্নাত। সুতরাং কেউ যদি তা দীর্ঘ করে, তবে তা সুন্নাহর পরিপন্থী হবে। বরং এটি সংক্ষিপ্ত করা সুন্নাত, এমনকি আয়িশা (রা.) বলতেন যে, তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) এই দুই রাকাতে এতই সংক্ষিপ্ত কীরাত পড়তেন যে, আমি মনে মনে বলতাম—
 তিনি কি কেবল উমুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পাঠ করলেন? ২ - এই দুই রাকাতে নির্দিষ্ট কিছু
 সূরা বা আয়াত পাঠ করা সুন্নাত। হয় প্রথম রাকাতে 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন' এবং
 দ্বিতীয় রাকাতে 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করবে; অথবা সূরা বাকারার আয়াত {বলো,
 আমরা আল্লাহর ওপর এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপর ঈমান এনেছি... ...
 } এবং সূরা আলে ইমরানের আয়াত {বলো, হে আহলে কিতাব! এসো এমন এক কথার দিকে
 যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন...
 } পাঠ করবে। অর্থাৎ কখনো এটি আবার কখনো সেটি পাঠ করা সুন্নাত। ৩ - রাসূলুল্লাহ
 (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্যান্য নফল অর্থাৎ সুন্নাতে রাওয়াতিবসমূহের তুলনায়
 ফজরের এই দুই রাকাতের প্রতি অধিক যত্নবান ও নিয়মিত ছিলেন। ৪ - নবী করীম (সাল্লাল্লাহু
 আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সংবাদ দিয়েছেন যে, এই দুই রাকাত দুনিয়া ও এর মধ্যবর্তী সবকিছুর
 চেয়ে উত্তম এবং তাঁর কাছে দুনিয়া ও এর মধ্যকার সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয়। ৫ - নবী
 করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবাসে (বাড়িতে থাকা অবস্থায়) কিংবা সফরে—
 কোনো অবস্থাতেই এই দুই রাকাত ছেড়ে দিতেন না। এই সবকিছুর মাধ্যমেই এই দুই রাকাত
 বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়েছে।

(ص: 126) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

به سنة الفجر فينبغي للإنسان أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها حضرا وسفرا وإذا
 فاتته قبل الصلاة فليصلها بعدها إما في نفس الوقت وإما بعد ارتفاع الشمس قيد
 رمح وذكر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعاً قبل
 الظهر لكنها بتسليمتين لأن الظهر راتبها ست ركعات أربع قبلها واثنان بعدها
 فينبغي لنا أن نحرص على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه وأن

نفتدي بسنته صلى الله عليه وسلم ما استطعنا فإن الله يقول {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا} والله الموفق

এর অন্তর্ভুক্ত হলো ফজরের সুন্নাত। সুতরাং মানুষের উচিত এর প্রতি যত্নবান হওয়া এবং আবাসে ও সফরে সর্বদা তা গুরুত্বের সাথে পালন করা। যদি নামাজের পূর্বে এটি ছুটে যায়, তবে সে যেন তা নামাজের পরে আদায় করে নেয়—চাই তা তখনই হোক অথবা সূর্য এক বল্লম পরিমাণ উপরে ওঠার পর হোক। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জোহরের পূর্বের চার রাকাত কখনো ত্যাগ করতেন না। তবে তা দুই সালামে (অর্থাৎ দুই রাকাত করে) আদায় করতে হবে, কেননা জোহরের রাতিবা (সুন্নাতে মুয়াক্কাদা) হলো ছয় রাকাত; চার রাকাত পূর্বে এবং দুই রাকাত পরে। অতএব, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতেন, আমাদেরও উচিত সেগুলোর প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং সাধ্যানুযায়ী তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করা। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" আর আল্লাহই তাওফিক দানকারী।

(ص: 127) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا

1110 - عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقة الأيمن رواه البخاري

1111 - وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة فإذا

سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقة الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة رواه مسلم قولها يسلم بين كل ركعتين هكذا هو في مسلم ومعناه بعد كل ركعتين 1112 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة قال الترمذي حديث حسن صحيح

ফজরের দুই রাকাত (সুন্নত) সালাতের পর ডান পাশে কাত হয়ে শোয়া মুস্তাহাব হওয়া এবং এর প্রতি উৎসাহ প্রদান সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ চাই তিনি রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করে থাকুন বা না থাকুন।

১১১০ - আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন ফজরের দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন, তখন তিনি তাঁর ডান পাশে কাত হয়ে শুতেন। (বুখারী কর্তৃক বর্ণিত)

১১১১ - তাঁর (আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইশার সালাত শেষ করা থেকে নিয়ে ফজর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এগারো রাকাত সালাত আদায় করতেন; তিনি প্রতি দুই রাকাত অন্তর সালাম ফিরাতেন এবং এক রাকাতের মাধ্যমে বিতর আদায় করতেন। অতঃপর যখন মুয়াজ্জিন ফজরের আজান শেষ করতেন এবং সুবহে সাদিক তাঁর নিকট স্পষ্ট হয়ে যেত ও মুয়াজ্জিন তাঁর কাছে আসতেন, তখন তিনি দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন। এরপর তিনি এভাবে তাঁর ডান পাশের ওপর ভর করে শুতেন যতক্ষণ না মুয়াজ্জিন তাঁর নিকট ইকামতের জন্য আসতেন। (মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)। তাঁর উক্তি "প্রতি দুই রাকাতের মাঝে সালাম ফিরাতেন"—সহীহ মুসলিমে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে এবং এর অর্থ হলো প্রতি দুই রাকাতের পর।

১১১২ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমাদের কেউ ফজরের দুই রাকাত সালাত আদায় করে, সে যেন তার ডান পাশে কাত হয়ে শোয়।" (আবু দাউদ ও তিরমিজি এটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।)

[الشَّرْحُ]

سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر وسبق أن هاتين الركعتين تتميزان عن بقية الرواتب بميزات سبق ذكرها ومن مميزاتهما أنه إذا صلى هاتين الركعتين اضطجع على شقة الأيمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنه كان إذا صلى سنة الفجر اضطجع بعدها على الجنب الأيمن وفي حديث عائشة الثاني الذي رواه مسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين وفي هذا دليل على وهم من توهم أنه إذا صلى إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً أربعاً ثم ثلاثاً بناء على حديثها رضي الله عنها أنها قالت كان النبي لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا يسأل عن حسنهن وطولهن ثم أربعاً فلا يسأل عن حسنهن وطولهن ثم ثلاثاً فظن بعض الناس أنه يصلي أربعاً جميعاً ثم أربعاً جميعاً ثم ثلاثاً وهذا وهم فقد أخذوا بظاهر الحديث فيحمل هذا على أنه يصلي أربعاً على ركعتين ركعتين ثم يستريح ثم يصلي أربعاً على ركعتين ركعتين ثم يستريح ثم يصلي ثلاثاً هكذا يجب أن يحمل لأن الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واحد وهي عائشة والفعل واحد فيجب حمل بعضها على بعض لتتفق السنة لا يقال إنه يفعل هذا مرة وهذا مرة لأن كلمة كان تدل على دوام الفعل

[ব্যখ্যা]

ইতিপূর্বে আমাদের নিকট আলোচিত হয়েছে যে, নবী (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) ফজরের দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন। এ-ও আলোচিত হয়েছে যে, এই দুই রাকাত সালাত অন্যান্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদা (রাওয়াতিব) থেকে কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে স্বতন্ত্র, যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, যখন তিনি এই দুই রাকাত সালাত আদায় শেষ করতেন, তখন তিনি তাঁর ডান পার্শ্বের ওপর শুয়ে বিশ্রাম নিতেন; যেমনটি নবী

(আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক)-এর আমল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। বুখারি ও মুসলিম—উভয় গ্রন্থে আয়েশা (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন) থেকে এটি প্রমাণিত যে, তিনি যখন ফজরের সুন্নত আদায় করতেন, তখন এরপর ডান পার্শ্বের ওপর কাত হয়ে শুতেন। আয়েশা (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন)-এর দ্বিতীয় হাদিসে, যা ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন, তাতে এসেছে যে তিনি (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) এগারো রাকাত সালাত আদায় করতেন এবং প্রতি দুই রাকাত অন্তর সালাম ফিরাতেন। এর মাধ্যমে ঐ ব্যক্তির ভুল ধারণা স্পষ্ট হয়ে যায়, যে মনে করে যে তিনি যখন এগারো রাকাত পড়তেন, তখন টানা চার রাকাত, এরপর চার রাকাত এবং পরে তিন রাকাত পড়তেন। তাদের এই ধারণার ভিত্তি হলো আয়েশা (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন)-এর সেই কথা যেখানে তিনি বলেছিলেন: নবী (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) রমজানে বা অন্য কোনো সময়ে এগারো রাকাতের বেশি পড়তেন না। তিনি চার রাকাত পড়তেন, যার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞেস করো না; এরপর আবার চার রাকাত পড়তেন, যার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞেস করো না; অতঃপর তিন রাকাত পড়তেন। ফলে কিছু মানুষ মনে করেছেন যে, তিনি চার রাকাত একনাগাড়ে পড়তেন, এরপর আবার চার রাকাত একনাগাড়ে এবং পরে তিন রাকাত; অথচ এটি একটি ভুল বুঝাবুঝি মাত্র। তারা কেবল হাদিসের বাহ্যিক শব্দাবলি গ্রহণ করেছেন। মূলত এর অর্থ হলো, তিনি চার রাকাতকে দুই দুই রাকাত করে আদায় করতেন এবং এরপর বিশ্রাম নিতেন; পুনরায় দুই দুই রাকাত করে চার রাকাত পড়তেন এবং এরপর বিশ্রাম নিতেন, অতঃপর তিন রাকাত পড়তেন। এভাবেই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা আবশ্যিক। কারণ এই বিষয়ে নবী (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) থেকে বর্ণনাকারী একজনই, আর তিনি হলেন আয়েশা (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন), এবং ঘটনাটিও অভিন্ন। সুতরাং সুন্নাহর বর্ণনাসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য একটি বর্ণনাকে অন্যটির আলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে। এমনটি বলা সমীচীন নয় যে, তিনি একবার এভাবে করতেন আর অন্যবার ওভাবে করতেন; কারণ 'কানা' (তিনি করতেন) শব্দটি কোনো কাজের নিয়মিত বা স্থায়ী অভ্যাসের প্রমাণ দেয়।

غالباً وأما حديث أبي هريرة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتي الفجر
 أن يضطجع على جنبه الأيمن فهذا وإن كان الترمذي وأبو داود قد روياه وقال
 المؤلف إنه بأسانيد صحيحة فقد قال حبر الأمة وبحر العلوم العقلية والنقلية شيخ
 الإسلام ابن تيمية إن هذا حديث منكر وإنه لم يصح الأمر به عن النبي صلى الله
 عليه وسلم وهذا هو الصحيح لأن الرسول لم يأمر بأن يضطجع الرجل إذا صلى سنة
 الفجر على جنبه الأيمن وقول المؤلف رحمه الله في الترجمة لا فرق بين المتهجد
 وغيره إشارة إلى خلاف في ذلك وهو أن بعض العلماء قال يسن الاضطجاع بعد ركعتي
 الفجر مطلقاً وبعضهم قال لا يسن مطلقاً وبعضهم قال بالتفصيل إن كان له تهجد
 فإنه يسن له أن يضطجع بعدهما من أجل الراحة بعد التعب وإن لم يكن له تهجد
 فلا يضطجع ومن أعجب الأقوال وأغربها أن بعض العلماء قال إن الاضطجاع بعد
 سنة الفجر شرط لصحة صلاة الفجر وأن من لم يضطجع فصلاته باطلة وهذه من
 غرائب العلم وغرائب الأقوال ما الرابط بين هذا الاضطجاع وبين صلاة الفجر الجهة
 منفصلة عن الصلاة ولا علاقة لها بالاضطجاع لكن ذكرناه لأجل أن تعجبوا من آراء
 بعض أهل العلم رحمهم الله أنهم يقولون أقوالاً لا يدل عليها نقل ولا عقل
 والصحيح هو ما قاله شيخ الإسلام أنه إذا كان الإنسان متعباً من تهجده فإنه
 يستريح

সাধারণত। আর ফজরের দুই রাকাত সুন্নত আদায়ের পর ডান কাতে শোয়ার ব্যাপারে নবী
 সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ সম্বলিত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসটি যদিও
 তিরমিযী ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন এবং লেখক বলেছেন যে এর সনদগুলো সহীহ, তবুও
 উম্মতের বিজ্ঞ পণ্ডিত ও আকলী-নকলী ইলমের সাগর শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ
 বলেছেন যে, এটি একটি মুনকার (অগ্রহণযোগ্য) হাদীস এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
 ওয়াসাল্লাম থেকে এমন কোনো নির্দেশের প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর এটিই সঠিক মত; কারণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো ব্যক্তিকে ফজরের সুন্নত পড়ার পর ডান কাতে শোয়ার নির্দেশ দেননি। লেখকের (রহিমাহুল্লাহ) পরিচ্ছেদে 'তাহাজ্জুদ আদায়কারী ও অন্যদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই' বলাটি এ বিষয়ে বিদ্যমান মতভেদের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। তা হলো: কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ফজরের দুই রাকাত সুন্নতের পর শোয়া সাধারণভাবে সুন্নাত। কেউ বলেছেন, তা সাধারণভাবে সুন্নাত নয়। আবার কেউ কেউ বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, যদি সে তাহাজ্জুদ আদায় করে থাকে তবে পরিশ্রমের পর বিশ্রামের জন্য তার শোয়া সুন্নাত, আর যদি তাহাজ্জুদ আদায় না করে থাকে তবে শোবে না। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ও বিরল মতগুলোর একটি হলো এই যে, কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ফজরের সুন্নতের পর শোয়া ফজরের সালাত সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত এবং যে ব্যক্তি শোবে না তার সালাত বাতিল। এটি ইলমের এক বিস্ময়কর ও অদ্ভুত বক্তব্য। এই শোয়া আর ফজরের সালাতের মধ্যে সম্পর্ক কী? সালাতের বিষয়টি এই শোয়া থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং এর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে আমরা এটি উল্লেখ করেছি যাতে আপনারা কোনো কোনো আলেমের (রহিমাহুল্লাহ) মতামতে বিস্মিত হন যে, তারা এমন সব কথা বলেন যা না কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা (নকল) দ্বারা প্রমাণিত, আর না কোনো যুক্তি (আকল) দ্বারা সমর্থিত। সঠিক মত হলো শায়খুল ইসলাম যা বলেছেন যে, যদি মানুষ তার তাহাজ্জুদের কারণে ক্লান্ত থাকে তবে সে বিশ্রাম নেবে।

(ص: 130) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

يُضْطَجَعُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ وَهَذَا بِشَرْطِ أَلَّا يَخْشَى أَنْ يَغْلِبَهُ النَّوْمُ فَتَفُوتَهُ الصَّلَاةُ فَإِنْ خَشِيَ فَلَا يَنْمُ

তিনি ডান পার্শ্বে শয়ন করবেন; তবে এটি এই শর্তে যে, নিদ্রা প্রবল হয়ে সালাত ফুট হওয়ার (ছুটে যাওয়ার) আশঙ্কা থাকবে না। আর যদি তিনি এরূপ আশঙ্কা করেন, তবে তিনি ঘুমাবেন না।

باب سنة الظهر

1113 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها متفق عليه

1114 - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعاً قبل الظهر رواه البخاري

1115 - وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً ثم يخرج فيصلّي بالناس ثم يدخل فيصلّي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل بيتي فيصلّي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلّي ركعتين رواه مسلم

1116 - وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح

1117 - وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء

যোহরের সুন্নাত সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

1113 - ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে যোহরের পূর্বে দুই রাকআত এবং যোহরের পরে দুই রাকআত সালাত আদায় করেছি। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

1114 - আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যোহরের পূর্বে চার রাকআত (সুন্নাত) কখনো ত্যাগ করতেন না। (বুখারী বর্ণনা করেছেন)

1115 - তাঁর (আয়েশা) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার ঘরে যোহরের পূর্বে চার রাকআত সালাত আদায় করতেন, তারপর বের হয়ে লোকদের নিয়ে (ফরয) সালাত আদায় করতেন, অতঃপর পুনরায় (ঘরে) প্রবেশ করে দুই রাকআত সালাত আদায় করতেন। তিনি লোকদের নিয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করতেন এবং আমার ঘরে প্রবেশ করে দুই রাকআত সালাত আদায় করতেন। এছাড়া তিনি লোকদের নিয়ে এশার সালাত আদায় করে আমার ঘরে প্রবেশ করতেন এবং দুই রাকআত সালাত আদায় করতেন। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

1116 - উম্মে হাবীবা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি যোহরের পূর্বে চার রাকআত এবং যোহরের পরে চার রাকআত সালাতের প্রতি যত্নবান হবে, আল্লাহ তার ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন।" (আবু দাউদ ও তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী একে হাসান সহীহ হাদীস বলেছেন)

1117 - আব্দুল্লাহ ইবনে সাযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যোহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকআত সালাত আদায় করতেন এবং বলতেন, "এটি এমন এক মুহূর্ত যখন আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়।"

(ص: 132) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح رواه الترمذي وقال حديث حسن
1118 - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل
أربعاً قبل الظهر صلاهن بعدها رواه الترمذي وقال حديث حسن

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله باب سنة الظهر وذكر أحاديث متعددة كلها تدل على أن الظهر لها ست ركعات أربع قبلها بسلامين وركعتان بعدها وأنه إذا نسي الإنسان أو فاتته الأربع القبلية فإنه يصليها بعد الظهر لأن الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض ولكن قد ورد في حديث أخرجه ابن ماجه أنه يبدأ أولاً بالسنة البعدية ثم السنة القبلية فمثلاً جئت لصلاة الظهر والإمام يصلي ولم تتمكن من صلاة السنة القبلية نقول صل وبعد الانتهاء من الصلاة صلي الركعتين اللتين بعد الصلاة ثم صل ركعتين وركعتين للتي قبل الصلاة هذه هي السنة وفي هذه الأحاديث دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يحافظ على الرواتب لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعاً قبل الظهر يعني لا يتركها إلا أنه في السفر لا يصلي سنة الظهر القبلية ولا البعدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي راتبة الظهر إذا كان مسافراً والله الموفق

তাই আমি পছন্দ করি যে, আমার পক্ষ থেকে এতে নেক আমল উপরে উঠুক। এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদীসটি হাসান।

১১১৮ - এবং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের আগে চার রাকাত (সুন্নত) পড়তে না পারলে তা পরে আদায় করতেন। এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদীসটি হাসান।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: 'যোহরের সুন্নাত' পরিচ্ছেদ। তিনি এখানে একাধিক হাদীস উল্লেখ করেছেন যার সবগুলোই প্রমাণ করে যে, যোহরের সুন্নত হলো মোট ছয় রাকাত— যোহরের আগে দুই সালামে চার রাকাত এবং পরে দুই রাকাত। আর যদি কোনো ব্যক্তি যোহরের আগের চার রাকাত পড়তে ভুলে যায় বা তা কোনো কারণে ছুটে যায়, তবে সে তা যোহরের পরে আদায় করবে। কারণ ফরযের মতো সুন্নতে মুয়াক্কাদা বা রাতিবা সুন্নাতগুলোও কাযা হিসেবে আদায় করা যায়। তবে ইবনে মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে যে, সে প্রথমে যোহরের পরের সুন্নাতটি পড়বে, এরপর যোহরের আগের ছুটে যাওয়া সুন্নাতগুলো

আদায় করবে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যোহরের সালাতে আসলেন এবং দেখলেন ইমাম সালাত শুরু করে দিয়েছেন, ফলে আপনার যোহরের আগের সুন্নাত পড়া সম্ভব হলো না। এমতাবস্থায় আমরা বলব: আপনি ফরয সালাতটি আদায় করুন, এরপর সালাত শেষ হলে যোহরের পরের দুই রাকাত সুন্নাত পড়ুন, তারপর পূর্বের চার রাকাত সুন্নাতের জন্য দুই রাকাত দুই রাকাত করে সালাত আদায় করুন। এটাই সুন্নাহ। এই হাদীসগুলোতে প্রমাণ রয়েছে যে, মানুষের জন্য রাতিবা সুন্নাতগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। কেননা আয়েশা (রা.) বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের আগের চার রাকাত কখনও ছাড়তেন না; অর্থাৎ তিনি তা বর্জন করতেন না। তবে সফরের সময় তিনি যোহরের আগের বা পরের সুন্নাত পড়তেন না, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসাফির অবস্থায় যোহরের রাতিবা সুন্নাত পড়তেন না। আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

(ص: 133) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

باب سنة العصر

- 1119 - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين رواه الترمذي وقال حديث حسن
- 1120 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن
- 1121 - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين رواه أبو داود بإسناد صحيح

আসরের সুন্নাত সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

১১১৯ - আলী ইবনে আবী তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আসরের আগে চার রাকাত সালাত আদায় করতেন এবং তাতে নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ এবং তাঁদের অনুসারী মুসলিম ও মুমিনদের ওপর সালাম প্রেরণের মাধ্যমে বিচ্ছেদ করতেন। এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে এটি একটি হাসান হাদিস।

১১২০ - ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি দয়া করুন, যে আসরের আগে চার রাকাত সালাত আদায় করে। এটি আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী একে হাসান হাদিস বলেছেন।

১১২১ - আলী ইবনে আবী তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আসরের আগে দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন। আবু দাউদ এটি সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

(ص: 134) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

باب سنة المغرب بعدها وقبلها تقدم في هذه الأبواب حديث ابن عمر وحديث عائشة وهما صحيحان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب ركعتين 1122 - وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء رواه البخاري 1123 - وعن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب رواه البخاري 1124 - وعنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب فقل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا رواه مسلم

1125 - وعنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري
فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد
صليت من كثرة من يصليهما رواه مسلم

মাগরিবের পূর্বের ও পরের সুন্নাহ বিষয়ক পরিচ্ছেদ পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদসমূহে ইবনে উমর ও
আয়েশা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসদ্বয় গত হয়েছে এবং উভয়টিই সহীহ; যাতে উল্লেখ আছে যে,
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাগরিবের পর দুই রাকাত নামাজ পড়তেন।

১১২২ - আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
বলেছেন: তোমরা মাগরিবের (ফরজের) পূর্বে নামাজ পড়ো। তৃতীয়বারে তিনি বললেন: যার
ইচ্ছা। এটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

১১২৩ - আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম)-এর প্রবীণ সাহাবীগণকে মাগরিবের সময় খুঁটিগুলোর দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে
দেখেছি (সুন্নত পড়ার জন্য)। এটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

১১২৪ - তাঁর (আনাস রা.) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে সূর্যাস্তের পর মাগরিবের (ফরজ) নামাজের পূর্বে দুই রাকাত নামাজ
পড়তাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি তা
পড়তেন? তিনি বললেন: তিনি আমাদের তা পড়তে দেখতেন, তবে তিনি আমাদের তা পড়ার
আদেশও দেননি এবং নিষেধও করেননি। এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

১১২৫ - তাঁর (আনাস রা.) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা মদীনায়ে ছিলাম; যখন মুয়াজ্জিন
মাগরিবের নামাজের আজান দিতেন, তখন সাহাবীগণ খুঁটিগুলোর দিকে দ্রুত অগ্রসর হতেন
এবং দুই রাকাত নামাজ পড়তেন। এমনকি কোনো আগন্তুক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলে এত
অধিক সংখ্যক লোককে ওই নামাজ পড়তে দেখতেন যে, তিনি ধারণা করতেন নামাজ বোধহয়
শেষ হয়ে গেছে। এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

بَابُ سَنَةِ الْعِشَاءِ بَعْدَهَا وَقَبْلَهَا

في حديث ابن عمر السابق صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء وحديث عبد الله بن مغفل بين كل أذانين صلاة متفق عليه كما سبق

[الشَّرْحُ]

هذه الأبواب في بيان سنة العصر والمغرب والعشاء وقد سبق بيان سنة الفجر وسنة الظهر فأما العصر فمن السنن قبلها أن يصلي الإنسان أربع ركعات استئناساً بهذا الحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً وهذه الجملة دعائية يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن صلى قبل العصر أربعاً وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند أهل العلم لكنه يرجى أن ينال الإنسان الأجر إذا صلى هذه الأربع وأما المغرب فلها سنة قبلها وبعدها لكن السنة التي قبلها ليست راتبة والتي بعدها راتبة السنة التي قبلها فيها الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ثلاثاً وقال في الثالثة لمن شاء لئلا تتخذ سنة راتبة فإذا أذن المغرب فصل ركعتين سنة لكن ليست كالتى بعدها راتبة مؤكدة بل هي سنة إن تركها الإنسان فلا حرج وإن فعلها فلا حرج ولهذا قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا نصلي فلم يأمرنا ولم ينهنا

এশার পরবর্তী ও পূর্ববর্তী সুন্নাহ বিষয়ক পরিচ্ছেদ

ইবনে উমরের (রা.) পূর্ববর্ণিত হাদিসে রয়েছে যে, "আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে এশার পর দুই রাকাত সালাত আদায় করেছি।" এবং আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফালের (রা.) হাদিসে রয়েছে, "প্রতি দুই আজানের (আজান ও ইকামতের) মধ্যবর্তী সময়ে সালাত রয়েছে," যা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে এবং এটি মুত্তাফাকুন আলাইহি (বুখারি ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে বর্ণিত)।

[ব্যাক্য]

এই পরিচ্ছেদগুলো আসর, মাগরিব ও এশার সুন্নাত বর্ণনার জন্য বিন্যস্ত হয়েছে। ইতিপূর্বে ফজর ও যোহরের সুন্নাতের বিবরণ অতিবাহিত হয়েছে। আসরের ক্ষেত্রে এর পূর্ববর্তী সুন্নাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলো এই হাদিসের প্রতি উদ্ধৃতি হয়ে চার রাকাত সালাত আদায় করা: "আল্লাহ সেই ব্যক্তির ওপর রহম করুন যে আসরের পূর্বে চার রাকাত সালাত আদায় করে।" এই বাক্যটি দুআসূচক; অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ ব্যক্তির জন্য দুআ করেছেন যে আসরের পূর্বে চার রাকাত সালাত আদায় করে। যদিও এই হাদিসটির সনদ নিয়ে আলেমদের নিকট পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে, তবুও আশা করা যায় যে কেউ এই চার রাকাত আদায় করলে সওয়াব প্রাপ্ত হবে। আর মাগরিবের ক্ষেত্রে এর পূর্বে ও পরে সুন্নাত রয়েছে। তবে মাগরিবের পূর্বের সুন্নাতটি 'সুন্নতে রাতেবাহ' (সুনির্ধারিত সুন্নাত) নয়, কিন্তু পরেরটি সুন্নতে রাতেবাহ। মাগরিবের পূর্বের সালাত সম্পর্কে হাদিসে এসেছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা মাগরিবের পূর্বে সালাত আদায় করো," এটি তিনি তিনবার বলেছেন এবং তৃতীয়বার বলেছেন "যার ইচ্ছা তার জন্য," যাতে একে সুন্নতে রাতেবাহ হিসেবে গ্রহণ করা না হয়। সুতরাং মাগরিবের আজান হয়ে গেলে দুই রাকাত সুন্নাত সালাত আদায় করো, তবে তা পরবর্তী সুন্নাতের ন্যায় রাতেবাহ মুয়াক্কাদাহ নয়; বরং এটি এমন সাধারণ সুন্নাত যা কেউ বর্জন করলে কোনো দোষ নেই এবং আদায় করলে সওয়াব রয়েছে। এই কারণেই আনাস (রা.) বলেছেন, "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের সালাত আদায় করতে দেখতেন, তবে তিনি আমাদের (বিশেষভাবে) আদেশও প্রদান করেননি এবং নিষেধও করেননি।"

(ص: 136) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

وأما العشاء فلها سنة قبلها وبعدها لكن السنة قبلها ليست راتبة بل هي داخلية في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة أما بعدها فيسن ركعتان فتبين بهذا أن الصلوات الخمس الفجر لها سنة قبلها وليس لها سنة بعدها الظهر لها سنة قبلها وبعدها العصر ليس لها سنة قبلها ولا بعدها يعني راتبة لكن لها سنة

غير راتبة قبلها وأما بعدها فهو وقت نهى المغرب لها سنة بعدها أي راتبة وقبلها
غير راتبة العشاء لها سنة بعدها يعني راتبة وقبلها وليست براتبة هذه هي السنن
التابعة للمفروضات ومن فوائدها أنه إذا حصل نقص بالفرائض فإنها تكملها

আর ইশা সালাতের ক্ষেত্রে এর পূর্বে ও পরে সুন্নাত রয়েছে। তবে এর পূর্বের সুন্নাতটি সুন্নাতে
রাতিবা (নির্ধারিত নিয়মিত সুন্নাত) নয়; বরং এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই
সাধারণ বাণীর অন্তর্ভুক্ত যে, "প্রত্যেক দুই আজানের (আজান ও ইকামাত) মধ্যবর্তী সময়ে
সালাত রয়েছে।" আর ইশার পরে দুই রাকাত সুন্নাত পালন করা বিধেয়। এর মাধ্যমে এটি
স্পষ্ট হলো যে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বিধান হলো: ফজরের পূর্বে সুন্নাত রয়েছে কিন্তু পরে
কোনো সুন্নাত নেই। জোহরের পূর্বে ও পরে সুন্নাত রয়েছে। আসরের আগে বা পরে কোনো
সুন্নাতে রাতিবা নেই; তবে এর পূর্বে সুন্নাতে গয়রে রাতিবা (অনিয়মিত সুন্নাত) রয়েছে, আর
এর পরবর্তী সময়টি হলো সালাত নিষিদ্ধের সময়। মাগরিবের পরে সুন্নাতে রাতিবা রয়েছে
এবং এর পূর্বে যা রয়েছে তা সুন্নাতে রাতিবা নয়। ইশার পরে সুন্নাতে রাতিবা রয়েছে এবং এর
পূর্বে যা রয়েছে তা রাতিবা নয়। এগুলোই হলো ফরজ সালাতসমূহের অনুগামী সুন্নাতসমূহ
(সুন্নাতে রাতেবা)। এগুলোর অন্যতম উপকারিতা হলো, যদি ফরজ সালাতসমূহে কোনো
ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়, তবে এই সুন্নাতগুলোর মাধ্যমে তা পূর্ণ করা হয়।

(ص: 137) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

بَابُ سَنَةِ الْجُمُعَةِ

فيه حديث ابن عمر السابق أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد
الجمعة متفق عليه

1126 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى
أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً رواه مسلم

1127 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب سنة الجمعة الجمعة صلاة مستقلة ليست هي الظهر ولهذا لا يجمع العصر إليها يعني إذا كان الإنسان مسافراً و مرر ببلد صلى معهم الجمعة فلا تجمع العصر إليها لأنها مستقلة والسنة إنما جاءت بالجمع بين الظهر والعصر لا بين الجمعة والعصر ولأنها أي الجمعة تختلف عن سائر الصلوات بما يشرع قبلها وبعدها وفي يومها فلا سنة يعني ليس لها راتبة إذا جاء الإنسان إلى المسجد يصلي ما شاء إلى أن يحضر الإمام من غير عدد معين يصلي

জুমুআর সূনাত সম্পর্কিত অধ্যায়

এতে ইবনে উমর (রা.)-এর পূর্বোক্ত হাদীসটি রয়েছে যে, তিনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে জুমুআর পরে দুই রাকাত সালাত আদায় করেছেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

১১২৬ - আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমাদের কেউ যখন জুমুআর সালাত আদায় করবে, সে যেন এর পরে চার রাকাত সালাত আদায় করে। (মুসলিম)

১১২৭ - ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জুমুআর পরে (মসজিদ থেকে) ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত কোনো সালাত আদায় করতেন না, অতঃপর তিনি নিজ গৃহে দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন। (মুসলিম)

[ব্যাখ্যা]

লেখক ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালেহীন' গ্রন্থে বলেন, জুমুআর সূনাত সম্পর্কিত অধ্যায়। জুমুআ একটি স্বতন্ত্র সালাত, এটি যোহরের সালাত নয়। এ কারণেই এর

সাথে আসরের সালাত জমা (একত্রিত) করা যাবে না। অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি যদি মুসাফির হয় এবং কোনো জনপদ অতিক্রমকালে তাদের সাথে জুমুআর সালাত আদায় করে, তবে সে এর সাথে আসর জমা করবে না; কারণ এটি একটি স্বতন্ত্র ইবাদত। আর সুন্নাহর বিধান কেবল যোহর ও আসরের মাঝে জমা করার ক্ষেত্রে এসেছে, জুমুআ ও আসরের মাঝে নয়। তাছাড়া জুমুআ অন্যান্য সালাত থেকে ভিন্নতর; এর আগে ও পরে এবং জুমুআর দিনে অন্যান্য বিধিবদ্ধ আমলসমূহের কারণে। জুমুআর (আগে) নির্দিষ্ট কোনো সুন্নাহ বা রাতিবা নেই। অর্থাৎ, মানুষ যখন মসজিদে আসবে, তখন ইমামের আগমন পর্যন্ত সে তার ইচ্ছানুযায়ী কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা ছাড়াই সালাত আদায় করতে থাকবে।

(ম: 138) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

يقرأ حتى يأتي الإمام سواء صلى ركعتين أم أربعاً أم ستاً على حسب نشاطه وأما بعدها فلها سنة راتبة والسنة الراتبة التي بعدها ركعتان بالبيت لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة لا يصلي بعدها شيئاً حتى ينصرف إلى بيته فيصلّي ركعتين وفي حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً فاختلف العلماء رحمهم الله هل سنة الجمعة أربع ركعات بسلامين أم ركعتان فمنهم من قال إنها أربع ركعات لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأما الركعتان فهما فعله وأمره مقدم على فعله فتكون أربع ركعات ومنهم من قال هي ركعتان فقط لأن هذا هو الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنهما وأما الأربع فليست براتبة ومنهم من فضل فقال إن صلى في المسجد سنة الجمعة صلى أربعاً وإن صلى بالبيت صلى ركعتين وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه ومنهم من قال يجمع

بين هذا وهذا فيصلني أربعاً بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ركعتين بفعله
فتكون السنة بعد الجمعة ست ركعات والله الووفق

ইমাম আসা পর্যন্ত তিনি তিলাওয়াত করতে থাকবেন, চাই তিনি তার উদ্যম অনুযায়ী দুই রাকাত, চার রাকাত কিংবা ছয় রাকাত সালাত আদায় করুন। আর জুমার পরবর্তী সালাতের ক্ষেত্রে সুন্নতে রাতিবা রয়েছে; আর সেই সুন্নতে রাতিবা হলো বাড়িতে দুই রাকাত সালাত আদায় করা। এর সপক্ষে ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর বর্ণনা রয়েছে যে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন জুমার সালাত আদায় করতেন, তখন বাড়িতে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত এরপর আর কিছু পড়তেন না; অতঃপর বাড়িতে গিয়ে তিনি দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন। আর লেখক কর্তৃক উল্লিখিত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিসে এসেছে যে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: 'তোমাদের কেউ যখন জুমার সালাত আদায় করে, সে যেন এরপর চার রাকাত সালাত আদায় করে।' এ বিষয়ে আলেমগণ (আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন) মতভেদ করেছেন যে, জুমার সুন্নাত কি দুই সালামে চার রাকাত, নাকি দুই রাকাত? তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, এটি চার রাকাত; কারণ নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরই নির্দেশ দিয়েছেন। আর দুই রাকাত ছিল তাঁর আমল, আর তাঁর নির্দেশ তাঁর আমলের ওপর প্রাধান্য পাবে; সুতরাং এটি চার রাকাত হবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এটি কেবল দুই রাকাত; কারণ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এটিই উল্লেখ করেছেন এবং চার রাকাত সুন্নতে রাতিবা নয়। আবার তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পার্থক্য করে বলেছেন যে, যদি কেউ মসজিদে জুমার সুন্নাত আদায় করে তবে সে চার রাকাত পড়বে, আর যদি বাড়িতে পড়ে তবে দুই রাকাত পড়বে। এটিই শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর পছন্দকৃত অভিমত। আবার তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন যে, তিনি উভয়টির মধ্যে সমন্বয় করবেন; ফলে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশের কারণে চার রাকাত এবং তাঁর আমলের কারণে দুই রাকাত সালাত আদায় করবেন। এমতাবস্থায় জুমার পরবর্তী সুন্নাত হবে মোট ছয় রাকাত। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

بَاب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفضل بينهما بكلام

- 1128 - عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة متفق عليه
- 1129 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا متفق عليه
- 1230 - وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

لما ذكر المؤلف رحمه الله الرواتب التابعة للمفروضات بين في هذا الباب أن الأصل للإنسان أن يصلي في بيته وذكر في ذلك أحاديث منها

সুন্নাত ও নফল নামায ঘরে আদায় করার মুস্তাহাব হওয়া—তা রাতিবা (সুন্নাতে মুয়াক্কাদা) হোক বা অন্য কিছু—এবং ফরয নামাযের স্থান থেকে সরে গিয়ে নফল আদায় করা অথবা উভয়ের মাঝে কথা বলার মাধ্যমে ব্যবধান করার নির্দেশ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

১১২৮ - যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের ঘরে নামায আদায় করো। কেননা ফরয নামায ব্যতীত মানুষের শ্রেষ্ঠ নামায হলো তার ঘরে আদায়কৃত নামায।" (বুখারী ও মুসলিম)

১১২৯ - ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা তোমাদের নামাযের কিছু অংশ ঘরে আদায় করো এবং ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করো না।" (বুখারী ও মুসলিম)

১২৩০ - জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যখন তোমাদের কেউ মসজিদে তার নামায আদায় সম্পন্ন করে, তখন সে যেন তার নামাযের কিছু অংশ তার ঘরের জন্য রাখে। কেননা আল্লাহ তার ঘরে নামাযের বরকতে কল্যাণ দান করবেন।" (মুসলিম)

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) যখন ফরয নামাযের অনুগামী সুন্নাতে রাতিবাগুলো উল্লেখ করেছেন, তখন এই পরিচ্ছেদে তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, মানুষের জন্য নফল নামাযের মূল বিধান হলো তা নিজ ঘরে আদায় করা। এ বিষয়ে তিনি কিছু হাদীস উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে:

(ص: 140) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ فَأَمَرَ أَنْ يُصَلَّى فِي الْبَيْتِ فَإِنْ صَلَاةُ الْبَرِّ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ تَكُونَ جَمِيعُ رَوَاتِبِهِ فِي بَيْتِهِ سِوَا رَوَاتِبِ أَوْ صَلَاةِ الضُّحَى أَوْ التَّهَجُّدِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى فِي مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ الْأَفْضَلُ أَنْ تَكُونَ رَوَاتِبُ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ مِنْ كَوْنِهَا فِي الْمَسْجِدِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا وَهُوَ فِي الْمَدِينَةِ وَالصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الْآنَ يُفَضِّلُ أَنْ يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ دُونَ الْبَيْتِ وَهَذَا نَوْعٌ مِنَ الْجَهْلِ فَمِثْلًا إِذَا كُنْتَ فِي مَكَّةَ وَأَذِنَ لَصَلَاةِ الْفَجْرِ وَسَأَلْتَ سَائِلًا هَلْ الْأَفْضَلُ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّاتِبَةَ فِي الْبَيْتِ أَوْ أَذْهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قُلْنَا الْأَفْضَلُ فِي الْبَيْتِ سَنَةَ الضُّحَى أَفْضَلُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَمْ فِي الْبَيْتِ قُلْنَا فِي الْبَيْتِ التَّهَجُّدُ أَفْضَلُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَمْ فِي الْبَيْتِ قُلْنَا فِي الْبَيْتِ وَهَلْ جَرَا إِلَّا الْفَرَائِضُ فَالْفَرَائِضُ لَا بَدَّ أَنْ تَكُونَ

في المساجد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخير فإنه جاعل في صلاته في بيته خيرا يعني أن البيت إذا صليت فيه جعل الله فيه خيرا جعل الله في صلاتك فيه خيرا من هذا أن هلك إذا رأوك تصلي اقتدوا بك وألفوا الصلاة وأحبوها ولا سيما الصغار منهم ومنها أن الصلاة في البيت أبعد من الرياء فإن الإنسان في المسجد يراه الناس وربما يقع في قلبه شيء من الرياء أما في البيت فإنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء ومنها أن الإنسان إذا صلى في بيته وجد فيه الراحة راحة قلبية وطأنينة وهذا لا شك

নিশ্চয়ই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "তোমরা তোমাদের ঘরে সালাত আদায় করো, তোমরা তোমাদের ঘরে সালাত আদায় করো।" অতঃপর তিনি ঘরে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা, ফরয সালাত ব্যতীত মানুষের ঘরে সালাত আদায় করাই সর্বোত্তম। এটি একথাই প্রমাণ করে যে, মানুষের উচিত তার সকল রাতিবা সুন্নাত ঘরেই আদায় করা; চাই তা রাতিবা সুন্নাত হোক, চাশতের (দুহা) সালাত হোক, তাহাজ্জুদ হোক বা অন্য কিছু। এমনকি মক্কা ও মদীনার ক্ষেত্রেও মাসজিদুল হারাম বা মাসজিদুন নববীর তুলনায় ঘরে রাতিবা সুন্নাত আদায় করা অধিক উত্তম। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনাতে থাকা অবস্থায়ই এ কথা বলেছিলেন, অথচ তাঁর মসজিদে সালাত আদায় করা মাসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য যে কোনো মসজিদের তুলনায় এক হাজার গুণ সওয়াবের। বর্তমানে অনেক মানুষই ঘরের পরিবর্তে মাসজিদুল হারামে নফল সালাত আদায় করাকে শ্রেয় মনে করেন, যা এক প্রকার অজ্ঞতা। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি মক্কায় থাকেন এবং ফজরের আযান হয়, আর কেউ আপনাকে প্রশ্ন করে যে, ফজরের রাতিবা সুন্নাত কি ঘরে আদায় করা উত্তম নাকি মাসজিদুল হারামে গিয়ে? আমরা বলব, ঘরে আদায় করাই উত্তম। চাশতের সুন্নাত কি মাসজিদুল হারামে উত্তম নাকি ঘরে? আমরা বলব, ঘরে। তাহাজ্জুদ কি মাসজিদুল হারামে উত্তম নাকি ঘরে? আমরা বলব, ঘরে। এভাবে অন্যান্য নফলের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম, তবে ফরয সালাত ব্যতীত। কারণ ফরয সালাত অবশ্যই মসজিদে আদায় করতে হবে। একারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শেষোক্ত হাদীসে বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তার ঘরে সালাত আদায়ের কারণে কল্যাণ দান করবেন।" অর্থাৎ আপনি যদি ঘরে সালাত আদায় করেন, তবে আল্লাহ তাতে কল্যাণ দান করবেন। আপনার ঘরে সালাত আদায়ের কল্যাণের একটি দিক

হলো—আপনার পরিবারের সদস্যরা যখন আপনাকে সালাত আদায় করতে দেখবে, তখন তারা আপনার অনুসরণ করবে, সালাতের প্রতি অভ্যস্ত হবে এবং একে ভালোবাসবে, বিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা ছোট। আরেকটি দিক হলো, ঘরে সালাত আদায় করা রিয়া বা লোকদেখানো মানসিকতা থেকে অনেক দূরে রাখে। কারণ মসজিদে থাকলে মানুষ তাকে দেখে, ফলে হয়তো তার অন্তরে সামান্য রিয়ার উদ্বেক হতে পারে। কিন্তু ঘরে তা ইখলাস বা একনিষ্ঠতার অধিক নিকটবর্তী এবং রিয়া থেকে দূরে। এছাড়া মানুষ যখন নিজের ঘরে সালাত আদায় করে, তখন সে এক প্রকার আত্মিক স্বস্তি ও স্থিরতা লাভ করে, আর এতে কোনো সন্দেহ নেই।

(ম: 141) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

أنها تزيد في إيمان العبد فآلهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي في بيوتنا إلا الفرائض كذلك يستثنى من ذلك النوافل قيام رمضان فإن الأفضل في قيام رمضان أن يكون جماعة في المساجد مع أنه سنة وليس بواجب لكن دلت السنة على أن قيام رمضان في المسجد أفضل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثلاث ليال أو ليلتين ثم تخلى وقال إني خشيت أن تفرض عليكم والله الموفق

1131 - وعن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لها فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها حتى تتكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث الذي ذكره رحمه الله في استحباب الفصل بين الفرض والسنة حديث معاوية رضي الله عنه أنه رأى رجلا صلى الجمعة ثم قام فصلى يعني السنة فدعاه معاوية وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا توصل صلاة

এটি বান্দার ঈমান বৃদ্ধি করে। মূল বিষয় হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ফরয সালাত ব্যতীত অন্যান্য সালাত ঘরে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। একইভাবে রমযানের কিয়ামকেও (তারাবীহ) এর ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করা হয়, কারণ রমযানের কিয়াম মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করা উত্তম, যদিও এটি সুন্নাহ এবং ওয়াজিব নয়। তবে সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত যে, রমযানের কিয়াম মসজিদে আদায় করা শ্রেষ্ঠ। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের নিয়ে তিন বা দুই রাত সালাত আদায় করেছিলেন, অতঃপর তিনি বিরত থাকেন এবং বলেন, "আমি আশঙ্কা করেছি যে এটি তোমাদের ওপর ফরয করে দেওয়া হবে।" আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১১৩১ - উমর বিন আতা থেকে বর্ণিত যে, নাফি' বিন জুবাইর তাঁকে নামিরের ভাগ্নে সায়েবের নিকট এটি জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠালেন যে, মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সালাতের মধ্যে কী দেখেছিলেন। তিনি বললেন: হ্যাঁ, আমি তাঁর সাথে মাকসুরাতে জুমুআর সালাত আদায় করেছিলাম। যখন ইমাম সালাম ফেরালেন, তখন আমি আমার স্থানেই দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলাম। যখন তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন, তখন আমার কাছে লোক পাঠালেন এবং বললেন: তুমি যা করেছ তার পুনরাবৃত্তি করো না। যখন তুমি জুমুআর সালাত আদায় করবে, তখন কথা না বলা পর্যন্ত বা সেখান থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে অন্য কোনো সালাত যুক্ত করবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, কথা না বলা বা বের না হওয়া পর্যন্ত যেন এক সালাতের সাথে অন্য সালাত যুক্ত না করা হয়। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যাখ্যা]

ফরয ও সুন্নাহের মধ্যে পার্থক্য বা ব্যবধান করা মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে লেখক রহমাতুল্লাহি আলাইহি মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তাতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এক ব্যক্তিকে জুমুআর সালাত আদায় করে তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে সালাত —অর্থাৎ সুন্নাহ—

আদায় করতে দেখেন। তখন মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে ডাকেন এবং অবহিত করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যেন কোনো সালাত এভাবে যুক্ত করা না হয়...

(ص: 142) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

بصلاة حتى نخرج أو نتكلم فمثلاً إذا صليت الظهر الظهر لها راتبة بعدها وأردت أن تصلي الراتبة لا تصل في مكانك قم في محل آخر أو اخرج إلى بيتك وهو أفضل أو على الأقل تكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يخرج الإنسان أو يتكلم ولهذا قال العلماء يسن الفصل بين الفرض وسنته بكلام أو انتقال من موضعه والحكمة من ذلك ألا يوصل الفرض بالنفل فليكن الفرض وحده والنفل وحده حتى لا يختلط هكذا قال أهل العلم رحمهم الله والله الموفق

সালাতের মাধ্যমে, যতক্ষণ না আমরা বের হই অথবা কথা বলি। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যখন জোহরের সালাত আদায় করেন, তখন জোহরের পরে সুন্নতে রাতিবা রয়েছে। আপনি যদি সেই রাতিবা সালাত আদায় করতে চান, তবে আপনার পূর্বের স্থানে তা আদায় করবেন না; বরং অন্য স্থানে গিয়ে দাঁড়ান অথবা আপনার ঘরে চলে যান—যা অধিক উত্তম। অথবা অন্তত কথা বলুন। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সালাতকে অন্য সালাতের সাথে সরাসরি যুক্ত করতে নিষেধ করেছেন যতক্ষণ না মানুষ সেখান থেকে বের হয় অথবা কথা বলে। এই কারণেই উলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, কথা বলা অথবা স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে ফরজ ও সুন্নতের মাঝে ব্যবধান করা সুন্নত। এর অন্তর্নিহিত হিকমত বা উদ্দেশ্য হলো যাতে ফরজের সাথে নফল মিলে না যায়; বরং ফরজ যেন পৃথক থাকে এবং নফলও যেন পৃথক থাকে যাতে উভয়ের মধ্যে সংমিশ্রণ সৃষ্টি না হয়। বিজ্ঞ আলেমগণ (রহিমাহুমুল্লাহ) এভাবেই ব্যক্ত করেছেন। আর আল্লাহই তাওফিক দানকারী।

باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته

1132 - عن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بختم كصلاة المكتوبة ولكن سنة

سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل

القرآن رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن

1133 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله

عليه وسلم من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره وانتهى وتره إلى السحر متفق عليه

বিতর সালাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান, এটি সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ হওয়ার বর্ণনা এবং এর সময় সংক্রান্ত অধ্যায়

১১৩২ - আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিতর সালাত ফরয সালাতের মতো অপরিহার্য নয়, বরং এটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহ। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বলেছেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ বিতর (বেজোড়), তিনি বিতরকে পছন্দ করেন। অতএব হে কুরআনের অনুসারীগণ, তোমরা বিতর সালাত আদায় করো।” (আবু দাউদ ও তিরমিযী; ইমাম তিরমিযী বলেন: এটি একটি হাসান হাদীস)

১১৩৩ - আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাতের সকল অংশেই—অর্থাৎ প্রথমাংশ, মধ্যভাগ ও শেষাংশ—বিতর আদায় করেছেন। পরিশেষে তাঁর বিতর আদায়ের সময়টি সেহরির ওয়াক্ত পর্যন্ত পৌঁছেছিল। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

1135 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا رواه مسلم

1136 - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت رواه مسلم وفي رواية له فإذا بقي الوتر قال قومي فأوتر ي يا عائشة

1137 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا الصبح بالوتر رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح

1138 - وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن

১১৩৫ - আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমরা ভোর হওয়ার আগেই বিতর আদায় করো। (মুসলিম)

১১৩৬ - আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাতে সালাত আদায় করতেন এমতাবস্থায় যে তিনি (আয়েশা) তাঁর সামনে আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতেন। অতঃপর যখন কেবল বিতর বাকি থাকত, তখন তিনি তাঁকে জাগিয়ে দিতেন এবং তিনি বিতর আদায় করতেন। (মুসলিম)। তাঁরই অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: যখন বিতর বাকি থাকত তখন তিনি বলতেন: হে আয়েশা! ওঠো এবং বিতর আদায় করো।

১১৩৭ - ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমরা ভোরের আগেই বিতর আদায়ের মাধ্যমে ক্ষিপ্ততা অবলম্বন করো। (আবু দাউদ ও তিরমিজি; ইমাম তিরমিজি একে হাসান সহিহ হাদিস বলেছেন)।

১১৩৮ - জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি আশঙ্কা করে যে সে রাতের শেষভাগে উঠতে পারবে না, সে যেন রাতের প্রথমাংশেই বিতর আদায় করে নেয়। আর যার রাতের শেষভাগে ওঠার প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকে, সে যেন রাতের শেষভাগেই বিতর আদায় করে। কেননা...

صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث في بقية ما يتعلق بالوتر ذكرها المؤلف في رياض الصالحين منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا لأن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر فإذا طلع الفجر فلا وتر حتى ولو بين أذان الفجر والإقامة لا وتر ولكن إذا طلع الفجر والإنسان لم يوتر فإنه يصلي في النهار شفعاً إن كان يوتر بثلاث صلى أربعاً إن كان يوتر بخمس صلى ستاً إن كان يوتر بسبع صلى ثمانى لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة واعلم أن الوتر له صفات الصفة الأولى أن يوتر بواحدة فقط وهذا جائز ولا يكره الوتر بها الثانية أن يوتر بثلاث وله الخيار إن شاء سلم من الركعتين ثم أتى بالثالثة وإن شاء سردها سرداً بتشهد واحد الثالثة أن يوتر بخمس فيسردها سرداً لا يتشهد إلا في آخرها الرابعة أن يوتر بسبع فيسردها سرداً لا يتشهد إلا في آخرها الخامسة أن يوتر بتسع فيسردها سرداً لكن يتشهد بعد الثامنة ولا

শেষ রাতের সালাত ফিরিশতাদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয় এবং এটিই অধিক উত্তম, ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

বিতর সালাত সংক্রান্ত অবশিষ্টাংশের এই হাদিসগুলো লেখক রিয়াদুস সালিহীন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণীটি রয়েছে যে, তোমরা ভোর হওয়ার পূর্বেই বিতর আদায় করো। কারণ ফজর উদিত হওয়ার মাধ্যমেই বিতরের সময় শেষ হয়ে যায়। সুতরাং যখন ফজর উদিত হয়, তখন আর বিতর নেই; এমনকি ফজরের

আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়েও কোনো বিতর নেই। তবে যদি ফজর উদিত হয় এবং ব্যক্তি বিতর আদায় না করে থাকে, তবে সে দিনের বেলা জোড় সংখ্যক রাকাত হিসেবে তা আদায় করবে। যদি সে তিন রাকাত বিতর পড়ত, তবে চার রাকাত পড়বে। যদি পাঁচ রাকাত পড়ত, তবে ছয় রাকাত পড়বে। যদি সাত রাকাত পড়ত, তবে আট রাকাত পড়বে। এর কারণ হলো আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার উক্তি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুম বা অসুস্থতার কারণে রাতে সালাত আদায় করতে পারতেন না, তখন দিনের বেলা বারো রাকাত সালাত আদায় করতেন। জেনে রাখুন যে, বিতরের কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। প্রথম পদ্ধতি হলো, কেবল এক রাকাত বিতর পড়া। এটি বৈধ এবং এভাবে বিতর আদায় করা মাকরুহ নয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, তিন রাকাত বিতর পড়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তির ইখতিয়ার রয়েছে; চাইলে সে দুই রাকাতের পর সালাম ফেরাবে এবং এরপর তৃতীয় রাকাত আদায় করবে। আর চাইলে এক তাশাহহুদ দিয়ে একনাগাড়ে তিন রাকাত পড়বে। তৃতীয় পদ্ধতি হলো, পাঁচ রাকাত বিতর পড়া। সে এটি একনাগাড়ে পড়বে এবং কেবল শেষ রাকাতেই তাশাহহুদ পড়বে। চতুর্থ পদ্ধতি হলো, সাত রাকাত বিতর পড়া। এটিও সে একনাগাড়ে পড়বে এবং কেবল শেষ রাকাতেই তাশাহহুদ পড়বে। পঞ্চম পদ্ধতি হলো, নয় রাকাত বিতর পড়া। এটি সে একনাগাড়ে পড়বে, তবে অষ্টম রাকাতের পর তাশাহহুদ পড়বে এবং...

(ص: 149) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

يسلم ثم يصلي التاسعة ويسلم السادسة أن يوتر بإحدى عشرة فيسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة هذه صفة الوتر وقد سبق أنه سنة مؤكدة وأن من العلماء من أوجبه فلا تضيق الوتر ثم إن كنت ترجو أن تستوتر من آخر الليل فأجعل الوتر في آخر الليل وإن كنت تخاف ألا تقوم فأجعل الوتر من أول الليل لا تنم إلا موتراً ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام لأن أبا هريرة كان يقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الليل وينام في آخره

فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام وأعلم أن الوتر سنة في
الحضر والسفر حتى في السفر لا تتركه ومن ذلك ليلة المزدلفة فإن الإنسان إذا صلى
العشاء فإنه يصلي المغرب والعشاء جمعاً ثم يوتر وإن كان جابر رضي الله عنه لم
يذكره في حديثه لكن الأصل بقاء ما كان على ما كان وأن الرسول صلى الله عليه
وسلم لا يدع الوتر حضراً ولا سفراً والله الموفق

সালাম ফেরাবেন, অতঃপর নবম রাকাআত পড়বেন এবং সালাম ফেরাবেন। ষষ্ঠ পদ্ধতি হলো
এগারো রাকাআত বিতর পড়া; এতে প্রতি দুই রাকাআত অন্তর সালাম ফেরাবেন এবং শেষে
এক রাকাআত পড়ে বিতর সম্পন্ন করবেন। এটিই হলো বিতরের নিয়ম। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা
হয়েছে যে, এটি সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ এবং কোনো কোনো আলেম একে ওয়াজিব (আবশ্যিক)
বলেছেন। সুতরাং বিতর নামাজ হেলায় হারাবেন না। এরপর, আপনি যদি রাতের শেষ ভাগে
বিতর পড়ার আশা রাখেন, তবে বিতরকে রাতের শেষ ভাগের জন্য রাখুন। আর যদি আপনার
আশঙ্কা হয় যে (শেষ রাতে) জাগতে পারবেন না, তবে রাতের প্রথম ভাগেই বিতর পড়ে নিন;
বিতর না পড়ে ঘুমাবেন না। আর এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু
হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে ঘুমানোর আগে বিতর আদায়ের অসিয়ত করেছিলেন। কারণ
আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাতের প্রথম ভাগে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম)-এর হাদিসসমূহ অধ্যয়ন করতেন এবং শেষ ভাগে ঘুমাতে। তাই নবী (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে ঘুমানোর আগেই বিতর পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। জেনে রাখুন
যে, আবাসে এবং সফরে—উভয় অবস্থাতেই বিতর সুন্নাত; এমনকি সফরেও এটি ত্যাগ
করবেন না। এর অন্তর্ভুক্ত হলো মুজদালিফার রাত; কেননা মানুষ যখন সেখানে ইশার নামাজ
পড়ে, তখন সে মাগরিব ও ইশাকে জমা (একত্র) করে আদায় করে এবং এরপর বিতর পড়ে।
যদিও জাবের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর হাদিসে এটি উল্লেখ করেননি, তবে মূলনীতি হলো
কোনো বিধান যেভাবে প্রতিষ্ঠিত তা সেভাবেই বহাল থাকা। আর নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবাসে কিংবা সফরে কখনো বিতর পরিত্যাগ করতেন না। আল্লাহই
তাওফিক দানকারী।

باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها
1139 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام
ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد متفق عليه.
والإيتار قبل النوم إنما يستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ آخر الليل فإن وثق فأخر
الليل أفضل..

1140 - وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل
سلامي من أحداكم صدقة: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليل
صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ
من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم.

1141 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي
الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله رواه مسلم.

1142 - وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت ذهبت إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل فلما فرغ من غسله صلى ثمانين

চাশত (দ্বোহা) নামাযের ফযীলত, এর সর্বনিম্ন, সর্বোচ্চ ও মধ্যম রাকাতের সংখ্যা এবং তা
নিয়মিত আদায়ের উৎসাহ প্রদান সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

১১৩৯ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমার প্রিয় বন্ধু
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে তিনটি বিষয়ে অসিয়ত করেছেন: প্রতি মাসে তিন
দিন রোজা রাখা, চাশতের দুই রাকাত নামায আদায় করা এবং ঘুমানোর পূর্বে বিতর নামায
পড়া। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

ঘুমানোর আগে বিতর পড়া ঐ ব্যক্তির জন্য মুস্তাহাব যে শেষ রাতে জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে
নিশ্চিত নয়; তবে যে জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী, তার জন্য শেষ রাতে পড়া উত্তম।

১১৪০ - আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমাদের প্রত্যেকের শরীরের প্রতিটি জোড়ের বিনিময়ে প্রতিদিন সকালে সদকা করা আবশ্যিক। প্রতিটি 'সুবহানাল্লাহ' বলা সদকা, প্রতিটি 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা সদকা, প্রতিটি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা সদকা, প্রতিটি 'আল্লাহু আকবার' বলা সদকা, সৎ কাজের আদেশ দেওয়া সদকা এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করাও সদকা। আর চাশতের সময় দুই রাকাত নামায আদায় করলে এই সবকিছুর পক্ষ থেকে তা যথেষ্ট হবে। (মুসলিম)।

১১৪১ - আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাশতের নামায চার রাকাত পড়তেন এবং আল্লাহ যতটুকু চাইতেন ততটুকু বৃদ্ধি করতেন। (মুসলিম)।

১১৪২ - উম্মে হানী ফাখিতা বিনতে আবি তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গেলাম। আমি তাকে গোসল করতে দেখলাম। যখন তিনি গোসল শেষ করলেন, তখন তিনি আট রাকাত নামায পড়লেন।

(ص: 151) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

ركعات وذلك ضحي.

متفق عليه وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم.

[الشَّرْحُ]

باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها صلاة الضحى هي: ركعتان أو أكثر
تفعلان من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال.
وارتفاع الشمس قدر رمح يكون بمقدار ربع ساعة أو نحوها بعد طلوع الشمس فمن
ثم يبدأ وقت صلاة الضحى إلى أن يبقى على الزوال عشر دقائق أو قريب منها.

كل هذا وقت لها لكن فعلها في آخر الوقت أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
صلاة الأوابين حين ترمض الفصال والفصال: أولاد النوق، وترمض يعني: تشتد
عليها الرمضة.

وهذا في آخر الوقت.

وهذه من الصلوات التي يسن تأخيرها ونظيرها في الفرائض صلاة العشاء فإن صلاة
العشاء لها أن تؤخر في آخر وقتها إلا إذا شق على الناس.

وصلاة الضحى مما عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أصحابه عهد بها إلى أبي
هريرة وأبي الدرداء وأبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله

রাকাতসমূহ, আর এটি চাশতের সময়।

এটি সর্বসম্মত (বুখারি ও মুসলিম), এবং এটি মুসলিমের একটি বর্ণনার সংক্ষিপ্ত পাঠ।

[ব্যাখ্যা]

পরিচ্ছেদ: চাশতের (দোহা) নামাজের ফজিলত এবং এর সর্বনিম্ন, সর্বোচ্চ ও মধ্যম রাকাত
সংখ্যার বর্ণনা। চাশতের নামাজ হলো: দুই রাকাত বা তার অধিক, যা সূর্য এক বল্লম পরিমাণ
উঁচুতে ওঠার পর থেকে দ্বিপ্রহরের ঠিক পূর্ব পর্যন্ত সময়ে আদায় করা হয়।

সূর্য এক বল্লম পরিমাণ উপরে ওঠা বলতে সূর্যোদয়ের প্রায় পনেরো মিনিট বা এর কাছাকাছি
সময় অতিবাহিত হওয়াকে বোঝায়। তখন থেকেই চাশতের নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং তা
দ্বিপ্রহরের দশ মিনিট বা এর কাছাকাছি সময় বাকি থাকা পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

এই পুরোটা সময়ই এর ওয়াক্ত, তবে তা শেষ সময়ে আদায় করা উত্তম। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আউয়াবীনদের (আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের) নামাজ
তখন, যখন উটের ছানার পা বালুর তাপে পুড়তে থাকে।" আর 'ফিসাল' হলো উটনীর বাচ্চা,
এবং 'তারমাদু' অর্থ হলো তাদের ওপর রোদের প্রচণ্ড উত্তাপ তীব্র হওয়া।

আর এটি হয়ে থাকে ওয়াক্তের শেষ দিকে।

এটি এমন সব নামাজের অন্তর্ভুক্ত যা দেরি করে পড়া সুন্নত। ফরজ নামাজের মধ্যে এর দৃষ্টান্ত
হলো এশার নামাজ। কেননা এশার নামাজ এর শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত দেরি করা জায়েজ, যদি না
তা মানুষের জন্য কষ্টকর হয়।

চাশতের নামাজ এমন ইবাদতগুলোর অন্যতম যার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কিছু সাহাবীকে অসিয়ত বা তাগিদ দিয়েছিলেন। তিনি আবু হুরায়রা, আবু দারদা এবং আবু যার (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-কে এর জন্য অসিয়ত করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেছিলেন...

(ص: 152) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

عنه حين أوصاه قال: أوصاني بثلاثة: صيام ثلاثة أيام من كل شهر ولم يعين وقتها من الشهر ولهذا قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره &. ولا فرق بين أن تكون متوالية يعني متتابعة أو متفرقة كلها يحصل بها الأجر، لكن أفضل هذه الأيام الثلاثة أيام البيض: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وأوصاه صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى ركعتان يركعهما ما بين ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال. والثالث بأن توتر قبل أن تنام وإنما أوصاه بالوتر قبل أن ينام لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يدرس في أول الليل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينام إلا متأخراً ويخشى ألا يقوم من آخر الليل فلهذا أوصاه أن يوتر قبل أن ينام الشاهد من هذا وركعتي الضحى. ثم ذكر حديث أبي ذر أنه يصبح على كل سلامي من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس.

السلامى هي الأعضاء أو العظام والمفاصل وقد ذكر العلماء السابقون رحمهم الله أن
في كل إنسان ثلاثمائة وستين مفصلاً كل مفصل يطالبك كل يوم بصدقة لأن الذي
أحياه عز وجل وأمدّه وعافاه له

তাঁর পক্ষ থেকে বর্ণিত, যখন তিনি তাঁকে উপদেশ প্রদান করেছিলেন, তিনি বলেন: তিনি আমাকে তিনটি বিষয়ের অসিয়ত (উপদেশ) করেছেন: প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখা, যার সময় তিনি মাসের কোনো নির্দিষ্ট অংশে নির্ধারণ করে দেননি। এই কারণেই আয়েশা (রা.) বলেছেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখতেন এবং তিনি এই পরোয়া করতেন না যে তা মাসের শুরুতে, না কি মধ্যভাগে অথবা শেষাংশে রাখছেন। এই রোজাগুলো একাধারে তথা নিরবচ্ছিন্নভাবে রাখা অথবা পৃথকভাবে রাখার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, সবভাবেই সওয়াব অর্জিত হবে। তবে এই তিন দিনের মধ্যে সর্বোত্তম হলো 'আইয়ামে বিজ' তথা শ্বেত দিবসসমূহ: অর্থাৎ চাঁদের তেরো, চৌদ্দ ও পনেরো তারিখ। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে চাশতের (দুহা) দুই রাকাত নামাজের অসিয়ত করেছেন। সূর্য এক বল্লম পরিমাণ উপরে ওঠার পর থেকে দ্বিপ্রহরের ঠিক আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এই দুই রাকাত নামাজ পড়তে হয়।

তৃতীয়টি হলো ঘুমানোর আগে বিতর নামাজ পড়া। তাঁকে ঘুমানোর আগে বিতর পড়ার অসিয়ত করার কারণ ছিল এই যে, আবু হুরায়রা (রা.) রাতের প্রথমাংশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসসমূহ অধ্যয়ন করতেন, ফলে তিনি অনেক দেরিতে ঘুমাতে এবং রাতের শেষভাগে জাগ্রত হতে না পারার আশঙ্কা করতেন। এই কারণেই তাঁকে ঘুমানোর পূর্বেই বিতর আদায় করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গের মূল আলোচ্য বিষয় হলো চাশতের দুই রাকাত নামাজ।

এরপর আবু যার (রা.)-এর বর্ণিত হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতিদিন সূর্য উদিত হওয়ার সাথে সাথে মানুষের শরীরের প্রতিটি গ্রন্থির (জোড়ার) পক্ষ থেকে সদকা করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

'সুলামা' বলতে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অথবা হাড় ও হাড়ের জোড়াগুলোকে বোঝায়। পূর্ববর্তী আলেমগণ (আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন) উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিটি মানুষের শরীরে তিনশত ষাটটি জোড়া রয়েছে। প্রতিদিন প্রতিটি জোড়া আপনার কাছে একটি সদকা দাবি করে, কারণ মহান আল্লাহ একে জীবিত রেখেছেন, শক্তি যুগিয়েছেন এবং একে সুস্থতা দান করেছেন।

عليك منة وفضل، كل يوم كل عضو يطالبك بصدقة، لكنها ليست بصدقة مال، بل هي كل ما يقرب إلى الله من قول أو عمل أو بذل مال أو غير ذلك فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة فكل ما يقرب إلى الله فهو صدقة، ومثل هذا يسير على البرء أن يؤدي ثلاثمائة وستين صدقة كل يوم قال: ويجزئ من ذلك يعني بدلا عن ذلك يجزئ ركعتان يركعهما في الضحى هذه نعمة كبيرة بدلا من أن تطالب عن كل عضو من أعضائك بصدقة يكفيك أن تصلي ركعتين من الضحى. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يواظب عليهما أي على ركعتي الضحى حضرا وسفرا.

ولكن هل لها عدد معين؟ نقول إن أقلها ركعتان، وأما أكثرها فبما شاء الله، لو تبقى تصلي كل الضحى، فأنت على خير ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله، ولم تحدد. وأما قول من قال: إن أكثرها ثمان، ففيه نظر، لأن حديث أم هانئ في فتح مكة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات، لا يدل على أن هذا هو أعلاه، فقد وقع اتفاقا وما يقع اتفاقا ليس فيه دليل على الحصر.

وعلى هذا فنقول: أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، صل ما شئت، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعاً وربما صلى ثمانين فينبغي للإنسان أن يغتنم عمره بصالح الأعمال لأنه سوف يندم إذا جاءه الموت أن أمضى

আপনার ওপর আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ ও দান রয়েছে। প্রতিদিন আপনার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আপনার কাছে একটি করে সদকা দাবি করে। তবে এটি কেবল আর্থিক সদকা নয়; বরং কথা, কাজ, অর্থ ব্যয় কিংবা অন্য যা কিছু আল্লাহর নৈকট্য লাভে সহায়ক হয়, তার

প্রতিটিই সদকার অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি তাসবিহ (আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা) একটি সদকা, প্রতিটি তাহমিদ (আল্লাহর প্রশংসা) একটি সদকা, প্রতিটি তাহলিল (আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণা) একটি সদকা এবং প্রতিটি তাকবির (আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা) একটি সদকা। সৎ কাজের আদেশ দেওয়া একটি সদকা এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা একটি সদকা। বস্তুত আল্লাহর নৈকট্যদায়ক প্রতিটি কাজই সদকা। একজন মানুষের পক্ষে প্রতিদিন তিনশত ষাটটি সদকা আদায় করা অত্যন্ত সহজ। তিনি (রাসূলুল্লাহ) বলেছেন: এর পরিবর্তে অর্থাৎ এর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে চাশতের (দুহা) দুই রাকাত নামাজই যথেষ্ট। এটি একটি বিশাল নেয়ামত যে, আপনার প্রতিটি অঙ্গের পক্ষ থেকে সদকা আদায়ের আবশ্যিকতা পূরণে চাশতের দুই রাকাত নামাজ পড়াই আপনার জন্য যথেষ্ট হচ্ছে।

এটি প্রমাণ করে যে, মানুষের উচিত চাশতের এই দুই রাকাত নামাজের প্রতি নিয়মিত যত্নশীল হওয়া, চাই সে নিজ এলাকায় অবস্থান করুক কিংবা সফরে থাকুক।

তবে এর কি কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা রয়েছে? আমরা বলব, এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো দুই রাকাত, আর সর্বোচ্চের কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই—আল্লাহ যতটুকু তৌফিক দেন। আপনি যদি পুরো চাশতের সময় নামাজে অতিবাহিত করেন, তবে আপনি কল্যাণের ওপরই থাকবেন। এজন্যই আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাশতের সময় চার রাকাত নামাজ পড়তেন এবং আল্লাহ যতটুকু চাইতেন তিনি তার চেয়েও বেশি পড়তেন। এখানে তিনি কোনো নির্দিষ্ট সীমা উল্লেখ করেননি।

আর যারা বলেন যে, এর সর্বোচ্চ সীমা আট রাকাত—তাদের এই বক্তব্যের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কারণ মক্কা বিজয়ের সময় উম্মে হানি (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আট রাকাত নামাজ পড়ার বিষয়টি এটিই চাশতের সর্বোচ্চ সীমা হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। বরং এটি সমকালীন প্রেক্ষাপটে সংঘটিত হয়েছিল, আর যা কোনো নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে বা ঘটনাক্রমে ঘটে, তা কোনো বিষয়কে সীমাবদ্ধ করার দলিল হিসেবে গণ্য হয় না।

অতএব আমরা বলব: এর সর্বনিম্ন পরিমাণ দুই রাকাত এবং সর্বোচ্চের কোনো সীমা নেই; আপনি আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী যত খুশি নামাজ পড়তে পারেন। তবে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাধারণত চার রাকাত পড়তেন এবং কখনো কখনো আট রাকাতও পড়তেন। সুতরাং মানুষের উচিত নেক আমলের মাধ্যমে নিজের জীবনকে মূল্যায়ন করা; কারণ

মৃত্যু উপস্থিত হলে সে কেবল আফসোসই করবে যে সে তার সময়গুলো কীভাবে অতিবাহিত করেছে।

(ص: 154) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

ساعة من دهره لا يتقرب بها إلى الله عز وجل كل ساعة تمر عليك وأنت لا تتقرب إلى الله بها فهي خسارة لأنها راحت عليك لم تنتفع بها. فانتهاز الفرصة بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والتعلق بالله عز وجل اجعل قلبك دائماً مع الله سبحانه وتعالى ربك في السماء وأنت في الأرض لا تغفل عن ذكر الله بلسانك وفي فعالك وبجنانك بالقلب فإن الدنيا زائلة لن تبقى لأحد. انظر الأولين من سبقك من الأمم السابقة والماضية البعيدة المدى وانظر من سبقك من أصحابك بالأمس كانوا معك يتمتعون ويأكلون كما تأكل ويشربون كما تشرب والآن هم في أعمالهم مرتهنون وأنت سيأتي عليك هذا طالت الدنيا أمر قصرت قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فبلاقيه فانتهاز الفرصة يا أخي انتهاز الفرصة لا ينفعك يوم القيامة لا مال ولا بنون ولا أهل لا ينفعك إلا أن تأتي الله بقلب سليم أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يأتي ربه بقلب سليم وأن يتوفانا & على الإيمان والتوحيد إنه على كل شيء قدير

জীবনের এমন কোনো মুহূর্ত যা মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে ব্যয় হয় না; তোমার ওপর দিয়ে অতিবাহিত হওয়া প্রতিটি মুহূর্ত যাতে তুমি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করো না, তা এক চরম ক্ষতি। কারণ তা তোমার আয়ু থেকে ফুরিয়ে গেছে এবং তুমি তা থেকে কোনো ফায়দা হাসিল করতে পারোনি।

অতএব নামাজ, জিকির, কুরআন তিলাওয়াত এবং মহান আল্লাহর প্রতি একাগ্রতার মাধ্যমে এই সুযোগের সদ্যবহার করো। তোমার অন্তরকে সর্বদা মহান আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত রাখো। তোমার রব আসমানে আর তুমি জমিনে; তোমার জিহ্বায়, তোমার কর্মে এবং তোমার হৃদয়ে আল্লাহর জিকির থেকে কখনো বিমুখ হয়ো না। কেননা এই দুনিয়া নশ্বর, এটি কারো জন্য অবশিষ্ট থাকবে না।

তোমার পূর্বে অতিক্রান্ত হওয়া দূর অতীতের জাতিসমূহের পরিণতির দিকে তাকাও। তোমার সেই বন্ধুদের কথা ভাবো যারা গতকাল পর্যন্ত তোমার সাথে ছিল; তারা তোমার মতোই জীবন উপভোগ করত, আহার করত এবং পান করত। আজ তারা তাদের কর্মফলের নিকট বন্দি হয়ে আছে। দুনিয়ার আয়ু দীর্ঘ হোক কিংবা সংক্ষিপ্ত, তোমার ক্ষেত্রেও এমন দিন অনিবার্য। মহান আল্লাহ বলেন: "হে মানুষ! তোমাকে তোমার রবের সান্নিধ্য লাভ পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, অতঃপর তুমি তাঁর সাক্ষাৎ পাবে।" সুতরাং হে প্রিয় ভাই! সুযোগের সদ্যবহার করো, সুযোগ কাজে লাগাও। কিয়ামতের দিন তোমার কোনো ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি কিংবা আত্মীয়-স্বজন উপকারে আসবে না; সেদিন কেবল সেই ব্যক্তিই পরিত্রাণ পাবে যে আল্লাহর নিকট নিষ্কলুষ ও প্রশান্ত অন্তর নিয়ে উপস্থিত হবে। আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাকে এবং আপনাদেরকে সেইসব সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা তাদের রবের সমীপে প্রশান্ত অন্তর নিয়ে হাজির হবে এবং তিনি যেন আমাদের মৃত্যু ঈমান ও তাওহিদের ওপর দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

(ص: 155) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

L20/ باب الحث على صلاة تحية المسجد بركعتين وكراهية الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل/0
1144 - عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه.

1145 - وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: صل ركعتين متفق عليه.

/0L2 পরিচ্ছেদ: দুই রাকাত তাহিয়াতুল মাসজিদ আদায় করার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং যে কোনো সময়েই মসজিদে প্রবেশের পর দুই রাকাত সালাত আদায় করার পূর্বে বসা মাকরুহ বা অপছন্দনীয় হওয়া প্রসঙ্গে/0

১১৪৪ - আবু কাতাদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সে যেন দুই রাকাত সালাত আদায় না করে না বসে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

১১৪৫ - জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসলাম যখন তিনি মসজিদে ছিলেন। তখন তিনি বললেন: "দুই রাকাত সালাত আদায় করো।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

(ص: 156) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

باب استحباب ركعتين بعد الوضوء

ওয়ার পর দুই রাকাত (সালাত) আদায় মুস্তাহাব হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

(ص: 159) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة ...

قال الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون}

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب فضل الجمعة وذكر أشياء
من خصائص يوم الجمعة، ويوم الجمعة هو اليوم الذي بين الخميس والسبت، وهو
اليوم الذي خصت به هذه الأمة، وأضل الله عنه اليهود والنصارى، اليهود كان لهم
السبت، والنصارى كان لهم الأحد، فكانوا تبعاً لنا مع أنهم قبلنا في الزمن، وهذا
من فضائل هذه الأمة والله الحمد، وهذا اليوم هو يوم الخصائص، ويوم السبت
والأحد ليس فيه خصائص، لكن ضل اليهود والنصارى عن يوم الجمعة، فصار لنا
ولله الحمد والمنة.

ويوم الجمعة له خصائص متعددة، ومن أحسن من ذكرها ابن القيم رحمه الله في
زاد المعاد فليرجع إليه فإنه واف شاف.

ثم صدر المؤلف رحمه الله هذا الباب بقول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا
في الأرض وابتغوا في فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وكان هذا آخر آية
سبقت وهو قوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى
ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة..

..

{ فخاطب الله المؤمنين أن يتركوا البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، والبراد
به النداء الثاني الذي يكون إذا حضر الإمام أما & النداء الأول فإن عثمان بن
عفان رضي الله عنه لم كثر & الناس في المدينة أمر أن يؤذن أذان سابق ليستعد
الناس للحضور فكان هذا من سنة الخليفة الراشد عثمان الذي أمرنا باتباع سنته
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين

من بعدي ولقد ضل من قال إنه بدعة، وسفه الصحابة رضي الله عنهم وسفه
ال خليفة الراشد، ونحن نقول له: أنت المبتدع في هذا القول الذي ادعيت أن هذا
بدعة وكيف يكون بدعة وقد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم سنة، سنة الخلفاء
الراشدين المهديين من بعدي.
لكن هؤلاء سفهاء الأحلام وإن كانوا كبار السن، كيف تضلل الصحابة رضي الله
عنهم بقائدهم عثمان بن عفان، وتدعي أنك أنت صاحب السنة؟ بل أنت صاحب
البدعة في هذا القول.
يقول عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فأسعوا إلى
ذكر

জুমুআর দিনের শ্রেষ্ঠত্ব, এর আবশ্যকতা, জুমুআর উদ্দেশ্যে গোসল করা, সুগন্ধি মাখা,
আগেভাগে মসজিদে যাওয়া, এই দিনে দোয়া করা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
ওপর দরুদ পাঠ করা এবং দোয়া কবুলের সময় বর্ণনার অধ্যায় ...

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: {অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হবে, তখন তোমরা জমিনে
ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো; আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, যেন
তোমরা সফলকাম হতে পারো}

[ব্যাক্ত্যা]

গ্রন্থকার রহিমাল্লাহ তাআলা তাঁর 'রিয়াদুস সালেহীন' গ্রন্থে জুমুআর শ্রেষ্ঠত্বের অধ্যায়টি উল্লেখ
করেছেন এবং জুমুআর দিনের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করেছেন। জুমুআর দিন হলো
বৃহস্পতিবার ও শনিবারের মধ্যবর্তী দিন। এটি সেই দিন যা এই উম্মতকে বিশেষভাবে দান
করা হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা ইহুদি ও নাসারাদের এ থেকে বিচ্যুত করেছেন। ইহুদিদের
জন্য ছিল শনিবার এবং নাসারাদের জন্য ছিল রবিবার। ফলে তারা আমাদের অনুসারী হলো,
যদিও তারা সময়ের দিক থেকে আমাদের আগে ছিল। আর এটি এই উম্মতের অন্যতম শ্রেষ্ঠত্ব,
আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা। এই দিনটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দিন, কিন্তু শনিবার বা রবিবারে
এমন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। তবে ইহুদি ও নাসারারা জুমুআর দিন থেকে বিচ্যুত হয়েছিল, তাই
এটি আমাদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে, আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা।

জুমুআর দিনের অসংখ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাল্লাহ তাঁর 'যাদুল মাআদ' গ্রন্থে এগুলো অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং সেদিকে ফিরে যাওয়া উচিত, কারণ তাঁর বর্ণনা অত্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ও তৃপ্তিদায়ক।

এরপর গ্রন্থকার রহিমাল্লাহ এই অধ্যায়টি মহান আল্লাহর এই বাণীর মাধ্যমে শুরু করেছেন: "অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হবে, তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো; আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, যেন তোমরা সফলকাম হতে পারো।" এটি মূলত পূর্ববর্তী আয়াতের শেষ অংশ ছিল, যা হলো: {হে মুমিনগণ! যখন জুমুআর দিনে সালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা বর্জন করো। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে। অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হবে..

..

} এখানে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের সম্বোধন করেছেন যেন তারা জুমুআর সালাতের আযান দেওয়া হলে বেচাকেনা ত্যাগ করে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দ্বিতীয় আযান, যা ইমাম উপস্থিত হলে দেওয়া হয়। আর প্রথম আযানটি উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রবর্তন করেছিলেন যখন মদীনায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়; তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে মানুষের প্রস্তুতির জন্য একটি পূর্ববর্তী আযান দেওয়া হোক। এটি খলিফায়ে রাশেদ উসমানের সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত, যা অনুসরণ করার জন্য আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা আমার সুন্নাহ এবং আমার পরবর্তী হিদায়াতপ্রাপ্ত খলিফায়ে রাশেদগণের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরো।" যে ব্যক্তি একে বিদআত বলে সে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং সে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম ও খলিফায়ে রাশেদকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করেছে। আমরা তাকে বলি: আপনিই এই বক্তব্যের মাধ্যমে বিদআতি যে আপনি দাবি করছেন এটি বিদআত। এটি কীভাবে বিদআত হতে পারে যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে সুন্নাহ হিসেবে অভিহিত করেছেন, অর্থাৎ "আমার পরবর্তী হিদায়াতপ্রাপ্ত খলিফায়ে রাশেদগণের সুন্নাহ।"

মূলত এরা হলো নির্বোধ ও স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন, যদিও তারা বয়সে বড়। আপনি কীভাবে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এবং তাঁদের নেতা উসমান ইবনে আফফানকে পথভ্রষ্ট বলতে পারেন আর দাবি করতে পারেন যে আপনিই সুন্নাহর অনুসারী? বরং আপনার এই বক্তব্যের কারণে আপনিই বিদআতি।

মহান আল্লাহ বলেন: {হে মুমিনগণ! যখন জুমুআর দিনে সালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর সুরণের দিকে ধাবিত হও...

(স: 160) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الله { والمراد بذكر الله: الخطبة والصلاة أما الخطبة فيذكر الله فيها بالتشهد وذكر الأحكام والوعظة وغير ذلك، وأما ذكر الله في الصلاة فهذا ظاهر: {وذروا البيع} اتركوا البيع، ولهذا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة حرم البيع إلا على من لا تجب عليه كالنساء مثلاً، وأما من تجب عليه الجمعة فإنه يحرم عليه البيع ولو باع لم يصح، حتى لو كان في طريقه إلى المسجد، وسع أذان الجمعة ومعه زميل له فتبائعاً فإن البيع باطل لا ينتقل به المبيع إلى المشتري ولا الثمن إلى البائع لأنه باطل وكل شيء نهى الله عنه فهو باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل قوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فأسعوا إلى ذكر الله} يشمل، المسافر الذي في البلد إذا سمع أذان الجمعة يجب أن يحضر الجمعة، لأنه مؤمن، فمن الذي أخرجه، فإذا قال أنا مسافر قلنا ألسنت مؤمناً؟ فيقول: بلى إذا قال: بلى، قلنا اسمع {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فأسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم} يعني خير لكم من البيع لأن فيه إقامة شعيرة من شعائر الإسلام وقياماً بواجب فهو خير من البيع & {إن كنتم تعلمون} يعني إن كنتم من ذوي العلم فاعلموا أنه خير، والمراد بهذه الجملة الشرطية الحث على ترك البيع والتوجه إلى الجمعة.

আল্লাহ { আর আল্লাহর সুরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: খুতবা ও নামাজ। খুতবার ক্ষেত্রে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় তাশাহুদ, বিধিবিধানের বর্ণনা, নসিহত এবং এ জাতীয় বিষয়ের মাধ্যমে। আর

নামাজে আল্লাহর স্মরণ তো অত্যন্ত সুস্পষ্ট। {এবং বেচাকেনা বর্জন করো} অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ করো। এই কারণেই যখন জুমার দিনে নামাজের জন্য আজান দেওয়া হয়, তখন বেচাকেনা হারাম হয়ে যায়; কেবল তাদের জন্য ব্যতীত যাদের ওপর জুমা ফরজ নয়, যেমন নারীগণ। তবে যাদের ওপর জুমা ফরজ, তাদের জন্য কেনাবেচা হারাম এবং কেউ তা করলে তা শুদ্ধ হবে না। এমনকি কেউ যদি মসজিদের পথে থাকাকালীন জুমার আজান শোনে এবং তার সাথে থাকা সঙ্গীর সাথে বেচাকেনা করে, তবে সেই লেনদেন বাতিল গণ্য হবে; এর ফলে বিক্রিত বস্তু ক্রেতার মালিকানায় যাবে না এবং মূল্যও বিক্রেতার অধিকারে আসবে না, কারণ এটি বাতিল। আর আল্লাহ যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বাতিল, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহর কিতাবে (বিধানে) নেই এমন প্রতিটি শর্তই বাতিল।" মহান আল্লাহর বাণী: {হে মুমিনগণ! যখন জুমার দিনে নামাজের জন্য আহ্বান জানানো হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও}—এই নির্দেশ সেই মুসাফিরকেও অন্তর্ভুক্ত করে যে কোনো জনপদে অবস্থান করছে; সে যদি জুমার আজান শোনে তবে তার ওপর জুমায় উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব। কারণ সে একজন মুমিন, আর তাকে এই নির্দেশ থেকে কে বাদ দিয়েছে? যদি সে বলে, 'আমি তো মুসাফির', তবে আমরা বলব, 'তুমি কি মুমিন নও?' সে যখন বলবে, 'হ্যাঁ', তখন আমরা বলব: তবে শোনো—{হে মুমিনগণ! যখন জুমার দিনে নামাজের জন্য আহ্বান জানানো হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা বর্জন করো; এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর}। অর্থাৎ এটি তোমাদের জন্য বেচাকেনার চেয়ে উত্তম, কারণ এতে ইসলামের অন্যতম একটি নিদর্শন প্রতিষ্ঠা এবং একটি আবশ্যিক কর্তব্য সম্পাদন করা হয়, তাই এটি কেনাবেচার চেয়ে উত্তম। & {যদি তোমরা জানতে} অর্থাৎ তোমরা যদি জ্ঞানবান হয়ে থাকো তবে জেনে নাও যে এটিই উত্তম। আর এই শর্তমূলক বাক্যের উদ্দেশ্য হলো বেচাকেনা ত্যাগ করে জুমার দিকে গমনের প্রতি উৎসাহিত করা।

{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} يعني انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله في البيع والشراء لكن لا يلهيكم ذلك عن ذكر الله.

ولهذا قال: {واذكروا الله كثيرا} يعني: لا تظنوا أنكم إذا فرغتم من ذكر الله في الخطبة والصلاة أنكم انتهيت من ذكر الله، لا، ذكر الله في كل حال وفي كل وقت وفي كل مكان، قال الله تعالى: {إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب} من ذوي الألباب؟ {الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه ففنا عذاب النار} فالحاصل أنه إذا قضيت الصلاة فلا جلوس بعدها ملزم، اخرج، ابتغ الرزق، ابتغ من فضل الله، وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا قدم الصلاة على البيع والشراء ثم اشترى وباع بعد ذلك فإنه يرزق، لأنه قال: {وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا}

{অতঃপর যখন সালাত সম্পন্ন হবে, তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো} অর্থাৎ তোমরা পৃথিবীতে বিচরণ করো এবং ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করো, তবে তা যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণ হতে বিমুখ না করে।

এ কারণেই তিনি বলেছেন: {এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো} অর্থাৎ: তোমরা মনে করো না যে, খুতবা ও সালাতে আল্লাহর যিকির সম্পন্ন করার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর যিকির থেকে অবসর হয়ে গেছ; না, বরং আল্লাহর যিকির প্রতিটি অবস্থায়, প্রতিটি সময়ে এবং প্রতিটি স্থানে।

আল্লাহ তাআলা বলেন: {নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে} বুদ্ধিমান কারা? {যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও পার্শ্বদেশে শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে (তারা বলে): হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এসব নিরর্থক সৃষ্টি করেননি, আপনি পরম পবিত্র, অতএব আপনি আমাদের আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা করুন।} সুতরাং সারকথা হলো, যখন সালাত সমাপ্ত হবে তখন এরপর বসে থাকা বাধ্যতামূলক নয়; বের হয়ে যাও, রিযিক অন্বেষণ করো, আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো। আর এর মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষ যখন কেনাবেচার ওপর সালাতকে অগ্রাধিকার দেয় এবং এরপর

কেনাবেচা করে, তখন তাকে রিযিক দান করা হয়। কেননা তিনি বলেছেন: {এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো}

(ص: 162) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

لعلكم تفلحون} وفي هذا إشارة إلى أنه لا خطبة بعد صلاة الجمعة، لأن الله قال: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} ما في خطبة ولا كلام ولا موعظة تكفي البواعظ التي في الخطبة التي قبل الصلاة والتي كانت مشروعة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إذا تكلم أحد بعد الصلاة فلا تستمع له إلا أن يكون كتاباً من السلطان، لأن الكتابات الموجهة من السلطان لا بد أن تستمعها الرعية، لأن السلطان له حق على

...যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। এতে এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, জুমুআর সালাতের পর আর কোনো খুতবা নেই; কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: ‘অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হবে, তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো।’ সেখানে কোনো খুতবা, কথা বা নসিহত নেই; বরং সালাতের পূর্বে প্রদানকৃত খুতবার নসিহতসমূহ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শে যা বিধিবদ্ধ ছিল, তাই যথেষ্ট। এই কারণেই ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: ‘সালাতের পর যদি কেউ কথা বলে, তবে তার প্রতি কর্ণপাত করো না; যদি না তা শাসকের পক্ষ থেকে আসা কোনো ফরমান হয়।’ কেননা শাসকের পক্ষ থেকে প্রেরিত নির্দেশনাসমূহ শোনা প্রজাসাধারণের জন্য অপরিহার্য, কারণ প্রজাদের ওপর শাসকের অধিকার রয়েছে...

(ص: 163) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الرعية يوجهها ويدلها على الخير، أما غير ذلك من النصائح فإن في الخطبتين كفاية، خير الهدي، هدي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن يخطب بعد الصلاة، ولم يرو عنه ذلك بحرف صحيح ولا ضعيف.

يوجد بعض الناس يتخذها سنة راتبة، كلما انتهت صلاة الجمعة قام يتكلم، فتكون الجمعة فيها كم خطبة؟، ثلاث خطب، من أين هذا؟ أما لو طرأ أمر لا بد منه، لو جاء كتاب من السلطان أو من نائب السلطان من أحد الوزراء أو من غيرهم ممن له أن يتكلم، فهذا نعم، يقرأ على الناس ويسمع.

وقوله تبارك وتعالى: {لعلكم تفلحون} لعل هنا للتعليل وليست للترجي، وكلما جاءتك لعل في كتاب الله فهي للتعليل، لأن الرجاء إنما يكون في شأن من يتعسر عليه الأمر، وأما الرب عز وجل فكل شيء يسير عليه، فإذا وجدت لعل في القرآن فهي للتعليل مثل: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} وما أشبه ذلك.

{لعلكم تتقون} يعني: لأجل أن تتقوا {ولعلكم تفلحوا} يعني لأجل أن تفلحوا. رزقنا الله وإياكم الفلاح والصلاح والإصلاح والهداية، نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي لنا وأن يهدي بنا، إنه على كل شيء قدير.

وأنبه على أنه لا يشتري المساويك، حتى المساويك بعد نداء الجمعة الثاني لا يجوز بيعها

প্রজাসাধারণকে তিনি দিকনির্দেশনা প্রদান করেন এবং কল্যাণের পথে পরিচালিত করেন। এছাড়া অন্য সকল নসিহতের জন্য দুই খুতবাই যথেষ্ট। সর্বোত্তম হিদায়াত কার হিদায়াত? মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের। তিনি সালাতের পর খুতবা দিতেন না; এবং এ সম্পর্কে তাঁর থেকে সহিহ কিংবা জয়িফ কোনো বর্ণনাই বর্ণিত হয়নি।

কিছু মানুষ একে নিয়মিত সুনাত বানিয়ে নিয়েছে; জুমআর সালাত শেষ হলেই তারা কথা বলতে দাঁড়িয়ে যায়। তাহলে জুমআয় কয়টি খুতবা হলো? তিনটি খুতবা! এটা কোথা থেকে এল? তবে যদি কোনো অনিবার্য বিষয়ের উদ্ভব ঘটে, যেমন সুলতান বা সুলতানের প্রতিনিধি বা কোনো মন্ত্রী অথবা কথা বলার অধিকার রাখেন এমন কারো পক্ষ থেকে কোনো পত্র আসে, তবে তা ভিন্ন কথা; সেটি জনগণের সামনে পাঠ করা হবে এবং তারা তা শ্রবণ করবে।

মহান আল্লাহর বাণী: {যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো}। এখানে 'লাআল্লা' শব্দটি কারণ দর্শানোর (তা'লীল) জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, কোনো প্রত্যাশা বা কামনার (তারাজ্জি) জন্য নয়। আল্লাহর কিতাবে যখনই 'লাআল্লা' শব্দটি আসে, তখন তা কারণ দর্শানোর জন্যই হয়ে থাকে। কারণ, কোনো বিষয়ের প্রত্যাশা কেবল তারই ক্ষেত্রে হতে পারে যার জন্য বিষয়টি আয়ত্ত করা কঠিন। কিন্তু মহান রবের ক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ই সহজ। সুতরাং কুরআনে যখনই আপনি 'লাআল্লা' শব্দটির দেখা পাবেন, তখন তা কারণ দর্শানোর জন্যই বুঝবেন। যেমন: {হে মুমিনগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেমনটি তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো} এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াতসমূহ।

{যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো} অর্থাৎ: যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো; আর {যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো} অর্থাৎ: যাতে তোমরা সাফল্য মণ্ডিত হতে পারো। আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদেরকে সাফল্য, কল্যাণ, সংশোধন ও হিদায়াত দান করুন। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের হিদায়াত দান করেন, আমাদের জন্য হিদায়াতকে সহজ করেন এবং আমাদের মাধ্যমে অন্যদের হিদায়াত দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

আমি এ বিষয়ে সতর্ক করছি যে, মেসওয়াকও যেন ক্রয় করা না হয়; এমনকি মেসওয়াকও জুমআর দ্বিতীয় আযানের পর কেনাবেচা করা জায়েয নয়।

ولا شراؤها ولذلك نبه صاحب المساويك.
وأقول لك عبارة أحسن من المساويك جمع (سيئ) لكن قل: أعواد الأراك، والله أعلم..

1147 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الجمعة وما يتعلق بها فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة والبراد بذلك خير يوم من أيام الأسبوع، وإنما قلنا هذا لئلا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة: فإن يوم عرفة أفضل باعتبار العام، وهذا أفضل باعتبار الأسبوع، فيه خلق آدم، وآدم هو أبو البشر خلقه الله عز وجل بيده، خلقه من تراب ثم قال له: كن فيكون خلق يوم الجمعة وفيه أدخل الجنة وهي جنة المأوى التي يأوي إليها البشر، أدخله الله الجنة هو وزوجه وقال: اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذن الله لهما أن يأكلا من جميع أشجار الجنة مما شاءا ونهاهما عن شجرة معينة اختبارا وابتلاء

এবং সেগুলো ক্রয় করাও নয়, একারণেই 'আল-মাসাউইক' গ্রন্থের লেখক সতর্ক করেছেন। আর আমি আপনাকে 'মাসাউইক' (যা 'মন্দ' শব্দের বহুবচন হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে) অপেক্ষা একটি উত্তম অভিব্যক্তি বলছি, আপনি বলুন: 'আরাক বৃক্ষের ডাল' (আওয়াদুল আরাক), আর আল্লাহই ভালো জানেন।

১১৪৭ - আবু হুরায়রা (রাতিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "সূর্য উদিত হওয়া দিনগুলোর মধ্যে জুমুআর দিনই সর্বোত্তম;

এই দিনে আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এই দিনেই তাঁকে সেখান থেকে বের করা হয়েছে।" (মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সলিহীন' গ্রন্থের 'জুমুআর শ্রেষ্ঠত্ব এবং এ সংক্রান্ত বিষয়াবলী' পরিচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যা বর্ণনা করেছেন তাতে উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "সূর্য উদিত হওয়া দিনগুলোর মধ্যে জুমুআর দিনই সর্বোত্তম।" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সপ্তাহের দিনগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিন। আমরা একারণেই এটি বলেছি যাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই বাণীর সাথে কোনো বৈপরীত্য তৈরি না হয় যে: "সূর্য উদিত হওয়া দিনগুলোর মধ্যে আরাফার দিনই সর্বোত্তম।" কেননা আরাফার দিনটি বছরের নিরিখে শ্রেষ্ঠ, আর জুমুআর দিনটি সপ্তাহের নিরিখে শ্রেষ্ঠ। এই দিনে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে; আদম হলেন মানবজাতির পিতা, আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জান্না তাঁকে নিজ কুদরতি হাতে সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাঁকে বলেছেন: "হও," অমনি তিনি হয়ে গেলেন। তাঁকে জুমুআর দিনে সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই দিনেই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছিল, আর তা হলো জান্নাতুল মা'ওয়া যেখানে মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করবে। আল্লাহ তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে জান্নাতে প্রবেশ করান এবং বলেন: "তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং যেখান থেকে ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার করো, কিন্তু এই গাছটির নিকটবর্তী হয়ো না, অন্যথায় তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" আল্লাহ তাঁদের জান্নাতের সকল গাছ থেকে যা ইচ্ছা খাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং পরীক্ষা ও পরীক্ষার স্বরূপ একটি নির্দিষ্ট গাছ থেকে তাঁদের নিষেধ করেছিলেন।

(ص: 165) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

{فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوأتها وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني

لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا
يخصفان عليهما من ورق الجنة} وأقسم لهما أن يأكلا من هذه الشجرة وأنه بذلك
يحصل لهما الخلد والملك الذي لا يبلى، وما زال بهما حتى أكلا من الشجرة، وكان الله
تعالى قد وضع على عورتيهما هيبة فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوءاتهما، وصار
كل إنسان ينظر إلى عورته، آدم ينظر إلى عورته، وحواء تنظر إلى عورتها، انكشفت
لأنهما هتكا حرمة الله عز وجل بأكلهما من الشجرة، وقال الله تعالى عن ذلك:
{وعصى آدم ربه فغوى} لهما أكلا منها أمرهما الله عز وجل أن يخرججا من الجنة
فهبطا إلى الأرض، وهذا من حكمة الله عز وجل، لأنه لولا ذلك ما وجدت هذه
البشرية وهذه الخليقة وحصل هذا الامتحان، ولكن الله تعالى بحكمته قدر لكل
شيء سببا، فانظر كيف نزل من الجنة العالية إلى الأرض الهابطة بمعصية واحدة؟
فما بالك بنا نحن معاصينا كثيرة بالليل والنهار، نسأل الله أن يعاملنا وإياكم
بعفوه، ومع ذلك نؤمل أملا ما هو إلا أوهام، نؤمل أننا في الدرجات العليا مع أننا
هابطون بكثرة المعاصي والتهاون بالواجبات وما يعتري القلوب من الحقد والبغضاء
والكراهية، نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وأن يصح قلوبنا وقلوبكم.
وهذه الجنة التي أهبط منها آدم، اختلف فيها هل هي جنة المأوى أو أنها جنة بستان
عظيم على ربوة طيبة الهواء كثيرة الماء؟ والصواب أنها جنة الخلد، وفي هذا يقول
ابن القيم:

{অতঃপর শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল, যেন তাদের লজ্জাস্থান—যা তাদের নিকট গোপন
রাখা হয়েছিল—তা তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়। সে বলল, ‘তোমাদের প্রতিপালক
তোমাদেরকে এই বৃক্ষটি থেকে নিষেধ করেছেন কেবল এই কারণে যে, পাছে তোমরা
ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা চিরঞ্জীবদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।’ সে তাদের নিকট কসম
খেয়ে বলল, ‘নিশ্চয়ই আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন।’ এভাবে সে প্রতারণার
মাধ্যমে তাদের পদস্থলন ঘটাল। অতঃপর যখন তারা সেই বৃক্ষের স্বাদ গ্রহণ করল, তখন
তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের পত্রপল্লব দিয়ে

নিজেদের আবৃত করতে লাগল।} সে তাদের নিকট শপথ করেছিল যে তারা যেন এই বৃক্ষ থেকে আহার করে এবং এর ফলে তারা অমরত্ব ও এমন রাজত্ব লাভ করবে যা কখনো ক্ষয় হবে না। সে অনবরত তাদের প্ররোচিত করতে লাগল যতক্ষণ না তারা সেই বৃক্ষ থেকে আহার করল। মহান আল্লাহ তাদের লজ্জাস্থানের ওপর একটি বিশেষ গান্ধীরের আবরণ দিয়েছিলেন; কিন্তু যখনই তারা সেই বৃক্ষ থেকে আহার করল, তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল। ফলে প্রত্যেকে নিজের লজ্জাস্থানের দিকে তাকাতে লাগল—আদম নিজের লজ্জাস্থানের দিকে এবং হাওয়া নিজের লজ্জাস্থানের দিকে। এটি উন্মোচিত হয়েছিল কারণ তারা সেই বৃক্ষ থেকে আহার করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর পবিত্র সীমা লঙ্ঘন করেছিলেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন: {আদম তার রবের অবাধ্য হলেন, ফলে তিনি পথভ্রষ্ট হলেন।} যখন তারা তা থেকে আহার করলেন, মহান আল্লাহ তাদের জান্নাত থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তারা পৃথিবীতে অবতরণ করলেন। এটি মহান আল্লাহর প্রজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত; কারণ এটি না হলে এই মানবজাতি ও সৃষ্টির অস্তিত্ব থাকত না এবং এই পরীক্ষাও সংঘটিত হতো না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রজ্ঞানুসারে প্রতিটি বিষয়ের জন্য একটি কারণ নির্ধারণ করে রেখেছেন। সুতরাং ভেবে দেখুন, মাত্র একটি অবাধ্যতার কারণে কীভাবে উচ্চমর্যাদার জান্নাত থেকে নিচু পৃথিবীতে নেমে আসতে হলো? তাহলে আমাদের অবস্থা কী হবে, যাদের পাপাচার দিন-রাত অগণিত? আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের সাথে তাঁর ক্ষমার আচরণ করেন। এতদসত্ত্বেও আমরা এমন সব আশা পোষণ করি যা নিছক অলীক কল্পনা বৈ কিছু নয়; আমরা উচ্চতর মর্যাদার আশা রাখি অথচ পাপাচারের আধিক্য, কর্তব্যে অবহেলা এবং অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণার কারণে আমরা ক্রমেই অধপতিত হচ্ছি। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের তওবা কবুল করেন এবং আমাদের সকলের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে দেন।

আর এই জান্নাত যেখান থেকে আদমকে নামিয়ে আনা হয়েছিল, সেটি নিয়ে মতভেদ রয়েছে— তা কি চিরস্থায়ী জান্নাত (জান্নাতুল মাওয়া), নাকি সেটি ছিল মনোরম আবহাওয়া ও প্রচুর পানিবোপিত কোনো উঁচু ভূমিতে অবস্থিত একটি বিশাল উদ্যান? সঠিক অভিমত হলো, এটি চিরস্থায়ী জান্নাতই ছিল। এ বিষয়ে ইবনুল কাইয়িম বলেন:

فحي على جنات عدن فإنها ...

منازلنا الأولى وفيها المخيم

والله على كل شيء قدير، فهذا فضل يوم الجمعة أنه فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وكلاهما حكمة: خلق آدم حكمة، إدخاله الجنة حكمة، إنزاله إلى الأرض بسبب المعصية حكمة، ولكن اعلّموا أن آدم تاب إلى الله هو وزوجه {قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} وقال الله تعالى: {ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى} فكان بعد التوبة خيراً منه قبل التوبة، والله الموفق

1148 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى، فقد لغا رواه مسلم.

1149 - وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم.

1150 - وعنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أنها سبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

... তা-ই কারণ তা-ই চিরস্থায়ী জান্নাতের পানে, অতএব চলো

আমাদের আদি নিবাস এবং সেখানেই আমাদের প্রকৃত গন্তব্য।

আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। এটিই জুমার দিনের মর্যাদা যে, এই দিনে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এই দিনেই তাঁকে সেখান থেকে বের করা হয়েছে। আর এর প্রতিটি বিষয়ই প্রজ্ঞাপূর্ণ: আদমের সৃষ্টি প্রজ্ঞাপূর্ণ, তাঁর জান্নাতে প্রবেশ প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং অবাধ্যতার কারণে তাঁর পৃথিবীতে অবতরণও প্রজ্ঞাপূর্ণ। তবে জেনে রাখুন যে, আদম এবং তাঁর স্ত্রী আল্লাহর কাছে তওবা করেছিলেন: {তাঁরা বললেন: হে

আমাদের পালনকর্তা, আমরা নিজেদের ওপর জুলুম করেছি। আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।} আর মহান আল্লাহ বলেন: {অতঃপর তাঁর পালনকর্তা তাঁকে মনোনীত করলেন, তাঁর তওবা কবুল করলেন এবং তাঁকে সুপথ প্রদর্শন করলেন।} সুতরাং তওবা পরবর্তী অবস্থা তওবা পূর্ববর্তী অবস্থার চেয়েও শ্রেষ্ঠ ছিল। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা বা সামর্থ্য দানকারী।

১১৪৮ - তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি ওজু করল এবং উত্তমরূপে ওজু সম্পন্ন করল, অতঃপর জুমার নামাজে এল, মনোযোগ সহকারে খুতবা শুনল এবং নীরব থাকল, তার এই জুমা থেকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত এবং অতিরিক্ত আরও তিন দিনের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি (খুতবা চলাকালীন) কক্ষর স্পর্শ করল, সে অনর্থক কাজ করল। (মুসলিম)।

১১৪৯ - তাঁর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, এক জুমা থেকে পরবর্তী জুমা এবং এক রমজান থেকে পরবর্তী রমজান—এগুলো তাদের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহের মোচনকারী, যদি কবির গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা হয়। (মুসলিম)।

১১৫০ - তাঁর থেকে এবং ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা উভয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন...

(ص: 167) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختين الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين رواه مسلم.

1151 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل متفق عليه.

1152 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم متفق عليه المراد بالمحتلم: البالغ والمراد بالوجوب: وجوب اختيار، كقول الرجل لصاحبه حقك واجب علي، والله أعلم.

তাঁর মিস্বারের কাষ্ঠখণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে (তিনি বললেন): "লোকেরা যেন অবশ্যই জুমার সালাত বর্জন করা থেকে বিরত থাকে, অন্যথায় আল্লাহ অবশ্যই তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেবেন, অতঃপর তারা অবশ্যই গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

১১৫১ - ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের কেউ যখন জুমার সালাতে আসে, সে যেন অবশ্যই গোসল করে।" এটি বুখারী ও মুসলিম একমত হয়ে বর্ণনা করেছেন (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১১৫২ - আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "জুমার দিনের গোসল প্রত্যেক সাবালকের জন্য ওয়াজিব।" এটি বুখারী ও মুসলিম একমত হয়ে বর্ণনা করেছেন (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। এখানে 'মুহতালিম' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সাবালক। আর 'ওয়াজিব' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: গুরুত্ব ও পছন্দের দিক থেকে সাব্যস্ত আবশ্যিকতা, যেমন কোনো ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বলে থাকে: 'তোমার হক আমার ওপর ওয়াজিব (অপরিহার্য)'। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

(ص: 170) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

1154 - وعن سليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس

من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري..

১১৫৪ - সালমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করে এবং সাধ্যমতো উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে, আর নিজের তেল ব্যবহার করে অথবা নিজ ঘরের সুগন্ধি মাখে, অতঃপর (মসজিদের উদ্দেশ্যে) বের হয় এবং (সেখানে গিয়ে) দুই ব্যক্তির মাঝে ফাঁক তৈরি করে না, এরপর তার তকদিরে নির্ধারিত (নফল) সালাত আদায় করে এবং ইমাম যখন খুতবা প্রদান করেন তখন চুপ থাকে, তবে তার এই জুমা থেকে পরবর্তী জুমার মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। ইমাম বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন।

(ص: 172) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

1156 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة، فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله شيئاً، إلا أعطاه إياه

১১৫৬ - তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিনের আলোচনা করলেন এবং বললেন: "তাতে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, কোনো মুসলিম বান্দা যদি সালাতে দণ্ডায়মান অবস্থায় সেই মুহূর্তটি পায় এবং আল্লাহর কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করে, তবে তিনি তাকে তা অবশ্যই দান করবেন।"

(ص: 173) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

وأشار بيده يقللها.

متفق عليه.

1157 - وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسبعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجبعة؟ قال: قلت: نعم، سبعته يقول: سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة رواه مسلم.

এবং তিনি তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করে সেটি সংক্ষিপ্ত হওয়ার ইঙ্গিত দিলেন।

বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সর্বসম্মত।

১১৫৭ - আবু বুরদাহ ইবনে আবু মুসা আল-আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন, আপনি কি আপনার পিতাকে জুমুআর দিনের বিশেষ মুহূর্ত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন? তিনি বলেন, আমি বললাম: হ্যাঁ, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, সেই সময়টি হলো ইমামের মিম্বরে বসা থেকে শুরু করে সালাত সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

(ص: 177) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

L20/ باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة
1159 - عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريباً من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجداً فمكث طويلاً ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خر ساجداً ففعله ثلاثاً وقال: إني سألت ربي، وشفعت لأمتي، فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجداً

لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي، فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي، فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدا لربي رواه أبو داود

[الشَّرْحُ]

قال رحمه الله تعالى: باب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم.
من & المعلوم أن نعمة الله سبحانه وتعالى لا تحصى، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأضرب مثلا بالنفس الذي يتكرر في الدقيقة الواحدة إلى ستين مرة، هذا النفس لو قبض لهلك الإنسان، فهو نعمة كبرى ولا يمكن عدها، وكذلك الصحة والعافية، الأكل والشرب، البراز والبول، كلها نعم عظيمة، لكنها نعم مستمرة، ولو كلف الإنسان أن يسجد عند كل نعمة منها لبقى ساجدا مدى

কোনো প্রকাশ্য নিআমত লাভ অথবা কোনো প্রকাশ্য বিপদ দূর হওয়ার সময় শোকরের
সিজদাহ করার মুস্তাহাব হওয়ার পরিচ্ছেদ

১১৫৯ - সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে মক্কা থেকে মদিনার উদ্দেশ্যে বের হলাম। যখন আমরা 'আযওরা' নামক স্থানের নিকটবর্তী হলাম, তখন তিনি সওয়ারি থেকে অবতরণ করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর উভয় হাত উঠিয়ে কিছুক্ষণ আল্লাহর কাছে দুআ করলেন, এরপর সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন এবং দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করলেন। এরপর তিনি উঠে আবারও কিছুক্ষণ হাত তুলে দুআ করলেন, অতঃপর সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। তিনি এভাবে তিনবার করলেন এবং বললেন: "নিশ্চয়ই আমি আমার রবের কাছে প্রার্থনা করেছি এবং আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করেছি; ফলে তিনি আমাকে আমার উম্মতের এক-তৃতীয়াংশ (জান্নাতি হওয়ার সুসংবাদ) দান করেছেন, তাই আমি শুকরিয়াস্বরূপ আমার রবের উদ্দেশ্যে সিজদায় অবনত হয়েছি। অতঃপর আমি মাথা তুললাম এবং আবারও আমার উম্মতের জন্য রবের কাছে প্রার্থনা করলাম, তিনি আমাকে আমার উম্মতের আরও এক-তৃতীয়াংশ দান করলেন, তখনো

আমি আমার রবের জন্য শুকরিয়াস্বরূপ সিজদায় অবনত হলাম। এরপর পুনরায় মাথা তুলে রবের কাছে আবেদন করলে তিনি আমাকে অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশও দান করলেন, ফলে আমি আমার রবের উদ্দেশ্যে সিজদায় অবনত হলাম।" এটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ।

[ব্যাখ্যা]

তিনি (রহিমাল্লাহ) বলেন: নতুন কোনো নিআমত লাভ এবং বিপদাপদ দূর হওয়ার সময় শোকরের সিজদাহর পরিচ্ছেদ।

এটি সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলার নিআমতসমূহ গণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়, যেমনটি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যদি আল্লাহর নিআমত গণনা করো, তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না।" উদাহরণস্বরূপ শ্বাস-প্রশ্বাসের কথা বলা যায়, যা প্রতি মিনিটে বহুবার পুনরাবৃত্ত হয়। এই শ্বাস-প্রশ্বাস যদি রুদ্ধ হয়ে যেত তবে মানুষ ধ্বংস হয়ে যেত; সুতরাং এটি এক মহান নিআমত যা গণনা করা অসম্ভব। একইভাবে সুস্থতা ও নিরাপত্তা, পানাহার, মলমূত্র ত্যাগ—সবই মহান নিআমত। তবে এগুলো নিরবচ্ছিন্ন ও সদা বিদ্যমান নিআমত। যদি মানুষকে এগুলোর প্রতিটি নিআমতের জন্য সিজদাহ করার নির্দেশ দেওয়া হতো, তবে সে সারা জীবন সিজদাহরত অবস্থাতেই অতিবাহিত করতে হতো।

(ص: 178) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الدهر، لكن هناك نعم تتجدد للإنسان، كإنسان ولد له، أو تسهل له الزواج، أو قدم له غائب مئوس منه، أو حصل له مال أو ما أشبه ذلك من النعم التي تتجدد أو بشر بنصر المسلمين، أو ما أشبه ذلك، فهذا يستحب للإنسان أن يسجد لله تبارك وتعالى شكرا له.

فمثلاً إذا بشر بولد قيل له: أبشر بولد هذه نعمة متجددة، فيسجد لله كما يسجد في الصلاة ويقول: سبحان ربي الأعلى، سبحانك الله ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم يشكر الله على النعمة المعينة التي حصلت، فيقول: أشكرك يا ربي على هذه النعمة ويثني على الله تعالى في ذلك.

هكذا أيضاً في اندفاع النقم، الإنسان في سلامة دائمة، ودائماً هو معرض للآفات وللنقم، لكن أحياناً تنعقد أسباب النقمة ويشاهدها فيرفعها الله عنه، ولنضرب لذلك مثلاً بحادث، إنسان مثلاً يمشي في الطريق فأنقلبت السيارة فنجاً، هذه اندفاع نقمة، فيسجد لله تعالى شكراً على اندفاع هذه النقمة، أو إنسان مثلاً يمشي وبينما هو كذلك انخسفت به حفرة في الأرض فنجاً، فحضره اندفاع نقمة، يحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك.

واندفاع النقم كثير، فإذا دفع الله عنك نقمة فأسجد لله تعالى شكراً على اندفاع هذه النقمة، وقل مثلاً في السجود: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم إني أشكرك على أن نجيتني من هذه البصيبة ويزكرها، هذا سجود الشكر.

واختلف العلماء رحمهم الله، هل تشترط له الطهارة أو لا؟

জীবনপ্রবাহে সর্বদা আল্লাহর নেয়ামত বিদ্যমান থাকে, তবে এমন কিছু নেয়ামত রয়েছে যা মানুষের জীবনে নতুনভাবে উপস্থিত হয়। যেমন কারো সন্তান হওয়া, বিবাহ সহজ হওয়া, ফিরে আসার আশা ছেড়ে দেওয়া কোনো ব্যক্তির আগমন, সম্পদ লাভ করা কিংবা এই জাতীয় পুনর্নবীকরণযোগ্য নেয়ামতসমূহ; অথবা মুসলিমদের বিজয়ের সুসংবাদ পাওয়া বা এই ধরনের কিছু। এমতাবস্থায় মানুষের জন্য আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে সিজদাহ করা মুস্তাহাব।

উদাহরণস্বরূপ, যখন কাউকে সন্তানের সুসংবাদ দিয়ে বলা হয়: ‘সন্তান হওয়ার সুসংবাদ গ্রহণ করুন’, তখন এটি একটি নতুন নেয়ামত। এমতাবস্থায় সে নামাজের সিজদাহর ন্যায় আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদাহ করবে এবং বলবে: ‘আমার মহান সুউচ্চ রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি’, ‘হে

আল্লাহ, আমাদের রব! আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন’। অতঃপর সে লাভকৃত নির্দিষ্ট নেয়ামতটির জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে এবং বলবে: ‘হে আমার রব! এই নেয়ামতের জন্য আমি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি’ এবং এভাবে আল্লাহর প্রশংসা করবে।

একইভাবে বিপদ-আপদ দূর হওয়ার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। মানুষ সাধারণত সর্বদা নিরাপত্তায় থাকে, যদিও সে সব সময়ই রোগ-ব্যাধি ও বিপদের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কায় থাকে। তবে কখনও কখনও বিপদের কারণগুলো ঘনীভূত হয় এবং মানুষ তা প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু আল্লাহ তা তার থেকে দূর করে দেন। উদাহরণস্বরূপ একটি দুর্ঘটনার কথা ধরা যাক; কোনো ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন এমতাবস্থায় একটি গাড়ি উল্টে গেল এবং তিনি বেঁচে গেলেন—এটি বিপদ দূর হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত। এমতাবস্থায় তিনি এই বিপদ দূর হওয়ার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদাহ করবেন। অথবা কোনো ব্যক্তি চলার পথে হঠাৎ ভূমি ধসে গর্তে পড়ে যাওয়া থেকে বেঁচে গেলেন—এটিও একটি বিপদ দূর হওয়া, তাই তিনি এর জন্য মহান আল্লাহর প্রশংসা করবেন।

বিপদ অপসারিত হওয়ার ঘটনা অনেক। সুতরাং আল্লাহ যখন আপনার থেকে কোনো বিপদ দূর করবেন, তখন সেই বিপদ দূর হওয়ার শুকরিয়া স্বরূপ মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদাহ করুন। সিজদাহয় আপনি বলতে পারেন: ‘আমার মহান সুউচ্চ রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি’ তিনবার, ‘হে আল্লাহ, আমাদের রব! আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! আমি আপনার শুকরিয়া আদায় করছি যে আপনি আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন’ এবং সেই নির্দিষ্ট বিপদের কথা উল্লেখ করবেন। এটিই হলো শুকরিয়ার সিজদাহ।

ওলামায়ে কেরাম (রাহিমাহুমুল্লাহ) এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন যে, এই সিজদাহর জন্য পবিত্রতা শর্ত কি না?

والصحيح أنها لا تشترط، وذلك لأن هذا يأتي بغتة والإنسان غير متأهب فلو ذهب يتوضأ لطال الفصل بين السبب ومسببه فإذا كان & على غير طهارة فليسجد. والله الموفق..

এবং বিশুদ্ধ মত হলো এটি (পবিত্রতা) শর্ত নয়, কেননা এটি আকস্মিকভাবে ঘটে এবং মানুষ তখন অপ্রস্তুত থাকে। এমতাবস্থায় যদি সে ওয়ু করতে যায়, তবে কারণ ও তার ফলাফলের মধ্যবর্তী ব্যবধান দীর্ঘ হয়ে যাবে; সুতরাং সে যদি অপবিত্র অবস্থায়ও থাকে, তবুও যেন সে সিজদাহ করে।
আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

(ص: 180) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

L20/ باب فضل قيام الليل

قال الله تعالى: {ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً} وقال تعالى: {تتجافى جنوبهم عن المضاجع} وقال تعالى: {كانوا قليلاً & من الليل ما يهجعون}

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب فضل قيام الليل. قيام الليل يعني: الصلاة فيه وهو أفضل الصلاة بعد المكتوبة، كما سيأتي إن شاء الله في الأحاديث.

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الثناء على القائمين في الليل، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتهجد، قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً

محموداً فأمر الله نبيه أن يتهجّد من الليل يعني لا كل الليل، لأن قيام كل الليل ليس من السنة إلا أحياناً، كقيام عشر رمضان، وأما البقية فالسنة أن ينام ويقوم. قوله: {فتهجّد به نافلة لك} اختلف العلماء في قوله: {نافلة لك} فقيل: المعنى أن هذا خاص بك يعني الوجوب، وجوب التهجد، لأن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه التهجد إلا أن يندره، إن نذر أن يتهجّد لزمه الوفاء بالنذر وإلا فلا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب عليه أن يتهجّد من الليل، وقيل: المعنى {نافلة لك} يعني أنه نافلة أي زيادة، فضل وهذا له ولغيره عليه الصلاة

/0L2 अध्याय: कियामुल लाईल वा रात्रि जागरणेर फयीलत

महान आल्लाह বলেন: {আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ পালন করো, যা তোমার জন্য এক অতিরিক্ত কর্তব্য; আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত করবেন}। তিনি আরও বলেন: {তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে আলাদা থাকে}। এবং তিনি বলেন: {তারা রাতের সামান্য অংশই নিদ্রায় অতিবাহিত করত}

[ব্যাক্য্য]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) তাঁর ‘রিয়াদুস সালাহীন’ গ্রন্থে বলেছেন: ‘অধ্যায়: কিয়ামুল লাইল বা রাত্রি জাগরণের ফযীলত’।

কিয়ামুল লাইল অর্থ হলো: রাতে সালাত আদায় করা। আর এটি ফরয সালাতের পর সর্বশ্রেষ্ঠ সালাত, যেমনটি ইনশাআল্লাহ অচিরেই হাদীসসমূহে বর্ণিত হবে।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা রাতে ইবাদতকারীদের প্রশংসা করেছেন। তিনি তাঁর নবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাজ্জুদ পড়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন: {আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ পালন করো, যা তোমার জন্য এক অতিরিক্ত কর্তব্য; আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত করবেন}। আল্লাহ তাঁর নবীকে রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন, অর্থাৎ সারা রাত নয়। কারণ, বিশেষ কিছু সময় ব্যতীত—যেমন রমযানের (শেষ) দশ দিন—পুরো রাত জেগে ইবাদত করা সুন্নাহ নয়। বরং বছরের অবশিষ্ট সময়ের সুন্নাহ হলো ঘুমানো এবং জাগ্রত হয়ে ইবাদত করা।

তাঁর বাণী: {যাতে তোমার জন্য এটি অতিরিক্ত হয়}। ‘তোমার জন্য অতিরিক্ত’ (নাফিলাতান লাকা) —এই অংশের তাৎপর্য নিয়ে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন: এর অর্থ হলো এটি আপনার জন্য খাস বা সুনির্দিষ্ট, অর্থাৎ তাহাজ্জুদ ওয়াজিব হওয়া। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যতীত অন্য কারো ওপর তাহাজ্জুদ ওয়াজিব নয়, যদি না সে মানত করে। যদি কেউ তাহাজ্জুদ পড়ার মানত করে, তবে তা পূর্ণ করা তার জন্য আবশ্যক হয়ে যায়, অন্যথায় নয়।

পক্ষান্তরে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করা ওয়াজিব ছিল। আবার কেউ বলেছেন: {তোমার জন্য অতিরিক্ত} এর অর্থ হলো এটি একটি নফল বা অতিরিক্ত ফযীলতপূর্ণ কাজ; যা তাঁর জন্য এবং অন্যদের জন্যও প্রযোজ্য। তাঁর ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক।

(ص: 181) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

والسلام.

ثم قال تعالى مبيناً ما يكون من ثمرات التهجد، قال: {عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً} قال العلماء: إذا قال الله تعالى في القرآن عسى فهو واجب يعني أن الله سيبعثك مقاماً محموداً أي يبعثك يوم القيامة مقاماً تحمد عليه من كل الخلائق. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم المقام المحمود يوم القيامة، ومنه الشفاعة العظمى، يعني من المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، وهي أن الناس يوم القيامة يبعثون في صعيد واحد ليس هناك جبال ولا أشجار ولا بناء ولا أنهار، يسمعون الداعي وينفذهم البصر، لا يحول بينهم وبين الداعي شيء ولا بينهم وبين الرأي شيء في صعيد واحد.

وتدنو الشمس، تدنو الشمس منهم حتى تكون & على قدر ميل، ويطول هذا اليوم حتى يكون مقداره خمسين ألف سنة، سبحانه الله، الإنسان ما يستطيع أن يقف ولا أربعاً وعشرين ساعة، لكن هذا اليوم مقداره خمسون ألف سنة. فيلحق الناس من الهم والكرب ما لا يطيقون، فيطلب بعضهم إلى بعض النظر في الأمر لعل أحداً يشفع لهم عند الله عز وجل لكي يريحهم من هذا الموقف، يلهمهم الله عز وجل أن يذهبوا إلى آدم، آدم أبو البشر، كل البشر أبوهم واحد وهو آدم عليه الصلاة والسلام، وكما هو العادة أن الإنسان يفر إلى أقرب من يراه أنه أنفع، فيذهبون إلى أبيهم، ألا ترى ما نحن فيه، إن الله خلقك بيده، وعلمك أسبأ كل شيء وأسجد لك الملائكة، يعني أعطاك خيراً كثيراً، فاشفع لنا إلى

এবং শান্তি বর্ষিত হোক।

অতঃপর মহান আল্লাহ তাহাজ্জুদের অন্যতম সুফল বর্ণনা করে বলেন: {সম্ভবত তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত স্থানে (মাকামে মাহমুদ) অধিষ্ঠিত করবেন।} আলেমগণ বলেন: আল্লাহ তাআলা যখন কুরআনে ‘আসা’ (সম্ভবত/আশা করা যায়) শব্দ ব্যবহার করেন, তখন তা অবধারিত বিষয় হিসেবে গণ্য হয়। অর্থাৎ আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত করবেন; অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমাকে এমন এক উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করবেন যার জন্য সমগ্র সৃষ্টিজগত তোমার প্রশংসা করবে।

কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য এই প্রশংসিত স্থান নির্ধারিত থাকবে, আর মহান সুপারিশ (শাফাআতে কুবরা) এরই একটি অংশ। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই প্রশংসিত স্থানের অন্তর্ভুক্ত হলো মহান সুপারিশ। আর তা হলো এই যে, কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে এক বিশাল সমতল ময়দানে সমবেত করা হবে, যেখানে কোনো পাহাড়, বৃক্ষ, দালানকোঠা কিংবা নদী থাকবে না। সেখানে আহ্বানকারীর ডাক সবার কানে পৌঁছাবে এবং দৃষ্টি সবাইকে পরিবেষ্টন করবে। আহ্বানকারীর সাথে তাদের মাঝে কোনো আড়াল থাকবে না এবং দর্শকদের মাঝেও কোনো অন্তরায় থাকবে না, সবাই এক সমতলে অবস্থান করবে।

আর সূর্য নিকটবর্তী হবে, সূর্য তাদের এতটাই নিকটবর্তী হবে যে তা মাত্র এক মাইলের ব্যবধানে অবস্থান করবে। আর এই দিনটি দীর্ঘ হতে হতে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে।

সুবহানাল্লাহ! মানুষ যেখানে চব্বিশ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম নয়, সেখানে এই দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর।

তখন মানুষের ওপর এমন অসহনীয় উদ্বেগ ও উৎকর্ষা চেপে বসবে যা সহ্য করার ক্ষমতা তাদের থাকবে না। তখন তারা এই পরিস্থিতি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করতে পারে এমন কাউকে খুঁজে পেতে একে অপরের সাথে পরামর্শ করবে। আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে এই প্রেরণা দেবেন যে, তারা যেন আদমের কাছে যায়। আদম হলেন মানবজাতির পিতা, সকল মানুষের আদি পিতা একজনই, আর তিনি হলেন আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী মানুষ তার কাছেই ছুটে যায় যাকে সে সবচেয়ে বেশি হিতাকাজী ও উপকারী মনে করে। তাই তারা তাদের পিতার নিকট গিয়ে বলবে, "আপনি কি দেখছেন না আমরা কী কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি? আল্লাহ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, আপনাকে সবকিছুর নাম শিখিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের দিয়ে আপনাকে সিজদা করিয়েছেন; অর্থাৎ তিনি আপনাকে অনেক বড় মর্যাদা দান করেছেন। অতএব আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করুন..."

(ص: 182) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

اللَّهُ، فيعتذر يعتذر بماذا؟ يقول: إن الله نهاه عن أكل الشجرة فأكل منها، وهذه معصية، فهو خجلان من الله عز وجل، فكيف يشفع لكم عند الله؟ فيذهبون إلى نوح وهو أول الرسل من البشر، أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض هو نوح صلى الله عليه وسلم فيذكرونه بنعمة الله عليه، أنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ولكنه يعتذر، يعتذر بماذا؟ بقوله: {رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين} لأن الله وعده أن ينجيهم وأهله وكان أحد أبنائه كافراً لم ينج من الماء حتى قال له نوح: {يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء} يعني ولا أركب معك لأن الميأة عظيمة، فكيف كانت؟ السماء

فتحتها. في قراءة {فَفْتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ} وفي قراءة {فَفْتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ} وهي أعظم فتح الله أبواب السماء بماء منهجر غزير أشد من القرب وفجرنا الأرض عيوناً حتى التنور الذي هو محل النار وهو أشد الأرض يبوسة وأبعدها من الماء، بدأ التنور يفور فجرنا الأرض عيوناً، كل الأرض إذا كان السماء فتحت بماء منهجر، والأرض فجرت بالعيون كيف يكون منسوب المياه؟ يكون عظيماً عظيماً حتى صعد الماء إلى قمم الجبال.

وكانت امرأة معها صبي من الكفار الذين كفروا بنوح معها صبي، كلما ارتفع الماء في الجبل صعدت عليه، كلما ارتفع صعدت عليه، حتى وصل الماء إلى قمة الجبل فأرتفع المنسوب ووصل إلى كعبيها ثم إلى ركبتيها ثم أجمعها الماء فرفعت صبيها هكذا من أجل أن ينجو من الغرق، فتغرق هي والولد & ترجو أن ينجو من

আল্লাহর নিকট, তখন তিনি অপারগতা প্রকাশ করবেন। তিনি কী বলে অপারগতা প্রকাশ করবেন? তিনি বলবেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তা থেকে ভক্ষণ করেছেন। আর এটি ছিল একটি অবাধ্যতা। ফলে তিনি মহান আল্লাহর সামনে লজ্জা অনুভব করবেন। এমতাবস্থায় তিনি কীভাবে আল্লাহর নিকট তোমাদের জন্য সুপারিশ করবেন? অতঃপর তারা নূহের কাছে যাবে, আর তিনি হলেন মানবজাতির মধ্যে প্রথম রাসূল। আল্লাহ তাআলা পৃথিবীবাসীর নিকট সর্বপ্রথম যে রাসূলকে প্রেরণ করেছেন, তিনি হলেন নূহ (তাঁর ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক)। তারা তাঁকে তাঁর ওপর আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে যে, তিনি হলেন পৃথিবীবাসীর নিকট প্রেরিত প্রথম রাসূল। কিন্তু তিনিও অপারগতা প্রকাশ করবেন। তিনি কী বলে অপারগতা প্রকাশ করবেন? তাঁর এই উক্তির মাধ্যমে: "হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত এবং আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য, আর আপনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক।" কারণ আল্লাহ তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আর তাঁর এক পুত্র ছিল কাফির, যে প্লাবন থেকে রক্ষা পায়নি। এমনকি নূহ তাকে বলেছিলেন: "হে বৎস! আমাদের সাথে আরোহণ করো এবং কাফিরদের সঙ্গী হয়ো না।" সে বলেছিল: "আমি অচিরেই এমন এক পাহাড়ে আশ্রয় নেব যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে।" অর্থাৎ আমি তোমার সাথে আরোহণ করব না, কারণ পানি ছিল বিশাল।

সেই পানি কেমন ছিল? আকাশ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। এক পাঠরীতিতে রয়েছে: "অতঃপর আমি আকাশের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করে দিলাম প্রবল বর্ষণে।" অন্য পাঠরীতিতে রয়েছে: "অতঃপর আমি আকাশের দ্বারসমূহকে সজোরে উন্মুক্ত করে দিলাম।" এটি অত্যন্ত মহিমান্বিত বিষয়। আল্লাহ প্রবলবেগে নিপতিত পানির মাধ্যমে আকাশের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, যা মশকের পানির চেয়েও তীব্র ছিল। আর "আমি জমিনকে প্রসবণরূপে বিদীর্ণ করলাম"—এমনকি তন্দুর (চুলা) যা আগুনের স্থান এবং জমিনের সবচেয়ে শুষ্ক ও পানি থেকে দূরবর্তী অংশ, সেই তন্দুর থেকেও পানি উথলে উঠতে লাগল। আমি জমিনকে প্রসবণরূপে বিদীর্ণ করলাম—অর্থাৎ সমগ্র জমিন। যদি আকাশ প্রবল বর্ষণে উন্মুক্ত হয় এবং জমিন প্রসবণরূপে বিদীর্ণ হয়, তবে পানির উচ্চতা কেমন হবে? তা হবে অত্যন্ত বিশাল, এমনকি পানি পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।

কাফিরদের মধ্যে এক নারী ছিল যার সাথে একটি শিশু ছিল—যারা নূহের প্রতি কুফরি করেছিল। পাহাড়ে যখনই পানির স্তর বাড়ছিল, সে উপরে উঠছিল। যখনই পানি বাড়ছিল, সে আরও উপরে উঠছিল। শেষ পর্যন্ত পানি যখন পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে গেল এবং পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে তার টাখনু পর্যন্ত পৌঁছাল, তারপর হাঁটু পর্যন্ত, অতঃপর পানি তার মুখ পর্যন্ত পৌঁছে তাকে গ্রাস করল। তখন সে তার শিশুটিকে এভাবে উপরে তুলে ধরল যাতে সে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু সে এবং তার সন্তান উভয়েই ডুবে গেল, অথচ সে আশা করছিল যে শিশুটি রক্ষা পাবে—

(ص: 183) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الغرق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو نجا الله أحدا لنبي أم الصبي لكن والعياذ بالله قضى الله على أهل الأرض أن يغرقوا كلهم إلا من ركب في هذه السفينة. ابن نوح الذي كفر بأبيه أبي أن يركب، قال: {سأوي إلى جبل يعصمني من الماء} قال له أبوه {لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من

المغرقين} غرق لكن نوحاً عليه الصلاة والسلام قال: {رب إن ابني من أهلي وإن
وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير
صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهليين} سبحانه الله
كلام الله عز وجل لنبي من الأنبياء من أولي العزم: {إني أعظك أن تكون من
الجاهليين} فيأتون إلى نوح في ذلك اليوم نسأل الله أن ينجينا وإياكم من عذابه
يأتون إلى نوح ويقولوا اشفع لنا، فيذكر ذنبه أنه سأل ما ليس له به علم، والمذنب
ليس له وجه يشفع، المذنب لا يمكن أن يشفع عند من عصاه، لأنه ليس له وجه
فيعتذر.

فيذهبون إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم أبو الأنبياء الذي أمرنا أن نتبع ملته
ويذكرونه بنعمة الله عليه ولكنه يعتذر، يعتذر بأشياء ما تضره، ولكنه عليه الصلاة
والسلام بكمال إيمانه جعلها من الأشياء الضارة، فيذكر ما يذكر من العذر،
ويقول: اذهبوا إلى موسى.

يأتون موسى ويذكرونه بنعمة الله عليه، ولكنه يعتذر، بماذا

নিমজ্জন সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যদি আল্লাহ কাউকে রক্ষা
করতেন, তবে তিনি সেই শিশুটির জননীকে রক্ষা করতেন। কিন্তু আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা
করছি, আল্লাহ পৃথিবীর অধিবাসীদের ওপর এই ফয়সালা করেছিলেন যে, যারা এই নৌকায়
আরোহণ করেছে তারা ব্যতীত সবাই ডুবে যাবে।

নূহের পুত্র, যে তার পিতার সাথে কুফরি করেছিল, সে নৌকায় আরোহণ করতে অস্বীকার
করল। সে বলল: {আমি অচিরেই এমন এক পাহাড়ে আশ্রয় নেব যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা
করবে।} তার পিতা তাকে বললেন: {আজ আল্লাহর আদেশ থেকে রক্ষা করার কেউ নেই, তবে
তিনি যাকে দয়া করবেন।} অতঃপর তাদের উভয়ের মাঝে তরঙ্গ অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল এবং সে
নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হলো। সে ডুবে গেল, কিন্তু নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম বললেন:
{হে আমার রব! নিশ্চয়ই আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত, আর আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং
আপনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক। আল্লাহ বললেন: হে নূহ! নিশ্চয়ই সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়, কারণ
তার কাজ সৎ ছিল না। সুতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে আমাকে অনুরোধ

করো না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যেন তুমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হও।} সুবহানাল্লাহ! উলুল আযম নবীদের মধ্য থেকে একজন নবীর প্রতি মহান আল্লাহর বাণী: {আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যেন তুমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হও।} অতঃপর সেদিন মানুষ নূহের কাছে আসবে—আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের তাঁর আযাব থেকে মুক্তি দেন—তারা নূহের কাছে এসে বলবে, আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। তখন তিনি তাঁর সেই ভুলের কথা স্মরণ করবেন যে, তিনি এমন বিষয়ে আবেদন করেছিলেন যে সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল না। আর ত্রুটিযুক্ত ব্যক্তির সুপারিশ করার মতো মুখ থাকে না; যে অবাধ্যতা করেছে, সে তাঁর সামনে সুপারিশ করতে পারে না, কারণ ক্ষমা চাওয়ার মতো মুখ তার থাকে না।

অতঃপর তারা ইবরাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাবে, যিনি নবীদের পিতা এবং যাঁর আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ আমাদের দেওয়া হয়েছে। তারা তাঁকে তাঁর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে, কিন্তু তিনি অপারগতা প্রকাশ করবেন। তিনি এমন সব বিষয়ে ওজর পেশ করবেন যা প্রকৃতপক্ষে তাঁর কোনো ক্ষতি করেনি, কিন্তু তাঁর ঈমানের পূর্ণতার কারণে তিনি সেগুলোকে ক্ষতিকর বিষয় হিসেবে গণ্য করবেন। তিনি নিজ ওজরসমূহ বর্ণনা করবেন এবং বলবেন: তোমরা মূসার কাছে যাও।

তারা মূসার কাছে আসবে এবং তাঁকে তাঁর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে, কিন্তু তিনিও অপারগতা প্রকাশ করবেন। কী কারণে—

(ص: 184) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

يعتذر؟ يقول: إنه قتل نفسا لم يؤذن له بقتلها حين قتل القبطي الذي استغاثه عليه الإسرائيلي، إسرائيلي من بني إسرائيل كان مع قبطي يتنازعان، وكان موسى من أشد الناس صرامة قوياً شديداً، وهذا من حكمة الله، لأن بني إسرائيل لا

ينفَعهم إلا الأقوياء الأَشداء، فبعثه الله إلى بني إسرائيل، فلما رأى هذا القبطي قد استغاثه الإسرائيلي عليه وكزة موسى يعني أعطاه وكزة بيده، ففضى عليه.

فقال يعتذر أنه قتل نفساً لم يؤمر بقتلها، اذهبوا إلى عيسى، فيذهبون إلى عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، الذي هو آخر الرسل قبل محمد عليه الصلاة والسلام، ليس بينه وبينه نبي ولا رسول، ولكنه يعتذر بدون أن يذكر شيئاً، لكنه يدلهم على من هو أكمل منه، وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه أسأل الله تعالى أن يدخلني وإياكم في شفاعته يأتون إلى محمد فيقول: أنا لها ويذهب ويسجد تحت العرش بعد إذن الله عز وجل، ثم يؤذن له بالشفاعة فيشفع، فينزل الرب عز وجل للقضاء بين عباده، فيقضي بينهم ويستريحون من هذا الموقف.

هذا المقام يا إخواني هل يحمد عليه الرسول؟ نعم لا شك كل الأنبياء الكرام والرسل، أولو العزم كلهم يعتذرون حتى تصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وانظر كيف كانت هذه السلسلة، يعني لو شاء الله تبارك وتعالى

তিনি কি ওজর পেশ করবেন? তিনি বলবেন: তিনি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন যাকে হত্যার অনুমতি তাঁকে দেওয়া হয়নি; যখন তিনি সেই কিবতিকে হত্যা করেছিলেন, যার বিরুদ্ধে এক ইসরায়েলি ব্যক্তি তাঁর কাছে সাহায্য চেয়েছিল। বনী ইসরায়েলের এক ব্যক্তি এক কিবতির সাথে বিবাদে লিপ্ত ছিল। মূসা ছিলেন মানুষের মধ্যে অন্যতম কঠোর, অত্যন্ত শক্তিশালী ও দৃঢ়চেতা; আর এটি ছিল আল্লাহর প্রজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত, কারণ বনী ইসরায়েলের জন্য শক্তিশালী ও কঠোর ব্যক্তিরাই ছিল কল্যাণকর। তাই আল্লাহ তাঁকে বনী ইসরায়েলের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। অতঃপর যখন তিনি দেখলেন যে ইসরায়েলি ব্যক্তিটি ওই কিবতির বিরুদ্ধে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছে, তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন—অর্থাৎ হাত দিয়ে এক প্রচণ্ড আঘাত করলেন—আর তাতেই তার মৃত্যু হলো।

অতঃপর তিনি এই বলে ওজর পেশ করবেন যে, তিনি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন যাকে হত্যার নির্দেশ তাঁকে দেওয়া হয়নি। তিনি বলবেন, "তোমরা ঈসার কাছে যাও।" অতঃপর তারা মারইয়াম-পুত্র ঈসা (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর কাছে যাবে, যিনি মুহাম্মদ (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর পূর্ববর্তী সর্বশেষ রসূল; তাঁর ও মুহাম্মদের

মাঝে আর কোনো নবী বা রসূল নেই। কিন্তু তিনিও কোনো সুনির্দিষ্ট ত্রুটির কথা উল্লেখ না করেই ওজর পেশ করবেন, তবে তিনি তাঁদেরকে এমন একজনের দিকে পথনির্দেশ করবেন যিনি তাঁর চেয়েও অধিক পূর্ণতার অধিকারী, আর তিনি হলেন মুহাম্মদ (তাঁর ওপর আল্লাহর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক)। আমি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাকে ও আপনাদেরকে তাঁর সুপারিশের অন্তর্ভুক্ত করেন। তারা যখন মুহাম্মদের কাছে আসবে, তখন তিনি বলবেন: "আমিই এর জন্য প্রস্তুত।" এরপর তিনি যাবেন এবং মহান আল্লাহর অনুমতিক্রমে আরশের নিচে সিজদাবনত হবেন। অতঃপর তাঁকে সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হবে এবং তিনি সুপারিশ করবেন। তখন মহান প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের মধ্যে বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য সমাসীন হবেন। তিনি তাঁদের মধ্যে ফয়সালা করবেন এবং তারা এই দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবস্থান থেকে মুক্তি লাভ করবে।

হে আমার ভ্রাতৃবৃন্দ, এই যে সুউচ্চ মর্যাদা, এর জন্য কি রসূল প্রশংসিত হবেন? হ্যাঁ, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সকল সম্মানিত নবী ও রসূলগণ, এমনকি উলুল আযম (দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ) রসূলগণ পর্যন্ত সকলেই ওজর পেশ করবেন, অবশেষে বিষয়টি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে পৌঁছাবে। আর লক্ষ্য করুন এই পরম্পরাটি কেমন ছিল; অর্থাৎ, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা যদি চাইতেন...

(ص: 185) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

لدهم على محمد من أول الأمر، لكن ليظهر فضل هذا النبي الكريم، صلوات الله وسلامه عليه، ويتحقق قوله تعالى: {عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً} ونعم هذا المقام مقاماً، فصلوات الله وسلامه عليه، وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام عن الآيات.

যাতে শুরু থেকেই তাঁদেরকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দিকে পথপ্রদর্শন করা হয়, কিন্তু (এটি করা হয়েছে) যাতে এই মহিমাম্বিত নবীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয় এবং মহান আল্লাহর এই বাণীর বাস্তবতা পরিলক্ষিত হয়: “সম্ভবত আপনার প্রতিপালক আপনাকে এক

প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত করবেন।” আর কতই না চমৎকার এই সম্মানজনক স্থান! সুতরাং তাঁর প্রতি আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক। আর ইনশাআল্লাহ, এই আয়াতসমূহ সংক্রান্ত অবশিষ্ট আলোচনা সামনে আসবে।

(ص: 186) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

باب فضل قيام الليل

قال الله تعالى: {ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا} وقال تعالى: {تتجافى جنوبهم عن المضاجع} وقال تعالى {كانوا قليلا من الليل ما يهجعون} قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب فضل قيام الليل، ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: {ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا} وسبق الكلام على هذه الآية، ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى {تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطعنا ومما رزقناهم ينفقون} هذا في سياق قوله تعالى: {إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون} فوصفهم الله عز وجل بهذه الأوصاف الجليلة: إذا ذكروا بآيات الله خروا سجدا، أي خروا سجدا فيما يتطلب السجود فلا يستكبرون عن وضع جباههم وأنوفهم على الأرض بل يتذللون لله إذا أمر بالسجود سجدوا، ويحتمل أن يكون معنى قوله: {خروا سجدا} أي: أن المراد بذلك كمال التذلل لله بالعبادة، سواء كان سجدة أو غيرها، {وسبحوا بحمد ربهم}

তাহাজ্জুদ বা রাত্রিকালীন ইবাদতের ফযীলত সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: "এবং রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় করুন, যা আপনার জন্য একটি অতিরিক্ত কর্তব্য; আশা করা যায় আপনার প্রতিপালক আপনাকে প্রশংসিত স্থানে

অধিষ্ঠিত করবেন।" আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা হতে পৃথক থাকে।" আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "তারা রাতের সামান্য অংশই নিদ্রায় অতিবাহিত করত।" গ্রন্থকার ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়ায়ুস সালিহীন' গ্রন্থে 'তাহাজ্জুদ বা রাত্রিকালীন ইবাদতের ফযীলত' নামক পরিচ্ছেদে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার এই বাণী উল্লেখ করেছেন: "এবং রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় করুন, যা আপনার জন্য একটি অতিরিক্ত কর্তব্য; আশা করা যায় আপনার প্রতিপালক আপনাকে প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত করবেন।" এই আয়াতের ব্যাখ্যা ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। অতঃপর তিনি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার বাণী উল্লেখ করেছেন: "তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা হতে পৃথক থাকে, তারা তাদের প্রতিপালককে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।" এটি মহান আল্লাহর এই বাণীর প্রেক্ষাপটে বর্ণিত হয়েছে: "কেবল তারাই আমার আয়াতসমূহের ওপর ঈমান আনে, যাদেরকে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলে তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করে, আর তারা অহংকার করে না।" আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাঁদেরকে এই সুমহান গুণাবলীতে বিশেষিত করেছেন: যখন তাঁদের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ উল্লেখ করা হয়, তখন তাঁরা সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। অর্থাৎ, যে ক্ষেত্রে সিজদা করার প্রয়োজন হয় সেখানে তাঁরা সিজদাবনত হন; তাঁরা মাটিতে কপাল ও নাক ঠেকিয়ে সিজদা করতে কোনো প্রকার অহংকার করেন না, বরং আল্লাহর নির্দেশের সামনে নিজেদের তুচ্ছ জ্ঞান করে অবনত হন এবং সিজদার নির্দেশ পেলে সিজদা করেন। আবার এর অর্থ এমনটিও হতে পারে যে, 'সিজদায় লুটিয়ে পড়া' বলতে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি চরম বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশ করাকে বোঝানো হয়েছে, চাই তা সিজদা হোক বা অন্য কিছু। "এবং তারা তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে।"

أي: سبحوا الله سبحانه وتعالى، وتسبيح الله يعني: تنزيهه عن كل نقص وعيب، هذا هو التسبيح، سبحت الله يعني نزّهته وبرأته من كل نقص وعيب، لأنه جل وعلا كامل الصفات، إذ ينتفى عنه جميع النقائص.

وقوله: {بحمد ربهم} الباء للمصاحبة، أي سبحوا الله تسبيحاً مقروناً بالحمد مصاحباً به.

والحمد هو: وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم.

هذا معنى الحمد، حمدت الله يعني: اعتقدت أن له أوصافاً كاملة، وذكرت بلساني ذلك، فإن كرر المدح صار ثناء، كما يدل على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثني علي عبدي {وهم لا يستكبرون} يعني: لا يستكبرون عن عبادة الله، إذا أمرهم الله امتثلوا الأمر بذل وخضوع، وشعور بالعبودية، وشعور بكمال الألوهية والربوبية لله عز وجل.

{تتجافى} أي: تتباعد جنوبهم، عن المضاجع، أي: عن المراقدة فهم يحيون الليل بالصلاة وذكر الله عز وجل، وإذا أتموا صلاتهم ختموا ذلك بالاستغفار، كما قال تعالى: {وبالأسحار هم يستغفرون} & قال بعض السلف: هذا يدل على كمال معرفتهم بأنفسهم، يقومون

অর্থাৎ: তোমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার তাসবিহ পাঠ করো। আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করার অর্থ হলো: তাঁকে যাবতীয় ত্রুটি ও দোষ থেকে পবিত্র ঘোষণা করা। এটাই তাসবিহ। ‘আমি আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করেছি’ মানে হলো—আমি তাঁকে যাবতীয় ত্রুটি ও বিচ্ছৃতি থেকে পবিত্র ও মুক্ত সাব্যস্ত করেছি। কারণ তিনি সুমহান ও সুউচ্চ এবং সকল গুণাবলি বা সিফাতে পরিপূর্ণ; যেহেতু তাঁর সত্তা থেকে সকল প্রকার অপূর্ণতা অপসারিত।

আর তাঁর বাণী: {তাদের রবের প্রশংসার সাথে}—এখানে ‘বা’ বর্ণটি সাহচর্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ: তোমরা আল্লাহর এমন তাসবিহ পাঠ করো যা প্রশংসার সাথে মিলিত ও অবিচ্ছেদ্য।

আর ‘হামদ’ বা প্রশংসা হলো: মহব্বত ও তাজিমের সাথে প্রশংসিত সত্তাকে পূর্ণতার গুণাবলিতে ভূষিত করা।

এটিই প্রশংসার অর্থ। আমি আল্লাহর প্রশংসা করেছি মানে হলো: আমি এই বিশ্বাস পোষণ করেছি যে, তাঁর জন্য পূর্ণাঙ্গ গুণাবলি রয়েছে এবং আমি জিহ্বা দ্বারা তা ব্যক্ত করেছি। যদি প্রশংসার পুনরাবৃত্তি করা হয়, তবে তা ‘সানা’ বা স্তুতিতে পরিণত হয়; যেমনটি আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী (সা.) বলেছেন: “আমি নামাজকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দুই ভাগে ভাগ করেছি। যখন বান্দা বলে: ‘সকল প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য’, তখন আল্লাহ বলেন: ‘আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল’। আর যখন সে বলে: ‘পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু’, তখন আল্লাহ বলেন: ‘আমার বান্দা আমার স্তুতি করল’।” {এবং তারা অহংকার করে না} অর্থাৎ: তারা আল্লাহর ইবাদত থেকে অহংকার করে না। যখন আল্লাহ তাদের কোনো আদেশ করেন, তখন তারা হীনতা ও বিনয়ের সাথে, দাসত্বের অনুভূতি নিয়ে এবং আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লার উলুহিয়াত ও রুবুবিয়াতের পূর্ণাঙ্গ অনুভূতির সাথে সেই আদেশ পালন করে।

{আলাদা থাকে} অর্থাৎ: তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে বা শয্যা থেকে দূরে থাকে। তারা সালাত ও আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লার জিকিরের মাধ্যমে রাত অতিবাহিত করে। আর যখন তারা তাদের সালাত সম্পন্ন করে, তখন ইস্তিগফারের মাধ্যমে তার সমাপ্তি ঘটায়; যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: {আর শেষ রাতে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত}। কোনো কোনো সালাফ (পূর্বসূরি) বলেছেন: এটি তাদের নিজেদের সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানের পরিচয় দেয়; তারা যখন দণ্ডায়মান হয়...

الليل، ثم يستغفرون في آخر الليل خوفاً من أن يكونوا قصرُوا مع الله عز وجل.
 {يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً} يَدْعُونَ اللَّهَ دَعَاءَ الْمَسْأَلَةِ، وَدَعَاءَ الْعِبَادَةِ.
 دَعَاءُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَقُولُوا: يَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا، يَا رَبَّنَا اغْنِنَا، يَا رَبَّنَا يَسِّرْ أُمُورَنَا، يَا رَبَّنَا
 اشرح صدورنا هذا دَعَاءُ الْمَسْأَلَةِ.
 أما دَعَاءُ الْعِبَادَةِ أَنْ يَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَيَصُومُوا رَمَضَانَ وَيَحْجُوا الْبَيْتَ،
 وَيَبْرُوا الْوَالِدَيْنِ، وَيَصِلُوا الْأَرْحَامَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادَاتِ، وَكَانَتِ الْعِبَادَةُ دَعَاءً
 لَأَنَّكَ لَوْ سَأَلْتَ الْعَبْدَ: لِأَيِّ شَيْءٍ تَعْبُدُ اللَّهَ؟ لَقَالَ: لِنَيْلِ رِضْوَانِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ دَاعٍ
 بِلِسَانِ الْحَالِ وَقَدْ يَصْحَبُهُ دَعَاءُ بِلِسَانِ الْمَقَالِ، فَالصَّلَاةُ مِثْلًا فِيهَا دَعَاءٌ، يَدْعُو
 الْإِنْسَانُ فِيهَا بِدَعَاءِ رُكْنٍ فِي الصَّلَاةِ، إِذَا لَمْ تَدْعُ فِي الصَّلَاةِ بِهَذَا الدَّعَاءِ بَطَلَتْ
 صَلَاتُكَ، فِي أَيِّ مَوْضِعٍ؟ ! فِي الْفَاتِحَةِ {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} هَذَا دَعَاءُ رُكْنٍ فِي
 الْعِبَادَةِ لَوْ تَرَكْتَهُ مَا صَحَّتْ صَلَاتُكَ، فَالصَّلَاةُ دَعَاءٌ بِلِسَانِ الْحَالِ وَدَعَاءٌ بِلِسَانِ الْمَقَالِ،
 وَلِهَذَا قَالَ: {يَدْعُونَ رَبَّهُمْ} أَيُّ: يَعْبُدُونَهُ وَيَسْأَلُونَهُ.
 {خَوْفاً وَطَمَعاً} خَوْفاً مِنْ عِقَابِهِ وَطَمَعاً فِي ثَوَابِهِ، لِأَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا الْمَحْرَمَ عَاقَبُوا، وَإِنْ
 تَرَكَوا الْمَحْرَمَ وَقَامُوا بِالْوَاجِبِ أَثِيبُوا، فَهُمْ خَائِفُونَ طَامِعُونَ، وَقِيلَ: خَوْفاً مِنْ
 ذُنُوبِهِمْ وَطَمَعاً فِي فَضْلِ اللَّهِ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا نَظَرَ إِلَى نَفْسِهِ وَإِلَى ذُنُوبِهِ خَافَ، لِأَنَّهَا ذُنُوبٌ
 أَثْقَلُ مِنَ الْجِبَالِ، وَأَكْثَرُ مِنَ الرَّمَالِ نَسَأَلَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَعَامِلَنَا بِعَفْوِهِ وَإِنْ نَظَرَ إِلَى
 سَعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ وَسَعَةِ عَفْوِهِ، وَأَنْ الْعَفْوُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ

রাত, অতঃপর তারা রাতের শেষাংশে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এই ভয়ে যে,
 তারা হয়তো তাঁর প্রতি যথাযথ কর্তব্য পালনে কোনো ত্রুটি করে ফেলেছেন।

{তারা তাদের রবকে ভয় ও আশা নিয়ে ডাকে} তারা আল্লাহকে ডাকার ক্ষেত্রে যাব্ধগ বা
 প্রার্থনামূলক দুআ এবং ইবাদতমূলক দুআ—উভয় মাধ্যমেই ডাকেন।

প্রার্থনামূলক দুআ হলো তাদের এই কথা বলা: হে আমাদের রব, আপনি আমাদের ক্ষমা করুন;
 হে আমাদের রব, আপনি আমাদের অভাবমুক্ত করুন; হে আমাদের রব, আপনি আমাদের

কার্যাবলি সহজ করে দিন; হে আমাদের রব, আপনি আমাদের বক্ষ প্রশস্ত করে দিন—এগুলোই হলো প্রার্থনামূলক দুআ।

আর ইবাদতমূলক দুআ হলো—নামাজ কায়েম করা, জাকাত প্রদান করা, রমজানের রোজা রাখা, আল্লাহর ঘরের হজ করা, পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করা, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখাসহ অন্যান্য ইবাদতসমূহ। ইবাদতকেও দুআ বলা হয়েছে কারণ আপনি যদি কোনো বান্দাকে জিজ্ঞেস করেন: তুমি কেন আল্লাহর ইবাদত করছ? তবে সে বলবে: মহান আল্লাহর সম্ভৃষ্টি লাভের জন্য। অতএব সে তার অবস্থার জবান বা কার্যের মাধ্যমে মূলত প্রার্থনাকারী, আর অনেক সময় তার সাথে কথার জবান বা মৌখিক প্রার্থনাও যুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, নামাজের মধ্যেই দুআ রয়েছে; মানুষ তাতে এমন এক দুআ করে যা নামাজের রুকন বা অত্যাবশ্যকীয় অংশ। আপনি যদি নামাজে সেই দুআটি না করেন, তবে আপনার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। সেটি কোন স্থানে? সূরা ফাতিহাতে: {আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন}—এটি ইবাদতের মধ্যে একটি রুকন পর্যায়ের দুআ, যা ত্যাগ করলে নামাজ শুদ্ধ হবে না। সুতরাং নামাজ হলো কার্যের মাধ্যমে প্রার্থনা এবং মুখের কথার মাধ্যমে প্রার্থনা। আর একারণেই তিনি বলেছেন: {তারা তাদের রবকে ডাকে} অর্থাৎ তারা তাঁর ইবাদত করে এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করে। {ভয় ও আশা নিয়ে} অর্থাৎ তাঁর শাস্তির ভয়ে এবং তাঁর পুরস্কারের আশায়। কারণ তারা যদি নিষিদ্ধ কাজ করে তবে শাস্তি পাবে, আর যদি নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করে এবং ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় কর্তব্য পালন করে তবে পুরস্কৃত হবে। সুতরাং তারা ভীত ও আশাবাদী। আবার বলা হয়েছে: নিজেদের গুনাহের কারণে ভীত এবং আল্লাহর অনুগ্রহের প্রত্যাশায় আশাবাদী। কেননা মানুষ যখন নিজের দিকে এবং নিজের গুনাহের দিকে তাকায় তখন সে ভীত হয়, কারণ সেই গুনাহগুলো পাহাড়ের চেয়েও ভারী এবং বালুকণার চেয়েও অধিক; আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের সাথে তাঁর ক্ষমার আচরণ করেন। পক্ষান্তরে, যখন সে আল্লাহর রহমতের প্রশস্ততা এবং তাঁর ক্ষমার ব্যাপকতার দিকে তাকায়, এবং এই দিকে লক্ষ্য করে যে ক্ষমা করা তাঁর কাছে অধিক প্রিয়...

العقوبة، وأنه يفرح بتوبة عبده المؤمن، أشد من أي فرح في الدنيا كلها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحاً باللام هذه للابتداء، وهي للتوكيد، لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم كان معه راحلته عليها طعامه وشرابه فأضلت ضاعت منه في أرض فلاة ما حوله أحد، فضاعت، طلبها فلم يجدها، فيئس من الحياة، فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، ما بقي إلا أن يموت، فإذا بخطام الناقة متعلقاً بالشجرة خطام يعني: زمام فقام وأخذه وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك هو يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك لكن من شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فאלله جل وعلا أشد فرحاً بتوبة عبده من هذا الرجل براحلته. إذا نحن نطمع في فضل الله، ذنوبنا كثيرة عظيمة، لكن فضل الله أوسع، ورحمته أوسع، إذا كانت الصلوات الخمس تكفر ما بينها إذا لم ترتكب الكبائر فهذا فضل عظيم، فعلى كل حال، هم يدعون الله خوفاً وطبعاً، خوفاً من عذابه، وطبعاً في ثوابه، خوفاً من ذنوبهم، وطبعاً في فضله، كل الأوجه صحيحة.

{ومما رزقناهم ينفقون} من: للتبعيض يعني: ينفقون بعض ما رزقناهم، لأنه لا ينبغي للإنسان أن يتصدق بكل ماله، ولهذا لما قال أبو لبابة يا رسول الله إني أتصدق بكل مالي.

قال: يكفيك

শাস্তি, এবং নিশ্চয়ই তিনি তাঁর মুমিন বান্দার তাওবায় এই পৃথিবীর যে কোনো আনন্দের চেয়েও অধিক আনন্দিত হন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ নিশ্চয়ই অধিক আনন্দিত হন—এখানে ‘লাম’ বর্ণটি প্রারম্ভিক এবং তা গুরুত্ব বা নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য—আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবায় তোমাদের সেই ব্যক্তির চেয়েও অধিক আনন্দিত হন, যার সাথে একটি সওয়ারি ছিল এবং যাতে তার খাদ্য ও পানীয় ছিল, অতঃপর তা কোনো এক নির্জন মরু প্রান্তরে তার কাছ থেকে হারিয়ে গেল যেখানে আশেপাশে কেউ ছিল না। সে সেটি তালিশ করল কিন্তু পেল না, ফলে সে জীবনের আশা ছেড়ে দিল এবং একটি গাছের নিচে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় শুয়ে পড়ল; তার মৃত্যু আসন্ন ছিল। এমতাবস্থায় হঠাৎ সে দেখল উটের লাগামটি

গাছের সাথে ঝুলে আছে—‘খিতাম’ অর্থ হলো লাগাম—অতঃপর সে উঠে সেটি ধরল এবং আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠল: ‘হে আল্লাহ, আপনি আমার বান্দা আর আমি আপনার রব’। সে মূলত বলতে চেয়েছিল: ‘হে আল্লাহ, আপনি আমার রব আর আমি আপনার বান্দা’, কিন্তু চরম আনন্দের আতিশয্যে সে বলে ফেলেছে: ‘হে আল্লাহ, আপনি আমার বান্দা আর আমি আপনার রব’। সুতরাং আল্লাহ জালা ওয়া আলা তাঁর বান্দার তাওবায় এই ব্যক্তির সওয়ারি ফিরে পাওয়ার আনন্দের চেয়েও অধিক আনন্দিত হন।

সুতরাং আমরা আল্লাহর অনুগ্রহের প্রত্যাশা করি; আমাদের গুনাহ অনেক ও বিশাল, কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ আরও প্রশস্ত এবং তাঁর রহমত আরও ব্যাপক। যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তাদের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহকে মোচন করে দেয়—যদি কবির গুনাহ সংঘটিত না হয়—তবে এটি একটি মহান অনুগ্রহ। যা-ই হোক, তারা আল্লাহকে ভয় ও আশার সাথে ডাকে; তাঁর আজাবের ভয়ে এবং তাঁর সওয়ারের আশায়, তাদের গুনাহের কারণে ভয়ে এবং তাঁর অনুগ্রহের আশায়; সকল ব্যাখ্যাই সঠিক।

{এবং আমি তাদের যা রিজিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে} এখানে ‘মিন’ অব্যয়টি অংশবাচকতা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ: তারা তাদের প্রাপ্ত রিজিকের কিছু অংশ ব্যয় করে; কারণ মানুষের জন্য তার সমস্ত সম্পদ সদকা করে দেওয়া সমীচীন নয়। এই কারণেই যখন আবু লুবাবা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আমার সমস্ত সম্পদ সদকা করে দিচ্ছি...

তিনি বললেন: তোমার জন্য (এর কিছু অংশই) যথেষ্ট।

(ص: 190) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الثالث، تصدق بالثلث حتى إن العلماء قالوا: إذا نذر الصدقة بآله كله أجزاء ثلثه، لأن هذا هو المذكور فعلى هذا تكون (من) للتبعيض، يعني: ينفقون شيئاً مما رزقناهم.

وقيل: إن (من) للبيان، لبيان الجنس، فينفقون حسب الحال، قد ينفقون قليلاً أو كثيراً، الثلث، أو النصف، أو الكل، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه عندما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فتصدق أبو بكر بكل ماله، وتصدق عمر بشطر ماله بالنصف قال: الآن أسبق أبا بكر، لأن الصحابة يتسابقون، ليس حسداً ولكن تسابق في الخيرات فلما جاء بنصف ماله وإذا أبو بكر قد تصدق بكل ماله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. قال لعمر: ما تركت؟ ! قال: تركت النصف، ثم قال عمر: والله لا أسابقه على شيء أبداً بعد اليوم.

لأن أبا بكر رضي الله عنه له سوابق، فضائل لا يلحقه لا عمر، ولا عثمان، ولا علي، ولا من دونهم.

الهم أنهم ينفقون مما رزقهم الله.

فما هو الجزاء وما هي الثمرة؟ ! { فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون } اللهم اجعلنا منهم يا رب.

এক-তৃতীয়াংশ; তিনি এক-তৃতীয়াংশ দান করেছেন। এমনকি ওলামায়ে কেরাম বলেছেন: যদি কেউ তার সমস্ত সম্পদ সদকা করার মানত করে, তবে তার এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করলেই তা যথেষ্ট হবে, কারণ শরিয়তে এটিই বর্ণিত হয়েছে। এই মতানুসারে, 'মিন' অব্যয়টি আংশিকতা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ: আমি তাদের যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা কিছুটা ব্যয় করে।

আবার কেউ কেউ বলেছেন: 'মিন' এখানে শ্রেণি বা ধরন স্পষ্ট করার জন্য এসেছে। ফলে তারা অবস্থা অনুযায়ী ব্যয় করে থাকে; কখনো অল্প, কখনো বেশি, কখনো এক-তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধেক, আবার কখনো বা পুরো সম্পদই। যেমনটি আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) করেছিলেন যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সদকা করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। তখন আবু বকর তাঁর সমস্ত সম্পদ সদকা করে দিয়েছিলেন এবং ওমর তাঁর সম্পদের অর্ধেক সদকা করেছিলেন। ওমর বলেছিলেন: আজ আমি আবু বকরকে ছাড়িয়ে যাব। কারণ সাহাবীগণ একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন; তবে তা হিংসাবশত নয়, বরং নেক

কাজের প্রতিযোগিতা। অতঃপর ওমর যখন তাঁর অর্ধেক সম্পদ নিয়ে এলেন, তখন দেখলেন আবু বকর তাঁর সমস্ত সম্পদই সদকা করে দিয়েছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবু বকরকে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি তোমার পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ? তিনি উত্তর দিলেন: আমি তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।

তিনি ওমরকে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কী রেখে এসেছ?! তিনি বললেন: আমি অর্ধেক রেখে এসেছি। এরপর ওমর বললেন: আল্লাহর কসম, আজকের পর থেকে আমি আর কখনোই কোনো বিষয়ে তাঁর সাথে প্রতিযোগিতা করব না।

কারণ আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর এমন সব অগ্রগণ্য মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, যা ওমর, উসমান, আলী কিংবা তাঁদের পরবর্তী কারোর পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়।

মূল কথা হলো, আল্লাহ তাঁদের যে রিযিক দান করেছেন তা থেকে তাঁরা ব্যয় করেন।

তবে এর প্রতিদান ও ফলাফল কী?! "কেউই জানে না তাদের জন্য নয়নাভিরাম কী কী পুরস্কার গোপন রাখা হয়েছে তাদের কর্মের প্রতিদানস্বরূপ।" হে আল্লাহ! আমাদের তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করুন, হে প্রতিপালক।

(ص: 191) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وذلك في جنات النعيم، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، أتظنون أن قول الله تعالى: {فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرَمَانٌ} أتظنون أن النخل والرمان والفاكهة كالذي في الدنيا؟ لا والله، ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسواء، اسم الرمان لكن لا يمكن أن يخطر على بالك، اسم النخل لكن لا يخطر على بالك، اسم الفاكهة لكن ما تخطر على بالك: {فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون} نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الأبرار الكرام البررة إنه على كل شيء قدير. قال تعالى: {كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون}

1160 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف في كتابه رياض الصالحين باب فضل قيام الليل، وذكر آيات ثلاثا، تكلمنا عن اثنتين منها، فهذه هي الثالثة، وهي قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون هذه من

কোনো প্রাণই জানে না তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কী নেয়ামত লুকিয়ে রাখা হয়েছে; আর তা হলো নেয়ামতপূর্ণ জালাতসমূহে, যাতে এমন কিছু রয়েছে যা কোনো চক্ষু দেখেনি, কোনো কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং কোনো মানুষের হৃদয়ে যা কখনো কল্পনাতেও আসেনি। আপনারা কি মনে করেন মহান আল্লাহর এই বাণী: {সে দুটিতে রয়েছে ফলমূল, খেজুর ও ডালিম}—আপনারা কি মনে করেন যে জালাতের খেজুর, ডালিম এবং ফলমূল এই দুনিয়ার মতো? না, আল্লাহর কসম, জালাতে দুনিয়ার কোনো কিছুই বিদ্যমান নেই কেবল নামগুলো ছাড়া। ডালিম একটি নাম মাত্র, কিন্তু এর প্রকৃত স্বরূপ আপনার মনে উদ্ভিত হওয়া সম্ভব নয়; খেজুর একটি নাম, কিন্তু তা আপনার কল্পনায় আসবে না; ফলমূল একটি নাম, কিন্তু তা আপনার চিন্তায় আসবে না: {অতঃপর কোনো ব্যক্তিই জানে না তাদের জন্য তাদের আমলের প্রতিদানস্বরূপ নয়নপ্রীতিকর কী সামগ্রী গোপন করে রাখা হয়েছে}। আমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের এই সম্মানিত পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করেন; নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

মহান আল্লাহ বলেন: {তারা রাতের সামান্য অংশই নিদ্রায় অতিবাহিত করত}

১১৬০ - আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন এমনকি তাঁর পদযুগল ফেটে যেত। তখন আমি তাঁকে বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন এমন করছেন, অথচ আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে? তিনি বললেন: "তবে কি আমি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?"

[ব্যাখ্যা]

লেখক তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে 'রাতের সালাতের ফযিলত' পরিচ্ছেদে তিনটি আয়াতের অবতারণা করেছেন। আমরা ইতিপূর্বে এর দুটির ব্যাখ্যা করেছি; এটি হলো তৃতীয় আয়াত, যা মহান আল্লাহর বাণী: {তারা রাতের সামান্য অংশই নিদ্রায় অতিবাহিত করত এবং শেষ রাতে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত}। এটি সেই...

(ম: 192) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

أوصاف المتقين الذين أعد الله لهم الجنات والعيون، من أوصافهم أنهم كانوا لا يهجعون من الليل إلا قليلا، وذلك أنهم يشتغلون بالقيام والتهجد وقراءة القرآن وغير ذلك.

قال الله تعالى: {إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك} فكانوا يقومون من الليل، ثم إذا فرغوا من القيام رأوا أنهم مقصرون، فجعلوا يستغفرون الله عز وجل، وبالأسحار يستغفرون.

وقال تعالى في سورة آل عمران: {والمستغفرين بالأسحار} أي في آخر الليل. ثم ذكر الأحاديث في ذلك، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل ويطيل القيام حتى تتفطر قدماه، لأن الدم ينزل فيها، فتتفطر، ف قيل: كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أن الشكر هو القيام بطاعة المنعم، وليس الإنسان إذا قال: أشكر الله.

هذا شكر باللسان، ولكن لا يكفي، لا بد من الشكر بالجوارح والقيام بطاعة الله عز وجل، وفي هذا دليل على تحمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعبادة ومحبتها لها، لأنه لا يمكن لأحد أن يفعل ذلك إلا لمحبة شديدة، ولهذا قال: جعلت قرّة عيني في الصلاة فالصلاة أحب الأعمال إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قام معه من الليل من أصحابه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قام معه ذات ليلة فأطال

মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য যাদের জন্য আল্লাহ জান্নাত ও ঝরণাসমূহ প্রস্তুত করেছেন, তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো যে তারা রাতের অতি সামান্য অংশই ঘুমাতে। আর এর কারণ হলো তারা কিয়ামুল লাইল, তাহাজ্জুদ, কুরআন তিলাওয়াত ও অন্যান্য ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন: "নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক জানেন যে, আপনি রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধেক এবং কখনো এক-তৃতীয়াংশ ইবাদতে দাঁড়িয়ে কাটান এবং আপনার সাথে যারা আছে তাদের একটি দলও।" তারা রাতে ইবাদতে দাঁড়াতে, অতঃপর যখন ইবাদত থেকে ফারেগ হতেন তখন নিজেদেরকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করতেন; তাই তারা মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে শুরু করতেন এবং শেষ রাতে তারা ইস্তিগফার করতেন। আল্লাহ তাআলা সূরা আল-ইমরানে বলেন: "এবং তারা শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।" অর্থাৎ রাতের শেষ প্রহরে।

অতঃপর তিনি এ বিষয়ে হাদিসসমূহ উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদিস যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতে ইবাদতে দাঁড়াতে এবং কিয়ামকে এতো দীর্ঘ করতেন যে তাঁর উভয় পা ফেটে যেত। কারণ সেখানে রক্ত জমা হয়ে তা ফেটে যেত। তখন তাঁকে বলা হলো: আপনি কেন এমন করছেন অথচ আল্লাহ আপনার পূর্বের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন? তিনি বললেন: "আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়া পছন্দ করব না?" সুতরাং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই আমলগুলোকে মহান আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া হিসেবে গণ্য করেছেন। এটি প্রমাণ করে যে, শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা হলো নেয়ামতদাতার আনুগত্যের মাধ্যমে ইবাদত সম্পাদন করা; কেবল মানুষের মুখে 'আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি' বলা নয়।

এটি জিহ্বা দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। বরং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যে দণ্ডায়মান হওয়া আবশ্যিক। এর মধ্যে ইবাদতের প্রতি

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম)-এর ধৈর্য ও ভালোবাসার প্রমাণ রয়েছে; কারণ অত্যধিক ভালোবাসা ব্যতীত কারো পক্ষে এমনটি করা সম্ভব নয়। এজন্যই তিনি বলেছেন: "সালাতকে আমার চোখের শীতলতা করা হয়েছে।" সুতরাং সালাত ছিল রাসূল (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল। সাহাবীদের মধ্য থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক রাতে তাঁর সাথে কিয়ামে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তিনি তা দীর্ঘ করেছিলেন।

(ص: 193) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القيام قال عبد الله: حتى هبت بأمر سوء، قالوا: بما هبت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هبت أن أجلس وأدعه. وهو شاب، أقل سناً من الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك عجز أن يكون كالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

ولكن لو قال قائل: هل الأفضل في قراءة الليل أن أطيل القيام، أو أن أطيل السجود والركوع؟ قلنا: انظر ما هو أصلح لقلبك، قد يكون الإنسان في حال السجود أخشع وأحضر قلباً، وقد يكون في حال القيام يقرأ القرآن ويتدبر القرآن، ويحصل له لطائف من كتاب الله عز وجل ما لا يحصل له في حال السجود، ولكن الأفضل أن يجعل صلاته متناسبة إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا قصر القيام قصر الركوع والسجود، حتى تكون متناسبة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم.

1164 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال: في أذنه

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম)-এর কিয়াম (দাঁড়ানো) প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) বলেন: এমনকি আমি একটি মন্দ কাজের সংকল্প করেছিলাম। তারা জিজ্ঞেস করলেন: হে আবু আবদুর রহমান! আপনি কী সংকল্প করেছিলেন? তিনি বললেন: আমি সংকল্প করেছিলাম যে, আমি বসে পড়ব এবং তাঁকে (দাঁড়ানো অবস্থায়) ছেড়ে দেব। অথচ তিনি ছিলেন একজন যুবক এবং রাসূল (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর চেয়ে বয়সে কনিষ্ঠ; তা সত্ত্বেও তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম)-এর মতো হতে (ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে) অক্ষম হলেন।

তবে যদি কেউ প্রশ্ন করে: রাতের কিরাআতের ক্ষেত্রে কি কিয়াম দীর্ঘ করা অধিক উত্তম, নাকি সাজদাহ ও রুকু দীর্ঘ করা? আমরা বলব: আপনার অন্তরের জন্য কোনটি অধিক সংশোধনকারী বা ফলপ্রসূ তা লক্ষ্য করুন। কোনো ব্যক্তি হয়তো সাজদাহ অবস্থায় অধিক বিনম্র ও একাগ্রচিত্ত হতে পারে, আবার কেউ কিয়ামের অবস্থায় কুরআন পাঠ ও তাতে গভীর মনোনিবেশ করে মহান আল্লাহর কিতাব থেকে এমন সব সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও হিকমত লাভ করতে পারে যা সাজদাহর অবস্থায় তার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে উত্তম হলো সালাতকে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখা; যখন কিয়াম দীর্ঘ হবে তখন রুকু ও সাজদাহও দীর্ঘ করবে, আর যখন কিয়াম সংক্ষিপ্ত হবে তখন রুকু ও সাজদাহও সংক্ষিপ্ত করবে, যাতে তা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সালাতের ন্যায় সুষম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

১১৬৪ - ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হলো যে ভোর হওয়া পর্যন্ত সারা রাত ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। তিনি বললেন: এ হলো সেই ব্যক্তি যার কানে শয়তান প্রস্রাব করে দিয়েছে। অথবা তিনি বললেন: যার কানদ্বয়ে।

(ص: 194) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

متفق عليه.

সর্বসম্মত।

1167 - وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

[الشَّرْحُ]

نقل المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل قيام الليل عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام.

اعلم أن خطاب الشرع إذا صدر بالنداء، دل ذلك على أهمية هذا الخطاب، لأن النداء يوجب تنبه المخاطب، فإنه فرق بين أن تقول الكلام مرسلاً وبين أن تنادي من تخاطب، فالثاني يكون أبلغ في التنبيه والانتباه.

يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام يعني: أظهروا وأعلنوا وأكثروا من السلام، والسلام يخاطب به المسلم والمسلم عليه، فإن المسلم ينبغي له أن يسلم كل من لاقاه ممن يستحق أن يسلم عليه، سواء عرفه، أو لم يعرفه.

والذي يستحق أن يسلم عليه هو المسلم الذي لا يحل هجره، أمّا الكافر فلا تبدأه بالسلام سواء كان كافراً لا ينتسب للإسلام، أو كان كافراً

১১৬৭ - আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "হে লোকসকল! তোমরা সালামের প্রসার ঘটান, অন্ন দান করো এবং রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন সালাত আদায় করো; তবে তোমরা শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদীসটি হাসান সহীহ।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার ইমাম নববী (রাহিমাল্লাহু) তাঁর 'রিয়াদুস সলিহীন' কিতাবের 'তাহাজ্জুদ বা কিয়ামুল লাইলের ফযীলত' পরিচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: হে লোকসকল! তোমরা সালামের প্রসার ঘটান।

জেনে রাখো যে, শরীয়তের বক্তব্য যখন আহ্বানের মাধ্যমে শুরু হয়, তখন তা সেই বক্তব্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে। কারণ আহ্বান সম্বোধিত ব্যক্তিকে সজাগ করতে বাধ্য করে। কেননা সাধারণ ভঙ্গিতে কথা বলা এবং কাউকে আহ্বান করে কথা বলার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি সতর্কতা ও মনোযোগ আকর্ষণের ক্ষেত্রে অধিকতর বলিষ্ঠ হয়।

তিনি বলছেন: "হে লোকসকল! তোমরা সালামের প্রসার ঘটান", অর্থাৎ: সালামকে প্রকাশ করো, ঘোষণা করো এবং এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি করো। সালামের মাধ্যমে একজন মুসলিম অন্যজনকে সম্বোধন করে থাকে। সুতরাং একজন মুসলিমের উচিত হলো, যার সাথেই তার সাক্ষাৎ হবে এবং যে সালাম পাওয়ার যোগ্য, তাকেই সালাম দেওয়া—চাই সে তাকে চিনুক বা না চিনুক।

আর যে ব্যক্তি সালাম পাওয়ার যোগ্য সে হলো সেই মুসলিম যাকে বর্জন করা বা যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা বৈধ নয়। পক্ষান্তরে কাফেরকে আগে সালাম দিবে না; চাই সে ইসলামের সাথে সম্পর্কহীন কাফের হোক কিংবা এমন কাফের যে...

(ص: 199) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

ينتسب للإسلام لكنه على بدعة مكفرة، فهذا لا تسلم عليه، لأنه لا يستحق، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام. وينبغي للمسلم أن يرفع صوته حتى يسمع، وألا يسلم بأنفه، لأن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يكون عنده كبرياء أو عنده جفاء، فإذا لاقاك سلم عليك بأنفه، لا تكاد تسمعه، هذا خلاف إفشاء السلام.

فإفشاء السلام أن ترفع صوتك وتجهر به: السلام عليك.
قال العلماء: إلا إذا سلم على قوم أيقاظ بينهم نيام، فلا ينبغي أن يرفع صوته رفعا يستيقظ به النيام، لأن هذا يؤذي النائمين.
ثم إن الصيغة المستحبة أن تقول السلام عليك إن كان المسلم عليه واحدا، وإن كانوا جماعة رجال تقول: السلام عليكم، وإن كانوا جماعة نساء تقول السلام عليكم، حسب المخاطب، ثم إنك إذا قلت: السلام عليك أو عليكم أو عليكن، فإنك تشعر أنك تدعو لهم بالسلامة، السلام عليكم ليست مجرد تحية، دعاء بالسلامة، كأن الله يسلم من كل الآفات من آفات الذنوب وآفات القلوب وآفات الأجسام وآفات الأعراض من كل آفة، ولهذا لو قلت: أهلا ومرحبا، بدل السلام، ما أجزأك، لأن أهلا ومرحبا ما فيها دعاء، فيها صحيح: تحية، تهنئة، ولكنها ليست فيها دعاء. فالسلام المشروع أن تقول: السلام عليكم.

যে ব্যক্তি ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি করে অথচ এমন কোনো বিদআতে লিপ্ত যা তাকে কুফর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, তাকে সালাম প্রদান করা যাবে না; কারণ সে এর যোগ্য নয়। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে প্রথমে সালাম প্রদান করবে না।

একজন মুসলিমের উচিত তার কণ্ঠস্বর এমনভাবে উচ্চ করা যাতে তা শোনা যায় এবং নাসিকা বা অস্পষ্ট স্বরে সালাম না দেওয়া। কেননা কিছু মানুষ—আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের ও তাদের জন্য হেদায়েত প্রার্থনা করি—তাদের মধ্যে অহংকার বা রূঢ়তা বিদ্যমান থাকে। ফলে যখন তারা আপনার সাথে সাক্ষাৎ করে, তারা এমন অস্পষ্ট স্বরে সালাম দেয় যা প্রায় শোনাই যায় না। এটি সালাম প্রচারের সুন্নাহের পরিপন্থী।

সালাম প্রচার করার অর্থ হলো কণ্ঠস্বর উচ্চ করা এবং স্পষ্টভাবে বলা: আস-সালামু আলাইকা। উলামায়ে কেরাম বলেছেন: তবে যদি এমন একদল লোককে সালাম দেওয়া হয় যারা জাগ্রত কিন্তু তাদের মাঝে কেউ কেউ নিদ্রিত রয়েছেন, তবে কণ্ঠস্বর এতটা উচ্চ করা উচিত নয় যা নিদ্রিত ব্যক্তিদের জাগিয়ে দেয়। কেননা এতে তাদের কষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

অতঃপর মুস্তাহাব বা উত্তম পদ্ধতি হলো, যাকে সালাম দেওয়া হচ্ছে তিনি যদি একজন হন তবে বলা: আস-সালামু আলাইকা। যদি তারা পুরুষদের একটি দল হয় তবে বলা: আস-সালামু আলাইকুম। আর যদি তারা নারীদের একটি দল হয় তবে সম্বোধন অনুযায়ী বলা: আস-সালামু আলাইকুন্না। আপনি যখন আস-সালামু আলাইকা বা আলাইকুম বা আলাইকুন্না বলেন, তখন আপনি মূলত তাদের জন্য নিরাপত্তার দোয়া করছেন। আস-সালামু আলাইকুম কেবল একটি অভিবাদন নয়, বরং এটি নিরাপত্তার দোয়া; যেন আল্লাহ তাকে যাবতীয় আপদ-বিপদ থেকে হেফাযত করেন—পাপের কালিমা, অন্তরের ব্যাধি, শারীরিক অসুস্থতা এবং সম্মানহানি সহ সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে। এই কারণেই আপনি যদি সালামের পরিবর্তে কেবল ‘স্বাগতম’ বা ‘সুস্বাগতম’ বলেন, তবে তা যথেষ্ট হবে না। কারণ এসকল শব্দাবলীতে অভিবাদন ও শুভেচ্ছা থাকলেও কোনো সুনির্দিষ্ট দোয়া নেই।

সুতরাং শরয়ি পদ্ধতি অনুযায়ী সালাম হলো এই বলা: আস-সালামু আলাইকুম।

(ص: 200) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

أما المسلم عليه فالواجب عليه أن يرد كما سلم عليه، هذا أمر واجب لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فإذا قال السلام عليكم. فقلت: أهلا ومرحبا أبا فلان، حياك الله سررنا بهجئك..
تفضل..

كل هذه الكلمات لا تجزئ عن كلمة واحدة ما هي؟ عليك السلام.
لا بد أن تقول عليك السلام، فإن لم تفعل فأنت آثم عليك وزر، لأنك تركت واجبا، فحيوا بأحسن منها أو ردوها.

كذلك أيضاً إذا سلم عليك بصوت مرتفع بين واضح، لا ترد عليه السلام بأنفك، هذا لا يجوز لأنك لم ترد بمثلها ولا بأحسن منها، فقله تعالى: {فحيوا بأحسن منها أو ردوها} يشمل الصيغة، وصفة الأداء.

كذلك قال عليه الصلاة والسلام: أطعوا الطعام لمن يطعم الطعام؟ لمن يحتاج إليه، إطعامك أهلك من الزوجات والأولاد بنين أو بنات ومن في بيتك أفضل ما يكون، أفضل من أن تتصدق على مسكين، لأن إطعامك أهلك قيام بواجب، والقيام بالواجب أفضل من القيام

যাকে সালাম দেওয়া হয়েছে, তার জন্য ওয়াজিব হলো সেভাবেই উত্তর দেওয়া যেভাবে তাকে সালাম দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহর বাণীর কারণে এটি একটি অপরিহার্য বিষয়: "আর যখন তোমাদেরকে অভিবাদন জানানো হয়, তখন তোমরা তার চেয়ে উত্তম অভিবাদন জানাও অথবা সেটাই ফিরিয়ে দাও।" সুতরাং যখন কেউ বলে: আস-সালামু আলাইকুম।

আর আপনি বললেন: স্বাগতম হে অমুকের পিতা, আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন, আপনার আগমনে আমরা আনন্দিত...

অনুগ্রহ করে ভেতরে আসুন...

এই সকল কথা একটি মাত্র শব্দের স্ফুলাভিষিক্ত হতে পারে না। সেই শব্দটি কী? তা হলো: ওয়া আলাইকাস সালাম (আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক)।

আপনাকে অবশ্যই ওয়া আলাইকাস সালাম বলতে হবে। যদি আপনি তা না করেন, তবে আপনি পাপী হবেন এবং আপনার ওপর গুনাহ হবে; কেননা আপনি একটি ওয়াজিব বর্জন করেছেন। "সুতরাং তোমরা তার চেয়ে উত্তম অভিবাদন জানাও অথবা সেটাই ফিরিয়ে দাও।"

অনুরূপভাবে, কেউ যদি আপনাকে উচ্চস্বরে ও স্পষ্টভাবে সালাম দেয়, তবে আপনি কেবল নাক দিয়ে (অস্পষ্টভাবে) সালামের উত্তর দেবেন না। এটি বৈধ নয়; কারণ আপনি তার অনুরূপ বা তার চেয়ে উত্তমভাবে উত্তর দেননি। মহান আল্লাহর বাণী: {তোমরা তার চেয়ে উত্তম অভিবাদন জানাও অথবা সেটাই ফিরিয়ে দাও}—এটি সালামের শব্দ এবং তা প্রকাশের ভঙ্গি উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে।

একইভাবে রাসূলুল্লাহ (তাঁর ওপর দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক) বলেছেন: তোমরা অন্ন দান করো। অন্ন কাকে দান করবে? যার প্রয়োজন তাকে। আপনার পরিবার-পরিজন তথা স্ত্রী, পুত্র-

কন্যা এবং আপনার ঘরে যারা আছে তাদের অন্ন দান করা হলো সর্বোত্তম কাজ। এটি কোনো দরিদ্রকে দান করার চেয়েও উত্তম; কারণ পরিবারকে খাওয়ানো একটি ওয়াজিব বা আবশ্যিক দায়িত্ব পালন করা, আর ওয়াজিব পালন করা অন্য কাজের চেয়েও উত্তম...

(ص: 201) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

بالتطوع لقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه فأطعم الطعام لأهلك أفضل من إطعام المسكين، لأن الأول واجب وهذا تطوع، فمن أطعم الطعام أهله ولم يقصر بشيء وقام بالواجب فقد أطعم الطعام، وما فضل فتصدق به فهو خير.

وصلوا بالليل والناس نيام اللهم اجعلنا من هؤلاء ربما كان أحسن وألذ النوم ما كان من بعد منتصف الليل إلى الفجر، فإذا قام الإنسان في هذا الوقت لله عز وجل يتجهد، يتقرب إليه بكلامه وبدعاء خاشع بين يديه، والناس نائمون فهذا من أفضل الأعمال.

(صلوا بالليل والناس نيام) وهذا محل الشاهد من هذا الحديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة بالليل من أسباب دخول الجنة، والثواب قال: تدخلوا الجنة بسلام تسلم عليكم الملائكة {والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم} يهنئونهم بما صبروا وبهذا الثواب العظيم.

و (تدخلوا الجنة بسلام) ظاهراً أنه بلا عقاب ولا عذاب لأن من عذب لم يسلم. فهذه الأمور الثلاثة في هذا الحديث من أسباب دخول الجنة بسلام،

নফল ইবাদতের মাধ্যমে; কেননা আল্লাহ তাআলা হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ করেছেন: "আমার বান্দা আমার নিকট সে সব বিষয়ের মাধ্যমে নৈকট্য লাভ করে না যা আমার কাছে তার ওপর

নির্ধারিত ফরজ ইবাদতের চেয়ে অধিক প্রিয়।" সুতরাং আপনার পরিবারের ভরণ-পোষণ করা অভাবগ্রস্তকে আহ্বার করানোর চেয়েও উত্তম; কারণ প্রথমটি ওয়াজিব বা আবশ্যিক আর দ্বিতীয়টি নফল বা ঐচ্ছিক। সুতরাং যে ব্যক্তি তার পরিবারকে আহ্বার করালো এবং কোনো ত্রুটি করল না বরং নিজের কর্তব্য পালন করল, সে মূলত আহ্বার করানোর সওয়াব অর্জন করল; আর যা অতিরিক্ত থাকল তা থেকে সদকা করলে তা আরও কল্যাণকর।

আর যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন তোমরা সালাত আদায় করো। হে আল্লাহ, আমাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। সম্ভবত সবচেয়ে আরামদায়ক ও তৃপ্তিদায়ক ঘুম হলো মধ্যরাত থেকে ফজর পর্যন্ত সময়টুকু। তাই যখন কোনো ব্যক্তি এই সময়ে মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহর জন্য জেগে তাহাজ্জুদ আদায় করে এবং তাঁর কালাম তিলাওয়াত ও তাঁর সমীপে বিনম্র দুআর মাধ্যমে নৈকট্য অন্বেষণ করে—যখন অন্য মানুষ নিদ্রাভিত্ত—তখন এটি শ্রেষ্ঠতম আমলগুলোর মধ্যে গণ্য হয়।

(যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন তোমরা সালাত আদায় করো) এটিই এই হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের সালাতকে জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। এর প্রতিদান সম্পর্কে তিনি বলেছেন: তোমরা শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন ফেরেশতারা তোমাদের সালাম জানাবে: {আর ফেরেশতারা প্রতিটি দরজা দিয়ে তাদের নিকট প্রবেশ করবে এবং বলবে—তোমাদের ধৈর্যের কারণে তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক}। ফেরেশতারা তাদের ধৈর্য এবং এই মহান প্রতিদানের জন্য তাদের অভিনন্দন জানাবে।

আর "শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করো" কথাটির বাহ্যিক অর্থ হলো কোনো শান্তি বা আজাব ব্যতিরেকেই; কারণ যাকে আজাব প্রদান করা হয় সে তো আর নিরাপদে রইল না।

সুতরাং এই হাদীসে উল্লিখিত এই তিনটি বিষয় শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশের বিশেষ কারণসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

نسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم عليها، وأن يجعلنا ممن يدخلون الجنة بسلام، إنه على كل شيء قدير.

1167 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.

رواه مسلم.

1168 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه.

1169 - وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى، ويوتر بركة. متفق عليه.

1170 - وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نطق أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نطق أن لا يفطر منه شيئاً، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصلياً إلا رأيته، ولا نائماً إلا رأيته. رواه البخاري.

আমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাকে এবং আপনাদেরকে এর ওপর তাওফিক দান করেন, আর আমাদের অন্তর্ভুক্ত করেন তাদের মধ্যে যারা শান্তির সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে; নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১১৬৭ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: রমজানের পর সর্বোত্তম রোজা হলো আল্লাহর মাস মুহাররামের রোজা, আর ফরজ নামাজের পর সর্বোত্তম নামাজ হলো রাতের নামাজ। মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

১১৬৮ - ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: রাতের নামাজ দুই দুই রাকাত করে, অতঃপর যখন তোমাদের কারো ভোর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, সে যেন এক রাকাত বিতর পড়ে নেয়।

বুখারি ও মুসলিম এটি একযোগে বর্ণনা করেছেন।

১১৬৯ - তাঁর (ইবনে উমর) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতে দুই দুই রাকাত করে নামাজ পড়তেন এবং এক রাকাত বিতর পড়তেন।

বুখারি ও মুসলিম এটি একযোগে বর্ণনা করেছেন।

১১৭০ - আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোনো মাসে রোজা রাখা এত বেশি পরিহার করতেন যে, আমরা মনে করতাম তিনি হয়তো এ মাসে আর রোজা রাখবেন না। আবার কখনো (টানা) রোজা রাখতেন যে, আমরা মনে করতাম তিনি হয়তো এ মাসে আর রোজা ছাড়বেন না। আর রাতের বেলা আপনি যখনই তাঁকে নামাজরত অবস্থায় দেখতে চাইতেন, তখনই তাঁকে নামাজরত দেখতেন, আর যখনই তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে চাইতেন, তখনই তাঁকে ঘুমন্ত দেখতেন।
বুখারি এটি বর্ণনা করেছেন।

(ص: 203) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث في بيان فضل صلاة الليل.

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام، وهو واجب بالإجماع، وشهر المحرم أفضل الشهور التي يتطوع بها بالصوم، وعلى هذا فيكون صوم شهر المحرم من الصيام المستحب، لأنه أفضل الصيام بعد الفريضة.

وأما الشاهد من هذا الحديث وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل هذا هو الشاهد، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، ما عدا الرواتب التابعة للمكتوبات فإنها أفضل من النفل المطلق في الليل، فمثلاً راتبة الظهر أربع ركعات بسلامين قبلها وركعتان بعدها، أفضل من ست في الليل، لأنه راتبة مؤكدة، تابعة للفريضة، وأما النفل المطلق ففي الليل أفضل من النهار، ولهذا قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.

أما حديث ابن عمر الأول والثاني، ففيه دليل على أن صلاة الليل تكون مثنى مثنى، لا يمكن أن تصلي أربعاً، بل لابد من اثنين ويسلم، اثنين ويسلم، قال الإمام أحمد رحمه الله: فإن قام إلى الثالثة ناسياً فهو كما لو قام إلى الثالثة في الفجر. يعني: فيجب عليه أن يرجع فإن لم يفعل بطلت صلاته يعني لو كنت تصلي بالليل على ركعتين ركعتين، فقامت إلى الثالثة ناسياً، وجب عليك أن ترجع حتى لو بدأت في قراءة الفاتحة، يجب أن ترجع فإن لم تفعل بطلت صلاتك، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى يعني على ثنتين ثنتين، إلا أنه استثنى من ذلك الوتر، إذا أوتر بثلاث

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসগুলো রাতের নামাজের ফযিলত বর্ণনার ক্ষেত্রে।

আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "রমজানের পর সর্বোত্তম রোজা হলো আল্লাহর মাস মহররমের রোজা।" রমজান মাসের রোজা ইসলামের অন্যতম রুকন এবং এটি সর্বসম্মতভাবে (ইজমা অনুযায়ী) ওয়াজিব। আর মহররম মাস হলো নফল রোজা রাখার জন্য মাসগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম। এই ভিত্তিতে মহররম মাসের রোজা মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত, কারণ এটি ফরজ রোজার পর সর্বোত্তম রোজা।

আর এই হাদিসের মূল আলোচ্য অংশ (শাহিদ) হলো: "ফরজ নামাজের পর সর্বোত্তম নামাজ হলো রাতের নামাজ।" এটিই মূল দলিল। রাতের নামাজ দিনের (নফল) নামাজের চেয়ে উত্তম; তবে ফরজ নামাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সুন্নতে রাতের নামাজ (সুনিশ্চিত সুন্নত) এর ব্যতিক্রম। কেননা

সুন্নতে রাতেবা রাতের সাধারণ নফল নামাজের চেয়ে উত্তম। উদাহরণস্বরূপ, জোহরের সুন্নতে রাতেবা—যা ফরজের আগে দুই সালামে চার রাকাত এবং পরে দুই রাকাত—তা রাতের সাধারণ ছয় রাকাত নফলের চেয়ে উত্তম। কারণ এটি ফরজের অনুগামী সুনিশ্চিত সুন্নত। পক্ষান্তরে, সাধারণ নফল নামাজের ক্ষেত্রে দিনের চেয়ে রাতের নামাজ উত্তম। এ কারণেই তিনি বলেছেন: "ফরজ নামাজের পর সর্বোত্তম নামাজ হলো রাতের নামাজ।"

ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত প্রথম ও দ্বিতীয় হাদিসে এর প্রমাণ রয়েছে যে, রাতের নামাজ দুই রাকাত দুই রাকাত করে পড়তে হয়। একসাথে চার রাকাত পড়া যাবে না; বরং অবশ্যই দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরাতে হবে, আবার দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরাতে হবে। ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "যদি কেউ ভুলবশত তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তবে তার অবস্থা এমন হবে যেন সে ফজরের নামাজে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়েছে।" অর্থাৎ: তার জন্য সাথে সাথে ফিরে আসা (বসা) ওয়াজিব। যদি সে ফিরে না আসে, তবে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ আপনি যখন রাতে দুই রাকাত দুই রাকাত করে নামাজ পড়ছেন, আর ভুল করে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে গেছেন, তখন আপনার জন্য ফিরে আসা বাধ্যতামূলক—এমনকি আপনি যদি সূরা ফাতিহা পাঠ শুরু করে দেন তবুও। আপনাকে অবশ্যই ফিরে আসতে হবে, অন্যথায় আপনার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "রাতের নামাজ দুই-দুই", অর্থাৎ দুই রাকাত দুই রাকাত করে। তবে এর থেকে বিতর নামাজকে ব্যতিক্রম ধরা হয়েছে, যখন কেউ একসাথে তিন রাকাত বিতর পড়ে।

(ص: 204) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

أو خمس أو سبع أو تسع، فإذا أوتر بثلاث فإن شاء سلم من الركعتين الأوليين وأتى
بالثالثة وحدها، وإن شاء جمع الثلاث جميعاً بسلام واحد.
وإن أوتر بخمس سردها كلها بسلام واحد وتشهد واحد، وإن أوتر بسبع كذلك، كلها
بسلام واحد، وإن أوتر بتسع كذلك، إلا أنه في الثامنة يجلس ويتشهد ولا يسلم

ثم يأتي بالتسعة ويسلم وإن أوتر بإحدى عشرة سلم من كل ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي حديث ابن عمر الأول والثاني دليل أن الوتر لا يكون بعد طلوع الفجر، إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر، فإن غلبه النوم ولم يوتر قبل طلوع الفجر صلى من النهار، لكن يصلي شفعا، فإن كان من عادته أن يوتر بثلاث صلى أربعاً، وإن كان من عادته أن يوتر بخمس صلى ستاً..

..

وهلم جراً.

فهذه الأحاديث في فضل صلاة الليل وفي كيفية صلاة الليل، وأنها مثنى مثنى. أما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ففيه دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أحياناً يديم العمل الصالح، حتى لا تراه إلا على هذا العمل، كان لا تراه قائماً إلى رأيته، ولا تراه نائماً إلا رأيته، وكذلك في الصوم، لا تراه صائماً إلا رأيته، ولا تراه مفطراً إلا رأيته.

يعني أنه عليه الصلاة والسلام يتبع ما هو أصلح وأنفع، أحياناً يديم الصوم، أحياناً يديم الفطر، أحياناً يديم النوم، لأنه عليه الصلاة والسلام يتبع ما

অথবা পাঁচ বা সাত অথবা নয় রাকাত। যদি কেউ তিন রাকাত বিতর আদায় করে, তবে সে চাইলে প্রথম দুই রাকাত শেষে সালাম ফিরিয়ে তৃতীয় রাকাতটি আলাদাভাবে পড়তে পারে, অথবা চাইলে তিন রাকাত একত্রে এক সালামে আদায় করতে পারে।

যদি কেউ পাঁচ রাকাত বিতর আদায় করে, তবে তা এক নাগাড়ে এক সালাম ও এক তাশাহুদের সাথে পড়বে। সাত রাকাতের ক্ষেত্রেও অনুরূপ, সবটুকুই এক সালামে। নয় রাকাতের ক্ষেত্রেও একইভাবে, তবে অষ্টম রাকাতে সে বসবে এবং তাশাহুদ পড়বে কিন্তু সালাম ফিরাবে না, অতঃপর নবম রাকাত আদায় করে সালাম ফিরাবে। আর যদি কেউ এগারো রাকাত বিতর আদায় করে, তবে প্রতি দুই রাকাত অন্তর সালাম ফিরাবে, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন।

ইবনে উমরের প্রথম ও দ্বিতীয় হাদীসে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, ফজর উদিত হওয়ার পর বিতরের সময় থাকে না। ফজর হয়ে গেলে বিতরের সময় শেষ হয়ে যায়। যদি কেউ ঘুমের আধিক্যের কারণে ফজর উদিত হওয়ার আগে বিতর পড়তে না পারে, তবে সে দিনের বেলা তা পড়বে, তবে জোড় সংখ্যায়। অর্থাৎ, যদি তার নিয়মিত অভ্যাস তিন রাকাত বিতর পড়ার হয়, তবে সে চার রাকাত পড়বে। আর যদি তার অভ্যাস পাঁচ রাকাত পড়ার হয়, তবে সে ছয় রাকাত পড়বে...

..

এবং এভাবেই চলতে থাকবে।

এই হাদীসগুলো মূলত রাতের নামাযের ফযীলত ও নিয়ম সম্পর্কে যে, তা দুই দুই রাকাত করে আদায় করতে হয়।

আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো কোনো নেক আমল দীর্ঘ সময় অব্যাহত রাখতেন, এমনকি আপনি তাঁকে সেই আমলেই মগ্ন দেখতে পেতেন। আপনি তাঁকে কিয়াম (নামাযে দণ্ডায়মান) অবস্থায় দেখতে চাইলে তাঁকে সেভাবেই পেতেন, আবার ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে চাইলে সেভাবেই পেতেন। সিয়ামের ক্ষেত্রেও বিষয়টি একই ছিল; আপনি তাঁকে রোযা রাখা অবস্থায় দেখতে চাইলে সেভাবেই দেখতেন, আবার রোযা না রাখা অবস্থায় দেখতে চাইলেও সেভাবেই দেখতেন।

অর্থাৎ, তিনি (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) যা অধিক কল্যাণকর ও উপকারী তা অনুসরণ করতেন। কখনো তিনি লাগাতার রোযা রাখতেন, কখনো লাগাতার রোযা ভঙ্গ করতেন, কখনো লাগাতার নিদ্রা যেতেন, কারণ তিনি (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) যা...

هو الأفضل والأرضى لله وما هو الأريح لبدنه، لأن الإنسان له حق على نفسه كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: إن لنفسك عليك حقاً والله الموفق

1171 - وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة تعني في الليل يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة رواه البخاري..

1172 - وعن عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة: يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي متفق عليه.

1173 - وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل، ويقوم آخره فيصلي. متفق عليه.

এটিই আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম ও অধিক সন্তোষজনক এবং যা তার শরীরের জন্য অধিক আরামদায়ক; কেননা নিজের ওপর মানুষের অধিকার রয়েছে, যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আসকে বলেছিলেন: "নিশ্চয়ই তোমার ওপর তোমার নিজের হক রয়েছে।" আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

১১৭১ - আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতে এগারো রাকাত সালাত আদায় করতেন। তিনি তার মধ্যে সিজদাহ এতোটা দীর্ঘ করতেন যে, তোমাদের কেউ মাথা তোলার আগে পঞ্চাশটি আয়াত পাঠ করতে পারে। ফজরের সালাতের আগে তিনি দুই রাকাত (সুন্নত) আদায় করতেন, এরপর সালাতের আহ্বানকারী

(মুয়াজ্জিন) না আসা পর্যন্ত তিনি ডান পাশে কাত হয়ে শুয়ে থাকতেন। (বুখারি এটি বর্ণনা করেছেন)।

১১৭২ - তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমজানে কিংবা অন্য কোনো মাসে এগারো রাকাতের অধিক সালাত আদায় করতেন না। তিনি চার রাকাত পড়তেন, এর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞেস করো না; এরপর আরও চার রাকাত পড়তেন, এর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না; অতঃপর তিনি তিন রাকাত পড়তেন।

আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি বিতর পড়ার আগে ঘুমিয়ে পড়েন? তিনি বললেন: হে আয়েশা! আমার দুই চোখ ঘুমায় কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না। (বুখারি ও মুসলিম একমত)।

১১৭৩ - তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতের প্রথম ভাগে ঘুমাতে এবং শেষ ভাগে উঠে সালাত আদায় করতেন। (বুখারি ও মুসলিম একমত)।

(ص: 206) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

1174 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فلم يزل قائماً حتى هبت بأمر سوء. قيل: ما هبت؟ قال: هبت أن أجلس وأدعه. متفق عليه.

1175 - وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران، فقرأها يقرأ مترسلاً إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ

تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحواً من قيامه ثم قال: سبّح الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلاً قريباً مما ركع ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريباً من قيامه.
رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث في بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل.
منها: حديث عائشة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة وقد بين ذلك في أحاديث أخرى، أنه يسلم من ركعتين ثم

১১৭৪ - ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি এক রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সালাত আদায় করলাম। তিনি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন, এমনকি আমি একটি মন্দ কাজের সংকল্প করে বসলাম।
জিজ্ঞেস করা হলো: আপনি কীসের সংকল্প করেছিলেন? তিনি বললেন: আমি বসে পড়ার এবং তাঁকে (সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায়) ছেড়ে দেওয়ার সংকল্প করেছিলাম।
মুত্তাফাকুন আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম)।

১১৭৫ - হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক রাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সালাত আদায় করলাম। তিনি সূরা আল-বাকারাহ শুরু করলেন। আমি মনে মনে বললাম, তিনি হয়তো একশ আয়াত পড়ে রুকু করবেন। কিন্তু তিনি পাঠ চালিয়ে গেলেন। তখন আমি ভাবলাম, তিনি হয়তো এক রাকাতেই এটি পূর্ণ করবেন। কিন্তু তিনি পাঠ চালিয়ে গেলেন। আমি ভাবলাম, তিনি এটি শেষ করে রুকু করবেন। এরপর তিনি সূরা আন-নিসা শুরু করলেন এবং তা পাঠ করলেন। এরপর তিনি সূরা আলে-ইমরান শুরু করলেন এবং তাও পাঠ করলেন। তিনি অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে তিলাওয়াত করছিলেন; যখনই এমন কোনো আয়াত আসত যাতে তাসবীহ (আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা) রয়েছে, তিনি তাসবীহ পাঠ করতেন। যখন কোনো প্রার্থনার আয়াত আসত, তিনি প্রার্থনা করতেন। আর যখন আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনার আয়াত আসত, তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। এরপর তিনি রুকু করলেন এবং বলতে লাগলেন: ‘সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম’ (আমার মহান রবের পবিত্রতা ঘোষণা

করছি)। তাঁর রুকু তাঁর দণ্ডায়মান সময়ের প্রায় কাছাকাছি দীর্ঘ ছিল। এরপর তিনি বললেন: ‘সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ, রাব্বানা লাকাল হামদ’। এরপর তিনি রুকুর সময়ের কাছাকাছি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। এরপর তিনি সিজদা করলেন এবং বললেন: ‘সুবহানা রাব্বিয়াল আ’লা’ (আমার সর্বোচ্চ রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি)। তাঁর সিজদাও ছিল দণ্ডায়মান হওয়ার সময়ের কাছাকাছি দীর্ঘ।
ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদীসসমূহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের সালাতের বর্ণনায় এসেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে: আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রথম হাদীসটি, যেখানে উল্লেখ আছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে এগারো রাকাত সালাত আদায় করতেন। অন্যান্য হাদীসে এটি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি প্রতি দুই রাকাত অন্তর সালাম ফিরাতেন, এরপর...

(ص: 207) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعة، يعني: يصلي إحدى عشرة ركعة، يسلم من اثنتين، ويوتر بواحدة، ثم كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الغداة، يعني إذا أذن الفجر صلى ركعتين، وكان يخفف هاتين الركعتين حتى تقول عائشة اقرأ بأمر القرآن؟ لشدة تخفيفه لهما، ثم يضطجع على جنبه الأيمن حتى يأتيه المؤذن يؤذنه بالصلاة صلى الله عليه وسلم ففي هذا دليل على أن قيام الليل إحدى عشرة ركعة يوتر بواحدة، ودليل على أنه ينبغي أن يصلي الإنسان الراتبة في بيته أفضل من المسجد، لاسيما الإمام، وفيه أيضاً أن الإمام لا يخرج من بيته إلا للإقامة، يبقى في بيته حتى يأتي وقت الإقامة، فيخرج إلى المسجد

ويصلي، هذا هو الأفضل أفضل من أن يتقدم الإمام ويصلي بالسجدة أما غير الإمام فينتظر الإمام، والإمام ينتظره غيره، فلذلك كان الأفضل في حقه أن يتأخر إلى قرب إقامة الصلاة، إن لم يكن لهذا سبب أو في تقدمه مصلحة مثل أن يكون تقدمه يشجع المصلين فيتقدمون، ولو تأخر لكسلوا، فهذا أيضاً للمصلحة.

وفي حديثها الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، لأنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت: كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً هذه أربع وأربع وثلاث: إحدى عشرة، هذا هو السنة وهو الأفضل ألا يزيد في صلاة الليل على إحدى عشرة

দুই রাকাত, অতঃপর দুই রাকাত, অতঃপর দুই রাকাত, অতঃপর দুই রাকাত এবং সবশেষে এক রাকাত; অর্থাৎ তিনি মোট এগারো রাকাত সালাত আদায় করতেন। তিনি প্রতি দুই রাকাত অন্তর সালাম ফিরাতেন এবং এক রাকাতের মাধ্যমে বিতর পালন করতেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোরের আগে (অর্থাৎ ফজরের আজান হলে) দুই রাকাত (সুন্নত) সালাত আদায় করতেন। তিনি এই দুই রাকাত এতই সংক্ষেপে আদায় করতেন যে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলতেন, ‘তিনি কি কেবল উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পাঠ করেছেন?’—অর্থাৎ তিনি এই দুই রাকাত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করতেন। এরপর তিনি তাঁর ডান কাতে শয়ন করতেন যতক্ষণ না মুয়াজ্জিন এসে তাঁকে সালাতের সময় হওয়ার সংবাদ প্রদান করতেন। এতে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রাতের কিয়াম (তাহাজ্জুদ) হলো এগারো রাকাত এবং বিতর হবে এক রাকাত। আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মানুষের জন্য সুন্নতে রাতেবা মসজিদে পড়ার চেয়ে ঘরে পড়া উত্তম, বিশেষ করে ইমামের জন্য। এতে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, ইমাম ইকামত না হওয়া পর্যন্ত ঘর থেকে বের হবেন না। তিনি ঘরেই অবস্থান করবেন যতক্ষণ না ইকামতের সময় হয়, অতঃপর মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করবেন। এটিই উত্তম; ইমামের আগেভাগে মসজিদে গিয়ে সালাত আদায়ের অপেক্ষায় থাকার চেয়ে এটিই শ্রেয়। তবে ইমাম ছাড়া অন্য মুসল্লিগণ ইমামের অপেক্ষায় থাকবেন, আর ইমামের জন্য অন্যরা

অপেক্ষা করবে। একারণেই ইমামের জন্য ইকামতের সময় ঘনিয়ে আসা পর্যন্ত বিলম্ব করা উত্তম, যদি না অন্য কোনো বিশেষ কারণ থাকে। অথবা যদি আগেভাগে যাওয়ার মধ্যে কোনো কল্যাণ থাকে, যেমন—তাঁর আগে আসার কারণে মুসল্লিরা উৎসাহিত হবে এবং তারা দ্রুত মসজিদে আসবে, আর তিনি দেরি করলে তারা অলসতা করবে; এমন ক্ষেত্রে আগে যাওয়াও কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত।

তাঁর অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানে বা রমজানের বাইরে এগারো রাকাতের বেশি পড়তেন না। কারণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, রমজানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত কেমন ছিল? তিনি উত্তরে বলেছিলেন: তিনি রমজানে এবং রমজানের বাইরে এগারো রাকাতের বেশি সালাত আদায় করতেন না। তিনি চার রাকাত পড়তেন, যার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে তুমি আর প্রশ্ন কোরো না (অর্থাৎ তা ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও দীর্ঘ)। এরপর তিনি আরও চার রাকাত পড়তেন, যার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কেও তুমি আর প্রশ্ন কোরো না। অতঃপর তিনি তিন রাকাত পড়তেন। এই হলো চার, চার এবং তিন—মোট এগারো রাকাত। এটিই সুন্নাহ এবং রাতের সালাতে এগারো রাকাতের অধিক না করাই সর্বোত্তম।

(ص: 208) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

ركعة أو ثلاث عشرة ركعة.

وقولها رضي الله عنها: يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن.

قد ظن بعض الناس أنها أربع مجموعة بسلام واحد، وهذا خطأ لأنه قد جاء مفصلاً مبيناً أنها أربع ركعات، يسلم من كل ركعتين وأربع ركعات يسلم من كل ركعتين وثلاث ركعات، فيكون قولها: أربعاً لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي..

..

يكون فيه دليل على أنه إذا صلى الأربع بسلام استراح قليلا لقلوها: ثم يصلي و ثم للترتيب في المهلة ثم يصلي الأربع على ركعتين ثم يسلم.

وأنا أشير في هذه المسألة أنه ينبغي للإنسان ألا يتعجل في فهم النصوص، بل يجمع شواردها حتى يضم بعضها إلى بعض ليتبين له الأمر، فبعض الإخوان الذين بدعوا يتعلمون ولا سيما علم الحديث، صاروا يصلون بالناس أربع ركعات جميعاً، وهذا غلط، غلط على السنة، وفهم خاطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى لا يمكن أن يصلي أربعاً، ممكن أن يصلي خمسا جميعاً، وسبعاً جميعاً، وتسعاً جميعاً.

أما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بأبه مفتوح، بيته بيت للأمة، للصحابة، يأتي الواحد منهم يحب أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول له لا تصل معي، صل في بيتك، لا بل يفتح له صدره، ويدخل البيت ويصلي معه.

وكان ابن

রাকাত বা তেরো রাকাত।

এবং তাঁর (রাযিয়াল্লাহু আনহা) উক্তি: "তিনি চার রাকাত পড়তেন, ফলে সেগুলোর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে তুমি প্রশ্ন করো না।"

কিছু মানুষ ধারণা করেছেন যে, এটি এক সালামে চার রাকাতের সমষ্টি ছিল, কিন্তু এটি ভুল; কারণ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি চার রাকাত পড়তেন এবং প্রতি দুই রাকাতে সালাম ফেরাতেন, এরপর আরও চার রাকাত পড়তেন এবং প্রতি দুই রাকাতে সালাম ফেরাতেন এবং এরপর তিন রাকাত পড়তেন। সুতরাং তাঁর উক্তি—"চার রাকাত যার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করো না, এরপর তিনি পড়তেন..."

..

এতে এই মর্মে দলিল রয়েছে যে, যখন তিনি চার রাকাত (দুই দুই করে) নামাজ পড়ে সালাম ফেরাতেন, তখন সামান্য বিশ্রাম নিতেন; কারণ তিনি বলেছেন: "অতঃপর তিনি পড়তেন"।

আর 'অতঃপর' শব্দটি বিরতিসহ ধারাবাহিকতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এরপর তিনি দুই রাকাত করে চার রাকাত পড়তেন এবং সালাম ফেরাতেন।

এই মাসআলায় আমি এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দিচ্ছি যে, মানুষের উচিত হবে না নস বা দলিলসমূহ অনুধাবনের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করা, বরং এর বিক্ষিপ্ত সূত্রগুলো একত্রিত করা উচিত যাতে একটির সাথে অন্যটি মিলিয়ে বিষয়টি তার কাছে সুস্পষ্ট হয়। কিছু ভাই যারা ইলম অর্জন শুরু করেছেন, বিশেষ করে ইলমে হাদিস, তারা মানুষকে নিয়ে একত্রে চার রাকাত নামাজ পড়তে শুরু করেছেন। এটি ভুল, সুন্নাহর ওপর ভুল আরোপ এবং একটি ত্রুটিপূর্ণ বুঝ। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে রাতের নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন: "দুই দুই রাকাত করে।" সুতরাং (এক সালামে) চার রাকাত পড়া সম্ভব নয়; তবে একত্রে পাঁচ রাকাত, সাত রাকাত বা নয় রাকাত পড়া সম্ভব।

আর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিস যে তিনি এক রাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে নামাজ পড়েছিলেন, এর কারণ হলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরজা উন্মুক্ত থাকতো। তাঁর ঘর ছিল উম্মাহর জন্য, সাহাবায়ে কেরামের জন্য। তাঁদের কেউ যদি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে নামাজ পড়তে পছন্দ করে চলে আসতেন, তবে তিনি তাকে বলতেন না যে—"আমার সাথে নামাজ পড়ো না, তোমার বাড়িতে গিয়ে পড়ো"; বরং তিনি তাকে সানন্দে গ্রহণ করতেন এবং সেই ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করে তাঁর সাথে নামাজ পড়তেন।

আর ইবনে

(ص: 209) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

مسعود رضي الله عنه من الذين يخدمون الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب السواك، ينظف سواك الرسول، وصاحب الوساد وسادة وصاحب النعل. فكان يدخل على الرسول ويصلي معه، فدخل فصلى معه ذات ليلة فلما دخل في الصلاة أطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام، يقول: حتى همت بأمر سوء، قيل:

بماذا هميت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هميت أن أجلس وأدعه، وهو شاب، والرسول صلى الله عليه وسلم أسن منه، ومع ذلك كان يقف ويطيل حتى يعجز الشباب عن قيامه عليه الصلاة والسلام.

وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه يصلي صلى الله عليه وسلم شكراً لله عز وجل، كما قال: أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً.

والمرة الثانية صلى معه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فبدأ بسورة البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ولكنه مضى، فقلت: يركع بها، ولكنه أتمها ثم بدأ بسورة النساء، فأتها، ثم بدأ بسورة آل عمران فأتها، يرتل عليه الصلاة والسلام، يرتل القرآن، وهذه السور الثلاث تمثل خمسة أجزاء وربيع.

بالترتيل كم تستغرق من وقت؟! والنبى صلى الله عليه وسلم واقف لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا آية تسبيح إلا سبح، ولا آية وعيد إلا تعوذ فيجمع بين القراءة والذكر والدعاء صلى الله عليه وسلم، مع هذا الطول العظيم، ثم ركع، فكيف كان ركوعه؟! كان ركوعه نحواً من قيامه، أطال الركوع ثم رفع قائلاً: سمع الله لمن حمده.

মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খেদমতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন মেসওয়াক বহনকারী—রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মেসওয়াক পরিষ্কার করতেন; বালিশ বহনকারী এবং জুতা বহনকারী।

তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট প্রবেশ করতেন এবং তাঁর সাথে সালাত আদায় করতেন। এক রাতে তিনি প্রবেশ করে তাঁর সাথে সালাতে দাঁড়ালেন। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাত শুরু করার পর কিয়াম (দাঁড়ানো) অত্যন্ত দীর্ঘ করলেন। তিনি (ইবনে মাসউদ) বলেন: এমনকি আমি একটি মন্দ কাজের সংকল্প করে ফেলেছিলাম। জিজ্ঞাসা করা হলো: হে আবু আবদুর রহমান, আপনি কিসের সংকল্প করেছিলেন? তিনি বললেন: আমি সংকল্প করেছিলাম যে, আমি বসে পড়ব এবং তাঁকে (দাঁড়ানো অবস্থায়) ছেড়ে দেব। অথচ তিনি (ইবনে মাসউদ) ছিলেন যুবক, আর রাসূলুল্লাহ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বয়সে তাঁর চেয়ে বড় ছিলেন; তা সত্ত্বেও তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং কিয়াম এত দীর্ঘ করতেন যে যুবকরাও তাঁর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) কিয়ামের সাথে পেরে উঠতে অক্ষম হয়ে যেত।

অথচ আল্লাহ তাআলা তাঁর পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের জন্য সালাত আদায় করতেন, যেমনটি তিনি বলেছিলেন: "আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পছন্দ করব না?" দ্বিতীয়বার তাঁর সাথে সালাত আদায় করেছিলেন হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূরা আল-বাকারা শুরু করলেন। আমি (হুজাইফা) মনে করলাম: তিনি হয়তো একশ আয়াতের মাথায় রুকু করবেন, কিন্তু তিনি তিলাওয়াত চালিয়ে গেলেন। আমি ভাবলাম: তিনি হয়তো এই সূরাটি শেষ করে রুকু করবেন, কিন্তু তিনি তা সম্পন্ন করে সূরা আন-নিসা শুরু করলেন এবং তা শেষ করলেন। এরপর তিনি সূরা আলে-ইমরান শুরু করলেন এবং সেটিও পূর্ণ করলেন। তিনি (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) ধীরে ধীরে তারতীলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। আর এই তিনটি সূরা প্রায় সোয়া পাঁচ পারা সমপরিমাণ।

তারতীলের সাথে তিলাওয়াত করলে এতে কতটা সময়ের প্রয়োজন হয়?! অথচ নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাঁড়িয়ে ছিলেন; তিনি রহমতের কোনো আয়াত অতিক্রম করলে (আল্লাহর কাছে) প্রার্থনা করতেন, তাসবিহের কোনো আয়াত আসলে তাসবিহ পাঠ করতেন এবং শাস্তির কোনো আয়াত আসলে পানাহ চাইতেন। এভাবে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিলাওয়াত, জিকির ও দোয়ার সমন্বয় করতেন। এই দীর্ঘ সময় কিয়াম করার পর তিনি রুকু করলেন। তাঁর রুকু কেমন ছিল?! তাঁর রুকু ছিল তাঁর কিয়ামের প্রায় সমপরিমাণ দীর্ঘ। তিনি রুকু দীর্ঘ করলেন এবং এরপর 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে মাথা তুললেন।

وكان قيامه نحوا من ركوعه، ثم سجد، فكان سجوده نحوا من قيامه، وهكذا صلاته كانت متناسبة، وإذا أطال في القراءة أطال في الركوع والسجود، يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، ويقول في السجود: سبحان ربي الأعلى، ويقول أيضاً إضافة إلى ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ويقول أيضاً: سبحو قدوس رب الملائكة والروح.

فالصلاة روضة من رياض العبادات، فيها من كل زوج بهيج، قرآن وذكر ودعاء وتسبيح وتكبير وتعوذ، ولهذا كانت هي أفضل العبادات البدنية، أفضل من الصيام، وأفضل من الزكاة، وأفضل من الحج، وأفضل من كل العبادات، إلا التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، لأن هذا هو مفتاح الإسلام. فالحاصل أن هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فأحرص أخي المسلم، أسأل الله أن يعينني وإياك على اتباعه ظاهراً وباطناً، وأن يتوفانا على ملته ويحشرنا في زمرة، ويدخلنا معه جنات النعيم.

1176 - وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت رواه مسلم.

এবং তাঁর কিয়াম ছিল তাঁর রুকু প্রায় সমপরিমাণ, অতঃপর তিনি সিজদা করলেন এবং তাঁর সিজদাও ছিল তাঁর কিয়ামের প্রায় সমপরিমাণ। এভাবেই তাঁর সালাত ছিল সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। যখন তিনি কিরাতে দীর্ঘ করতেন, তখন রুকু ও সিজদাও দীর্ঘ করতেন। তিনি রুকুতে বলতেন: "আমার মহান রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি", এবং সিজদাতে বলতেন: "আমার সর্বোচ্চ রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি"। এর পাশাপাশি তিনি আরও বলতেন: "হে আল্লাহ, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার প্রশংসার সাথে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন।"

তিনি আরও বলতেন: "ফেরেশতাকুল ও রুহ (জিবরাঈল)-এর প্রতিপালক অতিশয় পবিত্র ও মহিমাম্বিত।"

বস্তুত সালাত হলো ইবাদতের উদ্যানসমূহের মাঝে এক মনোজ্ঞ উদ্যান, যাতে রয়েছে সব ধরনের বৈচিত্র্য—কুরআন তিলাওয়াত, জিকির, দোয়া, তাসবিহ, তাকবির এবং আশ্রয় প্রার্থনা।

এই কারণেই এটি সকল শারীরিক ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; এটি সিয়ামের চেয়ে উত্তম, জাকাতের চেয়ে উত্তম, হজের চেয়ে উত্তম এবং তাওহিদ ব্যতীত সকল ইবাদতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল— কেননা এটিই হলো ইসলামের চাবিকাঠি।

সারকথা হলো, এটিই ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতের সালাতের বৈশিষ্ট্য। অতএব, হে আমার মুসলিম ভাই! আপনি এর প্রতি যত্নশীল হোন। আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাকে ও আপনাকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে তাঁর অনুসরণের তাওফিক দান করেন, তাঁর আদর্শের ওপর আমাদের মৃত্যু দান করেন, তাঁর দলের অন্তর্ভুক্ত করে আমাদের হাশর নসিব করেন এবং তাঁর সাথে আমাদের নিআমতপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করান।

১১৭৬ - জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো: কোন সালাত সর্বোত্তম? তিনি বললেন: "দীর্ঘ কিয়াম বিশিষ্ট সালাত।" এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

(ص: 211) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

المأرد بالقنوت: القيام..

1177 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوماً ويفطر يوماً متفق عليه..

1178 - وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة، لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة.
رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث ساقها الإمام النووي في باب فضل صلاة الليل، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت والبراد بطول القنوت أي طول الخشوع لله عز وجل والقيام والركوع والسجود.

وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل: طول القراءة مع تخفيف الركوع والسجود، أو الأفضل تقصير القراءة والركوع والسجود؟ بمعنى هل الأفضل أن تقصر الركعات مع كثرة العدد، أو أن تطيل

কুনুত দ্বারা উদ্দেশ্য: দণ্ডায়মান হওয়া..

১১৭৭ - আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃরাঃরাঃ আনঃরাঃ) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাঃরাঃরাঃ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় সালাত হলো দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর সালাত, এবং আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় সিয়াম হলো দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর সিয়াম। তিনি রাতের অর্ধেক সময় ঘুমাতেন, রাতের এক-তৃতীয়াংশ ইবাদতে দাঁড়িয়ে কাটাতেন এবং রাতের শেষ ষষ্ঠাংশ সময় পুনরায় ঘুমাতেন। আর তিনি একদিন রোজা রাখতেন এবং একদিন রোজা ভঙ্গ করতেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১১৭৮ - জাবির (রাঃরাঃরাঃ আনঃরাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃরাঃরাঃ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: নিশ্চয়ই রাতে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, কোনো মুসলিম বান্দা যদি সেই সময় মহান আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কোনো কল্যাণ প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ তাকে তা অবশ্যই দান করেন। আর এটি প্রতি রাতেই ঘটে। মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত।

[ব্যাক্তা]

ইমাম নববী (রাঃরাঃরাঃ আনঃরাঃ) এই হাদিসগুলো 'রাতের সালাতের ফযিলত' অধ্যায়ে উপস্থাপন করেছেন। তন্মধ্যে একটি হলো, নবী (সাঃরাঃরাঃ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: কোন সালাত সর্বোত্তম? তিনি বললেন: "দীর্ঘ কুনুত (দণ্ডায়মান) বিশিষ্ট।" দীর্ঘ কুনুত

দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহর প্রতি সুদীর্ঘ একাগ্রতা এবং দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা, রুকু ও সিজদা করা।

আর আলিমগণ (রাহিমাহুমুল্লাহ) এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন যে, কোনটি অধিক উত্তম: রুকু ও সিজদা সংক্ষিপ্ত করে কিরাত দীর্ঘ করা, নাকি কিরাত সংক্ষিপ্ত করে রুকু ও সিজদা দীর্ঘ করা? অর্থাৎ, রাকাতের সংখ্যা বাড়িয়ে সালাত সংক্ষিপ্ত করা কি উত্তম, নাকি রাকাতের সংখ্যা কমিয়ে কিরাত ও রুকু-সিজদা দীর্ঘ করা?

(ص: 212) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الركعات مع قلة العدد، والصواب أن الأفضل في ذلك أن تكون الصلاة متناسبة، وقد سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل ركوعه نحواً من قيامه، وسجوده نحواً من قيامه، أي قريباً منه، وذكر رحمه الله من ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود أما صلاته، يعني النافلة، صلاة الليل، فإنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فيقسم الليل ثلاثة أقسام، النصف الأول للنوم، ثم الثلث للقيام، ثم السدس للنوم، لأن هذا فيه راحة البدن، فإن الإنسان إذا نام نصف الليل أخذ حظاً كبيراً من النوم، فإذا قام الثلث ثم نام السدس فإن التعب الذي حصل له في القيام يذهب بالنوم الذي في آخر الليل، ولكن مع هذا، إذا قام الإنسان في أي ساعة من الليل فإنه يرجي له أن ينال الثواب، هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الأحب إلى الله والأفضل، لكن يكفي أن تقوم الثلث الأخير أو الثلث الأوسط أو النصف الأول، حسب ما تيسر لك؟ قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل ووسطه وآخره.

فالأمر في هذا والله الحمد واسع.

ثم ذكر الحديث الثالث: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله تعالى بخير إلا أعطاه إياه.

وهذه الساعة غير معلومة بعينها، يعني: الله أعلم.

لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا من أجل أن نجتهد، وأن نتحرى قدر الله عز وجل،

রাকাতের সংখ্যা কম রেখে কিয়াম দীর্ঘ করা; তবে সঠিক মত হলো, এক্ষেত্রে উত্তম পদ্ধতি হলো সালাত ভারসাম্যপূর্ণ হওয়া। ইতিপূর্বে আমাদের নিকট আলোচিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রুকু ও সিজদাহকে কিয়ামের (দাঁড়ানোর) প্রায় কাছাকাছি দৈর্ঘ্যের করতেন। গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় সালাত হলো দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর সালাত এবং আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় সিয়াম হলো দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর সিয়াম। তাঁর সালাতের পদ্ধতি ছিল—অর্থাৎ নফল বা রাতের সালাত—তিনি রাতের অর্ধেক সময় ঘুমাতে, এক-তৃতীয়াংশ সময় ইবাদতে দাঁড়িয়ে কাটাতেন এবং পুনরায় রাতের শেষ ষষ্ঠাংশ সময় ঘুমাতে। তিনি রাতকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করতেন: প্রথম অর্ধাংশ ঘুমের জন্য, তারপর এক-তৃতীয়াংশ কিয়ামের জন্য এবং সবশেষে ষষ্ঠাংশ পুনরায় ঘুমের জন্য। কারণ এতে শরীরের স্বস্তি ও আরাম নিহিত রয়েছে। কেননা মানুষ যদি রাতের অর্ধাংশ ঘুমায়, তবে সে ঘুমের একটি বড় অংশ পূর্ণ করে নেয়। এরপর যখন সে এক-তৃতীয়াংশ সময় কিয়াম করে এবং পুনরায় ষষ্ঠাংশ সময় ঘুমায়, তখন কিয়ামের পরিশ্রমে যে ক্লান্তি সৃষ্টি হয়, তা রাতের শেষভাগের ঘুমের মাধ্যমে দূর হয়ে যায়। তবে এর পাশাপাশি, মানুষ যদি রাতের যেকোনো সময়ে ইবাদতের জন্য দাঁড়ায়, তবে আশা করা যায় সে সওয়াব লাভ করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা উল্লেখ করেছেন তা আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় ও উত্তম, কিন্তু রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বা মধ্য তৃতীয়াংশ অথবা প্রথম অর্ধাংশ—আপনার জন্য যা সহজ হয়—সে অনুযায়ী কিয়াম করাই যথেষ্ট। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের সব অংশেই বিতর আদায় করেছেন; রাতের প্রথমার্শে, মধ্যভাগে এবং শেষভাগে।

সুতরাং এই বিষয়টি—সকল প্রশংসা আল্লাহর—অত্যন্ত প্রশস্ত।

অতঃপর তিনি তৃতীয় হাদীসটি উল্লেখ করেছেন: নিশ্চয়ই রাতে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, কোনো মুসলিম বান্দা যদি সেই সময়ে আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কোনো কল্যাণের দোয়া করে, তবে আল্লাহ তাকে তা অবশ্যই দান করেন।

আর এই মুহূর্তটি সুনির্দিষ্টভাবে কারো জানা নেই, অর্থাৎ আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এ বিষয়ে অবগত করেছেন যাতে আমরা ইবাদতে সচেষ্টি হই এবং মহান আল্লাহর নির্ধারিত সেই মুহূর্তটি তালাশ করি।

(ম: 213) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

وهذه الساعة كساعة يوم الجمعة مبهمة، وإن كانت ساعة يوم الجمعة أرحى ما يكون إذا حضر الإمام يعني الخطيب إلى أن تقضى الصلاة.
والله الموفق

1181 - وعنهما رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة.
رواه مسلم..

1182 - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه، أو عن شيء منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم.

1183 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلاً قام من الليل، فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها فإن أبي نضحت في وجهه الماء، رواه أبو داود.

এবং এই সময়টি জুমার দিনের সেই বিশেষ সময়ের ন্যায় অস্পষ্ট, যদিও জুমার দিনের সেই সময়টি সর্বাধিক আশাব্যঞ্জক হয় যখন ইমাম অর্থাৎ খতিব (মিম্বরে) উপস্থিত হন সালাত সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত।

আর আল্লাহই তাওফিকদাতা

১১৮১ - তাঁর (আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যখন অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে রাতের সালাত ছুটে যেত, তখন তিনি দিনের বেলা বারো রাকাত সালাত আদায় করতেন।

মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

১১৮২ - উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি তার রাতের নিয়মিত আমল (হিজব) বা তার কোনো অংশ না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে, এরপর সে তা ফজর ও জোহরের সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে পাঠ করে, তবে তার জন্য তা এমনভাবে লিপিবদ্ধ করা হবে যেন সে তা রাতেই পাঠ করেছে।

মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

১১৮৩ - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ সেই ব্যক্তির ওপর রহমত বর্ষণ করুন যে রাতে উঠে সালাত আদায় করে এবং তার স্ত্রীকে জাগিয়ে দেয়, যদি সে অস্বীকার করে তবে সে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়; আল্লাহ সেই নারীর ওপর রহমত বর্ষণ করুন যে রাতে উঠে সালাত আদায় করে এবং তার স্বামীকে জাগিয়ে দেয়, যদি সে অস্বীকার করে তবে সে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। এটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন।

সহিহ সনদে।

1184 - وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قالاً: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلياً أو صلى ركعتين جميعاً، كتباً في

الذاكرين والذاكرات رواه أبو داود بإسناد صحيح.

1185 - وعن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس

أحدكم في الصلاة، فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس،

لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه.

متفق عليه.

1186 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا

قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه، فلم يدر ما يقول، فليضطجع.

رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

هذه بقية الأحاديث التي نقلها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في: باب

فضل صلاة الليل، وتدل على أمور، الأمر الأول أن الإنسان إذا فاتته قيام الليل فإنه

يقضيه من النهار، ولكنه لا يوتر، لأن الوتر تختتم به صلاة الليل وقد انتهت كما

دل على

১১৮৪ - তাঁর (আবু হুরায়রা) থেকে এবং আবু সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যখন কোনো ব্যক্তি রাতে তার স্ত্রীকে জাগ্রত করে এবং তারা উভয়ে সালাত আদায় করে অথবা একত্রে দুই রাকাত সালাত আদায় করে, তখন তাদের নাম আল্লাহর অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়।" এটি আবু দাউদ সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

১১৮৫ - আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের কেউ যখন সালাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়, তখন সে যেন ঘুমিয়ে নেয় যতক্ষণ না

তার ঘুম দূর হয়। কেননা তোমাদের কেউ যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সালাত আদায় করে, তখন সম্ভবত সে ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে নিজেকেই গালি দিয়ে বসে।"

এটি মুত্তাফাকুন আলাইহি (বুখারি ও মুসলিম কর্তৃক ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে বর্ণিত)।

১১৮৬ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যখন তোমাদের কেউ রাতে (সালাতের জন্য) দাঁড়ায় এবং তার জিহ্বায় কুরআন (তিলওয়াত করা) কঠিন হয়ে পড়ে, এমনকি সে কী বলছে তাও অনুধাবন করতে না পারে, তবে সে যেন শুয়ে পড়ে।"

এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

এগুলো ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) কর্তৃক তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থের 'রাতের সালাতের ফজিলত' পরিচ্ছেদে সংকলিত অবশিষ্ট হাদিসসমূহ। এগুলো কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্দেশনা প্রদান করে। প্রথম বিষয়টি হলো, কোনো ব্যক্তির যদি রাতের কিয়াম (তাহাজ্জুদ) ছুটে যায়, তবে সে দিনের বেলা তা কাজা আদায় করবে; কিন্তু সে বিতর পড়বে না। কারণ বিতরের মাধ্যমে রাতের সালাত সমাপ্ত করা হয়, আর রাতের সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে, যেমনটি দলীল পাওয়া যায়...

(ص: 215) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه وجع أو غيره، يعني كالنوم فلم يصل في الليل، صلى في النهار ثنتي عشرة ركعة، لأنه عليه الصلاة والسلام، كان يواظب في أكثر أحيانه على إحدى عشرة ركعة، فكان يقضي ما هو الأكمل والأكثر، يقضي ثنتي عشرة ركعة، وعلى هذا فإذا كان من عادة الإنسان أنه يوتر بثلاث، ولم يقم، فإنه يقضي بالنهار أربعاً، ولا يقضي ثلاثاً، وإذا كان من

عاداته أن يوتر بخمس يقضي ستاً وهلم جرا، ولكن متى يقضي؟ يقضيه فيما بين طلوع الشمس وارتفاعها إلى زوال الشمس، كما يدل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه فيمن فاتته ورده أو حزبه في الليل، أو شيء منه، أنه يقضيه في النهار بالضجى، فيقضي ذلك في الضجى، فإن نسي ولم يتذكر إلا بعد الظهر قضاه بعد الظهر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ومما دلت عليه هذه الأحاديث أن الإنسان إذا غلبه النوم وجاءه النعاس وهو يصلي فلا يصلي، وذلك لأنه ربما يذهب يستغفر لنفسه فيسب نفسه لأنه ينعس، وأيضاً ربما يستعجم القرآن على لسانه، فيتكلم بالكلمة من القرآن على غير وجهها فيحرف القرآن، فأنت إذا كان من عادتك أن تصلي بالليل وجاءك النوم، فلا تجهد نفسك، نم حتى يزول عنك النعاس

এটি আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদিস যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যখন কোনো ব্যথা বা অন্য কিছু, যেমন ঘুম ইত্যাদি কাবু করত যার ফলে তিনি রাতে সালাত আদায় করতে পারতেন না, তখন তিনি দিনের বেলা বারো রাকাত সালাত আদায় করতেন। কেননা তিনি (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) অধিকাংশ সময় এগারো রাকাত পালনে অভ্যস্ত ছিলেন। ফলে তিনি যা অধিক পূর্ণাঙ্গ ও বেশি ছিল তা-ই কাজা করতেন, অর্থাৎ বারো রাকাত আদায় করতেন। এর ওপর ভিত্তি করে, যদি কোনো ব্যক্তির অভ্যাস হয় তিন রাকাত বিতর পড়ার এবং সে রাতে উঠতে না পারে, তবে সে দিনের বেলা চার রাকাত আদায় করবে, তিন রাকাত নয়। আর যদি তার অভ্যাস পাঁচ রাকাত বিতর পড়ার হয়, তবে সে ছয় রাকাত আদায় করবে—এভাবেই তা চলবে। কিন্তু কখন এই কাজা আদায় করবে? সূর্য উদিত হওয়ার পর তা খানিকটা ওপরে উঠলে তখন থেকে সূর্য ঢলে পড়ার (জাওয়াল) আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তা আদায় করবে। যেমন উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিসটি এর প্রতি নির্দেশ করে যে, যার রাতের নিয়মিত আমল বা নির্দিষ্ট অংশ বাদ পড়ে যায়, সে যেন তা দিনের বেলা চাশতের সময় আদায় করে নেয়। সুতরাং সে তা চাশতের সময়ই আদায় করবে। আর যদি সে ভুলে যায় এবং জোহরের পর স্মরণ হয়, তবে সে জোহরের পরেই তা আদায় করবে। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাধারণ নির্দেশ হলো: "যে ব্যক্তি সালাত

আদায় করতে ভুলে যায় অথবা ঘুমিয়ে থাকে, সে যেন তা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথেই আদায় করে নেয়।"

এই হাদিসগুলো থেকে আরও যা প্রমাণিত হয় তা হলো, সালাত আদায়ের সময় মানুষের ওপর যদি ঘুম বা তন্দ্রা প্রবল হয়ে ওঠে, তবে সে যেন আর সালাত না পড়ে। কারণ হতে পারে সে নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে তন্দ্রার ঘোরে নিজেকেই গালি দিয়ে বসবে। এছাড়া তার জিহ্বায় কুরআনের শব্দগুলো অস্পষ্ট হয়ে যেতে পারে, ফলে সে কুরআনের কোনো শব্দ ভুলভাবে উচ্চারণ করে এর বিকৃতি ঘটিয়ে ফেলবে। সুতরাং আপনার অভ্যাস যদি রাতে সালাত আদায় করার হয়ে থাকে এবং সে সময় ঘুম চলে আসে, তবে নিজের ওপর জবরদস্তি করবেন না; বরং তন্দ্রা না কাটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে নিন।

(ص: 216) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

ثم استأنف القيام، فإن طلع الفجر فأقض الوتر في الضحى ولكن شفعا. ومما تدل عليه هذه الأحاديث أنه ينبغي للإنسان إذا كان له أهل وقام من الليل أن يوقظ أهله، لكن حسن نشاط الأهل، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا لم يبق إلا الوتر أيقظ عائشة فأوترت، يعني ليس من اللازم أن توقظ أهلك معك، قد يكون أهلك ليسوا مثلك في النشاط البدني أو في النشاط النفسي، فلا توقظهم معك، ليس بلام إلا إذا رأيت أنهم يرغبون، ولكن لا تنسهم من آخر الليل، يقومون ولو للوتر، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يقوم الليل ويصوم النهار ويعبد ربه حق عبادته.

এরপর তিনি কিয়াম পুনরায় শুরু করবেন; তবে যদি ফজর উদিত হয়ে যায়, তবে চাশতের সময় বিতরের কাজা আদায় করবেন, তবে তা জোড় হিসেবে।

এই হাদিসসমূহ যা নির্দেশ করে তা হলো, কোনো ব্যক্তি যখন রাতে ইবাদতের জন্য দাঁড়ায় এবং তার পরিবার থাকে, তখন তার উচিত নিজ পরিবারকেও জাগিয়ে দেওয়া; তবে তা পরিবারের সদস্যদের সক্ষমতা ও আগ্রহ বিবেচনা করে হওয়া উত্তম। একারণেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাতে নামাজ পড়তেন এবং যখন কেবল বিতর বাকি থাকতো তখন আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কে জাগিয়ে দিতেন এবং তিনি বিতর আদায় করতেন। অর্থাৎ, আপনার সাথে আপনার পরিবারকেও জাগিয়ে দেওয়া আবশ্যকীয় নয়। হতে পারে আপনার পরিবার শারীরিক বা মানসিক উদ্দীপনার ক্ষেত্রে আপনার মতো নয়; তাই তাদের আপনার সাথেই জাগাবেন না, যদি না আপনি দেখেন যে তারা আগ্রহী, নতুবা এটি জরুরি নয়। কিন্তু রাতের শেষ প্রহরে তাদের কথা ভুলে যাবেন না, তারা যেন অন্তত বিতরের জন্যও দাঁড়ায়, যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) করতেন।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা রাতে ইবাদত করে, দিনে রোজা রাখে এবং নিজ রবের যথাযথ ইবাদত বন্দেগি করে।

(ص: 217) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح

1187 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من

قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه.

1188 - وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام

رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيماناً واحتساباً

غفر له ما تقدم من ذنبه رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

قال رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح سميت تراويح، لأن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يقومون رمضان ويطيّلون القيام والركوع والسجود، فإذا صلوا أربع ركعات يعني بتسليمتين استراحوا، وإذا صلوا أربعاً استراحوا، ثم يصلون ثلاثاً، وهذا يؤيده حديث عائشة رضي الله عنها السابق، كان يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً.

রমজানের কিয়াম তথা তারাবিহ মুস্তাহাব হওয়ার পরিচ্ছেদ

১১৮৭ - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমজানে কিয়াম (রাত্রিকালীন ইবাদত) করবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১১৮৮ - তাঁর (আবু হুরায়রা) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের কিয়ামের প্রতি উৎসাহ প্রদান করতেন, তবে তিনি তাদের ওপর তা কঠোরভাবে আবশ্যিক করে দেননি। তিনি বলতেন: "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমজানে কিয়াম করবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যাখ্যা]

তিনি (আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে বলেছেন: "রমজানের কিয়াম তথা তারাবিহ মুস্তাহাব হওয়ার পরিচ্ছেদ।" একে 'তারাবিহ' নামকরণ করা হয়েছে, কারণ সালাফে সালাহীন (পুণ্যবান পূর্বসূরিগণ) রাদিয়াল্লাহু আনহুম রমজানে কিয়াম করতেন এবং কিয়াম, রুকু ও সাজদাহ দীর্ঘ করতেন। যখন তাঁরা চার রাকাত—অর্থাৎ দুই সালামে—সালাত আদায় করতেন, তখন তাঁরা বিশ্রাম নিতেন (ইস্তিরাহাত)। আবার যখন চার রাকাত আদায় করতেন, তখন বিশ্রাম নিতেন। এরপর তাঁরা তিন রাকাত সালাত আদায় করতেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা পূর্বোক্ত হাদিসটি একে সমর্থন করে: "তিনি চার রাকাত সালাত আদায় করতেন, সেই সালাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞেস করো না;

এরপর আবার চার রাকাত সালাত আদায় করতেন, সেই সালাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞেস করো না; এরপর তিনি তিন রাকাত সালাত আদায় করতেন।"

(ص: 218) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة، يعني ما يلزم لكنه يرغب، يقول: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه.

وقام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثلاث ليال في رمضان، يصلي بهم جماعة، ثم تأخر وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتركه، وبقي الناس يأتون إلى المسجد يصلون الرجلين والثلاثة كل يصلي مع صاحبه، فخرج عمر ذات ليلة فوجدهم يصلون أوزاعاً، فرأى رضي الله عنه بثاقب رأيه أن يجمعهم على إمام واحد، فأمر أبي بن كعب رضي الله عنه وآخر معه أن يصليا بالناس إحدى عشرة ركعة، فاجتمع الناس على إمام واحد في التراويح، وبقي المسلمون على هذا إلى يومنا هذا، لكن اختلف العلماء في عدد ركعات التراويح، فمنهم من قال: إحدى عشرة ركعة، ومنهم من قال: ثلاث عشرة ركعة، ومنهم من قال: ثلاث وعشرون ركعة، ومنهم من قال أكثر من ذلك، والأمر في هذا واسع لأن السلف الذين اختلفوا في هذا لم ينكر بعضهم على بعض، فالأمر في هذا واسع، يعني نحن لا ننكر على من زاد على إحدى عشرة ركعة، ولا على من زاد على ثلاث وعشرين ركعة. ونقول: صل ما شئت ما دامت جماعة المسجد قد رضوا بذلك، ولم ينكر أحد.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের কিয়ামের (তারাবিহ) ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন, তবে তা বাধ্যতামূলক নির্দেশ হিসেবে প্রদান করতেন না। অর্থাৎ তা অপরিহার্য ছিল

না, বরং তিনি এর প্রতি অনুপ্রাণিত করতেন। তিনি বলতেন: “যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াব লাভের আশায় রমজানে কিয়াম করবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের তিন রাত সাহাবীদের নিয়ে জামাতে নামাজ আদায় করেন। এরপর তিনি বিরত থাকেন এবং বলেন: “আমি আশঙ্কা করছি যে এটি তোমাদের ওপর ফরজ করে দেওয়া হবে, আর তোমরা তা পালনে অক্ষম হয়ে পড়বে।” ফলে তিনি এটি বর্জন করেন। এরপর মানুষ মসজিদে আসতেন এবং দুই-তিন জন করে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে প্রত্যেকে নিজ নিজ সঙ্গীর সাথে নামাজ আদায় করতেন। এক রাতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বের হয়ে তাদের বিচ্ছিন্নভাবে নামাজ পড়তে দেখলেন। তখন তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তাদের সকলকে একজন ইমামের অধীনে একত্রিত করবেন। এরপর তিনি উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর সাথে অন্য একজনকে মানুষকে নিয়ে এগারো রাকাত নামাজ পড়ানোর নির্দেশ দিলেন। ফলে তারাবিহ নামাজে মানুষ একজন ইমামের পেছনে একত্রিত হলেন এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত মুসলিমরা এই রীতির ওপরই অটল রয়েছেন। তবে তারাবিহ নামাজের রাকাত সংখ্যা নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউ বলেছেন এগারো রাকাত, কেউ তেরো রাকাত, কেউ তেইশ রাকাত, আবার কেউ এর চেয়েও বেশি রাকাতের কথা বলেছেন। এ বিষয়টি প্রশস্ত, কেননা সালাফগণ (পূর্বসূরিগণ) যারা এ নিয়ে মতভেদ করেছেন, তাঁরা কেউ একে অপরের ওপর আপত্তি করেননি। সুতরাং এ বিষয়টি নমনীয়; অর্থাৎ যারা এগারো রাকাতের বেশি আদায় করেন আমরা তাদের যেমন প্রতিবাদ করি না, তেমনি যারা তেইশ রাকাতের বেশি আদায় করেন তাদের ওপরও আপত্তি করি না।

আর আমরা বলি: আপনি আপনার সাধ্যমতো নামাজ আদায় করুন, যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদের মুসল্লিরা তাতে সম্মত থাকেন এবং কেউ এতে অসম্মতি প্রকাশ না করেন।

أما إذا اختلف الناس فالرجوع إلى السنة أولى، والسنة ألا يزيد على ثلاث عشرة
ركعة لأن عائشة سئلت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان؟
فقالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة.
فأما مع عدم الخلاف فإنه يصلي ثلاثاً وعشرين أو أكثر، ما دام الناس لم يقولوا
خفف، فإذا قالوا: خفف فلا يزيد على إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة ركعة.
والله الموفق

তবে যখন মানুষের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়, তখন সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করাই অধিকতর
শ্রেয়। আর সুন্নাহ হলো তেরো রাকাতের অধিক না করা; কেননা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-
কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমজানে কীভাবে সালাত
আদায় করতেন? তিনি উত্তরে বলেছিলেন: তিনি রমজানে কিংবা রমজানের বাইরে এগারো
রাকাতের অধিক পড়তেন না।

আর যেখানে কোনো মতভেদ নেই, সেখানে তেইশ রাকাত বা তার বেশিও পড়া যেতে পারে,
যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তা সংক্ষেপ করার দাবি না করে। তবে যখন তারা বলবে: "সংক্ষেপ
করুন", তখন এগারো বা তেরো রাকাতের অধিক বৃদ্ধি করা উচিত নয়।

আর আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

(ص: 220) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها
قال الله تعالى: {إنا أنزلناه في ليلة القدر} إلى آخر السورة.
وقال تعالى {إنا أنزلناه في ليلة مباركة ...
{ .

1189 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه.

1190 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها، فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه.

1191 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاوز في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان متفق عليه.

1192 - وعنهما رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في

লাইলাতুল কদরের ইবাদতের ফজিলত এবং এটি কোন রাতে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তার বর্ণনা পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তাআলা বলেন: {নিশ্চয় আমি এটি (কুরআন) কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি} সূরার শেষ পর্যন্ত।

এবং আল্লাহ তাআলা বলেন: {নিশ্চয় আমি এটি এক বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করেছি ... } ।

১১৮৯ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় লাইলাতুল কদরে ইবাদত করবে, তার অতীতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১১৯০ - ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কয়েকজন সাহাবী রমজানের শেষ সাত রাতে স্বপ্নে লাইলাতুল কদর দেখতে পান। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "আমি দেখছি যে তোমাদের

স্বপ্নগুলো শেষ সাত রাতের ব্যাপারে একমত হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি এটি সন্ধান করতে চায়, সে যেন শেষ সাত রাতে তা সন্ধান করে।"

মুত্তাফাকুন আলাইহি।

১১৯১ - আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রমজানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতেন এবং বলতেন: "তোমরা রমজানের শেষ দশ রাতে লাইলাতুল কদর সন্ধান করো।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১১৯২ - তাঁর (আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকেই বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা লাইলাতুল কদর সন্ধান করো..."

(ম: 221) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الوتر من العشر الأواخر من رمضان.

رواه البخاري.

1193 - وعنهما رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل

العشر الأواخر من رمضان، أحيأ الليل كله، وأيقظ أهله، وجد وشد المنزر.

متفق عليه.

1194 - وعنهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا

يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه، ما لا يجتهد في غيره.

رواه مسلم.

1195 - وعنهما قالت: قلت: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول

فيها؟ قال: قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب فضل ليلة القدر.
وليلة القدر سيبت بذلك لوجهين:

রমজানের শেষ দশকের বেজোড় রাতসমূহে।

বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন।

১১৯৩ - তাঁর (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন রমজানের শেষ দশ দিন আসত, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সারারাত ইবাদতে জাগ্রত থাকতেন, তাঁর পরিবারবর্গকে জাগিয়ে দিতেন, ইবাদতে অধিক পরিশ্রম করতেন এবং কটিদেশ মজবুত করে বাঁধতেন (অর্থাৎ ইবাদতের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিতেন)।

এটি মুত্তাফাকুন আলাইহি।

১১৯৪ - তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রমজানে ইবাদতে যতটা প্রচেষ্টা চালাতেন অন্য সময়ে তা করতেন না, আর রমজানের শেষ দশকে ইবাদতে যতটা কঠোর সাধনা করতেন তা অন্য দিনগুলোতে করতেন না। মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

১১৯৫ - তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি জানতে পারি যে কোন রাতটি লাইলাতুল কদর, তবে আমি সেই রাতে কী বলব? তিনি বললেন: তুমি বলো, হে আল্লাহ! আপনি অবশ্যই ক্ষমাশীল, আপনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন, অতএব আমাকে ক্ষমা করে দিন।

তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এটি একটি হাসান সহীহ হাদিস।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়ায়ুস সালিহীন' গ্রন্থে লাইলাতুল কদরের মর্যাদা সংক্রান্ত অধ্যায়টি উল্লেখ করেছেন।

লাইলাতুল কদরকে এই নামে অভিহিত করার পেছনে দুটি কারণ রয়েছে:

الوجه الأول: أنه يقدر فيها ما يكون في السنة من أعمال بني آدم وغيرها، ودليل ذلك قوله تعالى: {إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم يعني: يفصل ويبين.

والوجه الثاني: أن ذلك الشرف، أي ليلة القدر، أي ليلة ذات الشرف لأن قدرها عظيم، ويدل لذلك قوله تعالى: {إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر..

{ هذه الليلة & خصت بفضلها هذه الأمة، فكانت لها، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه أعمار أمته فتقاصرها، فأعطي ليلة القدر وجعلت هذه الليلة خيرا من ألف شهر، فإذا كان الإنسان له عشرون سنة، صار له عشرون ألف سنة في ليلة القدر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. والله تعالى خص هذه الأمة وخص نبيها صلى الله عليه وسلم بخصائص لم تكن لمن سبقهم، فالحمد لله رب العالمين.

ثم ذكر المؤلف أحاديث وردت في ذلك، وأنها أي ليلة القدر في رمضان وأنها في العشر الأواخر منه، وأنها في أوتاره أكد، وأنها في ليلة سبع وعشرين أكد، لكن هي تنتقل في العشر يعني قد تكون هذه السنة ليلة إحدى وعشرين والسنة الثانية ليلة ثلاث وعشرين، والثالثة ليلة خمس وعشرين، أو سبع وعشرين، أو تسع وعشرين، أو أربع وعشرين أو ست وعشرين، أو اثنتين وعشرين، تنتقل لأنها ليست ليلة معينة دائما، لكن أرجح ما تكون ليلة سبع وعشرين ثم الأوتار، وأرجح العشر الأواخر السبع الأواخر منها، لأن جماعة من الصحابة أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، فقال

প্রথম কারণ: এই রাতে আদম সন্তানের আমলসমূহ এবং বছরের অন্যান্য ঘটনাবলি নির্ধারিত হয়। এর প্রমাণ মহান আল্লাহর বাণী: "নিশ্চয়ই আমি এটি এক বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করেছি; নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী। সেই রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থির করা হয়।" অর্থাৎ পৃথক ও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়।

দ্বিতীয় কারণ: এটি হলো মর্যাদা বা আভিজাত্য। অর্থাৎ লাইলাতুল কদর মানে মর্যাদাপূর্ণ রাত, কারণ এর মাহাত্ম্য অত্যন্ত মহৎ। এর প্রমাণ মহান আল্লাহর বাণী: {নিশ্চয়ই আমি এটি অবতীর্ণ করেছি মহিমাম্বিত রজনীতে। আর কিসে আপনাকে জানাবে মহিমাম্বিত রজনী কী? মহিমাম্বিত রজনী হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ...

} এই রাতের বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব কেবল এই উম্মতের জন্যই নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এটি তাদের জন্যই। বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁর উম্মতের আয়ুষ্কাল প্রদর্শন করা হয়েছিল। তিনি তাদের আয়ু অত্যন্ত স্বল্প মনে করলেন, ফলে তাঁকে লাইলাতুল কদর প্রদান করা হলো এবং এই রাতকে হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ করা হলো। অতএব, একজন মানুষের যদি বিশ বছর এমন হয়, তবে লাইলাতুল কদরের বদৌলতে তা তার জন্য বিশ হাজার বছরের সমান হয়ে যায়। এটি এই উম্মতের ওপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এক বিশেষ অনুগ্রহ।

আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে এবং তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যা পূর্ববর্তী কাউকেও দান করা হয়নি। অতএব, সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

অতঃপর লেখক এ সংক্রান্ত বর্ণিত হাদিসসমূহ উল্লেখ করেছেন যে, লাইলাতুল কদর রমজান মাসে এবং এর শেষ দশকে অবস্থিত। এটি বেজোড় রাতগুলোতে হওয়ার সম্ভাবনা অধিক এবং সাতাশ তারিখের রাতে হওয়ার সম্ভাবনা আরও জোরালো। তবে এটি শেষ দশকের মধ্যে আবর্তিত হয়; অর্থাৎ কোনো বছর এটি একুশতম রাতে হতে পারে, দ্বিতীয় বছর তেইশতম রাতে, তৃতীয় বছর পঁচিশতম, সাতাশতম বা উনত্রিশতম রাতে। আবার চব্বিশ, ছাব্বিশ কিংবা বাইশতম রাতেও হতে পারে। এটি পরিবর্তিত হয় কারণ এটি সর্বদা কোনো নির্দিষ্ট একটি রাত নয়। তবে সবচেয়ে বেশি আশাপ্রদ হলো সাতাশতম রাত, অতঃপর বেজোড় রাতসমূহ। আর শেষ দশকের মধ্যে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় হলো শেষ সাত রাত; কারণ সাহাবীগণের একটি দল শেষ সাত রাতের মধ্যে লাইলাতুল কদর স্বপ্নে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন...

صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر وهذا يحتمل أنه كل عام أو أنه تلك السنة فقط، وعلى كل حال فهي في العشر الأواخر من رمضان.

وذكر المؤلف رحمه الله أحاديث عن عائشة رضي الله عنها، مما يدل على فضل هذه البرأة، وأنها حفظت لأمه محمد صلى الله عليه وسلم من سنته ما لم تحفظه امرأة أخرى من النساء، فهي رضي الله عنها أكثر النساء حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظت من شريعة الله وسنة رسوله ما لم تحفظه امرأة سواها فجزاها الله عن أمه محمد خيراً.

تقول عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وافقت أو علمت أي ليلة ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والعفو: هو المتجاوز عن سيئات عبادة، وهو سبحانه وتعالى عفو قدير، يعني يعفو مع البقدرة، ليس كبني آدم إذا عجز عن الشيء سامح، إنما يعفو مع القدرة جل وعلا، وهذا هو كمال العفو، وهو سبحانه وتعالى يحب العافين عن الناس، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وهو سبحانه يحب الذين يأخذون من الناس العفو، بل أمر بذلك فقال: {خذ العفو وأمر بالعرف} .

قال العلماء: معنى العفو يعني خذ ما عفي من الناس، يعني ما سهل منه خذه ولا تشد الحبل، فخذ العفو واترك ما وراء ذلك، وهذا من آداب القرآن أن الإنسان يكون واسع الصدر لبني آدم يأخذ العفو، فالشاهد أن أفضل ما تدعو به

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আমি দেখছি যে তোমাদের স্বপ্নগুলো শেষ সাত দিনের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি এর (লাইলাতুল কদরের) অনুসন্ধান করতে চায়, সে যেন তা শেষ সাত দিনেই অনুসন্ধান করে।" এর সম্ভাবনা রয়েছে যে

এটি প্রতি বছরের জন্য প্রযোজ্য অথবা কেবল সেই নির্দিষ্ট বছরের জন্য ছিল; তবে সর্বাবস্থায় তা রমজানের শেষ দশ দিনের মধ্যেই নিহিত।

লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হাদিসসমূহ উল্লেখ করেছেন, যা এই মহীয়সী নারীর মর্যাদার প্রমাণ দেয়। তিনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উম্মতের জন্য তাঁর সুন্নাহর এমন সব বিষয় সংরক্ষণ করেছেন যা অন্য কোনো নারী করতে পারেননি। নারীদের মধ্যে তিনিই রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী; তিনি আল্লাহর শরিয়ত ও তাঁর রাসুলের সুন্নাহর এমন ভাণ্ডার সংরক্ষণ করেছেন যা অন্য কোনো নারী করেননি। আল্লাহ তাআলা উম্মাতে মুহাম্মাদীর পক্ষ থেকে তাঁকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করলেন: "আমি যদি জানতে পারি যে কোন রাতটি লাইলাতুল কদর, তবে আমি তাতে কী বলব?" তিনি বললেন: "তুমি বলো— হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আপনি পরম ক্ষমাশীল, আপনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন, অতএব আমাকে ক্ষমা করুন।"

'আল-আফুবু' (ক্ষমাশীল) হলেন তিনি, যিনি তাঁর বান্দাদের পাপরাশি মার্জনা করেন। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) অতি ক্ষমাশীল ও পরাক্রমশালী; অর্থাৎ তিনি পূর্ণ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করেন। তিনি আদম-সন্তানদের মতো নন, যারা কোনো বিষয়ে অপারগ হয়ে ক্ষমা করে দেয়; বরং মহান আল্লাহ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করেন এবং এটাই ক্ষমার পূর্ণতা। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) সেই সব মানুষকে ভালোবাসেন যারা অন্যদের ক্ষমা করে। সুতরাং যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং আপস-নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহর জিম্মায়। তিনি সেই সব মানুষকে ভালোবাসেন যারা মানুষের সহজ আচরণ গ্রহণ করে, বরং তিনি এর নির্দেশ দিয়ে বলেছেন: "তুমি ক্ষমাশীলতা (বা সহজতা) অবলম্বন করো এবং সৎকাজের নির্দেশ দাও।"

ওলামায়ে কেরাম বলেন: এখানে 'আফউ' বা ক্ষমার অর্থ হলো মানুষের কাছ থেকে তা-ই গ্রহণ করা যা তাদের জন্য সহজসাধ্য; অর্থাৎ যা পাওয়া সহজ তা-ই গ্রহণ করো এবং কঠোরতা করো না। সুতরাং সহজ বিষয়টি গ্রহণ করো এবং এর অতিরিক্ত যা আছে তা ত্যাগ করো। এটি কুরআনের অন্যতম শিষ্টাচার যে, মানুষ অন্যান্য মানুষের প্রতি প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী হবে এবং সহজতা অবলম্বন করবে। সারকথা হলো, আপনি যে সর্বোত্তম দু'আটি করবেন...

تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني والله الموفق

আপনি বলবেন: হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আপনি পরম ক্ষমাশীল, আপনি ক্ষমা করা পছন্দ করেন; অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

باب فضل السواك وخصال الفطرة

1196 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة متفق عليه.

1197 - وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك. متفق عليه.

الشوص: الدلك.

1198 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وظهره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك، ويتوضأ ويصلي. رواه مسلم.

1199 - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك رواه البخاري.

1200 - وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك.

رواه مسلم.

1201 - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم

মিছওয়াকের ফজিলত ও স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যসমূহ (ফিতরাত) পরিচ্ছেদ

১১৯৬ - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমি যদি আমার উম্মতের ওপর বা মানুষের ওপর কষ্টকর মনে না করতাম, তবে তাদের প্রত্যেক সালাতের সময় মিছওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। মুত্তাফাকুন আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম)।

১১৯৭ - হযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে ঘুম থেকে উঠতেন, তখন মিছওয়াক দিয়ে তাঁর মুখ মাজতেন (পরিষ্কার করতেন)।

মুত্তাফাকুন আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম)।

শাওস: ঘষা বা মাজা।

১১৯৮ - আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তাঁর মিছওয়াক ও ওজুর পানি প্রস্তুত করে রাখতাম। অতঃপর রাতে আল্লাহ তাঁকে যখনই জাগাতে চাইতেন তিনি জাগতেন, তারপর তিনি মিছওয়াক করতেন, ওজু করতেন এবং সালাত আদায় করতেন।

মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

১১৯৯ - আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমি তোমাদেরকে মিছওয়াক করার ব্যাপারে বারবার তাগিদ দিয়েছি। বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন।

১২০০ - শুরাইহ ইবনে হানি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলাম: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেন তখন সর্বপ্রথম কোন কাজ শুরু করতেন? তিনি বললেন: মিছওয়াক করা দিয়ে।

মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

১২০১ - আবু মুসা আল-আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশ করলাম

(ص: 226) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

وطرف السواك على لسانه.

متفق عليه.

وهذا لفظ مسلم.

1202 - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه النسائي، وابن خزيمة في صحيحه بأسانيد صحيحة. وذكر البخاري رحمه الله في صحيحه هذا الحديث تعليقا بصيغة الجزم فقال: وقالت عائشة رضي الله عنها.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب فضل السواك وسنن الفطرة. السواك هو: التسوك وهو ذلك الأسنان واللثة واللسان بعود الأراك هذا السواك المعروف هو عود الأراك، ويحصل الفضل بعود الأراك أو بغيره من كل عود يشابهه، والصحيح أنه يحصل أيضاً بالخرقة أو بالإصبع لكن العود أفضل، والسواك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيه فائدتين عظيمتين كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب مطهرة للفم يعني: يطهر الفم من الأوساخ والأنتان وغير ذلك مما يضر وقوله للفم يشمل كل الفم

الأسنان واللثة واللسان كما في حديث أبي موسى أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه.

الفائدة الثانية: مرضاة للرب، أي أنه من أسباب رضا الله عن العبد أن يتسوك.

এবং মেসওয়াকের অগ্রভাগ তাঁর জিহ্বার ওপর ছিল।

এটি সর্বসম্মত (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

আর এটি মুসলিমের শব্দমালা।

১২০২ - আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মেসওয়াক মুখের জন্য পবিত্রতা এবং রবের সন্তুষ্টির মাধ্যম। এটি নাসায়ি এবং ইবনে খুজাইমা তাঁর সহিহ গ্রন্থে সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর সহিহ গ্রন্থে এই হাদিসটি সুনিশ্চিত ভঙ্গিতে (তালিক হিসেবে) উল্লেখ করে বলেছেন: আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক রাহিমাহুল্লাহ তাঁর রিয়াদুস সালিহীন গ্রন্থে বলেছেন: মেসওয়াকের ফজিলত এবং ফিতরাতগত সুন্নাহসমূহ বিষয়ক অধ্যায়।

সিওয়াক হলো: মেসওয়াক করা, অর্থাৎ আরাক গাছের ডাল দিয়ে দাঁত, মাড়ি এবং জিহ্বা ঘর্ষণ করা। এই সুপরিচিত মেসওয়াক হলো আরাক গাছের ডাল। আরাক কাষ্ঠ বা এর অনুরূপ অন্য যে কোনো কাষ্ঠের মাধ্যমে এই ফজিলত অর্জিত হয়। বিশুদ্ধ মত হলো যে, কাপড় বা আঙুলের মাধ্যমেও এটি অর্জিত হতে পারে, তবে কাষ্ঠের ডালই উত্তম। মেসওয়াকের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি মহান উপকারের কথা উল্লেখ করেছেন, যেমনটি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মেসওয়াক মুখকে পবিত্রকারী এবং রবের সন্তুষ্টির মাধ্যম। মুখকে পবিত্রকারী মানে হলো: এটি মুখকে ময়লা, দুর্গন্ধ এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক বস্তু থেকে পবিত্র করে। আর 'মুখের জন্য' কথাটি পুরো মুখকে অন্তর্ভুক্ত করে—দাঁত, মাড়ি এবং জিহ্বা; যেমনটি আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে এসেছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশ করলেন এবং মেসওয়াকের অগ্রভাগ তাঁর জিহ্বার ওপর ছিল।

দ্বিতীয় উপকারটি হলো: রবের সন্তুষ্টি লাভ। অর্থাৎ মেসওয়াক করা বান্দার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অন্যতম একটি কারণ।

(ص: 227) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

وللسواك مواضع يتأكد فيها وإلا فهو مسنون كل وقت لكن يتأكد في مواضع معينة منها إذا قام من النوم فإنه يسن له أن يستاك لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك يعني يتسوك وكذلك يؤيده حديث عائشة أنهم كانوا يعدون له سواكه ووضوءه فإذا قام تسوك وتوضأ وصلى ما شاء الله ويسن عند القيام من النوم بالليل أو بالنهار لأن الفم يتغير فيسن أن يتسوك كذلك يسن إذا دخل الإنسان بيته أول ما يدخل يتسوك لأن عائشة سئلت أي شيء يبدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت السواك.

ثالثاً: يتسوك عند الصلاة ذهب ليصلي فريضة أو نافلة صلاة ذات ركوع أو سجود أو صلاة جنازة فإنه يسن أن يتسوك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة يسن السواك أيضاً بتأكد عند الوضوء ومحله عند المضمضة أو قبل أو بعد لكنه عند الوضوء كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وألحق العلماء رحمهم الله ما إذا تغير فيه بأكل أو شرب لبن أو نحوه مما له دسم، فإنه يسن أن يتسوك لأنه يطهر الفم، وعلى كل حال فالسواك سنة ويتأكد في مواضع ولكنه من حيث السننية مشروع كل وقت حتى للصائم بعد الزوال فإنه كغيره يسن

له أن يتسوك وأما من كره ذلك من أهل العلم فقله لا دليل عليه والصحيح أن
الصائم يتسوك أول النهار والله الموفق

মিসওয়াক করার এমন কিছু বিশেষ ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে এটি সুনিশ্চিত সুন্নাত বা তাকীদপ্রাপ্ত, অন্যথায় এটি সব সময়ের জন্যই সুন্নাত। তবে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে এটি অধিক গুরুত্ব পায়। তার মধ্যে একটি হলো—যখন কেউ ঘুম থেকে ওঠে; কেননা ঘুমের পর মিসওয়াক করা সুন্নাত। এর দলীল হলো হুয়াইফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীস, যেখানে তিনি বলেন: নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন রাতে ঘুম থেকে উঠতেন, তখন তিনি মিসওয়াক দিয়ে নিজের মুখ পরিষ্কার করতেন তথা মিসওয়াক করতেন। তদ্রূপ আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদীসটিও একে সমর্থন করে যে, তারা রাসূলুল্লাহর জন্য তাঁর মিসওয়াক ও ওয়ুর পানি প্রস্তুত করে রাখতেন; তিনি যখন ঘুম থেকে জাগতেন, তখন মিসওয়াক করতেন, ওয়ু করতেন এবং আল্লাহ যা চাইতেন (তথা সালাত) তা আদায় করতেন। আর রাত বা দিন যেকোনো সময় ঘুম থেকে ওঠার পর মিসওয়াক করা সুন্নাত, কারণ ঘুমের ফলে মুখের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, তাই মিসওয়াক করা বাঞ্ছনীয়। একইভাবে কোনো ব্যক্তি যখন তার ঘরে প্রবেশ করে, তখন ঘরে ঢুকেই সর্বাগ্রে মিসওয়াক করা সুন্নাত। কারণ আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘরে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম কোন কাজ দিয়ে শুরু করতেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: মিসওয়াক।

তৃতীয়ত: সালাতের সময় মিসওয়াক করা। চাই তা ফরয সালাত হোক বা নফল, রুকু-সিজদাহবিশিষ্ট সালাত হোক কিংবা জানাযার সালাত—এ সময় মিসওয়াক করা সুন্নাত। কেননা নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তবে আমি তাদের প্রত্যেক সালাতের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।" ওয়ুর সময়ও গুরুত্বের সাথে মিসওয়াক করা সুন্নাত; এর স্থান হলো কুলি করার সময়, অথবা তার আগে বা পরে। তবে ওয়ুর সাথে এর সংশ্লিষ্টতা নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

উলামায়ে কেরাম (রাহিমাহুমুল্লাহ) সেই ক্ষেত্রগুলোকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন যখন পানাহার বা দুধ কিংবা চর্বিযুক্ত কোনো কিছু খাওয়ার ফলে মুখের দ্রাণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় মিসওয়াক করা সুন্নাত, কারণ এটি মুখকে পবিত্র করে। পরিশেষে, মিসওয়াক একটি সুন্নাত আমল এবং কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে তাকীদপ্রাপ্ত। তবে সাধারণ সুন্নাত হিসেবে

এটি সব সময়ের জন্যই বিধিবদ্ধ, এমনকি রোযাদারের জন্য দ্বিপ্রহরের পরেও এটি অন্যান্য সময়ের মতোই সুন্নাত। আর যে সকল আলিম একে মাকরুহ মনে করেন, তাদের মতের সপক্ষে কোনো দলীল নেই। সঠিক মত হলো—রোযাদার দিনের শুরু বা শেষে সর্বদাই মিসওয়াক করতে পারে। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

(ص: 228) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

1203 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحدا، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب متفق عليه الاستحدا: حلق العانة، وهو حلق الشعر الذي حول الفرج.

1204 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضضة قال وكيع وهو أحد رواة انتقاص الماء يعني: الاستنجاء رواه مسلم.

البراجم بالباء الموحدة والجيم، وهي: عقد الأصابع وإعفاء اللحية معناه: لا يقص منها شيئاً.

1205 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

ساق المؤلف رحمه الله أحاديث خصال الفطرة في باب فضل السواك وخصال الفطرة. والفطرة يعني التي فطر الخلق على استحسانها وأنها من الخير والمراد بذلك الفطر السليمة لأن الفطر المنحرفة لا عبرة بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وذكر منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس وفي لفظ خمس من الفطر فعلى اللفظ الأول يكون المعنى أن الفطرة هي هذه الخمس، وعلى الثاني يكون المعنى أن هذه الخمس من الفطرة وهناك أشياء أخرى غيرها من الفطرة، وهذا اللفظ أقرب إلى الواقع لأن الخمس التي ذكرت في حديث أبي هريرة يوجد شيء من الفطرة غيرها

১২০৩ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "ফিতরাত বা স্বভাবজাত বিষয় পাঁচটি, অথবা ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত হলো পাঁচটি বিষয়: খতনা করা, নাভির নিচের পশম পরিষ্কার করা, নখ কাটা, বগলের পশম উপড়ানো এবং গোঁফ ছাঁটা।" (বুখারি ও মুসলিম)। 'ইস্তিহদাদ' অর্থ হলো নাভির নিচের লোম মুগুন করা, আর তা হলো গুণ্ডাঙ্গের চারপাশের লোম পরিষ্কার করা।

১২০৪ - আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "দশটি বিষয় ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত: গোঁফ ছাঁটা, দাড়ি লম্বা করা, মিসওয়াক করা, নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করা, নখ কাটা, আঙুলের জোড়াগুলো ধৌত করা, বগলের পশম উপড়ানো, নাভির নিচের পশম মুগুন করা এবং পানি দিয়ে শৌচকার্য করা।" বর্ণনাকারী বলেন: আমি দশম বিষয়টি ভুলে গেছি, তবে সম্ভবত সেটি ছিল কুলি করা। 'ওয়াকি' (যিনি এই হাদিসের একজন বর্ণনাকারী) বলেন: 'ইনতিকাসুল মা' অর্থ হলো ইস্তিনজা বা পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা। (মুসলিম)।

'আল-বারাজিম' (বে এবং জিম বর্ণযোগে) অর্থ হলো আঙুলের গ্রন্থি বা জোড়া। আর 'ই'ফাউল লিহয়াহ' অর্থ হলো দাড়ি থেকে কোনো কিছু না কাটা (বরং তা পূর্ণাঙ্গ রাখা)।

১২০৫ - ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা গোঁফ সুনিপুণভাবে ছোট করো এবং দাড়ি লম্বা করো।" (বুখারি ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) 'মিসওয়াকের ফজিলত ও ফিতরাতের বৈশিষ্ট্য' শীর্ষক অধ্যায়ে ফিতরাতের বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত হাদিসগুলো উল্লেখ করেছেন।

ফিতরাত বলতে সেই স্বভাবকে বোঝায় যার ওপর ভিত্তি করে মহান আল্লাহ সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করেছেন এবং যা কল্যাণকর হিসেবে তারা বিবেচনা করে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সুস্থ ফিতরাত বা প্রকৃতি, কারণ বিকৃত ও বিচ্যুত প্রকৃতির কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "প্রত্যেক নবজাতক ফিতরাতের (ইসলামের) ওপর জন্মগ্রহণ করে, অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদি, নাসারা বা অগ্নিপূজক হিসেবে গড়ে তোলে।"

তিনি আবু হুরায়রা (রা)দিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "ফিতরাত পাঁচটি"। অন্য বর্ণনায় রয়েছে "পাঁচটি বিষয় ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত"। প্রথম বর্ণনা অনুযায়ী অর্থ দাঁড়ায় যে, ফিতরাত কেবল এই পাঁচটিই। আর দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী অর্থ হলো এই পাঁচটি বিষয় ফিতরাতের অংশ, এবং এগুলো ছাড়াও ফিতরাতের আরও বিষয় রয়েছে। এই দ্বিতীয় বর্ণনাটিই বাস্তবতার অধিক নিকটবর্তী, কারণ আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদিসে বর্ণিত পাঁচটি বিষয় ছাড়াও ফিতরাতের আরও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে।

(ص: 229) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

فيكون الأقرب أن لفظ الحديث خمس من الفطرة.
أما على اللفظ الأول على الحصر فقد يراد بذلك الفطرة تامة وأما الأخرى فتكون من
الفطرة التي هي من مكملات الفطرة.

أولاً: الختان: الذي يسمى عند الناس الطهارة وهو للرجال والنساء، أما الرجال فختانهم واجب، وأما النساء فختانهن سنة وليس بواجب وذلك أن الرجل إذا لم يختن وبقيت الجلد التي فوق الحشفة فإنه يحتقن بها البول وتكون سبباً في النجاسة لأنه إذا احتقن بها البول ثم حصل ضغط عليها خرج البول الذي صار بينها وبين الحشفة فتلوث الثياب وتنجست ثم هي أيضاً عند الكبر وعندما يصل الإنسان إلى حد الزواج يكون هناك مشقة شديدة عند الجماع فلذلك كان من الفطرة أن تقص هذه الجلد ولهذا كان كثير من الكفار الآن يختنون لا لأجل الطهارة والنظافة لأنهم نجس لكنهم يختنون من أجل التلذذ عند الجماع وعدم المشقة هذه واحدة.

ومتى يكون الختان يكون الختان من اليوم السابع فما بعده، وكلما كان في الصغر فهو أفضل لأن ختان الصغير لا يكون فيه إلا الألم الجسدي دون الألم القلبي أما الكبير لو ختن من له عشر سنوات مثلاً فإنه يكون فيه ألم قلبي وجسدي ثم إن نمو اللحم ونبات اللحم وسرعة البرء في الصغار أكثر لهذا قال العلماء إن الختان في زمن الصغر أفضل وهو كذلك.

الثاني الاستحداد: يعني حلق العانة والعانة هي الشعر

সুতরাং এটিই অধিকতর নিকটবর্তী যে, হাদিসের শব্দাবলি হলো: "পাঁচটি বিষয় ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত।"

আর সীমাবদ্ধতা নির্দেশক প্রথম শব্দরূপটির ক্ষেত্রে এর দ্বারা পূর্ণাঙ্গ ফিতরাত উদ্দেশ্য হতে পারে, আর অন্যান্য বিষয়গুলো ফিতরাতের পরিপূরক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রথমত: খতনা; যাকে সাধারণ মানুষ 'তাহারাত' বা পবিত্রতা বলে অভিহিত করে। এটি পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। পুরুষদের ক্ষেত্রে খতনা করা ওয়াজিব, আর নারীদের ক্ষেত্রে এটি সুন্নাত, ওয়াজিব নয়। এর কারণ হলো, পুরুষ যদি খতনা না করে এবং লিঙ্গাগ্রের উপরিভাগের চামড়াটি থেকে যায়, তবে সেখানে প্রস্রাব আটকে থাকে যা নাপাকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা যখন সেখানে প্রস্রাব জমে থাকে এবং পরবর্তীতে চাপের সৃষ্টি হয়, তখন চামড়া

ও লিঙ্গাশ্রের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থানরত প্রস্রাব বের হয়ে আসে, ফলে পোশাক-পরিচ্ছদ দূষিত ও অপবিত্র হয়ে যায়। অধিকন্তু, বয়স বাড়লে এবং মানুষ যখন বিয়ের বয়সে পৌঁছায়, তখন সহবাসের সময় এটি চরম কষ্টের কারণ হয়। তাই এই চামড়াটি কেটে ফেলা ফিতরাতের দাবি। একারণেই বর্তমানে অনেক কাফিরও খতনা করে থাকে; তবে তা পবিত্রতা বা পরিচ্ছন্নতার জন্য নয়—যেহেতু তারা অপবিত্র—বরং তারা খতনা করে সহবাসের তৃপ্তি লাভ ও কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে। এটি হলো প্রথম বিষয়।

আর খতনার সময় কখন? খতনা সপ্তম দিন বা তার পরবর্তী সময়ে হতে পারে। শিশু অবস্থায় এটি যত দ্রুত সম্ভব করা যায় ততই উত্তম। কেননা শৈশবের খতনায় কেবল শারীরিক বেদনা থাকে, মানসিক কষ্ট থাকে না। পক্ষান্তরে বয়স্ক কাউকে, যেমন দশ বছর বয়সী কাউকে খতনা করা হলে তার শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার কষ্ট হয়। তদুপরি, শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধি এবং ক্ষত দ্রুত নিরাময়ের হার অনেক বেশি। একারণেই উলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, শৈশবকালে খতনা করা অধিকতর উত্তম, আর বাস্তবতাও তাই।

দ্বিতীয়ত: ইস্তিহাদা; এর অর্থ হলো নাভির নিচের লোম মুগুন করা। আর 'আনা' হলো সেই লোম—

(ص: 230) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الخشن الذي ينبت حول القبل وهو من علامات البلوغ فمن الفطرة أن يحلق الإنسان هذا الشعر لأنه إذا طال فربما يتلوث بالنجاسة من أسفل أو من القبل ويحصل في ذلك وسخ وقذر ولأنه مضر وإن كان بعض الناس مثل البهائم يبقي العانة ويجعلها تزداد وتطول نسأل الله السلامة.

الثالث: قص الشارب: وهو الشعر النابت فوق الشفة العليا وحده: الشفة كل ما طال على الشفة العليا فهو شارب فهذا يحف لأن بقاءه & يكون فيه تلويث بما يخرج من الأنف من الأذى ثم عند الشرب أيضاً يباشر الشعر المتلوث الماء فيقذره وربما

يحمل ميكروبات مضرّة وعلى كل حال فهو من السنة أهم شيء أنه من السنة والتقرب إلى الله عز وجل إذا حَفَفْتَهُ.

الرابع: قص الأظفار يعني تقليصها والمراد بذلك أظفار اليدين والرجلين ولا ينبغي أن نقص حتى يصل إلى اللحم لأن هذا يضر الإنسان وربما يحصل فيه خراج أو ما أشبه ذلك لكن نقصها قصاً معتدلاً.

الخامس: نتف الإبط إذا كان فيه شعر فإنها تنتف ولا تقص ولا تحلق بل نتفها أولى لأن النتف يزيلها بالكلية ويضعف أصولها حتى لا تنبت فيها بعد وهذا أمر مطلوب شرعاً.

هذه خمسة أشياء: الختان، الاستحداد، قص الشارب، تقليص الأظفار، نتف الإبط. أما الختان فيفعل مرة واحدة وينتهي أمره، وهنا أنبه على مسألة وهي أن بعض الناس قد يولد مختوناً، ليس له قلفة تجد

যৌনাঙ্গের চারপাশে গজানো রক্ষা লোম, যা সাবালকত্বের অন্যতম নিদর্শন। স্বভাবজাত বিধান বা ফিতরা হলো এই লোম মুগুন করা। কারণ, এটি দীর্ঘ হলে নিচ থেকে বা সামনের দিক থেকে আসা নাপাকি দ্বারা কলুষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, ফলে সেখানে ময়লা ও নোংরামি সৃষ্টি হয়। এছাড়া এটি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। যদিও কিছু মানুষ পশুর মতো নাভি-নিম্নদেশের লোম রেখে দেয় এবং তা বাড়তে ও দীর্ঘ হতে দেয়; আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে মুক্তি চাই।

তৃতীয়: গোঁফ ছাঁটা। এটি হলো উপরের ঠোঁটের উপরিভাগে গজানো লোম। এর সীমানা হলো ঠোঁট; যা কিছু উপরের ঠোঁটের ওপর দীর্ঘ হয়, তা-ই গোঁফ। এটি ছেঁটে ফেলা উচিত, কারণ এটি রেখে দিলে নাক থেকে নির্গত ময়লা দ্বারা তা কলুষিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এছাড়া পান করার সময়ও এই দূষিত লোম পানির সংস্পর্শে আসে এবং তা নোংরা করে ফেলে; এমনকি এতে ক্ষতিকারক জীবাণুও থাকতে পারে। সর্বাবস্থায় এটি সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এটি সুন্নাহ পালন এবং এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয় যখন আপনি তা ছাঁটেন।

চতুর্থ: নখ কাটা অর্থাৎ নখ ছোট করা। এর দ্বারা হাত ও পায়ের নখ উদ্দেশ্য। মাংস পর্যন্ত পৌঁছে যায় এমনভাবে নখ কাটা উচিত নয়; কারণ এটি মানুষের ক্ষতি করে এবং এর ফলে ফোড়া বা অনুরূপ কিছু হতে পারে। বরং তা পরিমিতভাবে কাটা উচিত।

পঞ্চম: বগলের লোম উপড়ে ফেলা। সেখানে লোম থাকলে তা উপড়ে ফেলতে হয়, কাটা বা মুগুন করা নয়। বরং উপড়ে ফেলাই উত্তম, কারণ উপড়ে ফেলা একে সমূলে বিনাশ করে এবং এর গোড়া দুর্বল করে দেয় যাতে পরবর্তীতে তা না গজায়। শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে এটিই কাম্য।

এই পাঁচটি বিষয় হলো: খতনা, নাভি-নিম্নদেশের লোম মুগুন, গোঁফ ছাঁটা, নখ কাটা এবং বগলের লোম উপড়ে ফেলা।

খতনার বিষয়টি একবারই করা হয় এবং এর মাধ্যমেই এর সমাপ্তি ঘটে। এখানে আমি একটি বিষয়ে সতর্ক করতে চাই, তা হলো—কিছু মানুষ জন্মগতভাবেই খতনা করা অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়, তাদের লিঙ্গগ্রচর্ম থাকে না, আপনি দেখতে পাবেন

(ص: 231) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الحشفة بأرزة ظاهرة من حين أن يولد وشهدنا ذلك بأعيننا فهذا لا يختن ما بقي شيء يختن من أجله أما الأربع الباقية الاستحداد، قص الشارب تقليم الأظفار، نتف الإبط، فإنها لا تترك فوق أربعين يوماً لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأُمته بأن لا تترك هذه الأشياء فوق أربعين يوماً فلها مدة محددة لا تتجاوزها، وأحسن ما يكون في ضبط الأربعين أن تجعل وقتاً معيناً، مثلاً تقول أول جمعة من كل شهر أقوم بعملي هذا حتى لا تنسى لأنه أحياناً ينسى الإنسان وربما يبضي أربعين يوماً، وخمسون يوماً وما يذكر فإذا جعلت شيئاً معيناً بأن تقول مثلاً أول جمعة من كل شهر أزيل هذه الأشياء الأربعة علمت الوقت ولكن هذا ليس بسنة إنما هو من أجل ضبط الوقت لفعل السنة وهو أن لا تتركها فوق الأربعين يوماً.

ولا يحلق الشارب بالموسى حتى إن الإمام مالك رحمه الله قال: أرى أن يؤدب من حلق شاربه لأنه يشوه الخلقة ولأنه خلاف السنة السنة حفه أو تقصيره.
وفي الإبط الأصل النتف إلا أن بعض الناس يشق عليه النتف جدا فلا بأس من استخدام الأدهان وشبيهها.

1204 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص

লিঙ্গমুণ্ড যদি জন্মের সময় থেকেই অনাবৃত ও প্রকাশিত থাকে এবং আমরা তা সচক্ষে প্রত্যক্ষ করি, তবে তার খতনা করার প্রয়োজন নেই, কারণ খতনা করার মতো আর কিছু অবশিষ্ট নেই। আর অবশিষ্ট চারটি বিষয়—নাভির নিচের পশম পরিষ্কার করা, গোঁফ ছাঁটা, নখ কাটা এবং বগলের পশম উপড়ে ফেলা—এগুলো চল্লিশ দিনের বেশি ছেড়ে রাখা যাবে না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের জন্য সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, এই বিষয়গুলো যেন চল্লিশ দিনের বেশি ছেড়ে রাখা না হয়। সুতরাং এর জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে যা অতিক্রম করা যাবে না। আর চল্লিশ দিনের হিসাব নিয়ন্ত্রণের সর্বোত্তম উপায় হলো একটি নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে নেওয়া। উদাহরণস্বরূপ, আপনি বলতে পারেন যে প্রতি মাসের প্রথম জুমায় আমি এই কাজগুলো করব, যাতে ভুলে না যান। কেননা মানুষ কখনো কখনো ভুলে যায় এবং সম্ভবত চল্লিশ দিন বা পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হয়ে যায় অথচ তার মনে থাকে না। সুতরাং আপনি যদি একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেন, যেমন প্রতি মাসের প্রথম জুমায় আমি এই চারটি বিষয় পরিষ্কার করব, তবে সময়টি আপনার জানা থাকবে। তবে এটি (নির্দিষ্ট দিনে করা) সুন্নাত নয়; বরং এটি সুন্নাত পালনের লক্ষ্যে সময় নিয়ন্ত্রণের একটি মাধ্যম মাত্র, আর সেই সুন্নাতটি হলো এগুলোকে চল্লিশ দিনের বেশি ছেড়ে না দেওয়া। আর গোঁফ খুর দিয়ে মুগুন করা যাবে না। এমনকি ইমাম মালিক (রহ.) বলেছেন: 'আমি মনে করি যে ব্যক্তি তার গোঁফ মুগুন করে তাকে শাস্তি দেওয়া উচিত; কারণ এটি শারীরিক অবয়বকে বিকৃত করে এবং সুন্নাতের পরিপন্থী।' সুন্নাত হলো গোঁফ ছেঁটে বা ছোট করে রাখা। আর বগলের পশমের ক্ষেত্রে মূল বিধান হলো উপড়ে ফেলা। তবে যদি কারো জন্য উপড়ে ফেলা অত্যন্ত কষ্টকর হয়, তবে লোমনাশক ক্রিম বা অনুরূপ কিছু ব্যবহার করাতে কোনো দোষ নেই।

১২০৪ - আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: দশটি বিষয় ফিতরাতের (প্রকৃতিগত সুনাতের) অন্তর্ভুক্ত: গোঁফ ছাঁটা, দাড়ি লম্বা করা, মিসওয়াক করা, নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করা এবং নখ কাটা...

(ص: 232) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق الحانة وانتقاص الماء قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضضة قال وكبيع وهو أحد رواته انتقاص الماء يعني الاستنجاء رواه مسلم.

البراجم بآلباء البوحدة والجيم وهي عقد الأصابع وإعفاء اللحية معناه لا يقص منها شيئاً..

1205 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

هذه بقية خصال الفطرة. وقد سبق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وذكرنا أن الأربعة التي سوى الختان لا تترك فوق أربعين يوماً لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذلك.

أما حديث عائشة ففيه أن الفطرة عشر خصال منها ما سبق في حديث أبي هريرة ومنها ما ذكر في حديث عائشة دون حديث أبي هريرة فمن ذلك إعفاء اللحية فإنه من الفطرة وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى.

...নখ কাটা, আঙুলের গাঁটগুলো ধৌত করা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নাভির নিচের পশম মুগুন করা এবং পানি ব্যবহার করা (শৌচকার্য)। বর্ণনাকারী বলেন: আমি দশম বিষয়টি ভুলে গিয়েছি, তবে সেটি সম্ভবত কুলি করা হতে পারে। এই হাদিসের অন্যতম বর্ণনাকারী ওকি' বলেন: 'ইনতিকাসুল মা' বা পানি ব্যবহার করা অর্থ হলো ইস্তিনজা বা শৌচকার্য সম্পাদন করা। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

'বারাজিম' হলো আঙুলের গাঁটসমূহ। আর দাড়ি লম্বা করার অর্থ হলো তা থেকে কিছুই না কাটা...

১২০৫ - ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমরা গোঁফ ছেঁটে ফেলো এবং দাড়ি লম্বা করো। (বুখারি ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

এগুলো ফিতরাত বা স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের অবশিষ্ট অংশ। ইতিপূর্বে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসটি অতিবাহিত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ফিতরাত বা স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য পাঁচটি—খতনা করা, নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা, গোঁফ ছাঁটা, নখ কাটা এবং বগলের পশম উপড়ে ফেলা। আমরা উল্লেখ করেছি যে, খতনা ব্যতীত বাকি চারটি বিষয় চল্লিশ দিনের বেশি ছেড়ে রাখা যাবে না; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য এই সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদিসে স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য দশটি বলা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু বিষয় আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, আবার কিছু বিষয় কেবল আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর হাদিসে এসেছে যা আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিসে নেই। এর মধ্যে অন্যতম হলো দাড়ি লম্বা করা; কারণ এটি স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। আর ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাড়ি লম্বা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ভাষাবিদগণ বলেছেন, দাড়ি হলো মুখমণ্ডল এবং দুই চোয়ালের হাড়ের ওপর গজানো পশম।

وشعر الخدين فهذه كلها من اللحية وأما الشارب فقد سبق الكلام عليه وإعفاء اللحية يعني إرخاءها وإطلاقها وتركها على ما هي عليه هذا من الفطرة التي فطر الله الناس عليها وعلى استحسانها وعلى أنها من علامة الرجولة بل ومن جمال الرجولة، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته فإن فعل فقد خالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعصى أمره ووقع في مشابهة المشركين والمجوس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المجوس أو المشركين وفروا اللحي وحفوا الشوارب ولم يكن الناس يعرفون هذا يعني لم يكن المسلمون يعرفون حلق اللحية بل كان بعض الغلاة الظلمة إذا أرادوا أن يعزروا شخصاً حلقوا لحيته وهذا حرام عليهم لأنه لا يجوز التعزير بمحرم لكن يقاس به أنهم كانوا يعدون حلق اللحية مثلة وتعزيراً وعذاباً أما بعد أن استعبر الكفار ديار المسلمين في مصر والشام والعراق وغيرها وأدخلوا على المسلمين هذه العادة السيئة وهي حلق اللحية صار الناس لا يبالون بحلقها بل كان الذي يعفي لحيته مستنكراً من بعض البلاد الإسلامية وهذه لا شك أنها معصية للرسول صلى الله عليه وسلم ومن يعص الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومن يطع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله وإذا ابتلى الإنسان بأحد من أقاربه يحلق لحيته فالواجب عليه أن ينصحه ويبين له الحق أما هجره فهذا حسب المصلحة إذا كان هجره يفيد في ترك المعصية فليهجره وإن

এবং গালের চুল—এ সবই দাড়ির অন্তর্ভুক্ত। আর গোঁফের ব্যাপারে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে। দাড়ি লম্বা রাখার অর্থ হলো একে ছেড়ে দেওয়া, বড় হতে দেওয়া এবং তার স্বাভাবিক অবস্থায় রেখে দেওয়া। এটি সেই ফিতরাত বা স্বভাবজাত প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত যার ওপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষ একে উত্তম হিসেবে গ্রহণ করেছে। এটি পৌরুষের অন্যতম নিদর্শন, বরং পুরুষের সৌন্দর্যের অংশ। এর ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তির জন্য দাড়ি মুণ্ডন করা বৈধ নয়। যদি কেউ তা করে, তবে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথের

বিরোধিতা করল, তাঁর নির্দেশের অবাধ্য হলো এবং মুশরিক ও অগ্নিপূজকদের সাদৃশ্য গ্রহণের পাপে লিপ্ত হলো। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমরা অগ্নিপূজক বা মুশরিকদের বিরোধিতা করো; দাড়ি লম্বা করো এবং গোঁফ খাটো করো। ইতিপূর্বে মানুষ এটি জানত না, অর্থাৎ মুসলমানরা দাড়ি মুগুন করার সাথে পরিচিত ছিল না। বরং কোনো কোনো চরমপন্থী জালেম যখন কাউকে দণ্ড প্রদান করতে চাইত, তখন তারা তার দাড়ি মুগুন করে দিত। এটি তাদের জন্য হারাম ছিল; কারণ হারামের মাধ্যমে দণ্ড প্রদান করা জায়েজ নয়। তবে এর দ্বারা এটি প্রমাণিত হয় যে, তারা দাড়ি মুগুন করাকে অঙ্গহানি, শাস্তি ও যন্ত্রণা হিসেবে গণ্য করত। কিন্তু যখন কাফেররা মিশর, সিরিয়া, ইরাক ও অন্যান্য মুসলিম ভূখণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করল এবং মুসলমানদের মধ্যে এই মন্দ অভ্যাস—অর্থাৎ দাড়ি মুগুন করার প্রথাটি প্রবর্তন করল, তখন মানুষ দাড়ি কাটার ব্যাপারে ক্রমশঃপন্থী হয়ে পড়ল। এমনকি কোনো কোনো মুসলিম দেশে দাড়ি রাখা ব্যক্তিকে অদ্ভুত বা অপছন্দনীয় মনে করা হতে লাগল। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবাধ্যতা। আর যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবাধ্যতা করল, সে মূলত আল্লাহরই অবাধ্যতা করল। আর যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। যদি কোনো ব্যক্তি তার কোনো নিকটাত্মীর দাড়ি মুগুন করার মাধ্যমে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তবে তার ওপর ওয়াজিব হলো তাকে নসিহত করা এবং তার কাছে সত্য স্পষ্ট করে তোলা। আর তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন বা বয়কট করার বিষয়টি মাসলাহাতের (কল্যাণের) ওপর নির্ভরশীল; যদি সম্পর্ক ত্যাগ করলে সে গুনাহটি বর্জন করে, তবে তাকে বয়কট করবে। আর যদি...

(ص: 234) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

كان لا يفيد أو لا يزيد الأمر إلا شدة فلا يهجره لأن الهجر دواء يستعمل حيث ينفع وإذا لم ينفع فإن الأصل تحريم هجر المؤمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.

ومما زيد في هذا الحديث الاستنشاق، الاستنشاق من الفطرة لأنه تنظيف وإزالة لها في الأنف فهو طهارة والاستنشاق يكون في الوضوء ويكون في غير الوضوء كلها احتجت إلى تنظيف الأنف فاستنشق الماء ونظف أنفك وهذا يختلف باختلاف الناس من الناس من لا يحتاج إلى هذا إلا في الوضوء ومن الناس من يحتاج إليه كثيرا ومن ذلك أيضا أي من سنن الفطرة المضمضة فإنها من الفطرة لأن فيها تنظيف الفم والفم يحتاج إلى تنظيف لأنه يمر به الأكل والدهن وما أشبه ذلك فيحتاج إلى تنظيف فكانت المضمضة من خصال الفطرة.

ومن ذلك أيضا الاستنجاء وقد فسر وكيع انتقاص الماء بأنه الاستنجاء لأن الاستنجاء تنظيف وتطهير وإزالة أذى.

ومن ذلك أيضا غسل البراجم، والبراجم قال العلماء إنها مسقط الأصابع فإن مسقط الأصابع من الباطن يحتاج إلى تنظيف أكثر من

যদি (সম্পর্কচ্ছেদ বা বর্জন করা) কোনো উপকারে না আসে অথবা বিষয়টি কেবল আরও জটিল করে তোলে, তবে তাকে বর্জন করা যাবে না। কেননা, বর্জন হলো একটি মহৌষধ যা কেবল সেখানেই প্রয়োগ করা হয় যেখানে তা ফলদায়ক হয়। আর যদি তা ফলদায়ক না হয়, তবে একজন মুমিনকে বর্জন করা মূলত হারাম। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “কোনো মুমিনের জন্য তার ভাইকে তিন দিনের অধিক বর্জন করে রাখা বৈধ নয়; তাদের দেখা হয় অথচ এ ব্যক্তি বিমুখ হয় এবং ও ব্যক্তি বিমুখ হয়, আর তাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে সালামের মাধ্যমে কথোপকথন শুরু করে।”

এই হাদিসে যা অধিক বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে একটি হলো ইস্তিনশাক (নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করা)। ইস্তিনশাক ফিতরাতে অস্ত্রুজ্জ, কারণ এটি নাকের অভ্যন্তর পরিষ্কার ও ময়লা দূর করে, যা মূলত এক প্রকার পবিত্রতা। ইস্তিনশাক ওজুর সময় এবং ওজু ব্যতীত অন্য সময়েও হতে পারে; যখনই নাক পরিষ্কার করার প্রয়োজন হবে, তখনই পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করে নিন। এটি ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতে পারে; কারো কারো ক্ষেত্রে কেবল ওজুর সময়ই এর প্রয়োজন হয়, আবার কারো কারো ক্ষেত্রে এটি ঘনঘন করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

ফিতরাতে সুন্নতসমূহের মধ্যে আরেকটি হলো মাদমাদাহ বা কুলি করা। এটিও ফিতরাতে

অন্তর্ভুক্ত কারণ এতে মুখ গহ্বর পরিষ্কার করা হয়। আর মুখ পরিষ্কার রাখার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, কারণ এর মধ্য দিয়ে খাদ্যদ্রব্য, চর্বি এবং এই জাতীয় বস্তু অতিবাহিত হয়, ফলে এটি পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যিক। সুতরাং কুলি করা ফিতরাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এর অন্তর্ভুক্ত আরও একটি বিষয় হলো ইস্তিনজা (শৌচকার্য)। ইমাম ওয়াকি রহ. ‘ইনতিকাসুল মা’ বা পানির ব্যবহার বলতে ইস্তিনজাকেই বুঝিয়েছেন। কেননা ইস্তিনজা হলো পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা এবং ক্ষতিকর অপবিত্রতা দূরীকরণ।

এর অন্তর্ভুক্ত আরও একটি বিষয় হলো বারাজিম অর্থাৎ আঙ্গুলের গ্রন্থিসমূহ ধৌত করা। উলামায়ে কেরাম বলেন যে, বারাজিম হলো আঙ্গুলের পৃষ্ঠদেশের জোড়াগুলো। নিশ্চয়ই আঙ্গুলের ভেতরের দিকের ভাঁজগুলো পরিষ্কার করার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি...

(ص: 235) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

ظاهراً لأن ظاهرها ممسوح ما فيه شيء يحتاج إلى تنظيف أكثر. وفي هذا الحديث دليل على أن إعفاء اللحية مع كونه مخالفة للمشركون من خصال الفطرة فيندفع بذلك شبهة من شبه وقال: إن من الكفار اليوم من يعفي لحيته أفلا يليق بنا أن نخالفهم ونحلق اللحى؟ انظر والعياذ بالله من الشيطان. فنقول: إن إعفاءهم اللحى تبع للفطرة ونحن مأمورون بالفطرة وإذا شابهونا هم بالفطرة فإننا لا نمنعهم ولا ينفع أن نعدل عن الفطرة من أجل أنهم وافقونا فيها كما أنهم إذا وافقونا في تقليم الأظفار فإننا لا نقول نترك تقليم الأظفار بل نقلبها وهكذا بقية الفطرة إذا وافقنا فيها الكفار فإننا لا نعدل عنها والله البوق. ولنعلم أن الإكثار من استخدام الماء في الوضوء أو الغسل داخل في قول الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يكره الإسراف ولو

كان على نهر جار فكيف إذا كان على مكائن تستخرج الماء فالحاصل أن الإسراف في
الوضوء وغير الوضوء من الأمور المذمومة.

এর বাহ্যিক দিক; কারণ এর বাহ্যিক অংশ মসৃণ হওয়ায় তাতে এমন কিছু নেই যার জন্য
অধিক পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন হয়।

আর এই হাদিসে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, দাড়ি ছেড়ে দেওয়া বা লম্বা রাখা মুশরিকদের
বিরুদ্ধাচরণ হওয়ার পাশাপাশি তা স্বভাবজাত প্রকৃতির (ফিতরাত) অন্তর্ভুক্ত। এর মাধ্যমে সেই
ব্যক্তির সংশয় নিরসন হয় যে এ রূপ সন্দেহ পোষণ করে বলে যে: ‘বর্তমানে অনেক কাফেরও
তো দাড়ি রাখে, তাহলে তাদের বিরোধিতা করার জন্য আমাদের কি দাড়ি মুণ্ডন করা সমীচীন
নয়?’ দেখুন, শয়তানের প্ররোচনা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি।

আমরা উত্তরে বলব: তাদের দাড়ি রাখা মূলত স্বভাবজাত প্রকৃতিরই অনুগামী হওয়া, আর
আমরা সেই স্বভাবজাত প্রকৃতি অনুসরণের জন্যই আদিষ্ট। তারা যদি স্বভাবজাত প্রকৃতির
বিষয়ে আমাদের সদৃশ হয়ে যায়, তবে আমরা তাদের বারণ করব না। আর তারা আমাদের
সাথে একমত হয়েছে বলে আমাদের পক্ষে স্বভাবজাত প্রকৃতি থেকে বিচ্যুত হওয়া ফলপ্রসূ হবে
না। যেমন তারা যদি নখ কাটার ক্ষেত্রে আমাদের সাথে একমত হয়, তবে আমরা নখ কাটা
বর্জন করব না, বরং নখ কাটবই। স্বভাবজাত প্রকৃতির অন্যান্য বিষয়ের বিধানও অনুরূপ; যদি
কাফেররা সেগুলোতে আমাদের সাথে একমত হয়, তবে আমরা তা থেকে সরে আসব না। আর
আল্লাহই তাওফিক দাতা।

আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন যে, অজু বা গোসলে পানির অতিরিক্ত ব্যবহার মহান আল্লাহর
এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত: ‘তোমরা অপচয় করো না, নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের ভালোবাসেন
না।’ এই কারণেই ফকিহগণ (রহিমাহুমুল্লাহ) বলেছেন যে, প্রবাহিত নদীর কিনারে বসেও
অপচয় করা অপছন্দনীয় (মাকরুহ)। সুতরাং কৃত্রিমভাবে উত্তোলিত পানির ক্ষেত্রে এর
ভয়াবহতা কতটুকু তা সহজেই অনুমেয়। মোদাকথা হলো, অজু এবং অজু ছাড়া অন্য সকল
ক্ষেত্রে অপচয় করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها

[الشَّرْحُ]

قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها.

الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله ، أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والله سبحانه وتعالى يذكرها كثيرا مع الصلاة في القرآن الكريم، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل تاركها يكفر كما يكفر تارك الصلاة أم لا؟ على قولين.

والزكاة هي: التعبد لله تعالى في دفع مال مخصوص من أموال مخصوصة هذا المال المخصوص مقدر: ربع العشر، نصف العشر، العشر.

وكذلك يدفع لطائفة مخصوصة كما سيأتي إن شاء الله والزكاة لها فوائد عظيمة منها تكميل إسلام العبد لأنها أحد أركان الإسلام وهي أفضل من الصدقة يعني لو أدى الإنسان مائة ريال زكاة أو مائة ريال صدقة تطوع كانت مائة ريال الزكاة أحب إلى الله عز وجل وأفضل

জাকাতের আবশ্যকতা সুদৃঢ়করণ, এর ফযিলত এবং এর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা অধ্যায়

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালেহীন' গ্রন্থে বলেছেন: জাকাতের আবশ্যকতা সুদৃঢ়করণ, এর ফযিলত এবং এর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা অধ্যায়।

জাকাত হলো ইসলামের স্তম্ভসমূহের মধ্যে তৃতীয় স্তম্ভ। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসে বলেছেন: "ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত; এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা এবং জাকাত প্রদান করা।" আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনে সালাতের সাথে অধিকাংশ স্থানে এর উল্লেখ করেছেন। এই কারণেই উলামায়ে কেরাম (রাহিমাহুমুল্লাহ) এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন যে, জাকাত বর্জনকারী কি সালাত বর্জনকারীর ন্যায় কাফির হয়ে যাবে কি না? এ ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে।

জাকাত হলো: নির্দিষ্ট প্রকারের সম্পদ হতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা। সম্পদের এই নির্দিষ্ট পরিমাণটি হলো: দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ, দশমাংশের অর্ধেক অথবা এক-দশমাংশ।

অনুরূপভাবে এটি নির্দিষ্ট একদল লোককে প্রদান করা হয়, যা ইনশাআল্লাহ সামনে আলোচিত হবে। জাকাতের সুমহান অনেক উপকারিতা রয়েছে; তার মধ্যে একটি হলো বান্দার ইসলামের পূর্ণতা বিধান করা, কেননা এটি ইসলামের অন্যতম একটি স্তম্ভ। আর এটি নফল সদকার চেয়েও উত্তম। অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি একশ রিয়াল জাকাত হিসেবে প্রদান করে অথবা একশ রিয়াল নফল সদকা হিসেবে দান করে, তবে জাকাত হিসেবে প্রদানকৃত একশ রিয়ালই আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা-র নিকট অধিক প্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবে।

(ص: 237) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

ومنها أن الإنسان يخرج بها عن دائرة البخل إلى دائرة الكرماء لأنها بذل مال والبخل إمساك المال فإذا بذلها الإنسان خرج من كونه بخيلاً إلى كونه كريماً ومنها مضاعفة الحسنات لأن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثلهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة يعني: ريال بمائة ريال أو أكثر ومنها أن

ففيها جبرا لقلوب الفقراء ودفعاً لحاجتهم وحماية من غضبهم لأن الفقراء إذا لم يعطوا من مال الأغنياء ربما يغضبون ويتجرءون ويكرهون الأغنياء ويرون أنهم في واد والأغنياء في واد والأمة الإسلامية أمة واحدة يجب أن يعتقد كل إنسان أنه لبنة في سور قصر مع إخوانه المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ومنها أنها سبب في شرح الصدر لأن الإنسان كلما بذل شيئاً من ماله شرح الله له صدره وهذا شيء مجرب وواقع لو يتصدق الإنسان بأدنى من واجب الزكاة لوجد في صدره انشراحاً وفي قلبه محبة للخير ومنها أنها تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء وهذه فائدة عظيمة تدفع ميتة السوء يعني الإنسان يموت على أحسن حال

এর অন্যতম উপকারিতা হলো যে, এর মাধ্যমে মানুষ কৃপণদের গাণ্ডি থেকে বেরিয়ে দানশীলদের বলয়ে প্রবেশ করে। কারণ এটি হলো সম্পদ ব্যয় করা, আর কৃপণতা হলো সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখা। সুতরাং মানুষ যখন তা ব্যয় করে, তখন সে কৃপণ হওয়ার অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে দানশীল হিসেবে পরিগণিত হয়। অন্যতম আরেকটি দিক হলো পুণ্য বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়া। কেননা যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ হলো সেই বীজের মতো যা থেকে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয় এবং প্রতিটি শীষে থাকে একশটি করে দানা। অর্থাৎ: এক রিয়াল একশ রিয়াল বা তার চেয়েও বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এর আরেকটি বিশেষত্ব হলো, এতে দরিদ্রদের হৃদয়ের ক্ষত উপশম হয়, তাদের অভাব মোচন হয় এবং তাদের অসন্তোষ থেকে সুরক্ষা পাওয়া যায়। কারণ দরিদ্ররা যদি ধনীদের সম্পদ থেকে হিস্যা না পায়, তবে সম্ভবত তারা ক্ষুব্ধ হয়, অবাধ্য হয়ে ওঠে এবং ধনীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। তারা মনে করে যে তারা এক মেরুতে আর ধনীরা অন্য মেরুতে অবস্থান করছে। অথচ মুসলিম উম্মাহ হলো একটি অখণ্ড জাতি; প্রত্যেক মানুষের উচিত এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, সে তার মুসলিম ভাইদের সাথে একটি প্রাসাদের প্রাচীরের একেকটি ইটের মতো। যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "একজন মুমিন অপর মুমিনের জন্য একটি ইমারত সদৃশ, যার এক অংশ অন্য অংশকে সুদৃঢ় করে।" এর অন্যতম আরেকটি কারণ হলো এটি বক্ষ উন্মোচন বা আত্মিক প্রশান্তির মাধ্যম। কেননা মানুষ যখনই তার সম্পদ থেকে কিছু দান করে, আল্লাহ তার বক্ষকে প্রশস্ত করে দেন। এটি একটি পরীক্ষিত ও বাস্তব বিষয়;

মানুষ যদি ওয়াজিব জাকাতের চেয়ে সামান্য কমও সদকা করে, তবুও সে তার হৃদয়ে এক অনাবিল প্রশান্তি এবং কল্যাণের প্রতি গভীর অনুরাগ খুঁজে পাবে। এর আরও একটি মহান উপকারিতা হলো, এটি রবের ক্রোধ নির্বাপিত করে এবং অপমৃত্যু প্রতিরোধ করে। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফায়দা; অপমৃত্যু রোধ করার অর্থ হলো মানুষের মৃত্যু হবে সর্বোত্তম অবস্থায়।

(ص: 238) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

وحسن الخاتمة أحسن الله لي ولكم الخاتمة أعز ما يكون على الإنسان لأنه وقت فراق الدنيا إلى الآخرة والشيطان أحرص ما يكون على بني آدم عند الموت لأنها هي الساعة الحاسمة إما من أهل النار أو من أهل الجنة وفي حديث ابن مسعود: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فالأعمال بالخواتيم والصدقة وعلى رأسها الزكاة تدفع ميتة السوء ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة فالناس تكون الشمس فوق رؤوسهم قدر ميل وهؤلاء المتصدقون وعلى رأس صدقاتهم الزكاة يكونون في ظل صدقاتهم يوم القيامة. وحكى لي بعض الصالحاء أن رجلاً كان يمنع أهله من الصدقة من البيت يقول: لا تتصدقوا وفي يوم من الأيام نام ورأى في المنام كأن الساعة قد قامت ورأى فوق رأسه ظلاً يظله من الشمس إلا أن فيه ثلاثة خروق يقول: فجاءت تمرات فسدت هذه الخروق فتعجب

এবং শুভ পরিণতি—আল্লাহ আমাকে ও আপনাদেরকে শুভ পরিণতি নসীব করুন—মানুষের নিকট সবচেয়ে মূল্যবান বিষয়, কেননা তা হলো দুনিয়া ত্যাগ করে আখেরাতের অভিমুখে যাত্রার সময়। আর মৃত্যুর সময় শয়তান বনী আদমের ঈমান হরণের জন্য সবচেয়ে বেশি তৎপর থাকে, কারণ এটিই চূড়ান্ত মুহূর্ত—হয়তো সে জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে অথবা জান্নাতবাসীদের। ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর হাদীসে এসেছে: "তোমাদের কেউ জান্নাতবাসীদের আমল করতে থাকে এমনকি তার ও জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকে, এমতাবস্থায় তার ওপর তাকদীর প্রবল হয় এবং সে জাহান্নামবাসীদের আমল করে ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। আবার তোমাদের কেউ জাহান্নামবাসীদের আমল করতে থাকে এমনকি তার ও জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকে, এমতাবস্থায় তার ওপর তাকদীর প্রবল হয় এবং সে জান্নাতবাসীদের আমল করে ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে।" সুতরাং আমলের মূল্যায়ন হয় শেষ পরিণতির ভিত্তিতে। আর দান-সদকা—যার শীর্ষে রয়েছে যাকাত—মন্দ মৃত্যু রোধ করে। এর অন্যতম ফযীলত হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার সদকার ছায়াতলে অবস্থান করবে। সেদিন মানুষের মাথার ওপর সূর্য থাকবে মাত্র এক মাইল দূরত্বে, আর এই দানশীল ব্যক্তিগণ—যাদের সদকার শীর্ষে রয়েছে যাকাত—কিয়ামতের দিন তাদের সদকার ছায়াতলে অবস্থান করবে।

জনৈক পুণ্যবান ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি তার পরিবারকে ঘর থেকে সদকা করতে নিষেধ করত এবং বলত: "তোমরা সদকা করো না।" একদিন সে ঘুমিয়ে স্বপ্নে দেখল যেন কিয়ামত সংঘটিত হয়েছে। সে দেখল তার মাথার ওপর একটি ছায়া তাকে রোদ থেকে রক্ষা করছে, তবে তাতে তিনটি ছিদ্র রয়েছে। সে বলে: তখন কয়েকটি খেজুর এসে এই ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দিল, যা দেখে সে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলো।

كيف الثوب متخرق وتجيء التمرات تسد الخروق فلما قصها على زوجته أخبرته أنها تصدقت بثوب وثلاث تمرات فكان الكساء الأول هو الثوب لكنه مخرق فجاءت التمرات الثلاث فسدت الخروق ففرح بذلك وأذن لها بعد هذا أن تتصدق بها شئت فألحاصل أن هذه الرؤيا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة ومنها أنها تلين القلب وصدقات التطوع تلين القلب حيث إن الإنسان يعطيها الفقراء المحتاجين فيلين قلبه ويرحمهم وفي ذلك تعرض لرحمة الله لأن الله إنما يرحم من عباده الرحماء ولها فوائد كثيرة قد يطول في المقام ذكرها.

وسياتي إن شاء الله الكلام على الآيات التي ذكرها المؤلف والله الموفق.
قال الله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} وقال تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة} وقال تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}.

[الشَّرْحُ]

قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها ثم ذكر آيات ثلاث الآية الأولى

কীভাবে পোশাকটি ছিন্নভিন্ন ছিল এবং খেজুরগুলো এসে সেই ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দিচ্ছিল। যখন তিনি এটি তাঁর স্ত্রীর কাছে বর্ণনা করলেন, তিনি তাঁকে জানালেন যে তিনি একটি পোশাক এবং তিনটি খেজুর সদকাহ করেছিলেন। সুতরাং প্রথম আচ্ছাদনটি ছিল সেই পোশাকটি, তবে তা ছিল ছিদ্রযুক্ত; অতঃপর তিনটি খেজুর এসে সেই ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দিয়েছিল। এতে তিনি আনন্দিত হলেন এবং এরপর থেকে তাঁকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সদকাহ করার অনুমতি প্রদান করলেন। সারকথা হলো, এই স্বপ্নটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীরই বাস্তব প্রতিফলন যে: "কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার সদকাহর ছায়াতলে অবস্থান করবে।" এর একটি উপকারিতা হলো, এটি অন্তরকে কোমল করে। নফল সদকাহ অন্তরকে

নরম করে দেয়, কেননা মানুষ যখন দরিদ্র ও অভাবী লোকদের তা প্রদান করে, তখন তার অন্তর বিগলিত হয় এবং সে তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে। আর এর মাধ্যমে সে আল্লাহর রহমতের সান্নিধ্য লাভ করে, কারণ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল দয়ালুদের প্রতিই রহমত বর্ষণ করেন। এর আরও অনেক উপকারিতা রয়েছে যা এখানে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে দীর্ঘ হয়ে যাবে।

ইনশাআল্লাহ, অচিরেই লেখক কর্তৃক উল্লিখিত আয়াতসমূহের ওপর আলোচনা আসবে। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

মহান আল্লাহ বলেন: "তোমরা নামাজ কায়েম করো এবং জাকাত প্রদান করো।" তিনি আরও বলেন: "তাদেরকে কেবল এই আদেশই দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তাঁর প্রতি আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে এবং নামাজ কায়েম করে ও জাকাত প্রদান করে; আর এটাই হলো সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম।" তিনি আরও বলেন: "আপনি তাদের ধন-সম্পদ থেকে সদকাহ গ্রহণ করুন, যার মাধ্যমে আপনি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন।"

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে জাকাত ফরয হওয়ার আবশ্যিকতা নিশ্চিতকরণ এবং এর ফযিলত ও এ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলির পরিচ্ছেদে তিনটি আয়াত উল্লেখ করেছেন। প্রথম আয়াতটি হলো:

(ص: 240) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَأَقَامَةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَأْتِيَ بِهَا مُسْتَقِيمَةً عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي وَرَدَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ هُوَ إِعْطَاؤُهَا لِمُسْتَحَقِّهَا وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ
مَعْنَى الزَّكَاةِ وَبَيَانُ فَوَائِدِهَا مَا يَسُرُّ اللَّهَ تَعَالَى.

ثم ذكر الآية الثانية وهي قوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة} {وما أمروا} يعني بذلك الناس {إلا ليعبدوا الله} أي يتذللوا له بالعبادة بكل ما تعبد لهم به من عقيدة أو قول أو عمل {مخلصين له الدين} أي مخلصين له العمل وإخلاص العمل لله ألا يبتغي الإنسان شيئاً بعلمه سوى الله عز وجل لا يبتغي به دنياً ولا جاهاً ولا رئاسة ولا غير ذلك لا يريد إلا ثواب الله وقوله {حنفاء} يعني مائلين عن الشرك إخلاص بلا إشراك وقوله {ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة} وهذا هو الشاهد في قوله {ويؤتوا الزكاة} وقوله {وذلك دين القيمة} {وذلك} أي عبادة الله تعالى مخلصين له الدين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة {دين القيمة} أي دين الملة القيمة فهو العمل المرضي عند الله عز وجل وقال سبحانه {خذ من أموالهم صدقة} الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم {خذ من أموالهم صدقة} يعني بذلك الزكاة {تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم} تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة أما كونها تطهر من الذنوب فلقوله

তোমরা সালাত কায়েম করো এবং জাকাত প্রদান করো। সালাত কায়েম করার অর্থ হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী সঠিকভাবে তা আদায় করা। আর জাকাত প্রদান করা মানে হলো তা এর হকদারদের নিকট অর্পণ করা। জাকাতের অর্থ ও এর উপকারিতা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা যা সহজ করেছেন তা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর তিনি দ্বিতীয় আয়াতটি উল্লেখ করেছেন, যা মহান আল্লাহর বাণী: {আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছিল যে তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তাঁর প্রতি আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে, একত্ববাদী হয়ে; এবং সালাত কায়েম করে ও জাকাত প্রদান করে। আর এটাই সঠিক সুদৃঢ় দীন।} {আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছিল} অর্থাৎ এর মাধ্যমে মানুষকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। {তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে} অর্থাৎ আকিদা, কথা বা কাজের মাধ্যমে তিনি তাদেরকে ইবাদতের যে নির্দেশ দিয়েছেন, সে সবকিছুর মাধ্যমে তাঁর সামনে বিনত হওয়া। {তাঁর প্রতি আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে} অর্থাৎ তাঁর জন্য আমলকে একনিষ্ঠ করা। আল্লাহর জন্য আমল একনিষ্ঠ করার অর্থ হলো, মানুষ তার ইলম ও আমলের মাধ্যমে

মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছু কামনা করবে না; এর মাধ্যমে সে দুনিয়া, পদমর্যাদা, নেতৃত্ব বা অন্য কিছু চাইবে না; বরং সে কেবল আল্লাহর প্রতিদানই প্রত্যাশা করবে। আর তাঁর বাণী {একত্ববাদী হয়ে} অর্থ হলো শিরক থেকে বিমুখ হওয়া; অর্থাৎ শিরকমুক্ত একনিষ্ঠতা। আর তাঁর বাণী {এবং সালাত কায়েম করে ও জাকাত প্রদান করে} - এর মধ্যে {এবং জাকাত প্রদান করে} অংশটিই এখানে মূল প্রাসঙ্গিক বিষয়। আর তাঁর বাণী {আর এটাই সঠিক সুদৃঢ় দীন} - {আর এটাই} অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করা, সালাত কায়েম করা এবং জাকাত প্রদান করা হলো {সঠিক সুদৃঢ় দীন} বা সুপ্রতিষ্ঠিত আদর্শের দীন। আর এটাই মহান আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় আমল। মহান আল্লাহ আরও ইরশাদ করেছেন, {তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন} - এখানে সম্বোধন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। {তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন} এর দ্বারা জাকাত উদ্দেশ্য। {যা তাদেরকে পবিত্র করবে এবং এর মাধ্যমে আপনি তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন, আর আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন} - এটি তাদেরকে গুনাহ এবং নিকৃষ্ট চরিত্র থেকে পবিত্র করে। গুনাহ থেকে পবিত্র করার বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর বাণী...

(ص: 241) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وأما كونها تطهر الأخلاق الرذيلة فلأنها تلحق الإنسان بالكرمَاء والبهسنين بما يبذله من أموال الزكاة ليستحقيها {وتزكيهم بها} أي تنمي أخلاقهم بعد التطهير من الأخلاق الرذيلة تنمي الأخلاق الفاضلة {وتزكيهم بها} تزكيهم أيضاً ديناً فهي تزكية دين وتزكية أخلاق {وصل عليهم} أي ادع لهم بالصلاة عليهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوماً بصدقة قال لهم: اللهم صل عليهم امثالاً لأمر الله {إن صلواتك سكن لهم} صلواتك عليهم يعني دعائك لهم بالصلاة مسكن لهم تسكن إليه نفوسهم وتطمئن قلوبهم وتنشرح صدورهم ويسهل عليهم بذل المال {والله

سبيع عليم} ففي هذه الآيات الثلاث دليل على وجوب الزكاة وأنها من أفضل الأعمال
وسياتي إن شاء الله الأحاديث.

1206 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة
وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه.

1207 - وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম: সদকা গুনাহকে এমনভাবে মিটিয়ে দেয় যেভাবে পানি
আগুনকে নিভিয়ে দেয়। আর এটি যে মন্দ চরিত্রকে পবিত্র করে, তার কারণ হলো—ব্যক্তি তার
যাকাতের সম্পদ হকদারদের মাঝে ব্যয় করার মাধ্যমে নিজেকে উদার ও দানশীল ব্যক্তিদের
অন্তর্ভুক্ত করে। {এবং আপনি তাদের এর মাধ্যমে পবিত্র করবেন} অর্থাৎ মন্দ চরিত্র থেকে
পবিত্র করার পর এটি তাদের উন্নত চরিত্রের বিকাশ ঘটায় এবং মহৎ গুণাবলিকে বৃদ্ধি করে।
{এবং আপনি তাদের এর মাধ্যমে পবিত্র করবেন} এটি তাদেরকে দ্বীনিভাবেও পবিত্র করে;
সুতরাং এটি দ্বীনের পবিত্রতা এবং চরিত্রের পবিত্রতা। {আর আপনি তাদের জন্য দুআ করুন}
অর্থাৎ তাদের জন্য রহমতের দুআ করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যখন
কোনো সম্প্রদায় যাকাত নিয়ে আসত, তখন তিনি আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে তাদের বলতেন:
"হে আল্লাহ! আপনি তাদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।" {নিশ্চয় আপনার দুআ তাদের জন্য
প্রশান্তিদায়ক} অর্থাৎ তাদের ওপর আপনার রহমতের দুআ তাদের জন্য প্রশান্তির কারণ, যার
ফলে তাদের নফস শান্ত হয়, অন্তর স্থির হয়, বক্ষ উন্মোচিত হয় এবং সম্পদ ব্যয় করা তাদের
জন্য সহজ হয়ে যায়। {আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ}। সুতরাং এই তিনটি আয়াতে যাকাত
ফরজ হওয়ার এবং এটি যে সর্বোত্তম আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত তার প্রমাণ রয়েছে; আর
ইনশাআল্লাহ অচিরেই এ বিষয়ক হাদিসসমূহ বর্ণিত হবে।

১২০৬ - ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের ওপর রাখা হয়েছে: এই সাক্ষ্য দেওয়া যে,
আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, নামাজ কায়েম
করা, যাকাত প্রদান করা, বাইতুল্লাহর হজ করা এবং রমজানের রোজা রাখা। (মুত্তাফাকুন
আলাইহি)।

১২০৭ - তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর নিকট এল...

(ص: 242) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته، ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان قال: هل علي غيره، قال: لا، إلا أن تطوع قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال: هل علي غيرها قال: لا، إلا أن تطوع فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق متفق عليه.

1208 - وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث الثلاثة ذكرها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تأكيد وجوب الزكاة أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নজদ অধিবাসীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি যার মাথার চুল ছিল এলোমেলো। আমরা তার কণ্ঠের গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু সে কী বলছে তা বুঝতে পারছিলাম না, যতক্ষণ না সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হলো। তখন দেখা গেল সে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত।" সে বলল: "আমার ওপর কি এ ছাড়া আর কোনো সালাত আছে?" তিনি বললেন: "না, তবে তুমি যদি নফল হিসেবে কিছু আদায় করো।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "এবং রমজান মাসের রোজা।" সে বলল: "আমার ওপর কি এ ছাড়া আর কিছু আছে?" তিনি বললেন: "না, তবে তুমি যদি নফল হিসেবে কিছু করো।" বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট জাকাতের কথা উল্লেখ করলেন। সে বলল: "আমার ওপর কি এ ছাড়া আর কিছু আছে?" তিনি বললেন: "না, তবে তুমি যদি নফল হিসেবে কিছু দান করো।" এরপর লোকটি এই বলতে বলতে প্রস্থান করল যে: "আল্লাহর কসম, আমি এর চেয়ে বেশিও করব না এবং এর থেকে কমও করব না।" তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "সে যদি সত্য বলে থাকে, তবে সে সফলকাম হলো।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১২০৮ - ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়েমেনে প্রেরণ করার সময় বলেছিলেন: "তুমি তাদের এই সাক্ষ্য দেওয়ার প্রতি আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যদি তারা এই কথা মেনে নেয়, তবে তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর প্রতি দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। যদি তারা তাও মেনে নেয়, তবে তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের ওপর সদকা (জাকাত) ফরজ করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হবে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী রাহিমাল্লাহু তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থের 'জাকাত ওয়াজিব হওয়ার গুরুত্ব' পরিচ্ছেদে এই তিনটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। আর ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হাদিসটি হলো-

قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام..

..

فقد تقدم الكلام عليه مفصلاً ولا حاجة إلى إعادته وأما حديث طلحة بن عبيد الله في قصة الرجل النجدي الذي جاء ثائر الرأس يسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فذكر له خمس صلوات وصيام رمضان والزكاة ولم يذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله لعلمه صلى الله عليه وسلم بأنه قد نطقها وشهد بها لأنه جاء مسلماً لكن يريد أن يستفسر عن تفاصيل بعض الأشياء وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لما ذكر صلى الله عليه وسلم خمس صلوات وصيام رمضان والزكاة وقال الرجل هل علي غيرها قال: لا، إلا أن تطوع فدل هذا على أنه لا يجب في اليوم واليلة أكثر من خمس صلوات، فالوتر ليس بواجب لكنه سنة مؤكدة وتحية المسجد ليست بواجبة لكنها سنة مؤكدة وصلاة العيدين ليست بواجبة لكنها سنة مؤكدة وكذلك أيضاً ما اختلف فيه العلماء.

هكذا ذهب بعض أهل العلم وجعل هذا الحديث أصلاً في عدم وجوب ما ذكر ولكن عند التأمل تجد الحديث ليس فيه دليل على ذلك يعني أنه لا يدل على عدم وجوب تحية المسجد وعلى عدم وجوب صلاة العيد وما أشبهها لأن هذه الصلوات لها أسباب عارضة تجب بوجود أسبابها إلا أن القول الراجح أن تحية المسجد ليست بواجبة ولكنها سنة مؤكدة أما صلاة العيد فواجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى الحيض من النساء وذوات الخدور والعواتق أن يخرجن ويصلين إلا أن الحيض يعتزلن المصلى، وأما الوتر

..

এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে এবং তা পুনরায় উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন নেই। আর তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহর বর্ণিত হাদীসটি সেই নজদী ব্যক্তির ঘটনার বিষয়ে—যে উস্কোখুস্কো চুলে এসেছিল, লোকেরা তার আওয়ায শুনতে পাচ্ছিল কিন্তু সে কী বলছিল তা বুঝতে পারছিল না; সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তখন তিনি তার কাছে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রমযানের রোযা এবং যাকাতের কথা উল্লেখ করলেন। আর তিনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' সাক্ষ্য প্রদানের কথা উল্লেখ করেননি; কারণ তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন যে, সে ইতিপূর্বেই তা উচ্চারণ করেছে এবং এর সাক্ষ্য প্রদান করেছে, যেহেতু সে মুসলিম হিসেবেই এসেছিল। তবে সে কিছু বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ জানতে চাচ্ছিল। এতে আরও রয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই বাণী যা তিনি সেই ব্যক্তিকে বলেছিলেন—যখন তিনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রমযানের রোযা ও যাকাতের কথা উল্লেখ করলেন এবং লোকটি প্রশ্ন করল: "এগুলো ছাড়া আমার ওপর আর কি কিছু (ফরয) আছে?" তিনি বললেন: "না, তবে তুমি যদি নফল হিসেবে কিছু আদায় করো।" এটি একথার প্রমাণ বহন করে যে, দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বেশি কিছু ওয়াজিব নয়। সুতরাং বিতর সালাত ওয়াজিব নয়, বরং তা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা; তাহিয়্যাতুল মাসজিদ ওয়াজিব নয়, বরং তা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা; এবং দুই ঈদের সালাতও ওয়াজিব নয়, বরং তা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। একইভাবে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে এমন অন্যান্য সালাতের বিষয়গুলোও।

একদল আলেম এই মতই পোষণ করেছেন এবং উল্লেখিত বিষয়গুলোর ওয়াজিব না হওয়ার সপক্ষে এই হাদীসটিকে মূল দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু গভীর চিন্তাভাবনা করলে দেখা যায় যে, হাদীসটিতে এর ওপর (অর্থাৎ এগুলো ওয়াজিব না হওয়ার ওপর) কোনো অকাট্য দলিল নেই। অর্থাৎ এটি তাহিয়্যাতুল মাসজিদ ওয়াজিব না হওয়া এবং ঈদের সালাত ও সমজাতীয় সালাতগুলো ওয়াজিব না হওয়ার অকাট্য প্রমাণ নয়; কারণ এই সালাতগুলোর নির্দিষ্ট কিছু প্রাসঙ্গিক কারণ রয়েছে যা উপস্থিত হলে সেই বিশেষ অবস্থায় এগুলো ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে অগ্রগণ্য মত হলো—তাহিয়্যাতুল মাসজিদ ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। কিন্তু ঈদের সালাত ওয়াজিব; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনকি ঋতুবতী নারী, অন্তরালবাসিনী পর্দাশীল নারী এবং যুবতীদেরও ঈদের ময়দানে বের হওয়ার

নির্দেশ দিয়েছেন, তবে ঋতুবতীরা সালাতের স্থান থেকে দূরে থাকবে। আর বিতর সালাতের বিষয়ে...

(ص: 244) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

فنعم في الحديث دليل على أنه ليس بواجب لأن الوتر يتكرر يومياً فلو كان واجباً لبيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل فالصواب أن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب لو تركه الإنسان لا يأثم لكن من داوم على تركه سقطت عدالته قال الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وأما صيام رمضان تعم لا يجب على الإنسان أن يصوم غيره اللهم إلا إن نذر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وأما الزكاة فلا يجب غيرها أيضاً في المال إلا ما كان له سبب كالنفقة على الزوجة والأقارب وما شابه ذلك مما له سبب معين يجب بوجوب السبب. وأما قول الرجل لما أدبر والله لا أزيد على هذا ولا أنقص عاهد الله عهداً بيّين ألا يزيد على هذا ولا ينقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق وهذا دليل على أن الإنسان إذا اقتصر على الواجب في الشرع فإنه مفلح ولكن لا يعني هذا أنه لا يسن أن يأتي بالتطوع لأن التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة وكم من إنسان أدى الفريضة وفيها خلل وفيها خروق وفيها خدوش تحتاج إلى تكميل وإلى رتق الصدع. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى

হ্যাঁ, এই হাদীসে এই মর্মে দলিল রয়েছে যে, বিতর ওয়াজিব নয়। কারণ বিতর প্রতিদিন পুনরাবৃত্ত হয়; যদি তা ওয়াজিব হতো তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই

ব্যক্তির নিকট তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতেন। সুতরাং সঠিক মত হলো, বিতর সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ এবং তা ওয়াজিব নয়। যদি কোনো ব্যক্তি তা ছেড়ে দেয় তবে সে গুনাহগার হবে না, কিন্তু যে ব্যক্তি নিয়মিত তা ত্যাগ করবে তার নির্ভরযোগ্যতা ক্ষুণ্ণ হবে। ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন: "যে ব্যক্তি বিতর ত্যাগ করে সে এক মন্দ লোক, তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা উচিত নয়।"

আর রমজানের রোজা সম্পর্কে কথা হলো, এটি ছাড়া মানুষের ওপর অন্য কোনো রোজা পালন করা ওয়াজিব নয়, তবে যদি সে মানত করে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মানত করে, সে যেন তাঁর আনুগত্য করে।" আর জাকাতের বিষয়টি হলো, সম্পদের ক্ষেত্রে এটি ছাড়া অন্য কিছু ওয়াজিব নয়। তবে যার কোনো নির্দিষ্ট কারণ রয়েছে, যেমন স্ত্রী ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ব্যয় এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয় যা নির্দিষ্ট কারণবশত ওয়াজিব হয়, তা সেই কারণ উপস্থিত হওয়ার কারণে ওয়াজিব হয়ে থাকে।

আর সেই ব্যক্তির উক্তি—যখন সে ফিরে যাচ্ছিল—"আল্লাহর কসম, আমি এর চেয়ে বাড়াব না এবং কমাব না", এর মাধ্যমে সে আল্লাহর সাথে শপথপূর্বক এই অঙ্গীকার করেছিল যে, সে এর ওপর অতিরিক্ত কিছু করবে না এবং তা থেকে কমাবেও না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "সে সফলকাম হবে যদি সে সত্য বলে থাকে।" এটি এই বিষয়ের প্রমাণ যে, মানুষ যদি শরিয়তের ওয়াজিব বিধানসমূহের ওপর সীমাবদ্ধ থাকে তবে সে সফলকাম হবে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, নফল ইবাদত করা সুন্নত নয়। কারণ কিয়ামতের দিন নফল ইবাদতের মাধ্যমে ফরজের অপূর্ণতা পূরণ করা হবে। কত মানুষই তো ফরজ আদায় করে কিন্তু তাতে ত্রুটি, বিচ্যুতি ও ক্ষত থেকে যায়, যা পূর্ণতা দান ও ফাটল মেরামতের মুখাপেক্ষী হয়। আর ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণিত হাদীস, যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াজ (রা.)-কে প্রেরণ করেছিলেন...

اليسن فقد سبق الكلام عليه أيضاً فلا حاجة إلى إعادته لكن فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فهذا هو الشاهد في هذا الباب والله الموفق.

1209 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه.

1210 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقلاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق متفق عليه..

ইয়ামেন সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, তাই তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। তবে তাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তাদের জানিয়ে দিন যে, আল্লাহ তাদের সম্পদের ওপর সদকা (যাকাত) ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হবে।" এই পরিচ্ছেদে এটিই হলো মূল দলিল। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

১২০৯ - ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আমাকে মানুষের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আর তারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে। যখন তারা

তা করবে, তখন তারা আমার থেকে তাদের রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ করে নেবে, ইসলামের হক ব্যতীত; আর তাদের হিসাব আল্লাহর জিম্মায়।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১২১০ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইন্তেকাল করলেন এবং আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খলীফা হলেন এবং আরবদের মধ্যে যারা কুফরী করার তারা কুফরী করল, তখন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: "আপনি কীভাবে মানুষের সাথে যুদ্ধ করবেন, অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: 'আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা বলে—আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই; সুতরাং যে ব্যক্তি তা বলবে, সে আমার থেকে তার সম্পদ ও জীবন নিরাপদ করে নেবে, তার হক ব্যতীত; আর তার হিসাব আল্লাহর জিম্মায়'?" তখন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: "আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব যে সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে। কেননা যাকাত হলো সম্পদের হক। আল্লাহর শপথ! তারা যদি আমাকে একটি উটের রশি দিতেও অস্বীকার করে যা তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে প্রদান করত, তবে তা না দেওয়ার কারণে আমি তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব।" উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: "আল্লাহর শপথ! আমি দেখতে পেলাম যে আল্লাহ তাআলা যুদ্ধের জন্য আবু বকরের বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে এটিই সত্য।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

(ص: 246) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها ذكر منها ما سبق الكلام عليه وذكر منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل

الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.

قوله (أمرت) الأمر له هو الله عز وجل وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور مكلف يؤمر وينهى كما يؤمر وينهى سائر الناس لأنه عبد من عباد الله عليه الصلاة والسلام ليس رباً ولا يملك شيئاً من حقوق الربوبية بل هو عبد يؤمر وينهى ورباً يحصل له أكبر من ذلك لقول الله تبارك وتعالى له عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وكقوله تعالى {لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم} يعاتبه ربه عز وجل ويقول له سبحانه وتعالى {واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه} فمن زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم له شيء من الربوبية وأن ينفع ويضر ويوجب الدعوة ويكشف سوء فقد أشرك بالله وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم.

يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালাহীন' কিতাবের জাকাত ফরয হওয়ার গুরুত্ব এবং এর ফযিলত বর্ণনা পরিচ্ছেদে যে সকল হাদিস নিয়ে এসেছেন, তার মধ্যে কিছু বিষয় নিয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি সেখানে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হাদিসটিও উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আমি মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আর তারা নামাজ কায়েম করে এবং জাকাত প্রদান করে।"

তাঁর বাণী "আমি আদিষ্ট হয়েছি" - এখানে আদেশদাতা হলেন স্বয়ং আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা। এতে এই দলিল রয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন আদিষ্ট ও দায়বদ্ধ বান্দা, যাঁকে অন্যান্য মানুষের মতোই আদেশ ও নিষেধ করা হয়। কারণ তিনি আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজন বান্দা (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম), তিনি কোনো রব বা

প্রতিপালক নন এবং রুবুবিয়াত বা প্রভুত্বের কোনো অধিকার তিনি রাখেন না। বরং তিনি এমন এক বান্দা যাঁকে আদেশ ও নিষেধ করা হয়; এমনকি কখনও কখনও এর চেয়েও বড় কিছু (সংশোধনের ক্ষেত্রে) তাঁর ক্ষেত্রে ঘটে থাকে, যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা তাঁকে বলেছেন: "আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন; সত্যবাদীরা আপনার কাছে স্পষ্ট হওয়ার এবং আপনি মিথ্যাবাদীদের চিনে নেওয়ার আগেই কেন আপনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন?" এবং মহান আল্লাহর বাণী: "আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন আপনি আপনার স্ত্রীদের সম্ভ্রূতি লাভের জন্য তা কেন হারাম করছেন? আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" তাঁর প্রতিপালক আজ্জা ওয়া জাল্লা তাঁকে অনুযোগ করেছেন এবং বলেছেন: "আর আল্লাহকে ভয় করুন; আপনি আপনার অন্তরে যা গোপন করছেন আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেবেন এবং আপনি মানুষকে ভয় করছেন অথচ আল্লাহই অধিকতর হকদার যে আপনি তাঁকে ভয় করবেন।" সুতরাং যে ব্যক্তি ধারণা করবে যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মধ্যে প্রভুত্বের কোনো গুণ রয়েছে, অথবা তিনি কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারেন, কিংবা দোয়া কবুল করেন এবং বিপদ দূর করেন—সে আল্লাহর সাথে শিরক করল এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনীত দ্বীনের সাথে কুফরি করল। তিনি (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বলছেন: "আমি মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে..."

(ص: 247) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ يِقَاتِلَ مَنْ امْتَنَعَ عَنْ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ: مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَمِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَمِنْ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ يِقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَزِدْعَنُوا وَيَرْضَخُوا لِهَذِهِ الْأَرْبَعِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ يَغْنِي شَهَادَتُهُمْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ عَصَبُوا مِنْ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَسَابِهِمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَغْنِي: إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ

فقد استسلموا ظاهراً فيعصبون دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، لأن من الناس من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وقلبه منطوي على الكفر ولهذا قال: حسابهم على الله فالمنافقون يقولون: لا إله إلا الله لكن لا يذكرون الله إلا قليلاً ويقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم نشهد إنك لرسول الله ويقيمون الصلاة ولكن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ويتصدقون ولكن لا ينفقون إلا وهم كارهون ومع ذلك قلوبهم منطوية على الكفر نسأل الله العافية ولهذا قال: وحسابهم على الله عز وجل.

ثم ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تحاور أبي بكر الصديق رضي الله عنه الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب الخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة دينية مع أن كل واحد منهما يحب الآخر حباً عظيماً لكن هذه المحبة لا تمنع من المباحرة والمراجعة الدينية لأن الدين فوق كل شيء لما كان أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة له أن يكون الخليفة بعد الرسول

আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল—এই সাক্ষ্য প্রদান, সালাত কায়েম করা এবং জাকাত প্রদান করা; এই চারটির যেকোনো একটি থেকে যে বিরত থাকবে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। যথা: আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল—এই সাক্ষ্য দেওয়া, সালাত কায়েম করা এবং জাকাত প্রদান করা। তারা যতক্ষণ না এই চারটির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে এবং নতি স্বীকার করবে, ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা তা করবে—অর্থাৎ সাক্ষ্য দেবে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল, সালাত কায়েম করবে এবং জাকাত প্রদান করবে—তখন তারা আমার হাত থেকে তাদের জান ও মাল নিরাপদ করে নেবে, তবে ইসলামের বিধান অনুযায়ী প্রাপ্য অধিকার ব্যতীত; আর তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের হিসাব গ্রহণের ভার মহান আল্লাহর ওপর। এর অর্থ হলো: যখন তারা তা করবে, তখন তারা বাহ্যিকভাবে আত্মসমর্পণ করল, ফলে তাদের রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ হয়ে গেল এবং তাদের প্রকৃত হিসাব আল্লাহর কাছে ন্যস্ত থাকল। কারণ মানুষের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা মুখে

বলে, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল', তারা সালাত কায়েম করে এবং জাকাতও দেয়, অথচ তাদের অন্তর কুফরিতে আচ্ছন্ন। এই কারণেই বলা হয়েছে: তাদের হিসাব আল্লাহর ওপর। মুনাফিকরা বলে: 'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই', কিন্তু তারা আল্লাহকে খুব অল্পই স্মরণ করে। তারা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলে: 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল', তারা সালাত কায়েম করে বটে কিন্তু অলসভাবে সালাতে দাঁড়ায় এবং দান-সদকা করে কিন্তু অত্যন্ত অনিচ্ছার সাথে। এতদসত্ত্বেও তাদের অন্তর কুফরিতে নিমজ্জিত থাকে—আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। এ কারণেই তিনি বলেছেন: তাদের হিসাব মহান আল্লাহর জিম্মায়।

অতঃপর তিনি (রহিমাহুল্লাহ) আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত সেই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন, যেখানে আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মধ্যে একটি ধর্মীয় বিষয়ে পর্যালোচনার বর্ণনা রয়েছে। যদিও তাদের একে অপরের প্রতি সুগভীর ভালোবাসা ছিল, কিন্তু সেই ভালোবাসা দ্বীনি বিষয়ে পর্যালোচনা ও পারস্পরিক আলোচনার পথে বাধা হয়নি; কারণ দ্বীন সবকিছুর উর্ধ্বে। এটি তখনকার ঘটনা যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবীগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলের পরবর্তী খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

(ص: 248) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

وكذلك بإشارة الرسول صلى الله عليه وسلم إليه حيث خلفه عنه في الحج وهي إمامة كبرى بالنسبة للناس وفي الصلاة وهي إمامة صغرى لأن أمير الحج يؤم من الناس أكثر ما يؤمه أمير المسجد خلفه النبي صلى الله عليه وسلم إماماً للمسجد حين مرض وخلفه في الحج بالناس عام تسع من الهجرة واتفق الصحابة بعد موت

الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الخليفة من بعده أبو بكر ارتد من ارتد من العرب والعياذ بالله وقد أشار الله إلى ذلك في قوله {وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم} وقد حصل ارتد من ارتد من العرب ومنعوا الزكاة وكفروا بالله فقَاتلهم أبو بكر رضي الله عنه فحَاورة عمر قال: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وهذا هو الذي سمعه عمر من النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فإن ابنه سمع من الرسول أكثر من ذلك، سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة لكن عمر روى ما سمع: (حتى يقولوا لا إله إلا الله) فقال أبو بكر: (والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، الزكاة حق البَال، والله لو منعوني عقالا يعني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك) وهذا دليل على حزمه رضي الله عنه حزم أبي بكر مع أنه أَلين من عمر لكن في مواقف الشدة والضيق يكون أبو بكر أحزم من عمر.

نضرب لكم أمثلة منها هذا البثال: عمر رأى ألا يقاتل الناس لكن بعد مراجعة أبي بكر له علم أنه الحق لها رأى أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال وهو

এবং একইভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইঙ্গিতের মাধ্যমেও (তাঁর খিলাফত প্রমাণিত হয়), যখন তিনি হজের সময় তাঁকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন—যা মানুষের জন্য একটি বড় ইমামত (নেতৃত্ব)—এবং সালাতের ক্ষেত্রেও, যা একটি ছোট ইমামত। কারণ হজের আমীর মসজিদের আমীরের তুলনায় অধিক সংখ্যক মানুষের ইমামত করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অসুস্থতার সময় আবু বকরকে মসজিদের ইমাম হিসেবে স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন এবং হিজরি নবম বর্ষে হজের সময় তাঁকে মানুষের নেতা হিসেবে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর সাহাবীগণ এই বিষয়ে একমত হয়েছিলেন যে, তাঁর পরবর্তী খলীফা হলেন আবু বকর। (সেই সময়) আরবদের মধ্যে যারা ধর্মত্যাগী হওয়ার তারা হয়ে গিয়েছিল—আল্লাহর কাছে এ

থেকে আশ্রয় চাই। আল্লাহ তাআলা তাঁর এই বাণীতে সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন: "মুহাম্মদ একজন রাসূল বৈ নন, তাঁর আগে বহু রাসূল গত হয়েছেন। সুতরাং যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন, তবে কি তোমরা তোমাদের পিঠ ফিরিয়ে (পূর্বাবস্থায়) ফিরে যাবে?" বস্তুত আরবদের মধ্য থেকে যারা মুরতাদ হওয়ার তারা হয়েছিল, তারা যাকাত প্রদানে অস্বীকার করেছিল এবং আল্লাহর সাথে কুফরী করেছিল। অতঃপর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে এ নিয়ে আলোচনা (যুক্তি) করে বললেন: "আপনি কীভাবে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন? অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'আমি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা বলবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।" আর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এটুকুই শুনেছিলেন। অন্যথায় তাঁর পুত্র (আব্দুল্লাহ ইবনে উমর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এর চেয়েও বেশি শুনেছিলেন; তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: "যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, এবং তারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে।" কিন্তু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যা শুনেছিলেন তা-ই বর্ণনা করেছিলেন: "(যতক্ষণ না তারা বলবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ)।" তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন: "আল্লাহর কসম, যে ব্যক্তি সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। যাকাত হলো সম্পদের হক। আল্লাহর কসম, যদি তারা আমাকে একটি উটের রশি দিতেও অস্বীকার করে যা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রদান করত, তবে আমি তার কারণে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।" এটি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর দৃঢ় সংকল্পের প্রমাণ, যদিও তিনি উমর অপেক্ষা অধিক কোমল স্বভাবের ছিলেন, কিন্তু কঠিন ও সংকটের মুহূর্তে আবু বকর উমরের চেয়েও অধিক দৃঢ় ও অবিচল প্রমাণিত হতেন।

আমরা আপনাদের সামনে কিছু উদাহরণ পেশ করছি, যার মধ্যে এই উদাহরণটি অন্যতম: উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে মনে করেছিলেন মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করাই শ্রেয়, কিন্তু আবু বকরের সাথে পর্যালোচনার পর তিনি বুঝতে পারলেন যে এটিই সত্য, যখন তিনি দেখলেন যে আল্লাহ তাআলা যুদ্ধের সিদ্ধান্তের জন্য আবু বকরের বক্ষ উন্মোচন করে দিয়েছেন এবং তিনি...

ال خليفة من بعد الرسول عرف أنه الحق إذ إن الله سبحانه وتعالى لم يشرح صدر هذا الخليفة الراشد (أول خليفة في الأمة الإسلامية) إلا لحق عرف أنه الحق لها شرح الله صدر أبي بكر له هذا موقف صار أبو بكر أجلد من عمر وأشد وأثبت. والموضع الثاني: لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة واضطرب الناس وصار يوماً عظيماً واجتمع الناس في المسجد وقام عمر وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت ولكنه صعد يعني غشي عليه وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم اهتز قلبه يقولها بجد وحزم وكان أبو بكر رضي الله عنه حين مات الرسول صلى الله عليه وسلم خارج المدينة في حائط له فذهبوا فأخبروه أخبروا أبا بكر فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقد غطي عليه الصلاة والسلام كشف عن وجهه وقبله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حياً وميتاً والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة الأولى فقد متها ثم خرج إلى الناس وإذا عمر يتكلم ينكر ويقول: (ما مات غشي عليه وليبعثنه الله) فقال أبو بكر: (على رسلك) يعني أرفق فجلس عمر أو بقي قائماً فصعد أبو بكر المنبر وخطب الناس خطبة عظيمة بليغة في هذا المقام الضنك قال: (أما بعد أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات رضي الله عنه وهو أشد الناس فجيعة به ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا قوله تعالى: {إنك ميت وإنهم ميتون} وقوله تعالى: {وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً}

রাসূলুল্লাহর (সা.) পরবর্তী খলিফা জানতেন যে এটিই সত্য; কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই খলিফায়ে রাশেদের (ইসলামি উম্মাহর প্রথম খলিফা) বক্ষকে কেবল এমন এক সত্যের জন্য প্রশস্ত করেছিলেন যা তিনি সত্য হিসেবে চিনতে পেরেছিলেন। যখন আল্লাহ আবু

বকরের বক্ষকে এর জন্য প্রশস্ত করে দিলেন, তখন এই পরিস্থিতিতে আবু বকর ওমরের তুলনায় অধিক ধৈর্যশীল, কঠোর ও অবিচল হয়ে উঠলেন।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি হলো: যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) ইন্তেকাল করলেন, তখন মদিনা অন্ধকার হয়ে গেল এবং মানুষের মাঝে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ল; দিনটি ছিল অত্যন্ত গুরুতর। মানুষ মসজিদে সমবেত হলো এবং ওমর দাঁড়িয়ে বললেন: “নিশ্চয়ই নবী (সা.) মারা যাননি, বরং তিনি উর্ধ্বে আরোহণ করেছেন—অর্থাৎ তিনি মূর্ছিত হয়েছেন—এবং আল্লাহ অবশ্যই তাঁকে পুনরায় পাঠাবেন যেন তিনি কিছু মানুষের হাত ও পা কেটে ফেলেন।” তাঁর হৃদয় প্রকম্পিত ছিল, তবে তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব ও দৃঢ়তার সাথে কথাগুলো বলছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা.) ইন্তেকালের সময় আবু বকর (রা.) মদিনার উপকণ্ঠে তাঁর একটি বাগানে ছিলেন। তাঁরা গিয়ে তাঁকে সংবাদ দিলে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা.) নিকট আসলেন এবং তাঁর পবিত্র চেহারা মোবারক থেকে কাপড় সরালেন—যিনি বস্ত্রাবৃত ছিলেন। তিনি তাঁর কপালে চুম্বন করলেন এবং বললেন: “আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক, আপনি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় পবিত্র। আল্লাহর কসম, আল্লাহ আপনার ওপর দুটি মৃত্যু একত্র করবেন না। প্রথম যে মৃত্যুটি আপনার জন্য নির্ধারিত ছিল, তা আপনি বরণ করেছেন।” এরপর তিনি মানুষের নিকট বেরিয়ে আসলেন, এমতাবস্থায় ওমর তখনও কথা বলছিলেন এবং মৃত্যু অস্বীকার করে বলছিলেন: “তিনি মারা যাননি, মূর্ছিত হয়েছেন এবং আল্লাহ তাঁকে পুনরায় পাঠাবেন।” তখন আবু বকর বললেন: “হে ওমর, শান্ত হও।” তখন ওমর বসে পড়লেন অথবা দাঁড়িয়েই রইলেন। আবু বকর মিসরে আরোহণ করলেন এবং এই অত্যন্ত সংকটাপন্ন মুহূর্তে মানুষের সামনে এক মহিমাম্বিত ও প্রাজ্ঞ ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন: “অতঃপর, হে লোকসকল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুহাম্মদের ইবাদত করত, সে জেনে রাখুক যে মুহাম্মদ ইন্তেকাল করেছেন—আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন—অথচ তিনিই ছিলেন তাঁর বিচ্ছেদে মানুষের মধ্যে সর্বাধিক শোকাতুর। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করত, সে জেনে রাখুক যে আল্লাহ চিরঞ্জীব, তাঁর কোনো মৃত্যু নেই।” এরপর তিনি মহান আল্লাহর বাণী তিলাওয়াত করলেন: {নিশ্চয়ই আপনি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল} এবং আল্লাহর বাণী: {আর মুহাম্মদ একজন রাসূল বৈ নন; তাঁর আগে বহু রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন। সুতরাং তিনি যদি মারা যান বা নিহত হন, তবে কি তোমরা তোমাদের পশ্চাৎপদে ফিরে যাবে? আর যে ব্যক্তি তার পশ্চাৎপদে ফিরে যাবে, সে আল্লাহর বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না।}

يقول عمر: (حتى عثرت فما تقلني رجلاي يعني: لا يقدر أن يقف فجلس لأنه علم أن هذا هو الحق فانظر إلى ثبات أبي بكر في هذا المقام. أما الموضوع الثالث: فهو في صلح الحديبية صلح الحديبية فيه شروط ظاهرها أنه فيه غضاضة على المسلمين منها: أن من جاء من قريش مسلماً انتبه من جاء من قريش مسلماً رده الرسول إلى قريش ومن ذهب من المسلمين إلى قريش فلا يلزمهم رده. هذا الشرط ظاهره أنه إجحاد عجز عمر فلا يقدر على هذا فقال: (يا رسول الله كيف؟ كيف؟ من خرج منهم مسلماً وجاء مهاجراً إلينا نرده، ومن ذهب منا لا يردونه كيف نعطي الدنيا في ديننا ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال: بلى لكن هذا أمر الله وأنا عبد الله ورسوله ولن أعصي الله وسينصرون الله عز وجل فعجز عمر فذهب إلى أبي بكر يستنجد به لعله يشير على الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم الموافقة فكان جواب أبي بكر رضي الله عنه كجواب الرسول صلى الله عليه وسلم حرفاً بحرف مواقف عظيمة في هذا المقام الضنك قال: إنه لرسول الله وإن الله ناصره فاستمسك بخرزه يقول لعمر يعني: احذر أن تخالفه فإنه على الحق. في هذه المواقف الثلاثة العظيمة تبين ثبات أبي بكر رضي الله عنه وأنه

উমর (রা.) বলেন: (অবশেষে আমি হোঁচট খেলাম এবং আমার পা দু'টি আমাকে আর ধরে রাখতে পারছিল না), অর্থাৎ: তিনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না বিধায় বসে পড়লেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এটিই সত্য। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে আবু বকর (রা.)-এর অবিচলতার দিকে লক্ষ্য করুন।

আর তৃতীয় ক্ষেত্রটি হলো: হৃদয়বিয়ার সন্ধি। হৃদয়বিয়ার সন্ধিতে এমন কিছু শর্ত ছিল যা বাহ্যিকভাবে মুসলিমদের জন্য অবমাননাকর মনে হচ্ছিল। তার মধ্যে একটি ছিল: কুরাইশদের মধ্য থেকে যারা মুসলিম হয়ে আসবে—লক্ষ্য করুন, কুরাইশদের মধ্য থেকে যারা মুসলিম হয়ে

আসবে—রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের কুরাইশদের কাছে ফেরত পাঠাবেন। আর মুসলিমদের মধ্য থেকে যারা কুরাইশদের কাছে চলে যাবে, কুরাইশরা তাদের ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে না। এই শর্তটি বাহ্যিকভাবে অবিচার মনে হওয়ায় উমর (রা.) তা সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি বললেন: (হে আল্লাহর রাসূল! কীভাবে? কীভাবে? তাদের মধ্য থেকে যারা মুসলিম হয়ে হিজরত করে আমাদের কাছে আসবে, আমরা তাদের ফেরত দেব, আর আমাদের মধ্য থেকে যারা তাদের কাছে যাবে, তারা তাদের ফেরত দেবে না? কেন আমরা আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে হীনমু্যতা মেনে নেব? আমরা কি হকের ওপর নেই এবং আমাদের শত্রুরা কি বাতিলের ওপর নেই?) তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) বললেন: "হ্যাঁ, তবে এটি আল্লাহর নির্দেশ। আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি কখনও আল্লাহর অবাধ্য হব না এবং আল্লাহ অচিরেই আমাদের সাহায্য করবেন।" উমর (রা.) অধৈর্য হয়ে আবু বকর (রা.)-এর কাছে সাহায্য চাইতে গেলেন এই আশায় যে, হয়তো তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে এই চুক্তিতে অসম্মতি জানানোর পরামর্শ দেবেন। কিন্তু এই সংকটময় মুহূর্তে আবু বকর (রা.)-এর উত্তর ছিল হুবহু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উত্তরের মতো—যা ছিল এক মহান অবস্থান। তিনি উমর (রা.)-কে বললেন: "নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ তাঁর সাহায্যকারী। সুতরাং আপনি তাঁর আনুগত্যে সুদৃঢ় থাকুন।" তিনি উমর (রা.)-কে বুঝাতে চাইলেন: সাবধান! তাঁর বিরোধিতা করবেন না, কারণ তিনি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছেন।

এই তিনটি মহান অবস্থানের মাধ্যমে আবু বকর (রা.)-এর অবিচলতা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে এবং এটি প্রমাণিত হয় যে...

(ص: 251) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

أثبت الصحابة وأحق الصحابة بالخلافة وأحزمهم وأعقلهم وهكذا يتبين حال الإنسان الثابت الذي ينظر إلى الأمور من بعيد ويسبر غورها والإنسان الذي عنده غيرة لكنه لا يريد أن يتعجل فالتعجل قد يكون فيه غرر.

المهم من هذا الحديث أو الفائدة منه في هذا الباب الذي بوبه النووي رحمه الله في رياض الصالحين أن من امتنع عن الزكاة وجب على الإمام قتاله حتى يؤدي الزكاة والله الموفق.

1211 - وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم متفق عليه.

1212 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلماً ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق عليه.

সাহাবীগণের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাধিক অবিচল, খিলাফতের সর্বাধিক উপযুক্ত, সর্বাধিক দৃঢ়সংকল্প এবং মহাজ্ঞানী। এর মাধ্যমেই এমন এক অবিচল ব্যক্তির প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট হয়, যিনি বিষয়সমূহকে দূরদর্শিতার সাথে পর্যবেক্ষণ করেন এবং সেগুলোর গভীরতা উপলব্ধি করেন; আর এমন এক ব্যক্তির অবস্থা যার মাঝে দ্বীনি চেতনা ও গায়রাত থাকলেও তিনি তাড়াহুড়ো করতে চান না, কেননা তাড়াহুড়োর মধ্যে ঝুঁকি বা অনিশ্চি থাকতে পারে।

রিয়াদুস স্বলিহীন গ্রন্থে ইমাম নববী (রাহিমাল্লাহু) কর্তৃক বিন্যস্ত এই অধ্যায়ে উক্ত হাদিসটির গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বা ফায়দা হলো—যে ব্যক্তি যাকাত প্রদানে বিরত থাকবে, সে যাকাত আদায় না করা পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ইমাম বা শাসকের জন্য আবশ্যিক। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

১২১১ - আবু আইয়ুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বললেন: আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বললেন: "তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না, সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখবে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১২১২ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন, যা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি বললেন: "তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না, ফরয সালাত কায়েম করবে, ফরয যাকাত আদায় করবে এবং রমযানের রোযা রাখবে।" সে বলল: সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি এর ওপর কোনো কিছু বৃদ্ধি করব না। যখন সে ফিরে চলে গেল, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "যে ব্যক্তি জান্নাতী কোনো মানুষকে দেখে আনন্দিত হতে চায়, সে যেন এই ব্যক্তির দিকে তাকায়।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

(ম: 252) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

1213 - وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث الثلاثة في باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها حديث أبي أيوب وأبي هريرة وجرير وكلها تدل على ما سبق من أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من فرائض الإسلام وفي حديث أبي أيوب زيادة وتصل الرحم والرحم: هم القرابة من جهة الأب أو من جهة الأم وصلتهم بما جرى به العرف والعادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين كيفية الصلة، وكل شيء جاء في الكتاب والسنة ولم يبين فإن مرجعه إلى عادة الناس وعرفهم وهذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأزمان واختلاف البلدان ففي حالة الحاجة والفقر وشدة المؤونة تكون صلتهم بإعطائهم ما يتيسر من المال وما يسد حاجتهم وكذلك إذا كان هناك مرضي في القرابة فإن صلتهم أن

تعودهم وتتكرر عليهم بحسب ما فيهم من مرض وبحسب القرابة ، وإذا كانت الأمور ميسرة وليست هناك حاجة كما في عرفنا اليوم، فإنه يكفي أن تصلهم بالهاتف أو بالمكاتبة أو في المناسبات البعيدة كالأعياد وغير ذلك، والمهم أن صلة الرحم واجبة، ولكن غير محددة في الشرع فيرجع فيها على ما جرى به العرف وتعارفه الناس بينهم

১২১৩ - জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সালাত কায়েম করা, জাকাত প্রদান করা এবং প্রত্যেক মুসলিমের প্রতি শুভকামনা পোষণ করার ওপর বায়আত গ্রহণ করেছি। (বুখারি ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

জাকাতের আবশ্যিকতা সুদৃঢ়করণ এবং এর ফযিলত বর্ণনার পরিচ্ছেদে আবু আইয়ুব, আবু হুরায়রা এবং জারীর (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর এই তিনটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এই হাদিসগুলোর প্রতিটি পূর্বের আলোচিত বিষয়ের ওপর প্রমাণ পেশ করে যে, সালাত কায়েম করা এবং জাকাত প্রদান করা ইসলামের অন্যতম ফরজ বিধান। আবু আইয়ুব (রা.)-এর হাদিসে একটি অতিরিক্ত অংশ রয়েছে—'আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা'। 'রাহেম' বা আত্মীয়তা বলতে পিতা বা মাতার দিক থেকে যারা আত্মীয় তাদের বোঝায়। তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়টি প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতির ওপর নির্ভরশীল; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সম্পর্কের ধরণ বা পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দেননি। আর কুরআন ও সুন্নাহর যে সকল বিধানের কোনো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি বর্ণিত হয়নি, তার স্বরূপ নির্ধারণে মানুষের প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতির দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হয়। এটি অবস্থা, সময় এবং দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। অভাব, দারিদ্র্য এবং জীবনযাত্রার কাঠিন্যের সময় সাধ্যমতো অর্থ সহায়তা এবং প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের মাধ্যমে তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে হয়। একইভাবে আত্মীয়দের মধ্যে কেউ অসুস্থ থাকলে তাদের দেখতে যাওয়া এবং তাদের অসুস্থতার মাত্রা ও আত্মীয়তার নৈকট্য অনুযায়ী বারবার খোঁজখবর নেওয়া হলো আত্মীয়তার সম্পর্কের দাবি। আর যদি সচ্ছলতা থাকে এবং বর্তমান সময়ের প্রচলিত নিয়মের মতো বিশেষ কোনো প্রয়োজন না থাকে, তবে টেলিফোন, পত্রিনিময় কিংবা বিভিন্ন উপলক্ষ যেমন ঈদ

ইত্যাদিতে সাক্ষাতের মাধ্যমেই সম্পর্ক রক্ষা করা যায়। মূল কথা হলো, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ওয়াজিব বা আবশ্যিক; কিন্তু শরিয়ত এর কোনো নির্দিষ্ট সীমা বা পদ্ধতি বেঁধে দেয়নি, তাই এটি মানুষের মাঝে প্রচলিত নিয়ম ও পারস্পরিক শিষ্টাচারের ওপরই নির্ভর করে।

(ص: 253) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

وَأَمَّا فِي حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَفِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ النَّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَنْصَحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ بِحَيْثُ يَعَامَلُهُ كَمَا يَعَامَلُ نَفْسَهُ وَكَمَا يُحِبُّ أَنْ يَعَامَلَهُ النَّاسُ فَلَا يَشْتُمُهُ وَلَا يَقْذِفُهُ وَلَا يَخْدَعُهُ وَلَا يَغْشَاهُ وَلَا يَخُونُهُ وَيَكُونُ لَهُ نَاصِحًا مِنْ كُلِّ وَجْهِ وَإِذَا اسْتِشَارَهُ فِي شَيْءٍ وَجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَشِيرَ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ لَهُ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاةٍ وَقَدْ ذَكَرَ أَنَّ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَمَا بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْبَيْعَةِ النَّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرَ عَنْهُ أَنَّهُ اشْتَرَى فَرَسًا مِنْ شَخْصٍ بَثْنٍ ثُمَّ إِنَّهُ لَمَّا رَكِبَهُ وَرَأَى الْفَرَسَ لِقَاهُ جِدًّا فَرَجَعَ إِلَى الْبَائِعِ وَقَالَ: (إِنْ فَرَسُكَ هَذَا يَسَاوِي أَكْثَرَ فِزَادَةٍ إِلَى أَنْ زَادَهُ قِسْطًا بَثْنٍ الْأَوَّلَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ) لِأَنَّهُ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى (النَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ) فَعَلَى الْبَرِّ أَنْ يَكُونَ وَاصِلًا لِرَحْمِهِ وَأَنْ يَكُونَ نَاصِحًا لِإِخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي حَدِيثِ تَيْمِ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالُوا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ وَاللَّهُ الْبَاقِي

1214 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبَ، وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُوَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَحَتْ لَهُ

জারীর ইবনে আবদুল্লাহর হাদীসে সালাত কায়েম এবং জাকাত প্রদানের পাশাপাশি পূর্বোক্ত বিষয়ের ওপর একটি অতিরিক্ত বিষয় রয়েছে, আর তা হলো—প্রত্যেক মুসলিমের প্রতি

শুভকামনা বা কল্যাণকামনা করা। মানুষ প্রত্যেক মুসলিমের প্রতি এমনভাবে কল্যাণকামনা করবে যাতে সে তার সাথে নিজের মতোই আচরণ করে এবং মানুষ তার সাথে যেমন আচরণ প্রত্যাশা করে সেও অন্যের সাথে তেমন আচরণ করে। কাজেই সে তাকে গালি দেবে না, অপবাদ দেবে না, প্রতারণা করবে না, তাকে ধোঁকা দেবে না এবং তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না; বরং সর্বতোভাবে তার কল্যাণকামী হবে। আর যখন কেউ তার কাছে কোনো বিষয়ে পরামর্শ চাইবে, তখন তার দীন ও দুনিয়ার জন্য যা সর্বাধিক কল্যাণকর, সেই পরামর্শ দেওয়া তার ওপর আবশ্যিক হয়ে পড়বে। বর্ণিত আছে যে, জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 'প্রত্যেক মুসলিমের প্রতি শুভকামনা'র ওপর বায়আত গ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁর সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় যে, তিনি জনৈক ব্যক্তির কাছ থেকে নির্দিষ্ট মূল্যে একটি ঘোড়া ক্রয় করেছিলেন। অতঃপর যখন তিনি তাতে আরোহণ করলেন এবং দেখলেন যে ঘোড়াটি অত্যন্ত উন্নত মানের, তখন তিনি বিক্রেতার কাছে ফিরে গিয়ে বললেন: 'আপনার এই ঘোড়াটির মূল্য এর চেয়েও অনেক বেশি।' এভাবে তিনি দাম বাড়াতে থাকলেন, এমনকি তিনি তাকে প্রথম মূল্যের প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ বাড়িয়ে দিলেন। কারণ তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 'প্রত্যেক মুসলিমের প্রতি শুভকামনা'র ওপর অঙ্গীকার করেছিলেন। অতএব, মানুষের উচিত আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তার মুসলিম ভাইদের প্রতি কল্যাণকামী হওয়া। তামীম আদ-দারী (রা.) বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বললেন: 'দীন হলো নসিহত বা শুভকামনা।' তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন: 'কার জন্য?' তিনি বললেন: 'আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিমদের নেতৃবৃন্দের জন্য এবং সাধারণ মুসলিমদের জন্য।' আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

১২১৪ - আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: সোনা বা রূপার এমন কোনো মালিক নেই যে তার হুক (জাকাত) আদায় করে না, কিয়ামতের দিন যখন উপস্থিত হবে তখন তার জন্য সেই সোনা-রূপাকে অগ্নিনির্মিত পাতের রূপ দেওয়া হবে।

صفائح من نار، فأحيي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه، وجبينه، وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار.

قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها، حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلاً واحداً، تطؤه بأخفافها، وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاهها، رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار.

قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة، بطح لها بقاع قرقر، لا يفقد منها شيئاً ليس فيها عقصاء، ولا جلداء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاهها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.

قيل: يا رسول الله فالخيل؟ قال: الخيل ثلاثة: هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر، فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخراً ونواء على أهل الإسلام، فهي له وزر وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة فمأكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات ولا تقطع طولها فاستنت شرفاً أو شرفين إلا كتب الله

আগুনের পাতসমূহ, অতঃপর জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তার পার্শ্বদেশ, ললাট ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে। যখনই তা ঠান্ডা হয়ে যাবে, তখনই তা পুনরায়

(উগুপ্ত করে) ফিরিয়ে আনা হবে। এটি এমন এক দিনে ঘটবে যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর, যতক্ষণ না বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা সম্পন্ন হয়। অতঃপর সে তার পথ দেখতে পাবে—হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে।

জিজ্ঞাসা করা হলো: হে আল্লাহর রাসূল! উটের ক্ষেত্রে কী হবে? তিনি বললেন: আর উটের এমন কোনো মালিক নেই যে তার হক আদায় করে না—আর উটের হকের অন্তর্ভুক্ত হলো পানি পানের দিনে তার দুধ দোহন করা—তবে কিয়ামতের দিন তাকে এক সুবিস্তৃত সমতল প্রান্তরে উপুড় করে ফেলে রাখা হবে এবং উটগুলো পূর্বের চেয়েও অধিক হুঁপুটি অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হবে। তাদের একটি বাচ্চাও হারিয়ে যাবে না। উটগুলো তাদের খুর দিয়ে তাকে পদদলিত করবে এবং তাদের মুখ দিয়ে তাকে কামড়াবে। যখনই তাদের প্রথম দলটি তার ওপর দিয়ে চলে যাবে, তখনই শেষ দলটি পুনরায় তার কাছে ফিরে আসবে। এটি এমন এক দিনে ঘটবে যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর, যতক্ষণ না বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা সম্পন্ন হয়। অতঃপর সে তার পথ দেখতে পাবে—হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে।

জিজ্ঞাসা করা হলো: হে আল্লাহর রাসূল! গরু ও ছাগলের ক্ষেত্রে কী হবে? তিনি বললেন: আর গরু বা ছাগলের এমন কোনো মালিক নেই যে তার হক আদায় করে না, তবে কিয়ামতের দিন তাকে এক সুবিস্তৃত সমতল প্রান্তরে উপুড় করে ফেলে রাখা হবে। সেখান থেকে কোনো একটি পশুও হারিয়ে যাবে না। তাদের মধ্যে কোনোটিই বাঁকা শিংবিশিষ্ট, শিংবিহীন কিংবা শিং ভাঙা হবে না। তারা তাদের শিং দিয়ে তাকে গুঁতো দেবে এবং তাদের খুর দিয়ে তাকে পদদলিত করবে। যখনই তাদের প্রথম দলটি তার ওপর দিয়ে চলে যাবে, তখনই শেষ দলটি পুনরায় তার কাছে ফিরে আসবে। এটি এমন এক দিনে ঘটবে যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর, যতক্ষণ না বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা সম্পন্ন হয়। অতঃপর সে তার পথ দেখতে পাবে—হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে।

জিজ্ঞাসা করা হলো: হে আল্লাহর রাসূল! ঘোড়ার ক্ষেত্রে কী হবে? তিনি বললেন: ঘোড়া তিন প্রকার: কারো জন্য তা পাপের বোঝা, কারো জন্য আবরণ এবং কারো জন্য সওয়াবের কারণ। যার জন্য তা পাপের বোঝা, সে হলো সেই ব্যক্তি যে লোকদেখানো, অহংকার এবং মুসলমানদের সাথে শত্রুতার বশবর্তী হয়ে তা লালন-পালন করে; সুতরাং তা তার জন্য পাপের বোঝা। আর যার জন্য তা আবরণ, সে হলো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে তা লালন-পালন করে, অতঃপর তার পিঠ ও গর্দান সম্পর্কে আল্লাহর হক ভুলে যায় না; সুতরাং তা তার জন্য আবরণ। আর যার জন্য তা সওয়াবের কারণ, সে হলো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে

মুসলমানদের কল্যাণে কোনো চারণভূমি বা বাগানে তা বেঁধে রাখে। সেই চারণভূমি বা বাগান থেকে ঘোড়াটি যা কিছু ভক্ষণ করে, তার বিনিময়ে তার জন্য সমপরিমাণ নেকি লেখা হয় এবং তার মল ও মূত্রের সমপরিমাণও নেকি লেখা হয়। আর ঘোড়াটি যদি তার রশি ছিঁড়ে একটি বা দুটি উচ্চভূমি অতিক্রম করে দৌড়াদৌড়ি করে, তবে আল্লাহ তার জন্য...

(ص: 255) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

له عدد آثارها وأرواثها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات.
قيل: يا رسول الله فالحمر؟ قال: ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفأذة الجامعة { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره } متفق عليه.

وهذا لفظ مسلم.

ومعنى القاع: المكان المستوى من الأرض الواسع والقرقر: الأملس.

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله في باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وهو حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم مطولا فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والخيول والحمر وذكر حكم كل منها عليه الصلاة والسلام وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يبين للناس بيانا شافيا كافيا حتى ترك أمته وقد أكرم به الله الدين وأتم به النعمة على المؤمنين فقال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة

صفحت له صفائح من نار فأحى عليها في نار جهنم فيكوى به جنبه وجبينه وظهره
كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، ثم
يرى سبيله إما إلى

তার পদচিহ্ন ও গোবরের সমপরিমাণ নেকি তার জন্য নির্ধারিত হবে। আর যদি তার মালিক তাকে নিয়ে কোনো নদীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় সে সেখান থেকে পানি পান করে, যদিও মালিকের তাকে পানি পান করানোর কোনো ইচ্ছা ছিল না, তবুও আল্লাহ তার আমলনামায় সেই পানকৃত পানির সমপরিমাণ নেকি লিখে দেবেন।

জিজ্ঞেস করা হলো: হে আল্লাহর রাসূল! গাধার ব্যাপারে কী হুকুম? তিনি বললেন: গাধার ব্যাপারে এই অনন্য ও ব্যাপক অর্থবোধক আয়াতটি ছাড়া আমার ওপর অন্য কিছু অবতীর্ণ হয়নি: "অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে সে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকাজ করলে সে তা দেখতে পাবে।" (বুখারি ও মুসলিম)।

এটি ইমাম মুসলিমের শব্দবিন্যাস।

'কা'আ' শব্দের অর্থ হলো: বিস্তৃত সমতল ভূমি; আর 'কারকার' অর্থ হলো: মসৃণ ভূমি।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাল্লাহ) জাকাতের আবশ্যিকতা জোরদারকরণ এবং এর ফজিলত বর্ণনা অধ্যায়ে যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন, তা আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত দীর্ঘ হাদিস যা ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। এতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বর্ণ, রৌপ্য, উট, গরু, ছাগল, ঘোড়া ও গাধার কথা উল্লেখ করেছেন এবং এগুলোর প্রত্যেকটির বিধান বর্ণনা করেছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এভাবেই মানুষের নিকট অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও পর্যাপ্ত বর্ণনা পেশ করতেন, এমনকি তিনি তাঁর উম্মতকে এমন অবস্থায় রেখে গেছেন যখন আল্লাহ তাআলা তাঁর মাধ্যমে দীনকে পূর্ণতা দান করেছেন এবং মুমিনদের ওপর তাঁর নেয়ামত সম্পূর্ণ করেছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে কোনো স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক যে তার হক আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের পাত তৈরি করা হবে। অতঃপর তা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তার পার্শ্বদেশ, কপাল ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। যখনই তা ঠান্ডা হয়ে যাবে, তখনই তা পুনরায় উত্তপ্ত করা হবে—এমন এক

দিনে যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান, যতক্ষণ না বান্দাদের মাঝে বিচার ফয়সালা সম্পন্ন হয়। এরপর সে তার পথ দেখতে পাবে, হয় জান্নাতের দিকে অথবা..."

(ص: 256) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الجنة وإما إلى النار فالذهب والفضة تجب الزكاة في أعيانها في كل حال، فالزكاة واجبة في أعيان الذهب والفضة في كل حال سواء أَعَدَّهَا الإنسان للنفقة أو للزواج أو لشراء بيت يحتاج إلى سكناه أو شراء سيارة يحتاج إلى ركوبها أو ادخرها ليستكثر بها المال أو غير ذلك ففيهما الزكاة تجب على كل حال حتى ذهب المرأة الذي تلبسه والفضة التي تلبسها تجب عليها الزكاة تجب الزكاة فيها على كل حال لكن لا بد من بلوغ النصاب وهو في الذهب خمسة وثمانون جراماً ونصف جرام، والفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً، فإذا كان عند الإنسان من الفضة هذا المقدار ومن الذهب ذلك المقدار وجب عليه الزكاة على كل حال فإن لم يفعل فجزاؤه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار لا من ذهب وفضة، من نار والعياذ بالله قطع نارية ويحوي عليها في نار جهنم ونار جهنم فضلت على نار الدنيا كلها بتسعة وستين جزءاً نار الدنيا كلها حتى نار الغاز وما هو أشد حرارة نار جهنم فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها يحصى عليها في نار جهنم فيكوى به جنبه يعني الجنب الأيمن والأيسر وجبينه يعني وجهه وظهره واضح معناه كلما بردت أعيدت لا تبقى حتى تبرد وتسكت عنه، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ليس ساعة ولا ساعتين ولا شهراً ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين خمسون ألف سنة وهو يعذب هذا العذاب والعياذ بالله حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار نسأل الله العافية.

জান্নাত কিংবা জাহান্নাম; সুতরাং স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় সেগুলোর মূল সত্তার ওপর জাকাত ওয়াজিব। স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল পরিমাণের ওপর জাকাত সর্বাবস্থায় ওয়াজিব, চাই মানুষ তা ব্যয়নির্বাহের জন্য রাখুক, কিংবা বিবাহের জন্য, কিংবা বসবাসের প্রয়োজনে ঘর কেনার জন্য, অথবা চড়ার প্রয়োজনে গাড়ি কেনার জন্য, কিংবা সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জমিয়ে রাখুক অথবা অন্য কোনো কারণে—সেগুলোতে সর্বাবস্থায় জাকাত ওয়াজিব হবে। এমনকি নারীর পরিহিত স্বর্ণ এবং তার ব্যবহৃত রৌপ্যের ওপরও জাকাত ওয়াজিব; সর্বাবস্থায় এতে জাকাত প্রদান করা আবশ্যিক। তবে অবশ্যই নিসাব পরিমাণ হতে হবে; আর স্বর্ণের নিসাব হলো পঁচাশি দশমিক পাঁচ গ্রাম এবং রৌপ্যের নিসাব হলো পাঁচশত পঁচানব্বই গ্রাম। যদি কোনো ব্যক্তির নিকট এই পরিমাণ রৌপ্য অথবা ওই পরিমাণ স্বর্ণ থাকে, তবে তার ওপর সর্বাবস্থায় জাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি সে তা না করে, তবে তার বিনিময় বা শাস্তি হলো তা-ই যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উল্লেখ করেছেন: কিয়ামতের দিন যখন আসবে, তখন তার জন্য আগুনের পাত তৈরি করা হবে—স্বর্ণ বা রৌপ্যের নয়, বরং আগুনের পাত; আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি—সেগুলো হবে আগুনের টুকরো। আর জাহান্নামের আগুনে সেগুলো উত্তপ্ত করা হবে। আর জাহান্নামের আগুনকে দুনিয়ার সমস্ত আগুনের ওপর উনসত্তর গুণ তীব্রতা দেওয়া হয়েছে। দুনিয়ার সমস্ত আগুন, এমনকি গ্যাসের আগুন বা তার চেয়েও তীব্র উত্তাপ সম্পন্ন আগুনের চেয়ে জাহান্নামের আগুন উনসত্তর গুণ বেশি উত্তপ্ত। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের এ থেকে রক্ষা করেন। জাহান্নামের আগুনে সেগুলো উত্তপ্ত করে তা দিয়ে তার পার্শ্বদেশ—অর্থাৎ ডান ও বাম পার্শ্ব—তার ললাট অর্থাৎ মুখমণ্ডল এবং তার পিঠ দক্ষ করা হবে; এর অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট। যখনই তা ঠান্ডা হবে, পুনরায় তা উত্তপ্ত করা হবে; তা ঠান্ডা হয়ে বিরতি দেওয়ার জন্য ফেলে রাখা হবে না। যখনই ঠান্ডা হবে, তখনই তা পুনরায় শুরু করা হবে এমন এক দিনে যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। এটি এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টার জন্য নয়, এক মাস বা দুই মাসের জন্য নয়, এক বছর বা দুই বছরের জন্যও নয়; বরং পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে সে এই আজাবে লিপ্ত থাকবে—আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—যতক্ষণ না বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা সম্পন্ন হয়। এরপর সে তার পথ দেখতে পাবে, হয় জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

وعلى هذا يكون هذا الحديث كالتفسير لقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ومعنى يكنزونها أي: لا يؤدّون زكاتها، كما فسرهما بذلك أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لأن ما لا يؤدى زكاته فهو كنز، ولو كان على رؤوس الجبال، وما تؤدى زكاته فليس بكنز ولو كان في باطن الأرض فالكنز ما لا تؤدى زكاته.

{يوم يحسّ عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم} وهذا عذاب وألم جسدي ويعذبون عذاباً قلبياً فيقال لهم {هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون} فيحصل لهم العذاب الجسدي والعذاب القلبی بالتوبيخ والتأنيب فكيف يكون قلبه في تلك الساعة وهو يقال له هذا ما كنزت لنفسك سيتقطع قلبه ألم جسدي وألم قلبي والعياذ بالله هذا جزاء من لا يؤدى الزكاة من الذهب أو الفضة وما قام مقام الذهب والفضة بالنقدية فله حكمه وعلى هذا فمن عنده أوراق تساوي هذا المبلغ من الذهب والفضة فعليه أن يزكي عنها ومعاملة الناس الآن في غالب الدول كلها بالأوراق فئة ريال فئة خمسة فئة عشرة..

..

هذه الأوراق تقوم مقام الذهب والفضة لأنها جعلت بدلا عنها في التعامل بين الناس فإذا ملك الإنسان أوراقا تساوي هذا القدر من الفضة فعليه زكاته يعني تساوي (56) ريالا عربيا من الفضة فعليه الزكاة، ومعلوم أن الفضة ترتفع أحيانا وتنزل أحيانا، فيقدر قيمتها إذا

এ অনুযায়ী এই হাদিসটি মহান আল্লাহর এই বাণীর তাফসিরস্বরূপ: "আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন।" আর পুঞ্জীভূত করার অর্থ হলো: তার জাকাত প্রদান না করা, যেমনটি সাহাবী, তাবেয়ী এবং

তাদের পরবর্তী বিজ্ঞ আলিমগণ ব্যাখ্যা করেছেন। কারণ যে সম্পদের জাকাত প্রদান করা হয় না তা-ই 'কানয' বা গচ্ছিত সম্পদ, যদিও তা পাহাড়ের চূড়ায় থাকে। আর যার জাকাত আদায় করা হয় তা 'কানয' নয়, যদিও তা মাটির গভীর অভ্যন্তরে থাকে। সুতরাং 'কানয' হলো তা-ই যার জাকাত আদায় করা হয় না।

"যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে, অতঃপর তা দিয়ে তাদের কপাল, পার্শ্বদেশ ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে।" এটি একটি শারীরিক শাস্তি ও যাতনা। পাশাপাশি তাদের মানসিক শাস্তিও দেওয়া হবে, কারণ তাদের বলা হবে: "এটিই তা যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, সুতরাং যা তোমরা জমা করতে তার স্বাদ গ্রহণ করো।" এর ফলে তাদের শারীরিক আযাব এবং তিরস্কার ও ভর্ৎসনার মাধ্যমে মানসিক আযাব উভয়ই অর্জিত হবে। সেই মুহূর্তে তার অন্তরের অবস্থা কেমন হবে যখন তাকে বলা হবে: "এটিই সেই সম্পদ যা তুমি নিজের জন্য পুঞ্জীভূত করেছিলে"? তার অন্তর শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় ফেটে যাবে—আল্লাহর কাছে আমরা এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এটি স্বর্ণ বা রৌপ্যের জাকাত আদায় না করার পরিণাম। আর যা স্বর্ণ ও রৌপ্যের স্থলাভিষিক্ত হয়ে বর্তমানে মুদ্রা হিসেবে প্রচলিত, সেটির বিধানও অভিন্ন। এ ভিত্তিতে যার কাছে স্বর্ণ বা রৌপ্যের এই পরিমাণের সমতুল্য কাগজের মুদ্রা বা নোট রয়েছে, তাকে তার জাকাত দিতে হবে। বর্তমানে অধিকাংশ দেশে মানুষের লেনদেন মূলত কাগজের নোটের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়, যেমন এক রিয়াল, পাঁচ রিয়াল বা দশ রিয়ালের নোট...

..

এই কাগজের নোটগুলো স্বর্ণ ও রৌপ্যের স্থলাভিষিক্ত, কারণ মানুষের পারস্পরিক লেনদেনে এগুলোকে সেগুলোর বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং যখন কোনো ব্যক্তি রৌপ্যের এই পরিমাণের সমতুল্য কাগজের নোটের মালিক হবে, তখন তার ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে; অর্থাৎ যদি তা ৫৬ সৌদি রৌপ্য রিয়ালের সমতুল্য হয় তবে তার জাকাত দিতে হবে। আর এটি সুবিদিত যে, রৌপ্যের মূল্য কখনো বৃদ্ধি পায় আবার কখনো হ্রাস পায়, তাই এর মূল্য তখনকার হিসেবে নির্ধারণ করতে হবে যখন...

وجبت عليه الزكاة فإذا بلغت النصاب أي (56) ريالاً من الفضة فعليه زكاته، ومقدار الزكاة ربع العشر.

ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإبل والبقر والغنم وجعل من حق الإبل حلبها يوم ردها إذا وردت على الماء فإنها تحلب وجرت العادة أنهم يحلبونها ويتصدقون بها على الحاضرين هذا من حقها لأن الإبل رويًا كبيرة فيها ألبان فإذا وردت الماء درت وإذا درت صار فيها فضل كبير من اللبن فإذا جاء الفقراء يوزع عليهم هذا من حقها.

وذكر عليه الصلاة والسلام الخيل وأنها ثلاثة أنواع أجر وستر ووزر.

أما الحمر فإنه قال: لم ينزل علي فيها شيء، إلا هذه الآية الجامعة الفأدة {فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره} فإن استعملت الحمير في خير فهو خير وإن استعملتها في شر فهي شر والله أعلم.

তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। সুতরাং যখন তা নিসাবে পৌঁছাবে—অর্থাৎ ৫৬ রিয়াল রৌপ্য—তখন তার যাকাত প্রদান করা আবশ্যিক হবে। আর যাকাতের পরিমাণ হলো দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ।

অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উট, গরু ও বকরির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি উটের হকের অন্তর্ভুক্ত করেছেন পানি পানের দিনে সেগুলোর দুধ দোহন করা। যখন উটগুলো পানির ঘাটে আসে, তখন সেগুলোর দুধ দোহন করা হয়। প্রচলিত প্রথা ছিল যে, মালিকরা দুধ দোহন করে উপস্থিত ব্যক্তিদের মাঝে তা সদকা করে দিতেন; এটি উটের হকের অন্তর্ভুক্ত। কেননা উট হলো বৃহদাকার প্রাণী যাতে প্রচুর দুধ থাকে। যখন তারা পানির ঘাটে আসে, তখন প্রচুর দুধ দেয় এবং এতে দুধের প্রাচুর্য তৈরি হয়। এমতাবস্থায় অভাবী মানুষরা আসলে তাদের মাঝে তা বিতরণ করে দেওয়া হয়—এটিই এর প্রাপ্য হক।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘোড়ার কথাও উল্লেখ করেছেন যে, তা তিন প্রকার: সওয়াব বা পুণ্যের উৎস, আত্মমর্যাদা রক্ষার মাধ্যম এবং পাপের বোঝা।

আর গাধার ব্যাপারে তিনি বলেছেন: এ বিষয়ে এই ব্যাপক ও অনন্য আয়াতটি ব্যতীত আমার নিকট আর কিছু অবতীর্ণ হয়নি: "অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে তাও সে দেখতে পাবে।" সুতরাং গাধাকে যদি ভালো কাজে ব্যবহার করা হয় তবে তা কল্যাণকর, আর যদি মন্দ কাজে ব্যবহার করা হয় তবে তা অকল্যাণকর। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(ص: 259) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به
قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من
قبلكم} إلى قوله تعالى {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات
من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر
فعدة من أيام أخر} الآية.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب وجوب صوم رمضان وبيان
فضل الصوم وما يتعلق به.
ذكره رحمه الله بعد الكلام على الزكاة لأن هذا هو الترتيب الذي جاء في حديث عمر
بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام
والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها.
صوم رمضان: هو التعبد لله سبحانه وتعالى بترك الأكل والشرب والجماع من طلوع
الفجر إلى غروب الشمس هذا هو الصيام أن يتعبد الإنسان لله بترك هذه الأشياء لا

أن يتركها على العادة أو من أجل البدن ولكنه يتعبد لله بذلك يمسك عن الطعام
والشراب والنكاح وكذلك سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من
هلال رمضان إلى هلال شوال.

রমজানের রোজা ওয়াজিব হওয়া এবং রোজার ফযিলত ও এ সংক্রান্ত বিষয়ের বর্ণনা অধ্যায়
মহান আল্লাহ বলেন, {হে মুমিনগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন
তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল} মহান আল্লাহর এই বাণী পর্যন্ত: {রমজান
মাস, যাতে কুরআন নাজিল করা হয়েছে যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্য-মিথ্যার
পার্থক্যকারী সুস্পষ্ট নিদর্শন। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে এই মাস পাবে, সে যেন রোজা রাখে।
আর যে অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, সে যেন অন্য দিনগুলোতে তা পূর্ণ করে নেয়}
শেষ আয়াত পর্যন্ত।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) তাঁর ‘রিয়াদুস সলিহীন’ গ্রন্থে বলেছেন: রমজানের রোজা ওয়াজিব হওয়া
এবং রোজার ফযিলত ও এ সংক্রান্ত বিষয়ের বর্ণনা অধ্যায়।

তিনি (রহিমাল্লাহ) যাকাতের আলোচনার পর এটি উল্লেখ করেছেন; কারণ এটিই সেই
ক্রমধারা যা উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসে এসেছে, যেখানে
জিবরাইল (আলাইহিস সালাম) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ইসলাম, ঈমান,
ইহসান, কিয়ামত এবং এর আলামতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

রমজানের রোজা: এটি হলো সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস ত্যাগের
মাধ্যমে মহান আল্লাহর ইবাদত করা। এটাই হলো সিয়াম বা রোজা যে, মানুষ ইবাদত হিসেবে
এসব বর্জন করবে; অভ্যাসগত কারণে কিংবা দৈহিক উপকারের জন্য নয়, বরং সে এর মাধ্যমে
আল্লাহর বন্দেগি করবে। সে পানাহার, যৌন মিলন এবং রোজা ভঙ্গকারী অন্যান্য বিষয় থেকে
সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিরত থাকবে, যা রমজানের চাঁদ দেখা থেকে শুরু করে
শাওয়ালের চাঁদ দেখা পর্যন্ত বজায় থাকবে।

وصيام رمضان أحد أركان الإسلام هذه منزلته في دين الإسلام وهو فرض بإجماع المسلمين لدلالة الكتاب والسنة على ذلك.

ثم ذكر المؤلف الآيات التي تدل على هذا فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فوجه الله الخطاب للمؤمنين لأن صيام رمضان من مقتضيات الإيمان ولأن صيام رمضان يكمل به الإيمان ولأن ترك صيام رمضان ينتقص به الإيمان.

واختلف العلماء فيما لو تركه تهاونا أو كسلا هل يكفر أم لا؟ والصحيح أنه لا يكفر وأنه لا يكفر الإنسان بترك شيء من أركان الإسلام سوى الشهادتين والصلاة وقوله تعالى: {كتب عليكم الصيام} أي: فرض وقوله {كما كتب} أي: كما فرض {على الذين من قبلكم} وإنما ذكر الله تعالى أنه فرض على من قبلنا ولم يذكر مثل ذلك في الصلاة لأن الصيام فيه مشقة فيه تعب فيه ترك المألوف ولا يخفى أنه في أيام الحر وطول النهار يكون شديدا على النفوس فذكر الله أنه فرضه على من قبلنا تسليية لنا لأن الإنسان إذا علم أن هذا الشيء له ولغيره هأن عليه وذكره أيضا من أجل أن يبين أنه جل وعلا أكمل لنا الفضائل كما أكمل لمن سبقنا ما شاء من الفضائل.

وقوله: {لعلكم تتقون} أي: لأجل أن تتقوا الله، لأن الصيام جنة.

يقيقك من المعاصي، ويقيقك من النار لأن من صام رمضان إيمانا

রমজানের রোজা ইসলামের অন্যতম রোকন বা স্তম্ভ। ইসলাম ধর্মে এটি এই মর্যাদাপূর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত এবং মুসলিমদের সর্বসম্মত ঐক্যমতে এটি ফরজ; কেননা কুরআন ও সুন্নাহ এর সপক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান।

অতঃপর লেখক এই বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ আয়াতসমূহ উল্লেখ করে বলেছেন: "হে মুমিনগণ, তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো।" আল্লাহ মুমিনদের প্রতি এই সম্বোধন নিবদ্ধ করেছেন কারণ রমজানের রোজা ঈমানের অন্যতম দাবি, আর রমজানের রোজার মাধ্যমে ঈমান পূর্ণতা লাভ করে এবং রমজানের রোজা বর্জনের মাধ্যমে ঈমান হ্রাস পায়। কেউ যদি অবহেলা বা অলসতাবশত রোজা বর্জন করে, তবে সে কাফির হবে কি না—এ বিষয়ে উলামায়ে কেরাম মতভেদ করেছেন। সঠিক মত হলো সে কাফির হবে না। শাহাদাতাইন (কালিমা) ও নামাজ ব্যতীত ইসলামের অন্য কোনো রোকন বর্জনের কারণে কোনো ব্যক্তি কাফির হয় না। মহান আল্লাহর বাণী: {তোমাদের ওপর রোজা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে} এর অর্থ হলো—ফরজ করা হয়েছে। আর তাঁর বাণী: {যেমন লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল} অর্থাৎ যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল {তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর}। আল্লাহ তাআলা রোজা আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপরও ফরজ ছিল বলে উল্লেখ করেছেন, অথচ নামাজের ক্ষেত্রে এমনটি উল্লেখ করেননি; এর কারণ হলো রোজার মধ্যে কষ্ট ও ক্লান্তি রয়েছে এবং এতে অভ্যাসগত বিষয়াদি বর্জন করতে হয়। আর এটি স্পষ্ট যে, গ্রীষ্মের প্রখরতায় ও দিনের দীর্ঘতায় রোজা পালন করা নফসের জন্য অত্যন্ত কঠিন। তাই আল্লাহ আমাদের সান্ত্বনা প্রদানের নিমিত্তে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এটি আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপরও ফরজ করেছিলেন। কারণ মানুষ যখন জানতে পারে যে কোনো একটি বিধান তার নিজের এবং অন্য সবার ওপরও অর্পিত, তখন তা পালন করা তার জন্য সহজ হয়ে যায়। এছাড়া তিনি এটি একারণেও উল্লেখ করেছেন যাতে এটি স্পষ্ট হয় যে, মহান আল্লাহ আমাদের জন্য ফজিলাত ও কল্যাণসমূহ পূর্ণ করেছেন, যেমনটি তিনি আমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য যা চেয়েছিলেন তা পূর্ণ করেছিলেন। আর তাঁর বাণী: {যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো} অর্থাৎ যাতে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, কারণ রোজা হলো একটি ঢাল। এটি তোমাকে পাপাচার থেকে রক্ষা করবে এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচাবে। কারণ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে রমজানের রোজা রাখবে...

واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه {لعلكم تتقون} أي من أجل التقوى وهذه هي الحكمة من إيجاب الصوم ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه لأن الله لم يرد أن يعذب العباد بترك ما يشتهون ويألفون ولكنه أراد أن يدعوا قول الزور والعمل به والجهل.

ثم قال: {أياماً معدودات} ذكرها على وجه التقرير ليبين أن المسألة ليست شهوراً ولا سنوات ولكنها أيام وليست طويلة أياماً معدودات. {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر} وهذا أيضاً تفسير آخر، أولاً: الأيام قليلة أيام معدودة ثانياً: أن من كان يشق عليه الصوم أو سافر فإنه يفطر وعليه عدة من أيام أخر.

{وعلى الذين يطيقونه} وهم مقيمون {فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم} هذا في أول الأمر أول ما فرض الله الصوم قال للذين يطيقونه عليكم فدية طعام مسكين فإن تصدقتم فهو خير لكم وأن تصوموا خير لكم فخير الله الناس في أول الأمر بين أن يصوم الإنسان أو يطعم عن كل يوم مسكيناً ثم تعين الصيام

এবং সওয়াবের আশায় (রোজা রাখে), তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। {যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো} অর্থাৎ তাকওয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে। আর এটিই হলো সিয়াম ফরজ করার অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বাণীটি এর প্রমাণ বহন করে: "যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা, তদনুগ আমল এবং মূর্খতা বর্জন করেনি, তার পানাহার ত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।" কারণ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তাদের প্রিয় ও অভ্যস্ত বিষয়সমূহ বর্জন করানোর মাধ্যমে কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি চেয়েছেন যেন তারা মিথ্যা কথা, তদনুগ কর্ম এবং মূর্খতা পরিহার করে।

অতঃপর তিনি বললেন: {গণিত কয়েক দিন}। এটি তিনি বিষয়টি সহজীকরণের উদ্দেশ্যে উল্লেখ করেছেন যাতে এটি স্পষ্ট হয় যে বিষয়টি কয়েক মাস বা কয়েক বছর নয়, বরং তা সামান্য কিছু দিন মাত্র এবং তা দীর্ঘ নয়; কেবল নির্দিষ্ট কয়েক দিন।

{অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকে কিংবা সফরে থাকে, তবে অন্য দিনগুলোতে এই সংখ্যা পূরণ করতে হবে}। এটিও আরেকটি ব্যাখ্যা। প্রথমত: দিনগুলো অল্প, গণিত কয়েক দিন মাত্র। দ্বিতীয়ত: যার জন্য রোজা রাখা কষ্টসাধ্য হয় অথবা যে সফরে থাকে, সে রোজা ভঙ্গ করবে এবং পরবর্তীতে অন্য দিনগুলোতে তা পূর্ণ করবে।

{আর যারা এটি পালন করতে সক্ষম} এবং তারা মুকীম (স্থায়ী আবাসে অবস্থানকারী), {তাদের ওপর ফিদিয়া হিসেবে একজন মিসকিনকে খাবার দান করার বিধান রয়েছে। তবে যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনো নেক কাজ করে, তবে তা তার জন্য উত্তম; আর রোজা রাখা তোমাদের জন্য বেশি কল্যাণকর}। এটি ছিল ইসলামের শুরুর দিকের বিধান যখন আল্লাহ প্রথম রোজা ফরজ করেন। তখন যারা রোজা রাখতে সক্ষম ছিল, তাদের সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন যে, তোমাদের ওপর একজন মিসকিনকে খাদ্য দান করার ফিদিয়া প্রদানের সুযোগ রয়েছে; তবে যদি তোমরা অতিরিক্ত দান করো তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম, আর রোজা রাখাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর। এভাবে আল্লাহ তাআলা শুরুর দিকে মানুষকে রোজা রাখা অথবা প্রতিটি দিনের পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাওয়ানোর মধ্যে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন; পরবর্তীতে রোজা রাখাকেই সুনির্দিষ্টভাবে আবশ্যিক করে দেওয়া হয়।

(ص: 262) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

في الآية التي بعدها.

{إن كنتم تعلمون} أي إن كنتم من ذوي العلم الذين يفهمون.

ووجه ذلك أن الصوم أشق على كثير من الناس من إطعام المسكين فلما كان أشق علم أنه أفضل لأن الإنسان إذا عمل عبادة شاقة بأمر الله كان أجرها أعظم ومن ثم

كان الأبعد من المسجد أعظم أجرا من الأدنى من المسجد لأنه أكثر عبلا لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يطلب المشقة في العبادات التي يسرها الله هذا من التنطع في الدين لكن إذا كلفك الله بعبادة وشقت عليك صار هذا أعظم أما أن تتطلب المشقة كما يفعل بعض الجهال في أيام الشتاء مثلا يذهب فيتوضأ بالماء البارد يقول: لأن إسباغ الوضوء على المكاره مما يرفع الله به الدرجات ويحوي به الخطايا نقول: يا أخي ما هذا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم إنبا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا توضأ بماء بارد في أيام الشتاء كان أعظم أجرا ولكنه لم يقل: اقصد الماء البارد فإذا من الله عليك بالماء الساخن تستطيع أن تسبغ الوضوء فيه إسباغا كاملا فهذا أفضل.

{فمن كان منكم مريضا} والمرض ثلاثة أقسام: 1 - قسم مرضي لا يرجى برؤه بل هو مستمر فهذا لا صيام على المريض ولكن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا لأنه من جنس الكبير العاجز عن الصوم الذي لا يرجى زوال عجزه.

2 - القسم الثاني: المريض مرضا يضره الصوم، ويخشى عليه أن يهلك

পরবর্তী আয়াতে।

{যদি তোমরা জানতে} অর্থাৎ তোমরা যদি সেই জ্ঞানবানদের অন্তর্ভুক্ত হও যারা উপলব্ধি করতে পারে।

এর কারণ হলো, রোজা রাখা অনেক মানুষের নিকট মিসকিনকে অন্নদান করার চেয়ে অধিকতর কষ্টসাধ্য। আর যেহেতু এটি অধিকতর কষ্টসাধ্য, সেহেতু প্রতীয়মান হয় যে এটিই অধিক উত্তম। কেননা মানুষ যখন আল্লাহর আদেশে কোনো কষ্টসাধ্য ইবাদত সম্পাদন করে, তখন তার প্রতিদানও মহান হয়। এই কারণেই যে ব্যক্তির ঘর মসজিদ থেকে দূরে, তার প্রতিদান নিকটবর্তী ব্যক্তির চেয়ে বেশি; কারণ তার পরিশ্রম বেশি। তবে এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ যে সকল ইবাদত সহজ করে দিয়েছেন মানুষ তাতে স্বেচ্ছায় কষ্ট অন্বেষণ করবে; এটি দুইনের মধ্যে অতিরঞ্জনের অন্তর্ভুক্ত। বরং বিষয়টি হলো, আল্লাহ যখন তোমাকে কোনো ইবাদত পালনের নির্দেশ দেন এবং তা পালন করা তোমার জন্য কষ্টকর হয়, তখন তা মহত্তর সওয়াবের কারণ হয়। কিন্তু কিছু অজ্ঞ লোক শীতের দিনে যেমনটা করে থাকে—তারা ইচ্ছা

করে ঠান্ডা পানি দিয়ে অজু করতে যায় এবং বলে: "কষ্টকর অবস্থায় পূর্ণাঙ্গরূপে অজু সম্পাদন করা এমন একটি কাজ যার মাধ্যমে আল্লাহ মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং পাপাচার মোচন করেন।" আমরা বলি: হে ভাই, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটি বুঝাতে চাননি। তিনি শুধু এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, শীতের দিনে যদি কোনো মানুষ (অগত্যা) ঠান্ডা পানি দিয়ে অজু করে তবে তার প্রতিদান অধিক হবে, কিন্তু তিনি এটি বলেননি যে তুমি ইচ্ছা করে ঠান্ডা পানিই বেছে নাও। সুতরাং আল্লাহ যদি তোমাকে গরম পানির নেয়ামত দান করেন যা দিয়ে তুমি পূর্ণাঙ্গরূপে অজু করতে সক্ষম হও, তবে সেটিই উত্তম।

{অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকে}। অসুস্থতা তিন প্রকার: ১- এমন অসুস্থতা যা থেকে আরোগ্য লাভের আশা নেই বরং তা স্থায়ী; এই অসুস্থ ব্যক্তির ওপর রোজা রাখা আবশ্যিক নয়, বরং তাকে প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাবার খাওয়াতে হবে। কেননা সে ওই বৃদ্ধ ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত যে রোজা রাখতে অক্ষম এবং যার অক্ষমতা দূর হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
২ - দ্বিতীয় প্রকার: এমন অসুস্থ ব্যক্তি যার জন্য রোজা রাখা ক্ষতিকর এবং রোজা রাখলে তার প্রাণহানির আশঙ্কা থাকে।

(ص: 263) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

به كمرريض لا يستطيع الاستغناء عن الماء مثل بعض أنواع المرض السكري وما أشبه ذلك فهذا يحرم عليه الصوم لقول الله تعالى {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً} .

3 - والقسم الثالث: مرض يشق معه الصوم لكن لا ضرر فيه والأفضل أن يفطر ولا يصوم ويقضي بعد ذلك وأما المرض الذي لا يتأثر به الصيام كمرض العين اليسير ومرض السن وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز فيه الفطر لأن الحكمة من الرخصة هي إزالة المشقة وهذا لا مشقة عليه إطلاقاً فلا يحل له الفطر والأصل وجوب الصوم في وقته إلا بدليل بين واضح يبيح للإنسان أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك.

وأما السفر فإنه ينقسم كالمرض أيضاً إلى ثلاثة أقسام قسم يضره الصوم ويشق عليه مشقة شديدة بسبب سفره مثل أن يسافر في أيام الحر والأيام الطويلة ويعلم أن لو صام لتضرر به وشق عليه مشقة غير محتملة فهذا يكون عاصياً إذا صام والدليل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه أن الناس قد شق عليهم الصوم وهم في سفر فدعا بقاء فشربه والناس ينظرون إليه حتى لا يكون في صدورهم حرج إذا أفطروا وكان ذلك بعد العصر ولكن بعض الصحابة رضي الله عنهم بقوا على صومهم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له إن بعض الناس قد صام فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة فوصفهم بالعصيان لأنهم لم يقبلوا

যেমন এমন এক রোগী যে পানি পান করা ছাড়া চলতে পারে না, যেমন কিছু প্রকারের বহুমূত্র (ডায়াবেটিস) বা অনুরূপ রোগ; এমতাবস্থায় তার জন্য রোজা রাখা হারাম। কারণ মহান আল্লাহর বাণী: "তোমরা নিজেদের হত্যা করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।"

৩ - তৃতীয় প্রকার: এমন রোগ যাতে রোজা রাখা কষ্টসাধ্য কিন্তু ক্ষতিকর নয়। এক্ষেত্রে রোজা না রাখা এবং পরবর্তীতে তা কাযা করাই উত্তম। আর যে রোগে রোজার কোনো প্রভাব পড়ে না, যেমন চোখের সামান্য অসুস্থতা, দাঁত ব্যথা বা অনুরূপ বিষয়, এক্ষেত্রে রোজা ভঙ্গ করা জায়েয নয়। কারণ শরিয়ী শিথিলতার মূল হিকমত হলো কষ্ট দূর করা, অথচ এখানে বিন্দুমাত্র কষ্ট নেই; তাই তার জন্য রোজা ভঙ্গ করা বৈধ নয়। মূল বিধান হলো নির্ধারিত সময়ে রোজা রাখা ওয়াজিব, যতক্ষণ না এমন কোনো সুস্পষ্ট দলীল পাওয়া যায় যা মানুষের জন্য রোজা ভঙ্গ করা এবং পরবর্তীতে কাযা করাকে বৈধ করে।

ভ্রমণের (সফর) বিষয়টিও অসুস্থতার ন্যায় তিনটি ভাগে বিভক্ত। এক প্রকার হলো এমন সফর যাতে রোজা রাখা ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর এবং ভ্রমণের কারণে তা অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়। যেমন উত্তপ্ত ও দীর্ঘ দিনে ভ্রমণ করা, যেখানে সে নিশ্চিতভাবে জানে যে রোজা রাখলে তার ক্ষতি হবে এবং সে অসহনীয় কষ্টের সম্মুখীন হবে; এমতাবস্থায় রোজা রাখলে সে গুনাহগার হবে। এর প্রমাণ হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ করা হলো যে, সফর অবস্থায় মানুষের জন্য রোজা রাখা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়েছে। তখন তিনি পানি আনালেন এবং লোকজনের সামনেই তা পান করলেন, যাতে রোজা ভঙ্গ করার ব্যাপারে তাদের মনে

কোনো প্রকার দ্বিধাবোধ না থাকে। এ ঘটনাটি ছিল আসরের পর। কিন্তু কিছু সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) তখনও রোজা অবস্থায় ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সংবাদ আসলো যে কিছু লোক রোজা রেখেছে, তখন তিনি বললেন: "তারাই অবাধ্য, তারাই অবাধ্য।" তিনি তাদেরকে অবাধ্য হিসেবে অভিহিত করেছেন কারণ তারা আল্লাহর দেওয়া শিথিলতা গ্রহণ করেনি।

(ص: 264) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

رخصة الله مع مشقة ذلك عليهم مشقة شديدة.
والقسم الثاني من يشق عليه مشقة ولكنها محتملة فهذا يكره له الصوم وليس من البر أن يصوم ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، قال: ما هذا؟ قالوا: صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر.
والقسم الثالث: من لا يتأثر بالسفر إطلاقا يعني صائم ولا يتأثر لأن النهار قصير والجو بارد ولا يهمله فهذا اختلف فيه العلماء أيهما أفضل يفطر أو يصوم أو يخير والصحيح أن الأفضل أن يصوم لأن ذلك أشد اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أيسر على المكلف فإن الصيام مع الناس أيسر من القضاء ولأنه أسرع في المبادرة في إبراء الذمة ولأنه يوافق الزمن الذي يكون فيه الصوم أفضل وهو شهر رمضان فمن أجل هذه الأربعة كان الصوم أفضل.
قال أبو الدرداء رضي الله عنه (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد حتى إن أحدا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وكان الصيام في السفر وأكثرنا ظلا صاحب الكساء وما فينا صائم إلى رسول الله وعبد الله بن رواحة).

তাদের ওপর তীব্র কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি একটি অবকাশ।

দ্বিতীয় প্রকার হলো সেই ব্যক্তি, যার জন্য রোজা রাখা কষ্টকর কিন্তু তা সহনীয়। এমন ব্যক্তির জন্য রোজা রাখা মাকরুহ এবং রোজা রাখা পুণ্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত নয়। এর দলিল হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে ছিলেন, তখন তিনি একটি ভিড় দেখতে পেলেন এবং একজন ব্যক্তিকে দেখলেন যার ওপর ছায়া দেওয়া হচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এটি কী?" তারা বলল, "তিনি রোজা পালনকারী।" তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সফরের অবস্থায় রোজা রাখা পুণ্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

তৃতীয় প্রকার হলো সেই ব্যক্তি, যে সফরের দ্বারা মোটেও প্রভাবিত হয় না। অর্থাৎ সে রোজা রাখে এবং কোনো প্রভাব অনুভব করে না, কারণ দিন ছোট এবং আবহাওয়া শীতল, আর এটি তার জন্য কোনো বিষয়ই নয়। এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে আলেমগণ মতবিরোধ করেছেন যে, রোজা ভঙ্গ করা না কি রোজা রাখা উত্তম, নাকি তাকে ইচ্ছাধিকার দেওয়া হবে? এক্ষেত্রে সঠিক মত হলো রোজা রাখা উত্তম। কেননা এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর অধিকতর অনুসরণের অন্তর্ভুক্ত, আর এটি মুকাল্লাফ বা দায়বদ্ধ ব্যক্তির জন্য সহজতর, যেহেতু মানুষের সাথে রোজা রাখা পরবর্তী সময়ে কাজা আদায়ের চেয়ে বেশি সহজ। এছাড়া এটি দায়ভার থেকে দ্রুত নিষ্কৃতি পাওয়ার একটি মাধ্যম এবং এটি সেই সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যখন রোজা রাখা সর্বোত্তম—অর্থাৎ রমজান মাস। মূলত এই চারটি কারণে রোজা রাখাই উত্তম বলে বিবেচিত হয়।

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আমরা রমজান মাসে তীব্র গরমের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম, এমনকি আমাদের কেউ কেউ তীব্র তাপের কারণে নিজের মাথায় হাত রাখত। তখন আমরা সফরে ছিলাম। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছায়াপ্রাপ্ত ছিল সেই ব্যক্তি যার কাছে চাদর ছিল। আর আমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ছাড়া আর কেউই রোজা পালনকারী ছিল না।"

هذا حكم الصوم في السفر والسفر عام فيمن يسافر للعمرة أو يسافر لغير ذلك
 وفيمن سفره دائم وسفره عارض وعلى هذا فإن أصحاب سيارات الحولة يفطرون ولو
 كان سفرهم مستمرا لأن لهم وطناً يأوون إليه فإذا فارق الرجل الوطن فهو مسافر
 فإن سأل سائل متى يصومون قلنا يصومون في أيام الشتاء أو إذا قدموا إلى بلدهم.
1215 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال
 الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة
 فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني
 صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك
 للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق
 عليه.
 وهذا لفظ رواية البخاري وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي،
 الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشرة أمثالها.
 وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى

এটি সফরে রোজা রাখার বিধান। এই বিধান উমরার সফর বা অন্য কোনো সফর এবং স্থায়ী বা সাময়িক—সব ধরনের সফরের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রযোজ্য। এর ভিত্তিতে, পণ্যবাহী যানের চালকরা রোজা ভাঙতে পারবেন, যদিও তাদের সফর বিরতিহীন বা নিয়মিত হয়; কারণ তাদের একটি নির্দিষ্ট আবাসস্থল রয়েছে যেখানে তারা ফিরে আসেন। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যখন নিজ এলাকা ত্যাগ করেন, তখন তিনি মুসাফির হিসেবে গণ্য হন। যদি কেউ প্রশ্ন করেন, তারা কখন এই রোজাগুলো রাখবেন? আমরা বলব, তারা শীতের দিনগুলোতে অথবা যখন তারা নিজ এলাকায় অবস্থান করবেন তখন এই রোজাগুলো পূর্ণ করবেন।

১২১৫ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: মহান আল্লাহ বলেছেন: ‘আদম সন্তানের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্য, তবে রোজা ব্যতীত। কারণ তা কেবল আমারই জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দেব।’ রোজা হলো চালস্বরূপ। সুতরাং তোমাদের কারো রোজার দিনে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হতে

চায়, তবে সে যেন বলে, ‘আমি রোজাদার’। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, তাঁর শপথ! রোজাদারের মুখের দ্বাণ আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক প্রিয়। রোজাদারের জন্য দুটি আনন্দ রয়েছে যা তাকে আনন্দিত করে: যখন সে ইফতার করে তখন তার ইফতারের কারণে আনন্দিত হয়, আর যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তার রোজার কারণে আনন্দিত হবে। (বুখারি ও মুসলিম)।

এটি ইমাম বুখারির বর্ণনার শব্দাবলি। তাঁর অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: ‘সে আমার সন্তুষ্টির জন্য তার খাদ্য, পানীয় ও প্রবৃত্তি বিসর্জন দেয়। রোজা আমারই জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দেব। আর প্রতিটি নেক আমলের সওয়াব দশ গুণ প্রদান করা হয়।’

সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে: ‘আদম সন্তানের প্রতিটি আমলের সওয়াব বৃদ্ধি করা হয়; প্রতিটি নেক কাজের সওয়াব দশ গুণ থেকে শুরু করে...’

(ص: 266) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

سبعمائة ضعف قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره فرحة عند لقاء ربه ولخلاف فيه أطيب عند الله من ربح المسك.

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث حديث أبي هريرة نقله المؤلف رحمه الله في باب وجوب الصوم في رياض الصالحين بعد أن ذكر الآيات.

وذكر فيه فوائد: 1 - أن الله سبحانه وتعالى جعل الصوم له وعمل ابن آدم الثاني أي غير الصوم لابن آدم يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي.

والمعنى أن الصيام يختصه الله سبحانه وتعالى من بين سائر الأعمال لأنه أي الصيام أعظم العبادات إطلاقاً فإنه سر بين الإنسان وربه لأنه الإنسان لا يعلم إذا كان صائماً أو مفطراً هو مع الناس ولا يعلم به نيته باطنه فلذلك كان أعظم إخلاصاً فأختصه الله من بين سائر الأعمال قال بعض العلماء ومعناه إذا كان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وكان على الإنسان مظالم للعباد فإنه يؤخذ للعباد من حسناته إلا الصيام فإنه لا يؤخذ منه شيء لأنه لله عز وجل وليس للإنسان وهذا معنى جيد أن الصيام يتوفر أجره لصاحبه ولا

সাতশত গুণ পর্যন্ত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: তবে রোজা ব্যতীত, কারণ তা আমারই জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দেব। সে আমার সন্তুষ্টির জন্য তার প্রবৃত্তি ও খাদ্য পরিত্যাগ করে। রোজাদারের জন্য দুটি আনন্দ রয়েছে: একটি আনন্দ তার ইফতারের সময় এবং অপর আনন্দটি তার রবের সাথে সাক্ষাতের সময়। আর রোজাদারের মুখের দ্বাণে আল্লাহর নিকট কস্তুরীর সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধময়।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসটি আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদিস, যা গ্রন্থকার (রাহিমাহুল্লাহ) রিয়াদুস সলিহীন গ্রন্থের 'রোজা ফরজ হওয়ার অধ্যায়'-এ কুরআন মাজিদের আয়াতসমূহ উল্লেখ করার পর উদ্ধৃত করেছেন।

তিনি এতে বেশ কিছু বিষয় উল্লেখ করেছেন: ১ - আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা রোজাকে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন এবং বনী আদমের দ্বিতীয় আমল অর্থাৎ রোজা ব্যতীত অন্য আমলগুলো মানুষের নিজের জন্য নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: বনী আদমের প্রতিটি আমল তার নিজের জন্য, তবে রোজা ব্যতীত; কারণ তা আমারই জন্য।

এর অর্থ হলো, আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা অন্যান্য সমস্ত আমলের মধ্য থেকে রোজাকে বিশেষভাবে নির্বাচন করেছেন। কারণ রোজা হলো নিরঙ্কুশভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতসমূহের একটি। এটি বান্দা ও তার রবের মধ্যকার একটি গোপন বিষয়; কেননা মানুষ যখন অন্যদের সাথে থাকে, তখন সে রোজা রেখেছে কি রাখেনি তা কেউ জানতে পারে না এবং তার অভ্যন্তরীণ নিয়ত সম্পর্কেও কেউ অবগত থাকে না। এই কারণেই এতে ইখলাস বা একনিষ্ঠতা

সবচেয়ে বেশি থাকে, ফলে আল্লাহ এটিকে অন্যান্য আমল থেকে আলাদা করে নিয়েছেন। কতিপয় আলেম বলেছেন, এর অর্থ হলো কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিচার করবেন এবং মানুষের ওপর যদি অন্য বান্দাদের পাওনা বা জুলুম থাকে, তবে তার নেক আমল থেকে সেই পাওনাদারদের হক আদায় করা হবে; কিন্তু রোজা থেকে কিছুই নেয়া হবে না। কারণ তা মহান আল্লাহর জন্য এবং তা মানুষের (অধিকারভুক্ত) নয়। এটি অত্যন্ত চমৎকার একটি অর্থ যে, রোজার সওয়াব তার অধিকারীর জন্য পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষিত থাকবে এবং...

(ص: 267) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

يؤخذ منه لمظالم الخلق شيئاً.
ومنها أن عمل ابن آدم يزداد من حسنة إلى عشرة أمثالها إلا الصوم فإنه يعطى أجره بغير حساب يعني أنه يضاعف أضعافاً كثيرة قال أهل العلم ولأن الصوم اشتمل على أنواع الصبر الثلاثة ففيه صبر على طاعة الله وصبر & وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله.
أما الصبر على طاعة الله فلأن الإنسان يحمل نفسه على الصيام مع كراهته له أحياناً يكرهه لمشيقتة لا لأن الله فرضه لو كره الإنسان الصوم لأن الله فرضه لحبط عليه لكنه كرهه لمشيقتة ولكنه مع ذلك يحمل نفسه عليه فيصبر عن الطعام والشراب والنكاح لله عز وجل ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي النوع الثاني من أنواع الصبر: الصبر عن معصية الله، وهذا حاصل للصائم فإنه يصبر نفسه عن معصية الله عز وجل فيتجنب اللغو والرفث والزور وغير ذلك من محارم الله.

الثالث: الصبر على أقدار الله وذلك أن الإنسان يصيبه في أيام الصوم (ولاسيما في الأيام الحارة والطويلة) من الكسل والملل والعطش ما يتألم ويتأذى به ولكنه صابر لأن ذلك في مرضاة الله.

فلما اشتمل على أنواع الصبر الثلاث كان أجره بغير حساب قال الله تعالى: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

ومن الفوائد التي اشتمل عليها هذا الحديث أن للصائم فرحتين الفرحة الأولى عند فطره إذا أفطر فرح بفطره فرح بفطره من وجهين

সৃষ্টির প্রতি কৃত অন্যায়ের বিনিময়ে তা থেকে কিছুই গ্রহণ করা হবে না।

এর মধ্যে একটি হলো আদম সন্তানের আমল এক নেকি থেকে দশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়, রোজা ব্যতীত। কারণ রোজার প্রতিদান হিসাব ছাড়াই দেওয়া হয়, অর্থাৎ তা বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়। আলেমগণ বলেন, রোজা ধৈর্যের তিনটি প্রকারকেই অন্তর্ভুক্ত করে। এতে রয়েছে আল্লাহর আনুগত্যের ওপর ধৈর্য, আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে ধৈর্য এবং আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যের ওপর ধৈর্য।

আল্লাহর আনুগত্যের ওপর ধৈর্যের বিষয়টি এই যে, মানুষ রোজা পালনে নিজেকে বাধ্য করে, যদিও কখনো কখনো কষ্টের কারণে সে তা অপছন্দ করে। এই অপছন্দ কষ্টের কারণে, আল্লাহ তা ফরজ করেছেন বলে নয়। যদি কোনো মানুষ আল্লাহ রোজা ফরজ করেছেন বলে তা অপছন্দ করত, তবে তার আমল বাতিল হয়ে যেত। কিন্তু সে কষ্টের কারণে তা অপছন্দ করা সত্ত্বেও নিজেকে এর ওপর অবিচল রাখে; ফলে সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পানাহার ও জৈবিক চাহিদা থেকে বিরত থেকে ধৈর্য ধারণ করে। এই কারণেই মহান আল্লাহ হাদিসে কুদসিতে বলেছেন: 'সে আমারই জন্য তার খাদ্য, পানীয় ও প্রবৃত্তি বর্জন করে।' ধৈর্যের দ্বিতীয় প্রকার হলো: আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে ধৈর্য। এটি রোজাদারের ক্ষেত্রে অর্জিত হয়, কারণ সে মহান আল্লাহর নাফরমানি থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখতে ধৈর্য ধারণ করে। ফলে সে অহেতুক কথা, অশ্লীলতা, মিথ্যাচার এবং আল্লাহর অন্যান্য নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকে।

তৃতীয়টি হলো: আল্লাহর নির্ধারিত ফয়সালার ওপর ধৈর্য। তা এভাবে যে, রোজার দিনগুলোতে (বিশেষ করে দীর্ঘ ও তপ্ত দিনে) মানুষের ওপর অলসতা, অবসাদ ও তৃষ্ণা আপতিত হয়, যাতে সে কষ্ট ও ক্লেশ অনুভব করে; কিন্তু সে ধৈর্য ধারণ করে, কারণ তা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।

যেহেতু রোজা ধৈর্যের তিনটি প্রকারকেই অন্তর্ভুক্ত করে, তাই এর প্রতিদান হিসাববিহীন। মহান আল্লাহ বলেছেন: 'ধৈর্যশীলদেরই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেওয়া হবে কোনো হিসাব ছাড়াই।' এই হাদিসটি যেসব উপকার অন্তর্ভুক্ত করে তার মধ্যে একটি হলো, রোজাদারের জন্য দুটি আনন্দ রয়েছে। প্রথম আনন্দটি হলো ইফতারের সময়; যখন সে ইফতার করে, তখন সে তার ইফতারের কারণে দুটি কারণে আনন্দিত হয়।

(ص: 268) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الوجه الأول: أنه أدى فريضة من فرائض الله وأنعم الله بها عليه وكم من إنسان في المقابر يتمنى أن يصوم يوماً واحداً فلا يكون له وهذا قد من الله عليه بالصوم فصام فهذه نعمة فكم من إنسان شرع في الصوم ولم يتمه فإذا أفطر فرح لأنه أدى فريضة من فرائض الله ويفرح أيضاً فرحاً آخر وهو أن الله أحل له ما يوافق طبيعته من المأكول والمشرب والمناكح بعد أن كان ممنوعاً منها.

فهاتان فرحتان في الفطر الأولى أن الله من عليه بإتمام هذه الفريضة.

الثانية أن الله من عليه بما أحل له من محبوباته من طعام وشراب ونكاح.

ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى الحكمة من فرض الصوم حيث قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب يعني: لا يقول قولا يأثم به ولا يصخب فيتكلم بكلام صخب بل يكون وقوراً مطمئناً متأنياً فإن سابه أحد أو شاتمه فلا يرفع صوته عليه بل يقول: إني صائم، يقول ذلك لئلا يتعالى عليه الذي سابه كأنه يقول: أنا لست عاجزاً عن أن أقابلك بما سببتني ولكني صائم يمنعني صومي من الرد عليك وعلى هذا فيقوله جهراً.

كذلك أيضاً إذا قال: (إني صائم) يردع نفسه عن مقابلة هذا الذي سابه كأنه يقول لنفسه (إني صائم فلا تردى على هذا الذي سب) وهذا أيضاً معنى جليل عظيم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى من الدنيا ما يعجبه

প্রথম দিকটি হলো: সে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটি ফরয বিধান পালন করেছে এবং আল্লাহ তাকে এর মাধ্যমে অনুগ্রহ সিন্ত করেছেন। কবরে শায়িত কত মানুষই না একদিন রোজা রাখার আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু তাদের সেই সুযোগ আর নেই; অথচ আল্লাহ তাকে রোজা রাখার তৌফিক দিয়েছেন এবং সে রোজা পালন করেছে। এটি একটি মহান নেয়ামত। কত মানুষ রোজা রাখা শুরু করেও তা পূর্ণ করতে পারেনি। সুতরাং ইফতারের সময় সে আনন্দিত হয় কারণ সে আল্লাহর ফরযসমূহের একটি আদায় করেছে। সে আরও এক প্রকার আনন্দ লাভ করে, তা হলো: আল্লাহ তার জন্য তার স্বভাবজাত চাহিদা যেমন—খাবার, পানীয় এবং দাম্পত্য মিলনকে হালাল করে দিয়েছেন, যা কিছুক্ষণ আগে তার জন্য নিষিদ্ধ ছিল।

ইফতারের সময় এই দুটি আনন্দ রয়েছে—প্রথমটি হলো: আল্লাহ তাকে এই ফরয ইবাদতটি পূর্ণ করার মাধ্যমে অনুগ্রহ করেছেন।

দ্বিতীয়টি হলো: আল্লাহ তার প্রিয় ও পছন্দনীয় বিষয়সমূহ যেমন—খাবার, পানীয় এবং দাম্পত্য মিলন তার জন্য হালাল করার মাধ্যমে তাকে ধন্য করেছেন।

এই হাদীসের অন্যতম শিক্ষা হলো—রোজা ফরয করার অন্তর্নিহিত হিকমতের প্রতি ইঙ্গিত করা; কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের কেউ যখন রোজা রাখে, তখন সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং শোরগোল না করে।" অর্থাৎ সে যেন এমন কোনো কথা না বলে যাতে সে গুনাহগার হয় এবং উচ্চবাচ্য না করে বরং সে হবে গম্ভীর, প্রশান্ত ও ধীরস্থির। যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা তার সাথে মন্দ আচরণ করে, সে যেন তার ওপর চিৎকার না করে বরং বলে: "আমি রোজাদার।" সে এটি বলবে যাতে গালিদানকারী ব্যক্তি তার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে না পারে। সে যেন তাকে এই বার্তা দেয় যে: "তুমি আমাকে যেভাবে গালি দিয়েছ, আমি তার পাল্টা জবাব দিতে অক্ষম নই; বরং আমি রোজাদার বিধায় আমার রোজা আমাকে তোমার কথার উত্তর দিতে বাধা দিচ্ছে।" আর এ কারণেই সে তা উচ্চস্বরে বলবে।

একইভাবে যখন সে বলে: "আমি রোজাদার", তখন সে গালিদানকারীর সাথে তদ্রূপ আচরণ করা থেকে নিজ আত্মাকে বিরত রাখে। যেন সে নিজের নফসকে বলছে: "আমি রোজাদার,

সুতরাং এই গালির কোনো উত্তর দিও না।" এটিও অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ ও মহান এক অর্থ। এ কারণেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার কোনো বিষয় দেখে যখন বিমোহিত হতেন...

(ص: 269) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

وخاف أن تتعلق نفسه بذلك قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة فالنفس مجبولة على محبة ما تميل إليه فإذا رأى ما يعجبه من الدنيا فليقل لبيك يعني إجابة لك يا رب.

إن العيش عيش الآخرة أما عيش الدنيا فزائل وفان.

فهذه من فوائد الصوم نقلها المؤلف رحمه الله تعالى مما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث نوعان من أنواع الحديث ألفاظ قدسية من كلام الله عز وجل التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وألفاظ نبوية من عند النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم.

1216 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة قال أبو بكر رضي الله عنه بأي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال: نعم وأرجو أن تكون منهم متفق عليه.

এবং তিনি আশঙ্কা করলেন যে তার নফস (প্রবৃত্তি) তাতে আসক্ত হয়ে যেতে পারে, তাই তিনি বললেন: "লাব্বাইক (আমি উপস্থিত), নিশ্চয়ই প্রকৃত জীবন হলো পরকালের জীবন।" কেননা নফস যা কিছু প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তার প্রতি ভালোবাসা পোষণ করাটা তার মজ্জাগত স্বভাব। সুতরাং মানুষ যখন দুনিয়ার এমন কিছু দেখে যা তাকে মুগ্ধ করে, তখন তার বলা উচিত "লাব্বাইক", অর্থাৎ হে প্রতিপালক! আমি আপনার ডাকে সাড়া দিচ্ছি।

নিশ্চয়ই প্রকৃত জীবন হলো পরকালের জীবন, আর দুনিয়ার জীবন তো নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। এগুলো সিয়ামের ফজিলতসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা লেখক (রহিমাহুল্লাহ) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত হাদিস থেকে চয়ন করেছেন। এই হাদিসে দুই ধরনের হাদিস বিদ্যমান: হাদিসে কুদসি যা মহান আল্লাহর কালাম এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন; এবং হাদিসে নববী যা স্বয়ং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

১২১৬ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জোড়ায় জোড়ায় (কোনো সম্পদ) ব্যয় করবে, তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে এই বলে আহ্বান করা হবে যে, 'হে আল্লাহর বান্দা! এটাই কল্যাণকর।' সুতরাং যে নামাজের অনুসারী হবে, তাকে নামাজের দরজা থেকে ডাকা হবে; যে জিহাদের অনুসারী হবে, তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে; যে সিয়াম পালনকারী হবে, তাকে 'রাইয়ান' নামক দরজা থেকে ডাকা হবে এবং যে সদকা বা দান-খয়রাতকারী হবে, তাকে সদকার দরজা থেকে ডাকা হবে।" আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার চরণে আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত হোন, যাকে এই সব দরজার যেকোনো একটি থেকে ডাকা হবে তার তো কোনো অভাব বা উৎকণ্ঠা থাকবে না; তবে এমন কেউ কি আছে যাকে এই সব কটি দরজা থেকেই ডাকা হবে?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ, আর আমি আশা করি তুমি তাদেরই একজন হবে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

1217 - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة باباً يقال له: الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد متفق عليه.

1218 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً متفق عليه.

1219 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث التي ساقها النووي في كتابه رياض الصالحين كلها تدل على فضل الصيام فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير

১২১৭ - সাহল বিন সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "জান্নাতে 'আর-রাইয়ান' নামক একটি দরজা রয়েছে, কিয়ামতের দিন যেখান দিয়ে কেবল রোযা পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তারা ব্যতীত অন্য কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। সেদিন ঘোষণা করা হবে, 'রোযা পালনকারীরা কোথায়?' তখন তারা উঠে দাঁড়াবে। তারা ছাড়া অন্য কেউ সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। যখন তারা প্রবেশ সমাপ্ত করবে, তখন দরজাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে, ফলে আর কেউ সেখান দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১২১৮ - আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে বান্দা আল্লাহর পথে একদিন রোযা রাখে, আল্লাহ সেই দিনের বিনিময়ে তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের পথ দূরে সরিয়ে দেন।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১২১৯ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের প্রত্যাশায় রমযানের রোযা রাখে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে যে হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন, তার সবগুলোই রোযার ফযীলত বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। সেগুলোর মধ্যে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত এই হাদীসটিও রয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জোড়ায় জোড়ায় (ধন-সম্পদ) ব্যয় করবে, তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে আহ্বান করে বলা হবে: হে আল্লাহর বান্দা, এটিই কল্যাণকর..."

(ص: 271) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

زوجين صنفين مثل أن ينفق دراهم ودنانير أو دراهم وأمتعة أو خيلاً وإبلاً وما أشبه ذلك قال تعالى: وكنتم أزواجاً ثلاثة أي أصنافاً ثلاثة ثم ذكر الرسول أبواب الجنة وفي قوله (دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير) يعني أن الملائكة تدعوه من كل باب فتقول هذا خير هذا خير هذا خير وهذا يدل على فضل الإنفاق في سبيل الله وفيه أيضاً أنه من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان لأن هذا الباب خاص بهم فالريان يعني الذي يروي لأن الصائمين يعطشون ولا سيما في أيام الصيف الطويلة الحارة فيجازون بتسوية هذا الباب بما يختص بهم باب الريان وقوله: (من كان من أهل الصدقة ... من أهل الجهاد ...)

من أهل الصيام) يعني من كان يكثر من هذا الشيء وهذا يعني من صام فقط ولم يكن يصلي فإنه لا يدخل الجنة لأنه كافر لكن المراد بذلك المسلمون الذين يكثرُونَ الصلاة فإنهم يدعون من باب الصلاة والذين يكثرُونَ الصدقة يدعون من باب الصدقة...

..

على كل حال من كان من أهل الجنة دخل الجنة من أي باب كان وأبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة، أما أبواب النار فذكرها الله في القرآن فقال تعالى {لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم} أما أبواب الجنة الثمانية

দুই জোড়া বা দুই প্রকার, যেমন দিরহাম ও দিনার অথবা দিরহাম ও পণ্যসামগ্রী অথবা ঘোড়া ও উট অথবা এই জাতীয় জিনিস ব্যয় করা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তোমরা তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হবে" অর্থাৎ তিনটি ভাগে। অতঃপর রাসূল জান্নাতের দরজাসমূহ উল্লেখ করেছেন। তাঁর এই বাণীতে—"হে আল্লাহর বান্দা, জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে তাকে ডাকা হবে: এটিই কল্যাণকর"—এর অর্থ হলো ফেরেশতারা তাকে প্রতিটি দরজা থেকে ডাকবেন এবং বলবেন: এটি কল্যাণকর, এটি কল্যাণকর, এটি কল্যাণকর। আর এটি আল্লাহর পথে ব্যয় করার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে। এতে আরও রয়েছে যে, যে ব্যক্তি সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাকে সালাতের দরজা থেকে ডাকা হবে, যে সদকাহ দানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাকে সদকাহর দরজা থেকে ডাকা হবে এবং যে সিয়াম পালনকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাকে রাইয়ান দরজা থেকে ডাকা হবে। কারণ এই দরজাটি তাদের জন্য বিশেষায়িত। রাইয়ান অর্থ হলো যা তৃষ্ণা নিবারণ করে; যেহেতু সিয়াম পালনকারীরা তৃষ্ণার্ত হন, বিশেষ করে দীর্ঘ ও তপ্ত গ্রীষ্মের দিনগুলোতে, তাই তাদের জন্য নির্দিষ্ট এই দরজার নামকরণের মাধ্যমে তাদের পুরস্কৃত করা হয়েছে—অর্থাৎ রাইয়ান দরজা। আর তাঁর এই বাণী: "যে ব্যক্তি সদকাহ দানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল ...

জিহাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল ...

সিয়াম পালনকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল" অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই আমলগুলো অধিক পরিমাণে করত। এর অর্থ এই নয় যে, যে ব্যক্তি কেবল সিয়াম পালন করল কিন্তু সালাত আদায় করল না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে; কেননা সে তো কাফির। বরং এর দ্বারা ঐ সকল মুসলিম উদ্দেশ্য যারা

অধিক হারে সালাত আদায় করে, ফলে তাদের সালাতের দরজা থেকে ডাকা হবে এবং যারা অধিক হারে সদকাহ দেয়, তাদের সদকাহর দরজা থেকে ডাকা হবে...

...

যাই হোক, যারা জান্নাতবাসী হবে তারা যেকোনো দরজা দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করবে। জান্নাতের দরজা আটটি এবং জাহান্নামের দরজা সাতটি। জাহান্নামের দরজার কথা আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করে বলেছেন: "তার সাতটি দরজা রয়েছে; প্রতিটি দরজার জন্য তাদের পৃথক পৃথক অংশ নির্ধারিত রয়েছে।" আর জান্নাতের আটটি দরজা সম্পর্কে...

(ম: 272) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

فصحت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال أبو بكر: يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما على من دعي من أحد & هذه الأبواب من ضرورة يعني الذي يدعي من باب واحد لا يشق عليه فهل يدعي أحد من هذه الأبواب كلها يعني كل باب عليه ملائكة ينادون عليه يا فلان قال نعم يعني ممكن أن يكون الإنسان كثير الصلاة كثير الصدقة والجهاد فيدعي من الأبواب كلها؟ قال: نعم وأرجو أن تكون منهم.
فأبو بكر رضي الله عنه يدعي من الأبواب الثمانية كلها لأنه رضي الله عنه سباق إلى الخير كل خير له فيه نصيب حتى إنه رضي الله عنه عندما حث النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصدقة ورغب فيها فأتى عمر رضي الله عنه وكان يحب أن يسبق أبا بكر لا حسداً لأبي بكر ولكن حباً في السبق إلى الخير فأتى عمر بنصف ماله للصدقة فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبو بكر قد جاء بجميع ماله كل ماله فقال له الرسول ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، قال عمر والله

لا أسابقه بعدها أبدا لأن أبا بكر رضي الله عنه أسبق الصحابة على الخير وأقواهم
إيماناً وأشدّهم تصديقاً بالله ورسوله.

ثم ذكر أحاديث أخرى كلها تدل على الصيام آخرها قوله في حديث أبي هريرة: (من
صام إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) إذا صام إيماناً بالله واحتساباً
بثواب الله فإن الله تعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সুন্নাহর মাধ্যমে এটি সাব্যস্ত হয়েছে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই হাদিসটি বর্ণনা করলেন, তখন আবু বকর (রা.) বললেন: হে আল্লাহর রাসুল, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! এই দরজাগুলোর যেকোনো একটি থেকে যাকে ডাকা হবে তার কোনো চিন্তা নেই—অর্থাৎ যাকে একটি দরজা থেকে ডাকা হবে তার জন্য তা যথেষ্ট হবে—কিন্তু এমন কি কেউ আছে যাকে এই সব কটি দরজা থেকেই ডাকা হবে? অর্থাৎ প্রতিটি দরজায় ফেরেশতারা থাকবেন যারা তাকে "হে অমুক" বলে ডাকবেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। অর্থাৎ একজন মানুষের পক্ষে কি এমন হওয়া সম্ভব যে সে প্রচুর নামাজ আদায়কারী, অধিক দানকারী ও জিহাদকারী হবে এবং তাকে সব কটি দরজা থেকেই আহ্বান করা হবে? তিনি বললেন: হ্যাঁ, আর আমি আশা করি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

সুতরাং আবু বকর (রা.) জান্নাতের আটটি দরজার সব কটি থেকেই আমন্ত্রিত হবেন। কেননা তিনি প্রতিটি কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী ছিলেন এবং সব ধরনের নেক আমলেই তাঁর অংশ ছিল। এমনকি একদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দান-সদকার প্রতি উৎসাহ ও প্রেরণা প্রদান করলেন, তখন ওমর (রা.) এলেন। তিনি আবু বকর (রা.)-এর চেয়ে অগ্রগামী হতে চেয়েছিলেন; এটি আবু বকরের প্রতি হিংসাবশত নয়, বরং কল্যাণের পথে প্রতিযোগিতার আকাঙ্ক্ষা থেকে। ওমর (রা.) তাঁর সম্পদের অর্ধেক নিয়ে এলেন। কিন্তু তিনি যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন, তখন দেখলেন আবু বকর (রা.) তাঁর সর্বস্ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার পরিবারের জন্য কী অবশিষ্ট রেখে এসেছ? তিনি উত্তর দিলেন: তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে রেখে এসেছি। তখন ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! এরপর আমি আর কখনো তাঁর সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হব না। কারণ আবু বকর (রা.) ছিলেন সাহাবীদের মধ্যে

কল্যাণের কাজে সবচেয়ে অগ্রগামী, ঈমানের দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি সত্যায়নে সবচেয়ে দৃঢ়।

এরপর তিনি সিয়াম বা রোজা সম্পর্কিত আরও কিছু হাদিস উল্লেখ করেছেন, যার শেষটি ছিল আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদিস: "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াব লাভের আশায় রোজা রাখে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।" অর্থাৎ যদি কেউ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রেখে এবং আল্লাহর কাছে প্রতিদানের প্রত্যাশায় রোজা পালন করে, তবে মহান আল্লাহ তাঁর অতীতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।

(ম: 273) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

1220 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين متفق عليه.
1221 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين متفق عليه وهذا لفظ البخاري.
وفي رواية مسلم: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوماً.

[الشَّرْحُ]

نقل النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب وجوب صوم رمضان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النيران، وصفدت الشياطين.
هذه ثلاثة أشياء تكون في رمضان: 1 - تفتح أبواب الجنة ترغيباً للعاملين لها بكثرة الطاعات من صلاة وصدقة وذكر وقراءة للقرآن وغير ذلك.
2 - وتغلق أبواب النيران وذلك لقلعة المعاصي فيه من

১২২০ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যখন রমজান আসে, তখন জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলিত করা হয়।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১২২১ - তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখো এবং চাঁদ দেখে রোজা ভঙ্গ (ঈদ) করো। যদি তোমাদের নিকট আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তবে শাবানের সংখ্যা ত্রিশ দিন পূর্ণ করো।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি, এটি বুখারির শব্দচয়ন)।

মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে: "যদি তোমাদের ওপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তবে তোমরা ত্রিশ দিন রোজা রাখো।"

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রহিমাল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থের 'রমজানের রোজা ওয়াজিব হওয়া' পরিচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যখন রমজান শুরু হয়, জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলিত করা হয়।"

রমজানে এই তিনটি বিষয় ঘটে থাকে: ১ - জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয় নেক আমলকারীদের অধিক পরিমাণে ইবাদত-বন্দেগির প্রতি উৎসাহিত করার জন্য, যেমন— সালাত, সদকা, জিকির, কুরআন তিলাওয়াত এবং অন্যান্য আনুগত্যের কাজ।

২ - আর জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়, কারণ এই মাসে পাপাচার অত্যন্ত কমে যায়—

3 - وصفدت الشياطين يعني المردة منهم كما جاء ذلك في رواية أخرى والمردة يعني الذين هم أشد الشياطين عداوة وعدواناً على بني آدم والتصفيد معناه الغل يعني تغل أيديهم حتى لا يخلصوا إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، وكل هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق أخبر به نصحاً للأمة وتحفيزاً لها على الخير وتحذيراً لها من الشر.

وأما حديث أبي هريرة الثاني: فقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يعني أنه يجب على المسلمين أن يصوموا إذا رأوا الهلال هلال رمضان فإن لم يروه فلا صيام عليهم ولهذا قال: (فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً) يعني: لو تغبي الهلال في غيم أو قطر وما أشبه ذلك فإنه يجب أن يكمل شعبان ثلاثين يوماً هذا لفظ البخاري.

أما لفظ رواية مسلم: فصوموا ثلاثين يوماً وهذا فيما إذا غبي هلال شوال فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه متى غبي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فإنه يجب أن يكمل شعبان ثلاثين يوماً (وإذا غبي ليلة الثلاثين من رمضان فإنه يكمل ثلاثين يوماً) والله الموفق

মুমিনগণ।

৩ - আর শয়তানদের শৃঙ্খলিত করা হয়, অর্থাৎ তাদের মধ্যকার অবাধ্যদের; যেমনটি অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে। আর অবাধ্য বলতে তাদের বোঝানো হয়েছে যারা আদম সন্তানের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণে সবচেয়ে উগ্র। শৃঙ্খলিত করার অর্থ হলো গলবদ্ধ করা বা হাত বেঁধে ফেলা; অর্থাৎ তাদের হাত বেঁধে রাখা হয় যাতে তারা অন্য সময়ে যা করতে সক্ষম হতো, রমজানে তা করতে না পারে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা কিছু সংবাদ দিয়েছেন তার সবই ঠিক সত্য; তিনি উম্মতকে নসিহত প্রদান, কল্যাণের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ এবং অকল্যাণ থেকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে এসব ব্যক্ত করেছেন।

আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত দ্বিতীয় হাদিসটি হলো, তিনি বলেছেন: তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখো এবং চাঁদ দেখেই রোজা ভঙ্গ করো।

এর অর্থ হলো, মুসলমানদের জন্য রমজানের চাঁদ দেখা সাপেক্ষে রোজা রাখা ওয়াজিব। যদি তারা চাঁদ না দেখে তবে তাদের ওপর রোজা রাখা আবশ্যিক নয়। এই কারণেই তিনি বলেছেন: (যদি আকাশ তোমাদের ওপর মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তবে শাবান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ করো)। অর্থাৎ যদি মেঘ, ধূলিকণা বা অনুরূপ কিছুর কারণে চাঁদ দৃষ্টিগোচর না হয়, তবে শাবান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ করা ওয়াজিব। এটি ইমাম বুখারীর বর্ণনা।

আর ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে: তোমরা ত্রিশ দিন রোজা রাখো। এটি শাওয়ালের চাঁদ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই হাদিসে স্পষ্ট করেছেন যে, যখন শাবানের ত্রিশতম রাতে চাঁদ দেখা না যায়, তখন শাবান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ করা ওয়াজিব। (আর যখন রমজানের ত্রিশতম রাতে চাঁদ দেখা না যায়, তখন ত্রিশ দিন পূর্ণ করতে হবে)। আর আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

(ص: 275) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في
العشر الأواخر منه

1222 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة متفق عليه.

1223 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله باب الجود في شهر رمضان.

الجود هو بذل المحبوب من مال أو عمل والإنسان يجود بماله فيعطي الفقير ويهدي إلى الغني ويواسي المحتاج ويجود كذلك بعمله فيعين الإنسان في أموره في سيارته في دكانه في بيته فالجود هو بذل المال أو العمل وربما يدخل في ذلك أيضاً بذل الجاه بأن يشفع لأحد

রমজান মাসে বদান্যতা, সৎকাজ ও কল্যাণ বৃদ্ধির অধ্যায় এবং বিশেষ করে এর শেষ দশ দিনে তা আরও বৃদ্ধি করা।

১২২২ - ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দানশীল। আর রমজান মাসে যখন জিবরীল (আলাইহিস সালাম) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তখন তিনি আরও বেশি দানশীল হতেন। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) রমজানের প্রতি রাতে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁর সাথে কুরআন মুদারাসা (চর্চা) করতেন। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কল্যাণ সাধনে প্রবাহিত বায়ুর চেয়েও অধিক দানশীল হতেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১২২৩ - আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন (রমজানের শেষ) দশ দিন প্রবেশ করত, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সারা রাত জেগে ইবাদত করতেন, তাঁর পরিবারবর্গকে জাগিয়ে তুলতেন এবং কোমর বেঁধে নিতেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহু) বলেন: রমজান মাসে বদান্যতার অধ্যায়।

বদান্যতা হলো সম্পদ বা শ্রমের মধ্য থেকে প্রিয় কোনো কিছু ব্যয় করা। মানুষ তার সম্পদের মাধ্যমে দানশীলতা প্রদর্শন করে, ফলে সে দরিদ্রকে দান করে, ধনীদের উপহার দেয় এবং অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করে। একইভাবে সে তার শ্রমের মাধ্যমেও দানশীল হতে পারে, যেমন সে কোনো ব্যক্তিকে তার প্রয়োজনে, তার যানবাহনে, তার দোকানে কিংবা তার বাড়িতে

সাহায্য করে। সুতরাং বদান্যতা হলো অর্থ বা শ্রম ব্যয় করা। সম্ভবত এর মধ্যে প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যয় করাও অন্তর্ভুক্ত হবে, যেমন কারও জন্য সুপারিশ করা।

(ص: 276) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

أو يتوسط له في جلب منفعة أو دفع مضرة أو ما أشبه ذلك.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه (أجود الناس) بماله وبدنه وعليه ودعوته ونصيحته وكل ما ينفع الخلق وكان أجود ما يكون في رمضان لأن رمضان شهر الجود يجود الله فيه على العباد والعباد الموفقون يجودون على إخوانهم والله تعالى جواد يحب الجود وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل في رمضان كل ليلة يدارسه القرآن من أجل أن يثبته في قلبه وأن يحصل الثواب بالمدرسة بينه وبين جبريل وجبريل عليه السلام ينزل لكن على كيفية لا نعلمها لأنه ملك من الملائكة والملائكة لا يرون إلا إذا شاء الله عز وجل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة أي أنه يسارع إلى الخير عليه الصلاة والسلام ويجود به حتى إنه أسرع من الريح المرسلة يعني التي أرسلها الله عز وجل فهي سريعة عاصفة ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من هذه الريح في رمضان.

ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل أي أحياه بالذكر والقرآن والصلاة والعبادة وأيقظ أهله وشد مؤزره أيقظهم ليصلوا وشد المؤزر أي تأهب تأهباً كاملاً للعمل لأن شد المؤزر معناه أن الإنسان يتأهب للعمل ويتقوى عليه وقيل معنى شد المؤزر أنه يتجنب النساء عليه الصلاة والسلام لأنه يتفرغ للعبادة وكلاهما صحيح

অথবা তার জন্য কোনো উপকার বয়ে আনতে কিংবা কোনো ক্ষতি দূর করতে কিংবা এই জাতীয় বিষয়ে মধ্যস্থতা করা।

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু যেমনটি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন তাঁর সম্পদ, শরীর, জ্ঞান, দাওয়াত, নসীহত এবং সৃষ্টির জন্য যা কিছু উপকারী তার সবকিছুতেই ‘মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল’। আর রমজান মাসে তিনি সর্বাধিক দানশীল হতেন, কারণ রমজান হলো দান-সদকার মাস; এ মাসে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি অবারিত দান ও অনুগ্রহ বর্ষণ করেন এবং তাওফিকপ্রাপ্ত বান্দাগণও তাঁদের ভাইদের প্রতি দানশীল হন। মহান আল্লাহ পরম দাতা এবং তিনি দানশীলতাকে ভালোবাসেন। রমজানের প্রতি রাতে জিবরীল আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অবতরণ করতেন এবং তাঁর সাথে কুরআন মুদারাসা (চর্চা) করতেন, যাতে তা তাঁর অন্তরে সুদৃঢ় হয় এবং জিবরীলের সাথে এই মুদারাসার মাধ্যমে সওয়াব অর্জিত হয়। জিবরীল আলাইহিস সালাম অবতরণ করতেন তবে এমন এক পদ্ধতিতে যা আমাদের অজ্ঞাত; কারণ তিনি ফেরেশতাগণের অন্তর্ভুক্ত এবং মহান আল্লাহ না চাইলে ফেরেশতাদের দেখা যায় না। জিবরীল আলাইহিস সালাম যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং কুরআন মুদারাসা করতেন, তখন তিনি কল্যাণের কাজে প্রবাহিত বায়ুর চেয়েও অধিক দানশীল হতেন। অর্থাৎ তিনি কল্যাণের পথে অত্যন্ত ক্ষিপ্ততার সাথে ধাবিত হতেন এবং অকাতরে দান করতেন, এমনকি সেই বায়ুর চেয়েও দ্রুত গতিতে যা আল্লাহ তা'আলা প্রেরণ করেন। সেই বায়ু অত্যন্ত দ্রুত ও প্রবল হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানে কল্যাণের কাজে সেই বায়ুর চেয়েও অধিক দানশীল হতেন।

অতঃপর লেখক আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, রমজানের শেষ দশ দিন শুরু হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রি জাগরণ করতেন; অর্থাৎ যিকির, কুরআন তিলাওয়াত, সালাত ও ইবাদতের মাধ্যমে রাতকে সজীব রাখতেন। তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে জাগিয়ে দিতেন এবং নিজ কোমর কষে নিতেন। তিনি তাঁদের সালাত আদায়ের জন্য জাগাতেন এবং কোমর কষে নেওয়া বলতে কাজের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করাকে বোঝায়; কারণ কোমর কষে নেওয়া মানেই হলো মানুষ কোনো কাজের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করছে এবং তাতে শক্তি সঞ্চয় করেছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, কোমর কষে নেওয়ার অর্থ হলো তিনি স্ত্রীদের সংশ্রব ত্যাগ করতেন যাতে ইবাদতের জন্য পূর্ণ নিবিষ্ট হওয়া যায়। আর উভয় অর্থই সঠিক।

النبي صلى الله عليه وسلم يتفرغ للعبادة في العشر الأواخر من رمضان ويحيي الليل كله بطاعة الله فهذا من الجود بالنفس لكنه جود في حق الله عز وجل والله هو الذي يمين على من يشاء من عباده إذا من عليك بالعمل فله المنة يمين عليك بالعمل أولاً ثم يمين عليكم بقبوله ثانياً وفقنا الله وإياكم لما يحب

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রমজানের শেষ দশকে ইবাদতের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত করতেন এবং আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে পুরো রাত জাগ্রত রাখতেন। এটি ছিল নফসের পক্ষ থেকে এক অনন্য বদান্যতা ও ত্যাগ, যা মহান আল্লাহর হকের প্রতি নিবেদিত। আর আল্লাহই তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ দান করেন। তিনি যখন আপনাকে নেক আমল করার তাওফিক দান করেন, তখন সেই অনুগ্রহ কেবল তাঁরই। তিনি প্রথমে আপনাকে আমল করার তাওফিক দিয়ে অনুগ্রহ করেন এবং পরবর্তীতে তা কবুল করার মাধ্যমে পুনরায় ধন্য করেন। আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদেরকে সেই সব কাজের তাওফিক দান করুন যা তিনি পছন্দ করেন।

باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله ببدأ قبله أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه
1224 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدم أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم متفق عليه.

1225 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حلت دونه غيابة فأكملوا ثلاثين يوماً رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

الغيابة بالغين المعجمة وبالياء المثناة من تحت المكررة وهي: السحابة..
1226 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح..

1227 - وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام

শাবান মাসের অর্ধেকের পর থেকে রমজানের আগ পর্যন্ত রোজা রাখা নিষেধের পরিচ্ছেদ; তবে সেই ব্যক্তির জন্য নয় যে ব্যক্তি তার পূর্বের রোজাগুলোর সাথে তা মিলিয়ে রাখে অথবা যার নিয়মিত রোজা রাখার অভ্যাস রয়েছে, যেমন কারো সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখার অভ্যাস থাকলে এবং সেই দিনটি তার সাথে মিলে গেলে সে রোজা রাখতে পারবে।

১২২৪ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমাদের মধ্যে কেউ যেন রমজানের একদিন বা দুই দিন আগে রোজা না রাখে; তবে যদি এমন ব্যক্তি হয় যে (নির্দিষ্ট দিনে) রোজা রাখায় অভ্যস্ত, তবে সে যেন সেই দিনে রোজা রাখে। (বুখারি ও মুসলিম)

১২২৫ - ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমরা রমজানের আগে রোজা রেখো না। তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখো এবং চাঁদ দেখে রোজা শেষ করো। যদি মেঘ তোমাদের সামনে আড়াল হয়ে দাঁড়ায়, তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করো। (তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদিসটি হাসান সহিহ।)

'গাইয়ায়াহ' শব্দটি গাইন এবং দুই নুকতা বিশিষ্ট ইয়া অক্ষরের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে গঠিত, যার অর্থ হলো: মেঘমালা।

১২২৬ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যখন শাবান মাসের অর্ধেক অতিবাহিত হয়, তখন তোমরা আর রোজা রেখো না। (তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদিসটি হাসান সহিহ।)

১২২৭ - আবু ইয়াকযান আম্মার বিন ইয়াসির (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:
যে ব্যক্তি রোজা রাখল...

(ص: 279) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود
والترمذي وقال: حديث حسن صحيح..

যে ব্যক্তি সন্দেহের দিনে রোজা রাখল, সে আবুল কাসিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর
অবাধ্যতা করল। এটি আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি (ইমাম তিরমিযী)
বলেছেন: হাদীসটি হাসান সহীহ..

(ص: 282) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

باب ما يقال عند رؤية الهلال
1228 - عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا
رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله
هلال رشد وخير رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد منتصف شعبان.

ثم ذكر أحاديث رحمه الله منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم الرجل رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من له عادة، مثل أن يكون من عادته أن يصوم يوم الاثنين فصاف يوم الاثنين قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس أو يكون من عادته أن يصوم أيام البيض ولم يتيسر أن يصوم اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر إلا أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس فهذا يدل على أن المقصود بالنهي الخوف من أن يحتاط الإنسان لدخول رمضان فيقول أصوم قبله بيوم أو يومين احتياطياً فإن هذا الاحتياط لا وجه له ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أي لرؤية الهلال فإن حال بينكم وبينه غيابة يعني غيم أو قطر أو ما أشبه ذلك فأكملوا العدة ثلاثين يوماً يعني عدة شعبان.

واختلف العلماء رحمهم الله في هذا النهي هل هو نهى تحريم أو نهى كراهة والصحيح أنه نهى تحريم لاسيما اليوم الذي يشك فيه فإن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.

وعلى هذا فنقول لا يجوز للإنسان أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين إلا من له عادة ولا يجوز أن يصوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في الليلة غيم أو قطر يمنع من رؤية الهلال مطلقاً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.

وأما النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان فإنه وإن قال الترمذي حسن صحيح فإنه ضعيف قال الإمام أحمد إنه شاذ إنه يخالف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن

النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا قبل رمضان بيوم أو يومين فإن مفهومه أنه يجوز أن يصوم قبل رمضان بثلاثة أيام وأربعة أيام وعشرة أيام. وحتى لو صح الحديث فالنهي فيه ليس للتحريم وإنما هو للكرهية كما أخذ بذلك بعض أهل العلم رحمهم الله.

إلا من له عادة بصوم فإنه يصوم ولو بعد نصف شعبان وعلى هذا يكون الصيام ثلاثة أقسام: 1 - بعد النصف إلى الثامن والعشرين هذا مكروه إلا من اعتاد الصوم لكن هذا القول مبني على صحة الحديث والإمام أحمد لم يصححه وعلى هذا فلا كراهة.

2 - قبل رمضان بيوم أو يومين فهذا محرم إلا من له عادة.

3 - يوم الشك فهذا محرم مطلقاً لا تصم يوم الشك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه.

ولكن كما قلت يظهر أن النهي لمن أراد أن يجعله من رمضان وأما من أراد التطوع به فإنه يحرم تحريم الذرائع يعني: بمعنى أنه يخشى أن الناس إذا رأوا هذا الرجل قد صام ظنوا أنه صام احتياطاً وهذا لا يجوز أن يحتاط صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته والله الموفق

নতুন চাঁদ দেখার সময় যা বলতে হয় সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

১২২৮ - তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন নতুন চাঁদ দেখতেন তখন বলতেন: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এই চাঁদকে নিরাপত্তা ও ঈমান, এবং শান্তি ও ইসলামের সাথে উদ্ভিত করুন। (হে চাঁদ!) আমার ও তোমার রব হচ্ছেন আল্লাহ। এটি হিদায়াত ও কল্যাণের চাঁদ। তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদীসটি হাসান।

[ব্যাখ্যা]

লেখক ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে লিখেছেন: শাবান মাসের মাঝামাঝি সময়ের পর রোজা রাখার মাধ্যমে রমজানকে এগিয়ে আনার নিষেধাজ্ঞার পরিচ্ছেদ। অতঃপর তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) বেশ কিছু হাদীস উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসটি অন্যতম যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোনো ব্যক্তির জন্য রমজানের একদিন বা দুই দিন আগে রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন; তবে যার নিয়মিত রোজা রাখার অভ্যাস আছে তার কথা ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, যদি কারো সোমবার রোজা রাখার অভ্যাস থাকে এবং রমজানের একদিন বা দুই দিন আগে সেই সোমবার পড়ে যায়, তবে তাতে কোনো সমস্যা নেই। অথবা কারো আইয়ামে বিয়ের রোজা রাখার অভ্যাস থাকে এবং তেরো, চৌদ্দ বা পনেরো তারিখে রোজা রাখা সম্ভব না হয়, কিন্তু রমজানের একদিন বা দুই দিন আগে তা সম্ভব হয়, তবে তাতেও কোনো সমস্যা নেই। এটি নির্দেশ করে যে, এই নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য হলো মানুষের মধ্যে রমজান শুরু হওয়ার বিষয়ে অতিরিক্ত সতর্কতামূলক রোজা রাখার ভয় সৃষ্টি হওয়া; যেমন কেউ বলতে পারে যে আমি সতর্কতাবশত রমজানের একদিন বা দুই দিন আগেই রোজা রাখব। এই ধরনের সতর্কতার কোনো ভিত্তি নেই।

একারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখো এবং চাঁদ দেখেই রোজা শেষ করো। অর্থাৎ নতুন চাঁদ দেখার মাধ্যমে। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে বা অন্য কোনো কুয়াশা বা অনুরূপ কিছু আড়াল হয়ে যায়, তবে তোমরা পূর্ণ ত্রিশ দিন গণনা করো। অর্থাৎ শাবান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ করো।

উলামায়ে কেরাম (রাহিমাহুল্লাহ) এই নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছেন যে, এটি কি হারাম হওয়ার জন্য নিষেধাজ্ঞা নাকি মাকরুহ হওয়ার জন্য? সঠিক মত হলো এটি হারামের জন্য, বিশেষ করে সন্দেহের দিনের রোজা। কারণ আমার ইবনে ইয়াসির (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন: যে ব্যক্তি সন্দেহের দিনে রোজা রাখল, সে আবুল কাসেম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অবাধ্য হলো।

এর ভিত্তিতে আমরা বলি, অভ্যাসের রোজা ছাড়া রমজানের একদিন বা দুই দিন আগে কারো জন্য রোজা রাখা জায়েজ নয়। আর সন্দেহের দিনে রোজা রাখাও জায়েজ নয়, যা হলো শাবানের ত্রিশতম দিন যখন রাতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বা অন্য কোনো কারণে চাঁদ দেখা বাধাগ্রস্ত হয়, কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখো এবং চাঁদ দেখে রোজা শেষ করো।

আর শাবানের মাঝামাঝি সময়ের পর রোজা রাখার নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে যদিও তিরমিযী হাসান-সহীহ বলেছেন, তবুও এটি দুর্বল। ইমাম আহমাদ বলেছেন এটি শায (অস্বাভাবিক), কারণ এটি আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসের পরিপন্থী যাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমরা রমজানের একদিন বা দুই দিন আগে রোজা রেখো না। এর মর্মার্থ হলো রমজানের তিন দিন, চার দিন বা দশ দিন আগে রোজা রাখা জায়েজ।

এমনকি যদি হাদীসটি সহীহও হয়, তবে সেই নিষেধাজ্ঞা হারামের জন্য নয় বরং মাকরুহ হওয়ার জন্য, যেমনটি কিছু উলামায়ে কেরাম (রাহিমাহুমুল্লাহ) গ্রহণ করেছেন।

তবে যার নিয়মিত রোজা রাখার অভ্যাস আছে, সে শাবানের অর্ধেক পার হওয়ার পরও রোজা রাখবে। এর ভিত্তিতে রোজা তিন প্রকার: ১ - শাবানের পনেরো তারিখের পর থেকে আটশ তারিখ পর্যন্ত—এটি মাকরুহ, তবে যার নিয়মিত অভ্যাসের রোজা আছে তার জন্য নয়। তবে এই মতটি হাদীসটি সহীহ হওয়ার ওপর ভিত্তি করে, কিন্তু ইমাম আহমাদ একে সহীহ বলেননি, তাই সেই হিসেবে এটি মাকরুহ নয়।

২ - রমজানের একদিন বা দুই দিন আগে—এটি হারাম, তবে নিয়মিত অভ্যাস থাকলে ভিন্ন কথা।

৩ - সন্দেহের দিন—এটি সম্পূর্ণ হারাম। সন্দেহের দিনে রোজা রাখবে না, কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটি নিষেধ করেছেন।

তবে যেমনটি আমি বলেছি, বাহ্যত এই নিষেধাজ্ঞা তার জন্য যে একে রমজানের অংশ বানাতে চায়। আর যে ব্যক্তি একে নফল হিসেবে রাখতে চায়, তার জন্য এটি হারাম হওয়ার বিষয়টি উপায়ের নিষেধাজ্ঞা (হারামুত যারায়ি) হিসেবে গণ্য। অর্থাৎ আশঙ্কা করা হয় যে, মানুষ যখন দেখবে এই ব্যক্তি রোজা রেখেছে, তারা মনে করতে পারে সে সতর্কতাবশত রোজা রেখেছে। আর সতর্কতাবশত রোজা রাখা জায়েজ নয়। চাঁদ দেখে রোজা রাখো এবং চাঁদ দেখে রোজা শেষ করো। আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

بَابُ فَضْلِ السَّحُورِ وَتَأْخِيرِهِ مَا لَمْ يَخْشَ طُلُوعَ الْفَجْرِ

1229 - عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسْحَرُوا فَإِنْ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1230 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَبْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قِيلَ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ: قَدَرُ خَمْسِينَ آيَةً مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1231 - وَعَنْ ابْنِ عَبْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْذَنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ بِلَالًا يُوْذَنُ بَلِيلٌ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُوْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزَلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا.

مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1232 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَضْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكَلَةُ السَّحُورِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب فضل السحور يقال: السحور والسحور فالسحور الأكل الذي يتسحر به الإنسان والسحور بالضم الفعل يعني تسحر الإنسان.

সেহরি খাওয়ার ফযিলত এবং ফজর উদিত হওয়ার আশঙ্কা না হওয়া পর্যন্ত তা বিলম্বিত করার অধ্যায়

১২২৯ - আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা সেহরি গ্রহণ করো, কারণ সেহরিতে বরকত রয়েছে।" (বুখারি ও মুসলিম)।

১২৩০ - যায়দ ইবনে সাবিত (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সেহরি খেয়েছি, অতঃপর সালাতের জন্য দাঁড়িয়েছি।"

জিজ্ঞাসা করা হলো: "উভয়টির (সেহরি ও সালাত) মাঝে ব্যবধান কতটুকু ছিল?" তিনি বললেন: "পঞ্চাশটি আয়াত তিলাওয়াত করার সমপরিমাণ সময়।" (বুখারি ও মুসলিম)।

১২৩১ - ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দুইজন মুআযযিন ছিলেন—বিলাল এবং ইবনে উম্মে মাকতুম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "বিলাল রাতে আযান দেয়, সুতরাং তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতুম আযান দেয়।" তিনি বলেন: "একজনের (আযান দিয়ে) নামা এবং অন্যজনের (আযানের জন্য) ওঠার মধ্যবর্তী সময়টুকু ছাড়া তাঁদের উভয়ের মাঝে আর কোনো ব্যবধান ছিল না।"

বুখারি ও মুসলিম।

১২৩২ - আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আমাদের রোজা এবং আহলে কিতাবদের রোজার মধ্যে পার্থক্য হলো সেহরি খাওয়া।" (মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ তায়ালা) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে সেহরির ফযিলত সংক্রান্ত অধ্যায়টি উল্লেখ করেছেন। শব্দটি 'সাহুর' এবং 'সুহুর' উভয়ভাবেই বলা হয়। যবর বা ফাতহা যোগে 'সাহুর' হলো সেই খাদ্য যা দিয়ে মানুষ সেহরি করে, আর পেশ বা যাম্মাহ যোগে 'সুহুর' হলো সেহরি খাওয়ার কাজটি বা আমলটি।

(ص: 284) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

والسحور حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأيده بفعله فقال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة فأمر وبين أمر بأن نتسحر وبين أن في السحور بركة فمن بركة السحور أمثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم كله خير كله أجر وثواب ومن بركته أنه معونة على العبادة فإنه يعين

الإنسان على الصيام فإذا تسحر كفاه هذا السحور إلى غروب الشمس مع أنه في أيام الإفطار يأكل في أول النهار وفي وسط النهار وفي آخر النهار ويشرب كثيرا فينزل الله البركة في السحور يكفيه من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس ومن بركته أنه يحصل به التفريق بين صيام المسلمين وصيام غير المسلمين ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر يعني السحور لأن أهل الكتاب يصومون من نصف الليل فيأكلون قبل منتصف الليل لا يأكلون في السحر أما المسلمون والله الحمد فيأكلون في السحر في آخر الليل والتمييز بين المسلمين والكفار أمر مطلوب في الشرع ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، قال: خالفوا المجوس وفروا اللحي وحفوا الشوارب يعني أرخوا اللحي لا تقصوها ولا تحلقوها وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وينبغي أن يؤخر السحور إلى قبيل طلوع الفجر ولا يتقدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বাণী ও কর্মের মাধ্যমে সাহরি গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা সাহরি গ্রহণ করো, কেননা সাহরিতে বরকত রয়েছে।" এখানে তিনি আদেশ দিয়েছেন এবং এর মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। তিনি সাহরি খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং স্পষ্ট করেছেন যে এতে বরকত নিহিত রয়েছে। সাহরির বরকতের অন্যতম দিক হলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশ পালন করা। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশ পালনের প্রতিটি বিষয়ই কল্যাণকর এবং সওয়াব ও প্রতিদানে পূর্ণ। এর বরকতের আরেকটি দিক হলো এটি ইবাদতের ক্ষেত্রে সহায়ক; কারণ এটি মানুষকে সিয়াম পালনে শক্তি যোগায়। যখন কোনো ব্যক্তি সাহরি গ্রহণ করে, তখন এই সাহরিই তাকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কর্মক্ষম রাখতে যথেষ্ট হয়। অথচ রোজা ছাড়া অন্য দিনগুলোতে সে দিনের শুরুতে, মধ্যভাগে এবং শেষে আহার করে এবং প্রচুর পানীয় পান করে। আল্লাহ তাআলা সাহরির মধ্যে এমন বরকত দান করেন যা সুবহে সাদিকের পূর্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তার জন্য পর্যাপ্ত হয়ে যায়। সাহরির আরও একটি বরকত হলো এর মাধ্যমে মুসলিমদের রোজা ও অমুসলিমদের রোজার মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়। এই

কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বর্ণনা করেছেন যে, আমাদের এবং আহলে কিতাবদের সিয়ামের মধ্যে পার্থক্যকারী বিষয় হলো সাহরি গ্রহণ করা। কারণ আহলে কিতাবরা মধ্যরাত থেকে রোজা রাখে, ফলে তারা মধ্যরাতের আগেই খেয়ে নেয় এবং সাহরির সময় আহর করে না। পক্ষান্তরে মুসলিমরা, আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া, রাতের শেষাংশে সাহরি গ্রহণ করে। মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা শরিয়তের একটি কাম্য বিষয়। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন: "তোমরা অগ্নিউপাসকদের বিরোধিতা করো; দাড়ি লম্বা করো এবং গোঁফ ছেঁটে ফেলো।" অর্থাৎ দাড়ি বড় হতে দাও, তা কেটো না এবং মুগুন করো না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।" সাহরিকে সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বিলম্বিত করা বাঞ্ছনীয় এবং তা আগেভাগে গ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের ওপর থাকবে, যতক্ষণ তারা (ইফতার) ত্বরান্বিত করবে।"

(ص: 285) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الفطر وأخروا السحور وقال صلى الله عليه وسلم: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وأما قوله في الرواية التي ساقها المؤلف: (ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا) فهذه مدرجة في الحديث شاذة ليست بصحيحة لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل والشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم دليل على أن بينهما فرقا كبيرا يتسع للأكل والشرب والسحور فهي جملة ضعيفة شاذة لا عمدة عليها وقد بين زيد بن ثابت رضي الله عنه حينما ذكر أنه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة ولم يكن بينهما إلا قدر خمسين آية خمسون آية: من عشر دقائق إلى

ربع الساعة إذا قرأ الإنسان قراءة مرتلة أو دون ذلك وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور تأخيراً بالغاً وعلى أنه يقدم صلاة الفجر ولا يتأخر ثم إنه ينبغي للإنسان حين تسحره أن يستحضر أنه يتسحر امتثالاً لأمر الله ورسوله ويتسحر مخالفة لأهل الكتاب وكرهاً لما كانوا عليه ويتسحر رجاء البركة في هذا السحور ويتسحر استعانة به على طاعة الله حتى يكون هذا السحور الذي يأكله خيراً وبركة وطاعة والله الموفق

ইফতার (দ্রুত করা) এবং সেহরি বিলম্বিত করা। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “নিশ্চয়ই বেলাল রাতে আযান দেয়, তাই তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতুম আযান দেয়; কারণ সে ফজর উদিত না হওয়া পর্যন্ত আযান দেয় না।” আর লেখক যে বর্ণনাটি উপস্থাপন করেছেন তাতে তাঁর উক্তি: (আর তাদের উভয়ের মাঝে কেবল এর অবতরণ ও ওর আরোহণের ব্যবধানই ছিল) — এটি হাদীসের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত (মাদরাজ), এটি শায (বিচ্ছিন্ন) এবং সহীহ নয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ইবনে উম্মে মাকতুমের আযান পর্যন্ত পানাহারের নির্দেশটি প্রমাণ করে যে, তাঁদের উভয়ের মাঝে এমন এক দীর্ঘ ব্যবধান ছিল যা পানাহার ও সেহরি গ্রহণের জন্য যথেষ্ট। সুতরাং এটি একটি দুর্বল ও শায বাক্য যার ওপর কোনো নির্ভরতা নেই। আর যাবেদ ইবনে সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন যখন তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সেহরি খেয়েছিলেন এবং এরপর তাঁরা সালাতের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন, আর উভয়ের মাঝে ব্যবধান ছিল কেবল পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ। পঞ্চাশ আয়াত বলতে: যদি কোনো ব্যক্তি তারতীলসহ বা তার চেয়ে কিছুটা দ্রুত পাঠ করেন, তবে দশ মিনিট থেকে পনের মিনিট সময় লাগে। আর এটি প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেহরিকে অত্যন্ত বিলম্বিত করতেন এবং ফজরের সালাত দ্রুত (ওয়াক্তের শুরুতে) আদায় করতেন, দেরি করতেন না। অতঃপর মানুষের উচিত সেহরি খাওয়ার সময় এ কথা অন্তরে জাগ্রত রাখা যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ পালনার্থে সেহরি খাচ্ছে, আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধাচরণ ও তাদের রীতির প্রতি অনীহা পোষণ করে সেহরি খাচ্ছে, এই সেহরিতে বরকতের আশা রাখছে এবং আল্লাহর আনুগত্যে সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে সেহরি

খাচ্ছে; যাতে তার এই ভক্ষণকৃত সেহরি কল্যাণ, বরকত ও ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 286) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

بَابُ فَضْلِ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ وَمَا يَفْطَرُ عَلَيْهِ وَمَا يَقُولُهُ بَعْدَ الْإِفْطَارِ

1233 - عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه.

1234 - وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير: أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار؟ فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله يعني ابن مسعود فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.

رواه مسلم.

قَالَ: لَا يَأْلُوا أَيُّ لَا يَقْصِرُ فِي الْخَيْرِ.

1235 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: أحب عبّادي إلى أعجلهم فطرا رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

1236 - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم متفق عليه.

ইফতার দ্রুত করার ফযীলত, যা দ্বারা ইফতার করতে হয় এবং ইফতারের পর যা বলতে হয় সেই সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

১২৩৩ - সাহল বিন সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের ওপর থাকবে, যতক্ষণ তারা দ্রুত ইফতার করবে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১২৩৪ - আবু আতিয়াহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি এবং মাসরুক আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন মাসরুক তাঁকে বললেন: মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীদের মধ্যে এমন দুইজন ব্যক্তি আছেন যাঁদের কেউই কল্যাণ লাভে কোনো ত্রুটি করেন না; তাঁদের একজন মাগরিবের নামায এবং ইফতার দ্রুত করেন, আর অপরজন মাগরিবের নামায এবং ইফতার বিলম্বিত করেন। তখন তিনি (আয়িশা) জিজ্ঞাসা করলেন: "কে মাগরিব এবং ইফতার দ্রুত করেন?" তিনি (মাসরুক) বললেন: "আবদুল্লাহ" (অর্থাৎ ইবনে মাসউদ)। তখন তিনি বললেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এভাবেই করতেন।"

মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

তিনি (ইমাম নববী) বলেন: 'লা ইয়ালু' অর্থাৎ কল্যাণের কাজে কোনো কমতি বা ত্রুটি করেন না।

১২৩৫ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: মহান আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেন: "আমার বান্দাদের মধ্যে আমার কাছে অধিক প্রিয় তারা, যারা দ্রুত ইফতার করে।" তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এটি একটি হাসান হাদীস।

১২৩৬ - উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যখন এদিক (পূর্ব) থেকে রাত ঘনিয়ে আসে এবং ওদিক (পশ্চিম) থেকে দিন প্রস্থান করে এবং সূর্য অস্ত যায়, তখন রোযাদার ইফতার করবে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

1237 - وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان انزل فأجدح لنا، فقال: يا رسول الله لو أمسيت؟ قال: انزل فأجدح لنا قال: إن عليك نهارة قال: انزل فأجدح لنا قال: فنزل فجدح لهم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم وأشار بيده قبل المشرق متفق عليه.

قوله: اجدح بجيم ثم دال ثم حاء مهملتين أي: اخلط السويق بالماء.

1238 - وعن سلمان بن عامر الضبي الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم، فليفطر على تمر، فإن لم يجد، فليفطر على ماء فإنه طهور رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

1239 - وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن..

১২৩৭ - আবু ইব্রাহিম আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে ছিলাম এবং তিনি রোজা রেখেছিলেন। যখন সূর্য অস্ত গেল, তখন তিনি দলের একজনকে বললেন: হে অমুক! বাহন থেকে নামো এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলে পানীয় প্রস্তুত করো। সে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন? তিনি বললেন: নামো এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলে পানীয় প্রস্তুত করো। সে পুনরায় বলল: আপনার সামনে তো এখনও দিনের আলো রয়েছে। তিনি বললেন: নামো এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলে পানীয় প্রস্তুত করো। বর্ণনাকারী বলেন: অতঃপর সে ব্যক্তি বাহন থেকে নামল এবং তাদের জন্য ছাতু গুলল। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পান করলেন এবং বললেন: যখন তোমরা দেখবে যে এদিক থেকে রাত ঘনিয়ে আসছে, তখন রোজাদার ইফতার করবে। আর তিনি হাত দিয়ে পূর্ব দিকে ইঙ্গিত করলেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

তাঁর উক্তি: "ইজদাহ" শব্দটি জিম, এরপর দাল এবং এরপর নুকতাহীন হাহ্ বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত, যার অর্থ হলো: পানির সাথে ছাতু মেশানো বা গোলানো।

১২৩৮ - সাহাবী সালমান ইবনে আমির আদ-দাঈরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কেউ যখন ইফতার করে, সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে। যদি সে খেজুর না পায়, তবে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে; কারণ পানি হলো পবিত্রকারী। (আবু দাউদ ও তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী বলেছেন: হাদীসটি হাসান সহীহ)।

১২৩৯ - আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের পূর্বে কয়েকটি তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। যদি তাজা খেজুর না থাকত, তবে কয়েকটি শুকনো খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। আর যদি শুকনো খেজুরও না থাকত, তবে কয়েক টোক পানি পান করে নিতেন। (আবু দাউদ ও তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী বলেছেন: হাদীসটি হাসান)।

(ص: 288) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر به وما يقال عند الفطور.

هذه ثلاث مسائل المسألة الأولى: تعجيل الفطر لكن بشرط أن يتحقق غروب الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب الذي ساقه المؤلف: (إذا أقبل الليل من هاهنا يعني من المشرق وأدبر النهار من هاهنا يعني من المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم) فإذا بادر الإنسان بالفطر من حين أن يغرب قرص الشمس ولو كان البياض ظاهراً والشعاع في الأفق ما دام قرص الشمس قد غاب فأفطر وبادر وهذه هي السنة القولية والفعلية من الرسول صلى الله عليه

وسلم أما الفعلية فدليلها حديث عائشة رضي الله عنها حين سألتها عطية ومسروق عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما يؤخر الفطر ويؤخر صلاة المغرب والثاني يعجل الفطر ويعجل صلاة المغرب أيهما أصوب فقالت عائشة: من هذا؟ أي الذي يعجل قالوا: ابن مسعود رضي الله عنه فقالت: (هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل) يعني: يعجل الفطر ويعجل صلاة المغرب هذه سنة فعلية تدل على أن الأفضل تقديم الإفطار أما القولية فحديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) তাঁর রিয়াদুস সালাহীন গ্রন্থে বলেছেন: ইফতার ত্বরান্বিত করার ফযীলত, যা দিয়ে ইফতার করতে হয় এবং ইফতারের সময় যা বলতে হয় সংক্রান্ত অধ্যায়।

এখানে তিনটি বিষয় রয়েছে। প্রথম বিষয়: ইফতার দ্রুত করা, তবে শর্ত হলো সূর্যাস্ত নিশ্চিত হওয়া। কারণ লেখক কর্তৃক উদ্ধৃত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: (যখন এখান থেকে অর্থাৎ পূর্ব দিক থেকে রাত ঘনিয়ে আসে, আর এখান থেকে অর্থাৎ পশ্চিম দিক থেকে দিন বিদায় নেয় এবং সূর্য ডুবে যায়, তখন রোযাদার ইফতার করবে)। সুতরাং সূর্যের চাকতি অদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথেই যদি মানুষ দ্রুত ইফতার করে—এমনকি যদি দিগন্তে শুভ্রতা বা আলোর আভা দেখা যায় তবুও, যতক্ষণ সূর্যের চাকতি পূর্ণরূপে ডুবে গেছে—সে ইফতার করবে এবং ত্বরান্বিত করবে। এটিই হলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত বাচনিক ও ব্যবহারিক সুন্নাহ। ব্যবহারিক সুন্নাহর প্রমাণ হলো আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদীস, যখন আতিয়্যাহ ও মাসরুক তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুইজন সাহাবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—যাঁদের একজন ইফতার ও মাগরিবের নামায বিলম্ব করতেন এবং অন্যজন ইফতার ও মাগরিবের নামায ত্বরান্বিত করতেন—যে তাঁদের মধ্যে কোনটি অধিক সঠিক? তখন আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) জিজ্ঞেস করলেন: (যিনি ত্বরান্বিত করেন তিনি কে?) তাঁরা বললেন: ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। তিনি বললেন: (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবেই করতেন)। অর্থাৎ তিনি ইফতার ত্বরান্বিত করতেন এবং মাগরিবের

নামায দ্রুত আদায় করতেন। এটি একটি ব্যবহারিক সুন্নাহ যা প্রমাণ করে যে ইফতার দ্রুত করাই উত্তম। আর বাচনিক সুন্নাহর প্রমাণ হলো সাহল ইবনে সা'দ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীস, যাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: মানুষ ততদিন পর্যন্ত...

(ص: 289) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

بخير ما عجلوا الفطر فما دام الناس يبادرون إلى السنة ويتسابقون إلى الخير فهم بخير لا يزالون بخير أما إذا تباطأوا ولم يفطروا مبادرين فإن ذلك هو الشر ولهذا كان الرافضة المخالفون لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخرون الفطور لا يفطرون إلا إذا اشتبكت النجوم فيحرمون من الأجر والثواب ويحرمون من تعجيل إعطاء النفوس حظوظها من الأكل والشرب يعذبون في الدنيا قبل الآخرة لأن الإنسان إذ تأخر وهو عطشان أو جائع يتألم أكثر فهم يؤلمون أنفسهم بتأخير الفطور ويخالفون السنة ويفوتهم الأجر.

ثم إن المؤلف رحمه الله ذكر أن الأفضل أن يفطر على رطب فإن لم يجد فتمر فإن لم يجد فماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطيبات قليلة لا يكثُر لأنه لا ينبغي الإكثار عند الفطور فإن المعدة خالية فإذا أكثرت فهذا يضرّك أعطها شيئاً فشيئاً قلل عند الفطور ولهذا ليس من الطب أن الإنسان إذا أفطر يتعشى مباشرة كما يفعل بعض الناس بل الطب يقتضي أن تعطي المعدة الشيء القليل لأنها خالية فكان عليه الصلاة والسلام يفطر على رطيبات فإن لم تكن فعلى تمرات فإن لم تكن حسا حسوات أو حسيات من ماء هكذا ينبغي أن تفطر على الرطب ثم التمر ثم الماء.

والرطب الآن والحمد لله موجود حتى في غير أيام الصيف فالناس يدخرون الرطب الآن في الثلاجات ويبقى مدة فالأفضل أن تفتّر على الرطب فإن لم يكن عندك شيء
فالتبر

মানুষ ততক্ষণ কল্যাণের ওপর থাকবে যতক্ষণ তারা দ্রুত ইফতার করবে। অর্থাৎ যতক্ষণ মানুষ সুন্নাহর অনুসরণ করতে সচেষ্ট থাকবে এবং কল্যাণের পথে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করবে, ততক্ষণ তারা কল্যাণের ওপর অটল থাকবে। কিন্তু যদি তারা অলসতা করে এবং দ্রুত ইফতার না করে, তবে সেটিই হলো অকল্যাণ। এই কারণেই রাফেজিরা, যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহর বিরোধিতা করে, তারা ইফতার বিলম্বিত করে; তারা আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ স্পষ্টভাবে প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত ইফতার করে না। ফলে তারা যেমন সওয়াব ও পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হয়, তেমনি পানাহারের মাধ্যমে নফসকে দ্রুত প্রশান্তি দেওয়ার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়। তারা আখেরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই শাস্তির সম্মুখীন হয়; কারণ মানুষ যখন ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত অবস্থায় বিলম্ব করে তখন সে অধিক যন্ত্রণা অনুভব করে। এভাবে তারা ইফতার বিলম্বিত করার মাধ্যমে নিজেদের কষ্ট দেয়, সুন্নাহর বিরোধিতা করে এবং সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়।

অতঃপর লেখক (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন যে, তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করা সর্বোত্তম। যদি তা পাওয়া না যায় তবে শুকনো খেজুর দিয়ে, আর তাও যদি না পাওয়া যায় তবে পানি দিয়ে ইফতার করবে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অল্প কয়েকটি তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন, তিনি অধিক পরিমাণে গ্রহণ করতেন না। কেননা ইফতারের শুরুতে অতিরিক্ত আহার করা সমীচীন নয়; যেহেতু পাকস্থলী খালি থাকে, তাই হঠাৎ অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ করলে তা ক্ষতির কারণ হতে পারে। পাকস্থলীকে ধীরে ধীরে খাবার দিন এবং ইফতারের সময় অল্প আহার করুন। এই কারণেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও ইফতার করার সাথে সাথেই পূর্ণ আহার বা রাতের খাবার খেয়ে ফেলা সঠিক নয়, যেমনটি অনেকে করে থাকেন। বরং চিকিৎসার দাবি হলো খালি পাকস্থলীতে প্রথমে অল্প কিছু দেওয়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অল্প কিছু তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন, তা না থাকলে শুকনো খেজুর দিয়ে, আর তাও না থাকলে কয়েক ঢোক পানি পান করতেন। এভাবেই প্রথমে তাজা খেজুর, এরপর শুকনো খেজুর এবং সবশেষে পানি দিয়ে ইফতার করা উচিত।

বর্তমানে আলহামদুলিল্লাহ গ্রীষ্মকাল ছাড়াও তাজা খেজুর পাওয়া যায়। মানুষ এখন রেফ্রিজারেটরে তাজা খেজুর সংরক্ষণ করে যা দীর্ঘ সময় ভালো থাকে। তাই তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করাই উত্তম, আর যদি তা না থাকে তবে শুকনো খেজুর দিয়ে করবে।

(ص: 290) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

فإن لم يكن عندك تمر فإلّماء فإن قال قائل ليس عندي رطب ولا تمر ولكن عندي خبز وماء أيهما أفطر عليه؟ أفطر على الماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك وقال: (إنه طهور) يطهر المعدة والكبد فلذلك أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نفطر على الماء وإنما قدم الرطب والتمر لأنه أنفع للبدن من الماء لأنه حلوى وغذاء وقوة وقد قال أهل الطب: (إن الحلاوة التي في التمر هي أسرع شيء يتقبله الجسم من أنواع الحلوى وإنها تسري إلى العروق فوراً) وهذا من حكمة الله عز وجل فهذا الذي ينبغي أن تفطر عليه رطب فإن لم تجد فتمر فإن لم تجد فماء فإن لم تجد ماء فماء تيسر من مأكول أو مشروب فإن لم تجد كما لو كنت في البر وليس عندك شيء فقال بعض العوام: (امصص إصبعك) وهذا غلط إذا لم تجد فتكفي النية في القلب وإذا عثرت على مطعوم أو مشروب بعد ذلك فافعل أما مص الإصبع فليس له أصل تحذلق عامي وقال: اتفل في ثوبك ثم امصص الريق أي: كأنه يجعل مثل الماء وهذا أيضاً غلط كل هذا ليس بمشروع ولكن إن تيسر لك ما تفطر عليه فهذا هو المطلوب وإلا فانتظر حتى ييسر الله وانو بقلبك.

وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم قال بعض أهل العلم فقد أفطر يعني: وإن لم ينو الفطر يعني فقد انتهى صيامه وأفطر حكماً وقال بعضهم فقد أفطر أي: فقد

حل له الفطر لكن لا شك أنك إذا نويت الفطر إذا ما لم يكن عندك ما تأكله
وتشربه فهو أحسن وأفضل حتى تكون مبادراً إلى الإفطار بالنية لعدم القدرة

যদি আপনার কাছে খেজুর না থাকে তবে পানি পান করবেন। যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, আমার কাছে তাজা খেজুর বা শুকনা খেজুর নেই, তবে রুটি ও পানি আছে, আমি কোনটি দিয়ে ইফতার করব? উত্তর হলো: পানি দিয়ে ইফতার করবেন, কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই নির্দেশনা দিয়েছেন এবং বলেছেন: (নিশ্চয়ই এটি পবিত্রকারী) এটি পাকস্থলী ও যকৃৎকে পরিচ্ছন্ন করে, তাই তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের পানি দিয়ে ইফতার করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর তাজা খেজুর ও শুকনা খেজুরকে অগ্রগণ্য করা হয়েছে কারণ এটি শরীরের জন্য পানির চেয়েও অধিক উপকারী; যেহেতু এটি মিষ্টান্ন, খাদ্য এবং শক্তির আধার। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেছেন: (খেজুরের মধ্যে যে মিষ্টতা রয়েছে, তা শরীরের জন্য অন্যান্য মিষ্টান্নের তুলনায় দ্রুততম সময়ে গ্রহণীয় হয় এবং তা তাৎক্ষণিকভাবে রক্তনালীতে সঞ্চারিত হয়)। এটি মহান আল্লাহর প্রজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। অতএব, আপনার যা দিয়ে ইফতার করা উচিত তা হলো তাজা খেজুর, যদি তা না পান তবে শুকনা খেজুর, আর যদি তাও না পান তবে পানি। যদি পানিও না পান, তবে সহজলভ্য যেকোনো খাদ্য বা পানীয় দিয়ে ইফতার করবেন। আর যদি কিছুই না পান—যেমন আপনি যদি মরুভূমিতে থাকেন এবং আপনার কাছে কিছুই না থাকে—তবে সাধারণ স্তরের কিছু লোক বলে থাকেন: (তোমার আঙুল চোষো)। এটি ভুল। যদি কিছুই না পাওয়া যায়, তবে অন্তরের নিয়ত যথেষ্ট হবে। এরপর যদি আপনি কোনো খাদ্য বা পানীয় পান, তবে তা গ্রহণ করবেন। আর আঙুল চোষার কোনো ভিত্তি নেই, এটি সাধারণ মানুষের মনগড়া পাণ্ডিত্য। কেউ কেউ আবার বলে: তোমার পোশাকে খুতু ফেলো এবং তারপর সেই লাল চোষো, অর্থাৎ যেন সেটিকে পানির বিকল্প হিসেবে ধরা যায়। এটিও ভুল। এসবের কোনোটিই শরীয়তসম্মত নয়। বরং যদি কোনো ইফতারের বস্তু সহজলভ্য হয় তবে সেটিই কাম্য, অন্যথায় আল্লাহ সহজ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন এবং অন্তরে নিয়ত করুন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীতে এসেছে: “যখন এদিক থেকে রাত ঘনিয়ে আসে এবং ওদিক থেকে দিন চলে যায় আর সূর্য অস্ত যায়, তখন রোজাদার ইফতার করল।” কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ‘ইফতার করল’ এর অর্থ হলো: যদিও সে ইফতারের নিয়ত না করে থাকে, তবুও তার রোজা শেষ হয়ে গেছে এবং বিধানগতভাবে সে ইফতারকারী হয়ে গেছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ‘ইফতার করল’ মানে: তার জন্য এখন

ইফতার করা বৈধ হয়েছে। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আপনার কাছে যদি পানাহারের কিছু না থাকে এবং আপনি ইফতারের নিয়ত করেন, তবে সেটিই অধিক উত্তম ও শ্রেষ্ঠ; যাতে সামর্থ্য না থাকার কারণে অন্তত নিয়তের মাধ্যমে আপনি ইফতার করার ক্ষেত্রে ত্বরিত হওয়ার ফজিলত লাভ করতে পারেন।

(ص: 291) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

على الأكل والشرب والله الموفق.

আহার ও পানাহার প্রসঙ্গে; আর আল্লাহ-ই তাওফীকদাতা।

(ص: 292) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

بَابُ أَمْرِ الصَّائِمِ بِحِفْظِ لِسَانِهِ وَجَوَارِحِهِ عَنِ الْمَخَالَفَاتِ وَالْمِشَاتِمَةِ وَنَحْوِهَا
1240 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا
كَانَ يَوْمَ صَوْمٍ أَحَدُكُمْ فَلَا يَرِفْثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1241 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ
فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشِرَابَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه.

والمراد بذلك أنه يجب على الصائم أن يتجنب كل قول محرم وكل فعل محرم لأن الله تعالى إنما فرض الصيام من أجل التقوى كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَي: مَنْ أَجَلَ أَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَتَجْتَنِبُوا مُحَارِمَهُ وَلَا يَرِيدَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ يَضِيقَ عَلَيْهِمْ بِتَرْكِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَلَكِنْ يَرِيدُ أَنْ يُمِثِّلُوا أَمْرَهُ وَيَجْتَنِبُوا نَوَاهِيَهُ حَتَّى

রোজাদারকে তার জিহ্বা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে শরিয়তবিরোধী কর্মকাণ্ড, গালিগালাজ এবং এই জাতীয় আচরণ থেকে হেফযত করার নির্দেশ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

১২৪০ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমাদের কারো রোজার দিন হলে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা তার সাথে লড়াই করতে চায়, তবে সে যেন বলে, 'আমি রোজা রেখেছি'। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১২৪১ - তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা বর্জন করল না, তার পানাহার ত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই। (বুখারি)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাহুল্লাহ তায়ালা) তাঁর 'রিয়াদুস সালেহীন' গ্রন্থে রোজাদারকে তার জিহ্বা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হেফযত করার নির্দেশ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে বলেছেন।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—রোজাদারের জন্য প্রতিটি হারাম কথা ও প্রতিটি হারাম কাজ বর্জন করা ওয়াজিব। কারণ আল্লাহ তায়ালা কেবল তাকওয়া অর্জনের উদ্দেশ্যেই রোজা ফরজ করেছেন, যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: "হে মুমিনগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।" অর্থাৎ: যাতে তোমরা আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লাকে ভয় করো এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়গুলো পরিহার করো। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কেবল পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস ত্যাগের

মাধ্যমে সংকটে ফেলতে চান না, বরং তিনি চান তারা যেন তাঁর আদেশ পালন করে এবং তাঁর নিষেধসমূহ বর্জন করে যাতে তারা...

(ص: 293) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

يكون الصيام مدرسة يتعودون فيها على ترك المحرمات وعلى القيام بالواجبات وإذا كان شهر كامل يمر بالإنسان وهو محافظ على دينه تارك للمحرم قائم بالواجب فإن ذلك سوف يغير من مجرى حياته.

ولهذا بين الله الحكمة من ذلك بأنها التقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق يعني لا يفعل فعلاً محرماً ولا يقول قولاً محرماً فإن سابه أحد يعني: صار يعيبه ويشتمه.

(أو قاتله) فليقل (إني صائم) حتى يدفع عن نفسه العجز عن المدافة ويبين لصاحبه أنه لولا الصيام لقابلتك بمثل ما فعلت بي، فيبقى عزيزاً لا ذليلاً لكنه ذل لعبودية الله تعالى وطاعة الله، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور يعني: قول المحرم والعمل به أي بالمحرم، والجهل كما في لفظ آخر يعني: العدوان على الناس فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه لأن الله تعالى إنما أوجب الصيام لأهم شيء وهو ترك المحرمات والقيام بالواجبات والله الموفق.

সিয়াম একটি শিক্ষালয় স্বরূপ যেখানে মানুষ নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বর্জন করতে এবং আবশ্যিক কার্যাবলি সম্পাদন করতে অভ্যস্ত হয়। যখন কোনো ব্যক্তির ওপর দিয়ে একটি পূর্ণ মাস এমনভাবে অতিবাহিত হয় যে সে তার দ্বীনকে হিফাজত করছে, নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ ত্যাগ করছে

এবং ওয়াজিবসমূহ পালন করছে, তখন এটি তার জীবনধারাকে অবশ্যই পরিবর্তিত করে দেবে।

এই কারণেই আল্লাহ তাআলা এর মধ্যকার হিকমত বা নিগূঢ় রহস্য বর্ণনা করেছেন যে তা হলো ‘তাকওয়া’ (আল্লাহভীতি)। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন:

তোমাদের কেউ যখন সিয়াম পালন করে, তখন সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং পাপাচারে লিপ্ত না হয়; অর্থাৎ সে যেন কোনো নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদন না করে এবং কোনো নিষিদ্ধ কথা না বলে। যদি কেউ তাকে গালি দেয়, অর্থাৎ তার দোষ চর্চা করে বা তাকে মন্দ বলে...

(অথবা তার সাথে লড়াই করে), তবে সে যেন বলে, ‘আমি সিয়াম পালন করছি’। এর মাধ্যমে সে নিজের পক্ষ থেকে এই অক্ষমতাকে দূর করে যে সে আত্মরক্ষায় অপরাগ এবং সে তার প্রতিপক্ষকে বুঝিয়ে দেয় যে, যদি সিয়াম না থাকতো তবে তুমি আমার সাথে যা করেছ আমি তার অনুরূপ উত্তর দিতাম। এর ফলে সে লাঞ্ছিত না হয়ে বরং সম্মানিতই থাকে, তবে সে মহান আল্লাহর দাসত্ব ও তাঁর আনুগত্যের সামনে বিনত হয়। তদ্রূপ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা—অর্থাৎ নিষিদ্ধ কথা—বলা এবং সে অনুযায়ী আমল করা—অর্থাৎ নিষিদ্ধ কাজ করা—বর্জন করেনি এবং মূর্খতা—যা অন্য বর্ণনায় এসেছে অর্থাৎ মানুষের ওপর অন্যায় আচরণ করা—ত্যাগ করেনি, তবে তার পানাহার বর্জনে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই, তার পানাহার বর্জনে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই; কারণ আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্যই সিয়ামকে ফরজ করেছেন, আর তা হলো নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বর্জন করা এবং ওয়াজিবসমূহ পালন করা। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 294) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

باب في مسائل من الصوم

1243 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه.

1243 - وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: أسبغ الوضوء واخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح..

1244 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه.

1245 - وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من غير حلم ثم يصوم متفق عليه.

قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب في مسائل من الصوم يعني مسائل متنوعة متفرقة فمنها إذا أكل الإنسان أو شرب وهو صائم ناسياً

রোজা সংক্রান্ত বিবিধ মাসআলা অনুচ্ছেদ

১২৪৩ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ভুলে আহার করে বা পান করে, তবে সে যেন তার রোজা পূর্ণ করে। কারণ আল্লাহই তাকে খাইয়েছেন এবং পান করিয়েছেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১২৪৩ - লাকীত ইবনে সাবরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ওজু সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন: ওজু পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করো, আঙুলগুলোর মাঝে খিলাল করো এবং নাকের গভীরে পানি পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আধিক্য করো, তবে যদি তুমি রোজাদার হও (তবে না)। আবু দাউদ ও তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিজি একে হাসান সহিহ হাদিস বলেছেন।

১২৪৪ - আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুবহে সাদিক এমন অবস্থায় হয়ে যেত যে, তিনি তাঁর স্ত্রীর সাথে সহবাসজনিত কারণে অপবিত্র (জানাবাত) অবস্থায় থাকতেন। এরপর তিনি গোসল করতেন এবং রোজা রাখতেন।

মুত্তাফাকুন আলাইহি।

১২৪৫ - আয়েশা ও উম্মে সালামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বপ্নদোষ ব্যতীত অপবিত্র অবস্থায় ভোরে উপনীত হতেন, অতঃপর তিনি রোজা রাখতেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

গ্রন্থকার (রাহিমাহুল্লাহ) রিয়াদুস সালিহীন কিতাবে বলেছেন: "রোজা সংক্রান্ত বিবিধ মাসআলা অনুচ্ছেদ", অর্থাৎ রোজা বিষয়ক বিবিধ ও বিচ্ছিন্ন মাসআলাসমূহ। তার মধ্যে একটি হলো, যদি কোনো ব্যক্তি রোজাদার অবস্থায় ভুলে আহার করে বা পান করে...

(ম: ২৯৫) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

فهل يفسد صومه استمع للجواب من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه فإذا أكلت أو شربت ولو شبت ورويت وأنت ناس في الصيام فإن صومك كامل ليس فيه نقص ولهذا قال: فليتم صومه وفي قوله: فإنما أطعمه الله وسقاه دليل على أن فعل الناسي لا ينسب إليه وإنما ينسب إلى الله وكذلك النائم لا ينسب فعله إلى نفسه وإنما ينسب إلى الله كما قال الله تعالى في أصحاب الكهف {ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال} والذي يتقلب هو النائم ولكن لما لم يكن له قصد نسب الله الفعل إليه كذلك الناسي لم يتعمد فساد الصوم نسي وأكل وشرب نقول صومك صحيح وكذلك لو كان جاهلاً مثل أن يحتجم وهو لا يدري أن الحجامة تفطر فصومه صحيح ومثل أن يأكل يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طالع فصومه صحيح ومثل أن يأكل يظن أن الشمس قد غربت فأكل ثم تبين أن الشمس لم تغرب فصيامه صحيح.

وقد وقعت هذه المسألة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان الناس صائمين في يوم غيم فأفطروا ظناً منهم أن الشمس قد غابت ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم

النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم لأنهم لا يدرون ولم يتعمدوا ولكن متى ذكر الإنسان وجب عليه الترك والإمساك حتى لو كانت اللقمة في فيه وجب عليها لفظها وكذلك لو كان الماء في فيه وجب عليه أن يريقه وكذلك لو كان جاهلاً ثم أخبر فإنه يجب عليه أن يمسك مثلاً لو رأى

তবে কি তার রোজা নষ্ট হয়ে যাবে? আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই বাণী থেকে এর উত্তর জেনে নিন; তিনি বলেছেন: “যে ব্যক্তি রোজা থাকা অবস্থায় ভুলে গিয়ে পানাহার করে, সে যেন তার রোজা পূর্ণ করে। কারণ আল্লাহই তাকে খাইয়েছেন এবং পান করিয়েছেন।” সুতরাং আপনি যদি রোজা থাকা অবস্থায় ভুলে গিয়ে পানাহার করেন, এমনকি তৃপ্তি সহকারে খেয়েও ফেলেন, তবুও আপনার রোজা পূর্ণাঙ্গ থাকবে এবং এতে কোনো ত্রুটি হবে না। এই কারণেই তিনি বলেছেন: “সে যেন তার রোজা পূর্ণ করে।” আর তাঁর বাণী: “আল্লাহই তাকে খাইয়েছেন এবং পান করিয়েছেন”—এর মধ্যে এই দলিল রয়েছে যে, বিস্মৃত ব্যক্তির কাজ তার নিজের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয় না, বরং তা আল্লাহর দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয়। অনুরূপভাবে নিদ্রিত ব্যক্তির কাজও তার নিজের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয় না, বরং আল্লাহর দিকেই সম্বন্ধযুক্ত হয়; যেমন মহান আল্লাহ আসহাবে কাহাফ সম্পর্কে বলেছেন: {এবং আমি তাদেরকে ডানে ও বামে পার্শ্বপরিবর্তন করাতাম}। অথচ পার্শ্বপরিবর্তনকারী ছিল মূলত সেই ঘুমন্ত ব্যক্তিরাই; কিন্তু যেহেতু তাদের কোনো সংকল্প ছিল না, তাই আল্লাহ এই কাজকে নিজের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। একইভাবে বিস্মৃত ব্যক্তি রোজা নষ্ট করার ইচ্ছা করেনি, সে স্রেফ ভুলে গিয়ে পানাহার করেছে; তাই আমরা বলব আপনার রোজা সঠিক। তেমনিভাবে কেউ যদি অজ্ঞতার কারণে এমন কিছু করে, যেমন সে শিঙা লাগাল অথচ জানত না যে এতে রোজা ভেঙে যায়, তবে তার রোজা সঠিক হবে। আর যেমন কেউ আহার করল এই মনে করে যে ফজর এখনও হয়নি, পরে প্রকাশ পেল যে ফজর হয়ে গিয়েছিল, তবে তার রোজা সঠিক। আবার কেউ মনে করল সূর্য ডুবে গেছে এবং সে ইফতার করল, পরে দেখা গেল সূর্য ডোবেনি, তবে তার রোজা সঠিক।

এই ঘটনা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগেও ঘটেছিল; এক মেঘলা দিনে সাহাবীগণ রোজা পালন করছিলেন, অতঃপর তারা সূর্য ডুবে গেছে মনে করে ইফতার করে ফেললেন। কিছুক্ষণ পর সূর্য দৃশ্যমান হলো। কিন্তু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে সেই রোজা কাজা করার নির্দেশ দেননি; কারণ তারা বিষয়টি জানতেন না এবং

ইচ্ছাকৃতভাবে এটি করেননি। তবে যখনই মানুষের বিষয়টি স্মরণে আসবে, তখনই তার জন্য সেটি বর্জন করা এবং পানাহার থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব হয়ে যাবে। এমনকি যদি খাবারের লোকমা মুখে থাকে, তবে তা ফেলে দেওয়া ওয়াজিব। তেমনিভাবে যদি মুখে পানি থাকে, তবে তা ফেলে দেওয়া ওয়াজিব। একইভাবে যদি কেউ অজ্ঞ থাকে এবং পরে তাকে অবগত করা হয়, তবে তার ওপর তৎক্ষণাৎ বিরত থাকা ওয়াজিব হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ দেখে...

(ص: 296) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

إنساناً يأكل ويشرب يقول ما هذا وأنت صائم قال: الشمس غربت قال: الشمس لم تغرب فيجب عليه أن يتوقف لأنه زال عنه العذر.

فإذا قال قائل لو رأيت صائماً يأكل وأعرف أنه ناس فهل علي أن أذكره قلنا: نعم يجب أن تذكره لأن أخاك إذا عذر بالنسيان وأنت علمت به وجب عليك أن تذكره ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: (إذا نسيت فذكروني) فأمر أن يذكر إذا نسي كذلك أيضاً إذا رأيت صائماً يأكل ويشرب ناسياً فذكره كما لو رأيت إنساناً يصلي منحرفاً عن القبلة وجب عليك أن تخبره.

فالمهم أنه إذا وقع أخوك في شيء لا يحل له فعليك أن تذكره لأن النسيان كثير والخطأ كثير.

ثم ذكر المؤلف حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء واخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً.

أسبغ الوضوء: يعني توضعاً وضوءاً سابغاً كاملاً والإسبغ بمعنى الإتمام قال تعالى: {وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة} أي: أكلها والثاني: واخلل بين الأصابع ولا سيما

أصابع الرجلين خلل بينهما بالماء لأن أصابع الرجلين متلاصقة وربما لا يدخل
الماء من بينهما وبالع في

...একজন ব্যক্তি আহার করছে এবং পান করছে, এমতাবস্থায় কেউ বলছে: ‘এ কী! আপনি তো রোজা রেখেছেন!’ সে উত্তর দিল: ‘সূর্য ডুবে গেছে।’ অপরজন বলল: ‘সূর্য তো এখনো ডোবেনি।’ এমতাবস্থায় তার জন্য আহার বন্ধ করা ওয়াজিব, কারণ তার ওজর বা অপারগতা দূরীভূত হয়েছে।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, আমি যদি কোনো রোজাদারকে আহার করতে দেখি এবং আমি জানি যে সে ভুলে গেছে, তবে কি তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমার দায়িত্ব? আমরা বলব: হ্যাঁ, তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আপনার জন্য ওয়াজিব। কারণ আপনার ভাই বিস্মৃতির কারণে ওজরগ্রস্ত বা ক্ষমার যোগ্য হলেও আপনি যখন বিষয়টি জানলেন, তখন তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আপনার কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত সম্পর্কে বলেছেন: (যখন আমি ভুলে যাই, তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও)। তিনি বিস্মৃত হলে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অনুরূপভাবে আপনি যদি কোনো রোজাদারকে ভুলে আহার বা পান করতে দেখেন, তবে তাকে স্মরণ করিয়ে দিন; যেমনটি আপনি যদি কোনো ব্যক্তিকে কিবলা থেকে বিচ্যুত হয়ে সালাত আদায় করতে দেখেন, তবে তাকে জানানো আপনার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়।

মূল কথা হলো, আপনার ভাই যখন এমন কোনো কাজে লিপ্ত হয় যা তার জন্য বৈধ নয়, তখন তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আপনার দায়িত্ব; কেননা বিস্মৃতি ও ভুল মানুষের অনেক বেশি ঘটে থাকে।

অতঃপর গ্রন্থকার লাকীত ইবনে সাবরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস উল্লেখ করেছেন যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন: ‘তুমি পূর্ণাঙ্গরূপে ওজু করো, আঙুলসমূহের মাঝে খিলাল করো এবং নাকে পানি দেওয়ার ক্ষেত্রে আধিক্য করো, তবে তুমি রোজাদার হলে নয়।’

‘পূর্ণাঙ্গ ওজু করো’: অর্থাৎ ওজুটি পরিপূর্ণ ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করো। ‘ইসবগ’ অর্থ হলো পূর্ণ করা। মহান আল্লাহ বলেন: {এবং তিনি তোমাদের ওপর তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পূর্ণ করে দিয়েছেন} অর্থাৎ পরিপূর্ণ করেছেন। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো:

‘আঙুলসমূহের মাঝে খিলাল করো’, বিশেষ করে পায়ের আঙুলসমূহ; পানির মাধ্যমে সেগুলোর

মাঝে খিলাল করো। কারণ পায়ের আঙুলসমূহ সাধারণত পরস্পর লেগে থাকে এবং সম্ভবত সেগুলোর মাঝে পানি পৌঁছায় না। আর নাকে পানি দেওয়ার ক্ষেত্রে আধিক্য...

(ص: 297) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الاستنشاق يعني استنشاق الماء عند الوضوء إلا أن تكون صائماً فلا تبالغ في الاستنشاق لأنك إذا بالغت في الاستنشاق دخل الماء إلى جوفك من طريق الأنف فدل ذلك على أن وصول الأكل أو الشرب عن طريق الأنف كوصوله عن طريق الفم يفطر الصائم وأما الإبر التي تكون في الوريد أو تكون في اليد أو تكون في الظهر أو في أي مكان فإنه لا يفطر الصائم إلا الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه تفطر الصائم ولا يحل له إذا كان صومه فرضاً أن يستعملها إلا عند الحاجة عند الضرورة فإذا اضطر إلى ذلك أفطر واستعمل الإبر وقضى يوماً مكانه.

ثم ذكر المؤلف حديثي عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً فيصوم ثم يغتسل وهذا أيضاً جائز يعني: يجوز للجنب أن ينوي الصوم وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وفي حديث عائشة وأم سلمة دليل على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة يحتج بها، ولا يقال هذا من خصائصه لأن الأصل عدم الخصوصية فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلاً فهو حق إن كان عبادة فهو عبادة وإن كان عادة فهو عادة وليس بمحرم والله الموفق.

ইস্তিনশাক অর্থ হলো ওয়ুর সময় নাকে পানি টানা। তবে রোযাদার হলে নাকে অতিমাত্রায় পানি টানবে না। কারণ, তুমি যদি ইস্তিনশাকে বাড়াবাড়ি করো, তবে নাকের মাধ্যমে পানি তোমার শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নাক দিয়ে খাবার বা পানীয়

পোঁছানো মুখ দিয়ে পোঁছানোর মতোই রোযা ভঙ্গকারী। আর শিরায়, হাতে, পিঠে বা শরীরের যেকোনো স্থানে ইনজেকশন নিলে রোযা ভঙ্গ হবে না; তবে পুষ্টিগুণসম্পন্ন ইনজেকশন যা খাদ্য ও পানীয়ের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তা রোযা ভঙ্গ করে দেয়। ফরয রোযা অবস্থায় প্রয়োজন বা নিরুপায় হওয়া ছাড়া তা ব্যবহার করা বৈধ নয়। যদি কেউ নিরুপায় হয়ে তা ব্যবহার করে, তবে তার রোযা ভেঙে যাবে এবং পরবর্তীতে তাকে এর বদলে একটি কাযা রোযা পালন করতে হবে।

এরপর লেখক আয়েশা ও উম্মে সালামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত দুটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নাপাকি অবস্থায় ভোরে উপনীত হতেন, এরপর রোযা রাখতেন এবং পরে গোসল করতেন। এটিও বৈধ; অর্থাৎ, জুনুবী বা নাপাকি অবস্থায় রোযার নিয়ত করা জায়েয, যদিও ফজর উদিত হওয়ার পর গোসল করা হয়; যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) করতেন। আয়েশা ও উম্মে সালামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত হাদীসে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কার্যাবলি দলিল হিসেবে গণ্য। একে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট বা বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলা যাবে না; কারণ মূল নীতি হলো কোনো আমল বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া। সুতরাং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা করেছেন তা সত্য; যদি তা ইবাদত হয় তবে ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে, আর যদি তা অভ্যাসগত কাজ হয় তবে অভ্যাস হিসেবে গণ্য হবে এবং তা মোটেও নিষিদ্ধ নয়। আর আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

(ص: 298) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

باب بيان فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم
1246 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل
رواه مسلم.

1247 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله.

وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلاً متفق عليه.

1248 - وعن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة، وقد تغيرت حاله وهيئته فقال: يا رسول الله أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتكم عام الأول قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة قال: ما أكلت طعاماً منذ فارقتك إلا بلیل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك ثم قال: صم شهر الصبر ويوماً من كل شهر قال: زدني فإن بي قوة، قال: صم يومين قال: زدني قال: صم ثلاثة أيام قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها رواه أبو داود.

وشهر الصبر رمضان.

মুহররম, শাবান এবং সম্মানিত মাসসমূহের রোজার ফযীলত বর্ণনা বিষয়ক অধ্যায়

১২৪৬ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "রমযানের পর সবচেয়ে উত্তম রোজা হলো আল্লাহর মাস মুহররমের রোজা এবং ফরয সালাতের পর সবচেয়ে উত্তম সালাত হলো রাতের সালাত।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

১২৪৭ - আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শাবান মাসের চেয়ে বেশি অন্য কোনো মাসে রোজা রাখতেন না; তিনি প্রায় পুরো শাবান মাসই রোজা রাখতেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি সামান্য কিছু দিন বাদে প্রায় পুরো শাবান মাসই রোজা রাখতেন। (বুখারী ও মুসলিম)।

১২৪৮ - মুজীবাহ আল-বাহিলিয়াহ তার পিতা অথবা চাচার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসলেন, এরপর চলে গেলেন। এক বছর পর তিনি পুনরায় তাঁর নিকট আসলেন, এমতাবস্থায় তাঁর শারীরিক অবস্থা ও বেশভূষায়

পরিবর্তন ঘটেছিল। তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না? তিনি বললেন: তুমি কে? তিনি বললেন: আমি সেই বাহিলী ব্যক্তি, যে গত বছর আপনার নিকট এসেছিল। তিনি বললেন: কিসে তোমার এই পরিবর্তন ঘটালো? অথচ তুমি তো সুশ্রী ও সুন্দর অবয়বে ছিলে! তিনি বললেন: আপনার নিকট থেকে বিদায় নেওয়ার পর থেকে রাত ছাড়া আমি কখনো দিনের বেলায় আহার করিনি। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তুমি নিজেকে নিজে কষ্ট দিয়েছ। এরপর তিনি বললেন: ধৈর্যের মাসের (রমযানের) রোজা রাখো এবং প্রতি মাসে একদিন রোজা রাখো। তিনি বললেন: আমার জন্য আরও বাড়িয়ে দিন, কারণ আমার সামর্থ্য আছে। তিনি বললেন: তবে মাসে দুই দিন রোজা রাখো। তিনি বললেন: আরও বাড়িয়ে দিন। তিনি বললেন: তবে মাসে তিন দিন রোজা রাখো। তিনি বললেন: আরও বাড়িয়ে দিন।

তিনি বললেন: সম্মানিত মাসসমূহ থেকে রোজা রাখো এবং ছাড়া, সম্মানিত মাসসমূহ থেকে রোজা রাখো এবং ছাড়া, সম্মানিত মাসসমূহ থেকে রোজা রাখো এবং ছাড়া। আর তিনি তাঁর তিনটি আঙুল একত্রিত করে ইশারা করলেন এবং তা ছেড়ে দিলেন। (আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন)।

আর 'ধৈর্যের মাস' বলতে রমযান মাসকে বোঝানো হয়েছে।

(ص: 299) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

[الشَّرْحُ]

هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله فيه بيان ما يسن صومه من الأيام والشهور فمن ذلك: صوم شعبان فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه كله أو كله إلا قليلا كما روت عنه ذلك عائشة رضي الله عنها ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثّر من الصيام في شهر شعبان أكثر من غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه.

قال أهل العلم: والحكمة من ذلك أنه يكون بين يدي رمضان كالرواتب بين يدي
الغريضة.

ومن ذلك أيضاً شهر الله المحرم وشهر الله المحرم هو ما بين ذي الحجة وصفر قال
فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم)
ويتأكد أن يصوم منه التاسع والعاشر والحادي عشر).

ومن ذلك أيضاً أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، كما في حديث الباهلي (وقد كان
النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي أصامها في أول
الشهر أو وسطه أو آخره) لكن أيام البيض أفضل وهي يوم الثالث عشر والرابع
عشر والخامس عشر.

ومن ذلك أيضاً أن يصوم يوم عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه
فقال: (إنه يكفر السنة الماضية والباقية) يعني يكفر سنتين.

[ব্যাখ্যা]

এই অধ্যায়ে লেখক (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) সে সকল দিন ও মাস সম্পর্কে আলোচনা
করেছেন যেগুলোতে রোজা রাখা সুন্নত। এর অন্তর্ভুক্ত হলো: শাবান মাসের রোজা; কেননা নবী
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রায় পুরো মাস অথবা সামান্য কিছু অংশ বাদ দিয়ে পুরো
মাসই রোজা রাখতেন, যেমনটি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। এ
কারণে মানুষের উচিত শাবান মাসে অন্যান্য মাসের তুলনায় অধিকহারে রোজা রাখা, কারণ
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ মাসে রোজা রাখতেন।

আলেমগণ বলেছেন: এর হিকমত বা তাৎপর্য হলো, এটি রমজানের প্রাক্কালে ঠিক তেমন,
যেমন ফরজ নামাজের পূর্বে সুন্নাতে রাতিবাহ।

এর অন্তর্ভুক্ত আরও হলো আল্লাহর মাস মুহাররম। আর আল্লাহর মাস মুহাররম হলো যিলহজ
এবং সফরের মধ্যবর্তী মাস। এ সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:
(রমজানের পর সর্বোত্তম রোজা হলো আল্লাহর মাস মুহাররম)। আর এই মাসের নবম, দশম
এবং একাদশ তারিখে রোজা রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

এর অন্তর্ভুক্ত আরও হলো প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখা, যেমনটি বাহিলী বর্ণিত হাদিসে এসেছে (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখতেন; তিনি মাসের শুরুতে, মাঝে নাকি শেষে রোজা রাখছেন সে বিষয়ে দ্বিধা করতেন না)। তবে ‘আইয়ামে বিয়’ তথা শুক্লপক্ষের দিনগুলোতে রোজা রাখা সর্বোত্তম, আর তা হলো মাসের ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখ।

এর অন্তর্ভুক্ত আরও হলো আরাফার দিনের রোজা; কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এই দিনের রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: (এটি বিগত বছর এবং অবশিষ্ট (আগামী) বছরের গুনাহের কাফফারা স্বরূপ)। অর্থাৎ এটি দুই বছরের গুনাহ মিটিয়ে দেয়।

(ص: 300) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

وفي حديث الباهلي الذي صام سنة كاملة حتى تغيرت هيئته وضعفت حاله وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل تعرفني قال: من أنت قال أنا الباهلي الذي أتيتك عام أول فأخبره بما كان يصنع وأنه لم يترك الصوم منذ فارقته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك وفي هذا دليل على أنه ليس من الشرع أن يكلف الإنسان نفسه ما لا تطيقه، وأن يعذب نفسه، لأن الله يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليهما والله الموفق

বাহিলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি দীর্ঘ এক বছর সিয়াম পালন করেছিলেন, যার ফলে তাঁর শারীরিক গঠন পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন?" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "তুমি কে?" তিনি বললেন, "আমি সেই বাহিলী ব্যক্তি, যে গত বছর আপনার কাছে এসেছিল।" এরপর তিনি নবীজিকে তাঁর কৃত আমল সম্পর্কে জানালেন এবং

বললেন যে, তাঁর নিকট থেকে বিদায় নেয়ার পর তিনি আর কখনো সিয়াম ত্যাগ করেননি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, "তুমি নিজের আত্মাকে যন্ত্রণায় ফেলেছ।" এর মাধ্যমে এটি প্রমাণিত হয় যে, শরিয়তের বিধান অনুযায়ী মানুষের নিজের সাধ্যাতীত কোনো বোঝা নিজের ওপর চাপিয়ে দেওয়া কিংবা নিজেকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। কারণ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: "যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো এবং ঈমান আনয়ন করো, তবে আল্লাহ তোমাদের শাস্তি দিয়ে কী করবেন? আর আল্লাহ তো গুণগ্রাহী ও সর্বজ্ঞ।" আর আল্লাহই তাওফিক দাতা।

(ص: 301) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة
1249 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري.

জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের রোজা ও অন্যান্য আমলের ফজিলত বিষয়ক পরিচ্ছেদ
১২৪৯ - ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: এমন কোনো দিন নেই যাতে নেক আমল আল্লাহর নিকট এই দিনগুলোর—অর্থাৎ জিলহজের প্রথম দশ দিনের—আমলের চেয়ে বেশি প্রিয়। সাহাবীগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদও কি (এর সমতুল্য) নয়? তিনি বললেন: আল্লাহর পথে জিহাদও নয়; তবে সেই ব্যক্তির কথা ভিন্ন, যে নিজের জান ও মাল নিয়ে জিহাদে বের হয়েছে এবং এর কোনো কিছু নিয়েই আর ফিরে আসেনি। ইমাম বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন।

باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء

1250 - عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية رواه مسلم.

1251 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه متفق عليه.

1252 - وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية رواه مسلم.

1253 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع رواه مسلم.

আরাফাহ, আশূরা এবং তাসূআ দিবসের রোযার ফযীলত সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

১২৫০ - আবু কাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আরাফাহ দিবসের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: “তা বিগত বছর ও আগত বছরের (পাপের) কাফফারা স্বরূপ।” (মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)।

১২৫১ - ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আশূরা দিবসে রোযা রেখেছেন এবং রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১২৫২ - আবু কাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আশূরা দিবসের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: “তা বিগত বছরের (পাপের) কাফফারা স্বরূপ।” (মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)।

১২৫৩ - ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “যদি আমি আগামী বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তবে অবশ্যই নবম দিনেও রোযা রাখব।” (মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)।

باب استحباب صوم ستة أيام من شوال

1254 - عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

هذا الأبواب الثلاثة التي عقدها النووي في كتابه رياض الصالحين في بيان أيام يسن صيامها فمنها مما يسن صيامه أيام العشر عشر ذي الحجة الأول فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر وقوله العمل الصالح يشمل الصلاة والصدقة والصيام والذكر والتكبير وقراءة القرآن وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الخلق وحسن الجوار وغير ذلك ...

كل الأعمال الصالحة.

ما من أيام في السنة يكون العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.

ففي هذا دليل على فضيلة العمل الصالح في أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة من صيام وغيره وفيه دليل أيضاً على أن الجهاد من أفضل الأعمال ولهذا قال الصحابة: (ولا الجهاد في سبيل الله) وفيه دليل على فضيلة هذه الحال النادرة أن يخرج الإنسان مجاهداً في سبيل

১২৫৪ - আবু আইয়ুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখল, অতঃপর এর পেছনে পেছনে শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখল, তবে তা যেন সারা বছর রোজা রাখার সমতুল্য।" (মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী তাঁর 'রিয়াদুস সালাহীন' গ্রন্থে এই তিনটি পরিচ্ছেদ এমন দিনগুলোর বর্ণনায় বিন্যস্ত করেছেন যে দিনগুলোতে রোজা রাখা সুন্নাত। এর মধ্যে রয়েছে জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের আমল। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "এমন কোনো দিন নেই যাতে নেক আমল আল্লাহর কাছে এই দিনগুলোর—অর্থাৎ জিলহজের দশ দিনের—চেয়ে বেশি প্রিয়।" তাঁর বক্তব্য 'নেক আমল' এর অন্তর্ভুক্ত হলো সালাত, সদকা, সিয়াম, জিকির, তাকবির, কুরআন পাঠ, পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা, সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ এবং প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার ইত্যাদি ...

সব ধরনের নেক আমল।

বছরের এমন কোনো দিন নেই যাতে নেক আমল করা আল্লাহর নিকট এই দশ দিনের আমলের চেয়ে বেশি প্রিয়। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন: "আল্লাহর পথে জিহাদও কি (এর সমতুল্য) নয়?" তিনি বললেন: "আল্লাহর পথে জিহাদও নয়; তবে সেই ব্যক্তির কথা ভিন্ন যে নিজের জান ও মাল নিয়ে (জিহাদে) বের হয়েছে এবং এর কোনো কিছু নিয়েই আর ফিরে আসেনি।"

এর মধ্যে জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনে রোজা ও অন্যান্য নেক আমলের শ্রেষ্ঠত্বের দলিল রয়েছে। এতে আরও দলিল রয়েছে যে, জিহাদ সর্বোত্তম আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত, আর একারণেই সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেছিলেন: "আল্লাহর পথে জিহাদও কি (এর সমতুল্য) নয়?" এতে সেই বিরল অবস্থার শ্রেষ্ঠত্বেরও প্রমাণ রয়েছে যেখানে মানুষ আল্লাহর পথে মুজাহিদ হিসেবে বের হয়...

الله بنفسه وماله وماله يعني: سلاحه ومركوبه ثم يقتل ويؤخذ سلاحه ومركوبه يأخذه العدو فهذا فقد نفسه وماله في سبيل الله فهو من أفضل المجاهدين فهذا أفضل من العمل الصالح في أيام العشر وإذا وقع هذا العمل في أيام العشر تضاعف فضله.

ومن الأيام التي يسن صيامها يوم عرفة واليوم العاشر من شهر المحرم لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية الماضية يعني: التي انتهت لأن يوم عرفة في آخر شهر من العام والباقية فهو يكفر سنتين.

وسئل عن صوم يوم عاشوراء قال: يكفر السنة الماضية فهو أقل أجرا من صوم يوم عرفة ومع ذلك ينبغي أن يصوم من عاشوراء تأسوعاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن بقيت إلى قادم لأصوم من التاسع يعني: مع العاشر.

ولأنه أمر أن يصام يوماً قبله أو يوماً بعده مخالفة لليهود لأن يوم عاشوراء العاشر من المحرم هو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فكان اليهود يصومونه شكراً لله على هذه النعمة العظيمة أن الله أنجى جنده وهزم جند الشيطان أنجى موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فهو نعمة عظيمة ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن ذلك فقالوا: هذا يوم نجا الله موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فنصومه شكراً لله فقال: نحن أولى بموسى منكم لماذا لأن النبي والذين

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন ও সম্পদ নিয়ে—অর্থাৎ অস্ত্র ও বাহন নিয়ে—বের হওয়া, অতঃপর নিহত হওয়া এবং তার অস্ত্র ও বাহন শত্রুদের হস্তগত হওয়া; এই ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিজের জীবন ও সম্পদ উভয়ই উৎসর্গ করল, ফলে সে শ্রেষ্ঠ মুজাহিদদের অন্তর্ভুক্ত। এই

আমলটি (জিলহজ মাসের) দশ দিনের সাধারণ নেক আমল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আর যদি এই আমলটি স্বয়ং ওই দশ দিনেই সম্পাদিত হয়, তবে এর ফজিলত বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

যেসব দিনে রোজা রাখা সুন্নাত, তার মধ্যে আরাফাত দিবস এবং মহররম মাসের দশম দিন অন্যতম। আবু কাতাদা (রাডিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিস অনুসারে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আরাফাত দিবসের রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: "এটি বিগত বছর এবং অবশিষ্ট (আগত) বছরের গুনাহের কাফফারা হয়।" বিগত বলতে যা অতিবাহিত হয়েছে, কেননা আরাফাত দিবস বছরের শেষ মাসে অনুষ্ঠিত হয়; আর অবশিষ্ট বছরের ক্ষেত্রে এটি (মোট) দুই বছরের গুনাহ মোচন করে।

তদ্রূপ তাঁকে আশুরার রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: "এটি বিগত বছরের গুনাহের কাফফারা হয়।" সুতরাং এর সওয়াব আরাফাত দিবসের রোজার চেয়ে কম। তা সত্ত্বেও আশুরার সাথে নবম দিনের (তাসুআ) রোজা রাখা বাঞ্ছনীয়। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "যদি আমি আগামী বছর বেঁচে থাকি, তবে অবশ্যই নবম দিনেও রোজা রাখব," অর্থাৎ দশম দিনের সাথে।

আর যেহেতু তিনি ইহুদিদের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে এর একদিন পূর্বে বা একদিন পরে রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন; কেননা মহররমের দশম দিন অর্থাৎ আশুরা হলো সেই দিন, যাতে আল্লাহ তাআলা মুসা (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর কওমকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং ফেরাউন ও তার দলকে নিমজ্জিত করেছিলেন। ইহুদিরা এই মহান নিয়ামতের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এই দিনে রোজা রাখত যে, আল্লাহ তাঁর বাহিনীকে উদ্ধার করেছেন এবং শয়তানের বাহিনীকে পরাস্ত করেছেন; মুসা ও তাঁর সাথীদের রক্ষা করেছেন এবং ফেরাউন ও তার অনুসারীদের ধ্বংস করেছেন। এটি একটি মহান অনুগ্রহ। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন দেখলেন ইহুদিরা আশুরার রোজা রাখছে। তিনি তাদের এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল: "এটি এমন এক দিন যাতে আল্লাহ মুসা ও তাঁর কওমকে নাজাত দিয়েছেন এবং ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, তাই আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশে এই রোজা রাখি।" তখন তিনি বললেন: "তোমাদের অপেক্ষা মুসার ওপর আমাদের হক বা অধিকার অনেক বেশি।" কেন? কারণ নবী এবং যারা...

معهُ أُولَى النَّاسِ بِالْأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنَ الْيَهُودِ لِأَنَّ الْيَهُودَ كَفَرُوا بِهِ وَكَفَرُوا بِمُحَمَّدٍ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ إِلَّا أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يَخَالَفُوا الْيَهُودَ الَّذِينَ يَصُومُونَ إِلَّا يَوْمَ الْعَاشِرِ كَانَ نَصُومَ التَّاسِعِ أَوْ الْحَادِي عَشَرَ مَعَ الْعَاشِرِ أَوْ الثَّلَاثَةِ.

ولهذا ذكر بعض أهل العلم كابن القيم وغيره أن صيام عاشوراء ثلاثة أقسام: 1 - أن يصوم عاشوراء والتاسع وهذا أفضل الأنواع.

2 - أن يصوم عاشوراء والحادي عشر وهذا دون الأول.

3 - أن يصوم عاشوراء وحده فكرهه بعض العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة اليهود ورخص فيه بعض العلماء.

وكذلك من الأيام التي يسن صيامها ستة أيام من شوال كما في حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فكانما صام الدهر فسر العلماء ذلك بأن الحسنة بعشر أمثالها فيكون رمضان شهراً بعشرة أشهر ويكون الستة أيام بستين يوماً وهم شهران فعلى هذا يسن للإنسان إذا أتم صيام رمضان أن يصوم ستة من شوال.

وليعلم أنها لا تصام قبل القضاء يعني: لو كان على الإنسان يوم واحد من رمضان وصام الست فإنه لا يحصل على أجر ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (من صام رمضان) ومن عليه يوم واحد من رمضان لم

তাঁর সাথে পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকটবর্তী ব্যক্তিগণ রয়েছেন।

নিশ্চয়ই ইবরাহিমের সবচেয়ে নিকটবর্তী তারাই যারা তাঁর অনুসরণ করেছে এবং এই নবী এবং যারা ঈমান এনেছে। আর আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ইহুদিদের চেয়ে মূসার প্রতি অধিক হকদার, কারণ ইহুদিরা তাঁর প্রতি কুফরি করেছে, ঈসার প্রতি কুফরি করেছে এবং মুহাম্মদের প্রতিও কুফরি করেছে। তাই তিনি সেই দিনে রোজা রেখেছেন এবং মানুষকেও রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা ইহুদিদের বিরোধিতা করে যারা কেবল দশম তারিখে রোজা রাখে; তাই আমরা দশম তারিখের সাথে নবম অথবা একাদশ তারিখ কিংবা এই তিন দিন রোজা রাখব। এই কারণে ইবনুল কাইয়্যিম এবং অন্যান্য জ্ঞানীদের কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে আশুরার রোজা তিন প্রকার: ১ - আশুরা এবং নবম তারিখে রোজা রাখা, আর এটিই সর্বোত্তম প্রকার। ২ - আশুরা এবং একাদশ তারিখে রোজা রাখা, আর এটি প্রথম প্রকারের চেয়ে নিম্নমানের। ৩ - কেবল আশুরার দিনে রোজা রাখা; কোনো কোনো আলেম একে অপছন্দ করেছেন কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদিদের বিরোধিতা করার নির্দেশ দিয়েছেন, তবে কোনো কোনো আলেম এতে অনুমতি দিয়েছেন।

একইভাবে যেসব দিনে রোজা রাখা সুন্নাত, তার মধ্যে রয়েছে শাওয়ালের ছয়টি রোজা, যেমনটি আবু আইয়ুবের বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখল এবং এরপর শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখল, সে যেন সারা বছরই রোজা রাখল। আলেমগণ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, প্রতিটি নেক কাজের সওয়াব দশ গুণ; সুতরাং রমজান মাস দশ মাসের সমান এবং ছয় দিন ষাট দিনের সমান যা দুই মাস। এর ভিত্তিতে মানুষের জন্য সুন্নাত হলো, যখন সে রমজানের রোজা পূর্ণ করবে, তখন যেন শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখে।

আর জেনে রাখা উচিত যে, কাজা রোজা আদায়ের পূর্বে এই রোজাগুলো রাখা যাবে না। অর্থাৎ: যদি কোনো ব্যক্তির জিম্মায় রমজানের একদিনের রোজাও বাকি থাকে এবং সে শাওয়ালের ছয় রোজা রাখে, তবে সে এর সওয়াব লাভ করবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখল), অথচ যার জিম্মায় রমজানের একদিনের রোজা বাকি আছে সে তো...

يكن صامه بل صام أياماً منه من كان عليه يوم فقد صام تسعة وعشرين ومن كان عليه يومان فقد صام ثمانية وعشرين ما صام الشهر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان فإذا صمت رمضان وصمت ستة أيام بعده من شوال فكانها صمت الدهر كله.

وسواء صمتها من ثاني يوم العيد وأتبع بعضها بعضاً أو صمتها بعد يومين أو ثلاثة أو صمتها متتابعة أو صمتها متفرقة الأمر في هذا واسع لكن لو أنك تساهلت حتى خرج شوال وصمت فإنها لا تكون بهذا الأجر اللهم إلا من كان معذوراً مثل أن يكون مريضاً أو امرأة نفساء أو مسافراً ولم يصم في شوال وقضاها في ذي القعدة فلا بأس.

সে ব্যক্তি পূর্ণ সিয়াম পালন করেনি, বরং মাসের কিছু দিন সিয়াম পালন করেছে। যার ওপর একদিনের সিয়াম বাকি ছিল, সে উনত্রিশ দিন সিয়াম পালন করেছে; আর যার ওপর দুই দিনের সিয়াম বাকি ছিল, সে আটশ দিন সিয়াম পালন করেছে। সে তো পুরো মাস সিয়াম পালন করেনি। অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি রমজানের সিয়াম পালন করল..."। সুতরাং যখন আপনি রমজানের সিয়াম পূর্ণ করবেন এবং এরপর শাওয়াল মাসের ছয়টি সিয়াম পালন করবেন, তখন তা যেন সারা বছর সিয়াম পালনের সমতুল্য হবে।

আর আপনি ঈদের দ্বিতীয় দিন থেকেই এই সিয়ামগুলো শুরু করেন এবং ধারাবাহিকভাবে পালন করেন, অথবা দুই বা তিন দিন পর থেকে শুরু করেন, কিংবা এগুলো একাদিক্রমে পালন করেন অথবা পৃথক পৃথক দিনে—এ বিষয়ে প্রশস্ততা রয়েছে। কিন্তু আপনি যদি অবহেলাবশত দেরি করেন এমনকি শাওয়াল মাস শেষ হয়ে যায় এবং এরপর সিয়াম পালন করেন, তবে তা এই বিশেষ সওয়াবের অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে যারা সঙ্গত কারণে অপারগ, যেমন—অসুস্থ ব্যক্তি, নিফাসগ্রস্ত নারী কিংবা মুসাফির, যারা শাওয়াল মাসে সিয়াম পালন করতে পারেননি এবং জিলকদ মাসে তা আদায় করেছেন, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

باب استحباب صوم الاثنين والخميس

1255 - عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه رواه مسلم.

1256 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم رواه الترمذي وقال: حديث حسن ورواه مسلم بغير ذكر الصوم.

1257 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس رواه الترمذي وقال حديث حسن.

সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখা মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

১২৫৫ - আবু কাতাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সোমবারের রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: “ঐ দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং ঐ দিনেই আমি নবুওয়াত প্রাপ্ত হয়েছি অথবা ঐ দিনেই আমার ওপর ওহী অবতীর্ণ করা হয়েছে।” (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

১২৫৬ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “সোমবার ও বৃহস্পতিবার (আল্লাহর দরবারে) আমলসমূহ পেশ করা হয়; সুতরাং আমি পছন্দ করি যে, রোজা থাকা অবস্থায় আমার আমল পেশ করা হোক।” (তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এটি হাসান হাদিস; ইমাম মুসলিমও এটি বর্ণনা করেছেন, তবে রোজার উল্লেখ ব্যতিরেকে)।

১২৫৭ - আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখার ব্যাপারে বিশেষ যত্নশীল ছিলেন।” (তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি হাসান হাদিস)।

باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل صومها في الأيام البيض وهي: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وقيل: الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والصحيح المشهور هو الأول.

1258 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام متفق عليه.

1259 - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر رواه مسلم.

1260 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله متفق عليه.

1261 - وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام & قالت: نعم فقلت: من أي الشهر كان يصوم قالت: لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم رواه مسلم.

প্রতি মাসে তিনটি রোজা রাখার মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ আর এই রোজাগুলো আইয়ামে বিজের দিনগুলোতে রাখা সর্বোত্তম, আর তা হলো: (চন্দ্র মাসের) তেরো, চৌদ্দ ও পনেরো তারিখ। বলা হয়ে থাকে: বারো, তেরো ও চৌদ্দ তারিখ; তবে প্রথম মতটিই সঠিক ও প্রসিদ্ধ।

১২৫৮ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে তিনটি বিষয়ে অসিয়ত করেছেন: প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখা, চাশতের (দুহা) দুই রাকাত সালাত আদায় করা এবং ঘুমানোর পূর্বে বিতর সালাত আদায় করা। (বুখারি ও মুসলিম)।

১২৫৯ - আবু দারদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমার প্রিয়তম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে তিনটি বিষয়ে অসিয়ত করেছেন যা আমি জীবিত থাকা পর্যন্ত কখনো বর্জন করব না: প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখা, চাশতের সালাত আদায় করা এবং বিতর না পড়ে নিদ্রা না যাওয়া। (মুসলিম)।

১২৬০ - আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখা সারা বছর রোজা রাখার সমতুল্য। (বুখারি ও মুসলিম)।

১২৬১ - মুয়াজাহ আল-আদাবিয়াহ থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখতেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ। আমি বললাম: মাসের কোন দিনগুলোতে তিনি রোজা রাখতেন? তিনি বললেন: মাসের কোন দিনগুলোতে রোজা রাখছেন সে বিষয়ে তিনি কোনো বিশেষ বাধ্যবাধকতা মনে করতেন না। (মুসলিম)।

(ص: 309) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

1262 - وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثاً فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة رواه الترمذي وقال حديث حسن.

1263 - وعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة رواه أبو داود.

1264 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر رواه النسائي بإسناد حسن.

[الشَّرْحُ]

هذان البابان عقدهما المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في بيان فضل صوم يوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر. أما صوم يوم الاثنين فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه فقال: ذاك يوم ولد فيه وبعث أو أنزل علي فيه وكذلك مات فيه عليه الصلاة والسلام فيوم الاثنين ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكن في أي شهر لم يتبين هل في شهر ربيع الأول أو في غيره وهل هو في اليوم الثاني عشر منه أو في غيره إنما

১২৬২ - আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তুমি যদি মাসের তিন দিন রোজা রাখতে চাও, তবে তেরো, চৌদ্দ ও পনেরো তারিখে রোজা রাখো।" এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি হাসান হাদীস।

১২৬৩ - কাতাদাহ ইবনে মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আইয়ামে বিয় তথা মাসের তেরো, চৌদ্দ ও পনেরো তারিখে রোজা রাখার নির্দেশ দিতেন। এটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন।

১২৬৪ - ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়িতে অবস্থানকালে কিংবা সফরে থাকাকালীন আইয়ামে বিয়ের রোজা ভঙ্গ করতেন না (অর্থাৎ সর্বদা পালন করতেন)। এটি নাসায়ী হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাক্য]

ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' কিতাবে এই অধ্যায় দুটি সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোজা এবং প্রতি মাসের তিন দিন রোজা রাখার ফজিলত বর্ণনার উদ্দেশ্যে সংকলন করেছেন।

সোমবারের রোজার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন: “এই দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই দিনে আমি রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি অথবা এই দিনে আমার ওপর ওহী অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়েছে।” অনুরূপভাবে এই দিনেই তিনি (সা.) ইস্তিকাল করেছেন। সুতরাং সোমবার হলো সেই দিন

যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছেন, তবে তা ঠিক কোন মাসে তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত নয়—তা কি রবিউল আউয়াল মাসে নাকি অন্য কোনো মাসে? আর তা কি উক্ত মাসের বারো তারিখ নাকি অন্য কোনো তারিখে? বরং এটি শুধুমাত্র...

(ص: 310) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

المؤكد أنه ولد في يوم الاثنين كذلك أيضاً أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فيه يعني: أول ما نزل عليه القرآن في يوم الاثنين. والراوي شك هل قال: (أنزل) أو (بعثت) وبينهما فرق لأنه أنزل عليه القرآن قبل أن يبعث أنزلت عليه سورة (اقرأ باسم ربك الذي خلق ...) وبهذا صار نبياً وأنزل عليه وأما البعث وهو الإرسال فإنما كان بقوله تعالى: يأيها المدثر قم فأندر ... وهذا بعد الأول وعلى كل صار هذا اليوم فيه مناسبات شريفة عظيمة ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم وإنزال الوحي عليه أو إرساله إلى الناس. وأما صيام ثلاثة أيام من كل شهر ففيه أحاديث منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي الدرداء وأبي ذر هؤلاء الثلاثة أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصية واحدة لكن كل واحد في وقت. أوصاهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله يعني: ثلاثة أيام والحسنة بعشرة أمثالها تكون ثلاثين يوماً فتكون صوم الدهر كله. أوصاهم بثلاثة أيام من كل شهر ولم يعين لم يقل الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وأوصاهم أيضاً بركعتي الضحى.

وركعتا الضحى وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح أي من نحو ثلث ساعة بعد طلوع
الشمس إلى قبيل الزوال أي إلى ما قبل الزوال بنحو عشر

এটি নিশ্চিত যে তিনি সোমবার দিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং একইভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর এই দিনেই ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল। অর্থাৎ: সোমবারেই প্রথম কুরআন নাজিল হয়েছিল।

বর্ণনাকারী সন্দেহ করেছেন যে তিনি কি ‘নাজিল করা হয়েছে’ বলেছেন নাকি ‘আমি প্রেরিত হয়েছি’ বলেছেন। আর এই দুটির মাঝে পার্থক্য রয়েছে। কেননা তাঁর ওপর কুরআন নাজিল হয়েছিল তিনি রাসূল হিসেবে প্রেরিত হওয়ার আগে। তাঁর ওপর নাজিল করা হয়েছিল সূরা: (পাঠ করুন আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন ...

) আর এর মাধ্যমেই তিনি নবী হয়েছিলেন এবং তাঁর ওপর ওহী নাজিল হয়েছিল। আর ‘বাস’ তথা রিসালাতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল মহান আল্লাহর এই বাণীর মাধ্যমে: (হে চাদর আবৃতকারী! উঠুন এবং সতর্ক করুন ...

) আর এটি ছিল প্রথম বিষয়ের পরের ঘটনা। যাই হোক না কেন, এই দিনটি অনেকগুলো মহান ও বরকতময় ঘটনার উপলক্ষে পরিণত হয়েছে; যথা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্ম, তাঁর ওপর ওহী অবতরণ অথবা মানুষের কাছে তাঁর প্রেরিত হওয়া। আর প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখার ব্যাপারে বেশ কিছু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু), আবু দারদা এবং আবু যর-এর বর্ণিত হাদিস অন্যতম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই তিনজনকে একটি বিষয়েই উপদেশ দিয়েছিলেন, তবে প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে।

তিনি তাঁদেরকে প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখার উপদেশ দিয়েছিলেন এবং আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেছিলেন: ‘প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখা সারা বছর রোজা রাখার সমতুল্য।’ অর্থাৎ: তিন দিন রোজা রাখা, আর প্রতিটি নেকি দশ গুণ হওয়ার কারণে তা ত্রিশ দিনের সমান হয়ে যায়, যা সারা বছর রোজা রাখার সমান হয়।

তিনি তাঁদেরকে প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখার উপদেশ দিয়েছিলেন কিন্তু তা নির্দিষ্ট করে দেননি; অর্থাৎ তিনি ১৩, ১৪ বা ১৫ তারিখের কথা বলেননি। আর তিনি তাঁদেরকে চাশতের (দুহা) দুই রাকাত সালাত আদায়েরও উপদেশ দিয়েছিলেন।

আর চাশতের দুই রাকাত সালাতের সময় হলো সূর্য এক বর্শা পরিমাণ ওপরে ওঠার পর থেকে, অর্থাৎ সূর্যোদয়ের প্রায় বিশ মিনিট পর থেকে জাওয়াল বা দ্বিপ্রহরের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত, অর্থাৎ জাওয়ালের প্রায় দশ...

(ص: 311) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

دقائق كل هذا وقت لركعتي الضحى.
وتسن كل يوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كل عضو من أعضاء بني آدم يصبح كل يوم عليه صدقة مقابلة للأعضاء والأعضاء ثلاثمائة وستون عضواً إذا عليك كل يوم ثلاثمائة وستون صدقة لكن الصدقات ما هي لازمة بالبال فكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تهليل صدقة أمر بالبعرف صدقة نهى عن المنكر صدقة حتى إعانة الرجل في دابته صدقة حتى جماع الرجل لأهله صدقة.
ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغني عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى.
إذا أنت إذا ركعت ركعتين من الضحى أدت الواجب عليك من الصدقات وبقي الباقي تطوعاً.

أما الثالث: (وأن أوتر قبل أن أنام) هذا لمن يخشى أن لا يقوم من آخر الليل الذي يخشى ألا يقوم من آخر الليل نقول: أوتر قبل أن تنام احتط لنفسك أما الذي يطمع أن يقوم من آخر الليل فليجعل وتره من آخر الليل هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال العلماء: وإنما أوصى هؤلاء بأن يوتروا قبل أن يناموا لأن مقتضى حالهم يقتضي ذلك فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه في أول الليل يتحفظ أحاديث رسول الله وينام في آخر الليل.

ثم إن الأيام الثلاثة يجوز أن تصومها في العشر الأول أو في العشر

চাশতের দু'রাকাত সালাতের জন্য এই পুরো সময়টিই বরাদ্দ।

এবং এটি প্রতিদিন পালন করা সুন্নাহ, কারণ নবী (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন) বলেছেন: বনী আদমের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর প্রতিদিন সদকা আবশ্যিক।

মানুষের শরীরে তিনশত ঘাটটি জোড় বা অঙ্গ রয়েছে। সুতরাং প্রতিদিন আপনার ওপর তিনশত ঘাটটি সদকা করা আবশ্যিক। তবে সদকা কেবল অর্থ-সম্পদ দিয়েই হতে হবে এমনটি বাধ্যতামূলক নয়; প্রতিটি তাসবিহ (সুবহানাল্লাহ বলা) একটি সদকা, প্রতিটি তাকবির (আল্লাহু আকবার বলা) একটি সদকা, প্রতিটি তাহলিল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা) একটি সদকা, সৎ কাজের আদেশ প্রদান একটি সদকা, মন্দ কাজে বাধা প্রদান একটি সদকা, এমনকি কোনো ব্যক্তিকে তার বাহনের ব্যাপারে সাহায্য করাও একটি সদকা, এমনকি স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও একটি সদকা।

কিন্তু নবী (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন) বলেছেন: চাশতের সময় আদায়কৃত দুই রাকাত সালাত এই সবকিছুর পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে।

অতএব, আপনি যদি চাশতের দুই রাকাত সালাত আদায় করেন, তবে আপনার ওপর অর্পিত সদকার দায়িত্ব পালিত হয়ে গেল এবং অবশিষ্ট আমলসমূহ অতিরিক্ত নফল হিসেবে গণ্য হবে।

তৃতীয় বিষয়টি হলো: (ঘুমানোর আগে যেন বিতর আদায় করি)। এটি তার জন্য প্রযোজ্য যে রাতের শেষাংশে জাগ্রত হতে না পারার আশঙ্কা করে। যার শেষ রাতে ওঠার ব্যাপারে সংশয় রয়েছে, আমরা তাকে বলি: নিজের সুরক্ষার জন্য ঘুমানোর আগেই বিতর আদায় করে নিন। পক্ষান্তরে যার শেষ রাতে জাগ্রত হওয়ার সামর্থ্য ও প্রবল আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, সে যেন রাতের শেষাংশেই বিতর আদায় করে। নবী (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন) থেকে সুন্নাহ এভাবেই বর্ণিত হয়েছে।

উলামায়ে কেরাম বলেন: তিনি তাঁদেরকে ঘুমানোর আগে বিতর পড়ার অসিয়ত করেছেন কারণ তাঁদের অবস্থা সেটিই দাবি করত। যেমন আবু হুরায়রা (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হন) রাতের প্রথম ভাগে রাসূলুল্লাহর হাদীসসমূহ মুখস্থ করতেন এবং রাতের শেষ ভাগে ঘুমাতে।

অতঃপর মাসের এই তিন দিনের রোজা মাসের প্রথম দশকে অথবা দ্বিতীয় দশকে পালন করা বৈধ।

الأوسط أو في العشر الأخير أو كل عشرة أيام يوماً أو كل أسبوع يوماً كل هذا جائز والأمر واسع ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي من أي الشهر صامها من أوله أو من وسطه أو من آخره. لكن اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أحسن وأفضل لأنها أيام البيض.

أما صوم يوم الخميس فهو أيضاً سنة لكنه دون صوم يوم الاثنين صوم يوم الاثنين أفضل وكلاهما فاضل.

وإنما كان صيامهما فاضلاً أنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن: الأعمال تعرض فيهما على الله قال: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.

وأفضل الصيام صيام داود أن يصوم الإنسان يوماً ويفطر يوماً هذا لمن قدر ولم يكن عليه مشقة ولم يضيع بسببه الأعمال المشروعة الأخرى ولم يمنعه عن تعلم العلم لأن هناك عبادات أخرى إذا كان كثرة الصيام تعجزك عنها فلا تكثر الصيام

...

والله الموفق.

মাসের মধ্যভাগে, অথবা শেষ দশকে, অথবা প্রতি দশ দিনে একদিন, অথবা প্রতি সপ্তাহে একদিন—এসবই বৈধ এবং বিষয়টি প্রশস্ত। একারণেই আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাসের কোন অংশে রোজা পালন করছেন—তা মাসের শুরুতে হোক, মাঝে হোক কিংবা শেষে হোক—তা নিয়ে পরোয়া করতেন না।

তবে তেরো, চৌদ্দ এবং পনেরো তারিখে রোজা রাখা অধিকতর উত্তম ও শ্রেষ্ঠ, কারণ এগুলো হলো আইয়ামে বিয় (চন্দ্র মাসের উজ্জ্বল দিনসমূহ)।

আর বৃহস্পতিবারের রোজা পালন করাও সুন্নাত, তবে তা সোমবারের রোজার তুলনায় নিম্নস্তরের; সোমবারের রোজা অধিকতর উত্তম, যদিও উভয়টিই ফযিলতপূর্ণ। এই দুই দিন রোজা রাখা ফযিলতপূর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে: "এই দুই দিনে আল্লাহর দরবারে আমলসমূহ পেশ করা হয়।" তিনি আরও বলেছেন: "কাজেই আমি পছন্দ করি যে, আমার আমল যখন পেশ করা হবে, তখন যেন আমি রোজা অবস্থায় থাকি।"

আর সর্বোত্তম রোজা হলো দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর রোজা; অর্থাৎ একদিন রোজা রাখা এবং একদিন বিরতি দেওয়া। এটি তার জন্য যে সামর্থ্য রাখে এবং যার জন্য এটি সাধ্যাতীত কষ্টের কারণ হয় না, আর এর ফলে অন্য কোনো বিধিবদ্ধ আমলও নষ্ট হয় না এবং যা তাকে জ্ঞান অর্জনে বাধা প্রদান করে না। কারণ এমন আরও কিছু ইবাদত রয়েছে, যদি অতিরিক্ত রোজা আপনাকে সেগুলো পালনে অক্ষম করে তোলে, তবে আপনি অধিক রোজা রাখবেন না

...

আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 313) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

باب فضل من فطر صائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الأكل للمأكل عنده
1265 - عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من فطر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء رواه
الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

1266 - وعن أم عبارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل
عليها فقدمت إليه طعاماً فقال: كلي فقالت إني صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا وربما قال: حتى
يشبعوا رواه الترمذي وقال حديث حسن.

1267 - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة رواه أبو داود بإسناد صحيح.

রোজাদারকে ইফতার করানোর ফজিলত, যার সম্মুখে আহার করা হয় সেই রোজাদারের ফজিলত এবং যার আতিথেয়তায় আহার করা হয়েছে তার জন্য আহারকারীর দোয়ার পরিচ্ছেদ।

1265 - যাইদ ইবনে খালিদ আল-জুহানি (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে, তার জন্য সেই রোজাদারের সমান সওয়াব হবে; তবে এতে রোজাদারের সওয়াব থেকে সামান্যতমও কমানো হবে না।" (তিরমিযী; তিনি বলেন: এটি হাসান সহীহ হাদিস।)

1266 - উম্মে আমারা আল-আনসারিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা.) তাঁর নিকট আগমন করলেন। তিনি তাঁর সম্মুখে খাদ্য পেশ করলেন। নবী (সা.) বললেন: "তুমি আহার করো।" তিনি বললেন: "আমি তো রোজা রেখেছি।" তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: "নিশ্চয়ই রোজাদারের সামনে যখন আহার করা হয়, তখন ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে যতক্ষণ না তারা আহার সম্পন্ন করে; অথবা সম্ভবত তিনি বলেছেন: যতক্ষণ না তারা তৃপ্ত হয়।" (তিরমিযী; তিনি বলেন: এটি হাসান হাদিস।)

1267 - আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা.) সা'দ ইবনে উবাদা (রা.)-এর নিকট আসলেন। তিনি রুটি ও তেল নিয়ে আসলেন এবং নবী (সা.) তা আহার করলেন। অতঃপর নবী (সা.) বললেন: "তোমাদের নিকট রোজাদাররা ইফতার করুক, পুণ্যবানরা তোমাদের খাদ্য গ্রহণ করুক এবং ফেরেশতারা তোমাদের ওপর রহমত বর্ষণের দোয়া করুক।" (আবু দাউদ এটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।)

كتاب الاعتكاف

1268 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

يعتكف العشر الأواخر من رمضان متفق عليه.

1269 - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر

الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه.

1270 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في

كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً رواه

البخاري.

[الشَّرْحُ]

باب فضل من فطر صائماً هو آخر ما ذكره النووي رحمه الله في كتابه رياض

الصالحين فيما يتعلق بالصيام وذلك أن من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن

شرع لهم التعاون على البر والتقوى ومن ذلك تفتير الصائم لأن الصائم مأمور بأن

يفطر وأن يعجل الفطر فإذا أعين على هذا فهو من نعمة الله عز وجل ولهذا قال

النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائماً فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر

الصائم شيء.

واختلف العلماء في معنى من فطر صائماً فقليل: إن البراد من فطره على أدنى ما يفطر

به الصائم ولو بتمرة.

وقال بعض العلماء: البراد بتفطيره أن يشبعه لأن هذا هو الذي ينفع الصائم طول

ليله وربما يستغني به عن السحور؟ ولكن ظاهر الحديث أن الإنسان لو فطر صائماً

ولو بتمرة واحدة فإنه له مثل أجره.

ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على إفطار الصائمين بقدر المستطاع لاسيما مع حاجة الصائمين وفقدهم أو حاجتهم لكونهم لا يجدون من يقوم بتجهيز الفطور لهم وما أشبه ذلك.

ثم ذكر رحمه الله تعالى باب الاعتكاف.

والاعتكاف: لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل وهو مشروع في العشر الأواخر من رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأخير ثم اعتكف العشر الأوسط يتحرى ليلة القدر ثم قيل له: (إنها في العشر الأواخر) فصار يعتكف العشر الأواخر من رمضان وبهذا عرفنا أنه لا

ইতিকার অধ্যায়

১২৬৮ - ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সা.) রমজানের শেষ দশকে ইতিকার করতেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১২৬৯ - আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা.) রমজানের শেষ দশকে ইতিকার করতেন, যতক্ষণ না মহান আল্লাহ তাঁর মৃত্যু দান করেন; অতঃপর তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সহধর্মিণীগণ ইতিকার করেছেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১২৭০ - আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সা.) প্রতি রমজানে দশ দিন ইতিকার করতেন। তবে যে বছর তাঁর মৃত্যু হয়, সে বছর তিনি বিশ দিন ইতিকার করেছিলেন। (বুখারী বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যাক্য]

সিয়াম পালনকারীকে ইফতার করানোর ফজিলত অধ্যায়টি হলো ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে সিয়াম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যা আলোচনা করেছেন তার শেষ অংশ। এটি বান্দাদের ওপর মহান আল্লাহর অন্যতম নেয়ামত যে, তিনি তাদের জন্য নেকি ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতার বিধান দিয়েছেন। আর সিয়াম পালনকারীকে ইফতার করানো এর অন্তর্ভুক্ত; কারণ সিয়াম পালনকারী ইফতার করতে এবং দ্রুত ইফতার করতে আদিষ্ট। সুতরাং যদি তাকে এ কাজে সাহায্য করা হয়, তবে তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নেয়ামত। এজন্য নবী (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো সিয়াম পালনকারীকে

ইফতার করাবে, সে তার অনুরূপ সওয়াব পাবে, অথচ সিয়াম পালনকারীর সওয়াব থেকে বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবে না।"

আলেমদের মধ্যে 'সিয়াম পালনকারীকে ইফতার করানো'র অর্থের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাকে সামান্যতম কিছু দিয়ে ইফতার করানো, যদিও তা একটি খেজুরের মাধ্যমে হয়।

আবার কোনো কোনো আলেম বলেছেন: ইফতার করানোর উদ্দেশ্য হলো তাকে পরিতৃপ্ত করা; কারণ এটাই সিয়াম পালনকারীকে সারারাত শক্তি জোগাতে সাহায্য করে এবং সম্ভবত এর মাধ্যমে সে সাহরি থেকেও অমুখাপেক্ষী হতে পারে। কিন্তু হাদিসের বাহ্যিক অর্থ এই যে, কোনো ব্যক্তি যদি সিয়াম পালনকারীকে একটি খেজুর দিয়েও ইফতার করায়, তবে সে তার অনুরূপ সওয়াব পাবে।

এজন্য মানুষের উচিত সাধ্যানুযায়ী সিয়াম পালনকারীদের ইফতার করানোর ব্যাপারে সচেষ্টিত হওয়া, বিশেষ করে অভাবী ও দরিদ্র সিয়াম পালনকারীদের ক্ষেত্রে, অথবা যাদের ইফতার প্রস্তুত করে দেওয়ার মতো কেউ নেই তাদের ক্ষেত্রে।

এরপর তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) 'ইতিকাফ অধ্যায়' উল্লেখ করেছেন।

ইতিকাফ হলো: মহান আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করা। এটি রমজানের শেষ দশকে বিধিবদ্ধ; কেননা নবী (সা.) রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। এরপর তিনি লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করার জন্য মাঝের দশকেও ইতিকাফ করেছিলেন। অতঃপর তাঁকে বলা হলো যে: "নিশ্চয়ই তা (লাইলাতুল কদর) শেষ দশকে।" তখন থেকে তিনি রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতে শুরু করেন। এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে এটি—

(ص: 316) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

يُشَرِّعُ الْعِتْكَافَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَأَنْ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ إِذَا قَصَدَ الْمَسْجِدَ أَنْ يَنْوِيَ الْعِتْكَافَ مَدَّةَ مَكْثِهِ فِيهِ قَوْلَ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

الله عليه وسلم لم يشرعه لأُمته لا بقوله ولا بفعله يعني لم يقل للناس إذا دخلتم المسجد فأنووا الاعتكاف فيه في أي وقت ولم يكن يفعل ذلك هو بنفسه وإنما كان يعتكف العشر الآخر تحريماً لليلة القدر ولهذا ينبغي للمعتكف ألا يشتغل إلا بالطاعة من صلاة وقراءة القرآن وذكر وغير ذلك حتى تعليم العلم قال العلماء: لا ينبغي للمعتكف أن يشتغل بتعليم العلم بل يقبل على العبادات الخاصة لأن هذا الزمن مخصوص للعبادات الخاصة.

ولا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه كأن يكون ليس عنده من يأتيه بالطعام والشراب فيخرج ليأكل ويشرب أو يخرج لقضاء الحاجة أو يحتاج إلى الخروج من أجل غسل الجنابة وما أشبه ذلك أو يحتاج للخروج لكونه في مسجد غير جامع فيذهب إلى الجمعة المهم أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لشيء لا بد له منه شرعاً أو طبعاً.

ثم إنه ينبغي للمعتكف إذا جاءه أحد يريد أن يشغله بالكلام اللغو الذي لا فائدة منه أن يقول له: يا أخي أنا معتكف إما أن تعينني على الطاعة وإما أن تبتعد عني والله تعالى لا يستحي من الحق وأما الجلوس اليسير عند المعتكف والتحدث اليسير فهذا لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل نساءه وهو معتكف فيتحدث إليهن ويتحدثن إليه والله الموفق.

রমজান ব্যতীত অন্য সময়েও ইতিকাফ বৈধ। তবে কোনো কোনো আলেম যা উল্লেখ করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি যখনই মসজিদে প্রবেশের ইচ্ছা করবে, তখনই সেখানে অবস্থানকালীন সময়ের জন্য ইতিকাফের নিয়ত করা উচিত—এই মতটির সপক্ষে কোনো দলিল নেই। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের জন্য এটি তাঁর কথা বা কাজের মাধ্যমে বিধিবদ্ধ করেননি। অর্থাৎ তিনি মানুষকে বলেননি যে, তোমরা যখনই মসজিদে প্রবেশ করবে তখনই ইতিকাফের নিয়ত করবে; এবং তিনি নিজেও এমনটি করতেন না। বরং তিনি শবে কদর অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। এই কারণে ইতিকাফকারীর উচিত সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির এবং এই জাতীয় ইবাদত ব্যতীত

অন্য কিছুতে লিপ্ত না হওয়া, এমনকি দ্বীনি শিক্ষা প্রদানও নয়। ওলামায়ে কেরাম বলেছেন: ইতিকারকারীর জন্য ইলম শিক্ষার কাজে মগ্ন হওয়া সমীচীন নয়, বরং সে বিশেষ ইবাদতসমূহে মনোনিবেশ করবে। কেননা এই সময়টি বিশেষ ইবাদতের জন্যই নির্ধারিত। ইতিকারকারীর জন্য বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়েজ নয়। যেমন: তার কাছে খাবার বা পানীয় পৌঁছে দেওয়ার মতো কেউ না থাকলে সে আহার বা পান করার জন্য বের হতে পারে, অথবা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হতে পারে, কিংবা জানাবাতের গোসল বা এই জাতীয় কোনো প্রয়োজনে বের হতে পারে। অথবা যদি সে এমন মসজিদে ইতিকার করে যেখানে জুমার নামাজ হয় না, তবে জুমার নামাজ আদায়ের জন্য তাকে বের হতে হতে পারে। সারকথা হলো, ইতিকারকারী শরয়ি বা স্বভাবজাত অনিবার্য প্রয়োজন ব্যতীত মসজিদ থেকে বের হবে না।

অতঃপর ইতিকারকারীর কাছে যদি এমন কেউ আসে যে তাকে নিরর্থক ও অনর্থক কথাবার্তা বলে ব্যস্ত রাখতে চায়, তবে তাকে বলা উচিত: "হে আমার ভাই, আমি ইতিকার অবস্থায় আছি; হয় আপনি আমাকে ইবাদতে সাহায্য করুন, নতুবা আমার থেকে দূরে থাকুন।" আল্লাহ তাআলা সত্য প্রকাশে দ্বিধাবোধ করেন না। তবে ইতিকারকারীর নিকট অল্প সময় বসা বা সামান্য কথাবার্তা বলাতে কোনো দোষ নেই। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকার অবস্থায় তাঁর স্ত্রীদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তাঁদের সাথে কথা বলতেন এবং তাঁরাও তাঁর সাথে কথা বলতেন। আল্লাহই তাওফিক দানকারী।

(ص: 317) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

كتاب الحج

قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} .

1271 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه.

1272 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل: أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب وجوب الحج وفصله. الحج: هو قصد مكة للتعبد لله سبحانه وتعالى بأداء البناسك وهو أحد

হজ অধ্যায়

মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {আর আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মানুষের ওপর এই ঘরের হজ করা ফরয, যে ব্যক্তি সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে; আর যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন।}

১২৭১ - ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত: এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, বাইতুল্লাহর হজ করা এবং রমযানের রোযা রাখা।" (বুখারী ও মুসলিম)।

১২৭২ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং বললেন: "হে লোকসকল! আল্লাহ তোমাদের ওপর হজ ফরয করেছেন, সুতরাং তোমরা হজ করো।" তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! প্রতি বছর কি?" তিনি চুপ থাকলেন যতক্ষণ না লোকটি

তিনবার তা বললেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "আমি যদি 'হ্যাঁ' বলতাম তবে তা ওয়াজিব হয়ে যেত এবং তোমরা তা পালন করতে সক্ষম হতে না।" এরপর তিনি বললেন: "আমি যতটুকু তোমাদের ছেড়ে দিয়েছি (নির্দেশ দেইনি) ততটুকু আমাকে ছেড়ে দাও; কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের নবীদের নিকট অধিক প্রশ্ন করা এবং তাদের সাথে মতবিরোধ করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং আমি যখন তোমাদের কোনো নির্দেশ দেই, তখন তোমরা সাধ্যানুযায়ী তা পালন করো; আর যখন কোনো বিষয়ে নিষেধ করি, তখন তা বর্জন করো।" (মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াযুস সালিহীন' গ্রন্থে বলেছেন: "হজের আবশ্যিকতা এবং এর ফযীলত সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।"

হজ: এর অর্থ হলো মহান আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে ইবাদতের নির্দিষ্ট কার্যাদি (মানাসিক) সম্পাদনের নিমিত্তে মক্কাভিমুখে যাত্রা করা। এটি ইসলামের অন্যতম...

(ص: 318) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

أركان الإسلام بإجماع المسلمين ودليل فرضه قول الله تبارك وتعالى: والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه الآية نزلت في العام التاسع من الهجرة وهو العام الذي يسى عام الوفود وبها فرض الحج أما قوله تعالى في سورة البقرة: {وأتموا الحج والعمرة لله} ففيها فرض الإتمام لا فرض الابتداء ففرض الابتداء كان في السنة التاسعة في آية سورة آل عمران وأما فرض الاستمرار والإتمام فكان في آية البقرة في سنة ست من الهجرة. قال الله تعالى: {والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} على الناس يعني على جميعهم لكن الكافر لا نأمره بالحج حتى يسلم وأما المسلم فنأمره بأن يحج

بهذا الشرط الذي اشترطه الله عز وجل {من استطاع إليه سبيلاً} يعني: من استطاع أن يصل إلى مكة فمن لم يستطع لفقره فلا حج عليه ومن لم يستطع لعجزه نظرنا فإن كان عجزه لا يرجي زواله وعنده مال وجب أن يقيم من يحج عنه. وإن كان يرجي زواله كمرض طارئ طرأ عليه في أيام الحج فإنه ينتظر حتى يعافيه الله ثم يحج بنفسه.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس وقد سبق الكلام عليه فلا حاجة إلى الإعادة والشاهد من هذا قوله: وحج البيت الحرام والحج لا يجب إلا مرة إلا إذا نذر الإنسان أن يحج فليحج لكن بدون نذر لا يجب إلا مرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل في كل عام قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم

মুসলিমদের সর্বসম্মত ঐকমত্যে হজ ইসলামের অন্যতম একটি রুকন বা স্তম্ভ এবং এটি ফরজ হওয়ার দলিল হলো আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার বাণী: "মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ করা তার জন্য আবশ্যিক। আর যে কুফরি করবে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সৃষ্টিজগতের মুখাপেক্ষী নন।"

এই আয়াতটি হিজরি নবম সনে নাজিল হয়েছে, যাকে 'প্রতিনিধি দলের বছর' বলা হয় এবং এর মাধ্যমেই হজ ফরজ করা হয়েছে। আর সুরা বাকারায় আল্লাহ তাআলার বাণী: "তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ ও ওমরাহ পূর্ণ করো" —এতে হজ পূর্ণ করার আবশ্যিকতা বুঝানো হয়েছে, হজ শুরু করার আবশ্যিকতা নয়। সুতরাং হজ প্রবর্তনের বিধান এসেছিল নবম হিজরিতে সুরা আলে ইমরানের আয়াতের মাধ্যমে, আর হজ অব্যাহত রাখা ও পূর্ণ করার বিধান এসেছিল ষষ্ঠ হিজরিতে সুরা বাকারার আয়াতের মাধ্যমে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ করা তার জন্য আবশ্যিক।" 'মানুষের মধ্যে' বলতে সকল মানুষকে বুঝানো হয়েছে, কিন্তু কাফের ব্যক্তিকে আমরা ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত হজের আদেশ দেব না। আর মুসলিম ব্যক্তিকে আমরা এই শর্তে হজের আদেশ দেব যা আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্ল নির্ধারণ করেছেন: "যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি মক্কায়

পৌঁছাতে সক্ষম। সুতরাং যে ব্যক্তি দারিদ্র্যের কারণে সক্ষম নয়, তার ওপর হজ ফরজ নয়। আর যে ব্যক্তি শারীরিক অক্ষমতার কারণে অসমর্থ, সেক্ষেত্রে আমরা দেখব—যদি তার অক্ষমতা দূর হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে এবং তার নিকট সম্পদ থাকে, তবে তার পক্ষ থেকে হজ করার জন্য কাউকে নিযুক্ত করা আবশ্যিক।

আর যদি অক্ষমতা দূর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যেমন হজের দিনগুলোতে কোনো আকস্মিক রোগে আক্রান্ত হওয়া, তবে সে ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে এবং পরবর্তীতে নিজেই হজ সম্পাদন করবে।

এরপর লেখক (রহিমাল্লাহ) ইবনে উমর (রাতিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত।" এ বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, তাই পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। এই হাদিসে আমাদের আলোচ্য অংশ হলো তাঁর বাণী: "এবং পবিত্র ঘরের হজ করা।" হজ জীবনে মাত্র একবারই ফরজ হয়; তবে যদি কোনো ব্যক্তি হজের মানত করে, তবে তাকে সেই হজ পালন করতে হবে। কিন্তু মানত ব্যতিরেকে জীবনে একবারের বেশি হজ ফরজ নয়। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, হজ কি প্রতি বছর ফরজ? তখন তিনি বলেছিলেন: "আমি যদি 'হ্যাঁ' বলতাম, তবে তা (প্রতি বছর) ফরজ হয়ে যেত এবং তোমরা তা পালন করতে সক্ষম হতে না।"

(ص: 319) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الحج مرة فمأ زاد فهو تطوع وهذا من نعمة الله عز وجل أنه لم يفرضه إلا مرة واحدة في العمر وذلك لأن غالب الناس يشق عليهم الوصول إلى مكة وهذه من الحكمة تجد الصلوات الخمس مفروضة كل يوم الجمعة مفروضة في الأسبوع مرة لأن الجمعة يجب أن تكون في مسجد واحد فقط في البلد كله وهذا قد يكون فيه مشقة

لو قلنا للناس اجتمعوا في مسجد واحد كل يوم خمس مرات فيه مشقة ولهذا لم تفرض الجمعة إلا في الأسبوع مرة.

الزكاة لم تجب إلا في السنة مرة الصيام لم يجب إلا في السنة مرة الحج لا يجب إلا في العمر مرة وهذا من حكمة الله تعالى ورحمته حيث جعل هذه الفرائض مناسبة لأحوال العباد.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم يعني: لا تسألوا عن أشياء أنا ساكت عنها ما دمت ساكت عن الشيء فاسكتوا عنه لأن أعظم الناس جرماً من سأل عن مسألة حلال فحرمت من أجل مسألته أو عن مسألة غير واجبة فوجبت من أجل مسألته. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن يسأل الناس العلماء عن أمور دينهم لأن الشرع انتهى ما في تحليل ولا تحريم ولا إيجاب ولا إسقاط. فهذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تسأل ولا تقل: {ولا تسألوا عن أشياء أن تبد لكم تسؤكم} أسأل.

ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام: أن ما أهلك الذين من قبلنا كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم يعني أنهم يسألون يسألون فهلكوا وانظر إلى

হজ জীবনে একবারই নির্দিষ্ট, এর অতিরিক্ত যা কিছু তা নফল বা ঐচ্ছিক। এটি মহান আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত যে, তিনি তা জীবনে কেবল একবারই ফরজ করেছেন। এর কারণ হলো অধিকাংশ মানুষের জন্য মক্কায় পৌঁছানো অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। আর এটিই মহান আল্লাহর প্রজ্ঞার পরিচায়ক। আপনি লক্ষ্য করবেন যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ প্রতিদিন ফরজ করা হয়েছে, কিন্তু জুমআর নামাজ সপ্তাহে মাত্র একবার। কারণ জুমআ পুরো জনপদের একটি মাত্র কেন্দ্রীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যিক। আমরা যদি মানুষকে প্রতিদিন পাঁচবার একটি নির্দিষ্ট মসজিদে সমবেত হতে বলতাম, তবে তা তাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হতো। এ কারণেই জুমআ সপ্তাহে কেবল একবারই ফরজ করা হয়েছে।

জাকাত বছরে মাত্র একবার ওয়াজিব হয়, সিয়ামও বছরে মাত্র একবার ফরজ হয় এবং হজ্জ জীবনে মাত্র একবারই আবশ্যিক হয়। এটি মহান আল্লাহর হিকমত ও করুণার বহিঃপ্রকাশ, কেননা তিনি এই ফরজ ইবাদতগুলোকে বান্দাদের সামর্থ্য ও অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আমি যদি ‘হ্যাঁ’ বলতাম, তবে তা (প্রতি বছর) ফরজ হয়ে যেত এবং তোমরা তা পালনে সক্ষম হতে না।” অতঃপর তিনি বলেন: “আমি তোমাদের যে অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছি, তোমরা আমাকে সেভাবেই থাকতে দাও।” অর্থাৎ, আমি যে বিষয়গুলো সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করেছি, তোমরা সে সম্পর্কে প্রশ্ন করো না। যতক্ষণ আমি কোনো বিষয়ে নীরব থাকি, তোমরাও সে বিষয়ে নীরব থাকো। কেননা মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে বড় অপরাধী, যে এমন কোনো হালাল বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করল যা তার প্রশ্নের কারণে হারাম করে দেওয়া হলো, অথবা এমন কোনো বিষয় যা আবশ্যিক ছিল না অথচ তার প্রশ্নের কারণে তা আবশ্যিক হয়ে গেল।

তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর মানুষের জন্য তাদের দ্বীনি বিষয়ে আলেমদের নিকট জিজ্ঞাসা করায় কোনো বাধা নেই। কারণ শরিয়ত পূর্ণতা পেয়েছে; এখন আর নতুন করে কোনো কিছু হালাল, হারাম, ওয়াজিব করা বা রহিত করার অবকাশ নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যও এটাই যে, তোমরা এখন প্রশ্ন করো। এমনটি বলো না যে: {তোমরা এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না যা তোমাদের সামনে প্রকাশ করা হলে তোমাদের জন্য পীড়াদায়ক হবে} বরং তোমরা প্রশ্ন করো।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করেছেন যে, আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের ধ্বংসের মূল কারণ ছিল তাদের অত্যাধিক প্রশ্ন করা এবং তাদের নবীদের সাথে মতবিরোধে লিপ্ত হওয়া। অর্থাৎ তারা অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করতে থাকত এবং এভাবেই তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আর আপনি লক্ষ্য করুন...

أصحاب البقرة حين قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام اذبحوا بقرة وخذوا جزءاً منها واضربوا به القتل وكان القتل من بين قبيلتين أو طائفتين قتل فادعت إحدى الطائفتين على الأخرى أنها قتلتها فأنكروا وهو ميت وليس يوجد شهود. فجاءوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام فأمرهم بأمر الله أن يذبحوا بقرة لو ذبحوا أي بقرة تلك الساعة لحصل لهم المقصود لكن جعلوا يسألون: ما هي ما لونها ما هي حتى شددوا فشدد الله عليهم فذبحوها وما كادوا يفعلون. فالحاصل أن كثرة المسائل والاختلاف على الأنبياء من أسباب الهلاك وهذا كله كما قلت في عهد النبوة عهد التشريع. أما الآن فاسأل عن كل ما تحتاج إلى السؤال عنه ولا حرج عليك. أما أغلوطات المسائل وألغاز المسائل والأشياء التي يقصد بها التشدد والتعنت فهذه منهي عن السؤال عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون والله أعلم.

1273 - وعنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال: إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال: الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال: حج مبرور متفق عليه.

বনী ইসরাঈলের গাভীওয়ালাদের ঘটনা, যখন মূসা (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) তাদেরকে বলেছিলেন একটি গাভী জবাই করো এবং সেটির একটি অংশ নিয়ে মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করো। নিহত ব্যক্তিটি ছিল দুটি গোত্র বা দলের মধ্যকার কোনো এক পক্ষের, যাকে হত্যা করা হয়েছিল। এক পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনল, কিন্তু তারা তা অস্বীকার করল। সে সময় লোকটি মৃত ছিল এবং কোনো সাক্ষীও উপস্থিত ছিল না। অতঃপর তারা মূসা (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর নিকট এল। তিনি আল্লাহর নির্দেশে তাদেরকে একটি গাভী জবাই করার হুকুম দিলেন। তারা যদি তৎক্ষণাৎ যেকোনো একটি গাভী জবাই করত, তবে তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়ে যেত। কিন্তু তারা বিভিন্ন প্রশ্ন করতে শুরু করল—সেটি কেমন? সেটির রঙ কী? সেটি কী ধরনের? এভাবে তারা বিষয়টি নিজেদের ওপর

কঠিন করে তুলল, ফলে আল্লাহও তাদের ওপর বিষয়টি কঠিন করে দিলেন। অবশেষে তারা সেটি জবাই করল, যদিও তারা প্রায় তা করতে চাইছিল না।

সারকথা এই যে, অধিক প্রশ্ন করা এবং নবীদের সাথে মতবিরোধ করা ধ্বংসের অন্যতম কারণ। আমি যেমনটি বলেছি, এসবই ছিল নবুওয়তের যুগ তথা শরিয়ি বিধান অবতীর্ণ হওয়ার সময়ের কথা।

তবে বর্তমানে আপনি আপনার প্রয়োজনীয় যেকোনো বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারেন, এতে কোনো দোষ নেই।

কিন্তু বিভ্রান্তিকর মাসআলা, ধাঁধাস্বরূপ প্রশ্ন এবং এমন বিষয় যা দ্বারা অহেতুক কঠোরতা বা হঠকারিতা উদ্দেশ্য হয়, সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "অতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বনকারীরা ধ্বংস হয়েছে, অতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বনকারীরা ধ্বংস হয়েছে, অতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বনকারীরা ধ্বংস হয়েছে।" আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

১২৭৩ - তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো—কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন: "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা।" জিজ্ঞাসা করা হলো—অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন: "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।" জিজ্ঞাসা করা হলো—অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন: "মকবুল হজ।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

(ص: 321) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية.

1274 - وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه متفق عليه.

1275 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبرة إلى العبرة كفارة لها بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه.

1276 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور رواه البخاري.

1276 - وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة رواه مسلم.

1277 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل عمرة أو حجة معي متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث ذكرها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب: وجوب الحج وفضله.

وهي تدل على أمور: الأمر الأول: أن الحج المبرور في المرتبة الثالثة بالنسبة

‘মাবরর’ বা কবুলকৃত হজ্জ হলো সেটি, যাতে সম্পাদনকারী কোনো গুনাহে লিপ্ত হয় না।

১২৭৪ - তাঁর (আবু হুরায়রা) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ করল এবং তাতে কোনো প্রকার অশ্লীল কথা ও কাজ এবং গুনাহে লিপ্ত হলো না, সে সেদিনের মতো (নিষ্পাপ হয়ে) ফিরে এল যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল। (বুখারী ও মুসলিম)।

১২৭৫ - তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: এক উমরাহ থেকে পরবর্তী উমরাহ পর্যন্ত সময়কাল উভয়ের মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের জন্য কাফফারা (ক্ষতিপূরণ) স্বরূপ। আর ‘হজ্জে মাবরর’ বা কবুলকৃত হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়। (বুখারী ও মুসলিম)।

১২৭৬ - আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জিহাদকে সর্বোত্তম আমল মনে করি, তবে কি আমরা জিহাদ করব না? তিনি বললেন: বরং তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হলো হজ্জে মাবরর। (বুখারী বর্ণনা করেছেন)।

১২৭৬ - তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আরাফার দিনের চেয়ে অন্য কোনো দিন এমন নেই যাতে আল্লাহ তাআলা অধিক সংখ্যক বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

১২৭৭ - ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: রমজান মাসে উমরাহ পালন করা একটি উমরাহ অথবা আমার সাথে হজ্জ আদায়ের সমতুল্য। (বুখারী ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদীসগুলো ইমাম নববী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ‘রিয়াদুস সালেহীন’ কিতাবের ‘হজ্জের আবশ্যিকতা ও এর ফযীলত’ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন।

এগুলো কয়েকটি বিষয়ের ওপর প্রমাণ পেশ করে: প্রথম বিষয়: হজ্জে মাবরুর মর্যাদার দিক থেকে তৃতীয় স্তরে...

(ص: 322) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

لأفضل الأعمال فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال: إيمان بالله ثم ماذا قال: الجهاد في سبيل الله ثم قال الثالث: حج مبرور فالحج المبرور هو الذي اجتمعت فيه أمور: الأمر الثاني: أن يكون خالصاً لله بأن لا يحمل الإنسان على الحج إلا ابتغاء رضوان الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى لا يريد رياء ولا سمعة ولا أن يقول الناس فلان حج وإنما يريد وجه الله.

الثالث: أن يكون الحج على صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يتبع الإنسان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاع.

الرابع: أن يكون من مال مباح ليس حراماً بأن لا يكون رباً ولا من غش ولا من ميسر ولا غير ذلك من أنواع المفسد المحرمة بل يكون من مال حلال ولهذا قال بعضهم:

إذا حججت بهال أصله سحت ...

فها حججت ولكن حجت العير

يعني الإبل حجت أما أنت فها حججت لهاذا لأن مالك حراماً.

الخامس: أن يجتنب فيه الرفث والفسوق والجدال لقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فيجتنب الرفث وهو الجباع ودواعيه ويجتنب الفسوق سواء كان في القول المحرم الغيبة النبوية والكذب أو الفعل كالنظر إلى النساء وما أشبه ذلك لا بد أن يكون قد تجنب فيه الرفث والفسوق والجدال: المجادلة والمنازعة بين الناس في الحج هذه تنقص الحج

সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন: আল্লাহর প্রতি ঈমান। এরপর জিজ্ঞাসা করা হলো: তারপর কোনটি? তিনি বললেন: আল্লাহর পথে জিহাদ। এরপর তিনি তৃতীয়টি বললেন: মকবুল হজ (হজে মাবরুর)। আর মকবুল হজ হলো এমন হজ যাতে কতগুলো বিষয় একত্রিত হয়। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো: তা কেবল আল্লাহর জন্যই একনিষ্ঠ হতে হবে, অর্থাৎ মানুষকে হজের প্রতি অন্য কোনো উদ্দেশ্য উদ্বুদ্ধ করবে না আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাঁর নৈকট্য লাভ ব্যতীত। সে লোকদেখানো বা সুখ্যাতির ইচ্ছা করবে না এবং মানুষ তাকে অমুক ব্যক্তি হজ করেছে বলুক এমন আকাঙ্ক্ষাও করবে না; বরং সে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি চাইবে। তৃতীয়ত: হজ যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজের পদ্ধতির অনুরূপ হয়। অর্থাৎ মানুষ এতে সাধ্যানুযায়ী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করবে। চতুর্থত: হজের অর্থ হতে হবে বৈধ সম্পদ থেকে, হারাম উপার্জিত অর্থ নয়। অর্থাৎ এতে সুদ, প্রতারণা, জুয়া বা এ জাতীয় অন্য কোনো নিষিদ্ধ ও কলুষিত মাধ্যম থাকবে না; বরং তা হালাল সম্পদ হতে হবে। এ কারণেই কেউ কেউ বলেছেন: যদি তুমি এমন অর্থ দিয়ে হজ করো যার উৎস হলো অবৈধ ...

তবে তুমি হজ করোনি, বরং তোমার উটই হজ করেছে।

অর্থাৎ উটটি হজ করেছে, কিন্তু তুমি হজ করোনি। এর কারণ হলো তোমার অর্থ ছিল হারাম।

পঞ্চমত: হজে অশ্লীলতা, পাপাচার এবং ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাকা; মহান আল্লাহর বাণীর কারণে: "অতঃপর যে ব্যক্তি এই মাসগুলোতে হজের সংকল্প করে, তার জন্য হজের মধ্যে স্ত্রী-সহবাস (অশ্লীলতা), পাপাচার ও ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়।" অতএব সে 'রাফাস' বা অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকবে, যা হলো স্ত্রী-সহবাস এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ।

অনুরূপভাবে সে পাপাচার থেকে বেঁচে থাকবে, চাই তা হারাম কথার মাধ্যমে হোক যেমন— গীবত, চোগলখুরি ও মিথ্যা, অথবা কাজের মাধ্যমে হোক যেমন—নারীদের দিকে তাকানো বা এই জাতীয় বিষয়সমূহ। অবশ্যই হজে অশ্লীলতা, পাপাচার এবং ঝগড়া-বিবাদ থেকে দূরে থাকতে হবে। আর ঝগড়া-বিবাদ হলো হজের সময় মানুষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা ও কলহ করা; এটি হজের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে।

(ص: 323) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

كثيراً.

اللهم إلا جدالا يراد به إثبات الحق & وإبطال الباطل فهذا واجب فلو جاء إنسان مبتدع يجادل والإنسان محرم فإنه لا يتركه بل يجادله ويبين الحق لأن الله أمر بذلك { ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن } لكن الجدل من غير داع يتشاحنون أيهم يتقدم أو عند رمي الجبرات أو عند البطار أو ما أشبه ذلك هذا كله مما ينقص الحج فلا بد من ترك الجدل فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.

ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أي رجع من الذنوب نقياً لا ذنوب عليه كيوم ولدته أمه.

وفي حديث عائشة الذي سألت فيه النبي صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد أفضل الأعمال قال: لكن أفضل الأعمال حج مبرور هذا بالنسبة للنساء.

فالنساء جهادهن هو الحج أما الرجال فالجهاد في سبيل الله أفضل من الحج إلا الفريضة فإنها أفضل من الجهاد في سبيل الله لأن الفريضة ركن من أركان الإسلام. وفي هذه الأحاديث عموماً دليل على أن الأعمال تتفاضل بحسب العامل ففي حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الإيمان بالله ثم الجهاد في سبيل الله ثم الحج وفي حديث ابن مسعود أنه سأل النبي

অত্যাধিক।

তবে সত্য প্রতিষ্ঠা এবং বাতিলকে অপনোদনের উদ্দেশ্যে যে বিতর্ক, তা ভিন্ন; এটি ওয়াজিব বা আবশ্যিক। যদি কোনো বিদআতি ব্যক্তি বিতর্ক করতে আসে আর মানুষটি ইহরাম অবস্থায় থাকে, তবে সে তাকে ছেড়ে দেবে না বরং তার সাথে বিতর্ক করবে এবং সত্যকে সুস্পষ্ট করবে। কেননা আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন: "তুমি তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করো এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করো।" কিন্তু কোনো প্রয়োজন ছাড়া যে বিতর্ক—কে আগে যাবে তা নিয়ে ঝগড়া করা, কিংবা জামারাতে পাথর নিক্ষেপের সময়, বিমানবন্দরে অথবা এই জাতীয় স্থানে—এসবই হজের সওয়াব কমিয়ে দেয়। তাই বিতর্ক ত্যাগ করা অপরিহার্য। আর মকবুল হজের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।

এবং যে ব্যক্তি হজ করল আর কোনো প্রকার অশ্লীল আচরণ ও পাপাচার করল না, সে গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে ফিরে আসবে যেন আজই তার মা তাকে প্রসব করেছেন। অর্থাৎ সে যাবতীয় পাপাচার থেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে ফিরে আসবে এবং তার ওপর কোনো গুনাহ থাকবে না, ঠিক সেই দিনের মতো যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিলেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বর্ণিত হাদিসে এসেছে, যাতে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: আমরা জিহাদকে সর্বোত্তম আমল হিসেবে দেখি। তিনি বললেন: "কিন্তু (তোমাদের জন্য) সর্বোত্তম আমল হলো মকবুল হজ।" এটি নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

সুতরাং নারীদের জিহাদ হলো হজ। পক্ষান্তরে পুরুষদের জন্য আল্লাহর পথে জিহাদ করা হজ অপেক্ষা উত্তম; তবে ফরজ হজের বিষয়টি স্বতন্ত্র, কারণ ফরজ হজ আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়েও উত্তম। কেননা ফরজ হজ ইসলামের অন্যতম রুকন বা স্তম্ভ।

সামগ্রিকভাবে এই হাদিসগুলোতে এই মর্মে দলিল রয়েছে যে, আমলকারীর অবস্থা ভেদে আমলের শ্রেষ্ঠত্বের তারতম্য ঘটে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "সর্বোত্তম আমল হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, অতঃপর আল্লাহর পথে জিহাদ করা, এরপর হজ সম্পাদন করা।" আবার ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন...

(ص: 324) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله قال: الصلاة على وقتها قال ثم أي قال: بر الوالدين قال ثم أي قال: الجهاد في سبيل الله. فكل يخاطب بما يليق بحاله وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: أوصني قال: لا تغضب قال أوصني قال: لا تغضب قال أوصني قال: لا تغضب ما قال أوصيك بتقوى الله وبالعمل الصالح لأن هذا الرجل يليق بحاله أن يوصي بترك الغضب لأنه غضوب فالرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب كل إنسان بما يليق بحاله ويعلم هذا بتتبع الأدلة العامة في الشريعة وبيان مراتب الأعمال.

1279 - وعنه أن امرأة قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم: متفق عليه.

1280 - وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الطعن قال: حج عن أبيك واعتبر رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো: কোন আমল আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়? তিনি বললেন: ওয়াক্তমতো সালাত আদায় করা। প্রশ্নকারী বললেন: তারপর কোনটি? তিনি বললেন: পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ। তিনি বললেন: তারপর কোনটি? তিনি বললেন: আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার অবস্থা অনুযায়ী সম্বোধন করা হয়। যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তিকে বলেছিলেন যে বলেছিল: "আমাকে উপদেশ দিন।" তিনি বললেন: "তুমি রাগ করো না।" সে আবারও বলল: "আমাকে উপদেশ দিন।" তিনি বললেন: "তুমি রাগ করো না।" সে আবারও বলল: "আমাকে উপদেশ দিন।" তিনি বললেন: "তুমি রাগ করো না।" তিনি তাকে এটি বলেননি যে, "আমি তোমাকে আল্লাহভীতি ও নেক আমলের উপদেশ দিচ্ছি"; কারণ এই ব্যক্তির অবস্থার জন্য উপযুক্ত ছিল রাগ বর্জনের উপদেশ দেওয়া, কেননা সে ছিল অত্যন্ত রাগী। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মানুষকে তার অবস্থা অনুযায়ী সম্বোধন করতেন এবং শরীয়তের সাধারণ দলিলসমূহ পর্যালোচনার মাধ্যমে এবং আমলের স্তরবিন্যাস বর্ণনার মাধ্যমে এটি জানা যায়।

১২৭৯ - তাঁর থেকে বর্ণিত যে, এক নারী আরজ করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! বান্দাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ফরয হজ আমার বৃদ্ধ পিতার ওপর এমন অবস্থায় উপনীত হয়েছে যে, তিনি সওয়ারীর পিঠে স্থির থাকতে পারেন না। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ আদায় করতে পারি? তিনি বললেন: হ্যাঁ। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১২৮০ - লাকীত ইবনে আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে আরজ করলেন: আমার পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ মানুষ, তিনি হজ, উমরাহ ও সফরের সক্ষমতা রাখেন না। তিনি বললেন: তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ ও উমরাহ পালন করো। (আবু দাউদ ও তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী বলেছেন: হাদীসটি হাসান সহীহ)।

1281 - وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين رواه البخاري.

1282 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم قالوا: المسلمون قالوا: من أنت قال رسول الله فرفعت امرأة صبياً فقالت لهذا حج قال: نعم ولك أجر رواه مسلم.

1283 - وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته رواه البخاري.

1284 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو الهجاز أسواقاً في الجاهلية فتأثبوا أن يتجروا في المواسم فنزلت {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم} في مواسم الحج رواه البخاري.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب وجوب الحج وفضله.

الحديث الأول والثاني: فيمن عجز عن الحج هل يحج عنه أحد أم لا ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن

১২৮১ - সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: বিদায় হজের সময় আমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে হজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখন আমার বয়স ছিল সাত বছর। এটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

১২৮২ - ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আর-রাওহা নামক স্থানে একটি আরোহী দলের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন:

"তোমরা কোন কওম?" তারা বলল: "আমরা মুসলিম।" তারা জিজ্ঞেস করল: "আপনি কে?"

তিনি বললেন: "আমি আল্লাহর রাসূল।" তখন একজন মহিলা একটি শিশুকে উঁচিয়ে ধরলেন এবং বললেন: "এর জন্য কি হজ হবে?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ, আর তোমার জন্য রয়েছে নেকি।" এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

১২৮৩ - আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি জীর্ণ শিবিকা বা উটের পিঠের গদির ওপর সওয়ার হয়ে হজ করেছিলেন এবং সেটিই ছিল তাঁর আসবাবপত্র বহনকারী বাহন। এটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

১২৮৪ - ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: উকায, মাজান্নাহ ও যুল-মাজায জাহেলী যুগের বাজার ছিল। পরবর্তীতে হজের মৌসুমে সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করাকে সাহাবীগণ পাপ মনে করতে লাগলেন, তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়: "তোমাদের রবের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ (জীবিকা) অব্বেষণ করায় তোমাদের কোনো পাপ নেই", অর্থাৎ হজের মৌসুমে। এটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থের 'হজের আবশ্যিকতা ও এর ফযীলত' পরিচ্ছেদে এই হাদিসগুলো উল্লেখ করেছেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় হাদিস: যারা হজ করতে অক্ষম, তাদের পক্ষ থেকে অন্য কেউ হজ করতে পারবে কি না সে সম্পর্কে। ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদিসে এসেছে যে, একজন মহিলা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন: নিশ্চয়...

(ص: 326) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخاً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه
قال: نعم.

فدل ذلك على أن الإنسان إذا عجز عن الحج عجزاً لا يرجي زواله كالكبر والمرض
الذي لا يرجي شفاؤه وما أشبه ذلك فإنه يحج عنه.

وفي هذا دليل على أن المرأة يجوز أن تحج عن الرجل وكذلك الرجل يجوز أن يحج عن المرأة والرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة كل ذلك جائز ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أخبره أن أباه شيخ كبير لا يستطيع الركوب ولا الحج ولا العمرة فقال: حج عن أبيك واعتبر.

وفي هذه الأحاديث أيضاً دليل على جواز حج الصبيان فها هو السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول: حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين.

طفل حج به: فدل ذلك على جواز الحج من الأطفال وكذلك حديث ابن عباس: أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت: ألهذا حج قال: نعم ولك أجر.

ففي هذين الحديثين دليل على جواز حج الصبيان والصبي يفعل ما يفعله الكبير وإذا عجز عن شيء فإنه يفعل عنه إن كان ممّا تدخله النيابة أو يحمل إذا كان ممّا لا تدخله النيابة فمثلاً إذا كان لا يستطيع أن يطوف أو يسعى يحمل إذا كان لا يستطيع أن يرمي يرمى عنه لأن حمله في الجمرات فيه مشقة ولا فائدة من حمله لأنه ليس رمياً بيده لهذا نقول: في الطواف والسعي يحمل وفي الرمي يرمى عنه ثم إن الطائف والساعي هل يسعى

আমার পিতা এমন বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন যে তাঁর ওপর আল্লাহর নির্ধারিত হজের বিধান অবধারিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি বাহনের ওপর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারেন না; আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ সম্পাদন করতে পারি? তিনি বললেন: হ্যাঁ।

এটি নির্দেশ করে যে, কোনো মানুষ যখন হজ পালনে এমন অক্ষমতায় উপনীত হয় যা দূর হওয়ার সম্ভাবনা নেই—যেমন অতি বার্ধক্য কিংবা এমন ব্যাধি যা থেকে আরোগ্য লাভের আশা নেই অথবা অনুরূপ কিছু—তখন তাঁর পক্ষ থেকে হজ আদায় করা হবে।

এতে আরও প্রমাণ রয়েছে যে, একজন নারীর জন্য পুরুষের পক্ষ থেকে হজ করা বৈধ। তদ্রূপ একজন পুরুষের পক্ষে নারীর হয়ে হজ করা, পুরুষের পক্ষে পুরুষের হয়ে এবং নারীর পক্ষে

নারীর হয়ে হজ করা বৈধ; এ সবই অনুমোদিত। এ কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই ব্যক্তিকে অনুমতি প্রদান করেছিলেন যিনি জানিয়েছিলেন যে তাঁর পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ, তিনি বাহনে আরোহণ করতে কিংবা হজ ও উমরাহ পালন করতে সক্ষম নন। তখন তিনি বলেছিলেন: তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ ও উমরাহ সম্পাদন করো।

এই হাদিসগুলোতে শিশুদের হজের বৈধতারও প্রমাণ পাওয়া যায়। সাযিব ইবনে ইয়াজিদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: বিদায় হজের সময় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে আমাকে নিয়ে হজ করা হয়েছিল, তখন আমার বয়স ছিল মাত্র সাত বছর।

এক শিশুকে নিয়ে হজ করা হয়েছিল; এটি শিশুদের হজের বৈধতা প্রমাণ করে। অনুরূপভাবে ইবনে আব্বাসের (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হাদিস: এক নারী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দিকে একটি শিশুকে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন: এর জন্যও কি হজ রয়েছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ, আর তোমার জন্য রয়েছে এর সওয়াব।

এই দুটি হাদিসে শিশুদের হজের বৈধতার প্রমাণ রয়েছে। শিশু সে সকল কাজই করবে যা একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি করেন। তবে কোনো কাজে সে অক্ষম হলে, যদি বিষয়টি এমন হয় যাতে প্রতিনিধিত্ব (নিয়াবাত) চলে, তবে তার পক্ষ থেকে তা সম্পাদন করা হবে। আর যদি বিষয়টি এমন হয় যাতে প্রতিনিধিত্ব চলে না, তবে তাকে বহন করে নেওয়া হবে।

উদাহরণস্বরূপ: শিশুটি যদি তওয়াফ বা সাঈ করাতে অক্ষম হয়, তবে তাকে বহন করা হবে। আর যদি সে কঙ্কর নিক্ষেপ (রমী) করতে না পারে, তবে তার পক্ষ থেকে নিক্ষেপ করে দেওয়া হবে। কারণ জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপের স্থানে তাকে বহন করে নিয়ে যাওয়া যেমন কষ্টকর, তেমনি এতে কোনো বিশেষ ফায়দাও নেই, যেহেতু সে নিজ হাতে নিক্ষেপ করছে না।

একারণেই আমরা বলি: তওয়াফ ও সাঈর ক্ষেত্রে তাকে বহন করা হবে এবং কঙ্কর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে তার পক্ষ থেকে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর, তওয়াফকারী ও সাঈকারী কি দ্রুত পদচারণা করবে...

لنفسه وهو حامل طفله ينوي به السعي عن نفسه وعن طفله والصواب عن نفسه وعن طفله؟ نقول: لا فيه تفصيل: إن كان الطفل يعقل النية وقال له وليه: انو الطواف انو السعي فلا بأس أن يطوف به وهو حامله ينوي عن نفسه والصبي عن نفسه وإن كان لا يعقل النية فإنه لا يطوف به وينوي نيتين: نية لنفسه ونية لمحموله بل يطوف أولاً عن نفسه ثم يحمل صبيه فيطوف به أو يجعله مع إنسان آخر يطوف به وذلك لأنه لا يمكن أن يكون عمل واحد بنيتين فهذا هو التفريق في مسألة الطواف به.

ثم إن الإنسان إذا حج فإنه يجب عليه وهو نائب لغيره أن يفعل كل ما في وسعه من تميم الحج من أركانه وواجباته ومكملاته لأنه نائب عن غيره فلا ينبغي له أن يهمل فيما يقوم به عن الغير بخلاف من حج لنفسه فمن حج لنفسه وترك المستحب فلا بأس لكن الحج عن الغير تؤديه بقدر ما تستطيع & والله الموفق.

নিজের জন্য যখন কেউ তার শিশুকে বহন করে সাঁই করার সময় নিজের এবং শিশুর উভয়ের পক্ষ থেকে নিয়ত করে, তবে কি তা নিজের এবং শিশুর পক্ষ থেকে সঠিক হবে? আমরা বলব: না, এতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে: যদি শিশুটি নিয়ত করার বোধসম্পন্ন হয় এবং তার অভিভাবক তাকে বলে: "তুমি তাওয়াফ বা সাঁইর নিয়ত করো", তবে তাকে বহন করে তাওয়াফ করাতে কোনো অসুবিধা নেই, যেখানে বহনকারী নিজের পক্ষ থেকে এবং শিশুটি নিজের পক্ষ থেকে নিয়ত করবে। আর যদি শিশুটি নিয়ত করার মতো বোধসম্পন্ন না হয়, তবে বহনকারী একই সাথে নিজের এবং শিশুর—এই দুই নিয়তে তাওয়াফ করতে পারবে না। বরং তিনি প্রথমে নিজের পক্ষ থেকে তাওয়াফ করবেন, এরপর শিশুকে বহন করে তার পক্ষ থেকে তাওয়াফ করবেন অথবা অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে তাকে তাওয়াফ করাবেন। কারণ, একই আমল একই সাথে দুটি নিয়তে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। শিশুকে নিয়ে তাওয়াফের মাসআলায় এটিই হলো পার্থক্য।

এরপর কথা হলো, মানুষ যখন অন্য কারো পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে হজ সম্পাদন করে, তখন তার ওপর ওয়াজিব হলো হজের রুকন, ওয়াজিব এবং পরিপূরক বিষয়গুলো পরিপূর্ণভাবে পালন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। কারণ সে অন্যের প্রতিনিধি। তাই অন্যের

পক্ষ থেকে পালনীয় বিষয়ে কোনো প্রকার অবহেলা করা তার জন্য সংগত নয়; নিজের হজের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কেউ যদি নিজের জন্য হজ করে এবং কোনো মুস্তাহাব আমল ছেড়ে দেয়, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু অন্যের পক্ষ থেকে হজ পালনের ক্ষেত্রে আপনার সামর্থ্যের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে তা আদায় করতে হবে। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 328) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

কিতাবু'ল জেহাদ

জিহাদ অধ্যায়

(ص: 337) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

وقال تعالى: {كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون} وقال تعالى {انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله} وقال تعالى {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم} .

[الشَّرْحُ]

ساق المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين من آيات الجهاد منها ما سبق ومنها ما يلحق إن شاء الله فمن ذلك قوله تعالى كتب عليكم القتال وقد سبق أن القتال واجب على المسلمين أن يقاتلوا أعداء الله وأعداءهم من اليهود والنصارى والمشركين والشيوعيين وغيرهم كل من ليس بمسلم

আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {তোমাদের ওপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয়। হতে পারে তোমরা কোনো কিছু অপছন্দ করছ, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আবার হতে পারে তোমরা কোনো কিছু পছন্দ করছ, অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।} এবং আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {তোমরা হালকা কিংবা ভারী অবস্থায় অভিযানে বের হয়ে পড়ো এবং আল্লাহর পথে তোমাদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করো।} এবং আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন এই বিনিময়ে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, ফলে তারা হত্যা করে ও নিহত হয়। এটি তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে আল্লাহর ওপর একটি সত্য প্রতিশ্রুতি। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় অধিক বিশ্বস্ত আর কে আছে? সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে যে সওদা করেছ, তার জন্য আনন্দিত হও। আর এটিই হলো মহাসাফল্য।} ।

[ব্যাখ্যা]

লেখক ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে জিহাদ বিষয়ক বেশ কিছু আয়াত সংকলন করেছেন, যার কিছু ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ কিছু সামনে আসবে। তারই অন্তর্ভুক্ত হলো মহান আল্লাহর বাণী: "তোমাদের ওপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে"। ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, মুসলমানদের জন্য আল্লাহর শত্রু এবং তাদের নিজেদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব; তারা হলো ইহুদি, খ্রিস্টান, মুশরিক, সাম্যবাদী ও অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায়।

فألوجب على المسلمين أن يقاتلوه حتى تكون كلمة الله هي العليا وذلك إما بإسلام هؤلاء وإما بأن يبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون نحن لا نكرههم على الإسلام لا نقول لا بد أن تسلموا ولكن نقول: لا بد أن يكون الإسلام هو الظاهر فإما أن تسلموا وحياكم الله وإما أن تبقوا على دينكم ولكن أعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون فإن أبوا لا الإسلام ولا الجزية وجب علينا قتالهم ولكن يجب قبل قتالهم أن نعد ما استطعنا من قوة لقوله تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} والقوة نوعان قوة معنوية وقوة مادية حسية القوة المعنوية الإيمان بالإيمان بالله والعمل الصالح قبل أن نبدأ بجهاد غيرنا قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فالإيمان قبل الجهاد ثم بعد ذلك الإعداد بالقوة المادية ولكن مع الأسف أن المسلمين لما كان بأسهم بينهم من أزمئة متطولة نسوا أن يعدوا هذا وهذا لا إيمان قوي ولا مادة سبقنا الكفار بالقوة المادية بالأسلحة وغيرها وتأخرنا عنهم بهذه القوة كما أننا تأخرنا عن إيماننا الذي يجب علينا تأخرا كبيرا وسار بأسنا بيننا نسأل الله السلامة والعافية.

فالقتال واجب ولكنه كغيره من الواجبات لا بد من القدرة والأمة الإسلامية اليوم عاجزة لا شك عاجزة ليس عندها قوة معنوية ولا قوة مادية إذا يسقط الجواب لعدم القدرة عليه فأتقوا الله ما استطعتم

মুসলিমদের জন্য কর্তব্য হলো তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যতক্ষণ না আল্লাহর বাণী সুউচ্চ হয়। আর তা হতে পারে হয় তাদের ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে, অথবা তারা বিনীতভাবে নিজ হাতে জিযিয়া প্রদান করার মাধ্যমে। আমরা তাদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করি না। আমরা বলি না যে তোমাদের অবশ্যই ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। বরং আমরা বলি: ইসলামকেই বিজয়ী ও প্রভাবশালী হতে হবে। সুতরাং হয় তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো—সেক্ষেত্রে তোমাদের স্বাগতম,

অথবা তোমরা নিজ ধর্মেই অটল থাকো, কিন্তু বিনীত অবস্থায় নিজ হাতে জিযিয়া প্রদান করো। তারা যদি ইসলাম এবং জিযিয়া উভয়ই অস্বীকার করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমাদের ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে যুদ্ধের পূর্বে আমাদের সাধ্যানুযায়ী শক্তি সঞ্চয় করা আবশ্যিক, যেমনটি আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "আর তোমরা তাদের (মোকাবেলার) জন্য তোমাদের সাধ্যমতো শক্তি প্রস্তুত করো।" শক্তি দুই প্রকার: আধ্যাত্মিক শক্তি এবং বস্তুগত বা দৃশ্যমান শক্তি। আধ্যাত্মিক শক্তি হলো ঈমান—অর্থাৎ অন্যের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করার আগে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস এবং নেক আমল। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসার কথা বলব যা তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। যদি তোমরা জানতে তবে এটিই তোমাদের জন্য উত্তম।" অতএব জিহাদের পূর্বে হলো ঈমান, আর এরপর হলো বস্তুগত শক্তি সঞ্চয় করা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, দীর্ঘকাল ধরে মুসলিমদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও সংঘাত বিদ্যমান থাকায় তারা উভয় প্রকার প্রস্তুতি নিতেই ভুলে গেছে—না আছে শক্তিশালী ঈমান, আর না আছে বস্তুগত সামর্থ্য। কাফেররা অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য বস্তুগত শক্তিতে আমাদের ছাড়িয়ে গেছে এবং আমরা এই শক্তির ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে পিছিয়ে পড়েছি। তদ্রূপ, আমাদের ওপর যে ঈমান অপরিহার্য ছিল, তা থেকেও আমরা অনেক দূরে সরে গেছি এবং আমাদের নিজেদের মধ্যেই বিবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও সুস্থতা কামনা করি।

সুতরাং যুদ্ধ করা একটি ওয়াজিব বিধান, তবে অন্যান্য ওয়াজিবের মতো এর জন্যও সক্ষমতা থাকা অপরিহার্য। বর্তমান সময়ে মুসলিম উম্মাহ নিঃসন্দেহে অক্ষম। তাদের না আছে আধ্যাত্মিক শক্তি, আর না আছে বস্তুগত শক্তি। এমতাবস্থায় সক্ষমতা না থাকার কারণে এই আবশ্যিকতা স্থগিত হয়ে যায়। অতএব তোমরা যথাসম্ভব আল্লাহকে ভয় করো।

قَالَ تَعَالَى: { وَهُوَ كَرِهَ لَكُمْ { أَيُّ الْقِتَالِ كَرِهَ لَكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَالِ { وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ { .
 أَوَّلُ الْآيَةِ خَاصٌ بِمَاذَا بِالْقِتَالِ وَآخِرُ الْآيَةِ عَامٌ { وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا { وَلَمْ يَقُلْ
 وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا الْقِتَالَ وَلَكِنْ قَالِ: شَيْئًا أَيْ شَيْءٌ يَكُونُ رَبِّمَا يَكْرَهُ الْإِنْسَانُ شَيْئًا
 يَقَعُ وَيَكُونُ الْخَيْرُ فِيهِ وَرَبِّمَا يَحِبُّ شَيْئًا أَنْ يَقَعُ وَيَكُونُ الشَّرُّ فِيهِ وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ وَقَعَ
 وَكَرِهْتَهُ ثُمَّ فِي النِّهَايَةِ تَجِدُ أَنْ الْخَيْرُ فِيهِ مُصَدِّقًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
 شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ { .
 وَهَذِهِ الْآيَةُ يُشَبِّهُهَا قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي النِّسَاءِ { فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
 شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرًا { قَالَ: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَلَمْ يَقُلْ: فَعَسَى أَنْ
 تَكْرَهُوهنَّ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ خَيْرًا كَثِيرًا.
 فَهَذَا آمَنٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ قَدْ يَجْرِي اللَّهُ عِزُّ وَجَلُّ بِقَضَائِهِ وَقُدْرَةُ وَحَكْمَتُهُ شَيْئًا تَكْرَهُهُ
 ثُمَّ فِي النِّهَايَةِ يَكُونُ الْخَيْرُ فِيهِ وَالْعَكْسُ رَبِّمَا يَجْرِي اللَّهُ عِزُّ وَجَلُّ شَيْئًا تَظُنُّهُ خَيْرًا
 وَلَكِنَّهُ شَرٌّ عَاقِبَتُهُ شَرٌّ وَلِهَذَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ تَعَالَى حَسَنَ الْعَاقِبَةِ دَائِمًا.
 ثُمَّ قَالَ: { وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ { نَعْمَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ لِأَنَّ عِلْمَ اللَّهِ
 تَعَالَى وَاسِعٌ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمٌ وَاسِعٌ لِلْمُسْتَقْبَلِ يَعْلَمُ الْغَيْبَ وَنَحْنُ لَا
 نَعْلَمُ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ

মহান আল্লাহ বলেন: "আর তা তোমাদের জন্য অপছন্দনীয়।" অর্থাৎ যুদ্ধ করা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়, কিন্তু আল্লাহ বলেছেন: "তবে সম্ভবত তোমরা কোনো কিছু অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং সম্ভবত তোমরা কোনো কিছু পছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর।"

আয়াতের প্রথম অংশটি বিশেষত যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু আয়াতের শেষ অংশটি সাধারণ— "সম্ভবত তোমরা কোনো কিছু অপছন্দ করো।" এখানে তিনি "সম্ভবত তোমরা যুদ্ধকে অপছন্দ করো" বলেননি, বরং বলেছেন: "কোনো কিছু," অর্থাৎ যেকোনো কিছুই হতে পারে। সম্ভবত মানুষ এমন কোনো বিষয়কে অপছন্দ করে যা ঘটে যায় অথচ তাতে কল্যাণ নিহিত থাকে।

আবার সম্ভবত সে এমন কিছু ঘটা পছন্দ করে যাতে অকল্যাণ নিহিত থাকে। কত বিষয়ই তো এমন ঘটে যা তুমি অপছন্দ করেছিলে, অথচ শেষ পর্যন্ত দেখতে পাও যে মহান আল্লাহর বাণী "সম্ভবত তোমরা কোনো কিছু অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং সম্ভবত তোমরা কোনো কিছু পছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর"-এর সত্যতা স্বরূপ তাতেই কল্যাণ ছিল।

এই আয়াতটির সাদৃশ্য রয়েছে সূরা আন-নিসায় মহান আল্লাহর এই বাণীর সাথে: "অনন্তর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ করো, তবে সম্ভবত তোমরা এমন কিছু অপছন্দ করছো যাতে আল্লাহ প্রচুর কল্যাণ রেখেছেন।" এখানে তিনি বলেছেন: "সম্ভবত তোমরা কোনো কিছু অপছন্দ করছো," তিনি এ কথা বলেননি যে: "সম্ভবত তোমরা তাদেরকে অপছন্দ করছো এবং আল্লাহ তাদের মাঝে প্রচুর কল্যাণ রেখেছেন।"

সুতরাং এটি সবকিছুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মহান আল্লাহ তাঁর ফয়সালা, তাকদীর এবং প্রজ্ঞা অনুযায়ী এমন কিছু ঘটাতে পারেন যা তুমি অপছন্দ করো, অথচ শেষ পর্যন্ত তাতেই কল্যাণ নিহিত থাকে। এর বিপরীতও হতে পারে, সম্ভবত মহান আল্লাহ এমন কিছু ঘটালেন যা তুমি কল্যাণকর মনে করছ, অথচ তা অকল্যাণকর এবং তার পরিণতি মন্দ। এই কারণেই মানুষের উচিত সর্বদা মহান আল্লাহর কাছে উত্তম পরিণতির প্রার্থনা করা।

এরপর তিনি বললেন: "আর আল্লাহ জানেন, আর তোমরা জানো না।" হ্যাঁ, আল্লাহ জানেন এবং আমরা জানি না। কেননা মহান আল্লাহর জ্ঞান অত্যন্ত প্রশস্ত, তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। আল্লাহর জ্ঞান ভবিষ্যতের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত ব্যাপক, তিনি অদৃশ্যের খবর জানেন অথচ আমরা জানি না; তিনি সব কিছু জানেন অথচ আমরা জানি না।

(ص: 340) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

بل يعلم ما توسوس به النفوس قبل أن يبدؤ وقبل أن يظهر ونحن لا نعلم
وسألكم عن شيء سهل غير بعيد هل تعرفون عن روحكم شيئاً الروح التي بها
الحياة تعرفون عنها شيئاً الجواب لا { ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي

وما أوتيتم من العلم إلا قليلا {الروح التي بين جنبيك لا تعرفها ولا تدري عنها
وجملة} قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا {هذه الجملة وما
أوتيتم من العلم إلا قليلا كأن فيها التوبيخ كأنه يقول: وما خفي عليكم من العلم
إلا أن تعلموا هذه الروح ما أكثر العلوم التي فأتتكم والحاصل أن الله يقول: {والله
يعلم وأنتم لا تعلمون }.

وقال تعالى: {انفروا خفافا وثقالا} انفروا إلى أي شيء إلى الجهاد {انفروا خفافا
وثقالا} يعني انفروا حال ما يكون النفر خفيفا عليكم أو ثقيلا عليكم {انفروا
خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم
تعملون} أي إن كنتم من ذوي العلم فاعلموا أن ذلك خير لكم.
وقال تعالى: {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والأنجيل والقرآن
ومن أوفى بعهده من الله} انظروا لهذه الصفقة صفقة بيع تامة الشروط والأركان
والوسائل: من المشتري الله والبائع المؤمنون والعوض من المؤمنين الأنفس
والأموال

বরং আত্মা যা কুমন্ত্রণা দেয় তিনি তা জানেন, তা প্রকাশ পাওয়ার এবং প্রকাশিত হওয়ার
আগেই; অথচ আমরা তা জানি না। আমি আপনাদের একটি সহজ ও নিকটবর্তী বিষয় সম্পর্কে
জিজ্ঞাসা করব: আপনারা কি আপনাদের আত্মা সম্পর্কে কিছু জানেন? যে আত্মার মাধ্যমে
জীবন সঞ্চালিত হয়, সে সম্পর্কে কি আপনারা কিছু জানেন? উত্তর হলো—না। "তারা
আপনাকে আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, আত্মা আমার রবের আদেশঘটিত। আর
তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।" যে আত্মা আপনার পাঁজরের মাঝে বিদ্যমান,
সে সম্পর্কে আপনি জানেন না এবং আপনার কোনো ধারণাও নেই। আর "বলুন, আত্মা আমার
রবের আদেশঘটিত। আর তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে"—এই বাক্যটি,
বিশেষ করে "তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে" অংশটুকুর মধ্যে যেন এক প্রকার
তিরস্কার রয়েছে। যেন তিনি বলছেন: তোমাদের কাছে কি আর সব জ্ঞান স্পষ্ট হয়ে গেছে যে

কেবল এই আত্মা সম্পর্কেই তোমাদের জানতে হবে? কত জ্ঞানই না তোমাদের অগোচরে রয়ে গেছে! সারকথা হলো আল্লাহ বলেন: "আর আল্লাহ জানেন, কিন্তু তোমরা জানো না।" আর মহান আল্লাহ বলেন: "তোমরা অভিযানে বের হও হালকা অথবা ভারী অবস্থায়।" কিসের দিকে অভিযানে বের হবে? জিহাদের দিকে। "তোমরা অভিযানে বের হও হালকা অথবা ভারী অবস্থায়" অর্থাৎ অভিযানে বের হও এমন অবস্থায় যখন বের হওয়া তোমাদের জন্য সহজ হয় অথবা তোমাদের জন্য তা কষ্টকর হয়। "তোমরা অভিযানে বের হও হালকা ও ভারী অবস্থায় এবং আল্লাহর পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করো। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে।" অর্থাৎ তোমরা যদি জ্ঞানবান হয়ে থাকো, তবে জেনে রেখো যে এটিই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম।

আর মহান আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন এই বিনিময়ে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর তারা মারে ও মরে। এটি তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে তাঁর দেওয়া সত্য প্রতিশ্রুতি। আর আল্লাহর চেয়ে অধিক প্রতিশ্রুতি পূরণকারী আর কে আছে?" এই সওদা বা চুক্তির দিকে লক্ষ্য করুন—এটি এমন এক ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি যার শর্তাবলি, স্তম্ভসমূহ এবং মাধ্যমসমূহ পূর্ণাঙ্গ: এখানে ক্রেতা হলেন আল্লাহ, বিক্রেতা হলো মুমিনগণ এবং মুমিনদের পক্ষ থেকে বিক্রয়কৃত বস্তু হলো তাদের জীবন ও সম্পদ।

(ص: 341) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

والعوض من الله الجنة والوثيقة وعد من الله ما هي أوراق تمزق وترمى في التوراة والإنجيل والقرآن أوثق الوثائق هذه وثيقة مكتوبة في التوراة والإنجيل والقرآن ليس هناك شيء أوثق منها وذكر التوراة والإنجيل والقرآن لأنها أوثق الكتب المنزلة على الرسل القرآن أشرفها ثم التوراة ثم الإنجيل هذه صفقة لا يمكن لها نظير كل الشروط كاملة وصفقة كبيرة عظيمة النفس والمال هو عوض من الإنسان

والمعوض وهو المليك وهو الله عز وجل وهو الجنة التي قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها موضع سوط: يعني حوالي (متر أو نحوه) خير من الدنيا وما فيها أي دنيا دنياك هذه؟ لا. قد تكون دنياك دنيا مملوءة بالتنغيص والتنفير والعمر قصير ولكن خير من الدنيا منذ خلقت إلى يوم القيامة بها فيها من السرور والنعيم موضع السوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أيهما أغلى الأنفس والأموال أم الجنة الجنة إذا البائع رابح لأنه باع النفس والبال الذي لا بد من فناءه بنعيم لا يزول ومن الذي عاهد على هذا البيع الله ومن أوفى بعهده من الله من هنا استفهام بمعنى النفي يعني لا أحد أصدق وأوفى بعهده من الله وصدق الله عز وجل

আল্লাহর পক্ষ থেকে বিনিময় হলো জান্নাত এবং এর দলিল হলো আল্লাহর প্রতিশ্রুতি; এটি এমন কোনো তুচ্ছ কাগজ নয় যা ছিঁড়ে ফেলা যায় বা ছুড়ে ফেলা যায়। তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে বর্ণিত এই দলিলটি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য। এটি এমন একটি লিখিত দলিল যা তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে বিদ্যমান এবং এর চেয়ে নির্ভরযোগ্য আর কিছুই নেই। এখানে তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কারণ এগুলো রাসুলগণের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। কুরআন এগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এরপর তাওরাত, অতঃপর ইনজিল। এটি এমন এক লেনদেন যার কোনো তুলনা হয় না; এর সমস্ত শর্ত পূর্ণাঙ্গ এবং এটি একটি অত্যন্ত বিশাল ও মহান চুক্তি। মানুষের পক্ষ থেকে নিবেদিত বস্তু হলো তার জান ও মাল, আর এর বিনিময় প্রদানকারী হলেন রাজাধিরাজ মহান আল্লাহ। সেই বিনিময় হলো জান্নাত, যার সম্পর্কে রাসুল (সা.) বলেছেন: "জান্নাতে তোমাদের কারো একটি চাবুক রাখার সমপরিমাণ জায়গা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছুর চেয়ে উত্তম।" চাবুক রাখার জায়গা: অর্থাৎ প্রায় এক মিটার বা এর কাছাকাছি স্থান; যা দুনিয়া ও এর মাঝে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম। এখানে কোন দুনিয়ার কথা বলা হয়েছে? আপনার এই বর্তমান দুনিয়া? না। আপনার ব্যক্তিগত দুনিয়া হয়তো দুঃখ-কষ্ট ও প্রতিকূলতায় পূর্ণ এবং এর আয়ুও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত; কিন্তু জান্নাতের ঐ সামান্য স্থানটি পৃথিবী সৃষ্টির সূচনা থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র

দুনিয়া এবং এতে বিদ্যমান সমস্ত আনন্দ ও নেয়ামতের চেয়েও উত্তম। জান্নাতে একটি চাবুক রাখার জায়গা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

জান ও মাল কি অধিক মূল্যবান নাকি জান্নাত? অবশ্যই জান্নাত। সুতরাং বিক্রেতা এখানে লাভবান, কারণ সে তার নশ্বর জান ও মালকে এমন এক নেয়ামতের বিনিময়ে বিক্রয় করেছে যা কখনো শেষ হবে না। আর এই কেনা-বেচার অঙ্গীকার কে করেছেন? স্বয়ং আল্লাহ। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় অধিক বিশ্বস্ত আর কে হতে পারে? এখানে প্রশ্নটি অস্বীকৃতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী আর কেউ নেই। মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন।

(ص: 342) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

(والله لا يخلف البيعة).

ثم قال: { فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به } يعني تستبشرون النفوس بذلك وليبشروا بعضكم بعضاً ولهذا قال الله تعالى: { ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون } يستبشروا بهذا البيع ببيع عظيم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الجملة هذه فيها ضمير الفصل وذلك هو الفوز العظيم.

وضمير الفصل يقول العلماء يستفاد منه ثلاث فوائد: 1 - الاختصاص 2 - التوفيق 3 - التمييز بين الخبر والصفة يعني معنى ذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله وصدق الله ورسوله ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء ممن باعوا أنفسهم لله عز وجل والله الموفق.

قَالَ تَعَالَى: { لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا }.

(আর আল্লাহ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না)।

অতঃপর তিনি বলেন: {সুতরাং তোমরা যে কেনাবেচা করেছ তার জন্য আনন্দিত হও} অর্থাৎ এর দ্বারা যেন মন আনন্দিত হয় এবং তোমরা একে অপরকে সুসংবাদ দাও। একারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনও মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত; তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তারা রিযিকপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দান করেছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পেছনে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি তাদের জন্য তারা এই সংবাদে খুশি হয় যে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না}। তারা এই সওদার কারণে আনন্দিত হয়; এটি এক মহান সওদা যা তোমরা সম্পাদন করেছ। আর এটিই হলো মহাসাফল্য। এই বাক্যে ‘দমিরে ফাসল’ (পৃথককারী সর্বনাম) রয়েছে— ‘আর এটিই হলো মহাসাফল্য’।

উলামায়ে কেরাম বলেন, ‘দমিরে ফাসল’ থেকে তিনটি উপকারিতা পাওয়া যায়: ১- বিশিষ্টতা, ২- তৌফিক (বা নিশ্চয়তা), ৩- খবর (বিধেয়) ও সিফাত (বিশেষণ)-এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ। অর্থাৎ এর অর্থ হলো— এটিই সেই মহাসাফল্য যার তুল্য কোনো সাফল্য নেই। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন এবং আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের জীবন সওদা করেছেন। আর আল্লাহই তৌফিকদাতা।

আল্লাহ তাআলা বলেন: {মুমিনদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে—অক্ষম ব্যক্তিগণ ব্যতীত— এবং যারা আল্লাহর পথে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করে, তারা সমান নয়। আল্লাহ নিজের সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদকারীদের মর্যাদা ঘরে উপবিষ্টদের তুলনায় বাড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ প্রত্যেকের জন্যই কল্যাণের (জান্নাতের) ওয়াদা করেছেন। আর আল্লাহ ঘরে উপবিষ্টদের ওপর জিহাদকারীদের এক মহান প্রতিদানের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। যা তাঁর পক্ষ থেকে বিশেষ মর্যাদা, ক্ষমা ও রহমত; আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।}

يعني: لا يستوي القاعدون والمجاهدون ونفي الاستواء ظاهر لأن المجاهد قد بذل نفسه وماله لله عز وجل والقاعد خائف إلا من استثنى الله عز وجل في قوله تعالى: {غير أولي الضرر} غير الذين يتضررون إذا ذهبوا إلى الجهاد وهو ثلاثة أصناف ذكرهم الله تعالى في قوله: {ليس على الأعشى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج} وكذلك الذين لا يجدون ما ينفقون أو كانوا ضعفاء في أبدانهم لقول الله تعالى: {ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم} والثالث: من قعدوا للتفقه في الدين لقوله تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون}.

فهؤلاء ثلاثة أصناف: 1 - أولو الضرر والضعفاء 2 - والذين لا يجدون مالا 3 - من قعدوا ليتفقهوا في الدين.

فهؤلاء معذورون إما لوجود مصلحة في بقائهم أعلى من مصلحة الجهاد وهم الذين قعدوا للتفقه في الدين وإما لعذر لا يستطيعون معه أن يذهبوا إلى الجهاد. وقول الله تعالى: {ولا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم} المجاهدون أفضل وفي هذه الآية نفي الاستواء بين المؤمنين وأن المؤمنين ليسوا سواء فمثل ذلك قوله تعالى:

অর্থাৎ: ঘরে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং জিহাদকারীরা সমান নয়। এই অসমতা সুস্পষ্ট, কারণ মুজাহিদ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের প্রাণ ও সম্পদ উৎসর্গ করেছেন, পক্ষান্তরে উপবিষ্ট ব্যক্তি আশঙ্কায় থাকেন; তবে আল্লাহ তাআলা যাদের ব্যতিক্রম করেছেন তারা ব্যতীত, যেমন তাঁর বাণী: {অক্ষমরা ব্যতীত} — অর্থাৎ তারা ব্যতীত যারা জিহাদে গমনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা

তিন শ্রেণির যাদের কথা আল্লাহ তাআলা তাঁর বাণীতে উল্লেখ করেছেন: {অন্ধের জন্য কোনো দোষ নেই, খঞ্জের জন্য কোনো দোষ নেই এবং রুগ্ন ব্যক্তির জন্য কোনো দোষ নেই}।

অনুরূপভাবে তারা যারা ব্যয়ের সামর্থ্য রাখে না অথবা শারীরিকভাবে দুর্বল, কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {দুর্বলদের ওপর কোনো দোষ নেই, রুগ্নদের ওপরও নেই এবং তাদের ওপরও নেই যাদের ব্যয়ের কোনো সংস্থান নেই—যখন তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগী হয়। সৎকর্মশীলদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনো পথ নেই; আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।} এবং তৃতীয়ত: যারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য অবস্থান করেন, কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {মুমিনদের পক্ষে একসাথে বের হওয়া সংগত নয়; অতএব তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং যখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসবে তখন যেন তাদেরকে সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা সাবধান হয়।}

অতএব এরা তিন শ্রেণির: ১- শারীরিক প্রতিবন্ধী ও দুর্বলগণ ২- যাদের আর্থিক সামর্থ্য নেই ৩- যারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের জন্য অবস্থান করেন।

তারা সবাই ওজরপ্রাপ্ত (অপারগ); হয় তাদের অবস্থানে জিহাদের চেয়েও উচ্চতর কোনো কল্যাণ নিহিত রয়েছে—আর তারা হলেন যারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের জন্য অবস্থান করেন— অথবা এমন কোনো ওজরের কারণে যার ফলে তারা জিহাদে যেতে সক্ষম নন।

আর আল্লাহ তাআলার বাণী: {মুমিনদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে—অক্ষমরা ব্যতীত—এবং যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করে, তারা সমান নয়।} মুজাহিদগণই শ্রেষ্ঠতর। এই আয়াতে মুমিনদের মাঝে সমতার অভাব বর্ণিত হয়েছে এবং এটি প্রকাশ পেয়েছে যে মুমিনরা এক সমান নন। এর অনুরূপ হলো আল্লাহ তাআলার বাণী:

(ص: 344) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

{ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى } ونفي الاستواء في القرآن العزيز

كثير} قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور {وما يستوي
البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج} والآيات كثيرة.
وأحب أن أنبه هنا على كلمة يطلقها بعض الناس قد يريدون بها خيرا وقد يطلقها
بعض الناس يريدون بها شرا وهي قولهم: إن الدين الإسلامي دين المساواة فهذا
كذب على الدين الإسلامي لأن الدين الإسلامي ليس دين مساواة الدين الإسلامي
دين عدل وهو إعطاء كل شخص ما يستحق فإذا استوى شخصان في الأحقية فحين إذا
يتساويان فيما يترتب على هذه الأحقية أما مع الاختلاف فلا ولا يمكن أن يطلق على
أن الدين الإسلامي دين مساواة أبدا بل إنه دين العدل لقول الله تعالى: {إن الله
يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى} .
هذه الكلمة: الدين الإسلامي دين المساواة قد يطلقها بعض الناس ويريد بها شرا
فمثلا يقول: لا فرق بين الذكر والأنثى الدين دين مساواة الأنثى أعطوها من
الحقوق مثل ما تعطون الرجل ...
لماذا لأن الدين الإسلامي دين المساواة الاشتراكيون يقولون: الدين دين مساواة لا
يمكن هذا غني جدا وهذا فقير جدا لابد أن نأخذ من مال الغني ونعطي الفقير لأن
الدين دين المساواة فيريدون بهذه الكلمة شرا ولما كانت هذه الكلمة قد يراد بها
خير وقد يراد

"তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে তারা (অন্যদের) সমান নয়। তারা মর্যাদায় তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যারা পরে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ প্রত্যেকের কাছেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।" পবিত্র কুরআনে সমতা নাকচ করার দৃষ্টান্ত অনেক। "বলুন, অন্ধ ও চক্ষুস্থান কি সমান হতে পারে? অথবা অন্ধকার ও আলো কি সমান হতে পারে?" "আর দুটি সমুদ্র সমান নয়; একটির পানি মিষ্ট, সুস্বাদু ও তৃষ্ণা নিবারক, আর অন্যটি লবণাক্ত ও বিষাদ।" এ জাতীয় আয়াত অনেক রয়েছে।

আমি এখানে একটি পরিভাষা সম্পর্কে সতর্ক করতে চাই যা কিছু লোক ব্যবহার করে থাকে।
কখনো তারা এর মাধ্যমে ভালো উদ্দেশ্য পোষণ করে, আবার কখনো এর দ্বারা মন্দ উদ্দেশ্যও

রাখা হয়। তা হলো তাদের এই উক্তি: "নিশ্চয়ই ইসলাম ধর্ম সমতার ধর্ম।" এটি ইসলামের নামে একটি মিথ্যাচার। কারণ ইসলাম ধর্ম সমতার ধর্ম নয়, বরং ইসলাম ধর্ম হলো ইনসাফ বা ন্যায়ের ধর্ম। আর ন্যায়বিচার হলো প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য অধিকার বুঝিয়ে দেওয়া। সুতরাং যদি দুই ব্যক্তি যোগ্যতার ক্ষেত্রে সমান হয়, তবেই সেই যোগ্যতাসংশ্লিষ্ট বিষয়ে তারা সমান হবে। কিন্তু পার্থক্যের ক্ষেত্রে তারা সমান হতে পারে না। ইসলাম ধর্মকে কখনোই ঢালাওভাবে সমতার ধর্ম বলা যায় না; বরং এটি ইনসাফের ধর্ম। মহান আল্লাহর বাণী: "নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, ইহসান এবং নিকটাত্মীয়দের দান করার নির্দেশ দিচ্ছেন।" এই কথাটি—"ইসলাম ধর্ম সমতার ধর্ম"—কিছু লোক মন্দ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ তারা বলে: নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, ইসলাম সমতার ধর্ম, তাই নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দাও ... কেন? কারণ ইসলাম ধর্ম সমতার ধর্ম। সমাজতন্ত্রীরা বলে: ধর্ম সমতার ধর্ম, তাই একজন অতি ধনী এবং অন্যজন অতি দরিদ্র হবে—এটা হতে পারে না। অবশ্যই আমাদের ধনীর সম্পদ থেকে নিয়ে দরিদ্রকে দিতে হবে, কারণ ধর্ম হলো সমতার। তারা এই শব্দের মাধ্যমে অশুভ উদ্দেশ্য পোষণ করে। যেহেতু এই কথাটির দ্বারা কখনো ভালো উদ্দেশ্য এবং কখনো মন্দ উদ্দেশ্য করা হতে পারে...

(ص: 345) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

بها شر لم يوصف الدين الإسلامي بها بل يوصف بأنه دين العدل الذي أمر الله به {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} ما قال: بالمساواة ولا يمكن أن يتساوى اثنان أحدهما أسمى والثاني بصير أحدهما عالم والثاني جاهل أحدهما نافع للخلق والثاني شريك لا يمكن أن يستوون.

العدل الصحيح: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى} لهذا أحببت التنبيه عليها لأن كثيرا من الكتاب العصريين أو غيرهم يطلق هذه الكلمة ولكنه لا

يتفطن لمعناها ولا يتفطن أن الدين الإسلامي لا يمكن أن يأتي بالمساواة من كل وجه مع الاختلاف أبداً لو أنه حكم بالمساواة مع وجود الفارق لكان ديناً غير مستقيم فعلى المسلم ألا يسوي بين اثنين بينهما تضاد أبداً لكن إذا استووا من كل وجه صار العدل أن يعطي كل واحد منهما ما يعطي الآخر.

وعلى كل حال فهذه الكلمة ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لها وأن يتفطن لغيرها أيضاً من الكلمات التي يطلقها بعض الناس وهو لا يعلم معناها ولا يعلم مغزاها.

ومن ذلك أيضاً قول بعضهم: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه هذه كلمة عظيمة لا تجوز لا أسألك رد القضاء؟ وقد قال النبي: لا يرد القضاء إلا الدعاء الدعاء لا يرد القضاء لكن من أثر الدعاء إذا دعوت الله تعالى بكشف ضرر فهذا قد كتب في الأزل في اللوح المحفوظ أن الله تعالى يرفع هذا الضر عنك بدعائك فكله مكتوب وأنت إذا قلت لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه كأنك تقول: ما يهمني ترفع

এর মাধ্যমে ইসলামি শরিয়তকে কোনো মন্দ বৈশিষ্ট্য দ্বারা বিশেষায়িত করা হয়নি, বরং একে ন্যায়বিচারের ধর্ম হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে যার নির্দেশ আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন—

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার ও সদাচরণের নির্দেশ দেন।" তিনি 'সমতা'র কথা বলেননি। দুজন ব্যক্তি কখনোই সমান হতে পারে না যাদের একজন অন্ধ ও অন্যজন দৃষ্টিমান, একজন আলেম ও অন্যজন জাহেল, একজন সৃষ্টির জন্য কল্যাণকর ও অন্যজন দুশ্চরিত্র; তারা কখনোই সমান হতে পারে না।

সঠিক ন্যায়বিচার হলো: "নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার, সদাচরণ এবং নিকটাত্মীয়দের দান করার নির্দেশ দেন।" এই বিষয়টি আমি সতর্ক করে দিতে চেয়েছি কারণ বর্তমান সময়ের অনেক লেখক বা অন্যরা এই শব্দটি (সমতা) ব্যবহার করেন, কিন্তু তারা এর প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করেন না। তারা এটি বুঝতে পারেন না যে, ইসলামি জীবনব্যবস্থা পার্থক্যের বিদ্যমানতায় কখনোই সকল দিক থেকে সমতা নিয়ে আসতে পারে না। যদি পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সমতার বিধান দেওয়া হতো, তবে তা একটি অসংগত ধর্ম হতো। সুতরাং একজন মুসলিমের জন্য কখনোই দুটি বিপরীতধর্মী বিষয়ের মধ্যে সমতা করা উচিত নয়। তবে যদি

তারা সকল দিক থেকে সমান হয়, তখন ন্যায়বিচার হলো তাদের প্রত্যেককে সমানভাবে প্রদান করা।

যা-ই হোক, একজন ইলম অন্বেষীর উচিত এই শব্দটির ব্যাপারে সচেতন হওয়া এবং এমন আরও অনেক শব্দের ব্যাপারেও সতর্ক থাকা যা অনেক মানুষ এর অর্থ ও তাৎপর্য না জেনেই ব্যবহার করে থাকে।

এরই অন্তর্ভুক্ত হলো কিছু মানুষের এই উক্তি: "হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে ফয়সালা পরিবর্তনের প্রার্থনা করি না, বরং আমি এতে আপনার করুণা ভিক্ষা করি।" এটি একটি গুরুতর কথা যা বলা বৈধ নয়। 'আমি ফয়সালা পরিবর্তনের প্রার্থনা করি না'? অথচ নবী বলেছেন: "দুআ ব্যতীত অন্য কিছু ফয়সালা পরিবর্তন করতে পারে না।" দুআ ফয়সালাকে রদ করে না—এমন নয়, বরং দুআর প্রভাব হলো এই যে, আপনি যখন আল্লাহর কাছে কোনো বিপদ দূর করার জন্য দুআ করেন, তখন এটি অনাদিকাল থেকেই 'লাওহে মাহফুজে' লিখিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা আপনার দুআর মাধ্যমে এই বিপদটি আপনার থেকে দূর করবেন। সুতরাং এ সবকিছুই লিখিত। আর যখন আপনি বলেন, 'আমি ফয়সালা পরিবর্তন করার প্রার্থনা করি না বরং এতে করুণা চাই', তখন এটি এমন যেন আপনি বলছেন: আপনি এটি দূর করলেন কি না তাতে আমার কিছু যায় আসে না।

(ص: 346) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

أو لا ترفع لكن الإنسان يطلب رفع كل ما نزل به فلا تقل اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه قل: اللهم إني أسألك العفو والعافية اللهم اشفني من مرضي اللهم أغني من فقري اللهم اقض عني الدين اللهم علمني ما جهلت وما أشبه ذلك أما لا أسألك رد القضاء فالله تعالى يفعل ما يشاء ولا أحد يردده لكن أنت مفتقر إلى الله أما هذا الكلام لا أصل له ولا يجوز بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وهي أهون من اللهم لا أسألك رد القضاء لا

يقول أحدهم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت وليعزم المسألة فإن الله تعالى لا مكره له وفي لفظ فإن الله لا يتعاطيه شيء.

وأرجو منكم حين جرى التنبيه على هاتين الكلمتين الدين الإسلامي دين المساواة والله لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه إذا سبعتم أحدا يقول ذلك أن تنبهوه وتتعاونوا على البر والتقوى وأكثر ما في القرآن العزيز هو نفي الاستواء لم يأت ذكر الاستواء إلا في مواطن قليلة مثل قوله تعالى: {ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء}

অথবা তা দূরীভূত হয় না; বরং মানুষ তার ওপর আপতিত সকল বিপদ দূর করার জন্য প্রার্থনা করে। সুতরাং তুমি এমন বলো না যে, "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ফয়সালা (তাকদির) পরিবর্তনের আবেদন করছি না, বরং তাতে কেবল আপনার অনুগ্রহ ও কমনীয়তা প্রার্থনা করছি।" বরং তুমি বলো: "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি; হে আল্লাহ! আমাকে আমার ব্যাধি থেকে আরোগ্য দান করুন; হে আল্লাহ! আমাকে আমার দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিয়ে সচ্ছলতা দান করুন; হে আল্লাহ! আমার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করে দিন; হে আল্লাহ! আমি যা জানি না তা আমাকে শিখিয়ে দিন" এবং এ জাতীয় অন্যান্য প্রার্থনা। আর "আমি আপনার নিকট ফয়সালা পরিবর্তনের আবেদন করছি না"—এই উক্তিটির ব্যাপারে বক্তব্য হলো, আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা তা-ই করেন এবং কেউ তাঁকে বাধা দেওয়ার নেই, কিন্তু আপনি তো আল্লাহর মুখাপেক্ষী। এই কথার কোনো ভিত্তি নেই এবং এটি বলা জায়েজ নয়। বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের কেউ যেন না বলে—হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন।" অথচ এই উক্তিটি "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ফয়সালা পরিবর্তনের আবেদন করছি না" বলার চেয়েও লঘু। তোমাদের কেউ যেন না বলে—"হে আল্লাহ! আপনি ইচ্ছা করলে আমাকে ক্ষমা করুন, আপনি ইচ্ছা করলে আমার ওপর রহম করুন"; বরং সে যেন দৃঢ়তার সাথে প্রার্থনা করে। কেননা আল্লাহ তাআলাকে বাধ্য করার মতো কেউ নেই। অন্য এক শব্দে বর্ণিত হয়েছে: "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট কোনো কিছুই অসাধ্য নয়।"

আর আমি আপনাদের নিকট এই আশা রাখি যে, যখন এই দুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো—"ইসলাম ধর্ম সমতার ধর্ম" এবং "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ফয়সালা

পরিবর্তনের আবেদন করছি না বরং তাতে আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি"—তখন আপনারা যদি কাউকে এগুলো বলতে শোনেন, তবে তাকে সতর্ক করে দেবেন এবং নেকি ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করবেন। পবিত্র কুরআনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমতাকে অস্বীকার করা হয়েছে। সমতার উল্লেখ খুব অল্প স্থানেই এসেছে, যেমন মহান আল্লাহর বাণী: "তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন—আমি তোমাদের যে রিজিক দিয়েছি, তাতে তোমাদের মালিকানাধীন দাসদের কেউ কি এমন অংশীদার আছে যে তোমরা তাতে সমান হয়ে যাবে?"

(ম: 347) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

فألبراد نفى المساواة {هل لكم} هذا الاستفهام بمعنى النفي هل لكم مما ملكت أيماكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء والجواب لا إذا فألبراد نفى المساواة وعلى كل حال فإني أنصح وأريد منكم إذا سبغتم أحدا يقول هذا فقل له لا ليس دين المساواة بل هو الدين العدل فهو إعطاء كل واحد ما يستحق. والقول الآخر لا أسألك رد القضاء ...

هذا كلام لغو من يرد القضاء لكن من قضاء الله أن يرفع عنك البرص أو يرفع عنك الجهل نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في ديننا وألا يجعلنا إمعة نقول ما يقول الناس ولا ندري ما نقول والله الموفق.

وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين} والآيات & في الباب كثيرة مشهورة.

সুতরাং উদ্দেশ্য হলো সমতা অস্বীকার করা। {তোমাদের কি আছে}—এই প্রশ্নবোধক বাক্যটি মূলত না-বোধক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আমি তোমাদের যে রিষিক দিয়েছি, তাতে কি তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদের মধ্য থেকে এমন কোনো অংশীদার আছে যার ফলে তোমরা তাতে সমান হয়ে গেছ? এর উত্তর হলো ‘না’। সুতরাং উদ্দেশ্য হলো সমতা অস্বীকার করা। যাই হোক, আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি এবং তোমাদের কাছে এটিই প্রত্যাশা করি যে, যখনই তোমরা কাউকে এটি বলতে শুনবে, তখন তাকে বলবে—না, এটি সমতার ধর্ম নয়, বরং এটি ন্যায়বিচারের ধর্ম; আর ন্যায়বিচার হলো প্রত্যেককে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা। আর অন্য কথাটি হলো: আমি আপনার কাছে ফয়সালা (কাজা) রদ করার আবেদন করছি না

...

এটি একটি অসার কথা; কে আল্লাহর ফয়সালা রদ করতে পারে? তবে আল্লাহর ফয়সালা মাধ্যমেই তোমার থেকে অসুস্থতা দূর হয় কিংবা তোমার থেকে অজ্ঞতা দূরীভূত হয়। আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করেন এবং আমাদের এমন ব্যক্তিত্বহীন না বানান যারা মানুষ যা বলে তা-ই বলে বেড়ায় অথচ আমরা কী বলছি তা নিজেরা জানি না। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

আল্লাহ তাআলা বলেন: {হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসার সন্ধান দেব যা তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে। তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদের এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত এবং চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহে উত্তম বাসগৃহ দান করবেন। এটিই মহাসাফল্য। আর তিনি তোমাদের আরও একটি অনুগ্রহ দান করবেন যা তোমরা পছন্দ করো; আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও নিকটবর্তী বিজয়। আর মুমিনদের সুসংবাদ দিন।} এই অধ্যায়ে এ সংক্রান্ত আরও অনেক প্রসিদ্ধ আয়াত রয়েছে।

{يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم} صدر الله تعالى هذه الآيات بهذا النداء الشريف الموجه للمؤمنين من أجل إثارة همهم وتنشيطهم على قبول ما يسمعون من كلام الله عز وجل.

{يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم} القائل هو ربنا عز وجل وهذا الاستفهام للتشويق يشوقنا جل وعلا بهذه التجارة التي يدلنا عليها ويستفاد من قوله: {هل أدلكم} أنه ليس لنا طريق إلى هذه التجارة إلا الطريق الذي شرعه الله عز وجل هو الدال على ذلك {هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم} وهذه التجارة ليست تجارة الدنيا لأن تجارة الدنيا قد تنجي من العذاب الأليم وقد تكون سبباً للعذاب الأليم فالرجل الذي عنده مال لا يزكي يكون ماله عذاباً عليه والعياذ بالله {والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون} ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة والله مِيراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير} .

تجارة الدنيا قد تنجي من العذاب وقد توقع في العذاب لكن هذه التجارة التي عرضها الله عز وجل علينا ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يقبلونها يقول: (تنجيكم من عذاب أليم) أي عذاب مؤلم لأنه لا

{হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার কথা বলব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে?} মহান আল্লাহ এই আয়াতসমূহ মুমিনদের প্রতি এই মহিমাম্বিত সম্বোধনের মাধ্যমে শুরু করেছেন, যাতে তাদের সংকল্প উদ্দীপিত হয় এবং আল্লাহর কালাম যা তারা শুনছে তা গ্রহণ করার ব্যাপারে তারা সজাগ ও আগ্রহী হয়ে ওঠে।
{হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার কথা বলব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে?} এই বাণীর বক্তা হলেন আমাদের মহান প্রতিপালক।

এখানে প্রশ্নটি করা হয়েছে মূলত আগ্রহ সৃষ্টির জন্য; মহান আল্লাহ আমাদেরকে এই ব্যবসার প্রতি উৎসাহিত করেছেন যার পথ তিনি আমাদের দেখাচ্ছেন। তাঁর বাণী "আমি কি তোমাদেরকে পথনির্দেশ করব" থেকে এ বিষয়টি প্রতিভাত হয় যে, মহান আল্লাহ যে পথ প্রবর্তন করেছেন তা ব্যতীত এই ব্যবসায় উপনীত হওয়ার অন্য কোনো পথ আমাদের নেই, তিনিই এর পথপ্রদর্শক। {আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার কথা বলব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে?} এই ব্যবসা দুনিয়াবি কোনো ব্যবসা নয়; কারণ পার্থিব ব্যবসা কখনো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিতে পারে, আবার কখনো তা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কারণও হতে পারে। যেমন, যে ব্যক্তির সম্পদ রয়েছে অথচ সে তার যাকাত প্রদান করে না, তবে তার সেই সম্পদই তার জন্য শাস্তির কারণ হবে—আল্লাহর কাছে আমরা তা থেকে আশ্রয় চাই। {আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে, অতঃপর তা দিয়ে তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ এবং পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে (এবং বলা হবে), এটিই তা যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে; সুতরাং তোমরা যা জমা করতে তার স্বাদ আস্বাদন কর।} {আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তাদেরকে দিয়েছেন তাতে যারা কার্পণ্য করে, তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে তা তাদের জন্য কল্যাণকর; বরং তা তাদের জন্য অমঙ্গল। তারা যাতে কার্পণ্য করেছিল কিয়ামতের দিন তা তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে। আর আসমান ও জমিনের উত্তরাধিকার আল্লাহরই এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।}।

দুনিয়ার ব্যবসা কখনো শাস্তি থেকে মুক্তি দিতে পারে, আবার কখনো শাস্তির মুখে ঠেলে দিতে পারে। কিন্তু এই যে ব্যবসা যা মহান আল্লাহ আমাদের নিকট পেশ করেছেন—এবং আমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ও আপনাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা এটি গ্রহণ করে—তিনি বলছেন: (যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে) অর্থাৎ এমন আজাব যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক, কারণ এটি...

عذاب أشد ألماً من عذاب النار أعاذني الله وإياكم منها.

ما هذه التجارة قال: {تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون} هذه التجارة: الإيمان بالله ورسوله وهذا يتضمن جميع شرائع الإسلام كلها لكن نص على الجهاد لأن السورة سورة الجهاد من أولها إلى آخرها كلها جهاد {إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص} ثم ذكر ما يتعلق بذلك وهنا يقول {تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم} أي: تبذلوا جهدكم في سبيل الله ببذل المال وبذل النفس {ذلكم خير لكم} خير لكم من كل شيء {أن كنتم تعلمون} يعني إن كنتم من ذوي العلم وفي هذه الآية وأمثالها يحسن الوقوف على قوله {ذلكم خير لكم} ولا تصل لا تقل {ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون} لأنك لو وصلت لأفهمت معنى بطلا في الآية لكان المعنى: (ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإن كنتم لا تعلمون فليس خيراً لكم) وهذا ليس مراد الله عز وجل بل إن المعنى: ذلكم خير لكم ثم قال: إن كنتم من ذوي العلم كأنه يقول: فاعلموا ذلك إن كنتم أهلاً للعلم.

هذا هو العمل فما هو الثواب {يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم} .

جنات: هي ما أعدّه الله عز وجل لعباده الصالحين وبالأخص المجاهدين في سبيل الله إن في الجنة مائة درجة أعدّها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله ولهذا جمع جنات تجري من تحتها الأنهار

আগুনের শাস্তির চেয়েও কঠোর ও যন্ত্রণাদায়ক আজাব; আল্লাহ আমাকে এবং আপনাদেরকে তা থেকে রক্ষা করুন।

এই ব্যবসাটি কী? তিনি বলেন: {তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে।} এই ব্যবসা হলো: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। এটি ইসলামের সমস্ত বিধানকে অন্তর্ভুক্ত করে। তবে এখানে বিশেষভাবে জিহাদের কথা

উল্লেখ করা হয়েছে কারণ এই সূরাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জিহাদ বিষয়ক সূরা। {নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা এক সীসাঢালা প্রাচীর।} অতঃপর তিনি এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি উল্লেখ করেছেন। এখানে তিনি বলছেন: {তোমরা আল্লাহর পথে তোমাদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করবে।} অর্থাৎ, আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় এবং জীবন উৎসর্গের মাধ্যমে নিজেদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করবে। {এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর}—সবকিছুর চেয়ে তোমাদের জন্য উত্তম। {যদি তোমরা জানতে}—অর্থাৎ যদি তোমরা জ্ঞানবান হতে। এই আয়াত এবং এর সমজাতীয় আয়াতগুলোতে {এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর}—এই অংশে থামা উত্তম। পরের অংশের সাথে মিলিয়ে পড়বেন না; অর্থাৎ বলবেন না {এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা জানতে}। কারণ আপনি যদি মিলিয়ে পড়েন, তবে আয়াতের একটি ভ্রান্ত অর্থ পরিলক্ষিত হতে পারে। তখন অর্থ দাঁড়াবে: (যদি তোমরা জানো তবেই এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আর যদি না জানো তবে এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর নয়)। অথচ মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য এমনটি নয়। বরং প্রকৃত অর্থ হলো: এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর; অতঃপর তিনি বলেছেন: যদি তোমরা জ্ঞানবান হও। যেন তিনি বলছেন: যদি তোমরা জ্ঞানের অধিকারী হও তবে বিষয়টি অনুধাবন করো।

এটিই হলো আমল। তাহলে এর প্রতিদান কী? {তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতে পবিত্র বাসস্থানে। এটিই মহাসাফল্য।} .

জান্নাতসমূহ: এটি হলো তা-ই যা মহান আল্লাহ তাঁর নেককার বান্দাদের জন্য, বিশেষ করে আল্লাহর পথের মুজাহিদদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন। নিশ্চয়ই জান্নাতে একশটি স্তর রয়েছে যা মহান আল্লাহ তাঁর পথের মুজাহিদদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। এই কারণেই এখানে বহুবচনে 'জান্নাতসমূহ' উল্লেখ করা হয়েছে যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত।

أي من تحت قصورها وأشجارها وهي أنهار ليست كأنهار الدنيا أربعة أصناف: أنهار من ماء غير آسن يعني: لا يمكن أن يتغير بخلاف ماء الدنيا فإنه إذا بقي يتغير وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى أنهار تجري أنهار العسل فيها لم يخرج من النحل واللبن لم يخرج من ضرع بهيمة والباء لم يخرج من نبع أرض وكذلك الخمر لم يخرج من زبيب أو تمر أو شعير أو غير ذلك أنهار خلقها الله عز وجل في الجنة تجري هذه الأنهار ورد في الحديث أنها أنهار لا تحتاج إلى شق ولا إلى سد يعني ما يحتاج أن تضع له أخدودا تمنعه من التسرب يميناً وشمالاً.

قال ابن القيم في النونية:

أنهارها في غير أخدود جرت ...

سبحان مسكها عن الفيضان

جل وعلا ثم هذا النهر يأتي طوعك ذلك أن تطلب أن الباء يذهب يميناً يذهب يساراً يذهب أما ما يذهب يتوقف يتوقف كما تشاء.

وقوله: {ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم} مساكن طيبة: طيبة في بنائها طيبة في غرفها طيبة في منظرها طيبة في مسكنها طيبة من كل ناحية والسماكن فيها حور مقصورات في الخيام خيام من لؤلؤ مرتفعة من أحسن ما تراه بصراً قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما

অর্থাৎ তাদের প্রাসাদ এবং বৃক্ষরাজির পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত। আর এগুলো দুনিয়ার নদীগুলোর মতো নয়, বরং চার প্রকারের নদী: স্বচ্ছ ও অবিকৃত পানির নদী, অর্থাৎ যা কখনো পরিবর্তিত হওয়া সম্ভব নয়; দুনিয়ার পানির বিপরীত যা দীর্ঘক্ষণ থাকলে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এমন দুধের নদী যার স্বাদ পরিবর্তিত হয় না, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু মদের নদী এবং পরিশোধিত মধুর নদী। এই নদীগুলো প্রবাহিত হচ্ছে; সেখানে মধুর নদীগুলো মৌমাছি থেকে নির্গত নয়, দুধের নদীগুলো পশুর ওলান থেকে আসেনি, আর পানি মাটির কোনো প্রস্রবণ থেকে

বের হয়নি। তেমনিভাবে মদের নদীগুলো কিশমিশ, খেজুর, যব বা অন্য কিছু থেকে তৈরি হয়নি। এগুলো এমন নদী যা মহান আল্লাহ জান্নাতে সৃষ্টি করেছেন। এই নদীগুলো প্রবাহিত হয়; হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, এগুলো এমন নদী যেগুলোর জন্য কোনো পরিখা খনন বা বাঁধের প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ, পানি ডানে-বামে চুইয়ে পড়া রোধ করার জন্য কোনো নালা তৈরি করার প্রয়োজন পড়ে না।

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. তাঁর 'নুনিয়া' কাব্যে বলেছেন:

জান্নাতের নদীসমূহ কোনো খাত বা গর্ত ছাড়াই প্রবাহিত হয় ...

মহিমাম্বিত সেই সত্তা যিনি এগুলোকে প্লাবিত হওয়া থেকে রক্ষা করেন

তিনি সুমহান ও সুউচ্চ। অতঃপর এই নদী আপনার অনুগত হবে; আপনি যদি চান পানি ডানে প্রবাহিত হোক, তবে তা ডানেই যাবে; বামে চাইলে বামে যাবে, সামনে চাইলে সামনে যাবে, আর যদি চান থেমে যাক, তবে আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী তা থেমে যাবে।

আর মহান আল্লাহর বাণী: {এবং স্থায়ী জান্নাতসমূহে উত্তম বাসস্থানসমূহ; এটিই মহাসাফল্য} উত্তম বাসস্থানসমূহ: এগুলোর নির্মাণশৈলী চমৎকার, কক্ষগুলো চমৎকার, দৃশ্য মনোরম, আবাসন হিসেবে শ্রেষ্ঠ—অর্থাৎ সর্বদিক থেকেই তা উত্তম। আর সেখানে অবস্থান করবে তাঁবুর ভেতরে সংরক্ষিত হুরগণ; যেগুলো মুক্তার তৈরি সুউচ্চ তাঁবু, যা মানুষের দেখা সৌন্দর্যের মধ্যে সর্বোত্তম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "দুটি জান্নাত স্বর্গের, সেগুলোর পাত্রসমূহ ও ভেতরের সবকিছু স্বর্গের; আর দুটি জান্নাত রূপার, সেগুলোর পাত্রসমূহ এবং..."

(ص: 351) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

فِيهَا اللَّبَنُ: لَبَنُ الْبَنَاءِ لَيْسَ مِنَ الطُّوبَى وَالتُّرَابِ بَلْ هُوَ مِنَ الذَّهَبِ أَوْ مِنَ الْفِضَّةِ
وَلِهَذَا وَصَفَهَا اللَّهُ بِالطَّيِّبِ.

ثُمَّ إِنَّ مِنْ طَيِّبِهَا أَنْ سَاكِنَهَا لَا يَبْغِي عَنْهَا حَوْلًا..

مَسَاكِنُ الدُّنْيَا مَهْمَا حَسَنْتَ سَتَرَى مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْ بَيْتِكَ فَتَقُولُ: لَيْتَ هَذَا لِي.

لكن في الجنة لا تبغي حولا عن مسكنك ولا انتقال كل إنسان يرى أنه هو أنعم أهل الجنة لكي لا ينكسر قلبه لو رأى من هو أفضل منه ولكن يرى أنه أنعم أهل الجنة عكس ذلك أهل النار أهل النار يرى أنه أشد أهل النار عذاباً وإن كان هو أهنهم.

فهذه المساكن الطيبة في جنات عدن قال العلماء العدن بمعنى الإقامة..
ومنه المعدن في الأرض لطول إقامته بعدنه ومكانه.
أي في جنات إقامة لا يمكن أن تزول أبد الأبدین ...
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها.

(ذلك الفوز العظيم) الفوز أن ينال الإنسان ما يريد وينجو مما يخاف العظيم الذي لا أعظم منه ریح ليس فوقه ریح عوض ليس فوقه عوض لهؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم ولا يحرمننا هذا الفضل بسوء أعمالنا وأن يعاملنا بعفوه إنه على كل شيء قدير.

সেগুলোতে ইট রয়েছে: প্রাসাদের ইটগুলো সাধারণ মাটি বা ধূলিকণা দ্বারা নির্মিত নয়, বরং সেগুলো স্বর্ণ বা রৌপ্যের তৈরি; আর এই কারণেই আল্লাহ সেগুলোকে পবিত্র ও উত্তম হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তদুপরি, এর উৎকর্ষের অন্যতম দিক হলো—এর অধিবাসী এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যেতে চাইবে না।

দুনিয়ার আবাসস্থল যতই সুন্দর হোক না কেন, আপনি সর্বদা আপনার গৃহের চেয়েও উত্তম কিছু দেখতে পাবেন এবং বলবেন: ‘আফসোস! যদি এটি আমার হতো!’

কিন্তু জান্নাতে আপনি আপনার আবাসস্থল থেকে কোনো রূপান্তর বা স্থানান্তর চাইবেন না।

সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকেই জান্নাতবাসীদের মধ্যে সর্বাধিক নেয়ামতপ্রাপ্ত মনে করবে, যাতে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাউকে দেখে তার মনে কোনো হীনমুণ্ডতা বা কষ্টের উদ্বেক না হয়।

বরং সে নিজেকেই সবচেয়ে সুখী মনে করবে। এর বিপরীত চিত্র হলো জাহান্নামীদের ক্ষেত্রে; সেখানে প্রত্যেক জাহান্নামী মনে করবে যে, তাকেই সবচেয়ে কঠিন আযাব দেওয়া হচ্ছে, যদিও সে হয়তো তাদের মধ্যে সবচাইতে লঘু আযাব ভোগ করছে।

জান্নাতে আদনের এই পবিত্র ও মনোরম আবাসস্থল সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, ‘আদন’ শব্দের অর্থ হলো স্থায়ীভাবে অবস্থান করা।

আর এ থেকেই পৃথিবীতে ‘খনিজ’ শব্দের উৎপত্তি, কেননা খনিজ পদার্থ তার উৎপত্তিস্থলে দীর্ঘকাল অবস্থান করে।

অর্থাৎ এটি এমন চিরস্থায়ী অবস্থানের উদ্যান, যা অনন্তকাল পর্যন্ত কখনও বিলুপ্ত হবে না ... আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদেরকে জান্নাতের অধিবাসী হিসেবে কবুল করেন।

(তা হলো মহাসফলতা)। সাফল্য হলো মানুষ যা চায় তা লাভ করা এবং যা থেকে ভয় পায় তা থেকে মুক্তি পাওয়া। ‘মহা’ বলতে এমন এক সাফল্যকে বোঝানো হয়েছে যার চেয়ে বড় আর কিছুই নেই; এমন এক অর্জন যার উপরে কোনো অর্জন নেই এবং এমন এক বিনিময় যার উর্ধ্বে কোনো বিনিময় নেই। এটি তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। আমি মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা’আলার কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাকে ও আপনাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং আমাদের মন্দ আমলের কারণে যেন এই অনুগ্রহ থেকে আমাদের বঞ্চিত না করেন। তিনি যেন আমাদের সাথে তাঁর ক্ষমার আচরণ করেন; নিশ্চয়ই তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

(ص: 352) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

1288 - وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لخدوة في سبيل الله أو راحة خير من الدنيا وما فيها متفق عليه.

1289 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله قال: ثم من قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره متفق عليه.

1290 - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

سبق لنا الكلام على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وبقي قوله تعالى: {وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين} {وأخرى تحبونها} يعني ولكم أخرى تحبونها.. ثم بينها بقوله: {نصر من

১২৮৮ - আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আল্লাহর পথে একটি সকাল অথবা একটি সন্ধ্যা অতিবাহিত করা দুনিয়া ও এর মধ্যস্থিত সবকিছুর চেয়ে উত্তম।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১২৮৯ - আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল: "মানুষের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?" তিনি বললেন: "সেই মুমিন যে আল্লাহর পথে তার জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে।" সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল: "তারপর কে?" তিনি বললেন: "সেই মুমিন যে পাহাড়ের কোনো গিরিপথে অবস্থান করে আল্লাহর ইবাদত করে এবং মানুষকে নিজের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১২৯০ - সাহল ইবনে সা'দ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আল্লাহর পথে একদিন সীমান্ত পাহারা দেওয়া দুনিয়া ও এর ওপর যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম। জান্নাতে তোমাদের কারো একটি চাবুক রাখার স্থান

দুনিয়া ও এর ওপর যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম। আর আল্লাহর পথে বান্দার একটি সন্ধ্যা অথবা একটি সকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও এর ওপর যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যখ্যা]

মহান আল্লাহর বাণী সম্পর্কে আমাদের আলোচনা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে: "হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসার সন্ধান দেব যা তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে রক্ষা করবে? তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহর পথে তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা জানতে। তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং তোমাদের প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হয় এবং জান্নাতে আদন-এ তোমাদের জন্য উত্তম বাসস্থানের ব্যবস্থা করবেন। এটাই মহাসাফল্য।"

আর মহান আল্লাহর এই বাণীটি অবশিষ্ট রয়েছে: {এবং আরও একটি অনুগ্রহ যা তোমরা পছন্দ করো; আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং নিকটবর্তী বিজয়। আর মুমিনদের সুসংবাদ দিন।} {এবং আরও একটি অনুগ্রহ যা তোমরা পছন্দ করো} অর্থাৎ তোমাদের জন্য আরও একটি বিষয় রয়েছে যা তোমরা পছন্দ করো... এরপর তিনি তা স্পষ্ট করেছেন তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে: {আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য...

(ص: 353) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الله وفتح قريب وبشر المؤمنين} {نصر من الله} ينصركم الله به على أعدائكم ولا شك أن الإنسان إذا انتصر على عدوه فإن ذلك له حب عظيم لأن الله تعالى يجعل عذاب عدوه على يده كما قال تعالى: {قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على

من يشاء والله عليم حكيم { فوائد عظيمة إذا عذب الله تعالى عدوك على يدك ولهذا قال {نصر من الله وفتح قريب} وقد حصل هذا للمؤمنين في صدر هذه الأمة فتح الله عليهم فتوحات عظيمة وغنموا غنائم كثيرة لأنهم قاموا بها يجب عليهم من الإيمان بالله والجهد في سبيل الله عز وجل ثم قال: {وبشر المؤمنين} يعني بشر بهذه الأمور كلها من كان مؤمناً بها قائماً بها يجب عليه من الإيمان بالله ورسوله والجهد في سبيل الله.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في فضل الجهاد والرباط في سبيل الله وأن الغدوة والروحة في سبيل الله أو غدوة وروحة في الرباط خير من الدنيا وما فيها وهذا فضل عظيم خير من الدنيا كلها من أولها إلى آخرها وما فيها. وليس خيراً من دنياك التي أنت تعيشها فقط بل من الدنيا وما فيها ومن متى الدنيا من زمن لا يعلمه إلا الله وكذلك لا يدري متى تنتهي كل هذا خير من الدنيا وما فيها.

قال: وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ويقال في ذلك ما قيل في الأول إن الدنيا كلها من أولها إلى آخرها موضع

...আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং নিকটবর্তী বিজয়; আর মুমিনদের সুসংবাদ দান করণ। 'আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য' অর্থাৎ আল্লাহ এর মাধ্যমে তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করবেন। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মানুষ যখন তার শত্রুর ওপর বিজয় লাভ করে, তখন তা তার নিকট অত্যন্ত প্রিয় বিষয় হয়ে থাকে। কারণ মহান আল্লাহ তার শত্রুর শাস্তি মুমিনের হাতের মাধ্যমেই কার্যকর করেন, যেমনটি আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: 'তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো; আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন, তাদের লাঞ্চিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করবেন এবং মুমিন সম্প্রদায়ের অন্তরসমূহকে প্রশান্ত করবেন। আর তিনি তাদের অন্তরের ক্রোধ দূর করবেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' মহান আল্লাহ যদি তোমার হাতের মাধ্যমে তোমার শত্রুকে শাস্তি দেন, তবে তাতে মহান উপকার নিহিত রয়েছে। একারণেই তিনি বলেছেন, 'আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও নিকটবর্তী বিজয়।' এই উম্মতের প্রাথমিক যুগের মুমিনদের ক্ষেত্রে এটি বাস্তবায়িত

হয়েছিল; আল্লাহ তাদের জন্য মহান বিজয়সমূহ দান করেছিলেন এবং তারা বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করেছিলেন। কারণ তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং মহান আল্লাহর পথে জিহাদের যে আবশ্যিকতা ছিল তা যথাযথভাবে পালন করেছিলেন। অতঃপর তিনি বলেছেন: 'এবং মুমিনদের সুসংবাদ দাও'। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এসকল বিষয়ে বিশ্বাসী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান ও আল্লাহর পথে জিহাদের যে দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত তা পালনকারী, তাকে এ সকল বিষয়ে সুসংবাদ প্রদান করুন।

অতঃপর লেখক (রহিমাহুল্লাহ) আল্লাহর পথে জিহাদ ও পাহারাদারির (রিবাত) ফজিলত সম্পর্কে এমন কিছু হাদিস উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর পথে সকালে বা সন্ধ্যায় বের হওয়া, অথবা সীমান্তে পাহারাদারির কাজে একটি সকাল বা সন্ধ্যা অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার মধ্যস্থিত সবকিছুর চেয়ে উত্তম। এটি এক মহান মর্যাদা যা দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এবং এর ভেতরে যা কিছু আছে তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

এটি কেবল আপনার বর্তমানের এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার চেয়ে উত্তম তা নয়, বরং তা সমগ্র দুনিয়া ও তার মধ্যস্থিত সকল কিছুর চেয়েও শ্রেষ্ঠ। এই দুনিয়া ঠিক কতকাল আগে থেকে শুরু হয়েছে তা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না, এবং এটি কখন শেষ হবে তাও কেউ জানে না; এই সমস্ত কালব্যাপ্ত দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছুর চেয়েও তা শ্রেষ্ঠ।

তিনি বলেন: জান্নাতে তোমাদের কারো একটি চাবুক রাখার জায়গা দুনিয়া ও তার মধ্যস্থিত সবকিছুর চেয়ে উত্তম। এ বিষয়েও তা-ই বলা হবে যা প্রথমটির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর একটি স্থান...

(ص: 354) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

السوط في الجنة خير منها والغدوة والروحة في سبيل الله خير منها والرباط في سبيل الله خير منها.

وفي هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أي الرجال خير فبين أنه الرجل الذي يجاهد في سبيل الله بآله ونفسه ثم أي قال ورجل مؤمن في شعب من

الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره يعني أنه قائم بعبادة الله كاف عن الناس ولا يريد أن ينال الناس منه شر وهذا أحد الأدلة الدالة على أن العزلة خير من الخلطة مع الناس ولكن الصحيح في هذه المسألة أن في ذلك تفصيلاً من كان يخشى على دينه بالاختلاط بالناس فالأفضل له العزلة ومن لا يخشى فالأفضل أن يخالط الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم.

فمثلاً: إذا فسد الزمان ورأيت أن اختلاطك مع الناس لا يزيدك إلا شراً وبعداً من الله فعليك بالوحدة اعتزل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنماً يتبع بها شعث الجبال ومراتع القطر.

فالمسألة تختلف العزلة في زمن الفتن والشر والخوف من المعاصي خير من الخلطة أما إذا لم يكن الأمر كذلك فاختلط مع الناس وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على أذاهم وعاشرهم ربما ينفع الله بك رجلاً

জান্নাতে একটি চাবুক রাখার সমপরিমাণ জায়গা এই দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম, আল্লাহর পথে এক সকাল বা এক সন্ধ্যা অতিবাহিত করা তা অপেক্ষা উত্তম এবং আল্লাহর পথে সীমান্ত পাহারা দেওয়া তা অপেক্ষা উত্তম।

এই হাদিসসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি স্পষ্ট করে দিলেন যে, সেই ব্যক্তি যে নিজের সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। এরপর কে? তিনি বললেন, সেই মুমিন ব্যক্তি যে পাহাড়ের কোনো উপত্যকায় অবস্থান করে আল্লাহর ইবাদত করে এবং মানুষকে নিজের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখে। অর্থাৎ, সে আল্লাহর ইবাদতে রত থাকে, মানুষের সংস্পর্শ ত্যাগ করে এবং চায় না যে তার মাধ্যমে মানুষের কোনো ক্ষতি হোক। এটি সেই দলিলসমূহের অন্যতম যা প্রমাণ করে যে, নির্জনতা বা লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা মানুষের সাথে মেলামেশার চেয়ে উত্তম। তবে এই বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত হলো এতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে: যার ক্ষেত্রে মানুষের সাথে মেলামেশার ফলে নিজ দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তার জন্য নির্জনতা অবলম্বন করাই শ্রেয়। আর যার এমন আশঙ্কা নেই, তার জন্য মানুষের সাথে মেলামেশা করাই উত্তম;

কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "সেই মুমিন যে মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের পক্ষ থেকে আসা কষ্টদায়ক আচরণে ধৈর্য ধারণ করে, সে ওই মুমিন অপেক্ষা উত্তম যে মানুষের সাথে মেলামেশা করে না এবং তাদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে না।"

উদাহরণস্বরূপ: যখন জামানা বা সময় কলুষিত হয়ে যায় এবং আপনি দেখেন যে মানুষের সাথে মেলামেশা আপনার পাপ ও আল্লাহর থেকে দূরত্ব ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করছে না, তখন আপনার জন্য একাকীত্ব বা নির্জনতা অবলম্বন করা অপরিহার্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "এমন এক সময় ঘনি়ে আসছে যখন একজন মুসলিমের সর্বোত্তম সম্পদ হবে কিছু বকরি, যা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় এবং বৃষ্টির পানি ঝরার স্থানে (তৃণভূমিতে) বিচরণ করবে।"

সুতরাং বিষয়টি পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে; ফিতনা, পাপাচার এবং গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কার সময় নির্জনতা মেলামেশার চেয়ে উত্তম। কিন্তু পরিস্থিতি যদি তেমন না হয়, তবে মানুষের সাথে মেলামেশা করুন, সৎ কাজের আদেশ দিন, অসৎ কাজে বাধা প্রদান করুন, তাদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্য ধরুন এবং তাদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলুন; হতে পারে আল্লাহ আপনার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে হেদায়েত দান করবেন বা উপকৃত করবেন।

(ص: 355) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

واحدًا خير لك من حمر النعم إذا هداه الله على يديك والله الموفق.

1291 - وعن سلمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات فيه أجرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان رواه مسلم.

1292 - وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختتم على عمله إلا الرباط في سبيل الله فإنه ينسب له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن فتنة القبر رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

1293 - وعن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

رباط يوم & في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل رواه الترمذي
وقال: حديث حسن صحيح.

1294 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

تضمن الله لمن خرج في سبيل لا يخرج به إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق
برسلي فهو على ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بئنا نال
من أجر

একজনকে যদি আল্লাহ তোমার মাধ্যমে হিদায়াত দান করেন, তবে তা তোমার জন্য লাল
উটের চেয়েও উত্তম। আর আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

১২৯১ - সালমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: এক দিন ও এক রাত সীমানা পাহারা দেওয়া এক
মাস সিয়াম পালন ও (রাতে) কিয়াম করার চেয়েও উত্তম। আর যদি সে এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ
করে, তবে সে যে আমলটি করত তার সওয়াব তার জন্য জারি রাখা হবে, তার রিযিক তার
জন্য জারি রাখা হবে এবং সে কবরের ফিতনা (পরীক্ষা) থেকে নিরাপদ থাকবে। (মুসলিম
বর্ণনা করেছেন)

১২৯২ - ফাদালা ইবনে উবাইদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল বন্ধ করে দেওয়া হয়, কিন্তু
আল্লাহর পথে সীমান্ত প্রহরীর আমল ব্যতীত; কেননা কিয়ামত পর্যন্ত তার আমল বৃদ্ধি পেতে
থাকে এবং সে কবরের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন
এবং তিরমিযী বলেছেন: হাদীসটি হাসান সহীহ)

১২৯৩ - উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: আল্লাহর পথে এক দিন সীমানা পাহারা দেওয়া অন্য
সব স্থানের এক হাজার দিনের চেয়েও উত্তম। (তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন:
হাদীসটি হাসান সহীহ)

১২৯৪ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির জিম্মাদার হন যে তাঁর পথে বের

হয়—যাকে কেবল আমার পথে জিহাদ, আমার প্রতি ঈমান এবং আমার রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাসই (ঘর থেকে) বের করেছে—তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর অথবা তাকে সওয়াবসহ তার সেই ঘরে ফিরিয়ে দেওয়ার জিম্মাদারী গ্রহণ করেছেন যেখান থেকে সে বের হয়েছিল।

(ص: 356) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

أَوْ غَنِيْمَةً وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلِمٍ يَكْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ كَلَّمَ لَوْنَهُ لَوْنُ الدَّمِ وَرِيحُهُ رِيحُ الْمَسْكِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتَ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبَدًا وَلَكِنْ لَا أَجْدُ سَعَةً فَأَحْمِلُهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً وَيَشْقُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنْ أَغْزَوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْتُلَ ثُمَّ أَغْزَوْا فَأَقْتُلَ ثُمَّ أَغْزَوْا فَأَقْتُلَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ بَعْضُهُ.

[الشَّرْحُ]

الكلم الجرح.

هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في بيان فضل المِرابطة في سبيل الله يعني أن يربط الإنسان على الحدود أو تجاه العدو في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله وحفظ دين الله وحفظ المسلمين فأن هذا من أفضل الأعمال.

وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وفي هذه الأحاديث دليل على أن المِرابطة يجري عليه عمله إلى يوم القيامة

وأنه يأمن فتنة القبر يعني: أن الناس إذا ماتوا ودفنوا أتاهم ملكان يسألان الرجل عن ربه ودينه ونبيه إلا من مات مرابطاً في سبيل الله فإنه لا يأتيه الملكان يسألانه.

...কিংবা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আল্লাহর পথে যে কোনো আঘাত যা কাউকে করা হয়, কিয়ামতের দিন তা ঠিক সেই দিনের আকৃতিতে উপস্থিত হবে যেদিন তা করা হয়েছিল; তার রং হবে রক্তের রঙের মতো আর দ্রাণ হবে কস্তুরীর সুবাসের মতো। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, যদি মুসলমানদের জন্য কষ্টকর না হতো, তবে আল্লাহর পথে জিহাদে গমনকারী কোনো সেনাদলের পেছনে আমি কখনোই বসে থাকতাম না। কিন্তু আমি তাদের সকলকে সওয়ারি প্রদানের সামর্থ্য রাখি না এবং তারাও সামর্থ্য রাখে না, আর আমার পেছনে থেকে যাওয়া তাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষা হয় যে আমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করি এবং শহীদ হই, পুনরায় যুদ্ধ করি ও শহীদ হই, পুনরায় যুদ্ধ করি ও শহীদ হই। এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারি এর কিছু অংশ বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

'আল-কালম' অর্থ হলো জখম বা ক্ষত।

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) এই হাদিসগুলো রিয়াদুস সালিহীন গ্রন্থে আল্লাহর পথে পাহারাদারি বা অতন্দ্র পাহারার (রিবাত) ফজিলত বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ হলো, আল্লাহর কালিমাকে সুউচ্চ করার জন্য এবং আল্লাহর দ্বীন ও মুসলমানদের হেফাজত করার লক্ষ্যে কোনো ব্যক্তির সীমান্তে বা শত্রুর মুখোমুখি পাহারায় নিয়োজিত থাকা; নিশ্চয়ই এটি সর্বোত্তম আমলসমূহের অন্যতম।

ইতঃপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহর পথে একদিনের পাহারাদারি দুনিয়া ও এর মাঝে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম। এই হাদিসগুলোতে প্রমাণ রয়েছে যে, সীমান্ত প্রহরীর আমল কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকে এবং সে কবরের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকে। অর্থাৎ: মানুষ যখন মারা যায় এবং কবরে দাফন করা হয়, তখন দুইজন ফেরেশতা এসে তাকে তার রব, দ্বীন এবং নবী সম্পর্কে প্রশ্ন করেন; কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর

পথে পাহারারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তার কাছে প্রশ্ন করার জন্য সেই ফেরেশতাদ্বয় আসেন না।

(ص: 357) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من ذلك فقال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة فالشهيد والمرابط كلاهما لا يأتيه الملكان في قبره فيسألانه بل يأمن ذلك وهذا فضل عظيم وأجر عظيم.

وأما حديث أبي هريرة الأخير ففيه دليل على فضيلة القتل في سبيل الله ولهذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لولا أن يشق على المسلمين ما تخلف عن سرية قط ولكنه يتخلف عليه الصلاة والسلام أحياناً لأشغال المسلمين وقضاء حوائجهم وعدم المشقة عليهم وأقسم صلى الله عليه وسلم أنه يتمنى ويود أن لو قتل في سبيل الله ثم أحيي فقتل ثم أحيي فقتل فهذا يدل على فضل القتل في سبيل الله ولا شك في هذا والقرآن واضح في ذلك قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وهذه الحياة البرزخية لا نعلم بها وليست كحياتنا ولهذا قال تعالى: {ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون} .

حياة ما يعلم بها يعني لو فتحت عليه قبره لوجدت الإنسان ميتاً لكنه عند الله حي يرزق يأكل من الجنة بكرة وعشية نسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله وأن يعيننا وإياكم على الجهاد في سبيله

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পেছনের হিকমত বর্ণনা করে বলেছেন: "যোদ্ধার মাথার ওপর তরবারির ঝিলিকই ফিতনা বা পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট।" সুতরাং শহীদ এবং সীমান্তরক্ষী (মুরাবিত) উভয়কেই কবরে দুই ফেরেশতা এসে সওয়াল-জওয়াব করবেন না, বরং তারা তা থেকে নিরাপদ থাকবেন। এটি এক মহান অনুগ্রহ এবং বিশাল প্রতিদান।

আর আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত সর্বশেষ হাদিসটিতে আল্লাহর পথে নিহত হওয়ার ফযিলতের প্রমাণ রয়েছে। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শপথ করে বলেছেন যে, যদি মুসলিমদের জন্য কষ্টকর না হতো, তবে তিনি কোনো যুদ্ধাভিযান থেকেই কখনো পেছনে থাকতেন না। কিন্তু তিনি (সা.) কখনো কখনো মুসলিমদের নানাবিধ প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন ও তাদের কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে অভিযানে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শপথ করে বলেছেন যে, তিনি কামনা করেন যেন আল্লাহর পথে শহীদ হন, পুনরায় জীবিত হন ও পুনরায় শহীদ হন এবং আবারও জীবিত হয়ে আবারও শহীদ হন। এটি আল্লাহর পথে জীবন বিলিয়ে দেওয়ার ফযিলতকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে এবং এতে কোনো সংশয় নেই। এ বিষয়ে কুরআন মাজীদ অত্যন্ত স্পষ্ট। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন: "আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের কখনোই মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের রবের নিকট জীবিত এবং রিযিকপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তাদের দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পেছনে যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি তাদের জন্য তারা সুসংবাদ পায় যে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। তারা আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের সুসংবাদ পায় এবং আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।" এই বারযাখী জীবন সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা নেই এবং তা আমাদের পার্থিব জীবনের মতো নয়। একারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না; বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পারো না।"

এটি এমন এক জীবন যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়; অর্থাৎ যদি আপনি কবরের অভ্যন্তরে দেখেন তবে মানুষটিকে মৃতই পাবেন, অথচ তিনি আল্লাহর নিকট জীবিত ও রিযিকপ্রাপ্ত, জান্নাত থেকে সকাল-সন্ধ্যায় আহার লাভ করেন। আমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ও আপনাদেরকে তাঁর পথে শাহাদাত নসীব করেন এবং আমাদের ও আপনাদেরকে তাঁর পথে জিহাদ করার তৌফিক দান করেন।

جهاد أنفسنا جهاد أعدائنا إنه على كل شيء قدير.

1295 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكوم يكلم في سبيل

الله إلا جاء يوم القيامة وكفه يدمي: اللون لون دم والريح ريح مسك متفق عليه.

1296 - وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في

سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة ومن جرح جرحاً في سبيل الله

أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها

كالسك رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

1297 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله

عليه وسلم يشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته فقال: لو اعتزلت الناس فأقيمت

في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك

لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله

أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماً ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة

اغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة رواه الترمذي

وقال: حديث حسن.

আমাদের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ এবং আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ; নিশ্চয়ই তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।

১২৯৫ - তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহর পথে আঘাতপ্রাপ্ত প্রতিটি ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে তার জখম থেকে রক্ত প্রবাহিত হবে; তার রঙ হবে রক্তের রঙের মতো আর সুগন্ধি হবে কস্তুরীর সুগন্ধির মতো। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১২৯৬ - মুয়াজ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে কোনো মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর পথে উটনীর দুধ দোহনের মধ্যবর্তী সময়ের (অতি সামান্য

সময়ের) জন্য হলেও লড়াই করবে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোনো জখম প্রাপ্ত হবে অথবা কোনো বিপদে পড়বে, কিয়ামতের দিন সেই আঘাতটি অত্যন্ত সতেজ ও রক্তরঞ্জিত অবস্থায় প্রকাশ পাবে, যার রঙ হবে জাফরানের মতো এবং দ্রাণ হবে কস্তুরীর মতো। (আবু দাউদ ও তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী বলেছেন: এটি হাসান সহীহ হাদীস)।

১২৯৭ - আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবী এমন একটি গিরিপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে একটি মিষ্ট পানির ঝরনা ছিল। সেটি তার খুব পছন্দ হলো। তখন তিনি বললেন: আমি যদি মানুষের সংশ্রব ত্যাগ করে এই গিরিপথেই অবস্থান করতাম! কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি না নিয়ে আমি তা করব না। অতঃপর তিনি বিষয়টি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন: তুমি এমনটা করো না। কেননা তোমাদের কারো আল্লাহর পথে অবস্থান করা তার নিজ ঘরে সত্তর বছর সালাত আদায় করার চেয়েও শ্রেষ্ঠ। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিন এবং জান্নাতে দাখিল করেন? আল্লাহর পথে জিহাদ করো। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে উটনীর দুধ দোহনের সামান্য সময় পরিমাণও লড়াই করবে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে। (তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদীসটি হাসান)।

(ص: 359) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

والفواق: ما بين الحلبتين.

1298 - وعنه قال قيل: يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله قال: لا تستطيعونه فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول: لا تستطيعون ثم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر: من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله متفق عليه وهذا لفظ مسلم.

وفي رواية البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد قال: لا أجده ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر فقال: ومن يستطيع ذلك؟

1299 - وعنه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلباً سيع هبعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مظانه أو رجل في غنيبة أو شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير رواه مسلم.

1300 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض

আর 'ফুওয়াক' হলো পশুকে দোহন করার মধ্যবর্তী সময়।

১২৯৮ - তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হলো: হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদের সমতুল্য আমল কোনটি? তিনি বললেন: "তোমরা তা করতে সক্ষম হবে না।" তারা তাঁর কাছে দুই বা তিনবার পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, প্রতিবারই তিনি বললেন: "তোমরা তা করতে পারবে না।" এরপর তিনি বললেন: "আল্লাহর পথে জিহাদকারীর উদাহরণ হলো সেই ব্যক্তির মতো, যে দিনের বেলায় সিয়াম পালন করে এবং রাতে আল্লাহর আয়াতের সামনে বিনীত হয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে থাকে, যে নামাজ ও সিয়ামে বিন্দুমাত্র শিথিলতা করে না, যতক্ষণ না আল্লাহর পথের সেই মুজাহিদ ফিরে আসে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি, এটি মুসলিমের শব্দবর্ণনা)।

সহীহ বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে, এক ব্যক্তি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিন যা জিহাদের সমতুল্য হবে। তিনি বললেন: "আমি এমন কোনো আমল পাচ্ছি না।" এরপর তিনি বললেন: "মুজাহিদ যখন জিহাদে বের হয়, তখন তুমি কি তোমার মসজিদে প্রবেশ করে অবিরাম নামাজ আদায় করতে সক্ষম হবে এবং বিরতিহীনভাবে রোজা পালন করতে পারবে?" তখন লোকটি বললেন: "কার পক্ষে তা করা সম্ভব?"

১২৯৯ - তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "মানুষের জীবনধারণের উপায়ের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর পথে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকে এবং তার পিঠে চড়ে ক্ষিপ্ৰগতিতে ছুটে চলে। যখনই সে কোনো আত্নাদ বা আতঙ্কের শব্দ শোনে, সে তার পিঠে চড়ে দ্রুতগতিতে সেখানে উড়ে যায়—সে শাহাদাত অথবা মৃত্যুর সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো অন্বেষণ করে। অথবা সেই ব্যক্তি যে তার কিছু বকরি নিয়ে পাহাড়ের কোনো এক চূড়ায় কিংবা কোনো এক উপত্যকায় বসবাস করে, নামাজ কায়েম করে, জাকাত প্রদান করে এবং মৃত্যু আসা পর্যন্ত স্থায়ী রবের ইবাদত করতে থাকে। মানুষের মধ্যে সে কেবল কল্যাণের উপরেই রয়েছে।" (মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)।

১৩০০ - তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই জান্নাতে একশতটি স্তর রয়েছে, যা আল্লাহ তাআলা আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত করেছেন। প্রতিটি স্তরের মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান।"

(ص: 360) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

رواه البخاري.

1301 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً وجبت له الجنة فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله فأعدها عليه ثم قال: وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض قال: وما هي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

هذه أحاديث متعددة كلها في فضل الجهاد في سبيل الله فمنها أي من فضل الجهاد في سبيل الله: أن الإنسان إذا قتل شهيدا فإنه يأتي يوم القيامة وجرحه يدمي اللون لون الدم والريح ريح المسك يشهده الأولون والآخرين من هذه الأمة وغيرها بل ويشهده الملائكة في ذلك اليوم المشهود وهذا يوجب له الرفعة في الدنيا والآخرة. ومنها أن من قاتل (فواق ناقة) وهو ما بين الحلبتين فإنه تجب له الجنة فإذا شهد الصف ولو بهذا المقدار يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا فإنها تجب له الجنة.

ومنها أن الخارج للجهاد في سبيل الله له مثل أجر الصائم القائم من حين أن يخرج إلى أن يرجع والصائم القائم من حين أن يخرج المجاهد إلى أن

ইমাম বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন।

১৩০১ - আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মদকে রাসূল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট হলো, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেল।" এতে আবু সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বিস্মিত হলেন এবং বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! কথাটি আমার নিকট পুনরায় বলুন।" তিনি তা পুনরায় পাঠ করলেন এবং অতঃপর বললেন: "এবং আরও একটি বিষয় রয়েছে যার মাধ্যমে আল্লাহ জান্নাতে বান্দার মর্যাদা একশত স্তর বৃদ্ধি করে দেন; প্রতিটি স্তরের মধ্যবর্তী দূরত্ব আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্বের ন্যায়।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! সেটি কী?" তিনি বললেন: "আল্লাহর পথে জিহাদ, আল্লাহর পথে জিহাদ।" ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

এগুলো একাধিক হাদীস যার সবগুলোই আল্লাহর পথে জিহাদের ফযীলত সম্পর্কে। আল্লাহর পথে জিহাদের ফযীলতের অন্যতম একটি হলো: মানুষ যদি শহীদ হিসেবে নিহত হয়, তবে কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হবে; সেই রক্তের রঙ হবে লাল। কিন্তু তার ঘ্রাণ হবে কস্তুরীর সুগন্ধির ন্যায়। এই উম্মত ও অন্যান্য

উম্মতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষ, এমনকি ফেরেশতারাও সেই মহাসমাবেশের দিনে তা প্রত্যক্ষ করবেন। এটি দুনিয়া ও আখিরাতে তার সুউচ্চ মর্যাদা নিশ্চিত করে।

এর আরেকটি হলো, যে ব্যক্তি ‘ফুওয়াক্কে নাক্বাহ’ (উটনি দোহনের দুই মধ্যবর্তী সময়) পরিমাণ সময়ও লড়াই করবে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে। সুতরাং সে যদি আল্লাহর কালিমাকে সুউচ্চ করার লক্ষ্যে আল্লাহর পথে লড়াইয়ের ময়দানে शामिल হয়, এমনকি এই সামান্য সময়ের জন্যও হয়, তবে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়।

এর মধ্যে আরও রয়েছে যে, আল্লাহর পথে জিহাদে নির্গত ব্যক্তির জন্য সেই ব্যক্তির ন্যায় সওয়াব রয়েছে যে একাধারে রোজা রাখে এবং রাতে ইবাদতে দণ্ডায়মান থাকে—তার ঘর থেকে বের হওয়া থেকে শুরু করে ফিরে আসা পর্যন্ত। আর সেই রোজাদার ও ইবাদতকারীর সওয়াব হলো মুজাহিদ বের হওয়ার সময় থেকে শুরু করে...

(ص: 361) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

يرجع هو الذي يساويه في الأجر عند الله عز وجل ولكن ذلك لا يستطاع كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله الصحابة له ومنها أن الله أعد للمجاهدين في سبيله مائة درجة في الجنة كل درجة بينها وبين الأخرى مثل ما بين السماء والأرض أعدّها الله للمجاهدين في سبيله.

فهذه الأحاديث وأمثالها وهي كثيرة جدا تدل على فضل الجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله يكون بالمال ويكون بالنفس ولكنه بالنفس أفضل وأعظم أجرا لأن كل هذه الأحاديث التي سبعناها كلها فيمن جاهد بنفسه ومن جاهد بماله فهو على خير وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا أي كتب له أجر الغازي ومن خلفه في أهله في خير فقد غزا فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المجاهدين في سبيله ابتغاء وجه الله إنه على كل شيء قدير.

1302 - وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال: سمعت أبي رضي الله عنه وهو & بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال نعم فرجع إلى أصحابه فقال: اقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل رواه مسلم.

মূলত এটিই আল্লাহর নিকট সওয়াবের দিক থেকে তাঁর সমকক্ষতা নির্দেশ করে, কিন্তু তা অর্জন করা সম্ভব নয়—যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ বলেছিলেন। এর অন্যতম কারণ হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য জান্নাতে একশটি স্তর প্রস্তুত করে রেখেছেন, যার প্রতিটি স্তরের মধ্যবর্তী দূরত্ব আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান; আল্লাহ তাআলা তা কেবল তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্যই প্রস্তুত করেছেন।

এই হাদিসগুলো এবং এর অনুরূপ অসংখ্য বর্ণনা আল্লাহর পথে জিহাদের ফযিলত বা শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেয়। আল্লাহর পথে জিহাদ সম্পদ ও জীবন উভয় মাধ্যমেই হতে পারে, তবে জীবন দিয়ে জিহাদ করা অধিক শ্রেষ্ঠ এবং এর প্রতিদানও বিশাল। কারণ আমরা যে সকল হাদিস শুনলাম, তার সবই সশরীরে জিহাদ করা প্রসঙ্গে। তবে যে ব্যক্তি সম্পদ দিয়ে জিহাদ করে, সেও কল্যাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সুপ্রমাণিত যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোনো যোদ্ধার যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত করে দিল, সে যেন নিজেই জিহাদ করল—অর্থাৎ তার জন্য একজন যোদ্ধার সমান সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়। আর যে ব্যক্তি কোনো যোদ্ধার অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের উত্তম তদারকি করল, সেও যেন জিহাদ করল। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের কেবল তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁর পথে জিহাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেন। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।

১৩০২ - আবু বকর বিন আবু মুসা আল-আশআরি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আমার পিতাকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) শত্রুর উপস্থিতিতে বলতে শুনেছি যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয় জান্নাতের দরজাসমূহ তলোয়ারের ছায়ার নিচে।" তখন জীর্ণশীর্ণ বেশভূষার এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন: "হে আবু মুসা! আপনি কি

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এটি বলতে শুনেছেন?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ।" তখন লোকটি তাঁর সাথীদের কাছে ফিরে গিয়ে বললেন: "আমি তোমাদেরকে সালাম (বিদায়) জানাচ্ছি।" এরপর তিনি তাঁর তলোয়ারের খাপটি ভেঙে দূরে নিক্ষেপ করলেন এবং তলোয়ার নিয়ে শত্রুর দিকে অগ্রসর হলেন। অতঃপর তিনি তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করতে থাকলেন যতক্ষণ না তিনি নিহত হলেন। (মুসলিম)।

(ص: 362) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

- 1303 - وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبیر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اغبرت قدماً عبد في سبيل الله فتمسه النار رواه البخاري.
- 1304 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
- 1305 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله رواه الترمذي وقال حديث حسن.
- 1306 - وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا متفق عليه.
- 1307 - وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله ومنيحة خادِم في سبيل الله أو طروقه فحل في سبيل الله رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

১৩০৩ - আবু আবস আব্দুর রহমান বিন জুবাইর (রাঃরাঃরাঃ আনঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাঃরাঃরাঃ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে বান্দার দুই পা আল্লাহর পথে ধূলিমলিন হয়, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।" (সহীহ বুখারী)

১৩০৪ - আবু হুরায়রা (রাঃরাঃরাঃ আনঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাঃরাঃরাঃ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারী ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না ওলানে দুধ ফিরে যায় (অর্থাৎ তা যেমন অসম্ভব, এটিও তেমন অসম্ভব)। আর আল্লাহর পথের ধূলিবাণি এবং জাহান্নামের ধোঁয়া কোনো বান্দার ওপর একত্রিত হবে না।" (তিরমিযী; তিনি বলেন, এটি হাসান সহীহ হাদিস)

১৩০৫ - ইবনে আব্বাস (রাঃরাঃরাঃ আনঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাঃরাঃরাঃ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "দুটি চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না: একটি চোখ যা আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে, আর অন্যটি যা আল্লাহর পথে (সীমান্তে) পাহারায় বিন্দ্র রজনী অতিবাহিত করে।" (তিরমিযী; তিনি বলেন, এটি হাসান হাদিস)

১৩০৬ - যায়িদ বিন খালিদ (রাঃরাঃরাঃ আনঃ) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাঃরাঃরাঃ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোনো যোদ্ধাকে যুদ্ধের সরঞ্জাম সরবরাহ করল, সে যেন স্বয়ং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল। আর যে ব্যক্তি কোনো যোদ্ধার অনুপস্থিতিতে তার পরিবার-পরিজনের উত্তমভাবে দেখাশোনা করল, সেও যেন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

১৩০৭ - আবু উমামা (রাঃরাঃরাঃ আনঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাঃরাঃরাঃ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "উত্তম সদকা হলো আল্লাহর পথে কোনো তাঁবুর ছায়া প্রদান করা, অথবা আল্লাহর পথে কোনো খাদেম প্রদান করা, অথবা আল্লাহর পথে প্রজননক্ষম উষ্ট্রী প্রদান করা।" (তিরমিযী; তিনি বলেন, এটি হাসান সহীহ হাদিস)

1308 - وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أجهز به قال: ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمضى فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به قال: يا فلانة أعطيه الذي كنت تجهزت به ولا تحبسني منه شيئا فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه رواه مسلم.

1309 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما رواه مسلم. وفي رواية له: ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج.

1310 - وعن البراء رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله أقاتل أو أسلم فقال: أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا متفق عليه وهذا لفظ البخاري.

1311 - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتننى أن يرجع

১৩০৮ - আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, আসলাম গোত্রের এক যুবক আরজ করল: হে আল্লাহর রাসূল! আমি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক কিন্তু আমার নিকট যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নেই। তিনি বললেন: তুমি অমুকের নিকট যাও, কারণ সে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অতঃপর সে তার নিকট গিয়ে বলল: নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে, আপনার যুদ্ধের সরঞ্জামগুলো আমাকে দিয়ে দিন। তখন সে ব্যক্তি (তার স্ত্রীকে সম্বোধন করে) বলল: ওহে অমুক! আমি যুদ্ধের যে প্রস্তুতি নিয়েছিলাম তা একে দিয়ে দাও এবং এর কিছুই আটকে

রেখো না। আল্লাহর কসম! এর সামান্যতম অংশও যদি তুমি আটকে না রাখো, তবে আল্লাহ তাতে তোমার জন্য বরকত দান করবেন। (মুসলিম)।

১৩০৯ - আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী লিহযানের প্রতি এক সেনাদল প্রেরণ করলেন এবং বললেন: প্রত্যেক দুই ব্যক্তির মধ্য হতে একজন করে বের হবে এবং সওয়াব উভয়ের মাঝে বন্টিত হবে। (মুসলিম)। তাঁরই অন্য এক বর্ণনায় এসেছে: প্রত্যেক দুই ব্যক্তির মধ্য হতে যেন একজন বের হয়।

অতঃপর তিনি ঘরে অবস্থানকারীদের উদ্দেশ্যে বললেন: তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে বহির্গত ব্যক্তির পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের উত্তম রক্ষণাবেক্ষণ করবে, সে বহির্গত ব্যক্তির অর্ধেক সওয়াবের অধিকারী হবে।

১৩১০ - বারা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: লৌহবর্ম পরিহিত এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে আরজ করল: হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আগে যুদ্ধে লিপ্ত হব নাকি আগে ইসলাম গ্রহণ করব? তিনি বললেন: আগে ইসলাম গ্রহণ কর, তারপর যুদ্ধ কর। অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করল এবং যুদ্ধে অংশ নিয়ে শহীদ হল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: সে আমল করল সামান্য কিন্তু সওয়াব পেল প্রচুর। (মুত্তাফাকুন আলাইহি এবং শব্দগুলো বুখারীর)।

১৩১১ - আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: জান্নাতে প্রবেশ করার পর পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ পেয়ে গেলেও কেউ দুনিয়ায় পুনরায় ফিরে আসতে চাইবে না, একমাত্র শহীদ ব্যতীত; সে দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে...

(ص: 364) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة.

وفي رواية: لما يرى من فضل الشهادة متفق عليه.

1312 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله

عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين رواه مسلم.

وفي رواية له القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين.

1313 - وعن أبي قتادة & رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقال رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطيأي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطيأي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك رواه مسلم.

দুনিয়াতে ফিরে আসতে এবং দশবার নিহত হতে চাইবে, যখন সে (আল্লাহর নিকট প্রাপ্ত) সম্মান প্রত্যক্ষ করবে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে: শাহাদাতের মর্যাদা প্রত্যক্ষ করার কারণে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১৩১২ - আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: আল্লাহ শহীদের ঋণ ব্যতীত সবকিছু ক্ষমা করে দেন। (মুসলিম)।

তাঁর (মুসলিমের) অন্য এক বর্ণনায় আছে: আল্লাহর পথে নিহত হওয়া ঋণ ব্যতীত সবকিছু মোচন করে দেয়।

১৩১৩ - আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের মাঝে দণ্ডায়মান হলেন এবং উল্লেখ করলেন যে, আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা সর্বোত্তম আমল। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি মনে করেন যদি আমি আল্লাহর পথে নিহত হই, তবে কি আমার গুনাহসমূহ মোচন করে দেওয়া হবে? রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বললেন: "হ্যাঁ, যদি তুমি আল্লাহর পথে ধৈর্যশীল, সওয়াবের প্রত্যাশী এবং পলায়ন না করে সম্মুখপানে অগ্রসর হওয়া অবস্থায় নিহত হও।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: "তুমি কী বলেছিলে?" সে বলল: "আপনি কি মনে করেন যদি আমি আল্লাহর পথে নিহত হই, তবে কি আমার গুনাহসমূহ মোচন করে দেওয়া হবে?" রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: "হ্যাঁ, যদি তুমি ধৈর্যশীল, সওয়াবের প্রত্যাশী এবং পলায়ন না করে সম্মুখপানে অগ্রসর হওয়া অবস্থায় থাকো; তবে ঋণ ব্যতীত। কেননা জিবরাঈল (আ.) আমাকে এ কথা বলেছেন।" (মুসলিম)।

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث المتعددة ذكرها النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في كتاب الجهاد وفيها مسائل منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن التدبير في أصحابه فهذا الرجل الذي جاء إليه إني أريد الغزو وليس عندي شيء يعني يغزو به فأحاله على رجل كان قد تجهز ليغزو ولكن مرض ثم إن الرجل ذهب إلى صاحبه فأخذ جهازه وقال لامرأته: لا تتركي منه شيء فإنك لم تتركي شيء فيبارك لنا فيه فجهزه.

وفيها أي في هذه الأحاديث دليل على أن من جهز الغازي وأعطاه ما يكفي لغزوه فإنه كالذي يغزو وأن من خلف الغازي في أهله فله مثل أجره ويدل لهذا أيضاً قضية بني لحيان حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرج منهم واحد ويبقى واحد يخلف الغازي في أهله ويكون له نصف أجره لأن النصف الثاني للغازي وفي هذه الأحاديث أيضاً من فضائل الجهاد أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف بمعنى أن من قاتل فإنه يكون قتاله سبباً لدخول الجنة من أبوابها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة باباً يقال له باب الجهاد يدخله من يجاهد في سبيل الله. وفي هذه الأحاديث: أن الشهادة تكفر كل شيء من الأعمال إلا الدين: يعني إلا دين الآدمي فإن الشهادة لا تكفره وذلك لأن دين الآدمي لا بد من إيفائه إما في الدنيا وإما في الآخرة وفي هذا الحديث التحذير من التساهل

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রাহিমাল্লাহু) তাঁর রিয়াদুস সালিহীন গ্রন্থের জিহাদ অধ্যায়ে এই একাধিক হাদিসসমূহ উল্লেখ করেছেন। এতে অনেকগুলো মাসআলা বা বিষয় রয়েছে, যার মধ্যে একটি হলো: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের ব্যাপারে উত্তম ব্যবস্থাপক ও

পরিকল্পনাকারী ছিলেন। যেমন এই ব্যক্তিটি তাঁর নিকট এসে বললেন, ‘আমি যুদ্ধে অংশ নিতে চাই কিন্তু আমার কাছে যুদ্ধে যাওয়ার মতো কোনো সরঞ্জাম নেই।’ তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে এমন এক ব্যক্তির কাছে পাঠালেন যিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অতঃপর সেই ব্যক্তিটি উক্ত সাহাবীর কাছে গেলেন এবং তাঁর যুদ্ধের সরঞ্জাম গ্রহণ করলেন। তখন ওই সাহাবী তাঁর স্ত্রীকে বললেন: ‘এর থেকে কিছুই বাকি রাখবে না, কেননা তুমি যদি এর কিছুই বাকি না রাখো তবেই আল্লাহ আমাদের জন্য এতে বরকত দান করবেন।’ অতঃপর তিনি তাকে যুদ্ধের সাজে সজ্জিত করে দিলেন।

এই হাদিসসমূহে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোনো যোদ্ধাকে যুদ্ধের সরঞ্জাম সরবরাহ করে এবং তার যুদ্ধের জন্য পর্যাপ্ত রসদ প্রদান করে, সে ব্যক্তি স্বয়ং যুদ্ধকারীর ন্যায় সওয়াব লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি কোনো যোদ্ধার অনুপস্থিতিতে বিশ্বস্ততার সাথে তার পরিবারের দেখাশোনা করে, সেও সেই যোদ্ধার সমপরিমাণ সওয়াব পাবে। বনী লিহয়ানের ঘটনাটিও এর প্রমাণ বহন করে, যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন যেন তাদের প্রতি দু’জন পুরুষ থেকে একজন যুদ্ধে বের হয় এবং একজন বাড়িতে অবস্থান করে যোদ্ধার পরিবারের দেখাশোনা করে; আর এতে সে অর্ধেক সওয়াব পাবে, কারণ বাকি অর্ধেক সওয়াব হলো যোদ্ধার জন্য। এই হাদিসগুলোতে জিহাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে যে, জান্নাতের দরজাগুলো তলোয়ারের ছায়ার নিচে। এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, তার সেই যুদ্ধই জান্নাতের কোনো একটি দরজা দিয়ে প্রবেশের কারণ হবে। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, জান্নাতে একটি নির্দিষ্ট দরজা আছে যাকে ‘বাবুল জিহাদ’ বা জিহাদের দরজা বলা হয়, যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে কেবল তারাই সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে।

এই হাদিসগুলোতে আরও বর্ণিত হয়েছে যে: শাহাদাত বা শহীদ হওয়া বান্দার সকল আমলের ত্রুটি ও গুনাহ মোচন করে দেয় কেবল ঋণ ব্যতীত। অর্থাৎ মানুষের পাওনা বা ঋণ শাহাদাতের মাধ্যমেও মাফ হয় না। এর কারণ হলো, মানুষের ঋণ অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে, চাই তা দুনিয়াতে হোক অথবা আখেরাতে। এই হাদিসের মধ্যে ঋণ পরিশোধের বিষয়ে শিথিলতা বা অবহেলা প্রদর্শনের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে।

في الدين وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في الدين ولا يتدين إلا عند الضرورة ما عند الحاجة لا إنما عند الضرورة القصوى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للرجل الذي قال زوجني فقال: أصدق المرأة قال: ليس عندي إلا إزاري قال: إزارك لا ينفعها أن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار وأن أبقيته عليك بقيت بلا مهر التمس ولو خاتماً من حديد فالتمس فلم يجد فقال: زوجتها بما معك من القرآن ولم يقل استقرض من الناس مع أنه زواج حاجة ملحة لكن لم يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم بل لم يرشده إلى الاستدانة لأن الدين خطير جداً وقد روى & عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند فيه نظر: أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه فالأمر مهم فلا تستهن الدين الدين هم في الليل وذل في النهار فالإنسان مهما أمكنه يجب أن يتحرز من الدين وأن لا يكثّر في الإنفاق لأن كثيراً من الناس تجده فقيراً ثم يريد أن ينفق على نفسه وأهله كما ينفق الأغنياء فيستلف من هذا ويستلف من هذا أو يستدين أو يراي وهذا غلط عظيم يعني لو لم يكن لك إلا وجبة واحدة في الليل والنهار فلا تستلف اصبر وقل اللهم: أغني قال الله تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء & إن الله

ঋণ প্রসঙ্গে কথা এই যে, মানুষের জন্য ঋণের বিষয়ে শিথিলতা প্রদর্শন করা সমীচীন নয়। অত্যন্ত জরুরি অবস্থা (যরুরত) ব্যতীত কারো ঋণ গ্রহণ করা উচিত নয়—নিছক প্রয়োজনে (হাজত) নয় বরং কেবল চরম সংকটকালীন মুহূর্তে। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই ব্যক্তিকে (ঋণ করার) অনুমতি দেননি যিনি নিবেদন করেছিলেন, "আমার বিয়ে সম্পন্ন করিয়ে দিন।" তখন তিনি বললেন, "নারীকে মোহরানা প্রদান করো।" সে বলল, "আমার নিকট আমার এই পরিধেয় চাদরটি ছাড়া আর কিছুই নেই।" তিনি বললেন, "তোমার এই চাদরটি তার কোনো উপকারে আসবে না; যদি তুমি এটি তাকে দিয়ে দাও তবে তুমি বস্ত্রহীন হয়ে পড়বে, আর যদি নিজের কাছে রাখো তবে সে মোহরানা পাবে না। অন্বেষণ করো,

যদি একটি লোহার আংটিও পাও।" সে তালাশ করল কিন্তু কিছুই পেল না। তখন নবীজী বললেন, "তোমার কাছে কুরআনের যা (মুখস্থ) আছে, তার বিনিময়ে আমি তাকে তোমার নিকট বিবাহ দিলাম।" তিনি তাকে মানুষের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করতে বলেননি, যদিও তা ছিল এক জরুরি প্রয়োজন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে অনুমতি দেননি, বরং তাকে ঋণ গ্রহণের পরামর্শও দেননি; কারণ ঋণ অত্যন্ত বিপজ্জনক বিষয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে এমন এক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যার সনদে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে যে: "মুমিনের আত্মা তার ঋণের সাথে ঝুলে থাকে যতক্ষণ না তা পরিশোধ করা হয়।" বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই ঋণকে তুচ্ছজ্ঞান করো না। ঋণ হলো রাতের উৎকর্ষা আর দিনের লাঞ্ছনা। অতএব, মানুষের জন্য সাধ্যানুযায়ী ঋণ হতে বেঁচে থাকা এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হওয়া কর্তব্য। কারণ অনেক মানুষকে দেখা যায় সে দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও নিজের ও পরিবারের জন্য ধনীদেব ন্যায় ব্যয় করতে চায়। ফলে সে এর-ওর নিকট হতে ধার নেয় অথবা ঋণগ্রস্ত হয় কিংবা সুদে লিপ্ত হয়। আর এটি এক মারাত্মক ভুল। অর্থাৎ দিন-রাতে যদি তোমার নিকট মাত্র এক বেলার আহ্বারও থাকে, তবুও তুমি ঋণ করো না। ধৈর্য ধারণ করো এবং বলো: "হে আল্লাহ, আমাকে সচ্ছলতা দান করুন।" মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন: "আর যদি তোমরা দারিদ্র্যের ভয় করো, তবে আল্লাহ চাইলে শীঘ্রই তাঁর অনুগ্রহে তোমাদের অভাবমুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ..."

(ص: 367) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

عليه حليم أما تهاون بعض الناس نسأل الله العافية يستدين من أجل أن يفرش كل البيت فراء حتى الدرج هذا غلط أو يستدين من أجل أن يأخذ سيارة فخمة مع أنه يكفيه سيارة مثلاً بعشرين ألف يقول: لا بمائة ألف وهو فقير. هذا من سوء التصرف ومن ضعف الدين ومن قلة المبالاة لأن الدين لا تكفره حتى الشهادة في سبيل الله لا تكفر الدين فكيف تستدين إلا عند الضرورة وأقول عند

الضرورة ليس عند الحاجة يعني حتى لو & كنت محتاجاً لعدة كماليات لا تستدين
لا تشتري شيء ليس معك ثمنه اصبر حتى يرزقك الله ثم اشتر على قدر الحال
ولهذا من الأمثال العامة الصحيحة (مد رجلك على قدر لحافك) إن مددتها أكثر
تعرضت للبرد والشمس وغير ذلك.

ففيه التحذير من الدين وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتدين.
وهنا مسألة: بعض الناس يكون عليه دين ثم يتصدق & يقول: أحب هذه الصدقة
وهذا حرام كيف تتصدق وأنت مدين أد الواجب أولاً ثم التطوع ثانياً لأن الذي
يتصدق ولا يوفي الدين كالذي يبني قصراً ويهدم مصراً

তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তবে কিছু মানুষের শিথিলতার কথা বলতে হয়—আল্লাহর কাছে আমরা
নিরাপত্তা প্রার্থনা করি—যারা পুরো ঘরে এমনকি সিঁড়িতেও কার্পেট বিছানোর জন্য ঋণ গ্রহণ
করে; এটি ভুল। অথবা সে একটি বিলাসজাত গাড়ি নেওয়ার জন্য ঋণ নেয়, অথচ বিশ হাজার
মূল্যের একটি গাড়িই তার জন্য যথেষ্ট ছিল; কিন্তু সে বলে: না, এক লক্ষ মূল্যের গাড়ি চাই,
অথচ সে দরিদ্র।

এটি হীন ব্যবস্থাপনা, দীনি দুর্বলতা এবং উদাসীনতার পরিচায়ক। কারণ ঋণ এমন এক বিষয়
যা আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করলেও মোচন হয় না। সুতরাং একান্ত অপরিহার্য প্রয়োজন
ব্যতীত কেন আপনি ঋণ গ্রহণ করবেন? আমি বলছি 'অপরিহার্য প্রয়োজন' (জরুরত), কেবল
'প্রয়োজন' (হাজত) নয়। অর্থাৎ, আপনার যদি বেশ কিছু বিলাসদ্রব্যের প্রয়োজনও থাকে, তবুও
ঋণ করবেন না। যার মূল্য পরিশোধের সামর্থ্য আপনার নেই, তা কিনবেন না। আল্লাহ
আপনাকে সচ্ছলতা দান করা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করুন, অতঃপর সামর্থ্য অনুযায়ী ক্রয় করুন।
এজন্যই একটি সঠিক প্রচলিত প্রবাদ রয়েছে: "আপনার চাদর অনুযায়ী পা বাড়ান"; যদি এর
চেয়ে বেশি প্রসারিত করেন, তবে আপনি ঠান্ডা, রোদ ও অন্যান্য কষ্টের সম্মুখীন হবেন।
এতে ঋণ গ্রহণ সম্পর্কে সতর্কতা রয়েছে এবং এটিই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের অপ্রয়োজনে
ঋণগ্রস্ত হওয়া অনুচিত।

এখানে একটি মাসআলা রয়েছে: কিছু মানুষ ঋণগ্রস্ত থাকা অবস্থায় দান-সদকা করে এবং বলে:
"আমি এই সদকাটি পছন্দ করি।" এটি হারাম। আপনি ঋণগ্রস্ত থাকা অবস্থায় কীভাবে দান
করেন? আগে ওয়াজিব বা আবশ্যিক কর্তব্য (ঋণ) আদায় করুন, তারপর নফল বা ঐচ্ছিক

কাজ করুন। কারণ, যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না করে দান-সদকা করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করল আর একটি শহর ধ্বংস করল।

(ص: 368) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

أنت الآن مطالب أن توفي دينك كيف تتصدق أو ف ثم تصدق.
وفي هذه الأحاديث أيضاً أن الجهاد بدون إسلام لا ينفع صاحبه لأن الرجل الذي
استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أجاهد ثم أسلم أم أسلم
ثم أجاهد قال: أسلم ثم جاهد فأسلم ثم جاهد وهكذا جميع الأعمال الصالحة
يشترط فيها الإسلام لا يقبل الله من أحد صدقة ولا حج ولا صيام ولا أي شيء وهو
غير مسلم فإذا رأينا مثلاً رجل لا يصلي ولكنه كثير الصيام كثير الصدقات بشوش
للناس أخلاقه طيبة لكنه لا يصلي اعلم أن كل عمل يعمل لا ينفعه يوم القيامة
حتى الصيام يصوم رمضان ولا يصلي ما له صيام يحج وما يصلي ما له حج بل
يحرم عليه أن يروح مكة ولا يصلي لأن الله يقول: {يا أيها الذين آمنوا إنما
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} فالإسلام شرط لكل
عبادة لا تقبل أي عبادة إلا بالإسلام ولا تصح أي عبادة إلا بالإسلام والله الموفق.
1314 - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت قال
في الجنة فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل رواه مسلم.

এখন আপনার কাছে দাবি হলো আপনি আপনার ঋণ পরিশোধ করুন। কীভাবে আপনি সদকা করছেন? আগে ঋণ পরিশোধ করুন, তারপর সদকা করুন।

এই হাদিসগুলোতে এ বিষয়টিরও প্রমাণ রয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণ ছাড়া জিহাদ কোনো ব্যক্তির উপকারে আসে না। কারণ এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অনুমতি

প্রার্থনা করে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি জিহাদ করব তারপর ইসলাম গ্রহণ করব, নাকি আগে ইসলাম গ্রহণ করব তারপর জিহাদ করব? তিনি বললেন: আগে ইসলাম গ্রহণ করো, তারপর জিহাদ করো। ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করল এবং জিহাদ করল। একইভাবে সমস্ত নেক আমলের ক্ষেত্রে ইসলাম গ্রহণ করা শর্ত। কোনো অমুসলিমের পক্ষ থেকে আল্লাহ তাআলা সদকা, হজ, রোজা কিংবা অন্য কোনো কিছুই কবুল করেন না। যদি আমরা উদাহরণস্বরূপ এমন কোনো ব্যক্তিকে দেখি যে সালাত আদায় করে না, কিন্তু সে প্রচুর রোজা রাখে, অনেক দান-সদকা করে, মানুষের সাথে হাস্যোজ্জ্বল মুখে কথা বলে এবং তার চরিত্র অত্যন্ত মাধুর্যপূর্ণ—কিন্তু সে সালাত পড়ে না; তবে জেনে রাখুন যে, তার কৃত কোনো আমলই কিয়ামতের দিন তার কোনো উপকারে আসবে না। এমনকি সে যদি রমজানের রোজা রাখে কিন্তু সালাত আদায় না করে, তবে তার কোনো রোজা নেই। সে হজ করে অথচ সালাত পড়ে না, তার কোনো হজ নেই। বরং সালাত আদায় না করলে তার জন্য মক্কায যাওয়াও হারাম। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {হে মুমিনগণ, নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র; সুতরাং এই বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয়।} অতএব, ইসলাম প্রতিটি ইবাদতের জন্য অপরিহার্য শর্ত। ইসলাম ব্যতীত কোনো ইবাদত কবুল হয় না এবং ইসলাম ছাড়া কোনো ইবাদত শুদ্ধ হয় না। আর আল্লাহই তাওফিক দানকারী।

১৩১৪ - জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি যুদ্ধে নিহত হই তবে আমার অবস্থান কোথায় হবে? তিনি বললেন: জান্নাতে। অতঃপর সেই ব্যক্তি তার হাতে থাকা খেজুরগুলো ফেলে দিলেন এবং আমৃত্যু লড়াই চালিয়ে গেলেন, অবশেষে তিনি শহীদ হলেন। (মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)।

(ص: 369) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

1315 - وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدم من أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه فدنا المشركون فقال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال: نعم قال: بخ بخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال: فإنك من أهلها فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة فرمى بها معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رواه مسلم.

القرن بفتح القاف والراء هو جعبة النشاب.

1316 - وعنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابعث معنا رجلا يعلمونا القرآن والسنة فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار يقال لهم: القراء فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون وكانوا بالنهار يجيئون بالباء فيضعونه في المسجد & ويحفظون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فريضنا عنك ورضيت عنا وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه فقال حرام: فزت ورب الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم

১৩১৫ - আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীগণ যাত্রা করলেন এবং তাঁরা মুশরিকদের আগেই বদরে পৌঁছে গেলেন। এরপর মুশরিকরা সেখানে উপস্থিত হলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "তোমাদের কেউ যেন কোনো কিছুর দিকে অগ্রসর না হয় যতক্ষণ না আমি তার সামনে থাকি।" অতঃপর মুশরিকরা নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "তোমরা এমন এক জান্নাতের দিকে ধাবিত হও যার প্রশস্ততা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমান।" বর্ণনাকারী বলেন: উমায়ের ইবনুল হুমাম আল-আনসারী

(রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! এমন জান্নাত যার প্রশস্ততা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমান?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ।" উমায়ের বললেন: "বাহ্ বাহ্!" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে জিজ্ঞেস করলেন: "কিসে তোমাকে 'বাহ্ বাহ্' বলতে উদ্বুদ্ধ করল?" তিনি বললেন: "না, আল্লাহর শপথ, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কেবল এই আশায় বলেছি যে, যেন আমি এর অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি।" তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই তুমি এর অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।" অতঃপর তিনি তাঁর ত্বীীর থেকে কিছু খেজুর বের করলেন এবং তা খেতে লাগলেন। এরপর তিনি বললেন: "আমি যদি এই খেজুরগুলো শেষ করা পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তবে তা হবে এক দীর্ঘ জীবন।" অতঃপর তাঁর কাছে থাকা অবশিষ্ট খেজুরগুলো ফেলে দিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করলেন, শেষ পর্যন্ত তিনি শহীদ হলেন। (মুসলিম)।

‘আল-ক্বারন’ (ক্বাফ ও রা বর্ণের ফাতহাহ যোগে) অর্থ হলো তীরের ত্বীীর বা থলে।

১৩১৬ - তাঁর (আনাস রা.) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: কিছু লোক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে আবেদন করল যে, আপনি আমাদের সাথে এমন কিছু লোক পাঠান যারা আমাদের কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা দেবেন। তখন তিনি আনসারদের মধ্য থেকে সত্তরজন ব্যক্তিকে তাঁদের কাছে পাঠালেন, যাঁদের 'কুররা' (কুরআন বিশেষজ্ঞ) বলা হতো। তাঁদের মধ্যে আমার মামা হারাম-ও ছিলেন। তাঁরা রাতে কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং একে অপরকে তা শেখাতেন ও অধ্যয়ন করতেন। দিনের বেলায় তাঁরা পানি এনে মসজিদে রাখতেন এবং জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে তা বিক্রি করতেন এবং সেই লব্ধ অর্থ দিয়ে 'আহলে সুফফাহ' ও দরিদ্র লোকদের জন্য খাবার ক্রয় করতেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদেরকে পাঠালেন, কিন্তু পথিমধ্যে শত্রুরা তাঁদের আক্রমণ করল এবং গন্তব্যে পৌঁছার আগেই তাঁদের হত্যা করল। তখন তাঁরা (শাহাদাতের সময়) বলেছিলেন: "হে আল্লাহ! আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের নবীকে এই সংবাদ পৌঁছে দিন যে, আমরা আপনার সাথে সাক্ষাৎ করেছি; ফলে আমরা আপনার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছি এবং আপনিও আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন।" এক ব্যক্তি আনাসের মামা হারামের পেছন দিক থেকে এসে তাঁকে বর্শা দিয়ে আঘাত করল এবং তা শরীর এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল। তখন হারাম বললেন: "কাবার রবের শপথ! আমি সফল হয়ে গেছি।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "তোমাদের ভাইয়েরা শহীদ হয়েছে এবং তারা বলেছে, হে আল্লাহ..."

بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا متفق عليه وهذا لفظ مسلم.

1317 - وعنه قال: غاب & عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت & عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال أنس: فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه} إلى آخرها متفق عليه وقد سبق في باب المجاهدة.

1318 - وعن سيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل لم أر قط أحسن منها قالوا: أما هذه الدار فدار الشهداء رواه البخاري وهو بعض من

আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের নবীকে পৌঁছে দিন যে, আমরা আপনার সাথে সাক্ষাৎ করেছি, অতঃপর আমরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি এবং আপনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। এটি বুখারি ও মুসলিম কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে বর্ণিত এবং এটি মুসলিমের শব্দাবলি।

১৩১৭ - তাঁর (আনাস) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: আমার চাচা আনাস ইবনে নাদর রাদিয়াল্লাহু আনহু বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! মুশরিকদের বিরুদ্ধে আপনার প্রথম যুদ্ধে আমি অনুপস্থিত ছিলাম। যদি আল্লাহ আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ দেন, তবে আমি কী বীরত্ব প্রদর্শন করি তা আল্লাহ অবশ্যই দেখিয়ে দেবেন।’ অতঃপর যখন উহুদ যুদ্ধের দিন এলো এবং

মুসলিমগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লেন, তখন তিনি বললেন: ‘হে আল্লাহ! এরা (অর্থাৎ সাহাবীগণ) যা করেছে তা থেকে আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং এরা (অর্থাৎ মুশরিকরা) যা করেছে তা থেকে আমি দায়মুক্তি ঘোষণা করছি।’ তারপর তিনি অগ্রসর হলেন এবং সাদ ইবনে মুআজের সাথে তাঁর দেখা হলো। তিনি বললেন: ‘হে সাদ ইবনে মুআজ! নাদরের রবের কসম, জান্নাত! আমি উহুদ পাহাড়ের নিকট থেকেই জান্নাতের সুস্রাণ পাচ্ছি।’ সাদ (পরবর্তীতে) বললেন: ‘হে আল্লাহর রাসূল! তিনি যা করেছেন তা করার সামর্থ্য আমার ছিল না।’ আনাস বলেন: ‘আমরা তাঁর দেহে তলোয়ারের আঘাত, বর্শার খোঁচা অথবা তীরের জখম মিলিয়ে আশিরও বেশি চিহ্ন দেখতে পেলাম। আমরা তাঁকে মৃত অবস্থায় পেলাম এবং মুশরিকরা তাঁর লাশ বিকৃত করে ফেলেছিল। ফলে তাঁর বোন ছাড়া আর কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি, তিনিও কেবল তাঁর আঙুলের ডগা দেখে চিনতে পেরেছেন।’ আনাস বলেন: ‘আমরা মনে করতাম বা ধারণা করতাম যে, এই আয়াতটি তাঁর এবং তাঁর সদৃশ ব্যক্তিদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে: {মু'মিনদের মধ্যে এমন কিছু পুরুষ রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত তাদের অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করেছে। অতঃপর তাদের কেউ কেউ নিজ লক্ষ্য পূর্ণ করেছে...} শেষ পর্যন্ত। (বুখারি ও মুসলিম)। এটি মুজাহাদা (সাধনা) অধ্যায়ে ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

১৩১৮ - সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘আজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, দুইজন লোক আমার নিকট আসলেন এবং আমাকে একটি গাছের উপরে নিয়ে গেলেন। অতঃপর তাঁরা আমাকে এমন একটি ঘরে প্রবেশ করালেন যা অত্যন্ত সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ, এর চেয়ে সুন্দর ঘর আমি কখনো দেখিনি। তাঁরা বললেন: এই ঘরটি হলো শহীদদের বাসস্থান।’ (বুখারি এটি বর্ণনা করেছেন এবং এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ)।

(ص: 371) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

حديث طويل فيه أنواع العلم سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى.

1319 - وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهو أم حارثة بن سراقه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء فقال: يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى رواه البخاري.

&

1320 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به فوضع بين يديه فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها متفق عليه.

1321 - وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث في فضل الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله وأن لهم الجنة كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن

একটি দীর্ঘ হাদিস যাতে বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান রয়েছে, যা ইনশাআল্লাহ মিথ্যা বলা হারাম হওয়া বিষয়ক পরিচ্ছেদে সামনে আসবে।

১৩১৯ - আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, উম্মুর রবী' বিনতে আল-বারা—যিনি হারিসাহ ইবনে সুরাকাহর মা—নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে হারিসাহ সম্পর্কে কিছু বলবেন না? সে বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল। যদি সে জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তবে আমি ধৈর্য ধারণ করব, আর যদি অন্য কিছু হয় তবে আমি তার জন্য প্রাণপণে রোনাঝারি করব। তখন তিনি বললেন: হে হারিসাহর

মা! জান্নাতের ভেতরে অনেক উদ্যান রয়েছে, আর নিশ্চয়ই তোমার পুত্র জান্নাতুল ফিরদাউসের সুউচ্চ স্থান লাভ করেছে। (বুখারী বর্ণনা করেছেন)।

&

১৩২০ - জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমার পিতাকে (শহীদ হওয়ার পর) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আনা হলো, তাঁর দেহকে বিকৃত করা হয়েছিল। তাঁকে তাঁর সম্মুখে রাখা হলো। আমি তাঁর চেহারা থেকে কাপড় সরাতে গেলাম, কিন্তু লোকেরা আমাকে নিষেধ করল। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: ফেরেশতারা নিরন্তর তাঁদের ডানা দিয়ে তাঁকে ছায়া দিচ্ছিল। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১৩২১ - সাহল ইবনে হুнайফ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে আল্লাহর নিকট শাহাদাত প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তাকে শহীদদের মর্যাদায় পৌঁছে দেবেন, যদিও সে নিজের বিছানায় মৃত্যুবরণ করে। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসগুলো আল্লাহর পথে নিহত শহীদদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এবং তাদের জন্য জান্নাত অবধারিত হওয়া প্রসঙ্গে, যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন এই বিনিময়ে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, ফলে তারা মারে এবং মরে। এটি তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে তাঁর দেওয়া একটি সত্য প্রতিশ্রুতি।”

(ص: 372) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

وذكر المؤلف أحاديث كثيرة تدل على صدق الصحابة رضي الله عنهم وصدق إيمانهم
يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما للشهداء فيدعون ما بأيديهم من الطعام

ويتركونه ويتقدمون إلى الجهاد في سبيل الله ثم يقتلون فيلقون الله عز وجل راضين عنه وهو راض عنهم جل وعلا وهذا لا شك من فضائل الصحابة رضي الله عنهم التي لا يلحقهم بعدهم أحد فيها.

هذا عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من قاتلهم محتسبا مقبلا غير مدبر وجبت له جنة عرضها كعرض السماء والأرض قال: يا رسول الله جنة عرضها كعرض السماء والأرض قال: نعم فأخرج تمرات من قرنه الذي يوضع فيه الطعام عادة ويأخذها المجاهد ثم جعل يأكل ثم استطال الحياة رضي الله عنه وقال: والله لأن بقيت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة ثم تقدم فقاتل وقتل رضي الله عنه وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة.

وكذلك أنس بن المضر رضي الله عنه لقي سعد بن معاذ في غزوة أحد وأخبره بأنه يجد ريح الجنة دون أحد قال ابن القيم: فهذه من الكرامات التي يكرم بها الله من يشاء من عباده أن يجد ريح الجنة وهو في الأرض والجنة في السماء لكن من أجل أن الله يثبت يقينه حتى يتيقنها وكأنها أمر محسوس عنده فقاتل حتى قتل لأنه رضي الله عنه تأخر عن غزوة بدر وسبب ذلك أن كثيرا من الصحابة لم يخرجوا في بدر لأنهم إنما خرجوا من أجل عير أبي سفيان التي جاء بها من الشام يريد بها مكة ولم يخرجوا لقتال

গ্রন্থকার এমন অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন যা সাহাবীগণের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) সত্যবাদিতা ও তাঁদের ঈমানের একনিষ্ঠতার প্রমাণ বহন করে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শহীদদের জন্য নির্ধারিত প্রতিদান সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করতেন, তখন তাঁরা হাতের খাবার ফেলে দিয়ে তা বর্জন করতেন এবং আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতেন। অতঃপর তাঁরা শাহাদাত বরণ করতেন এবং মহান আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করতেন যে, তাঁরা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। নিঃসন্দেহে

এটি সাহাবীগণের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) অন্যতম শ্রেষ্ঠ মর্যাদা, যাতে তাঁদের পরবর্তী যুগের কেউ তাঁদের সমকক্ষ হতে পারবে না।

এই যে উমাইর ইবনুল হুমাম আল-আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু), যখন বদরের দিন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছিলেন: "যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় সম্মুখপানে অগ্রসর হয়ে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত—যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের সমান।" তিনি বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আসমান ও যমীনের সমান প্রশস্ত জান্নাত?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ।" তখন তিনি তাঁর চামড়ার থলে (যেখানে সাধারণত খাবার রাখা হয় এবং মুজাহিদগণ সেখান থেকে খাবার গ্রহণ করেন) থেকে কয়েকটি খেজুর বের করলেন। তিনি তা খেতে শুরু করলেন, অতঃপর তিনি দুনিয়ার জীবনকে দীর্ঘ মনে করলেন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং বললেন: "আল্লাহর কসম! আমি যদি এই খেজুরগুলো শেষ করা পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তবে তা হবে এক দীর্ঘ জীবন।" এরপর তিনি সম্মুখপানে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করলেন এবং শাহাদাত বরণ করলেন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করেছেন।

অনুরূপভাবে আনাস ইবনুন নাযর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উহুদ যুদ্ধে সা'দ ইবনে মুআযের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে জানান যে, তিনি উহুদ পাহাড়ের নিকট জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছেন। ইবনুল কাইয়িম বলেন: "এটি সেই সকল কারামতের অন্তর্ভুক্ত যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন; অর্থাৎ দুনিয়ায় অবস্থানকালেও জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া, অথচ জান্নাত আসমানে। মূলত আল্লাহ তাঁর ইয়াকীন বা বিশ্বাসকে দৃঢ় করার জন্যই এমনটি করেন, যেন জান্নাত তাঁর নিকট একটি বাস্তব অনুভূত বিষয়ে পরিণত হয়।" অতঃপর তিনি শহীদ হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। কেননা তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। আর এর কারণ ছিল এই যে, অনেক সাহাবী বদর যুদ্ধে বের হননি; কেননা তাঁরা কেবল সিরিয়া থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে আসা আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলার সন্ধানে বের হয়েছিলেন, তাঁরা যুদ্ধের জন্য বের হননি।

ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم من غير معاد فتخلف رضي الله عنه لأنهم لم يؤمروا بالخروج إلى الغزو وإنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يخرج معنا فليخرج فخرج من خرج وتخلف من تخلف لكنه قال رضي الله عنه: حين تخلف عن هذه الغزوة غزوة بدر لأن أشهدني الله مشهد يعني غزوا في سبيل الله ليرين الله مني ما أصنع ثم تقدم وجاهد وجالد وقاتل حتى قتل ووجدوا به بضعا وثمانين أو بضعا وتسعين ضربة في جسد واحد مما يدل على أنه قد غامر وخاض صفوف المشركين لم تعرفه إلا أخته بنانه وقال: رضي الله عنه وهو يجاهد: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه الذين انكشفوا في غزوة أحد وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين.

فهذه القصص وأمثالها تدل دلالة واضحة على أن الله اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأنه مصداق قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ...

نسأل الله أن يبلغنا وإياكم منازل الشهداء وأن يجمع بيننا وبينهم في جنات النعيم.

1322 - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيتها ولو لم تصبه رواه مسلم.

কিন্তু আল্লাহ কোনো পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা ছাড়াই তাদের এবং তাদের শত্রুদের মাঝে সংযোগ ঘটিয়ে দেন। ফলে তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন, কারণ তাঁদেরকে যুদ্ধের জন্য বের হওয়ার বাধ্যতামূলক নির্দেশ প্রদান করা হয়নি। বরং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছিলেন: "যে আমাদের সাথে বের হতে চায়, সে যেন বের হয়।" তখন যারা বের হওয়ার তারা বের হলেন এবং যারা পেছনে থাকার তারা রয়ে গেলেন। কিন্তু বদর যুদ্ধ থেকে পেছনে থাকার কারণে তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছিলেন: "যদি আল্লাহ আমাকে আল্লাহর পথে কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ দেন, তবে আল্লাহ অবশ্যই দেখবেন আমি কী সাহসিকতা প্রদর্শন করি।" এরপর তিনি সম্মুখপানে অগ্রসর হলেন এবং

অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই ও সংগ্রাম চালিয়ে গেলেন, অবশেষে তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। তাঁর দেহে আশি বা নব্বইয়ের অধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল, যা প্রমাণ করে যে তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে মুশরিকদের ব্যুহ ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর বোন তাঁর আঙুলের অগ্রভাগ দেখে চেনা ছাড়া অন্য কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। জিহাদরত অবস্থায় তিনি বলছিলেন: "হে আল্লাহ! এরা যা করেছে—অর্থাৎ তাঁর সেই সব সাথীরা যারা ওহুদ যুদ্ধে স্থানচ্যুত হয়েছিলেন—সেজন্য আমি আপনার কাছে ওজর (ক্ষমা) পেশ করছি। আর ওরা যা করেছে—অর্থাৎ মুশরিকরা—তা থেকে আমি আপনার নিকট দায়মুক্ততা ঘোষণা করছি।"

এই কাহিনী এবং এর অনুরূপ ঘটনাবলি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাঁর নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জন্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষদের মনোনীত করেছিলেন এবং এটি তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই বাণীরই বাস্তব প্রতিফলন যে: "মানুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো আমার যুগের মানুষেরা, এরপর যারা তাদের নিকটবর্তী হবে, এরপর যারা তাদের নিকটবর্তী হবে..." ...

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের শহীদদের সুউচ্চ মর্যাদায় পৌঁছান এবং জান্নাতুন নাদ্বীমে আমাদের ও তাঁদের একত্রিত করেন।

১৩২২ - আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি সত্য হৃদয়ে শাহাদাত কামনা করে, তাকে তা প্রদান করা হবে—যদিও সে সরাসরি যুদ্ধে শহীদ না হয়।" এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

(ص: 374) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

1323 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.

1324 - وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم متفق عليه.

1325 - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان أو قلباً تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً رواه أبو داود بإسناد صحيح.

1326 - وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري بك أجول وبك أصول وبك أقاتل رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.

১৩২৩ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "একজন শহীদ শাহাদাতের কষ্ট কেবল ততটুকুই অনুভব করেন, যতটুকু তোমাদের কেউ একটি সামান্য চিমটি বা কামড় অনুভব করে।" (তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি হাসান সহীহ হাদীস)।

১৩২৪ - আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর কোনো এক যুদ্ধে শত্রুর সম্মুখীন হয়ে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। অতঃপর তিনি লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন: "হে লোকসকল! তোমরা শত্রুর সাথে মুকাবিলার আকাঙ্ক্ষা করো না এবং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও সুস্থতা প্রার্থনা করো। তবে যখন তোমরা তাদের সম্মুখীন হবে, তখন ধৈর্য ধারণ করো এবং জেনে রেখো যে, জান্নাত তলোয়ারের ছায়ার নিচে নিহিত।" অতঃপর তিনি বললেন: "হে আল্লাহ! কিতাব অবতীর্ণকারী, মেঘমালা চালনাকারী এবং সম্মিলিত শত্রু বাহিনীকে পরাস্তকারী! আপনি তাদের পরাজিত করুন এবং আমাদের তাদের ওপর বিজয় দান করুন।" (বুখারী ও মুসলিম)।

১৩২৫ - সাহল ইবনে সা'দ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "দুটি সময়ের দুআ কখনো ফিরিয়ে দেওয়া

হয় না অথবা খুব কমই ফিরিয়ে দেওয়া হয়: আযানের সময়ের দুআ এবং যুদ্ধের চরম মুহূর্তে যখন দুই পক্ষ একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।" (আবু দাউদ এটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন)।

১৩২৬ - আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কোনো যুদ্ধে যেতেন, তখন বলতেন: "হে আল্লাহ! আপনিই আমার শক্তি এবং আপনিই আমার সাহায্যকারী। আপনারই সাহায্যে আমি কৌশল অবলম্বন করি, আপনারই শক্তিতে আমি আক্রমণ করি এবং আপনারই সাহায্যে আমি যুদ্ধ করি।" (আবু দাউদ ও তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং এটি হাসান হাদীস)।

(ম: 375) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

1327 - وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوماً قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم رواه أبو داود بإسناد & صحيح.

1328 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة متفق عليه.

1329 - وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم متفق عليه.

1330 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة رواه البخاري.

1331 - وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم
بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها
يوم القيامة سبعائة ناقة كلها مخطومة رواه مسلم.

১৩২৭ - আবু মুসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
যখন কোনো সম্প্রদায় থেকে ক্ষতির আশঙ্কা করতেন, তখন বলতেন: "হে আল্লাহ! আমরা
আপনাকে তাদের মুখোমুখি করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা
করছি।" আবু দাউদ এটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

১৩২৮ - ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "ঘোড়ার ললাটে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত কল্যাণ আবদ্ধ রয়েছে।"
মুত্তাফাকুন আলাইহি।

১৩২৯ - উরওয়াহ আল-বারিকী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "ঘোড়ার ললাটে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত কল্যাণ—অর্থাৎ সওয়াব ও
গনীমত—আবদ্ধ রয়েছে।" মুত্তাফাকুন আলাইহি।

১৩৩০ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর ওয়াদার প্রতি
বিশ্বাসের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে কোনো ঘোড়া লালন-পালন করে, তবে সেই ঘোড়ার
খাদ্য, পানীয় এবং তার বিষ্ঠা ও মূত্রও কিয়ামতের দিন তার মিয়ানে (নেকির পাল্লায়) থাকবে।"
বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন।

১৩৩১ - আবু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি একটি
লাগামযুক্ত উটনী নিয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল: এটি
আল্লাহর পথে। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "এর বিনিময়ে
কিয়ামতের দিন তুমি সাতশত লাগামযুক্ত উটনী লাভ করবে।" মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

1332 - وعن أبي حماد ويقال: أبو سعاد ويقال: أبو أسد ويقال: أبو عامر ويقال: أبو عمرو ويقال: أبو الأسود ويقال أبو عبس عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث ساقها النووي في رياض الصالحين بعضها في بيان فضيلة الشهداء وقد سبقت أحاديث كثيرة في هذا الموضوع وبعضها في فضل المشاركة في الجهاد بالراحلة والسهم.

فأما الأول فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا استشهد في سبيل الله فإن ما يصيبه من القتل يكون كالقرصة يعني كقرصة النملة أو الذرة أو ما أشبه ذلك لأن الله تعالى يسهل عليه القتل كما أنه يسهل عليه خروج الروح لأن الروح تبشر برضوان من الله عز وجل وبالجنة فيسهل عليها الخروج كما في غيرها من الأموات. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حيناً خطب الناس بين الحكم في قوله: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا فإن الجنة تحت ظلال السيوف والشاهد من هذا الحديث قوله: الجنة تحت ظلال السيوف. ومنها أي من فضائل الجهاد في سبيل الله عز وجل أن الإنسان الذي

১৩৩২ - আবু হাম্মাদ থেকে বর্ণিত—তাকে আবু সুআদ, আবু আসাদ, আবু আমির, আবু আমর, আবু আল-আসওয়াদ এবং আবু আবস-ও বলা হয়—তিনি হলেন উকবাহ ইবনে আমির আল-জুহানি (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হন)। তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসুলকে (আল্লাহর রহমত ও শান্তি তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) মিসরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি: "আর তোমরা তাদের (মোকাবেলার) জন্য তোমাদের সাধ্যমতো শক্তি প্রস্তুত করো। জেনে রেখো, নিশ্চয়ই শক্তি হলো তীরন্দাজি; জেনে রেখো, নিশ্চয়ই শক্তি হলো তীরন্দাজি; জেনে রেখো, নিশ্চয়ই শক্তি হলো তীরন্দাজি।" এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী রিয়াদুস সালিহীনে এই হাদিসগুলো নিয়ে এসেছেন। এগুলোর কোনো কোনোটি শহীদদের মর্যাদা বর্ণনায়, যা এই বিষয়ে ইতিপূর্বেও অনেক হাদিস অতিবাহিত হয়েছে। আবার কোনো কোনোটি জিহাদে বাহন ও তীর নিয়ে অংশগ্রহণের ফজিলত বর্ণনায়।

প্রথমটির ক্ষেত্রে নবী (আল্লাহর রহমত ও শান্তি তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) উল্লেখ করেছেন যে, মানুষ যখন আল্লাহর পথে শহীদ হয়, তখন তাকে হত্যার যে কষ্ট স্পর্শ করে তা কেবল একটি দংশনের মতো—অর্থাৎ পিঁপড়া বা ক্ষুদ্র পতঙ্গের কামড়ের মতো। কারণ আল্লাহ তাআলা তার জন্য মৃত্যুকে সহজ করে দেন, যেমনটি তিনি তার আত্মা বের হওয়াকেও সহজ করে দেন। কেননা আত্মাকে আল্লাহ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়, ফলে অন্যান্য মৃত ব্যক্তিদের তুলনায় তার জন্য আত্মা বের হওয়া সহজ হয়ে যায়।

এগুলোর মধ্যে আরও রয়েছে যে, নবী (আল্লাহর রহমত ও শান্তি তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) যখন মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তখন তিনি এই নির্দেশের হুকুম স্পষ্ট করেছিলেন:

"তোমরা শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করো না এবং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। তবে যখন তোমরা তাদের সম্মুখীন হবে, তখন ধৈর্য ও দৃঢ়তা ধারণ করো। কেননা জান্নাত তলোয়ারের ছায়ার নিচে।" এই হাদিসের মূল আলোচ্য বিষয় হলো তাঁর এই বাণী: "জান্নাত তলোয়ারের ছায়ার নিচে।"

এগুলোর মধ্যে—অর্থাৎ মহান আল্লাহর পথে জিহাদের ফজিলতসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলো যে, সেই ব্যক্তি যে...

(ص: 377) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

يشارك برأحة يكتب له بذلك أجرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة والمراد بالخيل: خيل الجهاد لأنه فسر هذا الخير بقوله: الأجر والمغنم وهذا إنما يكون في خيل الجهاد فخير الجهاد في نواصيها

الخير إلى يوم القيامة ويحتمل أن يكون الحديث عاماً أي الخيل كلها سواء كانت ممن يجاهد عليه أم لا للعموم ومنها أيضاً أن رجلاً جاء بناقاة مخطومة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذه يا رسول الله في سبيل الله فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أعد له يوم القيامة سبعائة ناقاة كلها مخطومة لأن الله تعالى يضاعف الحسنات بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

ومنها أي من الجهاد في سبيل الله المساعدة في السهام: الرمي ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا أن القوة الرمي والرمي في كل وقت بحسبه ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يكون الرمي بالقوس بالسهام وفي وقتنا الآن يكون الرمي بالقنابل والصواريخ وما أشبهه لأن كل رمي بحسب الوقت الذي يكون فيه الإنسان نسأل الله أن يجعلنا من المجاهدين في سبيله بالبال والنفس إنه على كل شيء قدير.

যে ব্যক্তি জিহাদের জন্য বাহন প্রদান করে অংশগ্রহণ করে, তার জন্য সেই বাহনের সওয়াব লিখে দেওয়া হয়, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কিয়ামত দিবস পর্যন্ত ঘোড়ার ললাটে কল্যাণ আবদ্ধ রয়েছে। এখানে ঘোড়া বলতে জিহাদের ঘোড়া উদ্দেশ্য, কারণ তিনি এই কল্যাণের ব্যাখ্যায় সওয়াব ও গনীমতের কথা উল্লেখ করেছেন। আর এটি মূলত জিহাদের ঘোড়ার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। সুতরাং জিহাদের ঘোড়ার ললাটে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত। তবে সম্ভাবনা রয়েছে যে হাদিসটি ব্যাপক অর্থবোধক, অর্থাৎ সব ধরনের ঘোড়াই এর অন্তর্ভুক্ত, চাই তা জিহাদে ব্যবহৃত হোক বা না হোক—শব্দের ব্যাপকতার কারণে। এর আরেকটি উদাহরণ হলো, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি লাগামবদ্ধ উষ্ট্র নিয়ে এসে আরজ করল: হে আল্লাহর রাসূল! এটি আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য)। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জানালেন যে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার জন্য সাতশত লাগামবদ্ধ উষ্ট্র প্রস্তুত রেখেছেন। কারণ আল্লাহ তাআলা প্রতিটি সৎকর্মকে দশ গুণ থেকে সাতশত গুণ, এমনকি তার চেয়েও বহুগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে থাকেন।

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে জিহাদের আরেকটি দিক হলো তীর নিক্ষেপ বা লক্ষ্যভেদে সহযোগিতা করা। এই উদ্দেশ্যেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ভাষণ প্রদানকালে মহান আল্লাহর এই বাণীর ব্যাপারে বললেন: "আর তোমরা তাদের মোকাবিলার জন্য তোমাদের সাধ্যমতো শক্তি প্রস্তুত করো"—জেনে রেখো, শক্তি হলো লক্ষ্যভেদ; জেনে রেখো, শক্তি হলো লক্ষ্যভেদ; জেনে রেখো, শক্তি হলো লক্ষ্যভেদ। আর এই লক্ষ্যভেদ বা নিক্ষেপ প্রতিটি সময়ে সেই সময়ের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিবেচিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে লক্ষ্যভেদ ছিল ধনুক ও তীরের মাধ্যমে, আর আমাদের বর্তমান সময়ে এটি বোমা, মিসাইল এবং এই জাতীয় অস্ত্রের মাধ্যমে। কারণ প্রতিটি নিক্ষেপ বা লক্ষ্যভেদ সেই সময়ের ওপর নির্ভর করে যে সময়ে মানুষ অবস্থান করে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের তাঁর পথে জান ও মাল দিয়ে জিহাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেন; নিশ্চয়ই তিনি প্রতিটি বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

(ص: 378) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

- 1333 - وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه رواه مسلم.
- 1334 - وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منّا أو فقد عصي رواه مسلم.
- 1335 - وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدخل بالسهم ثلاثة نفر الجنة: صانع يحنسب في صنعة الخير والرامي به ومنبله وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تتركبوا ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها رواه أبو داود.

1336 - وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتضلون فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً رواه البخاري.

1337 - وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

1338 - وعن أبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له سبعمئة ضعف رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

1339 - وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً

1333 - তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "শীঘ্রই তোমাদের জন্য অনেক ভূখণ্ড বিজিত হবে এবং আল্লাহ তোমাদের (শত্রুদের বিরুদ্ধে) জন্য যথেষ্ট হবেন; সুতরাং তোমাদের কেউ যেন নিজ তীর নিয়ে অনুশীলন করতে অলসতা না করে।" (মুসলিম)

1334 - তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ শিখল, অতঃপর তা বর্জন করল, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় (অথবা তিনি বলেছেন: সে অবশ্যই নাফরমানি করল)।" (মুসলিম)

1335 - তাঁর থেকেই (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "নিশ্চয়ই আল্লাহ একটি তীরের কারণে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন: এর নির্মাতা—যে এটি তৈরির সময় সওয়াবের আশা রাখে, তীর নিক্ষেপকারী এবং যে তীর নিক্ষেপকারীকে তীর এগিয়ে দেয়। তোমরা তীর নিক্ষেপ করো এবং অশ্বারোহণ করো। তবে তোমাদের তীর নিক্ষেপ করা আমার কাছে অশ্বারোহণ করার চেয়ে বেশি প্রিয়। আর যে ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ শেখার পর অনাগ্রহবশত তা ছেড়ে দিল, তবে সে

একটি নিয়ামত বর্জন করল (অথবা তিনি বলেছেন: সে নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল)।" (আবু দাউদ)

1336 - সালামাহ ইবনুল আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যারা তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল। তিনি বললেন, "হে বনী ইসমাইল! তোমরা তীর নিক্ষেপ করো; কেননা তোমাদের পিতা (ইসমাইল আলাইহিস সালাম) একজন দক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন।" (বুখারী)

1337 - আমর ইবনে আবাসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একটি তীর নিক্ষেপ করবে, তা তার জন্য একজন দাস মুক্ত করার সমতুল্য সওয়াব বয়ে আনবে।" (আবু দাউদ ও তিরমিযী এবং তাঁরা বলেছেন: হাদিসটি হাসান সহীহ)

1338 - আবু ইয়াহইয়া খুরাইম ইবনে ফাতিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোনো কিছু ব্যয় করবে, তার জন্য তা সাতশ গুণ সওয়াব লিখে রাখা হবে।" (তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন: হাদিসটি হাসান)

1339 - আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে কোনো বান্দা আল্লাহর পথে একদিন রোজা পালন করবে, আল্লাহ সেই একদিনের বিনিময়ে তার চেহারাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের পথ দূরে সরিয়ে দেবেন।"

(ص: 379) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

متفق عليه.

1340 - وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوماً في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقاً كما بين السماء والأرض رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

1341 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق رواه مسلم.

1342 - وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة & فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتهم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض.

وفي رواية: حبسهم العذر وفي رواية إلا شركوكم في الأجر رواه البخاري من رواية أنس ورواه مسلم من رواية جابر واللفظ له.

এটি সর্বসম্মত।

১৩৪০ - আবু উমামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহর পথে একদিন রোজা রাখবে, আল্লাহ তাঁর এবং জাহান্নামের আগুনের মাঝে আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্বের ন্যায় একটি পরিখা তৈরি করে দেবেন।" তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদীসটি হাসান সহীহ।

১৩৪১ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি জিহাদ না করে এবং অন্তরে জিহাদের সংকল্প পোষণ না করে মৃত্যুবরণ করল, সে মুনাফিকির একটি শাখার ওপর মৃত্যুবরণ করল।" মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

১৩৪২ - জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে একটি যুদ্ধে ছিলাম। তখন তিনি বললেন: "মদিনায় এমন কিছু লোক রয়েছে, তোমরা যে পথই চলেছ এবং যে উপত্যকাই অতিক্রম করেছ, তারা সর্বাবস্থায় তোমাদের সাথেই ছিল; মূলত অসুস্থতা তাদের (শরীরে উপস্থিত হতে) বাধা দিয়েছে।"

অন্য বর্ণনায় এসেছে: "অক্ষমতা তাদের আটকে রেখেছে।" অন্য আর এক বর্ণনায় রয়েছে: "তারা সওয়াবের ক্ষেত্রে তোমাদের অংশীদার হয়েছে।" বুখারি এটি আনাস (রা.)-এর বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত করেছেন এবং মুসলিম এটি জাবির (রা.)-এর বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত করেছেন এবং শব্দসমূহ তাঁরই।

1343 - وعن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه وفي رواية: يقاتل شجاعة ويقاتل حمية وفي رواية: ويقاتل غضباً فمن في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث في بيان أمور في الجهاد في سبيل الله منها الرمي وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن القوة الرمي كرهاً ثلاثاً. وفي الأحاديث التي ساقها المؤلف في هذا الباب حث على تعلم الرمي وعلى أن من ترك الرمي بعد أن من الله تعالى عليه به فإنها نعمة كفرها وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. وفي بعض الأحاديث أيضاً إنها ستفتح عليكم أرضون وسيكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. ففي هذه الأحاديث وأشباهها حث على تعلم الرمي وعلى أن الإنسان ينبغي له أن يتعلم كيف يرمي ولو بالأسلحة الخفيفة لأنه لا يدري ماذا يحدث له حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العوض في السابقة في الرمي يعني مثلاً رمي اثنان بالبندقية أو شبهها من السلاح ويجعلون بينهما عوضاً من يرمي منهم يأخذه

১৩৪৩ - আবু মুসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল: হে আল্লাহর রাসূল! কোনো ব্যক্তি গনীমতের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে, কোনো ব্যক্তি নিজের নাম-যশ ছড়ানোর জন্য যুদ্ধ করে এবং

কোনো ব্যক্তি নিজের বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: সে সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে এবং বংশীয় মর্যাদার কারণে যুদ্ধ করে। আরও এক বর্ণনায় রয়েছে: সে রাগের বশবর্তী হয়ে যুদ্ধ করে। এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে জিহাদ করছে? তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধ করে, সেই আল্লাহর পথে (জিহাদকারী)।” (বুখারী ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদীসসমূহ আল্লাহর পথে জিহাদ সংশ্লিষ্ট কতিপয় বিষয়ের বর্ণনা দিচ্ছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো লক্ষ্যভেদ বা তীরন্দাজি। ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “জেনে রেখো, শক্তিই হলো তীরন্দাজি।” তিনি এ কথাটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করেছেন।

এই পরিচ্ছেদে লেখক যে হাদীসগুলো উপস্থাপন করেছেন, তাতে তীরন্দাজি শেখার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা কাউকে এই নিআমত দান করার পর সে যদি তা অবহেলা করে ছেড়ে দেয়, তবে সে যেন নিআমতের অকৃতজ্ঞতা করল। কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন ব্যক্তির সাথে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করেছেন।

কিছু হাদীসে আরও এসেছে যে, “অচিরেই তোমাদের সামনে বিভিন্ন ভূখণ্ড বিজিত হবে এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবেন; সুতরাং তোমাদের কেউ যেন নিজের তীর নিয়ে খেলা (অনুশীলন) করতে অলসতা না করে।”

এই সকল হাদীস এবং এই জাতীয় অন্যান্য বর্ণনায় তীরন্দাজি শেখার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং মানুষের উচিত লক্ষ্যভেদের কৌশল শিখে রাখা, যদিও তা হালকা অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে হয়; কারণ ভবিষ্যতে কী পরিস্থিতি তৈরি হবে তা তার জানা নেই। এমনকি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তীরন্দাজি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বা বিনিময় নির্ধারণ করার অনুমতি দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, দুইজন ব্যক্তি রাইফেল বা এই জাতীয় কোনো অস্ত্র দিয়ে লক্ষ্যভেদের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলো এবং তাদের মাঝে একটি পুরস্কার বা বিনিময় নির্ধারণ করা হলো, যা প্রতিযোগিতায় জয়ী ব্যক্তি লাভ করবে।

هذا أيضاً لا بأس به وجائز لها في ذلك من الحث على تعلم الرمي وفي هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اركبوا وارموا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا لأن الرمي يدركه الإنسان الراكب والراجل أما الركوب فلا يدركه إلا من ركب ولهذا كان الرمي أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الركوب.

وفي هذه الأحاديث أيضاً دليل على فضيلة الصيام في الجهاد في سبيل الله وأن الإنسان إذا صام يوماً في سبيل الله بأعد الله بين وجهه وبين النار سبعين خريفاً يعني سبعين سنة وفي هذه الأحاديث دليل على وجوب إخلاص النية لله فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقا تل حمية ويقا تل زورا ويقا تل غضباً يعني عصبية لقومه فمن في سبيل الله قال: من قا تل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.

1344 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم لهم أجورهم رواه مسلم.

1345 - وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله ائذن لي في السياحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل رواه

এটিও দোষণীয় নয় এবং বৈধ, কারণ এতে তীরচালনা শিখতে উৎসাহিত করা হয়েছে। এই হাদিসগুলোতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমরা আরোহণ করো এবং তীরচালনা করো, তবে তোমাদের তীরচালনা করা আমার কাছে আরোহণ করার চেয়ে অধিক প্রিয়। কারণ তীরচালনা আরোহী ও পদাতিক উভয় ব্যক্তিই করতে পারে, কিন্তু আরোহণ কেবল আরোহী ব্যক্তিই করতে পারে। এজন্যই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে আরোহণের চেয়ে তীরচালনা অধিক প্রিয় ছিল।

এই হাদিসগুলোতে আল্লাহর পথে জিহাদরত অবস্থায় রোজা রাখার শ্রেষ্ঠত্বেরও প্রমাণ রয়েছে। কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর পথে একদিন রোজা রাখে, তবে আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে দেন; অর্থাৎ সত্তর বছরের পথ। এই হাদিসগুলোতে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিয়তকে খাঁটি করার আবশ্যিকতাও প্রমাণিত হয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে বীরত্ব প্রদর্শন, আত্মমর্যাদাবোধ, লোকদেখানো বা ক্রোধান্বিত হয়ে অর্থাৎ নিজ গোত্রের প্রতি পক্ষপাতিত্ববশত যুদ্ধ করে—এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে? তিনি বললেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধ করে, সে-ই আল্লাহর পথে।"

১৩৪৪ - আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে কোনো বড় বা ছোট বাহিনী যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং গনিমতের মাল লাভ করে ও নিরাপদে ফিরে আসে, তারা তাদের সওয়াবের দুই-তৃতীয়াংশ দ্রুত (দুনিয়াতে) লাভ করে নিল। আর যে কোনো বড় বা ছোট বাহিনী ব্যর্থ হয় এবং বিপদের সম্মুখীন হয়, তাদের জন্য তাদের সওয়াব পূর্ণ রাখা হয়।" (মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)।

১৩৪৫ - আবু উমামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে দেশ ভ্রমণের (সিয়াহাহ) অনুমতি দিন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "নিশ্চয়ই আমার উম্মতের দেশ ভ্রমণ হলো মহান আল্লাহর পথে জিহাদ।" (এটি বর্ণিত হয়েছে)।

(ص: 382) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

أبو داود بإسناد جيد.

1346 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفلة كغزوة رواه أبو داود بإسناد جيد.

القفلة الرجوع والمراد: الرجوع من الغزو بعد فراغه ومعناه: أنه يثأب في رجوعه بعد فراغه من الغزو.

1347 - وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس فتلقته مع الصبيان على ثنية الوداع رواه أبو داود بإسناد صحيح بهذا اللفظ ورواه البخاري قال: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع.

1348 - وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغز أو يجهز غزياً أو يخلف غزياً في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة رواه أبو داود بإسناد صحيح.

1349 - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم رواه أبو داود بإسناد صحيح.

আবু দাউদ এটি একটি উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।

১৩৪৬ - হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "যুদ্ধ শেষে প্রত্যাবর্তন করা যুদ্ধের সমতুল্য সওয়াবের কাজ।" আবু দাউদ এটি একটি উত্তম (জাযিয়্যদ) সনদে বর্ণনা করেছেন।

'কাফলাহ' শব্দের অর্থ ফিরে আসা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: যুদ্ধ শেষ করার পর ফিরে আসা। এর মর্মার্থ হলো: যুদ্ধ সমাপ্ত করে ফেরার পথেও সে যুদ্ধের ন্যায় সওয়াব প্রাপ্ত হবে।

১৩৪৭ - হযরত সাযিব ইবনে ইয়াযিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসলেন, তখন মানুষ তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এল। আমিও শিশুদের সাথে সানিয়াতুল বিদা নামক স্থানে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। আবু দাউদ এই শব্দেই এটি একটি বিশুদ্ধ (সহীহ) সনদে বর্ণনা করেছেন। বুখারী এটি বর্ণনা করে বলেছেন: আমরা শিশুদের সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে অভ্যর্থনা জানাতে সানিয়াতুল বিদা পর্যন্ত গিয়েছিলাম।

১৩৪৮ - হযরত আবু উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি নিজে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল না অথবা কোনো যোদ্ধার যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত করে দিল না কিংবা কোনো যোদ্ধার অনুপস্থিতিতে তার পরিবার-পরিজনের উত্তমরূপে দেখাশোনা করল না, কিয়ামতের দিনের আগে আল্লাহ তাআলা তাকে বড় কোনো বিপর্যয়ে নিপতিত করবেন।" আবু দাউদ এটি একটি বিশুদ্ধ (সহীহ) সনদে বর্ণনা করেছেন।

১৩৪৯ - হযরত আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল, জান এবং যবান (মুখ) দিয়ে জিহাদ করো।" আবু দাউদ এটি একটি বিশুদ্ধ (সহীহ) সনদে বর্ণনা করেছেন।

(ص: 383) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

1350 - وعن أبي عمرو ويقال: أبي حكيم النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار آخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.

1351 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فأصبروا متفق عليه.

1352 - وعنه وعن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث هي بقية أحاديث باب الجهاد المنقولة في كتاب رياض الصالحين وفيها الحث على الغزو وأن الإنسان إذا لم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو ولم يخلف غزياً في أهله وماله فإنه تصيبه قارعة قبل يوم القيامة وهذه القارعة ربما تفسر بما سبق في الحديث من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق وفيها أيضاً الحث على جهاد المشركين بالمال والنفس واللسان بالمال: أي يبذل الإنسان ما لا يساعد به الجاهدين أو يشتري به سلاحاً أو غير ذلك

১৩৫০ - আবু আমর (যাঁকে আবু হাকিমও বলা হয়) নু'মান ইবনে মুকাররিন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখেছি যে, তিনি যদি দিনের শুরুতে যুদ্ধ না করতেন, তবে সূর্য ঢলে পড়া, বাতাস প্রবাহিত হওয়া এবং আল্লাহর সাহায্য নাযিল হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ বিলম্বিত করতেন। (আবু দাউদ ও তিরমিজি; ইমাম তিরমিজি বলেন, এটি হাসান সহিহ হাদিস)।

১৩৫১ - আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: তোমরা শত্রুর সাথে মুকাবিলার আকাঙ্ক্ষা করো না, তবে যখন তাদের মুখোমুখি হবে তখন ধৈর্য ধারণ করো। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১৩৫২ - তাঁর থেকে এবং জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা.) বলেছেন: যুদ্ধ হলো একটি কৌশল। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসগুলো রিয়াদুস সলিহীন কিতাবে বর্ণিত জিহাদ অধ্যায়ের অবশিষ্ট হাদিস। এতে যুদ্ধের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে, মনে যুদ্ধের সংকল্প পোষণ না করে কিংবা কোনো যোদ্ধার অনুপস্থিতিতে তার পরিবার ও সম্পদের দেখাশোনা না করে, তবে কিয়ামতের আগে তার ওপর কোনো কঠিন বিপদ বা বিপর্যয় আপতিত হবে। আর এই বিপদের ব্যাখ্যা সম্ভবত পূর্বোক্ত সেই হাদিসটির মাধ্যমে করা যায় যেখানে বলা হয়েছে: ‘যে ব্যক্তি যুদ্ধ না করে অথবা যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ না করে মারা গেল, সে মুনাফিকির একটি শাখার ওপর মৃত্যুবরণ করল।’ এতে আরও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জান, মাল ও জিহ্বা দিয়ে জিহাদ করার ব্যাপারে। মাল বা সম্পদ

দিয়ে জিহাদ হলো: মানুষ এমন অর্থ ব্যয় করবে যা দিয়ে মুজাহিদদের সহায়তা করা হবে অথবা যুদ্ধের অস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় করা হবে।

(ص: 384) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

والنفس أن يخرج بنفسه يقاتل واللسان أن يهجوهم [أي المشركين] بالقصائد والأشعار لأن هجو المشركين يؤثر عليهم ويكون ذكرى سيئة في حقهم إلا ما شاء الله مثلاً إلى الآن ونحن نسمع هجاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وغيرهم للمشركين.

وفي هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله فضيلة الجهاد في سبيل الله وأنه من أفضل الأعمال وقد مرت الأحاديث الكثيرة في هذا المعنى وأطال المؤلف رحمه الله في نقل الأحاديث في ذلك لأن باب الجهاد من أهم أبواب الدين حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروة سنامه أي ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله لما فيه من إعلاء كلمة الله ونصر الإسلام والمسلمين وغير ذلك من المصالح العظيمة والله الموفق.

জান বা জীবন দিয়ে জিহাদ হলো—ব্যক্তি নিজে যুদ্ধে বের হয়ে লড়াই করবে। আর জিহ্বা বা কথা দিয়ে জিহাদ হলো—কবিতা ও পংক্তির মাধ্যমে মুশরিকদের ব্যঙ্গ করা বা তাদের দোষত্রুটি বর্ণনা করা; কারণ মুশরিকদের প্রতি করা এ জাতীয় ব্যঙ্গ তাদের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে এবং তাদের ব্যাপারে এটি একটি মন্দ স্মৃতি হিসেবে সংরক্ষিত থাকে—আল্লাহ যা চান তা ব্যতিরেকে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা আজও মুশরিকদের বিরুদ্ধে হাসসান বিন সাবিত, আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা এবং অন্যদের কৃত ব্যঙ্গাত্মক কবিতাগুলো শুনতে পাই।

লেখক (রহিমাল্লাহ) কর্তৃক উল্লিখিত এই হাদিসগুলোতে আল্লাহর পথে জিহাদের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে এবং এটি যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমল তাও প্রতিভাত হয়েছে। এই মর্মে ইতিপূর্বেও

অনেক হাদিস অতিক্রান্ত হয়েছে। লেখক (রহিমাল্লাহ) এ বিষয়ে হাদিসসমূহ উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, কারণ জিহাদের অধ্যায়টি দ্বীনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলোর অন্তর্ভুক্ত। এমনকি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "এর কুঁজের সর্বোচ্চ চূড়া", অর্থাৎ ইসলামের সর্বোচ্চ শিখর হলো আল্লাহর পথে জিহাদ। কারণ এর মাধ্যমে আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিজয় নিশ্চিত করা সহ আরও অনেক মহান কল্যাণ সাধিত হয়। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ম: 385) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتل في حرب الكفار

1353 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله متفق عليه.

1354 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم قالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال: إن شهداء أممي إذا لقليل قالوا: فمن يا رسول الله قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد والغريق شهيد رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب بيان شيء من الشهداء يعني غير المقتولين في سبيل الله والمقتول في سبيل الله هو أعلى أنواع الشهداء أما

الشهداء الآخرون فهم كما أشار إليهم المؤلف هم شهداء في الآخرة في أحكام الآخرة
لا في أحكام الدنيا ويتبين ذلك بأن الشهيد

পরকালের সওয়াবের বিচারে শহীদগণের এমন এক দলের বর্ণনা যাদের গোসল দেওয়া হবে এবং জানাজা পড়া হবে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত ব্যক্তির বিপরীত।

১৩৫৩ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: শহীদ পাঁচ প্রকার: প্লেগ রোগে মৃত ব্যক্তি, পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি, পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি, চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি এবং আল্লাহর পথে শহীদ ব্যক্তি। (বুখারি ও মুসলিম)।

১৩৫৪ - তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন: তোমরা তোমাদের মধ্যে কাদেরকে শহীদ মনে করো? তারা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তারা শহীদ। তিনি বললেন: তবে তো আমার উম্মতের শহীদের সংখ্যা খুব সামান্য হবে। তারা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! তবে তারা কারা? তিনি বললেন: যে আল্লাহর পথে নিহত হয় সে শহীদ, যে আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করে সে শহীদ, যে প্লেগ রোগে মারা যায় সে শহীদ, যে পেটের পীড়ায় মারা যায় সে শহীদ এবং যে পানিতে ডুবে মারা যায় সে শহীদ। (মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) রিয়াদুস সালিহীন গ্রন্থে বলেছেন: ‘শহীদগণের এক দলের বর্ণনার পরিচ্ছেদ’— অর্থাৎ আল্লাহর পথে (যুদ্ধে) নিহত হওয়া ব্যক্তি ছাড়া অন্য শহীদ। আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তি হলেন শহীদের সর্বোচ্চ প্রকার। আর অন্যান্য শহীদদের বিষয়ে গ্রন্থকার যেমন ইঙ্গিত করেছেন যে, তারা পরকালীন বিধানের বিচারে শহীদ, পার্থিব বিধানের বিচারে নয়। এটি এ কারণে স্পষ্ট হয় যে, শহীদ...

المقتول في سبيل الله شهيد في الدنيا والآخرة فهو شهيد في الدنيا إذا قتل ومات فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن ولا يأتيه الملكان اللذان يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه فلا يغسل من أجل أن يبقى أثر الدم عليه أثر الدم الذي قتل في سبيل الله من أجله فيأتي يوم القيامة وجرحه يسغب دماً اللون لون الدم والريح ريح المسك لذلك قال العلماء: يحرم أن يغسل ويحرم أن يغسل دمه بل يبقى على ما هو عليه.

ولا يكفن وإنما يكفن في ثيابه التي قتل فيها حتى يأتي يوم القيامة بهذه الثياب ولا يصلى عليه لأن الصلاة شفاعاً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الميت: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفّعهم الله فيه والمقتول في سبيل الله لا يحتاج لأن يشفع له أحد لأن الشفاعه له كونه يعرض رقبته لأعداء الله إعلاءً لكلمة الله.

ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم عدم فتنته في قبره فقال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة أي كفى بها اختباراً وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكفن في ثيابه ليأتي بها يوم القيامة ولا يصلى عليه ونظير هذا في بعض الوجوه الرجل إذا مات محرماً فإنه يغسل بماء وسدر ولا يحنط ولا يقرب طيباً ولا يغطي رأسه ولا يكفن في ثياب غير ثياب الإحرام التي

আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই শহীদ। তিনি দুনিয়ার বিচারেও শহীদ; কারণ যখন তিনি নিহত হন এবং মৃত্যুবরণ করেন, তখন তাকে গোসল দেওয়া হয় না, কাফন পরানো হয় না এবং তার জানাজার নামাজও পড়া হয় না। তাকে দাফন করা হয় এবং তার কাছে সেই দুই ফেরেশতা আসে না যারা তাকে তার রব, দ্বীন এবং নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তাকে গোসল দেওয়া হয় না যাতে তার গায়ে রক্তের চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে—সেই রক্তের চিহ্ন যার বিনিময়ে তিনি আল্লাহর পথে নিহত হয়েছেন। ফলে কিয়ামতের দিন তিনি এমন অবস্থায় উপস্থিত হবেন যে তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে; যার রং হবে রক্তের মতো কিন্তু সুগন্ধি হবে মিশকের (কস্তুরী) মতো। এই কারণে ওলামায়ে কেরাম বলেছেন: তাকে

গোসল দেওয়া এবং তার শরীর থেকে রক্ত ধুয়ে ফেলা হারাম, বরং তিনি যে অবস্থায় আছেন সেভাবেই তাকে রাখা হবে।

তাকে নতুন কাফন পরানো হয় না বরং তাকে তার সেই পোশাকেই কাফন দেওয়া হয় যাতে তিনি নিহত হয়েছেন, যাতে কিয়ামতের দিন তিনি এই পোশাকেই উপস্থিত হন। আর তার জানাজার নামাজ পড়া হয় না কারণ জানাজা হলো একটি সুপারিশ, যেমনটি নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত ব্যক্তির ওপর সালাত আদায় সম্পর্কে বলেছেন: "যখনই কোনো মুসলিম ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে এবং তার জানাজায় এমন চল্লিশজন ব্যক্তি দাঁড়ায় যারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরিক করে না, তবে আল্লাহ তাদের সুপারিশ কবুল করেন।" আর আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তির জন্য কারো সুপারিশের প্রয়োজন নেই, কারণ আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর শত্রুদের সামনে নিজের গ্রীবাকে পেশ করাই তার জন্য সুপারিশ হিসেবে গণ্য হয়।

এই কারণেই নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবরে তার ফিতনা বা পরীক্ষার সম্মুখীন না হওয়ার কারণ বর্ণনা করে বলেছেন: "তার মাথার ওপর তলোয়ারের ঝলকানিই ফিতনা বা পরীক্ষা হিসেবে যথেষ্ট।" অর্থাৎ এটাই তার জন্য পরীক্ষা হিসেবে যথেষ্ট ছিল। আর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্য বলেছেন।

সুতরাং তাকে তার পরিহিত পোশাকেই কাফন দেওয়া হয় যাতে তিনি কিয়ামতের দিন তা নিয়েই উপস্থিত হতে পারেন এবং তার জানাজার নামাজ পড়া হয় না। কিছু দিক থেকে এর সদৃশ বিষয় হলো সেই ব্যক্তি যে ইহরাম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে; তাকে পানি ও বরই পাতা দিয়ে গোসল দেওয়া হয় কিন্তু তাকে সুগন্ধি মাখানো হয় না এবং সুগন্ধিযুক্ত কিছুর নিকটবর্তী করা হয় না, তার মাথা ঢাকা হয় না এবং ইহরামের কাপড় ব্যতীত অন্য কোনো কাপড়ে তাকে কাফন দেওয়া হয় না যা...

(ص: 387) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

كانت عليه لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً يبعث يقول: لبك اللهم لبك.

والشهيد يبعث يوم القيامة جرحه يسغب دماً لونه لون الدم وريحه ريح المسك
فهذا الشهيد في أحكام الدنيا الشهيد في سبيل الله يجنب هذه الأشياء لا يغسل لا
يكفن بكفن جديد وإنما يكفن في ثيابه ولا يصلى عليه ويدفن ولا يأتيه الملكان
يسألانه عن ربه ودينه ونبيه لأن هذا أكبر امتحان واختبار له ودليل على صدقه أما
في الآخرة فقد قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء
عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا
بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل
وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.

أما بقية الشهداء المذكورين في الحديث فهم شهداء في الآخرة لا في الدنيا ومع
ذلك فإنهم لا يساؤون الذين قتلوا في سبيل الله ولكنهم شهداء ولكل درجات مما
عملوا المطعون والمبطون والغريق ومن قتل في سبيل الله شهيد في الدنيا وصاحب
الهدم.

الأول: المطعون يعني من مات بالطاعون والطاعون وباء فتاك معدي نسأل الله
العافية إذا وقع في أرض فإنه يهلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون:
إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه
لأنه كيف تفر من الله عز وجل وانظر إلى قوم ألوف خرجوا من ديارهم حذر الموت
فقال الله لهم: موتوا فماتوا هربوا من الموت لكن الله تعالى أراد أن يبين لهم أنه لا
مفر من الله عز وجل قال الله لهم موتوا فماتوا ثم أحياهم ليتبين أنه لا مفر من
قدر الله عز وجل لكن نفعل الأسباب التي أمرنا بها أما التي نهينا عنها فلا

তিনি যে অবস্থায় ছিলেন সেভাবেই তাকে রাখা হবে, কারণ কিয়ামতের দিন তিনি তালবিয়া
পাঠরত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবেন; তিনি বলতে থাকবেন: আমি উপস্থিত হে আল্লাহ, আমি
আপনার দরবারে উপস্থিত।

আর শহীদ কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে যে, তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরবে, যার রঙ হবে রক্তের মতো কিন্তু তার দ্রাণ হবে কস্তুরীর সুবাসের মতো। এটি হলো দুনিয়াবী বিধানের ক্ষেত্রে সেই শহীদ, যে আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করেছে। তার ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো বর্জন করা হয়: তাকে গোসল করানো হয় না, নতুন কাপড়ে কাফন দেওয়া হয় না; বরং তাকে তার পরিহিত পোশাকেই কাফন দেওয়া হয়। তার জানাজার সালাত আদায় করা হয় না এবং তাকে সেভাবেই দাফন করা হয়। কবরে ফেরেশতাদ্বয় তাকে তার প্রতিপালক, ধর্ম ও নবী সম্পর্কে প্রশ্ন করতে আসেন না; কারণ এই শাহাদাতই তার জন্য সবচেয়ে বড় পরীক্ষা এবং তার সত্যবাদিতার অকাট্য প্রমাণ। আর পরকালের পুরস্কার সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন: যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের তুমি মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত, তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দান করেছেন তাতে তারা আনন্দিত। আর যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি, তাদের পেছনে রয়ে গেছে, তাদের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে যে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। তারা আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহে আনন্দিত হয় এবং আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।

আর হাদিসে বর্ণিত অবশিষ্ট শহীদদের ক্ষেত্রে বিধান হলো, তারা পরকালীন সওয়াবের বিচারে শহীদ, দুনিয়াবী বিধানের বিচারে নয়। তবুও তারা মর্যাদার দিক থেকে আল্লাহর পথে সরাসরি যুদ্ধে নিহতদের সমপর্যায়ভুক্ত নয়; তবে তারাও শহীদ এবং প্রত্যেকের আমল অনুযায়ী বিভিন্ন মর্যাদা রয়েছে। তারা হলেন: মহামারী আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তি, পেটের রোগে মৃত ব্যক্তি, পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি, ধ্বংসস্তুপে চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি এবং আল্লাহর পথে নিহত শহীদ। প্রথমত: মহামারী আক্রান্ত ব্যক্তি, অর্থাৎ যিনি মহামারীতে মৃত্যুবরণ করেন। মহামারী হলো একটি প্রাণঘাতী সংক্রামক ব্যাধি—আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। এটি কোনো জনপদে আপতিত হলে তাকে ধ্বংস করে দেয়। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহামারী সম্পর্কে বলেছেন: যখন তোমরা কোনো ভূখণ্ডে এর প্রাদুর্ভাবের সংবাদ শুনবে, তখন সেখানে প্রবেশ করো না। আর যদি তোমরা যেখানে আছো সেখানে এর প্রাদুর্ভাব ঘটে, তবে সেখান থেকে পলায়নের উদ্দেশ্যে বের হয়ো না। কারণ, আপনি মহান আল্লাহর পাকড়াও থেকে কোথায় পালাবেন? সেই হাজার হাজার লোকের কথা ভেবে দেখুন, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছিল, অতঃপর আল্লাহ তাদের বললেন: তোমরা মৃত্যুবরণ করো, ফলে তারা মারা গেল। তারা মৃত্যু থেকে পলায়ন করতে চেয়েছিল, কিন্তু মহান আল্লাহ

তাদের বুঝিয়ে দিতে চাইলেন যে, আল্লাহর বিধান থেকে পলায়নের কোনো পথ নেই। আল্লাহ তাদের বললেন 'মরে যাও' এবং তারা মারা গেল, এরপর তিনি তাদের পুনর্জীবিত করলেন যেন এটি স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহর তকদির থেকে পলায়নের কোনো উপায় নেই। তবে আমাদের কর্তব্য হলো সেইসব উপায় বা কারণসমূহ অবলম্বন করা যার নির্দেশ আমাদের দেওয়া হয়েছে, আর যা থেকে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে তা বর্জন করা।

(ص: 388) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

ولهذا قال: إذا وقع وأنتم في أرض فلا تخرجوا منها فرارا منه هذا البطعون إذا مات بالطاعون كان شهيدا.

الثاني: البطون والبطون هو الذي أصابه داء البطن ويشبهه والله أعلم ما يسبونه الآن الغاشية تصيب الإنسان في بطنه ثم يموت هذه إذا مات بها الإنسان فإنه يكون شهيدا.

الثالث: الغريق الذي يغرق إما في أنهار عظيمة أو يقع في النهر أو في البحر أو ما أشبه ذلك فإنه يكون من الشهداء في الآخرة ولهذا أمر الإنسان أن يتعلم السباحة فالإنسان مأمور أن يتعلم السباحة حتى إذا حصل مثل هذه الأشياء أمكنه أن يتوقى منه.

وأما الرابع: من مات بهدم يعني رجل انهدم عليه البيت أو الجدار أو ما أشبه ذلك فإنه يكون شهيدا لأن هؤلاء كلهم ماتوا بحوادث مبيته بريئة وهل يقاس عليهم مثلهم كالذي يموت في حادث أو في صدم أو ما أشبه ذلك الله أعلم قد يقاسون على هذا ويقال لا فرق بين أن ينهدم الجدار أو أن تنقلب السيارة لأن كل حادث مات به الإنسان يحكم على من مات بهذا الحادث أنه شهيد لكننا لا نجزم به لأن

مسائل الجزاء عقوبة أو مثوبة ليس فيها قياس فالحاصل أن هناك شهداء غير
المقتولين في سبيل الله ومن ذلك أيضاً من مات في سبيل الله وإن لم يقتل فهو
شهيد لكنه شهيد في الآخرة كرجل خرج مع المجاهدين ومات في الطريق موة
طبيعية فهذا أيضاً من الشهداء لكن شهيد الآخرة أما في الدنيا فإنه يغسل ويكفن
ويصلى عليه ويدفن مع الناس

এজন্য তিনি বলেছেন: যখন কোনো ভূখণ্ডে মহামারি দেখা দেয় আর তোমরা সেখানে অবস্থান
করো, তবে তা থেকে পলায়নের উদ্দেশ্যে সেখান থেকে বের হয়ো না। এই প্লেগ বা
মহামারিতে আক্রান্ত ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন সে শহীদ হিসেবে গণ্য হয়।

দ্বিতীয়ত: উদররোগে আক্রান্ত ব্যক্তি। উদররোগী হলো সেই ব্যক্তি যে পেটের কোনো ব্যাধিতে
আক্রান্ত হয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ, সম্ভবত এটি বর্তমানকালের সেই রোগের মতো যাকে মানুষ
'গাশিয়া' (তীব্র পেটব্যথা বা নাড়িভুড়ির প্রদাহ) বলে থাকে, যা মানুষের পেটে আঘাত হানে
এবং পরবর্তীতে সে মারা যায়। এই রোগের কারণে যদি মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তবে সে শহীদ
হবে।

তৃতীয়ত: নিমজ্জিত ব্যক্তি, যে বড় কোনো নদী, সমুদ্র বা অনুরূপ জলাশয়ে ডুবে মারা যায়। সে
পরকালে শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এই কারণেই মানুষকে সাঁতার শেখার নির্দেশ দেওয়া
হয়েছে। সুতরাং মানুষকে সাঁতার শেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে এই ধরনের পরিস্থিতির
সম্মুখীন হলে সে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

আর চতুর্থত: ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যার ওপর বাড়ি বা
দেয়াল কিংবা অনুরূপ কিছু ধসে পড়েছে, সে শহীদ হবে। কারণ এই সকল ব্যক্তিই আকস্মিক
ও যন্ত্রণাদায়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছে। এখন তাদের ওপর অন্যদের কiyাস বা তুলনা করা
যাবে কি না, যেমন সড়ক দুর্ঘটনায় বা ধাক্কা লেগে বা এই জাতীয় কারণে মৃত ব্যক্তি—এ
বিষয়ে আল্লাহই সর্বজ্ঞ। সম্ভবত এদের তাদের ওপর কiyাস করা যেতে পারে এবং বলা যায়
যে, দেয়াল ধসে পড়া আর গাড়ি উল্টে যাওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ প্রতিটি
দুর্ঘটনায় যে ব্যক্তি মারা যায়, তাকে সেই দুর্ঘটনার কারণে শহীদ হিসেবে গণ্য করা হবে। তবে
আমরা এ বিষয়ে অকাট্য নিশ্চয়তা প্রদান করি না, কারণ প্রতিদান বা সওয়াবের মতো
বিষয়গুলোতে কiyাস চলে না। মোদ্দা কথা হলো, আল্লাহর রাস্তায় সরাসরি নিহত হওয়া ছাড়াও

অন্য শহীদ রয়েছে। এর মধ্যে সে ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত যে আল্লাহর পথে থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, যদিও সে যুদ্ধে নিহত হয়নি। সে-ও শহীদ, তবে পরকালের শহীদ। যেমন একজন ব্যক্তি মুজাহিদদের সাথে বের হলো এবং পথে স্বাভাবিকভাবে মারা গেল; সে-ও শহীদদের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু পরকালের বিচারে। দুনিয়াবি বিধান অনুযায়ী তাকে গোসল ও কাফন দেওয়া হবে, তার জানাজা পড়া হবে এবং সাধারণ মানুষের সাথেই তাকে দাফন করা হবে।

(ص: 389) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

كالشهداء الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من مات بهدم أو غرق أو طاعون أو بطن والله الموفق.

1355 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد متفق عليه.

1356 - وعن أبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

1357 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال: فلا تعطه مالك قال: أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال: أرأيت إن قتلتني قال: فأنت شهيد قال: أرأيت إن قتلتني قال: هو في النار رواه مسلم.

যেমন সেই শহীদগণ যাদের কথা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উল্লেখ করেছেন; আর তারা হলো এমন ব্যক্তি যারা ধ্বংসস্তুপে চাপা পড়ে, পানিতে ডুবে, মহামারীতে অথবা পেটের পীড়ায় মারা যায়। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১৩৫৫ - আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়, সে শহীদ।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১৩৫৬ - আবু আল-আওয়ার সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রাদিয়াল্লাহু আনহু)—যিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর অন্যতম—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ, যে ব্যক্তি নিজের জীবন রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ, যে ব্যক্তি নিজের দীন রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ এবং যে ব্যক্তি নিজের পরিবার রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ।" (আবু দাউদ ও তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিজি একে হাসান সহিহ হাদিস বলেছেন)।

১৩৫৭ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল: "হে আল্লাহর রাসুল! আপনার অভিমত কী যদি কোনো ব্যক্তি আমার সম্পদ কেড়ে নিতে আসে?" তিনি বললেন: "তাকে তোমার সম্পদ দিও না।" সে বলল: "আপনার অভিমত কী যদি সে আমার সাথে লড়াই শুরু করে?" তিনি বললেন: "তুমিও তার সাথে লড়াই করো।" সে বলল: "আপনার অভিমত কী যদি সে আমাকে হত্যা করে ফেলে?" তিনি বললেন: "তবে তুমি শহীদ।" সে বলল: "আপনার অভিমত কী যদি আমি তাকে হত্যা করি?" তিনি বললেন: "সে জাহান্নামী।" (মুসলিম)।

هذه بقية الأحاديث في بيان الشهداء في ثواب الآخرة منها ما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد يعني إذا أتك أحد يريد أخذ مالك فدافعت عنه حتى قتلت فأنت شهيد.

وفي الحديث الأخير أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أرأيت إن جاء أحد يريد أخذ مالي قال: فلا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال: قاتله قال: أرأيت إن قاتلني قال: فأنت شهيد قال: أرأيت إن قتلته قال: هو في النار. فدل ذلك على أن الإنسان يدافع عن ماله إذا جاء أحد يريد أخذ المال فإنك تدافع فإذا لم يندفع إلا بالقتل فأقتله وإن اندفع بدون ذلك فلا تقتله يعني لو أمكن أن تكون أنت أقوى منه وتشد يديه ورجليه وتأسره فلا تقتله لأنه لا حاجة لقتله وإذا كان لا يمكن فقاتلك فقاتله ولو قتلته وإن خفت أن يبادرك بالقتل فأقتله ولا حاجة للمقاتلة يعني لو جاء إليك يسعى يشتد ومعه سلاح قد شهرة فأقتله لأنك إن لم تبادره قتلك فإذا قتلته فإنه في النار وإن قتلته هو فأنت شهيد. وكذلك في حديث سعيد بن زيد من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد. حتى لو أن أحدا أراد أن يفتنك في دينك يهتك عرضك أو ما أشبه ذلك فقاتله فقتلك

[ব্যাখ্যা]

এগুলো আখেরাতের প্রতিদানের ক্ষেত্রে শহীদদের বর্ণনায় অবশিষ্ট হাদিসসমূহ। এর মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাওয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত একটি হাদিস রয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষায় নিহত হয়, সে শহীদ।" অর্থাৎ, যদি কেউ আপনার সম্পদ কেড়ে নিতে চায় এবং আপনি তা রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হন, তবে আপনি একজন শহীদ।

শেষ হাদিসটিতে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! যদি কেউ আমার সম্পদ ছিনিয়ে নিতে আসে, তবে আপনার অভিমত কী?" তিনি বললেন: "তাকে তোমার সম্পদ দিও না।" লোকটি বলল: "সে যদি আমার সাথে লড়াই করে?" তিনি বললেন: "তুমিও তার সাথে লড়াই করো।" সে বলল: "যদি সে আমাকে হত্যা করে ফেলে?" তিনি বললেন: "তবে তুমি শহীদ।" সে আবার বলল: "আমি যদি তাকে হত্যা করি?" তিনি বললেন: "সে জাহান্নামে যাবে।"

এটি একথার প্রমাণ বহন করে যে, কেউ সম্পদ কেড়ে নিতে আসলে মানুষ তা রক্ষা করবে। আপনি তা প্রতিহত করবেন; আর যদি হত্যা করা ছাড়া তাকে নিবৃত্ত করা সম্ভব না হয়, তবে তাকে হত্যা করবেন। কিন্তু যদি হত্যা করা ছাড়াই তাকে নিবৃত্ত করা সম্ভব হয়, তবে তাকে হত্যা করবেন না। অর্থাৎ, যদি আপনি তার চেয়ে শক্তিশালী হন এবং তার হাত-পা বেঁধে তাকে বন্দি করা সম্ভব হয়, তবে তাকে হত্যা করবেন না; কারণ তাকে হত্যার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি বন্দি করা সম্ভব না হয় এবং সে আপনার সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তবে আপনিও তার সাথে লড়াই করবেন, এমনকি এতে সে নিহত হলেও। আর আপনি যদি আশঙ্কা করেন যে সে আপনাকে হত্যা করতে উদ্যত হতে পারে, তবে তাকে হত্যা করুন এবং দীর্ঘ লড়াইয়ের প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ, কেউ যদি উন্মুক্ত অস্ত্র হাতে আপনার দিকে ক্ষিপ্ৰগতিতে এগিয়ে আসে, তবে তাকে হত্যা করুন; কারণ আপনি যদি তাকে আগেভাগে প্রতিহত না করেন তবে সে আপনাকে হত্যা করে ফেলবে। এমতাবস্থায় আপনি যদি তাকে হত্যা করেন তবে সে জাহান্নামী হবে, আর সে যদি আপনাকে হত্যা করে তবে আপনি শহীদ।

অনুরূপভাবে সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ দিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসে আছে: "যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষায় নিহত হয় সে শহীদ, যে ব্যক্তি তার জীবন রক্ষায় নিহত হয় সে শহীদ এবং যে ব্যক্তি তার দ্বীন রক্ষায় নিহত হয় সে শহীদ।"

এমনকি যদি কেউ আপনাকে আপনার দ্বীন থেকে বিচ্যুত করতে চায়, আপনার সম্মানহানি করতে চায় বা এই জাতীয় কিছু করতে চায় এবং আপনি তার মোকাবিলা করতে গিয়ে নিহত হন (তবে আপনি শহীদ)।

فَأَنْتَ شَهِيدٌ وَإِنْ قَتَلْتَهُ أَنْتَ فَهُوَ فِي النَّارِ.
ولهذا قال العلماء: إِنْ دَفَعَ الصَّائِلُ وَلَوْ أَدَّى إِلَى قَتْلِهِ جَائِزٌ لِأَنَّهُ إِذَا صَالَ عَلَيْكَ فَلَا حَرَمَةَ لَهُ لَكِنْ إِذَا انْدَفَعَ بِمَا دُونَ الْقَتْلِ فَلَا تَقْتُلْهُ.
نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَعِيزَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.

তবে আপনি একজন শহীদ, আর যদি আপনি তাকে হত্যা করেন, তবে সে জাহান্নামী হবে।
আর এই কারণেই উলামায়ে কেরাম বলেছেন: আক্রমণকারীকে প্রতিহত করা বৈধ, যদিও তা তাকে হত্যার দিকে ধাবিত করে; কারণ সে যখন আপনার ওপর চড়াও হয়, তখন তার প্রাণের আর কোনো নিরাপত্তা বা মর্যাদা অবশিষ্ট থাকে না। তবে যদি হত্যা ব্যতিরেকে অন্য কোনো উপায়ে তাকে প্রতিহত করা সম্ভব হয়, তবে তাকে হত্যা করবেন না।
আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদেরকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল ফিতনা থেকে আশ্রয় দান করেন।

(ص: 392) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

بَابُ فَضْلِ الْعَتَقِ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكْ رَقَبَةً}
1358 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار حتى يفرجه
بفرجه متفق عليه.

1359 - وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله قال: قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً متفق عليه.

দাসমুক্তির ফযীলত পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: {কিন্তু সে তো দুর্গম গিরিপথে প্রবেশ করেনি। আর আপনি কি জানেন দুর্গম গিরিপথটি কী? তা হলো দাসমুক্তি।}

১৩৫৮ - আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বলেছেন: যে ব্যক্তি কোনো মুসলিম দাসকে মুক্ত করবে, আল্লাহ তার প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে সেই ব্যক্তির প্রতিটি অঙ্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেবেন, এমনকি তার লজ্জাস্থানের বিনিময়ে লজ্জাস্থানকেও। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১৩৫৯ - আবু যার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন: আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর পথে জিহাদ করা। আমি বললাম, কোন দাস মুক্ত করা সর্বোত্তম? তিনি বললেন: মালিকের নিকট যা সবচেয়ে প্রিয় এবং যার মূল্য সবচেয়ে বেশি। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

(ص: 394) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

باب فضل الإحسان إلى المملوك

قال الله تعالى {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم} .

1360 - وعن المعمر بن سويد قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه

وسلم فعيّره بأمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية هم
إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما
يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم متفق
عليه.

1361 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى
أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناول له لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين
فإنه ولي علاجه رواه البخاري.
الأكلة بضم الهزة: هي اللقمة.

অধীনস্থদের প্রতি সদাচারের মাহাত্ম্য বিষয়ক অধ্যায়

মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, "তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করো না। আর পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, এতিম, মিসকিন, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, পার্শ্বসঙ্গী, মুসাফির এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদাচরণ করো।"

১৩৬০ - মা'রুর ইবনে সুওয়াইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখলাম, তাঁর পরনে একটি উন্নত মানের পোশাক (হুলা) ছিল এবং তাঁর ভৃত্যের পরনেও অনুরূপ পোশাক ছিল। আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি উল্লেখ করলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তিনি এক ব্যক্তিকে গালি দিয়েছিলেন এবং তার মা সম্পর্কে তাকে লজ্জা দিয়েছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "নিশ্চয়ই তুমি এমন এক ব্যক্তি যার মধ্যে জাহিলিয়াত (অজ্ঞতা) বিদ্যমান। তারা তোমাদের ভাই এবং তোমাদের সেবক; আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। সুতরাং যার ভাই তার অধীনে থাকে, সে নিজে যা খায় তাকে যেন তা-ই খাওয়ায় এবং সে নিজে যা পরিধান করে তাকে যেন তা-ই পরিধান করায়। তাদের ওপর এমন কোনো কাজ চাপিয়ে দিও না যা তাদের সাধ্যাতীত; আর যদি তোমরা এমন কোনো কঠিন কাজ তাদের দাও, তবে তাদের সাহায্য করো।" (বুখারী ও মুসলিম)।

১৩৬১ - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের কারো খাদেম যখন তার খাবার নিয়ে আসে, তখন সে যদি তাকে নিজের

সাথে বসিয়ে না নেয়, তবে সে যেন তাকে অন্তত এক লোকমা বা দুই লোকমা অথবা এক গ্রাস বা দুই গ্রাস খাবার প্রদান করে। কেননা, সে-ই খাবারটি প্রস্তুত করার মেহনত ও তাপ সহ্য করেছে।" (বুখারী বর্ণনা করেছেন)।

'আল-উকল্লাহ' (হামযাহ বর্ণে পেশসহ): এর অর্থ হলো লোকমা বা গ্রাস।

(ص: 398) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف في كتابه & رياض الصالحين: باب فضل العتق العتق هو: تحرير الرقاب يعني أن يكون هناك إنسان مملوك فيأتي شخص فيعتقه ويحرره ابتغاء وجه الله عز وجل فهذا من أفضل الأعمال قال الله تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة. اقتحم العقبة يعني رأس صعداً على مشقة والعقبة هي الطريق المرتفع ومعلوم أن اقتحام العقبات صعب وشاق وكذلك إعتاق الرقاب صعب على النفوس لأن فيه إخراج المملوك عن ملكه وهو شاق وقوله: {فك رقبة} يشمل العتق ويشمل فك الأسير من العدو فإن هذا من فك الرقاب ففي الآية دليل على فضيلة العتق ثم ذكر المؤلف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعتق عبداً أعتق الله بكل عضو منه أي من العتيق عضواً منه أي من المعتق من النار حتى الفرج بالفرج يعني أنك إذا أعتقت عبداً أعتق الله كل بدنك من النار لأنك أعتقت هذا العبد من الرق فيعتقك الله تعالى من النار ثم ذكر فضل الإحسان إلى المملوك وصدر هذا بقوله تعالى: {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً} اعبدوا الله يعني أطيعوا الله فعبادة الله هي طاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه وهذا هو الذي خلق العباد من أجله قال

تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} ما خلقنا الله لنأكل ونشرب ونلبس ونسكن ونتمتع لا هذه كلها وسائل الغاية هي العبادة {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} فمن لم يعبد الله أو عبد مع الله غيره أو لم يعبد أحدا فإنه أضاع دينه ودنياه لأنه أضاع ما خلق من أجله.

وقوله: {ولا تشركوا به شيئاً} عام و {شيئاً} مشرك به لأنه نكرة في سياق النهي فيكون عاماً فلا تشرك بعبادة الله أحداً لا الرسول ولا جبريل ولا ولياً من أولياء الله ولا صديقاً ولا شهيداً لا تعبد إلا الله وحده لا تشرك به شيئاً فمن أشرك بالله شيئاً فإن كان شركاً أكبر فقد قال الله في حقه: {إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار} .

مثاله: أن يذهب إلى قبر ثم يسجد له أو يدعوه يقول: يا سيدي أغثني يا سيدي ارزقني ولداً ارزقني زوجة ارزقني مالا فهذا الشرك الأكبر مخرج من الملة حتى لو صام الإنسان وتصدق وصلى وقرأ القرآن وحج البيت وهو باق على هذا الشرك فإنه لا يدخل الجنة والجنة عليه حرام ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لأنه أشرك بالله.

قوله تعالى: {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى...} ولم يذكر الله حق النبي صلى الله عليه وسلم مع أن حق الرسول أعظم من حق الوالدين يجب على الإنسان أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أشد من حبه لنفسه ومن حبه لولده ومن حبه لوالده وحق الرسول فوق كل حقوق الخلق. قال العلماء: لأن حق الرسول من حق الله لأن عبادة الله لا يمكن أن تقبل إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحق الرسول داخل في ضمن حق الله عز وجل فمن لم يجرد العبادة لله إخلاصاً وللرسول اتباعاً فلا عبادة له ولهذا لم يذكر حق الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه داخل في حق الله.

وقوله: {وبالوالدين} يشمل الأم والأب {إحسانا} يعني أحسنوا للوالدين إحسانا
إحسانا بالمال تعطهم من مالك إذا كانوا فقراء محتاجين أو غير فقراء ولكن
تعطهم كمالا كماليات تتودد إليهما ومن الإحسان أن تخدمهما أرسلك أبوك إلى شيء
اذهب قال: انتظر فلان انتظره قال: ائت لي بالحاجة الفلانية تأت له فتخدمها
بالمال وبالبدن وبالجاه أيضا لو كان الابن له جاه عند الناس أو عند الدولة وأبوه
محتاج إلى جاهه فمن الإحسان أن يخدمه بجاهه وكذلك الأم فالإحسان هنا يشمل
كل ما يعد إحسانا ويأتي بقية الكلام على الآية وما بعدها من الأحاديث.

باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه

1362 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن

العبد إذا نصح لسيدته وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين متفق عليه.

1363 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

للعبد المملوك المصلح أجران والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله
والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك متفق عليه.

1364 - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق

والنصيحة والطاعة له أجران رواه البخاري.

1365 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من

أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه

ورجل كانت له أمة فأدّاها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها
فله أجران متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

هذا الباب عقده المؤلف في كتابه رياض الصالحين في باب فضل العتق ليبين ما جاءت به الأحاديث أن المملوك إذا قام بحق الله وحق سيده كان له الأجر مرتين الأجر الأول لقيامه بحق الله والثاني: لقيامه بحق سيده لأن الله عليه حقاً كالصلوات والصيام وغيرها من العبادات التي ليست مبنية على أمر مآلي وللسيد عليه حق وهو القيام بخدمته وما إلى ذلك فإذا قام بالحقين صار له أجران.

وكذلك في الحديث الأخير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة لهم الأجر مرتين: رجل من أهل الكتاب اليهود والنصارى يعني كان يهودياً أو نصرانياً ثم آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا له الأجر مرتين الأجر الأول لإيمانه برسوله والثاني لإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم وليعلم أن اليهود والنصارى إذا بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به حبطت أعمالهم حتى أعمالهم التي يتدينون بها في ملتهم حابطة غير مقبولة لقول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أما الثاني: فهو العبد المملوك الذي قام بحق سيده وحق الله عز وجل أما الثالث: فرجل عنده أمة أدبها فأحسن تأديبها وعلّمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله الأجر مرتين المرة الأولى لإحسانه إليها وهي رقيقة مملوكة والأجر الثاني لإحسانه إليها بعد أن أعتقها لم يضيعها بل تزوجها وكفها وأحسن فرجها والله الموفق.

[ব্যখ্যা]

লেখক তাঁর গ্রন্থ ‘রিয়াদুস সালেহীন’-এ বলেছেন: দাসমুক্তির ফযিলত অধ্যায়। দাসমুক্তি (আল-ইতক) হলো: গর্দান আজাদ করা। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যখন অন্যের মালিকানাধীন ক্রীতদাস হিসেবে থাকে, তখন কোনো ব্যক্তি এসে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাকে ক্রয় করে মুক্ত ও স্বাধীন করে দেয়। এটি সর্বোত্তম আমলগুলোর অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ বলেন: ‘অতঃপর সে সেই দুষ্কর গিরিপথে প্রবেশ করেনি। আপনি কি জানেন সেই দুষ্কর গিরিপথটি কী? তা হলো দাসমুক্তি, অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান করা নিকটাত্মীয় এতিমকে অথবা ধুলোমলিন মিসকিনকে।’

গিরিপথে প্রবেশ করা (ইকতাহামাল আকাবাহ) অর্থ হলো কষ্টের সাথে তাতে আরোহণ করা। আর ‘আকাবাহ’ হলো উঁচু পথ। এটি সুপরিচিত যে, পাহাড়ি উঁচু পথ অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন ও শ্রমসাধ্য। অনুরূপভাবে দাসমুক্তি করাও মানুষের নফসের জন্য অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর, কারণ এতে ক্রীতদাসকে নিজের মালিকানা থেকে বের করে দেওয়া হয়। আর আল্লাহর বাণী: {দাসমুক্তি} এর অন্তর্ভুক্ত হলো ক্রীতদাসকে মুক্ত করা এবং শত্রু পক্ষ থেকে যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করা; কারণ এটিও দাসমুক্তির (গর্দান মুক্ত করা) অন্তর্ভুক্ত। এই আয়াতে দাসমুক্তির ফযিলতের দলিল রয়েছে। এরপর লেখক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত হাদিস উল্লেখ করেছেন যে, যে ব্যক্তি কোনো ক্রীতদাসকে মুক্ত করবে, আল্লাহ সেই মুক্ত দাসের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে ওই ব্যক্তির প্রতিটি অঙ্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করবেন, এমনকি লজ্জাসামগ্রীর বদলে লজ্জাসামগ্রী। অর্থাৎ আপনি যদি একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করেন, তবে আল্লাহ আপনার পুরো শরীরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন। কারণ আপনি সেই ক্রীতদাসকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন, তাই আল্লাহ তাআলা আপনাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন। এরপর তিনি ক্রীতদাসের প্রতি ইহসান বা সদয় আচরণের ফযিলত বর্ণনা করেছেন এবং মহান আল্লাহর এই বাণীর মাধ্যমে তা শুরু করেছেন: {তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না}। আল্লাহর ইবাদত করার অর্থ হলো তাঁর আনুগত্য করা। আল্লাহর ইবাদত হলো তাঁর আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জনের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করা। আর এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন: {আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি}। আল্লাহ আমাদের শুধু খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, বসবাস এবং ভোগের জন্য সৃষ্টি করেননি। না, বরং এগুলো হচ্ছে মূল লক্ষ্যের মাধ্যম মাত্র; আর সেই লক্ষ্য হলো ইবাদত। {আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি}। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করল না, অথবা আল্লাহর সাথে অন্য কারো ইবাদত করল, কিংবা কারো ইবাদতই করল না, সে তার দীন ও দুনিয়া উভয়ই হারাল। কারণ সে ওই উদ্দেশ্যটিই নষ্ট করল যে জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আল্লাহর বাণী: {এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না} এটি একটি সাধারণ নির্দেশ এবং ‘কিছুই’ (শায়আন) শব্দটি এখানে ব্যাপক অর্থবোধক। যেহেতু এটি নিষেধাজ্ঞার প্রেক্ষাপটে ‘নাকেরা’ বা অনির্দিষ্ট বাচক শব্দ হিসেবে এসেছে, তাই এটি ব্যাপকতা প্রকাশ করে। সুতরাং আপনি আল্লাহর ইবাদতে কাউকেই শরিক করবেন না—না কোনো রাসূলকে, না জিবরাঈলকে, না আল্লাহর কোনো অলিকে, না কোনো সত্যবাদী বন্ধুকে, আর না কোনো

শহীদকে। আপনি কেবল একক আল্লাহর ইবাদত করবেন এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবেন না। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরিক করল, তা যদি শিরকে আকবর বা বড় শিরক হয়, তবে তার ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন: {নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরিক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর জালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই}।

উদাহরণস্বরূপ: কেউ কোনো কবরের কাছে গিয়ে তাকে সেজদা করল অথবা তাকে ডাকল এবং বলল: ‘হে আমার নেতা! আমাকে উদ্ধার করুন, হে আমার নেতা! আমাকে সন্তান দিন, আমাকে স্ত্রী দান করুন, আমাকে সম্পদ দিন’। এই শিরকে আকবর ব্যক্তিকে ধর্মাদর্শ থেকে বের করে দেয়। এমনকি মানুষ যদি রোজা রাখে, সদকা করে, নামাজ পড়ে, কুরআন তিলাওয়াত করে এবং বাইতুল্লাহর হজও পালন করে, কিন্তু এই শিরকের ওপর অটল থাকে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং তার জন্য জান্নাত হারাম, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর জালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই; কারণ সে আল্লাহর সাথে শরিক করেছে।

আল্লাহর বাণী: {তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না, এবং পিতামাতার সাথে ইহসান করো এবং নিকটাত্মীয়দের সাথে ...}

এখানে আল্লাহ নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হকের কথা উল্লেখ করেননি, যদিও রাসূলের হক পিতামাতার হকের চেয়েও মহান। মানুষের জন্য আবশ্যিক হলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তার নিজের জানের চেয়ে, নিজের সন্তানের চেয়ে এবং নিজের পিতামাতার চেয়েও বেশি ভালোবাসা। আর রাসূলের হক সমস্ত সৃষ্টির হকের উর্ধ্বে।

উলামায়ে কেরাম বলেন: কারণ রাসূলের হক আল্লাহর হকের অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্লাহর ইবাদত আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ ব্যতীত কবুল হওয়া অসম্ভব।

সুতরাং রাসূলের হক মহান আল্লাহর হকের ভেতরেই শামিল। অতএব যে ব্যক্তি ইবাদতকে কেবল আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ (ইখলাস) এবং রাসূলের জন্য অনুসরণের (ইত্তিবা) মাধ্যমে বিশুদ্ধ করল না, তার কোনো ইবাদত নেই। এ কারণেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হক আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়নি, কারণ তা আল্লাহর হকের অন্তর্ভুক্ত।

আর তাঁর বাণী: {এবং পিতামাতার সাথে}—এটি মা এবং বাবা উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে।

{ইহসান} অর্থাৎ তোমরা পিতামাতার সাথে সর্বোত্তম ইহসান বা সদয় আচরণ করো। অর্থের মাধ্যমে ইহসান হলো—তারা অভাবী ও মুখাপেক্ষী হলে আপনার সম্পদ থেকে তাদের দান

করা; অথবা তারা অভাবী না হলেও তাদের মন জয় করার জন্য বিভিন্ন বিলাসদ্রব্য উপহার দেওয়া। ইহসানের আরেকটি দিক হলো তাদের সেবা করা। আপনার বাবা আপনাকে কোনো কাজে পাঠালে যান। তিনি যদি বলেন: অমুকের জন্য অপেক্ষা করো, তবে অপেক্ষা করুন। তিনি যদি বলেন: আমার জন্য অমুক জিনিসটি নিয়ে এসো, তবে তা নিয়ে আসুন। এভাবে সম্পদ দিয়ে, শারীরিক শ্রম দিয়ে এবং সামাজিক মর্যাদা দিয়েও তাদের সেবা করুন। যদি কোনো সন্তানের মানুষের কাছে বা রাষ্ট্রের কাছে উচ্চ মর্যাদা থাকে এবং তার বাবার সেই মর্যাদার প্রয়োজন হয়, তবে স্থায়ী মর্যাদা দিয়ে তাকে সেবা করা ইহসানের অন্তর্ভুক্ত।

অনুরূপভাবে মায়ের ক্ষেত্রেও একই কথা। এখানে ‘ইহসান’ শব্দটি এমন সব কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে যা ইহসান হিসেবে গণ্য হয়। এই আয়াতের বাকি অংশ এবং পরবর্তী হাদিসগুলোর আলোচনা সামনে আসবে।

সেই ক্রীতদাসের মর্যাদার অধ্যায় যে আল্লাহর হক এবং তার মনিবদের হক আদায় করে

১৩৬২ - ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: ক্রীতদাস যখন তার মনিবের প্রতি শুভাকাজক্ষী হয় এবং উত্তমরূপে আল্লাহর ইবাদত করে, তবে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১৩৬৩ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: সংশোধনকামী ক্রীতদাসের জন্য রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান। সেই সত্তার শপথ যার হাতে আবু হুরায়রার প্রাণ! যদি আল্লাহর পথে জিহাদ, হজ এবং আমার মায়ের সেবা করার বাধ্যবাধকতা না থাকত, তবে আমি ক্রীতদাস হিসেবে মৃত্যুবরণ করা পছন্দ করতাম। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১৩৬৪ - আবু মুসা আল-শাআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: যে ক্রীতদাস তার রবের ইবাদত সুন্দরভাবে পালন করে এবং তার মনিবের প্রতি তার যে হক, শুভাকাজক্ষা ও আনুগত্য রয়েছে তা আদায় করে, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান। (বুখারি)।

১৩৬৫ - তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তিন শ্রেণির লোকের জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে: ১. আহলে কিতাবের সেই ব্যক্তি যে তার নিজের নবীর ওপর ঈমান এনেছে এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপরও ঈমান এনেছে। ২. সেই ক্রীতদাস যে আল্লাহর হক এবং তার মনিবদের হক আদায়

করে। ৩. সেই ব্যক্তি যার একজন দাসী ছিল, সে তাকে আদব শিক্ষা দিয়েছে এবং তাকে উত্তমরূপে শিষ্টাচার শিখিয়েছে, তাকে শিক্ষিত করেছে এবং সুন্দর শিক্ষা দিয়েছে, অতঃপর তাকে মুক্ত করে বিবাহ করেছে; তার জন্যও রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাখ্যা]

এই অধ্যায়টি লেখক তাঁর গ্রন্থ ‘রিয়াদুস সালাহীন’-এ ‘দাসমুক্তির ফযিলত’ পরিচ্ছেদে যুক্ত করেছেন এটি স্পষ্ট করার জন্য যে, হাদিসসমূহে এসেছে, ক্রীতদাস যখন আল্লাহর হক এবং তার মনিবের হক আদায় করে, তখন তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান। প্রথম সওয়াব আল্লাহর হক আদায় করার জন্য এবং দ্বিতীয়টি তার মনিবের হক আদায় করার জন্য। কারণ আল্লাহর জন্য তার ওপর কিছু হক রয়েছে যেমন নামাজ, রোজা এবং অন্যান্য ইবাদত যা আর্থিক বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে নয়; আবার মনিবেরও তার ওপর হক রয়েছে যা হলো তার সেবা করা ইত্যাদি। যখন সে উভয় হক আদায় করে, তখন তার জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান অবধারিত হয়। অনুরূপভাবে শেষ হাদিসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উল্লেখ করেছেন যে তিন শ্রেণির মানুষের জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে: প্রথমত আহলে কিতাবের কোনো ব্যক্তি— ইয়াহুদি বা খ্রিষ্টান—অর্থাৎ সে ইয়াহুদি বা খ্রিষ্টান ছিল অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর ঈমান এনেছে, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান। প্রথম প্রতিদান তার নিজের রাসূলের ওপর ঈমান আনার জন্য এবং দ্বিতীয়টি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর ঈমান আনার জন্য। তবে জেনে রাখা উচিত যে, ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানদের নিকট যখন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রিসালাত পৌঁছে যায় এবং তারা যদি তাঁর ওপর ঈমান না আনে, তবে তাদের সকল আমল বাতিল হয়ে যায়। এমনকি তাদের নিজেদের ধর্মের আমলগুলোও বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। কারণ মহান আল্লাহ বলেন: {যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন তালাশ করবে, তা কখনোই তার কাছ থেকে কবুল করা হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে}। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো সেই ক্রীতদাস যে তার মনিবের হক এবং মহান আল্লাহর হক আদায় করেছে। আর তৃতীয় ব্যক্তি হলো যার কাছে কোনো দাসী ছিল, সে তাকে শিষ্টাচার শিখিয়েছে এবং উত্তম শিষ্টাচার শিখিয়েছে, তাকে শিক্ষিত করেছে এবং সুন্দর শিক্ষা দিয়েছে, অতঃপর তাকে মুক্ত করে বিবাহ করেছে। তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান। প্রথমবার তাকে দাসী থাকা অবস্থায় তার প্রতি ইহসান বা সদয়

আচরণের জন্য এবং দ্বিতীয়বার তাকে মুক্ত করার পর তাকে অবহেলা না করে বরং বিবাহ করে তাকে আশ্রয় দান ও তার সতীত্ব রক্ষার জন্য। আল্লাহই তৌফিকদাতা।

(ص: 399) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

باب فضل العبادة في الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها
1366 - عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
العبادة في الهرج كهجرة إلي رواه مسلم.

বিশৃঙ্খলা অর্থাৎ গোলযোগ ও ফিতনা-ফ্যাসাদের সময় ইবাদত করার ফজিলত সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

১৩৬৬ - মা'কিল ইবনে ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “বিশৃঙ্খলা ও ফিতনা-ফ্যাসাদের সময়ে ইবাদত করা আমার নিকট হিজরত করার সমতুল্য।” (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

(ص: 400) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

باب فضل السباحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي
وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف
قال الله تعالى: {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} وقال تعالى: {وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا
المكيال والميزان بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ} وقال تعالى: {وَيْلٌ
لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالَهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ

يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب
العالمين} .

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب فضل السباحة في البيع
والشراء.

البيع والشراء أمران ضروريان لا تقوم حياة بني آدم إلا بهما غالباً وذلك لأن
الإنسان قد يحتاج إلى شيء عند غيره فكيف يواصل إليه إن استجداه وقال: هبه لي
أذل نفسه وإن استعاره بقي في قلق وإن أخذه غصباً ظلمه فكان من حكمة الله عز
وجل أن شرع البيع والشراء لأني أنا ممكن أحتاج دراهم فأبيع ما عندي وأنت
محتاج هذا الشيء المعين عندي فتشتريه بالدراهم فكان البيع أمراً ضرورياً لحاجة
بني آدم.

ক্রয়-বিক্রয়, আদান-প্রদান, উত্তমরূপে পাওনা পরিশোধ ও আদায়ের ক্ষেত্রে উদারতার শ্রেষ্ঠত্ব
এবং মাপে ও ওজনে পাল্লা ঝুঁকিয়ে দেওয়া ও মাপে কম দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত অধ্যায়।
মহান আল্লাহ বলেন: {আর তোমরা কল্যাণকর যা কিছুই কর না কেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে
সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।} এবং তিনি আরও বলেন: {হে আমার কওম! তোমরা ইনসাফের
সাথে মাপ ও ওজন পূর্ণ কর এবং মানুষকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিয়ো না।} তিনি আরও
বলেন: {দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়; যারা মানুষের কাছ থেকে মেপে নেওয়ার
সময় পূর্ণমাত্রায় নেয়, আর যখন তাদের জন্য মেপে বা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়। তারা
কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে এক মহা দিবসে? যেদিন সমস্ত মানুষ রাব্বুল
আলামীনের সামনে দণ্ডায়মান হবে।}।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর 'রিয়াদুস সালেহীন' গ্রন্থে বলেন: ক্রয়-বিক্রয়ে
উদারতার শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ক অধ্যায়।

ক্রয় ও বিক্রয় এমন দুটি অপরিহার্য বিষয় যে, এগুলো ছাড়া সাধারণত মানবজীবন চলতে পারে না। এর কারণ হলো, মানুষের এমন কিছু জিনিসের প্রয়োজন হতে পারে যা অন্যের নিকট রয়েছে। এখন সে তা কীভাবে লাভ করবে? সে যদি অন্যের নিকট প্রার্থনা করে এবং বলে: 'এটি আমাকে দান করুন', তবে সে নিজেকে হীন প্রতিপন্ন করল। যদি সে তা ধার নেয়, তবে সে উদ্বিগ্নের মধ্যে থাকে। আর যদি সে তা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়, তবে সে জুলুম করল। তাই আল্লাহ তা'আলার হিকমত বা প্রজ্ঞার দাবি ছিল যে, তিনি ক্রয়-বিক্রয়কে বিধিবদ্ধ করবেন। কারণ, আমার হয়তো অর্থের (দিরহামের) প্রয়োজন হতে পারে, তখন আমি আমার নিকট যা আছে তা বিক্রয় করব; আবার আপনার হয়তো আমার কাছে থাকা বিশেষ কোনো জিনিসের প্রয়োজন হতে পারে, তখন আপনি তা অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করবেন। সুতরাং মানুষের প্রয়োজনে ক্রয়-বিক্রয় একটি অপরিহার্য বিষয়।

(ص: 401) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

ولكن من الناس من يبيع بالعدل ومن الناس من يبيع بالظلم ومن الناس من يبيع بالإحسان فالناس ثلاثة أقسام: 1 - قسم يبيع بالعدل لا يظلم ولا يظلم كما قال تعالى في الذين يتعاملون بالربا وأن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.

2 - وقسم يبيع بالجور والظلم كالغشاش والكذاب وما أشبه ذلك.

3 - وقسم يبيع بالفضل والإحسان فيكون سحاً في البيع وفي الشراء إن باع لم يطلب حقه وافيأ بل ينزل من الثمن ويهمل في القضاء وإن اشترى لا يهمله أن يزيد عليه الثمن ويبادر بالوفاء فيكون محسناً.

وقد استدلل المؤلف رحمه الله على فضل السباحة في البيع والشراء بآيات منها قوله تعالى: {وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم} كلمة من خير نكرة في سياق الشرط

فتعم جميع الخيرات من أي جهة وهي مؤكدة عمومها بـ (من) {من خير} يعني أي خير تفعلونه فإن الله به عليم يعني لا يخفى عليه ولا يفوته عز وجل وسيجزيكم على هذا أفضل مما عملتم لأن الله يجازي بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

والمراد بالآية الكريمة المراد بذلك الحث على فعل الخير وأن يعلم الفاعل أنه لن يضيع عليه شيء من فعله فإن الله به عليم وسيجزيه عليه عز وجل أفضل الجزاء ومن الخير السباحة في البيع والشراء وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمتسامحين في البيع والشراء فقال: رحم الله امرءا سباحا إذا باع

কিন্তু মানুষের মধ্যে কেউ কেউ ইনসাফের সাথে বিক্রি করে, কেউ অন্যায়ের সাথে বিক্রি করে এবং কেউ ইহসানের সাথে বিক্রি করে। সুতরাং মানুষ তিন প্রকার: ১ - এক শ্রেণি যারা ইনসাফের সাথে বিক্রি করে; তারা জুলুম করে না এবং নিজেরাও জুলুমের শিকার হয় না, যেমনটি আল্লাহ তাআলা সুদখোরদের সম্পর্কে বলেছেন: "আর যদি তোমরা তওবা করো, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না।"

২ - দ্বিতীয় শ্রেণি যারা অবিচার ও অন্যায়ের সাথে বিক্রি করে, যেমন ধোঁকাবাজ, মিথ্যাবাদী এবং তাদের অনুরূপ ব্যক্তিরা।

৩ - তৃতীয় শ্রেণি যারা অনুগ্রহ ও ইহসানের সাথে বিক্রি করে। তারা ক্রয়-বিক্রয়ে উদার হয়; যদি সে বিক্রি করে তবে তার পূর্ণ পাওনা দাবি করে না, বরং মূল্য কিছুটা কমিয়ে দেয় এবং পাওনা পরিশোধে অবকাশ দেয়। আর যদি সে ক্রয় করে তবে মূল্য বৃদ্ধিতে সে পরোয়া করে না এবং দ্রুত মূল্য পরিশোধ করে দেয়, ফলে সে অনুগ্রহকারী হিসেবে গণ্য হয়।

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) ক্রয়-বিক্রয়ে উদারতার শ্রেষ্ঠত্বের ওপর বিভিন্ন আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করেছেন, তন্মধ্যে মহান আল্লাহর বাণী: {আর তোমরা ভালো কাজের যা কিছু করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত}। এখানে 'কল্যাণ' (খায়র) শব্দটি শর্তের কাঠামোর মধ্যে অনির্দিষ্টবাচক শব্দ হিসেবে এসেছে, যা যেকোনো দিক থেকে সকল প্রকার কল্যাণকে অন্তর্ভুক্ত করে। 'হতে' (মিন) অব্যয় দ্বারা এর ব্যাপকতাকে আরও সুদৃঢ় করা হয়েছে {কল্যাণ হতে}; অর্থাৎ তোমরা যে কোনো কল্যাণমূলক কাজই করো না কেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সম্পর্কে

সম্যক অবগত। এর অর্থ হলো, কোনো কিছুই মহান আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না এবং তাঁর অগোচরে যায় না। তিনি তোমাদের এই কাজের জন্য তোমাদের আমলের চেয়েও উত্তম প্রতিদান দেবেন, কারণ আল্লাহ একটি নেকির বিনিময়ে দশ গুণ থেকে সাতশত গুণ এবং তার চেয়েও বহুগুণ বেশি সওয়াব দান করেন।

এই সম্মানিত আয়াতের উদ্দেশ্য হলো সৎকর্মের প্রতি উৎসাহিত করা এবং আমলকারীকে এটি জানানো যে, তার কোনো আমলই বৃথা যাবে না, কারণ আল্লাহ সে বিষয়ে অবগত এবং তিনি তাকে এর জন্য সর্বোত্তম প্রতিদান দেবেন। আর ক্রয়-বিক্রয়ে উদারতা প্রদর্শন করাও একটি কল্যাণকর কাজ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ক্রয়-বিক্রয়ে উদার ব্যক্তিদের জন্য দোয়া করে বলেছেন: "আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি দয়া করুন, যে বিক্রয়ের সময় উদার হয়..."

(ص: 402) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

سبحاً إذا اشترى سحاً إذا قضى سحاً إذا اقتضى فالإنسان كلما كان أسح في بيعه وشرائه وتأجيره واستئجاره ورهنه وارتهانه وغير ذلك فإنه أفضل وقال الله تعالى عن شعيب أنه قال لقومه: {ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين} أوفوا المكيال: أي ما تبيعونه كيلاً والميزان ما تبيعونه وزناً أوفوه ولا تنقصوا منه شيئاً. وهذا دليل على أن الوفاء في العقود مما جاء في الشرائع السماوية السابقة واللاحقة وقال تعالى: {ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون} . ويل: كلمة وعيد يتوعد الله عز وجل المطففين الذين هذه صفاتهم إذا اكتالوا على الناس يستوفون يعني إذا كان الحق لهم واكتالوا فإنهم يستوفون حقهم كاملاً وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يعني إذا كان الحق عليهم وكالوا لهم أو وزنوا لهم

يخسرون أي يبخسون الكيل والميزان فيظلمون من الوجهين أو يطلبون العدل فيما يتعاملون به ويبخسون فيما يعاملون الناس به وهذا هو المطفف وهذه الآية وإن

ক্রয়ের সময় উদার, পরিশোধের সময় উদার এবং পাওনা দাবির সময় উদার। সুতরাং মানুষ তার ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া প্রদান ও গ্রহণ, বন্ধক রাখা ও গ্রহণ এবং এ জাতীয় অন্যান্য ক্ষেত্রে যত বেশি উদার হবে, সে তত বেশি শ্রেষ্ঠ হবে। মহান আল্লাহ শুয়াইব (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন: {হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা ন্যায়বিচারের সাথে মাপ ও ওজন পূর্ণ করো এবং মানুষকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হিসেবে ঘুরে বেড়িও না}। মাপ পূর্ণ করো: অর্থাৎ যা তোমরা মেপে বিক্রি করো, আর ওজন: যা তোমরা ওজন করে বিক্রি করো, তা পূর্ণ করো এবং তা থেকে কিছুমাত্র হ্রাস করো না।

এটি প্রমাণ করে যে, চুক্তিতে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল আসমানী শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহান আল্লাহ বলেন: {ধ্বংস সেই মাপে কম দানকারীদের জন্য, যারা যখন মানুষের কাছ থেকে মেপে নেয়, তখন পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে}।

'ওয়াইল' (ويل): এটি একটি সতর্কবাণী বা ধমকসূচক শব্দ, যার মাধ্যমে মহান আল্লাহ সেই সকল মাপে কম দানকারীদের ধমক দিচ্ছেন যাদের বৈশিষ্ট্য হলো— যখন তারা মানুষের কাছ থেকে মেপে নেয় তখন পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে; অর্থাৎ যখন পাওনা তাদের হয় এবং তারা মেপে নেয় তখন তারা তাদের প্রাপ্য পূর্ণভাবে বুঝে নেয়। আর যখন তারা অন্যদের মেপে দেয় বা ওজন করে দেয়, তখন তারা লোকসান ঘটায়; অর্থাৎ যখন পাওনা অন্যের হয় এবং তারা তাদের জন্য মেপে বা ওজন করে দেয়, তখন তারা লোকসান করে অর্থাৎ মাপ ও ওজনে কম দেয়। ফলে তারা উভয় দিক থেকেই জুলুম করে; অথবা তারা নিজেদের লেনদেনের ক্ষেত্রে তো ইনসাফ চায়, কিন্তু অন্যের সাথে লেনদেন করার সময় মাপে কম দেয়। আর এটাই হলো 'মুতাফফিফ' (মাপে কম দানকারী)। আর এই আয়াতটি যদিও...

كانت قد وردت في المكيال والميزان إلا أن العامل حتى الموظف إذا كان يريد أن يعطي راتبه كاملاً لكنه يتأخر في الحضور أو يتقدم في الخروج فإنه من المطففين الذي توعدهم الله بالويل لأنه لا فرق بين إنسان يكيل أو يزن للناس وبين إنسان موظف عليه أن يحضر في الساعة الفلانية ولا يخرج إلا في الساعة الفلانية ثم يتأخر في الحضور ويتقدم في الخروج هذا مطفف وهذا المطفف في الوظيفة لو نقص من راتبه ريال واحد من عشرة آلاف لقال لهاذا تنقص هذا مطفف يدخل في هذا الوعيد {ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون} ثم قال تعالى منكرًا عليهم {ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم} يعني هل هؤلاء نسوا يوم الحساب نسوا يوم القيامة الذي ما أقرب منه. فالإنسان في هذه الدنيا ليس معه ضمان أن يعيش ولا لحظة واحدة يموت الإنسان وهو يتغذى أو يتعشى يموت وهو نائم يموت وهو على مكتبه يموت وهو ذاهب لحاجته أو راجع منها ثم يأتي اليوم العظيم {ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم} استعظمه الله عز وجل بين أنه عظيم فيدل على عظمه وقد وصف الله هذا اليوم في آيات كثيرة كلها تزعج وتروع وتخوف هؤلاء سوف يتعرضون لعقوبة الله في ذلك اليوم هؤلاء المطففون سيتعرضون لعقوبة الله في ذلك اليوم {يوم يقوم الناس لرب العالمين} يقوم الناس كلهم لرب العالمين من في مشارق الأرض ومغاربها يبعثون على صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر الداعي يسمعهم كلهم لأن الأرض مبسوطة غير كروية يغيب بعض الناس فيها عن بعض بل هي

পরিমাপ ও ওজনের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি বর্ণিত হলেও শ্রমিক, এমনকি কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। যদি কোনো কর্মচারী পূর্ণ বেতন পেতে চায় কিন্তু কর্মস্থলে দেরিতে উপস্থিত হয় অথবা সময়ের আগে চলে যায়, তবে সেও সেই ওজনে কম দানকারীদের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে আল্লাহ তাআলা ‘ওয়াইল’ বা ধ্বংসের হুমকি দিয়েছেন। কেননা, যে ব্যক্তি মানুষের জন্য পরিমাপ বা ওজন করে আর যে কর্মচারী একটি নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হতে এবং নির্দিষ্ট সময়ে প্রস্থান করতে আদিষ্ট—উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এরপর সে যদি দেরিতে আসে এবং আগে

চলে যায়, তবে সে ওজনে কম দানকারী বা ঠক। কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত এই ব্যক্তি যদি তার দশ হাজার রিয়াল বেতন থেকে মাত্র এক রিয়াল কম পায়, তবে সে প্রশ্ন তুলবে কেন কম দেওয়া হলো? এই ব্যক্তি সেই শাস্তির বার্তার অন্তর্ভুক্ত যেখানে আল্লাহ বলেছেন: {দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা মানুষের কাছ থেকে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাদের জন্য মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।} এরপর মহান আল্লাহ তাদের নিন্দা জানিয়ে বলেছেন: {তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে এক মহাদিবসে?} অর্থাৎ, তারা কি হিসাবের দিনের কথা ভুলে গিয়েছে? তারা কি কিয়ামত দিবসের কথা ভুলে গিয়েছে যার চেয়ে নিকটতর আর কিছু নেই?

এই দুনিয়ায় মানুষের এক মুহূর্ত বেঁচে থাকারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। মানুষ আহাৰ বা নৈশভোজ করা অবস্থায় মারা যেতে পারে, ঘুমের ঘোরে মারা যেতে পারে, নিজ দপ্তরে থাকা অবস্থায় মারা যেতে পারে, আবার নিজের কোনো প্রয়োজনে যাওয়ার পথে কিংবা ফেরার পথেও মৃত্যুবরণ করতে পারে। অতঃপর সেই মহাদিবস উপস্থিত হবে—{তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে এক মহাদিবসে?} মহান আল্লাহ একে ‘মহৎ’ বলে বিশেষায়িত করেছেন, যা এর ভয়াবহতা ও গুরুত্বের প্রমাণ দেয়। আল্লাহ তাআলা বহু আয়াতে এই দিবসের বর্ণনা দিয়েছেন যা অত্যন্ত আতঙ্কজনক, লোমহর্ষক ও ভীতিকর। তারা সেদিন আল্লাহর শাস্তির সম্মুখীন হবে; সেই মাপে কম দানকারীরা সেদিন আল্লাহর আজাবের মুখোমুখি হবে—{যেদিন সমস্ত মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হবে।} পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের সকল মানুষ রাব্বুল আলামীনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে। সকলকে এক সমতল প্রান্তরে পুনরুত্থিত করা হবে যেখানে আহ্বানকারীর ডাক সবার কর্ণগোচর হবে এবং দৃষ্টি সবাইকে পরিবেষ্টন করবে। আহ্বানকারীর ডাক সবাই শুনতে পাবে কারণ সেদিন জমিন হবে সমতল ও প্রসারিত, গোলাকার নয় যে মানুষ একে অপরের আড়ালে থাকবে, বরং তা হবে...

سطح واحد إذا تكلم أحد في أولهم سمعه آخرهم وينفذهم البصر يراهم الرائي بخلاف الدنيا الأرض منعطفة كروية لكن في الآخرة الأرض سطح واحد كما قال تبارك وتعالى: {وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت} تمتد كما يمد الجلد هذا اليوم العظيم يقوم الناس فيه لله عز وجل للحساب والمعاقبة ومقدار هذا اليوم خمسون ألف سنة والشمس من فوقهم بقدر ميل ولا شجرة يستظلون به ولا بناء ولا شيء إلا من يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم فهذا اليوم العظيم سيجد هؤلاء المطففون عقوبتهم في ذلك اليوم لا فيه ولد ينفع ولا أب ولا أم ولا زوجة ولا أحد لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فليحذر هؤلاء المطففون وليتقوا الله عز وجل ويؤدوا الحق كاملاً وإن زادوا فضلة فهو أفضل ولهم أن يأخذوا حقهم كاملاً وإن تسامحوا فهو أفضل والله الموفق.

1367 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغظ له فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة فإن لصاحب الحق مقالاً ثم قال: أعطوه سنأ مثل سنه قالوا: يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه قال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء متفق عليه.

এটি হবে একটি সমতল উপরিভাগ; যদি তাদের প্রথম প্রান্ত থেকে কেউ কথা বলে, তবে শেষ প্রান্তের ব্যক্তিও তা শুনতে পাবে এবং দৃষ্টি তাদের সকলকে পরিবেষ্টন করবে, অর্থাৎ দর্শক তাদের সবাইকে দেখতে পাবে। দুনিয়ার বিপরীত চিত্র হলো, এখানে পৃথিবী গোলাকার ও বক্র, কিন্তু পরকালে পৃথিবী হবে একটি সমতল পৃষ্ঠ, যেমনটি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা বলেছেন: "আর যখন জমিনকে প্রসারিত করা হবে এবং তা তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিষ্ক্ষেপ করবে ও শূন্য হয়ে যাবে।" চামড়া যেভাবে প্রসারিত করা হয়, জমিনকে সেভাবে প্রসারিত করা হবে। এই মহান দিবসে মানুষ মহান আল্লাহর সামনে হিসাব ও প্রতিদানের জন্য দণ্ডায়মান হবে। এই দিনের ব্যাপ্তি হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। সূর্য তাদের মাথার উপরে মাত্র এক মাইল দূরত্বে থাকবে। ছায়া দেওয়ার মতো কোনো গাছ থাকবে না, কোনো দালানকোঠা বা অন্য কিছুই থাকবে না—একমাত্র সেই ব্যক্তি ব্যতীত যাকে আল্লাহ তাঁর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। আমি আল্লাহর কাছে

প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাকে এবং আপনাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই মহান দিবসে সেই ওজনে কম প্রদানকারীরা (মুতাফফিফুন) তাদের শাস্তি ভোগ করবে। সেদিন কোনো সম্ভান কাজে আসবে না, কোনো পিতা, মাতা বা স্ত্রীও নয়। সেদিন তাদের প্রত্যেকের এমন এক অবস্থা হবে যা তাকে অন্য সবার থেকে উদাসীন করে রাখবে। অতএব, এই ওজনে কম প্রদানকারীদের সতর্ক হওয়া উচিত এবং আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা-কে ভয় করা উচিত। তাদের উচিত প্রাপ্য পূর্ণরূপে আদায় করা; আর যদি তারা অতিরিক্ত কিছু প্রদান করে তবে তা আরও উত্তম। তাদের অধিকার আছে নিজেদের পাওনা পূর্ণভাবে গ্রহণ করার, তবে যদি তারা সহনশীলতা প্রদর্শন করে তবে তা আরও উত্তম। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১৩৬৭ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে তার পাওনা আদায়ের দাবিতে এলেন এবং তাঁর সাথে কঠোর আচরণ করলেন। এতে সাহাবীগণ তাকে শাস্তি করতে উদ্যত হলেন। তখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "তাকে ছেড়ে দাও, কারণ পাওনাদারের কথা বলার অধিকার আছে।" এরপর তিনি বললেন: "তাকে তার পাওনা উটের সমবয়সী একটি উট দিয়ে দাও।" তারা বলল: "হে আল্লাহর রাসুল! আমরা তো তার উটের চেয়ে উৎকৃষ্ট বয়সের উট ছাড়া আর কিছু পাচ্ছি না।" তিনি বললেন: "তাকে সেটিই দিয়ে দাও, কারণ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে পাওনা পরিশোধের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুন্দর।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

(ص: 405) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

1368 - وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلاً سيحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى رواه البخاري.

1369 - وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيّه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف النووي رحمه في باب فضل السباحة في البيع والشراء وسبق الكلام على الآيات التي في صدر بها المؤلف & هذا الباب.

أما الأحاديث فمنها حديث أبي هريرة أن أعرابياً جاء يتقاضى الرسول صلى الله عليه وسلم حقه يتقاضاه يعني يطلب أن يقضيه النبي صلى الله عليه وسلم حقه وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقرض بكراً يعني ناقة صغيرة فجاء صاحبها يطلبها يقول: أعطني بكري والأعراب كما نعلم عندهم جفاء فأغلظ للرسول صلى الله عليه وسلم القول فهمم به الصحابة يعني هموا به أن يضربوه أو يسكتوه أو ما أشبه ذلك فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا صلوات الله وسلامه عليه ما ظنكم لو تكلم مثل هذا الأعرابي على جندي من الجنود ماذا يفعل به يبطش به أو على أمير من الأمراء أو على قاض من

১৩৬৮ - জাবির (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে বিক্রয় করার সময়, ক্রয় করার সময় এবং পাওনা তলব করার সময় উদারতা প্রদর্শন করে।" ইমাম বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন।

১৩৬৯ - আবু কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি চায় যে আল্লাহ তাকে কিয়ামত দিবসের মহাবিপদসমূহ থেকে মুক্তি দান করুন, সে যেন কোনো অভাবী ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে অবকাশ দেয় অথবা তার ঋণ মওকুফ করে দেয়।" ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসগুলো লেখক ইমাম নববী (রহ.) ক্রয়-বিক্রয়ে উদারতার ফজিলত অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। লেখক এই অধ্যায়ের শুরুতে যে সকল আয়াত দিয়ে সূচনা করেছিলেন, সে বিষয়ে আলোচনা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

হাদিসগুলোর মধ্যে আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত সেই হাদিসটি রয়েছে যে, এক গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে তার পাওনা পরিশোধের দাবি নিয়ে উপস্থিত হলো। সে দাবি করছিল অর্থাৎ সে চাইছিল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেন তার হক আদায় করে দেন। ঘটনাটি ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি 'বিকর' অর্থাৎ অল্পবয়সী উট ধার নিয়েছিলেন। উটের মালিক সেটি দাবি করতে এসে বলল: "আমার উটটি আমাকে দিয়ে দিন।" আমরা জানি যে, গ্রাম্য আরবদের স্বভাবের মধ্যে রুক্ষতা থাকে, ফলে সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি কঠোর ভাষা ব্যবহার করল। তখন সাহাবীগণ তার প্রতি উদ্যত হলেন, অর্থাৎ তারা তাকে প্রহার করতে অথবা থামিয়ে দিতে বা অনুরূপ কিছু করতে চাইলেন। তখন তিনি (সা.) বললেন: "ওকে ছেড়ে দাও, কারণ পাওনাদারের কথা বলার অধিকার আছে।" তাঁর ওপর আল্লাহর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক। আপনাদের কী মনে হয়, যদি এই বেদুইনের মতো কেউ কোনো সাধারণ সৈন্যের সাথে এমন আচরণ করত, তবে সে তার সাথে কী করত? সে কি তার ওপর আক্রমণ করত না? অথবা কোনো আমির বা কোনো বিচারকের সামনে...

(ص: 406) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

القضاة أو على وزير من الوزراء لو جاء يطلب حقه ولو بسهولة ربما يفتك به إلا من شاء الله هذا يغلظ القول لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: دعوة فإن لصاحب الحق مقالاً ومن هنا نعرف أن الإنسان إذا كان عليه حق لشخص وكان الشخص جاء يطلبه فلصاحب الحق أن يغلظ له القول لأنه صاحب حق والرسول صلى الله عليه وسلم سيوفيه لا شك لكن قد لا يكون عنده تلك الساعة شيء ولذلك أمرهم بقضاء بكرة فقالوا: إنا لا نجد إلا سناً خيراً من سنة وفي رواية قالوا: لا نجد إلا رباعياً خيراً والرباعي أحسن بكثير من البكر البكر صغير والرباعية كبيرة تتحمل الحمل والأثقال وغير ذلك فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطوه إياها

وقال: إن خيركم أحسنكم قضاء في صفة القضاء وفي معاملة المستقضي الذي يطلب حقه فينبغي للإنسان أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن القضاء لكن معاملة المستقضي الذي يطلب حقه أي لا يعامله بالجفاء والسب والشتم بل باللين لأن له حقاً ومقالة ولا في المقضي يعني يقضي أحسن مما عليه سواء كان أحسن مما عليه كيفية أو أكثر مما يطلب فمثلاً إذا استقرضت من شخص مائة ريال وعند الوفاء أعطيته مائة وعشرة بدون شرط فإن هذا لا بأس به وهو من خير القضاء وكذلك لو استقرضت منه صاعاً من الطعام وسطاً ليس بالطيب ولا بالرديء فأعطيته صاعاً طيباً فهذا أيضاً من حسن القضاء وخير الناس أحسنهم قضاء

বিচারকগণ বা কোনো মন্ত্রীর কাছে যদি কেউ তার অধিকার বা পাওনা দাবি করতে আসে, তবে খুব সাধারণভাবে চাইলেও হয়তো তাকে হেনস্থা করা হতো, আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন সে ব্যতীত। অথচ এই ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কঠোর ভাষা প্রয়োগ করছে, আর তিনি বলছেন: "তোমরা তাকে ছেড়ে দাও, কেননা যার পাওনা রয়েছে তার কথা বলার অধিকার আছে।" এখান থেকে আমরা জানতে পারি যে, যদি কারো ওপর অন্য কোনো ব্যক্তির অধিকার বা পাওনা থাকে এবং সেই ব্যক্তি তা চাইতে আসে, তবে পাওনাদারের জন্য কঠোর ভাষায় কথা বলা জায়েজ; কারণ সে তার হকের দাবিদার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই তার পাওনা পরিশোধ করতেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু হয়তো সেই মুহূর্তে তাঁর কাছে পরিশোধ করার মতো কিছু ছিল না। তাই তিনি সাহাবীগণকে একটি তরুণ উট (বিকর) দিয়ে ঋণ পরিশোধ করার নির্দেশ দিলেন। তাঁরা বললেন: "আমরা তার উটের বয়সের চেয়ে উত্তম উট ছাড়া আর কিছুই পাচ্ছি না।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, তাঁরা বললেন: "আমরা কেবল একটি হুষ্টপুষ্ট 'রাবায়ি' (ছয় বছর বয়সী উট) পাচ্ছি যা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট।" উল্লেখ্য যে, 'রাবায়ি' উট একটি তরুণ উটের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান; কারণ তরুণ উট ছোট হয়, আর 'রাবায়ি' আকারে বড় এবং ভারী বোঝা ও মালপত্র বহনে সক্ষম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের নির্দেশ দিলেন তাকে সেটিই দিয়ে দিতে এবং বললেন: "নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে ঋণ পরিশোধে অধিকতর সুন্দর।" এটি পরিশোধের পদ্ধতি এবং পাওনাদারের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি। সুতরাং মানুষের উচিত ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের এই সুন্নাহর অনুসরণ করা। অর্থাৎ পাওনাদারের সাথে দুর্ব্যবহার, গালিগালাজ বা অপমানজনক আচরণ না করে বরং নম্রতা প্রদর্শন করা; কারণ তার পাওনা রয়েছে এবং সে বিষয়ে কথা বলার অধিকারও তার আছে। শুধু ব্যবহারের ক্ষেত্রে নয়, বরং যা পরিশোধ করা হচ্ছে তার ক্ষেত্রেও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা বাঞ্ছনীয়; অর্থাৎ যা পাওনা ছিল তার চেয়ে উত্তম বস্তু দ্বারা পরিশোধ করা—চাই তা গুণগতভাবে উন্নত হোক কিংবা পরিমাণে বেশি। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি কারো কাছ থেকে একশ রিয়াল ঋণ গ্রহণ করেন এবং পরিশোধের সময় কোনো পূর্বশর্ত ছাড়াই তাকে একশ দশ রিয়াল প্রদান করেন, তবে তাতে কোনো দোষ নেই; বরং এটি উত্তম পরিশোধের অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে, যদি আপনি কারো কাছ থেকে মাঝারি মানের (যা খুব ভালোও নয় আবার মন্দও নয়) এক সা' খাদ্যশস্য ধার করেন এবং পরিশোধের সময় তাকে অতি উন্নত মানের এক সা' খাদ্যশস্য প্রদান করেন, তবে এটিও সুন্দরভাবে ঋণ পরিশোধের পর্যায়ভুক্ত। আর মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ, যে ঋণ পরিশোধে সবচেয়ে বেশি আন্তরিক ও সুন্দর।

(ص: 407) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع قال: رحم الله امرءاً سبحاً إذا باع سبحاً إذا اشترى سبحاً إذا اقتضى وكذلك سبحاً إذا قضى فقله عليه الصلاة والسلام رحم الله امرءاً أو قال رجلاً هذا خبر بمعنى الدعاء يعني يدعو له بالرحمة إذا كان سبحاً في هذه المواضع الأربعة سبحاً إذا باع لا يشتد على المشتري ويكون سهلاً يواضعه ويضع عنه سبحاً إذا قضى إذا قضى غيره كان سبحاً يعطيه في وقته ولا يماطل كذلك سبحاً إذا اشترى وكذلك سبحاً إذا اقتضى إذا أخذ حقه فهذه الأحوال الأربعة ينبغي للإنسان أن يكون سبحاً فيها حتى ينال دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي الكلام إن شاء الله على بقية الأحاديث.

1370 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاك: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فلقني الله فتجاوز عنه متفق عليه.

1371 - وعن أبي مسعود البدر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه رواه مسلم.

জাবির বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে বিক্রয়কালে উদার, ক্রয়কালে উদার, পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে উদার এবং একইভাবে পাওনা পরিশোধের ক্ষেত্রেও উদার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী "আল্লাহ কোনো ব্যক্তির প্রতি রহম করুন" এটি মূলত দুআ। অর্থাৎ তিনি ঐ ব্যক্তির জন্য রহমতের দুআ করছেন যে এই চারটি ক্ষেত্রে উদারতা প্রদর্শন করে। বিক্রয়কালে উদার হওয়ার অর্থ হলো সে ক্রেতার প্রতি কঠোর হয় না, বরং সহজ ও নমনীয় হয় এবং তার প্রতি সদয় হয়। পাওনা পরিশোধের ক্ষেত্রে উদার হওয়ার অর্থ হলো যখন সে অন্যের পাওনা পরিশোধ করে তখন উদারতা দেখায়, সময়মতো তা দিয়ে দেয় এবং টালবাহানা করে না। অনুরূপভাবে ক্রয়কালে এবং পাওনা তলব করার ক্ষেত্রেও সে উদারতা প্রদর্শন করে। সুতরাং মানুষের উচিত এই চারটি অবস্থায় উদার হওয়া যাতে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআ লাভ করতে পারে। ইনশাআল্লাহ অবশিষ্ট হাদীসগুলোর আলোচনা সামনে আসবে।

১৩৭০ - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: এক ব্যক্তি মানুষকে ঋণ প্রদান করত এবং সে তার ভৃত্যকে বলত: যখন তুমি কোনো অভাবী বা অসচ্ছল ব্যক্তির কাছে যাবে, তখন তাকে ছাড় দিও, হয়তো আল্লাহ আমাদেরকেও ক্ষমা করে দেবেন। অতঃপর সে আল্লাহর সাথে মিলিত হলো এবং আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)।

১৩৭১ - আবু মাসউদ আল-বাদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের এক ব্যক্তির হিসাব গ্রহণ করা হলো, কিন্তু তার আমলনামায় কোনো নেক কাজ পাওয়া গেল না; তবে সে মানুষের সাথে কারবার করত এবং সে ছিল বিত্তবান। সে তার ভৃত্যদের নির্দেশ দিত যেন তারা অভাবী ব্যক্তিকে ছাড় দেয়। মহান আল্লাহ বললেন: 'আমরা তার চেয়ে ক্ষমা করার অধিক হকদার; তোমরা তাকে ক্ষমা করে দাও।' (মুসলিম)।

(ص: 408) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

1372 - وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا: فقال له: ماذا عملت في الدنيا قال: ولا يكتُمون الله حديثا قال يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر فقال الله تعالى: أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما هكذا سبغناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث الثلاثة في باب فضل السباحة في البيع والشراء وفيها فضل العفو عن الناس والتجاوز عنهم ففي الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس يعني يتعامل معهم بالدين والدين ليس هو المعروف عندنا يعني أن تشتري سلعة لتبيعها وتنتفع بثمنها الدين كل ما ثبت في الذمة فهو دين حتى لو بيعت إلى شخص سيارة بثمن غير مؤجل ولم يسلمك الثمن فالثمن في ذمته دين وإن استأجرت بيتا وتمت المدة ولم تسلمه الأجرة

فَالْأَجْرَةُ فِي ذِمَّتِكَ دِينَ الْمَهْمِ أَنْ الْمَدَايِنَةَ أَنْ يَعَامَلَ النَّاسَ لَيْسَ نَقْدًا يَعْنِي يَدَا بِيَدِ
بَلْ يَبِيعُ إِلَيْهِمْ وَيَشْتَرِي مِنْهُمْ وَيَعْفُو عَنِ الْمَعْسَرِ فَكَانَ يَقُولُ لَغْلَامِهِ: إِذَا رَأَيْتَ
مَعْسَرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنْكَ فَكَانَ الْغُلَامُ يَفْعَلُ هَذَا فَلَقِيَ اللَّهَ

১৩৭২ - হযরত হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে এমন এক বান্দাকে উপস্থিত করবেন যাকে তিনি ধন-সম্পদ দান করেছিলেন। অতঃপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন: দুনিয়াতে তুমি কী আমল করেছ? বর্ণনাকারী বলেন—আর তারা আল্লাহর কাছে কোনো কথা গোপন করতে পারবে না—সে বলল: হে আমার রব! আপনি আমাকে আপনার সম্পদ দান করেছিলেন, আর আমি মানুষের সাথে কেনাবেচা করতাম। আমার স্বভাব ছিল উদারতা প্রদর্শন করা। আমি সচ্ছল ব্যক্তির প্রতি সহজ করতাম এবং অসচ্ছল ব্যক্তিকে অবকাশ দিতাম। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন: আমি তোমার চেয়ে এর অধিক হকদার। তোমরা আমার এই বান্দাকে ক্ষমা করে দাও। অতঃপর উকবা ইবনে আমির এবং আবু মাসউদ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন: আমরা এভাবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে শুনেছি। (মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

এই তিনটি হাদীস ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সহনশীলতা ও উদারতার ফযীলত বিষয়ক অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এতে মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন এবং তাদের ভুল-ত্রুটি এড়িয়ে যাওয়ার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। প্রথম হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: জৈনিক ব্যক্তি মানুষকে ঋণ দিত। অর্থাৎ সে মানুষের সাথে বাকিতে লেনদেন করত। আর 'দাইন' (ঋণ) বলতে কেবল আমাদের কাছে যা পরিচিত (নগদ টাকা ধার দেয়া) তা-ই নয়। অর্থাৎ আপনি কোনো পণ্য ক্রয় করবেন তা বিক্রয় করার জন্য এবং তার মূল্য দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য। জিম্মায় বা দায়বদ্ধতায় যা কিছু সাব্যস্ত হয়, তাকেই ঋণ বলা হয়। এমনকি আপনি যদি কোনো ব্যক্তির কাছে নগদ মূল্যে একটি গাড়ি বিক্রি করেন এবং সে আপনাকে তৎক্ষণাৎ মূল্য পরিশোধ না করে, তবে সেই মূল্যটি তার জিম্মায় ঋণ হিসেবে গণ্য হবে। আবার আপনি যদি কোনো ঘর ভাড়া নেন এবং ভাড়ার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ভাড়া পরিশোধ না করেন, তবে সেই ভাড়া আপনার জিম্মায় ঋণ হিসেবে গণ্য হবে। মূল কথা হলো, ঋণের কারবার হলো মানুষের সাথে নগদ বা হাতে হাতে লেনদেন না

করা। বরং তাদের কাছে বাকি বিক্রয় করা এবং তাদের থেকে ক্রয় করা এবং অসচ্ছল ব্যক্তিকে ছাড় দেওয়া। সে তার গোলামকে বলত: যখন তুমি কোনো অসচ্ছল ঋণগ্রহীতাকে দেখবে, তখন তাকে ছাড় দিও; সম্ভবত আল্লাহ আমাদের অপরাধসমূহ মার্জনা করে দেবেন। গোলামও অনুরূপ কাজ করত। অতঃপর সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করল (অর্থাৎ তার মৃত্যু হলো)।

(ص: 409) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

عز وجل فجازاه الله عز وجل بمثل ما يجازي به الناس يعني بمثل ما يفعل هذا الرجل في الناس عامله الله عز وجل فتجاوز عنه وذلك لأن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ولأن الجزاء من حسن العمل ففي هذا الحديث حديث أبي هريرة والحديثين بعده دليل على فضيلة إنظار المعسر والتجاوز عنه وإبرائه. واعلم أن هذا لا ينقصك شيئاً من المال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال بل هذا يجعل في مالك البركة والخير والزيادة والنماء. وأما إنظار المعسر فإنه واجب يجب على الإنسان إذا كان صاحبه معسراً لا يستطيع الوفاء يجب عليه أن ينظره ولا يحل له أن يكربه أو يطالبه لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فهناك فرق بين الإبراء وهو إسقاط الدين عن المعسر وبين الإنظار الإنظار واجب والإبراء سنة ولا شك أن الإبراء أفضل لأن الإبراء تبرأ به الذمة نهائياً والإنظار تبقي الذمة مشغولة لكن صاحب الحق لا يطالب به حتى يستطيع المطلوب أن يوفي وبعض الناس نسأل الله العافية تحل لهم الديون على أناس فقراء فيؤذونهم ويضربونهم ويطالبونهم ويدفعون بهم إلى ولادة الأمور ويحسبونهم عن

মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তাকে সেই রূপই প্রতিদান দিয়েছেন যে রূপ তিনি মানুষের সাথে আচরণ করতেন। অর্থাৎ, এই ব্যক্তি মানুষের সাথে যে রূপ আচরণ করত, মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তার সাথে সেই রূপই আচরণ করেছেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর এটি এ কারণে যে, আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্যে থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে, এবং এই কারণে যে, উত্তম কর্মের প্রতিদান কাজের অনুরূপই হয়ে থাকে। আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এই হাদীস এবং এর পরবর্তী দুটি হাদীসে অভাবগ্রস্ত ঋণগ্রহীতাকে অবকাশ দেওয়া, তাকে ক্ষমা করা এবং ঋণ মওকুফ করে দেওয়ার ফযীলতের প্রমাণ রয়েছে।

জেনে রাখুন যে, এতে আপনার সম্পদের কোনো ঘাটতি হবে না; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "সদকা সম্পদ হ্রাস করে না।" বরং এটি আপনার সম্পদের মধ্যে বরকত, কল্যাণ, প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনে।

আর অভাবগ্রস্ত ঋণগ্রহীতাকে অবকাশ দেওয়ার বিষয়টি হলো ওয়াজিব বা আবশ্যিক। কোনো ব্যক্তির ঋণগ্রহীতা যদি অভাবগ্রস্ত হয় এবং ঋণ পরিশোধে সক্ষম না হয়, তবে তাকে অবকাশ দেওয়া পাওনাদারের জন্য আবশ্যিক। তার জন্য তাকে কষ্ট দেওয়া বা ঋণ পরিশোধের জন্য চাপ দেওয়া বৈধ নয়; কারণ মহান আল্লাহর বাণী: "আর যদি ঋণগ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেওয়া উচিত।" এখানে 'ইবরা' বা ঋণ মওকুফ করা—যা হলো অভাবগ্রস্তের ওপর থেকে ঋণের দায় সম্পূর্ণ নামিয়ে দেওয়া—এবং 'ইনজার' বা অবকাশ দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অবকাশ দেওয়া ওয়াজিব এবং ঋণ মওকুফ করা সুন্নাত।

নিঃসন্দেহে ঋণ মওকুফ করা উত্তম; কারণ এর মাধ্যমে দায়বদ্ধতা চূড়ান্তভাবে শেষ হয়ে যায়, আর অবকাশ দেওয়ার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা বহাল থাকে, তবে পাওনাদার তা পরিশোধে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত দাবি করে না। কিছু মানুষ—আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাই—দরিদ্র মানুষের কাছে তাদের পাওনা থাকে, অথচ তারা তাদের কষ্ট দেয়, প্রহার করে, পাওনা আদায়ে চাপ দেয়, প্রশাসনের হাতে সোপর্দ করে এবং তাদের কারারুদ্ধ করে...

أهلبيهم وأولادهم وأموالهم وهذا لا شك أنه منكر والواجب على القضاة إذا علموا أن هذا معسر لا يستطيع الوفاء الواجب عليهم أن يقولوا للدائن ليس لك حق في مطالبته لأن الله تعالى هو الحكم هو الحاكم بين العباد وقد قال الله تعالى: {إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} لكن & يتعلل بعض القضاة في هذه المسألة يقولون: إن بعض المدينين يتلاعبون بالناس فيأخذون الأموال ويجحدون الإيثار فيعاملونهم بهذا تنكيلا بهم وهذا نعم إذا ثبت أن هذا المدين يدعي الإعسار وليس بمعسر فإنه لا بأس أن يجبر ويحبس ويضرب حتى يوفي فإن لم يفعل فإن الحاكم يتولى بيع ما شاء من ماله ويوفي دينه أما الذي نعلم أنه معسر حقيقة فإنه لا يجوز لطالبه أن يطالبه ولا أن يقول: أعطني يجب أن يعرض عنه بالكلية {فنظرة إلى ميسرة} والله الموفق.

1373 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.

1374 - وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا فوزن له فأرجح

তাদের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ। এটি নিঃসন্দেহে একটি গর্হিত কাজ। বিচারকদের ওপর কর্তব্য হলো, যখন তারা জানতে পারবেন যে ব্যক্তিটি অভাবগ্রস্ত এবং ঋণ পরিশোধে অক্ষম, তখন পাওনাদারকে বলা যে, তার কাছে পাওনা দাবি করার কোনো অধিকার আপনার নেই। কেননা মহান আল্লাহই বান্দাদের মধ্যে প্রকৃত ফয়সালাকারী। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: "যদি ঋণগ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেওয়া উচিত।" তবে কোনো কোনো বিচারক এ বিষয়ে যুক্তি দেখান যে, কিছু ঋণগ্রহীতা মানুষের সাথে প্রতারণা করে; তারা অর্থ গ্রহণ করার পর সামর্থ্য থাকলেও তা অস্বীকার করে। তাই তাদের শাস্তি করার জন্য বিচারকরা কঠোর ব্যবস্থা নেন। এটি তখনই বৈধ হবে যদি প্রমাণিত হয় যে, ঋণগ্রহীতা সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে অভাবী দাবি করছে; সেক্ষেত্রে তাকে

বাধ্য করা, কারারুদ্ধ করা এমনকি প্রহার করাও বৈধ যাতে সে ঋণ পরিশোধ করে। যদি সে তবুও না করে, তবে শাসক তার সম্পদ থেকে প্রয়োজনমতো বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করে দেবেন। কিন্তু যার সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত যে সে প্রকৃতপক্ষে অভাবী, তার কাছে পাওনা দাবি করা বা "আমার পাওনা দাও" বলা পাওনাদারের জন্য বৈধ নয়। বরং তার থেকে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ থাকা ওয়াজিব। "তবে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও।" আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১৩৭৩ - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো অভাবগ্রস্তকে অবকাশ দেবে অথবা তার ঋণের কিছু অংশ মওকুফ করে দেবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকে তাঁর আরশের ছায়াতলে স্থান দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না।" তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে এটি হাসান সহীহ হাদীস।

১৩৭৪ - জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট থেকে একটি উট ক্রয় করেছিলেন। অতঃপর তিনি তাকে মূল্য মেপে দিলেন এবং পরিমাণে কিছু বাড়িয়ে দিলেন।

(ص: 411) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

متفق عليه.

1375 - وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال: جلبت أنا ومحرمة العبدي بزا من هجر فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسر اويل وعندي وزان يزن بالأجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: زن وأرجح رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

[الشَّرْحُ]

هذه بقية الأحاديث الواردة في فضل السباحة في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء وقد سبق أحاديث كثيرة حول هذا الموضوع والأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله وردت فيمن أنظر معسرا أو وضع عنه فإن الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أنظره يعني أمهله حتى يوسع الله عليه وهذا أمر واجب كما سبقت الإشارة إليه فإن وضع عنه فهو أفضل وأكمل لأنه إذا وضع عنه أبرأ ذمته وأما إذا أنظره فإنما أمهله وبقيت ذمته أي ذمة المطلوب مشغولة لم تنفك.

ثم ذكر حديثين أيضا فيهما ذكر الوزن والإرجاح حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه فوزا وأرجح يعني أرجح الوزن لأنهم كانوا فيما سبق يتعاملون بالنقود وزنا لا عددا وإن كانوا يتعاملون أيضا بها عددا لكن الكثير وزنا كما جاء في الحديث ليس فيها دون خمس أواق

সর্বসম্মত।

১৩৭৫ - আবু সাফওয়ান সুওয়াইদ ইবন কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি এবং মাখরামাহ আল-আবদি 'হাজার' নামক স্থান থেকে বিক্রির উদ্দেশ্যে কাপড় নিয়ে এসেছিলাম। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের কাছে আসলেন এবং আমাদের সাথে একটি পায়জামার দামাদামি করলেন। আমার নিকট একজন ওজনকারী ছিল যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ওজন করত। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওজনকারীকে বললেন: "ওজন করো এবং (পাল্লা) ঝুঁকে দাও (অর্থাৎ ওজনে কিছু বাড়িয়ে দাও)।" এটি আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী বলেছেন: হাদিসটি হাসান সহীহ।

[ব্যখ্যা]

এগুলো ক্রয়-বিক্রয়, ঋণ পরিশোধ এবং পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে উদারতা ও সহনশীলতার ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত অবশিষ্ট হাদিসসমূহ। এই বিষয়ে ইতিপূর্বে অনেক হাদিস অতিক্রান্ত হয়েছে। লেখক (রহিমাহুল্লাহ) যে হাদিসগুলো উল্লেখ করেছেন, সেগুলো এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে কোনো অসচ্ছল ঋণগ্রহীতাকে অবকাশ দেয় অথবা তার ঋণ মওকুফ করে দেয়। ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর

ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। 'তাকে অবকাশ দেওয়া' অর্থ হলো তাকে সময় দেওয়া যতক্ষণ না আল্লাহ তার সচ্ছলতা দান করেন। এটি একটি ওয়াজিব বা আবশ্যিক বিষয় যেমনটি পূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর যদি সে ঋণ মওকুফ করে দেয়, তবে তা আরও উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ। কারণ যদি সে মওকুফ করে দেয় তবে ঋণগ্রহীতা দায়মুক্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি সে অবকাশ দেয়, তবে তাকে কেবল সময় দেওয়া হয় কিন্তু তার জিম্মাদারি বা ঋণের দায়বদ্ধতা থেকেই যায়, তা শেষ হয় না। এরপর তিনি আরও দুটি হাদিস উল্লেখ করেছেন যাতে ওজন করা এবং ওজনে অতিরিক্ত দেওয়ার কথা রয়েছে। যেমন জাবির (রা.)-এর হাদিস যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর নিকট থেকে কোনো কিছু ক্রয় করেছিলেন এবং ওজন করে অতিরিক্ত দিয়েছিলেন। অর্থাৎ পাল্লা ঝুঁকে দিয়ে ওজনে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কেননা অতীতে তারা মুদ্রার লেনদেন গণনার পরিবর্তে ওজনের মাধ্যমে করত। যদিও তারা গণনার মাধ্যমেও লেনদেন করত, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা ওজনের মাধ্যমেই হতো। যেমন হাদিসে এসেছে: "পাঁচ ওকিয়ার কম পরিমাণে (যাকাত নেই)।"

(ص: 412) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

صدقة فوزن له النبي صلى الله عليه وسلم وأرجح يعني زاده أكثر مما يستحق وهكذا
ينبغي للإنسان عند الوفاء أن يوفي كاملاً بدون نقص وإذا زاد فهو أفضل والله
الوفيق.

ছাদাকাহ, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য ওজন করলেন এবং পাল্লা ঝুঁকিয়ে দিলেন—অর্থাৎ তিনি তাকে তার প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক প্রদান করলেন। ঋণ বা পাওনা পরিশোধের সময় মানুষের জন্য এমনই হওয়া উচিত যে, সে কোনো প্রকার ঘাটতি ছাড়াই তা পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করবে। আর যদি সে কিছু বৃদ্ধি করে দেয়, তবে তা অধিকতর উত্তম। আল্লাহই তাওফীকদাতা।

كتاب العلم باب فضل العلم علماً وتعليماً لله قال الله تعالى {وقل رب زدني علماً} وقال تعالى: {قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون} وقال تعالى: {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} وقال تعالى: {إنما يخشى الله من عباده العلماء} .

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف النووي في كتابه رياض الصالحين باب فضل العلم تعلماً وتعليماً لله عز وجل والمراد بالعلم الذي وردت به النصوص في فضله والثواب عليه ورفع أهله وكونهم ورثة الأنبياء إنما هو علم الشريعة عقيدة وعملاً وليس علم ما يتعلق بالدنيا كالحساب والهندسة وما أشبه ذلك المراد بالعلم العلم الشرعي الذي جاءت به الشرائع هذا هو العلم الذي يثني على من أدركه وعلى من علمه وتعلمه. والعلم جهاد جهاد في سبيل الله وعليه يبني الجهاد وسائر الإسلام لأن من لا يعلم لا يمكن أن يعمل على الوجه المطلوب ولهذا قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يعني لولا نفر بالجهاد من المؤمنين من كل فرقة منهم طائفة وقعدت طائفة أخرى ليتفقهوا أي الطائفة القاعدون في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم أي رجعوا من الغزو لعلهم يحذرون

জ্ঞান অধ্যায়: আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন ও শিক্ষা প্রদানের ফজিলত বিষয়ক পরিচ্ছেদ। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: {আর আপনি বলুন, হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন}। তিনি আরও বলেন: {বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে?} তিনি আরও বলেন: {তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের

জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদায় অনেক ধাপ উন্নত করবেন}। তিনি আরও বলেন: {আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে যথাযথভাবে ভয় করে}।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার আন-নববী তাঁর ‘রিয়াদুস সালাহীন’ গ্রন্থে বলেছেন: আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদানের ফজিলত বিষয়ক পরিচ্ছেদ। আর শরয়ি দলিলসমূহে যে ইলমের ফজিলত, সওয়াব, ইলমের অধিকারীদের উচ্চ মর্যাদা এবং তাদের নবীদের উত্তরাধিকারী হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে, তা দ্বারা কেবল আকিদা ও আমল সংশ্লিষ্ট শরয়ি জ্ঞানই উদ্দেশ্য। এটি পার্থিব কোনো বিষয় সংক্রান্ত জ্ঞান নয়, যেমন: গণিত, জ্যামিতি বা এই জাতীয় কিছু। ইলম বলতে এখানে সেই শরয়ি ইলমই উদ্দেশ্য যা আসমানি শরীয়তসমূহ নিয়ে এসেছে। এটিই সেই ইলম, যার অধিকারী এবং যারা তা শেখে ও শেখায় তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। আর ইলম হলো জিহাদ—আল্লাহর পথে এক প্রকার জিহাদ এবং এর ওপরই জিহাদ ও ইসলামের যাবতীয় বিষয়াদি প্রতিষ্ঠিত। কারণ যার জ্ঞান নেই, তার পক্ষে নির্দেশিত পন্থায় আমল করা সম্ভব নয়। এই কারণেই মহান আল্লাহ বলেছেন: {আর মুমিনদের পক্ষে একযোগে অভিযানে বের হওয়া সংগত নয়। তবে তাদের প্রত্যেকটি বড় দল থেকে একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং তাদের কণ্ঠ যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে তখন তাদেরকে সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা সাবধানতা অবলম্বন করতে পারে}। অর্থাৎ কেন মুমিনদের প্রতিটি বড় দল থেকে একটি ক্ষুদ্র দল জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয় না এবং অন্য একটি দল পেছনে থেকে যায়—যাতে তারা (অর্থাৎ যারা পেছনে অবস্থান করছে) দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং যখন তারা (যুদ্ধ থেকে) ফিরে আসবে তখন যেন তারা তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে।

فجعل الله تعالى الفقه في دين الله معادلاً للجهاد في سبيل الله بل أولى منه لأنه لا يمكن أن يجاهد المجاهد ولا أن يصلي المصلي ولا أن يزكي المزكي ولا أن يصوم الصائم ولا أن يحج الحاج ولا أن يعتبر المعتبر ولا أن يأكل الأكل ولا أن يشرب الشارب ولا أن ينام النائم ولا أن يستيقظ المستيقظ إلا بالعلم فالعلم هو أصل كل شيء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. ولا فرق بين المجاهد الذي يسوي قتل قوسه وبين طالب العلم الذي يستخرج المسائل العلمية من بطون الكتب كل منهم يعمل للجهاد في سبيل الله وبيان شريعة الله لعباد الله ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله باب الجهاد باب العلم ليبين أنه مثله بل إن بعض العلماء فضله على الجهاد في سبيل الله والصحيح أن في ذلك تفصيلاً فمن الناس من يكون الجهاد في حقه أفضل ومن الناس من يكون طلب العلم في حقه أفضل فإذا كان الرجل قوياً شجاعاً مقداماً لكنه في العلم بضاعته مزجاة قليل الحظ قليل الفهم يصعب عليه تلقي العلم فهنا نقول: الجهاد في حقه أفضل وإذا كان بالعكس رجل ليس عنده تلك القوة البدنية أو الشجاعة القلبية لكن عنده حفظاً وفهماً واجتهاداً فهذا طلب العلم في حقه أفضل فإن تساوى الأمران فإن من أهل العلم من رجح طلب العلم لأنه أصل ولأنه ينتفع به الناس كلهم القاصي والداني وينتفع به من كان حياً

মহান আল্লাহ তাআলা দীনের গভীর জ্ঞানার্জনকে আল্লাহর পথে জিহাদের সমতুল্য করেছেন, বরং এর চেয়েও অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ কোনো মুজাহিদের পক্ষে জিহাদ করা সম্ভব নয়, কোনো মুসল্লির পক্ষে সালাত আদায় করা সম্ভব নয়, কোনো জাকাত দাতার পক্ষে জাকাত প্রদান করা সম্ভব নয়, কোনো রোজাদারের পক্ষে রোজা রাখা সম্ভব নয়, কোনো হাজির পক্ষে হজ কিংবা উমরাকারীর পক্ষে উমরা সম্পাদন করা সম্ভব নয়, এমনকি কোনো আহারকারীর পক্ষে আহার করা, পানকারীর পক্ষে পান করা, নিদ্রাকারীর পক্ষে নিদ্রা যাওয়া কিংবা জাগ্রত ব্যক্তির পক্ষে জাগ্রত হওয়া সম্ভব নয় ইলম বা জ্ঞান অর্জন ব্যতীত। সুতরাং ইলমই হলো

সবকিছুর মূল। আর একারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের গভীর প্রজ্ঞা দান করেন।"

সেই মুজাহিদ যে তার ধনুকের গুণাগুণ ঠিক করে এবং সেই ইলম অন্বেষণকারী যে কিতাবের অভ্যন্তর থেকে ইলমি মাসআলাসমূহ আহরণ করে—উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

তাদের প্রত্যেকেই আল্লাহর পথে জিহাদ এবং আল্লাহর বান্দাদের জন্য আল্লাহর শরিয়ত স্পষ্ট করার লক্ষ্যে কাজ করছেন। এজন্যই লেখক (রহিমাহুল্লাহ) জিহাদের অধ্যায়ের পর ইলমের অধ্যায় নিয়ে এসেছেন এটি বোঝাতে যে, এটি জিহাদের মতোই, বরং কোনো কোনো আলেম একে আল্লাহর পথে জিহাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আর সঠিক মত হলো এক্ষেত্রে বিস্তারিত বিশ্লেষণ রয়েছে: মানুষের মধ্যে কারো জন্য জিহাদ উত্তম, আবার কারো জন্য ইলম অর্জন উত্তম। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি শক্তিশালী, সাহসী ও অকুতোভয় হয় কিন্তু ইলমের ময়দানে তার পুঁজি সামান্য হয়, তার মেধা ও অনুধাবন ক্ষমতা কম হয় এবং ইলম অর্জন করা তার জন্য দুরূহ হয়, তবে আমরা বলব: তার ক্ষেত্রে জিহাদই উত্তম। আর যদি এর বিপরীত হয় অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির শারীরিক শক্তি বা হৃদয়ের সাহস তেমন না থাকে কিন্তু তার হিফজ করার শক্তি, প্রজ্ঞা ও পরিশ্রমী মানসিকতা থাকে, তবে তার ক্ষেত্রে ইলম অন্বেষণই উত্তম। আর যদি উভয় বিষয় সমান হয়, তবে আলেমদের একদল ইলম অর্জনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ এটিই হলো মূল এবং এর দ্বারা নিকট ও দূরের সকল মানুষ উপকৃত হয় এবং যারা জীবিত তারা এর দ্বারা উপকৃত হয়।

(ص: 415) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

ومن يولد بعد وينتفع به صاحبه في حياته وبعد مماته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وجميع الناس محتاجون للعلم الأنبياء وغير الأنبياء كلهم محتاجون للعلم ولهذا أمر الله نبيه أن يقول: {وقل رب زدني علماً} {ولا تعجل

بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۖ فَارْسَلْ مَحْتَاوُنَ إِلَى الْعِلْمِ وَالزِّيَادَةِ فِيهِ وَإِلَى سُؤْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَزِيدَهُمْ مِنْهُ فَمِنْ دُونِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ بَابِ أَوْلَىٰ فَجَدِيرٌ بِالْعَبْدِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ دَائِمًا أَنْ يَزِيدَهُ مِنَ الْعِلْمِ وَلَكِنْ إِذَا سَأَلَ اللَّهُ أَنْ يَزِيدَهُ مِنَ الْعِلْمِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَسْعَىٰ فِي الْأَسْبَابِ الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا الْعِلْمُ أَمَّا أَنْ يَطْلُبَهُ وَيَقُولَ: رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَهُوَ لَمْ يَفْعَلِ الْأَسْبَابَ فَهَذَا لَيْسَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا مِنَ الصَّوَابِ هَذَا كَمَنْ قَالَ اللَّهُ ارْزُقْنِي وَلَدًا وَلَا يَتَزَوَّجُ مِنْ أَيْنَ يَأْتِي هَذَا الْوَلَدُ فَلَا بُدَّ إِذَا سَأَلَتْ اللَّهَ شَيْئًا أَنْ تَسْعَىٰ لِلْأَسْبَابِ الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا لِأَنَّ اللَّهَ حَكِيمٌ قَرَنَ الْمُسَبِّبَاتِ بِأَسْبَابِهَا وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} دَلِيلٌ عَلَىٰ فَضْلِ الْعِلْمِ لَمْ يَقُلْ لِنَبِيِّهِ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي مَا لَا بَلَ قَالَ لَهُ: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقَالَ لَهُ فِي الدُّنْيَا: {وَلَا تَمْدُنْ عَيْنِيكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ} أَسْأَلَ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَالِدَعْوَةِ إِلَى اللَّهِ

এবং যে ব্যক্তি পরবর্তী সময়ে জন্মগ্রহণ করে এবং যার দ্বারা তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ইহকালে ও পরকালে উপকৃত হন, যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন: “যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তখন তিনটি বিষয় ব্যতীত তার আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়: সদকায়ে জারিয়া, এমন জ্ঞান যার দ্বারা উপকার লাভ করা যায়, অথবা এমন নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।” সকল মানুষই জ্ঞানের মুখাপেক্ষী; নবীগণ এবং নবীগণ ব্যতীত অন্য সবাই জ্ঞানের মুখাপেক্ষী। এই কারণেই আল্লাহ তাঁর নবীকে বলতে নির্দেশ দিয়েছেন: {এবং বলুন: হে আমার প্রতিপালক, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন} {আপনার প্রতি ওহী সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে আপনি কুরআন পাঠে ত্বরা করবেন না এবং বলুন: হে আমার প্রতিপালক, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন}। সুতরাং রাসূলগণও জ্ঞানের প্রতি এবং তাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধির প্রতি এবং মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর নিকট তা বৃদ্ধির প্রার্থনা করার মুখাপেক্ষী ছিলেন; এমতাবস্থায় যারা নবী নন, তাদের ক্ষেত্রে এটি তো আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। অতএব, বান্দার জন্য শোভনীয় হলো সর্বদা আল্লাহর কাছে জ্ঞান বৃদ্ধির প্রার্থনা করা। তবে যখন সে আল্লাহর কাছে জ্ঞান বৃদ্ধির প্রার্থনা করবে, তখন তাকে অবশ্যই সেই জ্ঞান অর্জনের উপায় বা উপকরণসমূহের অন্বেষণে সচেষ্ট হতে হবে। কিন্তু সে যদি কেবল প্রার্থনা করে এবং বলে: ‘হে আমার রব, আমার জ্ঞান

বাড়িয়ে দিন’, অথচ সে জ্ঞান অর্জনের উপায়গুলো গ্রহণ না করে, তবে তা প্রজ্ঞা বা সঠিক পদ্ধতির পরিপন্থী। এটি সেই ব্যক্তির মতো যে বলে: ‘হে আল্লাহ, আমাকে সন্তান দান করুন’, অথচ সে বিবাহ করে না; তবে সন্তান কোথেকে আসবে? সুতরাং আপনি যখন আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করবেন, তখন তা অর্জনের মাধ্যমগুলোর অন্বেষণে সচেতন হওয়া আবশ্যিক। কেননা আল্লাহ প্রজ্ঞাবান, তিনি ফলাফলকে তার কার্যকারণের সাথে সংযুক্ত করেছেন। আর এই আয়াতে {এবং বলুন: হে আমার রব, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন} জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ নিহিত আছে। তিনি তাঁর নবীকে ‘বলুন: হে আমার রব, আমার সম্পদ বাড়িয়ে দিন’—একথা বলতে বলেননি, বরং তাঁকে বলেছেন: ‘বলুন: হে আমার রব, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন’। আর পার্থিব জগত সম্পর্কে তিনি তাঁকে বলেছেন: {আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণিকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য হিসেবে যে ভোগবিলাসের উপকরণ দিয়েছি, তার দিকে আপনি আপনার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করবেন না—যাতে আমি তাদের এর মাধ্যমে পরীক্ষা করতে পারি। আর আপনার রবের প্রদত্ত রিযিকই সর্বোত্তম ও চিরস্থায়ী}। আমি মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের উপকারী জ্ঞান, নেক আমল এবং আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার তাওফিক দান করেন।

(ص: 416) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

على بصيرة.

وقال تعالى: {قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون} وقال تعالى: {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} .

[الشُّرْحُ]

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب فضل العلم تعلماً وتعليماً لله وقد سبق لنا شيء من الكلام على العلم وبيان أن العلم الممدوح الذي

فيه الثواب هو العلم في شريعة الله عز وجل: وما كان وسيلة لذلك كعلم النحو والصرف وما إليهما فإنه وسيلة وقد قال العلماء: إن للوسائل أحكام المقاصد. والعلم الشرعي ينقسم إلى قسمين: قسم فرض عين يجب على كل إنسان أن يتعلمه وقسم آخر فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن بقية الناس وقسم ثالث يتفرع عن الثاني سنة وهو إذا قام بالعلم من يكفي فيكون للباقيين سنة. أم العلم الفرض العين الذي يجب على كل إنسان فهو أن يتعلم الإنسان ما يحتاج إليه في أمور دينه الواجبة كأن يتعلم ما يتعلق بتوحيد الله وبيان ما ينفيه ويناقضه من الشرك كله جليه وخفيه صغيرة وكبيرة لأن هذا مفروض على كل أحد كل إنسان يجب عليه أن يعرف توحيد الله ويوحد الله تعالى بما يختص به جل وعلا كذلك أيضاً الصلاة المفروضة على كل أحد لا تسقط عن المسلم أبداً ما دام عقله ثابتاً فلا بد أن يتعلمها ويتعلم ما يلزم لها من طهارة

সুস্পষ্ট প্রজ্ঞার সাথে।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: {বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?} মহান আল্লাহ আরও বলেন: {তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদাকে উচ্চতর করবেন।} .

[ব্যাক্যা]

গ্রন্থকার ইমাম নববী (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) তাঁর 'রিয়াদুস সালেহীন' গ্রন্থে 'আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন ও তা শিক্ষা দেওয়ার ফজিলত' শীর্ষক পরিচ্ছেদে বলেছেন, ইতঃপূর্বে ইলম সম্পর্কে আমাদের কিছু আলোচনা হয়েছে এবং এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, প্রশংসিত জ্ঞান যাতে সওয়াব নিহিত রয়েছে, তা হলো মহান আল্লাহর শরীয়তের জ্ঞান। আর যা এর মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত, যেমন নাহু (ব্যাকরণ), সরফ (শব্দতত্ত্ব) এবং অনুরূপ বিষয়াদি, তা হলো অসীলা বা মাধ্যম। ওলামায়ে কেরাম বলেছেন: 'মাধ্যমের বিধান লক্ষ্যের বিধানের অনুরূপ হয়ে থাকে।'

শরয়ী জ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত: এক প্রকার হলো ফরজে আইন, যা অর্জন করা প্রত্যেক মানুষের জন্য ওয়াজিব। অন্য প্রকার হলো ফরজে কিফায়াহ; যদি পর্যাপ্ত সংখ্যক মানুষ তা সম্পাদন করে, তবে বাকিদের ওপর থেকে সেই আবশ্যিকতা রহিত হয়ে যায়। দ্বিতীয় প্রকার থেকে একটি তৃতীয় প্রকারের উদ্ভব হয় যা হলো সুন্নত; আর তা হলো যখন পর্যাপ্ত সংখ্যক লোক জ্ঞান অর্জনের দায়িত্ব পালন করে, তখন অবশিষ্টদের জন্য তা পালন করা সুন্নত হিসেবে গণ্য হয়। আর ফরজে আইন বা সেই আবশ্যিক জ্ঞান যা প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর বাধ্যতামূলক, তা হলো মানুষ তার দ্বীনের অপরিহার্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে যা তার প্রয়োজন। যেমন— আল্লাহর তাওহীদ এবং এর পরিপন্থী ও বিমুখকারী শিরকের সকল প্রকার (প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, ছোট ও বড়) ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিষয়াদি শেখা। কেননা এটি প্রত্যেকের ওপর ফরজ; প্রত্যেক মানুষের জন্য আল্লাহর তাওহীদ সম্পর্কে জানা এবং মহান আল্লাহ যে বিষয়গুলোতে একক ও অদ্বিতীয়, সেগুলোতে তাঁকে এক হিসেবে সাব্যস্ত করা আবশ্যিক। অনুরূপভাবে নামাজ; নামাজ প্রত্যেকের ওপর ফরজ। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিমের বিবেক-বুদ্ধি স্থির থাকে, ততক্ষণ তার ওপর থেকে নামাজ কখনোই রহিত হয় না। অতএব, নামাজ এবং এর জন্য অপরিহার্য পবিত্রতা সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

(ص: 417) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

وغيرها حتى يعبد الله على بصيرة الزكاة لا يجب تعلمها على كل أحد من عنده مال وجب عليه أن يتعلم ما هو المال الزكوي وما مقدار النصاب وما مقدار الواجب ومن الذي تؤتي إليه الزكاة وما أشبه ذلك لكن لا يجب على كل واحد أن يتعلم الزكاة فإذا كان فقيراً فلماذا نوجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة وهو ليس عنده مال الصوم يجب تعلمه على كل أحد يجب أن يتعلم الإنسان ماذا يصوم عنه وما هي المفطرات وما هي نواقض الصوم وما هي منقصاته وما أشبه ذلك كل إنسان يصوم يجب عليه

أن يتعلم ذلك الحج لا يجب على كل أحد أن يتعلمه وإنما يجب أن يتعلمه من استطاع إليه سبيلاً حتى يحج على بصيرة.

ومع الأسف أن كثيراً من الناس لا يتعلمون ما يجب عليهم من أحكام دينهم فيقعون في المتاعب ولا سيما في الحج وما أكثر الذين يسألون عن الحج وتجدهم قد وقعوا في خلل كبير لأنهم لم يتعلموا قبل أن يعملوا البيع مثلاً أحكام البيع لا يجب على كل إنسان أن يتعلم أحكام البيع لكن من أراد أن يتجر ويبيع ويشترى لابد أن يتعلم ما هو البيع الممنوع وما هو البيع المشروع حتى يكون على بصيرة من أمره وهلم جرا.

فتبين الآن أن العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين الأول فرض عين والثاني فرض كفاية وفرض الكفاية يستحب لمن زاد على من تقوم به الكفاية أن يتعلم ليحفظ شريعة الله ويهدي الله به عباده وينتفع الناس به.

ولا شيء أشرف من العلم ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى لنبيه

...এবং অন্যান্য বিষয়সমূহ যাতে অন্তর্দৃষ্টির সাথে আল্লাহর ইবাদত করা যায়। জাকাত শিক্ষা করা প্রত্যেকের জন্য আবশ্যিক নয়। যার নিকট সম্পদ রয়েছে, তার ওপর আবশ্যিক হলো—জাকাতযোগ্য সম্পদ কী, নিসাবের পরিমাণ কত, ওয়াজিব বা প্রদেয় অংশের পরিমাণ কত এবং কাদের জাকাত প্রদান করতে হয়—এই জাতীয় বিষয়গুলো জেনে নেওয়া। কিন্তু প্রত্যেকের জন্য জাকাত শিক্ষা করা আবশ্যিক নয়। যে ব্যক্তি দরিদ্র, তার ওপর কেন আমরা জাকাতের বিধান শিক্ষা করা আবশ্যিক করব, যেখানে তার কোনো সম্পদই নেই? রোজা শিক্ষা করা প্রত্যেকের ওপর আবশ্যিক। মানুষের জন্য এটি শেখা আবশ্যিক যে, কিসের মাধ্যমে রোজা রাখতে হয়, রোজা ভঙ্গের কারণসমূহ কী কী, রোজা বিনষ্টকারী এবং এর সওয়াব হ্রাসকারী বিষয়গুলো কী—এই জাতীয় সবকিছু। যে ব্যক্তি রোজা রাখবে, তার জন্য এগুলো শেখা আবশ্যিক। হজ শিক্ষা করা প্রত্যেকের জন্য আবশ্যিক নয়; বরং এটি কেবল তার জন্যই আবশ্যিক যে হজের সামর্থ্য রাখে, যাতে সে স্বচ্ছ জ্ঞানের সাথে হজ পালন করতে পারে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, অনেক মানুষ তাদের দ্বীনের অত্যাৱশ্যকীয় বিধানসমূহ শেখে না, ফলে তারা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়; বিশেষ করে হজের ক্ষেত্রে। কত মানুষ হজের

বিষয়ে প্রশ্ন করে এবং দেখা যায় যে তারা বড় ধরনের বিচ্যুতিতে লিপ্ত হয়েছে, কারণ তারা আমল করার পূর্বে জ্ঞান অর্জন করেনি। উদাহরণস্বরূপ কেনাবেচা; এর বিধান শিক্ষা করা প্রত্যেক মানুষের ওপর আবশ্যিক নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি ব্যবসা করতে চায় এবং ক্রয়-বিক্রয় করতে চায়, তার জন্য কোনটি নিষিদ্ধ বিক্রয় এবং কোনটি বৈধ বিক্রয় তা জানা আবশ্যিক, যাতে সে নিজ বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা রাখতে পারে; এবং অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

সুতরাং এখন এটি স্পষ্ট হলো যে, শরিয়ি জ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত: প্রথমটি ফরজে আইন এবং দ্বিতীয়টি ফরজে কিফায়া। ফরজে কিফায়া পালনের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক লোকের অতিরিক্ত যারা এই জ্ঞান অর্জন করে, তাদের জন্য এটি মুস্তাহাব, যাতে তারা আল্লাহর শরিয়তকে সংরক্ষণ করতে পারে, আল্লাহ যেন এর মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের পথপ্রদর্শন করেন এবং মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

জ্ঞানের চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ আর কিছু নেই এবং এর প্রমাণ হলো মহান আল্লাহর সেই বাণী যা তিনি তাঁর নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন:

(ص: 418) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه وقل رب زدني علماً ربنا عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم {وقل رب زدني علماً} الرسول عليه الصلاة والسلام محتاج إلى زيادة العلم فدل ذلك على فضيلة العلم لأنه لم يقل له وقل رب زدني ما لا زدني زوجات زدني أولاداً بل قال له: {ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى} ومما يدل على فضل العلم قول الله تبارك وتعالى: {قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون} بين كل الناس قول عام {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} والجواب مفهوم أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وهذا أمر

منتف بمقتضى طبيعة الإنسان وفطرته أنه لا يستوي الإنسان الذي يعلم والذي لا يعلم لكن الله سبحانه وتعالى ذكره على صيغة الاستفهام ليكون متضمناً للتحدي ليكون هذا النفي متضمناً للتحدي يعني ما في أحد يقول إنه يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا أحد يقول بذلك ولا يمكن أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أبداً حتى في أمور الدنيا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله تعالى: {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} هذا أيضاً يدل على فضيلة العلم {يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا} يعني قوموا

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে: "আপনার প্রতি ওহী পূর্ণ হওয়ার আগে আপনি কুরআন পাঠে ত্বরান্বিত করবেন না এবং বলুন, হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।" আমাদের মহান প্রতিপালক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলছেন: {এবং বলুন, হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন}। রাসূল (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) জ্ঞান বৃদ্ধির মুখাপেক্ষী ছিলেন, যা ইলমের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে। কারণ আল্লাহ তাঁকে বলেননি যে—বলুন, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্পদ বাড়িয়ে দিন, আমার স্ত্রী বাড়িয়ে দিন কিংবা আমার সন্তান বাড়িয়ে দিন; বরং তিনি তাঁকে বলেছেন: {আর আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণিকে পার্থিব জীবনের যে জাঁকজমক উপভোগের জন্য দিয়েছি, তার প্রতি আপনি আপনার দৃষ্টি প্রসারিত করবেন না—যাতে আমি এর মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা করতে পারি; আর আপনার প্রতিপালকের দেওয়া রিযিকই সর্বোত্তম ও চিরস্থায়ী}। ইলমের শ্রেষ্ঠত্বের আরেকটি দলিল হলো মহান আল্লাহর বাণী: {বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?} এটি সকল মানুষের জন্য একটি সাধারণ বক্তব্য। {যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান?} এর উত্তর সুস্পষ্ট যে, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা সমান নয়। মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাবজাত বিচারেই এটি একটি মীমাংসিত বিষয় যে, জ্ঞানী ও জ্ঞানহীন ব্যক্তি সমান হতে পারে না। তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এটি প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন যাতে এর মধ্যে একটি চ্যালেঞ্জ নিহিত থাকে; অর্থাৎ এই অস্বীকৃতি যেন একটি চ্যালেঞ্জের রূপ পায়—যাতে কেউ এ কথা বলতে না পারে যে জ্ঞানী ও জ্ঞানহীন ব্যক্তি সমান। কেউই তা বলে না এবং জ্ঞানী ও মূর্থ

কখনও সমান হতে পারে না; এমনকি পার্থিব বিষয়েও যারা জানে আর যারা জানে না তারা সমান নয়।

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন: {তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদাকে অনেক উচ্চ করবেন}। এটিও ইলমের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। {হে মুমিনগণ! যখন তোমাদের বলা হয় মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও, আল্লাহ তোমাদের জন্য প্রশস্ততা দান করবেন। আর যখন বলা হয় উঠে দাঁড়াও...} অর্থাৎ তোমরা উঠে দাঁড়াও।

(ম: 419) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

وارتفعوا {فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} فإذا دخل إنسان والمجلس ملئ بالجالسين وقال تفسحوا فليفسحوا له يفسح الله لكم يعني يوسع لكم الأمور لأنكم وسعتم على هذا الداخل فيوسع الله عليكم لأن الجزاء من جنس العمل فمن عامل أخاه بشيء عامله الله تعالى بمثلته إن أيسرت على معسر يسر الله عليك إن فرجت عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة إن أعنت أحدا كان الله في عونك والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ولهذا قال: {فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا} يعني قوموا فقوموا وفي هذا دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يقول للجماعة الذين عنده انشزوا اخرجوا بارك الله فيكم انتهى شغلکم ولا حیاء في ذلك ولا غضاضة على الإنسان حتى الجلوس لا ينبغي لهم أن يكونوا ثقلًا لا يقومون إلا إذا قيل قوموا ينبغي للإنسان أن يخفف الجلوس عند الناس ما استطاع إلا إذا علم من صاحبه أنه يحب أن تبقى عنده فلا بأس وإلا فالأصل ألا تطيل الجلوس عند الناس لأن الناس قد يكون لهم شغل ويستحيون أن يقولوا قم لكن من قال قم فلا حرج

عليهم حتى إن الله عز وجل قال لجلساء نبيه الذين يجلسون عنده بعد أن ينتهوا
من الطعام قال لهم سبحانه وتعالى: {إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم
والله لا يستحي من الحق} يعني معناه إذا انتهيتُم من الطعام فأخرجوا لا تجلسوا
فإن ذلك يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق فإذا قيل:
{انشزوا فانشزوا}

এবং আপনারা উচ্চমর্যাদা লাভ করুন— {অতঃপর তোমরা যখন উঠে দাঁড়াতে বলা হবে তখন উঠে দাঁড়াবে; তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নীত করবেন।} সুতরাং যখন কোনো ব্যক্তি প্রবেশ করে আর মজলিস উপবিষ্ট ব্যক্তিবর্গে পূর্ণ থাকে, তখন যদি বলা হয় 'আপনারা একটু স্থান করে দিন', তবে তারা যেন স্থান করে দেয়; তবে আল্লাহও আপনাদের জন্য প্রশস্ততা দান করবেন। অর্থাৎ, আল্লাহ আপনাদের বিষয়সমূহ প্রশস্ত করে দেবেন, যেহেতু আপনারা এই প্রবেশকারীর জন্য স্থান প্রশস্ত করেছেন। আর আল্লাহ আপনাদের জন্য প্রশস্ততা দেবেন কারণ কর্মের প্রকৃতি অনুযায়ীই প্রতিদান নির্ধারিত হয়। অতএব, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে কোনো আচরণ করে, মহান আল্লাহও তার সাথে তদ্রূপ আচরণ করেন। যদি আপনি কোনো অভাবগ্রস্তের জন্য কাজ সহজ করে দেন, তবে আল্লাহও আপনার ইহকাল ও পরকালের কাজ সহজ করে দেবেন। যদি আপনি কোনো মুমিনের পার্থিব কোনো বিপদ দূর করেন, তবে আল্লাহ কিয়ামতের দিনের বিপদসমূহ থেকে আপনার একটি বিপদ দূর করে দেবেন। যদি আপনি কাউকে সাহায্য করেন, তবে আল্লাহ আপনার সাহায্যে থাকবেন; আর আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্যে থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে লিপ্ত থাকে। এই কারণেই তিনি বলেছেন: {অতএব তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দাও, আল্লাহ তোমাদের জন্য প্রশস্ততা দান করবেন; আর যখন বলা হবে উঠে দাঁড়াও, তখন তোমরা উঠে দাঁড়াও।} অর্থাৎ যখন উঠে যেতে বলা হবে, তখন উঠে যাবে। এর মধ্যে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, কোনো ব্যক্তির জন্য তার কাছে অবস্থানরত জনসমষ্টিকে এ কথা বলায় কোনো দোষ নেই যে, 'আপনারা এখন উঠে যান, প্রস্থান করুন, আল্লাহ আপনাদের বরকত দান করুন, আপনাদের কাজ শেষ হয়েছে।' এতে লজ্জাবোধের কিছু নেই এবং এতে ওই ব্যক্তির কোনো অমর্যাদাও নেই। এমনকি মজলিসে যারা উপবিষ্ট থাকেন, তাদের জন্যও সমীচীন নয় যে তারা অন্যের জন্য বোঝা হয়ে থাকবেন এবং ততক্ষণ পর্যন্ত

উঠবেন না যতক্ষণ না তাদের উঠে যেতে বলা হচ্ছে। বরং মানুষের উচিত অন্যের কাছে অবস্থান যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত করা, যদি না সে নিশ্চিতভাবে জানে যে তার সঙ্গী তার অবস্থান পছন্দ করছে; তবে সে ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই। অন্যথায় মূল নিয়ম হলো অন্যের কাছে দীর্ঘ সময় অবস্থান না করা, কারণ মানুষের হয়তো ব্যক্তিগত কাজ থাকতে পারে কিন্তু তারা লজ্জাবশত মুখ ফুটে 'উঠে যান' বলতে পারে না। তবে যারা 'উঠে যান' বলেন, তাদের জন্য কোনো দোষ নেই। এমনকি আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর সাথীদের সম্পর্কে, যারা খাবার শেষ করার পরও সেখানে বসে থাকতেন, বলেছেন: {নিশ্চয়ই এটি নবীকে কষ্ট দিচ্ছিল, কিন্তু তিনি তোমাদের কাছে (উঠে যেতে বলতে) লজ্জাবোধ করছিলেন; অথচ আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জাবোধ করেন না।} অর্থাৎ এর মর্মার্থ হলো: যখন তোমাদের আহার শেষ হয়ে যাবে, তখন তোমরা বের হয়ে যাও, বসে থেকো না। কেননা তা নবীকে কষ্ট দেয় এবং তিনি তোমাদের ব্যাপারে লজ্জাবোধ করেন, কিন্তু আল্লাহ সত্যের ক্ষেত্রে লজ্জাবোধ করেন না। সুতরাং যখন বলা হবে: {উঠে দাঁড়াও, তখন তোমরা উঠে দাঁড়াবে।}

(ص: 420) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

ومثل ذلك أيضاً إذا استأذن عليك أحد في البيت ففتحت له وقلت ارجع ما في جلوس الآن فلا حرج عليك كما قال تعالى: {وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم} بعض الناس إذا أرجعته من عند الباب يغضب والله يقول: {هو أذكى لكم} أحسن إن ترجعوا يعطيكم الله زكاءاً يزيككم عز وجل قال: {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} ولم يعين عز وجل الدرجات لأن هذه الدرجات بحسب ما مع الإنسان من الإيمان والعلم كلما قوي الإيمان وكلما كثر العلم وانتفع الإنسان به ونفع غيره كان أكثر درجات فهلم فأكثر قوي إيمانك أكثر من طلب العلم أكثر من بث العلم ما استطعت فإن الله تعالى: {يرفع الله الذين آمنوا منكم

والذين أوتوا العلم درجات { رفعني الله وإياكم بذكره وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.

وقال تعالى: {إنما يخشى الله من عباده العلماء}

1376 - وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

ساق الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين ما يتعلق أو بعض ما يتعلق من كتاب الله عز وجل في فضل العلم وسبق الكلام على آيات ثلاث مما ذكره في باب

অনুরূপভাবে, কেউ যদি আপনার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চায় আর আপনি দরজা খুলে তাকে বলেন যে, 'এখন ফিরে যাও, বসার সুযোগ নেই', তবে তাতে আপনার কোনো সংকীর্ণতা বা দোষ নেই। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "যদি তোমাদের বলা হয় ফিরে যাও, তবে তোমরা ফিরে যেয়ো; এটিই তোমাদের জন্য অধিকতর পবিত্র।" কিছু মানুষ আছে যাদেরকে দরজার সামনে থেকে ফিরিয়ে দিলে তারা রাগান্বিত হয়, অথচ আল্লাহ বলছেন: "এটিই তোমাদের জন্য অধিকতর পবিত্র।" অর্থাৎ, ফিরে যাওয়াটাই উত্তম; আল্লাহ তোমাদের পবিত্রতা দান করবেন, মহামহিম আল্লাহ তোমাদের পরিশুদ্ধ করবেন। তিনি বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা কয়েক স্তর উন্নীত করবেন।" এখানে মহান আল্লাহ মর্যাদার স্তরগুলো সুনির্দিষ্ট করে দেননি, কারণ এই স্তরগুলো মানুষের ঈমান ও ইলমের পরিমাণ অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। ঈমান যত শক্তিশালী হবে এবং ইলম বা জ্ঞান যত বৃদ্ধি পাবে—যা দ্বারা মানুষ নিজে উপকৃত হবে এবং অন্যকেও উপকৃত করবে—মর্যাদার স্তরও তত বেশি হবে। সুতরাং এগিয়ে আসুন এবং প্রচেষ্টা বাড়িয়ে দিন; আপনার ঈমানকে শক্তিশালী করুন, জ্ঞান অন্বেষণ বৃদ্ধি করুন এবং সাধ্যমতো ইলম প্রচার করুন। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন: "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা কয়েক স্তর উন্নীত করবেন।" আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদের তাঁর সুরণের মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করুন এবং তাঁর যিকর, শোকর ও উত্তম ইবাদতে আমাদের সাহায্য করুন।

এবং আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেম বা জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে।"

১৩৭৬ - হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করেন।" (বুখারী ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে ইলম বা জ্ঞানের ফজিলত সম্পর্কে আল্লাহর কিতাব থেকে প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি বা তার কিয়দংশ অবতারণা করেছেন। এই অধ্যায়ে তিনি যে আয়াতগুলো উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে ইতিপূর্বে তিনটি আয়াতের আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে।

(ص: 421) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

فضل العلم تعلمًا وتعلِيمًا لله.

أما الآية الرابعة فيه قوله تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِلْمَاءِ والخشية هي الخوف المقرون بالتعظيم فهي أخص من الخوف فكل خشية خوف وليس كل خوف خشية ولهذا يخاف الإنسان من الأسد ولكنه لا يخشاه أما الله عز وجل فإن الإنسان يخاف منه ويخشاه قال الله تعالى: {فلا تخشوا الناس واخشون} ولكن من هم أهل الخشية حقاً أهل الخشية حقاً هم العلماء العلماء بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه الذين يعرفون ما لله عز وجل من الحكم والأسرار في مقدراته ومشروعاته جل وعلا وأنه سبحانه وتعالى كامل من كل الوجوه ليس في أفعاله نقص ولا في أحكامه نقص فهذا يخشون الله عز وجل وفي هذا دليل على فضيلة العلم وأنه

من أسباب خشية الله والإنسان إذا وفق للخشية عصم من الذنوب وإن أذنب
استغفر وتاب إلى الله عز وجل لأنه يخشى الله يخافه يعظمه ثم ذكر الأحاديث
وصدرها بحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والله جل وعلا يريد في خلقه ما يشاء من
خير وشر لكن إرادته خير وأما مراداته ففيها الخير والشر كل قضائه خير وأما
مقتضياته ففيها الخير والشر والناس أوعية منهم من يعلم الله تعالى في قلبه خيرا
فيوفقه ومنهم من يعلم الله في قلبه شرا فيخذله والعياذ بالله قال الله تعالى: {فلما
زاغوا أزاغ الله قلوبهم} لم يزغ قلوبهم إلا حين زاغوا هم أولا وأرادوا الشر لم
يوفقوا للخير

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা ও শিক্ষাদানের ফজিলত।

এ বিষয়ে চতুর্থ আয়াতটি হলো মহান আল্লাহর বাণী: "নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল
আলেমগণই তাঁকে ভয় করে।" আর 'খাশয়াত' হলো সেই ভয় যা সম্মানের সাথে মিশ্রিত, তাই
এটি সাধারণ ভয়ের চেয়ে অধিকতর সুনির্দিষ্ট। সুতরাং প্রতিটি 'খাশয়াত'ই ভয়, কিন্তু প্রতিটি ভয়
'খাশয়াত' নয়। একারণেই মানুষ সিংহকে ভয় (খাওফ) পায়, কিন্তু তাকে 'খাশয়াত' করে না।
পক্ষান্তরে মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে মানুষ তাঁকে ভয়ও (খাওফ) করে এবং তাঁর প্রতি 'খাশয়াত'ও
(সম্মানমিশ্রিত ভয়) পোষণ করে। মহান আল্লাহ বলেন: "অতএব তোমরা মানুষকে ভয় করো
না, বরং আমাকেই ভয় করো।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কারা এই 'খাশয়াত' অবলম্বনকারী? প্রকৃত
'খাশয়াত' অবলম্বনকারী হলেন আলেমগণ—যাঁরা আল্লাহ সম্পর্কে, তাঁর নামসমূহ, গুণাবলি,
কার্যাবলি এবং বিধানাবলি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখেন; যাঁরা জানেন যে মহান আল্লাহর তকদির
এবং শরিয়তের বিধানাবলির মধ্যে কী হিকমত ও রহস্য নিহিত রয়েছে। তিনি সকল দিক
থেকে পরিপূর্ণ, তাঁর কোনো কাজে বা বিধানে কোনো ত্রুটি নেই। একারণেই তাঁরা মহান
আল্লাহকে 'খাশয়াত' করেন। এর মধ্যে ইলমের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রয়েছে এবং এটি আল্লাহর
প্রতি 'খাশয়াত' সৃষ্টির অন্যতম কারণ। মানুষ যখন 'খাশয়াত' অর্জনের তাওফিক পায়, তখন সে
পাপ থেকে সুরক্ষিত থাকে; আর যদি সে কোনো পাপ করে ফেলে, তবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা
প্রার্থনা করে ও তওবা করে, কারণ সে আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁকে মহিমাম্বিত জ্ঞান করে।
এরপর লেখক হাদিসসমূহ উল্লেখ করেছেন এবং এর প্রারম্ভে মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান

(রা.) বর্ণিত হাদিসটি এনেছেন যে, নবী (সা.) বলেছেন: "আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান (ফেকাহ) দান করেন।" মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির বিষয়ে যা ইচ্ছা তা-ই নির্ধারণ করেন, তা কল্যাণ হোক বা অকল্যাণ। তবে তাঁর ইচ্ছা সর্বদাই কল্যাণময়। পক্ষান্তরে তাঁর পক্ষ থেকে যা সৃষ্টি বা নির্ধারিত হয়, তাতে কল্যাণ ও অকল্যাণ উভয়ই থাকতে পারে। তাঁর প্রতিটি ফয়সালা কল্যাণকর, কিন্তু সেই ফয়সালার ফলে যা ঘটে তাতে ভালো-মন্দ উভয়ই থাকতে পারে। মানুষ হলো পাত্রস্বরূপ; আল্লাহ যার অন্তরে কল্যাণ দেখেন তাকে তাওফিক দান করেন, আর যার অন্তরে অকল্যাণ দেখেন তাকে লাঞ্ছিত ও সহায়হীন করেন—আমরা এ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। মহান আল্লাহ বলেন: "অতঃপর তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন।" তারা নিজেরা প্রথমে বক্র পথ অবলম্বন করেছিল এবং মন্দের ইচ্ছা করেছিল বলেই তাদের অন্তরকে বক্র করে দেওয়া হয়েছে; ফলে তারা কল্যাণের তাওফিক পায়নি।

(ص: 422) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

أما من علم الله في قلبه خيرا فإن الله يوفقه فإذا علم الله في قلب الإنسان خيرا أراد به الخير وإذا أراد به الخير فقهه في دينه وأعطاه من العلم بشريعته ما لم يعط أحدا من الناس وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يحرص غاية الحرص على الفقه في الدين لأن الله تعالى إذا أراد شيئا هيئ أسبابه ومن أسباب الفقه أن تتعلم وأن تحرص لتنال هذه المرتبة العظيمة أن الله يريد بك الخير فأحرص على الفقه في دين الله والفقه في الدين ليس هو العلم فقط بل العلم والعمل ولهذا حذر السلف من كثرة القراء وقلة الفقهاء فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم) فإذا علم الإنسان الشيء من شريعته الله ولكن لم يعمل به فليس بفقيه حتى لو كان يحفظ أكبر كتاب في الفقه عن ظهر قلب ويفهمه

لكن لم يعمل به فإن هذا لا يسى فقيها يسى قارئاً لكن ليس بفقيه الفقيه هو الذي يعمل بما علم فيعلم أولاً ثم يعمل ثانياً هذا هو الذي فقه في الدين وأما من علم ولم يعمل فليس بفقيه بل يسى قارئاً ولا يسى فقيهاً ولهذا قال قوم شعيب لشعيب: {ما نفقهه كثيراً مما نقول} لأنهم حرموا الخير لعلم الله ما في قلوبهم من الشر فأحرص على العلم واحرص على العمل به لتكون ممن أراد الله به خيراً أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء الذين فقهوا في دين الله وعملوا وعلموا ونفعوا وانتفعوا به.

অতঃপর আল্লাহ যার অন্তরে কল্যাণের অস্তিত্ব জানেন, তাকে তিনি তাওফীক দান করেন। সুতরাং যখন আল্লাহ মানুষের অন্তরে কল্যাণ দেখেন, তখন তিনি তার মঙ্গলের ইচ্ছা করেন। আর যখন তিনি কারো মঙ্গলের ইচ্ছা করেন, তখন তাকে দ্বীনের গভীর প্রজ্ঞা (ফিকহ) দান করেন এবং তাকে তাঁর শরীয়তের এমন জ্ঞান দান করেন যা অন্য কাউকে প্রদান করেননি। এটি নির্দেশ করে যে, দ্বীনের গভীর প্রজ্ঞা অর্জনে মানুষের অত্যন্ত আগ্রহী হওয়া উচিত। কেননা মহান আল্লাহ যখন কোনো কিছু সংকল্প করেন, তখন তিনি তার উপায়-উপকরণও সুগম করে দেন। আর ফিকহ অর্জনের অন্যতম উপায় হলো শিক্ষা গ্রহণ করা এবং এই মহান মর্যাদা লাভের জন্য সচেষ্ট হওয়া যে, আল্লাহ আপনার কল্যাণ চান। সুতরাং আল্লাহর দ্বীনের গভীর সমঝ অর্জনে সচেষ্ট হোন। আর দ্বীনের ফিকহ কেবল নিছক জ্ঞান নয়, বরং তা হলো জ্ঞান ও আমলের সমন্বিত রূপ। এই কারণেই সালাফগণ (পূর্বসূরিগণ) অধিক পাঠক (ক্রারী) এবং স্বল্প সংখ্যক ফকীহ হওয়া সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: "তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন তোমাদের পাঠকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে কিন্তু ফকীহদের সংখ্যা হ্রাস পাবে?" সুতরাং কোনো মানুষ যদি আল্লাহর শরীয়তের কোনো বিষয় অবগত হয় কিন্তু সে অনুযায়ী আমল না করে, তবে সে ফকীহ নয়। এমনকি সে যদি ফিকহ শাস্ত্রের সর্ববৃহৎ কিতাবটি আদ্যোপান্ত মুখস্থ করে ফেলে এবং তা হৃদয়ঙ্গমও করে, কিন্তু সে অনুযায়ী আমল না করে, তবে তাকে ফকীহ বলা হবে না। তাকে পাঠক বলা হবে, কিন্তু ফকীহ নয়। প্রকৃত ফকীহ তো তিনিই যিনি স্বীয় অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করেন; অর্থাৎ তিনি প্রথমে জ্ঞান অর্জন করেন এবং পরবর্তীতে সেই অনুযায়ী কাজ করেন। মূলত এই ব্যক্তিই দ্বীনের প্রকৃত সমঝ লাভ করেছেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি জানল অথচ আমল করল না, সে ফকীহ

নয়, বরং তাকে কেবল পাঠক বলা হয়। এ কারণেই শুআইব (আলাইহিস সালাম)-এর সম্প্রদায় তাঁকে বলেছিল: "তুমি যা বলো তার অনেক কিছুই আমরা বুঝি না।" কারণ তাদের অন্তরের মন্দ অবস্থার কথা আল্লাহ জানতেন বলে তারা এই কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। অতএব জ্ঞান অর্জনে সচেষ্ট হোন এবং তদানুযায়ী আমল করতে সচেষ্ট হোন, যাতে আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন যাদের জন্য আল্লাহ মঙ্গলের ইচ্ছা করেছেন। আমি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাকে এবং আপনাদেরকে সেই সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা আল্লাহর দ্বীনের গভীর প্রজ্ঞা লাভ করেছেন, আমল করেছেন, শিক্ষা দান করেছেন এবং এর মাধ্যমে নিজেরা উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি অন্যকেও উপকৃত করেছেন।

(ম: 423) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

1377 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فيسلط علىهلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه. والمراد بالحسد الغبطة وهو أن يتمنى مثله.

[الشَّرْحُ]

قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل العلم تعليماً وتعليماً لله في الأحاديث الواردة في فضل العلم سبق حديث معاوية رضي الله عنه من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين الحسد يطلق ويراد به الحسد المحرم الذي هو من كبائر الذنوب وهو أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره هذا الحسد أن تكره ما أنعم الله به على

غيرك تجد إنساناً عنده مال فتركه تقول: ليت الله ما رزقه عنده علم تركه ذلك
وتتمنى أن الله لم يرزقه العلم عنده أولاد صالحون تركه ذلك وتتمنى أن الله لم
يرزقه وهلم جرا هذا الحسد هذا النوع هذا من كبائر الذنوب.
وهو من خصال اليهود كما قال الله تعالى عنهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم
الله من فضله وقال عنهم: {ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد

১৩৭৭ - ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "কেবল দুই ব্যক্তির ক্ষেত্রেই ঈর্ষা বৈধ: এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন এবং তাকে তা সত্যের পথে ব্যয় করার পূর্ণ ক্ষমতা দিয়েছেন, আর অন্য ব্যক্তি যাকে আল্লাহ প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং সে তা দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনা করে ও তা শিক্ষা দেয়।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।
এখানে 'হাসাদ' বা হিংসা দ্বারা 'গিবতাহ' (শুভাকাঙ্ক্ষামূলক ঈর্ষা) উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে, আর তা হলো অন্যের ন্যায় নেয়ামত লাভের আকাঙ্ক্ষা করা।

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রহিমাল্লাহু) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থের আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন ও তা শিক্ষা দেওয়ার ফযীলত অধ্যায়ে ইলমের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসসমূহের বর্ণনায় ইবনে মাসউদের হাদীসটির পূর্বে মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন: "আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের প্রজ্ঞা দান করেন।"
অতঃপর তিনি ইবনে মাসউদের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "কেবল দুই ব্যক্তির ক্ষেত্রেই ঈর্ষা বৈধ।" সাধারণ অর্থে হিংসা বা 'হাসাদ' বলতে সেই হারাম হিংসাকে বুঝানো হয় যা কবির গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। আর তা হলো, আল্লাহ অন্য কাউকে যে নেয়ামত দান করেছেন মানুষ তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা। এই হিংসা হলো আল্লাহ অন্যকে যা দিয়েছেন তা অপছন্দ করা। আপনি কাউকে দেখলেন যার সম্পদ আছে, আপনি তা অপছন্দ করলেন এবং বললেন: 'হায়, আল্লাহ যদি তাকে এই রিজিক না দিতেন!' কারো ইলম আছে, আপনি তা অপছন্দ করলেন এবং কামনা করলেন যে আল্লাহ যেন তাকে এই ইলম দান না করতেন। কারো সৎ সন্তান আছে, আপনি তা অপছন্দ

করলেন এবং কামনা করলেন যে আল্লাহ যেন তাকে তা না দিতেন—এভাবে চলতে থাকে। এই প্রকারের হিংসা কবির গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

এটি ইহুদিদের বৈশিষ্ট্য, যেমনটি আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে বলেছেন: "নাকি আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দান করেছেন, তার জন্য তারা তাদের প্রতি হিংসা পোষণ করে?" তিনি তাদের সম্পর্কে আরও বলেছেন: "আহলে কিতাবদের অনেকেই চায় যদি তোমাদের ঈমান আনার পর তারা পুনরায় তোমাদেরকে (কুফরিতে) ফিরিয়ে নিতে পারত..."

(ص: 424) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق} .
أما النوع الثاني من الحسد فهو حسد الغبطة يعني الذي تغبط به غيرك أن أنعم الله عليه بمال أو علم أو ولد أو جاه أو غير ذلك الناس يغبط بعضهم بعضاً على ما آتاهم الله من النعم يقول: ما شاء الله فلان أعطاه الله كذا فلان أعطاه الله كذا لكن لا غبطة إلا في شيئين الغبطة الحقيقية التي يغبط عليها الإنسان شيئان الأول:
العلم العلم النافع وهو المراد بقوله: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقض بها ويعلمها هذا العلم إذا من الله على إنسان بعلم فصار يقضي به بين الناس سواء كان قاضياً أو غير قاضي وكذلك يقضي به في نفسه وعلى نفسه ويعلم الناس فهذا هو الغبطة لأن العلم هو أنفع شيء أنفع من المال أنفع للإنسان من الأعمال الصالحة العلم لأنه إذا مات وانتفع الناس بعلمه جرى ذلك عليه إلى يوم القيامة كل ما انتفع به أي إنسان من الناس فله أجر العلم كل ما أنفقت منه وعلمته ازداد ولهذا من أقوى ما يثبت العلم ويبقى حفظه أن يعلمه الإنسان غيره لأن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فإذا علمت غيرك علمك الله وإذا علمت غيرك ثبت العلم في نفسك لكن لا تتقدم للتعليم إلا وأنت أهل له حتى ينفع الله بك وحتى لا تفشل

أما الناس لأن الذي يتقدم للتعليم وليس أهلا له بين أمرين: إما أن يقول
بالباطل وهو لا يشعر وإما أن يفشل وإذا سئل عجز عن الإجابة مثلا فهذا العلم كل
ما أنفقت منه ازداد أيضا العلم لا يحتاج إلى

...তোমাদের ঈমান আনয়নের পর সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেও তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে
বিদ্বেষবশত তোমাদেরকে পুনরায় কাফির বানিয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষায়।}।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকারের ঈর্ষা হলো 'গিবতাহ' (বা ঈর্ষণীয় হওয়া), অর্থাৎ আল্লাহ অন্যকে ধন-
সম্পদ, জ্ঞান, সন্তান, প্রভাব-প্রতিপত্তি বা এ জাতীয় যে নিয়ামত দান করেছেন তাতে আপনি
ঈর্ষা বোধ করেন। মানুষ একে অপরের ওপর আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের জন্য একে অপরকে
ঈর্ষা করে থাকে। সে বলে: "মা-শা-আল্লাহ, অমুককে আল্লাহ এটা দিয়েছেন, অমুককে সেটা
দিয়েছেন।" কিন্তু প্রকৃত 'গিবতাহ' বা ঈর্ষা কেবল দুটি বিষয় ছাড়া অন্য কিছুতে হওয়া সংগত
নয়। যে বিষয়গুলোর ওপর মানুষ ঈর্ষা করতে পারে তার মধ্যে প্রথমটি হলো: জ্ঞান; অর্থাৎ
উপকারী জ্ঞান। আর এটিই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই বাণীর উদ্দেশ্য: "এমন এক ব্যক্তি যাকে
আল্লাহ হিকমত (প্রজ্ঞা) দান করেছেন, অতঃপর সে তা অনুযায়ী ফয়সালা করে এবং তা শিক্ষা
দেয়।" এই জ্ঞান—আল্লাহ যখন কোনো মানুষকে এটি দান করেন এবং সে তা দিয়ে মানুষের
মাঝে ফয়সালা করতে থাকে, চাই সে বিচারক হোক বা না হোক; অনুরূপভাবে সে নিজের
জীবনেও তা প্রয়োগ করে এবং মানুষকে শিক্ষা দেয়, তবে এটাই হলো প্রকৃত গিবতাহ। কারণ
জ্ঞান হলো সর্বাধিক উপকারী বস্তু। এটি ধন-সম্পদের চেয়েও বেশি উপকারী, এমনকি মানুষের
জন্য অন্যান্য নেক আমলের চেয়েও জ্ঞান অধিক কল্যাণকর। কারণ মানুষ যখন মারা যায় এবং
তার জ্ঞান দ্বারা অন্যরা উপকৃত হতে থাকে, তবে কিয়ামত পর্যন্ত তার সওয়াব জারি থাকে।
যেকোনো মানুষ যখনই এটি থেকে উপকৃত হবে, শিক্ষক তার সওয়াব লাভ করবেন। জ্ঞান
এমন এক সম্পদ যা যতই ব্যয় করা হবে এবং শিক্ষা দেওয়া হবে, ততই তা বৃদ্ধি পাবে। এই
কারণেই জ্ঞানকে সুসংহত করা এবং স্মৃতিতে ধরে রাখার অন্যতম শক্তিশালী উপায় হলো
অন্যকে তা শিক্ষা দেওয়া। কারণ আল্লাহ ততক্ষণ বান্দার সাহায্যে থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার
ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে। সুতরাং আপনি যখন অন্যকে শিক্ষা দেবেন, আল্লাহ
আপনাকে জ্ঞান দান করবেন। আর আপনি যখন অন্যকে শিক্ষা দেবেন, তখন সেই জ্ঞান
আপনার নিজের মাঝে দৃঢ় হবে। তবে উপযুক্ত হওয়ার আগে শিক্ষাদানের জন্য অগ্রসর হবেন
না, যাতে আল্লাহ আপনার মাধ্যমে অন্যের উপকার করেন এবং আপনি মানুষের সামনে লজ্জিত

না হন। কারণ যে ব্যক্তি যোগ্য না হয়েও শিক্ষাদানের জন্য অগ্রসর হয়, সে দুটি অবস্থার সম্মুখীন হয়: হয় সে অজান্তেই কোনো বাতিল বা ভুল কথা বলবে, নতুবা সে ব্যর্থ হবে; যেমন তাকে কোনো প্রশ্ন করা হলে সে উত্তর দিতে অক্ষম হবে। এই জ্ঞান আপনি যতই ব্যয় করবেন, ততই তা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না...

(ص: 425) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

تعب إلا في تعلمه & لا يحتاج مثلاً إلى خزائن كالمال المال يحتاج إلى خزائن وإلى محاسبين وإلى حسابات وإلى تعب لكن العلم لا يحتاج إلى هذا خزينته قلبك هذا الخزينة وهي معك أينما كنت فلا تخشى عليه لا تخشى أن يسرق ولا أن يحرق لأنه في قلبك فآلهم أن العلم هو أفضل نعمة أنعم الله بها على الإنسان بعد الإسلام والإيمان ولهذا قال: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.

أما الثاني: فهو رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق يعني صار يبذل ماله فيما يرضي الله عز وجل لا يبذله في حرام ولا يبذله في لغو وإنما يبذله فيما يرضي الله سلطه الله على هلكته يعني على إنفاقه في الحق هذا أيضاً ممن يغبط نحن لا نغبط من عنده مال عظيم لكنه بخيل لا ينفع المال لا نغبطه بعد بل هذا نتأوى له ونقول هذا المسكين كيف يستطيع الجواب على حساب يوم القيامة على هذا المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه وكيف تصرف فيه لكن إذا رأينا رجلاً آتاه الله مالا وصار ينفقه فيما يرضي الله نقول ما شاء الله هذا يغبط لا نغبط إنساناً آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في القصور والديكورات والسيارات الفخمة نحن لا نغبطه على هذا بل نقول هذا مسرف إذا كان تجاوز الحد فيما ينفق نقول هذا مسرف والله لا يحب المسرفين.

كذلك لا نغبط شخصاً عنده مال فصار ينفق منه جوائز في أشياء لا ينتفع الناس بها
لا في دينهم ولا في دنياهم فإن بعض الناس يعطي جوائز على ألعاب وأشياء من
الأموال التي ليس بها خير لا في الدنيا ولا في

জ্ঞান অর্জনের পরিশ্রম ব্যতীত এতে অন্য কোনো কষ্ট নেই। উদাহরণস্বরূপ, সম্পদের ন্যায় ইলম বা জ্ঞানের জন্য কোনো ভাণ্ডারের প্রয়োজন হয় না। সম্পদের জন্য ভাণ্ডার, হিসাবরক্ষক, হিসাব-নিকাশ এবং শ্রমের প্রয়োজন হয়, কিন্তু ইলমের ক্ষেত্রে এসবের প্রয়োজন নেই। আপনার হৃদয়ই হলো এর ভাণ্ডার। আর এই ভাণ্ডারটি আপনার সাথেই থাকে আপনি যেখানেই থাকুন না কেন। তাই এর ব্যাপারে কোনো আশঙ্কা করবেন না; এটি চুরি হওয়ার বা পুড়ে যাওয়ার ভয় নেই, কারণ এটি আপনার অন্তরে সুরক্ষিত। মূল কথা হলো, ইসলাম ও ঈমানের পর আল্লাহ তাআলা মানুষকে যত নেয়ামত দান করেছেন, তার মধ্যে ইলম বা জ্ঞানই হলো সর্বোত্তম। এই কারণেই বলা হয়েছে: সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ প্রজ্ঞা দান করেছেন, আর সে তদানুযায়ী ফয়সালা করে এবং তা শিক্ষা দেয়।

আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো: সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তাকে তা সত্যের পথে ব্যয় করার পূর্ণ ক্ষমতা দিয়েছেন। অর্থাৎ, সে তার সম্পদ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে ব্যয় করে; হারামী কাজে ব্যয় করে না, অনর্থক কাজেও ব্যয় করে না, বরং কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির পথেই ব্যয় করে। 'তাকে সত্যের পথে ব্যয়ের ক্ষমতা দিয়েছেন' অর্থ হলো—ন্যায্য পথে তা খরচ করা। এই ব্যক্তিও সেইসব লোকেদের অন্তর্ভুক্ত যাদের ঈর্ষা (গিবতাহ) করা যায়। আমরা সেই ব্যক্তিকে ঈর্ষা করি না যার প্রচুর সম্পদ রয়েছে কিন্তু সে কৃপণ, যে সম্পদ কোনো উপকারে আসে না। বরং এমন ব্যক্তির জন্য আমরা আফসোস করি এবং বলি, এই অসহায় ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এই সম্পদের হিসাব কীভাবে দেবে—কোথা থেকে সে এটি উপার্জন করেছে, কোথায় ব্যয় করেছে এবং কীভাবে তা ব্যবহার করেছে? কিন্তু যখন আমরা এমন একজন ব্যক্তিকে দেখি যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন এবং সে তা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যয় করছে, তখন আমরা বলি—মা-শা-আল্লাহ, এই ব্যক্তিই ঈর্ষার যোগ্য। আমরা সেই ব্যক্তিকে ঈর্ষা করি না যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন আর সে তা অটেল প্রাসাদ নির্মাণ, সাজসজ্জা এবং বিলাসবহুল গাড়ির পেছনে ব্যয় করছে; আমরা তাকে এসবের জন্য ঈর্ষা করি না, বরং বলি সে একজন অপব্যয়কারী। যদি সে ব্যয়ের ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করে, তবে আমরা বলি সে অপচয়কারী, আর আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।

একইভাবে, আমরা সেই ব্যক্তিকে ঈর্ষা করি না যার কাছে সম্পদ রয়েছে এবং সে তা এমন সব বিষয়ে পুরস্কার হিসেবে ব্যয় করে যা মানুষের দ্বীন বা দুনিয়া কোনো উপকারেই আসে না। কেননা কিছু মানুষ এমন সব খেলাধুলা ও বিষয়ের ওপর পুরস্কার প্রদান করে যাতে পার্থিব বা পরলৌকিক কোনো কল্যাণ নেই এবং যা...

(ص: 426) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الآخرة هذا لا نغبطه لأنه لم يسلط على هلكة ماله في الحق إنما الذي يغبط من سلطه الله هلكة ماله في الحق أيضاً لا نحسد إنساناً آتاه الله مالا فصار كل ما عن له أن يتزوج تزوج وجمع عنده من النساء الحسان ما لا يجمعه غيره هذا لا نغبطه أيضاً إلا إذا كان سلطه الله على هلكته في الحق وأراد بذلك تحصين فرجه وتحصيل السنة وكثرة النسل هذا مقصود شرعي يغبط عليه الإنسان.

الشاهد في هذا الحديث في باب فضل العلم هو الجزء الأول منه: من آتاه الله الحكمة يعني العلم فقضى بها وعلمها وهذا خير الرجلين يعني خير من صاحب المال الذي سلط على هلكته في الحق نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.

1378 - وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء وتنبت كلاً فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم

وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.

পরকাল। এই ব্যক্তির প্রতি আমরা ঈর্ষা পোষণ করি না, কারণ সে সত্যের পথে নিজের সম্পদ বিলিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য লাভ করেনি। বরং কেবল সেই ব্যক্তিই ঈর্ষার যোগ্য, যাকে আল্লাহ সত্যের পথে অকাতরে সম্পদ ব্যয়ের সামর্থ্য দান করেছেন। একইভাবে, আমরা এমন ব্যক্তির প্রতিও ঈর্ষা করি না যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন এবং সে নিজের ইচ্ছামতো বিবাহ করেছে এবং এমন সুন্দরী রমণীদের একত্র করেছে যা অন্য কেউ করেনি। এটিও ঈর্ষার বিষয় নয়, যতক্ষণ না আল্লাহ তাকে সেই সম্পদ সত্যের পথে ব্যয়ের তাওফিক দেন এবং সে এর মাধ্যমে নিজের চরিত্র রক্ষা, সুন্যাহর অনুসরণ এবং বংশবৃদ্ধির ইচ্ছা পোষণ করে। এটি একটি শরয়ী উদ্দেশ্য যার জন্য মানুষের ঈর্ষা করা সংগত।

ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব অধ্যায়ে এই হাদিসের প্রাসঙ্গিক অংশ হলো এর প্রথম ভাগ: "যাকে আল্লাহ হিকমত তথা ইলম দান করেছেন, অতঃপর সে তা দিয়ে ফয়সালা করে এবং তা শিক্ষা দেয়।" এই ব্যক্তি সেই দুই ব্যক্তির মধ্যে উত্তম; অর্থাৎ সে ওই সম্পদশালীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ যাকে সত্যের পথে সম্পদ ব্যয়ের তাওফিক দেওয়া হয়েছে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদেরকে উপকারী জ্ঞান ও নেক আমল দান করেন।

১৩৭৮ - আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ আমাকে যে হিদায়াত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন, তার উদাহরণ হলো সেই বৃষ্টির মতো যা কোনো জমিনে বর্ষিত হলো। সেই জমিনের একটি অংশ ছিল উর্বর, যা পানি গ্রহণ করল এবং প্রচুর ঘাস ও লতাগুল্ম উৎপন্ন করল। অন্য একটি অংশ ছিল শক্ত ও অনুর্বর, যা পানি ধরে রাখল; ফলে আল্লাহ এর দ্বারা মানুষের উপকার করলেন—তারা তা পান করল, পানি সেচন করল এবং চাষাবাদ করল। আর বৃষ্টির একভাগ এমন ভূমিতে পতিত হলো যা নিছক সমতল প্রান্তর; যা পানিও ধরে রাখে না এবং কোনো ঘাসও উৎপন্ন করে না। এটি হলো সেই ব্যক্তির উদাহরণ যে আল্লাহর দ্বীনে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছে এবং আল্লাহ আমাকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দ্বারা উপকৃত হয়েছে; ফলে সে নিজে শিখেছে এবং অন্যকে শিখিয়েছে। আর এটি সেই ব্যক্তির উদাহরণ যে এর প্রতি মোটেই অশ্রক্ষেপ করেনি এবং আল্লাহর সেই হিদায়াত কবুল করেনি যা দিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[الشَّرْحُ]

في هذا الحديث الذي ساقه & النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب فضل العلم تعلماً وتعليماً الذي رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا مثل بديع عجيب فقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله به من العلم والهدى بغيث يعني ببطر ووجه الشبه أن بالغيث تحيي الأرض وبألوحى تحيي القلوب ولهذا سى الله سبحانه وتعالى ما بعث به محمداً صلى الله عليه وسلم سبأه روحاً فقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالوحى غيث لكنه كما مثل الرسول صلى الله عليه وسلم نزل على الأرض فصارت الأرض ثلاثة أقسام قسم قبل المطر وشرب وأنبت العشب الكثير والكلاً فانتفع الناس بذلك لأن الأرض أنبتت والقسم الثاني: قيعان لا تنبت لكن أمسكت الماء لم تشربه فسقى الناس منه وارتووا وزرعوا القسم الثالث أرض قيعان بلعت الماء ولم تنبت سبأخ سبخة تبلع الماء ولكنها لا تنبت فهذا مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم ومثل من لم يرفع به رأسه الصورة الأولى والثانية للمثل فيبين قبل الحق فعلم وتعلم

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) রিয়াদুস সালিহীন গ্রন্থের আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে ইলম শিক্ষা ও শিক্ষাদানের ফযীলত অধ্যায়ে আবু মুসা (রা.) কর্তৃক নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, তাতে একটি চমৎকার ও বিস্ময়কর উপমা রয়েছে। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তাআলা তাঁকে যে ইলম ও হিদায়াত দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তাকে বৃষ্টির সাথে তুলনা করেছেন।

উপমার সামঞ্জস্যতা হলো এই যে, বৃষ্টির মাধ্যমে যেমন ভূমি পুনর্জীবিত হয়, তেমনি ওহীর মাধ্যমে অন্তরসমূহ জীবন লাভ করে। এই কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তাকে 'রুহ' (প্রাণ) হিসেবে অভিহিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "এভাবেই আমি আপনার প্রতি আমার নির্দেশ থেকে রুহ (ওহী) নাযিল করেছি। আপনি জানতেন না কিতাব কী এবং ঈমান কী। কিন্তু আমি একে একটি নূর করেছি, যার মাধ্যমে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করি। আর নিশ্চয়ই আপনি সরল পথের দিকে পথপ্রদর্শন করছেন—আল্লাহর পথ, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব তাঁরই। জেনে রেখো, সকল বিষয় আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে।"

সুতরাং ওহী হলো বৃষ্টির মতো, তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেভাবে উপমা দিয়েছেন তা হলো—যখন তা যমীনের ওপর বর্ষিত হলো, তখন যমীন তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। এক প্রকার যমীন বৃষ্টি গ্রহণ করল, পানি পান করল এবং প্রচুর ঘাস ও লতাগুল্ম উৎপন্ন করল। ফলে যমীন ফসল উৎপাদন করার কারণে মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হলো। দ্বিতীয় প্রকার হলো: এমন সমতল ভূমি যা নিজে কিছু উৎপন্ন করে না, কিন্তু পানি ধরে রাখে, তা শুষে নেয় না। ফলে মানুষ তা থেকে পানি পান করল, তৃষ্ণা নিবারণ করল এবং চাষাবাদ করল। তৃতীয় প্রকার হলো: এমন নিচু ও অনুর্বর ভূমি যা পানি শুষে নিল কিন্তু কিছুই উৎপন্ন করল না; লোনা বা উষর ভূমি যা পানি গ্রাস করে নেয় কিন্তু কিছুই জন্মায় না। এটি হলো সেই ব্যক্তির উদাহরণ যে আল্লাহর দ্বীনে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছে, ফলে সে নিজে শিখেছে ও অন্যকে শিখিয়েছে; আর সেই ব্যক্তির উদাহরণ যে এর প্রতি দ্রুতক্ষেপ করেনি। উপমার প্রথম ও দ্বিতীয় চিত্রটি ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে সত্যকে গ্রহণ করেছে, ফলে সে ইলম অর্জন করেছে এবং শিক্ষা লাভ করেছে।

ونفع وانتفع لكن الذين قبلوا الحق صاروا قسمين قسم آتاه الله تعالى فقها فصار يأخذ الفقه والأحكام الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم والثاني: رواية ولكنه ليس عنده ذلك الفقه يعني يحكي الحديث يرويّه يحفظه ولكنه ليس عنده فقه وهذا كثير أيضاً ما أكثر رجال الحديث الذين رَووا الحديث لكنهم ليس عندهم فقه ما هم إلا أوعية يأخذ الناس منهم ولكن الذي يوزع من هذا الماء وينفع الناس به هم الفقهاء هذان قسمان: قسم حفظ الشريعة ووعاها وفهمها وعلّمها واستنبط منها الأحكام الكثيرة هؤلاء مثل الأرض التي قبلت الماء وأنبتت الكلاً والعشب الكثير قسم آخر نقلة فقط ينقلون ينقلون الأحاديث لكنهم لا يحفظونها كثيراً هؤلاء كالأرض التي أمسكت الماء فانتفع الناس به وارتووا منه لأن الناس يأخذون من هؤلاء الرواة للحديث ثم يستنبطون منه الأحكام وينفعون الناس بها القسم الثالث: أرض لم تنتفع بالغيث قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت الكلاً هؤلاء ما فيهم خير لم ينتفعوا بوحى الله ولم يرفعوا به رأساً والعياذ بالله يكذبون بالخبر ويستكبرون عن الأمر فهؤلاء هم شر الأقسام نسأل الله العافية فأنت انظر في نفسك من أي الأرضيين الثلاث أنت هل أنت من الأرض التي قبلت الماء وأنبتت العشب والكلاً أو من الأرض الثانية أو من الأرض الثالثة والعياذ بالله.

তিনি উপকৃত হয়েছেন এবং অন্যকে উপকৃত করেছেন; তবে যারা সত্যকে গ্রহণ করেছেন তারা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। এক শ্রেণি হলো তারা, যাদের মহান আল্লাহ দ্বীনের গভীর প্রজ্ঞা (ফিকহ) দান করেছেন। ফলে তারা আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ থেকে ফিকহ ও শরীয়তের বিধানাবলি আহরণ করেন এবং তা শিক্ষা দেন। আর দ্বিতীয় শ্রেণি হলো বর্ণনাকারী, কিন্তু তাদের নিকট সেই প্রজ্ঞা নেই। অর্থাৎ তারা হাদিস বর্ণনা করেন, রেওয়ায়েত করেন এবং মুখস্থ করেন, কিন্তু তাদের মাঝে ফিকহ বা গভীর বোধ নেই। এমন লোকের সংখ্যাও অনেক। হাদিসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে এমন বহু ব্যক্তি রয়েছেন যারা হাদিস বর্ণনা করেছেন কিন্তু তাদের মাঝে ফিকহ নেই। তারা তো কেবল পাত্রস্বরূপ যেখান থেকে মানুষ

জ্ঞান আহরণ করে; কিন্তু এই জ্ঞানের বারিবর্ষণ যারা বণ্টন করেন এবং এর মাধ্যমে মানুষকে উপকৃত করেন, তারা হলেন ফকিহগণ (গবেষক আলেম)। এই দুটি শ্রেণি: এক শ্রেণি যারা শরীয়তকে সংরক্ষণ করেছেন, তা হৃদয়ঙ্গম করেছেন, অনুধাবন করেছেন, শিক্ষা দিয়েছেন এবং তা থেকে অসংখ্য বিধান উদ্ঘাটন করেছেন। তারা সেই ভূমির ন্যায় যা পানি গ্রহণ করেছে এবং প্রচুর তৃণলতা ও ঘাস উৎপন্ন করেছে। অন্য শ্রেণিটি কেবলই জ্ঞানের বাহক; তারা নিরন্তর হাদিস বর্ণনা করে যান কিন্তু সেভাবে তা অনুধাবন করেন না। তারা সেই ভূমির মতো যা পানি ধরে রেখেছে, ফলে মানুষ তা থেকে উপকৃত হয়েছে এবং তৃষ্ণা নিবারণ করেছে। কারণ মানুষ এই সকল হাদিস বর্ণনাকারীদের থেকে হাদিস গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে তা থেকে বিধানাবলি উদ্ঘাটন করে মানুষকে উপকৃত করে। আর তৃতীয় শ্রেণি হলো: এমন ভূমি যা বৃষ্টির বারিপাতে উপকৃত হয়নি—অর্থাৎ অনুর্বর সমতল ভূমি যা পানিও ধরে রাখে না এবং তৃণলতাও উৎপন্ন করে না। এদের মাঝে কোনো কল্যাণ নেই। তারা আল্লাহর ওহী দ্বারা উপকৃত হয়নি এবং এর প্রতি বিন্দুমাত্র মস্তক উত্তোলন (ক্রক্ষেপ) করেনি—আল্লাহর নিকট আমরা এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। তারা সংবাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং আদেশের ব্যাপারে অহংকার প্রদর্শন করে। এরাই নিকৃষ্টতম শ্রেণি, আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা কামনা করি। অতএব আপনি নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করুন যে, এই তিন প্রকার ভূমির মধ্যে আপনি কোনটি? আপনি কি সেই ভূমি যা পানি গ্রহণ করে ঘাস ও তৃণলতা উৎপন্ন করেছে, নাকি দ্বিতীয় প্রকারের ভূমি, নাকি তৃতীয় প্রকারের? আল্লাহর নিকট আমরা এ থেকে আশ্রয় চাই।

(ص: 429) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

وفي الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يضرب الأمثال بالمعاني
المعقولة بأشياء محسوسة لأن إدراك المحسوس أقرب من إدراك المعقول وما أكثر
الأمثال في القرآن {مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة} هذا مثل
لو جاء الكلام هكذا: من أنفق في سبيل الله حبة فله سبعمئة حبة لم يرسخ في

الذهن كرسوخ المثل فالمثل الذي يستحضره الإنسان يرسخ قال الله تعالى: {وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون} فضرب الأمثال تقريب للعلم وترسيخ له وإعانة على الفهم لهذا ينبغي لك إذا حدثت عامياً ولم يفهم أن تضرب له مثلاً اضرب له المثل بشيء يعقله ويعرفه حتى يعرف المعاني المعقولة بواسطة الأشياء المحسوسة والله الموفق.

1379 - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم متفق عليه.

1380 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعبداً

এই হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চমৎকার শিক্ষা পদ্ধতির প্রতিফলন ঘটেছে, যেখানে তিনি বিমূর্ত ও বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়গুলোকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর উপমার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। কেননা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের উপলব্ধি বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়ের চেয়ে সহজতর। কুরআনে বহু উপমা বিদ্যমান রয়েছে, যেমন: {যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা একটি শস্যবীজের ন্যায়}। এটি এমন এক উপমা যে, কথাটি যদি কেবল এভাবে বলা হতো: ‘যে আল্লাহর পথে একটি দানা ব্যয় করবে সে সাতশ দানা পাবে’, তবে তা মনে ততটা দৃঢ়ভাবে গেঁথে যেত না যতটা এই উপমার মাধ্যমে গেঁথেছে। কারণ মানুষ যে উপমাটি কল্পনা করতে পারে তা মনে বদ্ধমূল হয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {আমি মানুষের জন্য এই সব উপমা পেশ করি যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে}। সুতরাং উপমা প্রদান করা জ্ঞানকে নিকটবর্তী করে, তাকে সুদৃঢ় করে এবং অনুধাবনে সহায়তা করে। এই কারণে আপনি যখন কোনো সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলবেন এবং সে বুঝতে না পারে, তখন আপনার উচিত তার কাছে উপমা পেশ করা। তার সামনে এমন কিছু উদাহরণ দিন যা সে অনুধাবন করতে পারে এবং চেনে, যাতে সে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের মাধ্যমে বুদ্ধিগ্রাহ্য অর্থসমূহ বুঝতে সক্ষম হয়। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১৩৭৯ - সাহল বিন সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন: "আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে যদি আল্লাহ একজন ব্যক্তিকেও হিদায়াত দান করেন, তবে তা তোমার জন্য মূল্যবান লাল উটের চেয়েও উত্তম।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১৩৮০ - আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও মানুষের কাছে পৌঁছে দাও, আর বনী ইসরাঈল থেকে বর্ণনা করতে পারো—এতে কোনো দোষ নেই। তবে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করবে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।"

(ص: 430) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

فليتبوا مقعده من النار رواه البخاري.

[الشَّرْحُ]

ساق الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين أحاديث في بيان فضل العلم ومنها حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب حين أعطاه الراية يوم خيبر قال: امض على رسلك ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لئن يهدي بك الله رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم أقسم صلى الله عليه وسلم أن الله لو هدي به رجلاً واحداً لكان خيراً له & من حمر النعم والحمر بسكون الميم جمع حمراء وأما الحمر بضم الميم فهي جمع حمار ولهذا يخطئ بعض الطلبة فيقول: خير لك من حمر هذا غلط لأن الحمر جمع حمار كما قال الله تعالى: كأنهم حمر مستنفرة أما حمر بسكون الميم

فهي جمع حراء وكذلك جمع أحمر لكن هنا جمع حراء وهي الناقة الحمراء وكانت
أعجب المال إلى العرب في ذلك الزمان وأحب المال إلى العرب في ذلك الزمن فإذا
هدى الله بك رجلا واحدا كان ذلك خير لك من حمر النعم ففي هذا حث على العلم
وعلى التعليم وعلى الدعوة إلى الله عز وجل لأنه لا يمكن أن يدعو الإنسان إلى الله
إلا وهو يعلم فإذا كان يعلم ما يعلم من شريعة الله ودعا إلى ذلك كان هذا دليلا على
فضل العلم.

ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن

সে যেন আগুনের মধ্যে তার বাসস্থান গ্রহণ করে। ইমাম বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী তাঁর ‘রিয়াদুস সালাহীন’ গ্রন্থে ইলম বা জ্ঞানের ফযিলত বর্ণনায় বেশ কিছু হাদিস উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে সাহল ইবনে সাদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস রয়েছে যে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খায়বরের যুদ্ধের দিন আলী ইবনে আবি তালিবকে যখন পতাকা প্রদান করেন, তখন তাকে বলেছিলেন: “তুমি ধীরস্থিরভাবে অগ্রসর হও, তারপর তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও এবং তাদের ওপর আল্লাহর যে হক বা অধিকার অবধারিত রয়েছে সে সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করো। আল্লাহর শপথ! তোমার মাধ্যমে যদি আল্লাহ একজন ব্যক্তিকেও হেদায়েত দান করেন, তবে তা তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম।” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শপথ করে বলেছেন যে, তাঁর মাধ্যমে যদি আল্লাহ কোনো এক ব্যক্তিকে হেদায়েত দেন, তবে তা তার জন্য লাল উটের চেয়েও কল্যাণকর হবে। এখানে ‘হুমর’ শব্দটি (মীম অক্ষরে সুকুন যোগে) ‘হামরা’ শব্দের বহুবচন। আর ‘হুমুর’ শব্দটি (মীম অক্ষরে পেশ বা যম্মাহ যোগে) হলো ‘হিমার’ (গাধা) শব্দের বহুবচন। একারণেই অনেক শিক্ষার্থী ভুল করে বলে ফেলে: ‘তোমার জন্য হুমুর অপেক্ষা উত্তম’; এটি ভুল। কারণ ‘হুমুর’ হলো গাধার বহুবচন, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: “যেন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত গাধা।” পক্ষান্তরে, ‘হুমর’ (মীমে সুকুন সহ) হলো ‘হামরা’ এর বহুবচন, তেমনিভাবে তা ‘আহমার’ শব্দেরও বহুবচন হতে পারে। তবে এখানে এটি ‘হামরা’ এর বহুবচন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ লাল মাদী উট; যা তৎকালীন আরবদের কাছে

সবচেয়ে মূল্যবান ও প্রিয় সম্পদ হিসেবে গণ্য হতো। সুতরাং আল্লাহ যদি আপনার মাধ্যমে একজন মানুষকেও হেদায়েত দান করেন, তবে তা আপনার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম। এতে জ্ঞান অর্জন, শিক্ষাদান এবং মহান আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কারণ, জ্ঞান অর্জন ছাড়া আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব, কেউ যদি আল্লাহর শরিয়ত সম্পর্কে যা জানে তা অনুধাবন করে এবং সেদিকে মানুষকে আহ্বান করে, তবে এটি ইলমের শ্রেষ্ঠত্বেরই একটি প্রমাণ।

এরপর তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে...

(ম: 431) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية بلغوا عني يعني بلغوا الناس بما أقول وبما أفعل وبجميع سنته عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية من كتاب الله ولو هنا للتقليل يعني لا يقول الإنسان أنا لا أبلغ إلا إذا كنت عالماً كبيراً لا إنما يبلغ الإنسان ولو آية بشرط أن يكون قد علمها وأنها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال في آخر الحديث: ومن كذب علي متعبداً فليتبوأ مقعده من النار من كذب على الرسول متعبداً يعلم أنه كاذب فليتبوأ مقعده من النار هنا اللام للأمر لكن البراد بالأمر هنا الخبر يعني فقد تبوأ مقعده من النار والعياذ بالله أي فقد استحق أن يكون من ساكني النار لأن الكذب على الرسول ليس كالكذب على واحد من الناس الكذب على الرسول كذب على الله عز وجل ثم هو كذب على الشريعة لأن ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي هو من شريعة الله وكذلك يقال: الكذب على العالم ليس كالكذب على عامة الناس يعني مثلاً تقول فلان كذا وكذا قال: هذا حرام هذا حلال هذا واجب هذا سنة وأنت تكذب هذا أيضاً

أشد من الكذب على عامة الناس لأن العلماء ورثة الأنبياء يبلغون شريعة الله إرثاً
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كذبت عليهم إذ قال العالم فلان كذا وكذا
وأنت تكذب فهذا إثم عظيم نسأل الله العافية بعض الناس والعياذ بالله إذا انتهى
شيئاً يكف الناس عنه قال: قال العالم فلان هذا حرام هو يكذب لكن يعرف أن
الناس إذا نسب العلم إلى فلان قبلوه فيكذب وهذا أشد من الكذب على عامة الناس.

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও, যদিও তা একটি আয়াত হয়।” অর্থাৎ আমি যা বলি, যা করি এবং আমার সমস্ত সুন্নাহ মানুষের কাছে পৌঁছে দাও। আল্লাহর কিতাব থেকে একটি আয়াত হলেও তা আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও। এখানে ‘যদিও’ শব্দটি স্বল্পতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে; অর্থাৎ মানুষ যেন এমনটি না বলে যে, “আমি অনেক বড় আলেম না হওয়া পর্যন্ত কোনো কিছু প্রচার করব না।” বরং মানুষ একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দেবে, তবে শর্ত হলো সেটি তাকে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে এবং তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী হতে হবে। একারণেই তিনি হাদীসের শেষে বলেছেন: “আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।” যে ব্যক্তি রাসূলের ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করে—অর্থাৎ সে জানে যে সে মিথ্যা বলছে—সে যেন জাহান্নামে তার স্থান গ্রহণ করে। এখানে আদেশের ভঙ্গি ব্যবহার করা হয়েছে, তবে এর দ্বারা মূলত সংবাদ প্রদান করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সে জাহান্নামে নিজের আবাসস্থল নির্ধারণ করে নিয়েছে—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। এর অর্থ হলো, সে জাহান্নামবাসী হওয়ার উপযুক্ত হয়ে গেছে। কারণ রাসূলের ওপর মিথ্যা আরোপ করা অন্য সাধারণ মানুষের ওপর মিথ্যা আরোপ করার মতো নয়। রাসূলের ওপর মিথ্যাচার করা মূলত মহান আল্লাহর ওপর মিথ্যাচার করার শামিল। তদুপরি, এটি শরীয়তের ওপর মিথ্যাচার; কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওহীর মাধ্যমে যা সংবাদ দেন, তা আল্লাহর শরীয়তেরই অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে বলা হয়: আলেমদের ওপর মিথ্যা আরোপ করা সাধারণ মানুষের ওপর মিথ্যা আরোপ করার মতো নয়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি মিথ্যা বলে দাবি করেন যে, অমুক আলেম বলেছেন: “এটি হারাম, এটি হালাল, এটি ওয়াজিব অথবা এটি সুন্নাহ”, অথচ আপনি মিথ্যা বলছেন, তবে এটিও সাধারণ মানুষের ওপর মিথ্যারোপের চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর। কারণ উলামায়ে কেরাম হলেন নবীদের উত্তরসূরি; তাঁরা রাসূলুল্লাহ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উত্তরাধিকার হিসেবে আল্লাহর শরীয়ত পৌঁছে দেন। অতএব, আপনি যদি তাদের নামে মিথ্যাচার করেন যে “অমুক আলেম এমনটি বলেছেন” অথচ আপনি মিথ্যা বলছেন, তবে এই পাপ অত্যন্ত বিশাল। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। কিছু মানুষ—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—যখন কোনো বিষয় থেকে মানুষকে বিরত রাখতে চায়, তখন তারা বলে: “অমুক আলেম বলেছেন এটি হারাম।” সে মিথ্যা বলছে, কিন্তু সে জানে যে কোনো নির্দিষ্ট আলেমের দিকে জ্ঞানকে সম্পৃক্ত করলে মানুষ তা গ্রহণ করবে; তাই সে মিথ্যা বলে। আর এটি সাধারণ মানুষের ওপর মিথ্যা বলার চেয়েও জঘন্য।

(ম: 432) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

فالحاصل أن من كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم متعبداً فليتبوأ مقعده من النار ومن نقل عبداً حديثاً كذباً يعلم أنه كذب فهو أحد الكذابين يعني فليتبوأ مقعده من النار.

وما أكثر من ينشر من النشرات التي بها الترغيب أو التهيب وهي مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم لكن بعض المجتهدين الجهال ينشرون هذه النشرات ويوزعونها بكمية كبيرة يقولون: نعظ الناس بهذا كيف تعظونهم بشيء كذب ولهذا يجب الحذر من هذه المنشورات التي تنشر في المساجد أو تعلق على الأبواب أبواب المساجد أو غير ذلك يجب الحذر منها وربما يكون فيها أشياء مكذوبة فيكون الذي ينشرها قد تبوأ مقعده من النار إذا علم أنها كذب.

وقال في حديث عبد الله بن عمرو: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج بنو إسرائيل اليهود والنصارى إذا قالوا قولاً فحدث عنهم ولا حرج عليك بشرط أن لا تعلم أنه مخالف للشريعة لأن بني إسرائيل عندهم كذب يحرفون الكلم عن مواضعه ويكذبون فإذا أخبروك بخير فلا بأس أن تحدث به بشرط أن لا يكون مخالفاً لها

جاء في شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كان مخالفاً له فإنه لا يجوز أن يحدث إلا إذا حدث به ليبين أنه باطل فلا حرج والله أعلم.

সারকথা হলো, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার আবাসস্থল নির্ধারণ করে নেয়। আর যে ব্যক্তি জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে, সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত; অর্থাৎ সেও যেন জাহান্নামে তার আবাসস্থল নির্ধারণ করে নেয়।

এমন অনেক লিফলেট বা প্রচারপত্র রয়েছে যা নেক কাজের প্রতি উৎসাহ বা গুনাহের প্রতি ভয় প্রদর্শনের জন্য প্রচার করা হয়, অথচ সেগুলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে তৈরিকৃত মিথ্যাচার। কিন্তু কিছু অজ্ঞ অতি-উৎসাহী লোক এই লিফলেটগুলো ব্যাপকভাবে প্রচার ও বিতরণ করে এবং বলে: "আমরা এর মাধ্যমে মানুষকে উপদেশ দিচ্ছি।" আপনারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কীভাবে মানুষকে নসিহত করছেন? তাই মসজিদে প্রচারিত বা মসজিদের দরজায় ঝুলানো অথবা অন্য যে কোনো স্থানে পাওয়া এই ধরনের লিফলেটগুলো সম্পর্কে সতর্ক থাকা আবশ্যিক। কারণ এতে অনেক মিথ্যা বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, ফলে যে ব্যক্তি তা জেনেও প্রচার করবে, সে জাহান্নামে নিজের আবাসস্থল বানিয়ে নেবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে এসেছে: "তোমরা বনী ইসরাঈল থেকে বর্ণনা করো, এতে কোনো দোষ নেই।" বনী ইসরাঈল হলো ইয়াহুদী ও নাসারা গোষ্ঠী। তারা যখন কোনো কথা বলে, তখন তা তোমাদের বর্ণনা করতে কোনো সমস্যা নেই, তবে শর্ত হলো—তা শরীয়তের বিরোধী বলে প্রতীয়মান হওয়া যাবে না। কেননা বনী ইসরাঈলদের মধ্যে মিথ্যার সংমিশ্রণ রয়েছে, তারা আল্লাহর কালামকে বিকৃত করে এবং মিথ্যা বলে।

অতএব, তারা যদি তোমাদের ভালো কোনো সংবাদ দেয় তবে তা বর্ণনা করতে অসুবিধা নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনীত শরীয়তের বিরোধী না হয়। কিন্তু যদি তা শরীয়ত বিরোধী হয়, তবে তা বর্ণনা করা জায়েয নয়, কেবল তখনই বৈধ হবে যখন তা যে ভিত্তিহীন ও বাতিল তা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে হবে—তবে এতে কোনো দোষ নেই। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

1381 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ...

ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة رواه مسلم.

1382 - وعنه أيضاً رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى

هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً رواه مسلم.

1383 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث الثلاثة في بيان فضل العلم وآثاره الحميدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة سلوك الطريق يشمل الطريق الحسي الذي تفرعه الأقدام مثل أن يأتي الإنسان من بيته إلى مكان العلم سواء كان مكان العلم مسجداً أو مدرسة أو كلية أو غير ذلك ومن ذلك أيضاً الرحلة في طلب العلم أن يرتحل الإنسان من بلده إلى بلد آخر يلتمس العلم فهذا سلك طريقاً يلتمس فيه علماً وقد رحل جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد مسيرة شهر كامل على الرواحل على الإبل سار من بلده إلى بلد مسيرة شهر & من أجل حديث واحد رواه عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الثاني: فهو الطريق المعنوي وهو أن يلتمس العلم من أفواه

১৩৮১ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: ...

যে ব্যক্তি ইলম (জ্ঞান) অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো পথ অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

১৩৮২ - তাঁর থেকেই আরও বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি হিদায়াতের (সৎপথের) দিকে আহ্বান জানাবে, সে তার অনুসরণকারীদের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবে; এতে তাদের সওয়াবের কোনো কমতি হবে না। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

১৩৮৩ - তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: যখন আদম সন্তান মৃত্যুবরণ করে, তখন তিনটি মাধ্যম ব্যতীত তার আমল বন্ধ হয়ে যায়: সদকায়ে জারিয়া, এমন ইলম যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং এমন নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যাখ্যা]

এই তিনটি হাদীস ইলমের ফযিলত এবং এর প্রশংসনীয় প্রভাব বর্ণনার ক্ষেত্রে এসেছে। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো পথ অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন।" পথ অবলম্বন করা বলতে বাহ্যিক বা দৃশ্যমান পথকেও বোঝায় যাতে পদচারণা করতে হয়; যেমন- একজন মানুষের তার ঘর থেকে ইলম অর্জনের স্থানে যাওয়া, চাই সেই স্থানটি মসজিদ হোক কিংবা মাদ্রাসা, কলেজ বা অন্য কোনো স্থান। ইলম অন্বেষণে সফর করাও এর অন্তর্ভুক্ত; অর্থাৎ ইলমের সন্ধানে এক দেশ থেকে অন্য দেশে পাড়ি জমানো। এটিও ইলম অন্বেষণের পথ অবলম্বনের পর্যায়ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবী জাবির বিন আব্দুল্লাহ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একটি মাত্র হাদীসের জন্য উটের পিঠে আরোহণ করে পূর্ণ এক মাসের পথ সফর করেছিলেন। তিনি একটি মাত্র হাদীসের জন্য নিজ দেশ থেকে অন্য দেশে এক মাসের পথ পাড়ি দিয়েছিলেন, যা আব্দুল্লাহ বিন উনাইস নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছিলেন। আর দ্বিতীয়টি হলো: ইলম অর্জনের বুদ্ধিবৃত্তিক পথ; আর তা হলো বিজ্ঞানজনের মুখ থেকে ইলম অনুসন্ধান করা...

العلماء ومن بطون الكتب فالذي يراجع الكتب للعثور على حكم مسألة شرعية وإن كان جالسا على كرسيه فإنه قد سلك طريقاً يلتمس فيه علماً ومن جلس إلى شيخ يتعلم منه فإنه قد سلك طريقاً يلتمس فيه علماً ولو كان جالسا فسلوك الطريق ينقسم & كما سيعتم إلى قسمين: قسم يراد به الطريق الذي تفرعه الأقدام والثاني يراد به الطريق الذي يتوصل به إلى العلم وإن كان جالسا.

من سلك هذا الطريق سهل الله له به طريقاً إلى الجنة لأن العلم الشرعي تعرف به حكم ما أنزل الله تعرف به شريعة الله تعرف به أوامر الله تعرف به نواهي الله فتستدل به على الطريق الذي يرضى الله عز وجل ويوصلك إلى الجنة وكلما ازدادت حرصاً في سلوك الطرق الموصلة إلى العلم ازدادت طرقاً توصلك إلى الجنة.

وفي هذا الحديث من الترغيب في طلب العلم ما لا يخفى على أحد فينبغي للإنسان أن ينتهز الفرصة ولا سيما الشاب الذي يحفظ سريعاً ويبكت في ذهنه ما حفظه فينبغي له أن يبادر الوقت يبادر العمر قبل أن يأتيه ما يشغله عن ذلك.

أما الحديث الثاني فهو أيضاً عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى فله أجر من اتبعه يعني إلى يوم القيامة من دعا إلى هدى يعني علم الناس فإن الداعي إلى الهدى هو الذي يعلم الناس ويبين لهم الحق ويرشدهم إليه فهذا له مثل أجر من فعله مثلاً دللت إنساناً على أنه ينبغي له أن يوتر يجعل آخر صلاته في الليل وتراً كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال:

আলেমগণ এবং কিতাবসমূহের গভীর থেকে। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো শরয়ী মাসআলার বিধান খুঁজে বের করার জন্য কিতাবাদি পর্যালোচনা করে, সে যদি তার আসনে বসেও থাকে, তবুও সে ইলম অন্বেষণের একটি পথ অবলম্বন করেছে। আর যে ব্যক্তি কোনো শায়েখের কাছে বসে জ্ঞান অর্জন করে, সে-ও ইলম অন্বেষণের একটি পথ অবলম্বন করেছে, যদিও সে উপবিষ্ট

থাকে। অতএব, ইলমের পথে চলা—যেমনটি আপনারা শুনেছেন—দুই ভাগে বিভক্ত: এক প্রকার হলো সেই পথ যাতে পদচিহ্ন পড়ে (অর্থাৎ শারীরিক পথচলা), আর দ্বিতীয় প্রকার হলো সেই মাধ্যম যার দ্বারা জ্ঞান অর্জিত হয়, যদিও ব্যক্তি বসে থাকে।

যে ব্যক্তি এই পথে চলবে, আল্লাহ তার মাধ্যমে তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেবেন। কারণ শরীয়া ইলমের মাধ্যমেই আল্লাহর নাজিলকৃত বিধানসমূহ জানা যায়, আল্লাহর শরীয়ত সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়, আল্লাহর আদেশ ও নিষেধসমূহ চেনা যায়। এর মাধ্যমেই আপনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ খুঁজে পাবেন যা আপনাকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। আর আপনি ইলম অর্জনের পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে যত বেশি আগ্রহী হবেন, আপনার জান্নাতে পৌঁছানোর পথসমূহ তত সহজ ও বৃদ্ধি পাবে।

এই হাদিসে জ্ঞান অন্বেষণের যে উৎসাহ ও প্রেরণা রয়েছে তা কারো কাছে অস্পষ্ট নয়। সুতরাং মানুষের উচিত এই সুযোগকে কাজে লাগানো, বিশেষ করে সেই যুবক যার মুখস্থ করার ক্ষমতা প্রখর এবং যা সে মুখস্থ করে তা তার স্মৃতিতে স্থায়ী হয়। তার উচিত সময়ের সদ্ব্যবহার করা এবং ব্যস্ততা আসার পূর্বেই জীবনের এই মূল্যবান সময়কে জ্ঞান অর্জনে ব্যয় করা।

আর দ্বিতীয় হাদিসটিও আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি হেদায়েতের দিকে আহ্বান করবে, তার জন্য সেই নেকি রয়েছে যারা তাকে অনুসরণ করবে—অর্থাৎ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত।" হেদায়েতের দিকে আহ্বান করার অর্থ হলো মানুষকে দীন শিক্ষা দেওয়া। কেননা হেদায়েতের দিকে আহ্বানকারী সেই ব্যক্তিই যে মানুষকে শিক্ষা দেয়, তাদের কাছে সত্য স্পষ্ট করে এবং তাদের সঠিক পথপ্রদর্শন করে। এমন ব্যক্তির জন্য আমলকারীর সমপরিমাণ সওয়াব রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি কাউকে এই মর্মে পথপ্রদর্শন করেন যে, তার বিতর নামাজ পড়া উচিত এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ অনুযায়ী রাতের শেষ নামাজকে বিতর করা উচিত, তবে তিনি বললেন:

اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا وحثث على الوتر ورغبت فيه فأوتر أحد من الناس بناء على كلامك وعلى توجيهك فلك مثل أجره لك علم بذلك آخر منك أو من الذي علمته أنت فلك مثل أجره وإن تسلسلوا إلى يوم القيامة.

وفي هذا دليل على كثرة أجور النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دل الأمة على الهدى فكل من عمل من هذه الأمة بهدي فللنبي صلى الله عليه وسلم أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيء الأجر تام للفاعل والداعي وإذا تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم له أجر ما عملته أمته تبين بذلك خطأ من يهدي ثواب العبادة للرسول صلى الله عليه وسلم يعني مثلاً بعض الناس اجتهد وصار يصلي ركعتين ويقول اللهم اجعل ثوابها للرسول يقرأ قرآناً ويقول: اللهم اجعل ثوابه للرسول هذا غلط وأول ما حدث هذا في القرن الرابع الهجري يعني بعد ثلاثمائة سنة من موت الرسول يستحسن بعض العلماء أنه يفعل هذا قال كبا أهدي لأبي وأمي صدقة أو صلاة أو ذكر أهديه للرسول صلى الله عليه وسلم نقول: هذا خطأ غلط سفه في التصور وضلال في الدين كيف نسأله ونقول هل أنت أعظم حبا للرسول من أبي بكر فيقول لا أعظم من عمر لا أعظم من عثمان لا أعظم من علي لا أعظم من ابن عباس ابن مسعود الصحابة

তোমরা তোমাদের রাতের শেষ সালাতকে বিতর করো। তুমি বিতরের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছ এবং এ বিষয়ে প্রেরণা দিয়েছ। সুতরাং যদি কেউ তোমার কথা ও নির্দেশনার ওপর ভিত্তি করে বিতর আদায় করে, তবে তুমি তার অনুরূপ সওয়াব পাবে। তোমার থেকে যদি অন্য কেউ তা শেখে অথবা যাকে তুমি শিখিয়েছ তার থেকে কেউ শেখে, তবে তুমি তার অনুরূপ সওয়াব পাবে—যদিও কিয়ামত পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকে।

এর মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সওয়াবের প্রাচুর্যের প্রমাণ রয়েছে; কারণ তিনি উম্মতকে হিদায়াতের পথ দেখিয়েছেন। সুতরাং এই উম্মতের যে কেউই কোনো হিদায়াতের ওপর আমল করবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সমপরিমাণ সওয়াব পাবেন, অথচ তাদের সওয়াব থেকে বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবে না। আমলকারী এবং আহ্বানকারী

উভয়ের জন্যই পূর্ণ সওয়াব বরাদ্দ রয়েছে। যখন এটি স্পষ্ট হলো যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের কৃত আমলের সওয়াব প্রাপ্ত হন, তখন এর দ্বারা সেই ব্যক্তির ভুলও প্রতীয়মান হলো যে ইবাদতের সওয়াব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে উপহার হিসেবে প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু মানুষ নিজস্ব প্রচেষ্টায় দুই রাকাত সালাত আদায় করে এবং বলে: হে আল্লাহ, এর সওয়াব রাসুলকে দান করুন; অথবা কুরআন তিলাওয়াত করে বলে: হে আল্লাহ, এর সওয়াব রাসুলকে দান করুন—এটি ভুল। এই প্রথাটি সর্বপ্রথম হিজরি চতুর্থ শতাব্দীতে উদ্ভূত হয়, অর্থাৎ রাসুলের ওফাতের তিনশ বছর পর। কিছু আলিম এটাকে উত্তম মনে করে বলেছিলেন: যেমন আমি আমার পিতা-মাতাকে সদকা, সালাত বা জিকিরের সওয়াব উপহার দিই, তেমনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কেও উপহার দেব। আমরা বলি: এটি একটি ভুল, বিচ্যুতি, উপলব্ধির নির্বুদ্ধিতা এবং দীনের মধ্যে একটি ভ্রষ্টতা। আমরা কীভাবে তাকে প্রশ্ন করব এবং বলব: আপনি কি রাসুলের প্রতি ভালোবাসায় আবু বকর-এর চেয়েও মহান? সে বলবে, না। উমর-এর চেয়েও মহান? না। উসমান-এর চেয়েও মহান? না। আলী-এর চেয়েও মহান? না। ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ বা অন্যান্য সাহাবীগণের চেয়েও মহান?

(ص: 436) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

لا هل أحد منهم أهدي للرسول عبلاً صالحاً أبداً وكذلك التابعون والأئمة الإمام أحمد بن حنبل الشافعي مالك أبو حنيفة ما فعلوا هذا ما الذي أطلعك على شيء لم يعملوا به أو لم يعملوا به من أنت فهو خطأ في التصور وضلال في الدين لأن أي عمل عمله ولو كان ثوابه لك فالرسول صلى الله عليه وسلم مثله وإن لم تقل شيئاً أي عمل لو تصلي ركعتين أجرهما لك وللرسول مثله من غير أن ينقص من أجرك شيئاً إذا ما الفائدة لا يعني إرجاعك القرب للرسول إلا أنك حرمت نفسك من الأجر فقط وللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجرك & سواء أهديت له أو لم تهد لأنه يقول

صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله أجر من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء فلا حاجة.

إذا نأخذ من هذا الحديث فضيلة العلم لأن العلم به الدلالة على الهدى والحث على التقوى فالعلم أفضل بكثير من المال حتى لو تصدق بأموال عظيمة طائلة فالعلم ونشر العلم أفضل واضرب لكم مثلاً الآن في عهد أبي هريرة خلفاء ملوك ملكوا الدنيا وفي عهد الإمام أحمد أغنياء ملكوا أموالاً عظيمة وتصدقوا وأوقفوا في عهد من بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أناس أغنياء تصدقوا وأنفقوا وأوقفوا أين ذهب المال أين ذهب ما أنفقوه أين ذهب ما وقفوه راح لا يوجد له أثر الآن لكن أحاديث أبي هريرة تتلى في كل وقت ليلاً ونهاراً ويأتيه أجرها الأئمة أيضاً عليهم وفقهم منشور بين الأمة يأتيهم الأجر وهكذا شيخ الإسلام

তাদের কেউই কি কখনও রাসূলের প্রতি কোনো নেক আমল উৎসর্গ করেছেন? না, কখনোই করেননি। অনুরূপভাবে তাবেঈগণ এবং ইমামগণ—ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, শাফেয়ী, মালিক, আবু হানিফা—তাঁদের কেউই এমনটি করেননি। আপনি এমন কী বিষয় অবগত হলেন যা তাঁরা আমল করেননি? আপনি কে? এটি ধারণার এক ভুল এবং দ্বীনের ক্ষেত্রে এক বিভ্রান্তি। কারণ আপনি যে আমলই করুন না কেন, তার সওয়াব যদি আপনার জন্যও হয়, তবুও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবেন, যদিও আপনি মুখে কিছু না বলেন। যেকোনো আমল—যদি আপনি দুই রাকাত নামাজ পড়েন, তবে তার সওয়াব আপনার এবং রাসূলের জন্যও তার অনুরূপ সওয়াব রয়েছে, আপনার সওয়াব থেকে বিন্দুমাত্র হ্রাস না করেই। তাহলে এর সার্থকতা কী? রাসূলের প্রতি নেক আমল উৎসর্গ করার অর্থ হলো আপনি কেবল নিজেকেই সওয়াব থেকে বঞ্চিত করলেন, অথচ আপনি তা উৎসর্গ করুন বা না করুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার সওয়াবের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবেন। কারণ তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে আহ্বান করে, সে তার অনুসারীদের সমান সওয়াব লাভ করবে, এতে তাদের সওয়াবের কোনো কমতি হবে না।" অতএব এর কোনো প্রয়োজন নেই।

সুতরাং আমরা এই হাদিস থেকে ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব গ্রহণ করি, কারণ ইলমের মাধ্যমেই হিদায়াতের দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় এবং তাকওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়। ইলম বা জ্ঞান সম্পদের চেয়ে বহুগুণ শ্রেষ্ঠ, এমনকি যদি কেউ বিপুল পরিমাণ সম্পদ দান-সদকা করে তবুও ইলম অর্জন এবং ইলম প্রচারই সর্বোত্তম। আমি আপনাদের জন্য এখন একটি উদাহরণ দিচ্ছি: আবু হুরায়রা (রা.)-এর যুগে এমন অনেক খলিফা ও সম্রাট ছিলেন যারা দুনিয়া শাসন করেছিলেন; ইমাম আহমাদের যুগে এমন অনেক ধনী ব্যক্তি ছিলেন যারা বিশাল সম্পদের মালিক ছিলেন এবং তাঁরা সদকা করেছেন ও ওয়াকফ করেছেন; তাঁদের পরবর্তী যুগে যেমন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়িমের যুগে অনেক ধনী লোক ছিলেন যারা সদকা করেছেন, ব্যয় করেছেন এবং ওয়াকফ করেছেন। সেই সম্পদ আজ কোথায়? তাঁরা যা ব্যয় করেছিলেন তা আজ কোথায়? তাঁদের ওয়াকফকৃত সম্পদ কোথায় গেল? সব শেষ হয়ে গেছে, বর্তমানে সেগুলোর কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। কিন্তু আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদিসগুলো দিবা-রাত্রি সর্বক্ষণ পঠিত হচ্ছে এবং তিনি এর সওয়াব লাভ করছেন। ইমামদের ক্ষেত্রেও তাঁদের ইলম ও ফিকহ উম্মাহর মাঝে ছড়িয়ে আছে, যার সওয়াব তাঁরা পাচ্ছেন। শাইখুল ইসলামের ক্ষেত্রেও বিষয়টি ঠিক তেমনই।

(ص: 437) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلماء ماتوا لكن ذكرهم حي باق يعلمون الناس وهم في قبورهم ينالهم الأجر وهم في قبورهم وهذا يدل على أن العلم أفضل بكثير من المال وأنفع للإنسان وسيأتي إن شاء الله في حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له والله الموفق.

1383 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

ساق المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل العلم تعلماً وتعليماً لله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وهذا الحديث فيه الحث أعني حث الإنسان على المبادرة بالأعمال الصالحة لأنه لا يدري متى يفاجئه الموت فليبادر قبل أن ينقطع العمل بالعمل الصالح الذي يزداد به رفعة عند الله سبحانه وتعالى وثواباً ومن المعلوم أن كل واحد منا لا يعلم متى يموت ولا يعلم أين يموت كما قال الله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض

ইবনে তাইমিয়া, ইবনে আল-কাযিম এবং অন্যান্য আলেমগণ মৃত্যুবরণ করেছেন কিন্তু তাঁদের স্মরণ জীবন্ত ও অম্লান রয়েছে। তাঁরা কবরে শায়িত থেকেও মানুষকে শিক্ষা দান করছেন এবং কবরে থাকাবস্থায়ও তাঁদের নিকট সওয়াব পৌঁছে যাচ্ছে। এটি প্রমাণ করে যে, জ্ঞান সম্পদের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ এবং মানুষের জন্য অধিকতর কল্যাণকর। অচিরেই ইনশাআল্লাহ লেখক কর্তৃক উল্লিখিত আবু হুরায়রা (রা.)-এর সেই হাদীসটি আসবে যেখানে বলা হয়েছে: "যখন আদম সন্তান মৃত্যুবরণ করে, তখন তিনটি মাধ্যম ব্যতীত তার আমল বন্ধ হয়ে যায়: সদকায়ে জারিয়া, অথবা এমন জ্ঞান যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, অথবা এমন নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।" আর আল্লাহই তৌফিকদাতা।

১৩৮৩ - আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যখন আদম সন্তান মারা যায়, তখন তার আমল স্থগিত হয়ে যায় তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত: সদকায়ে জারিয়া, অথবা এমন জ্ঞান যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, অথবা এমন সৎ সন্তান যে তার জন্য প্রার্থনা করে।" এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার ইমাম নববী (রহিমাল্লাহু) তাঁর 'রিয়াযুস সালিহীন' গ্রন্থের আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞান বিতরণের মর্যাদা বিষয়ক পরিচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যখন আদম সন্তান মারা যায় তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায় তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত: সদকায়ে জারিয়া, অথবা এমন জ্ঞান যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, অথবা এমন সৎ সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।" এই হাদীসটিতে নেক আমলের দিকে ত্বরান্বিত হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষকে নেক আমলের প্রতি অগ্রণী হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, কারণ সে জানে না মৃত্যু কখন আকস্মিকভাবে তাকে গ্রাস করবে। সুতরাং আমল বন্ধ হওয়ার পূর্বেই তার উচিত এমন নেক আমলের দিকে দ্রুত ধাবিত হওয়া, যার মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট তার মর্যাদা ও প্রতিদান বৃদ্ধি পায়। এটি সুবিদিত যে, আমাদের মধ্যে কেউ জানে না সে কখন মৃত্যুবরণ করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে তার মৃত্যু হবে, যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "আর কোনো সত্তাই জানে না আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে এবং কোনো সত্তাই জানে না কোন ভূমিতে..."

(ص: 438) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

تموت فإذا كان الأمر كذلك فإن العاقل ينتهز الفرص فرص العمر في طاعة الله عز وجل قبل أن يأتيه الموت ولم يستعتب ولم يتب وقولنا انقطع عمله يشمل كل عمل لا يكتب له ولا عليه إذا مات لأنه انتقل إلى دار الجزاء دار العمل هي دار الدنيا أما بعد ذلك فالدور كلها دور جزاء إلا من ثلاث: صدقة جارية يعني أن يتصدق الإنسان بشيء ويستمر هذا الشيء وأحسن ما يكون المساجد بناء المساجد صدقة جارية لأن أجر الباني مستمر مادام هذا المسجد قائماً ليلاً ونهاراً

والمسلمون يكثرون في المساجد في صلاتهم وقراءتهم وتعلمهم العلم وتعليمهم العلم وغير ذلك ومن الصدقات الجارية أن يوقف الإنسان وقفاً من عقار أو بستان أو نحوه على الفقراء والمساكين أو على طلبه العلم أو على المجاهدين في سبيل الله أو ما أشبه ذلك ومن الصدقات الجارية أن يطبع الإنسان كتباً نافعة للمسلمين يقرءون فيها وينتفعون بها سواء كانت من مؤلفين في عصره أو من مؤلفين سابقين اليهم أن تكون كتباً نافعة ينتفع بها المسلمون من بعده ومن الصدقات الجارية إصلاح الطرق فإن الإنسان إذا أصلح الطرق وأزال عنها الأذى واستمر الناس ينتفعون بهذا فإن ذلك من الصدقات الجارية والقاعدة في الصدقة الجارية كل عمل صالح يستمر للإنسان بعد موته.

মৃত্যু আসবেই। বিষয়টি যখন এমনই, তখন একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির উচিত তার নিকট মৃত্যু আসার এবং ক্ষমা প্রার্থনা বা তওবা করার সুযোগ হারানোর পূর্বেই জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করা। আমাদের কথা 'তার আমল বন্ধ হয়ে যায়'—এর অন্তর্ভুক্ত হলো এমন প্রতিটি আমল যা তার মৃত্যুর পর তার সওয়াব বা গুনাহ হিসেবে আর লিপিবদ্ধ করা হয় না; কারণ সে তখন প্রতিদানের জগতে স্থানান্তরিত হয়েছে। কর্মের জগত হলো এই দুনিয়া, আর এর পরবর্তী সকল জগত কেবলই প্রতিদানের। তবে তিনটি বিষয় এর ব্যতিক্রম: সদকায়ে জারিয়া; অর্থাৎ মানুষ এমন কিছু সদকা করবে যা দীর্ঘস্থায়ী হয়। এর সর্বোত্তম রূপ হলো মসজিদ নির্মাণ; কেননা মসজিদ নির্মাণ একটি সদকায়ে জারিয়া। কারণ যতক্ষণ এই মসজিদ দিন-রাত বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ এর নির্মাতার সওয়াব জারি থাকবে। আর মুসলমানরা তো তাদের সালাত, তিলাওয়াত, ইলম অর্জন ও তা শিক্ষা দান এবং অন্যান্য নেক আমলের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করে। সদকায়ে জারিয়ার আরও একটি উদাহরণ হলো মানুষ তার কোনো স্থাবর সম্পত্তি, বাগান বা অনুরূপ কিছু দরিদ্র ও মিসকিনদের জন্য, কিংবা & ইলম অন্বেষী শিক্ষার্থীদের জন্য, অথবা আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য বা এই জাতীয় কোনো খাতে ওয়াকফ করবে। সদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত হলো মুসলমানদের জন্য উপকারী গ্রন্থসমূহ মুদ্রণ করা, যা তারা পাঠ করবে এবং তা থেকে উপকৃত হবে; চাই তা তার সমসাময়িক লেখকদের সংকলন হোক বা পূর্ববর্তী লেখকদের। মূল কথা হলো গ্রন্থগুলো যেন উপকারী হয় যা থেকে তার পরবর্তী মুসলমানরা

উপকৃত হতে পারে। রাস্তাঘাট সংস্কার করাও সদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত। কেননা মানুষ যদি রাস্তা সংস্কার করে এবং তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারিত করে আর মানুষ নিরন্তর তা থেকে উপকৃত হতে থাকে, তবে তা সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে। সদকায়ে জারিয়ার মূলনীতি হলো: এমন প্রতিটি নেক আমল যা মানুষের মৃত্যুর পরেও চলমান থাকে।

(ص: 439) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

أما الثاني فعلم ينتفع به وهذا أعمها وأشملها وأنفعها أن يترك الإنسان وراءه علماً ينتفع المسلمون به سواء ورث من بعده بالتعليم الشفوي أو بالكتابة فتأليف الكتب وتعليم الناس وتداول الناس لهذه المعلومات مادام مستمر فأجر المعلم جاز مستمر لأن الناس ينتفعون بهذا العلم الذي ورثه.

والثالث ولد صالح يدعوه له ولد يشمل ذكر وأنثى يعني ابن أو بنت يشمل ابنك لصلبك وابنتك لصلبك وأبناء أبنائك وأبناء بناتك وبنات أبنائك وبنات بناتك إلى آخره ولد صالح يدعوه للإنسان بعد موته هذا أيضاً يثاب عليه الإنسان وانظر كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعوه له ولم يقل: ولد صالح يصلي له أو يقرأ له القرآن أو يتصدق عنه أو يصم عنه لا ما قال هذا مع أن هذه كلها أعمال صالحة بل قال: ولد صالح يدعوه له وفي هذا دليل على أن الدعاء لأبيه وأمه وجده وجدته أفضل من الصدقة عنهم وأفضل من الصلاة لهم وأفضل من الصيام لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدل أمته إلا على خير ما يعلمه لهم ما من نبي بعثه الله إلا & دل أمته على خير ما يعلمه لهم فلو علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن كونك تتصدق عن أبيك وأهلك أفضل من الدعاء لقال في الصدقة ما قال الدعاء فلما عدل عن الصدقات والصيام والصلاة وقراءة القرآن والمقام مقام

تحدث عن الأعمال لما عدل عن هذه الأعمال إلى الدعاء علمنا يقيناً لا إشكال فيه
أن الدعاء أفضل من ذلك فلو سألنا سائل: أيهما أفضل أتصدق لأبي أو ادعو له قلنا
الدعاء أفضل لأن رسول الله

দ্বিতীয়টি হলো এমন জ্ঞান যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। এটি এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক ব্যাপক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অত্যন্ত উপকারী। তা হলো মানুষ তার পেছনে এমন জ্ঞান রেখে যাবে যা থেকে মুসলিমরা উপকৃত হবে; চাই তা মৌখিক শিক্ষার মাধ্যমে তার পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে পৌঁছে থাকুক কিংবা লেখনীর মাধ্যমে। সুতরাং গ্রন্থ রচনা করা, মানুষকে শিক্ষা দেওয়া এবং মানুষের মাঝে এই তথ্যের আদান-প্রদান—যতদিন তা জারি থাকবে, শিক্ষকের সওয়াবও অব্যাহত থাকবে। কারণ মানুষ তার রেখে যাওয়া এই জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হচ্ছে।

তৃতীয়টি হলো নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে। 'সন্তান' শব্দটি নারী ও পুরুষ উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে, অর্থাৎ ছেলে বা মেয়ে। এটি আপনার ঔরসজাত পুত্র ও কন্যা এবং আপনার নাতি-নাতনি ও তাদের পরবর্তী বংশধরদেরও শামিল করে। নেক সন্তান যে মানুষের মৃত্যুর পর তার জন্য দোয়া করে, এর বিনিময়েও মানুষ সওয়াব প্রাপ্ত হয়। লক্ষ্য করুন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কীভাবে বলেছেন— 'নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে'। তিনি কিন্তু বলেননি: 'নেক সন্তান যে তার জন্য সালাত আদায় করে' কিংবা 'তার জন্য কুরআন তিলাওয়াত করে' অথবা 'তার পক্ষ থেকে সদকা করে' কিংবা 'তার পক্ষ থেকে রোজা রাখে'। না, তিনি এগুলো বলেননি; যদিও এগুলোর সবই নেক আমল। বরং তিনি বলেছেন: 'নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে'। এর মধ্যে এই দলিল নিহিত রয়েছে যে, পিতা-মাতা এবং দাদা-দাদী ও নানা-নানীর জন্য দোয়া করা তাদের পক্ষ থেকে সদকা করা, সালাত আদায় করা কিংবা রোজা রাখার চেয়েও উত্তম। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে কেবল সেই বিষয়ের দিকেই পথপ্রদর্শন করেন যা তাঁর জানা মতে তাদের জন্য সর্বোত্তম। আল্লাহ তাআলা যত নবী পাঠিয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের উম্মতকে তাঁদের জানামতে সর্বোত্তম কল্যাণের পথ দেখিয়েছেন। সুতরাং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি জানতেন যে, আপনার পিতা ও মাতার পক্ষ থেকে সদকা করা দোয়ার চেয়ে উত্তম, তবে তিনি দোয়ার স্থলে সদকার কথাই বলতেন। যেহেতু তিনি সদকা, রোজা, সালাত এবং কুরআন তিলাওয়াত পরিহার করেছেন—অথচ আলোচনার প্রেক্ষাপটটি ছিল নেক আমল সম্পর্কিত—এবং এই আমলগুলো ছেড়ে দোয়ার দিকে ফিরেছেন, সেহেতু আমরা নিশ্চিতভাবে জানি এবং এতে

কোনো সংশয় নেই যে দোয়া করাই উত্তম। যদি কোনো প্রশ্নকারী আমাদের জিজ্ঞাসা করেন: 'আমার পিতার জন্য সদকা করা উত্তম নাকি দোয়া করা?' আমরা বলব: 'দোয়া করাই উত্তম', কারণ আল্লাহর রাসুল...

(ص: 440) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

هكذا أرشدنا فقال: أو ولد صالح يدعو له والعجيب أن العوام وأشباه العوام يظنون أن الإنسان إذا تصدق عن أبيه أو صام يوماً لأبيه أو قرأ حزباً من القرآن لأبيه أو ما أشبه ذلك يرون أنه أفضل من الدعاء ومصدر هذا هو الجهل وإلا فمن تدبر النصوص علم أن الدعاء أفضل ولهذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم في أي حديث بحرف واحد إلى العمل الصالح يجعله الإنسان لوالده أبداً قال الإمام مالك أنه حصلت قضايا أعيان يسأله الصحابة هل يتصدقوا عن أبيه وهو ميت وعن أمه وهي ميتة فيقول: نعم لا بأس لكنه لم يحث الأمة على ذلك ولم يرشدهم إلى هذا لكن سئل في قضايا أعيان سعد بن عبادَةَ رضي الله عنه سأل هل يتصدق بحائطه يعني ببستانه عن أمه بعد موتها قال الرسول: نعم وجاءه رجل قال: يا رسول الله إن أُمِّي أفتلتت نفسها يعني ماتت بغتة أفأتصدق عنها قال: نعم لكن ما أراد أن يشرع تشريعاً عاماً للأمة قال: أو ولد صالح يدعو له نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا وللمسلمين جميعاً.

1388 - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات

ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم

এভাবে তিনি আমাদের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, ফলে বলেছেন: অথবা কোনো নেক সন্তান যে তার জন্য দুআ করে। বিস্ময়কর বিষয় হলো, সাধারণ মানুষ এবং সাধারণদের মতো যারা, তারা মনে করে যে মানুষ যদি তার পিতার পক্ষ থেকে দান-সদকাহ করে অথবা তার পিতার জন্য একদিন রোজা রাখে অথবা তার পিতার জন্য কোরআনের এক হিজব তিলাওয়াত করে কিংবা এই জাতীয় কিছু করে, তবে তারা মনে করে যে এটি দুআ করার চেয়ে উত্তম। এর উৎস হলো অজ্ঞতা; অন্যথায় যে ব্যক্তি শরীয়তের মূল পাঠসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবে, সে জানতে পারবে যে দুআ করাই সর্বোত্তম। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো একটি হাদিসেও একটি হরফ বা অক্ষরের মাধ্যমেও এমন নির্দেশ দেননি যে, মানুষ যেন তার পিতামাতার জন্য কোনো নেক আমল উৎসর্গ করে। ইমাম মালিক বলেন যে, কিছু নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটেছিল যেখানে সাহাবীগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তারা কি তাদের মৃত পিতার পক্ষ থেকে বা মৃত মাতার পক্ষ থেকে দান-সদকাহ করবে? তখন তিনি বলেছিলেন: হ্যাঁ, এতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু তিনি উম্মতকে এর প্রতি উৎসাহিত করেননি এবং এ বিষয়ে তাদের দিকনির্দেশনা দেননি; বরং নির্দিষ্ট কিছু ঘটনায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। সা’দ ইবনে উবাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তিনি কি তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর বাগান সদকাহ করবেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হ্যাঁ। জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললেন: হে আল্লাহর রাসুল! আমার মা হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেছেন, আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে সদকাহ করব? তিনি বললেন: হ্যাঁ। কিন্তু তিনি উম্মতের জন্য একে একটি সাধারণ বিধান করতে চাননি। তিনি বলেছেন: অথবা নেক সন্তান যে তার জন্য দুআ করে। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের, আপনাদের, আমাদের পিতামাতাকে এবং সকল মুসলিমকে ক্ষমা করে দেন।

১৩৮৮ - আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। নিশ্চয়ই ফেরেশতারা ইলম অন্বেষণকারীর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাদের ডানা বিছিয়ে দেয়। আসমান ও জমিনে যারা আছে, এমনকি পানির মাছও আলেমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। ইবাদতকারীর ওপর আলেমের

মর্যাদা সমস্ত নক্ষত্রের ওপর চাঁদের মর্যাদার ন্যায়। আর নিশ্চয়ই ওলামায়ে কেরাম হলেন নবীদের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ কোনো...

(ص: 441) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.

[الشَّرْحُ]

ساق المؤلف رحمه الله في باب فضل العلم تعليماً وتعليماً لله حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة وقد سبق بيان معنى هذه الجملة وفيه أيضاً من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر وهذا يدل على فضل العلم وأن العلماء يستغفر لهم أهل السماء والأرض وحتى الحيتان في البحر وحتى الدواب في البر كل شيء يستغفر له & ولا تستغرب أن تكون هذه الحيوانات تستغفر الله عز وجل للعالم لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم على لسان موسى عليه الصلاة والسلام ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فالبهائم والحشرات تعلم ربها عز وجل وتعرفه {تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم} كل شيء يسبح بحمد الله حتى إن الحصى سبح تسبيحه بين يدي النبي

তারা কোনো দিনার বা দিরহাম উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যাননি, বরং তারা উত্তরাধিকার হিসেবে কেবল জ্ঞানই রেখে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করল, সে এক মহা অংশ লাভ করল। এটি আবু দাউদ ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন ও তা শিক্ষা দেওয়ার ফযিলত অধ্যায়ে আবু দারদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের কোনো পথে চলবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন।" এই বাক্যটির অর্থের ব্যাখ্যা ইতিপূর্বেই গত হয়েছে। এতে আবু দারদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসের আরও অংশ রয়েছে যে, নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই জ্ঞানীর জন্য আসমান ও জমিনের অধিবাসীরা ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি সমুদ্রের মাছও।" এটি ইলমের ফযিলতের ওপর প্রমাণ বহন করে এবং এটিও যে, আলেমদের জন্য আসমান ও জমিনের অধিবাসীরা, এমনকি সমুদ্রের মাছ এবং স্থলের চতুষ্পদ জন্তুরাও মাগফিরাত কামনা করে। প্রত্যেকটি বস্তুই তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর এই সকল প্রাণী মহান আল্লাহর কাছে আলেমের জন্য ক্ষমা চাইবে— এতে তুমি বিস্মিত হয়ো না। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনে মুসা (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর জবানিতে বলেছেন: "আমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য অবয়ব দান করেছেন, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন।" সুতরাং চতুষ্পদ জন্তু ও কীটপতঙ্গসমূহ তাদের মহান রবকে চেনে এবং জানে। "সাত আসমান, জমিন এবং তাদের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। এবং এমন কোনো বস্তু নেই যা তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করে না; কিন্তু তোমরা তাদের পবিত্রতা ঘোষণা বুঝতে পারো না।" প্রতিটি বস্তু আল্লাহর প্রশংসাসহ তাসবিহ পাঠ করে, এমনকি নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতের তালুতে কঙ্করগুলোর তাসবিহ পাঠ করার শব্দও শোনা গিয়েছে।

وهو حصى لأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه حتى إن الله قال للسموات والأرض
{أتيتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين} فخاطبهما {أتيتيا طوعاً أو كرهاً} يعني لما
أمر كما به قالتا أتينا طائعين فكل شيء يمثل أمر الله عز وجل إلا الكفرة من بني
آدم والجن ولهذا قال الله عز وجل في كتابه العزيز بين أن كثيراً من الناس يسجد
لله عز وجل وكثيراً حق عليه العذاب {ألم ترى أن الله يسجد له من في السموات
ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس
وكثير حق عليه العذاب} ما يسجد ولهذا الكافر لا يستجيب لله لا يسجد لله شرعاً
وتعبداً لكنه يسجد لله ذلاً قدرياً ما له مفر عما قضى الله كما قال الله تعالى {ولله
يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً} والسجود هنا السجود القدري فكل
أحد خاضع لقدر الله ما أحد يستطيع أن يغالب الله عز وجل أين المفر يقول
الشاعر

أين المفر والإله الطالب ...

والأشرم المغلوب ليس الغالب

فالسجود الشرعي كثير من الناس حق عليهم العذاب فلم يسجدوا على أن الشمس
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كلها يسجد لله عز وجل لكن الكفرة من
بني آدم ومن الجن لا يسجدون لله تعالى إلا السجود

এটি একটি কঙ্কর, কেননা মহান আল্লাহ প্রতিটি বস্তুর রব ও মালিক। এমনকি আল্লাহ আসমান
ও জমিনকে বলেছিলেন, {তোমরা উভয়ে আসো স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়; তারা বলল, আমরা
আসলাম অনুগত হয়ে}। অর্থাৎ যখন তিনি তাদের নির্দেশ দিলেন, তারা বলল, আমরা অনুগত
হয়ে আসলাম। সুতরাং আদম সন্তান ও জিনের মধ্যকার কাফেররা ব্যতীত প্রতিটি বস্তু মহান
আল্লাহর নির্দেশ পালন করে। এই কারণেই মহান আল্লাহ তাঁর সুমহান কিতাবে বর্ণনা করেছেন
যে, অনেক মানুষ আল্লাহকে সিজদা করে এবং অনেকের ওপর আজাব অবধারিত হয়ে আছে।

{তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে আসমানসমূহে ও যা কিছু আছে জমিনে, আর সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু এবং মানুষের মধ্যে অনেকে; আবার অনেকের ওপর আজাব অবধারিত হয়েছে}। তারা সিজদা করে না, এ কারণেই কাফের আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দেয় না এবং শরয়ি ও ইবাদতগতভাবে আল্লাহকে সিজদা করে না; কিন্তু সে জাগতিক ফয়সালা বা তকদিরিভাবে হীনাবস্থায় আল্লাহর কাছে সিজদাবনত (সমর্পিত)। আল্লাহর ফয়সালা থেকে তার পলায়নের কোনো পথ নেই, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {আর আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয় আসমান ও জমিনে যারা আছে তারা স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায়}। আর এখানে সিজদা বলতে তকদিরি বা সৃষ্টিগত সিজদা বোঝানো হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেকেই আল্লাহর তকদিরের অনুগত; মহান আল্লাহর ওপর জয়ী হওয়ার সাধ্য কারো নেই। পলায়নের পথ কোথায়? কবি বলেন:

পলায়নের পথ কোথায় যখন ইলাহ নিজেই অন্বেষণকারী ...

আর নাসিকা ছিন্নকারী (আবরাহা) পরাজিত, সে বিজয়ী নয়।

সুতরাং শরয়ি সিজদার ক্ষেত্রে অনেক মানুষের ওপর আজাব অবধারিত হয়েছে, ফলে তারা সিজদা করেনি; যদিও সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু সবই মহান আল্লাহকে সিজদা করে। কিন্তু আদম সন্তান ও জিনের মধ্য হতে যারা কাফের, তারা মহান আল্লাহকে সিজদা করে না কেবল (সৃষ্টিগত) সিজদা ব্যতীত।

(ص: 443) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الكوني القدري {ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً} البهم أن الله تعالى سخر هذه الكائنات تستغفر للعالم وأفضل من ذلك أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع.

الملائكة الكرام الذين كرمهم الله عز وجل تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع أترون فضلاً أعظم من هذا أن الملائكة ملائكة الله عز وجل تضع أجنحتها

لطالب العلم رضا بما يصنع هذا فضل عظيم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء أن العلماء ورثة الأنبياء لو سألت من الذي يرث الأنبياء العباد الذين يركعون ويسجدون ليلاً ونهاراً لا أقارب الأنبياء لا لا يرث الأنبياء إلا العلماء اللهم اجعلنا منهم العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم من الأنبياء وورثوا العمل كما يعمل الأنبياء وورثوا الدعوة إلى الله عز وجل وورثوا هداية الخلق ودلائلهم على شريعة الله فالعلماء هم ورثة الأنبياء الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنته فاطمة وعن عمه العباس وعن أبناء عمه وعن زوجاته ولم ترثه ابنته ولا زوجاته ولا عصبتها لأن الأنبياء لا يورثون درهماً ولا ديناراً وهذا من حكمة الله عز وجل أنهم لا يورثون لئلا يقول قائل إن النبي إنما ادعى النبوة لأجل أن يملك فيورثوا فيرثه أقاربه من ذلك فقطع هذا وقيل النبي لا يرثه ابنه وأما قول زكريا {فهب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب} فالمراد بذلك إرث العلم والنبوة وليس المال فالأنبياء لا يورثون

বিশ্বজনীন তাকদিনি বিধান অনুযায়ী: "আসমানসমূহ ও জমিনে যারা আছে তারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আল্লাহর প্রতিই সিজদাবনত হয়।" মূল কথা হলো, মহান আল্লাহ এই সৃষ্টিজগতকে আলেম বা জ্ঞানীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনায় নিয়োজিত করেছেন। আর তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ মর্যাদা হলো, ফেরেশতারা ইলম অন্বেষণকারীর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাদের ডানা বিছিয়ে দেয়। সম্মানিত ফেরেশতাগণ—যাদেরকে মহান আল্লাহ মহিমাম্বিত করেছেন—তারা ইলম অন্বেষণকারীর কর্মে সন্তুষ্ট হয়ে তাদের ডানা বিছিয়ে দেয়। আপনারা কি এর চেয়ে বড় কোনো শ্রেষ্ঠত্ব কল্পনা করতে পারেন যে, আল্লাহর ফেরেশতারা দ্বীনি ইলম অন্বেষণকারীর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাদের ডানা পেতে দিচ্ছে? এটি এক মহান মর্যাদা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু দারদা (রা.) বর্ণিত হাদিসে স্পষ্ট করেছেন যে, ওলামায়ে কেরামই হলেন নবীদের উত্তরাধিকারী। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, নবীদের উত্তরাধিকার কারা লাভ করে? তারা কি সেই সব ইবাদতকারী যারা দিনরাত রুকু ও সিজদায় নিমগ্ন থাকে? না। তারা কি নবীদের নিকটাত্মীয়? না। আলেমগণ ব্যতীত আর কেউ নবীদের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। হে আল্লাহ, আমাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আলেমগণই হলেন নবীদের প্রকৃত ওয়ারিশ; তারা নবীদের কাছ থেকে

জ্ঞান লাভ করেছেন, নবীদের অনুরূপ আমল করার পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন, আল্লাহর দিকে দাওয়াতের দায়িত্ব পেয়েছেন এবং সৃষ্টিজগতকে আল্লাহর শরিয়তের পথে পরিচালিত করার ও পথপ্রদর্শনের উত্তরাধিকার লাভ করেছেন। সুতরাং আলেমগণই হলেন নবীদের উত্তরসূরি। নবীগণ কোনো দিরহাম বা দিনার (পার্থিব সম্পদ) উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যান না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর কন্যা ফাতিমা, চাচা আব্বাস, চাচাতো ভাইগণ এবং তাঁর সহধর্মিণীগণ বর্তমান ছিলেন। কিন্তু তাঁর কন্যা, স্ত্রী কিংবা অন্য কোনো আসাবা (উত্তরাধিকারী) তাঁর সম্পদ লাভ করেননি; কারণ নবীগণ কোনো দিরহাম বা দিনারের উত্তরাধিকার রেখে যান না। এটি মহান আল্লাহর হিকমতের অন্তর্ভুক্ত যে, নবীগণ কোনো সম্পদ রেখে যান না, যাতে কোনো কুচক্রী এ কথা বলতে না পারে যে, নবী কেবল ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত করার জন্যই নবুয়তের দাবি করেছিলেন যাতে তাঁর আত্মীয়রা তার উত্তরাধিকারী হতে পারে। আল্লাহ এই সংশয়ের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন এবং বলা হয়েছে যে নবীর সন্তানও তাঁর মালের ওয়ারিশ হয় না। আর জাকারিয়া (আ.)-এর এই উক্তি—"অতএব আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান করুন, যে আমার উত্তরাধিকার লাভ করবে এবং ইয়াকুবের বংশের উত্তরাধিকার বহন করবে"—এখানে উত্তরাধিকার বলতে জ্ঞান ও নবুয়তের উত্তরাধিকার উদ্দেশ্য, ধন-সম্পদ নয়। কেননা নবীগণ কোনো পার্থিব সম্পদের উত্তরাধিকার রেখে যান না।

(ص: 444) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

مَا وَرَّثُوا دَرَهْمًا وَلَا دِينَارًا إِنَّمَا وَرَّثُوا هَذَا الْعِلْمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ هَذَا أَعْظَمُ مِيرَاثٍ
فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِظِّ وَافِرٍ أَيْ بِنَصِيبٍ وَافِرٍ كَثِيرٍ مَنْ أَخَذَ بِهَذَا الْإِرْثِ وَاسْأَلَ اللَّهَ أَنْ
يَجْعَلَ لِي وَإِيَّاكُمْ مِنْ أَخْذِيهِ هَذَا هُوَ الْإِرْثُ الْحَقِيقِيُّ النَّافِعُ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْأَنْبِيَاءِ لَمْ يُوَرِّثُوا دَرَهْمًا وَلَا دِينَارًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ.

أليس الإنسان يسعى من شرق الأرض إلى مغربها من أجل أن يحصل على مال خلفه أبوه له وهو متاع دنيا فلماذا لا نسعى من مشارق الأرض ومغاربها إلى أخذ العلم الذي هو ميراث من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جدير بنا أن نسعى بكل ما نستطيع لأخذ العلم البوروث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولو لم يكن من فضل العلم إلا أن العالم كلباً عمل شيئاً فهو يشعر مع إخلاصه لله عز وجل يشعر بأن إمامه محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يعبد الله على بصيرة عندما يتوضأ يشعر كأن الرسول أمامه يتوضأ الآن يتبعه تماماً وكذلك في الصلاة وغيرها من العبادات لو لم يأتك من فضل العلم إلا هذا لكان كاف فكيف وهذا الفضل العظيم في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه فآلهم أن الإنسان الذي يمين الله عليه بالعلم فقد من الله عليه بما هو أعظم من الأموال والبنين والزوجات والقصور والمراكب وكل شيء

তারা কোনো দিরহাম বা দিনার উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যাননি, বরং তাঁরা এই ইলম বা জ্ঞানকেই উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেছেন; তাঁদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার। সুতরাং যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করল, সে এক বিশাল অংশ বা প্রচুর সৌভাগ্য লাভ করল। যে ব্যক্তি এই মিরাস গ্রহণ করল—আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাকে ও আপনাদেরকে এর গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেন। এটিই প্রকৃত ও উপকারী উত্তরাধিকার। ওলামায়ে কেরাম হলেন নবীগণের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ কোনো দিরহাম বা দিনার উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যাননি, বরং তাঁরা কেবল ইলম বা জ্ঞানই রেখে গেছেন।

মানুষ কি তার পিতার রেখে যাওয়া সম্পদের জন্য পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিমে ছুটে বেড়ায় না? অথচ তা কেবলই নশ্বর পার্থিব ভোগসামগ্রী। তাহলে আমরা কেন সেই ইলম অর্জনের জন্য পৃথিবীর দিগ্বিদিকে সচেষ্ট হব না, যা নবীগণের (তাঁদের ওপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক) উত্তরাধিকার? আমাদের জন্য এটিই একান্ত কর্তব্য যে, আমরা নবীগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত এই ইলম অর্জনে আমাদের সাধ্যমতো সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। ইলমের শ্রেষ্ঠত্বের আর কোনো ফযিলত যদি না-ও থাকত কেবল এটি ছাড়া যে—একজন আলেম যখনই কোনো আমল করেন, আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতার পাশাপাশি তিনি অনুভব করেন যে তাঁর নেতা হলেন মুহাম্মাদ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। কারণ তিনি সুনিশ্চিত প্রজ্ঞার ভিত্তিতে আল্লাহর ইবাদত করেন। যখন তিনি ওজু করেন, তখন তাঁর হৃদয়ে এই অনুভূতি জাগে যেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সামনেই ওজু করছেন এবং তিনি তাঁকে যথাযথভাবে অনুসরণ করছেন। একইভাবে নামাজ এবং অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রেও। ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব হিসেবে যদি কেবল এই একটি বিষয়ই অর্জিত হতো, তবে তাই যথেষ্ট হতো। এমতাবস্থায় আবু দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসের এই সুমহান ফযিলত সম্পর্কে কী-ই বা বলার থাকে! মূল কথা হলো, আল্লাহ তায়ালা যাকে ইলম বা জ্ঞান দান করে ধন্য করেছেন, তিনি তাকে এমন কিছু দান করেছেন যা ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী, রাজপ্রাসাদ, যানবাহন এবং পৃথিবীর অন্য সবকিছুর চেয়ে অধিকতর শ্রেষ্ঠ।

(ص: 446) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

اللهم ارزقنا علماً نافعاً & وعيلاً صالحاً ورزقاً طيباً واسعاً تغننا به عن خلقك إنك على كل شيء قدير.

1389 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرءاً سمع منا شيئاً فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع رواه الترمذي.

وقال حديث حسن صحيح.

1390 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتبه أجم يوم القيامة بلجام من نار رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.

[الشَّرْحُ]

ساق النووي رحمه الله في باب فضل العلم تعلماً وتعليماً لله أحاديث متعددة في هذا الباب سبق كثير منها ومنها حديث ابن مسعود رضي الله

হে আল্লাহ, আমাদের দান করুন উপকারী জ্ঞান, সৎ আমল এবং এমন পবিত্র ও প্রশস্ত রিযিক যার মাধ্যমে আপনি আমাদের আপনার সৃষ্টিজগত থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেবেন; নিশ্চয়ই আপনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১৩৮৯ - ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে সজীব ও উজ্জ্বল রাখুন, যে আমাদের থেকে কোনো কিছু শুনল এবং তা হুবহু পৌঁছে দিল যেমন সে শুনেছিল। কেননা অনেক সময় যার কাছে (বাণী) পৌঁছে দেওয়া হয়, সে শ্রবণকারীর চেয়েও অধিক সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে।" এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

এবং তিনি বলেছেন, এটি একটি হাসান সহীহ হাদীস।

১৩৯০ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যাকে কোনো জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় এবং সে তা গোপন করে, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।" এটি আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি (তিরমিযী) বলেছেন, এটি একটি হাসান হাদীস।

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রহিমাল্লাহু) আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে ইলম শিক্ষা ও শিক্ষাদানের ফযীলত অধ্যায়ে একাধিক হাদীস উপস্থাপন করেছেন, যার অনেকগুলো ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসটি হলো...

عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرءاً سمع منا يعني مقالاً فبلغه كما سبَّعه فرب مبلغ أوعى من سامع نضر الله يعني حسنه لأن نضر بالضاد من الحسن ومنه قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة يعني حسنة إلى ربها ناظرة يعني تنظر بالعين إلى الله عز وجل جعلنا الله وإياكم منهم وكذلك أيضاً قال الله تبارك وتعالى {فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا} أي حسناً وسروراً حسناً في الوجوه وسروراً في القلوب هنا يقول نضر الله امرءاً سمع منا يعني مقالاً فأداه كما سبَّعه والمراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للإنسان إذا سمع حديثاً عن رسول الله فبلغه كما سبَّعه أن يحسن الله تعالى وجهه يوم القيامة.

فرب مبلغ أوعى من سامع لأنه ربما يكون الإنسان يسمع الحديث ويبلغه ويكون المبلغ أوعى من السامع يعني أفقه وأفهم وأشدَّ عملاً من الإنسان الذي سبَّعه وأداه وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معلوم تجد مثلاً من العلماء من هو راوية يروي الحديث يحفظه ويؤديه لكنه لا يعرف معناه فيبلغه إلى شخص آخر من العلماء يعرف المعنى ويفهمه ويستنتج من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أحكاماً كثيرة فينفع الناس وقد سبق أن مثل الأول كمثل الأرض التي أمسكت الماء فروي الناس وارتوا لكنها لا تنبت وأما الأرض الرياض التي أنبتت هم الفقهاء الذين عرفوا الأحاديث وفقهوها واستنتجوا منها الأحكام الشرعية أما حديث أبي هريرة بعد هذا فقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم

তাঁর থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে সতেজ ও উজ্জ্বল রাখুন, যে আমাদের থেকে কোনো কথা শুনল, অতঃপর তা হুবহু পৌঁছে দিল যেভাবে সে শুনেছে। কেননা অনেক সময় যাকে পৌঁছে দেওয়া হয়, সে শ্রোতার চেয়েও অধিক অনুধাবনকারী হয়ে থাকে।" "আল্লাহ তাকে সতেজ রাখুন" এর অর্থ হলো তিনি তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করুন। কারণ 'নদ্বর' (দোয়াদ বর্ণ সহযোগে) শব্দটি সৌন্দর্য থেকে উদ্ভূত। মহান আল্লাহর বাণীও এই মূল থেকে এসেছে: "সেদিন অনেক মুখমণ্ডল সতেজ ও উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।" এখানে 'নাদ্বিরাহ' অর্থ হলো সৌন্দর্যমণ্ডিত।

"তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে" অর্থ হলো তারা চাক্ষুষভাবে মহান আল্লাহর দিকে তাকাবে। আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন: "অতঃপর আল্লাহ তাদের সেই দিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদের প্রদান করবেন সজীবতা ও আনন্দ।" অর্থাৎ সৌন্দর্য ও প্রফুল্লতা; যা চেহারায় প্রকাশ পাবে সৌন্দর্য হিসেবে এবং অন্তরে আনন্দ হিসেবে। এখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে সতেজ রাখুন যে আমাদের থেকে কোনো কথা শুনেছে এবং তা যেভাবে শুনেছে সেভাবেই পৌঁছে দিয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তির জন্য দুআ করেছেন যে আল্লাহর রাসূলের নিকট থেকে কোনো হাদিস শোনার পর তা হুবহু বর্ণনা করে, যেন আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার চেহারাকে লাভণ্যময় ও সুন্দর করে দেন।

কেননা অনেক সময় যাকে পৌঁছে দেওয়া হয়, সে শ্রোতার চেয়েও অধিক অনুধাবনকারী হয়ে থাকে। কারণ সম্ভবত কোনো ব্যক্তি একটি হাদিস শুনল এবং তা অন্যের কাছে পৌঁছে দিল, কিন্তু যার কাছে পৌঁছানো হলো সে মূল শ্রোতার চেয়েও অধিক সমঝদার হতে পারে। অর্থাৎ সে মূল শ্রোতার চেয়েও বড় ফকীহ, গভীর বুঝসম্পন্ন এবং আমলের ক্ষেত্রে অধিক দৃঢ় হতে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীটি সুবিদিত। উদাহরণস্বরূপ আপনি আলেমদের মধ্যে এমন কাউকে পাবেন যিনি একজন বর্ণনাকারী; তিনি হাদিস মুখস্থ করেন এবং বর্ণনা করেন, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত অর্থ জানেন না। অতঃপর তিনি এটি এমন একজন আলেমের কাছে পৌঁছে দেন যিনি এর অর্থ জানেন, তা অনুধাবন করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস থেকে বহুবিধ বিধান আহরণ করেন, ফলে মানুষের উপকার হয়। ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, প্রথম প্রকারের উদাহরণ হলো সেই ভূমির মতো যা পানি ধরে রাখে, ফলে মানুষ তা পান করে তৃপ্ত হয়, কিন্তু সেখানে কোনো উদ্ভিদ জন্মায় না। আর উর্বর ভূমি যা উদ্ভিদ উৎপন্ন করে, তারা হলেন সেই সকল ফকীহ যারা হাদিসসমূহ চিনেছেন, সেগুলো অনুধাবন করেছেন এবং তা থেকে শরয়ি বিধানাবলি আহরণ করেছেন। এর পরবর্তী আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসটির প্রসঙ্গে বলা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তিকে হুঁশিয়ারি প্রদান করেছেন যাকে কোনো জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে...

فكتبه توعده بأن يلجم يوم القيامة بلجام من نار أي يوضع على فيه لجام من نار
 نسأل الله العافية لأنه كتم ما أنزل الله بعد أن سئل عنه وهذا إذا علمت أن
 السائل يسأل لاسترشاده فلا يجوز لك أن تمنعه أما إذا علمت أنه يسأل امتحاناً
 وليس قصده أن يسترشد فيعلم ويعمل فأنت بالخيار إن شئت فعلبه وإن شئت فلا
 تعلمه لقول الله تعالى {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} لأن الله علم أن
 هؤلاء يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يستحكمونه لا لأجل أن يعملوا بكلامه ولكن
 لينظروا ما عنده فإذا علمت أن هذا الرجل جاء يسألك عن علم امتحاناً فقط لا طلباً
 للحق فأنت بالخيار إن شئت فافعل وأفته وعلمه وإن شئت فلا تفته ولا تعلمه كذلك
 إذا علمت أنه يحصل من الفتوى مفسدة كبيرة فلا بأس أن ترجئ الإفتاء لا تكتم
 لكن لا بأس أن ترجئ الإفتاء إلى وقت يكون فيه المصلحة لأنه أحياناً تكون الفتوى
 لو أفتيت بها سبباً للشر والفساد فأنت إذا رأيت أنها سبب للشر والفساد وأجلت
 الإجابة فلا حرج عليك في ذلك والله البوق.

1391 - وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علماً مما
 يبتغي به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف
 الجنة يوم القيامة يعني ربحها رواه أبو داود بإسناد صحيح.

তিনি যদি তা গোপন করেন, তবে তাকে কিয়ামত দিবসে আগুনের লাগাম পরানো হবে বলে
 সতর্ক করা হয়েছে। অর্থাৎ তার মুখে আগুনের একটি লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে—আমরা
 আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। কারণ, তিনি আল্লাহর অবতীর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে
 জিজ্ঞাসিত হওয়ার পর তা গোপন করেছেন। আর এটি তখন প্রযোজ্য যখন আপনি জানবেন যে
 প্রশ্নকারী সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য জিজ্ঞাসা করছে; এমতাবস্থায় তাকে ইলম থেকে বঞ্চিত করা
 আপনার জন্য বৈধ নয়। পক্ষান্তরে, যদি আপনি জানেন যে সে কেবল পরীক্ষার ছলে জিজ্ঞাসা
 করছে এবং সঠিক পথপ্রদর্শন লাভ করে তা জানা বা আমল করার উদ্দেশ্য তার নেই, তবে

আপনার এখতিয়ার রয়েছে—আপনি চাইলে তাকে শেখাতে পারেন, আবার চাইলে নাও শেখাতে পারেন। কারণ মহান আল্লাহ তাআলার বাণী: {অতঃপর তারা যদি আপনার কাছে আসে, তবে আপনি তাদের মধ্যে বিচার করুন অথবা তাদের উপেক্ষা করুন}। কেননা আল্লাহ জানতেন যে, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফয়সালার জন্য আসত তাঁর কথা অনুযায়ী আমল করার জন্য নয়, বরং তাঁর কাছে কী আছে তা যাচাই করার জন্য। অতএব, যখন আপনি জানবেন যে এই ব্যক্তিটি আপনার কাছে কোনো ইলম সম্পর্কে কেবল পরীক্ষার ছলে এসেছে, সত্য অন্বেষণের জন্য নয়, তখন আপনার স্বাধীনতা রয়েছে—ইচ্ছা করলে আপনি তাকে ফতোয়া ও শিক্ষা প্রদান করতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে তাকে ফতোয়া ও শিক্ষা প্রদান থেকে বিরত থাকতে পারেন। অনুরূপভাবে, যদি আপনি জানেন যে ফতোয়া প্রদানের ফলে বড় কোনো ফিতনা বা অনিষ্টের আশঙ্কা রয়েছে, তবে ফতোয়া প্রদানে বিলম্ব করাতে কোনো দোষ নেই। এটি ইলম গোপন করা নয়, বরং কল্যাণকর কোনো সময় পর্যন্ত ফতোয়া প্রদান পিছিয়ে দেওয়াতে কোনো বাধা নেই। কারণ অনেক সময় তাৎক্ষণিক ফতোয়া প্রদান অকল্যাণ ও বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। সুতরাং আপনি যদি দেখেন যে এটি অনিষ্টের কারণ হবে এবং আপনি উত্তর প্রদানে বিলম্ব করেন, তবে এতে আপনার কোনো গুনাহ নেই। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১৩৯১ - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি এমন জ্ঞান শিক্ষা করল যার দ্বারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা হয়, অথচ সে তা কেবল দুনিয়াবী কোনো স্বার্থ অর্জনের উদ্দেশ্যে শিখল, সে কিয়ামত দিবসে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।" অর্থাৎ জান্নাতের সুগন্ধি। এটি আবু দাউদ সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

من فضل العلم تعلماً وتعليماً لله ما ساقه المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب علماً مما يبتغي به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ربحها. العلوم تنقسم إلى قسمين قسم يراد به وجه الله وهو العلوم الشرعية وما يساندها من علوم عربية وقسم آخر علم الدنيا كعلم الهندسة والبناء والميكانيكا وما أشبه ذلك فأما الثاني علم الدنيا فلا & بأس أن يطلب الإنسان به عرض الدنيا يتعلم الهندسة ليكون مهندساً يأخذ راتباً وأجرة يتعلم الميكانيكا من أجل أن يكون ميكانيكياً يعمل ويكدح وينوي الدنيا هذا لا حرج عليه أن ينوي في تعلمه الدنيا لكن لو نوى نفع المسلمين بها تعلم لكان ذلك خيراً له وينال بذلك الدين والدنيا يعني لو قال أنا أريد تعلم الهندسة من أجل أن أكفي المسلمين أن يجلبوا مهندسين كفاراً مثلاً لكان هذا طيباً أو يتعلم الميكانيكا من أجل أن يسد حاجة المسلمين فيها إذا احتاجوا ميكانيكيين فهذا خير وله أجر على ذلك لكن لو لم يرد إلا الدنيا فله ذلك ولا إثم

[ব্যাখ্যা]

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন ও তা শিক্ষাদানের মর্যাদা সম্পর্কে লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) আবু হুরায়রা (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন) থেকে যে বর্ণনাটি পেশ করেছেন, তাতে নবী (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন) বলেছেন: "যে ব্যক্তি এমন জ্ঞান অর্জন করল যা দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা হয়, কিন্তু সে তা কেবল পার্থিব কোনো সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে অর্জন করল, সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুস্বাদু পাবে না।" অর্থাৎ জান্নাতের স্বাগত।

জ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত। এক প্রকার হলো সেই জ্ঞান যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টির সংকল্প করা হয়, আর তা হলো শরিয়াহর জ্ঞান এবং এর সহায়ক আরবি ভাষা সংক্রান্ত জ্ঞান। দ্বিতীয় প্রকার হলো পার্থিব জ্ঞান, যেমন প্রকৌশলবিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা, মেকানিক্স এবং এই জাতীয় বিষয়াদি। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ পার্থিব জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি যদি দুনিয়াবী স্বার্থের জন্য তা অর্জন করে তবে তাতে কোনো দোষ নেই। যেমন সে প্রকৌশলী হয়ে বেতন ও পারিশ্রমিক পাওয়ার

জন্য প্রকৌশলবিদ্যা শিখল, অথবা মেকানিক হয়ে কাজ ও পরিশ্রমের মাধ্যমে পার্থিব উপার্জনের নিয়তে মেকানিক্স শিখল। এই জ্ঞান অর্জনে দুনিয়াবী নিয়ত রাখলে তার কোনো গুনাহ হবে না। তবে সে যদি তার অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে মুসলিমদের উপকারের নিয়ত করে, তবে তা তার জন্য অধিক কল্যাণকর হবে এবং এর ফলে সে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই লাভ করবে। অর্থাৎ সে যদি বলে, "আমি প্রকৌশলবিদ্যা শিখতে চাই যাতে মুসলিমদের কাফির প্রকৌশলী আমদানির মুখাপেক্ষী হতে না হয়," তবে তা অত্যন্ত উত্তম। অথবা সে মেকানিক্স শিখল যাতে মুসলিমদের মেকানিকের প্রয়োজন হলে সে তা পূরণ করতে পারে, তবে এটি কল্যাণকর এবং সে এর জন্য সওয়াব পাবে। কিন্তু সে যদি কেবল দুনিয়াবী স্বার্থই চায়, তবে তাও তার জন্য অনুমোদিত এবং এতে কোনো পাপ নেই।

(ص: 450) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

عليه كالذي يبيع ويشترى من أجل زيادة المال أما القسم الأول الذي يتعلم شريعة الله عز وجل وما يساندها فهذا علم لا يبتغي به إلا وجه الله إذا أراد به الدنيا فإنه لا يجد ربح الجنة يوم القيامة وهذا وعيد شديد والعياذ بالله يدل على أن من قصد بتعلم الشرع شيئا من أمور الدنيا فإنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب ولا يبارك له في علمه يعني مثلا قال أريد أن أتعلم من أجل أن أصرف وجوه الناس إلي حتى يحترموني ويعظموني أريد أن أتعلم حتى أكون مدرسا فأخذ راتبا وما أشبه ذلك هذا والعياذ بالله لا يجد ربح الجنة يوم القيامة وقد أشكل على هذا أو قد روع هذا بعض الذين يقرءون في المدارس النظامية كالمعاهد والكليات من أجل أن ينالوا الشهادة فيقال نيل الشهادة ليس للدنيا وحدها قد يكون للدنيا وحدها وقد يكون للآخرة فإذا قال الطالب أنا أطلب العلم لأنال الشهادة حتى أتتمكن من

وظائف التدريس وأنفع الناس بذلك أو حتى أكون مديرا في دائرة أوجه من فيها إلى الخير فهذا خير ونية طيبة ولا فيها إثم ولا حرج.

وذلك أنه مع الأسف في الوقت الحاضر صار المقياس في كفاءة الناس هذه الشهادات معك شهادة توظف وتولي قيادة على حسب هذه الشهادة ممكن يأتي إنسان يحمل شهادة دكتوراه فيولى التدريس في الكليات والجامعات وهو من أجهل الناس لو جاء طالب في الثانوية العامة لكان خيرا منه وهذا مشاهد يوجد الآن من يحمل شهادة دكتوراه لكنه لا يعرف من العلم شيئا أبدا إما أنه نجح بغش أو نجح نجاحا سطحيا لم يرسخ العلم في ذهنه لكن يوظف لأن معه شهادة دكتوراة يأتي إنسان طالب علم جيد هو خير للناس وخير لنفسه من هذا الدكتور ألف مرة لكن لا يوفق لا يدرس في الكليات لماذا لأنه لا يحمل شهادة دكتوراه فنظرا لأن الأحوال تغيرت وانقلبت إلى هذه البآل نقول إذا طلبت العلم من أجل أن تنال الشهادة التي تتمكن بها من تولى التدريس

তদ্রূপ, যে ব্যক্তি কেবল সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ক্রয়-বিক্রয় করে। পক্ষান্তরে প্রথম প্রকার, যিনি মহান আল্লাহ তাআলার শরীয়াহ এবং এর সহায়ক জ্ঞানসমূহ অর্জন করেন; এটি এমন এক ইলম যা দ্বারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টিই অন্বেষণ করা বাঞ্ছনীয়। যদি কেউ এর মাধ্যমে পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায়, তবে কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। এটি একটি কঠোর হুঁশিয়ারি—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই—যা প্রমাণ করে যে, শরীয়াহর জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে কেউ যদি পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য পোষণ করে, তবে সে কবির গুনাহসমূহের একটিতে লিপ্ত হলো এবং তার ইলমে বরকত হবে না। উদাহরণস্বরূপ কেউ বলল, 'আমি এই উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করতে চাই যাতে মানুষের মনোযোগ আমার দিকে আকৃষ্ট হয়, তারা আমাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে' অথবা 'আমি ইলম অর্জন করতে চাই যাতে আমি শিক্ষক হতে পারি এবং বেতন ভোগ করতে পারি' কিংবা এই জাতীয় কিছু; তবে এ ধরনের ব্যক্তি—আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই—কিয়ামতের দিন জান্নাতের দ্বাণও পাবে না। আর এই বিষয়টি আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন ইনস্টিটিউট এবং কলেজগুলোতে অধ্যয়নরত কিছু শিক্ষার্থীকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বা ভীত করে তুলেছে যারা সনদ অর্জনের জন্য পড়াশোনা করছে। এর

উত্তরে বলা হবে, সনদ অর্জন কেবল দুনিয়ার জন্যই নয়; এটি কখনো কেবল দুনিয়ার জন্য হতে পারে আবার কখনো আখিরাতের জন্যও হতে পারে। যদি কোনো ছাত্র বলে যে, 'আমি ইলম অর্জন করছি সনদ পাওয়ার জন্য যাতে আমি শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত হতে পারি এবং এর মাধ্যমে মানুষের উপকার করতে পারি' অথবা 'যাতে আমি কোনো দপ্তরের পরিচালক হয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে পারি', তবে এটি একটি কল্যাণকর কাজ এবং সৎ নিয়ত। এতে কোনো পাপ বা দোষ নেই।

এর কারণ হলো, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে বর্তমান সময়ে মানুষের যোগ্যতার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে এই সনদসমূহ। আপনার কাছে সনদ থাকলে আপনি চাকরি পাবেন এবং সেই সনদের মান অনুযায়ী আপনাকে নেতৃত্বের পদে আসীন করা হবে। এমনও হতে পারে যে, কোনো ব্যক্তি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকতায় নিয়োজিত হয়েছেন, অথচ তিনি অত্যন্ত মূর্খ। এমনকি মাধ্যমিক পর্যায়ে কোনো সাধারণ শিক্ষার্থীও তার চেয়ে অধিক যোগ্য হতে পারে; আর এটি বর্তমান সমাজে দৃশ্যমান। বর্তমানে এমন অনেক লোক রয়েছে যারা পিএইচডি ডিগ্রিধারী হওয়া সত্ত্বেও ইলমের কিছুই জানে না। হয়তো সে জালিয়াতির মাধ্যমে উত্তীর্ণ হয়েছে অথবা ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে কোনোমতে পাশ করেছে যার ফলে তার হৃদয়ে জ্ঞান বদ্ধমূল হয়নি; তবুও সে চাকরি পায় কারণ তার কাছে পিএইচডি সনদ রয়েছে। অন্যদিকে এমন একজন যোগ্য তালিবে ইলম আসতে পারে, যে নিজের জন্য এবং মানুষের জন্য উক্ত পিএইচডি ডিগ্রিধারীর চেয়ে হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সে সুযোগ পায় না এবং কলেজগুলোতে শিক্ষকতা করতে পারে না। কেন? কারণ তার কাছে কোনো পিএইচডি সনদ নেই। সুতরাং পরিস্থিতির পরিবর্তন এবং বর্তমান এই পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা বলি, যদি আপনি এই উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করেন যাতে এমন একটি সনদ লাভ করা যায় যার মাধ্যমে আপনি শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন...

لا لأجل الدنيا لكن لأجل نفع الخلق فإن هذا لا بأس به ولا تعد قاصدا بذلك الدنيا ولا ينالك هذا الوعيد فالحمد لله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله هذا ميزان انظر قلبك ماذا نوى فعلى هذا فالذي يطلب العلم في الجامعة من أجل أن ينال الشهادة نقول ما الذي تريده هل أنت تريد أن تنال الشهادة من أجل أن تكون المرتبة الفلانية وراتبك كذا وكذا إذا نعم أنا فقير أنا أريد هذا نقول خبت وخسرت ما دمت تريد الدنيا أما إذا قال لا أنا أريد أن أنفع الخلق لأن الأمور الآن لا يمكن الوصول إلى نفع الخلق بالتدريس إلا بالشهادات وأنا أريد أن أصل إلى هذا أو لا يوظف الإنسان وظيفة كبيرة يكون قائد فيها على جماعة من المسلمين إلا بالشهادة وأنا أريد هذا قلنا الحمد لله هذه نية طيبة وليس عليك شيء والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى المهم احذر أخي طالب العلم احذر من النيات السيئة العلم الشرعي أعز وأرفع وأعلى من أن تريد به عرضاً من الدنيا عرض الدنيا ما الذي تنتفع به آخر أمره أن يكون في محل القاذورات تأكل وتشرب ويذهب للمرحاض وألذ ما يتطلبه الإنسان هو الأكل والشرب في المنافع البدنية ومع ذلك نهايته المرحاض أيضاً لو بقيت عندك الدنيا فلا بد إما أن تفارقها أو تفارقك إما أن تفتقر وتعدم المال وإما أن تموت ويذهب المال لغيرك. لكن أمور الآخرة تبقى فلماذا تجعل العلم الشرعي الذي هو من أجل العبادات وأفضل العبادات تجعله سلباً لتنال به عرضاً من الدنيا هذا سفه في العقل وضلال في الدين العلم الشرعي اجعله لله عز

পার্থিব স্বার্থে নয়, বরং সৃষ্টির কল্যাণের জন্য হলে তাতে কোনো দোষ নেই। এর মাধ্যমে আপনি দুনিয়াবী উদ্দেশ্য পোষণকারী হিসেবে গণ্য হবেন না এবং সেই সতর্কবাণী আপনাকে স্পর্শ করবে না। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য; কর্ম তো কেবল নিয়তের মাধ্যমেই বিচার্য এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করবে তা-ই সে পাবে। আলহামদুলিল্লাহ, এটিই হলো মানদণ্ড। আপনার অন্তরের দিকে তাকান যে তা কী নিয়ত করেছে। সুতরাং এই প্রেক্ষিতে, যে ব্যক্তি সনদ অর্জনের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান অন্বেষণ করে, তাকে আমরা বলি: আপনার উদ্দেশ্য কী?

আপনি কি সনদ অর্জন করতে চান এজন্য যে আপনার অমুক পদমর্যাদা হবে এবং বেতন এত এত হবে? যদি উত্তর হয়—হ্যাঁ, আমি অভাবগ্রস্ত, আমি এটিই চাই—তবে আমরা বলব: আপনি ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হলেন যতক্ষণ আপনি কেবল দুনিয়া চাচ্ছেন। কিন্তু সে যদি বলে—না, আমি সৃষ্টির সেবা করতে চাই; কারণ বর্তমান যুগে সনদ ব্যতীত শিক্ষকতার মাধ্যমে সৃষ্টির কল্যাণ সাধন করা সম্ভব নয় এবং আমি সেই স্তরে পৌঁছাতে চাই—অথবা কোনো ব্যক্তিকে এমন কোনো বড় পদে নিয়োগ দেওয়া হয় না যেখানে সে মুসলিমদের একটি দলের নেতৃত্ব দিতে পারে সনদ ছাড়া, এবং আমি তা-ই চাই—তবে আমরা বলব: আলহামদুলিল্লাহ, এটি একটি উত্তম নিয়ত এবং আপনার কোনো দোষ নেই। কর্ম তো কেবল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে। মূল বিষয় হলো, হে জ্ঞানান্বেষী ভাই! সতর্ক হোন। মন্দ নিয়ত থেকে বেঁচে থাকুন। শরয়ী জ্ঞান এতই মর্যাদাশীল, সুউচ্চ ও মহান যে এর মাধ্যমে দুনিয়াবী তুচ্ছ স্বার্থ অন্বেষণ করা তার শানের খিলাফ। পার্থিব ভোগবিলাস দিয়ে আপনি কী ফায়দা পাবেন? এর শেষ পরিণতি তো অপবিত্র স্থানে। আপনি আহা করবেন ও পান করেন এবং তা শেষ পর্যন্ত শৌচাগারে যায়। শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ক্ষেত্রে মানুষ যা সবচেয়ে সুস্বাদু হিসেবে কামনা করে তা হলো পানাহার, অথচ তার সমাপ্তিও সেই শৌচাগারেই। তদুপরি, দুনিয়া যদি আপনার কাছে থেকেও যায়, তবে অবশ্যই হয় আপনি তাকে ছেড়ে যাবেন অথবা সে আপনাকে ছেড়ে যাবে। হয় আপনি নিঃস্ব হয়ে সম্পদ হারাবেন, না হয় আপনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং সেই সম্পদ অন্যের হয়ে যাবে। কিন্তু আখিরাতের বিষয়গুলো চিরস্থায়ী। সুতরাং কেন আপনি শরয়ী জ্ঞানকে—যা অন্যতম মহান ও শ্রেষ্ঠ ইবাদত—দুনিয়ার তুচ্ছ বস্তু অর্জনের সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করবেন? এটি বিচারবুদ্ধির মূর্খতা এবং দ্বীনের ক্ষেত্রে পথভ্রষ্টতা। শরয়ী জ্ঞানকে একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নির্দিষ্ট করুন।

وجل ولحماية شريعة الله ورفع الجهل عن نفسك وعن إخوانك المسلمين وللدلالة على الهدى ولتنال ميراث النبي صلى الله عليه وسلم لأن العلماء ورثة الأنبياء نسأل الله أن يخلص لنا ولكم النية ويصلح العمل إنه على كل شيء قدير.

1392 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهلاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا متفق عليه

[الشَّرْحُ]

ساق المؤلف الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب فضل العلم تعلماً وتعليماً لله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً من صدور الرجال ففي هذا الحديث إشارة إلى أن العلم سيقبض ولا يبقى في الأرض عالم يرشد الناس إلى دين الله فتتدهور الأمة وتضل بعد ذلك ينزع منهم القرآن ينزع من الصدور ومن المصاحف كما قال أهل السنة إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود قالوا معنى وإليه يعود أي يرجع إلى الله

মহান ও মহিমাম্বিত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আল্লাহর শরীয়ত রক্ষার নিমিত্তে, নিজের এবং আপনার মুসলিম ভাইদের থেকে অজ্ঞতা দূর করতে, সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তরাধিকার অর্জনের জন্য (শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত); কারণ আলেমগণই হলেন নবীদের উত্তরাধিকারী। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের ও আপনাদের নিয়তকে একনিষ্ঠ করেন এবং আমলসমূহ সংশোধন করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।

১৩৯২ - আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের

মধ্য থেকে সরাসরি ছিনিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম বা জ্ঞান তুলে নেবেন না; বরং তিনি আলেমদের মৃত্যু প্রদানের মাধ্যমেই ইলম তুলে নেবেন। এমনকি যখন কোনো আলেম অবশিষ্ট থাকবে না, তখন মানুষ মূর্খদেরকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। এরপর তাদের নিকট ফতোয়া চাওয়া হবে, আর তারা জ্ঞান ছাড়াই ফতোয়া দেবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।" (বুখারী ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার ইমাম নববী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'রিয়ায়ুস সালিহীন' গ্রন্থের 'আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন ও শিক্ষাদানের ফযীলত' পরিচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের অন্তর থেকে টেনে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম তুলে নেবেন না।" এই হাদীসে একটি ইঙ্গিত রয়েছে যে, অচিরেই ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং পৃথিবীতে এমন কোনো আলেম অবশিষ্ট থাকবে না যিনি মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের পথে পরিচালিত করবেন। ফলে উম্মাহর চরম পতন ঘটবে এবং তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। এরপর তাদের থেকে কুরআন তুলে নেওয়া হবে—অন্তরসমূহ থেকে এবং মাসহাফ (লিপি) থেকেও তা উঠিয়ে নেওয়া হবে; যেমনটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলেছেন যে, কুরআন আল্লাহর কালাম, যা অবতীর্ণ এবং তা সৃষ্টি নয়; আল্লাহর পক্ষ থেকেই এর সূচনা এবং তাঁর কাছেই এটি ফিরে যাবে। তাঁরা বলেছেন, "তাঁর কাছেই এটি ফিরে যাবে" কথাটির অর্থ হলো এটি আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তন করবে।

(ص: 453) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

عز وجل في آخر الزمان حين يهجره الناس هجرا تاماً لا يقرؤونه ولا يعملون به
ونظير ذلك الكعبة المشرفة حباها الله عز وجل لما أراد أبرهة أن يهدمها وقدم إليها
بفيل عظيم وجنود كبيرة حباها الله عز وجل منه وأنزل الله في ذلك سورة كاملة ألم
تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا

أبَابِيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول طيور أرسلها الله عز وجل
أبَابِيل يعني جماعات متفرقة كل واحد في منقاره وبين رجليه حجارة من سجيل يعني
من طين صلب فكانت هذه الطيور بأمر الله ترسل هذه الحجارة على هؤلاء الجنود
حتى أنها تضرب الرجل من رأسه وتخرج من دبره نعوذ بالله حتى جعلهم كعصف
مأكول يعني كعصف الزرع الذي أكلته البهائم واختلط بعضه ببعض لكن في آخر
الزمان إذا انتهك الناس حرمة هذا البيت واكثروا فيه من المعاصي وغير ذلك مما
يعد امتهاناً لحرمة سلط الله عليهم رجلاً من الحبشة أفحج الرجلين قصير
فينقضها حجراً يأتي إليها بجنود فينقضها يهدمها حجراً حجراً إذا نزع الحجر
أعطاه أحد الجنود ثم التالي الذي بجانبه من مكة إلى البحر يتبادون حجارتهما حتى
تهدم عن آخرها فأنظر كان في الأول حماها الله عز وجل من أولئك الكفرة لأنه
يعلم أنه سيبعث فيها رسولا ينقل الناس من الضلال والظلم والشرك إلى الهدى
والعدل والتوحيد.
لكن في آخر الزمان عندما ينتهك الناس هذه الحرمة ترفع من مكانها يسلط الله
عليها بحكمته من يهدمها

শেষ জামানায় মহান আল্লাহ (কুরআনকে তুলে নেবেন) যখন মানুষ একে পুরোপুরি পরিত্যাগ
করবে—তারা এটি পাঠ করবে না এবং এর ওপর আমলও করবে না। এর দৃষ্টান্ত হলো
সম্মানিত কাবা; মহান আল্লাহ একে রক্ষা করেছিলেন যখন আবরাহা এটি ধ্বংস করতে
চেয়েছিল এবং এক বিশাল হস্তীবাহিনী ও বহু সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল, তখন মহান আল্লাহ
তাকে তা থেকে রক্ষা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা অবতীর্ণ করেছেন:
‘তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক হস্তীবাহিনীর সাথে কী আচরণ করেছিলেন? তিনি কি
তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি? তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়েছিলেন,
যারা তাদের ওপর কঙ্করের পাথর নিক্ষেপ করছিল। অতঃপর তিনি তাদের ভক্ষিত তৃণের ন্যায়
করে দিলেন।’ মহান আল্লাহ ‘আবাবীল’ অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন অনেকগুলো দল হিসেবে পাখি
পাঠিয়েছিলেন, যাদের প্রত্যেকের চঞ্চুতে এবং দু’পায়ের মাঝখানে ‘সিজ্জীল’ তথা শক্ত কাদা
মাটির পাথর ছিল। আল্লাহর নির্দেশে এই পাখিরা সৈন্যদের ওপর এই পাথরগুলো নিক্ষেপ

করছিল, এমনকি তা কোনো ব্যক্তির মাথায় আঘাত করে তার মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল— আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। শেষ পর্যন্ত তিনি তাদের ‘ভক্ষিত তৃণের’ ন্যায় করে দিলেন, অর্থাৎ শস্যের সেই অবশিষ্টাংশ যা গবাদি পশু ভক্ষণ করেছে এবং যা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মিশে গেছে। কিন্তু শেষ জামানায় যখন মানুষ এই গৃহের পবিত্রতা লঙ্ঘন করবে এবং সেখানে পাপাচার ও অন্যান্য অমর্যাদাকর কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাবে, তখন আল্লাহ তাদের ওপর আবিসিনিয়ার (হাবশা) একজন ব্যক্তিকে ক্ষমতাশালী করবেন, যার দুই পা হবে ধনুকের মতো বাঁকা এবং সে হবে খর্বকায়; সে কাবার প্রতিটি পাথর একে একে উপড়ে ফেলবে। সে সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসবে এবং একে ধ্বংস করবে—একটি একটি করে পাথর উপড়ে ফেলবে। যখন একটি পাথর খোলা হবে, সে তা তার এক সৈন্যকে দেবে, এরপর সে তার পাশের জনকে—এভাবে মক্কা থেকে সমুদ্র পর্যন্ত তারা পাথরগুলো হাতবদল করে সরিয়ে নেবে, যতক্ষণ না এটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়। লক্ষ্য করুন, প্রথমবার মহান আল্লাহ একে সেই কাফিরদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে তিনি সেখানে এমন একজন রাসূল পাঠাবেন যিনি মানুষকে পথভ্রষ্টতা, জুলুম ও শিরক থেকে হিদায়াত, ন্যায়বিচার ও তাওহীদের দিকে নিয়ে আসবেন।

কিন্তু শেষ জামানায় যখন মানুষ এই পবিত্রতা খর্ব করবে, তখন একে তার স্থান থেকে তুলে নেওয়া হবে এবং আল্লাহ তাঁর প্রজ্ঞানুযায়ী এমন একজনকে এর ওপর কর্তৃত্ব দেবেন যে একে ধ্বংস করে দেবে।

(ص: 454) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

ولا أحد يقول شيء ولا أحد يعارض هذا الرجل والله عز وجل بحكمته يمكنه من ذلك كذلك القرآن الكريم ينتزع من الصدور ومن المصاحف ويرفع إلى الرب عز وجل لأنه كلامه منه بدأ وإليه يعود العلم أيضاً لا ينتزع من صدور الرجال لكنه يقبض ب موت العلماء يموت العلماء الذين هم علماء حقيقة ولا يبقى عالم فيتخذ

الناس رؤساء يعني يتخذ الناس من يترأسهم ويستفتونه لكنهم جهال يفتون بغير علم فيضلون ويضلون والعياذ بالله وتبقى الشريعة بين هؤلاء الجهال يحكمون بها بين الناس وهم جهلة لا يعرفون فلا يبقى عالم وحينئذ لا يوجد الإسلام الحقيقي الذي يكون مبنياً على الكتاب والسنة لأن أهله قد قبضوا وفي هذا الحديث حث على طلب العلم لأن الرسول أخبرنا بهذا لأجل أن نتحاشى ونتدارك هذا الأمر ونطلب العلم وليس المعنى أنه أخبرنا لنستسلم فقط لا من أجل أن نحرص على طلب العلم حتى لا نصل إلى الحال التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم والإخبار بالواقع لا يعني إقراره يعني إذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء ليس معناه أنه يقره ويسمح فيه كما أخبر عليه الصلاة والسلام وأقسم قال لتركبن سنن من كان قبلكم يعني لتركبن طرق من كان قبلكم قالوا اليهود والنصارى قال نعم اليهود والنصارى فأخبر أن هذه الأمة سوف ترتكب ما كان عليه اليهود والنصارى إخبار تحذير لا إخبار تقرير وإباحة فيجب أن نعلم الفرق بين ما يخبر به الرسول مقرراً له ومثبتاً له

এবং কেউ কোনো কিছু বলবে না আর কেউ এই লোকটির বিরোধিতা করবে না। আল্লাহ তাআলা তাঁর হিকমত বা প্রজ্ঞার কারণে তাকে সেই সামর্থ্য দান করবেন। একইভাবে পবিত্র কুরআন মানুষের অন্তর এবং পাণ্ডুলিপি (মুসহাফ) থেকে উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং তা মহান রবের নিকট উল্লীত করা হবে। কেননা এটি তাঁরই কালাম বা বাণী; তাঁর পক্ষ থেকেই এর সূচনা হয়েছে এবং তাঁর দিকেই তা ফিরে যাবে। ইলম বা জ্ঞানও মানুষের অন্তর থেকে সরাসরি ছিনিয়ে নেওয়া হবে না, বরং আলেমদের মৃত্যুর মাধ্যমেই তা তুলে নেওয়া হবে। প্রকৃত আলেমগণ মৃত্যুবরণ করবেন এবং কোনো আলেমই অবশিষ্ট থাকবে না। তখন মানুষ মূর্খদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে; অর্থাৎ মানুষ এমন ব্যক্তিদের নেতৃত্বে সমাসীন করবে এবং তাদের কাছে ফতোয়া চাইবে যারা মূলত অজ্ঞ। তারা জ্ঞান ছাড়াই ফতোয়া দেবে, ফলে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করবে। আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। এই জাহেলদের কাছেই শরীয়ত রয়ে যাবে এবং তারা অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও মানুষের মাঝে এর দ্বারা বিচার-ফয়সালা করবে। ফলে কোনো আলেম অবশিষ্ট থাকবে না এবং তখন কিতাব ও সুন্নাহর

ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত প্রকৃত ইসলামের অস্তিত্ব থাকবে না, কারণ এর ধারক-বাহকগণ ইন্তেকাল করেছেন। এই হাদিসের মধ্যে ইলম অন্বেষণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কারণ রাসূলুল্লাহ (তাঁর ওপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক) আমাদের এই সংবাদ দিয়েছেন যেন আমরা এই পরিস্থিতি এড়িয়ে চলতে পারি এবং বিষয়টি অনুধাবন করে ইলম অন্বেষণে আত্মনিয়োগ করি। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি আমাদের কেবল পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য এই সংবাদ দিয়েছেন; বরং উদ্দেশ্য হলো আমরা যেন ইলম অর্জনে সচেষ্ট হই, যাতে রাসূলুল্লাহ (তাঁর ওপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক) বর্ণিত সেই শোচনীয় অবস্থায় আমাদের পৌঁছাতে না হয়। কোনো বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে সংবাদ দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, তিনি তা অনুমোদন করছেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (তাঁর ওপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক) যখন কোনো বিষয়ে সংবাদ দেন, তখন তার অর্থ এই নয় যে তিনি তা সমর্থন করছেন বা তার অনুমতি দিচ্ছেন। যেমন তিনি (তাঁর ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক) সংবাদ দিয়েছেন এবং শপথ করে বলেছেন: "তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি অনুসরণ করবে," অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথ তোমরা অবলম্বন করবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন: "তারা কি ইহুদি ও নাসারা?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ, ইহুদি ও নাসারা।" সুতরাং তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, এই উম্মত ইহুদি ও নাসারাদের অপকর্মগুলো করবে; এটি মূলত সতর্কবাণী হিসেবে সংবাদ দেওয়া হয়েছে, অনুমোদন বা বৈধতা প্রদানের জন্য নয়। অতএব, রাসূলুল্লাহ (সা.) কোনো বিষয় অনুমোদন ও সাব্যস্ত করার জন্য সংবাদ দিচ্ছেন, নাকি সতর্ক করার জন্য সংবাদ দিচ্ছেন—এই দুইয়ের মধ্যবর্তী পার্থক্য আমাদের অবশ্যই অবগত হতে হবে।

(ص: 455) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

وما يخبر به محذرا عنه فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن العلماء سيوتون
ويعني ذلك أن نحرص حتى ندرك هذا الوقت الذي يموت به العلماء ولا يبقى إلا

هؤلاء الرؤساء الجهال الذين يفتنون بغير علم فيضلون بأنفسهم ويضلون غيرهم اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وعملاً صالحاً ورزقاً طيباً واسعاً.

এবং তিনি যে বিষয়ে সতর্ক করেছেন, সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, আলিমগণ মৃত্যুবরণ করবেন। এর তাৎপর্য হলো, আমরা যেন অত্যন্ত সচেষ্টি হই যাতে আলিমদের প্রয়াণ এবং কেবল সেই সব মূর্খ নেতৃবৃন্দ অবশিষ্ট থাকার সময়টি আসার পূর্বেই আমরা জ্ঞান অর্জন করতে পারি, যারা জ্ঞান ছাড়াই ফতোয়া প্রদান করবে; ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। হে আল্লাহ, আমরা আপনার নিকট উপকারী জ্ঞান, সৎকর্ম এবং পবিত্র ও প্রশস্ত রিযিক প্রার্থনা করছি।

(ص: 456) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

کتاب حمد الله تعالى وشکره

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب حمد الله وشكره حمد الله يعني وصفه بالمحامد والكمالات وتنزيهه عن كل ما ينافي ذلك ويضاده فهو سبحانه وتعالى أهل الحمد يحمد على جميل إحسانه وعلى كمال صفاته جل وعلا مع المحبة والتعظيم وقد حمد الله نفسه في ابتداء خلقه فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وحمد نفسه حين أنزل على عبده الكتاب فقال {الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً} وحمد نفسه على تنزيهه عن الشريك والند فقال {وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الدن والذل وكبره تكبيراً} وحمد نفسه جل وعلا

عند انتهاء الخلق فقال سبحانه وتعالى {وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين} فهو جل وعلا محمود في ابتداء الخلق وانتهاء الخلق واستمرار الخلق ومحمود على ما أنزل على عبده من الشرائع محمود على كل حال ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أتاه ما يخالف ذلك

মহান আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বিষয়ক অধ্যায়

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালেহীন' কিতাবে 'আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন' পরিচ্ছেদে বলেন: আল্লাহর প্রশংসা (হামদ) বলতে বুঝায় তাঁকে সকল প্রশংসনীয় গুণাবলি ও পূর্ণতায় বিশেষিত করা এবং যা কিছু এর পরিপন্থী বা বিপরীত, তা থেকে তাঁকে পবিত্র ঘোষণা করা। সুতরাং তিনি সুবহানাছ ওয়া তায়ালা প্রশংসার একমাত্র যোগ্য সত্তা; তাঁর অনুপম অনুগ্রহ এবং গুণাবলির পূর্ণতার জন্য ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সাথে তাঁর প্রশংসা করা হয়। মহান আল্লাহ সৃষ্টির সূচনালগ্নে নিজের প্রশংসা করে বলেছেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলো তৈরি করেছেন।" তিনি নিজের প্রশংসা করেছেন যখন তিনি তাঁর বান্দার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেন, তখন তিনি বলেছেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তাতে কোনো বক্রতা রাখেননি।" তিনি অংশীদার ও সমকক্ষ থেকে নিজের পবিত্রতা বর্ণনার ক্ষেত্রেও প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন, "আর বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, সার্বভৌমত্বে যাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং যিনি হীনতা থেকে রক্ষার জন্য কোনো সাহায্যকারীর মুখাপেক্ষী নন; সুতরাং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সগৌরবে ঘোষণা করো।" মহান আল্লাহ সৃষ্টির সমাপ্তি পর্বেও নিজের প্রশংসা করেছেন, যেমনটি তিনি বলেছেন, "আর তুমি ফেরেশতাদের দেখতে পাবে যে, তারা আরশের চতুর্পাশ ঘিরে তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছে। আর তাদের মাঝে ন্যায়বিচারের সাথে ফয়সালা করা হবে এবং বলা হবে, সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।" সুতরাং তিনি সৃষ্টির শুরুতে, সৃষ্টির অন্তে এবং সৃষ্টির ধারাবাহিকতায় প্রশংসিত। তিনি তাঁর বান্দার ওপর যে

জীবনবিধান অবতীর্ণ করেছেন তার জন্য তিনি প্রশংসিত এবং তিনি সর্বাবস্থায় প্রশংসিত। এ কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাঁর পছন্দনীয় কোনো কিছুর সংবাদ পেতেন, তখন বলতেন: "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যাঁর অনুগ্রহে কল্যাণকর কাজসমূহ পূর্ণতা পায়।" আর যখন তিনি এর বিপরীত কিছুর সম্মুখীন হতেন...

(ص: 457) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

قال الحمد لله على كل حال وما يقوله بعض الناس اليوم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فهو خطأ غلط لأنك إذا قلت الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فهو عنوان على إنك كاره لما قدره عليك ولكن قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله على كل حال هذا هو الصواب وهو السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد حمد الله نفسه وأمر بحمده فقال الله تعالى {قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى} فأمرنا أن نحمده جل وعلا بل جعل حمدنا إياه من أركان الصلاة لا تتم الصلاة إلا به فالفاتحة أولها {الحمد لله رب العالمين} لو أسقطت هذه الآية من الفاتحة ما صحت صلاتك فحمد الله تعالى واجب على كل إنسان وكذلك الشكر الشكر على إنعامه كم أنعم عليك من نعمة عقل سلامة بدن مأل أهل أمن نعم لا تحصى {وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها} لو لم يكن من نعمته عليك إلا هذا النفس الذي لو منعته لفقدت الحياة مع أنه يخرج بدون أن كلفة وبدون أن تتعب له وانظر الذين ابتلوا بضيق النفس كيف يتكفون عند إدخال النفس وإخراجه وهذا النفس مستمر دائم نعمة لا تحصى أبدا العقل الأولاد المال الدين كل هذه نعم عظيمة يستحق جل وعلا أن يشكر عليها والشكر قال أهل العلم هو القيام بطاعة المنعم هذا الشكر أن تقوم بطاعة المنعم ولا سيما

তিনি বলেন, সকল অবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা। বর্তমানে কিছু মানুষ যা বলে থাকে যে, "সেই আল্লাহর প্রশংসা যার ব্যতীত অন্য কারো নিকট অপ্রিয় বিষয়ে প্রশংসা করা হয় না"—তা একটি ভুল এবং বিচ্যুতি। কারণ আপনি যখন বলেন "সেই আল্লাহর প্রশংসা যার ব্যতীত অন্য কারো নিকট অপ্রিয় বিষয়ে প্রশংসা করা হয় না", তখন এটি আপনার ওপর নির্ধারিত তাকদীরের প্রতি আপনার অপছন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। বরং আপনি সেভাবেই বলুন যেভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "সকল অবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা।" এটিই সঠিক এবং এটিই সেই সুন্নাহ যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নিজের প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর প্রশংসা করার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন: "বলুন, সকল প্রশংসা আল্লাহর এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি।" তিনি আমাদের তাঁর মহিমাম্বিত প্রশংসা করার নির্দেশ দিয়েছেন, এমনকি তিনি তাঁর প্রশংসা করাকে সালাতের অন্যতম রুকন বা অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, যা ছাড়া সালাত পূর্ণ হয় না। কেননা সূরা ফাতিহার শুরুতেই রয়েছে: "সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।" যদি আপনি সূরা ফাতিহা থেকে এই আয়াতটি বাদ দেন, তবে আপনার সালাত সहीহ হবে না। সুতরাং আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করা প্রতিটি মানুষের ওপর ওয়াজিব বা আবশ্যিক। একইভাবে শোকর বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও আবশ্যিক; তাঁর নিয়ামতের ওপর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। তিনি আপনাকে কতই না নিয়ামত দান করেছেন—বিবেকের নিয়ামত, সুস্থ দেহের নিয়ামত, সম্পদ, পরিবার ও নিরাপত্তার নিয়ামত। এসব নিয়ামত গণনা করে শেষ করা যাবে না। "আর যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামত গণনা করো, তবে তা গুণে শেষ করতে পারবে না।" আপনার ওপর তাঁর নিয়ামতের মধ্যে যদি কেবল এই নিঃশ্বাসটুকুই হতো, যা বন্ধ হয়ে গেলে আপনি জীবন হারাতেন, তবে সেটিও যথেষ্ট হতো; অথচ এটি কোনো প্রকার পরিশ্রম বা ক্লান্তি ছাড়াই অনবরত নির্গত হচ্ছে। তাদের দিকে তাকিয়ে দেখুন যারা শ্বাসকষ্টে ভুগছেন, শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগের সময় তাদের কতটা কষ্ট পোহাতে হয়। আর এই নিরবচ্ছিন্ন ও চিরস্থায়ী নিঃশ্বাস একটি অগণিত নিয়ামত। বিবেক, সন্তানসন্ততি, সম্পদ, দ্বীন—এই সবই মহান নিয়ামত, যার জন্য মহিমাম্বিত আল্লাহ কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য। আলেমগণ বলেছেন, কৃতজ্ঞতা হলো নিয়ামতদাতার আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করা। শোকর বা কৃতজ্ঞতা হলো আপনি নিয়ামতদাতার আনুগত্য করবেন, বিশেষ করে...

جنس هذه النعمة فإذا أنعم الله عليك بمال فليكن عليك أثر هذا المال في لباسك في بيتك في مركوبك في صدقاتك في نفقاتك ليرى أثر نعمة الله عليك في هذا المال في العلم إذا أنعم الله عليك بعلم فليرى عليك أثر هذا العلم من نشره بين الناس تعليمه الناس والدعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك فالشكر يكون من جنس النعمة التي أنعم الله بها عليك أو بأعم.

إذا فمن عصي الله فإنه لم يقم بشكر نعمة الله كافر بنعمة الله والعياذ بالله قال الله تعالى { ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار } فالعاصي لم يقم بشكر نعمة الله عز وجل وينقص من شكره بقدر ما أتى من المعصية حتى لو قال الإنسان بلسانه اشكر الله الشكر لله وهو يعصي الله فإنه لم يصدق فيما قال الشكر القيام بطاعة المنعم والشكر له فائدتان عظيبتان منها الاعتراف بالله تعالى في حقه وفضله وإحسانه ومنها أنه سبب لمزيد النعمة كلما شكرت زادت نعم الله عليك قال الله تعالى { وإذا تآذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد } إذا شكر الإنسان زاده الله وإذا كفر عرض نفسه لعذاب الله وعذاب الله تعالى شديد وقال الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله } واشكروا الله تعالى على هذه النعمة التي أنعمها عليكم وسهل لكم الوصول إليها فوصلت إليكم من غير حول ولا قوة هذه الطيبات التي

এই নিয়ামতের প্রকৃতি অনুযায়ী (শুকরিয়া হওয়া উচিত)। সুতরাং আল্লাহ যদি আপনাকে সম্পদ দান করেন, তবে আপনার পোশাকে, আপনার ঘরে, আপনার বাহনে, আপনার সদকায় এবং আপনার ব্যয়ের ক্ষেত্রে সেই সম্পদের প্রভাব থাকা উচিত, যেন এই সম্পদের ক্ষেত্রে আপনার ওপর আল্লাহর নিয়ামতের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রেও, আল্লাহ যদি আপনাকে

জ্ঞান দান করেন, তবে মানুষের মাঝে তা প্রচার করা, মানুষকে তা শিক্ষা দেওয়া এবং মহান আল্লাহর দিকে দাওয়াত প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে আপনার ওপর সেই জ্ঞানের প্রভাব দৃশ্যমান হওয়া উচিত। সুতরাং শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা সেই নিয়ামতের প্রকৃতি অনুযায়ী হওয়া উচিত যা আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন, অথবা তার চেয়েও ব্যাপক হওয়া উচিত।

অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করল না; বরং সে আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। মহান আল্লাহ বলেন: {তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করোনি যারা আল্লাহর নিয়ামতকে অকৃতজ্ঞতায় পরিবর্তিত করেছে এবং তাদের সম্প্রদায়কে ধ্বংসের আলয়ে নামিয়ে দিয়েছে? তা হলো জাহান্নাম, যাতে তারা প্রবেশ করবে; আর তা কতই না নিকৃষ্ট আবাস!} সুতরাং অবাধ্য ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করল না, এবং তার অবাধ্যতার মাত্রা অনুযায়ী তার শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা হ্রাস পায়। এমনকি যদি কোনো মানুষ মুখে বলে "আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি" বা "আল্লাহর জন্যই সমস্ত শুকরিয়া", অথচ সে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত থাকে, তবে সে তার উক্তি সত্যবাদী নয়। প্রকৃতপক্ষে শুকরিয়া হলো নিয়ামতদাতার আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করা। শুকরিয়ার দুটি মহান উপকারিতা রয়েছে: একটি হলো মহান আল্লাহর প্রাপ্য হক, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর অনুগ্রহের স্বীকৃতি প্রদান করা। দ্বিতীয়টি হলো এটি নিয়ামত বৃদ্ধির সোপান। আপনি যত বেশি শুকরিয়া আদায় করবেন, আপনার প্রতি আল্লাহর নিয়ামত তত বৃদ্ধি পাবে। মহান আল্লাহ বলেন: {এবং স্মরণ করো, যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেছিলেন যে, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তবে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে আরও বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।} মানুষ যখন কৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহ তাকে আরও অধিক দান করেন; আর যখন সে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তখন সে নিজেকে আল্লাহর শাস্তির সম্মুখীন করে, আর মহান আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। মহান আল্লাহ আরও বলেন: {হে ইমানদারগণ! আমি তোমাদের যে পবিত্র রিজিক দান করেছি তা থেকে আহার করো এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।} সুতরাং আল্লাহ তোমাদের যে নিয়ামত দান করেছেন এবং যার সান্নিধ্য লাভ তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন, তার জন্য মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো। ফলে তোমাদের কোনো নিজস্ব শক্তি বা সামর্থ্য ছাড়াই এই পবিত্র বস্তুসমূহ তোমাদের নিকট পৌঁছেছে, যা...

نأكلها لو شاء الله تعالى لم نقدر عليها إما لعسر فينا وإما لفقد لهذه النعم قال الله تعالى {أفأرأيتم ما تحرثون ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناهم حطاماً فظلمتم تفكهمون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفأرأيتم الماء الذي تشربون ءأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون أفأرأيتم النار التي تورون ءأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين} .

فألبهم أن علينا أن نشكر نعمة الله ويكون الشكر من جنس النعمة فتبذل من العلم والبال بحسب ما أعطاك الله عز وجل الصحة أنت أعطاك الله صحة ونشاطاً واحتاج إخوانك إلى المساعدة والمعاونة فمن شكر النعمة أن تعينهم والله الموفق. قال الله تعالى {فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون} وقال تعالى {لئن شكرتم لأزيدنكم} وقال تعالى {وقل الحمد لله} وقال تعالى {وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين}

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب حمد الله وشكره وقد سبق الكلام على هذا ولكننا لم نتكلم على الآية الأولى وهي قوله تبارك وتعالى {فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون}

আমরা সেগুলো ভক্ষণ করি; আল্লাহ তাআলা চাইলে আমরা তার সামর্থ্য রাখতাম না, হয় আমাদের নিজেদের কোনো অক্ষমতার কারণে অথবা এই নেয়ামতসমূহ না থাকার কারণে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, {তোমরা কি ভেবে দেখেছ যা তোমরা বপন করো? তোমরা কি তা অঙ্কুরিত করো, নাকি আমিই তা অঙ্কুরিত করি? আমি চাইলে তা খড়্‌কুটোয় পরিণত করতে পারতাম, তখন তোমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে। (তোমরা বলতে,) ‘আমরা তো দায়গ্রস্ত হয়ে পড়েছি, বরং আমরা বঞ্চিত হয়েছি।’ তোমরা কি সেই পানি লক্ষ্য করেছ যা তোমরা পান করো? তোমরা কি তা মেঘ থেকে নামিয়ে আনো, না আমি তা বর্ষণ করি? আমি

চাইলে তাকে লোনা ও বিস্বাদ করে দিতে পারতাম; তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না? তোমরা কি সেই আগুন লক্ষ্য করেছ যা তোমরা প্রজ্বলিত করো? তোমরা কি এর বৃক্ষ সৃষ্টি করেছ, নাকি আমিই তার স্রষ্টা? আমি একে করেছি একটি স্মারক এবং পথিকদের জন্য ব্যবহার্য সামগ্রী।}।

সুতরাং মূল কথা হলো আমাদের ওপর আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা কর্তব্য। আর শুকরিয়া হওয়া উচিত নেয়ামতের প্রকৃতি অনুযায়ী; অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আপনাকে যা দিয়েছেন তা থেকে জ্ঞান ও সম্পদ ব্যয় করা। আপনার সুস্বাস্থ্যের বিষয়ে বলা যায়, আল্লাহ আপনাকে সুস্থতা ও উদ্যম দান করেছেন, এমতাবস্থায় যদি আপনার ভাইদের সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন হয়, তবে নেয়ামতের শুকরিয়া হলো আপনি তাদের সাহায্য করবেন। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, {সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং আমার সাথে অকৃতজ্ঞ হয়ো না।} তিনি আরও বলেন, {যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের নেয়ামত বৃদ্ধি করে দেব।} তিনি আরও বলেন, {আর বলো, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই জন্য।} তিনি আরও বলেন, {আর তাদের শেষ আহ্বান হবে এই যে, সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর প্রাপ্য।}

গ্রন্থকার ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর ‘রিয়াদুস সালেহীন’ কিতাবের ‘আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন’ পরিচ্ছেদে বলেন— ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, কিন্তু আমরা প্রথম আয়াতটি নিয়ে আলোচনা করিনি, যা মহান আল্লাহর বাণী: {সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং আমার সাথে অকৃতজ্ঞ হয়ো না।}

فَاعْلَمْ أَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ ذِكْرُ الْقَلْبِ وَأَمَّا ذِكْرُ اللِّسَانِ مُجَرِّداً عَنْ ذِكْرِ الْقَلْبِ فَإِنَّهُ نَاقِصٌ وَيَدُلُّ لِهَذَا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا تَطْعَمُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ} وَلَمْ يَقُلْ مَنْ أَمْسَكْنَا لِسَانَهُ عَنْ ذِكْرِنَا قَالَ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا فَالذِّكْرُ النَّافِعُ هُوَ ذِكْرُ الْقَلْبِ وَذِكْرُ الْقَلْبِ يَكُونُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يَعْنِي مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الْإِنْسَانَ وَهُوَ يَمِشِي وَهُوَ قَاعِدٌ وَهُوَ مُضْجِعٌ إِذَا تَفَكَّرَ فِي آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهَذَا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَيْضاً مَا جَاءَ فِي السَّنَةِ مِثْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَشَبَّهُ ذَلِكَ.

وَمِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَيْضاً الصَّلَاةُ فَإِنَّهَا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ} قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْمَعْنَى وَلَنَا فِيهَا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ فَعَلَى كُلِّ حَالٍ يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ عِنْدَ ذِكْرِ اللَّهِ بِاللِّسَانِ أَنْ يَكُونَ ذَاكِرًا لِلَّهِ بِقَلْبِهِ حَتَّى يَتطَابَقَ الْقَلْبُ وَاللِّسَانُ وَتَحْصُلَ الْفَائِدَةُ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الذِّكْرِ بِاللِّسَانِ يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ وَلَكِنَّهُ نَاقِصٌ لَكِنِ الذِّكْرُ بِالْقَلْبِ هُوَ الْأَصْلِيُّ وَالْبِهِمُ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ} وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتَهُ فِي نَفْسِي وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتَهُ فِي مَلَأٍ خَيْرَ مِنْهُمْ يَعْنِي الْإِنْسَانَ إِذَا

জেনে রাখুন যে, মহামহিমাম্বিত আল্লাহর যিকির হলো মূলত অন্তরের যিকির। আর অন্তরের যিকির ব্যতিরেকে কেবলমাত্র জিহ্বার যিকির অসম্পূর্ণ। এর প্রমাণ হিসেবে মহান আল্লাহর বাণীটি প্রণিধানযোগ্য: "আর আপনি এমন ব্যক্তির আনুগত্য করবেন না যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে বিমুখ করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে।" তিনি একথা বলেননি যে, 'যার জিহ্বাকে আমি আমার স্মরণ থেকে বিরত রেখেছি', বরং বলেছেন 'যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে বিমুখ করেছি'। সুতরাং ফলপ্রসূ যিকির হলো অন্তরের যিকির। আর অন্তরের যিকির সর্বাবস্থায় হতে পারে। এর তাৎপর্য হলো—মানুষ যখন চলন্ত, উপবিষ্ট কিংবা শায়িত অবস্থায় মহান আল্লাহর নিদর্শনসমূহ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে, তখন সেটিও আল্লাহর যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া সুন্নাহর মধ্যে যা বর্ণিত হয়েছে সেগুলোও আল্লাহর

যিকির, যেমন: 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য, আর তিনি সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান', 'আল্লাহ অত্যন্ত পবিত্র' এবং এই জাতীয় অন্যান্য যিকিরসমূহ।

সালাতও মহান আল্লাহর যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন: "আপনার প্রতি প্রত্যাদেশকৃত কিতাব পাঠ করুন এবং সালাত কায়েম করুন। নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর যিকিরই তো সর্বশ্রেষ্ঠ।" কোনো কোনো আলেম এর অর্থ করেছেন যে, সালাতের মধ্যে আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর যিকির করাই সবচেয়ে বড় বিষয়। মোটের ওপর, মানুষের উচিত জিহ্বা দিয়ে আল্লাহর যিকির করার সময় অন্তরকেও যিকিরে নিবিষ্ট রাখা, যাতে অন্তর ও জিহ্বার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হয় এবং পূর্ণ সুফল অর্জিত হয়। কেননা নিছক জিহ্বা দ্বারা যিকির করা মানুষের জন্য উপকারী হলেও তা অপূর্ণাঙ্গ; মূলত অন্তরের যিকিরই হলো মূল ভিত্তি ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। জেনে রাখুন যে, মহান আল্লাহ বলেন: "অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব।" আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "যে ব্যক্তি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, আমি তাকে আমার মনে মনে স্মরণ করি। আর যে আমাকে কোনো সমাবেশে স্মরণ করে, আমি তাকে তাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ সমাবেশে স্মরণ করি।" অর্থাৎ মানুষ যখন...

(ص: 461) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

ذكر الله في نفسه وليس حوله أحد ذكره الله في نفسه وإن ذكر الله وحوله ملاً يعني في جماعة ذكره الله في ملاً خير منهم وهذا يدل على فضيلة الذكر أن الله تعالى التزم بأن من ذكره في نفسه ذكره في نفسه ومن ذكره في ملاً ذكره في ملاً خير منهم وقال {واشكروا لي ولا تكفرون} وقد سبق معنى الشكر ومعنى الكفران ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الباب في الأحاديث القادمة.

1393 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ليلة أسري به بقدرحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال جبريل صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك رواه مسلم

1394 - وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع حديث حسن رواه أبو داود وغيره.

1395 - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذ مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول فبأذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت

যে ব্যক্তি আল্লাহকে নির্জনে স্মরণ করে, আল্লাহও তাকে তাঁর সত্তায় স্মরণ করেন। আর যদি সে আল্লাহকে এক দলের উপস্থিতিতে (অর্থাৎ জনসমক্ষে) স্মরণ করে, তবে আল্লাহ তাকে তাদের চেয়ে উত্তম এক দলের উপস্থিতিতে স্মরণ করেন। এটি যিকিরের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে যে, মহান আল্লাহ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন যে, যে ব্যক্তি তাঁকে নিভৃতে স্মরণ করবে, তিনি তাকে নিভৃতে স্মরণ করবেন এবং যে তাঁকে এক সমাবেশে স্মরণ করবে, তিনি তাকে তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এক সমাবেশে স্মরণ করবেন। তিনি বলেছেন {তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না}। শোকর এবং কুফরানের অর্থ ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে এবং এই অধ্যায়ের অবশিষ্ট আলোচনা ইনশাআল্লাহ আগামী হাদিসসমূহে আসবে।

১৩৯৩ - আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেরাজের রাতে দুটি পানপাত্র প্রদান করা হয়েছিল, একটি মদের এবং অন্যটি দুধের। তিনি সে দুটির দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং দুধ গ্রহণ করলেন। তখন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আপনাকে ফিতরাতের (স্বাভাবিক দ্বীনের) দিশা দিয়েছেন; আপনি যদি মদ গ্রহণ করতেন তবে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

১৩৯৪ - তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা শুরু করা হয় না, তা কল্যাণহীন। এটি হাসান হাদিস, যা আবু দাউদ ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

১৩৯৫ - আবু মুসা আল-আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন কোনো বান্দার সন্তান মারা যায়, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর ফেরেশতাদের বলেন, তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানের জান কবজ করেছে? তারা বলে, হ্যাঁ। তিনি বলেন, তোমরা কি তার কলিজার টুকরোকে কেড়ে নিয়েছ? তারা বলে, হ্যাঁ। তখন তিনি বলেন, আমার বান্দা কী বলেছে? তারা বলে, সে আপনার প্রশংসা করেছে এবং 'ইন্নালিল্লাহ' পাঠ করেছে। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করো এবং তার নাম দাও 'বাইতুল...'

(ম: 462) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الحمد رواه الترمذي وقال حديث حسن.

1396 - وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله في باب & حمد الله وشكره ومن المعلوم لنا جميعاً أن كل ما بنا من نعمة فمن الله عز وجل وأنه إذا مسنا الضر فليس لنا ملجأ إلا إلى الله وأن الإنسان إذا أصيب بما يكره أو بما يؤذيه فإن الله تعالى يكفر بذلك عنه ما من أذى أو هم أو غم يصيب المؤمن إلا كفر الله بذلك عنه حتى الشوكة يشاكها الشوكة إذا شكتك فإن الله يكفر بها عنك إذا فنعم الله عظيمة كثيرة لا تعد ولا تحصى لذلك يجب علينا أن نحمد الله تعالى وأن نشكره على نعمه التي أصبغها علينا ومن فوائد الحمد أن الإنسان إذا ابتدأ الشيء بحمد الله فإن الله تعالى يجعل

فيه البركة إذا ابتدأه بحمد الله جعل الله فيه البركة يعني أراد أن يؤلف كتاباً أو يتكلم في كلام خطبة أو غير ذلك إذا حمد الله جعل الله فيه البركة وكل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع يعني منزوع البركة لكن قد ينوب عن الحمد غيره كالبسمة

আলহামদুলিল্লাহ। এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান হাদিস বলেছেন।

১৩৯৬ - আনাস (রাতিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, যে আহার করার পর আল্লাহর প্রশংসা করে এবং পান করার পর তাঁর প্রশংসা করে।" এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসগুলো গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। এটি আমাদের সবারই জানা যে, আমাদের প্রতিটি নিআমত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং যখন আমাদের কোনো বিপদ স্পর্শ করে, তখন আল্লাহ ছাড়া আমাদের আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই। মানুষ যখন এমন কিছু দ্বারা আক্রান্ত হয় যা সে অপছন্দ করে অথবা যা তাকে কষ্ট দেয়, তখন আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে তার পাপ মোচন করে দেন। মুমিন ব্যক্তি যে কোনো কষ্ট, দুশ্চিন্তা বা বিষণ্ণতার শিকার হোক না কেন, আল্লাহ তার বিনিময়ে তার পাপ মোচন করেন, এমনকি একটি কাঁটা বিঁধলেও—যদি তোমাকে একটি কাঁটা বিঁধে, আল্লাহ তার মাধ্যমেও তোমার গুনাহ মোচন করবেন। সুতরাং আল্লাহর নিআমতসমূহ সুমহান ও অগণিত, যা গণনা করে শেষ করা যায় না। তাই আমাদের ওপর অপরিহার্য হলো আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করা এবং তাঁর সেই নিআমতসমূহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যা তিনি আমাদের ওপর পূর্ণরূপে দান করেছেন। প্রশংসার একটি উপকারিতা হলো, মানুষ যখন কোনো কাজ আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা শুরু করে, তখন আল্লাহ তাআলা তাতে বরকত দান করেন। যখন সে আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা তা শুরু করে, আল্লাহ তাতে বরকত নিহিত রাখেন। অর্থাৎ কেউ যদি কোনো গ্রন্থ রচনা করতে চায় অথবা কোনো ভাষণ বা অন্য কিছু বলতে চায়, তবে যদি সে আল্লাহর প্রশংসা করে, আল্লাহ তাতে বরকত দান করবেন। আর যে কাজ আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা শুরু করা হয় না তা 'আকতা' বা ছিন্নমূল, অর্থাৎ বরকতহীন। তবে প্রশংসার স্থলাভিষিক্ত অন্যান্য জিকিরও হতে পারে, যেমন 'বিসমিল্লাহ'।

مثلاً بالبسملة أيضاً يبارك الله فيها بأشياء كثيرة منها أن الإنسان إذا ذبح الذبيحة إن قال بسم الله حلت الذبيحة وكانت طيبة وإن قال الحمد لله لم تحل الذبيحة لأن الذبيحة لا تحل إلا بالبسملة وإذا قال عند الذبح الله أكبر ولم يقل بسم الله لم تحل الذبيحة فكل أمر يبدأ فيه بالحمد لله فهو خير وبركة لكن قد ينوب عن الحمد ما سواه كالبسملة عند الأكل والشرب والذبح والوضوء وإتيان الرجل أهله يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وغير ذلك ومن فوائد الحمد أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمد الله عليها وإذا شرب الشربة أن يحمد الله عليها فما هي الأكلة هل هي الوجبة أو كل ردة يردها الإنسان إلى فيه فهي أكلة الحديث محتمل وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كل ما أكل ردة قال الحمد لله فقليل له يا أبا عبد الله ما هذا قال أكل وحمد خير من أكل وسكوت وكأن الإمام أحمد رحمه الله رأى أن الأكلة هي الردة وعلى هذا يكون حمد الإنسان على طعامه كثيراً لكن أكثر العلماء يقولون أن الأكلة هي الوجبة تجلس على الطعام وإذا خلصت تقول الحمد لله والحمد كله خير فهذه من فوائد الحمد أنه إذا حمد الإنسان على أكله وشربه كان ذلك سبباً لرضا الله عز وجل عنه نسأل الله أن يحل

উদাহরণস্বরূপ, বিসমিল্লাহর মাঝেও আল্লাহ তাআলা বহুবিধ বরকত নিহিত রেখেছেন। তার মধ্যে একটি হলো, মানুষ যখন কোনো পশু জবাই করে, তখন যদি সে 'আল্লাহর নামে (বিসমিল্লাহ)' বলে, তবেই সেই জবেহকৃত পশুটি হালাল হয় এবং তা পবিত্র বলে গণ্য হয়। কিন্তু সে যদি 'সকল প্রশংসা আল্লাহর (আলহামদুলিল্লাহ)' বলে, তবে সেই পশুটি হালাল হবে না; কারণ জবেহ কেবল বিসমিল্লাহর মাধ্যমেই হালাল হয়। আবার জবেহ করার সময় যদি কেউ 'আল্লাহ মহান (আল্লাহু আকবার)' বলে কিন্তু 'বিসমিল্লাহ' না বলে, তবে সেই পশুটি হালাল হবে না। সুতরাং প্রতিটি বিষয় যা আল্লাহর প্রশংসার মাধ্যমে শুরু করা হয়, তা কল্যাণ ও

বরকতময়। তবে ক্ষেত্রবিশেষে 'হামদ' বা প্রশংসার পরিবর্তে অন্য বাক্য স্থলাভিষিক্ত হতে পারে, যেমন খাবার গ্রহণ, পান করা, জবেহ করা, অজু করা এবং স্ত্রীর সাথে মিলনের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা। তখন বলতে হয়: 'আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের শয়তান থেকে দূরে রাখুন এবং আপনি আমাদের যে রিজিক দান করবেন তা থেকেও শয়তানকে দূরে রাখুন' ইত্যাদি। প্রশংসার অন্যতম ফজিলত হলো, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন যখন সে কোনো খাদ্য গ্রহণের পর তাঁর প্রশংসা করে এবং কোনো পানীয় পান করার পর তাঁর প্রশংসা করে। এখন 'খাদ্য গ্রহণ' বলতে কী বোঝায়? এটি কি পূর্ণ এক বেলার খাবার, নাকি প্রতিটি লোকমা যা মানুষ তার মুখে তুলে নেয়? হাদিসটিতে উভয় সম্ভাবনাই রয়েছে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) প্রতিটি লোকমা গ্রহণের পর 'আলহামদুলিল্লাহ' বলতেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আবু আব্দুল্লাহ! এটি কী?' তিনি বললেন, 'আহারের সাথে আল্লাহর প্রশংসা করা, আহার করে নীরব থাকার চেয়ে উত্তম।' ইমাম আহমদ (রহ.) মনে করতেন যে প্রতিটি লোকমাই হলো 'খাদ্য গ্রহণ'। এই মত অনুযায়ী খাবারের সময় মানুষের প্রশংসার পরিমাণ অনেক বেশি হবে। তবে অধিকাংশ আলেম বলেন যে, 'খাদ্য গ্রহণ' হলো পূর্ণ এক বেলার খাবার; অর্থাৎ যখন আপনি খাবার খেতে বসেন এবং খাওয়া শেষ করে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলেন। আর সকল প্রশংসাই কল্যাণকর। এটি প্রশংসার অন্যতম ফজিলত যে, মানুষ যখন তার আহার ও পানীয়ের ওপর আল্লাহর প্রশংসা করে, তখন তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ হয়। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি...

(ص: 464) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

علينا وعليكم الرضا إنه على كل شيء قدير.

আমাদের এবং আপনাদের প্রতি সন্তোষ বর্ষিত হোক; নিশ্চয়ই তিনি সকল কিছুর ওপর পরম ক্ষমতাবান।

L20/ باب الأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال الله تعالى {إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
وسلموا تسليماً} .

1397 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب الأمر بالصلاة على النبي صلى الله
عليه وسلم الأمر يكون تارة للوجوب وتارة يكون للاستحباب فالذي للوجوب يعني
أن الإنسان إذا تركه فهو آثم عاص مستحق للعقوبة ومعنى للاستحباب أن الإنسان
إذا فعله فله أجر وإذا تركه فليس عليه إثم فيتفق الواجب والمستحب بأن فيهما
ثواباً لفعلهما لكن ثواب الواجب أعظم وأكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في
الحديث القدسي أن الله تعالى قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضه
عليه ويختلف الواجب عن المستحب بأن تارك الواجب آثم عاص لله ومستحق
للعقوبة وتارك المستحب لا يأثم لكن فاتته خير والأمر

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পাঠের নির্দেশ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ
আল্লাহ তাআলা বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরুদ পাঠ করেন।
হে মুমিনগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরুদ পাঠ করো এবং যথাযথভাবে সালাম পেশ করো।"
১৩৯৭ - আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, "যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার
দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তার ওপর দশবার রহমত নাযিল করবেন।" (মুসলিম)

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রাহিমাল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে বলেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পাঠের নির্দেশ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ।" এই নির্দেশ কখনও ওয়াজিব বা আবশ্যিকতার জন্য হয়, আবার কখনও মুস্তাহাব বা পছন্দনীয়তার জন্য হয়। ওয়াজিব বা আবশ্যিকতার অর্থ হলো, মানুষ যদি তা বর্জন করে তবে সে গুনাহগার ও অবাধ্য হিসেবে গণ্য হবে এবং শাস্তির যোগ্য হবে। আর মুস্তাহাব হওয়ার অর্থ হলো, যদি মানুষ তা পালন করে তবে সে সওয়াব পাবে, কিন্তু ত্যাগ করলে কোনো গুনাহ হবে না। ওয়াজিব ও মুস্তাহাব উভয়ই সওয়াব লাভের ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন, তবে ওয়াজিবের সওয়াব অধিকতর মহান ও বেশি। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে কুদসীতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আমার বান্দা আমার প্রতি সে সব বিষয়ের চেয়ে প্রিয় আর কোনো বিষয়ের মাধ্যমে নৈকট্য লাভ করতে পারে না, যা আমি তার ওপর ফরজ (আবশ্যিক) করেছি।" ওয়াজিব ও মুস্তাহাবের মধ্যে পার্থক্য হলো, ওয়াজিব ত্যাগকারী আল্লাহর নিকট গুনাহগার ও অবাধ্য হিসেবে গণ্য হয় এবং শাস্তির উপযুক্ত হয়; কিন্তু মুস্তাহাব ত্যাগকারী গুনাহগার হয় না, তবে সে অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়। আর নির্দেশ...

(ص: 466) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه المؤلف رحمه الله فأختلف العلماء
رحمهم الله هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في العمر مرة أو بأسباب أو
لا تجب والصحيح أنها تجب بأسباب وإلا فالأصل أنها مستحبة فمأ معنى الصلاة على
النبي صلى الله عليه وسلم أي مأ معنى قول القائل اللهم صل على محمد أكثر الناس
يقرأ هذا أو يدعو بهذا الدعاء وهو لا يدري معناه وهذا غلط كل شيء تقوله تعرف
معناه كل شيء تدعو به تعرف معناه حتى لا تدعو بإثم فقولك اللهم صل على
محمد يعني اللهم اثني عليه في المبدأ الأعلى ومعنى أثني عليه يعني اذكره بالصفات

الحبيدة والبلاء الأعلى هم الملائكة فكأنك إذا قلت اللهم صل على محمد كأنك تقول
يا رب صفه بالصفات الحبيدة واذكره عند الملائكة حتى تزداد محبتهم له ويزداد
ثوابهم بذلك هذا معنى اللهم صلى على محمد.

واختلف العلماء رحمهم الله هل يصلى على غير النبي أم لا يعني هل يجوز أن تقول
اللهم صل على فلان العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني أو اللهم صل على أبي أو ما أشبه
ذلك؟ والصحيح أن في ذلك تفصيلاً فإن كان ذلك تابعاً للصلاة على النبي صلى الله
عليه وسلم فلا بأس ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين سأله كيف يصلون
عليه قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وإن كان مستقلاً فإن كان لسبب
فلا بأس

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি সালাত (দরুদ) পাঠের বিষয়টি লেখক
(রহিমাল্লাহ) সাধারণভাবেই ব্যক্ত করেছেন। এ বিষয়ে আলেমগণ (রহিমাল্লাহ) মতভেদ
করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি সালাত পাঠ করা কি জীবনে
একবার ওয়াজিব, নাকি নির্দিষ্ট কোনো কারণ উপস্থিত হলে ওয়াজিব, নাকি এটি ওয়াজিবই
নয়? সঠিক মত হলো, নির্দিষ্ট কারণসমূহ পাওয়া গেলে এটি ওয়াজিব হয়, নতুবা মূলত এটি
মুস্তাহাব। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর সালাত পাঠের অর্থ কী? অর্থাৎ
পাঠকারীর এই কথার মর্ম কী যে— ‘হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদের ওপর সালাত বর্ষণ
করুন’? অধিকাংশ মানুষ এটি পাঠ করে বা এই দু’আটি করে অথচ এর অর্থ জানে না। এটি
একটি ভুল পদ্ধতি; আপনি যা-ই উচ্চারণ করবেন তার অর্থ আপনার জানা উচিত, আপনি যা
দিয়ে দু’আ করবেন তার অর্থ আপনার জানা উচিত, যাতে করে আপনি অজান্তে কোনো পাপের
দু’আ না করে বসেন। সুতরাং আপনার উক্তি ‘আল্লাহুমা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ’ (হে আল্লাহ!
মুহাম্মাদের ওপর সালাত বর্ষণ করুন)-এর অর্থ হলো: হে আল্লাহ! আপনি ‘মালাউল আ’লায়’
(উচ্চ পরিষদে) তাঁর প্রশংসা করুন। তাঁর প্রশংসা করার অর্থ হলো তাঁকে উত্তম গুণাবলীতে
স্মরণ করা; আর ‘মালাউল আ’লা’ হলো ফেরেশতাকুল। সুতরাং আপনি যখন বলেন ‘হে
আল্লাহ! মুহাম্মাদের ওপর সালাত বর্ষণ করুন’, তখন আপনি যেন বলছেন: ‘হে রব! আপনি
তাঁকে উত্তম গুণাবলীতে ভূষিত করুন এবং ফেরেশতাদের নিকট তাঁর প্রশংসা করুন, যাতে

তাঁর প্রতি তাঁদের মহব্বত বৃদ্ধি পায় এবং এর মাধ্যমে তাঁদের সওয়াবও বৃদ্ধি পায়।’ এটিই হলো ‘আল্লাহুমা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ’-এর অর্থ।

আলেমগণ (রহিমাল্লুহুমুলাহ) এ বিষয়েও মতভেদ করেছেন যে, নবী ব্যতীত অন্য কারো ওপর সালাত পাঠ করা যাবে কি না। অর্থাৎ, এটি বলা কি জায়েজ যে— ‘হে আল্লাহ! অমুক আলেম বা অমুক শায়খের ওপর সালাত বর্ষণ করুন’ অথবা ‘হে আল্লাহ! আমার পিতার ওপর সালাত বর্ষণ করুন’ কিংবা এই জাতীয় কিছু? সঠিক মত হলো এতে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। যদি এটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর সালাত পাঠের অনুগামী হিসেবে হয়, তবে এতে কোনো অসুবিধা নেই। এজন্যই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তাঁরা কীভাবে তাঁর ওপর সালাত পাঠ করবেন, তখন তিনি বলেছিলেন: তোমরা বলো— ‘হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদের পরিবারের ওপর সালাত বর্ষণ করুন’। আর যদি এটি স্বতন্ত্রভাবে (অন্য কারো জন্য) হয়, তবে কোনো সংগত কারণ থাকলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

(ص: 467) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

ومن ذلك إذا أتى الإنسان إليك بصدقته لتوزعها فقل اللهم صل عليه واحد أعطاك مائتي ألف ريال يقول هذه للزكاة وزعها فقل اللهم صل على فلان ويسمع يسمع هذا منك لقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم قال عبد الله بن أبي أوفى فأتيت بصدقتي أو قال أتاه أبي فقال اللهم صل على آل أبي أوفى هذا أيضاً لا بأس كذلك إذا صليت على إنسان دون أن تجعل ذلك شعاراً له كلاً ذكرت صليت عليه فلا بأس يعني حتى لو قلنا اللهم صل على أبي بكر أو على عمر أو على علي عثمان أو علي فلا بأس ولكن لا تجعل هذا شعاراً كلاً ذكرت هذا صليت عليه لأنك إذا فعلت ذلك جعلته كأنه نبي.

ثم صدر المؤلف هذا الباب بالآية الكريمة {إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً} فتأمل ما في هذه الآية من خبر وأمر وتأکید إن الله وملائكته يصلون على النبي هذا خبر أخبرنا الله بذلك حثاً لنا على الصلاة والسلام عليه الله وملائكته كل الملائكة في كل السماوات والأرض يصلون على النبي والملائكة عالم الغيب من مخلوقات الله لا يحصيهم إلا الله عز وجل البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك كل يوم ثم لا يعودون إليه يعني يجيء ملائكة غيرهم إذن

এর অন্তর্ভুক্ত হলো যখন কোনো ব্যক্তি আপনার কাছে তার সদকা বিতরণের জন্য নিয়ে আসে, তখন আপনি বলবেন, "হে আল্লাহ, আপনি তার ওপর রহমত বর্ষণ করুন"। যেমন ধরুন, কোনো ব্যক্তি আপনাকে দুই লক্ষ রিয়াল প্রদান করে বলল যে এটি যাকাতের অর্থ এবং আপনি তা বিতরণ করে দিন; তখন আপনি বলবেন, "হে আল্লাহ, আপনি অমুকের ওপর রহমত বর্ষণ করুন"। আপনি তাকে শুনিয়ে এটি বলবেন, কারণ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন: "আপনি তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, যার মাধ্যমে আপনি তাদের পবিত্র করবেন ও পরিশুদ্ধ করবেন এবং আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন"। আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আউফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আমার সদকা নিয়ে আসলাম—অথবা তিনি বলেছেন, আমার পিতা তাঁর কাছে আসলেন—তখন তিনি (নবীজি) বললেন: "হে আল্লাহ, আপনি আবু আউফার পরিবারের ওপর রহমত বর্ষণ করুন"। এটি করতেও কোনো বাধা নেই। তেমনিভাবে যদি আপনি নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির ওপর রহমত কামনায় দোয়া (সালাত) করেন কিন্তু সেটিকে তার নামের অবিচ্ছেদ্য অংশ বা বিশেষ প্রতীকে পরিণত না করেন যে যখনই তার কথা স্মরণ করবেন তখনই তার ওপর দোয়া পাঠ করবেন, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। অর্থাৎ আমরা যদি বলি "হে আল্লাহ, আবু বকর বা ওমর বা উসমান বা আলীর ওপর রহমত বর্ষণ করুন", তবে তা বৈধ। কিন্তু একে এমন প্রতীকে পরিণত করা যাবে না যে প্রতিবার নাম নেওয়ার সাথে সাথেই এটি বলতে হবে। কারণ আপনি যদি এমনটি করেন, তবে আপনি তাকে একজন নবীর সমমর্যাদায় সিজ্ত করলেন।

এরপর গ্রন্থকার এই পরিচ্ছেদটি এই মহিমাম্বিত আয়াতের মাধ্যমে শুরু করেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর ওপর রহমত বর্ষণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরাও তাঁর

ওপর দরুদ পাঠ করো এবং যথাযথভাবে সালাম পেশ করো।" এই আয়াতে যে সংবাদ, নির্দেশ এবং গুরুত্বারোপ রয়েছে তা গভীরভাবে অনুধাবন করুন। "নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর ওপর রহমত বর্ষণ করেন"—এটি একটি সংবাদ। আমাদের দরুদ ও সালাম পাঠে উৎসাহিত করার জন্য আল্লাহ আমাদের এই সংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ—অর্থাৎ আসমান ও জমিনের সমস্ত ফেরেশতা—নবীর ওপর রহমত বর্ষণ করেন। আর ফেরেশতারা আল্লাহর সৃষ্টির এক অদৃশ্য জগত, যাদের সংখ্যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ গণনা করতে পারে না। সপ্তম আসমানে অবস্থিত বাইতুল মামুরে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করেন এবং তারা আর সেখানে পুনরায় ফিরে আসার সুযোগ পান না। অর্থাৎ প্রতিদিন নতুন নতুন ফেরেশতা সেখানে আসেন। সুতরাং...

(468:ص) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

من الذي يحصيهم ما يحصيهم إلا الله وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أطلت السماء وحق لها أن تئط والأطيط هو أصوات الإبل ولا يصبر إلا إذا كان عليه حمل ثقيل تسع له صرخة ويقول وحق لها أن تئط ما من موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو رাকع أو ساجد.

والسماء ليست كالأرض السماء أوسع بكثير بكثير من الأرض انظر الآن بعدها الشاسع وهي على الأرض كالكرة فتكون دائرتها واسعة عظيمة والسماء الثانية أوسع والثالثة أوسع والرابعة أوسع والخامسة أوسع والسابعة أوسع كل سماء في ملك بين أربعة أصابع في ملك قائم لله رাকع ساجد إذا من الذي يحصي الملائكة إذا كنا لا نحصي الملائكة فهل يمكن أن نحصي الصلاة على الرسول لا لأن الملائكة يصلون على النبي فلا تحصى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم انظر فضل الله واسع أعطى الله هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله هذه الفضيلة العظيمة التي

لا ينالها أحد فيما نعلم {إن الله وملائكته يصلون على النبي} هذا خبر أراد الله منا أن نتشجع ولهذا قال بعدها {يا أيها الذين آمنوا} بسقتضى إيمانكم صلوا عليه وجه الخطاب لنا بصدد الإيمان لأن الإيمان هو الذي يحمل الإنسان

কে তাদের গণনা করবে? আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তাদের গণনা করতে পারে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে, আকাশ মড়মড় শব্দ করছে এবং তার জন্য এমন শব্দ করাই সংগত। 'আতিত' হলো উটের সেই আওয়াজ যা তার ওপর ভারী বোঝা চাপালে সৃষ্টি হয়, তখন তার সেই আওয়াজ শোনা যায়। তিনি বলেন, আকাশ শব্দ করারই দাবি রাখে; কেননা চার আঙুল পরিমাণ এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে কোনো না কোনো ফেরেশতা আল্লাহর জন্য দণ্ডায়মান, রুকুকারী অথবা সিজদাকারী অবস্থায় নেই। আর আকাশ পৃথিবীর মতো নয়; আকাশ পৃথিবীর তুলনায় অনেক অনেক বেশি প্রশস্ত। এর সুদূর প্রসারতা লক্ষ্য করুন, এটি পৃথিবীর ওপর একটি গোলকের ন্যায়, যার পরিধি অত্যন্ত বিশাল ও মহান। দ্বিতীয় আকাশ আরও প্রশস্ত, তৃতীয়টি আরও প্রশস্ত, চতুর্থটি আরও প্রশস্ত, পঞ্চমটি আরও প্রশস্ত এবং সপ্তম আকাশ আরও বেশি প্রশস্ত। প্রতিটি আকাশে প্রতি চার আঙুল জায়গার ব্যবধানে আল্লাহর ইবাদতে দণ্ডায়মান, রুকুকারী অথবা সিজদাবনত ফেরেশতা রয়েছেন। অতএব, ফেরেশতাদের কে গণনা করতে পারে? যদি আমরা ফেরেশতাদেরই গণনা করতে সক্ষম না হই, তবে কি রাসূলের ওপর প্রেরিত দরুদসমূহ গণনা করা সম্ভব? না, কারণ ফেরেশতার নবীর ওপর দরুদ পাঠ করেন, তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর পাঠিত দরুদের কোনো ইয়ত্তা নেই। দেখুন, আল্লাহর অনুগ্রহ কত প্রশস্ত! আল্লাহ এই মহামানবকে অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন এক মহান মর্যাদা দান করেছেন যা আমাদের জানামতে অন্য কেউ লাভ করেনি— "নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতার নবীর প্রতি দরুদ পাঠ করেন।" এটি একটি সংবাদ যার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের উৎসাহিত করতে চেয়েছেন, আর এই কারণেই তিনি এরপর বলেছেন— "হে ঈমানদারগণ," তোমাদের ঈমানের দাবি অনুযায়ী তোমরা তাঁর প্রতি দরুদ পাঠ করো। এখানে ঈমানের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সম্বোধন করা হয়েছে, কারণ ঈমানই মানুষকে সত্যের পথে পরিচালিত করে।

على امتثال الأمر {يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً} الصلاة والسلام {صلوا عليه} أي ادعوا الله أن يثني عليه في الملائكة الأعلى {وسلموا تسليماً} أي ادعوا الله أن يسلمه تسليماً تاماً ومما يسلمه في حياته يسلمه من الآفات الجسدية والآفات المعنوية وبعد موته من الآفات المعنوية بمعنى أن تسلم شريعته من أن يقضى عليها قاض أو ينسخها ناسخ وكذلك الجسد لأنه ربما يعتدي عليه بعد موته في قبره كما يأتي في قصة مشهورة أن رجلين أرادا أن يستخرجا جسد النبي صلى الله عليه وسلم فنزل المدينة رجلان غريبان نزلا المدينة وبدءا يحفران من تحت الأرض حفرة يحفران من تحت الأرض حتى يتوصلا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذا جسده الشريف فبقيا على ذلك مدة فأريا أحد الملوك في المنام أن رجلين يحفران ليصلا إلى جسد النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذه فاهتم بذلك اهتماماً عظيماً ثم ارتحل إلى المدينة ارتحل إلى المدينة وصل المدينة فمن أين يعلم هذين الرجلين كيف يتوصل إلى معرفتهما فقال لأمير المدينة ادع لي جميع أهل المدينة لأنه في المنام إما وصفاً له أو رأياً في المنام وعرفهما فقال ادع لي أهل المدينة فدعاهم أطعمهم ومشوا ما رأى الرجلين فقال ادع لي أهل المدينة دعاهم أظن مرتين أو ثلاث ولم ير الرجلين والرؤيا التي رأها حق لا بد أن يكون هذا قال أين أهل المدينة قالوا ما في أحد في رجلين غريبين في المسجد يعني ليس لهما قيمة قال أحضرهما فجاء بهما فإذا هما اللذان رأها في المنام فعرفهما ثم أمر بأن يحفر حفرة على جوانب الحجرة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تكون

এই নির্দেশের আনুগত্যস্বরূপ: {হে মুমিনগণ, তোমরা তাঁর প্রতি দরুদ পাঠ করো এবং যথাযথভাবে সালাম পেশ করো}। দরুদ ও সালাম। {তাঁর প্রতি দরুদ পাঠ করো} অর্থাৎ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করো যেন তিনি উচ্চমন্ডলীর ফেরেশতাদের মাঝে তাঁর প্রশংসা করেন।

{এবং যথাযথভাবে সালাম পেশ করো} অর্থাৎ আল্লাহর নিকট এই দোয়া করো যেন তিনি তাঁকে পূর্ণরূপে নিরাপদ রাখেন। তাঁর জীবদ্দশায় আল্লাহ তাঁকে শারীরিক ও চারিত্রিক সকল আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন, আর তাঁর ইনতিকালের পর চারিত্রিক বা আদর্শিক আপদ থেকে রক্ষা করার অর্থ হলো—তাঁর শরীয়ত এমনভাবে সংরক্ষিত থাকবে যে, কোনো বিচারক একে রদ করতে পারবে না এবং কোনো রহিতকারী একে রহিত করতে পারবে না। একইভাবে তাঁর পবিত্র শরীরকেও আল্লাহ হেফাজত করেন, কারণ মৃত্যুর পরও কবরে তাঁর ওপর আক্রমণের আশঙ্কা থাকতে পারে। যেমনটি একটি প্রসিদ্ধ ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে যে, দুজন ব্যক্তি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র শরীর বের করে নিতে চেয়েছিল। মদীনায় দুজন আগন্তুক ব্যক্তি আগমন করে এবং মাটির নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গ খনন করতে শুরু করে। তারা মাটির নিচ দিয়ে খুঁড়তে থাকে যাতে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কবর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে এবং তাঁর পবিত্র দেহ মোবারক নিয়ে যেতে পারে। তারা বেশ কিছুকাল এ কাজে লিপ্ত থাকে। অতঃপর সমকালীন এক বাদশাহকে স্বপ্নে দেখানো হলো যে, দুজন ব্যক্তি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র দেহ মোবারক পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য এবং তা নিয়ে যাওয়ার জন্য সুড়ঙ্গ খুঁড়ছে। বাদশাহ এই স্বপ্নে অত্যন্ত বিচলিত হলেন। এরপর তিনি মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন এবং মদীনায় পৌঁছালেন। কিন্তু তিনি এই দুজনকে কীভাবে চিনবেন বা তাদের পরিচয় কীভাবে নিশ্চিত করবেন? তিনি মদীনার শাসনকর্তাকে বললেন, ‘মদীনার সকল অধিবাসীকে আমার কাছে ডাকুন।’ কারণ স্বপ্নে হয়তো তাদের হুলিয়া বর্ণনা করা হয়েছিল অথবা তিনি স্বপ্নে তাদের দেখেছিলেন এবং চিনতে পেরেছিলেন। তিনি মদীনার লোকজনকে ডাকতে বললেন এবং তাদের দাওয়াত খাওয়ালেন। তারা সবাই তাঁর সামনে দিয়ে চলে গেল কিন্তু তিনি ওই দুই ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন না। তিনি পুনরায় মদীনার সব মানুষকে ডাকতে বললেন। আমার ধারণা মতে, তিনি দুই বা তিনবার তাদের ডাকলেন কিন্তু ওই দুই ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন না। অথচ তাঁর দেখা স্বপ্নটি ছিল সত্য এবং এমনটা ঘটনা ছিল অবধারিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘মদীনার আর কোনো লোক কি বাকি আছে?’ তারা উত্তর দিল, ‘মসজিদে দুজন সাধারণ আগন্তুক লোক ছাড়া আর কেউ নেই, যাদের তেমন কোনো সামাজিক গুরুত্ব নেই।’ তিনি বললেন, ‘তাদেরও আমার সামনে উপস্থিত করো।’ তাদের নিয়ে আসা হলো এবং দেখা গেল তারাই সেই দুজন যাদের তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন। তিনি তাদের চিনে ফেললেন। এরপর তিনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম)-এর রওজা মোবারকের চারদিকের হুজরা সংলগ্ন অংশে একটি গভীর পরিখা খনন করার নির্দেশ দিলেন...

(ص: 470) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

حجرة بالبناء ثم صبها بالرخام والرصاص والرصاص حتى يحمي الله جسد هذا النبي الكريم فصب الرصاص إلى الأرض ولهذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ حفظاً تاماً فآلمهم أن قول المسلم اللهم صل وسلم على محمد يعني سلمه من الآفات الجسدية حياً وميتاً وسلمه أيضاً سلم شريعته من أن يطسها أحد أو أن يعدو عليها أحد ثم اعلّموا أيها الإخوان أن أجساد الأنبياء لا يمكن أن تأكلها الأرض لا يمكن لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء إذن فأجساد الأنبياء سالمة من الأرض التي تأكل كل جسد إلا من شاء الله لا تأكل أجساد الأنبياء والحاصل أن في هذه الآية الكريمة أمر الله تعالى أن نصلي ونسلم عليه تسليماً والصلاة عليه واجبة في مواضع منها إذا ذكر اسمه عندك فصل عليه لأن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك رغم أنف معني رغم يعني سقط في الرغامة الرغامة هي الأرض الترابية رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك يعني إذا سبعت ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فقل اللهم صل وسلم عليه فإن له حق عليك تجب الصلاة على النبي أيضاً عند كثير من العلماء في الصلاة في التشهد

একটি কক্ষ নির্মাণের পর তামা, সিসা এবং মার্বেল পাথর দ্বারা তা ঢালাই করা হয়েছে যাতে আল্লাহ এই মহান নবীর দেহ মোবারককে সুরক্ষা দান করেন। সিসা মাটির গভীর পর্যন্ত ঢেলে দেওয়া হয়েছিল, আর একারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কবর পূর্ণরূপে

সংরক্ষিত। মূল বিষয়টি হলো, একজন মুসলিম যখন বলে ‘হে আল্লাহ, আপনি মুহাম্মাদের ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন’, এর অর্থ হলো—তাকে জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় যাবতীয় শারীরিক বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ রাখুন এবং তাঁর শরীয়তকেও সুরক্ষা দিন যাতে কেউ তা বিলুপ্ত করতে না পারে কিংবা এর ওপর কোনো প্রকার আগ্রাসন চালাতে না পারে। অতঃপর হে ভ্রাতৃমণ্ডলী, জেনে রাখুন যে, নবীদের পবিত্র দেহ মাটি ভক্ষণ করতে পারে না। এটি অসম্ভব, কারণ আল্লাহ মাটির জন্য নবীদের দেহ ভক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং নবীদের দেহ মাটি থেকে নিরাপদ। যে মাটি আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে অন্য সকল দেহ ভক্ষণ করে, তা নবীদের দেহ ভক্ষণ করে না। সারকথা হলো, এই মহিমান্বিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর দরুদ ও সালাম পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিছু ক্ষেত্রে তাঁর ওপর দরুদ পাঠ করা ওয়াজিব, তন্মধ্যে একটি হলো—যখন আপনার নিকট তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়, তখন তাঁর ওপর দরুদ পাঠ করুন। কারণ জিবরাঈল (আ.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেছিলেন, ‘সেই ব্যক্তির নাসিকা ধূলিমলিন হোক, যার নিকট আপনার নাম উচ্চারিত হলো অথচ সে আপনার ওপর দরুদ পাঠ করল না।’ ‘নাসিকা ধূলিমলিন হওয়া’র অর্থ হলো অপদস্থ হয়ে ধূলিতে নিপতিত হওয়া। ‘রাঘামা’ হলো ধূলিময় মাটি। অর্থাৎ যখনই আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নাম শুনবেন, তখন বলুন—‘আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলাইহি’ (হে আল্লাহ, তাঁর ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন)। কেননা আপনার ওপর তাঁর হুক বা অধিকার রয়েছে। এছাড়া অনেক আলেমের মতে নামাজের তাশাহুদেও নবীর ওপর দরুদ পাঠ করা ওয়াজিব।

(ص: 471) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الأخير فعند كثير من العلماء أنها ركن لا تصح الصلاة إلا به وعند بعضهم أنها سنة وعند بعضهم أنها واجب والاحتياط أن لا يدعها الإنسان في صلاته أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن الإنسان جعل كل دعاء يدعو به مقرونا

بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ يَكْفِي هَبْهُ وَيَغْفِرْ ذَنْبَهُ.

ولهذا أكثر يا أخي من الصلاة والسلام على الرسول ليزداد إيمانك ويسهل لك الأمر ثم اعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك النفع لك ولا الضر فلا تسأله لا تقول يا رسول الله افعل كذا يا رسول الله استغفر لي يا رسول الله أغثنى يا رسول الله سهل أمري هذا حرام شرك أكبر لأنه لا يجوز أن تدعو مع الله أحدا الدعاء خاص بمن بالله قال تعالى {وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين} فإن قال قائل أيها أعظم حقاً الوالدان يعني الأم والأب أم الرسول؟ الرسول أعظم من حق نفسك عليك ولهذا يجب على الإنسان أن يفدي نفسه للرسول

শেষোক্তটির ব্যাপারে অনেক আলেমের মতে এটি একটি রুকন (অপরিহার্য অংশ), যা ব্যতীত সালাত শুদ্ধ হয় না। কারো কারো মতে এটি সুন্নাহ এবং কারো মতে এটি ওয়াজিব। সতর্কতা হলো মানুষ যেন তার সালাতে এটি অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ বর্জন না করে। আর যদি কোনো ব্যক্তি তার কৃত প্রতিটি দুআর সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ যুক্ত করে, তবে হাদিসে যেমনটি এসেছে— তা তার দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য যথেষ্ট হবে এবং তার পাপ মোচন করা হবে।

অতএব হে আমার ভাই, আপনি রাসুলের ওপর অধিক পরিমাণে দরুদ ও সালাম পাঠ করুন যাতে আপনার ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং আপনার বিষয়সমূহ সহজ হয়। অতঃপর জেনে রাখুন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মানুষ; তিনি আপনার কোনো উপকার বা অপকারের মালিক নন। সুতরাং আপনি তাঁর কাছে কিছু প্রার্থনা করবেন না; বলবেন না যে— হে আল্লাহর রাসুল, আমার জন্য এমন করে দিন; হে আল্লাহর রাসুল, আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন; হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে উদ্ধার করুন; হে আল্লাহর রাসুল, আমার কাজ সহজ করে দিন। এটি হারাম এবং শিরকে আকবর (বড় শিরক); কারণ আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডাকা বৈধ নয়। দুআ বা প্রার্থনা কেবল আল্লাহর জন্যই সুনির্দিষ্ট। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: {তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।

নিশ্চয় যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।} যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, কার অধিকার বেশি মহান— পিতা-মাতা অর্থাৎ মা ও বাবা, নাকি রাসূল? রাসূলের অধিকার আপনার নিজের ওপর আপনার প্রাণের যে অধিকার রয়েছে তার চেয়েও মহান। আর এই কারণেই মানুষের ওপর আবশ্যিক হলো রাসূলের জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করা।

(ص: 472) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

يجب على كل إنسان وأن يكون الرسول أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين فإن قال قائل أليس الله يذكر حق الوالدين بعد حقه قلنا بلى {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا} ولكن حق الرسول متبوع بحق الله لأن عبادة الله لا تتم إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموفق.

قال الله تعالى {إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً} .

1397 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا رواه مسلم.

প্রত্যেক মানুষের জন্য এটি আবশ্যিক যে, রাসূল তার নিকট তার নিজের জান, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা এবং সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হবেন। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ কি তাঁর নিজের হকের পরেই পিতা-মাতার হকের কথা উল্লেখ করেননি? আমরা বলব, হ্যাঁ; "আপনার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করো।" কিন্তু রাসূলের হক আল্লাহর হকের অনুগামী, কেননা

আল্লাহর ইবাদত আল্লাহর প্রতি ইখলাস এবং আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। আর আল্লাহই সঠিক পথ প্রদর্শনকারী।

মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরুদ পাঠ করো এবং যথাযথভাবে সালাম পেশ করো।"

১৩৯৭ - আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন: "যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরুদ পাঠ করবে, তার বিনিময়ে আল্লাহ তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন।" (মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)।

(ص: 475) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

1398 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة رواه الترمذي وقال حديث حسن.

1399 - وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يقول بليت قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء رواه أبو داود بإسناد صحيح.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث الثلاثة في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم لنا معنى الصلاة عليه فالحديث الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها

عشرة يعني إذا قلت اللهم صل على محمد صلى الله عليك بها عشر مرات فأثنى الله عليك في الملاء الأعلى عشر مرات وهذا يدل على فضيلة الصلاة على فضيلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل على علو مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله حيث جازى من صلى عليه بعشر أمثال عمله يصلي الله عليه عشر مرات.

১৩৯৮ - ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে, যে আমার ওপর সবচেয়ে বেশি দরুদ পাঠ করে। এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি হাসান হাদিস।

১৩৯৯ - আওস ইবনে আওস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো জুমুআর দিন, সুতরাং তোমরা এ দিনে আমার ওপর অধিক হারে দরুদ পাঠ করো। কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পেশ করা হয়। সাহাবীগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের দরুদ আপনার নিকট কীভাবে পেশ করা হবে অথচ আপনার দেহ জীর্ণ হয়ে (মাটির সাথে মিশে) যাবে? তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ জমিনের জন্য নবীদের দেহ ভক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছেন। এটি আবু দাউদ সহিহ সনদসহ বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

এই তিনটি হাদিস নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর দরুদ পাঠের ফজিলত বর্ণনায় এসেছে। ইতিপূর্বে নবীজির ওপর দরুদ পাঠের অর্থ আলোচিত হয়েছে। প্রথম হাদিসটি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন। অর্থাৎ যখন আপনি বলেন ‘হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন’, তখন আল্লাহ তায়ালা উচ্চাসীন ফেরেশতাদের সমাবেশে দশবার আপনার প্রশংসা করেন। এটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর দরুদ পাঠের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহর নিকট নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুউচ্চ মর্যাদার প্রমাণ বহন করে, যেখানে তিনি তার ওপর দরুদ পাঠকারীকে তার আমলের দশগুণ প্রতিদান প্রদান করেন তথা আল্লাহ তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন।

وأما الحديث الثاني فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أولى الناس به أكثرهم صلاة عليه أولى الناس به يوم القيامة وأقربهم منه من صلى عليه عليه الصلاة والسلام أكثرهم صلاة على النبي هو أولى الناس به يوم القيامة وهذا أيضاً يدل على الترغيب في كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثالث فهو حديث أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة وأخبر بأن صلاتنا معروضة عليه تعرض عليه فيقال صلى عليك فلان بن فلان أو تعرض عليه يقال صلى عليك رجل من أمتك الله أعلم هل يعين المصلي أم لا المهم أنها تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد أرمت أو أرمت أي بليت فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام مهما بقوا في الأرض فإن الأرض لا تأكلهم أما غير الأنبياء فإنها تأكلهم لكن قد يكرم الله تعالى بعض الموتى فلا تأكلهم الأرض وإن بقوا ولكننا لا نتيقن أن أحداً لا تأكله الأرض إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ففي هذه الأحاديث الثلاثة الترغيب في كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في يوم الجمعة ولكن أكثر الصلاة عليه في كل وقت فإنك إذا صليت مرة واحدة صلى الله بها عليك عشرة اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

দ্বিতীয় হাদিসটি ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানিয়েছেন, কিয়ামতের দিন তাঁর সর্বাধিক নিকটবর্তী ব্যক্তি হবে তারা যারা তাঁর ওপর অধিক পরিমাণে দরুদ পাঠ করে। কিয়ামতের দিন নবীজির সর্বাধিক প্রিয় এবং তাঁর সবচাইতে নিকটবর্তী সেই ব্যক্তি, যে তাঁর ওপর অধিক দরুদ পাঠ করে। মূলত যে ব্যক্তি নবীজির ওপর সবচাইতে বেশি দরুদ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন সেই হবে তাঁর সবচাইতে নিকটবর্তী। এটি

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর অধিক পরিমাণে দরুদ পাঠ করার প্রতি উৎসাহিত হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

আর তৃতীয় হাদিসটি হলো আওস ইবনে আওস (রা.)-এর হাদিস যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুমার দিনে তাঁর ওপর অধিক দরুদ পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন যে, আমাদের দরুদ তাঁর কাছে পেশ করা হয়। এটি তাঁর সামনে উপস্থাপন করা হয় এবং বলা হয় যে, অমুকের পুত্র অমুক আপনার ওপর দরুদ পাঠ করেছে; অথবা পেশ করার সময় বলা হয় যে, আপনার উম্মতের জনৈক ব্যক্তি আপনার ওপর দরুদ পাঠ করেছে। আল্লাহই ভালো জানেন দরুদ পাঠকারীর নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় কি না, তবে মূল বিষয় হলো তা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পেশ করা হয়। এমতাবস্থায় সাহাবীগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কীভাবে আপনার নিকট আমাদের দরুদ পেশ করা হবে যখন আপনার দেহ জীর্ণ হয়ে যাবে? তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা জমিনের জন্য নবীদের দেহ ভক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) যতোদিন মাটির নিচে অবস্থান করুন না কেন, জমিন তাঁদের দেহ ভক্ষণ করে না। তবে নবীগণ ব্যতীত অন্যদের মৃতদেহ জমিন ভক্ষণ করে ফেলে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা কোনো কোনো মৃত ব্যক্তিকে বিশেষ সম্মান দান করতে পারেন যার ফলে জমিন তাঁদের ভক্ষণ করে না; তবে নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারে আমরা এটি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না। এই তিনটি হাদিসের মূল শিক্ষা হলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর অধিক পরিমাণে দরুদ পাঠ করার প্রতি উৎসাহিত করা, বিশেষ করে জুমার দিনে। তবে আপনি সর্বদা তাঁর প্রতি অধিক দরুদ পাঠ করুন, কারণ আপনি যদি একবার দরুদ পাঠ করেন, তবে আল্লাহ তার বিনিময়ে আপনার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন। হে আল্লাহ! আপনি আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীদের ওপর দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

1401 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبوري عيداً وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد صحيح.

1402 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم & قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام رواه أبو داود بإسناد صحيح.

1403 - وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.

1404 - وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو في صلاته لم يمجّد الله تعالى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعا فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث الأربعة أيضاً فيها الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضيلة ذلك فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا

১৪০১ - হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমরা আমার কবরকে উৎসবের স্থানে পরিণত করো না এবং আমার প্রতি দরুদ পাঠ করো; কেননা তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে যায়। এটি আবু দাউদ সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

১৪০২ - হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যখনই কেউ আমাকে সালাম দেয়, আল্লাহ তাআলা আমার রুহ

ফিরিয়ে দেন যাতে আমি তার সালামের উত্তর দিতে পারি। এটি আবু দাউদ সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

১৪০৩ - হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: সেই ব্যক্তিই প্রকৃত কৃপণ, যার নিকট আমার কথা উল্লেখ করা হলো অথচ সে আমার প্রতি দরুদ পাঠ করল না। এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি হাসান সহীহ হাদিস।

১৪০৪ - হযরত ফাদালাহ ইবনে উবাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে তার সালাতে দোয়া করতে শুনলেন অথচ সে আল্লাহ তাআলার মহিমা বর্ণনা করেনি এবং নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি দরুদ পাঠ করেনি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এই ব্যক্তি তাড়াহুড়ো করল। অতঃপর তিনি তাকে ডাকলেন এবং তাকে অথবা অন্য কাউকে উদ্দেশ্য করে বললেন: যখন তোমাদের কেউ সালাত (দোয়া) করবে, সে যেন তার মহান রবের প্রশংসা ও গুণকীর্তনের মাধ্যমে শুরু করে, অতঃপর নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি দরুদ পাঠ করে এবং এরপর যা ইচ্ছা দোয়া করে। এটি আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন এটি হাসান সহীহ হাদিস।

[ব্যাখ্যা]

এই চারটি হাদিসেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠ করার নির্দেশ এবং এর ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমরা বানিও না...

(ص: 478) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

قبري عيداً وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم.

المعنى لا تجعلوا القبر عيداً تكرمونه بالمجيء إليه كل سنة مرة أو مرتين أو ما أشبه ذلك وفيه دليل على تحريم شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن الإنسان إذا أراد الذهاب إلى المدينة لا يقصد أن يسافر من أجل زيارة قبر الرسول ولكن يسافر من أجل الصلاة في مسجده لأن الصلاة في مسجده خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم إذا صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن صلاتك تبلغه حيثما كنت في بر أو بحر أو جو قريباً كنت أو بعيداً وكذلك الحديث الثاني أنه ما من رجل مسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام فإذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم رد الله عليه روحه فرد عليك السلام والظاهر أن هذا فيمن كان قريباً منه كأن يقف على قبره ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ويحتمل أن يكون عاماً والله على كل شيء قدير.

ثم ذكر المؤلف حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحديث فضالة بن عبيد وفيهما أيضاً الحث على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن حديث فضالة بن عبيد الظاهر أن المراد بذلك التشهد وأن هذا الرجل تشهد ولم يثن على الله ولم يمجده ولم يصل على النبي ولكنه دعا مباشرة ومعلوم أن التشهد & فيه أولاً الثناء على الله في قوله التحيات لله والصلوات والطيبات

"আমার কবরকে উৎসবে পরিণত করো না এবং আমার ওপর দরুদ পাঠ করো, কারণ তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তোমাদের দরুদ আমার কাছে পৌঁছায়।"

এর অর্থ হলো, তোমরা কবরকে উৎসবে পরিণত করো না, যাকে তোমরা প্রতি বছর একবার বা দুবার কিংবা অনুরূপ যাতায়াতের মাধ্যমে সম্মান জানাবে। এর মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে সফর করার নিষিদ্ধতার প্রমাণ রয়েছে। মানুষের যখন মদীনায় যাওয়ার ইচ্ছা হয়, তখন তার উদ্দেশ্য যেন কেবল রাসূলের কবর যিয়ারত করার জন্য সফর করা না হয়, বরং তার সফরের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তাঁর মসজিদে সালাত আদায় করা। কারণ, তাঁর মসজিদে সালাত আদায় করা মসজিদুল হারাম

ব্যতীত অন্য যেকোনো মসজিদের তুলনায় এক হাজার সালাতের চেয়েও উত্তম। তিনি বলেছেন: "এবং আমার ওপর দরুদ পাঠ করো, কারণ তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তোমাদের দরুদ আমার কাছে পৌঁছায়।" আপনি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর দরুদ পাঠ করেন, তখন আপনার সেই দরুদ তাঁর কাছে পৌঁছে যায়, চাই আপনি স্থলে থাকুন কিংবা জলে অথবা অন্তরীক্ষে, কাছে থাকুন কিংবা দূরে। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় হাদিসে এসেছে যে, কোনো মুসলিম ব্যক্তি যখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সালাম প্রদান করে, তখনই আল্লাহ তাঁর রুহ ফিরিয়ে দেন যাতে তিনি সালামের উত্তর দিতে পারেন। সুতরাং আপনি যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সালাম দেবেন, তখন আল্লাহ তাঁর রুহ ফিরিয়ে দেবেন এবং তিনি আপনার সালামের উত্তর দেবেন। বাহ্যত এটি তাঁর নিকটবর্তী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমন কেউ তাঁর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলবে: "হে নবী, আপনার ওপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।" তবে এটি ব্যাপক অর্থবোধক হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে; আর আল্লাহ সব কিছুই ওপর সর্বশক্তিমান।

অতঃপর লেখক আলী বিন আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং ফাদালাহ বিন উবাইদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসদ্বয় উল্লেখ করেছেন। এই উভয় হাদিসেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর দরুদ পাঠের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। তবে ফাদালাহ বিন উবাইদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিসের ক্ষেত্রে বাহ্যত এটি প্রতীয়মান হয় যে, এখানে উদ্দেশ্য হলো তাশাহহুদ; সেই ব্যক্তি তাশাহহুদ পাঠ করেছিলেন কিন্তু আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করেননি এবং নবীজির ওপর দরুদও পাঠ করেননি, বরং তিনি সরাসরি দুআ করেছিলেন। অথচ এটি সর্বজনবিদিত যে, তাশাহহুদে প্রথমে 'সমস্ত মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর জন্য' বাক্যাংশের মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা করা হয়।

(ص: 479) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

وفيه أيضاً السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه ثم الدعاء فيحصل أعني حديث فضالة بن عبيد على هذا على أن المراد بذلك الدعاء في الصلاة وأنه

يسبق بالتحيات ثم بالسلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء والله الموفق.

جائز أن يفرد السلام أو الصلاة لكن الفضل أن يجمع بينهما.

1405 - وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه.

1406 - وعن أبي مسعود البدر رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادَةَ رضي الله عنه فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم رواه مسلم.

এতে আরও রয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সালাম ও দরুদ পাঠ করা এবং এরপর দোয়া করা। সুতরাং ফাদালাহ ইবনে উবাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসটিকে এভাবেই ব্যাখ্যা করা হবে যে, এর দ্বারা সালাতের মধ্যকার দোয়া উদ্দেশ্য; আর দোয়া করার পূর্বে প্রথমে তাশাহহুদ, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সালাম ও দরুদ পেশ করতে হবে এবং এরপর দোয়া করতে হবে। আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

সালাম বা দরুদ এককভাবে পাঠ করা জায়েজ, তবে উত্তম হলো উভয়টিকে একত্রিত করা।

১৪০৫ - আবু মুহাম্মাদ কাব ইবনে উজরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বের হয়ে আসলেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে কীভাবে সালাম দিতে হয় তা আমরা জেনেছি, কিন্তু

আপনার ওপর দরুদ পাঠ করব কীভাবে? তিনি বললেন, তোমরা বলো: হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের ওপর রহমত বর্ষণ করুন, যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইব্রাহীমের পরিবারের ওপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত ও মহিমাম্বিত। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের ওপর বরকত নাযিল করুন, যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইব্রাহীমের পরিবারের ওপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত ও মহিমাম্বিত। (মুত্তাফাকুন আলাইহি বা বুখারি ও মুসলিম)।

১৪০৬ - আবু মাসউদ আল-বাদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন যখন আমরা সা'দ ইবনে উবাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মজলিসে ছিলাম। বাশির ইবনে সা'দ তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আমাদেরকে আপনার ওপর দরুদ পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন, তো আমরা আপনার ওপর কীভাবে দরুদ পাঠ করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন, এমনকি আমরা কামনা করতে লাগলাম যে, তিনি যদি তাঁকে এই প্রশ্নটি না করতেন! অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা বলো: হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের ওপর রহমত বর্ষণ করুন যেমন আপনি ইব্রাহীমের পরিবারের ওপর রহমত বর্ষণ করেছেন; এবং আপনি মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের ওপর বরকত নাযিল করুন যেমন আপনি ইব্রাহীমের পরিবারের ওপর বরকত নাযিল করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত ও মহিমাম্বিত। আর সালাম তো তেমনই যেমনটি তোমরা ইতিমধ্যে জেনেছ। (মুসলিম)।

(ص: 480) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

1407 - وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

هذه أحاديث ثلاثة في بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في كيفية الصلاة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلون عليه لأنه عليهم كيف يصلون عليه لأنه عليهم كيف يصلون عليه والذي عليهم إياه هو قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أما الصلاة فعليهم وقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وقد سبق أن معنى صلاة الله على العبد هو ثناءه عليه في المبدأ الأعلى والمراد بآل محمد هنا كل أتباعه على دينه فإن آل الإنسان قد يراد بهم أتباعه على دينه وقد يراد بهم قرابته لكن في مقام الدعاء ينبغي أن يراد بهم العموم لأنه أشمل فالمراد بقوله وعلى آل محمد يعني جميع أتباعه فإن قال قائل هل تأتي الآل بمعنى الاتباع قلنا نعم قال الله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب

1407 - আবু হুমাইদ আস-সাদ্দী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার ওপর কীভাবে দরুদ পাঠ করব? তিনি বললেন, তোমরা বলো: হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ, তাঁর সহধর্মিণীগণ এবং তাঁর বংশধরদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন, যেমনটি আপনি ইব্রাহীমের ওপর রহমত বর্ষণ করেছেন। আর আপনি মুহাম্মাদ, তাঁর সহধর্মিণীগণ এবং তাঁর বংশধরদের ওপর বরকত নাযিল করুন, যেমনটি আপনি ইব্রাহীমের ওপর বরকত নাযিল করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অত্যন্ত প্রশংসিত ও মহিমাম্বিত। (বুখারী ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পাঠের পদ্ধতি বর্ণনায় এগুলো তিনটি হাদীস। কা'ব ইবনে উজরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসটি দরুদ পাঠের পদ্ধতি সম্পর্কে যে, তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কীভাবে তাঁরা তাঁর ওপর দরুদ পাঠ করবেন। কারণ তিনি তাঁদের শিখিয়েছিলেন কীভাবে সালাম পেশ করতে হয়। আর

তিনি যা তাঁদের শিখিয়েছিলেন তা হলো তাঁর এই বাণী: "আপনার ওপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক হে নবী!" আর দরুদেদর ব্যাপারে তিনি তাঁদের শিক্ষা দিয়ে বললেন, তোমরা বলো: "হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।" ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বান্দার ওপর আল্লাহর সালাত বা দরুদ পাঠের অর্থ হলো ঊর্ধ্বজগতে ফেরেশতাদের সমাবেশে তাঁর প্রশংসা করা। আর এখানে 'মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজন' বলতে তাঁর দ্বীনের সকল অনুসারীকে বোঝানো হয়েছে। কেননা কোনো ব্যক্তির 'আল' (পরিবার/অনুসারী) বলতে কখনো তাঁর দ্বীনের অনুসারীদের বোঝানো হয়, আবার কখনো তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে বোঝানো হয়। তবে দু'আর ক্ষেত্রে একে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করাই শ্রেয়, কারণ তা অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক। সুতরাং তাঁর বাণী "এবং মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের ওপর" এর অর্থ হলো তাঁর সকল অনুসারীর ওপর। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, 'আল' শব্দটি কি অনুসারী অর্থে ব্যবহৃত হয়? আমরা বলব, হ্যাঁ; আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, (সেদিন বলা হবে) ফেরাউনের অনুসারীদেরকে কঠিনতম আযাবে প্রবেশ করাও।"

(ص: 481) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

قال العلماء معناه أدخلوا أتباعه أشد العذاب وهو أوله كما قال تعالى {يقدم قومه يوم القيامة فأوردتهم النار وبئس الورد المورود} وقوله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الكاف هنا للتعليل وهذا من باب التوسل بأفعال الله السابقة إلى أفعاله اللاحقة يعني كما مننت بالصلاة على إبراهيم وآله فامنن بالصلاة على محمد وآله صلى الله عليه وسلم فهي من باب التعليل وليست من باب التشبيه وبهذا يزول الإشكال الذي أورده بعض أهل العلم رحمهم الله حيث قالوا كيف تلحق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله بالصلاة على إبراهيم وآله مع أن محمد أشرف من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فالجواب أن الكاف هنا ليست للتشبيه ولكنها

للتعليل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حميد يعني محمود مجيد يعني مجيد والمجد هو العظمة والسلطان والعزة والقدرة وما إلى ذلك اللهم بآرك على محمد وعلى آل محمد كما بآركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كذلك أيضاً التبريك تقول اللهم بآرك على محمد وعلى آل محمد أي أنزل فيهم البركة والبركة هي الخير الكثير الواسع الثابت كما بآركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذه هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم وهذه هي الصفة الفضلى وإذا اقتصر على قولك اللهم صل على محمد كما فعل العلماء

উলামায়ে কেরাম বলেছেন, এর অর্থ হলো—তার অনুসারীদের কঠোরতম আজাবে প্রবেশ করাও; আর এটি হলো তার শুরু, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: "সে কিয়ামতের দিন তার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে, অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে নিয়ে যাবে; আর সেই গন্তব্যস্থল কতই না নিকৃষ্ট।" আর আল্লাহর বাণী "যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইব্রাহিম ও ইব্রাহিমের পরিবারবর্গের ওপর"—এখানে 'কাফ' বর্ণটি কারণ দর্শানোর (তালীলের) জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এটি মূলত আল্লাহর পূর্ববর্তী কর্মের উসিলায় তাঁর পরবর্তী কর্মের প্রার্থনা করার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, আপনি যেভাবে ইব্রাহিম ও তাঁর পরিবারবর্গের ওপর রহমত বর্ষণের অনুগ্রহ করেছেন, তেমনিভাবে মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারবর্গের ওপরও—তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক—রহমত বর্ষণের অনুগ্রহ দান করুন। সুতরাং এটি কারণ দর্শানোর পর্যায়ভুক্ত, সাদৃশ্য বুঝানোর জন্য নয়। এর মাধ্যমেই সেই সংশয় দূরীভূত হয় যা কোনো কোনো বিজ্ঞ আলেম (আল্লাহ তাঁদের ওপর রহম করুন) উত্থাপন করেছেন; তাঁরা বলেছিলেন, কীভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের ওপর রহমত বর্ষণকে ইব্রাহিম ও তাঁর পরিবারবর্গের ওপর রহমত বর্ষণের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, অথচ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল নবীর চেয়ে অধিক মর্যাদাবান? এর উত্তর হলো, এখানে 'কাফ' বর্ণটি সাদৃশ্যের জন্য নয় বরং কারণ দর্শানোর জন্য। "যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইব্রাহিম ও ইব্রাহিমের পরিবারবর্গের ওপর; নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অতি মহিমাম্বিত।" 'হামিদ' অর্থ হলো প্রশংসিত এবং 'মাজিদ' অর্থ মহিমাম্বিত বা সম্মানিত। আর 'মাজদ' (মহিমা) হলো মহানুভবতা, রাজত্ব, মর্যাদা, ক্ষমতা এবং এই জাতীয় গুণাবলী।

"হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের পরিবারবর্গের ওপর বরকত দান করুন, যেমন আপনি বরকত দান করেছেন ইব্রাহিম ও ইব্রাহিমের পরিবারবর্গের ওপর; নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অতি মহিমাম্বিত।" একইভাবে 'তাবরিক' বা বরকতের দোয়ার ক্ষেত্রেও আপনি বলবেন: "হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের পরিবারবর্গের ওপর বরকত দান করুন", অর্থাৎ তাঁদের ওপর বরকত অবতীর্ণ করুন। আর 'বারাকাহ' হলো প্রচুর, প্রশস্ত ও স্থায়ী কল্যাণ; "যেমন আপনি বরকত দান করেছেন ইব্রাহিম ও ইব্রাহিমের পরিবারবর্গের ওপর; নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অতি মহিমাম্বিত।" এটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের ওপর দরুদ পাঠের নিয়ম এবং এটিই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। তবে আলেমগণ যেমনটি করেছেন, সেভাবে যদি আপনি কেবল 'হে আল্লাহ! মুহাম্মদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন' বলার ওপর সীমাবদ্ধ থাকেন, তবে তাও বৈধ হবে।

(ص: 482) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

في جميع مؤلفاتهم إذا ذكروا الرسول لم يقولوا هذه الصلاة المطولة لأن هذه هي الكاملة وأما أدنى مجزئ فأن تقول اللهم صل على محمد.

أما حديث أبي مسعود البدرى وهو زيد وأبي حميد الساعدي فهما مقاربان لهذا اللفظ إلا أن في حديث أبي حميد الساعدي ذكر الأزواج والذرية وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني زوجاته والذي مات عنهم تسع زوجات وكان يقسم لثمانى زوجات منهم وأما التاسعة سودة فقد وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة وبقية الزوجات يقسم لهن النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل يقسم بالعدل كما أمر بذلك فالحاصل أن هذه الصفات الثلاث التي ذكر المؤلف رحمه الله وساقها في أحاديث ثلاثة متقاربة ولكنها تصف

الكمال من صفة الصلاة عليه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه
بإحسان إلى يوم الدين.

তাদের সকল রচনায় যখনই তারা রাসূলের কথা উল্লেখ করেছেন, তারা এই দীর্ঘ দরুদটি ব্যবহার করেননি; কারণ এটি হলো দরুদের পূর্ণাঙ্গ রূপ। আর দরুদের সর্বনিম্ন পর্যাপ্ত রূপ হলো এই বলা যে: হে আল্লাহ, আপনি মুহাম্মাদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।

আর আবু মাসউদ আল-বাদরী (যিনি য়ায়েদ) এবং আবু হুমাইদ আস-সাদ্দী বর্ণিত হাদিস দুটি এই শব্দের কাছাকাছি, তবে আবু হুমাইদ আস-সাদ্দীর বর্ণিত হাদিসে পত্নীগণ ও বংশধরদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আজওয়াজ বা পত্নীগণ বলতে তাঁর সহধর্মিণীদের বোঝানো হয়েছে; যাঁদের রেখে তিনি ইন্তেকাল করেছেন তাঁদের সংখ্যা ছিল নয় জন। তিনি তাঁদের মধ্যে আট জনের জন্য দিন বণ্টন করতেন। আর নবম জন অর্থাৎ সাওদা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর পালার দিনটি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে দান করেছিলেন। ফলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আয়েশার জন্য দুই দিন— তাঁর নিজস্ব দিন এবং সাওদার দিন—বণ্টন করতেন। আর অবশিষ্ট স্ত্রীদের ক্ষেত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ন্যায়বিচারের সাথে দিন বণ্টন করতেন, যেভাবে তাঁকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল। সারকথা হলো, লেখক (রহিমাল্লাহ) যে তিনটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন এবং তিনটি হাদিসের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, সেগুলো পরস্পর নিকটবর্তী; তবে এগুলো তাঁর ওপর দরুদ পাঠের পূর্ণাঙ্গ রূপ বর্ণনা করে। সুতরাং আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সাথীবর্গের ওপর এবং বিচার দিবস পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ করবে তাদের ওপর।

(ص: 483) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

كتاب الأذكار

L20/ باب فضل الذكر والحث عليه

قال الله تعالى {ولذكر الله أكبر} وقال تعالى {فاذكروني أذكركم} وقال تعالى {واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين} وقال تعالى {واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون} .
 وقال تعالى {إن المسلمين والمسلمات} إلى قوله تعالى {والذاكرين الله كثيراً والذَكَرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً} وقال تعالى {يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً} والآيات في الباب كثيرة معلومة.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين كتاب الأذكار. الأذكار جمع ذكر والمراد بذلك ذكر الله عز وجل ثم ذكر باب فضل الذكر والحث عليه وذكر آيات متعددة وليعلم أن ذكر الله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح أما القلب فهو التفكير ذكر الله تعالى بالقلب أن يتفكر الإنسان في أسماء الله وصفاته وأحكامه وأفعاله وآياته وأما الذكر باللسان فظاهر ويشمل كل قول يقرب إلى الله عز وجل من التهليل والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة السنة وقراءة العلم

জিকিরের অধ্যায়

জিকিরের ফযিলত এবং এর প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ অনুচ্ছেদ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “আর আল্লাহর জিকিরই সর্বশ্রেষ্ঠ।” তিনি আরও ইরশাদ করেন, “অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করব।” তিনি আরও ইরশাদ করেন, “আর তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশঙ্কচিত্তে এবং অনুচ্চৈঃস্বরে সকালে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করো; আর তুমি উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।” তিনি আরও ইরশাদ করেন, “এবং তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।” তিনি আরও ইরশাদ করেন, “নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী...” মহান আল্লাহর এই বাণী পর্যন্ত— “এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারী নারী; আল্লাহ তাদের

জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন।” তিনি আরও ইরশাদ করেন, “হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করো।” এই অনুচ্ছেদের আয়াতসমূহ অনেক এবং সুপরিচিত।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালাহীন' গ্রন্থে বলেছেন: জিকিরের অধ্যায়। 'আযকার' শব্দটি 'জিকির'-এর বহুবচন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহর জিকির। অতঃপর তিনি জিকিরের ফযিলত ও এর প্রতি উৎসাহ প্রদানের অনুচ্ছেদটি উল্লেখ করেছেন এবং বেশ কিছু আয়াত উপস্থাপন করেছেন। জেনে রাখা আবশ্যিক যে, আল্লাহ তাআলার জিকির অন্তরের মাধ্যমে, জিহ্বার মাধ্যমে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে হয়ে থাকে। অন্তরের জিকির হলো চিন্তা ও গবেষণা করা; অর্থাৎ মানুষ মহান আল্লাহর নামসমূহ, তাঁর গুণাবলি, তাঁর বিধানসমূহ, তাঁর কার্যাবলি এবং তাঁর নিদর্শনসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে। আর জিহ্বার জিকির তো সুস্পষ্ট; এতে এমন প্রতিটি কথা অন্তর্ভুক্ত যা মহান আল্লাহর নৈকট্য দান করে; যেমন— তাহলীল, তাসবীহ, তাকবীর, কুরআন তিলাওয়াত, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ এবং সুন্নাহ ও দ্বীনি ইলম পাঠ করা।

(ص: 484) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

كل قول يقرب إلى الله فهو ذكر لله عز وجل.
وأما ذكر الله بالأفعال فهو ذكر الله بالجوارح فهو كل فعل يقرب إلى الله كالقيام في الصلاة والركوع والسجود والقعود وغير ذلك لكن يطلق عرفاً على ذكر الله تعالى التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وذكر المؤلف رحمه الله في ذلك آيات منها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً فخاطب الله المؤمنين وأمرهم أن يذكروا الله تعالى ذكراً كثيراً في كل وقت وفي كل حال وفي كل

مكان اذكر الله ذكرا كثيرا {وسبحوه بكرة وأصيلا} أي قولوا سبحان الله في البكور والأصيل يعني في أول النهار وآخر النهار ويحتمل أن يراد بالنهار كله وفي الليل كله وقال الله تعالى {واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون} وهذا ذكره الله عز وجل في سياق لقاء العدو فقال تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون} فذكر الله تعالى من أسباب الثبات والفلاح والفلاح كلمة جامعة يراد بها حصول المطلوب والنجاة من البرهوب وقال الله تعالى {اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر} قيل المعنى ولما فيها من ذكر الله أكبر وقيل المعنى ذكر الله عموماً أكبر وهو أن الإنسان إذا صلى كان ذلك سبباً لحياة قلبه وذكره الله عز وجل كثيراً وقال تعالى في وصف الخلق من عباده {إن المسلمين والمسلمات

যে সকল কথা আল্লাহর নৈকট্য দান করে, তাই মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর জিকির। আর কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর জিকির হলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণ; অর্থাৎ এমন প্রতিটি কাজ যা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে সাহায্য করে, যেমন সালাতে দণ্ডায়মান হওয়া, রুকু করা, সিজদা করা, উপবেশন করা এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজ। তবে পরিভাষায় সাধারণত আল্লাহর জিকির বলতে তাসবিহ, তাহমিদ, তাকবির ও তাহলিলকে বোঝানো হয়। গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) এ বিষয়ে বেশ কিছু আয়াত উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে মহান আল্লাহর এই বাণীটি অন্যতম: "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।" এখানে আল্লাহ মুমিনদের সম্বোধন করেছেন এবং তাঁদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন তাঁরা সর্বক্ষণ, সর্বাবস্থায় ও সকল স্থানে আল্লাহ তাআলাকে অধিক স্মরণ করেন। তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো {এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো} অর্থাৎ দিনের শুরুতে এবং দিনের শেষে 'সুবহানাল্লাহ' বলো। এর দ্বারা পুরো দিন এবং পুরো রাতও উদ্দেশ্য হতে পারে। মহান আল্লাহ আরও ইরশাদ করেছেন: {এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো}। মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ এটি শত্রুর মোকাবিলা করার প্রেক্ষাপটে উল্লেখ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন: {হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোনো বাহিনীর মোকাবিলা

করো, তখন স্থির থেকেো এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো}। সুতরাং আল্লাহর জিকির হলো অটল থাকা ও সফলতার অন্যতম কারণ। 'ফালাহ' বা সফলতা একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, যা দ্বারা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন এবং ভীতিপ্রদ বিষয় থেকে মুক্তি পাওয়াকে বোঝানো হয়। মহান আল্লাহ আরও ইরশাদ করেছেন: {আপনার প্রতি যে কিতাব ওহি করা হয়েছে তা পাঠ করুন এবং সালাত কায়েম করুন। নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর জিকিরই তো সর্বশ্রেষ্ঠ}। বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হলো— সালাতের মধ্যে আল্লাহর যে জিকির বিদ্যমান তা সর্বশ্রেষ্ঠ। আবার বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হলো— সাধারণভাবে আল্লাহর জিকিরই সবচেয়ে বড় বিষয়। আর তা হলো, মানুষ যখন সালাত আদায় করে, তখন তা তার হৃদয়ের সজীবতা এবং মহান আল্লাহর অধিক স্মরণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের গুণাবলি বর্ণনা প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন: {নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী...

(ص: 485) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

والمؤمنين والمؤمنات} إلى قوله {والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما} وقال تعالى {فأذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون} والآيات في هذا كثيرة كلها تدل على فضيلة الذكر والحث عليه وقد أثنى الله تعالى على الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وبين أنهم هم أصحاب العقول فقال تعالى {إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الأبصار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار} فالحمد لله أن نحث أنفسنا وإياكم على إدامة ذكر الله وهو لا يكلف باللسان واللسان لا يعجز ولا يتعب بل يبقى دائما لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ما تعب فهو سهل

ولله الحمد وأجره عظيم جعلني الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات إنه على كل شيء قدير.

1408 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه.

1409 - وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله

...এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীগণ} থেকে মহান আল্লাহর বাণী {এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারী নারীগণ; আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন} পর্যন্ত। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন {সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করব। আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না}। এ বিষয়ে আয়াতসমূহ অনেক, যার সবগুলোই জিকিরের ফজিলত ও এর প্রতি উৎসাহ প্রদানের প্রমাণ দেয়। আল্লাহ তাআলা ঐ সকল লোকের প্রশংসা করেছেন যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তিনি স্পষ্ট করেছেন যে তারাই হলো প্রকৃত বুদ্ধিমান। মহান আল্লাহ বলেন {নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের বিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করে (এবং বলে): হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এসব অনর্থক সৃষ্টি করেননি, আপনি পরম পবিত্র; সুতরাং আমাদের জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করুন}। অতএব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমরা যেন নিজেদেরকে এবং আপনাদেরকে সর্বদা আল্লাহর জিকির বা স্মরণে মগ্ন থাকতে উৎসাহিত করি। এটি জিহ্বার জন্য কোনো কষ্টের কাজ নয় এবং জিহ্বা এতে অক্ষম হয় না কিংবা ক্লান্তও হয় না; বরং সর্বদা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’, ‘সুবহানাল্লাহ’, ‘আলহামদুলিল্লাহ’ এবং ‘আল্লাহু আকবার’ উচ্চারণ করলেও কোনো ক্লান্তি আসে না, কারণ এটি অত্যন্ত সহজ—সকল প্রশংসা আল্লাহরই—এবং এর সওয়াবও মহান। আল্লাহ আমাকে এবং আপনাদেরকে সেই সব পুরুষ ও নারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা আল্লাহকে অধিক স্মরণ করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

১৪০৮ - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "দুটি বাক্য যা জিহ্বায় উচ্চারণে খুবই হালকা, মিজানের পাল্লায় অত্যন্ত ভারী এবং পরম দয়াময় আল্লাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয়; (তা হলো) 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' (আল্লাহর প্রশংসা সহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছি) এবং 'সুবহানাল্লাহিল আজিম' (মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি)।" মুত্তাফাকুন আলাইহি।

১৪০৯ - তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমি যদি বলি 'সুবহানাল্লাহ'..."

(ম: 486) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس رواه مسلم.
1410 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه وقال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطيأته وإن كانت مثل زبد البحر متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث الثلاثة عن أبي هريرة رضي الله عنه كلها تدل على فضل الذكر الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان وهما أيضاً ثقيلتان في الميزان إذا كان يوم القيامة ووزنت الأعمال ووضعت هاتان الكلمتان في

এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই এবং আল্লাহ সর্বমহান - এই বাক্যগুলো আমার কাছে সেই সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় যার ওপর সূর্য উদ্ভিত হয়। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

১৪১০ - তাঁর (আবু হুরায়রা) থেকেই বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি দিনে একশ বার বলবে—'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর জন্য, আর তিনি সব কিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান'; তবে তা তার জন্য দশটি দাস মুক্ত করার সমান হবে, তার জন্য একশটি নেকি লেখা হবে, তার আমলনামা থেকে একশটি গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে এবং সেই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তা শয়তান থেকে তার জন্য সুরক্ষা হবে। আর কেউ তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আমল নিয়ে আসতে পারবে না, তবে সেই ব্যক্তি ছাড়া যে এর চেয়ে বেশি আমল করেছে। তিনি আরও বলেছেন: যে ব্যক্তি দিনে একশ বার বলবে—'আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর প্রশংসার সাথে', তার পাপসমূহ মোচন করে দেওয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনার মতো (বিপুল) হয়। এটি বুখারি ও মুসলিম উভয়ই বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত এই তিনটি হাদিসের সবগুলোই জিকিরের শ্রেষ্ঠত্ব নির্দেশ করে। প্রথমটিতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: দুটি বাক্য এমন রয়েছে যা জিহ্বায় উচ্চারণে খুবই সহজ, মিজানের পাল্লায় অত্যন্ত ভারী এবং দয়াময় আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়; (তা হলো) 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' (আল্লাহর প্রশংসার সাথে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছি) এবং 'সুবহানাল্লাহিল আজিম' (মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি)। এই দুটি বাক্য কিয়ামতের দিন মিজানের পাল্লায় অত্যন্ত ভারী হবে যখন আমলসমূহ ওজন করা হবে এবং যখন এই দুটি বাক্যকে রাখা হবে...

الميزان ثقلتا به والثالث حبيبتان إلى الرحمن وهذا أعظم الثوابين أن الله تعالى يحبهما وإذا أحب الله العمل أحب العامل به فهاتان الكلمتان من أسباب محبة الله للعبد ما معنى سبحان الله وبحمده المعنى أنك تنزه الله تعالى عن كل عيب ونقص وأنه الكامل من كل وجه جل وعلا مقرونا هذا التسبيح بالحمد الدال على كمال إفضاله وإحسانه إلى خلقه جل وعلا وتبام حكيمته وعليه وغير ذلك من كمالاته. سبحان الله العظيم يعني ذي العظمة والجلال فلا شيء أعظم من الله سلطانا ولا أعظم قدرا ولا أعظم حكمة ولا أعظم علما فهو عظيم بذاته وعظيم بصفاته جل وعلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فيا عبد الله أدم هاتين الكلمتين قلها دائما لأنهما ثقيلتان في الميزان وحبيبتان إلى الرحمن وهما لا يضرانك في شيء خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فينبغي للإنسان أن يقولهما ويكثر منهما.

ثم ذكر الحديث الثاني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع كلمات أحب إلي مما طلعت عليه الشمس يعني أحب علي من كل الدنيا وهما أيضا كلمات خفيفة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الناس الآن يسافرون ويقطعون الفيافي والصحاري والمهالك والمفاوز من أجل أن يربحوا شيئا قليلا من الدنيا قد يتمتعون به وقد

মিযানের পাল্লায় এ দুটি বাক্য ভারী হবে এবং তৃতীয়ত এ দুটি দয়াময় আল্লাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয়। আর এটিই হলো মহত্তম প্রতিদান যে, মহান আল্লাহ এ দুটিকে ভালোবাসেন। আর যখন আল্লাহ কোনো আমলকে ভালোবাসেন, তখন তিনি সেই আমলকারীকেও ভালোবাসেন। সুতরাং এই শব্দযুগল বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা লাভের অন্যতম মাধ্যম। 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি'-এর অর্থ কী? এর অর্থ হলো, আপনি মহান আল্লাহকে যাবতীয় দোষ-ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থেকে পবিত্র ঘোষণা করছেন এবং বিশ্বাস করছেন যে তিনি সর্বদিক থেকে পরিপূর্ণ ও সুমহান। এই তাসবিহ বা পবিত্রতা ঘোষণার সাথে 'হামদ' বা প্রশংসা যুক্ত করা হয়েছে, যা

সৃষ্টির প্রতি তাঁর অব্যাহত অনুগ্রহ, দয়া, হিকমত বা প্রজ্ঞা, জ্ঞান এবং তাঁর অন্যান্য গুণাবলির পূর্ণতার প্রমাণ দেয়।

'সুবহানাল্লাহিল আযিম' অর্থাৎ মহত্ত্ব ও গান্ধীর্যের অধিকারী। কর্তৃত্ব, মর্যাদা, প্রজ্ঞা কিংবা জ্ঞানের ক্ষেত্রে আল্লাহর চেয়ে মহান আর কেউ নেই। তিনি তাঁর সত্তাগতভাবে মহান এবং গুণাবলির দিক থেকেও মহান, জল্লা ওয়া আলা। অতএব হে আল্লাহর বান্দা! সর্বদা এই বাক্য দুটি পাঠ করতে থাকুন; কারণ এগুলো মিয়ানের পাল্লায় অত্যন্ত ভারী এবং পরম করুণাময়ের নিকট অত্যন্ত প্রিয়। এগুলো আপনার কোনো ক্ষতি বা কষ্টের কারণ হবে না, বরং এগুলো জিহ্বায় উচ্চারণে অত্যন্ত সহজ: 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম'। তাই মানুষের উচিত এ দুটি পাঠ করা এবং অধিক পরিমাণে তা করা।

এরপর তিনি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদিসটি উল্লেখ করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: 'আমি যদি সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার বলি, তবে এই চারটি বাক্য আমার নিকট সেই সব কিছুই চেয়ে অধিক প্রিয় যার ওপর সূর্য উদ্ভিত হয়।' অর্থাৎ এগুলো আমার নিকট গোটা দুনিয়ার চেয়েও বেশি প্রিয়। আর এগুলোও অত্যন্ত সহজ বাক্য: 'সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার'। মানুষ এখন পার্থিব সামান্য কিছু লাভের আশায় দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়, বিজ্ঞান মরুভূমি ও বিপজ্জনক পথ অতিক্রম করে, যা দিয়ে হয়তো তারা কিছুটা উপভোগ করতে পারবে অথবা...

(ص: 488) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

يحرمون إِيَّاهُ وهذه الأعمال العظيمة يتعاجز الإنسان عنها لأن الشيطان يكسله ويخذه ويثبته عنها وإلا فهي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلي الإنسان مما طلعت عليه الشمس وإذا فرضنا أن عندك ملك الدنيا كلها كل الدنيا عندك ملكها ما طلعت عليه الشمس وغربت ثم مت ماذا تستفيد لا تستفيد شيئاً

لكن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي الباقيات الصالحات قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً فينبغي لنا أن نغتني بهذه الأعمال الصالحة. أما الحديث الثالث والرابع فهو من قال في يومه مائة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حصل له هذه الفضائل الخمسة.

أولاً: كان كمن أعتق عشر رقاب وثانياً كتبت له مائة حسنة وحطت عنه مائة خطيئة وكانت له حرزا من الشيطان ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا من عمل أكثر مما عمل.

خمس فضائل إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهذه مائة مرة وهذه سهلة يمكن وأنت تنتظر صلاة الفجر بعد أن تأتي للمسجد تقولها في طريقك أو بعد طلوع الفجر تقولها تنتفع بها وهذا أيضاً من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يداوم عليها وينبغي أن يقولها في أول النهار لتكون حرزا له من الشيطان.

মানুষ এই মহা নিয়ামত হতে বঞ্চিত হয়। এই মহান আমলসমূহ পালনে মানুষ অলসতা বোধ করে, কারণ শয়তান তাকে অলস করে দেয়, নিরাশ করে এবং নিবৃত্ত রাখে। অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমনটি বলেছেন, এই আমলগুলো মানুষের কাছে সূর্য উদিত হওয়া সকল বস্তু অপেক্ষা অধিক প্রিয়। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, আপনার কাছে সমগ্র দুনিয়ার রাজত্ব রয়েছে—সূর্য যার ওপর উদিত হয় এবং অস্ত যায় সেই সবকিছুর মালিকানা আপনার—অতঃপর আপনি মৃত্যুবরণ করলেন, তবে আপনার প্রাপ্তি কী হলো? আপনি কিছুই লাভ করতে পারবেন না। কিন্তু 'আল্লাহ পবিত্র', 'সকল প্রশংসা আল্লাহর', 'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই' এবং 'আল্লাহ মহান'—এগুলোই হলো 'আল-বাকিয়াতুস সালিহাত' বা অবিনশ্বর নেক আমল। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: "ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কারের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং প্রত্যাশার দিক

দিয়েও উত্তম।" অতএব, আমাদের উচিত এই সৎকর্মগুলোর মাধ্যমে সুযোগের সদ্যবহার করা।

আর তৃতীয় ও চতুর্থ হাদিসটি হলো, যে ব্যক্তি দিনে একশ বার পড়বে—"আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই, রাজত্ব একমাত্র তাঁরই এবং সকল প্রশংসা কেবল তাঁরই জন্য, আর তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান"—সে পাঁচটি ফযিলত বা মর্যাদা লাভ করবে।

প্রথমত: এটি দশটি গোলাম মুক্ত করার সমান হবে। দ্বিতীয়ত: তার জন্য একশটি নেকি লেখা হবে এবং তার আমলনামা থেকে একশটি গুনাহ মুছে ফেলা হবে। এছাড়াও এটি তার জন্য শয়তান থেকে সুরক্ষা কবচ হবে এবং কিয়ামতের দিন কেউ তার চেয়ে উত্তম আমল নিয়ে আসতে পারবে না, তবে ওই ব্যক্তি ছাড়া যে তার চেয়েও বেশি আমল করেছে।

এই পাঁচটি মর্যাদা অর্জিত হবে যদি আপনি একশ বার পাঠ করেন—"আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই, রাজত্ব একমাত্র তাঁরই এবং সকল প্রশংসা কেবল তাঁরই জন্য, আর তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান"। এটি অত্যন্ত সহজ। আপনি যখন মসজিদে এসে ফজরের সালাতের অপেক্ষা করেন, তখন এটি পড়তে পারেন; অথবা মসজিদে আসার পথে কিংবা সুবহে সাদিকের পর এটি বলতে পারেন, এতে আপনি উপকৃত হবেন। এটি এমন এক আমল যা মানুষের সর্বদা পালন করা উচিত এবং দিনের শুরুতেই তা বলা বাঞ্ছনীয়, যাতে এটি তার জন্য শয়তান থেকে সুরক্ষা স্বরূপ হয়।

(ص: 489) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

أما سبحان الله وبحمده فمن قالها مائة مرة حطت عنه خطاياہ وإن كانت مثل زبد البحر وهذه سبحان الله وبحمده تقولها في آخر النهار لأجل أن تحط عنك خطايا النهار فانتهاز الفرصة يا أخي انتهاز الفرصة العمر يمضي ولا يرجع ما مضى من

عمرک فلن یرجع إلیک وهذه الأعمال أعمال خفيفة مفيدة ثوابها جزیل وعملها قليل نسأل الله أن یعیننا وإیاکم على ذکره وشکره وحسن عبادته.

1411 - وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعیل متفق عليه.

1412 - وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرک بأحب الكلام إلى الله إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده رواه مسلم.

1413 - وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ المیزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أن أو تملأ ما بین السماوات والأرض رواه مسلم.

আর "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি" (আল্লাহ অতীব পবিত্র এবং সকল প্রশংসা তাঁরই) প্রসঙ্গে বলা যায় যে, যে ব্যক্তি এটি দিনে একশত বার পাঠ করবে, তার পাপসমূহ মোচন করে দেওয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার ন্যায় বিশাল হয়। এই "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি" দোয়াটি আপনি দিনের শেষ ভাগে পাঠ করবেন যাতে আপনার দিনের গুনাহসমূহ মোচন হয়ে যায়। হে আমার ভাই! সুযোগ গ্রহণ করুন, এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন। জীবন অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে এবং তা আর ফিরে আসবে না। আপনার জীবনের যা অতিবাহিত হয়েছে তা আর কখনও ফিরে আসবে না। আর এই আমলগুলো অত্যন্ত সহজ অথচ অত্যন্ত উপকারী; এগুলোর প্রতিদান অনেক বেশি কিন্তু পরিশ্রম খুব সামান্য। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের তাঁর জিকির, শোকর ও উত্তম ইবাদত পালনে সহায়তা করেন।

১৪১১ - আবু আইয়ুব আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি দশবার পাঠ করবে—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির' (আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই, রাজত্ব একমাত্র তাঁরই এবং সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই, আর তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশালী)—সে যেন ইসমাইল

(আলাইহিস সালাম)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে চারজন ব্যক্তিকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিল।" (বুখারি ও মুসলিম)।

১৪১২ - আবু যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন: "আমি কি তোমাকে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় বাক্য সম্পর্কে অবহিত করব না? নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় বাক্য হলো— 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' (আল্লাহ অতি পবিত্র এবং সকল প্রশংসা তাঁরই)।" (মুসলিম)।

১৪১৩ - আবু মালিক আল-আশআরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ। 'আলহামদুলিল্লাহ' (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য) মিজানের পাল্লাকে পূর্ণ করে দেয়। আর 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আলহামদুলিল্লাহ' আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী শূন্যস্থানকে পূর্ণ করে দেয়।" (মুসলিম)।

(ص: 490) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

1414 - وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاماً أقوله قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال فهؤلاء لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني رواه مسلم.

1415 - وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث كيف الاستغفار قال تقول أستغفر الله أستغفر الله رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث ساقها المؤلف رحمه الله في باب فضل الذكر وقد سبق لنا شيء من هذه الأحاديث فمنها أي من الأحاديث التي ساقها أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل يعني كان الذي أعتق أربع رقاب من أشرف الناس نسباً وهم بنو إسماعيل لأن أشرف الناس نسباً هم العرب وهم بنو إسماعيل وأما

১৪১৪ - সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক গ্রাম্য ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর নিকট এসে বলল, "আমাকে কিছু কথা শিখিয়ে দিন যা আমি বলব।" তিনি বললেন, "তুমি বলো: আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই; আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, অতি মহান; আল্লাহর জন্য প্রচুর প্রশংসা; বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি; এবং মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত (পাপ থেকে ফেরার) কোনো উপায় এবং (ইবাদত করার) কোনো শক্তি নেই।" সে বলল, "এগুলো তো আমার প্রতিপালকের জন্য, তবে আমার জন্য কোনটি?" তিনি বললেন, "বলো: হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার ওপর দয়া করুন, আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন এবং আমাকে জীবিকা দান করুন।" (মুসলিম)।

১৪১৫ - সওবান (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন তাঁর সালাত শেষ করতেন, তখন তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তিগফার) করতেন এবং বলতেন: "হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি এবং আপনার থেকেই শান্তি আসে; হে মহিমা ও সম্মানের অধিকারী! আপনি বরকতময়।" এই হাদিসের অন্যতম বর্ণনাকারী ইমাম আওজায়িকে জিজ্ঞেস করা হলো, ইস্তিগফার কীভাবে করতে হয়? তিনি বললেন, তুমি বলবে: "আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই।" (মুসলিম)।

[ব্যাক্থ্যা]

এই হাদিসগুলো লেখক (রহিমাহুল্লাহ) জিকিরের ফজিলত অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। এই জাতীয় কিছু হাদিস ইতিপূর্বে আমাদের অতিক্রান্ত হয়েছে। তার মধ্যে একটি হাদিস হলো, যে ব্যক্তি দশবার বলবে— "আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো

শরিক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁরই, আর তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান"— সে যেন ইসমাইল (আলাইহিস সালাম)-এর বংশধরের চারজন ব্যক্তিকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করল। অর্থাৎ, সে যেন এমন চারজন ব্যক্তিকে মুক্ত করল যারা বংশগতভাবে মানুষের মধ্যে অত্যন্ত মর্যাদাবান, আর তারা হলো বনু ইসমাইল। কেননা বংশমর্যাদার দিক থেকে আরবরাই শ্রেষ্ঠ মানুষ এবং তারা বনু ইসমাইলের অন্তর্ভুক্ত। আর...

(ص: 491) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

العجم فلهم أباء آخرون ولكن ذرية إسماعيل هم العرب فمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس وهذا دليل على فضل هذا الذكر.

وكذلك أيضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله سبحانه الله وبحمده وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحانه الله وبحمده سبحانه الله العظيم.

وكذلك حديث ثوبان لكنه ذكر مقيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال استغفر الله يعني استغفر ثلاثاً قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله أنت اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وإنما يستغفر الإنسان إذا فرغ من صلاته من أجل ما يكون فيها من خلل ونقص ويقول اللهم أنت السلام يعني اللهم إني أتوسل إليك بهذا الاسم الكريم من أسئلك أن تسلم لي صلاتي حتى تكون تكفرة للسيئات ورفعاً للدرجات والله الموفق.

1416 - وعن البغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا
الجد منك الجد متفق عليه.

অনারবদের অন্যান্য পূর্বপুরুষ রয়েছে, কিন্তু ইসমাইল (আ.)-এর বংশধরেরাই হলো আরব। সুতরাং যে ব্যক্তি দশবার বলবে: ‘একক আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং সকল প্রশংসা তাঁরই, আর তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান’; সে যেন (ইসমাইল আ.-এর বংশধরের মধ্য থেকে) চারটি প্রাণ মুক্ত করল। এটি এই জিকিরের শ্রেষ্ঠত্বের এক মহান দলিল।

তদ্রূপ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন: ‘আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বাক্য হলো—সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি (আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর প্রশংসার সাথে)।’ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘দুটি বাক্য রয়েছে যা জিহ্বায় উচ্চারণ করা অত্যন্ত সহজ, মিজানের পাল্লায় অনেক ভারী এবং পরম করুণাময় আল্লাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয়; তা হলো—সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আজিম (আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর প্রশংসার সাথে, মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি)।’

একইভাবে সাওবান (রা.)-এর হাদিসটিও রয়েছে, তবে এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জিকির। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজ শেষ করতেন তখন ‘আস্তাগফিরুল্লাহ’ বলতেন, অর্থাৎ তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। তিনি বলতেন: ‘আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ (আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই)। আল্লাহুমা আস্তাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম, তাবারকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরম (হে আল্লাহ! আপনিই শান্তিদাতা এবং আপনার পক্ষ থেকেই শান্তি আসে, আপনি বরকতময়, হে মহিমাময় ও মহানুভব)।’ মূলত মানুষ নামাজ শেষ করার পর ক্ষমা প্রার্থনা করে নামাজের মধ্যে ঘটে যাওয়া কোনো বিচ্যুতি বা ত্রুটির কারণে। আর সে বলে ‘আল্লাহুমা আস্তাস সালাম’, যার অর্থ হলো: হে আল্লাহ! আমি আপনার নামসমূহের মধ্য থেকে এই সম্মানিত নামের অসিলায় আপনার নিকট প্রার্থনা করছি যেন আপনি আমার নামাজকে কবুল ও নিরাপদ করেন, যাতে তা পাপের মোচনকারী এবং মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১৪১৬ - মুগীরা ইবনে শু'বাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজ শেষ করে সালাম ফিরাতেন, তখন বলতেন: ‘একক আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য

উপাস্য নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই, আর তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আপনি যা দান করেন তা প্রতিহত করার কেউ নেই, আর আপনি যা আটকে দেন তা দান করার কেউ নেই। আর কোনো বিত্তবানের বিত্ত আপনার আজাব থেকে তাকে রক্ষা করতে পারবে না।' (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

(ص: 492) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

1417 - وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قال ابن الزبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة مكتوبة رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

هذان الحديثان في بيان الأذكار المقيدة لأن الأذكار تنقسم إلى قسمين مطلقة ومقيدة منها مقيد بالوضوء ومنها ما هو مقيد بالصلاة فهذان الحديثان مقيدان بالصلاة حديث البغيرة بن شعبة وحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. أما حديث البغيرة فقد أخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سلم من صلاته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ومعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله فلا معبود في الكائنات يستحق أن يعبد إلا الله عز وجل أما الأصنام التي تعبد من دون الله فليست

مستحقة للعبادة حتى وإن سبها عابدها آلهة فإنها ليست آلهة بل هي كما قال الله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسياء سيئتوها أنتم وآبائكم ما أنزل الله بها من سلطان

১৪১৭ - আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, তিনি প্রত্যেক নামাজের পর সালাম ফেরানোর সময় বলতেন: আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং সকল প্রশংসা তাঁরই, আর তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপ থেকে) ফেরার এবং (ইবাদতে) শক্তি পাওয়ার কোনো উপায় নেই। আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং আমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করি। সকল নেয়ামত তাঁরই, সকল অনুগ্রহ তাঁরই এবং সকল উত্তম প্রশংসা তাঁরই। আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, আমরা তাঁরই জন্য আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করি যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। ইবনে যুবায়ের বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর এই বাক্যগুলো উচ্চস্বরে পাঠ করতেন। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিস দুটি নির্দিষ্ট জিকিরসমূহের বর্ণনায় এসেছে; কারণ জিকির দুই ভাগে বিভক্ত: সাধারণ (মুতলাক) এবং নির্দিষ্ট (মুকায়াদ)। কিছু জিকির ওজুর সাথে সংশ্লিষ্ট, আবার কিছু নামাজের সাথে সংশ্লিষ্ট। এই হাদিস দুটি নামাজের সাথে সংশ্লিষ্ট—মুগীরা ইবনে শু'বা এবং আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হাদিস।

মুগীরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদিসের ক্ষেত্রে তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজ থেকে সালাম ফেরাতেন তখন বলতেন: আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং সকল প্রশংসা তাঁরই, আর তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর অর্থ হলো: আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই। অর্থাৎ এই সৃষ্টিজগতে আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা ছাড়া আর কেউ ইবাদত পাওয়ার যোগ্য নয়। আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব মূর্তির পূজা করা হয়, সেগুলো ইবাদতের যোগ্য নয়; যদিও তাদের পূজারিরা সেগুলোকে ইলাহ বলে নামকরণ করে থাকে, তবুও সেগুলো প্রকৃত ইলাহ নয়। বরং সেগুলো আল্লাহ তাআলার এই বাণীর মতোই: "তোমরা

তাঁকে ছাড়া কেবল এমন কিছু নামের ইবাদত করছো, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখেছ, যার স্বপক্ষে আল্লাহ কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি।"

(ص: 493) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

فالمعبود حقاً هو الله عز وجل.

وقوله وحده لا شريك له هذا من باب التأكيد تأكيد وحدانيته جل وعلا وأنه لا مشارك له في ألوهيته له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك المطلق العام الشامل الواسع ملك السماوات والأرض وما بينهما ملك الآدميين والحيوانات والأشجار والبحار والأنهار والبلائكة والشمس والقمر كل هذه ملك لله عز وجل ما علمنا وما لم نعلم له الملك كله يتصرف فيه كما يشاء وعلى ما تقتضيه حكمته جل وعلا.

وله الحمد يعني الكمال المطلق على كل حال فهو جل وعلا محمود على كل حال في السراء وفي الضراء أما في السراء فيحمد الإنسان ربه حمد شكر وأما في الضراء فيحمد الإنسان ربه حمد تفويض لأن الشيء الذي يضر الإنسان قد لا يتبين له وجه مصلحته فيه ولكن الله تعالى أعلم فيحمد الله تعالى على كل حال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أتاه ما لا يسره قال الحمد لله على كل حال.

وأما ما يقوله بعض الناس الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فهذه كلمة خاطئة لم ترد ومعناها غير صحيح وإنما يقال الحمد لله على كل حال.

اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذا أيضاً تفويض إلى الله عز وجل بأنه لا مانع لما أعطى فبما أعطاك الله لا أحد يمنعه وما

منعك لا أحد يعطيك إياه ولهذا قال ولا معطي لها منعت فإذا آمنّا بهذا فمن نسأل العطاء من الله إذا آمنّا بأنه لا مانع لها أعطى ولا معطي لها منع إذا لا نسأل العطاء إلا من الله عز وجل ونعلم أنه لو أعطانا فلان شيئاً فالذي قدر

প্রকৃতপক্ষে সত্য উপাস্য কেবল আল্লাহ মহান ও মহিমাম্বিত।

তাঁর বাণী "তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই"—এটি তাঁর একত্ববাদকে সুনিশ্চিত করারই একটি অংশ, যা তাঁর মহিমা ও উচ্চতার প্রমাণ। তাঁর উলুহিয়াত বা উপাস্য হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো অংশীদার নেই। রাজত্ব কেবল তাঁরই এবং সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য, আর তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তাঁর রাজত্ব নিরঙ্কুশ, সার্বজনীন, ব্যাপক ও সুবিস্তৃত। আসমানসমূহ, জমিন এবং এই দুইয়ের মাঝে যা কিছু আছে—সবই তাঁর মালিকানাধীন। মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা, সমুদ্র, নদনদী, ফেরেশতাকুল, সূর্য ও চন্দ্র—সবই মহান আল্লাহর মালিকানাভুক্ত; চাই তা আমাদের জানা হোক কিংবা অজানা। সমগ্র রাজত্ব তাঁরই, তিনি এতে যেভাবে ইচ্ছা পরিচালনা করেন এবং তাঁর প্রজ্ঞা যা দাবি করে সে অনুযায়ীই সবকিছু পরিচালিত হয়।

আর "প্রশংসা তাঁরই জন্য" এর অর্থ হলো—সর্বাবস্থায় নিরঙ্কুশ পূর্ণতা কেবল তাঁরই। তিনি সর্বাবস্থায় প্রশংসিত; সুখে কিংবা দুঃখে। সুখের সময় মানুষ তার রবের প্রশংসা করে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ, আর কষ্টের সময় মানুষ তার রবের প্রশংসা করে তাঁর ওপর পূর্ণ ভরসা ও নিজেকে সোপর্দ করার মাধ্যমে। কারণ যে বিষয়টি মানুষের জন্য আপাতদৃষ্টিতে ক্ষতিকর মনে হয়, তাতে হয়তো তার কল্যাণের দিকটি স্পষ্ট নয়, কিন্তু আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে ভালো জানেন। তাই সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যখন তাঁর পছন্দনীয় কোনো কিছু আসত, তখন তিনি বলতেন: "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যাঁর অনুগ্রহে সকল নেক কাজ সুসম্পন্ন হয়।" আর যখন তাঁর নিকট অপছন্দনীয় কোনো কিছু আসত, তখন তিনি বলতেন: "সর্বাবস্থায় আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা।"

আর কিছু মানুষ যে বলে থাকে— "সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি ছাড়া অন্য কারো অপ্রীতিকর বিষয়ে প্রশংসা করা হয় না"—এটি একটি ভুল বাক্য, যা বর্ণিত হয়নি এবং এর অর্থও সঠিক নয়। বরং সুন্নাহ অনুযায়ী বলতে হবে— "সর্বাবস্থায় আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা।"

"হে আল্লাহ! আপনি যা দান করেন তা রোধ করার কেউ নেই, আর আপনি যা রোধ করেন তা দান করার কেউ নেই। আর কোনো সম্পদশালীর সম্পদ ও প্রভাব আপনার দরবারে তার

কোনো উপকারে আসবে না।" এটিও মহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ সোপর্দ ও আত্মসমর্পণের প্রমাণ যে, তিনি যা দান করেন তা বাধা দেওয়ার কেউ নেই। সুতরাং আল্লাহ আপনাকে যা দান করেছেন তা কেউ রুখতে পারবে না, আর তিনি যা আপনার জন্য বন্ধ করে দিয়েছেন তা কেউ আপনাকে দিতে পারবে না। এ কারণেই বলা হয়েছে— "আপনি যা রোধ করেন তা দান করার কেউ নেই।" আমরা যদি এটি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, তবে কার কাছে দান প্রার্থনা করব? আল্লাহর কাছেই। যখন আমরা বিশ্বাস করব যে, তিনি যা দান করেন তা রোধ করার কেউ নেই এবং তিনি যা রোধ করেন তা প্রদান করার কেউ নেই, তখন আমরা মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কারো কাছে কিছু প্রার্থনা করব না। আমরা জানব যে, যদি অমুক ব্যক্তি আমাদের কোনো কিছু দেয়, তবে সেটি মূলত আল্লাহ তাআলাই নির্ধারণ করেছেন।

(ص: 494) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

ذلك هو الله والذي صيره حتى يعطينا هو الله وما هو إلا مجرد سبب لكن نحن مأمورون بأن نشكر من صنع إلينا معروفاً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه لكن نعلم أن الذي يسر لنا هذا العطاء وصير لنا هذا المعطي هو الله عز وجل.

اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الجدل
يعني الحظ والغنى يعني الإنسان المحظوظ الذي له حظ وعنده مآل وعنده أولاد وعنده زوجات وعنده كل ما يشتهي من الدنيا فإن هذا لا ينفعه من الله لا يمنع ذا الجد منك الجد الجدل يعني أن الجد هو الحظ والغنى ما يمنع من الله عز وجل لأن الله تعالى له ملك السماوات والأرض وكم من إنسان تراه مسروراً في أهله وعنده المآل والبنون وجميع ما يناله من الدنيا ولا ينفعه شيء من الله يصاب بمرض ولا

يقدر أن يرفعه عنه إلا الله عز وجل يصاب به غم وهم وقلق لا ينفعه إلا الله عز وجل.

وهذا كله في التفويض إلى الله إذا ينبغي لنا إذا سلم الإنسان واستغفر ثلاثاً وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام أن يذكر الله تعالى بهذا الذكر.

তিনিই আল্লাহ; আর যিনি তাকে আমাদের প্রতি দানশীল হতে পরিচালিত করেছেন তিনিও আল্লাহ। তিনি কেবল একটি মাধ্যম মাত্র। তবে যারা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে আমরা আদিষ্ট হয়েছি, যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “কেউ তোমাদের প্রতি কোনো অনুগ্রহ করলে তোমরা তার প্রতিদান দাও; আর যদি প্রতিদান দেওয়ার মতো কিছু না পাও, তবে তার জন্য দোয়া করো যতক্ষণ না তোমরা মনে করো যে তাকে যথার্থ প্রতিদান দেওয়া হয়েছে।” তবে আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, এই দানকে আমাদের জন্য যিনি সহজ করেছেন এবং এই দাতাকে আমাদের অনুকূলে নিয়োজিত করেছেন, তিনি হলেন মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ।

“হে আল্লাহ! আপনি যা দান করেন তা রোধ করার কেউ নেই, আর আপনি যা রোধ করেন তা দান করার কেউ নেই। আর কোনো সম্পদশালীর সম্পদ আপনার আজাব থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে না।” এখানে ‘আল-জাদু’ অর্থ হলো ভাগ্য ও প্রাচুর্য। অর্থাৎ সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যার সৌভাগ্য সুপ্রসন্ন, যার অটেল সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী এবং দুনিয়াবি যাবতীয় কাম্য বস্তু রয়েছে, এসব কিছু আল্লাহর পাকড়াওয়ার বিপরীতে তার কোনো উপকারে আসবে না। কোনো বিভবানের বিভূ তাকে আল্লাহর হাত থেকে বাঁচাতে পারে না। ‘আল-জাদু’ শব্দটি এখানে কর্তা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ হলো—বিপুল ঐশ্বর্য ও সম্পদ মহান আল্লাহর বিধান হতে কাউকেই রক্ষা করতে পারে না; কেননা আসমান ও জমিনের একচ্ছত্র মালিকানা কেবল আল্লাহরই। আপনি কত মানুষকে দেখেন যারা তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে অত্যন্ত সুখে আছে, যাদের সম্পদ ও সন্তানাদির প্রাচুর্য রয়েছে এবং জাগতিক সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই যাদের করায়ত্ত, অথচ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা কোনো বিপদে এসবের কিছুই তাদের কাজে আসে না। তারা এমন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় যা মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নিরাময় করতে

সক্ষম নয়। তারা এমন শোক, দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতায় নিমজ্জিত হয় যেখানে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তাদের মুক্তি দিতে পারে না।

এসব কিছুই আল্লাহর ওপর চূড়ান্ত নির্ভরতা বা আত্মনিবেদনের (তাফউইয) অন্তর্ভুক্ত। অতএব, কোনো ব্যক্তি যখন নামাজের সালাম ফেরানোর পর তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং বলবে— “হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি এবং আপনার থেকেই শান্তি বর্ষিত হয়, আপনি বরকতময়, হে মহিমা ও মহানুভবতার অধিকারী”—তখন তার উচিত হবে মহান আল্লাহর এই জিকিরটি পাঠ করা।

(ম: 495) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

والترتيب بين الأذكار ليس بواجب يعني لو قدمت بعضها على بعض فلا بأس لكن الأفضل أن تبدأ بالاستغفار ثلاثاً واللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم تذكر الله تعالى بالأذكار الواردة وسيأتي الكلام إن شاء الله عن حديث عبد الله بن الزبير.

1418 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون ويعتبرون ويجاهدون ويتصدقون فقال ألا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم & قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة لم سئل عن كيفية ذكرهن قال يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن ثلاثاً وثلاثين متفق عليه.

وزاد مسلم في روايته فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سيع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

যিকিরসমূহের পারস্পর্য রক্ষা করা আবশ্যিক নয়; অর্থাৎ যদি কোনোটি আগে বা পরে পাঠ করা হয়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। তবে উত্তম হলো তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তিগফার) এবং ‘হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি এবং আপনার থেকেই শান্তি আসে, আপনি বরকতময়, হে মহিমা ও সম্মানের অধিকারী’—বাক্যগুলো দ্বারা শুরু করা। অতঃপর বর্ণিত অন্যান্য দুআ ও যিকিরের মাধ্যমে মহান আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করা। ইনশাআল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস প্রসঙ্গে আলোচনা সামনে আসবে।

১৪১৮ - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, দরিদ্র মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে নিবেদন করলেন, “বিত্তবানরা সুউচ্চ মর্যাদা ও চিরস্থায়ী নিআমত লাভে অগ্রগামী হয়ে গেল। তারা আমাদের ন্যায় সালাত আদায় করে এবং আমাদের ন্যায় সিয়াম পালন করে; অথচ তাদের অতিরিক্ত সম্পদ রয়েছে যা দিয়ে তারা হাজ্জ ও উমরাহ সম্পাদন করে এবং জিহাদ ও দান-সদকাহ করে।” তিনি বললেন, “আমি কি তোমাদের এমন কিছু শিখিয়ে দেব না, যার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের স্তরে পৌঁছাতে পারবে এবং তোমাদের পরবর্তীদের চেয়ে অগ্রগামী হবে? আর তোমাদের ন্যায় যারা আমল করবে, তারা ব্যতীত অন্য কেউ তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারবে না।” তারা বললেন, “অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল!” তিনি বললেন, “তোমরা প্রত্যেক সালাতের পর তেত্রিশ বার ‘সুবহানাল্লাহ’, তেত্রিশ বার ‘আলহামদু লিল্লাহ’ এবং তেত্রিশ বার ‘আল্লাহু আকবার’ পাঠ করবে।” আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনাকারী আবু সালিহকে যখন এগুলোর নিয়ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি বললেন, “তিনি ‘সুবহানাল্লাহ’, ‘আলহামদু লিল্লাহ’ এবং ‘আল্লাহু আকবার’ বলতেন, যতক্ষণ না এগুলোর প্রত্যেকটি তেত্রিশ বার পূর্ণ হতো।” (বুখারী ও মুসলিম)।

ইমাম মুসলিম তাঁর বর্ণনায় আরও বর্ধিত করেছেন যে, অতঃপর দরিদ্র মুহাজিরগণ পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে এসে বললেন, “আমাদের ধনী ভাইয়েরা আমরা যা করছি তা শুনে ফেলেছে এবং তারাও অনুরূপ আমল শুরু করেছে।” তখন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।”

(ص: 496) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الدُّثُورُ جمع دُثْرٍ بفتح الدال وإسكان الثاء المثناة وهو المال الكثير.

[الشَّرْحُ]

هذا من الأحاديث الدالة على فضيلة الذكر المخصوص البقيد بعمل وقد سبق لنا أن الأذكار منها مطلق ومقيد وهذا منها حديث أبي هريرة أن فقراء المهاجرين جاءوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن أهل الأموال سبقونا إنهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من الأموال يعني زيادة يتصدقون بها ويحجون ويعتصرون ويجاهدون فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أمر قال ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه لم يزدكم من لحقكم وتسبقون به من بعدكم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين يعني تقولون سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين مرة فهذه تسع وتسعون ثم إنهم فعلوا ذلك ولكن سعى الأغنياء بهذا ففعلوا مثله فتساوا معهم في هذا الذكر فرجع الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله سعى إخواننا أهل الأموال بما صنعنا فصنعوا مثله وكأنهم يريدون شيئاً آخر يختصون به فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

ففي هذا الحديث من الفوائد: أولاً حرص الصحابة رضي الله عنهم على التسابق إلى الخير وأن كل واحد منهم يحب أن يسبق غيره.

'আদ-দুতুর' হলো 'দাত্র'-এর বহুবচন; 'দাল' বর্ণে ফাতহাহ (জবর) এবং তিন নুকতায়ুক্ত 'থা' বর্ণে সুকুন (জজম) যোগে পঠিত। এর অর্থ হলো প্রচুর ধন-সম্পদ।

[ব্যাখ্যা]

এটি সেই সব হাদিসের অন্তর্ভুক্ত যা আমলের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষ জিকিরের ফজিলত বর্ণনা করে। ইতিপূর্বে আমাদের নিকট আলোচিত হয়েছে যে, জিকির কখনো সাধারণ (মুতলাক) হয় আবার কখনো নির্দিষ্ট (মুকাইয়্যাদ) হয়; আর এটি নির্দিষ্ট জিকিরের অন্তর্ভুক্ত। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, দরিদ্র মুহাজিরগণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট অভিযোগ নিয়ে এসে বললেন, সম্পদশালী ব্যক্তির উচ্চ মর্যাদা ও চিরস্থায়ী নেয়ামতের ক্ষেত্রে আমাদের ছাড়িয়ে গেছেন। তাঁরা আমাদের মতোই নামাজ পড়েন এবং আমাদের মতোই রোজা রাখেন, কিন্তু তাঁদের নিকট অতিরিক্ত সম্পদ রয়েছে যা দিয়ে তাঁরা সদকাহ করেন এবং হজ, উমরাহ ও জিহাদ সম্পাদন করেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদের একটি আমল বাতলে দিয়ে বললেন, "আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয় জানাব না, যা তোমরা করলে তোমাদের অগ্রবর্তীদের স্তরে পৌঁছাতে পারবে এবং তোমাদের পরবর্তীরা তোমাদের নাগাল পাবে না?" তাঁরা বললেন, "অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসুল!" তিনি বললেন, "তোমরা প্রত্যেক নামাজের পর তেত্রিশ বার তাসবিহ, তাহমিদ এবং তাকবির পাঠ করবে।" অর্থাৎ তেত্রিশ বার 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবার' বলবে। এভাবে মোট নিরানব্বই বার হবে। অতঃপর তাঁরা সেই আমল করতে লাগলেন। কিন্তু ধনী সাহাবিগণও এটি শুনে ফেললেন এবং তাঁরাও অনুরূপ আমল করতে শুরু করলেন। ফলে এই জিকিরের ক্ষেত্রেও তাঁরা দরিদ্রদের সমান হয়ে গেলেন। তখন দরিদ্র সাহাবিগণ পুনরায় রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট ফিরে এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের সম্পদশালী ভাইয়েরা আমাদের আমল সম্পর্কে জানতে পেরেছেন এবং তাঁরাও অনুরূপ আমল করছেন।" তাঁরা চাচ্ছিলেন এমন কিছু যা কেবল তাঁদের জন্যই নির্দিষ্ট থাকবে। তখন তিনি বললেন, "এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।"

এই হাদিসের শিক্ষাগুলোর মধ্যে রয়েছে: প্রথমত, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর সৎকাজে প্রতিযোগিতার প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং তাঁদের প্রত্যেকেরই অন্যের চেয়ে অগ্রগামী হওয়ার সদিচ্ছা।

এই হাদিসের অন্যান্য শিক্ষার মধ্যে রয়েছে যে, এই জিকির তথা সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার...

(ص: 497) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

ثلاثاً وثلاثين مشروع خلف الصلوات وقد ورد في حديث آخر أنه تكمل المائة بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذه صفة من صفات الذكر بعد الصلاة. ومن صفات الذكر بعد الصلاة أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمسا وعشرين فيكون الجميع مائة ومن صفاته أيضاً أن تقول سبحان الله ثلاثاً وثلاثين والحمد لله ثلاثاً وثلاثين والله أكبر أربع وثلاثين فهذه مائة. ومن صفاته أن تقول سبحان الله عشر مرات والحمد لله عشر مرات والله أكبر عشر مرات تفعل هذا مرة وهذا مرة لأن الكل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم على المراجعة والمناقشة لأنه عليه الصلاة والسلام يريد الحق أينما كان والحق معه لكن يطيب قلوب الناس ويبين لهم.

ومنها من فوائد الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا من على أحد بفضل فإنما هو فضله يؤتيه من يشاء ولن يجور بهذا الفضل على أحد فإذا أغنى هذا وأفقر هذا فهو فضله يؤتيه من يشاء وليس هذا بجور بل ذلك فضله يؤتيه من يشاء وكذلك أيضاً

من رزقه الله علماً ولم يرزق الآخر فهذا من فضله فالفضل بيد الله عز وجل يؤتيه من يشاء.

ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أن الأغنياء من الصحابة كالفقراء

সালাতের পর তেত্রিশ বার (তাসবিহ পাঠ করা) বিধিবদ্ধ হয়েছে এবং অন্য একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির' পাঠের মাধ্যমে একশ পূর্ণ করা হবে।

এটি সালাত পরবর্তী জিকিরের অন্যতম একটি পদ্ধতি।

সালাত পরবর্তী জিকিরের আরেকটি পদ্ধতি হলো: 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদুলিল্লাহ', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবার'—এই প্রতিটি পঁচিশ বার করে বলা, যাতে সর্বমোট সংখ্যা একশ হয়। জিকিরের আরেকটি পদ্ধতি হলো: তেত্রিশ বার 'সুবহানাল্লাহ', তেত্রিশ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং চৌত্রিশ বার 'আল্লাহু আকবার' বলা; এতেও একশ পূর্ণ হয়।

আরও একটি পদ্ধতি হলো: দশ বার 'সুবহানাল্লাহ', দশ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং দশ বার 'আল্লাহু আকবার' বলা। কখনো এটি আবার কখনো সেটি আমল করা যেতে পারে, কারণ প্রতিটি পদ্ধতিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত।

এই হাদিসের অন্যতম শিক্ষা হলো পর্যালোচনা ও আলোচনার ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচয়। কারণ তিনি সর্বদা সত্যের অনুসন্ধানী ছিলেন এবং সত্য সর্বদা তাঁর সাথেই ছিল, তবুও তিনি মানুষের অন্তরকে আশ্বস্ত করতে এবং তাদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করতে পছন্দ করতেন।

হাদিসটির আরও একটি শিক্ষা হলো, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যখন কাউকে কোনো নেয়ামত দান করেন, তা কেবল তাঁরই অনুগ্রহ যা তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। এই অনুগ্রহ প্রদানের মাধ্যমে তিনি কারো প্রতি অবিচার করেন না। সুতরাং তিনি যদি কাউকে ধনী করেন আর কাউকে দরিদ্র রাখেন, তবে তা তাঁরই অনুগ্রহ যা তিনি যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন; এটি কোনো জুলুম নয় বরং তাঁর বিশেষ দান। একইভাবে আল্লাহ যদি কাউকে ইলম বা জ্ঞান দান করেন আর অন্যকে না দেন, তবে সেটিও তাঁরই অনুগ্রহ। বস্তুত সমস্ত অনুগ্রহ মহান আল্লাহর হাতেই নিহিত, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।

এই হাদিসের আরেকটি শিক্ষা হলো, সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে যারা ধনী ছিলেন তারাও (পুণ্য অর্জনের ব্যাকুলতায়) দরিদ্রদের মতোই ছিলেন।

حريصون على فعل الخير والتسابق فيه ولهذا صنعوا مثل ما صنع الفقراء فصاروا يسبحون ويحمدون ويكبرون خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين والله الموفق.

1421 - وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من أن أُرذل إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر رواه البخاري

1422 - وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أبو داود بإسناد صحيح.

[الشَّرْحُ]

هذه من الأذكار التي تقال دبر الصلاة الحديث الأول عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهذه الكلمات دبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أُرذل إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة

তারা সৎকর্ম সম্পাদন এবং তাতে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে আগ্রহী ছিলেন, আর এ কারণেই তারা দরিদ্রদের ন্যায় আমল করলেন। ফলে তারা প্রত্যেক সালাতের পর তেত্রিশ বার তাসবিহ (সুবহানাল্লাহ), তাহমিদ (আলহামদুলিল্লাহ) এবং তাকবির (আল্লাহু আকবার) পাঠ করতে শুরু করলেন। আল্লাহই তাওফিকদানকারী।

১৪২১ - সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রত্যেক সালাতের পর এই বাক্যগুলোর মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ভীৰুতা ও কার্পণ্য থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি জরাগ্রস্ত অতি বার্ধক্যে উপনীত

হওয়া থেকে, আশ্রয় চাচ্ছি দুনিয়ার ফিতনা থেকে এবং আশ্রয় চাচ্ছি কবরের ফিতনা থেকে। (বুখারি এটি বর্ণনা করেছেন)।

১৪২২ - মুয়াজ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর হাত ধরলেন এবং বললেন, হে মুয়াজ! আল্লাহর কসম, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে ভালোবাসি। অতঃপর তিনি বললেন, হে মুয়াজ! আমি তোমাকে অসিয়ত করছি, তুমি প্রত্যেক সালাতের শেষে এই কথাগুলো বলতে কখনো ছাড়বে না: হে আল্লাহ! আপনার জিকির, আপনার শোকর এবং আপনার উত্তম ইবাদত পালনে আমাকে সাহায্য করুন। (আবু দাউদ এটি সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যাখ্যা]

এগুলো ঐ সকল জিকিরের অন্তর্ভুক্ত যা সালাতের পর পাঠ করা হয়। প্রথম হাদিসটি সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা.) প্রত্যেক সালাতের শেষে এই শব্দগুলোর মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কার্পণ্য থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, ভীর্ণতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, জরাগ্রস্ত অতি বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে আশ্রয় চাচ্ছি এবং দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের ফিতনা থেকে...

(ص: 499) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

القبر.

وكذلك حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك فكلمة دبر القاعدة فيها أنه إذا كان المذكور أذكراً فإنه يكون بعد السلام وإذا كان المذكور دعاء فإنه يكون قبل السلام لأن ما قبل السلام وبعد التشهد هو دبر الصلاة وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية دبر الشيء من الشيء كما يقال دبر الحيوان المؤخرة.

وعلى هذا فيكون حديث سعد بن أبي وقاص وحديث معاذ بن جبل يكون هذا الدعاء قبل أن تسلم إذا انتهيت من التشهد ومن قولك أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال تقول اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من أن أُرَدَّ إلى أرذل العبر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر هذه خمسة أشياء تستعيز بالله منهن: الأول البخل وهو الشح بالمال.

الثاني الجبن وهو الشح بالنفس فالبخل أن يمنع الإنسان ما يجب عليه بذله من ماله من زكاة أو نفقات أو إكرام ضيف أو غير ذلك وأما الجبن فأن يشح الإنسان بنفسه لا يقدم في جهاد يخشى أن يقتل ولا يتكلم بكلام حق يخشى أن يسجن وما أشبه ذلك فهذا جبن.

وأما أعوذ بك أن أُرَدَّ إلى أرذل العبر أرذل يعني أُرَدَّاه وأنقصه وذلك على وجهين: الوجه الأول أن يحدث للإنسان حادث فيختل به عقله فيهذي فيرد

কবর।

অনুরূপভাবে মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদীস যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক সালাতের শেষাংশে (দুবুর) বলতেন: "হে আল্লাহ! আপনার যিকির, আপনার শোকরগোয়ারি এবং আপনার সুন্দর ইবাদত করার ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করুন।" এখানে 'দুবুর' শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, যদি উল্লিখিত বিষয়টি যিকির সংক্রান্ত হয়, তবে তা সালামের পরে হবে; আর যদি তা দুআ হয়, তবে তা সালাম ফিরানোর পূর্বে হবে। কেননা সালামের পূর্বে এবং তাশাহুদেদের পরের অংশটিই হলো সালাতের শেষাংশ (দুবুর)। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ যেমনটি বলেছেন যে, কোনো জিনিসের 'দুবুর' বলতে সেই জিনিসেরই একটি অংশকে বোঝায়, যেমন পশুর 'দুবুর' বলতে তার পশ্চাৎভাগকে বোঝানো হয়।

এর ওপর ভিত্তি করে, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ও মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীসের এই দুআটি আপনার সালাম ফিরানোর আগে হবে। যখন আপনি তাশাহুদ শেষ করবেন এবং জাহান্নামের আযাব, কবরের আযাব, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা এবং মাসীহ

দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা শেষ করবেন, তখন বলবেন: "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কৃপণতা ও কাপুরুষতা থেকে আশ্রয় চাই, আমি আপনার নিকট নিকৃষ্টতম বার্ষক্যে উপনীত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই, আমি আপনার নিকট দুনিয়ার ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই এবং আমি আপনার নিকট কবরের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই।" এই পাঁচটি বিষয় থেকে আপনি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবেন: প্রথমটি হলো কৃপণতা, যা হলো সম্পদের প্রতি অতিশয় লালসা।

দ্বিতীয়টি হলো কাপুরুষতা, যা হলো প্রাণের প্রতি অতিশয় আসক্তি। কৃপণতা হলো মানুষ তার সম্পদের যে অংশ ব্যয় করা ওয়াজিব—যেমন জাকাত, ভরণপোষণ, মেহমানদারি বা অন্যান্য দায়বদ্ধতা—তা প্রদান থেকে বিরত থাকা। আর কাপুরুষতা হলো নিজের জীবনের ওপর এমন মায়া করা যে, নিহত হওয়ার ভয়ে জিহাদে অগ্রসর না হওয়া, কারারুদ্ধ হওয়ার ভয়ে সত্য কথা না বলা এবং এই জাতীয় আচরণ; এটাই হলো কাপুরুষতা।

আর "আমি আপনার নিকট নিকৃষ্টতম বার্ষক্যে উপনীত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই"—নিকৃষ্টতম (আরযাল) বলতে সবচেয়ে অধম ও ত্রুটিপূর্ণ অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে। এটি দুটি দিক থেকে হতে পারে: প্রথম দিকটি হলো মানুষের ওপর এমন কোনো আপদ আসা যার ফলে তার বুদ্ধিবিভ্রম ঘটে এবং সে প্রলাপ বকতে থাকে, ফলে সে এমন অবস্থায় উপনীত হয়...

(ص: 500) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

إلى أرذل العمر ويصير كالصبي كما يوجد هذا في الحوادث يوجد أحد يصاب بحادث فيختل مخه ثم يكون كالصغير أو أن يكون ذلك عن كبر وهو الوجه الثاني لأن الإنسان كلما كبر إذا استوى وبلغ أربعين سنة بدأ يأخذ في النقص ولكن الناس يختلفون أحد ينقص كثيرا وأحد ينقص قليلا قليلا لكنه لا بد أن ينقص إذا بلغ الأربعين فقد استوى وكمل والشيء إذا استوى وكمل أخذ في النقص.

فمن الناس من يرد إلى أرذل العمر في قواه الحسية وقواه العقلية فيضعف بدنه ويحتاج إلى من يحمله ويوضئه ويوجهه وما أشبه ذلك أو عقلياً بحيث يهذي ولا يدري ما يقول فالرد إلى أرذل العمر يشمل هذا وهذا ما كان بحادث وما كان بسبب تقادم السن به ثم إن الإنسان إذا وصل إلى هذه الحال نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها فإن أهله يملونه أهله الذين هم أشفق الناس به يتعبون منه ويملونه وربما يتركونه في مكان تتكفل به الحكومة مثلاً وهذا لا شك أن الإنسان لا يرضاه ولا يرضى لنفسه أن يصل إلى هذا الحد وتسقط أيضاً عنه الصلاة ويسقط عنه الصوم وتسقط عنه الواجبات لأنه وصل إلى حد يرتفع عنه التكليف. وأعوذ بك من فتنة الدنيا وما أعظم فتنة الدنيا وما أكثر المفتونين في الدنيا لاسيما في عصرنا هذا وعصرنا هذا هو عصر الفتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم وهذا هو

অত্যন্ত নিকৃষ্টতম বয়সের দিকে (প্রত্যাবর্তিত হওয়া) এবং শিশুর ন্যায় হয়ে যাওয়া; যেমনটি কোনো দুর্ঘটনার ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে, কেউ দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হয়ে মস্তিষ্ক বিকৃতির শিকার হয় এবং শিশুর মতো হয়ে যায়। অথবা বার্ধক্যের কারণে এটি হতে পারে, যা দ্বিতীয় অবস্থা। কেননা মানুষ যখনই বড় হয়, যখন সে স্থিত হয় এবং চল্লিশ বছরে পদার্পণ করে, তখন থেকে তার মাঝে ঘাটতি শুরু হয়। তবে মানুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে; কারো মাঝে অনেক বেশি ঘাটতি দেখা দেয়, আবার কারো ক্ষেত্রে তা হয় অত্যন্ত ধীরগতিতে। তবে চল্লিশে পৌঁছালে ঘাটতি আসা অবধারিত, কারণ তখন সে স্থিতাবস্থা ও পূর্ণতা লাভ করে। আর কোনো কিছু যখন স্থিতাবস্থা ও পূর্ণতায় পৌঁছে, তখন থেকেই তার ক্ষয় শুরু হয়।

সুতরাং মানুষের মাঝে এমন কেউ আছে যাকে তার ইন্দ্রিয়জাত শক্তি ও মানসিক শক্তির ক্ষেত্রে নিকৃষ্টতম বয়সে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। ফলে তার শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এমন কারো মুখাপেক্ষী হতে হয় যে তাকে বহন করবে, অজু করিয়ে দেবে, দিকনির্দেশনা দেবে এবং এই জাতীয় আরও অনেক কিছু। অথবা তা হতে পারে মানসিকভাবে, ফলে সে প্রলাপ বকতে থাকে এবং নিজে কী বলছে তা বুঝতে পারে না। সুতরাং নিকৃষ্টতম বয়সে প্রত্যাবর্তন এই উভয়

বিষয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে—চাই তা কোনো দুর্ঘটনার কারণে হোক বা বার্ষিক্যের কারণে। অতঃপর মানুষ যখন এই অবস্থায় পৌঁছায়—আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আমাদের এবং আপনাদের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করছি—তখন তার পরিবারের লোকজনও তার প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়ে। তার পরিবারের সদস্যরাই যারা তার প্রতি সবচেয়ে বেশি স্নেহশীল ছিল, তারাও তার কারণে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং বিরক্ত হয়। হতে পারে তারা তাকে এমন কোনো স্থানে রেখে আসে যার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে (যেমন বৃদ্ধাশ্রম)। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কোনো মানুষই এটি পছন্দ করে না এবং নিজের জন্য এই স্তরে পৌঁছানো কামনা করে না। এমতাবস্থায় তার ওপর থেকে সালাত রহিত হয়ে যায়, সিয়াম রহিত হয় এবং যাবতীয় ওয়াজিব দায়িত্বসমূহ রহিত হয়ে যায়; কারণ সে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায় যেখানে তার ওপর থেকে শরীয়তের বাধ্যবাধকতা (তাকলিফ) উঠে যায়।

এবং আমি আপনার কাছে দুনিয়ার ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই। দুনিয়ার ফিতনা কতই না ভয়াবহ এবং দুনিয়ার ফিতনায় নিপতিত মানুষের সংখ্যা কতই না বেশি! বিশেষ করে আমাদের এই যুগে; আর আমাদের এই যুগটি হলো ফিতনার যুগ, যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের ওপর দারিদ্র্যের ভয় করছি না, বরং আমি ভয় করছি যে তোমাদের সামনে দুনিয়ার দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে, ফলে তোমরা দুনিয়া নিয়ে পরস্পরে প্রতিযোগিতা করবে যেমনটি তোমাদের পূর্ববর্তীরা করেছিল। অতঃপর এটি তোমাদের ধ্বংস করে দেবে যেমনটি তাদের ধ্বংস করেছিল।" আর এটিই হলো...

(ص: 501) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الواقع في الوقت الحاضر فتحت علينا الدنيا من كل جانب من كل شيء من كل وجه
منازل كقصور الملوك ومراكب كمرائب الملوك وملابس ومطاعم ومشارب فتحت
فصار الناس الآن ليس لهم هم إلا البطون والفروج فتنوا بالدنيا نسأل الله
العافية.

ففتنة الدنيا عظيمة يجب على الإنسان أن ينتبه لها ولهذا قال الله عز وجل إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وأعوذ بك من فتنة القبر أو من عذاب القبر وفتنة القبر أيضاً فتنة عظيمة إذا دفن الميت وانصرف عنه أصحابه حتى أنه ليسمع قرع نعالهم منصرفين عنه أتاه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه إن كان مؤمناً خالصاً أجاب بالصواب وقال ربي الله ونبي محمد وديني الإسلام وإن كان مرئياً أو منافقاً أعاذنا الله وإياكم من ذلك قال هاها لا أدري هاها لا أدري فيضرب بمرزبة من حديد المرزبة من الحديد قالوا مثل المطرقة وقد ورد في بعض الأحاديث أنه لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها من عظمتها نسأل الله العافية فيصيح صيحة يسمعها كل شيء يسمعها كل شيء إلا الثقلين يعني الإنس والجن وهذه من رحمة الله أن الله تعالى لا يسمعنا عذاب القبر لأننا إذا سمعنا الناس يعذبون في قبورهم ما طاب لنا

বর্তমান বাস্তবতা হলো, দুনিয়া আজ আমাদের জন্য সকল দিক থেকে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। রাজপ্রাসাদের ন্যায় ঘরবাড়ি, রাজকীয় যানবাহন, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং আহার ও পানীয়ের প্রাচুর্য অব্যাহত রয়েছে। ফলে বর্তমান মানুষের চিন্তা-চেতনা কেবল উদরপূর্তি ও কামপ্রবৃত্তির মাঝেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। তারা পার্থিব মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

পার্থিব জীবনের এই ফিতনা অত্যন্ত ভয়াবহ। মানুষের উচিত এ বিষয়ে সচেতন হওয়া। এ কারণেই মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদের কিছুতেই প্রতারণিত না করে এবং কোনো প্রবঞ্চক যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।" আমি কবরের ফিতনা বা কবরের আযাব থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কবরের ফিতনাও এক মহা পরীক্ষা। যখন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা হয় এবং তার সাথীরা ফিরে যেতে থাকে—এমনকি সে তাদের জুতার শব্দও শুনতে পায়—তখন তার নিকট দুজন ফেরেশতা আগমন করেন। তারা তাকে তার রব, তার দ্বীন এবং তার নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। সে যদি একনিষ্ঠ মুমিন হয়, তবে সে সঠিক উত্তর প্রদান করবে এবং বলবে: আমার রব আল্লাহ, আমার নবী মুহাম্মদ এবং আমার দ্বীন ইসলাম। কিন্তু

যদি সে লোক-দেখানো ইবাদতকারী বা মুনাফিক হয়—আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের এ থেকে রক্ষা করুন—তবে সে বলবে: হায়, হায়! আমি জানি না। হায়, হায়! আমি জানি না। অতঃপর তাকে লোহার এক বিশাল হাতুড়ি দ্বারা আঘাত করা হবে। 'মিরজাবাহ' হলো লোহার তৈরি হাতুড়িসদৃশ বস্তু। কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি মিনার সমগ্র অধিবাসী এটি উত্তোলনের জন্য একত্রিত হয়, তবে এর বিশালত্বের কারণে তারা তা উঠাতে পারবে না। আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা কামনা করছি। এরপর সে এমন ভয়াবহ চিৎকার করবে যা মানুষ ও জিন অর্থাৎ 'সাকলাইন' ব্যতীত সৃষ্টিজগতের সবকিছুই শুনতে পাবে। এটি মহান আল্লাহর বিশেষ রহমত যে, তিনি আমাদের কবরের আযাব শোনান না; কেননা আমরা যদি কবরে মানুষের আযাব হওয়ার শব্দ শুনতে পেতাম, তবে আমাদের জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়ত।

(ص: 502) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

عِشْ وَلْتَنكَدْنَا إِنْ كَانَ قَرِيبًا لَّنَا تَنكَدْنَا مِنْ وَجْهَيْنِ: مِنْ قَرَابَتِهِ وَمِنْ هَذِهِ الْأَصْوَاتِ الْمَزْعُجَةِ.

وإن كان غير قريب أيضاً انزعجنا منه ففتنة القبر فتنة عظيمة نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها هذه أشياء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه خمسة أشياء اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر أو من فتنة القبر. أما حديث معاذ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني أحبك وأقسم قال والله إني لأحبك وهذه منقبة عظيمة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم أقسم أنه يحبه والمحب لا يدخر لحبيبه إلا ما هو خير له وإنما قال هذا له لأجل أن يكون مستعداً لما يلقى إليه لأنه يلقى إليه من محب ثم قال له لا تدعن

أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك ودبر كل صلاة يعني في آخر الصلاة قبل السلام هكذا جاء في بعض الروايات أنه يقولها قبل السلام وهو حق وكما ذكرنا أن المقيّد بالدبر أي دبر الصلاة إن كان دعاء فهو قبل التسليم وإن كان ذكرًا فهو بعد التسليم ويدل لهذه القاعدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود في التشهد لما ذكره قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء أو ما أحب أو أعجبه إليه أما الذكر فقال الله تعالى {فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم} أعني على ذكرك يعني كل قول يقرب إلى

জীবন অতিবাহিত হবে এবং আমরা কষ্টের শিকার হবো, যদি সে আমাদের নিকটাত্মীয় হয় তবে আমরা দুই দিক থেকে কষ্টে পড়ব: তার আত্মীয়তার কারণে এবং এই বিরক্তিকর শব্দগুলোর কারণে।

আর যদি সে নিকটাত্মীয় না-ও হয়, তবুও আমরা তার দ্বারা বিচলিত হবো। কবরের ফিতনা এক মহা পরীক্ষা। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের তা থেকে রক্ষা করেন। এগুলো এমন বিষয় যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের শিক্ষা দিতেন—পাঁচটি বিষয়: হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট কৃপণতা থেকে আশ্রয় চাই, আপনার নিকট ভীরুতা থেকে আশ্রয় চাই, জীবনের নিকৃষ্টতম বা চরম বার্ষিক্যের অসহায় অবস্থায় উপনীত হওয়া থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই, দুনিয়ার ফিতনা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই এবং কবরের আযাব বা কবরের ফিতনা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই।

মুআয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসের প্রেক্ষাপট হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বলেছিলেন, "নিশ্চয়ই আমি তোমাকে ভালোবাসি" এবং তিনি শপথ করে বলেছিলেন, "আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই তোমাকে ভালোবাসি।" এটি মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর জন্য এক সুমহান মর্যাদা যে, আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শপথ করে তাঁর প্রতি নিজের ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করেছেন। আর একজন প্রেমিক তার প্রিয়জনের জন্য সর্বোত্তম কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই সঞ্চয় করে রাখেন না। তিনি তাঁকে এই কথাটি বলেছিলেন যাতে তিনি যা প্রদান করা হচ্ছে তার জন্য পূর্ণ প্রস্তুত থাকতে

পারেন, কারণ তিনি তা একজন প্রেমিকের পক্ষ থেকেই প্রদান করছেন। অতঃপর তিনি তাঁকে বললেন: "তুমি প্রতিটি ফরয সালাতের শেষে (দুবুর) এটি বলতে কখনো ছেড়ো না: হে আল্লাহ, আমাকে আপনার যিকর করতে, আপনার শুকরিয়া আদায় করতে এবং আপনার সুন্দর ইবাদত করতে সাহায্য করুন।" সালাতের শেষে (দুবুর) বলতে এখানে সালাতের শেষাংশে সালাম ফেরানোর আগের সময়কে বোঝানো হয়েছে। কিছু বর্ণনায় এমনটিই এসেছে যে, তিনি তা সালামের আগেই বলতেন এবং এটিই সঠিক। যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি যে, সালাতের শেষের (দুবুর) সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি যদি দুআ হয় তবে তা সালাম ফেরানোর আগে হবে, আর যদি তা যিকর হয় তবে তা সালামের পরে হবে। এই নিয়মের সপক্ষে দলীল হলো ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস, যেখানে তাশাহুদ সম্পর্কে উল্লেখ করার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "অতঃপর সে যেন তার ইচ্ছানুযায়ী বা পছন্দের দুআ নির্বাচন করে।" আর যিকরের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {অতঃপর যখন তোমরা সালাত সম্পন্ন করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শায়িত অবস্থায় আল্লাহর যিকর করো}। "আপনার যিকর করতে সাহায্য করুন" বলতে এমন প্রতিটি বাক্য বা কথাকে বোঝানো হয়েছে যা আল্লাহর নৈকট্য লাভে...

(ص: 503) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

اللَّهُ كل شيء يقرب إلى الله كل تفكير يقرب إلى الله فهو من ذكر الله وشكر أي شكر النعم واندفاع النقم فكم من نعمة الله علينا وكم من نقمة اندفعت عنا فنشكر الله على ذلك ونسأل الله أن يعيننا عليه وعلى حسن عبادتك وحسن العبادة يكون بأمرين بالإخلاص لله عز وجل كل ما قوي الإخلاص كان أحسن وبالابتدأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموفق.

1423 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم

ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال رواه مسلم.

1424 - وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله هذين الحديثين فيما يتعوذ به ويذكر الله به في الصلوات ففي الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

আল্লাহ; যা কিছু আল্লাহর নৈকট্য দান করে এবং এমন প্রতিটি চিন্তা যা আল্লাহর নিকটবর্তী করে, তা আল্লাহর জিকিরের অন্তর্ভুক্ত। আর আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অর্থাৎ নেয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত হওয়া; আমাদের ওপর আল্লাহর কতই না নেয়ামত রয়েছে এবং আমাদের থেকে কতই না বিপদ অপসারিত হয়েছে! সুতরাং আমরা এর জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের এ বিষয়ে এবং তাঁর সুন্দর ইবাদতের তাওফিক দিয়ে সাহায্য করেন। আর ইবাদতের সৌন্দর্য দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল: প্রথমত, মহান আল্লাহর প্রতি ইখলাস বা একনিষ্ঠতা—ইখলাস যত সুদৃঢ় হবে, ইবাদত তত সুন্দর হবে; এবং দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১৪২৩ - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন তোমাদের কেউ তাশাহুদ পাঠ করবে, তখন সে যেন চারটি বিষয় থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং বলে— হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট জাহান্নামের আজাব থেকে, কবরের আজাব থেকে, জীবন ও মরণের ফিতনা থেকে এবং মাসিহ দাজ্জালের অনিষ্টকর ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (মুসলিম)।

১৪২৪ - আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজে দাঁড়াতেন, তখন তাশাহুদ ও সালামের মধ্যবর্তী সময়ে সর্বশেষ যে দোয়াটি তিনি পাঠ করতেন তা হলো— হে আল্লাহ! আপনি আমার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী, গোপন ও প্রকাশ্য এবং আমার কৃত সীমালঙ্ঘনসমূহ ক্ষমা করে দিন, আর যা আপনি আমার চেয়েও ভালো জানেন তাও ক্ষমা করুন। আপনিই অগ্রগামী করেন এবং আপনিই পশ্চাৎগামী করেন, আপনি ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই। (মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) নামাজের মধ্যে যে সকল দোয়া ও জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়, সে প্রসঙ্গে এই হাদিস দুটি উল্লেখ করেছেন। প্রথম হাদিসটি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

(ص: 504) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع وفي لفظ التشهد الأخير يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمبات ومن شر فتنة المسيح الدجال.

هذه أربعة أمور أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيز بالله منها إذا فرغنا من التشهد يعني قبل التسليم أعوذ بالله من عذاب جهنم وهي النار فتتعوذ بالله من عذابها وهذا يشمل ما عملت من سوء تسأل الله أن يعفو عنك منه وما لم تعمل من سوء تسأل الله أن يجنبك إياه ومن عذاب القبر لأن القبر فيه عذاب عذاب دائم للكافرين وعذاب قد ينقطع للعاصيين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرأ

من البول وأما الآخر فكان يشي بالنبيّة ومن فتنة المحيا والمبات فتنة المحيا ما يفتتن به الإنسان في حياته وتدور على شيئين إما جهل وشبهة وعدم معرفة بالحق فيشتبه عليه الحق بالباطل فيقع في الباطل فيهلك وإما شهوة أي هوى بحيث يعلم الإنسان الحق لكنه لا يريدّه وإنما يريد الباطل وأما فتنة المبات فقليل إنها فتنة القبر وهي سؤال المالكين للإنسان إذا دفن عن ربه ودينه ونبيه وقيل فتنة المبات هي ما يكون عند موت

যখন তোমাদের কেউ তাশাহুদ পাঠ করবে, তখন সে যেন আল্লাহর কাছে চারটি বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, শেষ তাশাহুদের সময় বলবে— হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জাহান্নামের আজাব থেকে, কবরের আজাব থেকে, জীবন ও মরণের ফিতনা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতনার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই।

এই চারটি বিষয় এমন, যা থেকে তাশাহুদ সমাপ্ত করার পর অর্থাৎ সালাম ফেরানোর আগে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন। (প্রথমটি হলো) 'আমি আল্লাহর কাছে জাহান্নামের আজাব থেকে আশ্রয় চাই'— আর তা হলো অগ্নি। সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে এর আজাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবেন। এটি আপনার কৃত মন্দ কাজসমূহ (যা থেকে আপনি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছেন) এবং অকৃত মন্দ কাজসমূহ (যা থেকে যেন আল্লাহ আপনাকে দূরে রাখেন) উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। এবং কবরের আজাব থেকে— কেননা কবরে শাস্তি রয়েছে; কাফিরদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি আর গুনাহগারদের জন্য রয়েছে এমন শাস্তি যা মাঝেমধ্যে বন্ধ হতে পারে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এটি প্রমাণিত যে, তিনি একদা দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই তাদের দুজনকে আজাব দেওয়া হচ্ছে, অথচ তাদের কোনো বড় বিষয়ের (যা এড়িয়ে চলা অসম্ভব ছিল) কারণে আজাব দেওয়া হচ্ছে না। তাদের একজন প্রস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করত না, আর অন্যজন চোগলখুরি করে বেড়াত।" এবং জীবন ও মরণের ফিতনা থেকে— জীবনের ফিতনা হলো সেই সমস্ত পরীক্ষা বা বিভ্রান্তি যার সম্মুখীন মানুষ তার জীবদ্দশায় হয়। এটি দুটি বিষয়ের ওপর আবর্তিত হয়: হয় অজ্ঞতা, সংশয় ও সত্য সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকা, যার ফলে তার কাছে সত্য ও মিথ্যার মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় এবং সে মিথ্যায় নিপতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়; অথবা প্রবৃত্তি— অর্থাৎ মানুষ সত্য জানে ঠিকই কিন্তু সে

তা চায় না, বরং সে কেবল মিথ্যা বা অসত্যকেই কামনা করে। আর মরণের ফিতনা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটি হলো কবরের ফিতনা— অর্থাৎ দাফন করার পর মানুষকে তার রব, তার দ্বীন এবং তার নবী সম্পর্কে ফেরেশতাদ্বয়ের জিজ্ঞাসাবাদ করা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, মরণের ফিতনা হলো সেই অবস্থা যা মৃত্যুর আগমুহূর্তে ঘটে থাকে।

(ص: 505) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الإنسان وذلك أن أشد ما يكون الشيطان حرصاً على إغواء بني آدم عند موتهم يأتي للإنسان عند موته ويوسوس له ويشككه وربما يأمره بأن يكفر بالله عز وجل فهذه الفتنة من أعظم الفتن وأما فتنة المسيح الدجال فالمسيح الدجال هو من يبعثه الله عز وجل عند قيام الساعة رجل خبيث كاذب مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه المؤمن الكاتب وغير الكاتب ويفتن الله تعالى الناس به لأنه يمكن له في الأرض بعض الشيء يبقي في الأرض أربعين يوماً اليوم الأول طوله طول السنة الكاملة والثاني طول الشهر والثالث طوله أسبوع والرابع كسائر الأيام. يدعو الناس إلى أن يكفروا بالله وأن يشركوا به يقول أنا ربكم ومعه جنة ونار لكنها جنة فيما يرى الناس ونار فيما يرى الناس وإلا فحقيقة حنته أنها نار وحقيقة ناره أنها جنة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيغتر الناس به ويفتنن به ما شاء الله أن يفتنن وفتنته عظيمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما في الدنيا فتنة أعظم من خلق آدم إلى قيام الساعة مثل فتنة المسيح الدجال وما من نبي إلا وأنذر به قومه ولهذا خصه من بين فتنة المحيا بأن فتنته عظيمة نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها

মানুষ। আর তা এই জন্য যে, শয়তান বনী আদমকে বিভ্রান্ত করার ক্ষেত্রে তাদের মৃত্যুক্ষণেই সর্বাধিক উন্মুখ থাকে। সে মানুষের মৃত্যুর সময় তার নিকট আসে, তাকে কুমন্ত্রণা দেয়, তার অন্তরে সংশয় সৃষ্টি করে এবং কখনও তাকে মহান আল্লাহর সাথে কুফরি করার নির্দেশ দেয়। সুতরাং এই ফিতনা অন্যতম মহান ফিতনা। আর মসীহ দাজ্জালের ফিতনার বিষয় হলো— মসীহ দাজ্জাল হলো সেই ব্যক্তি যাকে মহান আল্লাহ কিয়ামতের প্রাক্কালে প্রেরণ করবেন। সে এক নিকৃষ্ট ও চরম মিথ্যাবাদী ব্যক্তি, যার দুই চোখের মধ্যস্থলে ‘কাফের’ শব্দটি লিপিবদ্ধ থাকবে; যা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল মুমিন ব্যক্তি পাঠ করতে পারবে। আল্লাহ তাআলা তাকে পৃথিবীতে কিছুটা আধিপত্য ও সামর্থ্য দান করার মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষায় ফেলবেন। সে পৃথিবীতে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে; যার প্রথম দিনটি হবে পূর্ণ এক বছরের সমান দীর্ঘ, দ্বিতীয় দিনটি এক মাসের সমান দীর্ঘ, তৃতীয় দিনটি এক সপ্তাহের সমান এবং চতুর্থ দিনটি সাধারণ দিনগুলোর ন্যায় হবে।

সে মানুষকে আল্লাহর সাথে কুফরি করতে এবং তাঁর সাথে শিরক করতে আহ্বান জানাবে। সে বলবে, ‘আমিই তোমাদের রব’। তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে; কিন্তু মানুষের দৃষ্টিতে যা জান্নাত তা মূলত জাহান্নাম এবং যা জাহান্নাম তা মূলত জান্নাত—যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হাদিসে এসেছে। ফলে মানুষ তার দ্বারা প্রবঞ্চিত হবে এবং আল্লাহ যতটুকু চাইবেন ততটুকু ফিতনায় নিপতিত হবে। তার ফিতনা অত্যন্ত ভয়াবহ; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আদমের সৃষ্টি থেকে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে মসীহ দাজ্জালের ফিতনার চেয়ে বড় আর কোনো ফিতনা নেই।’ এমন কোনো নবী নেই যিনি স্বীয় সম্প্রদায়কে এ বিষয়ে সতর্ক করেননি। এই কারণেই জীবনের যাবতীয় ফিতনার মধ্য থেকে বিশেষভাবে একে নির্দিষ্ট করা হয়েছে কারণ এর ভয়াবহতা অত্যন্ত গুরুতর। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের তা হতে রক্ষা করেন।

وهذه الأربع يذكرها الإنسان قبل أن يسلم واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا واجب أو سنة فأكثر العلماء على أنه سنة وأن الإنسان لو تركه لم تبطل صلاته وقال بعض أهل العلم إنه واجب إنه يجب على الإنسان أن يستعيز بالله من هذه الأربع قبل أن يسلم وأنه لو ترك ذلك فصلاته باطلة وعليه أن يعيدها وقد أمر طاووس وهو أحد كبار التابعين ابنه حين لم يقرأ هذه التعويذات الأربع أمره أن يعيد صلاته فينبغي للإنسان ألا يدعها أن يحرص عليها لها فيها من الخير الكثير ولئلا يؤدي بصلاته إلى أنها تكون باطلة عند بعض أهل العلم والله الموفق.

1425 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن

يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه.

1426 - وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبح

قدوس رب الملائكة والروح رواه مسلم.

1427 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمّا

الركوع فعظّموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم

رواه مسلم.

আর এই চারটি বিষয় মানুষ সালাম ফেরানোর পূর্বে পাঠ করবে। উলামায়ে কেরাম (রহিমাহুমুল্লাহ) এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন যে, এটি কি ওয়াজিব নাকি সুন্নাত। অধিকাংশ আলেমের মতে এটি সুন্নাত এবং মানুষ যদি এটি ছেড়ে দেয় তবে তার সালাত বাতিল হবে না। তবে কিছু আলেম বলেছেন এটি ওয়াজিব; অর্থাৎ মানুষের জন্য সালাম ফেরানোর পূর্বে এই চারটি বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া আবশ্যিক এবং যদি কেউ তা ছেড়ে দেয় তবে তার সালাত বাতিল এবং তাকে তা পুনরায় আদায় করতে হবে। তাউস—যিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাবেয়ী ছিলেন—তাঁর পুত্র যখন এই চারটি আশ্রয় প্রার্থনামূলক দুআ পাঠ করেনি, তখন তিনি তাকে সালাত পুনরায় আদায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতএব, মানুষের উচিত হবে না এটি বর্জন করা; বরং এর প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত, কারণ এতে অনেক কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং যাতে করে কিছু আলেমের নিকট তার সালাত বাতিল বলে গণ্য না হয়। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১৪২৫ - আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর রুকু এবং সিজদায় অধিক পরিমাণে বলতেন: "হে আল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক! আপনার প্রশংসাসহ আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১৪২৬ - তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর রুকু এবং সিজদায় বলতেন: "অতি পবিত্র, অতি মহিমাম্বিত, ফেরেশতাকুল এবং রুহের (জিবরীল আ.) প্রতিপালক।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

১৪২৭ - ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "অতঃপর রুকুর ক্ষেত্রে তোমরা তাতে রবের মহিমা বর্ণনা করো, আর সিজদার ক্ষেত্রে তোমরা দুআ করার ব্যাপারে সচেষ্টি হও, কারণ এটি তোমাদের দুআ কবুল হওয়ার উপযুক্ত ক্ষেত্র।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

(ص: 507) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

[الشَّرْحُ]

هذه أذكار في أحوال معينة فمنها ما نقله المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وهذا بعد أن أنزل الله عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توباً وهذه السورة هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله نعاه إلى نفسه بأنه إذا جاء نصر الله وتم الفتح فقد قرب أجله كما فهم ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فإن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغير السن وكان عمر رضي الله عنه يحضره مع مجالس الرجال وكبار القوم فقال بعضهم لباذا يحضر عمر ابن عباس ويترك أبناءه

فَأَرَادَ أَنْ يَبِينَ لَهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَضْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُمْ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا} مَا مَعْنَى هَذِهِ السُّورَةِ قَالُوا مَعْنَاهَا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ الْفَتْحُ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَقُولُ هَذَا أَجَلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ أَعْطَاهُ عَلَامَةً وَهِيَ الْفَتْحُ وَالنَّصْرُ إِذَا جَاءَتْ فَقَدْ قَرُبَ أَجَلُهُ فَقَالَ مَا فَهِمْتَ مِنْهَا إِلَّا مَا فَهِمْتُ فَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهَ أَنْ يَسْبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَيَسْتَغْفِرْهُ

[ব্যাখ্যা]

এগুলো বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির কিছু যিকর। তন্মধ্যে গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা হলো: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর রুকু ও সিজদাহয় অধিক পরিমাণে এই দোয়াটি বলতেন— "হে আল্লাহ, আমাদের পালনকর্তা! আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং আপনারই প্রশংসা করছি; হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন।" এটি আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ করার পরের আমল: "যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে, এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন; নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী।" আর এই সূরাটি মূলত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তিরোধানের ইঙ্গিত। কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁকে তাঁর নিজের ইন্তেকাল সম্পর্কে এই মর্মে অবহিত করেছেন যে, যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে এবং বিজয় সম্পন্ন হবে, তখন তাঁর আয়ুষ্কাল ঘনিয়ে এসেছে; যেমনটি ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বুঝতে পেরেছিলেন। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বয়সে তরুণ ছিলেন, আর উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে বড়দের মজলিসে ও জাতির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে উপস্থিত রাখতেন। এতে কেউ কেউ বললেন, "উমর কেন ইবনে আব্বাসকে (আমাদের সাথে) আনেন অথচ তাঁর সমবয়সী আমাদের সন্তানদের আনেন না?" তখন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদের নিকট ইবনে আব্বাসের মর্যাদা স্পষ্ট করতে চাইলেন। একদিন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "আল্লাহ তাআলার এই বাণী সম্পর্কে আপনারা কী বলেন: 'যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে, এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর

দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন; নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী—এই সূরার মর্মার্থ কী?" তারা বললেন, "এর অর্থ হলো, যখন বিজয় আসবে তখন আপনি আপনার রবের প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করবেন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন।" তখন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, "হে ইবনে আব্বাস, তুমি কী বলো?" তিনি বললেন, "আমি বলি, এটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তিরোধানের সংবাদ। আল্লাহ তাঁকে একটি নিদর্শন দিয়েছিলেন যে, যখন বিজয় ও সাহায্য আসবে, তখন তাঁর সময় ফুরিয়ে এসেছে।" তখন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, "তুমি যা বুঝেছ, আমিও এ থেকে তাই বুঝি।" সারকথা হলো, এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তিনি তাঁর রবের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করেন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

(ص: 508) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يكثر أن يقول في ركوعه وهو كذلك في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ومعنى هذا أنك تثني على الله عز وجل بكمال صفاته وانتفاء صفات النقص عنه وتسأله المغفرة.

أما حديثها الثاني فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبح قدوس رب الملائكة والروح يعني أنت سبح قدوس وهذه مبالغة في التنزيه وأنه جل وعلا سبح قدوس رب الملائكة وهم جند الله عز وجل عالم لا نشاهدهم وأما الروح فهو جبريل وهو أفضل الملائكة فينبغي للإنسان أن يكثر في ركوعه وسجوده من قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي تأسيًا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقول كذلك في ركوعه وسجوده سبح قدوس رب الملائكة والروح.

أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال أما الركوع فعظمو فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء وهذا طرف من حديث أوله ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً فأما الركوع فعظمو فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقم أن يستجاب لكم أي حري أن يستجاب لكم لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد والركوع لا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن وهو راكع ولا يجوز أن يقرأ القرآن وهو ساجد لكن له أن يدعو بالدعاء الذي يوافق القرآن مثل أن يقول مثلاً ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রুকুতে এবং একইভাবে তাঁর সিজদাতে অধিক পরিমাণে বলতেন: "হে আল্লাহ, আমাদের রব! আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং আপনারই প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন।" এর অর্থ হলো আপনি মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ গুণাবলীর প্রশংসা করছেন, তাঁর সত্তা থেকে সকল প্রকার ত্রুটি ও অপূর্ণতাকে নাকচ করছেন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছেন।

তাঁর (আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত দ্বিতীয় হাদিসের ক্ষেত্রে তিনি বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রুকু ও সিজদাতে বলতেন: "অতি পবিত্র, অত্যন্ত মহিমাম্বিত, ফেরেশতাকুল ও রুহের প্রতিপালক।" অর্থাৎ আপনি অতি পবিত্র ও অত্যন্ত মহিমাম্বিত। এটি মহান আল্লাহর পবিত্রতা ও ত্রুটিমুক্ত হওয়ার বিষয়ে একটি চূড়ান্ত ঘোষণা। তিনি মহান ও সমুন্নত; তিনি অতি পবিত্র ও অত্যন্ত মহিমাম্বিত এবং ফেরেশতাদের প্রতিপালক। আর ফেরেশতারা হলেন মহান আল্লাহর সৈন্যবাহিনী—এমন এক জগত যাদের আমরা দেখতে পাই না। আর 'রুহ' হলেন জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম), যিনি ফেরেশতাদের মধ্যে সর্বোত্তম।

সুতরাং মানুষের উচিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে রুকু ও সিজদাতে "হে আল্লাহ, আমাদের রব! আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং আপনারই প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন" এই দু'আটি অধিক পরিমাণে পাঠ করা। এবং একইভাবে রুকু ও সিজদাতে "অতি পবিত্র, অত্যন্ত মহিমাম্বিত, ফেরেশতাকুল ও রুহের প্রতিপালক" পাঠ করা।

ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এর হাদিস প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "রুকুতে তোমরা রবের মহিমা বর্ণনা করো, আর সিজদাতে তোমরা একাগ্রতার সাথে দুআ করো।" এটি একটি হাদিসের অংশবিশেষ যার শুরু হয়েছে এভাবে: "জেনে রেখো, আমাকে রুকু বা সিজদা অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং রুকুতে তোমরা রবের মহিমা বর্ণনা করো, আর সিজদাতে তোমরা একাগ্রতার সাথে দুআ করো, যেন তোমাদের দুআ কবুল হওয়ার অধিক সম্ভাবনা তৈরি হয়।" অর্থাৎ তোমাদের দুআ কবুল হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত, কেননা বান্দা যখন সিজদাবনত থাকে তখন সে তার রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়। রুকু অবস্থায় কারো জন্যই কুরআন তিলাওয়াত করা বৈধ নয় এবং সিজদা অবস্থায়ও কুরআন তিলাওয়াত করা বৈধ নয়। তবে সে কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দুআ করতে পারে, যেমন সে বলতে পারে: "হে আমাদের রব! আমাদের পাপসমূহ এবং আমাদের কর্মের সীমালঙ্ঘনগুলো ক্ষমা করে দিন, আমাদের পদযুগলকে সুদৃঢ় রাখুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন।"

(ص: 509) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

لكن أما أن يقرأ القرآن فهذا حرام عليه أن يقرأ وهو راكع أو يقرأ وهو ساجد الركوع له التعظيم يعظم ربه سبحانه ربي العظيم سبحانه الملك القدوس وما أشبه ذلك السجود يقول سبحانه ربي الأعلى سبحانهك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويدعو ويكثر من الدعاء فقم أن يستجاب له أي حري أن يستجاب له وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.

1428 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثرُوا الدعاء رواه مسلم.

1429 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

هذان الحديثان في بيان دعاء وأذكار مخصوصة ذكرها المؤلف رحمه الله في باب فضل الدعاء فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وذلك لأن الإنسان إذا سجد فإنه يضع أشرف ما به من الأعضاء في أماكن وضع الأقدام التي توطأ بالأقدام وكذلك أيضاً يضع أعلى ما في جسده حذاء أدنى ما في جسده يعني أن وجهه أعلى ما في جسده وقدميه أدنى ما في

তবে কুরআন তিলাওয়াত করা—রুকু বা সিজদাহরত অবস্থায় তা করা ব্যক্তির জন্য নিষিদ্ধ। রুকু হচ্ছে মহান রবের মহিমা ঘোষণার স্থান; তাই সে বলবে: ‘আমার মহান রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি’, ‘মহাপবিত্র অধিপতির মহিমা ঘোষণা করছি’ এবং এই জাতীয় তাসবীহ। আর সিজদাতে সে বলবে: ‘আমার সুউচ্চ রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি’, ‘হে আল্লাহ! আমাদের রব, আপনার প্রশংসাসহ আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন’ এবং সে দোয়া করবে ও অধিক পরিমাণে প্রার্থনা করবে। কেননা এটি কবুল হওয়ার অধিক উপযুক্ত। আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদের সেই কাজের তাওফিক দান করুন যা তিনি পছন্দ করেন এবং যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন।

১৪২৮ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: বান্দা যখন সিজদাহরত থাকে, তখন সে তার রবের সবচাইতে নিকটবর্তী হয়। সুতরাং তোমরা (সিজদায়) অধিক পরিমাণে দোয়া করো। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

১৪২৯ - তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সিজদায় বলতেন: হে আল্লাহ! আপনি আমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিন—তার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, আদি ও অন্ত এবং প্রকাশ্য ও গোপন সবটুকুই। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিস দুটি বিশেষ দোয়া ও যিকির বর্ণনার ক্ষেত্রে এসেছে, যা লেখক (রাহিমাল্লাহ) দোয়ার ফজিলত অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসটি হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "বান্দা তার রবের সবচাইতে নিকটবর্তী হয় যখন সে সিজদাহরত থাকে।" এর কারণ হলো, মানুষ যখন সিজদা করে, তখন সে তার শরীরের সবচেয়ে সম্মানিত অঙ্গটিকে এমন স্থানে স্থাপন করে যা সাধারণত পদপিষ্ট হয়। অনুরূপভাবে, সে তার শরীরের সর্বোচ্চ অংশকে তার শরীরের সর্বনিম্ন অংশের সমান্তরালে নিয়ে আসে; অর্থাৎ তার মুখমণ্ডল যা তার শরীরের সর্বোচ্চ অংশ এবং তার পা দুটি যা শরীরের সর্বনিম্ন অংশ...

(ص: 510) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

جسده فيضعهما في مستوى واحد تواضعاً لله عز وجل ولهذا كان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق بالإكثار من الدعاء في حال السجود فيجتمع في ذلك الهيئة والمقال تواضعاً لله عز وجل ولهذا يقول الإنسان في سجوده سبحان ربي الأعلى إشارة إلى أنه جل وعلا وهو العلي الأعلى في ذاته وفي صفاته وأن الإنسان هو السافل النازل بالنسبة لجلال الله تعالى وعظمته. أما الحديث الثاني فهو فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره وأوله وآخره وهذا من باب التبسط في الدعاء والتوسع فيه لأن الدعاء عبادة فكل ما كرره الإنسان ازداد عبادة لله عز وجل ثم إنه في تكراره هذا يستحضر الذنوب كلها السر والعلانية وكذلك ما أخفاه وكذلك دقه وجله وهذا هو الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بعد الإجمال فينبغي للإنسان أن يحرص على الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها أجمع الدعاء وأنفع الدعاء وفقنا الله وإياكم لها فيه الخير والصلاح.

1430 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت افترقت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست فإذا هو راکع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت وفي رواية فووقت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ

তিনি তাঁর শরীরের অঙ্গগুলোকে মহান আল্লাহর প্রতি বিনয় প্রদর্শনার্থে একই সমতলে স্থাপন করেন। আর এই কারণেই বান্দা যখন সিজদাবস্থায় থাকে, তখন সে তার রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিপূর্বে সিজদাবস্থায় অধিক পরিমাণে দোয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন; ফলে এর মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি বিনয় প্রকাশে শারীরিক ভঙ্গি ও মৌখিক নিবেদনের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটে। এ কারণেই মানুষ তার সিজদায় বলে, ‘আমার সুউচ্চ রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি’। এটি এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে সর্বোচ্চ ও সুউচ্চ; আর আল্লাহর মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের তুলনায় মানুষ অত্যন্ত নগণ্য ও নিচু স্তরে অবস্থান করে।

দ্বিতীয় হাদিসটির মর্মার্থ হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সালাতে বলতেন, ‘হে আল্লাহ! আপনি আমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিন—তার ছোট ও বড়, প্রকাশ্য ও গোপন এবং আদি ও অন্ত’। এটি দোয়ার ক্ষেত্রে বিস্তারিত ও বিশদ বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত; কারণ দোয়া নিজেই একটি ইবাদত। মানুষ যখনই এর পুনরাবৃত্তি করে, আল্লাহর প্রতি তার ইবাদত তত বৃদ্ধি পায়। এছাড়া এই বিস্তারিত বর্ণনার মাধ্যমে সে তার সমস্ত গোপন, প্রকাশ্য, ছোট ও বড় গুনাহসমূহকে হৃদয়ে জাগ্রত করে। সংক্ষেপ করার পর পুনরায় বিস্তারিত বর্ণনা করার পেছনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিকমত বা প্রজ্ঞা এটাই ছিল। সুতরাং মানুষের উচিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত দোয়াগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া; কারণ এগুলো অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবহ এবং সবচেয়ে বেশি উপকারী। আল্লাহ আমাদের ও আপনাদেরকে কল্যাণ ও সঠিক পথের তাওফিক দান করুন।

১৪৩০ - আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (বিছানায়) না পেয়ে খুঁজতে শুরু করলাম। হঠাৎ দেখলাম তিনি রুকু বা সিজদারত অবস্থায় আছেন এবং বলছেন, ‘আপনি পবিত্র এবং আপনারই সমস্ত প্রশংসা, আপনি ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই’। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, আমার হাত তাঁর দুই পায়ে তালুর ওপর পড়ল, তখন তিনি মসজিদে (সালাতরত) ছিলেন এবং তাঁর পা দুটো খাড়া অবস্থায়

ছিল। তিনি বলছিলেন, ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আপনার অসন্তুষ্টি হতে, আপনার ক্ষমার মাধ্যমে আপনার শাস্তি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি আপনারই পক্ষ হতে...’

(ص: 511) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رواه مسلم.

1431 - وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ألف حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب ألف حسنة قال يسبح مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة رواه مسلم.

قال الحميدي كذا هو في كتاب مسلم أو يحط قال البرقاني ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهته فقالوا ويحط بغير ألف.

[الشَّرْحُ]

هذان الحديثان في بيان الذكر وفضله الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت تتحسس عنه لأنها رضي الله عنها هي أحب نسائه إليه وهي تحبه أيضاً فتخشى أن يكون حصل عليه شيء فذهبت تتحسس فوجدته صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو ساجد يدعو الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء قالت ووقعت يدي على بطون قدميه وهو ساجد واستدل العلماء بذلك على أن الساجد ينبغي له أن يضم قدميه بعضهما إلى بعض ولا يفرقهما لأنه لا يمكن أن تقع اليد الواحدة على

আপনার মাধ্যমে আপনার নিকট (আশ্রয় প্রার্থনা করছি), আপনার প্রশংসা আমি গুনে শেষ করতে পারব না; আপনি ঠিক তেমনই, যেমন আপনি নিজে নিজের প্রশংসা করেছেন। (মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)।

১৪৩১ - সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি বললেন, "তোমাদের কারো পক্ষে কি প্রতিদিন এক হাজার নেকি অর্জন করা অসম্ভব?" তখন তাঁর মজলিসে উপস্থিত জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন, কীভাবে এক হাজার নেকি অর্জন করা সম্ভব? তিনি বললেন, "একশ বার তাসবিহ পাঠ করলে তার জন্য এক হাজার নেকি লেখা হয় অথবা তার এক হাজার পাপ মোচন করা হয়।" (মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)।

হুমাইদি বলেন, ইমাম মুসলিমের কিতাবে এটি 'অথবা মোচন করা হয়' শব্দেই বর্ণিত হয়েছে। বারকানি বলেন, শু'বা, আবু আওয়ানাহ ও ইয়াহইয়া আল-কাত্তান মুসার সূত্রে—যাঁর সূত্রে ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন—বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা 'আলিফ' (অর্থাৎ 'অথবা' শব্দের আলিফ) ব্যতিরেকে 'এবং মোচন করা হয়' বলেছেন।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিস দুটি জিকিরের বর্ণনা ও তার ফজিলত সম্পর্কে। প্রথম হাদিসটি আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত যে, এক রাতে তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে (বিছানায়) না পেয়ে তাঁকে খুঁজতে বের হলেন। যেহেতু তিনি (রা.) ছিলেন আল্লাহর রাসূলের নিকট তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় এবং তিনিও নবীকে ভালোবাসতেন, তাই তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে তাঁর কোনো বিপদ হয়েছে কি না। তিনি যখন তাঁকে খুঁজছিলেন, তখন দেখলেন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মসজিদে সিজদারত অবস্থায় মহান আল্লাহর নিকট এই দোয়ার মাধ্যমে প্রার্থনা করছেন। আয়েশা (রা.) বলেন, "সিজদারত অবস্থায় আমার হাত তাঁর দুই পায়ের তালুর ওপর পড়ল।" আলেমগণ এর মাধ্যমে এই দলিল পেশ করেছেন যে, সিজদাকারীর জন্য উচিত তার দুই পা একে অপরের সাথে মিলিয়ে রাখা এবং তা পৃথক না করা। কারণ এটি সম্ভব নয় যে একটি হাত একইসাথে উভয় পায়ের তালুর ওপর পড়বে যদি না...

قدمين متفرقتين وكذلك هو أيضاً في صحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضم رجليه في السجود.

أما الركبتان فهما على طبيعتهما لا يفرقهما ولا يضمهما على طبيعتهما كان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يستعيز بالله عز وجل بالأعمال الصالحة عن الأعمال السيئة لأن الأعمال السيئة توجب الغضب والسخط والأعمال الصالحة توجب الرضا والشيء إنما يداوي بضده فالسخط ضده الرضا فيستعيز بالرضا من السخط وبعافاتك من عقوبتك يعني أستعيز بعافاتك من الذنوب وآثارها وعقوباتها من عقوبتك على الذنوب وهذا يتضمن سؤال المغفرة وأعوذ بك منك وهذا أشمل وأعم أنه يتعوذ بالله من الله عز وجل وذلك لأنه لا منجى ولا ملجأ من الله إلا إليه لا أحد ينجيك من عذاب الله إلا الله عز وجل فتستعيز بالله من الله سبحانه وتعالى أي تستعيز به من عقوبته وغير ذلك مما يقدره فدل ذلك على ما ذكرنا من انضمام القدمين في السجود ودل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحياناً النافلة في المسجد مع أن الأفضل أن تكون في البيت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة البرء في بيته إلا المكتوبة لكنه عليه الصلاة والسلام أحياناً يصلي

দুই পা পৃথক রাখা। অনুরূপভাবে সহীহ ইবনে খুজায়মাতেও বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সিজদাবনত অবস্থায় তাঁর উভয় পা একত্রিত করতেন।

আর উভয় হাঁটুর ক্ষেত্রে বিধান হলো, সেগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে; তিনি সেগুলো অতিরিক্ত পৃথক করতেন না আবার একত্রিতও করতেন না, বরং তা স্বাভাবিক রাখতেন। তাঁর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) অন্যতম দুআ ছিল: "হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আপনার অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" এর অর্থ হলো, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নেক আমলের মাধ্যমে মন্দ আমল থেকে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয়

চাইতেন। কারণ মন্দ আমল ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির উদ্বেক করে, আর নেক আমল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করায়। আর কোনো জিনিসের প্রতিকার তার বিপরীত বিষয়ের মাধ্যমেই করতে হয়। সুতরাং অসন্তুষ্টির বিপরীত হলো সন্তুষ্টি; তাই তিনি অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচতে সন্তুষ্টির মাধ্যমে আশ্রয় চাইতেন। "এবং আপনার ক্ষমার মাধ্যমে আপনার শাস্তি থেকে [আশ্রয় চাইছি]"—অর্থাৎ আমি গুনাহ, তার প্রভাব ও পরিণাম থেকে আপনার ক্ষমার মাধ্যমে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি আপনার পক্ষ থেকে গুনাহের শাস্তির বিপরীতে। এটি ক্ষমা প্রার্থনার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করে। "আর আমি আপনার নিকট আপনার থেকেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি"—এটি অত্যন্ত ব্যাপক ও অর্থবহ। এর অর্থ হলো, মহান আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে স্বয়ং তাঁরই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা। কেননা আল্লাহ ছাড়া তাঁর থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো আশ্রয়স্থল বা মুক্তির উপায় নেই। আল্লাহর আযাব থেকে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আপনাকে উদ্ধার করতে পারবে না। সুতরাং আপনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পাকড়াও থেকে তাঁরই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছেন; অর্থাৎ তাঁর শাস্তি এবং তিনি যা নির্ধারণ করেন তা থেকে তাঁর মাধ্যমেই পানাহ চাচ্ছেন। এটি সিজদাবনত অবস্থায় উভয় পা একত্রিত রাখার বিষয়ে আমাদের পূর্বোক্ত আলোচনার প্রমাণ বহন করে। এটি আরও প্রমাণ করে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো কখনো মসজিদে নফল সালাত আদায় করতেন, যদিও নফল সালাত বাড়িতে আদায় করাই সর্বোত্তম; যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "ফরজ সালাত ব্যতীত মানুষের সর্বোত্তম সালাত হলো তার ঘরে আদায়কৃত সালাত।" তবে তিনি (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) মাঝেমধ্যে সালাত আদায় করতেন।

(ص: 513) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

النافلة في المسجد وفيه أيضاً دليل على محبة عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غرابة فإنه عليه الصلاة والسلام كانت هي أحب نسائه اللاتي عنده ولا يساميهما أحد اللهم إلا خديجة رضي الله عنها فإن خديجة هي أول نسائه صلى الله عليه

وسلم ولم يتزوج عليها أحد حتى ماتت وكان يذكرها دائماً أي يذكر خديجة لكن عائشة رضي الله عنها هي أحب نساء الموجودات في عهد عائشة.

ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يستعيز بصفات الله عز وجل من ضدها بالرضا من السخط وبالمعافاة من العقوبة وأنه لا ملجأ له من الله إلا إليه فيستعيز بالله منه تبارك وتعالى والله الموفق.

1433 - وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه

মসজিদে নফল সালাত আদায় করা। এতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ভালোবাসার প্রমাণও রয়েছে এবং এতে আশ্চর্যের কিছু নেই; কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে আয়েশাই ছিলেন সবচেয়ে প্রিয় এবং কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না। তবে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিষয়টি ভিন্ন, কেননা খাদিজা ছিলেন তাঁর প্রথম স্ত্রী এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি দ্বিতীয় কোনো বিবাহ করেননি। তিনি সর্বদা খাদিজার কথা স্মরণ করতেন; তবে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সময়ে বিদ্যমান স্ত্রীদের মধ্যে আয়েশাই ছিলেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয়।

এই হাদীসের অন্যতম শিক্ষা হলো—মানুষ মহান আল্লাহর গুণাবলীর মাধ্যমে তার বিপরীত অবস্থা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে; যেমন তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে সন্তুষ্টির মাধ্যমে এবং তাঁর শাস্তি থেকে নিরাপত্তার মাধ্যমে। আর আল্লাহ ছাড়া তাঁর পাকড়াও থেকে বাঁচার অন্য কোনো আশ্রয়স্থল নেই। তাই বান্দা বরকতময় ও সুউচ্চ আল্লাহর নিকট তাঁরই পাকড়াও থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

১৪৩৩ - উম্মুল মুমিনীন জুওয়ায়রিয়া বিনতুল হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যুষে ফজরের সালাত আদায় করে তাঁর নিকট থেকে বের হলেন, তখন তিনি (জুওয়ায়রিয়া) তাঁর সালাতের স্থানেই ছিলেন। অতঃপর চাশতের সময় তিনি

ফিরে এলেন এবং দেখলেন তিনি তখনও বসে আছেন। তিনি বললেন: “আমি তোমাকে যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিলাম, তুমি কি এখনও সেই অবস্থাতেই আছ?” তিনি বললেন: “হ্যাঁ।” তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পর আমি চারটি বাক্য তিনবার পাঠ করেছি, আজ পর্যন্ত তুমি যা পাঠ করেছ তার সাথে ওজন করলে এই বাক্যগুলোর ওজনই বেশি হবে: আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা তাঁর সৃষ্টির সংখ্যার সমান, তাঁর নিজের সমৃদ্ধির সমান এবং তাঁর আরশের ওজনের সমান। (সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আদাদা খালকিহি, ওয়া রিদা নাফসিহি, ওয়া যিনাতা আরশিহি)।”

(ص: 514) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

ومداد كلماته رواه مسلم.

وفي رواية له سبحانه الله عدد خلقه سبحانه الله رضاء نفسه سبحانه الله زنة عرشه سبحانه الله مداد كلماته.

وفي رواية الترمذي ألا أعلمك كلمات تقولينها سبحانه الله عدد خلقه سبحانه الله عدد خلقه سبحانه الله عدد خلقه سبحانه الله رضاء نفسه سبحانه الله رضاء نفسه سبحانه الله رضاء نفسه سبحانه الله زنة عرشه سبحانه الله زنة عرشه سبحانه الله زنة عرشه سبحانه الله مداد كلماته سبحانه الله مداد كلماته سبحانه الله مداد كلماته.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث من الأحاديث التي فيها بيان فضيلة نوع من أنواع الذكر وهو ما روته أم المؤمنين جويرية بنت الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من عندها الفجر ثم رجع إليها ضحاً وهي تسبح وتهلل فبين لها صلى الله عليه وسلم أنه قال بعدها كلمات تزن ما قالت منذ الفجر أو منذ الصبح سبحانه الله وبحمده

عدد خلقه ثلاث مرات سبحان الله وبحمده رضا نفسه ثلاث مرات سبحان الله
وبحمده زنة عرشه ثلاث مرات سبحان الله وبحمده مداد كلماته ثلاث مرات.

এবং তাঁর বাক্যের কালি পরিমাণ। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

এবং তাঁর (মুসলিমের) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর সৃষ্টির সংখ্যার সমপরিমাণ, আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর সন্তুষ্টির সমপরিমাণ, আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর আরশের ওজনের সমপরিমাণ, আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর বাক্যের কালি পরিমাণ।

তিরমিযীর বর্ণনায় এসেছে: আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দেব না যা তুমি পাঠ করবে? আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর সৃষ্টির সংখ্যার সমপরিমাণ, আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর সৃষ্টির সংখ্যার সমপরিমাণ, আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর সৃষ্টির সংখ্যার সমপরিমাণ; আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর সন্তুষ্টির সমপরিমাণ, আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর সন্তুষ্টির সমপরিমাণ, আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর সন্তুষ্টির সমপরিমাণ; আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর আরশের ওজনের সমপরিমাণ, আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর আরশের ওজনের সমপরিমাণ, আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর আরশের ওজনের সমপরিমাণ; আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর বাক্যের কালি পরিমাণ, আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর বাক্যের কালি পরিমাণ, আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর বাক্যের কালি পরিমাণ।

[ব্যখ্যা]

এই হাদিসসমূহ সেই সকল হাদিসের অন্তর্ভুক্ত যাতে যিকিরের একটি বিশেষ প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। এটি উম্মুল মুমিনীন জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সুবহে সাদেকের সময় তাঁর কাছ থেকে প্রশ্ন করেন এবং চাশতের সময় পুনরায় তাঁর নিকট ফিরে আসেন। তখন তিনি (জুওয়াইরিয়া) তসবিহ পাঠ ও আল্লাহর একত্ব ঘোষণায় মগ্ন ছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে পরিষ্কার করে বললেন যে, তিনি তাঁর যাওয়ার পর এমন কিছু বাক্য পাঠ করেছেন যা তিনি (জুওয়াইরিয়া) ফজর বা সকাল থেকে যা পাঠ করেছেন তার ওজনের সমতুল্য হবে। (বাক্যগুলো হলো): আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণা করছি তাঁর

সৃষ্টির সংখ্যার সমপরিমাণ—তিনবার; আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণা করছি তাঁর সন্তুষ্টির সমপরিমাণ—তিনবার; আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণা করছি তাঁর আরশের ওজনের সমপরিমাণ—তিনবার; আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণা করছি তাঁর বাক্যের কালি পরিমাণ—তিনবার।

(ص: 515) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

أما سبحان الله وبحمده عدد خلقه فمعناه أنك تسبح الله عز وجل وتحمده عدد مخلوقاته ومخلوقات الله عز وجل لا يحصيها إلا الله كما قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو.

وأما سبحان الله وبحمده زنة عرشه وزنة عرشه لا يعلم ثقلها إلا الله سبحانه وتعالى لأن العرش أكبر المخلوقات التي نعلبها فإن النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال إن السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة إذا فهو مخلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الله عز وجل.

وأما سبحان الله وبحمده رضا نفسه فيعني أنك تسبح الله وتحمده حمدا يرضى به الله عز وجل وأي حمد يرضى به الله إلا وهو أفضل الحمد وأكمل.

وأما سبحان الله وبحمده مداد كلماته والمداد ما يكتب به الشيء وكلمات الله تعالى لا يقارن بها شيء قال الله تعالى {ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم} وقال تعالى {قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا} فكللمات الله تعالى لا نهاية لها

আর 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আদাদা খালকিহি' এর অর্থ হলো আপনি আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা ও প্রশংসা তাঁর সৃষ্টির সংখ্যার সমপরিমাণ বর্ণনা করছেন। আর আল্লাহর সৃষ্টির সংখ্যা তিনি ব্যতীত কেউ গণনা করতে পারে না, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আপনার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া কেউ জানে না।"

আর 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি যিনাতা আরশিহি' এর ক্ষেত্রে আরশের ওজন মহান আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তাআলা ব্যতীত কেউ জানে না। কারণ আরশ হলো আমাদের জানা সৃষ্টিজগতের মধ্যে সর্ববৃহৎ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "সাত আসমান ও সাত জমিন কুরসির তুলনায় একটি বিশাল মরুভূমিতে পড়ে থাকা একটি আংটির ন্যায়। আর কুরসির ওপর আরশের শ্রেষ্ঠত্ব সেই মরুভূমির শ্রেষ্ঠত্বের মতো যা ওই আংটির ওপর রয়েছে।" সুতরাং এটি এক বিশাল সৃষ্টি যার মাহাত্ম্য মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না।

আর 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি রিদা নাফসিহি' এর অর্থ হলো আপনি আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা এমন স্তুতি দ্বারা বর্ণনা করছেন যাতে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। আর যে প্রশংসায় আল্লাহ সন্তুষ্ট হন, তা-ই সর্বোত্তম এবং পূর্ণাঙ্গ প্রশংসা।

আর 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি মিদাদা কালিমাতিহি' এর ক্ষেত্রে 'মিদাদ' (কালি) হলো তা যা দ্বারা কোনো কিছু লেখা হয়। আর আল্লাহ তাআলার কালিমাসমূহের সাথে কোনো কিছুর তুলনা চলে না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথে আরও সাতটি সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহর কালাম শেষ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" তিনি আরও বলেছেন: "বলুন, আমার রবের কথা লেখার জন্য যদি সমুদ্র কালি হয়, তবে আমার রবের কথা শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে; যদিও আমি এর সাহায্যার্থে অনুরূপ আরও সমুদ্র নিয়ে আসি।" সুতরাং মহান আল্লাহর কালিমাসমূহের কোনো শেষ নেই।

فألهم أنه ينبغي لنا أن نحافظ على هذا الذكر.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه (ثلاث مرات) سبحان الله وبحمده رضا نفسه (ثلاث مرات) سبحان الله وبحمده زنة عرشه (ثلاث مرات) سبحان الله وبحمده مداد كلماته (ثلاث مرات) فيكون الجميع اثنتي عشرة مرة.

1434 - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت رواه البخاري. ورواه مسلم فقال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت

1435 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم متفق عليه.

1436 - وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذكات رواه مسلم.

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, আমাদের উচিত এই জিকিরটির প্রতি যত্নবান হওয়া।

আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং তাঁরই প্রশংসা করছি তাঁর সৃষ্টির সংখ্যা পরিমাণ (তিনবার), আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং তাঁরই প্রশংসা করছি তাঁর সমুষ্টির পরিমাণ (তিনবার), আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং তাঁরই প্রশংসা করছি তাঁর আরশের ওজন পরিমাণ (তিনবার), আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং তাঁরই প্রশংসা করছি তাঁর বাণীর কালির পরিমাণ (তিনবার)। এভাবে সব মিলিয়ে মোট বারো বার হবে।

১৪৩৪ - আবু মুসা আল-আশআরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি তার রবের জিকির করে আর যে ব্যক্তি তার রবের জিকির করে না, তাদের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃতের মতো।" এটি বুখারি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মুসলিম এটি এভাবে বর্ণনা করেছেন: "যে ঘরে আল্লাহর জিকির করা হয় এবং যে ঘরে আল্লাহর জিকির করা হয় না, তাদের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃতের মতো।"

১৪৩৫ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমার বান্দা আমার প্রতি যেমন ধারণা পোষণ করে আমি তেমনই, আর সে যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথেই থাকি। সুতরাং সে যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে আমার মনে স্মরণ করি। আর সে যদি আমাকে কোনো সমাবেশে স্মরণ করে, তবে আমি তাকে তাদের চেয়েও উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি।" এটি বুখারি ও মুসলিম কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে বর্ণিত।

১৪৩৬ - তাঁর (আবু হুরায়রা) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "মুফাররিদগণ অগ্রগামী হয়ে গেছেন।" তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! মুফাররিদ কারা?" তিনি বললেন, "অধিক হারে আল্লাহকে স্মরণকারী পুরুষ এবং অধিক হারে আল্লাহকে স্মরণকারী নারীগণ।" এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

(ص: 517) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

روي المفردون بتشديد الراء وتخفيفها والمشهور الذي قاله الجمهور التشديد.

[الشَّرْحُ]

هذه أحاديث في فضل ذكر الله عز وجل أما الحديث الأول فقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت وذلك لأن الذي يذكر الله تعالى قد أحيا الله قلبه بذكره وشرح له صدره فكان كالحي وأما الذي لا يذكر الله فإنه لا يطمئن قلبه والعياذ بالله ولا ينشرح صدره للإسلام فهو كمثل الميت وهذا مثل ينبغي للإنسان أن يعتبر به وأن يعلم أنه كلما غفل عن ذكر الله عز وجل فإنه يقسو قلبه وربما يموت قلبه والعياذ بالله.

وَأَمَّا الْحَدِيثَانِ الْأَخِيرَانِ فَفِيهِمَا أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى فَضِيلَةِ الذِّكْرِ وَهُوَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي نَفْسِهِ ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي نَفْسِهِ وَإِنْ ذَكَرَهُ فِي مَلَأَ ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي مَلَأَ خَيْرٍ مِنْهُمْ يَعْنِي إِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ إِمَّا أَنْ تَتَنَطَّقَ بِلسَانِكَ سِرًّا وَلَا يَسْمَعُكَ أَحَدٌ أَوْ تَذْكُرَ اللَّهَ فِي قَلْبِكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَذْكُرُكَ فِي نَفْسِهِ وَإِذَا ذَكَرْتَهُ فِي مَلَأَ أَيُّ عِنْدَ جَمَاعَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَذْكُرُكَ فِي مَلَأَ خَيْرٍ مِنْهُمْ أَيُّ فِي مَلَأَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَذْكُرُكَ عِنْدَهُمْ وَيُعَلِّي ذَكَرَكَ وَيُثْنِي عَلَيْكَ جَلَّ وَعَلَا فَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى فَضِيلَةِ الذِّكْرِ وَأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ مَلَأَ كَانَ هَذَا أَفْضَلَ مِمَّا إِذَا ذَكَرَهُ فِي نَفْسِهِ إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ الرِّيَاءَ فَإِنْ خَافَ الرِّيَاءَ فَلَا يَجْهَرُ وَلَكِنْ لَا يَكُونُ فِي قَلْبِهِ وَسَاوَسَ بِأَنْ يَقُولَ إِذَا

'Al-Mufarridun' শব্দটি 'রা' বর্ণে তাশদিদসহ এবং তাশদিদ ছাড়া উভয়ভাবে বর্ণিত হয়েছে, তবে জমহূর বা সংখ্যাগরিষ্ঠের নিকট তাশদিদযুক্ত পাঠটিই অধিক প্রসিদ্ধ।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসগুলো মহান আল্লাহ তাআলার জিকিরের ফজিলত বা মাহাত্ম্য বিষয়ক। প্রথম হাদিসটির ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করে এবং যে জিকির করে না, তাদের উদাহরণ হলো জীবিত ও মৃতের মতো।" এর কারণ হলো, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর জিকির করে, আল্লাহ তাআলা জিকিরের বরকতে তার অন্তরকে জীবিত করে দেন এবং তার বক্ষকে প্রশস্ত করে দেন, ফলে সে একজন জীবিত মানুষের ন্যায়। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করে না, তার অন্তরে প্রশান্তি থাকে না—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি—এবং ইসলামের জন্য তার বক্ষ প্রশস্ত হয় না; সে যেন এক মৃত ব্যক্তির ন্যায়। এটি এমন একটি দৃষ্টান্ত যা থেকে মানুষের শিক্ষা নেওয়া উচিত এবং জেনে রাখা উচিত যে, সে যখনই মহান আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল বা উদাসীন হয়, তখনই তার অন্তর কঠিন হতে শুরু করে এবং সম্ভবত এক পর্যায়ে তার অন্তর মরে যায়—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই।

আর শেষোক্ত হাদিস দুটিতেও জিকিরের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ নিহিত রয়েছে। তা হলো, মানুষ যখন মহান আল্লাহকে মনে মনে স্মরণ করে, তখন আল্লাহও তাকে মনে মনে স্মরণ করেন। আর যদি সে তাঁকে কোনো সমাবেশে স্মরণ করে, তবে আল্লাহ তাকে তাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ সমাবেশে

স্মরণ করেন। অর্থাৎ, আপনি যদি আপনার প্রতিপালককে নিজের মনে স্মরণ করেন—হোক তা জিহ্বা দিয়ে অতি সংগোপনে যা কেউ শুনতে পায় না অথবা কেবল অন্তরে—তবে মহান আল্লাহও আপনাকে তাঁর নিজ সত্তায় স্মরণ করবেন। আর আপনি যদি তাঁকে কোনো সমাবেশে অর্থাৎ একদল মানুষের মাঝে স্মরণ করেন, তবে মহান আল্লাহ আপনাকে তাদের চেয়েও উত্তম কোনো সমাবেশ অর্থাৎ ফেরেশতাদের সমাবেশে স্মরণ করবেন; তিনি সেখানে আপনার কথা আলোচনা করবেন, আপনার মর্যাদা উচ্চ করবেন এবং আপনার প্রশংসা করবেন। সুতরাং এতে জিকিরের মাহাত্ম্যের প্রমাণ রয়েছে এবং এটিও প্রতীয়মান হয় যে, লোকদেখানোর (রিয়া) ভয় না থাকলে জনসমক্ষে জিকির করা একাকী জিকির করার চেয়ে উত্তম। তবে যদি রিয়ার আশঙ্কা থাকে তবে সশব্দে করবে না; কিন্তু তার অন্তরে এমন কুমন্ত্রণা বা ওসওয়াসা থাকা উচিত নয় যে, সে যদি বলে...

(ص: 518) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

ذكرت الله جهرا فهذا رياء فلا أذكر الله فليدع هذه الوسوس ويذكر الله تعالى عند الناس وفي نفسه حتى يذكره الله عز وجل كما ذكر ربه.
وأما حديث أبي هريرة الثالث فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون قالوا وما المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات فهذا دليل على أن الذاكرين الله كثيرا لهم السبق على غيرهم لأنهم عملوا أكثر من غيرهم فكانوا أسبق إلى الخير والله الموفق.
1437 - وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله رواه الترمذي وقال حديث حسن.

1438 - وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبه به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله رواه الترمذي وقال حديث حسن.

1439 - وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن.

যদি কেউ এমনটি মনে করে যে, আমি উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহর জিকির করেছি বিধায় এটি লোকদেখানো বা রিয়া হয়ে গেছে, সুতরাং আমি আর আল্লাহর জিকির করব না—তবে তার উচিত এই কুমন্ত্রণা (ওয়াসওয়াসা) বর্জন করা এবং জনসমক্ষে ও নির্জনে মহান আল্লাহর জিকির করা, যাতে মহান আল্লাহ তাকে স্মরণ করেন যেমনটি সে তার প্রতিপালককে স্মরণ করেছে।

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তৃতীয় হাদিসটি হলো এই যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "মুফাররিদুনগণ অগ্রবর্তী হয়ে গেছেন।" সাহাবীগণ আরজ করলেন: "মুফাররিদুন কারা?" তিনি বললেন: "আল্লাহর অধিক জিকিরকারী পুরুষ ও নারীগণ।" এটি এই বিষয়ের প্রমাণ যে, অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকিরকারীরা অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রগামিতা অর্জন করেন; কারণ তারা অন্যদের চেয়ে বেশি আমল করেছেন এবং এর মাধ্যমে তারা কল্যাণের পথে অগ্রগামী হয়েছেন। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১৪৩৭ - জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "সর্বোত্তম জিকির হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই)।" এটি তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে হাসান হাদিস বলেছেন।

১৪৩৮ - আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি আরজ করল: "হে আল্লাহর রাসূল! ইসলামের বিধানগুলো আমার জন্য অনেক বেশি হয়ে গেছে, তাই আমাকে এমন কিছু বলে দিন যা আমি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে পারি।" তিনি বললেন: "তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর জিকিরে সিক্ত থাকে।" এটি তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে হাসান হাদিস বলেছেন।

১৪৩৯ - জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি বলবে 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি' (আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণা করছি), তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপণ করা হবে।" এটি তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে হাসান হাদিস বলেছেন।

(ص: 519) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

1440 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني
السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1441 - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا
أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليكم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من
إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا
أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى رواه الترمذي قال الحاكم أبو عبد الله إسناده
صحيح.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله في كتابه (رياض الصالحين) كلها في
مجموعها تدل على فضيلة الذكر كما سبق ولكن في بعضها ما فيه ضعف فمنها أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فقال له

النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطباً بذكر الله عز وجل هذا الحديث فيه ضعف لكن إن صح فالمعنى أن هذا الرجل كثرت عليه النوافل أما الفرائض فلا يغني

১৪৪০ - ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: মিরাজের রাতে আমার সাথে ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর সাক্ষাৎ হলো। তখন তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনার উম্মতকে আমার পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছাবেন এবং তাদের অবহিত করবেন যে, জান্নাতের মাটি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট, এর পানি সুমিষ্ট এবং জান্নাত হলো একটি বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তর। আর এর বৃক্ষরোপণ হলো: 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদুলিল্লাহ', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবার'। তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি হাসান হাদিস।

১৪৪১ - আবু দারদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: আমি কি তোমাদের তোমাদের সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে জানাব না, যা তোমাদের মালিকের নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের মর্যাদাকে অধিক উচ্চকারী এবং যা তোমাদের জন্য স্বর্গ ও রৌপ্য ব্যয় করার চেয়েও উত্তম? এমনকি তা তোমাদের জন্য শত্রুর মোকাবিলা করে তাদের গর্দান কাটা এবং তোমাদের গর্দান যাওয়ার চেয়েও শ্রেষ্ঠ? তারা বললেন, অবশ্যই। তিনি বললেন: মহান আল্লাহর জিকির। তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম হাকিম আবু আব্দুল্লাহ বলেছেন এর সনদ সহিহ।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রাহিমাল্লাহু) তার 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে যে হাদিসগুলো নিয়ে এসেছেন, তার সবগুলোই সমষ্টিগতভাবে জিকিরের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেয়, যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তবে এগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটিতে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলেছিলেন যে, ইসলামের বিধিবিধানগুলো আমার জন্য অনেক বেশি হয়ে গেছে। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন: তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর জিকিরে সিক্ত থাকে। এই হাদিসটিতে দুর্বলতা রয়েছে, তবে এটি যদি বিশুদ্ধ হয়, তবে এর অর্থ হলো এই ব্যক্তির কাছে নফল ইবাদতের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়েছিল। আর ফরজ ইবাদতের বিকল্প হিসেবে এটি যথেষ্ট নয়।

عنها قول لا إله إلا الله ولا غيره الفرائض لا بد منها أما النوافل إذا شق على الإنسان بعضها فالذكر قد يسد ما يحصل به الخلل ومنها أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله ولا شك أن هذه الكلمة كلمة عظيمة فهي التي يدخل بها الإنسان في دين الإسلام فهي مفتاح الإسلام كما جاء في الحديث أن مفتاح الجنة هو لا إله إلا الله ومنها أيضاً فضيلة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأن هذه غراس الجنة يعني أن الإنسان إذا قالها يغرس له في الجنة غرساً في كل كلمة ومنها أن ذكر الله عز وجل من أفضل الأعمال وأوفاهما وأحبها إلى الله عز وجل بل هو من أسباب الثبات عند اللقاء كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتُمْ فئةً فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون مثل هذه الأحاديث كلها تدل على فضيلة الذكر وأنه ينبغي للإنسان أن يكثر من ذكر الله وقد مر علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والله البوق.

1442 - وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال ألا أخبرك بها هو أيسر عليك من هذا أو أفضل فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' জিকির বা অন্য কোনো আমল ফরজের স্ফুলাভিষিক্ত হতে পারে না, বরং ফরজ আমলসমূহ অবশ্যই পালন করতে হবে। তবে নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে যদি কোনোটি মানুষের জন্য পালন করা কষ্টসাধ্য হয়, তবে জিকির সেই ঘাটতি পূরণ করতে পারে যা এর ফলে সৃষ্টি হতে পারে। এর মধ্যে আরও একটি বিষয় হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শ্রেষ্ঠ জিকির হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই কালিমাটি অত্যন্ত মহান; কারণ এর মাধ্যমেই মানুষ ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করে। এটিই ইসলামের চাবিকাঠি, যেমনটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, জান্নাতের চাবিকাঠি হলো 'লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহ'। এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে 'সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার' পাঠের মহিমা এবং এগুলো হলো জান্নাতের চারাগাছ। অর্থাৎ মানুষ যখন এগুলো পাঠ করে, তখন জান্নাতে তার জন্য প্রতিটি শব্দের বিনিময়ে একটি করে চারা রোপণ করা হয়। এর মধ্যে আরও রয়েছে যে, মহান আল্লাহর জিকির সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম আমল এবং আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়। বরং এটি যুদ্ধের ময়দানে অবিচল থাকার অন্যতম কারণ, যেমনটি আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোনো দলের মোকাবিলা করো, তখন অবিচল থাকো এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।" এই জাতীয় সকল হাদিস জিকিরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে এবং এটি নির্দেশ করে যে, মানুষের উচিত অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করা। আমাদের নিকট ইতিপূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী অতিক্রান্ত হয়েছে: "দুটি বাক্য যা জিহ্বায় উচ্চারণে অত্যন্ত সহজ, মিজানের পাল্লায় অত্যন্ত ভারী এবং পরম দয়াময় আল্লাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয়; তা হলো— 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আজিম'।" আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১৪৪২ - সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জনৈক মহিলার নিকট প্রবেশ করলেন যার সম্মুখে তাসবিহ পাঠ করার জন্য কিছু খেজুরের আঁটি অথবা কঙ্কর ছিল। তখন তিনি বললেন: "আমি কি তোমাকে এর চেয়ে সহজ অথবা উত্তম কোনো আমলের কথা বলে দেব না?" অতঃপর তিনি বললেন: "সুবহানাল্লাহি আদাদা মা খালাকা ফিস-সামায়ি (আকাশে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার সংখ্যা পরিমাণ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি) এবং সুবহানাল্লাহ..."

(ص: 521) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق
والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة
إلا بالله مثل ذلك رواه الترمذي وقال حديث حسن.

1443 - وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة فقلت بلى يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

هذان الحديثان في بيان فضل الذكر وقد سبقت أحاديث كثيرة كلها تدل على فضل الذكر فحديث سعد بن أبي وقاص في دخول النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وبين يديها حصى أو نوى تسبح به فقال ألا أخبرك بما هو أفضل من ذلك فذكر لها تسبيحاً سبق نظيره أو قريب منه قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه (ثلاث مرات) سبحان الله وبحمده زنة عرشه (ثلاث مرات) سبحان الله وبحمده رضا نفسه (ثلاث مرات) سبحان الله وبحمده مداد كلماته (ثلاث مرات) هذه اثنتا عشرة مرة فيها خير كثير وسبق بيان شرح ذلك.

أما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة والاستفهام هنا للتشويق يعني يشوقه

পৃথিবীতে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন সেই সংখ্যকবার আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে যা আছে সেই সংখ্যকবার আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আর তিনি যা সৃষ্টি করবেন সেই সংখ্যকবার আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আল্লাহ মহান—অনুরূপ সংখ্যকবার, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর—অনুরূপ সংখ্যকবার, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই—অনুরূপ সংখ্যকবার এবং আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো ক্ষমতা বা শক্তি নেই—অনুরূপ সংখ্যকবার। এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি একটি হাসান (উত্তম) হাদিস।

১৪৪৩ - আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বললেন: আমি কি তোমাকে জান্নাতের গুপ্তধনসমূহের মধ্য থেকে একটি গুপ্তধনের সন্ধান দেব না? আমি বললাম, অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন: (তাহলো) 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' (আল্লাহর সাহায্য ছাড়া অকল্যাণ থেকে ফেরার কোনো উপায় নেই এবং কল্যাণ লাভের কোনো শক্তি নেই)। এটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে বর্ণিত।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিস দুটি জিকিরের ফজিলত বর্ণনার ক্ষেত্রে। ইতিপূর্বে অনেক হাদিস অতিক্রান্ত হয়েছে যা জিকিরের ফজিলত প্রমাণ করে। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা.) এক মহিলার নিকট প্রবেশ করলেন যার সামনে তসবীহ পাঠের জন্য কিছু কংকর বা ফলের বিচি ছিল। তখন নবী (সা.) বললেন: আমি কি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম কিছু সংবাদ দেব না? এরপর তিনি তার কাছে এমন তসবীহ উল্লেখ করলেন যার সদৃশ বা নিকটবর্তী বর্ণনা আগে অতিবাহিত হয়েছে। নবী (সা.)-এর বাণী: আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণা করছি তাঁর সৃষ্টির সংখ্যা পরিমাণ (তিনবার), আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণা করছি তাঁর আরশের ওজন পরিমাণ (তিনবার), আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণা করছি তাঁর সমুদ্রের পরিমাণ (তিনবার), এবং আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণা করছি তাঁর কালিমাসমূহের কালির পরিমাণ (তিনবার)। এই বারো বার পাঠের মধ্যে প্রচুর কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং এর ব্যাখ্যা আগেই বর্ণিত হয়েছে।

আর আবু মুসা আল-আশআরী (রা.) বর্ণিত হাদিসে নবী (সা.) বলেছেন: আমি কি তোমাকে জান্নাতের গুপ্তধনসমূহের মধ্য থেকে একটি গুপ্তধনের কথা বলব না? এখানে প্রশ্নবোধক বাক্যটি মূলত শ্রোতার মনে কৌতূহল ও আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি তাকে এই জিকিরটির প্রতি আগ্রহী করে তুলছেন।

(ص: 522) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يستمع إلى ما يقول قلت بلى يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله لأن هذه الكلمة فيها التبرء من الحول والقوة إلا بالله عز وجل فالإنسان ليس له حول وليس له قوة فلا يتحول من حال إلى حال ولا يقوى على ذلك إلا بالله عز وجل فهي كلمة استعانة إذا أعيأك الشيء وعجزت عنه قل لا حول

ولا قوة إلا بالله فإن الله تعالى يعينك عليه وليست هذه الكلمة كلمة استرجاع كما يفعله كثير من الناس إذا قيل له حصلت المصيبة الفلانية قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولكن كلمة الاسترجاع أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون أما هذه فهي كلمة استعانة إذا أردت أن يعينك الله على شيء فقل لا حول ولا قوة إلا بالله وكما مر عليكم في سورة الكهف قصة صاحبي الجنتين قال له صاحبه ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لكان هذا خيرا لك وأبقي لجنتك ولكنه دخلها وقال {ما أظن أن تبديد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة} فأعجب بها وأنكر قيام الساعة فأرسل الله عليها حسابنا من السماء فأصبحت صعيدا زلقا فآلهم أن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة تقولها أيها الإنسان عندما يعيبك الشيء ويثقلك وتعجز عنه قل لا حول ولا قوة إلا بالله ييسر الله لك الأمر والله الموفق.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেন তা শোনার প্রতি (আহ্বান জানানেন), আমি বললাম, হ্যাঁ হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, ‘লা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ (আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোনো পরিবর্তন করার ক্ষমতা নেই এবং কোনো শক্তিও নেই)। কারণ এই বাক্যটির মধ্যে মহান আল্লাহ ব্যতীত নিজের কোনো সামর্থ্য ও শক্তি থাকা থেকে বিমুক্ত হওয়ার বিষয়টি নিহিত। কেননা মানুষের নিজস্ব কোনো সামর্থ্য নেই এবং কোনো শক্তিও নেই; সে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হতে পারে না এবং তার সামর্থ্যও রাখে না মহান আল্লাহ ব্যতীত। সুতরাং এটি হলো সাহায্য কামনার একটি বাক্য। যখন কোনো বিষয় তোমাকে ক্লান্ত করে দেয় এবং তুমি তা করতে অক্ষম হয়ে পড়ো, তখন বলো: ‘লা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’। এতে আল্লাহ তাআলা তোমাকে সেই বিষয়ে সাহায্য করবেন। এই বাক্যটি ‘ইস্তিরজা’ (বিপদে পঠিত বাক্য) নয়, যেমনটি অনেক মানুষ করে থাকে—যখন তাকে বলা হয় যে অমুক বিপদ ঘটেছে, তখন সে বলে: ‘লা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’। অথচ ইস্তিরজার বাক্য হলো—‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’ বলা। পক্ষান্তরে এই বাক্যটি হলো সাহায্যের প্রার্থনাসূচক; যখন তুমি চাও যে আল্লাহ কোনো বিষয়ে তোমাকে সাহায্য করুন, তখন বলো: ‘লা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’। যেমনটি সূরা কাহাফে দুই বাগান মালিকের কাহিনীতে তোমাদের নিকট অতিবাহিত

হয়েছে; তার সাথী তাকে বলেছিল: “তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তখন কেন বললে না—আল্লাহ যা চেয়েছেন (তাই হয়েছে), আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোনো শক্তি নেই? এটি তোমার জন্য কল্যাণকর এবং তোমার বাগানের স্থায়িত্বের জন্য অধিকতর ফলদায়ক হতো।” কিন্তু সে বাগানে প্রবেশ করে বলল: {আমি মনে করি না যে এটি কখনও ধ্বংস হবে, আর আমি মনে করি না যে কিয়ামত সংঘটিত হবে}। সে বাগানের মোহে বিমোহিত হলো এবং কিয়ামতকে অস্বীকার করল। ফলে আল্লাহ তার ওপর আসমান থেকে এক নির্ধারিত আজাব পাঠালেন এবং তা উদ্ভিদহীন মসৃণ ময়দানে পরিণত হলো। সারকথা হলো, ‘লা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ বাক্যটি জান্নাতের গুপ্তধনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। হে মানুষ, যখন কোনো বিষয় তোমাকে ক্লান্ত করে, তোমার ওপর ভার চাপিয়ে দেয় এবং তুমি তা করতে অপারগ হও, তখন তুমি বলো: ‘লা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’। আল্লাহ তোমার জন্য বিষয়টি সহজ করে দেবেন। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 523) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

باب ذكر الله تعالى قائماً وقاعداً ومضطجعاً ومحدثاً وجنباً وحائضاً إلا القرآن فلا يحل لجنب ولا حائض
 قال الله تعالى {إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم} .
 1444 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه رواه مسلم.
 1445 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ففضى بينهما ولد لم يضره متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

قال النووي رحمه الله في كتابه (رياض الصالحين) باب ذكر الله تعالى قائماً وقاعداً ومضطجعاً.

يعني أن الإنسان ينبغي له أن يذكر الله تعالى في كل حال قائماً وقاعداً وعلى جنبه

দাঁড়ানো, বসা, শায়িত অবস্থায় এবং অজুহীন, অপবিত্র ও ঋতুবতী অবস্থায় আল্লাহ তাআলার জিকির করার অধ্যায়; তবে কুরআন পাঠ করা অপবিত্র ও ঋতুবতী ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, {নিশ্চয়ই আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে।}

১৪৪৪ - আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর জিকির করতেন। (মুসলিম)।

১৪৪৫ - ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার সময় বলে, 'বিসমিল্লাহ, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের শয়তান থেকে দূরে রাখুন এবং আপনি আমাদের যে সন্তান দান করবেন, তা থেকেও শয়তানকে দূরে রাখুন'; এরপর যদি তাদের মাঝে কোনো সন্তান নির্ধারিত হয়, তবে শয়তান তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর (রিয়াদুস সালিহীন) গ্রন্থে বলেন, 'দাঁড়ানো, বসা ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহ তাআলার জিকির করার অধ্যায়'।

এর উদ্দেশ্য হলো, মানুষের উচিত সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার জিকির করা—তা দাঁড়িয়ে হোক, বসে হোক কিংবা শুয়ে হোক।

ثم استشهد رحمه الله بقوله الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم في خلق السماوات والأرض يعني في ذات السماوات وذات الأرض بما فيها من عجائب مخلوقات الله تعالى آيات لأولي الألباب أولي العقول الذين يدركون ما بآيات الله من الحكم والأسرار فالسماوات واسعة عالية والأرض مسطحة مذللة للخلق فيها من آيات الله تعالى من البحار والأنهار والأشجار والجبال وغير ذلك ما يستدل به على خالقها جل وعلا.

وأما اختلاف الليل والنهار فاختلاف الليل والنهار في الطول والقصر والحر والبرد والرخاء والشدة والأمن والخوف والبؤس والعافية وغير ذلك فيها أيضاً آيات عظيمة والإنسان إذا طالع التاريخ ورأى تقلبات الليل والنهار واختلافها رأى من آيات الله العجيبة ما يزداد به إيمانه وقوله {الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم} هذا هو الشاهد يذكرون الله في كل حال قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم في كل حال.

وكذلك ذكر رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل الأحيان أي على كل الأزمان في كل زمن يذكر الله قائماً وقاعداً ومضطجاً حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الإنسان أن يذكر الله عند جماع أهله فقال لو أن أحدكم أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا فإنه إذا قضى بينهما ولد لم يضره الشيطان

এরপর তিনি (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) মহান আল্লাহর এই বাণীর মাধ্যমে দলিল পেশ করেছেন: "নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের বিবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে।"

আসমান ও জমিন সৃষ্টি বলতে আসমান ও জমিনের সত্তা এবং এতে বিদ্যমান আল্লাহর সৃষ্টির বিস্ময়কর নিদর্শনাদি বোঝানো হয়েছে। 'উলুল আলবাব' বা বুদ্ধিমান তারা, যারা আল্লাহর নিদর্শনাদির মাঝে নিহিত প্রজ্ঞা ও রহস্য অনুধাবন করতে পারে। আকাশ সুউচ্চ ও সুবিস্তৃত এবং জমিনকে সৃষ্টির ব্যবহারের জন্য সমতল ও অনুগত করা হয়েছে। এতে রয়েছে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে সমুদ্র, নদ-নদী, বৃক্ষরাজি, পাহাড়-পর্বত এবং আরও অনেক কিছু, যার মাধ্যমে মহান স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

আর রাত ও দিনের পরিবর্তনের অর্থ হলো—দৈর্ঘ্য ও হ্রস্বতা, উষ্ণতা ও শীতলতা, সচ্ছলতা ও সংকট, নিরাপত্তা ও ভীতি এবং দুর্দশা ও সুস্থতা ইত্যাদির পরিবর্তন। এতেও মহান নিদর্শনাবলি রয়েছে। মানুষ যখন ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে এবং দিন-রাত্রির বিবর্তন ও বৈচিত্র্য দেখে, তখন সে আল্লাহর এমন সব বিস্ময়কর নিদর্শন দেখতে পায় যার মাধ্যমে তার ঈমান বৃদ্ধি পায়। আর তাঁর বাণী "যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও পার্শ্বদেশে (শায়িত অবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করে"—এটিই হলো মূল প্রাসঙ্গিক অংশ। অর্থাৎ তারা সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে; দাঁড়িয়ে, বসে এবং পার্শ্বদেশে শায়িত অবস্থায়—সর্বাবস্থায়।

অনুরূপভাবে তিনি (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করতেন। অর্থাৎ সকল সময়ে তিনি আল্লাহর যিকির করতেন—দাঁড়িয়ে, বসে এবং শায়িত অবস্থায়। এমনকি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যক্তিকে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার সময়ও আল্লাহর যিকির করতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন: তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর নিকট আসে তখন যদি সে বলে, "আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ! আমাদের শয়তান থেকে রক্ষা করুন এবং আমাদের যে রিজিক (সন্তান) দান করবেন তাকেও শয়তান থেকে রক্ষা করুন," তবে তাদের সেই মিলনে যদি কোনো সন্তান নির্ধারিত থাকে, তবে শয়তান কখনো তার ক্ষতি করতে পারবে না।

ففي هذا دليل على أنه ينبغي لك أن تكثر من ذكر الله في كل حال إلا أن العلماء قالوا لا ينبغي أن يذكر الله تعالى في الأماكن القذرة مثل أماكن قضاء الحاجة (المراحيض) ونحوها تكريماً لذكر الله عز وجل عن هذه المواضع هكذا ذكر بعض أهل العلم والله أعلم.

সুতরাং এতে এই প্রমাণ নিহিত যে, আপনার জন্য সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির অধিক পরিমাণে করা উচিত; তবে আলেমগণ বলেছেন যে, অপবিত্র স্থানসমূহে—যেমন শৌচাগার ও অনুরূপ স্থানে—মহান আল্লাহর যিকির করা সমীচীন নয়। মূলত মহান আল্লাহর যিকিরের সম্মানার্থে এবং এসব স্থান থেকে যিকিরকে পবিত্র রাখার লক্ষ্যেই তাঁরা এমনটি বলেছেন। কতিপয় আলেম এভাবেই উল্লেখ করেছেন। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

(ص: 526) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه
1446 - عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال بآسبك اللهم أحياً وأموت وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور رواه البخاري.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن الله شرع لنا أذكارا عند النوم والاستيقاظ والأكل والشرب ابتداء وانتهاء بل حتى عند دخول الخلاء وعند اللباس كل هذا من أجل أن تكون أوقاتنا

معبودة بذكر الله عز وجل ولولا أن الله شرع لنا ذلك لكان بدعة ولكن الله شرع لنا هذا من أجل أن تزداد نعمته علينا بفعل هذه الطاعات.

فمنها هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال بأسبك اللهم أحيا وأموت. إذا أوى يعني إذا ذهب إلى فراشه وأراد أن ينام قال بأسبك اللهم أحيا وأموت لأن الله سبحانه وتعالى هو المحيي المبيت فهو المحيي يحيي من شاء وهو المبيت يبيت من يشاء فتقول بأسبك اللهم أحيا وأموت أي أموت على أسبك وأحيا على أسبك ومناسبة

পরিচ্ছেদ: ঘুমানোর সময় এবং জাগ্রত হওয়ার সময় যা বলতে হয়

১৪৪৬ - হুজাইফা এবং আবু যার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তাঁর বিছানায় যেতেন তখন বলতেন: "হে আল্লাহ! আপনার নামেই আমি জীবিত হই এবং আপনার নামেই মৃত্যুবরণ করি।" আর যখন তিনি জাগ্রত হতেন তখন বলতেন: "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের মৃত্যুর (নিদ্রার) পর আমাদের পুনর্জীবিত করেছেন এবং তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হবে।" (বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) বলেছেন: "পরিচ্ছেদ: ঘুমানোর সময় এবং জাগ্রত হওয়ার সময় যা বলতে হয়।" আমাদের প্রতি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অন্যতম অনুগ্রহ হলো যে, তিনি আমাদের জন্য ঘুমানোর সময়, জাগ্রত হওয়ার সময় এবং পানাহারের শুরু ও শেষে যিকরসমূহ বিধিবদ্ধ করেছেন। এমনকি শৌচাগারে প্রবেশের সময় এবং পোশাক পরিধানের সময়ও যিকর রয়েছে। এ সবকিছু এই উদ্দেশ্যে যেন আমাদের সময়গুলো মহান আল্লাহর যিকরে আবাদ থাকে। আল্লাহ যদি আমাদের জন্য এগুলো বিধিবদ্ধ না করতেন, তবে তা বিদআত হতো। কিন্তু আল্লাহ আমাদের জন্য এগুলো বিধিবদ্ধ করেছেন যেন এই আনুগত্যমূলক কাজগুলোর পালনের মাধ্যমে আমাদের ওপর তাঁর নেয়ামত আরও বৃদ্ধি পায়।

তন্মধ্যে লেখক হুজাইফা এবং আবু যার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তাঁর বিছানায় যেতেন তখন বলতেন: "হে আল্লাহ! আপনার নামেই আমি জীবিত হই এবং আপনার নামেই মৃত্যুবরণ করি।"

"যখন তিনি যেতেন" অর্থাৎ যখন তিনি তাঁর বিছানায় যেতেন এবং ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন: "হে আল্লাহ! আপনার নামেই আমি জীবিত হই এবং আপনার নামেই মৃত্যুবরণ করি।" কারণ মহান আল্লাহই হচ্ছেন জীবন ও মৃত্যুদানকারী। তিনি জীবন দানকারী, যাকে ইচ্ছা জীবন দেন এবং তিনি মৃত্যুদানকারী, যাকে ইচ্ছা মৃত্যু দান করেন। তাই আপনি বলবেন: "হে আল্লাহ! আপনার নামেই আমি জীবিত হই এবং আপনার নামেই মৃত্যুবরণ করি," অর্থাৎ আপনার নাম নিয়েই আমি মৃত্যুবরণ (নিদ্রা) করি এবং আপনার নাম নিয়েই জীবিত হই। আর এর প্রাসঙ্গিকতা...

(ص: 527) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

هذا الذكر عند النوم هو أن النوم موت لكنه موت أصغر كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم وقال تعالى {الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها} ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور فتحمد الله الذي أحيأك بعد الموت وتذكر أن النشور يعني من القبور والإخراج من القبور يكون إلى الله عز وجل فتتذكر ببعثك من موتتك الصغرى بعثك من موتتك الكبرى وتقول الحمد لله الذي أحيانا بعد إذ أماتنا وإليه النشور وفي هذا دليل على الحكمة العظيمة في هذا النوم الذي جعله الله راحة للبدن عما سبق وتنشيطاً للبدن

فِيهَا يَسْتَقْبَلُ وَأَنَّهُ يَذْكَرُ أَيْضًا بِالْحَيَاةِ الْآخِرَى تَذْكَرُ بِذَلِكَ إِذَا قُمْتَ مِنْ قَبْرِكَ بَعْدَ مَوْتِكَ حَيًّا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

وَهَذَا يَزِيدُكَ إِيمَانًا بِالْبَعْثِ وَالْإِيمَانِ بِالْبَعْثِ أَمْرٌ مَهْمٌ لَوْلَا أَنَّ الْإِنْسَانَ يُؤْمِنُ بِأَنَّهُ سَوْفَ يَبْعَثُ وَيَجَازِي عَلَى عَمَلِهِ مَا عَمِلَ وَلِهَذَا نَجِدُ كَثِيرًا أَنَّ اللَّهَ يَقْرُنُ الْإِيمَانَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ بِالْإِيمَانِ بِهِ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا قَالَ تَعَالَى {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} وَأَيَّاتُ كَثِيرَةٌ فِي هَذَا فَالْمَهْمُ أَنَّهُ يَنْبَغِي لَكَ إِذَا أُوتِيَ إِلَى فِرَاشِكَ أَنْ تَقُولَ بِأَسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَا وَأَمُوتُ إِذَا اسْتَيْقِظْتَ تَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ.

ঘুমের সময় এই জিকিরের তাৎপর্য হলো যে, নিদ্রা একটি মৃত্যু, তবে তা ক্ষুদ্রতর মৃত্যু। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: "তিনিই সেই সত্তা, যিনি রাতে তোমাদের মৃত্যু ঘটান (অর্থাৎ তোমাদের আত্মাকে গ্রহণ করেন) এবং দিনে তোমরা যা কিছু করো তা তিনি জানেন, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করেন।" মহান আল্লাহ আরও বলেছেন: "আল্লাহই প্রাণসমূহ হরণ করেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যারা মরেনি তাদের ঘুমের সময়।" এই কারণে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন রাতে ঘুম থেকে উঠতেন, তখন বলতেন: "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করেছেন এবং তাঁর নিকটই পুনরুত্থান।" সুতরাং আপনি সেই আল্লাহর প্রশংসা করবেন যিনি আপনাকে মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন এবং স্মরণ করবেন যে, 'নুশুর' অর্থ হলো কবর থেকে পুনরুত্থান; আর কবর থেকে এই বের হওয়া মহান আল্লাহর দিকেই সম্পন্ন হবে। তাই আপনার এই ক্ষুদ্র মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের মাধ্যমে আপনি আপনার মহা-মৃত্যুর পরবর্তী পুনরুত্থানকে স্মরণ করবেন এবং বলবেন: "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করেছেন এবং তাঁর নিকটই পুনরুত্থান।" এর মধ্যে ঘুমের সেই মহান হিকমত বা প্রজ্ঞার প্রমাণ রয়েছে, যাকে আল্লাহ শরীরের পূর্ববর্তী ক্লান্তির জন্য বিশ্রাম এবং ভবিষ্যতের কর্মতৎপরতার জন্য সজীবতা লাভের উপায় হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এটি পরকালকেও স্মরণ করিয়ে দেয়; আপনি এর মাধ্যমে স্মরণ করবেন যখন মৃত্যুর পর আপনি আপনার কবর থেকে জীবিত হয়ে মহান আল্লাহর দরবারে সমবেত হবেন।

এটি পুনরুত্থানের প্রতি আপনার ঈমানকে আরও বাড়িয়ে দেয়। আর পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; কারণ মানুষ যদি বিশ্বাস না করত যে তাকে পুনরায় জীবিত করা হবে এবং তার কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে, তবে সে আমল করত না। এই কারণে আমরা প্রায়শই দেখতে পাই যে, আল্লাহ তাআলা পরকালের প্রতি ঈমানকে তাঁর নিজের প্রতি ঈমানের সাথে যুক্ত করেছেন, যেমন তিনি বলেছেন: "যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে।" এ প্রসঙ্গে আরও অনেক আয়াত রয়েছে। মূল কথা হলো, আপনি যখন বিছানায় আশ্রয় নেবেন তখন আপনার বলা উচিত: "হে আল্লাহ! আপনার নামেই আমি জীবন ধারণ করি এবং মৃত্যুবরণ করি।" আর যখন ঘুম থেকে জাগবেন তখন বলবেন: "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করেছেন এবং তাঁর নিকটই পুনরুত্থান।" আর আল্লাহই তাওফিক দানকারী।

(ص: 528) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

باب فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر
قال الله تعالى {واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون
وجهه ولا تعد عينك عنهم} .
1447 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله
تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله
عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم
ربهم وهو أعلم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك
ويمجدونك فيقول هل رأوني فيقولون لا والله ما رأوك فيقول كيف لو رأوني قال
يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيда وأكثر لك تسبيحا فيقول فباذا
يسألون قال يقولون يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا رب

مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُ كَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلِبًا وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ قَالَ يَقُولُونَ يَتَعَوَّذُونَ مِنَ النَّارِ قَالَ فَيَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْهَا فَيَقُولُ كَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً قَالَ فَيَقُولُ فَأَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ يَقُولُ مَلِكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمْ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْتَقِي بِهِمْ جَلِيسُهُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

যিকিরের মজলিসের শ্রেষ্ঠত্ব, তাতে সর্বদা লেগে থাকার উৎসাহ এবং কোনো ওয়র ব্যতীত তা বর্জন করার নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত অধ্যায়

মহান আল্লাহ বলেন, {আর আপনি নিজেকে তাদের সাথে ধৈর্যশীল রাখুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে ডাকে, তারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আপনার চক্ষু যেন তাদের থেকে সরে না যায়।}।

১৪৪৭ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহর এমন কিছু ফেরেশতা আছেন যারা রাস্তায় ঘুরে ঘুরে যিকিরকারীদের সন্ধান করেন। যখন তারা এমন কোনো সম্প্রদায়কে পান যারা আল্লাহর যিকিরে মশগুল, তখন তারা একে অপরকে ডেকে বলেন, "তোমাদের কাজ্জিত বিষয়ের দিকে এসো।" অতঃপর তারা তাদের ডানা দিয়ে দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত তাদের ঢেকে নেন। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের জিজ্ঞেস করেন—অথচ তিনি তাদের সম্পর্কে অধিক অবগত—"আমার বান্দারা কী বলছে?" তারা বলেন, "তারা আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছে, মহিমা বর্ণনা করছে, প্রশংসা করছে এবং আপনার গৌরব মহিমাম্বিত করছে।" আল্লাহ বলেন, "তারা কি আমাকে দেখেছে?" তারা বলেন, "না, আল্লাহর কসম! তারা আপনাকে দেখেনি।" আল্লাহ বলেন, "যদি তারা আমাকে দেখত তবে কেমন হতো?" তারা বলেন, "যদি তারা আপনাকে দেখত তবে তারা আরও নিষ্ঠার সাথে আপনার ইবাদত করত, আরও বেশি আপনার মহিমা বর্ণনা করত এবং আরও অধিক আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করত।" আল্লাহ বলেন, "তারা কী প্রার্থনা করছে?" তারা বলেন, "তারা আপনার নিকট জান্নাত প্রার্থনা করছে।" আল্লাহ বলেন, "তারা কি তা দেখেছে?" তারা বলেন, "না, হে প্রতিপালক! আল্লাহর কসম, তারা তা দেখেনি।" আল্লাহ বলেন, "যদি তারা তা দেখত তবে কেমন হতো?" তারা বলেন, "যদি তারা

তা দেখত তবে তারা সেটির প্রতি আরও বেশি লালায়িত হতো, সেটির জন্য আরও কঠোর
অন্বেষণ করত এবং সেটির প্রতি তাদের আগ্রহ আরও তীব্র হতো।" আল্লাহ বলেন, "তারা কী
থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছে?" তারা বলেন, "তারা জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছে।"
আল্লাহ বলেন, "তারা কি তা দেখেছে?" তারা বলেন, "না, আল্লাহর কসম! তারা তা দেখেনি।"
আল্লাহ বলেন, "যদি তারা তা দেখত তবে কেমন হতো?" তারা বলেন, "যদি তারা তা দেখত
তবে তারা তা থেকে আরও দ্রুত পলায়ন করত এবং তাকে আরও বেশি ভয় করত।" তখন
আল্লাহ বলেন, "আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি যে, আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম।" তখন
ফেরেশতাদের মধ্য থেকে একজন বলেন, "তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি আছে যে তাদের
অন্তর্ভুক্ত নয়, সে কেবল কোনো প্রয়োজনে এসেছিল।" আল্লাহ বলেন, "তারা এমন এক
মজলিসের সাথে যে, তাদের সাথে বসা ব্যক্তিও দুর্ভাগা হয় না।" (বুখারী ও মুসলিম)।

(ص: 529) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن
لله ملائكة سيارة فضلاء يتتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر قعدوا
معهم وحف بعضهم بعضاً بأجنتهم حتى يبلأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا
تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم
فيقولون جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك
ويحمدونك ويسألونك قال وماذا يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي
قالوا لا أي رب قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومم يستجيرونني
قالوا من نارك يا رب قال وهل رأوا ناري قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري قالوا
ويستغفرونك فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال

فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه (رياض الصالحين) باب فضل حلق الذكر يعني الاجتماع على ذكر الله عز وجل ثم ساق الآية الكريمة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع هؤلاء القوم الفضلاء الشرفاء الكرماء وصبر النفس يعني حبسها احبس نفسك معهم فإن هؤلاء القوم خير من تجلس إليهم {يدعون ربهم بالغداة} أي في أول النهار وبالعشي في آخر

সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহর কিছু পরিভ্রমণকারী অতি মর্যাদাবান ফেরেশতা রয়েছেন, যারা যিকরের মজলিসসমূহ তালাশ করে বেড়ান। যখন তারা এমন কোনো মজলিস পেয়ে যান যেখানে যিকর হচ্ছে, তখন তারা সেখানে তাদের সাথে বসে পড়েন এবং একে অপরকে নিজেদের ডানা দিয়ে পরিবেষ্টিত করে ফেলেন, এমনকি তাদের এবং দুনিয়ার আসমানের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান পূর্ণ হয়ে যায়। অতঃপর যখন তারা পৃথক হয়ে যান, তখন তারা আসমানে আরোহণ করেন। তখন মহান আল্লাহ তাদের জিজ্ঞাসা করেন— অথচ তিনি তাদের চেয়েও অধিক পরিজ্ঞাত—'তোমরা কোথা থেকে এলে?' তারা বলে, 'আমরা যমীনে আপনার এমন কিছু বান্দার নিকট থেকে এসেছি যারা আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছে, আপনার মহিমা বর্ণনা করছে, আপনার একত্ববাদ ঘোষণা করছে, আপনার প্রশংসা করছে এবং আপনার কাছে প্রার্থনা করছে।' আল্লাহ বলেন, 'তারা আমার কাছে কী প্রার্থনা করছে?' তারা বলে, 'তারা আপনার কাছে আপনার জাম্নাত প্রার্থনা করছে।' তিনি বলেন, 'তারা কি আমার জাম্নাত দেখেছে?' তারা বলে, 'না, হে রব!' তিনি বলেন, 'তাহলে যদি তারা আমার জাম্নাত দেখত তবে কেমন হতো?' ফেরেশতারা বলে, 'আর তারা আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছে।' তিনি বলেন, 'তারা কিসের থেকে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছে?' তারা বলে, 'আপনার

জাহান্নামের আগুন থেকে, হে রব!" তিনি বলেন, 'তারা কি আমার জাহান্নাম দেখেছে?' তারা বলে, 'না।' তিনি বলেন, 'তাহলে যদি তারা আমার জাহান্নাম দেখত তবে কেমন হতো?' তারা বলে, 'আর তারা আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে।' তখন আল্লাহ বলেন, 'আমি তাদের ক্ষমা করে দিয়েছি, তারা যা চেয়েছে আমি তাদের তা দান করেছি এবং যা থেকে তারা আশ্রয় চেয়েছে আমি তাদের তা থেকে নিরাপত্তা দান করেছি।' নবী (সা.) বলেন, 'অতঃপর ফেরেশতারা বলে, হে রব! তাদের মধ্যে অমুক বান্দা রয়েছে যে অত্যন্ত পাপী, সে কেবল রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের সাথে বসে পড়েছিল।' আল্লাহ বলেন, 'আমি তাকেও ক্ষমা করে দিয়েছি। তারা এমন এক সম্প্রদায় যে, তাদের সাথে বসা ব্যক্তিও দুর্ভাগা হয় না।'"

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ তায়ালা) তাঁর গ্রন্থ (রিয়াদুস সলিহীন)-এ বলেছেন: 'যিকরের মজলিসসমূহের ফযীলত' অনুচ্ছেদ। অর্থাৎ মহান আল্লাহর স্মরণে একত্রিত হওয়া। অতঃপর তিনি এই মহিমাম্বিত আয়াতটি পেশ করেছেন: "আর আপনি নিজেকে তাদের সাথে ধৈর্যশীল রাখুন যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে, তারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আপনার চক্ষু যেন তাদের থেকে ফিরে না যায়।" আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তিনি নিজেকে এই সকল অতি মর্যাদাবান ও সম্মানিত ব্যক্তিদের সাথে ধৈর্যধারণ করান। নিজেকে ধৈর্যশীল রাখার অর্থ হলো নিজেকে সংবরণ করা বা আবদ্ধ রাখা; অর্থাৎ আপনি নিজেকে তাদের সাথে আবদ্ধ রাখুন, কেননা তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের সান্নিধ্যে বসা সর্বোত্তম। "তারা তাদের রবকে ডাকে সকালে" অর্থাৎ দিনের শুরুতে "এবং সন্ধ্যায়" অর্থাৎ দিনের শেষে।

(ص: 530) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

النهار ومن ذلك إن شاء الله الاجتماع على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر لأن الأولى في الصباح والثانية في المساء غداة وعشيا {يدعون ربهم} أي يريدون وجهه هذا

دليل على إخلاصهم لله عز وجل وأنهم لا يريدون من هذا الاجتماع والدعاء أن يمدحوا بذلك أو يقال ما أعظم عبادتهم ما أكثرها ما أصبرهم عليها لا يريدون هذا كله يريدون وجه الله عز وجل {ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا} يعني لا تتجاوز عنهم وتفارقهم وتغض الطرف عنهم من أجل الدنيا أما من أجل مصلحة أخرى أعظم مما هم عليه فلا بأس لكن من أجل الدنيا لا هؤلاء هم القوم وهم أهل الدنيا والآخرة {ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً} يعني لا تطع الغافل الذي غفل قلبه عن ذكر الله وكان أمره فرطاً واتبع هواه وضاعت عليه دنياه وضاعت عليه أخراه.

ففي هذه الآية الكريمة فضل الاجتماع على الذكر والدعاء وفيها فضل الإخلاص وأن الإخلاص هو الذي عليه مدار كل شيء وفيها أن الإنسان لا ينبغي له أن يدع أحوال الآخرة والعبادات إلى أحوال الدنيا.

أما الأحاديث فذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري وصحيح مسلم إن الله تعالى وكل ملائكة يسيحون في الأرض يطلبون حلق الذكر والملائكة عالم غيبي فاضل خلقهم الله عز وجل من النور وجعلهم صمداً لا أجواف لهم فلا يأكلون ولا يشربون ولا يحتاجون إلى هذا ليست لهم بطون ولا أمعاء فهم صمد ولهذا لا

দিন; আর এর অন্তর্ভুক্ত হলো ইনশাআল্লাহ ফজর এবং আসরের সালাতের জন্য একত্রিত হওয়া। কারণ প্রথমটি সকালে এবং দ্বিতীয়টি বিকেলে তথা সকাল-সন্ধ্যায়। {তারা তাদের রবকে আহ্বান করে} অর্থাৎ তারা তাঁর সমুষ্টি কামনা করে। এটি মহান আল্লাহর প্রতি তাদের একনিষ্ঠতার প্রমাণ এবং এই সমাবেশ ও দোয়ার মাধ্যমে তারা প্রশংসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে না অথবা লোকে বলুক যে 'তাদের ইবাদত কত মহান, কত অধিক বা তারা এতে কত ধৈর্যশীল'—তারা এর কিছুই চায় না, বরং তারা কেবল মহান আল্লাহর সমুষ্টিই কামনা করে। {পার্থিব জীবনের শোভা কামনায় আপনার চক্ষুদয় যেন তাদের অতিক্রম না করে} অর্থাৎ দুনিয়ার স্বার্থে আপনি তাদের ছাড়িয়ে যাবেন না, তাদের ত্যাগ করবেন না এবং তাদের থেকে

দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। তবে তারা যে অবস্থায় আছে তার চেয়ে বড় কোনো ধর্মীয় কল্যাণের স্বার্থে হলে তাতে কোনো সমস্যা নেই; কিন্তু নিছক দুনিয়ার মোহে এমনটি করা যাবে না। তারাই তো প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ লোক এবং তারাই দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার অধিকারী। {আর আপনি তার আনুগত্য করবেন না যার অন্তরকে আমি আমার সুরণ থেকে বিমুখ করে দিয়েছি, যে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কর্মকাণ্ড সীমা লঙ্ঘনকারী} অর্থাৎ এমন উদাসীন ব্যক্তির অনুসরণ করবেন না যার অন্তর আল্লাহর সুরণ থেকে গাফেল হয়েছে, যার কাজ বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে এবং যে নিজের খেয়াল-খুশির অনুগামী হয়েছে; ফলে তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই ধ্বংস হয়েছে।

এই মহিমাম্বিত আয়াতে জিকির ও দোয়ার জন্য সমবেত হওয়ার মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। এতে ইখলাসের গুরুত্বও প্রকাশ পেয়েছে, আর ইখলাসই হলো সকল আমলের মূল কেন্দ্রবিন্দু। এছাড়া এতে এই শিক্ষাও রয়েছে যে, মানুষের উচিত নয় আখিরাতের পাথেয় ও ইবাদতসমূহ বর্জন করে পার্থিব বিষয়ের পেছনে পড়ে থাকা।

হাদিসের বর্ণনায় লেখক সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন যে, মহান আল্লাহর এমন কিছু ফেরেশতা রয়েছেন যারা জমিনে বিচরণ করে জিকিরের মজলিসসমূহ খুঁজে বেড়ান। ফেরেশতারা এক অদৃশ্য ও সম্মানিত সৃষ্টি; মহান আল্লাহ তাঁদের নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁদের নিরেট দেহবিশিষ্ট করেছেন যাদের কোনো শূন্যগর্ভ উদর নেই। ফলে তাঁরা আহার করেন না, পান করেন না এবং এসব জাগতিক বস্তুর প্রয়োজনও বোধ করেন না। তাঁদের কোনো পেট বা অন্ত্র নেই, তাঁরা নিরেট; আর এ কারণেই...

(ص: 531) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

يَأْكُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ وَهُمْ عَالَمٌ غَيْبِي لَا يَرَاهُمُ الْبَشَرُ وَلَكِنْ قَدْ يَرِي اللَّهُ تَعَالَى النَّاسَ
إِيَّاهُمْ أحياناً كما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام على هيئة رجل شديد بياض
الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة

وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فهذا يحدث أحياناً ولكن الأصل أن عالم الملائكة عالم غيبي والملائكة كلهم خير ولهذا لا يدخلون الأماكن التي فيها ما يغضب الله عز وجل فلا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا يصحبون رفقة فيها جرس ولا رفقة معهم كلب إلا الكلب المحلل الذي يجوز اقتناؤه هؤلاء الملائكة وكلهم الله عز وجل يسيحون في الأرض فإذا وجدوا حلق الذكر جلسوا معهم ثم حفوا هؤلاء الجالسين بأجنحتهم إلى السماء يعني هؤلاء الملائكة من الأرض إلى السماء ثم إن الله تعالى يسألهم ليظهر فضيلة هؤلاء القوم الذين جلسوا يذكرون الله ويسبحونه ويحمدونه ويهللونه ويكبرونه ويدعونه وإلا فالله أعلم عز وجل لماذا جلسوا لكن ليظهر فضلهم ونبههم يسأل الملائكة من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحون ويهللون ويكبرون ويحمدون ويدعون فيقول لهم ماذا يريدون قالوا يريدون الجنة (اللهم اجعلنا ممن أرادها وكان من أهلها) قال هل رأوها قالوا لا قال فكيف لو رأوها قالوا لكانوا أشد لها طلباً وأشد فيها رغبة لأن الله عز وجل يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب

তারা আহাৰ করেন না এবং পানও করেন না। তারা এক অদৃশ্য জগতের সত্তা যাদের মানুষ দেখতে পায় না। তবে মহান আল্লাহ মাঝে মাঝে মানুষকে তাঁদের দেখান, যেমন জিবরাঈল (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) অত্যন্ত সাদা পোশাক এবং কুচকুচে কালো চুল বিশিষ্ট এক ব্যক্তির অবয়বে এসেছিলেন। তাঁর ওপর সফরের কোনো চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছিল না এবং সাহাবীদের কেউ তাঁকে চিনতেন না। তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সমীপে উপবেশন করলেন এবং তাঁকে প্রশ্ন করলেন। এমনটি মাঝেমাঝে ঘটে থাকে, তবে মূল বিষয় হলো ফেরেশতাকুল এক অদৃশ্য জগতের অন্তর্ভুক্ত। ফেরেশতারা সকলেই কল্যাণময়, আর একারণেই তাঁরা এমন সব স্থানে প্রবেশ করেন না যেখানে মহান আল্লাহ রাগান্বিত হন এমন কিছু থাকে। তাঁরা এমন কোনো গৃহে প্রবেশ করেন না যেখানে প্রাণীর প্রতিকৃতি থাকে, এবং এমন কোনো দলের সঙ্গী হন না যাদের সাথে ঘণ্টা থাকে কিংবা কুকুর থাকে; তবে সেই অনুমোদিত কুকুর ব্যতীত যা লালন-পালন করা বৈধ। এই ফেরেশতাদের মহান আল্লাহ

পৃথিবীতে বিচরণ করার দায়িত্ব প্রদান করেছেন। যখন তাঁরা যিকিরের মজলিস খুঁজে পান, তখন তাঁরা সেখানে উপবেশন করেন। এরপর তাঁরা এই উপবিষ্ট ব্যক্তিদের নিজেদের ডানা দিয়ে আসমান পর্যন্ত পরিবেষ্টন করে নেন; অর্থাৎ এই ফেরেশতারা জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যান। এরপর মহান আল্লাহ তাঁদেরকে প্রশ্ন করেন—যাতে সেই ব্যক্তিবর্গের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায় যারা বসে আল্লাহর যিকির করছিল, তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছিল, তাঁর প্রশংসা করছিল, তাঁর একত্ববাদ প্রচার করছিল, তাঁর মহিমা বর্ণনা করছিল এবং তাঁর নিকট প্রার্থনা করছিল। অন্যথায় মহান আল্লাহ সম্যক অবগত যে তারা কেন উপবেশন করেছিল, কিন্তু তাদের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে তিনি ফেরেশতাদের প্রশ্ন করেন: তোমরা কোথা থেকে এসেছ? তাঁরা নিবেদন করেন: আমরা জমিনে আপনার এমন কিছু বান্দার নিকট থেকে এসেছি যারা আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছিল, আপনার একত্ববাদ প্রচার করছিল, আপনার মহিমা বর্ণনা করছিল, আপনার প্রশংসা করছিল এবং আপনার নিকট প্রার্থনা করছিল। তখন আল্লাহ তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন: তারা কী চায়? তাঁরা বলেন: তারা জান্নাত প্রার্থনা করে। (হে আল্লাহ! আমাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা জান্নাত প্রত্যাশা করে এবং এর অধিবাসী হয়)। আল্লাহ বলেন: তারা কি তা দেখেছে? তাঁরা বলেন: না। তিনি বলেন: তবে তারা যদি তা দেখত তবে কেমন হতো? তাঁরা বলেন: তাহলে তারা এটি অর্জনের জন্য আরও বেশি সচেষ্ট হতো এবং এর প্রতি তাদের ব্যাকুলতা আরও তীব্র হতো। কেননা মহান আল্লাহ বলেন: আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এমন কিছু প্রস্তুত করে রেখেছি যা কোনো চক্ষু অবলোকন করেনি, কোনো কণ্ঠ শ্রবণ করেনি এবং কোনো মানুষের হৃদয়েও যার কল্পনা কখনো উদ্ভূত হয়নি।

(ص: 532) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

بشر ثم يسألهم ماذا يدعون بالنجاة منه قالوا يسألونك النجاة من النار هذا معنى الحديث قال هل رأوها قالوا لا ما رأوها قال فيكيف لو رأوها قالوا لكانوا أشد منها مخافة فيقول الله عز وجل أشهدكم أنني قد غفرت لهم جميعاً وإذا غفر الله للإنسان استحق أن يدخل الجنة وأن ينجو من النار فيقول ملك من الملائكة إن فيهم فلانا

ما جاء للذكر لكن جاء لحاجة فوجد هؤلاء القوم فجلس معهم فيقول جل وعلا فله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.

ففي هذا الحديث دليل على فضلية مجالسة الصالحين وأن الجليس الصالح ربما يعم الله سبحانه وتعالى بجليسه رحمته وإن لم يكن مثله لأن الله قال قد غفرت لهذا مع أنه ما جاء من أجل الذكر والدعاء لكنه جاء لحاجة وقال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وعلى هذا فيستحب الاجتماع على الذكر وعلى قراءة القرآن وعلى التسبيح والتحميد والتهليل وكل يدعو لنفسه ويسأل الله لنفسه ويذكر لنفسه.

ومن الاجتماع كما ذكرت من قبل أن يجتمع المسلمون على صلاة الفجر وصلاة العصر لأنها ذكر تسبيح وتكبير وتهليل وقراءة قرآن ودعاء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة الموكلين ببني آدم يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر وفقنا الله وإياك إلى ما يحبه ويرضاه.

মানুষ, অতঃপর তিনি তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে, তারা কিসের থেকে মুক্তি প্রার্থনা করছে? তারা বলে: তারা আপনার নিকট জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রার্থনা করছে—এটিই হাদিসের মর্মার্থ। তিনি বলেন: তারা কি তা দেখেছে? তারা বলে: না, তারা তা দেখেনি। তিনি বলেন: তবে তারা যদি তা দেখত তবে কেমন হতো? তারা বলে: তবে তারা একে আরও বেশি ভয় করত। তখন মহান আল্লাহ বলেন: আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি যে, আমি তাদের সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আর আল্লাহ যখন কোনো মানুষকে ক্ষমা করেন, তখন সে জান্নাতে প্রবেশের এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার যোগ্য হয়ে যায়। তখন ফেরেশতাদের মধ্য থেকে একজন বলেন: তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি আছে যে জিকিরের উদ্দেশ্যে আসেনি, বরং কোনো প্রয়োজনে এসেছিল; সে এই দলটিকে পেয়ে তাদের সাথে বসে পড়েছিল। তখন সুমহান আল্লাহ বলেন: আমি তাকেও ক্ষমা করে দিয়েছি; তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের সঙ্গীও দুর্ভাগা হয় না।

সুতরাং এই হাদিসে পুণ্যবানদের মজলিসে বসার ফযীলতের প্রমাণ রয়েছে। আর নেককার সঙ্গীর বরকতে মহান আল্লাহ হয়তো তার সাথীকেও রহমতের অন্তর্ভুক্ত করে নেন, যদিও সে

তার সমপর্যায়ের না হয়। কেননা আল্লাহ বলেছেন: "আমি একেও ক্ষমা করে দিয়েছি", যদিও সে জিকির ও দোয়ার উদ্দেশ্যে আসেনি বরং কোনো প্রয়োজনে এসেছিল। তিনি আরও বলেছেন: "তারা এমন এক দল যাদের সাথে বসা ব্যক্তি দুর্ভাগা হয় না।" এর ভিত্তিতে জিকির, কুরআন তিলাওয়াত, তাসবিহ, তাহমিদ ও তাহলিল-এর উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়া মুস্তাহাব বা পছন্দনীয়; যেখানে প্রত্যেকে নিজের জন্য দোয়া করবে, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে এবং নিজে জিকির করবে।

আর যেমনটি আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, সমবেত হওয়ার অন্তর্ভুক্ত হলো ফজর ও আসরের সালাতে মুসলমানদের একত্রিত হওয়া; কারণ এতে তাসবিহ, তাকবির, তাহলিল, কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়া রয়েছে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এটি প্রমাণিত যে, বনী আদমের রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত ফেরেশতারা ফজর ও আসরের সালাতের সময় একত্রিত হন। আল্লাহ আমাদের এবং আপনাকে সেই সকল কাজের তাওফিক দান করুন যা তিনি ভালোবাসেন এবং যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন।

(ص: 533) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

1448 - وعنه عن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده رواه مسلم.

1449 - وعن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فوقفاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهباً فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن

النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله وأما الآخر فاستحيى فاستحيى الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

هذان الحديثان من الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه (رياض الصالحين) فالأول أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما جلس قوم يذكرون الله تعالى إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده وهذا يدل على فضل الاجتماع على ذكر الله عز وجل ولا يلزم من هذا أن

১৪৪৮ - তাঁর (আবু হুরায়রা) হতে এবং আবু সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "কোনো সম্প্রদায় যখন আল্লাহর জিকির করার জন্য বসে, তখন ফেরেশতারা তাদের বেষ্টন করে নেয়, আল্লাহর রহমত তাদের আচ্ছন্ন করে, তাদের ওপর প্রশান্তি নাজিল হয় এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকটস্থ ফেরেশতাদের কাছে তাদের কথা উল্লেখ করেন।" (মুসলিম)।

১৪৪৯ - আবু ওয়াকিদ আল-হারিস ইবনে আউফ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মসজিদে বসা ছিলেন এবং তাঁর সাথে লোকজন ছিল, এমতাবস্থায় তিনজন ব্যক্তি আগমন করল। তাদের মধ্যে দুইজন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দিকে অগ্রসর হলো এবং একজন চলে গেল। সেই দুইজন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে এসে দাঁড়াল। তাদের একজন মজলিসের চক্রে একটি শূন্যস্থান দেখে সেখানে বসে পড়ল এবং অন্যজন তাদের পেছনে বসল। আর তৃতীয় ব্যক্তিটি পিঠ ফিরিয়ে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন অবসর হলেন, তখন বললেন: "আমি কি তোমাদের এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে জানাব না? তাদের একজন আল্লাহর আশ্রয় চেয়েছে, তাই আল্লাহ তাকে আশ্রয় দিয়েছেন। অন্যজন লজ্জা বোধ করেছে, তাই আল্লাহ তার প্রতি লজ্জা প্রদর্শন করেছেন। আর অপরজন বিমুখ হয়েছে, তাই আল্লাহ তার থেকে বিমুখ হয়েছেন।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিস দুটি সেই সকল হাদিসের অন্তর্ভুক্ত যা লেখক (রহিমাল্লাহ) তাঁর গ্রন্থ (রিয়াদুস সালিহীন)-এ উল্লেখ করেছেন। প্রথম হাদিসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সংবাদ দিয়েছেন যে, কোনো জাতি যখন আল্লাহর জিকিরের উদ্দেশ্যে বসে, তখন তাদের ওপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, রহমত তাদের আচ্ছন্ন করে নেয়, ফেরেশতারা তাদের ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তাঁর কাছে যারা আছে তাদের নিকট তাদের কথা আলোচনা করেন। এটি মহান আল্লাহর জিকিরের জন্য সমবেত হওয়ার ফজিলত বা গুরুত্ব নির্দেশ করে। আর এর দ্বারা এটি সাব্যস্ত হয় না যে...

(ম: 534) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

يذكروا الله بصوت واحد بل الحديث مطلق لكن لم يعهد عن السلف أنهم يذكرون ذكراً جماعياً كما يفعله بعض أهل الطرق من الصوفية وغيرها وفيه أن هؤلاء المجتمعين تنزل عليهم السكينة والسكينة هي طمأنينة القلب وخشوعه وإنابته إلى الله عز وجل وتغشاهم الرحمة أي تحيط بهم من كل جانب فيكونون أقرب إلى رحمة الله عز وجل وحفتهم الملائكة أي كانوا حولهم يحفون بهم إكراماً لهم ورضاً بما فعلوا وذكرهم الله فيمن عنده أي في البلاء الأعلى وقد مر علينا أن الله تعالى قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم.

وأما الحديث الثاني ففيه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالساً مع أصحابه في المسجد فأقبل ثلاثة نفر يعني ثلاثة رجال أما أحدهم فولي وأعرض ولم يأت إلى الحلقة وأما الثاني فوجد في الحلقة فرجة فجلس وأما الثالث فجلس خلف الحلقة كأنه استحيماً أن يزحم الناس وأن يضيق عليهم فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال

ألا أخبركم بنبأ القوم أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله عز وجل وهو الذي جلس فأواه الله عز وجل إليه لأنه كان صادق النية في الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسر الله له وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه لأنه ما زاحم ولا تقدم وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه لم يوفقه لأن يجلس مع هؤلاء القوم البررة الأطهار.

وفي هذا الحديث إثبات الحياء لله عز وجل ولكنه ليس كحياء المخلوقين بل هو حياء الكمال يليق بالله عز وجل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن

তারা সম্মিলিত স্বরে আল্লাহর জিকির করবে (এমনটি নির্দিষ্ট নয়), বরং হাদিসটি সাধারণ। তবে পূর্বসূরি তথা সালাফদের নিকট থেকে এমন কোনো আমল জানা যায় না যে, তারা সম্মিলিতভাবে জিকির করতেন যেমনটি বর্তমানে কিছু সুফি তরিকা বা অন্যদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। এতে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, যারা এভাবে একত্রিত হয় তাদের ওপর 'সাকিনাহ' অবতীর্ণ হয়। আর সাকিনাহ হলো অন্তরের স্থিরতা, বিনয় এবং পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন। রহমত তাদের আচ্ছন্ন করে নেয় অর্থাৎ সব দিক থেকে তাদের ঘিরে রাখে, ফলে তারা আল্লাহর রহমতের অধিক নিকটবর্তী হয়। ফেরেশতারা তাদের ঘিরে রাখে, অর্থাৎ তাদের সম্মানার্থে এবং তাদের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাদের চারপাশে অবস্থান নেয়। আর আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তীদের কাছে অর্থাৎ ঊর্ধ্বজগতে তাদের কথা উল্লেখ করেন। যেমনটি আমরা পূর্বে জেনেছি যে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "যে আমাকে নিজের মনে স্মরণ করে, আমি তাকে আমার মনে স্মরণ করি। আর যে আমাকে কোনো সমাবেশে স্মরণ করে, আমি তাকে তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি।"

দ্বিতীয় হাদিসটিতেও এসেছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে তাঁর সাহাবীদের সাথে বসা ছিলেন। এমতাবস্থায় তিন জন ব্যক্তি আসলেন। তাদের মধ্যে একজন ফিরে চলে গেলেন এবং বিমুখ হলেন, তিনি মজলিসে এলেন না। দ্বিতীয় জন মজলিসে একটি ফাঁকা জায়গা পেলেন এবং সেখানে বসে পড়লেন। আর তৃতীয় ব্যক্তি মজলিসের পেছনে বসলেন, যেন তিনি মানুষকে ভিড় করে কষ্ট দিতে লজ্জিতবোধ করছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন আলোচনা শেষ করলেন, তখন বললেন: "আমি কি তোমাদের এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে সংবাদ দেব না? তাদের একজন আল্লাহর নিকট আশ্রয় চেয়েছে, তাই

আল্লাহও তাকে আশ্রয় দিয়েছেন। সে হলো ওই ব্যক্তি যে মজলিসে বসেছে; আল্লাহ তাকে নিজের আশ্রয়ে স্থান দিয়েছেন কারণ নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মজলিসে বসার ক্ষেত্রে তার নিয়ত ছিল নিষ্ঠাপূর্ণ, তাই আল্লাহ তার জন্য তা সহজ করে দিয়েছেন। দ্বিতীয় জন লজ্জা পেয়েছেন, তাই আল্লাহও তার প্রতি লজ্জা (তথা দয়া) প্রদর্শন করেছেন, কারণ সে ভিড় করেনি বা সামনে এগিয়ে যায়নি। আর তৃতীয় জন বিমুখ হয়েছে, তাই আল্লাহও তার থেকে বিমুখ হয়েছেন; তাকে এই নেককার ও পবিত্র লোকদের সাথে বসার তাওফিক দান করেননি।" এই হাদিসে মহান আল্লাহর জন্য 'লজ্জাশীলতা' গুণটি সাব্যস্ত হয়েছে। তবে এটি সৃষ্টির লজ্জার মতো নয়, বরং এটি হলো এমন এক পূর্ণতা যা মহান আল্লাহর শানের সাথে সংগতিপূর্ণ। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে...

(ص: 535) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الله حيي كريم وقال الله تعالى والله لا يستحي من الحق والله سبحانه وتعالى يوصف بهذه الصفة لكن ليس مثل المخلوقين لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن { ليس كمثله شيء وهو السميع البصير } فكما مر عليك صفة من صفات الله مشابهة لصفات المخلوقين في اللفظ فأعلم أنها لا يستويان في المعنى لأن الله { ليس كمثله شيء وهو السميع البصير } فإذا مر بك مثلاً أن الله استوى على العرش فلا تظن أن استواءه على العرش كاستوائك أنت على ظهر البعير الذي قال فيه { إذا استويتم عليه } وإذا قال الله تعالى { بل يداه مبسوطتان } فلا تظن أن يدي الله جل وعلا مثل يديك لأن الله ليس كمثله شيء فجميع صفاته هو منفرد بها وكما أننا نوحده في ذاته ونوحده في العبادة كذلك نوحده في صفاته { ليس كمثله شيء وهو السميع البصير } .

1450 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله قال الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وما كان أحد بمنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثاً مني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هداًنا للإسلام ومن به علينا قال الله ما أجلسكم إلا ذاك

আল্লাহ পরম লজ্জাশীল ও অতিশয় দাতা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আর আল্লাহ সত্য প্রকাশে সংকুচিত বা লজ্জিত হন না।" আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলাকে এই গুণে গুণান্বিত করা হয়, তবে তা সৃষ্টির গুণের মতো নয়। কারণ আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা কুরআনে বলেন, "কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়; আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" সুতরাং আল্লাহর গুণাবলির মধ্য থেকে যখনই এমন কোনো গুণের কথা আপনার সামনে আসবে যা শব্দের দিক থেকে সৃষ্টির গুণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হয়, তখন জেনে রাখুন যে অর্থের দিক থেকে উভয়টি সমান নয়। কেননা আল্লাহ "কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়; আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" যেমন- আপনার নিকট যদি সংবাদ পৌঁছে যে, আল্লাহ আরশের ওপর সমুন্নত হয়েছেন, তবে আপনি মনে করবেন না যে তাঁর আরশের ওপর সমুন্নত হওয়াটা উটের পিঠে আপনার আরোহণের মতো, যার ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন, "যখন তোমরা তার ওপর স্থির হয়ে বসবে।" আবার আল্লাহ তাআলা যখন বলেন, "বরং তাঁর উভয় হাত প্রসারিত," তখন আপনি মনে করবেন না যে মহান আল্লাহর হাত আপনার হাতের মতো। কেননা আল্লাহর সদৃশ কিছুই নেই। বরং তাঁর সকল গুণাবলিতে তিনিই অনন্য। আমরা যেভাবে তাঁর সত্তার (জাত) ক্ষেত্রে এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁকে এক ও অদ্বিতীয় মানি, ঠিক সেভাবেই তাঁর গুণাবলির (সিফাত) ক্ষেত্রেও আমরা তাঁকে এক ও অদ্বিতীয় মানি। "কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়; আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"

১৪৫০ - আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মসজিদে সাহাবীদের একটি চক্র বা হালকার নিকট আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কেন বসেছেন?" তাঁরা বললেন, "আমরা আল্লাহর যিকির করার জন্য বসেছি।" তিনি বললেন, "আল্লাহর শপথ! কেবল এই উদ্দেশ্যেই কি আপনারা বসেছেন?"

তারা বললেন, "আল্লাহর শপথ! আমরা কেবল এই উদ্দেশ্যেই বসেছি।" তিনি বললেন, "শুনুন, আমি আপনাদের প্রতি কোনো প্রকার সন্দেহের কারণে শপথ করাইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমার মর্যাদার কেউ আমার চেয়ে কম হাদীস বর্ণনাকারী ছিল না। (প্রকৃতপক্ষে ঘটনা হলো) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের একটি হালকার নিকট আসলেন এবং বললেন, 'আপনারা কেন বসেছেন?' তারা বললেন, 'আমরা আল্লাহর যিকির করার জন্য এবং তিনি আমাদের ইসলামের পথ দেখিয়েছেন ও আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন সেজন্য তাঁর প্রশংসা করতে বসেছি।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর শপথ! আপনারা কি কেবল এই উদ্দেশ্যেই বসেছেন?'"

(ম: 536) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

قَالُوا وَاللَّهِ مَا أَجْلَسْنَا إِلَّا ذَاكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أُسْتَحْلَفْكُمْ تَهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جَبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يَبْأُهِ بِكُمْ الْمَلَائِكَةُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[الشَّرْحُ]

إن هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على فضيلة الاجتماع على ذكر الله عز وجل وهو ما رواه أبو سعيد الخدري عن معاوية رضي الله عنهما أنه خرج على حلقة في المسجد فسألهم على أي شيء اجتمعوا فقالوا نذكر الله فاستحلفهم رضي الله عنه أنهم ما أرادوا إلا ذلك فحلفوا له ثم قال لهم إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم وذكر مثله فدل ذلك على فضيلة هذا الاجتماع على ذكر الله وأن الله عز وجل يباهي بهم الملائكة فيقول مثلاً انظروا إلى عبادي اجتمعوا على ذكرى وما أشبه ذلك مما فيه البهاة ولكن كما أسلفنا ليس هذا الاجتماع أن يجتمعوا على الذكر بصوت واحد ولكن يتذكرون نعمة الله عليهم بما

أَنعَمَ عَلَيْهِم مِّن نَّعْمَةِ الْإِسْلَامِ وَعَافِيَةِ الْبَدَنِ وَالْأَمْنِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ ذِكْرَ نِعْمَةِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَكُونُ فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى فَضْلِ جُلُوسِ النَّاسِ لِيَتَذَكَّرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلِهَذَا كَانَ بَعْضُ السَّلَفِ إِذَا مَرَّ بِأَخِيهِ أَوْ آتَاهُ أَخُوهُ قَالَ اجْلِسْ بِنَا نُوْمِنُ سَاعَةً.

أَيُّ اجْلِسْ بِنَا نَتَذَكَّرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْنَا حَتَّى يَزْدَادَ إِيمَانُنَا فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى فَضِيلَةِ هَذَا الْجُمُعَةِ نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْمَعَ قُلُوبَنَا عَلَى ذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ وَحَسَنِ عِبَادَتِهِ.

তারা বললেন, "আল্লাহর শপথ! আমরা কেবল এ উদ্দেশ্যেই বসেছি।" তিনি বললেন, "জেনে রেখো, আমি তোমাদের অভিযুক্ত করার জন্য শপথ করাইনি, বরং জিবরীল আমার নিকট এসে আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের কাছে তোমাদের নিয়ে গর্ব করছেন।" (বর্ণনায়: মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

নিশ্চয়ই এই হাদিসটি মহান আল্লাহর স্মরণে সমবেত হওয়ার ফজিলত নির্দেশক হাদিসসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এটি আবু সাঈদ খুদরি (রা.) মুয়াবিয়া (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মুয়াবিয়া (রা.) মসজিদের একটি চক্রাকার বৈঠকে উপস্থিত হয়ে তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তারা কী উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছে। তারা বললেন, "আমরা আল্লাহর জিকির (স্মরণ) করছি।" তখন মুয়াবিয়া (রা.) তাদের আল্লাহর নামে শপথ করালেন যে, তারা কি কেবল এ উদ্দেশ্যেই বসেছেন? তারা তাঁর কাছে শপথ করলেন। তখন তিনি তাদের বললেন, "আমি তোমাদের অভিযুক্ত করার জন্য শপথ করাইনি, বরং আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দেখেছিলাম যে তিনি একদল লোকের কাছে উপস্থিত হয়ে একই কথা বলেছিলেন।" এটি আল্লাহর জিকিরে সমবেত হওয়ার ফজিলত প্রমাণ করে এবং এটিও যে, আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের সামনে তাদের নিয়ে গর্ব করেন। যেমন তিনি বলেন: "তোমরা আমার বান্দাদের দিকে তাকাও, তারা আমার স্মরণে সমবেত হয়েছে" এবং এই জাতীয় গর্ব প্রকাশকারী অন্যান্য কথা। তবে আমরা ইতিপূর্বে যেমন বলেছি, এই সমবেত হওয়ার অর্থ এই নয় যে তারা সমস্বরে জিকির করবে; বরং তারা আল্লাহর নেয়ামতসমূহ যেমন—ইসলামের নেয়ামত, শারীরিক সুস্থতা, নিরাপত্তা এবং এই জাতীয় নেয়ামতসমূহ নিয়ে আলোচনা করবে। কেননা আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ করাও

আল্লাহর জিকিরের অন্তর্ভুক্ত। এতে মানুষের আল্লাহর নেয়ামতসমূহ আলোচনার জন্য সমবেত হওয়ার ফজিলতের প্রমাণ রয়েছে। এই কারণেই পূর্বসূরিদের (সালাফ) কেউ কেউ যখন তাঁর ভাইয়ের পাশ দিয়ে যেতেন অথবা তাঁর নিকট তাঁর ভাই আসতেন, তখন তিনি বলতেন:

"আমাদের সাথে বসুন, আমরা কিছুক্ষণ ঈমান চর্চা করি।"

অর্থাৎ, আমাদের সাথে বসুন যাতে আমরা আমাদের ওপর আল্লাহর নেয়ামতসমূহ স্মরণ করতে পারি এবং এর মাধ্যমে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। এটি এই ধরনের সমাবেশের ফজিলত প্রমাণ করে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের অন্তরগুলোকে তাঁর জিকির, শোকর এবং উত্তম ইবাদতের ওপর একত্রিত করেন।

(ম: 537) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

باب الذكر عند الصباح والمساء

قال الله تعالى {واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين} قال أهل اللغة الآصال جميع أصيل وهو ما بين العصر والمغرب وقال تعالى {وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها} وقال تعالى {وسبح بحمد ربك بالعشي والأبكار} قال أهل اللغة العشي ما بين زوال الشمس وغروبها وقال تعالى {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله} وقال تعالى {إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق} .

[الشُّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الذكر في الصباح والمساء.

يعني فضيلته في الصباح والمساء يعني أول النهار وآخر النهار وأول الليل ويدخل الصباح من طلوع الفجر وينتهي بارتفاع الشمس ضحاً ويدخل المساء من صلاة العصر وينتهي بصلاة العشاء أو قريباً منها.

فالأذكار التي قيدت بالصباح والمساء هذا وقتها والأذكار التي قيدت بالليل تكون بالليل مثل آية الكرسي من قرأها في ليلة فلا بد أن تكون في الليل نفسه ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات متعددة في ذلك منها قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين.

সকাল ও সন্ধ্যার জিকির সংক্রান্ত অধ্যায়

মহান আল্লাহ বলেন, {আর তোমার রবকে মনে মনে স্মরণ করো সবিনয়ে ও সশঙ্কচিত্তে এবং উচ্চস্বরে নয় এমন অনুচ্চ শব্দে, সকালে ও সন্ধ্যায়; আর তুমি গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।} ভাষাবিদগণ বলেন, ‘আল-আসল’ শব্দটি ‘আসিল’-এর বহুবচন, আর তা হলো আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, {সূর্যোদয়ের আগে এবং সূর্যাস্তের আগে তোমার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করো।} আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, {আর সন্ধ্যায় ও সকালে তোমার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করো।} ভাষাবিদগণ বলেন, ‘আল-আশি’ হলো সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, {সেই সব ঘরে যেগুলোকে সমুন্নত করার এবং যেখানে তাঁর নাম স্মরণ করার আদেশ আল্লাহ দিয়েছেন। সেখানে সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে এমন ব্যক্তিবর্গ, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর জিকির থেকে বিচ্যুত করতে পারে না।} আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, {নিশ্চয়ই আমি পর্বতমালাকে তার অনুগত করে দিয়েছিলাম, তারা সন্ধ্যায় ও সূর্যোদয়ের সময় তার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করত।}।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: সকাল ও সন্ধ্যার জিকির সংক্রান্ত অধ্যায়।

অর্থাৎ সকাল ও সন্ধ্যায় জিকিরের ফজিলত; অর্থাৎ দিনের শুরুতে, দিনের শেষে এবং রাতের শুরুতে। সকালের সময় শুরু হয় ফজর উদয় হওয়া থেকে এবং তা চাশতের সময় সূর্য উপরে

ওঠা পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। আর সন্ধ্যার সময় শুরু হয় আসরের সালাত থেকে এবং তা এশার সালাত বা তার নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত বজায় থাকে।

সুতরাং যেসব জিকির সকাল ও সন্ধ্যার সাথে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, এটিই হলো সেগুলোর সময়। আর যেসব জিকির রাতের সাথে নির্দিষ্ট, সেগুলো রাতেই হতে হবে; যেমন আয়াতুল কুরসি, যে ব্যক্তি রাতে এটি পাঠ করবে তাকে অবশ্যই রাতের বেলাতেই তা পাঠ করতে হবে। এরপর লেখক (রহিমাল্লাহ) এই বিষয়ে বেশ কিছু আয়াত উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে আল্লাহর এই বাণীটি রয়েছে: "আর তোমার রবকে মনে মনে স্মরণ করো সবিনয়ে ও সশঙ্কচিত্তে এবং উচ্চস্বরে নয় এমন অনুচ্চ শব্দে, সকালে ও সন্ধ্যায়; আর তুমি গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"

(ম: 538) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

{واذكر ربك في نفسك} يعني فيما بينك وبين نفسك {تضرعاً وخيفة} يعني تضرعاً إلى الله عز وجل وافتقاراً إليه وإظهاراً للفقر بين يديه {وخيفة} يعني خيفة منه أو خيفة ألا تقبل لقول الله تعالى {والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجة أنهم إلى ربهم راجعون} يعني يؤتون ما آتوا ومع هذا قلوبهم وجة يخافون ألا يقبل منهم لأن الله تعالى لا يتقبل إلا من المتقين {واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول} يعني الإسرار {ولا تكن من الغافلين} ثم ذكر أيضاً قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً} .

وقوله تعالى {إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق} والآيات في هذا كثيرة وسوف يأتي إن شاء الله في الأحاديث تفسير ذلك.

1451 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد رواه مسلم.

1452 - وعنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات

{আপনার রবকে মনে মনে স্মরণ করুন} অর্থাৎ আপনার অন্তরের অন্তস্থলে {অনুনয়-বিনয় ও ভীতি সহকারে} অর্থাৎ মহান আল্লাহর প্রতি বিনীত হয়ে, তাঁর মুখাপেক্ষী হয়ে এবং তাঁর সমীপে নিজের নিঃস্বতা প্রকাশের মাধ্যমে। {ও ভীতি সহকারে} অর্থাৎ তাঁকে ভয় করে অথবা আমল কবুল না হওয়ার আশঙ্কায়; যেমন মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন: {আর যারা যা দান করার তা দান করে এমতাবস্থায় যে, তাদের অন্তর থাকে প্রকম্পিত এই চিন্তায় যে, তারা তাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে} অর্থাৎ তারা দান-সদকা করে কিন্তু এরপরও তাদের অন্তর ভীত থাকে এই ভয়ে যে, হয়তো তা কবুল হবে না; কেননা আল্লাহ তাআলা কেবল মুত্তাকীদের পক্ষ থেকেই আমল কবুল করেন। {আর স্মরণ করুন আপনার রবকে আপনার মনে মনে অনুনয়-বিনয় ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চৈঃস্বরে} অর্থাৎ অত্যন্ত সংগোপনে। {আর আপনি গাফেল বা উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না}। এরপর তিনি মহান আল্লাহর এই বাণীটিও উল্লেখ করেছেন: {হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো}।

এবং মহান আল্লাহর বাণী: {নিশ্চয় আমি পর্বতমালাকে তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলাম, তারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করত}। এ বিষয়ে আরও অনেক আয়াত রয়েছে এবং সামনে হাদীসসমূহের বর্ণনায় ইনশাআল্লাহ এর ব্যাখ্যা আসবে।

১৪৫১ - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় একশত বার 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' (আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি) বলবে, কিয়ামতের দিন তার চেয়ে উত্তম আমল নিয়ে অন্য কেউ উপস্থিত হতে পারবে না; তবে সেই ব্যক্তি ছাড়া যে তার সমপরিমাণ বলেছে অথবা তার চেয়ে বেশি আমল করেছে। এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

১৪৫২ - তাঁর (আবু হুরায়রা) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! গত রাতে একটি বিচ্ছু কামড় দেওয়ায় আমি অনেক কষ্টের সম্মুখীন হয়েছি। তিনি বললেন: তুমি যদি সন্ধ্যায় বলতে: আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্যসমূহের মাধ্যমে...

الله التَّامَّات من شر ما خلق لم تضرْك رواه مسلم.

1453 - وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث الثلاثة ذكرها النووي رحمه الله في كتابه (رياض الصالحين) في باب الذكر في الصباح والمساء الأول فضل قول الإنسان سبحان الله وبحمده مائة مرة إذا قالها الإنسان مائة مرة حين يصبح ومائة مرة حين يمسي لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من عمل أكثر مما عمل وهذا الذكر سبحان الله وبحمده معناه أنك تنزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وتثني عليه بل وتصفه بصفات الكمال وذلك في قولك وبحمده فينبغي للإنسان إذا أصبح أن يقول سبحان الله وبحمده مائة مرة وإذا أمسى أن يقول سبحان الله وبحمده مائة مرة وذلك ليحوز هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن الإنسان يقول إذا أصبح وإذا أمسى أعوذ بكلمات الله

আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট হতে [আশ্রয় চাই], তবে তা তোমার কোনো ক্ষতি করবে না। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

১৪৫৩ - তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোরে উপনীত হলে বলতেন: "হে আল্লাহ! আপনার অনুগ্রহেই আমরা ভোরে উপনীত হয়েছি, আপনার অনুগ্রহেই আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি, আপনার হুকুমেই আমরা জীবিত আছি এবং আপনার হুকুমেই আমরা মৃত্যুবরণ করব আর আপনার দিকেই পুনরুত্থান।" আর যখন সন্ধ্যায় উপনীত হতেন,

তখন বলতেন: "হে আল্লাহ! আপনার অনুগ্রহেই আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি, আপনার হুকুমেই আমরা জীবিত আছি এবং আপনার হুকুমেই আমরা মৃত্যুবরণ করব আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন।" (আবু দাউদ ও তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিজি একে হাসান হাদিস বলেছেন)।

[ব্যাখ্যা]

এই তিনটি হাদিস ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালাহীন' কিতাবের 'সকাল ও সন্ধ্যার জিকির' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হলো— কোনো ব্যক্তির ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' (আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর প্রশংসার সাথে) বলার ফজিলত। যদি কোনো ব্যক্তি সকালে ১০০ বার এবং সন্ধ্যায় ১০০ বার এটি বলে, তবে কিয়ামতের দিন কেউ তার চেয়ে উত্তম আমল নিয়ে আসতে পারবে না; তবে ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে তার চেয়েও বেশি আমল করেছে। আর এই জিকির 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি'-এর অর্থ হলো— আপনি মহান আল্লাহকে এমন সব বিষয় থেকে পবিত্র ঘোষণা করছেন যা তাঁর মহিমা ও প্রতাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং আপনি তাঁর প্রশংসা করছেন, বরং আপনার কথা 'ওয়া বিহামদিহি' (তাঁর প্রশংসার সাথে)-এর মাধ্যমে আপনি তাঁকে পূর্ণতার গুণাবলীতে গুণান্বিত করছেন। অতএব, মানুষের জন্য উচিত হলো যখন সে ভোরে উপনীত হবে তখন ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' বলা এবং যখন সন্ধ্যায় উপনীত হবে তখনও ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' বলা; যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ফজিলতের কথা উল্লেখ করেছেন তা সে অর্জন করতে পারে।

অনুরূপভাবে মানুষ যখন সকালে এবং সন্ধ্যায় উপনীত হয়, তখন সে বলবে: "আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের আশ্রয় চাচ্ছি..."

التأمات من شر ما خلق فهذا لجوء إلى الله سبحانه وتعالى واعتصام به من شر ما خلق فإذا قلته ثلاث مرات في الصباح والمساء فإنه لا يضرک شيء ولهذا اشتكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما وجده من لدغة عقرب فقال أما أنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التأمات من شر ما خلق لم تضرک.

ومن الأذکار الصباحية والمساءية قوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور في الصباح وفي المساء اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير فينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه الأذکار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات والله الموفق.

كلمات الله التأمات هي كلماته كونية فإنه يقول للشيء كن فيكون وبذلك يحويه. **1454 -** وعنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعت رواه أبو داود والترمذي وقال حديث

আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের উসিলায় তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা। এটি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট আশ্রয় গ্রহণ এবং তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে তাঁর মাধ্যমে সুরক্ষা লাভের একটি মাধ্যম। যদি আপনি সকালে ও সন্ধ্যায় এটি তিনবার পাঠ করেন, তবে কোনো কিছুই আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। এজন্যই এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিচ্ছুর দংশনজনিত কষ্টের কথা জানালে তিনি বলেছিলেন, "তুমি যদি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলতে: 'আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের উসিলায় তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাচ্ছি', তবে তা তোমার কোনো ক্ষতি করত না।"

সকাল ও সন্ধ্যায় যিকিরসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলো এই দোয়া: "হে আল্লাহ! আপনার অনুগ্রহে আমরা সকালে উপনীত হয়েছি এবং আপনার অনুগ্রহে আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি।"

আপনার হুকুমেই আমরা জীবন লাভ করি এবং আপনার হুকুমেই আমরা মৃত্যুবরণ করি এবং আপনার দিকেই পুনরুত্থান।" এটি সকালে পাঠ্য। আর সন্ধ্যায় বলবে: "হে আল্লাহ! আপনার অনুগ্রহে আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি এবং আপনার অনুগ্রহে আমরা সকালে উপনীত হয়েছি। আপনার হুকুমেই আমরা মৃত্যুবরণ করি এবং আপনার হুকুমেই আমরা জীবন লাভ করি এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন।" সুতরাং মানুষের উচিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত এই যিকিরগুলোর প্রতি যত্নশীল হওয়া, যাতে সে আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহ হলো তাঁর মহাজাগতিক নির্দেশাবলি (কালিমা কাওনিয়াহ), কেননা তিনি কোনো কিছুকে বলেন 'হও', অমনি তা হয়ে যায় এবং এর মাধ্যমেই তিনি তাকে রক্ষা করেন।

১৪৫৪ - তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দিন যা আমি সকালে ও সন্ধ্যায় পাঠ করব।" তিনি বললেন, "তুমি বলো: হে আল্লাহ! আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাত, প্রতিটি বস্তুর রব ও মালিক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই। আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নফসের অনিষ্ট থেকে এবং শয়তানের অনিষ্ট ও তার শিরক (বা প্ররোচনা) থেকে।" তিনি বললেন, "তুমি এটি সকালে, সন্ধ্যায় এবং যখন বিছানায় শয়ন করবে তখন পাঠ করবে।" এটি আবু দাউদ ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিজি একে হাসান সহিহ হাদিস বলেছেন।

(ص: 541) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

حسن صحيح.

[الشَّرْحُ]

هذا من الأذكار التي تقال في الصباح والمساء والذي علمها النبي صلى الله عليه وسلم
أباً بكر رضي الله عنه حيث قال علمني فعله النبي صلى الله عليه وسلم ذكراً ودعاء
يدعو به كلما أصبح وكلما أمسى يقول رضي الله عنه قال قل اللهم فاطر السماوات
والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه قل اللهم فاطر السماوات
والأرض يعني يا الله يا فاطر السماوات والأرض وفاطرها يعني أنه خلقها عز وجل
على غير مثال سبق بل أبدعها وأوجدتها من العدم على غير مثال سبق عالم
الغيب والشهادة أي عالم ما غاب عن الخلق وما شاهدوه لأن الله تعالى يعلم الحاضر
والمستقبل والماضي رب كل شيء ومليكه يعني يا رب كل شيء ومليكه والله تعالى هو
رب كل شيء وهو مليك كل شيء والفرق بين الرب والمالك في هذا الحديث أن الرب
هو الوجود للأشياء الخالق لها والمليك هو الذي يتصرف فيها كيف يشاء أشهد أن لا
إله إلا أنت أعترف بلساني وقلبي أنه لا معبود حق إلا أنت فكل ما عبد من دون الله
فإنه باطل لا حق له في العبودية ولا حق في العبودية إلا لله وحده عز وجل أعوذ بك
من شر نفسي لأن النفس لها شرور كما قال تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة
بالسوء إلا ما رحم ربي فإذا لم يعصك الله من شرور نفسك فإنها تضرك وتأمرك

হাদিসটি হাসান সহীহ।

[ব্যাখ্যা]

এটি সেই সকল যিকিরের অন্তর্ভুক্ত যা সকাল ও সন্ধ্যায় পাঠ করা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, যখন তিনি আরজ করেছিলেন যে, 'আমাকে কিছু শিক্ষা দিন'। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এমন একটি যিকির ও দুআ শিক্ষা দেন যা তিনি প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় পাঠ করবেন। তিনি (আবু বকর) রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবীজি বলেছিলেন: তুমি বলো, হে আল্লাহ! আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, অদৃশ্য ও দৃশ্যমান জগতের পরিজ্ঞাত, প্রতিটি জিনিসের পালনকর্তা ও মালিক। 'বলো, হে আল্লাহ! আসমান ও যমীনের স্রষ্টা' অর্থাৎ হে আল্লাহ, হে আসমান ও যমীনের সৃজনকারী। আর স্রষ্টা বা ফাত্বির হওয়ার অর্থ হলো—তিনি মহান আল্লাহ আসমান ও যমীনকে

কোনো পূর্ব নমুনা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন, বরং তিনি কোনো পূর্ব দৃষ্টান্ত ছাড়াই এগুলোকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। 'অদৃশ্য ও দৃশ্যমান জগতের পরিজ্ঞাত' অর্থাৎ যা সৃষ্টির নিকট অদৃশ্য এবং যা তারা প্রত্যক্ষ করে—উভয় জগতেরই তিনি জ্ঞানী। কারণ আল্লাহ তাআলা বর্তমান, ভবিষ্যৎ এবং অতীত সম্পর্কে সম্যক অবগত। 'প্রতিটি জিনিসের পালনকর্তা ও মালিক' অর্থাৎ হে প্রতিটি বস্তুর রব ও অধিপতি। মহান আল্লাহই প্রতিটি জিনিসের রব এবং তিনিই সবকিছুর নিরঙ্কুশ মালিক। এই হাদিসে 'রব' এবং 'মালিক' (অধিপতি)-এর মধ্যে পার্থক্য হলো: 'রব' হলেন তিনি যিনি বস্তুসমূহকে অস্তিত্ব দান করেন এবং সেগুলোর স্রষ্টা; আর 'মালিক' হলেন তিনি যিনি সেগুলোর উপর যেভাবে ইচ্ছা কর্তৃত্ব করেন। 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই' অর্থাৎ আমি আমার জিহ্বা ও অন্তরের মাধ্যমে স্বীকার করছি যে, আপনি ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া যা কিছুই উপাসনা করা হয় তা বাতিল, ইবাদত পাওয়ার কোনো অধিকার তার নেই; ইবাদতের প্রকৃত অধিকার একমাত্র পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহর। 'আমি আপনার কাছে আমার নফসের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই' কারণ মানুষের নফসের মধ্যে মন্দ বা অনিষ্টতা রয়েছে, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: 'আর আমি আমার নফসকে নির্দোষ সাব্যস্ত করি না, নিশ্চয়ই নফস মন্দ কাজের অধিক নির্দেশ প্রদানকারী, তবে আমার রব যাকে দয়া করেন।' অতএব আল্লাহ যদি আপনাকে আপনার নফসের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা না করেন, তবে তা আপনার ক্ষতি করবে এবং আপনাকে মন্দের নির্দেশ দিবে।

(ص: 542) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

بِالسُّوء وَلَكِنَّ اللَّهَ إِذَا عَصَيْكَ مِنْ شَرِّهَا وَفَقَكَ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَه
وَفِي لَفْظٍ وَشَرِّكَه يَعْنِي تَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَعِيزَكَ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَمِنْ شَرِّ شَرِّكَه أَيْ مَا
يَأْمُرُكَ بِهِ مِنَ الشَّرِّ أَوْ شَرِّكَه وَالشَّرِّكَ مَا يَصَادُ بِهِ الْحَوْتَ وَالطَّيْرَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لِأَنَّ
الشَّيْطَانَ لَهُ شَرِّكَ يَصْطَادُ بِهِ بَنِي آدَمَ إِمَّا شَهْوَاتٍ أَوْ شَبَهَاتٍ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَأَنْ أَقْتَرَفَ

على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم هذا تنبؤ الحديث ولعله سقط من هذه النسخة أن أقترف على نفسي سوءاً أقترف يعني أجر على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم فهذا الذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أباً بكر أن يقول إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه.

نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى.

1455 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الراوي أراه قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضاً أصبحنا وأصبح الملك لله رواه مسلم.

মন্দ কাজের মাধ্যমে, কিন্তু আল্লাহ যদি আপনাকে এর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন, তবে তিনি আপনাকে সকল কল্যাণের তাওফীক দান করবেন। আর (আশ্রয় চাই) শয়তানের অনিষ্ট ও তার শিরক থেকে—অন্য বর্ণনায় রয়েছে তার 'ফাঁদ' থেকে। অর্থাৎ আপনি আল্লাহর কাছে শয়তানের অনিষ্ট এবং তার শিরক থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবেন, যা সে আপনাকে করার নির্দেশ দেয়; অথবা তার ফাঁদ থেকে। 'শারাক' বা ফাঁদ হলো তা-ই যার মাধ্যমে মাছ ও পাখি শিকার করা হয় এবং অনুরূপ কিছু। কারণ শয়তানেরও কিছু ফাঁদ রয়েছে যার মাধ্যমে সে আদম সন্তানকে শিকার করে, চাই তা কুপ্রবৃত্তি হোক কিংবা সংশয় অথবা অন্য কিছু। "আর যেন আমি নিজের ওপর কোনো মন্দ কাজ না করি অথবা কোনো মুসলমানের দিকে তা টেনে না আনি"—এটি হাদিসের অবশিষ্টাংশ, সম্ভবত এই পাণ্ডুলিপি থেকে তা বাদ পড়েছে। "অ্যাকতারিফা" (অকতারিফা) অর্থ হলো আমি নিজের ওপর কোনো মন্দ বয়ে আনব, অথবা কোনো মুসলিমের প্রতি তা টেনে নিয়ে যাব। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে এই যিকিরটি সকালে, সন্ধ্যায় এবং বিছানায় যাওয়ার সময় পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের এবং আপনাদের জন্য হিদায়াত এবং তাঁর পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক কাজের তাওফীক কামনা করি।

১৪৫৫ - ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সন্ধ্যায় উপনীত হতেন তখন বলতেন: "আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি এবং নিখিল বিশ্বের রাজত্বও আল্লাহর জন্য সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই।" বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি এর সাথে এও বলতেন: "রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁরই, আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার কাছে এই রাতের কল্যাণ এবং এর পরবর্তী সময়ের কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর আমি আপনার কাছে এই রাতের অনিষ্ট এবং এর পরবর্তী সময়ের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার কাছে অলসতা এবং বার্ধক্যের মন্দ অবস্থা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আমি আপনার কাছে আগুনের আযাব এবং কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।" আর যখন তিনি সকালে উপনীত হতেন, তখনও অনুরূপ বলতেন: "আমরা সকালে উপনীত হয়েছি এবং নিখিল বিশ্বের রাজত্বও আল্লাহর জন্য সকালে উপনীত হয়েছে।" এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

(ص: 543) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث من الأذكار الواردة في الصباح والمساء وهو ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمسى يقول أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقد سبق أن أوضحنا معاني هذه الكلمات.

والنبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الله عز وجل على وجوه متنوعة وأما لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَمِنْ شَرِّ مَا بَعْدَهَا رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءِ الْكِبَرِ وَفِي لَفْظِ سُوءِ الْكِبَرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ وَعَذَابِ فِي الْقَبْرِ وَإِذَا أَصْبَحَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ اللَّهُ وَمَنْ أَرَادَ الْإِسْتِزَادَةَ مِنْ هَذِهِ الْأَذْكَارِ فَعَلَيْهِ بَكْتَابُ (الْأَذْكَارُ) لِلْمُؤَلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ النَّوَوِيُّ أَوْ (الْوَابِلُ الصَّيْبُ مِنَ الْكَلَمِ الطَّيِّبِ) لِابْنِ الْقَيْمِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا أَلْفَهُ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا الْبَابِ وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ.

1456 - وعن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث

[ব্যাখ্যা]

এই হাদীসটি সকাল ও সন্ধ্যার যিকিরসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এটি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন) হতে বর্ণিত যে, নবী (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন) যখন সন্ধ্যায় উপনীত হতেন তখন বলতেন: "আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি এবং এই সন্ধ্যায় মহাবিশ্বের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্য। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর জন্য, আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাশীল।" ইতিপূর্বে আমরা এই শব্দগুলোর অর্থ স্পষ্ট করেছি।

নবী (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন) বিভিন্ন পদ্ধতিতে মহান আল্লাহর যিকির অধিক পরিমাণে করতেন। আর এই দু'আটি হলো: "আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর জন্য, আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাশীল। হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার নিকট এই রাতের কল্যাণ এবং এর পরবর্তী সময়ের কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর আমি আপনার নিকট এই রাতের অনিষ্ট এবং এর পরবর্তী সময়ের অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার নিকট অলসতা, অতি বার্বক্য এবং বার্বক্যের অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি—অন্য বর্ণনায় এসেছে অহংকারের মন্দ হতে—এবং আমি আপনার নিকট জাহান্নামের আযাব ও কবরের আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" আর যখন তিনি সকালে উপনীত হতেন, তখনও

অনুরূপ বলতেন; তবে তখন বলতেন: "আমরা সকালে উপনীত হয়েছি এবং এই সকালে মহাবিশ্বের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্য।" যারা এই সকল যিকির সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চান, তাদের লেখক ইমাম নববী (আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন) রচিত 'আল-আযকার' অথবা ইবনুল কায়্যিম (আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন) রচিত 'আল-ওয়াবিলুস সায্যিব মিনাল কালিমিত তাইয্যিব' অথবা এই বিষয়ে আলেমদের রচিত অন্যান্য গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করা উচিত। আর আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

১৪৫৬ - আব্দুল্লাহ ইবনে খুবাইব (খ অক্ষরটি পেশ দিয়ে উচ্চারিত) (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন) আমাকে বলেছেন: "তুমি যখন সন্ধ্যায় উপনীত হও এবং যখন সকালে উপনীত হও, তখন তিনবার 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' (সূরা আল-ইখলাস) এবং 'মুআউবিযাতাইন' (সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস) পাঠ করো; এটি তোমাকে সব কিছু থেকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট হবে।" এটি আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি (তিরমিযী) বলেছেন এটি একটি হাদীস।

(ص: 544) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

حسن صحيح.

1457 - وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.

[الشَّرْحُ]

هذان الحديثان في بيان أذكار الصباح والمساء ذكرهما النووي رحمه الله في كتابه (رياض الصالحين) الأول حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ قل هو الله أحد و {قل أعوذ برب الفلق} و {قل أعوذ برب الناس} في الصباح والمساء ثلاث مرات وبين أن هذا يكفيه كل شيء.

أما السورة الأولى فهي سورة الإخلاص {قل هو الله أحد} التي أخلصها الله تعالى لنفسه فلم يذكر فيها شيئاً إلا يتعلق بنفسه جل وعلا ما فيها ذكر لأحكام الطهارة أو الصلاة أو البيع أو غير ذلك كلها مخصصة لله عز وجل ثم الذي يقرأها يكمل إخلاصه لله تعالى فهي مخصصة ومخصصة تخلص قارئها من الشرك وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن ولكنها لا تجزئ عنه تعدله ولا تجزئ عنه الشيء قد

হাসান সহীহ।

১৪৫৭ - উসমান ইবনে আফফান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে কোনো বান্দা যদি প্রতিদিন সকালে এবং প্রতি রাতে তিনবার বলে—'আল্লাহর নামে, যাঁর নামের বরকতে আসমান ও জমিনের কোনো কিছুই কোনো ক্ষতি করতে পারে না, আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ'—তবে কোনো কিছুই তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।" আবু দাউদ ও তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি (তিরমিজি) বলেছেন যে, এটি হাসান সহীহ হাদীস।

[ব্যাখ্যা]

এই দুটি হাদীস সকাল ও সন্ধ্যার জিকির বর্ণনার ক্ষেত্রে। ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর (রিয়াদুস সালিহীন) গ্রন্থে এগুলো উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হলো আবদুল্লাহ ইবনে খুবাইব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীস, যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে সকাল এবং সন্ধ্যায় তিনবার 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' এবং 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' ও 'কুল আউযু বিরাব্বিন নাস' পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, এটি তার সবকিছুর জন্য যথেষ্ট হবে।

আর প্রথম সূরাটি হলো সূরা আল-ইখলাস {বলুন: তিনিই আল্লাহ, অদ্বিতীয়}, যা মহান আল্লাহ কেবল নিজের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। এতে তিনি তাঁর মহান সত্তা সম্পর্কিত বিষয় ছাড়া অন্য কিছুই উল্লেখ করেননি। এতে পবিত্রতা, সালাত, কেনা-বেচা বা অন্য কোনো বিধানের উল্লেখ নেই; বরং এর পুরোটাই মহান আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ। অতঃপর যে ব্যক্তি এটি পাঠ করে, সে মহান আল্লাহর প্রতি তার ইখলাস বা একনিষ্ঠতাকে পূর্ণ করে। সুতরাং এটি একনিষ্ঠ এবং একনিষ্ঠকারী (পরিশোধক), যা তার পাঠকারীকে শিরক থেকে মুক্ত করে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বর্ণনা করেছেন যে, এটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান; কিন্তু এটি কুরআনের স্থলাভিষিক্ত বা বিকল্প নয়। এটি তার সমমান সম্পন্ন কিন্তু তার থেকে অমুখাপেক্ষী করে না। কোনো বিষয় কখনো...

(ص: 545) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

يكون عديلا للشيء ولكن لا تجزئ عنه ألم تروا أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل ومع ذلك لا يجزئ عن عتق رقبة ففرق بين البعالة في الأجر وبين الإجزاء في الكفارة ولهذا لو قرأ الإنسان {قل هو الله أحد} في الصلاة ثلاث مرات ما أجزأت عن الفاتحة مع أنه لو قرأها ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن كله لأنها تعدل ثلث القرآن.

وأما {قل أعوذ برب الفلق} و {قل أعوذ برب الناس} فهما السورتان اللتان نزلتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سحرة الخبيث لبيد بن الأعصم اليهودي فأنزل الله هاتين السورتين فرقاه بهما جبريل فأحل الله عنه السحر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعوذ متعوذ بمثلهما تستعيز {برب الفلق} فالفلق فلق الإصباح وهو فلق الحب والنوى جل وعلا {من شر ما خلق} كل ما خلق {ومن شر غاسق إذا

وقب { يعني الليل إذا دخل لأن الليل تكثر فيه الهوام والوحوش وغير ذلك فتستعيز بالله من شر غاسق إذا وقب {ومن شر النفاثات في العقد} أي الساحرات اللاتي يعقدن عقد السحر وينفثن فيها بالطلاسم والتعوذات والاعتصام بالشیاطين والاستعانة بهم والعياذ بالله {ومن شر حاسد إذا حسد} هو العائن يصيب بعينه لأن الساحر يؤثر والعائن يؤثر فأمرت أن تستعيز {برب الفلق} جل وعلا {من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات

কোনো কিছু অপর কিছুর সমতুল্য হতে পারে, কিন্তু তা তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে যথেষ্ট হয় না। আপনারা কি লক্ষ্য করেননি যে, মানুষ যখন বলে—‘আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং সকল প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান’—তখন সে যেন ইসমাইল (আলাইহিস সালাম)-এর বংশধর থেকে চারজন ব্যক্তিকে দাসত্বমুক্ত করল। তা সত্ত্বেও এটি ক্রীতদাস মুক্ত করার (শরয়ি) বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট হয় না। অতএব, সওয়াব বা পুণ্যের ক্ষেত্রে সমতুল্য হওয়া এবং কাফফারা বা দায়মুক্তির ক্ষেত্রে যথেষ্ট হওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এই কারণেই, কোনো ব্যক্তি যদি নামাজে তিনবার ‘কুল হুয়াল্লাহু আহাদ’ (সুরা ইখলাস) পাঠ করে, তবে তা সুরা ফাতিহার বিকল্প হিসেবে যথেষ্ট হবে না; যদিও তিনবার পাঠ করার মাধ্যমে সে যেন পুরো কুরআনই পাঠ করল, কেননা এই সুরা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য। আর ‘কুল আউজু বিরাক্বিল ফালাক’ এবং ‘কুল আউজু বিরাক্বিন নাস’ হলো সেই দুটি সুরা যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর তখন অবতীর্ণ হয়েছিল যখন জনৈক পাপিষ্ঠ ইহুদি লবীদ ইবনুল আসম তাঁকে জাদু করেছিল। তখন আল্লাহ তাআলা এই সুরা দুটি নাজিল করেন এবং জিবরাইল (আলাইহিস সালাম) এগুলোর মাধ্যমে তাঁকে ঝাড়ফুঁক প্রদান করেন, ফলে আল্লাহ তাঁর থেকে জাদুর প্রভাব অপসারিত করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আশ্রয়প্রার্থীরা এই দুটির মতো অন্য কোনো মাধ্যম দিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারে না।’ আপনি ‘প্রভাতের রবের’ নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবেন। ‘ফালাক’ হলো উষালগ্ন বা প্রভাত, আর মহান আল্লাহ শস্যবীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী। ‘তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে’—অর্থাৎ সকল সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে। ‘এবং অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট হতে যখন তা সমাগত হয়’—অর্থাৎ রাত যখন গভীর হয় বা প্রবেশ করে, কারণ রাত্রিকালে বিষধর কীটপতঙ্গ, হিংস্র

পশুপাখি এবং অন্যান্য অনিষ্টকর জিনিসের আনাগোনা বৃদ্ধি পায়। তাই রাত্রি যখন গভীর হয় তখন তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে হয়। ‘এবং গ্রন্থিতে ফুঁৎকার প্রদানকারিণীদের অনিষ্ট হতে’—অর্থাৎ সেই জাদুকর নারীরা যারা জাদুর গিঁট দেয় এবং শয়তানদের সান্নিধ্য ও সাহায্য নিয়ে সেগুলোতে মন্ত্রপুত ফুঁৎকার দেয়—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। ‘এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে যখন সে হিংসা করে’—এ দ্বারা সেই ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে যে তার কুদৃষ্টির মাধ্যমে অনিষ্ট করে; কেননা জাদুকর এবং কুদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি উভয়েরই প্রভাব রয়েছে। তাই আপনাকে মহান ‘প্রভাতের রবের’ নিকট আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁর সকল সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে, অন্ধকার রাত্রি যখন সমাগত হয় তার অনিষ্ট থেকে এবং গ্রন্থিতে ফুঁৎকারকারিণীদের অনিষ্ট থেকে।

(ص: 546) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

في العقد ومن شر حاسد إذا حسد { وتأمل تناسب هذه الآيات الثلاثة } ومن شر غاسق إذا وقب { الليل لأن البلاء يكون فيه خفياً والسحر كذلك خفي والعين كذلك خفية فنستعبد برب الفلق الذي يفلق الإصباح حتى يتبين ويفلق النوى حتى يظهر ويبرز فهذه من مناسبة المقسم به والمقسم عليه.

أما { قل أعوذ برب الناس } فهي السورة الأخرى أيضاً التي بها الاستعاذة بالله عز وجل { قل أعوذ برب الناس ملك الناس } فهو الرب الملك ذو السلطان الأعظم الذي لا يمانعه شيء ولا مبدل لكلماته جل وعلا { ملك الناس إله الناس } أي معبودهم الذي يعبد بحق فلا معبود حق إلا الله عز وجل { من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس } هذه وسواس الصدور التي يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم وما أكثر ما يلقي الشيطان في هذا العصر من الوسواس العظيمة التي تقلق الإنسان وسبحان الله العظيم الدنيا اسم على مسمى دنيئة لا تتم من وجه إلا نقصت من

وجوه ترفناً في هذه الأيام في هذا العهد لا يوجد نظير فيها سبق النعم متوافرة
والأموال والبنون وكل شيء والترف الجسدي ظاهر لكن كثرت في الناس الآن كثرة
الوساوس والأمراض النفسية والبلاء حتى لا تتم الدنيا فيركن الإنسان إليها لأن
الدنيا لو تمت من كل وجه أنست الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما
الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها

গ্রন্থিতে ফুঁদানকারী এবং হিংসুক যখন হিংসা করে তার অনিষ্ট থেকে। এই তিনটি আয়াতের
মধ্যকার সামঞ্জস্য লক্ষ্য করুন—"এবং অন্ধকার রজনীর অনিষ্ট থেকে যখন তা গভীর হয়।"
কারণ রাত্রিকালে বিপদ-আপদ প্রচ্ছন্ন থাকে, যাদুও প্রচ্ছন্ন এবং কুদৃষ্টিও তেমনি প্রচ্ছন্ন। তাই
আমরা প্রভাতের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, যিনি উষাকে বিদীর্ণ করেন যাতে
সবকিছু স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং যিনি বীজকে বিদীর্ণ করেন যাতে তা প্রকাশিত ও দৃশ্যমান হয়।
এটি মূলত যার মাধ্যমে শপথ করা হয়েছে এবং যার ওপর শপথ করা হয়েছে তাদের মধ্যকার
চমৎকার সামঞ্জস্য।

আর "বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের প্রতিপালকের নিকট"—এটি হলো অপর সূরা
যার মাধ্যমে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। "বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি
মানুষের প্রতিপালকের নিকট, মানুষের অধিপতির নিকট।" তিনিই সেই প্রতিপালক ও অধিপতি
যিনি সুমহান ক্ষমতার অধিকারী, যার কোনো প্রতিরোধকারী নেই এবং যার বাণীর কোনো
পরিবর্তনকারী নেই। "মানুষের অধিপতি, মানুষের ইলাহ" অর্থাৎ তাদের সেই উপাস্য যাকে
সত্যের সাথে ইবাদত করা হয়; কেননা আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য উপাস্য নেই। "সেই
আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়"—এগুলো হলো
সেই মানসিক কুমন্ত্রণা যা শয়তান আদম সন্তানের হৃদয়ে নিক্ষেপ করে। এই যুগে শয়তান
মানুষের অন্তরে কতই না সুগভীর কুমন্ত্রণা ঢেলে দিচ্ছে যা মানুষকে অস্থির ও উদ্ভিগ্ন করে
তোলে! মহিমাম্বিত আল্লাহ অতি পবিত্র; এই নশ্বর পৃথিবী তার নাম অনুযায়ীই তুচ্ছ; এটি এক
দিক থেকে পূর্ণ মনে হলেও অন্য অনেক দিক থেকে অপূর্ণ থেকে যায়। বর্তমান সময়ে আমরা
যে বিলাসিতার মধ্যে অতিবাহিত করছি, অতীতে এর কোনো নজির ছিল না। নেয়ামতরাজি
অফুরন্ত, ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি বিদ্যমান এবং শারীরিক বিলাসিতা দৃশ্যমান; কিন্তু বর্তমানে
মানুষের মাঝে কুমন্ত্রণা, মানসিক ব্যাধি ও বালা-মুসিবত ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যাতে

দুনিয়া কারো জন্য পূর্ণতা না পায় এবং মানুষ এতেই মগ্ন হয়ে না পড়ে। কারণ দুনিয়া যদি সব দিক থেকে নিখুঁত হয়ে যেত, তবে তা পরকালকে ভুলিয়ে দিত; যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের ওপর দারিদ্র্যের ভয় করি না, বরং আমি ভয় করি যে তোমাদের সামনে দুনিয়া উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে এবং তোমরা তা নিয়ে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে।"

(ص: 547) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم والله عز وجل إذا فتح الدنيا من جانب صار صفوها كدرا من جانب آخر أو من جوانب أخرى والشاعر الجاهلي يقول فيوم علينا ويوم لنا ...

ويوم نساء ويوم نسر

فالحاصل أن هذه السورة فيها الاستعاذة من الوسواس والوسواس يقع في الإنسان أحيانا في أصول الدين وفي ذات الرب وفي القرآن وفي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يوسوس الإنسان في أشياء يحب أن يكون فحمة ولا يتكلم بها وسواس أيضا في الطهارة بعض الناس يصاب بالوسواس والعياذ بالله يدخل الحمام للوضوء الذي لا يستغرق خمس دقائق يبق خمس ساعات نسأل الله العافية وفي الصلاة تجده يكرر تكبيرة الإحرام يكرر الكاف عشرين مرة الله أكبر وربما يعجز حتى إن بعضهم يقول إني ما أستطيع أن أصلي إطلاقا فيؤدي به الوسواس إلى ترك الصلاة يقع الوسواس في معاملة الأهل حتى إن بعضهم يخيل إليه أن أهله وضعوا له سحرا في أكله وشربه فيأكل من البطاعم وحتى إن الرجل ليتكلم لأهله فيقول يا أم فلان (زوجته) فيقول له الشيطان طلقته وينكد عليه الحال حتى إن بعضهم إذا فتح

المصحف ليقرأ كلب ورقة خيل له الشيطان أنه قال لامرأته طالق فترك قراءة القرآن فآلوساوس عظيمة لكن

যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা এতে পরস্পর প্রতিযোগিতা করেছিল, ফলে এটি তোমাদের ধ্বংস করবে যেমন তাদেরকে ধ্বংস করেছিল। আর আল্লাহ তায়ালা যখন একদিক থেকে দুনিয়ার দরজা খুলে দেন, তখন তার স্বচ্ছতা অন্য দিক বা দিকসমূহ থেকে ঘোলাটে হয়ে যায়। জাহিলি যুগের জনৈক কবি বলেন:

সুতরাং একদিন আমাদের প্রতিকূলে এবং একদিন আমাদের অনুকূলে ...

একদিন আমরা ব্যথিত হই এবং অন্যদিন আনন্দিত হই

সারকথা হলো, এই সূরায় কুমন্ত্রণা (ওয়াসওয়াসা) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। আর এই কুমন্ত্রণা মানুষের মাঝে কখনো দ্বীনের মূলনীতিতে, কখনো রবের সত্তার বিষয়ে, কখনো কুরআনের বিষয়ে এবং কখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিষয়ে ঘটে থাকে।

এমনকি মানুষের মনে এমন সব বিষয়ে কুমন্ত্রণা আসে যে, সে কয়লা হয়ে যাওয়াকেও পছন্দ করবে তবুও সেগুলো মুখে উচ্চারণ করতে চাইবে না। পবিত্রতার ক্ষেত্রেও কুমন্ত্রণা হয়ে থাকে।

কিছু মানুষ কুমন্ত্রণায় আক্রান্ত হয়—আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই—সে অজুর জন্য শৌচাগারে প্রবেশ করে যেখানে পাঁচ মিনিটও সময় লাগার কথা নয়, অথচ সেখানে সে পাঁচ ঘণ্টা অতিবাহিত করে। আমরা আল্লাহর কাছে সুস্থতা কামনা করি। আর সালাতের মধ্যে আপনি তাকে দেখবেন যে সে তাকবীরে তাহরিমা বারবার বলছে, 'কাফ' অক্ষরটি বিশবার পুনরাবৃত্তি করছে, 'আল্লাহু আকবার' বলতে গিয়ে সে হয়তো অপারগ হয়ে পড়ে। এমনকি তাদের কেউ কেউ বলে যে, 'আমি মোটেও সালাত আদায় করতে পারছি না।' ফলে এই কুমন্ত্রণা তাকে সালাত ত্যাগের দিকে নিয়ে যায়। পরিবারের সাথে আচরণের ক্ষেত্রেও কুমন্ত্রণা ঘটে, এমনকি তাদের কারো কাছে মনে হয় যে তার পরিবার তার খাবারে ও পানীয়তে জাদু করেছে, ফলে সে রেস্টোরাঁয় গিয়ে খাবার খায়। এমনকি কোনো লোক যখন তার স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলে, 'হে অমুকের মা', তখন শয়তান তাকে প্ররোচনা দেয় যে তুমি তাকে তালাক দিয়ে দিয়েছ এবং তার জীবনকে বিধিয়ে তোলে। এমনকি তাদের কেউ যখন তিলাওয়াতের জন্য কুরআন মাজীদ খোলে, তখন যতবার সে পৃষ্ঠা উল্টায়, শয়তান তার মনে এই ধারণা দেয় যে সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। ফলে সে কুরআন তিলাওয়াতই ছেড়ে দেয়। সুতরাং এই কুমন্ত্রণাসমূহ অত্যন্ত ভয়াবহ, তবে...

طردها سهل جدا بينه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله جوامع الكلم وفواتح الكلم وخواتم الكلم حين شكى إليه هذا الأمر فقال صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينته كلمتان يستعذ بالله يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن يقولها بصدق وإخلاص وأنه ملتجأ إلى الله حقاً لا مفر له من الله إلا إليه ولينتهي يعرض عن هذا ويقول لنفسه لباذا أتوضأ وأصلي ألت أرجو الله وأخافه فينتهي عن هذا ويعرض إطلاقاً إذا استعمل هذا وإن كان سوف يكبس على نفسه وسوف يتعلم وسوف يتعذب لكن هذا في أول الأمر ثم بعد ذلك يزول بالكلية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى قال فليستعذ ولينته {قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس} هذه الجمل الثلاثة الآيات الثلاث يمكن أن يقال إنها استوعبت أقسام التوحيد {رب الناس} توحيد الربوبية {ملك الناس} الأسماء والصفات لأن الملك لا يستحق أن يكون ملكاً إلا بتبام أسائه وصفاته {إله الناس} الألوهية {من شر الوسواس الخناس} الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس .

قال العلماء الخناس هو الذي يخنس عند ذكر الله ولهذا جاء في الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان

এগুলো দূর করা অত্যন্ত সহজ; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—যাকে আল্লাহ তাআলা ‘জাওয়ামিউল কালিম’ বা সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক বাণী এবং বাণীর প্রারম্ভ ও সমাপ্তির বিশেষ প্রজ্ঞা দান করেছেন—তিনি এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন যখন তাঁর নিকট এ সম্পর্কে অভিযোগ করা হয়েছিল। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন: “তোমাদের কেউ যখন এমন কিছু (ওয়াসওয়াসার) সম্মুখীন হয়, সে যেন আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং তা থেকে বিরত হয়।” দুটি কথা—সে আল্লাহর নিকট পানাহ চাইবে, অর্থাৎ বলবে: ‘আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি’।

তবে এটি বলতে হবে সত্যনিষ্ঠা ও ইখলাসের সাথে এবং এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে যে, সে প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর নিকট আশ্রয়প্রার্থী; আল্লাহ ব্যতীত তাঁর নিকট থেকে পলায়ন করার আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই। আর সে যেন তা থেকে নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ বিষয়টি থেকে বিমুখ থাকে এবং নিজের মনে মনে বলে: ‘আমি কেন ওয়ু করছি এবং সালাত আদায় করছি? আমি কি আল্লাহর নিকট রহমতের প্রত্যাশা রাখি না এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করি না?’ এভাবে সে তা থেকে বিরত হবে এবং একেবারেই উপেক্ষা করবে। যদি কেউ এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে—যদিও শুরুতে তা তার জন্য মানসিক চাপের কারণ হবে এবং সে কিছুটা ক্লেশ ও যাতনা অনুভব করবে—তবে এটি কেবল প্রাথমিক পর্যায়েই হবে। অতঃপর তা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হবে; কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের প্রবৃত্তি থেকে কথা বলেন না। তিনি বলেছেন: “সে যেন আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং বিরত হয়।” {বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের প্রতিপালকের কাছে, মানুষের অধিপতির কাছে, মানুষের উপাস্যের কাছে, আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে...}। এই তিনটি বাক্য বা তিনটি আয়াত সম্পর্কে বলা যায় যে, এগুলো তাওহীদের সকল প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। {মানুষের প্রতিপালক} হলো তাওহীদুর রুবুবিয়াহ। {মানুষের অধিপতি} হলো আসমা ওয়াস সিফাত (নাম ও গুণাবলী), কেননা কোনো অধিপতিই তাঁর নাম ও গুণাবলীর পূর্ণতা ব্যতিরেকে প্রকৃত অধিপতি হওয়ার যোগ্য হতে পারেন না। {মানুষের উপাস্য} হলো উলুহিয়াহ। {সেই আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে, যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়, জিনের মধ্য হতে অথবা মানুষের মধ্য হতে।}

উলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, ‘খন্সাস’ বা আত্মগোপনকারী হলো সেই, যে আল্লাহর জিকিরের সময় সংকুচিত হয়ে পলায়ন করে। আর একারণেই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: “যখন অশুভ জিনেরা (বিপথগামী করার জন্য) বিভিন্ন রূপ ধারণ করে আবির্ভূত হয়, তখন তোমরা দ্রুত আযানের আহ্বান জানাও।”

الغيلان هي الأوهام والخيالات التي تعرض للإنسان في سفره ولاسيما في الأسفار الأولى على الإبل أو الإنسان الذي يسافر وحده فتتهول له الشياطين تتلون بألوان مزعجة مثل أسد ذئب ضبع شياطين جن إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان يعني قولوا (الله أكبر) فتتلاشى لأن الشيطان يخنس عند ذكر الله عز وجل {من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس} يعني هذا الوسواس يكون من الجنة ويكون من الناس الجنة هي الجن والمراد بهم الشياطين توسوس في الصدور والناس أيضا شياطين بني آدم وما أكثر الشياطين في زماننا وقبل زماننا وإلى يوم القيامة {وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين} الآية كذلك لاتباع الأنبياء أعداء من الشياطين يأتون إلى الناس يوسوسون هذا كذا وهذا كذا ربما يوسوسون على السذج من العوام سواء في مذاهب باطلة وملل كاذبة أو غير ذلك المهم عندهم وسواس شياطين الإنس أحذرهم شياطين الإنس الذين يوسوسون لك في أمور يزينونها في نفسك وهي فاسدة. فآلهم أن هذه السور الثلاث ينبغي للإنسان أن يقرأها كل صباح وكل مساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها والله الموفق.

'গিলান' হলো সেই সব বিভ্রম ও অলীক কল্পনা যা মানুষের সফরের সময় সামনে আসে, বিশেষ করে উটের পিঠে চড়ে প্রথম দিকের সফরগুলোতে অথবা যখন কোনো ব্যক্তি একা ভ্রমণ করে। তখন শয়তান তার সামনে বিভীষিকা হয়ে নানাবিধ আতঙ্কজনক রূপ ধারণ করে, যেমন—সিংহ, নেকড়ে, হায়না অথবা জিন-শয়তান। যখন 'গিলান' বা শয়তানের উপদ্রব ঘটে, তখন তোমরা দ্রুত আজান দাও—অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবার' (আল্লাহ মহান) বলো। এতে তারা বিলীন হয়ে যাবে, কারণ মহান আল্লাহর স্মরণে শয়তান সংকুচিত হয়ে পিছু হটে। "সেই কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে যে আত্মগোপনকারী, যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়, জিনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।" অর্থাৎ, এই কুমন্ত্রণা জিন এবং মানুষ উভয়ের পক্ষ থেকেই হতে পারে। এখানে 'জিন্নাহ' দ্বারা জিনদের বোঝানো হয়েছে, বিশেষত ঐ শয়তানরা যারা মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। আবার মানুষের মধ্যেও আদম সন্তানদের রূপধারী শয়তান রয়েছে। আমাদের যুগে, আমাদের পূর্ববর্তী যুগে এবং কিয়ামত পর্যন্ত শয়তানের সংখ্যা কতই

না বেশি! পবিত্র কুরআনে যেমনটি বলা হয়েছে: "এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু নির্ধারণ করেছি।" অনুরূপভাবে নবীদের অনুসারীদের জন্যও শয়তানদের মধ্য থেকে অনেক শত্রু রয়েছে যারা মানুষের কাছে এসে নানাবিধ কুমন্ত্রণা দেয়। তারা অনেক সময় সাধারণ ও সরলমনা মানুষের অন্তরে বাতিল মতবাদ বা মিথ্যা আদর্শ সুশোভিত করে পেশ করে। তাদের মূল লক্ষ্যই হলো কুমন্ত্রণা ছড়ানো। তাই মানুষরূপী শয়তানদের থেকে সাবধান থাকো; ঐসব মানুষ-শয়তানদের ব্যাপারে সতর্ক হও যারা তোমার অন্তরে নানাবিধ মন্দ ও ভ্রষ্ট বিষয়কে অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে কুমন্ত্রণা দেয়। মূল কথা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী এই তিনটি সূরা মানুষের প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় পাঠ করা উচিত। আল্লাহই তাওফিক দানকারী।

(ص: 550) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

باب ما يقوله عند النوم

قال الله تعالى {إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض} .

1458 - وعن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال بآسئك اللهم أحياً وأموت رواه البخاري.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه (رياض الصالحين) فيما نقله في باب أذكار الصباح والمساء فيما نقله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يقول حين يمسي وحين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع

اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا وقاه الله تعالى شر ذلك اليوم وهذه الكلمات كلمات يسيرة لكن فائدتها عظيمة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لأن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض واسمه مبارك إذا ذكر على الشيء ولهذا يسن ذكر الله تعالى بالتسبية على الأكل إذا أردت أن تأكل تقول بسم الله إذا أردت أن تشرب تقول بسم الله إذا أردت

নিদ্রা গমনের সময় যা বলতে হয় তার পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন: {নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে; যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও জমিনের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে।}।

১৪৫৮ - হুযাইফাহ ও আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন বিছানায় আশ্রয় নিতেন (শুতে যেতেন), তখন বলতেন: "হে আল্লাহ! আপনার নামেই আমি জীবন লাভ করি এবং আপনার নামেই মৃত্যুবরণ করি।" এটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাল্লাহু তা‘আলা) তাঁর ‘রিয়াদুস সালিহীন’ গ্রন্থে সকাল ও সন্ধ্যার যিকির পরিচ্ছেদে উসমান ইবনে আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: যে বান্দা সকাল এবং সন্ধ্যায় তিনবার বলবে, "আল্লাহর নামে, যাঁর নামের সাথে আসমান ও জমিনের কোনো কিছুই কোনো ক্ষতি করতে পারে না, আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ", আল্লাহ তা‘আলা তাকে ঐ দিনের অনিষ্ট হতে রক্ষা করবেন। এই বাক্যগুলো অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হলেও এর উপকারিতা অপারিসীম। "আল্লাহর নামে, যাঁর নামের সাথে আসমান ও জমিনের কোনো কিছুই কোনো ক্ষতি করতে পারে না, আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ"; কারণ আসমান ও জমিনের সার্বভৌম কর্তৃত্ব মহান আল্লাহর হাতে এবং কোনো বিষয়ের ওপর তাঁর নাম স্মরণ করা হলে তা বরকতময় হয়। এই কারণেই খাবারের শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ বলে আল্লাহর নাম স্মরণ করা সুন্নাত; আপনি যখন খেতে চাইবেন তখন

বলবেন ‘বিসমিল্লাহ’, যখন পান করতে চাইবেন তখন বলবেন ‘বিসমিল্লাহ’, যখন আপনি চাইবেন...

(ص: 551) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

أن تأتي أهلك تقول بسم الله فالتسمية مشروعة في أماكن كثيرة ولكنها على القول
الراجح على الأكل والشرب واجبة يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أن يقول بسم
الله وإذا أراد أن يشرب أن يقول بسم الله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من لم يسم الله على أكله شاركه الشيطان في
ذلك فلا تنسى أن تقول في كل مساء وفي كل صباح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات.
وقوله وهو السميع العليم فالسميع من أسماء الله والعليم من أسماء الله.
فالسميع من أسماء الله تعالى ولها معنيان الأول السمع الذي هو إدراك كل صوت
فإن الله تعالى لا يخفى عليه شيء كل صوت فالله يسمعه مهما بعد ومهما ضعف لما أنزل
الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع
تحاوركما إن الله سميع بصير وهي امرأة جاءت تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة
والسلام تقول إن زوجها ظاهر منها يعني قال لها أنت علي كظهر أمي وهذا القول
يعد في الجاهلية طلاقاً بائناً مثل الطلاق بالثلاثة وهو كذب ومنكر كما قال تعالى
{وإنهم ليقولون منكراً من القول} فجاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
فأنزل الله هذه الآية {قد سمع الله قول التي تجادلك} قالت عائشة رضي الله عنها
الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات والله لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم تكلمه وإني لفي الحجرة ويخفي على بعض حديثها

যখন আপনি আপনার স্ত্রীর নিকট গমন করবেন, তখন বলবেন: আল্লাহর নামে (বিসমিল্লাহ)। আল্লাহর নাম নেওয়া অনেক ক্ষেত্রেই শরীয়তসম্মত, তবে বিশুদ্ধতম মতানুযায়ী আহার ও পানের শুরুতে তা বলা ওয়াজিব বা আবশ্যিক। যখনই কোনো ব্যক্তি আহার বা পান করতে চায়, তখনই তার জন্য ‘আল্লাহর নামে’ (বিসমিল্লাহ) বলা আবশ্যিক; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আহারের শুরুতে কেউ যদি আল্লাহর নাম না নেয়, তবে শয়তান সেই আহারে তার অংশীদার হয়। অতএব, প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় তিনবার এই দোয়াটি বলতে ভুলবেন না: ‘আল্লাহর নামে, যাঁর নামের বরকতে আসমান ও যমিনের কোনো কিছুই ক্ষতি করতে পারে না, আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।’

এবং তাঁর বাণী: ‘আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ’—এখানে ‘সর্বশ্রোতা’ আল্লাহর নামসমূহের একটি এবং ‘সর্বজ্ঞ’ আল্লাহর নামসমূহের একটি।

‘সর্বশ্রোতা’ (আস-সামিউ) মহান আল্লাহর নামসমূহের অন্যতম এবং এর দুটি অর্থ রয়েছে। প্রথমটি হলো ‘শ্রবণ’, যার দ্বারা প্রতিটি শব্দ বা আওয়ায উপলব্ধি করা হয়। মহান আল্লাহর নিকট কোনো কিছুই গোপন থাকে না; প্রতিটি শব্দই তিনি শ্রবণ করেন, তা যতই দূরবর্তী বা ক্ষীণ হোক না কেন। যখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন: ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই নারীর কথা শুনেছেন, যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর কাছে অভিযোগ পেশ করছে। আল্লাহ আপনাদের উভয়ের কথোপকথন শুনেছেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।’ তিনি ছিলেন এমন এক নারী, যিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট অভিযোগ নিয়ে এসেছিলেন। তিনি বলছিলেন যে, তাঁর স্বামী তাঁর সঙ্গে ‘জিহর’ করেছেন (অর্থাৎ তাকে বলেছেন: তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মতো)। জাহেলিয়াত যুগে এই কথাটিকে ‘তালাকে বায়েন’ বা চূড়ান্ত বিচ্ছেদ হিসেবে গণ্য করা হতো, যা তিন তালাকের সমতুল্য ছিল। এটি একটি মিথ্যা ও অত্যন্ত গর্হিত কথা, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: ‘নিশ্চয়ই তারা অত্যন্ত গর্হিত ও অসত্য কথা বলে।’ অতঃপর সেই নারী রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট অভিযোগ নিয়ে এলেন এবং আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন: ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই নারীর কথা শুনেছেন যে আপনার নিকট বাদানুবাদ করছিল।’ আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: ‘সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যাঁর শ্রবণশক্তি সমস্ত আওয়াযকে পরিবেষ্টন করে আছে। আল্লাহর কসম! সেই বাদানুবাদকারিণী নারী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে তাঁর

সাথে কথা বলছিলেন, তখন আমি সেই কামরার ভেতরেই ছিলাম, অথচ তাঁর কথার কিছু অংশ আমার কাছে অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছিল।’

(ص: 552) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

والله تعالى من فوق سبع سماوات يسمع كلامها فالله تعالى يسمع كلامك وإن خفت (ضعف) {أمر يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم} فأياك أن تسمع الله عز وجل كلاماً لا يرضاه منك واحرص على أن تسمع الله ما يرضاه منك.

ومن معاني السميع أنه سميع الدعاء أي مجيب الدعاء كما قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم {إن ربي لسميع الدعاء} أي مجيبه فهو جل وعلا يجيب دعاء المضطر وإن كان كافراً ولهذا يجيب الله عز وجل دعاء المضطرين في البحر إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فينجيهم ويجيب جل وعلا دعوة المظلوم قال النبي صلى الله عليه وسلم واثق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ويجيب سبحانه وتعالى من تعبد له وحده وأثنى عليه كما يقول المصلي سميع الله لمن حده.

وأما العليم فهو من أسبائه أيضاً وعلم الله تعالى علم واسع محيط بكل شيء قال الله تعالى {وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين} . يعلم ما في الأرحام ومفاتيح الغيب خمس مذكورة في قوله تعالى {إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس

মহান আল্লাহ সাত আসমানের উপর থেকে তাঁদের উভয়ের কথা শোনেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা আপনার কথাও শোনেন, এমনকি তা যদি ক্ষীণ (দুর্বল) স্বরেও হয়। {তারা কি মনে

করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও গোপন পরামর্শ শুনি না?} অতএব সাবধান থাকুন যেন আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা আপনার নিকট থেকে এমন কোনো কথা না শোনেন যা তিনি পছন্দ করেন না, বরং আল্লাহকে এমন কথা শোনাতে সচেষ্টি থাকুন যা তাঁর সন্তুষ্টির কারণ হয়।

‘আস-সামি’ (সর্বশ্রোতা) নামের অন্যতম অর্থ হলো তিনি দোয়া শ্রবণকারী, অর্থাৎ দোয়া কবুলকারী; যেমন ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) বলেছিলেন: {নিশ্চয়ই আমার রব দোয়া শ্রবণকারী}, অর্থাৎ দোয়া কবুলকারী। তিনি জল্লা ওয়া আলা কোনো নিরুপায় ব্যক্তির দোয়া কবুল করেন, এমনকি সে যদি কাফেরও হয়। এই কারণেই আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা সমুদ্রের বিপদে পড়া নিরুপায়দের দোয়া কবুল করেন যখন পাহাড়ের ন্যায় ঢেউ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকতে থাকে, তখন তিনি তাদের উদ্ধার করেন। তদ্রূপ তিনি জল্লা ওয়া আলা মজলুমের দোয়া কবুল করেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ‘তুমি মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করো, কেননা তার ও আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা বা অন্তরায় নেই।’ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর ইবাদতকারী, প্রশংসাকারী এবং গুণগানকারীর ডাকেও সাড়া দেন, যেমনটা সালাত আদায়কারী বলে থাকেন: ‘যে আল্লাহর প্রশংসা করে, আল্লাহ তার কথা শোনেন (কবুল করেন)।’

আর ‘আল-আলিম’ (সর্বজ্ঞ) আল্লাহর অন্যতম একটি নাম। আল্লাহ তাআলার জ্ঞান অত্যন্ত প্রশস্ত এবং সবকিছুকে পরিবেষ্টনকারী। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {আর তাঁর কাছেই রয়েছে অদৃশ্যের চাবিকাঠি, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। স্থলে ও জলে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। তাঁর অগোচরে একটি পাতাও ঝরে না এবং মাটির অন্ধকার স্তরে এমন কোনো শস্যকণাও নেই কিংবা সিন্ত বা শুষ্ক এমন কোনো বস্তু নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে (লওহে মাহফুজে) লিপিবদ্ধ নেই}।

তিনি জরায়ুতে যা আছে তা জানেন। অদৃশ্যের চাবিকাঠি হলো পাঁচটি যা আল্লাহ তাআলার এই বাণীতে উল্লেখ করা হয়েছে: {নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন জরায়ুতে যা আছে। আর কোনো প্রাণই জানে না...}

ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت} فالله عز وجل عنده مفاتيح الغيب ما تسقط من ورقة من شجرة إلا يعلمها إذا سقطت ورقة في شجرة في أبعد الغيا في ولو كانت الورقة صغيرة فالله يعلمها وإذا كان يعلم الساقط فهو جل وعلا يعلم الحادث الذي يخلقه فكل شيء فالله به عليم.

قال الله تعالى {وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت} أنت الآن مثلاً في بلدك مستقر ولا عندك نية تسافر يميناً ولا شمالاً فإذا أراد الله أن تموت بأرض جعل لك حاجة تحملك تلك الحاجة إلى تلك الأرض وتموت هناك.

ولقد حدثني الثقة عن قصة غريبة يقول إنهم خرجوا من مكة لما كان الناس يحجون على الإبل خرجوا من مكة بعد الحج وفي أثناء الطريق مرضت أمه فجعل يمرضها فارتحل القوم في آخر الليل وبقي هو يمرض أمه ويهد لها الفراش على الراحلة ثم ركب الأم وسار يقودها فذهب مع أحد الريعان ضل الطريق فذهب مع أحد الريعان وارتفعت الشمس واحتر الجو فإذا بخباء صغير عند بادية فخرج عليهم (اتجه إليهم) ونزل سلم عليهم وقال لهم أين طريق نجد قالوا طريق نجد بعيد أنت الآن ليس حولك طريق ولكن انزل استرح ثم ندلك على الطريق يقول فأنخت الراحلة وأنزلت والدتي وحينما نزلت على الأرض قبض الله روحها سبحانه الله يعني جاءت من بلدها إلى هذه الريعان المجهولة فماتت في المكان الذي قدر الله عز وجل أن تموت فيه لأن الله يقول {وما تدري نفس بأي أرض تموت}

{আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কোনো ব্যক্তিই জানে না কোন ভূমিতে তার মৃত্যু হবে}। সুতরাং মহান আল্লাহর নিকটই অদৃশ্যের চাবিকাঠি রয়েছে। গাছের একটি পাতাও ঝরে না যা তিনি জানেন না। যখন অতি দূরবর্তী কোনো নির্জন প্রান্তরের কোনো গাছের একটি পাতাও ঝরে পড়ে, তা ক্ষুদ্র হলেও আল্লাহ তা জানেন। আর যদি তিনি ঝরে পড়া পাতা সম্পর্কে অবগত হন, তবে তিনি তাঁর সৃষ্ট ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কেও সম্যক পরিজ্ঞাত। কারণ আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: {এবং কোনো ব্যক্তি জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কোনো ব্যক্তি জানে না কোন ভূমিতে তার মৃত্যু হবে}। উদাহরণস্বরূপ, আপনি এখন আপনার নিজ দেশে স্থিতিশীল অবস্থায় আছেন এবং ডানে-বামে কোথাও ভ্রমণের কোনো ইচ্ছা আপনার নেই। কিন্তু আল্লাহ যদি চান যে আপনার মৃত্যু নির্দিষ্ট কোনো ভূখণ্ডে হবে, তবে তিনি আপনার জন্য এমন এক প্রয়োজন তৈরি করে দেবেন যা আপনাকে সেই ভূখণ্ডের দিকে নিয়ে যাবে এবং সেখানেই আপনার মৃত্যু হবে।

একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি আমার কাছে একটি বিস্ময়কর কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, মানুষ যখন উটের পিঠে চড়ে হজ করতে যেত, তখন তারা হজের পর মক্কা থেকে বের হলেন। পথিমধ্যে তাঁর মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তিনি তাঁর মায়ের সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলেন। কাফেলা রাতের শেষ ভাগে রওনা হয়ে গেল, কিন্তু তিনি তাঁর মায়ের সেবা করার জন্য এবং সওয়ারির ওপর তাঁর বিছানা প্রস্তুত করার জন্য পেছনে রয়ে গেলেন। এরপর মা সওয়ারিতে আরোহণ করলেন এবং তিনি উটের লাগাম ধরে চলতে শুরু করলেন। এক পর্যায়ে তিনি পাহাড়ের কোনো একটি পথ দিয়ে চলতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেললেন। সূর্য উপরে উঠল এবং আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠল। হঠাৎ তিনি মরুপ্রান্তরে একটি ছোট তাবু দেখতে পেয়ে সেদিকে অগ্রসর হলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি তাঁদের সালাম দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, "নজদ যাওয়ার পথ কোনটি?" তাঁরা বললেন, "নজদের পথ তো অনেক দূরে, আপনার আশেপাশে এখন কোনো পরিচিত পথ নেই। তবে আপনি এখানে অবতীর্ণ হয়ে বিশ্রাম নিন, এরপর আমরা আপনাকে পথ দেখিয়ে দেব।" তিনি বলেন, "অতঃপর আমি উটটিকে বসালাম এবং আমার মাকে নিচে নামালাম। আর যখনই তিনি মাটিতে নামলেন, তখনই আল্লাহ তাঁর প্রাণ হরণ করলেন। সুবহানাল্লাহ! অর্থাৎ, তিনি নিজ দেশ থেকে এই অজানা জনপদে আসলেন এবং ঠিক সেই স্থানেই মৃত্যুবরণ করলেন যা মহান আল্লাহ তাঁর মৃত্যুর জন্য নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। কারণ আল্লাহ বলেন: {এবং কোনো ব্যক্তি জানে না কোন ভূমিতে তার মৃত্যু হবে}।"

فَاللّٰهُ تَعَالٰى مَحِيْطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ مَحِيْطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى مَا فِى نَفْسِكَ اِذَا كُنْتَ تَتَفَكَّرُ فِى نَفْسِكَ فَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا يَدُوْرُ بِنَفْسِكَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ} فَاِيَاكَ اَنْ تَخْفِىَ فِى نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ اِيَّاكَ اَنْ تَخْفِىَ فِى نَفْسِكَ مَا لَا يَرْضٰى اللّٰهُ.

فَالْمُهْمُ اَنْ هٰذَا الدَّعَاءُ مَشْرُوْعٌ فِى كُلِّ صَبَاحٍ وَفِى كُلِّ مَسَاءٍ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِى لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ.

1459 - وَعَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ وَلِفَاطِمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِذَا اُوَيْتِمَا اِلٰى فِرَاشِكُمَا اَوْ اِذَا اُخِذْتِمَا مُضَاجَعَكُمَا فَكَبِّرَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَاحِدًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَفِى رَوَايَةٍ التَّسْبِيْحُ اَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ وَفِى رَوَايَةٍ التَّكْبِيْرُ اَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1460 - وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اُوِىَ اَحَدُكُمْ اِلٰى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ اِزَارِهِ فَاِنَّهُ لَا يَدْرِى مَا خَلْفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ بِاَسْمِكَ رَبِّى وَضَعْتَ جَنْبِى وَبِكَ اَرْفَعُهُ اِنْ اُمْسَكَتْ نَفْسِىْ فَاَرْحَمَهَا وَاِنْ

আল্লাহ তাআলা প্রতিটি বিষয়কে পরিবেষ্টন করে আছেন। তাঁর জ্ঞান সবকিছুকেই পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে, এমনকি আপনার অন্তরে যা আছে তাও। আপনি যখন নিজের মনে কোনো চিন্তা করেন, তখন আপনার মনে যা আবর্তিত হয় আল্লাহ তা জানেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: {আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার মন তাকে যে কুচিন্তা দেয়, সে সম্পর্কে আমি অবগত}। অতএব, আল্লাহ যা প্রকাশ করে দেবেন তা নিজের অন্তরে গোপন করা থেকে বেঁচে থাকুন; আল্লাহ যা পছন্দ করেন না তা নিজের অন্তরে লুকিয়ে রাখা থেকে সাবধান হোন। মূল কথা হলো, এই দোয়াটি প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় পাঠ করা শরিয়তসম্মত: "আল্লাহর নামে, যাঁর নামের বরকতে আসমান ও জমিনের কোনো কিছুই কোনো ক্ষতি করতে পারে না, আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

১৪৫৯ - হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এবং হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কে বলেছিলেন: যখন তোমরা শয্যা গ্রহণ করবে অথবা বিছানায় যাবে, তখন তোমরা ৩৩ বার তাকবীর (আল্লাহু আকবার), ৩৩ বার

তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) এবং ৩৩ বার তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ) পাঠ করবে। এক বর্ণনায় তাসবীহ ৩৪ বার এবং অন্য এক বর্ণনায় তাকবীর ৩৪ বার পাঠ করার কথা এসেছে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১৪৬০ - হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন তোমাদের কেউ বিছানায় যাবে, তখন সে যেন তার লুঙ্গির আঁচল দিয়ে বিছানাটি ঝেড়ে নেয়; কারণ সে জানে না যে তার পেছনে (বিছানায়) কী রয়ে গেছে। অতঃপর সে বলবে: হে আমার রব! আপনারই নামে আমি আমার পার্শ্বদেশ শায়িত করলাম এবং আপনারই সাহায্যে আমি তা পুনরায় ওঠাব। যদি আপনি আমার প্রাণ কবজ করে নেন, তবে তার ওপর রহম করুন, আর যদি...

(ص: 555) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

أرسلتها فأحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

هذان الحديثان في بيان ما يقوله الإنسان عند نومه الحديث الأول حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها وذلك أن فاطمة اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تجده من الرحي (أداة لطحن الحب) وطلبت من أبيها خادماً فقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما هو خير من الخادم ثم أرشدهما إلى هذا أنهما إذا أويا إلى فراشهما وأخذا مضجعهما يسبحان ثلاثة وثلاثين ويحمدان ثلاثة وثلاثين ويكبران أربعة وثلاثين قال فهذا خير لكم من الخادم وعلى هذا فيسن للإنسان إذا أخذ مضجعه لينام أن يسبح ثلاثة وثلاثين ويحمد ثلاثة وثلاثين ويكبر أربعة وثلاثين فهذه مائة مرة فإن هذا مما

يعين الإنسان في قضاء حاجاته كما أنه أيضاً إذا نام فإنه ينام على ذكر الله عز وجل.

وكذلك أيضاً حديث أبي هريرة إذا أراد الإنسان أن ينام أن ينفذ فراشه بداخلة إزاره ثلاث مرات وداخلة الإزار طرفه مما يلي الجسد وكأن الحكمة من ذلك والله أعلم بالأمر يتلوث الإزار بما قد يحدث من أذى في الفراش وليقل بأسبك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت روحي فاغفر لها وارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وذلك

যদি আপনি তাকে পুনরায় পাঠিয়ে দেন তবে তাকে সেভাবেই হিফায়ত করুন যেভাবে আপনি আপনার নেককার বান্দাদের হিফায়ত করেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাক্যা]

এই হাদিস দুটি একজন মানুষ ঘুমানোর সময় যা বলবে তার বর্ণনায় এসেছে। প্রথম হাদিসটি আলী ইবন আবি তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সংক্রান্ত—আল্লাহ তাঁর পিতার ওপর দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন। ঘটনাটি ছিল এই যে, ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যাঁতা (শস্য পেষণ করার যন্ত্র) চালানোর কারণে যে কষ্টের সম্মুখীন হতেন সে সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে অভিযোগ করলেন এবং তাঁর পিতার কাছে একজন সেবক চাইলেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "আমি কি তোমাদের এমন কিছু কথার বলব না যা একজন সেবকের চেয়েও উত্তম?" এরপর তিনি তাঁদের এই নির্দেশনা দিলেন যে, যখন তাঁরা নিজেদের বিছানায় যাবে এবং শয্যা গ্রহণ করবে, তখন যেন তেত্রিশ বার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং চৌত্রিশ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করে। তিনি বললেন, "এটি তোমাদের জন্য একজন সেবকের চেয়েও উত্তম।" এর ওপর ভিত্তি করে মানুষের জন্য সুন্নাত হলো, যখন সে ঘুমানোর জন্য শয্যা গ্রহণ করবে তখন তেত্রিশ বার তাসবিহ (সুবহানাল্লাহ), তেত্রিশ বার তাহমিদ (আলহামদুলিল্লাহ) এবং চৌত্রিশ বার তাকবির (আল্লাহু আকবার) পাঠ করা। এটি মোট একশত বার হয়। নিশ্চয় এটি মানুষকে তার প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদনে সাহায্য করে এবং এর মাধ্যমে সে মহান আল্লাহর জিকিরের সাথে নিদ্রা যায়।

অনুরূপভাবে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসে আছে যে, যখন মানুষ ঘুমানোর ইচ্ছা করবে তখন সে যেন তার পরিধেয় বস্ত্রের ভেতরের অংশ দিয়ে তিনবার তার বিছানা ঝেড়ে নেয়। আর পরিধেয় বস্ত্রের ভেতরের অংশ হলো শরীরের দিকের প্রান্তভাগ। এর রহস্য সম্ভবত—আল্লাহই ভালো জানেন—যাতে বিছানায় থাকা কোনো ক্ষতিকারক বস্তুর দ্বারা পোশাকটি ময়লা না হয়। আর সে যেন বলে: 'হে আল্লাহ! আপনার নামে আমি আমার পার্শ্বদেশ শায়িত করলাম এবং আপনার সাহায্যেই আমি তা পুনরায় উঠাব। যদি আপনি আমার প্রাণ কবজ করে নেন তবে তাকে ক্ষমা করুন এবং তার প্রতি রহম করুন; আর যদি আপনি তাকে পুনরায় পাঠিয়ে দেন, তবে তাকে সেভাবেই হিফায়ত করুন যেভাবে আপনি আপনার নেককার বান্দাদের হিফায়ত করেন।' আর এটি...

(ص: 556) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا نَامَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْبِضُ رُوحَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا وَلَكِنْ قَبْضُ الرُّوحِ فِي الْمَنَامِ لَيْسَ قَبْضُهَا فِي الْمَوْتِ إِلَّا أَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الْقَبْضِ وَلِهَذَا يَفْقَدُ الْإِنْسَانُ وَعِيَهُ وَلَا يَحْسُ بِمَن حَوْلَهُ فَلِهَذَا سَبَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى وَفَاتَهُ وَقَالَ تَعَالَى {وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ} فَيَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ هَذَا الذِّكْرَ بِأَسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَا وَأَمُوتَ اللَّهُمَّ بِكَ وَضَعْتَ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكَتَ رُوحِي فَارْحَمْ لَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِهَا تَحْفَظْ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ.

1461 - وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالعوذات ومسح بهما جسده متفق عليه.

وفي رواية لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ

برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما
أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات متفق عليه.
قال أهل اللغة النفث نفخ لطيف بلا ريق.
1462 - وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه
وسلم

নিশ্চয়ই মানুষ যখন ঘুমায়, তখন আল্লাহ তাআলা তার রুহ কবজ করেন, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আল্লাহই প্রাণসমূহ গ্রহণ করেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের ঘুমের সময়।" তবে ঘুমের মধ্যে রুহ কবজ করা মৃত্যুর মতো কবজ করার মতো নয়, বরং এটি এক প্রকার কবজ। এজন্যই মানুষ তার চেতনা হারায় এবং তার চারপাশের অবস্থা অনুভব করতে পারে না। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা একে মৃত্যু (ওফাত) হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন: "তিনিই সেই সত্তা, যিনি রাতে তোমাদের মৃত্যু ঘটান (নিদ্রাচ্ছন্ন করেন) এবং দিনে তোমরা যা অর্জন করো তা তিনি জানেন।" অতএব, মানুষের জন্য উচিত এই যিকিরটি পাঠ করা: "হে আল্লাহ! আপনার নামেই আমি জীবন ধারণ করি এবং মৃত্যুবরণ করি। হে আল্লাহ! আপনার নামেই আমি আমার পার্শ্বদেশ শায়িত করলাম এবং আপনার সাহায্যেই তা পুনরায় উঠাব। যদি আপনি আমার রুহ আটকে রাখেন (মৃত্যু দান করেন), তবে তার ওপর রহম করুন এবং তাকে ক্ষমা করুন। আর যদি আপনি তা ফিরিয়ে দেন, তবে তাকে এমনভাবে হিফায়ত করুন যেভাবে আপনি আপনার নেককার বান্দাদের হিফায়ত করে থাকেন।" আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১৪৬১ - আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিছানায় যেতেন, তখন তিনি তাঁর দুই হাতে ফুঁ দিতেন এবং মুআউবিজাত (সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস) পাঠ করতেন এবং তা দিয়ে তাঁর দেহ মাসাহ করতেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

উভয় গ্রন্থের (বুখারী ও মুসলিম) অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রাতে যখন বিছানায় যেতেন, তখন তিনি তাঁর দুই হাতের তালু একত্রিত করতেন, অতঃপর তাতে ফুঁ দিতেন এবং তাতে পাঠ করতেন 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ', 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' এবং 'কুল আউযু বিরাব্বিন নাস'। এরপর তাঁর শরীরের যতটুকু সম্ভব

হাত বুলিয়ে নিতেন। তিনি তাঁর মাথা, মুখমণ্ডল এবং শরীরের সম্মুখভাগ থেকে শুরু করতেন।
এরূপ তিনি তিনবার করতেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

ভাষাবিদগণ বলেন, 'নাফথ' হলো সামান্য থুথুবিহীন হালকা ফুঁ।

১৪৬২ - বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন:

(ص: 557) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول متفق عليه.
1463 - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي رواه مسلم.

1464 - وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك رواه الترمذي وقال حديث حسن.

ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها وفيه أنه كان يقوله ثلاث مرات.
هذه الأحاديث من بقية الأحاديث التي ساقها المؤلف في كتابه (رياض الصالحين) في باب أذكار النوم فمنها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ

যখন তুমি তোমার শয্যায় আসবে, তখন নামাজের ওজুর মতো ওজু করবে। তারপর তোমার ডান পার্শ্বের ওপর শুয়ে পড়বে এবং বলবে: হে আল্লাহ! আমি নিজেকে তোমার নিকট সমর্পণ করলাম, আমার মুখমণ্ডল তোমার দিকে ফিরলাম, আমার সকল বিষয় তোমার নিকট সোপর্দ করলাম এবং তোমার প্রতি অনুরাগ ও ভীতি নিয়ে তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করলাম। তুমি ব্যতীত কোনো আশ্রয়স্থল নেই এবং তোমার পাকড়াও হতে তোমার নিকট ছাড়া অন্য কোথাও পরিত্রাণ নেই। আমি তোমার অবতীর্ণ কিতাবের ওপর এবং তোমার প্রেরিত নবীর ওপর ঈমান এনেছি। অতঃপর যদি তুমি সেই রাতে মারা যাও, তবে স্বভাবজাত দ্বীন ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করলে। আর এই কথাগুলোকেই তোমার শেষ কথা করো। (বুখারি ও মুসলিম)।

১৪৬৩ - আনাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী (সা.) যখন বিছানায় ঘুমানোর জন্য যেতেন তখন বলতেন: সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন, আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়েছেন এবং আমাদের আশ্রয় দান করেছেন; অথচ এমন অনেক মানুষ রয়েছে যাদের কোনো সাহায্যকারী ও আশ্রয়দাতা নেই। (মুসলিম)।

১৪৬৪ - হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন তখন তাঁর ডান হাত নিজ গালের নিচে রাখতেন এবং বলতেন: হে আল্লাহ! আমাকে তোমার আজাব হতে রক্ষা করো, যেদিন তুমি তোমার বান্দাদের পুনরুত্থিত করবে। (তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি হাসান হাদিস)।

আবু দাউদ এটি হাফসা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে উল্লেখ আছে যে, তিনি এটি তিনবার বলতেন।

এই হাদিসগুলো লেখক তাঁর ‘রিয়াদুস সালাহীন’ গ্রন্থের ঘুমের জিকির অধ্যায়ে বর্ণিত অবশিষ্ট হাদিসসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তন্মধ্যে আয়েশা (রা.)-এর হাদিসটি অন্যতম যে, নবী (সা.) যখন বিছানা গ্রহণ করতেন...

মুজ্জعه جمع كفيه يعني ضم بعضهما إلى بعض ونفث فيهما والنفث هو النفخ مع ريق يسير ثم يقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس يمسح بهما أي يديه ما استطاع من جسده يبدأ برأسه ومقدم جسده ثلاث مرات. فينبغي للإنسان إذا أخذ مضعه أن يفعل ذلك ينفخ في يديه مجموعتين ويقرأ فيهما قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات يمسح رأسه ووجهه وصدره وبطنه وفخذه وساقيه وكل ما يستطيع من جسده. أما الحديث الثاني فهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وقد سبق شرحه. وأما الحديث الثالث فهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي يحمد الله عز وجل الذي أطعنا وسقاه بأنه لولا أن الله عز وجل يسر لك هذا الطعام وهذا الشراب ما أكلت ولا شربت كما قال تعالى {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ} أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُعْرِضُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ} وقال تعالى {أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ} أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ} فتحمد الله الذي أطعك وسقاك الحمد لله الذي أطعنا وسقانا وكفانا وآوانا كفانا يعني يسر لنا الأمور وكفانا المؤونة وآوانا أي جعل لنا مأوى نأوي إليه فكم من إنسان لا كافي له ولا مأوى أو ولا مؤوي فينبغي لك إذا أتيت مضجعك أن تقول هذا

(তিনি যখন) তাঁর শয্যায় (যেতেন), তখন তিনি তাঁর উভয় হাতের তালু একত্রিত করতেন, অর্থাৎ সে দুটিকে একে অপরের সাথে মেলাতেন এবং তাতে ফুঁ দিতেন। আর 'নাফ্‌স' হলো সামান্য থুতুমিশ্রিত ফুঁ দেওয়া। অতঃপর তিনি পাঠ করতেন: 'বলুন, তিনিই আল্লাহ, অদ্বিতীয়', 'বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি উষার রবের' এবং 'বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের'। এরপর তিনি তাঁর উভয় হাত দিয়ে শরীরের যতটুকু সম্ভব মাসাহ করতেন। তিনি তাঁর মাথা ও শরীরের সম্মুখভাগ থেকে শুরু করতেন এবং এভাবে তিনবার করতেন।

সুতরাং মানুষের উচিত যখন সে শয্যা গ্রহণ করবে, তখন যেন সে এমনটিই করে। সে তার হাত দুটিকে একত্রিত করে তাতে ফুঁ দেবে এবং তিনবার 'বলুন, তিনিই আল্লাহ, অদ্বিতীয়', 'বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি উষার রবের' ও 'বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের' পাঠ করবে। এরপর সে তার মাথা, মুখমণ্ডল, বুক, পেট, উরু, দুই পা এবং শরীরের যতটুকু সম্ভব মাসাহ করবে।

দ্বিতীয় হাদিসটি হলো বারআ ইবনে আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিস এবং ইতোপূর্বেই এর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

আর তৃতীয় হাদিসটি হলো আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তাঁর বিছানায় যেতেন তখন বলতেন: 'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের আহার দান করেছেন, পান করিয়েছেন, আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়েছে এবং আমাদের আশ্রয় দান করেছেন। কেননা কত মানুষ আছে যাদের জন্য কোনো অভাব মোচনকারী নেই এবং কোনো আশ্রয় দানকারী নেই।' তিনি সেই মহান আল্লাহর প্রশংসা করেন যিনি তাঁকে আহার ও পানীয় দান করেছেন। কারণ আল্লাহ আযযা ওয়াজাল যদি আপনার জন্য এই খাদ্য ও পানীয় সহজ না করে দিতেন, তবে আপনি তা খেতেও পারতেন না এবং পান করতেও পারতেন না। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: {তোমরা যে বীজ বপন করো, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা কি তা অঙ্কুরিত করো, নাকি আমিই তার অঙ্কুরদাতা? আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটোয় পরিণত করে দিতে পারতাম, তখন তোমরা অবাক হয়ে বলতে—আমরা তো ঋণের ভারে জর্জরিত, বরং আমরা তো বঞ্চিত।} এবং মহান আল্লাহ আরও বলেছেন: {তোমরা যে পানি পান করো, সে সম্পর্কে কি ভেবে দেখেছ? তোমরা কি তা মেঘ হতে নামিয়ে আনো, নাকি আমি তা বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছা করলে তাকে লোনা করে দিতে পারতাম; তবে কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না?} সুতরাং আপনি সেই আল্লাহর প্রশংসা করবেন যিনি আপনাকে আহার ও পানীয় দান করেছেন। (তিনি বলতেন) 'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের আহার দান করেছেন, পান করিয়েছেন, আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়েছে এবং আমাদের আশ্রয় দান করেছেন।' 'আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়েছে' অর্থ হলো তিনি আমাদের কার্যাবলি সহজ করে দিয়েছেন এবং আমাদের প্রয়োজন মিটিয়েছেন। আর 'আমাদের আশ্রয় দান করেছেন' অর্থ হলো তিনি আমাদের জন্য আবাসস্থল নির্ধারণ করেছেন যেখানে আমরা আশ্রয় নেই। কেননা এমন অনেক মানুষ আছে যাদের কোনো

সাহায্যকারী নেই এবং কোনো ঘর বা আশ্রয়দাতা নেই। সুতরাং আপনি যখন বিছানায় যাবেন, তখন আপনার জন্য এটি বলা বাঞ্ছনীয়।

(ص: 559) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 5

الذكر.

ومن ذلك أيضاً حديث حذيفة وحفصة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اضطجع وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن وقال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.

فكل هذه أذكار واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي على الإنسان أن يحفظها ويقولها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها والله الموفق.

যিকির।

এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে হুজায়ফা ও হাফসা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হাদীস যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন তিনি তাঁর ডান হাতটি ডান গালের নিচে রাখতেন এবং বলতেন: ‘হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার আযাব থেকে রক্ষা করুন যে দিন আপনি আপনার বান্দাদের পুনরুত্থিত করবেন।’

এই সবগুলিই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত যিকিরসমূহ। মানুষের উচিত এগুলো মুখস্থ করা এবং সেভাবেই পাঠ করা যেভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাঠ করতেন। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (ابن عثيمين)
القسم: شروح الحديث

الكتاب: شرح رياض الصالحين
المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت 1421 هـ)
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
الطبعة: 1426 هـ
عدد الأجزاء: 6
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431

ইবনে উসাইমীন কর্তৃক রিয়াদুস সালিহীনের ব্যাখ্যা (ইবনে উসাইমীন)
বিভাগ: হাদীসের ব্যাখ্যাসমূহ

গ্রন্থ: শরহু রিয়াদিস সালিহীন
লেখক: মুহাম্মাদ বিন সালিহ বিন মুহাম্মাদ আল-উসাইমীন (মৃত্যু ১৪২১ হি.)
প্রকাশক: দারুল ওয়াতান প্রকাশনী, রিয়াদ
সংস্করণ: ১৪২৬ হিজরী
খণ্ড সংখ্যা: ৬
[গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা মুদ্রিত কপির অনুরূপ]
শামিলাতে প্রকাশের তারিখ: ৮ জিলহজ ১৪৩১

كتاب الدعوات

باب فضل الدعاء

قال الله تعالى: {وقال ربكم ادعوني أستجب لكم} وقال تعالى {ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين} وقال تعالى: {وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان} وقال تعالى {أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء}

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين كتاب الدعوات: الدعوات جمع دعوة وهي دعوة الإنسان ربه عز وجل يقول يا رب يا رب وما أشبه ذلك يسأل الله تعالى أن يعطيه ما يريد وأن يكشف عنه ما لا يريد ثم قال باب الأمر بالدعاء وفضله ثم ذكر الآيات ادعوني أستجب لكم وهذا قول من الله عز

দোয়ার অধ্যায়

দোয়ার ফজিলত বিষয়ক পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তাআলা বলেন: {তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব}। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: {তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে বিনীতভাবে এবং গোপনে ডাকো; নিশ্চয়ই তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না}। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: {আর যখন আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন আমি তো অবশ্যই নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে ডাকে}। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: {নাকি তিনি, যিনি আর্তের ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ দূরীভূত করেন}

[ব্যাক্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) তাঁর রিয়াদুস সালেহীন গ্রন্থের ‘দোয়ার অধ্যায়’-এ বলেন: ‘আদ-দাওয়াত’ হলো ‘দাওয়াহ’ শব্দের বহুবচন, আর তা হলো মানুষের তার মহান ও পরাক্রমশালী প্রতিপালককে ডাকা, যেমন বলা— হে আমার প্রতিপালক, হে

আমার প্রতিপালক এবং এই জাতীয় শব্দ। সে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করে যেন তিনি তাকে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু দান করেন এবং তার থেকে অপছন্দনীয় বিষয়সমূহ দূর করে দেন। এরপর তিনি বলেছেন: ‘দোয়ার নির্দেশ ও এর ফজিলত বিষয়ক পরিচ্ছেদ’। অতঃপর তিনি আয়াতসমূহ উল্লেখ করেছেন: ‘তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব’। আর এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বাণী...

(ص: 8) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

وجل ووعد والله تعالى لا يخلف الميعاد { ادعوني أستجب لكم } والمراد بالدعاء هنا دعاء العبادة ودعاء المسألة أما دعاء العبادة فهو أن يقوم الإنسان بعبادة الله لأن القائم بعبادة الله لو سأله لماذا أقمت الصلاة لم آتيت الزكاة لماذا صمت؟ لماذا حججت؟ لماذا جاهدت؟ لماذا بررت الوالدين؟ لماذا وصلت الرحم؟ لقال أريد بذلك رضا الله عز وجل وهذه عبادة متضمنة للدعاء. أما دعاء المسألة فهو أن تسأل الله الشيء فتقول يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب ارزقني وما أشبه ذلك..

وهذا أيضاً عبادة كما جاء في الحديث الدعاء عبادة وهو عبادة لما فيه من صفة التوجه إلى الله عز وجل والاعتراف بفضله فيكون قوله {وقال ربكم ادعوني أستجب لكم} يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة {أستجب لكم} والاستجابة في دعاء العبادة هي قبولها والاستجابة في دعاء المسألة إعطاء الإنسان مسأله وهذا وعد من الله تعالى لكن لا بد من أمور فلا بد لإجابة الدعاء من شروط منها الإخلاص أن تخلص لله فتكون داعياً له حقاً إن كنت في عبادة لا تشرك به شيئاً لا تعبده رياء ولا سبحة

ولا من أجل أن يقال فلان حاج فلان سخي فلان كثير الصوم إذا قلت هذا أحبب
عملك فلابد من الإخلاص في المسألة أيضا

এবং তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আর মহান আল্লাহ প্রতিশ্রুতির খেলাফ করেন না: "তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।" এখানে দুয়া বলতে ইবাদতগত দুয়া এবং যাঋগমূলক দুয়া—উভয়টিই উদ্দেশ্য। ইবাদতগত দুয়া হলো মানুষের আল্লাহর ইবাদত সম্পাদন করা; কারণ আল্লাহর ইবাদতকারী ব্যক্তিকে যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন যে, কেন আপনি নামাজ কায়েম করলেন? কেন জাকাত দিলেন? কেন রোজা রাখলেন? কেন হজ করলেন? কেন জিহাদ করলেন? কেন পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করলেন? কেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখলেন? তবে সে বলবে: "আমি এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করি।" আর এই ইবাদতটি প্রার্থনারই অন্তর্ভুক্ত।

পক্ষান্তরে যাঋগমূলক দুয়া হলো আল্লাহর কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করা। যেমন আপনি বললেন: "হে আমার রব, আমাকে ক্ষমা করুন", "হে আমার রব, আমার প্রতি দয়া করুন", "হে আমার রব, আমাকে রিজিক দান করুন" এবং এই জাতীয় অন্যান্য প্রার্থনা।

এটিও একটি ইবাদত, যেমনটি হাদিসে এসেছে: "দুয়াই হলো ইবাদত।" এটি ইবাদত হওয়ার কারণ হলো, এর মধ্যে মহান আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করা এবং তাঁর অনুগ্রহের স্বীকৃতি প্রদানের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সুতরাং মহান আল্লাহর বাণী—"তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব"—ইবাদতগত দুয়া এবং যাঋগমূলক দুয়া উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। "আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব"—এর অর্থ হলো ইবাদতগত দুয়ার ক্ষেত্রে তা কবুল করা, আর যাঋগমূলক দুয়ার ক্ষেত্রে মানুষের কাঙ্ক্ষিত বস্তু তাকে দান করা। এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি প্রতিশ্রুতি। তবে দুয়া কবুল হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো ইখলাস বা একনিষ্ঠতা। অর্থাৎ আপনি আল্লাহর জন্য নিজেকে একনিষ্ঠ করবেন যাতে আপনি প্রকৃতপক্ষে তাঁরই আহ্বানকারী হতে পারেন। আপনি যদি ইবাদতে লিপ্ত থাকেন, তবে তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবেন না। লোকদেখানো বা লোকশোনানোর উদ্দেশ্যে তাঁর ইবাদত করবেন না, কিংবা এজন্য করবেন না যাতে মানুষ বলে যে—অমুক ব্যক্তি হাজি, অমুক ব্যক্তি দানশীল, কিংবা অমুক ব্যক্তি অধিক রোজা পালনকারী। আপনি যদি এমন উদ্দেশ্যে ইবাদত করেন তবে আপনার আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে। সুতরাং যাঋগ বা চাওয়ার ক্ষেত্রেও ইখলাস থাকা অপরিহার্য।

ادع الله وأنت تشعر بأنك في حاجة إليه وأنه غني عنك وقادر على إعطائك ما تسأل ولا بد أيضاً من أن يكون الدعاء لا عدوان فيه فإن كان فيه عدوان فإن الله لا يقبله ولو من الأب لابنه أو من الأم لابنها إذا كان فيه عدوان فإن الله لا يقبله لقول الله تعالى {ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين} فلو دعا الإنسان بإثم بأن سأل ربه شيئاً محرماً فهذا لا يقبل لأنه معتد ولو سأل ما لا يمكن شرعاً مثل أن يقول اللهم اجعلني نبياً هذا لا يجوز وهو عدوان لا يقبل ولو دعا على مظلوم فإنه لا يقبل ولو دعت المرأة على ابنها لأنه يحب زوجته فإنه لا يقبل وكذلك الأب لو دعا على ابنه لأنه صاحب أناسا طيبين فإنه لا يقبل فيشترط أن يكون في الدعاء عدوان الشرط الثالث: يشترط أن يدعو الله تعالى وهو موقن بالإجابة لا دعاء تجربة لأن بعض الناس قد يدعو ليجرب ليرى هل يقبل الدعاء أم لا؟ هذا لا يقبل منه ادع الله وأنت موقن بأن الله تعالى سوف يجيبك فإن كنت دعوته وأنت في شك فإن الله لا يقبله منك الشرط الرابع: اجتناب الحرام بأن لا يكون الإنسان آكلاً للحرام فمن أكل الحرام من ربا أو فوائد غش أو كذب أو ما أشبه ذلك فإنه لا يستجاب له والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال تعالى {يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً} وقال {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন এই অনুভূতি নিয়ে যে আপনি তাঁর মুখাপেক্ষী এবং তিনি আপনার অভাবমুক্ত ও অমুখাপেক্ষী, আর আপনি যা প্রার্থনা করছেন তা প্রদানে তিনি সক্ষম। আর এটিও আবশ্যিক যে দোয়ায় যেন কোনো সীমালঙ্ঘন না থাকে। যদি তাতে সীমালঙ্ঘন থাকে তবে আল্লাহ তা কবুল করবেন না, এমনকি যদি তা বাবার পক্ষ থেকে সন্তানের বিরুদ্ধে বা মায়ের পক্ষ থেকে সন্তানের বিরুদ্ধেও হয়; যদি তাতে সীমালঙ্ঘন থাকে তবে আল্লাহ তা কবুল করেন না। কারণ মহান আল্লাহর বাণী: {তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ডাকো বিনীতভাবে এবং

সংগোপনে; নিশ্চয়ই তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না}। সুতরাং যদি কোনো মানুষ পাপের প্রার্থনা করে অর্থাৎ স্বীয় রবের নিকট কোনো নিষিদ্ধ (হারাম) বিষয় প্রার্থনা করে, তবে তা কবুল হবে না কারণ সে সীমালঙ্ঘনকারী। আবার যদি সে এমন কিছু প্রার্থনা করে যা শরীয়তের দৃষ্টিতে অসম্ভব, যেমন: 'হে আল্লাহ! আমাকে নবী বানিয়ে দিন'—এটি বৈধ নয় এবং এটি একটি সীমালঙ্ঘন যা কবুলযোগ্য নয়। তেমনিভাবে যদি কোনো মজলুমের (নিরপরাধ ব্যক্তির) বিরুদ্ধে বদদোয়া করা হয়, তবে তা কবুল হবে না। যদি কোনো নারী তার সন্তানের বিরুদ্ধে বদদোয়া করে এই কারণে যে সে তার স্ত্রীকে ভালোবাসে, তবে তা কবুল হবে না। তদ্রূপ কোনো পিতা যদি তার সন্তানের বিরুদ্ধে বদদোয়া করে যেহেতু সে সৎ লোকদের সান্নিধ্যে থাকে, তবে তা কবুল হবে না। সুতরাং শর্ত হলো দোয়ায় যেন সীমালঙ্ঘন না থাকে।

তৃতীয় শর্ত: শর্ত হলো মহান আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে প্রার্থনা করা, কেবল পরীক্ষার ছলে দোয়া করা নয়। কারণ কিছু মানুষ হয়তো পরীক্ষা করার জন্য দোয়া করে যে দোয়া কবুল হয় কি না? এমন ব্যক্তির দোয়া কবুল হবে না। আল্লাহর কাছে এমনভাবে প্রার্থনা করুন যেন আপনি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখেন যে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই আপনার ডাকে সাড়া দেবেন। আর যদি আপনি সংশয় নিয়ে প্রার্থনা করেন, তবে আল্লাহ তা আপনার থেকে কবুল করবেন না।

চতুর্থ শর্ত: হারাম বর্জন করা; অর্থাৎ মানুষ যেন হারাম ভক্ষণকারী না হয়। যে ব্যক্তি সুদ, প্রতারণা, মিথ্যাচার বা তদ্রূপ কোনো উপায়ে অর্জিত হারাম ভক্ষণ করে, তার দোয়া কবুল হয় না। এর প্রমাণ হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তু ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। আর আল্লাহ মুমিনদের সেই আদেশই দিয়েছেন যা তিনি রাসূলগণকে দিয়েছিলেন।" আল্লাহ তাআলা বলেন: {হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু আহার করো এবং সৎকাজ করো}। এবং তিনি বলেন: {হে মুমিনগণ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে আহার করো...}

مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ { ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ
أَغْبَرُ يُمِدُّ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ
فَأَنَّى يَسْتَجِيبُ لَذَلِكَ فَاسْتَبَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لِهَذَا مَعَ
أَنَّهُ فَعَلَ مِنْ أَسْبَابِ الْإِجَابَةِ مَا يَكُونُ جَدِيرًا بِالْإِجَابَةِ وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ يَأْكُلُ الْحَرَامَ صَارَ
بَعِيدًا أَنْ يَقْبَلَ اللَّهُ مِنْهُ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ لِلدَّعَاءِ لَا بَدَّ مِنْهَا وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ

بَابُ الْأَمْرِ بِالْدَّعَاءِ وَفَضْلُهُ

وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} وَقَالَ
تَعَالَى {أَمَّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ}

[الشَّرْحُ]

سَبَقَ لَنَا الْكَلَامُ عَلَى بَيَانِ فَضِيلَةِ الدَّعَاءِ وَشُرُوطِ الْإِجَابَةِ وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ يَقُولُ
اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا
لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ الْخَطَابُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ لَهُ
{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي}

...যা আমরা তোমাদেরকে রিযিক দিয়েছি এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করো।} অতঃপর তিনি এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যে দীর্ঘ সফর করে, যার চুল উস্কোখুস্কো ও ধূলিধূসরিত, সে আকাশের দিকে হাত প্রসারিত করে ডাকছে, 'হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক!' অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম এবং সে হারামের মাধ্যমেই পুষ্টি লাভ করেছে। এমতাবস্থায় তার দুআ কীভাবে কবুল হতে পারে? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অসম্ভব মনে করেছেন যে আল্লাহ তার সেই ডাকে সাড়া দেবেন, যদিও সে দুআ কবুলের কতিপয় এমন উপায় অবলম্বন করেছে যা কবুল হওয়ার যোগ্য ছিল। কিন্তু যেহেতু সে হারাম ভক্ষণ করত, তাই তার

দুআ কবুল হওয়া সুদূরপর্যায় হয়ে পড়েছে। সুতরাং এগুলোই হলো দুআর চারটি শর্ত যা অপরিহার্য। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

দুআ করার নির্দেশ এবং এর ফযীলত সম্পর্কিত অধ্যায়

এবং মহান আল্লাহ বলেন: {আর যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন আমি অবশ্যই নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেই যখন সে আমাকে ডাকে} এবং মহান আল্লাহ বলেন: {নাকি তিনি, যিনি আতের ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং দুঃখ-কষ্ট দূর করেন?}

[ব্যাখ্যা]

ইতিপূর্বে আমাদের আলোচনায় দুআর ফযীলত এবং কবুল হওয়ার শর্তাবলির বর্ণনা অতিবাহিত হয়েছে। আর এই মহান আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন: {আর যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন আমি অবশ্যই নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেই যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারা যেন আমার নির্দেশে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে যাতে তারা সঠিক পথের দিশা পায়}। এখানে সম্বোধনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি; আল্লাহ তাঁকে বলছেন: {আর যখন আমার বান্দাগণ আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে}

(ص: 11) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

يعني هل أنا قريب أم لست بقريب؟ فالجواب {فإني قريب} وقربه جل وعلا قرب يليق بجلاله وعظمته ليس قرب مكان لأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء فوق السماوات السبع فوق العرش ولكنه قرب يليق بجلاله وعظمته فهو مع علوه العظيم الذي لا منتهى له إلا بذاته المقدسة فهو مع ذلك قريب في علوه بعيد في دنوه جل

وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ولكنه فوق سماواته.

السماوات السبع والأراضين السبع في كفه جل وعلا كالخردلة في كف أحدنا فهو محيط بكل شيء لا إله إلا هو {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ} قرباً يليق بجلاله وعظمته وليس قرب مكان بمعنى أنه ليس عندنا في الأرض بل هو فوق السماوات جل وعلا {أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا} هذا الشاهد أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه حقيقة والتجأ إليه وافتقر إليه وعلم أنه لا يكشف السوء إلا الله وأنه محتاج إلى ربه فإنه إذا دعاه في هذا الحال أجابه سبحانه وتعالى ولكن لا بد من ملاحظة الشروط السابقة وقال تعالى {فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي} فليستجيبوا أي لما دعوتهم إليه من عبادته سبحانه وتعالى ومنها أن يدعوني لأن الله أمرنا بذلك {وقال ربكم ادعوني أستجب لكم}

অর্থাৎ, আমি কি নিকটবর্তী নাকি নিকটবর্তী নই? এর উত্তর হলো {নিশ্চয়ই আমি নিকটবর্তী}। মহান আল্লাহর এই নৈকট্য তাঁর মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; এটি কোনো স্থানিক নৈকট্য নয়। কারণ তিনি সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবকিছুর উর্ধ্বে, সপ্ত আকাশের উর্ধ্বে, আরশের উর্ধ্বে। তথাপি এটি তাঁর মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের উপযোগী এক নৈকট্য। তাঁর সেই সুমহান উচ্চতা—যার কোনো শেষ নেই কেবল তাঁর পবিত্র সত্তা ব্যতীত—সেই উচ্চতা সত্ত্বেও তিনি নিকটবর্তী, আবার তাঁর নৈকট্যের মধ্যেও তিনি সুউচ্চ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন তাঁর সাহাবীদের বলেছিলেন: "তোমরা যাকে আহ্বান করছ, তিনি তোমাদের কারো কাছে তার বাহনের গ্রীবা অপেক্ষাও অধিক নিকটবর্তী, অথচ তিনি তাঁর আসমানসমূহের উর্ধ্বে।"

সপ্ত আকাশ ও সপ্ত পৃথিবী মহান আল্লাহর কুদরতি হাতের তালুতে আমাদের কারো হাতের তালুতে একটি সরিষা দানার মতো। তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন, তিনি ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই। {আর যখন আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন নিশ্চয়ই আমি নিকটবর্তী}—এমন এক নৈকট্য যা তাঁর মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের উপযোগী। এটি কোনো স্থানিক নৈকট্য নয় যে তিনি আমাদের সাথে জমিনে আছেন, বরং তিনি

আসমানসমূহের ঊর্ধ্বে সমুন্নত। {আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেই যখন সে আমাকে আহ্বান করে}—এখানে মূল বিষয়টি হলো যে, আহ্বানকারী যখন প্রকৃতপক্ষেই তাঁকে ডাকে, তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, নিজের দীনতা প্রকাশ করে এবং এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ কষ্ট দূর করতে পারে না এবং সে তার রবের মুখাপেক্ষী, তখন সেই অবস্থায় তাঁকে ডাকলে তিনি সুবহানাছ ওয়া তাআলা তার ডাকে সাড়া দেন। তবে এক্ষেত্রে পূর্বোল্লিখিত শর্তাবলির প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যিক। মহান আল্লাহ বলেন: {অতএব তারা যেন আমার আহ্বানে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে}। 'সাড়া দেয়' অর্থ হলো আমি তাদেরকে তাঁর ইবাদতের যে নির্দেশ দিয়েছি তা পালন করা। আর এর অন্যতম হলো তাঁকে ডাকা, কারণ আল্লাহ আমাদের সেই আদেশ দিয়ে বলেছেন: {তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব}।

(ص: 12) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

{وليؤمنوا بي} إيماناً حقيقياً لا شك معه ولا كفر معه وحينئذ يكون الله تعالى أسرع إليهم بالإجابة {لعلهم يرشدون} لعل هنا للتعليل أي لأجل أن يرشدوا فيكونوا في جميع تصرفاتهم على وجه الرشd والرشd عكس السفه وهذه أيضاً من الآيات التي تحث الإنسان إلى الدعاء بإيمان وإخلاص ثم ذكر المؤلف الآية الرابعة: قال تعالى {أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض} الاستفهام هنا للإنكار والنفي يعني لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله فالله عز وجل يجيب دعوة المضطر ولو كان كافراً حتى الكافر إذا اضطر ودعا ربه أجابه قال الله تعالى {وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور} فالمضطر الذي تلجئه الضرورة إلى دعاء الله ولو كان كافراً يجيب الله دعوته فما بالك إذا كان مؤمناً؟ فمن باب أولى فلا أحد يجيب

المضطر إلا الله أما غير الله عز وجل فقد يجيب وقد لا يجيب ربما تستغيث بإنسان في ضيق أو حريق تستغيث به ولا يجيبك ولا ينقذك لكن الله عز وجل إذا اضطرت إليه ودعوته أجابك {أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض} {يكشف السوء} أي يزيله {إله مع الله} أي لا إله مع الله يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وفي هذا رد وإبطال لما يدعيه

যাতে তারা আমার প্রতি এমন প্রকৃত ঈমান আনে যার সাথে কোনো সংশয় বা কুফর নেই এবং তখন মহান আল্লাহ তাদের আহ্বানে সাড়া দিতে অধিক দ্রুত হবেন। {যাতে তারা সঠিক পথ পায়}—এখানে ‘যাতে’ শব্দটি কারণ দর্শানোর জন্য এসেছে। অর্থাৎ যাতে তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হয় এবং তাদের সকল কর্মকাণ্ডে সত্যানুগতা ও সঠিক দিশার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর ‘রুশদ’ (সঠিক পথ প্রাপ্তি) হলো ‘সাফাহ’ (নির্বুদ্ধিতা)-এর বিপরীত। এটিও সেই আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত যা মানুষকে পূর্ণ বিশ্বাস ও একনিষ্ঠতার সাথে দুয়া করতে উৎসাহিত করে। অতঃপর লেখক চতুর্থ আয়াতটি উল্লেখ করেছেন, মহান আল্লাহ বলেন: {নাকি তিনি, যিনি আতের আহ্বানে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং কষ্ট দূর করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানান?} এখানে প্রশ্নবোধক বাক্যটি অস্বীকৃতি এবং না-বাচকতা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে; অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কেউই নেই যে আতের ডাকে সাড়া দিতে পারে। মহান আল্লাহ আতের দুয়া কবুল করেন, সে কাফের হলেও। এমনকি কাফেরও যখন নিরুপায় হয়ে তার রবকে ডাকে, তিনি তাতে সাড়া দেন। মহান আল্লাহ বলেন: {যখন মেঘের মতো তরঙ্গমালা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে, তখন তারা আল্লাহকে একনিষ্ঠভাবে ডাকতে থাকে; অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছে দেন, তখন তাদের কেউ কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বন করে; আর কেবল পাপিষ্ঠ ও অকৃতজ্ঞরাই আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে।} সুতরাং সেই নিরুপায় ব্যক্তি যাকে চরম প্রয়োজন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে বাধ্য করে, সে কাফের হলেও আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দেন; তাহলে মুমিনের বিষয়টি তো আরও প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ ছাড়া আর কেউই আতের ডাকে সাড়া দেয় না। অন্য কেউ হয়তো সাড়া দিতেও পারে আবার নাও পারে। হয়তো আপনি কোনো সংকটে বা অগ্নি দুর্ঘটনার সময় কোনো মানুষের সাহায্য প্রার্থনা করছেন, কিন্তু সে আপনার আহ্বানে সাড়া দিল না বা আপনাকে উদ্ধার করল না। কিন্তু মহান আল্লাহর কাছে যখন আপনি নিরুপায় হয়ে প্রার্থনা করবেন, তখন

তিনি আপনার ডাকে সাড়া দেবেন। {নাকি তিনি, যিনি আতের আহ্বানে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং কষ্ট দূর করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানান?} {কষ্ট দূর করেন} অর্থাৎ তা দূরীভূত করেন। {আল্লাহর সাথে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে?} অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই যিনি আতের ডাকে সাড়া দেন এবং দুঃখ-কষ্ট দূর করেন। এর মধ্যে বিরোধীদের দাবির খণ্ডন ও অসারতা নিহিত রয়েছে।

(ص: 13) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

عباد الأصنام من أنها تجيبهم وتغيثهم فإن هذا لا حقيقة له أي أحد تدعوه من دون الله لا يجيب حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لو دعوته وقلت يا رسول الله أنقذني من الشدة فإنك مشرك كافر والرسول صلى الله عليه وسلم متبرئ منك ويقا تلک لو کان حياً لأنه لا أحد يدعی إلا الله کل من يدعی من دون الله فإنه لا يستجيب وقال تعالى {ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غفلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين} فهذه الآيات وأمثالها كلها تدل على فضيلة الدعاء والدعوة إليه وإنه لا ينبغي للإنسان أن يستغني عن ربه طرفة عين والله الموفق

1465 - وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح

[الشَّرْحُ]

عندما ذكر المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على فضل الدعاء والأمر به ذكر الأحاديث وذلك أن الأدلة هي الكتاب والسنة وإجماع المسلمين

মূর্তিপূজকদের এই ধারণা যে তাদের উপাস্যরা তাদের ডাকে সাড়া দেয় এবং সাহায্য করে— এর কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। আল্লাহ ছাড়া আপনি যাকে ডাকুন না কেন, সে আপনার ডাকে সাড়া দেবে না; এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নন। আপনি যদি তাঁকে ডাকেন এবং বলেন—হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করুন, তবে আপনি একজন কাফির মুশরিক হিসেবে গণ্য হবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার থেকে দায়মুক্ত থাকবেন এবং তিনি জীবিত থাকলে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন। কারণ, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেই ডাকা (প্রার্থনা করা) বৈধ নয়। আল্লাহ ছাড়া যাকে ডাকা হয়, সে কোনো সাড়া দিতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন: {আর সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কাউকে ডাকে যে কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না? আর তারা তাদের সেই আহ্বান সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর। আর যখন মানুষকে হাশরের ময়দানে একত্র করা হবে, তখন সেই উপাস্যরা তাদের শত্রু হবে এবং তাদের ইবাদতকে অস্বীকার করবে।} এই আয়াতসমূহ এবং এই জাতীয় সকল দলিল দোয়ার ফজিলত এবং দোয়ার গুরুত্বের প্রতি নির্দেশ করে। মানুষের জন্য কখনোই উচিত নয় যে সে এক মুহূর্তের জন্যও তার রব থেকে অমুখাপেক্ষী হবে। আর আল্লাহই সঠিক পথ প্রদর্শনের মালিক।

১৪৬৫ - নুমান ইবনে বাশির রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "দোয়াই হলো ইবাদত।" (আবু দাউদ ও তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি হাসান সহিহ হাদিস)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) যখন দোয়ার ফজিলত ও এর নির্দেশের ওপর প্রমাণস্বরূপ আয়াতসমূহ উল্লেখ করেছেন, তখন তিনি হাদিসসমূহও বর্ণনা করেছেন। কারণ, শরিয়তের মূল দলিল হলো কুরআন, সুন্নাহ এবং মুসলিমদের ইজমা।

والقياس الصحيح هذه هي الأدلة الأربعة التي بنى المسلمون عليها أحكام شريعة الله عز وجل الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح وكلها تدور على القرآن الكريم هو الأصل فلولا أن الله سبحانه وتعالى جعل طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من طاعته وأمر باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ما كانت السنة دليلاً ولولا أن الله جعل إجماع هذه الأمة على حق ولا يمكن أن تجتمع على ضلالة ما كان الإجماع دليلاً ولولا أن الاعتبار والنظر وإلحاق النظر بالنظر من أدلة الشرع دل عليه القرآن ما كان القياس أيضاً دليلاً ولكن كل هذا قد دل عليه القرآن بأنه دليل تثبت به الأحكام الشرعية فذكر المؤلف رحمه الله آيات من كتاب الله عز وجل في فضل الدعاء والأمر به ثم ذكر الأحاديث ومنها حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة يعني الدعاء من العبادة ويشهد لهذا قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين لم يقل يستكبرون عن دعائي قال {عن عبادتي} فدل هذا على أن الدعاء هو العبادة ووجه ذلك من النظر أن الإنسان إذا دعا ربه فقد اعترف لله عز وجل بالكمال وإجابة الدعاء وأنه على كل شيء قدير وأن العطاء أحب إليه من المنع ثم إنه لم يلجأ إلى غيره لم يدع غير الله لا ملكاً ولا نبياً ولا ولياً ولا قريباً ولا بعيداً وهذا هو حقيقة العبادة وبذلك تعرف أنك إذا دعوت الله أثبت على

এবং সঠিক কিয়াস; এই হলো সেই চারটি দলিল যার ওপর ভিত্তি করে মুসলিমগণ মহান আল্লাহর শরীয়তের বিধানসমূহ নির্ধারণ করেছেন: কিতাব (কুরআন), সুন্নাহ, ইজমা এবং সঠিক কিয়াস। এ সবকিছুরই মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো পবিত্র কুরআন, যা মূল উৎস হিসেবে বিবেচিত। কেননা মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা যদি তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যকে তাঁর নিজের আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত না করতেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের নির্দেশ না দিতেন, তবে সুন্নাহ দলিল হিসেবে গণ্য হতো না। আর আল্লাহ যদি এই উম্মতের ঐকমত্যকে (ইজমা) সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত না করতেন এবং তাদের পক্ষে ভ্রষ্টতার ওপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া অসম্ভব না করে দিতেন, তবে ইজমা দলিল হতো না। আর

যদি বিচার-বিবেচনা, পর্যবেক্ষণ এবং সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিধান প্রদান (কিয়াস) যে শরীয়তের একটি দলিল—যা কুরআন দ্বারা নির্দেশিত—তা না হতো, তবে কিয়াসও দলিল হিসেবে গণ্য হতো না। কিন্তু এ সবকিছুর ব্যাপারেই কুরআন দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে যে, এগুলো এমন দলিল যার মাধ্যমে শরীয়ী বিধানসমূহ প্রমাণিত হয়। অতঃপর লেখক (রহিমাল্লাহ) দুআর শ্রেষ্ঠত্ব ও এর নির্দেশ সংক্রান্ত আল্লাহর কিতাবের কিছু আয়াত উল্লেখ করেছেন এবং পরবর্তীতে হাদিসসমূহ বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে নুমান ইবনে বশীর (রা.) বর্ণিত হাদিসটি অন্যতম, যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "দুআই হলো ইবাদত", অর্থাৎ দুআ ইবাদতেরই অংশ। মহান আল্লাহর এই বাণী এর সাক্ষ্য দেয়: "তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয়ই যারা আমার ইবাদত করতে অহংকার করে, তারা অতিসত্বর লাঞ্চিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" তিনি এখানে "আমার দুআ থেকে" না বলে বলেছেন "আমার ইবাদত থেকে", যা প্রমাণ করে যে দুআই হলো ইবাদত। যৌক্তিক দিক থেকে এর তাৎপর্য হলো—মানুষ যখন তার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করে, তখন সে প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর পূর্ণতা ও দুআ কবুল করার গুণের স্বীকৃতি দেয় এবং এ কথা স্বীকার করে যে তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান এবং তিনি কোনো কিছু প্রদান করাকে বঞ্চিত করার চেয়ে অধিক পছন্দ করেন। তদুপরি সে অন্য কারো আশ্রয় গ্রহণ করে না; আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকে না—তা কোনো ফেরেশতা হোক, নবী হোক, ওলী হোক কিংবা কোনো নিকটবর্তী বা দূরবর্তী কেউ হোক। আর এটাই হলো ইবাদতের প্রকৃত স্বরূপ। এর মাধ্যমে আপনি জানতে পারলেন যে, আপনি যখন আল্লাহর কাছে দুআ করেন, তখন আপনি অটল থাকেন...

(ص: 15) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

هذا الدعاء سواء استجيب لك أم لا لأنك تعبدت لله عز وجل وعبدت الله فإذا قلت
يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب ارزقني يا رب اهدني فهذه عبادة تقربك إلى الله
عز وجل ويكتب الله لك بها ثواباً عنده يوم القيامة والله الموفق

1466 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك رواه أبو داود بإسناد جيد

1467 - وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار متفق عليه زاد مسلم في روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله في باب فضل الدعاء أحاديث منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما

এই দুআ কবুল হোক বা না হোক, কারণ আপনি এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর ইবাদত করেছেন। যখন আপনি বলেন "হে আমার রব, আমাকে ক্ষমা করুন", "হে আমার রব, আমার প্রতি রহম করুন", "হে আমার রব, আমাকে রিযিক দান করুন", "হে আমার রব, আমাকে হেদায়েত দান করুন", তখন এটি একটি ইবাদত যা আপনাকে মহান আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয় এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ এর বিনিময়ে আপনার জন্য তাঁর কাছে সওয়াব লিখে রাখেন। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

১৪৬৬ - আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত দুআসমূহ পছন্দ করতেন এবং এছাড়া অন্যগুলো বর্জন করতেন। এটি আবু দাউদ উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।

১৪৬৭ - আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অধিকাংশ দুআ ছিল: "হে আল্লাহ! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদের জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। মুসলিম তাঁর বর্ণনায় আরও বৃদ্ধি করেছেন যে: আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখনই কোনো একটি দুআ করতে চাইতেন তখন এই দুআটি করতেন, আর যখনই অন্য কোনো দুআ করতে চাইতেন তখনো তার মধ্যে এই দুআটি যুক্ত করতেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাল্লাহ) দুআর ফযীলত অধ্যায়ে বেশ কিছু হাদীস উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদীসটি রয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত দুআসমূহ পছন্দ করতেন এবং বর্জন করতেন যা...

(স: 16) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

سوى ذلك يعني أنه إذا دعا يختار من الدعاء أجمعه كلمات جامعة عامة ويدع التفاصيل وذلك لأن الدعاء العام أبلغ في العموم والشمول من التفاصيل فمثلاً إذا أراد أن يدعو الإنسان ربه أن يدخله الجنة قال اللهم أدخلني الجنة ولا يحتاج أن يفصل ويقول فيها كذا وكذا لأنه قد يكون هناك أشياء لا يعلمها فيكون هذا التفصيل كالحاصل لها فإذا دعا دعاء عاماً كان هذا أشمل وأجمل.

وأما تكرار الدعاء فسوف يأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الدعاء فإذا دعا ثلاثاً والظاهر أن المؤلف سيذكره ومن أجمع ما يكون من الدعاء ما ذكره في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في دعائه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فإن هذا الدعاء أجمع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة يشمل كل حسنات الدنيا من زوجة صالحة ومركب مريح وسكن مطمئن وغير ذلك وفي الآخرة حسنة كذلك يشمل حسنة الآخرة كلها من الحساب اليسير وإعطاء الكتاب باليمين والمرور على الصراط بسهولة والشرب من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم ودخول الجنة إلى غير ذلك

من حسنات الآخرة فهذا الدعاء من أجمع الأدعية بل هو أجمعها لأنه شامل وكان
أنس رضي الله عنه يدعو بذلك وإذا دعا بشيء آخر دعا بذلك أيضا يعني كأنه

এর অর্থ হলো, যখন কেউ দোয়া করবে তখন সে দোয়ার মধ্য থেকে সর্বাধিক অর্থবহ ও ব্যাপক শব্দসমূহ চয়ন করবে এবং বিস্তারিত বিবরণ পরিহার করবে। কেননা বিস্তারিত বর্ণনার চেয়ে সাধারণ ও ব্যাপক অর্থবোধক দোয়া অধিকতর প্রাঞ্জল ও সর্বব্যাপী। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ব্যক্তি তার রবের নিকট তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য প্রার্থনা করতে চায়, তবে সে বলবে, "হে আল্লাহ! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।" সেখানে এই আছে বা সেই আছে—এভাবে বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই। কেননা সেখানে এমন কিছু বিষয় থাকতে পারে যা সে জানে না; ফলে এ রূপ বিস্তারিত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সুতরাং যখন সে ব্যাপক অর্থবোধক দোয়া করে, তখন তা অধিকতর অর্থবহ ও সুন্দর হয়।

আর দোয়ার পুনরাবৃত্তির বিষয়টি ইনশাআল্লাহ সামনে আলোচিত হবে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দোয়ার পুনরাবৃত্তি করতেন। তিনি যখন দোয়া করতেন, তখন তিনবার করতেন। প্রতীয়মান হয় যে, লেখক এটি উল্লেখ করবেন। দোয়ার মধ্যে সবচেয়ে সংক্ষুদ্র ও ব্যাপক দোয়া হলো তা, যা আনাস (রাডিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর দোয়ায় অধিক পরিমাণে বলতেন: "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদের জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করুন।" কেননা এই দোয়াটি সকল দোয়ার চেয়ে অধিক অর্থবহ ও ব্যাপক। "হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন"—এটি দুনিয়ার সকল কল্যাণকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন—সতী-সাপ্তী স্ত্রী, আরামদায়ক বাহন, শান্তিময় আবাসস্থল ইত্যাদি। অনুরূপভাবে "আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন" বাক্যটি পরকালের যাবতীয় কল্যাণকে শামিল করে, যেমন—সহজ হিসাব-নিকাশ, ডান হাতে আমলনামা লাভ, সহজে পুলসিরাত পার হওয়া, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাউজ থেকে পানি পান করা এবং জান্নাতে প্রবেশ করাসহ পরকালীন অন্যান্য সকল নেয়ামত। সুতরাং এই দোয়াটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও ব্যাপক অর্থবোধক দোয়া, বরং এটিই সর্বাধিক সংক্ষুদ্র দোয়া; কারণ এটি সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। আনাস (রাডিয়াল্লাহু আনহু) এই দোয়ার মাধ্যমে প্রার্থনা করতেন এবং যখন তিনি অন্য কোনো বিষয়ে দোয়া করতেন, তখন এর সাথে এটিও পাঠ করতেন; অর্থাৎ তিনি যেন...

رضي الله عنه لا يدعه أبداً إذا دعا وهذا يدل على فضيلة هذا الدعاء وأنه ينبغي للإنسان أن يدعو به ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يختتم به أشواط الطواف يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في آخر كل شوط والله أعلم

1468 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

لما ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين بعض الأحاديث الواردة في الدعاء ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى هذه أربع كلمات يسألها النبي صلى الله عليه وسلم ربه اللهم إني أسألك الهدى والهدى يعني العلم النافع والهدى نوعان هدى علم وهدى عمل وبعضهم يقول هدى دلالة وهدى توفيق فإذا سأل الإنسان ربه الهدى فهو يسأل الأمرين يعني يسأل الله أن يعلمه وأن يوفقه للعمل وهذا داخل في قوله تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم يعني دلنا على الخير ووفقنا إلى القيام به

আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তিনি যখনই দোয়া করতেন তখন এটি কখনো ছাড়তেন না। এটি এই দোয়ার ফযিলত প্রমাণ করে এবং মানুষের উচিত এই দোয়ার মাধ্যমে প্রার্থনা করা। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফের চক্রগুলো এর মাধ্যমেই শেষ করতেন। তিনি রুকনে ইয়ামানি এবং হাজরে আসওয়াদের মাঝখানে বলতেন: "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং

আমাদের আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।" এটি প্রতিটি চক্করের শেষে বলতেন। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

১৪৬৮ - ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট হেদায়েত, তাকওয়া, চারিত্রিক পবিত্রতা এবং সচ্ছলতা প্রার্থনা করছি। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার রহিমাল্লাহ যখন তাঁর কিতাব 'রিয়্যাস সলেহীন'-এ দোয়া অধ্যায়ে বর্ণিত কিছু হাদিস উল্লেখ করেছেন, তখন তিনি ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে হেদায়েত, তাকওয়া, চারিত্রিক পবিত্রতা এবং সচ্ছলতা প্রার্থনা করছি। এগুলো চারটি বাক্য যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করতেন। "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে হেদায়েত প্রার্থনা করছি" — এখানে হেদায়েত অর্থ হলো উপকারী জ্ঞান। হেদায়েত দুই প্রকার: ইলম বা জ্ঞানের হেদায়েত এবং আমল বা কর্মের হেদায়েত। কেউ কেউ বলেন: পথপ্রদর্শনের হেদায়েত এবং তাওফিকের হেদায়েত। সুতরাং মানুষ যখন তার প্রতিপালকের কাছে হেদায়েত চায়, তখন সে মূলত উভয়টিই প্রার্থনা করে। অর্থাৎ সে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে যেন তিনি তাকে জ্ঞান দান করেন এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দান করেন। এটি সূরা ফাতিহায় আল্লাহ তাআলার বাণী: "আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন"-এর অন্তর্ভুক্ত; যার অর্থ হলো: আমাদের কল্যাণের পথ দেখান এবং তা পালন করার সামর্থ্য দান করুন।

(ص: 18) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

لأن الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام في هذا الباب: قسم عليه الله ووفقه للعمل وهذا أكمل الأقسام وقسم حرم العلم والعمل وقسم أوتي العلم وحرم العمل وقسم

أوتي العمل لكن بدون علم فضل كثيرا خير الأقسام الذي أوتي العلم والعمل وهذا داخل في دعاء الإنسان اللهم اهديني أو {اهدنا الصراط المستقيم} وأما قوله التقى فالتقى بمعنى التقوى والتقوى اسم جامع لفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه لأنه مأخوذ من الوقاية ولا يقيقك من عذاب الله إلا فعل أو امره واجتناب نواهيه والعفاف يعني العفاف عن الزنا ويشمل الزنا بأنواعه زنا النظر زنا اللمس زنا الفرج زنا الاستماع كل أنواع الزنا فتسأل الله العفاف عن الزنا كله بأنواعه وأقسامه لأن الزنا والعياذ بالله من الفواحش قال الله تعالى {ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا} وهو مفسد للأخلاق ومفسد للأنساب ومفسد للقلوب ومفسد للأديان وأما الغنى فالمراد الغنى عن الخلق بأن يستغني الإنسان بما أعطاه الله عما في أيدي الناس سواء أعطاه الله مالا كثيرا أو قليلا والقناعة كنز لا ينفد وكثير من الناس يعطيه الله تعالى ما يكفيه لكن يكون في قلبه الشح والعياذ بالله فتجده دائما في فقر وإذا سألت الله الغنى فهو سؤال أن يغنيك الله تعالى عما في أيدي الناس بالقناعة والمال الذي تستغني به عن غيره جل

কারণ এই ক্ষেত্রে মানুষ চার ভাগে বিভক্ত: একদল এমন যাদের আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন এবং তদানুযায়ী আমল করার তাওফিক দিয়েছেন, আর এটিই হলো সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ স্তর। দ্বিতীয় দল হলো তারা যারা জ্ঞান ও আমল উভয়টি থেকেই বঞ্চিত। তৃতীয় দল হলো যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে কিন্তু আমল থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। চতুর্থ দল হলো যাদের আমল করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে কিন্তু তাদের জ্ঞান নেই, ফলে তারা ব্যাপকভাবে পথভ্রষ্ট হয়েছে। আর সর্বোত্তম দল হলো তারা যাদের জ্ঞান ও আমল উভয়ই দান করা হয়েছে। এটি বান্দার এই দোয়ার অন্তর্ভুক্ত: "হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়েত দিন" অথবা "আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন"। আর তাঁর বাণী "আত-তুকা" (তাকওয়া) প্রসঙ্গে বলা যায় যে, তাকওয়া হলো আল্লাহর সকল আদেশ পালন এবং তাঁর সকল নিষেধ বর্জন করার একটি সামগ্রিক নাম। কেননা এটি 'উইকাইয়াহ' (সুরক্ষা) শব্দ থেকে উদ্ভূত, আর আল্লাহর নির্দেশাবলি পালন ও তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ পরিহার করা ব্যতীত অন্য কিছুই আপনাকে আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আর "আল-আফাফ" (পবিত্রতা) বলতে ব্যভিচার থেকে পবিত্র থাকাকে

বোঝায়। এটি ব্যভিচারের সকল প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন: সৃষ্টির ব্যভিচার, স্পর্শের ব্যভিচার, লজ্জাস্থানের ব্যভিচার এবং শ্রবণের ব্যভিচার—অর্থাৎ ব্যভিচারের যাবতীয় ধরন। অতএব, আপনি আল্লাহর কাছে সকল প্রকার ও শ্রেণিবিভাগের ব্যভিচার থেকে পবিত্র থাকার প্রার্থনা করবেন; কেননা ব্যভিচার হলো চরম অশ্লীল কাজ—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না। নিশ্চয়ই এটি একটি অশ্লীল কাজ এবং অতি মন্দ পথ।" এটি চরিত্র বিনষ্টকারী, বংশপরিচয় কলুষিতকারী, অন্তর ধ্বংসকারী এবং দীন ও ঈমান বিনষ্টকারী। আর "আল-গিনা" (অমুখাপেক্ষিতা) বলতে সৃষ্টির প্রতি অমুখাপেক্ষিতা বোঝায়; অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে যা দান করেছেন তা নিয়েই মানুষের নিকট যা আছে তা থেকে অমুখাপেক্ষী থাকা, চাই আল্লাহ তাকে অধিক সম্পদ দিন বা অল্প। আর অল্পে তুষ্টি এমন এক ধন যা কখনো শেষ হয় না। অনেক মানুষকে আল্লাহ তাআলা পর্যাপ্ত জীবনোপকরণ দান করেন, কিন্তু তাদের অন্তরে থাকে লালসা—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—যার ফলে আপনি তাদের সর্বদা দরিদ্রাবস্থায় দেখতে পাবেন। সুতরাং আপনি যখন আল্লাহর কাছে "গিনা" বা সচ্ছলতা প্রার্থনা করেন, তখন তা হলো আল্লাহর কাছে এমন প্রার্থনা যে, তিনি যেন অল্পে তুষ্টি এবং এমন সম্পদের মাধ্যমে আপনাকে মানুষের মুখাপেক্ষীহীন করে দেন, যার মাধ্যমে আপনি মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো মুখাপেক্ষী না হন।

(ص: 19) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

وعلا فهذه الأدعية الأربعة الأربعين ينبغي أن يدعى بها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والله الموفق
1469 - وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه مسلم وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله

عليه وسلم وأتاه رجل فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك

[الشَّرْحُ]

ساق المؤلف في كتابه رياض الصالحين عن طارق بن أشيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أسلم الرجل عليه الصلاة لأن الصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين أركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وأعظم أركانه بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الصلاة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الرجل إذا أسلم كيف يصلي ويأمره بهذا

এবং তিনি সমুচ্চ। সুতরাং এই চারটি দোয়ার মাধ্যমে প্রার্থনা করা বাঞ্ছনীয় যেভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রার্থনা করতেন: হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে হেদায়েত, তাকওয়া, চারিত্রিক পবিত্রতা এবং সচ্ছলতা প্রার্থনা করছি। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১৪৬৯ - তারেক ইবনে আশইয়াম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে (দ্বীন) শিক্ষা দিতেন, অতঃপর তাকে এই বাক্যগুলোর মাধ্যমে দোয়া করার নির্দেশ দিতেন: হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন, আমাকে হেদায়েত দান করুন, আমাকে সুস্থতা দান করুন এবং আমাকে রিজক দান করুন। (এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন)। এবং তাঁর অপর এক বর্ণনায় তারেক থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন যে, এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমি যখন আমার রবের কাছে প্রার্থনা করব তখন কী বলব? তিনি বললেন: তুমি বলো: হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন, আমাকে সুস্থতা দান করুন এবং আমাকে রিজক দান করুন। কারণ, এই বাক্যগুলো তোমার দুনিয়া ও আখিরাত উভয়কেই তোমার জন্য একত্রিত করে দেবে।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার তাঁর ‘রিয়াদুস সলিহীন’ গ্রন্থে তারেক ইবনে আশইয়াম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি তাকে সালাত শিক্ষা দিতেন। কারণ শাহাদাতাইন (দুই সাক্ষ্য)-এর পর সালাত হলো ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি: এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, জাকাত প্রদান করা, রমজানের রোজা রাখা এবং আল্লাহর পবিত্র ঘরের হজ করা। আর ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ সাক্ষ্য দেওয়ার পর ইসলামের মহানতম স্তম্ভ হলো সালাত। তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে কীভাবে সালাত আদায় করতে হয় তা শিক্ষা দিতেন এবং তাকে এই নির্দেশ প্রদান করতেন।

(ص: 20) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الدعاء اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني خمس كلمات يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا أسلم اللهم اغفر لي يعني الذنوب والكفر إذا أسلم غفر الله له ذنوبه كما قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ولكن مع ذلك فطلب المغفرة يستمر حتى بعد الإسلام فيكون من كل مسلم لأن الإنسان لا يخلو من الذنوب كما جاء في الحديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وارحمني يعني أسبغ علي رحمتك ففيه طلب المغفرة والمغفرة النجاة من السيئات والآثام والعقوبات وفيه طلب الرحمة والرحمة حصول المطلوبات لأن الإنسان لا يتم له الأمر إلا إذا نجا من المكروب وفاز بالمطلوب واهدني وقد سبق لنا بيان معنى الهداية أنها هداية علم وبيان وهداية توفيق ورشد وعافني وارزقني عافني أي من كل مرض والأمراض نوعان مرض قلبي كما قال تعالى { في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً } ومرض جسدي في الأعضاء في البدن وإذا سألت الله العافية

فألبراد من هذا ومن هذا ومرض القلب أعظم من مرض البدن لأن مرض البدن إذا صبر الإنسان واحتسب الأجر من الله صار رفعة في درجاته وتكفيرا لسيئاته والنهاية فيه الموت والموت مأب كل حي ولا بد منه

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন, আমাকে হিদায়াত দান করুন, আমাকে সুস্থতা দান করুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন—এই দু'আটি এমন পাঁচটি বাক্য সম্বলিত যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে শিক্ষা দিতেন। 'হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন' এর অর্থ হলো পাপসমূহ মোচন করা। একজন কাফির যখন ইসলাম গ্রহণ করে, তখন আল্লাহ তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: "যারা কুফরী করেছে তাদের বলুন, তারা যদি বিরত হয় তবে অতীতে যা হয়ে গেছে তা তাদের জন্য ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্ষমা প্রার্থনার বিষয়টি ইসলাম গ্রহণের পরেও অব্যাহত থাকে এবং তা প্রত্যেক মুসলিমের জন্যই আবশ্যিক, কারণ মানুষ গুনাহ থেকে মুক্ত নয়। যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: "আদমের প্রতিটি সন্তানই ভুলকারী, আর ভুলকারীদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম যারা তওবা করে।" 'আমার প্রতি দয়া করুন' অর্থাৎ আপনার রহমত দ্বারা আমাকে সিদ্ধ করুন। এতে ক্ষমা প্রার্থনা নিহিত রয়েছে; আর ক্ষমা হলো মন্দ কাজ, পাপ ও শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করা। আবার এতে রহমত প্রার্থনাও রয়েছে; আর রহমত হলো কাঙ্ক্ষিত বিষয়সমূহ অর্জিত হওয়া। কেননা মানুষের কোনো বিষয়ই ততক্ষণ পূর্ণতা পায় না, যতক্ষণ না সে বিপদ থেকে রক্ষা পায় এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে সফল হয়। 'আমাকে হিদায়াত দান করুন'—হিদায়াতের অর্থের ব্যাখ্যা ইতোপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, এটি হলো জ্ঞান ও বর্ণনার হিদায়াত এবং তাওফীক ও সঠিক পথে চলার হিদায়াত। 'আমাকে সুস্থতা দান করুন এবং রিযিক দান করুন'—এখানে সুস্থতা (আফিয়াত) মানে হলো সমস্ত ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ করা। রোগ দুই প্রকার: অন্তরের ব্যাধি—যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: "তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন।" আর দ্বিতীয়টি হলো শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দৈহিক ব্যাধি। আপনি যখন আল্লাহর কাছে সুস্থতা বা আফিয়াত প্রার্থনা করেন, তখন এই উভয় প্রকার সুস্থতাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর অন্তরের ব্যাধি শারীরিক ব্যাধির চেয়েও অধিক ভয়াবহ। কারণ শারীরিক ব্যাধিতে মানুষ যদি ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা রাখে, তবে তা তার মর্যাদা বৃদ্ধির সোপান এবং গুনাহ

মোচনের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। আর এর শেষ পরিণতি হলো মৃত্যু, যা প্রতিটি প্রাণীরই শেষ গন্তব্য এবং তা অনিবার্য।

(স: 21) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

লকন مرض القلب والعياذ بالله فيه فساد الدنيا والآخرة إذا مرض القلب بالشك أو بالشرك أو النفاق أو كراهة ما أنزل الله أو بعض أولياء الله أو ما أشبه ذلك فقد خسر الإنسان دنياه وآخرته ولهذا ينبغي لك إن سألت الله العافية أن تستحضر أنك تسأل الله العافية من مرض القلب والبدن مرض القلب الذي مداره على شك أو شرك أو شهوة وكذلك اللفظ الآخر الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل عن ما الذي ينفعه وما الذي يحتاجه فأمره أن يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني فينبغي للإنسان أن يحرص على هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته والذي يبادر بتعليمه إذا أسلم أرزقني يعني الرزق الذي يقوم به البدن من الطعام والشراب واللباس والسكن وغير ذلك والرزق الذي يقوم به القلب وهو العلم النافع والعمل الصالح وهذا يشمل هذا وهذا فالرزق نوعان رزق يقوم به البدن ورزق يقوم به القلب والدين والإنسان إذا قال أرزقني فهو يسأل الله هذا وهذا والله الموفق

1470 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك رواه مسلم

কিন্তু অন্তরের ব্যাধি—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—তাতে ইহকাল ও পরকাল উভয়ের ধ্বংস নিহিত রয়েছে। অন্তর যখন সন্দেহ, শিরক, নিফাক, আল্লাহর নাজিলকৃত বিধানের প্রতি ঘৃণা বা আল্লাহর কোনো ওলির প্রতি বিদ্বেষ কিংবা এ জাতীয় অন্য কোনো ব্যাধিতে আক্রান্ত

হয়, তখন মানুষ তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই হারায়। এই কারণেই, যখন আপনি আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা বা আফিয়াত প্রার্থনা করবেন, তখন আপনার মনে রাখা উচিত যে, আপনি অন্তর এবং শরীর—উভয়ের ব্যাধি থেকেই নিরাপত্তা চাচ্ছেন। অন্তরের ব্যাধি আবর্তিত হয় মূলত সন্দেহ, শিরক অথবা কুপ্রবৃত্তির লালসাকে কেন্দ্র করে। অনুরূপভাবে, লেখক (রহিমাল্লাহ) যে অন্য একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, তাতে এসেছে যে, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এমন বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইলেন যা তাঁর উপকারে আসবে এবং যার প্রয়োজন তাঁর রয়েছে; তখন তিনি তাকে এই দু'আটি করার নির্দেশ দিলেন: "হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন, আমাকে হেদায়েত দান করুন, আমাকে সুস্থতা ও নিরাপত্তা দিন এবং আমাকে রিজিক দান করুন।" সুতরাং মানুষের উচিত এই দু'আটির ব্যাপারে সচেতন হওয়া, যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাকে এটি শিখিয়ে দিতেন। 'আমাকে রিজিক দান করুন' এর অর্থ হলো—শরীরের প্রয়োজন পূরণকারী রিজিক যেমন খাদ্য, পানীয়, পোশাক, বাসস্থান ইত্যাদি; এবং অন্তরের প্রয়োজন পূরণকারী রিজিক যা হলো উপকারী জ্ঞান এবং নেক আমল। এই প্রার্থনাটি এই উভয় প্রকার রিজিককেই অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং রিজিক দুই প্রকার: শরীরের খোরাক বা রিজিক এবং অন্তর ও দ্বীনের খোরাক বা রিজিক। মানুষ যখন বলে 'আমাকে রিজিক দিন', তখন সে আল্লাহর কাছে এই উভয় প্রকার রিজিকই প্রার্থনা করে। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১৪৭০ - আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমাদের অন্তরগুলোকে আপনার আনুগত্যের দিকে ধাবিত করুন।" মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

1471 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء متفق عليه وفي رواية قال سفيان أشك أني زدت واحدة منها

[الشَّرْحُ]

نقل المؤلف رحمه الله فيها كان يسوقه من أحاديث الدعاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك القلوب بيد الله عز وجل كل قلب من قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه حيث يشاء وكيف شاء عز وجل ولهذا كان ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائماً أن يثبتته وأن يصرف قلبه على طاعته وإنما خص القلب لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله وقوله صرف قلوبنا على طاعتك قد يتبادر إلى الذهن أن الأولى أن يقال إلى طاعتك لكن قوله على طاعتك أبلغ يعني قلب القلب على الطاعة فلا يتقلب على معصية الله لأن القلب إذا تقلب على الطاعة صار ينتقل من طاعة إلى أخرى من صلاة إلى ذكر إلى صدقة إلى صيام إلى علم إلى غير ذلك من طاعة الله فينبغي لنا أن ندعو بهذا الدعاء اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك

১৪৭১ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমরা কঠিন বিপদ, দুর্ভাগ্যের স্পর্শ, মন্দ ফয়সালা এবং শত্রুর উপহাস ও আনন্দ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো। (বুখারি ও মুসলিম)। অন্য এক বর্ণনায় (বর্ণনাকারী) সুফিয়ান বলেছেন, আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, আমি এগুলোর মধ্যে একটি বাড়িয়ে বলেছি।

[ব্যখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) দোয়ার হাদীসসমূহ উল্লেখ করার ধারাবাহিকতায় আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমাদের অন্তরসমূহকে আপনার আনুগত্যের ওপর স্থির রাখুন।" অন্তরসমূহ মহান আল্লাহর হাতে। বনী আদমের প্রতিটি অন্তর দয়াময় রহমানের আঙুলসমূহের মধ্য হতে দুটি আঙুলের মাঝে থাকে; তিনি যেভাবে ইচ্ছা এবং যেভাবে চান তা পরিবর্তন করেন। এই কারণেই মানুষের জন্য সর্বদা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা উচিত যেন তিনি তাকে সুদৃঢ় রাখেন এবং তার অন্তরকে তাঁর আনুগত্যের ওপর পরিচালিত করেন। আর অন্তরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ অন্তর যদি পরিশুদ্ধ হয়ে যায়, তবে পুরো শরীর পরিশুদ্ধ হয়ে যায়; আর অন্তর যদি কলুষিত হয়ে যায়, তবে পুরো শরীর কলুষিত হয়ে যায়। যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "জেনে রেখো, শরীরের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, তা যদি ঠিক থাকে তবে পুরো শরীর ঠিক থাকে, আর তা যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে পুরো শরীর নষ্ট হয়ে যায়।" আর তাঁর বাণী "আমাদের অন্তরসমূহকে আপনার আনুগত্যের ওপর (আলা) স্থির রাখুন"— কারো মনে আসতে পারে যে "আনুগত্যের দিকে (ইলা)" বলাই অধিকতর উপযুক্ত ছিল। কিন্তু "আনুগত্যের ওপর" বলাটি অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ অন্তরকে আনুগত্যের ওপর এমনভাবে পরিচালিত করা যেন তা আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে ধাবিত না হয়। কারণ অন্তর যখন আনুগত্যের ওপর পরিচালিত হয়, তখন তা এক ইবাদত থেকে অন্য ইবাদতে স্থানান্তরিত হয়; যেমন সালাত থেকে যিকর, সদকা থেকে রোজা, ইলম অন্বেষণসহ আল্লাহর আনুগত্যের বিভিন্ন কাজে। তাই আমাদের উচিত এই দোয়াটি করা: "হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমাদের অন্তরসমূহকে আপনার আনুগত্যের ওপর স্থির রাখুন।"

(ص: 23) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أما الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء فهذه أربعة

أشياء أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ منها أولاً: جهد البلاء أي من البلاء الذي يبلى الجهد أي الطاقة والبلاء نوعان بلاء جسدي كالأمراض وبلاء ذكري معنوي بأن يبتلى الإنسان بمن يتسلط عليه بلسانه فينشر معائبه ويخفي محاسنه وما أشبه ذلك هذا من البلاء الذي يشق على الإنسان وربما يكون مشقة هذا على الإنسان أبلغ من مشقة جهد البدن فيتعوذ الإنسان بالله من جهد البلاء أما البلاء البدني فأمره ظاهر أمراض في الأعضاء أو جاع في البطن في الصدر في الرأس في الرقبة في أي مكان هذا من البلاء وربما يكون أيضاً من البلاء قسم

দ্বিতীয় হাদিসটি হলো আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো বিপদের কঠোরতা, দুর্ভাগ্যের স্পর্শ, মন্দ ফয়সালা এবং শত্রুর উপহাস থেকে। এই চারটি বিষয় থেকে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের আশ্রয় প্রার্থনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রথমত: বিপদের কঠোরতা; অর্থাৎ এমন বিপদ যা মানুষের শক্তি ও সহ্যক্ষমতাকে নিঃশেষ করে দেয়। বিপদ দুই প্রকার: শারীরিক বিপদ যেমন রোগ-ব্যাদি, এবং মানসিক বা সম্মানহানি সংক্রান্ত বিপদ—যেমন কোনো মানুষ এমন ব্যক্তির দ্বারা পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া যে নিজ জিহ্বা দ্বারা তার ওপর চড়াও হয়, ফলে সে তার দোষগুলো প্রচার করে এবং গুণাবলি গোপন করে; এই জাতীয় বিষয়সমূহ। এটি এমন এক বিপদ যা মানুষের জন্য অত্যন্ত দুঃসহ। অনেক সময় মানুষের নিকট এই মানসিক যাতনার তীব্রতা শারীরিক যাতনার চেয়েও অনেক বেশি হয়ে থাকে। তাই মানুষ আল্লাহর নিকট বিপদের এই কঠোরতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। আর শারীরিক বিপদের বিষয়টি তো সুস্পষ্ট; যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোগ, পেটে, বুকে, মাথায়, ঘাড়ে কিংবা শরীরের যেকোনো স্থানের ব্যথা; এসবই বিপদের অন্তর্ভুক্ত। আর সম্ভবত বিপদের আরও প্রকারভেদ রয়েছে...

ثالث وهو ما يبتلي الله به العبد من المصائب العظيمة الكبيرة فمن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه وإذا أصابه خير وراحة وطمأنينة اطمأن وإذا أصابه فتنة دينية أو دنيوية انقلب على وجهه تجد إيمانه مثلاً متزعزع أدنى شبهة ترد عليه تصرفه عن الحق تجده لا يصبر أدنى بلاء يصيبه يصرفه عن الحق فيتسخط على قضاء الله وقدره وربما يقع في قلبه أشياء لا تليق بالله عز وجل من أجل هذا البلاء ومن درك الشقاء أي ومن أن يدرك الشقاء والشقاء ضد السعادة والسعادة سببها العمل الصالح والشقاء سببه العمل السيئ فإذا استعذت بالله من درك الشقاء فهذا يتضمن الدعاء بالألا تعمل عمل الأشقياء ومن سوء القضاء سوء القضاء يحتمل معنيين المعنى الأول أن أقضي قضاء سيئاً والمعنى الثاني أن الله يقضي على الإنسان قضاء يسوءه والقضاء يعني الحكم فالإنسان ربما يحكم بالهوى ويتعجل الأمور ولا يتأنى ويضطرب هذا سوء قضاء كذلك القضاء من الله قد يقضي الله عز وجل على الإنسان قضاء يسوءه ويحزنه فتستعيز بالله عز وجل من سوء القضاء ومن شباتة الأعداء الأعداء جمع عدو وقد ذكر الفقهاء ضابطاً للعدو فقالوا من سره ما ساء في شخص أو غمه فرحه فهو عدوه كل

তৃতীয় প্রকার হলো সেইসব বিষয়, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে সুমহান ও কঠিন বিপদের দ্বারা পরীক্ষা করেন। মানুষের মধ্যে এমন কেউ আছে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সাথে আল্লাহর ইবাদত করে; যদি তার কোনো কল্যাণ হয় তবে সে তাতে আশ্বস্ত হয়, আর যদি কোনো বিপদ বা পরীক্ষা তাকে স্পর্শ করে তবে সে সত্য বিমুখ হয়ে ফিরে যায়। যখন সে কল্যাণ, স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রশান্তি লাভ করে তখন সে অবিচল থাকে; কিন্তু যখন সে দীন বা দুনিয়া সংক্রান্ত কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তখন সে পিছু হটে যায়। আপনি তার ঈমানকে দেখবেন অত্যন্ত নড়বড়ে; সামান্যতম সংশয় তাকে সত্য থেকে বিচ্যুত করে দেয়। আপনি তাকে দেখবেন সে ধৈর্য ধারণ করতে পারে না; সামান্যতম বিপদ তাকে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, ফলে সে আল্লাহর ফয়সালা ও তকদিরের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। এমনকি এই বিপদের কারণে তার অন্তরে মহান

আল্লাহ সম্পর্কে এমন সব অনুচিত চিন্তার উদ্বেক হতে পারে যা তাঁর শানের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। আর 'দুর্ভাগ্যের অতল গহ্বর' থেকে আশ্রয় চাওয়ার অর্থ হলো—দুর্ভাগ্য যেন আপনাকে স্পর্শ না করে। দুর্ভাগ্য হলো সৌভাগ্যের বিপরীত। নেক আমল হলো সৌভাগ্যের কারণ, আর মন্দ আমল হলো দুর্ভাগ্যের কারণ। সুতরাং আপনি যখন দুর্ভাগ্যের অতল গহ্বর থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চান, তখন এর মধ্যে এমন দোয়াও অন্তর্ভুক্ত থাকে যে, আপনি যেন দুর্ভাগ্য ব্যক্তিদের মতো কাজ না করেন। আর 'মন্দ ফয়সালা' থেকে আশ্রয় চাওয়া—এর দুটি সম্ভাব্য অর্থ রয়েছে। প্রথম অর্থ হলো: আমি যেন কোনো মন্দ বিচার বা ফয়সালা না করি। দ্বিতীয় অর্থ হলো: আল্লাহ মানুষের ওপর এমন কোনো ফয়সালা জারি করেন যা তাকে মর্মান্বিত করে। ফয়সালা বলতে এখানে বিচার বা বিধানকে বোঝানো হয়েছে। মানুষ অনেক সময় প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে বিচার করে, কোনো বিষয়ে তাড়াহুড়ো করে, ধীরস্থিরতা বজায় রাখে না এবং বিভ্রান্ত হয়—এটি হলো মন্দ ফয়সালা। একইভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকেও ফয়সালা হতে পারে, আল্লাহ তাআলা কোনো মানুষের ওপর এমন ফয়সালা করতে পারেন যা তাকে কষ্ট দেয় এবং ব্যথিত করে; এমতাবস্থায় আপনি আল্লাহর কাছে সেই মন্দ ফয়সালা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছেন। আর 'শত্রুর আনন্দিত হওয়া' থেকে আশ্রয় প্রার্থনা। 'আদা' হলো 'আদু' বা শত্রুর বহুবচন। ফকিহগণ শত্রুর একটি সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন; তাঁরা বলেছেন: যে ব্যক্তি অন্যের বিপদে আনন্দিত হয় কিংবা অন্যের সুখে দুঃখ প্রকাশ করে, সে-ই হলো তার শত্রু।

(ص: 25) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

إنسان يسره ما ساءك أو يغبه فرحك فهو عدو لك وشبابة الأعداء أن الأعداء يفرحون عليك يفرحون بما أصابك والعدو لا شك أنه يفرح في كل ما أصاب الإنسان من بلاء ويحزن في كل ما أصابه من خير فأنت تستعيز بالله عز وجل من شبابة الأعداء فأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من هذه الأمور الأربعة

فينبغي للإنسان أن يمثّل أمر الرسول وأن يستعين بالله منها لعل الله أن
يستجيب له والله الموفق

1472 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح
لي آخري التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي
من كل شر رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث ساقها المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب فضل الدعاء
منها حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول اللهم إني
أسألك الهدى والسداد أما الهدى فقد سبق الكلام على معناه وأما السداد فهو
تسديد الإنسان في قوله وفعله وعقيدته والتسديد معناه أن يوفق الإنسان إلى
الصواب بحيث لا يضل وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا
سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم قولا سديدا أي صوابا فذكر الله
تعالى في القول السديد فائدتين أولا: صلاح الأعمال والثانية: مغفرة الذنوب
فينبغي للإنسان أن يسأل الله هذا الدعاء اللهم إني أسألك الهدى والسداد أو يقول
اللهم اهديني وسددني المعنى واحد ومن ذلك أيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله
عليه وسلم كان يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي
التي فيها معاشي وأصلح لي

যে ব্যক্তি আপনার দুঃখে আনন্দিত হয় কিংবা আপনার সুখে মর্মান্বিত হয়, সেই আপনার শত্রু।
আর শত্রুর উপহাস বা আনন্দিত হওয়ার অর্থ হলো তারা আপনার বিপদে আনন্দ প্রকাশ করে।
নিঃসন্দেহে শত্রু মানুষের ওপর আপতিত প্রতিটি বিপদে আনন্দিত হয় এবং তার প্রতিটি সুখে
দুঃখিত হয়। তাই আপনি মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর কাছে শত্রুর উপহাস থেকে আশ্রয়

প্রার্থনা করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এই চারটি বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, মানুষের উচিত রাসূলের নির্দেশ পালন করা এবং আল্লাহর কাছে এগুলো থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা, যেন আল্লাহ তার দোয়া করুল করেন। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১৪৭২ - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন: "হে আল্লাহ! আমার জন্য আমার দীনকে সংশোধন করে দিন যা আমার সকল কাজের রক্ষাকবচ; আমার জন্য আমার দুনিয়াকে সংশোধন করে দিন যাতে আমার জীবনোপকরণ রয়েছে; আমার জন্য আমার আখেরাতকে সংশোধন করে দিন যেখানে আমার প্রত্যাবর্তনস্থল; এবং আমার জীবনকে আমার জন্য প্রতিটি কল্যাণে প্রবৃদ্ধির মাধ্যম বানিয়ে দিন আর আমার মৃত্যুকে আমার জন্য প্রতিটি অনিষ্ট থেকে স্বস্তির কারণ বানিয়ে দিন।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এই হাদিসগুলো রিয়াদুস সালিহীন কিতাবের 'দোয়ার ফজিলত' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। এগুলোর মধ্যে আলী ইবনে আবি তালিবের বর্ণিত হাদিসটিও রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এই দোয়াটি পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন: "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে হেদায়েত এবং সঠিকতা (সুদৃঢ়তা) প্রার্থনা করছি।" হেদায়েতের অর্থের ওপর ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আর 'সাদাদ' বা সঠিকতা বলতে মানুষের কথা, কাজ ও আকিদাহর সঠিক হওয়াকে বোঝায়। সঠিকতা বা সুদৃঢ়তার অর্থ হলো মানুষকে সত্য ও সঠিক বিষয়ের তাওফিক দেওয়া যাতে সে পথভ্রষ্ট না হয়। আর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের আমলসমূহ সংশোধন করে দেবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন।" সঠিক কথা বলতে যা নির্ভুল ও সত্য তা বোঝানো হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা সঠিক কথা বলার মধ্যে দুটি উপকারিতা উল্লেখ করেছেন— প্রথমত: আমল সংশোধন হওয়া এবং দ্বিতীয়ত: গুনাহ মাফ হওয়া। অতএব, মানুষের উচিত আল্লাহর কাছে এই দোয়া করা: "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে হেদায়েত ও সঠিকতা প্রার্থনা করছি।" অথবা সে বলতে পারে: "হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়েত দান করুন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করুন।" দুটির অর্থ একই। এর অন্তর্ভুক্ত আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদিসটিও, যেখানে

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন: "হে আল্লাহ! আমার জন্য আমার দ্বীনকে সংশোধন করে দিন যা আমার যাবতীয় কার্যাবলীর রক্ষাকবচ; আমার জন্য আমার দুনিয়াকে সংশোধন করে দিন যাতে আমার জীবনোপকরণ রয়েছে; আর আমার জন্য সংশোধন করে দিন..."

(ص: 26) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

آخرتي التي إليها معادي أو التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر فبدأ بالدين أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري الذي به يعتصم الإنسان من الشر ويعتصم من الأعداء لأنه كلما صلح الدين اعتصم الإنسان به من كل شر وصلاح الدين يكون بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أشرك بالله فدينه غير صالح من صلى رياء أو تصدق رياء أو صام رياء أو قرأ القرآن رياء أو ذكر الله رياء أو طلب العلم رياء أو جاهد رياء فكل هذا عمله غير صالح والعياذ بالله وهو مردود عليه لقول الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك به معي غيبي تركته وشركه كذلك المبتدع لا عصمة له فليس معصوماً من الشر بل الذي وقع فيه هو الشر قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالمبتدع وإن ذكر الله وإن سبح وإن حمد وإن صلى على وجه ليس بمشروع فعمله مردود عليه قد يزين الشيطان للإنسان عبادة فيلدين قلبه ويخشع ويبكي ولكن ذلك لا ينفعه إذا كان بدعة بل هو مردود عليه ألم تر إلى النصاري يأتون الكنيسة ويبكون ويخشعون أشد من خشوع

আমার পরকাল যা আমার প্রত্যাবর্তনস্থল, অথবা যেখানে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটবে; এবং জীবনকে আমার জন্য সকল কল্যাণের প্রবৃদ্ধি স্বরূপ করণ আর মৃত্যুকে আমার জন্য সকল অনিষ্ট থেকে বিশ্রামের কারণ করণ। অতঃপর তিনি দ্বীন দিয়ে শুরু করেছেন—'আমার জন্য আমার দ্বীনকে সংশোধন করে দিন যা আমার কার্যাবলীর সুরক্ষা'—যার মাধ্যমে মানুষ অনিষ্ট হতে রক্ষা পায় এবং শত্রুদের থেকে সুরক্ষিত থাকে। কারণ দ্বীন যখনই সঠিক হয়, মানুষ তার মাধ্যমে সকল অনিষ্ট থেকে আশ্রয় লাভ করে। আর দ্বীনের সংশোধন সাধিত হয় আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা এবং আল্লাহর রাসূল (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)-এর অনুসরণের মাধ্যমে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করল তার দ্বীন সঠিক নয়। যে ব্যক্তি লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করল, দান-সদকা করল, সিয়াম পালন করল, কুরআন তিলাওয়াত করল, আল্লাহর জিকির করল, ইলম অন্বেষণ করল কিংবা জিহাদ করল—এসব আমলই অশুদ্ধ (আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই) এবং তা আমলকারীর ওপরই প্রত্যাখ্যাত। কেননা আল্লাহ তাআলা হাদিসে কুদসিতে এরশাদ করেছেন: 'আমি অংশীদারিত্বের শিরক থেকে সর্বাধিক অমুখাপেক্ষী। যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল যাতে আমার সাথে অন্য কাউকে শরিক করল, আমি তাকে ও তার শিরককে বর্জন করি।' একইভাবে বিদআতকারীর কোনো সুরক্ষা নেই; সে অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়, বরং সে যাতে নিপতিত হয়েছে তা-ই হলো অনিষ্ট। রাসূলুল্লাহ (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) বলেছেন: 'প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতাই জাহান্নামে।' অতএব বিদআতকারী ব্যক্তি যদি আল্লাহর জিকির করে, তাসবিহ পাঠ করে, আল্লাহর প্রশংসা করে কিংবা এমন পন্থায় সালাত আদায় করে যা শরিয়তসম্মত নয়, তবে তার আমল প্রত্যাখ্যাত। শয়তান হয়তো মানুষের জন্য কোনো ইবাদতকে সুশোভিত করে তোলে, যার ফলে তার হৃদয় বিগলিত হয়, সে বিনয়াবনত হয় এবং ক্রন্দন করে; কিন্তু তা বিদআত হলে তার কোনো উপকারে আসবে না, বরং তা প্রত্যাখ্যাত হবে। আপনি কি খ্রিষ্টানদের দেখেননি যে, তারা গির্জায় আসে এবং ক্রন্দন ও বিনয় প্রকাশ করে যা বিনয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ের চেয়েও অধিকতর মনে হয়।

بعض المسلمين ومع ذلك لا ينفعهم هذا لأنهم على ضلالة كذلك أهل البدع نجد مثلاً من أهل البدع ولاسيما الصوفية نجد عندهم أذكار كثيرة يذكرون الله ويبكون ويخشعون وتلين قلوبهم لكن هذا كله لا ينفعهم لأنه على غير شرع الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه وقال من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد أصلح لي ديني يعني اجعله صالحاً بأن يكون خالصاً صواباً وقوله هو عصبة أمري يعني الذي اعتصم به من الشر والفتن وغير ذلك وأصلح لي دنيائي التي فيها معاشي الدنيا معاش تقيم فيها أو تسكن فيها إلى أن تموت ولكنها ليست دار قرار وأين الذين استقروا فيها أين الملوك وأبناء الملوك أين الأغنياء أين الأثرياء أين الفقراء أين الأسياد كلهم ذهبوا فصاروا أحاديث وأنت في يوم من الأيام ستكون أحاديث قال الشاعر الحكيم دنياً يرى الإنسان فيها مخطراً حتى يرى خبراً من الأخبار هو الآن مخطر يقول صار كذا وصار كذا ومات فلان وولد فلان

অনেক মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তা তাদের কোনো উপকারে আসে না, কারণ তারা ভ্রান্তির ওপর রয়েছে। একইভাবে বিদআতী সম্প্রদায়; আমরা বিদআতীদের মাঝে, বিশেষ করে সুফিদের মধ্যে প্রচুর যিকির-আযকার দেখতে পাই, তারা আল্লাহর যিকির করে, ক্রন্দন করে, বিনম্রতা প্রকাশ করে এবং তাদের অন্তর বিগলিত হয়; কিন্তু এ সবার কিছুই তাদের উপকারে আসবে না, কারণ তা আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী নয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের বিষয়ে নতুন কিছু উদ্ভাবন করল যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।" তিনি আরও বলেছেন: "যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করল যাতে আমাদের কোনো নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।" "আমার দ্বীনকে আমার জন্য সংশোধন করে দিন" অর্থাৎ একে কল্যাণকর করে দিন যেন তা ইখলাসপূর্ণ ও সঠিক হয়। আর তাঁর উক্তি "যা আমার যাবতীয় বিষয়ের রক্ষাকবচ" অর্থাৎ যার মাধ্যমে আমি অনিষ্ট, ফিতনা ও অন্যান্য বিষয় থেকে সুরক্ষা লাভ করি। "আর আমার দুনিয়াকে আমার জন্য সংশোধন করে দিন যাতে আমার জীবনোপকরণ রয়েছে"—দুনিয়া হলো জীবন ধারণের স্থান যেখানে আপনি মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থান করেন বা বসবাস করেন, কিন্তু এটি কোনো স্থায়ী আবাস নয়। যারা এখানে স্থায়ী হতে চেয়েছিল

তারা আজ কোথায়? কোথায় সেই রাজাধিরাজ এবং রাজপুত্ররা? কোথায় ধনী ও বিত্তবানরা? কোথায় দরিদ্ররা? কোথায় সেই মনিবরা? তারা সবাই গত হয়েছে এবং কেবল কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। আর আপনিও কোনো একদিন কাহিনীতে পরিণত হবেন। জনৈক প্রাজ্ঞ কবি বলেছেন: "দুনিয়া এমন এক জায়গা যেখানে মানুষ নিজেকে প্রভাবশালী ও বিচরণশীল মনে করে, অবশেষে সে নিজেই সংবাদের কোনো এক সংবাদে পরিণত হয়।" সে এখন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে বলছে যে, এমন হয়েছে বা তেমন হয়েছে, অমুক মারা গেছে এবং অমুক জন্ম নিয়েছে।

(ص: 28) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ولكنه سوف يكون هو خبرا من الأخبار نحن الآن نتحدث عن مشايخنا عن زملائنا عن إخواننا عن آبائنا خبرا من الأخبار كأن لم يوجد بالدنيا كأنهم أحلام وهكذا أنت أيضا فالدنيا معاش فقط وليست قرار ولكنها إن وفق الإنسان فيها إلى العمل الصالح وجعلها منفعة للآخرة فيا حبذا وإن كانت الأخرى وصار يعمل للدنيا لا للآخرة خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله ولهذا قال التي فيها معاشي فقط معاش يعيش الإنسان ثم يتركها وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي الآخرة هي التي إليها البعاد ولا مفر منها قال الله تعالى في كتابه {قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم} الأولون والآخرون كلهم سوف يجمعهم الله عز وجل في صعيد واحد يوم القيامة يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وقال الله تبارك وتعالى {ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما تؤخره إلا لأجل معدود} لأجل معدود ما قال لأجل معدود معدود يعد عدا لكن كله يفنى سريعا حال اليوم الذي هو معاد كل واحد كل واحد معادة إلى يوم القيامة والشاعر الحكيم يقول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته ...

يوما على آلة حدياء محمول
كلنا سنحمل على النعش مهما طالت بنا الحياة أو نحترق فتأكلنا

কিন্তু অচিরেই তা নিছক একটি সংবাদে পরিণত হবে। আজ আমরা আমাদের শায়খগণ, সহকর্মীগণ, ভ্রাতৃবৃন্দ এবং পিতৃপুরুষদের কথা বলছি—যারা ইতিহাসের একেকটি সংবাদে পরিণত হয়েছেন; যেন পৃথিবীতে তাদের কোনো অস্তিত্বই ছিল না, যেন তারা নিছক কিছু স্বপ্ন। আপনার ক্ষেত্রেও বিষয়টি এমনই হবে। কেননা দুনিয়া কেবল জীবনধারণের মাধ্যম মাত্র, এটি স্থায়ী আবাস নয়। তবে যদি মানুষকে এখানে নেক আমল করার তাওফিক দেওয়া হয় এবং সে একে আখিরাতের কল্যাণে নিয়োজিত করে, তবে তা কতই না চমৎকার! আর যদি এর বিপরীত হয় এবং সে আখিরাতের পরিবর্তে কেবল দুনিয়ার জন্য কাজ করে, তবে সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই হারাবে—আমরা এ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। এ কারণেই তিনি বলেছিলেন: "যাতে আমার জীবনধারণের উপকরণ রয়েছে"—অর্থাৎ কেবল সেই জীবন যা মানুষ যাপন করে এবং পরে তা ছেড়ে চলে যায়। "এবং আমার আখিরাত সংশোধন করে দিন যেখানে আমার প্রত্যাবর্তন।" আখিরাতই হলো প্রকৃত প্রত্যাবর্তনের স্থান এবং তা থেকে পলায়নের কোনো পথ নেই। মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে ইরশাদ করেছেন: {বলুন, নিশ্চয়ই পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ সবাই একত্রিত হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্ধারিত সময়ে।} কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকেই এক বিশাল প্রান্তরে একত্রিত করবেন, যেখানে আহ্বানকারীর আহ্বান সবার কাছে পৌঁছাবে এবং দৃষ্টি সকলকে পরিবেষ্টন করবে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন: {সেদিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে এবং সেটি হবে এক উপস্থিতির দিন। আর আমি তা কেবল এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই বিলম্বিত করছি।} এখানে 'নির্দিষ্ট সময়ের জন্য' বলা হয়েছে, 'দীর্ঘ সময়ের জন্য' নয়। যা গণনা করা সম্ভব তা দ্রুতই ফুরিয়ে যায়। প্রতিটি মানুষেরই গন্তব্য হলো কিয়ামত দিবস। বিজ্ঞ কবি বলেন—

প্রত্যেক আদমসন্তান, যদিও সে দীর্ঘকাল নিরাপদ ও সুস্থ থাকে ...

একদিন তাকে কুঁজো খাটিয়ায় বহন করা হবেই।

জীবন যত দীর্ঘই হোক না কেন, আমাদের প্রত্যেককেই খাটিয়ায় বহন করা হবে, অথবা আমরা ভস্মীভূত হব এবং অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে।

النار أو نموت في فلاة من الأرض فتأكلنا السباع أو في البحر فتأكلنا الحيتان لا ندري
 البهم أن كل إنسان معاده إلى الآخرة ولهذا قال أصلح لي آخرتي التي إليها معادي
 وصالح الآخرة أن الله تعالى ينجيكَ من عذاب النار ويدخلك الجنة نسأل الله أن
 يصلح لي ولكم الآخرة واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي في كل
 شر الإنسان إذا وفق في هذه الحياة وصار يزداد خيراً كل يوم يكتسب عملاً صالحاً
 ويحس ذلك بنفسه وتجده يفرح إذا عمل عملاً صالحاً ويقول {الحمد لله الذي
 هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله} كل يوم يزداد يصلي يسبح يقرأ
 يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يلتقي أخاه بوجه طلق إلى آخره خيرات كثيرة فكلما
 ازداد الإنسان في حياته خيراً كانت حياته خيراً ولهذا في الحديث خيركم من طال
 عمره وحسن عمله واجعل الموت راحة لي من كل شر الموت فقد الحياة لكن دعا النبي
 صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله الموت له راحة من كل شر لأن الإنسان لا يدري
 ما يصيبه في هذه الدنيا قد يبقى في الدنيا طويلاً لكنه ينتكس والعياذ بالله يفسد
 دينه قد يبقى في الدنيا وتحدث فتن عظيمة يتعب فيها يقول ليت أُمي لم تلدني يا
 ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً يجد فتناً عظيمة لكن قد يكون الموت الذي
 عجله الله له راحة له من كل شر ولهذا كان الرسول يدعو بهذا الدعاء

অগ্নিদগ্ধ হওয়া, কিংবা মরুপ্রান্তরে মৃত্যুবরণ করে হিংস্র পশুর খাদ্যে পরিণত হওয়া, অথবা
 সমুদ্রে প্রাণ হারিয়ে তিমির উদরে চলে যাওয়া—আমরা জানি না আমাদের শেষ পরিণতি কী
 হবে। তবে মূল বিষয় হলো, প্রত্যেক মানুষেরই প্রত্যাবর্তনস্থল হলো পরকাল। আর একারণেই
 তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বলেছেন: "আমার পরকালকে সংশোধন করে দিন, যা আমার চিরস্থায়ী
 ঠিকানা।" পরকালের সংশোধন হলো—মহান আল্লাহ আপনাকে জাহান্নামের আযাব থেকে
 মুক্তি দেবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন
 আমার এবং আপনাদের পরকালকে সংশোধন করে দেন। "আর আমার জীবনকে প্রতিটি

কল্যাণে প্রবৃদ্ধির মাধ্যম করুন এবং মৃত্যুকে আমার জন্য প্রতিটি মন্দ থেকে স্বস্তির কারণ করুন।" মানুষ যখন এই জীবনে তাওফীকপ্রাপ্ত হয় এবং প্রতিদিন তার কল্যাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে, সে নেক আমল অর্জন করে এবং নিজের মাঝে তা অনুভব করে, তখন আপনি তাকে সৎকাজ করার পর আনন্দিত হতে দেখবেন। সে তখন বলে: "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের এই পথের দিশা দিয়েছেন; আল্লাহ আমাদের পথ না দেখালে আমরা হিদায়াত পেতাম না।" সে প্রতিদিন তার আমল বাড়িয়ে চলে—নামাজ পড়ে, তাসবীহ পাঠ করে, তিলাওয়াত করে, সৎকাজের আদেশ দেয়, অসৎকাজে নিষেধ করে, হাসিমুখে ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে—এভাবে অসংখ্য কল্যাণকর কাজ। মানুষ তার জীবনে যত বেশি কল্যাণ অর্জন করে, তার জীবন তত বেশি মঙ্গলময় হয়। এজন্যই হাদীসে এসেছে: "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যার হায়াত দীর্ঘ এবং আমল সুন্দর হয়।" "আর মৃত্যুকে আমার জন্য প্রতিটি মন্দ থেকে স্বস্তির কারণ করুন।" মৃত্যু মানে জীবনের অবসান, কিন্তু নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন যেন আল্লাহ মৃত্যুকে তাঁর জন্য যাবতীয় অনিষ্ট থেকে স্বস্তিদায়ক করেন। কারণ মানুষ জানে না এই দুনিয়ায় তার ওপর কী বিপদ নেমে আসবে। সে হয়তো দীর্ঘকাল বেঁচে থাকল, কিন্তু পরে বিচ্যুত হয়ে পড়ল—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—তার দ্বীন বিনষ্ট হয়ে গেল। সে হয়তো দুনিয়ায় বেঁচে থাকল আর এমন ভয়াবহ সব ফিতনার উদ্ভব হলো যাতে সে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ল এবং বলতে লাগল: "হায়! আমার মা যদি আমাকে জন্ম না দিতেন!", "আফসোস! আমি যদি এর আগেই মারা যেতাম এবং সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যেতাম!" সে ভয়াবহ সব পরীক্ষার সম্মুখীন হয়; কিন্তু আল্লাহ তার জন্য যে মৃত্যু নির্ধারিত করেছেন, তা-ই হতে পারে যাবতীয় মন্দ থেকে তার জন্য পরম স্বস্তি। আর একারণেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই দুয়াটি করতেন।

واجعل الموت راحة لي من كل شر فعليك يا أخي المسلم بهذا الدعاء اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر
1473 - وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل: اللهم اهديني وسددني وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد رواه مسلم

এবং মৃত্যুকে আমার জন্য প্রতিটি অনিষ্ট থেকে স্বস্তির কারণ বানিয়ে দিন। অতএব হে আমার মুসলিম ভাই, আপনি এই দোয়াটি আঁকড়ে ধরুন: হে আল্লাহ, আপনি আমার জন্য আমার দুইনকে সংশোধন করে দিন যা আমার সকল বিষয়ের সুরক্ষা, আমার জন্য আমার দুনিয়াকে সংশোধন করে দিন যেখানে আমার জীবনোপকরণ রয়েছে এবং আমার জন্য আমার আখিরাতকে সংশোধন করে দিন যেখানে আমাকে ফিরে যেতে হবে। আমার জীবনকে প্রতিটি কল্যাণে প্রবৃদ্ধির কারণ বানিয়ে দিন এবং মৃত্যুকে আমার জন্য প্রতিটি অনিষ্ট থেকে বিশ্রামের উপায় করে দিন।

১৪৭৩ - আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি বলো: “হে আল্লাহ, আমাকে হিদায়াত দান করুন এবং আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।” অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: “হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট হিদায়াত ও সঠিক পথে অবিচলতা প্রার্থনা করছি।” (মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)

(ص: 31) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

1474 - وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب

القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفي رواية: وضلع الدين وغلبة الرجال رواه مسلم

1474 - وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفي رواية: وضلع الدين وغلبة الرجال رواه مسلم

১৪৭৪ - আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অক্ষমতা, অলসতা, ভীর্ণতা, অতি বার্ধক্য ও কৃপণতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর আমি আপনার নিকট কবরের আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আপনার নিকট জীবন ও মরণের ফিতনা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: ঋণের বোঝা ও মানুষের প্রাবল্য হতে। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

১৪৭৪ - আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অক্ষমতা, অলসতা, ভীর্ণতা, অতি বার্ধক্য ও কৃপণতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর আমি আপনার নিকট কবরের আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আপনার নিকট জীবন ও মরণের ফিতনা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: ঋণের বোঝা ও মানুষের প্রাবল্য হতে। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

(ص: 33) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

1475 - وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا

يغفر الذنوب إلا أنت فأغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم
متفق عليه وفي رواية وفي بيتي وروي ظلماً كثيراً وروي كبيراً بالشاء المثلثة وبالباء
الموحدة فينبغي أن يجمع بينهما فيقال كثيراً كبيراً

[الشَّرْحُ]

هذه من الأحاديث الذي ذكرها المؤلف رحمه الله في باب الأمر بالدعاء وفضله عن
أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ
بك من الهم والحزن الحزن لما مضى والهم لما يستقبل والإنسان إذا كان حزيناً
فيما مضى مهتماً لما يستقبل فإنه يتنكد عيشه لكن إذا كان لا يهتم إلا بحاضره
ويستعد لمستقبله على الوجه الذي أمر به كان ذلك من طمأنينته فكان الرسول صلى
الله عليه وسلم يستعيز بالله من الهم والحزن الهم للمستقبل والحزن للماضي
كثير من الناس تجده يهتم اهتماماً عظيماً للمستقبل اهتماماً لا داعي له فتتنكد
عليه حياته ويتعب وإذا وصل إلى حد الفعل وجده سهلاً وكثير من الناس أيضاً لا
ينسى ما مضى فيتجدد له الحزن فيتعب وأعوذ بك من العجز والهرم والكسل العجز
والهرم والكسل فالعجز عدم القدرة والهرم الشيخوخة والكسل عدم الإرادة وذلك
أن الإنسان إذا لم يفعل فإما لعجزه عن الفعل لمرض أو غيره أو كبر وإما لعدم
عزيمته وإرادته فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيز بالله من العجز والهرم
والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل الجبن هو الشح بالنفس وألا يكون الإنسان
شجاعاً فلا يقدم في محل الإقدام وأما البخل فهو الشح بالمال لا يبذل المال بل
يمسكه حتى في الأمور الواجبة لا يقوم بها وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال
ومن غلبة الدين وقهر الرجال كلاهما صحيح فالدين هم والعياذ بالله هم بالنهار
وسهر بالليل والإنسان المدين يقلق ويتعب ولكن بشرى للإنسان أنه إذا أخذ
أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه وإذا أخذها يريد إتلافها أتلفه الله فإذا

أخذت أموال الناس بقرض أو ثمن مبيع أو أجره بيت أو غير ذلك وأنت تريد الأداء أدى الله عنك إما في الدنيا يعينك حتى تسدد وإما في الآخرة صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أما المتلاعب بأموال الناس والذي يأخذها ولا يريد أداؤها ولكن يريد إتلافها فإن الله يتلفه والعياذ بالله وأما حديث أبي بكر رضي الله عنه فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في الصلاة وأنت الآن أفهم من السائل ومن المستؤل السائل أبو بكر والمستؤل النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى أبو بكر لا شك فالسؤال من حبيب إلى حبيبه فلا بد أن يكون الجواب من أفضل الأجوبة وقوله في صلاته يحتل في السجود أو بعد التشهد الأخير قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فأغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم هذا دعاء جامع نافع اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً وهذا اعتراف من العبد بالظلم وهو من وسائل الدعاء يعني أن ذكر الإنسان حاله إلى ربه عز وجل

১৪৭৫ - আবু বকর সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বললেন, "আমাকে একটি দোয়া শিখিয়ে দিন যা আমি আমার সালাতে পাঠ করব।" তিনি বললেন: "তুমি বলো— হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি নিজের ওপর অনেক জুলুম করেছি, আর আপনি ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। অতএব, আপনার পক্ষ থেকে আমাকে বিশেষ ক্ষমা প্রদান করুন এবং আমার প্রতি দয়া করুন; নিশ্চয়ই আপনি পরম ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু।" (বুখারি ও মুসলিম)। অন্য এক বর্ণনায় আছে "আমার ঘরে" (সালাতের পরিবর্তে)। আবার "কাষীরান" (অনেক) এবং "কাবীরান" (বড়) উভয় শব্দই বর্ণিত হয়েছে। তাই উভয় শব্দকে একত্র করে "কাষীরান কাবীরান" বলা উচিত।

[ব্যাখ্যা]

এটি সেই হাদিসগুলোর অন্তর্ভুক্ত যা লেখক (রহিমাহুল্লাহ) দোয়ার নির্দেশ ও তার ফজিলত অধ্যায়ে আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন: "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-বেদনা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।" 'হুযন' বা দুঃখ হলো যা অতীত হয়ে গেছে তার জন্য, আর 'হাম্ম' বা দুশ্চিন্তা হলো যা ভবিষ্যতে আসবে সে সম্পর্কে। মানুষ যদি অতীতের জন্য দুঃখিত এবং ভবিষ্যতের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে, তবে তার জীবন বিষাদময় হয়ে ওঠে। কিন্তু সে যদি কেবল বর্তমান নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং নির্দেশিত পন্থায় ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তবে তা তার জন্য প্রশান্তির কারণ হয়। তাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা এবং অতীতের দুঃখ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন। অনেক মানুষকে দেখা যায় তারা ভবিষ্যৎ নিয়ে এমন অত্যাধিক দুশ্চিন্তা করে যার কোনো প্রয়োজন নেই, ফলে তার জীবন বিষাদময় হয়ে ওঠে এবং সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে; অথচ যখন সময় আসে তখন সে কাজটিকে সহজ হিসেবেই পায়। আবার অনেক মানুষ অতীতকে ভুলতে পারে না, ফলে তার দুঃখ বারবার নতুন করে জাগ্রত হয় এবং সে কষ্ট পায়। "এবং আমি আপনার নিকট অক্ষমতা, বার্ধক্য ও অলসতা থেকে আশ্রয় চাই।" অক্ষমতা হলো সামর্থ্যের অভাব, বার্ধক্য হলো অতি বৃদ্ধাবস্থা এবং অলসতা হলো ইচ্ছাশক্তির অভাব। কারণ মানুষ যখন কোনো কাজ করে না, তখন তা হয় অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে কাজ করার ক্ষমতা না থাকার দরুন, অথবা তার সংকল্প ও ইচ্ছাশক্তির অভাবের কারণে। তাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অক্ষমতা, বার্ধক্য ও অলসতা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইতেন। "এবং আমি আপনার নিকট ভীর্ণতা ও কৃপণতা থেকে আশ্রয় চাই।" ভীর্ণতা হলো প্রাণের মায়া করা এবং সাহসী না হওয়া, যার ফলে মানুষ সাহসিকতার স্থানে অগ্রসর হয় না। আর কৃপণতা হলো ধন-সম্পদের প্রতি অতি আসক্তি, সে সম্পদ ব্যয় করে না বরং তা আঁকড়ে ধরে রাখে, এমনকি আবশ্যিকীয় ক্ষেত্রগুলোতেও তা আদায় করে না। "এবং আমি ঋণের বোঝা ও মানুষের দমন-পীড়ন থেকে আশ্রয় চাই।" ঋণের আধিক্য ও মানুষের পরাভূত করা—উভয় বর্ণনাই সঠিক। ঋণ হলো একটি বড় দুশ্চিন্তা—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—যা দিনের বেলায় উদ্বেগ আর রাতের বেলায় অনিদ্রার কারণ হয়। ঋণী ব্যক্তি সর্বদা অস্থির ও পরিশ্রান্ত থাকে। তবে মানুষের জন্য সুসংবাদ এই যে, যখন কেউ মানুষের সম্পদ এই নিয়তে গ্রহণ করে যে সে তা পরিশোধ করবে, তবে আল্লাহ তার পক্ষ থেকে তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন। আর যে তা আত্মসাৎ করার নিয়তে নেয়, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দেন। সুতরাং আপনি যদি ঋণ হিসেবে বা ক্রয়মূল্য হিসেবে বা ঘরের ভাড়া হিসেবে বা অন্য কোনোভাবে মানুষের নিকট থেকে অর্থ গ্রহণ করেন এবং আপনার মনে পরিশোধের ইচ্ছা থাকে, তবে আল্লাহ আপনার পক্ষ থেকে তা আদায় করে দেবেন; হয় দুনিয়াতে আপনাকে

সাহায্য করবেন যাতে আপনি পরিশোধ করতে পারেন, অথবা আখিরাতে—এটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষের সম্পদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে এবং নেওয়ার সময় পরিশোধের ইচ্ছা রাখে না বরং আত্মসাতের ইচ্ছা রাখে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দেন—আল্লাহ আমাদের তা থেকে রক্ষা করুন। আর আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিসের বিষয়টি হলো, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এমন একটি দোয়া চেয়েছিলেন যা তিনি সালাতে পাঠ করবেন। এখন আপনি লক্ষ্য করুন প্রশ্নকারী কে আর যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে তিনিই বা কে? প্রশ্নকারী হলেন আবু বকর আর যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে তিনি হলেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন আবু বকর, আর আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছেও সবচেয়ে প্রিয় মানুষ ছিলেন রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)—এতে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং প্রশ্ন যখন এক প্রিয়জন থেকে অন্য প্রিয়জনের কাছে, তখন উত্তরটি অবশ্যই সর্বোত্তম উত্তর হতে হবে। তাঁর বক্তব্য "সালাতে পাঠ করার জন্য"—এর অর্থ হতে পারে সিজদায় অথবা শেষ তাশাহহুদের পর। তিনি বললেন: তুমি বলো, "হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি নিজের ওপর অনেক জুলুম করেছি, আর আপনি ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। অতএব, আপনার পক্ষ থেকে আমাকে বিশেষ ক্ষমা প্রদান করুন এবং আমার প্রতি দয়া করুন; নিশ্চয়ই আপনি পরম ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু।" এটি একটি অত্যন্ত ব্যাপক ও কল্যাণকর দোয়া। "হে আল্লাহ! আমি নিজের ওপর অনেক জুলুম করেছি"—এটি বান্দার পক্ষ থেকে নিজের অপরাধের এক বিনীত স্বীকৃতি, যা দোয়ার অন্যতম মাধ্যম। অর্থাৎ, মহান রবের কাছে মানুষের নিজের অসহায় অবস্থার বর্ণনা দেওয়া...

(ص: 34) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

تتضمن الدعاء فهو وسيلة كما قال موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فتوسل إلى الله بحاله ولا يغفر الذنوب إلا أنت هذا ثناء على الله عز وجل واعتراف بالعجز وأنه لا يغفر الذنوب إلا الله كما قال تعالى {ومن يغفر الذنوب إلا

الله { لو اجتمع الناس كلهم على أن يغفروا لك ذنباً واحداً ما استطاعوا وإنما الذي يغفر لك هو الله عز وجل وقوله اغفر لي مغفرة من عندك أضافها إلى الله لأنها تكون أبلغ وأعظم فإن عظم العطاء من عظم المعطي وارضمني في المستقبل وفقني إلى كل خير إنك أنت الغفور الرحيم هذا توسل إلى الله عز وجل بأساليب مناسبة للدعاء لأنه قال اغفر لي وارضمني فالمناسب إنك أنت الغفور الرحيم فينبغي للإنسان أن يقول هذا الدعاء في صلاته إما في سجوده أو بعد التشهد الأخير والله الموفق

1476 - وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما

এটি দু'আর অন্তর্ভুক্ত, যা একটি মাধ্যম স্বরূপ; যেমন মূসা (আলাইহিস সালাম) বলেছিলেন: 'হে আমার রব! আপনি আমার প্রতি যে কল্যাণই নাযিল করবেন, আমি তার মুখাপেক্ষী।' এখানে তিনি নিজের অবস্থার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট আরজি পেশ করেছেন। 'আপনি ব্যতীত আর কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না'—এটি মহান আল্লাহর প্রশংসা এবং নিজের অক্ষমতার স্বীকারোক্তি। আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ যে গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না, সে প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা হ্রশাদ করেছেন: {আর আল্লাহ ব্যতীত আর কে গুনাহ ক্ষমা করবে?} যদি সমস্ত মানুষ আপনার একটি গুনাহ মাফ করার জন্য একত্রিত হয়, তবে তারা তা পারবে না; বরং কেবল মহান আল্লাহই আপনাকে ক্ষমা করতে পারেন। তাঁর বাণী: 'আপনার পক্ষ থেকে আমাকে বিশেষ ক্ষমা দান করুন'—এখানে ক্ষমা প্রার্থনাকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে কারণ তা অধিকতর গভীর ও মহান; কেননা দাতার মাহাত্ম্য অনুসারেই দানের মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। 'এবং আমার প্রতি দয়া করুন'—ভবিষ্যতে আমাকে সকল কল্যাণের তাওফীক দান করুন। 'নিশ্চয়ই আপনি পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু'—এটি দু'আর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আল্লাহর দুটি নামের মাধ্যমে তাঁর নিকট করা একটি ওসীলা। যেহেতু তিনি বলেছেন, 'আমাকে ক্ষমা করুন ও দয়া করুন', তাই এর সাথে 'নিশ্চয়ই আপনি পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু' অংশটিই মানানসই।

সুতরাং মানুষের উচিত সালাতের সিজদায় অথবা শেষ তাশাহুদেদের পর এই দুআটি পাঠ করা।
আল্লাহই তাওফীকদাতা।

১৪৭৬ - আবু মূসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই দুআটি পাঠ করতেন: 'হে আল্লাহ! আপনি আমার ভুল-ত্রুটি, আমার মূর্খতা, আমার কর্মের সীমালঙ্ঘন এবং যে বিষয়ে আপনি আমার চেয়ে অধিক অবগত, তা ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আমার গুরুত্বের সাথে করা কাজ, কৌতুকচ্ছলে করা কাজ, আমার অনিচ্ছাকৃত ভুল ও ইচ্ছাকৃত অপরাধ—সবই ক্ষমা করে দিন; আর এ সবেই দায় আমার কাঁধে। হে আল্লাহ! আমি যা ইতিপূর্বে করেছি ও যা বিলম্বে করেছি, যা গোপনে করেছি ও যা প্রকাশ্য করেছি এবং যা...'

(ص: 35) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير متفق عليه

1477 - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في

دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل رواه مسلم

1478 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه

وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع

سخطك رواه مسلم

1479 - وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت

نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من

علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رواه

مسلم

আপনি আমার চেয়ে সে বিষয়ে অধিক অবগত। আপনিই অগ্রগামী করেন এবং আপনিই পশ্চাৎগামী করেন এবং আপনিই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

১৪৭৭ - আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর দোয়ায় বলতেন: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আমার কৃত কর্মের অনিষ্ট থেকে এবং যা আমি করিনি তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

১৪৭৮ - ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দোয়াসমূহের মধ্যে এটি অন্তর্ভুক্ত ছিল: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার নেয়ামতের বিলুপ্তি, আপনার দেওয়া সুস্থতার পরিবর্তন, আপনার আকস্মিক শাস্তি এবং আপনার যাবতীয় অসম্ভব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

১৪৭৯ - জায়েদ ইবনে আরকাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, অতি বার্ধক্য এবং কবরের আজাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমার নফসকে (আত্মাকে) তার তাকওয়া দান করুন এবং একে পবিত্র করুন, আপনিই তো সর্বোত্তম পবিত্রকারী। আপনিই এর অভিভাবক ও এর প্রতিপালক। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই এমন জ্ঞান থেকে যা উপকারে আসে না, এমন হৃদয় থেকে যা বিনীত হয় না, এমন নফস থেকে যা তৃপ্ত হয় না এবং এমন দোয়া থেকে যা কবুল করা হয় না। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

(ص: 36) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

1480 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت زاد بعض الرواة ولا حول ولا قوة إلا بالله متفق عليه

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث المتعددة ذكرها المؤلف رحمه الله في باب فضل الدعاء والأمر به في كتابه رياض الصالحين وتشتمل على جبل كثيرة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى أن يغفر له ما قدم وما أخر فقال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني وهذا يغني عنه كلمة واحدة اللهم اغفر لي ذنبي كله لكن التفصيل في مقام الدعاء أمر مطلوب لأنه يؤدي إلى أن يتذكر الإنسان كل ما عمل مما أسر وأعلن وما علم وما لم يعلم ولأنه كلما تبادى في سؤال الله عز وجل ازداد تعلقاً بالله تعالى ومحبة له وخوفاً منه ورجاء فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل فيما يسأل ربه عز وجل من مغفرة الذنوب وغير ذلك وكذلك أيضاً استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور كثيرة من شر الذنوب وآفاتهما وعذاب القبر وغير ذلك مما سمعتم في هذه الأحاديث وهذه الأحاديث ينبغي للإنسان أن يكتبها عنده من هذا الكتاب ويذكر الله تعالى بها

১৪৮০ - ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন: "হে আল্লাহ! আমি তোমারই অনুগত হলাম, তোমারই প্রতি ঈমান আনলাম, তোমারই ওপর ভরসা করলাম, তোমারই দিকে রুজু হলাম, তোমারই সাহায্যে (শত্রুর সাথে) বিতর্ক করলাম এবং তোমাকেই বিচারক মানলাম। অতএব তুমি আমার পূর্বের ও পরের এবং গোপন ও প্রকাশ্য সকল গুনাহ ক্ষমা করে দাও। তুমিই অগ্রগামীকারী এবং তুমিই পশ্চাৎগামীকারী, তুমি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই।" কোনো কোনো বর্ণনাকারী এতে বৃদ্ধি করেছেন: "আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপ থেকে ফেরার) কোনো উপায় নেই এবং (ইবাদত করার) কোনো শক্তি নেই।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাখ্যা]

এই বিভিন্ন হাদীসসমূহ লেখক (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সলিহীন' গ্রন্থে দু'আর ফজিলত ও এর আদেশ সংক্রান্ত অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। এগুলোর মধ্যে অনেকগুলো বাক্য রয়েছে, যার

মধ্যে একটি হলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহান আল্লাহর কাছে তাঁর পূর্বের ও পরের গুনাহসমূহ ক্ষমা করার প্রার্থনা করতেন। তিনি বলতেন: "হে আল্লাহ! আপনি আমার পূর্বের ও পরের, গোপন ও প্রকাশ্য এবং যা আপনি আমার চেয়েও বেশি জানেন—সেসব গুনাহ ক্ষমা করে দিন।" যদিও "হে আল্লাহ! আপনি আমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিন" এই একটি বাক্যই এর জন্য যথেষ্ট ছিল, তবুও দু'আর ক্ষেত্রে বিস্তারিত বর্ণনা করা একটি বাঞ্ছনীয় বিষয়। কারণ এটি মানুষকে তার কৃত গোপন ও প্রকাশ্য এবং জানা ও অজানা সব কর্ম স্মরণ করিয়ে দেয়। তাছাড়া যখনই মানুষ মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা দীর্ঘায়িত করে, ততই আল্লাহর সাথে তার সম্পৃক্ততা, ভালোবাসা, ভয় ও আশা বৃদ্ধি পায়। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গুনাহ মার্জনা এবং অন্যান্য বিষয়ে তাঁর মহান রবের কাছে প্রার্থনার ক্ষেত্রে বিস্তারিত বিবরণ দিতেন। অনুরূপভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনেক বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, যেমন—গুনাহের অনিষ্ট ও তার আপদসমূহ, কবরের আজাব এবং অন্যান্য বিষয় যা আপনারা এই হাদীসসমূহে শুনেছেন। মানুষের উচিত এই হাদীসগুলো এই কিতাব থেকে নিজের কাছে লিখে রাখা এবং এগুলোর মাধ্যমে মহান আল্লাহকে স্মরণ করা।

(ص: 37) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ويدعو بها حتى ينتفع وأما قراءتها كهذا هنا فهي حسنة ولا بأس بها لكن في علي
أو ظني أنكم سوف تسمعونها الآن ثم تذهب عن قلوبكم لكن خير من هذا أن
تكتبوها من هذا الكتاب وتدعوا الله تعالى بها والله الموفق
1481 - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء
الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر رواه
أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود

1482 - وعن زياد بن علاقة عن عمه وهو قطبة بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء رواه الترمذي وقال حديث حسن

1483 - وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء قال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سعي ومن شر

এবং তিনি এর মাধ্যমে দুআ করবেন যাতে উপকৃত হওয়া যায়। আর এখানে যেভাবে পাঠ করা হচ্ছে, তা উত্তম এবং এতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে আমার জানামতে বা ধারণায়, আপনারা এখন তা শুনবেন এবং এরপর তা আপনাদের অন্তর থেকে বিস্মৃত হয়ে যাবে। কিন্তু এর চেয়ে উত্তম হলো আপনারা এই কিতাব থেকে তা লিখে নেবেন এবং এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে দুআ করবেন। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

১৪৮১ - আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শব্দগুলোর মাধ্যমে দুআ করতেন: "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট জাহান্নামের ফিতনা ও জাহান্নামের আযাব থেকে এবং ধনবত্তা ও দারিদ্র্যের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" এটি আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি (তিরমিযী) বলেছেন যে এটি হাসান সহীহ হাদীস। আর এটি আবু দাউদের শব্দ।

১৪৮২ - যিয়াদ ইবনে ইলাকাহ তাঁর চাচা কুতবাহ ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন: "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট মন্দ চরিত্র, মন্দ কর্ম এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি হাসান হাদীস।

১৪৮৩ - শাকাল ইবনে হুমাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে একটি দুআ শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন: "তুমি বলো, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আমার কানের অনিষ্ট থেকে এবং..."

بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني رواه أبو داود والترمذي وقال
حديث حسن

- 1484 - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيئ الأسقام رواه أبو داود بإسناد صحيح
- 1485 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة رواه أبو داود بإسناد صحيح
- 1486 - وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل ديناً أداه الله عنك قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن سواك رواه الترمذي وقال حديث حسن

...আমার দৃষ্টির অনিষ্ট হতে, আমার জিহ্বার অনিষ্ট হতে, আমার অন্তরের অনিষ্ট হতে এবং আমার বীর্যের অনিষ্ট হতে। আবু দাউদ ও তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে হাসান হাদিস বলেছেন।

১৪৮৪ - আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ধবল, উন্মাদনা, কুষ্ঠ এবং সকল প্রকার মন্দ ব্যাধি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আবু দাউদ এটি একটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

১৪৮৫ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষুধা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কেননা তা অত্যন্ত মন্দ শয্যাসঙ্গী; আর আমি আপনার নিকট বিশ্বাসঘাতকতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কেননা তা অত্যন্ত মন্দ স্বভাব। আবু দাউদ এটি একটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

১৪৮৬ - আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক চুক্তিবদ্ধ দাস (মুকাতাব) তাঁর নিকট এসে বলল: আমি আমার মুক্তির জন্য নির্ধারিত অর্থ পরিশোধে অপরাগ হয়ে পড়েছি, অতএব আপনি আমাকে সাহায্য করুন। তিনি বললেন: আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য

শিখিয়ে দেব না যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে শিখিয়েছেন? তোমার ওপর যদি পাহাড় সমান ঋণও থাকে, তবে আল্লাহ তোমার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করে দেবেন। তুমি বলো: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার হারামের পরিবর্তে হালাল দ্বারা যথেষ্ট করে দিন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে আপনি ব্যতীত অন্যের মুখাপেক্ষীহীন করে দিন। তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে হাসান হাদিস বলেছেন।

(ص: 39) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

[الشَّرْحُ]

هذه جملة أحاديث من الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها منها أنه كان صلى الله عليه وسلم يعوذ بالله من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء الأمراض كما في رواية أخرى سيئات الأعمال والأخلاق سيئات الأعمال هي المعاصي وسيئات الأخلاق هي سوء العاملة مع الخلق والأهواء والإنسان له أهواء ومن الناس من يكون هواه تبعاً لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم من يكون هواه تبعاً لنفسه وما تهواه وأما الأدواء فهي الأمراض فهذه أيضاً مما ينبغي للإنسان أن يستعيز بالله منها فإذا أعاذة الله من ذلك حصل على خير كثير ومنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يستعيز من البرص والجنون والجذام وسيئ الأسقام وهذه أيضاً من أمراض البدن والعقل الجذام هو مرض يصيب الإنسان في أطرافه أحياناً والعياذ بالله إذ بدأ بالطرف يتأكل يتأكل حتى يقضي على البدن كله ولهذا قال العلماء إنه لا يجوز أن يخالط الجذماء الناس وإنه يجب على ولي الأمر أن يجعلهم في مكان خاص وهو ما يعرف الآن عند الناس بالحجر الصحي لأن هذا المرض والعياذ بالله الجذام من أشد الأمراض عدوى يسري سير الهواء نسأل الله العافية قالوا يجب على ولي

الأمر أن يجعل الجذماء المصابون بمرض الجذام في مكان خاص كي لا يختلطوا
بالبناس

[ব্যাখ্যা]

এগুলো হলো সেসব দুআ সম্বলিত কতিপয় হাদীস যা দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করতেন। তন্মধ্যে একটি হলো, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট চরিত্র, কর্ম, কুপ্রবৃত্তি এবং ব্যাধি (অসুখ-বিসুখ) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন; যেমনটি অন্য বর্ণনায় 'মন্দ আমল ও মন্দ চরিত্র' হিসেবে এসেছে। মন্দ আমল হলো পাপাচার এবং মন্দ চরিত্র হলো সৃষ্টির (মানুষের) সাথে দুর্ব্যবহার করা। আর কুপ্রবৃত্তি—মানুষের নানাবিধ প্রবৃত্তি থাকে; মানুষের মধ্যে এমন কেউ আছে যার প্রবৃত্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার অনুসারী হয়, আবার কেউ এমন আছে যার প্রবৃত্তি তার নফস ও তার কামনা-বাসনার অনুসারী হয়। আর 'আদওয়া' হলো রোগ-ব্যাধি; সুতরাং এগুলো থেকেও মানুষের আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। আল্লাহ যদি তাকে এসব থেকে রক্ষা করেন, তবে সে প্রভূত কল্যাণ লাভ করল। এছাড়া তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্বেতী রোগ, উন্মাদনা, কুষ্ঠরোগ এবং কঠিন ব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। এগুলো শরীর ও মনের বিভিন্ন রোগের অন্তর্ভুক্ত। কুষ্ঠরোগ হলো এমন একটি ব্যাধি যা কখনও মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আক্রমণ করে—আমরা আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই—যখন তা কোনো অঙ্গে গুরু হয়, তখন তা ক্রমশ পচতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত পুরো শরীর ধ্বংস করে দেয়। এই কারণেই ওলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের সুস্থ মানুষের সাথে মেলামেশা করা বৈধ নয় এবং শাসকের কর্তব্য হলো তাদের জন্য একটি বিশেষ স্থানের ব্যবস্থা করা, যা বর্তমানে মানুষের নিকট 'কোয়ারেন্টাইন' (সঙ্গনিরোধ) হিসেবে পরিচিত। কারণ এই কুষ্ঠব্যাধি—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—সবচেয়ে মারাত্মক সংক্রামক রোগগুলোর একটি, যা বাতাসের গতির মতো ছড়িয়ে পড়ে; আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা ও সুস্থতা কামনা করি। তারা বলেছেন, শাসকের ওপর অপরিহার্য হলো কুষ্ঠরোগীদের একটি নির্দিষ্ট স্থানে রাখা যাতে তারা সাধারণ মানুষের সাথে মিশতে না পারে।

وسبب الأسقام وهو جمع سقم وهو المرض ويشمل هذا كل الأمراض السيئة ومنها ما عرف الآن بالسرطان نسأل الله العافية فإنه من أسوأ الأسقام فمثل هذه الأحاديث ينبغي للإنسان أن يحرص عليها وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيز بالله من الجوع ويقول إنه بئس الضجيع ومن الخيانة فإنها بئست البطانة وكما قلت لكم بالأمس إنه مهما كان من سرد الأحاديث فإنها تتبخر لكن ينبغي للإنسان أن يقيدها من هذا الكتاب في صحائف يختص بها ويحفظها شيئاً فشيئاً والله الموفق

1487 - وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حصيناً كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعدني من شر نفسي رواه الترمذي وقال حديث حسن

1488 - وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئاً أسأله الله تعالى قال: سلوا الله العافية فكثرت أياماً ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئاً أسأله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله سلوا الله العافية في الدنيا

এবং মন্দ ব্যাধিসমূহ। এটি 'সুকম' শব্দের বহুবচন যার অর্থ রোগ। এটি সমস্ত প্রকার মন্দ ব্যাধিকে অন্তর্ভুক্ত করে, যার মধ্যে বর্তমানে ক্যান্সার হিসেবে পরিচিত রোগটিও शामिल। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি, কারণ এটি নিকৃষ্টতম ব্যাধিসমূহের একটি। এই জাতীয় হাদিসগুলোর প্রতি মানুষের যত্নশীল হওয়া উচিত এবং এসব ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা কর্তব্য। এর অন্তর্ভুক্ত হলো— নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষুধা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং বলতেন যে, এটি কতই না নিকৃষ্ট শয্যাসঙ্গী; আর তিনি খিয়ানত (বিশ্বাসঘাতকতা) থেকেও আশ্রয় চাইতেন, কারণ তা কতই না মন্দ অভ্যন্তরীণ স্বভাব। আমি গতকাল আপনাদের যেমনটি বলেছিলাম যে, হাদিসসমূহ কেবল

গড়গড় করে পাঠ করে গেলে তা বিস্মৃত হয়ে যায়; বরং মানুষের উচিত এই কিতাব থেকে হাদিসগুলো তার জন্য নির্দিষ্ট কোনো খাতায় লিখে রাখা এবং অল্প অল্প করে তা মুখস্থ করা। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১৪৮৭ - ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পিতা হুসাইনকে দুটি বাক্য শিখিয়েছিলেন যা দিয়ে তিনি দোয়া করবেন: হে আল্লাহ! আমাকে আমার সঠিক পথের দিশা দান করুন এবং আমাকে আমার নফসের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। এটি তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি হাসান হাদিস।

১৪৮৮ - আবুল ফজল আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা আমি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব। তিনি বললেন: তোমরা আল্লাহর কাছে 'আফিয়াত' (নিরাপত্তা ও সুস্থতা) প্রার্থনা করো। এরপর আমি কয়েক দিন অতিবাহিত করলাম, তারপর পুনরায় এসে বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা আমি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব। তিনি আমাকে বললেন: হে আব্বাস! হে আল্লাহর রাসূলের চাচা! তোমরা ইহকালে আল্লাহর কাছে 'আফিয়াত' প্রার্থনা করো।

(ص: 41) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

والآخرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح

1489 - وعن شهر بن حوشب قال قلت لأمر سلمة رضي الله عنها يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك قالت: كان أكثر دعائه:

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك رواه الترمذي وقال حديث حسن

1490 - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل

الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الباء البارد
رواه الترمذي وقال حديث حسن

1491 - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَلْظُوا
بِإِذَا الْجَلال والإِكرام رواه الترمذي ورواه النسائي من رواية ربيعة بن عامر الصحابي

এবং পরকাল। এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি হাসান সহীহ হাদীস।

১৪৮৯ - শাহর ইবনে হাওশাব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার নিকট থাকাকালীন তাঁর অধিকাংশ দুআ কী ছিল? তিনি বললেন: তাঁর অধিকাংশ দুআ ছিল: 'হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের ওপর অবিচল রাখুন।' এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি হাসান হাদীস।

১৪৯০ - আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: দাউদ আলাইহিস সালামের অন্যতম দুআ ছিল: 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার ভালোবাসা প্রার্থনা করি, এবং যে আপনাকে ভালোবাসে তার ভালোবাসা প্রার্থনা করি, আর এমন আমল প্রার্থনা করি যা আমাকে আপনার ভালোবাসা পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। হে আল্লাহ! আপনার ভালোবাসাকে আমার নিকট আমার নিজের জীবন, আমার পরিবার এবং শীতল পানির চেয়েও প্রিয়তর করে দিন।' এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি হাসান হাদীস।

১৪৯১ - আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'তোমরা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরম (হে মহিমা ও মহানুভবতার অধিকারী) বাক্যটিকে আঁকড়ে ধরো।' এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং নাসাঈ এটি সাহাবী রবীআহ ইবনে আমেরের বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

قال الحاكم حديث صحيح الإسناد أظوا بكسر اللام وتشديد الظاء المعجمة معناه
الزموا هذه الدعوة وأكثروا منها

1492 - وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء
كثير لم نحفظ منه شيئاً قلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئاً
فقال ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه
نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى
الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله رواه الترمذي
وقال حديث حسن

1493 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه
وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم
والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار رواه الحاكم أبو عبد الله وقال
حديث صحيح على شرط مسلم

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث في بيان فضل الدعاء ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بها

ইমাম হাকেম বলেন, হাদিসটির সনদ বিশুদ্ধ। 'আলজিউ' শব্দটি 'লাম' বর্ণে কাসরা এবং
নুকতায়ুক্ত 'যা' বর্ণে তাশদীদ সহযোগে উচ্চারিত হয়, যার অর্থ হলো—এই দোয়াটি দৃঢ়ভাবে
আঁকড়ে ধরো এবং এটি বেশি বেশি পাঠ করো।

১৪৯২ - আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) অনেক দোয়া করলেন
যার কিছুই আমরা মুখস্থ রাখতে পারিনি। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অনেক
দোয়া করেছেন যার কিছুই আমরা মুখস্থ রাখতে পারিনি। তখন তিনি বললেন: আমি কি
তোমাদের এমন একটি বিষয়ের কথা বলে দেব না যা এই সবগুলোর সারমর্মকে একত্র করে?
তোমরা বলবে: 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সেই কল্যাণ প্রার্থনা করছি যা আপনার নবী
মুহাম্মদ (সা.) আপনার কাছে প্রার্থনা করেছেন এবং আপনার কাছে সেই অকল্যাণ থেকে আশ্রয়

প্রার্থনা করছি যা থেকে আপনার নবী মুহাম্মদ (সা.) আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। আপনিই একমাত্র সাহায্যকারী এবং আপনার মাধ্যমেই লক্ষ্য অর্জিত হয়। আর আল্লাহর সাহায্য ছাড়া গুনাহ থেকে বাঁচার এবং ইবাদত করার কোনো শক্তি নেই।' ইমাম তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি হাসান হাদিস।

১৪৯৩ - ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দোয়াগুলোর মধ্যে একটি ছিল: 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার রহমত ও মাগফিরাত অবধারিতকারী বিষয়সমূহ প্রার্থনা করছি এবং প্রতিটি পাপ থেকে সুরক্ষা, প্রতিটি নেক কাজ থেকে অংশ লাভ, জান্নাত লাভ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রার্থনা করছি।' ইমাম হাকেম আবু আব্দুল্লাহ এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে এটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ হাদিস।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসগুলো রাসূলুল্লাহ (সা.) যে সকল দোয়ার মাধ্যমে প্রার্থনা করতেন, সেগুলোর ফজিলত বর্ণনার ক্ষেত্রে।

(ص: 43) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ويأمر بها فمنها حديث الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي وفي رواية وقني شر نفسي ألهمني رشدي يعني اجعلني موفقاً إلى الرشd والرشd ضد الغي والغبي هو المعاصي والشر والفساد والإنسان إذا وفق إلى الرشd فإنه موفق هو غاية المؤمنين الذين قال الله عنهم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فهذا هو الرشd ومن ذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله العباس عن شيء يدعو الله به فقال قال اللهم إني أسألك العافية

ثم جاءه بعد أيام فسأله أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة والعافية هي السلامة من كل شر وإذا وفقك الله لها وعافاك من كل شر من شر الأبدان والقلوب والأهواء وغيرها فأنت في خير ومن ذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر هذا الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك وسبق لنا أنه كان يدعو بدعاء آخر مقارب لهذا الدعاء وهو اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك فإذا جمعت بينهما وقلت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك كان هذا خيراً

এবং তিনি এগুলোর নির্দেশ দিতেন। এর অন্তর্ভুক্ত হলো হুসাইন (রা.) বর্ণিত হাদিসটি যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন: "হে আল্লাহ! আমাকে আমার সঠিক পথের দিশা দান করুন এবং আমাকে আমার নফসের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন।" অন্য বর্ণনায় এসেছে: "এবং আমাকে আমার নফসের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।" "আমাকে আমার সঠিক পথের দিশা (রুশদ) দান করুন" এর অর্থ হলো— আমাকে সঠিক পথের তাওফিকপ্রাপ্ত করুন। আর 'রুশদ' বা সঠিক পথ হলো 'গায়্য' বা পথভ্রষ্টতার বিপরীত। পথভ্রষ্টতা হলো পাপাচার, মন্দ এবং অনিষ্ট। কোনো মানুষকে যখন সঠিক পথের তাওফিক দান করা হয়, তখন সে প্রকৃতপক্ষেই সফলকাম। এটিই মুমিনদের সেই চূড়ান্ত লক্ষ্য, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "কিন্তু আল্লাহ ঈমানকে তোমাদের কাছে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তা তোমাদের অন্তরে সুশোভিত করেছেন। আর কুফর, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে তোমাদের কাছে অপ্ৰিয় করে দিয়েছেন। তারাই হলো সঠিক পথপ্রাপ্ত।" সুতরাং এটাই হলো রুশদ বা সঠিক পথ।

এর অন্তর্ভুক্ত আরেকটি বিষয় হলো যে, আব্বাস (রা.) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এমন কিছু জানতে চাইলেন যা দ্বারা তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন। তিনি বললেন: "বলুন, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে নিরাপত্তা ও সুস্থতা (আফিয়াহ) প্রার্থনা করছি।" কয়েক দিন পর তিনি পুনরায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: "বলুন, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতে নিরাপত্তা ও সুস্থতা প্রার্থনা করছি।"

'আফিয়াহ' বা সুস্থতা হলো সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা। আল্লাহ যদি আপনাকে এর তাওফিক দান করেন এবং আপনাকে শারীরিক, আত্মিক ও কুপ্রবৃত্তির অনিষ্টসহ সকল মন্দ থেকে নিরাপত্তা দান করেন, তবে আপনি মহাকল্যাণের ওপর রয়েছেন।

এর অন্তর্ভুক্ত আরও একটি বিষয় হলো যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই দোয়াটি অধিক পরিমাণে পাঠ করতেন: "হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার আনুগত্যের ওপর অবিচল রাখুন।" ইতিপূর্বে আমাদের নিকট অতিক্রান্ত হয়েছে যে, তিনি এর কাছাকাছি আরেকটি দোয়াও করতেন, আর তা হলো: "হে অন্তরসমূহের মোড় পরিবর্তনকারী! আমাদের অন্তরগুলোকে আপনার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দিন।" সুতরাং আপনি যদি এই দুইয়ের সমন্বয় করে বলেন: "হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার আনুগত্যের ওপর অবিচল রাখুন; হে অন্তরসমূহের মোড় পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দিন"—তবে তা হবে অত্যন্ত উত্তম।

(ص: 44) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ومن ذلك أيضاً هذا الدعاء الذي أثر عن داود صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك هذا أيضاً من الأدعية المهمة إذا أحبك الله وأحبيت من أحبه الله كنت من أوليائه وكذلك إذا أحببت العمل الذي يحبه الله عز وجل فهذا أيضاً من الدعاء الذي ينبغي للإنسان أن يلزمه دائماً فإن حب الله عز وجل هو الغاية كما قال الله تعالى {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم} ومن ذلك أيضاً اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد والسلامة من الإثم والغنيمة من كل بر وأسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار إلى غير ذلك من الأحاديث التي ذكرها المؤلف وقد سبق لنا أننا قلنا لكم لو

تكتبونها من الكتاب وتقرءونها لأن حفظها في هذا الوقت قد يكون صعباً على
الإنسان لكن إذا أخذها وصار يحفظها شيئاً فشيئاً هان عليه

এর মধ্যে সেই দুআটিও অন্তর্ভুক্ত যা দাউদ (আলাইহিস সালাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে: 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার ভালোবাসা প্রার্থনা করছি এবং সেই ব্যক্তির ভালোবাসা প্রার্থনা করছি যে আপনাকে ভালোবাসে, আর এমন আমল করার তাওফিক চাচ্ছি যা আমাকে আপনার ভালোবাসার নিকটবর্তী করে দেয়।' এটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুআসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ যদি আপনাকে ভালোবাসেন এবং আপনি যদি এমন ব্যক্তিকে ভালোবাসেন যাকে আল্লাহ ভালোবাসেন, তবে আপনি তাঁর বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। অনুরূপভাবে, যদি আপনি সেই আমলকে ভালোবাসেন যা মহান আল্লাহ ভালোবাসেন; তবে এটিও এমন একটি দুআ যা মানুষের জন্য সর্বদা আঁকড়ে ধরা উচিত। কেননা মহান আল্লাহর ভালোবাসাই হলো চূড়ান্ত লক্ষ্য, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: 'বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন।' এর অন্তর্ভুক্ত আরও একটি দুআ হলো: 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট সঠিক পথের ওপর দৃঢ় সংকল্প, পাপাচার থেকে নিরাপত্তা এবং প্রত্যেক নেক কাজ থেকে কল্যাণ লাভের প্রার্থনা করছি; আর আপনার নিকট জান্নাত লাভ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি কামনা করছি।' এ জাতীয় আরও অনেক হাদিস লেখক উল্লেখ করেছেন। আমরা ইতিপূর্বেও আপনাদের বলেছি যে, আপনারা যদি এগুলো কিতাব থেকে লিখে নেন এবং পাঠ করেন তবে ভালো হয়; কারণ বর্তমান সময়ে এগুলো মুখস্থ করা মানুষের জন্য হয়তো কঠিন হতে পারে। কিন্তু যদি কেউ এগুলো গ্রহণ করে এবং ধীরে ধীরে মুখস্থ করতে শুরু করে, তবে তা তার জন্য সহজ হয়ে যাবে।

(ص: 45) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب فضل الدعاء بظهر الغيب

قال الله تعالى {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان} وقال تعالى {واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات} وقال تعالى إخباراً عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم {ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب}

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب فضل الدعاء بظهر الغيب يعني الدعاء لأخيك بظهر الغيب يعني في حال غيبته وذلك أن الدعاء بظهر الغيب يدل دلالة واضحة على صدق الإيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإذا دعوت لأخيك بظهر الغيب بدون وصية منه كان هذا دليلاً على محبتك إياه وأنتك تحب له من الخير ما تحب لنفسك ثم استدل المؤلف رحمه الله بثلاث آيات من كتاب الله ومنها قوله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لذنبه وأن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات وما أكثر الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لذنبه ونحن نعلم أنه يستغفر للمؤمنين أيضاً لأنه أمر بذلك ومعنى استغفر لذنبك يعني اطلب المغفرة من الله عز وجل أن يغفر ذنبك والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه لأن هذا هو الذي يدل عليه الاشتقاق فإنه مشتق من المغفر وهو وقاية الرأس بالبيرة المعروفة الخوذة توضع على الرأس عند القتال فتقيه من السهام وتستتره ومن ذلك أيضاً قول الله تعالى {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين

অনুপস্থিতিতে (পরোক্ষে) দোয়া করার ফজিলত সংক্রান্ত অধ্যায়

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, {আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এবং আমাদের সেই ভাইদের ক্ষমা করুন যারা ঈমানের সাথে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছেন।} আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেছেন, {আর আপনি ক্ষমা প্রার্থনা

করুন আপনার ঋণটির জন্য এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের জন্য।} আল্লাহ তাআলা ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে আরো ইরশাদ করেছেন, {হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল মুমিনকে ক্ষমা করুন সেদিন, যেদিন হিসাব প্রতিষ্ঠিত হবে।}

লেখক ইমাম নববী (রহিমাল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে বলেছেন: অনুপস্থিতিতে দোয়া করার ফজিলত সংক্রান্ত অধ্যায়। অর্থাৎ আপনার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দোয়া করা। আর পরোক্ষে বা অগোচরে দোয়া করা ঈমানের সত্যতার ওপর এক সুস্পষ্ট প্রমাণ। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" সুতরাং আপনি যখন আপনার ভাইয়ের অগোচরে তার অনুরোধ ছাড়াই তার জন্য দোয়া করবেন, তখন তা তার প্রতি আপনার ভালোবাসার প্রমাণ বহন করবে এবং এটিই প্রমাণ করবে যে আপনি তার জন্য সেই কল্যাণই কামনা করেন যা নিজের জন্য করেন। এরপর লেখক (রহিমাল্লাহ) আল্লাহর কিতাব থেকে তিনটি আয়াত দিয়ে দলিল পেশ করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি আল্লাহ তাআলার এই বাণী: "আপনি আপনার ঋণটির জন্য এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।" আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের ঋণটির জন্য এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্য ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এমন অসংখ্য হাদিস রয়েছে যেখানে বর্ণিত হয়েছে যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের ঋণটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। আর আমরা জানি যে তিনি মুমিনদের জন্যও ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, কারণ তাঁকে এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। "আপনার ঋণটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন"—এর অর্থ হলো আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা যাতে তিনি আপনার গোনাহ মাফ করে দেন। আর 'মাগফিরাত' বা ক্ষমার অর্থ হলো গোনাহ গোপন করা এবং তা মার্জনা করা। কারণ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সেদিকেই নির্দেশ করে। এটি 'মিগফার' শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো যুদ্ধের সময় মাথায় পরিহিত পরিচিত শিরস্ত্রাণ বা হেলমেট, যা মাথাকে তীরের আঘাত থেকে রক্ষা করে এবং ঢেকে রাখে। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলার সেই বাণী: {আর যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এবং আমাদের সেই ভাইদের ক্ষমা করুন যারা...}

سبقونا بالإيمان} وهؤلاء هم الصنف الثالث من الأصناف الثلاثة الذين قال الله فيهم {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ويبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون} فوصفهم الله بالهجرة والنصرة الصنف الثاني {والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وهؤلاء هم الأنصار أنصار المدينة

আমাদের আগে যারা ঈমান এনেছেন} আর তারা হলো সেই তিন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তৃতীয় শ্রেণী, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন: {সেই নিঃস্ব মুহাজিরদের জন্য, যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পদ থেকে বহিস্কৃত হয়েছে; তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। তারাই তো সত্যবাদী।} আল্লাহ তাদেরকে হিজরত ও সাহায্যের গুণে গুণান্বিত করেছেন। দ্বিতীয় শ্রেণী হলো {আর যারা তাদের আগে এই জনপদে বসবাস করেছে এবং ঈমান গ্রহণ করেছে; তারা তাদের নিকট হিজরত করে আসা লোকদের ভালোবাসে এবং মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য নিজেদের অন্তরে কোনো প্রকার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না। তারা নিজেদের ওপর অন্যদের অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত থাকে। আর যাদেরকে মনের সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম।} আর এরাই হলেন আনসার—মদিনার সাহায্যকারীগণ।

والصنف الثالث} والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم {وهذه دعوة لإخوانهم بظهر الغيب وأما الآية الثالثة فقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم {ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب} فقلوه {وللمؤمنين} هذا دعاء للمؤمنين بظهر الغيب إذن الدعاء للمؤمنين بظهر الغيب من طرق الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن ذلك أننا نحن كلنا ندعو لإخواننا في صلاتنا بظهر الغيب كلنا يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وهذا دعاء وقد قال النبي إنكم إذا قلتم ذلك فإنكم قد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض إذن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهذا دعاء لإخوانك بظهر الغيب

1494 - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل رواه مسلم

তৃতীয় শ্রেণি হলো তারা, যারা তাদের পরে এসেছে এবং বলে: {হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের এবং আমাদের সেই ভাইদের ক্ষমা করুন যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছেন এবং মুমিনদের প্রতি আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি পরম স্নেহশীল ও দয়ালু।} এটি হলো তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের ভাইদের জন্য একটি দুআ। আর তৃতীয় আয়াত সম্পর্কে ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) বলেছেন: {হে আমাদের পালনকর্তা! হিসাব গ্রহণের দিনে আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মুমিনদের ক্ষমা করুন।} সুতরাং তাঁর বাণী {মুমিনদের জন্য} এটি হলো মুমিনদের অনুপস্থিতিতে তাদের জন্য দুআ। অতএব, মুমিনদের অনুপস্থিতিতে তাদের জন্য দুআ করা রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) অনুসৃত পদ্ধতি ও তাঁদের প্রদর্শিত পথের অন্তর্ভুক্ত। এরই অংশ হলো যে, আমরা সবাই আমাদের সালাতে আমাদের ভাইদের অনুপস্থিতিতে তাদের জন্য দুআ করি। আমরা সবাই বলি: ‘আমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের ওপর।’ এটি একটি দুআ। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: ‘তোমরা যখন এটি বলো, তখন তোমরা

আসমান ও জমিনের প্রতিটি নেক বান্দার ওপর সালাম পেশ করো।’ অতএব, আপনি যখন বলেন ‘আমাদের ওপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক’, তখন এটি আপনার ভাইদের অনুপস্থিতিতে তাদের জন্য একটি দুআ।

১৪৯৪ - আবু দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন: এমন কোনো মুসলিম বান্দা নেই যে তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দুআ করে, আর ফেরেশতা এ কথা বলে না যে, ‘তোমার জন্যও অনুরূপ হোক।’ (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

(ص: 48) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

1495 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة البرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

ثم ذكر المؤلف حديث أبي الدرداء رضي الله عنه بلفظه أن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك مثله يعني لك بمثل ذلك فألملك يؤمن على دعائك إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب ويقول لك مثله وهذا يدل على فضيلة هذا لكن هذا فيمن لم يطلب منك أن تدعو له أما من طلب منك أن تدعو له فدعوت له فهذا كأنه شاهد لأنه يسمع كلامك لأنه هو الذي طلب منك لكن إذا دعوت له بظهر الغيب بدون أن يخبرك بدون أن يطلب منك فهذا هو الذي فيه الأجر وفيه الفضل والله الموفق}

১৪৯৫ - এবং তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন: "কোনো মুসলিম ব্যক্তির তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে করা দোয়া কবুল হয়; তার মাথার কাছে একজন নিয়োজিত ফেরেশতা থাকেন, যখনই সে তার ভাইয়ের জন্য কোনো কল্যাণের দোয়া করে, তখন সেই নিয়োজিত ফেরেশতা বলেন: আমিন (কবুল হোক), এবং তোমার জন্যও অনুরূপ হোক।" এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

অতঃপর লেখক আবু দোরদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিসটি এর উভয় শব্দে উল্লেখ করেছেন যে, মানুষ যখন তার ভাইয়ের অগোচরে দোয়া করে, তখন ফেরেশতা বলেন ‘আমিন’ এবং ‘তোমার জন্যও অনুরূপ হোক’। অর্থাৎ আপনার জন্যও অনুরূপ রয়েছে। সুতরাং আপনি যখন আপনার ভাইয়ের অগোচরে তার জন্য দোয়া করেন, তখন ফেরেশতা আপনার দোয়ায় আমিন বলেন এবং আপনার জন্যও অনুরূপ বলেন। এটি এই আমলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। তবে এটি তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে আপনার নিকট দোয়ার আবেদন করেনি। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আপনার নিকট দোয়ার আবেদন করেছে এবং আপনি তার জন্য দোয়া করেছেন, তবে এটি উপস্থিত দোয়ার মতো গণ্য হতে পারে; কারণ সে আপনার কথা শুনছে এবং সে-ই আপনার কাছে প্রার্থনা করেছে। কিন্তু আপনি যদি তাকে না জানিয়ে এবং তার প্রার্থনা ছাড়াই তার অগোচরে তার জন্য দোয়া করেন, তবে এটিই সেই কাজ যাতে সওয়াব ও ফজিলত নিহিত রয়েছে। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 49) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَاب فِي مَسَائِلِ مِنَ الدَّعَاءِ

1496 - عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَنَعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أُبْلِغَ فِي الثَّنَاءِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

[الشَّرْحُ]

هذه مسائل متشكلة من أنواع الدعاء منها حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليّ معروف فقال جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء إذا صنع إليك إنسان معروفاً ببال أو مساعدة أو علم أو جاه يعني توجه لك أو غير ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تكافئ صانع المعروف فقال من صنع إليكم معروفاً فكفوّه والكفأة تكون بحسب الحال من الناس من تكون مكافأته أن تعطيه مثل ما أعطاك أو أكثر ومن الناس من تكون مكافأته أن تدعو له ولا يرضى أن تكافئه ببال فإن الإنسان الكبير الذي عنده أموال كثيرة وله جاه وشرف في قومه إذا أهدى إليك شيئاً فأعطيته مثل ما أهدى إليك رأى في ذلك قصوراً في حقه لكن مثل هذا ادع الله له فإن لم تجدوا ما تكفوّنوه فادعوا له حتى تتروا

দুআ সংক্রান্ত বিবিধ মাসআলা সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

১৪৯৬ - উসামা ইবনে যায়েদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যার প্রতি কোনো অনুগ্রহ করা হলো এবং সে তার উপকারকারীকে বলল, 'আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন', তবে সে প্রশংসার পূর্ণতা দান করল।" এটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন হাদীসটি হাসান সহীহ।

[ব্যাখ্যা]

এগুলি দুআর বিভিন্ন প্রকারের সমন্বয়ে গঠিত বিবিধ মাসআলা। তার মধ্যে একটি হলো উসামা ইবনে যায়েদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত হাদীসটি যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যার প্রতি কোনো উপকার করা হলো এবং সে বলল 'আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন', তবে সে প্রশংসার চরম সীমায় পৌঁছে গেল।" যখন কোনো মানুষ আপনার প্রতি সম্পদ, সহযোগিতা, জ্ঞান বা প্রভাব-প্রতিপত্তি—অর্থাৎ আপনার পক্ষে সুপারিশ করা বা অন্য কিছু মাধ্যমে কোনো কল্যাণকর কাজ করে, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই উপকারকারীকে প্রতিদান দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি

তোমাদের প্রতি কোনো অনুগ্রহ করবে, তোমরা তার প্রতিদান দাও।" আর প্রতিদান প্রদান করাটা অবস্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। মানুষের মধ্যে কেউ এমন থাকে যার প্রতিদান হলো তাকে তেমন কিছুই দেওয়া যা সে আপনাকে দিয়েছে অথবা তার চেয়ে বেশি দেওয়া। আবার মানুষের মধ্যে এমন কেউ থাকে যার প্রতিদান হলো তার জন্য দুআ করা, এবং সে মালের মাধ্যমে প্রতিদান গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না। কারণ কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যার প্রচুর ধন-সম্পদ রয়েছে এবং নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভাব ও মর্যাদা রয়েছে, তিনি যদি আপনাকে কোনো কিছু উপহার দেন আর আপনিও তাকে অনুরূপ কিছু উপহার দেন, তবে তিনি এতে তার মর্যাদার হানি বা ক্রটি দেখতে পারেন। কিন্তু এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন। "যদি তোমরা প্রতিদান দেওয়ার মতো কিছু না পাও, তবে তার জন্য দুআ করতে থাকো যতক্ষণ না তোমরা মনে করো যে তোমরা তাকে যথাযথ প্রতিদান দিয়েছ।"

(ص: 50) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أنكم قد كافأتموه ومن ذلك أن تقول له جزاك الله خيراً إذا أعطاك شيئاً أو نفعك بشيء فقل له جزاك الله خيراً فقد أبلغت في الثناء وذلك لأن الله تعالى إذا جزاه خيراً كان ذلك سعادة له في الدنيا والآخرة
1497 - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم رواه مسلم

وأما الحديث الثاني وهو حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فإنه رباً يصادف ساعة

إجابة فتجأ بهذا يقع كثيرا عند الغضب إذا غضب الإنسان ربما يدعو على نفسه
وربما يدعو على ولده ويقول قاتلك الله قاتلك الله..

..

وما أشبه ذلك حتى إن بعضهم يدعو على ولده باللعنة نسأل الله العافية وكذلك
نجد بعضهم يدعو على أهله على زوجته على أخته ربما دعا على أمه والعياذ بالله مع
الغضب وكذلك أيضا يدعو على ماله يقول مثلا على سيارة اختلفوا عليها الله لا

নিশ্চয়ই তোমরা তাকে যথাযথ প্রতিদান প্রদান করেছে। আর এরই অন্তর্ভুক্ত হলো তাকে
'জাযাকাল্লাহু খাইরান' (আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন) বলা, যখন সে তোমাকে কিছু
দান করে অথবা কোনো বিষয়ে তোমার উপকার করে। সুতরাং তাকে বলো: 'জাযাকাল্লাহু
খাইরান', তবেই তুমি প্রশংসার চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হলে। আর তা এই কারণে যে, মহান
আল্লাহ যদি তাকে উত্তম প্রতিদান দান করেন, তবে সেটি দুনিয়া ও আখিরাতে তার জন্য পরম
সৌভাগ্যের কারণ হবে।

১৪৯৭ - জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
ইরশাদ করেছেন, তোমরা নিজেদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করো না, তোমাদের সন্তানদের বিরুদ্ধে
বদদোয়া করো না এবং তোমাদের ধন-সম্পদের বিরুদ্ধেও বদদোয়া করো না; পাছে তোমরা
আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন এক মুহূর্তের সাথে মিলে যাও যখন কোনো কিছু চাওয়া হলে তিনি
তা মঞ্জুর করেন এবং তোমাদের দোয়া কবুল করে নেন। (মুসলিম)।

আর দ্বিতীয় হাদিসটি হলো জাবির (রা.) বর্ণিত হাদিস, যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমরা নিজেদের ওপর, তোমাদের সন্তানদের ওপর এবং তোমাদের
ধন-সম্পদের ওপর বদদোয়া করো না। কেননা হতে পারে তা দোয়া কবুলের মুহূর্তের সাথে
মিলে যাবে এবং তা কবুল হয়ে যাবে। ক্রোধের সময় এটি প্রায়ই ঘটে থাকে। যখন মানুষ
রাগান্বিত হয়, তখন সে নিজের বিরুদ্ধে কিংবা নিজের সন্তানের বিরুদ্ধে বদদোয়া করে বসে
এবং বলে: 'আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন', 'আল্লাহ তোমাকে নিপাত করুন'..

..

এবং এই জাতীয় আরও কথা। এমনকি তাদের কেউ কেউ নিজের সন্তানের ওপর অভিশাপও দিয়ে থাকে—আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামনা করছি। অনুরূপভাবে আমরা দেখতে পাই, কেউ কেউ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে নিজের পরিবার, স্ত্রী, বোন এমনকি নিজের মায়ের বিরুদ্ধেও বদদোয়া করে বসে—আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। একইভাবে সে নিজের সম্পদের ওপরও বদদোয়া করে; উদাহরণস্বরূপ কোনো গাড়ি নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হলে সে বলে: 'আল্লাহ যেন এটিতে বরকত না দেন'..

(ص: 51) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

يبارك في هذه السيارة أو في هذه الدار أو هذا الفراش وما أشبه ذلك كل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو عليه لأنه ربما صادف ساعة إجابة فإذا صادف ساعة إجابة فإنه يستجاب لو قلت لولدك تعال لماذا فعلت كذا الله لا يوفقك الله لا يربحك الله لا يصلحك فتصادف ساعة إجابة كل هذا حرام لا يجوز لأنه ربما صادف ساعة إجابة كذلك المال المال الذي يتعكس عليك السيارة أو الشغل في البيت أو غير ذلك لا تدع عليه لكن قل اللهم يسر الأمر اللهم سهل حتى يحصل التسهيل والتيسير

1498 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثرُوا الدعاء رواه مسلم
وأما حديث أبي هريرة ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثرُوا من الدعاء الإنسان إذا كان يدع الله تعالى فإنه قريب من الله والله تعالى قريب منه كما قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان

এই গাড়ি, এই বাড়ি বা এই বিছানা অথবা এই জাতীয় অন্য কিছু ওপর অকল্যাণের দুআ করা—এই সবকিছুর বিরুদ্ধেই দুআ (বদদোয়া) করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। কারণ, হতে পারে তা দুআ কবুল হওয়ার কোনো মুহূর্তের সাথে মিলে যাবে। আর যদি তা কবুল হওয়ার সময়ের সাথে মিলে যায়, তবে তা কবুল হয়ে যাবে। আপনি যদি আপনার সন্তানকে বলেন, "এদিকে এসো, কেন তুমি এমন করলে? আল্লাহ তোমাকে সফল না করুন, আল্লাহ তোমাকে লাভবান না করুন, আল্লাহ তোমাকে সংশোধন না করুন"—আর তা যদি কবুল হওয়ার সময়ের সাথে মিলে যায় (তবে তা বিপদজনক)। এই সবকিছুই হারাম এবং নাজায়েজ; কারণ সম্ভবত তা কবুল হওয়ার সময়ের সাথে মিলে যেতে পারে। অনুরূপভাবে সম্পদ—যে সম্পদ আপনার প্রতিকূলে যাচ্ছে, গাড়ি কিংবা ঘরের কাজ অথবা অন্য কিছু—সেগুলোর বিরুদ্ধে দুআ করবেন না। বরং বলুন, "হে আল্লাহ, বিষয়টি সহজ করে দিন; হে আল্লাহ, সহজসাধ্য করে দিন," যাতে আসানি ও সহজতা অর্জিত হয়।

১৪৯৮ - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: বান্দা তার রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় যখন সে সিজদারত থাকে, তাই তোমরা অধিক পরিমাণে দুআ করো। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

আর আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসটির ব্যাপারে কথা হলো, এতে রয়েছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দা তার রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় যখন সে সিজদারত থাকে, তাই তোমরা অধিক পরিমাণে দুআ করো। মানুষ যখন মহান আল্লাহর কাছে দুআ করে, তখন সে আল্লাহর নিকটবর্তী থাকে এবং মহান আল্লাহও তার নিকটবর্তী হন। যেমনটি আল্লাহ জালা ওয়া আলা বলেছেন: "আর যখন আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন আমি তো নিকটেই। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে ডাকে।"

فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أقرب ما يكون الإنسان من ربه وهو ساجد وذلك لأن في السجود كمال الخضوع لله عز وجل لأنك تضع أشرف أعضائك وأعلى أعضائك تضعها في الأسفل في موضع الأقدام تعظيماً للرب عز وجل فيأبى الله تعالى إلا أن يقرب منك في هذا الحال وأنت تقرب من ربك فأكثرُوا من الدعاء وأنتم سجدون في الفرائض والنوافل أكثر من الدعاء في أمور الدنيا وأمر الآخرة كله خير حتى لو كنت تدعو الله في أمور الدنيا وأنت ساجد فهو خير لأن الدعاء نفسه عبادة لو قلت اللهم كثر مالي اللهم هب لي سكناً جميلاً اللهم هب لي سيارة مريحة وما أشبه ذلك فلا بأس به ولو كان في الفريضة اللهم اغفر لي ولوالدي لأن الدعاء عبادة فأبي شيء تدعوا به الله فإنه عبادة أي شيء حتى جاء في الحديث ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله شراك النعل شيء زهيد ولكن تسأل الله كل شيء لأن كل شيء تسأله الله فهو عبادة لك ثم اعلم أنك إذا سألت الله فإنك رابح في كل حال لأنه إما أن يعطيك ما تسأل أو يصرف عنك من السوء ما هو أعظم أو يدخر ذلك لك عنده يوم القيامة أجراً فمن دعا الله تعالى فإنه لا يخيب فأكثر من الدعاء أكثر من دعاء الله أكثر من الاستغفار إلى الله والتوبة إليه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغان على قلبي وإني أستغفر الله وأتوب إليه مائة مرة وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة ولا تغفل هذا في اليوم وهو يسير يعني لو قلت أستغفر الله وأتوب إليه تخلص مائة مرة في عشر دقائق أو أقل الأمر بسيط وبه تحصل على خير والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والله الموفق

অতএব তারা যেন আমার আহ্বানে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে, যাতে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়। একজন মানুষ তার রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় যখন সে সিজদাবনত থাকে। আর এর কারণ হলো, সিজদার মধ্যে মহান আল্লাহর প্রতি বিনয় ও আনুগত্যের পূর্ণতা প্রকাশ পায়। কেননা আপনি আপনার শরীরের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ও উচ্চতম অঙ্গটিকে মহান রবের

মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের উদ্দেশ্যে পদতলে অর্থাৎ সর্বনিম্ন স্থানে অবনমিত করছেন। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ আপনার নিকটবর্তী হওয়া ছাড়া অন্য কিছু করেন না এবং আপনিও আপনার রবের অতি নিকটে পৌঁছে যান। সুতরাং আপনারা ফরজ ও নফল উভয় সালাতেই সিজদাবনত অবস্থায় অধিক হারে দোয়া করুন। দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় বিষয়ে বেশি বেশি দোয়া করুন, এই সবই কল্যাণকর। এমনকি আপনি যদি সিজদাবনত অবস্থায় পার্থিব বিষয়েও আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, তবে তাও কল্যাণকর; কারণ দোয়া নিজেই একটি ইবাদত। যদি আপনি বলেন: হে আল্লাহ, আমার সম্পদ বৃদ্ধি করে দিন; হে আল্লাহ, আমার জন্য একটি সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিন; হে আল্লাহ, আমার জন্য একটি আরামদায়ক যানের ব্যবস্থা করে দিন—অথবা এই জাতীয় কিছু বলেন, তবে তাতে কোনো দোষ নেই, এমনকি তা ফরজ সালাতেও হোক না কেন। হে আল্লাহ, আমাকে এবং আমার বাবা-মাকে ক্ষমা করে দিন—এরূপ দোয়া করাও ইবাদত। আপনি আল্লাহর কাছে যা কিছুই প্রার্থনা করেন না কেন, তা ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। এমনকি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, তোমাদের প্রত্যেকে যেন তার রবের কাছে এমনকি তার জুতার ফিতাও প্রার্থনা করে। জুতার ফিতা অত্যন্ত তুচ্ছ বস্তু হওয়া সত্ত্বেও আপনারা আল্লাহর কাছে সবকিছুর জন্যই প্রার্থনা করুন; কারণ আল্লাহর কাছে আপনার প্রতিটি যাত্রণাই আপনার জন্য ইবাদত। অতঃপর জেনে রাখুন যে, যখন আপনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন, তখন আপনি সর্বাবস্থায় লাভবান। কারণ তিনি হয় আপনাকে আপনার প্রার্থিত বস্তু দান করবেন, নতুবা আপনার থেকে এর চেয়ে বড় কোনো অনিষ্ট দূর করে দেবেন, অথবা কিয়ামতের দিন আপনার জন্য এর প্রতিদান গচ্ছিত রাখবেন। সুতরাং যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করে, সে কখনো ব্যর্থ বা নিরাশ হয় না। অতএব, অধিক হারে দোয়া করুন, আল্লাহর কাছে বেশি বেশি প্রার্থনা করুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করুন। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: নিশ্চয়ই আমার অন্তরের ওপর আবরণ তৈরি হয় এবং আমি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে একশ বার ক্ষমা প্রার্থনা করি ও তওবা করি। অথচ তিনি এমন এক সত্তা যাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি দিনে একশ বার আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার ও তওবা করতেন। প্রতিদিনের এই আমলটি হতে বিমুখ হবেন না, অথচ এটি অত্যন্ত সহজ। অর্থাৎ আপনি যদি বলেন 'আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর নিকট তওবা করছি', তবে দশ মিনিট বা তার চেয়েও কম সময়ে একশ বার তা সম্পন্ন করতে পারবেন। বিষয়টি অত্যন্ত সহজ এবং এর মাধ্যমেই আপনি প্রভূত

কল্যাণ ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পদাঙ্ক অনুসরণের সৌভাগ্য অর্জন করবেন। আল্লাহই তাওফিক দানকারী।

(ص: 53) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

1499 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي متفق عليه وفي رواية لمسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء

[الشَّرْحُ]

إن هذا الحديث في باب آداب الدعاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يعني أن الإنسان حري أن يستجيب الله دعاءه إلا إذا عجل ومعنى العجلة فسرّها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول دعوت ودعوت فلم

১৪৯৯ - আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

বলেছেন: তোমাদের প্রত্যেকের দোয়া কবুল করা হয় যতক্ষণ না সে তাড়াহুড়ো করে; সে বলে যে, আমি আমার রবের নিকট দোয়া করেছি কিন্তু তিনি আমার দোয়া কবুল করেননি। (বুখারি ও মুসলিম)। মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: বান্দার দোয়া সর্বদা কবুল হতে থাকে যতক্ষণ না সে কোনো পাপ অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দোয়া করে এবং যতক্ষণ না সে তাড়াহুড়ো করে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াহুড়ো করা কী? তিনি বললেন:

সে বলতে থাকে, আমি দোয়া করেছি, আমি দোয়া করেছি কিন্তু আমি দেখলাম না যে তা কবুল হচ্ছে; ফলে সে সেই মুহূর্তে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং দোয়া করা ছেড়ে দেয়।

[ব্যাখ্যা]

নিশ্চয়ই এই হাদিসটি দোয়ার আদব বা শিষ্টাচার অধ্যায়ে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমাদের প্রত্যেকের দোয়া কবুল করা হয় যতক্ষণ না সে তাড়াছড়ো করে। অর্থাৎ মানুষ এই যোগ্য যে আল্লাহ তার দোয়া কবুল করবেন যতক্ষণ না সে তাড়াছড়ো করে। আর তাড়াছড়োর অর্থ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, তা হলো এই বলা—আমি দোয়া করেছি, আমি দোয়া করেছি কিন্তু...

(ص: 54) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أَرَمَن يَسْتَجِيبُ لِي فحِينَئِذٍ يَسْتَحْسِرُ وَيَدْعُ الدُّعَاءَ وَهَذَا مِنْ جَهْلِ الْإِنْسَانِ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يَمْنَعُكَ مَا دَعَوْتَهُ بِهِ إِلَّا لِحِكْمَةٍ أَوْ لَوْجُودِ مَانِعٍ يَمْنَعُ مِنْ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ وَلَكِنْ إِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ فَادْعِ اللَّهَ تَعَالَى وَأَنْتَ مَغْلَبٌ لِلرَّجَاءِ عَلَى الْيَأْسِ حَتَّى يَحْقُقَ اللَّهُ لَكَ مَا تَرِيدُ ثُمَّ إِنْ أُعْطَاكَ اللَّهُ مَا سَأَلْتَ فَهَذَا الْمَطْلُوبُ وَإِنْ لَمْ يَعْطِكَ مَا سَأَلْتَ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ عَنْكَ مِنَ الْبَلَاءِ أَكْثَرَ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي أَوْ يَدْخُرُ ذَلِكَ لَكَ عِنْدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تَيَأَسْ وَلَا تَسْتَحْسِرْ ادْعِ مَا دَامَ الدُّعَاءُ عِبَادَةً فَلِمَاذَا لَا تَكْثُرُ مِنْهُ بَلْ أَكْثَرَ مِنْهُ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَكَ أَوْ لَمْ يَسْتَجِبْ وَلَا تَسْتَحْسِرْ وَلَا تَسِيءِ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَكِيمٌ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ الْبَاقِي

1500 - وعن أبي أمّامة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات رواه الترمذي وقال حديث حسن

1501 - وعن عبادة بن الصّامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم فقال رجل من القوم إذا نكث قال الله أكثر

আমি এমন ব্যক্তিকে দেখি যে (মনে মনে বলে) কে আমার ডাকে সাড়া দিচ্ছে? অতঃপর সে হতাশ হয়ে পড়ে এবং দোয়া ছেড়ে দেয়। এটি মানুষের অজ্ঞতা প্রসূত; কারণ মহান আল্লাহ আপনার প্রার্থিত বস্তু প্রদান থেকে বিরত থাকেন না একমাত্র কোনো প্রজ্ঞা (হিকমত) অথবা দোয়া কবুলের পথে কোনো বাধার উপস্থিতির কারণে। তবে আপনি যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন, তখন নৈরাশ্যের চেয়ে আশাকে প্রবল রেখে দোয়া করুন, যতক্ষণ না আল্লাহ আপনার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন। অতঃপর আল্লাহ যদি আপনাকে আপনার প্রার্থিত বস্তু দান করেন, তবে তা-ই কাম্য। আর যদি তিনি তা দান না করেন, তবে তিনি এর বিনিময়ে আপনার থেকে আরও বড় কোনো বিপদ দূর করে দেন যা আপনি জানেন না, অথবা এটি আপনার জন্য কিয়ামতের দিনের জন্য জমা রাখেন। সুতরাং নিরাশ হবেন না এবং ক্লান্তও হবেন না। যতক্ষণ দোয়া করা একটি ইবাদত, ততক্ষণ আপনি কেন তা অধিক পরিমাণে করবেন না? বরং আল্লাহর কাছে প্রচুর দোয়া করুন, আল্লাহ আপনার দোয়ায় সাড়া দিন বা না দিন। বিমর্ষ হবেন না এবং আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার প্রতি কুধারণা পোষণ করবেন না, কারণ মহান আল্লাহ পরম প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ তাআলা বলেন: "সম্ভবত তোমরা কোনো কিছু অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আর সম্ভবত তোমরা কোনো কিছু পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর।" আর আল্লাহই তৌফিক দানকারী।

১৫০০ - আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন সময়ের দোয়া অধিক কবুল হয়? তিনি বললেন: "শেষ রাতের মধ্যভাগ এবং ফরজ সালাতসমূহের শেষাংশে।" এটি তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি হাসান হাদিস।

১৫০১ - উবাদাহ ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "পৃথিবীর বুকে এমন কোনো মুসলিম নেই যে আল্লাহর কাছে কোনো বিষয়ে দোয়া করে, আর আল্লাহ তাকে সেটি দান করেন না অথবা তার থেকে অনুরূপ কোনো অমঙ্গল দূর করেন না; যতক্ষণ না সে কোনো পাপের জন্য অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দোয়া করে।" তখন উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললেন, তাহলে তো আমরা অধিক পরিমাণে দোয়া করব। তিনি বললেন: "আল্লাহর ভাণ্ডার আরও অধিক (দানকারী)।"

(ص: 55) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه
أو يدخر له من الأجر مثلها

1502 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا
إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم متفق عليه

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث من بقية الأحاديث التي جمعها النووي رحمه الله في كتاب رياض
الصالحين منها الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أسمع
يعني أي الدعاء أقرب إجابة فقال جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات المكتوبة جوف
الليل الآخر يعني آخر الليل وذلك لأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى
ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني
فأغفر له فينبغي للإنسان أن يجتهد بالدعاء في هذا الجزء من الليل رجاء الإجابة

الثانية: أدبار الصلوات المكتوبات وأدبار الصلوات يعني أواخرها وهذا قد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر التشهد ثم قال بعد ذلك ثم

তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান সহিহ হাদিস বলেছেন। হাকিম এটি আবু সাঈদ (রা.)-এর বর্ণনায় রিওয়াযাত করেছেন এবং তাতে এই অংশটি বৃদ্ধি করেছেন: "অথবা তার জন্য এর সমপরিমাণ সওয়াব সঞ্চিত রাখা হয়।"

১৫০২ - ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিপদের সময় বলতেন: "মহান ও ধৈর্যশীল আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। মহান আরশের রব আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আসমানসমূহের রব, জমিনের রব এবং সম্মানিত আরশের রব আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই।" (বুখারি ও মুসলিম)

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসগুলো ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) কর্তৃক 'রিয়াদুস সলিহীন' গ্রন্থে সংকলিত অবশিষ্ট হাদিসসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে প্রথম হাদিসটি হলো যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোন দোয়া অধিক শ্রবণযোগ্য (অর্থাৎ কোন দোয়া কবুলের অধিক নিকটবর্তী)? তিনি বললেন: "রাতের শেষাংশের মধ্যভাগ এবং ফরজ সালাতসমূহের শেষাংশে।" রাতের শেষাংশের মধ্যভাগ বলতে রাতের শেষ সময়কে বোঝানো হয়েছে। এর কারণ হলো, রাতের শেষ এক-তৃতীয়াংশ যখন অবশিষ্ট থাকে, তখন আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন: "কে আছে যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব? কে আছে যে আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দান করব? কে আছে যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব?" সুতরাং মানুষের উচিত রাতের এই অংশে দোয়ায় সচেষ্টিত হওয়া, যাতে তা কবুল হওয়ার আশা করা যায়। দ্বিতীয়ত: ফরজ সালাতসমূহের শেষাংশ; আর সালাতের শেষাংশ বলতে সালাতের অন্তিম সময়কে বোঝায়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ ব্যাপারে তখন নির্দেশনা দিয়েছেন যখন তিনি তাশাহুদ উল্লেখ করেছিলেন এবং এরপর বলেছিলেন...

ليتخير من الدعاء ما يشاء وليس المراد بأدبار الصلوات هي ما بعد السلام لأن ما بعد السلام في الصلوات هو ليس محل دعاء إنما هو محل ذكر لقول الله تعالى فإذا قضيتُم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم ولكن المراد بأدبار الصلوات المكتوبة أو آخرها ثم ذكر المؤلف حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه ما من مسلم يدعو الله تعالى بشيء إلا أعطاه ما سأل أو صرف عنه من السوء مثل ذلك أو ادخر له أجره عنده يوم القيامة وقد سبق لنا بيان هذا وبيننا أنه لا يخب من يسأل الله بل لا بد أن يحدث له واحد من هذه الأمور الثلاثة إلا أن يدعو بإثم أي بشيء محرم فإنه لا يستجاب له لأن الدعاء بالإثم ظلم وقد قال الله تعالى {إنه لا يفلح الظالمون} وأما الحديث الأخير فهو في دعاء الكرب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم فهذه الكلمات إذا قالها الإنسان عند الكرب كانت سبباً في تفريج كربه والله الموفق

সে যেন তার পছন্দমতো দোয়া চয়ন করে নেয়। সালাতের শেষাংশ (আদবারুস সালাত) বলতে সালাম ফেরানোর পরবর্তী সময়কে বোঝানো হয়নি; কারণ সালাতে সালামের পরবর্তী সময়টি দোয়া করার স্থান নয়, বরং তা হলো যিকিরের স্থান। মহান আল্লাহর বাণী: "অতঃপর যখন তোমরা সালাত সম্পন্ন করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহর যিকির করো।" তবে ফরয সালাতসমূহের শেষাংশই হলো এর পশ্চাদভাগ। এরপর লেখক আবু উমামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, কোনো মুসলিম আল্লাহর কাছে কোনো দোয়া করলে তিনি তাকে হয় তার যাচিত বস্তু দান করেন, অথবা তার থেকে সমপরিমাণ কোনো অনিষ্ট দূর করেন, নতুবা কিয়ামতের দিন তার জন্য এর সওয়াব সঞ্চিত রাখেন। আমরা ইতিপূর্বেই এটি ব্যাখ্যা করেছি এবং স্পষ্ট করেছি যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে সে কখনো ব্যর্থ হয় না, বরং তার ক্ষেত্রে এই তিনটির যেকোনো একটি অবশ্যই ঘটে; তবে শর্ত

হলো সে যেন কোনো পাপ বা হারাম কাজের দোয়া না করে, সেক্ষেত্রে তা কবুল হবে না। কারণ পাপের দোয়া হলো এক প্রকার জুলুম, আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "নিশ্চয়ই যালিমরা সফলকাম হয় না।" আর শেষ হাদীসটি হলো বিপদের সময়ের দোয়া সম্পর্কে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কষ্টের সময় বলতেন: "আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, যিনি অতি মহান ও পরম ধৈর্যশীল। আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, যিনি মহান আরশের রব। আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, যিনি আসমানসমূহ, যমিন এবং সম্মানিত আরশের রব।" কোনো মানুষ বিপদের সময় এই কথাগুলো বললে তা তার বিপদ মুক্তির কারণ হবে। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 57) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَابُ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ وَفَضْلِهِمْ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} وَقَالَ تَعَالَى {وَهَزِيْ اِلَيْكَ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقُطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي}

[الشَّرْحُ]

قَالَ الْمُؤَلِّفُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ رِيَّاضُ الصَّالِحِينَ بَابُ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ وَفَضْلِهِمُ الْكَرَامَاتُ هُنَا مَعْنَاهَا هِيَ كُلُّ أَمْرٍ خَارِقٍ لِلْعَادَةِ يَظْهَرُهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى يَدِ مُتَّبِعِي الرِّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْكَرَامَةُ يَعْنِي أَمْرٌ غَيْرُ مَعْتَادٍ يَظْهَرُهُ اللَّهُ عَلَى يَدِ مُتَّبِعِ الرِّسُولِ إِمَّا تَكْرِيمًا لَهُ وَإِمَّا نَصْرَةً لِلْحَقِّ وَهِيَ ثَابِتَةٌ أَعْنِي الْكَرَامَاتُ ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْوَاقِعِ وَلَكِنْ مِنْهُمْ الْأَوْلِيَاءُ؟ الْأَوْلِيَاءُ هُمْ مِنْ بَيْنِهِمُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ

ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم الأولياء جمعوا بين الإيمان والتقوى وليس أولياء الله الذين يدعون أنهم أولياءه وهم من أعدائه كما يفعل في بعض البلاد يأتي الرجل يدعي أنه ولي وهو عاص فاسق يدعو الناس إلى أن يعبدوه ويطيعوه في كل شيء ويدعي أن الله قد أحل له كل شيء حتى المحرمات أحلها الله له لأنه بلغ الغاية هؤلاء ليسوا بأولياء الله هؤلاء أعداء الله ولي الله هو المؤمن التقى كما في هذه الآية

আল্লাহর ওলীগণের কারামত ও তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ক পরিচ্ছেদ
মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: {জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহর ওলী বা বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তাঁরা চিন্তিতও হবেন না। যাঁরা ঈমান এনেছেন এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছেন; তাঁদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালে; আল্লাহর বাণীর কোনো পরিবর্তন নেই। এটিই হলো মহা সাফল্য।} এবং আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: {আর তুমি খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে নিজের দিকে নাড়া দাও, তা তোমার ওপর তাজা পাকা খেজুর ঝরিয়ে দেবে। অতঃপর তুমি আহার করো ও পান করো।}

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর ‘রিয়াদুস সালেহীন’ গ্রন্থে বলেছেন: ‘আল্লাহর ওলীগণের কারামত ও তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ক পরিচ্ছেদ’। এখানে কারামত বলতে এমন প্রতিটি অলৌকিক বিষয়কে বোঝানো হয়েছে যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসারীদের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এই কারামত হলো এমন একটি অসাধারণ বিষয় যা আল্লাহ রাসূলের অনুসারীর হাতে প্রকাশ করেন—হয় তাঁকে সম্মানিত করার জন্য অথবা সত্যকে বিজয়ী করার জন্য। আর কারামত কুরআন, সুন্নাহ এবং বাস্তবতার নিরিখে প্রমাণিত। কিন্তু ওলী কারা? ওলী হলেন তাঁরাই যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাঁর এই বাণীতে বর্ণনা করেছেন: ‘জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তাঁরা দুঃখিতও হবেন না। যাঁরা ঈমান এনেছেন এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছেন।’ তাঁরাই হলেন ওলী যারা ঈমান ও তাকওয়ার সমন্বয় ঘটিয়েছেন। আর তাঁরা আল্লাহর ওলী নন যারা নিজেদের আল্লাহর বন্ধু দাবি করে অথচ তারা আসলে তাঁর শত্রু; যেমনটি কোনো কোনো

জনপদে দেখা যায় যে, কোনো ব্যক্তি ওলী হওয়ার দাবি করে অথচ সে একজন অবাধ্য ও পাপাচারী। সে মানুষকে নিজের ইবাদত করতে এবং সব বিষয়ে তার আনুগত্য করতে প্ররোচিত করে এবং দাবি করে যে, আল্লাহ তার জন্য সবকিছু বৈধ করে দিয়েছেন, এমনকি হারাম বিষয়গুলোকেও আল্লাহ তার জন্য হালাল করে দিয়েছেন যেহেতু সে (আধ্যাত্মিকতার) চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছেছে। এরা আল্লাহর ওলী নয়, বরং এরা আল্লাহর শত্রু। আল্লাহর ওলী হলেন সেই মুমিন ও মুত্তাকী ব্যক্তি, যেমনটি এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

(ص: 58) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الكريمة التي ساقها المؤلف {ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون} وسوف يذكر المؤلف إن شاء الله الآيات والأحاديث الدالة على ذلك والواقع أيضاً والفرق بين الآية آية النبي صلى الله عليه وسلم وكرامة الولي وشعوذة العدو الفرق بينهم أن آية النبي صلى الله عليه وسلم أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد النبي صلى الله عليه وسلم تأييداً له وتصديقاً له مثل إحياء عيسى صلى الله عليه وسلم للموتى كان عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم يحيي الموتى بل يخرجهم من القبور بعد الدفن كما قال الله تعالى {وإذ تخرج الموتى بإذني} فيقف على القبر ويدعو صاحبه فيخرج من قبره حياً يبرئ الأكمة والأبرص يخلق من الطين على صورة الطير يعني يصنع شيئاً على صورة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طائراً بإذن الله يطير من بين يديه كان بالأول طيناً فإذا نفخ فيه طار هذا أيضاً من آيات الله إذن فأيات الأنبياء هي أمور خارقة للعادة يظهرها الله تعالى على أيديهم تأييداً لهم أما كرامات الأولياء فهي أمور خارق للعادة ولكنها لا تكون للأنبياء بل تكون لمتبعي الأنبياء مثل ما حدث لمريم بنت عمران {فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً فنادها من

تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك
رطباً جنياً { هذه من آيات الله كرامة لمريم امرأة في المخاض تحت نخلة تهز الجذع
وهز الجذع ليس سهلاً هز رأس النخلة ممكن لكن هز الجذع صعب تهز الجذع ثم
يتساقط الرطب من النخلة جنياً

লেখক যে সম্মানিত আয়াতটি উপস্থাপন করেছেন, তা হলো: {জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। তারা ঐসব লোক যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে।} লেখক অচিরেই ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ আয়াত ও হাদিসসমূহ এবং বাস্তব ঘটনাবলিও উল্লেখ করবেন। এছাড়া নবীর মুজিজা (আয়াত), অলীর কারামত এবং শত্রুর জাদুটোনার মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টিও আলোচনা করবেন। তাঁদের মধ্যকার পার্থক্য হলো—নবীর মুজিজা হচ্ছে এমন এক অলৌকিক বিষয়, যা আল্লাহ তাআলা নবীর সত্যতা ও তাঁকে সমর্থনের উদ্দেশ্যে তাঁর মাধ্যমে প্রকাশ করেন। যেমন ঈসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক মৃতকে জীবিত করা। মারয়াম-পুত্র ঈসা আলাইহিস সালাম মৃতদের জীবিত করতেন, এমনকি দাফন করার পর তাঁদেরকে কবর থেকে জীবিত অবস্থায় বের করে আনতেন; যেমনটি আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: {এবং যখন তুমি আমার অনুমতিক্রমে মৃতদের (কবর থেকে) বের করে আনতে।} তিনি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মৃত ব্যক্তিকে আহ্বান করতেন, আর সে জীবিত হয়ে কবর থেকে বেরিয়ে আসত। তিনি জন্মান্ন ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করতেন। তিনি মাটি দিয়ে পাখির আকৃতি নির্মাণ করতেন, অর্থাৎ তিনি মাটির তৈরি কোনো বস্তুকে পাখির রূপ দিতেন, অতঃপর তাতে ফুঁ দিতেন এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তা জীবন্ত পাখিতে পরিণত হয়ে তাঁর সামনে উড়তে থাকত। আদিতে যা ছিল নিছক মাটি, ফুঁ দেওয়ার পর তা উড়ন্ত পাখিতে রূপান্তরিত হতো—এটিও আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং নবীদের মুজিজাসমূহ হলো এমন সব অলৌকিক বিষয় যা আল্লাহ তাঁদের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ তাঁদের হাতে প্রকাশ করেন। পক্ষান্তরে অলীদের কারামত হলো এমন সব অলৌকিক বিষয় যা নবীদের ক্ষেত্রে নয়, বরং নবীদের একনিষ্ঠ অনুসারীদের ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়। যেমনটি ঘটেছিল ইমরান-কন্যা মারয়ামের ক্ষেত্রে: {অতঃপর প্রসব-বেদনা তাঁকে একটি খেজুর গাছের কাণ্ডের কাছে নিয়ে এল। তিনি বললেন, ‘হায়, আমি যদি এর আগেই মারা যেতাম এবং সম্পূর্ণ বিস্মৃত ও বিলুপ্ত হয়ে যেতাম!’ তখন নিচ থেকে একজন তাঁকে সম্বোধন করে বলল, ‘তুমি বিষণ্ণ হয়ো না, তোমার রব তোমার পদতলে একটি ঝরনা সৃষ্টি করেছেন। আর তুমি খেজুর গাছের কাণ্ডটি ধরে

নিজের দিকে নাড়া দাও, তা তোমার ওপর সুপক্ক তাজা খেজুর বর্ষণ করবে।’} এগুলো আল্লাহর নিদর্শন এবং মারয়ামের জন্য সম্মানস্বরূপ কারামত। প্রসব-বেদনাকাতর একজন নারী খেজুর গাছের নিচে বসে গাছের কাণ্ড ধরে নাড়া দিচ্ছেন—অথচ গাছের কাণ্ড নাড়ানো মোটেও সহজ কাজ নয়। গাছের উপরিভাগ নাড়ানো সম্ভব হলেও কাণ্ড নাড়ানো অত্যন্ত কঠিন। তিনি সেই কাণ্ডটিই নাড়া দিচ্ছিলেন এবং গাছ থেকে তাজা পাকা খেজুর তাঁর সামনে ঝরে পড়ছিল।

(ص: 59) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

يعني كأنه مخروط خرطاً ما يتفصص إذا نزل في الأرض أو يفسد هذه آية من آيات الله كذلك ما حدث لها من الحمل والولادة كلها من آيات الله عز وجل كرامة لها كما قال تعالى {وجعلناها وابنها آية للعالمين} أما الثالث الذي يظهره الله على يد المشعوذين الذين يستخدمون الجن يظهرها الله عز وجل على أيديهم فتنة لهم وفتنة بهم فإنه يوجد من الناس من يأتي بأشياء خارقة للعادة ولكنه ليس ولياً فنقول كرامة ومعلوم أيضاً أنه ليس بنبي لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم إذن فهي من الشياطين الأمر الرابع: ما يكون خارقاً للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يد الكاذب تكديباً له مثل ما يذكر عن مسيلة الكذاب مسيلة رجل ادعى النبوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه نبي وتبعه من تبعه من الناس وفي يوم من الأيام أتاه قوم أهل حرب يشكون إليه أن بئرهم قد غار مأوها ولم يبق فيه إلا القليل فطلبوا منه أن يأتي إلى البئر ويحج فيه من ريقه لعله يعود الماء ففعل فأعطوه ماء فتمضض به ثم مجه في البئر وكان في البئر شيء من الماء ولما مجه في البئر غار الماء كله ما بقي شيء هذا خارق للعادة ولا شك أنه آية ولكن الله سبحانه وتعالى جعله إهانة لذلك الرجل الكذاب وإظهاراً لكذبه فهذه

أربعة أشياء آية النبي وكرامة الولي وشعوذة المشعوذ وإهانة الكذاب المفتري كلها
أمر خارقة للعادة لكنها تختلف بحسب من أظهرها الله على يديه ويأتي إن شاء الله
الكلام على الآيات التي ذكرها المؤلف

অর্থাৎ এটি যেন এমন নিপুণভাবে খোদাই করা বা ছাঁচে ঢালা যে, মাটিতে পড়লেও তা টুকরো হয়ে যায় না বা নষ্ট হয় না; এটি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি নিদর্শন। একইভাবে তাঁর গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে যা যা ঘটেছিল, তার সবই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি সম্মানস্বরূপ কারামত ও নিদর্শন ছিল; যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: "আর আমি তাকে ও তার পুত্রকে বিশ্বজগতের জন্য একটি নিদর্শন বানিয়েছি।" আর তৃতীয় প্রকারটি হলো যা আল্লাহ জিন ব্যবহারকারী ভেঙ্কিবাজ বা জাদুকরদের হাতে প্রকাশ করেন। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা তাদের হাতে এগুলো প্রকাশ করেন তাদের নিজেদের জন্য পরীক্ষা এবং অন্যদের জন্য ফিতনা হিসেবে। কেননা মানুষের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা সাধারণ অভ্যাসের পরিপন্থী বা অলৌকিক কিছু ঘটাতে পারে কিন্তু সে ওলী নয়; ফলে আমরা সেটিকে কারামত বলব না। আবার এটিও সর্বজনবিদিত যে সে নবী নয়, কারণ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর আর কোনো নবী নেই। সুতরাং এগুলি শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। চতুর্থ বিষয়টি হলো: এমন অলৌকিক ঘটনা যা আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা কোনো মিথ্যাবাদীর হাতে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য প্রকাশ করেন, যেমনটি মুসাইলামাহ আল-কাযযাব সম্পর্কে বর্ণিত আছে। মুসাইলামাহ এমন এক ব্যক্তি ছিল যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনের শেষ দিকে নবুওয়াতের দাবি করেছিল এবং নিজেকে নবী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিল, আর কিছু মানুষ তার অনুসরণও করেছিল। একদিন এক যুদ্ধরত গোত্রের একদল লোক তার কাছে এসে অভিযোগ করল যে, তাদের কূপের পানি শুকিয়ে নিচে নেমে গেছে এবং তাতে সামান্যই অবশিষ্ট আছে। তারা তার কাছে অনুরোধ করল যেন সে কূপের কাছে আসে এবং তাতে নিজের মুখের লালানিক্ষেপ করে, যাতে সম্ভবত পানি বৃদ্ধি পায়। সে তা-ই করল। তারা তাকে পানি দিলে সে তা দিয়ে কুলি করল এবং তারপর তা কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করল। কূপটিতে তখনো সামান্য পানি অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু যখনই সে তাতে খুতু ফেলল, অমনি সমস্ত পানি শুকিয়ে তলিয়ে গেল এবং কিছুই অবশিষ্ট রইল না। এটি নিঃসন্দেহে একটি অলৌকিক ঘটনা, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা সেই মিথ্যাবাদী লোকটিকে লাঞ্ছিত করার জন্য এবং তার মিথ্যা প্রকাশ করার জন্য এটি ঘটিয়েছিলেন। সুতরাং

এই চারটি বিষয় হলো: নবীর নিদর্শন (মুজিয়া), ওলীর কারামত, ভেঙ্কিবাজের জাদুকরী এবং অপবাদকারী মিথ্যাবাদীর লাঞ্ছনা। এগুলি সবই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত বা অলৌকিক বিষয়, তবে আল্লাহ যার হাতে এগুলো প্রকাশ করেন তার অবস্থাভেদে এগুলোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ইনশাআল্লাহ, লেখক যে নিদর্শনগুলো উল্লেখ করেছেন সে সম্পর্কে আলোচনা সামনে আসবে।

(ص: 63) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

قال تعالى {كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب}

[الشَّرْحُ]

تقدم لنا الكلام على كرامات الأولياء وأنها أي الكرامات كل أمر خارق للعادة يعني كل ما يخرج عن العادة يظهره الله تعالى على يد الوالي تكريماً له أو نصرة لدين الله وذكرنا أن هناك آيات وهناك شعوذة وهناك إهانات أربعة أشياء كلها تخرج عن العادة وبينها فيها سبق واعلم أن كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه لأن هذا الوالي الذي اتبع هذا النبي إذا أكرم بكرامة فهي شهادة من الله سبحانه وتعالى على صحة طريقته وعلى صحة الشرع الذي اتبعه ولهذا نقول كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه.

ثم ذكر المؤلف آيات فيها كرامات منها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب مريم ابنة عمران نذرتها أمها {إذ قالت امرأت عمران رب إني نذرت لك ما في بطني

মহান আল্লাহ বলেন, {যখনই যাকারিয়া তার নিকট মেহরাবে প্রবেশ করত, তখনই সে তার নিকট রিয়ক (খাদ্যসামগ্রী) দেখতে পেত। সে বলল, 'হে মারইয়াম, তোমার কাছে এসব কোথা থেকে এল?' সে বলল, 'তা আল্লাহর নিকট থেকে; নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিয়ক দান করেন।'}

[ব্যাখ্যা]

ইতিপূর্বে আউলিয়াগণের কারামত সম্পর্কে আমাদের আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে। আর কারামত হলো এমন প্রত্যেকটি অলৌকিক বিষয় যা স্বভাবজাত রীতির পরিপন্থী; অর্থাৎ যা কিছু স্বাভাবিক অভ্যাসের বাইরে ঘটে এবং আল্লাহ তাআলা কোনো ওলীর সম্মানে কিংবা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যের জন্য তাঁর হাতে তা প্রকাশ করেন। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, অলৌকিক বিষয় (যা অভ্যাসের পরিপন্থী) মোট চারটি: মুজিয়া, কারামত, জাদুটোনা এবং লাঞ্ছনাদায়ক ঘটনা; আর ইতিপূর্বে আমরা এগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করেছি। জেনে রাখুন যে, কোনো ওলীর প্রতিটি কারামতই মূলত সেই নবীর জন্য একটি মুজিয়া বা নিদর্শন যাঁর অনুসরণ তিনি করেন। কারণ এই ওলী, যিনি এই নবীর অনুসরণ করেন, তাঁকে যখন কোনো কারামত দ্বারা সম্মানিত করা হয়, তখন তা তাঁর অনুসৃত পথের সত্যতার এবং তিনি যে শরীয়ত অনুসরণ করছেন তার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক প্রকার সাক্ষ্য। এই কারণেই আমরা বলে থাকি যে, ওলীর প্রতিটি কারামতই হলো তাঁর অনুসৃত নবীর একটি মুজিয়া। এরপর লেখক এমন কিছু আয়াত উল্লেখ করেছেন যাতে কারামতের বিবরণ রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো: "যখনই যাকারিয়া তার নিকট মেহরাবে প্রবেশ করত, তখনই সে তার নিকট রিয়ক দেখতে পেত। সে বলল, 'হে মারইয়াম, এসব তোমার কাছে কোথা থেকে এল?' সে বলল, 'তা আল্লাহর নিকট থেকে; নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিয়ক দান করেন।'" মারইয়াম হলেন ইমরানের কন্যা, যাঁর মা তাঁর জন্মের পূর্বে মানত করেছিলেন: {স্মরণ করো, যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যা আছে আমি তাকে একান্তভাবে তোমার ইবাদতের জন্য উৎসর্গ করলাম...

محرراً فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب { فزكريا إذا دخل على مريم المحراب أي مكان صلاتها وجد عندها رزقاً أي وجد عندها طعاماً لم تجر العادة بوجوده فيقول أنى لك هذا ما جاء به قالت هو من عند الله لم تقل جاء به فلان أو فلان بل هو من عند الله عز وجل والله تعالى على كل شيء قدير يأتي به من عنده لا من سعي البشر ولكنه من عند الله { إن الله يرزق من يشاء بغير حساب } وعندئذ دعا زكريا ربه وكان قد بلغه الكبر ولم يأتيه أولاد فقال إن الله على كل شيء قدير واستدل بقدرة الله الذي جاء بهذا الرزق إلى مريم بدون سبب بشري فاستدل بذلك على كمال قدرة الله فدعا ربه أن يأتيه ولداً فجاءه الولد وفيه أيضاً كرامات لذلك فمریم رضي الله عنها لها كرامات منها هذه المسألة رزقها يأتيها من عند الله لا يشتري من السوق ولا يأتي به فلان أو فلان من عند الله وكذلك ما ذكرناه بالأمس حين جاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت { يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً } وسبق الكلام على هذا ومن الكرامات أيضاً ما وقع لأصحاب الكهف والكهف هو غار فسيح في الجبل وكان هؤلاء القوم سبعة رجال رأوا ما عليه أهل بلدتهم من

উৎসর্গীকৃত (মুক্ত), সুতরাং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করুন; নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। অতঃপর যখন সে তাকে প্রসব করল, তখন সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করেছি। আর আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন তিনি যা প্রসব করেছেন, এবং পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের মতো নয়। আর আমি তার নাম রেখেছি মারইয়াম এবং আমি তাকে

ও তার বংশধরদের অভিশপ্ত শয়তান থেকে আপনার আশ্রয়ে সমর্পণ করছি। অতঃপর তার প্রতিপালক তাকে উত্তমভাবে গ্রহণ করলেন এবং তাকে উত্তমরূপে লালন-পালন করলেন। আর তিনি তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে অর্পণ করলেন। যখনই যাকারিয়া মেহরাবে (প্রার্থনা কক্ষে) তার কাছে প্রবেশ করতেন, তখনই তার নিকট রিযিক দেখতে পেতেন। তিনি বললেন, হে মারইয়াম! তোমার কাছে এগুলো কোথা থেকে এল? সে বলল, তা আল্লাহর নিকট থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন। সুতরাং যাকারিয়া যখন মারইয়ামের মেহরাবে প্রবেশ করতেন—অর্থাৎ তাঁর সালাত আদায়ের স্থানে—তখন তাঁর নিকট রিযিক দেখতে পেতেন; অর্থাৎ এমন খাদ্যসামগ্রী দেখতে পেতেন যা সচরাচর পাওয়া যেত না। তখন তিনি বলতেন, তোমার নিকট এটি কোথা থেকে এল? কে এটি নিয়ে এসেছে? তিনি বলতেন, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে। তিনি বলেননি যে অমুক বা অমুক তা নিয়ে এসেছে, বরং তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। আর আল্লাহ তাআলা সকল কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। তিনি তা নিজ পক্ষ থেকে দান করতেন, মানুষের কোনো প্রচেষ্টায় নয়; বরং তা ছিল সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে। {নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন}। আর তখনই যাকারিয়া তাঁর প্রতিপালকের নিকট দোয়া করলেন। তিনি বৃদ্ধাবস্থায় পৌঁছেছিলেন এবং তাঁর কোনো সন্তান ছিল না। তিনি জানতেন যে আল্লাহ সকল কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান, আর মারইয়ামের নিকট মানুষের কোনো মাধ্যম ছাড়াই যেভাবে রিযিক এসেছিল, তা দেখে তিনি আল্লাহর কুদরতকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করলেন। আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতার প্রমাণ হিসেবে তিনি তাঁর নিকট সন্তান চাইলেন এবং তাঁর সন্তান লাভ হলো। এতে অলৌকিকতা বা কারামতও বিদ্যমান। সুতরাং মারইয়াম (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন)-এর অনেক কারামত রয়েছে, যার মধ্যে একটি হলো এই বিষয়টি যে তাঁর রিযিক আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি আসত; তা বাজার থেকে ক্রয় করা হতো না এবং কোনো মানুষ তা নিয়ে আসত না, বরং সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে আসত। ঠিক তেমনিভাবে যা আমরা গতকাল উল্লেখ করেছিলাম, যখন প্রসব বেদনা তাঁকে খেজুর গাছের কাণ্ডের দিকে নিয়ে গেল, তখন তিনি বলেছিলেন: {হায়, আমি যদি এর আগেই মারা যেতাম এবং সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যেতাম!}। এই বিষয়ে আলোচনা পূর্বেই অতিক্রান্ত হয়েছে। কারামতসমূহের মধ্যে আরও রয়েছে আসহাবে কাহাফের (গুহাবাসী) ঘটনা। ‘কাহাফ’ হলো পাহাড়ের মধ্যকার একটি প্রশস্ত গুহা। এই মানুষগুলো ছিলেন সাতজন পুরুষ, যারা তাদের শহরবাসীর পৌত্তলিকতা ও ভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন...

الشرك والكفر ولم يرضوا بذلك فاعتزلوا قومهم وهاجروا من بلدهم لأنها بدل
 شرك وكفر فاعتزلوا قومهم ولجأوا إلى غار كما قال تعالى: {إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ
 وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن
 نَدْعُوهُ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ
 عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا
 يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ} يعني لما اعتزلوهم وشركهم أمروا أن يأووا إلى
 الكهف {يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا} فأووا إلى
 الكهف اذهبوا إلى الكهف وهذا الكهف كما قلنا هو غار في الجبل ذهبوا إليه هذا الغار
 وجهه إلى الشمال الشرقي بحيث الشمس ما تدخل عليه لا أول النهار ولا آخره يسره
 الله لهم لأن الله تعالى يقول {ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا} وهؤلاء
 خرجوا يريدون وجه الله فيسر الله أمرهم أوووا إلى الكهف وألقى الله عليهم النوم
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَبِينًا هَذَا {وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا
 غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ} يعني ما تدخل عليهم الشمس دخولا كاملا فيصيبهم
 الحر لكنه تقرضه شيء بسيط يأتيهم من الشمس لكي لا يتبخر الغار فيفسد
 يدخل عليه من الشمس بقدر الحاجة فقط {وهم في فجوة منه} أي في

শিরক ও কুফর; তারা এতে সন্তুষ্ট ছিল না। ফলে তারা তাদের কওমকে ত্যাগ করল এবং
 নিজেদের ভূখণ্ড থেকে হিজরত করল, কারণ তা ছিল শিরক ও কুফরের দেশ। তারা তাদের
 কওম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি গুহায় আশ্রয় নিল, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "নিশ্চয়ই
 তারা ছিল কতিপয় যুবক যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের
 হিদায়াত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আর আমি তাদের অন্তরসমূহকে সুদৃঢ় করে দিয়েছিলাম যখন
 তারা দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল: আমাদের প্রতিপালক আসমান ও জমিনের প্রতিপালক, আমরা
 কখনোই তাঁকে ছাড়া অন্য কোনো ইলাহকে আহ্বান করব না, যদি করি তবে তা অবশ্যই চরম

অসংগত কথা হবে। আমাদের এই জাতি তাঁর পরিবর্তে অনেক ইলাহ গ্রহণ করেছে; তারা কেন তাদের সপক্ষে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করে না? অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, তার চেয়ে বড় জালিম আর কে? এবং যখন তোমরা তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য যার ইবাদত করে তা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় নাও।" অর্থাৎ যখন তারা তাদের জাতি ও তাদের শিরক থেকে বিচ্ছিন্ন হলো, তখন তাদের গুহায় আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো— "তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাঁর রহমত বিস্তৃত করবেন এবং তোমাদের বিষয়টিকে তোমাদের জন্য সহজ ও কল্যাণকর করে দেবেন।"

অতঃপর তারা গুহায় আশ্রয় নিল; অর্থাৎ তারা গুহায় চলে গেল। আর এই গুহাটি হলো পাহাড়ের একটি গহ্বর যেখানে তারা গিয়েছিল। এই গুহার মুখটি ছিল উত্তর-পূর্ব মুখী, যাতে দিনের শুরুতে বা শেষে সরাসরি সূর্য এতে প্রবেশ না করে। আল্লাহ তাদের জন্য একে সহজ করে দিয়েছিলেন, কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার কাজকে সহজ করে দেন।" এই যুবকরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই বের হয়েছিল, তাই আল্লাহ তাদের বিষয়টি সহজ করে দিলেন। তারা গুহায় আশ্রয় নিল এবং আল্লাহ তাদের ওপর প্রগাঢ় নিদ্রা চাপিয়ে দিলেন। আল্লাহ তাআলা এটি বর্ণনা করে বলেন: "তুমি সূর্যকে দেখতে পেতে, যখন তা উদিত হতো তখন তাদের গুহা থেকে ডান দিকে হেলে থাকত এবং যখন তা অস্ত যেত তখন তাদের বাম দিক দিয়ে অতিক্রম করত।" অর্থাৎ সূর্য তাদের ওপর পূর্ণরূপে প্রবেশ করত না যাতে তারা উত্তপ্ত না হয়, বরং সূর্যের সামান্য আলো আসত যাতে গুহাটি ভ্যাপসা হয়ে নষ্ট না হয়ে যায়; সূর্যের আলো সেখানে কেবল প্রয়োজানুসারেই প্রবেশ করত। "আর তারা ছিল গুহার এক প্রশস্ত চত্বরে" অর্থাৎ...

(ص: 66) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

مكان متسع كما جاء في الحديث كلما أتى فجوة..

...

أَيُّ شَيْءٍ مَتَّسِعٌ هُمْ فِي مَكَانٍ مَتَّسِعٍ فِي الْغَارِ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ أَنْ يَسِّرَ اللَّهُ لَهُمْ هَذَا الْمَكَانَ لِمَا دَخَلُوا فِي هَذَا الْمَكَانِ آمَنِينَ مَتَّوَكِّلِينَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَفُوضِينَ أَمْرَهُمْ إِلَيْهِ أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ فَنَامُوا كَمَا نَامُوا يَوْمًا..

يَوْمِينَ ...

ثَلَاثَةً؟ لَا نَامُوا ثَلَاثَ مِائَةِ سَنَةٍ وَتِسْعَ سِنِينَ وَهُمْ نَائِمِينَ 309 سَنَةً لَا يَسْتَيْقِظُونَ مِنْ حَرٍّ وَلَا بَرْدٍ وَلَا جُوعٍ وَلَا عَطَشٍ هَذَا مِنْ كَرَامَاتِ اللَّهِ هَلْ يَبْقَى الْوَاحِدُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ نَائِمًا لَا يَجُوعُ وَلَا يَعْطَشُ وَلَا يَحْتَرُّ وَلَا يَبْرُدُ لَا هَوْلًا بَقُوا فِي كَهْفِهِمْ 309 سَنَةً {وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا} وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَنَقْلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ} اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الَّذِي يُقْلِبُهُمْ لَمَّاذَا يُقْلِبُهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأَنَّ النَّائِمَ لَا فَعْلَ لَهُ مَرْفُوعٌ عَنْهُ الْقَلَمُ حَتَّىٰ لَوْ فَعَلَ لَنْ يَتِمَّ فَعْلُهُ {وَنَقْلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بِأَسْطِ ذُرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ} عِنْدَ الْبَابِ يَحْرَصُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّمَا قَلْبُهُمْ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِأَنَّهُمْ لَوْ بَقُوا هَذِهِ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ عَلَىٰ جَنْبٍ وَاحِدٍ لَفَسَدَ الدَّمُ وَلَمْ يَتَحَرَّكْ لَكِنْ يُقْلِبُونَ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ إِذَا رَأَاهُم الْإِنْسَانُ حَسِبَهُمْ أَيْقَاطًا يَعْنِي لَيْسَ عَلَىٰ وَجْهِهِمْ وَجْهَ النَّوْمِ الَّذِي يَرَاهُمْ يَقُولُ هَؤُلَاءِ أَيْقَاطٌ وَهُمْ رُقُودٌ نَائِمُونَ وَأَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ

একটি প্রশস্ত স্থান, যেমনটি হাদিসে এসেছে, যখনই তিনি কোনো প্রশস্ত স্থানে আসতেন...

...

যেকোনো প্রশস্ত স্থান; তাঁরা গুহার ভেতর এক প্রশস্ত স্থানে ছিলেন। এটি আল্লাহর নিদর্শনাবলির অন্তর্ভুক্ত যে, তিনি তাঁদের জন্য এই স্থানটিকে সহজ করে দিয়েছিলেন। যখন তাঁরা এই স্থানে নিরাপদ অবস্থায়, মহান আল্লাহর ওপর তাওয়াঙ্কুল করে এবং নিজেদের যাবতীয় বিষয় তাঁর ওপর সোপর্দ করে প্রবেশ করলেন, তখন আল্লাহ তাঁদের ওপর নিদ্রা অবতীর্ণ করলেন। ফলে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁরা কতদিন ঘুমিয়েছিলেন? একদিন...

দুই দিন ...

তিন দিন? না, বরং তাঁরা তিনশত নয় বছর ঘুমিয়েছিলেন। ৩০৯ বছর তাঁরা এমনভাবে ঘুমিয়ে রইলেন যে, গরম, ঠান্ডা, ক্ষুধা কিংবা তৃষ্ণার কারণেও তাঁদের ঘুম ভাঙেনি। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ অলৌকিক অনুগ্রহ (কারামত)। আমাদের কেউ কি তিন দিন অভুক্ত ও তৃষ্ণার্ত না থেকে এবং গরম ও ঠান্ডার প্রভাব অনুভব না করে ঘুমিয়ে থাকতে পারে? না, কিন্তু তাঁরা তাঁদের গুহায় ৩০৯ বছর অবস্থান করেছিলেন—{আর তারা তাদের গুহায় তিনশ বছর অবস্থান করেছিল এবং আরও নয় বছর বৃদ্ধি করেছিল।} মহান আল্লাহ আরও ইরশাদ করেন: {আর আমি তাদের পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম ডানে ও বামে}। মহান আল্লাহই তাঁদের পার্শ্ব পরিবর্তন করাতেন। আল্লাহ কেন তাঁদের পার্শ্ব পরিবর্তন করাতেন? কারণ নিদ্রিত ব্যক্তির কোনো নিজস্ব ক্রিয়া থাকে না, তার ওপর থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়; এমনকি সে কোনো কাজ করলেও তা পূর্ণতা পায় না। {আমি তাদের পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম ডানে ও বামে, আর তাদের কুকুরটি প্রবেশদ্বারে সামনের দুই পা প্রসারিত করে ছিল।} আল্লাহর নির্দেশে সেটি দরজার কাছে তাঁদের পাহারা দিচ্ছিল। মূলত আল্লাহ তাঁদের পার্শ্ব পরিবর্তন করাতেন এই জন্য যে, তাঁরা যদি এই দীর্ঘ সময় এক পার্শ্বে শুয়ে থাকতেন তবে রক্ত চলাচল ব্যাহত হতো এবং শরীর পচে যেত। তাই তাঁদের ডানে ও বামে পার্শ্ব পরিবর্তন করানো হতো। কোনো মানুষ তাঁদের দেখলে মনে করত তাঁরা জাগ্রত; অর্থাৎ তাঁদের চেহারায় ঘুমের কোনো ছাপ ছিল না। দর্শক তাঁদের দেখলে মনে করত তাঁরা জাগ্রত, অথচ তাঁরা ছিলেন নিদ্রিত। আর আল্লাহ তাঁদের ওপর ঢেলে দিয়েছিলেন...

(ص: 67) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

البهابة العظيمة {لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا} لوليت منهم فرارا ببدنك ولملئت منهم رعبا بقلبك القلب يفزع والبدن يهرب لأن لا يحوم أحد حولهم فيوقظهم لكن الله عز وجل أكرمهم بهذا وكرامات أصحاب

الكهف كثيرة نقتصر منها على هذا ونذكر إن شاء الله الباقي في درس آخر نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أوليائه المكرمين إنه على كل شيء قدير وقال تعالى {وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا} وتري الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال { قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا} وتري الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال {

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب كرامات الأولياء وفضلهم عدة آيات تشتمل على كرامات الأولياء ومنها قصة أصحاب الكهف وكانوا فتية آمنوا بالله واعتزلوا قومهم وخرجوا من بلدهم فهياً الله لهم كهفاً يعني غاراً واسعاً في الجبل فدخلوا فيه فألقى الله عليهم النوم فناموا 309 سنة وهم نائمون لم يحتاجوا إلى أكل ولا شرب ولم تتأثر أبدانهم وكان الله تعالى يقبلهم ذات اليمين وذات الشمال وهذه من كرامات الله لهم أن الله تعالى هياً لهم مقراً آمناً حتى إن الله يقول

মহা প্রতাপ ও গান্ধীর্ষ্য {যদি তুমি তাদের প্রতি লক্ষ্য করতে তবে অবশ্যই তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে পলায়ন করতে এবং তাদের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তে} অর্থাৎ তুমি তোমার দেহ নিয়ে পলায়ন করতে এবং তোমার অন্তর ভয়ে পূর্ণ হয়ে যেত। অন্তর ভীত হয় এবং শরীর পলায়ন করে যাতে তাদের আশেপাশে কেউ বিচরণ না করে এবং তাদের জাগিয়ে না দেয়। তবে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাঁদের এই সম্মানে ভূষিত করেছেন। আসহাবে কাহাফের কারামত (অলৌকিক ঘটনা) অনেক; আমরা এখানে এইটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকব এবং ইনশাআল্লাহ বাকিগুলো পরবর্তী পাঠে আলোচনা করব। আমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা

করি, তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের তাঁর সম্মানিত বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত করেন। নিশ্চয়ই তিনি সব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

আল্লাহ তাআলা বলেন: {যখন তোমরা তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করে তাদের থেকে পৃথক হলে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় নাও। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাঁর রহমত প্রশস্ত করে দেবেন এবং তোমাদের কার্যাবলিকে তোমাদের জন্য কল্যাণকর করবেন। তুমি সূর্যকে দেখতে পেতে যখন তা উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে ডান দিকে হেলে যায় এবং যখন তা অস্ত যায়, তাদের বাম পাশ দিয়ে অতিক্রম করে।}

আল্লাহ তাআলা বলেন: {যখন তোমরা তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করে তাদের থেকে পৃথক হলে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় নাও। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাঁর রহমত প্রশস্ত করে দেবেন এবং তোমাদের কার্যাবলিকে তোমাদের জন্য কল্যাণকর করবেন। তুমি সূর্যকে দেখতে পেতে যখন তা উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে ডান দিকে হেলে যায় এবং যখন তা অস্ত যায়, তাদের বাম পাশ দিয়ে অতিক্রম করে।}

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাহুল্লাহ তাআলা) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থের 'আউলিয়াদের কারামত ও তাঁদের মর্যাদা' পরিচ্ছেদে ওলিগণের কারামত সম্বলিত বেশ কিছু আয়াত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটি হলো আসহাবে কাহাফের কাহিনী। তাঁরা ছিলেন কয়েকজন যুবক যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিলেন এবং নিজ সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের শহর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁদের জন্য একটি গুহার ব্যবস্থা করে দিলেন, অর্থাৎ পাহাড়ের মাঝে একটি প্রশস্ত গর্ত। তাঁরা সেখানে প্রবেশ করলেন এবং আল্লাহ তাঁদের ওপর নিদ্রা চাপিয়ে দিলেন। তাঁরা ৩০৯ বছর ঘুমন্ত অবস্থায় কাটালেন; অথচ তাঁদের আহার বা পানীয়ের প্রয়োজন হয়নি এবং তাঁদের দেহও ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। আল্লাহ তাআলা তাঁদের ডানে ও বামে পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়ে দিতেন। এটি ছিল তাঁদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও কারামত যে, আল্লাহ তাঁদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন, এমনকি আল্লাহ বলেন—

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعباً ما أحد يحوم حولهم ومن كرامات الله لهم أنهم بقوا هذه المدة 309 سنة ولم يتغير منهم ظفر ولا شعر ولا غيره مع أن العادة أن الشعور تطول والأظفار تطول لكن هؤلاء لم تطل شعورهم ولا أظفارهم وبقوا وكأنهم ناموا بالأمس ولهذا قال الله تعالى {وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم} وإنما قالوا ذلك لأنهم لم يتغير منهم شيء وأما ما ذكر بعض الناس أنهم طالت أظفارهم وشعورهم فهذا خطأ لأنه لو كان كذلك لعرفوا أنهم بقوا مدة طويلة ولكنهم لم يتغيروا ومن كرامات الله لهم أن الله أبقاهم على هذه النومة حتى أبدل الله تعالى ملكهم الظالم بملك صالح ولما استيقظوا بعثوا واحداً منهم إلى البلدة ليأتي بطعام له وكان معهم نقود سابقة من النقود التي لها 309 سنة فلما جاءوا يشترون من البلدة ودفعوا النقود تعجب أهل البلدة من أين هذه النقود حتى أطلع الله الناس عليهم فهذا من كرامات الله لهم ويحسن أن يجمع هذه الآيات وغيرها وتتأمل ويستخرج ما فيها من الكرمات الدالة على قدرة الله عز وجل وعلى أنه تبارك وتعالى أكرم من خلقه إذا تعبد الإنسان له بما يرضى أعطاه الله تعالى ما يرضى والله البوفق

আপনি যদি তাদের দিকে উঁকি দিতেন, তবে আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে পলায়ন করতেন এবং আপনার অন্তর তাদের ভয়ে পূর্ণ হয়ে যেত; তাদের আশেপাশে কেউ ঘোরাফেরা করত না। তাদের প্রতি আল্লাহর অন্যতম অলৌকিক নিদর্শন বা কারামত হলো এই যে, তারা ৩০৯ বছর দীর্ঘ এই সময়কাল অবস্থান করেছেন অথচ তাদের নখ, চুল বা অন্য কোনো কিছুতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। যদিও সাধারণত মানুষের চুল ও নখ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাদের চুল বা নখ বৃদ্ধি পায়নি এবং তারা এমন অবস্থায় ছিলেন যেন তারা কেবল গতকালই ঘুমিয়েছিলেন। আর এই কারণেই মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: {এবং এভাবেই আমি তাদের পুনরুত্থিত করেছি যাতে তারা একে অপরের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ? তারা বলল, আমরা একদিন বা দিনের কিছু অংশ অবস্থান

করেছি।} তারা একথাই বলেছিল কারণ তাদের শারীরিক কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। আর কিছু মানুষ যে দাবি করে থাকে যে, তাদের নখ ও চুল লম্বা হয়ে গিয়েছিল, তা ভুল। কারণ যদি তেমনই হতো, তবে তারা নিজেরাই বুঝতে পারত যে তারা দীর্ঘকাল অবস্থান করেছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাদের প্রতি আল্লাহর আরেকটি কারামত হলো এই যে, আল্লাহ তাআলা তাদের এই নিদ্রাবস্থায় ততক্ষণ পর্যন্ত রেখেছিলেন যতক্ষণ না আল্লাহ তাদের জালেম বাদশাহর পরিবর্তে একজন নেককার বাদশাহকে স্থলাভিষিক্ত করলেন। যখন তারা জাগ্রত হলেন, তখন তাদের একজনকে শহরে পাঠালেন খাবার নিয়ে আসার জন্য। তাদের কাছে ৩০৯ বছরের পুরনো সেই মুদ্রাগুলো ছিল। যখন তারা শহরে সওদা করতে এলেন এবং সেই মুদ্রা প্রদান করলেন, তখন শহরবাসী আশ্চর্য হয়ে গেল যে এই মুদ্রা কোথেকে এল। এভাবেই আল্লাহ মানুষকে তাদের সম্পর্কে অবগত করালেন। এটি ছিল তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ কারামত। এই আয়াতগুলো এবং এ জাতীয় অন্যান্য আয়াত একত্রিত করা, তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা এবং এর মধ্য থেকে সেই সকল অলৌকিক নিদর্শনগুলো খুঁজে বের করা উত্তম যা মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতা প্রমাণ করে এবং এটিও প্রতীয়মান করে যে, বরকতময় মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শনকারী। যখন কোনো মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক তাঁর ইবাদত করে, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে তা-ই দান করেন যাতে সে সন্তুষ্ট হয়। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}

[الشَّرْحُ]

صدر المؤلف رحمه الله تعالى باب كرامات الأولياء بهذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وتقدم الكلام على أولها وأن الله تعالى بين أن أولياءه هم المؤمنون المتقون {ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون} وقد أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هذه الآية عبارة قال فيها من كان مؤمناً تقياً كان لله ولياً فيقول الله عز وجل إن هؤلاء الأولياء {لا خوف عليهم ولا هم يحزنون} لا خوف عليهم لبا يستقبل من أمرهم ولا هم يحزنون على ما مضى من أمرهم لأنهم أدركوا معنى الحياة الدنيا فعملوا عملاً صالحاً وآمنوا بالله واتفقوا فصاروا من أوليائه ثم قال {لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة} البشرى تعني البشارة في الحياة الدنيا وفي الآخرة والبشارة في الحياة الدنيا أنواع فمنها الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له أحد يراها له يعني يرى في المنام ما يسره أو يرى له أحد من أهل الصلاح ما يسره مثل أن يرى أنه يبشر بالجنة أو يرى أحد من الناس أنه من أهل الجنة أو ما أشبه ذلك أو يرى على هيئة صالحة المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرؤيا الصالحة يراها أو ترى له تلك عاجل بشرى المؤمن ومنها إن الإنسان يسر في الطاعة، ويفرح بها وتكون قرّة عينه، فإن هذا يدل على أنه من أولياء الله.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته، وسأته سيئته فذلك المؤمن فإذا رأيت من نفسك أن صدرك ينشرح بالطاعة، وأنه يضيق بالعصية فهذه بشرى لك، أنك من عباد الله المؤمنين ومن أوليائه المتقين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرّة عيني في الصلاة ومن ذلك أيضاً أن أهل الخير يثنون عليه ويحبونه ويذكرونه بالخير، فإذا رأيت أن أهل الخير يحبونك ويثنون عليك بالخير، فهذه بشرى للإنسان أنه يثنى عليه من أهل الخير، ولا عبرة بثناء أهل الشر ولا قدحهم، لأنهم لا ميزان لهم ولا تقبل شهادتهم عند الله، لكن أهل

الخير إذا رأيتهم يثنون عليك وأنهم يذكرونك بالخير ويقتربون منك ويتجهون إليك فأعلم أن هذه بشرى من الله لك.

ومن البشرى في الحياة الدنيا، ما يبشر به العبد عند فراق الدنيا، حيث تنزل عليه الملائكة {ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلاً من غفور رحيم} ومن البشارة أيضاً أن الإنسان عند موته بشارة أخرى، فيقال لنفسه: اخرجي أيتها النفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتفرح وتسر.

ومن ذلك أيضاً البشارة في القبر، فإن الإنسان إذا سئل عن ربه ودينه ونبيه وأجاب بالحق، نادى من السماء أن صدق عبدي؛ فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة وافتحوا له باباً من الجنة.

ومنها أيضاً البشارة في الحشر، تتلقاهم الملائكة {هذا يومكم الذي كنتم توعدون} و {وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون} المهم أن أولياء الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم {لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم} يعني لا أحد يبدل كلمات الله تعالى، أما الكونية فلا يستطيع أحد أن يبدلها وأما الشرعية فقد يحرفها أهل الباطل، كما فعل اليهود والنصارى في كتبهم حرفوها وبدلوها وغيروها، وأما الكلمات الكونية فلا أحد يبدلها {لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم} .

والله الموفق

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: {জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। যারা ঈমান এনেছে এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করত। তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনে এবং পরকালে। আল্লাহর বাণীর কোনো পরিবর্তন নেই। এটিই মহাসাফল্য।}

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) আউলিয়া বা আল্লাহর বন্ধুদের অলৌকিক মহিমা (কারামাত) সংক্রান্ত অধ্যায়টি এই আয়াতের মাধ্যমে শুরু করেছেন: "জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। যারা ঈমান এনেছে এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করত।" এই আয়াতের প্রথমাংশ নিয়ে ইতিপূর্বেও আলোচনা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন তাঁর বন্ধু (অলি) হলেন তারা, যারা মুমিন এবং মুত্তাকি (পরহেজগার)। {জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। যারা ঈমান এনেছে এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করত।} শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াত থেকে একটি চমৎকার উক্তি গ্রহণ করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তিই মুমিন এবং মুত্তাকি, সে-ই আল্লাহর ওলি।" মহান আল্লাহ বলেছেন যে, এই বন্ধুদের জন্য {কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না}—তাদের সামনে যা আসছে তা নিয়ে কোনো ভয় নেই এবং অতীতে যা অতিবাহিত হয়েছে তা নিয়ে তারা দুঃখিত বা চিন্তিত হবে না। কারণ তারা পার্থিব জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি করেছে, ফলে তারা নেক আমল করেছে, আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করেছে; এভাবেই তারা আল্লাহর বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। এরপর তিনি বলেছেন: {তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনে এবং পরকালে}। এখানে সুসংবাদ বলতে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের সুসংবাদকে বোঝানো হয়েছে। পার্থিব জীবনের সুসংবাদ বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে: তন্মধ্যে একটি হলো সত্য স্বপ্ন (রুইয়া সালিহা), যা মুমিন ব্যক্তি নিজে দেখে অথবা তার জন্য অন্য কেউ দেখে। অর্থাৎ সে স্বপ্নে এমন কিছু দেখে যা তাকে আনন্দিত করে, অথবা কোনো পুণ্যবান ব্যক্তি তার সম্পর্কে এমন কিছু দেখে যা আনন্দের কারণ হয়—যেমন স্বপ্নে দেখা যে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে, অথবা অন্য কেউ দেখল যে সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত, কিংবা তাকে কোনো উত্তম অবস্থায় দেখা গেল। মূল কথা হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্য স্বপ্ন সম্পর্কে বলেছেন যে, মুমিন ব্যক্তি নিজে তা দেখে অথবা তার জন্য অন্য কেউ তা দেখে; আর এটি হলো মুমিনের জন্য দুনিয়ার নগদ সুসংবাদ। আরেকটি সুসংবাদ হলো, মানুষ ইবাদত বা নেক কাজে আনন্দ অনুভব করবে, এটি তার চোখের শীতলতা হবে—যা প্রমাণ করে যে সে আল্লাহর বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যার নেক আমল তাকে আনন্দিত করে এবং মন্দ কাজ তাকে ব্যথিত করে, সেই হলো মুমিন।" সুতরাং আপনি যদি নিজের মধ্যে অনুভব করেন যে ইবাদতের দ্বারা আপনার অন্তর প্রশস্ত হচ্ছে এবং পাপে তা সংকুচিত হচ্ছে, তবে এটি আপনার জন্য সুসংবাদ যে আপনি আল্লাহর মুমিন বান্দা এবং মুত্তাকি বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত।

একারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "সালাতের মধ্যে আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে।" এর আরেকটি দিক হলো, সৎকর্মশীল ব্যক্তির তর প্রশংসা করবে, তাকে ভালোবাসবে এবং ভালো কাজের মাধ্যমে তাকে স্মরণ করবে। আপনি যদি দেখেন যে নেককার লোকেরা আপনাকে ভালোবাসছে এবং আপনার প্রশংসা করছে, তবে এটি মানুষের জন্য একটি সুসংবাদ। এখানে মন্দ লোকদের প্রশংসা বা নিন্দার কোনো গুরুত্ব নেই, কারণ তাদের কোনো মানদণ্ড নেই এবং আল্লাহর কাছে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু পুণ্যবান ব্যক্তির যখন আপনার প্রশংসা করবে, আপনাকে ভালো জানবে, আপনার নিকটবর্তী হবে এবং আপনার প্রতি মনোযোগী হবে, তখন জানবেন এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য একটি সুসংবাদ।

পার্থিব জীবনের সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত হলো সেই সুসংবাদ যা বান্দা দুনিয়া ত্যাগের মুহূর্তে লাভ করে, যখন তার কাছে ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয়ে বলে: {তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল। আমরা ইহকালে ও পরকালে তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা দাবি করো। এটি পরম ক্ষমাশীল, দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে মেহমানদারি।} মৃত্যুর সময়ে মানুষের জন্য আরও একটি সুসংবাদ রয়েছে, তখন তার আত্মাকে বলা হয়: "হে পবিত্র আত্মা! যা পবিত্র দেহে ছিলে, বের হয়ে এসো আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টির দিকে।" তখন সে আনন্দিত ও উৎফুল্ল হয়।

অনুরূপভাবে কবরের মধ্যেও সুসংবাদ রয়েছে। বান্দাকে যখন তার রব, দ্বীন ও নবী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে এবং সে সঠিক উত্তর দেবে, তখন আসমান থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন: "আমার বান্দা সত্য বলেছে; সুতরাং তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জান্নাতের পোশাক পরিধান করাও এবং তার জন্য জান্নাতের একটি দরজা খুলে দাও।"

কিয়ামতের ময়দানে সমবেত হওয়ার সময়েও সুসংবাদ রয়েছে, ফেরেশতারা তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বলবে: {এটিই তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল} এবং {তোমাদের জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল}।

মোদা কথা হলো, আল্লাহর বন্ধুদের জন্য ইহকাল ও পরকালে সুসংবাদ রয়েছে; আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। {আল্লাহর বাণীর কোনো পরিবর্তন নেই, এটিই মহাসাফল্য} অর্থাৎ আল্লাহর কথা বা বিধান কেউ বদলাতে পারে না। আল্লাহর মহাজাগতিক (কাওনিয়াহ) সিদ্ধান্ত কেউ পরিবর্তন করতে সক্ষম নয়। আর তাঁর শরয়ি বিধানসমূহ বাতিলের অনুসারীরা বিকৃত করতে পারে, যেমনটি ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানরা তাদের কিতাবসমূহে করেছে—তারা সেগুলোকে বিকৃত করেছে, বদলে দিয়েছে এবং পরিবর্তন করেছে। কিন্তু আল্লাহর মহাজাগতিক সিদ্ধান্ত কেউ বদলাতে পারে না। {আল্লাহর বাণীর কোনো পরিবর্তন নেই, এটিই মহাসাফল্য}।
আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 78) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

150 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يك في أمتي أحد، فإنه عمر.
رواه البخاري، ورواه مسلم من رواية عائشة، وفي روايتها قال

১৫০ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তি ছিলেন যারা ইলহামপ্রাপ্ত (যাদের অন্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্যের অনুপ্রেরণা আসত); যদি আমার উম্মতের মধ্যে তেমন কেউ থাকেন, তবে তিনি হলেন উমর।"
এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন এবং মুসলিম এটি আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর সূত্র থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের উভয়ের বর্ণিত রেওয়ায়েতে (মুহাদ্দাসুন শব্দের ব্যাখ্যায়) বলা হয়েছে—

ابن وهب: محدثون أي: ملهون.

[الشَّرْحُ]

سبق لنا ما يتعلق بقضية أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيما أكرمه الله به من الكرامة، ثم أتى المؤلف رحمه الله بحديث لأبي هريرة في كرامة لأُمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان فيما كان قبلكم محدثون - يعني: ملهون للصواب، يقولون قولاً فيكون موافقاً للحق، وهذا من كرامة الله للعبد أن الإنسان إذا قال قولاً، أو أفق بفتوى، أو حكم بحكم تبين له بعد ذلك أنه مطابق للحق، فعبر رضي الله عنه من أشد الناس توفيقاً للحق، كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما سيذكره المؤلف من أمثلة لذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن يكن فيكم محدثون فعبر يعني إن كان فيكم محدثون فعبر، ويحتمل قوله: إن يكن فيكم إنه خطاب لقوم مجتمعين ليس فيهم أبو بكر ويحتمل أنه خطاب إلى الأمة كلها، ومن بينهم أبو بكر رضي الله عنه، فإن كان الأول فلا إشكال، وإن كان الثاني فقد يقول قائل: كيف يكون عمر ملهياً وأبو بكر ليس كذلك، فيقال: إن أبا بكر رضي الله عنه يوفق للصواب بدون إلهام، بمعنى أنه رضي الله عنه من ذات نفسه بتوفيق الله عز وجل يوفق للصواب ويدل على هذا عدة مسائل، يعني يدل على أن أبا بكر أشد توفيقاً للصواب من عمر عدة مسائل: أولاً: في صلح الحديبية لما اشترطت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم شروطاً يبدو أنها ثقيلة عظيمة، عمل عمر رضي الله عنه على إبطالها، وجاء إلى النبي

[ব্যাখ্যা]

আবু বকর সিদ্দীক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে আল্লাহ তাআলা যে অলৌকিক সম্মান বা কারামত দ্বারা ভূষিত করেছেন, সে সংক্রান্ত আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে সম্পন্ন করেছি। এরপর লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কারামত সম্পর্কে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে 'মুহাদ্দাসুন' তথা অনুপ্রাণিত ব্যক্তির ছিলেন" - অর্থাৎ: যারা সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য অনুপ্রাণিত হতেন, তারা কোনো কথা বললে তা সত্যের অনুকূল হতো। এটি বান্দার প্রতি আল্লাহর একটি বিশেষ অনুগ্রহ ও কারামত যে, কোনো মানুষ যখন কোনো কথা বলে, কিংবা কোনো ফতোয়া দেয়, অথবা কোনো ফয়সালা করে, তখন পরবর্তীতে তার কাছে এটি স্পষ্ট হয় যে তার বক্তব্যটি সত্যের সাথে হুবহু মিলে গেছে। আর উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন সত্যের পথে তাওফীকপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে অন্যতম অগ্রগণ্য ব্যক্তি, যেমনটি লেখক কর্তৃক সামনে উপস্থাপিত উদাহরণসমূহে ইনশাআল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যদি তোমাদের মাঝে কেউ অনুপ্রাণিত (মুহাদ্দাস) থেকে থাকে, তবে সে উমর"; অর্থাৎ যদি তোমাদের মাঝে এমন কেউ থেকে থাকে, তবে সে হলো উমর। তাঁর বাণী: "যদি তোমাদের মধ্যে কেউ থেকে থাকে" - এর দ্বারা সম্ভবত এমন এক সমবেত দলকে সম্বোধন করা হয়েছে যাদের মধ্যে আবু বকর উপস্থিত ছিলেন না; অথবা এটি পুরো উম্মতের প্রতি সম্বোধন হতে পারে যার মধ্যে আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যদি প্রথম বিষয়টি উদ্দেশ্য হয় তবে কোনো অস্পষ্টতা নেই, কিন্তু যদি দ্বিতীয়টি উদ্দেশ্য হয় তবে কেউ প্রশ্ন করতে পারে: উমর অনুপ্রাণিত হলেন অথচ আবু বকর তেমনটি হলেন না কেন? এর উত্তরে বলা হয় যে: আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সরাসরি ইলহাম বা বিশেষ প্রেরণা ব্যতিরেকেই সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর তাওফীক লাভ করতেন; এর অর্থ হলো তিনি স্বয়ং নিজের থেকেই মহান আল্লাহর বিশেষ তাওফীকে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। বেশ কিছু বিষয় একথার প্রমাণ দেয়, অর্থাৎ কয়েকটি ঘটনা একথার প্রমাণ বহন করে যে, আবু বকর সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে উমর অপেক্ষা অধিকতর তাওফীকপ্রাপ্ত ছিলেন: প্রথমত: হৃদয়বিয়ার সন্ধির সময় যখন কুরাইশরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর এমন কিছু শর্তারোপ করেছিল যা বাহ্যিকভাবে অত্যন্ত কঠোর ও গুরুতর মনে হচ্ছিল,

তখন উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সেগুলো বাতিল করার স্বপক্ষে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং নবীজির নিকট এসে...

(ص: 80) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

صلی اللہ علیہ وسلم یراجعہ فی ذلک ویقول: کیف نعطي الدنية فی دیننا؟ کیف نشترط علی أنفسنا أن من جاءنا منهم مسلماً، ردنناه إلیهم، ومن جاءهم منا لا یردونه؟ هذا ثقیل، ولكن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له (إني رسول الله ولست أعصیه وهو ناصري)، فذهب عمر رضي الله عنه إلی أبي بكر رضي الله عنه یرید أن یستنجد به فی إقناع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فکلم أبا بكر فقال له أبو بكر مثل قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سواء بسواء قال إنه رسول الله وليس بعاصیه وهو ناصره فاستمسك بعرضه، یعنی لا یکن عندك شك فی أمر، فهذه واحدة، إذن من الموفق إلی الصواب فی هذا؟ أبو بكر لا شك، كذلك أيضاً فی موت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، لما شاع الخبر فی المدينة أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مات. قال عمر فی الناس وقال إنه لم یمت وإنما صعق ولیبعثنه الله، فلیقطعن أيدي أقوام وأرجلهم من خلاف، وأنكر أن یكون قد مات، وكان أبو بكر قد خرج ذلک الیوم إلی بستان له خارج المدينة فلما رجع وجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد مات حقاً، فخرج إلی المسجد وصعد المنبر، وقال کلماته المشهورة التي تكتب بأعلى من ماء الذهب.

قال: أما بعد أيها الناس، من كان یعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان یعبد الله، فإن الله حي لا یموت، ثم قرأ قول الله تعالى إنك میت وإنهم میتون وقوله

تعالى: {وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإين مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم}

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তিনি এ বিষয়ে আপত্তি জানাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন: "আমরা কেন আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে হীনমুন্সতা স্বীকার করব? আমরা কেন নিজেদের ওপর এমন শর্তারোপ করব যে, তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি মুসলিম হয়ে আমাদের কাছে আসে তবে আমরা তাকে তাদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেব, অথচ আমাদের কেউ তাদের কাছে গেলে তারা তাকে ফেরত দেবে না? এটি অত্যন্ত পীড়াদায়ক।" কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, "নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল এবং আমি তাঁর অবাধ্য হই না, আর তিনিই আমার সাহায্যকারী।" অতঃপর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাজি করানোর জন্য তাঁর সাহায্য চাইলেন। তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে কথা বললে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঠিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার মতোই হুবহু উত্তর দিলেন। তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর রাসূল এবং তিনি তাঁর অবাধ্য হন না, আর আল্লাহ তাঁর সাহায্যকারী; সুতরাং তুমি তাঁর হাত (আদেশ) দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো।" অর্থাৎ, কোনো বিষয়ে তোমার মনে যেন কোনো সন্দেহ না থাকে। এটি হলো একটি বিষয়; তাহলে এক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার তৌফিক কার হয়েছিল? নিঃসন্দেহে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময়ও, যখন মদিনায় এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকজনের মাঝে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন যে, তিনি মারা যাননি, বরং তিনি মূর্ছিত হয়েছেন এবং আল্লাহ অবশ্যই তাঁকে পুনরায় পাঠাবেন, আর তিনি অবশ্যই কিছু মানুষের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলবেন। তিনি নবীজির মৃত্যুর বিষয়টি অস্বীকার করলেন। ঐ দিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনার উপকণ্ঠে তাঁর একটি বাগানে গিয়েছিলেন। যখন তিনি ফিরে এলেন, দেখলেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকৃতপক্ষে ইন্তেকাল করেছেন। তখন তিনি মসজিদে প্রবেশ করে মিস্বরে আরোহণ করলেন এবং তাঁর সেই বিখ্যাত বক্তব্য প্রদান করলেন যা স্বর্গাশ্রমে লিখে রাখার মতো।

তিনি বললেন: "অতঃপর হে লোকসকল! তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মদের ইবাদত করতে, তারা জেনে রাখো যে মুহাম্মদ ইন্তেকাল করেছেন; আর যারা আল্লাহর ইবাদত করতে, তারা জেনে রাখো যে আল্লাহ চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই।" এরপর তিনি মহান আল্লাহর এই বাণী পাঠ করলেন: "নিশ্চয়ই আপনি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।" এবং আল্লাহর এই বাণী: "আর মুহাম্মদ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নন, তাঁর পূর্বে বহু রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন। সুতরাং তিনি যদি ইন্তেকাল করেন বা নিহত হন, তবে কি তোমরা তোমাদের পেছনের দিকে (পুরানো কুফরিতে) ফিরে যাবে?"

(ص: 81) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

قال عمر: فوالله ما إن تلاها أبو بكر حتى عقرت فبا تحملني رجلاي، يعني الإنسان إذا خاف واشتد به الشيء ما يقدر أن يقف، هذه الثانية، الثالثة: إنه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب، كفروا والعياذ بالله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جهز جيشاً أميرة أسامة بن زيد، ليقا تل أدنى أهل الشام والجيش كان ظاهر المدينة ولكن لم يسيروا بعد، ولما ارتد العرب جاء عمر لأبي بكر، وقال لا ترسل الجيش، نحن في حاجة، فقال له أبو بكر: والله لا أحلن راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيروهم أبو بكر، فكان الصواب مع أبي بكر رضي الله عنه لأن الناس لما سمعوا أن أهل المدينة أرسلوا الجيوش إلى أطراف الشام، قالوا: هؤلاء عندهم قوة ولا يمكن أن نرتد، فامتنع كثير من الناس عن الردة وبقوا في الإسلام، المهم أن أبا بكر رضي الله عنه أبلغ من عمر، رضي الله عنه في إصابة الصواب لاسيما في المواضع الضنكة الضيقة، وعلى كل حال كلا الرجلين رضي الله عنهما كلاهما موفق إلى الصواب، جمعنا الله وإياكم بهما في الجنة، وكلما الإنسان أقوى إيماناً بالله وأكثر طاعة لله وفقه الله تعالى إلى الحق بقدر ما معه من الإيمان

والعلم والعمل الصالح، تجده مثلاً يعمل عملاً يظنه صواباً بدون ما يكون معه دليل من الكتاب والسنة فإذا راجع أو سأل، وجد أن عمله مطابق للكتاب والسنة، وهذه من الكرامات، فعبر رضي الله عنه قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن يكن فيه محدثون فإنه عبر

উমর (রা.) বলেন: "আল্লাহর কসম, আবু বকর যখন আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, তখন আমি এমনভাবে ভেঙে পড়লাম যে আমার পা দুটি আমাকে আর ধরে রাখতে পারছিল না।" অর্থাৎ, মানুষ যখন প্রচণ্ড ভীত হয় এবং কোনো বিষয়ের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়, তখন সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হয় না। এটি ছিল দ্বিতীয় ঘটনা। তৃতীয় ঘটনাটি হলো: যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাত হলো, তখন আরবদের মধ্য থেকে যারা মুরতাদ হওয়ার ছিল তারা মুরতাদ হয়ে গেল। অর্থাৎ, তারা কুফুরিতে লিপ্ত হলো—আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। রাসূলুল্লাহ (সা.) উসামা ইবনে যায়েদ (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন যাতে তারা সিরিয়ার নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। সেই বাহিনীটি মদিনার উপকণ্ঠে অবস্থান করছিল, কিন্তু তখনো তারা যাত্রা শুরু করেনি। যখন আরবরা ধর্মত্যাগ করল, তখন উমর (রা.) আবু বকর (রা.)-এর কাছে এসে বললেন, "এই বাহিনীটি পাঠাবেন না, কারণ আমাদের এখন তাদের প্রয়োজন রয়েছে।" তখন আবু বকর (রা.) তাঁকে বললেন, "আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সা.) যে পতাকাটি বেঁধেছেন, আমি তা কখনোই খুলব না।" এরপর আবু বকর (রা.) তাদের পাঠিয়ে দিলেন। মূলত আবু বকর (রা.)-এর সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল; কারণ মানুষ যখন শুনল যে মদিনাবাসী সিরিয়ার প্রান্তসীমানায় সেনাবাহিনী পাঠিয়েছে, তখন তারা বলতে লাগল, "তাদের অনেক শক্তি রয়েছে, তাই আমাদের পক্ষে মুরতাদ হওয়া সম্ভব নয়।" এর ফলে বহু লোক ধর্মত্যাগ থেকে বিরত রইল এবং ইসলামের ওপর অটল থাকল। মূল কথা হলো, বিশেষ করে অত্যন্ত কঠিন ও সংকটময় পরিস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে আবু বকর (রা.) উমর (রা.)-এর চেয়েও অধিক অগ্রগামী ছিলেন। যাই হোক, এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের উভয়ই সঠিক পথ প্রাপ্তিতে ধন্য ছিলেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের ও আপনাদের তাঁদের সাথে জালাতে একত্রিত করুন। মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমানে যতোটা শক্তিশালী এবং আল্লাহর আনুগত্যে যতোটা একনিষ্ঠ হবে, আল্লাহ তাআলা তাকে তার ঈমান, ইলম ও নেক আমলের পরিমাণ অনুযায়ী হকের পথে ততোটাই তাওফিক দান করবেন। যেমন, আপনি দেখবেন যে সে হয়তো কিতাব ও সুন্নাহর কোনো (তাৎক্ষণিক) দলিল ছাড়াই একটি

কাজ করছে যেটিকে সে সঠিক মনে করছে, কিন্তু পরে যখন সে তা যাচাই করে বা কাউকে জিজ্ঞেস করে, তখন দেখতে পায় যে তার কাজটি কিতাব ও সুন্নাহর সম্পূর্ণ অনুকূল হয়েছে। এটি কারামাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। উমর (রা.) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যদি (পূর্ববর্তী উম্মতদের মতো এই উম্মতেও) কোনো ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তি থাকেন, তবে তিনি হলেন উমর।"

(ص: 82) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

1505 - وعن جابر بن سبرة، رضي الله عنهما.

قال: شكوا أهل الكوفة سعداً، يعني: ابن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عملاً، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال: أما أنا والله فأني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرج عنها أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين، وأخف في الآخرين، قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، وأرسل معه رجلاً - أو رجلاً - إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدرع مسجداً إلا سأل عنه، ويثنون معروفًا، حتى دخل مسجداً لبني عبس، فقام رجل منهم، يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعداً كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية، قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً، قام رياء، وسبحة، فأطل عمره، وأطل فقره، وعرضه للفتن، وكان بعد ذلك إذا سئل يقول، شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد.

قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سبرة فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغزهن متفق عليه.

১৫০৫ - জাবির ইবনে সামুরা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত।

তিনি বলেন: কুফাবাসীগণ সা'দ—অর্থাৎ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)—এর বিরুদ্ধে উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে অভিযোগ করল। ফলে তিনি তাঁকে পদচ্যুত করলেন এবং আমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে তাদের প্রশাসক নিযুক্ত করলেন। তারা সা'দ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে করতে এ পর্যন্ত বলল যে, তিনি নাকি সুন্দরভাবে সালাত আদায় করতে পারেন না। তখন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন: হে আবু ইসহাক! এরা দাবি করছে যে আপনি নাকি ঠিকমতো সালাত আদায় করতে পারেন না।

তিনি বললেন: আল্লাহর শপথ! আমি তাদের নিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সালাতের মতোই সালাত আদায় করতাম এবং তাতে কোনো ত্রুটি করতাম না। আমি ইশার সালাত আদায়ের সময় প্রথম দুই রাকাতে (কিরাত) দীর্ঘ করতাম এবং শেষ দুই রাকাতে তা সংক্ষিপ্ত করতাম। উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: হে আবু ইসহাক, আপনার সম্পর্কে আমার এটাই ধারণা ছিল। এরপর তিনি তাঁর সাথে একজন বা কয়েকজন ব্যক্তিকে কুফায় পাঠালেন যেন তারা কুফাবাসীদের কাছে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তদন্তকারী দল প্রতিটি মসজিদে গিয়ে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন এবং সকলেই তাঁর উত্তম প্রশংসা করল। পরিশেষে তারা বনু আবস গোত্রের একটি মসজিদে প্রবেশ করল। তখন তাদের মধ্য থেকে উসামা ইবনে কাতাদা নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেল, যার উপনাম ছিল আবু সাদা। সে বলল: যেহেতু আপনি আমাদের নিকট সত্য জানতে চেয়েছেন, তাই বলছি— সা'দ নিজে কোনো যুদ্ধ অভিযানে যেতেন না, (গণিমতের মাল) সমভাবে বণ্টন করতেন না এবং বিচারকার্যে ইনসাফ করতেন না। সা'দ বললেন: আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই তিনটি প্রার্থনা (বদদোয়া) করব: হে আল্লাহ! আপনার এই বান্দা যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে এবং কেবল লোকদেখানো ও সুখ্যাতি অর্জনের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে, তবে আপনি তার জীবন দীর্ঘ করুন, তার দারিদ্র্য বাড়িয়ে দিন এবং তাকে নানাবিধ ফিতনার সম্মুখীন করুন। এর পরবর্তীকালে লোকটিকে যখন তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হতো, তখন সে বলত: আমি এক ফিতনায় পতিত অতি বৃদ্ধ মানুষ; সা'দ-এর বদদোয়া আমার ওপর কার্যকর হয়ে গেছে। জাবির ইবনে সামুরা থেকে বর্ণনাকারী আব্দুল মালিক ইবনে উমাইর বলেন: আমি পরবর্তীতে তাকে দেখেছি যে, বার্ধক্যের কারণে তার চোখের ভ্রু যুগল চোখের ওপর ঝুলে পড়েছিল। তবুও সে রাস্তাঘাটে তরুণীদের উদ্ভ্যক্ত করত এবং তাদের চোখের ইশারা দিত। (বুখারি ও মুসলিম)।

[الشَّرْحُ]

هذه من الكرامات التي نقلها المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، وهي ما رواه جابر بن سبرة في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان سعد معروفاً بإجابة الدعوة (مستجاب الدعاء) يعني أن الله أعطاه كرامة وهو أن الله تعالى يجيب دعوته إذا دعا، وقد جعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أميراً على أهل الكوفة، لأن المسلمين لما فتحوا العراق مصرّوا الأمصار وجعلوا البصرة والكوفة وهما أشهر ما يكون في العراق، ثم إن أمير المؤمنين جعل لهم أمراء، فأمر سعد بن أبي وقاص على الكوفة، فشكا أهل الكوفة إلى أمير المؤمنين عمر، حتى قالوا إنه لا يحسن أن يصلي، وهو صحابي جليل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فأرسل إليه عمر، فحضر وقال له: إن أهل الكوفة شكوك حتى قالوا: إنك لا تحسن تصلي، فأخبره سعد رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صلاة العشاء وكأنها - والله أعلم - هي التي وقع تعيينها من هؤلاء الشكاة، فقال: إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أؤخر عنها يعني لا أدعها، فكنت أطول في العشاء بالأوليين وأقصر في الآخرين، فقال له عمر رضي الله عنه: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، فزكاه عمر؛ لأن هذا هو الظن به، أنه يحسن الصلاة وأنه يصلي بقومه الذين أمر عليهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع ذلك تحرى ذلك عمر رضي الله عنه لأنه يتحمل المسؤولية ويعرف قدر المسؤولية، أرسل رجلاً إلى أهل الكوفة، يسألونهم عن سعد وعن سيرته، فكان هؤلاء

[ব্যখ্যা]

এটি সেই সকল অলৌকিক ঘটনার (কারামত) অন্তর্ভুক্ত যা লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) তাঁর 'রিয়াদুস সালেহীন' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। এটি জাবির বিন সামুরা কর্তৃক

বর্ণিত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঘটনা। সাদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) দোয়া কবুল হওয়ার (মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ) জন্য সুপরিচিত ছিলেন। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁকে এই বিশেষ মর্যাদা দান করেছিলেন যে, তিনি যখনই কোনো দোয়া করতেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর সেই দোয়া কবুল করতেন। আমীরুল মু'মিনীন উমর বিন খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে কুফাবাসীদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। কারণ মুসলিমরা যখন ইরাক বিজয় করেন, তখন তাঁরা সেখানে বিভিন্ন শহর গড়ে তোলেন এবং বসরা ও কুফাকে ইরাকের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ দুটি নগরী হিসেবে নির্ধারণ করেন। অতঃপর আমীরুল মু'মিনীন এগুলোর জন্য শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে কুফার আমীর বানান। এরপর কুফাবাসীরা আমীরুল মু'মিনীন উমরের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে, এমনকি তারা এ কথাও বলে যে, তিনি সুন্দরভাবে নামাজ আদায় করতে পারেন না। অথচ তিনি একজন মহান সাহাবী যার জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাক্ষ্য দিয়েছেন। তখন উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর কাছে লোক পাঠালেন। তিনি উপস্থিত হলে উমর তাঁকে বললেন, "কুফাবাসীরা আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, এমনকি তারা বলছে যে আপনি নামাজ পড়তে জানেন না।" তখন সাদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে অবহিত করলেন যে, তিনি তাদের নিয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামাজের পদ্ধতিতেই নামাজ পড়তেন। তিনি এশার নামাজের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন—এবং আল্লাহই ভালো জানেন—সম্ভবত অভিযোগকারীরা এই নামাজের ব্যাপারেই নির্দিষ্ট করে অভিযোগ তুলেছিল। তিনি বললেন, "আমি তাদের নিয়ে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামাজের মতোই নামাজ পড়ি এবং তাতে কোনো ত্রুটি করি না। আমি এশার প্রথম দুই রাকাতে কিরাত দীর্ঘ করি এবং শেষ দুই রাকাতে তা সংক্ষেপ করি।" তখন উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে বললেন, "হে আবু ইসহাক, আপনার প্রতি আমার এমনটাই সুধারণা ছিল।" উমর তাঁর সত্যতা নিশ্চিত করলেন; কারণ তাঁর প্রতি এমনটাই প্রত্যাশিত ছিল যে, তিনি উত্তমরূপে নামাজ পড়বেন এবং যাদের ওপর তিনি আমীর নিযুক্ত হয়েছেন তাদের নিয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুকরণেই নামাজ আদায় করবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করলেন, কারণ তিনি শাসনকার্যের মহান দায়িত্ব বহন করছিলেন এবং এর গুরুত্ব অনুধাবন করতেন। তিনি কুফাবাসীদের কাছে একদল লোক পাঠালেন, যারা সাদ এবং তাঁর জীবনযাত্রা সম্পর্কে মানুষের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। অতঃপর সেই প্রতিনিধিরা...

الرجال، لا يدخلون مسجداً ويسألون عن سعد إلا أثنوا عليه معروفاً. حتى أتى هؤلاء الرجال إلى مسجد بني عبس، فسألوهم، فقام رجل فقال: أما ناشدتمونا، فإن هذا الرجل لا يعدل في القضية ولا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية، فقله لا يسير في السرية، يعني لا يخرج في الجهاد، ولا يقسم بالسوية إذا غنم ولا يعدل في القضية إذا حكم بين الناس، فاتهمه هذه التهم، فهي تهم ثلاث، فقال أما إن قلت كذا (المتحدث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، فلا أدعون عليك بثلاث دعوات، دعا عليه أن يطيل الله تعالى عمره وفقره ويعرضه للفتن، نسأل الله العافية، ثلاث دعوات عظيمة، لكنه رضي الله عنه استثنى، قال: إن كان عبدك هذا قام رياء وسعة يعني لا بحق، فأجاب الله دعاءه، فكان هذا الرجل طويل العمر، عمر طويلاً وشاخ حتى إن حاجبيه سقطت على عينيه من الكبر، وكان فقيراً وعرض للفتن، حتى وهو في هذه الحال وهو كبير إلى هذا الحد كان يتعرض للجواري، يتعرض لهن في الأسواق ليغزهن والعياذ بالله، وكان يقول عن نفسه شيخ مفتون كبير أصابتني دعوة سعد.

فهذه من الكرامات التي أكرم الله بها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وفيه فوائد عديدة منها: أن من تولى أمراً في الناس فإنه لا يسلم منهم مهما كانت منزلته، لا بد أن يناله سوء قال ابن الوردي في منظومته المشهورة، التي أولها
اعتزل ذكر الأغاني والغزل ...

وقل الفصل وجانب من هذل

ودع الذكرى لأيام الصبى ...

فلأيام الصبى نجم أفل

قال فيها من جملة ما قال من حكم:

মানুষজন যখনই কোনো মসজিদে প্রবেশ করত এবং সাদ (রা.) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত, তারা তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করত।

শেষ পর্যন্ত ওই ব্যক্তির বনু আবস গোত্রের মসজিদে পৌঁছাল এবং তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করল। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল: যেহেতু আপনারা আমাদের আল্লাহর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, তাই বলছি—এই ব্যক্তি বিচারকার্যে ইনসাফ করেন না, যুদ্ধাভিযানে নিজে বের হন না এবং বণ্টনের ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখেন না। তার বক্তব্য ‘যুদ্ধাভিযানে যান না’ এর অর্থ হলো তিনি জিহাদে বের হন না; ‘সমবণ্টন করেন না’ মানে গনিমতের মাল বণ্টনে সমতা রক্ষা করেন না; আর ‘বিচারে ইনসাফ করেন না’ মানে মানুষের মাঝে ফয়সালা করার সময় ন্যায়বিচার করেন না। সে তাঁর বিরুদ্ধে এই তিনটি অভিযোগ উত্থাপন করল। তখন তিনি (বক্তা সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: যেহেতু তুমি এমন কথা বলেছ, তাই আমি তোমার বিরুদ্ধে তিনটি প্রার্থনা করছি। তিনি দোয়া করলেন যেন আল্লাহ তাআলা তার আয়ু দীর্ঘ করেন, তার দারিদ্র্য বাড়িয়ে দেন এবং তাকে ফিতনার সম্মুখীন করেন—আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। এগুলো ছিল তিনটি ভয়াবহ প্রার্থনা। তবে তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একটি শর্ত জুড়ে দিয়েছিলেন; তিনি বলেছিলেন: ‘হে আল্লাহ! আপনার এই বান্দা যদি লোকদেখানো ও সুখ্যাতির মোহে দাঁড়িয়ে থাকে—অর্থাৎ সত্য ছাড়াই অভিযোগ করে থাকে (তবেই কবুল করুন)।’ আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করলেন। ফলে সেই ব্যক্তির আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ হয়েছিল; সে এতটাই বৃদ্ধ হয়েছিল যে বার্ষিক্যের কারণে তার চোখের দ্রুণলো চোখের ওপর ঝুলে পড়েছিল। সে অত্যন্ত দরিদ্র ছিল এবং ফিতনায় নিমজ্জিত হয়েছিল। এমনকি এই জরাজীর্ণ বার্ষিক্যও সে বাজারের দাসীদের উত্যক্ত করত এবং তাদের প্রতি কুদৃষ্টি দিত—আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। সে নিজের সম্পর্কে বলত: ‘আমি এক ফিতনাগ্রস্ত বৃদ্ধ, সাদের বদদোয়া আমাকে পেয়ে বসেছে।’

এটি ছিল সেসব অলৌকিক নিদর্শনের (কারামত) অন্তর্ভুক্ত যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে সম্মানিত করেছিলেন।

এর মধ্যে অনেক শিক্ষা রয়েছে। তার একটি হলো: যে ব্যক্তি মানুষের কোনো দায়িত্ব বা নেতৃত্ব গ্রহণ করে, তার মর্যাদা যত সুউচ্চই হোক না কেন, সে মানুষের সমালোচনা থেকে রেহাই পায় না। তাকে অবশ্যই কিছু না কিছু তিক্ততার সম্মুখীন হতে হয়। ইবনুল ওয়াদি তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থে বলেছেন, যার প্রারম্ভিক চরণ হলো:

গান ও প্রেমালাপের স্মৃতিচারণ বর্জন করো ...

সারগৰ্ভ কথা বলো এবং নিরর্থক আলাপ পরিহার করো

শৈশবের দিনগুলোর স্মৃতিচারণ ছেড়ে দাও ...

কেননা শৈশবের নক্ষত্র তো অস্তমিত হয়েছে

সেই কাব্যে তিনি যেসব প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলেছেন তার মধ্যে রয়েছে:

(ص: 85) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

إن نصف الناس أعداء لمن ...

ولي الأحكام، هذا إن عدل

ومن الفوائد أيضاً في هذا الحديث جواز دعاء المظلوم على ظالمه بمثل ما ظلمه كما دعا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هذه الدعوات على من ظلمه، ومن فوائدها: أن الله تعالى يستجيب دعاء المظلوم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ الزكاة من أموالهم، قال: إياك وكرائم أموالهم واتب دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فالمظلوم يستجيب الله دعاءه حتى ولو كان كافراً فلو كان كافراً وظلم ودعا على من ظلمه أجاب الله دعاءه، لأن الله حكم عدل عز وجل، يأخذ بالإنصاف والعدل لمن كان مظلوماً ولو كان كافراً، فكيف إذا كان مسلماً؟ ومن فوائد هذا الحديث، أنه يجوز للإنسان أن يستثني في الدعاء، إذا دعا على شخص يستثني فيقول: اللهم إن كان كذا فافعل به كذا، اللهم إن كان ظلمي فأنصفني منه أو فابتله بكذا وكذا، تدعو بمثل ما ظلمك، وقد جاء الاستثناء في الدعاء في القرآن الكريم فقال تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهود إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرونها عنها العذاب أن

تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان
من الصادقين

নিশ্চয়ই অর্ধেক মানুষ সেই ব্যক্তির শত্রু যে ...

বিচারকার্য বা শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে, এমনকি সে যদি ন্যায়পরায়ণও হয়।

এই হাদীস থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলোর মধ্যে এটিও একটি যে, মজলুম বা নির্যাতিত ব্যক্তির জন্য তার জালেম বা নিপীড়কের বিরুদ্ধে ঠিক সমপরিমাণ বদদোয়া করা বৈধ, যেমনটি সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (আল্লাহ তার ওপর সন্তুষ্ট হোন) তাঁর ওপর জুলুমকারীর বিরুদ্ধে এই দোয়াগুলো করেছিলেন। এর আরও একটি শিক্ষা হলো: মহান আল্লাহ মজলুমের দোয়া কবুল করেন।

একারণেই নবী (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) যখন মু'আয ইবন জাবালকে ইয়ামেনে পাঠালেন এবং তাদের সম্পদ থেকে যাকাত সংগ্রহের নির্দেশ দিলেন, তখন বলেছিলেন: “তুমি তাদের উৎকৃষ্ট ধন-সম্পদ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকো এবং মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করো, কারণ তার ও আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা নেই।” সুতরাং আল্লাহ মজলুমের দোয়া কবুল করেন, এমনকি সে যদি অবিশ্বাসী বা কাফেরও হয়। যদি সে কাফের হয় এবং তার ওপর জুলুম করা হয়, আর সে জুলুমকারীর বিরুদ্ধে বদদোয়া করে, তবে আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেন। কারণ আল্লাহ তাআলা পরম মহিমান্বিত ন্যায়পরায়ণ বিচারক; তিনি মজলুমের জন্য ইনসাফ ও ন্যায়বিচার কায়েম করেন যদিও সে কাফের হয়। তাহলে সে যদি মুসলিম হয়, তবে তো আরও বেশি হওয়ার কথা। এই হাদীসের আরেকটি শিক্ষা হলো, দোয়া করার সময় শর্তারোপ করা বা বিষয়টি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেওয়া বৈধ। যখন কেউ কারো বিরুদ্ধে বদদোয়া করবে তখন সে শর্ত জুড়ে দিয়ে বলতে পারে: “হে আল্লাহ! যদি বিষয়টি এমন হয়ে থাকে তবে তার সাথে এমন করুন। হে আল্লাহ! যদি সে আমার ওপর জুলুম করে থাকে তবে তার থেকে আমাকে ইনসাফ দান করুন অথবা তাকে এমন এমন বিপদে ফেলুন।” অর্থাৎ সে তোমার ওপর যতটুকু জুলুম করেছে তুমি ঠিক ততটুকুই বদদোয়া করবে। পবিত্র কুরআনেও দোয়ার ক্ষেত্রে শর্তারোপের বিষয়টি এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন: “আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং নিজেরা ছাড়া তাদের কোনো সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য হবে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, সে অবশ্যই সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। আর পঞ্চম বার বলবে যে, সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে তার ওপর আল্লাহর লানত বা অভিশাপ বর্ষিত হোক। আর স্ত্রীর শান্তি রহিত হবে যদি সে আল্লাহর

নামে চারবার শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, নিশ্চয়ই তার স্বামী মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। আর পঞ্চম বার বলবে যে, তার স্বামী যদি সত্যবাদী হয় তবে তার নিজের ওপর আল্লাহর গযব বা ক্রোধ নেমে আসুক।”

(ص: 86) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ومن فوائد هذا الحديث أيضاً: حرص أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على الرعية وتحمله المسؤولية والإحساس بها وشعوره بها رضي الله عنه ولهذا اشتهر بعدالته وحسن سياسته في الأمور كلها، الحربية والسلمية والدينية والدنيوية، فهو في الحقيقة خير الخلفاء بعد أبي بكر، بل حسنة من حسنات أبي بكر رضي الله عنه؛ لأن الذي ولاه على المسلمين هو أبو بكر رضي الله عنه، فالحاصل أن هذا الحديث فيه فوائد تقتصر منها على ذلك.

(والله الموفق)

1506 - وعن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم، وادعت أنه أخذ شيئاً من أرضها، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئاً بعد الذي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طوقه إلى سبع أرضين فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة، فأعم بصرها، واقتلها في أرضها، قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت متفق عليه.

وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ببعناه وأنه

এই হাদিসের আরও কিছু উপকারের মধ্যে রয়েছে: প্রজাসাধারণের প্রতি আমিরুল মুমিনীন উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর গভীর মমত্ববোধ এবং দায়িত্ব পালনে তাঁর প্রখর সচেতনতা ও অনুভূতি। এ কারণেই তিনি তাঁর ন্যায়বিচার এবং যুদ্ধ, শান্তি, ধর্ম ও পার্থিব—সব বিষয়েই তাঁর সুদক্ষ শাসন পরিচালনার জন্য সুপরিচিত। প্রকৃতপক্ষে তিনি আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর পর শ্রেষ্ঠ খলিফা, বরং তিনি আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ নেকি; কারণ আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-ই তাঁকে মুসলিমদের ওপর দায়িত্বভার প্রদান করেছিলেন। সারকথা হলো, এই হাদিসে আরও অনেক শিক্ষা রয়েছে, যা আমরা এগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখছি।

(আল্লাহই তাওফিক দানকারী)

১৫০৬ - উরওয়াহ ইবনে জুবায়ের থেকে বর্ণিত যে, সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিরুদ্ধে আরওয়া বিনতে আওস মারওয়ান ইবনুল হাকামের কাছে অভিযোগ দায়ের করল এবং দাবি করল যে তিনি তার জমির কিছু অংশ আত্মসাৎ করেছেন। তখন সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে যা শুনেছি, এরপরও কি আমি তার জমি থেকে কিছু নিতে পারি?" মারওয়ান জিজ্ঞেস করলেন: "আপনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে কী শুনেছেন?" তিনি বললেন: "আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি—যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এক বিঘত পরিমাণ জমিও আত্মসাৎ করবে, সাত তবক জমিন পর্যন্ত তার গলায় বেড়ি স্বরূপ পরিয়ে দেওয়া হবে।" তখন মারওয়ান বললেন: "এরপর আমি আপনার কাছে আর কোনো প্রমাণ চাইব না।" অতঃপর সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) দুআ করলেন: "হে আল্লাহ! সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে তাকে অন্ধ করে দিন এবং তার জমিতেই তাকে মৃত্যু দিন।" বর্ণনাকারী বলেন: মৃত্যুর আগে সত্যই সে তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। একদিন সে তার নিজ জমিতে হাঁটার সময় একটি গর্তে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করল। (বুখারি ও মুসলিম)।

সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর থেকে একই অর্থে বর্ণিত হয়েছে যে...

رأها عبياء تلمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد، وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصته فيها، فوكت فيها، وكانت قبرها.

[الشَّرْحُ]

من كرامات الأولياء أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوتهم، حتى يدركوها بأعينهم فهذا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، خاصته امرأة ادعت أنه أخذ شيئاً من أرضها فخاصته عند مروان، فقال: أنا أخذ من أرضها شيئاً بعد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: وماذا سمعت؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين - أو - طوقه يوم القيامة من سبع أرضين) يعني فكيف أخذ منها بعد أن سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل مؤمن يؤمن بالله ورسوله إذا سمع مثل هذا الخبر الصادر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن أن يظلم أحداً من أرضه ولا شبراً، فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أنك لو أخذت شبراً من الأرض وقيده بالشبر من باب البالغة وإلا فإن أخذ أقل من ذلك ولو سنتيمتر واحداً فإنه يطوق به يوم القيامة من سبع أرضين، إذا كان يوم القيامة جاءت هذه القطعة التي أخذها مطوقة في عنقه من سبع أرضين؛ لأن الأرضين سبع طباق، كما قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن.

والإنسان إذا ملك أرضاً، ملك قعرها إلى أسفل السافلين، إلى الأرض السابعة، وإذا ملكها أيضاً ملك هواءها إلى الثريا، لا أحد يستطيع

তিনি তাকে অন্ধ অবস্থায় দেয়াল হাতড়ে চলতে দেখেন; সে বলছিল: সাঈদের দুআ আমাকে বিদ্ধ করেছে। এমতাবস্থায় সে সেই ঘরের একটি কূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল যে ঘরটি নিয়ে সে তাঁর সাথে বিবাদ করেছিল, অতঃপর সে তাতে পড়ে যায় এবং সেটিই তার কবরে পরিণত হয়।

[ব্যাখ্যা]

আউলিয়াগণের কারামতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা তাঁদের প্রার্থনা করুল করেন, এমনকি তাঁরা দুনিয়াতেই নিজ চোখে তা প্রত্যক্ষ করেন। এই সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর অন্যতম। এক নারী তাঁর বিরুদ্ধে এই দাবি তুলে বিবাদে লিপ্ত হয় যে, তিনি তার জমির কিছু অংশ আত্মসাৎ করেছেন। অতঃপর সে মারওয়ানের নিকট তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করলে তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট থেকে শোনার পর আমি কি তার জমির কিছু গ্রহণ করতে পারি? তারা জিজ্ঞেস করল: আপনি কী শুনেছেন? তিনি বললেন: আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি (যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এক বিঘত জমি আত্মসাৎ করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সাত তবক জমিন থেকে তা তার গলায় বেড়ি হিসেবে পরিয়ে দেবেন)। অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এই বাণী শোনার পর আমি কীভাবে তার জমি নিতে পারি? আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী কোনো মুমিন যখন সত্যবাদী ও সত্যায়নকারী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে আগত এমন সংবাদ শ্রবণ করে, তখন তার পক্ষে কারো জমির সামান্যতম অংশ বা এক বিঘতও আত্মসাৎ করা সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সংবাদ দিচ্ছেন যে, আপনি যদি এক বিঘত জমি আত্মসাৎ করেন—আর এখানে এক বিঘত বলা হয়েছে আধিক্য বা গুরুত্ব বোঝানোর জন্য, নতুবা তার চেয়ে কম অর্থাৎ এক সেন্টিমিটারও যদি হয়—তবে কিয়ামতের দিন সাত স্তবক জমিন থেকে তা তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। কিয়ামত দিবসে সেই অপহৃত অংশটি সাত স্তবক জমিনের গভীরতা পর্যন্ত নিয়ে এসে তার গলায় বেড়িতে পরিণত করা হবে; কেননা জমিন হচ্ছে সাতটি স্তরবিশিষ্ট, যেমনটি আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "আল্লাহ সেই সত্তা যিনি সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং জমিনও তদ্রূপ পরিমাণ।" আর মানুষ যখন কোনো ভূমির মালিক হয়, সে এর গভীরতম তলদেশ অর্থাৎ সপ্তম জমিন পর্যন্ত মালিকানা লাভ করে। অনুরূপভাবে সে এর উর্ধ্বাকাশের সুদূর নক্ষত্রলোক পর্যন্তও মালিকানা লাভ করে, কেউ এতে সক্ষম হতে পারে না...

أن يبني فوقه جسراً أو أن يحفر تحته خندقاً، لأن الأرض له إلى أسفل السافلين، وإلى أعلى السماء، كلها له، إذا كان يوم القيامة وهذا قد اقتطع شبراً من الأرض بغير حق، فإنه يأتي يوم القيامة مطوق به عنقه نسأل الله العافية.

وعند جميع العالم كل شيء محشور يوم القيامة حتى الوحوش تحشر حتى الإبل حتى البقر حتى الغنم كلها تحشر يوم القيامة، وهذا يشاهد حاملاً هذه الأرض والعياذ بالله من سبع أرضين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم (لعن الله من غير منار الأرض) غير منارها: أي غير مراسيها فأدخل شيئاً ليس له، وفي هذا دليل على أن قصف الأرض أو أخذ شيء بغير الحق من كبائر الذنوب لأن عليه هذا الويل العظيم، اللعن وأنه يحمل به يوم القيامة، فما بالك بقوم اليوم يأخذون أميالاً بل أميال الأميال والعياذ بالله بغير الحق، يأخذونها يضيّقون بها مراعي المسلمين، ويحرمون المسلمين من مراعيهم أو من طرقهم أو ما أشبه ذلك، هؤلاء سوف يطوقون ما أخذوا يوم القيامة والعياذ بالله، لأنهم أخذوها بغير الحق، المراعي للمسلمين عموماً، الخطوط الطرقات للمسلمين عموماً، الأودية أودية الأمطار للمسلمين عموماً، ولهذا قال العلماء: إن الإنسان لا يملك بالأحياء ما قرب من عامر وهو يتعلق بصلحة هذا العامر، حتى لو أحياءها وغرسها يقلع غرسه ويهدم بناؤه إذا كان هذا يتعلق بصلاح البلد، والبلد ليست ملكاً لفلان أو علان بل هي لعموم المسلمين، حتى لو فرضنا أن ولي الأمر أقطع

তার ওপর একটি সেতু নির্মাণ করা অথবা এর নিচে সুড়ঙ্গ খনন করা, কারণ ভূপৃষ্ঠ থেকে একদম নিম্নদেশ পর্যন্ত এবং আকাশের উচ্চসীমা পর্যন্ত সবটুকুই তার মালিকানাধীন। যদি কিয়ামতের দিন এমন পরিস্থিতি হয় যে, কেউ অন্যায়ভাবে এক বিঘত পরিমাণ জমিও আত্মসাৎ

করেছে, তবে কিয়ামতের দিন তা তার গলায় বেড়ি হিসেবে পরিয়ে দেওয়া হবে; আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

সমগ্র বিশ্বের সকল আলিমের মতে কিয়ামতের দিন প্রতিটি সৃষ্টিকে সমবেত করা হবে, এমনকি বন্যপ্রাণীদেরও উপস্থিত করা হবে; উট, গরু ও বকরি—সবকিছুই কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত হবে। আর এই ব্যক্তিকে দেখা যাবে সে সাত তলা জমিনের সেই অংশটি বহন করছে, যা থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। একারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আল্লাহর অভিশাপ সেই ব্যক্তির ওপর যে জমির সীমানা পরিবর্তন করে।" সীমানা পরিবর্তন করার অর্থ হলো: এর নির্ধারিত চিহ্ন বদলে দিয়ে নিজের নয় এমন কিছুকে নিজের সীমানায় অন্তর্ভুক্ত করা। এতে এই প্রমাণ বিদ্যমান যে, জমি জবরদখল করা বা অন্যায়ভাবে কোনো কিছু গ্রহণ করা কবির গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, কারণ এর জন্য কঠিন শাস্তি ও লানতের ঘোষণা এসেছে এবং কিয়ামতের দিন তাকে তা বহন করতে হবে। তবে বর্তমান সময়ের সেই লোকদের অবস্থা কী হবে যারা মাইলের পর মাইল জমি অন্যায়ভাবে দখল করে নিচ্ছে (আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন), তারা এর মাধ্যমে মুসলমানদের চারণভূমি সংকুচিত করেছে এবং মুসলমানদের তাদের চারণভূমি, পথ বা অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছে। কিয়ামতের দিন তারা যা আত্মসাৎ করেছে তা তাদের গলায় বেড়ি হিসেবে পরিয়ে দেওয়া হবে—আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই—কারণ তারা তা অন্যায়ভাবে গ্রহণ করেছে। চারণভূমিগুলো সাধারণ মুসলমানদের জন্য, রাস্তাঘাট সকল মুসলমানের জন্য এবং বৃষ্টির পানির প্রবাহপথ বা উপত্যকাগুলোও সাধারণ মুসলমানদের জন্য। একারণেই ওলামায়ে কেরাম বলেছেন: জনপদের নিকটবর্তী এমন কোনো স্থান যা জনস্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট, তা কেউ অনাবাদী জমি আবাদের মাধ্যমে মালিকানাধীন করতে পারবে না। এমনকি যদি সে তা আবাদ করে সেখানে বৃক্ষরোপণও করে, তবে সেই বৃক্ষ উপড়ে ফেলা হবে এবং তার স্থাপনা ভেঙে ফেলা হবে যদি তা জনপদের স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়। কেননা জনপদ কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির মালিকানা নয়, বরং তা সকল মুসলমানের জন্য। এমনকি যদি আমরা ধরে নিই যে, রাষ্ট্রপ্রধান কাউকে তা বরাদ্দ দিয়েছেন...

هذا الرجل من الأرض التي يحتاجها أهل البلد فإنه لا يملكها بذلك لأن ولي الأمر إنما يفعل لمصالح المسلمين، لا يخص أحداً بمصالح المسلمين دون أحد، وهذه المسألة خطيرة للغاية، ولهذا لما ارتفعت قيم الأراضي صار الناس والعياذ بالله يعتدي بعضهم على بعض، يدعي أن الأرض له وهي ليست له يكون جاراً لشخص ثم يدخل شيئاً من أرضه إلى أرضه، وهذا على خطر عظيم إن العلماء - أقول لكم كلاماً تعجبون منه قالوا: لو أن الإنسان بني جداراً ثم زاد في ليأصته (المحارة) إذا زاد في ليأصته دخل على السور سنتيمتراً في اللياسة فإنه يكون ظالماً ويكون بذلك معاقباً عند الله يوم القيامة، إلى هذا الحد الناس الآن والعياذ بالله يبلعون أميالاً أو أمتاراً مع هذا الوعيد الشديد، سعيد بن زيد رضي الله عنه، لما حدث مروان بهذا الحديث قال الآن لا أطلب عليك بينة، لأنه عارف أن سعيداً لا يمكن أبداً أن يأخذ من أرض هذه المرأة بدون حق أما المرأة؟ فقال سعيد رضي الله عنه: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها وأهلكها في أرضها، فماذا كان، كانت هذه المرأة أعبأها الله عز وجل قبل أن تموت وبينما هي تمشي في أرضها ذات يوم إذ سقطت في بئر فماتت فكانت البئر قبرها في نفس الأرض التي كانت تخاصم سعيد بن زيد رضي الله عنه فيها، وهذا من كرامة الله عز وجل لسعيد بن زيد أن الله أجاب دعوته وشاهدها حياً قبل أن يموت، وقد سبق لنا أن المظلوم تجاب دعوته ولو كان كافراً إذا كان مظلوماً، لأن الله تعالى ينتصر للمظلوم من الظالم؛ لأن الله تعالى حكم عدل لا يظلم ولا يمكن أحداً من الظلم وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم إنه لا يفلح الظالمون

এই ব্যক্তিটি যদি এমন ভূমি থেকে হয় যা দেশবাসীর প্রয়োজন, তবে তিনি এর মাধ্যমে সেটির মালিক হতে পারবেন না। কারণ, রাষ্ট্রপ্রধান কেবলমাত্র মুসলমানদের সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষার্থেই কাজ করেন এবং তিনি একক কোনো ব্যক্তিকে অন্য সবার হক নষ্ট করে বিশেষ কোনো সুবিধা প্রদান করেন না। এই বিষয়টি অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। এ কারণেই বর্তমানে জমির মূল্য বৃদ্ধি

পাওয়ায় মানুষ—আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন—একে অপরের ওপর সীমা লঙ্ঘন শুরু করেছে। সে দাবি করে বসে যে ভূমিটি তার, অথচ প্রকৃতপক্ষে সেটি তার নয়। সে হয়তো কারও প্রতিবেশী, কিন্তু সে নিজের সীমানা বৃদ্ধি করে প্রতিবেশীর ভূমির কিছু অংশ নিজের ভেতরে ঢুকিয়ে নেয়। এটি এক ভয়াবহ বিপদের কথা। উলামায়ে কেরাম এমন এক কথা বলেছেন যা শুনে আপনারা বিস্মিত হবেন। তাঁরা বলেছেন: কোনো মানুষ যদি দেয়াল নির্মাণ করে এবং এরপর তার আস্তরণ বা প্লাস্টারের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়, আর সেই প্লাস্টারের কারণে যদি দেয়ালটি অন্যের সীমানায় এক সেন্টিমিটারও প্রবেশ করে, তবে সে জালিম হিসেবে গণ্য হবে এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট তজ্জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। মানুষের সচেতনতার সীমা এই পর্যায়ে হওয়া উচিত ছিল! অথচ মানুষ এখন—আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই—এত কঠোর হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও মাইলের পর মাইল কিংবা মিটারের পর মিটার ভূমি গ্রাস করছে। সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন মারওয়ানের নিকট এই হাদিসটি বর্ণনা করলেন, তখন মারওয়ান বললেন: এখন আমি আপনার কাছে আর কোনো প্রমাণ চাইব না। কারণ তিনি জানতেন যে, সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর পক্ষে কখনও অন্যায়ভাবে সেই মহিলার জমি দখল করা সম্ভব নয়। কিন্তু সেই মহিলার পরিণাম কী হলো? সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বদদোয়া করে বলেছিলেন: হে আল্লাহ! যদি সে মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে, তবে তাকে অন্ধ করে দিন এবং তার জমিতেই তাকে ধ্বংস করুন। পরিণামে কী ঘটল? সেই মহিলা মৃত্যুর আগেই অন্ধ হয়ে গেলেন এবং একদিন নিজ ভূমিতে চলাচলের সময় একটি কূপে পড়ে মারা গেলেন। আর সেই কূপটিই তার সেই জমিতে তার কবরে পরিণত হলো, যা নিয়ে সে সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে বিবাদ করেছিল। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি একটি কারামত যে, আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেছেন এবং তিনি জীবিত থাকাবস্থায় তা প্রত্যক্ষ করেছেন। ইতোপূর্বেও আমাদের নিকট অতিক্রান্ত হয়েছে যে, মজলুমের দোয়া কবুল হয়, এমনকি সে যদি কাফেরও হয়; কারণ আল্লাহ তাআলা জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের পক্ষ অবলম্বন করেন। কেননা আল্লাহ তাআলা হলেন পরম ন্যায়বিচারক, তিনি কারও ওপর জুলুম করেন না এবং কাউকে জুলুম করার অবকাশ দেন না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: নিশ্চয়ই জালিমরা সফল হবে না।

فالظالم لا يفلح أبداً، ولذلك انظر إلى هذه القصة وإلى قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه التي ذكرناها سابقاً وكيف أجاب الله الدعوة؟ وهذه هي عادة الله سبحانه وتعالى في عباده نسأل الله أن يحمينا وإياكم من الظلم (والله الموفق)

1507 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضرت أحد دعائي أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي ديناً فاقض، واستوص بأخواتك خيراً: فأصبحنا، فكان أول قتيل، ودفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر، فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، فجعلته في قبر على حدة رواه البخاري.

[الشَّرْحُ]

سبق لنا بيان شيء من كرامات الأولياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب كرامات الأولياء وفضلهم، وذكر في هذا الحديث ما جرى لعبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر بن عبد الله، فإنه أيقظ ابنه جابراً ليلة من الليالي

সুতরাং জালেম কখনো সফল হয় না। এ কারণে আপনি এই ঘটনা এবং সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঘটনার দিকে লক্ষ্য করুন যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি এবং কীভাবে আল্লাহ তাআলা দুআ কবুল করেছিলেন? আর এটাই তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার চিরাচরিত নিয়ম। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের জুলুম থেকে হিফায়ত করেন। (আর আল্লাহই তাওফিকদাতা)

১৫০৭ - জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন উল্লেখ যুদ্ধের সময় ঘনিয়ে এল, তখন রাতের বেলা আমার পিতা আমাকে ডাকলেন এবং বললেন: "আমার মনে হচ্ছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীদের মধ্যে যারা প্রথম শহীদ হবেন, আমি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হব। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সত্তা ব্যতীত আমার নিকট তোমার চেয়ে অধিক প্রিয় আর কাউকে আমি রেখে যাচ্ছি না। আমার ওপর কিছু ঋণ আছে, তা তুমি পরিশোধ করে দিও এবং তোমার বোনদের সাথে উত্তম আচরণের অসিয়ত করছি।" অতঃপর সকাল হলে তিনি সর্বপ্রথম শহীদ হলেন। আমি তাঁর কবরে অন্য একজনকে তাঁর সাথে দাফন করলাম। এরপর আমার মন তাঁকে অন্য একজনের সাথে রাখা মেনে নিতে পারছিল না। ফলে ছয় মাস পর আমি তাঁকে কবর থেকে বের করলাম; দেখা গেল তিনি কবরে রাখার দিনের মতোই অবিকল আছেন, কেবল তাঁর কান ব্যতীত। অতঃপর আমি তাঁকে আলাদা একটি কবরে দাফন করলাম। (বুখারী)

[ব্যাখ্যা]

ইতিপূর্বে আমরা আউলিয়াদের কারামত সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছি যা লেখক (রহিমাল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থের 'আউলিয়াদের কারামত ও তাঁদের মর্যাদা' অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন। আর এই হাদীসে জাবির ইবনে আব্দুল্লাহর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে হারাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে যা ঘটেছিল তা উল্লেখ করা হয়েছে; কেননা তিনি এক রাতে তাঁর ছেলে জাবিরকে জাগিয়েছিলেন।

(ص: 91) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

وقال: ما أراني إلا أول قتيل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قبيل غزوة أحد، ثم أوصاه وقال: إني لن أترك من بعدي أحداً أعز منك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصاه بأن يقضي ديناً كان عليه وأوصاه بأخواته ثم كانت الغزوة فقاتل رضي الله عنه (عبد الله بن حرام) وقتل، وكان القتلى في ذلك اليوم سبعين رجلاً

فكان يشق على المسلمين أن يحفروا لكل رجل قبرًا، فجعلوا يدفنون الاثنين والثلاثة في قبر واحد، فدفن مع أبي جابر (عبد الله بن حرام) رجل آخر، ولكن جابر رضي الله عنه لم تطب نفسه حتى فرق بين أبيه وبين من دفن معه، فحفرة بعد ستة أشهر من دفنه فوجده كأنه دفن اليوم، لم يتغير إلا شيء في أذنه، شيئاً يسيراً، ثم أفردة في قبر، أما جابر رضي الله عنه فقد وفي دين أبيه واستوصى بأخواته خيراً حتى إنه تزوج بعد ذلك - أعني جابرًا - فقد تزوج بعد ذلك وتزوج امرأة ثيباً فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل تزوجت؟ قال: نعم قال: بكرًا أم ثيبًا؟ قال: ثيبًا، قال: فهلا تزوجت بكرًا تلاعبك وتلاعبها، وتضحكك وتضحكها فقال: يا رسول الله إن أبي ترك أخوات لي وذكر أنه أخذ الثيب لتقوم عليهن (لتقوم على خدمتهن).

في هذا الحديث كرامة لأبي جابر وهو عبد الله بن حرام أنه رضي الله عنه صدق الله رؤياه فصار أول قتيل في أحد، دفن ولم تأكل الأرض منه شيئاً إلا يسيراً وقد مضى عليه ستة أشهر وهذا من كراماته. واعلم أن الإنسان إذا دفن فإن الأرض تأكله لا يبقى إلا عجب الذنب، وعجب الذنب هذا يكون كالنواة لخلق الناس يوم القيامة، تنبت منه الأجساد، إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن الأرض لا تأكلهم، كما

এবং তিনি বললেন: "আমি মনে করি আমিই আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে প্রথম শহীদ হতে যাচ্ছি।" এটি ছিল উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালের ঘটনা। অতঃপর তিনি তাকে (তার পুত্র জাবিরকে) অসিয়ত করলেন এবং বললেন: "নিশ্চয়ই আমি আমার পরে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পর তোমার চেয়ে প্রিয় আর কাউকে রেখে যাচ্ছি না।" তিনি তাকে তার ঋণ পরিশোধের অসিয়ত করলেন এবং তার বোনদের ব্যাপারেও অসিয়ত করলেন। এরপর যুদ্ধ শুরু হলো এবং তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে হারাম) যুদ্ধ করলেন ও শাহাদাত বরণ করলেন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। সেদিন শহীদদের সংখ্যা ছিল সত্তর জন, তাই মুসলমানদের জন্য প্রত্যেকের জন্য আলাদা কবর খনন করা কঠিন হয়ে পড়েছিল।

ফলে তারা এক কবরে দুই বা তিনজনকে দাফন করতে শুরু করলেন। আবু জাবিরের (আবদুল্লাহ ইবনে হারাম) সাথে অন্য এক ব্যক্তিকে দাফন করা হলো। কিন্তু জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মন সায় দিচ্ছিল না যতক্ষণ না তিনি তার পিতাকে তার সাথে দাফনকৃত ব্যক্তি থেকে পৃথক করেন। অতঃপর তিনি দাফনের ছয় মাস পর কবরটি পুনরায় খনন করলেন এবং তাকে এমন অবস্থায় পেলেন যেন আজই তাকে দাফন করা হয়েছে। তার কানের সামান্য একটি অংশ ছাড়া কোনো কিছুই পরিবর্তিত হয়নি। এরপর তিনি তাকে একক কবরে দাফন করলেন। জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতার ঋণ পরিশোধ করলেন এবং বোনদের সাথে সদ্যবহারের অসিয়ত রক্ষা করলেন। এমনকি পরবর্তীতে তিনি—অর্থাৎ জাবির—বিবাহ করলেন এবং একজন বিবাহিতা (পূর্বে বিবাহ হয়েছিল এমন) নারীকে বিবাহ করলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি কি বিবাহ করেছ?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ।" তিনি বললেন: "কুমারী নাকি বিবাহিতা?" তিনি বললেন: "বিবাহিতা।" তিনি বললেন: "তুমি কেন কুমারী মেয়ে বিবাহ করলে না, যার সাথে তুমি আমোদ-প্রমোদ করতে এবং সেও তোমার সাথে আমোদ-প্রমোদ করত, আর তুমি তাকে হাসাতে এবং সেও তোমাকে হাসাত?" তিনি উত্তর দিলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা আমার জন্য কয়েকটি বোন রেখে গেছেন।" এবং তিনি উল্লেখ করলেন যে তিনি বিবাহিতা নারীকে গ্রহণ করেছেন যাতে তিনি তাদের দেখাশোনা ও সেবা করতে পারেন।

এই হাদিসে আবু জাবির—যিনি আবদুল্লাহ ইবনে হারাম—তার একটি অলৌকিক মর্যাদা বা কারামতের বর্ণনা রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তার আকাজ্ঞা সত্যে পরিণত করেছিলেন এবং তিনি উহুদ যুদ্ধে প্রথম শহীদ হন। তাকে দাফন করার ছয় মাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও মাটি তার দেহের সামান্য অংশ ছাড়া কিছুই গ্রাস করেনি; এটি ছিল তাঁর অন্যতম কারামত।

জেনে রাখুন যে, মানুষকে যখন দাফন করা হয়, তখন মাটি তাকে ক্ষয় করে ফেলে, কেবল মেরুদণ্ডের শেষ ক্ষুদ্র হাড়টি (আজবুত জানাব) অবশিষ্ট থাকে। এই হাড়টি কিয়ামতের দিন মানবজাতিকে পুনরায় সৃষ্টির জন্য বীজের মতো কাজ করবে, যা থেকে দেহগুলো পুনরুত্থিত হবে। তবে নবীগণ (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম) এর ব্যতিক্রম, নিশ্চয়ই মাটি তাঁদের দেহ ভক্ষণ করে না, যেমনটি...

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء) أما غير الأنبياء فإن الأرض تأكل أجسادهم، ولكن قد يمنع الله الأرض أن تأكل أحداً كرامة له والله البوق

1508 - وعن أنس رضي الله عنه: أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما، فلما افترقا، صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله رواه البخاري من طرق، وفي بعضها أن الرجلين أسيد بن حضير، وعباد بن بشر رضي الله عنهما.

[الشَّرْحُ]

هذان حديثان ذكره النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب كرمات الأولياء وفضلهم وهو حديث الرجلين: أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما كانا عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وكان في ذات الوقت ليس في الأسواق أنوار بل ولا في البيوت مصابيح، فخرجاً من عند النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، الليلة المظلمة، فجعل الله تعالى بين أيديهما مثل المصباحين يعني مثل

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (নিশ্চয়ই আল্লাহ জমিনের জন্য নবীদের দেহ ভক্ষণ করা হারাম করেছেন) তবে নবীগণ ব্যতীত অন্যদের দেহ জমিন ভক্ষণ করে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা কারো সম্মানে (কারামত হিসেবে) জমিনকে তার দেহ গ্রাস করতে বাধা দিতে পারেন। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

১৫০৮ - আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে থেকে দুজন ব্যক্তি এক অন্ধকার রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে বের হলেন এবং তাঁদের সামনে দুটি প্রদীপের ন্যায় আলো ছিল। অতঃপর তাঁরা

যখন পৃথক হয়ে গেলেন, তখন প্রত্যেকের সাথে একটি করে আলো থাকল যতক্ষণ না তাঁরা নিজ নিজ পরিবারের নিকট পৌঁছালেন। এটি ইমাম বুখারী বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং এর কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে যে, ঐ দুই ব্যক্তি ছিলেন উসাইদ বিন হুযাইর এবং আব্বাদ বিন বিশর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা।

[ব্যাখ্যা]

এই দুটি হাদীস ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর রিয়াদুস সালাহীন গ্রন্থের 'আউলিয়াদের কারামত ও তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব' পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন। এটি হলো দুই ব্যক্তি—উসাইদ বিন হুযাইর এবং আব্বাদ বিন বিশর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—সংক্রান্ত হাদীস। তাঁরা এক অন্ধকার রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছিলেন। সেই সময়ে বাজারে কোনো আলো ছিল না, এমনকি ঘরবাড়িতেও কোনো প্রদীপ ছিল না। তাঁরা সেই রাতে—সেই অন্ধকার রাতে—নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে বের হলেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাঁদের সামনে দুটি প্রদীপের মতো আলো দান করলেন, অর্থাৎ যেমন...

(ص: 93) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

لمبة الكهرباء تضئ لهما الطريق، وليس هذا من فعلهما ولا بسبب منهما ولكن الله تعالى خلق نوراً يسعى بين أيديهما حتى تفرقا، وتفرق النور مع كل واحد منهما، حتى بلغا بيوتهما، وهذه كرامة من الله عز وجل، من كرامة الله تعالى أنه يضيء للعبد الطريق، الطريق الحسي وفائدته الحسية، فإن هذين الرجلين رضي الله عنهما وأرضاهما مشياً في إضاءة ونور بينما الأسواق ليس فيها إضاءة ولا أنوار والليل مظلمة، فقيض الله لهما هذا النور.

هناك أيضاً نور معنوي يقذفه الله تعالى في قلب المؤمن كرامة له، تجد بعض العلماء يفتح الله عليه من العلوم العظيمة الواسعة في كل فن ويرزقه الفهم والحفظ

والمجادلة، ومن هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، فإن هذا الرجل من الله به على الأمة الإسلامية، وما زالت الأمة الإسلامية تنتفع بكتبه إلى يومنا هذا وقد توفي رحمه الله سنة 728 هـ يعني منذ مئات السنين والأمة تنتفع بكتبه، وقد أعطاه الله تعالى علماً عظيماً، وفهماً ثاقباً، وقوة في المجادلة ولا أحد يستطيع أن يجادله في شيء أبداً، ما قام له أحد حتى إنه رحمه الله قال: أي إنسان يجادلني بالباطل ويستدل بآية أو حديث فإنني أنا سأجعل الآية والحديث دليلاً عليه وليست دليلاً له.

وهذا من نعمة الله عز وجل أن الله تعالى يعطي الإنسان قدرة إلى هذا الحد، وحتى إنه يتكلم مع المجادلين وينظرهم ثم يقول لهم: انظروا إلى قول فلان من زعمائهم في كتابه الفلاني مع أن أتباع هذا الرجل الذي يجادلون فيه شيخ الإسلام لا يعلمون عن كتبه شيئاً وهو يعلم ما في كتبه، ومناظرته في العقيدة الواسطية مع القاضي المالكي عجيبة.

বৈদ্যুতিক আলো তাদের পথ আলোকিত করছে, আর এটি তাদের নিজেদের কোনো কাজ বা কারণ নয়; বরং আল্লাহ তাআলা একটি নূর সৃষ্টি করেছেন যা তাদের সামনে চলতে থাকে যতক্ষণ না তারা একে অপরের থেকে পৃথক হন। এরপর নূরটিও তাদের প্রত্যেকের সাথে স্বতন্ত্র হয়ে যায় যতক্ষণ না তারা নিজ নিজ গৃহে পৌঁছান। এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি কারামত। আল্লাহর অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হলো তিনি বান্দার জন্য পথ আলোকিত করে দেন— ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পথ এবং তার বাহ্যিক উপকারিতা। এই দুই ব্যক্তি (আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন ও তাঁদের সন্তুষ্ট রাখুন) আলো ও নূরের মাঝে পথ চলেছিলেন, অথচ তখন বাজারগুলোতে কোনো আলোকসজ্জা বা আলো ছিল না এবং রাতটি ছিল অন্ধকার। সুতরাং আল্লাহ তাঁদের জন্য এই নূরের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

অনুরূপভাবে একটি আধ্যাত্মিক নূরও রয়েছে যা আল্লাহ তাআলা মুমিনের সম্মানে তার অন্তরে নিক্ষেপ করেন। আপনি লক্ষ্য করবেন, কোনো কোনো আলেমের জন্য আল্লাহ প্রতিটি শাস্ত্রে মহান ও প্রশস্ত জ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করে দেন এবং তাঁকে প্রজ্ঞা, মুখস্থশক্তি ও যুক্তিতর্কের সক্ষমতা দান করেন। এই আলেমদের অন্যতম হলেন শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ

(আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন)। আল্লাহ তাআলা এই ব্যক্তির মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর ওপর অনুগ্রহ করেছেন। আজও মুসলিম উম্মাহ তাঁর গ্রন্থাবলি দ্বারা উপকৃত হচ্ছে, অথচ তিনি ৭২৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন—অর্থাৎ শত শত বছর অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও উম্মাহ তাঁর কিতাবসমূহ থেকে ফায়দা হাসিল করছে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিশাল জ্ঞান, তীক্ষ্ণ মেধা এবং বিতর্কে প্রবল শক্তি দান করেছিলেন। কেউ কোনো বিষয়েই তাঁর সাথে তর্কে জয়ী হতে পারত না। তাঁর সামনে কেউ দণ্ডায়মান হতে পারত না, এমনকি তিনি (রহ.) বলতেন: "যে ব্যক্তি বাতিল পন্থায় আমার সাথে বিতর্ক করবে এবং কোনো আয়াত বা হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করবে, আমি সেই আয়াত ও হাদিসকেই তার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করব, তার স্বপক্ষে নয়।"

এটি মহান আল্লাহর নেয়ামত যে, তিনি মানুষকে এই পর্যায়ের সক্ষমতা দান করেন। এমনকি তিনি বিতর্ককারীদের সাথে আলোচনা ও মুনাযারা করতেন, অতঃপর তাদের বলতেন: "তোমাদের অমুক নেতার অমুক গ্রন্থে কী বলা হয়েছে তা লক্ষ্য করো," অথচ শায়খুল ইসলামের সাথে বিতর্ককারী সেই নেতার অনুসারীরাও তাদের কিতাবসমূহ সম্পর্কে কিছুই জানত না, কিন্তু তিনি জানতেন সেই কিতাবগুলোতে কী আছে। মালেকি বিচারকের (কাজি) সাথে 'আকিদাহ আল-ওয়াসিতিয়াহ' বিষয়ে তাঁর মুনাযারা বা বিতর্ক ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর।

(ص: 94) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

كان القاضي المالكي يحاول أن يجعل السلطان يبطش به؛ لكنه هو يقول: هذا لا يمكن ولا يجري على مذهبكم وأنتم أيها المالكية قلتم كذا وكذا. ولا يمكن أن يدين للوالي في هذا الذي ذكرت بناء على مذهبكم، فيبتهت الرجل، كيف يعرف من مذهبنا ما لا نعلم. وله أيضاً رحمه الله في كل فن يد واسعة، كان عالماً في النحو والعربية والصرف والبلاغة.

حتى إن تلميذه ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد بحث بحثًا دقيقًا جدًا جدًا في الفرق بين مدح وحمد وكيف تفرق اللغة العربية بين المعاني في الكلمات بتقديم حرف أو تأخيرها، وأتى ببحث عجيب، ثم قال: وكان شيخنا رحمه الله إذا تكلم في هذا أتى بالعجب العجائب، يعني في مسألة اللغة والصرف، ولكنه كما قال الشاعر:

تألق البرق نجدياً فقلت له ...

إليك عني فأني عنك مشغول

يعني شيخ الإسلام مشغول بما هو أكبر من مسألة نحوية أو بلاغية أو صرفية، فهو مشغول بأكبر من هذا، وفي يوم من الأيام قدم مصر وكان فيها أبو حيان اللغوي المشهور والمفسر من الكبير في هذا الباب، وكان أبو حيان يمدح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله في مدحه قصيدة عصباء، منها قوله: قام ابن تيمية في

نشر الدين نصر شرعتنا ... مقام سيد تيم إذا عصت مضر

وسيد تيم هو أبو بكر رضي الله عنه، يعني أنه قام في

মালিকি বিচারক চেষ্টা করছিলেন যেন সুলতান তাঁর ওপর চড়াও হন; কিন্তু তিনি বলতেন: এটি সম্ভব নয় এবং এটি আপনাদের মাযহাব অনুযায়ী চলে না। হে মালিকিগণ, আপনারা তো অমুক অমুক কথা বলেছেন।

আপনার মাযহাবের ভিত্তিতে আপনি যা উল্লেখ করেছেন, সে বিষয়ে শাসকের অনুগত হওয়া সম্ভব নয়। তখন সেই ব্যক্তি হতভম্ব হয়ে যেত যে, তিনি আমাদের মাযহাব সম্পর্কে এমন কী জানেন যা আমরা নিজেরাও জানি না।

তাঁরও (আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন) প্রতিটি শাস্ত্রেই গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি নাহ্ (ব্যাকরণ), আরবি ভাষা, সরফ (শব্দতত্ত্ব) এবং বালাগাত (অলঙ্কারশাস্ত্র) বিষয়ে বিজ্ঞ আলেম ছিলেন।

এমনকি তাঁর ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম (আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন) ‘বাদায়িউল ফাওয়ায়িদ’ গ্রন্থে ‘মাদহ’ (প্রশংসা) ও ‘হামদ’ (স্তুতি)-এর মধ্যকার পার্থক্য এবং আরবি ভাষায় বর্ণের আগে-পাছে হওয়ার মাধ্যমে শব্দের অর্থে কীভাবে পরিবর্তন আসে, সে বিষয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম গবেষণা করেছেন এবং এক বিস্ময়কর আলোচনা পেশ করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন:

আমাদের শায়খ (আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন) যখন এ বিষয়ে কথা বলতেন, তখন তিনি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ও চমৎকার সব তথ্য উপস্থাপন করতেন। অর্থাৎ ভাষা ও সরফ সংক্রান্ত মাসআলায়। কিন্তু তিনি ছিলেন ঠিক সেরকম, যেমনটি কবি বলেছেন:

নজদের দিগন্তে বিদ্যুৎ চমকে উঠল, তখন আমি তাকে বললাম ...

আমার নিকট হতে দূরে থাকো, কারণ আমি তোমার বিষয়ে অন্য কাজে মগ্ন

অর্থাৎ শায়খুল ইসলাম নাহু, বালাগাত বা সরফ শাস্ত্রের মাসআলার চেয়েও বড় কোনো বিষয়ে মগ্ন থাকতেন। তিনি এর চেয়েও মহত্তর কাজে ব্যস্ত থাকতেন। একদিন তিনি মিসরে পদার্পণ করলেন, সেখানে তখন প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও এই শাস্ত্রের বড় মুফাসসির আবু হাইয়ান অবস্থান করছিলেন। আবু হাইয়ান শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার (আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন) প্রশংসা করতেন এবং তাঁর প্রশংসায় তাঁর একটি চমৎকার দীর্ঘ কবিতা রয়েছে, যার একটি অংশ হলো: ইবনে তাইমিয়াহ দণ্ডায়মান হলেন

দ্বীনের প্রসারে ও আমাদের শরীয়তের সাহায্যে ... যেমনটি তায়িম গোত্রের সর্দার দাঁড়িয়েছিলেন যখন মুদার গোত্র অবাধ্য হয়েছিল

আর তায়িম গোত্রের সর্দার হলেন আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। অর্থাৎ তিনি দাঁড়িয়েছিলেন...

(ص: 95) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الإسلام في محنة الإسلام والبدع مقام أبي بكر في يوم المحن ومدحه في قصيدة عصباء، فلما قدم مصر، جاء الناس إلى شيخ الإسلام ابن تيمية يستفيدون من علمه ويناقشونه وكان من بينهم أبو حيان، فناقشه في مسألة نحوية، لأن أبا حيان بحر محيط في النحو ناقشه في مسألة نحوية فقال له شيخ الإسلام: هذا غلط من كلام العرب، فقال له: كيف وسيبويه إمام النحويين ذكر هذا في كتابه، فقال له شيخ الإسلام: وهل سيبويه نبي نحو يجب علينا أن نتبعه؟ لقد أخطأ سيبويه في

كتابه في أكثر من ثمانين موضعاً لا تعلمه أنت ولا سيبويه، سيبويه عند النحويين مثل البخاري عند أهل الحديث، فتعجب أبو حيان، كيف يقول هذا الكلام، ثم إنه ذهب عنه فأنشأ فيه قصيدة يذمه والعياذ بالله، بالأمس يمدحه والآن يذمه.

المهم أني أقول: إذا كان الله تعالى يعطي بالكرامات نوراً حسيّاً يستضيء به الإنسان كما حدث لهذين الصحابييين، فكذاك يعطي الله نوراً معنويّاً يقذفه في قلب العبد المؤمن، نسأل الله يقذف في قلوبنا وإياكم نوراً، يستطيع الإنسان به أن يتكلم في شريعة الله وكأن النصوص بين عينيه، وهذا من نعمة الله على العبد، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أوليائه المتقين وعباده الصالحين

1509 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة رهط عينا سرية، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله

ইসলাম সংকটের আবর্তে—ইসলাম ও বিদআত—বিপদসঙ্কুল দিনে আবু বকরের অবস্থান এবং এক অনবদ্য কবিতায় তাঁর প্রশংসা। অতঃপর তিনি যখন মিসরে এলেন, তখন লোকজন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহর নিকট তাঁর জ্ঞান থেকে উপকৃত হতে এবং তাঁর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে আসতে শুরু করল। তাঁদের মধ্যে আবু হাইয়ানও ছিলেন। তিনি তাঁর সাথে একটি ব্যাকরণগত মাসআলা নিয়ে আলোচনা করলেন, কারণ আবু হাইয়ান ছিলেন ব্যাকরণ শাস্ত্রের এক অতল সমুদ্র। তিনি যখন একটি ব্যাকরণগত মাসআলা নিয়ে আলোচনা করলেন, তখন শাইখুল ইসলাম তাঁকে বললেন: "আরবি ভাষাশৈলী অনুযায়ী এটি ভুল।" তিনি তাঁকে বললেন: "কীভাবে? অথচ ব্যাকরণবিদদের ইমাম সিবওয়াইহি তাঁর কিতাবে এটি উল্লেখ করেছেন।" তখন শাইখুল ইসলাম তাঁকে বললেন: "সিবওয়াইহি কি ব্যাকরণের কোনো নবী যে আমাদের তাঁর অনুসরণ করতে হবে? সিবওয়াইহি তাঁর কিতাবে আশিটিরও বেশি স্থানে ভুল করেছেন যা আপনিও জানেন না এবং সিবওয়াইহি নিজেও জানতেন না।" ব্যাকরণবিদদের কাছে সিবওয়াইহির মর্যাদা তেমন যেমন হাদিস বিশারদদের কাছে বুখারীর মর্যাদা। আবু হাইয়ান বিস্মিত হলেন যে, তিনি কীভাবে এ কথা বলতে পারলেন! অতঃপর তিনি তাঁর নিকট থেকে চলে গেলেন এবং তাঁর নিন্দা করে একটি কবিতা রচনা করলেন—আল্লাহর

কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—গতকাল যিনি তাঁর প্রশংসা করছিলেন, আজ তিনি তাঁর নিন্দা করছেন।

মূল কথা হলো আমি যা বলছি: আল্লাহ তাআলা যদি অলৌকিক নির্দশনের (কারামত) মাধ্যমে এমন বাহ্যিক আলো দান করেন যার দ্বারা মানুষ পথ দেখে—যেমনটি এই দুই সাহাবীর ক্ষেত্রে ঘটেছিল—তবে একইভাবে আল্লাহ মুমিন বান্দার অন্তরে একটি আধ্যাত্মিক আলোও দান করেন। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের অন্তরে এমন নূর দান করেন, যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর শরীয়ত সম্পর্কে এমনভাবে কথা বলতে সক্ষম হয় যেন পবিত্র পাঠসমূহ (নসূস) তার চোখের সামনে ভাসছে। আর এটি বান্দার প্রতি আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত। সুতরাং আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের তাঁর মুত্তাকী বন্ধু এবং নেককার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

১৫০৯ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দশজন ব্যক্তির একটি দলকে গোয়েন্দা বাহিনী হিসেবে প্রেরণ করেন এবং আসিম বিন সাবিত আল-আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে তাঁদের আমীর নিযুক্ত করেন।

(ص: 96) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

عنه فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهداة، بين عسفان ومكة، ذكروا لحي من هذيل يقال لهم: بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من مائة رجل رام فاقتصوا آثارهم، فلما أحس بهم عاصم وأصحابه، لجأوا إلى موضع، فأحاط بهم القوم، فقالوا: انزلوا، فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحداً.

فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم، أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر.

اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم فرموهم بالنبل فقتلوا عاصماً، ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب، وزيد بن الدثنة ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم، فربطوهم بها، قال الرجل الثالث: هذا أول

الغدر والله لا أصحابكم إن لي بهؤلاء أسوة، يريد القتل فجروه وعالجوه، فأبى أن يصحبهم، فقتلوه، وانطلقوا بخبيب، وزيد بن الدثنة، حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر، فابتاع بنو الحارث ابن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيباً، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيراً حتى أجمعوا على قتله، فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحذ بها فأعارتها، فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه، فوجده مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب، فقال: أتخشين أن أقتله، ما كنت لأفعل ذلك، قالت: والله ما رأيت أسيراً خيراً من خبيب، فوالله لقد وجدته يوماً يأكل قطعاً من عنب في يده، وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة، وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيباً، فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل، قال لهم خبيب: دعوني أصلي

তারা রওনা হলেন, অবশেষে যখন তারা আসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী আল-হাদাত নামক স্থানে পৌঁছালেন, তখন হুযাইল গোত্রের একটি শাখা—যাদের বনু লিহইয়ান বলা হয়—তাদের কথা জানতে পারল। তারা প্রায় একশত তীরন্দাজ নিয়ে তাদের পিছু নিল এবং তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করল। আসিম ও তাঁর সাথীরা যখন তাদের উপস্থিতি টের পেলেন, তখন তারা একটি আশ্রয়ের স্থানে আত্মরক্ষা করলেন। তারা (শত্রুরা) তাদের ঘেরাও করে ফেলল এবং বলল: "তোমরা নিচে নেমে আসো এবং আত্মসমর্পণ করো। আমরা তোমাদের এই মর্মে প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার দিচ্ছি যে, আমরা তোমাদের কাউকে হত্যা করব না।"

তখন আসিম ইবনে সাবিত বললেন: "হে লোকসকল! আমি অন্তত কোনো কাফিরের নিরাপত্তায় নিচে নামব না।"

"হে আল্লাহ! আমাদের পক্ষ থেকে আপনার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সংবাদ পৌঁছে দিন।" এরপর তারা (শত্রুরা) তাদের ওপর তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করল এবং আসিমকে হত্যা করল। অতঃপর তিন ব্যক্তি তাদের প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের ওপর ভরসা করে নিচে নেমে এলেন; তাঁদের মধ্যে ছিলেন খুবাইব, যায়েদ ইবনুল দাছিনাহ এবং অন্য একজন ব্যক্তি। যখন তারা তাদের কাবু করে ফেলল, তখন তারা তাদের ধনুকের ছিলা খুলে তা দিয়ে তাঁদের বেঁধে ফেলল। তখন তৃতীয় ব্যক্তিটি বললেন: "এটিই প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা। আল্লাহর

কসম, আমি তোমাদের সাথে যাব না। নিশ্চয়ই আমার জন্য এই শহীদদের মধ্যেই উত্তম আদর্শ রয়েছে।" তারা তাকে টেনে-হিঁচড়ে নেওয়ার চেষ্টা করল এবং বলপ্রয়োগ করল, কিন্তু তিনি তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করলেন। ফলে তারা তাকে হত্যা করল। এরপর তারা খুবাইব ও যায়েদ ইবনুল দাছিনাহকে নিয়ে চলে গেল এবং মক্কায় তাদের বিক্রি করে দিল। এটি ছিল বদরের যুদ্ধের পরবর্তী সময়ের ঘটনা। অতঃপর বনু হারিস ইবনে আমির ইবনে নাওফাল ইবনে আবদে মানাফ খুবাইবকে ক্রয় করল, কারণ খুবাইব বদরের যুদ্ধে হারিসকে হত্যা করেছিলেন। খুবাইব তাদের কাছে বন্দী হিসেবে অবস্থান করতে লাগলেন, অবশেষে তারা তাকে হত্যা করার ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছাল। একদা তিনি (পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্যে) হারিসের এক কন্যার কাছ থেকে একটি ক্ষুর ধার চাইলেন এবং সে তাকে তা প্রদান করল। এরই মধ্যে অসাবধানতাবশত তার একটি ছোট শিশু হামাগুড়ি দিয়ে তাঁর কাছে চলে গেল। মহিলাটি দেখতে পেল যে, শিশুটি খুবাইবের উরুর ওপর বসে আছে এবং তাঁর হাতে ক্ষুর। সে চরম আতঙ্কিত হয়ে পড়ল, যা খুবাইব বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন: "তুমি কি ভয় পাচ্ছ যে আমি তাকে হত্যা করব? আমি কক্ষনো এমন কাজ করব না।" সে মহিলাটি বলত: "আল্লাহর কসম, আমি খুবাইবের চেয়ে উত্তম কোনো বন্দী কখনো দেখিনি। আল্লাহর কসম, আমি একদিন তাকে এক থোকা আঙুর খেতে দেখেছি যা তাঁর হাতে ছিল, অথচ তিনি তখন লোহার শিকলে আবদ্ধ ছিলেন এবং সে সময়ে মক্কায় কোনো আঙুর বা ফলমূল ছিল না।" সে আরও বলত: "নিশ্চয়ই এটি ছিল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত রিযিক যা তিনি খুবাইবকে দান করেছিলেন।" অবশেষে যখন তারা তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে হারাম সীমানার বাইরে হিল নামক স্থানে নিয়ে গেল, তখন খুবাইব তাদের বললেন: "আমাকে ছেড়ে দাও, যেন আমি সালাত আদায় করতে পারি।"

(ص: 97) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

رَكَعَتَيْنِ، فَتْرَكُوهُ، فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَوْ لَا أَنْ تَحْسِبُوا أَنْ مَا بِي جَزَعُ لَزَدْتُ:
اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدْدًا، وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا، وَلَا تَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدًا.

وقال:

فلست أبالي حين أقتل مسلماً ...

على أي جنب كان لله مصرعي

وذلك في ذات الإله وإن يشأ ...

يبارك على أوصال شلو ممزع

وكان خبيب هو سن لكل مسلم صبراً الصلاة وأخبر - يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف وكان قتل رجلاً من عظمائهم، فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر، فحمته من رسلهم فلم يقدرُوا أن يقطعوا منه شيئاً رواه البخاري.

قوله: الهداة: موضع، والظلة: السحاب، والدبر: النحل.

وقوله: اقتلهم بددا بكسر الباء وفتحها، فمن كسر، قال: هو جمع بدة بكسر الباء وهو النصيب، ومعناه اقتلهم حصصاً منقسمة لكل واحد منهم نصيب، ومن فتح، فقال: معناه: متفرقين في القتل واحداً بعد واحد من التبيد.

وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة سبقت في مواضعها من هذا الكتاب، منها حديث الغلام الذي كان يأتي الراهب والساحر، ومنها حديث جريج، وحديث أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة، وحديث الرجل الذي سيع صوتاً في السحاب يقول: اسق حديقة فلان،

দুই রাকাত (সালাত আদায় করার অনুমতি চাইলেন), ফলে তারা তাকে অবকাশ দিল। তিনি দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন এবং বললেন: "আল্লাহর কসম! তোমরা যদি এই ধারণা না করতে যে আমি মৃত্যুভয়ে অস্থির হয়ে পড়েছি, তবে আমি সালাত আরও দীর্ঘ করতাম। হে আল্লাহ! আপনি তাদের একে একে গুনে রাখুন, তাদের বিচ্ছিন্নভাবে হত্যা করুন এবং তাদের একজনকেও অবশিষ্ট রাখবেন না।"

এবং তিনি আবৃত্তি করলেন:

যখন আমি মুসলিম হিসেবে নিহত হচ্ছি, তখন আমি পরোয়া করি না ...

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমার শাহাদাত কোন পার্শ্বে হচ্ছে

আর তা মহান আল্লাহর সত্তার উদ্দেশ্যেই; তিনি যদি চান ...

তবে ছিন্নভিন্ন দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়াসমূহেও বরকত দান করবেন

খুবাইব-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি বন্দী অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করে নিহত হওয়ার পূর্বে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য সালাত আদায়ের সুন্নাত প্রবর্তন করেন। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবীদেরকে তাদের বিপদের সংবাদ সেই দিনেই প্রদান করেন যেদিন তারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। কুরাইশদের কিছু লোক আসিম বিন সাবিতের লাশের কাছে লোক পাঠালো যখন তারা শুনলো যে তাকে হত্যা করা হয়েছে, যাতে তারা তার শরীরের এমন কিছু অংশ নিয়ে আসে যার দ্বারা তাকে চেনা যায় (কেননা তিনি তাদের এক বড় নেতাকে হত্যা করেছিলেন)। তখন আল্লাহ তাআলা আসিমের লাশের ওপর মেঘখণ্ডের ন্যায় ভীমরুলের এক ঝাঁক পাঠালেন, যা তাকে কুরাইশদের প্রতিনিধিদের হাত থেকে রক্ষা করল। ফলে তারা তার দেহ থেকে কোনো অংশই কেটে নিতে সক্ষম হলো না। এটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন। তাঁর উক্তি: 'আল-হাদাহ' একটি স্থানের নাম, 'আয-জুল্লাহ' অর্থ মেঘখণ্ড এবং 'আদ-দাবর' অর্থ মৌমাছি বা ভীমরুল।

এবং তাঁর দু'আ: 'ইকতুলুহুম বিদাদান'-এ 'বা' বর্ণটি কাসরা (জের) এবং ফাতহা (যবর) উভয়ভাবেই পড়া যায়। যারা কাসরা দিয়ে পড়েন, তারা বলেন এটি 'বিদদাহ' (জেরযুক্ত 'বা') শব্দের বহুবচন যার অর্থ অংশ; এর নিহিতার্থ হলো তাদের বিভক্ত অংশে অংশে হত্যা করণ যেন তাদের প্রত্যেকের জন্য একটি নির্দিষ্ট অংশ থাকে। আর যারা ফাতহা দিয়ে পড়েন, তারা বলেন এর অর্থ হলো 'তাবদীদ' (ছিন্নভিন্ন করা) থেকে আগত, অর্থাৎ তাদের একে একে বিচ্ছিন্নভাবে হত্যা করা।

এই পরিচ্ছেদে আরও অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে যা এই কিতাবের বিভিন্ন স্থানে ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে সেই বালকের কাহিনী যে সন্ন্যাসী ও জাদুকরের নিকট যাতায়াত করত, জুরাইজের কাহিনী, এবং সেই গুহাবাসীদের কাহিনী যাদের ওপর বিশাল পাথর চাপা পড়েছিল। আরও রয়েছে সেই ব্যক্তির কাহিনী যে মেঘমালার মধ্য থেকে একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিল যা বলছিল: "অমূকের বাগানে সেচ দাও"।

وغير ذلك والدلائل في الباب كثيرة مشورة، وبالله التوفيق.

:

[الشَّرْحُ]

ساق المؤلف رحمه الله في باب كرامات الأولياء وفضلهم عدة أحاديث، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة عاصم بن ثابت الأنصاري وصحبه، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عشرة عينا سرية، عينا يعني مثل الجواسيس للعدو، سرية يعني أخفاهم عليه الصلاة والسلام، فلما وصلوا قرب مكة شعر بهم جماعة من هذيل، فخرجوا إليهم في نحو مائة رجل رامٍ، يعني يجيدون الرمي، فاتبعوا آثارهم حتى أحاطوا بهم، ثم طلبوا منهم أي هؤلاء الهذليون طلبوا منهم أن ينزلوا بأمان وأعطوهم عهداً أن لا يقتلوهم، فأما عاصم فقال: والله لا أنزل على ذمة كافر أي على عهده؛ لأن الكافر قد خان الله عز وجل، ومن خان الله خان عباد الله، ولهذا لما كتب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كتب إليه أن عنده رجلاً نصرانياً جيداً في المحاسبة، وطلب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأذن له أن يوظف هذا النصراني على بيت المال؛ لأنه رجل جيد في الحساب، فكتب إليه عمر (إنني لا آمن من خان الله ورسوله)؛ لأن كل كافر فهو خائن ولا توله على بيت المال، فكتب إليه مرة ثانية (أبو موسى) قال: هذا الرجل قلباً يوجد مثله في الحساب والجودة، فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم من أمير المؤمنين عبد الله عمر بن الخطاب: مات النصراني، والسلام كلمة واحدة

এবং আরও অনেক কিছু; আর এ বিষয়ে প্রমাণাদি অসংখ্য ও সুপরিচিত, আর আল্লাহর কাছেই তাওফীক প্রার্থনা করছি।

:

[ব্যখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) আউলিয়াদের কারামাত এবং তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব সংক্রান্ত অধ্যায়ে বেশ কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে আসিম বিন সাবিত আল-আনসারী ও তাঁর সঙ্গীদের কাহিনী সম্বলিত আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসটি অন্যতম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদের দশজনের একটি ছোট অভিযাত্রী দল হিসেবে পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁদের গোয়েন্দা হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। গোয়েন্দা অর্থাৎ শত্রুপক্ষের সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরিত ব্যক্তি, আর অভিযাত্রী দল অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদের পরিচয় গোপন রেখে পাঠিয়েছিলেন। যখন তাঁরা মক্কার নিকটবর্তী হলেন, তখন হুযাইল গোত্রের একটি দল তাঁদের উপস্থিতি টের পেয়ে যায়। অতঃপর তারা প্রায় একশ জন দক্ষ তীরন্দাজ নিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হয়। তারা তাঁদের পদচিহ্ন অনুসরণ করতে করতে এক পর্যায়ে তাঁদের চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে। এরপর সেই হুযাইল গোত্রীয়রা তাঁদের কাছে আত্মসমর্পণ করে নেমে আসার প্রস্তাব দেয় এবং এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তারা তাঁদের হত্যা করবে না। তখন আসিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: "আল্লাহর কসম! আমি কোনো কাফেরের নিরাপত্তার আশ্রয়ে অর্থাৎ তার প্রতিশ্রুতিতে আত্মসমর্পণ করব না।" কেননা কাফের ব্যক্তি স্বয়ং মহান আল্লাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আর যে আল্লাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে আল্লাহর বান্দাদের সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করবে। এই কারণেই, যখন আবু মুসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট চিঠি লিখলেন যে, তাঁর কাছে একজন খ্রিষ্টান ব্যক্তি রয়েছে যে হিসাবরক্ষণে অত্যন্ত পারদর্শী, এবং উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন যেন তাকে বায়তুল মালের দায়িত্ব দেওয়া হয়, কারণ সে হিসাবে খুব দক্ষ ছিল; তখন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) লিখে পাঠালেন: "আমি তাকে নিরাপদ মনে করি না যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।" কারণ প্রত্যেক কাফেরই মূলত বিশ্বাসঘাতক, সুতরাং তাকে বায়তুল মালের দায়িত্বে নিয়োজিত করবেন না। আবু মুসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পুনরায় লিখলেন যে, হিসাবের পারদর্শিতা ও গুণগত মানের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তির মতো লোক খুব কমই পাওয়া যায়।

তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে লিখলেন: "বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। আমীরুল মুমিনীন আবদুল্লাহ উমর ইবনুল খাত্তাবের পক্ষ থেকে— ধরে নিন যে খ্রিষ্টান লোকটি মারা গেছে। ওয়াস-সালাম।" —এটিই ছিল তাঁর চূড়ান্ত কথা।

(ص: 99) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

جبله واحدة، مات النصراني، يعني قدره أنه مات، هل إذا ماتت تعطى الحاسبة عندنا في بيت المال، فقطع طمع أبي موسى رضي الله عنه. البهم أن عاصم بن ثابت رضي الله عنه أبي أن ينزل على عهد الكفار؛ لأنهم لا يؤمنون، كل كافر فهو غير أمين، ثم إنهم رموهم بالنبل، أي هؤلاء الهذليون رموا هؤلاء الصحابة العشرة، فقتلوا عاصماً وقتلوا ستة آخرين، وبقي ثلاثة، بقي هؤلاء الثلاثة وقالوا: ننزل وننظر هل يوفون أم لا؟ فأخذهم الهذليون ثم حلوا قسيهم وربطوهم بها أي ربطوا أيديهم، فقال الثالث: هذا أول الغدر، لا يمكن أن أصحابكم، فحاولوا معه قال: أبداً فقتلوه، ثم ذهبوا بخبيب وصاحبه إلى مكة فباعوها، فأشترى خبيباً رضي الله عنه أناس من أهل مكة وقد كان قتل زعيماً لهم في بدر، ورأوا أن هذه فرصة أن يقتلوه ثم أبقوه عندهم أسيراً مغلولاً يداه، وفي يوم من الأيام كان في البيت وكان أسيراً مغلولاً يده، فدرج صبي من أهل البيت إلى خبيب رضي الله عنه، فكأنه رق له ورحمه كعادة الإنسان يرحم الصغار ويرق لهم، ولهذا إذا رأيت من نفسك أنك ترق للصغار وترحمهم فهذه من علامة رحمة الله لك، لأن الراحين يرحمهم الله عز وجل، ولهذا قال الأقرع بن الحابس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل - أظنه الحسن والحسين - قال: إن لي عشرة من

الولد ما قبلتهم، قال: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، إنما يرحم الله من عباده الرحماء.

একটি বাক্য, সেই খ্রিস্টান ব্যক্তি মারা গেছে, অর্থাৎ তার তাকদিরে ছিল সে মারা যাবে। এখন সে মারা গেলে কি আমাদের বাইতুল মালের হিসাব-নিকাশ বন্ধ হয়ে যাবে? (এ কথা বলে) তিনি আবু মুসা (রা.)-এর প্রত্যাশা নস্যাৎ করে দিলেন।

মূল বিষয়টি হলো, আসিম বিন সাবিত (রা.) কাফেরদের নিরাপত্তায় নিচে নেমে আসতে অস্বীকার করেছিলেন; কারণ তারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না, বস্তুত প্রতিটি কাফেরই আমানতদারিতার অযোগ্য। অতঃপর তারা তাদের লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করল, অর্থাৎ হুজাইল গোত্রের লোকেরা এই দশজন সাহাবীর ওপর তীর ছুড়ল। এতে তারা আসিম এবং আরও ছয়জনকে শহীদ করল। বাকি রইলেন তিনজন। এই তিনজন বললেন, ‘আমরা নিচে নেমে দেখি তারা অঙ্গীকার পূর্ণ করে কি না।’ তখন হুজাইল গোত্রের লোকেরা তাদের ধরে ফেলল এবং নিজেদের ধনুকের ছিলা খুলে তা দিয়ে তাদের হাত বেঁধে ফেলল। তখন তৃতীয়জন বললেন, ‘এটিই প্রথম বিশ্বাসভঙ্গ। আমি তোমাদের সাথে যেতে পারি না।’ তারা তাকে অনেক চেষ্টা করল কিন্তু তিনি বললেন, ‘কখনোই নয়’। ফলে তারা তাকে হত্যা করল। অতঃপর তারা খুবাইব এবং তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে মক্কায় গিয়ে বিক্রি করে দিল। মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে কিছু লোক খুবাইব (রা.)-কে কিনে নিল, কারণ তিনি বদরের যুদ্ধে তাদের এক নেতাকে হত্যা করেছিলেন। তারা একে তাঁকে হত্যার একটি সুযোগ হিসেবে দেখল। এরপর তারা তাঁকে হাত বাঁধা অবস্থায় বন্দী করে রাখল। একদিন সেই ঘরের একটি ছোট শিশু খুবাইব (রা.)-এর কাছে হামাগুড়ি দিয়ে চলে এল। মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী তিনি শিশুটির প্রতি দয়া ও মমতা প্রদর্শন করলেন। আর এ কারণেই, আপনি যদি নিজের মধ্যে ছোটদের প্রতি মমতা ও দয়া অনুভব করেন, তবে তা আপনার প্রতি আল্লাহর রহমতের একটি নিদর্শন। কারণ, দয়াবানদের ওপরই মহান আল্লাহ দয়া করেন। একদা আকরা বিন হাবিস যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর নাতিদের—সম্ভবত হাসান ও হোসাইনকে—চুষন করতে দেখলেন, তখন তিনি বললেন, ‘আমার দশটি সন্তান আছে কিন্তু আমি তাদের কাউকে কখনো চুষন করিনি।’ তিনি বললেন, ‘আল্লাহ যদি তোমার অন্তর থেকে দয়া ছিনিয়ে নেন তবে আমার করার কিছুই নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল দয়াশীলদেরই দয়া করেন।’

خبيب أخذ الصبي ووضع على فخذة وكان قد استعار من أهل البيت موسى (يعني موسى) يستحد به أي يحلق به عانته، لما ذهب الصبي يلعب وأمه غافلة عنه، لما تفتنت له إذا هو على فخذ خبيب، وخبيب معه الموس فظنت أن هذه فرصة لخبيب، ماذا يصنع، يذبح الولد، الموس معه والولد صبي وهو منفرد به، لكنه رضي الله عنه أمين، صحابي جليل، لما أحس أنها ارتاعت (فزعت) الأم، قال: والله ما كنت لأذبحه، قالت: والله ما رأيت أسيراً خيراً من خبيب، رأيت ذات يوم وفي يده قطف عنب يأكله، ومكة ما فيها ثمر، فعلمت أن ذلك من عند الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى هياً له هذا العنب وهو أسير لا يملك لنفسه شيئاً لا يستطيع أن يخرج إلى السوق يشتري أو يطعم، تحت رحمة هؤلاء، ولكن الله جل وعلا يسر له هذا القطف من العنب، يأكل عنباً وهو في مكة فعلمت أنه من عند الله.

وهذا كقصة مريم رضي الله عنها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فهذه من كرامة الله تعالى لخبيب رضي الله عنه، أكرمه الله سبحانه وتعالى، تنزل عليه مأددة من العنب يأكلها وهو أسير في مكة، وبقي أسيراً ثم أجمع هؤلاء القوم - الذين قتل والدهم على يد خبيب - أجمعوا على أن يقتلوه، لكنهم لاحترامهم للحرمة قالوا: نقتله خارج الحرم، لأن الإنسان إذا قتل أحداً خارج الحرم ودخل إلى الحرم فإنه لا يجوز أن يقتل

খুবাইব শিশুটিকে নিয়ে নিজের উরুর ওপর বসালেন। তিনি তখন গৃহবাসীদের কাছ থেকে একটি ক্ষুর ধার নিয়েছিলেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য (অর্থাৎ নাভি-নিম্নস্থ পশম মুগুন করার জন্য)। শিশুটি যখন খেলতে খেলতে গেল আর তার মা ছিল অন্যমনস্ক, তখন মা হঠাৎ খেয়াল করে দেখলেন যে শিশুটি খুবাইবের উরুর ওপর বসে আছে এবং খুবাইবের হাতে ক্ষুর

রয়েছে। তিনি মনে করেছিলেন এটি খুবাইবের জন্য একটি সুযোগ, তিনি হয়তো শিশুটিকে জবাই করে দেবেন; যেহেতু তার হাতে ক্ষুর রয়েছে এবং শিশুটি তার কাছে একা। কিন্তু তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন আমানতদার ও এক মহান সাহাবী। যখন তিনি অনুভব করলেন যে মা আতঙ্কিত হয়েছেন, তখন তিনি বললেন: "আল্লাহর কসম, আমি তাকে হত্যা করার লোক নই।" তখন মহিলাটি বলেছিলেন: "আল্লাহর কসম, আমি খুবাইবের চেয়ে উত্তম কোনো বন্দি কখনো দেখিনি। আমি একদিন তাকে দেখলাম যে তিনি এক ছড়া আঙুর খাচ্ছেন, অথচ সেই সময় মক্কায় কোনো ফল ছিল না।" তিনি বুঝতে পারলেন যে এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত রিজিক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার জন্য এই আঙুরের সংস্থান করেছিলেন অথচ তিনি ছিলেন একজন বন্দি, যার নিজের কোনো সামর্থ্য ছিল না এবং বাজারে গিয়ে কিছু ক্রয় করার বা আহার জোগাড় করার সুযোগও ছিল না। তিনি ছিলেন তাদের দয়ার ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু আল্লাহ জল্লা ওয়া আলা তার জন্য এই আঙুরের ছড়া সহজলভ্য করে দিয়েছিলেন। তিনি মক্কায় বসে আঙুর খাচ্ছিলেন, যা দেখে মহিলাটি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে।

এটি মারইয়াম (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘটনার মতো; যখনই জাকারিয়া মেহরাবে বা ইবাদতখানায় তাঁর কাছে প্রবেশ করতেন, তখনই সেখানে খাদ্যসামগ্রী দেখতে পেতেন। তিনি জিজ্ঞেস করতেন, "হে মারইয়াম! তোমার কাছে এসব কোথা থেকে এল?" তিনি বলতেন, "এসব আল্লাহর পক্ষ থেকে; নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিজিক দান করেন।" এটি ছিল খুবাইব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি অলৌকিক সম্মান বা কারামত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে সম্মানিত করেছেন এবং মক্কায় বন্দি থাকা অবস্থায় তার কাছে আঙুর অবতীর্ণ হতো যা তিনি আহার করতেন। তিনি বন্দি হিসেবেই রয়ে গেলেন, অতঃপর সেই কওমের লোকেরা—যাদের পিতাকে খুবাইব হত্যা করেছিলেন—তাকে হত্যা করার ব্যাপারে একমত হলো। কিন্তু হারামের পবিত্রতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকে তারা বলল: "আমরা তাকে হারামের সীমানার বাইরে নিয়ে হত্যা করব।" কারণ কোনো ব্যক্তি যদি হারামের বাইরে কাউকে হত্যা করে হারামে আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে তাকে সেখানে হত্যা করা বৈধ নয়।

في الحرم قال الله تعالى {ومن دخله كان آمناً} فهذه سنة كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام، على أن الإنسان إذا فعل ما يوجب القتل (يستحق عليه القتل) خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإن الحرم يعيده ولا يجوز أن يقتل فيه، وماذا يصنع به؟ يعني لو قال قائل: لو سلمنا بهذه القاعدة، كان كل إنسان مجرم يذهب إلى الحرم ويلوذ به، قلنا: نحن لا نقتله في الحرم لكن نضيق عليه حتى يخرج، كيف نضيق عليه؟ قال العلماء: لا يؤكل معه ولا يشارب ولا يبايع ولا يشتري منه ولا يكلم، نضيق عليه حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت، حينئذ ماذا يفعل؟ يخرج، وإذا خرج أقمنا عليه ما يجب عليه.

المهم أنهم خرجوا بخبيب خارج الحرم إلى الحل ليقتلوه، فطلب منهم، أن يصلي ركعتين؛ لأن أشرف الأعمال البدنية الصلاة، ولأنها صلة بين العبد وبين ربه عز وجل، فأذنوا له أن يصلي ركعتين، انتهى منها وقال: لولا أنني أخاف أن تقولوا: إنه فر من القتل أو كلبة نحوها، لزدت، ولكنه رضي الله عنه صلى ركعتين فقط ثم قال: لولا أنني أخاف أن تظنوا أن بي جزعاً لزدت؛ لأنه رضي الله عنه، كان حريصاً على الصلاة ويحب أن يكثر منها عند موته ثم دعا عليهم رضي الله عنه بهذه الدعوات الثلاث، اللهم أحصهم عدداً، واقتلهم بدداً، ولا تبق منهم أحداً. فأجاب الله دعوته، وما دار الحول على واحد منهم، كلهم قتلوا وهذا من كرامته. ثم انشد هذا الشعر:

ولست أبالي حين أقتل مسلماً ... على أي جنب كان لله مصرعي
وذلك في ذات الإله فإن يشأ ... يبارك على أوصال شلو ممزع
فصار من الكرامة لهذا الرجل أن الله سبحانه وتعالى كان يرزقه

পবিত্র হারামের বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন, {এবং যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ হবে।} এটি জাহেলি যুগে প্রচলিত একটি রীতি ছিল যা ইসলাম বহাল রেখেছে। নিয়মটি হলো, কোনো ব্যক্তি যদি হারামের সীমানার বাইরে এমন কোনো কাজ করে যার কারণে সে মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য হয়, এরপর সে যদি হারামে আশ্রয় নেয়, তবে হারাম তাকে নিরাপত্তা প্রদান করবে এবং সেখানে তাকে হত্যা করা বৈধ হবে না। এমতাবস্থায় তার সাথে কী করা হবে? কেউ যদি প্রশ্ন করেন: যদি আমরা এই নিয়ম মেনে নিই, তবে তো প্রত্যেক অপরাধীই হারামে গিয়ে আশ্রয় নেবে। আমরা এর উত্তরে বলব: আমরা তাকে হারামের ভেতর হত্যা করব না, তবে তার ওপর এমনভাবে চাপ সৃষ্টি করব যাতে সে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়। কীভাবে চাপ সৃষ্টি করা হবে? উলামায়ে কেরাম বলেছেন: তার সাথে আহার করা যাবে না, পানাহার করা যাবে না, কেনাবেচা বা লেনদেন করা যাবে না এবং তার সাথে কথা বলা যাবে না। তার ওপর এমনভাবে সংকীর্ণতা সৃষ্টি করা হবে যেন এই সুবিস্তৃত পৃথিবী তার জন্য সংকুচিত হয়ে যায়। তখন সে কী করবে? সে বেরিয়ে আসবে। আর যখন সে বেরিয়ে আসবে, তখন আমরা তার ওপর যা ওয়াজিব তা কার্যকর করব।

মূল কথা হলো, তারা খুবাইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে হারামের সীমানার বাইরে ‘হিল’ বা হালাল এলাকায় নিয়ে গেল। তখন তিনি তাদের কাছে দুই রাকাত সালাত আদায়ের অনুমতি চাইলেন; কারণ শারীরিক ইবাদতের মধ্যে সালাত হলো সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এটি বান্দা ও তার মহান রবের মধ্যে একটি সুদৃঢ় বন্ধন। তারা তাকে দুই রাকাত সালাত আদায়ের অনুমতি দিল। সালাত শেষ করে তিনি বললেন: "তোমরা এ কথা বলবে যে আমি মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য এমন করছি—এই আশঙ্কা যদি না থাকত, তবে আমি সালাত আরও দীর্ঘ করতাম।" কিন্তু তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মাত্র দুই রাকাতই পড়লেন। এরপর তিনি পুনরায় বললেন: "তোমরা আমার মাঝে অস্থিরতা বা ভীর্ণতা দেখছ—এমনটা ভাবার ভয় যদি না থাকত, তবে আমি সালাত আরও বাড়িয়ে দিতাম।" কারণ তিনি সালাতের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন এবং মৃত্যুর প্রাক্কালে অধিক পরিমাণে সালাত আদায় করতে পছন্দ করতেন। এরপর তিনি তাদের বিরুদ্ধে এই তিনটি প্রার্থনা করলেন: হে আল্লাহ! আপনি তাদের গুনে রাখুন, তাদের একে একে ধ্বংস করুন এবং তাদের একজনকে অবশিষ্ট রাখবেন না। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন। এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই তাদের প্রত্যেকেই নিহত হলো এবং এটি ছিল তাঁর কারামত বা অলৌকিকত্বের বহিঃপ্রকাশ। অতঃপর তিনি এই কবিতাটি আবৃত্তি করলেন:

আমি যখন মুসলিম হিসেবে নিহত হচ্ছি, তখন আমার কোনো পরোয়া নেই ... আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে কোনো পাশেই আমার মৃত্যু হোক না কেন।

আর তা তো কেবল মহান ইলাহের সত্তার জন্যই; তিনি যদি চান ... তবে ছিন্নভিন্ন দেহের প্রতিটি খণ্ডিত অঙ্গে বরকত দান করবেন।

এই ব্যক্তির কারামতের অংশ এটিও ছিল যে, আল্লাহ সুবহানাছু ওয়া তাআলা তাঁকে রিযিক দান করতেন।

(ص: 102) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الفاكهة التي لا توجد في مكة، وأنه كان يأكلها بيده، ويده موثقة بالحديد، وأنه أول من سن الصلاة عند القتل، فإنه فعل ذلك وأقره الله ورسوله، وأنه دعا على هؤلاء القوم، فأجاب الله دعوته أما عاصم بن ثابت الذي قتل رضي الله عنه، فإنه شعر به قوم من قريش، وكان قد قتل رجلاً من عظمائهم فأرسلوا إليه جماعة يأتون بشيء من أعضائه يعرف به حتى يطبئوا أنه قتل، فلما جاء هؤلاء القوم ليأخذوا شيئاً من أعضائه، أرسل الله سبحانه وتعالى عليه شيئاً مثل الظلة من الدبر (أي من النحل) نحل عظيم، يحبيه به الله تعالى من هؤلاء القوم، فعجزوا أن يقربوه ورجعوا خائبين.

وهذا أيضاً من كرامة الله سبحانه وتعالى لعاصم رضي الله عنه، أن الله سبحانه وتعالى حى جسده بعد موته من هؤلاء الأعداء الذين يريدون أن يمثّلوا به. والكرامات كثيرة ذكر المؤلف منها ما ذكر في هذا الباب وذكر أيضاً أشياء متفرقة في هذا الكتاب.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله سبحانه وتعالى على أيديهم من أنواع العلوم والمكاشفات.

والقدرة والتقدير، وقال: الكرامات موجودة قبل هذه الأمة، وفي صدر هذه الأمة إلى يوم القيامة.

وذكر شيئاً كثيراً منها في كتابه الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن

মক্কায়ে সেই ফল পাওয়া যেত না, যা তিনি তাঁর নিজ হাতে আহাৰ করছিলেন, অথচ তাঁর হাত তখন লোহার শিকলে আবদ্ধ ছিল। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি হত্যার মুখোমুখি হয়ে সালাত আদায়ের রীতি প্রবর্তন করেন; তিনি এটি পালন করেছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তা অনুমোদন করেছেন। তদুপরি তিনি সেই কওমের বিরুদ্ধে বদদোয়া করেছিলেন এবং আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেছিলেন। আসিম বিন সাবিত (রা.), যিনি শহিদ হয়েছিলেন—কুরাইশদের একটি দল তাঁর সম্পর্কে জানতে পারে। যেহেতু তিনি তাদের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন, তাই তারা একটি দল পাঠাল যেন তারা তাঁর শরীরের কোনো অংশ নিয়ে আসে যাতে তারা তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারে। যখন সেই দলটি তাঁর দেহের কোনো অংশ নেওয়ার জন্য উপস্থিত হলো, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর ওপর মেঘের ছায়ার ন্যায় একদল ভোমরা (অর্থাৎ মৌমাছি) প্রেরণ করলেন। বিশাল এক মৌমাছির ঝাঁক, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁকে রক্ষা করলেন। ফলে তারা তাঁর মরদেহের কাছে পৌঁছাতে ব্যর্থ হলো এবং নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।

এটিও আসিম (রা.)-এর প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একটি কারামত যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দেহকে সেই শত্রুদের হাত থেকে হেফজ করেছেন, যারা তাঁর মরদেহের অঙ্গহানি করতে চেয়েছিল।

কারামত অনেক রয়েছে, লেখক এই অধ্যায়ে যা উল্লেখ করার করেছেন এবং এই কিতাবের বিভিন্ন স্থানেও বিচ্ছিন্নভাবে অনেক কিছু বর্ণনা করেছেন।

শায়খুল ইসলাম (রহ.) বলেন: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের অন্যতম মূলনীতি হলো আওলিয়াদের কারামতসমূহকে সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁদের মাধ্যমে যে সকল ইলম, মুকাশাফাত এবং কুদরত ও তাসাররুফাত প্রকাশ করেন, তা বিশ্বাস করা। তিনি আরও বলেন: কারামত এই উম্মতের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মাঝেও ছিল, এই উম্মতের সূচনাপর্বেও ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।

তিনি তাঁর ‘আল-ফুরকান বাইনা আওলিয়া-ইশ শাইতান ওয়া আওলিয়া-ইর রহমান’ নামক কিতাবে এ সংক্রান্ত অনেক বিষয় আলোচনা করেছেন।

كتاب الأمور المنهي عنها باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، باب تحريم الغيبة ووجوب حفظ اللسان، ثم ذكر عدة آيات في هذا المعنى.

والغيبة بينها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لأصحابه أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فقالوا: يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته يعني مع الغيبة، فالغيبة من كبائر الذنوب التي لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام ولا غيرها من الأعمال الصالحة، بل تبقى على الموازنة، قال ابن عبد القوي رحمه الله في نظمه الآداب:

وقد قيل صغرى غيبة ونميمة ...

وكتأهبا على نص أحمد

أي أحمد بن حنبل رحمه الله، يعني أنه قد نص على أن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، يشمل ما يكرهه من عيب خلقي وعيب ديني، كل شيء يكرهه فإنك إذا ذكرته به فهي غيبة، من العيب الخلقي مثلاً لو اغتبتته أنه أعرج، أعور، أو طويل، أو قصير، أو ما أشبه ذلك، هذه غيبة، أو خلقي كما لو ذكرته بأنه ليس بعفيف يعني يتتبع

النساء ينظر إلى النساء ينظر إلى المردان وما أشبه ذلك أو عيب ديني، بأن تقول إنه مبتدع أو إنه لا يصلي مع الجماعة، إنه لا

নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের অধ্যায়

গীবত হারাম হওয়া এবং জিহ্বা হিফায়ত করার নির্দেশ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে বলেছেন: গীবত হারাম হওয়া এবং জিহ্বা হিফায়ত করাওয়াজিব হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। এরপর তিনি এ বিষয়ে বেশ কিছু আয়াত উল্লেখ করেছেন।

নবী (আল্লাহর শান্তি ও আশীর্বাদ তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) গীবতের সংজ্ঞা স্পষ্ট করেছেন যখন তিনি তাঁর সাহাবীগণকে বললেন: "তোমরা কি জানো গীবত কী?" তাঁরা বললেন: "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" তিনি বললেন: "তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কিছু উল্লেখ করা যা সে অপছন্দ করে।" তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবে আপনার অভিমত কী?" তিনি বললেন: "তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবেই তুমি তার গীবত (পরনিন্দা) করলে, আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তবে তুমি তার ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলে।" অর্থাৎ গীবতের সাথে এটি অপবাদ হিসেবেও গণ্য হবে। সুতরাং গীবত হলো এমন কবির গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত যা সালাত, সদকা, সিয়াম বা অন্য কোনো নেক আমলের মাধ্যমে মোচন হয় না; বরং এটি কিয়ামতের দিন আমলনামার পাল্লায় হিসাবের জন্য অবশিষ্ট থাকে। ইবনুল আব্দুল ক্বাউয়ি (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) তাঁর আদব বিষয়ক কাব্যগ্রন্থে বলেছেন:

বলা হয়ে থাকে যে গীবত ও চোগলখোরি ছোট গুনাহ ...

কিন্তু আহমাদ-এর সুস্পষ্ট বক্তব্য অনুযায়ী এ উভয়টিই (কবির গুনাহ)

অর্থাৎ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, গীবত ও চোগলখোরি কবির গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

গীবতের সংজ্ঞায় নবী (আল্লাহর শান্তি ও আশীর্বাদ তাঁর ওপর বর্ষিত হোক)-এর বাণী—

"তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কিছু উল্লেখ করা যা সে অপছন্দ করে"—এটি তার শারীরিক গঠনগত ত্রুটি, চারিত্রিক ত্রুটি এবং ধর্মীয় ত্রুটি যা কিছু সে অপছন্দ করে তার সবটুকুই অন্তর্ভুক্ত

করে। সে যা কিছু অপছন্দ করে, তা উল্লেখ করাই হলো গীবত। শারীরিক ত্রুটির উদাহরণ হলো—যদি তুমি তার সম্পর্কে নিন্দা করে বলো যে সে খুঁড়িয়ে চলে, ট্যারা, অথবা অনেক লম্বা, অথবা অনেক খাটো বা এই জাতীয় কিছু, তবে এটি গীবত। অথবা চারিত্রিক ত্রুটি—যেমন তুমি তার সম্পর্কে বললে যে সে পবিত্র চরিত্রের অধিকারী নয়, অর্থাৎ সে নারীদের পিছু নেয়, নারীদের দিকে তাকায়, অল্পবয়সী ছেলেদের দিকে তাকায় বা এই জাতীয় কিছু। অথবা ধর্মীয় ত্রুটি—যেমন তুমি বললে যে সে একজন বিদআতী অথবা সে জামাআতের সাথে সালাত আদায় করে না, সে...

(ম: 104) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

يفعل كذا وكذا تعيبه في غيبته ولهذا سميت غيبة، لأنها في غيبة الإنسان، أما لو كان ذلك في وجهه فإنه يسمى سباً وشتماً ولا يسمى غيبة.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتته وإن لم يكن فيه فقد بهته.

يعني بهته مع الغيبة، فحذف الشق الثاني لأنه معلوم، ونظير ذلك في الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: ليت أنا نرى إخواننا، قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال: لا أنتم أصحابي، وإخواننا هم الذين يأتون من بعدي يعني فيؤمنون به وهم لا يرونه، وقوله أنتم أصحابي لا يعني بذلك نفي الأخوة بل الصحابة إخوانه وأصحابه ومن بعده إخوانه وليسوا أصحابه، هذا أيضاً فقد بهته يعني ولا يمكن أن يكون غيبة بل هو غيبة وبهتان.
واعلم أن الغيبة تزاد قبحاً وإثماً بحسب ما تؤدي إليه، فغيبة العامة من الناس ليست كغيبة العالم أو ليست كغيبة الأمير أو المدير أو الوزير أو ما أشبه ذلك، لأن غيبة ولادة الأمور صغيراً كان الأمر أو كبيراً أشد من غيبة من ليس لهم إمرة وليس

له أمر ولا ولاية، لأنك إذا اغتبت عامة الناس إنما تسيء إليه شخصياً فقط، أما إذا اغتبت من له أمر فقد أسأت إليه وإلى ما يتولاه من أمور المسلمين، مثلاً فرض أنك اغتبت عالماً من العلماء، هذا لا شك أنه عدوان عليه شخصياً كغيره من المسلمين لكنك أيضاً أسأت إساءة كبيرة إلى ما يحمله من الشريعة، رجل عالم يحمل الشريعة، إذا اغتبتته سقط من أعين الناس، وإذا سقط من أعين الناس لن يقبلوا قوله ولم يأتوا إليه يرجعون إليه في أمور دينهم، وصار ما يطلبه من الحق مشكوكاً فيه لأنك اغتبتته، فهذه جناية

সে অমুক অমুক কাজ করে—এভাবে তার অনুপস্থিতিতে তার দোষ চর্চা করা; আর এই কারণেই একে 'গীবত' (পরনিন্দা) বলা হয়, কারণ এটি মানুষের অনুপস্থিতিতে সংঘটিত হয়। পক্ষান্তরে যদি তা তার সম্মুখেই করা হয়, তবে তাকে গালি বা তিরস্কার বলা হয়, গীবত বলা হয় না।

এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "তুমি যা বলছ তা যদি তার মাঝে বিদ্যমান থাকে, তবে তুমি তার গীবত করলে; আর তা যদি তার মাঝে না থাকে, তবে তুমি তাকে অপবাদ (বুহতান) দিলে।"

অর্থাৎ গীবতের পাশাপাশি তাকে অপবাদও দিল; এখানে দ্বিতীয় অংশটি উহ্য রাখা হয়েছে কারণ তা সুপরিচিত। কথার মাঝে এর দৃষ্টান্ত হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বলেছিলেন: "আফসোস! যদি আমরা আমাদের ভাইদের দেখতে পেতাম!" তাঁরা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন: "না, তোমরা তো আমার সাহাবী; আর আমাদের ভাই হলো তারা যারা আমার পরে আসবে"—অর্থাৎ যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে অথচ তাঁকে দেখেনি। তাঁর এই উক্তি "তোমরা আমার সাহাবী"—এর দ্বারা ভ্রাতৃত্বকে নাকচ করা উদ্দেশ্য নয়, বরং সাহাবীগণ তাঁর ভাই এবং একই সাথে তাঁর সাহাবী; আর যারা পরবর্তীতে আসবে তারা তাঁর ভাই, কিন্তু সাহাবী নয়। এটিও তেমনি; অর্থাৎ এটি কেবল গীবত হতে পারে না, বরং তা গীবত এবং অপবাদ উভয়ই।

জেনে রাখুন, গীবত তার পরিণতির ভয়াবহতা অনুযায়ী অধিক জঘন্য ও পাপপূর্ণ হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষের গীবত করা আর একজন আলেম কিংবা একজন আমির, পরিচালক, মন্ত্রী বা সমপর্যায়ের ব্যক্তিদের গীবত করা এক নয়। কেননা দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের গীবত করা—তা

ক্ষুদ্র কোনো বিষয়ের হোক কিংবা বৃহৎ—ঐ ব্যক্তির গীবত অপেক্ষা অধিক গুরুতর যার কোনো কর্তৃত্ব বা প্রশাসনিক দায়িত্ব নেই। কারণ, আপনি যখন সাধারণ মানুষের গীবত করেন, তখন কেবল তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষতি করেন। পক্ষান্তরে, যখন আপনি কোনো দায়িত্বশীলের গীবত করেন, তখন আপনি যেমন তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষতি করলেন, তেমনি তিনি মুসলিমদের যে বিষয়গুলোর তদারকি করছেন সেগুলোরও ক্ষতি করলেন। উদাহরণস্বরূপ, ধরুন আপনি কোনো আলেমের গীবত করলেন; এটি নিঃসন্দেহে অন্যান্য মুসলিমদের ন্যায় তাঁর ওপর একটি ব্যক্তিগত আক্রমণ, কিন্তু এর পাশাপাশি আপনি তিনি যে শরীয়ত বহন করছেন তারও বড় ধরনের ক্ষতি সাধন করলেন। একজন আলেম শরীয়তের ধারক; আপনি যখন তাঁর গীবত করবেন, তখন তিনি মানুষের চোখে মর্যাদাহীন হয়ে পড়বেন। আর যখন তিনি মানুষের চোখে তুচ্ছ হয়ে যাবেন, তখন মানুষ তাঁর কথা গ্রহণ করবে না এবং দ্বীনি বিষয়ে দিকনির্দেশনার জন্য তাঁর শরণাপন্ন হবে না। ফলে তিনি যে সত্যের দাওয়াত দেন, আপনার গীবতের কারণে তা মানুষের কাছে সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়বে। সুতরাং এটি একটি গুরুতর অপরাধ।

(ص: 105) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

عظيمة على الشريعة.

كذلك الأمراء، إذا اغتبت أميراً أو ملكاً أو رئيساً أو أشبه ذلك ليس هذه غيبة شخصية له فقط بل هي غيبة له وفساد لولاية أمره؛ لأنك إذا اغتبت الأمير أو الوزير أو الملك معناها أنك تشحن قلوب الرعية على ولايتهم، وإذا شحنت قلوب الرعية على ولاية أمورهم فإنك في هذه الحال أسأت إلى الرعية إساءة كبيرة؛ إذ أن هذا سبب لنشر الفوضى بين الناس، وتمزق الناس وتفرق الناس، واليوم يكون رمياً بالكلام، وغداً يكون رمياً بالسهام؛ لأن القلوب إذا شحنت وكرهت ولاية أمورها، فإنها لا يمكن أن تنقاد لأوامرهم، إذا أمرت بخير رأته شراً ولهذا قال الشاعر كلمة صادقة، قال: وعين الرضا عن كل عيب كيلة...

كما أن أعين السخط تبدي المساوي
فأنت مثلاً إذا اغتبت أحداً من الكبار الذين لهم ولاية أمر على المسلمين، قيادة دينية، أو قيادة تنفيذية وسلطة، فإنك تسيء إلى المسلمين عموماً من حيث لا تشعر، قد يظن بعض الناس أن هذا يشفي من غليله وجليانه، لكن كيف يصب جامه على أمن مستقر ليقلب هذا الأمن إلى خوف، وهذا الاستقرار إلى قلق؟ أو ليقلب هذه الثقة بالعالم إلى سحب الثقة، إذا كنت ذا غليان أو إذا كان صدرك مملوءاً غيظاً فصبه على نفسك قبل أن تصبه على غيرك، انظر مساوئك أنت، هل أنت ناج من المساوي؟ هل أنت سالم؟ أول عيب فيك أنك تسب ولاية الأمور وتغتلب ولاية الأمور، قد يقول: أنا أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، نقول: حسناً ما قصدت، ولكن البيوت تؤتي من أبوابها، ليس طريق

শরীয়তের ওপর এর প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক।

একইভাবে শাসকদের ক্ষেত্রেও; যদি আপনি কোনো আমীর, বাদশাহ, রাষ্ট্রপতি বা অনুরূপ কারো গীবত করেন, তবে তা কেবল তার ব্যক্তিগত গীবত থাকে না, বরং এটি তার গীবত এবং তার শাসনকর্তৃত্বের বিপর্যয় ঘটানোর নামান্তর। কারণ আপনি যখন কোনো আমীর, মন্ত্রী বা বাদশাহর গীবত করেন, এর অর্থ হলো আপনি প্রজাদের অন্তরকে তাদের শাসকের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলছেন। আর যখন আপনি প্রজাদের অন্তরকে তাদের শাসকদের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তোলেন, তখন আপনি মূলত প্রজাদেরই এক বিরাট ক্ষতিসাধন করেন; কারণ এটি মানুষের মাঝে বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর এবং মানুষের মাঝে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আজ যা কথার বাণ, কাল তা তীরের আঘাতে পরিণত হবে। কেননা অন্তর যখন বিষিয়ে ওঠে এবং শাসকদের ঘৃণা করতে শুরু করে, তখন তারা আর তাদের আনুগত্য করতে পারে না; শাসক যদি কল্যাণের আদেশও দেন, তবুও তারা সেটাকে মন্দ হিসেবেই দেখে। এই কারণেই কবি সত্যই বলেছেন:

সম্ভৃষ্টির চোখ সকল দোষের ক্ষেত্রে অন্ধ ...

যেমনভাবে অসম্ভৃষ্টির চোখ কেবল মন্দটুকুই প্রকাশ করে।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি এমন কোনো উচ্চপদস্থ ব্যক্তির গীবত করেন যিনি মুসলিমদের কোনো বিষয়ে দায়িত্বশীল—চাই তা ধর্মীয় নেতৃত্ব হোক কিংবা নির্বাহী ও প্রশাসনিক ক্ষমতা ও নেতৃত্ব—তবে আপনি অবচেতনভাবেই সাধারণ মুসলিমদের ক্ষতি করছেন। কেউ কেউ হয়তো মনে করতে পারে যে এতে তার অন্তরের জ্বালা মিটছে, কিন্তু সে কীভাবে একটি স্থিতিশীল নিরাপত্তার ওপর নিজের ক্ষোভ ঢেলে দিচ্ছে যাতে এই নিরাপত্তাকে ভেঙে এবং এই স্থিতিশীলতাকে উদ্বেগে রূপান্তর করা যায়? অথবা আলিমের ওপর এই আস্থাকে অনাস্থায় পরিণত করা যায়? আপনার যদি অন্তরে প্রচণ্ড জ্বালা থাকে বা আপনার হৃদয় যদি ক্রোধে পূর্ণ থাকে, তবে তা অন্যের ওপর ঢালার আগে নিজের ওপর ঢালুন। নিজের দোষত্রুটিগুলো দেখুন; আপনি কি সকল দোষ থেকে মুক্ত? আপনি কি সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন? আপনার প্রথম দোষ তো এটাই যে আপনি দায়িত্বশীলদের গালি দিচ্ছেন এবং তাদের গীবত করছেন। কেউ হয়তো বলতে পারে: 'আমি তো সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে চাই।' আমরা বলব: আপনার উদ্দেশ্য ভালো, কিন্তু ঘরে তো তার সঠিক দরজা দিয়েই প্রবেশ করতে হয়; এটি সঠিক পথ নয়।

(ص: 106) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تنشر معائب ولاة أمورك؛ لأن هذا مما يزيد المنكر، لا يثق الناس في أداء أحد، إذا قال العالم: هذا منكر، قالوا: هذا اجعلوه على جنب، إذا قال الأمير: هذا منكر، وأراد أن يمنع منه، يقول لا، أنت ما أصلحت نفسك حتى تصلح غيرك، فيحدث بهذا ضرر كبير على المسلمين، والعجب أن بعض المفتونين بهذا الأمر، أي بسبب ولاة الأمور من العلماء والأمرء، العجب أنهم لا يأتون بحسنات هؤلاء الذين يفتنونهم، حتى يقوموا بالقسط، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجر منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يجر منكم: لا يحملنكم بغضهم على ألا تعدلوا، والعجب أيضاً أنك لا تكاد

تجد في مجالسهم أو في أفواههم يوماً من الدهر إلا قليلاً أنهم يقولون: يا أيها الناس اتقوا كذا، اتقوا الغش، اتقوا الكذب.

الغش موجود في البيع والشراء والمعاملات والكذب موجود أيضاً والغيبة موجودة، لا تكاد تجد أنهم يصبون حأمهم (غضبهم) على إصلاح العامة ويحذرونهم، ومن المعلوم أن العامة إذا صلحت فالشعب هو العامة، الشعب يتكون من زيد وعمر وبكر وخالد، أفراد، إذا صلحت الأفراد صلح الشعب، وإذا صلح الشعب فلا بد أن تصلح الأمة كلها، لكن بعض الناس يكون فيه مرض يحب مثل هذا الأمر، يحب أن يطرح على بساط البحث عالماً من العلماء فيتتبع عوراته ولا يذكر خيراته ويشيع هذه العورات بين الناس، أو

সং কাজের আদেশ এবং অসং কাজের নিষেধ বলতে তোমার শাসকগোষ্ঠীর দোষত্রুটি প্রচার করা বোঝায় না; কারণ এটি মন্দকে আরও বৃদ্ধি করে। ফলে মানুষ কারও কর্মক্ষমতার ওপর আস্থা রাখে না। যখন কোনো আলেম বলেন: ‘এটি একটি মন্দ কাজ’, তখন মানুষ বলে: ‘একে একপাশে সরিয়ে রাখুন’। আবার যখন কোনো আমির (শাসক) বলেন: ‘এটি একটি মন্দ কাজ’ এবং তিনি তা বন্ধ করতে চান, তখন বলা হয়: ‘না, আপনি তো আগে নিজেকে সংশোধন করেননি, তবে অন্যকে কীভাবে সংশোধন করবেন?’ এর ফলে মুসলমানদের ওপর বড় ধরনের ক্ষতি সাধিত হয়। আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, যারা এই বিষয়ে (শাসক ও আলেমদের সমালোচনায়) মোহাচ্ছন্ন, তারা যাদের গিবত বা পরনিন্দা করছে, তাদের ভালো কাজগুলো উল্লেখ করে না যাতে তারা ইনসাফ কায়েম করতে পারে। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের ওপর অটল থাকো এবং ইনসাফের সাক্ষ্য দাও। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ইনসাফ না করতে প্ররোচিত না করে।’ ‘লা ইয়াজরিমান্নাকুম’ অর্থ: তাদের প্রতি ঘৃণা যেন তোমাদেরকে ইনসাফ বর্জন করতে প্ররোচিত না করে। আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, আপনি তাদের মজলিসে বা তাদের মুখে কালেভদ্রে ছাড়া এমন কথা শুনবেন না যে: ‘হে লোকসকল! তোমরা অমুক বিষয় থেকে বেঁচে থাকো, প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকো, মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকো।’

ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেনে প্রতারণা বিদ্যমান, মিথ্যা ও গিবতও বিদ্যমান; অথচ আপনি প্রায় কখনোই দেখবেন না যে তারা সাধারণ মানুষের সংশোধনের জন্য তাদের ক্ষোভ বা শক্তি ব্যয়

করছে এবং তাদের সতর্ক করছে। এটি সর্বজনবিদিত যে, সাধারণ মানুষ যদি সংশোধিত হয়—কেননা জনগণই সাধারণ মানুষ এবং জায়েদ, আমর, বকর ও খালিদ নামক ব্যক্তিদের সমন্বয়েই জনগণ গঠিত—তবে ব্যক্তির সংশোধিত হলে পুরো জাতিই সংশোধিত হবে। আর জাতি সংশোধিত হলে অবশ্যই গোটা উম্মাহ সংশোধিত হবে। কিন্তু কিছু মানুষের অন্তরে ব্যাধি থাকে, যারা এ জাতীয় বিষয় পছন্দ করে। তারা চায় কোনো একজন আলেমকে আলোচনার টেবিলে নিয়ে এসে তার দোষত্রুটি তালাশ করতে, তার ভালো কাজগুলো উল্লেখ না করতে এবং এই ত্রুটিগুলো মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে, অথবা...

(ম: 107) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

يأخذ أميرًا، أو وزيرًا أو ملكًا، ويضعه على البساط ثم يشرحه ويتكلم فيه، ولا يذكر شيئًا من حسناته، سبحان الله أين العدل؟ إذا كان الله عز وجل {يقول الحق وهو يهدي السبيل} حتى في معاملة المشركين، يقول عز وجل: {وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها} قالوا كلمتين وجدنا عليها آباءنا، والثانية: والله أمرنا بها، حكم الله بينهم {قل إن الله لا يأمر بالفحشاء} فقبل منهم الحق وهو أنهم وجدوا آباءهم عليها ورد الباطل.

إذا كنت تريد أن تتكلم بالعدل تكلم بالعدل أما أن تتبع عورات المسلمين ولاسيما ولاية الأمور منهم، فاعلم أن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، وأن من تتبع الله عورته فضحه ولو في بيت أمه.

المهم أن علينا أن نتجنب الغيبة، وأن نكف السنننا، وأن نعلم أن كل كلمة تكون غيبة لشخص فإنما تكون نقصاً من حسناتنا وزيادة في حسنات هذا الذي ظلم بسببه كما جاء في الحديث أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع، قال: لا المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا،

وشتم هذا، وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح في النار.

حتى إننا سمعنا عن بعض السلف أنه سيع عن شخص يفتابه فأرسل إليه بهدية من الذي أرسل الذي اغتیب، أرسل إلي

তিনি কোনো আমীর, মন্ত্রী বা রাজাকে বেছে নেন এবং তাকে আলোচনার টেবিলে রেখে ব্যবচ্ছেদ করতে শুরু করেন এবং তার সমালোচনা করেন, অথচ তার কোনো সৎকর্মের উল্লেখ করেন না। সুবহানাল্লাহ, ইনসাফ কোথায়? মহান আল্লাহ যেখানে সত্য কথা বলেন এবং সঠিক পথ দেখান, এমনকি মুশরিকদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রেও। মহান আল্লাহ বলেন: "যখন তারা কোনো অশ্লীল কাজ করে, তখন তারা বলে: আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এই পথেই পেয়েছি এবং আল্লাহ আমাদের এর নির্দেশ দিয়েছেন।" তারা দুটি কথা বলেছিল; প্রথমত: আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এই অবস্থায় পেয়েছি, এবং দ্বিতীয়ত: আল্লাহ আমাদের এর নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিলেন: "বলুন, আল্লাহ কখনো অশ্লীলতার নির্দেশ দেন না।" সুতরাং আল্লাহ তাদের কাছ থেকে সত্যটুকু গ্রহণ করেছেন—যা হলো তারা তাদের পূর্বপুরুষদের এই অবস্থায় পেয়েছে—এবং মিথ্যাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আপনি যদি ন্যায়বিচারের সাথে কথা বলতে চান, তবে ন্যায়বিচারের সাথেই কথা বলুন। কিন্তু মুসলিমদের গোপন দোষ অনুসন্ধান করা, বিশেষ করে তাদের শাসনকর্তাদের দোষ খোঁজা—তবে জেনে রাখুন যে, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের গোপন দোষ অন্বেষণ করে, আল্লাহ তার গোপন দোষ অন্বেষণ করবেন। আর আল্লাহ যার গোপন দোষ অন্বেষণ করবেন, তাকে তিনি লাঞ্ছিত করবেন, এমনকি যদি সে তার মায়ের ঘরের অভ্যন্তরেও অবস্থান করে।

মূল কথা হলো, আমাদের গীবত বা পরনিন্দা পরিহার করা উচিত, জিহ্বাকে সংযত রাখা উচিত এবং আমাদের জানা উচিত যে, কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে গীবত হিসেবে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ মূলত আমাদের নেক আমল কমিয়ে দেয় এবং যাকে গালমন্দ করে জুলুম করা হয়েছে তার নেক আমল বৃদ্ধি করে। যেমনটি হাদিসে এসেছে: তোমরা কি জানো তোমাদের মধ্যে রিক্ত বা নিঃস্ব ব্যক্তি কে? তারা বললেন: যার কাছে কোনো দিরহাম বা আসবাবপত্র নেই। তিনি বললেন: না, বরং নিঃস্ব সেই ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন পাহাড়সম নেক আমল নিয়ে উপস্থিত

হবে, কিন্তু সে একে জুলুম করেছে, একে গালি দিয়েছে, এর সম্পদ আত্মসাৎ করেছে। ফলে এ ব্যক্তি তার নেক আমল থেকে অংশ নেবে এবং ও ব্যক্তিও তার নেক আমল থেকে অংশ নেবে। যদি তার নেক আমল অবশিষ্ট থাকে তবে ভালো, অন্যথায় তাদের পাপসমূহ নিয়ে তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে এবং এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এমনকি আমরা পূর্বসূরিদের কারো কারো সম্পর্কে শুনেছি যে, তিনি যখন জানতে পারলেন জনৈক ব্যক্তি তার গীবত করছে, তখন তিনি তাকে একটি উপহার পাঠালেন। সেই ব্যক্তিটিই উপহার পাঠালেন যার গীবত করা হয়েছিল; তিনি পাঠালেন...

(ص: 108) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الذي اغتابه بهدية وقال له: أنت أهديتني حسنات أنتفع بها يوم القيامة، وأنا أهديك هذه الهدية تنتفع بها في الدنيا، وآخر أمرها أن تكون خراة أو بولاً. المهم يا إخوان نصيحتي لنفسي ولكم أن تتجنبوا الغيبة، وأن تتجنبوا الخوض في مساوئ ولاة الأمور من العلماء والأمرء والسلاطين وغيرهم، إذا كنتم تريدون الخير والإصلاح، فالباب مفتوح، اتصلوا بأنفسكم، اتصلوا بقنوات أخرى إذا لم تستطيعوا أن تتصلوا بأنفسكم، ثم إذا أدبتم الواجب سقط عنكم ما وراء ذلك، ثم اعلم يا أخي، هل غيبتك هذه للعلماء أو الأمرء هل تصلح من الأمور شيئاً؟ أبداً بل هي إفساد الواقع لا تزيد الأمر إلا شكا ولا ترتفع بها مظلمة ولا يصلح بها فاسد، وإنما الطرق موجودة، ثم على الإنسان أن يتكلم بالعدل كما قلت، إذا ابتليت بنشر مساوئ الناس فأنشر المحاسن حتى تتعادل الكفة أو ترجح إحدى الكفتين على الأخرى، أما أن تبثلي بنشر المعاييب وتكون أخرس في نشر المحاسن، فهذا ليس بعدل.

وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح

قال الله تعالى: {ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم} وقال تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً} .
وقال تعالى: {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} .

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان، سبق لنا أن الغيبة هي أن تذكر أخاك بساً يكره في دينه أو خلقه أو خلقته

যিনি তাঁর গিবত (পরিনন্দা) করেছেন তাঁকে তিনি একটি উপহার দিলেন এবং বললেন: "তুমি আমাকে এমন নেকি উপহার দিয়েছ যা দ্বারা আমি কিয়ামতের দিন উপকৃত হব, আর আমি তোমাকে এই উপহারটি দিচ্ছি যা দ্বারা তুমি দুনিয়াতে উপকৃত হবে, যদিও এর শেষ পরিণতি হলো মল বা মূত্র হওয়া।"

মূল কথা হলো হে ভাইয়েরা, নিজের প্রতি এবং আপনাদের প্রতি আমার নসিহত হলো আপনারা গিবত বর্জন করুন, আর আলেম, শাসক, সুলতান ও অন্যান্য দায়িত্বশীলদের দোষত্রুটি নিয়ে ঘাটাঘাটি করা পরিহার করুন। যদি আপনারা কল্যাণ ও সংশোধন চান, তবে পথ খোলা রয়েছে। আপনারা সরাসরি যোগাযোগ করুন, অথবা নিজেরা না পারলে অন্য কোনো মাধ্যমে যোগাযোগ করুন। অতঃপর যখন আপনারা আপনাদের কর্তব্য পালন করবেন, তখন পরবর্তী দায়িত্ব আপনাদের ওপর থেকে রহিত হয়ে যাবে। তারপর হে আমার ভাই, জেনে রাখুন, আলেম বা শাসকদের প্রতি আপনার এই গিবত কি পরিস্থিতির কোনো উন্নতি ঘটায়? কখনোই না, বরং তা বিদ্যমান অবস্থাকে আরও কলুষিত করে, সংশয় বৃদ্ধি করে, কোনো জুলুমের প্রতিকার করে না এবং কোনো ফাসাদেরও সংশোধন করে না। বরং (সংশোধনের) সঠিক পথগুলো বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া মানুষের উচিত ইনসাফের সাথে কথা বলা যেমনটি আমি বলেছি। যদি আপনি মানুষের দোষত্রুটি প্রচার করার পরীক্ষায় নিপতিত হন, তবে তাদের গুণাবলিও প্রচার করুন যাতে পাল্লা সমান হয় অথবা এক পাল্লা অন্য পাল্লার চেয়ে ভারী হয়। কিন্তু আপনি মানুষের ত্রুটি প্রচারে লিপ্ত হবেন অথচ তাদের গুণাবলি প্রচারের ক্ষেত্রে বোবা হয়ে থাকবেন, তবে তা ইনসাফ নয়।

আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদের সেই কাজের তাওফিক দিন যাতে কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "তোমরা একে অপরের গিবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? অবশ্যই তোমরা তা অপছন্দ করো। আর আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।" আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন: "যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ এবং অন্তর—এদের প্রত্যেকের কাছেই কৈফিয়ত চাওয়া হবে।" আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন: "মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার কাছে একজন সদা উপস্থিত পর্যবেক্ষণকারী প্রস্তুত থাকে।"

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সলিহীন' কিতাবে 'গিবত হারাম হওয়া এবং জিহ্বা হেফাজত করার নির্দেশ' নামক অধ্যায়ে বলেছেন, আমরা এর আগে উল্লেখ করেছি যে, গিবত হলো তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কিছু বলা যা সে তার দীন, চরিত্র বা শারীরিক গঠন সম্পর্কে অপছন্দ করে।

(ص: 109) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أو غير ذلك، كل شيء يكرهه أخوك فلا تذكره به في حال غيبته، وسبق لنا أن الغيبة من الكبائر من كبائر الذنوب، وأنه لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام ولا الحج إلا أنها كغيرها من الكبائر يوازن بينها وبين الحسنات، وسبق لنا أن الغيبة تختلف، أي يختلف حكمها وقبحها بحسب ما تقضي إليه من مفاسد، وسبق لنا أن غيبة ولاية الأمور من العلماء والأمرأ أشد من غيبة غيرهم لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة، أما ما ساقه المؤلف من الآيات فأولها قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضاً.

وهذه معطوفة على ما ذكر في أول الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ} ، فنهى الله عن الغيبة ثم ضرب مثلاً ينفّر منه كل أحد، فقال: {أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ} ، لو قدم لك أخوك المسلم ميتاً هل تحب أن تأكل لحمه؟ الجواب: لا.

الكل يقول: لا أحب ذلك، ولا يمكن، فإذا قال قائل: ما هي مناسبة الغيبة لهذا المثل؟ قلنا: لأن الذي تغتابه غائب لا يمكن أن يدافع عن نفسه، كالميت إذا قطعت لحمه لا يمكن أن يقوم ليدافع عن نفسه، ولهذا إذا ذكرت أخاك بما يكره في حال وجوده فإن ذلك لا يسمى غيبة فإن بل يسمى سباً وشتماً.

{وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ} ، فأمر بتقوى الله عز وجل بعد أن نهى عن الغيبة، وهذا إشارة إلى أن الذين يغتابون الناس لم يتقوا الله عز وجل.

واعلم أنك إذا سلطت على عيب أخيك ونشرته وتتبع عورته فإن الله تعالى

অথবা অন্য কিছু, আপনার ভাই অপছন্দ করেন এমন প্রতিটি বিষয় তার অনুপস্থিতিতে আলোচনা করা থেকে বিরত থাকুন। আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, গীবত বা পরনিন্দা হচ্ছে কবির গুনাহ বা মহাপাপের অন্তর্ভুক্ত। কেবল সালাত, সদকা, সিয়াম বা হজের মাধ্যমে এর কাফফারা হয় না; বরং অন্যান্য কবির গুনাহের মতো এটিও হাশরের ময়দানে নেক আমলের সাথে তুলনা বা ভারসাম্য করা হবে। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, গীবতের বিধান ও এর জঘন্যতা এর দ্বারা সংঘটিত অনিষ্ট ও ফাসাদের ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। আমরা আরও উল্লেখ করেছি যে, উলুল আমর বা দায়িত্বশীল ব্যক্তি—যেমন আলেম ও শাসকবর্গের গীবত করা অন্যদের গীবত করার চেয়েও মারাত্মক; কারণ এর ফলে সমাজে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও ক্ষতির পথ প্রশস্ত হয়। লেখক যে সকল আয়াত পেশ করেছেন তার মধ্যে প্রথমটি হলো মহান আল্লাহর বাণী: "এবং তোমরা একে অপরের গীবত করো না।"

এটি আয়াতের প্রথমাংশের সাথে যুক্ত হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে: "হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাকো; কারণ কোনো কোনো অনুমান পাপ। আর তোমরা ছিদ্রাশ্বেষণ করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত

ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তা অপছন্দই করবে।" আল্লাহ তাআলা গীবত করতে নিষেধ করেছেন এবং এরপর এমন এক উদাহরণ দিয়েছেন যা থেকে যে কেউ ঘৃণাভরে বিমুখ হবে। তিনি বলেছেন: "তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তা অপছন্দই করবে।" আপনার কোনো মুসলিম ভাইকে যদি মৃত অবস্থায় আপনার সামনে পেশ করা হয়, তবে কি আপনি তার গোশত ভক্ষণ করতে পছন্দ করবেন? উত্তর হলো: না।

প্রত্যেকেই বলবে: আমি তা পছন্দ করি না এবং তা অসম্ভব। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে: গীবতের সাথে এই উদাহরণের সামঞ্জস্য কোথায়? আমরা বলব: কারণ যার গীবত করা হচ্ছে তিনি সেখানে উপস্থিত নেই, তাই তিনি নিজের আত্মপক্ষ সমর্থন বা আত্মরক্ষা করতে পারছেন না। ঠিক যেমন একজন মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে গোশত বিচ্ছিন্ন করলে সে দাঁড়িয়ে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় না। এই কারণেই, আপনার ভাইয়ের উপস্থিতিতে যদি তার কোনো অপ্রিয় বিষয় উল্লেখ করেন, তবে তাকে গীবত বলা হয় না; বরং তা গালিগালাজ ও মন্দ কথা হিসেবে গণ্য হয়।

"আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।" আল্লাহ তাআলা গীবত নিষিদ্ধ করার পর তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। এটি এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত যে, যারা মানুষের গীবত করে তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে ভয় করে না।

জেনে রাখুন, আপনি যদি আপনার ভাইয়ের কোনো দোষের পেছনে পড়ে থাকেন, তা প্রচার করেন এবং তার গোপন ত্রুটিগুলো অনুসন্ধান করেন, তবে মহান আল্লাহ...

(ص: 110) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

يقيد لك من يفضحك ويتتبع عورتك حيًا كنت أو ميتًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيت أمه.

إلا أن الغيبة إذا كانت للنصح والبيان فإنه لا بأس بها؛ كما لو أراد إنسان أن يعامل شخصاً من الناس، وجاء إليك يستشيرك، يقول: ما تقول؟ هل أعامل فلاناً؟ وأنت تعلم أن هذا سيئ المعاملة، ففي هذا الحال يجب عليك أن تبين ما فيه من العيب من باب النصح، ودليله أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها خطبها ثلاثة من الصحابة: أسامة بن زيد، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبو جهم، فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم تقول له خطبني فلان وفلان وفلان، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أما أبو جهم فضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة فذكر هذين الرجلين بما يكرهان لكن من باب النصيحة لا من باب نشر العيب والفضيحة، وفرق بين هذا وهذا، وكذلك لو جاء إنسان يستشيرك قال: اطلب العلم عند فلان؟ وأنت تعلم أن فلاناً ذو منهج منحرف، فلا حرج عليك: لا تطلب العلم عنده.

مثل أن يكون في عقيدته شيء أو في فكرة شيء أو في منهجه شيء وتخشى أن يؤثر على هذا الذي جاء يستشيرك أطلب العلم عنده أم لا، وجب عليك أن تبين له، تقول: لا تطلب العلم عند هذا، هذا فيه كذا وكذا

তিনি আপনার জন্য এমন কাউকে নির্ধারণ করবেন যে আপনাকে অপদস্থ করবে এবং আপনার দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করবে, আপনি জীবিত থাকুন কিংবা মৃত; কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের দোষ অনুসন্ধান করবে, আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করবেন। আর আল্লাহ যার দোষ অনুসন্ধান করেন, তাকে তিনি তার মায়ের ঘরে থাকলেও লাঞ্ছিত করেন।"

তবে গীবত বা পরনিন্দা যদি উপদেশ ও সত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে হয়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। যেমন কোনো ব্যক্তি যদি অন্য কারো সাথে কোনো বিষয়ে লেনদেন করতে চায় এবং সে আপনার কাছে পরামর্শ চাইতে এসে বলে: "আপনি কী বলেন? আমি কি অমুকের সাথে কারবার করতে পারি?" অথচ আপনি জানেন যে ওই ব্যক্তির লেনদেন ভালো নয়, এমতাবস্থায় উপদেশের খাতিরে তার দোষ বর্ণনা করা আপনার জন্য আবশ্যিক। এর দলীল হলো, ফাতিমা বিনতে কায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে তিনজন সাহাবী বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন: উসামা বিন

যায়িদ, মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান এবং আবু জাহম। তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে পরামর্শ চাইতে এসে বললেন যে, অমুক অমুক ব্যক্তির আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন: "আবু জাহম তো স্ত্রীদের প্রহারকারী, আর মুয়াবিয়া তো রিক্তহস্ত, তার কোনো ধন-সম্পদ নেই। তুমি উসামাকে বিয়ে করো।" সুতরাং তিনি ওই দুই ব্যক্তির এমন দোষ বর্ণনা করলেন যা তারা অপছন্দ করেন, কিন্তু এটি ছিল উপদেশের খাতিরে, দোষ প্রচার বা কাউকে অপদস্থ করার জন্য নয়। আর এই দুয়ের মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। অনুরূপভাবে কেউ যদি আপনার কাছে পরামর্শ চাইতে এসে বলে: "আমি কি অমুকের কাছে ইলম অর্জন করব?" অথচ আপনি জানেন যে অমুক ব্যক্তি ভ্রান্ত মানহাজ বা মতাদর্শের অনুসারী, তবে আপনার জন্য তাকে এ কথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে: "তার কাছে ইলম অর্জন করো না।"

যেমন হতে পারে তার আকিদায় কোনো সমস্যা আছে কিংবা তার চিন্তাধারা বা মানহাজে কোনো বিচ্যুতি রয়েছে এবং আপনি আশঙ্কা করছেন যে, যে ব্যক্তি আপনার কাছে পরামর্শ চাইতে এসেছে, সে তার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে; তবে এমতাবস্থায় আপনার ওপর অর্পিত দায়িত্ব হলো তাকে বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া এবং তাকে বলা: "তুমি এই ব্যক্তির কাছে ইলম অর্জন করো না, কেননা তার মাঝে অমুক অমুক ত্রুটি রয়েছে।"

(ص: 111) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

من العيوب حتى لا ينتشر عيبه بين الناس؛ والأمثلة على هذا كثيرة، والمهم أنه إذا كان ذكرك أخاك بما يكره من أجل النصيحة فلا بأس.
وقد شاع عند الناس كلمة غير صحيحة وهي قولهم: [لا غيبة لفاسق] هذا ليس حديثاً وليس قولاً مقبولاً بل الفاسق له غيبة مثل غيره، وقد لا يكون له غيبة فإذا ذكرنا فسقه على وجه العيب والسب فإن ذلك لا يجوز، وإذا ذكرناه على سبيل

النصيحة والتحذير منه فلا بأس بل قد يجب، والمهم أن هذه العبارة ليست حديثاً
عن الرسول عليه والسلام

قال الله تعالى: {ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً
فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم} وقال تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به
علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً} وقال تعالى {ما يلفظ من
قول إلا لديه رقيب عتيد}

[الشَّرْحُ]

قد سبق الكلام عن الآية الأولى ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل
لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم أما الآية الثانية فهي قوله
تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه
مسؤولاً} .

(لا تقف) يعني: لا تتبع ما ليس بك به علم، وهذا النهي يشمل كل شيء، كل شيء
ليس لك به علم فلا تتبعه أعرض عنه ولا تتكلم فيه لأنك على خطأ، وهذا إذا كان
بالنسبة لما تنسبه إلى الله ورسوله كان محرماً من أشد المحرمات إثماً، إذا قلت مثلاً:
قال الله تعالى كذا وكذا والله لم يقله، أو تفسر الآية بما تهواه لا بما تدل عليه
الآية، فقد قلت على الله ما لا تعلمه، ولهذا سيأتي

ত্রুটিবিচ্ছৃতির ক্ষেত্রে, যাতে মানুষের মাঝে তার দোষ প্রকাশ না পায়; এ বিষয়ে বহু উদাহরণ
রয়েছে। মূল বিষয়টি হলো, যদি আপনার ভাইয়ের অপছন্দনীয় কোনো বিষয় নসিহতের
উদ্দেশ্যে উল্লেখ করেন, তবে তাতে কোনো দোষ নেই।

মানুষের মাঝে একটি ভুল কথা প্রচলিত আছে, তা হলো: [ফাসিকের কোনো গিবত নেই]। এটি
কোনো হাদিস নয় এবং গ্রহণযোগ্য কোনো কথা নয়। বরং অন্যান্যদের মতো ফাসিকের
ক্ষেত্রেও গিবত হতে পারে। আবার কখনো গিবত নাও হতে পারে; যদি আমরা তার
অবাধ্যতাকে দোষারোপ বা গালি দেওয়ার উদ্দেশ্যে উল্লেখ করি, তবে তা জায়েজ হবে না।

আর যদি নসিহত বা তার থেকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে উল্লেখ করি, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই, বরং তা অনেক সময় ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায়। মূল কথা হলো, এই উক্তিটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো হাদিস নয়।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন: {তোমরা একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা (গিবত) করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? নিশ্চয়ই তোমরা তা অপছন্দ করবে। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু}। তিনি আরও এরশাদ করেন: {যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও হৃদয়—এগুলোর প্রত্যেকটি সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করা হবে}। তিনি আরও এরশাদ করেন: {মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তা লিপিবদ্ধ করার জন্য একজন তৎপর প্রহরী তার পাশেই থাকে}।

[ব্যাখ্যা]

প্রথম আয়াত সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে—{তোমরা একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা (গিবত) করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? নিশ্চয়ই তোমরা তা অপছন্দ করবে। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু}। আর দ্বিতীয় আয়াতটি হলো মহান আল্লাহর বাণী: {যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও হৃদয়—এগুলোর প্রত্যেকটি সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করা হবে}।

(অনুসরণ করো না) এর অর্থ হলো: এমন কোনো বিষয়ের পেছনে ছুটো না যা সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই। এই নিষেধাজ্ঞা প্রতিটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে; যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার পেছনে ছুটো না, তা থেকে বিমুখ থাকো এবং সে বিষয়ে কথা বলো না, কারণ তুমি ভুলের ওপর রয়েছ। আর এই বিষয়টি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি কোনো কিছু সম্বন্ধ করার ক্ষেত্রে হয়, তবে তা অত্যন্ত গর্হিত ও কঠিনতম হারামের অন্তর্ভুক্ত হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি তুমি বলো: আল্লাহ তাআলা এমন এমন বলেছেন, অথচ আল্লাহ তা বলেননি; অথবা তুমি কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা নিজের খেয়ালখুশি মতো করলে, আয়াতটি যে অর্থের দিকে ইঙ্গিত করে সে অনুযায়ী করলে না, তবে তুমি আল্লাহর ব্যাপারে এমন কথা বললে যা তুমি জানো না। এ কারণেই সামনে আসবে...

الحديث: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ولا يحل لأحد أن يفسر آية من كتاب الله وهو لا يعلم معناها، وإنما يفسرها بالظن والتخمين؛ لأن الأمر خطير؛ لأنك إذا فسر آية إلى معنى من المعاني فقد شهدت على الله إنه أراد كذا وكذا وهذا خطر عظيم، ولهذا يجب على الإنسان التحرز من التسرع فيما ليس له به علم بالنسبة للأحكام الشرعية، وكذلك غيرها ولكن هي أشد، وقد قرن الله تعالى القول عليه بلا علم، قرنه بالشرك، فقال تعالى: {إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على ما الله لا تعلمون} وكذلك إذا قفوت ما ليس لك به علم بالنسبة للآدميين (بني آدم)؛ بأن تنقل عن شخص أنه قال كذا وكذا وهو لم يقله، حتى لو قيل لك: إنه قال كذا وكذا، فلا تعتمد على هذا حتى تتيقن، لاسيماً إذا كثرت القول بين الناس في الأمور، فإن يجب التحرز أكثر؛ لأن الناس إذا كثرت فيهم القول والقييل والقال فإنهم يبنون من الحبة قبة، ومن الكلمة كلمات ولا يتحذرون في النقل ولهذا يسمع لإنسان أنه ينقل عنه أو عن غيره ما ليس بصحيح إطلاقاً؛ لأن الناس مع القول والقييل والقال يكون لهم هوى، والعياذ بالله، فيقولون ما لا يعلمون.

ثم ذكر الآية الثالثة وهي قوله تعالى {ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} المؤلف رحمه الله لم يسق إلا هذه الثالثة، وليته ساق الآيات كلها لكان

হাদিস: "যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে নিজ অভিমত অনুযায়ী কিছু বলবে, সে যেন জাহান্নামে নিজের আবাসস্থল নির্ধারণ করে নেয়।" আল্লাহর কিতাবের কোনো আয়াতের অর্থ না

জেনে তা ব্যাখ্যা করা কারো জন্য বৈধ নয়, বরং কেবল ধারণা ও অনুমানের বশবর্তী হয়ে তা ব্যাখ্যা করা সমীচীন নয়; কারণ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। কেননা যখন আপনি কোনো আয়াতের কোনো একটি নির্দিষ্ট অর্থ বর্ণনা করেন, তখন আপনি মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি এটিই বুঝিয়েছেন; আর এটি এক বিরাট আশঙ্কার বিষয়। এই কারণেই শরয়ি বিধিবিধানের ক্ষেত্রে মানুষের উচিত কোনো বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে তাড়াহুড়ো করা থেকে বেঁচে থাকা। অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য, তবে শরয়ি বিধানের ক্ষেত্রে বিষয়টি অধিকতর কঠোর। আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্পর্কে না জেনে কোনো কিছু বলাকে শিরকের সাথে যুক্ত করেছেন। তিনি বলেন: "বলুন, আমার প্রতিপালক কেবল অশ্লীল কাজসমূহ হারাম করেছেন—তা প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন—আর নিষিদ্ধ করেছেন গুনাহ, অন্যায় বিদ্রোহ, আল্লাহর সাথে এমন কিছুকে শরিক করা যার কোনো প্রমাণ তিনি অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যা তোমরা জানো না।" অনুরূপভাবে মানুষের (বনী আদম) ক্ষেত্রেও আপনার জন্য এমন বিষয়ের অনুসরণ করা উচিত নয় যার জ্ঞান আপনার নেই। যেমন—কারো পক্ষ থেকে এমন কিছু বর্ণনা করা যে সে অমুক কথা বলেছে অথচ সে তা বলেনি। এমনকি আপনাকে যদি কেউ বলেও যে সে অমুক কথা বলেছে, তবুও নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তার ওপর নির্ভর করবেন না। বিশেষ করে যখন মানুষের মাঝে কোনো বিষয়ে নানাবিধ আলোচনা বৃদ্ধি পায়, তখন অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যিক। কারণ মানুষের মধ্যে যখন কানকথা ও আজেবাজে আলোচনার আধিক্য ঘটে, তখন তারা তিলকে তাল করে ফেলে এবং একটি কথা থেকে বহু কথার ডালপালা মেলে। তারা বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করে না, ফলে কারো সম্পর্কে বা অন্যের সম্পর্কে এমন অনেক কিছু শোনা যায় যা আদতে মোটেও সঠিক নয়। কারণ আজেবাজে আলোচনার সময় মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তির তাড়না কাজ করে—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—ফলে তারা না জেনে অনেক কথা বলে ফেলে।

অতঃপর তিনি তৃতীয় আয়াতটি উল্লেখ করেছেন, যা মহান আল্লাহর বাণী: "আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার কুপ্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি। আমি তার ঘাড়ের শাহরগ অপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী। যখন দুই ফেরেশতা তার ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করুক না কেন, তা সংরক্ষণের জন্য তার নিকট সদাপ্রস্তুত পর্যবেক্ষক রয়েছে।" লেখক (রহিমাহুল্লাহ) কেবল এই তৃতীয় আয়াতটিই উদ্ধৃত করেছেন। যদি তিনি সবগুলো আয়াত উল্লেখ করতেন, তবে তা হতো...

أحسن، فالله تعالى يخبر أنه خلق الإنسان، وهذا أمر معلوم بالضرورة والفطرة، فالله وحده هو الخالق والخالق يعلم من خلق كما قال تعالى: {ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير} فهو جل وعلا يعلم بأحوالنا ونياتنا ومستقبلنا وكل ما يتعلق بنا، ولهذا قال: {ونعلم ما توسوس به نفسه} الشيء الذي تحدث به نفسك يعلمه الله قبل أن نتكلم، ولكن هل يؤاخذك به، في هذا تفصيل، إن ركنت إليه وأثبتته في قلبك عقيدة، فإن الله يؤاخذك به، وإلا فلا شيء عليك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم فمثلاً لو أن إنسان صار يوسوس ويفكر؛ هل يطلق زوجته أو لا ومثل هذا كثير بين الناس، فإنها لا تطلق حتى ولو عزم على أن يطلقها فإنها لا تطلق إلا بالقول أو بالكتابة الدالة على القول أو بالإشارة الدالة على القول؛ لأن الله تجاوز عن هذا الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، قال: {ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد} فإن الله تعالى وكل بالإنسان ملكين يلازمانه، أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال، عن اليمين وعن الشمال يلازمانه دائماً ويكتبان عليه كل ما نطق به وكل ما فعل ولهذا قال: {ما يلفظ من قول إلا} ليه رقيب عتيد} (ومن) هنا زائدة للتوكيد، يعني ما يلفظ قولاً من الأقوال أي قول كان، إلا لديه رقيب عتيد؛ (رقيب) أي مراقب (عتيد) أي حاضر لا

চমৎকার, আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিচ্ছেন যে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, আর এটি এমন এক বিষয় যা আবশ্যিক জ্ঞান এবং সহজাত প্রকৃতি (ফিতরাত) দ্বারা সুনিশ্চিত। আল্লাহ একাই স্রষ্টা, আর স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত, যেমনটি আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানবেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত।" তিনি প্রতাপময় ও সুউচ্চ, আমাদের অবস্থা, নিয়ত, ভবিষ্যৎ এবং আমাদের সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুই তিনি জানেন। একারণেই তিনি বলেছেন: "এবং তার কুপ্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয়, তাও

আমরা জানি।" আপনি মুখে উচ্চারণ করার পূর্বেই আপনার মনের ভেতর যা চলছে, আল্লাহ তা জানেন। তবে তিনি কি এর জন্য আপনাকে পাকড়াও করবেন? এক্ষেত্রে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে; যদি আপনি সেই চিন্তার প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং তাকে বিশ্বাস হিসেবে হৃদয়ে বদ্ধমূল করে নেন, তবে আল্লাহ আপনাকে পাকড়াও করবেন। অন্যথায়, আপনার ওপর কোনো দায় নেই। কারণ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মতের মনের কুমন্ত্রণাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, যতক্ষণ না তারা সে অনুযায়ী কাজ করে অথবা তা মুখে উচ্চারণ করে।" উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ব্যক্তি মনে মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা চিন্তা করে যে সে তার স্ত্রীকে তালাক দেবে কি না—আর মানুষের মাঝে এমনটি অহরহ ঘটে—তবে এতে তালাক পতিত হবে না। এমনকি সে যদি তালাক দেওয়ার দৃঢ় সংকল্পও করে ফেলে, তবুও মৌখিক উচ্চারণ অথবা উচ্চারণের সমতুল্য লিখিত বক্তব্য কিংবা ইশারার মাধ্যমে প্রকাশ না করা পর্যন্ত তালাক হবে না। কেননা আল্লাহ এই উম্মতের অন্তরের জল্পনা-কল্পনাকে মার্জনা করেছেন যতক্ষণ না তারা আমল করে বা কথা বলে। তিনি আরও বলেছেন: "এবং আমরা তার ঘাড়ের শাহরগ অপেক্ষাও অধিক নিকটবর্তী। যখন দুই গ্রহণকারী (ফেরেশতা) তার ডানে ও বামে বসে (তার কর্ম) গ্রহণ করে।" আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য দুইজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন যারা সর্বদা তার সাথে থাকে; একজন ডানে এবং অন্যজন বামে। তারা সর্বক্ষণ তার সাথে অবস্থান করে এবং সে যা উচ্চারণ করে বা যা কিছু করে, সবই তারা লিপিবদ্ধ করে। এ কারণেই তিনি বলেছেন: "সে যে কথাই উচ্চারণ করুক না কেন, তার কাছেই সদা প্রস্তুত পরিদর্শক (ফেরেশতা) রয়েছে।" এখানে (মিন) শব্দটি তাকিদ বা গুরুত্ব প্রদানের জন্য অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সে যেকোনো কথাই বলুক না কেন, তার নিকট সদা প্রস্তুত পরিদর্শক থাকে। 'রাকিব' অর্থ হলো পর্যবেক্ষণকারী এবং 'আতিদ' অর্থ হলো উপস্থিত এমন সত্তা যে না...

(ص: 114) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

يتركه، وأنت الآن لو جعلت في جيبك مسجلاً يسجل ما تقول لوجدت العجب العجائب مما يصدر منك أحياناً وأنت لا تفكر فيه، والرجل قد يتكلم الكلمة من

سخط الله لا يلقي لها بالاً، تهوي به في النار كذا وكذا خريفاً والعياذ بالله،
(الرقيب) معناه المراقب الذي يراقبك (العتيد) الحاضر الذي لا يغيب عنك أي
قول كان يكتب، ويذكر عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه دخل عليه أحد
أصحابه وهو مريض، يئن من المرض، فقال له إن فلاناً من التابعين يقول عن
المهلك يكتب حتى أنين المريض، فأمسك رحمه الله عن الأنين خوفاً من أن يكتب
عليه، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يقلل من الكلام ما استطاع؛ لأن النبي صلى الله
عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت (فليقل
خيراً) أي كلام فيه الخير، إما لأنه خير بذاته، وإما أنه خير لها يؤدي إليه من
الألفة بين الجلساء والمحبة؛ لأنك إذا حضرت مجلساً مثلاً ولم تتكلم فيه لم
يستحب الناس الجلوس معك، لكن إذا انطلقت في الكلام المباح من أجل أن
تتألفهم وتتودد إليهم فهذا خير.

تأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم: فليقل خيراً أو ليصمت والمهم أن من جملة الأقوال
التي تكتب الغيبة، فاحذر أن تكتب عليك؛ لأنك إذا اغتبت أحداً فإنه يوم القيامة
يأخذ من حسناتك التي هي أعلى ما يكون عندك في ذلك الوقت، فإن بقي من
حسناتك شيء، وإلا أخذ من سيئات الذين اغتبتهم وطرح عليك ثم طرح في
النار.

والله الموفق

তিনি তা পরিত্যাগ করেন না; আপনি এখন যদি আপনার পকেটে একটি রেকর্ডার রাখেন যা
আপনার কথাগুলো রেকর্ড করবে, তবে আপনি নিজের অজান্তেই নিজের থেকে নির্গত এমন
সব বিস্ময়কর বিষয় খুঁজে পাবেন যা সম্পর্কে আপনি কখনও চিন্তাও করেননি। মানুষ কখনও
আল্লাহর অসম্ভবতার এমন কোনো কথা বলে ফেলে যার প্রতি সে অক্ষিপাতও করে না, অথচ তা
তাকে জাহান্নামের আগুনের গভীরতম গহ্বরে দীর্ঘকাল নিষ্ক্ষেপ করে রাখে (আল্লাহর নিকট এ
থেকে পানাহ চাই)। 'রাকীব' অর্থ হলো সেই পর্যবেক্ষক যিনি আপনাকে পর্যবেক্ষণ করছেন।
'আতীন' অর্থ হলো সর্বদা উপস্থিত, যিনি আপনার থেকে কখনও অনুপস্থিত হন না; যে কোনো

কথাই হোক না কেন, তা লিপিবদ্ধ করা হয়। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন অসুস্থ ছিলেন তখন তাঁর জনৈক সাথী তাঁর নিকট প্রবেশ করলেন; তিনি ব্যথায় কাতরাচ্ছিলেন। তখন সেই সাথী তাঁকে বললেন, জনৈক তাবেঈ ফেরেশতা সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি এমনকি অসুস্থ ব্যক্তির গোষ্ঠানিও লিখে রাখেন। তখন তিনি (ইমাম আহমাদ) তাঁর আমলনামায় এটি লিপিবদ্ধ হওয়ার ভয়ে কাতরানো থেকে বিরত হলেন। আর এই কারণেই মানুষের উচিত সাধ্যমতো কথা কম বলা; কারণ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা নীরব থাকে।" "সে যেন ভালো কথা বলে" অর্থাৎ এমন কথা যাতে কল্যাণ আছে; হয় তা সত্তাগতভাবে কল্যাণকর, অথবা তা মজলিসে উপবিষ্টদের মাঝে হৃদ্যতা ও ভালোবাসা সৃষ্টির মাধ্যমে কল্যাণের দিকে ধাবিত করে। কারণ আপনি যদি কোনো মজলিসে উপস্থিত হন এবং সেখানে কোনো কথা না বলেন, তবে মানুষ আপনার সাথে বসা পছন্দ করবে না। কিন্তু আপনি যদি তাদের সাথে হৃদ্যতা ও সখ্যতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বৈধ কথা বলেন, তবে তা কল্যাণকর।

আপনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই বাণীটি গ্রহণ করুন: "সে যেন ভালো কথা বলে অথবা নীরব থাকে।" আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যে সকল কথা লিপিবদ্ধ করা হয় তার অন্তর্ভুক্ত হলো গীবত (পরনিন্দা)। সুতরাং আপনার বিরুদ্ধে যেন এটি লেখা না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। কারণ আপনি যদি কারও গীবত করেন, তবে কিয়ামতের দিন সে আপনার নেক আমল থেকে তা নিয়ে নেবে, যা সেই সময়ে আপনার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু হবে। যদি আপনার নেক আমল অবশিষ্ট থাকে তবে তা ভালো, অন্যথায় আপনি যাদের গীবত করেছেন তাদের গুনাহসমূহ আপনার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে এবং এরপর আপনাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

আর আল্লাহই তৌফিকদাতা।

بَابُ تَحْرِيمِ الْغَيْبَةِ وَالْأَمْرُ بِحِفْظِ اللِّسَانِ اعْلَمْ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِكُلِّ مَكْلُفٍ أَنْ يَحْفَظَ لِسَانَهُ عَنْ جَمِيعِ الْكَلَامِ إِلَّا كَلَامًا ظَهَرَ فِيهِ الْمَصْلَحَةُ، وَمَتَى اسْتَوَى الْكَلَامُ وَتَرَكَهُ فِي الْمَصْلَحَةِ فَالْسُّنَةُ الْإِمْسَاكُ عَنْهُ، لِأَنَّهُ قَدْ يَنْجُرُ الْكَلَامُ الْمُبَاحُ إِلَى حَرَامٍ أَوْ مَكْرُوهٍ، وَذَلِكَ كَثِيرٌ فِي الْعَادَةِ وَالسَّلَامَةِ لَا يَعْدِلُهَا شَيْءٌ.

1511 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيّرًا، أو ليصمت متفق عليه.

وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرًا، وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة، فلا يتكلم.

1512 - وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف النووي رحمه الله في كتابه (رياض الصالحين) في باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلامًا ظهرت فيه المصلحة الدينية أو الدنيوية، وهذا الكلام مأخوذ من قول

গীবত বা পরনিন্দার হারাম হওয়া এবং জিহ্বা হেফাজতের নির্দেশ বিষয়ক অধ্যায়। জেনে রাখুন, প্রত্যেক মুকাল্লাফ (শরীয়তের বিধান পালনে বাধ্য ব্যক্তি)-এর উচিত তার জিহ্বাকে সকল প্রকার কথা থেকে বিরত রাখা, কেবল সেই কথা ব্যতীত যাতে স্পষ্ট কল্যাণ বিদ্যমান। আর যখন কথা বলা এবং চুপ থাকা উপকারের দিক থেকে সমান হবে, তখন সুন্নাহ হলো কথা বলা থেকে বিরত থাকা। কারণ, বৈধ কথা অনেক সময় হারাম বা মাকরুহ পর্যন্ত গড়িয়ে যায়—যা সাধারণত অহরহ ঘটে থাকে। আর নিরাপত্তার সমতুল্য কোনো কিছু নেই।

১৫১১ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা নীরব থাকে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

এই হাদিসটি এ বিষয়ে সুস্পষ্ট যে, কথা কেবল তখনই বলা উচিত যখন তা কল্যাণকর হয়— আর কল্যাণকর কথা হলো সেটিই যার কল্যাণ স্পষ্ট। যখন কল্যাণ থাকার ব্যাপারে সন্দেহ হবে, তখন কথা বলবে না।

১৫১২ - আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন মুসলমান সর্বোত্তম? তিনি বললেন: "যার জিহ্বা এবং হাত থেকে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ থাকে।"

মুত্তাফাকুন আলাইহি।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর (রিয়াদুস সলিহীন) গ্রন্থে ‘গীবত হারাম হওয়া এবং জিহ্বা হেফাজতের নির্দেশ’ বিষয়ক অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন: জেনে রাখুন, প্রত্যেক মুকাল্লাফ (দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি)-এর উচিত তার জিহ্বাকে সকল প্রকার কথা থেকে বিরত রাখা, কেবল সেই কথা ব্যতীত যাতে দ্বীনি বা দুনিয়াবি কোনো স্পষ্ট কল্যাণ রয়েছে। আর এই বক্তব্যটি নেওয়া হয়েছে আল্লাহর রাসূলের বাণী থেকে—

(ص: 116) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت
وهو الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله، فإذا استوى الأمران، أن يسكت أو
يتكلم، فالسلامة أفضل، يعني لا يتكلم إذا كان يشك هل في كلامه خيرًا أو لا،
فالأفضل ألا يتكلم؛ لأن السلامة لا يعدها شيء، والسكوت سالم إلا إذا اقتضت

الحال أن يتكلم فليتكلم، مثلاً لو رأى منكراً فهنا لا يسكت، يجب أن يتكلم وينصح وينهى عن هذا المنكر؛ وأما إذا لم تقتضي المصلحة أن يتكلم فلا يتكلم لأن ذلك أسلم له؛ ثم اعلم أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت يدل على أنه يجب على الإنسان أن يسكت إذا لم يكن الكلام خيراً، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرط الإيمان بالله واليوم الآخر أن يقول الخير وإلا فليسكت؛ لكن الخير نوعان: خير في ذات الكلام، كقراءة القرآن والتسبيح والتكبير والتهليل وتعليم العلم وما أشبه ذلك هذا خير وخير لغير الكلام، يعني خيراً في الكلام وخيراً لغير الكلام بمعنى أن الكلام مباح لكن يجر إلى مصلحة يجر إلى تأليف القلب وانبساط الإخوان وسرورهم بمجلسك هذا أيضاً من الخير؛ لأن الإنسان لو بقي ساكناً من أول المجلس لآخره مله الناس وكرهوه، وقالوا: هذا رجل فظ غليظ؛ لكن إذا تكلم بما يدخل السرور عليهم وإذا كان كلاماً مباحاً فإنه من الخير، وأما من تكلم بكلام يضحك الناس وهو كذب فإنه قد ورد فيه الوعيد: (ويل لمن حدث وكذب ليضحك به القوم

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন কল্যাণকর কথা বলে অথবা নীরব থাকে।" এটিই সেই হাদিস যা লেখক (রহিমাল্লাহ) উপস্থাপন করেছেন। সুতরাং যখন কথা বলা বা নীরব থাকা—উভয়টি সমান পর্যায়ে থাকে, তখন নীরব থাকাই শ্রেয়। অর্থাৎ, যখন কেউ সন্দেহ পোষণ করে যে তার কথায় কল্যাণ আছে কি নেই, তখন কথা না বলাই উত্তম; কারণ নিরাপত্তার সমতুল্য কিছু নেই। আর নীরব ব্যক্তি নিরাপদ থাকে, তবে পরিস্থিতি যদি কথা বলার দাবি রাখে তখন তাকে অবশ্যই কথা বলতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি সে কোনো গর্হিত কাজ (মুনকার) দেখে, তবে সেক্ষেত্রে নীরব থাকা চলবে না; বরং কথা বলা, নসিহত করা এবং সেই মুনকার থেকে বারণ করা আবশ্যিক। আর যদি কথা বলার মধ্যে কোনো বিশেষ কল্যাণ বা প্রয়োজনীয়তা না থাকে, তবে কথা না বলাই তার জন্য অধিকতর নিরাপদ। এরপর জেনে রাখুন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী—"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন কল্যাণকর কথা বলে অথবা নীরব থাকে"—একথা প্রমাণ করে যে, কথা যদি কল্যাণকর না হয়

তবে মানুষের জন্য নীরব থাকা ওয়াজিব বা আবশ্যিক। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানের শর্ত হিসেবে কল্যাণকর কথা বলাকে নির্ধারণ করেছেন, নতুবা নীরব থাকতে বলেছেন। তবে 'কল্যাণ' দুই প্রকার: প্রথমত, কথার মূল বিষয়ের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত থাকা—যেমন কুরআন তিলাওয়াত, তাসবিহ, তাকবির ও তাহলিল পাঠ করা, ইলম শিক্ষা দান এবং এই জাতীয় বিষয়সমূহ; এগুলো সরাসরি কল্যাণ। দ্বিতীয়ত, কথার মাধ্যমে অর্জিত অন্য কোনো কল্যাণ—অর্থাৎ কথাটি মূলত মুবাহ বা বৈধ, কিন্তু তা কোনো মহৎ উদ্দেশ্য বা কল্যাণের দিকে নিয়ে যায়, যেমন মানুষের মন জয় করা, ভাইদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ও হৃদয়তাপূর্ণ আচরণ এবং আপনার মজলিসে উপস্থিতিতে তাদের আনন্দিত করা—এটিও কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত। কারণ কোনো মানুষ যদি মজলিসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নীরব থাকে, তবে মানুষ তার প্রতি বিরক্ত হয় এবং তাকে অপছন্দ করতে শুরু করে; তারা বলে: "এই লোকটি অত্যন্ত রুঢ় ও নিরস মেজাজের।" কিন্তু সে যদি এমন কোনো বৈধ কথা বলে যার মাধ্যমে তাদের মনে আনন্দ সঞ্চার হয়, তবে তাও কল্যাণের পর্যায়াভুক্ত। আর যে ব্যক্তি মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কথা বলে, তার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি অবতীর্ণ হয়েছে: "ধ্বংস তার জন্য, যে ব্যক্তি কথা বলে এবং মানুষকে হাসানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলে।"

(ص: 117) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ويل له ثم ويل له) وهذا يفعله بعض الناس ويسمونها (النكت) ، يتكلم بكلام كذب ولكن من أجل أن يضحك الناس، هذا غلط، تكلم بكلام مباح من أجل أن تدخل السرور على قلوبهم، وأما الكلام الكذب فهو حرام.

ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي المسلم خير يعني أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده أي لا يعتدي على المسلمين لا بلسانه؛ بغيبة أو نسيئة أو سب أو ما أشبه ذلك، ويده يعني لا يأخذ أموالهم ولا يضرب أبشارهم، بل هو كاف عاقل، لا يأتي الناس إلا ما

هو خير، هذا هو المسلم، وفي هذا حث على أن يسلم الإنسان من لسانك ويدك،
 احفظ لسانك لا تتكلم في عباد الله إلا في الخير، كذلك احفظ يدك لا تجن على
 أموالهم ولا على أبشارهم، بل كن سألماً يسلم منك وهذا هو خير المسلمين
1513 - وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي
 ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة متفق عليه.
1514 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن
 العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق

(তার জন্য ধ্বংস, তারপর তার জন্য ধ্বংস) আর এটি কিছু মানুষ করে থাকে এবং তারা একে
 ‘কৌতুক’ বলে অভিহিত করে। সে মিথ্যা কথা বলে কেবল মানুষকে হাসানোর জন্য; এটি ভুল।
 আপনি এমন বৈধ কথা বলুন যাতে তাদের অন্তরে আনন্দ দিতে পারেন, কিন্তু মিথ্যা কথা বলা
 তো হারাম।

অতঃপর তিনি আবু মুসা আল-আশআরি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেন যে,
 নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: কোন মুসলিম ব্যক্তি উত্তম?
 অর্থাৎ মুসলিমদের মাঝে কে শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন: “যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলিমরা
 নিরাপদ থাকে।” অর্থাৎ সে তার জিহ্বা দিয়ে মুসলিমদের ওপর সীমালঙ্ঘন করে না—গীবত,
 পরনিন্দা, গালিগালাজ বা অনুরূপ কিছুর মাধ্যমে। আর হাত দিয়ে (সীমালঙ্ঘন করে না) অর্থাৎ
 সে তাদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করে না এবং তাদের শরীরে আঘাত করে না; বরং সে অনিষ্ট
 থেকে বিরত ও ন্যায়পরায়ণ। সে মানুষের কাছে কেবল কল্যাণ নিয়েই আসে। এটিই হলো
 প্রকৃত মুসলিম। আর এর মধ্যে এই বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে যেন মানুষ আপনার
 জিহ্বা ও হাত থেকে নিরাপদ থাকে। আপনার জিহ্বা সংযত রাখুন, আল্লাহর বান্দাদের সম্পর্কে
 কল্যাণকর কথা ছাড়া অন্য কিছু বলবেন না। একইভাবে আপনার হাতকে সংযত রাখুন, তাদের
 ধন-সম্পদ বা শরীরের ওপর কোনো অপরাধ করবেন না; বরং এমন শান্তিকামী হোন যেন
 আপনার থেকে অন্যরা নিরাপদ থাকে, আর এটিই হলো মুসলিমদের মধ্যে সর্বোত্তম হওয়ার
 পথ।

১৫১৩ - সাহল বিন সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু
 আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আমার কাছে তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী অঙ্গ

(জিহ্বা) এবং তার দুই পায়ের মধ্যবর্তী অঙ্গের (লজ্জাস্থান) হেফাজতের নিশ্চয়তা দেবে, আমি তার জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১৫১৪ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন: "নিশ্চয়ই বান্দা কখনও পরিণাম চিন্তা না করেই এমন কথা বলে ফেলে, যার কারণে সে জাহান্নামের আগুনে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী দূরত্বের চেয়েও গভীরে নিক্ষিপ্ত হয়।"

(ম: 118) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

والمغرب متفق عليه.

ومعنى: يتبين يتفكر أنها خير أم لا.

1515 - وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالاً يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم رواه البخاري.

[الشَّرْحُ]

هذه أحاديث ثلاثة في بيان خطر اللسان وأنه من أعظم ما يكون من الأعضاء خطورة، ففي الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة الذي بين لحييه هو اللسان والذي بين الرجلين هو الفرج، سواء للرجل أو المرأة، يعني من حفظ لسانه وحفظ فرجه، حفظ لسانه عن القول المحرم، من الكذب والغيبة والنميمة والغش وغير ذلك، وحفظ فرجه من الزنا واللواط ووسائل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يضمن له الجنة، يعني أن جزاءه هو الجنة إذا حفظت لسانك وحفظت فرجك، فزلة اللسان

كزلة الفرج، خطيرة جدًا، وإنما قرن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لأن في اللسان شهوة الكلام، كثير من الناس يتنطع ويتلذذ إذا تكلم في أعراض

এবং মাগরিবের (হাদিসটি) সর্বসম্মত।

আর 'ইয়াতাবাইয়ান' শব্দের অর্থ হলো: সে চিন্তা-ভাবনা করে দেখে যে কথাটি কল্যাণকর কিনা।

১৫১৫ - তাঁর (আবু হুরায়রা রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: নিশ্চয়ই বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টির কোনো কথা বলে অথচ সেটির গুরুত্ব সম্পর্কে সে খেয়াল করে না, কিন্তু আল্লাহ তার কারণে তার মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি করে দেন। আবার বান্দা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কোনো কথা বলে ফেলে যার পরিণাম সম্পর্কে সে কোনো ভ্রক্ষেপ করে না, অথচ তা তাকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করে। (বুখারী বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যাখ্যা]

জিহ্বার ভয়াবহতা বর্ণনায় এগুলো তিনটি হাদিস; এটি শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে অন্যতম বিপজ্জনক অঙ্গ। প্রথম হাদিসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি আমার নিকট তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী অংশ এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী অংশের জিম্মাদার হবে (নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেবে), আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হব। দুই চোয়ালের মাঝে যা রয়েছে তা হলো জিহ্বা এবং দুই পায়ের মাঝে যা রয়েছে তা হলো লজ্জাস্থান—তা পুরুষ বা নারী যাই হোক। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার জিহ্বা এবং লজ্জাস্থানকে হিফাজত করবে; মিথ্যা, গীবত (পরনিন্দা), চোগলখুরি, প্রতারণা এবং এ জাতীয় নিষিদ্ধ কথা থেকে জিহ্বাকে রক্ষা করবে, আর ব্যভিচার, সমকামিতা ও এর উপায়সমূহ থেকে লজ্জাস্থানকে হিফাজত করবে, তবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হবেন। অর্থাৎ, যদি আপনি আপনার জিহ্বা ও লজ্জাস্থানকে হিফাজত করেন তবে তার বিনিময় হলো জান্নাত। জিহ্বার পদস্থলন লজ্জাস্থানের পদস্থলনের মতোই অত্যন্ত ভয়াবহ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই দুটিকে একত্রে উল্লেখ করেছেন কারণ জিহ্বায় কথা বলার এক প্রকার লালসা রয়েছে। অনেক মানুষ আছে যারা অন্যদের সম্মানহানি করে কথা বলার মাধ্যমে আনন্দ ও স্বাদ অনুভব করে...

الناس، ويتفكه والعياذ بالله.

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ فَنَجِدُهُ أَحَبَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي أَعْرَاضِ النَّاسِ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَهْوَى الْكَذِبَ، فَنَجِدُ أَحْسَنَ شَيْءٍ عِنْدَهُ هُوَ الْكَذِبُ، وَالْكَذِبُ مِنْ كِبَائِرِ الذُّنُوبِ لِأَسِيماً إِذَا كَذَبَ بِالْكَلِمَةِ لِيُضْحِكَ الْقَوْمَ فَإِنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيْلَ لِمَنْ حَدَّثَ فَكَذَبَ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيْلَ لَهُ ثُمَّ وَيْلَ لَهُ.

وَأَمَّا الثَّانِي الَّذِي قَرَنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَهْوَةِ الْكَلَامِ فَكَذَلِكَ شَهْوَةُ النِّسَاءِ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ مُجْبُولٌ عَلَى ذَلِكَ وَلَا سِيماً إِذَا كَانَ شَابًّا، فَإِذَا حَاولَ حَفْظَ هَاتَيْنِ الشَّهَوَتَيْنِ، ضَمِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ الْجَنَّةَ، أَيِ هَذَا جَزَاؤُهُ، لِأَنَّهُمْ خَطِيرَانِ.

كَذَلِكَ أَيْضاً الْحَدِيثُ الثَّانِي إِنْ الرَّجُلُ لِيَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَّبِعُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا إِلَى النَّارِ أُبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ الْكَلِمَةُ (مَا يَتَّبِعُ فِيهَا) يَعْنِي لَا يَتَأَكَّدُ، يَنْقُلُ مَا سَمِعَ وَكَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يَحْدِثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ فَتَجِدُهُ يَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ وَلَا يَتَّبِعُ وَلَا يَتَثَبَّتْ وَلَا يَدْرُسُ مَعْنَاهُ وَلَا يَدْرُسُ مَاذَا تَوَصَّلَ إِلَيْهِ، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أُبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

وَمَسَافَةٌ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ بَعِيدَةٌ جَدًّا، نَصَفَ الْكَرَّةَ الْأَرْضِيَّةَ، وَمَعَ ذَلِكَ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ زَلَّ بِهَا فِي النَّارِ أُبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وَجوبِ التَّأَكُّدِ مِمَّا تَتَكَلَّمُ بِهِ، سِوَا نَقْلَتِهِ إِلَى غَيْرِكَ أَوْ نَقْلَتِهِ عَنْ غَيْرِكَ، تَثَبَّتْ، اصْبِرْ، لَا تَسْتَعْجَلْ، مَا الَّذِي يُوجِبُ لَكَ أَنْ تَسْتَعْجَلَ فِي الْمَقَالِ؟ اصْبِرْ حَتَّى

মানুষ, এবং সে এতে আনন্দ পায়, আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই।

"এবং তারা যখন তাদের পরিজনদের নিকট ফিরে আসত, তখন তারা উৎফুল্ল হয়ে ফিরত।"

আমরা দেখতে পাই যে, তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হলো মানুষের সম্মান নিয়ে কথা বলা।

আবার মানুষের মধ্যে এমন কেউ আছে যে মিথ্যা বলা পছন্দ করে; আমরা দেখতে পাই তার

কাছে সবচেয়ে প্রিয় বিষয় হলো মিথ্যা। আর মিথ্যা বলা কবির গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত, বিশেষ করে যখন কেউ মানুষকে হাসানোর জন্য কোনো মিথ্যা কথা বলে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "ধ্বংস তার জন্য, যে কথা বলার সময় মানুষকে হাসানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলে; তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য আবার ধ্বংস।"

আর দ্বিতীয় বিষয়টি যা কথার লালসার সাথে যুক্ত করা হয়েছে, তা হলো নারীদের প্রতি লালসা। কেননা মানুষ স্বভাবগতভাবেই এর প্রতি আসক্ত, বিশেষ করে যখন সে যুবক হয়। সুতরাং যদি সে এই দুটি লালসাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে, তবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন, অর্থাৎ এটিই তার প্রতিদান; কারণ এই দুটি অত্যন্ত বিপজ্জনক।

অনুরূপভাবে দ্বিতীয় হাদিসটিও নির্দেশ করে যে, "নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি এমন কথা বলে যা সম্পর্কে সে স্পষ্টরূপে নিশ্চিত নয়, এর ফলে সে জাহান্নামে পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের চেয়েও বেশি গভীরে নিষ্ফিষ্ট হয়।" "যা সম্পর্কে সে নিশ্চিত নয়" শব্দটির অর্থ হলো সে তা যাচাই করে দেখে না; সে যা শুনে তাই বর্ণনা করে। আর একজন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটিই যথেষ্ট যে সে যা শোনে তাই বর্ণনা করে। আপনি তাকে দেখতে পাবেন যে, সে কোনো কথা বলে কিন্তু তা স্পষ্ট করে না, তা যাচাই করে না, এর অর্থ নিয়ে ভেবে দেখে না এবং এটি তাকে কোথায় নিয়ে যাবে তা নিয়ে চিন্তা করে না। আল্লাহর কাছে পানাহ চাই, এর ফলে সে জাহান্নামে পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের চেয়েও গভীরে তলিয়ে যায়।

আর পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী দূরত্ব অত্যন্ত দীর্ঘ, যা পৃথিবীর অর্ধেক গোলাধারের সমান। তা সত্ত্বেও মাত্র একটি কথার কারণে সে জাহান্নামে পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের চেয়েও বেশি গভীরে নিষ্ফিষ্ট হয়। এটি প্রমাণ করে যে, আপনি যা বলছেন সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যিক; চাই আপনি তা অন্যের কাছে বর্ণনা করুন কিংবা অন্যের কাছ থেকে বর্ণনা করুন। আপনি বিষয়টি নিশ্চিত হোন, ধৈর্য ধরুন, তাড়াহুড়া করবেন না। কথা বলার ক্ষেত্রে আপনার তাড়াহুড়া করার কী প্রয়োজন? ধৈর্য ধরুন যতক্ষণ না...

تثبت ويتبين لك الأمر، ثم إن رأيت مصلحة في الحديث فتحدث، وإذا لم تر مصلحة في الحديث فأسكت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت. وأما الحديث الثالث هو أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله، ويعني كلمة ترضي الله، قرآن، تسبيح، تكبير، تهليل، أمر بالمعروف، نهى عن المنكر، تعليم علم، إصلاح ذات البين، وما أشبه ذلك، يتكلم بالكلمة ترضي الله عز وجل ولا يلقي لها بالاً، يعني أنه لا يظن أنها تبلغ به ما بلغ، وإلا فهو قد درسها وعرفها وألقى لها البال، لكن لا يظن أن تبلغ ما بلغت يرفع الله له بها درجات في الجنة، وعلى ذلك رجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي بها بالاً يهوي بها في النار، لأنه تكلم بها ولا ظن أن تبلغ ما بلغت، وهذا يقع كثيراً، كثيراً من الناس والعياذ بالله تجده يسأل عن فلان العاصي وما أشبه ذلك فيقول: هذا اتركه، اترك هذا، وهذا والله ما يعرف سبيله، هذا والله ما يغفر الله له، هذه كلمة خطيرة.

كان رجل عابد يمر برجل عاص، عابد يعبد الله، فيقول هذا الرجل العابد: والله لا يغفر لفلان، انظر، والعياذ بالله تحجر واسعاً وتألّى على الله، والله لا يغفر لفلان؛ لأن الرجل العابد هذا معجب بعمله، يرى نفسه، ويدلي بعمله على ربه، وكأن له المنة على الله سبحانه وتعالى، فقال: والله لا يغفر الله لفلان، قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألّى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت لفلان وأحببت عملك الملك والسلطان لمن؟ لله عز وجل، ما هو لك حتى تقول: والله ما يغفر الله لفلان.

والملك والسلطان لله لا ينازعه فيه منازع إلا أذله الله، قال: من ذا الذي يتألّى علي أن لا

আপনি বিষয়টি নিশ্চিত করবেন এবং আপনার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হবে, তারপর যদি আপনি কথা বলার মধ্যে কল্যাণ দেখতে পান তবে কথা বলুন, আর যদি কথা বলার মধ্যে কোনো কল্যাণ না দেখেন তবে নীরব থাকুন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা নীরব থাকে।

আর তৃতীয় হাদিসটি হলো এই যে, কোনো ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির কোনো কথা বলে—অর্থাৎ এমন কথা যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, যেমন: কুরআন তিলাওয়াত, তাসবিহ, তাকবির, তাহলিল, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ, দ্বীনি শিক্ষা প্রদান, মানুষের মাঝে বিবাদ মীমাংসা করা এবং এই জাতীয় বিষয়গুলো—সে আল্লাহর সন্তুষ্টির এমন একটি কথা বলে যার গুরুত্বের প্রতি সে তেমন গভীর মনোযোগ দেয় না। এর অর্থ হলো, সে ধারণা করে না যে এই কথাটি তাকে এত উচ্চ মাকামে নিয়ে যাবে, যদিও সে কথাটি ভেবেচিন্তেই বলেছে এবং এর অর্থ জানে, কিন্তু সে ভাবেনি যে এর মর্যাদা এত বেশি হবে। এর বিনিময়ে আল্লাহ জান্নাতে তার মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন। পক্ষান্তরে, কোনো ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টির কোনো কথা বলে ফেলে যার পরিণতির দিকে সে দ্রষ্টব্য করে না, যার ফলে সে জাহান্নামে পতিত হয়; কারণ সে কথাটি বলেছে অথচ ধারণা করেনি যে এটি তাকে এত ভয়াবহ পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে। আর এমনটি অহরহ ঘটে থাকে। আল্লাহর কাছে পানাহ চাই, অনেক মানুষকে দেখা যায় যখন তাকে কোনো পাপাচারী ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন সে বলে: 'একে ছেড়ে দাও, ওকে বর্জন করো, আল্লাহর কসম, সে তো সঠিক পথই চেনে না, আল্লাহর কসম, আল্লাহ তাকে কখনোই ক্ষমা করবেন না।' এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক একটি কথা।

একদা এক ইবাদতকারী ব্যক্তি এক পাপাচারী ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করত। সেই ইবাদতকারী আল্লাহর বন্দেগি করত, কিন্তু সে বলত: 'আল্লাহর কসম, অমুককে আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করবেন না।' দেখুন, আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, সে আল্লাহর প্রশস্ত রহমতকে সংকীর্ণ করে ফেলল এবং আল্লাহর ওপর কর্তৃত্ব খাটিয়ে শপথ করে বসল যে, আল্লাহ অমুককে ক্ষমা করবেন না। কারণ ওই ইবাদতকারী ব্যক্তিটি নিজের আমল নিয়ে আত্মমুগ্ধতায় ভুগছিল, সে নিজেকে বড় মনে করত এবং নিজের আমলের বড়ত্ব আল্লাহর কাছে জাহির করত; যেন আল্লাহর ওপর তার কোনো অনুগ্রহ রয়েছে। তাই সে বলেছিল: 'আল্লাহর কসম, আল্লাহ অমুককে ক্ষমা করবেন না।' তখন মহান আল্লাহ বললেন: 'সে কে, যে আমার নামে শপথ করে বলছে যে আমি অমুককে ক্ষমা করব না? আমি অবশ্যই তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমার আমলসমূহ নিষ্ফল করে দিলাম।' সার্বভৌমত্ব ও রাজত্ব কার? একমাত্র মহান আল্লাহর। এটি তোমার কোনো এখতিয়ার নয় যে তুমি বলবে: 'আল্লাহর কসম, আল্লাহ অমুককে ক্ষমা করবেন না।'।

আর সার্বভৌমত্ব ও রাজত্ব একমাত্র আল্লাহরই, এতে যে কেউ তাঁর সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে, আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করবেন। তিনি বললেন: 'কে সেই ব্যক্তি, যে আমার নামে শপথ করে বলছে যে আমি ক্ষমা করব না...'

(ص: 121) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أغفر لفلان؟ قد غفرت لفلان وأحببت عملك كلمة واحدة صارت سبباً لحبط عمله نسأل الله العافية.

إذاً احذر زلة اللسان، ومن ذلك أيضاً أي من زلل اللسان إذا قال مثلاً شخص: يا فلان، إن جارنا لا يصلي لعلك تنصحه إن شاء الله خيراً قال له: هذا ما يمكن أن يهتدي أبداً، هذا طاغ هذا فاسق.

أعوذ بالله، القلوب بيد من؟ بيد الله عز وجل كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب من قلوب بني آدم إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبه كيف يشاء، إن شاء أزاغه وإن شاء هداه.

وهذا شيء مسلم به حتى الإنسان أحياناً يجد في قلبه أشياء يعرف أنها من الشيطان، وأنه إن لم يثبتته الله زل، فالقلوب بيد الله عز وجل فكيف تقول هذا ما ينفع له شيء هذا ما هو مهتد؟ حرام هذا ما يجوز، ادع ولا تياس، ألا يوجد في هذه الأمة من كان من ألد أعدائها وأشد خصومها؟ وكان ثاني اثنين في زعامة الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من؟ عمر بن الخطاب، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مناوئاً للدعوة الإسلامية، وكان يحذر منها وكان يفر منها وكان من ألد أعدائها، فهذه الله فصار هو الخليفة الثاني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك خالد بن الوليد، عكرمة بن أبي جهل، ماذا فعل في أحد؟ كرا على المسلمين من

الخلف على فرسيهما ومعهم فرسان آخرون واختلطاً بالمسلمين وحدثت الهزيمة وفي
النهاية كانا قائدين عظيمين من قواد المسلمين، فلا تيأس يا أخي، واسأل الله
الهداية والثبات، ولا تزل بلسانك.

"আমি কি অমুককে ক্ষমা করব? আমি অবশ্যই অমুককে ক্ষমা করে দিয়েছি এবং তোমার
আমলসমূহকে নিষ্ফল করে দিয়েছি।" একটিমাত্র কথা তার আমল বরবাদ হওয়ার কারণ হয়ে
দাঁড়াল। আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করি।

অতএব, জিহ্বার পদস্বলন সম্পর্কে সতর্ক হোন। জিহ্বার পদস্বলনের একটি উদাহরণ হলো যখন
কোনো ব্যক্তি বলে: "হে অমুক, আমাদের প্রতিবেশী তো সালাত আদায় করে না, আপনি তাকে
উপদেশ দিলে ইনশাআল্লাহ ভালো হতো।" তখন সে ব্যক্তি উত্তরে বলে: "এ ব্যক্তি কক্ষনো
হিদায়াত পেতে পারে না, সে তো এক পাপিষ্ঠ, এক অবাধ্য।"

নাউযুবিল্লাহ, অন্তরসমূহ কার হাতে? অন্তরসমূহ মহান প্রতাপশালী আল্লাহর হাতে; যেমনটি নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জানিয়েছেন। তিনি বলেন: "বনী আদমের প্রতিটি
অন্তর দয়াময় পরম করুণাময় আল্লাহর অঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। তিনি যেভাবে
ইচ্ছা সেটিকে পরিবর্তন করেন। তিনি চাইলে তাকে সত্যবিচ্যুত করেন, আর চাইলে হিদায়াত
দান করেন।"

এটি একটি স্বীকৃত বিষয়। এমনকি মানুষ কখনো কখনো নিজের অন্তরে এমন কিছু অনুভব
করে যা সে শয়তানের প্ররোচনা বলে বুঝতে পারে; আর আল্লাহ যদি তাকে সুদৃঢ় না রাখেন
তবে সে পদস্বলিত হবে। সুতরাং অন্তরসমূহ মহান আল্লাহর হাতে। আপনি কীভাবে বলতে
পারেন যে, "এর জন্য কোনো কিছুই কার্যকর হবে না" কিংবা "সে হিদায়াতপ্রাপ্ত নয়"? এটি
হারাম, এটি বৈধ নয়। আপনি দাওয়াত দিন এবং নিরাশ হবেন না। এই উম্মতের মধ্যে কি
এমন কেউ ছিলেন না যিনি এর ঘোরতর শত্রু এবং কঠোরতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন? অথচ
আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর উম্মতের নেতৃত্বে তিনি ছিলেন
দ্বিতীয় ব্যক্তি। তিনি কে? ওমর ইবনুল খাত্তাব। ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামি
দাওয়াতের বিরোধী ছিলেন, তিনি এ থেকে মানুষকে সতর্ক করতেন, এ থেকে পলায়ন করতেন
এবং এর চরম শত্রু ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাকে হিদায়াত দান করলেন এবং তিনি
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর দ্বিতীয় খলিফা হলেন। তেমনভাবে খালিদ
বিন ওয়ালিদ ও ইকরিমা বিন আবু জাহল; উহুদ যুদ্ধে তারা কী করেছিলেন? তারা অন্যান্য

অশ্বারোহীদের সাথে নিয়ে পিছন থেকে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করেছিলেন এবং মুসলিমদের কাতারে ঢুকে পড়েছিলেন, যার ফলে পরাজয় ঘটেছিল। অথচ শেষ পর্যন্ত তারা মুসলিমদের মহান সেনাপতিদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। সুতরাং হে আমার ভাই, আপনি হতাশ হবেন না, বরং আল্লাহর নিকট হিদায়াত ও অবিচলতা প্রার্থনা করুন এবং আপনার জিহ্বার স্থলন হতে বেঁচে থাকুন।

(ص: 122) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

فتهلك، حمأنا الله من معاصيه، ووفقنا لما يرضيه، إنه على كل شيء قدير

1516 - وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه رواه مالك في الموطأ والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله حدثني بأمر اعتصم به قال: قل ربّي الله، ثم استقم قلت: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه، ثم قال: هذا رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

1518 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي رواه الترمذي.

অন্যথায় তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদের তাঁর অবাধ্যতা থেকে রক্ষা করুন এবং যা তাঁকে সন্তুষ্ট করে তা করার তাওফিক দান করুন। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

১৫১৬ - আবু আব্দুর রহমান বিলাল ইবনুল হারিস আল-মুজানি (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন: নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির এমন কোনো কথা বলে যার ফলাফল সম্পর্কে তার ধারণা থাকে না, অথচ আল্লাহ এর কারণে তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার দিন পর্যন্ত তার জন্য তাঁর সন্তুষ্টি লিখে দেন। আবার কোনো ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টির এমন কোনো কথা বলে ফেলে যার ভয়াবহতা সম্পর্কে তার ধারণা থাকে না, অথচ আল্লাহ এর ফলে তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার দিন পর্যন্ত তার জন্য তাঁর অসন্তুষ্টি লিখে দেন। এটি মালিক তাঁর মুওয়াত্তা গ্রন্থে এবং তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী বলেছেন: এটি হাসান সহীহ হাদিস।

সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি বিষয়ের কথা বলুন যা আমি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরব। তিনি বললেন: বলো, আমার প্রতিপালক আল্লাহ; অতঃপর এর ওপর অবিচল থাকো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ব্যাপারে আপনি সবচেয়ে বেশি কিসের ভয় করেন? তখন তিনি নিজের জিহ্বা ধরলেন এবং বললেন: এটি। তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এটি হাসান সহীহ হাদিস।

১৫১৮ - ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন: আল্লাহর যিকির ছাড়া অধিক কথা বলো না। কারণ আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত অধিক কথা বলা অন্তরের কঠোরতার লক্ষণ। আর মানুষের মধ্যে আল্লাহর থেকে সর্বাধিক দূরে সেই ব্যক্তি যার অন্তর কঠোর। এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

1519 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه، وشر ما بين رجليه دخل الجنة رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

1520 - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

1521 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإننا نحن بك: فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا رواه الترمذي. معنى تكفر اللسان: أي تذلل وتخضع له.

1522 - وعن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ويباعدني عن النار؟ قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا: {تتجافى جنوبهم عن

১৫১৯ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "যাকে আল্লাহ তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী জিনিসের (জিহ্বার) অনিষ্ট থেকে এবং তার দুই পায়ের মধ্যবর্তী জিনিসের (লজ্জাস্থানের) অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদীসটি হাসান।

১৫২০ - উকবাহ ইবনে আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! মুক্তি কিসে?' তিনি বললেন: "তুমি তোমার জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো, তোমার ঘর যেন তোমার জন্য প্রশস্ত হয় (অর্থাৎ অপ্রয়োজনে বাইরে যেও না) এবং

তোমার কৃত পাপের জন্য ক্রন্দন করো।" এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদীসটি হাসান।

১৫২১ - আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "আদম সন্তান যখন ভোরে উপনীত হয়, তখন শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিহ্বার কাছে বিনীত হয়ে বলে: 'আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কেননা আমরা তোমার সাথেই সংশ্লিষ্ট। সুতরাং তুমি যদি সঠিক পথে অবিচল থাকো, তবে আমরাও সঠিক পথে থাকব; আর তুমি যদি বক্রতা অবলম্বন করো, তবে আমরাও বক্র হয়ে যাব'।" এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

'জিহ্বার সামনে বিনীত হওয়া' শব্দের অর্থ হলো: তার সামনে হীনতা প্রকাশ করা এবং অনুগত হওয়া।

১৫২২ - মুয়ায (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।' তিনি বললেন: "তুমি একটি মহান বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছ। তবে আল্লাহ তাআলা যার জন্য এটি সহজ করে দেন, তার জন্য এটি অতি সহজ। তা হলো: তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছু শরীক করবে না, সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং সামর্থ্য থাকলে বায়তুল্লাহর হজ সম্পাদন করবে।" অতঃপর তিনি বললেন: "আমি কি তোমাকে কল্যাণের দরজাসমূহ বাতলে দেব না? রোযা হলো ঢাল স্বরূপ; সদকা গুনাহকে মিটিয়ে দেয় যেভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়; আর মাঝরাতে কোনো ব্যক্তির সালাত আদায় করা।" অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন: "তাদের পার্শ্বদেশগুলো শয্যা হতে আলাদা থাকে..."

ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر، وعموده، وذروة سنامه قلت: بلى يا رسول الله: قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وقد سبق شرحه.

[الشَّرْحُ]

هذا من الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله، كلها فيها التحذير من اللسان وشروبه وآفاته، وأن الإنسان ربما يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً ولا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم يلقاها، وكلها فيها التحذير من اللسان وآفاته، ولهذا قيل: احفظ لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق.

كثير من الناس يدعو على نفسه بشر وهو لا يشعر يدعو على ولده، يدعو على ماله، يدعو على صديقه، يدعو على قريبه، من حيث لا يشعر فربما يصادف ذلك باباً مفتوحاً فيصبه الدعاء،

'শয্যাসমূহ' থেকে শুরু করে 'তারার যা করত' পর্যন্ত পাঠ করলেন।

অতঃপর তিনি বললেন: "আমি কি তোমাকে সমস্ত বিষয়ের মূল, তার স্তম্ভ এবং তার সর্বোচ্চ শিখর সম্পর্কে অবহিত করব না?" আমি আরজ করলাম: "অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল!" তিনি বললেন: "সব বিষয়ের মূল হলো ইসলাম, তার স্তম্ভ হলো সালাত এবং তার সর্বোচ্চ শিখর হলো জিহাদ।" এরপর তিনি বললেন: "আমি কি তোমাকে এই সবকিছুর মূল নিয়ন্ত্রক সম্পর্কে জানাব না?" আমি বললাম: "অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল!" তখন তিনি তাঁর জিহ্বা ধরলেন এবং বললেন: "এটিকে সংযত রাখো।" আমি বললাম: "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যা কথা বলি তার কারণেও কি আমাদের পাকড়াও করা হবে?" তিনি বললেন: "তোমার মা তোমাকে

হারাক! মানুষের জিহ্বার অর্জিত ফসলই কি তাদের উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে না?" এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদীসটি হাসান সহীহ। এর ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে প্রদান করা হয়েছে।

[ব্যাখ্যা]

এটি ঐসব হাদীসের অন্তর্ভুক্ত যা লেখক (রহিমাহুল্লাহ) চয়ন করেছেন। এগুলোর সবকটিতেই জিহ্বা, এর অনিষ্ট এবং এর আপদসমূহ সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। মানুষ অনেক সময় আল্লাহর অসন্তুষ্টির এমন কোনো কথা বলে ফেলে যার প্রতি সে ঙ্গক্ষেপও করে না এবং সে কল্পনাও করে না যে এটি কতদূর গড়াতে পারে, অথচ আল্লাহ এর ফলে তার ওপর তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার দিন পর্যন্ত নিজের অসন্তুষ্টি লিখে দেন। এর সবকটির মধ্যেই জিহ্বা ও এর আপদসমূহ থেকে সতর্কবাণী নিহিত রয়েছে। এ কারণেই বলা হয়েছে: "তোমার জিহ্বাকে রক্ষা করো পাছে এমন কিছু বলে ফেলো যাতে তুমি পরীক্ষায় নিপতিত হও; কেননা বিপদ তো কথার ওপরই অর্পিত।"

অনেক মানুষ নিজের অজান্তেই নিজের অমঙ্গল কামনা করে বসে; সে তার সন্তানের অমঙ্গল চায়, তার সম্পদের বিরুদ্ধে দুআ করে, তার বন্ধুর বিরুদ্ধে বা আত্মীয়ের বিরুদ্ধে দুআ করে অথচ সে তা উপলব্ধিও করে না। সম্ভবত তা কবুলিয়াতের কোনো উন্মুক্ত মুহূর্তের সাথে মিলে যায় এবং সেই দুআ তার ওপর আপতিত হয়।

(ص: 125) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله أي بما يملك هذا كله، قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بلسانه وقال: كيف عليك هذا فقلت: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ يعني هل نؤاخذ بما نتكلم به، فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهذه كلمة

يقصد بها تعظيم الأمر، وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم فأحذر
يا أخي هذه الحصائد واحفظ لسانك، ومن حفظ اللسان، أن يحفظ لسانه عن
الكذب والغش وقول الزور والنميمة والغيبة وكل قول يبعده من الله عز وجل
ويوجب عليه العذاب، فإنه يجب عليه أن يتنزه منه، نسأل الله أن يحفظ علينا
ديننا الذي هو عصاة أمرنا، إنه على كل شيء قدير

1523 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم.

قال: ذكرك أخاك بما يكره قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما
تقول فقد اغتبتك، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته رواه مسلم.

1524 - وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في
خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم، وأموالكم وأعراضكم حرام

মু'আয ইবনে জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, নবী কারীম
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বললেন: "আমি কি তোমাকে এই সবকিছুর মূল ভিত্তি
সম্পর্কে অবহিত করব না?" অর্থাৎ যা এই সবকিছুর ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখে। আমি বললাম: "হ্যাঁ,
হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)!" তখন তিনি নিজের জিহ্বা ধরলেন এবং
বললেন: "এটিকে সংযত রাখো।" আমি বললাম: "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যা কথা বলি
তার জন্যও কি আমাদের পাকড়াও করা হবে?" অর্থাৎ আমরা যা উচ্চারণ করি তার জন্যও কি
আমাদের জবাবদিহি করতে হবে? তিনি বললেন: "তোমার মা তোমাকে হারাক হে মু'আয!"
(এটি একটি প্রচলিত বাগধারা যার দ্বারা বিষয়ের গুরুত্ব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য)। "মানুষকে
তাদের জিহ্বার উপার্জিত ফসল ছাড়া আর কিসে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করবে?"
অতএব হে আমার ভাই! তুমি এই ফসলগুলো সম্পর্কে সতর্ক হও এবং তোমার জিহ্বা হিফায়ত
করো। জিহ্বা হিফায়ত করার অন্তর্ভুক্ত হলো মিথ্যা, প্রতারণা, মিথ্যা সাক্ষ্য, চোগলখোরি, গীবত
এবং প্রতিটি এমন কথা থেকে জিহ্বাকে রক্ষা করা যা তাকে মহামহিম আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে
দেয় এবং তার ওপর আযাব অবধারিত করে। সুতরাং তা থেকে পবিত্র থাকা তার জন্য

আবশ্যক। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের জন্য আমাদের দ্বীনকে হিফায়ত করেন, যা আমাদের সকল বিষয়ের রক্ষাকবচ। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১৫২৩ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "তোমরা কি জানো গীবত (পরনিন্দা) কী?" তাঁরা বললেন: "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।"

তিনি বললেন: "তোমার ভাই সম্পর্কে তোমার এমন কথা বলা যা সে অপছন্দ করে।" জিজ্ঞেস করা হলো: "আপনি কি মনে করেন যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে ওই দোষটি থাকে যা আমি বলছি?" তিনি বললেন: "তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবেই তুমি তার গীবত করলে, আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তবে তুমি তাকে অপবাদ দিলে।" এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

১৫২৪ - আবু বাকরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিদায় হজ্জের সময় মিনায় কুরবানির দিনের খুতবায় বলেছিলেন: "নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের মান-সম্মান (পরস্পরের জন্য) হারাম (পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়)।"

(ص: 126) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بل بلغت متفق عليه

1525 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا قال بعض الرواة: تعني قصيرة، فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته قالت: وحكيت له إنساناً فقال: ما أحب أني حكيت إنساناً وإن لي كذا وكذا رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

ومعنى: مزجته خالطته مخالطة يتغير بها طعمه، أو ريحه لشدة نتنها وقبحها، وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة، قال الله تعالى: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى}

1526 - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبا عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم رواه أبو داود.

1527 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام: دمه وعرضه وماله رواه مسلم.

তোমাদের ওপর তোমাদের এই দিনের পবিত্রতার মতো, তোমাদের এই মাসের পবিত্রতার মতো, তোমাদের এই শহরের পবিত্রতার মতো (তোমাদের রক্ত ও সম্মান পবিত্র)। জেনে রেখো, আমি কি (আল্লাহর বার্তা) পৌঁছে দিয়েছি? (বুখারি ও মুসলিম)।

১৫২৫ - আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, সাফিয়াহর ব্যাপারে আপনার জন্য এই এই দিকটিই যথেষ্ট (কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেন: তিনি এর দ্বারা তার খাটো হওয়া বুঝিয়েছেন)। তখন তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই তুমি এমন এক কথা বললে যা যদি সমুদ্রের পানির সাথে মেশানো হতো, তবে তা সমুদ্রের পানির বর্ণ ও স্বাদ পরিবর্তন করে দিত।" আয়েশা (রা.) বলেন, আমি তাঁর সামনে এক ব্যক্তির অঙ্গভঙ্গি নকল করলাম। তখন তিনি বললেন: "আমি কোনো মানুষের অনুকরণ বা নকল করা পছন্দ করি না, যদিও আমাকে এর বিনিময়ে প্রচুর সম্পদ দেওয়া হয়।" (আবু দাউদ ও তিরমিজি, তিরমিজি বলেন: হাদিসটি হাসান সহিহ)।

'মাজাজতাহ্' শব্দের অর্থ হলো: এমনভাবে সংমিশ্রণ ঘটা যার ফলে দুর্গন্ধ ও কদর্যতার তীব্রতায় স্বাদ বা গন্ধ পরিবর্তিত হয়ে যায়। গিবত বা পরনিন্দার বিরুদ্ধে এটি অন্যতম কঠোর সতর্কবাণী। আল্লাহ তাআলা বলেন: "তিনি নিজ প্রবৃত্তি থেকে কোনো কথা বলেন না; তা তো কেবল ওহি বা প্রত্যাদেশ, যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়।"

১৫২৬ - আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যখন আমাকে মিরাজে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন আমি এমন এক

সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম যাদের নখগুলো ছিল আমার। তারা তা দিয়ে নিজেদের মুখমণ্ডল ও বুক আঁচড়াচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাইল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা তারাই যারা মানুষের গোশত খেত (গিবত করত) এবং তাদের ইজ্জত-সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলত।" (আবু দাউদ)।

১৫২৭ - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের সবকিছু হারাম: তার রক্ত (জীবন), তার সম্মান এবং তার সম্পদ।" (মুসলিম)।

(ص: 127) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

[الشَّرْحُ]

هذه بقية الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله في باب الغيبة والأمر بحفظ اللسان، واشتملت على أشياء متعددة منها بيان الغيبة، وأنها ذكرك أخاك بما يكره، وقد سبق لنا بيان هذا وأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في دينه أو خلقه أو بدنه أو أهله أو غير ذلك، إلا إذا كان المقصود النصيحة، كما لو استشارك شخص في معاملة إنسان وأنت تعرف من هذا الإنسان أنه ليس أهلاً للمعاملة، وأنه مثلاً كذاب أو ما أشبه ذلك، وأردت أن تبين له ما فيه من عيب، فلا بأس فيه، وبيننا دليل هذا في حديث فاطمة بنت قيس حين استشارت النبي فيمن خطبوها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم وأسامة بن زيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فضراب للنساء، انكحي أسامة، فهذا من باب النصيحة فلا بأس بها، وتضمنت هذه الأحاديث إعلان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم الدماء والأموال والأعراض في حجة الوداع في أكبر مجتمع حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة؛ لأن الذين حجوا معه قريب من مائة ألف، ومع ذلك

أعلن عليه الصلاة والسلام وقال: إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم،
كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم قال:
اللهم اشهد.

وكذلك أيضاً بينت هذه الأحاديث أن ذكرك أخاك بما يكره ولو بها

[ব্যখ্যা]

এগুলো সেই অবশিষ্ট হাদিস যা লেখক (রহিমাল্লাহ) গীবত (পরনিন্দা) এবং জিহ্বা হেফাজতের নির্দেশ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। এই হাদিসগুলো বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছে, যার মধ্যে রয়েছে গীবতের বর্ণনা; আর তা হলো আপনার ভাই সম্পর্কে এমন কিছু উল্লেখ করা যা সে অপছন্দ করে। আমরা ইতোপূর্বে এটি ব্যখ্যা করেছি যে, গীবত হলো আপনার ভাইয়ের দীন, চরিত্র, দেহ, পরিবার বা অন্য যেকোনো বিষয়ে এমন কিছু উল্লেখ করা যা সে অপছন্দ করে। তবে যদি এর উদ্দেশ্য নসীহত বা সদুপদেশ প্রদান করা হয়, তবে সেটি ভিন্ন কথা। যেমন, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো মানুষের সাথে লেনদেনের বিষয়ে আপনার পরামর্শ চায় এবং আপনি জানেন যে ওই ব্যক্তি লেনদেনের যোগ্য নয়, সে হয়তো মিথ্যাবাদী বা এই জাতীয় দোষযুক্ত, এমতাবস্থায় আপনি যদি তার সেই দোষটি প্রকাশ করতে চান, তবে তাতে কোনো বাধা নেই। ফাতেমা বিনতে কায়েসের হাদিসে আমরা এর দলীল বর্ণনা করেছি, যখন তিনি তাঁর বিয়ের প্রস্তাব দানকারী মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান, আবু জাহম এবং উসামা ইবনে যায়েদ সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরামর্শ চেয়েছিলেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন: 'মুয়াবিয়ার তো কোনো সম্পদ নেই, সে নিঃস্ব। আর আবু জাহম তো নারীদের প্রহারকারী। তুমি উসামাকে বিবাহ করো।' এটি নসীহতের অন্তর্ভুক্ত, তাই এতে কোনো দোষ নেই। এই হাদিসগুলো বিদায় হজের সময় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং সাহাবায়ে কেরামের মাঝে অনুষ্ঠিত সর্ববৃহৎ সমাবেশে মানুষের রক্ত, সম্পদ ও সম্মানের অলঙ্ঘনীয়তা ঘোষণা করার বিষয়টিও ধারণ করেছে। কারণ যারা তাঁর সাথে হজ পালন করেছিলেন তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ। এমতাবস্থায় তিনি (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) ঘোষণা দিয়েছিলেন: 'নিশ্চয়ই তোমাদের সম্পদ, তোমাদের রক্ত এবং তোমাদের সম্মান তোমাদের জন্য তেমনিভাবে হারাম (পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়), যেমন পবিত্র তোমাদের আজকের এই দিন, তোমাদের এই মাস এবং তোমাদের এই শহর। আমি কি বার্তা পৌঁছে দিয়েছি?' তারা বললেন: 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন: 'হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।'

অনুরূপভাবে এই হাদিসগুলো আরও স্পষ্ট করেছে যে, আপনার ভাই সম্পর্কে এমন কিছু উল্লেখ করা যা সে অপছন্দ করে, তা যদি...

(ص: 128) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

يتعلق بخلقته كالطويل والقصير وأما أشبه ذلك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت في صفية بنت حبي إحدى أمهات المؤمنين: حسبك من صفية كذا تعني أنها قصيرة، تقول للرسول صلى الله عليه وسلم: فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته يعني لو خلطت بماء البحر على كبره وسعته لمزجته، أي أثرت فيه وهي كلمة يسيرة جداً لكنها عظيمة، حيث إنها في ضررتها، وحيث إنها قد يحدث من هذه الكلمة أن يكره النبي صلى الله عليه وسلم صفية، فلعظمها صار لها هذا الأثر العظيم، كذلك أيضاً العقوبة العظيمة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسري به، أنه قد مر بأقوام لهم أظافر من النحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: الذين يقعون في أعراض الناس يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم فآلمهم أن الواجب على الإنسان الحذر من إطلاق اللسان، وألا يتكلم إلا بخير إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت نسأل الله أن يحمينا وإياكم من سخطه وأن يعيننا وإياكم على شكره وحسن عبادته

এটি শারীরিক অবয়ব সম্পর্কিত, যেমন দীর্ঘকায় বা খর্বকায় হওয়া কিংবা অনুরূপ কিছু। যেমনটি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মুমিনগণের জননী সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে বলেছিলেন: "সাফিয়্যাহর ব্যাপারে আপনার জন্য এইটুকুই যথেষ্ট"—অর্থাৎ তিনি খর্বকায় ছিলেন। তিনি এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন। তখন তিনি বললেন: "তুমি এমন একটি কথা বলেছ, যদি তা সমুদ্রের পানির সাথে মিশ্রিত করা হতো তবে তা পানির বর্ণ বা স্বাদ পরিবর্তন করে দিত।" অর্থাৎ সমুদ্রের বিশালতা ও বিস্তৃতি সত্ত্বেও কথাটি তাতে প্রভাব ফেলত। এটি অত্যন্ত সাধারণ একটি কথা মনে হলেও পরিণতির দিক থেকে ছিল অত্যন্ত গুরুতর; যেহেতু এটি ছিল তাঁর সতীন সম্পর্কে এবং এই কথার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে সাফিয়াহর প্রতি বিরাগ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই এর ভয়াবহতার কারণেই এর এমন সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে সেই মহান শাস্তির কথা, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজ রজনীতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন; তিনি এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যাদের নখ ছিল তামার এবং তা দিয়ে তারা নিজেদের মুখমণ্ডল ও বক্ষদেশ ক্ষতবিক্ষত করছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "হে জিবরীল! এরা কারা?" তিনি বললেন: "এরা ঐ সকল ব্যক্তি যারা মানুষের মান-সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলত, মানুষের গোশত ভক্ষণ করত (অর্থাৎ গীবত করত) এবং তাদের মর্যাদাহানি করত।" সারকথা হলো, মানুষের জন্য জিহ্বাকে সংবরণ করার ব্যাপারে সতর্ক হওয়া এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস থাকলে কল্যাণকর কথা ব্যতিরেকে অন্য কিছু না বলা অপরিহার্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে নতুবা চুপ থাকে।" আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের তাঁর ক্রোধ থেকে রক্ষা করেন এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও উত্তম ইবাদত পালনে আমাদের ও আপনাদের সাহায্য করেন।

(ص: 129) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَابُ تَحْرِيمِ سَبِّ الْغَيْبَةِ وَأَمْرٍ مِنْ سَمْعِ غَيْبَةٍ مُحَرَّمَةٍ بِرَدِّهَا، وَالْإِنْكَارِ عَلَى قَائِلِهَا،
فَإِنْ عَجَزَ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ، فَارْقَ الْمَجْلِسَ إِنْ أَمَكْنَهُ
قَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ} وَقَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ
مَعْرُضُونَ} .

وقال تعالى: {إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً} .
وقال تعالى: {وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين}
1528 - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

1529 - وعن عتب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور الذي تقدم في باب الرجاء قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال: أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل: ذلك منافق لا يجب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، وإن الله قد

গীবত শ্রবণ হারাম হওয়া এবং যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ গীবত শুনবে তার জন্য তা প্রতিহত করার পরিচ্ছেদ, এবং গীবতকারীর প্রতিবাদ করার নির্দেশ; আর যদি সে অক্ষম হয় অথবা তার প্রতিবাদ গৃহীত না হয়, তবে সম্ভব হলে সে মজলিস ত্যাগ করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন: "এবং যখন তারা অসার বাক্য শোনে তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।" আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "এবং যারা অসার ক্রিয়াকলাপ হতে বিমুখ।"

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "নিশ্চয়ই শ্রবণেন্দ্রিয়, দৃষ্টিশক্তি ও হৃদযন্ত্র—এদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে।"

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "আর যখন আপনি তাদেরকে দেখেন যারা আমার আয়াতসমূহ নিয়ে উপহাসমূলক আলোচনায় লিপ্ত হয়, তখন আপনি তাদের থেকে বিমুখ থাকুন যতক্ষণ না তারা অন্য প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয়। আর যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে সুরণ হওয়ার পর যালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসবেন না।"

১৫২৮ - আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার চেহারা থেকে জাহান্নামের আগুন সরিয়ে দেবেন।" তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদীসটি হাসান।

১৫২৯ - ইতবান ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তার সেই দীর্ঘ ও সুপ্রসিদ্ধ হাদীসে, যা ইতিপূর্বে 'আশা' অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে দাঁড়ালেন এবং বললেন: "মালিক ইবনুল দুখশুম কোথায়?" তখন এক ব্যক্তি বলল: "সে তো মুনাফিক, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে না।" তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "এমন কথা বলো না। তুমি কি দেখছ না যে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে? আর নিশ্চয়ই আল্লাহ..."

(ص: 130) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله متفق عليه.
وعتبان بكسر العين على المشهور، وحكي ضمها، وبعدها تاء مثناة من فوق، ثم باء
موحدة.

والدخشم بضم الدال وإسكان الخاء وضم الشين المعجمتين.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه (رياض الصالحين) باب تحريم سماع الغيبة،
لما ذكر الله النصوص الواردة في تحريم الغيبة، لما بين مضارها ومفاسدها وآثامها
أعقب ذلك بهذا الباب وهو تحريم سماع الغيبة، يعني أن الإنسان إذا سمع شخصاً
يغتتاب آخر فإنه يحرم عليه أن يستمع إلى ذلك بل ينهأه عن هذا ويحاول أن ينقله
إلى حديث آخر، فإن هذا فيه أجر عظيم كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه،
فإن أصر هذا الذي يغتتاب الناس، إلا أن يبقى على غيبته وجب عليه أن يقوم عن
المكان؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتب أن إذا سئمت
آيات الله يكفر بها ويستتهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره

إنكم إذا مثلهم فدل ذلك على أن الإنسان إذا استمع إلى المحرم، فهو مشارك لمن يفعل هذا المحرم بل الواجب أن يقوم، ثم ذكر آيات متعددة في بيان الإعراض عن اللغو، واللغو

যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে, আল্লাহ তার ওপর জাহান্নাম হারাম করে দিয়েছেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

আর ‘ইতবান’ শব্দটি প্রসিদ্ধ মতে ‘আইন’ বর্ণে কাসরা (জের) যোগে উচ্চারিত হয়, তবে যাম্মা (পেশ) দিয়েও বর্ণিত হয়েছে। এরপর উপরে দুই নুকতায়ুক্ত ‘তা’ এবং তারপর নিচে এক নুকতায়ুক্ত ‘বা’ রয়েছে।

আর ‘আদ-দুখশুম’ শব্দটি ‘দাল’ বর্ণে যাম্মা (পেশ), ‘খা’ বর্ণে সুকুন এবং ‘শীন’ বর্ণে যাম্মা যোগে উচ্চারিত হয় (খা এবং শীন উভয়টিই নুকতায়ুক্ত)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার ইমাম নববী (রহিমাল্লাহু) তাঁর কিতাব ‘রিয়াদুস সালিহীন’-এ ‘গীবত বা পরনিন্দা শ্রবণ নিষিদ্ধ হওয়া’ অনুচ্ছেদে বলেছেন: যখন গীবত হারাম হওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত প্রমাণাদি এবং এর অপকারিতা, অনিষ্টতা ও গুনাহসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, তখন তিনি এর পরপরই এই অধ্যায়টি যুক্ত করেছেন, যা হলো গীবত শ্রবণ করার নিষিদ্ধতা। অর্থাৎ মানুষ যখন কাউকে অন্য কারও গীবত করতে শুনবে, তখন তার জন্য তা মনোযোগ দিয়ে শোনা হারাম। বরং তার দায়িত্ব হলো তাকে এ থেকে নিষেধ করা এবং কথাটি অন্য কোনো প্রসঙ্গে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা। কেননা এতে মহান প্রতিদান রয়েছে, যেমনটি আবু দারদা (রাডিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তবে ওই গীবতকারী যদি নিজের গীবত চর্চায় অনড় থাকে, তবে ওই স্থান থেকে উঠে যাওয়া ওয়াজিব। কারণ মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন: “আর কিতাবে তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে এবং তা নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত হয়। নতুবা তোমরাও তাদের মতো গণ্য হবে।” এটি প্রমাণ করে যে, মানুষ যখন কোনো হারাম বিষয় শ্রবণ করে, তখন সে ওই হারাম কাজে লিপ্ত ব্যক্তির অংশীদার হয়ে যায়; বরং তার কর্তব্য হলো সেখান থেকে উঠে যাওয়া। এরপর তিনি অনর্থক কথা হতে বিমুখ থাকা সম্পর্কে বিভিন্ন আয়াত উল্লেখ করেছেন এবং অনর্থক কথা...

الكلام الذي لا فائدة فيه فإنه من اللغو، وعباد الرحمن قال الله تعالى في وصفهم: {وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامًا} يعني ساليين منه لا يلحقهم شيء منه لا يستمعون إليه ولا يصغون له، ثم ذكر حديث عتب بن مالك في قضية مالك بن الدخشم وتكلم الرجل في عرضه عند النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك وقال: ألم تر أنه يصلي يريد بذلك وجه الله وهذا يدل على أن الإنسان إذا لم يكن كذلك فإنه لا غيبة له، فالكافر مثلاً ليس محترماً في الغيبة، لك أن تغتابه، إلا أن يكون له أقارب مسلمون يتأذون بذلك فلا تغتابه وإلا فلا غيبة له، أما الفاسق فقد سبق لنا أنه محترم إلا إذا كانت البصيلة تقتضي بيان فسقه فلا بأس أن يذكر بفسقه؛ لأن هذا من باب النصيحة.

والله الموفق

1530 - وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته وقد سبق في باب التوبة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلبة: يا رسول الله حبسه برداه، والنظر في عطفه.

فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه.

عطفاه جانباه، وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه.

যেসব কথার কোনো উপকারিতা নেই তা বৃথা বাক্যালাপের অন্তর্ভুক্ত। রহমান-এর বান্দাদের বর্ণনায় আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {আর যখন তারা অসার ক্রিয়াকলাপের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, তখন তারা সম্মানজনকভাবে তা এড়িয়ে চলে।} অর্থাৎ তারা তা থেকে নিরাপদ থাকে, এর কোনো কিছু তাদের স্পর্শ করে না, তারা তা শোনে না এবং এর প্রতি কর্ণপাতও করে না।

এরপর তিনি মালিক ইবনে দুখশুমের ঘটনায় ইতবান ইবনে মালিকের বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন, যেখানে জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তার মানহানি করে কথা বলেছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তা থেকে নিষেধ করেন এবং বলেন: "তুমি কি দেখনি যে সে সালাত আদায় করে, যার মাধ্যমে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে?" এটি প্রমাণ করে যে, কোনো মানুষ যদি এমন (নিষ্ঠাবান) না হয় তবে তার ক্ষেত্রে গিবত বা পরনিন্দা প্রযোজ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, গিবতের ক্ষেত্রে কাফিরের কোনো সম্মান নেই, আপনি তার গিবত করতে পারেন; তবে যদি তার এমন কোনো মুসলিম আত্মীয় থাকে যারা এতে কষ্ট পাবে, তবে তার গিবত করবেন না। অন্যথায় তার ক্ষেত্রে গিবতের কোনো বিধিনিষেধ নেই। আর ফাসিক বা পাপাচারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে সে সম্মানিত, তবে যদি জনকল্যাণের স্বার্থে তার পাপাচার বর্ণনা করার প্রয়োজন হয়, তবে তা উল্লেখ করাতে কোনো দোষ নেই; কেননা এটি নসিহত বা উপদেশের অন্তর্ভুক্ত।
আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১৫৩০ - কাব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তাঁর তাওবার দীর্ঘ হাদিসে—যা ইতিপূর্বে তাওবার অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে—তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকে একদল লোকের মাঝে বসা অবস্থায় বললেন: "কাব ইবনে মালিকের কী হলো?" বনু সালিমা গোত্রের এক ব্যক্তি বলল: "হে আল্লাহর রাসুল! তার সুন্দর চাদর জোড়া এবং নিজের দেহের দু'পাশ দেখে মুগ্ধ হওয়া (অর্থাৎ আত্মগরিমা) তাকে আটকে রেখেছে।" তখন মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন: "তুমি কতই না মন্দ কথা বললে! আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা তার সম্পর্কে ভালো ছাড়া আর কিছুই জানি না।" তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন। (বুখারি ও মুসলিম)।
'আতফাহ' অর্থ হলো তার শরীরের দুই পাশ, যা দ্বারা তার আত্মমুগ্ধতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

[الشَّرْحُ]

قال النووي رحمه الله في كتابه (رياض الصالحين) في باب تحريم سماع الغيبة فيما نقله عن كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته، وكان كعب من الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بلا عذر وهم ثلاثة نفر: مرارة بن الربيع، والهلal بن أمية، وكعب بن مالك تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا عذر، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك جاءوه صلى الله عليه وسلم المعذرون يعتذرون ويقولون: والله إننا لا نستطيع ويحلفون على ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل اعتذارهم ويترك سرائرهم إلى الله، أما كعب بن مالك وصاحبه فقد نطقوا بالحق وقالوا: تخلفنا بلا عذر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم فهجرهم المسلمون، حتى إن الرجل منهم لا يسلم ولا يرد عليه أحد السلام حتى كان كعب رضي الله عنه يأتي فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا، وبعد ثمانية وأربعين يوماً أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاتهم أن ينفصلن عنهم، فذهبت النساء إلى أهليهن إلا أن هلالاً ومرارة بن الربيع بقيت زوجتهما عندهما لأنهما محتاجان إليهما، أما كعب فذهبت امرأته إلى أهلها وهذه القصة العجيبة العظيمة أنزل الله تعالى فيها آية من كتاب الله، يتلى ويثاب من تلاه على الحرف الواحد عشر حسنات، أي فضل يساوي هذا الفضل؟ أن يكون

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রাহিমাল্লাহু তাঁর 'রিয়াদুস সলিহীন' কিতাবে গীবত শোনা হারাম হওয়া বিষয়ক পরিচ্ছেদে কাব বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর তাওবার ঘটনা থেকে যা বর্ণনা করেছেন তাতে বলেছেন যে, কাব ছিলেন সেই ব্যক্তিদের একজন যারা কোনো ওজর বা ওজুহাত ছাড়াই তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। তারা ছিলেন তিনজন: মুরারা বিন রবি, হিলাল বিন উমাইয়া এবং কাব বিন মালিক; তারা কোনো ওজর ছাড়াই আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গ ত্যাগ করেছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তাবুক

থেকে ফিরে এলেন, তখন ওজর পেশকারীরা তাঁর কাছে এসে ওজুহাত দেখাতে লাগল এবং বলতে লাগল: 'আল্লাহর কসম, আমরা সক্ষম ছিলাম না' এবং তারা এ বিষয়ে শপথ করতে লাগল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের বাহ্যিক ওজর কবুল করে নিতেন এবং তাদের অন্তরের বিষয়াদি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিতেন। কিন্তু কাব বিন মালিক ও তাঁর অপর দুই সাথী সত্য কথা বললেন এবং বললেন: আমরা কোনো ওজর ছাড়াই পেছনে রয়ে গিয়েছিলাম। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের বর্জন করার নির্দেশ দিলেন, ফলে মুসলমানরা তাদের সাথে কথা বলা ও মেলামেশা বন্ধ করে দিল; এমনকি তাদের কেউ সালাম দিলেও কেউ তার উত্তর দিত না। এমনকি কাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে সালাম দিতেন এবং মনে মনে বলতেন, জানি না তিনি সালামের জবাবে তাঁর ঠোঁট নেড়েছেন কি না। আটচল্লিশ দিন পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের স্ত্রীদের নির্দেশ দিলেন তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার জন্য। ফলে মহিলারা তাদের বাপের বাড়ি চলে গেলেন। তবে হিলাল ও মুরারা বিন রবির স্ত্রীরা তাদের সাথেই রয়ে গেলেন কারণ তারা উভয়েই সেবা-শুশ্রূষার মুখাপেক্ষী ছিলেন। অন্যদিকে কাবের স্ত্রী তাঁর পরিবারের কাছে চলে যান। এই বিস্ময়কর ও মহান ঘটনার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে আয়াত নাজিল করেছেন, যা তিলাওয়াত করা হয় এবং এর প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে দশটি করে নেকি পাওয়া যায়। এই মর্যাদার সমতুল্য আর কী মর্যাদা হতে পারে? তা হলো...

(ص: 133) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

تاريخ إنسان في حياته إذا تلاه المسلمون كان لهم بكل حرف عشر حسنات، فقال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم في تبوك كان النبي صلى الله عليه وسلم جالساً فسأل عن كعب فقال

رجل من الناس: يا رسول الله، إنه شغله برداه والنظر في عطفه، ولكن هذا الكلام الذي قاله هذا الرجل لا شك أنه من الغيبة وأنه ذكر كعب بما يكره. إلا أن الله وفق له من دافع عنه، وقال: إنه لا يعلم عنه إلا خيرًا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فيستفاد من ذلك أن الواجب على الإنسان إذا سمع من يفتاب أحدًا أن يكف غيبته وأن يسعى في إسكاته، إما بالقوة إذا كان قادرًا كأن يقول: اسكت، اتق الله، خاف الله وإما بالنصيحة المؤثرة، فإن لم يفعل فإنه يقوم ويترك المكان؛ لأن الإنسان إذا جلس في مجلس يفتاب فيه الجالسون أهل الخير والصلاح، فإنه يجب عليه أولاً أن يدافع، فإن لم يستطع فعله أن يغادر وإلا كان شريكًا لهم في الإثم. والله الموفق

একজন মানুষের জীবনের ইতিহাস, যা মুসলিমগণ তিলাওয়াত করলে প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে দশটি করে নেকি লাভ করেন। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: “আর সেই তিন ব্যক্তির প্রতিও (তিনি ক্ষমাশীল হলেন) যাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল, যতক্ষণ না পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য তা সংকীর্ণ হয়ে গেল এবং তাদের নিজেদের জীবনও তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়ে উঠল এবং তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহ ছাড়া আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার আর কোনো আশ্রয় নেই। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হলেন যেন তারা তাওবা করে; নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু।” তাবুক অভিযানের সময় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপবিষ্ট থাকাবস্থায় কাব (রা.) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে জনৈক ব্যক্তি বলল, “হে আল্লাহর রাসূল, তাকে তার মূল্যবান চাদর জোড়া এবং নিজের আভিজাত্যের প্রতি অতিশয় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা আটকে রেখেছে।” ওই ব্যক্তি যা বলেছিল তা নিঃসন্দেহে গিবতের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সে কাব (রা.) সম্পর্কে এমন কথা বলেছিল যা তিনি অপছন্দ করতেন। কিন্তু আল্লাহ কাব (রা.)-এর জন্য এমন একজনকে তাওফিক দান করলেন যিনি তার পক্ষ থেকে প্রতিরক্ষা করলেন এবং বললেন যে, তিনি কাব (রা.) সম্পর্কে কল্যাণ ব্যতীত আর কিছুই জানেন না; এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৌনতা অবলম্বন করলেন। এ থেকে এটিই শিক্ষণীয় যে, মানুষের ওপর ওয়াজিব হলো যখন সে কাউকে গিবত করতে শুনবে, তখন যেন সে তা বাধা দেয় এবং তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করে; যদি সে সামর্থ্যবান হয় তবে কঠোরভাবে তাকে থামাবে— যেমন বলবে: “চুপ করো, আল্লাহকে ভয়

করো”— অথবা তাকে কার্যকর নসিহত করবে। আর যদি সে তা করতে অপারগ হয়, তবে যেন সে মজলিস ত্যাগ করে চলে যায়। কেননা মানুষ যখন এমন কোনো সভায় বসে যেখানে পুণ্যবানদের গিবত করা হয়, তখন তার ওপর প্রথমত প্রতিরক্ষা করা আবশ্যিক। আর যদি সক্ষম না হয় তবে সেখান থেকে প্রস্থান করবে, অন্যথায় সেও তাদের গোনাহের অংশীদার হিসেবে গণ্য হবে।

আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 134) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب ما يباح من الغيبة اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه بها وهو ستة أسباب: - الأول: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية، أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمي فلان بكذا.

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا، فازجره عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراماً.

الثالث: الاستفتاء: فيقول للمفتي: ظلمي أبي، أو أخي أو زوجي، أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه، وتحصيل حقي، ودفع الظلم؟ ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص، أو زوج، كان من أمره كذا؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى.

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه: منها جرح المجرورين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع

গীবত বা পরনিন্দার যে বিষয়গুলো বৈধ তার অধ্যায়জেনে রাখুন যে, শরীয়তসম্মত সঠিক উদ্দেশ্যে গীবত করা বৈধ, যা অন্য কোনো উপায়ে অর্জন করা সম্ভব নয়। এর কারণ ছয়টি: -
প্রথমত: অবিচারের প্রতিকার চাওয়া। কোনো মজলুম বা অত্যাচারিত ব্যক্তির জন্য সুলতান, বিচারক অথবা এমন কারো কাছে অভিযোগ করা বৈধ যার কর্তৃত্ব রয়েছে বা যে অত্যাচারীর কাছ থেকে তার হক আদায় করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এমতাবস্থায় সে বলতে পারে: 'অমুক ব্যক্তি আমার ওপর এই এই অন্যায় করেছে।'

দ্বিতীয়ত: কোনো মন্দ কাজ পরিবর্তনে এবং কোনো পাপিষ্ঠকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য প্রার্থনা করা। এমতাবস্থায় সে এমন ব্যক্তিকে বলবে যার মন্দ কাজ দূর করার ক্ষমতা আছে বলে সে আশা করে যে: 'অমুক ব্যক্তি এই এই কাজ করছে, তাকে তা থেকে বিরত রাখুন' বা এই জাতীয় কথা। এক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য হতে হবে মন্দ কাজটি দূর করার উপায় বের করা; যদি উদ্দেশ্য তা না হয় তবে তা হারাম হবে।

তৃতীয়ত: শরয়ী সমাধান বা ফতোয়া প্রার্থনা করা। এমতাবস্থায় সে মুফতির কাছে গিয়ে বলবে: 'আমার পিতা, বা আমার ভাই, বা আমার স্বামী অথবা অমুক ব্যক্তি আমার সাথে এমন এমন অন্যায় করেছে, তার কি এমন করার অধিকার আছে? এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার, আমার হক আদায় করার এবং জুলুম প্রতিহত করার উপায় কী?' এই জাতীয় কথা প্রয়োজনে বলা জায়েজ। তবে অধিক সতর্কতামূলক ও উত্তম পদ্ধতি হলো এভাবে বলা যে: 'এমন এক ব্যক্তি বা স্বামী সম্পর্কে আপনার অভিমত কী যার অবস্থা এমন এমন?' কারণ এতে নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করেই উদ্দেশ্য হাসিল হয়। তা সত্ত্বেও নাম উল্লেখ করা জায়েজ, যেমনটি আমরা মহান আল্লাহর ইচ্ছায় হিন্দের হাদিসে উল্লেখ করব।

চতুর্থত: মুসলিমদের অনিষ্ট থেকে সতর্ক করা এবং তাদের নসিহত প্রদান করা। এটি কয়েকভাবে হতে পারে: এর মধ্যে একটি হলো হাদিস বর্ণনাকারী এবং সাক্ষীদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা; আর এটি সর্বসম্মতভাবে জায়েজ।

المسلمين، بل واجب للحاجة.

ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان، أو مشاركته، أو إيداعه، أو معاملته، أو غير ذلك، أو محاورته، ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله، بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة.

ومنها إذا أراد متفقهها يتردد إلى مبتدع، أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله، بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، ويلبس الشيطان عليه ذلك، ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك.

ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها: إما بألا يكون صالحاً لها، وإما بأن يكون فاسقاً، أو مغفلاً، ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله، ويولي من يصلح، أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله، ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستدل به.

الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته كالجاهر بشرب الخمر، ومصادرة الناس، وأخذ المكس، وجباية الأموال ظلمًا، وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره، من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه.

السادس: التعريف، فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب الأعمش، والأعرج والأصم، والأعوى والأحول، وغيرهم جاز تعريفهم بذلك،

মুসলিমদের জন্য, বরং প্রয়োজনের খাতিরে এটি ওয়াজিব বা আবশ্যিক।

এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো—কারও সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব, আমানত রাখা, লেনদেন কিংবা অন্য কোনো বিষয়ে বা কারও সঙ্গে কোনো আলোচনায় পরামর্শ চাওয়া। এমতাবস্থায় পরামর্শদাতার জন্য কর্তব্য হলো (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির) প্রকৃত অবস্থা গোপন না করা, বরং উপদেশের নিয়তে তার দোষত্রুটিগুলো উল্লেখ করা।

এর মধ্যে আরও রয়েছে—যখন কোনো শিক্ষার্থী কোনো বিদআতি কিংবা পাপাচারী ব্যক্তির নিকট জ্ঞান অর্জনের জন্য যাতায়াত করতে চায় এবং আশঙ্কা হয় যে ওই শিক্ষার্থী এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তখন তাকে নসিহত করা এবং ওই ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করা ওয়াজিব। তবে শর্ত হলো, উদ্দেশ্য হতে হবে কেবলই কল্যাণকামনা। এটি এমন একটি বিষয় যেখানে অনেকেই ভুল করে বসেন; কখনো কখনো বক্তা হিংসার বশবর্তী হয়ে কথা বলেন আর শয়তান তা তার সামনে সুশোভিত করে এবং তাকে এমন ধারণা দেয় যে এটি নসিহত। তাই এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত।

এর মধ্যে আরেকটি হলো—কারও ওপর এমন কোনো দায়িত্ব বা কর্তৃত্ব অর্পিত হওয়া যা সে যথাযথভাবে পালন করতে পারছে না; হয় সে সেটির উপযুক্ত নয়, অথবা সে পাপাচারী কিংবা অসতর্ক, অথবা এই জাতীয় অন্য কিছু। এমতাবস্থায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট বিষয়টি উল্লেখ করা ওয়াজিব, যাতে তাকে অপসারণ করে কোনো যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়া যায়; অথবা কর্তৃপক্ষ যেন তার অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে সে অনুযায়ী তার সাথে আচরণ করে এবং তার দ্বারা প্রভাবিত না হয়। আর যেন তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চালানো হয়।

পঞ্চম: যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে পাপাচার বা বিদআতে লিপ্ত, যেমন—প্রকাশ্যে মদ্যপান করা, মানুষের সম্পদ জবরদখল করা, অবৈধ কর গ্রহণ করা, জুলুম করে অর্থ আদায় করা এবং অন্যায় ও বাতিল কাজে নেতৃত্ব দেওয়া। এমতাবস্থায় সে যেসব কর্ম প্রকাশ্যে করে, তা উল্লেখ করা জায়েজ। তবে এ ছাড়া তার অন্য কোনো গোপন দোষত্রুটি চর্চা করা হারাম, যদি না বৈধতার অন্য কোনো কারণ থাকে যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

ষষ্ঠ: পরিচিতি প্রদান। যদি কোনো ব্যক্তি ‘ঝাপসা দৃষ্টিসম্পন্ন’, ‘খণ্ণ’, ‘বধির’, ‘অন্ধ’ বা ‘টেরা’ হওয়ার মতো কোনো বিশেষ শারীরিক উপাধিতে সুপরিচিত হয়, তবে তাকে চেনার উদ্দেশ্যে তা উল্লেখ করা জায়েজ।

(ص: 136) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى.

فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه.

[الشَّرْحُ]

هذا الباب ذكره المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتابه (رياض الصالحين) فيما يجوز من الغيبة وذكر لذلك ستة أسباب، وكلامه رحمه الله ليس بعده كلام؛ لأنه كله كلام جيد وصواب وله أدلة وسيذكرها إن شاء الله تعالى في هذا الباب، يذكر الأدلة وسنتكلم عليها في حينها إن شاء الله فنسأل الله أن يغفر للنووي رحمه الله وأن يجمعنا وإياكم في به جنات النعيم

1531 - عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة؟ متفق عليه.

احتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب.

1532 - وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلاناً وفلاناً

তুচ্ছজ্ঞান বা অবমাননার উদ্দেশ্যে এর ব্যবহার হারাম; আর যদি তাকে অন্য কোনোভাবে পরিচিত করা সম্ভব হতো, তবে সেটিই হতো উত্তম।

এগুলি হলো আলেমগণ কর্তৃক বর্ণিত ছয়টি কারণ, যার অধিকাংশের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত।

[ব্যাক্য]

এই অধ্যায়টি লেখক ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ তাআলা) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে গিবতের বৈধ ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং এর জন্য ছয়টি কারণ উল্লেখ করেছেন। আর তাঁর (রাহিমাহুল্লাহ) বক্তব্য অত্যন্ত চমৎকার ও সঠিক, যার ওপর কথা বলার অবকাশ নেই এবং এর স্বপক্ষে সুদৃঢ় দলীল রয়েছে। তিনি ইনশাআল্লাহ তাআলা এই অধ্যায়ে সেই দলীলগুলো উল্লেখ করবেন। তিনি দলীলসমূহ বর্ণনা করবেন এবং যথাসময়ে আমরা ইনশাআল্লাহ সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ)-কে ক্ষমা করেন এবং আমাদের ও আপনাদের সকলকে জান্নাতুন নাদ্বীমে একত্রিত করেন।

১৫৩১ - আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইল। তিনি বললেন: "তাকে অনুমতি দাও; সে তার গোত্রের কতই না মন্দ ভাই!" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

ইমাম বুখারি এই হাদীসের মাধ্যমে পাপাচারী ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গিবত জায়েজ হওয়ার স্বপক্ষে দলীল পেশ করেছেন।

১৫৩২ - তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আমি মনে করি না যে অমুক এবং অমুক..."

(ص: 137) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

يعرفان من ديننا شيئاً رواه البخاري.

قال الليث بن سعد أحد رواة هذا الحديث: هذان الرجلان كانا من المنافقين.

1533 - وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية، فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه متفق عليه.

وفي رواية لمسلم: وأما أبو الجهم فضراب للنساء وهو تفسير لرواية: لا يضع العصا عن عاتقه وقيل: معناه: كثير الأسفار.

1534 - وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل،

فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتَهُ بِذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
فَاجْتَهَدَ يَبِينُهُ: مَا فَعَلَ؟ فَقَالُوا: كَذَبَ زَيْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَقَعَ فِي
نَفْسِي مِمَّا قَالُوهُ شِدَّةٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى تَصْدِيقِي {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} ثُمَّ
دَعَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِيَسْتَغْفِرُوا لَهُمْ فَلَوْا رُؤُوسَهُمْ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ.

তারা আমাদের দ্বীন সম্পর্কে কিছুই জানত না। এটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

এই হাদিসের অন্যতম বর্ণনাকারী লাইস ইবনে সাদ বলেন: এই লোক দুটি ছিল মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত।

১৫৩৩ - ফাতিমা বিনতে কায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে বললাম: আবু জাহম এবং মুয়াবিয়া আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। তখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: মুয়াবিয়ার কথা যদি বলো, সে তো একজন নিঃস্ব ব্যক্তি, যার কোনো সম্পদ নেই। আর আবু জাহমের কথা যদি বলো, সে তো তার কাঁধ থেকে লাঠি নামায় না। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে: আবু জাহম নারীদের অত্যধিক প্রহারকারী। এটি ‘সে তার কাঁধ থেকে লাঠি নামায় না’—এই বর্ণনারই ব্যাখ্যা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো: সে অত্যধিক সফরকারী।

১৫৩৪ - য়ায়েদ ইবনে আরকাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে এক সফরে বের হলাম যাতে লোকজন চরম সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বলল: যারা রাসুলুল্লাহর কাছে আছে তাদের জন্য তোমরা ব্যয় করো না যতক্ষণ না তারা তাকে ছেড়ে চলে যায়। সে আরও বলেছিল: আমরা যদি মদিনায় ফিরে যাই, তবে অবশ্যই অধিক সম্মানিত ব্যক্তি সেখান থেকে হীনবল ব্যক্তিকে বহিস্কার করবে। তখন আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে তাঁকে বিষয়টি জানালাম। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কাছে লোক পাঠালেন, কিন্তু সে দৃঢ়ভাবে শপথ করে অস্বীকার করল যে সে এমনটি করেনি। ফলে লোকেরা বলতে লাগল: য়ায়েদ রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে মিথ্যা বলেছে। তাদের এই কথায় আমি মনে ভীষণ কষ্ট পেলাম, পরিশেষে মহান আল্লাহ আমার সত্যতা প্রমাণে ‘যখন আপনার নিকট মুনাফিকরা আসে’ (সূরা আল-মুনাফিকুন) অবতীর্ণ করলেন। এরপর নবী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের ডাকলেন যাতে তিনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, কিন্তু তারা অবজ্ঞায় তাদের মাথা ঘুরিয়ে নিল। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

(ص: 138) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

[الشَّرْحُ]

تقدم أن النووي رحمه الله ذكر باباً في بيان ما يجوز من الغيبة وذكر لذلك أحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل، يعني ليدخل بيته فقال ائذنوا له، بئس أخو العشيرة وفي لفظ بئس ابن العشيرة وكان هذا الرجل من أهل الفساد والغي، فدل هذا على جواز غيبة من كان من أهل الفساد والغي وذلك من أجل أن يحذر الناس فساداً حتى لا يغتروا فيه فإذا رأيت شخصاً ذا فساد وغي لكنه قد سحر الناس ببيانه وكلامه يأخذ الناس منه ويظنون أنه على خير، فإنه يجب عليك أن تبين أن هذا الرجل لا خير فيه وأن تثني عليه شراً؛ لأجل ألا يغتر الناس به، كم من إنسان طليق اللسان فصيح البيان إذا رأيته يعجبك جسمه وإن يقول تسبح لقوله، ولكنه لا خير فيه، فالواجب بيان حاله، كذلك أيضاً ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أيضاً قال ما أظن أن فلاناً وفلاناً يعرفان من ديننا شيئاً وكانا من المنافقين فأثنى عليهما شراً وأنها لا يعرفان من الدين شيئاً، لأن المنافق لا يعرف من دين الله شيئاً في قلبه وإن كان يعرف بأذنه، لكن لا يعرف بقلبه والعياذ بالله، فهو منافق يظهر أنه مسلم ولكنه كافر، قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.

[ব্যাখ্যা]

ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, ইমাম নববী (রাহিমাল্লাহু) গীবত বা পরনিন্দার বৈধ ক্ষেত্রসমূহ বর্ণনায় একটি অধ্যায় উল্লেখ করেছেন এবং এর সপক্ষে বেশ কিছু হাদিস উপস্থাপন করেছেন। এগুলোর মধ্যে একটি হলো আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদিস যে, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে (তার ঘরে) প্রবেশের অনুমতি চাইল। তিনি বললেন, "তাকে অনুমতি দাও; সে তার গোত্রের কতই না মন্দ ভাই।" অন্য বর্ণনায় এসেছে, "সে তার গোত্রের কতই না মন্দ সন্তান।" এই ব্যক্তিটি ছিল পাপাচারী ও পথভ্রষ্ট। এটি প্রমাণ করে যে, যারা পাপাচার ও পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত, তাদের সম্পর্কে নেতিবাচক আলোচনা করা জায়েয, যেন মানুষ তাদের অনিষ্ট থেকে সতর্ক থাকতে পারে এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়। সুতরাং আপনি যদি এমন কোনো ব্যক্তিকে দেখেন যে পাপাচারী ও পথভ্রষ্ট, কিন্তু সে তার সাবলীল বাগ্মিতা ও কথাবার্তা দিয়ে মানুষকে মোহিত করে রেখেছে, ফলে মানুষ তার থেকে জ্ঞান গ্রহণ করছে এবং তাকে ভালো মানুষ মনে করছে, তবে আপনার ওপর আবশ্যিক হলো এটি স্পষ্ট করে দেওয়া যে, এই ব্যক্তির মাঝে কোনো কল্যাণ নেই। তার মন্দ দিকগুলো প্রকাশ করতে হবে যাতে মানুষ তার মাধ্যমে বিভ্রান্ত না হয়। কত মানুষই তো আছে যারা মিষ্টভাষী ও প্রখর বাগ্মিতার অধিকারী; আপনি যখন তাদের দেখেন তখন তাদের দেহাবয়ব আপনাকে মুগ্ধ করে এবং যখন তারা কথা বলে তখন আপনি তা কান পেতে শোনেন, কিন্তু তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র কল্যাণ নেই। এমতাবস্থায় তাদের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করা অপরিহার্য। একইভাবে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আমি মনে করি না যে অমুক এবং অমুক আমাদের দ্বীন সম্পর্কে কিছু জানে।" তারা উভয়েই ছিল মুনাফিক। তাই তিনি তাদের সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন যে তারা দ্বীন সম্পর্কে কিছুই জানে না। কারণ মুনাফিকের অন্তরে আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে কোনো প্রকৃত জ্ঞান থাকে না, যদিও সে কানে তা শুনতে পায়, কিন্তু তার অন্তরে তা প্রবেশ করে না—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। সে একজন মুনাফিক যে নিজেকে মুসলিম হিসেবে প্রকাশ করে কিন্তু বাস্তবে সে কাফির। মহান আল্লাহ বলেন: "আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা বলে, 'আমরা আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান এনেছি', অথচ তারা মুমিন নয়। তারা আল্লাহ এবং মুমিনদের ধোঁকা দিতে চায়, অথচ তারা কেবল নিজেদেরই ধোঁকা দিচ্ছে কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারছে না।"

وذكر أيضًا حديث فاطمة بنت قيس في المشورة أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته أنه خطبها ثلاثة من الرجال معاوية بن أبي سفيان، وأبي الجهم، وأسامة بن زيد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له؛ لكنه رضي الله عنه بقي حتى صار خليفة للمسلمين؛ لكنه في ذلك الوقت فقير. قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فضراب للنساء. وفي رواية: أنه لا يضع العصا عن عاتقه، وهما بمعنى واحد، يعني أنه سيئ العشرة مع النساء يضربهن والمرأة لا يجوز ضربها إلا لسبب بينه الله في قوله: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن} أما أن تكون تضرب امرأتك كلما خالفت أية مخالفة فهذا غلط ولا يحل لقوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} لكن إذا خفت نشوزها وترفعها عليك وعدم قيامها بواجبك فاستعمل معها هذه الرتبة: أولاً عظمها خوفها بالله، بين لها أن حق الزوج لا يجب تضييعه، فإن استقامت فهذا المطلوب وإلا فالرتبة الثانية اهجرها في المضجع، لا تنام معها أما الكلام فلا تهجرها، لكن لك رخصة أن تهجرها في الكلام ثلاثة أيام؛ لأنه لا يحل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام الرتبة الثالثة إذا لم يشري بها هذا فاضربوهن، لكن ضرباً غير مبرح، يعني

তিনি পরামর্শের বিষয়ে ফাতেমা বিনতে কায়সের হাদিসটিও উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসলেন এবং তাঁকে জানালেন যে, তিনজন পুরুষ তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছেন: মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান, আবু জাহম এবং উসামা ইবনে যায়দ। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেন: "মুআবিয়ার ব্যাপারে বলতে হয়, সে রিক্তহস্ত, তার কোনো সম্পদ নেই।" অবশ্য তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুসলিমদের খলিফা হওয়া পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, কিন্তু তৎকালীন সময়ে তিনি দরিদ্র ছিলেন।

তিনি বললেন: "মুআবিয়ার ব্যাপারে বলতে হয়, সে রিক্তহস্ত, তার কোনো সম্পদ নেই; আর আবু জাহম হলো নারীদের প্রহারকারী।"

অন্য বর্ণনায় এসেছে: "সে তার কাঁধ থেকে লাঠি নামায় না।" এই উভয় বর্ণনার অর্থ একই, অর্থাৎ নারীদের সাথে তার আচরণ রুঢ়, সে তাদের প্রহার করে। অথচ কোনো নারীকে প্রহার করা বৈধ নয়, কেবল আল্লাহ তাআলা যে কারণটি তাঁর এই বাণীতে স্পষ্ট করেছেন তা ব্যতীত: "যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা করো, তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ করো এবং তাদের প্রহার করো।" আপনার স্ত্রী যখনই কোনো সামান্য অবাধ্যতা করবে তখনই তাকে প্রহার করা ভুল এবং তা বৈধ নয়; কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো।" তবে আপনি যদি তার অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্য এবং আপনার অধিকার আদায়ে অবহেলার আশঙ্কা করেন, তবে তার ক্ষেত্রে এই স্তরগুলো অনুসরণ করুন: প্রথমত, তাকে সদুপদেশ দিন, তাকে আল্লাহর ভয় দেখান, তার কাছে স্পষ্ট করুন যে স্বামীর অধিকার নষ্ট করা অনুচিত। যদি সে সঠিক পথে ফিরে আসে তবে তা-ই কাম্য, অন্যথায় দ্বিতীয় স্তর হলো: শয্যায় তাকে বর্জন করুন, তার সাথে শয়ন করবেন না। তবে কথাবার্তা বলা বন্ধ করবেন না; অবশ্য কথা বলা বন্ধ রাখার অনুমতি রয়েছে সর্বোচ্চ তিন দিন পর্যন্ত। কেননা কোনো মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখা বৈধ নয় যে, তাদের দেখা হলে একজন মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অন্যজনও মুখ ফিরিয়ে নেয়; আর তাদের মধ্যে সেই উত্তম যে সালামের মাধ্যমে কথা শুরু করে। তৃতীয় স্তর হলো: যদি এসবে কোনো প্রতিকার না হয়, তবে তাদের প্রহার করো, তবে তা হতে হবে মৃদু প্রহার। অর্থাৎ...

(ص: 140) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ليس شديداً، بل ضرب يحصل به التأديب فقط وفي لفظ أنه لا يضع العصا عن عاتقه وهما بمعنى واحد وقيل إن معنى قوله أنه لا يضع العصا عن عاتقه أنه كثير الأسفار، لأن صاحب السفر في ذلك الوقت، يسافر بالابل ويحتاج العصا، والظاهر أن المعنى واحد يعني ضراب للنساء ولا يضع العصا عن عاتقه بمعنى واحد، لأن

الروايات يفسر بعضها بعضاً. ثم قال أنكحي أسامة بن زيد بن الحارثة فنكحته فأغتطبت به ورأت فيه خيراً، ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا جاء يستشيرك في شخص فذكرت عيوبه فلا بأس؛ لأن هذا من باب النصيحة وليس من باب الفضيحة، وفرق بين من يغتاب الناس ليظهر مساوئهم ويكشف عوراتهم وبين إنسان يتكلم بالنصيحة.

أما الحديث الرابع فهو حديث زيد بن الأرقم رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه المؤمنون والمنافقون فأصاب الناس شدة، فتكلم المنافقون وقالوا {هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا} يعني: لا تعطوهم شيئاً من النفقة حتى يجوعوا ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا، المؤمنون لا يمكن أن يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم لو مأتوا جوعاً وظمأً ما تركوه، لكن هذا هي حال المنافقين الذين يلززون النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات إذا أعطوا رضوا وإذا لم يعطوا فإذا هم يسخطون، أما المؤمنون فلن يتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم {لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا} حتى هنا للتعليل وليست للغاية لأجل أن ينفضوا عنه، ولكن كذبوا في ذلك وقالوا أيضاً

এটি কঠোর নয়, বরং এটি এমন প্রহার যার মাধ্যমে কেবল শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া হয়। অন্য এক শব্দে বর্ণিত হয়েছে যে, ‘সে তার কাঁধ থেকে লাঠি নামায় না’; উভয় কথার অর্থ একই। কেউ কেউ বলেছেন যে, ‘কাঁধ থেকে লাঠি না নামানো’র অর্থ হলো সে প্রচুর ভ্রমণ করে। কেননা সেই যুগে ভ্রমণকারীরা উটের পিঠে সফর করত এবং তাদের লাঠির প্রয়োজন হতো। তবে বাহ্যত অর্থ একটিই, অর্থাৎ সে নারীদের প্রহারকারী। আর ‘কাঁধ থেকে লাঠি না নামানো’র অর্থও তা-ই, কেননা বিভিন্ন বর্ণনা একে অপরের ব্যাখ্যা প্রদান করে। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি উসামা ইবনে যায়িদ ইবনে হারিসাকে বিবাহ করো। এরপর আমি তাকে বিবাহ করলাম এবং এতে অত্যন্ত সুখী হলাম ও তার মধ্যে কল্যাণ দেখতে পেলাম। এর মাঝে এই প্রমাণ নিহিত রয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি আপনার কাছে অন্য কারো সম্পর্কে পরামর্শ চায়

এবং আপনি তার দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করেন, তবে তাতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ এটি নসিহতের অন্তর্ভুক্ত, মর্যাদাহানির অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যারা মানুষের গীবত করে—যাতে তাদের মন্দ দিকগুলো প্রকাশ পায় এবং তাদের গোপন বিষয়গুলো উন্মোচিত হয়—এবং যে ব্যক্তি উপদেশের উদ্দেশ্যে কথা বলে, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

চতুর্থ হাদিসটি হলো যারিদ ইবনে আরকাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিস: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক সফরে ছিলেন এবং তাঁর সাথে মুমিন ও মুনাফিক উভয়ই ছিল। এক পর্যায়ে মানুষ চরম সংকটের সম্মুখীন হলো। তখন মুনাফিকরা বলতে শুরু করল এবং তারা বলল, ‘তারাই সেই সব লোক যারা বলে যে, যারা আল্লাহর রাসূলের নিকট আছে তাদের জন্য তোমরা ব্যয় করো না, যতক্ষণ না তারা সরে যায়।’ অর্থাৎ: তাদের ভরণ-পোষণের জন্য কিছু দিও না যাতে তারা ক্ষুধার্ত হয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু তারা মিথ্যা বলেছে। মুমিনরা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় মারা গেলেও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ছেড়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এটি সেই মুনাফিকদের অবস্থা যারা সদকার বিষয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বিদ্রোপ করত; তাদের দেওয়া হলে তারা সন্তুষ্ট হতো, আর না দেওয়া হলে তারা ক্ষুব্ধ হতো। মুমিনরা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কখনোই ছেড়ে যাবে না। ‘আল্লাহর রাসূলের সঙ্গীদের জন্য তোমরা ব্যয় করো না যাতে তারা সরে যায়’—এখানে ‘হান্তা’ (যাতে) শব্দটি কারণ দর্শাতে ব্যবহৃত হয়েছে, কোনো অন্তিম সময়সীমা বোঝাতে নয়; অর্থাৎ তারা যেন তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সেই উদ্দেশ্যে। কিন্তু তারা এ বিষয়ে মিথ্যা বলেছিল এবং আরও বলেছিল—

(ص: 141) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

{لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل} ويعني بالأعز نفسه وقومه، وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع ذلك زيد بن الأرقم رضي الله عنه فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأن عبد الله بن أبي قال هذا الكلام، فأرس

إليه النبي صلى الله عليه وسلم أي عبد الله بن أبي -، فاجتهد يمينه أنه لم يقل هذا، يعني حلف وأقسم واشتد في القسم أنه ما قال ذلك؛ لأن المنافقين هذا دأبهم، يحلفون علي الكذب وهم يعلمون فأقسم أنه ما قال ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويترك سريرتهم إلى الله، فلما بلغ ذلك زيد بن الأرقم اشتد عليه الأمر؛ لأن الرجل حلف وأقسم عند الرسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهد يمينه في ذلك فاشتد هذا على زيد بن الأرقم، فقال: كذب زيد بن الأرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أخبره بالكذب حتى أنزل الله تصديق زيد بن الأرقم في قوله: {هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا والله خزان السّموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل} ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون} وتأمل جواب الله عز وجل لقول عبد الله بن أبي [ليخرجن الأعز منها الأذل] حيث قال: {ولله العزة ولرسوله} ولم يقل إن الله هو الأعز لأنه لو قال هو الأعز لصار في ذلك دليل على أن المنافقين لهم العزة، وهم لا عزة لهم، بل قال {ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون} في هذه الآية دليل على أنه لا بأس أن الإنسان ينقل كلام المنافق إلى ولي

"{আমরা যদি মদিনায় ফিরে যাই, তবে অবশ্যই সেখান থেকে অধিকতর সম্মানিত ব্যক্তি হীন ব্যক্তিকে বহিষ্কার করবে}"—এখানে 'অধিকতর সম্মানিত' বলতে সে নিজেকে ও নিজের কওমকে বুঝিয়েছে এবং 'হীন' বলতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝিয়েছে। জায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু তা শুনে পেলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে অবহিত করলেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এই কথা বলেছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে) ডেকে পাঠালেন। তখন সে সজোরে কসম খেয়ে বলল যে, সে এই কথা বলেনি; অর্থাৎ সে শপথ করল এবং কসমের ব্যাপারে অত্যন্ত দৃঢ়তা প্রদর্শন করল যে সে এ কথা বলেনি। কারণ মুনাফিকদের এটাই স্বভাব; তারা জেনে-শুনে মিথ্যার ওপর শপথ করে। তাই

সে শপথ করল যে সে তা বলেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের প্রকাশ্য অবস্থাকে গ্রহণ করতেন এবং তাদের গোপন বিষয় আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিতেন। যখন এই খবর জায়েদ ইবনে আরকামের নিকট পৌঁছল, তখন বিষয়টি তাঁর জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়াল; কেননা ওই ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শপথ ও কসম করেছিল এবং তাতে অত্যন্ত দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছিল। এতে জায়েদ ইবনে আরকাম অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। (লোকেরা) বলতে লাগল: জায়েদ ইবনে আরকাম আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মিথ্যা বলেছে অর্থাৎ মিথ্যা সংবাদ দিয়েছে। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা জায়েদ ইবনে আরকামের সত্যতার সমর্থনে এই বাণী অবতীর্ণ করলেন: {তরাই বলে, ‘তোমরা আল্লাহর রাসূলের নিকট যারা আছে তাদের জন্য ব্যয় করো না, যতক্ষণ না তারা সরে যায়।’ অথচ আসমান ও জমিনের ধনভাণ্ডার আল্লাহরই, কিন্তু মুনাফিকরা তা বোঝে না। তারা বলে, ‘আমরা যদি মদিনায় ফিরে যাই, তবে অবশ্যই সেখান থেকে অধিকতর সম্মানিত ব্যক্তি হীন ব্যক্তিকে বহিষ্কার করবে।’ অথচ সম্মান তো কেবল আল্লাহর, তাঁর রাসূলের ও মুমিনদের। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।} আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের উক্তি [অবশ্যই সেখান থেকে অধিকতর সম্মানিত ব্যক্তি হীন ব্যক্তিকে বহিষ্কার করবে]-এর জবাবে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লাম উত্তরটি লক্ষ্য করুন, যেখানে তিনি বলেছেন: {অথচ সম্মান তো কেবল আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের}। তিনি এ কথা বলেননি যে, ‘নিশ্চয় আল্লাহই অধিকতর সম্মানিত’; কারণ তিনি যদি ‘অধিকতর সম্মানিত’ বলতেন তবে তা এই বিষয়ের দলিল হয়ে যেত যে মুনাফিকদেরও সম্মান আছে, অথচ তাদের কোনো সম্মান নেই। বরং তিনি বলেছেন: {অথচ সম্মান তো কেবল আল্লাহর, তাঁর রাসূলের ও মুমিনদের। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।} এই আয়াতে এই বিষয়ের দলিল রয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি মুনাফিকের কথা কোনো দায়িত্বশীল বা নেতার নিকট পৌঁছে দেয়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই।

الأمر حتى يتخذ فيه ما ينبغي اتخاذها، وكذلك ينقل كلام المفسد إلى ولي الأمر حتى لا يتبادى في إفساده، وإذا كان الإنسان يخشى من الكلام أن يحصل فيه فساد وجب عليه أن يبلغه إلى ولي الأمر حتى يقضي على الفساد قبل أن يستشفي، لا يقال: أخشى أن ولي الأمر يفعل بي أو يفعل فيه لا قد يفعل فيه هو الذي جنى على نفسه إذا كان يتكلم بكلام يخشى منه الفساد، فالواجب رفع الكلام إلى ولي الأمر، لكن لابد من التثبت وألا يقع الإنسان في حرج، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنكر عبد الله بن أبي ما قيل عنه نزل الوحي بتصديق زيد بن الأرقم في وقتنا لا يوجد وحي يؤيد أو يفند فأنت إذا تثبت وسعت من بعض كلاماً يؤدي إلى الشر والفساد وجب عليك أن تبلغ به ولي الأمر حتى لا يستشفي الشر والفساد، فإلهم أن المؤلف رحمه الله ذكر مسائل وضوابط لما يجوز من الغيبة، ثم ذكر أدلة ذلك والله الموفق

1535 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه.

বিষয়টি এমন যাতে এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। অনুরূপভাবে, ফাসাদ সৃষ্টিকারীর কথাবার্তাও রাষ্ট্রপ্রধান বা দায়িত্বশীলের নিকট পৌঁছাতে হবে যাতে সে তার অনিষ্ট বিস্তারে সীমালঙ্ঘন করতে না পারে। আর যদি কোনো ব্যক্তি আশঙ্কা করে যে কোনো কথার দ্বারা ফিতনা বা বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে, তবে তার ওপর ওয়াজিব হলো তা দায়িত্বশীলের নিকট পৌঁছে দেওয়া, যাতে সেই ফিতনা ছড়িয়ে পড়ার আগেই তা নির্মূল করা যায়। এমনটি বলা যাবে না যে: "আমি ভয় পাচ্ছি রাষ্ট্রপ্রধান আমার সাথে বা তার সাথে কী আচরণ করবেন।" না, বরং যদি সে এমন কথা বলে যার মাধ্যমে ফিতনার আশঙ্কা থাকে, তবে সে নিজেই নিজের ওপর অপরাধ করেছে। তাই বিষয়টি দায়িত্বশীলের নিকট উত্থাপন করা আবশ্যিক। তবে অবশ্যই বিষয়টি যাচাই-বাছাই করে নিশ্চিত হতে হবে যাতে মানুষ কোনো সংকটে না পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করেছিল, তখন যাবেদ ইবনুল আরকামের বক্তব্যের সত্যতা

নিশ্চিত করে ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল। আমাদের বর্তমান সময়ে ওহী নেই যা কোনো বিষয়কে সমর্থন বা খণ্ডন করবে। সুতরাং আপনি যদি কারও কাছ থেকে এমন কথা শোনেন যা অনিষ্ট ও ফিতনার দিকে নিয়ে যায়, তবে আপনার কর্তব্য হলো তা রাষ্ট্রপ্রধানকে জানানো যাতে সেই মন্দ ও অনিষ্ট বিস্তার লাভ করতে না পারে। মূল কথা হলো, লেখক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) গীবত বা পরনিন্দার বৈধতার ক্ষেত্র ও নিয়মাবলি বর্ণনা করেছেন এবং এরপর এর সপক্ষে দলিলসমূহ উপস্থাপন করেছেন। আর আল্লাহই তাওফিক দানকারী।

১৫৩৫ - আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আবু সুফিয়ান অত্যন্ত কৃপণ লোক। তিনি আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে পর্যাপ্ত ভরণপোষণ দেন না, কেবল আমি তাঁর অজান্তে যতটুকু গ্রহণ করি তা ব্যতীত। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "তুমি তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তা ন্যায়সঙ্গতভাবে গ্রহণ করো।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

(ص: 143) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

وَأَمَّا الْبَخْلُ بِمَا يَزِيدُ فَهَذَا حَرَامٌ لَا يَجُوزُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَتَظَلَّمَ إِلَى شَخْصٍ يُمْكِنُ أَنْ يَأْخُذَ الْحَقَّ لَهُ، فَهَذِهِ هُنْدُ تَظَلَّمَتْ عِنْدَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ لَهَا لَا تَقُولِي رَجُلٌ شَحِيحٌ، أَقْرَاهَا عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهَا تَطْلُبُ حَقَّهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي وَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ فَأَذِنَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَيَكْفِي وَلَدَهَا، وَلَكِنْ بِالْمَعْرُوفِ، يَعْنِي لَا تَزِيدِ عَلَى ذَلِكَ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى مَسَائِلٍ: أَوَّلًا: جَوَازُ غِيْبَةِ الْإِنْسَانِ لِلتَّظَلُّمِ مِنْهُ، لَكِنْ بِشَرَطِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عِنْدَ مَنْ يُمْكِنُهُ أَخْذُ الْحَقِّ لِمُصَاحِبِهِ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا فَائِدَةَ مِنَ التَّظَلُّمِ، وَمِنْهَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَنْفِقَ عَلَى أَهْلِهِ عَلَى زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ، حَتَّى لَوْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ غَنِيَّةً، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَنْفِقَ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا

إذا كانت الزوجة تدرس، وقد شرط على الزوج تمكينها من تدريسها فإنه لا حق له فيها تأخذ من راتب لا نصف ولا أكثر ولا أقل، الراتب لها مادام قد شرط عليه عند العقد أنه لا يمنعها من التدريس فرضي بذلك، فليس له الحق أن يمنعها من التدريس وليس له الحق أن يأخذ من مكافأتها أي من راتبها شيئاً، هو لها، أما إذا لم يشترط عليه أن يكتنحها من التدريس، ثم لما تزوج قال لا تدرسي، فهذا لها أن يصطلحاً على ما يشاءان، يعني مثلاً له أن يقول: أمكنك من التدريس بشرط أن يكون لي نصف الراتب أو ثلثاه أو ثلاثة أرباعه أو رבעه وما أشبه ذلك، على ما يتفقان عليه، وأما إذا شرط عليه أن تدرس وقبل فليس

আর যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সেই বিষয়ে কৃপণতা করা হারাম ও নাজায়েজ। যার ওপর এমন পরিস্থিতি আপতিত হয়, তার জন্য এমন ব্যক্তির কাছে অভিযোগ করার সুযোগ রয়েছে যে তার প্রাপ্য অধিকার আদায় করে দিতে সক্ষম। এই যেমন হিন্দ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগ করেছিলেন, আর তিনি তাঁকে এ কথা বলেননি যে ‘তুমি তাকে কৃপণ ব্যক্তি বলো না’; বরং তিনি তাঁকে এর স্বীকৃতি দিয়েছেন যেহেতু তিনি নিজের অধিকার প্রার্থনা করছিলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, ‘তুমি ন্যায়সংগতভাবে ততটুকু গ্রহণ করো যা তোমার এবং তোমার সন্তানের জন্য যথেষ্ট হয়।’ সুতরাং তিনি তাঁকে তাঁর স্বামীর অজান্তেই তাঁর সম্পদ থেকে ততটুকু গ্রহণ করার অনুমতি দিলেন যা তাঁর ও তাঁর সন্তানের জন্য পর্যাপ্ত, তবে তা হতে হবে ন্যায়সংগতভাবে; অর্থাৎ তিনি যেন এর অতিরিক্ত গ্রহণ না করেন। এটি কয়েকটি বিষয়ের ওপর প্রমাণ পেশ করে: প্রথমত, কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করার উদ্দেশ্যে তার পরনিন্দা করা বৈধ, তবে শর্ত হলো তা এমন ব্যক্তির কাছে হতে হবে যে হকদারের প্রাপ্য অধিকার আদায় করে দিতে সক্ষম। কিন্তু যদি বিষয়টি এমন না হয়, তবে সেই অভিযোগের কোনো উপকারিতা নেই। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির ওপর তার পরিবার তথা স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য ন্যায়সংগতভাবে ভরণপোষণ করা ওয়াজিব, এমনকি স্ত্রী যদি ধনীও হয় তবুও স্বামীর ওপর ভরণপোষণ প্রদান করা আবশ্যিক। এর অন্তর্ভুক্ত হলো যখন স্ত্রী শিক্ষকতা করেন এবং বিবাহের সময় স্বামীর ওপর এই শর্তারোপ করা হয় যে সে তাকে শিক্ষকতা করার সুযোগ দিবে, তবে স্ত্রী যে বেতন পাবেন তাতে স্বামীর কোনো অধিকার থাকবে না; এর অর্ধেক, কম কিংবা বেশি কোনো কিছুতেই নয়। বেতনটি

স্ত্রীরই প্রাপ্য যতক্ষণ পর্যন্ত বিবাহের চুক্তির সময় শর্ত করা হয়েছে যে স্বামী তাকে শিক্ষকতা থেকে বিরত রাখবে না এবং স্বামী তাতে সম্মতি দিয়েছে। এমতাবস্থায় তাকে শিক্ষকতা থেকে নিষেধ করার অধিকার স্বামীর নেই এবং তার পারিশ্রমিক বা বেতন থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করারও অধিকার নেই; এটি সম্পূর্ণ তার সম্পদ। পক্ষান্তরে, যদি তার ওপর শিক্ষকতার সুযোগ দেওয়ার শর্ত করা না হয়ে থাকে এবং বিবাহের পর স্বামী বলে যে ‘তুমি শিক্ষকতা করো না’, তবে এই ক্ষেত্রে তারা উভয়ে যে কোনো বিষয়ে আপস-মীমাংসা করে নিতে পারে। অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ, স্বামী বলতে পারে: ‘আমি তোমাকে শিক্ষকতা করার অনুমতি দিব এই শর্তে যে বেতনের অর্ধেক, বা দুই-তৃতীয়াংশ, বা তিন-চতুর্থাংশ, বা এক-চতুর্থাংশ অথবা অনুরূপ কোনো অংশ আমাকে দিতে হবে’, তারা যেভাবে একমত হয় সে অনুযায়ী। আর যদি তার ওপর শিক্ষকতার শর্ত করা হয় এবং সে তা কবুল করে নেয়, তবে তার আর...

(ص: 144) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

له الحق أن يمنعها وليس له الحق أن يأخذ من راتبها شيئاً ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أنه يجوز لمن له النفقة على شخص وامتنع من عليه النفقة من بذل النفقة، أن يأخذ من ماله بقدر النفقة سواء علم أم لم يعلم، وسواء أذن أم لم يأذن فللمرأة مثلاً أن تأخذ من جيب زوجها ما يكفيها ويكفي أولادها، وكذلك أيضاً تأخذ من شنتطته أو صندوقه ما يكفيها ويكفي أولادها سواء علم أم لم يعلم، فإن قال قائل: إذا كان لي حق على إنسان وجد وأنكر وقدرت على أخذ شيء من ماله، فهل يجوز أن آخذ مقدار حقي من ماله؟ يعني مثلاً إنسان عنده لي مائة ريال وجد قال: ما لك عندي شيء فهل إذا قدرت على شيء من ماله يجوز أن آخذ من ماله مائة ريال؟ الجواب لا، لا يجوز، والفرق بين هذا وبين النفقة أن النفقة لإنقاذ النفس وسببها ظاهر، كلنا يعرف أن هذه زوجة فلان وأن الزوجة لها نفقة، بخلاف

الدين فإنه أمر خفي لا يقال عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدّي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.

فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، ويعبر عنها عند العلماء بمسألة الظفر، يعني من ظفر بهال من له حق عليه هل يأخذ منه أم لا؟ والجواب بالتفصيل أنه إذا كان في مقابل النفقة الواجبة فلا بأس وأما إذا كان في مقابل دين واجب، فإنه لا يجوز لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تخن من خانك.

والله الموفق

স্বামীর অধিকার রয়েছে স্ত্রীকে বাধা দেওয়ার, কিন্তু তার বেতন থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করার অধিকার তার নেই। এই হাদিসের অন্যতম শিক্ষা হলো, যার ভরণপোষণ অন্য কোনো ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব এবং সেই ব্যক্তি যদি তা প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়, তবে ভরণপোষণের হকদার ব্যক্তি ওই ব্যক্তির সম্পদ থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ গ্রহণ করতে পারবে; চাই সে তা জানুক বা না জানুক এবং অনুমতি দিক বা না দিক। উদাহরণস্বরূপ, একজন স্ত্রী তার স্বামীর পকেট থেকে নিজের এবং সন্তানদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করতে পারে। একইভাবে সে স্বামীর ব্যাগ বা সিন্দুক থেকেও নিজের ও সন্তানদের প্রয়োজন অনুযায়ী নিতে পারে, স্বামী তা জানুক বা না জানুক। যদি কেউ প্রশ্ন করে: কোনো ব্যক্তির কাছে যদি আমার পাওনা থাকে এবং সে তা অস্বীকার করে, আর আমি যদি তার সম্পদ থেকে কিছু নেওয়ার সুযোগ পাই, তবে কি আমার পাওনা পরিমাণ অর্থ তার সম্পদ থেকে নেওয়া জায়েজ হবে? অর্থাৎ ধরুন, জনৈক ব্যক্তি আমার নিকট একশ রিয়াল ঋণী, কিন্তু সে তা অস্বীকার করে বলল: 'আমার কাছে তোমার কোনো পাওনা নেই'। এমতাবস্থায় আমি যদি তার সম্পদের নাগাল পাই, তবে কি সেখান থেকে একশ রিয়াল নিয়ে নেওয়া বৈধ হবে? উত্তর হলো—না, তা বৈধ নয়। এই বিষয়টি এবং ভরণপোষণের বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, ভরণপোষণ জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য এবং এর কারণ সুস্পষ্ট। আমরা সবাই জানি যে, অমুক নারী অমুকের স্ত্রী এবং স্ত্রীর ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। পক্ষান্তরে ঋণ একটি গোপন বিষয় যা সহজে প্রকাশিত হয় না। অথচ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে তোমার নিকট আমানত রেখেছে তার আমানত তাকে ফিরিয়ে দাও এবং যে তোমার সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করেছে তুমি তার সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করো না।"

এই মাসআলায় এটিই অধিকতর বিশুদ্ধ মত। আলেমদের নিকট এটি 'মাসআলাতুয যফর' (অধিকার আদায়ে সুযোগ লাভ) নামে পরিচিত। অর্থাৎ কেউ যদি এমন ব্যক্তির সম্পদের নাগাল পায় যার কাছে তার পাওনা রয়েছে, তবে সে কি তা থেকে গ্রহণ করতে পারবে? এর বিস্তারিত উত্তর হলো: যদি তা ওয়াজিব ভরণপোষণের বিপরীতে হয় তবে কোনো দোষ নেই। কিন্তু যদি তা সাধারণ ঋণের বিপরীতে হয় তবে তা বৈধ নয়; কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাধারণ নির্দেশ হলো: "যে তোমার সাথে খিয়ানত করেছে তুমি তার সাথে খিয়ানত করো না।" আল্লাহই তাওফীকদাতা।

(ص: 145) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَابُ تَحْرِيمِ النَّمِيَةِ وَهِيَ نَقْلُ الْكَلَامِ بَيْنَ النَّاسِ عَلَى جَهَةِ الْإِفْسَادِ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {هَٰذَا مِثْلُ مَا كَانَ لِآدَمَ إِذْ قَالَ لِلَّهِ رَبِّهِ رَبِّ ارْحَمْنِي رَبِّ ارْحَمْنِي} وَقَالَ تَعَالَى {مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ}

1536 - وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام متفق عليه.

1537 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير: أما أحدهما، فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله متفق عليه، وهذا لفظ إحدى روايات البخاري.

قال العلماء: معنى: وما يعذبان في كبير أي كبير في زعمهما وقيل: كبير تركه عليهما.

[الشَّرْحُ]

سبق أن المؤلف النووي رحمه الله في كتابه (رياض الصالحين) ذكر باباً مفيداً في

চোগলখোরি (নামিমাহ) হারামের পরিচ্ছেদ; আর তা হলো মানুষের মাঝে বিবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের কথা অন্যজনের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

আল্লাহ তাআলা বলেন: {যে পশ্চাতে নিন্দা করে এবং কুৎসা রটনা করে বেড়ায়} এবং আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: {মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করুক না কেন, তা সংরক্ষণের জন্য তার নিকট সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে}

১৫৩৬ - হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: চোগলখোরি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১৫৩৭ - ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন: নিশ্চয়ই এই কবরবাসীদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে; তবে বড় কোনো (কঠিন) কারণে তাদের আজাব দেওয়া হচ্ছে না। অবশ্যই তা বড় গুনাহ: তাদের একজন চোগলখোরি করে বেড়াত এবং অন্যজন নিজের পেশাব থেকে আড়াল বা পবিত্রতা অর্জনে যত্নশীল ছিল না। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, এটি বুখারীর একটি বর্ণনার শব্দ)।

উলামায়ে কেরাম বলেন: "বড় কোনো কারণে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না"—এর অর্থ হলো তাদের ধারণায় সেটি বড় ছিল না। আবার বলা হয়েছে: এটি পরিহার করা বা বেঁচে থাকা তাদের জন্য কঠিন ছিল না।

[ব্যাখ্যা]

ইতিপূর্বে লেখক ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর (রিয়াদুস সালিহীন) গ্রন্থে একটি উপকারী অধ্যায় উল্লেখ করেছেন...

بَاب مَا يَجُوزُ مِنَ الْغِيْبَةِ، وَذَكَرَ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةَ مَسَائِلَ، ذَكَرَ لَهَا أُدْلَةُ سَبَقِ الْكَلَامِ عَلَيْهَا، وَمِنْ ذَلِكَ التَّظْلِمُ، يَعْنِي إِذَا تَظَلَّمَ إِنْسَانٌ عِنْدَ وَلِيِّ الْأَمْرِ مِنْ شَخْصٍ ظَلَمَهُ، فَإِنْ ذَلِكَ لَا بِأَسْ بِهِ، لِأَنَّ حَقَّهُ لَنْ يَتِمَّ مِنْهُ إِلَّا بِذَلِكَ وَالْدَّلِيلُ عَلَى هَذَا حَدِيثُ هَنْدِ بِنْتِ عَتَبَةَ امْرَأَةِ أَبِي سَفْيَانَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، يَعْنِي بَخِيلٌ، لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي بِالْمَعْرُوفِ فَوَصَفْتَهُ بِأَنَّهُ شَحِيحٌ، وَهَذَا وَصَفٌ ذَمٌّ يَكْرَهُهُ الْإِنْسَانُ لَكِنْ لِمَاذَا قَالَتْ ذَلِكَ؟ تَظْلِمًا مِنْ أَجْلِ رَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهَا وَذَلِكَ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَنْفِقَ عَلَى زَوْجَتِهِ وَعَلَى أَوْلَادِهِ بِالْمَعْرُوفِ لَا وَكَسٍ وَلَا شَطَطٍ، وَلَا يَقْصِرُ وَلَا يَزِيدُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

1538 - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا

أَنْبِئُكُمْ مَا الْعُضَةُ؟ هِيَ النَّبِيَّةُ، الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

العضه: بفتح العين البهله، وإسكان الضاد المعجمة، وبألهاء على وزن الوجه، وروى:

العضة بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة، وهي: الكذب والبهتان،

وعلى الرواية الأولى: العضه مصدر، يقال: عضه عضها، أي: رماه بالعضه.

গীবত বা পরনিন্দা করা যেখানে বৈধ, সেই পরিচ্ছেদ। এখানে এমন ছয়টি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলোর সপক্ষে পূর্বে আলোচিত দলীলসমূহ রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো জুলুমের প্রতিকার চাওয়া। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যখন শাসনকর্তার নিকট তার ওপর জুলুমকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করে, তখন তাতে কোনো দোষ নেই; কারণ এর মাধ্যম ব্যতীত সে নিজের হক বা অধিকার ফিরে পেতে সক্ষম হবে না। এর প্রমাণ হলো আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবার হাদীস। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আবু সুফিয়ান অত্যন্ত কৃপণ ব্যক্তি, তিনি আমাকে ও আমার সন্তানদের জন্য বিধি মোতাবেক পর্যাপ্ত খরচ দেন না।" এখানে তিনি তাঁকে কৃপণ বলে অভিহিত করেছেন, যা একটি নিন্দনীয় গুণ এবং মানুষ এটি শুনতে অপছন্দ করে। কিন্তু তিনি এটি কেন বলেছিলেন?

তিনি নিজের ওপর হওয়া জুলুম দূর করার জন্য প্রতিকার হিসেবে এটি বলেছিলেন। কারণ, পুরুষের জন্য আবশ্যিক হলো ভারসাম্য বজায় রেখে বিধি মোতাবেক স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণ করা; এতে কোনো কমতি থাকবে না আবার কোনো বাড়াবাড়িও থাকবে না।

যেমনটি আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন তারা অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না; বরং তাদের ব্যয় এই উভয়ের মধ্যবর্তী পন্থায় হয়ে থাকে।"

১৫৩৮ - ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেব না 'আল-আযহু' কী? তা হলো চোগলখুরি বা পরচর্চা, যা মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ছড়ানো হয়।"

ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

'আল-আযহু': আইন বর্ণে জবর, দদ বর্ণে সুকুন এবং শেষে হা বর্ণ সহযোগে 'আল-ওয়াজহু' শব্দের ওজনে। এটি 'আল-ইযাহ' রূপেও বর্ণিত হয়েছে—আইন বর্ণে যের এবং দদ বর্ণে জবর সহযোগে 'আল-ইদাহ' শব্দের ওজনে। এর অর্থ হলো মিথ্যা ও অপবাদ। প্রথম বর্ণনা অনুযায়ী এটি একটি ক্রিয়ামূল; যেমন বলা হয় 'আযাহাহু আযহান', অর্থাৎ সে তাকে মিথ্যে অপবাদ দিয়েছে বা দোষারোপ করেছে।

(ص: 147) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه (رياض الصالحين) في باب تحريم النبية، فيما نقله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النبية، القالة بين الناس.

هذا من أساليب التعليم الجيدة وهي أن يلقي المعلم السؤال على المخاطبين للتنبيه، حتى يستثير أفهامهم ويعطوا الكلام انتباهًا ألا أنبئكم ما العضه والنبأ والخبر في اللغة العربية معناها واحد.

والعضة: من القطع والتزويق ومنه قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين يعني قطعاً وأجزاء، يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه فما هي الأداة المفرقة للأمة الممزقة لهم، قال: هي النبيلة: أن ينقل الإنسان كلام الناس بعضهم في بعض من أجل الإفساد بينهم، وهي من كبائر الذنوب، وقد كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين يعذبان في قبورهما، وأخبر أن أحدهما كان يمشي بالنبيلة، وذلك أن بعض الناس والعياذ بالله يفتن فيكون شغوفاً بنقل الكلام، كلام الناس بعضهم لبعض، يتزين بها عند الناس، يأتي لفلان ويقول لفلان قال فيك كذا وكذا قد يكون صادقاً وقد يكون كاذباً حتى إن كان صادقاً فإنه حرام، ومن كبائر الذنوب، وقد نهى الله تعالى أن يطاع مثل هذا الرجل قال تعالى: {ولا تطع كل حلاف مهين همار مشاء بنميم}

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) তাঁর রচিত ‘রিয়াদুস সালাহীন’ গ্রন্থের চোগলখোরি হারাম হওয়া বিষয়ক পরিচ্ছেদে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন, তাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেব না ‘আল-ইদ্বাহ’ (বিভেদ সৃষ্টিকারী মিথ্যাচার) কী? তা হলো চোগলখোরি, যা মানুষের মাঝে বিভেদ তৈরি করে।”

এটি শিক্ষাদানের একটি চমৎকার পদ্ধতি, যেখানে শিক্ষক শ্রোতাদের সচেতন করার জন্য প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, যাতে তাদের বোধশক্তি জাগ্রত হয় এবং তারা আলোচনার প্রতি মনোযোগী হয়— “আমি কি তোমাদের সংবাদ দেব না ‘আল-ইদ্বাহ’ কী?” আরবী ভাষায় ‘নাবা’ (সংবাদ) এবং ‘খবর’ একই অর্থ প্রকাশ করে।

‘আল-ইদ্বাহ’ শব্দটি বিচ্ছিন্ন করা ও ছিন্নভিন্ন করা থেকে উৎপন্ন। মহান আল্লাহর বাণী: “যারা কুরআনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে” (সূরা হিজর: ৯১)—এখান থেকেই শব্দটির উৎপত্তি। অর্থাৎ তারা কুরআনকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে কিছু অংশ বিশ্বাস করত আর কিছু অংশ অস্বীকার করত। উম্মাহকে বিভক্তকারী এবং তাদের সংহতি নষ্ট করার সেই মাধ্যমটি কী? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: তা হলো ‘আন-নামিমাহ’ বা চোগলখোরি। অর্থাৎ

মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করার উদ্দেশ্যে একজনের কথা অন্যজনের কাছে পাচার করা। এটি কবির গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে এমন দুই ব্যক্তির অবস্থা উন্মোচিত হয়েছিল যাদের কবরে আযাব হচ্ছিল; তিনি জানিয়েছিলেন যে, তাদের একজন চোগলখোরি করে বেড়াত। আল্লাহ রক্ষা করুন, কিছু মানুষ এই ফিতনায় এমনভাবে আসক্ত হয় যে, তারা মানুষের কথা আদান-প্রদান করতে পছন্দ করে। অন্যের কাছে নিজেকে প্রিয়পাত্র করার জন্য সে অমুকের কাছে গিয়ে বলে যে, অমুক ব্যক্তি তোমার সম্পর্কে এই এই বলেছে। সেই কথাটি সত্য হতে পারে আবার মিথ্যাও হতে পারে। এমনকি যদি তা সত্যও হয়, তবুও তা হারাম এবং কবির গুনাহ। মহান আল্লাহ এ ধরনের ব্যক্তির কথা মানতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর আপনি আনুগত্য করবেন না এমন প্রত্যেক ব্যক্তির, যে অধিক শপথ করে, যে হীন, যে পশ্চাতে নিন্দা গায় এবং যে চোগলখোরি করে বেড়ায়।” (সূরা আল-কালাম: ১০-১১)

(ص: 148) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

وقال بعض أهل العلم: من نم إليك الحديث منه منك، يعني من نقل كلام الناس إليك فإنه ينقل كلامك أنت، فأحذره ولا تطعه ولا تلفت إليه، وفي هذا دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث يأتي بالأساليب التي يكون فيها انتباه المخاطب، ولا سيما إذا رأى الإنسان من المخاطب غفلة، فإنه ينبغي أن يأتي بالأسلوب الذي ينبهه، لأن المقصود من الخطاب هو الفهم والاستيعاب والحفظ، فيأتي الإنسان بالأساليب المفيدة في ذلك.

فإذا قال قائل: إذا كان الشخص ينقل كلام الإنسان في الإنسان نصيحة، مثل أن يرى شخصاً مغروراً بشخص يفضي إليه أسراراً ويلازمه، والشخص هذا يفضي أسرار صاحبه الذي يفضي إليه أسراراً ويخدعه، فهل له أن يتكلم فيه؟ فالجواب: نعم، له

أَنْ يَتَكَلَّمَ فِيهِ وَيَقُولُ يَا فَلَانِ احْذَرِ هَذَا الشَّخْصَ فَإِنَّهُ يَنْقُلُ كَلَامَكَ وَيَقُولُ فِيكَ كَذَا وَكَذَا.

لَأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ النَّصِيحَةِ لَيْسَ غَرَضُهُ أَنْ يَفْرُقَ بَيْنَ النَّاسِ وَلَكِنْ غَرَضُهُ أَنْ يَسُدِّيَ النَّصِيحَةَ إِلَى صَاحِبِهِ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمَفْسَدَ مِنَ الْمَصْلَحِ} وَاللَّهُ الْبَاقِي

কোনো কোনো আলেম বলেছেন: যে ব্যক্তি অন্যের কথা আপনার কাছে পাচার করে, সে আপনার কথাও অন্যের কাছে পাচার করবে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মানুষের কথা আপনার কাছে নিয়ে আসে, সে অবশ্যই আপনার কথা অন্যদের কাছে নিয়ে যাবে। সুতরাং তার থেকে সাবধান থাকুন, তার কথা গ্রহণ করবেন না এবং তার প্রতি ভ্রক্ষেপ করবেন না। এর মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চমৎকার শিক্ষা পদ্ধতির প্রমাণ রয়েছে, যেখানে তিনি এমন কৌশল অবলম্বন করেন যা সম্বোধিত ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ করে। বিশেষ করে যখন বক্তা শ্রোতার মধ্যে উদাসীনতা লক্ষ্য করেন, তখন এমন পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত যা তাকে সজাগ করে তোলে। কারণ আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হলো সঠিক অনুধাবন, হৃদয়ঙ্গম ও স্মরণ রাখা; তাই মানুষের উচিত এক্ষেত্রে কার্যকর পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করা।

যদি কেউ প্রশ্ন করে: কোনো ব্যক্তি যদি সদুপদেশের (নসিহত) উদ্দেশ্যে একজনের কথা অন্যজনের কাছে পৌঁছে দেয়—যেমন সে দেখল যে, এক ব্যক্তি অন্য একজনের ব্যাপারে ধোঁকায় পড়ে তাকে নিজের গোপন কথা বলছে এবং তার সাথে সার্বক্ষণিক থাকছে, অথচ দ্বিতীয় ব্যক্তিটি তার বন্ধুর গোপন তথ্য ফাঁস করে দিচ্ছে এবং তাকে প্রতারণিত করছে—এমতাবস্থায় কি তার দোষ বর্ণনা করা যাবে? উত্তর হলো: হ্যাঁ, তার সম্পর্কে বলা যাবে এবং সে বলতে পারে যে, ‘হে অমুক! এই ব্যক্তি থেকে সতর্ক থাকুন, কারণ সে আপনার কথা অন্যের কাছে বলে দেয় এবং আপনার ব্যাপারে এই এই কথা রটায়।’

কারণ এটি নসিহতের অন্তর্ভুক্ত, এর উদ্দেশ্য মানুষের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা নয় বরং নিজ সঙ্গীকে সদুপদেশ প্রদান করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: “আর আল্লাহ জানেন কে অনিষ্টকারী এবং কে সংশোধনকারী।” আল্লাহই তাওফিকদাতা।

باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاية الأمور إذا لم تدع إليه حاجة
كخوف مفسدة ونحوها

قال الله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} .

وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله.

1539 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئاً، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر.
رواه أبو داود والترمذي.

:

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه: (رياض الصالحين) باب النهي عن نقل
الحديث وكلام الناس إلى ولاية الأمور إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك، يعني هذا الباب
أراد المؤلف به رحمه الله ألا ينقل الناس إلى الولاية كلام الناس وأحوالهم إذا لم تدع
الحاجة إلى ذلك، لأن نقل الكلام إلى ولاية الأمور إذا لم يكن هناك مصلحة يوجب إما
العدوان على الشخص الذي نقل عنه الكلام، وأما أن ولاية الأمور يتصورون أشياء لا
حقيقة لها وأن الناس يكرهونهم ويسبونهم وما أشبه ذلك فلهذا ينبغي ألا ينقل
إلى ولاية الأمور الحديث، حديث الناس وكلام الناس إلا إذا دعت الحاجة

শাসকবর্গের নিকট মানুষের কথা ও কর্মকাণ্ড পৌঁছে দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ;
যদি না কোনো বড় ক্ষতির আশঙ্কা বা এ জাতীয় কোনো বিশেষ প্রয়োজন থাকে।
মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: “তোমরা পাপাচার ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে
অপরকে সহায়তা করো না।” (সূরা আল-মায়িদাহ: ২)

এই পরিচ্ছেদে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত হাদিসগুলোই প্রাসঙ্গিক হিসেবে গণ্য হবে।

১৫৩৯ - ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: “তোমাদের কেউ যেন আমার কোনো সাহাবী সম্পর্কে আমার কাছে (নেতিবাচক) কিছু না পৌঁছে দেয়। কারণ আমি চাই যে, আমি যখন তোমাদের নিকট আসব তখন যেন আমার অন্তর সবার প্রতি স্বচ্ছ ও নিষ্কলুষ থাকে।”

এটি আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

:

[ব্যাখ্যা]

লেখক রহিমাহুল্লাহ তাআলা তাঁর ‘রিয়াদুস সালেহীন’ কিতাবে শাসকবর্গের নিকট প্রয়োজন ছাড়া মানুষের কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ড পৌঁছে দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদটি উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, এই পরিচ্ছেদের মাধ্যমে লেখক রহিমাহুল্লাহর উদ্দেশ্য হলো—প্রয়োজন ব্যতিরেকে মানুষ যেন শাসকদের কাছে অন্যদের কথা ও অবস্থা বর্ণনা না করে। কেননা, কোনো সুনির্দিষ্ট কল্যাণ ছাড়া শাসকদের কাছে কথা পৌঁছে দিলে হয় সেই ব্যক্তির প্রতি অন্যায় করা হয় যার সম্পর্কে বলা হচ্ছে, অথবা এর ফলে শাসকদের মনে এমন সব ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয় যার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই; যেমন—মানুষ তাদের ঘৃণা করছে বা গালি দিচ্ছে ইত্যাদি। এই কারণেই অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া শাসকদের কাছে জনগণের সাধারণ আলাপ-আলোচনা বা কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত কোনো সংবাদ আদান-প্রদান করা অনুচিত।

(ص: 150) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

والمصلحة إلى ذلك، فإذا دعت الحاجة أو المصلحة إلى ذلك فإنه ينقل كلام الناس إلى ولاية الأمور خوفاً من البفسدة، فمثلاً إذا كان أحد من الناس يتكلم في ولاية الأمور في المجالس، ويقول فيهم كذا وفيهم كذا ويسبهم، فإن الأولى ألا ينقل هذا الكلام إلى ولاية الأمور؛ لئلا تحصل البفسدة التي أشرت إليها، وهي العدوان على هذا الشخص

وتصور ولاية الأمور أن الناس يكرهونهم، فيكرهون الناس ولا يأتون بالأمر الذي ينبغي أن يأتوا به من مصالح المسلمين، أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك - إلى نقل كلام الناس إلى ولاية الأمور لدفع مفسدة أو حصول مصلحة - فإنه لا بد من نقله إليهم، فإذا رأينا رجلاً يتكلم في ولاية الأمور بما فيهم من المعاصي والفسوق وما أشبه ذلك، وينشرها بين الناس، فإنه لا بد أن تعلم ولاية الأمور بهذا؛ لأن هذا من النصيحة لهذا الشخص؛ لئلا يتبادى في طغيانه وهجومه على ولاية الأمور، ومن النصيحة لولاية الأمور أيضاً ألا يحمل الناس في قلوبهم على ولاية الأمور، وأما ترك البفسد يفسد ويتكلم بما شاء من غير ردع له ولا زجر فهذا خلاف النصيحة، بل فيه البفسدة العظيمة.

فالحاصل أن النووي رحمه الله ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي أن ينقل إلى ولاية الأمور كلام الناس وحديثهم ما لم تقتض المصلحة ذلك، فإن اقتضت المصلحة ذلك لكبح الشر والفساد والطغيان، فإنه يجب أن ينقل إلى ولاية الأمور بعد التثبت والتحقق من الأمر حتى تردع ولاية الأمور أهل الشر

এবং এ বিষয়ের কল্যাণ ও উপযোগিতা; সুতরাং যদি প্রয়োজন বা কল্যাণ দাবি করে তবে অনিষ্টের আশঙ্কায় মানুষের কথাবার্তা শাসকবর্গের নিকট পৌঁছানো যাবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ব্যক্তি বিভিন্ন মজলিসে শাসকবর্গের সমালোচনা করে, তাদের সম্পর্কে আজোবাজে কথা বলে এবং তাদের গালিগালাজ করে, তবে উত্তম হলো এ সকল কথা শাসকবর্গের নিকট না পৌঁছানো; যাতে সেই অনিষ্ট সৃষ্টি না হয় যার দিকে আমি ইঙ্গিত করেছি। আর তা হলো—ওই ব্যক্তির ওপর চড়াও হওয়া এবং শাসকবর্গের মনে এই ধারণা জন্মানো যে মানুষ তাদের ঘৃণা করে, ফলে তারাও মানুষকে ঘৃণা করতে শুরু করবে এবং মুসলিমদের জনকল্যাণে তাদের যা করা উচিত ছিল তা থেকে তারা বিরত থাকবে। পক্ষান্তরে, যদি কোনো অনিষ্ট রোধে কিংবা কল্যাণ সাধনে মানুষের কথাবার্তা শাসকবর্গের কাছে পৌঁছানোর প্রয়োজন হয়, তবে অবশ্যই তা পৌঁছাতে হবে। সুতরাং আমরা যদি দেখি যে কোনো ব্যক্তি শাসকবর্গের পাপাচার ও অবাধ্যতা এবং অনুরূপ বিষয়গুলো নিয়ে মানুষের মাঝে অপপ্রচার চালাচ্ছে, তবে শাসকবর্গকে এ বিষয়ে অবহিত করা আবশ্যিক। কেননা এটি ওই ব্যক্তির প্রতি সদুপদেশ বা কল্যাণকামিতা

হিসেবে গণ্য হবে; যাতে সে তার সীমালঙ্ঘন এবং শাসকবর্গের প্রতি আক্রমণাত্মক আচরণের ক্ষেত্রে আরও অগ্রসর হতে না পারে। এছাড়া শাসকবর্গের প্রতি কল্যাণকামিতার আরেকটি দিক হলো যাতে মানুষ তাদের প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ না করে। আর ফিতনা সৃষ্টিকারীকে কোনো প্রকার বাধা বা শাসন না করে তাকে যথেষ্ট কথা বলতে এবং বিশৃঙ্খলা করতে দেওয়া কল্যাণকামিতার পরিপন্থী; বরং এতে রয়েছে ভয়াবহ অনিষ্ট।

সারকথা হলো, ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) এই অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত জনস্বার্থ বা কল্যাণের প্রয়োজন না হবে ততক্ষণ মানুষের কথাবার্তা ও আলোচনা শাসকবর্গের নিকট পৌঁছানো উচিত নয়। তবে যদি অনিষ্ট, বিশৃঙ্খলা ও সীমালঙ্ঘন দমনের জন্য কল্যাণের দাবি থাকে, তবে বিষয়টির সত্যতা যাচাই ও নিশ্চিত হওয়ার পর তা শাসকবর্গের নিকট পৌঁছানো ওয়াজিব বা আবশ্যিক, যাতে শাসকবর্গ অশুভ শক্তিকে দমন করতে পারেন।

(ص: 151) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

والفساد، وإلا فلو ترك الناس يتكلمون كما يشاءون لحصل في هذا مفسدة كبيرة. ثم استدل المؤلف لهذا بآية وحديث، أما الآية فقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومن التعاون على الإثم والعدوان أن ينقل الإنسان كلام الناس أو كلام شخص معين إلى ولاية الأمور بدون مصلحة تقتضي، فإن هذا قد يحصل به كما أشرنا عدوان من ولاية الأمور على الشخص بلا سبب شرعي وأما الحديث فهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني أحد عن أحد شيئاً، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر وهذا من حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا أحد ينقل إليه كلام الناس لكي لا يقع في قلبه شيء على هذا المتكلم، فيحب أن يخرج إليهم وهو سليم الصدر، ولهذا كثيراً ما يكون الإنسان محباً لشخص يقدره ويرى أنه رجل كريم ورجل سليم، ثم إذا نقل إليه شيء عن

هذا الرجل كرهه ونفر منه وصار يبغضه، لكن كما قلنا أولاً: إذا اقتضت المصلحة أن نتكلم فلا بد أن نتكلم لكي لا ينتشر الشر والفساد وتحصل الفتن، والله الموفق

...এবং ফাসাদ (বিশৃঙ্খলা); অন্যথায়, মানুষকে যদি তাদের ইচ্ছামতো কথা বলতে দেওয়া হতো, তবে এতে বড় ধরনের অনিষ্ট সাধিত হতো।

অতঃপর লেখক এর সপক্ষে একটি আয়াত ও একটি হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন।

আয়াতের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর বাণী: "তোমরা পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না।" আর পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতার একটি দিক হলো,

কোনো আবশ্যিক জনস্বার্থ (মাসলাহাত) ছাড়াই মানুষের কথা অথবা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির কথা শাসকগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছে দেওয়া। কেননা, এর ফলে—যেমনটি আমরা ইঙ্গিত

করেছি—শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে কোনো শরিয়তসম্মত কারণ ছাড়াই সেই ব্যক্তির ওপর

জুলুম বা সীমালঙ্ঘন সংঘটিত হতে পারে। আর হাদিসটি হলো ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু

আনহু) বর্ণিত হাদিস, যাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের কেউ

যেন আমার কাছে অন্য কারো ব্যাপারে কোনো কিছু না পৌঁছায়; কারণ আমি তোমাদের মাঝে এমন অবস্থায় আসতে পছন্দ করি যখন আমার অন্তর (সবার প্রতি) স্বচ্ছ ও কলুষমুক্ত থাকে।"

এটি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত যে, কেউ তাঁর কাছে

মানুষের কথা পৌঁছাবে না, যাতে সেই বক্তার প্রতি তাঁর অন্তরে কোনো বিরূপ ধারণা সৃষ্টি না

হয়। তিনি তাঁদের সামনে এমনভাবে আসতে ভালোবাসতেন যখন তাঁর অন্তর শান্ত ও নির্মল

থাকে। এই কারণেই অনেক সময় দেখা যায় যে, একজন ব্যক্তি অন্য কাউকে ভালোবাসেন,

তাকে শ্রদ্ধা করেন এবং তাকে একজন সম্মানীয় ও নেককার মানুষ মনে করেন; কিন্তু যখন সেই

লোকটির ব্যাপারে কোনো নেতিবাচক কথা তার কানে পৌঁছানো হয়, তখন সে তাকে অপছন্দ

করতে শুরু করে, তার থেকে দূরে সরে যায় এবং তাকে ঘৃণা করতে থাকে। তবে যেমনটি

আমরা প্রথমে বলেছি: যদি জনস্বার্থে কথা বলার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে আমাদের অবশ্যই

কথা বলতে হবে—যাতে অকল্যাণ ও ফাসাদ ছড়িয়ে না পড়ে এবং ফিতনা সৃষ্টি না হয়। আর

আল্লাহই তাওফিকদাতা।

بَاب ذم ذي الوجهين

قال الله تعالى: {يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بآعمالهم محيطًا}

1540 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه متفق عليه.

1541 - وعن محمد بن زيد أن ناساً قالوا لجده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم قال: كنا نعد هذا نفاقاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

رواه البخاري.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه (رياض الصالحين) بَاب ذم ذي الوجهين: ذو الوجهين هو الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، كما يفعل المنافقون وإذا لقوا الذين

দ্বি-মুখী চরিত্রের মানুষের নিন্দার পরিচ্ছেদ

মহান আল্লাহ বলেন: {তারা মানুষের কাছ থেকে (নিজেদের কুকর্ম) গোপন করতে চায়, কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে গোপন করতে পারে না; অথচ তিনি তাদের সাথেই থাকেন যখন তারা রাতে এমন কথার ষড়যন্ত্র করে যা তিনি পছন্দ করেন না। আর তারা যা কিছু করে আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে আছেন।}

وذكر فيك ما ليس فيك، فهذا والعياذ بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون شر الناس ذا الوجهين يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وهذا من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف فاعله بأنه شر الناس، والواجب على الإنسان أن يكون صريحًا، لا يقول إلا ما في قلبه فإن كان خيرًا حمد عليه وإن كان سوى ذلك وجه إلى الخير، أما كونه يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، سواء كان فيما يتعلق بعبادته يظهر أنه عابد مؤمن تقي وهو بالعكس، أو فيما يتعلق بمعاملته مع الشخص؛ يظهر أنه ناصح له ويثني عليه ويمدحه ثم إذا غاب عنه عقره، فهذا لا يجوز.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية الكريمة {يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضي من القول وكان الله بما يعملون محيطًا} هذه الآية نزلت في قوم يخفون في أنفسهم ما لا يبدونه، يحدثون الناس بما ليس في قلوبهم، فإذا صاروا في الوحدة

(যারা) ঈমান এনেছে (তাদের সাথে মিলিত হলে) তারা বলে, "আমরা ঈমান এনেছি," কিন্তু যখন তারা তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে, "নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথে আছি, আমরা তো কেবল উপহাস করছি।" আর এটি অনেক মানুষের মাঝে পরিলক্ষিত হয়—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই—এবং এটি মুনাফিকির একটি শাখা। আপনি তাকে দেখবেন যে, সে আপনার নিকট এসে তোষামোদ করছে এবং আপনার প্রশংসা করছে, হয়তো বা সেই প্রশংসায় সে অতিশয়োক্তি করছে; কিন্তু যখন সে আপনার অগোচরে যায়, তখন সে আপনার গীবত করে, আপনার নিন্দা ও গালিগালাজ করে এবং আপনার সম্পর্কে এমন সব কথা উল্লেখ করে যা আপনার মাঝে বিদ্যমান নেই। সুতরাং এটি—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই—তেমনই যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা মানুষের মধ্যে নিকৃষ্টতম হিসেবে তাকেই পাবে যে দু-মুখো; সে এদের নিকট এক চেহারা নিয়ে আসে এবং ওদের নিকট অন্য চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়।" আর এটি কবির গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সম্পাদনকারীকে মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বলে অভিহিত করেছেন। মানুষের জন্য আবশ্যিক হলো

স্পষ্টবাদী হওয়া; সে কেবল তার অন্তরে যা আছে তা-ই বলবে। যদি তা কল্যাণকর হয় তবে তার জন্য সে প্রশংসিত হবে, আর যদি তা অন্য কিছু হয় তবে তাকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করা হবে। পক্ষান্তরে, তার এই যে এদের নিকট এক চেহারা এবং ওদের নিকট অন্য চেহারা নিয়ে আসা—চাই তা তার ইবাদত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হোক যে, সে নিজেকে একজন ইবাদতকারী, মুমিন ও মুত্তাকী হিসেবে প্রদর্শন করে অথচ সে এর বিপরীত, অথবা কোনো ব্যক্তির সাথে তার লেনদেন ও আচরণের ক্ষেত্রে হোক যে, সে তার নিকট হিতাকাজী হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করে এবং তার প্রশংসা ও স্তুতি গায়, অতঃপর যখন সে অনুপস্থিত থাকে তখন তার কুৎসা রটনা করে—তবে এটি কোনোভাবেই বৈধ নয়।

অতঃপর লেখক (রহিমাহুল্লাহ) এই মহিমাম্বিত আয়াতটি উল্লেখ করেছেন: "তারা মানুষের নিকট থেকে (নিজেদের অপকর্ম) গোপন করতে চায়, অথচ আল্লাহর নিকট থেকে তা গোপন করতে পারে না; অথচ তিনি তাদের সাথেই থাকেন যখন তারা রাত্রিকালে এমন কথার সলাপরামর্শ করে যা তিনি পছন্দ করেন না। আর তারা যা করে আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে আছেন।" এই আয়াতটি এমন এক সম্প্রদায়ের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যারা নিজেদের অন্তরে এমন কিছু গোপন রাখে যা তারা প্রকাশ করে না; তারা মানুষের নিকট এমন কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই, অতঃপর যখন তারা নির্জনে অবস্থান করে...

(ص: 154) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

واجتمعوا في الليل أظهروا ما في نفوسهم والعياذ بالله الذي كانوا أخفوه عن الناس من قبل، فيقول الله عز وجل: {يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطًا} ، ومثل ذلك أيضًا من يعمل المعصية خفاءً ولا يعملها أمام الناس حياءً منهم وخجلًا، وأما الله فلا يستحي منه ولا يخجل والعياذ بالله، وهذا يدخل في الآية الكريمة.

وَأَمَّا مَنْ عَمِلَ الْمُعْصِيَةَ وَنَدِمَ وَتَابَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْدُثَ النَّاسَ بِمَا فَعَلَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا الْبَجَاهِرُونَ.

وَالْبَجَاهِرُ هُوَ الَّذِي إِذَا فَعَلَ الْمُعْصِيَةَ حَدَّثَ بِهَا، فَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ صَرِيحًا، ظَاهِرًا كِبَاطْنَهُ، وَهُوَ إِذَا كَانَ صَرِيحًا إِنْ كَانَ عَلَى خَيْرٍ ثَبَتَهُ أَهْلُ الْخَيْرِ عَلَيْهِ وَاسْتَمَرَّ، وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ بَيْنُوا لَهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الشَّرِّ حَتَّى يَرْتَدِعَ، نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ بَوَاطِنَنَا خَيْرًا مِنْ ظَوَاهِرِنَا وَأَنْ يُوَفِّقَنَا وَإِيَّاكُمْ إِلَى مَا يَحِبُّ وَيَرْضَى، إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

এবং তারা যখন রাতে একত্রিত হয় তখন তারা তাদের অন্তরে যা লুকায়িত ছিল তা প্রকাশ করে দেয়—আমরা আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি—যা তারা ইতিপূর্বে মানুষের নিকট গোপন করেছিল। তখন মহান আল্লাহ বলেন: "তারা মানুষের দৃষ্টি থেকে লুকাতে চায়, কিন্তু আল্লাহর নিকট থেকে লুকাতে পারে না। তিনি তাদের সাথেই থাকেন যখন তারা রাতে এমন কথার পরিকল্পনা করে যা তিনি পছন্দ করেন না। আর তারা যা কিছু করে আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে আছেন।" তদ্রূপ সেই ব্যক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত যে গোপনে পাপাচারে লিপ্ত হয় এবং লোকলজ্জার ভয়ে মানুষের সামনে তা করে না, কিন্তু আল্লাহর নিকট সে লজ্জাবোধ করে না—আমরা আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি—সেও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে যে ব্যক্তি কোনো পাপ করার পর অনুতপ্ত হয় এবং তাওবা করে, তার জন্য মানুষের কাছে নিজের কৃতকর্মের কথা প্রকাশ করা বৈধ নয়। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "প্রকাশ্যে পাপাচারী ব্যতীত আমার উম্মতের সকলকে ক্ষমা করা হবে।" আর প্রকাশ্য পাপাচারী হলো সেই ব্যক্তি যে কোনো গুনাহ করার পর মানুষের কাছে তা বলে বেড়ায়। সুতরাং মানুষের জন্য আবশ্যিক হলো স্বচ্ছ হওয়া, যেন তার বাহ্যিক দিক তার অভ্যন্তরীণ অবস্থার অনুরূপ হয়। সে যদি স্বচ্ছ হয় এবং কল্যাণের ওপর থাকে, তবে পুণ্যবান ব্যক্তির তাকে সেই পথে দৃঢ় রাখবেন এবং সে তাতে অবিচল থাকবে। আর যদি সে এর বিপরীত হয়, তবে তারা তার ভুলগুলো তাকে স্পষ্ট করে দেবেন যাতে সে নিবৃত্ত হয়। আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে আমাদের প্রকাশ্য অবস্থার চেয়েও উত্তম করে দেন এবং আমাদের ও আপনাদেরকে সেই কাজের তাওফিক দান করেন যা তিনি পছন্দ করেন এবং যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন; নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

باب تحريم الكذب

قال الله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً} وقال تعالى: {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد}

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه (رياض الصالحين) باب تحريم الكذب، الكذب هو أن يخبر الإنسان بخلاف الواقع، فيقول: حصل كذا، وهو كاذب، أو قال فلان كذا، وهو كاذب وما أشبه ذلك، فهو الإخبار بخلاف الواقع. واعلم أن الكذب أنواع: الأول: الكذب على الله ورسوله، وهذا أعظم أنواع الكذب، لقول الله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين واللام في قوله {ليضل الناس بغير علم} اللام لام العاقبة وليست لام التعليل، فهي كقوله تعالى في موسى صلى الله عليه وسلم {فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً} وهم ما التقطوه لهذا، ولكن الله تعالى جعل العاقبة أن كان لهم عدواً وحزناً، وهكذا من افترى على الله كذباً، فإنه بافترائه يضل الناس بغير علم.

والافتراء على الله نوعان: النوع الأول أن يقول: قال الله كذا، وهو يكذب، كاذب على الله، ما قال الله شيئاً.

মিথ্যাচার নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তাআলা বলেন: "যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার পেছনে পোড়ো না; নিশ্চয়ই কান, চোখ এবং অন্তর—এগুলোর প্রতিটি সম্পর্কেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" এবং তিনি

আরও বলেন: "মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করুক না কেন, তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তার নিকট সদা প্রস্তুত একজন পাহারাদার থাকে।"

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার আন-নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়ায়ুস সলিহীন' কিতাবে বলেছেন: "মিথ্যাচার নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ।" মিথ্যা হলো কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বাস্তবতার পরিপন্থী সংবাদ প্রদান করা। যেমন সে বলল: "অমুক ঘটনা ঘটেছে", অথচ সে মিথ্যা বলছে। অথবা বলল: "অমুক ব্যক্তি এমন বলেছে", অথচ সে মিথ্যা বলছে বা অনুরূপ কিছু। সুতরাং বাস্তবতার বিপরীত কোনো সংবাদ প্রদান করাকেই মিথ্যা বলা হয়।

জেনে রাখুন যে, মিথ্যা কয়েক প্রকার: প্রথমত: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর মিথ্যাচার করা। আর এটি মিথ্যার সবচেয়ে ভয়াবহ প্রকার। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তবে সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে, যে মানুষকে কোনো জ্ঞান ছাড়াই পথভ্রষ্ট করার জন্য আল্লাহর ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে? নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না।" আর আল্লাহর বাণী—"যাতে সে মানুষকে জ্ঞান ছাড়াই পথভ্রষ্ট করে"—এখানে 'লাম' অক্ষরটি হলো পরিণাম প্রকাশক 'লাম' (লামুল আকিবা), এটি কারণ প্রকাশক 'লাম' (লামুত তায়লিল) নয়। এটি আল্লাহ তাআলার সেই বাণীর মতো যা তিনি মুসা (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বলেছেন: "অতঃপর ফেরাউনের পরিবার তাকে কুড়িয়ে নিল, যাতে তিনি তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হন।" তারা কিন্তু এই উদ্দেশ্যে তাকে কুড়িয়ে নেয়নি, বরং আল্লাহ তাআলা এর পরিণাম এমন নির্ধারণ করেছিলেন যে তিনি তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়েছিলেন। ঠিক তেমনিভাবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর মিথ্যা অপবাদ দেয়, সে মূলত তার এই অপবাদের মাধ্যমে পরিণামে মানুষকে জ্ঞান ছাড়াই পথভ্রষ্ট করে ফেলে।

আল্লাহর ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা দুই প্রকার: প্রথম প্রকার হলো এই বলা যে— "আল্লাহ এমনটি বলেছেন", অথচ সে মিথ্যা বলছে। সে আল্লাহর ওপর মিথ্যাচার করছে, মূলত আল্লাহ তেমন কিছুই বলেননি।

والنوع الثاني: أن يفسر كلام الله بغير ما أراد الله، لأن المقصود من الكلام معناه، فإذا قال: أراد الله بكذا كذا وكذا، فهو كاذب على الله، شاهد على الله بما لم يردده الله عز وجل، لكن الثاني إذا كان عن اجتهاد وأخطأ في تفسير الآية فإن الله تعالى يعفو عنه؛ لأن الله قال: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} وقال: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} وأما إذا تعد أن يفسر كلام الله بغير ما أراد الله، اتباعاً لهواه أو إرضاء لمصالح أو ما أشبه ذلك، فإنه كاذب على الله عز وجل، وهكذا من بعده الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول: قال رسول الله كذا، ولم يقله، لكن كذب عليه وكذلك أيضاً إذا فسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغير معناه فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار المعنى أن من كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم متعمداً قد تبوأ مقعده من النار وسكن في مقعده من النار والعياذ بالله، فهذان النوعان من الكذب هما أشد أنواع الكذب: الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأكثر الناس كذباً على رسول الله هم الرافضة الشيعة، فإنه لا يوجد في طوائف أهل البدع أحد أكثر منهم كذباً على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نص على هذا علماء مصطلح الحديث رحمهم الله، لما تكلموا على الحديث الموضوع قالوا: إن

দ্বিতীয় প্রকারটি হলো: আল্লাহর কালামকে আল্লাহ যা উদ্দেশ্য করেননি তেমন কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করা। কেননা কথার মূল উদ্দেশ্য হলো তার অর্থ। অতএব কেউ যখন বলে: 'আল্লাহ এর দ্বারা অমুক অমুক বিষয় উদ্দেশ্য করেছেন', তখন সে আল্লাহর নামে মিথ্যাচার করল এবং মহান আল্লাহর প্রতি এমন বিষয়ের সাক্ষ্য দিল যা তিনি উদ্দেশ্য করেননি। তবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি যদি ইজতিহাদ বা গবেষণাপ্রসূত হয় এবং আয়াতের ব্যাখ্যায় কোনো ভুল হয়ে যায়, তবে মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "তিনি দ্বীনের ব্যাপারে

তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি।" তিনি আরও বলেছেন: "আল্লাহ কোনো সত্তার ওপর তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেন না।" কিন্তু যদি কেউ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে কিংবা জাগতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে অথবা অনুরূপ অন্য কোনো কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর বাণীকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে, তবে সে মহান আল্লাহর নামে ডাहा মিথ্যাবাদী হিসেবে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে এর পরবর্তী স্তরের মিথ্যা হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মিথ্যারোপ করা—অর্থাৎ এমন কথা বলা যে, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ বলেছেন', অথচ তিনি তা বলেননি। তদ্রূপ কেউ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের এমন ব্যাখ্যা দেয় যা তার সঠিক অর্থের পরিপন্থী, তবে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মিথ্যারোপ করল। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ওপর মিথ্যারোপ করল, সে যেন জাহান্নামে তার আবাসস্থল বানিয়ে নেয়।" এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করবে, সে জাহান্নামে নিজের জন্য স্থান নির্ধারিত করে নিল এবং তথায় আবাস গ্রহণ করল—আল্লাহ আমাদের এ থেকে রক্ষা করুন। অতএব মিথ্যার এই দুই প্রকারই হলো মিথ্যার সবচেয়ে ভয়াবহ পর্যায়: আল্লাহর ওপর মিথ্যাচার এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মিথ্যাচার। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মিথ্যাচারের ক্ষেত্রে রাফেজী শিয়ারা সবচেয়ে জঘন্য। বিদআতি দলগুলোর মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর তাদের মতো অধিক মিথ্যারোপকারী আর কেউ নেই। উসূলে হাদীস শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ আলিমগণ (আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন) জাল হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তারা বলেছেন যে:

(ص: 157) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أكثر من يكذب على الرسول هم الرافضة الشيعة، وهذا شيء مشاهد ومعروف لمن تتبع كتبهم.

أما القسم الثاني من الكذب فهو الكذب على الناس، والكذب على الناس نوعان أيضاً: كذب يظهر الإنسان فيه أنه من أهل الخير والصلاح والتقوى والإيمان وهو ليس كذلك، بل هو من أهل الكفر والطغيان والعياذ بالله، فهذا هو النفاق، النفاق الأكبر الذين قال الله فيهم: {ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين} لكنهم يقولون بالسنتهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، وشواهد ذلك في القرآن والسنة كثيرة، إنهم - أعني المنافقين أهل الكذب يكذبون على الناس في دعوى الإيمان وهم كاذبون، وانظر إلى قول الله تعالى في سورة (المنافقون) حيث صدر هذه السورة ببيان كذبهم حيث قال تعالى: {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله} أكدوا هذه الجملة بكم مؤكدة؟ بثلاثة مؤكدات، (نشهد) (إن) (اللام) ثلاثة مؤكدات، يؤكدون أنهم يشهدون أن محمداً رسول الله، فقال الله تعالى: {والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون} في قولهم (نشهد إنك لرسول الله) هذا أيضاً من أنواع الكذب، وهو أشد أنواع الكذب على الناس؛ لأن فاعله والعياذ بالله منافق.

والنوع الثالث: من الكذب هو الكذب في الحديث بين الناس، الجاري بين الناس يقول: قلت لفلان كذا وهو لم

রাসূলুল্লাহর (সা.) ওপর যারা সবচেয়ে বেশি মিথ্যা আরোপ করে, তারা হলো রাফেযি শিয়া। যারা তাদের গ্রন্থসমূহ নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাদের কাছে এটি একটি দৃশ্যমান ও সুপরিচিত বিষয়।

আর মিথ্যার দ্বিতীয় প্রকারটি হলো মানুষের ওপর মিথ্যাচার করা। মানুষের ওপর এই মিথ্যাচার আবার দুই ধরনের হতে পারে: এক প্রকার হলো এমন মিথ্যাচার, যেখানে মানুষ নিজেকে সৎ, নিষ্ঠাবান, পরহেজগার ও ঈমানদার হিসেবে জাহির করে, অথচ বাস্তবে সে তেমন নয়; বরং সে কুফর ও সীমান্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। এটিই হলো নিফাক বা কপটতা; এমন বড় নিফাক যাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন: "মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহর ওপর এবং পরকালের ওপর ঈমান

এনেছি, অথচ তারা মুমিন নয়।" কিন্তু তারা কেবল মুখে এসব কথা বলে এবং জেনেশুনে মিথ্যার ওপর শপথ করে। কুরআন ও সুন্নাহতে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে। তারা—অর্থাৎ মিথ্যাচারী মুনাফিকরা—ঈমানের দাবি করার মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে মিথ্যাচার করে, অথচ তারা চরম মিথ্যাবাদী। সূরা আল-মুনাফিকুন-এর শুরুতে মহান আল্লাহর বাণীর দিকে লক্ষ্য করুন, যেখানে তিনি তাদের মিথ্যার স্বরূপ উন্মোচনের মাধ্যমে সূরাটি শুরু করেছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন: "যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে, তখন তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল।" তারা এই বাক্যটিকে কয়টি তাকিদ বা দৃঢ়তাসূচক শব্দের মাধ্যমে জোরালো করেছে? তিনটি তাকিদ দিয়ে; যেমন—'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি', 'নিশ্চয়ই' এবং 'লাম' তাকিদ। এই তিনটি তাকিদের মাধ্যমে তারা এটি নিশ্চিত করতে চায় যে, তারা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। তখন মহান আল্লাহ বললেন: "আল্লাহ জানেন যে আপনি অবশ্যই তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।" তাদের এই উক্তি—"আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি আল্লাহর রাসূল"—এটিও মিথ্যার একটি প্রকার। আর মানুষের ওপর করা মিথ্যাচারের মধ্যে এটিই সবচেয়ে গুরুতর প্রকার; কারণ এর কর্তা হলো মুনাফিক—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

মিথ্যার তৃতীয় প্রকারটি হলো মানুষের পারস্পরিক কথাবার্তায় বা প্রাত্যহিক আলাপচারিতায় মিথ্যা বলা। মানুষের মধ্যে প্রচলিত এমন আচরণে কেউ হয়তো বলে: 'আমি অমুককে এমন কথা বলেছি' অথচ সে তা বলেনি...

(ص: 158) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

يقوله، قال فلان كذا وهو لم يقوله، جاء فلان وهو لم يأت وهكذا، هذا أيضاً محرم ومن علامات النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب.

ثم ساق المؤلف رحمه الله الأدلة على تحريم الكذب منها قوله تعالى {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً} لا تقف أي لا تتبع ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً، وإذا كان هذا نهياً عما لم تحط به علمياً، فما بالك بما أحطت به علمياً وأخبرت بخلافه؟ يكون هذا أشد وأعظم، وبهذا نعرف أن الإنسان إذا تكلم بكلام فإما أن يكون قد أحاط به علمياً، فكلامه هذا مباح في الأصل ما لم يجر إلى مفسدة، الثاني أن يقفو ما يعلم أن الأمر بخلافه فهذا كذب واضح وصريح والثالث أن يقفو ما لم يحط به علمياً ولا يعلم أن الأمر بخلافه فهذا منهي عنه {ولا تقف ما ليس لك به علم} فينهي أن يتكلم الإنسان في حالين، في الحالة الأولى أن يعلم أن الأمر بخلاف ما يتكلم به، والحالة الثانية أن يتكلم في أمر لا يعلمه، هذا كله منهي عنه، أما إذا تكلم بما يعلم فهذا أمر لا بأس به.

وذكر الآية الأخرى {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} ، (من قول) نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النفي، ومؤكد عمومها بمن {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} أي قول تقوله عندك رقيب عتيد يعني حاضر يراقب يكتب ما تقول {إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} {أمر يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى يعني نسمع سرهم ونجواهم} {ورسلنا لديهم يكتبون} ما أعظم الأمر، كل كلمة تخرج منك تكتب وسوف تلقى ذلك يوم القيامة، كما قال تعالى: {وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً} أنت حسيب نفسك، قال بعض السلف: والله لقد أنصفك من جعلك حسيباً على نفسك. والحاصل أن الله يقول: {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب

সে তা বলেনি; যেমন বলা যে, অমুক ব্যক্তি অমুক কথা বলেছে অথচ সে তা বলেনি, অমুক ব্যক্তি এসেছে অথচ সে আসেনি এবং এই জাতীয় কথা। এটিও হারাম এবং মুনাফিকের

আলামত সমূহের অন্তর্ভুক্ত, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: মুনাফিকের আলামত তিনটি: যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে।

অতঃপর লেখক রহিমাহুল্লাহ মিথ্যা হারাম হওয়ার স্বপক্ষে দলিলসমূহ উপস্থাপন করেছেন, যার মধ্যে মহান আল্লাহর বাণী অন্যতম: {এবং যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না; নিশ্চয়ই কান, চোখ ও অন্তঃকরণ—এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।} 'তাকফু' বা অনুসরণ করো না অর্থ হলো, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার পিছু নিও না। আর যদি এটি এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা হয় যে সম্পর্কে তোমার পূর্ণ জ্ঞান নেই, তবে সেই বিষয়ের অবস্থা কী হবে যা সম্পর্কে তুমি অবগত আছো অথচ তার বিপরীত সংবাদ দিচ্ছ? এটি আরও ভয়াবহ ও গুরুতর অপরাধ হবে। এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, মানুষ যখন কোনো কথা বলে, তখন তা তিন অবস্থার কোনো একটির অন্তর্ভুক্ত হয়: প্রথমত, সে বিষয়টি সম্পর্কে পূর্ণ অবগত; এমতাবস্থায় তার এই কথা বলা মূলত বৈধ, যতক্ষণ না তা কোনো ফাসাদ বা অনিষ্টের দিকে নিয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, সে এমন বিষয়ের পিছু নেয় যার সত্যতা সে জানে কিন্তু তার বিপরীত কথা বলে; এটি স্পষ্ট ও প্রকাশ্য মিথ্যা। তৃতীয়ত, সে এমন বিষয়ের পিছু নেয় যে সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান নেই এবং সে এও জানে না যে বিষয়টি প্রকৃত অর্থে কেমন; এটিও নিষিদ্ধ। {এবং যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না}। সুতরাং মানুষকে দুই অবস্থায় কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে: প্রথমত, যখন সে জানে যে বিষয়টি তার বলা কথার বিপরীত, আর দ্বিতীয়ত, যখন সে এমন বিষয়ে কথা বলে যা সে জানে না। এসবই নিষিদ্ধ; তবে যা সে জানে সে সম্পর্কে কথা বললে তাতে কোনো দোষ নেই।

তিনি অপর একটি আয়াতের উল্লেখ করেছেন: {মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করুক না কেন, তা লিপিবদ্ধ করার জন্য একজন তৎপর প্রহরী তার পাশেই রয়েছে।} এখানে 'মিন কওল' (কোনো কথা) শব্দটি কিসের প্রেক্ষাপটে 'নাকির' বা অনির্দিষ্টবাচক হিসেবে এসেছে? এটি না-বোধক বাক্যের প্রেক্ষাপটে এসেছে এবং 'মিন' যোগ করে এর ব্যাপকতাকে সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

{মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করুক না কেন, তা লিপিবদ্ধ করার জন্য একজন তৎপর প্রহরী তার পাশেই রয়েছে} অর্থাৎ তুমি যা-ই বলো না কেন, তোমার নিকট একজন 'রাকীব' (পর্যবেক্ষক) ও 'আতীয়দ' (প্রস্তুত) অর্থাৎ একজন উপস্থিত প্রহরী রয়েছে যে তোমার কথাগুলো পর্যবেক্ষণ করে এবং তা লিপিবদ্ধ করে। {যখন তার ডানে ও বামে বসে থাকা দুইজন গ্রহণকারী ফেরেশতা তার আমল গ্রহণ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করুক না কেন, তা লিপিবদ্ধ করার

জন্য একজন তৎপর প্রহরী তার পাশেই রয়েছে।} {তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও কানকথা শুনি না? অবশ্যই শুনি; আর আমার পাঠানো ফেরেশতাগণ তো তাদের নিকটেই অবস্থান করে এবং সবকিছু লিখে রাখে।} বিষয়টি কতই না গুরুগম্ভীর! তোমার মুখ থেকে নিঃসৃত প্রতিটি শব্দ লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে এবং কিয়ামতের দিন তুমি তার মুখোমুখি হবে। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: {আর প্রত্যেক মানুষের কর্ম আমি তার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য একটি কিতাব বের করব, যা সে উন্মুক্ত অবস্থায় পাবে। (বলা হবে) তুমি তোমার কিতাব পাঠ করো; আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট।} তুমি নিজেই নিজের হিসাবকারী। জনৈক সালাফ (পূর্বসূরি) বলেছেন: আল্লাহর কসম, তিনি তোমার প্রতি ইনসাফ করেছেন যিনি তোমাকেই তোমার নিজের হিসাবকারী নিযুক্ত করেছেন।

সারকথা হলো, আল্লাহ বলেছেন: {মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করুক না কেন, তা লিপিবদ্ধ করার জন্য একজন তৎপর প্রহরী

(ص: 159) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

عتيد} هذا الرقيب العتيد أي الحاضر يكتب كل شيء: كل قولك، سواء كان لك أو عليك أو من اللغو الذي ليس لك ولا عليك، ولما كان الإمام أحمد رحمه الله مريضاً يئن من مرضه، قيل له: إن فلاناً - وأظنه طاووساً - يقول: إن الملك يكتب حتى أنين المريض، أنين المريض وهو يئن من شدة المرض يكتب عليه، أمسك رحمه الله أعني الإمام أحمد - أمسك عن الأنين، وصار يتصبر ولا يئن؛ خوفاً من ماذا؟ من أن يكتب عليه، هؤلاء الذين يحفظون ألسنتهم وجوارحهم ويعرفون قدر الأمور، أمسك حتى عن الأنين، أما نحن نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بالعفو،

প্রস্তুত} এই সদা উপস্থিত অতন্দ্র প্রহরী সবকিছুই লিপিবদ্ধ করেন: আপনার প্রতিটি কথা, তা আপনার অনুকূলে হোক কিংবা প্রতিকূলে, অথবা তা যদি এমন নিরর্থক কথাবার্তাও হয় যা আপনার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনোটিই নয়। ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) যখন অসুস্থ ছিলেন এবং যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন, তখন তাঁকে বলা হলো যে, জনৈক ব্যক্তি—আমার ধারণা তিনি তাউস—বলেন: ফেরেশতা এমনকি অসুস্থ ব্যক্তির আত্ননাদও লিপিবদ্ধ করেন। অসুস্থ ব্যক্তি যখন রোগের তীব্রতায় কাতরায়, তাও তার আমলনামায় লেখা হয়। এ কথা শুনে তিনি (রহিমাহুল্লাহ)—অর্থাৎ ইমাম আহমাদ—আত্ননাদ করা থেকে বিরত হলেন এবং ধৈর্য ধারণ করলেন, আর কাতরালেন না। কিসের ভয়ে? পাছে তা তাঁর বিপক্ষে লিপিবদ্ধ হয়ে যায় সেই ভয়ে। তাঁরাই হলেন সেই মহান ব্যক্তিত্ব যারা নিজেদের জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হেফাযত করেন এবং প্রতিটি বিষয়ের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুধাবন করেন; তিনি এমনকি আত্ননাদ করা থেকেও বিরত থাকলেন। আর আমাদের বিষয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের সাথে ক্ষমার আচরণ করেন।

(ص: 160) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

فإطلاق اللسان عندنا كثير، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه من القول والعمل

1542 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

سبق لنا الكلام على الآيتين اللتين ذكرهما المؤلف رحمه الله في صدر هذا الباب، باب
تحريم الكذب، ثم ذكر الأحاديث، منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور،
وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند
الله كذاباً، وعليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة،
ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً ففي هذا
الحديث حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب فقال: إياكم والكذب يعني
ابتعدوا عنه واجتنبوه، وهذا يعم الكذب في كل شيء، ولا يصح قول من قال: إن
الكذب إذا لم يتضمن ضرراً على الغير

আমাদের মাঝে বাকসংযমহীনতা ব্যাপক। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা
নীরব থাকে।" আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের নফস
বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করেন এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে তাঁর পছন্দনীয় ও
সন্তোষজনক বিষয়ের প্রতি আমাদের তাওফিক দান করেন।

১৫৪২ - ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই সত্যবাদিতা পুণ্যের পথে পরিচালিত করে এবং পুণ্য
জান্নাতের পথে পরিচালিত করে। আর মানুষ সত্য বলতে থাকে যতক্ষণ না আল্লাহর নিকট
তাকে মহাসত্যবাদী (সিদ্দীক) হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর নিশ্চয়ই মিথ্যাচার পাপাচারের
দিকে পরিচালিত করে এবং পাপাচার জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। আর মানুষ মিথ্যা
বলতে থাকে যতক্ষণ না আল্লাহর নিকট তাকে মহামিথ্যাবাদী (কাযযাব) হিসেবে লিপিবদ্ধ করা
হয়।" (বুখারি ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

‘মিথ্যা নিষিদ্ধ হওয়া’ অধ্যায়ের শুরুতে লেখক (রহিমাহুল্লাহ) যে দুটি আয়াত উল্লেখ করেছেন,
সে সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এরপর তিনি হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছেন,
যার মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসটি অন্যতম যে, নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকো; কারণ মিথ্যা পাপাচারের দিকে নিয়ে যায় এবং পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর ব্যক্তি মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যার অন্বেষণ করতে থাকে যতক্ষণ না আল্লাহর নিকট তাকে মহামিথ্যাবাদী হিসেবে লিখে রাখা হয়। আর তোমরা সত্যকে আঁকড়ে ধরো; কারণ সত্যবাদিতা পুণ্যের দিকে নিয়ে যায় এবং পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। আর ব্যক্তি সত্য বলতে থাকে এবং সত্যের অন্বেষণ করতে থাকে যতক্ষণ না আল্লাহর নিকট তাকে মহাসত্যবাদী হিসেবে লিখে রাখা হয়।" এই হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যা সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন: "তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকো", অর্থাৎ এটি থেকে দূরে থাকো এবং তা বর্জন করো। এটি প্রতিটি বিষয়ের মিথ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং যে ব্যক্তি বলে যে, যদি অন্যের কোনো ক্ষতি না হয় তবে মিথ্যা বলা বৈধ—তার এ কথা সঠিক নয়।

(ص: 161) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

فلا بأس به، فإن هذا قول باطل؛ لأن النصوص ليس فيها هذا القيد، النصوص تحرم الكذب مطلقاً، ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكذب يهدي إلى الفجور، يعني إذا كذب الرجل في حديثه فإنه لا يزال فيه الأمر حتى يصل به إلى الفجور والعياذ بالله، وهو الخروج عن الطاعة، والتباعد والعصيان، والفجور يهدي إلى النار، قال الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدرك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين ثم قال: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً والعياذ بالله أي من الكذابين، لأن الكذب - نسأل الله لنا ولكم السلامة منه ومن سائر الآثام - إذا اعتاده الإنسان، صار يكذب في كل شيء، وصدق عليه وصف المبالغة فكتب عند الله كذاباً، وأما الصدق فحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عليكم بالصدق، إذا تحدثتم

فأصدقوا، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. قال الله تعالى: {كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون} فإذا صدق الإنسان وعود لسانه على الصدق، هداة إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، يعني يوصل إليها، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا، والصديقية منزلة عالية، هي التي تلي منزلة النبوة، كما قال الله تعالى {ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين

এতে কোনো দোষ নেই—এমন উক্তিটি একটি বাতিল বা ভিত্তিহীন উক্তি; কারণ শরয়ি দলীলসমূহে এই ধরনের কোনো শর্ত বা সীমাবদ্ধতা নেই। দলীলসমূহ মিথ্যাকে নিঃশর্তভাবে হারাম করেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্পষ্ট করেছেন যে, মিথ্যা পাপাচার বা অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করে। অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি যখন তার কথাবার্তায় মিথ্যা বলে, তখন এই বিষয়টি তাকে ক্রমশ পাপাচারের পথে অগ্রসর করে, এমনকি তাকে ফুজুর বা চরম অবাধ্যতার স্তরে পৌঁছে দেয়; আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর ‘ফুজুর’ হলো আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া, বিদ্রোহ করা এবং নাফরমানিতে লিপ্ত হওয়া। এই পাপাচার মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন: "কখনোই না, নিশ্চয়ই পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জীনে রয়েছে। আপনি কি জানেন সিজ্জীন কী? তা একটি লিখিত খাতা। সেই দিন দুর্ভোগ হবে মিথ্যারোপকারীদের জন্য, যারা বিচার দিবসকে অস্বীকার করে।" অতঃপর তিনি বলেছেন: "আর মানুষ যখন ক্রমাগত মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যার অশ্বেষণে লিপ্ত থাকে, অবশেষে আল্লাহর নিকট তাকে চরম মিথ্যাবাদী হিসেবে লিখে দেওয়া হয়।" আমরা আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই। কেননা মিথ্যা—আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের এবং আপনাদের জন্য মিথ্যা ও যাবতীয় পাপ থেকে নিরাপত্তা কামনা করছি—যখন মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন সে সব বিষয়েই মিথ্যা বলতে থাকে। ফলে তার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জনসূচক গুণটি (মহা-মিথ্যাবাদী) প্রযোজ্য হয় এবং আল্লাহর কাছে সে ‘মহা-মিথ্যাবাদী’ হিসেবে পরিগণিত হয়। পক্ষান্তরে সত্যবাদিতার বিষয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উৎসাহিত করে বলেছেন: "তোমরা সত্যবাদিতাকে আঁকড়ে ধরো; যখন তোমরা কথা বলবে তখন সত্য বলবে। কেননা সত্যবাদিতা পুণ্যের দিকে পরিচালিত করে এবং পুণ্য জাহান্নামের

দিকে পথ দেখায়।" আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন: "কখনোই না, নিশ্চয়ই পুণ্যবানদের আমলনামা ইল্লিয়ীনে রয়েছে। আপনি কি জানেন ইল্লিয়ীন কী? তা একটি লিখিত খাতা, যা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তরা প্রত্যক্ষ করবে।" সুতরাং মানুষ যখন সত্য কথা বলে এবং নিজের জিহ্বাকে সত্যের ওপর অভ্যস্ত করে তোলে, তখন তা তাকে পুণ্যের পথ দেখায়। আর পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়, অর্থাৎ জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। আর কোনো ব্যক্তি সর্বদা সত্য বলতে থাকলে এবং সত্যনিষ্ঠার অশ্বেষণে লিপ্ত থাকলে অবশেষে আল্লাহর নিকট তাকে 'সিদ্দীক' (মহাসত্যবাদী) হিসেবে লিখে দেওয়া হয়। আর 'সিদ্দীকিয়াত' বা মহাসত্যবাদিতা এক সুউচ্চ মর্যাদা, যা নবুওয়াতের মর্যাদার ঠিক পরেই অবস্থান করে। যেমন আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন: "আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, তারা ওই সকল ব্যক্তিদের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; অর্থাৎ নবীগণ ও সিদ্দীকগণ..."

(ص: 162) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً .

واعلم أن الكذب يتضاعف جرمة بحسب ما يؤدي إليه؛ فالكذب في المعاملات أشد من الكذب في مجرد الإخبار، فإذا صار الرجل يكذب في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه صار هذا أشد؛ لأنه إذا كذب في البيع والشراء تمحق بركة بيعه قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.

وما ترتب على الكذب في البيع والشراء من زيادة في الثمن أو زيادة في المبيع فإنه سحت والعياذ بالله؛ لأنه مبني على الكذب، والكذب باطل، وما بني على الباطل فهو باطل، وكذلك الكذب في وصف السلعة، يقول الإنسان مثلاً: هذه السلعة فيها كذا وكذا من الصفات المرغوبة وهو كاذب، هذا أيضاً من أكل المال بالباطل، ومن ذلك ما

يفعله بأئعو السيارات كما يقولون: يعطي الإنسان سيأرتة هذا الدلال وهو يدري أن فيها العيب الفلاني ثم يقول عند عرضها للبيع كل عيب فيها ولا يظهر العيب الحقيقي، فهذا حرام لا يجوز، إذا كان البائع يعلم العيب لكن كتمه وقال للمشتري: اصبر في كل عيب، هذا حرام إذا كان يعلم أن فيها عيبًا، أما إذا كان لا يعلم لكنه يخشى أن يكون فيها عيب لا يطلع عليه، فلا بأس أن يترك البراءة من كل عيب مشبوه والله الموفق

এবং শহীদ ও নেককারগণ; আর তাঁরা কতই না উত্তম সঙ্গী।

জেনে রাখুন, মিথ্যার অপরাধ এর পরিণতির ভয়াবহতা অনুযায়ী বৃদ্ধি পায়। লেনদেন বা মোয়ামালাতের ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা সাধারণ সংবাদ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে মিথ্যা বলার চেয়েও অধিক গুরুতর। অতএব যখন কোনো ব্যক্তি তার কেনাবেচা ও আদান-প্রদানে মিথ্যা বলে, তখন তা আরও মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়; কারণ কেনাবেচায় মিথ্যা বললে ব্যবসার বরকত সমূলে বিনাশ হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই চুক্তি চূড়ান্ত করার আগ পর্যন্ত তা বহাল রাখা বা বাতিলের অধিকার রাখে। যদি তারা সত্য বলে এবং পণ্যের দোষ-গুণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে, তবে তাদের কেনাবেচায় বরকত দেওয়া হয়। আর যদি তারা মিথ্যা বলে এবং ত্রুটি গোপন করে, তবে তাদের কেনাবেচার বরকত নষ্ট করে দেওয়া হয়।"

কেনাবেচায় মিথ্যার আশ্রয়ে মূল্যে যে অতিরিক্ত অর্থ অর্জিত হয় অথবা পণ্যে যে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়, তা অবৈধ সম্পদ বা সুহত, আল্লাহ আমাদের এ থেকে রক্ষা করুন। কেননা এটি মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর মিথ্যা হলো অসার। আর যা অসারের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা নিজেও অসার। অনুরূপভাবে পণ্যের গুণাগুণ বর্ণনায় মিথ্যা বলাও একই পর্যায়ে। যেমন—একজন ব্যক্তি বলল: এই পণ্যটিতে অমুক অমুক কাম্য গুণাবলি রয়েছে, অথচ সে মিথ্যা বলছে; এটিও অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ করার অন্তর্ভুক্ত। গাড়ি বিক্রেতারা যা করে থাকে তাও এর উদাহরণ। যেমন—একজন ব্যক্তি তার গাড়িটি দালালের কাছে দিল এবং সে জানে যে এতে নির্দিষ্ট কোনো ত্রুটি রয়েছে, অতঃপর বিক্রির সময় সে প্রকৃত ত্রুটিটি প্রকাশ না করে ঢালাওভাবে বলে দেয়: "এতে বিদ্যমান সকল ত্রুটিসহ এটি বিক্রি করা হচ্ছে", এটি হারাম ও নাজায়েজ। বিক্রেতা যদি দোষটি সম্পর্কে অবগত থাকে কিন্তু তা গোপন করে ক্রেতাকে বলে: "সব দোষ

মেনেই এটি গ্রহণ করুন," তবে তা হারাম হবে যেহেতু সে দোষটি জানত। পক্ষান্তরে, যদি সে দোষটি না জানে কিন্তু মনে এই আশঙ্কা থাকে যে এতে এমন কোনো সুপ্ত ত্রুটি থাকতে পারে যা তার গোচরীভূত হয়নি, তবে সম্ভাব্য সকল ত্রুটি থেকে দায়মুক্তির শর্তারোপ করায় কোনো দোষ নেই। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 163) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

1543 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن، كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا أوتى خا، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه.

وقد سبق بيانه مع حديث أبي هريرة بنحوه في باب الوفاء بالعهد.

[الشَّرْحُ]

قال النووي رحمه الله تعالى في باب تحريم الكذب في كتابه (رياض الصالحين) : عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها.

قوله: أربع من كن فيه أي من اتصف بهن كان منافقاً خالصاً؛ لأنه أتى بجميع الأعمال التي يتصف بها المنافقون والعياذ بالله، والمراد بالنفاق هنا النفاق العملي الذي يكون عليه أهل النفاق العقدي، وليس نفاق الاعتقاد؛ لأن نفاق الاعتقاد

نفاق كفر والعياذ بالله؛ وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، أما هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات فإنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر إيماناً حقيقياً، ولكنهم يستعملون هذه الصفات وفيها شيء من النفاق.

১৫৪৩ - আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "চারটি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক হবে, আর যার মধ্যে এর কোনো একটি বৈশিষ্ট্য থাকবে, তার মধ্যে মুনাফিকির একটি বৈশিষ্ট্য থাকবে যতক্ষণ না সে তা বর্জন করে: যখন তাকে বিশ্বাস করে কিছু আমানত দেওয়া হয় সে খেয়ানত করে, যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করে এবং যখন বিবাদে লিপ্ত হয় তখন অশ্লীল গালিগালাজ বা অন্যায় আচরণ করে।"

বুখারি ও মুসলিম কর্তৃক সর্বসম্মত।

এর ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত অনুরূপ হাদিসের সাথে 'অঙ্গীকার পূর্ণ করা' অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে।

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রহিমাল্লাহ তায়ালা) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থের 'মিথ্যা বলা হারাম' অধ্যায়ে বলেন: আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "চারটি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক হবে, আর যার মধ্যে এর কোনো একটি বৈশিষ্ট্য থাকবে, তার মধ্যে মুনাফিকির একটি বৈশিষ্ট্য থাকবে যতক্ষণ না সে তা বর্জন করে।"

তাঁর বাণী: 'চারটি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে থাকবে' অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই গুণগুলো দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হবে সে খাঁটি মুনাফিক হবে; কারণ সে মুনাফিকদের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করেছে—আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই। আর এখানে নিফাক (মুনাফিকি) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কর্মগত নিফাক, যা বিশ্বাসগত মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে; এটি বিশ্বাসগত নিফাক নয়। কারণ বিশ্বাসগত নিফাক হলো কুফর—আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই; যা হলো প্রকাশ্যে ইসলাম জাহির করা এবং অন্তরে কুফর গোপন রাখা। পক্ষান্তরে, যারা এই গুণাবলি দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়, তারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস পোষণ করে, তবে তারা এমন সব আচরণ করে যার মধ্যে মুনাফিকির কিছু উপাদান রয়েছে।

أولاً قال: (إذا أؤتمن خان) إذا ائتمنه إنسان على شيء خانه فمثلاً إذا أعطي وديعة وقيل له خذها احفظها، دراهم أو ساعة أو قلم أو متاع أو غير ذلك يكون فيها يستعملها لنفسه أو يتركها فلا يحفظها في مكانها أو يظفر بها من يتسلط عليه ويأخذها، المهم أنه لا يؤدي الأمانة فيها، كذلك إذا أؤتمن على حديث سري وقيل له: لا تخبر أحداً ذهب يخبر، قال لي فلان قال لي فلان، وبعض الناس والعياذ بالله يبتلى بحب الظهور والشهرة، إذا ائتمنه أحد من ولاية الأمور أو من كبراء القوم ووجهائهم ذهب يتحدث؛ قال لي الأمير كذا؛ قال لي الوزير كذا؛ قال لي الشيخ كذا؛ يتجمل عند الناس بأنه ممن يحادثه الكبراء والشرفاء وهذه من خيانة الأمانة والعياذ بالله، ومن ذلك أيضاً الأمانات في الولايات يكون الإنسان ولياً على يتيم على ماله وحضانتها وتربيته فلا يقوم بالواجب؛ يهمل ماله وربما يستقرضه لنفسه ولا يدري هل يستطيع الوفاء فيما بعد أم لا؟ ولا يقربه بالتي هي أحسن، هذا أيضاً من خيانة الأمانة، ومن ذلك أيضاً أن الإنسان لا يقوم بواجب التربية في أهله وأولاده وقد ائتمنه الله عليهم فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ولم يجعل الله لك سلطاناً عليهم إلا ليسألك عنهم يوم القيامة حتى تتمنى أنك لم يكن بينك وبينهم صلة قال الله تعالى: {يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه} ومن خيانة الأمانة أن يكون الإنسان إماماً للناس يصلي بهم الجمعة

প্রথমত, তিনি বলেছেন: (যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়, সে খেয়ানত করে)। যখন কোনো ব্যক্তি কোনো বিষয়ে তার ওপর আস্থা রাখে, সে তার সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি তাকে কোনো গচ্ছিত সম্পদ প্রদান করা হয় এবং বলা হয় যে এটি গ্রহণ করুন ও হিফাজত করুন—তা দিরহাম (মুদ্রা), ঘড়ি, কলম, আসবাবপত্র বা অন্য কিছু হোক না কেন—সে তা

নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে অথবা অবহেলা করে ফেলে রাখে, ফলে তা যথাযথ স্থানে সংরক্ষিত থাকে না অথবা কোনো দখলদার তা হস্তগত করে নিয়ে যায়। মূল কথা হলো, সে আমানতটি যথাযথভাবে রক্ষা করে না। একইভাবে, যদি তাকে কোনো গোপন কথার আমানত দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে, কাউকে বলবেন না, তখন সে তা বলে বেড়ায়; সে বলে যে অমুক আমাকে এটি বলেছে, তমুক আমাকে ওটি বলেছে। কিছু মানুষ—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—প্রসিদ্ধি ও আত্মপ্রচারের মোহে আক্রান্ত হয়। যদি কোনো শাসক বা সম্প্রদায়ের কোনো নেতৃস্থানীয় ও বিশিষ্ট ব্যক্তি তাকে কোনো গোপন কথা বলেন, সে তা প্রচার করে বেড়ায়; সে বলে: আমীর আমাকে এমনটি বলেছেন; মন্ত্রী আমাকে এমনটি বলেছেন; শায়খ আমাকে এমনটি বলেছেন। সে মানুষের কাছে নিজেকে এভাবে জাহির করতে চায় যে, সে বড় বড় এবং সম্মানিত ব্যক্তিদের সাথে কথোপকথন করে থাকে। এটি আমানতের খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহর কাছে আমরা এ থেকে আশ্রয় চাই। এর মধ্যে দায়িত্ব ও নেতৃত্বের আমানতও অন্তর্ভুক্ত; যেমন কোনো ব্যক্তি যদি কোনো এতিমের সম্পদ, লালন-পালন ও শিক্ষার অভিভাবক হয় এবং সে তার যথাযথ দায়িত্ব পালন না করে; সে এতিমের সম্পদ অবহেলা করে এবং সম্ভবত নিজের প্রয়োজনে তা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে, অথচ সে জানে না যে পরবর্তীতে তা পরিশোধ করতে পারবে কি না। সে সর্বোত্তম পন্থায় সেই সম্পদের ব্যবস্থাপনা করে না। এটিও আমানতের খেয়ানত। এর অন্তর্ভুক্ত এটিও যে, মানুষ তার পরিবার ও সন্তানদের লালন-পালনের দায়িত্ব পালন করে না, অথচ আল্লাহ তাকে তাদের ব্যাপারে আমানতদার নিযুক্ত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন: "হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করো সেই আগুন থেকে, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।" আল্লাহ তাদের ওপর তোমাকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন কেবল এজন্য যে, কিয়ামতের দিন তিনি তোমাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। এমনকি সেদিন তুমি আকাঙ্ক্ষা করবে যে, যদি তোমার ও তাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক না থাকত! আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: {সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই, তার মা, তার বাবা, তার স্ত্রী এবং তার সন্তানদের কাছ থেকে। সেদিন তাদের প্রত্যেকেরই এমন অবস্থা হবে যা তাকে অন্য সবার থেকে বিমুখ করে রাখবে (অর্থাৎ নিজের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত রাখবে)}। আমানতের খেয়ানতের মধ্যে এটিও অন্তর্ভুক্ত যে, কোনো ব্যক্তি মানুষের ইমাম হবে এবং তাদের নিয়ে জুমার সালাত আদায় করবে...

والجماعات فلا يقوم بالواجب، تجده مرة يتقدم ومرة يتأخر ومرة يطيل بهم إطالة غير مشروعة ومرة لا يطمئن في صلاته ولا يهتم بمن وراءه، هذا من خيانة الأمانة، والهم أن خيانة الأمانة تكون في جميع الأحوال في الأمانات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي كل شيء.

إذا اتّمن خان وإذا حدث كذب هذا الشخص إذا حدث الناس في الحديث قال فلان أو حصل كذا أو لم يحصل يكذب، هذا من علامات النفاق، ومن الناس من يفتن بهذا الأمر فتجده يكذب على الناس، يمزح عليهم ليورطهم فإذا تورطوا قال: أُمزح، سبحانه الله تكذب على الناس تمزح عليهم لتورطهم! ومن الناس من يبتلى بالكذب لأجل أن يضحك الحاضرين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له وقد سبق أن أعظم الكذب الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم الكذب على العلماء؛ فإن العلماء إذا كذب عليهم إنسان في الشرع، بأن قال: قال فلان هذا حرام، أو هذا حلال، أو هذا واجب، وهو يكذب عليه صار هذا كاذباً على الشرع؛ لأن العلماء هم الذين يمثلون الشرع وهم الذين يبينونه للناس، فإذا كذب الإنسان عليهم قالوا: إن فلاناً العالم قال كذا وقال كذا وهو كاذب فإنه يقرب ممن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهم أن من حدث فكذب فإنه فيه خصلة من خصال النفاق، أعاذنا الله

আর জামাআতের ক্ষেত্রে সে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে না। আপনি তাকে দেখবেন কখনো সে আগে চলে আসে, আবার কখনো সে দেরি করে ফেলে। কখনো সে মুক্তাদীদের নিয়ে অসংগতভাবে দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করে, আবার কখনো সে তার সালাতে স্থিরতা (তুমানিনাহ) বজায় রাখে না এবং তার পেছনে যারা সালাত আদায় করছেন তাদের প্রতি ভ্রক্ষেপ করে না। এটি আমানতের খিয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। মূল কথা হলো, আমানতের খিয়ানত

সর্বাবস্থায় হতে পারে—তা গচ্ছিত আমানতের ক্ষেত্রে হোক, লেনদেনের ক্ষেত্রে হোক, আখলাক বা চরিত্রের ক্ষেত্রে হোক কিংবা অন্য যেকোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে হোক।

'যখন তার নিকট আমানত রাখা হয় তখন সে খিয়ানত করে এবং যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে।' এই ব্যক্তি যখন মানুষের সাথে কথা বলে তখন সে দাবি করে যে 'অমুক ব্যক্তি এরূপ বলেছে' অথবা 'এমনটি ঘটেছে' কিংবা 'এমনটি ঘটেনি', অথচ সে মিথ্যা বলছে। এটি মুনাফিকের অন্যতম আলামত। কিছু মানুষ এই ফেতনায় আক্রান্ত যে তারা মানুষের সাথে মিথ্যা বলে এবং তাদের বিপদে ফেলার জন্য ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। আর যখন তারা বিপদে পড়ে যায় তখন সে বলে: 'আমি তো কেবল রসিকতা করছিলাম'। সুবহানাল্লাহ! আপনি মানুষের সাথে মিথ্যা বলছেন এবং তাদের বিপদে ফেলার জন্য রসিকতা করছেন! আবার কিছু মানুষ উপস্থিত লোকজনকে হাসানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলার ব্যাধিতে আক্রান্ত। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "সেই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস, যে কথা বলার সময় মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে। তার জন্য ধ্বংস, পুনরায় তার জন্য ধ্বংস।" ইতিপূর্বে এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, সবচেয়ে বড় মিথ্যা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মিথ্যা আরোপ করা। অতঃপর ওলামায়ে কিরামের ওপর মিথ্যা আরোপ করা। কারণ কোনো ব্যক্তি যদি শরিয়ি বিষয়ে আলেমদের ওপর মিথ্যাচার করে এই বলে যে, 'অমুক আলেম এটিকে হারাম বলেছেন' অথবা 'এটি হালাল' কিংবা 'এটি ওয়াজিব', অথচ সে মিথ্যা বলছে, তবে সে মূলত শরীয়তের বিষয়েই মিথ্যাচার করল। কেননা ওলামায়ে কিরামই হলেন শরীয়তের প্রতিনিধি এবং তারাই মানুষের নিকট শরীয়ত ব্যাখ্যা করেন। সুতরাং মানুষ যখন আলেমদের ওপর মিথ্যা আরোপ করে বলে যে, 'অমুক আলেম এমন কথা বলেছেন', অথচ সে মিথ্যা বলছে, তবে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মিথ্যা আরোপকারীর সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে গেল।

সারকথা হলো, যে ব্যক্তি কথা বলার সময় মিথ্যা বলে, তার মধ্যে নিফাকের একটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। আল্লাহ আমাদের এ থেকে রক্ষা করুন।

وأيًا كم من ذلك

الثالثة: وإذا عاهد غدر يعني إذا أعطى عهدًا على أي شيء من الأشياء غدر به ونقض العهد، وهذا يشمل المعاهدة مع الكفار، والمعاهدة مع المسلم في بعض الأشياء ثم يغدر بذلك، فالمعاهدة مع الكفار إذا عاهدنا الكفار على ترك الحرب بيننا وبينهم مدة معينة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش حين عاهدهم في صلح الحديبية على ترك القتال لمدة عشر سنوات، فإذا عاهدنا هؤلاء المشركين فلنا معهم ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن ينقضوا العهد، فحينئذ يبطل العهد الذي بيننا وبينهم، كما قال الله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون كما فعلت قريش في العهد الذي بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية؛ فإنها لم تمض ثماني سنوات إلا ونقضت قريش من العهد حيث أعانوا حلفاءهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم.

الحالة الثانية: أن يستقيموا على العهد، فحينئذ يجب علينا أن نستقيم على العهد وأن نبقى حتى تنتهي المدة؛ لقول الله تعالى: {فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين} الحالة الثالثة: أن نخشى أن ينقضوا العهد، يعني لم ينقضوه فعلاً ولم يظهر لنا استقامة تامة، فنخشى أن ينقضوا العهد، فهنا ننذر إليهم العهد، ونقول لهم صراحة: إنه لا عهد بيننا وبينكم، دليل ذلك قول الله تعالى {وأما

আর তোমরা এ থেকে বেঁচে থাকো।

তৃতীয়ত: "যখন সে অঙ্গীকার করে, তখন তা ভঙ্গ করে।" অর্থাৎ, যখন সে কোনো বিষয়ে অঙ্গীকার প্রদান করে, তখন সে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং সেই অঙ্গীকার লঙ্ঘন করে। এটি অমুসলিমদের সাথে কৃত চুক্তি এবং কোনো বিষয়ে মুসলিমদের সাথে কৃত অঙ্গীকার—
উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে যেখানে পরবর্তী সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। অমুসলিমদের সাথে

চুক্তির বিষয়টি হলো—যদি আমরা তাদের সাথে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যুদ্ধ বন্ধ রাখার বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হই, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের সাথে হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বিরতির চুক্তি করেছিলেন। যখন আমরা এই মুশরিকদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হই, তখন আমাদের সামনে তিনটি অবস্থা থাকে: প্রথম অবস্থা: তারা যদি চুক্তি ভঙ্গ করে। সেক্ষেত্রে আমাদের ও তাদের মধ্যকার চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: "আর যদি তারা তাদের অঙ্গীকারের পর তাদের শপথ ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে কটুক্তি করে, তবে কুফরের নেতাদের সাথে যুদ্ধ করো; কারণ তাদের কোনো শপথ নেই, যাতে তারা বিরত হয়।" যেমনটি কুরাইশরা হুদাইবিয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কৃত চুক্তির ক্ষেত্রে করেছিল; আট বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই কুরাইশরা চুক্তি ভঙ্গ করে বসে যখন তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিত্রদের বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের মিত্রদের সাহায্য করেছিল।

দ্বিতীয় অবস্থা: যদি তারা চুক্তির ওপর অটল থাকে। সেক্ষেত্রে আমাদের জন্যও চুক্তির ওপর অটল থাকা এবং নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত তা বজায় রাখা আবশ্যিক। কারণ মহান আল্লাহর বাণী: "অতএব যতক্ষণ তারা তোমাদের জন্য চুক্তিতে অটল থাকবে, তোমরাও তাদের জন্য অটল থাকো; নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন।" তৃতীয় অবস্থা: যদি আমরা আশঙ্কা করি যে তারা চুক্তি ভঙ্গ করবে। অর্থাৎ তারা প্রকৃতপক্ষে এখনো তা ভঙ্গ করেনি এবং তাদের পক্ষ থেকে পূর্ণ বিশ্বস্ততাও প্রকাশ পাচ্ছে না, এমতাবস্থায় আমরা যদি তারা চুক্তি ভঙ্গ করার আশঙ্কা করি, তবে আমরা তাদের চুক্তি বাতিল বলে ঘোষণা করব। আমরা তাদের স্পষ্টভাবে বলে দেব যে, আমাদের ও তোমাদের মাঝে আর কোনো চুক্তি নেই। এর দলিল হলো মহান আল্লাহর বাণী: "আর যদি"

(ص: 167) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

تخافن من قوم خيانة فأنبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين { أما العهود التي بين المسلمين؛ بأن تعاهد شخصاً على أن تفعل كذا، أو لا تفعل، أو على أن

تكتتم سره، أو ما أشبه ذلك فيجب الوفاء به، يجب وجوبًا، واختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا وعدت شخصًا موعدًا فهل يجوز أن تخلفه بلا ضرورة أو لا؟ مثل أن تقول: سأتيك غدًا، لدعوة، دعاك على غداء أو عشاء أو ما أشبه ذلك، فهل يجوز أن تخلف الموعد؟ من العلماء من يقول: إنك إذا أخلفت الموعد لا تأثم، ولكن الصحيح أنك تأثم، إلا لعذر شرعي، فإذا وعدت أخاك موعدًا يجب أن توفي به لأنك وعدته، وإخلاف الموعد من علامات ماذا؟ النفاق، فهل ترضى أن تكون منافقًا؟ كل واحد لا يرضى، فالصواب الذي دلت عليه السنة وجوب الوفاء بالوعد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ لأن إخلافه من النفاق لكن إذا كان لك عذر، أو لم تعط موعدًا صريحًا بأن قلت لصاحبك: آتيك إن شاء الله تعالى إذا لم يكن لي عذر، فهنا إذا كان لك عذر فلا بأس، أنت في حل لأنك لم تعطه موعدًا صريحًا، وكذلك أيضًا إذا أخلفت لعذر، مثل أن يكون تمام الوعد يحتاج إلى سيارة، وخرجت وتعطلت السيارة ولم تتمكن من الوصول إليه في موعده فإن هذا عذر بلا شك تعذر به. أما الخصلة الرابعة فهي: إذا خاصم فجر نسأل الله العافية، إذا وقعت خصومة بينه وبين غيره فجر، والفجور في الخصومة ينقسم إلى قسمين: الأول: أن يجحد ما كان عليه.

যদি আপনি কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা করেন, তবে আপনিও তাদের সাথে কৃত চুক্তি ন্যায়সঙ্গতভাবে বাতিল করে দিন; নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের পছন্দ করেন না। আর মুসলমানদের নিজেদের মধ্যকার অঙ্গীকারসমূহের বিষয়টি হলো— আপনি যদি কারো সাথে কোনো কাজ করার বা না করার, অথবা কারো গোপন বিষয় গোপন রাখার বা এ জাতীয় কোনো প্রতিশ্রুতি দেন, তবে তা পূরণ করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য। এটি পালন করা একান্ত আবশ্যিক। উলামায়ে কেরাম (আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রতি রহম করুন) এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন যে, আপনি যদি কাউকে কোনো প্রতিশ্রুতি বা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেন, তবে কোনো অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া কি তা ভঙ্গ করা বৈধ হবে? যেমন আপনি বললেন: 'আমি আগামীকাল আসব', কোনো দাওয়াতের প্রেক্ষিতে— তিনি আপনাকে দুপুরের খাবার, রাতের

খাবার বা এই জাতীয় কোনো কিছুর দাওয়াত দিয়েছেন— এমতাবস্থায় সেই ওয়াদা রক্ষা না করা কি বৈধ হবে? আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন: আপনি যদি ওয়াদা ভঙ্গ করেন তবে গুনাহগার হবেন না। কিন্তু সঠিক অভিমত হলো, আপনি গুনাহগার হবেন, তবে শরয়ি কোনো ওজর বা যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকলে ভিন্ন কথা। সুতরাং যখন আপনি আপনার কোনো ভাইকে কোনো কথা দেবেন, তখন তা পূরণ করা আপনার জন্য আবশ্যিক; কারণ আপনি তাকে কথা দিয়েছেন। আর ওয়াদা খেলাফ করা কিসের লক্ষণ? নিফাক বা কপটতার। আপনি কি মোনাফেক হওয়া পছন্দ করবেন? কেউই তা পছন্দ করবে না। সুতরাং সুন্নাহর নির্দেশিত সঠিক সিদ্ধান্ত হলো ওয়াদা পূরণ করা ওয়াজিব। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) এই অভিমতটিই গ্রহণ করেছেন; কারণ ওয়াদা ভঙ্গ করা নিফাকের অন্তর্ভুক্ত। তবে আপনার যদি কোনো ওজর থাকে, অথবা আপনি যদি স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি না দিয়ে থাকেন— যেমন আপনি আপনার সঙ্গীকে বললেন: 'যদি কোনো ওজর না থাকে তবে ইনশাআল্লাহ আমি আসব'— সেক্ষেত্রে ওজর থাকলে কোনো অসুবিধা নেই। আপনি দায়মুক্ত, কারণ আপনি তাকে কোনো চূড়ান্ত বা সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দেননি। অনুরূপভাবে যদি কোনো ওজরের কারণে ওয়াদা ভঙ্গ হয়, যেমন ওয়াদা পূরণের জন্য গাড়ির প্রয়োজন ছিল এবং আপনি বের হলেন কিন্তু গাড়িটি নষ্ট হয়ে গেল, যার ফলে আপনি যথাসময়ে তার কাছে পৌঁছাতে পারলেন না; তবে এটি নিঃসন্দেহে এমন একটি ওজর যার কারণে আপনি ক্ষমাপ্রাপ্ত হবেন।

আর চতুর্থ বৈশিষ্ট্যটি হলো: 'যখন সে বিবাদে লিপ্ত হয়, তখন পাপাচার বা সীমা লঙ্ঘন করে'। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। যখন তার এবং অন্যের মাঝে কোনো বিবাদ দেখা দেয়, তখন সে সীমা লঙ্ঘন করে। বিবাদের ক্ষেত্রে এই সীমা লঙ্ঘন বা পাপাচার দুই প্রকার: প্রথমত, তার জিম্মায় যে সত্য বা পাওনা রয়েছে তা অস্বীকার করা।

(ص: 168) شرح رِياض الصَّالِحِينَ لابن عثيمين - ج 6

والثاني: أن يدعي ما ليس له.

مثال الأول إنسان مطلوب لشخص بألف ريال، فأقام الطالب دعوى على المطلوب، وأنكر المطلوب، قال: ما عندي لك شيء، والطالب قد وثق منه ولم يشهد عليه، فهنا يقول القاضي للمطوب: احلف وتبرأ ذمتك، فحلف المطوب أنه ليس له عندي شيء، فهنا سوف يقضي الحاكم بأن هذا المدعى عليه المطلوب ليس عليه شيء، هذا فجور في الخصومة.

أما القسم الثاني: فأن يدعي ما ليس له، بأن يقول عند القاضي أنا أطالب هذا الرجل بمائة ريال فينكر المطوب، فيقول الطالب: عندي بيعة، ويأتي ببيعة سوء يشهدون بأنه له عند فلان (المطوب) مائة ريال، فالقاضي سوف يحكم بالبيعة، فإذا حكم لهذا المدعي ببيعة الزور، فإن هذا يعتبر ممن خاصم ففجر والعياذ بالله، فلهذا يجب التحرز في الخصومات من الكذب أو الالتواء أو المخادعة، لأن كل هذا من الفجور في الخصومة.

نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من النفاق والشك والشرك والرياء إنه على كل شيء قدير

1543 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن، كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر متفق عليه.

وقد سبق بيانه مع حديث أبي هريرة بنحوه في باب الوفاء بالعهد.

[الشَّرْحُ]

سبق لنا الكلام على جملتين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا ومن

كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان وإذا
حدث كذب الخصلة

1544 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من
تحلم بحلم لم يره، كلف أن يعقد بين شعيرتين، ولن يفعل، ومن استمع إلى
حديث قوم وهم له كارهون، صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور

দ্বিতীয়টি হলো: যা নিজের নয় এমন কিছু দাবি করা।

প্রথমটির উদাহরণ: এক ব্যক্তি অন্য একজনের কাছে এক হাজার রিয়াল পায়। পাওনাদার
ব্যক্তি বিবাদীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল, কিন্তু বিবাদী তা অস্বীকার করে বলল: 'তোমার
কোনো পাওনা আমার কাছে নেই'। পাওনাদার তাকে বিশ্বাস করেছিল বিধায় কোনো সাক্ষী
রাখেনি। এমতাবস্থায় বিচারক বিবাদীকে বলবেন: 'শপথ করো, তবেই তুমি দায়মুক্ত হবে'।
বিবাদী শপথ করে বলল যে, পাওনাদারের কোনো কিছুই তার কাছে নেই। তখন বিচারক রায়
দেবেন যে, এই বিবাদীর কোনো দায় নেই। এটিই হলো বিবাদ-বিসংবাদে পাপাচার বা
অন্যায়ের আশ্রয় নেওয়া।

আর দ্বিতীয় প্রকার হলো: যা নিজের নয় এমন কিছু দাবি করা। যেমন বিচারকের কাছে গিয়ে
বলা: 'আমি এই লোকটির কাছে একশ রিয়াল পাই'। বিবাদী তা অস্বীকার করল। তখন
দাবিদার বলল: 'আমার কাছে প্রমাণ আছে'। এরপর সে কিছু অসৎ সাক্ষী নিয়ে এল যারা সাক্ষ্য
দিল যে, অমুকের কাছে সে একশ রিয়াল পায়। বিচারক সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই রায়
দেবেন। যদি এই মিথ্যা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারক দাবিদারের পক্ষে রায় প্রদান করেন, তবে
সে ওই ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে যারা বিবাদকালে পাপাচার বা অন্যায়ের আশ্রয় নেয় (আল্লাহ
আমাদের তা থেকে রক্ষা করুন)। তাই বিবাদ-বিসংবাদে মিথ্যাচার, কুটিলতা বা প্রতারণা থেকে
বঁচে থাকা অপরিহার্য; কারণ এগুলোর প্রতিটিই বিবাদের ক্ষেত্রে পাপাচারের অন্তর্ভুক্ত।

আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের অন্তরকে
মুনাফিকি, সন্দেহ, শিরক এবং রিয়া (লোক দেখানো ইবাদত) থেকে পবিত্র করেন। নিশ্চয়ই
তিনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১৫৪৩ - আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হন) থেকে
বর্ণিত, নবী (তাঁর ওপর আল্লাহর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক) বলেছেন: "চারটি স্বভাব যার

মধ্যে বিদ্যমান থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক হিসেবে গণ্য হবে। আর যার মধ্যে এগুলোর কোনো একটি স্বভাব থাকবে, তার মধ্যে মুনাফিকির একটি বৈশিষ্ট্য থাকবে যতক্ষণ না সে তা বর্জন করে: যখন তাকে আমানত দেওয়া হয় সে খিয়ানত করে, যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করে এবং যখন বিবাদে লিপ্ত হয় তখন অন্যায় ও পাপাচার অবলম্বন করে।" (বুখারি ও মুসলিম কর্তৃক ঐক্যমত্যভাবে বর্ণিত)।

ইতিপূর্বে 'ওয়াদা পূরণ' অধ্যায়ে আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদিসের সাথে এর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

[ব্যাখ্যা]

ইতিপূর্বে আমরা আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হন) বর্ণিত হাদিসের দুটি বাক্য নিয়ে আলোচনা করেছি যে, নবী (তাঁর ওপর আল্লাহর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক) বলেছেন: "চারটি স্বভাব যার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক হিসেবে গণ্য হবে। আর যার মধ্যে এগুলোর কোনো একটি স্বভাব থাকবে, তার মধ্যে মুনাফিকির একটি বৈশিষ্ট্য থাকবে যতক্ষণ না সে তা বর্জন করে: যখন তাকে আমানত দেওয়া হয় সে খিয়ানত করে এবং যখন কথা বলে মিথ্যা বলে..."

১৫৪৪ - ইবনে আব্বাস (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হন) থেকে বর্ণিত, নবী (তাঁর ওপর আল্লাহর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক) বলেছেন: "যে ব্যক্তি এমন কোনো স্বপ্ন দেখার দাবি করল যা সে আসলে দেখেনি, তাকে (কিয়ামতের দিন) দুটি যবের দানার মধ্যে গিঁট দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে, অথচ সে তা কখনোই করতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের কথা আড়ি পেতে শুনবে অথচ তারা তা অপছন্দ করে, কিয়ামতের দিন তার কানে গলিত সিসা ঢেলে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো ছবি অঙ্কন করবে..."

(ص: 169) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

صورة. عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ رواه البخاري.

تحلم أي: قال أنه حلم في نومه ورأى كذا وكذا، وهو كاذب والآتك بالمد وضم النون وتخفيف الكاف: وهو الرصاص المذاب.

[الشَّرْحُ]

قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه (رياض الصالحين) في باب تحريم الكذب فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد يعني من كذب في الرؤيا قال: رأيت في المنام كذا وكذا وهو كاذب، فإنه يوم القيامة مكلف أن يعقد بين شعيرتين، والمعلوم أن الإنسان لو حاول مهملًا حاول أن يعقد بين شعيرتين فإنه لا يستطيع، ولكن لا يزال يعذب ويقال: لا بد أن تعقد بينهما، وهذا وعيد يدل على أن التحلم بحلم لم يره الإنسان من كبائر الذنوب، وهذا يقع من بعض السفهاء، يتحدث ويقول: رأيت البارحة كذا وكذا؛ لأجل أن يضحك الناس وهذا حرام عليه، وأشد من ذلك أن يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي كذا وكذا وما أشبه ذلك، فإنه أشد وأشد، لأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما من تحلم بحلم رآه فهذا لا بأس به ولكن ينبغي للإنسان أن يعلم أن ما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم: يكون خيرًا ويستبشر به الإنسان ويفرح به الإنسان، فهذا لا يحدث به إلا من يحب، لأن الإنسان له حساد كثيرون، فإذا رأى رؤيا حسنة

প্রতিচ্ছবি, তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে এবং তাতে প্রাণ ফুঁকতে বাধ্য করা হবে, অথচ সে তা করতে সমর্থ হবে না; বুখারি এটি বর্ণনা করেছেন।

'তাহল্লামা' অর্থ: সে দাবি করল যে সে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেছে এবং এমন এমন কিছু দেখেছে, অথচ সে মিথ্যাবাদী। আর 'আল-আনুক' (আলিফে মাদ, নুন-এ পেশ এবং কাফ-এ তাশদিদহীন বর্ণযোগে): এর অর্থ হলো গলিত সিসা।

[ব্যাখ্যা]

হাফিজ আন-নববী (রহিমাল্লাহু তায়ালা) তাঁর 'রিয়াদুস সলিহীন' কিতাবের 'মিথ্যা বলা হারাম' সংক্রান্ত অধ্যায়ে ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি এমন কোনো স্বপ্নের কৃত্রিম দাবি করল যা সে দেখেনি, তাকে দুটি যবের দানার মাঝে গিঁট দিতে বাধ্য করা হবে, অথচ সে কখনোই তা করতে সমর্থ হবে না।" অর্থাৎ স্বপ্নের ব্যাপারে যে মিথ্যা বলল যে, "আমি স্বপ্নে এমন এমন দেখেছি", অথচ সে মিথ্যাবাদী, তাকে কিয়ামতের দিন দুটি যবের দানার মাঝে গিঁট দেওয়ার ভার দেওয়া হবে। আর এটি জানা কথা যে, মানুষ যতই চেষ্টা করুক না কেন, দুটি যবের দানার মাঝে সে গিঁট দিতে পারবে না। কিন্তু তাকে অনবরত শাস্তি প্রদান করা হবে এবং বলা হবে: "তোমাকে অবশ্যই এগুলোর মাঝে গিঁট দিতে হবে।" এটি এমন এক হুঁশিয়ারি যা প্রমাণ করে যে, না দেখা স্বপ্নের মিথ্যা দাবি করা কবির গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। কিছু নির্বোধ লোক এমনটি করে থাকে; তারা মানুষকে হাসানোর জন্য গল্প করে বলে: "আমি গত রাতে এমন এমন দেখেছি।" এটি তাদের জন্য হারাম। আর এর চেয়েও ভয়াবহ বিষয় হলো যখন কেউ বলে: "আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দেখেছি এবং তিনি আমাকে এমন এমন বলেছেন" অথবা এই জাতীয় কিছু; এটি আরও বেশি মারাত্মক। কারণ এটি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করা। তবে কেউ যদি সত্যিই কোনো স্বপ্ন দেখে থাকে তবে তাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু মানুষের জেনে রাখা উচিত যে, মানুষ স্বপ্নে যা দেখে তা তিন ভাগে বিভক্ত: এক প্রকার হলো কল্যাণকর যা দেখে মানুষ আশান্বিত হয় এবং আনন্দিত হয়। এটি কেবল তাকেই বলা উচিত যাকে সে ভালোবাসে; কারণ মানুষের অনেক হিংসুক থাকে। সুতরাং যখন সে কোনো উত্তম স্বপ্ন দেখে...

(ص: 170) شرح رِياض الصَّالِحِينَ لابن عثيمين - ج 6

وحدث بها من لا يحب فإنه ربما يكيد له كيِّدًا، يحول بينه وبين هذا الخير الذي رآه، كما فعل إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم فإن يوسف بن يعقوب صلى الله عليه

وسلم وعلى أبيه قال لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين يعني رأيت هؤلاء أحد عشر كوكباً يعني نجومًا والشمس والقمر كلها تسجد لي فقال له {يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدًا} إن الشيطان للإنسان عدو مبين { فلا تخبر إنسانًا ليس من أحبائك وأصدقائك الذين لا يودون لك ما يودون لأنفسهم، لا تخبرهم بما ترى من رؤيا الخير.

القسم الثاني: رؤيا شر، هذا القسم الثاني مما يراه الإنسان في المنام، رؤيا شر تزعج وتخوف، هذا لا تخبر به أحدًا أبدًا لا صديقك ولا عدوك، وإذا قمت من منامك فأتفل عن يسارك ثلاثًا وقل: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت.

وإن كنت تريد أن تواصل النوم فتم على الجنب الآخر، يعني لا على الجنب الذي رأيت فيه ما تكره فإنها لا تضر، فمن رأى ما يكره يعمل ما يلي: أولاً: إن استيقظ يتفل عن يساره ثلاث مرات ويقول: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت.

إن أراد أن يواصل النوم ينام على الجنب الثاني إذا قام، فلا يخبر بها أحدًا؛ لأن ذلك لا يضره، فإذا فعل هذا فإنه لا يضره بإذن الله، وكان الصحابة يرون الرؤيا تمرضهم وتقلقهم فلما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فعلوا ما أرشدهم إليه واستراحوا، وكثير من الناس مبتلى يبحث عن الشر لنفسه؛ يرى الرؤيا يكرهها ثم يحاول أن يقصها على الناس ليعبروها له، وهذا غلط إذا رأيت الرؤيا تكرهها فهذا عندك دواء من أحسن الأدوية بل هو

আর তা এমন কাউকে বলবে না যে (তোমাকে) পছন্দ করে না, কারণ সম্ভবত সে তার বিরুদ্ধে এমন কোনো ষড়যন্ত্র করবে যা তাকে তার দেখা এই কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করবে; যেমনটি ইউসুফ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভাইয়েরা করেছিলেন। ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পিতার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, তিনি তাঁর পিতাকে বলেছিলেন: "হে আমার প্রিয় পিতা! আমি এগারোটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রকে আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্থায় দেখেছি।" অর্থাৎ তিনি দেখেছিলেন যে এই এগারোটি নক্ষত্র—অর্থাৎ তারকাসমূহ—এবং সূর্য ও চন্দ্র সবই তাঁর প্রতি সিজদা করছে। তখন তাঁর পিতা তাঁকে

বলেছিলেন: {হে বৎস! তুমি তোমার স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের কাছে বর্ণনা করো না, করলে তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।} সুতরাং এমন কোনো ব্যক্তিকে তোমার স্বপ্নের কথা জানাবে না যে তোমার প্রিয়জন বা এমন বন্ধু নয় যারা নিজের জন্য যা পছন্দ করে তোমার জন্যও তা-ই পছন্দ করে। তোমার দেখা কল্যাণকর স্বপ্নের কথা তাদের বলবে না।

দ্বিতীয় প্রকার: মন্দ স্বপ্ন; এটি হলো মানুষ ঘুমের মধ্যে যা দেখে তার দ্বিতীয় প্রকার। এটি এমন স্বপ্ন যা মানুষকে বিচলিত ও ভীত করে। এ ধরনের স্বপ্নের কথা কখনও কাউকে বলবে না— চাই সে বন্ধু হোক বা শত্রু। আর যখন তুমি ঘুম থেকে উঠবে, তখন তোমার বাম দিকে তিনবার থুতু ফেলবে এবং বলবে: "আমি শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং আমি যা দেখেছি তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

আর যদি তুমি পুনরায় ঘুমানোর ইচ্ছা করো, তবে অন্য পাশে ফিরে ঘুমাও; অর্থাৎ যে পাশে শুয়ে তুমি অপছন্দনীয় স্বপ্নটি দেখেছিলে সেই পাশে আর থাকো না। তবে তা কোনো ক্ষতি করবে না। সুতরাং যে ব্যক্তি অপছন্দনীয় কিছু দেখবে সে যেন নিম্নলিখিত কাজগুলো করে: প্রথমত: জাগ্রত হওয়ার পর বাম দিকে তিনবার থুতু ফেলবে এবং বলবে: "আমি শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং আমি যা দেখেছি তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" যদি সে পুনরায় ঘুমাতে চায়, তবে উঠার পর অন্য পাশে ফিরে ঘুমাবে। এরপর সেই স্বপ্নের কথা কাউকে বলবে না; কারণ এটি তার কোনো ক্ষতি করবে না। সে যদি এমনটি করে, তবে আল্লাহর ইচ্ছায় তা তার কোনো ক্ষতি করবে না। সাহাবীগণ এমন স্বপ্ন দেখতেন যা তাঁদের অসুস্থ ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলত। অতঃপর যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের এই হাদীসটি শোনালেন, তখন তাঁরা তাঁর নির্দেশিত আমলগুলো করলেন এবং প্রশান্তি লাভ করলেন। অনেক মানুষ এমন পরীক্ষায় নিপতিত যে তারা নিজের জন্যই অনিষ্ট খুঁজে বেড়ায়; সে এমন স্বপ্ন দেখে যা সে অপছন্দ করে, অতঃপর মানুষের কাছে তা বর্ণনা করার চেষ্টা করে যাতে তারা তার ব্যাখ্যা করে দেয়। এটি একটি ভুল কাজ। তুমি যখন অপছন্দনীয় কোনো স্বপ্ন দেখবে, তখন তোমার কাছে একটি সর্বোত্তম ঔষধ বা প্রতিষেধক রয়েছে, বরং এটিই হলো...

أحسن الأدوية، عليك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
القسم الثالث: رؤياً أضغاث أحلام، ليس لها رأس ولا قدم، يرى الإنسان أشياء متناقضة ويرى أشياء غريبة، وهذه لا تحدث بها أحداً ولا تهتم بها، وقد حدث رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً قال: يا رسول الله رأيت في المنام أن رجلاً قد قطع رأسي، فذهب الرأس شاردًا، فذهبت وراءه لاحقاً له.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث الناس بما يتلعب بك الشيطان في منامك.

وهذا من الشيطان يقطع رأسك ويشرّد بها وأنت تلاحقه، هذا ما له أصل، فمثل هذه الأشياء لا تهتم بها ولا تحدث بها أحداً، أما من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم على الوصف المعروف الذي وصف السيرة النبوية، ورآه على هيئة حسنة فهذا يدل على خير لهذا الرأي وأنه قد تأسى به أسوة حسنة، وإن رآه على خلاف ذلك فليحاسب نفسه، فإذا رآه مثلاً أنه يحدث الرسول ولكن الرسول معرض عنه أو الرسول قد ولى وتركه ورآه على هيئة غير حسنة، يعني مثلاً من ثيابه أو ردائه أو إزاره أو مل شابه ذلك، فليحاسب نفسه، فإنه مقصر في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم.

أما المسألة الثانية: من تسمع قومًا وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة يعني الذي يسمع إلى أناس وهم يكرهون أن يسمع فإنه يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة.

قال العلماء: الآنك هو الرصاص المذاب والعياذ بالله، والرصاص

সর্বোত্তম ঔষধ হলো যা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনাকে শিখিয়েছেন।

তৃতীয় প্রকার: বিশৃঙ্খল স্বপ্নমালা, যার কোনো আগা-গোড়া নেই; মানুষ এতে বৈপরীত্যপূর্ণ ও অদ্ভুত সব বিষয় দেখতে পায়। এগুলো কাউকে বলবে না এবং এ নিয়ে চিন্তিতও হবে না। এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট একটি স্বপ্ন বর্ণনা করে বলল: হে আল্লাহর রাসূল, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে এক ব্যক্তি আমার মাথা কেটে ফেলেছে এবং মাথাটি পালিয়ে যাচ্ছে, আর আমি সেটির পিছু পিছু ছুটছি।

তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন: ঘুমের ঘোরে শয়তান তোমার সাথে যা নিয়ে খেলা করে, তা মানুষকে বলো না।

এটি শয়তানের পক্ষ থেকে—সে তোমার মাথা কেটে নিচ্ছে আর তা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে এবং তুমি তার পিছু নিচ্ছ। এর কোনো ভিত্তি নেই। তাই এ জাতীয় বিষয়গুলোর প্রতি অক্ষিপ করবে না এবং কাউকে বলবেও না। আর যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে স্বপ্নে দেখল; যদি সে তাঁকে সীরাত গ্রন্থে বর্ণিত সুপরিচিত বৈশিষ্ট্যের আলোকে এবং সুন্দর অবয়বে দেখে, তবে তা স্বপ্নদ্রষ্টার জন্য কল্যাণের পরিচায়ক এবং এটি প্রমাণ করে যে সে তাঁকে উত্তমরূপে অনুসরণ করেছে। আর যদি এর ব্যতিক্রম দেখে, তবে তার নিজের আত্মপর্যালোচনা করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, যদি সে দেখে যে সে রাসূলের সাথে কথা বলছে কিন্তু রাসূল তাঁর থেকে বিমুখ হয়ে আছেন, কিংবা রাসূল মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছেন এবং তাকে ছেড়ে যাচ্ছেন, অথবা তাঁকে অনুপযুক্ত কোনো অবস্থায় দেখে—যেমন তাঁর পোশাক, চাদর, লুঙ্গি বা এই জাতীয় কোনো বিষয়ে ত্রুটি দেখা যায়—তবে সে যেন নিজের হিসাব নেয়; কেননা সে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণে ত্রুটিপূর্ণ।

দ্বিতীয় মাসআলা: যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের কথা আড়ি পেতে শোনে অথচ তারা তা অপছন্দ করে, কিয়ামতের দিন তার কানে 'আনুক' ঢেলে দেওয়া হবে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মানুষের কথা গোপনে শোনার চেষ্টা করে অথচ তারা তা পছন্দ করে না, কিয়ামতের দিন তার কানে 'আনুক' ঢেলে দেওয়া হবে।

উলামায়ে কেরাম বলেছেন: 'আনুক' হলো গলিত সিসা—আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই—এবং সিসা...

المذاب بنار جهنم أعظم من نار الدنيا بتسع وستين مرة، وسواء كانوا يكرهون أن يسمع لغرض صحيح أو لغير غرض؛ لأن بعض الناس يكره أن يسمعه غيره ولو كان الكلام ما فيه خطأ ولا فيه سب، ولكن لا يريد أن أحداً يسمعه، وهذا يقع فيه بعض الناس، تجده مثلاً إذا رأى اثنين يتكلمون يأخذ المصحف ويجلس قريباً منهم ثم يبدأ يطالع المصحف كأنه يقرأ، وهو يستمع إليهم وهم يكرهون ذلك، هذا الرجل يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة فيعذب هذا العذاب والعياذ بالله.

وأما الشطر الثاني من الحديث وهو التصوير فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله في درس قادم

1544 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره، كلف أن يعقد بين شعيرتين، ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة، عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ رواه البخاري.
تحلم أي: قال أنه حلم في نومه ورأى كذا وكذا، وهو كاذب والآنك بالبد وضم النون وتخفيف الكاف: وهو الرصاص المذاب.

1545 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا رواه البخاري.
ومع ناه: يقول: رأيت فيما لم يره.

1546 - وعن سيرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص وإنه قال لنا ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما قالاني: انطلق،

জাহান্নামের আগুনে গলানো এই পদার্থ দুনিয়ার আগুনের চেয়ে উনসত্তর গুণ বেশি উত্তপ্ত। তারা কোনো সঠিক উদ্দেশ্যে বা উদ্দেশ্য ছাড়াই অন্যের কথা শোনা অপছন্দ করুক না কেন তা সমান; কারণ কিছু মানুষ অপছন্দ করে যে অন্য কেউ তাদের কথা শুনুক, এমনকি যদি সেই কথায় কোনো ভুল বা গালিগালাজ নাও থাকে। কিন্তু সে চায় না কেউ তা শুনুক। কিছু মানুষের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটে থাকে, যেমন আপনি দেখবেন সে যখন দেখল দুইজন লোক কথা বলছে, সে একটি কুরআন মাজীদ নিয়ে তাদের কাছে গিয়ে বসল যেন সে তা পড়ছে, অথচ সে আসলে তাদের কথা শুনছে আর তারা এটা অপছন্দ করছে। এই ব্যক্তির কানে কিয়ামতের দিন গলিত সীসা ঢেলে দেওয়া হবে এবং তাকে এই আযাব দেওয়া হবে, আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই।

আর হাদিসের দ্বিতীয় অংশ যা ছবি তৈরি করা বা চিত্রাঙ্কন বিষয়ক, সে সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ আগামী পাঠে আলোচনা আসবে।

১৫৪৪ - ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি এমন কোনো স্বপ্নের কথা দাবি করল যা সে দেখেনি, তাকে (কিয়ামতের দিন) দুটি যবের দানার মধ্যে গিট দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে, অথচ সে তা কখনোই করতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের কথা আড়ি পেতে শুনল অথচ তারা তা অপছন্দ করছিল, কিয়ামতের দিন তার কানে গলিত সীসা ঢেলে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো ছবি তৈরি করল, তাকে আযাব দেওয়া হবে এবং তাকে তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে বাধ্য করা হবে, অথচ সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না।" (বুখারী)।

'তাহল্লামা' অর্থ: সে দাবি করল যে সে ঘুমে স্বপ্ন দেখেছে এবং এই এই দেখেছে, অথচ সে মিথ্যাবাদী। আর 'আল-আনুক' (আলিফ মদসহ, নুন পেশযুক্ত এবং কাফ তাশদীদহীন): এর অর্থ হলো গলিত সীসা।

১৫৪৫ - ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "সবচেয়ে বড় মিথ্যাচার হলো কোনো ব্যক্তি তার দুই চোখ দিয়ে এমন কিছু দেখার দাবি করা যা তারা দেখেনি।" (বুখারী)।

এর অর্থ হলো: সে এমন কিছু দেখার কথা বলে যা সে দেখেনি।

১৫৪৬ - সামুরা বিন জুনদুব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রায়ই তাঁর সাহাবীদের জিজ্ঞেস করতেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কি কোনো স্বপ্ন দেখেছে?" তখন আল্লাহ যার মাধ্যমে যা প্রকাশ করতে চাইতেন সে তা

বর্ণনা করত। একদিন সকালে তিনি আমাদের বললেন: "গত রাতে আমার নিকট দুইজন আগন্তুক এলেন এবং তাঁরা আমাকে বললেন: চলুন।"

(ص: 173) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

وَإِنِّي انطلقت معها، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ، وَإِذَا آخِرُ قَائِمٍ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ، فَيَثْلُغُ رَأْسَهُ، فَيَتَدَهَّدُهُ الْحَجَرُ هَاهُنَا. فَيَتْبَعُ الْحَجَرُ فَيَأْخُذُهُ، فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى.

قَالَ: قُلْتُ لَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا هَذَا؟ قَالَا لِي: انطلق، فأنطلقنا. فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ وَإِذَا آخِرُ قَائِمٍ عَلَيْهِ بِكُلُوبٍ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شَقِي وَجْهِهِ فَيُشْرِشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ. وَمِنْخَرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخِرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأَوَّلِ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ، فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى.

قَالَ: قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا هَذَا.

قَالَا لِي: انطلق انطلق، فأنطلقنا.

فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُورِ، فَأَحْسَبُ أَنَّهُ قَالَ: فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ، وَأَصْوَاتٌ، فَاطْلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلٍ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضُوءًا، قُلْتُ مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَا لِي: انطلق انطلق، فأنطلقنا.

فَأَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ - حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَحْمَرُ مِثْلَ الدَّمِ، وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حَجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ

ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة، فيغفر له فاه، فيلقمه حجراً،
فينطلق فيسبح، ثم يرجع إليه، كلما

আর আমি তাদের সাথে চলতে লাগলাম। এরপর আমরা এমন এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছলাম যে শুয়ে আছে, আর অন্য এক ব্যক্তি পাথর হাতে তার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। সে পাথরটি দিয়ে তার মাথায় আঘাত করছে, ফলে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং পাথরটি ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ছে।

সে পাথরের পেছনে গিয়ে সেটি কুড়িয়ে আনছে। সে ফিরে আসার আগেই লোকটির মাথা আগের মতো সুস্থ হয়ে যাচ্ছে। এরপর সে পুনরায় তার কাছে ফিরে আসছে এবং প্রথমবার যা করেছিল ঠিক তেমনি করছে।

তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন: আমি তাদের দুজনকে জিজ্ঞেস করলাম, "সুবহানাল্লাহ! এরা কারা?" তারা আমাকে বললেন, "সামনে চলুন।" আমরা চলতে লাগলাম।

এরপর আমরা এমন এক ব্যক্তির কাছে আসলাম যে চিত হয়ে শুয়ে আছে, আর অন্য এক ব্যক্তি লোহার আঁকশি নিয়ে তার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার চেহারার এক পাশে এসে তার চোয়াল চিরে ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে।

তার নাক চিরে ঘাড় পর্যন্ত এবং চোখ চিরে ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। এরপর সে অন্য পাশে গিয়ে ঠিক আগের মতো আচরণ করছে। এক পাশ শেষ করতে না করতেই অপর পাশটি আগের মতো সুস্থ হয়ে যাচ্ছে। সে আবার আগের মতোই আচরণ করছে।

তিনি বললেন: আমি বললাম, "সুবহানাল্লাহ! এরা কারা?"

তারা আমাকে বললেন, "সামনে চলুন, সামনে চলুন।" আমরা চলতে থাকলাম।

এরপর আমরা তন্দুরের মতো একটি গর্তের কাছে আসলাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন, সেখান থেকে শোরগোল ও চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। আমরা তাতে উঁকি দিয়ে দেখলাম যে, তার ভেতরে অনেক উলঙ্গ নারী ও পুরুষ রয়েছে। নিচ থেকে আগুনের লেলিহান শিখা তাদের দিকে ধেয়ে আসছে। যখনই আগুনের শিখা তাদের কাছে আসছে, তখনই তারা চিৎকার করে উঠছে। আমি বললাম, "এরা কারা?" তারা আমাকে বললেন, "সামনে চলুন, সামনে চলুন।" আমরা চলতে থাকলাম।

এরপর আমরা একটি নদীর তীরে আসলাম—আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন, নদীটি রক্তের মতো লাল ছিল। সেই নদীতে একজন লোক সাঁতার কাটছিল। আর নদীর তীরে একজন লোক

অনেকগুলো পাথর জমা করে বসে ছিল। সেই সাঁতার ব্যক্তি কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর তীরে জমা করা পাথরের অধিকারীর কাছে ফিরে আসছিল এবং তার মুখ হাঁ করে ধরছিল। তখন তীরের ব্যক্তিটি তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দিচ্ছিল। এরপর সে আবার সাঁতরাতে চলে যাচ্ছিল এবং পুনরায় ফিরে আসছিল। যতবারই সে ফিরে আসছিল, ততবারই সে...

(ص: 174) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

رجع إليه، فغرفاه له، فألقبه حجراً، قلت لهما: ما هذان؟ قالاً لي: انطلق انطلق،
فانطلقنا.
فأتينا على رجل كره البراءة، أو كأكراه ما أنت راء رجلاً مرأى، فإذا هو عنده نار
يحشها ويسعى حولها، قلت لهما: ما هذا؟ قالاً لي: انطلق انطلق، فانطلقنا.
فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل
لا أكاد أرى رأسه طويلاً في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان ما رأيتهم قط،
قلت: ما هذا؟ وما هؤلاء؟ قالاً لي: انطلق انطلق فانطلقنا.
فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أر دوحة قط أعظم منها، ولا أحسن، قالاً لي: ارق فيها،
فارتقين فيها، إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة
فاستفتحنا، ففتح لنا، فدخلناها، فتلقنا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء،
وشطر منهم كأقبح ما أنت راء، قالاً لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، وإذا هو نهر
معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد
ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة.
قال: قالاً لي: هذه جنة عدن، وهذا منزلك، فسبأ بصري سعداً، فإذا قصر مثل
الربابة البيضاء.

قالا لي: هذا منزلك.

قلت لهما: بارك الله فيكما، فذراني فأدخله.

قالا: أما الآن فلا، وأنت داخله.

তিনি পুনরায় তাঁর কাছে ফিরে আসতেন, আর তিনি তাঁর মুখ হা করতেন, তখন তিনি তাঁর মুখে একটি পাথর পুরে দিতেন। আমি তাঁদের (দুই ফেরেশতাকে) জিজ্ঞেস করলাম: এই দুজন কারা? তাঁরা আমাকে বললেন: চলুন, চলুন। সুতরাং আমরা এগিয়ে চললাম।

অতঃপর আমরা এমন এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছালাম যার অবয়ব অত্যন্ত কুৎসিত, অথবা আপনি সচরাচর যত কুৎসিত চেহারার মানুষ দেখেন এটি ছিল তার চেয়েও বীভৎস। তাঁর কাছে আগুন ছিল যা তিনি প্রজ্বলিত করছিলেন এবং তার চারপাশে দৌড়াচ্ছিলেন। আমি তাঁদের জিজ্ঞেস করলাম: এটি কী? তাঁরা আমাকে বললেন: চলুন, চলুন। সুতরাং আমরা এগিয়ে চললাম।

এরপর আমরা এক সুনিবিড় উদ্যানের কাছে উপস্থিত হলাম যাতে বসন্তের সকল পুষ্পরাজি বিদ্যমান ছিল। সেই উদ্যানের মাঝখানে একজন অত্যন্ত দীর্ঘকায় ব্যক্তি ছিলেন যার মস্তক উচ্চতার কারণে আকাশে এমনভাবে বিলীন হয়েছিল যে আমি তা প্রায় দেখতেই পাচ্ছিলাম না। সেই ব্যক্তির চারপাশে এত অধিক সংখ্যক শিশু ছিল যা ইতিপূর্বে আমি আর কখনো দেখিনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম: ইনি কে এবং এরা কারা? তাঁরা আমাকে বললেন: চলুন, চলুন। সুতরাং আমরা এগিয়ে চললাম।

এরপর আমরা এক বিশাল বৃক্ষের কাছে আসলাম যার চেয়ে বড় ও সুন্দর বৃক্ষ আমি আর কখনো দেখিনি। তাঁরা আমাকে বললেন: এর ওপরে আরোহণ করুন। সুতরাং আমরা তাতে আরোহণ করলাম এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইষ্টক দ্বারা নির্মিত এক নগরে উপনীত হলাম। আমরা নগরের দ্বারে এসে তা খোলার অনুরোধ জানালাম, তখন আমাদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করা হলো। আমরা তাতে প্রবেশ করলাম। সেখানে আমাদের সাথে এমন কিছু লোকের সাক্ষাৎ হলো যাদের দেহের অর্ধাংশ আপনার দেখা সর্বাপেক্ষা সুন্দর আকৃতির ন্যায় এবং বাকি অর্ধাংশ আপনার দেখা সর্বাপেক্ষা কুৎসিত আকৃতির ন্যায়। তাঁরা (দুই ফেরেশতা) তাঁদের বললেন: যাও এবং ঐ নদীতে ঝাঁপ দাও। সেখানে একটি প্রশস্ত নদী প্রবহমান ছিল যার পানি শুভ্রতায় ছিল দুধের ন্যায় সাদা। তাঁরা গিয়ে তাতে ঝাঁপ দিলেন, অতঃপর যখন আমাদের কাছে ফিরে এলেন তখন তাঁদের সেই কুৎসিত রূপ দূর হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁরা অত্যন্ত সুন্দর আকৃতি ধারণ করেছিলেন।

তিনি বললেন: তাঁরা আমাকে বললেন: এটি হলো ‘জান্নাতে আদন’ (চিরস্থায়ী জান্নাত) এবং এটিই আপনার আবাসস্থল। তখন আমার দৃষ্টি ওপরের দিকে প্রসারিত হলো এবং আমি শ্বেত মেঘমালার ন্যায় একটি প্রাসাদ দেখতে পেলাম।

তাঁরা আমাকে বললেন: এটিই আপনার আবাসস্থল।

আমি তাঁদের বললাম: আল্লাহ আপনাদের উভয়কে বরকত দান করুন, এখন আমাকে ছেড়ে দিন যাতে আমি এতে প্রবেশ করতে পারি।

তাঁরা বললেন: এখন নয়, তবে আপনি অবশ্যই এতে প্রবেশ করবেন।

(ص: 175) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

قلت لهما: فإني رأيت منذ الليلة عجباً؟ فما هذا الذي رأيت؟ قالا لي: إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه، وينام عن الصلاة المكتوبة.

وأما الذي أتيت عليه يشرشر شذقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق.

وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور، فإنهم الزناة والزواني.

وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر، ويلقم الحجارة، فإنه أكل الربا.

وأما الرجل الكريه المرأة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم.

وأما الرجل الطويل الذي في الروضة، فإنه إبراهيم، وأما الولدان الذين حوله، فكل مولود مات على الفطرة وفي رواية البرقاني: ولد على الفطرة.

فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرَ مِنْهُمْ حَسَنَ وَشَطْرَ مِنْهُمْ قَبِيحَ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا وَآخِرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ.
رواه البخاري.
وفي رواية له: رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أُتِيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضِ

আমি তাঁদের উভয়কে বললাম: আজ রাতে আমি এক বিস্ময়কর বিষয় দেখেছি; আমি যা দেখেছি তা আসলে কী? তাঁরা আমাকে বললেন: আমরা আপনাকে সব জানাব।
প্রথম যে ব্যক্তির কাছে আপনি গিয়েছিলেন, যাঁর মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ করা হচ্ছিল, সে হলো সেই ব্যক্তি যে কুরআন গ্রহণ করার পর তা বর্জন করেছিল এবং ফরয নামায ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকত।
আর যাঁর কাছে আপনি গিয়েছিলেন, যাঁর গাল থেকে ঘাড় পর্যন্ত, নাসারঙ্গ থেকে ঘাড় পর্যন্ত এবং চোখ থেকে ঘাড় পর্যন্ত চিরে ফেলা হচ্ছিল, সে হলো সেই ব্যক্তি যে সকালে ঘর থেকে বের হয়ে এমন মিথ্যা বলত যা দিগন্তময় ছড়িয়ে পড়ত।
আর তন্দুরের ন্যায় গর্তের ভেতরে থাকা সেই উলঙ্গ নারী ও পুরুষরা হলো ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী।
আর যে ব্যক্তির কাছে আপনি গিয়েছিলেন যে নদীতে সাঁতার কাটছিল এবং তার মুখে পাথর পুরে দেওয়া হচ্ছিল, সে হলো সুদখোর।
আর সেই কুৎসিত দর্শনের ব্যক্তি যে আগুনের কাছে ছিল, যা সে প্রজ্বলিত করছিল এবং তার চারপাশে ছোটোছুটি করছিল, সে হলো জাহান্নামের রক্ষক মালিক।
আর বাগানের ভেতরে থাকা সেই দীর্ঘকায় ব্যক্তি হলেন ইবরাহীম (আ.)। আর তাঁর চারপাশের শিশুরা হলো সেই সব নবজাতক যারা ফিতরাতের (স্বভাবজাত ধর্ম ইসলামের) ওপর মৃত্যুবরণ করেছে। বরকানির বর্ণনায় রয়েছে: যারা ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করেছে।
তখন জনৈক মুসলিম জিজ্ঞেস করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! মুশরিকদের সন্তানরাও কি? আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: মুশরিকদের সন্তানরাও। আর সেই সব লোক যাদের দেহের এক অংশ সুন্দর এবং অন্য অংশ কুৎসিত ছিল, তারা হলো সেই

সম্প্রদায় যারা নেক আমলের সাথে বদ আমল মিশ্রিত করে ফেলেছিল, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন।

ইমাম বুখারি এটি বর্ণনা করেছেন।

তাঁর অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: আজ রাতে আমি দেখলাম যে দু'জন ব্যক্তি আমার নিকট এলেন এবং আমাকে এক ভূখণ্ডের দিকে নিয়ে গেলেন।

(ص: 176) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

مقدسة ثم ذكره.

وقال: فأنطلقنا إلى نقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته ناراً، فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، وإذا خمدت، رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة.

وفيها: حتى آتيناً على نهر من دم، ولم يشك - فيه رجل قائم على وسط النهر، وعلى شط النهر رجل، وبين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج، رمى الرجل بحجر في فيه، فردة حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج جعل يرمي في فيه بحجر، فيرجع كما كان.

وفيها: فصعدا بي الشجرة، فأدخلاني داراً لم أرقط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب.

وفيها: الذي رأيته يشق شذقه فكذاب، يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به ما رأيته إلى يوم القيامة وفيها: الذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن، فنام عنه بالليل، ولم يعمل فيه بالنهار، فيفعل به إلى يوم القيامة.

والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل، وهذا ميكائيل، فأرفع رأسك، فرفعت رأسي، فإذا فوق مثل السحاب، قالوا: ذاك منزلك، قلت: دعاني ادخل منزلي، قالوا: إنه بقي لك عمر لم تستكملته، فلو استكملته، أتيت منزلك رواه البخاري.

قوله: يثلغ رأسه وهو بالثاء المثلثة والغين المعجمة، أي: يشدخه

...পবিত্র, অতঃপর তিনি তা উল্লেখ করলেন।

এবং তিনি বললেন: আমরা তন্দুরের ন্যায় একটি গর্তের নিকট উপস্থিত হলাম, যার উপরিভাগ সংকীর্ণ এবং নিম্নভাগ প্রশস্ত। তার তলদেশে আগুন জ্বলছিল; যখন আগুনের শিখা উপরে উঠত, তখন তারাও উপরে উঠে আসত এমনকি তারা প্রায় বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হতো, আর যখন আগুন স্তিমিত হতো, তারা পুনরায় তাতে ফিরে যেত। তাতে ছিল অনেক উলঙ্গ নারী ও পুরুষ।

এবং তাতে রয়েছে: অবশেষে আমরা একটি রক্তের নদীর কিনারে পৌঁছলাম—এ বিষয়ে বর্ণনাকারী কোনো সন্দেহ করেননি—নদীর মাঝখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল এবং নদীর তীরে অন্য একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল যার সামনে পাথর রাখা ছিল। নদীর মাঝখানের লোকটি যখনই বের হওয়ার জন্য এগিয়ে আসত, তীরের লোকটি তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করত এবং তাকে তার পূর্বের স্থানে ফিরিয়ে দিত। এভাবে সে যতবারই বের হওয়ার চেষ্টা করত, তীরের লোকটি তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করত এবং সে আগের অবস্থায় ফিরে যেত।

এবং তাতে রয়েছে: অতঃপর তারা আমাকে নিয়ে বৃক্ষে আরোহণ করলেন এবং আমাকে এমন এক গৃহে প্রবেশ করালেন যার অপেক্ষা সুন্দর গৃহ আমি আর কখনো দেখিনি। সেখানে বৃদ্ধ ও যুবক ব্যক্তিবর্গ ছিলেন।

এবং তাতে রয়েছে: যার গাল চিরে ফেলা হচ্ছিল সে ছিল চরম মিথ্যাবাদী; সে এমন মিথ্যা বলত যা তার নিকট থেকে চারদিকে ছড়িয়ে দিগন্ত পর্যন্ত পৌঁছে যেত। কিয়ামত পর্যন্ত তার সাথে এমন আচরণই করা হবে যা আপনি দেখলেন। আর যার মাথা চূর্ণ করা হচ্ছিল, সে ছিল এমন এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু সে রাতে তা থেকে বিমুখ হয়ে ঘুমিয়ে থাকত এবং দিনে তদানুযায়ী আমল করত না। কিয়ামত পর্যন্ত তার সাথেও অনুরূপ করা হবে।

আর প্রথম যে গৃহে আপনি প্রবেশ করেছিলেন তা সাধারণ মুমিনদের আবাস, আর এই গৃহটি হলো শহীদদের আবাস। আমি জিবরাঈল এবং ইনি মিকাইল। আপনি আপনার মস্তক উত্তোলন করুন। আমি মাথা তুললাম এবং দেখলাম আমার উপরে মেঘের ন্যায় কিছু রয়েছে। তারা বললেন: ওটি আপনার নির্ধারিত স্থান। আমি বললাম: আমাকে আমার স্থানে প্রবেশ করতে দিন। তারা বললেন: আপনার জীবনের কিছু অংশ এখনও অবশিষ্ট আছে যা আপনি পূর্ণ করেননি; যদি আপনি তা পূর্ণ করতেন, তবে অবশ্যই আপনার স্থানে চলে আসতেন। এটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

লেখকের উক্তি: 'ইউছলাগু রা'সুহু' শব্দটি 'ছা' এবং 'গাইন' বর্ণ সহযোগে গঠিত, যার অর্থ হলো: মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করা।

(ص: 177) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ويشقه.

قوله: يتهدده أي: يتدحرج، والكلوب بفتح الكاف، وضم اللام المشددة، وهو معروف.

قوله: فيشرشر أي: يقطع.

قوله: ضوضؤوا وهو بضادين معجمتين، أي صاحوا.

قوله: فيغفر هو بالفاء والغين المعجمة، أي: يفتح.

قوله: البرآة هو بفتح الميم، أي: المنظر.

قوله: يحشها هو بفتح الياء وضم الحاء البهملية والشين المعجمة، أي: يوقدها، قوله

روضة معتبة هو بضم الميم وإسكان العين وفتح التاء وتشديد الميم، أي: وافية

النبات طويلته.

قوله: دوحة وهي بفتح الدال، وإسكان الواو وبالحاء المهملة: وهي الشجرة الكبيرة.
قوله المحض هو بفتح الميم وإسكان الحاء المهملة وبالضاد المعجمة: وهو اللبن.
وقوله: فسماً بصري أي: ارتفع.
وصعدا: بضم الصاد والعين: أي: مرتفعاً.
والربابة: بفتح الراء وبالباء الموحدة مكررة، وهي السحابة.

[الشَّرْحُ]

سبق الكلام على أول حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، على جملتين منه،
الجملة الأولى (من تحلم بحلم لم يره) ، والثانية (من استمع إلى قوم هم له
كارهون) .

أما الثالثة فهو (من صور صورة فإنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ) واعلم
أن الصورة تنقسم إلى قسمين: صور مجسمة، بأن يصنع الإنسان تمثالاً على صورة

এবং তিনি তা বিদীর্ণ করেন।

তাঁর বাণী: 'ইয়াতাহাদ-হাদুহ্' অর্থাৎ: সে গড়িয়ে পড়ছে। আর 'আল-কাল্লুব' কাফ বর্ণের
ফাতহাহ এবং তাশদীদযুক্ত লাম-এর দম্মাহ যোগে; এটি একটি সুপরিচিত যন্ত্র (আঁকড়া)।

তাঁর বাণী: 'ফাইযুশারশির' অর্থাৎ: সে ছিন্নভিন্ন করে বা কাটে।

তাঁর বাণী: 'দাওদাউ' এটি দুটি 'দদ' বর্ণ দ্বারা গঠিত, যার অর্থ: তারা উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করল।

তাঁর বাণী: 'ফাইয়াফগার' (মূল পাঠে 'ফাইয়াগফির' লিখিত) এটি ফা এবং গইন বর্ণ দ্বারা, যার
অর্থ: সে মুখ খোলে।

তাঁর বাণী: 'আল-মিরআহ' এটি মিম বর্ণের ফাতহাহ যোগে, যার অর্থ: দৃশ্য বা রূপ।

তাঁর বাণী: 'ইয়াহুশশুহা' এটি ইয়া বর্ণের ফাতহাহ, হা বর্ণের দম্মাহ এবং শিন বর্ণ যোগে, যার
অর্থ: সে তাতে আগুন প্রজ্জ্বলিত করে। তাঁর বাণী: 'রাওদাহ মু'তিমাহ' এটি মিম বর্ণের দম্মাহ,
আইন বর্ণের সাকিন, তা বর্ণের ফাতহাহ এবং মিম বর্ণের তাশদীদ যোগে, যার অর্থ: ঘন এবং
দীর্ঘ ঘাসযুক্ত বাগান।

তাঁর বাণী: 'দাওহাহ' এটি দাল বর্ণের ফাতহাহ, ওয়াও বর্ণের সাকিন এবং হা বর্ণ যোগে: যার অর্থ হলো বিশাল বৃক্ষ। তাঁর বাণী: 'আল-মাহদ' এটি মিম বর্ণের ফাতহাহ, হা বর্ণের সাকিন এবং দদ বর্ণ যোগে: যার অর্থ হলো খাঁটি দুধ।

এবং তাঁর বাণী: 'ফাসামা বাসারি' অর্থাৎ: আমার দৃষ্টি উপরে উঠল।

এবং 'সুউদা': সোয়াদ এবং আইন বর্ণের দম্মাহ যোগে: অর্থাৎ উর্ধ্বমুখী বা উন্নত।

এবং 'আর-রাবাবাহ': রা বর্ণের ফাতহাহ এবং দুবার বা বর্ণ যোগে: এর অর্থ হলো মেঘমালা।

[ব্যাখ্যা]

ইতিপূর্বে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত হাদীসের প্রথমাংশের দুটি বাক্যের আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে। প্রথম বাক্যটি ছিল: "যে ব্যক্তি এমন কোনো স্বপ্ন দেখার ভান করল যা সে দেখেনি।" এবং দ্বিতীয়টি ছিল: "যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের কথা আড়ি পেতে শুনল অথচ তারা তাকে অপছন্দ করে।"

আর তৃতীয়টি হলো: "যে ব্যক্তি কোনো ছবি বা প্রতিকৃতি তৈরি করল, তাকে কিয়ামতের দিন তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে বাধ্য করা হবে, অথচ সে তা করতে সক্ষম হবে না।" জেনে রাখুন যে, ছবি বা প্রতিকৃতি দুই প্রকার: প্রথমত, মূর্তমান বা ত্রিমাত্রিক প্রতিকৃতি, যা মানুষ কোনো আকৃতির অবয়বে নির্মাণ করে।

(ص: 178) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

إنسان أو حيوان، فهذا محرم، سواء أَرَادَ لغرض محرم أو لغرض مباح، مجرد هذا التصوير محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وبين أن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. والقسم الثاني: الملون، يعني ليس له جسم بل هو بالتلوين، فهذا قد اختلف العلماء فيه فمنهم من أجاز وقال لا بأس به إلا إذا قصد به غرضاً محرماً مثل أن

يقصد به التعظيم - تعظيم المصور - فإنه يخشى إذا طال بالناس زمن أن يعبدوه كما جرى لقوم نوح فيما يذكر أنهم صوروا صورة لرجال صالحين ثم عبدوها لما طال الزمن وقال بعض العلماء: إنه لا بأس به إذا كان ملونا واستدلوا بحديث زيد بن خالد وفيه: (إلا رقياً في ثوب) قالوا: هذا يدل على أن هذا مستثنى فيدل على أن المحرم ما له روح فقط، ولكن الراجح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا فرق بين المجسم وبين الملون الذي يكون بالرقم كله محرم؛ لأن الذي يرقم باليد صورة يحاول أن يكون مبدعاً مشابهاً لخلق الله عز وجل فيدخل في العيوم، وأما الصور التي تلتقط التقاطاً بالآلة المعروفة، آلة التصوير الفوتوغرافية، فهذه من المعلوم أنها لم تكن معروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعروف في عهده إنما هو التصوير باليد الذي يضاهي به الإنسان خلق الله عز وجل أما هذه الآلة فغير معروفة، وليس الإنسان يصورها بيده ويخططها.

মানুষ বা প্রাণী যাই হোক না কেন, তা হারাম। এটি কোনো হারাম উদ্দেশ্যে হোক কিংবা কোনো বৈধ উদ্দেশ্যে—শুধুমাত্র এই চিত্রায়নই হারাম, বরং এটি কবির গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিত্রকরদের অভিশাপ দিয়েছেন এবং স্পষ্ট করেছেন যে, কেয়ামতের দিন সেইসব লোক সবচেয়ে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হবে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির সাদৃশ্য গ্রহণ করার চেষ্টা করে।

দ্বিতীয় প্রকার হলো: রঙিন চিত্র, অর্থাৎ যার কোনো ত্রিমাত্রিক দেহ নেই বরং রঙের মাধ্যমে চিত্রিত। এ বিষয়ে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এটিকে জায়েজ বলেছেন এবং মত দিয়েছেন যে, এতে কোনো দোষ নেই যতক্ষণ না এর মাধ্যমে কোনো হারাম উদ্দেশ্য থাকে। যেমন কাউকে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে—অর্থাৎ চিত্রিত ব্যক্তির সম্মান। কারণ আশঙ্কা করা হয় যে, দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর মানুষ হয়তো সেটির উপাসনা শুরু করবে, যেমনটি নূহ আলাইহিস সালামের কণ্ঠের ক্ষেত্রে ঘটেছিল বলে উল্লেখ করা হয় যে, তাঁরা নেককার ব্যক্তিদের ছবি তৈরি করেছিল এবং দীর্ঘকাল পর সেগুলোর ইবাদত শুরু করেছিল। আবার কোনো কোনো আলেম বলেছেন: এটি রঙিন হলে কোনো সমস্যা নেই। তাঁরা জায়েদ ইবনে খালেদ বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যাতে

রয়েছে: (পোশাকের নকশা ব্যতীত)। তাঁরা বলেন, এটি নির্দেশ করে যে বিষয়টি ব্যতিক্রমভুক্ত। ফলে বুঝা যায় যে, শুধুমাত্র যার প্রাণ আছে সেটিই হারাম। কিন্তু জমহুর বা অধিকাংশ আলেমের নিকট অগ্রগণ্য মত হলো—ত্রিমাত্রিক মূর্তি এবং অঙ্কিত রঙিন চিত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, উভয়ই হারাম। কেননা যে ব্যক্তি হাতে ছবি অঙ্কন করে, সে আল্লাহর সৃষ্টির সাদৃশ্য অবলম্বনের মাধ্যমে সৃজনশীল হওয়ার চেষ্টা করে, ফলে তা সাধারণ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর প্রচলিত যন্ত্র অর্থাৎ ফটোগ্রাফিক ক্যামেরার মাধ্যমে তোলা ছবির বিষয়টি হলো—এটি সুবিদিত যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এ যন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না। তাঁর যুগে কেবল হাতে আঁকা ছবির প্রচলন ছিল যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির সাদৃশ্য করত। কিন্তু এই যন্ত্রটি তখন ছিল না এবং মানুষ এগুলো নিজের হাতে অঙ্কন বা রেখাচিত্র তৈরি করে না।

(ص: 179) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

يخطط الوجه مثلا، والعينين، والأنف، والشفيتين، وما أشبه ذلك لكنه هو يلقي ضوء معيناً تقدمت به معرفة الناس فتنتبّع هذه الصورة في ورقة، وهو لم يحدث شيئاً في الصورة لم يصورها إطلاقاً وإنما التقطت هذه الصورة بواسطة الضوء فهذا لا شك أنه فيما نرى أنه لم يصور، غاية ما هنالك أن الصورة طبعت بالورقة، فكان الذي بالورقة هو خلق الله عز وجل يعني هذه الصورة هي الصورة التي خلقها الله، والدليل على ذلك أن الإنسان لو كتب كتاباً بيده ثم صوره بالآلة، آلة التصوير، فإنها إذا طلعت الصورة لا يقال إن هذا هو كتابة الذي حرك الآلة وصور (الشخص القائم بالتصوير) بل يقال هذا كتابة الأول الذي خطه بيده، فهذا مثله، ولكن يبقى النظر لماذا صور الإنسان هذه الصور الفوتوغرافية، إذا كان لغرض محرم فهو حرام من باب تحريم الوسائل، كما لو اشترى الإنسان سلاحاً في فتنة أو بيضاً لقبراً أو ما أشبه ذلك، يعني

أن هذا مباح ولكن لغرض محرم فلا يجوز من باب تحريم الوسائل، أما إذا كان الغرض مباحاً كتصوير لاستخراج رخصة السيارة أو البطاقة الشخصية وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به، هذا هو الذي نراه في هذه المسألة، والناس ابتلوا بها الآن بلوى عظيمة وصارت منتشرة في كل شيء، ولكن يجب على الإنسان أن يعرف ويحقق ويميز بين ما حرمه الله ورسوله وبين ما لم يأت تحريمه، فلا تضيق على عباد الله ولا توقعهم في محارم الله هذا إذا كان المصور له روح لقوله (كف أن ينفخ فيها الروح) أما إذا كان المصور لا روح له، كتصوير الأشجار والشمس والقمر والنجوم والجبال

উদাহরণস্বরূপ, কেউ মুখমণ্ডল, চোখ, নাক, ঠোঁট এবং অনুরূপ অবয়বগুলো অঙ্কন করে; কিন্তু এখানে সে মানুষের অর্জিত বিশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে কেবল আলো প্রক্ষেপণ করে, যার ফলে এই ছবিটি কাগজে মুদ্রিত হয়। সে এই ছবির মধ্যে নতুন কোনো চিত্র তৈরি করেনি এবং প্রকৃতপক্ষে সে এটি অঙ্কনও করেনি; বরং আলোর সাহায্যে এই ছবিটি কেবল ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং আমাদের দৃষ্টিতে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সে এটি অঙ্কন করেনি। বড়জোর এটুকু বলা যায় যে, ছবিটি কাগজে মুদ্রিত হয়েছে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে কাগজে যা ফুটে উঠেছে তা মহান আল্লাহরই সৃষ্টি; অর্থাৎ এই আকৃতিটি আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন। এর প্রমাণ হলো, যদি কোনো ব্যক্তি নিজ হাতে কোনো কিছু লেখে এবং অতঃপর ফটোকপি মেশিনের মাধ্যমে তার প্রতিলিপি তৈরি করে, তবে সেই প্রতিলিপিটি বের হওয়ার পর এমনটি বলা হয় না যে, এটি সেই ব্যক্তির হাতের লেখা যে মেশিনটি পরিচালনা করেছে বা কপিটি করেছে (ফটোগ্রাফার); বরং বলা হয় এটি সেই মূল লেখকেরই লেখা যিনি তা নিজ হাতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। আলোকচিত্রের বিষয়টিও তদ্রূপ। তবে এখন বিবেচ্য বিষয় হলো, মানুষ কেন এই আলোকচিত্র বা ফটোগ্রাফগুলো গ্রহণ করেছে? যদি তা কোনো নিষিদ্ধ উদ্দেশ্যে হয়, তবে তা 'উপায়ের নিষিদ্ধতা' (তাহরীমুল ওয়াসায়িল) নীতির ভিত্তিতে হারাম হবে। যেমন কোনো ব্যক্তি ফিতনা-ফ্যাসাদের সময় অস্ত্র ক্রয় করল অথবা জুয়া খেলার উদ্দেশ্যে ডিম কিনল বা অনুরূপ কিছু করল। অর্থাৎ, মূল বিষয়টি বৈধ হলেও হারাম উদ্দেশ্যের কারণে তা 'উপায়ের নিষিদ্ধতা'র অন্তর্ভুক্ত হয়ে নাজায়েজ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে উদ্দেশ্য যদি বৈধ হয়, যেমন ড্রাইভিং লাইসেন্স বা পরিচয়পত্র এবং অনুরূপ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের জন্য ছবি তোলা, তবে এতে

কোনো দোষ নেই। এই মাসআলায় এটিই আমাদের সুচিন্তিত অভিমত। বর্তমানে মানুষ এই বিষয়ের দ্বারা ব্যাপক পরীক্ষার সম্মুখীন এবং এটি সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে মানুষের উচিত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন এবং যা হারাম করেননি—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা ও তা যথাযথভাবে অনুধাবন করা। আমরা আল্লাহর বান্দাদের জন্য পথ সংকীর্ণ করব না এবং তাদেরকে আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়ের দিকে ঠেলে দেব না। উল্লেখ্য যে, এই আলোচনাটি কেবল প্রাণধারী বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেহেতু হাদিসে বর্ণিত হয়েছে: (তাকে সেই ছবির মধ্যে আত্মা ফুঁকতে বাধ্য করা হবে)। কিন্তু যার প্রাণ নেই, যেমন বৃক্ষরাজি, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র এবং পাহাড়-পর্বত—সেগুলোর চিত্রের ক্ষেত্রে এই হুকুম প্রযোজ্য নয়।

(ص: 180) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

والأنهار، فهذا لا بأس به لأنه ليس فيه روح، وقال بعض العلماء: ما كان نامياً كالشجر والزرع فإنه لا يجوز تصويره، لأنه جاء في الحديث فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة وهذا نام فيشبه ما كان له روح لكن هذا خلاف قول جمهور العلماء، والصحيح أنه لا بأس به، أما ما يصنعه الإنسان فلا شك أنه يجوز تصويره كالقصور والسيارات وما أشبهها فصارت الآن الأقسام متعددة، ما يصنعه الإنسان بيده فهذا لا بأس من تصويره، مثل السيارات والقصور والأبواب وما أشبه ذلك وما هو خلق الله عز وجل وليس بنام لا ينبو كالشمس والقمر والنجوم والجبال والأقمار، فهذا أيضاً لا بأس به وهذا محل اتفاق، وما كان من خلق الله وليس له روح ولكنه ينبو كالشجر والزرع وما أشبهه فجمهور العلماء على أنه لا بأس به، وذهب بعض العلماء ومنهم مجاهد بن جبر - تابعي مشهور - إلى أنه حرام والصحيح أنه لا بأس به، وأما ما فيه روح فهذا لا يجوز أن يصور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأما مسألة التقاط الصور فهذا لا نرى أنه داخل في التصوير إطلاقاً، لأن الملتقط لم

يُحصل منه فعل يكون به التصوير ولكن يبقى النظر خلف أنه يلتقط هذه الصور
لشيء محرم أو لا هذا هو محل التفصيل والله الموفق

এবং নদ-নদী; এতে কোনো সমস্যা নেই কারণ এতে কোনো প্রাণ নেই। কতিপয় আলেম বলেছেন: যা ক্রমবর্ধমান যেমন গাছপালা ও শস্য, তার চিত্রাঙ্কন করা বৈধ নয়; কেননা হাদিসে এসেছে, ‘তারা যেন একটি শস্যদানা সৃষ্টি করে অথবা একটি যব সৃষ্টি করে’—আর এগুলো বর্ধনশীল হওয়ার কারণে প্রাণবিশিষ্ট বস্তুর সদৃশ। তবে এটি জমছুর বা সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে কেরামের মতের পরিপন্থী এবং সঠিক মত হলো এতে কোনো দোষ নেই। আর যা মানুষ তৈরি করে, যেমন প্রাসাদ, গাড়ি ও অনুরূপ বিষয়সমূহ, তাতে চিত্র ধারণ বা অঙ্কন করাতে কোনো সন্দেহাতীতভাবেই বৈধতা রয়েছে। সুতরাং এখন প্রকারভেদগুলো একাধিক হলো—মানুষ নিজের হাতে যা তৈরি করে তা চিত্রায়িত করায় কোনো বাধা নেই, যেমন গাড়ি, প্রাসাদ, দরজা ও এই জাতীয় জিনিস। আর যা মহান আল্লাহর সৃষ্টি কিন্তু বর্ধনশীল নয়, যেমন সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও পাহাড়-পর্বত; এগুলোর চিত্র অঙ্কনেও কোনো সমস্যা নেই এবং এ বিষয়টি সর্বসম্মত। আর যা আল্লাহর সৃষ্টি এবং যাতে প্রাণ নেই কিন্তু তা বৃদ্ধি পায়, যেমন গাছপালা, শস্য ও অনুরূপ বিষয়—এক্ষেত্রে জমছুর ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো এতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে কোনো কোনো আলেম—যাদের মধ্যে প্রখ্যাত তাবেয়ী মুজাহিদ ইবনে জাবর অন্যতম—একে হারাম মনে করেছেন। তবে বিশুদ্ধ মত হলো এটি বৈধ। আর যার প্রাণ আছে, তার চিত্র অঙ্কন বা নির্মাণ করা জায়েজ নেই; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিত্রকরদের প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন। আর ছবি তোলার (ফটোগ্রাফি) মাসআলাটির ক্ষেত্রে আমরা মনে করি না যে এটি মোটেও ‘তাসভীর’ বা নিষিদ্ধ চিত্রাঙ্কনের অন্তর্ভুক্ত; কারণ ছবি উত্তোলনকারীর পক্ষ থেকে এমন কোনো কাজ সম্পন্ন হয় না যার দ্বারা চিত্র নির্মাণ করা বোঝায়। তবে বিষয়টি এই দৃষ্টিভিকোণ থেকে বিচার্য যে, এই ছবিগুলো কোনো হারাম কাজের উদ্দেশ্যে তোলা হচ্ছে কি না—এটাই হলো বিস্তারিত বিশ্লেষণের বিষয়। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

بَاب بيان ما يجوز من الكذب أعلم أن الكذب وإن كان أصله محرماً، فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحناها في كتاب الأذكار ومختصر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً كان الكذب مباحاً وإن كان واجباً كان الكذب واجباً فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخفى ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده وديعة، وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها والأحوط في هذا كله أن يوري ومعنى التورية: أن يقصد بعبارته مقصوداً صحيحاً ليس هو كاذباً بالنسبة إليه وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال واستدل العلماء بجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيمني خيراً أو يقول خيراً متفق عليه.

মিথ্যাচারের বৈধ ক্ষেত্রসমূহ বর্ণনার পরিচ্ছেদ জেনে রাখুন যে, মিথ্যা বলা যদিও মূলত হারাম, তবে নির্দিষ্ট কিছু অবস্থায় এমন কিছু শর্তসাপেক্ষে তা বৈধ হয় যা আমি 'কিতাবুল আযকার'-এ ব্যাখ্যা করেছি। এর সংক্ষিপ্ত সার হলো—কথাবার্তা হলো লক্ষ্য অর্জনের একটি মাধ্যম। সুতরাং প্রতিটি প্রশংসনীয় লক্ষ্য যা মিথ্যা বলা ছাড়াই অর্জন করা সম্ভব, সে ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা হারাম। আর যদি সেটি মিথ্যা বলা ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব না হয়, তবে মিথ্যা বলা বৈধ। অতঃপর যদি সেই লক্ষ্য অর্জন করা মুবাহ (বৈধ) হয়, তবে মিথ্যা বলাও মুবাহ; আর যদি তা ওয়াজিব (আবশ্যক) হয়, তবে মিথ্যা বলাও ওয়াজিব। অতএব, যখন কোনো মুসলিম কোনো জালেম থেকে আত্মগোপন করে যে তাকে হত্যা করতে চায় বা তার সম্পদ কেড়ে নিতে চায়, অথবা সে তার সম্পদ লুকিয়ে রাখে এবং কোনো ব্যক্তিকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তাকে গোপন রাখার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে, যদি কারো কাছে কোনো আমানত গচ্ছিত থাকে এবং কোনো জালেম তা কেড়ে নিতে চায়, তবে তা গোপন রাখার জন্য মিথ্যা বলা ওয়াজিব। তবে এই সব ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক পন্থা হলো 'তাওরিয়াহ' (দ্ব্যর্থবোধক কথা) অবলম্বন করা। তাওরিয়াহ-এর অর্থ হলো—নিজের কথার মাধ্যমে এমন একটি সঠিক উদ্দেশ্য

পোষণ করা যার প্রেক্ষিতে বক্তা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয় না, যদিও শব্দের বাহ্যিক রূপ এবং শ্রোতার বোধগম্যতা অনুযায়ী তা মিথ্যা মনে হয়। আর যদি কেউ তাওরিয়্যাহ বর্জন করে সরাসরি মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তবে এই পরিস্থিতিতে তাও হারাম হবে না। আলেমগণ এই অবস্থায় মিথ্যা বৈধ হওয়ার সপক্ষে উম্মে কুলসুম (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বর্ণিত হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন: "সেই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয় যে মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে দেয় এবং এর মাধ্যমে ভালো কথা পৌঁছে দেয় অথবা ভালো কথা বলে।" (বুখারি ও মুসলিম)।

(ص: 182) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

زاد مسلم في رواية: قالت أم كلثوم: ولم أسبعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: تعني الحرب، والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.

:

[الشَّرْحُ]

سبق لنا أن الكذب محرم وأن منه ما هو كبيرة من كبائر الذنوب كالكذب على الله ورسوله، ذكر المؤلف في هذا الباب أن الكذب يجوز أحياناً إذا كانت المصلحة كبيرة عظيمة، وأنه قد يجب الكذب إذا كان فيه دفع مضرة وظلم، مثال ذلك في دفع المضرة والظلم أن يكون شخص ظالم يريد أن يقتل شخصاً معصوماً، فيختفي هذا الشخص المعصوم عن الظالم، وأنت تعلم مكانه، فسألك هذا الظالم الذي يريد قتله بغير حق: أين فلان؟ هل فلان في هذا؟ فتقول: لا ليس فلان في هذا، وأنت تدري أنه فيه.

فهذا لا بأس به بل هو واجب لإنقاذ المعصوم من الهلكة فإن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ولكن الأفضل أن توري يعني تنوي معنى صحيحاً ليس فيه كذب وإن كان ظاهر اللفظ أنه كذب فتقول مثلاً إذا قال هذا الظالم فلان في هذا؟ تقول ليس في هذا وتشير إلى شيء معين ليس فيه كما يذكر أن الإمام أحمد

ইমাম মুসলিম একটি বর্ণনায় বর্ণিত করেছেন: উম্মে কুলসুম (রা.) বলেন: আমি তাঁকে মানুষের কথাবার্তার মধ্যে তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোথাও মিথ্যার অনুমতি দিতে শুনিনি: অর্থাৎ যুদ্ধ বিগ্রহে, মানুষের মধ্যে বিবাদ মিমাংসা করতে এবং স্বামীর তার স্ত্রীর সাথে কথাবার্তায় ও স্ত্রীর তার স্বামীর সাথে কথাবার্তায়।

:

[ব্যাখ্যা]

ইতোপূর্বে আমাদের নিকট এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, মিথ্যা বলা হারাম এবং এর মধ্যে কিছু বিষয় কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, যেমন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর মিথ্যা আরোপ করা। লেখক এই অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, কখনো কখনো মিথ্যা বলা জায়েজ হয় যদি তাতে কোনো বড় ধরনের কল্যাণ নিহিত থাকে। এমনকি কখনো মিথ্যা বলা ওয়াজিব হয়ে যায় যদি এর মাধ্যমে কোনো ক্ষতি বা জুলুম প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। ক্ষতি এবং জুলুম প্রতিরোধের উদাহরণ হলো—একজন জালিম ব্যক্তি কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করতে চায়, এমতাবস্থায় সেই নিরপরাধ ব্যক্তিটি জালিমের হাত থেকে বাঁচতে আত্মগোপন করল এবং আপনি তার অবস্থান সম্পর্কে জানেন। এখন সেই জালিম ব্যক্তিটি, যে তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতে চায়, আপনাকে জিজ্ঞেস করল: অমুক কোথায়? সে কি এখানে আছে? তখন আপনি বললেন: না, এখানে নেই; অথচ আপনি জানেন যে সে সেখানেই আছে।

এতে কোনো দোষ নেই, বরং এটি সেই নিরপরাধ ব্যক্তিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ওয়াজিব। কারণ, কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে ধ্বংস থেকে বাঁচানো ওয়াজিব, আর যে মাধ্যম ছাড়া ওয়াজিব সম্পন্ন হয় না, সেই মাধ্যমটিও ওয়াজিব হয়ে যায়।

তবে উত্তম হলো তাওরিয়া করা, অর্থাৎ মনে মনে একটি সঠিক অর্থ পোষণ করা যাতে মিথ্যা নিহিত নেই, যদিও বাহ্যিক শব্দে তা মিথ্যার মতো মনে হয়। যেমন ধরুন, যখন সেই জালিম বলবে: অমুক কি এখানে আছে? তখন আপনি বলবেন: সে এখানে নেই, এবং আপনি নির্দিষ্ট এমন একটি স্থানের দিকে ইঙ্গিত করবেন যেখানে সে নেই, যেমনটি ইমাম আহমাদ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

(ص: 183) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

رحمه الله جاءه رجل يسأل عن أحد التلاميذ: أين فلان، فقال الإمام أحمد: ليس فلان هاهنا وما يصنع فلان هاهنا ويلبس يده يعني ليس في يدي وما يصنع في يدي هذه تورية فإذا قيل مثلاً إذا جاءك هذا الظالم الذي يريد أن يقتل هذا الشخص بغير حق، وقال هل فلان هاهنا تقول لا وتلمس يدك بيدك الأخرى يعني ليس في يدي أو إنسان ألح بشيء وأنت لا تريد أن تعطيه لأنه يفسد المال فتقول: والله ما بيدي شيء ويدك ليس فيها شيء ليس فيها دراهم ولا غير تقول: ليس في يدي شيء وأنت صادق وهو يفهم أنه ليس عندك شيء أو يكون عندك وديعة لشخص فيأتي إنسان ظالم ويقول أين وديعة فلان، يعني إنسان وضع عندك أمانة مثلاً دراهم قال لك احفظها لي فجاء شخص ظالم يريد أن يأخذ هذه الدراهم جاء إليك قال أين الوديعة التي أعطاه لك فلان، أعطني إياها فقلت والله ما عندي له وديعة تأول فتنوي بقولك والله ما عندي له وديعة يعني والله إن الذي عندي له وديعة تجعل ما بمعنى الذي وأنت صادق الذي لفلان عندك وديعة لكن يفهم المخاطب أن ما نافية وأنه ليس له عندك وديعة فالحاصل أنه إذا كان هناك ظلم وأراد الإنسان أن يدفعه وكذب فهذا لا بأس به ولكن الأولي والأحسن أن يوري يعني ينوي معنى

صحيحاً ليس فيه كذب والمخاطب يظن أنه كذب وكذلك أيضاً إذا كانت المصلحة
كبيرة كالكذب في الحرب لا بأس به لأنه فيه مصلحة كبيرة مثل أن تأتي عيون العدو
يعني جواسيسه يسألون يقولون مثلاً هل الجيش كبير وهل معه عدة، وهل هو قوي،
تقول: نعم

আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন। তাঁর নিকট এক ব্যক্তি জনৈক ছাত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এল: "অমুক ব্যক্তি কোথায়?" ইমাম আহমাদ বললেন: "অমুক এখানে নেই, সে এখানে কী করবে?" এবং তিনি তাঁর হাতের তালু স্পর্শ করলেন। অর্থাৎ সে আমার হাতের তালুর ওপর নেই। এটি হলো এক প্রকার দ্ব্যর্থবোধকতা বা তাওরিয়াহ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি কোনো যালিম ব্যক্তি তোমার কাছে আসে যে কোনো ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতে চায়, এবং সে জিজ্ঞাসা করে: "অমুক কি এখানে আছে?" তখন তুমি 'না' বলবে এবং এক হাত দিয়ে অন্য হাত স্পর্শ করবে। এর অর্থ হবে যে সে তোমার হাতের ওপর নেই। অথবা কোনো ব্যক্তি কোনো কিছুর জন্য পীড়াপীড়ি করছে কিন্তু তুমি তাকে তা দিতে চাচ্ছ না কারণ সে সম্পদ নষ্ট করবে, তখন তুমি বললে: "আল্লাহর কসম, আমার হাতে কিছু নেই।" অথচ তোমার হাতের তালুতে প্রকৃতপক্ষে কিছুই নেই—না দিরহাম, না অন্য কিছু। তুমি বললে: "আমার হাতে কিছু নেই," আর তুমি সত্যই বললে, কিন্তু সে বুঝল যে তোমার কাছে কোনো অর্থকড়ি নেই। অথবা তোমার কাছে কারো গচ্ছিত আমানত আছে, এমতাবস্থায় কোনো যালিম ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল: "অমুকের আমানত কোথায়?" অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি তোমার কাছে আমানত হিসেবে কিছু অর্থ রেখেছে এবং তা সংরক্ষণ করতে বলেছে। এখন কোনো যালিম ব্যক্তি সেই অর্থ কেড়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে এসে তোমাকে বলল: "অমুক তোমাকে যে আমানত দিয়েছিল তা কোথায়? তা আমাকে দাও।" তখন তুমি বললে: "আল্লাহর কসম, তার কোনো আমানত আমার কাছে নেই।" এখানে তুমি শব্দের ভিন্ন ব্যাখ্যা বা তা'উইল করবে। তুমি যখন বললে "তার কোনো আমানত আমার কাছে নেই", তখন মনে মনে নিয়ত করবে যে "আল্লাহর কসম, আমার কাছে যা আছে তা তার আমানত।" এখানে 'মা' শব্দটিকে (যা আরবিতে সাধারণত না-বোধক হয়) 'যা কিছু' অর্থে ব্যবহার করবে। এভাবে তুমি সত্যই বললে যে অমুকের যে বস্তু তোমার কাছে আছে তা আমানত, কিন্তু শ্রোতা বুঝল যে তুমি বিষয়টি অস্বীকার করছ এবং তার কোনো আমানত তোমার কাছে নেই। মূলকথা হলো, যেখানে যুলুম বিদ্যমান এবং মানুষ তা প্রতিহত করতে চায়, সেখানে যদি সে মিথ্যার আশ্রয় নেয় তবে তাতে কোনো দোষ নেই। তবে উত্তম ও শ্রেয় হলো

তাওরিয়াহ করা অর্থাৎ মনে মনে এমন একটি সঠিক অর্থ পোষণ করা যাতে মিথ্যা না হয়, যদিও শ্রোতা মনে করবে যে সেটি মিথ্যা। একইভাবে যদি কোনো বড় ধরনের জনকল্যাণ নিহিত থাকে, যেমন যুদ্ধে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া; তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ এতে বৃহত্তর কল্যাণ রয়েছে। যেমন শত্রুর গুপ্তচররা এসে জিজ্ঞাসা করল: "সেনাবাহিনী কি অনেক বড়? তাদের কাছে কি পর্যাপ্ত সরঞ্জাম আছে? তারা কি শক্তিশালী?" তখন তুমি বললে: "হ্যাঁ।"

(ম: 184) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الجيش كبير وعظيم وقوي ومعه عدة ولو كنت تعرف أن هذا لا بأس به لأن فيه مصلحة كبيرة وهي إلقاء الرعب في قلوب الأعداء وكذلك الإصلاح بين الناس يأتيك شخص قد ذكر له أن شخصاً آخر يفتابه ويسببه فيأتي إليك ويقول سمعت أن فلاناً قال في كذا وكذا، فتقول: أبداً ما قال فيك شيئاً هذا لا بأس به لأن فيه إصلاحاً بين الناس كذلك من المصلحة حديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها فيها يوجب الألفة والبودة مثل أن يقول لها أنت عندي غالية وأنت أحب إلي من سائر النساء وما أشبه ذلك وإن كان كاذباً لكن من أجل إلقاء البودة والمصلحة تقتضي هذا فإلهم أن الكذب يجب إذا كان لإنقاذ معصوم من هلكة أو حماية مال معصومة من تلف ويباح إذا كان فيه مصلحة عظيمة ومع ذلك فمن الأولى أن يوري أي يجعل الكلام تورية حتى يسلم من الكذب والله الموفق

বাহিনীটি বিশাল, সুমহান ও শক্তিশালী এবং এর সাথে পর্যাপ্ত যুদ্ধসরঞ্জাম রয়েছে। আপনি যদি জানেন যে (এরূপ বলায়) কোনো দোষ নেই, কারণ এতে শত্রুদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করার মতো এক মহৎ কল্যাণ নিহিত রয়েছে। অনুরূপভাবে মানুষের মধ্যে বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। আপনার কাছে এমন একজন ব্যক্তি এলো যাকে বলা হয়েছে যে অন্য কেউ তার

গীবত (পরনিন্দা) করেছে এবং তাকে গালি দিয়েছে। এরপর সে আপনার কাছে এসে বললো, 'আমি শুনেছি যে অমুক আমার সম্পর্কে এই এই কথা বলেছে'। তখন আপনি বললেন, 'কখনোই না, সে আপনার সম্পর্কে মন্দ কিছুই বলেনি'। এতে কোনো দোষ নেই, কারণ এতে মানুষের মধ্যে সন্ধি ও সংশোধনের উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। একইভাবে বৃহত্তর কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত হলো স্বামীর স্ত্রীর সাথে এবং স্ত্রীর স্বামীর সাথে এমন কথা বলা যা উভয়ের মধ্যে হৃদয়তা ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করে। যেমন স্বামী তাকে বললো, 'তুমি আমার নিকট অত্যন্ত মূল্যবান এবং অন্য সকল নারীর চেয়ে তুমিই আমার কাছে অধিক প্রিয়' এবং এই জাতীয় কথাবার্তা। যদিও তা বাস্তবে সত্য না হয়, তবুও পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি ও বৃহত্তর কল্যাণের তাগিদে তা অনুমোদিত। মূল কথা হলো, কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে কিংবা কোনো সংরক্ষিত সম্পদ বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করতে মিথ্যা বলা ওয়াজিব বা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। আর যেখানে কোনো মহৎ কল্যাণ নিহিত থাকে, সেখানে মিথ্যা বলা বৈধ। তবুও উত্তম হলো 'তাওরিয়াহ' বা দ্ব্যর্থবোধক শব্দের আশ্রয় নেওয়া, যাতে সরাসরি মিথ্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 185) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه
قال الله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} وقال تعالى: {ما يلفظ من قول إلا
لديه رقيب عتيد}
1547 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء
كذبا أن يحدث بكل ما سمع رواه مسلم.
1548 - وعن سيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من
حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين رواه مسلم

1549 - وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بها لم يعط كلابس ثوبي زور متفق عليه.

المتشبع: هو الذي يظهر الشبع وليس بشبعان، ومعناها هنا أنه يظهر أنه حصل له فضيلة وليست حاصلة ولا بس ثوبي زور أي: ذي زور

যা বলা বা বর্ণনা করা হয় তা যাচাই করার প্রতি উৎসাহ প্রদান সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

মহান আল্লাহ বলেন: "যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না।" মহান আল্লাহ আরও বলেন: "মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করুক না কেন, তার কাছে একজন সদাপ্রস্তুত পাহারাদার নিয়োজিত রয়েছে।"

১৫৪৭ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে (যাচাই না করে) তাই বর্ণনা করে।" এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

১৫৪৮ - সামুরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে এমন কোনো কথা বর্ণনা করে যা সে মিথ্যা বলে মনে করে, তবে সে মিথ্যাবাদীদের একজন।" এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

১৫৪৯ - আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত যে, এক নারী আরজ করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমার এক সপত্নী (সতীন) আছে। আমার স্বামী আমাকে যা দেননি, আমি যদি তা পাওয়ার ভান করি তবে কি আমার কোনো গুনাহ হবে? তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "যাকে যা দেওয়া হয়নি তা নিয়ে তৃপ্তির ভানকারী ব্যক্তি সেই ব্যক্তির মতো, যে মিথ্যার দুই পোশাক পরিধান করেছে।" এটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম যৌথভাবে বর্ণনা করেছেন।

আল-মুতাশাব্বি' (তৃপ্তির ভানকারী): সে হলো ওই ব্যক্তি যে পরিতৃপ্ত হওয়ার ভান করে অথচ সে ক্ষুধার্ত বা অতৃপ্ত। এখানে এর অর্থ হলো— সে নিজের মাঝে এমন কোনো গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় যা প্রকৃতপক্ষে তার নেই। আর 'মিথ্যার দুই পোশাক পরিধানকারী' অর্থ হলো— যে ব্যক্তি মিথ্যাচারে লিপ্ত।

وهو الذي يزور على الناس بأن يتزيى بزي أهل الزهد أو العلم أو الثروة ليغتر به الناس وليس هو بتلك الصفة وقيل غير ذلك والله أعلم:

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه (رياض الصالحين) باب التثبت فيما يقول وما يتكلم به - لما ذكر رحمه الله تحريم الكذب - والكذب أن يخبر الإنسان بما لم يكن على وجهه الصحيح أعقبه بهذا الباب، أن الإنسان يتثبت فيما ينقل ويتكلم به، لاسيما في زمن الأهواء وكثرة القيل والقال والتحدث بما كان أو لم يكن، ثم استدل لذلك بالآيات والأحاديث قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم (لا تقف) يعني لا تتبع ما ليس لك به علم ولا تتكلم إلا بما تعلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قال تعالى: {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} يعني إلا عنده رقيب أي مراقب يراقب ما تقول، عتيد حاضر فلا يغيب عنه، وهذا تحذير من أن يتكلم الإنسان بشيء لا يعلم عنه، لأنه بذلك آثم ثم ذكر في ذلك أحاديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع يعني أن الإنسان إذا صار يحدث بكل ما سمع من غير تثبت وتأن، فإنه يكون عرضة للكذب، وهذا هو الواقع ولهذا يجيء إليك بعض الناس يقولون: صار كذا وكذا، ثم إذا بحثت وجدت أنه لم يكن، أو يأتي إليك ويقول: قال فلان كذا وكذا، فإذا بحثت

তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি মানুষের সামনে নিজেকে এমনভাবে প্রকাশ করেন যেন তিনি যুহদ (সংসারবিরাগ), ইলম (জ্ঞান) বা প্রাচুর্যের অধিকারী ব্যক্তিদের বেশভূষা ধারণ করেছেন

যাতে মানুষ তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়, অথচ তিনি বাস্তবে সেই গুণের অধিকারী নন। এ বিষয়ে অন্যান্য অভিমতও বর্ণিত হয়েছে এবং আল্লাহ-ই সর্বজ্ঞ।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ তাআলা) তাঁর ‘রিয়াদুস সালাহীন’ গ্রন্থে বলেছেন—‘যা বলা হয় এবং যে বিষয়ে কথা বলা হয় তাতে সত্যতা যাচাই করা’ পরিচ্ছেদ। যখন তিনি (রহিমাল্লাহ) মিথ্যার নিষিদ্ধতা উল্লেখ করেছেন—আর মিথ্যা হলো কোনো বিষয় সম্পর্কে তার প্রকৃত সত্যের বিপরীতে সংবাদ প্রদান করা—তখন তিনি এর পরপরই এই পরিচ্ছেদটি নিয়ে এসেছেন যে, মানুষ যা বর্ণনা করবে বা বলবে তাতে যেন সে সত্যতা যাচাই করে নেয়; বিশেষ করে প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং প্রচুর কানাঘুসা ও সত্য-মিথ্যা আলোচনার এই যুগে। অতঃপর তিনি এর সপক্ষে আয়াত ও হাদিসসমূহ দিয়ে দলিল পেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: ‘যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না।’ ‘অনুসরণ করো না’ অর্থাৎ এমন কিছু পিছে ছুটো না যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই এবং তুমি যা জানো কেবল তা-ই বলো। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন কল্যাণকর কথা বলে অথবা নীরব থাকে।’ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: ‘মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্য একজন তৎপর পাহারাদার রয়েছে।’ অর্থাৎ তার কাছে একজন পর্যবেক্ষক রয়েছে যিনি আপনার প্রতিটি কথা পর্যবেক্ষণ করেন; তিনি সদা উপস্থিত থাকেন এবং কোনো কিছুই তাঁর অগোচরে থাকে না। এটি মানুষকে এমন বিষয়ে কথা বলা থেকে সতর্ক করার জন্য যে বিষয়ে তার জ্ঞান নেই, কারণ এর মাধ্যমে সে পাপী সাব্যস্ত হবে। অতঃপর তিনি এ প্রসঙ্গে হাদিসসমূহ উল্লেখ করেছেন: ‘কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে তাই বর্ণনা করে।’ অর্থাৎ মানুষ যখন কোনো প্রকার যাচাই-বাছাই ও ধৈর্য ব্যতিরেকে যা শোনে তা-ই বর্ণনা করতে শুরু করে, তখন সে মিথ্যার সম্মুখীন হয় এবং বাস্তবে এটিই ঘটে থাকে। একারণেই কিছু মানুষ আপনার কাছে এসে বলে: ‘অমুক অমুক ঘটনা ঘটেছে’, কিন্তু যখন আপনি অনুসন্ধান করেন তখন দেখেন যে আদতে কিছুই ঘটেনি। অথবা কেউ এসে বলে: ‘অমুক ব্যক্তি এমন এমন কথা বলেছে’, কিন্তু যখন আপনি অনুসন্ধান করেন...

وجدته لم يقل، وأعظم شيء أن يكون هذا فيما يتعلق بحكم الله وشريعته بأن يكذب على الله فيقول في القرآن برأيه ويفسر القرآن بغير ما أراد الله أو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. وهو كاذب، أو ينقل حديثاً يرى أنه كذب وهو لم يكذبه ولكن يقول: قال فلان كذا وكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرى أنه كذب فإنه يكون أحد الكاذبين كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويزداد إثم التقول إذا تشبع الإنسان بما لم يعط، كما في حديث المرأة أنها يكون لها ضرة يعني زوجة أخرى مع زوجها فتقول إن زوجي أعطاني كذا وأعطاني كذا وهي كاذبة، لكن تريد أن تراغم (تغيظ) ضررتها وتفسدها على زوجها، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور أي كذب.

والحاصل أنه يجب على الإنسان أن يتثبت فيما يقول ويتثبت فيمن ينقل إليه الخبر، هل هو ثقة، أو غير ثقة كما قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} ولاسيما إذا كثرت الأهواء وصار الناس يتخبطون ويكثرون من القيل والقال بلا تثبت ولا بينة، فإنه يكون التثبت أشد وجوباً، حتى لا يقع الإنسان في المهلكة. والله الموفق

আমি দেখতে পেলাম যে তিনি তা বলেননি। আর মহান আল্লাহর বিধান ও তাঁর শরীয়ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সবচেয়ে গুরুতর বিষয় হলো আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করা; অর্থাৎ কেউ নিজ খেয়ালখুশি অনুযায়ী কুরআন সম্পর্কে কোনো কথা বলল এবং মহান আল্লাহ যা উদ্দেশ্য করেননি তেমনভাবে কুরআনের ব্যাখ্যা করল, অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মিথ্যাচার করল এই বলে যে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি বলেছেন।

অথচ সে মিথ্যাবাদী, অথবা সে এমন হাদীস বর্ণনা করে যা সে মিথ্যা বলে জানে। যদিও সে নিজে তা উদ্ভাবন করেনি, তবুও সে বলে: "অমুক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন এমন বর্ণনা করেছেন", অথচ সে নিশ্চিত যে এটি মিথ্যা; এমতাবস্থায় সে মিথ্যাবাদীদের একজন হিসেবে গণ্য হবে, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন। মিথ্যাচারের এই গুনাহ আরও বৃদ্ধি পায় যখন মানুষ এমন কিছু নিয়ে আত্মতৃপ্তি বা জাঁকজমক প্রকাশ করে যা তাকে দেওয়া হয়নি। যেমন হাদীসে বর্ণিত সেই নারীর উদাহরণ যার সতিন রয়েছে, সে তার সতিনকে ঈর্ষান্বিত করতে এবং স্বামীর সাথে তার সম্পর্ক নষ্ট করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলে যে, "আমার স্বামী আমাকে অমুক অমুক বস্তু প্রদান করেছেন"। এই প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যাকে যা দেওয়া হয়নি তা নিয়ে যে জাঁকজমক প্রকাশ করে, সে যেন মিথ্যার দুটি পোশাক পরিধান করল।"

সারকথা হলো, মানুষের জন্য আবশ্যিক হলো সে যা বলছে তা যাচাই করা এবং যার কাছ থেকে সংবাদ গ্রহণ করছে সে নির্ভরযোগ্য কি না তাও খতিয়ে দেখা। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: "হে মুমিনগণ, যদি কোনো পাপাচারী তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি না করে বসো এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হতে না হয়।" বিশেষ করে যখন কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ বৃদ্ধি পায় এবং মানুষ কোনো প্রকার প্রমাণ ও যাচাই-বাছাই ছাড়াই আজোবাজে কথা ও জল্পনা-কল্পনায় লিপ্ত হয়, তখন সত্যতা যাচাই করা আরও বেশি বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে, যাতে মানুষ ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত না হয়।

আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

(ص: 188) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب بيان تغليظ تحريم شهادة الزور

قال الله تعالى: {واجتنبوا قول الزور} ، وقال تعالى: {لا تقف ما ليس لك به علم} ،
وقال تعالى: {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} ، وقال تعالى: {إن ربك
لبالمرصاد} ، وقال تعالى: {والذين لا يشهدون الزور}
1550 - وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا
أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله.
قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور،
وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه (رياض الصالحين) باب تغليظ تحريم شهادة
الزور، شهادة الزور أن يشهد بما يعلم أن الأمر بخلافه، أو يشهد بما لا يعلم أن
الأمر بخلافه أو بوفائه، أو يشهد بما يعلم أن الأمر على وفائه لكنه على صفة غير
الواقع. هذه ثلاثة أحوال وكلها حرام، لا يحل لإنسان أن يشهد إلا بما علم على
الوجه الذي عليه، فإن شهد بما يعلم أن الأمر بخلافه مثل أن يشهد لفلان بأنه
يطلب فلاناً كذا وكذا وهو يعلم أنه كاذب، فإن هذا والعياذ بالله

মিথ্যা সাক্ষ্যদানের কঠিন নিষিদ্ধতা বর্ণনা বিষয়ক অধ্যায়

মহান আল্লাহ বলেন: “এবং তোমরা মিথ্যা কথা বর্জন করো।” আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:
“যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না।” আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:
“মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে না কেন, তার জন্য সদা উপস্থিত একজন প্রহরী রয়েছে।”
আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক ওত পেতে আছেন।” আল্লাহ
তাআলা আরও বলেন: “এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না।”

১৫৫০ - আবু বাকরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: “আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা
গুনাহসমূহ সম্পর্কে অবহিত করব না?” আমরা বললাম: “অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল!”

তিনি বললেন: “আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা (শিরক) এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া।” তিনি হেলান দিয়ে বসা ছিলেন, এরপর সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন: “সাবধান! আর মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা সাক্ষ্যদান।” তিনি এ কথাটির অনবরত পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন, এমনকি আমরা (মনে মনে) বলতে লাগলাম: “হায়, তিনি যদি এখন থামতেন!” (বুখারী ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাহুল্লাহ তাআলা) তাঁর গ্রন্থ ‘রিয়াদুস সালিহীন’-এ বলেছেন: মিথ্যা সাক্ষ্যদানের কঠিন হারামের বিবরণ। মিথ্যা সাক্ষ্য হলো এমন বিষয়ের সাক্ষ্য দেওয়া যা সে জানে যে বিষয়টি প্রকৃত অবস্থার বিপরীত, অথবা এমন বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া যা সে জানে না যে তা বাস্তবসম্মত নাকি বাস্তবতা বিরোধী, অথবা এমন বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া যা সে জানে যে বিষয়টি বাস্তবসম্মত কিন্তু তা বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রকৃত অবস্থার বাইরে অন্য কোনো গুণের বা প্রকৃতির উল্লেখ করে; এই তিনটি অবস্থাই হারাম। কোনো মানুষের জন্য কেবল সে বিষয়েই সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ যা সে জেনেছে এবং যেভাবে জেনেছে সেভাবেই তা উপস্থাপন করা। সুতরাং সে যদি এমন কোনো বিষয়ের সাক্ষ্য দেয় যা সে জানে যে তা বাস্তবতার পরিপন্থী—যেমন সে যদি জনৈক ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে সে অমুকের কাছে এই পরিমাণ পাওনা আছে অথচ সে জানে যে লোকটি মিথ্যা বলছে—তবে এটি আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়ার মতো বিষয় (এক জঘন্য পাপ)।

(ص: 189) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

شهادة زور، ومثل أن يشهد لفلان أنه فقير يستحق الزكاة وهو يعلم أنه غني، ومثل ما يفعله بعض الناس عند الحكومة يشهد بأن فلانا له عائلة عدد أفرادها كذا وكذا وهو يعلم أنه كاذب والأمثلة على هذا كثيرة ويظن هذا المسكين الذي شهد بشهادة الزور يظن أنه نافع لأخيه أنه بار به والواقع أنه ظالم لنفسه وظالم لأخيه، أما

কونه ظالماً لنفسه فظاهر، لأنه آثم وأتى كبيرة من كبائر الذنوب، وأما كونه ظالماً لأخيه فلأنه أعطاه ما لا يستحقه وجعله يأخذ المال بالباطل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً قالوا: يا رسول الله هذا المظلوم كيف ننصر الظالم، قال: تمنعه من الظلم فذلك نصره فهؤلاء الذين يشهدون بالزور والعياذ بالله يظنون أنهم ينفعون إخوانهم وهم يضررون أنفسهم وإخوانهم.

ثم استشهد المؤلف بآيات بعضها سبق قريباً وبعضها لم يسبق فقال: قول الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور وأول ما يدخل في قول الزور شهادة الزور، وقد جعل الله تعالى ذلك مع الرجس من الأوثان أي مع الشرك فدل هذا على عظم شهادة الزور، وقال الله تعالى: {والذين لا يشهدون الزور} يمدحهم وإذا كان هؤلاء مدحوا بعدم شهود الزور فأولى أن يمدحوا إذا لم يقولوا الزور، وإذا كان عدم شهادة الزور مدحاً دل ذلك على أن شهادة الزور

মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান; যেমন কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া যে সে দরিদ্র এবং যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত, অথচ সে জানে যে ওই ব্যক্তি ধনী। আবার যেমনটি কিছু মানুষ সরকারের কাছে করে থাকে যে, অমুক ব্যক্তির পরিবারের সদস্য সংখ্যা এত এত বলে সাক্ষ্য দেয়, অথচ সে জানে যে সে মিথ্যা বলছে। এই ধরনের উদাহরণ প্রচুর। এই হতভাগা ব্যক্তি যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, সে মনে করে যে সে তার ভাইয়ের উপকার করছে বা তার প্রতি সদাচরণ করছে; অথচ বাস্তবতা হলো সে নিজের প্রতিও জুলুম করছে এবং তার ভাইয়ের প্রতিও জুলুম করছে। নিজের প্রতি জুলুম করার বিষয়টি তো সুস্পষ্ট, কারণ সে পাপে লিপ্ত হয়েছে এবং কবির গুনাহসমূহের একটি বড় গুনাহ করেছে। আর তার ভাইয়ের প্রতি জুলুমের বিষয়টি হলো, সে তাকে এমন কিছু পাইয়ে দিল যার সে হকদার নয় এবং তাকে অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ করতে প্ররোচিত করল। অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমার ভাইকে সাহায্য করো, সে জালেম হোক কিংবা মজলুম।" সাহাবীগণ বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল, মজলুমের বিষয়টি তো বুঝলাম, কিন্তু জালেমকে কীভাবে সাহায্য করব?" তিনি বললেন: "তাকে জুলুম করা থেকে বিরত রাখবে, আর এটাই হলো তাকে সাহায্য করা।" সুতরাং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়—আল্লাহর

কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—তারা মনে করে যে তারা তাদের ভাইদের উপকার করছে, অথচ তারা মূলত নিজেদের এবং তাদের ভাইদের ক্ষতি সাধন করছে।

অতঃপর লেখক এমন কিছু আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যার কিছু পূর্বে আলোচিত হয়েছে আর কিছু হয়নি। তিনি বলেন: মহান আল্লাহর বাণী: "সুতরাং তোমরা মূর্তিপূজার অপবিত্রতা বর্জন করো এবং পরিহার করো মিথ্যা কথা।" আর মিথ্যা কথার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে মিথ্যা সাক্ষ্যই সবার আগে আসে। মহান আল্লাহ এখানে মিথ্যাকে মূর্তিপূজার অপবিত্রতার সাথে অর্থাৎ শিরকের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, যা মিথ্যা সাক্ষ্যের ভয়াবহতাকে নির্দেশ করে। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না।" এখানে তিনি তাদের প্রশংসা করেছেন। যদি মিথ্যা সাক্ষ্যের মজলিসে উপস্থিত না থাকার কারণে তাদের প্রশংসা করা হয়, তবে যারা মিথ্যা কথা বলে না তারা আরও বেশি প্রশংসার দাবিদার। আর যেহেতু মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়া একটি প্রশংসনীয় গুণ, তা প্রমাণ করে যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া (একটি জঘন্য অপরাধ)।

(ص: 190) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أو القول بالزور قدح وضرر.

ثم ذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر (ألا) أداة عرض استفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم كلمة للتنبيه، تنبيه المخاطب إلى أمر ذي شأن، ولهذا قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال: الشرك بالله وهذا أعظم الظلم وأكبر الكبائر وأشد الذنوب عقوبة، لأن من يشرك بالله فإن الله قد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.

والثاني عقوق الوالدين يعني قطع برهما، والوالدان هم الأب والأم، والواجب على الإنسان أن يبر بهما، وأن يخدمهما بقدر ما يستطيع وأن يطيعهما إلا ما فيه ضرر أو معصية لله عز وجل فإنه لا يطيعهما.

قال: وكان متكئاً فجلس تعظيماً لها سيقول قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور وإنما عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمرها لكثرة الوقوع فيها وعدم اهتمام الناس بها فأرى الناس أن أمرها عظيم، كان يحدث عن الشرك وعقوق الوالدين وهو متكئ، ثم جلس اهتماماً بالأمر: ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها قال: حتى قلنا: ليتته سكت.

وهذا دليل على عظم شهادة الزور وقول الزور وعلى الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا لأنه يتضمن كماً قلت ظلم نفسه وظلم من شهد له.

والله الموفق

অথবা মিথ্যা বলা নিন্দা ও ক্ষতির কারণ।

অতঃপর তিনি আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: 'আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করব না?' (আলা) শব্দটি একটি প্রস্তাবসূচক অব্যয়, যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তাঁর বক্তব্যের শুরুতে ব্যবহার করেছেন।

এর উদ্দেশ্য হলো সম্বোধিত ব্যক্তিকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সতর্ক করা। এই কারণেই তিনি বলেছেন: 'আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করব না?'

সাহাবীগণ বললেন, 'হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল!' তিনি বললেন: 'আল্লাহর সাথে শিরক করা।' এটি সবচেয়ে বড় যুলুম, সর্ববৃহৎ কবীরা গুনাহ এবং শাস্তির দিক থেকে কঠোরতম পাপ। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার

আবাসস্থল হয় জাহান্নাম; আর যালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।

দ্বিতীয়টি হলো পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, অর্থাৎ তাঁদের সাথে সদাচরণ ছিন্ন করা। পিতামাতা বলতে এখানে পিতা ও মাতাকে বোঝানো হয়েছে। মানুষের ওপর ওয়াজিব হলো তাঁদের সাথে সদাচরণ করা, সামর্থ্য অনুযায়ী তাঁদের সেবা করা এবং তাঁদের আনুগত্য করা, যদি না তাতে

কোনো ক্ষতি বা মহান আল্লাহর অবাধ্যতা নিহিত থাকে। মহান আল্লাহর নাফরমানি হয় এমন কাজে তাঁদের আনুগত্য করা যাবে না।

রাবী (বর্ণনাকারী) বলেন: তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) হেলান দিয়ে বসা ছিলেন, অতঃপর তিনি যা বলবেন তার গুরুত্ব প্রকাশের জন্য সোজা হয়ে বসলেন। তিনি বললেন: 'সাবধান! মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।' নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই বিষয়টির গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছিলেন কারণ এটি অতিমাত্রায় ঘটে থাকে এবং মানুষ একে তেমন গুরুত্ব দেয় না। তাই তিনি মানুষকে বুঝিয়েছেন যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। তিনি যখন শিরক এবং পিতামাতার অবাধ্যতা সম্পর্কে কথা বলছিলেন তখন হেলান দিয়ে বসা ছিলেন, অতঃপর বিষয়ের গুরুত্বের কারণে তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন: 'সাবধান! মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান।' তিনি অনবরত কথাটি পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এমনকি আমরা (মনে মনে) বলছিলাম: 'হায়, তিনি যদি এখন থামতেন!'

এটি মিথ্যা সাক্ষ্য ও মিথ্যা বলার ভয়াবহতার প্রমাণ। মানুষের উচিত এ থেকে মহান আল্লাহর কাছে তাওবা করা। কারণ আমি যেমনটি বলেছি, এর মধ্যে নিজের প্রতি যুলুম এবং যার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে তার প্রতিও যুলুম নিহিত রয়েছে।

আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

(ص: 191) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَابُ تَحْرِيمِ لَعْنِ إِنْسَانٍ بَعِيْنِهِ أَوْ دَابَّةٍ

1551 - عَنْ أَبِي زَيْدٍ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ

الرَّضْوَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمَلَّةٍ غَيْرِ

الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ وَلَعْنُ الْيَوْمِ مَنْ كَقَتْلِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تحريم لعن المعين من آدمي أو دابة اللعن معناه: الطرد والإبعاد عن رحمة الله فإذا قلت: اللهم العن فلانا، فإنك تعني أن الله يبعده ويطرده عن رحمته والعياذ بالله.

ولهذا كان لعن المعين من كبائر الذنوب، يعني لا يجوز أن تلعن إنسانا بعينه، فتقول اللهم العن فلانا أو تقول لعنه الله عليك، أو ما أشبه ذلك حتى لو كان كافرا وهو حي فإنه لا يجوز أن تلعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يقول: اللهم العن فلانا، اللهم العن فلانا يعينهم قال الله له: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ومن الناس من تأخذه الخيرة فيلعن الرجل المعين إذا كان كافرا وهذا لا يجوز، لأنك لا تدري لعل الله أن

নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা প্রাণীকে অভিশাপ (লানত) দেওয়ার নিষিদ্ধতা সংক্রান্ত অধ্যায়

১৫৫১ - আবু যায়িদ সাবিত ইবনুল দাহহাক আল-আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, যিনি বায়আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা কসম খেয়ে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মের অনুসারী হওয়ার দাবি করে, সে তেমনটিই হবে যেমনটি সে বলেছে। আর যে ব্যক্তি যে বস্তু দ্বারা আত্মহত্যা করবে, কিয়ামতের দিন তাকে সেই বস্তু দিয়েই শাস্তি দেওয়া হবে। কোনো মানুষের ওপর এমন বিষয়ের মানত কার্যকর হয় না যার সে মালিক নয়। আর কোনো মুমিনকে লানত দেওয়া তাকে হত্যা করার সমতুল্য।" (বুখারী ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাল্লাহ) তাঁর 'রিয়ায়ুস সালিহীন' গ্রন্থে 'মানুষ বা প্রাণীর মধ্য হতে নির্দিষ্ট কাউকে লানত করার হারামী বা নিষিদ্ধতা' অধ্যায়ে বলেছেন: লানত শব্দের অর্থ হলো আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত ও দূর করে দেওয়া। সুতরাং আপনি যখন বলেন, 'হে আল্লাহ! অমুককে লানত করুন', তখন আপনি মূলত এই অর্থ প্রকাশ করছেন যে আল্লাহ তাকে তাঁর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিন এবং তাকে বিতাড়িত করুন—আল্লাহর কাছে আমরা এ থেকে আশ্রয় চাই।

এই কারণেই নির্দিষ্ট কাউকে লানত করা কবির গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে লানত করা জায়েয নয়; যেমন আপনি বলবেন 'হে আল্লাহ! অমুককে লানত করুন' অথবা 'তোমার ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক' বা এই জাতীয় কিছু। এমনকি সে যদি কাফের হয় এবং জীবিত থাকে, তবুও তাকে লানত করা বৈধ নয়। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলতে শুরু করলেন: 'হে আল্লাহ! অমুককে লানত করুন, অমুককে লানত করুন', তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি নাযিল করলেন: "(হে নবী!) এই বিষয়ের কোনো সিদ্ধান্তে আপনার কোনো হাত নেই; আল্লাহ হয় তাদের তাওবা কবুল করবেন অথবা তাদের শাস্তি দেবেন, কারণ তারা জালিম।" মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আবেগের বশবর্তী হয়ে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কাফের হওয়ার কারণে লানত করে থাকে, অথচ এটি জায়েয নয়। কারণ আপনি জানেন না, হতে পারে আল্লাহ তাকে...

(ص: 192) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

يهديه وكم من إنسان كان من أشد الناس عداوة للمسلمين والإسلام هداة الله وصار من خيار عباد الله المؤمنين، ونضرب لهذا مثلاً: عمر بن الخطاب الرجل الثاني بعد أبي بكر في هذه الأمة، كان من ألد أعداء الإسلام ففتح الله عليه فأسلم. خالد بن الوليد كان يقاتل المسلمين في أحد وهو من جملة من كر عليهم وداهمهم، عكرمة بن أبي جهل. وغيرهم من كبار الصحابة الذين كانوا من أول ألد أعداء المسلمين فهداهم الله عز وجل.

ولهذا قال: {ليس لك من الامر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون} أما إذا مات الإنسان على الكفر وعلمنا أنه مات كافراً فلا بأس أن نلعنه لأنه ميئوس من هدايته والعياذ بالله لأنه مات على الكفر.

ولكن ما الذي نستفيد منه من لعنه ربما يدخل هذا - أعني لعنه - في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضلوا إلى ما قدموا ونحن نقول لهذا الرجل الذي يلعن الكافر أو الذي مات على الكفر نقول: إن لعنك إياه لا فائدة منه في الواقع، لأنه قد استحق الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فليس من أهل رحمة الله أبداً، بل هو من أصحاب النار هم فيها خالدون وكذلك أيضاً البهائم لا يجوز أن تلعن البهيمة: البعير، الحمار، بقرة، شاة، لا يجوز أن تلعنه، وسيأتي إن شاء الله في الأحاديث ما يبين حكم ذلك.

ثم ذكر المؤلف حديث أبي زيد ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف علي يمين بسملة غير الإسلام وهو فيها كاذب متعمدا فهم كها

তিনি তাকে হিদায়াত দেন। এমন কত মানুষ ছিলেন যারা মুসলিম ও ইসলামের ঘোরতর শত্রু ছিলেন, অতঃপর আল্লাহ তাদের হিদায়াত দান করেছেন এবং তারা আল্লাহর সর্বোত্তম মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। আমরা এর একটি উদাহরণ পেশ করছি: উমর ইবনুল খাত্তাব, যিনি এই উম্মতের মধ্যে আবু বকরের পর দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি ইসলামের অন্যতম কট্টর শত্রু ছিলেন, অতঃপর আল্লাহ তাঁর অন্তর খুলে দিলেন এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। খালিদ বিন ওয়ালিদ উহুদের যুদ্ধে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন এবং তিনি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা তাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ ও অতর্কিত হামলা চালিয়েছিল; এবং ইকরিমাহ ইবনে আবি জাহলও।

এছাড়াও সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে এমন অনেক প্রবীণ ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যারা প্রথম দিকে মুসলিমদের চরম শত্রু ছিলেন, অতঃপর মহান আল্লাহ তাদের হিদায়াত দান করেছেন। এই কারণেই তিনি বলেছেন: {আপনার নিকট কোনো ইখতিয়ার নেই, আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন অথবা তাদের শাস্তি দেবেন, কারণ তারা জালিম।} তবে মানুষ যদি কুফরির ওপর মৃত্যুবরণ করে এবং আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারি যে সে কাফির অবস্থায় মারা গেছে, তবে তাকে লানত বা অভিশাপ দিতে কোনো বাধা নেই; কারণ তার হিদায়াতের আর কোনো আশা অবশিষ্ট নেই—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—যেহেতু সে কুফরির ওপর মারা গেছে।

কিন্তু তাকে অভিশাপ দেওয়ার মাধ্যমে আমাদের কী লাভ হবে? সম্ভবত এটি—অর্থাৎ তাকে অভিশাপ দেওয়া—নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত হবে: "তোমরা মৃতদের গালি দিও না, কারণ তারা যা আমল করেছে তার পরিণতির দিকে পৌঁছে গেছে।" আর আমরা সেই ব্যক্তিকে বলি যে কোনো কাফিরকে বা কুফরির ওপর মৃত্যুবরণকারীকে অভিশাপ দেয়: প্রকৃতপক্ষে তাকে তোমার অভিশাপ দেওয়া কোনো উপকারে আসবে না। কারণ সে তো ইতিমধ্যেই আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত ও দূরীকৃত হওয়ার উপযুক্ত হয়ে গেছে; সে কখনোই আল্লাহর রহমতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে না, বরং সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত এবং সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। অনুরূপভাবে পশুদের ক্ষেত্রেও; কোনো পশুকে অভিশাপ দেওয়া বৈধ নয়: যেমন উট, গাধা, গরু বা ছাগল—এগুলোকে অভিশাপ দেওয়া জায়েজ নেই। ইনশাআল্লাহ হাদীসসমূহের মধ্যে এই বিধান স্পষ্টকারী বর্ণনা সামনে আসবে। অতঃপর লেখক আবু যায়িদ সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মের নামে মিথ্যা ও ইচ্ছাকৃতভাবে শপথ করে, তবে সে যা বলেছে তদ্রূপই হবে...

(ص: 193) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

قال مثال ذلك إذا قال الإنسان: هو يهودي أو نصراني إن كان كذا وكذا وكان الأمر على خلاف ما يقول فإنه كما قال، يعني أنه يهودي أو نصراني - نسأل الله العافية - مثال هذا أخبرنا رجل جاء إلينا وقال: إنه قدم فلان أمس قلنا ما هو صحيح قال هو يهودي إن كان ما قدم فتبين أنه لم يقدم والرجل قال: هو يهودي متعبداً، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كما قال عن نفسه أي أنه يصير يهودياً أو نصرانياً وهذا يدل على أن الحلف بمله غير الإسلام كاذباً متعبداً من كبائر الذنوب، فإن كان غير كاذب بأن كان صادقاً فإنه لا يلحقه هذا الوعيد، لكننا نقول له إذا كنت حالفاً فاحلف بالله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو

ليست كذلك إن كان قال ذلك غير متعمد بأن يظن أن الأمر كذلك، وتبين أن الأمر على خلاف ما اعتقد فإنه لا يدخل في هذا الوعيد، ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا حلف بالله على شيء معتقدا أنه كما حلف ثم تبين أنه على خلاف اعتقاده فإنه لا إثم عليه ولا كفارة عليه، مثال ذلك: لو قال: فلان سيقدم غدا متأكد يقول: إني متأكد والله ليقدم غدا، قال ذلك بناء على ظنه ثم لم يقدم فلا كفارة عليه لأنه حلف على ظنه غير متعمد، ولذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه يعني ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر منه، مع

তিনি বলেন, এর উদাহরণ হলো যখন কোনো ব্যক্তি বলে: সে ইহুদি অথবা খ্রিস্টান যদি বিষয়টি এমন এমন হয়, অথচ বিষয়টি ছিল তার বক্তব্যের বিপরীত; তবে সে তেমনই হবে যেমনটি সে বলেছে। অর্থাৎ, সে ইহুদি বা খ্রিস্টান হয়ে যাবে—আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। এর উদাহরণ হলো, জনৈক ব্যক্তি আমাদের কাছে এসে খবর দিল যে, অমুক ব্যক্তি গতকাল এসেছে। আমরা বললাম, এটি সঠিক নয়। তখন সে বলল, সে ইহুদি হয়ে যাবে যদি না লোকটি এসে থাকে। এরপর প্রকাশ পেল যে লোকটি আসেনি এবং ওই ব্যক্তিটি ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে ইহুদি বলেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্পষ্ট করে দিলেন যে, সে নিজের ব্যাপারে যা বলেছে তা-ই হবে; অর্থাৎ সে ইহুদি বা খ্রিস্টান হয়ে যাবে। এটি প্রমাণ করে যে, ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের নামে মিথ্যা ও ইচ্ছাকৃত শপথ করা কবির গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। তবে যদি সে মিথ্যাবাদী না হয় অর্থাৎ সে সত্যবাদী হয়, তবে তার ওপর এই হুঁশিয়ারি বর্তাবে না। কিন্তু আমরা তাকে বলব, যদি শপথ করতেই হয় তবে আল্লাহর নামেই করো, যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: 'যে ব্যক্তি শপথ করতে চায় সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে অথবা চুপ থাকে।' তদ্রূপ যদি কেউ অনিচ্ছাকৃতভাবে এমন কথা বলে ফেলে যে, সে মনে করেছিল বিষয়টি তেমনই হবে, কিন্তু পরে দেখা গেল বিষয়টি তার বিশ্বাসের বিপরীত, তবে সে এই হুঁশিয়ারির অন্তর্ভুক্ত হবে না। এই হাদিস থেকে এও জানা যায় যে, কোনো মানুষ যদি কোনো বিষয়ে আল্লাহর নামে এই বিশ্বাস রেখে শপথ করে যে বিষয়টি সেভাবেই ঘটবে যেভাবে সে শপথ করছে, অতঃপর যদি তা তার বিশ্বাসের বিপরীত বলে প্রমাণিত হয়, তবে তার ওপর কোনো গুনাহ নেই এবং কোনো

কাফফারাও নেই। উদাহরণস্বরূপ: যদি কেউ বলে: 'অমুক ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে আগামীকাল আসবে, আল্লাহর কসম সে আগামীকাল অবশ্যই আসবে'। সে তার প্রবল ধারণার ভিত্তিতে এ কথা বলেছিল কিন্তু পরে লোকটি আসেনি, তবে তার ওপর কোনো কাফফারা নেই; কারণ সে তার ধারণার ওপর ভিত্তি করে শপথ করেছিল, ইচ্ছাকৃতভাবে নয়। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই ব্যক্তির বক্তব্যকে অনুমোদন দিয়েছিলেন যে বলেছিল: 'আল্লাহর কসম, এই দুই পাহাড়ের (মদিনার দুই সীমানা) মধ্যবর্তী স্থানে তার চেয়ে অধিক অভাবী কোনো পরিবার নেই'। অর্থাৎ মদিনার দুই পাথুরে প্রান্তরের মধ্যে তার চেয়ে দরিদ্র কোনো ঘর ছিল না, যদিও...

(ম: 194) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أن هذا الرجل لم يأت على كل البيوت يفتش فيها لكن حلف على غالب ظنه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على الحديث 1551 - عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه، وهو من أهل بيعة الرضوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بمله غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء، عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

سبق الكلام على أول هذا الحديث، حديث أبي زيد بن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، وهو أن من حلف بمله غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال: والثاني أن من قتل نفسه بشيء عذب به في جهنم يعني إذا قتل الإنسان نفسه بشيء فإنه يعذب به في جهنم رجل أكل سباً ليموت فمات فإنه يتحصى هذا السم في جهنم خالداً

مخلدا فيها والعياذ بالله سعد إلى السقف فأسقط نفسه حتى هلك فإنه يعذب بمثل ذلك في جهنم قتل نفسه بسكين فإنه يعذب بها في جهنم قتل نفسه بعصاة فإنه يعذب بها في جهنم قتل نفسه بقنابل فإنه يعذب بها في جهنم ومن ذلك فعل بعض الناس الذين ينتحرون يلبس الإنسان قنابل يحزمها على بطنه ثم يذهب إلى فئة من العدو ويطلقها فيكون هو أول من يموت هذا يعتبر قاتلاً لنفسه ويعذب بها قتل به نفسه في جهنم والعياذ بالله وهؤلاء يطلقون على أنفسهم الفدائيين ولكنهم قتلوا أنفسهم فيعذبون في نار جهنم بها قتلوا به أنفسهم وليسوا بشهداء لأنهم فعلوا فعلاً محرماً والشهيد هو الذي يتقرب إلى الله تعالى بفعل ما أمره الله به لا بفعل ما نهاه عنه والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ويقول: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} لكننا نقول هؤلاء الذين

নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি প্রতিটি ঘরে গিয়ে তল্লাশি করেননি, বরং তিনি তাঁর প্রবল ধারণার ওপর ভিত্তি করে কসম খেয়েছেন। তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে এর ওপর বহাল রেখেছেন। ইনশাআল্লাহ, এই হাদিসের বাকি আলোচনা সামনে আসবে।

১৫৫১ - আবু য়ায়েদ সাবিত ইবনে যাহহাক আল-আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বাইয়াতে রিদওয়ানের অন্তর্ভুক্ত সাহাবীদের একজন ছিলেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি জেনেগুনে মিথ্যে করে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মের শপথ করে, তবে সে তা-ই হবে যা সে বলেছে। আর যে ব্যক্তি কোনো কিছু দিয়ে নিজেকে হত্যা করবে (আত্মহত্যা করবে), কিয়ামতের দিন তাকে তা দিয়েই শাস্তি দেওয়া হবে। মানুষের মালিকানায় নেই এমন কোনো বিষয়ে মানত করা তার ওপর আবশ্যিক নয়। আর মুমিনকে অভিশাপ দেওয়া তাকে হত্যা করার সমতুল্য।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যখ্যা]

আবু য়ায়েদ সাবিত ইবনে যাহহাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত এই হাদিসের প্রথম অংশের আলোচনা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে, আর তা হলো—যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের

নামে জেনেশুনে মিথ্যে কসম করবে, তবে সে তা-ই হবে যা সে বলেছে। আর দ্বিতীয় অংশ হলো—যে ব্যক্তি কোনো কিছু দিয়ে নিজেকে হত্যা করবে, তাকে জাহান্নামে তা দিয়েই শাস্তি দেওয়া হবে। অর্থাৎ, মানুষ যদি কোনো বস্তু দিয়ে নিজেকে হত্যা করে, তবে জাহান্নামে তাকে সেই বস্তু দিয়েই আজাব দেওয়া হবে। কোনো ব্যক্তি যদি বিষ পান করে মারা যাওয়ার জন্য এবং সে মারা যায়, তবে সে জাহান্নামে চিরকাল সেই বিষ পান করতে থাকবে—আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই। কেউ যদি ছাদের ওপর উঠে নিজেকে নিচে ফেলে দেয় এবং ধ্বংস হয়, তবে তাকে জাহান্নামে সেভাবেই শাস্তি দেওয়া হবে। কেউ যদি ছুরি দিয়ে নিজেকে হত্যা করে, তবে তাকে জাহান্নামে তা দিয়েই শাস্তি দেওয়া হবে। কেউ যদি লাঠি দিয়ে নিজেকে হত্যা করে, তবে তাকে জাহান্নামে তা দিয়েই শাস্তি দেওয়া হবে। কেউ যদি বোমা দিয়ে নিজেকে হত্যা করে, তবে তাকে জাহান্নামে তা দিয়েই শাস্তি দেওয়া হবে। এর অন্তর্ভুক্ত হলো বর্তমান সময়ের কিছু মানুষের কাজ যারা আত্মহত্যা করে—একজন মানুষ তার পেটে বোমা বেঁধে নেয়, তারপর শত্রুপক্ষের মাঝে গিয়ে তা বিস্ফোরণ ঘটায়, ফলে সে-ই প্রথম মৃত্যুবরণ করে। এটি মূলত আত্মহত্যা হিসেবে গণ্য এবং তাকে জাহান্নামে সেই বস্তু দিয়েই শাস্তি দেওয়া হবে যা দিয়ে সে নিজেকে হত্যা করেছে—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। তারা নিজেদের 'ফেদায়ী' (উৎসর্গকারী) বলে অভিহিত করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের হত্যা করেছে, তাই তারা জাহান্নামের আগুনে সেই জিনিস দিয়েই শাস্তি ভোগ করবে যা দিয়ে তারা নিজেদের হত্যা করেছে। তারা শহীদ নয়, কারণ তারা একটি হারাম কাজ করেছে। আর শহীদ তো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ যা নির্দেশ দিয়েছেন তা পালনের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে, আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা করার মাধ্যমে নয়। মহান আল্লাহ বলেন: "আর তোমরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।" তিনি আরও বলেন: "এবং তোমরা নিজ হাতে নিজেদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না এবং সৎকাজ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।" কিন্তু আমরা বলি যারা...

نسبح عنهم يفعلون ذلك نرجو ألا يعذبوا لأنهم جاهلون متأولون لكنهم ليس لهم
 أجر وليسوا بشهداء لأنهم فعلوا ما لم يأذن به الله بل ما نهى الله عنه فإن قال
 قائل: أليس الصحابة يغامرون فيدخلون صف الأعداء من الروم وغير الروم، قلنا
 بلى لكن هل هذا قتل لأنفسهم، ليس بقتل صحيح أنهم على خطر لكن فيه احتمال
 النجاة ولهذا يدخلون صفوف الروم فيقتلون من شاء الله ثم يرجعون إلى الجيش
 وكذلك ما فعله البراء بن مالك رضي الله عنه في وقعة اليمامة فإنهم لما وصلوا إلى
 حائط مسيلمة الكذاب وجدوا الباب مغلقاً ولم يتمكنوا من دخوله وكان البراء بن
 مالك رضي الله عنه أخاً أنس بن مالك كان شجاعاً فطلب من الجيش أن يلقوه من
 وراء الجدار ليفتح لهم الباب فألقوه من وراء الجدار من أجل أن يفتح لهم الباب
 ففعلوا حتى يدخلوا على مسيلمة الكذاب وفعلاً فتح لهم الباب ونجاً فلا يمكن أن
 نستدل بمثل هذه الوقائع على جواز الانتحار الذي يفعله هؤلاء من سلطان ولكن
 نقول نرجو من الله عز وجل أن لا يأخذهم بما صنعوا لأنهم صنعوا ذلك عن جهل
 وحسن نية فمن قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم واعلم أنه قد ورد
 فيمن قتل نفسه بشيء أنه يعذب به في جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً فذكر التأييد
 فهل يعني ذلك أنه كافر؟ لأنه لا يستحق الخلود المؤبد إلا الكفار الجواب: لا ليس
 بكافر؟ بل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة كما فعل النبي صلى الله
 عليه وسلم في الرجل الذي قتل نفسه بمشاقص؟ فقدم إلى

আমরা তাদের সম্পর্কে এমনটি করতে শুনি। আমরা আশা করি যে তারা শাস্তিপ্ৰাপ্ত হবে না,
 কারণ তারা অজ্ঞ এবং ভ্রান্ত ব্যাখ্যার (তাউইল) বশবর্তী। তবে তাদের জন্য কোনো সওয়াব
 নেই এবং তারা শহীদও নয়; কারণ তারা এমন কাজ করেছে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি, বরং
 আল্লাহ তা নিষেধ করেছেন। যদি কেউ প্রশ্ন করে: ‘সাহাবায়ে কেরাম কি ঝুঁকি নিয়ে রোমান ও
 অন্যদের শত্রুশিবিরে ঢুকে পড়তেন না?’ আমরা বলব: হ্যাঁ, কিন্তু এটি কি আত্মহনন? এটি
 আত্মহনন নয়। এটি সত্য যে তারা বিপদের সম্মুখীন হতেন, তবে সেখানে প্রাণে বেঁচে ফেরার
 সম্ভাবনা ছিল। এই কারণেই তারা রোমানদের ব্যুহভেদ করে ঢুকে পড়তেন এবং আল্লাহ যাকে

চাইতেন তাকে হত্যা করতেন, অতঃপর পুনরায় নিজ সেনাদলে ফিরে আসতেন। অনুরূপভাবে আল-বারা বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইয়ামামার যুদ্ধে যা করেছিলেন। তারা যখন মিথ্যাবাদী মুসায়লিমার বাগানের প্রাচীরের কাছে পৌঁছালেন, তখন তারা ফটকটি বন্ধ অবস্থায় পেলেন এবং সেখানে প্রবেশ করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। আনাস বিন মালিকের ভাই বারা বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। তিনি সৈন্যদের কাছে অনুরোধ করলেন যেন তারা তাকে প্রাচীরের ওপর দিয়ে ভেতরে নিক্ষেপ করে, যাতে তিনি তাদের জন্য ফটক খুলে দিতে পারেন। অতঃপর তারা তাকে প্রাচীরের ওপর দিয়ে ভেতরে নিক্ষেপ করল যাতে তিনি ফটক খুলে দিতে পারেন। তারা তাই করল যাতে তারা মিথ্যাবাদী মুসায়লিমার ওপর চড়াও হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে তিনি তাদের জন্য ফটক খুলে দিয়েছিলেন এবং নিজে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। সুতরাং এই জাতীয় ঘটনাবলিকে এই লোকদের দ্বারা সংঘটিত আত্মহত্যার বৈধতার দলিল হিসেবে পেশ করা সম্ভব নয়। তবে আমরা বলি, আমরা মহান আল্লাহর কাছে আশা রাখি যে, তিনি যেন তাদের এই কাজের জন্য পাকড়াও না করেন; কারণ তারা অজ্ঞতা ও সদিচ্ছার বশবর্তী হয়ে এটি করেছে। বস্তুত যে ব্যক্তি নিজেকে কোনো কিছু মাধ্যমে হত্যা করবে, জাহান্নামের আগুনে তাকে সেই বস্তু দিয়েই শাস্তি দেওয়া হবে। জেনে রাখুন যে, যে ব্যক্তি নিজেকে কোনো কিছু দিয়ে হত্যা করবে, তাকে জাহান্নামে চিরকাল সেই বস্তু দ্বারা শাস্তি দেওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। এখানে ‘চিরস্থায়ী’ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; তাহলে এর অর্থ কি এই যে সে কাফির? কারণ কাফির ছাড়া অন্য কেউ চিরস্থায়ী শাস্তির যোগ্য নয়। উত্তর: না, সে কাফির নয়। বরং তাকে গোসল দেওয়া হবে, কাফন পরানো হবে, তার জানাজার নামাজ পড়া হবে এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হবে। যেমনটি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে করেছিলেন, যে তীরের ফলক দিয়ে নিজেকে হত্যা করেছিল। অতঃপর তাকে যখন আনা হলো...

الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه لكنه لم يصل عليه وقال صلوا عليه فصلوا عليه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أنه ليس بكافر وحينئذ لا يستحق الخلود المؤبد فما ذكر في الحديث من ذكر التأبيد وإن كانت اللفظة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد شدة التهديد والتنفير من هذا العمل ؟ وإلا فليس بكافر

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জানাযার নামায পড়ার জন্য আসলেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং জানাযা আদায় করলেন না এবং বললেন, "তোমরা তাঁর জানাযা পড়ে নাও।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশক্রমে তাঁরা জানাযা আদায় করলেন। এটি একথার প্রমাণ বহন করে যে, তিনি কাফের নন; আর এমতাবস্থায় তিনি জাহান্নামে চিরস্থায়ী অবস্থানের উপযুক্ত নন। সুতরাং হাদীসে চিরস্থায়ীত্বের যে উল্লেখ রয়েছে—যদি শব্দটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েও থাকে—তবে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এই কার্যের ভয়াবহতা সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারি প্রদান এবং এর প্রতি চরম ঘৃণা সৃষ্টি করা; নতুবা তিনি কাফের নন।

(ص: 198) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الجملة الثالثة أن لعن المؤمن كقتله يعني إذا قلت للمؤمن: لعنك الله فكأنما قتلته لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله ومن طرد وأبعد عن رحمة الله صار كالمقتول الذي عدم الحياة الدنيا فإن ذلك المطرود البعد عن

তৃতীয় বাক্যটি হলো— মুমিনকে লানত করা তাকে হত্যা করার সমতুল্য। অর্থাৎ, আপনি যখন কোনো মুমিনকে বলেন: ‘আল্লাহ তোমাকে লানত করুন’, তখন তা যেন তাকে হত্যা করার মতোই হলো। কারণ লানত বা অভিশাপের অর্থ হলো আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত ও দূর করে দেওয়া। আর যাকে আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত ও দূর করা হয়েছে, সে যেন সেই

নিহত ব্যক্তির মতো হয়ে গেল যে পার্থিব জীবন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কারণ সেই বিতাড়িত ও রহমত থেকে বিচ্যুত ব্যক্তি...

(ص: 199) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

رحمة الله حرم حياة الآخرة والقتل يحرم به المقتول من الحياة الدنيا واعلم أن لعن المؤمن من كبائر الذنوب وأنه لا يحل وأن من لعن مؤمناً فإن اللعنة تذهب إلى الملعون إن كان أهلاً لها فقد استحقها وإن لم يكن أهلاً لها رجعت إلى قائلها - والعياذ بالله - فصار هو الملعون المطرود عن رحمة الله والله الموفق.

1552 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعاناً.

رواه مسلم

1553 - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة رواه مسلم:

[الشَّرْحُ]

سبق الكلام على أول حديث أبي زيد ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وبقي فيه جملة تركناها وهي قول صلى الله عليه وسلم: ولا نذر على ابن آدم فيما لا يملك يعني الإنسان ليس عليه نذر فيما لا يملك فلو نذر قال الله علي نذر أن أتصدق بمال فلان - فهذا لغو ولا ينعقد النذر لأن مال فلان ليس ملكاً له وليعلم أن النذر مكروه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء وإنما يستخرج به من البخيل وكثير من الناس يكون عنده مريض أو

يضيع له مال فينذر إن شفى الله مريضه أن يصوم أو يحج أو يتصدق أو يعتبر أو يفعل شيئاً من الطاعات ثم إذا قدر الله الشفاء ذهب يسأل العلماء يريد أن يتخلص مما نذر وربما يكسل ويترك ما نذر وهذا خطر خطر عظيم إذا نذرت لله تعالى شيئاً على شيء يحققه الله لك ثم تحقق فلم توف فإن هذا خطر عظيم يؤكد قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به فلم يتصدقوا {وتولوا وهم معرضون} فلم يكونوا من الصالحين {فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون} يعني ألقى الله في قلوبهم النفاق إلى الموت والعياذ بالله وهذا وعيد شديد ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر لأن الإنسان يوجب على نفسه ما هو في غنى عنه وما هو في سعة منه وإذا أردت أن يشفي الله مريضك أو أن يرد مالك فاسأل الله: اللهم اشف مريضى اللهم رد علي مالي ليس هناك طريق يعني لم تنسد الطرق إلا بالنذر وعلى كل حال قال أهل العلم رحمهم الله: إن النذر أقسام: النذر الأول: نذر الطاعة أن ينذر الإنسان أن يصلي أو يصوم أو يتصدق أو يحج أو يعتبر فهذا يجب الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه وسواء كان معلقاً على شرط أو غير معلق الثاني: نذر المعصية فهذا لا يجوز الوفاء به مثل أن ينذر الإنسان أن لا يكلم فلاناً وفلاناً من المؤمنين الذين لا يهجرون لكن صارت بينه وبينه عداوة يعني سوء تفاهم قال: لله علي نذر ما أكلم فلاناً أو لله علي نذر ما أזור أخي قريبي أو ما أشبه ذلك هذه معصية حرام ولا يجوز الوفاء بهذا النذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ولكن ماذا يكون يجب عليه أن يكفر كفارة اليمين الثالث: ما يسى عند العلماء بنذر اللجاج والغضب وهو الذي يقصد به الإنسان المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب مثل أن يقول لله علي نذر أن لا أفعل كذا وكذا يحملها على ذلك أنه يريد الامتناع ما أراد النذر لكن أراد معنى النذر فهذا يخير بين فعله إن

كان فعلاً أو تركه إن كان تركاً وبين كفارة اليمين مثاله أن يقول الله علي نذر لا ألبس هذا الثوب نقول أنت الآن بالخيار إن شئت تلبسه وكفر كفارة اليمين وإن شئت لا تلبسه ولا كفارة عليك القسم الرابع النذر المطلق يعني ليس في شيء محدد قال الإنسان لله علي نذر فقط فهذا كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين والحاصل أنه لا ينبغي للإنسان أن ينذر الخير يأتي بدون نذر والقضاء لا يرد بالنذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء وكم من أناس الآن يسألون يقول مثلاً بعضهم نذرت إن شفى الله مريضى لأصوم شهرين متتابعين نقول من حثك على هذا إن شفى الله مريضه لزمه أن يصوم شهرين متتابعين بعض الناس يقول نذرت إن شفى الله مريضى أن أذبح سبعا من الإبل أعوذ بالله إن شفى الله مريضه لزمه أن يذبح سبعا من الإبل ويتصدق بها ولا يأكل منها شيئاً نذر إن رد الله غائبه فإنه يذبح شاة ما الداعي لكن لو رد الله غائبه وجب عليه أن يذبح شاة ويتصدق بها ولا يأكل منها شيئاً فأتى النذر لكن إذا نذرت طاعة وجب عليك أن تفي بها نذرت والله الموفق

1554 - وعن سيرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار رواه أبو داود والترمذي وقالوا

حديث حسن صحيح

1555 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء رواه الترمذي وقال حديث حسن.

1556 - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن

العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يميناً شمالاً فإذا

আল্লাহর রহমত। এটি পরকালের জীবনকে হারাম করে দেয়, আর হত্যা মানুষের পার্থিব জীবন থেকে বঞ্চিত করে। জেনে রেখো যে, মুমিনকে অভিশাপ দেওয়া কবির গুনাহের অন্তর্ভুক্ত এবং তা বৈধ নয়। যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে অভিশাপ দেয়, সেই অভিশাপ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দিকে ধাবিত হয়; যদি সে তার যোগ্য হয় তবে তা তার ওপর আপতিত হয়, অন্যথায় অভিশাপদাতার দিকেই ফিরে আসে—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই—ফলে সে নিজেই অভিশাপগ্রস্ত এবং আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত হয়ে যায়। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১৫৫২ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির জন্য অভিশাপকারী হওয়া শোভা পায় না। মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত

১৫৫৩ - আবু দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: কিয়ামতের দিন অভিশাপকারীরা সুপারিশকারী হতে পারবে না এবং সাক্ষ্যদাতাও হতে পারবে না। মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত:

[ব্যাখ্যা]

আবু যায়েদ সাবিত ইবনে জাহহাক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিসের প্রথমাংশ নিয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এতে একটি বাক্য অবশিষ্ট ছিল যা আমরা ছেড়ে দিয়েছিলাম, তা হলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী: "আদম সন্তানের জন্য এমন বিষয়ে কোনো মানত নেই যার সে মালিক নয়।" অর্থাৎ মানুষ যার মালিক নয়, তাতে তার কোনো মানত কার্যকর হয় না। যদি কেউ মানত করে বলে যে, "আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমি অমুকের সম্পদ সদকা করার মানত করলাম"—তবে এটি নিরর্থক এবং এই মানত কার্যকর হবে না, কারণ অমুকের সম্পদ তার মালিকানাধীন নয়। জেনে রাখা উচিত যে, মানত করা মাকরুহ; নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটি নিষেধ করেছেন। তিনি মানত সম্পর্কে বলেছেন: "এটি কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না, বরং এটি কেবল তাকদিরের ফয়সালাকে রদ করে না; এর মাধ্যমে কেবল কৃপণের থেকে সম্পদ বের করা হয়।" অনেক মানুষের কাছে কোনো অসুস্থ ব্যক্তি থাকলে বা সম্পদ হারিয়ে গেলে তারা মানত করে যে, আল্লাহ যদি অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করে দেন তবে সে রোজা রাখবে, হজ করবে, সদকা করবে, ওমরাহ করবে বা কোনো ইবাদত করবে। এরপর যখন আল্লাহ আরোগ্য দান করেন, তখন সে আলেমদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে কীভাবে এই মানত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। কখনো কখনো সে অলসতা করে এবং

মানত পূর্ণ করা ছেড়ে দেয়। এটি একটি মহা বিপদ। যখন তুমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোনো কিছুর বিনিময়ে কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে আর আল্লাহ তা পূরণ করলেন, অথচ তুমি তা পূর্ণ করলে না, তবে এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক। মহান আল্লাহর বাণী এর সত্যতা নিশ্চিত করে:

"তাদের মধ্যে এমন কেউ রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তিনি যদি নিজ অনুগ্রহে আমাদের দান করেন তবে আমরা অবশ্যই সদকা করব এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হব। কিন্তু যখন তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদের দান করলেন, তখন তারা তাতে কার্পণ্য করল এবং বিমুখ হয়ে ফিরে গেল। ফলে তাদের অন্তরে কিয়ামত পর্যন্ত নিফাক গঁথে দিলেন এই কারণে যে, তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করেছে এবং মিথ্যা বলেছে।" অর্থাৎ আল্লাহ তাদের মৃত্যু পর্যন্ত অন্তরে নিফাক ঢেলে দেন—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই। এটি এক কঠোর হুঁশিয়ারি। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানত করতে নিষেধ করেছেন, কারণ মানুষ এর মাধ্যমে নিজের ওপর এমন কিছু অপরিহার্য করে নেয় যা থেকে সে মুক্ত ছিল। তুমি যদি চাও আল্লাহ তোমার অসুস্থকে সুস্থ করে দিন বা তোমার সম্পদ ফিরিয়ে দিন, তবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো: "হে আল্লাহ! আমার অসুস্থকে সুস্থ করে দিন, হে আল্লাহ! আমার সম্পদ ফিরিয়ে দিন।" মানত ছাড়া অন্য পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে এমন নয়। যাই হোক, ওলামায়ে কেরাম (রহিমাল্লামুহু) বলেছেন যে, মানত কয়েক প্রকার: প্রথম প্রকার: আনুগত্যের মানত। যেমন মানুষ নামাজ, রোজা, সদকা, হজ বা ওমরাহ করার মানত করল; এটি পূর্ণ করা ওয়াজিব। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মানত করে, সে যেন তাঁর আনুগত্য করে।" এটি শর্তযুক্ত হোক বা না হোক। দ্বিতীয় প্রকার: নাফরমানির মানত। এটি পূর্ণ করা জায়েজ নয়। যেমন কোনো মানুষ মানত করল যে সে অমুক মুমিনের সাথে কথা বলবে না, যাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা বৈধ নয়, কিন্তু তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছে। সে বলল: "আল্লাহর কসম, আমি অমুকের সাথে কথা বলব না" বা "আমি আমার আত্মীয়ের সাথে দেখা করব না" ইত্যাদি। এটি নাফরমানি এবং হারাম; এই মানত পূর্ণ করা জায়েজ নয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানি করার মানত করে, সে যেন তাঁর নাফরমানি না করে।" তবে তাকে কসমের কাফফারা আদায় করতে হবে। তৃতীয় প্রকার: যাকে ওলামায়ে কেরাম 'বিরোধ ও ক্রোধের মানত' বলেন। এর দ্বারা মানুষের উদ্দেশ্য থাকে কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা, উৎসাহ দেওয়া, সত্যয়ন করা বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। যেমন সে বলল: "আল্লাহর কসম, আমি এই কাজটি করব না"—এটির মাধ্যমে সে নিজেকে বিরত রাখতে চায়, ইবাদত হিসেবে মানত করা

তার উদ্দেশ্য নয়। এক্ষেত্রে তাকে অপশন দেওয়া হবে: চাইলে সে কাজটি করবে বা ছেড়ে দেবে, আর কসমের কাফফারা আদায় করবে। উদাহরণস্বরূপ, সে বলল: "আল্লাহর কসম, আমি এই কাপড়টি পরব না।" আমরা বলব, আপনি চাইলে এটি পরতে পারেন এবং কসমের কাফফারা দিতে পারেন, আর যদি না পরেন তবে কোনো কাফফারা নেই। চতুর্থ প্রকার: সাধারণ মানত। অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট বিষয় উল্লেখ না করে কেবল বলল: "আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমার ওপর মানত রয়েছে।" এক্ষেত্রে তাকে কসমের কাফফারা দিতে হবে। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "মানত যদি নাম উল্লেখ না করা হয়, তবে তার কাফফারা হলো কসমের কাফফারা।" সারকথা হলো, মানুষের জন্য মানত করা উচিত নয়। মানত ছাড়াই কল্যাণ আসে এবং মানত দ্বারা তাকদির পরিবর্তন হয় না, যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন। বর্তমান যুগে কত মানুষ জিজ্ঞাসা করে, যেমন কেউ বলে: "আমি মানত করেছিলাম যদি আল্লাহ আমার অসুস্থকে সুস্থ করেন তবে আমি টানা দুই মাস রোজা রাখব।" আমরা বলি, কে আপনাকে এই কাজে প্ররোচিত করেছিল? এখন যেহেতু আল্লাহ সুস্থ করেছেন, তাই তার ওপর টানা দুই মাস রোজা রাখা আবশ্যিক। কেউ বলে: "আমি মানত করেছিলাম যদি আল্লাহ আমার অসুস্থকে সুস্থ করেন তবে আমি সাতটি উট জবাই করব।" আউযুবিল্লাহ! এখন যদি আল্লাহ সুস্থ করেন, তবে তার ওপর সাতটি উট জবাই করা এবং তা সদকা করা ওয়াজিব, সে নিজে তা থেকে কিছুই খেতে পারবে না। কেউ মানত করে যে যদি তার নিখোঁজ ব্যক্তি ফিরে আসে তবে সে একটি ছাগল জবাই করবে; এর কী প্রয়োজন ছিল? কিন্তু যদি নিখোঁজ ব্যক্তি ফিরে আসে, তবে তার ওপর ছাগল জবাই করা এবং তা সদকা করা ওয়াজিব হয়ে যায়। তাই মানত ত্যাগ করুন। তবে যদি আনুগত্যের মানত করেই ফেলেন, তবে তা পূর্ণ করা আপনার ওপর ওয়াজিব। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১৫৫৪ - সামুরা ইবনে জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমরা একে অপরকে আল্লাহর লানত দিয়ে, তাঁর ক্রোধ দিয়ে অথবা জাহান্নামের আগুন দিয়ে অভিশাপ দিয়ো না। আবু দাউদ ও তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি হাসান ও সহিহ হাদিস।

১৫৫৫ - ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: মুমিন ব্যক্তি খোঁচাদানকারী, অভিশাপকারী, অশ্লীল কাজ বা কথা বলা ব্যক্তি এবং কটুভাষী হতে পারে না। তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি হাসান হাদিস।

১৫৫৬ - আবু দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: বান্দা যখন কোনো কিছুকে অভিশাপ দেয়, তখন সেই অভিশাপ আকাশের দিকে উঠে যায়, কিন্তু আকাশের দরজাগুলো তার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। অতঃপর তা জমিনের দিকে নেমে আসে, কিন্তু জমিনের দরজাগুলোও তার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর তা ডানে ও বামে ঘুরতে থাকে; অতঃপর যখন...

(ص: 200) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

لم تجد مساعاً رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلاً لذلك وإلا رجعت إلى قائلها رواه أبو داود

1557 - وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعننها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها، فإنها ملعونة قال عمران: فكأنني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد رواه مسلم

1558 - وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل فقالت: حل اللهم عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة رواه مسلم قوله: حل بفتح الحاء المهملة، وإسكان اللام وهي كلمة لزجر الإبل واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه ولا إشكال فيه بل المراد النهي أن تصاحبهم تلك الناقة وليس فيه نهى عن بيعها وذبحها وركوبها

(অভিশাপটি প্রবেশের) কোনো পথ না পেয়ে যাকে লানত করা হয়েছে তার দিকে ফিরে যায়; সে যদি তার যোগ্য হয় (তবে তার ওপর পতিত হয়), অন্যথায় তা অভিশাপ দানকারীর ওপরই ফিরে আসে। এটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন।

১৫৫৭ - ইমরান বিন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোনো এক সফরে ছিলেন। এমতাবস্থায় আনসারদের এক নারী একটি উটনীর পিঠে আরোহী ছিল। সে (উটনীর ওপর) বিরক্ত হয়ে তাকে লানত (অভিশাপ) দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শুনতে পেলেন এবং বললেন: "উটনীর ওপর যা কিছু আছে তা নিয়ে নাও এবং একে ছেড়ে দাও; কারণ এটি অভিশপ্ত।" ইমরান বলেন: আমি যেন এখনও তাকে (উটনীটিকে) মানুষের মাঝে হেঁটে বেড়াতে দেখছি, কেউ তাকে বাধা দিচ্ছে না। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

১৫৫৮ - আবু বারযাহ নাযলাহ ইবনে উবাইদ আল-আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা এক কিশোরী একটি উটনীর পিঠে ছিল এবং তার ওপর লোকদের কিছু আসবাবপত্র ছিল। এমতাবস্থায় সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেল এবং পাহাড়ের সংকীর্ণ পথে মানুষের ভিড় হয়ে গেল। তখন সে (উটনীকে তাড়া দিয়ে) বলল: "হাল! হে আল্লাহ, এর ওপর লানত করুন।" তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "অভিশপ্ত কোনো উটনী যেন আমাদের সঙ্গী না হয়।" এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন। তাঁর কথা: "হাল" (হা বর্ণে জবর এবং লাম বর্ণে জযম যোগে)—এটি উট তাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত একটি শব্দ। জেনে রাখুন যে, এই হাদীসের অর্থ বুঝতে কারো কারো সমস্যা হতে পারে, তবে মূলত এতে কোনো অস্পষ্টতা নেই। বরং এর উদ্দেশ্য হলো ওই উটনীটি যেন তাদের সাথে না থাকে তা নিষেধ করা; এতে সেই উটনীটি বিক্রি করা, যবেহ করা বা (অন্য সময়) আরোহণ করা নিষিদ্ধ করা হয়নি।

في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا منع منه إلا من مصاحبته صلى الله عليه وسلم بها لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة فمنع بعض منها فبقي الباقي على ما كان والله أعلم:

[الشَّرْحُ]

هذه أحاديث ساقها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في التحذير من اللعن فمنها حديث سيرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار يعني لا يلعن بعضكم بعضاً بلعنة الله فيقول لصاحبه لعنك الله ولا بغضبه فيقول غضب الله عليك ولا بالنار فيقول أدخلك الله النار كل هذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد يقال لمن لا يستحقه وكذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء وهذا يدل على أن هذه الأمور نقص في الإيمان وأنها تسلب عن المؤمن حقيقة الإيمان وكمال الإيمان فلا يكون طعانا يطعن في الناس بأنسابهم أو بأعراضهم أو بشكلهم وهيئاتهم أو بآمالهم ولا باللعان الذي ليس له هم إلا اللعنة قل كلمة لعنك الله قل كذا لعنك الله لماذا تقول كذا أو يقول لأولاده: لعنكم الله هاتوا هذا أو ما أشبه ذلك فالؤمن ليس باللعان ولا بالفاحش الذي يفحش في كلامه بصراخ أو نحو ذلك ولا بالبذيء الذي يعتدي على غيره فالؤمن من مؤمن

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য ব্যতিরেকে অন্য ক্ষেত্রে, বরং এই সমস্ত এবং এর বাইরে অন্যান্য আচরণ বৈধ; এর কোনোটিই নিষিদ্ধ নয়, কেবল তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে থাকাকালীন এগুলোর ব্যবহার নিষিদ্ধ। কেননা এই সমস্ত আচরণ পূর্বে বৈধ ছিল, পরবর্তীতে এর কিছু অংশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং বাকিগুলো আগের অবস্থাতেই বহাল রয়েছে। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর 'রিয়ায়ুস সলিহীন' গ্রন্থে অভিশাপ দেওয়ার বিষয়ে সতর্ক করার জন্য এই হাদিসগুলো উপস্থাপন করেছেন। এর মধ্যে সামুরা বিন জুনদুব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস হলো, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা আল্লাহর লানত, তাঁর ক্রোধ এবং জাহান্নামের আগুন দ্বারা একে অপরকে অভিশাপ দিও না। অর্থাৎ তোমরা একে অপরকে এই বলে লানত দিও না যে, 'আল্লাহর লানত তোমার ওপর বর্ষিত হোক', কিংবা আল্লাহর ক্রোধের মাধ্যমে এই বলে যে, 'আল্লাহ তোমার ওপর রাগান্বিত হোন', অথবা জাহান্নামের আগুনের মাধ্যমে এই বলে যে, 'আল্লাহ তোমাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান'। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সবকিছু থেকে সতর্ক করেছেন, কারণ এটি এমন ব্যক্তিকে বলা হতে পারে যে এর যোগ্য নয়। একইভাবে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন: মুমিন ব্যক্তি খোটা দানকারী, লানতকারী (অভিশাপ দানকারী), অশ্লীলভাষী কিংবা কটুভাষী হয় না। এটি নির্দেশ করে যে, এই বিষয়গুলো ঈমানের অসম্পূর্ণতা প্রকাশ করে এবং এগুলো মুমিনের থেকে ঈমানের প্রকৃত হাকিকত ও ঈমানের পূর্ণতাকে ছিনিয়ে নেয়। তাই একজন মুমিন খোটা দানকারী হবে না, যে মানুষের বংশমর্যাদা, সম্মান, রূপ-আকৃতি কিংবা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিদ্রূপ করে। সে লানতকারীও হবে না, যার কাজই হলো শুধু অভিশাপ দেওয়া; যেমন কথায় কথায় বলা 'আল্লাহ তোমার ওপর লানত বর্ষণ করুন', 'অমুক কাজ করার জন্য তোমার ওপর লানত হোক', 'কেন তুমি এমনটি করলে?' অথবা নিজ সন্তানদের উদ্দেশ্য করে বলা 'আল্লাহ তোমাদের ওপর লানত দিন, এটি নিয়ে আসো' কিংবা এই জাতীয় কথাবার্তা। সুতরাং মুমিন লানতকারী নয়, অশ্লীলভাষী নয় যে চিৎকার বা এ জাতীয় মাধ্যমে কথায় অশ্লীলতা প্রকাশ করে, এবং কটুভাষীও নয় যে অন্যের ওপর চড়াও হয়। মুমিন তো প্রকৃত মুমিনই।

مسالم ليس عنده فحش في قوله ولا في فعله ولا غير ذلك لأنه مؤمن وكذلك حديث
اللعنة أن الإنسان إذا لعن شخصاً أو شيئاً من الأشياء صعدت اللعنة إلى السماء
فتغلق أبواب السماء الأولى ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبواب الأرض دونها ثم
تذهب يميناً وشمالاً ثم ترجع إلى الذي لعن فإن كان أهلاً لها فقد استحقها وإلا
رجعت إلى قائلها وهذا وعيد شديد على من لعن من ليس أهلاً لللعن فإن اللعنة
تتحول في السماء والأرض واليمين والشمال ثم ترجع في النهاية إلى قائلها إذا لم
يكن الملعون أهلاً لها ثم ذكر حديث عمران بن حصين امرأة كانت على بعير لها
فضجرت منها وتعبت وسأمت ولعننها قالت: لعنك الله فسمع ذلك النبي صلى الله
عليه وسلم فأمر أن يأخذ ما عليها من الرحل والمتاع وتعري يعني البعير ثم
تصرف قال: فلقد رأيتها في الناس لا يتعرض لها أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم
أمر أن تصرف وهذا من باب التعزيز تعزيز هذه المرأة أن تلعن دابة لا تستحق
اللعن ولهذا قال لا تصحبنا دابة ملعونة لأن هذه المرأة لعننها والملعون لا ينبغي
أن يستعمل فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وتركها فيكون هذا تعذيراً
للمرأة التي لعنت هذه الدابة وهي لا تستحق والله البوق

তিনি একজন শান্তিকামী ব্যক্তি যার কথা বা কাজে কোনো অশ্লীলতা নেই, কারণ তিনি একজন মুমিন। অনুরূপভাবে অভিশাপ সংক্রান্ত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, মানুষ যখন কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে অভিশাপ দেয়, তখন সেই অভিশাপ আসমানের দিকে আরোহণ করে, কিন্তু আসমানের প্রথম স্তরের দ্বারসমূহ তার জন্য রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। অতঃপর তা জমিনের দিকে অবতীর্ণ হয় এবং জমিনের দ্বারসমূহও তার সম্মুখে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর তা ডানে ও বামে পরিভ্রমণ করে এবং পরিশেষে যাকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে তার নিকট প্রত্যাবর্তন করে; যদি সে এর যোগ্য হয় তবে তা তার ওপর নিপতিত হয়, নতুবা তা অভিশাপ প্রদানকারীর নিকটেই ফিরে আসে। যারা অভিশাপের যোগ্য নয় এমন কাউকে অভিশাপ দেয়, তাদের জন্য এটি এক কঠোর সতর্কবার্তা। কারণ অভিশাপ আসমান, জমিন এবং ডানে ও বামে ঘুরে শেষ পর্যন্ত উচ্চারণকারীর নিকটেই ফিরে আসে যদি অভিশপ্ত সত্তা এর যোগ্য না হয়। এরপর ইমরান ইবনে হুসাইন বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, এক নারী তার এক উষ্ট্রীর পিঠে আরোহী

ছিল, একপর্যায়ে সে বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে উষ্ট্রীটিকে অভিশাপ দিয়ে বলল: ‘আল্লাহ তোমাকে অভিশাপ দিন’। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শ্রবণ করে নির্দেশ দিলেন যেন উষ্ট্রীর পিঠ থেকে জিন ও আসবাবপত্র নামিয়ে নেওয়া হয় এবং সেটিকে অবমুক্ত করে দেওয়া হয়। বর্ণনাকারী বলেন: আমি উষ্ট্রীটিকে লোকালয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি অথচ কেউ সেটির সান্নিধ্যে যেত না, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটিকে মুক্ত করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটি ছিল মূলত সেই নারীর প্রতি এক প্রকার শাসনমূলক ব্যবস্থা, যাতে সে অভিশাপের অযোগ্য কোনো প্রাণীকে অভিশাপ না দেয়। এই কারণেই তিনি বলেছিলেন, ‘কোনো অভিশপ্ত প্রাণী যেন আমাদের সঙ্গী না হয়।’ যেহেতু নারীটি সেটিকে অভিশাপ দিয়েছিল এবং অভিশপ্ত কোনো কিছু ব্যবহার করা সমীচীন নয়, তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেন এবং পরিত্যাগ করেন। সুতরাং এটি ছিল সেই নারীর জন্য একটি দণ্ডস্বরূপ যে অনর্থক এমন এক প্রাণীকে অভিশাপ দিয়েছিল যা অভিশাপের যোগ্য ছিল না। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 203) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَابُ جَوَازِ لَعْنِ أَصْحَابِ الْمَعَاصِي غَيْرِ الْمَعِينِينَ
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} وَقَالَ تَعَالَى: {فَأَذْنِ مَوْذَنَ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعْنَةُ اللَّهِ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَأَنَّهُ قَالَ لَعْنَةُ اللَّهِ أَكَلَ الرَّبَا وَأَنَّهُ لَعْنُ الْمَصُورِينَ وَأَنَّهُ قَالَ لَعْنَةُ اللَّهِ مَنْ غَيْرَ مَنْارِ الْأَرْضِ أَيِ حَدُودِهَا وَأَنَّهُ قَالَ: لَعْنَةُ اللَّهِ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ وَأَنَّهُ قَالَ: لَعْنَةُ اللَّهِ مَنْ لَعْنُ وَالِدَيْهِ وَلَعْنُ اللَّهِ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَأَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ وَأَنَّهُ قَالَ: اللَّهُمَّ الْعَن رَعْلًا وَذُكْوَانَ وَعَصِيَّةَ عَصَاكَ وَرَسُولَهُ وَهَذِهِ ثَلَاثُ قَبَائِلَ مِنَ الْعَرَبِ وَأَنَّهُ قَالَ: لَعْنَةُ اللَّهِ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ وَأَنَّهُ لَعْنُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ

والمتشبهات من النساء بالرجال وجميع هذه الألفاظ في الصحيح بعضها في صحيح البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليها وسأذكر معظمها في أبواب من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى:

[الشَّرْحُ]

لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه (رياض الصالحين) تحريم لعن المعين وأنه لا يجوز أن تلعن شخصاً معيناً ولو كان كافراً مادام حياً لأنك لا تدري فلعل الله أن يهديه عز وجل فيعود إلى الإسلام إن كان مرتداً أو يسلم إن كان كافراً أصلياً ذكر بعد ذلك رحمه الله باباً في جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين لأن هناك فرقاً بين المعين وبين العام فيجوز أن تلعن أصحاب المعاصي على سبيل العموم إذا كان ذلك لا يخص شخصاً بعينه ثم استدل رحمه الله بآيات وأحاديث منها قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين وقوله {فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين} وعلى هذا فيجوز أن تقول: اللهم العن الظالمين على سبيل العموم ما هو شخص واحد معين فيشمل كل ظالم وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن

অনির্দিষ্ট পাপাচারী ব্যক্তিদের লানত বা অভিশাপ প্রদানের বৈধতা বিষয়ক পরিচ্ছেদ
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "জেনে রেখো, জালেমদের ওপর আল্লাহর লানত।" আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন: "অতঃপর একজন ঘোষণাকারী তাদের মাঝে ঘোষণা করবেন যে, জালেমদের ওপর আল্লাহর লানত।" সহিহ হাদিসে প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "আল্লাহ লানত করেছেন সেই নারীর ওপর যে কৃত্রিম চুল সংযোজন করে এবং যে নারী তা সংযোজন করায়।" তিনি আরও বলেছেন: "আল্লাহ লানত করেছেন সুদখোরের ওপর।" তিনি লানত করেছেন চিত্রকরদের ওপর। তিনি আরও বলেছেন: "আল্লাহ লানত করেছেন সেই ব্যক্তির ওপর যে ভূমির সীমানা (চিহ্ন) পরিবর্তন করে।" তিনি আরও বলেছেন: "আল্লাহ লানত করেছেন সেই চোরের ওপর যে একটি ডিম চুরি করে।" তিনি আরও বলেছেন: "আল্লাহ লানত করেছেন সেই ব্যক্তির ওপর যে তার পিতামাতাকে অভিশাপ দেয় এবং আল্লাহ লানত করেছেন সেই ব্যক্তির ওপর যে আল্লাহ

ব্যতীত অন্যের নামে পশু জবাই করে।" তিনি আরও বলেছেন: "যে ব্যক্তি এতে (মদিনায়) কোনো নতুন অঘটন (বিদআত) ঘটাবে অথবা কোনো অপরাধীকে আশ্রয় দেবে, তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতাকুল এবং সকল মানুষের লানত।" তিনি আরও বলেছেন: "হে আল্লাহ! রিল, জাকওয়ান এবং উসাইয়াহ গোত্রের ওপর লানত বর্ষণ করুন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়েছে।" এগুলো ছিল আরবের তিনটি গোত্র। তিনি আরও বলেছেন: "ইয়াহুদিদের ওপর আল্লাহর লানত, তারা তাদের নবীদের কবরকে সেজদাগাহে পরিণত করেছে।" তিনি আরও লানত করেছেন সেই সব পুরুষদের ওপর যারা নারীদের সদৃশ হতে চায় এবং সেই সব নারীদের ওপর যারা পুরুষদের সদৃশ হতে চায়। এই সকল শব্দাবলিই সহিহ হাদিসের অন্তর্ভুক্ত, যার কিছু ইমাম বুখারি ও মুসলিম উভয়ের গ্রন্থে এবং কিছু কেবল একজনের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। আমি কেবল ইশারার মাধ্যমে সংক্ষেপে এগুলো উল্লেখ করার ইচ্ছা করেছি এবং ইনশাআল্লাহ এই কিতাবের বিভিন্ন অধ্যায়ে এর অধিকাংশ বর্ণনা করব।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) যখন তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে লানত করার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যে, নির্দিষ্ট কাউকে লানত করা জায়েজ নয়—এমনকি সে কাফের হলেও যতক্ষণ সে জীবিত আছে। কারণ আপনি জানেন না যে হয়তো মহান আল্লাহ তাকে হিদায়াত দান করবেন, ফলে সে যদি মুরতাদ হয় তবে পুনরায় ইসলামে ফিরে আসবে অথবা জন্মগত কাফের হলে ইসলাম গ্রহণ করবে। এরপর লেখক (রহ.) অনির্দিষ্ট পাপাচারী ব্যক্তিদের লানত করার বৈধতা নিয়ে একটি পরিচ্ছেদ এনেছেন। কেননা নির্দিষ্ট ব্যক্তি এবং সাধারণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং পাপাচারীদের ওপর সাধারণ লানত করা জায়েজ যখন তা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে হয় না। এরপর তিনি কিছু আয়াত ও হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন, যেমন আল্লাহর বাণী: "জেনে রেখো, জালেমদের ওপর আল্লাহর লানত" এবং তাঁর বাণী: "অতঃপর একজন ঘোষণাকারী তাদের মাঝে ঘোষণা দেবেন যে, জালেমদের ওপর আল্লাহর লানত।" এর ওপর ভিত্তি করে এটি বলা জায়েজ যে: "হে আল্লাহ! জালেমদের ওপর লানত বর্ষণ করুন"—এভাবে সাধারণ অর্থে বলা, যা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে এককভাবে নির্দেশ করে না বরং সকল জালেমকে অন্তর্ভুক্ত করে। অনুরূপভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি লানত করেছেন...

الواصلة والمستوصلة وهذا في النساء الواصلة التي تصل الشعر بشعر آخر حتى يرى شعرها وكأنه طويل أو كأنه ثخين يعني منتشر والمستوصلة التي تطلب من يصل هذا فهأتان امرأتان ملعونتان على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة لكن لو رأيت امرأة معينة تصل امرأة أخرى معينة تطلب من يصل شعر رأسها فلا يجوز أن تلعن هذه المعينة لا يجوز مثل أننا نشهد لكل من قتل شهيدا أنه في الجنة كذا عموماً لكن لو قتل الإنسان في المعركة في جهاد في سبيل الله لا نقول هذا الرجل شهيد بعلم أو نشهد أنه في الجنة لأن الشهادة في الجنة لها شأن آخر وكذلك لعن المعين له شأن آخر وضرب المؤلف رحمه الله أمثلة لذلك منها: لعن الله من غير منار الأرض يعني حدودها وذلك في الجيران إذا كان الإنسان مثلاً له جار في الأرض فغير مراسم الحدود أدخل شيئاً من أرض جاره إلى أرضه فهذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع كونه ملعوناً والعياذ بالله سوف يكلف يوم القيامة بأن يحمل ما أدخل من أرض جاره يحمله على عنقه من سبع أرضين قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه يوم القيامة من سبع أرضيين نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخزي والعار يأتي يوم القيامة بين العالم يحمل ما أدخله من أراضي غيره من سبع أرضيين وكذلك أيضاً لعن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن والديه إذا إنسان قال لو الده لأمه أو لأبيه لعنك الله أو لعنك الله أو عليك لعنة الله فإنه مستحق للعنة الله لأن الوالدين حقهما البر والإحسان ولين القول

চুল সংযোজনকারী (ওয়াসিলাহ) ও যে চুল সংযোজন করিয়ে নেয় (মুসতাওসিলাহ)—এটি নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। 'ওয়াসিলাহ' হলো সেই নারী যে নিজের চুলের সাথে অন্য চুল জুড়ে দেয় যাতে তার চুল লম্বা বা ঘন অর্থাৎ বিস্তৃত দেখায়। আর 'মুসতাওসিলাহ' হলো সেই নারী যে

অন্যের কাছে চুল জুড়ে দেওয়ার আবেদন করে। এই দুই প্রকার নারীই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবানীতে অভিশপ্ত। কিন্তু আপনি যদি দেখেন যে কোনো নির্দিষ্ট নারী অন্য কোনো নির্দিষ্ট নারীর চুলে পরচুলা লাগিয়ে দিচ্ছে বা কেউ নিজের মাথায় চুল লাগিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করছে, তবে সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে অভিশাপ দেওয়া বৈধ নয়। এটি বৈধ না হওয়ার বিষয়টি অনেকটা এমন, যেমন আমরা সাধারণভাবে সাক্ষ্য দিই যে যারা শহীদ হয়েছে তারা জান্নাতি; কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর পথে জিহাদের ময়দানে নিহত হয়, তবে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে নিশ্চিত করে বলি না যে এই লোকটি শহীদ বা সে জান্নাতি, কারণ জান্নাতি হওয়ার সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়টি একটি ভিন্ন প্রসঙ্গ। ঠিক তেমনিভাবে, নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে অভিশাপ দেওয়ার বিষয়টিও একটি ভিন্ন বিষয়।

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) এর জন্য কিছু উদাহরণ পেশ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে: "যে ব্যক্তি জমির সীমানা বা চিহ্ন পরিবর্তন করে, আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন।" এর অর্থ হলো জমির সীমানা বদলে দেওয়া। এটি সাধারণত প্রতিবেশীদের ক্ষেত্রে ঘটে; যেমন কোনো ব্যক্তির যদি একটি জমি থাকে এবং তার পাশে একজন প্রতিবেশী থাকে, আর সে যদি সীমানা চিহ্ন পরিবর্তন করে তার প্রতিবেশীর জমির কিছু অংশ নিজের জমির অন্তর্ভুক্ত করে নেয়, তবে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবানীতে অভিশপ্ত। অভিশপ্ত হওয়ার পাশাপাশি—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—কিয়ামতের দিন তাকে শাস্তি হিসেবে তার প্রতিবেশীর জমির যতটুকু অংশ সে আত্মসাৎ করেছিল, তা সাত তবক জমিনসহ তার ঘাড়ে বহন করতে বাধ্য করা হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এক বিঘত জমিও দখল করবে, কিয়ামতের দিন সাত তবক জমিন তার গলায় বেড়ি হিসেবে পরিয়ে দেওয়া হবে।" আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাই এবং অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। কিয়ামতের দিন সে বিশ্বাসীর সামনে অন্যের জমির যে অংশ আত্মসাৎ করেছিল, তা সাত তবক জমিনসহ বহন করে উপস্থিত হবে।

একইভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই ব্যক্তিকে অভিশপ্ত বলেছেন যে তার পিতামাতাকে অভিশাপ দেয়। যদি কোনো ব্যক্তি তার মাকে বা বাবাকে বলে "আল্লাহ তোমাকে অভিশাপ দিন" বা "তোমার ওপর আল্লাহর লানত হোক", তবে সে আল্লাহর অভিশাপের যোগ্য। কারণ পিতামাতার অধিকার হলো তাদের সাথে সদাচরণ করা, ইহসান করা এবং কোমল ভাষায় কথা বলা।

فإذا لعنهما والعياذ بالله استحق اللعنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه فيجوز أن تقول اللهم العن من لعن والديه وكذلك المصورون فيمكن أن تقول اللهم العن كل مصور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وهكذا الأحاديث التي ذكرها المؤلف فيفرق بين العام والخاص العام لا يخص أحدا بعينه والخاص هو أن يخص أحدا بعينه فتخصيص أحد بعينه باللعن هذا حرام ولا يجوز أما على سبيل العيوض فلا بأس ويأتي إن شاء الله الكلام على بقية الأحاديث التي مثل بها المؤلف والله أعلم وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة وأنه قال: لعن الله أكل الربا وأنه لعن المصورين:

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث التي عقدها المؤلف رحمه الله لبيان جواز لعن أهل المعاصي غير المعينين وقد سبق في الباب الذي قبله أنه لا يجوز لعن المعين ولو كان كافرا أما غير المعين بأن يلعن الإنسان من اتصف بهذه الصفة فهذا لا بأس به فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة الواصلة هي التي تصل الشعر والمستوصلة هي التي تطلب من يصله يعني بأن المرأة يكون رأسها قصيرا وشعرها قليلا فتضيف إلى رأسها شيئا من الشعر لأجل أن يكون طويلا عندما يراه الناس وكثيرا فلعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وبعض الأحاديث حتى ولو كان شعرها قليلا جدا فإنه لا يجوز لها ذلك ومن هذا ما يسمى بالباروكة فأن بعض علمائنا المحققين قالوا إن لبس

সুতরাং যদি কেউ তাদের অভিশাপ দেয়—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—তবে সে অভিশাপের যোগ্য হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহর লানত ওই ব্যক্তির ওপর

যে তার পিতামাতাকে অভিশাপ দেয়।" অতএব এটি বলা জায়েজ যে, "হে আল্লাহ! যে তার পিতামাতাকে অভিশাপ দেয় তার ওপর লানত বর্ষণ করুন।" একইভাবে চিত্রকরদের ক্ষেত্রেও বলা সম্ভব, "হে আল্লাহ! প্রত্যেক চিত্রকরের ওপর লানত বর্ষণ করুন", কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিত্রকরদের ওপর লানত করেছেন। লেখক যে হাদিসগুলো উল্লেখ করেছেন সেগুলোও অনুরূপ। এক্ষেত্রে 'সাধারণ' এবং 'নির্দিষ্ট'-এর মধ্যে পার্থক্য করা হয়। সাধারণ বলতে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে এককভাবে চিহ্নিত করা হয় না, আর নির্দিষ্ট বলতে কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে এককভাবে চিহ্নিত করা বোঝায়। কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নাম ধরে লানত করা হারাম এবং তা জায়েজ নয়; তবে সাধারণভাবে লানত করাতে কোনো বাধা নেই। ইনশাআল্লাহ লেখক যেসব হাদিস উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন তার বাকি অংশের আলোচনা সামনে আসবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। সহিহ হাদিসে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ লানত করেছেন ওই নারীর ওপর যে চুলে আলগা চুল লাগিয়ে দেয় এবং যে তা লাগিয়ে নেয়।" তিনি আরও বলেছেন: "আল্লাহ সুদখোরকে লানত করেছেন" এবং তিনি চিত্রকরদেরও লানত করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) এই হাদিসগুলো অনির্ধারিত পাপাচারীদের ওপর লানত করার বৈধতা বর্ণনা করার জন্য এখানে এনেছেন। এর আগের পরিচ্ছেদে অতিবাহিত হয়েছে যে, নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে লানত করা জায়েজ নয়, এমনকি সে কাফের হলেও। তবে অনির্ধারিতভাবে অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট মন্দ বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয় তবে তাকে লানত করাতে কোনো অসুবিধা নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি 'ওয়াসিলাহ' এবং 'মুসতাওসিলাহ'-এর ওপর লানত করেছেন। 'ওয়াসিলাহ' হলো সেই নারী যে চুলে অন্য চুল যোগ করে দেয়, আর 'মুসতাওসিলাহ' হলো সেই নারী যে অন্য কারো কাছে তার চুলে চুল যোগ করে দেওয়ার আবেদন করে। এর অর্থ হলো, কোনো নারীর মাথার চুল ছোট বা কম হলে সে তার মাথায় অন্য কোনো চুল যোগ করে দেয় যেন মানুষের কাছে তা দীর্ঘ ও ঘন দেখায়; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজ সম্পাদনকারীর ওপর লানত করেছেন। কিছু হাদিস অনুযায়ী, এমনকি যদি তার চুল খুব সামান্যও হয় তবুও তার জন্য এটি করা জায়েজ নয়। বর্তমানে যাকে 'বারুকা' (পরচুলা) বলা হয় এটিও তার অন্তর্ভুক্ত। আমাদের অনেক গবেষক আলেম বলেছেন যে, এটি পরিধান করা...

الباروكة من الوصل وأن التي تلبس الباروكة ولو للتجمل ملعونة والعياذ بالله وهل يلحق بذلك ما يسمى بالعدسات الملونة التي تلبسها بعض النساء ربما يقال إنه يلحق بذلك لأن المرأة تضع شيئاً يجعل عينها كأنها عين إنسانة أخرى إما حمراء أو خضراء حتى سمعت بعضهم يقولون إنهم يجعلون عدسات لونها أخضر وبعضها أزرق وما أشبه ذلك فلا احتياط أن يقال إنها تلحق بذلك لأنه لا فرق بينها وبين الشعر فإن قال قائل هذه مثل الكحل لا تثبت قلنا وكذلك وصل الشعر لا يثبت ولهذا أخشى أن تكون هذه العدسات الملونة من جنس الوصل ثم إنه ثبت من الناحية الطبية أنها مضرّة بالعين وإن كان ضررها لا يرى على المدى القصير لكن يرى على المدى الطويل قال: وثبت أنه لعن أكل الربا يعني وموكله لعن الرسول صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة أكل وهو الذي يأخذ الربا

পরচুলা পরিধান করা হলো চুল জোড়া দেওয়ার (আল-ওয়াসল) অন্তর্ভুক্ত। যে নারী এমনকি কেবল সৌন্দর্যের জন্য হলেও পরচুলা পরিধান করে, সে অভিশপ্ত; আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কিছু নারী যে রঙিন কন্টাক্ট লেন্স পরিধান করে, তা কি এর অন্তর্ভুক্ত হবে? সম্ভবত বলা যায় যে এটিও এর অন্তর্ভুক্ত, কারণ নারী এতে এমন কিছু ব্যবহার করে যা তার চোখকে সুন্দর করে এবং তার চোখকে অন্য কোনো মানুষের চোখের মতো প্রদর্শন করে—তা লাল হোক কিংবা সবুজ। এমনকি আমি কাউকে বলতে শুনেছি যে তারা সবুজ রঙের লেন্স ব্যবহার করে, আবার কেউ নীল বা এই জাতীয়। সুতরাং সতর্কতা হলো একে এর অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা, কারণ চুল এবং লেন্সের মাঝে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে এগুলো সুরমার মতো যা স্থায়ী নয়, তবে আমরা বলব যে চুল জোড়া দেওয়াও স্থায়ী নয়। একারণেই আমি আশঙ্কা করি যে এই রঙিন লেন্সগুলো চুল জোড়া দেওয়ার পর্যায়ভুক্ত। তদুপরি চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এটি প্রমাণিত যে এগুলো চোখের জন্য ক্ষতিকর; যদিও এর ক্ষতি স্বল্পমেয়াদে দৃশ্যমান হয় না, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তা প্রকাশ পায়। তিনি বলেন: এটিও সাব্যস্ত হয়েছে যে তিনি সুদখোরকে অভিশাপ দিয়েছেন, অর্থাৎ যে সুদ প্রদান করে তাকেও।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদের বিষয়ে পাঁচ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন—
প্রথমত সুদখোর, অর্থাৎ যে ব্যক্তি সুদ গ্রহণ করে।

(ص: 207) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

وموكله وهو الذي يعطي الربأ وشاهديه وهما اللذان يشهدان به وكاتبه الذي يكتب بين المراهبين كل هؤلاء ملعونون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا يجوز إذا رأيت شخصاً يبيع بالربأ لا يجوز أن تقول لعنك الله بل تقول على سبيل العيوض لعن الله أكل الربأ وموكله وشاهديه وكاتبه لأن هناك فريقاً بين التعيين وبين التعميم فالتعميم لا بأس به لكن التخصيص لا يجوز وكذلك ثبت عنه أنه لعن المصورين لكن ليس كل مصور بل المراد من صور ما به روح إذا صور الإنسان ما فيه روح كالآدمي وقرود وأسد وذئب وحشرات وما أشبه ذلك إذا صورها فإنه حرام عليه لا يجوز بل هو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فلك أن تقول اللهم العن المصورين لكن لا تقل العن فلاناً ولو كان يصور لأنه مخصوص فالتعيين لا يجوز ثم إن الصور التي تحرم هي الصورة التي مثل التمثال يعني يصنع إنسان من العجين أو من الجبس أو من الجص أو غيرها من المواد يصنع شيئاً على صورة إنسان أو حيوان فهذا حرام وأما الأشجار وشبهها فإنه لا بأس به على القول الراجح الذي عليه جمهور العلماء وأما ما يصنعه الإنسان فلا بأس به قطعاً مثل أن يصور سيارة أو قطار أو ما أشبه ذلك واختلف العلماء رحمهم الله في التصوير الرقم يعني التصوير باللون على ورقة أو على خرقة أو ما أشبه ذلك من العلماء من قال لا بأس به واحتجوا بحديث زيد بن خالد الجهني وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة إلا

এবং তার মক্কেল যে সুদ প্রদান করে, এবং তার দুই সাক্ষী যারা এতে সাক্ষ্য দেয়, এবং তার লেখক যে সুদখোরদের মাঝে (চুক্তি) লিখে দেয়—এই সকলেই রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ভাষায় অভিশপ্ত। তবে আপনি যখন কাউকে সুদের ভিত্তিতে লেনদেন করতে দেখেন, তখন সরাসরি তাকে ‘আল্লাহ তোমাকে অভিশাপ দিন’ বলা বৈধ নয়। বরং আপনি সাধারণভাবে বলবেন: ‘সুদখোর, সুদদাতা, এর সাক্ষীদ্বয় এবং লেখকের ওপর আল্লাহর লানত বা অভিশাপ বর্ষিত হোক।’ কারণ সুনির্দিষ্টকরণ (তা’য়ীন) এবং সাধারণীকরণের (তা’মীম) মাঝে পার্থক্য রয়েছে। সাধারণীকরণে কোনো বাধা নেই, তবে সুনির্দিষ্টভাবে কাউকে অভিশাপ দেওয়া বৈধ নয়। অনুরূপভাবে তাঁর থেকে প্রমাণিত যে, তিনি চিত্রকরদের লানত দিয়েছেন। তবে এর দ্বারা সকল চিত্রকর উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য হলো সেই ব্যক্তি যে প্রাণসম্পন্ন কোনো কিছুর প্রতিকৃতি তৈরি করে। মানুষ যদি এমন কিছুর ছবি বা প্রতিকৃতি তৈরি করে যাতে প্রাণ আছে, যেমন মানুষ, বানর, সিংহ, নেকড়ে, পতঙ্গ বা এই জাতীয় কিছু, তবে তা তার জন্য হারাম এবং তা করা বৈধ নয়; বরং সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ভাষায় অভিশপ্ত। সুতরাং আপনি বলতে পারেন: ‘হে আল্লাহ, আপনি চিত্রকরদের ওপর লানত বর্ষণ করুন’, কিন্তু ‘অমুককে লানত করুন’ বলবেন না, যদিও সে ছবি আঁকে। কারণ এটি সুনির্দিষ্ট করা, আর সুনির্দিষ্টভাবে কাউকে লানত দেওয়া জায়েজ নয়। অতঃপর যে সকল প্রতিকৃতি হারাম, তা হলো মূর্তিসদৃশ অবয়ব; অর্থাৎ মানুষ আটা-ময়দার খামির, জিপসাম, চুন বা অন্য কোনো উপাদান দ্বারা মানুষ বা প্রাণীর আকৃতিতে যা তৈরি করে, তা হারাম। আর গাছপালা বা এই জাতীয় নির্জীব বস্তুর ক্ষেত্রে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী কোনো সমস্যা নেই। আর মানুষ যা (নির্জীব বস্তু) তৈরি করে, যেমন গাড়ি, রেলগাড়ি বা এই জাতীয় চিত্র তৈরিতে নিশ্চিতভাবেই কোনো বাধা নেই। ওলামায়ে কেরাম (রাহিমাহুমুল্লাহ) কাগজের ওপর রঙ দিয়ে বা কাপড়ের ওপর অথবা এই জাতীয় অঙ্কিত চিত্রের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন এতে কোনো অসুবিধা নেই এবং তারা যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ‘নিশ্চয়ই ফেরেশতারা সেই ঘরে প্রবেশ করে না যাতে ছবি থাকে, তবে...’

رقماً في ثوب فقالوا: إلا رقماً في ثوب هذه الصورة التي ترسم باليد على ورقة أو على ثوب وما أشبه ذلك لكن الصحيح أنه لا يجوز حتى الرقم في الثوب أو في الورقة لا يجوز أن تصور صورة بيدك وأما الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية فهذه ليست من التصوير في شيء ولا تدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار لأنك لم تصور في الواقع فأنت لم تخط الوجه ولا العين ولا الأنف ولا الفم وإنما سلطت ضوء معيناً إذا قابله جسم انطبع في الورق دون أن ترسم العين والأنف والشفاه وما أشبه هذا فليس هذا بتصوير وليس هذا بتخصيص للمصور بالآلة ويدل على ذلك دلالة واضحة يتبين بها الأمر أنك لو كتبت رسالة إلى إنسان بقلمك بيدك ثم أدخلتها في الآلة المصورة وخرجت الصور هل هي صورة الذي حرك الآلة أو هي صورة الكتاب الذي كتبه الأول؟ الجواب الثاني بلا شك ولهذا يمكن أن نحرك هذه الآلة آلة التصوير ويمكن أن يحركها رجل أعشى فليس هذا من فعله إنما يقال هذا الذي صور صورة فوتوغرافية: إن كانت لمقصد حرام صارت حراماً من باب تحريم الوسائل وإن كانت لمقصد جائز فهي جائزة ولا يقال إن المصور في النار ولذلك يجب أن يفرق الشخص بين التصوير وبين استعمال التصوير كما فرق بين ذلك أهل العلم ففي عبارة زاد المستقنع، كتاب الفقه المعروف قال يحرم التصوير واستعماله ففرق بين التصوير واستعماله فنحن نقول هذه الصورة الفوتوغرافية لا تدخل في لفظ حديث التصوير لكن إذا صورها الإنسان ليستخدمها على وجه محرم صارت حراماً من باب تحريم الوسائل هؤلاء ثلاثة لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم:

[الشَّرْحُ]

الأول: الواصلة والمستوصلة والثاني: أكل الربأ وموكله وشاهداه وكاتبه والثالث: المصورون وسيأتي إن شاء الله بقية ما ذكره المؤلف رحمه الله ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من غير منار الأرض أي حدودها وأنه قال: لعن الله السارق يسرق البيضة وأنه قال: لعن الله من لعن والديه:

[الشَّرْحُ]

هذا الباب عقده النووي رحمه الله في رياض الصالحين يبين به أن اللعن الذي ليس على معين لا بأس به وذكر أمثلة من ذلك سبق منها ثلاثة واليوم نأخذ ثلاثة أيضاً منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من غير منار الأرض يعني حدودها مثل أن يكون الإنسان له جار فيأتي الإنسان فيدخل من أرض جاره على أرضه فيوسع أرضه ويضيق أرض جاره فهذا ملعون لعنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: أن من اقتطع شبرا من الأرض ظلماً طوقه الله به يوم القيامة من سبع

কাপড়ের নকশা সম্পর্কে তাঁরা বলেন: "কাপড়ের ওপর চিত্রিত নকশা ব্যতীত।" এটি হলো সেই ছবি যা হাতে কাগজ, কাপড় বা অনুরূপ কিছুর ওপর আঁকা হয়। তবে সঠিক মত হলো, কাপড় বা কাগজের ওপর নকশাও জায়েজ নয়; অর্থাৎ নিজের হাতে কোনো প্রাণীর প্রতিকৃতি অঙ্কন করা জায়েজ নয়। কিন্তু আধুনিক ক্যামেরার সাহায্যে তাৎক্ষণিক ছবি তোলা মূলত চিত্রাঙ্কনের (তাসভির) অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীর আওতাভুক্ত হবে না যে—"প্রত্যেক চিত্রকর জাহান্নামী।" কারণ বাস্তবে আপনি কোনো চিত্র অঙ্কন করেননি; আপনি চেহারা, চোখ, নাক বা মুখমণ্ডলের রেখা টানেননি। বরং আপনি একটি নির্দিষ্ট আলো প্রতিফলিত করেছেন যা কোনো বস্তুর ওপর পড়লে কাগজে তার প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হয়, যেখানে আপনি চোখ, নাক বা ঠোঁট কিছুই আঁকেননি। সুতরাং এটি চিত্রাঙ্কন নয় এবং এটি ক্যামেরা পরিচালনাকারীকে 'চিত্রকর' হিসেবে সাব্যস্ত করে না। এর একটি স্পষ্ট প্রমাণ হলো—আপনি যদি নিজের হাতে কলম দিয়ে কাউকে একটি চিঠি লেখেন এবং তারপর তা ফটোকপি মেশিনে দেন, তবে যে কপিটি বের হবে সেটি কি ফটোকপি মেশিন পরিচালনাকারীর কাজ

নাকি প্রথম ব্যক্তির লিখিত চিঠির হুবহু প্রতিচ্ছবি? উত্তর অবশ্যই দ্বিতীয়টি। একারণেই এই ক্যামেরা যে কেউ চালাতে পারে, এমনকি একজন অন্ধ ব্যক্তিও এটি চালাতে পারে; সুতরাং এটি তার নিজের হাতের সৃজনশীল কাজ নয়। অতএব যে ব্যক্তি ফটোগ্রাফি করে তার সম্পর্কে বলা হবে: যদি তা কোনো হারাম উদ্দেশ্যে হয় তবে তা 'হারামের মাধ্যম' হওয়ার কারণে হারাম হবে, আর যদি বৈধ উদ্দেশ্যে হয় তবে তা বৈধ। তাকে 'জাহান্নামী চিত্রকর' বলা যাবে না। একারণেই চিত্রাঙ্কন এবং চিত্রের ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য করা আবশ্যিক, যেমনটি বিজ্ঞ আলেমগণ পার্থক্য করেছেন। সুপ্রসিদ্ধ ফিকহ গ্রন্থ 'যাদুল মুত্তাকনি'-তে বলা হয়েছে—"চিত্রাঙ্কন করা এবং তার ব্যবহার করা হারাম।" এখানে তিনি চিত্রাঙ্কন এবং তার ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। সুতরাং আমরা বলি, এই ফটোগ্রাফি চিত্রাঙ্কন সংক্রান্ত হাদিসের শব্দের আওতাভুক্ত নয়, তবে মানুষ যদি তা কোনো হারাম কাজে ব্যবহারের জন্য তোলে তবে তা 'হারামের মাধ্যম' নিষিদ্ধ হওয়ার নীতি অনুযায়ী হারাম হবে। এই তিন প্রকার ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লানত বা অভিশাপ দিয়েছেন:

[ব্যাখ্যা]

প্রথম: যারা পরচুলা লাগিয়ে দেয় এবং যারা পরচুলা লাগিয়ে নেয়। দ্বিতীয়: সুদখোর, সুদের দাতা, সুদের দুই সাক্ষী এবং সুদের লেখক। তৃতীয়: চিত্রকরগণ। ইনশাআল্লাহ লেখক (রহিমাল্লাহ) যা উল্লেখ করেছেন তার অবশিষ্টাংশ সামনে আসবে। এটি প্রমাণিত যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহর লানত ওই ব্যক্তির ওপর যে জমির সীমানা বা চিহ্ন পরিবর্তন করে," এবং তিনি বলেছেন: "আল্লাহর লানত চোরের ওপর যে একটি ডিম চুরি করে," এবং তিনি আরও বলেছেন: "আল্লাহর লানত ওই ব্যক্তির ওপর যে তার পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয়":

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রহিমাল্লাহ) রিয়াদুস সলিহীনে এই অধ্যায়টি এটি বোঝানোর জন্য রচনা করেছেন যে, নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বিশেষকে উদ্দেশ্য না করে সাধারণভাবে লানত করাতে কোনো দোষ নেই। তিনি এর কিছু উদাহরণ উল্লেখ করেছেন যার তিনটি ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে এবং আজ আমরা আরও তিনটি আলোচনা করব। তার মধ্যে একটি হলো—নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তিকে অভিশপ্ত করেছেন যে জমির সীমানা বা চিহ্ন

পরিবর্তন করে। যেমন কারো একজন প্রতিবেশী আছে, আর সে প্রতিবেশীর জমিতে অন্যায়ভাবে প্রবেশ করে নিজের জমির সীমানা বাড়িয়ে নিল এবং প্রতিবেশীর সীমানা সংকুচিত করল। এমন ব্যক্তি অভিশপ্ত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লানত করেছেন। তাঁর থেকে আরও প্রমাণিত হয়েছে যে: "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এক বিঘত জমি দখল করবে, কিয়ামতের দিন সাত স্তর জমিন তার গলায় বেড়ি হিসেবে পরিয়ে দেওয়া হবে।"

(ص: 209) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أرضين وإذا كان هذا فيمن غير حدود الأرض يعني المراسيم فكيف بمن أخذ الأرض كلها واجتاحها والعياذ بالله فهو أولى باللعن والطرده عن رحمة الله كما يوجد أناس يعتدون على أراضي غيرهم يأخذونها بالباطل ويدعون أنها لهم وربما يأتون بشهود زور يشهدون لهم فيحكم لهم بذلك فيدخلون في اللعن ويوم القيامة يأتون بها مطوقين بها في أعناقهم نسأل الله العافية أمام عباد الله ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده والسارق هو الذي يأخذ المال بخفية من حرز مثله مثل أن يأتي بالليل أو في غفلة الناس فيفتح الأبواب ويسرق هذا السارق إذا سرق نصاباً وهو ربع دينار أو ما يساويه من الدراهم أو المتاع فإنها تقطع يده اليمنى من مفصل الكف لقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلاً من الله والله عزيز حكيم ولا فرق بين أن يكون السارق شريفاً أو ضيعاً أو ذكراً أو أنثى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يد المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع فتجده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها فأهم قريشا ذلك وطلبوا من

يشفع لها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فطلبوا من أسامة بن زيد أن يشفع برفع العقوبة عنها فأخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما أهلك من قبلكم أنهم

জমি। আর এটি যদি সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয় যে জমির সীমানা অর্থাৎ সীমানা চিহ্নসমূহ পরিবর্তন করে, তবে ঐ ব্যক্তির অবস্থা কেমন হবে যে পুরো জমি দখল করে নেয় এবং তা গ্রাস করে? আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। সে আল্লাহর লানত বা অভিশাপ এবং তাঁর রহমত থেকে বিতাড়িত হওয়ার অধিকতর যোগ্য। যেমন অনেক মানুষকে দেখা যায় যারা অন্যের জমির ওপর সীমালঙ্ঘন করে, অন্যায়ভাবে তা দখল করে এবং দাবি করে যে এটি তাদের; এমনকি তারা সম্ভবত মিথ্যা সাক্ষীও হাজির করে যারা তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং সেই অনুযায়ী তাদের অনুকূলে ফয়সালা হয়ে যায়। ফলে তারা অভিশাপের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহর বান্দাদের সামনে সেই জমি ঘাড়ের বেড়ি হিসেবে পরিধান করে উপস্থিত হবে—আমরা আল্লাহর নিকট এ থেকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। এরই অন্তর্ভুক্ত হলো যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চোরের ওপর লানত করেছেন—যে একটি ডিম চুরি করে ফলে তার হাত কাটা হয় এবং যে একটি দড়ি চুরি করে ফলে তার হাত কাটা হয়। চোর হলো সেই ব্যক্তি যে সুরক্ষিত স্থান থেকে গোপনে সম্পদ গ্রহণ করে; যেমন রাতে বা মানুষের অসতর্কতার সুযোগে এসে দরজা খুলে চুরি করা। এই চোর যখন নিসাব পরিমাণ সম্পদ চুরি করবে—যা হলো এক চতুর্থাংশ দিনার অথবা এর সমমূল্যের দিরহাম বা আসবাবপত্র—তখন তার হাত কেটে ফেলা হবে। মহান আল্লাহর বাণী: "আর চোর ও চুরনী, তোমরা তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি স্বরূপ; আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"—এই নির্দেশের আলোকে তার ডান হাত কবজি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। চোর কোনো সম্ভ্রান্ত বংশের হোক কিংবা নীচ বংশের, পুরুষ হোক কিংবা নারী—এক্ষেত্রে কোনো ভেদাভেদ নেই। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই মাখযুমী মহিলার হাত কাটার নির্দেশ দিয়েছিলেন যে মানুষের আসবাবপত্র ধার নিত এবং পরে তা অস্বীকার করত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন, তখন কুরাইশরা বিষয়টি নিয়ে বিচলিত হয়ে পড়ল এবং তারা এমন কাউকে খুঁজতে লাগল যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট তার জন্য সুপারিশ করবে। তারা উসামা বিন যায়েদের নিকট অনুরোধ করল যেন তিনি শাস্তি মওকুফের সুপারিশ করেন।

তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন: "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হওয়ার একমাত্র কারণ ছিল যে তারা..."

(ص: 210) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فأقسم عليه الصلاة والسلام أنه لو سرقت ابنته فاطمة أشرف النساء نسباً لقطع يدها ولكن هذا الحديث الذي أشار إليه النووي رحمه الله في رياض الصالحين يقول يسرق البيضة والبيضة لا تبلغ نصاب السرقة لأن نصاب السرقة ربع دينار فكيف قال يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده قال بعض العلماء إن المراد بالبيضة هنا بيضة الرأس الذي يجعلها الإنسان عند القتال على رأسه تقيه السهام وهي مثمنة تساوي ربع دينار أو أكثر والمراد بالحبل حبل السفن الذي تربط به في المرسى حتى لا تأخذها الأمواج وهو أيضاً ذو قيمة وقال بعض العلماء المراد بالبيضة بيضة الدجاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها والبيضة عند الإطلاق لا يفهم منها إلا بيضة الدجاجة والحبل هو الحبل الذي يربط به الحطب وما أشبه ذلك ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يده لأنه إذا اعتاد سرقة الصغير تجرأ على سرقة الغالي والمثمن فقطعت يده وهذا أقرب إلى الصواب أن السارق والعياذ بالله إذا سرق الشيء اليسير تجرأ فسرقة الشيء الكبير فتقطع يده الثالث: قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من لعن والديه سواء كانت الأم أو الأب يقول لأبيه لعنة الله عليك أو لأمه ولكن الصحابة قالوا يا رسول

তারা এমন ছিল যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত; আর যখন তাদের মধ্যে কোনো হীন বা সাধারণ ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তার ওপর দণ্ডবিধি (হদ) কার্যকর করত। আল্লাহর শপথ! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম। অতঃপর নবী (সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) শপথ করে বললেন যে, বংশীয় অভিজাত্যে নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাঁর কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করতেন, তবে তিনি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতেন। তবে ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) রিয়াদুস সালিহীন গ্রন্থে যে হাদিসটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, সেখানে বলা হয়েছে যে, সে একটি ডিম চুরি করে—অথচ ডিমের মূল্য চুরির নিসাব (ন্যূনতম পরিমাণ) পর্যন্ত পৌঁছায় না; কারণ চুরির নিসাব হলো এক চতুর্থাংশ দিনার। তাহলে তিনি কেন বললেন যে, 'সে ডিম চুরি করে এবং তার হাত কাটা হয়, আর সে দড়ি চুরি করে এবং তার হাত কাটা হয়'? জনৈক আলিম বলেছেন যে, এখানে ডিম বলতে শিরস্ত্রাণ (হেলমেট) বোঝানো হয়েছে, যা যুদ্ধের সময় তীরের আঘাত থেকে বাঁচতে মানুষ মাথায় পরিধান করে এবং এটি মূল্যবান, যার দাম এক চতুর্থাংশ দিনার বা তার বেশি। আর দড়ি বলতে জাহাজের সেই মোটা দড়ি বোঝানো হয়েছে, যার মাধ্যমে জাহাজকে বন্দরে বেঁধে রাখা হয় যাতে ঢেউ তা ভাসিয়ে নিয়ে না যায়, এবং এটিও মূল্যবান। আবার কোনো কোনো আলিম বলেছেন যে, ডিম বলতে মুরগির ডিমই বোঝানো হয়েছে; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটি সাধারণভাবে উল্লেখ করেছেন এবং সাধারণভাবে ডিম বলতে মুরগির ডিমই বোঝা যায়। আর দড়ি হলো সেই সাধারণ দড়ি যা দিয়ে লাকড়ি বা অনুরূপ কিছু বাঁধা হয়। তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে বলেছেন তার হাত কাটা হবে—এর কারণ হলো, যখন কেউ ছোটখাটো জিনিস চুরিতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন সে দামী ও মূল্যবান বস্তু চুরি করার দুঃসাহস দেখায়, ফলে তার হাত কাটা হয়। আর এটিই সঠিক হওয়ার অধিক নিকটবর্তী যে, চোর—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—যখন সামান্য কোনো বস্তু চুরি করে, তখন সে দুঃসাহসী হয়ে ওঠে এবং বড় কিছু চুরি করে বসে, যার ফলে তার হাত কাটা হয়। তৃতীয়ত: তিনি বলেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওই ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন যে তার পিতামাতাকে অভিশাপ দেয়, চাই সে মা হোক বা বাবা; যেমন কেউ তার পিতাকে বা মাকে বলল: 'তোমার ওপর আল্লাহর অভিশাপ'। কিন্তু সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল!

الله أيلعن الرجل والديه هذا أمر لا يمكن قال: نعم يسب أباً الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه يعني يتنازع اثنان فيقول أحدهما للآخر لعن الله والديك فيقول الثاني بل أنت لعن الله والديك فلما كان هو السبب في أن يلعن الآخر والديه أعطى حكم من لعن والديه مباشرة فهذان الشخصان لعنهما الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هل يمكن أن تأتي لشخص معين غير حدود الأرض تقول لعنك الله الجواب لا لا يجوز أن تلعنه وهو معين أو سمعت إنساناً يلعن والديه تقول لعنك الله لا يصح هذا حرام لكن تقول له اتق الله فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من غير منار الأرض وتقول للثاني السارق اتق الله فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن السارق يسرق البيضة ويسرق الحبل وتقول للثالث اتق الله لا تلعن والديك ولا تكن سبباً في لعنهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من لعن والديه أما أن تنص عليه فتقول لعنك الله أو أنت ملعون فهذا حرام ولا يجوز لأنه فرق بين العام وبين الخاص والله الموفق

ولعن الله من ذبح لغير الله وأنه قال: من أحدث فيها حدثاً أو

আল্লাহ কি কোনো ব্যক্তি তার পিতামাতাকে অভিশাপ দেয়? এটি কি সম্ভব? তিনি বললেন: হ্যাঁ, সে অন্য ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়, ফলে সে-ও তার পিতাকে গালি দেয়; এবং সে অন্যের মাকে গালি দেয়, ফলে সে-ও তার মাকে গালি দেয়। অর্থাৎ, দুই ব্যক্তি বিবাদে লিপ্ত হয় এবং একজন অপরজনকে বলে, ‘আল্লাহ তোমার পিতামাতার ওপর অভিশাপ দিন’। তখন দ্বিতীয়জন উত্তরে বলে, ‘বরং তোমার ওপরই (অভিশাপ), আল্লাহ তোমার পিতামাতাকে অভিশাপ দিন’। যেহেতু সে-ই অন্য ব্যক্তির মাধ্যমে নিজের পিতামাতাকে অভিশাপ দেওয়ার কারণ হয়েছে, তাই তাকে সরাসরি নিজের পিতামাতাকে অভিশাপ প্রদানকারীর হুকুমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ব্যক্তিদের ওপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অভিশাপ দিয়েছেন। কিন্তু আপনি কি এমন কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে গিয়ে, যে জমির সীমানা

পরিবর্তন করেছে, তাকে বলতে পারেন যে ‘আল্লাহ তোমাকে অভিশাপ দিন’? উত্তর হলো: না। নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অভিশাপ দেওয়া জায়েজ নয়। অথবা আপনি কাউকে তার পিতামাতাকে গালি দিতে শুনলেন, তখন কি তাকে বলবেন ‘আল্লাহ তোমাকে অভিশাপ দিন’? এটি সঠিক নয় এবং তা হারাম। বরং আপনি তাকে বলবেন, ‘আল্লাহকে ভয় করো, কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন যে জমির সীমানা চিহ্ন পরিবর্তন করে’। আপনি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে (চোরকে) বলবেন, ‘আল্লাহকে ভয় করো, কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ চোরকে অভিশাপ দিয়েছেন যে একটি ডিম বা একটি দড়ি চুরি করে’। এবং আপনি তৃতীয় ব্যক্তিকে বলবেন, ‘আল্লাহকে ভয় করো, তোমার পিতামাতাকে অভিশাপ দিও না এবং তাদের অভিশপ্ত হওয়ার কারণ হয়ো না; কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে অভিশাপ দিয়েছেন যে তার পিতামাতাকে অভিশাপ দেয়’। কিন্তু সরাসরি কাউকে উদ্দেশ্য করে এ কথা বলা যে ‘আল্লাহ তোমাকে অভিশাপ দিন’ অথবা ‘তুমি অভিশপ্ত’, তা হারাম এবং নাজায়েজ। কেননা সাধারণ (শ্রেণিভিত্তিক) এবং নির্দিষ্ট (ব্যক্তিভিত্তিক) অভিশাপের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আর আল্লাহই তাওফিক দানকারী। এবং আল্লাহ তাকে অভিশাপ দিয়েছেন যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে পশু জবাই করে। এবং তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি এতে (মদিনায়) কোনো নতুন বিষয়ের (বিদআত) উদ্ভব ঘটায় অথবা

(ص: 212) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أوى محدثاً فعليه لعنه الله والملائكة والناس أجمعين وأنه قال: اللهم العن رعلا
وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله وهذه ثلاث قبائل من العرب:

[الشَّرْحُ]

هؤلاء ثلاثة أنواع ممن يجوز لعنهم على سبيل العموم وقد سبق أنه لا يجوز لعن المعين ولو كان كافر لأنه لا يجوز أن تقول اللهم العن فلاناً وإن كان كافر لكن على العموم وزدت أحاديث في أصناف متعددة سبق منها ما سبق ويلحق منها ما يلحق إن شاء الله ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله وذلك أن الذبح لغير الله شرك لأنه عبادة والعبادة إذا صرفها الإنسان لغير الله كان مشركاً قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وقال تعالى: {فصل لربك وانحر} فأمر بالصلاة وأمر بالانحر وأن ذلك لله عز وجل فكما أن من صلى لغير الله فهو مشرك فمن ذبح لغير الله فهو مشرك وهذا إذا وقع الذبح عبادة وتقرباً وتعظيماً أما إذا وقع الذبح لغير الله على سبيل الإكرام كإكرام الضيف مثلاً لو نزل بك ضيف فذبحت له ذبيحة من أجل أن تقدمها له ليأكلها فلا بأس بل هذا مما يؤمر به لقول النبي

যে ব্যক্তি কোনো অপরাধীকে আশ্রয় দেয়, তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সকল মানুষের অভিশাপ। আর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: হে আল্লাহ! রিল, যাকওয়ান এবং উসাইয়া গোত্রকে অভিশাপ দিন, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়েছে; আর এরা আরবের তিনটি গোত্র।

[ব্যাখ্যা]

এরা হলো সেই তিন প্রকারের মানুষ যাদের ওপর সাধারণভাবে অভিশাপ বা লানত প্রদান করা বৈধ। ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে লানত করা বৈধ নয়, যদিও সে কাফের হয়। কেননা, নির্দিষ্ট করে এমনটি বলা জায়েজ নেই যে— ‘হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তিকে লানত করুন’, যদিও সে কাফের হয়; তবে সাধারণভাবে (যেমন: কাফেরদের ওপর আল্লাহর লানত) লানত করা জায়েজ। আমি বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের বিষয়ে আরও কিছু হাদিস সংযোজন করেছি, যার কিছু অংশ আগে অতিক্রান্ত হয়েছে এবং বাকিগুলো ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে যুক্ত হবে। এরই অন্তর্ভুক্ত হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণী: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে পশু জবেহ করে, তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ।" আল্লাহ

ব্যতীত অন্য কারো নামে জবেহ করা শিরক, কারণ জবেহ করা একটি ইবাদত। আর মানুষ যখন কোনো ইবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য নিবেদন করে, তখন সে মুশরিক হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "বলুন, নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কোরবানি (জবেহ), আমার জীবন ও আমার মরণ সবকিছুই বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোনো শরিক নেই।" তিনি আরও বলেছেন: "অতএব আপনার রবের উদ্দেশ্যেই সালাত আদায় করুন এবং কোরবানি করুন।" এখানে সালাত ও কোরবানির নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং স্পষ্ট করা হয়েছে যে তা মহান আল্লাহর জন্য। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করল সে যেমন মুশরিক, তেমনি যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবেহ করল সেও মুশরিক। এটি তখন প্রযোজ্য হবে যখন জবেহ করার উদ্দেশ্য হয় ইবাদত, নৈকট্য লাভ বা সম্মান প্রদর্শন। পক্ষান্তরে, যদি আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য জবেহ করার বিষয়টি আপ্যায়নের খাতিরে হয়, যেমন মেহমানদারি করা— উদাহরণস্বরূপ, আপনার বাড়িতে কোনো মেহমান এলে আপনি তাকে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে কোনো পশু জবেহ করলেন, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। বরং এটি সেই সব কাজের অন্তর্ভুক্ত যার নির্দেশ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন।

(ص: 213) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيقه وإذا كان من إكرام الضيف أن تذبح له ذبيحة إكراماً لقدومه فهذا مما يؤمر به وتارة يذبح لغير الله يعني لقصد الأكل إنسان يريد أن يأكل لحماً فذبح ذبيحة يريد بها الأكل هذا أيضاً ليس بشرك هذا أمر عادي يأكل الإنسان طعاماً لكن الشرك إذا ذبحه تعبدًا وتقرباً وتعظيماً مثل ما يفعل بعض الناس لبلوكهم أو رؤسائهم أو علمائهم إذا أقبل ذبحوا الذبيحة بوجهه إكراماً وتعظيماً هذا شرك أكبر مخرج من الملة وهذا مع كونه شركاً حرم الله على فاعله الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار هو أيضاً ملعون

فَاعْلَمْ أَنَّهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لعن الله من ذبح لغير الله ومن ذلك أيضاً ما ذكره بقوله: من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين من أحدث فيها أي في المدينة حدثاً أو آوى محدثاً، والحدث هنا يراد به شيئاً، الأول: البدعة فمن ابتدع فيها بدعة فقد أحدث فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فمن أحدث فيها حدثاً أي ابتدع في دين الله ما لم يشرعه الله في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يعني استحق أن يلعنه كل لاعن والعياذ بالله لأن المدينة مدينة السنة مدينة النبوة فكيف يحدث فيها حدث مضاد لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والنوع الثاني من الحدث الفتنة أن يحدث فيها فتنة بين المسلمين سواء أدت إلى إراقة الدماء أو إلى ما دون ذلك من العداوة والبغضاء والتشتت فإن من أحدث هذا الحدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أما من أحدث

আল্লাহর রাসুল (আল্লাহর রহমত ও শান্তি তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) বলেছেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে।” আর মেহমানের আগমনে সম্মান প্রদর্শনার্থে যদি তার জন্য কোনো পশু জবেহ করা হয়, তবে তা নির্দেশিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। তবে কখনো কখনো আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে জবেহ করা হয়, যার অর্থ কেবল খাওয়ার নিয়ত করা—যেমন কোনো ব্যক্তি গোশত খাওয়ার ইচ্ছা করল এবং সেই উদ্দেশ্যে পশু জবেহ করল; এটি শিরক নয়, বরং এটি একটি স্বাভাবিক বিষয় যেখানে মানুষ খাদ্য গ্রহণ করছে। কিন্তু শিরক হলো তখন, যখন তা ইবাদত হিসেবে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় এবং মহত্ত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে জবেহ করা হয়। যেমনটি কোনো কোনো মানুষ তাদের রাজা, রাষ্ট্রপ্রধান বা আলেমদের আগমনে করে থাকে—তারা তাদের সামনে সম্মান ও মহত্ত্ব প্রদর্শনের জন্য পশু জবেহ করে। এটি বড় শিরক, যা মানুষকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। এটি শিরক হওয়ার পাশাপাশি আল্লাহ এর কর্তার জন্য জাল্লাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম; আর জালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। এমন কাজের কর্তা অভিশপ্তও বটে, যেমনটি নবী (আল্লাহর রহমত ও শান্তি তাঁর

ওপর বর্ষিত হোক) বলেছেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে জবেহ করল, আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করেন।”

এরই অন্তর্ভুক্ত হলো তাঁর এই বাণী: “যে ব্যক্তি সেখানে (মদিনায়) কোনো নতুন বিষয় উদ্ভাবন করল অথবা কোনো অপরাধীকে আশ্রয় দিল, তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতাকুল এবং সকল মানুষের লানত।” অর্থাৎ যে ব্যক্তি মদিনায় কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় বা ‘হাদাস’ সৃষ্টি করল অথবা তা সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় প্রদান করল। এখানে ‘হাদাস’ বা নতুন বিষয় দ্বারা দুটি বিষয় উদ্দেশ্য। প্রথমটি হলো: বিদআত। সুতরাং যে ব্যক্তি সেখানে কোনো নতুন প্রথা প্রবর্তন করল, সে মূলত মদিনায় গর্হিত কাজ করল। কারণ নবী (আল্লাহর রহমত ও শান্তি তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) বলেছেন: “প্রত্যেক নবউদ্ভাবিত বিষয়ই বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই পথভ্রষ্টতা।” সুতরাং যে ব্যক্তি মদিনায় কোনো নতুন বিষয় উদ্ভাবন করল—অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু প্রবর্তন করল যা আল্লাহ মদিনায় বিধানভুক্ত করেননি—তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সকল মানুষের অভিশাপ বর্ষিত হবে। অর্থাৎ সে লানত প্রদানকারী প্রত্যেকের লানতের যোগ্য হয়ে গেল, আল্লাহর কাছে আমরা এর থেকে আশ্রয় চাই। কারণ মদিনা হলো সুন্নাহর শহর, নবুয়তের শহর; এমতাবস্থায় রাসুলের সুন্নাহর পরিপন্থী কোনো বিষয় সেখানে কীভাবে প্রবর্তন করা সম্ভব?

দ্বিতীয় প্রকারের ‘হাদাস’ বা নতুন বিষয় হলো: ফিতনা বা বিশৃঙ্খলা। অর্থাৎ সেখানে মুসলমানদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি করা, চাই তা রক্তপাত পর্যন্ত গড়ায় কিংবা তার চেয়ে কম পর্যায়ে শত্রুতা, ঘৃণা ও বিভেদ সৃষ্টি করে। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি এমন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করল, তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতাকুল এবং সকল মানুষের লানত। আর যে ব্যক্তি...

(ص: 214) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

معصية عصي الله فيها في المدينة فإنه لا ينطبق عليه هذا الوعيد بل يقال إن
السيئة في المدينة أعظم من السيئة فيها دونها ولكن صاحبها لا يستحق اللعن
الذي يستحق اللعن هو الذي أحدث فيها واحدا من أمرين إما بدعة وإما فتنة هذا

عليه لعنة الله والبلائكة والناس أجمعين الثالث اللهم العن رعلا وذكوان وعصية
عصوا الله ورسوله هؤلاء قبائل من العرب حصل منهم عدوان على أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم فدعاً عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم باللعنة اللهم العنهم ولم
يلعن شخصاً معيناً بل لعن القبيلة كلها والبراد من حدث منهم هذا الحدث وهو
الاعتداء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أظن أن من لم يفعل ذلك
تلقه هذه اللعنة لقول الله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} والله الموفق وأنه
قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وأنه لعن المتشبهين من الرجال
بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وجميع هذه الألفاظ في الصحيح بعضها في
صحيح البخاري ومسلم، وبعضها في أحدهما وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليها
وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب إن شاء الله:

মদিনায় কোনো অবাধ্যতা সংঘটিত হলে তা এই বিশেষ হুমকির অন্তর্ভুক্ত হবে না; বরং বলা হয়
যে, মদিনায় সংঘটিত পাপকাজ অন্য স্থানের তুলনায় অধিক গুরুতর। তবে এর কর্তা সেই
অভিশাপের যোগ্য হবে না। অভিশাপের যোগ্য তো সেই ব্যক্তি, যে সেখানে দুটি বিষয়ের
কোনো একটির উদ্ভব ঘটায়: হয় বিদআত (দ্বীনের নব-উদ্ভাবন), নতুবা ফিতনা (বিপর্যয়)।
এমন ব্যক্তির ওপর আল্লাহ, ফেরেশতাকুল এবং সকল মানুষের অভিশাপ। তৃতীয়ত: "হে
আল্লাহ! রি'ল, যাকওয়ান এবং উসাইয়্যাহ গোত্রের ওপর লানত বর্ষণ করুন; কেননা তারা
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করেছে।" এরা আরবের এমন কিছু গোত্র যারা নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের ওপর আক্রমণ ও শত্রুতা করেছিল। ফলে
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ওপর অভিশাপের দুআ করেছিলেন: "হে
আল্লাহ! তাদের ওপর লানত বর্ষণ করুন।" তিনি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অভিশাপ দেননি,
বরং পুরো গোত্রের ওপর লানত করেছেন। আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাদের মধ্যে যারা এই
জঘন্য অপরাধটি করেছিল, অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
সাহাবীদের ওপর আক্রমণ। আমি মনে করি না যে, যারা এই কাজ করেনি তারা এই
অভিশাপের আওতায় পড়বে; কারণ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "কোনো বোঝা
বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না।" আল্লাহই তাওফিকদাতা। আরও বর্ণিত আছে যে

তিনি বলেছেন: "আল্লাহ ইহুদিদের ওপর লানত বর্ষণ করুন, তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে সিজদাহগাহে পরিণত করেছে।" আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি নারীদের বেশধারী পুরুষদের এবং পুরুষদের বেশধারী নারীদের অভিশাপ দিয়েছেন। এই সকল বর্ণনা সহিহ গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান; এর কিছু বুখারি ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে রয়েছে, আবার কিছু কোনো একটিতে। আমি কেবল ইশারা করার মাধ্যমে সংক্ষেপ করার ইচ্ছা পোষণ করেছি এবং ইনশাআল্লাহ এই গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়গুলোতে আমি এগুলোর অধিকাংশ উল্লেখ করব।

(ص: 215) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله بقية الأصناف التي يجوز الدعاء عليهم على سبيل العيوم منها قوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اليهود هم أتباع موسى والنصارى هم أتباع عيسى لكن بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوه ولم يؤمنوا به كان حكمهم سواء في أنهم مغضوب عليهم لأنهم تركوا الحق مع عليهم به والعياذ بالله وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب لعنه إياهم في قوله: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني أنهم يبنون المساجد على قبور أنبيائهم ويصلون فيها فهذا من فعله فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إن كان من اليهود أو من النصارى أو ممن يدعي أنه مسلم فإنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بني المسجد على القبر ولو صلى الإنسان فيه لله عز وجل لا لصاحب القبر فإن صلاته باطلة محرمة يجب عليه إعادتها وهذا المسجد الذي بني يجب هدمه ولا يجوز الصلاة فيه أما لو كان المسجد قائماً ثم دفن به أحد من الصالحين أو من الأمراء أو من الوزراء أو من الرؤساء فإنه يجب أن ينبش القبر وأن يدفن في المكان الذي تدفن فيه الناس ولا يجوز إبقاؤه لأن

المساجد لم تبني ليقيم فيها إنما بنيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن وإذا شككنا هل بني المسجد أولاً ودفن فيه الميت أم دفن الميت ثم بني عليه المسجد؟
فألا احتياط ألا يصلى فيه لله وأن يبتعد عنه لئلا يعرض صلاته للخطر فإن قال قائل
ما الجواب عن هذا الحديث في قصة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমুল্লাহ) সেই সমস্ত অবশিষ্ট শ্রেণির কথা উল্লেখ করেছেন যাদের ওপর সাধারণভাবে লানত বা বদদোয়া করা জায়েজ। তার মধ্যে রয়েছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই বাণী: "ইয়াহুদি ও নাসারাদের ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক, তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে।" ইয়াহুদিরা হলো মুসা (আলাইহিস সালাম)-এর অনুসারী এবং নাসারারা হলো ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর অনুসারী। কিন্তু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রেরণের পর তারা যখন তাঁকে চিনতে পারল অথচ তাঁর ওপর ঈমান আনল না, তখন তাদের হুকুম অভিন্ন হয়ে গেল যে তারা আল্লাহর গজবপ্রাপ্ত; কারণ তারা সত্য জানার পরও তা বর্জন করেছে—আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের ওপর লানত করার কারণ তাঁর এই বাণীতে স্পষ্ট করেছেন: "তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে।" অর্থাৎ তারা তাদের নবীদের কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করত এবং সেখানে সালাত আদায় করত। সুতরাং এটি যার কাজ হবে, সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জবানিতে অভিশপ্ত; চাই সে ইয়াহুদি হোক বা নাসারা হোক কিংবা এমন কেউ হোক যে নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে, সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জবানিতে অভিশপ্ত। যদি কোনো কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করা হয়, তবে কোনো ব্যক্তি যদি সেখানে কেবল মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যেই সালাত আদায় করে—কবরবাসীর উদ্দেশ্যে নয়—তবুও তার সালাত বাতিল ও হারাম হবে এবং তা পুনরায় আদায় করা তার ওপর ওয়াজিব হবে। আর যে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে, তা ভেঙে ফেলা ওয়াজিব এবং সেখানে সালাত আদায় করা জায়েজ নয়। পক্ষান্তরে, মসজিদ যদি আগে থেকেই বিদ্যমান থাকে এবং পরবর্তীতে সেখানে কোনো নেককার ব্যক্তি, আমির, মন্ত্রী বা কোনো রাষ্ট্রপ্রধানকে দাফন করা হয়, তবে সেক্ষেত্রে সেই কবরটি খুঁড়ে বের করা এবং তাকে সাধারণ মানুষের কবরস্থানে দাফন করা ওয়াজিব। কবরটি সেখানে বহাল রাখা জায়েজ নয়, কারণ মসজিদ কবর দেওয়ার জন্য নির্মাণ করা হয়নি; বরং

তা নির্মিত হয়েছে সালাত, আল্লাহর জিকির এবং কুরআন তিলাওয়াতের জন্য। আর যদি আমাদের মনে সন্দেহ জাগে যে, মসজিদটি কি আগে নির্মিত হয়েছে আর পরে সেখানে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা হয়েছে, নাকি আগে দাফন করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে তার ওপর মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে? তবে সতর্কতা হলো, সেখানে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় না করা এবং তা থেকে দূরে থাকা, যাতে নিজের সালাত ঝুঁকির মুখে না পড়ে। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবরের কাহিনীর ক্ষেত্রে এই হাদিসের উত্তর কী হবে? কারণ এটি...

(ص: 216) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الآن في المسجد فالجواب أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد وإنما دفن في بيته ولم يبن عليه المسجد بل كان يمثل قائمة الأول ولكنهم احتاجوا لزيادته فزادوه من هذا الجانب أي من الجانب الذي يرتاده مستقبل القبلة وكأنهم والله أعلم في ذلك الوقت لم يتيسر لهم مكان سوى هذا فوسعوا من قبله فبقى القبر في مقصورة في البيت منفصلاً عن المسجد بينه وبينه جدار ثم بعد أن شاء الله عز وجل أن يسلط رجلين يريدان أن يستخرجاً بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرقاه أو يجعلاه في متحف أو ما لا ندري وذلك أن أحد الخلفاء جاءه آت في الليل وقال له أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجلين الأصغرين يعني في عيونهما صخرة فجاءه مرة ومرتين وثلاثة ففزع الخليفة ثم ارتحل من بلده إلى المدينة فزعا مسرعاً فلما وصل المدينة أمر أن تصنع وليمة عظيمة طعام وقال لواليه على المدينة ادع لي جميع أهل المدينة فدعاهم وهذا الخليفة ينظر في الحاضرين فلم يجد الوصف الذي ذكر له في المنام ثم أمر أن يدعو مرة ثانية وثالثة ولم ير الرجلين فقال لواليه على المدينة لبأذا لم تدع أهل

المدينة؟ قال: كلهم دعوتهم لم يبق إلا رجلان غريبان في المسجد منذ جاءا وهما معتكفان في المسجد فقال: أحضرهما فجيء بهما على الوصف الذي قيل له في المنام فأمر أن يبحث عن حالهما فإذا هما في الليل ينقبان خندقاً من أسفل الأرض وإذا هما قريبان من القبر فأمر بقتلهما ثم أمر أن يحفر القبر على جوانبه إلى أن وصل إلى الجبل ثم صبه بالرصاص وبني عليه ثلاثة جدران فأصبح القبر منفرداً تماماً عن المسجد ليس في المسجد ولم يبن عليه المسجد فهذا هو الجواب عما

বর্তমানে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর) মসজিদের অভ্যন্তরে থাকার বিষয়ে উত্তর হলো— নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে দাফন করা হয়নি, বরং তাঁকে তাঁর নিজ গৃহেই দাফন করা হয়েছিল। তাঁর কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করা হয়নি, বরং সেটি পূর্বের ন্যায় স্বতন্ত্রভাবেই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে মসজিদ সম্প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দেয় তাঁরা এই দিক থেকেই অর্থাৎ কিবলামুখী হওয়ার অংশে সম্প্রসারণ করেন। সম্ভবত সে সময়ে এই স্থানটি ব্যতীত অন্য কোনো জায়গা তাঁদের জন্য সহজসাধ্য ছিল না, তাই তাঁরা সেদিক দিয়েই প্রশস্ত করেন। ফলে কবরটি কক্ষের ভেতরে মসজিদের মূল অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়ে গেল এবং মসজিদ ও কবরের মাঝে দেয়াল বিদ্যমান রইল।

এরপর মহান আল্লাহ যখন চাইলেন যে, এমন দুজন ব্যক্তিকে প্রলুদ্ধ করবেন যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দেহ বের করে নিয়ে আসতে চেয়েছিল—হয়তো তা দখল করার জন্য অথবা কোনো জাদুঘরে রাখার জন্য কিংবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যা আমরা জানি না। ঘটনাটি এমন যে, জনৈক খলিফার নিকট এক রাতে স্বপ্নে এক আগন্তুক এসে বলল, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই দুই ক্ষুদ্রাকার ব্যক্তি (যাদের চোখ ছোট ছিল) থেকে রক্ষা করুন।" স্বপ্নে এটি একবার, দুইবার এবং তিনবার প্রদর্শিত হলো। এতে খলিফা অত্যন্ত ভীত ও বিচলিত হয়ে পড়লেন। অতঃপর তিনি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে স্বীয় দেশ থেকে মদিনার অভিমুখে যাত্রা করলেন।

মদিনায় পৌঁছে তিনি এক বিশাল ভোজসভার আয়োজন করার আদেশ দিলেন এবং মদিনার গভর্নরকে বললেন, "মদিনার সকল অধিবাসীকে আমার নিকট আমন্ত্রণ করো।" গভর্নর তাদের সকলকে দাওয়াত দিলেন। খলিফা উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করছিলেন, কিন্তু স্বপ্নে তাঁকে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল সেই অনুযায়ী কাউকে পেলেন না। অতঃপর তিনি

দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার ডাকার আদেশ দিলেন, তবুও সেই দুই ব্যক্তিকে দেখা গেল না। তিনি মদিনার গভর্নরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন তুমি মদিনার সকল মানুষকে ডাকোনি?" গভর্নর উত্তর দিলেন, "আমি তাদের সকলকেই ডেকেছি, কেবল দুইজন আগন্তুক ব্যক্তি ব্যতীত যারা আসার পর থেকে মসজিদে অবস্থান করেছে এবং সেখানে ইতিকাহে রত রয়েছে।"

খলিফা বললেন, "তাদেরকে উপস্থিত করো।" অতঃপর তাদের নিয়ে আসা হলো এবং দেখা গেল যে স্বপ্নে বর্ণিত অবয়বের সাথে তাদের হুবহু মিল রয়েছে। তিনি তাদের অবস্থা অনুসন্ধান করার আদেশ দিলেন এবং দেখা গেল যে তারা রাতের আঁধারে মাটির নিচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ছিল এবং তারা কবরের অত্যন্ত সন্নিকটে পৌঁছে গিয়েছিল। তখন তিনি তাদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন। এরপর তিনি কবরের চারপাশ খনন করার নির্দেশ দিলেন যতক্ষণ না তা পাহাড়ের স্তর পর্যন্ত পৌঁছাল। অতঃপর তিনি সেখানে গলিত সিসা ঢেলে দিলেন এবং এর ওপর তিনটি দেয়াল নির্মাণ করলেন। ফলে কবরটি মসজিদ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গেল; এটি মসজিদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এর ওপর মসজিদ নির্মাণও করা হয়নি। এটিই হলো সেই প্রশ্নের উত্তর যা—

(ص: 217) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

يشك به أهل الشرك وأهل القبور من قبر النبي صلى الله عليه وسلم أما الصنف الأخير فقال المؤلف رحمه الله ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال والتشبه يكون بالأقوال والأفعال والهيئات واللباس فتجد الرجل يتشبه بالمرأة في صوتها يحكي صوت المرأة ويتكلم وكأنه امرأة هذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يتشبه بالمرأة في لباسها يلبس الثياب الذي لا يلبسه إلا النساء ومن ذلك أن يضع الباروكة على رأسه كأنه امرأة ومن ذلك أيضاً أن يلبس اللباس الخاص بالنساء في الساعات لأن النساء لهن ساعات خاصة وللرجال ساعات خاصة فيلبس الرجال ساعة المرأة وأما الهيئة فأن يضع الكياج ويتورك وإذا قام يمشي كأنه امرأة هذا أيضاً ملعون على لسان النبي

صلى الله عليه وسلم فآلهم أن تشبه الرجال بالمرأة من كبائر الذنوب وتشبه المرأة بالرجل كذلك من كبائر الذنوب بأن تشبه به في القول أي في الكلام تتكلم كما يتكلم الرجال في ضخامة الصوت ونبراتة أو تجعل رأسها كـرأس الرجل تقصه حتى يرتفع عن الكتفين أو كذلك تلبس من الثياب والساعات لباس الرجل فكل هذا من كبائر الذنوب والمرأة إذا فعلت ذلك فإنها ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هل إذا رأينا رجلاً معيناً متشبهاً بامرأة هل نقول لعنك الله؟ لا ما نقول لعنك الله نعظه ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء وكذلك المرأة لأن لعن المعين لا يجوز حتى لو كان كافراً فكيف إذا كان فاسقاً؟ فإنه لا يجوز لعنه لكن تقول من تشبه من الرجال بالنساء فهو ملعون ومن تشبه من النساء بالرجال فهي ملعونة هكذا على سبيل العموم والله الموفق

মুশরিক এবং কবরপূজারীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবরের বিষয়ে সংশয় পোষণ করে। আর শেষোক্ত প্রকার সম্পর্কে লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের বেশধারী পুরুষ এবং পুরুষদের বেশধারী নারীদের প্রতি লানত করেছেন। এই সাদৃশ্য বা বেশ ধারণ করা কথা, কাজ, বাহ্যিক রূপ এবং পোশাক-আশাকের মাধ্যমে হতে পারে। তাই আপনি কোনো পুরুষকে দেখবেন সে নারীর কণ্ঠ অনুকরণ করছে, তার কণ্ঠ নকল করছে এবং এমনভাবে কথা বলছে যেন সে একজন নারী; এমন ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখে অভিশপ্ত। আবার পোশাকের মাধ্যমে নারীর সাদৃশ্য গ্রহণ করা, যেমন এমন পোশাক পরিধান করা যা কেবল নারীরাই পরে থাকে। এর অন্তর্ভুক্ত হলো মাথায় পরচুলা লাগানো যাতে তাকে নারীর মতো মনে হয়। এর অন্তর্ভুক্ত আরও হলো ঘড়ির মতো নারীদের জন্য নির্দিষ্ট পরিধেয় ব্যবহার করা; কারণ নারীদের জন্য স্বতন্ত্র ঘড়ি রয়েছে এবং পুরুষদের জন্য স্বতন্ত্র ঘড়ি রয়েছে, এমতাবস্থায় কোনো পুরুষের নারীর ঘড়ি পরিধান করা (এরই অংশ)। আর বাহ্যিক অবয়বের ক্ষেত্রে যেমন মেকআপ করা, অঙ্গভঙ্গি করা এবং হাঁটার সময় নারীর মতো চলাফেরা করা—এগুলোও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষ্যমতে অভিশপ্ত। মূল কথা হলো, পুরুষদের নারীর বেশ ধারণ করা কবির গুনাহের অন্তর্ভুক্ত এবং একইভাবে নারীদের পুরুষের বেশ ধারণ করাও কবির গুনাহের

অন্তর্ভুক্ত। যেমন কথায় বা বাচনভঙ্গিতে পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করা, অর্থাৎ পুরুষের মতো ভারী স্বরে ও বিশেষ ভঙ্গিতে কথা বলা, অথবা মাথার চুল পুরুষের মতো করে ছাঁটা যাতে তা কাঁধের ওপরে উঠে যায়, অথবা পুরুষের পোশাক ও ঘড়ি পরিধান করা। এগুলোর প্রতিটিই কবির গুনাহ এবং কোনো নারী যদি তা করে, তবে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জবানে অভিশপ্ত। তবে আমরা যখন নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে নারীর বেশ ধারণ করতে দেখি, তখন কি আমরা তাকে বলব ‘আল্লাহ তোমাকে লানত করুন’? না, আমরা তাকে ‘আল্লাহ তোমাকে লানত করুন’ বলব না। বরং আমরা তাকে নসিহত করব এবং বলব যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের বেশধারী পুরুষ এবং পুরুষদের বেশধারী নারীদের লানত করেছেন। কারণ নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে লানত করা বৈধ নয়, এমনকি সে কাফের হলেও; তাহলে ফাসেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা কীভাবে বৈধ হতে পারে? সুতরাং তাকে ব্যক্তিগতভাবে লানত করা জায়েজ নয়, বরং বলতে হবে—‘যেসব পুরুষ নারীদের বেশ ধারণ করে তারা অভিশপ্ত’ এবং ‘যেসব নারী পুরুষদের বেশ ধারণ করে তারা অভিশপ্ত’। এভাবে সাধারণভাবে বলতে হবে। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 218) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَابُ تَحْرِيمِ سَبِّ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا
بِهَتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا}
1559 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه:

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه: رياض الصالحين باب تحريم سباب المسلم بغير حق سبه يعني عيبه ووصفه بما يكره لكن في حضوره أما إذا كان في غيبته فهو غيبة ثم ذكر المؤلف رحمه الله قول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً أي عقوبة والعياذ بالله وهذا يشمل كل أذية سواء كان في القول أو في الفعل وكلما كان الإنسان أحق بالإكرام كانت أذيته أعظم وأكبر إثماً فأذية القريب ليست كأذية البعيد وأذية الجار ليست كأذية غير الجار وأذية من له حق عليك ليست كأذية من لا حق له عليك المهم أن الأذية تتفاوت

মুসলিমকে অন্যায়ভাবে গালি দেওয়া হারাম হওয়ার অধ্যায়

মহান আল্লাহ বলেন: {যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে তাদের কোনো অপরাধ ছাড়াই কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।}

১৫৫৯ - ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসিকি এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরি।" (বুখারী ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর কিতাব ‘রিয়ায়ুস সলেহীন’-এ বলেছেন: "মুসলিমকে অন্যায়ভাবে গালি দেওয়া হারাম হওয়ার অধ্যায়"। গালি দেওয়া মানে তার দোষত্রুটি বর্ণনা করা এবং সে অপছন্দ করে এমন বিশেষণে তাকে ভূষিত করা, তবে তা হতে হবে তার উপস্থিতিতে। আর যদি তার অনুপস্থিতিতে হয়, তবে তা গীবত বা পরনিন্দা। এরপর লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) মহান আল্লাহর এই বাণীটি উল্লেখ করেছেন: "যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে তাদের কোনো অপরাধ ছাড়াই কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।" এখানে ‘আল-লাযীনা’ (যারা) শব্দটি হলো বাক্যরস্তুক বিশেষ্য (মুবতাদা) এবং ‘ফাক্কাদ ইহতামালু’ (তারা বহন করল) হলো তার বিধেয় (খবর)। এর অর্থ হলো, যেসব মুমিন পুরুষ ও নারীকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, তাদের কোনো অপরাধ ছাড়াই যারা তাদের কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই

‘বুহতান’ অর্থাৎ মিথ্যা এবং ‘ইছমাম মুবীনা’ অর্থাৎ স্পষ্ট শাস্তির বোঝা বহন করেছে—আল্লাহ আমাদের তা থেকে রক্ষা করুন। এটি সব ধরনের কষ্টদানকে অন্তর্ভুক্ত করে, চাই তা কথার মাধ্যমে হোক কিংবা কাজের মাধ্যমে। আর মানুষ সম্মানের যত বেশি হকদার হবে, তাকে কষ্ট দেওয়া তত বেশি গুরুতর এবং তার পাপ তত বড় হবে। সুতরাং নিকটাত্মীয়কে কষ্ট দেওয়া আর দূরের কাউকে কষ্ট দেওয়া এক নয়; প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া আর অন্য কাউকে কষ্ট দেওয়া সমান নয়; আর যার প্রতি তোমার কোনো হক বা অধিকার রয়েছে তাকে কষ্ট দেওয়া আর যার কোনো হক নেই তাকে কষ্ট দেওয়া এক নয়। মূল কথা হলো, কষ্টদানের ধরন ও মাত্রাভেদে পাপের তফাত হয়।

(ম: 219) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أثمها وجرمها بحسب المؤذي والعجب أن كثيرا من المسلمين اليوم يؤذون جيرانهم بالمضايقات والاطلاع على عوراتهم وغير ذلك وهذا من أعظم ما يكون من الإثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن - ثلاث مرات - قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جارة بوائقه يعني ظلمه وغشبه وقوله تعالى: {بغير ما اكتسبوا} يفهم منها أنه إذا أؤذي المؤمن بما اكتسب فليس في ذلك بأس يعني لو أذيت إنسانا ردا على فعل له آذاك فأذيتك فلا بأس أو أذى إنسانا لإقامة حد لله عز وجل أو أذى لأداء حق عليه أبي أن يقوم به فلا بأس بل قد أمر الله تعالى باللذين يأتیان الفاحشة فقال: {واللذان يأتیانها منكم فئذوهما} فأمر بإيذائهما {تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما} وهذا قبل أن يشرع قتل الفاعل والمفعول به في اللواط كان اللوطي في الأول لا يجلد ولا يقتل لكن يؤذى حتى يتوب ثم أمر الله تعالى بقتل الفاعل والمفعول به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على ذلك ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن مسعود رضي الله

عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبأب المسلم فسوق وقتاله كفر وهذا يدل على أن الفسق أهون من الكفر لأنه جعل السب فسوقاً وجعل القتل كفراً بالمقاتلة جعلها كفراً فعلى هذا إذا سب المسلم أخاه صار هذا الساب فاسقاً لا تقبل شهادته ولا يجعل له ولاية ولا على بنته لا يزوج ولا ابنته لأنه صار فاسقاً ولا يصح أن يكون إماماً للمسلمين، ولا

এর পাপ ও অপরাধ যাকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে তার গুরুত্বের ওপর নির্ভরশীল। আশ্চর্যের বিষয় হলো, বর্তমানকালের অনেক মুসলিম তাদের প্রতিবেশীদের নানাভাবে বিরক্ত করে এবং তাদের গোপনীয় বিষয়াদি জানার চেষ্টা করার মাধ্যমে কষ্ট দেয়, যা অত্যন্ত বড় গুনাহের কাজ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বললেন, "আল্লাহর কসম, সে মুমিন নয়! আল্লাহর কসম, সে মুমিন নয়! আল্লাহর কসম, সে মুমিন নয়!" সাহাবীগণ আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! সে কে?" তিনি বললেন, "যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে না।" অর্থাৎ যার জুলুম ও নিপীড়ন থেকে নিরাপদ নয়। আর মহান আল্লাহর বাণী: {যা তারা করেনি (তজ্জন্য)}—এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুমিন ব্যক্তি যদি তার কোনো কৃতকর্মের জন্য কষ্ট পায়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। যেমন, কেউ আপনাকে কষ্ট দিল এবং আপনি তার প্রতিশোধ হিসেবে তাকে কষ্ট দিলেন, তবে তাতে কোনো গুনাহ নেই। অথবা আল্লাহর কোনো দণ্ডবিধি কায়েম করার জন্য কাউকে কষ্ট দেওয়া হলো, কিংবা কারো ওপর পাওনা কোনো হক আদায়ের জন্য কষ্ট দেওয়া হলো যা সে দিতে অস্বীকার করছিল, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। বরং আল্লাহ তাআলা অশ্লীল কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন: {তোমাদের মধ্যে যে দুজন এই কুকর্মে লিপ্ত হয়, তাদের উভয়কে শাস্তি দাও}। অতঃপর তাদের কষ্ট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা {তওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তবে তাদের থেকে বিমুখ হও}। এটি লুত সম্প্রদায়ের অনুরূপ কার্যে লিপ্ত ব্যক্তিদের হত্যার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের কথা। ইসলামের প্রাথমিক যুগে সমকামীকে দোররা মারা বা হত্যা করা হতো না, বরং তওবা করা পর্যন্ত তাকে কষ্ট দেওয়া হতো। পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর জবানে উভয়কেই (সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় অংশীদার) হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এরপর লেখক আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসিকি এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরি।" এটি প্রমাণ করে যে, ফাসিকি হলো কুফরির চেয়ে হালকা বিষয়। কেননা গালি দেওয়াকে ফাসিকি এবং লড়াই বা যুদ্ধ করাকে কুফরি সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর ওপর ভিত্তি করে, যদি কোনো মুসলিম তার ভাইকে গালি দেয়, তবে সে ফাসিক হয়ে যাবে; তার সাম্প্রদায়িক গ্রহণ করা হবে না, তার কোনো অভিভাবকত্ব থাকবে না—এমনকি নিজের মেয়ের ক্ষেত্রেও নয় কারণ সে ফাসিক হয়ে গেছে, এবং সে মুসলিমদের ইমাম হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না, আর...

(ص: 220) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

يُصَحَّحُ أَنْ يَكُونَ مُؤَذِّنًا هَكَذَا قَالَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَفِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ هَذِهِ خِلَافٌ لَكِنِ الْمَهْمُ أَنْ مَنْ سَبَّ أَخَاهُ فَإِنَّهُ يَفْسُقُ أَمَّا مَنْ قَاتَلَهُ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ إِنْ اسْتَحْلَ الْمَقَاتِلَةَ بِغَيْرِ حَقِّ فَهُوَ كَافِرٌ كَفَرًا مَخْرَجًا عَنِ الْمِلَّةِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَحْلَهَا وَلَكِنْ لَهْوَى فِي نَفْسِهِ فَإِنْ يَكُونُ كَافِرًا لَكِنَّهُ كَفَرَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْمِلَّةِ وَالِدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} فَجَعَلَ اللَّهُ الطَّائِفَتَيْنِ الْمُقْتَتِلَتَيْنِ إِخْوَةً لِلطَّائِفَةِ الْبَصَلَةِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَا يَخْرُجَانِ مِنَ الْإِيمَانِ لَكِنَّهُ كَفَرَ دُونَ كَفَرٍ وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ

1560 - وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلاً رجلاً بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك رواه البخاري

1561 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
البتسابان ما قالا فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم رواه مسلم

তিনি একজন মুয়াজ্জিন হওয়ার যোগ্য হতে পারেন, অনেক আলেম (আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন) এমনটিই বলেছেন। এই মাসআলাগুলোর কোনো কোনোটিতে মতভেদ রয়েছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যে ব্যক্তি তার ভাইকে গালি দেয়, সে ফাসেক (পাপাচারী) হয়ে যায়। আর যে তার সাথে লড়াই বা যুদ্ধ করে, সে যদি অন্যায়ভাবে যুদ্ধ করাকে বৈধ মনে করে তবে সে কাফের হয়ে যাবে; এটি এমন কুফর যা তাকে ইসলাম থেকে বহিস্কার করে দেবে। আর যদি সে একে বৈধ মনে না করে বরং কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে তা করে, তবে সে কাফের হিসেবে গণ্য হবে ঠিকই, কিন্তু তা এমন কুফর যা তাকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। এর প্রমাণ হিসেবে আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অন্য দলের ওপর সীমালঙ্ঘন করে, তবে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ন্যায্যানুগভাবে মীমাংসা করো এবং ইনসাফ করো। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন। মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই; সুতরাং তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।" এখানে আল্লাহ তাআলা বিবাদমান দুই দলকেও আপোষকারী দলের ভাই হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। এটি প্রমাণ করে যে, তারা ঈমান থেকে বের হয়ে যায়নি; বরং এটি বড় কুফরের তুলনায় নিম্নস্তরের কুফর। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

1560 - আবু যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন: "কোনো ব্যক্তি যেন অন্য কোনো ব্যক্তিকে ফাসেক বা কাফের বলে অপবাদ না দেয়; কেননা যাকে অপবাদ দেওয়া হয়েছে সে যদি তেমন না হয়, তবে সেই অপবাদ বক্তার দিকেই ফিরে আসবে।" (বুখারী কর্তৃক বর্ণিত)

1561 - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "পরস্পরকে গালি প্রদানকারী দুই ব্যক্তি যা বলে, তার দায়ভার যে ব্যক্তি গালি দেওয়া শুরু করেছে তার ওপর বর্তাবে, যতক্ষণ না মজলুম (আক্রান্ত) ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করে।" (মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)

[الشَّرْحُ]

قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم سباب المسلم بغير حق عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعى أخاه بكفر أو فسق عاد عليه ما لم يكن صاحبه كذلك يعني إذا قلت لإنسان أنت فاسق أو يا فاسق صرت أنت الفاسق إلا إذا كان هو كذلك وهكذا من كفر أحدا وقال أنت كافر أو يا كافر وليس كذلك صار القائل هو الكافر وفي هذا دليل على أن هذا من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعده هذا القائل أن يكون هو الذي يتصف بهذه الصفة وعلى هذا فلا يحل للإنسان أن يقول لأخيه المؤمن يا فاسق أو يقول فلان فاسق إلا إذا كان كذلك وأراد أن يحذر منه فلا بأس وكذلك لا يقول له يا كافر أو يقول فلان كافر فإنه لا يحل له ذلك ما لم يكن هكذا وفيه التحذير من تكفير المسلمين بغير دليل شرعي خلافا لما يتجاسر به بعض الناس والعياذ بالله يكفر على أدنى شيء يقول هذا كفر وهذا فسق وما أشبه ذلك وأما الحديث الثاني فهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتسaban ما قالا فعلى البادي منهما المتسaban مبتدأ ما مبتدأ ثاني فعلى البادي خبر المبتدأ الثاني والجملة خبر المبتدأ الأول والمعنى أن المتسaban إذا تسابا وتشابها بكلام سيئ فإن الإثم على البادي منهما ما قالا

[ব্যখ্যা]

ইমাম নববী (রাহিমাল্লাহ) তাঁর কিতাব ‘রিয়াদুস সালাহীন’-এ ‘অন্যায়ভাবে মুসলিমকে গালি দেওয়া হারাম’ অনুচ্ছেদে আবু যর (রাডিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “যে ব্যক্তি তার ভাইকে কুফরি বা ফাসেকির অপবাদ দিল, অথচ সে তা নয়, তবে সেই অপবাদ তার ওপরই ফিরে আসবে।” অর্থাৎ, আপনি যদি কোনো মানুষকে বলেন “তুমি ফাসেক” অথবা “হে ফাসেক!”, তবে আপনি নিজেই

ফাসেক হয়ে যাবেন, যদি না ওই ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সেরূপ হয়। অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি কাউকে কাফের সাব্যস্ত করল এবং বলল “তুমি কাফের” অথবা “হে কাফের!”, অথচ সে তা নয়, তবে বক্তা নিজেই কাফের হয়ে যাবে। এতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, এটি কবিরী গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত; কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই কথা বলা ব্যক্তিকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে, সে নিজেই এই দোষে দোষী হয়ে পড়বে। এর ওপর ভিত্তি করে, কোনো ব্যক্তির জন্য তার মুমিন ভাইকে “হে ফাসেক” বলা অথবা “অমুক ব্যক্তি ফাসেক” বলা বৈধ নয়, যতক্ষণ না সে আসলেই সেরূপ হয় এবং তাকে সতর্ক করার উদ্দেশ্য থাকে; তবে সে ক্ষেত্রে কোনো দোষ নেই। তেমনিভাবে সে তাকে “হে কাফের” বলবে না অথবা “অমুক ব্যক্তি কাফের” বলবে না; কারণ যতক্ষণ সে প্রকৃতপক্ষে কাফের না হয়, ততক্ষণ তার জন্য এটি বলা বৈধ নয়। এর মধ্যে শরয়ি দলিল ছাড়া মুসলিমদের কাফের সাব্যস্ত করা থেকে সতর্কবার্তা রয়েছে; যা কিছু মানুষের ধৃষ্টতার বিপরীত—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই—যারা অতি সামান্য বিষয়েই কাফের সাব্যস্ত করে ফেলে এবং বলে যে, এটি কুফরি, এটি ফাসেকী বা অনুরূপ কিছু। আর দ্বিতীয় হাদিসটি আবু হুরায়রা (রাডিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “পরস্পরকে গালি প্রদানকারী দুইজন যা কিছু বলে, তার দায়ভার প্রথম গালিদাতার ওপর বর্তাবে।” এখানে ‘আল-মুতাসাব্বান’ হলো মুবতাদা (উদ্দেশ্য), ‘মা’ হলো দ্বিতীয় মুবতাদা, ‘ফা’লাল বাদি’ হলো দ্বিতীয় মুবতাদার খবর (বিধেয়) এবং এই বাক্যটি হলো প্রথম মুবতাদার খবর। এর অর্থ হলো, দুইজন ব্যক্তি যখন পরস্পরকে গালিগালাজ ও মন্দ কথা বলে, তখন তাদের বলা কথার সমুদয় পাপ সূচনাকারীর ওপর বর্তাবে।

(ص: 222) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

فعلى البادي منها ما لم يعتد المظلوم فإن اعتدى صار عليه الإثم وفي هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يسب صاحبه بمثل ما سبه به ولا يتعدي ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه قالوا: يا رسول الله كيف يلعن

الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه فدل هذا على أن الإنسان إذا كان سبباً للشر فإنه يناله من شره ما قال فعلى البادئ منه ما لم يعتد المظلوم فإن اعتدى فعليه وإن أخذ بحقه بدون زيادة فليس عليه شيء والله الموفق

1562 - وعنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال: اضربوه قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزأك الله قال: لا تقولوا هذا لا تعينوا عليه الشيطان رواه البخاري

[الشَّرْحُ]

هذه بقية الأحاديث في باب تحريم سب المسلم بغير حق وقد سبق حديثان حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما في هذا الموضوع أما الحديث الثالث فهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب يعني قد شرب الخمر وذلك بعد أن نزل تحريمها والخمر كل ما أسكر فهو خمر سواء كان من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من البر أو من غير ذلك كل ما أسكر فهو خمر قال النبي صلى الله عليه وسلم:

অতএব যে আচরণ শুরু করেছে তার ওপরই দায়ভার বর্তাবে যতক্ষণ না নির্যাতিত ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করে। যদি সে সীমালঙ্ঘন করে তবে গুনাহ তার ওপরই হবে। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কোনো ব্যক্তিকে কেউ গালি দিলে সে তাকে ঠিক অনুরূপ গালি দিতে পারে এবং তা বৈধ, তবে তাতে সীমালঙ্ঘন করা যাবে না। একারণেই যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন: "আল্লাহ তাকে লানত বা অভিশাপ দেন যে তার পিতামাতাকে অভিশাপ দেয়," সাহাবীরা আরজ করলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! একজন মানুষ তার নিজের পিতামাতাকে কীভাবে অভিশাপ দেয়?" তিনি বললেন: "সে অন্য লোকের পিতাকে গালি দেয়, ফলে সেও তার পিতাকে গালি দেয় এবং সে অন্যের মাকে গালি দেয় ফলে সেও তার মাকে গালি দেয়।" এটি প্রমাণ করে যে, মানুষ যখন কোনো মন্দের কারণ হয়, তখন সেই মন্দের

প্রতিফল তাকে ভোগ করতে হয়। অতএব সূচনাকারীর ওপরই দায় থাকবে যতক্ষণ না মজলুম বা নির্যাতিত ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করে। যদি সে সীমালঙ্ঘন করে তবে তার ওপর গুনাহ হবে, আর যদি সে অতিরিক্ত কিছু না করে কেবল নিজের হক বুঝে নেয় তবে তার ওপর কোনো গুনাহ নেই। আর আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

১৫৬২ - তাঁর (আবু হুরায়রা) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এমন এক ব্যক্তিকে আনা হলো যে মদ্যপান করেছিল। তিনি বললেন: "তোমরা তাকে প্রহার করো।" আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমাদের মধ্যে কেউ হাত দিয়ে প্রহার করছিল, কেউ জুতো দিয়ে এবং কেউ কাপড় দিয়ে। যখন সে চলে গেল, তখন লোকদের মধ্যে কেউ বলল: "আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন।" তিনি (নবী) বললেন: "তোমরা এমন বলো না এবং তার বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য করো না।" (বুখারী)

[ব্যাখ্যা]

মুসলিমকে অন্যায়ভাবে গালি দেওয়া হারাম হওয়া সম্পর্কিত অধ্যায়ের অবশিষ্ট হাদিসসমূহ এগুলো। এই বিষয়ে ইতিপূর্বে ইবনে মাসউদ ও আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত দুটি হাদিস অতিক্রান্ত হয়েছে। আর তৃতীয় হাদিসটি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এক ব্যক্তিকে আনা হলো যে পান করেছিল, অর্থাৎ মদ পান করেছিল। আর এটি মদ্যপান হারাম হওয়ার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পরের ঘটনা। আর মদ হলো যা বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন বা মাতাল করে দেয়, চাই তা আঙুর থেকে হোক বা খেজুর থেকে, যব থেকে হোক বা গম থেকে অথবা অন্য কিছু থেকে। যা কিছু মাতাল করে তাই মদ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(ص: 223) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

كل مسكر خمر وكل مسكر حرام والإسكار هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب
ليس مجرد تغطية العقل ولهذا البنج ليس مسكرا وإن كان يغطي العقل والمبنج لا

يُدري ماذا حصل له لكن الخمر نسأل الله العافية يجد الإنسان من السكر لذة وطرباً ونشوى حتى يتصور أنه ملك من الملوك وأنه فوق الثرياً وما أشبه ذلك كما قيل في هذا:

ونشربها فتتركنا ملوكاً

وكما قال حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه لابن أخيه النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكران فتكلم معه فقال له حمزة وهو سكران هل أنتم إلا عبيد أبي وهذه كلمة بشعة لكنه سكران والسكران لا يؤاخذ بها يقول وهذا قبل أن ينزل تحريم الخمر وكان الخمر على أربع مراحل: المرحلة الأولى إباحة أن الله أباحه للعباد إباحة طيبة فقال تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا يعني تشربونه فتسكرون وتتجرون به فتحصلون رزقًا المرحلة الثانية تعريض الله تعالى بتحريمه وقال تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما} ولم ينه عنهما

প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্যই মদ এবং প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্যই হারাম। আর মত্ততা বা নেশাগ্রস্ত হওয়া হলো আনন্দ ও উল্লাসের বশবর্তী হয়ে বুদ্ধিবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করা, এটি কেবল বুদ্ধিবৃত্তির সাধারণ কোনো আচ্ছাদন নয়। এই কারণেই চেতনানাশক (অ্যানেস্থেশিয়া) নেশাজাতীয় নয়, যদিও তা বুদ্ধিবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করে; কারণ যে ব্যক্তিকে চেতনানাশক প্রদান করা হয় সে তার সাথে কী ঘটছে তা অনুধাবন করতে পারে না। কিন্তু মদের ক্ষেত্রে—আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করি—মানুষ মত্ততার মাঝে এমন স্বাদ, আনন্দ ও শিহরণ খুঁজে পায় যে, সে নিজেকে প্রতাপশালী রাজাদের একজন কল্পনা করে এবং মনে করে যে সে সুরাইয়া নক্ষত্রপুঞ্জের উপরে অবস্থান করছে এবং এই জাতীয় আরও অনেক কিছু। যেমনটি এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

আমরা এটি পান করি আর এটি আমাদের রাজকীয় মর্যাদা দান করে

এবং যেমনটি হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) তাঁর ভাতুষ্পুত্র নবী (আল্লাহর শান্তি ও আশীর্বাদ তাঁর ওপর বর্ষিত হোক)-কে বলেছিলেন, যখন নবী (আল্লাহর শান্তি ও আশীর্বাদ তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) তাঁকে মত্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে তাঁর সাথে কথা

বলেছিলেন। তখন হামজা মত্ত থাকা অবস্থায় তাঁকে বলেছিলেন: 'তোমরা তো আমার পিতার ক্রীতদাস ভিন্ন আর কিছুই নও।' এটি ছিল অত্যন্ত জঘন্য একটি বাক্য, কিন্তু তিনি তখন মত্ত ছিলেন, আর মত্ত ব্যক্তি যা বলে সে জন্য তাকে পাকড়াও করা হয় না। এটি মদ হারাম হওয়ার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের ঘটনা। মদের বিধান চারটি পর্যায়ে পূর্ণ হয়েছিল: প্রথম পর্যায় ছিল বৈধতা, আল্লাহ বান্দাদের জন্য এটি বৈধ রেখেছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন: 'আর খেজুর ও আঙ্গুর ফল থেকে তোমরা গ্রহণ করো নেশাদ্রব্য ও উত্তম রিজিক।' অর্থাৎ তোমরা এটি পান করো ও মত্ত হও এবং এর ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করো। দ্বিতীয় পর্যায় হলো মহান আল্লাহ কর্তৃক এটি হারামের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান। মহান আল্লাহ বলেন: 'তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, এ দুটির মধ্যে রয়েছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য কিছু উপকারও; তবে এ দুটির পাপ এগুলোর উপকারের চেয়ে অনেক বড়।' তখনো এ দুটিকে সরাসরি নিষিদ্ধ করা হয়নি।

(ص: 224) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

في هذه المرحلة الثانية المرحلة الثالثة قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون} فنهى عن قربان الصلاة في حال السكر وهذا يقتضي أنه يباح شرب الخمر في غير أوقات الصلاة المرحلة الرابعة: التحريم البائن قال تعالى في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} فاجتنبه الناس لكن لما كانت النفوس تدعوا إليها إلى الخمر وشربها جعل لها رادع يردع الناس عن شربها وهو العقوبة ولم يقدر لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً فعقوبة الشارب ليست حداً لكنها تعزير ولهذا جاء برجل شرب الخمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوه ولا قال أربعين ولا ثمانين ولا مائة ولا عشرة

فَقَامُوا يَضْرِبُونَهُ مِنْهُ الضَّارِبُ بِثَوْبِهِ وَمِنْهُمْ الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَمِنْهُمْ الضَّارِبُ بِنَعْلِهِ لَكِنْ ضَرْبُهُ نَحْوَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً فَلَمَّا انْصَرَفُوا وَانْصَرَفَ الرَّجُلُ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَخْزَاهُ اللَّهُ يَعْنِي أَذْلَهُ وَفَضَحَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُلْ هَكَذَا لَا تَدْعُ عَلَيْهِ بِالْخِزْيِ رَجُلٌ شَرِبَ مَسْكِرًا وَجَلَدَ وَتَطَهَّرَ بِالْجُلْدِ لَا تَعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ فَتَهْلِكُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْبُوهُ مَعَ أَنَّهُ شَارِبٌ خَمْرٍ إِذَا مَا مَوْقِفْنَا مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ مَوْقِفْنَا أَنْ نَدْعُو لَهُ بِالْهَدَايَةِ قُلِ اللَّهُمَّ اهْدِهِ اللَّهُمَّ أَصْلَحْهُ اللَّهُمَّ أَبْعِدْهُ عَنِ هَذَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَمَا أَنْ تَدْعُوا عَلَيْهِ فَإِنَّكَ تَعِينُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ مُحَرَّمٌ وَأَنْ عَلَيْهِ عِقَابٌ

এই দ্বিতীয় পর্যায়ে কিংবা তৃতীয় পর্যায়ে মহান আল্লাহ বলেন: "হে মুমিনগণ, তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বলছ তা বুঝতে পার।" এখানে তিনি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতে উপস্থিত হতে নিষেধ করেছেন, যা প্রতীয়মান করে যে সালাতের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে মদ্যপান করা বৈধ ছিল। চতুর্থ পর্যায়: চূড়ান্ত হারাম ঘোষণা। মহান আল্লাহ সূরা আল-মায়িদায় বলেন—যা অবতীর্ণ হওয়া সর্বশেষ সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত—মহান আল্লাহ বলেন: "হে মুমিনগণ, নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কাজ। সুতরাং তোমরা তা পরিহার করো।" ফলে মানুষ তা বর্জন করল। কিন্তু মানুষের প্রবৃত্তি যেহেতু মদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাই তা থেকে বিরত রাখার জন্য একটি প্রতিরোধক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, আর তা হলো শাস্তি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করেননি; তাই মদ্যপায়ীর শাস্তি 'হদ' (সুনির্ধারিত দণ্ড) নয় বরং তা 'তা'যির' (বিবেচনামূলক শাস্তি)। এ কারণেই একবার এক মদ্যপায়ী ব্যক্তিকে আনা হলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তোমরা তাকে প্রহার করো।" তিনি চল্লিশ, আশি, একশত বা দশ—এমন কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা বলেননি। ফলে তারা তাকে প্রহার করতে শুরু করলেন; কেউ কাপড় দিয়ে, কেউ হাত দিয়ে, আবার কেউ জুতো দিয়ে। তারা তাকে প্রায় চল্লিশটির মতো আঘাত করলেন। যখন তারা প্রহার শেষ করলেন এবং লোকটি চলে গেল, তখন জনৈক ব্যক্তি বলে উঠল: "আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করুন" অর্থাৎ তাকে অপমানিত ও অপদস্থ করুন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "এমন বলো না; তার লাঞ্ছনার জন্য বদদোয়া করো না। এক ব্যক্তি মাদক পান

করেছে এবং তাকে চাবুক মারা হয়েছে, এর মাধ্যমেই সে পবিত্র হয়েছে। তোমরা তার বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য করো না।" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে গালি দিতে নিষেধ করলেন যদিও সে মদ্যপায়ী ছিল। সুতরাং মদ্যপায়ীর প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এমন হওয়া উচিত যে, আমরা তার হিদায়াতের জন্য দোয়া করব। বলব: "হে আল্লাহ! তাকে হিদায়াত দিন, হে আল্লাহ! তাকে সংশোধন করুন, হে আল্লাহ! তাকে এগুলো থেকে দূরে রাখুন" ইত্যাদি। কিন্তু তার বিরুদ্ধে বদদোয়া করলে আপনি তার বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য করলেন। এর মধ্যে এই প্রমাণ রয়েছে যে, মদ হারাম এবং এর জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে।

(ম: 225) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

لكن في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه انتشرت الفتوحات ودخل في دين الإسلام أناس جدد وكثر شرب الخمر في عهده وكان رضي الله عنه رجلاً حازماً ناهيك به فأراد أن يعاقب شارب الخمر بعقوبة تكون أشد وأردع إلا أنه رضي الله عنه لورعه وتحززه جمع الصحابة أي جمع ذوي الرأي وليس المراد كل الصحابة لأن السوق وعامة الناس لا يصلحون لمثل هذه الأمور ولا لأمر السياسة وليس لعامة الناس أن يلوکوا ألسنتهم بسياسة ولالة الأمور السياسة لها أناس والصحون والقذور لها أناس آخرون ولو أن السياسة صارت تلاك بين ألسن عامة الناس فسدت الدنيا لأن العامي ليس عنده علم وليس عنده عقل وليس عنده تفكير وعقله وفكره لا يتجاوز قدمه ويدل لهذا قول الله تعالى: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ} ونشروه قال تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يُسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} دل هذا على أن العامة ليسوا كأولي الأمر وأولي الرأي والمشورة فليس الكلام في السياسة من المجالات العامة ومن أراد أن تكون العامة مشاركة لولاية الأمور في سياستها وفي رأيها وفكرها فقد ضل ضللاً بعيداً وخرج عن

هـدي الصـحابة وهـدي الخلفاء الراشـدين وهـدي سلف الأـمة فـالـهم أن عـمر بن
الخطـاب لحـزمه جـمع ذـوي الرأـي من الصـحابة وقـال لـهم ما مـعناه (كـثر شـرب الخـمر)
وإذا قـل الوـازع الدـيني يـجب أن يـقوى الرادع السلطاني يعـني إذا ضـعف الأمر من
النـاحيتين الوـازع الدـيني والرادع السلطاني فـسدت الأـمة فـاستشارهم ماذا يصنع
فقال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانون جلدة ارفع
العقوبة إلى ثمانين جلدة ويشير رضي الله عنه أعني عبد الرحمن إلى حد القذف فإن
الله تعالى قال: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم

কিন্তু উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর শাসনামলে রাজ্যবিজয় ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছিল এবং ইসলাম ধর্মে নতুন নতুন লোক প্রবেশ করেছিল। ফলে তাঁর সময়ে মদ্যপানের হার বৃদ্ধি পায়। তিনি (রা.) ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ও কঠোর ব্যক্তিত্ব—তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বলাই বাহুল্য—তাই তিনি মদ্যপায়ীকে এমন এক দণ্ডের মাধ্যমে শাস্তি দিতে চাইলেন যা হবে অধিকতর কঠোর এবং যা অপরাধ দমনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। তবে তিনি (রা.) তাঁর খোদাভীতি ও সতর্কতার কারণে সাহাবীগণকে সমবেত করলেন; অর্থাৎ তিনি বিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের একত্রিত করলেন। এখানে সকল সাহাবীকে উদ্দেশ্য করা হয়নি, কারণ সাধারণ বাজারচারী ও সাধারণ জনগণ এই জাতীয় বিষয়াবলি কিংবা রাজনৈতিক বিষয়ের জন্য উপযুক্ত নয়। আর সাধারণ মানুষের জন্য এটি সমীচীন নয় যে তারা শাসকগোষ্ঠীর রাষ্ট্রনীতি নিয়ে বাকবিতণ্ডা করবে। রাজনীতির জন্য একদল যোগ্য ব্যক্তি রয়েছেন, আর ঘরসংসার ও হাঁড়ি-পাতিল সামলানোর জন্য ভিন্ন লোক রয়েছেন। যদি রাষ্ট্রনীতি সাধারণ মানুষের মুখে মুখে আবর্তিত হতে থাকে, তবে পৃথিবী কলুষিত হয়ে যাবে। কারণ সাধারণ মানুষের পর্যাপ্ত জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও চিন্তাশক্তি নেই; তাদের বুদ্ধি ও চিন্তা কেবল নিজের পায়ের সীমানা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। এর প্রমাণ হিসেবে মহান আল্লাহর বাণী: "আর যখন তাদের কাছে নিরাপত্তা কিংবা ভয়ের কোনো সংবাদ আসে, তখন তারা তা প্রচার করে দেয়।" তিনি আরও ইরশাদ করেন: "যদি তারা তা রাসূল এবং তাদের মধ্যকার দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাছে ফিরিয়ে নিত, তবে তাদের মধ্যকার যারা তাত্ত্বিক গবেষণা ও সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম তারা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারত।" এটি প্রমাণ করে যে, সাধারণ জনগণ আর দায়িত্বশীল ও নীতিনির্ধারকগণ সমান নন। সুতরাং রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করা সাধারণ জনগণের ক্ষেত্র নয়। যে ব্যক্তি চায় যে রাষ্ট্রপরিচালনা,

فيه الإصلاح والتقويم وقال جمهور العلماء لا يقتل بل يكرر عليه الجلد كلما شرب جلد وتوسط شيخ الإسلام رحمه الله فقال: إذا كثّر شرب الخمر في الناس ولم ينته الناس بدون القتل فإنه يقتل في الرابعة وهذا قول وسط روعي فيه الجمع بين المصلحتين مصلحة ما يدل عليه بعض النصوص الصريحة لأن عمر لم يرفع العقوبة إلى القتل مع أنه يقول إن الناس كثّر شربهم وبين هذا الحديث الذي اختلفت الناس في صحته وفي بقاء حكمه هل هو منسوخ أو غير منسوخ وهل هو صحيح أو غير صحيح فعلى كل حال فالذي اختاره شيخ الإسلام هو عين الصواب أنه إذا كثّر شرب الناس والخمر ولم ينته الناس بدون قتل فإنه يقتل الشارب في الرابعة وليت ولاية الأمور يعملون هذا العمل ولو عملوا هذا العمل لحصل خير

আশিটি বেত্রাঘাত—এটি নির্ধারিত দণ্ডসমূহের মধ্যে লঘুতম। তাই ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মদপানকারীর শাস্তি আশিটিতে উন্নীত করেন। এটি এই বিষয়ের একটি সুস্পষ্ট ভাষ্যের মতো যে, মদপানকারীর দণ্ড মূলত অপরিবর্তনীয় হ'দ নয়; বরং এটি সুস্পষ্ট প্রমাণ, কারণ তিনি বলেছিলেন: লঘুতম হ'দ হলো আশি। সাহাবীগণও এ বিষয়ে তাঁর সাথে একমত হয়েছিলেন। ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এমনটি বলেননি যে এটি এমন নয়, বরং তিনি মানুষের মাঝে সতর্কতা তৈরির লক্ষ্যে শাস্তিটি বাড়িয়ে আশি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেছিলেন। সুন্নাহতে বর্ণিত হয়েছে যে, মদপানকারী যদি একবার পান করে তবে তাকে বেত্রাঘাত করা হবে, পুনরায় পান করলে পুনরায় বেত্রাঘাত করা হবে, তৃতীয়বার পান করলে আবারও বেত্রাঘাত করা হবে; কিন্তু চতুর্থবার পান করলে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। সুন্নাহতে এভাবেই এসেছে এবং যাহেরীগণ এর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেছেন। তারা বলেছেন, মদপানকারীকে বেত্রাঘাত করার পর যদি সে চতুর্থবার পান করে, তবে তাকে হত্যা করা হবে; কারণ সে এক কলুষিত উপাদানে পরিণত হয়েছে, যাকে সংশোধন ও সংস্কারের মাধ্যমে ঠিক করা সম্ভব হয়নি। পক্ষান্তরে জমহুর বা অধিকাংশ আলেম বলেছেন, তাকে হত্যা করা হবে না; বরং যতবারই সে পান করবে, ততবারই তাকে বেত্রাঘাত করা হবে। শাইখুল ইসলাম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে বলেছেন: যদি মানুষের মাঝে মদপান ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং হত্যা করা ছাড়া মানুষ এর থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে চতুর্থবার পান করার কারণে তাকে হত্যা করা হবে। এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মত, যাতে দুটি বিষয়ের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে: এক, কিছু

সুস্পষ্ট ভাষ্যের দাবি—যেহেতু ওমর (রা.) মদপান বেড়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করা সত্ত্বেও শাস্তিকে হত্যা পর্যন্ত পৌঁছাননি। দুই, এই হাদীসটি—যেটির বিশুদ্ধতা এবং এর বিধান বলবৎ থাকার বিষয়ে (অর্থাৎ এটি রহিত কি না এবং এটি সহীহ কি না সে বিষয়ে) আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সারকথা, শাইখুল ইসলাম যা পছন্দ করেছেন তা-ই সঠিক সিদ্ধান্ত; তা হলো, যদি মানুষের মাঝে মদপান ছড়িয়ে পড়ে এবং হত্যা ব্যতীত তারা বিরত না হয়, তবে চতুর্থ দফায় পানকারীকে হত্যা করা হবে। আফসোস, যদি রাষ্ট্রপ্রধানগণ এই নীতি কার্যকর করতেন! যদি তারা এটি করতেন, তবে অবশ্যই প্রভূত কল্যাণ অর্জিত হতো।

(ص: 227) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

كثير واندرأ شر كثير وقل شرب الناس للخمر الذي بدأ ينتشر والعياذ بالله وفي بعض البلاد الإسلامية انتشر كانتشار الشراب المباح كعصير الليمون وعصير البرتقال وما أشبه ذلك وهذا لا شك أنه مظهر غير مظهر المسلمين وأنه استباحة له في الواقع كونه يصبح منشورا بين الناس يفتح الإنسان الثلاجة ويشرب الخمر والعياذ بالله هكذا كأنه استباحه وهذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف فإن الناس الآن تقاسموا هذه الأشياء الأربعة منهم من انتشر في شعوبهم الزنا واللواط والعياذ بالله وصار عندهم مباحا يذكر لنا أنه في بعض البلاد إذا نزلت الطائرة وإذا في المطار فتيات وفتيان يقالون للنازل ما تريد؟ جميلة غير جميلة شابة غير شابة؟ الحر يعني الزنا أو اللواط وفي بعض البلاد الخمر منتشرة يباع في الأسواق ويشرب ليلا ونهارا وكأنه شراب حلال وفي بعض البلاد ولاسيما في المتوفين من رعيتهم نجد الرجل كالمرأة يلبس الحرير واللين من الثياب وربما يلبس حلي الذهب قلادة خاتم أو ما أشبه ذلك والمعازف الآن حدث ولا حرج المعازف منتشرة في غالب بلاد

الإسلام إن لم أقل في كل بلاد الإسلام فقد انتشرت والعياذ بالله المعازف بجميع
أنواعها فنسأل الله السلامة والهداية وأن يصلح ولاية الأمور ورعاياهم إنه على كل
شيء قدير

প্রচুর অনিষ্ট দূর হয়েছে এবং মানুষের মদ পান হ্রাস পেয়েছে যা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল—
আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। কিছু মুসলিম দেশে এটি লেবুর শরবত বা কমলার
জুসের মতো বৈধ পানীয়ের ন্যায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। নিঃসন্দেহে এটি মুসলিমসুলভ
বৈশিষ্ট্য নয় এবং বাস্তবে এটি একে বৈধ জ্ঞান করারই নামান্তর। এটি মানুষের মাঝে এমনভাবে
ছড়িয়ে পড়েছে যে, মানুষ ফ্রিজ খুলে মদ পান করছে—নাউযুবিল্লাহ—যেন সে একে বৈধ মনে
করে নিয়েছে। আর এর ওপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বাণীটি প্রযোজ্য হয়:
"অবশ্যই আমার উম্মতের মাঝে এমন কিছু দলের উদ্ভব হবে, যারা ব্যভিচার, রেশম, মদ এবং
বাদ্যযন্ত্রকে হালাল বা বৈধ মনে করবে।" বর্তমান যুগের মানুষ এই চারটি বিষয় নিজেদের
মধ্যে ভাগ করে নিয়েছে। তাদের কারও কারও সমাজে ব্যভিচার এবং সমকামিতা (আল্লাহ
আমাদের রক্ষা করুন) ছড়িয়ে পড়েছে এবং তাদের নিকট এটি বৈধ বিষয়ে পরিণত হয়েছে।
আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে যে, কোনো কোনো দেশে বিমান অবতরণ করলে বিমানবন্দরে
তরুণ-তরুণীরা যাত্রীদের জিজ্ঞেস করে, "আপনি কী চান? সুন্দরী নাকি সাধারণ? যুবতী নাকি
অন্য কেউ?" 'হির' অর্থ ব্যভিচার বা সমকামিতা। আবার কোনো কোনো দেশে মদ ব্যাপকভাবে
ছড়িয়ে পড়েছে, যা বাজারে বিক্রি হয় এবং দিবা-রাত্রি এমনভাবে পান করা হয় যেন এটি
একটি হালাল পানীয়। কোনো কোনো দেশে, বিশেষ করে বিত্তবান শ্রেণির মধ্যে দেখা যায় যে,
পুরুষরা নারীদের মতো রেশম ও মিহি পোশাক পরিধান করছে; এমনকি তারা স্বর্ণালঙ্কার
যেমন মালা, আংটি বা এই জাতীয় অলঙ্কারও পরিধান করছে। আর বাদ্যযন্ত্রের কথা তো বলাই
বাহুল্য। অধিকাংশ মুসলিম দেশে বাদ্যযন্ত্র ছড়িয়ে পড়েছে, আমি যদি বলি সব মুসলিম দেশেই
তবে তা অতুষ্টি হবে না। আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই, সব ধরনের বাদ্যযন্ত্র আজ সর্বত্র ছড়িয়ে
পড়েছে। সুতরাং আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও হেদায়েত প্রার্থনা করি এবং তিনি যেন
শাসকবর্গ ও প্রজাসাধারণকে সংশোধন করে দেন; নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

1562 - وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال متفق عليه.

1563 - وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم سباب المسلم بغير حق.

ساق أحاديث وقبلها آية، والحديث الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال المملوك هو العبد يملكه الإنسان، والمملوك كالسلعة يباع ويشترى ويوهب، ويرهن ويوقف إلا أن أحكام الله عز وجل هو والحر على حد سواء في غير الأمور المالية.

والسيد مالك للرقيق لعينه يعني رقبته ولمنافعه، فإذا قذف عبده بأن قال للعبد: يا زاني أو يا لوطي، أو ما أشبه ذلك من كلمات القذف فإنه لن يحد في الدنيا؛ لأنه سيد، والعبد مملوك، لكن يقام عليه في دار عذابها أشد والعياذ بالله وهي الدار الآخرة يقام عليه الحد يوم القيامة وعلى هذا فيكون قذف المملوك من كبائر الذنوب لأنه رتب عليه عقوبة في الآخرة وكل شيء رتب عليه عقوبة في الآخرة فإنه يكون من كبائر الذنوب، كما قال أهل العلم رحمهم الله في حد الكبيرة. وأما لو زنى المملوك حقيقة وقذفه سيده بذلك فإنه لا حد عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يكون كذلك يعني كما قال ولكن

১৫৬২ - তাঁর (আবু হুরায়রা) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি তার দাসের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, কিয়ামতের দিন তার ওপর হদ (নির্ধারিত শাস্তি) কায়েম করা হবে, যদি না সে যা বলেছে তা সত্য হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)।

১৫৬৩ - তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি তার দাসের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, কিয়ামতের দিন তার ওপর হদ কায়েম করা হবে, যদি না সে যা বলেছে তা সত্য হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালেহীন' গ্রন্থের 'অন্যায়ভাবে মুসলিমকে গালি দেওয়া হারাম' পরিচ্ছেদে এটি উল্লেখ করেছেন।

তিনি বেশ কিছু হাদীস এবং তার আগে একটি আয়াত উল্লেখ করেছেন। সর্বশেষ হাদীসটি আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি তার দাসের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, কিয়ামতের দিন তার ওপর হদ কায়েম করা হবে, যদি না সে যা বলেছে তা সত্য হয়।" 'মামলুক' অর্থ হলো দাস, যার মালিক মানুষ। দাস একটি পণ্যের মতো, যাকে কেনা-বেচা করা যায়, দান করা যায়, বন্ধক রাখা যায় এবং ওয়াকফ করা যায়। তবে আর্থিক বিষয়াদি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর বিধান অনুযায়ী স্বাধীন ব্যক্তি ও দাসের মর্যাদা সমান।

মনিব দাসের সত্তা অর্থাৎ তার গর্দান ও তার শ্রমের মালিক। সুতরাং মনিব যদি তার দাসকে অপবাদ দেয়, যেমন তাকে বলে: 'হে ব্যভিচারী' বা 'হে সমকামী' অথবা এই জাতীয় কোনো অপবাদমূলক শব্দ ব্যবহার করে, তবে দুনিয়াতে তার ওপর হদ কার্যকর করা হবে না; কারণ সে মনিব এবং দাস তার মালিকানাধীন। কিন্তু পরকালে—যেখানে শাস্তি অত্যন্ত কঠিন, আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—অর্থাৎ আখিরাতে তার ওপর হদ কার্যকর করা হবে। কিয়ামতের দিন এই শাস্তি কার্যকর হবে। এর ওপর ভিত্তি করে এটি প্রমাণিত হয় যে, দাসের প্রতি অপবাদ দেওয়া কবিরাত্তা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত; কারণ এর জন্য পরকালে শাস্তির কথা বলা হয়েছে। আর আলেমগণ (রাহিমাহুমুল্লাহ) কবিরাত্তা গুনাহের সংজ্ঞায় বলেছেন যে, যে কাজের জন্য পরকালে শাস্তির বিধান রয়েছে তা কবিরাত্তা গুনাহ হিসেবে গণ্য।

তবে যদি দাস বাস্তবে ব্যভিচার করে থাকে এবং মনিব তাকে সেই অপবাদ দেয়, তবে মনিবের ওপর কোনো শাস্তি নেই। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যদি না সে যা বলেছে তা সত্য হয়।" অর্থাৎ মনিব যা বলেছে তা যদি বাস্তব হয়, তবে কোনো হদ নেই।
কিন্তু...

(ص: 229) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

متى يكون كما قال؟ يكون بأن يشهد عليه أربعة.
أربعة رجال عدول بأنه زنى ويصرحون بذكر حقيقة الوطء أو يقر هو بنفسه على نفسه فحينئذ يرتفع الحد عن السيد.
وأعلم أن الرقيق إذا زنى فإن عليه نصف حد الحر كما قال الله تبارك وتعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة يعني الإمام {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} والذي يتنصف من عذاب المحصنات هو الجلد فيكون على الرقيق إذا زنى خمسون جلدة فقط قال العلماء ويسقط عنه التغريب، لأن الزاني الحر إذا زنى وهو غير محصن فإنه يجلد مائة جلدة ويطرد عن البلد عاماً كاملاً أما الرقيق فإنه يجلد خمسين جلدة ولا يغرب لأن التغريب إضرار بسيدة فيكون من باب تحصيل الإنسان ما لم يحتمله، وللسيد أن يقيم على عبده الحد إذا زنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها فأمر السيد أن يجلدها أما الحر فإنه لا يتولى جلده إلا الإمام أو نائبه حتى لو كان ابنك وزنى وهو بالغ عاقل فإنه لا يتولى إقامة الحد عليه إلا الإمام أو نائبه وكذلك لو زنى أخوك بعد بلوغه وهو عاقل فإنه لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه أما السيد فيقيمه على عبده خاصة في الجلد وأما لو سرق

العبد فالسرقة فيها قطع اليد ولا يتولى قطع اليد إلا الإمام أو نائبه ولهذا قال العلماء: إن السيد لا يقيم الحد على عبده إلا إذا كان الحد جلدًا والله أعلم

তিনি যা বলেছেন তা কখন বাস্তবায়িত হবে? এটি তখন হবে যখন চারজন তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে।

চারজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ সাক্ষ্য দেবেন যে সে ব্যভিচার করেছে এবং তারা সরাসরি মৈথুনের প্রকৃত স্বরূপটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করবেন, অথবা সে স্বয়ং নিজের অপরাধ স্বীকার করবে।

এমতাবস্থায় মনিবের ওপর থেকে হদ্দ (শাস্তি প্রদানের বাধ্যবাধকতা) রহিত হবে।

জেনে রাখুন যে, ক্রীতদাস যদি ব্যভিচার করে তবে তার ওপর স্বাধীন ব্যক্তির অর্ধেক হদ্দ প্রযোজ্য হবে, যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেছেন: "অতঃপর যখন তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়, তারপর যদি তারা ব্যভিচার করে—অর্থাৎ দাসীরা—তবে তাদের ওপর স্বাধীন নারীদের অর্ধেক শাস্তি প্রযোজ্য হবে।" আর স্বাধীন ব্যক্তিদের শাস্তির যে অংশটি অর্ধেক করা সম্ভব তা হলো দোররা বা বেত্রাঘাত। সুতরাং ক্রীতদাস ব্যভিচার করলে তার ওপর কেবল পঞ্চাশটি দোররা কার্যকর হবে। আলেমগণ বলেছেন যে, তার ওপর থেকে দেশান্তর করার শাস্তি রহিত হবে। কেননা অবিবাহিত স্বাধীন ব্যক্তি যদি ব্যভিচার করে, তবে তাকে একশত দোররা মারা হয় এবং এক বছরের জন্য জনপদ থেকে নির্বাসিত করা হয়। পক্ষান্তরে ক্রীতদাসকে পঞ্চাশটি দোররা মারা হবে এবং তাকে নির্বাসিত করা হবে না। কারণ নির্বাসন তার মনিবের জন্য ক্ষতির কারণ হবে, যা কোনো ব্যক্তির ওপর তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। ক্রীতদাস ব্যভিচার করলে মনিব তার ওপর হদ্দ কায়েম করতে পারেন, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের কারো দাসী যদি ব্যভিচার করে তবে সে যেন তাকে দোররা মারে।" এখানে তিনি মনিবকে দোররা মারার আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান বা তার প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য কেউ দোররা মারার দায়িত্ব পালন করবে না। এমনকি যদি আপনার সন্তানও ব্যভিচার করে এবং সে প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান হয়, তবুও রাষ্ট্রপ্রধান বা তার প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য কেউ তার ওপর হদ্দ কায়েম করবে না। অনুরূপভাবে আপনার ভাই যদি প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান অবস্থায় ব্যভিচার করে, তবে রাষ্ট্রপ্রধান বা তার প্রতিনিধি ব্যতিরেকে অন্য কেউ তা কার্যকর করবে না। তবে মনিব কেবল দোররা মারার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তার ক্রীতদাসের ওপর তা কার্যকর করতে পারেন। আর যদি ক্রীতদাস চুরি করে, তবে চুরির শাস্তি হলো হাত কাটা, আর হাত কাটার

দায়িত্ব রাষ্ট্রপ্রধান বা তার প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য কেউ পালন করবে না। এই কারণেই আলেমগণ বলেছেন: মনিব তার ক্রীতদাসের ওপর কেবল তখনই হৃদ কায়ম করবেন যখন তা দোররা মারার দণ্ড হয়। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

(ص: 230) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَابُ تَحْرِيمِ سَبِّ الْأَمْوَاتِ بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ مَصْلَحَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَهُوَ التَّحْذِيرُ مِنَ الْاِقْتِدَاءِ بِهِ فِي بَدْعَتِهِ وَفُسْكَه، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَفِيهِ الْآيَةُ وَالْأَحَادِيثُ السَّابِقَةُ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ.

1564 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ:

[الشَّرْحُ]

قَالَ الْمَوْلَفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ (رِيَّاضِ الصَّالِحِينَ) : بَابُ تَحْرِيمِ سَبِّ الْأَمْوَاتِ بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ مَصْلَحَةٍ شَرْعِيَّةٍ.

الْأَمْوَاتُ يَعْنِي الْأَمْوَاتُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، أَمَّا الْكَافِرُ فَلَا حَرَمَةَ لَهُ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي سَبِّهِ إِيْذَاءٌ لِلْأَحْيَاءِ مِنْ أَقْرَابِهِ فَلَا يَسْبُ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ضَرَرٌ فَإِنَّهُ لَا حَرَمَةَ لَهُ وَهَذَا هُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْمَوْلَفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: بِغَيْرِ حَقٍّ لِأَنَّ لَنَا الْحَقَّ أَنْ نَسُبَّ الْأَمْوَاتَ الْكَافِرِينَ الَّذِينَ أَذَوْا الْمُسْلِمِينَ وَقَاتَلُوهُمْ وَيَحَاوِلُونَ أَنْ يَفْسُدُوا عَلَيْهِمْ دِينُهُمْ.

أَوْ مَصْلَحَةٍ شَرْعِيَّةٍ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمَيِّتُ صَاحِبَ بَدْعَةٍ يَنْشُرُهَا بَيْنَ النَّاسِ فَهَذَا مِنَ الْمَصْلَحَةِ أَنْ نَسْبَهُ وَنَحْذِرَ مِنْهُ وَمِنْ طَرِيقَتِهِ لئَلَّا يَغْتَرَّ النَّاسُ بِهِ.

অন্যায়ভাবে অথবা শরয়ী কোনো মাসলাহাত (কল্যাণ) ছাড়া মৃত ব্যক্তিদের গালি দেওয়া হারাম হওয়ার অধ্যায় আর তা হলো তার বিদআত ও পাপাচারের ক্ষেত্রে তাকে অনুসরণ করা

থেকে সতর্ক করার জন্য, এবং অনুরূপ অন্য কোনো উদ্দেশ্যে; আর এতে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লিখিত আয়াত ও হাদিসগুলোই প্রযোজ্য।

১৫৬৪ - আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা মৃতদের গালি দিও না, কারণ তারা যা অগ্রিম পাঠিয়েছে (তাদের কৃতকর্ম), তার নিকট তারা পৌঁছে গেছে।" (বুখারি):

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সলেহীন' গ্রন্থে বলেছেন: অন্যায়ভাবে অথবা শরয়ী কোনো মাসলাহাত বা কারণ ছাড়া মৃত ব্যক্তিদের গালি দেওয়া হারাম হওয়ার অধ্যায়। মৃত ব্যক্তিগণ বলতে মুসলিম মৃত ব্যক্তিদের বোঝানো হয়েছে। আর কাফেরের কোনো মর্যাদা নেই, তবে যদি তাকে গালি দেওয়ার ফলে তার জীবিত আত্মীয়-স্বজন কষ্ট পায়, তবে তাকে গালি দেওয়া যাবে না। কিন্তু যদি কোনো ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে, তবে তার কোনো সম্মান নেই। গ্রন্থকারের (রহিমাল্লাহ) 'অন্যায়ভাবে' কথাটির অর্থ এটাই; কারণ আমাদের অধিকার আছে সেই সব মৃত কাফেরদের গালি দেওয়ার যারা মুসলিমদের কষ্ট দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং তাদের দ্বীন বিনষ্ট করার চেষ্টা করেছে।

অথবা শরয়ী কোনো মাসলাহাত বা কল্যাণের উদ্দেশ্যে; যেমন- এই মৃত ব্যক্তিটি যদি এমন কোনো বিদআতের প্রবর্তক হয় যা সে মানুষের মধ্যে প্রচার করত, তবে এক্ষেত্রে জনস্বার্থেই তাকে গালি দেওয়া এবং তার থেকে ও তার পথ থেকে সতর্ক করা আবশ্যিক, যাতে মানুষ তার দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়।

(ص: 231) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ثم استدل على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات والأصل في النهي التحريم فلا نسب الأموات، ثم علل وقال: فإنهم أفضوا إلى ما قدموا.

وسبكم إياهم لا يغني شيئاً لأنهم أفضوا إلى ما قدموا حين انتقلوا إلى دار الجزاء
من دار العمل فكل من مات فإنه أفضى إلى ما قدم والتحق بدار الجزاء وقامت
قيامته أفضى وانقطع عمله ولم يبق له حظ من العمل إطلاقاً إلا ما دلت السنة عليه
مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث:
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وفي هذا دليل على أنه ينبغي
للإنسان أن يحفظ لسانه عما لا فائدة منه فإن هذا طريق أهل التقى فإن عباد
الرحمن إذا مروا باللغو مروا كراماً.
وأما الزور فلا يشهدونه إطلاقاً ولا يتكلمون إلا بالحق.
والله الموفق

অতঃপর তিনি এ বিষয়ে আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা মৃতদের গালি দিয়ো না।" আর নিষেধাজ্ঞার মূল বিধান হলো তা হারাম হওয়া, সুতরাং আমরা মৃতদের গালি দেব না। অতঃপর তিনি এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন: "কেননা তারা যা অগ্রিম পাঠিয়েছে, তার নিকট পৌঁছে গেছে।"

আর তোমাদের পক্ষ থেকে তাদের গালি দেওয়া কোনো উপকারে আসবে না, কারণ তারা আমলের জগত থেকে প্রতিদানের জগতে স্থানান্তরিত হওয়ার মাধ্যমে তাদের কৃতকর্মের পরিণতির নিকট উপনীত হয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তিই মৃত্যুবরণ করে, সে তার অগ্রিম পাঠানো আমলের নিকট পৌঁছে যায় এবং প্রতিদানের জগতের সাথে যুক্ত হয়; তার কিয়ামত শুরু হয়ে যায়, সে পরপারে উপনীত হয় এবং তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। আমলের ক্ষেত্রে তার আর কোনো সুযোগই অবশিষ্ট থাকে না, কেবল সুন্নাহ যে বিষয়গুলোর প্রতি নির্দেশ করেছে সেগুলো ব্যতীত। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী: "যখন কোনো মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তখন তিনটি বিষয় ব্যতীত তার আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়: সদকায়ে জারিয়া, অথবা এমন জ্ঞান যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, অথবা এমন নেককার সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।" এতে এ বিষয়ের প্রমাণ রয়েছে যে, মানুষের উচিত তার জিহ্বাকে অনর্থক বিষয় থেকে হেফাজত করা; কেননা এটিই মুত্তাকীগণের পথ। কারণ পরম করুণাময় আল্লাহর বান্দাগণ

যখন অসার ক্রিয়াকলাপের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন, তখন তারা সসম্মানে তা এড়িয়ে চলেন।

আর তারা মিথ্যাচার মোটেও প্রত্যক্ষ করে না এবং তারা সত্য ব্যতীত কোনো কথা বলে না।
আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 232) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب النهي عن الإيذاء

قال الله تعالى: {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً}

1565 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه.

1566 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار، ويدخل الجنة، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتي إليه رواه مسلم وهو بعض حديث طويل سبق في باب طاعة ولاة الأمور.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتاب (رياض الصالحين): باب تحريم الإيذاء بغير حق.
الإيذاء يشمل الإيذاء بالقول والإيذاء بالفعل والإيذاء بالترك، أما الإيذاء بالقول فأن يسمع أخاه كلاماً يتأذى به وإن لم يضره، فإن ضره كان أشدّ إثماً

কষ্ট দেওয়া বা উত্যক্ত করার নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: {আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে এমন কোনো কাজের জন্য কষ্ট দেয় যা তারা করেনি, তারা অবশ্যই অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করল।}

১৫৬৫ - আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলিমরা নিরাপদ থাকে। আর প্রকৃত মুহাজির সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বর্জন করে। (বুখারি ও মুসলিম কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত)

১৫৬৬ - উক্ত রাবি হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে পছন্দ করে, তার মৃত্যু যেন এমন অবস্থায় আসে যখন সে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী থাকে। আর সে মানুষের সাথে সেই আচরণই করবে, যা সে নিজের জন্য পেতে পছন্দ করে। (মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন। এটি ইতিপূর্বে 'নেতৃবৃন্দের আনুগত্য' পরিচ্ছেদে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসের অংশবিশেষ।)

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে বলেছেন: অন্যায়ভাবে কষ্ট প্রদানের অবৈধতা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।

কষ্ট দেওয়া বা উত্যক্ত করার বিষয়টি কথার মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া, কাজের মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া এবং (প্রাপ্য অধিকার) বর্জনের মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া—এই সবগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। মৌখিক কষ্টদান হলো আপন মুসলিম ভাইকে এমন কোনো কথা শোনানো যার দ্বারা সে মনে কষ্ট পায়, যদিও তা তার কোনো বাস্তব ক্ষতি সাধন না করে। আর যদি সেই কথা তার ক্ষতির কারণ হয়, তবে তা আরও গুরুতর পাপ হিসেবে গণ্য হবে।

والإيذاء بالفعل أن يضايقه في مكانه، في جلوسه، في طريقه، وما أشبه ذلك.

والإيذاء بالترك أن يترك شيئاً يحتار منه أخوه المسلم فيتأذى به وإن كان لا بد كل هذا محرم وعليه هذا الوعيد الشديد وهو قول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتناً وإثماً مبيناً احتملوا يعني تحملوا على أنفسهم البهتان وهو الكذب والإثم البين وهو العقوبة العظيمة نسأل الله العافية.

وفي قول الله تعالى: {بغير ما اكتسبوا} دليل على أن لو أذى الإنسان باكتسابه أي على عمل حق أن يؤذي عليه فإنه لا بأس به كما في قوله تعالى: {واللذان يأتينها منكم فئاذهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنها} وكان هذا في أول الأمر أن اللوطية والعياذ بالله يؤذي صاحبه حتى يتوب ثم بعد ذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أجمع الصحابة على أن فاحشة اللواط يقتل فيها الفاعل والمفعول به ولكنهم اختلفوا كيف يقتل؟ فبعضهم قال: يرمي، وبعضهم قال: يلقي من أعلى شاهر في البلد ثم يلقي بالحجارة، وبعضهم قال: يحرق بالنار نسأل الله العافية.

فألهم أن الإيذاء بحق لا بأس به ومن ذلك أن يكون الرجل يكره الحق ويكره الخير فتفعل الحق فيتأذى به فهنا تأذى بحق؛

শারীরিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া হলো তাকে তার অবস্থানে, বসার জায়গায়, চলার পথে বা অনুরূপ কোনো বিষয়ে সংকীর্ণতায় ফেলা বা বিরক্ত করা।

বর্জনের মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া হলো এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকা যার ফলে তার মুসলিম ভাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে এবং তদ্বারা ব্যথিত হয়; যদিও এ সব কিছুই হারাম এবং এর ওপর কঠিন হুঁশিয়ারি রয়েছে। আর তা হলো মহান আল্লাহর বাণী: "আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে তাদের কৃত কোনো অপরাধ ছাড়াই কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করল।" 'বহন করল' অর্থ হলো তারা নিজেদের ওপর অপবাদ তথা

মিথ্যা এবং স্পষ্ট পাপ তথা ভয়াবহ শাস্তির দায়ভার তুলে নিল। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

মহান আল্লাহর বাণী—"তাদের কৃত কোনো অপরাধ ছাড়াই"—এর মধ্যে এই প্রমাণ রয়েছে যে, যদি কোনো মানুষকে তার কৃতকর্মের কারণে কষ্ট দেওয়া হয়, অর্থাৎ এমন কোনো কাজের জন্য যার কারণে তাকে কষ্ট দেওয়া বৈধ, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। যেমন মহান আল্লাহর বাণী: "তোমাদের মধ্যে যে দু'জন এই অপকর্মে লিপ্ত হয়, তোমরা তাদের উভয়কে কষ্ট দাও। তারপর যদি তারা তওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তবে তাদের থেকে বিমুখ হও।" ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে বিধানটি এমন ছিল যে, সমকামিতায় লিপ্ত ব্যক্তিকে—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—তওবা না করা পর্যন্ত কষ্ট দেওয়া হতো। পরবর্তীতে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা যাকে লুত সম্প্রদায়ের ন্যায় কাজে লিপ্ত পাবে, তবে কর্তা ও যার সাথে করা হয়েছে উভয়কেই হত্যা করো।" শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন: সাহাবীগণ এই বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, সমকামিতার ন্যায় ঘৃণ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত ব্যক্তি ও যার সাথে তা করা হয়েছে উভয়কে হত্যা করা হবে; তবে তারা হত্যার পদ্ধতি নিয়ে মতভেদ করেছেন। তাঁদের কেউ বলেছেন: পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হবে, কেউ বলেছেন: জনপদের সর্বোচ্চ স্থান থেকে নিচে নিক্ষেপ করা হবে এবং এরপর পাথর মারা হবে, আবার কেউ বলেছেন: আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হবে। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামনা করছি।

সারকথা হলো, ন্যায়সংগত কারণে কষ্ট দেওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। এর একটি উদাহরণ হলো—যদি কোনো ব্যক্তি সত্য ও কল্যাণকে অপছন্দ করে আর আপনি সত্য কাজটি সম্পাদন করেন যার ফলে সে কষ্ট পায়; তবে এখানে সে ন্যায়সংগত কারণেই কষ্ট পেল।

لأن بعض الناس والعياذ بالله يتأذى إذا رأى رجلاً متمسكاً بالسنة ثم ذكر حديثين أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه المسلم من سلم المسلمون من لسانه فلا يلعنهم ولا يسبهم ولا يشتمهم ولا يغتابهم ولا ينم فيهم، كل آفات اللسان المتعلقة بالخلق قد كفها فسلم الناس منه، وسلم المسلمون من يده أيضاً لا يعتدي عليهم بضرب ولا سرقة ولا إفساد مال ولا غير ذلك، هذا هو المسلم وهذا ليس المراد بذلك أنه ليس هناك مسلم سواه ولكن المعنى أن هذا من الإسلام وإلا فإن المسلم من استسلم لله تعالى ظاهراً وباطناً لكن أحياناً يأتي مثل هذا التعبير من أجل الحث على هذا العمل وإن كان يوجد سواه.

والمهاجر: من هجر ما نهى الله عنه.

ومعلوم أن المهاجر من خرج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ليقيم دينه لكن تأتي الهجرة بمعنى آخر وهي أن يهجر الإنسان ما نهى الله عنه فلا يقول قولاً محرماً ولا يفعل فعلاً محرماً ولا يترك واجباً بل يقوم بالواجب ويدع المحرم، هذا المهاجر؛ لأنه هجر ما نهى الله عنه.

أما الحديث الثاني فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، فلتأته منيته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه فقله: من أحب هذا الاستفهام للتشويق وإلا فكل واحد يحب أن يزحزح عن النار، ويدخل الجنة؛ لأن من زحزح عن النار وأدخل الجنة

কারণ কিছু মানুষ (আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি) কোনো ব্যক্তিকে সুন্নাহর ওপর অটল থাকতে দেখলে কষ্ট পায়। অতঃপর তিনি দুটি হাদিস উল্লেখ করেছেন যার একটিতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলিমরা নিরাপদ থাকে এবং মুহাজির সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর নিষেধকৃত বিষয়সমূহ বর্জন করে। যে মুসলিমের জিহ্বা থেকে মুসলিমরা নিরাপদ থাকে সে তাদের অভিশাপ দেয় না, গালমন্দ করে না, গীবত করে না এবং তাদের মধ্যে চোঁগলখুরি করে না। সৃষ্টির সাথে সংশ্লিষ্ট

জিহ্বার সকল অনিষ্ট থেকে সে নিজেকে বিরত রাখে, ফলে মানুষ তার থেকে নিরাপদ থাকে। আর অন্য মুসলিমরা তার হাত থেকেও নিরাপদ থাকে, অর্থাৎ সে আঘাত, চুরি কিংবা সম্পদ বিনষ্ট করা অথবা অন্য কিছু মাধ্যমে তাদের ওপর সীমালঙ্ঘন করে না। এই ব্যক্তিই হলো মুসলিম। আর এর অর্থ এই নয় যে, তাকে ছাড়া আর কোনো মুসলিম নেই; বরং এর অর্থ হলো এটি ইসলামের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। অন্যথায় প্রকৃত মুসলিম তো সেই ব্যক্তি যে প্রকাশ্য ও গোপনে মহান আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। তবে অনেক সময় এই ধরনের অভিব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য ব্যবহৃত হয়, যদিও তা ছাড়াও অন্যান্য আমল বিদ্যমান থাকে।

আর মুহাজির হলো সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষেধকৃত বিষয়গুলো বর্জন করে। এটা সুবিদিত যে, মুহাজির মূলত সেই ব্যক্তি যে দীন পালন করার উদ্দেশ্যে কুফরি রাষ্ট্র হতে ইসলামি রাষ্ট্রে হিজরত করে। তবে হিজরত অন্য অর্থও বহন করে, আর তা হলো— মানুষ আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়গুলো বর্জন করবে। সুতরাং সে কোনো হারাম কথা বলবে না, কোনো হারাম কাজ করবে না এবং কোনো ওয়াজিব ত্যাগ করবে না; বরং সে ওয়াজিব পালন করবে এবং হারাম বর্জন করবে। সেই ব্যক্তিই হলো প্রকৃত মুহাজির; কেননা সে আল্লাহর নিষেধকৃত বিষয়গুলো ত্যাগ করেছে।

আর দ্বিতীয় হাদিসটি হলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই বাণী: "যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে পছন্দ করে, তার মৃত্যু যেন এমন অবস্থায় আসে যে সে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে। আর সে মানুষের সাথে তেমন আচরণই করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" এখানে "যে পছন্দ করে" - এই জিজ্ঞাসাটি করা হয়েছে আগ্রহ ও উৎসাহ উদ্দীপনার জন্য; অন্যথায় প্রত্যেকেই চায় জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে। কেননা যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হলো এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো...

فقد فاز، فمن أحب ذلك فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر.
 وبناء على هذا ينبغي للإنسان أن يكون دائماً على ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر
 وتذكره، لأنه لا يدري متى يأتيه الموت فليكن دائماً نصب عينيه الإيمان بالله
 واليوم الآخر فالإنسان إذا آمن بالله عز وجل وبمقتضى أسماؤه وصفاته وآمن
 باليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب فلا بد أن يستقيم على دين الله وهذا حق
 الله أعني قوله: وهو يؤمن بالله واليوم الآخر أما حق الآدمي فقال: وليأت إلى الناس
 ما يحب أن يؤتى إليه فلا يؤذيهم؛ لأنه لا يحب أن يؤذوه ولا يعتدي عليهم لأنه لا
 يحب أن يعتدوا عليه، ولا يشتمهم لأنه لا يحب أن يشتموه وهلم جرا لا يغشهم في
 البيع والشراء وغير ذلك ولا يكذب عليهم لأنه لا يحب أن يفعل به ذلك وهذه
 قاعدة لو أن الناس مشوا عليها في التعامل فيما بينهم لنالوا خيراً كثيراً ويشبه هذا
 قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه
 والله الموفق

প্রকৃতপক্ষে সে-ই সফলকাম হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি এটি কামনা করে, তার মৃত্যু যেন
 এমতাবস্থায় আসে যখন সে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী থাকে।
 আর এর ওপর ভিত্তি করে মানুষের উচিত সর্বদা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনয়ন ও
 তা স্মরণে রাখার বিষয়ে সচেষ্টিত থাকা, কেননা সে জানে না কখন তার মৃত্যু উপস্থিত হবে।
 সুতরাং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান যেন সর্বদা তার চোখের সামনে থাকে। কারণ মানুষ
 যখন মহান আল্লাহর প্রতি, তাঁর নাম ও গুণাবলীর দাবি অনুযায়ী ঈমান আনে এবং পরকাল ও
 তাতে বিদ্যমান প্রতিদান ও শাস্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তখন আল্লাহর দ্বীনের ওপর
 অবিচল থাকা তার জন্য আবশ্যিক হয়ে পড়ে। আর এটিই হলো আল্লাহর হুক, যা এই বাণীর
 উদ্দেশ্য: "এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করা যে সে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে।"
 পক্ষান্তরে বান্দার হকের ব্যাপারে তিনি বলেছেন: "সে মানুষের সাথে তেমন আচরণই করবে যা
 সে নিজের প্রতি করাকে পছন্দ করে।" সুতরাং সে তাদের কষ্ট দেবে না; কারণ সে চায় না কেউ
 তাকে কষ্ট দিক। সে তাদের ওপর সীমালঙ্ঘন করবে না; কারণ সে চায় না কেউ তার ওপর
 সীমালঙ্ঘন করুক। সে তাদের গালি দেবে না; কারণ সে চায় না কেউ তাকে গালি দিক—

এভাবেই অন্যান্য সব বিষয়ে। সে ক্রয়-বিক্রয় বা অন্য কোনো কাজে তাদের সাথে প্রতারণা করবে না এবং তাদের সাথে মিথ্যা বলবে না; কারণ সে নিজের সাথে এমনটি করা পছন্দ করে না। এটি এমন এক মূলনীতি যে, মানুষ যদি পারস্পরিক লেনদেনে এর ওপর আমল করত, তবে তারা প্রভূত কল্যাণ লাভ করত। আর এটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই বাণীর অনুরূপ: "তোমাদের কেউ ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" আল্লাহ-ই তাওফিকদাতা।

(ص: 236) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابير

[الشَّرْحُ]

قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه (رياض الصالحين) : باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابير.

التباغض بالقلوب، والتقاطع بالأفعال والأقوال أيضاً، والتدابير بالأفعال أيضاً، أما التباغض بالقلوب فأن يبغض الإنسان أخاه المؤمن، وهذا أعني بغض المؤمن حرام، لأي شيء تبغضه؟ ! قد يقول أبغضه لأنه يعصي الله عز وجل فنقول: وإذا عصي الله لا تبغضه بغضاً مطلقاً الذي أبغضه بغضاً مطلقاً على حال هو الكافر لأنه ليس فيه خير، أما المؤمن وإن عصي وإن أصر على معصية يجب أن تحبه على ما معه من الإيمان وأن تكرهه على ما معه من الفسق والعصيان.

فإن قال إنسان: كيف يجتمع البغض والحب؟ قلنا: يجتمعان؛ لأن كل واحد منهم منصب على وجه لم يتفقاً في محل واحد، أحبه لإيمانه، وأكرهه لفسوقه.

نظير ذلك المريض، يعطى دواء مرأ رائحته كريهة فيحب هذا الدواء من وجهه ويكرهه من وجهه، يحبه لها فيه من الشفاء ويكره لطعمه أو رائحته أو ما أشبه ذلك، وكذلك المؤمن أنت وهو في أصل واحد وهو الإيمان لماذا تبغضه بغضاً مطلقاً أبغضه على ما معه من المعصية، لا بأس وأحبه على ما معه من الإيمان، وهذا يؤدي - أعني إذا أحببته لها معه من الإيمان وكرهته لها معه من الفسق - إلى أن تنصحه لأنك تثق أنه أخوك فتحبه وتؤدي له ما تؤدي لنفسك فتنصحه على ما تكره فيه من المعصية.

ومن ذلك السلام عليه، سلم عليه ولو كان عنده معصية إلا إذا علمت أنك إذا

পারস্পরিক বিদ্বেষ পোষণ, সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং বিমুখ থাকার নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক অধ্যায়

[ব্যাখ্যা]

ইমাম আন-নববী (রাহিমাল্লাহু তাঁর (রিয়াদুস সালিহীন) গ্রন্থে বলেছেন: পারস্পরিক বিদ্বেষ পোষণ, সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং বিমুখ থাকার নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক অধ্যায়।

বিদ্বেষ পোষণ হৃদয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, সম্পর্ক ছিন্ন করা কথা ও কাজের মাধ্যমে এবং বিমুখতাও কর্মের মাধ্যমে হয়ে থাকে। হৃদয়ের বিদ্বেষ বলতে বুঝায়—মানুষ তার মুমিন ভাইকে ঘৃণা করবে; আর মুমিনকে ঘৃণা করা হারাম। আপনি তাকে কিসের জন্য ঘৃণা করবেন?! সে বলতে পারে: আমি তাকে ঘৃণা করি কারণ সে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা করে। আমরা উত্তরে বলব: সে যদি আল্লাহর অবাধ্যও হয়, তবে তাকে নিরঙ্কুশ বা পূর্ণাঙ্গভাবে ঘৃণা করবেন না। যাকে সকল অবস্থায় পূর্ণাঙ্গভাবে ঘৃণা করা হয় সে হলো কাফির, কারণ তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। কিন্তু মুমিন ব্যক্তি পাপাচার করলেও কিংবা পাপে লিপ্ত থাকলেও তার মধ্যকার ঈমানের কারণে তাকে ভালোবাসা এবং তার পাপাচার ও অবাধ্যতার কারণে তাকে অপছন্দ করা আবশ্যিক। যদি কোনো ব্যক্তি প্রশ্ন করে: ভালোবাসা এবং ঘৃণা কীভাবে একসাথে থাকতে পারে? আমরা বলব: তারা একত্রে থাকতে পারে; কারণ তাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন দিকে, ফলে তারা একই বিষয়ে মিলিত হয় না। আমি তাকে তার ঈমানের জন্য ভালোবাসি এবং তার পাপাচারের জন্য তাকে অপছন্দ করি।

এর উদাহরণ হলো রোগী, যাকে তিক্ত এবং দুর্গন্ধযুক্ত ঔষধ দেওয়া হয়। সে এই ঔষধটিকে এক দিক থেকে ভালোবাসে এবং অন্য দিক থেকে অপছন্দ করে। আরোগ্যের কারণ হিসেবে সে একে পছন্দ করে এবং এর স্বাদ বা গন্ধের কারণে সে একে অপছন্দ করে। তদ্রূপ আপনার এবং অন্য মুমিনের মূল ভিত্তি একই, আর তা হলো ঈমান। এমতাবস্থায় আপনি তাকে কেন নিরঙ্কুশভাবে ঘৃণা করবেন? তার পাপের জন্য তাকে অপছন্দ করুন, তাতে কোনো দোষ নেই; কিন্তু তার ঈমানের জন্য তাকে ভালোবাসুন। এটি—অর্থাৎ ঈমানের জন্য ভালোবাসা এবং পাপের জন্য ঘৃণা করা—আপনাকে তাকে নসিহত বা উপদেশ দেওয়ার দিকে পরিচালিত করবে। কারণ আপনি বিশ্বাস করেন যে সে আপনার ভাই, তাই আপনি তাকে ভালোবাসেন এবং নিজের জন্য যা পছন্দ করেন তার জন্যও তা প্রদান করেন। ফলে তার মাঝে যে পাপাচার আপনি অপছন্দ করেন, সে বিষয়ে তাকে আপনি নসিহত করবেন।

এর অন্তর্ভুক্ত হলো তাকে সালাম দেওয়া। সে পাপাচারী হলেও তাকে সালাম দিন, তবে যদি আপনি জানেন যে আপনি যদি তাকে...

(ص: 237) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

تركت السلام عليه اهتدى وصلحت أموره فهنا يكون الهجر دواء نافعاً.
وأما التقاطع وهو تقاطع الصلة بينك وبين أخيك، أخوك المؤمن له حق عليك أن
تصله ولا يحل لك أن تقطعه لأنه أخوك حتى وإن كان عاصياً ولذلك تجد الإنسان
يكرم جاره ولو كان جاره عاصياً يكرمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أكرمه ولو كان عاصياً ولكن انصحه، وكذلك
بعض الناس يقاطعون أقاربه لأنهم قطعوه أو لأنهم على معصية وهذا خطأ، صل أقاربك
ولو كانوا عصاة، صلهم ولو كانوا يقاطعونك كما جاء رجل للرسول صلى الله عليه
وسلم قال: يا رسول الله إن لي رحماً أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسبئون إلي،

وأحلم عليهم وقال كلمة أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الأمر كما قلت فكأنما تسفهم البلى.

يعني كأنما تدخل في قلوبهم الرماد أو التراب الحار، يعني فاستمر على صلتهم ولو كانوا يقطعونك ولو كانوا يسيئون إليك ولو كانوا يعتدون عليك، صلهم لأن من لا يصل إلا إذا وصل فليس بواصل بل هو مكافئ.

التدابير: أيضاً لا يحل بين المؤمنين، لكن هل هو التدابير في القلوب أو التدابير في الأبدان أو هذا وهذا؟ إنه هذا وهذا، لا تدابروا في القلوب حتى لو وجدت من أخيك أنه أدبر عنك بقلبه فأقرب منه وأقبل عليه ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم

আপনি যদি তাকে সালাম দেওয়া বন্ধ করেন আর তাতে সে সঠিক পথ খুঁজে পায় এবং তার বিষয়াদি সংশোধিত হয়ে যায়, তবে এক্ষেত্রে এই বর্জন একটি ফলপ্রসূ ওষুধ হিসেবে গণ্য হয়। আর বিচ্ছেদ হলো আপনার ও আপনার ভাইয়ের মধ্যে সম্পর্কের ছেদ। আপনার মুমিন ভাইয়ের আপনার ওপর অধিকার রয়েছে যে আপনি তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবেন। আপনার জন্য তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা বৈধ নয়, কারণ সে আপনার ভাই—যদিও সে পাপে লিপ্ত হয়। এ কারণেই মানুষ তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে, এমনকি প্রতিবেশী অবাধ্যচারী হলেও তাকে সম্মান করে। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে।" সুতরাং সে অবাধ্যচারী হলেও তাকে সম্মান করুন, তবে তাকে উপদেশ দিন। একইভাবে কিছু মানুষ তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে কারণ তারা সম্পর্ক ছিন্ন করেছে অথবা তারা পাপে লিপ্ত। এটি একটি ভুল কাজ। আপনার আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন যদিও তারা গুনাহগার হয়; তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করুন যদিও তারা আপনার সাথে বিচ্ছেদ ঘটায়। যেমন এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আমার এমন কিছু আত্মীয় আছে যাদের সাথে আমি সম্পর্ক বজায় রাখি কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে; আমি তাদের প্রতি সদাচরণ করি কিন্তু তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে; আমি তাদের প্রতি ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রদর্শন করি কিন্তু তারা আমার সাথে মূর্খের মতো আচরণ করে।" তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

বললেন: "যদি বিষয়টি এমন হয় যেমনটি তুমি বললে, তবে তুমি যেন তাদের মুখে তপ্ত ছাই ঢেলে দিচ্ছ।"

অর্থাৎ এটি যেন তাদের অন্তরে ভস্ম বা উত্তপ্ত মাটি প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার মতো। সুতরাং তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা অব্যাহত রাখুন যদিও তারা আপনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আপনার সাথে মন্দ আচরণ করে কিংবা আপনার ওপর সীমালঙ্ঘন করে। আপনি তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করুন, কারণ যে ব্যক্তি কেবল তখনই সম্পর্ক বজায় রাখে যখন অন্য পক্ষ রাখে, সে প্রকৃত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী নয়; বরং সে তো কেবল প্রতিদানকারী (যে যেমন ব্যবহার করে তার সাথে তেমন ব্যবহার করে)।

পরস্পর বিমুখ হওয়া: এটিও মুমিনদের মধ্যে বৈধ নয়। কিন্তু এই বিমুখতা কি অন্তরের নাকি দেহের, নাকি উভয়টির? প্রকৃতপক্ষে এটি উভয় প্রকারেরই। তোমরা অন্তরের দিক থেকে পরস্পর বিমুখ হয়ো না। এমনকি যদি আপনি আপনার ভাইয়ের পক্ষ থেকে লক্ষ্য করেন যে সে আপনার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তবে আপনি তার নিকটবর্তী হোন এবং তার দিকে অগ্রসর হোন। আপনি মন্দের মোকাবিলা করুন সর্বোত্তম পন্থায়; ফলে আপনার ও যার মধ্যে শত্রুতা ছিল, সে যেন আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে।

(ص: 238) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

لو طبقنا هذه التوجيهات الإلهية والنبوية لحصل لنا خير كثير لكن الشيطان يلعب بنا يقول كيف تصله وهو يقطعك؟ كيف تقبل عليه وهو يدبر عنك؟ اتركه، هذا ما فيه خير.

هذا من وحي الشيطان، أما الله عز وجل والنبى صلى الله عليه وسلم فإن نصوص الكتاب والسنة كلها تحرم التدابر، كذلك التدابر بالأبدان بعض الناس لا يهमे أن يصعر وجهه للناس وإن يعرض رباً يكون من كبريائه يتكلم معك ووجهه لجانب آخر نسأل الله العافية هذا لا يحل، بعض الناس أيضاً كالبهائم تجدهم جلوساً في

مكان واحد، يدير للثاني دبره وظهره، هذا ليس أدباً: لا أدباً شرعياً ولا أدباً عربياً ولا خلقاً، تجلسون معاً كل واحد يدا بر الثاني، إن الله وصف أهل الجنة بأنهم على سرر متقابلين، التقابل صفة حميدة طيبة، والتدابير صفة ذميمة خبيثة، لكن بعض الناس همج ليس عندهم تربية إسلامية وتجدهم في المجالس متدابرين، هذا خطأ. ومما يشبهه هذا الفعل ما يفعله بعض الناس إذا سلم من الصلاة وهو في الصف تقدم وجعل الناس وراءه استقبلهم بدبره وفي ظني أنه يتخيل في تلك اللحظة أنه ذو عظمة وأن الناس وراءه لأنني ما أظن أحداً يتقدم هذا التقدم إلا ويشعر - وإن كان من غير قصد - بالعظمة ولقد رأيتوني أنهي عنه إذا وجدت إنساناً تقدم أقول له: ارجع لأن هذا يشبه التدابير.

فإذا قال: ضاق علي المكان ولا أستطيع أن أبقى مفترشا.

আমরা যদি এই ঐশী এবং নববী নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন করতাম, তবে আমাদের প্রভূত কল্যাণ অর্জিত হতো। কিন্তু শয়তান আমাদের নিয়ে খেলা করে; সে বলে: সে যখন তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তখন তুমি কেন তার সাথে সম্পর্ক রাখবে? সে যখন তোমার থেকে বিমুখ হয়, তখন তুমি কেন তার প্রতি অগ্রসর হবে? তাকে বর্জন করো, তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।

এটি শয়তানের কুমন্ত্রণা। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশ অনুযায়ী কুরআন ও সুন্নাহর সকল নস (মূল পাঠ) পারস্পরিক বিমুখতাকে হারাম ঘোষণা করেছে। অনুরূপভাবে দৈহিক বিমুখতাও নিষিদ্ধ। কিছু মানুষ লোকজনের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে বা উপেক্ষা করতে দ্বিধা করে না; সম্ভবত অহংকারের বশবর্তী হয়ে সে আপনার সাথে কথা বলছে অথচ তার মুখ অন্য দিকে ফেরানো—আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে পরিত্রাণ চাই—এটি বৈধ নয়। আবার কিছু মানুষ পশুর মতো, দেখা যায় তারা একই স্থানে বসে আছে অথচ একে অপরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে রেখেছে। এটি কোনো শিষ্টাচার নয়; না শরিয়ি আদব, না আরবীয় শিষ্টাচার, আর না উত্তম চরিত্র। আপনারা একত্রে বসবেন অথচ একে অপরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে রাখবেন—এটি অনুচিত। আল্লাহ তাআলা জান্নাতবাসীদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, তারা মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন থাকবে। মুখোমুখি হওয়া

একটি প্রশংসনীয় ও উত্তম গুণ, আর পরস্পর পিঠ ফিরিয়ে থাকা একটি নিন্দনীয় ও নিকৃষ্ট স্বভাব। কিন্তু কিছু মানুষ কাণ্ডজ্ঞানহীন, তাদের মধ্যে ইসলামি শিষ্টাচারের অভাব রয়েছে; মজলিসগুলোতে তাদের পরস্পর বিমুখ হয়ে বসে থাকতে দেখা যায়। এটি একটি ভুল কাজ। এই কাজের সদৃশ আরেকটি কাজ হলো যা কিছু মানুষ সালাতের সালাম ফিরানোর পর করে থাকে; সে কাতারে থাকা অবস্থায় সামনে এগিয়ে যায় এবং মানুষকে নিজের পেছনে ফেলে দেয়—অর্থাৎ তাদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে। আমার ধারণা, সেই মুহূর্তে সে মনে মনে নিজেকে অনেক বড় কিছু ভাবে এবং মনে করে মানুষ তার পেছনে রয়েছে। কারণ, আমার মনে হয় না যে কেউ এভাবে সামনে এগিয়ে যায় অথচ তার মনে—অজান্তে হলেও—অহমিকা দানা বাঁধে না। আপনারা আমাকে দেখেছেন যে, আমি কাউকে এভাবে সামনে এগিয়ে যেতে দেখলে তা নিষেধ করি এবং তাকে বলি: "পেছনে ফিরে আসুন," কারণ এটি পারস্পরিক বিমুখতার অন্তর্ভুক্ত।

যদি সে বলে: আমার জন্য জায়গা সংকীর্ণ হয়ে গেছে এবং আমি ইফতিরাশ অবস্থায় বসে থাকতে পারছি না।

(ص: 239) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

قلنا: يا أخي، الأمر واسع، والحمد لله، قم تقدم وكن على الجدار وافعل ما شئت أو تأخر، أما أن تتقدم على الناس وتكون بين أيديهم والناس وراءك هذا لا ينبغي. هذه ثلاثة أشياء: الأول التباغض، والثاني التقاطع، والثالث التدابر، كل هذا منهي عنه.

قال الله تعالى: {إنما المؤمنون إخوة} وقال تعالى: {أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين} وقال تعالى: {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم} :

[الشَّرْحُ]

قال النووي رحمه الله في كتاب (رياض الصالحين) : باب النهي عن التباعد والتقاطع والتدابير وسبق معنا هذا ثم استدلل المؤلف رحمه الله على ذلك بقول الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} وهذه الآية في سياق ذكر الطائفتين تقتتلان فتصلح بينهما طائفة أخرى فقال تعالى {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} وسياق الآيات يقول الله عز وجل: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا} يعني لو اقتتل طائفتان من المسلمين، قبيلتان اقتتلتا فيما بينهما

আমরা বললাম: হে আমার ভাই, বিষয়টি প্রশস্ত, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি সামনে এগিয়ে গিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ান এবং যা খুশি করুন অথবা পেছনে অবস্থান করুন। তবে লোকজনের সামনে এগিয়ে গিয়ে তাদের সম্মুখে থাকা এবং তাদের পেছনে রাখা—এটি সমীচীন নয়। এখানে তিনটি বিষয় রয়েছে: প্রথমটি পারস্পরিক বিদ্বেষ, দ্বিতীয়টি সম্পর্কচ্ছেদ এবং তৃতীয়টি একে অপরের প্রতি বিমুখ হওয়া; এগুলোর প্রতিটিই নিষিদ্ধ।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই-ভাই।" তিনি আরও ইরশাদ করেছেন: "তারা মুমিনদের প্রতি বিনম্র এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর।" তিনি আরও ইরশাদ করেছেন: "মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সাথে যারা রয়েছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত দয়ালু।" :

[ব্যাক্থ্যা]

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে বলেছেন: পারস্পরিক বিদ্বেষ, সম্পর্কচ্ছেদ এবং একে অপরের থেকে বিমুখ হওয়া নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত অধ্যায়। ইতিপূর্বে বিষয়টি আমাদের অতিক্রান্ত হয়েছে। এরপর লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) এর স্বপক্ষে আল্লাহ তাআলার এই বাণীর মাধ্যমে দলিল পেশ করেছেন: "নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই-ভাই।" এই আয়াতটি এমন প্রেক্ষাপটে এসেছে যেখানে মুমিনদের দুটি দল লড়াইয়ে লিপ্ত এবং অন্য একটি দল তাদের মাঝে সমঝোতা করিয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: "নিশ্চয় মুমিনরা ভাই-ভাই, সুতরাং তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।" আয়াতের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন: "মুমিনদের দুই দল যদি লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তবে তোমরা তাদের

মাঝে মীমাংসা করে দাও।" অর্থাৎ যদি মুসলিমদের দুটি দল বা দুটি গোত্র নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়...

(ص: 240) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

فأصلحوا بينهما والخطاب لمن له الأمر من المؤمنين الذين لم يقاتلوا فإن بغت إحداها على الأخرى وأبت أن تصالح فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله يعني كونوا مع الطائفة العادلة التي ليست باغية قاتلوا الباغية حتى تفيء إلى أمر الله، أي حتى ترجع إليه، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل أي فيها جرى بينهم من إتلاف أنفس أو أموال أو غير ذلك فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فيقال مثلاً: كم قتلتم من نفس؟ لطائفة منها، وللأخرى كذلك، ثم يعادل بينهما ويصلح بينهما.

كم أتلقتكم من مال ويمضي فيعادل بينهما ويصلح بينهما.
ثم قال عز وجل: {فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين} أي الذين يعدلون فيما ولاهم الله عليه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، المؤمنون كلهم إخوة حتى الطائفتين المقتتلتين هم إخوة للذين أصلحوا بينهما وفي هذه الآية رد صريح لقول الخوارج الذين يقولون: إن الإنسان إذا فعل الكبيرة صار كافراً؛ فإنه من أكبر الكبائر أن يقتتل المسلمون بينهم ومع ذلك قال الله في المقتتلين وفي التي أصلحت بينهما {إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم} فإذا كان الله تعالى أوجب الإصلاح بين المتقاتلين فكذلك أيضاً بين المتعادين عداً دون قتل، يجب على الإنسان إذا علم أن بين اثنين عداوة وبغضاء وشحناء وتباعداً أن يحاول الإصلاح بينهما.

কাজেই তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। এই সম্বোধন সেই সকল মুমিনদের জন্য যারা আদেশ প্রদানের ক্ষমতার অধিকারী এবং যারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি। অতঃপর যদি তাদের একটি দল অপরটির ওপর জুলুম করে এবং তারা আপস-মীমাংসা করতে অস্বীকার করে, তবে তোমরা বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে লড়াই করো যতক্ষণ না তারা আল্লাহর আদেশের দিকে ফিরে আসে। অর্থাৎ তোমরা সেই ন্যায়পরায়ণ দলের সাথে থাকো যারা বিদ্রোহী নয়; তোমরা বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে লড়াই করো যতক্ষণ না তারা আল্লাহর আদেশের দিকে ফিরে আসে, অর্থাৎ যতক্ষণ না তারা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। অতঃপর যদি তারা ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে ইনসাফের সাথে মীমাংসা করো। অর্থাৎ জীবনহানি, সম্পদের ক্ষতি বা এজাতীয় অন্যান্য বিষয়ে যা ঘটেছে তাতে ন্যায়সঙ্গতভাবে আপস করো এবং সুবিচার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়: এক পক্ষকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কতজন মানুষকে হত্যা করেছ? অন্য পক্ষকেও একইভাবে জিজ্ঞাসা করা হবে। এরপর তাদের মধ্যে সমতা বজায় রেখে মীমাংসা করে দেওয়া হবে।

তোমরা কতটুকু সম্পদ নষ্ট করেছ? এভাবে প্রক্রিয়াটি চলতে থাকবে, অতঃপর তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা হবে এবং উভয়ের মধ্যে বিবাদ মিটিয়ে দেওয়া হবে।

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন: "অতঃপর যদি তারা ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে ইনসাফের সাথে মীমাংসা করো এবং সুবিচার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন।" অর্থাৎ যারা তাদের ওপর অর্পিত বিষয়ে ন্যায়বিচার করে। নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। সকল মুমিনই পরস্পর ভাই, এমনকি যুদ্ধরত দল দুটিও সেই দলের ভাই যারা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিচ্ছে। এই আয়াতের মধ্যে খাওয়ারিজদের মতবাদের প্রকাশ্য খণ্ডন রয়েছে, যারা বলে যে: মানুষ যদি কোনো কবিরার গুনাহ করে তবে সে কাফির হয়ে যায়। অথচ মুসলমানদের একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করা অন্যতম বড় কবিরার গুনাহ, তা সত্ত্বেও আল্লাহ যুদ্ধরত দলগুলোর বিষয়ে এবং যারা তাদের মধ্যে মীমাংসা করছে তাদের সম্পর্কে বলেছেন: "নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।" সুতরাং আল্লাহ তাআলা যদি যুদ্ধরত পক্ষগুলোর মধ্যে মীমাংসা করাকে আবশ্যিক করে থাকেন, তবে

একইভাবে যারা যুদ্ধ নয় বরং কেবল শত্রুতা পোষণ করে তাদের মধ্যেও তা প্রযোজ্য হবে।
যদি কোনো ব্যক্তি জানে যে দুজনের মধ্যে শত্রুতা, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও দূরত্ব রয়েছে, তবে তার
ওপর কর্তব্য হলো তাদের মধ্যে মীমাংসা করার চেষ্টা করা।
এবং এমতাবস্থায় এটি বৈধ যে

(ص: 241) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

يكذب للمصلحة فيقون مثلاً لأحدهم: إن فلاناً لم يفعل شيئاً يضرّك وما أشبه ذلك
ويتأول شيئاً آخر غير الذي أظهره لهذا الرجل حتى يتم الصلح بينهما، والصلح
خير.

أما الآية الثانية فهي قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا من يرد منكم عن دينه
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين} يعني
أنكم لو ارتدتم عن دينكم فإن ذلك لا يضر الله شيئاً يأتي الله بقوم يحبهم
ويحبونه لقيامهم بعبادته واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لأن من أقوى أسباب
محبة الله للعبد أن يتبع الرسول كما قال الله تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم} فأنت إذا أحببت أن الله يحبك فأتبع
الرسول الطريق بين واضح يقول الله عز وجل {فسوف يأتي الله بقوم يحبهم
ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين} وهذا هو وصف المؤمن حقاً أنه
بالنسبة لإخوانه المسلمين ذليل متواضع متهاون ومتسامح، أما على الكافرين فهم
أعزة على الكافرين يعني أنهم أقوىاء أمام الكافر لا يلينون له ولا يداهنونه ولا
يوادنه، كل هذا بالنسبة للكافر حرام على المؤمن لا يجوز للمؤمن أن يواد الكافر،
ولا يجوز له أن يذل له؛ لأن الله تعالى جعل له ديناً يعلو على الأديان كلها بل يجب

عليناً أن نبغض الكفار وأن نعتبرهم أعداء لنا وأن نعلم أنهم لن يفعلوا بنا شيئاً
هو مصلحتنا إلا لينالوا ما هو أشد مما نتوقع من الإضرار بنا لأنهم أعداء، والعدو
ماذا يريد أن يفعل بك؟ يريد أن يفعل بك كل سوء وإن تظاهر

তিনি কল্যাণের স্বার্থে মিথ্যা বলেন, যেমন তাঁদের একজনকে বলেন: অমুক ব্যক্তি এমন কিছু করেনি যা আপনার ক্ষতি করে বা অনুরূপ কিছু; এবং তিনি যা প্রকাশ করেছেন তা ভিন্ন অন্য কিছু মনে মনে ব্যাখ্যা করেন যাতে তাঁদের মধ্যে মীমাংসা সম্পন্ন হয়। আর মীমাংসাই সর্বোত্তম।

আর দ্বিতীয় আয়াতটি হলো মহান আল্লাহর বাণী: {হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজের দ্বীন থেকে বিচ্যুত হবে, তবে অচিরেই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন যাদের তিনি ভালোবাসেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসে; তারা মুমিনদের প্রতি নম্র এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে।} অর্থাৎ তোমরা যদি তোমাদের দ্বীন থেকে বিচ্যুত হও, তবে তা আল্লাহর কোনোই ক্ষতি করবে না। আল্লাহ এমন এক জাতিকে নিয়ে আসবেন যাদের তিনি ভালোবাসেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসে—আল্লাহর ইবাদত কয়েম করার এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণের কারণে। কেননা, আল্লাহর ভালোবাসা লাভের অন্যতম প্রধান উপায় হলো রাসূলের অনুসরণ করা; যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: {বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো; তবে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন।} সুতরাং আপনি যদি চান যে আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসুন, তবে রাসূলের অনুসরণ করুন; এ পথ অত্যন্ত স্পষ্ট। মহান আল্লাহ বলেন: {অচিরেই আল্লাহ এমন এক জাতিকে নিয়ে আসবেন যাদের তিনি ভালোবাসেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসে; তারা মুমিনদের প্রতি বিনয়ী এবং কাফিরদের প্রতি শক্তিশালী হবে।} আর এটিই হলো প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য যে, সে তার মুসলিম ভাইদের প্রতি অত্যন্ত বিনয়ী, নম্র, কোমল এবং ক্ষমাশীল। অন্যদিকে, কাফিরদের ওপর তারা প্রভাবশালী ও অনমনীয়; অর্থাৎ তারা কাফিরের সামনে শক্তিশালী, তাদের প্রতি নমনীয় হয় না, তাদের তোষামোদ করে না এবং তাদের সাথে প্রীতির সম্পর্ক রাখে না। কাফিরের সাথে এরূপ আচরণ করা মুমিনের জন্য হারাম; মুমিনের জন্য কাফিরের সাথে হৃদয়তা বজায় রাখা বৈধ নয় এবং তার সামনে হীনতা স্বীকার করাও জায়েজ নয়। কারণ মহান আল্লাহ মুমিনকে এমন এক দ্বীন দিয়েছেন যা অন্য সব দ্বীনের উর্ধ্বে। বরং আমাদের ওপর আবশ্যিক হলো কাফিরদের ঘৃণা

করা, তাদের শত্রু হিসেবে গণ্য করা এবং এটি নিশ্চিতভাবে জানা যে, তারা আমাদের প্রকৃত কল্যাণে কিছুই করবে না; বরং তারা কেবল তাই করবে যাতে আমাদের ধারণার চেয়েও বড় কোনো ক্ষতি সাধন করা যায়। কারণ তারা শত্রু; আর শত্রু আপনার সাথে কী করতে চায়? সে আপনার সকল প্রকার অনিষ্টই করতে চায়, যদিও সে বাহ্যিকভাবে অন্য কিছু প্রকাশ করে...

(ص: 242) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بأنه صديق أو بأنه ولي لك فهو كاذب، إنما يفعل لمصلحته لأنه لا أحد أصدق من الله عز وجل وهو يعلم ما في الصدور يقول الله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض} ويقول عز وجل: {ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم} محال أن يرضوا عن المسلمين إلا إذا تهودوا أو تنصروا، ولهذا هم الآن يحاولون بكل ما يستطيعون أن يصدوا الناس عن دينهم تارة بالأخلاق السافلة، وتارة بالمجلات، وتارة بالدعاية الخبيثة، وتارة بالصراحة يدعون إلى الكفر كما قال عز وجل: {وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين} فيقول عز وجل في وصف هؤلاء: {أذلة على المؤمنين} وهذا هو الشاهد {أعزة على الكافرين} وقال تعالى في الآية الثالثة: {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم} هذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم (محمد رسول الله والذين معه) يعني أصحابه وصفهم أشداء على الكفار أقوياء على الكفار لا يلينوا لهم ولا يداهنونهم ولا يوالونهم ولا يوادونهم لكن فيما بينهم {رحماء بينهم} يرحم بعضهم

সে যদি দাবি করে যে সে আপনার বন্ধু অথবা আপনার অভিভাবক, তবে সে মিথ্যাবাদী; সে কেবল নিজের স্বার্থেই এমনটি করে থাকে। কারণ মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী আর কেউ নেই এবং তিনি অন্তরের অন্তঃস্থলে যা রয়েছে সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।" তিনি আরও বলেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের বন্ধু।" আল্লাহ আরও বলেন: "ইহুদি ও খ্রিস্টানরা আপনার প্রতি কখনোই সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করেন।" তারা মুসলমানদের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া অসম্ভব, যতক্ষণ না মুসলমানরা ইহুদি বা খ্রিস্টান হয়ে যায়। এই কারণেই তারা বর্তমানে সর্বশক্তি দিয়ে মানুষকে তাদের দ্বীন থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করছে; কখনো চারিত্রিক অবক্ষয়ের মাধ্যমে, কখনো সাময়িকী বা ম্যাগাজিনের মাধ্যমে, কখনো অশুভ প্রচারণার মাধ্যমে, আবার কখনো স্পষ্টভাবে কুফরির দিকে ডাকার মাধ্যমে। যেমনটি মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেছেন: "আমি তাদেরকে এমন নেতা বানিয়েছিলাম যারা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত, আর কিয়ামতের দিন তারা কোনো সাহায্য পাবে না। আমি এই দুনিয়াতে অভিশাপকে তাদের পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি, আর কিয়ামতের দিন তারা হবে লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।" অতঃপর আল্লাহ তাদের বর্ণনায় বলেন: "মুমিনদের প্রতি তারা কোমল"—আর এটাই হচ্ছে মূল সাক্ষ্য—"এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর।" তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন: "মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল; আর তাঁর সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত দয়াপরবশ।" এটি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বর্ণনা—"মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল এবং যারা তাঁর সাথে আছে" অর্থাৎ তাঁর সাহাবীগণ। তিনি তাঁদেরকে কাফিরদের প্রতি কঠোর ও শক্তিশালী হিসেবে বর্ণনা করেছেন; তারা কাফিরদের প্রতি নমনীয় হয় না, তাদের সাথে তোষামোদপূর্ণ আচরণ করে না, তাদের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলে না এবং তাদের প্রতি হৃদয়তা প্রদর্শন করে না। কিন্তু নিজেদের মধ্যে তারা "পরস্পরের প্রতি দয়াপরবশ", অর্থাৎ তারা একে অপরের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে।

بعضاً، ويلين بعضهم لبعض، وهذا هو حال المؤمنين، ضد ذلك نقص في الإيمان من لا يرحم إخوانه المؤمنين فإن ذلك نقص في إيمانه وربما يحرم الرحمة، لأن من لا يرحم لا يرحم والعياذ بالله وأيضاً مثل ذلك التباعد، احرص على أن تزيل كل سبب يكون سبباً للبغضاء بينكم أنتم المسلمون كافة التباعد بعض الناس يبغض أخاه من أجل لعاعة من الدنيا، إما لأجل مال، أو من أجل أنه لا يقابله ببشاشة أو ما أشبه ذلك، هذا خطأ حاول أن تزيل البغضاء بينك وبين إخوانك بقدر المستطاع وحاول أن تباعد عن كل شيء يثير العداوة والبغضاء لأنكم إخوة نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير وصالح

1567 - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباعدوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.

:

[الشَّرْحُ]

لما ذكر المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على تحريم التباعد والتقاطع والتدابير ذكر أحاديث منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن

একে অপরের প্রতি নম্র হওয়া মুমিনদের বৈশিষ্ট্য। এর বিপরীত অবস্থা ঈমানের ঘাটতি; যে ব্যক্তি তার মুমিন ভাইদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না, তা তার ঈমানের অসম্পূর্ণতা এবং সম্ভবত সে রহমত থেকেও বঞ্চিত হবে। কারণ, যে দয়া করে না, তাকে দয়া করা হয় না— আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। একইভাবে পারস্পরিক বিদ্বেষও বর্জনীয়। আপনাদের মাঝে অর্থাৎ সকল মুসলিমের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে পারে এমন প্রতিটি কারণ দূর করতে সচেষ্ট হোন। কিছু মানুষ দুনিয়াবী তুচ্ছ স্বার্থের কারণে নিজের ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ

করে; হয় সম্পদের জন্য অথবা সে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করেনি বলে বা এই জাতীয় সামান্য কারণে। এটি ভুল। সাধ্যমতো আপনার ও আপনার ভাইদের মধ্য থেকে বিদ্বেষ দূর করার চেষ্টা করুন এবং এমন সব বিষয় থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন যা শত্রুতা ও ঘৃণা উসকে দেয়, কারণ আপনারা পরস্পর ভাই। আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি আমাদের এবং আপনাদের সেই তাওফিক দান করুন যাতে কল্যাণ ও সংশোধন রয়েছে।

১৫৬৭ - আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পর হিংসা করো না, একে অপরের থেকে বিমুখ হয়ো না এবং সম্পর্ক ছিন্ন করো না। হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ভাই ভাই হয়ে থাকো। আর কোনো মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখা বৈধ নয়।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

:

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাল্লাহু) যখন পারস্পরিক বিদ্বেষ, সম্পর্কচ্ছেদ এবং একে অপরের প্রতি বিমুখ হওয়া হারাম হওয়ার প্রমাণস্বরূপ আয়াতগুলো উল্লেখ করেছেন, তখন তিনি এ বিষয়ক হাদীসসমূহ বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসটি হলো যে-

(ص: 244) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا، ولا تناجشوا، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا هذه أربعة أشياء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الأول: التبغض نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو وقع في قلبك بغض لإنسان فحاول أن ترفع هذا عن قلبك وانظر إلى محاسنه حتى تمحو سيئاته وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم

إلى هذا حيث قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة يعني لا يبغض المؤمن المؤمنة يعني زوجته أو أخته أو أمه ولكن يراد الزوجة هنا لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر، وهذا من الموازنة بين الحسنات والسيئات، بعض الناس ينظر إلى السيئات والعياذ بالله فيحكم بها وينسى الحسنات، وبعض الناس ينظر للحسنات وينسى السيئات، والعدل أن يقارن الإنسان بين هذا وهذا، وأن يسيل إلى الصفح والعفو والتجاوز؛ فإن الله تعالى يحب العافين عن الناس، فإذا وجدت في قلبك بغضاء لشخص فحاول أن تزيل هذه البغضاء وذكر نفسك بمحاسنه ربما يكون بينك وبينه سوء عشرة أو سوء معاملة لكنه رجل فاضل طيب محسن إلى الناس يحب الخير، تذكر هذه المحاسن حتى تكون المعاملة السيئة التي يعاملك بها مضحكة منغرة في جانب الحسنات.

كذلك أيضاً لا تناجشوا، المناجشة: الزيادة في الثمن بغير إرادة الشراء، مثلاً رأيت سلعة ينادي عليها في السوق، ثمنها مثلاً مائة ريال، وهو يريد شراءها فناجشت عليه وقلت: بمائة وعشرة، وأنت لا تريدها، ولكن تريد أن يزيد الثمن على المشتري هذا حرام عدوان.

أما لو كنت رأيت السلعة رخيصة بمائة

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, দালালি করো না (পণ্যের দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে), একে অপরের প্রতি পিঠ প্রদর্শন করো না এবং একে অপরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো না। এই চারটি বিষয় থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন: প্রথমটি হলো: পারস্পরিক বিদ্বেষ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি নিষেধ করেছেন। এমনকি যদি কোনো ব্যক্তির প্রতি আপনার অন্তরে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়, তবে আপনার অন্তর থেকে তা দূর করার চেষ্টা করুন এবং তার ভালো দিকগুলোর দিকে দৃষ্টি দিন, যাতে তার মন্দ দিকগুলো মুছে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করে বলেছেন: "কোনো মুমিন পুরুষ যেন কোনো মুমিন নারীকে ঘৃণা না করে।" অর্থাৎ, কোনো মুমিন যেন মুমিন নারীকে ঘৃণা না করে, যেমন

তার স্ত্রী, বোন বা মা। তবে এখানে স্ত্রী উদ্দেশ্য। কোনো মুমিন পুরুষ যেন কোনো মুমিন নারীকে ঘৃণা না করে; যদি সে তার কোনো একটি আচরণে অসন্তুষ্ট হয়, তবে তার অন্য কোনো আচরণে সে সন্তুষ্ট হবে। এটি হলো ভালো ও মন্দের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। কিছু মানুষ কেবল মন্দ দিকগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—এবং সেই অনুযায়ী বিচার করে আর ভালো কাজগুলো ভুলে যায়। আবার কিছু মানুষ শুধু ভালোগুলো দেখে এবং মন্দগুলো ভুলে যায়। ইনসাফ বা ন্যায়বিচার হলো মানুষ এই দুইয়ের মধ্যে তুলনা করবে এবং ক্ষমা, মার্জনা ও উপেক্ষা করার দিকেই ঝুঁকে থাকবে; কারণ মহান আল্লাহ ক্ষমাশীলদের ভালোবাসেন। অতএব, আপনি যদি আপনার হৃদয়ে কারো প্রতি বিদ্বেষ খুঁজে পান, তবে সেই বিদ্বেষ দূর করার চেষ্টা করুন এবং নিজেকে তার ভালো গুণাবলির কথা স্মরণ করিয়ে দিন। হতে পারে আপনার ও তার মধ্যে সম্পর্কের তিক্ততা বা খারাপ আচরণ বিদ্যমান, কিন্তু সে হয়তো একজন সজ্জন, সদাচারী এবং মানুষের প্রতি দয়াবান ব্যক্তি যিনি কল্যাণ ভালোবাসেন। এই ভালো গুণগুলো স্মরণ করুন, যাতে আপনার সাথে তার কৃত মন্দ আচরণটি তার ভালো কাজগুলোর পাশে তুচ্ছ ও বিলীন হয়ে যায়।

অনুরূপভাবে, তোমরা দালালি (নাজাশ) করো না। 'নাজাশ' হলো: ক্রয়ের ইচ্ছা ছাড়াই কেবল দাম বাড়িয়ে দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ, আপনি বাজারে কোনো পণ্য নিলাম হতে দেখলেন যার মূল্য ধরা হয়েছে একশ রিয়াল। কেউ সেটি কিনতে চাচ্ছে, এমতাবস্থায় আপনি তার বিপরীতে দাম বাড়িয়ে বললেন: একশ দশ রিয়াল। অথচ আপনার তা কেনার কোনো ইচ্ছা নেই, বরং আপনি ক্রেতার জন্য মূল্য বাড়িয়ে দিতে চাচ্ছেন—এটি হারাম এবং সীমালঙ্ঘন।

তবে আপনি যদি দেখেন যে পণ্যটি একশ রিয়ালে সস্তা...

(ص: 245) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

وزدت مائة وعشرة وأنت من الأول ما عندك نية لشرائها لكن استرخصتها فزدت حتى بلغت الثمن الذي لا ترى فيه مصلحة لك ثم تركتها، هذا لا بأس به لكن إذا كان قصدك العدوان على المشتري وأن تنكد عليه وتزيد عليه الثمن فهذا هو

النجش وكذلك لو زدت السلعة من أجل نفع البائع وهو لا يعرف المشتري، وليس بينه وبينه شيء، لكن يريد أن ينتفع البائع فزاد في الثمن وهو لا يريد الشراء وإنما يريد نفع البائع، فمثلاً قيمة السلعة بمائة، فقال: بمائة وعشرة لا إضراراً بالمشتري لأنه لا يعرفه وليس بينه وبينه شيء لكن من أجل نفع البائع، هذا أيضاً حرام لا يجوز وهو من المناجشة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضاً إذا أراد الأمرين يعني أراد أن ينفع البائع ويضر المشتري فهذا أيضاً حرام وهو من النجش الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم.

ولا تدابروا: سبق الكلام عليه.

ولا تقاطعوا: يعني لا يقطع أخ أخاه، بل يواصله بحسب العرف وبحسب السبب الداعي للصلة، لأن القريب تصله لقربه، الجار لجيرته، الصاحب لصحبته، وهكذا لا تقاطع أخاك، صله فإن الله تعالى يحب الواصلين الذين يصلون أرحامهم ولا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث، الهجر من التقاطع، يعني يلقاه لا يسلم عليه هذا حرام حرام، إلا أن الشارع النبي صلى الله عليه وسلم رخص لك ثلاثة أيام لأن الإنسان ربما يكون في نفسه شيء لا يعفو على

এবং আপনি দাম বাড়িয়ে একশ দশ করলেন অথচ শুরু থেকেই তা ক্রয়ের কোনো নিয়ত আপনার ছিল না, তবে আপনি এটিকে সস্তা মনে করায় দাম বাড়িয়েছিলেন যতক্ষণ না এটি এমন এক মূল্যে পৌঁছাল যেখানে আপনি নিজের জন্য আর কোনো কল্যাণ দেখতে পেলেন না, অতঃপর আপনি তা ছেড়ে দিলেন; এতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি আপনার উদ্দেশ্য হয় ক্রেতার ওপর চড়াও হওয়া, তাকে সংকটে ফেলা এবং তার জন্য দাম বাড়িয়ে দেওয়া, তবে এটিই হলো 'নাজাশ' (প্রতারণামূলক দর বৃদ্ধি)। অনুরূপভাবে, যদি আপনি বিক্রেতার উপকারের উদ্দেশ্যে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেন এমতাবস্থায় যে আপনি ক্রেতাকে চেনেন না এবং তার সাথে আপনার কোনো বৈরিতা নেই, বরং কেবল বিক্রেতাকে লাভবান করার জন্য দাম বৃদ্ধি করলেন অথচ আপনি পণ্যটি কিনতে ইচ্ছুক নন বরং কেবল বিক্রেতার উপকার করতে চান। উদাহরণস্বরূপ, পণ্যের মূল্য একশ, কিন্তু সে বলল: একশ দশ; এটি ক্রেতার ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে নয় কারণ সে তাকে চেনে না এবং তার সাথে কোনো লেনদেন নেই, বরং কেবল

বিক্রেতার উপকারের নিমিত্তে—এটিও হারাম, যা জায়েজ নয়। এটি সেই প্রতারণামূলক দর বৃদ্ধির অন্তর্ভুক্ত যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। তদ্রূপ যদি কেউ উভয় বিষয়ই অর্থাৎ বিক্রেতাকে লাভবান করা এবং ক্রেতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা—উভয়টিরই ইচ্ছা করে, তবে এটিও হারাম এবং তা সেই 'নাজাশ' এর অন্তর্ভুক্ত যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারাম করেছেন।

‘আর তোমরা একে অপরের প্রতি বিমুখ হয়ো না’: এর আলোচনা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

‘এবং তোমরা একে অপরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো না’: অর্থাৎ কোনো ভাই যেন তার ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করে, বরং সামাজিক রীতি এবং সম্পর্কের দাবি অনুযায়ী যোগাযোগ বজায় রাখে। কেননা নিকটাত্মীর সাথে আত্মীয়তার কারণে, প্রতিবেশীর সাথে প্রতিবেশী হওয়ার খাতিরে এবং বন্ধুর সাথে বন্ধুত্বের কারণে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। এভাবে আপনি আপনার ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন না; বরং সুসম্পর্ক বজায় রাখুন, কারণ মহান আল্লাহ ঐসব সম্পর্ক রক্ষাকারীদের ভালোবাসেন যারা তাদের আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখে। আর কোনো ব্যক্তির জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সময় কথাবার্তা বন্ধ রাখা বৈধ নয়। এই বর্জন করাও সম্পর্ক ছিন্নের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তার সাথে দেখা হলো অথচ তাকে সালাম দিল না—এটি সম্পূর্ণ হারাম। তবে শরীয়ত প্রণেতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে তিন দিনের অনুমতি দিয়েছেন, কারণ মানুষের মনে অনেক সময় এমন ক্ষোভ বা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে যা তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষমা করা সম্ভব হয় না।

(ص: 246) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

واحد يهجره له رخصة ثلاثة أيام بعد الأيام الثلاثة لا يجوز أن يلقاه فلا يسلم عليه إلا إذا كان على معصية إذا هجرناه تركها فنهجره للمصلحة وهذا كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا وتخلفوا عن غزوة تبوك وإلا فالأصل أن الهجر حرام، وأما قول بعض العلماء هو إطلاقهم أن المجاهر بالمعصية يهجر فهذا

অতঃপর এমন প্রত্যেক বান্দাকে ক্ষমা করা হয় যে আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করে না, তবে সেই ব্যক্তি ছাড়া যার এবং তার ভাইয়ের মধ্যে শত্রুতা রয়েছে। তখন বলা হয়: এদের দুজনকে অবকাশ দাও যতক্ষণ না তারা আপস করে, এদের দুজনকে অবকাশ দাও যতক্ষণ না তারা আপস করে। (মুসলিম)। তাঁর অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: প্রতি বৃহস্পতিবার এবং সোমবার আমলসমূহ পেশ করা হয় এবং অনুরূপ বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

[ব্যাখ্যা]

লেখক ইমাম নববী (রহিমাল্লাহ) এই হাদিসটি তাঁর রিয়াদুস সালিহীন গ্রন্থের পরস্পর বিদ্বেষ, সম্পর্কচ্ছেদ এবং বিমুখতা অবলম্বনের হারামের পরিচ্ছেদ-এ আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: প্রতি সোমবার এবং বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক মুসলিমকে ক্ষমা করা হয়, কেবল সেই দুই ব্যক্তি ব্যতীত যাদের মাঝে...

(ص: 247) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

شحناء فيقال: انظروا هؤلاء حتى يصطلحاً فدل ذلك على أنه يجب على الإنسان أن يبادر بإزالة الشحناء والعداوة والبغضاء بينه وبين إخوانه حتى وإن رأى في نفسه غضاظة وثقلا في طلب إزالة الشحناء فليصبر وليحتسب لأن العاقبة في ذلك حبيدة والإنسان إذا رأى ما في العمل من الخير والأجر والثواب سهل عليه، وكذلك إذا رأى الوعيد على تركه سهل عليه فعله، وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يذهب إلى الشخص ويقول: يجب أن نتصالح ونزيل ما بيننا من العداوة والبغضاء فبإمكانه أن يوسط رجلا ثقة يرضاه الطرفان ويذهب إليه ويقول إني أجد بينك وبين فلان كذا وكذا فلو اصطلحتم وأزلتم ما بينكم من العداوة والبغضاء فيكون هذا حسناً جيداً والله البوفق

বিদ্বেষ; তখন বলা হয়: তোমরা এদের জন্য অপেক্ষা করো যতক্ষণ না তারা আপস-মীমাংসা করে। এটি একথার প্রমাণ বহন করে যে, মানুষের ওপর এটি আবশ্যিক যে—সে যেন তার ও তার ভাইদের মধ্যে বিদ্যমান বিদ্বেষ, শত্রুতা ও ঘৃণা দূর করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। যদি সে এই বিদ্বেষ দূর করার উদ্যোগ নিতে গিয়ে নিজের মনে কোনো সংকোচ বা ভারবোধও অনুভব করে, তবুও সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহর কাছে সওয়াবের আশা রাখে; কারণ এর পরিণাম অত্যন্ত প্রশংসনীয়। মানুষ যখন কোনো আমলের কল্যাণ, প্রতিদান ও সওয়াব সম্পর্কে জানতে পারে, তখন সেই আমল করা তার জন্য সহজ হয়ে যায়। একইভাবে, যখন সে কোনো কাজ পরিত্যাগ করার কঠোর পরিণাম সম্পর্কে জানতে পারে, তখনো সেই কাজটি করা তার জন্য সহজ হয়। আর যদি কোনো ব্যক্তি সরাসরি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে গিয়ে বলতে সক্ষম না হয় যে—'আমাদের আপস করা এবং আমাদের মধ্য থেকে শত্রুতা ও বিদ্বেষ দূর করা আবশ্যিক'—তবে সে উভয় পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিয়োজিত করতে পারে। সেই মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি তার কাছে গিয়ে বলবে: 'আমি তোমার ও অমুকের মধ্যে এই এই বিষয়গুলো (অপ্রীতিকর অবস্থা) দেখতে পাচ্ছি; সুতরাং তোমরা যদি আপস করে নাও এবং তোমাদের মধ্যকার শত্রুতা ও বিদ্বেষ দূর করে ফেলো, তবে তা হবে অত্যন্ত চমৎকার ও উত্তম কাজ।' আর আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

(ص: 248) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب تحريم الحسد وهو تبني زوال النعمة عن صاحبها: سواء كانت نعمة دين أو دنيا.

قال الله تعالى: {أمر يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله} وفيه حديث أنس السابق في الباب قبله.

1569 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال: العشب رواه أبو داود.

:

[الشَّرْحُ]

قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه (رياض الصالحين) : باب تحريم الحسد. الحسد: هو أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره من علم أو مال أو أهل أو جاه أو غير ذلك والحسد من كبائر الذنوب ومن سبّات اليهود والعياذ بالله كما قال الله تعالى عنهم: ود كثير من أهل الكتاب أن يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم وقال تعالى: {أمر يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله} أي على ما أعطاهم من فضله {فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً} وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحسد وبين أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار العشب أو قال: الحطب. ثم إن الحسد فيه اعتراض على قضاء الله وقدره؛ لأن الحاسد لم يرض

হিংসা হারামের অধ্যায় আর তা হলো অন্যের নিকট থেকে নেয়ামত বা অনুগ্রহ চলে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা: চাই তা দ্বীনি নেয়ামত হোক কিংবা দুনিয়াবী।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: {নাকি তারা মানুষের প্রতি ঐ বিষয়ের জন্য হিংসা করে যা আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে দান করেছেন?} আর এতে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত আনাস (রা.)-এর হাদীসটিও রয়েছে।

১৫৬৯ - আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা হিংসা নেক আমলসমূহকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে (ধ্বংস করে) যেভাবে আগুন কাঠকে— অথবা তিনি বলেছেন: ঘাসকে— খেয়ে ফেলে। (আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত)।

:

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর কিতাব (রিয়াদুস সালিহীন)-এ বলেছেন: হিংসা হারামের অধ্যায়।

হিংসা হলো: আল্লাহ তাআলা অন্যের উপর জ্ঞান, সম্পদ, পরিবার, প্রতিপত্তি বা অন্য যা কিছু অনুগ্রহ করেছেন তা অপসন্দ করা। আর হিংসা কবির গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং ইয়াহুদিদের বৈশিষ্ট্য, আল্লাহ আমাদের এ থেকে রক্ষা করুন। যেমন আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে বলেছেন: {আহলে কিতাবদের অনেকেই তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর কেবল নিজেদের অন্তরের হিংসার বশবর্তী হয়ে চায় যে, তোমাদের ঈমান আনার পর যদি তারা তোমাদেরকে আবার কাফেরে পরিণত করতে পারত!} এবং আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: {নাকি তারা মানুষের প্রতি ঐ বিষয়ের জন্য হিংসা করে যা আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে দান করেছেন? আমি তো ইব্রাহীমের বংশধরদের কিতাব ও হিকমত দান করেছি এবং তাদেরকে এক বিশাল রাজ্য দান করেছি।} নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হিংসা থেকে সতর্ক করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন যে, এটি নেক আমলসমূহকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে যেমন আগুন ঘাসকে অথবা তিনি বলেছেন: কাঠকে খেয়ে ফেলে।

অতঃপর হিংসার মধ্যে আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরের প্রতি আপত্তি নিহিত রয়েছে; কেননা হিংসুক ব্যক্তি সন্তুষ্ট হতে পারেনি...

(ص: 249) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بقضاء الله وقدره يعني لم يرض أن الله أعطى هذا الرجل مالا أو أعطاه أهلا أو أعطاه علماً ففيه اعتراض على قضاء الله وقدره.

ثم إن الحسد جرة في القلب والعياذ بالله كلما أنعم الله على عبده نعمة احترق هذا القلب والعياذ بالله حيث أنعم الله تعالى على عباده فتجده دائماً في نكد ودائماً في قلق.

والحسد ربما يحصل منه بغي وعدوان على من آتاه الله من فضله، وربما يشوه سمعته عند الناس ويقول فيه كذا وكذا وهو كاذب أو صادق لكن يريد أن يحسد هذا الرجل على النعمة، فربما يحصل منه هذا العدوان على أخيه المسلم، ثم إن الحسد لا يرد نعمة الله على عبده مهما حسدت ومهما بغيت فإنك لن تمنع قدر الله على عباده، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وإلا فلن يضروك فإلواجب على الإنسان إذا رأى من نفسه حسداً لأحد أن يتقي الله وأن يوبخ نفسه ويقول لها: كيف تحسدين الناس على ما آتاهم الله من فضله، كيف تكرهين نعمة الله على عباده، يقول أرايت لو كانت هذه النعمة عندك أتحبين أن أحدا يحسبك عليها ويوبخها، يوبخ النفس، وكذلك يقول لها: أنت لو حسدت وكرهت ما أعطى الله من فضله فإن ذلك لن يضر المحسود، بل هو ضرر على الحاسد، وأشبه ذلك مما يوبخ به نفسه، حتى يدع ما به من الحسد وحينئذ يطمئن ويستريح ولا يتنكد، ولا يتكدر اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت وأصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت

আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরের প্রতি; অর্থাৎ সে এতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি যে আল্লাহ এই ব্যক্তিকে সম্পদ দান করেছেন, অথবা পরিবার দান করেছেন, অথবা জ্ঞান দান করেছেন। ফলে এর মধ্যে আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরের ওপর আপত্তি নিহিত রয়েছে।

অতঃপর, হিংসা হলো হৃদয়ের মধ্যে একটি জ্বলন্ত অঙ্গার—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—যখনই আল্লাহ তাঁর কোনো বান্দাকে কোনো নিয়ামত দান করেন, তখন এই হৃদয় দক্ষ হয়—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—যেহেতু আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের ওপর

অনুগ্রহ করেছেন। ফলে আপনি তাকে সর্বদা দুঃখ-কষ্টে এবং সর্বদা উদ্বেগের মধ্যে নিমজ্জিত দেখতে পাবেন।

হিংসা থেকে অনেক সময় এমন ব্যক্তির ওপর সীমালঙ্ঘন ও শত্রুতা সৃষ্টি হয় যাকে আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ থেকে দান করেছেন। হতে পারে সে মানুষের কাছে তার সুনাম ক্ষুণ্ণ করে এবং তার সম্পর্কে নানা কথা বলে, যেখানে সে মিথ্যাবাদী হতে পারে অথবা সত্যবাদী হলেও তার প্রকৃত উদ্দেশ্য থাকে নিয়ামতের কারণে লোকটিকে হিংসা করা। এভাবে তার পক্ষ থেকে নিজ মুসলিম ভাইয়ের ওপর শত্রুতা প্রকাশ পেতে পারে। তদুপরি, হিংসা কোনো বান্দার ওপর আল্লাহর নিয়ামতকে রুখে দিতে পারে না; আপনি যত হিংসাই করুন বা যত সীমালঙ্ঘনই করুন না কেন, আপনি বান্দাদের ওপর আল্লাহর তাকদীরকে বাধাগ্রস্ত করতে পারবেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কে বলেছিলেন: "জেনে রেখো, যদি সমগ্র জাতি তোমার কোনো ক্ষতি করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়, তবে তারা তোমার ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যা আল্লাহ তোমার ভাগ্যে লিখে রেখেছেন। অন্যথায় তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।" সুতরাং মানুষের কর্তব্য হলো, যখন সে নিজের মধ্যে কারো প্রতি হিংসা অনুভব করবে, তখন যেন সে আল্লাহকে ভয় করে এবং নিজের নফসকে তিরস্কার করে। সে নিজেকে বলবে: "আল্লাহ মানুষকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন সে জন্য তুমি কেন তাদের হিংসা করছো? কেন তুমি বান্দাদের ওপর আল্লাহর নিয়ামতকে অপছন্দ করছো?" সে বলবে, "দেখো, এই নিয়ামত যদি তোমার কাছে থাকতো তবে কি তুমি পছন্দ করতে যে কেউ তোমাকে এ জন্য হিংসা করুক?" এভাবে সে নিজের নফসকে তিরস্কার করবে। অনুরূপভাবে সে নফসকে বলবে: "আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তা যদি তুমি হিংসা ও অপছন্দ করো, তবে তা যার প্রতি হিংসা করা হচ্ছে তার কোনো ক্ষতি করবে না; বরং তা হিংসুকের জন্যই ক্ষতিকর।" এবং এ জাতীয় আরও কথার মাধ্যমে সে নিজেকে তিরস্কার করবে, যতক্ষণ না সে তার হিংসা পরিত্যাগ করে। তখন সে প্রশান্তি ও স্বস্তি লাভ করবে এবং দুঃখ-কষ্ট ও অস্থিরতা থেকে মুক্তি পাবে। হে আল্লাহ! আমাদের সর্বোত্তম চরিত্র ও কর্মের দিকে পরিচালিত করুন, আপনি ছাড়া আর কেউ সর্বোত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত করতে পারে না। আর আমাদের থেকে মন্দ চরিত্রসমূহ দূর করে দিন, আপনি ছাড়া আর কেউ আমাদের থেকে মন্দ চরিত্র দূর করতে পারে না।

باب النهي عن التجسس والتسمع لكلام من يكره استماعه
قال الله تعالى: {ولا تجسسوا} وقال تعالى: {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً}
1570 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، ولا تبأغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً كما أمركم.
المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وعرضه، وماله، إن الله لا ينظر إلى أجسادكم، ولا إلى صوركم، وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وفي رواية: لا تحاسدوا، ولا تبأغضوا، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخواناً وفي رواية: لا تقاطعوا، ولا تدابروا، ولا تبأغضوا ولا تحاسدوا،

গোয়েন্দাগিরি করা এবং কোনো ব্যক্তির অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার কথা আড়ি পেতে শোনার নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক পরিচ্ছেদ

মহান আল্লাহ বলেন: "আর তোমরা একে অপরের গোয়েন্দাগিরি করো না।" মহান আল্লাহ আরও বলেন: "আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে তাদের কৃত কোনো অপরাধ ছাড়াই কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই অপবাদ এবং স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করল।"

১৫৭০ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমরা ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকো; কেননা ধারণা হচ্ছে সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। আর তোমরা অন্যের দোষ অনুসন্ধান করো না, গোয়েন্দাগিরি করো না, একে অন্যের সাথে বৈষয়িক প্রতিযোগিতা করো না, একে অপরের প্রতি হিংসা করো না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না এবং একে অপরের প্রতি পিঠ প্রদর্শন করো না; বরং

হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও, যেমনটি আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন।

এক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই; সে তার ওপর জুলুম করবে না, তাকে লাঞ্ছিত বা অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে না এবং তাকে তুচ্ছজ্ঞান করবে না। তাকওয়া বা খোদাভীতি এখানে— তাকওয়া এখানে; এ কথা বলে তিনি আপন বক্ষের দিকে ইশারা করলেন। একজন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করবে। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের রক্ত, সম্মান এবং সম্পদ হারাম (মর্যাদাপূর্ণ)। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের শরীর এবং তোমাদের অবয়বের দিকে তাকান না, বরং তিনি তোমাদের অন্তরের দিকে তাকান। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা করো না, বিদ্বেষ পোষণ করো না, গোয়েন্দাগিরি করো না, দোষ অনুসন্ধান করো না এবং কেনাবেচায় প্রতারণামূলক দরাদরি করো না; বরং হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাকো। অপর এক বর্ণনায় আছে: তোমরা পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করো না, একে অপরের প্রতি পিঠ প্রদর্শন করো না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না এবং একে অপরের প্রতি হিংসা করো না।

(ص: 251) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

وكونوا عباد الله إخوانا وفي رواية: لا تهاجروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض رواه مسلم: بكل هذه الروايات، وروى البخاري أكثرها.

:

[الشُّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه (رياض الصالحين): باب تحريم التجسس التجسس هو: أن يتتبع الإنسان أخاه ليطلع على عوراته سواء كان ذلك عن طريق مباشر، بأن

يذهب هو بنفسه يتجسس لعله يجد عسرة أو عورة. أو كان عن طريق الآلات المستخدمة في حفظ الصوت، أو كان عن طريق الهاتف فكل شيء يوصل الإنسان إلى عورات أخيه مسالبه فإن ذلك من التجسس، وهو محرم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا فَنَهَىٰ سبحانه وتعالى عن التجسس، ولما كان التجسس إزاء لأخيك المسلم، أردف المؤلف رحمه الله ما استشهد به من هذه الآية بقول الله تعالى: {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً} لأن التجسس أذية، يتأذى به المتجسس عليه، ويؤدي

আর তোমরা আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই হয়ে যাও। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে: তোমরা একে অপরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো না এবং একে অপরের কেনাবেচার ওপর কেনাবেচা করো না। ইমাম মুসলিম এই সকল বর্ণনায় এটি উদ্ধৃত করেছেন এবং ইমাম বুখারী এর অধিকাংশ বর্ণনা করেছেন।

:

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়ায়ুস সালিহীন' গ্রন্থে বলেছেন: গোয়েন্দাগিরি বা ছিদ্রান্বেষণ হারামের অধ্যায়। গোয়েন্দাগিরি (তাজাসসুস) হলো: কোনো ব্যক্তির তার ভাইয়ের দোষত্রুটি খোঁজার পেছনে লাগা, যেন সে তার গোপন বিষয়গুলো জানতে পারে। এটি সরাসরি উপায়ে হতে পারে—যেমন সে নিজে গিয়ে গোয়েন্দাগিরি করল এই আশায় যে, হয়তো কোনো ত্রুটি বা গোপন বিষয় খুঁজে পাবে। অথবা এটি শব্দ ধারণকারী যন্ত্রের মাধ্যমে হতে পারে, কিংবা টেলিফোনের মাধ্যমে হতে পারে। অতএব, যা কিছু মানুষকে তার ভাইয়ের গোপন বিষয় ও দোষত্রুটির দিকে নিয়ে যায়, তাই গোয়েন্দাগিরির অন্তর্ভুক্ত এবং তা হারাম। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাকো; কারণ কিছু ধারণা পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না।" সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা গোয়েন্দাগিরি করতে নিষেধ করেছেন। যেহেতু গোয়েন্দাগিরি করা মুসলিম ভাইয়ের জন্য কষ্টদায়ক, তাই গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) এই

আয়াতের প্রমাণের সাথে আল্লাহ তাআলার এই বাণীটিও যুক্ত করেছেন: {আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে তাদের কোনো অপরাধ ছাড়াই কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।} কারণ গোয়েন্দাগিরি একটি কষ্টদায়ক কাজ, যার ওপর গোয়েন্দাগিরি করা হয় সে এর দ্বারা কষ্ট পায় এবং এটি নিয়ে যায়...

(ص: 252) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

إلى البغضاء والعداوة ويؤدي إلى تكليف الإنسان نفسه ما لم يلزمه، فإنك تجد المتجسس والعياذ بالله، مرة هنا ومرة هنا، ومرة هنا، ومرة ينظر إلى هذا ومرة ينظر إلى هذا، فقد أتعب نفسه في أذية عباد الله، نسأل الله العافية، ومن ذلك أيضاً أن يتجسس على البيوت، يعني من التجسس أن يتجسس على البيوت، يقف عند الباب ويستمع لما يقال في المجلس ثم يبني عليه الظن الكاذب، والتهم التي ليس لها أصل، ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة في رواياته وأكثرها قد مر علينا لكن من أهم ما ذكر إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وهذا مطابق لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن} لكن في هذه الآية قال الله تعالى: {اجتنبوا كثيراً من الظن} ولم يقل الظن كله؛ لأن الظن المبني على قرائن لا بأس به، فهو من طبيعة الإنسان أنه إذا وجد قرائن قوية توجب الظن الحسن أو غير الحسن، فإنه لا بد أن يخضع لهذا القرائن، ولا بأس بذلك، لكن الظن المجرد هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه أكذب الحديث، لأن الإنسان إذا ظن صارت نفسه تحدثه، تقول له فعل فلان كذا وهو يفعل كذا وهو يريد كذا وما أشبه ذلك، وهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه إنه أكذب الحديث، وفيه أيضاً مما لم يبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كونوا عباد الله إخواناً كما أمركم يعني أنه

يجب على الإنسان أن يكون أخاً لأخيه، بالمعنى المطابق للأخوة، لا يكن عدواً له، فإن بعض الناس إذا صار بينه وبين أخيه معاملة وساء الظن بينهما في هذه المعاملة اتخذوا عدواً، وهذا لا يجوز، الواجب أن الإنسان يكون أخاً لأخيه، في المحبة والألفة وعدم التعرض له بالسوء

বিদ্বেষ ও শত্রুতার দিকে নিয়ে যায় এবং মানুষকে এমন বিষয়ে লিপ্ত করে যা তার জন্য আবশ্যিক নয়। আপনি গোয়েন্দাগিরি বা ছিদ্রান্বেষণকারীকে দেখবেন—আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই—সে কখনো এখানে, কখনো ওখানে, আবার কখনো অন্য কোথাও ওত পেতে থাকে; কখনো এর দিকে তাকায়, কখনো ওর দিকে নজর দেয়। সে আল্লাহর বান্দাদের কষ্ট দেওয়ার কাজে নিজেকে অহেতুক ক্লান্ত করে ফেলেছে। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। এর মধ্যে ঘরবাড়িতে উঁকিঝুঁকি দেওয়া বা আড়ি পাতাও অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ছিদ্রান্বেষণের একটি রূপ হলো অন্যের ঘরের গোপনীয়তা খোঁজা; সে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মজলিসে বা বৈঠকে কী বলা হচ্ছে তা শোনার চেষ্টা করে, এরপর তার ওপর ভিত্তি করে মিথ্যা ধারণা পোষণ করে এবং এমন সব অপবাদ তৈরি করে যার কোনো ভিত্তি নেই।

এরপর গ্রন্থকার আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসগুলো উল্লেখ করেছেন, যার অধিকাংশই ইতিপূর্বে আমাদের সামনে অতিক্রান্ত হয়েছে। তবে তিনি যা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো: ‘তোমরা ধারণা থেকে বেঁচে থাকো, কারণ ধারণা হলো সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা।’ এটি মহান আল্লাহর এই বাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ: ‘হে মুমিনগণ, তোমরা অধিকাংশ ধারণা থেকে বেঁচে থাকো।’ তবে এই আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন: ‘অধিকাংশ ধারণা থেকে বেঁচে থাকো’, তিনি ‘সকল ধারণা’ বলেননি। কারণ, যেসব ধারণা অকাট্য প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে জন্ম নেয়, তাতে কোনো দোষ নেই। এটি মানুষের স্বভাবজাত বিষয় যে, সে যখন কোনো জোরালো প্রমাণ পায় যা সুধারণা কিংবা কুধারণার উদ্বেক করে, তখন সে অনিবার্যভাবেই সেই প্রমাণের বশবর্তী হয়; এতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেবল অমূলক বা ভিত্তিহীন ধারণার ব্যাপারেই সতর্ক করেছেন এবং বলেছেন যে, এটি সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। কারণ মানুষ যখন কোনো ধারণা পোষণ করে, তখন তার প্রবৃত্তি তাকে প্ররোচনা দিতে থাকে; সে নিজের মনে বলতে থাকে যে অমুক ব্যক্তি এই কাজ করেছে, সে বর্তমানে এটা করছে কিংবা তার উদ্দেশ্য অমুক—ইত্যাদি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই বিষয়টির ক্ষেত্রেই বলেছেন যে, এটি

সবচেয়ে বড় মিথ্যা। এছাড়াও হাদিসের যে অংশটি আগে আলোচিত হয়নি তা হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: ‘হে আল্লাহর বান্দারা, তোমরা আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও।’ অর্থাৎ মানুষের জন্য আবশ্যিক হলো তার ভাইয়ের সাথে ভ্রাতৃত্বের প্রকৃত দাবি অনুযায়ী আচরণ করা; তার শত্রু না হওয়া। কেননা কিছু মানুষ এমন আছে যে, যখন তার ও তার ভাইয়ের মধ্যে কোনো লেনদেন হয় এবং সেই লেনদেনের ক্ষেত্রে একে অপরের প্রতি কুধারণা সৃষ্টি হয়, তখন তারা পরস্পরকে শত্রুতে পরিণত করে। এটি মোটেও জায়েজ নয়। বরং ওয়াজিব হলো মানুষ তার ভাইয়ের সাথে ভালোবাসা, হৃদয়তা বজায় রেখে এবং তার কোনো অনিষ্ট না করে প্রকৃত ভাই হয়ে থাকবে।

(ص: 253) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

والدفاع عن عرضه وغير ذلك من مقتضيات الأخوة المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه وهذا أيضاً قد مر علينا سابقاً وقال التقوى هاهنا يشير إلى صدره يعني في القلب، وإذا اتقى القلب اتقت الجوارح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلحت صلح الجسد كله يعني القلب، بعض الناس تنهاهم مثلاً عن شيء من الأشياء، أعفي اللحية حرام عليك أنك تحلقها، فيقول لك التقوى هاهنا، أين التقوى؟ لو اتقى ما هاهنا لأتقى ما هاهنا، يعني لو اتقى القلب اتقت الجوارح، بعض الناس تنصحه في طول الثوب، تجد ثوبه إلى أسفل من كعبه، تنصحه في ذلك، فيقول لك التقوى هاهنا أين التقوى، لو كان عندك تقوى في قلبك، لاتقيت الله تعالى في قولك وفعلك، لأنه إذا صلحت صلح الجسد كله، لكن بعض الناس والعياذ بالله يجادل بالباطل بالكافرين، جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، ومع ذلك لا يخفى جدالهم بالباطل على من عنده بصيرة، يعرف أن هذا جدل ليس له أصل بل هو باطل، وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف بالفاظه، ينبغي للإنسان أن

এবং তার সম্মানের প্রতিরক্ষা করা এবং ভ্রাতৃত্বের অন্যান্য দাবি পূরণ করা। এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই; সে তার প্রতি জুলুম করে না, তাকে তুচ্ছজ্ঞান করে না এবং তার নিকট মিথ্যা বলে না। এটিও আমাদের নিকট ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। তিনি (রাসূলুল্লাহ) নিজের বক্ষস্থলের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন যে, তাকওয়া এখানে, অর্থাৎ অন্তরে। আর যখন অন্তর তাকওয়া অবলম্বন করে, তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহও তাকওয়া অবলম্বন করে; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যখন এটি সংশোধিত হয় তখন পুরো শরীরই সংশোধিত হয়ে যায়, অর্থাৎ অন্তর। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যখন কিছু মানুষকে কোনো বিষয়ে নিষেধ করেন—যেমন তাকে বললেন দাড়ি লম্বা করুন, এটি মুণ্ডন করা আপনার জন্য হারাম—তখন সে আপনাকে বলে: তাকওয়া এখানে। কোথায় সেই তাকওয়া? যদি এখানে (অন্তরে) তাকওয়া থাকত তবে এখানেও (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে) তাকওয়া থাকত। অর্থাৎ যদি অন্তর মুত্তাকী হতো তবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও মুত্তাকী হতো। আবার কাউকে আপনি কাপড়ের দৈর্ঘ্যের ব্যাপারে নসিহত করেন—আপনি দেখলেন তার কাপড় টাখনুর নিচে ঝুলে আছে—আপনি তাকে এ বিষয়ে নসিহত করলে সে আপনাকে বলে: তাকওয়া এখানে। কোথায় সেই তাকওয়া? যদি আপনার অন্তরে তাকওয়া থাকত, তবে আপনি আপনার কথা ও কাজে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতেন। কারণ যখন এটি সংশোধিত হয় তখন পুরো শরীরই সংশোধিত হয়। কিন্তু কিছু লোক—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই—কাফিরদের ন্যায় বাতিল বা মিথ্যার মাধ্যমে বিতর্ক করে; তারা বাতিলের মাধ্যমে সত্যকে নস্যাৎ করার জন্য বিতর্ক করেছিল। তা সত্ত্বেও, যাদের অন্তর্দৃষ্টি আছে তাদের নিকট তাদের এই অসার বিতর্ক গোপন থাকে না। তিনি বুঝতে পারেন যে, এটি এমন এক বিতর্ক যার কোনো ভিত্তি নেই, বরং এটি বাতিল। লেখক যে হাদিসটি এর শব্দাবলিসহ উল্লেখ করেছেন, মানুষের উচিত যে...

(ص: 254) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

يتخذ مسارا له ومنهجاً يسير عليه ويبني عليه حياته فإنه جامع لكثير من مسائل الأخلاق التي إذا تجنبها الإنسان حصل على خير كثير والله الموفق

1571 - وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم، أو كدت أن تفسدهم حديث صحيح.

رواه أبو داود بإسناد صحيح.

1572 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتى برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرًا، فقال: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء، نأخذ به حديث حسن صحيح.

رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث من الأحاديث التي يتبين فيها أن الإنسان لا يتجسس على إخوانه المسلمين ولا يتتبع عوراتهم بل ما ظهر منها فإنه يعامل من أظهرها بما يليق به، وما لم يظهر فلا يجوز التجسس ولا التحسس، كما في حديث معاوية رضي الله عنه، أن الإنسان إذا تتبع عورات المسلمين أهلكهم أو كاد أن

তিনি এটাকে নিজের পথ ও আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন, যার ওপর ভিত্তি করে তিনি চলেন এবং নিজের জীবন গড়ে তোলেন। নিশ্চয়ই এটি আখলাক বা চরিত্রের বহুবিধ বিষয়ের সংকলন, যা থেকে মানুষ বেঁচে থাকলে প্রভূত কল্যাণ লাভ করে। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১৫৭১ - মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "তুমি যদি মুসলিমদের দোষত্রুটি অনুসন্ধান লিপ্ত হও, তবে তুমি তাদের চরিত্র নষ্ট করে দেবে অথবা তাদের ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাবে।" এটি একটি সহিহ হাদিস।

আবু দাউদ এটি একটি সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

১৫৭২ - ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তাঁর কাছে এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলো এবং বলা হলো: "এই সেই ব্যক্তি যার দাড়ি থেকে মদ টপকে পড়ছে।" তিনি

বললেন: "নিশ্চয়ই আমাদের গোয়েন্দাগিরি বা ছিদ্রাশ্বেষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে যদি আমাদের সামনে কোনো কিছু প্রকাশ পেয়ে যায়, তবে আমরা সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করি।" এটি একটি হাসান সহিহ হাদিস।

আবু দাউদ এটি বুখারি ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী একটি সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসগুলো এমন হাদিসসমূহের অন্তর্ভুক্ত যার মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হয় যে, কোনো মানুষ যেন তার মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি না করে এবং তাদের গোপন দোষত্রুটি অনুসন্ধান না করে। বরং যা প্রকাশ পাবে, প্রকাশকারীর সাথে সেই অনুযায়ী আচরণ করা হবে যা তার জন্য সমীচীন। আর যা অপ্রকাশিত, সে বিষয়ে গোয়েন্দাগিরি বা তথ্য অনুসন্ধান করা জায়েজ নেই। যেমনটি মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে এসেছে যে, মানুষ যখন মুসলিমদের গোপন দোষত্রুটি খুঁজতে শুরু করে, তখন সে তাদের ধ্বংস করে দেয় অথবা ধ্বংসের কাছাকাছি নিয়ে যায়।

(ص: 255) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

يهلكهم، لأن كثيرا من الأمور تجري بين الإنسان وبين ربه، لا يعلمها إلا هو، فإذا لم يعلم بها أحد وبقي عليه ستر الله عز وجل، وتاب إلى ربه وأتاب حسنت حاله ولم يطلع على عورته أحد، ولكن إذا كان الإنسان والعياذ بالله يتتبع عورات الناس، ماذا قال فلان وماذا فعل، وإذا ذكر له عورة مسلم، ذهب يتجسس، إما أن يصرح، وإما أن يلمح فيقول مثلا، قالوا إن فلانا قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا فينشر ما عنده عند الخلق والعياذ بالله، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو

في بيت أمه نَسأل الله العافية جزاء وفاقاً، مثل من تتبع عورات المسلمين
ليفضحهم، يتتبع الله عز وجل عورته حتى يفضحه نَسأل الله العافية ولا يغنيه
جدران ولا ستور، وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتى برجل تقطر
لحيته خمراً، لكنه شربه مختفياً، ولكن هؤلاء القوم تجسسوا عليه حتى أخرجوا على
هذه الحالة، فبين رضي الله عنه أن من أبدى لنا عورته أو عيبه أخذناه به، ومن
استتر بستر الله فلا نؤاخذه، وهذا أيضاً يدل على أنه لا يجوز التجسس

তিনি তাদের ধ্বংস করবেন, কারণ মানুষ এবং তার রবের মাঝে এমন অনেক বিষয় সংঘটিত হয় যা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। যদি এ সম্পর্কে কেউ জানতে না পারে এবং মহান আল্লাহর পক্ষ হতে তার ওপর আবরণ বজায় থাকে, আর সে তার রবের নিকট তওবা করে ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তবে তার অবস্থার উন্নতি হয় এবং কেউ তার গোপন ত্রুটি জানতে পারে না। কিন্তু যদি মানুষ—আল্লাহ রক্ষা করুন—অন্যের গোপন দোষ অনুসন্ধান করে বেড়ায় যে অমুক কী বলেছে আর কী করেছে, এবং যখনই তার কাছে কোনো মুসলিমের দোষের কথা উল্লেখ করা হয় তখনই সে গোয়েন্দাগিরি শুরু করে—হয় সরাসরি প্রকাশ করে দেয় অথবা ইঙ্গিত দিয়ে বলে, যেমন: 'লোকেরা বলেছে অমুক এই এই বলেছে বা অমুক এই এই কাজ করেছে'—এভাবে সে মানুষের মাঝে সেই কুৎসা ছড়িয়ে দেয়, আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে, তিনি বলেছেন: "হে ঐ সম্প্রদায়! যারা মুখে ঈমান এনেছে কিন্তু ঈমান এখনও অন্তরে প্রবেশ করেনি, তোমরা মুসলিমদের কষ্ট দিও না এবং তাদের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না। কেননা যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের গোপন দোষ অনুসন্ধান করবে, আল্লাহ তার গোপন দোষের পিছু নেবেন। আর আল্লাহ যার দোষের পিছু নেবেন, তাকে তিনি লাঞ্ছিত করবেন, যদিও সে তার নিজের ঘরের অভ্যন্তরে অবস্থান করে।" আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করি; এটি কৃতকর্মের উপযুক্ত প্রতিফল। যে ব্যক্তি মুসলিমদের অপমান করার উদ্দেশ্যে তাদের গোপন দোষ তালাশ করে, আল্লাহ তাআলা তার গোপন দোষের পিছু নেবেন যতক্ষণ না তাকে অপদস্থ করেন। আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা চাই; তখন কোনো দেয়াল বা পর্দা তাকে রক্ষা করতে পারবে না। অনুরূপভাবে ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত ঘটনা, যেখানে তাঁর কাছে এমন এক ব্যক্তিকে আনা হয়েছিল যার দাড়ি থেকে মদের ফোঁটা ঝরছিল, কিন্তু সে তা গোপনে পান

করেছিল। মূলত এই লোকেরা গোয়েন্দাগিরি করে তাকে এই অবস্থায় পাকড়াও করেছিল। তখন তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেন যে, যে ব্যক্তি আমাদের সামনে তার দোষ বা ত্রুটি প্রকাশ করবে আমরা কেবল তাকেই পাকড়াও করব, আর যে আল্লাহর দেওয়া পর্দায় নিজেকে ঢেকে রাখবে আমরা তাকে অভিযুক্ত করব না। এটি আরও প্রমাণ করে যে, কারো গোপন বিষয় অনুসন্ধান বা গোয়েন্দাগিরি করা নিষিদ্ধ।

(ص: 256) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَابُ النَّهْيِ عَنْ سُوءِ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} 1573 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَكَذَلِكَ الْآيَةُ الَّتِي قَبْلَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهَا فِيهَا سَبَقَ.
وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ

মুসলিমদের প্রতি বিনাকারণে কুধারণা পোষণ করার নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক পরিচ্ছেদ
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: {হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে দূরে থাকো; কারণ কোনো কোনো অনুমান পাপ।}

১৫৭৩ - আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন: তোমরা ধারণা থেকে বেঁচে থাকো, কারণ ধারণা হলো সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। (বুখারি ও মুসলিম)।

অনুরূপভাবে পরবর্তী পরিচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিসটিও আসবে এবং এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, নবী (সা.) বলেছেন: তোমরা ধারণা থেকে বেঁচে থাকো, কারণ ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। একইভাবে এর আগের আয়াতটিও—"হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে দূরে থাকো; কারণ কোনো কোনো অনুমান পাপ"—এ সম্পর্কেও আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।
আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ম: 257) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب تحريم احتقار المسلمين

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمَاءُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} وقال تعالى: {وَيْلٌ لِّكُلِّ هِزْءٍ لِّهْزَاةٍ} :

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تحريم احتقار المسلم، احتقار المسلم ازدراؤه والسخرية به والاستهزاء به والخط من قدره وما أشبه ذلك، وهذا محرم لما فيه من العدوان على أخيك المسلم الذي يجب أن تحترمه وأن تكن له كل تقدير، لأنه أخوك والمؤمن أخو المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ فوجه الله الخطاب إلى المؤمنين {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} وتوجيه الخطاب للمؤمن يدل على أن ما

يتلى عليه فهو من مقتضيات الإيمان وأن فقدته ومخالفته نقص في الإيمان، كما أن
تصدير الحكم بالنداء يدل على الاهتمام به، لأن النداء يعني تنبيه المخاطب لما
يلقي إليه، يقول: {لا يسخر قوم من قوم} وهم الرجال {ولا نساء من نساء}
وهن النساء الآيات، والسخرية قد تكون

মুসলিমদের তুচ্ছজ্ঞান করা হারাম হওয়া সংক্রান্ত অধ্যায়

আল্লাহ তাআলা বলেন: {হে মুমিনগণ, কোনো সম্প্রদায় যেন অন্য সম্প্রদায়কে উপহাস না
করে; হতে পারে তারা তাদের চেয়ে উত্তম। আর কোনো নারী যেন অন্য নারীকে উপহাস না
করে; হতে পারে তারা তাদের চেয়ে উত্তম। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না
এবং একে অপরকে মন্দ উপনামে ডেকো না। ঈমান আনার পর মন্দ নাম কতই না নিকৃষ্ট!
আর যারা তওবা করে না, তারাই তো জালিম।} আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: {দুর্ভোগ
প্রত্যেকের জন্য, যে সামনে ও পেছনে মানুষের নিন্দা করে।} :

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সলিহীন' গ্রন্থে মুসলিমকে তুচ্ছজ্ঞান করা হারাম হওয়া
সংক্রান্ত অধ্যায়ে বলেছেন: মুসলিমকে তুচ্ছজ্ঞান করার অর্থ হলো তাকে অবজ্ঞা করা, তাকে
নিয়ে উপহাস ও বিদ্রূপ করা, তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা এবং এ জাতীয় বিষয়সমূহ। এটি হারাম,
কারণ এতে তোমার মুসলিম ভাইয়ের ওপর সীমালঙ্ঘন করা হয়, যাকে সম্মান করা এবং যার
প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা পোষণ করা তোমার জন্য আবশ্যিক। কেননা সে তোমার ভাই, আর মুমিন
মুমিনের ভাই—যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন। অতঃপর গ্রন্থকার
(রহিমাল্লাহ) আল্লাহ তাআলার এই বাণী দ্বারা দলিল পেশ করেছেন: {হে মুমিনগণ, কোনো
সম্প্রদায় যেন অন্য সম্প্রদায়কে উপহাস না করে; হতে পারে তারা তাদের চেয়ে উত্তম। আর
কোনো নারী যেন অন্য নারীকে উপহাস না করে; হতে পারে তারা তাদের চেয়ে উত্তম।} আল্লাহ
তাআলা এখানে মুমিনদের প্রতি {হে মুমিনগণ} বলে সম্বোধন করেছেন। মুমিনদের প্রতি এই
সম্বোধন নির্দেশ করে যে, এরপর যা তিলাওয়াত করা হবে তা ঈমানের অনিবার্য দাবি এবং তা
বর্জন করা বা তার বিরোধিতা করা ঈমানের ঘাটতির পরিচায়ক। তেমনিভাবে কোনো বিধানকে
আহ্বানের (নিদা) মাধ্যমে শুরু করা তার গুরুত্বের প্রমাণ বহন করে; কারণ আহ্বানের উদ্দেশ্য
হলো শ্রোতাকে তার প্রতি অর্পিত বার্তার প্রতি সজাগ ও সতর্ক করা। তিনি বলছেন: {কোনো

সম্প্রদায় যেন অন্য সম্প্রদায়কে উপহাস না করে}—এখানে 'কওম' দ্বারা পুরুষদের বোঝানো হয়েছে—{আর কোনো নারী যেন অন্য নারীকে উপহাস না করে}—তারা হলো নারীগণ... (আয়াতাংশ)। আর উপহাস কখনো হতে পারে...

(ص: 258) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

في هيئته، يسخر من هيئة هذا الرجال، وقد يكون كذلك في خلقته، يسخر من خلقته قصراً أو طولا أو ضخامة أو نحافة أو ما أشبه ذلك ويكون كذلك سخرية بكلامه وتقليد كلامه، استهزاء وسخرية، كما يفعل بعض السفهاء، يقلد بعض القراء أو بعض العلماء، يقلد أصواتهم سخرية واستهزاء والعياذ بالله ويكون كذلك في المعاملة يسخر به في معاملته الناس وكذلك بالمشية، المهم إن كل شيء فيه سخرية في أخيك فإنه داخل في هذه الآية {لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن} وبين الله عز وجل أنه ربما يكون هؤلاء الذين سخروا منهم.

ربما يكونون خيراً منهم عند الله وعند عباد الله، ولهذا قال: {عسى أن يكونوا خيراً منهم} هذا في القوم {عسى أن يكن خيراً منهن} هذا في النساء {ولا تلمزوا أنفسكم} أي لا تعيبوها، وقول {أنفسكم} من المعلوم أن الإنسان لن يعيب نفسه، لكنه لما كان المؤمنون أخوة، صار أخوك كنفسك، فقوله: {ولا تلمزوا أنفسكم} يعني لا تلمزوا إخوانكم، لكنه عبر بالنفس ليتبين أن أخوك بمنزلة نفسك فكما أنك تكره أن تلمز نفسك، تكره أن تلمز أخاك {ولا تنابزوا بالألقاب} ينبز بعضكم بعضاً باللقب، سخرية به، إما أن يكون مثلاً يعزي إلى قبيلة فيها شيء من اللقب المكروه، فينسبه إليها أو قبيلة فيها شيء من اللقب المضحك

فينسبه إليها وما أشبه ذلك مما يكون نبذا بالألقاب، {بئس الاسم الفسوق بعد
الإيمان} يعني إنكم إن فعلتم ذلك كنتم من الفاسقين و {بئس الاسم الفسوق
بعد الإيمان} فالإنسان إذا ليز أخاه أو سخر منه أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون بذلك
فاسقا وهذا يدل على أن السخرية

তার অবয়ব নিয়ে, সে এই ব্যক্তির অবয়বকে উপহাস করে; আবার কখনও তা তার শারীরিক
গঠন নিয়েও হতে পারে। সে তার খাটো হওয়া, লম্বা হওয়া, ঝুলতা বা কৃশতা অথবা অনুরূপ
কোনো বিষয় নিয়ে উপহাস করে। একইভাবে তার কথা বলার ধরন নিয়েও উপহাস এবং তার
কথার অনুকরণ হতে পারে—বিদ্রপ ও উপহাসস্বরূপ। যেমন কিছু নির্বোধ ব্যক্তি করে থাকে;
তারা বিদ্রপ ও উপহাসের উদ্দেশ্যে কোনো কোনো ক্রারী বা আলেমকে অনুকরণ করে এবং
তাদের কণ্ঠস্বর নকল করে—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। এটি লেনদেনের ক্ষেত্রেও হতে
পারে যে, মানুষের সাথে তার লেনদেনের বিষয়টি নিয়ে উপহাস করা হয়; আবার হাঁটার ভঙ্গি
নিয়েও হতে পারে। মূল কথা হলো, আপনার ভাইয়ের ব্যাপারে বিদ্রপাত্মক যা কিছু রয়েছে,
সবই এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত: "কোনো সম্প্রদায় যেন অন্য কোনো সম্প্রদায়কে উপহাস না
করে, হতে পারে তারা তাদের চেয়ে উত্তম। আর নারীরা যেন অন্য নারীদের উপহাস না করে,
হতে পারে তারা তাদের চেয়ে উত্তম।" আর মহান আল্লাহ স্পষ্ট করেছেন যে, যাদের উপহাস
করা হচ্ছে তারা সম্ভবত আল্লাহর নিকট এবং আল্লাহর বান্দাদের নিকট উপহাসকারীদের
চেয়েও উত্তম। একারণেই তিনি বলেছেন: "হতে পারে তারা তাদের চেয়ে উত্তম"—এটি
পুরুষদের ক্ষেত্রে; আর "হতে পারে তারা তাদের চেয়ে উত্তম"—এটি নারীদের ক্ষেত্রে।
আর "তোমরা একে অপরের দোষারোপ করো না" অর্থাৎ তোমরা একে অপরকে তুচ্ছজ্ঞান
করো না। আর "নিজেদের" বলার মাধ্যমে এটি সুবিদিত যে, মানুষ সাধারণত নিজের
দোষারোপ করে না। তবে যেহেতু মুমিনরা একে অপরের ভাই, তাই আপনার ভাই আপনার
নিজের মতো হয়ে গেছে। সুতরাং তাঁর বাণী: "তোমরা নিজেদের দোষারোপ করো না" এর অর্থ
হলো তোমরা তোমাদের ভাইদের দোষারোপ করো না। তবে এখানে 'নফস' (নিজেদের) শব্দ
দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে যাতে এটি স্পষ্ট হয় যে, আপনার ভাই আপনার নিজের মর্যাদাসম্পন্ন।
সুতরাং যেভাবে আপনি নিজের দোষারোপ করা অপছন্দ করেন, সেভাবে আপনার ভাইয়ের
দোষারোপ করাও অপছন্দ করা উচিত। "আর তোমরা একে অপরকে মন্দ উপাধিতে ডেকো
না"—অর্থাৎ বিদ্রপবশত তোমরা একে অপরকে কোনো উপাধি দিয়ে সম্বোধন করবে না।

উদাহরণস্বরূপ, হয়তো কাউকে এমন গোত্রের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হলো যে গোত্রের কোনো একটি অপছন্দনীয় উপাধি রয়েছে, অথবা এমন গোত্র যার কোনো একটি হাস্যকর উপাধি রয়েছে এবং সে তাকে সেই দিকেই সম্বন্ধিত করল; এজাতীয় বিষয়গুলোই মন্দ উপাধিতে ডাকার অন্তর্ভুক্ত। "ঈমান আনার পর মন্দ নামে অভিহিত হওয়া কতই না জঘন্য"—অর্থাৎ তোমরা যদি তা করো তবে তোমরা পাপাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর "ঈমান আনার পর মন্দ নামে অভিহিত হওয়া কতই না জঘন্য"—সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি তার ভাইকে দোষারোপ করে বা তাকে নিয়ে উপহাস করে অথবা এই জাতীয় কিছু করে, তবে সে এর মাধ্যমে ফাসিক (পাপাচারী) হয়ে যায়। এটি নির্দেশ করে যে, উপহাস করা...

(ম: 259) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

من المؤمنين وأن لمزهم وأن منابزتهم بالألقاب كلها من كبائر الذنوب {ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون} يعني من استمر على هذا ولم يتب إلى الله عز وجل فإنه ظالم، ثم ذكر المؤلف رحمه الله آية أخرى وهي {ويل لكل همزة لمزة} وويل هذه كلمة وعيد جاءت في القرآن في عدة مواضع، وكلها تفيد الوعيد والتهديد على من فعل هذا، {لكل همزة لمزة} أي يعيب غيره، تارة بالهمز وتارة باللمز، فاللمز باللسان، والهمز بالجوارح، فالهمزة اللمزة متوعد بهذا، بالويل والعياذ بالله، ثم ذكر المؤلف أحاديث يأتي الكلام عليها إن شاء الله

- 1574 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم رواه مسلم، وقد سبق قريباً بطوله.
- 1575 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل: إن الرجل يحب أن

يكون ثوبه حسناً، ونعله حسنة، فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبير بطر الحق، وغط الناس رواه مسلم.

ومعنى بطر الحق: دفعه وغطهم: احتقارهم، وقد سبق بيانه أوضح من هذا في باب الكبير.

মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের নিন্দা করা ও মন্দ উপনামে ডাকা সবই কবির গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। {এবং যারা তওবা করে না, তারাই জালেম}; অর্থাৎ যারা এতে অব্যাহত থাকে এবং মহান আল্লাহর কাছে তওবা করে না, সে নিশ্চিতভাবে জালেম। অতঃপর লেখক (রহিমাহুল্লাহ) অন্য একটি আয়াত উল্লেখ করেছেন, আর তা হলো: {ভয়াবহ দুর্ভোগ প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে নিন্দাকারীর জন্য}। এই 'ওয়াইল' (দুর্ভোগ) শব্দটি একটি সতর্কবাণী যা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এসেছে এবং এর সবকটিই এমন কাজ সম্পাদনকারীর প্রতি হুঁশিয়ারি ও হুমকির অর্থ প্রদান করে। {প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে নিন্দাকারীর জন্য} অর্থাৎ যে অন্যের দোষারোপ করে, কখনো অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে আবার কখনো জিহ্বার মাধ্যমে। জিহ্বার মাধ্যমে নিন্দা করা হলো 'লাময' আর অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নিন্দা করা হলো 'হাময'। সুতরাং পশ্চাতে ও সম্মুখে নিন্দাকারীকে এই 'ওয়াইল' বা ধ্বংসের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। অতঃপর লেখক কিছু হাদিস উল্লেখ করেছেন যা সম্পর্কে সামনে আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

১৫৭৪ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "একজন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করবে।" এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন এবং ইতিপূর্বে এটি বিস্তারিতভাবে অতিক্রান্ত হয়েছে।

১৫৭৫ - ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল: "মানুষ তো চায় যে তার পোশাক সুন্দর হোক এবং তার জুতো জোড়া সুন্দর হোক।" তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। অহংকার হলো সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা।" এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

'বাত্বারুল হাক্ক' এর অর্থ হলো সত্যকে প্রত্যাক্ষান করা এবং 'গমতুল্হ' এর অর্থ হলো মানুষকে অবজ্ঞা করা। অহংকার অধ্যায়ে এর চেয়েও সুস্পষ্ট বর্ণনা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

(ص: 260) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

1576 - وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له، وأحببت عملك رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث في بيان تحريم احتقار المسلم، وقد سبق الكلام على الآيتين اللتين ساقهما المؤلف رحمه الله أما هذه الأحاديث فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم بحسب، حسب هنا بمعنى كافي، يعني يكفي المؤمن من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وهذا تعظيم لاحتقار المسلم، وأنه شر عظيم، لو لم يأت الإنسان من الشر إلى هذا، لكان كافياً، فلا تحقرن أخاك المسلم، لا في خلقته ولا في ثيابه ولا في كلامه ولا في خلقه ولا غير ذلك، أخوك المسلم حقه عليك عظيم فعليك أن تحترمه وأن توقره، وأما احتقاره فإنه محرم، ولا يحل لك أن تحتقره، وكذلك حديث ابن مسعود وحديث جندب بن عبد الله رضي الله عنهما كلاهما يدل على تحريم احتقار المسلم، وأنه لا يحل له حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بحديث ابن مسعود، أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، قالوا يا رسول الله: إن الرجل يحب

أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا ظَنَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا
تَلَبَّسَ لِبَاسًا حَسَنًا وَانْتَعَلَ نَعْلًا حَسَنًا.

১৫৭৬ - জুনদুব বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: এক ব্যক্তি বলল, ‘আল্লাহর কসম! আল্লাহ অমুককে ক্ষমা করবেন না।’ তখন মহান আল্লাহ বললেন: ‘সে কে যে আমার ওপর কসম খেয়ে বলে যে আমি অমুককে ক্ষমা করব না? নিশ্চয়ই আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি এবং তোমার আমলকে নিষ্ফল করে দিয়েছি।’ (মুসলিম)।

:

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসগুলো কোনো মুসলিমকে তুচ্ছজ্ঞান করা হারাম হওয়ার বর্ণনায় এসেছে। ইতিপূর্বে লেখক (রহিমাল্লাহ) কর্তৃক উপস্থাপিত দুটি আয়াতের ব্যাখ্যা অতিক্রান্ত হয়েছে। আর এই হাদিসসমূহের মধ্যে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসটি হলো যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "একজন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এটিই যথেষ্ট যে সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করবে।" এখানে 'হাসবি' শব্দের অর্থ হলো 'যথেষ্ট'। অর্থাৎ একজন মুমিনের মন্দ বা পাপী হওয়ার জন্য এটিই যথেষ্ট যে সে তার মুসলিম ভাইকে হেয় মনে করবে। এটি মুসলিমকে তুচ্ছজ্ঞান করার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুতর হিসেবে তুলে ধরে এবং এটি একটি চরম মন্দ কাজ। যদি কোনো মানুষ অন্য কোনো মন্দ কাজ নাও করে, তবে কেবল এটিই তার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং তুমি তোমার মুসলিম ভাইকে কক্ষনো তুচ্ছজ্ঞান করো না; তার শারীরিক গঠন, তার পোশাক-পরিচ্ছদ, তার কথাবার্তা, তার চরিত্র কিংবা অন্য কোনো বিষয়েই নয়। তোমার ওপর তোমার মুসলিম ভাইয়ের অধিকার অত্যন্ত মহান, তাই তোমার কর্তব্য হলো তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা। আর তাকে তুচ্ছজ্ঞান করা হারাম, তাকে হেয় করা তোমার জন্য বৈধ নয়। একইভাবে ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং জুনদুব বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিস দুটিও মুসলিমকে তুচ্ছজ্ঞান করা হারাম হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এমনকি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন ইবনে মাসউদের বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করলেন যে, "যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না", তখন সাহাবীগণ বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! মানুষ তো পছন্দ করে যে তার পোশাক সুন্দর

হোক এবং তার জুতো জোড়া সুন্দর হোক।" সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) মনে করেছিলেন যে, কোনো মানুষ যদি সুন্দর পোশাক পরে এবং সুন্দর জুতো ব্যবহার করে, (তবে সেটিও বোধ হয় অহংকার)।

(ص: 261) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أن هذا من التعاظم والتعالي والتكبر، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس الأمر كذلك قال: إن الله جميل يحب الجمال جميل بذاته جل وعلا وبأفعاله وبصفاته وكذلك يحب الجمال يعني يحب التجميل، وكلما كان الإنسان متجملًا، كان ذلك أحب إلى الله إذا كان هذا التجميل مما يسعه، يعني ليس فقيرًا يذهب يتكلف الثياب الجميلة أو النعل الجميلة، لكنه قد أنعم الله عليه وتجميل فإن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وكذلك حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلاً قال: والله لا يغفر الله لفلان وكان هذا الرجل عابداً معجباً بعمله محتقراً لأخيه، الذي رآه مفراطاً، فأقسم أن الله لا يغفر له، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان يعني من ذا الذي يحلف علي أن لا أغفر لفلان، والفضل بيد الله يأتيه من يشاء، إني قد غفرت له وأحببت عملك أعوذ بالله، تكلم بكلمة أوبقت دنياء وأخرته أهلكته، لأنه قال ذلك معجباً بنفسه، محتقراً لأخيه فأقسم أن الله لا يغفر له، فغفر الله لهذا الرجل، لأن معاصيه دون الشرك، أو لأن الله تعالى من عليه فتأب، وأما الآخر فأحببت عمله لأنه أعجب بعمله والعياذ بالله وتألى على ربه وأقسم عليه أن لا يغفر لفلان، والله تعالى كامل السلطان، لا يتألى عليه أحد، ولكن إذا حسن ظن المرء بربه، وتألى على

الله في أمر ليس فيه عدوان على الغير فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث
أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره والله الموفق

নিশ্চয়ই এটি অহমিকা, শ্রেষ্ঠত্ববোধ ও দম্ভের বহিঃপ্রকাশ; তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের নিকট এটি স্পষ্ট করেছেন যে বিষয়টি তেমন নয়। তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন।" মহান আল্লাহ তাঁর সত্তায়, কর্মে ও গুণাবলিতে সুন্দর। তেমনভাবে তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন অর্থাৎ বান্দার বাহ্যিক পরিপাটি ও সৌন্দর্য অবলম্বনকে তিনি পছন্দ করেন। আর মানুষ যখনই সৌন্দর্যমগ্নিত হয়, তখন তা আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় হয়, যদি এই সৌন্দর্য অবলম্বন তার সামর্থ্যের অনুকূলে থাকে। অর্থাৎ, সে এমন কোনো অভাবী নয় যে কষ্ট করে সাধ্যাতীত সুন্দর পোশাক বা সুন্দর পাদুকা সংগ্রহের পেছনে ছোটে; বরং আল্লাহ তাকে নেয়ামত দান করেছেন এবং সে পরিপাটি হয়েছে। কেননা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার ওপর তাঁর নেয়ামতের প্রভাব দেখতে পছন্দ করেন। অনুরূপভাবে জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিস, যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সংবাদ দিয়েছেন যে, এক ব্যক্তি বলেছিল: "আল্লাহর কসম! আল্লাহ অমুককে ক্ষমা করবেন না।" এই লোকটি ছিল একজন ইবাদতকারী, যে নিজের আমল নিয়ে আত্মতৃপ্তিতে ভুগছিল এবং তার সেই ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করছিল যাকে সে ত্রুটিপূর্ণ বা পাপাচারী হিসেবে দেখেছিল। অতঃপর সে কসম করে বসল যে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না। তখন মহান আল্লাহ বললেন: "কে সে, যে আমার ওপর খবরদারি করে শপথ করেছে যে আমি অমুককে ক্ষমা করব না?" অর্থাৎ, কে আমার ওপর এমন কসম করার দুঃসাহস দেখায় যে আমি অমুককে ক্ষমা করব না? অথচ শ্রেষ্ঠত্ব ও করুণা তো আল্লাহরই হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। (আল্লাহ বললেন:) "আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি এবং তোমার আমলকে নিষ্ফল করে দিয়েছি।" আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সে এমন এক বাক্য উচ্চারণ করেছিল যা তার ইহকাল ও পরকালকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সে আত্মগর্বে মত্ত হয়ে এবং তার ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করে তা বলেছিল, ফলে সে শপথ করেছিল যে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না। অতঃপর আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিলেন, কারণ তার গুনাহ ছিল শিরকের নিচে, অথবা এজন্য যে আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন ফলে সে তাওবা করেছে। পক্ষান্তরে অন্য ব্যক্তির আমল নিষ্ফল হয়ে গেল, কারণ সে নিজ আমল নিয়ে গর্বিত ছিল—আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই—এবং সে তার রবের ওপর খবরদারি করে শপথ করেছিল যে তিনি অমুককে ক্ষমা

করবেন না। অথচ মহান আল্লাহ নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর ওপর কর্তৃত্ব করার সাধ্য কারো নেই। তবে যদি কোনো ব্যক্তি তার রবের প্রতি সুধারণা পোষণ করে এবং আল্লাহর ওপর এমন বিষয়ে শপথ করে যাতে অন্যের ওপর কোনো অন্যায় হস্তক্ষেপ নেই, তবে সে ক্ষেত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "অনেক উস্কোখুস্কো চুলধারী ও ধূলিমলিন ব্যক্তি রয়েছেন যাদের মানুষের দুয়ার থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়, তারা যদি কোনো বিষয়ে আল্লাহর নামে শপথ করেন, তবে আল্লাহ তা অবশ্যই পূরণ করেন।" আর আল্লাহই সঠিক পথের দিশারি।

(ص: 262) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب النهي عن إظهار الشبّاتة بالمسلم
قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ
الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ}
1577 - وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: لا تظهر الشبّاتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك رواه الترمذي وقال: حديث
حسن.

وفي الباب حديث أبي هريرة السابق في باب التجسس: كل المسلم على المسلم حرام
الحديث.

[الشَّرْحُ]

هذان بابان ذكرهما المؤلف رحمه الله في كتابه (رياض الصالحين) الأول في الشبّاتة،
والثاني في الطعن في النسب.

أما الشبابة فهي: التعبير بالذنب أو بالعمل أو حادثة تقع على الإنسان أو ما أشبه ذلك، فيشيعها الإنسان ويبينها ويظهرها، وهذا محرم لأنه ينافي قول الله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَإِنَّ الْأَخَّ لَا يَحِبُّ أَنْ

মুসলিমের বিপদে আনন্দ প্রকাশ (শামাতাহ) নিষিদ্ধকরণ পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: {নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই} এবং তিনি আরও ইরশাদ করেছেন: {নিশ্চয় যারা চায় যে মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে}

১৫৭৭ - ওয়াহিলা বিন আল-আসকা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: তুমি তোমার ভাইয়ের বিপদে আনন্দ প্রকাশ করো না; নতুবা আল্লাহ তার প্রতি দয়া করবেন এবং তোমাকে বিপদে লিপ্ত করবেন। এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এটি হাসান হাদীস।

এই অনুচ্ছেদে গোয়েন্দাগিরি (তাজাসসুস) পরিচ্ছেদে ইতিপূর্বে বর্ণিত আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসটিও অন্তর্ভুক্ত: "এক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের সবকিছুই হারাম..." (হাদীসের শেষ পর্যন্ত)।

[ব্যাক্ত্যা]

লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) তার (রিয়ায়ুস সালিহীন) গ্রন্থে এখানে দুটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি অন্যের বিপদে আনন্দ প্রকাশ (শামাতাহ) প্রসঙ্গে এবং দ্বিতীয়টি বংশমর্যাদায় আঘাত হানা প্রসঙ্গে।

শামাতাহ বা অন্যের বিপদে আনন্দ প্রকাশ হলো: কাউকে তার কোনো গুনাহ, কোনো কাজ বা তার ওপর আপত্তিত কোনো বিপদের কারণে লজ্জা দেওয়া বা বিদ্রূপ করা; অতঃপর মানুষ তা প্রচার করে, ব্যক্ত করে এবং প্রকাশ করে দেয়। এটি হারাম, কারণ এটি মহান আল্লাহর এই বাণীর পরিপন্থী: "নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই।" কেননা একজন ভাই কখনোই এটি পছন্দ করে না যে...

تظهر الشماتة في أخيه، وكذلك ينافي قوله تعالى: {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً} .

ثم ذكر المؤلف حديث واثلة بنت الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك يعني أن الإنسان إذا عير أخاه في شيء ربما يرحم الله هذا البعير ويشفي من هذا الشيء ويزول عنه ثم يبتلى به هذا الذي عيره، وهذا يقع كثيرا، ولهذا جاء في حديث آخر، في صحته نظر لكنه موافق لهذا الحديث: من عير أخاه بذنب لن يمت حتى يعمله فأياك وتعيير المسلمين والشماتة فيهم فربما يرتفع عنهم ما شتمهم به ويحل فيك.

(একরূপ আচরণ) তার ভাইয়ের প্রতি শ্লেষ বা উপহাস প্রকাশ করাকে বুঝায়, যা মহান আল্লাহর এই বাণীর পরিপন্থী: "যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে তাদের কৃত কোনো অপরাধ ছাড়াই কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।" এরপর লেখক ওয়াসিলা বিনতে আসকা (রা.) বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তুমি তোমার ভাইয়ের বিপদে আনন্দ প্রকাশ করো না; অন্যথায় আল্লাহ তার প্রতি দয়া করবেন এবং তোমাকে সেই বিপদে লিপ্ত করবেন।" অর্থাৎ, মানুষ যখন তার ভাইকে কোনো বিষয়ে বিদ্রপ করে, তখন সম্ভবত আল্লাহ সেই বিদ্রপের শিকার ব্যক্তিকে দয়া করেন এবং তাকে সেই অবস্থা থেকে মুক্তি দান করেন, আর যে বিদ্রপ করেছিল তাকে সেই একই পরীক্ষায় নিপতিত করেন। এটি প্রায়শই ঘটে থাকে। এই কারণেই অন্য একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—যার বিশুদ্ধতার বিষয়ে ভিন্নমত থাকলেও তা এই হাদিসের অর্থের সাথে সংগতিপূর্ণ—"যে ব্যক্তি তার ভাইকে কোনো পাপের কারণে বিদ্রপ করবে, সে নিজে তা না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না।" অতএব, মুসলিমদের বিদ্রপ করা এবং তাদের বিপদে আনন্দিত হওয়া থেকে সাবধান থাকুন; কেননা সম্ভবত তারা যে কারণে বিদ্রপের শিকার হচ্ছে তা তাদের থেকে অপসারিত হবে এবং আপনার ওপর আপতিত হবে।

باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع

قال الله تعالى: {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً}

1578 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت رواه مسلم. أما الثاني: أي - الباب الثاني - هو الطعن في النسب فمعناه التعيير بالنسب أو أن ينفي نسبه، فمثلاً يقول في التعيير: أنت من القبيلة الفلانية التي لا تدفع العدو ولا تحمي الفقير.

ويذكر فيها معائب، أو مثلاً يقول: أنت تدعي أنك من آل فلان ولست منهم، أنت ما فيك خير هؤلاء، القبيلة ولو كنت منهم لكان فيك خير، أو ما أشبه ذلك. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في

শরীয়তের বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত বংশমর্যাদায় অপবাদ প্রদান হারাম হওয়া সম্পর্কিত অধ্যায় মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: {আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে তাদের কোনো কৃতকর্ম ছাড়াই কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই অপবাদ এবং সুস্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।}

১৫৭৮ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: মানুষের মধ্যে দুটি বিষয় রয়েছে যা কুফরি স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত: বংশমর্যাদায় আঘাত করা এবং মৃত ব্যক্তির জন্য উচ্চস্বরে বিলাপ করা। (মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)।

দ্বিতীয় বিষয়টি—অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—হলো বংশমর্যাদায় আঘাত করা। এর অর্থ হলো বংশ নিয়ে উপহাস করা অথবা কারো বংশপরিচয় অস্বীকার করা। উদাহরণস্বরূপ, উপহাসের

ক্ষেত্রে কেউ বলে: তুমি অমুক গোত্রের লোক, যারা শত্রুকে প্রতিহত করতে পারে না এবং দরিদ্রদের রক্ষা করতে পারে না।

এভাবে সে সেই গোত্রের দোষত্রুটি উল্লেখ করে। অথবা যেমন কেউ বলে: তুমি দাবি করো যে তুমি অমুক বংশের লোক অথচ তুমি তাদের কেউ নও; তোমার মধ্যে সেই গোত্রের কোনো কল্যাণ নেই, তুমি যদি তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে তবে তোমার মাঝেও কল্যাণ থাকত, কিংবা এই জাতীয় কথা।

অতঃপর তিনি আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: মানুষের মধ্যে দুটি বিষয়...

(ص: 265) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الناس هما بهم كفر يعني خصلتان يفعلهما الناس وهم من خصال الكفر، الطعن في النسب، والثانية النياحة على الميت، النياحة على الميت أن يبكي عليه النساء أو الرجال أيضاً، لكن النساء أكثر، على شبه ما تنوح الحمامة، يعني: يأتين بالبكاء برنة معروفة، هذا حرام وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة ومن النياحة ما يفعله بعض الناس اليوم، يجتمعون في بيت الميت ويؤتي إليهم بالطعام أو يصنعون هم الطعام ويجتمعون عليه، فإن هذا محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، وهؤلاء نواح، لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع في بيت الميت وصنع الطعام من النياحة وهو صحابي جليل معروف، فالصحابه يرون أن هذا من الناحية، ولهذا ينهي أهل الميت إذا مات أن يفتحوا أبوابهم للعزاء، لأن ذلك منكر وبدعة، فالصحابه ما كانوا يفعلون ذلك، ثم هو فيه نوع من الاعتراض على قضاء الله وقدره، والواجب على الإنسان الرضا والتسليم وأن يبقى بآبه مغلقاً، ومن أراد أن

মানুষের মধ্যে এমন দুটি স্বভাব রয়েছে যা কুফরি পর্যায়ে; অর্থাৎ মানুষের কৃত এমন দুটি কাজ যা কুফরির বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। প্রথমটি হলো বংশমর্যাদায় আঘাত দেওয়া বা বংশ তুলে নিন্দা করা এবং দ্বিতীয়টি হলো মৃত ব্যক্তির ওপর বিলাপ করা। মৃত ব্যক্তির ওপর বিলাপ করার অর্থ হলো নারী অথবা পুরুষদের তার জন্য কান্নাকাটি করা—যদিও নারীদের মধ্যেই এটি বেশি দেখা যায়—যা অনেকটা কবুতরের ডাকার মতো সুর করে বিলাপের ন্যায়। অর্থাৎ, তারা একটি সুনির্দিষ্ট সুরে কান্নাকাটি করে; এটি হারাম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিলাপকারিণী এবং যে তা কান পেতে শোনে, উভয়ের ওপর অভিশাপ দিয়েছেন। বর্তমানে কিছু মানুষ যা করে থাকে তাও বিলাপের অন্তর্ভুক্ত, যেমন—তারা মৃত ব্যক্তির বাড়িতে সমবেত হয় এবং তাদের জন্য খাবার নিয়ে আসা হয় অথবা তারা নিজেরাই খাবার তৈরি করে সেখানে ভোজের আয়োজন করে। নিশ্চয়ই এটি নিষিদ্ধ, কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিলাপকারিণী ও শ্রবণকারিণীকে অভিশাপ দিয়েছেন এবং এই ধরনের আচরণ বিলাপেরই অংশ। এর প্রমাণ হলো প্রখ্যাত সাহাবি জারির ইবন আব্দুল্লাহ আল-বাজালি (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণনা, তিনি বলেছেন: "আমরা মৃত ব্যক্তির বাড়িতে একত্রিত হওয়া এবং খাবারের আয়োজন করাকে বিলাপের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করতাম।" তিনি একজন সুপরিচিত মহান সাহাবি। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম এগুলোকে বিলাপ হিসেবেই দেখতেন। এই কারণেই মৃত ব্যক্তির পরিবারকে শোক জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে তাদের দরজা উন্মুক্ত রাখতে নিষেধ করা হয়; কেননা এটি একটি গর্হিত কাজ ও বিদআত। সাহাবায়ে কেরাম এমনটি করতেন না। এছাড়া এতে আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদিরের প্রতি এক ধরনের আপত্তি প্রকাশ পায়। মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকা ও আত্মসমর্পণ করা এবং নিজের দরজা বন্ধ রাখা। আর যে ব্যক্তি চায়...

(ص: 266) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

يعزيه يجده في السوق أو في المسجد، بالنسبة للرجال.

وأما النساء فلا حاجة إلى فتح الباب لهن واجتماعهن، فآلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النياحة من الكفر اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت ولا يغرنك يعني الناس، فإن الله يقول: {وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله} وقال تعالى: {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين} فالمدار ما هو على عمل الناس وأن هذه عادة، المدار على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وعمل الصحابة رضي الله عنهم، ما منهم أحد فتح بابه للمعزين أبدا، وما اجتمعوا على الأكل بل كانوا يعدون هذا من النياحة ويبتعدون عنه أشد البعد، لأن النياحة كما سمعتم كفر، يعني من خصال الكفر.

والثاني: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستبعة.

والله الموفق.

একজন পুরুষ শোকাতুর ব্যক্তিকে বাজার বা মসজিদে খুঁজে নিয়ে সমবেদনা জানাতে পারেন। আর নারীদের ক্ষেত্রে সমবেদনা গ্রহণের জন্য দরজা খুলে রাখা বা তাদের একত্রিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। মূল বিষয় হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "মানুষের মাঝে দুটি বিষয় কুফরির অন্তর্ভুক্ত: বংশমর্যাদায় আঘাত হানা এবং মৃতের ওপর বিলাপ করা।" মানুষের আধিক্য যেন আপনাকে বিভ্রান্ত না করে, কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর যদি আপনি জমিনের অধিকাংশ মানুষের কথা মেনে চলেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে।" আল্লাহ আরও বলেন: "আপনি যতই আকাঙ্ক্ষা করুন না কেন, অধিকাংশ মানুষ ঈমান গ্রহণকারী নয়।" সুতরাং মানুষের আমল বা প্রথা কোনো মানদণ্ড নয়; বরং মূল মানদণ্ড হলো আল্লাহর কিতাব, তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহ, খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর আমল। তাঁদের মধ্য থেকে কেউই সমবেদনা জ্ঞাপনকারীদের জন্য কখনও দরজা খুলে রাখতেন না এবং তাঁরা ভোজের জন্য একত্রিত হতেন না; বরং তাঁরা একে বিলাপের অংশ মনে করতেন এবং তা থেকে কঠোরভাবে দূরে থাকতেন। কেননা বিলাপ করা কুফরি, অর্থাৎ এটি কুফরির বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়ত: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিলাপকারিণী এবং শ্রবণকারিণীর ওপর লানত করেছেন।

আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 267) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب النهي عن الغش والخداع

قال الله تعالى: {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً}

1579 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح، فليس منا، ومن غشنا، فليس منا رواه مسلم.

وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا

1580 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا متفق عليه.

1581 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن

প্রতারণা ও শঠতা বা ধোঁকাবাজির নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে তাদের কৃত কোনো অপরাধ ছাড়াই কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং সুস্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করল।"

১৫৭৯ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়,

আর যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করে সেও আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাদ্যের এক স্তূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি তাঁর হাত সেই স্তূপের ভেতরে প্রবেশ করালেন, এতে তাঁর আঙুলগুলো ভিজে গেল। তিনি বললেন: "হে খাদ্যের মালিক! এটি কী?" সে আরজ করল: "হে আল্লাহর রাসূল! এতে বৃষ্টির পানি লেগেছিল।" তিনি বললেন: "তবে কেন তুমি সেই সিক্ত অংশটি খাদ্যের উপরে রাখলে না যাতে মানুষ তা দেখতে পায়? যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমার দলভুক্ত নয়।"

১৫৮০ - তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা (পণ্যের দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে) কৃত্রিম দালালি বা ধোঁকাবাজি করো না।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১৫৮১ - ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিষেধ করেছেন...

(ص: 268) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

النجش متفق عليه.

1582 - وعنه قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت، فقل لا خلافة متفق عليه.

الخلافة بخاء معجبة مكسورة، وباء موحدة: وهي الخديعة.

1583 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرئ، أو مملوكه، فليس منا رواه أبو داود.
خبب بخاء معجبة، ثم باء موحدة مكررة: أي: أفسده وخدعه.

'নাজাশ' বা ক্রেতাকে ঠকানোর উদ্দেশ্যে পণ্যের কৃত্রিম দর বৃদ্ধি করা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি সর্বসম্মত।

১৫৮২ - তাঁর (ইবনে উমর) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আরজ করলেন যে, কেনাবেচার ক্ষেত্রে তাঁকে প্রতারণা করা হয়। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তুমি যখনই কারো সাথে কেনাবেচা করবে, তখন বলবে—কোনো প্রকার প্রতারণা চলবে না।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। 'খিলাবাহ' শব্দটি নুত্তায়ুক্ত 'খা' বর্ণে কাসরা (জের) এবং একক 'বা' বর্ণ সহযোগে গঠিত; এর অর্থ হলো প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা।

১৫৮৩ - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তির স্ত্রীকে অথবা তার দাসকে (মালিকের বিরুদ্ধে) প্ররোচিত করে বা বিগড়ে দেয়, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (আবু দাউদ)। 'খাব্বাবা' শব্দটি নুত্তায়ুক্ত 'খা' এবং এরপর দ্বিত্ব 'বা' বর্ণ সহযোগে গঠিত; এর অর্থ হলো কোনো কিছু নষ্ট করা, বিগড়ে দেওয়া বা প্রতারণা করা।

(ص: 269) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَابُ تَحْرِيمِ الْغَدْرِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} :

[الشَّرْحُ]

قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ رِيَّاضُ الصَّالِحِينَ: بَابُ تَحْرِيمِ الْغَدْرِ.
الْغَدْرُ خِيَانَةُ الْإِنْسَانِ فِي مَوْضِعِ الْإِسْتِثْمَانِ.

بمعنى أن يَأْتِمَنَكَ أَحَدٌ فِي شَيْءٍ ثُمَّ تَغْدُرُ بِهِ، سِوَاءِ أُعْطِيْتَهُ عَهْدًا أَمْ لَمْ تَعْطِهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الَّذِي اتَّيَمَنَكَ: اعْتَمَدَ عَلَيْكَ وَوَثَّقَ بِكَ، فَإِذَا خَنْتَهُ فَقَدْ غَدَرْتَ بِهِ.

ثُمَّ اسْتَدْلَ الْمُؤَلَّفُ عَلَى تَحْرِيمِ الْغَدْرِ بِوُجُوبِ الْوَفَاءِ، لِأَنَّ الشَّيْءَ يَعْرِفُ بِضَدِّهِ، وَوُجُوبِ الْوَفَاءِ سَاقٍ لَهُ الْمُؤَلَّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ آيَتَيْنِ، الْآيَةُ الْأُولَى قَوْلُهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ يَعْنِي اتَّوَا بِهَا وَافِيَةً شَامِلَةً عَلَى حَسَبِ الْعَقْدِ الَّذِي اتَّفَقْتَ مَعَ صَاحِبِكَ عَلَيْهِ، وَهَذَا يَشْمَلُ كُلَّ الْعُقُودِ، يَشْمَلُ عَقُودَ الْبَيْعِ، فَإِذَا بَعْتَ شَيْئًا عَلَى أَخِيكَ فَالْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَفِيَ بِالْعَقْدِ، إِنْ كَانَ بَيْنَكُمَا شَرْطٌ فَأَوْفِهِ، سِوَاءِ كَانَ عَدَمِيًّا أَمْ وَجُودِيًّا، فَمِثْلًا إِذَا بَعْتَ عَلَى أَخِيكَ بَيْتًا وَاشْتَرَطْتَ عَلَيْهِ أَنْ تَسْكُنَهُ لِمُدَّةٍ سَنَةٍ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يُمْكِنَكَ مِنْ هَذَا وَأَلَّا يَتَعَرَّضَ لَكَ، لِأَنَّهُ شَرْطٌ عَلَيْكَ أَنْ يَسْكُنَهُ سَنَةً، وَهَذَا مُقْتَضَى الْعَقْدِ، بَعْتَ عَلَى أَخِيكَ شَيْئًا وَاشْتَرَطْتَ عَلَيْهِ أَنْ يَصْبِرَ بِالْعَيْبِ الَّذِي فِيهِ، يَعْنِي قُلْتَ:

বিশ্বাসভঙ্গ হারামের অনুচ্ছেদ

মহান আল্লাহ বলেন: {হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো}। তিনি আরও বলেন: {এবং তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করো; নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।} :

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রহিমাল্লাহ) তাঁর ‘রিয়াদুস সলিহীন’ গ্রন্থে বলেছেন: বিশ্বাসভঙ্গ বা প্রতারণা হারামের অনুচ্ছেদ।

বিশ্বাসভঙ্গ বা ‘গদর’ হলো আস্থার স্থলে কোনো ব্যক্তির সাথে খিয়ানত বা প্রতারণা করা।

এর অর্থ হলো, কেউ যখন কোনো বিষয়ে আপনাকে বিশ্বাস করে, অতঃপর আপনি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন—চাই আপনি তাকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকুন বা না থাকুন।

কারণ, যে ব্যক্তি আপনাকে বিশ্বাস করেছে, সে আপনার ওপর নির্ভর করেছে এবং আস্থা রেখেছে। অতএব, আপনি যদি তার সাথে খিয়ানত করেন, তবে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা বা ‘গদর’ করলেন।

অতঃপর লেখক অঙ্গীকার পূর্ণ করার আবশ্যকতা উল্লেখ করে বিশ্বাসভঙ্গ হারাম হওয়ার প্রমাণ পেশ করেছেন; কারণ কোনো বিষয় তার বিপরীত বিষয়ের মাধ্যমেই স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। অঙ্গীকার পূর্ণ করার আবশ্যকতা বোঝাতে লেখক (রহিমাহুল্লাহ) দুটি আয়াত উল্লেখ করেছেন। প্রথম আয়াতটি হলো মহান আল্লাহর বাণী: “হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো।” অর্থাৎ আপনার সঙ্গীর সাথে যে চুক্তিতে উপনীত হয়েছেন, সেই চুক্তি অনুযায়ী তা পরিপূর্ণ ও সামগ্রিকভাবে পালন করুন। এটি সব ধরনের চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; এর মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিও অন্তর্ভুক্ত। আপনি যখন আপনার ভাইয়ের কাছে কোনো কিছু বিক্রি করবেন, তখন আপনার কর্তব্য হলো সেই চুক্তি পালন করা। যদি আপনাদের মধ্যে কোনো শর্ত থাকে, তবে তা পূর্ণ করুন—চাই তা নেতিবাচক হোক বা ইতিবাচক। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি আপনার ভাইয়ের কাছে একটি বাড়ি বিক্রি করেন এবং শর্ত আরোপ করেন যে আপনি তাতে এক বছর বসবাস করবেন, তবে ক্রেতার কর্তব্য হলো আপনাকে সেই সুযোগ দেওয়া এবং এতে কোনো বাধা সৃষ্টি না করা; কারণ এটি তার ওপর আপনার শর্ত ছিল যে আপনি এক বছর সেখানে থাকবেন, আর এটিই চুক্তির দাবি। আপনি আপনার ভাইয়ের কাছে কোনো কিছু বিক্রি করলেন এবং শর্ত দিলেন যে সে এতে বিদ্যমান ক্রটির ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করবে, অর্থাৎ আপনি বললেন:

(ص: 270) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

فيه عيب فاصبر به فيجب عليك أن توفي بذلك وأن لا تردّه، وإذا رددته فلا حق لك، لكن يجب عليك من الأصل ألا تردّه.

وهاهنا مسألة يتخذها بعض الناس والعياذ بالله وهي حرام يبيع الشيء ويعرف أن فيه عيباً، ثم يقول للمشتري، ترى ما بعت عليك إلا ما أمألك واصبر بجميع العيوب، وهذا ما يعرف عندهم في حارات السيارات حارات تحت المكرفون، تجد السمسار الذي هو الدلال، ينادي بأعلى صوته ويقول: ترى ما بعت عليك إلا

الإطارات، ما بعت عليك إلا الكبوت، ما بعت عليك إلا كذا وكذا، وهو يعلم أن فيها العيب الفلاني لكن لا يذكره خداعاً والعياذ بالله، لأنه لو ذكره لنقصت القيمة، فإذا لم يذكره صار المشتري متردداً، يحتفل فيها عيب، يحتفل ما فيها عيب، فيدفع ثمناً أكثر مما لو علم بالعيب المعين وهذا الذي باع على هذا الشرط، ولو التزم المشتري بذلك، إذا كان بها عيب حقيقة فإنه لا يبرأ منه يوم القيامة، سوف يطالب به ولا ينفع هذا الشرط، الواجب إذا علمت في السلعة عيباً أن تبين أن فيها العيب الفلاني، نعم لو فرض أن إنساناً اشترى سيارة وبقيت عنده يوماً أو يومين، ولم يعلم بها عيب، ولم يشترط عليه عيب، ثم أراد أن يسلم منها قال بعت عليك هذا الذي أمالك، معيب أو سليم، ما علي منها، فهذا لا بأس به. والمهم أن من علم العيب في السلعة يجب أن يبينه، ومن لم يعلم فله أن يشترط على المشتري أنه لا رد له، ولا يعود عليه بشيء، ولا بأس به. من الوفاء بالعقود ما يحصل بين الزوجين عند العقد، تشتط المرأة شروطاً أو يشترط الزوج شروطاً فيجب على من يشترط عليه أن يوفي بالشرط، مثل أن تشتط عليه ألا تسكن مع أهله، فيجب عليه أن يوفي لأن

এতে ত্রুটি রয়েছে, সুতরাং আপনি এটি মেনে নিন। এমতাবস্থায় আপনার জন্য এটি পূর্ণ করা এবং তা ফেরত না দেওয়া আবশ্যিক। যদি আপনি তা ফেরত দেন, তবে আপনার কোনো অধিকার থাকবে না; বরং নীতিগতভাবে আপনার জন্য তা ফেরত না দেওয়া আবশ্যিক ছিল। এখানে এমন একটি বিষয় রয়েছে যা কিছু মানুষ করে থাকে—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—আর এটি হারাম। তারা কোনো বস্তু বিক্রি করে অথচ জানে যে তাতে ত্রুটি আছে, এরপর ক্রেতাকে বলে, 'দেখুন, আপনার সামনে যা আছে আমি কেবল সেটুকুই আপনার কাছে বিক্রি করেছি এবং যাবতীয় ত্রুটিসহ এটি মেনে নিন।' এটি তাদের কাছে গাড়ি বিক্রয়ের বাজারে 'নিলামের' কেনাবেচা হিসেবে পরিচিত। সেখানে দেখা যায় দালাল বা নিলামকারী উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলছে: 'দেখুন, আমি আপনার কাছে কেবল টায়ারগুলো বিক্রি করেছি, আমি কেবল বনট বিক্রি করেছি, আমি কেবল অমুক অমুক বিষয় বিক্রি করেছি।' অথচ সে জানে যে তাতে অমুক ত্রুটি রয়েছে, কিন্তু প্রতারণাবশত সে তা উল্লেখ করে না—আল্লাহর কাছে এ থেকে

আশ্রয় চাই। কারণ সে যদি তা উল্লেখ করত, তবে পণ্যের মূল্য কমে যেত। যদি সে তা উল্লেখ না করে, তবে ক্রেতা দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যায়; সম্ভাবনা থাকে যে এতে ক্রেতা আছে আবার সম্ভাবনা থাকে যে এতে ক্রেতা নেই। ফলে সে নির্দিষ্ট ক্রেতার কথা জানলে যে মূল্য দিত, তার চেয়ে বেশি মূল্য প্রদান করে। যে ব্যক্তি এই শর্তে বিক্রয় করল, ক্রেতা তা মেনে নিলেও যদি বাস্তবে পণ্যটিতে ক্রেতা থাকে, তবে কিয়ামতের দিন সে এ থেকে দায়মুক্ত হবে না। তার কাছে এর হিসাব চাওয়া হবে এবং এই শর্ত কোনো কাজে আসবে না। ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় কাজ হলো, আপনি যদি পণ্যে কোনো ক্রেতা জানেন, তবে তা স্পষ্ট করে বলে দেওয়া যে এতে অমুক ক্রেতা আছে। হ্যাঁ, যদি ধরে নেওয়া হয় যে কোনো ব্যক্তি একটি গাড়ি ক্রয় করল এবং তা তার কাছে একদিন বা দুদিন থাকল, আর সে তাতে কোনো ক্রেতা জানতে পারল না এবং তার ওপর কোনো ক্রেতা থাকবার শর্তও করা হয়নি; এরপর সে এটি থেকে অব্যাহতি পেতে চাইল এবং বলল, 'আপনার সামনে যা আছে আমি তাই আপনার কাছে বিক্রি করছি, এটি ক্রেতামুক্ত হোক বা ক্রেতামুক্ত হোক, এ ব্যাপারে আমার কোনো দায় নেই'—তবে এতে কোনো সমস্যা নেই। মূল কথা হলো, পণ্যের ক্রেতা সম্পর্কে যে অবগত, তার জন্য তা প্রকাশ করা ওয়াজিব। আর যে অবগত নয়, তার জন্য ক্রেতার ওপর এই শর্তারোপ করা বৈধ যে, সে পণ্যটি ফেরত নেবে না এবং কোনো কিছুর জন্য তার নিকট পুনরায় দাবি করতে পারবে না; এতে কোনো দোষ নেই। চুক্তির প্রতিশ্রুতি রক্ষার অন্তর্ভুক্ত হলো বিয়ের সময় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যা সম্পাদিত হয়। স্ত্রী কিছু শর্তারোপ করতে পারে অথবা স্বামী কিছু শর্তারোপ করতে পারে; এমতাবস্থায় যার ওপর শর্তারোপ করা হয়েছে তার জন্য সেই শর্ত পূরণ করা ওয়াজিব। যেমন স্ত্রী যদি শর্ত দেয় যে সে তার (স্বামীর) পরিবারের সাথে বসবাস করবে না, তবে স্বামীর জন্য তা পূরণ করা ওয়াজিব, কারণ...

(ص: 271) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بعض النساء لا ترغب في أن تسكن مع أهل الزوج لكونها سبت عنهم أنهم نكد وأنهم أهل تشويش وأهل نبيمة، فتقول شرطت ألا أسكن مع أهلك فيجب عليه أن

يوفي بذلك، لأن الله قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} أو شرطت عليه ألا يخرجها من بيتها، مثلاً هي ربة أولاد من زوج سابق، وتزوجها رجل جديد فقالت شرط ألا تخرجني من بيتي، فيجب عليه أن يوفي بهذا الشرط وألا ينكد عليها، لا يقول أنا ما أخرجتها من بيتها، ولكن ينكد عليها، حتى تمل وتتعب، هذا حرام؛ لأن الله قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} اشترطت عليه مهراً معيناً، قالت: شرط أن تعطيني مهري مثلاً عشرة آلاف يجب عليه أن يوفي، ولا يباطل لأنه مشروط عليه، ولكن لو اشترطت هي أو هو شرطاً فاسداً فإنه لا يقبل، مثل لو اشترطت عليه، قالت: شرط أن تطلق زوجتك الأولى فهذا الشرط لا يقبل ولا يوفي به وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتدفع ما في إنائها أو قال: ما في صحفتها هذا الشرط محرم، لأنه عدوان على الغير فيكون باطلاً ولا يجب الوفاء به، بل هو لا يجب الالتزام به أصلاً لأنه شرط فاسد، أما لو اشترطت ألا يتزوج عليها وقبل فشرط صحيح، لأنه ما فيه عدوان على أحد، فيه منع الزوج من

কিছু নারী স্বামীর পরিবারের সাথে বসবাস করতে পছন্দ করেন না, কারণ তিনি তাদের সম্পর্কে শুনেছেন যে তারা কলহপ্রিয়, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এবং পরনিন্দাকারী। তাই তিনি যদি শর্তারোপ করেন যে, 'আমি আপনার পরিবারের সাথে বসবাস করব না', তবে স্বামীর জন্য সেই শর্ত পূরণ করা ওয়াজিব। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "হে মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো।" অথবা তিনি যদি শর্ত দেন যে স্বামী তাকে তার নিজ ঘর থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যাবেন না—উদাহরণস্বরূপ, তিনি তার পূর্ববর্তী স্বামীর সন্তানদের দেখাশোনা করছেন এবং নতুন এক ব্যক্তি তাকে বিয়ে করেছেন, তখন তিনি শর্ত দিলেন যে 'আমাকে আমার ঘর থেকে বের করবেন না'—তবে স্বামীর জন্য এই শর্ত পূরণ করা আবশ্যিক এবং তাকে কোনো প্রকার কষ্ট দেওয়া যাবে না। স্বামী যেন এমনটি না বলেন যে, 'আমি তো তাকে তার ঘর থেকে বের করিনি', অথচ তিনি তাকে নানাভাবে উত্থাপ্ত করেছেন যেন তিনি অতিষ্ঠ ও ক্লান্ত হয়ে পড়েন। এটি হারাম; কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "হে মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো।" একইভাবে তিনি যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ মোহরানার শর্ত দেন, যেমন

তিনি বললেন: 'শর্ত হলো আপনি আমাকে মোহর হিসেবে দশ হাজার (মুদ্রা) প্রদান করবেন', তবে স্বামীর জন্য তা আদায় করা অপরিহার্য। তিনি এতে টালবাহানা করতে পারবেন না, কারণ এটি তার ওপর শর্ত হিসেবে ধার্য করা হয়েছে। কিন্তু নারী বা পুরুষ যদি কোনো অবৈধ (ফাসিদ) শর্তারোপ করেন, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন নারী যদি এই শর্ত দেন যে, 'শর্ত হলো আপনাকে আপনার প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে', তবে এই শর্ত গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তা পূরণ করাও যাবে না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "কোনো নারী যেন তার বোনের (সতীন) তালাক প্রার্থনা না করে, যাতে সে তার পাত্রের বস্তু (অধিকার) নিজের জন্য হস্তগত করতে পারে।" এই শর্তটি হারাম, কারণ এটি অন্যের ওপর এক প্রকার জুলুম বা সীমালঙ্ঘন; সুতরাং তা বাতিল হিসেবে গণ্য হবে এবং এটি পূরণ করা আবশ্যিক নয়। বরং এটি আদৌ মেনে চলার প্রয়োজন নেই, কারণ এটি একটি ত্রুটিপূর্ণ শর্ত। পক্ষান্তরে, তিনি যদি এই শর্ত দেন যে স্বামী তার বর্তমানে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবেন না এবং স্বামী তা গ্রহণ করে নেন, তবে এটি একটি বৈধ শর্ত। কারণ এতে কারো প্রতি কোনো প্রকার সীমালঙ্ঘন নেই, বরং এতে স্বামীকে বিরত রাখা হয়েছে...

(ص: 272) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أمر يجوز له باختياره وهذا لا بأس به، لأن الزوج هو الذي أسقط حقه وهو ليس فيه عدوان على أحد، فإذا اشترط ألا يتزوج عليها فتزوج فلها أن تفسخ النكاح، رضي أم أبي، لأنه خالف الشرط.

فألهم أن الله أمر بالوفاء بالعقود في كل شيء، يجب أن تفي بالعقد في كل شيء وألا تخون ولا تعذر ولا تكتم عيباً ولا تدلس، ويأتي الكلام إن شاء الله على الآية الثانية.

والله أعلم

1584 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه، كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن، كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر متفق عليه.

এটি এমন একটি বিষয় যা সে নিজ ইচ্ছায় গ্রহণ করতে পারে এবং এতে কোনো দোষ নেই। কারণ স্বামী নিজেই তার অধিকার ত্যাগ করেছে এবং এতে কারো প্রতি কোনো অন্যায় বা সীমালঙ্ঘন নেই। সুতরাং স্ত্রী যদি শর্ত আরোপ করে যে স্বামী তার বর্তমানে পুনরায় বিবাহ করবে না, আর স্বামী যদি সেই শর্ত ভঙ্গ করে বিবাহ করে, তবে স্ত্রীর অধিকার রয়েছে বিবাহ বিচ্ছেদ করার, স্বামী তাতে সম্মত থাকুক বা না থাকুক; কেননা সে শর্ত লঙ্ঘন করেছে। সারকথা হলো, আল্লাহ তাআলা প্রতিটি ক্ষেত্রে অঙ্গীকার ও চুক্তি পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আপনার জন্য আবশ্যিক হলো সব বিষয়ে চুক্তি রক্ষা করা এবং খেয়ানত না করা, টালবাহানা না করা, কোনো ত্রুটি গোপন না করা এবং প্রতারণার আশ্রয় না নেওয়া। ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয় আয়াতের আলোচনা সামনে আসবে।
আর আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

১৫৮৪ - আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "চারটি বৈশিষ্ট্য এমন যা কারো মধ্যে থাকলে সে খাঁটি মুনাফিক বলে গণ্য হবে। আর যার মধ্যে এর কোনো একটি বৈশিষ্ট্য থাকবে, তার মধ্যে নিফাকের একটি অংশ বিদ্যমান থাকবে যতক্ষণ না সে তা ত্যাগ করে। (সেগুলো হলো:) যখন তার নিকট আমানত রাখা হয় তখন সে খেয়ানত করে, যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, যখন অঙ্গীকার করে তখন তা ভঙ্গ করে এবং যখন বিবাদে লিপ্ত হয় তখন অশ্লীলতা বা সীমা লঙ্ঘন করে।" (বুখারী ও মুসলিম)।

1585 - وعن ابن مسعود، وابن عمر، وأنس رضي الله عنهم قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان متفق عليه.

1586 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدرة، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة رواه مسلم.

1587 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا، فاستوفى منه، ولم يعطه أجره رواه البخاري.

:

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف في كتابه (رياض الصالحين): باب تحريم الغدر، وقد تقدم معناه والكلام على الآية الأولى مما صدر به المؤلف الباب وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أما الآية الثانية فهي قول الله تعالى: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا} أمر الله أن يوفي بالعهد، يعني إذا عاهدت أحدا وقلت: عليك عهد الله ألا أفعل كذا أو ألا أخبر بها أخبرتني به أو ما أشبه ذلك، فإنه يجب عليك أن تفي بالعهد لأن العهد سوف تسأل عنه يوم القيامة، ولهذا قال: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا} أي: مسئولوا عنه يوم القيامة، ثم ذكر أحاديث سبق لنا الكلام عليها، أي شرحها، وأعظمها أنه ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء، اللواء ما يكون في الحرب مثل العلم يرفع لكل غادر لواء تحت استه والعياذ بالله، أي تحت مقعدته، ويرتفع هذا

১৫৮৫ - ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর এবং আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: কিয়ামতের দিন প্রত্যেক

বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি করে নিশান বা পতাকা থাকবে; বলা হবে: এটি অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার চিহ্ন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১৫৮৬ - আবু সাঈদ আল-খুদরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের নিতম্বের নিকট একটি করে পতাকা থাকবে, যা তার বিশ্বাসঘাতকতার মাত্রা অনুযায়ী উত্তোলন করা হবে। জেনে রেখো, সাধারণ মানুষের আমীরের (জননেতার) বিশ্বাসঘাতকতার চেয়ে বড় আর কোনো বিশ্বাসঘাতকতা নেই। (মুসলিম)।

১৫৮৭ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ তাআলা বলেন: তিন ব্যক্তি এমন যাদের সাথে কিয়ামতের দিন আমি নিজে প্রতিপক্ষ হব: সেই ব্যক্তি যে আমার নামে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা ভঙ্গ করল, সেই ব্যক্তি যে কোনো স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করল এবং সেই ব্যক্তি যে কোনো শ্রমিক নিয়োগ করল এবং তার থেকে কাজ পুরোপুরি আদায় করে নিল কিন্তু তার পারিশ্রমিক প্রদান করল না। (বুখারি)।

:

[ব্যাখ্যা]

লেখক তাঁর গ্রন্থ (রিয়াদুস সালিহীন)-এ বলেছেন: 'বিশ্বাসঘাতকতা হারামের অধ্যায়'। ইতিপূর্বে এর অর্থ এবং লেখক যে আয়াত দিয়ে অধ্যায়টি শুরু করেছেন তার আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে, আর তা হলো মহান আল্লাহর বাণী: "হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো।" দ্বিতীয় আয়াতটি হলো মহান আল্লাহর বাণী: "আর তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করো; নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" আল্লাহ অঙ্গীকার পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, অর্থাৎ যখন আপনি কারো সাথে অঙ্গীকার করেন এবং বলেন: 'তোমার ওপর আল্লাহর অঙ্গীকার রইল যে আমি এমনটি করব না' অথবা 'তুমি আমাকে যা জানিয়েছ তা আমি কাউকে বলব না' কিংবা এই জাতীয় কিছু, তবে আপনার ওপর সেই অঙ্গীকার রক্ষা করা আবশ্যিক। কেননা কিয়ামতের দিন অঙ্গীকার সম্পর্কে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে। এই কারণেই তিনি বলেছেন: "আর তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করো; নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" অর্থাৎ কিয়ামতের দিন এটি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। এরপর তিনি এমন কিছু হাদিস উল্লেখ করেছেন যা নিয়ে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি, অর্থাৎ ব্যাখ্যা করেছি। তার মধ্যে

সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হলো এই যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি নিশান বা পতাকা স্থাপন করা হবে। 'লিওয়া' বা পতাকা হলো যা যুদ্ধে নিশান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইছি, প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের নিতম্বের নিচে একটি পতাকা স্থাপন করা হবে এবং এটি উপরে উঠতে থাকবে...

(ص: 274) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

اللواء بقدر غدرته إن كانت كبيرة صار كبيراً، وإن كانت صغيرة صار صغيراً، ويقال: هذه غدره فلان بن فلان. والعياذ بالله، وفي هذا الحديث دليل على أن الغدر من كبائر الذنوب، لأن فيه هذا الوعيد الشديد وفيه أيضاً أن الناس يدعون يوم القيامة بأبائهم لا بأمهاتهم، وأن ما ذكر من أن الإنسان يوم القيامة يدعى باسم أمه فيقال يا فلان بن فلانة، فليست الحقيقة، بل إن الإنسان يدعى باسم أبيه كما يدعى به في الدنيا. وفي الحديث الأخير أيضاً التنبيه على مسألة يفعلها كثير من الناس اليوم، وهي أنهم يستأجرون الأجراء ولا يعطون لهم أجراً، هذا الذي يفعل يستأجر الأجير ولا يعطيه أجره يكون الله عز وجل خصمه يوم القيامة، كما قال تعالى في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر يعني: عاهد بي ثم غدر والثاني رجل باع حراً فأكل ثمنه حتى لو كان ابنه أو أخاه الأصغر ثم باعه وأكل ثمنه يكون الله عز وجل خصمه يوم القيامة، والثالث هذا الرجل الذي استأجر أجيراً فاستوفى منه وقام الأجير بالعمل كاملاً ثم لم يعطه أجرته ومن ذلك ما يفعله بعض الناس اليوم في العمال الذي يأتون بهم من الخارج، تجده يستأجره بأجرة معينة مثلاً ستمائة ريال في الشهر، ثم إذا جاء به إلى هنا ماطل به وآذاه ولم يؤت له

حقه، وربما يقول له تريد أن تبقى هنا بأربعمائة ريال وإلا سافرت، هذا والعياذ بالله
يكون الله خصمه يوم القيامة، ويأخذ من حسناته ويعطيها هذا

বিশ্বাসঘাতকতার পতাকার বিশালত্ব হবে তার বিশ্বাসঘাতকতার মাত্রা অনুযায়ী। যদি বিশ্বাসঘাতকতা বড় হয়, তবে পতাকাকৃতিও বিশাল হবে; আর যদি তা ছোট হয়, তবে পতাকাকৃতিও ছোট হবে। তখন ঘোষণা করা হবে: "এটি অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতা।"

আল্লাহর নিকট এ থেকে পানাহ চাই। এই হাদিসে প্রমাণ রয়েছে যে, বিশ্বাসঘাতকতা কবির গুনাহের অন্তর্ভুক্ত; কারণ এতে অত্যন্ত কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। এতে আরও প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামতের দিন মানুষকে তাদের পিতার পরিচয়ে ডাকা হবে, মায়ের পরিচয়ে নয়। মানুষের মাঝে যে কথা প্রচলিত আছে যে, কিয়ামতের দিন মানুষকে তার মায়ের নাম ধরে ডাকা হবে এবং বলা হবে—'হে অমুকের পুত্র অমুক' (মায়ের নামসহ), তা মূলত সত্য নয়। বরং দুনিয়ার ন্যায় সেখানেও মানুষকে তার পিতার নামেই ডাকা হবে।

সর্বশেষ হাদিসটিতে বর্তমান সময়ের অনেক মানুষের একটি প্রচলিত মন্দ আচরণের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। তা হলো—শ্রমিক নিয়োগ করে তাদের পারিশ্রমিক পরিশোধ না করা। যে ব্যক্তি শ্রমিক নিয়োগ করে তার পাওনা বুঝিয়ে দেয় না, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ স্বয়ং তার প্রতিবাদী বা বিপক্ষ হবেন। যেমনটি আল্লাহ তাআলা হাদিসে কুদসিতে এরশাদ করেছেন: "তিন শ্রেণির ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন আমি স্বয়ং বাদী হব—প্রথমত: যে ব্যক্তি আমার নামে অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করল। দ্বিতীয়ত: যে ব্যক্তি কোনো স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করল (এমনকি সে যদি নিজের সন্তান বা ছোট ভাইকেও বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করে)। তৃতীয়ত: সেই ব্যক্তি, যে কোনো শ্রমিক নিয়োগ করল এবং তার থেকে পুরোপুরি কাজ বুঝে নিল, কিন্তু তাকে তার পারিশ্রমিক প্রদান করল না।" বর্তমান যুগে বিদেশ থেকে নিয়ে আসা শ্রমিকদের সাথে কিছু মানুষ যা করে থাকে, তা এই জুলুমেরই অন্তর্ভুক্ত। দেখা যায়, তাকে হয়তো মাসে ছয়শত রিয়াল বেতনের চুক্তিতে নিয়োগ করা হলো, কিন্তু এখানে আসার পর নিয়োগকর্তা পাওনা পরিশোধে গড়িমসি করে, তাকে কষ্ট দেয় এবং তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। এমনকি কখনো হয়তো তাকে বাধ্য করে এই বলে যে—'হয় চারশত রিয়ালে কাজ করো, নতুবা দেশে ফিরে যাও।' আল্লাহর নিকট পানাহ চাই, কিয়ামতের দিন

আল্লাহ স্বয়ং এমন ব্যক্তির প্রতিদ্বন্দী হবেন এবং তার পুণ্যসমূহ (নেকি) নিয়ে এই মজলুম শ্রমিককে দিয়ে দেবেন।

(ص: 275) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

العامل، لأن قوله إما أن تعمل بأربعمائة وإلا سفرتك، هذا استأجره بستمائة ولم يعطه أجره، فيدخل في هذا الوعيد الشديد، وهؤلاء الذي يأتون بالعمال ولا يعطونهم أجورهم أو يأتون بهم وليس عندهم شغل، ولكن يتركونهم في الأسواق، ويقول اذهب وما حصلته فلي نصفه، أو مثلاً يقول اذهب وعليك في الشهر ثلاثمائة ريال أو أربعمائة ريال، كل هذا حرام والعياذ بالله، ولا يحل لهم، وما أكلوه فإنه سحت، وكل جسد نبت من السحت فالنار أولى به، وهؤلاء الذين يأكلون أموال هؤلاء العمال المساكين، هؤلاء لا تقبل لهم دعوة والعياذ بالله، يدعون الله فلا يستجيب لهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام وملبسه حرام، وغذي من حرام، فأني يستجاب له وما يأكل هؤلاء من أجور هؤلاء العمال أو يظلمونهم به، فإنهم يأكلونه سحتاً نسأل الله العافية.

فعلى الإنسان أن يتقي الله، أنا أعلم أنكم سوف تبلغون هذا إلى هؤلاء الظلمة والعياذ بالله، الذين عاقبهم الله عقوبة عاجلة والعياذ بالله ما هي العقوبة العاجلة؟ استمراء هذا العمل والاستمرار فيه والإصرار عليه، فإن الإصرار على الذنب عقوبة والعياذ بالله إذا لم يمين الله على الإنسان بالتوبة من الذنب فأعلم أن استمراره في هذا الذنب عقوبة من الله له، لأنه لا يزداد بهذا الذنب من الله إلا بعداً ولا تزداد سيئاته إلا كثرة، ولا يزداد إيمانه إلا نقصاً.

শ্রমিক, কারণ তার বক্তব্য হলো, "হয় তুমি চারশ"র বিনিময়ে কাজ করো, অন্যথায় তোমাকে তোমার দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেব।" অথচ সে তাকে ছয়শ"র বিনিময়ে নিয়োগ করেছিল কিন্তু তাকে তার প্রাপ্য মজুরি দেয়নি। ফলে সে এই কঠোর হুঁশিয়ারির অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যারা শ্রমিক নিয়ে আসে অথচ তাদের মজুরি দেয় না, অথবা তাদের নিয়ে আসে কিন্তু তাদের জন্য কোনো কাজ নেই, বরং তাদের বাজারে ছেড়ে দিয়ে বলে, "যাও, যা উপার্জন করবে তার অর্ধেক আমার," অথবা বলে, "যাও, তোমাকে প্রতি মাসে তিনশ বা চারশ রিয়াল দিতে হবে"—এসবই হারাম, আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। এটি তাদের জন্য বৈধ নয়। তারা এর মাধ্যমে যা ভক্ষণ করে তা হলো অবৈধ সম্পদ। আর যে দেহ অবৈধ উপার্জনে বেড়ে ওঠে, জাহান্নামই তার জন্য অধিকতর উপযুক্ত। যারা এই অসহায় শ্রমিকদের সম্পদ আত্মসাৎ করে, তাদের দোয়া কবুল হয় না—আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই। তারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে কিন্তু তিনি তাতে সাড়া দেন না; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যে দীর্ঘ সফর করার কারণে উস্কোখুস্কো চুল ও ধূলিমলিন অবস্থায় আকাশের দিকে হাত তুলে প্রার্থনা করে: "হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক!" অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পোশাক হারাম এবং সে হারাম দ্বারাই পুষ্টি লাভ করেছে; এমতাবস্থায় কীভাবে তার দোয়া কবুল হতে পারে? এই শ্রমিকদের মজুরি থেকে তারা যা ভক্ষণ করে বা তাদের ওপর যে জুলুম করে, তারা মূলত অবৈধ সম্পদই ভক্ষণ করছে। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

অতএব, মানুষের উচিত আল্লাহকে ভয় করা। আমি জানি যে আপনারা এই বার্তা সেই সব জালেমদের কাছে পৌঁছে দেবেন—আল্লাহর কাছে তাদের থেকে আশ্রয় চাই—যাদের আল্লাহ দুনিয়াতেই তাৎক্ষণিক শাস্তি প্রদান করেছেন। সেই তাৎক্ষণিক শাস্তি কী? তা হলো এই অন্যায় কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়া এবং এর ওপর অবিচল থাকা। কেননা পাপের ওপর অটল থাকা নিজেই একটি শাস্তি—আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই। আল্লাহ যদি মানুষকে তাওবা করার তৌফিক না দেন, তবে জেনে রাখুন যে, এই পাপে লিপ্ত থাকা তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি শাস্তি। কারণ এই পাপের ফলে আল্লাহর কাছ থেকে তার দূরত্ব কেবল বৃদ্ধিই পায়, তার পাপরাশি কেবল বৃদ্ধি পায় এবং তার ঈমান কেবল হ্রাস পেতে থাকে।

আমরা আমাদের এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে হেদায়েত ও তাওফীক কামনা করছি।

باب النهي عن المن بالعطية ونحوها

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} وقال تعالى: {الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى}

1588 - وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال: ثلاثة لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات.

قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله، قال المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم.

وفي رواية له: المسبل إزاره يعني: المسبل إزاره وثوبه أسفل من الكعبين للخيلاء.

:

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحريم المن بالعطاء والصدقة ونحوها. وذلك أن الإنسان إذا أعطى أحدا من الناس عطاء، إن كان صدقة فقد أعطاه الله عز وجل وإن كان إحساناً فالإحسان مطلوب، فإذا كان كذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يمن بالعطية، فيقول: أنا أعطيتك كذا أنا أعطيتك كذا سواء

দান বা অনুরূপ কিছুর মাধ্যমে খোটা প্রদান নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত অধ্যায়

মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {হে মুমিনগণ! তোমরা খোটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমাদের সদকা (দান) বিনষ্ট করো না।} এবং মহান আল্লাহ আরও বলেছেন: {যারা আল্লাহর পথে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, অতঃপর যা ব্যয় করেছে তার পেছনে খোটা দেয় না এবং কষ্টও দেয় না।}

১৫৮৮ - আবু য়ার (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন: "তিন শ্রেণির ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা কথা বলবেন না, তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" বর্ণনাকারী বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) এই কথাটি তিনবার পাঠ করলেন।

আবু য়ার (রা.) বললেন: "তারা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হোক! তারা কারা হে আল্লাহর রাসূল?" তিনি বললেন: "টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে রাখা ব্যক্তি, দান করে খোটা দানকারী এবং মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয়কারী ব্যক্তি।" (মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)।

তাঁর (ইমাম মুসলিমের) অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: "স্বীয় তহবন্দ ঝুলিয়ে রাখা ব্যক্তি", অর্থাৎ অহংকারবশত নিজের তহবন্দ বা কাপড় টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে রাখা ব্যক্তি।

:

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: দান, সদকা ও অনুরূপ বিষয়ের মাধ্যমে খোটা দেওয়া হারাম হওয়ার অধ্যায়।

আর তা এই কারণে যে, মানুষ যখন কাউকে কোনো কিছু দান করে, তা যদি সদকা হয় তবে সে তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই প্রদান করেছে। আর যদি তা সাধারণ অনুগ্রহ হয়, তবে অনুগ্রহ করা একটি কাম্য গুণ। সুতরাং এমতাবস্থায় কোনো ব্যক্তির জন্য দানের খোটা দেওয়া জায়েয নয়, যেখানে সে বলবে: "আমি তোমাকে অমুক জিনিস দিয়েছি, আমি তোমাকে এটা দিয়েছি", চাই তা যেভাবেই হোক না কেন।

(ص: 277) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

قَالَ فِي مُوَاٰجِهَتِهِ أَوْ فِي غَيْرِ مُوَاٰجِهَتِهِ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ بَيْنَ النَّاسِ أَعْطَيْتُ فَلَانًا كَذًّا، وَأَعْطَيْتُ فَلَانًا كَذًّا لِيَسْنَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَدْلَ الْمُؤَلِّفُ لَذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ فِدْلَ هَذَا عَلَىٰ أَنْ الْإِنْسَانَ إِذَا مِنْ

فإن الصدقة تبطل ولا ثواب له فيها وهو من كبائر الذنوب، وقال تعالى: {الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون} ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل: يعني الذي يجر إزاره أو قميصه أو مشلخته خيلاء وتبخترا، فهذا له هذا العقاب الشديد، لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. والمنان: المنان بما أعطى إذا أعطى أحداً شيئاً صار يمين به. والمنفق لسلعته بالحلف الكاذب: يعني الذي يحلف على السلعة حلفاً كاذباً لأجل أن تزيد قيمتها، هذا أيضاً من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. والله الموفق.

তিনি তা সামনাসামনি বলুন অথবা তার অগোচরে বলুন; যেমন মানুষের মাঝে বলা যে, আমি অমুককে অমুক জিনিস দিয়েছি এবং অমুককে অমুক জিনিস দিয়েছি—যাতে এর মাধ্যমে তার ওপর অনুগ্রহ জাহির করা যায়। অতঃপর লেখক এর সপক্ষে মহান আল্লাহর বাণী দ্বারা দলিল পেশ করেছেন: "হে মুমিনগণ, তোমরা খোঁটা দিয়ে এবং কষ্ট দিয়ে তোমাদের দানসমূহকে বিনষ্ট করো না।" এটি প্রমাণ করে যে, মানুষ যখন খোঁটা দেয়, তখন তার দান বাতিল হয়ে যায় এবং তাতে তার জন্য কোনো সওয়াব থাকে না; আর এটি কবির গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন: "যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, অতঃপর যা ব্যয় করেছে তার পেছনে খোঁটা দেয় না এবং কষ্টও দেয় না, তাদের প্রতিদান তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে এবং তাদের কোনো ভয় নেই আর তারা চিন্তিতও হবে না।" এরপর তিনি আবু যর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিস উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তিন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না; আর তাদের জন্য

রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হলো: টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারী, দান করে খোঁটা দানকারী এবং মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয়কারী।"

টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারী: অর্থাৎ যে ব্যক্তি অহংকার ও দম্ভভরে তার লুঙ্গি, জামা বা চাদর ঝুলিয়ে রাখে; তার জন্য রয়েছে এই কঠোর শাস্তি—কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন না, তাকে পবিত্র করবেন না এবং তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব।

খোঁটা দানকারী: অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাউকে কোনো কিছু দান করার পর তার ওপর অনুগ্রহ জাহির করে বা খোঁটা দিতে থাকে।

মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয়কারী: অর্থাৎ যে ব্যক্তি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তার ওপর মিথ্যা শপথ করে। সে-ও তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না; বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 278) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب النهي عن الافتخار والبغي

قال الله تعالى: {فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى} وقال تعالى: {إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم} 1589 - وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغى أحد على أحد، ولا يفخر أحد على أحد رواه مسلم.

قال أهل اللغة: البغي: التعدي والاستطالة.

:

[الشَّرْحُ]

قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب النهي عن الافتخار
والبغي.

الافتخار: أن يتمدح الإنسان في نفسه ويفتخر بما أعطاه الله تعالى من نعمة، سواء
نعمة الوالد أو المال أو العلم أو الجاه أو قوة البدن، أو ما أشبه ذلك، البهم أن
يتمدح الإنسان بما أنعم الله عليه فخرا وعلوا على الناس، وأما التحدث بنعمة الله
على وجه إظهار نعمة الله على العبد، مع التواضع فإن هذا لا بأس به، لقول الله
تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم
يوم القيامة

অহংকার ও সীমালঙ্ঘন নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত অধ্যায়

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: {কাজেই তোমরা নিজেদের পবিত্র বলে দাবি করো না; কে
তাকওয়া অবলম্বন করেছে, সে সম্পর্কে তিনিই সম্যক অবগত।} এবং মহান আল্লাহ বলেন:
{শাস্তির পথ তো কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের ওপর জুলুম করে এবং পৃথিবীতে
অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন করে বেড়ায়; তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।}

১৫৮৯ - ইয়াদ ইবনে হিমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি ওহী
পাঠিয়েছেন যে, তোমরা বিনয়ী হও, যাতে কেউ কারো ওপর সীমালঙ্ঘন না করে এবং কেউ
কারো ওপর অহংকার না করে। (মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)।

ভাষাবিদগণ বলেছেন: ‘বাগী’ অর্থ হলো সীমালঙ্ঘন এবং দাস্তিকতা প্রদর্শন।

:

[ব্যাক্যা]

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর ‘রিয়াদুস সলিহীন’ গ্রন্থে বলেছেন: অহংকার ও সীমালঙ্ঘন
নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত অধ্যায়।

অহংকার বা গর্ব হলো: মানুষ নিজের প্রশংসা করা এবং আল্লাহ তাআলা তাকে যে নেয়ামত দান
করেছেন তা নিয়ে বড়াই করা; চাই তা বংশীয় মর্যাদা, সম্পদ, জ্ঞান, পদমর্যাদা, শারীরিক শক্তি

বা এই জাতীয় যা-ই হোক না কেন। মূল কথা হলো, মানুষের ওপর বড়ত্ব জাহির ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত নিয়ে নিজের প্রশংসা করা। তবে আল্লাহর নেয়ামত প্রকাশের উদ্দেশ্যে বিনয়ের সাথে তা বর্ণনা করা হলে তাতে কোনো দোষ নেই। কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন: “আর তোমার রবের অনুগ্রহ তুমি বর্ণনা করো।” এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “কিয়ামতের দিন আমি আদম সন্তানদের সরদার হব।”

(ص: 279) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ولا فخر.

فقال: ولا فخر يعني لا أفتخر بذلك وأزهو بنفسي، وأما البغي فهو العدوان على الغير، أن الإنسان يعتدي على غيره إما على ماله أو على بدنه أو على أهله أو على مقامه وما أشبه ذلك، فالعدوان أنواعه كثيرة، لكن يضيها كلها أنه انتهاك لحرمة أخيه المسلم، وهذا أيضاً محرم.

ثم استدل المؤلف بقول الله سبحانه وتعالى: {فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى} فنهى الله سبحانه وتعالى عبادة أن يزكوا أنفسهم يعني أن يمدحوها افتخاراً على الخلق، فيقول مثلاً لصاحبه: أنا أعلم منك، أنا أكثر منك طاعة، أنا أكثر منك مالاً.

وما أشبه ذلك، فهذا - نسأل الله العافية - تزكية للنفس ونوع من الافتخار ولا يعارضه قول الله تعالى: {قد أفلح من زكاه} وذلك أن التزكية المنهي عنها هي أن الإنسان يفتخر ويعلو ويزهو بها أعطاه الله تعالى من خير ومن عبادة ومن علم. وأما: {قد أفلح من زكاه} فالمراد من سلك بها طريق الزكاة واجتناب طريق الردى، ولهذا قال: {وقد خاب من دساها} وهذه الآيات المتشابهات في القرآن يتخذ منها

أهل الباطل حجة في التلبيس على الناس، يقول انظر إلى القرآن تارة يقول: {فلا تزكوا أنفسكم} وتارة يمدح من زكى نفسه، ولكن هؤلاء كما وصفهم الله تعالى هم الذي في قلوبهم زيغ والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات

এবং এতে কোনো অহংকার নেই।

তিনি বললেন: "এবং এতে কোনো অহংকার নেই" অর্থাৎ আমি এতে গর্ব করি না এবং নিজের মনে কোনো দম্ভ পোষণ করি না। আর সীমালঙ্ঘন হলো অন্যের ওপর অন্যায় করা; মানুষ অন্যের ধন-সম্পদ, শরীর, পরিবার কিংবা মান-সম্মান বা এই জাতীয় বিষয়ের ওপর যে আক্রমণাত্মক আচরণ করে। সীমালঙ্ঘনের অনেক ধরন রয়েছে, তবে এগুলোর মূল কথা হলো এটি একজন মুসলিম ভাইয়ের পবিত্রতা বা অধিকার ক্ষুণ্ণ করা এবং এটিও নিষিদ্ধ।

অতঃপর লেখক মহান আল্লাহর বাণী দ্বারা দলিল পেশ করেছেন: {অতএব তোমরা নিজেদের পবিত্রতা ঘোষণা করো না, তিনিই ভালো জানেন কে মুত্তাকী}। সুতরাং মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের নিজেদের প্রশংসা করতে নিষেধ করেছেন, অর্থাৎ সৃষ্টির সামনে অহংকারবশত নিজেদের গুণকীর্তন করা। যেমন কেউ তার সঙ্গীকে বলল: আমি তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী, আমি তোমার চেয়ে বেশি ইবাদতকারী, অথবা আমি তোমার চেয়ে বেশি সম্পদশালী।

এই জাতীয় বিষয়গুলো—আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি—হলো নফসের আত্মপ্রশংসা এবং এক প্রকার অহংকার। এটি মহান আল্লাহর বাণী: {সফলকাম সেই ব্যক্তি, যে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে}-এর বিরোধী নয়। কারণ যে আত্মপ্রশংসা নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা হলো মানুষ আল্লাহ তাআলা তাকে যে কল্যাণ, ইবাদত এবং জ্ঞান দান করেছেন তা নিয়ে গর্ব করা, শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা এবং অহংকার করা।

আর {সফলকাম সেই ব্যক্তি, যে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে} আয়াতের অর্থ হলো: যে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির পথ অবলম্বন করেছে এবং ধ্বংসের পথ পরিহার করেছে। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন: {আর সে-ই ব্যর্থ হয়েছে, যে একে কলুষিত করেছে}। কুরআনের এই সাদৃশ্যপূর্ণ আয়াতগুলোকে বাতিলপন্থীরা মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে। তারা বলে, কুরআনের দিকে তাকাও, এটি কখনো বলছে: {তোমরা নিজেদের পবিত্রতা ঘোষণা করো না}, আবার কখনো যে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে তার প্রশংসা করছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এদের যে বর্ণনা দিয়েছেন, এরা সেই লোক যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে—আমরা

আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই—যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {তিনিই আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, তার মধ্যে কিছু আয়াত মুহকাম (সুস্পষ্ট)}...

(ص: 280) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

هن أم الكتاب وآخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله { وإلا فالقرآن لا يمكن أبدا أن يكون فيه شيء متناقض، كما قال الله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} أما القرآن فلا اختلاف فيه، وقد أورد نافع بن الأزرق الخارجي المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما كثيرا من الآيات المتشابهات التي ظاهرها التعارض، وأجاب عنها رضي الله عنه في آيات متعددة ذكرها السيوطي في الإتيقان في علوم القرآن. ثم استدل على تحريم البغي بقول الله تعالى: {إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق} السبيل: التبعة واللوم والمزمنة على هؤلاء الذين يظلمون الناس في أموالهم أو أعراضهم أو في أنفسهم أو في أهليهم، هؤلاء هم الذين عليهم السبيل والتبعة {ويبغون في الأرض بغير الحق} يعني يعتدون بغير الحق، وإنما وصف الله البغي بغير حق، لأنه حقيقة ليس بحق، كل البغي فهو بغير الحق، فالقييد هنا ليس للاعتراض بل هو لبيان الواقع، وهو أن كل شيء من البغي فإنه بغير الحق، وهذا يرد في القرآن كثيرا، أن تجد قييدا يبين الواقع وليس قييدا يخرج ما سواه، مثل قوله تعالى: {يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون} فهنا ليس هناك رب لم يخلقنا ورب خلقنا بل هو لبيان الواقع أن الرب هو الذي خلقنا وهو

সেগুলোই কিতাবের মূল অংশ, আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা ফিতনা সৃষ্টি ও অপব্যাক্যার উদ্দেশ্যে রূপক বিষয়গুলোর অনুসরণ করে। অন্যথায়, কুরআনের মধ্যে কোনো কিছুই পরস্পরবিরোধী হওয়া কখনো সম্ভব নয়, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: ‘যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ থেকে হতো, তবে তারা এতে প্রচুর মতভেদ খুঁজে পেত।’ কুরআনের ভেতরে প্রকৃতপক্ষে কোনো মতবিরোধ নেই। প্রখ্যাত খারেজি নাফে বিন আল-আজরাক ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর নিকট এমন অনেক অস্পষ্ট আয়াত নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন যেগুলোর বাহ্যিক রূপ পরস্পরবিরোধী মনে হয়; আর ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অনেক আয়াতের মাধ্যমে সেগুলোর উত্তর প্রদান করেছেন, যা ইমাম সুয়ুতী তাঁর ‘আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর তিনি অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ বা সীমালঙ্ঘন হারাম হওয়ার সপক্ষে আল্লাহ তাআলার এই বাণীর মাধ্যমে দলিল পেশ করেন: ‘শাস্তির পথ তো কেবল তাদের বিরুদ্ধে যারা মানুষের ওপর জুলুম করে এবং জমিনে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়।’ শাস্তির পথ বলতে এখানে দায়বদ্ধতা, তিরস্কার ও নিন্দা বুঝানো হয়েছে সেইসব ব্যক্তিদের ওপর যারা মানুষের ধন-সম্পদ, সম্মান, জীবন কিংবা পরিবার-পরিজনের ওপর জুলুম করে; এরাই সেই সব লোক যাদের ওপর দায় ও শাস্তির পথ অবধারিত। ‘এবং জমিনে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে’ অর্থাৎ তারা অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন করে। আল্লাহ তাআলা সীমালঙ্ঘনকে ‘অন্যায়ভাবে’ বলে বিশেষিত করেছেন, কারণ প্রকৃতপক্ষে কোনো সীমালঙ্ঘনই ন্যায়সঙ্গত নয়; সকল সীমালঙ্ঘনই মূলত অন্যায়। সুতরাং এখানে এই শর্তটি অন্য কোনো সম্ভাবনাকে নাকচ করার জন্য নয়, বরং বাস্তব অবস্থা বর্ণনার জন্য। অর্থাৎ, বিদ্রোহ বা সীমালঙ্ঘনের প্রতিটি বিষয়ই মূলত অন্যায়। কুরআনে এমন প্রয়োগ অহরহ দেখা যায়, যেখানে কোনো শর্তারোপ করা হয় বাস্তবতা স্পষ্ট করার জন্য, অন্য কিছুকে এর পরিধি থেকে বাদ দেওয়ার জন্য নয়। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী: ‘হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের সেই রবের ইবাদত করো যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো।’ এখানে এমন কোনো বিষয় নেই যে, একজন রব আমাদের সৃষ্টি করেছেন আর অন্য কোনো রব আমাদের সৃষ্টি করেননি; বরং এটি বাস্তবতার বর্ণনা যে, রব তিনিই যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই—

الذي رزقنا، فالحاصل أن الله تعالى بين أن السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، ثم ذكر حديث عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن لا يبغى أحد على أحد هذا الشاهد من الحديث، وهذا يدل على أن البغى أمر عظيم، فيه عناية من الله سبحانه وتعالى يبين لعباده أنه لا يبغى أحد على أحد وأن الإنسان يتواضع لله عز وجل، ويتواضع في الحق. والله الموفق.

1590 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل: هلك الناس، فهو أهلكهم رواه مسلم.

الرواية المشهورة: أهلكهم برفع الكاف، وروي بنصبها. وهذا النهي لمن قال ذلك عجباً بنفسه، وتصاغراً للناس، وارتفاعاً عليهم، فهذا هو الحرام، وأما من قالها لبا يرى في الناس من نقص في أمر دينهم، وقالها تحزناً عليهم، وعلى الدين، فلا بأس به.

هكذا فسر العلماء وفصلوه، ومن قاله من الأئمة الأعلام: مالك بن أنس، والخطابي، والحميدي وآخرون، وقد أوضحته في كتاب الأذكار.

যিনি আমাদের রিজিক দান করেছেন। সারকথা হলো, মহান আল্লাহ স্পষ্ট করেছেন যে, যারা মানুষের ওপর জুলুম করে এবং জমিনে অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন করে বেড়ায়, তাদের বিরুদ্ধেই শাস্তির পথ রয়েছে। অতঃপর ইয়াজ ইবনে হিমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “নিশ্চয় আল্লাহ আমার প্রতি ওহি পাঠিয়েছেন যে, কেউ যেন কারো ওপর সীমালঙ্ঘন না করে”—হাদিসের এই অংশটিই এখানে মূল বক্তব্য। এটি প্রমাণ করে যে, সীমালঙ্ঘন একটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। এতে মহান আল্লাহর বিশেষ নির্দেশনা নিহিত রয়েছে যেখানে তিনি তাঁর বান্দাদের নিকট স্পষ্ট করেছেন যে,

কেউ যেন কারো ওপর সীমালঙ্ঘন না করে এবং মানুষ যেন মহান আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয় ও সত্যের অনুগত থাকে।

আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১৫৯০ - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যখন কোনো ব্যক্তি বলে, ‘মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে’, তখন সে নিজেই তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধ্বংসপ্রাপ্ত।” এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী এটি ‘আহলাকুহুম’ (কাফ অক্ষরে পেশসহ), তবে এটি ‘আহলাকাহুম’ (কাফ অক্ষরে জবরসহ) হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে।

এই নিষেধাজ্ঞা ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে নিজের প্রতি আত্মমুগ্ধ হয়ে, অন্যকে তুচ্ছজ্ঞান করে এবং তাদের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার উদ্দেশ্যে এমন কথা বলে; আর এটিই হলো হারাম। তবে যারা মানুষের দ্বীনি বিষয়ে বিচ্যুতি দেখে তাদের প্রতি ও দ্বীনের অবস্থার প্রতি ব্যথিত হয়ে এমন কথা বলে, তাতে কোনো দোষ নেই।

এভাবেই বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম বিষয়টির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথিতযশা ইমামদের মধ্যে যারা এ কথা বলেছেন তারা হলেন: মালিক ইবনে আনাস, খাত্তাবি, হুমায়দি এবং আরও অনেকে। আমি এটি ‘কিতাবুল আজকার’ গ্রন্থে বিস্তারিত স্পষ্ট করেছি।

(ص: 283) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَابُ تَحْرِيمِ الْهَجْرَانِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا لِبِدْعَةٍ فِي الْمَهْجُورِ، أَوْ تَظَاهَرِ
بِفُسْقٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ} وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}

1591 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا

تَقَاتَعُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.

ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.

1592 - وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال: يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام متفق عليه.

1593 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئاً، إلا امرئ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.

মুসলমানদের মধ্যে তিন দিনের বেশি কথাবার্তা বন্ধ রাখা বা সম্পর্ক ছিন্ন করা হারামের পরিচ্ছেদ; তবে যদি পরিত্যক্ত ব্যক্তি বিদআতে লিপ্ত থাকে, অথবা প্রকাশ্যে পাপাচার করে কিংবা অনুরূপ কোনো কারণ থাকে (তবে তা ভিন্ন কথা)

মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই; সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।" তিনি আরও ইরশাদ করেছেন: "তোমরা গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সাহায্য করো না।"

১৫৯১ - আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: তোমরা একে অপরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো না, একে অপরের প্রতি বিমুখ হয়ো না, একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না এবং একে অপরের প্রতি হিংসা করো না। হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ভাই ভাই হয়ে যাও।

কোনো মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি কথাবার্তা বন্ধ রাখা বৈধ নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

১৫৯২ - আবু আইয়ুব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: কোনো মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন রাতের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখা বৈধ নয়; তাদের দেখা হলে একজন একদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অন্যজন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের দুজনের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে প্রথমে সালাম প্রদান করে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৫৯৩ - আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের আমলসমূহ পেশ করা হয়। তখন আল্লাহ তাআলা এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেন, যে আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করে না; কিন্তু সেই

ব্যক্তিকে ছাড়া যার ও তার ভাইয়ের মধ্যে শত্রুতা বা বিবাদ রয়েছে। তখন বলা হয়: এই দুজনকে অবকাশ দাও যতক্ষণ না তারা আপোষ-মীমাংসা করে নেয়। (মুসলিম)

(ص: 284) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

1594 - وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.

التحريش الإفساد وتغيير قلوبهم وتقاطعهم.

1595 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فبات دخل النار. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري.

1596 - وعن أبي خراش حدرد بن أبي حدرد الأسلمي، ويقال السلمي الصحابي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه رواه أبو داود بإسناد صحيح.

১৫৯৪ - জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: নিশ্চয়ই শয়তান আরব উপদ্বীপে মুসল্লিদের দ্বারা তার ইবাদত করানোর বিষয়ে নিরাশ হয়েছে, তবে সে তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ ও উসকানি সৃষ্টির বিষয়ে (নিরাশ হয়নি)। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

'তাহরীশ' বলতে ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা, তাদের অন্তরে পরিবর্তন ঘটানো এবং পারস্পরিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করাকে বোঝায়।

১৫৯৫ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: কোনো মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন

দিনের অধিক সময় সম্পর্ক ছিন্ন রাখা বৈধ নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি তিন দিনের অধিক সময় সম্পর্ক ছিন্ন রাখল এবং এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

এটি আবু দাউদ ইমাম বুখারীর শর্তানুযায়ী একটি সনদে বর্ণনা করেছেন।

১৫৯৬ - সাহাবী আবু খিরাশ হাদরাদ ইবনে আবি হাদরাদ আল-আসলামী (মতান্তরে আস-সুলামী) (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন: যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে এক বছর সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকল, তা তার রক্ত প্রবাহিত করার (অর্থাৎ তাকে হত্যা করার) সমতুল্য। এটি আবু দাউদ সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

(ص: 288) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث

قال الله تعالى: {إنما النجوى من الشيطان}

1589 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا

كانوا ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون الثالث متفق عليه.

ورواه أبو داود وزاد: قال أبو صالح: قلت لابن عمر: فأربعة؟ قال: لا يضررك.

ورواه مالك في الموطأ: عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وابن عمر عند دار خالد

بن عقبة التي في السوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه، وليس مع ابن عمر أحد

غيري، فدعا ابن عمر رجلاً آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا:

استأخرا شيئاً، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان

دون واحد

1599 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا

كنتم ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من

তৃতীয় ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে দুইজনের কানে কানে কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত অধ্যায় আল্লাহ তাআলা বলেন: {গোপন পরামর্শ তো কেবল শয়তানের কাজ।}

১৫৮৯ - ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "যখন তারা তিনজন হবে, তখন তৃতীয় ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে দুইজন যেন গোপনে কানে কানে কথা না বলে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

ইমাম আবু দাউদ এটি বর্ণনা করেছেন এবং তাতে অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে: আবু সালেহ বলেন, আমি ইবনে উমরকে জিজ্ঞেস করলাম, যদি চারজন হয়? তিনি বললেন, তবে তাতে তোমার কোনো সমস্যা নেই।

ইমাম মালিক তাঁর 'মুওয়াত্তা' গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি এবং ইবনে উমর বাজারে অবস্থিত খালিদ ইবনে উকবার গৃহের নিকট ছিলাম।

এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে তাঁর সাথে গোপনে কথা বলতে চাইল। ইবনে উমরের সাথে আমি ব্যতীত আর কেউ ছিল না। তখন ইবনে উমর অন্য এক ব্যক্তিকে ডাকলেন এবং আমরা চারজন হলাম। এরপর তিনি আমাকে এবং সেই তৃতীয় ব্যক্তিকে বললেন: তোমরা একটু পিছিয়ে যাও, কারণ আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি: "একজনকে বাদ দিয়ে দুইজন যেন গোপনে কানে কানে কথা না বলে।"

১৫৯৯ - ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "যখন তোমরা তিনজন থাকবে, তখন অন্যজনকে বাদ দিয়ে দুইজন যেন গোপনে কানে কানে কথা না বলে, যতক্ষণ না তোমরা মানুষের সাথে মেলামেশা করো; কারণ এটি..."

(ص: 289) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أجل أن ذلك يحزنه متفق عليه.
:

[الشرح]

من الآداب التي حث عليها الإسلام ورغب فيها ما أشار إليه النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث، واستدل لذلك بقوله تعالى: إِنَّمَا النُّجُوى مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي التَّنَاجِي مِنَ الشَّيْطَانِ، وبين الله سبحانه وتعالى ماذا يريد الشيطان بهذه النجوى، قال: {ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله} وكانوا إذا مر بهم المسلمون يأخذ بعضهم إلى بعض في التناجي، يعني في الكلام السر، يتناجون فيما بينهم، لأجل أن يحزن المؤمنون ويقولون أن هؤلاء أرادوا بنا شراً أو ما أشبه ذلك؛ وذلك أن أعداء المؤمنين من المنافقين والكافرين يحرصون دائماً على ما يحزنهم ويسوءهم؛ لأن هذا هو ما يريده الشيطان من أعداء الله، أي: يريد أن يحزن المؤمنين على كل حال، به وبأوليائه قال تعالى: {وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله} فمن توكل على الله واعتمد عليه فإنه لا يضره أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك فهم يتناجون فيما بينهم لإحزان المؤمنين.

কারণ এটি তাকে ব্যথিত করে। এটি বুখারি ও মুসলিম কর্তৃক ঐকমত্যের ভিত্তিতে বর্ণিত।

:

[ব্যাখ্যা]

ইসলাম যে সকল শিষ্টাচারের প্রতি উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছে, ইমাম নববী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর 'রিয়াদুস সালাহীন' গ্রন্থের 'তৃতীয় ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে দুইজনের গোপন আলাপ নিষিদ্ধকরণ' অধ্যায়ে সেটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনি এর সপক্ষে মহান আল্লাহর এই বাণী দ্বারা দলিল পেশ করেছেন: "নিশ্চয়ই গোপন পরামর্শ শয়তানের পক্ষ থেকে।" অর্থাৎ কানাকানি করা শয়তানের কাজ। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বর্ণনা করেছেন যে, শয়তান এই গোপন আলোচনার মাধ্যমে কী উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায়; তিনি ইরশাদ করেছেন: "{যাতে সে মুমিনদের দুঃখিত করতে পারে, তবে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সে তাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না।}" যখন মুসলিমরা তাদের পাশ দিয়ে অতিবাহিত হত, তখন

তারা একে অপরের সাথে গোপন আলাপে লিপ্ত হত; অর্থাৎ কানে কানে কথা বলত। তারা পরস্পরের মধ্যে কানে কানে কথা বলত যাতে মুমিনরা ব্যথিত হয় এবং তারা বলে যে, এরা আমাদের সাথে কোনো অমঙ্গল বা অন্যায়ের ইচ্ছা পোষণ করছে। আর এটি এ কারণে যে, মুমিনদের শত্রু মুনাফিক ও কাফিররা সর্বদা তাদের দুঃখ দিতে এবং তাদের জন্য খারাপ কিছু করতে সচেষ্ট থাকে; কারণ শয়তান আল্লাহর শত্রুদের মাধ্যমে এটাই চায়। অর্থাৎ সে চায় যেকোনো মূল্যে তার নিজের মাধ্যমে এবং তার অনুসারীদের মাধ্যমে মুমিনদের ব্যথিত করতে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "{তবে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত সে তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।}" সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে এবং তাঁর ওপর নির্ভর করে, কেউ তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে বলেছিলেন: "জেনে রেখো, যদি সমস্ত উম্মত তোমার কোনো উপকার করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়, তবে তারা তোমার ততটুকুই উপকার করতে পারবে যা আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন।" সুতরাং তারা মুমিনদের দুঃখ দেওয়ার জন্যই পরস্পরের মধ্যে গোপন আলাপ করত।

(ص: 290) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ثم ذكر حديثي ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما في هذا المعنى، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث، يعني إذا كانوا ثلاثة فإنه لا يحل لاثنتين أن يتناجيا دون الثالث، لأن الثالث يحزن، ويقول لباذا ما كلموني، هذا إذا أحسن بهما الظن، وربما يسيء بهما الظن، ولكن إذا أحسن بهما الظن قال لباذا أنا ليس لي قيمة؟ يتناجيان دوني؟ فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ولا شك أن هذا من الآداب.

فإن قال قائل: إذا كانت بيني وبين صاحبي مسألة لا أحب أن يطلع عليها أحد، مسألة خاصة؟ قلنا: افعل كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ادع واحداً

لتكونوا كم؟ أربعة، فيتناجى اثنان، واثنان يتكلمان فيما بينهما، كما كان ابن عمر يفعل رضي الله عنه، وكما دل عليه الحديث: حتى تختلطوا بالناس في حديث ابن مسعود، فإذا اختلطوا بالناس زالت المشكلة، ومن ذلك من التناجى بين اثنين دون الثالث، إذا كانوا ثلاثة واثنين يجيدان لغة أجنبية والثالث لا يجيدها، فجعلوا يتحدثان بلغتهما، والثالث يسمع ولا يفهم ما يقولان، هذا نفس الشيء، لأن ذلك يحزنه، لباذا تركاني وصارا يتحدثان وحدهما؟ أو ربما يسيء الظن بهما، مثل أن يتكلم واحد مع آخر باللغة الإنجليزية، والثالث لا يعرفها، فهذا كالتناجيين إذ أن رفع الصوت لا يفيدهم شيئاً، فينهي عن ذلك، فإذا قال قائل: إذا كان له حاجة في أخيه؟ قلنا: يفعل كما فعل ابن عمر، وإذا لم يمكن ولم يقابلهم أحد، فإنها يستأذنان منه، يقولان له أأذن لنا أن نتكلم؟ فإذا أذن لهم في ذلك فالحق لهم، وحينئذ لا يحزن ولا يهتم بالأمر.

والله الموفق

অতঃপর তিনি এই প্রসঙ্গে ইবনে উমর এবং ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত হাদীসদ্বয় উল্লেখ করেছেন। তাতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তৃতীয় ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে দুইজনের একান্তে কথা বলতে বা কানামুখা করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ, যখন তারা তিনজন থাকবে, তখন তৃতীয় ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে দুইজনের নিভূতে আলাপ করা বৈধ নয়। কারণ এতে তৃতীয় ব্যক্তি ব্যথিত হয় এবং ভাবে যে, 'কেন তারা আমাকে বাদ দিয়ে কথা বলছে?' এটি তখন হয় যখন সে তাদের প্রতি সুধারণা পোষণ করে; অন্যথায় সে তাদের প্রতি কুধারণাও পোষণ করতে পারে। কিন্তু যদি সে তাদের সম্পর্কে ভালো ধারণাও রাখে, তবুও সে ভাববে, 'আমার কি কোনো মূল্য নেই যে, আমাকে বাদ দিয়ে তারা নিভূতে কথা বলছে?' একারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ থেকে নিষেধ করেছেন, আর নিঃসন্দেহে এটি শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত।

এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে: যদি আমার ও আমার সঙ্গীর মাঝে এমন কোনো ব্যক্তিগত বিশেষ বিষয় থাকে যা আমি অন্য কাউকে জানাতে চাই না? আমরা বলব: আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) যা করেছিলেন আপনিও তা-ই করুন। আরও একজনকে ডেকে নিন

যাতে আপনারা চারজন হয়ে যান। তখন দুইজন একান্তে কথা বলতে পারবে এবং অন্য দুইজন নিজেদের মধ্যে কথা বলবে, যেমনটি ইবনে উমর (রাঃ)রাহুল্লাহু আনহু করতেন। ইবনে মাসউদ (রাঃ)রাহুল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসটিও এই নির্দেশই প্রদান করে যে: 'যতক্ষণ না তোমরা লোকজনের সাথে মিশে যাও'। সুতরাং যখন তারা লোকজনের সাথে মিশে যাবে, তখন এই সমস্যা আর থাকবে না। তৃতীয় ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে দুইজনের গোপন আলাপের সদৃশ আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো: যদি তারা তিনজন থাকে এবং দুইজন কোনো বিদেশি ভাষা জানে কিন্তু তৃতীয়জন তা জানে না, এমতাবস্থায় তারা যদি সেই ভাষায় কথা বলতে শুরু করে এবং তৃতীয়জন তা শুনেও কিছু বুঝতে না পারে। এটিও একই পর্যায়েভুক্ত, কারণ এটি তাকে ব্যথিত করে যে, 'কেন তারা আমাকে উপেক্ষা করে নিজেরা কথা বলছে?' অথবা সে তাদের প্রতি মন্দ ধারণাও পোষণ করতে পারে। যেমন—দুইজন যদি একে অপরের সাথে ইংরেজি ভাষায় কথা বলে অথচ তৃতীয়জন তা জানে না, তবে এটিও গোপন আলাপের মতোই গণ্য হবে। কারণ এক্ষেত্রে উচ্চস্বরে কথা বলাও তৃতীয়জনের জন্য কোনো কাজে আসে না; তাই এটিও নিষিদ্ধ। এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে: যদি তার সাথীর সাথে কোনো একান্ত প্রয়োজন থাকে? আমরা বলব: সে তা-ই করবে যা ইবনে উমর (রাঃ)রাহুল্লাহু আনহু করেছিলেন। আর যদি তা সম্ভব না হয় এবং অন্য কারও সাথে সাক্ষাত না ঘটে, তবে তারা দুইজন ওই তৃতীয় ব্যক্তির নিকট অনুমতি প্রার্থনা করবে। তারা তাকে বলবে: 'আপনি কি আমাদের একান্তে কথা বলার অনুমতি দেবেন?' সে যদি তাদের অনুমতি দেয় তবে বিষয়টি তাদের জন্য বৈধ হবে, এবং এক্ষেত্রে সে আর ব্যথিত হবে না বা বিষয়টি নিয়ে দৃষ্টিস্ত্রান্ত হবে না।

আল্লাহই তাওফীকদাতা।

(ص: 291) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَعْذِيبِ الْعَبْدِ وَالِدَابَةِ وَالْبَرَاءَةِ وَالْوَلَدِ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ أَوْ زَائِدٍ عَلَى
قَدْرِ الْأَدَبِ

قال الله تعالى: {وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا}

1600 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقته، إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه. خشاش الأرض بفتح الخاء المعجمة، وبالشين المعجمة المكررة: وهي هوامها وحشرات.

1601 - وعنه أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن

দাস-দাসী, চতুষ্পদ জন্তু, স্ত্রী এবং সন্তানকে শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতীত অথবা শাসনের সীমার অতিরিক্ত কষ্ট দেওয়া বা প্রহার করার নিষেধ সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করো না। আর পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, পার্শ্বসাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের সাথে সদ্যবহার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাস্তিক ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না।”

১৬০০ - ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “এক নারীকে একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, যাকে সে বন্দি করে রেখেছিল যতক্ষণ না সেটি মারা যায়। ফলে সে কারণে নারীটি জাহান্নামে প্রবেশ করল। সে যখন বিড়ালটিকে বন্দি করে রেখেছিল, তখন তাকে খাবার বা পানীয় দেয়নি এবং তাকে ছেড়েও দেয়নি যাতে সে জমিনের কীটপতঙ্গ ও পোকা-মাকড় খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে।” (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

‘খাশাশুল আরদ’ বলতে জমিনের ছোট ছোট প্রাণী ও কীটপতঙ্গকে বোঝায়।

১৬০১ - তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, তিনি কুরাইশ বংশের একদল যুবকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যারা একটি পাখিকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে তীর নিক্ষেপ করছিল। তারা পাখির মালিকের জন্য তাদের প্রতিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট তীরের বিনিময়ে নির্দিষ্ট বিনিময় নির্ধারণ করেছিল। তারা যখন ইবনে উমরকে দেখল তখন সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। ইবনে উমর বললেন: “কে এই কাজ করেছে? যে ব্যক্তি এমনটি করেছে তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লানত করেছেন...”

(ص: 292) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً متفق عليه.

الغرض: بفتح الغين المعجمة، والراء وهو الهدف، والشيء الذي يرمى إليه.
1602 - وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم متفق عليه.
ومعناه: تحبس للقتل.

1603 - وعن أبي علي سويد بن مقرن رضي الله عنه، قال: لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن مألنا خادماً إلا واحدة لطبها أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها.
رواه مسلم.

وفي رواية: سابع إخوة لي:

[الشُّرُحُ]

هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين النهي عن تعذيب
الحيوان والولد والوالد ومن لك ولاية عليه، فإنه يحرم عليك أن تعذبه بضرب أو
غيره إلا لسبب شرعي.

যে ব্যক্তি প্রাণবিশিষ্ট কোনো কিছুকে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে গ্রহণ করে (সে অভিশপ্ত)। এটি
সর্বসম্মত।

আল-গারায়: গাইন ও রা বর্ণের ওপর ফাতহা (যবর) সহকারে; এর অর্থ হলো লক্ষ্যবস্তু, অর্থাৎ
যে বস্তুর দিকে তীর বা গুলি ছোড়া হয়।

১৬০২ - আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
চতুষ্পদ জন্তুকে বেঁধে রেখে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। এটি সর্বসম্মত।

এর অর্থ হলো: হত্যার উদ্দেশ্যে আটকে রাখা।

১৬০৩ - আবু আলী সুওয়াইদ ইবনে মুকাররিন (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নিজেকে
মুকাররিন পরিবারের সাত ভাইয়ের মধ্যে সপ্তম হিসেবে দেখেছি; আমাদের মাত্র একজন
সেবিকা ছিল, যাকে আমাদের ছোট ভাই একটি চড় মারে। ফলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম) আমাদের নির্দেশ দিলেন তাকে মুক্ত করে দিতে।

এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: আমার ভাইদের মধ্যে সপ্তম।

[ব্যাখ্যা]

এই পরিচ্ছেদটি লেখক (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ‘রিয়াদুস সলিহীন’ গ্রন্থে চতুষ্পদ প্রাণী, সন্তান,
পিতামাতা এবং যাদের ওপর আপনার কর্তৃত্ব রয়েছে তাদের নির্যাতন করার নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে
উল্লেখ করেছেন। কেননা শরিয়ি কোনো কারণ ব্যতীত প্রহার বা অন্য কোনোভাবে কাউকে কষ্ট
দেওয়া আপনার জন্য হারাম।

ثم استشهد بقول الله تعالى: وبألو الدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً هؤلاء كلهم أصحاب الحقوق {وبألو الدين إحساناً} وهم أعظم البشر حقاً عليك، الأم والأب {وبذي القربى واليتامى والمساكين} القربى يعني الأقارب من قبل الأم أو من قبل الأب، واليتامى: الصغار الذي مات آباؤهم {والمساكين والجار ذي القربى} المساكين هم الفقراء، والجار ذي القربى: الجار القريب، والجار الجنب: الجار البعيد، والصاحب بالجنب، قيل: هي الزوجة وقيل: هو الصاحب في السفر {وابن السبيل} المسافر الذي انقطع به السفر {وما ملكت أيمانكم} هذا الشاهد، أي: ما ملكت أيمانكم من الأرقاء والبهائم، فإن الإنسان مأمور بالإحسان إليهم إن كان من بني آدم أرقاء يطعمهم مما يطعم ويكسوهم مما يكتسي وينزلهم البنازل اللائقة بهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون، ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، الهرة هي القطاة، حبستها ولم تجعل عندها ماء ولم تجعل عندها طعاماً حتى ماتت فدخلت النار بسبب هذه الهرة، وعذبت بها، والعياذ بالله، مع أنها هرة لا تساوي شيئاً، لكنها أساءت إليها هذه الإساءة حبستها حتى ماتت جوعاً. وفهم من هذا الحديث أنها لو جعلت عندها طعاماً وشراباً

অতঃপর তিনি মহান আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে দলিল পেশ করেন: "আর তোমরা পিতামাতার সাথে সদ্যবহার করো এবং নিকটাত্মীয়, এতিম, মিসকিন, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, পার্শ্বসাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের সাথেও। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাস্তিক ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না।" এরা সবাই হকের (অধিকারের) অধিকারী। {আর পিতামাতার সাথে সদ্যবহার করো} - তারা তোমার ওপর মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হকের অধিকারী; অর্থাৎ মাতা ও পিতা। {আর নিকটাত্মীয়, এতিম ও মিসকিনদের সাথে} - 'নিকটাত্মীয়' বলতে মায়ের দিককার বা বাবার দিককার আত্মীয়দের বোঝানো হয়েছে। আর 'এতিম' হলো সেই সব শিশু যাদের পিতা ইন্তেকাল করেছেন। {এবং মিসকিন ও নিকট-

প্রতিবেশী} - 'মিসকিন' অর্থ দরিদ্র ব্যক্তি। আর 'নিকট-প্রতিবেশী' হলো সেই প্রতিবেশী যে সম্পর্কের দিক থেকে নিকটবর্তী। 'দূর-প্রতিবেশী' হলো সেই প্রতিবেশী যে (সম্পর্কের দিক থেকে) দূরবর্তী। 'পার্শ্বসাথী' সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি হলেন স্ত্রী; আবার কেউ বলেছেন, তিনি হলেন সফরসঙ্গী। {এবং মুসাফির} - অর্থাৎ সেই ভ্রমণকারী যে পথিমধ্যে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। {এবং তোমাদের মালিকানাধীন যারা} - এটিই মূল আলোচ্য বিষয়, অর্থাৎ তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসী এবং গবাদি পশু। কেননা মানুষের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন সে এদের সাথে সদ্যবহার করে। তারা যদি আদম সন্তান তথা দাস-দাসী হয়, তবে তাকে তা-ই খাওয়াতে হবে যা মালিক নিজে খায়, তাকে তা-ই পরাতে হবে যা মালিক নিজে পরে, তাকে উপযুক্ত বাসস্থানে রাখতে হবে এবং তার সাধের অতীত কোনো কাজের বোঝা তার ওপর চাপানো যাবে না। অতঃপর তিনি ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেন যে, এক নারী একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে যাকে সে বন্দি করে রেখেছিল। 'হিররাহ' অর্থ বিড়াল। সে বিড়ালটিকে বন্দি করে রেখেছিল এবং তাকে কোনো পানি বা খাবার দেয়নি, যতক্ষণ না বিড়ালটি মারা গেল। ফলে এই বিড়ালের কারণেই সে জাহান্নামে প্রবেশ করল এবং এর জন্য তাকে আজাব দেওয়া হলো—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—যদিও তা ছিল সামান্য একটি বিড়াল যার কোনো দৃশ্যত মূল্য নেই, কিন্তু সে তার সাথে এমন দুর্ব্যবহার করেছিল যে তাকে আমৃত্যু ক্ষুধার্ত অবস্থায় বন্দি করে রেখেছিল। এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, সে যদি তাকে খাবার ও পানি দিত—

(ص: 294) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

يكفي فإن ذلك لا بأس به.

ومن هذا الطيور التي تحبس في الأقفاص، إذا وضع عندها الطعام والشراب ولم يقصر عليها وحفظها من الحر والبرد فلا بأس، وأما إذا قصر وماتت بسبب تقصيره فإنه يعذب بها، والعياذ بالله، كما عذبت هذه المرأة في الهرة التي حبستها، فدل ذلك

على أنه يجب على الإنسان أن يحرص على ما ملكت يمينه من البهائم، والآدميون أولى وأحرى لأنهم أحق بالإكرام.

أما الحديث الثاني أن ابن عمر رضي الله عنهما مر بفتيان بقريش وقد جعلوا طائراً يرمون عليه، أيهم أشد إصابة، فلما رأوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه تفرقوا هرباً منه، ثم قال: ما هذا؟ فأخبروه، فقال: لعن الله من فعل هذا لعن الله من فعل هذا وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً.

وهذا لأنه يتألم إذ أن هذا يضربه على جناحه، وهذا يضربه على صدره، وهذا يضربه على ظهره، وهذا على رأسه فيتأذى، فلهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً.

أما بعد ما مات فقد مات لا يحس بشيء. وكذلك الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتل الحيوان صبراً، ومعناه أن يحبس ثم يقتل، فإن هذا لا يجوز، وذلك لأنه إذا حبس كان مقدوراً على ذبحه وتزكيته فلا يحل أن يرمى، ورميه إيلاً ما له من وجه وإضاعة لمالئته من وجه آخر.

والله الموفق

1604 - وعن أبي مسعود البدرى رضي الله عنه قال: كنت اضرب

যদি তা যথেষ্ট হয়, তবে তাতে কোনো ক্ষতি নেই।

এর অন্তর্ভুক্ত হলো খাঁচায় বন্দি পাখি; যদি তার কাছে খাবার ও পানীয় রাখা হয়, তার প্রতি অবহেলা না করা হয় এবং তাকে গরম ও শীত থেকে রক্ষা করা হয়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু যদি সে অবহেলা করে এবং তার অবহেলার কারণে সেটি মারা যায়, তবে তাকে এর কারণে শাস্তি দেওয়া হবে—আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই—যেমনটি সেই মহিলাকে একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল যা সে বন্দি করে রেখেছিল। এটি প্রমাণ করে যে, একজন মানুষের জন্য তার মালিকানাধীন গবাদি পশুদের যত্ন নেওয়া আবশ্যিক। আর মানুষ তো এ ক্ষেত্রে আরও অগ্রগণ্য ও উপযুক্ত, কারণ তারা অধিক সম্মানের দাবিদার।

আর দ্বিতীয় হাদিসটি হলো এই যে, ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) কুরাইশদের কিছু যুবকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যারা একটি পাখিকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিল এবং দেখছিল কে সবচেয়ে নিখুঁতভাবে আঘাত করতে পারে। যখন তারা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে দেখল, তারা তাঁর ভয়ে পালিয়ে গেল। তখন তিনি বললেন: "এটি কী?" তারা তাঁকে বিষয়টি জানাল। তখন তিনি বললেন: "যে ব্যক্তি এরূপ করেছে তার ওপর আল্লাহর লানত, যে ব্যক্তি এরূপ করেছে তার ওপর আল্লাহর লানত।" এবং তিনি উল্লেখ করলেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন যে কোনো প্রাণবিশিষ্ট বস্তুকে লক্ষ্যবস্তু বানায়।

এটি এ কারণে যে, প্রাণীটি এতে কষ্ট পায়; কারণ কেউ তার ডানায় আঘাত করে, কেউ তার বক্ষে, কেউ তার পিঠে এবং কেউ তার মাথায়, ফলে সে নিদারুণভাবে ব্যথিত হয়। এ কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন যে কোনো প্রাণবিশিষ্ট বস্তুকে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে গ্রহণ করে।

তবে মৃত্যুর পর তো সে মৃতই, তখন সে আর কিছুই অনুভব করে না।

অনুরূপভাবে পরবর্তী হাদিসটি হলো এই যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রাণীকে 'সবর' অবস্থায় (আটকে রেখে) হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। এর অর্থ হলো প্রাণীকে বন্দি করা এবং অতঃপর হত্যা করা; এটি বৈধ নয়। কারণ যদি তাকে বন্দিই করা হয়, তবে তাকে জবেহ করা এবং শরয়ি পদ্ধতিতে পবিত্র করা সম্ভব, এমতাবস্থায় তাকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে আঘাত করা হালাল নয়। আর তাকে এভাবে আঘাত করা একদিকে যেমন তাকে কষ্ট দেওয়া, তেমনি অন্যদিকে তার আর্থিক মূল্যের অপচয় ঘটানো।

আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১৬০৪ - আবু মাসউদ আল-বাদরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি প্রহার করছিলাম...

غلاماً لي بالسوط، فسمعت صوتاً من خلفي: اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام فقلت: لا أضرب مملوكاً بعده أبداً وفي رواية: فسقط السوط من يدي من هيبتته وفي رواية: فقلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى فقال: أما لو لم تفعل، للفحتك النار، أو لمستك النار. رواه مسلم بهذه الروايات.

1605 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب غلاماً له حداً لم يأتته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه رواه مسلم.

1606 - وعن هشام بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط، وقد أقيموها في الشمس، وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج، وفي رواية: حبسوا في الجزية.

فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا فدخل على الأمير، فحدثه، فأمر بهم فخلوا. رواه مسلم.

আমি আমার এক গোলামকে চাবুক দিয়ে মারছিলাম, তখন আমি আমার পিছন থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম: হে আবু মাসউদ, জেনে রেখো! রাগের আতিশয্যে আমি আওয়াজটি বুঝতে পারিনি। যখন তিনি আমার নিকটবর্তী হলেন, দেখলাম তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তিনি বলছিলেন: হে আবু মাসউদ, জেনে রেখো, এই গোলামের ওপর তোমার যতটুকু ক্ষমতা রয়েছে, আল্লাহ তোমার ওপর তার চেয়েও বেশি ক্ষমতা রাখেন। আমি বললাম: আমি এরপর আর কখনো কোনো ক্রীতদাসকে মারধর করব না। অন্য এক বর্ণনায় আছে: তাঁর গান্ধীর্যের কারণে আমার হাত থেকে চাবুক পড়ে গেল। অন্য বর্ণনায় আছে: আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুক্ত। তখন তিনি বললেন: যদি তুমি এটা না করতে, তবে আগুন তোমাকে দগ্ধ করত অথবা আগুন তোমাকে স্পর্শ করত। ইমাম মুসলিম এই বর্ণনাগুলোসহ এটি বর্ণনা করেছেন।

১৬০৫ - ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি তার গোলামকে এমন কোনো অপরাধের দণ্ড দিল যা সে করেনি, অথবা তাকে চপেটাঘাত করল, তবে তার কাফফারা হলো তাকে মুক্ত করে দেওয়া। মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

১৬০৬ - হিশাম ইবনে হাকিম ইবনে হিজাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি সিরিয়ায় এমন কিছু নবাতী (কৃষিজীবী) মানুষের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যাদেরকে কড়া রোদে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল এবং তাদের মাথায় তেল ঢালা হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: এটি কী? বলা হলো: খরাজ (ভূমি কর) আদায়ের জন্য তাদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। অন্য বর্ণনায় আছে: জিজিয়া করের কারণে তাদের আটকে রাখা হয়েছে।

তখন হিশাম বললেন: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতে শুনেছি: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন যারা দুনিয়াতে মানুষকে শাস্তি দেয়। এরপর তিনি আমিরের কাছে গিয়ে তাঁকে এ হাদিস শোনালেন, তখন তিনি তাদের ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তাদের ছেড়ে দেওয়া হলো।

মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

(ص: 296) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الأنباط: الفلاحون من العجم.

1607 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً موسوم الوجه، فأنكر ذلك؟ فقال: والله لا أسبه إلا أقصى شيء من الوجه، وأمر بحماره، فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين رواه مسلم.

الجاعرتان: ناحيتا الركبين حول الدبر.

1608 - وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه رواه مسلم.

وفي رواية لمسلم أيضاً: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه.
وعن الوسم في الوجه.

:

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث التي ساقها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب النهي عن تعذيب الحيوان والرقيق والولد وغيرهم ممن يؤدبهم الإنسان، وذلك أن المقصود بالتأديب هو الإصلاح وليس المقصود بالتأديب الإيلام والإيجاع،

আনবাত: অনারব কৃষকগণ।

১৬০৭ - ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি গাধা দেখলেন যার মুখে দাগ দেওয়া ছিল, তিনি তা অপছন্দ করলেন। তখন (ইবনে আব্বাস) বললেন: আল্লাহর শপথ, আমি চেহারার সবচেয়ে দূরবর্তী স্থানে ছাড়া আর কোথাও দাগ দেব না। অতঃপর তিনি তাঁর গাধাটির ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন এবং তার উরুর উপরিভাগে দাগ দেওয়া হলো। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি উরুর উপরিভাগে (পশ্চাৎদেশের দুই পাশে) দাগ দিয়েছিলেন। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

আল-জা-ইরতান: নিতম্বের দুই পাশ যা মলদ্বারের আশেপাশে অবস্থিত।

১৬০৮ - তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট দিয়ে একটি গাধা অতিক্রম করল যার মুখে দাগ দেওয়া ছিল। তখন তিনি বললেন: যে ব্যক্তি এর মুখে দাগ দিয়েছে, তার ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

মুসলিমের অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুখে প্রহার করতে এবং মুখে দাগ দিতে নিষেধ করেছেন।

:

[ব্যাক্য্য]

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর ‘রিয়াদুস সালিহীন’ কিতাবে পশু, দাস, সন্তান এবং যাদের মানুষ শাসন করে থাকে তাদের কষ্ট দেওয়ার নিষেধাজ্ঞার অধ্যায়ে এই হাদিসগুলো নিয়ে

এসেছেন। এর কারণ হলো শাসনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো সংশোধন করা; শারীরিক যন্ত্রণা বা কষ্ট প্রদান করা শাসনের উদ্দেশ্য নয়।

(ص: 297) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ولذلك لا يجوز للإنسان أن يضرب الولد ما دام يمكن أن يتأدب بدون الضرب، فإذا لم يتأت الأذب إلا بالضرب فله أن يضرب، وإذا ضرب فإنه يضرب ضرباً غير مبرح، واذكروا قول الله عز وجل في النساء: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فجعل الضرب في المرتبة الثالثة، والمقصود من الضرب هو التأديب لا أن يصل إلى حد الإيلام والإيجاع.

وذكر المؤلف أحاديث، منها حديث أبي مسعود البدر رضي الله عنه أنه كان يضرب غلاماً له، فسمع صوتاً من الخلف يقول: أبا مسعود ولم يفقه ما يقول من شدة الغضب، فإذا الذي يتكلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا مسعود ألم تعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام؟ يعني تذكر قدرة الله عز وجل، فإنه أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام، وإلى هذا يشير الله عز وجل في الآية التي ذكرناها {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً} فلما رأى أنه النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بهذه الموعظة العظيمة أن الله أقدر عليه من قدرته على هذا العبد، سقطت العصا من يده هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعتقه، أعتق العبد، وهذا من حسن فهمه رضي الله عنه لأن الله تعالى يقول: {إن الحسنات يذهبن السيئات} فبدلاً من أنه أساء إلى هذا العبد أحسن إليه بالعتق، لهذا أرشد النبي إلى هذا بأن من ضرب عبده أو لطمه فإن كفارة ذلك أن يعتقه، لأن الحسنات يذهبن السيئات.

আর এই কারণেই, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রহার ব্যতীত শিষ্টাচার শেখানো সম্ভব, ততক্ষণ মানুষের জন্য সম্ভাবনাকে প্রহার করা জায়েজ নেই। যদি প্রহার ছাড়া শিষ্টাচার অর্জন সম্ভব না হয়, তবেই সে প্রহার করতে পারে। আর যখন প্রহার করবে, তখন তা যেন কঠোর বা ক্ষতসৃষ্টিকারী না হয়। নারীদের বিষয়ে মহান আল্লাহর বাণী স্মরণ করুন: "যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা তোমরা করো, তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ করো এবং তাদেরকে প্রহার করো।" এখানে প্রহারকে তৃতীয় পর্যায়ে রাখা হয়েছে। আর প্রহারের উদ্দেশ্য হলো সংশোধন বা শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া, যাতনা দেওয়া বা কষ্ট দেওয়া নয়।

লেখক বেশ কিছু হাদিস উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে আবু মাসুদ আল-বাদরি (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিসটি। তিনি তাঁর এক গোলামকে প্রহার করছিলেন, এমতাবস্থায় পিছন থেকে একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন যা বলছিল: "হে আবু মাসুদ!" অত্যধিক রাগের কারণে তিনি কী বলা হচ্ছে তা বুঝতে পারেননি। হঠাৎ দেখলেন যে কথা বলছেন তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তিনি বললেন: "হে আবু মাসুদ! তুমি কি জানো না যে, এই গোলামের ওপর তোমার যতটুকু ক্ষমতা আছে, আল্লাহ তোমার ওপর তার চেয়েও বেশি ক্ষমতা রাখেন?" অর্থাৎ মহান আল্লাহর ক্ষমতার কথা স্মরণ করো, কারণ তিনি তোমার ওপর এই গোলামের চেয়েও বেশি ক্ষমতাবান। আমাদের উল্লিখিত আয়াতেও আল্লাহ তাআলা এই দিকেই ইঙ্গিত করেছেন: "অতঃপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অন্বেষণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমুন্নত ও মহান।" যখন তিনি দেখলেন যে ইনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তিনি তাঁকে এই মহান উপদেশের মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে আল্লাহ তাঁর ওপর এই গোলামের চেয়েও বেশি ক্ষমতা রাখেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁর হাত থেকে লাঠিটি পড়ে গেল। এরপর তিনি তাকে মুক্ত করে দিলেন; অর্থাৎ গোলামটিকে আজাদ করে দিলেন। এটি ছিল তাঁর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সঠিক উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ, কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন: "নিশ্চয়ই নেক আমলসমূহ মন্দ কাজসমূহকে মিটিয়ে দেয়।" তাই গোলামের প্রতি করা দুর্ব্যবহারের পরিবর্তে তিনি তাকে মুক্ত করে দেওয়ার মাধ্যমে সদাচরণ করলেন। এই কারণেই নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশনা দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি তার গোলামকে প্রহার করবে বা চড় মারবে, তার কাফফারা হলো তাকে মুক্ত করে দেওয়া। কারণ নেক আমলসমূহ মন্দ কাজগুলোকে দূরীভূত করে।

ثم ذكر حديث هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه، في قصة المحبوسين في الخراج، المحبوسين في الخراج وهم الأنباط، وسبوا أنباطاً لأنهم يستنبطون الباء أي يستخرجونه، وهم فلاحيح فلاحون في الشام عليهم خراج، وكأنهم لم يؤدوه، فعاقبهم الأمير هذه العقوبة العظيمة، جعلهم في الشمس في الحر الشديد وصب على رؤوسهم الزيت، لأن الزيت تشتد حرارته مع الشمس، وهذا عذاب عظيم مؤلم موجه، فدخل هشام رضي الله عنه إلى الأمير فأخبره ففك الأمير أسرهم وأطلقهم، وفي هذا دليل على حسن سيرة السلف رضي الله عنهم في مناصحة الحكام وأنهم يتقدمون إلى الحاكم وينصحونه، فإن اهتدى فهذا المطلوب، وإن لم يهتد برأت ذمة الناصح وصارت المسؤولية على الحاكم لكن الحكام الذين يخافون الله عز وجل إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صبا وعبثاً، اتعظ هذا الحاكم وأمر بإطلاقهم، فدل هذا على أن التعذيب الذي يصل إلى هذا الحد أنه لا يجوز. وكذلك أيضاً من الأحاديث التي ذكرها المؤلف الوسم في الوجه، وسم الحيوانات في الوجه حرام من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا، والوسم هو عبارة عن كي يكوي الحيوان ليكون علامة، ولهذا هو مشتق من السمة، وهي العلامة، يتخذ أهل المواشي علامة لهم، كل قبيلة لها وسم معين إما شرطتان أو شرطة مربعة أو دائرة أو هلال، المهم أن كل قبيلة لها وسم معين، والوسم هذا يحفظ الباشية إذا وجدت ضالة يعني ضائعة عرف الناس أنها لهؤلاء القبيلة فذكروها لهم، وكذلك أيضاً هي قرينة في مسألة الدعوى، لو أن إنسان وجد بهيمة عليها وسم في يد إنسان وادعى أنها له فإن هذه قرينة

অতঃপর তিনি হিশাম ইবনে হাকিম ইবনে হিজাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, যা খারাজ (ভূমি কর) আদায়ের দায়ে বন্দীদের ঘটনা সংক্রান্ত। যারা

খারাজের দায়ে বন্দী ছিল তারা ছিল আত্মাত বা নাবাতীয় বংশোদ্ভূত। তাদেরকে ‘নাবাত’ বলা হতো কারণ তারা পানি উত্তোলন করত, অর্থাৎ মাটির নিচ থেকে পানি বের করত। তারা ছিল সিরিয়ার কৃষক শ্রেণী যাদের ওপর খারাজ ধার্য ছিল, কিন্তু সম্ভবত তারা তা পরিশোধ করেনি। ফলে আমির (প্রশাসক) তাদেরকে এই ভয়াবহ শাস্তি প্রদান করেন; তিনি তাদেরকে তীব্র রোদে দাঁড় করিয়ে রাখেন এবং তাদের মাথায় তেল ঢেলে দেন। কারণ সূর্যের তাপে তেলের উত্তাপ আরও তীব্রতর হয়। এটি ছিল এক ভয়াবহ, বেদনাদায়ক ও কষ্টদায়ক শাস্তি। হিশাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমিরের কাছে গিয়ে তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলেন, ফলে আমির তাদের মুক্তি দিলেন। এতে শাসকদের সদুপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে সালাফে সালাহীন (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর সুন্দর কর্মপদ্ধতির প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাঁরা শাসকের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে উপদেশ দিতেন। যদি সে সুপথ গ্রহণ করত, তবে এটাই ছিল কাম্য। আর যদি সে সুপথ গ্রহণ না করত, তবে উপদেশদাতার দায়মুক্তি ঘটত এবং সমস্ত দায়ভার শাসকের ওপর বর্তাত। কিন্তু যেসকল শাসক আল্লাহ তাআলাকে ভয় করেন, যখন তাদেরকে তাঁদের রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, তখন তাঁরা বধির ও অন্ধের ন্যায় তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েন না (অজ্ঞ থাকেন না)। এই শাসক উপদেশ গ্রহণ করলেন এবং তাদের ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই পর্যায়ের নির্যাতন ও নিপীড়ন জায়েয নয়।

অনুরূপভাবে লেখক যেসকল হাদীস উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে রয়েছে মুখে দাগ দেওয়া বা ছাপ দেওয়া। পশুর মুখে চিহ্ন দেওয়া হারাম এবং কবির গুনাহের অন্তর্ভুক্ত; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন কাজ যে করে তার ওপর অভিসম্পাত করেছেন। আর চিহ্ন দেওয়া বলতে পশুকে লোহার গরম শলাকা দিয়ে ছাঁকা দেওয়া বোঝায় যাতে সেটি একটি স্থায়ী চিহ্ন হিসেবে থাকে। একারণেই এটি ‘সিমা’ শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো চিহ্ন। গবাদি পশুর মালিকগণ নিজেদের পরিচয়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট চিহ্ন গ্রহণ করেন। প্রতিটি গোত্রের একটি নির্দিষ্ট চিহ্ন থাকত; তা হতে পারত দুটি রেখা, বা চতুর্ভুজাকার রেখা, অথবা বৃত্ত কিংবা অর্ধচন্দ্র। মূল কথা হলো, প্রতিটি গোত্রের জন্য আলাদা নির্দিষ্ট চিহ্ন ছিল। এই চিহ্ন গবাদি পশুকে সংরক্ষিত রাখে; যদি কোনো পশু হারিয়ে যায়, তবে মানুষ এই চিহ্নের মাধ্যমে বুঝতে পারে যে এটি অমুক গোত্রের এবং তারা তাদেরকে বিষয়টি জানিয়ে দেয়। তদ্রূপ এটি মালিকানা দাবির ক্ষেত্রেও একটি প্রমাণ হিসেবে কাজ করে; যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কারো নিকট এমন একটি পশু পায় যার ওপর তার দেওয়া চিহ্ন রয়েছে এবং সে দাবি করে যে এটি তার, তবে এই চিহ্নটি তার দাবির সপক্ষে একটি শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে।

تدل على صدق دعواه ترجح بها دعوى المدعي، وهي من الأمور الثابتة بالسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسم إبل الصدقة وكذلك الخلفاء من بعدهم، لكن الوسم لا يجوز أن يكون في الوجه، لأن الوجه لا يضرب ولا يوسم ولا يقطع، هو جمال البهيمة، أين يكون الوسم؟ في الرقبة، يكون في العضد، يكون في الفخذ، يكون في أي موضع من الجسم إلا الوجه، وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا رأى شيئاً مما يلعن فاعله فقال: اللهم العن من فعل هذا فلا إثم عليه، لو وجدنا بهيمة موسومة في الوجه وقلنا اللهم العن من وسبها فلا بأس، لكن ما نقول فلان ابن فلان، تقول اللهم العن من وسبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك إذا رأينا قدراً في الشارع يعني غائطاً وجدناه في الشارع، لنا أن نقول: لعن الله من تخط هاهنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في المواني وقارعة الطريق والظل وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وجعلنا هداة مهتدين من عبادة الصالحين المصلحين

এটি তার দাবির সত্যতা নির্দেশ করে যার মাধ্যমে দাবিদারের দাবি জোরালো হয়। এটি সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত; কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জাকাতের উটগুলোকে চিহ্নিত (দাগ দিয়ে) করতেন এবং তাঁর পরবর্তী খলিফাগণও তদ্রূপ করতেন। তবে মুখমণ্ডলে চিহ্নিত করা জায়েজ নয়, কারণ চেহারায়ে আঘাত করা যায় না, দাগ দেওয়া যায় না এবং তা স্মৃতিবিস্মৃত করা যায় না; এটি পশুর সৌন্দর্য। তাহলে চিহ্নিতকরণ কোথায় হবে? এটি ঘাড়ে, বাহুতে, উরুতে কিংবা মুখমণ্ডল ব্যতীত শরীরের যেকোনো স্থানে হতে পারে। এর মধ্যে এই প্রমাণ রয়েছে যে, মানুষ যখন এমন কোনো কাজ হতে দেখে যার কর্তার প্রতি লানত করা হয়েছে, আর সে বলে: 'হে আল্লাহ, যে এটি করেছে তার ওপর লানত বর্ষণ করুন', তবে এতে তার কোনো পাপ নেই। যদি আমরা মুখমণ্ডলে দাগ দেওয়া কোনো পশু দেখতে পাই এবং বলি: 'হে আল্লাহ, যে একে মুখমণ্ডলে দাগ দিয়েছে তাকে লানত করুন', তবে তাতে কোনো স্মৃতি

নেই। কিন্তু আমরা অমুকের পুত্র অমুক (নির্দিষ্ট কাউকে) বলব না, বরং বলব: 'হে আল্লাহ, যে একে দাগ দিয়েছে তাকে লানত করুন', যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন। অনুরূপভাবে আমরা যদি রাস্তায় কোনো অপবিত্র বস্তু অর্থাৎ মল দেখতে পাই, তবে আমাদের জন্য এটি বলা বৈধ যে: 'যে এখানে মলত্যাগ করেছে আল্লাহ তাকে লানত করুন'। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: 'তোমরা অভিশাপ বয়ে আনে এমন তিনটি কাজ থেকে বেঁচে থাকো: পানির ঘাটে, সর্বসাধারণের চলাচলের রাস্তায় এবং ছায়াযুক্ত স্থানে মলত্যাগ করা'। আল্লাহ আমাদের ও আপনাদেরকে সেই সব কাজের তাওফিক দান করুন যা তিনি পছন্দ করেন এবং যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন, আর আমাদের তাঁর নেককার ও সংশোধনকারী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে হেদায়েতপ্রাপ্ত ও হেদায়েতদানকারী হিসেবে কবুল করুন।

(ص: 300) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة ونحوها
1609 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في
بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سباهما فأحرقوهما بالنار ثم
قال صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا
وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما رواه البخاري.
1610 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
في سفر فأنطلق لحاجته، فرأينا حرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحرة
تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها ورأى
قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن.
قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار.

رواه أبو داود بإسناد صحيح.

قوله: قرية نمل معناه: موضع النمل مع النمل.

:

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحريم التعذيب بالنار، يعني أنه لا يحل لإنسان أن يعذب أحداً بالإحراق، لأنه يمكن التعذيب بدونه، ويمكن إقامة الحدود بدون ذلك، فيكون الإحراق زيادةً تعذيب لا حاجة لها.

পিঁপড়া ও তদ্রূপ প্রাণীসহ সকল প্রাণীকে আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়ার নিষিদ্ধতার পরিচ্ছেদ
১৬০৯ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের একটি অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন: তোমরা যদি কুরাইশ বংশের অমুক ও অমুক ব্যক্তিকে—তিনি তাদের নাম উল্লেখ করেছিলেন—পাও, তবে তাদের আগুনে পুড়িয়ে দিও। এরপর যখন আমরা প্রস্থান করার ইচ্ছা করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: আমি তোমাদের অমুক ও অমুক ব্যক্তিকে পুড়িয়ে মারার নির্দেশ দিয়েছিলাম; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আগুন দিয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ শাস্তি দেয় না। সুতরাং তোমরা যদি তাদের পাও, তবে তাদের (আগুনে না পুড়িয়ে) হত্যা করো। (বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন)।

১৬১০ - ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। তিনি তাঁর প্রয়োজনে একান্তে গেলেন। এমতাবস্থায় আমরা একটি লাল রঙের ছোট পাখি দেখলাম যার সাথে দুটি ছানা ছিল। আমরা তার ছানা দুটি ধরে নিলাম। তখন পাখিটি অস্থির হয়ে ডানা ঝাপটাতে লাগল। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফিরে আসলেন এবং বললেন: কে এই পাখিটিকে তার সন্তানদের জন্য ব্যথিত করেছে? তার ছানাগুলো তাকে ফিরিয়ে দাও। আর তিনি একটি পিঁপড়ার বসতি দেখলেন যা আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: এটি কে জ্বালিয়েছে? আমরা বললাম: আমরা।

তিনি বললেন: আগুনের রব ছাড়া আর কারো জন্য আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়া সংগত নয়।

আবু দাউদ এটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

তাঁর উক্তি: 'কারিয়াতু নামলিন' (পিঁপড়ার বসতি)-এর অর্থ হলো পিঁপড়াসহ পিঁপড়ার আবাসস্থল।

:

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ তা'আলা) বলেন: 'আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়ার নিষিদ্ধতার পরিচ্ছেদ'। এর অর্থ হলো কোনো মানুষের জন্য অন্য কাউকে আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেওয়া বৈধ নয়; কেননা আগুন ছাড়াও শাস্তি দেওয়া সম্ভব এবং তা ছাড়াই দণ্ডবিধি কার্যকর করা যায়। সুতরাং পুড়িয়ে মারা হবে অতিরিক্ত কষ্টদান, যার কোনো প্রয়োজন নেই।

(ص: 301) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً في سرية وقال: إذا وجدتم فلاناً وفلاناً لرجلين سباهما فأحرقوهما بالنار فاعتبد الصحابة ذلك امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلما أرادوا الخروج، قال كنت قلت: كذا وكذا ولكن لا يعذب بالنار إلا الله عز وجل فإن وجدتموهما فاقتلوهما فنسخ النبي صلى الله عليه وسلم أمره الأول بأمره الثاني، أمره الأول أن يحرقا وأمره الثاني أن يقتلا، فدل ذلك على أن الإنسان إذا استحق القتل فإنه لا يحرق بالنار وإنما يقتل قتلاً عادياً حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية.

وكذلك الحديث الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مضى لحاجته فوجد الصحابة حمرة، نوع من الطيور، معها ولداهما، فأخذوا ولديها، فجعلت تعرش، يعني تحوم حولهم، كما هو العادة أن الطائر إذا أخذ أولاده جعل يعرض ويحوم ويصيح

لفقد أولاده. لأن الله سبحانه وتعالى جعل في قلوب البهائم رحمة لأولادها. حتى أن البهيمة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، وهذا من حكمة الله عز وجل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق ولديها لها، فأطلقوا ولديها، ثم مر بقريّة نمل قد أحرقت فقال: من أحرق هذا؟ قالوا: نحن يا رسول الله. قريّة النمل يعني مجتمع النمل، جحورها، أحرقوها بالنار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار فنهى عن ذلك، وعلى هذا إذا كان عندك نمل فإنك لا تحرقها بالنار وإنما تضع شيئاً يطردها مثل الجاز إذا صفيته على الحجر فإنها تنفر بإذن الله ولا ترجع، وإذا لم يمكن اتقاء شرها إلا ببيد يقتلها نهائياً، أعني النمل، فلا بأس، لأن هذا دفع لأذاها، وإلا فالنمل مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، لكن إذا آذاك ولم يندفع إلا بالقتل فلا بأس بقتله

এরপর তিনি আবু হুরায়রা (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হন) বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেন যে, নবী (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন) একটি ক্ষুদ্র সেনাদলে কিছু লোক পাঠালেন এবং বললেন: "তোমরা যদি অমুক ও অমুককে পাও—তিনি দুইজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছিলেন—তবে তাদের আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে।" নবীর নির্দেশ পালনার্থে সাহাবীগণ তাই স্থির করেছিলেন। যখন তাঁরা বের হওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি বললেন: "আমি তোমাদের অমুক অমুক কথা বলেছিলাম; কিন্তু মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ আগুন দিয়ে শান্তি দেয় না। সুতরাং তোমরা যদি তাদের পাও, তবে তাদের হত্যা করো।" এভাবে নবী (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন) তাঁর দ্বিতীয় আদেশের মাধ্যমে প্রথম আদেশটি রহিত করে দিলেন। প্রথম আদেশ ছিল পুড়িয়ে মারার এবং দ্বিতীয় আদেশ ছিল সাধারণ হত্যার। এটি প্রমাণ করে যে, যদি কোনো ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য হয়, তবে তাকে আগুনে পোড়ানো যাবে না; বরং শরীয়তের নির্দেশনাবলী যা দাবি করে সেই অনুযায়ী তাকে স্বাভাবিকভাবে হত্যা করা হবে।

অনুরূপভাবে আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিতে এসেছে যে, নবী (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন) তাঁর প্রয়োজনে বাইরে গেলেন। এমতাবস্থায় সাহাবীগণ একটি 'হুমারা' (এক প্রকার ছোট পাখি) দেখতে পেলেন যার সাথে তার দুটি ছানা ছিল। তাঁরা ছানা দুটিকে

ধরে ফেললেন। ফলে পাখিটি তাদের চারপাশে ওড়াউড়ি করতে লাগল এবং ডানা ঝাপটাতে লাগল। এটিই পাখির স্বভাব যে, তার ছানা কেড়ে নিলে সে শোকে চারপাশে ওড়াউড়ি ও চিৎকার করে। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পশু-পাখিদের হৃদয়ে তাদের সন্তানদের জন্য মমতা দান করেছেন; এমনকি চতুষ্পদ জন্তু তার সন্তানের গায়ে আঘাত লাগার ভয়ে নিজের খুর তুলে ধরে। এটি মহান আল্লাহর হিকমত বা প্রজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর নবী (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন) ছানা দুটিকে তার কাছে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলে তাঁরা তা মুক্ত করে দিলেন। এরপর তিনি একটি পিঁপড়ার বসতির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "কে এটি পুড়িয়েছে?" তাঁরা বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল, আমরা।"

পিঁপড়ার বসতি বলতে তাদের সমাজ বা গর্ত বোঝানো হয়েছে যা তারা আগুন দিয়ে পুড়িয়েছিল। তখন নবী (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন) বললেন: "আগুনের রব ব্যতীত আর কারও জন্য আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়া সমীচীন নয়।" সুতরাং তিনি এ কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। এর ওপর ভিত্তি করে, যদি আপনার কাছে পিঁপড়া থাকে তবে আপনি তাদের আগুনে পোড়াবেন না। বরং তাদের তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য এমন কিছু ব্যবহার করবেন যা তাদের তাড়িয়ে দেয়, যেমন কেরোসিন তেলের মতো কিছু যা পাথরে ঢেলে দিলে আল্লাহর ইচ্ছায় তারা চলে যাবে এবং আর ফিরে আসবে না। আর যদি তাদের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া কোনো কীটনাশক দিয়ে তাদের সমূলে বিনাশ করা ছাড়া সম্ভব না হয়, তবে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কারণ এটি তাদের অনিষ্ট দূর করার অন্তর্ভুক্ত। অন্যথায় সাধারণভাবে পিঁপড়া হত্যা করতে নবী (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন) নিষেধ করেছেন। তবে যদি তারা আপনাকে কষ্ট দেয় এবং হত্যা করা ছাড়া তাদের নিবৃত্ত করা সম্ভব না হয়, তবে তাদের হত্যা করায় কোনো দোষ নেই।

(ص: 302) شرح رِياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه

قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا} وقال تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ}

1611 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.

متفق عليه.

معنى أتبع أحيل.

:

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم مطل الغني، يعني في الحق الذي يجب عليه لغيره، والمطل هو التأخير، وهو ظلم، فإذا كان لك حق على إنسان حال وطلبته منه ولكنه صار يباطل فإن ذلك ظلم وحرام وعدوان، ومن ذلك ما يفعله الكفلاء لمكفوليهم، فإنهم والعياذ بالله يباطلونهم ويؤذونهم ولا يؤتوهم تجد هذا الفقير المسكين الذي ترك أهله وبلده لينال لقمة العيش، يبقى أربعة أشهر، خمسة أشهر وأكثر والكفيل يباطل به والعياذ بالله ويهدده بأنه إن تكلم سفره، ألا يعلم هؤلاء أن الله فوقهم وأن الله أعلى منهم وأنه رباً يسلط عليهم قبل أن يموتوا من يسومهم

সচ্ছল ব্যক্তির পক্ষ থেকে পাওনাদারের হক পরিশোধে টালবাহানা করা হারাম হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তাআলা বলেন: {নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার হকদারদের নিকট পৌঁছে দাও।} এবং আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: {অতঃপর যদি তোমাদের কেউ কাউকে বিশ্বাস করে, তবে যাকে বিশ্বাস করা হয়েছে সে যেন তার আমানত আদায় করে।}

১৬১১ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "সচ্ছল ব্যক্তির পক্ষ থেকে পাওনা আদায়ে টালবাহানা করা জুলুম। আর তোমাদের কাউকে যখন কোনো সচ্ছল ব্যক্তির কাছে (পাওনা আদায়ের জন্য) স্থানান্তর করা হয়, সে যেন তা গ্রহণ করে।"

মুত্তাফাকুন আলাইহি (বুখারি ও মুসলিম)।

'উতবিআ' শব্দের অর্থ হলো 'হাওলা করা হলো বা স্থানান্তর করা হলো'।

:

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: সচ্ছল ব্যক্তির টালবাহানা হারাম হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। অর্থাৎ অন্যের প্রাপ্য হকের ক্ষেত্রে যা তার ওপর ওয়াজিব। 'মাতল' বা টালবাহানা হলো বিলম্ব করা, যা একটি জুলুম। সুতরাং কোনো ব্যক্তির নিকট যদি আপনার পাওনা থাকে এবং আপনি তা তলব করেন, অথচ সে টালবাহানা করতে থাকে, তবে তা জুলুম, হারাম এবং অন্যায়। এর একটি উদাহরণ হলো কফিলরা (নিয়োগকর্তা) তাদের শ্রমিকদের সাথে যা করে থাকে। তারা—আল্লাহর কাছে পানাহ চাই—তাদের পাওনা নিয়ে টালবাহানা করে, তাদের কষ্ট দেয় এবং তাদের পাওনা পরিশোধ করে না। আপনি দেখতে পাবেন এই দরিদ্র অসহায় মানুষটি তার পরিবার-পরিজন ও দেশ ত্যাগ করে এসেছে সামান্য দুমুঠো ভাতের আশায়, কিন্তু চার মাস, পাঁচ মাস বা তারও বেশি সময় অতিবাহিত হলেও কফিল তাকে নিয়ে টালবাহানা করছে—আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই—এবং তাকে ভ্রমকি দিচ্ছে যে, সে যদি মুখ খোলে তবে তাকে দেশে পাঠিয়ে দেবে। এরা কি জানে না যে আল্লাহ তাদের ঊর্ধ্বে এবং আল্লাহ তাদের চেয়ে অনেক বড় ও শক্তিশালী? এবং হতে পারে যে, তাদের মৃত্যুর আগেই আল্লাহ তাদের ওপর এমন কাউকে বিজয়ী করে দেবেন যে তাদের লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করবে।

سوء العذاب، نسأل الله العافية، لأن هؤلاء مساكين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر يعني عاهد بالله ثم غدر والعياذ بالله ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره هؤلاء خصماء الله يوم القيامة، نعوذ بالله من حالهم، ومكرهم ظلم، وكل ساعة بل كل لحظة تمر عليهم لا يوفون هذا حقه لا يزدادون من الله إلا بعدا، ولا يزدادون إلا ظلما، والعياذ بالله، والظلم ظلمات يوم القيامة.

ثم استدل بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ومن الأمانات ثمن المبيع، إذا باع عليك إنسان شيئا وبقي ثمنه في ذمتك فهو يشبه الأمانة، يجب أن تؤديها ولا يحل لك أن تتأطل بها.

واستدل أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبّع فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين حسن القضاء وحسن الاقتضاء، أما حسن القضاء فقال: مطل الغني ظلم وهذا يتضمن الأمر باللبادرة إلى إيتاء الحق وألا يتأخر فإن فعل فهو ظلام وما أكثر الذين يؤتي إليهم يطلب منهم الثمن أو الأجرة ويقول غدا بعد غد والدراهم عنده في الردج ولكن يلعب

কঠোর আযাব, আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি; কারণ এরা নিঃস্ব হতভাগা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বরকতময় ও সুমহান রব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হব: এমন ব্যক্তি যে আমার নামে অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করল; এমন ব্যক্তি যে কোনো স্বাধীন মানুষকে বিক্রয় করে তার মূল্য ভক্ষণ করল; এবং এমন ব্যক্তি যে কোনো শ্রমিক নিয়োগ করল এবং তার থেকে পুরোপুরি কাজ বুঝে নিল অথচ তাকে তার পারিশ্রমিক দিল না।” এরা কিয়ামতের দিন আল্লাহর প্রতিপক্ষ। আমরা তাদের অবস্থা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। তাদের এই চাতুর্য চরম জুলুম। প্রতিটি মুহূর্ত যা অতিবাহিত হচ্ছে অথচ তারা হকদারের পাওনা

পরিশোধ করছে না, এতে তারা আল্লাহ থেকে কেবল দূরেই সরছে এবং তাদের পাপাচার বৃদ্ধি পাচ্ছে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আর জুলুম কিয়ামতের দিন ঘন অন্ধকার হয়ে দেখা দেবে। অতঃপর তিনি মহান আল্লাহর বাণী দ্বারা দলিল পেশ করেছেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা আমানতসমূহ তার প্রকৃত হকদারদের নিকট পৌঁছে দাও।” বিক্রয়লব্ধ মূল্য আমানতের পর্যায়ভুক্ত। যখন কোনো ব্যক্তি আপনার কাছে কোনো কিছু বিক্রি করে এবং তার মূল্য আপনার জিম্মায় বাকি থাকে, তখন তা আমানতের সদৃশ হয়ে যায়। এটি যথাযথভাবে আদায় করা আপনার ওপর ওয়াজিব এবং তা নিয়ে টালবাহানা করা আপনার জন্য বৈধ নয়।

তিনি আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিস দ্বারাও দলিল পেশ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “বিত্তবানের টালবাহানা বা বিলম্ব করা জুলুম। আর তোমাদের কাউকে যখন কোনো সম্পদশালীর কাছে পাওনা আদায়ের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তবে সে যেন তা মেনে নেয়।” নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই হাদিসে পাওনা পরিশোধের উত্তম পদ্ধতি এবং পাওনা দাবির পরিশীলিত রীতির সমন্বয় ঘটিয়েছেন। পাওনা পরিশোধের উত্তম পদ্ধতির বিষয়ে তিনি বলেছেন: “বিত্তবানের টালবাহানা জুলুম।” এর মাধ্যমে পাওনা দ্রুত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যাতে কোনো বিলম্ব না ঘটে। যদি কেউ তা করে তবে সে জালিম। এমন অনেক লোক আছে যাদের কাছে বিক্রয়মূল্য বা পারিশ্রমিক দাবি করা হলে তারা বলে ‘আগামীকাল’ বা ‘পরশু’, অথচ তার ড্রয়ারে টাকা গচ্ছিত থাকে; কিন্তু সে কেবল টালবাহানা করে খেলা করে।

(ص: 304) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

به الشيطان وكأنه إذا بقيت عنده تزيد وكأنها تنقص يعني ينقص صاحب الحق منها وعجباً لهؤلاء الذين سفهوا في عقولهم وضلوا في دينهم هل يظنون أنهم إذا ماطلوا يسقط عنهم الحق أو ينقص أبداً الحق بأق سراء أعطاه اليوم أو بعد عشرة أيام أو بعد عشر سنين لكن الشيطان يلعب بهم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مطل

الغني يدل على أن مطل الفقير ليس بظلم إذا كان الإنسان ليس عنده شيء وماطل
فهذا ليس بظالم بل الظالم الذي يطالبه ولهذا إذا كان صاحبك فقيرا وجب عليك
أن تنظره وألا تطالبه وألا تطالبه به لقول الله تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى
ميسرة} فأوجب الله الانتظار إلى الميسرة وكثير من الناس يكون له الحق عند
الفقير ويعلم أنه فقير ويطلبه ويشدد عليه ويرفع بشكواه إلى ولاية الأمور ويحبس
على دينه وهو ليس بقادر هذا أيضا حرام وعدوان ويجب على القاضي إذا علم أن
هذا فقير وطالبه من له الحق يجب عليه أن ينهر صاحب الحق وأن يوبخه وأن
يصرفه لأنه ظالم فإن الله أمره بالانتظار {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} ولا
يحل له أبدا أن يقول له أعطني حقي وهو يدري أنه فقير ولا يتعرض له وقوله: من
أحيل على مليء فليتبّع يعني إذا كان إنسان له حق على زيد وقال له زيد أنا أطلب
عمرا مقدار حقي يعني مثلا زيد مطلوب 100 ريال وهو يطلب عمرا 100 ريال فقال
أنا أحيلك على عمرو في 100 ريال فليس للطالب أن يقول

শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দেয় যেন (সম্পদ) তার কাছে অবশিষ্ট থাকলে তা বৃদ্ধি পায় এবং (দিয়ে
দিলে) যেন তা হ্রাস পায়; অর্থাৎ এতে পাওনাদারের হক বা প্রাপ্য তার থেকে কমে যাচ্ছে বলে
সে মনে করে। বিস্ময় ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যারা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধিতে মূর্খতা প্রকাশ
করেছে এবং নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে পথভ্রষ্ট হয়েছে। তারা কি মনে করে যে, তারা যদি ঋণ
পরিশোধে টালবাহানা করে তবে তাদের থেকে সেই পাওনা বাতিল হয়ে যাবে বা কমে যাবে?
কখনোই না, হক বা পাওনা সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে, চাই সে তা আজ প্রদান করুক বা দশ
দিন পর কিংবা দশ বছর পর। কিন্তু শয়তান তাদের নিয়ে খেলা করছে। আর রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: "ধনী ব্যক্তির টালবাহানা করা জুলুম"—এটি প্রমাণ
করে যে, দরিদ্র ব্যক্তির দেরি করা জুলুম নয়। যদি কোনো ব্যক্তির কাছে দেওয়ার মতো কিছু না
থাকে এবং সে বিলম্ব করে, তবে সে জালেম নয়; বরং ঐ ব্যক্তিই জালেম যে তার অবস্থা
জেনেও তার কাছে পাওনা দাবি করে। এই কারণেই, আপনার দেনাদার যদি অভাবী হয়, তবে
আপনার ওপর আবশ্যিক হলো তাকে অবকাশ দেওয়া এবং তার কাছে পাওনা দাবি বা
পীড়াপীড়ি না করা। কারণ আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন: "আর যদি সে (দেনাদার)

অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেওয়া কর্তব্য।" এখানে আল্লাহ তাআলা সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করাকে আবশ্যক করেছেন। অথচ অনেক মানুষ এমন আছে যাদের পাওনা কোনো দরিদ্র ব্যক্তির কাছে থাকে এবং তারা জানে যে সে অভাবী, তবুও তারা তার কাছে দাবি জানায়, তার ওপর কড়াকড়ি করে এবং শাসকগোষ্ঠীর কাছে অভিযোগ উত্থাপন করে; ফলে ঋণের দায়ে তাকে কারাবরণ করতে হয় অথচ সে পরিশোধে সক্ষম নয়। এটিও হারাম এবং সীমালঙ্ঘন। বিচারকের ওপর কর্তব্য হলো, যখন তিনি জানবেন যে দেনাদার ব্যক্তিটি দরিদ্র এবং পাওনাদার তার কাছে দাবি জানাচ্ছে, তখন পাওনাদারকে ধমক দেওয়া, তিরস্কার করা এবং তাকে বিদায় করে দেওয়া। কারণ সে একজন জালেম। কেননা আল্লাহ তাকে অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন: "আর যদি সে অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেওয়া কর্তব্য।" পাওনাদার অভাবী জেনেও তার জন্য 'আমাকে আমার হক দিয়ে দাও' বলা কক্ষনো হালাল নয় এবং তাকে উত্ত্যক্ত করাও বৈধ নয়। আর নবীজির বাণী: "যাকে কোনো সচ্ছল ব্যক্তির কাছে ঋণ হস্তান্তরের (হাওলা) প্রস্তাব দেওয়া হয়, সে যেন তা মেনে নেয়।" এর অর্থ হলো, যদি কোনো ব্যক্তির পাওনা যায়দের নিকট থাকে এবং যায়দ তাকে বলে যে, 'আমি আমার নিকট আমার পাওনার সমপরিমাণ অর্থ পাই'—যেমন উদাহরণস্বরূপ যায়দের নিকট ১০০ রিয়াল পাওনা রয়েছে এবং যায়দও আমার নিকট ১০০ রিয়াল পায়—অতঃপর যায়দ বলল, 'আমি তোমাকে ১০০ রিয়ালের জন্য আমার কাছে হস্তান্তরিত করলাম', এমতাবস্থায় পাওনাদারের জন্য এটি বলা জায়েজ নয় যে...

(ص: 305) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

لا أقبل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحيل على مليء فليتبّع إلا إذا كان المحول عليه فقيراً أو مبطلاً أو قريباً للشخص لا يستطيع أن يرافعه عند الحاكم المهم إذا وجد مانع فلا بأس أن يرفض الحوالة وأنا إذا لم يكن مانع فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقبل الحوالة قال: فليتبّع واختلف العلماء هل هذا على

سبيل الوجوب أو أن هذا على سبيل الاستحباب فذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن هذا على سبيل الوجوب وأنه يجب على الطالب أن يتحول إن حول على إنسان مليء وقال أكثر العلماء إنه على سبيل الاستحباب لأن الإنسان لا يلزمه أن يتحول قد يقول صاحب الأول أهون وأيسر وأما الثاني فأهابه وأخاف منه وما أشبه ذلك لكن لا شك أن الأفضل أن يتحول إلا لمانع شرعي والله البوفق

আমি এটি গ্রহণ করব না, কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যাকে কোনো স্বচ্ছল ব্যক্তির কাছে (পাওনা আদায়ের জন্য) স্থানান্তর করা হয়, সে যেন তা মেনে নেয়।" তবে যদি যার কাছে স্থানান্তর করা হচ্ছে সে দরিদ্র হয়, অথবা পাওনা পরিশোধে টালবাহানাকারী হয়, কিংবা এমন কোনো নিকটাত্মীয় হয় যার বিরুদ্ধে বিচারকের কাছে অভিযোগ করা সম্ভব নয়—মূল কথা হলো, যদি কোনো সংগত কারণ থাকে তবে এই স্থানান্তর (হাওয়ালা) প্রত্যাখ্যান করতে কোনো অসুবিধা নেই। আর যদি কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে, তবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাওয়ালা কবুল করার নির্দেশ দিয়েছেন; তিনি বলেছেন: "সে যেন তা মেনে নেয়।" এই নির্দেশটি কি ওয়াজিব (আবশ্যিক) হওয়ার জন্য, নাকি মুস্তাহাব (পছন্দনীয়) হওয়ার জন্য—এ বিষয়ে উলামায়ে কেরাম মতভেদ করেছেন। হাম্বলী ফকীহগণ (রহিমাহুমুল্লাহ) এই মত পোষণ করেছেন যে, এটি ওয়াজিব এবং যদি কোনো স্বচ্ছল ব্যক্তির কাছে স্থানান্তর করা হয়, তবে পাওনাদারের জন্য তা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু অধিকাংশ আলিম বলেছেন যে, এটি মুস্তাহাব; কারণ কোনো ব্যক্তিকে ঋণ স্থানান্তর গ্রহণে বাধ্য করা যায় না। পাওনাদার হয়তো মনে করতে পারে যে, প্রথম ব্যক্তি সহজ ও নমনীয় ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সে সমীহ করে বা ভয় পায় অথবা এই জাতীয় কোনো কারণ থাকতে পারে। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, শরয়ি কোনো ওজর না থাকলে স্থানান্তর গ্রহণ করাই উত্তম। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

بَاب كراهية عودة الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له

1612 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه متفق عليه وفي رواية: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيئ ثم يعود في قيئه فيأكله وفي رواية العائد في هبته كالعائد في قيئه

1613 - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه

দান গ্রহীতাকে হস্তান্তর না করা দানে দাতার ফিরে যাওয়ার অপছন্দনীয়তা বিষয়ক অধ্যায়
১৬১২ - ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি নিজের দান করা বস্তু ফিরিয়ে নেয়, সে ঐ কুকুরের মতো যে বমি করে তা পুনরায় ভক্ষণ করে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। অন্য এক বর্ণনায় আছে: "যে ব্যক্তি তার সদকা ফিরিয়ে নেয় তার উদাহরণ সেই কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে এবং পরে পুনরায় নিজের বমিতে ফিরে যায় এবং তা ভক্ষণ করে।" অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: "দান ফিরিয়ে গ্রহণকারী নিজের বমিতে ফিরে যাওয়া ব্যক্তির সমতুল্য।"

১৬১৩ - উমর ইবনুল খাতাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য) একটি ঘোড়া সওয়ারি হিসেবে দান করেছিলাম। কিন্তু যাকে দেওয়া হয়েছিল সে তার সঠিক যত্ন না করে সেটিকে রুগ্ন বা অবহেলিত করে ফেলেছিল। তাই আমি সেটি কিনে নিতে চাইলাম এবং আমি ধারণা করলাম যে সে তা (সুলভ মূল্যে) বিক্রি করে দেবে।

برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه متفق عليه قوله: حملت على فرس في سبيل الله معناه تصدقت به على بعض المجاهدين

[الشَّرْحُ]

هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله فيه ما يدل على تحريم الرجوع في الهبة يعني أنك إذا أعطيت إنساناً شيئاً مجاناً تبرعاً من عندك فإنه لا يحل لك أن ترجع فيه سواء كان قليلاً أم كثيراً لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه العائد في هبته بالكلب الكلب يقيء ما في بطنه ثم يعود فيأكله وهذا تشبيهه قبيح شبه النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته بهذا تقبيحاً له وتنفيراً منه ولا فرق بين أن يكون الذي وهبته من أقاربك أو من الأبعد عندك فلو وهبت لأخيك شيئاً ساعة أو قلماً أو سيارة أو بيتاً فإنه لا يحل لك أن ترجع فيه إلا أن ترضي لنفسك أن تكون كلباً ولا أحدا يرضي لنفسه أن يكون كلباً وكذلك الابن لو وهب لأبيه شيئاً فإنه لا يرجع فيه كرجل غني له أب فقير فوهبه بيتاً فإنه لا يجوز له أن يرجع في الهبة ولو كان أباه أما العكس لو أن الرجل وهب ابنه شيئاً فلا بأس أن يرجع فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما يعطي ولده لأن الوالد له الحق أن يأخذ من

অল্প মূল্যে, তখন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: "তুমি তা ক্রয় করো না এবং তোমার সদকায় ফিরে যেয়ো না, যদিও সে তোমাকে তা এক দিরহামের বিনিময়ে প্রদান করে। কারণ, নিজ সদকায় প্রত্যাবর্তনকারী সেই ব্যক্তির মতো যে নিজের বমিতে প্রত্যাবর্তন করে (বমি চাটে)।" এটি মুত্তাফাকুন আলাইহি। তাঁর উক্তি: "আমি আল্লাহর রাস্তায় একটি ঘোড়ার ওপর সওয়ার করলাম" এর অর্থ হলো: আমি সেটি কোনো এক মুজাহিদকে সদকা হিসেবে প্রদান করেছিলাম।

[ব্যাখ্যা]

এই অধ্যায়টিতে লেখক (রহিমাল্লাহ) এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করেছেন যা হেবা বা দান ফেরত নেওয়ার হারাম হওয়ার প্রমাণ দেয়। এর অর্থ হলো, আপনি যখন কোনো ব্যক্তিকে আপনার পক্ষ থেকে সৌজন্যমূলকভাবে বিনামূল্যে কোনো কিছু দান করেন, তখন তা পুনরায় ফিরিয়ে নেওয়া আপনার জন্য হালাল নয়, চাই তা পরিমাণে কম হোক বা বেশি। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় দানে প্রত্যাবর্তনকারীকে কুকুরের সাথে তুলনা করেছেন; কুকুর তার পেটের ভেতরকার বস্তু বমি করে দেয় এবং পুনরায় ফিরে এসে তা ভক্ষণ করে। এটি একটি অত্যন্ত জঘন্য উপমা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দানে প্রত্যাবর্তনকারীকে এর সাথে তুলনা করেছেন একে অত্যন্ত নিন্দনীয় হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য এবং তা থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য। আপনি যাকে দান করেছেন সে আপনার নিকটাত্মীয় হোক বা অনাত্মীয়—উভয় ক্ষেত্রে বিধানের কোনো পার্থক্য নেই। আপনি যদি আপনার ভাইকে কোনো জিনিস, যেমন: একটি ঘড়ি, কলম, গাড়ি বা বাড়ি দান করেন, তবে তা ফেরত নেওয়া আপনার জন্য বৈধ নয়; যদি না আপনি নিজের জন্য কুকুর হওয়া পছন্দ করেন। আর কোনো মানুষই নিজের জন্য কুকুর হওয়া পছন্দ করে না। তদ্রূপ সন্তান যদি তার পিতাকে কোনো কিছু দান করে, তবে তাও সে ফেরত নিতে পারবে না। যেমন একজন ধনী ব্যক্তি যার পিতা দরিদ্র, তিনি পিতাকে একটি বাড়ি দান করলেন, এমতাবস্থায় পিতার নিকট থেকে সেই দান ফেরত নেওয়া তার জন্য জায়েজ হবে না। তবে এর বিপরীত ক্ষেত্রে, অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি তার সন্তানকে কিছু দান করে, তবে তা ফেরত নিতে কোনো বাধা নেই। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কোনো দাতার জন্য তার দানকৃত বস্তুতে ফিরে যাওয়া (ফেরত নেওয়া) বৈধ নয়, তবে পিতা তার সন্তানকে যা দান করেন তা ব্যতীত।" কেননা পিতার অধিকার রয়েছে যে তিনি গ্রহণ করতে পারেন...

মাল ولده الذي لم يهبه له ما لم يضره ثم ذكر أيضاً حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله يعني أعطى رجلاً فرساً يقاتل عليه فأضاعه الرجل وأهمله فظن عمر رضي الله عنه أنه يبيعه برخص وأنه ليس قادراً على تحمل مؤونته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم لأنك أخرجته لله ولا يمكن للإنسان أن يشتري صدقته لأن ما أخرجته الإنسان لله لا يعود فيه ولهذا قال: العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه فتركه عمر رضي الله عنه هذا إذا قبض البوهوب له الهبة أما قبل قبضها فهذا لا يحرم عليه أن يعود لكن يوفي بوعده كما لو قال شخص لآخر سوف أعطيك ساعة مثلاً ولكنه لم يسلمها له فله أن يرجع لكن ينبغي أن يوفي بوعده لأن الذي لا يوفي بها وعد فيه خصلة من خصال النفاق ولا يجوز للإنسان أن يتحلّى بخصال المنافقين والله الموفق

সন্তানের সম্পদ যা সে তাকে দান করেনি, যতক্ষণ না তা তার (সন্তানের) জন্য ক্ষতিকর হয়। এরপর তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিসটিও উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে একটি ঘোড়া সওয়ারি হিসেবে দান করেছিলেন; অর্থাৎ তিনি এক ব্যক্তিকে একটি ঘোড়া দিয়েছিলেন যাতে সে তার ওপর আরোহণ করে যুদ্ধ করতে পারে। কিন্তু লোকটি ঘোড়াটির যত্ন নিল না এবং একে অবহেলা করল। উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ধারণা করলেন যে, লোকটি হয়তো এটি নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে দেবে, কারণ সে এর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ভার বহনে সক্ষম ছিল না। তিনি বিষয়টি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সমীপে উল্লেখ করলেন। তখন তিনি বললেন: "তুমি এটি ক্রয় করো না, যদিও সে তোমাকে তা মাত্র এক দিরহামের বিনিময়ে দিতে চায়। কারণ তুমি তা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান করেছ। আর কোনো মানুষের পক্ষে নিজের সদকা পুনরায় ক্রয় করা সংগত নয়; কেননা মানুষ যা আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে, তাতে সে পুনরায় ফিরে যায় না।" এই কারণেই তিনি বলেছেন: "নিজের দান করা বস্তু পুনরায় গ্রহণকারী সেই কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে পুনরায় তা ভক্ষণ করে।" অতঃপর উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তা পরিত্যাগ করলেন। এই বিধানটি তখন প্রযোজ্য যখন গ্রহীতা দানকৃত উপহারটি হস্তগত করে। তবে হস্তগত করার পূর্বে দাতার জন্য দান থেকে ফিরে আসা হারাম নয়, কিন্তু তার উচিত কৃত ওয়াদা পূরণ করা। যেমন

কোনো ব্যক্তি অন্য কাউকে বলল যে, "আমি তোমাকে একটি ঘড়ি দেব", কিন্তু সে তা এখনো তার হাতে অর্পণ করেনি; এমতাবস্থায় তার জন্য ফিরে আসা বৈধ, তবে ওয়াদা রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। কারণ যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না, তার মাঝে নিফাক বা মুনাফেকির একটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে। আর কোনো মানুষের জন্য মুনাফিকদের চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া বৈধ নয়। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 309) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب تأكيد تحريم مال اليتيم

قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا} وقال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} وقال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمَصْلِحِ}

1614 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه الموبقات المهلكات

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب تحريم أموال اليتامى اليتامى هم الذين مات آباؤهم قبل البلوغ سواء كانوا ذكورا أو إناثا وهؤلاء أعني

اليتامى محل الرفق والعناية والرحمة والشفقة لأنهم كسرت قلوبهم ببوت آبائهم
وليس لهم عائل إلا الله عز وجل فكانوا محل الرفق والعناية

পরিচ্ছেদ: এতিমের সম্পদ ভক্ষণ হারামের কঠোরতা

আল্লাহ তাআলা বলেন: "নিশ্চয়ই যারা এতিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা আসলে নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করছে এবং অচিরেই তারা প্রজ্বলিত আগুনে প্রবেশ করবে।"

মহান আল্লাহ আরও বলেন: "আর তোমরা এতিমের সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না, তবে এমন পন্থায় যা উৎকৃষ্টতর (তার স্বার্থ রক্ষায়)।" আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "তারা আপনাকে এতিমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, তাদের জন্য সংশোধন বা সংস্কার করা উত্তম। আর যদি তোমরা তাদের সাথে একত্রে বসবাস করো, তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ জানেন কে অনিষ্টকারী আর কে কল্যাণকামী।"

১৬১৪ - আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বেঁচে থাক।" সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কী?" তিনি বললেন: "আল্লাহর সাথে শরিক করা, জাদু করা, অন্যায়ভাবে কোনো প্রাণীকে হত্যা করা যা আল্লাহ হারাম করেছেন (ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত), সুদ খাওয়া, এতিমের সম্পদ গ্রাস করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং সতী-সাপ্তী সরলমনা মুমিন নারীদের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া।" (বুখারি ও মুসলিম)। 'মুবিকাত' অর্থ হলো ধ্বংসাত্মক বিষয়াদি।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে বলেছেন, এতিমদের সম্পদ ভক্ষণ হারাম হওয়ার পরিচ্ছেদ। এতিম তারা যাদের পিতা বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই মারা গেছে, তারা ছেলে হোক বা মেয়ে। আর এই এতিমগণ হলো কোমলতা, যত্ন, করুণা ও সহমর্মিতার পাত্র; কারণ তাদের পিতার মৃত্যুতে তাদের হৃদয় ভেঙে গেছে এবং মহান আল্লাহ ব্যতীত তাদের কোনো অভিভাবক নেই। তাই তারা দয়া ও বিশেষ যত্নের যোগ্য।

ولهذا أوصى الله بهم في كتابه وحث على الرحمة بهم آيات كثيرة ولا يحل للإنسان أن يأكل أموال اليتامى ظلماً لقول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيراً ويوجد بعض الناس والعياذ بالله يموت أخوه ويكون له أولاد صغار فيتولى ماله ويتأخر به لنفسه والعياذ بالله ويتصرف فيه بغير حق وبغير مصلحة للأيتام وهؤلاء يستحقون هذا الوعيد أنهم يأكلون في بطونهم نارا نسأل الله العافية وقال تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} يعني لا تتعاملوا في أموال اليتامى إلا بالتي هي أحسن فإذا كان أمامك مشروعان تريد أن تشغل مال اليتيم في واحد منهما فانظر أيهما أقرب إلى المصلحة والربح والسلامة فافعل ولا يحل لك أن تفعل ما هو أسوأ لحظ نفسك أو لحظ قريب أو أشبه ذلك بل انظر للذي هو أحسن فإن أشكل عليك هل فيه مصلحة لليتيم أم لا فلا تتصرف أمسك الدراهم لأن الله قال {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} فإذا أشكل عليك فلا تفعل ولا يحل لك أن تقرض أحداً من مال اليتامى يعني جاء إنسان يقول سلفني مثلاً 10000 ريال أو 100000 ريال وعندك مالا لليتيم لا يحل لك أن تقرضه لأنه قد يعجز عن الوفاء ولا مصلحة لليتيم في قرضه وإذا كان لا يجوز أن تقرضه غيرك فمن باب أولى أن تستقرضه أنت لنفسك وبعض أولياء اليتامى والعياذ بالله يتجرءون يستقرض مال اليتيم لنفسه ويتصرف فيه لنفسه والكسب له والربح له ومال اليتيم لا يستفيد والله بقول {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} فإذا رأيت

এ কারণেই মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে তাদের (এতিমদের) ব্যাপারে অসিয়ত করেছেন এবং বহু আয়াতে তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শনের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। আর জুলুমের মাধ্যমে এতিমদের সম্পদ ভক্ষণ করা কোনো মানুষের জন্য বৈধ নয়; কারণ মহান আল্লাহ ইরশাদ

করেছেন: “নিশ্চয়ই যারা এতিমদের সম্পদ জুলুমের মাধ্যমে গ্রাস করে, তারা মূলত নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে এবং অচিরেই তারা প্রজ্বলিত আগুনে প্রবেশ করবে।” আমাদের আশ্রয় আল্লাহর নিকট, কিছু মানুষ এমন রয়েছে যে, তার ভাই মারা গেলে এবং তার ছোট সন্তানাদি থাকলে সে তাদের সম্পদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে, অতঃপর সেই সম্পদকে নিজের জন্য আটকে রাখে—আমরা আল্লাহর নিকট পানাহ চাই—এবং এতিমদের কোনো কল্যাণ বা স্বার্থ বিবেচনা ছাড়াই অন্যায়ভাবে তাতে হস্তক্ষেপ করে। এই শ্রেণির লোকরাই উক্ত কঠোর হুঁশিয়ারির উপযুক্ত যে, তারা মূলত নিজেদের পেটে আগুনই ভক্ষণ করেছে; আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা ও সুস্থতা কামনা করি। মহান আল্লাহ আরও ইরশাদ করেছেন: “তোমরা এতিমের সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না, তবে তা যদি হয় সর্বোত্তম পন্থায়।” অর্থাৎ, তোমরা এতিমদের সম্পদের ব্যাপারে কোনো লেনদেন করো না, যদি না তা হয় সর্বোত্তম পন্থায়। সুতরাং আপনার সামনে যদি দুটি প্রকল্প থাকে এবং আপনি এতিমের সম্পদ তার যেকোনো একটিতে বিনিয়োগ করতে চান, তবে দেখুন কোনটি কল্যাণ, মুনাফা ও নিরাপত্তার বিচারে অধিকতর নিকটবর্তী; অতঃপর আপনি তা-ই করুন। নিজের স্বার্থে কিংবা কোনো নিকটাত্মীয়ের স্বার্থে অথবা অনুরূপ কারণে অপেক্ষাকৃত মন্দ পন্থায় কোনো কিছু করা আপনার জন্য বৈধ হবে না; বরং যা সর্বোত্তম সেদিকেই লক্ষ্য রাখুন। যদি আপনার নিকট বিষয়টি অস্পষ্ট বা সংশয়পূর্ণ হয় যে তাতে এতিমের কল্যাণ নিহিত আছে কি নেই, তবে আপনি তাতে হস্তক্ষেপ করবেন না; বরং অর্থ গচ্ছিত রাখুন। কারণ আল্লাহ বলেছেন: “তোমরা এতিমের সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না, তবে তা যদি হয় সর্বোত্তম পন্থায়।” সুতরাং অস্পষ্টতার ক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ নেবেন না। আর এতিমের সম্পদ থেকে কাউকে ঋণ দেওয়াও আপনার জন্য বৈধ নয়। যেমন—কোনো ব্যক্তি এসে বলল, “আমাকে উদাহরণস্বরূপ ১০,০০০ রিয়াল অথবা ১,০০,০০০ রিয়াল ঋণ দিন” এবং আপনার নিকট এতিমের সম্পদ আছে; এমতাবস্থায় তা তাকে ঋণ দেওয়া আপনার জন্য বৈধ হবে না। কারণ সে তা পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়তে পারে এবং তাকে ঋণ প্রদানে এতিমের কোনো কল্যাণ নেই। আর অন্য কাউকে ঋণ দেওয়া যখন জায়েজ নয়, তখন নিজের জন্য তা ঋণ নেওয়া তো আরও বেশি অনুচিত। কিন্তু এতিমদের কিছু অভিভাবক—আমরা আল্লাহর নিকট পানাহ চাই—এমন দুঃসাহস প্রদর্শন করে যে, তারা এতিমের সম্পদ নিজের জন্য ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে এবং নিজের স্বার্থে তা ব্যবহার করে; ফলে লভ্যাংশ ও মুনাফা সে ভোগ করে অথচ এতিমের সম্পদ এর দ্বারা কোনোভাবেই উপকৃত হয় না। আর আল্লাহ তাআলা

ইরশাদ করেছেন: “তোমরা এতিমের সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না, তবে তা যদি হয় সর্বোত্তম পন্থায়।” সুতরাং যখন আপনি দেখবেন...

(ص: 311) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أن هذا المشروع أحسن وسأهت فيه وقدر الله أن يخسر هذا المشروع فليس عليك شيء لأنك مجتهد والمجتهد لو أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر لكن تتعبد أن تترك ما هو أحسن لما دونه هذا حرام عليك وقال الله تبارك تعالى: {ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوا فإخوانكم} وهذه الآية وردت جواباً عن سؤال أورده الصحابة على الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله نحن عندنا أموال اليتامى والبيت واحد والطعام واحد كيف نعمل إن جعلنا طعام هؤلاء في إناء خاص تعبنا وربما يفسد عليهم ماذا نعمل فقال الله عز وجل {إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم} يعني افعلوا ما هو الأصح وخالطوهم اجعلوا القدر واحد والإناء واحد وما دمت تريدون الإصلاح فالله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم وشق عليكم لكنه سبحانه وتعالى رحيم بالمؤمنين ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات السبع الموبقات المهلكات التي تهلك الدين والعباد بالله قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله وهذا أعظم الموبقات أن تشرك بالله عز وجل وهو خلقك وأنعم عليك في بطن أمك وبعد وضعك وفي حال صباك أنعم الله عليك بنعم كثيرة فتشرك به

নিশ্চয়ই এই প্রকল্পটি অধিকতর উত্তম ছিল এবং আপনি এতে অবদান রেখেছেন, অতঃপর আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন যে প্রকল্পটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে; এমতাবস্থায় আপনার কোনো দায় নেই।

কারণ আপনি একজন মুজতাহিদ (গবেষক), আর মুজতাহিদ যদি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন তবে তাঁর জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব, আর ভুল করলে রয়েছে একটি সওয়াব। কিন্তু আপনি যদি স্বেচ্ছায় উত্তমটি ছেড়ে নিম্নতর বা অনুত্তমটি গ্রহণ করেন, তবে তা আপনার জন্য হারাম। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন: “তারা আপনাকে এতিমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, তাদের জন্য সংশোধন বা কল্যাণসাধন করাই উত্তম। আর যদি তোমরা তাদের সাথে একত্রে বসবাস করো (তাদের ব্যয়ভার নিজেদের সাথে মিশিয়ে নাও), তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই।” এই আয়াতটি সাহাবীগণের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পেশকৃত একটি প্রশ্নের উত্তর হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁরা বলেছিলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কাছে এতিমদের সম্পদ রয়েছে, আমাদের ঘর এক এবং খাবারও এক; এমতাবস্থায় আমরা কী করব? যদি আমরা তাদের খাবার পৃথক পাত্রে রাখি, তবে তা আমাদের জন্য কষ্টসাধ্য হয় এবং অনেক সময় খাবার নষ্ট হয়ে যায়। এমতাবস্থায় আমরা কী করতে পারি?” তখন মহান আল্লাহ ইরশাদ করলেন: “তাদের সংশোধন বা কল্যাণসাধন করাই উত্তম। আর যদি তোমরা তাদের সাথে একত্রে মেলামেশা করো, তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই।” অর্থাৎ, যা তাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর তোমরা তাই করো এবং তাদের সাথে একীভূত হয়ে যাও। তোমরা হাড়ি এবং পাত্র এক করে নাও; যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের উদ্দেশ্য কল্যাণসাধন হবে, ততক্ষণ (ভয়ের কিছু নেই)। কেননা আল্লাহ জানেন কে অনিষ্টকারী আর কে কল্যাণকামী। আল্লাহ যদি চাইতেন তবে তোমাদের কষ্টে ফেলতে পারতেন এবং তোমাদের ওপর কঠোরতা আরোপ করতে পারতেন; কিন্তু তিনি সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু। অতঃপর তিনি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: “তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বেঁচে থাকো।” ধ্বংসাত্মক কাজ বলতে সেই মহাপাপসমূহকে বোঝানো হয়েছে যা মানুষের দ্বীনকে ধ্বংস করে দেয়—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! সেই কাজগুলো কী কী?” তিনি বললেন, “আল্লাহর সাথে শিরক করা।” এটিই হলো সর্ববৃহৎ ধ্বংসাত্মক গুনাহ যে, আপনি আল্লাহর সাথে শরিক সাব্যস্ত করবেন অথচ তিনিই আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, আপনার মাতৃজঠরে থাকা অবস্থায়, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর এবং শৈশবে আপনাকে অগণিত নিয়ামত দান করেছেন। আল্লাহ আপনার প্রতি এত নিয়ামত বর্ষণ করার পরও আপনি তাঁর সাথে শিরক করেছেন!

والعباد بالله هذا أظلم الظلم أظلم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك وهذا أعظم الموبقات الإشراف بالله والإشراف بالله أنواع كثيرة منها أن يعظم الإنسان المخلوق كما يعظم الخالق وهذا موجود عند بعض الخدم الأحرار وغير الأحرار تجده يعظم رئيسه يعظمه ملكه يعظم وزيره أكثر من تعظيم الله والعباد بالله هذا شرك عظيم تعظم مخلوقاً مثلك أعظم من تعظيم الله ويدل لهذا أن أميره أو وزيره أو ملكه أو سيده إذا قال افعل كذا وقت الصلاة ترك الصلاة وفعل حتى لو خرج وقتها لا يبالي معناه أنه جعل تعظيم المخلوق أعظم من تعظيم الخالق ومن ذلك أيضاً المحبة أن يحب أحداً من المخلوقين كمحبة الله أو أعظم تجده يداري هذا الإنسان ويطلب محبته أكثر من محبة الله وهذا يوجد والعباد بالله في المفتونين بالعشق الذين فتنوا بالعشق سواء كان عشق نساء أو مردان تجد قلبه مملوء بمحبة غير الله أكثر من محبة الله وقد قال تعالى: {ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله} ومن ذلك وهو أمر خفي من ذلك الرياء فإنه من الشرك بالله يقوم الإنسان يصلي ويزين صلاته لأن فلاناً يراه ينظر إليه يصوم ليقال إنه رجل عابد يصوم يتصدق ليقال إنه رجل كريم يتصدق هذا رياء وقد قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ومن ذلك أيضاً من الشرك وهو خفي أيضاً أن تأخذ الدنيا ب

الإنسان وعقله تجد

আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, এটি চরমতম জুলুম। সবচেয়ে বড় অন্যায় হলো আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করা অথচ তিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। আর এটি বিনাশকারী মহাপাপগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, যা হলো আল্লাহর সাথে শিরক করা। আল্লাহর সাথে শিরক করার নানাবিধ প্রকার রয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো মানুষ কোনো সৃষ্টিকে এমনভাবে মহিমাম্বিত করবে

যেমন স্রষ্টাকে মহিমাম্বিত করা হয়। এটি কোনো কোনো সেবকের ক্ষেত্রে দেখা যায়, চাই তারা স্বাধীন হোক বা না হোক; দেখা যায় সে তার প্রধানকে, তার রাজাকে কিংবা তার মন্ত্রীকে আল্লাহর চেয়েও বেশি সম্মান করে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, এটি এক ভয়াবহ শিরক যে, আপনি আপনার মতোই এক সৃষ্টিকে আল্লাহর চেয়েও বেশি বড় করে দেখছেন। এর প্রমাণ হলো, তার আমির, মন্ত্রী, রাজা বা মনিব যদি নামাজের সময় কোনো নির্দেশ দেয়, তবে সে নামাজ ত্যাগ করে এবং সেই কাজ সম্পাদন করে, এমনকি নামাজের সময় অতিবাহিত হয়ে গেলেও সে ঞ্ক্ষিপ করে না। এর অর্থ হলো সে সৃষ্টির প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে স্রষ্টার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের চেয়েও বড় করে দেখেছে। অনুরূপভাবে ভালোবাসার বিষয়টিও এর অন্তর্ভুক্ত; অর্থাৎ কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহর মতো বা তার চেয়েও বেশি ভালোবাসা। দেখা যায় সে সেই ব্যক্তির তোষামোদ করছে এবং আল্লাহর ভালোবাসার চেয়ে তার ভালোবাসাকে বেশি অশ্বেষণ করছে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, এটি তাদের মধ্যে পাওয়া যায় যারা মোহাচ্ছন্ন বা প্রেমে উন্মত্ত— চাই তা নারী বা কিশোরের প্রতি আসক্তি হোক; দেখা যায় তার অন্তর আল্লাহর ভালোবাসার চেয়ে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর ভালোবাসায় বেশি পরিপূর্ণ। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: "আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে, তারা তাদের ভালোবাসে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো; আর যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় অত্যন্ত সুদৃঢ়।" এর অন্তর্ভুক্ত আরেকটি গোপন বিষয় হলো লোকদেখানো আমল (রিয়া), যা আল্লাহর সাথে শিরকেরই একটি প্রকার। মানুষ নামাজে দাঁড়ায় এবং তার নামাজকে সুন্দর করে যেহেতু অমুক ব্যক্তি তাকে দেখছে। সে রোজা রাখে যেন তাকে ইবাদতকারী বলা হয়, সে দান-সদকা করে যেন তাকে দানশীল বলা হয়; এটিই রিয়া। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: "অংশীদারিত্বের শিরক থেকে আমি সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী। যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল যাতে আমার সাথে অন্য কাউকে শরিক করেছে, আমি তাকে এবং তার শিরককে বর্জন করি।" শিরকের আরেকটি গোপন প্রকার হলো দুনিয়া মানুষের অন্তঃকরণ ও বিবেককে আচ্ছন্ন করে ফেলা; আপনি দেখবেন...

عقله وفكره وبدنه ونومه ويقظته كلها في الدنيا ماذا كسب اليوم وماذا خسر ولذلك تجده يتحيل على الدنيا بالحلال والحرام والكذب والخديعة لولاة الأمور ولا يبالي لأن الدنيا استعبدته والعياذ بالله والدليل على هذا الشرك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار هل تظنون أن هذا يسجد للدينار لا لكن الدينار ملك قلبه تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخبيصة يعني الثياب تعس عبد الخبيلة يعني الفرش ما همه إلا تجميل ثيابه تجميل فراشه أكبر عنده من الصلاة وغيرها من عبادة الله إن أعطى رضي وإن لم يعط سخط إن أنعم الله عليه قال هذا الرب الكريم العظيم الجليل الذي يستحق كل شيء وإن لم يعط سخط والعياذ بالله {يعبد الله على حرف فإن أصابه خيرا اطمان به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة} يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس خسر انتكس انتكست عليه الأمور وأفسد الله عليه أمره وإذا شيك فلا انتقش يعني معناه أن الله يعسر عليه الأمور حتى الشوكة لا يقدر يطلعها من بدنه إذا شيك أي أصابته الشوكة فلا انتقش ثم قال في مقابل هذا طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله طوبى يعني الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة لهذا العبد لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه

তাঁর মেধা, চিন্তা, দেহ, নিদ্রা ও জাগরণ—সবকিছুই কেবল পার্থিব জগতের মোহে আচ্ছন্ন; আজ তিনি কী লাভ করলেন আর কী হারালেন, এটাই তাঁর মূল ভাবনার বিষয়। এই কারণেই আপনি তাঁকে দুনিয়া হাসিলের উদ্দেশ্যে বৈধ-অবৈধ পথ অবলম্বন করতে এবং শাসকদের সাথে মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিতে দেখবেন। তিনি এসবের কোনো পরোয়া করেন না, কারণ দুনিয়া তাঁকে দাসে পরিণত করেছে; আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। আর এই প্রকার শিরকের প্রমাণ হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "দীনারের গোলাম ধ্বংস হোক।" আপনারা কি মনে করেন যে, সে দীনারের প্রতি সেজদাবনত হয়? না, বরং দীনার তাঁর অন্তরের ওপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করেছে। দীনারের গোলাম ধ্বংস হোক,

দিরহামের গোলাম ধ্বংস হোক, খামিসা (মূল্যবান পোশাক) ও খামিলা (বিলাসবহুল শয্যা)-এর গোলাম ধ্বংস হোক। পোশাক ও শয্যার পারিপাট্য অর্জনই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য; সালাত কিংবা আল্লাহর অন্যান্য ইবাদতের চেয়ে এগুলোই তাঁর কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁকে কিছু দেওয়া হলে সে সন্তুষ্ট হয়, আর না দেওয়া হলে সে ক্ষুব্ধ হয়। আল্লাহ তাঁকে নেয়ামত দান করলে সে বলে—ইনিই সেই মহান ও মহিমান্বিত রব যিনি সর্বাবস্থায় প্রশংসার যোগ্য; কিন্তু তাঁকে বঞ্চিত করা হলে সে অসন্তুষ্ট হয়—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। "মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধাদ্বন্দ্বের সাথে আল্লাহর ইবাদত করে; যদি সে কল্যাণের সম্মুখীন হয় তবে তাতে আশ্বস্ত হয়, আর যদি কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তবে সে বিমুখ হয়ে ফিরে যায়। সে ইহকাল ও পরকাল উভয়ই হারাল।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন: "তাকে দেওয়া হলে সে সন্তুষ্ট থাকে, আর না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। সে ধ্বংস হোক এবং অধঃপতিত হোক।" অর্থাৎ সে ক্ষতিগ্রস্ত হোক, তার বিষয়াদি বিপর্যস্ত হোক এবং আল্লাহ তার সকল কর্ম পণ্ড করে দিন। "আর যদি তার কাঁটা বিঁধে, তবে যেন তা বের করা না হয়।" এর অর্থ হলো আল্লাহ তার বিষয়সমূহকে এমন সংকীর্ণ করে দেন যে, সামান্য একটি কাঁটা বিঁধলেও তা শরীর থেকে বের করার সামর্থ্য সে হারিয়ে ফেলে। অতঃপর তিনি এর বিপরীতে বলেন: "সুসংবাদ (তুবা) সেই বান্দার জন্য, যে আল্লাহর রাস্তায় নিজের ঘোড়ার লাগাম আঁকড়ে ধরে থাকে।" তুবা অর্থ হলো দুনিয়া ও আখিরাতের প্রশান্তিময় জীবন, যা সেই বান্দার প্রাপ্য যে আল্লাহর পথে ঘোড়ার লাগাম ধরে সদাপ্রস্তুত; যার কেশরাজি আলুথালু এবং পদযুগল ধূলিধূসরিত।

(ص: 314) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

انظر الأول عبد خبيصة وخبيلة أما الثاني ما يبالي بنفسه أهم شيء عنده هو عبادة الله ورضا الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الساقة كان في الساقة يعني معناه أنه لا يبالي أية منزلة ينزلها إذا كانت فيها مصلحة الجهاد فإنه يكون فيها هذا هو الذي ربح الدنيا والآخرة فالحاصل أن من الناس من يشرك بالله وهو لا يعلم وأنت

يَا أَخِي إِذَا رَأَيْتَ الدُّنْيَا قَدْ مَلَأَتْ قَلْبَكَ وَأَنَّهُ لَيْسَ لَكَ هُمْ إِلَّا هِيَ تَنَامُ عَلَيْهَا
وَتَسْتَيْقِظُ عَلَيْهَا فَاعْلَمْ أَنَّ فِي قَلْبِكَ شُرَكَاءَ لِأَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَسَّ
عَبْدَ الدِّينَارِ وَيَدُلُّ لِهَذَا أَنَّهُ يَحْرُسُ عَلَى الْحَصُولِ عَلَى الْمَالِ سِوَاءَ بِالْحَلَالِ أَوْ
بِالْحَرَامِ وَالَّذِي يَعْبُدُ اللَّهَ حَقًّا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَأْخُذَ الْمَالُ بِالْحَرَامِ إِطْلَاقًا لِأَنَّ الْحَرَامَ
فِيهِ سَخَطُ اللَّهِ وَالْحَلَالُ فِيهِ رِضَا اللَّهِ عِزُّ وَجَلُّ وَالْإِنْسَانُ الَّذِي يَعْبُدُ اللَّهَ حَقًّا يَقُولُ لَا
يُمْكِنُ أَنْ أَخُذَ الْمَالُ إِلَّا بِطَرِيقَةٍ وَلَا أَصْرِفُهُ إِلَّا بِطَرِيقَةٍ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُبِيقَاتِ قَالُوا وَمَا هُنَّ قَالَ: الشُّرْكُ بِاللَّهِ وَإِنْ شَاءَ
اللَّهُ يَأْتِي بَقِيَّةُ الْكَلَامِ عَلَى بَقِيَّةِ الْحَدِيثِ وَاللَّهُ الْمَوْفُقُ

প্রথম ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করুন, সে হলো জাঁকজমকপূর্ণ ও বিলাসবহুল বস্ত্রের দাস। পক্ষান্তরে
দ্বিতীয় ব্যক্তিটি নিজের আরাম-আয়েশের কোনো পরোয়া করে না; তার নিকট সর্বাপেক্ষা
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আল্লাহর ইবাদত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। তার মাথার চুল উস্কোখুস্কো এবং
পদযুগল ধূলিমলিন। তাকে যদি বাহিনীর পশ্চাভাগে রাখা হয়, তবে সে সেখানেই অবস্থান
করে। অর্থাৎ, জিহাদের স্বার্থ জড়িত থাকলে তাকে যে কোনো অবস্থানেই রাখা হোক না কেন,
সে তাতে অক্ষিপ করে না। এই সেই ব্যক্তি যে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতেই সফল
হয়েছে। মূল কথা হলো, মানুষের মধ্যে এমন অনেকে রয়েছে যারা নিজের অজান্তেই আল্লাহর
সাথে শিরক করে থাকে। হে আমার ভাই! আপনি যখন দেখবেন যে দুনিয়া আপনার অন্তরকে
আচ্ছন্ন করে ফেলেছে এবং দুনিয়াই আপনার একমাত্র উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে—যাকে
নিয়ে আপনি শয়ন করেন এবং যার চিন্তায় আপনি জাগ্রত হন—তবে জেনে রাখুন যে আপনার
অন্তরে শিরক বিদ্যমান। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:
"দীনারের গোলাম ধ্বংস হোক।" এর প্রমাণ হলো, সে সম্পদ আহরণে অত্যন্ত উদগ্রীব থাকে,
তা হালাল পন্থায় হোক কিংবা হারাম পন্থায়। অথচ যে ব্যক্তি প্রকৃতার্থে আল্লাহর ইবাদত করে,
তার পক্ষে কোনোভাবেই হারাম পন্থায় সম্পদ গ্রহণ করা সম্ভব নয়; কেননা হারামের মধ্যে
আল্লাহর ক্রোধ নিহিত এবং হালালের মধ্যে মহান প্রতাপশালী আল্লাহর সন্তুষ্টি বিদ্যমান। যে
ব্যক্তি যথার্থই আল্লাহর ইবাদতকারী, সে বলে: "আমি বৈধ পন্থা ছাড়া সম্পদ গ্রহণ করতে পারি
না এবং বৈধ পন্থা ছাড়া তা ব্যয় করতে পারি না।" সারকথা হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক মহাপাপ থেকে বেঁচে থাকো।"

সাহাবীগণ আরজ করলেন, "সেগুলো কী?" তিনি বললেন: "আল্লাহর সাথে শিরক করা।" ইনশাআল্লাহ, হাদীসটির অবশিষ্টাংশের আলোচনা সামনে আসবে। আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

(ص: 320) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

L20/ باب تغليظ تحريم الربا

قال الله تعالى: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات} إلى قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا} وأما الأحاديث في الصحيح فهي مشهورة ومنها حديث أبي هريرة السابق في الباب قبله

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب تغليظ تحريم الربا الربا هو الزيادة أو التأخير لأنه إما زيادة في شيء على شيء وإما تأخير قبض وقد بين الله عز وجل في كتابه حكم الربا وذكر فيه من الوعيد وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حكم الربا وما فيه من الوعيد وبين النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الربا وكيف يكون فذكر أن الربا يكون في ستة أصناف الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح هذه ستة أشياء هي التي فيها الربا

সুদ হারামের কঠোরতা সংক্রান্ত অধ্যায়

আল্লাহ তাআলা বলেন: {যারা সুদ খায়, তারা সেই ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দেয়। এটা এজন্য যে, তারা বলে: ‘ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতোই’। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। সুতরাং যার নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, অতীতে যা হয়েছে তা তারই, আর তার বিষয়টি আল্লাহর ইখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় শুরু করবে, তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ সুদকে নিষিদ্ধ করেন এবং দান-সদকাকে বর্ধিত করেন} মহান আল্লাহর এই বাণী পর্যন্ত {হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে তা বর্জন করো}। আর সহীহ গ্রন্থসমূহের হাদিসসমূহ অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ, যার মধ্যে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিসটিও অন্তর্ভুক্ত।

[ব্যাক্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) তাঁর ‘রিয়াদুস সালিহীন’ গ্রন্থে বলেছেন: সুদ হারামের কঠোরতা সংক্রান্ত অধ্যায়। ‘রিবা’ (সুদ) হলো অতিরিক্ত বা বিলম্ব। কারণ এটি হয় কোনো জিনিসের ওপর অতিরিক্ত কিছু নেওয়া অথবা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বিলম্ব করা। মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে সুদের বিধান সুস্পষ্ট করেছেন এবং এতে কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুদের বিধান এবং এতে যে শাস্তির হুমকি রয়েছে তা বর্ণনা করেছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও পরিষ্কার করেছেন যে, সুদ কোথায় এবং কীভাবে হয়। তিনি উল্লেখ করেছেন যে সুদ ছয়টি শ্রেণিতে হয়ে থাকে: সোনা, রূপা, গম, যব, খেজুর এবং লবণ। এই ছয়টি বস্তুই হলো সেই দ্রব্য যাতে সুদ কার্যকর হয়।

(ص: 321) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

إذا بعث شيئاً بجنسه فلا بد من أمرين التساوي والتقابض قبل التفرق بعث ذهباً
بذهب لا بد أن يكون سواء في الميزان وأن يكون القبض من الجانبين قبل التفرق

بعت فضة بفضة لا بد أن يكون سواء في الميزان وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين بعت برا ببر لا بد أن يكون سواء في المكيال وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين بعت شعيرا بشعير لا بد أن يكون سواء بالمكيال وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين بعت تمرا بتمر لا بد أن يكون سواء في المكيال وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين بعت ملحاً بملح لا بد أن يكون سواء في المكيال وأن يكون القبض قبل التفرق هذا إذا بعت الشيء بجنسه من هذه الأصناف الستة وإن بعته بغير جنسه فلا بد من التقابض قبل التفرق من الجانبين ولا يشترط التساوي فإذا بعت صاعاً من البر بصاعين من الشعير فلا بأس لكن لا بد من القبض قبل التفرق وإذا بعت صاعاً من التمر بصاعين من الشعير فلا بأس لكن بشرط التقابض قبل التفرق وإذا بعت ذهباً بفضة فلا بأس بالزيادة أو النقص لكن لا بد من القبض قبل التفرق هذه هي الأصناف الستة التي نص الرسول صلى الله عليه وسلم على جريان الربا فيها وكذلك ما كان بمعناها فإنه يكون له حكمها لأن هذه الشريعة الإسلامية لا تفرق بين شيئين متماثلين كما أنها لا تساوي بين شيئين

مفترقين

আপনি যখন কোনো বস্তু তার সমজাতীয় বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় করবেন, তখন দুটি বিষয় অপরিহার্য: সমতা এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে উভয় পক্ষ থেকে তা হস্তগত করা। আপনি যদি স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করেন, তবে ওজনে উভয়টি সমান হওয়া আবশ্যিক এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে উভয় পক্ষ থেকে তা হস্তগত করতে হবে। আপনি যদি রূপার বিনিময়ে রূপা বিক্রয় করেন, তবে ওজনে উভয়টি সমান হওয়া আবশ্যিক এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে উভয় পক্ষ থেকে তা হস্তগত করতে হবে। আপনি যদি গমের বিনিময়ে গম বিক্রয় করেন, তবে পরিমাপে উভয়টি সমান হওয়া আবশ্যিক এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে উভয় পক্ষ থেকে তা হস্তগত হতে হবে। আপনি যদি যবের বিনিময়ে যব বিক্রয় করেন, তবে পরিমাপে উভয়টি সমান হওয়া আবশ্যিক এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে উভয় পক্ষ থেকে তা হস্তগত হতে হবে। আপনি যদি খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রয় করেন, তবে পরিমাপে উভয়টি সমান হওয়া আবশ্যিক এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে উভয় পক্ষ থেকে তা হস্তগত হতে হবে। আপনি যদি লবণের বিনিময়ে

লবণ বিক্রয় করেন, তবে পরিমাপে উভয়টি সমান হতে হবে এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে তা হস্তগত করা আবশ্যিক। এটি তখন প্রযোজ্য যখন আপনি এই ছয়টি শ্রেণির কোনো বস্তু তার সমজাতীয় বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় করবেন। আর যদি আপনি তা ভিন্ন জাতীয় বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় করেন, তবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে উভয় পক্ষ থেকে তা হস্তগত করতে হবে, এক্ষেত্রে সমতা শর্ত নয়। সুতরাং আপনি যদি এক সা' গমের বিনিময়ে দুই সা' যব বিক্রয় করেন তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই, তবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই তা হস্তগত করা আবশ্যিক। আর যদি আপনি এক সা' খেজুরের বিনিময়ে দুই সা' যব বিক্রয় করেন তবে তাতেও কোনো দোষ নেই, তবে শর্ত হলো বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই তা হস্তগত হতে হবে। আর আপনি যদি স্বর্ণের বিনিময়ে রূপা বিক্রয় করেন তবে কম-বেশি হওয়াতে কোনো বাধা নেই, কিন্তু বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই তা হস্তগত হওয়া অপরিহার্য। এই হলো সেই ছয়টি শ্রেণি যেগুলোতে সুদ কার্যকর হওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট বিধান দিয়েছেন এবং যা কিছু এগুলোর অর্থ ও বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত হবে সেগুলোর ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে। কারণ এই ইসলামি শরিয়ত দুটি সদৃশ বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করে না, যেমনটি তা দুটি ভিন্নধর্মী বিষয়ের মাঝে সমতা বিধান করে না।

(ص: 322) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أما حكم الربا فإنه من السبع الموبقات من كبائر الذنوب والعياذ بالله ومن تعاطى الربا ففيه شبه من اليهود أخبث عباد الله لأن اليهود هم الذين يأكلون السحت ويأكلون الربا فمن تعامل بالربا من هذه الأمة فإن فيه شبهاً من اليهود نسأل الله العافية أما الوعيد عليه فقال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس هذا حكمه { لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس } الشيطان يسلط على بني آدم نسأل الله السلامة إلا أن يمين الله عليه بالأذكار الشرعية التي تقيه من الشياطين مثل قراءة آية الكرسي في

كل ليلة وغيرها مما هو معروف فالشيطان يسلط على بني آدم ويصرعه ويبقى الإنسان يبطش بيديه ويفرفش بيديه ورجليه ويتخبط هؤلاء أكلة الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس مجانين واختلف العلماء رحمهم الله هل المعنى لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا على هذا الوصف يعني يقومون من القبور كأنهم مجانين كأن يضربهم الشيطان بالمس أو المعنى لا يقومون للربا لأنهم يأكلون الربا وكأنهم مجانين من شدة طبعهم وجشعهم وشحهم لا يبالون فيكون هذا وصفاً لهم في الدنيا والصحيح أن الآية إذا كانت تحتل المعنيين فأنها تحمل عليهما جميعاً يعني أنهم في الدنيا يتخبطون ويتصرفون تصرف الذي يتخبطه الشيطان من المس وفي الآخرة كذلك يقومون من قبورهم على هذا الوصف نسأل الله العافية

সুদের বিধান সম্পর্কে বলা যায় যে, এটি ধ্বংসাত্মক সাতটি মহাপাপের অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যে ব্যক্তি সুদে লিপ্ত হয়, তার মধ্যে আল্লাহর নিকৃষ্টতম সৃষ্টি ইহুদিদের সাদৃশ্য বিদ্যমান। কারণ ইহুদিরাই সেই সম্প্রদায় যারা অবৈধ সম্পদ ও সুদ ভক্ষণ করে থাকে। সুতরাং এই উম্মতের মধ্যে যারা সুদী লেনদেন করবে, তাদের মাঝে ইহুদিদের সাদৃশ্য পাওয়া যাবে। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

এর শাস্তির হুঁশিয়ারি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "যারা সুদ খায়, তারা (কিয়ামতের দিন) সে ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দেয়।" এটিই এর বিধান। শয়তান বনী আদমের ওপর প্রভাব বিস্তার করে—আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাই—তবে আল্লাহ যাকে শরয়ী জিকির-আযকারের তাওফীক দান করেন, যা তাকে শয়তান থেকে রক্ষা করে; যেমন প্রতি রাতে আয়াতুল কুরসি পাঠ করা এবং অন্যান্য পরিচিত আমলসমূহ। শয়তান মানুষের ওপর চড়াও হয় এবং তাকে ধরাশায়ী করে ফেলে, তখন মানুষটি হাত-পা ছুড়তে থাকে এবং দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। এই সুদখোররা ঠিক তেমনই উন্মাদের ন্যায় দাঁড়াবে, যেমন শয়তানের স্পর্শে কেউ পাগল হয়ে যায়।

উলামায়ে কেরাম (রহিমাহুমুল্লাহ) এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন যে, এর অর্থ কি এই যে তারা কিয়ামতের দিন কবর থেকে এই অবস্থাতেই উঠবে? অর্থাৎ কবর থেকে উঠার সময় তারা

উন্মাদের মতো হবে, যেন শয়তান তাদের স্পর্শ দ্বারা আঘাত করেছে। নাকি এর অর্থ হলো তারা সুদের নেশায় এমনভাবে মত্ত যে, তাদের প্রবল লোভ, লালসা ও কৃপণতার কারণে তারা উন্মাদের মতো আচরণ করে এবং কোনো কিছুর পরোয়া করে না—ফলে এটি দুনিয়াতে তাদের অবস্থার বিবরণ। সঠিক মত হলো, কোনো আয়াত যদি দুটি অর্থের সম্ভাবনা রাখে, তবে তা উভয় অর্থেই গ্রহণ করা হবে। অর্থাৎ তারা দুনিয়াতেও শয়তানের স্পর্শে উন্মাদ হওয়া ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করে এবং আখেরাতেও তারা কবর থেকে এই অবস্থাতেই পুনরুত্থিত হবে। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও সুস্থতা কামনা করছি।

(ম: 323) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ثم قال عز وجل مبيناً أن هؤلاء قاسوا قياساً فاسداً فقالوا: {إنما البيع مثل الربا} لا فرق كما أنك تبيع للرجل مثلاً شاة بمائة ريال تبيع عليه درهم بدرهمين أي فرق فيقولون {إنما البيع مثل الربا} وقياسهم هذا كقياس الشيطان حين أمره الله أن يسجد لآدم فقال {قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين} فقابل النص بالقياس الفاسد هؤلاء أيضاً قاسوا قياساً فاسداً فبين الله عز وجل أنه لا قياس مع الحكم الشرعي قال {وأحل الله البيع وحرم الربا} ولم يحل الله البيع ويحرم الربا إلا للفرق العظيم بينهما وأنهما ليسا سواء لكن من طمس الله قلبه رأى الباطل حقاً والحق باطلاً والعياذ بالله كما قال عز وجل فيمن طمس الله على قلبه {إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين} القرآن الكريم أساطير الأولين أعظم كلام وأبين كلام وأفصح كلام يقولون أساطير الأولين لهاذا {كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون} إذا انطمس القلب والعياذ بالله رأى الباطل حقاً ورأى الحق باطلاً هؤلاء يقولون {إنما البيع مثل الربا} فقال الله {وأحل الله البيع وحرم الربا} ثم عرض الله عز وجل التوبة على هؤلاء الأكالين للربا كعادته جل وعلا يعرض التوبة على

المذنبين لعلمهم يتوبون إليه لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين حتى قال
الرسول صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم براحته كان
رجل في البر معه راحته عليها طعامه وشرابه

অতঃপর মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে, তারা একটি ভ্রষ্ট অনুমানের আশ্রয় নিয়েছিল এবং বলেছিল: {কেনাবেচা তো সুদের মতোই}। তাদের দাবি ছিল যে এদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই; যেমন কোনো ব্যক্তি একটি ভেড়া একশ রিয়ালের বিনিময়ে বিক্রি করে, তেমনি এক দিরহামের বিনিময়ে দুই দিরহাম বিক্রি করে—পার্থক্য কোথায়? তাই তারা বলে {কেনাবেচা তো সুদের মতোই}। তাদের এই অনুমান (কিয়াস) ঠিক শয়তানের সেই অনুমানের মতো, যখন আল্লাহ তাকে আদমকে সিজদা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সে বলেছিল: {সে বলল, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদা থেকে}। সে অকাট্য দলিলের (নস) মোকাবিলায় একটি ভ্রষ্ট অনুমানের অবতারণা করেছিল। এরাও তেমনি এক ভ্রষ্ট অনুমান করেছে। অতঃপর মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, শারঈ বিধানের উপস্থিতিতে কোনো অনুমানের অবকাশ নেই। তিনি বললেন: {অথচ আল্লাহ কেনাবেচাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন}। আল্লাহ কেনাবেচাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন তাদের মাঝে বিদ্যমান দুষ্টর পার্থক্যের কারণেই; কারণ তারা কখনোই সমান নয়। তবে আল্লাহ যার অন্তরকে অন্ধ করে দিয়েছেন, সে বাতিলকে সত্য এবং সত্যকে বাতিল হিসেবে দেখে—আল্লাহর কাছে আমরা এ থেকে আশ্রয় চাই। যেমন মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ যার অন্তর মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন তার সম্পর্কে বলেছেন: {যখন তার কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে বলে, এগুলো তো পূর্ববর্তীদের উপকথা}। কুরআনুল কারীম কি পূর্ববর্তীদের উপকথা? যা সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী, সবচেয়ে স্পষ্ট বাণী এবং সবচেয়ে সাবলীল বাণী! তারা একে পূর্ববর্তীদের উপকথা বলে; কেন? {কখনোই নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে}। যখন অন্তর অন্ধ হয়ে যায়—আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই—তখন তা বাতিলকে সত্য আর সত্যকে বাতিল মনে করে। এরা বলে: {কেনাবেচা তো সুদের মতোই}। এর উত্তরে আল্লাহ বলেন: {অথচ আল্লাহ কেনাবেচাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন}। অতঃপর মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ এই সুদখোরদের সামনে তওবার প্রস্তাব পেশ করেছেন। এটি মহান রবের চিরন্তন রীতি যে, তিনি অপরাধীদের নিকট তওবার আহ্বান জানান যাতে তারা তাঁর দিকে ফিরে

আসে। কেননা আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবায় তোমাদের সেই ব্যক্তির চেয়েও বেশি আনন্দিত হন যে মরুভূমিতে তার সওয়ারি হারিয়ে ফেলার পর তা ফিরে পায়; জনমানবহীন প্রান্তরে এক ব্যক্তি ছিল যার সাথে ছিল তার সওয়ারি এবং তার উপরেই ছিল তার খাদ্য ও পানীয়।

(ص: 324) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

فضاعت منه ضاع الطعام والشراب وهو في فلاة من الأرض ليس عنده أحد طلبها ولم يجدها فاضطجع تحت شجرة ميت ينتظر أن يقبض الله روحه فبينما هو كذلك إذا بخطام الناقة متعلق بالشجرة وهو بين الحياة والموت فأخذ بالخطام وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك يريد أن يقول أنت ربي وأنا عبدك لكنه أخطأ من شدة الفرح قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد فرحاً بتوبة الإنسان من هذا الرجل براحته مع أن هذا الفرح لا يمكن أن يدركه الإنسان الآن نحن لا نصف شدة هذا الفرح رجل مقبل على الموت فاقد ماله وطعامه وشرابه وناقته فإذا بها عنده لا يمكن أن يتصور إنسان شدة هذا الفرح فالله عز وجل أشد فرحاً بتوبة العبد من هذا بناقته انظر ماذا قال هنا يقول جل وعلا {فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف {الحمد لله يعني الأكال للربا إذا جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف يغفر له كل ما سلف ولا يؤاخذ عليه وأمره إلى الله ولكن إذا جاءت الموعظة وله ربا في ذمم الناس وجب عليه أن يسقطه يجب أن يسقطه لأن الله قال {فله ما سلف {أما ما بقي فليس له ولهذا أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أعلن إعلاناً إلى يوم القيامة قال ربا الجاهلية موضوع يعني الربا الذي كانوا يترابون به في الجاهلية

موضوع مهدر يوجد أقارب للرسول يرايون في الجاهلية يجب عليهم إسقاط الربا أو
لا يجب يجب ولهذا قال أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب ما صلته بالعباس
بن عبد المطلب العباس عنه أول

ফলে উষ্ট্রীটি তার কাছ থেকে হারিয়ে গেল এবং সেই সাথে তার খাবার ও পানীয়ও হারিয়ে গেল। সে এমন এক নির্জন প্রান্তরে ছিল যেখানে তার পাশে কেউ ছিল না। সে তা অনেক খুঁজল কিন্তু পেল না। অতঃপর সে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় একটি গাছের নিচে শুয়ে পড়ল যাতে আল্লাহ তার রুহ কবজ করেন। সে যখন এই অবস্থায় ছিল, হঠাৎ দেখল উষ্ট্রীর লাগামটি সেই গাছে আটকে আছে। সে তখন জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। সে লাগামটি ধরল এবং বলল, "হে আল্লাহ! আপনি আমার বান্দা এবং আমি আপনার রব।" সে বলতে চেয়েছিল "আপনি আমার রব এবং আমি আপনার বান্দা", কিন্তু তীব্র আনন্দের আতিশয্যে সে ভুল করে ফেলল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: এই ব্যক্তি তার বাহন ফিরে পেয়ে যতটুকু খুশি হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার তওবায় তার চেয়েও অনেক বেশি খুশি হন। অথচ এই আনন্দের তীব্রতা এখন মানুষের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আমরা এই আনন্দের গভীরতা বর্ণনা করতে অক্ষম—একজন মানুষ যে মৃত্যুর মুখোমুখি, যার সম্পদ, খাদ্য, পানীয় ও বাহন সব হারিয়ে গেছে, অতঃপর হঠাৎ তা তার সামনে হাজির! কোনো মানুষের পক্ষে এই আনন্দের তীব্রতা কল্পনা করা সম্ভব নয়। আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা তাঁর বান্দার তওবায় এই ব্যক্তির বাহন ফিরে পাওয়ার আনন্দের চেয়েও বেশি আনন্দিত হন। লক্ষ্য করুন এখানে আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা কী বলেছেন: {অতঃপর যার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ এলো এবং সে বিরত হলো, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই।} আলহামদুলিল্লাহ, অর্থাৎ কোনো সুদখোর ব্যক্তির নিকট যখন তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ পৌঁছাল এবং সে সুদ থেকে বিরত হলো, তবে অতীতে সে যা করেছে তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং সেজন্য তাকে পাকড়াও করা হবে না। আর তার বিষয়টি আল্লাহর নিকট সোপর্দ। কিন্তু যখন উপদেশ আসার সময় মানুষের জিম্মায় তার সুদের পাওনা বাকি থাকে, তবে তা রহিত করা তার জন্য আবশ্যিক। তা অবশ্যই রহিত করতে হবে, কারণ আল্লাহ বলেছেন {অতীতে যা হয়েছে তা তারই}। কিন্তু যা পাওনা হিসেবে বাকি আছে তা তার জন্য বৈধ নয়। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হজ্জের ভাষণে কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকর এক ঘোষণা প্রদান করে বলেছেন: "জাহেলী যুগের সুদ রহিত করা হলো।" অর্থাৎ জাহেলী যুগে তারা যে সুদি কারবার করত তা

বাতিল ও অকার্যকর করা হলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এমন আত্মীয়স্বজনও ছিলেন যারা জাহেলী যুগে সুদি কারবার করতেন। তাদের জন্য কি সেই সুদ রহিত করা ওয়াজিব ছিল না? অবশ্যই ওয়াজিব ছিল। এই কারণেই তিনি বলেছিলেন: "আমি সর্বপ্রথম যে সুদ রহিত করছি তা হলো আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সুদ।" আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সাথে তাঁর সম্পর্ক কী ছিল? আব্বাস ছিলেন তাঁর চাচা।

(ص: 325) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

رباً أضع رباً العباس هكذا الحكم هكذا السلطان أول ما يبدأ السلطان بأقاربه خلاف عادة الناس اليوم أقارب السلطان عندهم حماية دبلوماسية يفعلون ما يشاءون لكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أول رباً أضع من ربانا رباً العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله تأكيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله وأقاربه وقال نهيت الناس عن كذا وكذا وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم والله لا يبلغني عن أحد منكم أنه فعله لأضعفن عليه العقوبة يعاقبه مرة ولا مرتين مرتين لأن هؤلاء الأقارب يخالفون متسترين أو لائذين بقربهم من الحاكم فيقول هذا القرب من الحاكم يوجب أن تضاعف عليكم العقوبة الله أكبر وبذلك ملكوا مشارق الأرض ومغاربها ودانت لهم الأمم الأمم ما يفعلون هكذا القريب من السلطان ليس عليه شيء لكن الأمة الإسلامية والخلافة الإسلامية أول من يقام عليه تنفيذ هذه الأحكام في من؟ في أقارب الحاكم حتى لا يقال الرجل حكم لأجل أن يقي أقاربه عقوبة الظالمين الحاصل أن الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ورحمته ولطفه يعرض التوبة على المذنبين {فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف} نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وقال {إن

الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات { القصة هذه في من في أصحاب الأخدود الذين
حفروا حفرا في الأرض وأضرموا فيها النيران ومن كان مؤمناً ألقوه في النار } وَهُمْ عَلَى
مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ {

আব্বাসের সুদ রহিত করছি—এমনই ছিল বিধান, এমনই ছিল শাসন। বর্তমান সময়ের মানুষের অভ্যাসের বিপরীতে শাসক সর্বপ্রথম তার নিকটাত্মীয়দের মাধ্যমেই সংস্কার শুরু করতেন। বর্তমান যুগে শাসকের আত্মীয়রা এক প্রকার কূটনৈতিক সুরক্ষা ভোগ করে এবং যা খুশি তাই করে। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তিনি বলতেন, "আমাদের সুদের মধ্য থেকে আমি সর্বপ্রথম যে সুদটি রহিত করছি, তা হলো আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সুদ; এটি সম্পূর্ণভাবে রহিত করা হলো।" এটি একটি জোরালো ঘোষণা। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মানুষকে কোনো বিষয় থেকে নিষেধ করতেন, তখন তিনি তার পরিবার ও নিকটাত্মীয়দের একত্র করতেন এবং বলতেন, "আমি মানুষকে অমুক অমুক কাজ থেকে নিষেধ করেছি। মানুষ তোমাদের দিকে সেভাবেই তাকিয়ে থাকে, যেভাবে শিকারি পাখি মাংসের টুকরোর দিকে তাকিয়ে থাকে। আল্লাহর কসম! তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি সেই নিষিদ্ধ কাজ করে বলে আমার কাছে খবর আসে, তবে আমি তার শাস্তি দ্বিগুণ করে দেব।" তিনি তাকে একবার নয়, বরং দুইবার শাস্তি দিতেন; কারণ এই আত্মীয়রা শাসকের ঘনিষ্ঠতার আড়ালে বা তার আশ্রয়ে থেকে আইন লঙ্ঘন করে। তাই তিনি বলতেন, শাসকের সাথে এই ঘনিষ্ঠতাই তোমাদের শাস্তি দ্বিগুণ হওয়াকে অবধারিত করে। আল্লাহ্ আকবার! এভাবেই তারা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক হয়েছিলেন এবং জাতিসমূহ তাদের বশ্যতা স্বীকার করেছিল। অন্যান্য জাতিসমূহ যা করে তা হলো—শাসকের নিকটাত্মীয়দের কোনো জবাবদিহিতা নেই। কিন্তু ইসলামি উম্মাহ ও ইসলামি খিলাফতে এই বিধানগুলো সর্বপ্রথম কাদের ওপর প্রয়োগ করা হয়? শাসকের আত্মীয়দের ওপর। যাতে কেউ এ কথা বলতে না পারে যে, শাসক তার আত্মীয়দের জালিমদের উপযুক্ত শাস্তি থেকে রক্ষা করার জন্য শাসন ক্ষমতা ব্যবহার করছেন। মূল কথা হলো, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর অনুগ্রহ, দান, দয়া ও করুণায় গুনাহগারদের সামনে তওবার সুযোগ পেশ করেন: "যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ পৌঁছাল এবং সে বিরত হলো, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই।" আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের তওবা কবুল করেন। তিনি আরও বলেছেন: "নিশ্চয় যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের ওপর নিপীড়ন

চালিয়েছে..." এই ঘটনাটি সেই গর্তওয়ালাদের (আসহাবুল উখদুদ) সম্পর্কে, যারা জমিনে গর্ত খুঁড়েছিল এবং তাতে আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছিল। আর যে-ই মুমিন ছিল, তাকেই তারা আগুনের ভেতর নিক্ষেপ করত। "আর তারা মুমিনদের সাথে যা করছিল, তা তারা সচক্ষে দেখছিল। তারা তাদের সাথে কেবল এই কারণেই শত্রুতা পোষণ করেছিল যে, তারা মহা পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল।"

(ص: 326) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

يقول الله عز وجل {إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا} يعرض عليهم التوبة وهم يحرقون أوليائه لكنه عز وجل يحب التوابين {ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا} فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ {نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم يقول عز وجل {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ} بعد أن تبين له الحكم {فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} هذه عقوبتهم في الآخرة أما العقوبة في الدنيا {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا} يتلفه لكن التلف نوعان تلف حسي كأن يسلط على ماله آفة تفتنيه إما أن يمرض ويحتاج إلى دواء ومعالجات أو يمرض أهله أو يسرق أو يحترق هذه عقوبة الدنيا {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا} عقوبة حسية أو محق معنوي المال عنده يكتسب أكياسا لكنه كالفقير لا ينتفع به هل يقال إن هذا عنده مال أبدا هذا أسوأ حالا من الفقير لأن ماله عنده بالأكياس يدخره لورثته أما هو فلم ينتفع به وهذا نسبيه محقا حسيا أم معنويا محقا معنويا {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا} نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الموعظة التي تحيي قلوبنا وتصلح أحوالنا انتهى قال الله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرَّبَّاءَ وَيُرِي الصَّدَقَاتِ { إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرَّبَّاءِ }

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب التغليظ يعني في أكل الربا وتحريمه وقد ذكر المؤلف فيه آيات من سورة البقرة وسبق الكلام عليها إلى قوله وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرَّبَّاءَ وقال { ويربي الصدقات } يربيه أي ينميه ويزيدها فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تصدق بعدل تمرة من طيب ولا يقبل إلا الطيب فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربها كما يربي

মহান আল্লাহ বলেন {নিশ্চয় যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের ওপর নিপীড়ন চালিয়েছে, অতঃপর তওবা করেনি} তিনি তাদের সামনে তওবার সুযোগ পেশ করছেন অথচ তারা তাঁর অলিদের (বন্ধুদের) আগুনে পুড়িয়ে মারছিল, কিন্তু তিনি মহান ও পরাক্রমশালী, তিনি তওবাকারীদের ভালোবাসেন {অতঃপর যারা তওবা করেনি তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি এবং তাদের জন্য রয়েছে দহন যন্ত্রণা} আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের তওবা কবুল করেন। মহান আল্লাহ বলেন {অতঃপর যার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ পৌঁছাল এবং সে বিরত হলো, তবে অতীতে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তা তারই, আর তার বিষয়টি আল্লাহর ইখতিয়ারে। আর যে পুনরায় লিপ্ত হলো} অর্থাৎ তার নিকট বিধান স্পষ্ট হওয়ার পর {তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে} এটি হলো পরকালে তাদের শাস্তি। আর দুনিয়ার শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে {আল্লাহ সুদকে মিটিয়ে দেন} অর্থাৎ একে ধ্বংস করে দেন। তবে এই ধ্বংস বা বিনাশ দুই প্রকার: ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিনাশ, যেমন তার সম্পদের ওপর কোনো আপদ বা বিপদ চাপিয়ে দেওয়া যা তাকে নিঃশেষ করে দেয়; হয় সে নিজে অসুস্থ হয়ে পড়ে যার জন্য প্রচুর ওষুধ ও চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, অথবা

তার পরিবার অসুস্থ হয়, অথবা সম্পদ চুরি হয়ে যায় কিংবা পুড়ে যায়—এটি হলো দুনিয়াবি শাস্তি। {আল্লাহ সুদকে মিটিয়ে দেন} এটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শাস্তি হতে পারে আবার অর্থগত বা বিমূর্ত বিনাশও হতে পারে। যেমন তার কাছে থরে থরে সম্পদ জমা আছে কিন্তু সে একজন দরিদ্র মানুষের মতো, তা থেকে কোনো উপকার ভোগ করতে পারে না। এমন ব্যক্তিকে কি বলা যাবে যে তার সম্পদ আছে? কখনোই না! সে তো দরিদ্রের চেয়েও শোচনীয় অবস্থায় আছে, কারণ সম্পদ তার কাছে স্তূপ আকারে থাকা সত্ত্বেও সে তা কেবল তার উত্তরাধিকারীদের জন্য সঞ্চয় করে রাখছে, কিন্তু নিজে তা থেকে উপকৃত হতে পারছে না। একে আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিনাশ বলব নাকি অর্থগত? এটি অর্থগত বিনাশ। {আল্লাহ সুদকে মিটিয়ে দেন} আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের এমন উপদেশ দান করেন যা আমাদের অন্তরকে পুনরুজ্জীবিত করবে এবং আমাদের অবস্থাকে সংশোধন করবে। সমাপ্ত। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: {যারা সুদ খায়, তারা (কিয়ামতের দিন) সেভাবেই দাঁড়াবে যেভাবে শয়তানের স্পর্শে উন্মাদ হওয়া ব্যক্তি দাঁড়ায়। এটি এ কারণে যে, তারা বলেছিল: 'ব্যবসা তো সুদের মতোই'। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। অতঃপর যার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ পৌঁছাল এবং সে বিরত হলো, তবে অতীতে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তা তারই, আর তার বিষয়টি আল্লাহর ইখতিয়ারে। আর যে পুনরায় লিপ্ত হলো, তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ সুদকে মিটিয়ে দেন এবং সদাকাহকে বর্ধিত করেন} মহান আল্লাহর এই বাণী পর্যন্ত: {হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা বর্জন করো}

[ব্যাখ্যা]

লেখক—আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন—তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে 'সুদ ভক্ষণ ও এর হারামের কঠোরতা' নামক অনুচ্ছেদে সুরা বাকারার কিছু আয়াত উল্লেখ করেছেন এবং এর আগে সেই আয়াতগুলোর আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে এই পর্যন্ত: "আর যে পুনরায় লিপ্ত হলো, তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ সুদকে মিটিয়ে দেন"। এবং তিনি বলেন {এবং সদাকাহকে বর্ধিত করেন} তিনি একে বর্ধিত করেন অর্থাৎ এর প্রবৃদ্ধি ঘটান এবং বাড়িয়ে দেন। কেননা নবী (আল্লাহর শাস্তি ও আশীর্বাদ তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) থেকে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর সমপরিমাণ সদাকাহ করে—আর আল্লাহ কেবল পবিত্র বস্তুই কবুল করেন—নিশ্চয়ই

মহান আল্লাহ তা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন এবং তা লালন-পালন করেন যেমনটি তোমাদের কেউ লালন-পালন করে..."

(ص: 327) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أحدكم فلوه يعني فرسه الصغير حتى تكون مثل الجبل وقال تعالى {مثل الذين
ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة
والله يضاعف لمن يشاء والله} فالصدقات إحسان وعبادة لله إذا تصدق الإنسان
بشيء من ماله فإن الله تعالى يضاعف له هذه الصدقة في ثوابها وأجرها وينزل
البركة فيها بقي من ماله كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت
صدقة من مال وإنما ذكر الله الصدقات بجانب الربا لأن الربا ظلم ظلم وأخذ للمال
بالباطل والصدقات إحسان وخير فقارن هذا بهذا لأجل أن يتبين للإنسان الفرق
بين المحسنين وبين الظالمين أكلة الربا ثم قال: {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم
يَحْزَنُونَ} حثاً على الإيمان والعمل الصالح ثم قال عز وجل {يا أيها الذين آمنوا
اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} اتقوا فأمر بتقوى الله ثم قال:
{وذروا ما بقي من الربا} يعني اتركوه لا تأخذونه فخص بعد أن عم لأن تقوى الله
تعم اجتناب كل محرم وفعل كل واجب ولما قال: {وذروا ما بقي من الربا} صار
تخصيصاً بعد تعميم {فإن لم تفعلوا} يعني وتدعوا ما بقي من الربا {فأذنوا
بحرب من الله ورسوله} وفي قراءة {فأذنوا بحرب من الله ورسوله} والمعنى أعلنوا
الحرب على الله ورسوله نسأل الله

তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার শাবককে লালন-পালন করে, এমনকি তা পাহাড়ের সমান হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন, {যারা আল্লাহর পথে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো, যা সাতটি শিষ উৎপন্ন করল, প্রতিটি শিষে একশটি দানা। আর আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন তাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আর আল্লাহ...}। সুতরাং দান-সদকা হলো আল্লাহর প্রতি ইহসান ও ইবাদত। যখন কোনো মানুষ তার সম্পদ থেকে কিছু সদকা করে, তখন মহান আল্লাহ তার জন্য এই সদকার সওয়াব ও প্রতিদান বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন এবং তার অবশিষ্ট সম্পদে বরকত নাযিল করেন; যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: "সদকা সম্পদে কোনো ঘাটতি সৃষ্টি করে না।" আল্লাহ তাআলা সুদের পাশাপাশি সদকার কথা উল্লেখ করেছেন কারণ সুদ হলো চরম যুলুম এবং অন্যায়ভাবে সম্পদ গ্রহণ করা, আর সদকা হলো ইহসান ও কল্যাণ। তিনি এ দুটির তুলনা করেছেন যাতে মানুষের নিকট ইহসানকারী এবং যালিম সুদখোরদের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অতঃপর তিনি ঈমান ও নেক আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে বললেন: {নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, নামায কায়েম করেছে এবং যাকাত প্রদান করেছে, তাদের প্রতিদান তাদের রবের নিকট রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।} এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বললেন: {হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হও।} 'তোমরা ভয় করো' বলে তিনি আল্লাহর তাকওয়ার নির্দেশ দিলেন, তারপর বললেন: {এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে তা ছেড়ে দাও}, অর্থাৎ তা গ্রহণ করো না। এখানে সাধারণ নির্দেশের পর বিশেষ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে; কেননা আল্লাহর তাকওয়া সমস্ত হারাম বর্জন এবং সমস্ত ওয়াজিব পালনের সাধারণ অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর যখন তিনি বললেন: {সুদের যা অবশিষ্ট আছে তা ছেড়ে দাও}, তখন তা সাধারণ নির্দেশের পর একটি বিশেষীকরণে পরিণত হলো। {অতঃপর যদি তোমরা তা না করো} অর্থাৎ সুদের অবশিষ্ট অংশ ত্যাগ না করো, {তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও}। অন্য কিরাআতে এসেছে {ফাতায়াযিনু}, যার অর্থ হলো—তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দাও। আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি।

العافية {وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} إن تبتم عن أكل الربا فلكم رءوس أموالكم أنت أعطيت مائة وعشرين إذا صدقت في التوبة لا تأخذ إلا مائة فقط لأن الله يقول فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون {وقد ابتلى بعض الناس بالقياس الفاسد مع النص فقال: إذا أودعت مالك في بنوك أجنبية في أمريكا في إنجلترا في فرنسا في أي بلد فإنك تأخذ الربا وتتصدق به سبحانه الله يلطخ الإنسان يده بالدم والنجاسة ثم يذهب ويغسلها لماذا لا يتجنب النجاسة من الأول هذا قياس فاسد مقابل للنص وفاسد في الاعتبار أيضا إذا أعطوك فقل لا شرعنا يحرم علينا الربا يقول بعض الناس إذا لم تأخذ منهم فإنهم يصرفونها في الكنائس وحرب المسلمين نقول من قال هذا ممكن أن صاحب البنك يأخذ لنفسه يأخذ لقرباته يأخذ لمصالحه من يقول إنها تصرف في الكنائس ثم على فرض أنها صرفت في الكنائس هل دخلت في ملكك حتى يقال إنك أعنتهم لم تدخل في ملكك أصلا ولهذا لا يعطونك ربح مالك ربما يدخلون مالك في مالهم ويخسر وإنما يعطونك ربا واضحا محمدا من الأصل فليس هو ربح مالك حتى تقول أعطيتهم شيئا من مالي ليستعينوا به على الحرام أبدا ثم على فرض أنه ربح مالك أو أن مالك ربح أكثر وأبيت أن تأخذه لأنه ربا وصرفوه في الكنائس وفي حرب المسلمين هل أنت أمرتهم بهذا أبدا

কল্যাণ। "আর তোমরা যদি তওবা করো, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না।" যদি তোমরা সুদ ভক্ষণ থেকে তওবা করো, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই প্রাপ্য। আপনি যদি একশত বিশ প্রদান করে থাকেন এবং আপনার তওবা যদি সত্য হয়, তবে আপনি কেবল একশতই গ্রহণ করবেন; কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেন: "তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না।" নসের (সুস্পষ্ট বিধান) উপস্থিতিতে কিছু মানুষ ভ্রান্ত

কিয়াসের (যুক্তি) ফিতনায় নিপতিত হয়েছে। তারা বলে: আপনি যদি আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স বা অন্য কোনো দেশের বিদেশি ব্যাংকগুলোতে আপনার সম্পদ জমা রাখেন, তবে আপনি সেই সুদ গ্রহণ করবেন এবং তা দান করে দেবেন। সুবহানাল্লাহ! মানুষ তার হাত রক্ত ও নাপাকি দ্বারা রঞ্জিত করে এরপর তা ধৌত করতে যায়; সে কেন শুরু থেকেই নাপাকি বর্জন করে না? এটি নসের বিপরীতে একটি ভ্রান্ত কিয়াস এবং যৌক্তিকভাবেও এটি অসার। যদি তারা আপনাকে সুদ দেয়, তবে বলুন: না, আমাদের শরিয়ত আমাদের জন্য সুদ হারাম করেছে। কিছু মানুষ বলে থাকে, আপনি যদি তা গ্রহণ না করেন তবে তারা সেই অর্থ গির্জার কাজে কিংবা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যয় করবে। আমরা বলি: এটি কে বলল? হতে পারে ব্যাংকের মালিক সেই অর্থ নিজের জন্য, তার আত্মীয়দের জন্য কিংবা নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে গ্রহণ করবে। কে বলল যে তা গির্জাতেই ব্যয় করা হবে? অধিকন্তু, ধরে নিলাম যদি তা গির্জায় ব্যয় করা হয়, তবে সেই অর্থ কি আপনার মালিকানায় প্রবেশ করেছিল যে বলা হবে আপনি তাদের সাহায্য করেছেন? তা তো আপনার মালিকানায় আদৌ আসেনি। এ কারণেই তারা আপনাকে আপনার মালের প্রকৃত মুনাফা দেয় না। হতে পারে তারা আপনার সম্পদ তাদের মূলধনের অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং তাতে লোকসান হয়েছে; মূলত তারা আপনাকে শুরু থেকেই নির্ধারিত একটি সুস্পষ্ট সুদ প্রদান করে। সুতরাং এটি আপনার মালের মুনাফা নয় যে আপনি বলবেন—আমি তাদের আমার সম্পদের কিছু অংশ প্রদান করেছি যাতে তারা তা হারামে ব্যবহার করতে পারে। কখনোই না। অতঃপর ধরে নিলেও যদি তা আপনার মালের মুনাফা হতো কিংবা আপনার মালের মাধ্যমে আরও অধিক লাভ হতো এবং আপনি সুদ হওয়ার কারণে তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাতেন, আর তারা তা গির্জা বা মুসলিম বিদ্রোহী যুদ্ধে ব্যয় করত—তবে আপনি কি তাদের এই নির্দেশ দিয়েছিলেন? কখনোই না।

(ص: 329) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

اتق الله رأس مالك لا تظلم ولا تظلم أما أن تأخذه وتقول أتصدق به ما مثل هذا الإنسان إلا مثل من أخذ الغائط بيده وعصره ثم قال أين المال لأطهر يدي هذا

غير صحيح ثم يقول من الذي يضمن أنه إذا جاءك مليون أو مليونان رباً أنك ستصدق بها رباً يغلبك الشح فتقول والله مليونان أتصدق لا أتصدق أنتظر ثم تمضي بك الأيام وتموت وتدعها لغيرك ثم إذا فعلت ذلك صرت قدوة للناس يقولون فلان أخشى دخل ماله في البنك وأخذ الرباً إذا ما فيه بأس ستكون قدوة ثم إننا إذا استمرأنا هذا الشيء وأخذنا الرباً معناه أننا لن نحاول أن نوجد بنكاً إسلامياً لأن إنشاء البنك الإسلامي ما هو سهل صعب وفيه موانع وأناس يحولون بين المسلمين وبينه فإذا استمرأ الناس هذا سهل عليهم قال نأخذ الرباً وهين حتى يجيب الله بنكاً إسلامياً لكن لو قلنا هذا حرام عليك حينئذ يضطر المسلمون إلى أن ينشئوا بنوكاً إسلامية تكفيهم هذه البنوك الربوية والحاصل أن من قال خذ الرباً وتصدق به فقد قابل النص بالقياس والله عز وجل وضح { فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } وإذا كان عقد الرباً الذي حصل في الجاهلية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وضعه الرسول مع أنه قبل الشريعة وأهل الجاهلية يتعارفون على أنه مباح ومع ذلك وضعه النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباً الجاهلية موضوع فكيف لمسلم يعرف أن الرباً حرام ويقول لك آخذه وأتصدق به؟ فالحاصل من هذا مع الأسف اشتبهت مع بعض العلماء الذين يشار إليهم بالأصابع وظنوا أنه لا بأس به أن تأخذ هذا وتصدق به ولو أمعنوا النظر وفكروا لعرفوا أنهم مخطئون ما حجتنا عند الله يوم القيامة { وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم } ما قال إلا أن تتعاملوا مع الكفار

আল্লাহকে ভয় করুন, এটিই আপনার আসল মূলধন; আপনি কারো প্রতি অন্যায় করবেন না এবং আপনার প্রতিও অন্যায় করা হবে না। আর সুদের অর্থ গ্রহণ করে এটি বলা যে, 'আমি তা সদকা করে দেব'—এমন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত কেবল সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে নিজ হাতে অপবিত্র মল আঁকড়ে ধরল এবং তা মুষ্ঠিবদ্ধ করল, অতঃপর বলল, 'হাত পবিত্র করার জন্য পানি কোথায়?' এটি আদতে সঠিক নয়। উপরন্তু, কে এই নিশ্চয়তা দেবে যে, যখন আপনার নিকট সুদ বাবদ দশ বা বিশ লক্ষ মুদ্রা আসবে, তখন আপনি সত্যিই তা সদকা করে দেবেন? সম্ভাবনা রয়েছে যে কৃপণতা আপনার ওপর প্রবল হয়ে বসবে এবং আপনি বলবেন, 'আল্লাহর শপথ! বিশ লক্ষ

টাকা! আমি কি সদকা করব? না, করব না; বরং আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি।' এভাবে দিন অতিবাহিত হবে এবং একসময় আপনি মৃত্যুবরণ করবেন আর সেই অর্থ অন্যের জন্য রেখে যাবেন। তদুপরি, আপনি যদি এরূপ করেন, তবে আপনি মানুষের নিকট অনুকরণীয় হয়ে পড়বেন। তারা বলবে, 'অমুক পরহেজগার ব্যক্তি ব্যাংকে টাকা রেখেছেন এবং সুদ গ্রহণ করেছেন, সুতরাং এতে কোনো সমস্যা নেই।' এভাবেই আপনি (মন্দ কাজে) মানুষের আদর্শে পরিণত হবেন। অধিকন্তু, আমরা যদি বিষয়টিকে সহজভাবে গ্রহণ করি এবং সুদ নিতে থাকি, তবে এর অর্থ দাঁড়াবে যে আমরা কখনো একটি ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করব না। কেননা ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা সহজ নয়, বরং অত্যন্ত দুরূহ; এতে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এবং একদল মানুষ মুসলিম ও ইসলামি ব্যাংকের মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সাধারণ মানুষ যদি বিষয়টিতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তবে তাদের নিকট এটি সহজ হয়ে পড়বে এবং তারা বলবে, 'আমরা সুদ গ্রহণ করি, এটি কোনো ব্যাপার নয়; যতক্ষণ না আল্লাহ কোনো ইসলামি ব্যাংকের ব্যবস্থা করে দেন।' কিন্তু আমরা যদি বলি যে এটি আপনার জন্য হারাম, তখন মুসলিমরা এমন ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হবে যা তাদের এই সুদী ব্যাংকগুলোর মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্তি দেবে। সারকথা হলো, যে ব্যক্তি বলে—'সুদ গ্রহণ করো এবং তা সদকা করে দাও', সে মূলত অকাট্য দলিলের (নস) বিপরীতে ব্যক্তিগত যুক্তির (কিয়াস) অবতারণা করল। অথচ মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন: {তোমাদের জন্য তোমাদের মূলধন; তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না।} আর জাহেলি যুগে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময়ে সুদের যে কারবার প্রচলিত ছিল, তা শরিয়ত পূর্ণাঙ্গ হওয়ার পূর্বের হওয়া সত্ত্বেও এবং তৎকালীন সমাজের নিকট তা বৈধ বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা সমূলে রহিত করে দিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন: 'জাহেলি যুগের সকল সুদ রহিত করা হলো।' এমতাবস্থায়, একজন মুসলিম যে জানে সুদ হারাম, সে কীভাবে বলতে পারে যে 'আমি এটি গ্রহণ করব এবং সদকা করে দেব'? পরিতাপের বিষয় হলো, এর ফলে কিছু প্রথিতযশা আলেমও বিভ্রান্তিতে পড়েছেন এবং ধারণা করেছেন যে, সুদের অর্থ গ্রহণ করে তা সদকা করে দেয়াতে কোনো দোষ নেই। অথচ তারা যদি গভীরভাবে বিষয়টি অনুধাবন করতেন এবং চিন্তা করতেন, তবে অবশ্যই বুঝতে পারতেন যে তারা ভ্রান্তির মধ্যে আছেন। কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট আমাদের দলিল কী হবে? {আর যদি তোমরা তওবা করো, তবে তোমাদের

জন্য তোমাদের মূলধন।} তিনি তো এমনটি বলেননি যে, 'কেবল কাফেরদের সাথে লেনদেন করলে সুদের অনুমতি আছে'।

(ص: 330) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

وإن تبتم فلكم رعوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون {ولم يقل إلا إذا تعاملتم مع الكفار فخذوا الربا فالحقيقة أننا نأسف أن يوجد بعض من يشار إليه يفتون بمثل هذا مع أنهم لو أمعنوا النظر ودققوا لوجدوا أنهم على خطأ أنا معي قال لي ربي لك رأس مالك لا تظلم ولا تظلم أقول سبعا لك يا ربي وطاعة آخذ رأس مالي والباقي ما علي منه دعهم يجعلونه فيما يريدون ثم هل هؤلاء ما بقي عليهم أن يعبروا الكنائس إلا بربح يأخذونه مني الكنائس معبرة وحرب المسلمين شعواء بدراهمك وبغير دراهمك هل المسألة متوقفة على دراهمك يأخذونها ويصرفونها في الكنائس أو في حرب المسلمين هذا إذا قدرنا أنهم صرفوها في ذلك لكن هذا وهم وتخيل يلبس بها الشيطان يقول إن تركتم هذا صرفوه في الكنائس وفي إرهاب المسلمين من قال هذا فعلى كل حال نحن بيننا وبين الناس كتاب الله {وإن تبتم فلكم رعوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون {وإذا اتبعنا الشرع جعل الله لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا أما إذا ذهبنا نقيس بعقولنا ونقول كالذين قالوا {إنما البيع مثل الربا {أو كالشيطان الذي قال {أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين {هذا غلط غلط عظيم فآلمهم أن هذا يا إخواني شيء واضح ما يحتاج إلى اجتهاد {وإن تبتم فلكم رعوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون {إذا كان معسرا وحل وقت الدين وليس عنده شيء ألا أضيف عليه شيئا بدل إنظاره أصبر عليه لمدة يقول ما أخالفك ما عندك شيء الآن لكن هذا الألف نجعلها ألف ومائة إلى سنة يقول لا

أَبْصِرِ الْآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا} وَإِنْ كَانَ ذُو عَشْرَةٍ فَنظِرَةٌ إِلَى مَسْرَةٍ {مَا فِيهِ حُلٌّ الْأَجَلِ عَلَى
هَذَا الْفَقِيرِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَا يُوفِي بِهِ يَجِبُ عَلَيْكَ إِنْظَارُهُ} فَنظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {مَنْ الَّذِي
قَالَ نَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الَّذِي أَعْطَاكَ الْمَالَ وَمَنْ بِهِ عَلَيْكَ وَأَبَاحَ لَكَ
التَّصَرُّفَ فِيهِ وَقَالَ لَكَ إِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ فَقِيرًا فَعَلَيْكَ أَنْ تَنْظِرَهُ تَقُولُهُ مَا أَنْظَرَكَ هِيَ
إِلَى الْحَبْسِ وَإِلَّا إِضَافَةُ الرَّبِّ أَيْنَ الْإِيمَانُ أَيْنَ الْعِبَادَةُ الْعَبْدُ حَقًّا هُوَ الَّذِي يَقُولُ اللَّهُ
سَبْعًا وَطَاعَةً

আর তোমরা যদি তওবা করো, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না। {এবং তিনি একথা বলেননি যে, কেবল যদি তোমরা কাফেরদের সাথে লেনদেন করো তবে সুদ গ্রহণ করো। প্রকৃতপক্ষে আমরা অত্যন্ত মর্মান্বিত যে, এমন কিছু ব্যক্তি যাদের দিকে ইশারা করা হয়, তারা এই ধরনের ফতোয়া প্রদান করছেন। অথচ তারা যদি গভীরভাবে চিন্তা করতেন এবং সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন, তবে অবশ্যই দেখতে পেতেন যে তারা ভুলের ওপর রয়েছেন। আমার সাথে তো আমার রবের বাণী রয়েছে, তিনি আমাকে বলেছেন: 'তোমাদের জন্য তোমাদের মূলধন, তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না'। আমি বলব: হে আমার রব! আমি শ্রবণ করলাম ও শিরোধার্য করলাম। আমি আমার মূলধন গ্রহণ করব এবং অবশিষ্ট যা আছে তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই; তারা সেটা যা ইচ্ছা তাতেই ব্যবহার করুক। অতঃপর এই লোকদের কি গির্জা নির্মাণ করার জন্য আমার কাছ থেকে নেওয়া মুনাফা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই? গির্জা তো নির্মিতই আছে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তো চলছেই—তা তোমার দিরহাম দিয়ে হোক বা দিরহাম ছাড়াই হোক। বিষয়টি কি তোমার দিরহামের ওপর আটকে আছে যে, তারা সেগুলো নিয়ে গির্জায় বা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যয় করবে? এটি তখনই প্রযোজ্য হতো যদি আমরা ধরে নিতাম যে তারা তাতেই ব্যয় করবে। কিন্তু এটি একটি অমূলক ধারণা ও কল্পনা যা শয়তান মানুষের মনে প্রবিষ্ট করিয়ে দেয়; সে বলে যে, 'তোমরা যদি এটি ছেড়ে দাও তবে তারা তা গির্জায় এবং মুসলিমদের সন্ত্রস্ত করতে ব্যয় করবে'। এ কথা কে বলেছে? যা-ই হোক, আমাদের ও মানুষের মাঝে ফয়সালার মানদণ্ড হলো আল্লাহর কিতাব।} আর তোমরা যদি তওবা করো, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না। {আর যখন আমরা শরীয়ত অনুসরণ করব,

তখন আল্লাহ আমাদের প্রতিটি দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির পথ এবং প্রতিটি সংকীর্ণতা থেকে বের হওয়ার পথ করে দেবেন। কিন্তু আমরা যদি আমাদের বিচারবুদ্ধি দিয়ে কিয়াস করতে যাই এবং তাদের মতো বলি যারা বলেছিল—} ‘ব্যবসা তো সুদের মতোই’ {কিংবা শয়তানের মতো বলি যে বলেছিল—} ‘আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ; আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে’ {এটি একটি মহা ভুল। সুতরাং মূল কথা হলো, হে আমার ভাইয়েরা! বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, এতে কোনো গবেষণার প্রয়োজন নেই।} আর তোমরা যদি তওবা করো, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না। {যদি ঋণগ্রহীতা অসচ্ছল হয় এবং ঋণের মেয়াদ পূর্ণ হয় অথচ তার কাছে পরিশোধ করার মতো কিছু না থাকে, তবে তাকে অবকাশ দেওয়ার পরিবর্তে আমি কি তার ওপর ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে দেব? আমি কি তার জন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সবুর করব? সে (ঋণদাতা) হয়তো বলে: ‘আমি তোমার বিরোধিতা করছি না, তোমার কাছে এখন কিছু নেই সত্য; কিন্তু এই এক হাজারের পরিবর্তে এক বছর মেয়াদে আমরা এক হাজার একশ নির্ধারণ করি।’ সে বলে: ‘না, পরের আয়াতটি লক্ষ্য করো’—} আর যদি ঋণগ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ প্রদান করো। {এখানে ওই অভাবী ব্যক্তির ঋণের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে যার কাছে ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য নেই; এমতাবস্থায় তাকে অবকাশ দেওয়া তোমার জন্য ওয়াজিব।} তবে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ প্রদান করো। {কে বলেছে সচ্ছলতা পর্যন্ত অবকাশ দিতে? আল্লাহ আযযা ওয়া জাল। তিনিই তোমাকে সম্পদ দান করেছেন, তোমার ওপর অনুগ্রহ করেছেন এবং তোমাকে তা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। আর তিনিই তোমাকে বলেছেন যে, দেনাদার যদি অভাবী হয় তবে তোমাকে তাকে অবকাশ দিতে হবে। তুমি কি তাকে বলবে: ‘আমি তোমাকে অবকাশ দেব না, হয় কারাবরণ করো নতুবা সুদ বৃদ্ধি করো’? ইমান কোথায়? ইবাদত কোথায়? প্রকৃত বান্দা তো সেই যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বলে: ‘আমি শ্রবণ করলাম ও শিরোধার্য করলাম’।}

أما الذي يعبد الدرهم والدينار وليس عنده إلا الدرهم والدينار من أي مصدر حصل فهذا عبد الدرهم والدينار وقد دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعاسة والهلاك والانتكاس { وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } ثم تأتي المرتبة العليا التي هي أفضل من الإنظار وهي { وأن تصدقوا خير لكم { إن كان معسرا وعرفت أنه معسر تصدقت عليه قلت يا فلان أنت معسر وقد أبرأتك من دينك هذا خير لك إذا كان خيرا لك فأفعله خرجت من بطن أمك ومعك ألف كيس ذهب وألف ثوب وألف فضة وألف نعل صحت هذا صحيح لا خرجت من بطن أمك ما معك شيء عريان ما عليك شيء من الذي أعدك وأمدك وأعطاك المال الله عز وجل قال لك افعل كذا قلت سبعا وطاعة { وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون } ثم ختم الآيات بقوله { واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون } اتقوا هذا اليوم اليوم العظيم الذي ترجعون فيه إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا { يوم يفر البرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه } اتقوا هذا اليوم وتقوى هذا اليوم وتقوى شره وبلائه تكون بطاعة الله عز وجل نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالتقوى والبر والإحسان إنه على كل شيء قدير {

1614 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا

আর যে ব্যক্তি দিরহাম ও দিনারের উপাসনা করে এবং যে কোনো উৎস থেকেই হোক না কেন দিরহাম ও দিনার অর্জন করাই যার একমাত্র লক্ষ্য, সে দিরহাম ও দিনারের দাস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দুর্গতি, ধ্বংস ও অধঃপতনের বদদোয়া করেছেন। "আর যদি তোমরা তওবা করো, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের ওপরও জুলুম করা হবে না।" "আর যদি ঋণগ্রহীতা অভাবী হয়, তবে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেওয়া উচিত।" এরপর আসে সেই উচ্চতর স্তর যা অবকাশ দেওয়ার চেয়েও উত্তম, আর তা হলো: "আর যদি তোমরা তা সদকা (ক্ষমা) করে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর।" যদি সে অভাবী হয় এবং আপনি জানেন যে

সে নিঃস্ব, তবে আপনি তার প্রতি সদকা করলেন। আপনি বললেন: ‘হে অমুক, তুমি অভাবগ্রস্ত, তাই আমি তোমাকে ঋণমুক্ত করে দিলাম।’ এটি আপনার জন্য কল্যাণকর। যেহেতু এটি আপনার জন্য কল্যাণকর, তাই আপনি এটি করুন। আপনি যখন আপনার মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, তখন কি আপনার সাথে এক হাজার স্বর্ণের থলি, এক হাজার পোশাক, এক হাজার রৌপ্যমুদ্রা আর এক হাজার জোড়া জুতো ছিল? এটা কি ঠিক? না, এটি সত্য নয়। বরং আপনি যখন মায়ের গর্ভ থেকে বের হয়েছিলেন, তখন আপনার সাথে কিছুই ছিল না; আপনি ছিলেন রিক্ত ও বস্ত্রহীন। কে আপনাকে প্রস্তুত করেছেন, সাহায্য করেছেন এবং ধন-সম্পদ দান করেছেন? তিনি মহান আল্লাহ। তিনি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন এমনটি করার জন্য, আর আপনি বলেছেন: ‘আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম।’ "আর যদি তোমরা সদকা করো তবে তা তোমাদের জন্য অতীব কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে।" এরপর তিনি আয়াতটি এই বলে শেষ করেছেন: "আর তোমরা সেই দিনকে ভয় করো, যেদিন তোমাদের আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জনের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না।" আপনারা ভয় করুন সেই দিনকে, সেই মহান দিনকে—যেদিন আপনারা রিক্তপদে, নগ্নদেহে এবং খতনাবিহীন অবস্থায় মহান আল্লাহর কাছে ফিরে যাবেন। "সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই থেকে, তার মা ও তার বাবা থেকে এবং তার স্ত্রী ও তার সন্তানাদি থেকে। সেদিন তাদের প্রত্যেকের এমন এক গুরুতর অবস্থা হবে যা তাকে অন্য সবার থেকে বিমুখ করে রাখবে।" এই দিনকে ভয় করুন; আর এই দিন এবং এর অনিষ্ট ও বিপদ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো মহান আল্লাহর আনুগত্য করা। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের তাকওয়া, নেক আমল ও ইহসানের তাওফিক দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

১৬১৪ - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা পরিহার করো...

السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه الموبقات المهلكات

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله فيها نقله من حديث أبي هريرة في باب تغليظ تحريم الربا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات فأبهمها اجتنبوا السبع الموبقات ولم يبينها لأول مرة لأجل أن يتشوف الناس إليها حتى ترد على أذهانهم وهم مستعدون لها ولهذا قالوا ما هن يا رسول الله قال الإِشراك بالله وسبق لنا أن الإِشراك بالله أنواع الثاني السحر والسحر عبارة عن عقد ورقى يعني قراءات مطلسمة في صور الشياطين وعفاريت الجن ينفث بها الساحر فيؤذي المسحور بمرض أو موت أو صرف أو عطف صرف يصرفه عن ما يريد عطف يعني يعطفه على ما لا يريد كما قال الله تعالى فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجته وهو من كبائر الذنوب والساحر يجب أن يقتل حدا سواء تاب أو لم يتب وذلك لعظم مضرته على الناس وشدة جرأته والعياذ بالله ولهذا جاء في الحديث حد الساحر ضربه بالسيف وفي رواية ضربه بالسيف ثم إن السحر منه ما يكون كفرا وهو أن يستعين بالشياطين والجن وهذا كفر لقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة {واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولوا إنما نحن فتنة فلا تكفر} وهذا نص صريح بأن السحر كفر إذا كان متلقيا من الشياطين لأن الشياطين لا يمكن أن تخدم الإنسان إلا بشيء يكون شركا وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم سحرة يهودي خبيث يقال له لبيد بن الأعصم وضع له سحرا في بئر في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر يعني النخلة الفحل لجبرته جف

يسمى الكافور أو الكفرة هذا الخبيث وضع السحر للرسول صلى الله عليه وسلم في مشط المشط الذي يمشط به عادة مشاطة يعني ما سقط من الشعر عند المشط فوضعه في هذا البئر لكن لم يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يتعلق بالرسالة أبدا لكن صار يخيل إليه أنه أتى أهله أو أنه فعل الشيء ولم يفعله حتى أنزل الله عز وجل سورتي {قل أعوذ برب الفلق} و {قل أعوذ برب الناس} فرقاه بهما جبريل فشفي بإذن الله ثم استخرج السحر من هذه البئر وفله وأبطله وهذا دليل على خبت اليهود وأنهم من أشد الناس عداوة بل قال الله تعالى: {لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا} فبدأ اليهود قبل المشركين فهم أشد الناس عداوة للمسلمين ولهذا سحروا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله والله الحمد أبطل سحرهم فصار السحر ينقسم إلى قسمين سحر كفر وهو الاستعانة بالأرواح الشيطانية وغير كفر وهو أن يكون بالعقد والأدوية والأخشاب وما أشبه ذلك أما حكم الساحر فإنه يجب أن يقتل بكل حال إن كان كافرا فلردته وإن كان سحرة دون الكفر فلاذيته قال الله تعالى {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم} الإشراف بالله والسحر والثالثة وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والنفس التي حرم الله قتلها أربع نفوس المسلم الذمي المعاهد المستأمن هذه أربع نفوس محترمة لا يجوز قتلها المسلم فظاهر وأما الذمي فهو الذي يكون بيننا وفي بلدنا من أهل الكتاب أو غيرهم يدفع الجزية لنا ونحبيه مما يؤذيه ونحترمه وإن كان على غير الإسلام وأما المعاهد فهو الذي بيننا وبينهم عهد وإن كانوا في بلادنا كما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في صلح الحديبية فإذا كان من المعاهدين حرم عليك أن تقتله وهو نفس معصومة وأما المستأمن فهو الذي يدخل لبلادنا بأمان نعطيه أمانا إما لكونه تاجرا يجلب تجارته ويشترى أو لأنه لا يريد أن

يبحث عن الإسلام ويعرف الإسلام كما قال الله تعالى {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون} أما الحربي الذي بيننا وبينه حرب وليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة ولا أمان فهذا يحل قتله لأنه ليس بيننا وبينه عهد بل هو محارب لنا لو تمكن منا لقتل من يقتل من المسلمين فهذا لا عهد له ولا ذمة قوله صلى الله عليه وسلم التي حرم الله إلا بالحق يعني أن النفوس المحترمة قد يكون من الحق أن تقتل وهي محترمة مسلم أو ذمي أو معاهد أو مستأمن تقتل مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة فإذا زنى الإنسان وهو ثيب قد تزوج بنكاح صحيح وجامع زوجته ثم زنى بعد ذلك فإنه يرحم بالحجارة يوقف ويجتمع الناس عليه ويأخذون حجارة دون البالغة لا تكون كبيرة تقضي عليه بسرعة ولا صغيرة تشق عليه ثم يرحمونه ويتقون المقاتل يرحمونه على الظهر على البطن على الكتف على الفخذ حتى يموت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالغامدية وماعز بن مالك وغيرهما الثاني النفس بالنفس إذا قتل الإنسان شخصاً عمداً وتمت شروط القصاص فإنه يقتل ولو كان مسلماً النفس بالنفس والثالث التارك لدينه المفارق للجماعة قيل إن هذا هو المرتد يعني بعد أن كان مسلماً ترك الدين والعياذ بالله فارق جماعة المسلمين فهذا يقتل ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عن الحديث

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وسبق الكلام على هذه الثلاثة ثم قال وأكل الربأ يعني أنه من الموبقات السبع والربأ سبق الكلام على تعريفه في الباب الذي

يليه والأشياء التي يجري فيها الربا وأن الربا من أكبر الكبائر التي دون الشرك وأكل مال اليتيم من السبع الموبقات واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ فيتولى عليه الإنسان ويأكل ماله ينفقه على أهله أو يتجه به لنفسه أو ما أشبه ذلك هذا أيضاً من السبع الموبقات نسأل الله العافية ولا فرق بين أن يكون اليتيم ذكراً أو أنثى وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف التولي عن صف القتال يوم الزحف يعني يوم يزحف المسلمون على الكفار فيأتي إنسان ويتولى فإن هذا من كبائر الذنوب من السبع الموبقات لأنه يتضمن مفسدتين المفسدة الأولى كسر قلوب المسلمين والمفسدة الثانية تقوية الكفار على المسلمين إذا انهزم بعضهم لا شك أنهم سوف يزدادون قوة على المسلمين يكون لهم بسبب ذلك نشاط لكن الله عز وجل استثنى في القرآن فقال تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله فمن تولى لهذين الأمرين متحيزاً إلى فئة يعني بأن يقال إن الفئة الفلانية قد حصرها العدو وخطر عليها أن يكتسحها العدو فأنصرف لإنقاذهم فهذا لا بأس به لأنه انتقل إلى ما هو أنفع والثاني المتحرف لقتال وهو المذكور أولاً في الآية {إلا متحرفاً لقتال} يعني مثلاً انصرف لإصلاح سلاحه أو ارتداء دروعه أو ما أشبه ذلك من مصلحة القتال فهذا لا بأس به والسابع قذف المحصنات المؤمنات الغافلات يعني أن يقذف المرأة العفيفة المؤمنة فهذا من كبائر الذنوب بأن يقول لامرأة إنها زانية أنها قحبة وما أشبه ذلك هذا من كبائر الذنوب والقائل يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل شهادته ويكون من الفاسقين لا من أهل العدل كما قال الله تبارك وتعالى {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} هذه أول عقوبة {ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً} هذه العقوبة الثانية {وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك} فإنه يرتفع عنهم الفسق ويكونون من أهل العدالة وقوله {قذف المحصنات الغافلات} مثلها أيضاً قذف الغافل المحصن المؤمن يعني الرجل إذا قذف فإنه يجلد

القاذف ثمانين جلدة كالذي يقذف المرأة هذه هي السبع الموبقات أعاذنا الله وإياكم منها وأجارنا وإياكم من الفتن إنه على كل شيء قدير

1615 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أكل الربا وموكله رواه مسلم زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التغليظ في تحريم الربا فيما نقله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا وموكله أكل الربا يعني الذي يأكله سواء استعمله في أكل أو لباس أو مركوب أو فراش أو مسكن أو غير ذلك المهم أنه أخذ الربا كما قال تعالى عن اليهود وأخذهم الربا وقد نهوا عنه فأكل الربا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني موكله يعني الذي يعطي الربا مع أن معطي الربا مظلوم لأن أخذ الربا ظالم والمأخوذ منه الربا مظلوم ومع ذلك كان ملعوناً على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعانه على

সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে তোমরা বেঁচে থাকো। তারা (সাহাবীগণ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কী কী? তিনি বললেন: আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা (শিরক), জাদু, আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা করা হারাম করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, এতিমের মাল ভক্ষণ করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং সতী-সাপ্থী মুমিন সরলমনা নারীদের অপবাদ দেওয়া। (বুখারী ও মুসলিম)। 'মুবিকাত' অর্থ হলো ধ্বংসাত্মক বিষয়সমূহ।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত যে হাদীসটি সুদের হারামের কঠোরতা অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, তাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বেঁচে থাকো।" প্রথমে তিনি সেগুলো বিস্তারিত উল্লেখ না করে অস্পষ্ট রেখেছেন যাতে মানুষের মধ্যে সেগুলো জানার আগ্রহ তৈরি হয় এবং তারা সেগুলো শোনার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে। একারণেই সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেছিলেন,

হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কী কী? তিনি বললেন: "আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা।" আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা বা শিরক কয়েক প্রকার হয়ে থাকে। দ্বিতীয়টি হলো "জাদু"। জাদু হলো কিছু গিঁট এবং মন্ত্র বা ঝাড়ফুক, অর্থাৎ শয়তান ও দুষ্ট জিনের প্রতিচ্ছবিতে পড়ার বিশেষ কিছু সাংকেতিক পাঠ, যার মাধ্যমে জাদুকর ফুক দেয় এবং এর ফলে জাদুকৃত ব্যক্তি অসুস্থতা, মৃত্যু, অথবা বিচ্ছেদ বা আসক্তির শিকার হয়। 'বিচ্ছেদ' হলো তাকে তার কাজ্জিত বিষয় থেকে বিমুখ করা, আর 'আসক্তি' হলো তাকে এমন কিছু দিকে ধাবিত করা যা সে চায় না। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত যা দিয়ে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো যায়।" এটি কবির গুনাহের অন্তর্ভুক্ত এবং জাদুকরকে শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া ওয়াজিব, সে তওবা করুক বা না করুক। কারণ মানুষের ওপর এর ক্ষতি অত্যন্ত ব্যাপক এবং এটি ধ্বংসাত্মক কাজ। একারণেই হাদীসে এসেছে, জাদুকরের দণ্ড হলো তলোয়ারের আঘাত। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তলোয়ারের আঘাতে তাকে হত্যা করা। জাদুর মধ্যে এমন কিছু আছে যা কুফর, আর তা হলো শয়তান ও জিনের সাহায্য গ্রহণ করা। এটি কুফরি হওয়ার প্রমাণ সূরা বাকারায় আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার বাণী: "সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা আবৃত্তি করত তারা তা অনুসরণ করত। সুলাইমান কুফরি করেননি, কিন্তু শয়তানরাই কুফরি করেছিল, তারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত এবং বাবিলে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তাও। তারা কাউকে শিক্ষা দিত না যতক্ষণ না এ কথা বলত যে, আমরা তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ, কাজেই তোমরা কুফরি করো না।" এটি স্পষ্ট প্রমাণ যে জাদু কুফর যখন এটি শয়তানদের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়। কারণ শয়তান কখনোই মানুষের সেবা করবে না যতক্ষণ না সে শিরকের মাধ্যমে তাদের তুষ্ট করে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কেও জাদু করা হয়েছিল; লাবীদ ইবনুল আসম নামক এক পাপিষ্ঠ ইহুদি একটি কূপে চিরুনি, চিরুনির সাথে লেগে থাকা চুল এবং পুরুষ খেজুর গাছের আবরণের ভেতরে এই জাদু রেখেছিল। এই পাপিষ্ঠ রাসুলের জন্য চিরুনি ও চিরুনির সাথে ঝরে যাওয়া চুলের মধ্যে জাদু করেছিল এবং তা কূপে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু এটি রাসূল হিসেবে তাঁর দাওয়াতের ওপর কোনো প্রভাব ফেলেনি। তবে তাঁর মনে হতো যে তিনি তাঁর পরিবারের কাছে এসেছেন অথচ আসেননি, অথবা কোনো কাজ করেছেন অথচ করেননি। এরপর আল্লাহ তাআলা 'কুল আউজু বিরাক্বিল ফালাক' এবং 'কুল আউজু বিরাক্বিন নাস' এই দুই সূরা নাজিল করেন। জিবরাঈল (আ.) এই দুই সূরা দিয়ে তাঁকে ঝাড়ফুক করেন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি সুস্থ হয়ে যান। এরপর সেই কূপ থেকে জাদুটি বের

করে নষ্ট করা হয়। এটি ইহুদিদের খবশত বা নীচতার প্রমাণ এবং মুমিনদের প্রতি তাদের চরম শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তুমি অবশ্যই মুমিনদের প্রতি চরম শত্রু হিসেবে ইহুদি ও মুশরিকদের দেখতে পাবে।" এখানে মুশরিকদের আগে ইহুদিদের কথা বলা হয়েছে। তারা মুসলমানদের চরম শত্রু, একারণেই তারা নবীজিকে জাদু করেছিল। কিন্তু সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তিনি তাদের জাদু নষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং জাদু দুই প্রকার: এক প্রকার কুফরি যা শয়তানি আত্মার সাহায্য গ্রহণের মাধ্যমে হয়। অন্যটি কুফর নয়, যা গিঁট, ওষুধ বা কাঠ ইত্যাদির মাধ্যমে করা হয়। তবে জাদুকরের বিধান হলো তাকে সর্বাবস্থায় হত্যা করা হবে; যদি সে কুফরি জাদুতে লিপ্ত হয় তবে মুরতাদ হওয়ার কারণে, আর যদি তার জাদু কুফর পর্যন্ত না পৌঁছায় তবে তার ক্ষতির কারণে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদের দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। এটি তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।" আল্লাহর সাথে অংশীদার করা, জাদু এবং তৃতীয়টি হলো আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা করা হারাম করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করা। আল্লাহ যে প্রাণগুলো রক্ষা করা আবশ্যিক করেছেন তা চারটি: মুসলিম, যিম্মি, মুআহিদ এবং মুস্তামিন। এই চার প্রকারের প্রাণ সম্মানিত, এদের হত্যা করা জায়েজ নয়। মুসলিমের বিষয়টি স্পষ্ট। আর 'যিম্মি' হলো আহলে কিতাব বা অন্য কেউ যারা আমাদের দেশে কর (জিযিয়া) প্রদান করে বসবাস করে এবং আমরা তাদের নিরাপত্তা প্রদান করি; তারা ইসলাম গ্রহণ না করলেও তাদের সম্মান রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। 'মুআহিদ' হলো যাদের সাথে আমাদের শান্তি চুক্তি রয়েছে, যদিও তারা তাদের নিজেদের দেশে অবস্থান করে, যেমনটি হুদাইবিয়ার সন্ধিতে নবীজি ও কুরাইশদের মধ্যে হয়েছিল। কোনো ব্যক্তি যদি চুক্তিভুক্ত হয় তবে তাকে হত্যা করা হারাম। আর 'মুস্তামিন' হলো যে ব্যক্তি নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আমাদের দেশে প্রবেশ করে, হতে পারে সে ব্যবসায়ী যে পণ্য নিয়ে এসেছে অথবা এমন কেউ যে ইসলাম সম্পর্কে জানতে চায়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "মুশরিকদের মধ্যে কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দাও যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পারে; অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও।" তবে 'হারবী' বা যুদ্ধরত শত্রু, যাদের সাথে আমাদের কোনো চুক্তি বা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি নেই, তাদের হত্যা করা বৈধ। কারণ সে আমাদের সাথে যুদ্ধাবস্থায় আছে এবং সুযোগ পেলে সে মুসলমানদের হত্যা করবে।

নবীজির বাণী "যথার্থ কারণ ব্যতীত" এর অর্থ হলো এই সম্মানিত প্রাণগুলোকেও কখনো কখনো সঙ্গত কারণে হত্যা করা হতে পারে। যেমন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তিনটি কারণ ছাড়া কোনো মুসলিমের রক্ত হালাল নয়: বিবাহিত ব্যভিচারী, প্রাণের বদলে প্রাণ এবং নিজের দীন ত্যাগকারী ও জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি।" যদি কোনো ব্যক্তি বিবাহিত হওয়ার পর (অর্থাৎ বৈধভাবে বিয়ে করে স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর) ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হবে। তাকে দাঁড় করিয়ে মানুষজন জমায়েত হয়ে মাঝারি আকারের পাথর দিয়ে আঘাত করবে। পাথর যেন এত বড় না হয় যে দ্রুত মারা যায়, আবার এত ছোটও না হয় যে অধিক কষ্ট পায়। তারা তার পিঠে, পেটে, কাঁধে, উরুতে পাথর মারবে যতক্ষণ না সে মারা যায়। যেমনটি নবীজি গামেদিয়া নারী ও মায়েজ ইবনে মালিকের ক্ষেত্রে করেছিলেন। দ্বিতীয়টি হলো প্রাণের বদলে প্রাণ। যদি কেউ কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে এবং কিসাসের শর্তাবলি পূর্ণ হয়, তবে হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে, যদিও সে মুসলিম হয়। তৃতীয়টি হলো দীন ত্যাগকারী ও জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি। বলা হয়ে থাকে এটি হলো সেই মুরতাদ যে মুসলিম হওয়ার পর দীন ত্যাগ করেছে, সে মুসলিমদের জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তাই তাকে হত্যা করা হবে। এই হাদীসের বাকি অংশের আলোচনা ইনশাআল্লাহ পরে আসবে।

[ব্যাক্তা]

লেখক (আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন) আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসটি পুনরায় উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বেঁচে থাকো।" তারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কী কী? তিনি বললেন: "আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা, জাদু এবং যথার্থ কারণ ছাড়া প্রাণ হত্যা করা।" এই তিনটি বিষয়ে আলোচনা পূর্বে হয়েছে। এরপর তিনি বললেন, "এবং সুদ খাওয়া।" অর্থাৎ এটিও সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপের অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী অধ্যায়ে সুদের সংজ্ঞা এবং যে বিষয়গুলোতে সুদ প্রযোজ্য হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শিরকের পরেই সুদ অন্যতম বড় কবিরাত্মক গুনাহ। "এতিমের মাল ভক্ষণ করা" এটিও সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপের একটি। এতিম হলো সেই শিশু যার বাবা তার প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে মারা গেছে। কোনো ব্যক্তি যদি তার অভিভাবক হয়ে তার সম্পদ নিজের পরিবারের পেছনে ব্যয় করে বা নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে, তবে এটিও ধ্বংসাত্মক পাপ। এতে এতিম ছেলে বা মেয়ের মধ্যে কোনো

পার্থক্য নেই। এরপর হলো "যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা।" অর্থাৎ যখন মুসলিমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়, তখন রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া কবির গুনাহ। এর মধ্যে দুটি অনিষ্ট রয়েছে: প্রথমত, এটি মুসলমানদের মনোবল ভেঙে দেয়; দ্বিতীয়ত, এটি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের শক্তিশালী করে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এর ব্যতিক্রম উল্লেখ করে বলেছেন: "সেদিন যুদ্ধকৌশল পরিবর্তন অথবা নিজ দলের সাথে মিলিত হওয়া ব্যতীত কেউ যদি তাদের দিকে পিঠ প্রদর্শন করে (পালিয়ে যায়), তবে সে আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে ফিরল।" সুতরাং যদি কেউ যুদ্ধকৌশল হিসেবে বা অন্য কোনো মুসলিম দলকে সাহায্য করার জন্য অবস্থান পরিবর্তন করে তবে তাতে কোনো দোষ নেই। সপ্তমটি হলো "সতী-সাক্ষী মুমিন সরলমনা নারীদের প্রতি অপবাদ দেওয়া।" অর্থাৎ কোনো পবিত্রা নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া কবির গুনাহ। যে ব্যক্তি এমন অপবাদ দেবে তাকে আশিটি দোররা মারা হবে, তার সাক্ষ্য আর কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে ফাসিক হিসেবে গণ্য হবে, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "যারা সতী-সাক্ষী নারীদের প্রতি অপবাদ দেয় এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না, তাদের আশিটি দোররা মারো এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। তারাই ফাসিক। তবে যারা এরপর তওবা করে (তারা ব্যতীত)।" এখানে নারীদের কথা বলা হলেও পবিত্র পুরুষদের অপবাদ দেওয়ার ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য। এগুলিই হলো সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ। আল্লাহ আমাদের এ থেকে রক্ষা করুন।

১৬১৫ - ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুদখোর ও সুদদাতার ওপর লানত (অভিশাপ) করেছেন। (মুসলিম)। তিরমিযী ও অন্যান্যদের বর্ণনায় আরও আছে: "সুদের দুই সাক্ষী এবং এর লেখকের ওপরও।"

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহ.) সুদের কঠোরতা অধ্যায়ে ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে যে হাদীসটি এনেছেন তাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুদখোর ও সুদদাতার ওপর লানত করেছেন। সুদখোর বলতে যে সুদ গ্রহণ করে, চাই সে তা খাবার, পোশাক, বাহন বা ঘরবাড়ির কাজে ব্যয় করুক না কেন। ইহুদিদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন যে তারা সুদ গ্রহণ করত যদিও তাদের তা নিষেধ করা হয়েছিল। সুতরাং সুদখোর ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ভাষায় অভিশপ্ত। দ্বিতীয়ত, সুদদাতা—যে ব্যক্তি সুদ প্রদান করে। যদিও সে এক্ষেত্রে মজলুম বা ক্ষতিগ্রস্ত, তবুও সে অভিশপ্ত কারণ সে এই পাপে সহযোগিতা করেছে।

الإثم والعدوان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً قالوا يا رسول الله هذا المظلوم كيف ننصر الظالم قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه فإذا احتاج الإنسان إلى دراهم وذهب إلى البنك وأخذ منه عشرة آلاف بأحد عشر ألفاً صار صاحب البنك ملعوناً والآخذ ملعوناً على لسان أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وما أقرب الإجابة فيمن لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله ويكون هذا الملعون مشاركاً لإبليس في العقوبة لأن الله قال لإبليس { وإن عليك اللعنة } كذلك أكل الربا عليه اللعنة وموكله عليه اللعنة مطرود مبعد عن رحمة الله ثم هذا الذي يأكله سحتاً وكل جسد نبت من السحت فالنار أولى به ثم إن هذا الربا الذي يدخل عليك ينزع الله به البركة من مالك وربما يوالي عليه النكبات حتى يلتفت قال الله تعالى { وما آتيتكم من ربا ليروا في أموال الناس فلا يربوا عند الله } وأما الذي أعطى الربا فإن وجه اللعنة في حقه أنه أعان على ذلك فإذا قال قائل هل الإنسان من توبة إذا كان يتعاطى الربا ثم من الله عليه واهتدى نقول نعم له توبة ومن الذي يحول بينه وبين توبة الله ولكن لا بد من صدق التوبة وإخلاصها والندم على الذنب والعزم على ألا يعود

পাপ ও সীমানা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমার ভাইকে সাহায্য করো, সে জালেম হোক বা মাজলুম (অত্যাচারিত)।" সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! মাজলুমকে সাহায্য করার বিষয়টি তো বুঝলাম, কিন্তু জালেমকে কীভাবে সাহায্য করব?" তিনি বললেন: "তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখবে, আর এটাই হলো তাকে তোমার সাহায্য করা।" যখন কোনো মানুষের অর্থের প্রয়োজন হয় এবং সে ব্যাংকে গিয়ে দশ হাজারের বিনিময়ে এগারো হাজার গ্রহণ করে, তখন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম সত্তা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবানীতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এবং গ্রহণকারী উভয়ই অভিশপ্ত হয়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে লানত বা অভিশাপ দিয়েছেন, তার জন্য সেই

অভিশাপ কার্যকর হওয়া অতি নিকটতর। লানত অর্থ হলো আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত ও দূরবর্তী হওয়া। এই অভিশপ্ত ব্যক্তি শাস্তির ক্ষেত্রে ইবলিসের অংশীদার হবে, কারণ আল্লাহ ইবলিসকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন: {আর নিশ্চয়ই তোমার ওপর অভিশাপ।} অনুরূপভাবে সুদখোর এবং সুদদাতার ওপরও অভিশাপ; তারা আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত ও দূরবর্তী। উপরন্তু, সে যা ভক্ষণ করছে তা অবৈধ সম্পদ হিসেবে ভক্ষণ করছে। আর যে দেহ অবৈধ উপার্জনে বেড়ে ওঠে, জাহান্নামের আগুনই তার জন্য অধিকতর উপযোগী। এছাড়া এই সুদের অনুপ্রবেশের ফলে আল্লাহ তোমার সম্পদ থেকে বরকত ছিনিয়ে নেন এবং সম্ভবত এর ওপর একের পর এক বিপর্যয় আপতিত হতে থাকে যতক্ষণ না তা ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {মানুষের ধন-সম্পদে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাকো, আল্লাহর নিকট তা বৃদ্ধি পায় না।} আর যে ব্যক্তি সুদ প্রদান করে, তার অভিশপ্ত হওয়ার কারণ হলো সে এই কাজে সহযোগিতা করেছে। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, কোনো ব্যক্তি যদি সুদি কারবারে লিপ্ত থাকে এবং পরবর্তীতে আল্লাহ তাকে অনুগ্রহ করেন ও সে সুপথ প্রাপ্ত হয়, তবে কি তার তাওবার সুযোগ আছে? আমরা বলব: হ্যাঁ, তার জন্য তাওবা রয়েছে। আল্লাহর তাওবা ও বান্দার মাঝে কে অন্তরায় হতে পারে? তবে তাওবা হতে হবে সত্যনিষ্ঠ ও একনিষ্ঠ; এর সাথে থাকতে হবে কৃত পাপের জন্য অনুশোচনা এবং পুনরায় তা না করার দৃঢ় সংকল্প।

(ص: 334) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ثم إن كان صاحب الربا الذي أخذ منه قد استفاد فإن الربا يأخذ من المرابي ويتصدق به أو يوضع في بيت المال وإن كان لم يستفد فإنه يعطي المطلوب لأنه إذا استفاد لا يمكن أن نجمع له بين الحق من الربا وبين انتفاعه نقول أنت حظك الانتفاع ولكن إذا كان لم ينتفع فإنه يعطي ما أخذ من الربا وذكر الترمذي وغيره في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شاهدي الربا وكاتبه مع أن الشاهدين والكاتب ليس لهما منفعة لكن أعانوا على تثبيت الربا الشاهدان والكاتب

يثبت بهما الربا لأن الشاهدين يثبتان الحق والكاتب يوثقه ولهذا يكون هؤلاء الثلاثة الشاهدان والكاتب قد أعانوا على الإثم والعدوان فنالهم من ذلك نصيب فهؤلاء الخمسة كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله والشاهدين والكاتب خمسة وفي هذا الحديث دليل أن المعين على الإثم مشارك للفاعل وهو كذلك وهذا قد دل عليه القرآن قال الله تبارك وتعالى {وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره} وإما ينسينك الشيطان {وجلست ناسياً} فلا تقعد بعد الذكرى {يعني بعد أن تفتن} مع القوم الظالمين {وقال عز وجل} وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم {فالمشارك لفاعل الإثم ولو بالجلوس يكون له مثل على ما صاحب الإثم} إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً {في هذا دليل على التحذير من الربا ووجوب البعد

এরপর সুদ যার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে সে যদি তা দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকে, তবে সেই সুদ কারবারির নিকট থেকে গ্রহণ করে তা সদকা করে দেওয়া হবে অথবা বায়তুল মালে রাখা হবে। আর যদি সে উপকৃত না হয়ে থাকে, তবে তা পাওনাদারকে (যাকে দিতে হতো) প্রদান করা হবে। কেননা সে যদি উপকৃত হয়ে থাকে, তবে তার পক্ষে সুদের অধিকার এবং সেই সাথে তার উপকার ভোগ—এই উভয়টিকে একত্রিত করা সম্ভব নয়। আমরা বলব, তোমার প্রাপ্য হলো উপকার ভোগ। কিন্তু যদি সে উপকৃত না হয়ে থাকে, তবে সুদের যে অংশ নেওয়া হয়েছে তা তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ইমাম তিরমিযী এবং অন্যান্যরা অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদের সাক্ষীদ্বয় এবং তার লেখককে অভিসম্পাত করেছেন; যদিও সাক্ষীদ্বয় এবং লেখকের এতে কোনো পার্থিব স্বার্থ নেই, কিন্তু তারা সুদের কারবারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছে। সাক্ষীদ্বয় এবং লেখকের মাধ্যমেই সুদ সাব্যস্ত হয়; কারণ সাক্ষীদ্বয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করে আর লেখক তা নথিবদ্ধ করে সুদৃঢ় করে। এই কারণে এই তিনজন—অর্থাৎ সাক্ষীদ্বয় এবং লেখক—পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহায়তা করেছে, ফলে তারা এর অংশীদার হয়েছে। অতএব এই পাঁচজন ব্যক্তিই মুহাম্মদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জবানিতে অভিশপ্ত: সুদের ভক্ষক, সুদের দাতা, সাক্ষীদ্বয় এবং লেখক—এই পাঁচজন। এই হাদিসের মধ্যে দলিল রয়েছে যে, পাপের কাজে সহায়তাকারী ব্যক্তি মূল অপরাধীর অংশীদার হিসেবে গণ্য হবে এবং বিষয়টি এমনই। আল-কুরআনেও এর সপক্ষে প্রমাণ রয়েছে। মহান আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা বলেন: {আর যখন আপনি তাদের দেখেন যারা আমার আয়াতসমূহ নিয়ে উপহাস করে, তখন আপনি তাদের থেকে সরে যান যতক্ষণ না তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত হয়। আর শয়তান যদি আপনাকে ভুলিয়ে দেয় {অর্থাৎ আপনি বিস্মৃতির কারণে বসে থাকেন}, তবে স্মরণের পর {অর্থাৎ সচেতন হওয়ার পর} আর যালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে বসবেন না।} {এবং মহান আল্লাহ বলেন,} আর তিনি কিতাবে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন তোমরা তাদের সঙ্গে বসবে না যতক্ষণ না তারা অন্য কোনো প্রসঙ্গে লিপ্ত হয়। অন্যথায় তোমরাও তাদের মতোই গণ্য হবে। {পাপের কাজে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি, এমনকি কেবল বসে থাকার মাধ্যমেও, সে পাপাচারীর অনুরূপ পাপের ভাগীদার হবে।} নিশ্চয়ই তোমরা তখন তাদের মতোই হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদের জাহান্নামে একত্রে সমবেত করবেন। {এর মধ্যে সুদের ব্যাপারে সতর্কবার্তা এবং এ থেকে দূরে থাকা ওয়াজিব বা আবশ্যিক হওয়ার দলিল রয়েছে।}

(ص: 335) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

عنه والمسلمون ما ضرهم الذي ضرهم إلا بهذا الربا تجد الفقير المسكين يهون عليه أن يستدين بالربا لأنه لا يكلفه إلا زيادة الكمية والله أعلم بنيته قد يكون ليس بنيته أن يوفي عند حلول الأجل لكن يستسهل هذا ويستدين فتتراكم عليه الديون بدون ضرورة حتى إن بعض المساكين السفهاء الضعيف الإيمان يستدين من أجل أن يفرش درج العبارة هل هناك ضرورة لا ضرورة ولا حاجة أيضاً عاش الناس أزمنة طويلة لا يفرشون الدرج ولم يضرهم ذلك شيئاً يستدين من أجل أن

أشياء ليست مهمة هل هناك ضرورة لا ضرورة لكن الشيطان يغريه ولم يعلم هذا المسكين أن الذي له الدين لا يرحمه إذا حل الأجل سوف يطالبه بالوفاء أو بالحبس أو بمضاعفة الربا عليه كما هو الواقع عند كثير من الذين لا يمتثلون قول الله { وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ } وغفل هذا المسكين عن كون نفسه إذا مات معلقة بدينه حتى يدفع عنه وغفل هذا المسكين عن كون النبي إذا قدمت إليه الجنازة وخطى يصلي عليها فسأل هل عليه دين قالوا نعم قال عليه وفاء قالوا لا قال صلوا على صاحبكم وترك الصلاة عليه مما يدل على عظم الدين وغفل هذا المسكين عن كون القتل في سبيل الله إذا قتل الإنسان في سبيل الله فالشهادة تكفر كل شيء إلا الدين لا تكفره ومع ذلك يقع في ذلك كثير من سفهائنا يستهين بالدين يكون عنده سيارة تساوي عشرين ألفاً وقد مشت حاله كفته يقول لا ما يكفي أنا أشتري سيارة بثمانين ألفاً وتقول ما معك شيء يقول آخذها بالتقسيط أو أتحيل على الربا كما يفعل بعض الناس يأتي المعرض يقول بكم السيارة الفلانية يقول له بكذا وكذا

সুদই মুসলমানদের সেই অপূরণীয় ক্ষতি করেছে যা আজ তারা ভোগ করছে। আপনি লক্ষ্য করবেন যে, একজন নিঃস্ব দরিদ্র ব্যক্তির কাছে সুদে ঋণ গ্রহণ করা খুব সহজ মনে হয়, কারণ তার কাছে এটি কেবল পরিমাণের সামান্য বৃদ্ধি ছাড়া আর অন্য কোনো বোঝা মনে হয় না। আল্লাহ তার নিয়ত সম্পর্কে সম্যক অবগত; হতে পারে তার মনে মেয়াদ শেষ হলে ঋণ পরিশোধের কোনো পরিকল্পনাই নেই, কিন্তু সে বিষয়টিকে সহজ মনে করে ঋণ গ্রহণ করে। ফলে কোনো জরুরি আবশ্যকতা ছাড়াই তার ওপর ঋণের পাহাড় জমে যায়। এমনকি ঈমানে দুর্বল কিছু নির্বোধ অভাবী মানুষ দালানের সিঁড়িতে কার্পেট বিছানোর মতো বিলাসিতার জন্যও ঋণ গ্রহণ করে। সেখানে কি কোনো আবশ্যকতা আছে? সেখানে কোনো আবশ্যকতা নেই, এমনকি কোনো প্রয়োজনও নেই। মানুষ দীর্ঘকাল সিঁড়িতে কার্পেট না বিছিয়েই বসবাস করেছে এবং তাতে তাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়নি। সে এমন সব অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের জন্য ঋণ গ্রহণ করে যেগুলোর কোনো গুরুত্ব নেই। সেখানে কি কোনো আবশ্যকতা আছে? কোনো আবশ্যকতা নেই, কিন্তু শয়তান তাকে প্রলুব্ধ করে। এই হতভাগ্য ব্যক্তি জানে না যে, পাওনাদার ঋণের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর তার প্রতি কোনো দয়া দেখাবে না; সে হয়

পরিশোধের কঠোর দাবি জানাবে, নয়তো তাকে কারারুদ্ধ করবে, অথবা তার ওপর সুদের পরিমাণ দ্বিগুণ করে দেবে। যারা আল্লাহর এই নির্দেশ পালন করে না যে—“যদি ঋণগ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত অবকাশ দাও”—তাদের ক্ষেত্রে বর্তমানে এটিই বাস্তব চিত্র। এই হতভাগ্য ব্যক্তি এ বিষয়েও গাফেল যে, ঋণের বোঝা নিয়ে মৃত্যুবরণ করলে তার আত্মা ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে যতক্ষণ না তার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করা হয়। সে আরও ভুলে গেছে যে, নবী করীম (সা.)-এর নিকট যখন কোনো জানাজা উপস্থিত করা হতো এবং তিনি জানাজার নামাজ পড়ানোর জন্য অগ্রসর হতেন, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করতেন: “তার ওপর কি কোনো ঋণ আছে?” যদি তারা বলতেন “হ্যাঁ”, তবে তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করতেন: “পরিশোধের কোনো ব্যবস্থা আছে কি?” তারা যদি বলতেন “না”, তখন তিনি বলতেন: “তোমরা তোমাদের সাথীর জানাজা পড়ে নাও।” তিনি স্বয়ং তার জানাজা পড়া থেকে বিরত থাকতেন, যা ঋণের ভয়াবহতা ও গুরুত্ব নির্দেশ করে। এই হতভাগ্য ব্যক্তি এটিও বিস্মৃত হয়েছে যে, আল্লাহর পথে কেউ শহীদ হলেও শাহাদাত তার ঋণ ব্যতিরেকে অন্য সব গুনাহ মোচন করে দেয়; কিন্তু ঋণ মোচন করা হয় না। তা সত্ত্বেও আমাদের অনেক নির্বোধ মানুষ ঋণকে তুচ্ছজ্ঞান করে এবং এতে লিপ্ত হয়। কারো হয়তো বিশ হাজার মূল্যের একটি গাড়ি আছে যা তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট, কিন্তু সে বলে: “না, এটি যথেষ্ট নয়, আমি আশি হাজার মূল্যের একটি গাড়ি কিনব।” তাকে যখন বলা হয় যে তোমার কাছে তো কোনো অর্থ নেই, তখন সে বলে: “আমি কিস্তিতে নেব অথবা সুদের বিভিন্ন কূটকৌশল অবলম্বন করব।” যেমন কিছু লোক শোরুমে এসে বলে: “অমুক গাড়িটির দাম কত?” তখন তাকে এর মূল্য সম্পর্কে জানানো হয়।

(ص: 336) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ويذهب إلى التاجر ويقول له اشتريها وبيعها علي أعوذ بالله حيل على رب العالمين
مكر خداع { يخادعون الله وهو خادعهم } يعني هذا التاجر ما قصد السيارة قصد
الزيادة ولهذا لو قيل للتاجر بعها عليه برأس مالك الذي اشتريتها به فبا الفائدة ما

أبيعه إلا بالربا بالزيادة يقول بعض الناس الذين يزين لهم الشيطان يقول احتج على الذي يقول هذا ما يجوز فنقول هذا كذب على الله رجل جاء محتاج سيارة هذا بعيد جدا ثم إن المسموع عن هؤلاء أنه إذا هون كتب اسمه في القائمة السوداء ما عاد يعامل مرة أخرى هذا كالإجبار على أن يبقى تحيل على رب العالمين ما يصلح والله لو سألنا هذا التاجر الذي أخذ السيارة من المعرض ثم باعها لهذا ماذا تقصد أتقصد الإحسان لهذا الرجل قال أبدا ولا بيني وبينه معرفة أقصد البائة مائة وعشرة هذا ما أقصده هذا هو الواقع كيف نتحايل على رب العالمين لو جاء هذا الرجل إلى البنك قال أعطني مائة ألف وعشرة واشتري السيارة أهون من هذا الدين لأن الخداع أشد من الصريح المخادع ارتكب الإثم مع زيادته ماذا الخداع والصريح ارتكب الإثم وهو يعترف أنه إثم ويحاول أن يتوب عنه لأن نفسه لا ترضى عن هذا الشيء لكن المشكلة المخادع يرى أن هذا حلال ويستمرئ هذا الفعل ويقول ما فيه شيء اسأل نفسك لا تسأل أحدا الرسول قال الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس والبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب وإن أفتاك الناس وأفتوك لا تسأل أحدا هل أنت اشتريت السيارة شراء حقيقيا تطلب به الربح كلا أبدا لولا أن هذا جاء ما اشتريتها إذا فالسيارة شراؤها مقصود أو غير مقصود غير مقصود المقصود بيده الدراهم لكن بدل ما يقول هذا بخمسين ألفا بستين ألفا مقسطة يقول اذهب عاينها وأنا أذهب إلى المعرض اشتريها بخمسين ألفا وأبيعها عليك بستين ألفا كل إنسان مجرد من الهوى يعرف أن هذا حرام ولا إشكال فيه وإن سألت الناس وأفتوك الذي يسألك يوم القيامة هو رب العالمين هو الذي يعلم ما في قلبك وإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لو احتجت سلعة من عند إنسان سيارة عند إنسان وأنت لا تجد دراهم وذهبت

সে ব্যবসায়ীর কাছে যায় এবং তাকে বলে, "এটি ক্রয় করুন এবং আমার কাছে বিক্রয় করুন।" আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি; এটি রব্বুল আলামীনের সাথে এক প্রকার ছলনা,

চাতুর্য ও প্রতারণা। "তারা আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায়, অথচ তিনি তাদেরকেই প্রতারিত করেন।" অর্থাৎ, এই ব্যবসায়ীর উদ্দেশ্য গাড়িটি নয়, বরং তার উদ্দেশ্য হলো অতিরিক্ত মুনাফা। এই কারণেই, যদি ব্যবসায়ীকে বলা হয় যে, আপনি গাড়িটি যে দামে ক্রয় করেছেন সেই আসলের বিনিময়েই তার কাছে বিক্রয় করে দিন, তবে সে বলবে, "তাহলে লাভ কী? আমি সুদের (অতিরিক্ত অংশের) উদ্দেশ্য ছাড়া এটি বিক্রয় করব না।" শয়তান যাদের কাজকে সুশোভিত করে দেয়, তাদের কেউ কেউ বলে যে, যারা এটাকে নাজায়েয বলে তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপন করা উচিত। আমরা বলব, এটি আল্লাহর ওপর মিথ্যাচার। একজন লোক এসেছে যার গাড়ির প্রয়োজন—এটি (তাদের দাবির ক্ষেত্রে) অত্যন্ত আবাস্তব বিষয়। উপরন্তু, এদের সম্পর্কে যা শোনা যায় তা হলো, যদি কেউ লেনদেন থেকে পিছিয়ে আসে, তবে তার নাম তারা 'কালো তালিকায়' অন্তর্ভুক্ত করে দেয় যেন তার সাথে পুনরায় লেনদেন করা না হয়। এটি লেনদেনে লিপ্ত থাকার জন্য অনেকটা বাধ্য করার মতো; রব্বুল আলামীনের সাথে এমন ছলনা করা সমীচীন নয়। আল্লাহর কসম, আমরা যদি সেই ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসা করি যে শোরুম থেকে গাড়িটি নিয়ে তার কাছে বিক্রয় করেছে যে, "আপনার উদ্দেশ্য কি লোকটির প্রতি অনুগ্রহ করা?" সে বলবে, "কখনোই নয়, এমনকি তার সাথে আমার কোনো জানাশোনাও নেই। আমার উদ্দেশ্য হলো একশোর বিপরীতে একশো দশ।" এটিই বাস্তব অবস্থা। তবে আমরা কীভাবে রব্বুল আলামীনের সাথে ছলনা করি? এই ব্যক্তিটি যদি ব্যাংকে গিয়ে বলত যে "আমাকে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা দিন যেন আমি গাড়িটি কিনতে পারি," তবে সেটি এই ঋণের চেয়েও সহজতর হতো। কারণ প্রতারণা স্পষ্ট পাপের চেয়েও অধিক ভয়াবহ। প্রতারক ব্যক্তি পাপ করার পাশাপাশি প্রতারণার অতিরিক্ত অপরাধেও লিপ্ত হয়। আর যে স্পষ্ট পাপ করে, সে স্বীকার করে যে এটি পাপ এবং তা থেকে তওবা করার চেষ্টা করে, কারণ তার বিবেক এতে তৃপ্ত হয় না। কিন্তু সমস্যা হলো, প্রতারক মনে করে এটি হালাল এবং সে এই কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে ও বলে যে এতে কোনো দোষ নেই। আপনি নিজের অন্তরকে জিজ্ঞাসা করুন, অন্য কাউকে নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "পাপ হলো তা যা তোমার মনে খটকা সৃষ্টি করে এবং মানুষের কাছে প্রকাশ হওয়াকে তুমি অপছন্দ করো। আর পুণ্য হলো তা যা দ্বারা নফস ও অন্তর প্রশান্তি লাভ করে, যদিও মানুষ তোমাকে এর অনুকূলে ফতোয়া দিক বা না দিক।" কাউকে জিজ্ঞাসা করবেন না; আপনি কি গাড়িটি প্রকৃতপক্ষে মুনাফা অর্জনের জন্য ক্রয় করেছিলেন? কখনোই নয়। এই লোকটি যদি না আসত, তবে আপনি গাড়িটি ক্রয় করতেন না। সুতরাং, গাড়ি ক্রয় করা কি আপনার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল? না, এটি

উদ্দেশ্য ছিল না। আসল উদ্দেশ্য হলো নগদ অর্থ। কিন্তু সে সরাসরি এটি না বলে যে "কিস্তিতে পঞ্চাশ হাজারের জিনিস ষাট হাজার," বরং সে বলে যে "যাও গাড়িটি দেখে আসো, আমি শোরুমে গিয়ে এটি পঞ্চাশ হাজারে কিনব এবং তোমার কাছে ষাট হাজারে বিক্রি করব।" প্রবৃত্তি মুক্ত প্রত্যেক মানুষই জানে যে এটি হারাম এবং এতে কোনো সংশয় নেই। মানুষ আপনাকে ফতোয়া দিলেও কিয়ামতের দিন রব্বুল আলামীনই আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, যিনি আপনার অন্তরের খবর জানেন। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ) যেমনটি বলেছেন, "যদি আপনার কোনো ব্যক্তির নিকট থাকা পণ্যের (যেমন গাড়ির) প্রয়োজন হয় এবং আপনার কাছে নগদ অর্থ না থাকে, এমতাবস্থায় আপনি যদি যান..."

(ص: 337) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

إلى الذي عنده السيارة تشتريها منه وهي تساوي الآن نقدي خمسين وقلت له بيعها لي بستين إلى سنة ثم أخذتها وبعتها يقول شيخ الإسلام هذا حرام ولا تحل وحيلة وهي من العينة التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إذا تباعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالحرث وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم وهذه الصلة فيها واضحة أما مسألة التوافر فالسلعة موجودة عند البائع لهذا ولغيره إن جاءه من اشتراه بنقد باعها بخمسين وإن جاءه من يشتريها مؤجلة بستين باعها لكن الإنسان ما له غرض في السلعة نهائياً ليس له إلا الربا ثم يستمرئ هذا الأمر ويقول هذا حلال فكر يوم القيامة ستلاقي ربك وحدك ما معك أحد لا مفتي ولا غير مفتي والله تعالى هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والحاصل أن الربا يجب الحذر منه ولهذا تبيناً على ما قلت لما سهل الأمر عند الفقهاء لما سهل عندهم هذا صار ما أسهل أن يقول للتاجر يا فلان أنا أبغي السيارة الفلانية قال اذهب واشترئها من المعرض وأنا

أسدّد القِيمة للمعرّض وأبيعها لك بالزيادة سهل الدين على الناس ولكن لو لم
يجدوا من يسهل الأمر عليهم امتنعوا بعض الشيء وسلمت ذمهم واستراحوا نسأل
الله لنا ولكم التوفيق والهداية}

সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে যার কাছে একটি গাড়ি রয়েছে এবং আপনি তা তার থেকে ক্রয় করছেন, যার বর্তমান নগদ মূল্য পঞ্চাশ; আপনি তাকে বললেন: 'এক বছর মেয়াদের শর্তে এটি আমার কাছে ষাট হাজারে বিক্রি করুন', অতঃপর আপনি তা গ্রহণ করে বিক্রি করে দিলেন—এ বিষয়ে শায়খুল ইসলাম বলেন: এটি হারাম এবং তা বৈধ নয়; বরং এটি একটি অপকৌশল। এটি সেই 'ঈনাহ' (একই পণ্য ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিক্রয়) লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত যা থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সতর্ক করেছেন এবং বলেছেন: "যখন তোমরা ঈনাহ পদ্ধতিতে লেনদেন করবে, গরুর লেজ ধরবে (অর্থাৎ কেবল পশুপালনে মগ্ন হবে), চামাবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ পরিত্যাগ করবে, তখন আল্লাহ তোমাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন, যা তোমাদের অন্তর থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত দূর করবেন না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দ্বীনের দিকে ফিরে আসো।" এই লেনদেনে সেই লাঞ্ছনার সংশ্লিষ্টতা স্পষ্ট। আর পণ্য সহজলভ্য হওয়ার বিষয়টি হলো—পণ্যটি বিক্রেতার নিকট এই ক্রেতার জন্য বা অন্যদের জন্য মজুদ থাকে; যদি কেউ নগদে কিনতে আসে তবে তিনি পঞ্চাশে বিক্রি করেন, আর যদি কেউ বাকিতে কিনতে আসে তবে তিনি ষাটে বিক্রি করেন। কিন্তু মানুষের এই পণ্যের প্রতি বিন্দুমাত্র কোনো প্রয়োজন থাকে না, তার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে সুদ। অতঃপর সে এই বিষয়টিকে সহজভাবে গ্রহণ করে এবং বলে যে এটি হালাল। কিয়ামতের দিনের কথা ভাবুন, যখন আপনি একাকী আপনার রবের মুখোমুখি হবেন, তখন আপনার সাথে কেউ থাকবে না—কোনো মুফতি বা অন্য কেউ নয়। আর আল্লাহ তাআলা চোখের খিয়ানত এবং অন্তরে যা গোপন থাকে সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। সারকথা হলো, সুদ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যিক। এ কারণেই আমি যা বলেছি তা স্পষ্ট হয়েছে যে, যখন সাধারণ মানুষের কাছে বিষয়টি সহজ করে দেওয়া হয়, তখন তাদের জন্য এটি বলা কতই না সহজ হয়ে যায়—'হে অমুক, আমার অমুক গাড়িটি প্রয়োজন'। তখন ব্যবসায়ী বলে—'যাও শোরুম থেকে তা পছন্দ করো, আমি শোরুমের মূল্য পরিশোধ করে দিচ্ছি এবং তোমার কাছে অতিরিক্ত মূল্যে তা বিক্রি করছি'। এভাবে মানুষের ওপর ঋণ বা দেনার বোঝা সহজ হয়ে যায়। অথচ তারা যদি এমন কাউকে না পেত যে তাদের জন্য এই পথ সহজ করে দেয়, তবে তারা তা থেকে কিছুটা বিরত থাকত, ফলে তাদের

দায়বদ্ধতাগুলো কলঙ্কমুক্ত থাকত এবং তারা শান্তিতে থাকত। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের ও আপনাদের জন্য তাওফিক ও হিদায়াত কামনা করছি।

(ص: 338) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب تحريم الرياء

قال الله تعالى {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء} وقال تعالى {لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ} وقال تعالى {يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا}

[الشَّرْحُ]

قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تحريم الرياء
مصدر رأى يقال رأى يرأى رياء ومراعاة كجاهد يجاهد جهادا ومجاهدة والمراد
بالرياء هنا أن يتعبد الإنسان لربه عز وجل ولكن يحسن العبادة من أجل أن يراه
الناس فيقولون ما أعبدته ما أحسن عبادته وما أشبه ذلك فهو يريد من الناس أن
يمدحوه في عبادته لا يريد أن يتقرب إليهم بالعبادة لأنه لو فعل هذا لكان شركا
أكبر لكنه يريد أن يمدحوه في عبادة الله فيقولون فلان عابد فلان كثير الصوم فلان
كثير الصدقة وما أشبه ذلك فهو لا يخلص لله في عمله لكن يريد أن يمدحه الناس
على ذلك فهو يرأى الناس والرياء يسيرة من الشرك الأصغر وكثيرة من الشرك
الأكبر ثم استدل المؤلف رحمه الله على تحريمه بآيات منها قول الله تعالى وما أمروا
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يعني ما أمر الناس إلا

লোকপ্রদর্শন বা রিয়া হারাম হওয়া সম্পর্কিত অধ্যায়

আল্লাহ তাআলা বলেন, "তাদেরকে কেবল এই নির্দেশই প্রদান করা হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে একমুখীভাবে তাঁর ইবাদত করে।" আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, "তোমরা খোঁটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমাদের দান-সদকাকে সেই ব্যক্তির মতো নষ্ট করো না, যে নিজের সম্পদ ব্যয় করে মানুষকে দেখানোর জন্য।" এবং আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, "তারা মানুষকে দেখায় এবং আল্লাহকে খুব অল্পই স্মরণ করে।"

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে 'রিয়া হারাম হওয়া সম্পর্কিত অধ্যায়'-এ বলেছেন যে, 'রিয়া' শব্দটি 'রাআ' ক্রিয়ামূল থেকে আগত একটি মাসদার। যেমন বলা হয়— 'রাআ, ইউরাঈ, রিয়াআন ওয়া মুরাআতান', যা 'জাহাদা, ইউজাহিদু, জিহাদান ওয়া মুজাহাদাতান'-এর অনুরূপ। এখানে রিয়া বলতে উদ্দেশ্য হলো— মানুষ তার মহান রবের ইবাদত করবে ঠিকই, কিন্তু সে ইবাদতকে কেবল এই উদ্দেশ্যে সুন্দরভাবে সম্পাদন করবে যেন মানুষ তাকে দেখে এবং বলে যে, "সে কত বড় ইবাদতকারী!", "তার ইবাদত কতই না চমৎকার!" এবং এই জাতীয় কথা। সে চায় মানুষ তার ইবাদতের প্রশংসা করুক; সে ইবাদতের মাধ্যমে সরাসরি মানুষের নৈকট্য হাসিল করতে চায় না, কারণ যদি সে তা করত তবে তা বড় শিরক হতো। বরং সে চায় আল্লাহর ইবাদত করার কারণে মানুষ তার প্রশংসা করুক এবং বলুক যে, অমুক ব্যক্তি বড় ইবাদতকারী, অমুক ব্যক্তি প্রচুর রোজা রাখে, অমুক ব্যক্তি অনেক দান-সদকা করে ইত্যাদি। সে তার কাজে আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ নয়, বরং সে চায় মানুষ তার প্রশংসা করুক। এভাবে সে মানুষকে দেখানোর জন্য কাজ করে। রিয়ার সামান্য উপস্থিতি ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত এবং এর আধিক্য বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) এটি হারাম হওয়ার সপক্ষে বেশ কিছু আয়াত দলিল হিসেবে পেশ করেছেন, যার মধ্যে আল্লাহ তাআলার এই বাণীটি রয়েছে: "তাদেরকে কেবল এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে একমুখীভাবে তাঁর ইবাদত করে।" অর্থাৎ মানুষকে কেবল এই আদেশই দেওয়া হয়েছে যে...

بهذا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين يصلون إخلاصاً لله ويتصدقون إخلاصاً لله ويصومون إخلاصاً لله ويحجون إخلاصاً لله ويساعدون الناس إخلاصاً له إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة نكون مخلصين لله في ذلك {وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ} يأتون بها مستقيمة على الوجه الأكمل {وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ} يعطونها مستحقها {وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ} أي دين الملة القيمة والمخلص لله عز وجل لا يكون في قلبه رياء لأنه إنما يريد بعبادته وجه الله وثواب الله والدار الآخرة وقال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} يعني إذا أعطيت الفقير صدقة فلا تمن عليه وتبقي كل ساعة تقول أنا أعطيتك أنا فعلت لأن هذا يبطل الأجر والأذى تؤذيه تؤذي الفقير بأن تتسلط عليه وترى أنك فوقه وما أشبه ذلك هذا أيضاً يبطل الأجر {كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} الشاهد هذا الشاهد من الآية هذه الجملة كالذي ينفق ماله رثاء الناس ليمدحوه ويقولوا ما أكثر صدقته وما أشبه ذلك {وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} وقال الله تبارك وتعالى {يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا} وهذا من أوصاف المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يقومون بنشاط ومحبة ولهف لها بل يقومون كسالى وأيضاً لا يصلون إلا مراعاة للناس والعياذ بالله ولهذا أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء والفجر لأنه

এর মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে তাঁর প্রতি আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে; তারা সালাত আদায় করবে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য, সদকা করবে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য, সিয়াম পালন করবে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য, হজ পালন করবে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য এবং মানুষকে সাহায্য করবে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য। এভাবেই অন্যান্য সকল নেক আমলের ক্ষেত্রে আমাদের আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হতে হবে। {এবং তারা সালাত কয়েম করবে} অর্থাৎ তারা তা যথাযথভাবে ও পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করবে। {এবং তারা জাকাত প্রদান করবে} অর্থাৎ তারা এর হকদারদের তা প্রদান করবে।

{আর এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন} অর্থাৎ এটি সঠিক ও সুপ্রতিষ্ঠিত মিল্লাতের ধর্ম। আর মহান আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ ব্যক্তির হৃদয়ে কোনো লোকদেখানো মনোভাব (রিয়া) থাকে না; কারণ সে তার ইবাদতের মাধ্যমে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি, তাঁর পুরস্কার এবং পরকালীন নিবাস কামনা করে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: {হে মুমিনগণ, তোমরা খোঁটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমাদের সদকাকে নষ্ট করো না}। এর অর্থ হলো, যখন তুমি কোনো অভাবীকে সদকা দেবে, তখন তাকে খোঁটা দিও না এবং প্রতি মুহূর্তে এ কথা বলো না যে, "আমি তোমাকে দিয়েছি", "আমি তোমার জন্য এটি করেছি"; কারণ এটি সওয়াব বিনষ্ট করে দেয়। আর 'কষ্ট দেওয়া' হলো সেই অভাবী ব্যক্তিকে কষ্ট দেওয়া—তার ওপর চড়াও হয়ে বা নিজেকে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে কিংবা এই জাতীয় আচরণের মাধ্যমে। এটিও সওয়াব বিনষ্ট করে দেয়। {সেই ব্যক্তির মতো, যে নিজের সম্পদ ব্যয় করে লোকদেখানোর জন্য এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না}। এই আয়াতের মূল প্রাসঙ্গিক অংশটি হলো এই বাক্য: "সেই ব্যক্তির মতো, যে নিজের সম্পদ ব্যয় করে লোকদেখানোর জন্য", যাতে লোকেরা তার প্রশংসা করে এবং বলে যে, "সে কত দানশীল" বা এই জাতীয় কিছু; "এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না"। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন: {তারা লোকদেখানো কাজ করে এবং আল্লাহকে খুব সামান্যই স্মরণ করে}। আর এটি মুনাফিকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য; যখন তারা সালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে দাঁড়ায়। তারা কোনো উদ্দীপনা, ভালোবাসা বা ব্যাকুলতা নিয়ে দাঁড়ায় না, বরং অলসতার সাথেই দাঁড়ায়। তদুপরি তারা কেবল লোকদেখানোর উদ্দেশ্যেই সালাত আদায় করে—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। আর এ কারণেই তাদের কাছে এশা ও ফজরের সালাত সবচাইতে বেশি ভারী মনে হয়, কারণ...

(ص: 340) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

في ذلك الوقت ما في نور ولا يعرف الحاضر من غير الحاضر فكانت أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر فهؤلاء المنافقون يراءون الناس يعني لا يأتون

الصلاة إلا رياء ولا ينفقون إلا رياء ولا يخرجون في الجهاد إلا رياء فعلى هذا فإن من رأى من المسلمين فقد شابه المنافقين والعياذ بالله وقال تعالى {قَوْلُ الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} أي يراءون في أعمالهم يريدون أن يراهم الناس فيمدحهم على عبادتهم فالرياء ذنب من الشرك وقد يكون شركاً أكبر وهو من صفات النفاق أعاذنا الله وإياكم من النفاق والله الموفق

1616 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

لما ذكر المؤلف رحمه الله في رياض الصالحين الآيات التي تدل على تحريم الشرك ومنه الرياء ذكر الأحاديث فمنها حديث أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً

সেই সময় কোনো আলো ছিল না এবং উপস্থিত ও অনুপস্থিত ব্যক্তিকে আলাদা করে চেনা যেত না। ফলে মুনাফিকদের কাছে ইশা ও ফজরের সালাত ছিল সবচেয়ে বেশি ভারী। এই মুনাফিকরা মূলত মানুষকে দেখানোর জন্য কাজ করে; অর্থাৎ তারা লোকদেখানো ছাড়া সালাতে আসে না, লোকদেখানো ছাড়া ব্যয় করে না এবং লোকদেখানো ছাড়া জিহাদে বের হয় না। এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, মুসলিমদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে কাজ করল, সে মুনাফিকদের সাদৃশ্য অবলম্বন করল—আল্লাহর কাছে আমরা এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। মহান আল্লাহ বলেন: "সুতরাং সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য দুর্ভোগ, যারা তাদের সালাত সম্পর্কে উদাসীন; যারা তা লোকদেখানোর জন্য করে।" অর্থাৎ তারা তাদের কর্মের মাধ্যমে মানুষকে দেখাতে চায়, যাতে মানুষ তাদের ইবাদতের প্রশংসা করে। রিয়া বা লোকদেখানো হলো শিরক পর্যায়ে একটি গুনাহ এবং কখনও কখনও এটি বড় শিরক হতে পারে। এটি কপটতা বা নিফাকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদের নিফাক থেকে রক্ষা করুন। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১৬১৬ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ বলেছেন: "অংশীদারদের শিরক (অংশীদারিত্ব) থেকে আমি সবচেয়ে বেশি অমুখাপেক্ষী। যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল যাতে আমার সাথে অন্য কাউকে শরিক করল, আমি তাকে এবং তার শিরককে বর্জন করি।" (মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) যখন রিয়াদুস সালিহীন গ্রন্থে শিরক এবং লোকদেখানো হারাম হওয়ার প্রমাণস্বরূপ আয়াতগুলো উল্লেখ করেছেন, এরপর তিনি হাদিসসমূহ বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে আবু হুরায়রার বর্ণিত হাদিসটি অন্যতম, যেখানে তিনি বলেন: আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আমি অংশীদারদের শিরক থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী। যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল..."

(ص: 341) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أشرك فيه معي غيري تركته وشركه هذا الحديث يسي عند العلماء حديث قدسي وهو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فيقول قال الله تعالى كذا لأن الأحاديث التي تروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن ينسبها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله فتسمى أحاديث قدسية وإما ألا ينسبها إلى الله فتسمى أحاديث نبوية هذا الحديث القدسي يقول الله تعالى فيه أنا أغنى الشركاء عن الشرك الشركاء كل محتاج إلى الآخر وكل محتاج إلى شركته ونصيبه وحصته لا يتنازل أحد للآخر عن نصيبه فمثلاً دار بين اثنين كل منهما محتاج للآخر لو حصل في الدار خلل أو احتاجت إلى تعبير صار الشريك لا بد أن يقول لشريكه الثاني أعطني أعطني نصيبي حتى نعلم البيت وصار كل إنسان متمسكاً بنصيبه من هذا البيت أما

الله تعالى فهو الغني عن كل شيء غني عن العالمين إذا عمل الإنسان عملاً لله ولغير الله تركه الله لو صلى الإنسان لله وللناس لم يقبل الله صلاته لا يقال إنه يقبل نصفها ويترك نصفها أو يقبلها قبولاً نصفياً لا لا يقبلها أبداً لو تصدق الإنسان بصدقة يرائي بها الناس فإنها لا تقبل منه لأن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك إذا عمل الإنسان عملاً أشرك فيه مع الله غيره فإن الله لا يقبله منه وفي هذا دليل على أن الرياء إذا شارك العبادة فإنها لا تقبل فلو أن الإنسان صلى أول ما صلى وهو يرائي الناس لأجل أن يقولوا فلان ما شاء الله يتطوع يصلي ويكثر الصلاة فإنه لا حظ له في صلاته ولا يقبلها الله عز وجل حتى لو أطال ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها

“যে ব্যক্তি আমার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করবে, আমি তাকে এবং তার শিরককে বর্জন করি।” এই হাদিসটিকে আলেমগণের নিকট 'হাদিসে কুদসি' বলা হয়। এটি এমন হাদিস যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, আল্লাহ তাআলা এরূপ বলেছেন। কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসসমূহ হয় তিনি আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করেন, তখন সেগুলোকে হাদিসে কুদসি বলা হয়; অথবা তিনি আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করেন না, তখন সেগুলোকে হাদিসে নববী বলা হয়। এই হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন: “অংশীদারিত্ব (শিরক) থেকে আমি সকল অংশীদারের তুলনায় অধিক অমুখাপেক্ষী।” অংশীদারদের প্রত্যেকেই অন্যের মুখাপেক্ষী এবং প্রত্যেকেই তার অংশীদারিত্ব, অংশ ও পাওনার প্রয়োজনে থাকে; কেউ অন্যের জন্য নিজের অংশ ছেড়ে দেয় না। উদাহরণস্বরূপ, দুই ব্যক্তির মালিকানাধীন একটি বাড়ি, যেখানে প্রত্যেকেই অন্যের মুখাপেক্ষী। যদি বাড়িতে কোনো ঋণ দেখা দেয় বা মেরামতের প্রয়োজন হয়, তবে এক অংশীদারকে অবশ্যই অপর অংশীদারকে বলতে হয়— “তোমার অংশটি দাও যাতে আমরা বাড়িটি সংস্কার করতে পারি।” এভাবে প্রত্যেকেই সেই বাড়িতে নিজের অংশের ব্যাপারে অনড় থাকে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা হলেন সকল বস্তু থেকে অমুখাপেক্ষী এবং সমস্ত জগত থেকে অমুখাপেক্ষী। যখন কোনো মানুষ আল্লাহ এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে, তখন আল্লাহ তাকে বর্জন করেন। যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ এবং মানুষের দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে, তবে আল্লাহ তার সালাত কবুল করবেন না।

এমনটি বলা যাবে না যে, তিনি অর্ধেক কবুল করবেন আর অর্ধেক বর্জন করবেন, অথবা আংশিকভাবে কবুল করবেন; বরং না, তিনি তা কখনোই কবুল করবেন না। যদি কোনো ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য সদকা করে, তবে তা তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না। কারণ আল্লাহ তাআলা অংশীদারিত্ব থেকে সকল অংশীদারের তুলনায় অধিক অমুখাপেক্ষী। মানুষ যখন এমন কোনো কাজ করে যাতে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করে, তবে আল্লাহ তা তার থেকে গ্রহণ করেন না। এর মাধ্যমে এটি প্রমাণিত হয় যে, লোকদেখানো মানসিকতা (রিয়া) যখন ইবাদতের সাথে যুক্ত হয়, তখন তা আর কবুল হয় না। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি সালাতের শুরু থেকেই মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে সালাত পড়ে—যাতে লোকে বলে, ‘মাশাআল্লাহ, অমুক ব্যক্তি নফল ইবাদত করছে, সালাত পড়ছে এবং প্রচুর সালাত আদায় করছে’—তবে তার সালাতে তার কোনো অংশ বা নেকি নেই। আল্লাহ আজজাওয়াজাল তা কবুল করবেন না, যদিও সে তার রুকু, সাজদাহ, কিয়াম এবং বৈঠক দীর্ঘায়িত করে।

(ص: 342) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

وصار لا يتحرك وصارت عينه في موضع سجوده فهي غير مقبولة لماذا؟ لأنه أشرك مع الله غيره يصلي لله والناس، الله غني عن عبادته سبحانه وتعالى لا تقبل. كذلك رجل تصدق صار يمشي على الفقراء ويعطيهم لكنه يرائي الناس من أجل أن يقولوا: فلان والله ما شاء الله رجل جواد كريم يتصدق فهذا أيضاً لا يقبل منه وإن أنفد ماله كله لأن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وعلى هذا فقس لكن إن طرأ الرياء على الإنسان يعني رجل مخلص شرع في الصلاة ثم صار في قلبه شيء من الرياء فهذا إن دافعه فلا يضره لأن الشيطان يأتي للإنسان في عبادته التي هو مخلص فيها من أجل أن يفسدها عليه بالرياء هذا لا يضر ولا ينبغي أن يكون ذليلاً أمام ما يلقيه الشيطان

من الرياء بل يجب أن يصمد وأن يستمر في عبادته لا يقول والله أنا صار معي رياء أخاف أن تبطل لا بل يستمر والشيطان إذا دحرته اندحر من شر الوسواس الخناس الذي يخنس ويولي مدبراً إذا رأى العزيمة فأنّت أعزم ولا يهلك هذا لا يضرّك أما إذا طرأ عليه الرياء بعد أن بدأ الصلاة مخلصاً لله ثم طرأ عليه الرياء واستمر استمر على الرياء والعياذ بالله فإنها تبطل الصلاة كلها من أولها إلى آخرها لأنها أي الصلاة إذا بطل آخرها بطل أولها فالحذر الحذر من الرياء والحذر الحذر من ترك العبادة خوفاً من الرياء لأن بعض الناس أيضاً يأتيه الشيطان يقول له لا تقم تصلي لا تقرأ صار هذا رياء لا يكن عليك السكينة والوقار هذا رياء من أجل ماذا؟ من أجل أن يصده عن هذا العمل الصالح فعليناً ألا ندع للشيطان مجالاً يفعل يقدم

এবং সে স্ববির হয়ে গেল এবং তার দৃষ্টি সেজদার জায়গায় নিবদ্ধ থাকল, তবুও তা কবুলযোগ্য নয়। কেন? কারণ সে আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশীদার করেছে; সে আল্লাহর জন্য এবং মানুষের জন্য নামাজ পড়ছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার ইবাদত থেকে অমুখাপেক্ষী, তাই তা কবুল করা হবে না।

তদ্রূপ এক ব্যক্তি দান-সদকা করল, সে দরিদ্রদের কাছে গিয়ে গিয়ে তাদের দান করতে লাগল, কিন্তু সে তা মানুষকে দেখানোর জন্য করল যাতে তারা বলে: অমুক ব্যক্তি, আল্লাহর শপথ! মাশাআল্লাহ্ অত্যন্ত দানশীল ও উদার মানুষ, সে সদকা করে। এটিও তার পক্ষ থেকে কবুল হবে না, যদিও সে তার সমস্ত সম্পদ নিঃশেষ করে দেয়। কেননা আল্লাহ বলেন, "অংশীদারদের মধ্যে আমি শিরক বা অংশীদারিত্ব থেকে সবচেয়ে বেশি অমুখাপেক্ষী। যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করল যাতে সে আমার সাথে অন্য কাউকে শরিক করেছে, আমি তাকে এবং তার শিরককে বর্জন করি।" আর এর ওপর ভিত্তি করেই অন্যান্য বিষয় অনুমান করে নি। তবে যদি কোনো মানুষের মনে হঠাৎ রিয়া বা লোক-দেখানোর প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়—অর্থাৎ একজন একনিষ্ঠ ব্যক্তি নামাজ শুরু করল, অতঃপর তার অন্তরে রিয়ার কিছু উদয় হলো—তবে যদি সে তা প্রতিহত করে, তবে তা তার কোনো ক্ষতি করবে না। কেননা শয়তান মানুষের সেই ইবাদতে বিঘ্ন ঘটাতে আসে যাতে সে একনিষ্ঠ থাকে, যাতে লোক-দেখানোর প্ররোচনার মাধ্যমে তা নষ্ট করে দিতে পারে। এটি কোনো ক্ষতি করবে না এবং শয়তান রিয়ার যে কুমন্ত্রণা দেয় তার সামনে হীনবল হওয়া উচিত নয়; বরং অটল থাকতে হবে এবং ইবাদত চালিয়ে যেতে

হবে। এমন বলা যাবে না যে, 'আল্লাহর কসম, আমার মনে তো রিয়া চলে এসেছে, আমি ভয় পাচ্ছি যে আমলটি বাতিল হয়ে যাবে।' না, বরং চালিয়ে যেতে হবে। আর শয়তানকে যখন আপনি বিতাড়িত করবেন, তখন সে বিতাড়িত হবে। সেই আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে যে পিছু হটে যায় এবং যখন দৃঢ় সংকল্প দেখে তখন পিঠ দেখিয়ে পলায়ন করে। সুতরাং আপনি দৃঢ় সংকল্প করুন এবং এর পরোয়া করবেন না, এটি আপনার কোনো ক্ষতি করবে না। কিন্তু যদি আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠভাবে নামাজ শুরু করার পর তার মধ্যে রিয়ার উদ্বেক হয় এবং সে সেই রিয়ার ওপরই অবিচল থাকে—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—তবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো নামাজই বাতিল হয়ে যাবে। কারণ নামাজ এমন এক ইবাদত যার শেষ অংশ বাতিল হলে প্রথম অংশও বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং লোক-দেখানো বা রিয়া থেকে অত্যন্ত সাবধান! আবার রিয়ার ভয়ে ইবাদত ছেড়ে দেওয়া থেকেও অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। কারণ কিছু মানুষের কাছে শয়তান এসে বলে, 'নামাজে দাঁড়িয়ে না, কুরআন পাঠ করো না, এগুলো রিয়া হয়ে যাচ্ছে; তোমার চলন-বলনে গাস্তীর্য ও স্থিরতা এনো না, এগুলো রিয়া।' সে কেন এমনটি করে? যাতে তাকে এই নেক আমল থেকে বিরত রাখা যায়। অতএব, শয়তানকে কোনো অবকাশ দেওয়া আমাদের উচিত নয়।

(ص: 343) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

يُصلي يكون عليه السكينة والوقار ولا يضرنا هذا وهو إذا كَفَحَ الشيطان ولم يبال به ففي النهاية يخنس يخنس الشيطان ويتراجع ويتقهقر فالإنسان في الحقيقة محاط بأمرين أمر قبل الإقدام على العبادة يثبته الشيطان يقول لا تعمل هذا رياء ترى الناس يمدحونك وأمر ثاني بعد أن يشرع في العبادة يأتيه الشيطان أيضاً فعليه أن يدحض الشيطان وأن يستعيز بالله منه وأن يمس في سبيله وألا يفتّر فإن قال قائل إذا فرغ الإنسان من العبادة وسمع الناس يثنون عليه وفرح بهذا هل يضره؟ فالجواب لا يضره لأن العبادة وقعت سليمة وكون الناس يثنون عليه هذا من عاجل

بشرى المؤمن أن يكون محل الثناء من الناس لكن هذا بعد أن ينتهي من العبادة
نهائياً سمع الناس يثنون عليه يقول الحمد لله الذي جعلني محل الثناء بالخير
كذلك أيضاً لو أن الإنسان فعل العبادة ولما انتهى منها سر بها فهل نقول هذا
السرور إعجاب يبطل العمل؟ لا ما يضره لأن الإعجاب أن الإنسان إذا فرغ من
العبادة أعجب بنفسه وأبلى على الله بها ومن على الله بها، هذا هو الذي يبطل عمله
والعياذ بالله، لكن هذا الإنسان ما خطر على بآله هذا، ولكن حمد الله وفرح أن الله
وفقه إلى الخير، هذا لا يضره، ولهذا جاء في الحديث: من سرتة حسنته وساءته
سيئته فذلك المؤمن جعلنا الله وإياكم منهم

সালাত আদায় করার সময় ব্যক্তির ওপর প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য বজায় থাকা উচিত। এটি আমাদের
কোনো ক্ষতি করবে না। সে যখন শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং তাকে গ্রাহ্য করবে না,
তখন শেষ পর্যন্ত শয়তান পিছু হঠবে, সংকুচিত হবে এবং অপসৃত হবে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ দুটি
বিষয়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রথমটি হলো ইবাদতে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বের বিষয়, যখন শয়তান
তাকে নিরুৎসাহিত করে বলে—'এটি করো না, এটি লৌকিকতা হবে; তুমি দেখবে মানুষ
তোমার প্রশংসা করছে।' আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো ইবাদত শুরু করার পর শয়তান পুনরায়
তার কাছে আসে। এমতাবস্থায় তার উচিত শয়তানকে বিতাড়িত করা, তার থেকে আল্লাহর
কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা, আপন পথে অবিচল থাকা এবং কোনো প্রকার শিথিলতা প্রদর্শন না
করা। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, কোনো মানুষ যখন ইবাদত সম্পন্ন করে এবং লোকজনকে তার
প্রশংসা করতে শুনে এতে আনন্দিত হয়, তবে কি তা তার আমলের কোনো ক্ষতি করবে? উত্তর
হলো: এটি তার কোনো ক্ষতি করবে না, কারণ ইবাদতটি সহিহ ও ত্রুটিমুক্তভাবেই সম্পন্ন
হয়েছে। আর মানুষের পক্ষ থেকে এই প্রশংসা পাওয়া মুমিনের জন্য পার্থিব জীবনের দ্রুততম
সুসংবাদ যে, সে মানুষের নিকট প্রশংসিত হচ্ছে। তবে এটি ইবাদত পুরোপুরি শেষ করার
পরের বিষয়। যখন সে লোকজনকে প্রশংসা করতে শুনবে, তখন বলবে: 'সমস্ত প্রশংসা
আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে কল্যাণের সাথে প্রশংসার পাত্র করেছেন।' একইভাবে, মানুষ যদি
কোনো ইবাদত করার পর তা সম্পন্ন করে আনন্দিত হয়, তবে কি আমরা বলব যে এই আনন্দই
সেই আত্মসন্তুষ্টি বা আমলকে নষ্ট করে দেয়? না, এটি তার কোনো ক্ষতি করবে না। কেননা
আত্মসন্তুষ্টি বা 'উজব' হলো মানুষ ইবাদত শেষ করার পর নিজের প্রতি নিজে মুগ্ধ হওয়া এবং

এর মাধ্যমে আল্লাহর ওপর অনুগ্রহ প্রকাশ করা; আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই, এটিই মূলত আমল বিনষ্ট করে দেয়। কিন্তু এই ব্যক্তির মনে তো এমন কোনো চিন্তা আসেনি, বরং সে আল্লাহর প্রশংসা করেছে এবং আনন্দিত হয়েছে যে আল্লাহ তাকে নেক কাজের তৌফিক দান করেছেন। এটি তার কোনো ক্ষতি করবে না। একারণেই হাদিসে এসেছে: 'যার নেক আমল তাকে আনন্দিত করে এবং মন্দ কাজ তাকে ব্যথিত করে, সেই হলো মুমিন।' আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

(ম: 344) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

1617 - وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه رجل استشهد فأُتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فبا عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأُتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فبا عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأُتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فبا عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار رواه مسلم جريء بفتح الجيم وكسر الراء وبالماء أي: شجاع حاذق

أما حديث أبي هريرة الثاني في ذكر أول من يقضي عليه يوم القيامة وهم ثلاثة
أصناف: متعلم ومقاتل ومتصدق المتعلم تعلم العلم وعلم القرآن وعلم ثم إن
الله سبحانه وتعالى

১৬১৭ - তাঁর (আবু হুরায়রা) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার বিচার করা হবে, সে হলো এমন এক ব্যক্তি যে শহীদ হয়েছিল। তাকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে, অতঃপর আল্লাহ তাকে প্রদত্ত নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং সে তা স্বীকার করবে। আল্লাহ বলবেন, তুমি এই নেয়ামতগুলোর বিনিময়ে কী আমল করেছ? সে বলবে, আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করেছি, এমনকি শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ; বরং তুমি তো এ জন্য লড়াই করেছিলে যেন তোমাকে 'বীর' বলা হয়, আর তা বলা হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো সে, যে ইলম অর্জন করেছে, তা অন্যকে শিখিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তাকেও উপস্থিত করা হবে এবং আল্লাহ তাকে তাঁর নেয়ামতগুলো চিনিয়ে দেবেন, আর সে তা চিনতে পারবে। আল্লাহ বলবেন, তুমি এর বিনিময়ে কী আমল করেছ? সে বলবে, আমি ইলম অর্জন করেছি, তা শিক্ষা দিয়েছি এবং আপনার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পাঠ করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ; বরং তুমি তো ইলম অর্জন করেছ যেন তোমাকে 'বিদ্বান' বলা হয় এবং কুরআন পাঠ করেছ যেন তোমাকে 'ক্বারী' বলা হয়, আর তা বলা হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর তৃতীয় ব্যক্তি হলো সে, যাকে আল্লাহ সচ্ছলতা দান করেছিলেন এবং সব ধরনের সম্পদ দান করেছিলেন। তাকেও উপস্থিত করা হবে এবং আল্লাহ তাকে তাঁর নেয়ামতগুলো চিনিয়ে দেবেন, আর সে তা চিনতে পারবে। আল্লাহ বলবেন, তুমি এর বিনিময়ে কী আমল করেছ? সে বলবে, এমন কোনো খাত নেই যাতে ব্যয় করা আপনি পছন্দ করেন আর আমি সেখানে আপনার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করিনি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ; বরং তুমি তো এ কাজ এ জন্য করেছ যেন তোমাকে 'দাতা' বলা হয়, আর তা বলা হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)। 'জারি' শব্দটি জিম বর্ণে ফাতহা এবং রা বর্ণে কাসরা ও মাদ্দ যোগে গঠিত, যার অর্থ হলো—নিপুণ সাহসী।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসটির বর্ণনায় এসেছে কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাদের বিচার করা হবে তাদের কথা; তারা হলো তিন শ্রেণির মানুষ: ইলম অন্বেষণকারী, যোদ্ধা এবং দানকারী। ইলম অন্বেষণকারী ব্যক্তি ইলম অর্জন করেছে, কুরআন শিখেছে এবং শিক্ষা দিয়েছে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা...

(ص: 345) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أُتِيَ بِهِ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَعَرَفَهُ اللَّهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا وَأَقْرَعَاعَتْ فَسَأَلَهُ مَاذَا صَنَعْتَ يَعْنِي فِي شُكْرِ هَذِهِ النِّعْمَةِ، فَقَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَقَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَبَكَى فَقَالَ اللَّهُ لَهُ: كَذَبْتَ، وَلَكِنْ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: قَارِئٌ لَيْسَ لِلَّهِ بَلْ لِأَجْلِ الرِّيَاءِ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ أَنْ يَخْلُصَ نِيَّتَهُ لِلَّهِ عِزَّ وَجَلَّ وَأَلَّا يَبْأَى أَقَالَ النَّاسَ أَنَّهُ عَالِمٌ أَوْ شَيْخٌ أَوْ أَسْتَاذٌ أَوْ مُجْتَهِدٌ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لَا يَهْمُهُ هَذَا الْأَمْرُ، لَا يَهْمُهُ إِلَّا رِضَا اللَّهِ عِزَّ وَجَلَّ حِفْظَ الشَّرِيعَةِ وَتَعْلِيلِهَا وَرَفْعَ الْجَهْلِ عَنْ نَفْسِهِ وَرَفْعَ الْجَهْلِ عَنْ عِبَادِ اللَّهِ حَتَّى يَكْتُبَ مِنَ الشَّهَدَاءِ الَّذِينَ مَرَّتَبَتُهُمْ بَعْدَ مَرَّتَبَةِ الصِّدِّيقِينَ.

{وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ} وَأَمَّا مَنْ تَعَلَّمَ لِغَيْرِ ذَلِكَ، لِيُقَالَ إِنَّهُ عَالِمٌ وَإِنَّهُ مُجْتَهِدٌ وَإِنَّهُ عَلَامَةٌ وَمَا أَشْبَهَ لَكَ مِنَ الْأَلْقَابِ فَهَذَا عَمَلُهُ حَاطِبٌ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ يَقْضَى عَلَيْهِ وَيُسْحَبُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ وَيَكْذَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُوبَخُ، أَمَّا الثَّانِي فَهُوَ رَجُلٌ مُقَاتِلٌ، قَاتِلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَتْلٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُتِيَ بِهِ إِلَى الرَّبِّ عِزَّ وَجَلَّ فَعَرَفَهُ نَعْمَةً فَعَرَفَهَا يَعْنِي النِّعْمَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَدَّةً وَأَعَدَّ وَرِزْقَهُ وَقَوَاهُ حَتَّى وَصَلَ

إلى هذه المرتبة إلى أن قاتل، ثم سئل ماذا صنعت فيها؟ فيها: قال يا رب قاتلت فيك، فيقال: كذبت، قاتلت من أجل أن يقال فلان شجاع جرئ وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه في النار والعياذ بالله وهكذا أيضاً المقاتل في سبيل الله المقاتلون في سبيل الله لهم نوايا متعددة من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، كما

কিয়ামতের দিন তাকে মহান আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হবে। এরপর আল্লাহ তাকে তাঁর নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং সে তা স্বীকার করে নেবে। এরপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন: 'এই নেয়ামতের শোকরগুজারিতে তুমি কী আমল করেছ?' সে বলবে: 'আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য ইলম শিক্ষা করেছি এবং কুরআন তিলাওয়াত করেছি।' আল্লাহ বলবেন: 'তুমি মিথ্যা বলেছ। বরং তুমি ইলম শিক্ষা করেছ যাতে তোমাকে "আলিম" বলা হয় এবং কুরআন তিলাওয়াত করেছ যাতে তোমাকে "ক্বারী" বলা হয়। এটা আল্লাহর জন্য ছিল না, বরং ছিল লোকদেখানো (রিয়া)।' অতঃপর তার ব্যাপারে আদেশ দেওয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এটি এই বিষয়ের প্রমাণ যে, ইলম অন্বেষণকারীর জন্য আবশ্যিক হলো তার নিয়তকে মহান আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করা। মানুষ তাকে আলিম, শায়খ, উস্তাদ কিংবা মুজতাহিদ অথবা অনুরূপ কিছু বলছে কি না, সে বিষয়ে তার দ্রক্ষেপ করা উচিত নয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, শরীয়ত সংরক্ষণ ও প্রচার এবং নিজের ও আল্লাহর বান্দাদের থেকে অজ্ঞতা দূরীকরণ ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ে তার দ্রক্ষেপ থাকা কাম্য নয়, যাতে তাকে সেই সকল শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য করা হয়, যাদের মর্যাদা সিদ্দীকগণের মর্যাদার পরেই।

‘আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, তারা ঐ সকল ব্যক্তিদের সাথী হবে যাদের ওপর আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন; অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং নেককার বান্দাগণ।’ পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করে—যাতে তাকে আলিম, মুজতাহিদ বা আল্লামা কিংবা অনুরূপ কোনো লকব (উপাধি) দেওয়া হয়—তবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, তার আমল তো নিষ্ফল। কিয়ামতের দিন যার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম বিচার সম্পন্ন হবে এবং যাকে উপুড় করে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, সে হলো এই ব্যক্তি। সেদিন তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে তিরস্কার করা হবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো সেই

যোদ্ধা, যে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করেছে এবং নিহত হয়েছে। যখন কিয়ামত দিবস উপস্থিত হবে, তাকে মহান রবের নিকট উপস্থিত করা হবে। এরপর তিনি তাকে তাঁর নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং সে তা স্বীকার করে নেবে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ তাকে যে সাহায্য করেছেন, যুদ্ধের সরঞ্জাম দিয়েছেন, রিযিক দিয়েছেন এবং সামর্থ্য দান করেছেন, যার ফলে সে যুদ্ধ করার মতো এই মর্যাদায় উপনীত হয়েছে, সে তা বুঝতে পারবে। এরপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে: 'তুমি এই নেয়ামতগুলো দিয়ে কী করেছ?' সে বলবে: 'হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করেছি।' তখন তাকে বলা হবে: 'তুমি মিথ্যা বলেছ। বরং তুমি লড়াই করেছ যাতে বলা হয় যে, অমুক ব্যক্তি অতি সাহসী ও বীর। আর তা তো বলাই হয়েছে।' অতঃপর তার ব্যাপারে আদেশ দেওয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের অবস্থাও এমনই; তাদের নিয়ত বিভিন্ন হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে লড়াই করে, সেই কেবল আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী হিসেবে গণ্য হবে, যেমনটি—

(ص: 346) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قاتل وطنية ففي سبيل الطاغوت، ومن قاتل حمية على قومية فهو في سبيل الطاغوت ومن قاتل لينال دنيا فهو في سبيل الطاغوت، لأن الله يقول {الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت} لكن لو قاتل الإنسان قومية أو وطنية، لا من أجل القومية ولا الوطنية، ولكن من أجل حماية وطنه المسلم أن يعتدي عليه الكفار فهذا في سبيل الله، لأن حماية بلاد المسلمين ثمرتها أن تكون كلمة الله هي العليا، وكذلك حماية المسلمين ثمرتها أن تكون كلمة الله هي العليا ولكن لو أن الإنسان قاتل ليقتل فقط في هذا القتال، هل يكون في سبيل الله؟ الجواب: لا، وهذا نية كثير من الشباب يذهبون

لأجل أن يقتلوا ويقولوا نحن نقتل شهداء، فيقال لا، أنتم اذهبوا لتقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا ولو بقيتم، لا تذهبون لأجل أن تقتلوا لكن لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا وحينئذ إن قتلتم في هذا السبيل فأنتم في سبيل الله أما الثالث فرجل أنعم الله عليه بالمال وصار يتصدق ويعطي وينفق فإذا كان يوم القيامة أتى به إلى الله وعرفه نعمه فعرّفها ثم سأله ماذا صنعت فيها؟ فيقول: تصدقت وفعلت وفعلت، فيقال: كذبت ولكنك فعلت ليقال فلان جواد يعني كريماً، وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه في النار

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, “যে ব্যক্তি জাতীয়তাবাদের (দেশপ্রেমের অন্ধ আবেগ) জন্য যুদ্ধ করে সে তাগুতের পথে যুদ্ধ করে; যে ব্যক্তি স্বজাতির প্রতি অন্ধ আসক্তির কারণে যুদ্ধ করে সে তাগুতের পথে যুদ্ধ করে; আর যে ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য যুদ্ধ করে সে-ও তাগুতের পথে যুদ্ধ করে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন: {যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আর যারা কুফরি করেছে তারা তাগুতের পথে যুদ্ধ করে।} কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি স্বজাতি বা স্বদেশের প্রেক্ষিতে যুদ্ধ করে—জাতীয়তাবাদ বা দেশপ্রেমের অন্ধ টানে নয়, বরং কাফেরদের আক্রমণ থেকে তার মুসলিম দেশকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে—তবে তা আল্লাহর পথেই গণ্য হবে। কারণ মুসলিম ভূখণ্ড রক্ষা করার চূড়ান্ত ফলাফল হলো আল্লাহর বাণী সমুন্নত হওয়া। অনুরূপভাবে মুসলিমদের রক্ষা করার ফলাফলও হলো আল্লাহর বাণী সমুন্নত হওয়া। কিন্তু কোনো মানুষ যদি এই লড়াইয়ে কেবল নিহত হওয়ার উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ করে, তবে কি তা আল্লাহর পথে হবে? উত্তর হলো: না। আর এটিই বর্তমানে অনেক যুবকের নিয়ত; তারা কেবল নিহত হওয়ার জন্যই সেখানে যায় এবং বলে যে ‘আমরা শহীদ হিসেবে মারা যাব’। তাদের উদ্দেশ্যে বলা হবে: না, বরং তোমরা লড়াই করতে যাও যাতে আল্লাহর দীন সমুন্নত হয়, এমনকি যদি তোমরা বেঁচেও থাকো। তোমরা কেবল মৃত্যুবরণ করার উদ্দেশ্যে যেও না, বরং আল্লাহর বাণীকে সর্বোচ্চ করার লক্ষ্যে যাও। এমতাবস্থায় যদি তোমরা এই পথে নিহত হও, তবেই তোমরা আল্লাহর পথে (শহীদ) হিসেবে গণ্য হবে। আর তৃতীয় ব্যক্তি হলো সে, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করে ধন্য করেছেন এবং সে প্রচুর দান-সদকা ও ব্যয় করত। কিয়ামতের দিন তাকে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে দেওয়া নেয়ামতসমূহ তাকে স্মরণ করানো হবে। সে তা স্বীকার করবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করবেন: তুমি এই

নেয়ামতগুলো দিয়ে কী আমল করেছ? সে উত্তর দেবে: আমি সদকা করেছি এবং এই এই কাজ করেছি। তখন বলা হবে: তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এসব করেছিলে যাতে তোমাকে ‘দাতা’ বলা হয়, আর তা (দুনিয়াতে) বলাও হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তাকে মুখ খুবড়ে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।”

(ص: 347) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

هذا أيضاً من الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة وفي هذا دليل على أنه يجب على الإنسان أن يخلص النية لله في جميع ما يبذله من مال أو بدن أو علم أو غيره، وأنه إذا فعل شيئاً مما يبتغي به وجه الله تعالى وصرفه إلى غير ذلك، فإنه آثم به والله الموفق.

1618 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن أناساً قالوا له إننا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد هذا نفاقاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري.

[الشَّرْحُ]

نقل المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أناساً جاءوا إليه وقالوا: إننا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم قولاً ولكن إذا خرجنا من عندهم قلنا بخلافه فقال كنا نعد ذلك نفاقاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأنهم حدثوا فكذبوا وخانوا ما نصحوا، فالواجب على من دخل على السلاطين من الأمراء والوزراء والرؤساء والملوك الواجب عليه أن يتكلم بالأمر على

حقيقته يبين لهم الواقع سواء كان الناس على استقامة أو على اعوجاج أو على حق أو على باطل، ولا يجوز للإنسان أي إنسان أن

এটিও কিয়ামতের দিনে সেই তিন ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত যাদের দ্বারা জাহান্নামের আগুন প্রজ্বলিত করা হবে। এর মধ্যে এই প্রমাণ নিহিত রয়েছে যে, মানুষের উচিত তার ব্যয়কৃত সকল সম্পদ, শারীরিক শ্রম, ইলম বা অন্য যা কিছু সে পেশ করে—সব ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিয়তকে খাঁটি করা। আর যদি কেউ এমন কোনো কাজ করে যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা উচিত ছিল, কিন্তু সে তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, তবে সে এর কারণে গুনাহগার হবে। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১৬১৮ - ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত: কিছু লোক তাঁকে বলল, আমরা আমাদের শাসকদের নিকট প্রবেশ করি এবং তাঁদের সামনে এমন কথা বলি যা তাঁদের নিকট থেকে বেরিয়ে আসার পর আমরা যা বলি তার বিপরীত। ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন: আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে একে নিফাক (কপটতা) হিসেবে গণ্য করতাম। (বুখারী)

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কিছু লোক তাঁর নিকট এসে বলল: আমরা আমাদের শাসকদের নিকট প্রবেশ করি এবং তাঁদের কাছে এক ধরনের কথা বলি, কিন্তু যখন তাঁদের নিকট থেকে বের হয়ে আসি, তখন তার বিপরীত কথা বলি। তিনি বললেন: আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে একে নিফাক হিসেবে গণ্য করতাম। আর তা এ কারণে যে, তারা কথা বলেছে কিন্তু মিথ্যা বলেছে এবং উপদেশের ক্ষেত্রে তারা যা বলেছিল তাতে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সুতরাং যারা সুলতান, আমির, মন্ত্রী, প্রধান ও বাদশাহদের নিকট প্রবেশ করে, তাদের জন্য ওয়াজিব বা আবশ্যিক হলো বিষয়টিকে তার প্রকৃত রূপে তুলে ধরা এবং তাদের সামনে বাস্তব অবস্থা বর্ণনা করা—চাই মানুষ সঠিক পথে থাকুক বা বক্র পথে, কিংবা হকের ওপর থাকুক বা বাতিলের ওপর। কোনো মানুষের জন্যই, সে যেই হোক না কেন, এটি জায়েজ নয় যে—

يدخل على الأمير أو على الملك أو ما أشبه ذلك ثم يقول: الناس بخير الناس أحوالهم مستقيمة، الناس ملاؤا المساجد الناس عبدوا الله الناس اقتصادياتهم جيدة، الناس أمنهم جيد وما أشبه ذلك وهو كاذب هذا حرم خداع لولاة الأمور وخداع للأمة جمعاء لأن ولي الأمر ليس شمساً تدخل في كل مكان، بل الشمس لا تدخل كل مكان الحجر المغلقة ما تدخلها الشمس وولاة الأمور عليهم محدود سيعهم محدود بصرهم محدود إدراكهم محدود عقولهم محدود كغيرهم من البشر لا يمكن أن يعملوا بأحوال الناس كلها فإذا جاء مثل هذا الغاش الغادر الخائن وقال لهم إن الأمور كلها خير ورخاء وأمن وعبادة، وما أشبه ذلك، غرهم فظنوا أن الأمور هكذا ولم يتحركوا بإصلاح ما فسد، لأنهم يقال لهم إن كل شيء على ما يرام الواجب الصراحة ولا يمكن مداواة الجرح إلا بشقه بعد أن تشقه ويخرج الدم الخبث حينئذ تداويه، أما أن تلبه على شعث فهذا لا يجوز، لأن هذا غش وابن عمر يقول: هذا من النفاق وصدق فهو من النفاق، حدث فكذب وخانوا وما اتئمنوا، فالواجب البيان أما النفاق والمداينة فهذه لا تجوز لذلك الواجب على كل إنسان أتى إلى شخص مسئول ولو عن عشرة طلاب، دعنا من المسئولين عن أمة كاملة الواجب أن يخبره بالواقع لا يقول والله الطلاب كلهم بخير كلهم حريصون كلهم كلمتهم واحدة كلهم على أدب طيب لا الواجب أن يبلغ بالحقيقة وينص على كل واحد بعينه إذا اقتضى الحال هذا، وذكر العيب لإزالة العيب سلامة ونصح، وليس من الغيبة في شيء

কেউ যখন আমীর বা রাজা কিংবা উচ্চপদস্থ কারো নিকট গমন করে বলে: “জনগণ ভালো আছে, তাদের অবস্থা স্থিতিশীল, মানুষ মসজিদে পরিপূর্ণ, তারা আল্লাহর ইবাদত করছে, দেশের অর্থনীতি সুদৃঢ়, নিরাপত্তা চমৎকার”—অথচ সে মিথ্যা বলছে; তবে এটি শাসকবর্গ এবং সমগ্র

জাতির সাথে একটি নিষিদ্ধ প্রতারণা। কারণ শাসক কোনো সূর্য নন যে তিনি সর্বত্র উপস্থিত থাকবেন; এমনকি সূর্যও তো বন্ধ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতে পারে না। শাসকবর্গের জ্ঞান, শ্রবণ, দৃষ্টি, উপলব্ধি এবং প্রজ্ঞা অন্যান্য মানুষের মতোই সীমিত। তাদের পক্ষে জনগণের যাবতীয় অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা অসম্ভব। এমতাবস্থায় যদি কোনো প্রতারক, বিশ্বাসভঙ্গকারী ও খিয়ানতকারী ব্যক্তি তাদের নিকট এসে বলে যে সব কিছু কল্যাণ, সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা ও ইবাদতের মধ্যে রয়েছে, তবে সে তাদের বিভ্রান্ত করে। ফলে শাসকরা মনে করেন পরিস্থিতি এমনই এবং তারা কোনো সংস্কারের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন না, কারণ তাদের জানানো হয়েছে যে সব কিছু ঠিকঠাক চলছে। অথচ প্রকৃত কর্তব্য হলো স্পষ্টবাদিতা। একটি ক্ষতস্থান চিরে না ফেলা পর্যন্ত তার সঠিক চিকিৎসা সম্ভব নয়; যখন তা চিরে ফেলা হয় এবং দূষিত রক্ত নির্গত হয়, তখনই তার নিরাময় সম্ভব। কিন্তু ক্ষতকে তার ময়লাসহ ঢেকে রাখা বৈধ নয়, কারণ এটি ধোঁকাবাজি। ইবনে উমর (রা.) বলেন: ‘এটি মুনাফিকির অন্তর্ভুক্ত’। তিনি সত্যই বলেছেন, কেননা এটি নিফাক; তারা কথা বললে মিথ্যা বলে এবং আমানতের খিয়ানত করে। তাই সত্য প্রকাশ করা অপরিহার্য। নিফাক এবং তোষামোদ করা কোনোভাবেই বৈধ নয়। অতএব, কোনো ব্যক্তি যখন কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তির নিকট আসবে—চাই তিনি মাত্র দশজন ছাত্রের দায়িত্বশীল হোন না কেন, সমগ্র জাতির দায়িত্বশীলের কথা তো বলাই বাহুল্য—তখন তার কর্তব্য হলো বাস্তব পরিস্থিতি অবগত করা। এমনটি বলা সমীচীন নয় যে—“আল্লাহর কসম, ছাত্ররা সবাই ভালো আছে, সবাই অত্যন্ত আগ্রহী, তাদের মাঝে পূর্ণ ঐক্য রয়েছে এবং তারা শিষ্টাচারসম্পন্ন”—বরং সত্য তুলে ধরা ওয়াজিব এবং প্রয়োজনে প্রত্যেকের অবস্থা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। কোনো ত্রুটি দূর করার উদ্দেশ্যে সেই ত্রুটির কথা উল্লেখ করা সংশোধন ও উপদেশের অন্তর্ভুক্ত; এটি কোনোভাবেই গিবত বা পরনিন্দার পর্যায়ভুক্ত নয়।

(ص: 349) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، فاطمة بنت قيس قالت يا رسول الله خطبني ثلاثة أسامة بن زيد، ومعاوية بن سفيان وأبو جهم فقال لها النبي صلى

الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له يعني من أين ينفق عليك، ما عنده مال، وأما أبو جهم فضراب للنساء هذا مداح أمر ذم ذم، انكحي أسامة بن زيد، لكن كيف الرسول يغتائبهم، اغتائبهم لأي شيء؟ نصح وإرشاد.

فإذا جئت مثلاً إلى أي إنسان تحته أناس وهو ولي عليهم تقول هذا فلان كذا وكذا وأنت صادق بار ليس بينك وبينه عداوة أو مشاحنة فأنت على خير ومأجور وناصح، ولا يمكن أن تستقيم الأمور إلا أن الإنسان يعطي عنها صورة واضحة، أما الكتبان فهذا لا يجوز وكذلك أيضاً في المدرسة مدير المدرسة أو عميد الكلية يجب إذا رأينا طالباً منحرفاً في أخلاقه أو سلوكه أو غيبة لولاية الأمور يجب أن تنصحه أولاً وإلا يجب أن ترفع أمره حتى يصلح حاله لأن مثل هذا جرثومة فاسدة يفسد الطلاب كلهم أو من قدر عليه منهم، ولا يقر وهو في هذه الحال الذي ليس له هم إلا الإفساد ديناً أو سلوكاً ومنهجاً، لأن هذا هو النصح كذلك أيضاً عندما تأتي أمير بلدة نرى في البلدة منكرات، نرى فيها غشاً، نرى فيها تقصيراً من المسؤولين الآخرين لا يجوز أن نعطي الأمير صورة على أن كل شيء تام، يجب أن نبين ونوضح.

صحيح أنه إذا أمكن أن تصلح الأمور قبل أن ترفع إلى الأمير فهذا حسن وطيب ولكن إذا علمنا أن المسألة ما هي صالحة وأننا لو ذهبنا إلى المسئول الذي تحت الأمير قال: إن شاء الله تعالى ابشروا

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একজন নারী এসেছিলেন, ফাতিমা বিনতে কায়স। তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, তিনজন ব্যক্তি আমার নিকট বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন: উসামা ইবনে যায়েদ, মুয়াবিয়া ইবনে সুফিয়ান এবং আবু জাহম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: মুয়াবিয়া তো নিঃস্ব, তার কোনো সম্পদ নেই— অর্থাৎ সে তোমার জন্য কোথা থেকে খরচ করবে, তার নিকট তো কোনো অর্থ নেই। আর আবু জাহম তো নারীদের প্রহারকারী। এটি কি প্রশংসা নাকি নিন্দা? এটি অবশ্যই নিন্দা। তিনি বললেন: তুমি উসামা ইবনে যায়েদকে বিয়ে করো। কিন্তু রাসূল কেন তাদের অসাম্প্রদায়িক দোষ

চর্চা (গীবত) করলেন? তিনি কিসের জন্য গীবত করলেন? এটি ছিল মূলত নসীহত বা কল্যাণকামনা এবং সঠিক দিকনির্দেশনা।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি এমন কোনো ব্যক্তির নিকট আসেন যার অধীনে একদল মানুষ রয়েছে এবং তিনি তাদের অভিভাবক, আর আপনি সত্যবাদী ও কল্যাণকামী হিসেবে কারো সম্পর্কে বলেন যে অমুক ব্যক্তি এমন এবং এমন—অথচ আপনার ও তার মাঝে কোনো শত্রুতা বা বিবাদ নেই—তবে আপনি কল্যাণের ওপর রয়েছেন, সওয়াবপ্রাপ্ত হবেন এবং আপনি একজন হিতাকাঙ্ক্ষী। প্রকৃত অবস্থা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা ব্যতীত কোনো বিষয়ই সুশৃঙ্খল হতে পারে না। আর সত্য গোপন করা মোটেও জায়েজ নয়। অনুরূপভাবে বিদ্যালয়ের পরিচালক কিংবা অনুষদের ডিনের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য; যখন আমরা কোনো শিক্ষার্থীকে তার চরিত্রে কিংবা আচরণে লক্ষ্যভ্রষ্ট দেখি অথবা সে যদি দায়িত্বশীলদের (শাসকগোষ্ঠীর) কুৎসা রটায়, তবে প্রথমত তাকে উপদেশ দেওয়া আবশ্যিক। অন্যথায় তার বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উত্থাপন করা কর্তব্য যেন তার অবস্থার সংশোধন ঘটে। কারণ এ ধরনের ব্যক্তি একটি অনিষ্টকারী জীবাণুর ন্যায় যে সকল শিক্ষার্থীকে কিংবা যাদের ওপর তার ক্ষমতা চলে তাদের কলুষিত করে ফেলে। তাকে এমন অবস্থায় থাকতে দেওয়া সমীচীন নয় যার একমাত্র লক্ষ্য দ্বীন, আচরণ ও সঠিক আদর্শকে ধ্বংস করা; কেননা এটিই হলো প্রকৃত নসীহত। একইভাবে আমরা যখন কোনো অঞ্চলের আমীরের নিকট উপস্থিত হই এবং সেখানে কোনো মন্দ কাজ হতে দেখি, ধোঁকা-প্রতারণা দেখি কিংবা অন্যান্য কর্মকর্তাদের অবহেলা দেখি, তখন আমীরকে এমন ধারণা দেওয়া জায়েজ নয় যে সবকিছু ঠিকঠাক আছে। বরং আমাদের উচিত হবে বিষয়টি যথাযথভাবে বর্ণনা করা এবং স্পষ্ট করা।

এটি সত্য যে, আমীরের নিকট বিষয়টি উত্থাপন করার পূর্বেই যদি বিষয়গুলো সংশোধন করা সম্ভব হয়, তবে তা অতি উত্তম। কিন্তু আমরা যদি বুঝতে পারি যে বিষয়টি এভাবে সংশোধনযোগ্য নয় এবং আমরা যদি আমীরের অধীনস্থ কোনো কর্মকর্তার নিকট যাই আর তিনি বলেন: ইনশাআল্লাহ তাআলা, আপনারা সুসংবাদ গ্রহণ করুন...

كل شيء يتيسر ولكنه يماطل فلا بد من إبلاغ من فوقه حتى يقوم باللازم فالحاصل من هذا الحديث أنه لابد من النصح، وبيان الأمور على ما هي عليه وأما أن تلقى الإنسان بوجه وإذا أدبرت عنه أدبرت، فهذا حرام ومن النفاق، ومن ذلك أيضاً مسألة أخص من هذا، يجيء إنسان شخصاً يقول: ما شاء الله عليك، أنت رجل طيب حبيب وكريم، يثني عليك بلسان يملأ الجوف وقلبه حاقِد، لكن يريد أن يأخذ ما عندك يعنى بعض الناس خبثاء يأخذ ما عنده والرجل سليم القلب يمكن أن يصغي إلى هذا الشخص إذا رأى أنه ناصح ثم إذا أدبر والعياذ بالله فإنه يكيل له الصاع مقلوباً فيتكلم في عرضه وسبه ويقول: هذا مقصر هذا ما لا دين له فعلى المسلم أن يتقي الله ربه وأن يتجنب المداهنة والكذب والغش وأن يكون صريحاً حتى يصلح الله على يديه والله الموفق

1619 - وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سيع سيع الله به، ومن يرائي الله يرئى به متفق عليه ورواه مسلم أيضاً من رواية ابن عباس رضي الله عنهما سيع بتشديد الميم، ومعناه: أشهر عمله للناس رياء سيع الله به أي: فضحه يوم القيامة، ومعنى من راءى أي من أظهر للناس

সবকিছুই সহজসাধ্য হয়, কিন্তু সে টালবাহানা করে; এমতাবস্থায় তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা আবশ্যিক যাতে তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। এই হাদিস হতে প্রতীয়মান হয় যে, নসিহত প্রদান করা এবং বিষয়সমূহকে তার প্রকৃত অবস্থায় বর্ণনা করা আবশ্যিক। পক্ষান্তরে, মানুষের সামনে এক রূপ প্রদর্শন করা এবং সে প্রস্থান করলে ভিন্ন রূপ ধারণ করা হারাম ও নিফাকের অন্তর্ভুক্ত। এর একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত হলো—কোনো ব্যক্তি কারো নিকট এসে বলে: মা-শা-আল্লাহ, আপনি অত্যন্ত সজ্জন, প্রিয় ও মহানুভব ব্যক্তি; সে মুখভরে প্রশংসা করে অথচ তার অন্তরে বিদ্রোহ পোষণ করে। সে মূলত আপনার নিকট যা আছে তা হাসিল করতে চায়। অর্থাৎ কিছু মানুষ অতিশয় ধূর্ত হয়, যারা অন্যের সম্পদ বা সুবিধা নিতে চায়। আর সরলমনা মানুষটি তাকে হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করে তার কথা বিশ্বাস করে। অতঃপর

যখন সে চলে যায়—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই—সে তার সাথে চরম দুর্ব্যবহার করে, তার মান-সম্মানহানি করে এবং কুৎসা রটনা করে বলে: এ ব্যক্তি ঋটিপূর্ণ, তার কোনো দীন নেই। সুতরাং একজন মুসলিমের কর্তব্য হলো তার রব আল্লাহকে ভয় করা এবং চাটুকারিতা, মিথ্যা ও প্রতারণা পরিহার করা; বরং তাকে স্পষ্টবাদী হতে হবে যাতে আল্লাহ তার মাধ্যমে সংশোধন আনয়ন করেন। আল্লাহই তাওফিক দাতা।

১৬১৯ - জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ বিন সুফিয়ান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি মানুষকে শোনানোর জন্য আমল করে, আল্লাহ তার সেই গোপন উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি লোকদেখানো কাজ করে, আল্লাহ তার লৌকিকতা প্রকাশ করে দেবেন।" (বুখারি ও মুসলিম)। ইমাম মুসলিম এটি ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এর সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। 'সাম্মা' (মিম বর্ণে তাশদিদসহ) এর অর্থ হলো: লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে নিজের আমল মানুষের নিকট প্রচার করা। 'সাম্মা-আল্লাহু বিহি' অর্থ হলো: কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সবার সামনে অপদস্থ করবেন। আর 'মান রা-আ' অর্থ হলো: যে ব্যক্তি মানুষের নিকট আমল প্রদর্শন করে।

(ص: 351) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

العمل الصالح ليعظم عندهم راعي الله به أي: أظهر سريره على رؤوس الخلق.
1620 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علماً مما يبتغي به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها رواه أبو داود بإسناد صحيح والأحاديث في الباب كثير مشهورة

[الشَّرْحُ]

نقل المؤلف رحمه ما بقي من أحاديث الرياء التي سبقت، عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به يعني من قال قولا يتعبد به الله ورفع صوته بذلك حتى يسمعه الناس ويقولون فلان كثير الذكر كثير القراءة وما أشبه ذلك فإن هذا قد سمع عباد الله يرائي بذلك نسأل الله العافية سمع الله به أي فضحه وكشف أمره وبين عيبه للناس وتبين لهم أنه مرأي والحديث لم يقيد هل هو في الدنيا أو في الآخرة فيمكن أن يسمع الله به في الدنيا فيكشف عيبه عند الناس ويمكن أن يكون ذلك في الآخرة وهو أشد والعياذ بالله وأخزى كما قال الله تعالى ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وكذلك من رأى رأى الله به يعني من عمل عملا ليراها الناس ويمدحوه عليه فإن الله تعالى يرائي به ويبين عيبه للناس ويفضحه والعياذ بالله حتى يتبين أنه يرائي وفي هذا الحديث التحذير العظيم من الرياء وأن المرأي مهما كان ومهما اختفى لابد أن يتبين والعياذ بالله لأن الله تعالى تكفل بهذا من سمع سمع

সং আমল যাতে তাদের কাছে মহিমাম্বিত হয়, আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে তাকে লোকচক্ষুর সামনে উন্মোচিত করবেন, অর্থাৎ: তিনি সৃষ্টির সামনে তার অন্তরের গোপন বিষয় প্রকাশ করে দেবেন।

১৬২০ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি এমন জ্ঞান অর্জন করল যার দ্বারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা হয়, কিন্তু সে তা কেবল দুনিয়াবী কোনো সম্পদ লাভের জন্য শিখল, কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।" অর্থাৎ এর সুস্বাদু। আবু দাউদ এটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। এই অধ্যায়ে এমন আরও অনেক প্রসিদ্ধ হাদীস রয়েছে।

[ব্যাক্য]

লেখক (রহিমাল্লাহ) রিয়া বা লোকদেখানো ইবাদত সংক্রান্ত ইতিপূর্বে আলোচিত হাদীসগুলোর অবশিষ্টাংশ এখানে উদ্ধৃত করেছেন। জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি মানুষকে

শোনানোর জন্য কোনো ইবাদত করবে, আল্লাহ তার প্রকৃত উদ্দেশ্য শুনিয়ে দেবেন; আর যে লোক দেখানোর জন্য কিছু করবে, আল্লাহ তাকে লোকচক্ষুর সামনে প্রকাশ করে দেবেন।" অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এমন কোনো কথা বলল যার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা হয় এবং সে জন্য নিজের কণ্ঠস্বর উচ্চ করল যাতে মানুষ তা শুনতে পায় এবং বলে যে— অমুক ব্যক্তি কত বেশি যিকিরকারী, কত বেশি তিলাওয়াতকারী ইত্যাদি; তবে সে এর মাধ্যমে আল্লাহর বান্দাদের শুনিয়ে রিয়া করল। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাই। "আল্লাহ তার প্রকৃত অবস্থা শুনিয়ে দেবেন" এর অর্থ হলো— আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করবেন, তার গোপন রহস্য ফাঁস করে দেবেন এবং মানুষের সামনে তার ত্রুটি স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলবেন, ফলে তাদের কাছে পরিস্কার হয়ে যাবে যে সে একজন রিয়াকার। হাদীসটিতে এটি নির্দিষ্ট করা হয়নি যে এই লাঞ্ছনা দুনিয়াতে হবে নাকি আখিরাতে। সুতরাং এটি সম্ভব যে, আল্লাহ দুনিয়াতেই তাকে মানুষের সামনে উন্মোচিত করে দেবেন এবং তার ত্রুটি প্রকাশ করে দেবেন; আবার এও সম্ভব যে এটি আখিরাতে হবে, যা হবে আরও ভয়াবহ ও অধিক লাঞ্ছনাকর— আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "নিশ্চয় আখিরাতের আযাব অধিকতর লাঞ্ছনাকর এবং তাদের সাহায্য করা হবে না।" অনুরূপভাবে, "যে লোক দেখানোর জন্য কিছু করবে, আল্লাহ তাকে লোকচক্ষুর সামনে প্রকাশ করে দেবেন" এর অর্থ হলো— যে ব্যক্তি কোনো কাজ করল যাতে মানুষ তাকে দেখে এবং তার প্রশংসা করে, তবে আল্লাহ তাআলাও তার প্রকৃত অবস্থা মানুষের সামনে তুলে ধরবেন, তার ত্রুটি বর্ণনা করবেন এবং তাকে অপমানিত করবেন— আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই— যতক্ষণ না এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে সে রিয়া করছে। এই হাদীসে লোকদেখানো আমলের ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা রয়েছে। রিয়াকার ব্যক্তি যেমনই হোক না কেন এবং সে নিজেকে যতই লুকিয়ে রাখুক না কেন, তার প্রকৃত রূপ অবশ্যই প্রকাশ হয়ে পড়বে— আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। কেননা আল্লাহ তাআলা স্বয়ং এর দায়িত্ব নিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি মানুষকে শোনানোর উদ্দেশ্যে আমল করবে, আল্লাহ তার স্বরূপ শুনিয়ে দেবেন।

الله به ومن راعى راعى الله به.

وأما حديث أبي هريرة فهو فيمن طلب علماً مما يبتغي به وجه الله وذلك هو العلم الشرعي علم الكتاب والسنة إذا طلب الإنسان علماً من علم الكتاب والسنة لا يريد إلا أن ينال به عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني ربحها وأن ربحها سيوجد من مسيرة كذا وكذا فمثلاً لو أن إنسان تعلم علم العقائد لأجل أن يقال فلان جيد في العقيدة أو لأجل أن يوظف أو ما أشبه ذلك أو علم الفقه أو علم التفسير أو علم الحديث ليرائي به الناس فإنه لا يجد ربح الجنة والعياذ بالله يعني يحرم دخولها

আল্লাহ তার প্রকৃত অবস্থা শুনিয়ে দেবেন এবং যে লোকদেখানোর জন্য কাজ করবে আল্লাহ তাকে লোকদেখানো প্রতিদানই দেবেন।

আর আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদীসটি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে, যে এমন জ্ঞান অন্বেষণ করে যার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা হয়; আর তা হলো শরঈ জ্ঞান তথা কুরআন ও সুন্নাহর ইলম। যখন কোনো মানুষ কুরআন ও সুন্নাহর ইলম থেকে কোনো জ্ঞান অন্বেষণ করে এবং তার উদ্দেশ্য কেবল দুনিয়াবী কোনো স্বার্থ লাভ করা হয়, তবে সে জান্নাতের সুস্রাণও পাবে না— অর্থাৎ এর সুবাস; আর জান্নাতের সুবাস তো এতো এতো দূরত্বের পথ থেকেই পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ব্যক্তি আকীদা শাস্ত্র শিক্ষা করে যাতে লোকে বলে যে অমুক ব্যক্তি আকীদা শাস্ত্রে অত্যন্ত দক্ষ, অথবা কোনো চাকুরি লাভ বা অনুরূপ কোনো উদ্দেশ্যে; অথবা সে ফিকহ, তাফসীর কিংবা হাদীস শাস্ত্র শিক্ষা করে মানুষের কাছে লোকদেখানোর জন্য, তবে সে জান্নাতের সুস্রাণ পাবে না—আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই—অর্থাৎ তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

وأما العلوم التي ليست مما يبتغى بها وجه الله كعلوم الدنيا كعلم الحساب والهندسة والبناء لو تعلمه الإنسان يريد عرضاً من الدنيا فلا شيء عليه لأن هذا العلم دنيوي يراد للدنيا والحديث الذي فيه الوعيد مقيد بالعلم الذي يبتغى به وجه الله فإن قال قائل كثير من الطلبة الآن يدرسون في الكليات يريدون الشهادة الشهادة العليا فيقال إنما الأعمال بالنيات إذا كان يريد بالشهادات العليا أن ينال الوظيفة والمرتبة فهذا أراد به عرضاً من الدنيا وإن أراد بذلك أن يتبوأ مكاناً لينفع الناس ليكون مدرساً ليكون مديراً ليكون موجهاً فهذا خير ولا بأس به لأن الناس أصبحوا الآن لا يقدرّون الإنسان بعلمه وإنما يقدرّونه بشهادته فإذا قال قائل مثلاً لو أبقيت بدون شهادة مهما بلغت من العلم لن يجعلوني معلماً لكني أتعلم وأخذ شهادة لأجل أن أكون معلماً أنفع المسلمين فهذه نية طيبة وليس فيها شيء والله الوفاق.

আর যেসব বিদ্যা এমন নয় যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়—যেমন পার্থিব জ্ঞানবিজ্ঞান, যথা: গণিত, জ্যামিতি ও স্থাপত্যবিদ্যা—যদি কোনো মানুষ পার্থিব কোনো স্বার্থ লাভের আশায় তা শিক্ষা করে, তবে তার কোনো গুনাহ হবে না। কেননা এটি পার্থিব জ্ঞান যা দুনিয়ার উদ্দেশ্যেই অর্জিত হয়। আর যে হাদিসে (অসৎ উদ্দেশ্যে ইলম অর্জনের ব্যাপারে) কঠোর হুঁশিয়ারি এসেছে, তা কেবল সেই ইলমের সাথে সংশ্লিষ্ট যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা হয়। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, বর্তমানে অনেক শিক্ষার্থী মহাবিদ্যালয়গুলোতে উচ্চতর ডিগ্রি লাভের আশায় পড়াশোনা করছে, তবে এর উত্তরে বলা হবে যে: ‘নিশ্চয়ই সকল কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল’। যদি সে উচ্চতর ডিগ্রির মাধ্যমে কেবল চাকরি ও পদমর্যাদা লাভ করতে চায়, তবে সে এর দ্বারা পার্থিব স্বার্থই কামনা করল। কিন্তু যদি তার উদ্দেশ্য হয় এমন কোনো অবস্থানে পৌঁছানো যার মাধ্যমে সে মানুষের উপকার করতে পারবে—যেমন শিক্ষক, পরিচালক কিংবা পথপ্রদর্শক হওয়া—তবে এটি কল্যাণকর এবং এতে কোনো দোষ নেই। কারণ বর্তমান সময়ের মানুষ কোনো ব্যক্তিকে তার জ্ঞানের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করে না, বরং তার সনদের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করে। সুতরাং যদি কেউ বলে যে, ‘আমি যদি সনদহীন অবস্থায় থাকি, তবে আমার জ্ঞান যতই পরিপক্ব হোক না কেন, তারা আমাকে শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ

করবে না; তাই আমি জ্ঞানার্জন করছি এবং সনদ গ্রহণ করছি যেন শিক্ষক হয়ে মুসলিমদের কল্যাণ সাধন করতে পারি’—তবে এটি একটি উত্তম নিয়ত এবং এতে কোনো সমস্যা নেই। আল্লাহই তাওফিক দানকারী।

(ص: 354) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَاب مَا يَتَوَهَّمُ أَنَّهُ رِيَاءٌ وَلَيْسَ رِيَاءٌ

1621 - عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ الَّذِي يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ تِلْكَ عَاجِلٌ بَشَرِي الْمُؤْمِنِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب ما يتوهم أنه رياء وليس هو رياء يعني ما يظنه الإنسان أنه رياء ولكن ليس برياء ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يعمل العمل فيحمده الناس على ذلك فقال: تلك عَاجِلٌ بَشَرِي الْمُؤْمِنِ أَنَّ النَّاسَ يَثْنُونَ عَلَيْهِ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الرَّجُلَ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا لِلَّهِ لَا يَبَالِي أَعْلَمَ بِهِ النَّاسُ أَمْ لَمْ يَعْلَمُوا أَرَأَوْهُ أَمْ لَمْ يَرَوْهُ أَسْمَعُوهُ أَمْ لَمْ يَسْمَعُوهُ لَكِنَّهُ لِلَّهِ يَعْمَلُ خَالِصًا ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ يَحْسَدُونَهُ عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ فَلَانْ كَثِيرُ الْخَيْرِ فَلَانْ كَثِيرُ الطَّاعَةِ فَلَانْ كَثِيرُ الْإِحْسَانِ إِلَى الْخَلْقِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَقَالَ تِلْكَ عَاجِلٌ بَشَرِي الْمُؤْمِنِ وَهُوَ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ لِأَنَّ النَّاسَ إِذَا أَثْنَوْا عَلَى الْإِنْسَانِ خَيْرًا فَهُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَلِهَذَا لَهَا مَرَّتْ جَنَازَةٌ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عليه وسلم وأصحابه أثنوا عليها خيرا قال وجبت ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا
قال وجبت فقالوا يا رسول الله ما

পরিচ্ছেদ: যে বিষয়টিকে লোক দেখানো (রিয়া) বলে মনে হয়, অথচ তা রিয়া নয়

১৬২১ - আবু যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কী বলেন যে কল্যাণের কোনো কাজ করে এবং মানুষ তার প্রশংসা করে? তিনি বললেন: “এটি মুমিনের জন্য দুনিয়াতে দ্রুত প্রাপ্ত সুসংবাদ।” (মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াযুস সলিহীন' কিতাবে বলেছেন—পরিচ্ছেদ: যে বিষয়টিকে লোক দেখানো (রিয়া) বলে মনে হয়, অথচ তা রিয়া নয়। অর্থাৎ যা মানুষ রিয়া মনে করে, কিন্তু আদতে তা রিয়া নয়। এরপর তিনি আবু হুরাইরার হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে কোনো নেক আমল করে এবং মানুষ তার প্রশংসা করে। তিনি বলেন: “এটি মুমিনের জন্য দুনিয়াতে দ্রুত প্রাপ্ত সুসংবাদ।” অর্থাৎ মানুষ তার প্রশংসা করে। হাদীসে বর্ণিত বিষয়টি এমন যে, কোনো ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নেক আমল করে এবং মানুষ তা জানল কি জানল না, দেখল কি দেখল না বা শুনল কি শুনল না—সে বিষয়ে সে কোনো পরোয়া করে না। বরং সে কেবল একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য আমল করে। এরপর মানুষ তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তার প্রশংসা করে, তারা বলে: অমুক ব্যক্তি অনেক পুণ্যবান, অমুক ব্যক্তি অনেক ইবাদতগুজার, অমুক ব্যক্তি সৃষ্টির প্রতি অতিশয় ইহসানকারী এবং অনুরূপ কথাবার্তা। তখন তিনি বলেন, এটি মুমিনের জন্য দুনিয়াতে দ্রুত প্রাপ্ত সুসংবাদ; আর তা হলো তার প্রশংসা। কারণ মানুষ যখন কোনো ব্যক্তির কল্যাণের প্রশংসা করে, তখন তারা পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী হিসেবে গণ্য হয়। এ কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীদের পাশ দিয়ে যখন একটি জানাজা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং তারা তার প্রশংসা করল, তখন তিনি বললেন: “ওয়াজিব হয়ে গেল।” এরপর অন্য আরেকটি জানাজা নিয়ে যাওয়া হলে তারা তার নিন্দা করল, তিনি বললেন: “ওয়াজিব হয়ে গেল।” তারা বলল: হে আল্লাহর রাসূল...

وجبت قال أما الأول فوجبت له الجنة وأما الثاني فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض فهذا معنى قوله تلك عاجل بشرى المؤمن والفرق بين هذه وبين الرياء أن المرائي لا يعمل العمل إلا لأجل الناس ليراه الناس فيكون في نيته شرك شرك مع الله غيره وأما هذا فنيتته خالصة لله عز وجل ولم يطرأ على بآله أن يمدحه الناس أو يذموه لكن الناس يعلمون كما قال الشاعر

ومهما تكن عند امرء من خليقة ...

وإن خالها تخفى على الناس تعلبي

يعني أي شيء خلق عند الإنسان يقوم به وإن ظن أن الناس لا يعلمون فإنهم لا بد أن يعلموه فإذا علموا بطاعته ومدحوه وأثنوا عليه فهذا ليس برياء هذا عاجل بشرى المؤمن حيث إن الناس أثنوا عليه خيرا ومن أثنى الناس عليه خيرا فحري بأن يكون من أهل الجنة أما المرائي والعياذ بالله فإنه إن صلى يريد من الناس أن يعلموا بذلك إن تكلم بخير أراد من الناس أن يسمعوه ليمدحوه على هذا والفرق بين هذا وبين ما ذكر في حديث أبي هريرة اليوم فرق عظيم نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الرياء وأن يعيذنا من سوء الفتن إنه على كل شيء قدير.

"অপরিহার্য হয়ে গেছে।" তিনি বললেন, "প্রথম ব্যক্তির জন্য জান্নাত অবধারিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়েছে। তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী।" এটিই তাঁর বাণীর অর্থ: "এটি মুমিনের জন্য দুনিয়াতেই আগাম সুসংবাদ।" আর এই অবস্থা এবং রিয়া বা লোক-দেখানোর মধ্যে পার্থক্য হলো, রিয়াকারী ব্যক্তি কেবল মানুষের জন্যই আমল করে যাতে মানুষ তাকে দেখতে পায়। ফলে তার নিয়তে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করার বিষয়টি বিদ্যমান থাকে। পক্ষান্তরে এই ব্যক্তির নিয়ত মহান আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ এবং মানুষ তার প্রশংসা করবে নাকি নিন্দা করবে—তা তার মনে কখনো উদয়ই হয়নি। কিন্তু মানুষ তা জেনে যায়, যেমনটি কবি বলেছেন—

মানুষের স্বভাব যেমনই হোক না কেন ...

যদিও সে মনে করে তা মানুষের কাছে গোপন থাকবে, তবুও তা প্রকাশিত হয়েই পড়ে। অর্থাৎ মানুষের মাঝে যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান থাকুক যা সে আমল করে, যদিও সে ধারণা করে যে মানুষ তা জানবে না, তবুও মানুষ তা অবশ্যই জানতে পারবে। অতঃপর তারা যখন তার ইবাদত ও আনুগত্য সম্পর্কে জানতে পারে এবং তার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে, তখন এটি রিয়া নয়। এটি মুমিনের জন্য দুনিয়াতে আগাম সুসংবাদ, যেহেতু মানুষ তার ব্যাপারে কল্যাণের প্রশংসা করেছে। আর যার সম্পর্কে মানুষ কল্যাণের প্রশংসা করে, সে জান্নাতি হওয়ারই যোগ্য। তবে রিয়াকারী—আল্লাহর নিকট তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি—সে যদি সালাত আদায় করে তবে চায় মানুষ তা জানুক, আর যদি কোনো কল্যাণকর কথা বলে তবে সে চায় মানুষ তা শুনুক যাতে তারা এই জন্য তার প্রশংসা করে। এর মধ্যে এবং আজ আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিসে যা বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে এক বিশাল পার্থক্য রয়েছে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের ও আপনাদের রিয়া থেকে রক্ষা করেন এবং অনিষ্টকর ফিতনা থেকে হিফাযত করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(ص: 356) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَالْأَمْرُ الْحَسَنُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ شَرْعِيَّةٍ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ } وَقَالَ تَعَالَى { إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ
وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا } وَقَالَ تَعَالَى { يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي
الْصُّدُورُ } وَقَالَ تَعَالَى { إِنَّ رَبَّكَ لَبَالِرْمَصَادٍ }

[الشَّرْحُ]

قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ رِيَّاضِ الصَّالِحِينَ بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ
الْأَجْنَبِيَّةِ وَالْأَمْرُ الْحَسَنُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ هِيَ الَّتِي لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا

محرمية سواء أكانت قريبة أم بعيدة والأمرد هو الشاب الذي لم تنبت لحيته ولم يكن على شاربته شعر ثخين يعني أن شاربته أخضر ولحيته لم تنبت والحسن ضد القبيح النظر إلى المرأة الأجنبية محرم كما قال المؤلف رحمه الله وذلك لأن الله أمر بغض البصر فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون فأمر بغض البصر وحفظ الفرج وهذا يدل على أن عدم غش البصر سبب لعدم حفظ الفرج وأن الإنسان إذا أطلق بصره تعلق قلبه بالنساء ثم لا يزال به النظر حتى يدنو من المرأة ويكلمها ويخاطبها ثم يعدها ثم تحصل الفاحشة

পরনারী এবং সুশ্রী দাড়িহীন যুবকের দিকে শরিয়তসম্মত প্রয়োজন ব্যতিরেকে তাকানো হারাম হওয়া সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ

আল্লাহ তাআলা বলেন: {মুমিনদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে}। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: {নিশ্চয়ই শ্রবণ, দৃষ্টি ও অন্তর—এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে}। আল্লাহ তাআলা বলেন: {চোখের খিয়ানত এবং অন্তর যা গোপন রাখে, সে সম্পর্কে তিনি পরিজ্ঞাত}। আল্লাহ তাআলা বলেন: {নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন}।

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) তাঁর ‘রিয়াদুস সালাহীন’ গ্রন্থে বলেছেন:

‘পরনারী এবং সুশ্রী দাড়িহীন যুবকের দিকে শরিয়তসম্মত প্রয়োজন ব্যতিরেকে তাকানো হারাম হওয়া সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ’। পরনারী বা আজনবিয়াহ হলো এমন মহিলা যার সাথে

আপনার কোনো মাহরাম সম্পর্ক নেই, চাই সে নিকটাত্মীয় হোক বা দূরসম্পর্কের। আর

‘আমরাদ’ হলো এমন যুবক যার দাড়ি গঁজায়নি এবং যার গোঁফও ঘন হয়নি; অর্থাৎ তার

গোঁফের রেখা কেবল দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে কিন্তু দাড়ি গঁজায়নি। আর ‘হাসান’ বা সুশ্রী

হলো কুশ্রীর বিপরীত। পরনারীর দিকে তাকানো হারাম যেমনটি লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর

রহমত বর্ষণ করুন) উল্লেখ করেছেন। কারণ আল্লাহ তাআলা দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ দিয়ে

বলেছেন: “মুমিনদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের

হেফাজত করে; এটা তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র। তারা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।” এখানে দৃষ্টি অবনত রাখা এবং লজ্জাস্থান হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, দৃষ্টি অবনত না রাখা লজ্জাস্থান হেফাজত না হওয়ার কারণ। মানুষ যখন তার দৃষ্টিকে অবাধ করে দেয়, তখন তার অন্তর নারীদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর দৃষ্টির এই ধারা চলতেই থাকে যতক্ষণ না সে নারীর নিকটবর্তী হয়, তার সাথে কথা বলে, সম্বোধন করে, এরপর তাকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং পরিশেষে অশ্লীলতা সংঘটিত হয়।

(ص: 357) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

والعياذ بالله ولهذا يقال إن النظر يريد الزنا يعني أنه يدعو إلى الزنا فأمر الله بغض البصر وقال عز وجل {يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور} خائنة الأعين أي مسارقتها النظر يعني أن تنظر على وجه الخفاء الذي لا يدركه

আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এই কারণেই বলা হয় যে, কুদৃষ্টি হলো ব্যভিচারের বার্তাবাহক; অর্থাৎ এটি ব্যভিচারের দিকে ধাবিত করে। তাই আল্লাহ তাআলা দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং মহান ও প্রতাপশালী আল্লাহ বলেছেন: "তিনি চোখের খিয়ানত এবং অন্তর যা গোপন করে সে সম্পর্কে অবগত।" চোখের খিয়ানত অর্থ হলো লুকিয়ে দৃষ্টিপাত করা; অর্থাৎ এমনভাবে গোপনে তাকানো যা অন্যের অগোচরে থাকে।

(ص: 358) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الناس لكن الله يعلمه فهو يعلم خائنة الأعين ويعلم جل وعلى ما تخفي الصدور من النيات الحسنة والنيات السيئة بل هو يعلم ما توسوس به النفس وما يستقبل للمرء وقال الله تعالى {إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً} فالإنسان مسئول عن السمع ماذا سمع بأذنيه هل سمع قولاً محرماً أو استمع إلى امرأة أجنبية يتلذذ بصوتها وكذلك البصر وكذلك الفؤاد فالواجب على الإنسان حفظ نفسه أما المرأة التي ليست أجنبية والتي يحرم عليك نكاحها فالنظر إليها لا بأس به النظر إلى وجهها وإلى رأسها وإلى كفيها وذراعيها وساقها وقدميها كل هذا لا بأس به إلا أن يخاف الإنسان الفتنة على نفسه فإن خاف الفتنة على نفسه فإنه لا ينظر ولا إلى محارمه فلو قدر أن للإنسان أختاً من الرضاعة جميلة فهي محرم له أخته من الرضاعة كأخته من النسب لكن إذا خاف على نفسه الفتنة من النظر إليها وجب عليه غض بصره ووجب عليها أن تحتجب عنه أيضاً لأن أصل وجوب الحجاب الخوف من الفتنة فإذا وجدت الفتنة فإنه لا بد من ستر الوجه ولو عن المحارم وأما إذا لم تكن فتنة وكان الإنسان سليم القلب عفيفاً فهذا يحرم عليه أن ينظر إلى غير محارمه مثلاً لا ينظر إلى بنت عمه ولا بنت خاله وكذلك لا ينظر إلى أخت زوجته ولا ينظر إلى زوجة أخيه وهلم جرا المهم أن المحارم يجوز النظر إليهن ما لم يخش الفتنة أما غير المحارم فيحرم النظر إليهن مطلقاً والله الموفق

1622 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطأ والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه متفق عليه وهذا لفظ مسلم ورواية البخاري مختصرة.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله في باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن من غير حاجة شرعية بعد ذكر الآيات حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حفظه من الزنا وهو مدرك ذلك لا محالة يعني أن الإنسان مدرك للزنا لا محالة إلا من عصيه الله ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة لذلك فالعين زناها النظر يعني أن الرجل إذا نظر إلى امرأة ولو لغير شهوة وهي ليست من محارمه فهذا نوع من الزنا وهو زنا العين والأذن زناها

মানুষের অগোচরে থাকলেও আল্লাহ তাআলা তা জানেন। তিনি চোখের খিয়ানত সম্পর্কে অবগত এবং অন্তরে লুকায়িত ভালো ও মন্দ সব নিয়ত সম্পর্কেও তিনি সম্যক পরিজ্ঞাত। এমনকি মনে মনে যা কল্পনা করা হয় এবং মানুষের সামনে যা আসবে তাও তিনি জানেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, {নিশ্চয়ই কান, চোখ ও হৃদয়—এদের প্রত্যেকের কাছেই কৈফিয়ত চাওয়া হবে}। সুতরাং মানুষ তার শ্রবণের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে যে, সে কান দিয়ে কী শুনেছে? সে কি কোনো নিষিদ্ধ কথা শুনেছে নাকি কোনো বেগানা নারীর কণ্ঠ শুনে স্বাদ গ্রহণ করেছে? অনুরূপভাবে দৃষ্টি এবং হৃদয়ের ব্যাপারেও তাকে জবাবদিহি করতে হবে। তাই মানুষের কর্তব্য হলো নিজের নফসের সুরক্ষা করা। আর যে নারী বেগানা নয় অর্থাৎ যার সাথে বিবাহ হারাম (মাহরাম), তার চেহারা, মাথা, কবজি পর্যন্ত হাত, বাহু, নলা এবং পায়ের দিকে তাকানোতে কোনো দোষ নেই; যতক্ষণ না মানুষ নিজের ওপর ফিতনার আশঙ্কা করে। যদি সে নিজের ওপর ফিতনার আশঙ্কা করে, তবে সে তার মাহরামদের দিকেও তাকাবে না। ধরা যাক, কোনো ব্যক্তির একজন সুন্দরী দুধ-বোন রয়েছে, সে তার জন্য মাহরাম যেমন রক্তের সম্পর্কের বোন মাহরাম হয়ে থাকে। কিন্তু তার দিকে তাকালে যদি ফিতনার ভয় থাকে, তবে ওই ব্যক্তির ওপর দৃষ্টি অবনত রাখা ওয়াজিব এবং সেই বোনের ওপরও তার সামনে পর্দা করা ওয়াজিব। কেননা পর্দার আবশ্যিকতার মূল কারণ হলো ফিতনার আশঙ্কা। সুতরাং যখন ফিতনার উপস্থিতি থাকবে, তখন মাহরামদের সামনেও চেহারা ঢেকে রাখা আবশ্যিক হবে। আর যদি ফিতনার আশঙ্কা না থাকে এবং মানুষ পবিত্র হৃদয়ের ও চরিত্রবান হয়, তবুও তার জন্য গাইরে মাহরামদের (যাদের সাথে বিবাহ বৈধ) দিকে তাকানো হারাম। উদাহরণস্বরূপ, সে তার চাচাতো বোন কিংবা মামাতো বোনের দিকে তাকাবে না। অনুরূপভাবে স্ত্রীর বোন (শালি) কিংবা ভাইয়ের স্ত্রীর (ভাবি) দিকেও তাকাবে না—এভাবেই অন্যান্যরা। মূল কথা হলো,

মাহরামদের দিকে তাকানো জায়েজ যতক্ষণ ফিতনার আশঙ্কা না থাকে। আর গাইরে মাহরামদের দিকে তাকানো ঢালাওভাবে হারাম। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১৬২২ - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আদম সন্তানের ভাগ্যে যিনার যে অংশ নির্ধারিত আছে তা লিখে দেওয়া হয়েছে, সে অবশ্যই তা প্রাপ্ত হবে। চোখের যিনা হলো কুদৃষ্টি দেওয়া, কানের যিনা হলো (নিষিদ্ধ কিছু) শোনা, জিহ্বার যিনা হলো কথা বলা, হাতের যিনা হলো (অন্যায়ভাবে) ধরা বা স্পর্শ করা, পায়ের যিনা হলো (পাপের দিকে) অগ্রসর হওয়া আর অন্তর কামনা ও আকাঙ্ক্ষা করে; পরিশেষে গুণ্ডাঙ্গ তা সত্যে পরিণত করে অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।" (বুখারী ও মুসলিম, এটি মুসলিমের শব্দ বিন্যাস এবং বুখারীর বর্ণনাটি সংক্ষিপ্ত)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রাহিমাহুল্লাহ) শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত বেগানা নারী এবং সুদর্শন কিশোরদের দিকে তাকানো হারাম হওয়ার অনুচ্ছেদে আয়াতগুলো উল্লেখ করার পর আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আদম সন্তানের ভাগ্যে যিনার যে অংশ নির্ধারিত আছে তা লিখে দেওয়া হয়েছে এবং সে অবশ্যই তার মুখোমুখি হবে। এর অর্থ হলো, আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন সে ব্যতীত মানুষ অবশ্যই যিনার কোনো না কোনো পর্যায়ে লিপ্ত হয়। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদাহরণগুলো পেশ করেছেন। চোখের যিনা হলো তাকানো; অর্থাৎ কোনো পুরুষ যদি কোনো বেগানা নারীর দিকে তাকায়—এমনকি কামনা ব্যতীত হলেও—সেটি যিনার একটি প্রকার, আর তা হলো চোখের যিনা। আর কানের যিনা হলো শোনা...

(ص: 359) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الاستماع يستمع الإنسان إلى كلام المرأة ويتلذذ به هذا زنا الأذن وكذلك اليد زناها
البطش يعني العمل باليد من اللمس وما أشبه ذلك والرجل زناها الخطأ يعني أن

الإنسان يمشي إلى محل الفواحش مثلاً أو يسمع إلى صوت امرأة فيمش إليه أو يرى امرأة فيمشي إليها هذا نوع من الزنا لكن زنا الرجل القلب يهوى ويميل إلى هذا الأمر أي التعلق بالنساء هذا زنا القلب والفرج يصدق ذلك أو يكذبه يعني أنه إذا زنى بالفرج والعياذ بالله فقد صدق زنا هذه الأعضاء وإن لم يزني بفرجه بل سلم وحفظ نفسه فإن هذا يكون تكذيباً لزنا هذه الأعضاء فدل ذلك على الحذر من التعلق بالنساء لا بأصواتهم ولا بالرؤية إليهن ولا بمسهن ولا بالسعي إليهن ولا بغواية القلب لهن كل ذلك من أنواع الزنا والعياذ بالله فليحذر الإنسان العاقل العفيف من أن يكون في هذه الأعضاء شيء يتعلق بالنساء والواجب على الإنسان إذا أحس من نفسه بهذا أن يبتعد لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والنظر سهم مسوم من سهام إبليس قد ينظر البرء إلى امرأة ولا تتعلق نفسه بها أول مرة لكن في الثانية في الثالثة حتى يكون قلبه معلق بها والعياذ بالله ويصبح هيبان لا يذكر إلا هذه المرأة إن قام ذكرها وإن قعد ذكرها وإن نام ذكرها وإن استيقظ ذكرها فيحصل بهذا الشر والفتنة نسأل الله العافية والله الموفق

শ্রবণ—মানুষ যখন কোনো নারীর কথা শোনে এবং তা থেকে আনন্দ লাভ করে, এটি হলো কানের যিনা। অনুরূপভাবে হাতের যিনা হলো কোনো কিছু ধরা বা স্পর্শ করা, অর্থাৎ স্পর্শ করা বা এই জাতীয় কাজের মাধ্যমে হাতের ব্যবহার। আর পায়ের যিনা হলো পদচারণা, যার অর্থ মানুষ যখন অশ্লীলতার স্থানের দিকে হেঁটে যায় কিংবা কোনো নারীর কণ্ঠস্বর শুনে সেদিকে অগ্রসর হয় অথবা কোনো নারীকে দেখে তার দিকে হেঁটে যায়; এটিও এক প্রকার যিনা। তবে অন্তরের যিনা হলো আকাঙ্ক্ষা করা এবং এই বিষয়ের প্রতি ঝুঁকে পড়া, অর্থাৎ নারীদের প্রতি আসক্ত হওয়া; এটি হলো অন্তরের যিনা। আর লজ্জাস্থান একে সত্যে পরিণত করে অথবা মিথ্যায় পর্যবসিত করে। অর্থাৎ সে যদি লজ্জাস্থানের মাধ্যমে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় (আল্লাহ তাআলা আমাদের রক্ষা করুন), তবে এই অঙ্গগুলোর যিনা সত্য বলে প্রমাণিত হয়। আর যদি সে লজ্জাস্থানের মাধ্যমে যিনা না করে বরং নিজেকে নিরাপদ ও পবিত্র রাখে, তবে তা এই অঙ্গগুলোর যিনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হিসেবে গণ্য হয়। সুতরাং এটি নারীদের প্রতি আসক্তি থেকে সতর্ক থাকার প্রমাণ বহন করে—চাই তা তাদের কণ্ঠস্বর শোনা হোক, তাদের দিকে

দৃষ্টিপাত করা হোক, তাদের স্পর্শ করা হোক, তাদের দিকে হেঁটে যাওয়া হোক কিংবা অন্তরে তাদের প্রতি প্রলুব্ধ হওয়া হোক; এর প্রতিটিই যিনার অন্তর্ভুক্ত (আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই)। অতএব, প্রত্যেক বুদ্ধিমান ও পবিত্র ব্যক্তির উচিত সতর্ক থাকা যেন তার এই অঙ্গগুলোর কোনোটি নারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট পাপে লিপ্ত না হয়। আর মানুষের কর্তব্য হলো যখনই সে নিজের মধ্যে এমন কোনো অনুভূতির আভাস পাবে, তখনই তা থেকে দূরে সরে যাওয়া। কারণ শয়তান আদম সন্তানের রক্ত চলাচলের পথে বিচরণ করে এবং কুদৃষ্টি হলো ইবলিসের বিষাক্ত তীরগুলোর মধ্যে একটি। হতে পারে মানুষ প্রথমবার কোনো নারীর দিকে তাকিয়ে তার প্রতি আসক্ত হলো না, কিন্তু দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার তাকানোর ফলে শেষ পর্যন্ত তার অন্তর তাতে আটকে যায় (আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই)। তখন সে এমনভাবে দিশেহারা হয়ে পড়ে যে, সে ওই নারী ছাড়া আর কিছুই স্মরণ করতে পারে না; দাঁড়ালে তাকে স্মরণ করে, বসলে তাকে স্মরণ করে, ঘুমালে তাকে স্মরণ করে এবং জাগ্রত হলেও তাকে স্মরণ করে। এর ফলে অনিষ্ট ও ফিতনার সৃষ্টি হয়। আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। আল্লাহই তৌফিকদাতা।

(ص: 360) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

1623 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه.

1624 - وعن أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه قال: كنا قعوداً بالأفنية نتحدث فيها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال ما لكم ولجالس

الصعداء فقلنا إنما قعدنا لغير ما بأس قعدنا نتذاكر ونتحدث قال إما لا فأدوا
حقها غص البصر ورد السلام وحسن الكلام رواه مسلم.

الصعداء بضم الصاد والعين.

أي الطرقات

[الشَّرْحُ]

لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين الآيات الدالة على وجوب
غص البصر ذكر أحاديث منها حديث أبي سعيد الخدري وحديث زيد بن سهل أما
الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس على

১৬২৩ - আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা রাস্তার ওপর বসা থেকে বিরত থাকো।" সাহাবীগণ বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের বসার জায়গাগুলোতে বসা ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই, যেখানে আমরা কথাবার্তা বলে থাকি।" তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "যদি তোমাদের বসতেই হয়, তবে রাস্তার হক আদায় করো।" তাঁরা বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! রাস্তার হক কী?" তিনি বললেন: "দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া বা কাউকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা, সালামের উত্তর দেওয়া এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা।" (বুখারী ও মুসলিম)।

১৬২৪ - আবু তালহা য়ায়েদ বিন সাহল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা ঘরের সামনের আঙ্গিনায় বসে কথাবার্তা বলছিলাম। এমতাবস্থায় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসলেন এবং আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন: "তোমাদের কী হয়েছে যে তোমরা রাস্তার ধারে বসে আছো?" আমরা বললাম: "আমরা কোনো মন্দ উদ্দেশ্যে বসিনি, বরং আমরা আলোচনা ও কথাবার্তা বলার জন্য বসেছি।" তিনি বললেন: "যদি তোমাদের বসতেই হয়, তবে এর হক আদায় করো; আর তা হলো দৃষ্টি অবনত রাখা, সালামের উত্তর দেওয়া এবং উত্তম কথা বলা।" (মুসলিম)।

'আস-সুউদাত' শব্দটি সদ এবং আইন বর্ণে পেশ (যম্মা) যোগে।

অর্থাৎ রাস্তাসমূহ।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ তাআলা) যখন তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে দৃষ্টি অবনত রাখা ওয়াজিব হওয়ার স্বপক্ষে আয়াতসমূহ উল্লেখ করেছেন, তখন তিনি এ সংক্রান্ত কিছু হাদিসও বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে আবু সাঈদ খুদরী এবং য়ায়েদ বিন সাহলের হাদিস অন্যতম। প্রথম হাদিসটির ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা রাস্তার ওপর বসা থেকে..."

(ম: 361) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الطرقَات وهذا تحذير يعني احذروا الجلوس على الطرقَات فقالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد وكانوا يجلسون على أفنية البيوت كما يفعل كثير من الناس اليوم يجلس في فناء بيته ويجتمع إليه جيرانه يتحدثون فيما جرى بينهم وفي مصالحهم في دين أو دنيا قال فإن أبيتم إلا ذلك فأعطوا الطريق حقه يعني إن أبيتم إلا أن تجلسوا وكان لابد من الجلوس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه يا رسول الله فذكر حقه عليه الصلاة والسلام غض البصر يعني أن تغضوا أبصاركم عن البارة ولا تحدقوا فيهم ولا تنظروا إليهم لأن بعض الناس يجلس على الطرقَات وكلما مر إنسان صار يراقبه من حين أن يقبل إلى أن يدبر وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيغض البصر ولا سيما إذا مرت المرأة فإن الواجب غض البصر من وجهين من حيث أنها امرأة ومن حيث إن التركيز على البار يوجب أن يخلج ويتأذى بذلك الثاني كف الأذى ألا تؤذوا أحدا من البارة لا بقول ولا بفعل لا بقول تسمعون إياه يتأذى به ولا بفعل بأن تضيقوا الطريق فتدوا أرجلكم مثلا أو تضجعوا في الطريق أو ما أشبه ذلك والثالث رد السلام يعني إذا سلم أحد تردون

عليه السلام على الوجه الواجب إذا قال السلام عليكم تقول عليكم السلام ولا يكفي أن تقول أهلاً وسهلاً أو مرحباً أو ما أشبه ذلك بل لابد من الرد الواجب وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها الرابع الأمر بالمعروف إذا رأيتم أحداً قد قصر في أمر مطلوب منه

রাস্তাঘাট—আর এটি একটি সতর্কবাণী, অর্থাৎ তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাকো। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের বসার জায়গাগুলো ছাড়া আমাদের কোনো গত্যন্তর নেই। তারা বাড়ির আঙিনায় বসতেন, যেমনটি বর্তমান যুগেও অনেকে করে থাকেন—নিজের বাড়ির আঙিনায় বসেন এবং প্রতিবেশীরা সেখানে একত্রিত হয়ে তাদের পারস্পরিক ঘটনাবলী এবং দ্বীন ও দুনিয়ার নানাবিধ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বললেন: যদি তোমরা বসা ছাড়া অন্য কিছু মানতে অস্বীকার করো (অর্থাৎ যদি বসতেই হয়), তবে রাস্তার হক আদায় করো। তারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এর হক কী? তখন তিনি (তার ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) রাস্তার হকসমূহ উল্লেখ করলেন। প্রথমত: দৃষ্টি অবনত রাখা। অর্থাৎ তোমরা পথচারীদের দিক থেকে তোমাদের দৃষ্টি সরিয়ে নেবে, তাদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে না এবং তাদের নিরীক্ষণ করবে না। কারণ কিছু মানুষ রাস্তায় বসে থাকে এবং যখনই কোনো ব্যক্তি সেখান দিয়ে অতিক্রম করে, সে আসা থেকে শুরু করে চলে যাওয়া পর্যন্ত তারা তাকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। এটি নবী (তার ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক)-এর নির্দেশের পরিপন্থী। সুতরাং দৃষ্টি অবনত রাখতে হবে, বিশেষ করে যখন কোনো নারী সেখান দিয়ে অতিক্রম করে। এক্ষেত্রে দুটি কারণে দৃষ্টি অবনত রাখা আবশ্যিক: প্রথমত সে একজন নারী হওয়ার কারণে, আর দ্বিতীয়ত পথচারীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা তাকে লজ্জিত করে এবং এর মাধ্যমে সে কষ্ট পায়। দ্বিতীয়ত: কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা। তোমরা পথচারীদের কাউকেই কথা বা কাজের মাধ্যমে কষ্ট দেবে না। এমন কোনো কথা বলবে না যা শুনে সে কষ্ট পায়, কিংবা এমন কোনো কাজ করবে না যাতে রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে যায়—যেমন পা প্রসারিত করে রাখা, রাস্তায় শুয়ে থাকা বা এজাতীয় অন্য কিছু। তৃতীয়ত: সালামের উত্তর দেওয়া। অর্থাৎ কেউ যদি সালাম দেয়, তবে ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় পন্থায় তার সালামের উত্তর দেবে। যদি সে বলে 'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক', তবে বলবে 'আপনার ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক'। কেবল 'স্বাগতম' বা 'সুস্বাগতম' বা এজাতীয় কিছু বলাই যথেষ্ট নয়; বরং যে উত্তর দেওয়া আবশ্যিক সেটিই প্রদান করতে হবে। 'আর যখন তোমাদেরকে কোনো অভিবাদন

জানানো হয়, তখন তোমরা তার চেয়ে উত্তম অভিবাদন দাও অথবা সেটুকুই ফিরিয়ে দাও।' চতুর্থত: সৎকাজের আদেশ প্রদান করা; যদি তোমরা কাউকে দেখো যে তার ওপর অর্পিত কোনো বিষয়ে সে অবহেলা করছে...

(ص: 362) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

تأمرونه به والمعروف كل ما أمر به الشرع وكل ما عرفه الناس وأقروا به مما لا يكون حراماً فإنه معروف فمثلاً لو جلستم في الطريق ورأيت امرأة كاشفة الوجه فهنا إنهاؤها عن هذا المنكر رأيتم إنسان مفرطاً تقام الصلاة وهو لا يصلي وأنتم قد صليتم وهو لم يصلي تأمرونه أن يصلي مع الجماعة مثلاً وهلم جرا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فهذه خمس حقوق على من جلسوا في الطرقات وكذلك الحديث الذي بعده يدل على ما دل عليه هذا والمقصود والشاهد من هذا قوله غرض البصر والله الموفق

1625 - وعن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك رواه مسلم

1626 - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مبيونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجباً منه فقلنا يا رسول الله أليس هو أعشى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعيياً وان أنتما ألتتما تبصرانه رواه

তোমরা তাকে এর নির্দেশ দিবে। আর ‘মারুফ’ বা সৎকাজ হলো শরিয়ত যা কিছু নির্দেশ দিয়েছে এবং মানুষ যা কিছু (ভালো হিসেবে) চিনে ও স্বীকৃতি দিয়েছে—যা হারাম নয়—তা-ই মারুফ। উদাহরণস্বরূপ, তোমরা যদি রাস্তায় বসো এবং কোনো নারীকে উন্মুক্ত চেহারায় দেখো,

তবে তাকে এই গর্হিত কাজ (মুনকার) থেকে নিষেধ করা তোমাদের দায়িত্ব। অথবা যদি কোনো অবহেলাকারী ব্যক্তিকে দেখো যে সালাতের ইকামত হওয়া সত্ত্বেও সালাত আদায় করছে না, অথচ তোমরা সালাত আদায় করেছ, তবে তাকে জামাতের সাথে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিবে; এবং এভাবেই চলতে থাকবে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎকাজে বাধা দিবে। রাস্তায় যারা বসে তাদের জন্য এই পাঁচটি হক বা অধিকার। অনুরূপভাবে পরবর্তী হাদিসটিও এই একই বিষয়ের ওপর প্রমাণ পেশ করে। আর এখানে মূল উদ্দেশ্য ও সাক্ষ্য হলো ‘দৃষ্টি অবনত রাখা’ সংক্রান্ত তাঁর বাণী। আল্লাহ-ই তাওফিকদাতা।

১৬২৫ - জারির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আকস্মিক দৃষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, “তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও।” (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

১৬২৬ - উম্মে সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছিলাম এবং তাঁর নিকট মায়মুনাও (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ছিলেন। এমতাবস্থায় ইবনে উম্মে মাকতুম আসলেন। এটি ছিল আমাদের পর্দার নির্দেশ প্রদানের পরের ঘটনা। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমরা তার থেকে পর্দা করো।” আমরা বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল! তিনি কি অন্ধ নন? তিনি তো আমাদের দেখছেন না এবং আমাদের চিনতেও পারছেন না।” তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমরা দুজনও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখছ না?” (বর্ণিত হয়েছে...)

(ص: 363) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح

1627 - وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن بغير حاجة شرعية عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة قال اصرف بصرك نظر الفجأة هو الذي يفاجأ الإنسان مثل أن تمر به امرأة مفاجأة وتكون قد كشفت وجهها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك يعني أدركه يبيناً أو شيئاً حتى لا تنظر فيستفاد من هذا الحديث تحريم نظر الرجل إلى المرأة لكن إذا حصل هذا فجأة فإنه يعفى عنه لأنه بغير اختيار من الإنسان وما كان بغير اختيار من الإنسان فإن الله قد عفى عنه وأما الحديث الثاني حديث أم سلمة أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده مميونة فدخل عبد الله ابن أم مكتوم وكان رجل أعشى وكان ذلك بعد نزول الحجاب فأمرها أن تحتجباً منه يعني قال لأمر سلمة ومميونة احتجباً منه يعني من ابن أم مكتوم وهو أعشى فقالت يا رسول الله إنه رجل أعشى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال: أفعبياً وإن أُنتم احتجباً منه فأمرها أن تحتجباً عن الرجل ولو كان أعشى لكن هذا الحديث ضعيف لأن الأحاديث الصحيحة كلها تردّه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال

আবু দাউদ ও তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন এটি হাসান সহীহ হাদীস।

১৬২৭ - আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কোনো পুরুষ অন্য পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না এবং কোনো নারী অন্য নারীর লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না। আর কোনো পুরুষ অন্য পুরুষের সাথে একই কাপড়ের নিচে শয়ন করবে না এবং কোনো নারী অন্য নারীর সাথে একই কাপড়ের নিচে শয়ন করবে না।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক রহিমাল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাব রিয়াদুস সালিহীন-এর ‘শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত পরনারী এবং সুদর্শন কিশোরের দিকে তাকানো হারাম’ পরিচ্ছেদে জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: "তোমার দৃষ্টি সরিয়ে নাও।" হঠাৎ দৃষ্টি হলো যা মানুষের ওপর আকস্মিকভাবে পড়ে যায়, যেমন কোনো নারী হঠাৎ সামনে দিয়ে অতিক্রম করল এবং তার মুখমণ্ডল উন্মুক্ত ছিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তোমার দৃষ্টি সরিয়ে নাও," অর্থাৎ ডানে বা বামে ফিরিয়ে নাও যাতে আর দেখতে না হয়। এই হাদীস থেকে পুরুষের নারীর দিকে তাকানো হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে এটি যদি হঠাৎ ঘটে যায় তবে তা ক্ষমাযোগ্য, কারণ এটি মানুষের ইচ্ছার বাইরে। আর যা মানুষের ইচ্ছাতির বা ইচ্ছার বাইরে, আল্লাহ তাআলা তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় হাদীসটি হলো উম্মে সালামাহ-এর হাদীস যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলেন এবং তাঁর কাছে মায়মুনাও ছিলেন; এমতাবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম প্রবেশ করলেন, যিনি একজন অন্ধ ব্যক্তি ছিলেন। এটি পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পরের ঘটনা। তখন তিনি তাঁদের উভয়কে তাঁর থেকে পর্দা করার নির্দেশ দিলেন। অর্থাৎ তিনি উম্মে সালামাহ ও মায়মুনাকে বললেন: তাঁর থেকে পর্দা করো—অর্থাৎ ইবনে উম্মে মাকতুম থেকে, যদিও তিনি অন্ধ ছিলেন। তখন তাঁরা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! তিনি তো অন্ধ মানুষ, আমাদের দেখছেন না এবং আমাদের চিনতেও পারছেন না। তিনি বললেন: "তোমরা দুজনেই কি অন্ধ? তোমরা তাঁর থেকে পর্দা করো।" এভাবে তিনি তাঁদেরকে পুরুষ থেকে পর্দা করার নির্দেশ দিলেন যদিও সে অন্ধ হয়। কিন্তু এই হাদীসটি দুর্বল, কারণ সহীহ হাদীসসমূহ এর বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

(ص: 364) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعى تضعين ثيابك عنده وهذا الحديث في الصحيحين وأما هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله

فقد قال الإمام أحمد إن رفعه خطأ يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فلا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل ولو كان أجنبي بشرط ألا يكون نظرها بشهوة أو لتمتع يعني نظر عادي ولذلك نجد الرجال يمشون في الأسواق كاشفين وجوههم والنساء ينظرون إلى الوجوه وكذلك النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحضرن إلى المسجد ولا يحتجب الرجال عنهن ولو كان الرجل لا يحل للمرأة أن تراه لوجب عليه أن يحتجب كما تحتجب المرأة عن الرجل فالصحيح أن المرأة لها أن تنظر من الرجل لكن بغير شهوة ولا استمتاع أو تلذذ وأما الرجل فيحرم عليه أن يرى المرأة كما مر علينا الآن وكما مر علينا فيما سبق وأما الحديث الأخير فحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل ولا يفضي الرجل إلى

ফাতিমা বিনতে কায়সকে উদ্দেশ্য করে (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন): তুমি ইবনে উম্মে মাকতুমের ঘরে ইদ্দত পালন করো, কারণ সে একজন অন্ধ ব্যক্তি, সেখানে তুমি তোমার (অতিরিক্ত) পোশাক সরিয়ে রাখতে পারবে। এই হাদিসটি সহীহাইনে (বুখারি ও মুসলিম) বর্ণিত হয়েছে। আর গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন, সে সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেছেন যে, একে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করা ভুল; অর্থাৎ এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহভাবে প্রমাণিত নয়। এর ওপর ভিত্তি করে, কোনো নারীর জন্য পুরুষের দিকে তাকানো হারাম নয়, যদিও সে গায়রে মাহরাম (অপরিচিত) হয়; তবে শর্ত হলো সেই দৃষ্টি যেন কামভাব বা লালসা নিয়ে না হয়, বরং তা হতে হবে সাধারণ দৃষ্টি। এজন্যই আমরা দেখতে পাই যে, পুরুষরা বাজারে মুখ উন্মুক্ত রেখে চলাফেরা করে এবং নারীরা তাদের চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকে। অনুরূপভাবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নারীরা মসজিদে উপস্থিত হতেন এবং পুরুষরা তাদের থেকে পর্দা (মুখ আবৃত) করতেন না। যদি পুরুষের দিকে তাকানো নারীর জন্য বৈধ না হতো, তবে পুরুষের জন্যও পর্দা করা আবশ্যিক হতো, যেমনভাবে নারী পুরুষের সামনে পর্দা করে থাকে। সুতরাং সঠিক সিদ্ধান্ত হলো, নারীর জন্য পুরুষের দিকে তাকানো বৈধ, তবে তা কামভাব, লালসা বা উপভোগের উদ্দেশ্যে হতে পারবে না। পক্ষান্তরে পুরুষের জন্য নারীর

দিকে তাকানো হারাম, যেমনটি আমাদের বর্তমান এবং ইতিপূর্বের আলোচনায় অতিক্রান্ত হয়েছে। আর সর্বশেষ হাদিসটি হলো আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোনো নারী অন্য কোনো নারীর লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না এবং কোনো পুরুষ অন্য কোনো পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না, আর কোনো পুরুষ অন্য কোনো পুরুষের সাথে এক কাপড়ে মিলিত হবে না (অর্থাৎ অঙ্গস্পর্শ করবে না)...

(ص: 365) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الرجل في الثوب الواحد فقله صلى الله عليه وسلم لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة هذا نهى للنظرة أن تنظر إلى عورة المنظورة يعني لو انكشفت عورة المرأة المنظورة بريح أو بقضاء حاجة أو ما أشبه ذلك فإنه لا يحل للآخرى أن تنظر إلى عورتها وهي ما بين السرة والركبة وكذلك الرجل لو انكشفت عورته بريح أو لغير هذا من الأسباب فلا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل وهذا الحديث تشبث به بعض النساء فقلن إن المرأة لا يلزمها أن تستر من بدنّها إلا ما بين السرة والركبة وهذا فهم خاطئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للمرأة أن تقتصر على ثوب يستر ما بين السرة والركبة وإنما هي المرأة الأخرى أن تنظر إلى عورة المرأة والفرق بين الأمرين ظاهر فالمرأة اللابسة يجب أن يكون لباسها ساترا وكان نساء الصحابة رضي الله عنهم يسترن ما بين كعب القدم إلى كف اليد كل هذا مستور لكن لو قدر أن امرأة انكشفت عورتها لحاجة أو انكشفت من ريح أو غير هذا فإن المرأة لا تنظر إلى ما بين السرة والركبة بالنسبة للآخرى وكذلك يقال للرجل لا ينظر الرجل إلى عورة

এক কাপড়ে সালাত আদায়কারী পুরুষ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "কোনো নারী যেন অন্য নারীর লজ্জাস্থানের দিকে না তাকায়।" এটি মূলত দৃষ্টিপাতকারিণীকে অন্য নারীর লজ্জাস্থানের দিকে তাকাতে নিষেধ করে। অর্থাৎ, যদি বাতাসের কারণে, প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণকালে কিংবা এই জাতীয় অন্য কোনো কারণে কোনো নারীর লজ্জাস্থান অনাবৃত হয়ে পড়ে, তবে অন্য কোনো নারীর জন্য তার সেই লজ্জাস্থানের দিকে তাকানো বৈধ হবে না; আর তা হলো নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। একইভাবে কোনো পুরুষের লজ্জাস্থান যদি বাতাস বা অন্য কোনো কারণে অনাবৃত হয়ে যায়, তবে অন্য কোনো পুরুষের জন্য সেই পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে তাকানো বৈধ নয়। কিছু নারী এই হাদীসটিকে ভুলভাবে গ্রহণ করে বলে থাকে যে, নারীর জন্য নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশ ছাড়া শরীরের অন্য কিছু ঢাকা আবশ্যিক নয়। এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীকে কেবল নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত আবরণকারী পোশাকে সীমাবদ্ধ থাকার অনুমতি দেননি। বরং হাদীসটিতে অন্য কোনো নারীর লজ্জাস্থানের দিকে তাকানোকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে; আর এই দুই বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট। পরিধানকারী নারীর পোশাক অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ আবরণকারী হতে হবে। সাহাবীগণের (আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) মহিলারা পায়ের গোড়ালি থেকে হাতের কবজি পর্যন্ত অংশ ঢেকে রাখতেন এবং এই পুরো অংশটিই আবৃত থাকত। তবে যদি এমন হয় যে, কোনো প্রয়োজনে, বাতাসের কারণে কিংবা অন্য কোনো কারণে কোনো নারীর সতর অনাবৃত হয়ে গেছে, তবে অন্য কোনো নারী যেন তার নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশের দিকে না তাকায়। পুরুষের ক্ষেত্রেও একইভাবে বলা হবে যে, এক পুরুষ অন্য পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না।

(ص: 366) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الرجل وهي ما بين السرة والركبة وهذا بالنسبة للرجل يجوز له أن يكشف الصدر والكتف لأخيه بدليل أنه يجوز للإنسان الرجل أن يقتصر على الإزار كما في حديث الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه الواهبة امرأة جاءت إلى

الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله وهبت نفسي لك فصعد فيها النظر وصوبه ولم تطب نفسه بها فسكت فجلست المرأة ثم قال رجل من القوم زوجنيها يا رسول الله قال ما معك من الصداق قال معي إزارى قال سهل راوي الحديث ليس له رداء ما عليه إلا إزار فقط فقال له الرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك بقيت بلا إزار وإن أبقيته لك لم يكن لها مهر اطلب ابحث التمس ولو خاتماً من حديد فذهب يلمس فلم يجد ولو خاتماً من حديد فإنه فقير فقال هل معك شيء من القرآن قال نعم سورة كذا وكذا قال زوجتكها بما معك من القرآن يعني عليها الذي معك من القرآن وهذا هو مهرها فالشاهد من هذا أن الرجل لا بأس أن يقتصر على لبس الإزار أما المرأة فلا يمكن أن تقتصر على لبس الإزار وليس هذا من عادة نساء الصحابة رضي الله عنهم والله الموفق.

سؤال وجوابه الخادمة التي في البيوت كغيرها يجب أن تستر وجهها وهي أشد خطراً لأنها لو كشفت وجهها وكانت شابة أو جميلة افتتن بها صاحب البيت وأولاده إذا كان له أولاد

পুরুষের সতর হলো নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। পুরুষের ক্ষেত্রে তার অপর ভাইয়ের সামনে বুক ও কাঁধ উন্মুক্ত রাখা বৈধ; এর প্রমাণ হলো একজন পুরুষ কেবল তহবন্দ বা ইজার পরিধান করেই থাকতে পারে, যেমনটি সেই ব্যক্তির হাদিসে এসেছে যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সেই নারীকে বিয়ে করার আবেদন করেছিলেন যে নিজেকে নিবেদন করেছিল। এক নারী আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল! আমি নিজেকে আপনার চরণে উৎসর্গ করলাম।" তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আপাদমস্তক নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করলেন, কিন্তু তাকে গ্রহণ করতে আগ্রহী হলেন না এবং মৌনতা অবলম্বন করলেন। তখন নারীটি বসে পড়লেন। এরপর উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল! তাকে আমার সাথে বিয়ে দিন।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কাছে মহর দেওয়ার মতো কী আছে?" সে বলল, "আমার কাছে শুধু আমার এই তহবন্দটি আছে।" হাদিসের বর্ণনাকারী সাহল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তার নিকট কোনো চাদর ছিল না, তার পরিধানে কেবল একটি তহবন্দ ছিল।

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, "তুমি যদি এটি তাকে দিয়ে দাও তবে তুমি বস্ত্রহীন হয়ে পড়বে, আর যদি নিজের কাছে রাখো তবে তার কোনো মহর হবে না। যাও খুঁজে দেখো, যদি একটি লোহার আংটিও পাও।" সে খুঁজতে গেল কিন্তু কিছুই পেল না, এমনকি একটি লোহার আংটিও না; কারণ সে ছিল অতি দরিদ্র। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমার কি কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ আছে?" সে বলল, "হ্যাঁ, অমুক অমুক সূরা।" তিনি বললেন, "তোমার কাছে যতটুকু কুরআন আছে তার বিনিময়ে আমি তাকে তোমার নিকট বিবাহ দিলাম।" অর্থাৎ তোমার নিকট যে কুরআনের জ্ঞান আছে তা তাকে শিক্ষা দেবে এবং এটাই তার মহর। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, পুরুষের জন্য কেবল তহবন্দ পরিধান করে থাকা দোষের কিছু নয়। কিন্তু নারীর পক্ষে কেবল তহবন্দ পরিধান করে থাকা সম্ভব নয় এবং এটি সাহাবী নারীগণের রীতিও ছিল না। আল্লাহই তাওফীকদাতা।

প্রশ্ন ও উত্তর: বাড়িতে কর্মরত গৃহকর্মী বা পরিচারিকাকে অন্যান্য সাধারণ নারীদের মতোই মুখমণ্ডল আবৃত রাখতে হবে। বরং তার ক্ষেত্রে ফিতনার আশঙ্কা আরও বেশি; কারণ সে যদি মুখমণ্ডল উন্মুক্ত রাখে এবং সে যুবতী বা সুন্দরী হয়, তবে গৃহকর্তা এবং তার ছেলেরা (যদি থাকে) তার প্রতি প্রলুব্ধ হতে পারে।

(ص: 367) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب تحريم الخلوة بالأجنبية

قال الله تعالى {وَإِذَا سَأَلْتَهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}

1628 - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمى؟ قال الحمى الموت متفق عليه.

الحمى قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه

1629 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم متفق عليه

1630 - وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ظنكم؟ رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية المرأة الأجنبية هي التي ليس بينك وبينها محرم مثل بنت العم بنت العمة بنت الخالة وما أشبه ذلك أو من لم يكن من أقاربك فالمراد بالأجنبية هنا من ليست لك بمحرم والخلوة بها حرام وما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان فما

অজনবি (গায়রে মাহরাম) নারীর সাথে নির্জনে অবস্থানের নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক পরিচ্ছেদ
মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: {এবং যখন তোমরা তাদের নিকট কোনো প্রয়োজনীয় বস্তু
চাইবে, তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে।}

১৬২৮ - উকবা ইবনে আমির (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: “তোমরা
নারীদের নিকট প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকো।” তখন জনৈক আনসারী ব্যক্তি আরজ
করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! দেবরের (স্বামীর আত্মীয়স্বজন) ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?”
তিনি বললেন, “দেবর তো হলো মৃত্যু।” (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

‘হামু’ বা দেবর বলতে স্বামীর নিকটাত্মীয়দের বুঝায়, যেমন স্বামীর ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র, চাচাতো
ভাই প্রমুখ।

১৬২৯ - ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: “তোমাদের কেউ যেন
কোনো মাহরাম ব্যক্তি ব্যতীত কোনো নারীর সাথে নির্জনে অবস্থান না করে।” (মুত্তাফাকুন
আলাইহি)।

১৬৩০ - বুরাইদাহ (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: “ঘরে অবস্থানকারী পুরুষদের জন্য মুজাহিদদের স্ত্রীদের মর্যাদা তাদের মায়েদের সম্মানের তুল্য। ঘরে অবস্থানকারী কোনো ব্যক্তি যদি কোনো মুজাহিদের অবর্তমানে তার পরিবারের দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তাদের ব্যাপারে খেয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবে কিয়ামতের দিন তাকে ঐ মুজাহিদের সামনে দাঁড় করানো হবে এবং সে তার নেকি থেকে যা ইচ্ছা গ্রহণ করবে যতক্ষণ না সে সন্তুষ্ট হয়।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, “তোমাদের ধারণা কী (অর্থাৎ এমন ব্যক্তির অপরাধ কত গুরুতর হতে পারে)?” (মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহ.) তাঁর ‘রিয়াদুস সালাহীন’ গ্রন্থে বলেছেন: ‘অজনবি মহিলার সাথে নির্জনে অবস্থানের নিষেধাজ্ঞা’ অধ্যায়। অজনবি নারী হলো সেই নারী যার সাথে আপনার কোনো মাহরাম সম্পর্ক নেই, যেমন: চাচাতো বোন, ফুফাতো বোন, খালাতো বোন এবং অনুরূপ ব্যক্তিবর্গ অথবা যারা আপনার আত্মীয়ই নয়। সুতরাং এখানে ‘অজনবি’ বলতে উদ্দেশ্য হলো যারা আপনার মাহরাম নয়। আর তাদের সাথে নির্জনে অবস্থান করা হারাম। যখনই কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে নির্জনে থাকে, তখন শয়তান তাদের তৃতীয় জন হিসেবে উপস্থিত হয়। ফলে...

(ص: 368) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ظنكم بمن ثالثهما الشيطان إنا ظننا بذلك أنها سيكونا عرضة للفتنة والعياذ بالله
ثم ذكر قوله تعالى وإذا سألتهم متاعا فاسألوهن من وراء حجاب يعني لا تدخلوا
عليهن أسألوهن من وراء حجاب حتى لا تحصل الخلوة ثم ذكر حديث عقبة بن
عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء

يعني إياكم أحذر أن تدخلوا على النساء وهذا تحذير بالغ قالوا يا رسول الله أرأيت الحمى قال الحمى الموت الحمى يعني أقارب الزوج من أخيه عمه خاله هذا هو الحمى أما أبو الزوج وابن الزوج فهم من المحارم لكن حواشيه كأخيه وعمه وخاله فهؤلاء ليسوا من المحارم قال الحمى الموت وهذه كلمة من أبلغ ما يكون من التحذير يعني كبا أن الإنسان يفر من الموت فيجب أن يفر من دخول أقاربه على زوجته وأهله بلا محرم وهذا يدل على التحذير الشديد ودخول أقارب الزوج على بيت الزوج أخطر من دخول الأجانب لأن هؤلاء يدخلون باعتبارهم أقارب فلا يستنكرهم أحد وإذا وقفوا عند الباب يستأذنون لم ينكر عليهم أحد لذلك كان حراماً على الإنسان أن يمكن أخاه من الخلوة بزوجه وبعض الناس يتهاون في هذا الأمر تجد عنده زوجة وله أخ بالغ فيذهب الرجل إلى العمل ويترك زوجته وأخاه في البيت وحدهما وهذا حرام لا يجوز لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ولكن كيف الخلاص

যাদের তৃতীয়জন শয়তান, তাদের সম্পর্কে আপনাদের ধারণা কী? আমাদের ধারণা এই যে, তারা ফিতনার (পরীক্ষা বা পাপাচার) সমুখীন হবে—আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই। অতঃপর তিনি মহান আল্লাহর বাণী উল্লেখ করেন: "আর তোমরা যখন তাদের নিকট কোনো প্রয়োজনীয় সামগ্রী চাইবে, তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে।" অর্থাৎ তাদের নিকট প্রবেশ করো না; পর্দার আড়াল থেকে আবেদন করো যেন নির্জনবাস বা খলওয়াত সংঘটিত না হয়। এরপর তিনি উকবা ইবনে আমের (রা.) বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা নারীদের নিকট প্রবেশ করা থেকে সাবধান থাকো।" অর্থাৎ আমি তোমাদের সতর্ক করছি যেন তোমরা নারীদের নিকট প্রবেশ না করো; এটি একটি অত্যন্ত কঠোর সতর্কবাণী। সাহাবীগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দেবরের (স্বামীর নিকটাত্মীয়) ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? তিনি বললেন: "দেবর তো মৃত্যু।" 'হামু' বা নিকটাত্মীয় বলতে স্বামীর ভাই, চাচা, মামা প্রমুখ আত্মীয়দের বোঝায়; এরাই হলো 'হামু'। তবে স্বামীর পিতা এবং স্বামীর পুত্র মাহরামের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অন্যান্য পার্শ্ববর্তী আত্মীয় যেমন—ভাই, চাচা ও মামা, তারা মাহরাম নয়। তিনি বলেছেন, "দেবর তো মৃত্যু"—এটি সতর্কীকরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ ও বলিষ্ঠ একটি অভিব্যক্তি। এর অর্থ হলো, মানুষ যেভাবে মৃত্যু

থেকে পলায়ন করে, তেমনি মাহরাম ব্যতিরেকে নিজের স্ত্রী ও পরিবারের কাছে নিকটাত্মীয়দের প্রবেশ থেকেও বেঁচে থাকা বা পলায়ন করা আবশ্যিক। এটি অত্যন্ত কঠোর সতর্কবার্তার প্রমাণ দেয়। স্বামীর বাড়িতে তার নিকটাত্মীয়দের প্রবেশ করা অন্য কোনো পরপুরুষের প্রবেশের চেয়েও অধিক বিপজ্জনক। কারণ তারা আত্মীয় হিসেবে প্রবেশ করে, তাই কেউ তাদের প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করে না। তারা দরজায় দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইলে কেউ তাদের বাধা দেয় না। এ কারণে কোনো ব্যক্তির জন্য তার ভাইকে নিজের স্ত্রীর সাথে নির্জনে অবস্থানের সুযোগ দেওয়া হারাম। অথচ কিছু মানুষ এই বিষয়ে শিথিলতা প্রদর্শন করে; দেখা যায় তার স্ত্রী এবং একজন প্রাপ্তবয়স্ক ভাই রয়েছে, এমতাবস্থায় লোকটি কাজে চলে যায় এবং তার স্ত্রী ও ভাইকে বাড়িতে একা রেখে যায়। এটি হারাম ও নাজায়েজ। কারণ শয়তান আদম সন্তানের রক্ত চলাচলের শিরায় বিচরণ করে। তবে এ থেকে নিষ্কৃতির উপায় কী?

(ص: 369) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

إذا كان البيت واحداً؟ يجب أن يجعل باباً بين محل الرجال ومحل النساء مغلقاً مفتاحه معه يأخذه معه ثم يقول لأخيه هذا محلك ويقول لأهله هذا محلك ولا يجوز أن تبقى الأبواب مفتوحة لأنه قد يدخل عليها فيغويه الشيطان فيغتصبها وربما يغرها حتى توافق وتكون كأنها زوجة له يدخل عليها ويخرج ولا يبالي نسأل الله العافية ومن الخلوة الخلوة بالسائق يعني الإنسان عنده سائق وله امرأة أو بنت لا يحل له أن يجعل السائق مع المرأة أو البنت وحدها إلا مع ذي محرم لأن الخلوة في السيارة أقوى من الخلوة في البيت إذ أن الخلوة في السيارة يستطيع أن يتفاهم معها ثم يذهب إلى أي مكان ويفعل بها الفاحشة من الذي يمنعه؟ لهذا حرام على الإنسان أن يمسك أهله من زوجة أو أخت أو بنت من أن تترك وحدها مع السائق ولو بقدر خمس خطوات أبداً لا يجوز فإن قال قائل لو كانت امرأة تدرس وأبوها

مريض أو مشغول لا يتمكن وهي لا بد أن تدرس قلنا لا من يقول لا بد أن تدرس
الدراسة التي تستلزم الوقوع في المحرم حرام يجب أن تبقى في بيتها والدراسة
الحمد لله لها الشباب الذكور فيهم خير والمرأة إذا كان معها مبادئ تستطيع أن
تراجع وتنتسب أما أن تذهب مع السائق وحدها فهذا حرام ويخشى أن يكون الذي
يمكن أهله من ذلك يخشى أن ينطبق عليه شيء من وصف الديوث وهو الذي يقر
أهله على الفاحشة لكن هذا لم يقر أهله على الفاحشة إنما يخشى أن يكون ذلك
وسيلة والله الموفق

যদি আবাসস্থলটি একটিই হয়, তবে পুরুষ ও নারীদের অবস্থানের মধ্যস্থলে একটি তালাবদ্ধ
দরজা থাকা আবশ্যিক এবং এর চাবি যেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট থাকে। অতঃপর সে তার
ভাইকে বলবে, ‘এটি তোমার এলাকা’ এবং আপন পরিজনকে বলবে, ‘এটি তোমাদের
এলাকা’। দরজাগুলো উন্মুক্ত রাখা সমীচীন নয়; কেননা এতে পরপুরুষের প্রবেশের পথ সুগম
হয়, যার ফলে শয়তান তাকে প্ররোচিত করতে পারে এবং সে নারীকে লাঞ্ছিত করার সুযোগ
পেতে পারে। অথবা হয়তো সে তাকে প্রলুব্ধ করতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত সে নারীটি সম্মত
হয়ে যায়, ফলে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে সে তার স্ত্রীর ন্যায় হয়ে যায়—যেখানে পুরুষটি নির্বিঘ্নে
আসা-যাওয়া করে অথচ কক্ষের দরজা খোলা থাকে না। আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা কামনা করি।
নির্জনবাস বা ‘খালওয়াত’-এর অন্তর্ভুক্ত হলো চালকের সাথে নির্জনে অবস্থান করা। অর্থাৎ
কোনো ব্যক্তির যদি চালক থাকে এবং তার স্ত্রী বা কন্যা থাকে, তবে মাহরামের উপস্থিতি
ব্যতিরেকে চালকের সাথে স্ত্রী বা কন্যাকে একাকী ছেড়ে দেওয়া বৈধ নয়। কেননা কক্ষের
নির্জনতার চেয়ে গাড়ির নির্জনতা অধিক আশঙ্কাজনক; যেহেতু গাড়ির নির্জনতায় চালক তার
সাথে কথা বলার সুযোগ পায় এবং তারা যেকোনো স্থানে চলে যেতে পারে ও অশ্লীলতায় লিপ্ত
হতে পারে। তখন তাকে নিবৃত্ত করার কে থাকে? একারণেই কোনো ব্যক্তির জন্য তার স্ত্রী, বোন
বা কন্যাকে চালকের সাথে একাকী আরোহণ করতে দেওয়া হারাম, তা যদি সামান্য দূরত্বের
জন্যও হয়। এটি কখনোই বৈধ নয়। যদি কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, যদি কোনো নারী
অধ্যয়নরত হয় এবং তার পিতা রুগ্ন বা কার্যে ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কারণে সাথে যেতে অক্ষম হয়,
অথচ শিক্ষা গ্রহণ করা তার জন্য অপরিহার্য হয়; তবে আমরা বলব: না। কে বলেছে যে তাকে
শিক্ষা গ্রহণ করতেই হবে? যে শিক্ষা হারাম কর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণ হয়, তা বর্জন করাই শ্রেয়।

তার জন্য নিজ গৃহে অবস্থান করা আবশ্যিক। আলহামদুলিল্লাহ, জ্ঞানার্জনের জন্য যুবকরা রয়েছে যাদের মধ্যে কল্যাণ নিহিত। আর নারীর যদি মৌলিক শিক্ষা থাকে, তবে সে নিজ গৃহেই চর্চা চালিয়ে যেতে পারে এবং প্রাইভেটভাবে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে। কিন্তু চালকের সাথে একাকী গমন করা হারাম। আর আশঙ্কা রয়েছে যে, যে ব্যক্তি নিজ পরিবারকে এমন সুযোগ দেয়, সে ‘দাইয়ুছ’ (লজ্জাহীন পুরুষ) হওয়ার গুণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে; দাইয়ুছ তো সে-ই যে তার পরিবারে অশ্লীলতাকে অনুমোদন দেয়। যদিও এই ব্যক্তি সরাসরি অশ্লীলতাকে অনুমোদন দেয়নি, তবে আশঙ্কা করা হয় যে এটি সেই গর্হিত কার্যের মাধ্যম হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহই তাওফিক দানকারী।

(ص: 370) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك
1631 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء.
وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء
والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري.
1632 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل رواه أبو داود بإسناد صحيح
1633 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم
أرها قوما معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات
مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها
وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا رواه مسلم.

পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে পুরুষদের নারীদের সদৃশ হওয়া এবং নারীদের পুরুষদের সদৃশ হওয়া হারাম হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

১৬৩১ - ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নারীসুলভ আচরণকারী পুরুষদের এবং পুরুষসুলভ আচরণকারী নারীদের অভিশাপ দিয়েছেন।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষদের এবং পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারীদের অভিশাপ দিয়েছেন। (বুখারী বর্ণনা করেছেন)

১৬৩২ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই পুরুষকে অভিশাপ দিয়েছেন যে নারীর পোশাক পরিধান করে এবং সেই নারীকে অভিশাপ দিয়েছেন যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে। (আবু দাউদ এটি একটি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন)

১৬৩৩ - তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: জাহান্নামবাসীদের দুটি দল রয়েছে যাদের আমি (এখনও) দেখিনি। একদল লোক যাদের কাছে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে যা দিয়ে তারা মানুষকে প্রহার করবে। আর অন্য দল হলো এমন নারী যারা পোশাক পরিধান করেও উলঙ্গ, যারা অন্যদের আকৃষ্টকারী এবং নিজেরাও বিচ্যুত; তাদের মস্তক হবে হেলে পড়া বুখতি উটের কুঁজের ন্যায়। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের সুস্রাণও পাবে না, অথচ জান্নাতের সুস্রাণ এত এত দূরত্বের পথ থেকে পাওয়া যায়। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

(ص: 371) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

معنى كاسيات أي من نعمة الله عاريات من شكرها وقيل معناه تستر بعض بدنهن وتكشف بعضه إظهاراً لجمالها ونحوه وقيل تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنهن ومعنى مائلات قيل عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن حفظه ميبلات أي يعلنن غيرهن فعلهن

المذموم وقيل مائلات يمشين متبخترات مبيلات لاكتافهن وقيل مائلات يمشطن
المشطة البيلاء وهي مشطة البغايا ومبيلات يمشطن غيرهن تلك المشطة رؤوسهن
كأسنة البخت أي يكبرنها ويعظمونها بلف عمامة أو عصابة أو نحوه

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم تشبه الرجال
بالنساء والنساء بالرجال وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الذكور والإناث وجعل
لكل منهما مزية الرجال يختلفون عن النساء في الخلقة والخلق والقوة والدين وغير
ذلك والنساء كذلك يختلفن عن الرجال فمن حاول أن يجعل الرجال مثل النساء
أو أن يجعل النساء مثل الرجال فقد حاد الله في قدره وشرعه لأن الله سبحانه
وتعالى له حكمة فيما خلق وشرع ولهذا جاءت النصوص بالوعيد الشديد باللعن وهو
الطرد والإبعاد عن رحمة الله لتشبه الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل فمن تشبه
بالنساء فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ومن تشبهت بالرجال فهي
ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن

'কাসিয়াত' (পরিহিত)-এর অর্থ হলো আল্লাহর নেয়ামতে ভূষিত কিন্তু সেই নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত। আবার বলা হয়েছে, এর অর্থ হলো শরীরের কিছু অংশ ঢেকে রাখা এবং সৌন্দর্যের প্রদর্শনীর জন্য কিছু অংশ উন্মুক্ত রাখা। কেউ কেউ বলেন, এমন পাতলা পোশাক পরিধান করা যা শরীরের চামড়ার বর্ণ প্রকাশ করে। 'মায়িলাত' (বিচ্যুত)-এর অর্থ বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর আনুগত্য এবং যা রক্ষা করা তাদের জন্য আবশ্যিক তা থেকে বিচ্যুত। 'মুমিলাত' (বিচ্যুতকারী) বলতে বোঝায় তারা অন্যদেরও তাদের এই নিন্দনীয় কাজের শিক্ষা দেয়। আবার বলা হয়েছে, 'মায়িলাত' অর্থ যারা অহংকারের সাথে কাঁধ দুলিয়ে দস্তভরে চলাফেরা করে। কেউ কেউ বলেন, 'মায়িলাত' অর্থ তারা এমনভাবে চুল বিন্যাস করে যা পাপাচারী নারীদের বৈশিষ্ট্য এবং 'মুমিলাত' হলো তারা অন্যদেরও সেভাবে চুল আঁচড়ে দেয়।

তাদের মাথা হবে 'বখত' নামক উটের কুঁজের মতো; অর্থাৎ তারা পাগড়ি বা পট্টি পেঁচিয়ে অথবা অন্য কোনো উপায়ে মাথাকে স্ফীত ও বড় করে দেখাবে।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালেহীন' গ্রন্থে বলেছেন: পুরুষদের নারীদের সদৃশ হওয়া এবং নারীদের পুরুষদের সদৃশ হওয়ার নিষিদ্ধতা বিষয়ক অধ্যায়। এর কারণ হলো, আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেছেন এবং উভয়ের জন্য পৃথক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন। সৃষ্টিগত কাঠামো, স্বভাব-চরিত্র, শক্তি, দীন এবং অন্যান্য বিষয়ে পুরুষরা নারীদের থেকে ভিন্ন। একইভাবে নারীরাও পুরুষদের থেকে ভিন্ন। সুতরাং যে ব্যক্তি পুরুষকে নারীর মতো কিংবা নারীকে পুরুষের মতো করার অপচেষ্টা করবে, সে মূলত আল্লাহর নির্ধারণ (তাকদির) এবং তাঁর বিধানের (শরিয়ত) বিরোধিতা করল। কেননা আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং যে শরিয়ত প্রণয়ন করেছেন, তার পেছনে গুঢ় প্রজ্ঞা রয়েছে। এই কারণেই পুরুষ কর্তৃক নারীর সাদৃশ্য কিংবা নারী কর্তৃক পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণের বিষয়ে লানত বা অভিশাপের কঠিন হুঁশিয়ারি সংবলিত প্রমাণাদি অবতীর্ণ হয়েছে। আর লানত বা অভিশাপ হলো আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত ও দূরবর্তী হওয়া। সুতরাং যে পুরুষ নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবানীতে অভিশপ্ত। আর যে নারী পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবানীতে অভিশপ্ত। যেমনটি ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লানত করেছেন...

(ص: 372) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

المخنثين من الرجال وفي لفظ المتشبهين من الرجال بالنساء وهؤلاء هم المخنثون
في هذا الحديث ولعن المترجلات من النساء يعني المتشبهات بالرجال واللعن هو
الطرد والإبعاد عن رحمة الله فإذا تشبه الرجل بالمرأة في لباسه ولا سيما إذا كان

لباس محرماً كالحرير والذهب أو تشبه بالمرأة في كلامها وصار بغير لسانه في الكلام حتى كأنها تتكلم امرأة أو تشبه بالمرأة في مشيتها أو في غير ذلك مما يختص بالمرأة فإنه ملعون على لسان أشرف الخلق ونحن نلعن من لعنه رسول الله فآلمتشبه من الرجال بالنساء ملعون كذلك المرأة إذا تشبهت بالرجال فهي ملعونة لو صارت تتكلم كما يتكلم الرجل أو جعلت لها عمامة كما يلبس الرجل أو جعلت ثيابها كثياب الرجل ومن ذلك البنطلون فإن لباس البنطلون خاص بالرجال النساء عليهن أن يلبسن الثياب الساترة والبنطلون كما نعلم جميعاً يكشف المرأة تتبين أفخاذها وسوقها يعني سيقانها وما أشبه ذلك فلهذا نقول لا يحل للمرأة أن تلبس البنطلون حتى عند زوجها لأن ليست العلة العورة العلة التشبه فإذا تشبهت المرأة بالرجال فهي ملعونة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا أردف المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس قال العلماء وهؤلاء هم الشرط الذين يضربون الناس بغير حق معهم سياط كأذناب البقر يعني سوط طويل وله ريشة يضربون بها الناس بغير حق أما بحق فإنه يضرب المعتدي الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي

পুরুষদের মধ্য থেকে যারা নারীসুলভ আচরণ করে, অন্য শব্দে যারা নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে—তাই এই হাদীসে ‘মুখান্নাস’ হিসেবে বর্ণিত। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীদের মধ্য থেকে যারা পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করে (পুরুষালি স্বভাব ধারণ করে) তাদের অভিশাপ দিয়েছেন। লানত বা অভিশাপ মানে হলো আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়ন ও দূরত্ব। সুতরাং কোনো পুরুষ যদি পোশাকে নারীর সাদৃশ্য অবলম্বন করে, বিশেষ করে তা যদি রেশম বা স্বর্ণের মতো হারাম পোশাক হয়; কিংবা যদি কথাবার্তায় নারীর অনুকরণ করে এবং কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে এমনভাবে কথা বলে যেন কোনো নারী কথা বলছে; অথবা হাঁটাচলা কিংবা নারীর জন্য নির্দিষ্ট অন্য কোনো বিষয়ে নারীর সদৃশ হয়, তবে সে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম সত্তার জবানীতে অভিশপ্ত। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকে অভিশাপ দিয়েছেন, আমরাও তাকে অভিশাপ

দিই। অতএব, নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষরা অভিশপ্ত। একইভাবে কোনো নারী যদি পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বন করে, তবে সেও অভিশপ্ত—যদি সে পুরুষের মতো কথা বলে, কিংবা পুরুষের মতো পাগড়ি পরে অথবা পুরুষের পোশাক পরিধান করে। প্যান্ট পরিধান করাও এর অন্তর্ভুক্ত, কারণ প্যান্ট পুরুষদের জন্য নির্ধারিত পোশাক। নারীদের উচিত এমন পোশাক পরা যা শরীরকে ভালোভাবে আবৃত করে। আমরা সবাই জানি যে, প্যান্ট নারীর শারীরিক গঠন প্রকাশ করে দেয়, যার ফলে তার উরু ও পায়ের নলার আকৃতি ফুটে ওঠে। এই কারণে আমরা বলি যে, নারীর জন্য প্যান্ট পরা বৈধ নয়, এমনকি তার স্বামীর সামনেও নয়; কারণ এখানে মূল কারণটি কেবল সতর ঢাকা নয়, বরং মূল কারণ হলো পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বন করা। আর কোনো নারী যদি পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বন করে, তবে সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জবানীতে অভিশপ্ত। একারণেই লেখক (রহিমাহুল্লাহ) ইবনে আব্বাসের হাদীসের পরপরই আবু হুরায়রার হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "জাহান্নামীদের মধ্যে দুটি দল রয়েছে যাদের আমি দেখিনি; একদল লোক যাদের কাছে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে, যা দিয়ে তারা মানুষকে প্রহার করবে।" উলামায়ে কেরাম বলেন, এরা হলো সেই সব পুলিশ বা পেয়াদা যারা মানুষকে অন্যায়ভাবে প্রহার করে। তাদের কাছে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকার অর্থ হলো এমন লম্বা চাবুক যার অগ্রভাগ চিকন, যা দিয়ে তারা মানুষকে অন্যায়ভাবে মারে। তবে যদি তা ন্যায়ের ভিত্তিতে হয়, যেমন ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী পুরুষের ক্ষেত্রে (দণ্ডবিধি কার্যকর করা), তবে তা ভিন্ন কথা।

(ص: 373) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ لَا تَرَأَوْا بِهِمَا
اجلدوهما تماما لكن من ضرب الناس بغير حق فهو من أصناف أهل النار والعياذ
بالله الثاني نساء كاسيات عاريات مبيلات مائلات رؤوسهن كأسنة البخت البائلة لا
يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا هؤلاء أيضا

النساء كاسيات عاريات قيل كاسيات بثيابهن كسوة حسية عاريات من التقوى لأن الله تعالى قال {وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ} وعلى هذا فيشمل هذا الحديث كل امرأة فاسقة فاجرة وإن كان عليها ثياب فضفاضة لأن المراد بالكسوة الكسوة الظاهرة كسوة الثياب عاريات من التقوى لأن العاري من التقوى لا شك أنه عار كما قال تعالى {وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ} وقيل كاسيات عاريات أي عليهن كسوة حسية لكن لا تستر إما لضيقها وإما لخفتها تكون رقيقة ما تستر وإما لقصرها كل هذا يقال للمرأة التي تلبس ذلك إنها كاسية عارية مائلة مائلة يعني تميل المشطة كما فسرهما بعضهم بأنها المشطة المائلة التي تجعل المشطة على جانب فإن هذا من الميل لأنها ميّلات بمشطتهن ولا سيما أن هذا الميل الذي جاءنا إنما وردنا من النساء الكفار وهذا والعياذ بالله ابتلى به بعض النساء فصارت تفرق ما بين الشعر من جانب

তাদের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করো এবং আল্লাহর বিধান পালনের ক্ষেত্রে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে কোনো অনুকম্পা বা দয়া কাজ না করে। অর্থাৎ তোমরা তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করো না, বরং তাদের পূর্ণরূপে কশাঘাত করো। তবে মনে রাখতে হবে যে, যারা কোনো ন্যায্য অধিকার ছাড়াই মানুষকে প্রহার করে, তারা জাহান্নামিদের বিভিন্ন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত; আমরা এ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। দ্বিতীয় প্রকার হলো—সেই সব নারী যারা পোশাক পরিহিত কিন্তু বস্ত্র উলঙ্গ, যারা অন্যদের আকৃষ্ট করে এবং নিজেরাও হকের পথ থেকে বিচ্যুত, যাদের মস্তক বা চুলের চূড়া বুখতি উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায়। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং জান্নাতের সুস্বাদু পাবে না, অথচ জান্নাতের সুস্বাদু নির্দিষ্ট দীর্ঘ পথ বা দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়। এই নারীগণও পোশাক পরিহিত অথচ উলঙ্গ। বলা হয়েছে যে, তারা বাহ্যিক পোশাকের দিক থেকে আবৃত হলেও তাকওয়া বা খোদাভীতি থেকে রিক্ত বা উলঙ্গ। কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন: "আর তাকওয়ার পোশাকই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ।" এই দৃষ্টিকোণ থেকে, হাদিসটি এমন প্রত্যেক পাপাচারী ও পাপিষ্ঠ নারীকে অন্তর্ভুক্ত করে যার মধ্যে তাকওয়ার অভাব রয়েছে, যদিও সে ঢিলেঢালা পোশাক পরিহিত হয়। কারণ এখানে পোশাক দ্বারা বাহ্যিক পোশাক উদ্দেশ্য আর তারা তাকওয়া থেকে বঞ্চিত বিধায়

উলঙ্গ; কেননা যার তাকওয়া নেই সে নিঃসন্দেহে উলঙ্গ, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আর তাকওয়ার পোশাকই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ।" আবার এ-ও বলা হয়েছে যে, 'পোশাক পরিহিত উলঙ্গ' মানে তাদের অঙ্গে বাহ্যিক পোশাক থাকলেও তা শরীরকে আবৃত করে না—হয় পোশাকটি অতি সংকীর্ণ (টাইট), না হয় অত্যন্ত পাতলা ও স্বচ্ছ হওয়ার কারণে শরীর ঢাকে না, অথবা তা দৈর্ঘ্যে অতি ছোট। এমন পোশাক পরিধানকারী প্রত্যেক নারীকেই পোশাক পরিহিত অথচ উলঙ্গ বলা হয়। তারা 'মুমীলাত' ও 'মাইলাত' (অন্যকে আকৃষ্টকারী ও নিজেরা বিচ্যুত)। এর একটি ব্যাখ্যা কেউ কেউ এভাবে করেছেন যে, তারা তাদের মাথার চুল বা সিঁথি একপাশে হেলিয়ে রাখে, যা মূলত বিচ্যুতি বা বাঁকা পথের পরিচায়ক। কেননা তারা তাদের কেশবিন্যাসের মাধ্যমে অন্যদের প্রলুব্ধ করে। বিশেষত এই ধরনের চুলে হেলানো বা সিঁথি কাটার রীতি যা আমাদের সমাজে এসেছে, তা মূলত কাফির নারীদের অনুকরণে এসেছে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, বর্তমানে কিছু নারী এতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে এবং তারা চুলের স্বাভাবিক সিঁথির পরিবর্তে একপাশে সিঁথি কাটছে।

(ص: 374) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

واحد فتكون هذه مميلة أي قد أملت مشطتها وقيل مبيلات أي فأتانت غيرهن لها يخرجن به من التبرج والطيب وما أشبه ذلك فهن مبيلات لغيرهن ولعل اللفظ يشمل المعنيين لأن القاعدة أن النص إذا كان يحتمل معنيين ولا مرجح لأحدهما فإنه يحمل عليهما جميعاً وهنا لا مرجح ولا منافاة لاجتماع المعنيين فيكون شاملاً لهذا وهذا وأما قوله مائلات فمعناه منحرفات عن الحق وعما يجب عليهن من الحياء والحشمة تجدها في السوق تمشي مشية الرجل بقوة وجلد حتى إن بعض الرجال لا يستطيع أن يمشي هذه المشية لكنها هي تمشي كأنها جندي من شدة مشيتها وضربها بالأرض وعدم مبالاتها كذلك أيضاً تضحك إلى زميلتها معها تضحك وترفع صوتها على وجه يثير الفتنة وكذلك تقف على صاحب الدكان تماكثه في البيع

والشراء وتضحك معه وربما تمد يدها إليه لأجل يضع عليها ساعة اليد وما أشبه ذلك من المفاسد والبلاء وهؤلاء مائلات لا شك أنهن مائلات عن الحق نسأل الله العافية رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة البخت نوع من الإبل لها سنم طويل ينضجع يميناً أو شمالاً هذه ترفع شعر رأسها حتى يكون مائلاً يميناً أو يساراً كأسنمة البخت المائلة وقال بعض العلماء بل هذه البراة تضع على رأسها عبامة كعبامة الرجل حتى يرتفع الخبار ويكون كأنه سنم إبل من البخت وعلى كل حال فهذه تجمل رأسها بتجميل يفتن

একটি অর্থ হলো তারা অন্যদের বিচ্যুতকারিণী, অর্থাৎ তারা তাদের চুলের বিন্যাসকে বাঁকিয়ে রাখে। আবার বলা হয়েছে, 'মুমীলাত' অর্থ হলো তারা অন্যদের জন্য ফিতনা বা প্রলোভন সৃষ্টিকারিণী; কেননা তারা সৌন্দর্য প্রদর্শন (তাবাররুজ), সুগন্ধি এবং এই জাতীয় বিষয়াদি প্রকাশ করে বাইরে বের হয়। ফলে তারা অন্যদের নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট বা বিচ্যুত করে। সম্ভবত এই শব্দটি উভয় অর্থকেই শামিল করে। কারণ মূলনীতি হলো, যখন কোনো নস বা পাঠ দুটি অর্থের সম্ভাবনা রাখে এবং কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার মতো বিশেষ কোনো কারণ না থাকে, তখন সেটি উভয় অর্থেই গ্রহণ করা হয়। এখানে কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণ নেই এবং উভয় অর্থ একত্রিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বিরোধও নেই; সুতরাং এটি উভয় অর্থকেই অন্তর্ভুক্ত করবে। আর 'মায়ীলাত' শব্দের অর্থ হলো—তারা সত্য এবং তাদের ওপর যা আবশ্যিক সেই লজ্জা ও শালীনতা থেকে বিচ্যুত। আপনি তাকে বাজারে দেখবেন যে সে পুরুষের মতো অত্যন্ত শক্তি ও দৃঢ়তার সাথে হেঁটে বেড়াচ্ছে, এমনকি অনেক পুরুষও সেভাবে হাঁটতে সক্ষম হয় না। কিন্তু সে এমনভাবে হাঁটে যেন তার হাঁটার তীব্রতা, সজোরে মাটিতে পা ফেলা এবং বেপরোয়া ভাবের কারণে তাকে একজন সৈনিক মনে হয়। একইভাবে সে তার সঙ্গিনীর সাথে হাসাহাসি করে এবং এমনভাবে কণ্ঠস্বর উঁচু করে যা ফিতনা বা আকর্ষণ সৃষ্টি করে। তদ্রূপ সে দোকানদারের সামনে দাঁড়িয়ে কেনা-বেচার সময় দরদাম করে এবং তার সাথে হাসাহাসি করে। এমনকি অনেক সময় সে তার হাত দোকানদারের দিকে বাড়িয়ে দেয় যাতে সে তার হাতে ঘড়ি বা অনুরূপ কিছু পরিয়ে দেয়—এগুলো সবই ফাসাদ ও অনিষ্টের অন্তর্ভুক্ত। এরা নিঃসন্দেহে সত্য থেকে বিচ্যুত বা 'মায়ীলাত'; আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। তাদের মাথা হবে 'বুখত' উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায়। 'বুখত' হলো

এক প্রকার উট যার কুঁজ দীর্ঘ হয় এবং তা ডান অথবা বাম দিকে হেলে থাকে। এই নারী তার মাথার চুল এমনভাবে উঁচিয়ে বাঁধে যে তা বুখত উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায় ডানে অথবা বামে হেলে থাকে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, বরং এই নারী তার মাথায় পুরুষের পাগড়ির মতো পাগড়ি বাঁধে, যার ফলে তার ওড়না উঁচু হয়ে যায় এবং তা দেখতে বুখত উটের কুঁজের মতো মনে হয়। মোটের ওপর, সে তার মাথাকে এমন এক সাজে সজ্জিত করে যা অন্যদের প্রলুব্ধ করে।

(ص: 375) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها نعوذ بالله يعني لا يدخلن الجنة ولا يقربنها وإن ريحها ليوحد من مسيرة كذا وكذا من مسيرة سبعين عاماً أو أكثر ومع ذلك لا تقرب هذه المرأة الجنة والعياذ بالله لأنها خرجت عن الصراط فهي كاسية عارية مميلة مائلة على رأسها ما يدعو إلى الفتنة والزينة وفي هذا دليل على تحريم هذا النوع من اللباس لأنه توعد عليه بالحرمان من الجنة وهذا يدل على أنه من الكبائر وكذلك المتشبهات من النساء بالرجال تشبههن من كبائر الذنوب وكذلك المتشبهون من الرجال بالنساء تشبههم من كبائر الذنوب وهنا مسألة تشكل على بعض النساء وعلى بعض الناس أيضاً يفعل الإنسان ما فيه التشبه ويقول أنا ما نويت أنا لم أنو التشبه فيقال إن الشبه صورة غالبية متى وجدت حذر التشبه سواء بنية أو بغير نية فمتى ظهر أن هذا تشبه ويشبه الكافرات ويشبه الفاجرات والعاريات أو يشبه الرجال من البرأة أو المرأة من الرجل متى ظهر التشبه فهو حرام سواء كان بقصد أو بغير قصد لكن إذا كان بقصد فهو أشد وإن كان بغير قصد قلنا يجب عليك أن تغير ما تشبهت به حتى تبتعد عن التشبه وأما الحديث الأخير حديث أبي هريرة رواه أبو داود بإسناد حسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن

تلبس المرأة لبسة الرجل والرجل لبسة المرأة هذا يؤيد ما قلنا فيما سبق أن التشبه يكون باللباس والمشية والهيئة وغير ذلك نسأل الله لكم ولنا السلامة وأن يحفظ ذكورنا وإناثنا مما فيه الفتنة والغلط سؤال وجوابه المييلون من الرجال ربما يكون أخبث يعني يوجد بعض الشبان ولا سيما إذا كان جميلا يميل لباسه ويتغنج حتى كأنه يدعو الناس إلى نفسه والعياذ بالله

তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং এর সুম্মাণও পাবে না। আমরা আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অর্থাৎ তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং এর নিকটবর্তীও হবে না। অথচ জান্নাতের সুম্মাণ সত্তর বছরের বা তার চেয়েও অধিক দূরত্বের পথ থেকে পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও এই শ্রেণির নারী জান্নাতের নিকটবর্তী হবে না—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। কারণ সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। সে এমন পোশাক পরিধানকারিণী যে বস্ত্রত উলঙ্গপ্রায়, সে অন্যদেরকে পাপাচারের দিকে প্রলুব্ধকারিণী এবং নিজেও পাপের প্রতি আসক্ত। তার মাথায এমন কৃত্রিম সাজসজ্জা থাকে যা ফিতনা ও প্রদর্শনীকে উসকে দেয়। এর মধ্যে এই জাতীয় পোশাক হারাম হওয়ার প্রমাণ রয়েছে, যেহেতু এর কারণে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। আর এটি প্রমাণ করে যে, এটি কবিরাত গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

অনুরূপভাবে, নারীদের পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা কবিরাত গুনাহ এবং পুরুষদের নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করাও কবিরাত গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। এখানে একটি বিষয় কিছু নারী এবং কিছু মানুষের নিকট অস্পষ্ট থেকে যায়; কোনো ব্যক্তি এমন কাজ করে যাতে অন্য লিঙ্গের বা অন্য জাতির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, অথচ সে বলে যে 'আমি তো এমন নিয়ত বা উদ্দেশ্য করিনি'। এর উত্তরে বলা হয় যে, সাদৃশ্য মূলত বাহ্যিক অবয়বের ওপর নির্ভর করে। যখনই সাদৃশ্য পাওয়া যাবে, তখনই তা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যিক; চাই তা নিয়তসহ হোক বা নিয়ত ছাড়া। সুতরাং যখনই স্পষ্ট হবে যে এটি কোনো সাদৃশ্য—চাই তা কাফির নারী, পাপাচারিণী ও বিবস্ত্র নারীদের সাথে হোক, কিংবা নারীর ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে অথবা পুরুষের ক্ষেত্রে নারীর সাথে হোক—যখনই সাদৃশ্য প্রকাশ পাবে তখনই তা হারাম হবে; চাই তা উদ্দেশ্যমূলক হোক বা উদ্দেশ্যহীন। তবে উদ্দেশ্যমূলক হলে তা অধিকতর গুরুতর অপরাধ। আর উদ্দেশ্যহীনভাবে হয়ে থাকলে আমরা বলব যে, যে বিষয়ে সাদৃশ্য তৈরি হয়েছে তা পরিবর্তন করা আপনার জন্য আবশ্যিক, যাতে আপনি এই সাদৃশ্য অবলম্বন থেকে দূরে থাকতে পারেন। আর শেষ হাদিসটি

হলো আবু হুরায়রা (রাযি.) কর্তৃক বর্ণিত, যা ইমাম আবু দাউদ হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারীকে পুরুষের পোশাক পরিধান করতে এবং পুরুষকে নারীর পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। এটি আমাদের পূর্বোক্ত কথাকেই সমর্থন করে যে, পোশাক-পরিচ্ছদ, হাঁটাচলা, বাহ্যিক অবয়ব ও অন্যান্য বিষয়ের মাধ্যমে সাদৃশ্য সৃষ্টি হতে পারে। আমরা আপনাদের জন্য ও আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি এবং তিনি যেন আমাদের পুরুষ ও নারীদের ফিতনা ও বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করেন। একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর: পুরুষদের মধ্যে যারা অন্যদের বিচ্যুত বা প্রলুদ্ধ করে তারা সম্ভবত আরও বেশি নিকৃষ্ট। অর্থাৎ এমন কিছু যুবক রয়েছে, বিশেষ করে যারা সুদর্শন, তারা নিজেদের পোশাককে এমনভাবে পরিধান করে এবং এমনভাবে অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করে যেন সে মানুষকে নিজের দিকে প্রলুদ্ধ করছে। আমরা আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(ص: 376) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار

1634 - عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا

بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله رواه مسلم

1635 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا

يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل ويشرب بها رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف في كتابه رياض الصالحين باب تحريم التشبه بالشيطان والكفار الشيطان هو رأس الكفر كما قال الله تعالى وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ والكفار من بني آدم هم أعداء الله وأولياء الشيطان كما قال الله تعالى {اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} والتشبه بالشيطان أو الكفار أن يعمل الإنسان أعمالهم أو يلبس لباسهم الخاص بهم أو يتزين بزيهم الخاص سواء قصد التشبه أو لم يقصده

শয়তান ও কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বনের নিষেধাজ্ঞার অধ্যায়

১৬৩৪ - হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "তোমরা বাম হাতে আহার করো না; কারণ শয়তান বাম হাতে আহার ও পান করে।" (মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)

১৬৩৫ - হযরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "তোমাদের কেউ যেন কখনো বাম হাতে আহার না করে এবং বাম হাতে পান না করে; কেননা শয়তান বাম হাতে আহার করে এবং বাম হাতে পান করে।" (মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)

[ব্যাখ্যা]

লেখক তাঁর 'রিয়াযুস সলিহীন' গ্রন্থে শয়তান ও কাফেরদের সদৃশ হওয়া হারাম সংক্রান্ত অধ্যায়ে বলেছেন: শয়তান হলো কুফরের মূল, যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "এবং যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, 'আদমকে সিজদাহ করো', তখন ইবলিস ব্যতীত তারা সকলেই সিজদাহ করল; সে অস্বীকার করল ও অহংকার করল এবং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।"

আর বনী আদমের মধ্য হতে যারা কাফের, তারা আল্লাহর শত্রু এবং শয়তানের বন্ধু; যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফরি করে, তাগুত তাদের অভিভাবক; তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে বের করে নেয়। এরাই অগ্নিনিবাসী, সেখানে

তারা চিরস্থায়ী হবে।" আর শয়তান বা কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বনের অর্থ হলো, মানুষ তাদের কর্মকাণ্ড সম্পাদন করা, অথবা তাদের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ পোশাক পরিধান করা, অথবা তাদের বিশেষ বেশভূষায় নিজেকে সজ্জিত করা; চাই সে সাদৃশ্য অবলম্বনের উদ্দেশ্য করুক কিংবা না করুক।

(ص: 377) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

فَإِذَا قِيلَ هَذَا لِبَاسِ الْكَفَّارِ حَرَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَلْبِسَهُ إِذَا قِيلَ هَذَا الزِّي زِي الْكَفَّارِ..

حَرَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِهِمُ الشَّيْطَانُ كَذَلِكَ لَا يَتَشَبَّهَ بِهِ فِي أَعْمَالِهِ لَكِنُ الشَّيْطَانُ مِنْ عَالَمِ الْغَيْبِ لَا نَعْلَمُ مِنْ أَعْمَالِهِ إِلَّا مَا حَدَّثَنَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَأْكُلُنَ أَحَدُكُمْ بِشِمَالَهُ وَلَا يَشْرَبُنَ بِشِمَالِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ الشِّمَالُ الْيَدُ الْيُسْرَى فَهِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْأَكْلِ بِهَا وَالشَّرْبِ بِهَا وَعَلَى ذَلِكَ بَأَنَّ هَذَا عَمَلُ الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَقَدْ نَهَيْنَا عَنْ اتِّبَاعِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْأَكْلِ بِالشِّمَالِ وَتَحْرِيمِ الشَّرْبِ بِالشِّمَالِ وَأَنَّ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرَبَ بِشِمَالِهِ فَإِنَّهُ مُشَابِهَةٌ لِلشَّيْطَانِ الَّذِي هُوَ عَدُوْنَا وَعَدُو اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّكَ لَتَعْجَبُ مِنْ قَوْمِ الْآنَ بَعْدَ أَنْ امْتَزَجُوا بِالْكَفَّارِ وَشَاهَدُوهُمْ يَقْلُدُونَ زَعِيمَهُمُ الشَّيْطَانَ فِي الْأَكْلِ بِالشِّمَالِ وَالشَّرْبِ بِالشِّمَالِ تَعْجَبُ مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ أَنْ يَأْكُلُوا بِشِمَالِهِمْ وَيَشْرَبُوا بِشِمَالِهِمْ وَيَدْعُ هَدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَكُونُونَ مُتَشَبِّهِينَ بِالشَّيْطَانِ وَالْكَفَّارِ غَيْرِ

متأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفين لهديه وسننه ومن الناس من يأكل باليمين ويشرب باليسين ولكن إذا قدم له الشرب وهو يأكل شرب بالشمال وقال أخاف أن يتلطح الإناء سبحانه الله وإن تلطح الإناء يتلطح بنجاسة أو بطعام بطعام والطعام حلال وما على الإنسان إلا أن يغسل الكأس بعد الشرب ونحن الآن في الوقت الحاضر نشرب الكأس الباغ ويرمى

সুতরাং যখন বলা হয় যে এটি কাফেরদের পোশাক, তখন একজন মুসলমানের জন্য তা পরিধান করা হারাম হয়ে যায়; একইভাবে যখন বলা হয় এই পরিচ্ছদ কাফেরদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিচ্ছদ...

তখন একজন মুসলমানের জন্য তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা হারাম হয়ে যায়। একইভাবে শয়তানের কর্মের ক্ষেত্রেও তার সাদৃশ্য অবলম্বন করা যাবে না। তবে শয়তান অদৃশ্য জগতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আমরা তার কর্মসমূহ সম্পর্কে ততটুকুই জানতে পারি যতটুকু আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের জানিয়েছেন। ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হাদীসে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের কেউ যেন বাম হাত দিয়ে আহার না করে এবং বাম হাত দিয়ে পান না করে। কেননা শয়তান বাম হাত দিয়ে আহার করে এবং বাম হাত দিয়ে পান করে।" এখানে 'শিমাল' অর্থ হলো বাম হাত। সুতরাং নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাম হাত দিয়ে আহার ও পান করা থেকে নিষেধ করেছেন এবং এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, এটি শয়তানের কাজ। শয়তান বাম হাত দিয়ে আহার করে এবং বাম হাত দিয়ে পান করে। আর আমাদের তার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: {হে মুমিনগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। আর যে ব্যক্তি শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তবে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজেরই নির্দেশ দেয়।} এই হাদীসটি বাম হাতে আহার ও পান করা হারাম হওয়ার ওপর প্রমাণ পেশ করে। যে ব্যক্তি বাম হাতে আহার বা পান করল, সে মূলত শয়তানের সাদৃশ্য গ্রহণ করল, যে শয়তান আমাদের এবং মহান আল্লাহর শত্রু। আপনি বর্তমান সময়ের এমন কিছু লোকের ব্যাপারে আশ্চর্যান্বিত হবেন যারা কাফেরদের সাথে মেলামেশার ফলে এবং তাদের দেখার ফলে বাম হাতে আহার ও পান করার ক্ষেত্রে তাদের নেতা শয়তানের অনুকরণ করছে। আপনি অবাক হবেন যে, এই লোকগুলো বাম হাতে আহার ও পান করছে এবং নবী

কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হেদায়েত বর্জন করছে। ফলে তারা শয়তান ও কাফেরদের সদৃশ হয়ে পড়ছে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসারী হতে পারছে না এবং তাঁর আদর্শ ও সুন্নাহর বিরোধিতা করছে। আবার কিছু মানুষ এমন আছে যারা ডান হাতে আহর ও পান করে, কিন্তু খাওয়ার সময় যখন তাকে পানীয় দেওয়া হয়, তখন সে বাম হাতে পান করে এবং বলে: "আমি পাত্রটি (খাবারের দাগ লেগে) নোংরা হওয়ার ভয় করছি।" সুবহানাল্লাহ! পাত্রটি যদি নোংরা হয়ও, তবে তা কি নাপাকি দ্বারা হবে নাকি খাবার দ্বারা? অবশ্যই খাবার দ্বারা, আর খাবার তো হালাল। মানুষের তো কেবল পান করার পর পাত্রটি ধুয়ে নিলেই চলে। আর বর্তমানে তো আমরা ওয়ান-টাইম গ্লাসে পান করি যা ব্যবহারের পর ফেলে দেওয়া হয়।

(ص: 378) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

لكن الشيطان يزين للإنسان سوء عمله فيراه حسناً وقد قال الله تعالى منكرًا على هؤلاء { أَفَكُنْ زَيْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ } نسأل الله العافية فيحرم على الإنسان بأي حال من الأحوال أن يأكل أو يشرب بشماله إلا لضرورة إذا كانت اليد اليمنى شلاء أو مكسورة أو ليس لها أصابع أو ما أشبه ذلك من الضرورة فهذه ضرورة وما جعل الله علينا في الدين من حرج ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يأكل بشماله فنهاه وقال لا أستطيع أن أكل يعني باليمين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت فما رفع يده اليمنى إلى فيه بعد ذلك شلت لأنه كاذب عندما قال لا أستطيع لكن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه يدل على أن هذا أعني الأكل بالشمال حرام وإن كان هذا الرجل قد منعه الكبر لكن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه يدل على تحريم فعله وهو كذلك ومن هذا أيضاً أي من مشابهة الشيطان الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال

ومع الأسف أن كثيرا من الناس ومن طلبة العلم ومن أهل الخير والعبادة يأخذ بشماله ويعطي بشماله فمثلا يعطي شيئا بالشمال سبحانه الله الذي يأخذ بالشمال ويعطي بالشمال مشابه للشيطان وهو خلاف البروءة وخلاف الأدب إذا أردت أن تعطي أحدا أعطه باليمين وإذا أردت أن تأخذ منه شيئا فخذ باليمين اللهم إلا إذا كانت اليمين مشغولة مثل أن تكون تحمل فيها شيئا ثقيلا لا يمكن أن تنقله إلى اليد اليسرى فلكل حال مقام لكن بدون سبب لا تعط بالشمال ولا تأخذ بالشمال إن كنت تريد هدى النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية

কিন্তু শয়তান মানুষের নিকট তার মন্দ কাজকে সুশোভিত করে উপস্থাপন করে, ফলে সে তা উত্তম মনে করে। আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বলেছেন, "যাকে তার মন্দ আমল সুশোভিত করে দেখানো হয়েছে এবং সে তাকে উত্তম মনে করে (সে কি হিদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির সমান)? নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন।" আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা ও কল্যাণ প্রার্থনা করছি। সুতরাং মানুষের জন্য কোনো অবস্থাতেই বাম হাতে পানাহার করা বৈধ নয়, একান্ত নিরুপায় হওয়া ব্যতীত। যেমন যদি ডান হাত অবশ হয়, কিংবা ভেঙে যায়, অথবা তাতে আঙুল না থাকে কিংবা এই জাতীয় কোনো অনিবার্য প্রয়োজন দেখা দেয়; তবে তা ওজর হিসেবে গণ্য হবে। আর আল্লাহ দ্বীনের ক্ষেত্রে আমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা বা কাঠিন্য আরোপ করেননি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে বাম হাতে আহার করতে দেখে তাকে তা করতে নিষেধ করলেন। সে বলল, "আমি (ডান হাতে) খেতে পারি না।" তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন, "তুমি যেন আর না পারো।" এরপর সে আর কখনো তার ডান হাত মুখ পর্যন্ত উত্তোলন করতে পারেনি, কারণ তা অবশ হয়ে গিয়েছিল। সে যখন বলেছিল "আমি পারি না", তখন সে মূলত মিথ্যা বলেছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই বদদুআ প্রমাণ করে যে, বাম হাতে আহার করা হারাম; যদিও সেই লোকটিকে তার অহংকারই ডান হাতে খেতে বাধা দিয়েছিল। তবে তার উপর আল্লাহর রাসূলের বদদুআ তার এই কর্ম নিষিদ্ধ হওয়ারই প্রমাণ দেয় এবং বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে তেমনই। শয়তানের সাদৃশ্য অবলম্বনের অন্তর্ভুক্ত আরেকটি বিষয় হলো বাম হাতে কোনো কিছু গ্রহণ করা কিংবা প্রদান করা। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, অনেক সাধারণ মানুষ, এমনকি ইলম

অশ্বেষণকারী এবং নেককার ও ইবাদতগুজার ব্যক্তিও বাম হাতে আদান-প্রদান করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি বাম হাতে কোনো বস্তু দিচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ! যে ব্যক্তি বাম হাতে কোনো কিছু গ্রহণ করে বা প্রদান করে, সে শয়তানের সাদৃশ্য গ্রহণকারী। এটি সৌজন্যবোধ ও শিষ্টাচারের পরিপন্থী কাজ। আপনি যদি কাউকে কিছু দিতে চান তবে ডান হাতে দিন, আর যদি কারো নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করতে চান তবে তাও ডান হাতে গ্রহণ করুন। তবে যদি ডান হাত কোনো কাজে ব্যস্ত থাকে—যেমন ডান হাতে এমন কোনো ভারী বস্তু বহন করছেন যা বাম হাতে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়—তবে প্রতিটি পরিস্থিতির ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত রয়েছে। কিন্তু কোনো কারণ ব্যতীত আপনি বাম হাতে দেবেন না এবং বাম হাতে নেবেন না, যদি আপনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশিত হিদায়াত অনুসরণ করতে চান। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের ও আপনাদের জন্য তাওফিক ও হিদায়াত কামনা করছি।

(ص: 379) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

1636 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم متفق عليه المراد خضاب شعر اللحية والرأس الأبيض بصفرة أو حبرة وأما السواد فمنهي عنه كما سنذكر في الباب بعده إن شاء الله تعالى

باب نهى الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد
1637 - عن جابر رضي الله عنه قال: أتى بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم التشبه
بالشيطان والكفار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم يعني اصبغوا وهذا يعني به صبغ
البياض الشيب بدليل الحديث الذي في الباب الذي بعده أنه أتى بأبي قحافة والد
أبي بكر رضي الله عنهما ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا الثغامة نوع من النبات

১৬৩৬ - আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "নিশ্চয়ই ইহুদি ও খ্রিস্টানরা (চুলে) রঙ লাগায় না, সুতরাং তোমরা তাদের বিপরীত করো।" (বুখারি ও মুসলিম)। এর উদ্দেশ্য হলো দাড়ি ও মাথার সাদা চুলে হলুদ বা লাল রঙের খেজাব লাগানো। আর কালো রঙের ব্যবহার তো নিষিদ্ধ, যা পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব।

পুরুষ ও নারীর চুল কালো রঙ দিয়ে রাঙানোর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

১৬৩৭ - জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মক্কা বিজয়ের দিন আবু বকর সিদ্দিকের (রা.) পিতা আবু কুহাফাকে (রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট) আনা হলো। তখন তার মাথা ও দাড়ি 'সুগামা' উদ্ভিদের মতো ধবধবে সাদা ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: "তোমরা এটি পরিবর্তন করো এবং কালো রঙ পরিহার করো।" (মুসলিম)।

[ব্যাক্য]

লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থের 'শয়তান ও কাফিরদের সাদৃশ্য অবলম্বনের নিষেধাজ্ঞা' পরিচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "নিশ্চয়ই ইহুদি ও খ্রিস্টানরা রঙ করে না, অতএব তোমরা তাদের বিপরীত করো।" অর্থাৎ তোমরা রঙ (খেজাব) করো। এর দ্বারা সাদা চুল বা বার্ধক্যের শুভ্রতা রাঙানো উদ্দেশ্য। এর প্রমাণ হলো পরবর্তী পরিচ্ছেদের হাদীসটি, যেখানে আবু বকর (রা.)-এর পিতা আবু কুহাফাকে আনা হয়েছিল এবং তার মাথা ও দাড়ি ছিল 'সুগামা'র মতো সাদা। সুগামা হলো এক প্রকার উদ্ভিদ।

أبيض يسمى العرسج فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ففي هذا دليل على أن الأفضل أن الإنسان يغير الشيب يصبغه لكن بغير الأسود إما بالأصفر كالحناء أو بالأصفر المزوج بالكتم والكتم أسود فإذا مزج الأصفر بالأسود ظهر لون بني فيصبغ الإنسان بالبني أو بالأصفر كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولولا المشقة والمؤونة على بعض الناس لكان يفعل ذلك لكن في مراعاة ومراقبة ويخرج أسفل شعر أبيض وأعله مصبوغاً وفي قوله جنبوه السواد دليل على أنه يمنع اللون الأسود لأن السواد يعني أنه يعيد الإنسان شاباً فكان ذلك مضادة لفطرة الله عز وجل وسنته في خلقه وأما بقية الأصباغ فلا بأس بها إلا السواد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وإلا إذا كان صبغة مختصة بنساء الكفار فإنه لا يجوز لنساء المؤمنين أن يصبغوا بها لأنهم إن فعلوا ذلك تشبهوا بالكفار وهو منهي عنه والله الموفق

শুভ্র চুল যা আল-আরাসাজ (সগামা) সদৃশ শুভ্র ছিল, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তোমরা এই বার্ষিক্যের শুভ্রতা পরিবর্তন করো এবং কালো রঙ পরিহার করো।" এতে এই মর্মে প্রমাণ রয়েছে যে, মানুষের জন্য উত্তম হলো বার্ষিক্যের শুভ্রতা বা পাকা চুল রঙ করার মাধ্যমে পরিবর্তন করা, তবে কালো রঙ ব্যতীত। এটি হতে পারে হলুদ রঙের মাধ্যমে যেমন মেহেদি, অথবা হলুদের সাথে 'কাতাম' মিশ্রিত করে; আর কাতাম হলো কালো রঙের একটি উদ্ভিদ। সুতরাং যখন হলুদের সাথে কালো মেশানো হয়, তখন বাদামী রঙ ফুটে ওঠে। অতএব মানুষ বাদামী বা হলুদ রঙ দিয়ে চুল রাঙাবে, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন। যদি কিছু মানুষের জন্য এটি কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়সাপেক্ষ না হতো, তবে তারা অবশ্যই এটি করতো। তবে এতে নিয়মিত তদারকি ও যত্নের প্রয়োজন হয়, অন্যথায় চুলের গোড়া সাদা হয়ে বৃদ্ধি পায় এবং উপরের অংশটি রঞ্জিত থাকে। আর তাঁর বাণী "কালো রঙ পরিহার করো"-এর মাঝে এই দলিল নিহিত যে, কালো রঙ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ; কারণ কালো রঙ ব্যবহারের অর্থ হলো মানুষকে পুনরায় কৃত্রিমভাবে যৌবনদীপ্ত করে তোলা, যা মহান

আল্লাহর ফিতরাত (প্রকৃতি) এবং তাঁর সৃষ্টির চিরাচরিত নিয়মের পরিপন্থী। কালো রঙ বাদে অন্য সকল প্রকার রঞ্জক ব্যবহারে কোনো অসুবিধা নেই, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল কালো রঙ থেকেই নিষেধ করেছেন। আবার যদি এমন কোনো বিশেষ রঙ বা রঞ্জক হয় যা কাফের নারীদের জন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, তবে মুমিন নারীদের জন্য সেই রঙ ব্যবহার করা জায়েয হবে না; কারণ তারা যদি তা করে তবে কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হবে, যা শরীয়তে নিষিদ্ধ। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

(ম: 381) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض وإباحة حلقه كله للرجل
دون المرأة

1638 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
القزع متفق عليه

1639 - وعنه رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبياً قد حلق
بعض شعر رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله رواه
أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم

1640 - وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل
آل جعفر رضي الله عنه ثلاثاً ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم ثم قال
ادعوا لي بني أخي فجيء بنا كأننا أفرخ فقال ادعوا لي الحلاق فأمره فحلق رؤوسنا
رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم

1641 - وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق

মাথার কিছু অংশ মুগুন করা ও কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়া (ক্বাযা) নিষিদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ এবং পুরুষের জন্য সম্পূর্ণ মাথা মুগুন করা বৈধ হওয়া কিন্তু নারীর জন্য নয় সংক্রান্ত বর্ণনা

১৬৩৮ - ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ‘ক্বাযা’ (মাথার কিছু অংশ মুগুন করা এবং কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়া) থেকে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১৬৩৯ - তাঁর (ইবনে উমর) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি শিশুকে দেখলেন যার মাথার চুলের কিছু অংশ মুগুন করা হয়েছে এবং কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি তাদের তা করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন: “পুরো মাথা মুগুন করো অথবা পুরোটা ছেড়ে দাও।” (আবু দাউদ এটি বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন)

১৬৪০ - আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জাফর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পরিবারকে তিন দিন সময় দিলেন, এরপর তিনি তাদের কাছে এসে বললেন: “আজকের পর থেকে আমার ভাইয়ের জন্য আর কেঁদো না।” অতঃপর তিনি বললেন: “আমার ভাইয়ের সন্তানদের আমার কাছে ডাকো।” আমাদের তাঁর কাছে আনা হলো, তখন আমাদের (ছোট ও দুর্বলতার কারণে) পাখির ছানার মতো মনে হচ্ছিল। তিনি বললেন: “আমার জন্য নাপিতকে ডাকো।” অতঃপর তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন এবং সে আমাদের মাথা মুগুন করে দিল। (আবু দাউদ এটি বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন)

১৬৪১ - আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুগুন করতে (নারীর মাথা) নিষেধ করেছেন।

[الشَّرْحُ]

هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في بيان حكم القزع ثم ذكر فيه أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع والقزع أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه سواء كان من جانب واحد أو من كل الجوانب أو من فوق ومن يمين ومن شمال ومن وراء ومن أمام المهم أنه إذا حلق بعض الرأس وترك بعضه فهذا قزع وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومنه قول أنس وما نرى في السماء من سحب ولا قزعة أي قطعة من السحاب وذكر حديث ابن عمر الآخر أن صبياً أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلق بعض رأسه وترك بعضه قال احلقوه له أو اتركوه كله ثم ذكر حديث أولاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتل شهيدا فأمهلهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ثم أتاهم وقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم وإنما أمهلهم ثلاثاً من أجل أن تطيب نفوسهم ويذهب ما في نفوسهم من الحزن والأسى ثم بعد الثلاث نهاهم أن يبكوا جعفر وأتى بأولاده صغار فأمر بحلق رؤوسهم فحلقت رؤوسهم وذلك من أجل ألا تتوسخ لأن الصبيان كما هو معروف تتوسخ أبدانهم وشعورهم فمن أجل ذلك حلق

নারীর মাথা, এটি আন-নাসায়ী বর্ণনা করেছেন।

[ব্যখ্যা]

এই পরিচ্ছেদটি লেখক (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে 'কাজা' (মাথার কিছু অংশ মুগুন করা) এর বিধান বর্ণনার উদ্দেশ্যে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি এতে কিছু হাদিস উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে ইবনে উমর (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হন) এর হাদিস, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'কাজা' করতে নিষেধ করেছেন।" আর 'কাজা' হলো মাথার কিছু অংশ মুগুন করা এবং কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়া; চাই তা এক পাশ থেকে হোক কিংবা সব পাশ থেকে, অথবা ওপর থেকে, ডান থেকে,

বাম থেকে, পেছন থেকে কিংবা সামনে থেকে। মূল কথা হলো, যদি মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করা হয় এবং কিছু অংশ রেখে দেওয়া হয়, তবে সেটিই 'কাজা', আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটি করতে নিষেধ করেছেন। এর থেকেই এসেছে আনাস (রা.) এর উক্তি: "আমরা আকাশে কোনো মেঘ বা মেঘের সামান্য অংশও (কাজা'আহ) দেখছিলাম না," অর্থাৎ মেঘের কোনো খণ্ড। তিনি ইবনে উমরের অন্য একটি হাদিসও উল্লেখ করেছেন যে, এক শিশুকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে আনা হলো যার মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করা হয়েছিল এবং কিছু অংশ রাখা হয়েছিল। তিনি বললেন: "হয় তার পুরো মাথা মুণ্ডন করে দাও, না হয় পুরোটা রেখে দাও।" এরপর তিনি জাফর ইবনে আবি তালিব (রা.) এর সন্তানদের হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যখন তিনি শহীদ হয়েছিলেন; তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের তিন দিন সময় দিলেন, অতঃপর তাঁদের কাছে এসে বললেন: "আজকের পর আমার ভাইয়ের জন্য আর কেঁদো না।" তিনি মূলত তাঁদের তিন দিনের অবকাশ দিয়েছিলেন যাতে তাঁদের মন শান্ত হয় এবং তাঁদের ভেতর থেকে দুঃখ ও শোক দূর হয়ে যায়। এরপর তিন দিন অতিক্রান্ত হলে তিনি তাঁদের জাফরের জন্য বিলাপ করতে নিষেধ করেন এবং তাঁর ছোট সন্তানদের আনা হলে তিনি তাঁদের মাথা মুণ্ডন করার নির্দেশ দেন। ফলে তাঁদের মাথা মুণ্ডন করা হলো। এটি করা হয়েছিল যাতে চুল ময়লা না হয়, কারণ সাধারণত শিশুদের শরীর ও চুলে দ্রুত ময়লা জমে; সেই কারণেই মাথা মুণ্ডন করা হয়েছিল।

(ص: 383) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

رؤوسهم وهذا إذا كانوا ذكورا أما الإناث فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها ولهذا إذا ولد المولود فإنه يحلق رأسه يوم السابع مع العقيقة إذا كان ذكرا أما الأنثى فلا يحلق رأسها وفي هذه الأحاديث دليل على أن اتخاذ الشعر ليس بسنة ومعنى اتخاذ الشعر أن الإنسان يبقي شعر رأسه حتى يكثُر ويكون ضفيرة أو لمة فهو عادة من العادات ولو كان سنة لقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه لا

تحلقوه في الصبي ولها حلق رؤوس أولاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ولكنه أي
اتخاذ الشعر عادة إذا اعتاده الناس فأتخذها وإن لم يعتده الناس فلا تتخذها وأما من
ذهب إلى أنه سنة من أهل العلم فإن هذا اجتهد منهم والصحيح أنه ليس بسنة
وأنا لا نأمر الناس باتخاذ الشعر بل نقول إن اعتاده الناس وصار الناس يتخذون
الشعر فأتخذها لئلا تشذ على العادة وإن كانوا لا يتخذونه كما هو معروف الآن في
أهلنا فلا تتخذها ولهذا كان مشايخنا الكبار كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ
محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم من العلماء لا يتخذون
الشعر لأنه ليس بسنة ولكنه عادة والله الموفق شعر البنات لا يحلق لا صغارا ولا
كبارا إلا لحاجة مثل إن كانت الرأس فيها جروح يجب التداوي منها فلا بأس لأن
النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج إلى الحجامة وهو محرم حلقه واحتجم وهو
محرم مع أن حلق رأس المحرم حرام لكن عند الحاجة هذا شيء آخر

তাদের মাথা। এটি তখন প্রযোজ্য যখন তারা পুরুষ হয়; তবে নারীদের ক্ষেত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারীর মাথা মুগুন করতে নিষেধ করেছেন। এজন্যই যখন কোনো
নবজাতক জন্মগ্রহণ করে, যদি সে পুত্র সন্তান হয় তবে সপ্তম দিনে আকিকার সাথে তার মাথা
মুগুন করা হয়; আর যদি কন্যা সন্তান হয় তবে তার মাথা মুগুন করা হবে না। এই
হাদিসগুলোতে প্রমাণ রয়েছে যে, চুল লম্বা রাখা সুন্নাহ নয়। চুল রাখার অর্থ হলো মানুষ তার
মাথার চুল বাড়তে দেওয়া যতক্ষণ না তা প্রচুর হয় এবং ঘাড় বা কাঁধ পর্যন্ত লম্বা হয়; এটি মূলত
একটি সামাজিক প্রথা মাত্র। এটি যদি সুন্নাহ হতো তবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)
শিশুটির ক্ষেত্রে বলতেন যে, ‘চুল ছেড়ে দাও, মুগুন করো না’। এবং তিনি জাফর ইবনে আব্বা
তালিব (রা.)-এর সন্তানদের মাথা মুগুন করাতেন না। বরং চুল রাখা একটি প্রথা; যদি সমাজে
এর প্রচলন থাকে তবে চুল রাখো, আর যদি প্রচলন না থাকে তবে চুল রেখো না। আলেমদের
মধ্যে যারা একে সুন্নাহ মনে করেন, তা তাদের নিজস্ব ইজতিহাদ। সঠিক মত হলো এটি সুন্নাহ
নয় এবং আমরা মানুষকে চুল রাখার নির্দেশ দিই না; বরং আমরা বলি যে, যদি লোকসমাজে
এর প্রচলন থাকে তবে তুমিও চুল রাখো যাতে তুমি প্রথার বিপরীত বা ব্যতিক্রম না হও। আর
যদি প্রচলিত প্রথায় চুল রাখার চল না থাকে, যেমনটি বর্তমানে আমাদের লোকদের মধ্যে

পরিচিত, তবে তুমিও তা রেখো না। এই কারণেই আমাদের প্রথিতযশা মাশায়েখগণ যেমন শায়খ আবদুর রহমান বিন সাদী, শায়খ মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম, শায়খ আবদুল আজিজ বিন বাজ এবং অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম চুল বড় রাখতেন না; কারণ এটি সুন্নাহ নয় বরং প্রথা। আল্লাহই তাওফিক দাতা। মেয়েদের চুল মুণ্ডন করা যাবে না, চাই সে ছোট হোক বা বড়, তবে বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত। যেমন যদি মাথায় কোনো ক্ষত থাকে যার চিকিৎসা করা জরুরি, তবে মাথা মুণ্ডন করায় কোনো দোষ নেই। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ইহরাম অবস্থায় থাকাকালীন হিজামা (রক্তমোক্ষণ) করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন, তখন তিনি মাথা মুণ্ডন করেছিলেন এবং হিজামা নিয়েছিলেন; যদিও ইহরাম অবস্থায় মাথা মুণ্ডন করা নিষিদ্ধ, তবে বিশেষ প্রয়োজনে বিষয়টি ভিন্ন হতে পারে।

(ص: 384) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب كراهية الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر
1648 - عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال
أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه
وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب كراهة الاستنجاء باليمين
الاستنجاء تطهير القبل والدبر من الحدث من البول أو الغائط ويكون بالاستجمار
ويكون بالماء يعني يكون بالحجارة أو ما ينوب منابها من الخرق والخشب والتراب
وغير ذلك أو بالماء ولكن الاستجمار بالحجارة له شروط ذكرها العلماء رحمهم الله
وأما الماء فشرطه أن يزول أثر النجاسة وأثر النجاسة معلوم فإذا زال الأثر وعاد

المحل كما كان فهذا هو الطهارة ثم ذكر المؤلف حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستنجي أحدكم بيمينه يعني لا يمسك الذكر باليمين فيغسله لأن اليد اليمنى مكرمة ولهذا قال العلماء رحمهم الله اليمنى هي المقدمة إلا في مواضع

ডান হাতে ইস্তিঞ্জা করা এবং ওজর ব্যতীত ডান হাত দিয়ে লজ্জাস্থান স্পর্শ করার অপছন্দনীয়তা বিষয়ক পরিচ্ছেদ

১৬৪৮ - আবু কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: যখন তোমাদের কেউ প্রস্রাব করে, সে যেন তার ডান হাত দিয়ে লিঙ্গ স্পর্শ না করে, ডান হাত দিয়ে ইস্তিঞ্জা না করে এবং পাত্রের ভেতরে নিঃশ্বাস না ফেলে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। এ পরিচ্ছেদে আরও অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর 'রিয়াদুস সালেহীন' গ্রন্থে বলেছেন: ডান হাতে ইস্তিঞ্জা করার অপছন্দনীয়তা বিষয়ক পরিচ্ছেদ। ইস্তিঞ্জা হলো প্রস্রাব বা মলত্যাগের পর শরীরের সম্মুখ ও পশ্চাৎ পথ নাপাকি থেকে পবিত্র করা। এটি ইস্তিজমার (পাথর ব্যবহার) মাধ্যমে হতে পারে আবার পানির মাধ্যমেও হতে পারে। অর্থাৎ পাথর অথবা তার স্থলাভিষিক্ত কাপড়, কাঠ, মাটি ইত্যাদি দ্বারা অথবা পানি দ্বারা হতে পারে। তবে পাথর দ্বারা ইস্তিজমার ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে যা উলামায়ে কেরাম (রহমাতুল্লাহি আলাইহিম) উল্লেখ করেছেন। আর পানির ক্ষেত্রে শর্ত হলো নাপাকির চিহ্ন দূর হওয়া। নাপাকির চিহ্ন তো সুপরিচিত; সুতরাং যখন সেই চিহ্ন দূর হয়ে যাবে এবং স্থানটি পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে, তখন সেটিই পবিত্রতা হিসেবে গণ্য হবে। অতঃপর লেখক আবু কাতাদা (রা.)-এর হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমাদের কেউ যেন তার ডান হাত দিয়ে ইস্তিঞ্জা না করে। এর অর্থ হলো ধোয়ার সময় ডান হাত দিয়ে লিঙ্গ স্পর্শ না করা। কারণ ডান হাত একটি সম্মানিত অঙ্গ। এই কারণেই উলামায়ে কেরাম (রহমাতুল্লাহি আলাইহিম) বলেছেন: কিছু বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া ডান হাতই সর্বদা অগ্রগণ্য।

الأذى فإليسرى تقدم للأذى واليمنى لها سواه وعلى هذا فيستنجد باليسار ويصب الماء باليمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باليمين ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا يتمسح من الخلاء بيمينه يعني كذلك بالأحجار إذا أراد أن يمسح محل الغائط فإنه لا يمسك الحجر بيمينه وإنما يمسكه باليسرى ولا يتنفس في الإناء يعني إذا شرب فالسنة أن يتنفس ثلاث مرات يشرب أولاً ثم يقطع ثم يشرب ثانياً ثم يقطع ثم يشرب ثالثاً هكذا هي السنة وهو أنفع للبدن وأنفع للمعدة لأن العطش التهاب في المعدة وحرارة فإذا جاءها الماء دفعة واحدة أثر عليها وإذا كان يبصه مصاً ويتنفس ثلاثاً فهو أهناً وأبرأ وأمرأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا تنفس لا يتنفس في الإناء يزيل فيه عن الإناء ثم يتنفس لأن التنفس بالإناء فيه ضرر على الشارب لأن النفس يكون صاعداً والماء يكون نازلاً فيلتقيان فيحصل الشرى وفيه أيضاً أذى لمن بعده لأنه يخرج مع نفسه أمراض التي يسمونها ميكروبات فتكون في الماء فتؤثر على من شرب من بعده فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتنفس الإنسان في الإناء والله الموفق

অপরিচ্ছন্নতা বা কষ্টের কাজের জন্য বাম দিক অগ্রগণ্য এবং অন্যান্য সকল বিষয়ের জন্য ডান দিক। এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করেই ইস্তিনজা (শৌচকার্য) বাম হাত দিয়ে সম্পাদন করতে হয় এবং ডান হাত দিয়ে পানি ঢালতে হয়। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ডান হাত দিয়ে ইস্তিনজা করতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তিনি (আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "এবং কেউ যেন শৌচকার্যের সময় তার ডান হাত দিয়ে না মোছে।" অর্থাৎ পাথরের মাধ্যমে পরিষ্কার করার ক্ষেত্রেও বিষয়টি একইরূপ; যখন সে মলের স্থান মুছতে চাইবে, তখন সে পাথর ডান হাতে ধরবে না বরং বাম হাতে ধরবে। আর সে যেন পানপাত্রের ভেতরে নিঃশ্বাস না ছাড়ে। অর্থাৎ পান করার সময় সুন্নাত হলো তিনবারে পান করা। প্রথমে পান করবে অতঃপর পাত্র থেকে মুখ সরিয়ে নিঃশ্বাস নেবে, পুনরায় পান করে বিরতি নেবে এবং তৃতীয়বার

পান করবে। এটিই সুন্নাতসম্মত পদ্ধতি এবং এটি শরীরের জন্য অধিক কল্যাণকর ও পাকস্থলীর জন্য হিতকর। কেননা পিপাসা হলো পাকস্থলীর এক প্রকার প্রদাহ ও উত্তাপ; এমতাবস্থায় যদি সেখানে একবারে পানি প্রবেশ করে তবে তা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে যদি সে চুষে চুষে পান করে এবং তিনবার নিঃশ্বাস নেয়, তবে তা অধিক তৃপ্তিদায়ক, রোগমুক্তকারী এবং স্বাস্থ্যের জন্য অধিক উপযোগী হয়, যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যক্ত করেছেন। তবে নিঃশ্বাস ছাড়ার সময় অবশ্যই পাত্রের ভেতরে ছাড়বে না, বরং পাত্র থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে নিঃশ্বাস গ্রহণ করবে। কেননা পাত্রের ভেতরে নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পানকারীর জন্য ক্ষতিকর; যেহেতু নিঃশ্বাস ওপরের দিকে নির্গত হয় এবং পানি নিচের দিকে নামে, ফলে উভয়ের সম্মিলনে বিষম খাওয়ার উপক্রম হয়। তদুপরি এতে পরবর্তী পানকারীর জন্যও কষ্টদায়ক বিষয় রয়েছে; কারণ নিঃশ্বাসের সাথে এমন সব রোগব্যাধি নির্গত হয় যাকে বর্তমান পরিভাষায় 'জীবাণু' বলা হয়। এগুলো পানিতে মিশে যায় এবং পরবর্তী পানকারীর স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাত্রের ভেতরে নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহই সঠিক পথের দিশারি।

(ص: 386) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف
قائماً لغير عذر

1649 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا
يمش أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعاً أو ليخلعهما جميعاً وفي رواية أو ليحفهما
جميعاً متفق عليه

1650 - وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع نعل
أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها رواه مسلم

1651 - وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائماً رواه أبو داود بإسناد حسن

[الشَّرْحُ]

هذه أحاديث في النعل وكرهه أن ينتعل الإنسان برجل واحدة أو يلبس خفاً برجل واحدة بل إما أن يحفياً جميعاً يعني لا يلبس في الرجلين

বিনা ওজরে এক পায়ে জুতা বা মোজা পরে হাঁটা এবং বিনা ওজরে দাঁড়িয়ে জুতা বা মোজা পরা মাকরুহ হওয়ার পরিচ্ছেদ

১৬৪৯ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরে না হাঁটে। হয় সে উভয় পায়ে জুতা পরবে, অথবা উভয় পা থেকেই খুলে ফেলবে। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে: অথবা উভয় পা খালি রাখবে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

১৬৫০ - তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: যখন তোমাদের কারো জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায়, তখন সে যেন অন্যটি পরে না হাঁটে যতক্ষণ না তা মেরামত করে। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

১৬৫১ - জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাঁড়িয়ে জুতা পরতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ এটি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন)

[ব্যাক্য]

এই হাদীসগুলো জুতা এবং এক পায়ে জুতা পরা বা এক পায়ে চামড়ার মোজা পরা মাকরুহ হওয়ার বিষয়ে; বরং হয় সে উভয় পা খালি রাখবে অর্থাৎ কোনো পায়েই পরবে না।

شيئاً وإما أن ينعلهما جميعاً وليعلم أن لبس النعال من السنة والاحتفاء من السنة أيضاً ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الإرفاء وأمر بالاحتفاء أحياناً فالسنة أن الإنسان يلبس النعال لا بأس لكن ينبغي أحياناً أن يمشي حافياً بين الناس ليظهر هذه السنة التي كان بعض الناس ينتقدها إذا رأى شخصاً يمشي حافياً قال ما هذا هذا من الجهال وهذا غلط لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثرة الإرفاء ويأمر بالاحتفاء أحياناً فإذا لبست النعل فعند اللبس البس الرجل اليمنى وعند الخلع ابدأ باليسرى وكذلك أيضاً إذا انتعلت وأردت دخول المسجد بنعليك فتفقدتهما عند الدخول إن كان فيهما أذى أو قدر فامسحهما بالأرض حتى يزول ثم صلي بهما فإن هذا من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود صلوا في نعالكم لأن اليهود لا يصلون في النعل فالسنة إذا أن يصلي بنعليه كما أن كثيراً من الناس يصلي في خفيه فلا فرق بين الخف والنعل لكن الناس تستنكر الخف لأنه سنة أميتت هذا إذا كانت المساجد مفروشة ببا كانت تفرش به المساجد فيما سلف كانت المساجد فيما سلف تفرش بالحجارة بالحصباء أو الرمل أو نحو ذلك ولا يحصل أذى النعل أما الآن وقد فرشت بهذه الفرش فإن الناس لو دخلوا للوثا المسجد تلويثاً ظاهراً بينا لأن أكثر الناس لا يبالي لو كان في نعليه أذى أو قدر ولهذا رأى

কিছু এবং হয় সে উভয় পায়ে জুতো পরিধান করবে। আর এটি জেনে রাখা উচিত যে, জুতো পরিধান করা যেমন সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত, তেমনি মাঝে মাঝে খালি পায়ে হাঁটাও সুন্নাহর অংশ। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতিরিক্ত বিলাসিতা বর্জন করতে বলেছেন এবং মাঝে মাঝে খালি পায়ে হাঁটার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং সুন্নাহ হলো মানুষ জুতো পরিধান করবে, এতে কোনো অসুবিধা নেই; কিন্তু মাঝে মাঝে লোকসমাজে খালি পায়ে হাঁটা উচিত যাতে এই সুন্নাহটি প্রকাশ পায়, যা কিছু মানুষ সমালোচনা করে থাকে। তারা যখন কাউকে

খালি পায়ে হাঁটতে দেখে, তখন বলে যে, ‘এটি কী? এটি তো মূর্খদের কাজ।’ তাদের এই ধারণা ভুল, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতিরিক্ত বিলাসিতা পরিহার করতে বলতেন এবং মাঝে মাঝে খালি পায়ে চলার নির্দেশ দিতেন। যখন আপনি জুতো পরিধান করবেন, তখন ডান পা আগে দেবেন এবং যখন খুলবেন তখন বাম পা থেকে শুরু করবেন। একইভাবে, আপনি যদি জুতো পরে মসজিদে প্রবেশ করতে চান, তবে প্রবেশের সময় সেগুলো পরীক্ষা করে দেখুন; যদি তাতে কোনো কষ্টদায়ক বস্তু বা ময়লা থাকে তবে তা মাটির সাথে ঘষে পরিষ্কার করে নিন, অতঃপর তা পরিহিত অবস্থায় সালাত আদায় করুন। কেননা এটি সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমরা ইয়াহুদীদের বিরোধিতা করো এবং তোমাদের জুতো পরে সালাত আদায় করো।” কারণ ইয়াহুদীরা জুতো পরিহিত অবস্থায় সালাত আদায় করে না। অতএব, সুন্নাহ হলো জুতো পরে সালাত আদায় করা, যেমনটি অনেকে মোজার (খুফ) ওপর সালাত আদায় করে থাকেন; সুতরাং মোজা এবং জুতোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু মানুষ জুতোর বিষয়টি অপছন্দ করে কারণ এটি একটি বিলুপ্তপ্রায় সুন্নাহ। এটি তখনকার বিষয় যখন মসজিদের মেঝে বর্তমানে আমরা যেভাবে বিছিয়ে রাখি সেরকম ছিল না। অতীতে মসজিদের মেঝেতে পাথর, কাঁকর, বালু বা অনুরূপ কিছু বিছানো থাকতো এবং তাতে জুতোর কারণে কোনো নোংরা হতো না। কিন্তু বর্তমানে যেহেতু মসজিদে কার্পেট বিছানো থাকে, তাই মানুষ যদি জুতো নিয়ে প্রবেশ করে তবে মসজিদ স্পষ্টভাবেই নোংরা ও অপবিত্র হয়ে যাবে। কারণ অধিকাংশ মানুষ তাদের জুতোর ময়লা বা অপবিত্রতার ব্যাপারে কোনো পরোয়া করে না। একারণেই দেখা যায়...

(ص: 388) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

العلماء الآن أن الإنسان لا يدخل بنعليه في المسجد نظراً لأنها مفروشة بفرش تتلوث لو دخل الإنسان بنعليه وإذا أراد الإنسان أن يطبق السنة فليصل في بيته بنعليه التهجّد أو الراتبة أو ما أشبه ذلك ويحصل بذلك امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن اليهود لا يصلون في نعالهم ثم إن الأحاديث حديث أبي

هريرة نهى أن ينتعل الرجل بنعل واحد يعني إما أن يلبس النعلين جميعاً وإما أن يخلعهما جميعاً أما أن يلبس واحدة ويدع الأخرى فهذا قد نهى عنه ووجه ذلك والله أعلم أن هذا الدين الإسلامي جاء بالعدل حتى في اللباس لا تنعل إحدى الرجلين وتترك الأخرى لأن هذا فيه جور على الرجل الثانية التي لم تنعل فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل قال العلماء ولو لإصلاح الأخرى ولهذا جاء في حديث أبي هريرة الثاني إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يلبسها حتى يصلح الأخرى ثم يلبسها جميعاً أما حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائماً فهذا في نعل يحتاج إلى معالجة في إدخاله في الرجل لأن الإنسان لو انتعل قائماً والنعل يحتاج إلى معالجة فربما يسقط إذا رفع رجله ليصلح النعل أما النعال المعروفة الآن فلا بأس أن ينتعل الإنسان وهو قائم ولا يدخل ذلك في النهي لأن نعالنا الموجودة يسهل خلعها ولبسها والله الموفق

বর্তমান সময়ের উলামায়ে কেরাম মনে করেন যে, একজন মানুষ তার জুতা পরে মসজিদে প্রবেশ করবে না; কারণ মসজিদসমূহ বর্তমানে এমন কার্পেট বা বিছানা দ্বারা সুসজ্জিত যা জুতা নিয়ে প্রবেশ করলে নোংরা হয়ে যায়। যদি কোনো ব্যক্তি এই সুন্নাহটি পালন করতে চায়, তবে সে যেন তার বাড়িতে জুতা পরিহিত অবস্থায় তাহাজ্জুদ, সুন্নতে মুয়াক্কাদা কিংবা এই জাতীয় নফল নামাজ আদায় করে। এর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই বাণীর অনুসরণ নিশ্চিত হবে যেখানে তিনি বলেছিলেন যে, ইয়াহুদিরা তাদের জুতা পরিধান করে নামাজ পড়ে না। অতঃপর আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক একটি মাত্র জুতা পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ সে হয় উভয় জুতা পরিধান করবে, অথবা উভয়টিই খুলে রাখবে। একটি জুতা পরিধান করা এবং অন্যটি ছেড়ে দেওয়া নিষিদ্ধ। এর রহস্য সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন, তবে ইসলাম ধর্ম এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের বিধান নিয়ে এসেছে। এক পায়ে জুতা পরিধান করে অন্য পা খালি রাখা উচিত নয়, কারণ এতে অপর পায়ের প্রতি অবিচার করা হয়। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক জুতা পরে হাঁটতে নিষেধ করেছেন।

উলামায়ে কেরাম বলেছেন, এমনকি অন্য জুতাটি মেরামত করার প্রয়োজনেও এক জুতা পরে হাঁটা যাবে না। একারণেই আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদিসে এসেছে, যখন তোমাদের কারো জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায়, সে যেন অন্য জুতাটিও পরিধান না করে যতক্ষণ না সে অপরটি মেরামত করে; বরং উভয়টি একসাথেই পরিধান করবে। আর আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে জুতা পরতে যে নিষেধ করেছেন, তা মূলত এমন জুতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা পায়ে গলাতে হাতের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। কেননা মানুষ যদি দাঁড়িয়ে এমন জুতা পরতে যায় যা হাত দিয়ে ঠিক করতে হয়, তবে পা তোলার সময় সে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যেতে পারে। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত জুতাগুলোর ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে পরিধান করাতে কোনো দোষ নেই এবং এটি উক্ত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে না; কারণ আমাদের বর্তমান জুতাগুলো পরিধান করা এবং খোলা অত্যন্ত সহজ। আল্লাহই সঠিক পথের তাওফিকদাতা।

(ص: 389) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره
1652 - عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون متفق عليه.

1653 - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نتم فأطفئوها متفق عليه

1654 - وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الأبواب وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح باباً ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عوداً

ويذكر اسم الله فليفعل فإن الفويسقة تضرر على أهل البيت بيوتهم رواه مسلم
الفويسقة الفأرة وتضرر تحرق

ঘুমের সময় এবং অনুরূপ অবস্থায় ঘরে আগুন (জ্বলন্ত অবস্থায়) রেখে দেওয়া থেকে নিষেধ করার পরিচ্ছেদ, চাই তা প্রদীপে হোক বা অন্য কিছুতে

১৬৫২ - ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমরা যখন ঘুমাতে যাবে তখন তোমাদের ঘরে আগুন (জ্বলন্ত) রেখে দিও না। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১৬৫৩ - আবু মূসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মদিনায় এক রাতে একটি বাড়িতে আগুন লেগে বাসিন্দারা দক্ষ হলো। যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তাদের বিষয়ে জানানো হলো, তিনি বললেন: নিশ্চয়ই এই আগুন তোমাদের শত্রু; সুতরাং যখন তোমরা ঘুমাতে যাবে তখন তা নিভিয়ে দিও। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

১৬৫৪ - জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমরা পাত্রগুলো ঢেকে রাখো, মশকের মুখ বেঁধে রাখো, দরজাগুলো বন্ধ করো এবং প্রদীপ নিভিয়ে দাও। কেননা শয়তান মশকের বাঁধন খোলে না, বন্ধ দরজা খোলে না এবং কোনো পাত্রের ঢাকনা উন্মোচন করে না। যদি তোমাদের কেউ (পাত্র ঢাকার জন্য) একটি কাষ্ঠখন্ড ছাড়া আর কিছু না পায়, তবে সে যেন আল্লাহর নাম স্মরণ করে তা পাত্রের ওপর আড়াআড়িভাবে রেখে দেয়। কারণ অনিষ্টকারী ক্ষুদ্র প্রাণী (ইঁদুর) ঘরের বাসিন্দাদের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)। 'ফুইসাকাহ' অর্থ ইঁদুর এবং 'তাদরিমু' অর্থ আগুন ধরিয়ে দেওয়া বা পুড়িয়ে দেওয়া।

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن إبقاء النار ونحوها في البيت عند النوم ونحوه وذلك أن النار كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث عدو للإنسان فإذا أبقاها الإنسان ونام فربما تأتي الفويسقة يعني الفأرة فتدخسها ثم تشتعل كما هو الشأن فيها سبق كانت السرج من النار توقد في الزمان الأول توقد بالودك والزيت وشبهه ثم صار توقد بالجاز وكلها مواد سائلة فإذا جاءت الفأرة وعبثت بها انصب الذي في السراج على الأرض ثم اشتعلت النار وحصل الحريق ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطفاء النار عند النوم لئلا يحصل هذا الحريق ولكن في الوقت الحاضر الوقود ليس يوقد كما كان فيما سبق فاليوم الكهرباء سالب وموجب يحصل بها إيقاد اللبنة مثلا فلو نام الإنسان وفي بيته لبنة موقدة التي يسمونها السهارية فلا بأس لأن العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إبقاء النار غير موجودة في الكهرباء في الوقت الحاضر نعم فيه أشياء تشبه ذلك كالدفايات هذه لا شك أنها على خطر ولا سيما إذا قربها الإنسان من فراشه فإنه ربما ينقلب أو ربما يمس هذه النار فلهذا ينهى أن تبقى هذه الدفايات موقدة إلا في مكان آمن بعيد عن الفراش لئلا يحصل الحريق وكذلك ينبغي للإنسان إذا نام أن يجافي الباب بمعنى يغلقه وكذلك ينبغي إذا أراد أن ينام أن يغطي الإناء ولو بوضع عود عليه لأن في ذلك حماية له من الشيطان والله الموفق

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) তাঁর গ্রন্থ 'রিয়াদুস সালিহীন'-এ বলেছেন: ঘুমানোর সময় এবং এ জাতীয় অবস্থায় ঘরে আগুন বা অনুরূপ কিছু জ্বালিয়ে রাখা নিষেধ হওয়া সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ। এর কারণ হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই হাদিসগুলোতে যেভাবে বর্ণনা করেছেন, আগুন হলো মানুষের শত্রু। মানুষ যদি তা জ্বালিয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়ে, তবে অনেক সময় ক্ষতিকারক প্রাণী অর্থাৎ ইঁদুর এসে তাতে নাড়াচাড়া করতে পারে, ফলে আগুন জ্বলে উঠতে পারে। যেমনটা অতীতে ছিল; তখন প্রদীপগুলো চর্বি, তেল বা অনুরূপ তরল পদার্থ দিয়ে জ্বালানো হতো। এরপর কেরোসিন দিয়ে জ্বালানো শুরু হয়,

এগুলোর সবই ছিল তরল দাহ্য পদার্থ। যখন হুঁদুর এসে এগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করত, তখন প্রদীপের জ্বালানি মেঝেতে পড়ে যেত এবং আগুন জ্বলে উঠে অগ্নিকাণ্ড ঘটত। একারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘুমানোর সময় আগুন নিভিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন যেন অগ্নিকাণ্ড না ঘটে। কিন্তু বর্তমান যুগে জ্বালানি আগের মতো ব্যবহৃত হয় না। বর্তমানে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎ প্রবাহের মাধ্যমে বাল্ব জ্বালানো হয়। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি ঘরে নাইট ল্যাম্প জ্বালিয়ে রেখে ঘুমায়, তবে তাতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে কারণে আগুন জ্বালিয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন, বর্তমানে এই বৈদ্যুতিক বাতির ক্ষেত্রে সেই কারণটি উপস্থিত নেই। তবে হ্যাঁ, এমন কিছু বস্তু আছে যা আগুনের মতোই বিপজ্জনক, যেমন হিটার; এগুলো নিঃসন্দেহে ঝুঁকিপূর্ণ, বিশেষ করে যখন মানুষ তা বিছানার কাছাকাছি রাখে। কারণ অনেক সময় মানুষ ঘুমের ঘোরে সেটির ওপর গড়িয়ে পড়তে পারে বা আগুনের সংস্পর্শে চলে আসতে পারে। তাই নিরাপদ স্থানে এবং বিছানা থেকে দূরে রাখা ছাড়া এই হিটারগুলো জ্বালিয়ে রাখা নিষেধ, যাতে অগ্নিকাণ্ড না ঘটে। তেমনিভাবে মানুষের উচিত ঘুমানোর সময় দরজা বন্ধ করা। আরও উচিত ঘুমানোর সময় পাত্র ঢেকে রাখা, যদিও তা করার জন্য ওপর দিয়ে একটি কাঠি আড়াআড়িভাবে রেখে দেওয়া হয়। কারণ এর মাধ্যমে শয়তান থেকে সুরক্ষা পাওয়া যায়। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 391) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّكْلِيفِ وَهُوَ فِعْلٌ وَقَوْلٌ مَا لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ بِشِقَّةٍ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ}

1655 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهينا عن التكليف رواه البخاري

1656 - وعن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس من علم شيئاً فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم

أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِمَا لَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {قُلْ
مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} رواه البخاري

[الشَّرْحُ]

قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ رِيَاضُ الصَّالِحِينَ بَابُ النِّهْيِ عَنِ التَّكْلِيفِ التَّكْلِيفِ
مَعْنَاهُ تَكْلُفُ الشَّيْءِ وَمَحَاوَلَةُ مَعْرِفَتِهِ وَإِظْهَارُ الْإِنْسَانِ بِمُظْهِرِ الْعَالَمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ثُمَّ
ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ قَوْلَهُ تَعَالَى قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ أَيْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَى مَا جِئْتُ بِهِ
مِنَ الْوَحْيِ أَجْرًا تَعْطُونَنِي إِيَّاهُ وَإِنَّمَا

অনর্থক লৌকিকতা ও কৃত্রিমতার নিষেধ অধ্যায়; আর তা হলো এমন কাজ ও কথা যাতে কষ্ট
থাকলেও কোনো কল্যাণ নেই

আল্লাহ তাআলা বলেন: {বলো, আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না এবং
আমি লৌকিকতা প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।}

১৬৫৫ - ইবনে ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমাদের অনর্থক
লৌকিকতা করতে নিষেধ করা হয়েছে। (বুখারী বর্ণনা করেছেন)

১৬৫৬ - মাসরুক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু
আনহু)-এর নিকট প্রবেশ করলাম। তখন তিনি বললেন: হে লোকসকল! তোমাদের মধ্যে যে
ব্যক্তি কোনো বিষয় জানে সে যেন তা বলে। আর যে জানে না সে যেন বলে 'আল্লাহ ভালো
জানেন'। কারণ কোনো বিষয়ে না জানলে 'আল্লাহ ভালো জানেন' বলাও জ্ঞানের পরিচয়।
আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলেছেন: {বলো, আমি
তোমাদের কাছে এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না এবং আমি লৌকিকতা প্রদর্শনকারীদের
অন্তর্ভুক্ত নই।} (বুখারী বর্ণনা করেছেন)

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ তাআলা) তাঁর রিয়াদুস সালিহীন গ্রন্থে 'অনর্থক লৌকিকতার নিষেধ
অধ্যায়' শিরোনামে বলেন: 'তাকাল্লুফ' বা লৌকিকতার অর্থ হলো কোনো বিষয়ে অনর্থক কষ্ট
করা, তা জানার বৃথা চেষ্টা করা এবং নিজেকে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে জাহির করা অথচ

প্রকৃতপক্ষে সে তেমন নয়। এরপর লেখক মহান আল্লাহর বাণী উল্লেখ করেছেন: {বলো, আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না} অর্থাৎ, আমি ওহীর যে বার্তা নিয়ে এসেছি তার বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে এমন কোনো প্রতিদান চাচ্ছি না যা তোমরা আমাকে প্রদান করবে। বরং...

(ص: 392) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أدلكم على الخير وأدعوكم إلى الله عز وجل وهكذا الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم يقولون لأصحابهم {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} أي من الشاقين عليكم أو القائلين بلا علم بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ويؤيده الله على قوله بإقراره عليه ثم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهينا عن التكلف والنأهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا قال الصحابي نهينا فإن هذا له حكم الرفع يعني كأنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلية يكون هذا النأهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم نهينا عن التكلف أن يتكلف الإنسان ما لا علم له به ويحاول أن يظهر بمظهر العالم العارف وليس كذلك ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الإنسان إذا سئل عما لا يعلم فلا يتكلم ويأتي بجواب لا يدري أهو صحيح أم لا ولكن لا يقول إلا ما علم به فإذا سئل عن شيء لا يعلمه فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول الإنسان ليا لا يعلم الله أعلم ووصف هذا رضي الله عنه بالعلم لأن الذي يقول لا أعلم وهو لا يعلم هو العالم حقيقة هو الذي علم قدر نفسه وعلم منزلته وأنه جاهل فيقول ليا لا يعرف الله أعلم ثم أن الإنسان إذا قال ليا لا يعلم الله أعلم ولم يفت به يثق الناس به ويعلمون أن ما أفتى به فهو عن علم وما لم يعلمه يمسك عنه وأيضا إذا

قَالَ الْإِنْسَانُ لِمَا لَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمَ عَوْدَ نَفْسِهِ الرُّضُوحَ لِلْحَقِّ وَعَدَمَ التَّصَدُّرِ لِلْفَتْوَى
وَهَذَا خِلَافًا لِبَعْضِ النَّاسِ الْيَوْمَ تَجِدُهُ يَرَى أَنَّ الْفَتْوَى رِبْحٌ بِضَاعَةٌ فَيَفْتِي بِعِلْمٍ
وَبِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَفْتِي بِنِصْفِ عِلْمٍ وَلِهَذَا قَالَ

আমি তোমাদের কল্যাণের পথ প্রদর্শন করছি এবং মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর দিকে আহ্বান করছি। এভাবেই রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম) সকলেই তাঁদের সাথীদের বলতেন: {বলুন, আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না এবং আমি কৃত্রিমতা অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই}। অর্থাৎ, যারা তোমাদের ওপর বোঝা চাপিয়ে দেয় অথবা জ্ঞান ছাড়াই কথা বলে। বরং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন এবং আল্লাহ তাঁর বক্তব্যের ওপর সমর্থনের মাধ্যমে তাঁকে সুদৃঢ় করতেন। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেছেন: "আমাদের কৃত্রিমতা (তাকাল্লুফ) অবলম্বন করতে নিষেধ করা হয়েছে।" আর নিষেধকারী হলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। যখন কোনো সাহাবী বলেন "আমাদের নিষেধ করা হয়েছে", তখন এটি "হুকমে রাফউ"র (রাসূলের প্রতি সরাসরি সম্বন্ধযুক্ত) পর্যায়ভুক্ত হয়; অর্থাৎ যেন তিনি বললেন "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিষেধ করেছেন"। সুতরাং এখানে মূল নিষেধকারী হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আমাদের কৃত্রিমতা থেকে নিষেধ করা হয়েছে—যেন মানুষ এমন বিষয়ে কৃত্রিমতা না করে যে বিষয়ে তার কোনো জ্ঞান নেই এবং সে নিজেকে এমন এক বিজ্ঞ আলিম হিসেবে জাহির করার চেষ্টা না করে যা সে আসলে নয়। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষকে যখন এমন কিছু জিজ্ঞেস করা হয় যা সে জানে না, তখন সে যেন কথা না বলে এবং এমন কোনো উত্তর না দেয় যার সঠিকতা সম্পর্কে সে নিশ্চিত নয়। বরং সে কেবল তাই বলবে যা সে জানে। যদি তাকে এমন কিছু জিজ্ঞেস করা হয় যা সে জানে না, তবে তার বলা উচিত "আল্লাহই সর্বজ্ঞ"। কেননা, কোনো বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে "আল্লাহই সর্বজ্ঞ" বলাও ইলমের বা জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বিষয়টিকে ইলম হিসেবে অভিহিত করেছেন, কারণ যে ব্যক্তি না জানা সত্ত্বেও বলে "আমি জানি না", সেই প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত আলিম। সে নিজের সামর্থ্য ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন এবং জানে যে সে এ বিষয়ে অজ্ঞ, তাই সে অজানা বিষয়ে বলে "আল্লাহই সর্বজ্ঞ"। তাছাড়া, মানুষ যখন না জানা বিষয়ে "আল্লাহই সর্বজ্ঞ" বলে এবং সে বিষয়ে ফতোয়া প্রদান থেকে বিরত থাকে, তখন

মানুষের তার ওপর আস্থা তৈরি হয়। তারা বুঝতে পারে যে সে যে বিষয়ে ফতোয়া দিয়েছে তা ইলমের ভিত্তিতেই দিয়েছে এবং যা সে জানে না তা থেকে বিরত থেকেছে। পাশাপাশি, মানুষ যখন অজানা বিষয়ে "আল্লাহই সর্বজ্ঞ" বলে, তখন সে নিজেকে সত্যের সামনে মাথা নত করতে এবং অযোগ্য অবস্থায় ফতোয়া না দেওয়ার অভ্যাসে গড়ে তোলে। এটি বর্তমান সময়ের কিছু মানুষের আচরণের বিপরীত, যারা ফতোয়া প্রদানকে বৈষয়িক লাভের মতো মনে করে। ফলে তারা জ্ঞান সহকারে বা জ্ঞান ছাড়াই ফতোয়া দেয় এবং অসম্পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে ফতোয়া প্রদান করে। একারণেই তিনি বলেছেন...

(ص: 393) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفتوى الحموية كانوا يقولون ما أفسد الدنيا والدين إلا أربعة نصف متكلم نصف فقيه نصف لغوي نصف طبيب أما المتكلم فإنه أفسد الأديان والعقائد لأن أهل الكلام الذين نالوا من الكلام شيئاً ولم يصلوا إلى غايته اغتروا به وأما أهل الكلام الذين وصلوا إلى غايته فقد عرفوا حقيقته ورجعوا إلى الحق ونصف فقيه يفسد البلدان لأنه يقضي بغير الحق فيفسد البلدان فيعطي حق هذا لهذا وهذا لهذا ونصف نحوي لأنه يفسد اللسان لأنه يظن أنه أدرك قواعد اللغة العربية فيلحن فيفسد اللسان ونصف طبيب فيفسد الأبدان لأنه لا يعرف فربما يصف دواء يكون داء وربما لا يصف الدواء فيهلك المريض فالحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يفتي إلا حيث جازت له الفتوى وإن كان الله تعالى قد أراد أن يكون إماماً للناس يفتيهم ويهديهم إلى صراط مستقيم فإنه سيكون وإن كان الله لم يرد ذلك فلن يفيدته تجرأة في الفتوى..

ثم استدل ابن مسعود رضي الله عنه بقوله تعالى {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} والله البوق

শাইখুল ইসলাম (রাহিমাল্লাহ) তাঁর 'আল-ফাতওয়া আল-হামাবিয়াহ' গ্রন্থে বলেছেন, তারা (সালাফগণ) বলতেন: চার শ্রেণির মানুষ ছাড়া আর কেউ দুনিয়া ও দ্বীনকে ধ্বংস করেনি—অর্ধ-তাত্ত্বিক, অর্ধ-ফকিহ, অর্ধ-ভাষাবিদ এবং অর্ধ-চিকিৎসক। অর্ধ-তাত্ত্বিক মূলত দ্বীন ও আকিদাহ বিনষ্ট করে; কারণ কালামশাস্ত্রের যারা সামান্য কিছু অর্জন করেছে কিন্তু এর চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি, তারা এটি নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়েছে। আর যারা এর শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তারা এর প্রকৃত হাকিকত উপলব্ধি করে সত্যের দিকে ফিরে এসেছে। অর্ধ-ফকিহ জনপদসমূহকে ধ্বংস করে; কারণ সে অন্যায্যভাবে ফয়সালা দেয়, ফলে সে জনপদে বিপর্যয় সৃষ্টি করে—একজনের পাওনা অন্যকে দেয় এবং অন্যের পাওনা আরেকজনকে দেয়। অর্ধ-ভাষাবিদ ভাষা বা বাকরীতিকে নষ্ট করে; কারণ সে মনে করে যে সে আরবি ভাষার নিয়মাবলী আয়ত্ত করে ফেলেছে, অথচ সে ভুল উচ্চারণ করে এবং এর ফলে ভাষাকে বিকৃত করে। অর্ধ-চিকিৎসক শরীর বা স্বাস্থ্য বিনষ্ট করে; কারণ সে পূর্ণ জ্ঞান রাখে না, ফলে অনেক সময় সে এমন ওষুধ লিখে দেয় যা নিজেই ব্যাধিতে পরিণত হয়, অথবা সঠিক ওষুধ দেয় না যার ফলে রোগী প্রাণ হারায়। সারকথা হলো, কোনো ব্যক্তির জন্য ফতোয়া প্রদান করা ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ নয় যতক্ষণ না সে ফতোয়া দেওয়ার উপযুক্ত হয়। আল্লাহ তাআলা যদি কাউকে মানুষের ইমাম হিসেবে নির্ধারণ করতে চান, যিনি তাদের ফতোয়া দেবেন এবং সরল পথের দিশা দেবেন, তবে তিনি তা অবশ্যই করবেন। আর আল্লাহ যদি তা না চান, তবে ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে ধৃষ্টতা তার কোনো উপকারে আসবে না।

অতঃপর ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহ তাআলার এই বাণীর মাধ্যমে দলিল পেশ করেন: "বলুন, আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না এবং আমি লৌকিকতা প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।" আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 394) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَابُ تَحْرِيمِ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَلَطْمِ الْخَدِّ وَشَقِّ الْجَيْبِ وَنَتْفِ الشَّعْرِ وَحُلْقِهِ
وَالدَّعَاءُ بِالْوَيْلِ وَالثَّبُورِ

1657 - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

الميت يعذب في قبره بما نيح عليه وفي رواية ما نيح عليه متفق عليه

1658 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية متفق عليه

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب تحريم النياحة على الميت النياحة هي البكاء البكاء على الميت برنة ينوح فيها كما تنوح الحمام والبكاء على الميت نوعان نوع اقتضته الطبيعة فهذا لا بأس به ولا يلام عليه العبد ومنه ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حين رفع إليه صبي ونفسه تقعقع كأنه في شن فبكى عليه الصلاة والسلام رحمة بهذا الصبي الذي ينأزعه الموت فقال له الأقرع بن

মৃত ব্যক্তির ওপর বিলাপ করা, গালে চপেটাঘাত করা, জামার কলার ছিঁড়ে ফেলা এবং চুল উপড়ানো ও মুণ্ডন করা এবং ধ্বংস ও আক্ষেপের প্রার্থনা করা হারাম হওয়ার পরিচ্ছেদ

১৬৫৭ - উমর ইবনুল খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মৃত ব্যক্তিকে তার কবরে আযাব দেওয়া হয় তার ওপর বিলাপ করার কারণে।" অন্য রেওয়ায়েতে আছে: "তার ওপর যে বিলাপ করা হয় তার কারণে।" (বুখারি ও মুসলিম)

১৬৫৮ - ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি (শোকে) গালে চপেটাঘাত করে, জামার কলার ছিঁড়ে ফেলে এবং জাহেলি যুগের মতো বিলাপ ও চিৎকার করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (বুখারি ও মুসলিম)

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে বলেছেন: মৃত ব্যক্তির ওপর বিলাপ করা হারাম হওয়ার পরিচ্ছেদ। বিলাপ (নিয়াহাহ) হলো মৃত ব্যক্তির জন্য এমন

সুরে উচ্চস্বরে কান্না করা, যেমনটি কবুতর সুর করে ডাকে। মৃত ব্যক্তির জন্য কান্না করা দুই প্রকার: এক প্রকার হলো যা মানুষের স্বভাবজাত আবেগের বহিঃপ্রকাশ; এতে কোনো দোষ নেই এবং এর জন্য বান্দাকে তিরস্কার করা হবে না। এর উদাহরণ হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল, যখন তাঁর কাছে একটি শিশুকে আনা হলো যার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ছটফট করছিল, যেন তা একটি শুষ্ক চামড়ার থলের ভেতরে নড়াচড়া করছে। তখন মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর সেই শিশুটির প্রতি দয়াবশত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেঁদে ফেললেন। তখন আকরা বিন...

(ম: 395) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

حَاسِبْ مَا هَذَا إِلَّا رَحْمَةً وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ عِبَادَهُ الرَّحْمَاءُ فَبَكَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا الصَّبِيِّ لَيْسَ مِنْ أَجْلِ الْحُزْنِ لَكِنْ رِقٌّ وَرَحْمَةٌ حَيْثُ أَنَّهُ يَنَازِعُ الْمَوْتَ وَقَالَ إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ عِبَادَهُ الرَّحْمَاءُ جَعَلْنَا اللَّهَ وَإِيَّاكُمْ مِنْهُمْ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الْبَكَاءُ الَّذِي تَقْتَضِيهِ الطَّبِيعَةُ حُزْنًا عَلَى فِرَاقِ الْمَحْبُوبِ كَمَا حَصَلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَاتَ ابْنُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابْنُهُ إِبْرَاهِيمُ مِنْ مَارِيَةِ الْقُبْطِيَّةِ الَّتِي أَهْدَاهَا إِلَيْهِ مَلِكُ الْقُبْطِ جَاءَتْ مِنْهُ بُولَدٌ وَتَرَعَرَعَ الصَّبِيُّ وَبَلَغَ نَحْوَ سِتَّةِ عَشَرَ شَهْرًا يَعْنِي سَنَةً وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَسَمَّاهُ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِي هُوَ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَلَأَ أَبْيَكُمْ إِبْرَاهِيمُ سَمَاءَ إِبْرَاهِيمَ وَلَمَّا بَلَغَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا تَقْرِيبًا تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْنُ تَدْمَعُ وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا عَلَى فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ هَكَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَفَّى الْوَلَدَ وَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لَهُ مَرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ تَرْضِعُهُ هَذَا النَّوْعُ مِنَ الْبَكَاءِ لَا يَضُرُّ لِأَنَّهُ شَيْءٌ تَقْتَضِيهِ الطَّبِيعَةُ وَالْجَبَلَةُ وَلَا يَدُلُّ عَلَى سُخْطِ الْإِنْسَانِ عَلَى مَا قَضَاهُ اللَّهُ وَقُدْرَةُ

أما النوع الثاني فهو البكاء الذي ينوح فيه الإنسان نياحاً هذا البكاء يعذب به البيت في قبره والعياذ بالله يعني أنت تنوح وميتك يعذب في قبره بما ينوح عليه ما دمت تنوح فالبيت يعذب فتكون أنت المتسبب لعذابه في قبره والعياذ بالله ولهذا يخطئ بعض الناس نسأل الله العافية إذا مات له قريب ينوح يبكي هذا ما دام يفعل هكذا يعذب البيت في قبره بسبب بكائه عليه كما ثبت ذلك عن النبي

হে হাবিস, এটি দয়া বা রহমত ছাড়া আর কিছুই নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল দয়াশীলদের প্রতিই দয়া করেন। সুতরাং এই শিশুটির জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্রন্দন কেবল শোকের বশবর্তী হয়ে ছিল না, বরং এটি ছিল এক প্রকার কোমলতা ও মমত্ববোধ, যেহেতু শিশুটি তখন মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল দয়াশীলদেরই দয়া করে থাকেন। আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এছাড়াও প্রিয়জনের বিচ্ছেদে স্বভাবগত কারণে যে কান্নার উদ্বেক হয় তাও এর অন্তর্ভুক্ত, যেমনটি ঘটেছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে যখন তাঁর পুত্র ইব্রাহিম (রাতিয়াল্লাহু আনহু) ইন্তেকাল করেন। ইব্রাহিম ছিলেন কিবতি রাজ কর্তৃক উপহারস্বরূপ প্রেরিত মারিয়া আল-কিবতিয়ার গর্ভজাত সন্তান। শিশুটি তাঁর ঘরে জন্মগ্রহণ করে এবং লালিত-পালিত হতে থাকে। যখন শিশুটির বয়স প্রায় ষোল মাস হলো— অর্থাৎ এক বছর চার মাস—তখন আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাকে মৃত্যু দান করেন। নবীজি তাঁর নাম রেখেছিলেন ইব্রাহিম, যিনি আল্লাহর বন্ধু (খলিলুর রহমান) আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম—‘তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের আদর্শ’—সেই মহিমান্বিত নামানুসারেই তিনি এই নামকরণ করেছিলেন। যখন তার বয়স প্রায় ষোল মাস হলো, আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাকে তুলে নিলেন। শিশুটিকে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আনা হলো, তখন তিনি বললেন: চক্ষু অশ্রু বারছে, হৃদয় শোকাতুর হচ্ছে, তবে আমরা আমাদের রবের সন্তুষ্টির বাইরে কোনো কথা বলব না। হে ইব্রাহিম, আমরা তোমার বিচ্ছেদে অবশ্যই ব্যথিত ও শোকাহত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবেই কথাগুলো বলেছিলেন। শিশুটি ইন্তেকাল করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দেন যে, জান্নাতে তার জন্য একজন ধাত্রী নির্দিষ্ট রয়েছে যে তাকে দুগ্ধপান করাবে। এই ধরনের ক্রন্দন কোনো ক্ষতি করে না, কারণ এটি মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাবের দাবি এবং এটি আল্লাহর নির্ধারিত ফয়সালা ও

তাকদীরের প্রতি মানুষের অসন্তুষ্টির প্রমাণ বহন করে না। তবে দ্বিতীয় প্রকার ক্রন্দন হলো বিলাপ করা। এই বিলাপের কারণে মৃত ব্যক্তিকে কবরে শাস্তি দেওয়া হয়, আমরা এ থেকে আল্লাহর পানাহ চাই। অর্থাৎ, আপনি বিলাপ করছেন অথচ আপনার বিলাপের কারণে আপনার মৃত ব্যক্তিটি কবরে শাস্তি ভোগ করছে। যতক্ষণ আপনি বিলাপ করবেন, মৃত ব্যক্তি শাস্তি পেতে থাকবে; ফলশ্রুতিতে আপনিই তার কবরের আযাবের কারণ হবেন, যা থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় চাই। এই কারণেই কিছু মানুষ ভুল করে থাকে—আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাই—যাদের কোনো আত্মীয় মারা গেলে তারা উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করে কাঁদে। যতক্ষণ তারা এমন করবে, তাদের এই বিলাপের কারণে মৃত ব্যক্তিকে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহিহভাবে বর্ণিত হয়েছে।

(ص: 396) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فالواجب على الإنسان أن يتصبر ويحتسب الأجر عند الله ويعلم أن عظم الثواب من عظم المصائب وأنه كلما عظمت المصيبة كثر الثواب أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية وهذا شيء يفعلُه الناس في الجاهلية إذا أصابتهم مصيبة شق جيبه أو جعل يلطم خده ينتف شعرة أو يدعو بدعاء الجاهلية يا ويلاه يا ثبورا يا انقطاع ظهراه وما أشبه ذلك فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء لأن المؤمن مؤمن القلب بالله مؤمن بقضاء الله يعلم أنه لا يمكن أن تتغير الحال عما كان وأن هذا أمر قضي وانتهى كتب قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة جفت الأقلام وطويت الصحف لا يمكن أن تتغير الحال عما كان مهماً كان إذا ما الفائدة من الجزع ما الفائدة من السخط ما هو إلا أمر أو وحي من الشيطان ليحرمك الأجر من جهة

وليعذب به البيت من جهة أخرى فعليك يا أخي أن تتقي الله عز وجل وأن تصبر
وتحتسب وأن تقول كما أثنى الله على من يقوله {وبشر الصابرين} من هم {الَّذِينَ
إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} وقال النبي صلى الله عليه وسلم
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَصَابُ بِمُصِيبَةٍ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ آجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْنِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا
آجَرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا هَكَذَا

আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বর্ণিত হাদিস অনুযায়ী, মানুষের জন্য আবশ্যিক হলো ধৈর্য ধারণ করা এবং আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশা করা। তাকে এটি জানতে হবে যে, বিপদের ভয়াবহতা অনুযায়ী সওয়াবের মাহাত্ম্য নির্ধারিত হয় এবং বিপদ যত বড় হয়, সওয়াবও তত বেশি হয়। পক্ষান্তরে ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদিসে নবী (সা.) বলেছেন, "সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে (বিপদে) জামার বক্ষদেশে ছিঁড়ে ফেলে, গালে চপেটাঘাত করে এবং জাহেলি যুগের ন্যায় চিৎকার ও বিলাপ করে।" এটি এমন এক আচরণ যা জাহেলি যুগের মানুষ করত; যখন তারা কোনো বিপদে পড়ত, তখন তারা জামার গলা ছিঁড়ে ফেলত, গালে আঘাত করত, চুল উপড়ে ফেলত কিংবা জাহেলি প্রথা অনুযায়ী বিলাপ করত—যেমন: 'হায় আমার ধ্বংস!', 'হায় আমার সর্বনাশ!', 'হায় আমার মেরুদণ্ড ভেঙে গেল!' এবং এ জাতীয় কথা। নবী (সা.) এই ধরনের ব্যক্তিদের থেকে দায়মুক্তি ঘোষণা করেছেন। কেননা মুমিন ব্যক্তি অন্তরে আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর তাকদির বা ফয়সালার প্রতি বিশ্বাস রাখে। সে জানে যে, যা ঘটে গেছে তা পরিবর্তন করা সম্ভব নয় এবং এটি একটি সুনির্ধারিত বিষয় যা চূড়ান্ত হয়ে গেছে। আসমান ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই তা লিখে রাখা হয়েছে। কলমসমূহ শুকিয়ে গেছে এবং দফতরসমূহ গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। যা হয়ে গেছে তা কোনোভাবেই পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়, তা সে যেমনই হোক না কেন। এমতাবস্থায় অস্থিরতা প্রকাশ করার কী সার্থকতা? অসন্তুষ্টি প্রকাশেরই বা কী ফায়দা? এটি শয়তানের প্ররোচনা বা কুমন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই নয়, যাতে সে একদিকে আপনাকে সওয়াব থেকে বঞ্চিত করতে পারে এবং অন্যদিকে এর কারণে মৃত ব্যক্তিকে আজীব দেওয়া হয়। সুতরাং হে ভাই, আপনার কর্তব্য হলো মহান আল্লাহকে ভয় করা, ধৈর্য ধারণ করা ও সওয়াবের প্রত্যাশা করা এবং ঠিক তেমনটিই বলা যেমনটি বলার জন্য আল্লাহ ধৈর্যশীলদের প্রশংসা করেছেন: "আর আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদের।" তারা কারা? "যাদের ওপর কোনো বিপদ আপতিত হলে

তারা বলে—নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।" নবী (সা.) আরও বলেছেন, "কোনো মুসলিম যখন বিপদে পড়ে এবং বলে—হে আল্লাহ, আমাকে আমার এই বিপদে সওয়াব দান করুন এবং এর বিনিময়ে আমাকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করুন—তবে আল্লাহ অবশ্যই তাকে তার বিপদে সওয়াব দান করেন এবং তাকে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান করেন।" এইভাবেই বিষয়গুলো বর্ণিত হয়েছে।

(ম: 397) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

يجب على الإنسان أن يصبر ويحتسب الأجر ويعلم أن الحزن والبكاء بالنيابة لا يغني شيئاً انتهى كل شيء لو أن أحداً سافر وأصيب بحادث هل يقول لو أني سافرت كنت سلمت ما هذا حصل؟ لا يمكن كما قال الله تعالى {الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا} قال الله تعالى {قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} لا فرار من الموت إذا عليك أن تصبر وتحتسب وأن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتى واخلفني خيراً منها يؤجر الله في مصيبتك ويخلف عليك خيراً منها وهذه قصة أم سلمة مات عنها زوجها أبو سلمة وهو من أحب الناس إليها فحزنت لفراقه وكانت قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فقال: اللهم أجرني في مصيبتى واخلفني خيراً منها أجره الله في مصيبتة وأخلف له خيراً منها فقالت هذا قالت اللهم أجرني في مصيبتى واخلفني خيراً منها وتقول في نفسها من خير من أبي سلمة أبو سلمة زوجها يحبها وتحبه من يكون خيراً من أبي سلمة هي ما شكت في الخبر هي توقن أنه صدق لكن تقول من يكون هذا فما إن انتهت عدتها حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم

فكان خيرا من أي سلفة فأخلف الله لها خيرا من مصيبتها وصار النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يربي أولادها وأولادها صاروا تحت الرسول صلى الله عليه وسلم

মানুষের উচিত ধৈর্য ধারণ করা এবং সওয়াবের আশা রাখা, আর এটি জানা যে বিলাপ করে শোক ও ক্রন্দন কোনো কাজে আসে না। সবকিছুই নির্ধারিত; যদি কেউ সফরে বের হয় এবং দুর্ঘটনায় পতিত হয়, তবে সে কি এই কথা বলবে যে—'যদি আমি সফরে না যেতাম তবে নিরাপদ থাকতাম'? এটি কীভাবে সম্ভব? যা ঘটে গেছে তা কি ফেরানো যায়? না, তা অসম্ভব। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন, {যারা নিজেরা ঘরে বসে রইল এবং তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলল যে, তারা যদি আমাদের কথা শুনত তবে তারা নিহত হতো না।} মহান আল্লাহ আরও বলেছেন, {বলুন, তবে তোমরা নিজেদের মৃত্যু ঠেকিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।} মৃত্যু থেকে পলায়নের কোনো পথ নেই। অতএব, আপনার কর্তব্য হলো ধৈর্য ধারণ করা, পুণ্য প্রত্যাশা করা এবং বলা—'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমার এই বিপদে আমাকে সওয়াব দান করুন এবং আমাকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করুন।' তবেই আল্লাহ আপনাকে আপনার বিপদে সওয়াব দেবেন এবং এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করবেন। এটি উম্মে সালামার ঘটনা; যখন তাঁর স্বামী আবু সালামা ইন্তেকাল করেন, যিনি তাঁর কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তাঁর বিচ্ছেদে তিনি অত্যন্ত শোকাহত হন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিলেন যে, মানুষ যখন কোনো বিপদে পড়ে এই দুআ করে: 'হে আল্লাহ! আমার এই বিপদে আমাকে সওয়াব দান করুন এবং আমাকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করুন', তবে আল্লাহ তাকে তার বিপদে সওয়াব দান করেন এবং তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেন। তখন উম্মে সালামা এই দুআ পাঠ করলেন: 'হে আল্লাহ! আমার এই বিপদে আমাকে সওয়াব দান করুন এবং আমাকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করুন।' কিন্তু তিনি মনে মনে ভাবছিলেন, আবু সালামার চেয়ে উত্তম আর কে হতে পারে? আবু সালামা ছিলেন তাঁর স্বামী, তিনি তাঁকে ভালোবাসতেন এবং আবু সালামাও তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন; আবু সালামার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কে হতে পারে? তিনি রাসুলুল্লাহর বাণীর ওপর বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেননি, বরং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এটি সত্য; তবে তিনি কেবল চিন্তা করছিলেন যে সেই ব্যক্তিটি কে হতে পারেন। অতঃপর যখন তাঁর ইদত শেষ হলো, স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। এভাবে তিনি আবু সালামার চেয়েও উত্তম প্রতিদান লাভ করলেন এবং আল্লাহ তাঁকে তাঁর বিপদের বিনিময়ে

শ্রেষ্ঠ বিনিময় দান করলেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাঁর সন্তানদের লালন-পালনের ভার গ্রহণ করলেন এবং তাঁর সন্তানরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হতে লাগলেন।

(ص: 398) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

وهذا أيضاً نتيجة لقصة أخرى دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شخص بصره خرجت روحه فأغمض عينيه ثم قال إن الروح إذا قبضت تتبعها البصر روحك إذا خرجت من جسدك البصر يشاهدها بإذن الله يشاهدها خارجة يتبعها فلما سمع أهل البيت ذلك عرفوا أن أبا سلمة قد مات فضجوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأفسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه في الغابرين دعوات خمس تزن الدنيا وما عليها اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأفسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه إحدى هذه الدعوات عرفناها والباقي إن شاء الله مجاب الذي عرفناه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبا سلمة في عقبه فكان زوج امرأته وكان مربي أولاده يعني عاشوا في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم والمهم أن على البرء أن يصبر عند المصائب أين كانت ويسترجع ويقول اللهم آجرني في مصيبتني واخلفني خيراً منها ولا بأس أن يبكي البكاء الطبيعي الذي ليس فيه نوح فإن هذا حصل من خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم والله الموفق

এটিও অন্য একটি ঘটনারই ফলশ্রুতি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এমন অবস্থায় প্রবেশ করলেন যখন তাঁর দৃষ্টি স্থির হয়ে গিয়েছিল

অর্থাৎ তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গিয়েছিল। তিনি তাঁর চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন, "নিশ্চয়ই যখন রুহ কবজ করা হয়, তখন দৃষ্টি তার অনুসরণ করে।" অর্থাৎ যখন আপনার দেহ থেকে রুহ বেরিয়ে যায়, আল্লাহর নির্দেশে দৃষ্টি তখন তা প্রত্যক্ষ করে; এটি বেরিয়ে যাওয়া দেখে এবং তার পিছু নেয়। যখন পরিবারের সদস্যরা এ কথা শুনল, তারা বুঝতে পারল যে আবু সালামাহ মৃত্যুবরণ করেছেন, ফলে তারা উচ্চস্বরে বিলাপ শুরু করল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমরা নিজেদের জন্য কেবল কল্যাণের দুআই করো, কেননা তোমরা যা বলো ফেরেশতাগণ তাতে আমীন বলেন।" অতঃপর তিনি বললেন, "হে আল্লাহ! আপনি আবু সালামাহকে ক্ষমা করুন, হিদায়েতপ্রাপ্তদের মাঝে তাঁর মর্যাদা উন্নত করুন, তাঁর কবরকে তাঁর জন্য প্রশস্ত করুন ও তা নূরানি করে দিন এবং তাঁর পরবর্তী বংশধরদের মাঝে আপনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হোন।" এই পাঁচটি দুআ যা দুনিয়া ও এর মাঝে বিদ্যমান সবকিছুর চেয়েও অধিক মূল্যবান। "হে আল্লাহ! আপনি আবু সালামাহকে ক্ষমা করুন, হিদায়েতপ্রাপ্তদের মাঝে তাঁর মর্যাদা উন্নত করুন, তাঁর কবরকে তাঁর জন্য প্রশস্ত করুন ও তা নূরানি করে দিন এবং তাঁর বংশধরদের মাঝে আপনি স্থলাভিষিক্ত হোন" - এই প্রার্থনাগুলোর মধ্যে একটির বাস্তবতা আমরা চাক্ষুষ করেছি এবং বাকিগুলোও ইনশাআল্লাহ কবুল হয়েছে। যে বিষয়টি আমাদের নিকট স্পষ্ট তা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সালামাহর পরিবারের দেখভালের মাধ্যমে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর সন্তানদের অভিভাবক হয়েছিলেন, অর্থাৎ তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সান্নিধ্যেই লালিত-পালিত হয়েছিল। মূল কথা হলো, যেকোনো বিপদে মানুষের ধৈর্য ধারণ করা উচিত এবং 'ইস্তিরজা' পাঠ করে বলা উচিত: "হে আল্লাহ! আমার এই বিপদে আমাকে প্রতিদান দিন এবং আমাকে এর চেয়েও উত্তম বিনিময় দান করুন।" আর বিলাপহীন স্বাভাবিক ক্রন্দনে কোনো দোষ নেই, কারণ এটি মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম সত্তা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও প্রকাশ পেয়েছে। আল্লাহই তাওফীকদাতা।

- 1659 - وعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فأقبلت تصبح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئاً فلما أفاق قال أنا بريء ممن بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة متفق عليه الصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة والندب والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة والشاقة التي تشق ثوبها
- 1660 - وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نبح عليه فإنه يعذب بها نبح عليه يوم القيامة متفق عليه
- 1661 - وعن أم عطية نسيبة بضم النون وفتحها رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح متفق عليه
- 1662 - وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغضبني على عبد

১৬৫৯ - আবু বুর্দাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবু মূসা আল-আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে গেলেন। তখন তাঁর মাথা তাঁর পরিবারের একজন মহিলার কোলে ছিল। এমতাবস্থায় মহিলাটি উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করতে শুরু করলেন, কিন্তু তিনি তাকে কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। যখন তিনি সংজ্ঞা ফিরে পেলেন, তখন বললেন: আমি তার থেকে মুক্ত যার থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্ক ছিল করেছেন। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালিকাহ (উচ্চৈঃস্বরে বিলাপকারিণী), হালিকাহ (মাথা মুগুনকারিণী) এবং শাক্বাহ (কাপড় বিদীর্ণকারিণী) থেকে মুক্ত। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। সালিকাহ হলো সেই নারী যে বিলাপ ও মাতমের সময় উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে, হালিকাহ হলো সেই নারী যে বিপদের সময় মাথা মুগুন করে এবং শাক্বাহ হলো সেই নারী যে কাপড় ছিঁড়ে ফেলে।

১৬৬০ - মুগীরাহ ইবনে শু'বাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "যার ওপর বিলাপ করা হয়, কিয়ামতের দিন তাকে সেই বিলাপের কারণেই শাস্তি প্রদান করা হবে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১৬৬১ - উম্মে আতিয়াহ নুসাইবাহ (নুনের ওপর পেশ অথবা যবর যোগে) রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়আতের সময়

আমাদের থেকে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, আমরা বিলাপ করব না। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১৬৬২ - নুমান ইবনে বাশীর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আব্দুল্লাহ [ইবনে রাওয়াহা] অজ্ঞান হয়ে পড়লেন...

(ص: 400) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الله بن راحة رضي الله عنه فجعلت أخته تبكي وتقول واجبلاه واكذا واكذا تعدد عليه فقال حين أفاق ما قلت شيئاً إلا قيل لي أنت كذلك رواه البخاري

1663 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادَةَ رضي الله عنه شكوى فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودُه مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فلما دخل عليه وجدّه في غشية فقال أقضي قالوا لا يا رسول الله فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا قال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم متفق عليه

1664 - وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتَبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تَقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قِطْرَانٍ وَدَرَعٌ مِنْ جَرَبٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

1665 - وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من الببايعات

...আল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। তখন তাঁর বোন কাঁদতে লাগলেন এবং বিলাপ করে বলতে লাগলেন, ‘হায় আমার পাহাড় (আশ্রয়)! হায় অমুক! হায় অমুক!’—এভাবে তিনি তাঁর গুণগান করতে লাগলেন। অতঃপর তিনি (আবদুল্লাহ) যখন চেতনা ফিরে পেলেন, তখন

বললেন, ‘তুমি যখনই কিছু বলছিলে, তখনই আমাকে (ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে) জিজ্ঞাসা করা হচ্ছিল—তুমি কি আসলেই এমন?’ এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।

১৬৬৩ - ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: সা’দ বিন উবাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অসুস্থ হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবদুর রহমান বিন আউফ, সা’দ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-কে সাথে নিয়ে তাঁকে দেখতে গেলেন। যখন তিনি তাঁর নিকট প্রবেশ করলেন, তখন তাঁকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘তাঁর কি মৃত্যু হয়েছে?’ তাঁরা বললেন, ‘না, হে আল্লাহর রাসূল!’ তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেঁদে ফেললেন। যখন উপস্থিত লোকজন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রোদন দেখলেন, তখন তাঁরাও কাঁদতে লাগলেন। তিনি বললেন, ‘তোমরা কি শোন না? নিশ্চয়ই আল্লাহ চোখের পানির জন্য কিংবা অন্তরের ব্যথার জন্য শাস্তি প্রদান করেন না, বরং তিনি শাস্তি দেন এর কারণে—এই বলে তিনি তাঁর জিহ্বার দিকে ইশারা করলেন—অথবা এর কারণেই তিনি দয়া করেন।’ (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১৬৬৪ - আবু মালিক আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: ‘বিলাপকারিণী নারী যদি তার মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে, তবে কিয়ামতের দিন তাকে এমন অবস্থায় দাঁড় করানো হবে যে, তার পরিধানে থাকবে আলকাতরার তৈরি পোশাক এবং চর্মরোগের (পাঁচড়া) বর্ম।’ এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

১৬৬৫ - উসাইদ বিন আবু উসাইদ তাবিঈ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহর হাতে বায়আত গ্রহণকারী জনৈক নারী থেকে বর্ণনা করেন...

قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه أن لا نخمش وجهاً ولا ندعو ويلاً ولا نشق جيباً وأن لا ننشر شعراً رواه أبو داود بإسناد حسن

1666 - وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم بأكيهم فيقول واجبلأه واسيدأه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا كنت؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن اللهز الدفع بجمع اليد في الصدر

1667 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث التي ساقها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين كلها تدل على تحريم النياحة والندب على الميت أما النياحة فهي البكاء برنة حتى يكون كنوح الحمام وأما الندب فهو أن يذكر محاسن الميت ويتأوه منها ويتوجع

তিনি (উম্মে আতিয়্যাহ রা.) বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট থেকে যে সকল সৎকাজের আনুগত্যের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন তার মধ্যে এটিও ছিল যে, আমরা যেন কোনো সৎকাজে তাঁর অবাধ্য না হই; আর আমরা যেন (শোকাতুর হয়ে) মুখমণ্ডল না খামচাই, ধ্বংস ও অমঙ্গল ডেকে চিৎকার না করি, জামার কলার বা পকেট না ছিঁড়ি এবং চুল না এলাই। ইমাম আবু দাউদ এটি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।

১৬৬৬ - আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখনই কোনো ব্যক্তি মারা যায় এবং তার জন্য ক্রন্দনকারীরা দাঁড়িয়ে বলতে থাকে, ‘হায় আমার পাহাড় (আশ্রয়দাতা)!’, ‘হায় আমার সরদার!’ অথবা এই জাতীয় কিছু বলে বিলাপ করে, তখন আল্লাহ তার জন্য দুইজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন যারা তাকে (মৃত ব্যক্তিকে) বুকে সজোরে ধাক্কা দিতে থাকে এবং জিজ্ঞেস করে, ‘তুমি কি আসলেই এমন ছিলে?’ ইমাম

তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি হাসান হাদিস। ‘আল-লাহজ’ অর্থ হলো মুষ্টিবদ্ধ হাত দিয়ে বুকে ধাক্কা দেওয়া।

১৬৬৭ - আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মানুষের মাঝে দুটি বিষয় এমন রয়েছে যা কুফরির অন্তর্ভুক্ত: বংশমর্যাদা নিয়ে কটাক্ষ করা এবং মৃত ব্যক্তির ওপর উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করা। ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর ‘রিয়াদুস সালিহীন’ গ্রন্থে যে সকল হাদিস উল্লেখ করেছেন, তা সবই মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা এবং মাতম করা হারাম হওয়ার প্রমাণ দেয়। ‘নিয়াহাহ’ বা বিলাপ হলো সুর করে এমনভাবে কান্না করা যা কবুতরের ডাকের মতো শোনায়। আর ‘নাদব’ বা মাতম হলো মৃত ব্যক্তির গুণাবলী বর্ণনা করে তার জন্য হাহাকার করা এবং আত্ননাদ করা।

(ص: 402) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ذكر أحاديث منها حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه غشي ورأسه في حجر بعض أهله فجعلت هذه المرأة التي هو بحجرها تبكي برنة يعني بنياحة فلما أفاق رضي الله عنه قال أنا بريء مما برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة الصالقة من الصلق وهو رفع الصوت يعني بأن تصرخ وتعلي صوتها عند المصيبة فهذه برئ منها النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نشهد الله أننا بريئون من كل ما يتبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كل عمل تبرأ منه أما الحالقة فهي أنه جرت عادة النساء في الجاهلية أن المرأة إذا أصيبت بميت تحلق شعر رأسها كأنها غاضبة والرأس يتخذ زينة عند النساء وطوله وكثافته مرغوبة عند النساء لكن في وقتنا الحاضر لما انفتح الناس على نساء

الكافرين أو من تشبه بهم صارت المرأة تحاول أن تقصر شعر رأسها حتى يكون كـرأس الرجل والعياذ بالله أما الشاقة فهي التي تشق جيبها عند المصيبة وكذلك أيضاً التي تنكش شعرها عند المصيبة كل فعل يدل على التضجر فإنه داخل في هذه البراءة التي تبرأ منها النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الأحاديث أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تقام يوم القيامة من قبرها وعليها سربال من قطران ودرع من جرب السربال يعني الثوب والدرع ما كان لاصقاً بالبدن والمعنى أن جلدها أجرب والعياذ بالله والجرب معروف هو عبارة عن حكة يتبرز منها الجلد وإذا كان جلدها من جرب وعليها سربال من قطران صار هذا أشد اشتعالاً في النار

এখানে সেই সকল হাদিসের উল্লেখ করা হয়েছে যার মধ্যে আবু মুসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদিসটি অন্যতম। তিনি একদা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর মাথা তাঁর পরিবারের জনৈক সদস্যের কোলে ছিল। এমতাবস্থায় সেই নারী, যার কোলে তাঁর মাথা ছিল, তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন অর্থাৎ বিলাপ করতে শুরু করলেন। অতঃপর যখন তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) চেতনা ফিরে পেলেন, তখন বললেন: "আমি সেই বিষয় থেকে দায়মুক্ত যে বিষয় থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দায়মুক্ত হয়েছেন। নিশ্চয়ই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'সালিকাহ' (উচ্চৈঃস্বরে বিলাপকারিণী), 'হালিকাহ' (মস্তক মুগুনকারিণী) এবং 'শাক্কাহ' (বিপদের সময় কাপড় বিদীর্ণকারিণী) থেকে দায়মুক্ত।" 'সালিকাহ' শব্দটি 'সালক' থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো কণ্ঠস্বর উচ্চ করা; অর্থাৎ বিপদের সময় চিৎকার করা এবং বিলাপের সুরে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন নারী থেকে নিজের দায়মুক্তির ঘোষণা দিয়েছেন। আর আমরা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা কিছু থেকে দায়মুক্ত হয়েছেন আমরাও তা থেকে দায়মুক্ত এবং তিনি যে সকল কাজ থেকে দায়মুক্ত হয়েছেন আমরাও তা থেকে দায়মুক্ত। পক্ষান্তরে 'হালিকাহ' বলতে সেই নারীকে বোঝানো হয় যে শোকাতুর হয়ে নিজের মস্তক মুগুন করে। জাহেলি যুগে মহিলাদের মাঝে এ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, যখন তাদের আপন কেউ মারা যেত, তখন তারা প্রচণ্ড ক্ষোভ ও শোকে মাথার চুল কামিয়ে ফেলত। অথচ চুল নারীদের নিকট অলঙ্কারস্বরূপ এবং চুলের দৈর্ঘ্য ও ঘনত্ব তাদের অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত বিষয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে মানুষ যখন কাফির নারী বা তাদের অনুসারীদের আদর্শের প্রতি ধাবিত হয়েছে, তখন দেখা যায়

যে মুসলিম নারীরা তাদের মাথার চুল এত ছোট করার চেষ্টা করে যা পুরুষের চুলের সদৃশ হয়ে যায়—আল্লাহ আমাদের এ থেকে রক্ষা করুন। আর 'শাক্বাহ' হলো সেই নারী যে বিপদের সময় নিজের জামার কলার বা বক্ষদেশে ছিঁড়ে ফেলে। তদ্রূপ যে নারী বিপদের সময় নিজের চুল এলোমেলো বা বিশৃঙ্খল করে ফেলে, সেও এর অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত অধৈর্য বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এমন প্রতিটি কাজই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘোষিত এই দায়মুক্তির আওতাভুক্ত।

এই হাদিসসমূহে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, বিলাপকারিণী নারী যদি তার মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে, তবে কিয়ামতের দিন তাকে কবর থেকে এমন অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে যে তার দেহে থাকবে আলকাতরার তৈরি পোশাক এবং খোস-পাঁচড়া বা চর্মরোগের তৈরি বর্ম। 'সিরবাল' শব্দের অর্থ হলো পোশাক বা কামিজ, আর 'দির' হলো শরীরের সাথে মিশে থাকা বর্ম। এর অর্থ হলো, তার শরীরের চামড়া হবে খোস-পাঁচড়া বা চর্মরোগাক্রান্ত—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। 'জারাব' বা চর্মরোগ একটি সুপরিচিত ব্যাধি, যা মূলত এক প্রকার তীব্র চুলকানি যা চামড়াকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। যখন তার চামড়া এমন চর্মরোগাক্রান্ত হবে এবং তার ওপর আলকাতরার আবরণ থাকবে, তখন তা জাহান্নামের আগুনে আরও প্রচণ্ডভাবে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে।

(ص: 403) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

والعياذ بالله لكن إذا تابت قبل موتها تاب الله عليها لأن من تاب من أي ذنب قبل أن يموت تاب الله عليه ومن جملة الأحاديث هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما رأى سعد بن عبادَةَ رضي الله عنه قد غشي عليه فبكى من معه من الصحابة ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون ألا تسمعون الاستفهام هنا بمعنى الأمر أي اسمعوا اسمعوا إن الله لا يعذب ببكاء العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم يعني أن الله لا يعذب بالبكاء أو بالحزن لكن يعذب

بألقول والصوت أو يرحم فمثلاً إذا أصيب الإنسان مصيبة وقال إنا لله وإنا إليه راجعون مؤمناً بها قلبه مؤمناً بأن الله ملكاً وتقديرًا وتدبيراً وأننا راجعون إليه في أمورنا كلها وسنلاقيه يوم القيامة إذا آمّن بهذا وقال ما في حديث أمر سلمة رضي الله عنها اللهم آجرني في مصيبتني واخلفني خيراً منها فهذه يؤجر عليها الإنسان أما إذا جعل يقول واجبله واولاه واثبوره وما أشبه ذلك فإن هذا يعذب به والعياذ بالله ومعنى واجبله أن هذا البيت مثل الجبل ملجأً لي وقد فقدته فهو عبارة عن ندب مع مدح فالحاصل وخلاصة هذه الأحاديث أن البكاء الذي يأتي بمجرد الطبيعة لا بأس به وأما النوح والندب ولطم الخد وشق الثوب ونتف الشعر أو حلقه أو نفشه فكل هذا حرام وهو مما برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم والله الموفق

আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি; তবে যদি তিনি মৃত্যুর পূর্বে তওবা করেন, তবে আল্লাহ তাঁর তওবা কবুল করবেন। কেননা, যে ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে যে কোনো পাপ থেকে তওবা করে, আল্লাহ তাঁর তওবা কবুল করেন। এই হাদিসসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলো এই যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন দেখলেন যে সাদ বিন উবাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছেন, তখন তিনি রোদন করলেন। এতে তাঁর সঙ্গে থাকা সাহাবীগণও কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'তোমরা কি শুনছো না? তোমরা কি শুনছো না?' এখানে প্রশ্নবোধক বাক্যটি নির্দেশের অর্থ প্রদান করছে, অর্থাৎ: তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো। নিশ্চয়ই আল্লাহ চোখের অশ্রু কিংবা হৃদয়ের বিষণ্ণতার কারণে শাস্তি প্রদান করেন না, বরং তিনি এর কারণে—এবং এই বলে তিনি তাঁর জিহ্বার দিকে ইশারা করলেন—শাস্তি দেন অথবা দয়া করেন। অর্থাৎ আল্লাহ রোদন বা শোকের কারণে শাস্তি দেন না, বরং উচ্চারিত কথা ও শব্দের কারণে শাস্তি দেন অথবা দয়া করেন। উদাহরণস্বরূপ, যখন কোনো ব্যক্তি মুসিবতে আক্রান্ত হয় এবং অন্তরে এই বিশ্বাস রেখে 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তনকারী' পাঠ করে যে, রাজত্ব, তকদির ও ব্যবস্থাপনা একমাত্র আল্লাহরই এবং আমাদের সকল বিষয়ে আমরা তাঁরই সমীপে প্রত্যাবর্তনকারী এবং কিয়ামতের দিবসে তাঁরই সাথে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটবে; যদি সে এই বিশ্বাস পোষণ করে এবং উম্মে সালামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদিসের দোয়াটি পাঠ করে: 'হে আল্লাহ! আমাকে আমার এই বিপদে সওয়াব দান করুন এবং আমাকে এর চেয়ে

উত্তম বিনিময় দান করুন', তবে এর জন্য ব্যক্তিটি সওয়াব লাভ করবে। পক্ষান্তরে, সে যদি বলতে শুরু করে 'হায় আমার পাহাড়!', 'হায় আমার ধ্বংস!', 'হায় আমার সর্বনাশ!' এবং অনুরূপ বিলাপ, তবে এর কারণে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে—আল্লাহর নিকট এ থেকে পানাহ চাই। 'হায় আমার পাহাড়!' বাক্যের অর্থ হলো—এই মৃত ব্যক্তিটি ছিল আমার নিকট পাহাড়সম আশ্রয়স্থল এবং আজ আমি তাকে হারিয়েছি; এটি মূলত প্রশংসাসহ বিলাপের বহিঃপ্রকাশ। পরিশেষে, এই হাদিসসমূহের সারকথা হলো এই যে, যে রোদন কেবল প্রাকৃতিক বা স্বভাবজাত কারণে আসে তাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু উচ্চস্বরে বিলাপ করা, আতর্নাদ করা, গালে চপেটাঘাত করা, কাপড় ছিঁড়ে ফেলা, চুল উপড়ানো, মুগুন করা কিংবা চুল এলোমেলো করা—এই সবই হারাম এবং এসকল কাজ থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দায়মুক্তি ঘোষণা করেছেন। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 404) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل والطوارق
1668 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحياناً بشيء فيكون حقاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مائة كذبة متفق عليه وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم قوله فيقرها هو بفتح الياء وضم القاف والراء أي يلقيها والعنان بفتح العين

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب تحريم إتيان الكهان
والمنجمين ونحوهم

গণক, জ্যোতিষী, ভবিষ্যৎবক্তা, বালুর রেখা টেনে ভাগ্য গণনাকারী এবং অশুভ লক্ষণ
নির্ধারণকারীদের নিকট গমনের নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক পরিচ্ছেদ

১৬৬৮ - আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: কিছু লোক আল্লাহর রাসূল
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: "তারা
কিছুই নয়।" তারা বলল: "হে আল্লাহর রাসূল! তারা তো কখনো কখনো আমাদের কাছে এমন
কিছু বলে যা সত্য হয়ে যায়।" তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন:
"সেটি হলো সত্যের একটি বাণী যা জিন ছিনিয়ে নেয় এবং তার বন্ধুর (গণকের) কানে ঢেলে
দেয়। অতঃপর তারা এর সাথে একশটি মিথ্যা মিশ্রিত করে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। বুখারীর
এক বর্ণনায় আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন: "ফেরেশতারা 'আনান' অর্থাৎ মেঘমালার ওপর
অবতরণ করেন এবং আকাশে ফয়সালা হওয়া কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তখন
শয়তান আড়ি পেতে তা শুনে নেয় এবং গণকদের নিকট পৌঁছে দেয়। অতঃপর তারা নিজেদের
পক্ষ থেকে এর সাথে একশটি মিথ্যা যোগ করে দেয়।" তাঁর বাণী 'ফায়াকুররুহা' শব্দটি ইয়া-তে
ফাতহাহ এবং ক্বাফ ও রা-তে যম্মাহ যোগে পঠিত, যার অর্থ সে তা নিক্ষেপ করে। আর 'আনান'
শব্দটি আইন-এ ফাতহাহ সহকারে পঠিত।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) তাঁর রিয়াদুস সালিহীন গ্রন্থে বলেছেন: গণক,
জ্যোতিষী ও তাদের সমগোত্রীয়দের কাছে যাওয়া হারাম হওয়া বিষয়ক পরিচ্ছেদ।

الكهّان جمع كاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل فيقول مثلاً
كذا وكذا في يوم كذا وكذا أو يقول للإنسان ستكون سعيداً في اليوم الفلاني أو
سيصيبك ...

حدث في اليوم الفلاني أو ما أشبه ذلك هؤلاء هم الكهّان أما المنجمون فهم الذين
يبتهنون علم النجوم يعني يتخذونه مهنة ولكن علم النجوم ينقسم إلى قسمين
جائز ومحرم الكهّان الكهّان هم أناس من بني آدم لهم أولياء من الجن والجن
أعطاهم الله قدرة عظيمة على الأشياء سرعة وقوة فهم يصعدون إلى السماء ولكل
واحد منهم مقعد معين يسترقون السمع أي ما يسمعون من الملائكة فيقضي الله
تبارك وتعالى الأمر في السماء ثم يخطفون منه شيئاً فينزلون إلى أوليائهم من البشر
من بني آدم وهم الكهّان ثم يضيف هذا الكاهن إلى هذا الذي سمعه من السماء كما
قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق مائة كذبة يعني يزيدون على ما سمعوا
فيصادف أن هذه الكلمة المسبوقة من السماء تقع كما سمعها الجني وقد ذكرت
عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكهّان فقال ليسوا
بشيء لأن الكهّان كثروا أبان عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه
الوحي وصارت الجن كما ذكر الله عنهم كناً نقعد منها يعني من السماء {مقاعد
للسمع} فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم صار الجني إذا قعد بمقعده يستمع جاءه
شهاب من نار فأحرقه {فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا} فسئل النبي صلى الله
عليه وسلم عن الكهّان فقال ليسوا بشيء يعني لا تعبأوا بهم ولا تأخذوا بكلامهم
ولا يهكم أمرهم قالوا يا رسول الله إنهم يقولون القول

'কুহান' হলো 'কাহিন'-এর বহুবচন। কাহিন বা গণক হলো সেই ব্যক্তি যে ভবিষ্যতের
অদৃশ্যের সংবাদ দেয়। সে উদাহরণস্বরূপ বলে যে, অমুক অমুক দিনে এমন এমন ঘটনা
ঘটবে, অথবা কোনো ব্যক্তিকে বলে যে অমুক দিনে তুমি সুখী হবে কিংবা অমুক দিনে তোমার
ওপর কোনো ...

দুর্ঘটনা আপতিত হবে অথবা এই জাতীয় কিছু। এরাই হলো গণক। আর জ্যোতিষী হলো তারা যারা নক্ষত্রবিদ্যাকে উপজীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে, অর্থাৎ একে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। তবে নক্ষত্রবিদ্যা দুই ভাগে বিভক্ত: বৈধ ও নিষিদ্ধ। গণক হলো আদম সন্তানদের মধ্য থেকে এমন কিছু মানুষ যাদের সহযোগী হলো জিন। আল্লাহ তাআলা জিনদের বিভিন্ন বিষয়ে দ্রুতগতি ও শক্তির এক বিশাল ক্ষমতা দান করেছেন। তারা আসমানের দিকে আরোহণ করে এবং তাদের প্রত্যেকের জন্য সেখানে নির্দিষ্ট বসার স্থান রয়েছে। তারা আড়ি পেতে কথা শোনে, অর্থাৎ তারা ফেরেশতাদের কাছ থেকে যা শুনতে পায়। যখন মহান আল্লাহ আসমানে কোনো বিষয়ের ফয়সালা করেন, তখন তারা সেখান থেকে কিছু কথা ছোঁ মেরে নিয়ে নেয় এবং তা মানবজাতির মধ্য থেকে তাদের বন্ধুদের নিকট অর্থাৎ গণকদের নিকট নিয়ে আসে। অতঃপর এই গণক আসমান থেকে শোনা সেই কথার সাথে আরও অনেক কিছু যোগ করে, যেমনটি সত্যবাদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, তারা একশতটি মিথ্যা যোগ করে। অর্থাৎ তারা যা শোনে তার সাথে মিথ্যা বৃদ্ধি করে। ফলে আসমান থেকে শোনা সেই কথাটি বাস্তবে মিলে যায় ঠিক যেমনটি জিন শুনেছিল। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা উল্লেখ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, "তারা কিছুই নয়।" কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বে গণকদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। আর জিনদের অবস্থা তেমন ছিল যেমনটি আল্লাহ তাদের সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, "আমরা আসমানের বিভিন্ন ঘাঁটিতে শ্রবণের জন্য বসতাম।" অতঃপর যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হলেন, তখন কোনো জিন তার আসনে বসে শোনার চেষ্টা করলেই তার কাছে আগুনের শিখা ধেয়ে আসত এবং তাকে পুড়িয়ে দিত: {অতঃপর এখন যে শুনতে চাইবে, সে তার জন্য ওঁত পেতে থাকা এক অগ্নিপিণ্ড পাবে}। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি বললেন, "তারা কিছুই নয়," অর্থাৎ তোমরা তাদের দ্রুতগতি গ্রহণ করো না, তাদের কথা গ্রহণ করো না এবং তাদের বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ো না। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তারা তো এমন কথা বলে যা...

فيكون حقاً فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحق الذي يقع ممزوج بمائة كذبة وأن سببه أن الجني الذي له ولي من البشر يخطف الخبر من السماء ويوحيه إلى وليه من الإنس فيتحدث ثم يقع ما كان حقاً وما كان باطلاً ينسى عند الناس وكأنه لم يكن هؤلاء الكهان يجب علينا أن نكذبهم وألا نصدقهم ومن أتاهاهم وسألهم وصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يعني كفر بالقرآن ووجه كفره أن الله تعالى قال {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ} فإذا ادعى هؤلاء علم الغيب وصدقهم الإنسان صار مضمون تصديقه إياهم تكذيب قول الله {قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله} أما المنجمون فهم الذين يتعاطون علم النجوم وعلم النجوم قسماً قسم لا بأس به وهو ما يسمى بعلم التسيير يعني علم سير النجوم يستدل به على الفصول وعلى طول النهار وقصر النهار حاجة لا بأس بها ولا حرج بها لأن الناس يهتدون به لمصالحهم ومن ذلك علم جهات النجوم مثل القطب الشمالي معروف جهة الشمال الجدي معروف قرب القطب من ناحية الشمال يستدل به على القبلة وعلى الجهات قال الله تعالى {وعلامات} يعني الجبال {وبالنجم هم يهتدون} يهتدون في ظلمات البر والبحر إذا لم يكن سحاب يغطي النجوم اهتدوا بها

সুতরাং তা সত্যে পরিণত হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সংবাদ দিয়েছেন যে, সংঘটিত হওয়া এই সত্যটি একশত মিথ্যার সাথে মিশ্রিত থাকে। এর কারণ হলো, মানুষের মধ্য থেকে যার জিন বন্ধু রয়েছে, সেই জিন আকাশ থেকে সংবাদটি ছিনিয়ে নেয় এবং তার মানব বন্ধুর নিকট তা গোপনে পৌঁছে দেয়। অতঃপর সে তা প্রকাশ করে। এরপর যা সত্য হওয়ার তা ঘটে যায়, আর যা মিথ্যা তা মানুষের নিকট বিস্মৃত হয়ে যায় যেন তা কখনো ছিলই না। এই গণকদের আমাদের জন্য মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং তাদের বিশ্বাস না করা আবশ্যিক। যে ব্যক্তি তাদের নিকট গেল, তাদের কিছু জিজ্ঞাসা করল এবং তাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করল, সে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা

অস্বীকার করল। অর্থাৎ সে কুরআনের সাথে কুফরি করল। তার কুফরির কারণ হলো আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {বলুন, আসমান ও জমিনে আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না}। সুতরাং যখন এরা অদৃশ্যের জ্ঞানের দাবি করে এবং মানুষ তাদের বিশ্বাস করে, তখন তাদের সেই বিশ্বাসের অন্তর্নিহিত অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহর বাণী— {বলুন, আসমান ও জমিনে আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না}—তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। আর জ্যোতিষী হলো তারা যারা নক্ষত্রবিদ্যা চর্চা করে। নক্ষত্রবিদ্যা দুই প্রকার। এক প্রকার হলো যাতে কোনো দোষ নেই, আর তা হলো নক্ষত্র বিচরণ বিদ্যা। অর্থাৎ নক্ষত্রের গতিবিধির জ্ঞান, যার মাধ্যমে ঋতুসমূহ এবং দিনের দীর্ঘতা ও সংক্ষিপ্ততা নির্ণয় করা হয়। এটি একটি প্রয়োজনীয় বিষয় যাতে কোনো সমস্যা নেই, কারণ মানুষ তাদের পার্থিব প্রয়োজনে এর দ্বারা দিকনির্দেশনা লাভ করে। নক্ষত্রের মাধ্যমে দিক নির্ণয়ও এর অন্তর্ভুক্ত, যেমন উত্তর মেরু যা উত্তর দিকের জন্য সুপরিচিত এবং ধ্রুবতারা যা উত্তর মেরুর নিকটবর্তী হিসেবে পরিচিত। এর মাধ্যমে কিবলা এবং অন্যান্য দিকসমূহ নির্ধারণ করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {আর বহু চিহ্নসমূহ} অর্থাৎ পাহাড়সমূহ, {এবং নক্ষত্রের সাহায্যেও তারা পথনির্দেশ লাভ করে}। অর্থাৎ স্থলপথ ও জলপথের অন্ধকারে যখন মেঘ নক্ষত্ররাজীকে আবৃত করে না, তখন তারা এর মাধ্যমে সঠিক পথের দিশা পায়।

(ص: 407) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ففي القصيم إذا أردت أن تستقبل القبلة اجعل القطب خلف أذنك اليمنى إذا جعلته خلف أذنك اليمنى فقد استقبلت القبلة وفي كل منطقة وجهة يحجبها فصار علم التسيير ما يتعلمه الإنسان للزمان والمكان للزمان مثل الفصول وقت الشتاء وقت الصيف المكان الجهات القسم الثاني علم التأثير مقابل علم التسيير علم التأثير أن يتخذ من علم النجوم سبباً يدعي به أن ما حصل في الأرض فإنه من سبب النجم كالذين يقولون في الجاهلية مطرنا بنوء كذا وكذا هذا هو المحرم ولا يجوز اعتباده

لأنه لا علاقة لها يحدث في الأرض فيما يحدث بالسماء السماء مستقلة فما حصل من أثر في السماء فإنه لا يؤثر على الأرض فالنجوم لا دخل لها في الحوادث بعض الناس والعياذ بالله يقول هذا الولد ولد في النوء الفلاني فسيكون سعيدا هذا الولد ولد في النوء الفلاني فسيكون شقياً من قال هذا ويسمونه الطالع أي طالع هذا الولد هذا هو المحرم الذي من صدق النجم فيه فهو كمن صدق الكاهن والله الموفق

1669 - وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً رواه مسلم

কাসিম অঞ্চলে যদি আপনি কিবলার দিকে মুখ করতে চান, তবে মেরু নক্ষত্রকে আপনার ডান কানের পিছনে রাখুন। যদি আপনি এটিকে আপনার ডান কানের পিছনে রাখেন, তবে আপনি কিবলার অভিমুখী হলেন। প্রতিটি অঞ্চলের জন্য নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। সুতরাং ‘ইলমুত তাসযীর’ (পরিচালনাবিদ্যা) হলো এমন বিষয় যা মানুষ সময় ও স্থানের জ্ঞান অর্জনের জন্য শেখে। সময়ের ক্ষেত্রে যেমন ঋতুসমূহ—শীত ও গ্রীষ্মকাল; আর স্থানের ক্ষেত্রে দিকসমূহ।

দ্বিতীয় প্রকার হলো ‘ইলমুত তাসীর’ (প্রভাববিদ্যা), যা ‘ইলমুত তাসযীর’-এর বিপরীত। ইলমুত তাসীর হলো নক্ষত্রবিজ্ঞানকে এমন একটি মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা যার মাধ্যমে দাবি করা হয় যে, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তা নক্ষত্রের প্রভাবেই ঘটে; যেমন জাহেলিয়াত যুগে লোকেরা বলত: ‘অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের ওপর বৃষ্টি হয়েছে।’ এটি হারাম এবং এর ওপর নির্ভর করা বৈধ নয়। কারণ পৃথিবীতে যা ঘটে তার সাথে আকাশে যা ঘটে তার কোনো সম্পর্ক নেই। আকাশ একটি স্বতন্ত্র জগত; আকাশে কোনো পরিবর্তন ঘটলে তা পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করে না। সুতরাং জাগতিক ঘটনাবলীতে নক্ষত্ররাজির কোনো ভূমিকা নেই। কিছু মানুষ—আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই—বলে থাকে যে, এই সন্তানটি অমুক নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেছে তাই সে সৌভাগ্যবান হবে, অথবা এই সন্তানটি অমুক নক্ষত্রে জন্মেছে তাই সে দুর্ভাগ্যবান হবে। যারা এরূপ বলে তারা একে ‘তালে’ বা ভাগ্যোদয় বলে অভিহিত করে, অর্থাৎ এটি এই সন্তানের ভাগ্য। এটিই সেই নিষিদ্ধ বিষয় যার ক্ষেত্রে যদি কেউ জ্যোতিষীকে বিশ্বাস করে, তবে সে যেন গণককে বিশ্বাস করল। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

১৬৬৯ - সাফিয়াহ বিনতে আবি উবাইদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জনৈক পত্নী (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে গেল এবং তাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে তা বিশ্বাস করল, তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল হবে না।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

(ص: 408) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

1670 - وعن قبيصة بن البخارق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت رواه أبو داود بإسناد حسن وقال الطرق هو الزجر أي زجر الطير وهو أن يتيمن أو يتشاءم بطيرانه فإن طار إلى جهة اليمين تيمن وإن طار إلى جهة اليسار تشاءم قال أبو داود والعيافة الخط قال الجوهري في الصحاح الجبت كلبة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك

1671 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود بإسناد صحيح

1672 - وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بالجاهلية وقد جاء الله تعالى بالإسلام وإن منا رجالاً يأتون الكهان قال فلا تأتهم قلت ومن رجال يتطيرون قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم قلت ومن رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك رواه مسلم

১৬৭০ - ক্বাবীসাহ বিন আল-মুখারিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "পাখির উড়া দেখে ভাগ্য

নির্ধারণ করা (আল-ঈয়াফাহ), অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা (আত-তিয়ারাহ) এবং বালিতে রেখা টেনে ভাগ্য গণনা করা (আত-ত্বারক্ব) শিরক বা জাদুর অন্তর্ভুক্ত।" এটি ইমাম আবু দাউদ হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবু দাউদ) বলেন, 'আত-ত্বারক্ব' হলো পাখি উড়ানো; অর্থাৎ পাখির উড্ডয়নের মাধ্যমে শুভ বা অশুভ লক্ষণ নির্ধারণ করা—পাখি যদি ডান দিকে উড়ে তবে তাকে শুভ মনে করা হতো, আর যদি বাম দিকে উড়ে তবে তাকে অশুভ মনে করা হতো। আবু দাউদ আরও বলেন, 'আল-ঈয়াফাহ' হলো (বালিতে) রেখা টানা। জাওহারী তাঁর 'আস-সিহাহ' গ্রন্থে বলেন, 'আল-জিবত' শব্দটি প্রতিমা, গণক, জাদুকর এবং এ জাতীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

১৬৭১ - ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোনো জ্ঞান অর্জন করল, সে আসলে জাদুরই একটি শাখা অর্জন করল; সে যতটা বৃদ্ধি করল (জ্যোতির্বিদ্যায়), তার জাদুর অংশও ততটা বৃদ্ধি পেল।" এটি আবু দাউদ সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

১৬৭২ - মুয়াবিয়া ইবনে আল-হাকাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জাহেলিয়াত যুগের অতি নিকটবর্তী ছিলাম (অর্থাৎ নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছি), অতঃপর আল্লাহ তাআলা ইসলাম দান করেছেন। আমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা গণকদের কাছে যায়। তিনি বললেন: "তুমি তাদের কাছে যেও না।" আমি বললাম: আমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা অশুভ লক্ষণ মানে। তিনি বললেন: "এটি এমন একটি বিষয় যা তারা তাদের অন্তরে অনুভব করে, সুতরাং এটি যেন তাদের (কোনো কাজে) বাধা না দেয়।" আমি বললাম: আমাদের মাঝে কিছু লোক আছে যারা (বালিতে) রেখা টানে। তিনি বললেন: "নবীদের মধ্যে একজন নবী ছিলেন যিনি রেখা টানতেন; সুতরাং যার রেখা টানা সেই নবীর রেখা টানার সাথে মিলে যাবে, কেবল সেটিই সঠিক হতে পারে (কিন্তু তা হওয়া প্রায় অসম্ভব)।" এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف والآثار فيها دليل على ما سبق أنه يحرم أن يأتي الإنسان الكهان فيصدقهم كمن أتى عرافاً فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوماً مجرد ما يسأل العراف ومنه الكهان لا تقبل له صلاة أربعين يوماً فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أما إذا أتى الكاهن ليبين كذبه وزيفه فهذا لا بأس به بل قد يكون أمراً محموداً كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد رجل كاهن أو ساحر كلبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا خبأت لك يعني ما الذي أضمرت في نفسي قال الدخ وعجز أن يكمل الكلمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أضمر في نفسه الدخان ولكنه عجز أن يدركها قال الدخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أخساً فلن تعدوا قدرك وأما ما يتعلق بذلك..

أي بالتنجيم والكهانة فمنه التطير استعمال الطيور وكانوا في الجاهلية يستعملون الطيور يطيرونه من الأرض إن اتجه للأمام مضى في سفره وإن طار ثم رجع رجع من سفره وإن طار فذهب يميناً تيمين في سفره وقال هذا سفر طيب وخير وإن ذهب يساراً مضى في سفره لكن يعتقد أن السفر شاقاً لماذا لأن الطير ذهب إلى الشمال والشمال غير مرغوبة هذه عادتهم والعياذ بالله الطيور لا تغني شيئاً هذا كله أبطله النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتعلق الإنسان بأحد سوى الله وأمر الإنسان إذا هم بأمر

[ব্যাখ্যা]

লেখক এখানে যে সকল হাদিস ও আছার (বর্ণনা) উল্লেখ করেছেন, তা এই বিষয়েরই প্রমাণ যে, গণকদের নিকট যাওয়া এবং তাদের কথা বিশ্বাস করা হারাম। যেমন কেউ যদি কোনো গণকের (আরাফ) নিকট গিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করে, তবে তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল হবে না। গণক বা এ জাতীয় লোকদের নিকট কেবল জিজ্ঞাসার কারণেই চল্লিশ দিনের সালাত কবুল হয় না। আর যদি সে তাকে বিশ্বাস করে, তবে সে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার সাথে কুফরি করল। তবে যদি কেউ গণকের মিথ্যা ও অসারতা প্রকাশ করার জন্য তার কাছে যায়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই; বরং তা প্রশংসনীয়

কাজও হতে পারে, যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইবনে সাইয়্যাদের সাথে করেছিলেন। সে ছিল একজন গণক বা জাদুকর। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার সাথে কথা বললেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি তোমার জন্য কী লুকিয়ে রেখেছি?" অর্থাৎ আমি মনে মনে কী ধারণা করেছি? সে বলল, "আদ-দুখ" (ধোঁয়া), এবং সে শব্দটি পূর্ণ করতে অক্ষম হলো। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মনে মনে 'আদ-দুখান' (ধোঁয়া) শব্দটি গোপন রেখেছিলেন, কিন্তু সে তা পুরোপুরি ধরতে ব্যর্থ হলো। সে শুধু বলল, "আদ-দুখ"। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন, "দূর হ! তুই তোর সীমার বাইরে যেতে পারবি না।" আর যা এই প্রসঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট...

অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্র ও গণকবিদ্যার সাথে, তার অন্তর্ভুক্ত হলো 'তাখায়্যুর' বা পাখি উড়িয়ে ভাগ্য নির্ধারণ। জাহেলিয়াতের যুগে তারা পাখি ব্যবহার করত এবং সেগুলোকে মাটি থেকে উড়িয়ে দিত। যদি পাখিটি সামনের দিকে যেত, তবে সে তার সফরে অগ্রসর হতো। আর যদি সেটি উড়ে পুনরায় ফিরে আসত, তবে সে সফর থেকে ফিরে আসত। যদি সেটি ডান দিকে যেত, তবে সে তার সফরকে শুভ মনে করত এবং বলত, "এটি একটি উত্তম ও কল্যাণময় সফর।" আর যদি সেটি বাম দিকে যেত, তবে সে সফরে যেত ঠিকই কিন্তু বিশ্বাস করত যে এই সফরটি কষ্টদায়ক হবে। কেন? কারণ পাখিটি বাম দিকে গিয়েছে, আর বাম দিক ছিল তাদের কাছে অপছন্দনীয়। এটিই ছিল তাদের অভ্যাস—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। প্রকৃতপক্ষে পাখিরা কোনো উপকার বা অপকার করতে পারে না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই সব কিছু বাতিল করে দিয়েছেন যাতে মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ওপর নির্ভরশীল না হয়। তিনি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যখন সে কোনো কাজের সংকল্প করবে...

(ص: 410) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ولم يتبين له أن يستخير يصلي ركعتين من غير الفريضة ويقول الدعاء المعروف للاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن

هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وأجله فأقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وأجله فأصرفه عني وأصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به حينئذ إذا قدر الله له شيئاً بعد هذه الاستخارة فهو خير له يمضي ويتوكل على الله وإن صرف الله همته عنه فهذا يعني بأنه ليس بخير له وأما الاستقسام بالأزلام والطير وما أشبه ذلك فكله لا خير فيه

1673 - وعن أبي مسعود البدرى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث آخر حديث في هذا الباب باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين ونحوهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي

আর যদি তার নিকট বিষয়টি স্পষ্ট না হয়, তবে সে ইস্তিখারা করবে। সে ফরজ নামাজ ব্যতিরেকে দুই রাকাত নামাজ আদায় করবে এবং ইস্তিখারার প্রসিদ্ধ দোয়াটি পাঠ করবে: "হে আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞানের মাধ্যমে আপনার নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করছি, আপনার কুদরতের মাধ্যমে আপনার নিকট সামর্থ্য প্রার্থনা করছি এবং আপনার মহান অনুগ্রহ ভিক্ষা করছি। কেননা আপনিই সর্বশক্তিমান, আমি নই; আপনিই জানেন, আমি জানি না; আর আপনিই অদৃশ্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। হে আল্লাহ! আপনি যদি জানেন যে এই বিষয়টি (বিষয়টির নাম উল্লেখ করবে) আমার দ্বীন, জীবন ও আমার কর্মের পরিণামের বিচারে (অথবা বললেন: আমার ইহকাল ও পরকালের জন্য) কল্যাণকর, তবে তা আমার জন্য নির্ধারিত করে দিন এবং আমার জন্য তা সহজ করে দিন। আর যদি আপনি জানেন যে এই বিষয়টি আমার দ্বীন, জীবন ও আমার কর্মের পরিণামের বিচারে (অথবা বললেন: আমার ইহকাল ও পরকালের জন্য) অকল্যাণকর, তবে আপনি তা আমার থেকে ফিরিয়ে নিন এবং আমাকেও তা থেকে বিমুখ রাখুন। আর আমার জন্য কল্যাণ যেখানেই থাকুক না কেন তা নির্ধারিত করে দিন এবং আমাকে তার ওপর সন্তুষ্ট রাখুন।" অতঃপর এই ইস্তিখারার পর আল্লাহ

তার জন্য যা ফয়সালা করবেন, তা-ই তার জন্য কল্যাণকর। সে তখন তা পালন করবে এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করবে। আর যদি আল্লাহ তার মনোযোগ তা থেকে ফিরিয়ে দেন, তবে এর অর্থ হলো তা তার জন্য কল্যাণকর ছিল না। আর ভাগ্য নির্ধারণী তীর, পাখির উড্ডয়ন এবং অনুরূপ পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমে ভাগ্য অন্বেষণ করার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই।

১৬৭৩ - আবু মাসউদ আল-বাদরি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারিণীর বিনিময় এবং গণকের উপটৌকন গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসটি এই অধ্যায়ের অর্থাৎ গণক, জ্যোতিষী ও তাদের অনুরূপ ব্যক্তিদের নিকট যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত অধ্যায়ের শেষ হাদিস। আর তা হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুকুরের মূল্য এবং ব্যভিচারিণীর বিনিময় গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

(ص: 411) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

وحلوان الكاهن أما الكلب فمعروف واقتناؤه حرام لا يجوز للإنسان أن يقتني الكلب ويجعله عنده في بيته سواء بيت الطين أو المسلح أو الشعر إلا في ثلاث حالات 1 - كلب الحرث يعني الزرع 2 - وكلب الماشية يعني إنسان عنده غنم أو إبل أو بقرة يتخذ الكلب ليحرسها 3 - كلب الصيد يصيد عليه الإنسان لأن الكلب إذا تعلم وصاد شيئاً فإنه حلال فلو كان عند الإنسان كلب معلم وأرسله على أرنب مثلاً ثم صاده وقتلها فهي حلال لأن الله تبارك وتعالى قال وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فهذه الثلاثة كلب الحرث والماشية والصيد يجوز للإنسان أن يقتنيها وما عدا ذلك فإقتناؤه حرام والكلب أخبث الحيوانات في النجاسة لأن

نجاسته مغلظة إذا شرب في الإناء يجب أن يغسل الإناء سبع مرات واحدة منها
بالتراب والأفضل أن يكون التراب مع الأولى فهو الأحسن والأولى فإذا كان عند
الإنسان كلب ولو كان كلب صيد أو ماشية أو زرع فإنه يحرم عليه بيعه وثمنه عليه
حرام لكن إذا انتهى منه يعطيه أحدا يحتاج له ولا يحل له أن يبيعه لأن النبي صلى
الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب الثاني حلوان الكاهن الكاهن هو الذي يخبر عن
البيغيات في

...এবং গণকের পারিশ্রমিক। আর কুকুর তো সুপরিচিত বিষয়; এটি লালন-পালন করা হারাম।
মানুষের জন্য কুকুর লালন-পালন করা এবং তা নিজের ঘরে রাখা বৈধ নয়—চাই তা মাটির ঘর
হোক, দালান হোক কিংবা পশমের তাঁবু হোক—তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত: ১. কৃষিকাজের কুকুর
অর্থাৎ ফসলের পাহারার জন্য। ২. গবাদি পশুর কুকুর অর্থাৎ যার নিকট ভেড়া, উট বা গরু
রয়েছে এবং সে তা পাহারার জন্য কুকুর রাখে। ৩. শিকারি কুকুর যার মাধ্যমে মানুষ শিকার
করে; কারণ কুকুর যখন প্রশিক্ষিত হয় এবং কিছু শিকার করে, তবে তা হালাল হয়। সুতরাং
যদি কোনো ব্যক্তির নিকট একটি প্রশিক্ষিত কুকুর থাকে এবং সে উদাহরণস্বরূপ একটি
খরগোশের ওপর তা লেলিয়ে দেয় এবং কুকুরটি তা শিকার করে মেরে ফেলে, তবে তা হালাল।
কারণ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেছেন: "তোমরা যে সকল শিকারি প্রাণীকে অনুগত
করেছ—যাদেরকে তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান থেকে শিক্ষা দাও—তারা তোমাদের জন্য যা
ধরে আনে তা থেকে তোমরা ভক্ষণ করো এবং তার ওপর আল্লাহর নাম স্মরণ করো। আর
তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।" সুতরাং এই তিন
প্রকার—কৃষি, গবাদি পশু এবং শিকারের কুকুর—মানুষের জন্য লালন-পালন করা বৈধ।
এগুলি ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কুকুর লালন-পালন করা হারাম। অপবিত্রতার দিক থেকে
কুকুর নিকৃষ্টতম প্রাণী, কারণ এর নাপাকি অত্যন্ত গুরুতর (মুগাল্লাজাহ)। যদি কুকুর কোনো
পাত্রের মুখ দেয়, তবে সেই পাত্রটি সাতবার ধৌত করা ওয়াজিব, যার মধ্যে একবার মাটি দিয়ে
হতে হবে। আর মাটি প্রথমবার ধোয়ার সময় ব্যবহার করা উত্তম এবং এটিই অধিকতর শ্রেয়।
কোনো ব্যক্তির নিকট যদি কুকুর থাকে, এমনকি তা যদি শিকার, গবাদি পশু বা কৃষিকাজের
কুকুরও হয়, তবুও সেটি বিক্রি করা তার জন্য হারাম এবং এর মূল্য গ্রহণ করাও তার জন্য
হারাম। তবে যখন তার প্রয়োজন শেষ হবে, তখন সে তা এমন কাউকে দিয়ে দেবে যার এটি

প্রয়োজন; কিন্তু তা বিক্রি করা তার জন্য বৈধ নয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুকুরের বিক্রয়মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। দ্বিতীয়টি হলো গণকের পারিশ্রমিক। গণক সেই ব্যক্তি যে অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে সংবাদ দেয়...

(ص: 412) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

المستقبل فيقول سيحصل كذا سيكون كذا سواء كان عاماً أو خاصاً كأن يقول
لشخص معين سيصيبك كذا وكذا في يوم كذا وكذا الكهان كانوا في الجاهلية يأتي
إليهم الناس فيأخذون منهم أجراً كثيراً فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان
الكاهن لأن الكهانة حرام وما كان حراماً فالتعويض عليه حرام الثالث مهر البغي
يعني أجرة الزانية والعياذ بالله تكون امرأة تزني فيأتي إليها الأنجاس من بني آدم
فيستأجرونها لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل ويعطونها عن ذلك عوضاً
هذا أيضاً نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا العوض يكون في مقابلة
حرام وإذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه وحرم أجرته فإذا قال قائل لو أن الكاهن قد
تاب إلى الله وقد كسب مالا من الناس هل يردّه عليهم نقول لا لا يردّه عليهم لأن
قد أخذوا عوضاً فلا يجمع لهم بين العوض والمعوض ولكن يتصدق به تخلصاً منه
أو يجعله في بيت المال إن كان هناك بيت مال وكذلك يقال فيمن باع كلباً سواء كان
كلب صيد أو حرث أو ماشية وأخذ ثمنه ثم هداه الله وتاب نقول لا ترد هذا الثمن
إلى الذي أخذ الكلب فتجمع له بين العوض والمعوض ولكن تصدق به تخلصاً منه أو
اجعله في بيت المال وكذلك يقال في مهر البغي إذا تاب إلى الله ورجعت هل ترد ما
أخذت من الزاني عليه أو لا لا تردّه عليه بل تجعله في بيت المال أو تصدق به أو
تنفقه في أي سبيل من سبل الخير

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলা; যেমন বলা যে, অমুক কাজ সম্পন্ন হবে বা অমুক ঘটনা ঘটবে, চাই তা সাধারণ কোনো বিষয় হোক বা বিশেষ কোনো বিষয়—যেমন কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বলা যে, অমুক দিনে তোমার সাথে এমন এমন ঘটবে। জাহেলি যুগে গণকদের নিকট মানুষ আসত এবং তারা তাদের কাছ থেকে প্রচুর পারিশ্রমিক গ্রহণ করত। ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গণকের পারিশ্রমিক (হুলওয়ানুল কাহিন) গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন; কারণ গণনাবিদ্যা হারাম, আর যা হারাম তার বিনিময় গ্রহণ করাও হারাম। তৃতীয়টি হলো ব্যভিচারিণীর পারিশ্রমিক; অর্থাৎ পাপাচারী নারীর মজুরি—আল্লাহ তাআলা আমাদের রক্ষা করুন। কোনো নারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং আদম সন্তানদের মধ্য থেকে অপবিত্র ব্যক্তির তা কাছ আসে এবং তাকে একদিন, দুদিন, তিনদিন বা তার চেয়ে কম-বেশি সময়ের জন্য ভাড়া করে এবং বিনিময়ে তাকে অর্থ প্রদান করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটিও নিষেধ করেছেন; কারণ এই বিনিময়টি একটি হারাম কাজের বিপরীতে প্রদান করা হয়। আর আল্লাহ যখন কোনো কিছু হারাম করেন, তখন তার মূল্য এবং পারিশ্রমিককেও হারাম করে দেন। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, কোনো গণক যদি আল্লাহর কাছ তওবা করে এবং সে ইতঃপূর্বে মানুষের কাছ থেকে অর্থ উপার্জন করে থাকে, তবে সে কি তাদের তা ফেরত দেবে? আমরা বলব: না, সে তাদের তা ফেরত দেবে না; কারণ তারা একটি বিনিময় গ্রহণ করেছে। সুতরাং তাদের জন্য বিনিময় এবং বিনিময়ের বস্তু—উভয়টিই একত্রিত করা হবে না। বরং সেই অর্থ থেকে দায়মুক্ত হওয়ার জন্য সে তা সদকা করে দেবে অথবা বায়তুল মাল থাকলে সেখানে জমা করে দেবে। অনুরূপভাবে সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য হবে, যে ব্যক্তি কোনো কুকুর বিক্রয় করেছে—চাই তা শিকারি কুকুর, চাষাবাদের কুকুর বা গবাদি পশুর রক্ষক হোক—এবং তার মূল্য গ্রহণ করেছে। অতঃপর আল্লাহ তাকে হিদায়াত দিয়েছেন এবং সে তওবা করেছে। আমরা বলব: তুমি এই মূল্য সেই ব্যক্তিকে ফেরত দিয়ো না যে কুকুরটি নিয়েছে; কারণ এতে তার কাছ বিনিময় এবং বিনিময়ের বস্তু উভয়টিই একত্রিত হয়ে যাবে। বরং তা থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে তুমি তা সদকা করে দাও অথবা বায়তুল মালে জমা দিয়ে দাও। ঠিক তেমনিভাবে ব্যভিচারিণীর পারিশ্রমিকের বিষয়েও বলা হবে; সে যখন আল্লাহর কাছ তওবা করবে এবং ফিরে আসবে, তখন সে ব্যভিচারকারীর কাছ থেকে যা গ্রহণ করেছিল তা কি তাকে ফেরত দেবে? না, সে তাকে তা ফেরত দেবে না। বরং সে তা বায়তুল মালে জমা দেবে অথবা সদকা করে দেবে অথবা কল্যাণের যেকোনো পথে ব্যয় করবে।

باب النهي عن التطير فيه الأحاديث في الباب قبله

1674 - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى

ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال كلمة طيبة متفق عليه

1675 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا

عدوى ولا طيرة وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس متفق عليه

1676 - وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير رواه

أبو داود بإسناد صحيح

1677 - وعن عروة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى

الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلماً فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل

اللهم لا يأتني بالחסنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك

حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح

অশুভ লক্ষণ গ্রহণ বা কুলক্ষণ মানার নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক পরিচ্ছেদ এ বিষয়ে পূর্ববর্তী
পরিচ্ছেদেও হাদিসসমূহ বর্ণিত হয়েছে।

১৬৭৪ - আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: রোগের সংক্রামক হওয়া এবং অশুভ লক্ষণ বলতে কিছু নেই, তবে 'ফাল' (শুভ লক্ষণ) আমাকে আনন্দিত করে। তারা জিজ্ঞেস করলেন: 'ফাল' কী? তিনি বললেন: উত্তম বা সুন্দর বাক্য। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

১৬৭৫ - ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: রোগের সংক্রমণ এবং অশুভ লক্ষণ বলতে কিছু নেই। তবে যদি কোনো কিছুতে অশুভ থেকে থাকে, তবে তা ঘর, নারী এবং ঘোড়ায় হতে পারে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

১৬৭৬ - বুরাইদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করতেন না। (আবু দাউদ এটি সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন)

১৬৭৭ - উরওয়াহ বিন আমির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট অশুভ লক্ষণের বিষয়টি আলোচিত হলো, তখন তিনি বললেন: এর মধ্যে সর্বোত্তম হলো 'ফাল' (শুভ লক্ষণ); আর এটি যেন কোনো মুসলিমকে (তার লক্ষ্য থেকে) ফিরিয়ে না দেয়। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যখন অপছন্দনীয় কোনো কিছু দেখে, তখন সে যেন বলে: 'হে আল্লাহ! আপনি ব্যতীত অন্য কেউ কল্যাণ আনয়ন করতে পারে না এবং আপনি ব্যতীত অন্য কেউ মন্দ দূরীভূত করতে পারে না। আর আপনার সাহায্য ছাড়া (পাপ থেকে) ফেরার এবং (ইবাদত করার) কোনো শক্তি বা সামর্থ্য নেই।' এটি সহিহ হাদিস, আবু দাউদ এটি সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

(ص: 414) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب التطير التطير هو التشاؤم
بمريء أو مسبوع أو زمان أو مكان هذا هو التطير أن يتشاءم الإنسان في الشيء وإنما
سمي تطيرا لأن العرب في الجاهلية يتشاءمون بالطيور فغلب الاسم على كل التشاؤم
فمن العرب من يتشاءم بالطيور إذا زجر الطير أو أثارة حتى طار إن طار يسارا
تشاءم وإن رجع إليه ألغى ما يريد الإقدام عليه وإن طار أمامه عزم على تنفيذ ما
أراد وإن طار على يمينه قال هذا عمل ميمون مبارك فصاروا يتشاءمون بالطيور
كذلك أيضا الطيور في الجو ربما يتشاءمون بها الغراب يتشاءم به والبومة
يتشاءمون بها وبعض الطيور ومن العرب من يتشاءم بالزمان لقد شاع عندهم أن
المرأة إذا تزوجت في شوال لم توفق ولا يحبها زوجها وهذا باطل فإن النبي صلى الله
عليه وسلم عقد على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في شوال ودخل بها في شوال
فكانت تقول أيكم أحظى عنده مني لأنهم يزعمون أن المرأة إذا تزوجت في هذا

الشهر لم توفق في زواجها وهذا أيضا ما له تفسير ومنهم من يتشاءم بالسفر في يوم الأربعاء يقولون إذا سافر الإنسان في يوم الأربعاء لابد من حدوث حادث أو خسارة أو بلاء وهذا أيضا لا صحة له الأربعاء والخميس والثلثاء وغير ذلك كلها واحد ومنهم من يتشاءم بشهر صفر الذي بعد محرم ويقولون لو عمل فيه الإنسان أي

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) তাঁর কিতাব 'রিয়াদুস সালেহীন'-এ 'তাতাইয়ুর' (কুলক্ষণ গ্রহণ) অধ্যায়ে বলেছেন: তাতাইয়ুর হলো কোনো দৃশ্যমান বস্তু, শ্রুত শব্দ, সময় বা স্থানকে অশুভ মনে করা। এটাই হলো তাতাইয়ুর—মানুষের কোনো বিষয়ের মাধ্যমে অশুভ কিছুর আশঙ্কা করা। একে 'তাতাইয়ুর' নামকরণ করা হয়েছে কারণ জাহেলিয়াতের যুগে আরবরা পাখির মাধ্যমে অশুভ লক্ষণ নির্ধারণ করত, তাই এই নামটি সব ধরনের অশুভ লক্ষণের ক্ষেত্রে প্রধান্য পেয়ে গেছে। আরবদের মধ্যে কেউ কেউ পাখির মাধ্যমে অশুভ লক্ষণ নিত; যখন তারা পাখিকে তাড়াত বা ওড়াত, তখন সেটি যদি বাম দিকে উড়ত তবে তারা অশুভ মনে করত। আর যদি সেটি ফিরে আসত, তবে সে যে কাজটি করতে চেয়েছিল তা বাতিল করে দিত। যদি পাখির উড়াল সামনে দিয়ে হতো, তবে সে যা করতে চেয়েছিল তা করার সংকল্প করত। আর যদি পাখির উড়াল ডান দিকে হতো, তবে সে বলত—এটি একটি কল্যাণময় ও বরকতময় কাজ। এভাবে তারা পাখির মাধ্যমে অশুভ লক্ষণ নির্ধারণ করতে শুরু করে। একইভাবে আকাশের পাখিদের মাধ্যমেও সম্ভবত তারা কুলক্ষণ নিত; যেমন—কাককে তারা অশুভ মনে করত, প্যাঁচাকে অশুভ মনে করত এবং আরও কিছু পাখিকে। আরবদের মধ্যে এমন লোকও ছিল যারা সময় বা কালকে অশুভ মনে করত। তাদের মধ্যে এটি প্রচলিত ছিল যে, কোনো নারী যদি শাওয়াল মাসে বিয়ে করে, তবে সে দাম্পত্য জীবনে সফল হবে না এবং তার স্বামী তাকে ভালোবাসবে না। অথচ এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে শাওয়াল মাসেই বিবাহ করেছিলেন এবং শাওয়াল মাসেই তাঁর সাথে বাসর করেছিলেন। তাই তিনি বলতেন, "তোমাদের মধ্যে তাঁর (নবীর) কাছে আমার চেয়ে বেশি প্রিয় আর কে আছে?" কারণ তারা ধারণা করত যে, এই মাসে কোনো নারী বিয়ে করলে তার বৈবাহিক জীবনে বরকত হবে না।

এরও কোনো সঠিক ব্যাখ্যা নেই। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ বুধবার সফর করাকে অশুভ মনে করত; তারা বলত, যদি কোনো মানুষ বুধবার সফর করে, তবে অবশ্যই কোনো দুর্ঘটনা, লোকসান বা বিপদ ঘটবে। এরও কোনো সত্যতা নেই; বুধবার, বৃহস্পতিবার, মঙ্গলবার এবং অন্যান্য সব দিনই সমান। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ সফর মাসকে অশুভ মনে করত—সফর হলো মুহাররমের পরের মাস—এবং তারা বলত যে, এই মাসে মানুষ যদি কোনো...

(ص: 415) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

عمل زواج أو ولد له فيه أو سافر فيه فإنه لا يوفق وهذا أيضاً باطل ولا أثر بالشهر في تفاعل ولا في تشاؤم ولهذا قال بعض الناس يقابل البدعة ببدعة يسى صفر صفر الخير وهذا أيضاً لا يجوز فصفر مثل محرم مثل ربيع الأول ومثل أي من الشهور لا فيه تشاؤم ولا تفاعل ولا يجوز أن نداوي البدعة ببدعة وهذا كما يفعل بعض الناس في يوم عاشوراء يوم عاشوراء تتخذة الرافضة يوم حزن ويلطمون الخدود ويشقون الجيوب وينتفون الشعور وربما يجرحون أنفسهم بالخناجر وغيرها وعندهم أن الذي يموت في هذه الليلة يموت شهيداً والعياذ بالله وبعض الناس تقول في هذا اليوم الذي اتخذة الرافضة حزناً نحن نتخذة سروراً نطعم الطعام ونكسوا الأولاد وندخل الفرحة في الصدور هذا أيضاً غلط هذا من البدع والبدع لا ترد بالبدع لا يقتل البدعة إلا السنة استمسك بالسنة تمت البدعة ثم ذكر أحاديث في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطير وقد ثبت عنه أنه قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل؟ قال الكلبة الطيبة فإن الكلبة الطيبة تدخل السرور على النفس وتشرح الصدر ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة الحديبية كانت قريش ترأسله فأرسلوا إليه في النهاية سهيل بن

عمرؤ فليأ أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سهيل بن عمرو وما أراه إلا قد سهل أمركم أو كلمة نحوها فتفأل بالاسم فالتفأول خير لأنه

কেউ যদি এই মাসে বিবাহ করে কিংবা তার সন্তান জন্ম গ্রহণ করে অথবা সে সফর করে, তবে সে সফল হবে না—এ জাতীয় ধারণা পোষণ করাও বাতিল এবং বিভ্রান্তিকর। শুভ বা অশুভ লক্ষণের ক্ষেত্রে মাসের কোনো প্রভাব নেই। এ কারণেই কিছু মানুষ এক বিদআতের মোকাবিলা অন্য বিদআত দিয়ে করে থাকে; তারা সফর মাসকে 'সাফারুল খাইর' (কল্যাণের সফর) নামে অভিহিত করে; এটিও জায়েজ নয়। কেননা সফর মাস হলো মুহাররম, রবিউল আউয়াল কিংবা অন্য যে কোনো মাসের মতোই; এতে অশুভ বা শুভ লক্ষণের কোনো বিশেষত্ব নেই। আর বিদআতের চিকিৎসা বিদআত দিয়ে করা বৈধ নয়। এটি ঠিক তেমনই, যেমনটি কিছু লোক আশুরার দিনে করে থাকে। রাফেযিরা আশুরার দিনকে শোকের দিন হিসেবে গ্রহণ করে; তারা গালে চপেটাঘাত করে, পরিধেয় বস্ত্র বিদীর্ণ করে, চুল ছিঁড়ে ফেলে এবং এমনকি তারা খঞ্জর ও অন্যান্য সরঞ্জাম দিয়ে নিজেদের শরীর জখম করে। তাদের ধারণা মতে, যে ব্যক্তি এই রাতে মৃত্যুবরণ করে, সে শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করে—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। আবার অন্য কিছু লোক বলে, রাফেযিরা যে দিনটিকে শোকের দিন হিসেবে গ্রহণ করেছে, আমরা সেই দিনটিকে আনন্দের দিন হিসেবে পালন করব; তারা খাবার খাওয়ায়, সন্তানদের নতুন পোশাক দান করে এবং মনে আনন্দের সঞ্চার করে—এটিও ভুল। এটি বিদআতের অন্তর্ভুক্ত। আর বিদআতকে বিদআত দিয়ে প্রতিহত করা যায় না। সুন্নাহ ব্যতীত অন্য কিছু বিদআতকে মিটিয়ে দিতে পারে না। আপনি সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন, তবেই বিদআত নিঃশেষ হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি এ প্রসঙ্গে কিছু হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করেছেন। তাঁর থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "সংক্রামক ব্যাধি এবং কুলক্ষণ বা অশুভ লক্ষণের কোনো ভিত্তি নেই, তবে 'ফাল' (শুভ লক্ষণ) আমাকে আনন্দিত করে।" তারা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ফাল' কী? তিনি বললেন: "উত্তম বাক্য।" কেননা উত্তম বাক্য মনে আনন্দের সঞ্চার করে এবং বক্ষকে প্রশস্ত করে। এরই একটি দৃষ্টান্ত হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হৃদয়বিয়ার যুদ্ধে ছিলেন, তখন কুরাইশরা তাঁর সাথে পত্রালাপ ও দূত বিনিময় করছিল। অবশেষে তারা সুহাইল ইবন আমরকে পাঠাল। সে যখন এগিয়ে এলো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "এই যে সুহাইল ইবন আমর এসেছে, আমি মনে করি তোমাদের বিষয়টি সহজ

(সুহাইল) হয়ে গেছে" অথবা এই জাতীয় কোনো বাক্য বললেন। তিনি নাম থেকে শুভ লক্ষণ গ্রহণ করলেন। সুতরাং শুভ লক্ষণ গ্রহণ করা কল্যাণকর, কারণ এটি

(ص: 416) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

يشرح الصدر ويفرح القلب وينشط اللسان ويعزم على الخير أما التشاؤم فإنه بخلاف ذلك ولكن إذا أصابك شيء من تشاؤم فأعرض عنه أعرض عن هذا الحزن وقل اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك يعني أن الأمر كله بيدك ولا إله غيرك وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء فإنه في ثلاث في الدار والمرأة والفرس فالمعنى أن هذه الثلاثة هي أكثر ما يكون مرافقة للإنسان المرأة زوجها والدار بيته والفرس مركوبه وهذه الأشياء الثلاثة أحياناً يكون فيها شؤم أحياناً تدخل المرأة على الإنسان يتزوجها ولا يجد إلا النكد والتعب منها ومشاكلها أيضاً ينزل الدار فيكون فيها شؤم يضيق صدره ولا يتسع ويميل منها أيضاً الفرس والفرس الآن ليس مركوبنا ولكن مركوبنا السيارات بعض السيارات يكون فيها شؤم تكثر حوادثها وخرابها ويسأم الإنسان منها فإذا أصيب الإنسان بمثل هذا فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويقل اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك فيزيل الله ما في نفسه من الشؤم والله الموفق

এটি অন্তরকে প্রশস্ত করে, হৃদয়কে আনন্দিত করে, জিহ্বাকে সাবলীল করে এবং কল্যাণকর কাজের প্রতি সংকল্পবদ্ধ করে। পক্ষান্তরে কুলক্ষণ বা অশুভ চিন্তা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তবে যদি আপনার মনে কোনো প্রকার কুলক্ষণ বা অশুভ ভাবনার উদয় হয়, তবে তা থেকে বিমুখ হোন। এই বিষয়টাকে উপেক্ষা করুন এবং বলুন: ‘হে আল্লাহ! আপনার কল্যাণ ছাড়া কোনো কল্যাণ নেই, আপনার নির্ধারিত অশুভ ছাড়া কোনো অশুভ নেই এবং আপনি ছাড়া কোনো

উপাস্য নেই।’ এর মর্মার্থ হলো—সব বিষয়ই আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন এবং আপনি ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই। আর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই বাণী: ‘যদি কোনো কিছুতে অশুভ লক্ষণ থেকে থাকে, তবে তা তিনটি বিষয়ে হতে পারে: ঘর, নারী এবং ঘোড়া’—এর তাৎপর্য হলো, এই তিনটি বস্তু মানুষের সর্বাধিক সঙ্গী হয়ে থাকে। নারী হলো তার স্ত্রী, ঘর হলো তার বাসস্থান এবং ঘোড়া হলো তার বাহন। কখনো কখনো এই তিনটি জিনিসের মধ্যে অমঙ্গল থাকতে পারে। যেমন কোনো ব্যক্তি কোনো নারীকে বিবাহ করল, কিন্তু তার থেকে কেবল অশান্তি, কষ্ট এবং সমস্যাই পেল। আবার সে কোনো ঘরে থাকতে শুরু করল কিন্তু সেখানে তার জন্য অকল্যাণ দেখা দিল; ফলে তার মন সংকীর্ণ হয়ে গেল, চিত্ত প্রশান্ত হলো না এবং সে সেই গৃহের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল। একইভাবে ঘোড়ার বিষয়টিও; বর্তমান যুগে ঘোড়া আমাদের বাহন নয়, বরং গাড়িই আমাদের বাহন। কোনো কোনো গাড়িতে অমঙ্গল থাকতে পারে, যেমন সেটির দুর্ঘটনা ও বিকল হওয়ার হার অনেক বেশি এবং মানুষ তার প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়ে। যদি কোনো ব্যক্তি এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, তবে সে যেন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং বলে: ‘হে আল্লাহ! আপনার কল্যাণ ছাড়া কোনো কল্যাণ নেই, আপনার নির্ধারিত অশুভ ছাড়া কোনো অশুভ নেই এবং আপনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।’ এতে আল্লাহ তার অন্তর থেকে অশুভ লক্ষণের সেই অনুভূতি দূর করে দেবেন। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 417) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة دينار أو
وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف ونحوها..
والأمر بإتلاف الصورة

1678 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتكم متفق عليه

1679 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله قالت فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين متفق عليه القرام بكسر القاف هو الستر والسهوة بفتح السين المهملة وهي الصفة تكون بين يدي البيت وقيل هي الطاق النافذ في الحائط

1680 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه

কার্পেট, পাথর, কাপড়, দিরহাম, দিনার, বালিশ বা এই জাতীয় জিনিসের ওপর প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা এবং দেয়াল, ছাদ ও এই জাতীয় জায়গায় ছবি স্থাপন করা হারাম হওয়া এবং ছবি নষ্ট করে ফেলার নির্দেশ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ..

এবং ছবি ধ্বংস করার নির্দেশ

১৬৭৮ - ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয় যারা এই ছবিগুলো তৈরি করে, কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি প্রদান করা হবে। তাদের বলা হবে: তোমরা যা সৃষ্টি করেছিলে তাতে প্রাণ সঞ্চার করো।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি বা বুখারি ও মুসলিম কর্তৃক ঐক্যমতপ্রাপ্ত)।

1679 - আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক সফর থেকে ফিরে আসলেন, এমতাবস্থায় আমি আমার ঘরের একটি তাক একটি নকশা করা পর্দা দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম যাতে প্রাণীর ছবি ছিল। যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেটি দেখলেন, তাঁর চেহারার রঙ বিবর্ণ হয়ে গেল এবং তিনি বললেন: "হে আয়েশা! কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সেই মানুষেরা সবচেয়ে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হবে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির সদৃশ কিছু তৈরি করে।" আয়েশা (রা.) বলেন: অতঃপর

আমরা সেটি ছিঁড়ে ফেললাম এবং তা দিয়ে একটি বা দুটি বালিশ তৈরি করলাম। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। 'কিরম' (কাফ বর্ণে কাসরা সহ) হলো পর্দা এবং 'সাহওয়াহ' (সীন বর্ণে ফাতহা সহ) হলো ঘরের সম্মুখভাগে বারান্দা সদৃশ অংশ; আবার কেউ বলেছেন এটি হলো দেয়ালের মধ্যবর্তী তাক বা ছিদ্রপথ।

1680 - ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "প্রত্যেক ছবি অঙ্কনকারীই জাহান্নামী। সে যতটি ছবি অঙ্কন করেছে, তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে একটি করে প্রাণ সৃষ্টি করা হবে, যা তাকে জাহান্নামে শাস্তি প্রদান করতে থাকবে।"

(ص: 418) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

في جهنم قال ابن عباس فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه متفق عليه

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين باب ما جاء في المصورين يعني من الوعيد الشديد وذكر رحمه الله تعالى حديث ابن عمر وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم والتصوير ينقسم إلى قسمين قسم متفق على تحريمه وهو أن يصور ما فيه روح على وجه تمثال من خشب أو حجر أو طين أو جبس أو ما أشبه ذلك فهذا إذا صورة على صورة حيوان أو إنسان أو أسد أو أرنب أو قرد أو غير ذلك فهذا حرام بالاتفاق وفاعله ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ويعذب يوم القيامة فيقال له أحيي ما خلقت وفي حديث ابن عباس قال كل مصور في النار..

..

فإن كنت لا بد فاعلا فأصنع الشجر وما لا روح فيه والقسم الثاني تصوير ما لا روح فيه مثل الأشجار والشمس والقمر والنجوم والأنهار والجبال وما أشبهها هذه جائزة لكن ما كان ينمو كالنبات فمن العلماء من لم يجزه كمجهود رحمه الله من التابعين المشهورين قال كل ما ينمو فإنه لا يجوز أن يصور ولو كان لا روح له لأنه في الحديث

জাহান্নামে। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ‘যদি তোমাকে তা করতেই হয়, তবে গাছপালা এবং যাতে প্রাণ নেই এমন কিছুর ছবি তৈরি করো।’ (বুখারী ও মুসলিম একমত হয়েছেন)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন) রিয়াদুস সালিহীন কিতাবে চিত্রাঙ্কনকারী বা ছবি তৈরিকারীদের বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে—অর্থাৎ তাদের প্রতি যে কঠোর হুঁশিয়ারি এসেছে—সেই অধ্যায়ে ইবনে উমর, আয়েশা এবং ইবনে আব্বাস (আল্লাহ তাঁদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছেন। চিত্রাঙ্কন বা ছবি তৈরি দুই ভাগে বিভক্ত: প্রথম ভাগ—যার হারামের (নিষিদ্ধ হওয়ার) ব্যাপারে সকলে একমত; তা হলো কাঠ, পাথর, মাটি, জিপসাম বা এই জাতীয় বস্তু দিয়ে কোনো প্রাণীর অবয়ব বা মূর্তি তৈরি করা। অতএব, যদি কেউ কোনো প্রাণী, মানুষ, সিংহ, খরগোশ, বানর বা এই জাতীয় কোনো কিছুর আকৃতিতে ছবি বা মূর্তি তৈরি করে, তবে তা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। আর এর তৈরিকারক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জবানীতে অভিশপ্ত। কিয়ামতের দিন তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাকে বলা হবে, ‘তুমি যা সৃষ্টি করেছ তাতে প্রাণ সঞ্চার করো।’ ইবনে আব্বাসের হাদীসে এসেছে, তিনি বলেছেন, ‘প্রত্যেক ছবি তৈরিকারকই জাহান্নামে যাবে...’

..

‘যদি তোমাকে তা করতেই হয়, তবে গাছপালা এবং যাতে প্রাণ নেই এমন কিছুর ছবি তৈরি করো।’ দ্বিতীয় ভাগ হলো—যাতে প্রাণ নেই এমন কিছুর ছবি তৈরি করা, যেমন: গাছপালা, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, নদী, পাহাড় এবং এই জাতীয় বস্তু। এগুলো জায়েজ (বৈধ)। তবে যা উদ্ভিদের ন্যায় বৃদ্ধি পায়, আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ তা জায়েজ মনে করেননি; যেমন বিখ্যাত তাবেয়ী

মুজাহিদ (রাহিমাল্লাহ)। তিনি বলেছেন, যা কিছু বৃদ্ধি পায় তার ছবি তৈরি করা জায়েজ নয়, যদিও তাতে প্রাণ না থাকে; কারণ হাদীসে এসেছে...

(ص: 419) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الصحيح أن الله قال: فليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة أو ليخلقوا ذرة ولكن الذي عليه جمهور العلماء أن الذي لا روح فيه لا بأس أن يصوره سواء كان مما ينمو كالأشجار أو مما لا ينمو كالشمس والبحار والقمر والأنهار وما أشبهها القسم الثالث تصوير ما فيه روح لكن بالتلوين والرسم فهذا قد اختلف فيه العلماء فمنهم من يقول إنه جائز لما رواه البخاري من حديث زيد بن خالد - أظن - قال إلا رقماً في ثوب فاستثنى الرقم لأن الرقم لا يماثل ما خلق الله عز وجل إذ إن ما خلق الله عز وجل جسم ملبوس وأما هذا فهو مجرد رقم وتلوين فيجوز ولو باليد ولكن جمهور العلماء على أنه لا يجوز وهو الصحيح أنه لا يجوز التصوير لا بالتمثال ولا بالرقم ما دام المصور من الأشياء التي بها روح ولم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث في زماننا هذا من الصور الفوتوغرافية وهل تدخل في النهي أو لا تدخل وإذا تأملت النص وجدت أنها لا تدخل لأن الذي يصور صورة فوتوغرافية لا يصور في الواقع غاية ما هنالك أنه يلقي هذا الضوء الشديد على جسم أمامه فيلتقط صورته في لحظة والمصور لا بد أن يعاني من التصوير

বিশুদ্ধ অভিমত হলো এই যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তবে তারা একটি শস্যদানা সৃষ্টি করুক, অথবা তারা একটি যব সৃষ্টি করুক, কিংবা তারা একটি অণু পরিমাণ কিছু সৃষ্টি করুক।" তবে জমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত হলো, যার মধ্যে প্রাণ নেই এমন কিছুর প্রতিকৃতি তৈরি করাতে কোনো অসুবিধা নেই; চাই তা ক্রমবর্ধমান বস্তু হোক যেমন গাছপালা,

অথবা যা বৃদ্ধি পায় না এমন কিছু হোক যেমন সূর্য, সমুদ্র, চাঁদ, নদী এবং এই জাতীয় অন্যান্য বস্তু। তৃতীয় প্রকার হলো প্রাণসম্পন্ন বস্তুর চিত্রাঙ্কন বা প্রতিকৃতি তৈরি করা, তবে তা রঙ বা রেখাচিত্রের মাধ্যমে। এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ একে বৈধ বলেছেন; ইমাম বুখারী সম্ভবত য়ায়েদ ইবনে খালিদ (রা.) থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তার ভিত্তিতে, যেখানে বলা হয়েছে: "তবে কাপড়ের নকশা বা ছাপ ব্যতীত।" এখানে নকশাকে ব্যতিক্রম ধরা হয়েছে কারণ নকশা আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা-র সৃষ্টির সদৃশ হয় না। কেননা আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা এক একটি স্পর্শযোগ্য শরীর বা অবয়ব, আর এটি কেবলই একটি ছাপ ও রঞ্জক। তাই হাতের কাজ হলেও তা বৈধ। কিন্তু জমহুর উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত হলো এটি জায়েয নয়। আর বিশুদ্ধ অভিমতও এটিই যে, প্রাণসম্পন্ন বস্তুর ক্ষেত্রে মূর্তি বা নকশা কোনো মাধ্যমেই প্রতিকৃতি তৈরি করা বৈধ নয়। নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে আমাদের বর্তমান সময়ের আলোকচিত্রের (ফটোগ্রাফির) মতো কোনো বিষয় বিদ্যমান ছিল না। এখন প্রশ্ন হলো, এটিও কি নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে কি না? আপনি যদি মূল ভাষ্য নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন তবে দেখবেন যে এটি সেই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ যিনি আলোকচিত্র ধারণ করেন তিনি বাস্তবে কোনো ছবি অঙ্কন করেন না; বরং সর্বোচ্চ যা ঘটে তা হলো, তিনি সামনে থাকা কোনো বস্তুর ওপর তীব্র আলো প্রক্ষেপণ করেন এবং মুহূর্তের মধ্যে তার প্রতিবিম্ব ধারণ করেন। অথচ একজন চিত্রকরকে প্রতিকৃতি তৈরির জন্য অবশ্যই যথেষ্ট পরিশ্রম ও সৃজনশীলতার আশ্রয় নিতে হয়।

(ص: 420) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ويخطط العين الرأس الأنف والأذن وما أشبه ذلك فلا بد أن يكون منه عمل أما هذا فإنها في لحظة تلتقطها وكأنها تنقل الصورة التي صورها الله لتجعلها في هذا الكارت وهذا القول هو الراجح وعلماء العصر مختلفون في هذا هل يدخل هذا في اللعن والنهي أو لا والصحيح أنه لا يدخل لأنه لا علاج من المرء فيه وليس بمصور ولو

أنه أراد أن يصور لبقّي في هذه الصورة مدة ربع ساعة أو أكثر لكن هذا يتم في لحظة ونظيره تماماً أن الإنسان لو كتب رسالة إلى أخيه ثم جاء هذا المكتوب إليه وأدخلها في آلة التصوير وخرجت صورة الرسالة فهل هذا الذي صورها هل هو رسم الكلمات والحروف لا وإنما الصورة لها فيها من الضوء العظيم حسب صناعتها طبعت هذا ولا أحد من الناس يقول إن هذه الحروف التي انطبعت في هذه الورقة أنها كتابة الذي صدر بالآية ...

أبدا ولهذا يصور الإنسان هذا في الظلمة ويصوره الأعلى أيضاً الأعلى لو علمته صور الكتاب فمن تأمل النص وتأمل الحكمة من ذلك عرف أن المراد من أراد أن يضاهي خلق الله ويبدع في تصويره وتخطيطه وكأنه خالق هذا الذي يشمل النهي واللعن أما هذا فهو التقاط صورة فقط ولكن يبقى النظر ما هو الغرض الذي من أجله صورت هذه الصورة يعني إذا فهمنا أنها مباح وأنها لا تكن تصويراً يبقى أن ننظر فيها كما ننظر في أي مباح من المباحات لأي غرض صنعت أو لأي غرض صورت لأن المباح يختلف حكمه بحسب ما قصد به ولهذا لو أراد الإنسان أن يسافر في رمضان من أجل أن يفطر قلنا حرام عليه مع أن السفر في الأصل مباح حلال ولو أراد الإنسان أن يشتري بندقية ليقتل بها

এবং চোখ, মাথা, নাক, কান ও অনুরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নকশা করতে হয়, তাই অবশ্যই তাতে ব্যক্তির কর্ম থাকতে হয়। কিন্তু এর (ফটোগ্রাফি) ক্ষেত্রে, এটি মুহূর্তের মধ্যে তা গ্রহণ করে নেয়, যেন এটি মহান আল্লাহর চিত্রিত প্রতিচ্ছবিকে এই কার্ডে স্থানান্তরের জন্য ধারণ করছে। এই মতটিই অধিকতর অগ্রগণ্য। বর্তমান সময়ের আলেমগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন যে, এটি কি অভিশাপ ও নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে কি না? সঠিক মত হলো, এটি তার অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ এতে মানুষের কোনো শৈল্পিক কারুকার্য নেই এবং সে চিত্রকরও নয়। সে যদি চিত্র আঁকতে চাইত, তবে তাকে এই ছবির পেছনে পনেরো মিনিট বা তারও বেশি সময় ব্যয় করতে হতো, কিন্তু এটি মুহূর্তের মধ্যেই সম্পন্ন হয়। এর পূর্ণ দৃষ্টান্ত হলো, কোনো ব্যক্তি যদি তার ভাইয়ের কাছে একটি চিঠি লেখে, অতঃপর সেই লিখিত কাগজটি ফটোকপি মেশিনে প্রবেশ

করানো হয় এবং চিঠির প্রতিচ্ছবি বেরিয়ে আসে; তবে যে ব্যক্তি এটি কপি করল, সে কি শব্দ ও বর্ণগুলো অঙ্কন করেছে? না। বরং এর নির্মাণশৈলী অনুযায়ী তীব্র আলোর প্রতিফলনে এটি মুদ্রিত হয়েছে। মানুষের মধ্যে কেউই বলবে না যে, এই কাগজে মুদ্রিত অক্ষরগুলো সেই ব্যক্তির হাতের লেখা যে এটি কপি করেছে ...

কখনোই নয়। এই কারণেই মানুষ অন্ধকারেও এটি করতে পারে এবং অন্ধ ব্যক্তিও এটি করতে পারে। এমনকি আপনি যদি কোনো অন্ধ ব্যক্তিকে বইয়ের কপি করা শিখিয়ে দেন (সেও তা পারবে)। সুতরাং যে ব্যক্তি শরীয়তের বর্ণনা এবং এর অন্তর্নিহিত হিকমত নিয়ে চিন্তা করবে, সে বুঝতে পারবে যে, মূলত যে ব্যক্তি আল্লাহর সৃষ্টির সাদৃশ্য করতে চায় এবং স্থায়ী চিত্রাঙ্কন ও নকশার মাধ্যমে নৈপুণ্য দেখাতে চায়—যেন সে নিজেই একজন স্রষ্টা—তার ব্যাপারেই এই নিষেধাজ্ঞা ও অভিশাপ প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে, এটি কেবল একটি প্রতিচ্ছবি ধারণ করা মাত্র। তবে এখন বিবেচ্য বিষয় হলো, কোন উদ্দেশ্যে এই ছবি তোলা হয়েছে। অর্থাৎ, যখন আমরা বুঝতে পারলাম যে এটি বৈধ এবং এটি (নিষিদ্ধ) চিত্রাঙ্কন নয়, তখন আমাদের এটি অন্য যেকোনো বৈধ বিষয়ের মতোই বিবেচনা করতে হবে যে, এটি কোন উদ্দেশ্যে তৈরি বা তোলা হয়েছে। কেননা বৈধ কাজের বিধান তার নিয়ত বা উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে ভিন্ন হয়। এই কারণেই যদি কোনো ব্যক্তি রমজান মাসে এই উদ্দেশ্যে সফর করে যাতে সে রোজা ভাঙতে পারে, তবে আমরা বলি যে তার জন্য এটি হারাম; যদিও মূলগতভাবে সফর করা একটি বৈধ ও হালাল বিষয়। আর যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে একটি বন্দুক ক্রয় করতে চায়।

(ص: 421) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

مسلماً أو يعتدي على مال مسلم قلنا هذا البيع حرام مع أن البيع في الأصل مباح
فينظر إلى هذا التصوير ماذا قصد به قد يقصد الإنسان بهذا التصوير قصداً سيئاً
يصور امرأة ليتمتع بالنظر إليها وهي ليست زوجته كل ما مضى زمن أخرجها من
محفظته أو ممن يسبونه الألبوم وجعل ينظر إليها ليتلذذ بذلك وهو حرام لا إشكال

فيه يصور أمردا جميلا من أجل أن يتمتع بالرؤية إليه زمنا بعد زمن هذا أيضا حرام يصور عظماء من الأمراء أو السلاطين أو العلماء من أجل أن يعظمهم ويعلقهم عنده في البيت تعظما لهم في البيت هذا أيضا حرام يصور عبادا قانتين لله من أجل أن يجعلهم في بيته تبركا بهم هذا أيضا حرام ولا يجوز يصور للذكرى هذا أيضا حرام ولا يجوز لأنه إضاعة للوقت وأي فائدة لك أن تذكر هذا المصور حيناً بعد حين وأشد من ذلك أن بعض الناس يهتفون له البيت وللميت صورة فيبقىها عنده وهذا لا يجوز إذا مات الميت فأحرق صورته لأجل أن لا تذهب تتذكر هذا البيت كل ما أردت أن تتذكره فيتجدد الحزن وربما تعتقد فيه اعتقاداً باطلاً فبجرد أن يموت تحرق لا فائدة منها اللهم إلا أن يكون الإنسان يخشى أن يحتاج إليها في إثبات معاشات تقاعد عند الدولة أو ما أشبه ذلك فهذا يكون معذورا أما إذا لم يكن هناك سبب فواجب إحراقها وأما إذا قصد في التصوير الفوتوغرافي إذا قصد به إثبات الشخصية أو إثبات وقائع من الواقع لغرض صحيح فهذا لا بأس به مثل أن تندب لجنة لعمل ما ندبتها الحكومة وأرادوا أن يثبتوا أنهم قاموا بهذا العمل فصوروا عملهم فلا بأس به لأنه

কোনো মুসলিমের বিরুদ্ধে বা কোনো মুসলিমের সম্পদের ওপর সীমালঙ্ঘন করা হয়, তবে আমরা বলব যে এই বিক্রয় প্রক্রিয়াটি হারাম (নিষিদ্ধ), যদিও মূলগতভাবে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। সুতরাং এই ছবি বা চিত্রায়নের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করতে হবে যে, এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কখনো মানুষ এই ছবির মাধ্যমে অসৎ উদ্দেশ্য পোষণ করে; যেমন—সে কোনো নারীর ছবি তুলল তার দিকে তাকিয়ে আনন্দ উপভোগ করার জন্য, অথচ সে তার স্ত্রী নয়। যখনই সময় অতিবাহিত হয়, সে তার মানিব্যাগ বা তথাকথিত অ্যালবাম থেকে ছবি বের করে তৃপ্তির সাথে তার দিকে তাকাতে থাকে; এটি নিঃসন্দেহে হারাম। আবার কেউ হয়তো কোনো সুন্দর কিশোরের ছবি তোলে যাতে সময় সময় তার দিকে তাকিয়ে তৃপ্তি লাভ করতে পারে; এটিও হারাম। কেউ হয়তো কোনো মহান আমির, সুলতান বা আলেমদের ছবি তোলে যাতে তাদের সম্মান প্রদর্শন করতে পারে এবং সম্মানের খাতিরে তা ঘরে ঝুলিয়ে রাখে; এটিও হারাম। আবার কেউ আল্লাহর অনুগত ইবাদতগুজার বান্দাদের ছবি তোলে যাতে বরকত

লাভের আশায় তা ঘরে রাখতে পারে; এটিও হারাম এবং নাজায়েজ। কেউ কেবল স্মৃতি ধরে রাখার জন্য ছবি তোলে; এটিও হারাম এবং নাজায়েজ। কারণ এটি সময়ের অপচয়; আর মাঝে মাঝে এই ছবি দেখে আপনার কী ফায়দা হবে? এর চেয়েও গুরুতর বিষয় হলো, কারো কোনো আত্মীয় মারা গেলে তার কাছে মৃত ব্যক্তির ছবি থাকে এবং সে তা রেখে দেয়; এটি জায়েজ নয়। যখন কেউ মারা যায়, তখন তার ছবি পুড়িয়ে ফেলুন, যাতে আপনি যখনই তাকে মনে করতে চাইবেন তখনই সেই ছবি দেখে আপনার দুঃখ নতুন করে জেগে না ওঠে। অথবা হয়তো আপনি তার সম্পর্কে কোনো ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করতে পারেন। তাই মৃত্যুর পরপরই তা পুড়িয়ে ফেলা উচিত, এর কোনো উপকারিতা নেই। তবে যদি মানুষ আশঙ্কা করে যে, রাষ্ট্রীয় পেনশনের প্রমাণ বা এই জাতীয় কোনো দাপ্তরিক কাজে এর প্রয়োজন হতে পারে, তবে সে ক্ষেত্রে সে অপারগ বা ওজরসম্পন্ন হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি ফটোগ্রাফির উদ্দেশ্য হয় পরিচয় নিশ্চিত করা অথবা কোনো সঠিক উদ্দেশ্যে বাস্তব কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতি প্রমাণ করা, তবে এতে কোনো দোষ নেই। যেমন—সরকার কোনো কাজ করার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করল এবং তারা প্রমাণ করতে চাইল যে তারা অর্পিত দায়িত্বটি যথাযথভাবে পালন করেছে, তাই তারা তাদের কাজের ছবি তুলল; এতে কোনো অসুবিধা নেই, কারণ এটি...

(ص: 422) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

غرض صحيح لمصلحة وكذلك لو أراد إنسان شهد مشهدا يحب أن الناس يطلعون عليه استعطافاً واستدراراً لأموالهم كالنظر مثلاً إلى قوم جياع عراة مجروحين من الأعداء وما أشبه ذلك ليعرضهم على الناس ليستعطفهم عليهم هذا أيضاً غرض صحيح لا بأس منه وخلاصة القول أن التصوير باليد ولو كان بالتلوين والتخطيط حرام على القول الراجح وأما التصوير بالآلة الفوتوغرافية فليس بتصوير أصلاً حتى نقول أنه جائز ونحن يجب علينا أن نتأمل أولاً بدلالة النص ثم في الحكم الذي يقتضيه النص وإذا تأملنا وجدنا أن هذا ليس بتصوير ولا يدخل في النهي ولا في

اللعن ولكن يبقى مباحاً ثم ينظر في الغرض الذي من أجله يصور إن كان غرضاً
مباحاً فالتصوير مباح وإن كان غرضاً محرماً فهو محرم والله البوق
1681 - وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في
الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ متفق عليه
1682 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله

জনকল্যাণমূলক কোনো সঠিক উদ্দেশ্য। অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি যদি এমন কোনো দৃশ্যের
সাক্ষী হয় যা সে মানুষকে দেখাতে চায় যাতে তাদের প্রতি সহানুভূতি তৈরি হয় এবং তাদের
সাহায্যের জন্য অর্থ সংগৃহীত হয়; যেমন ক্ষুধার্ত, বস্ত্রহীন কিংবা শত্রুর আঘাতে আহত কোনো
জনগোষ্ঠীর দৃশ্য অথবা এই জাতীয় কিছু, যা সে মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে চায় যাতে
তারা তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়—তবে এটিও একটি সঠিক উদ্দেশ্য এবং এতে কোনো দোষ
নেই। সারকথা হলো, অগ্রগণ্য মতানুসারে স্বহস্তে চিত্রাঙ্কন করা হারাম, চাই তা রঙ ব্যবহারের
মাধ্যমে হোক কিংবা রেখাচিত্রের মাধ্যমে। আর আলোকচিত্র যন্ত্র বা ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি
তোলার বিষয়টি মূলত (শরয়ি পরিভাষায়) চিত্রাঙ্কনের অন্তর্ভুক্তই নয় যে আমাদের একে জায়েয
বলতে হবে। বরং আমাদের উচিত প্রথমে দলিলের ভাষ্যের নির্দেশনার দিকে এবং এরপর
দলিলটি যে বিধান দাবি করে সেদিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করা। আমরা যদি গভীরভাবে চিন্তা
করি তবে দেখব যে, এটি (ক্যামেরার ছবি) কোনো চিত্রাঙ্কন নয় এবং এটি নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত
নয়, এমনকি অভিশাপের পর্যায়ভুক্তও নয়; বরং এটি মূলত বৈধ হিসেবেই গণ্য হবে। এরপর
যে উদ্দেশ্যে ছবি তোলা হচ্ছে সেদিকে লক্ষ্য করা হবে; যদি উদ্দেশ্যটি বৈধ হয় তবে ছবি
তোলাও বৈধ, আর যদি উদ্দেশ্যটি হারাম হয় তবে সেটিও হারাম হবে। আর আল্লাহই
তাওফীকদাতা।

১৬৮১ - তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লামকে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো ছবি তৈরি করবে, কিয়ামতের দিন তাকে
তাতে প্রাণ সঞ্চার করার জন্য বাধ্য করা হবে, অথচ সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না।"
(মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১৬৮২ - ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূলকে
বলতে শুনেছি...

صلى الله عليه وسلم يقولك إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون متفق عليه
1683 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا
حبة أو ليخلقوا شعيرة متفق عليه

1684 - وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا
تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة متفق عليه

1685 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
جبريل أن يأتيه فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج
فلقيه جبريل فشكا إليه فقال إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة رواه البخاري راث
أبطاً وهو بالثاء المثلثة

1686 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه فجاءت تلك الساعة ولم يأتها قالت وكان
بيده عصاً فطرحها من يده وهو يقول ما يخلف الله وعده ولا

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন
শাস্তির সম্মুখীন হবে প্রতিকৃতি নির্মাতারা।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১৬৮৩ - আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বলেন: "তার চেয়ে বড় যালেম আর কে হতে
পারে, যে আমার সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করার সংকল্প করে? তারা পারলে একটি অণু সৃষ্টি করুক,
কিংবা একটি শস্যদানা সৃষ্টি করুক অথবা একটি যব সৃষ্টি করুক।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১৬৮৪ - আবু তালহা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
"ফেরেশতারা এমন ঘরে প্রবেশ করেন না যাতে কুকুর অথবা প্রাণীর ছবি থাকে।" (মুত্তাফাকুন
আলাইহি)।

১৬৮৫ - ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি আসতে বিলম্ব করলেন। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন হয়ে পড়লেন। অতঃপর তিনি ঘর থেকে বের হলেন এবং জিবরাঈলের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। তিনি তাঁর কাছে অনুযোগ করলে জিবরাঈল বললেন: "আমরা এমন ঘরে প্রবেশ করি না যাতে কুকুর বা ছবি থাকে।" (বুখারী)। 'রাসা' (رأس) অর্থ হলো সে বিলম্ব করেছে, এটি 'সা' (س) বর্ণ দিয়ে গঠিত।

১৬৮৬ - আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: জিবরাঈল (আ.) একটি নির্দিষ্ট সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসার অঙ্গীকার করেছিলেন। সেই সময়টি অতিক্রান্ত হলো কিন্তু তিনি আসলেন না। আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে একটি লাঠি ছিল, তিনি তা হাত থেকে ফেলে দিলেন এবং বললেন: "আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না এবং..."

(ص: 424) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

رساله ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره فقال متى دخل هذا الكلب فقلت والله ما دريت به فأمر به فأخرج فجاءه جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك ولم تأتني فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة رواه مسلم

1687 - وعن أبي التياح حيّان بن حصين قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في كتابه رياض الصالحين كلها تدل على أن التصوير من كبائر الذنوب لأن فيها وعيدا شديدا باللعنة لعن الله المصورين وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وبأنه يكلف يوم القيامة يلزم على أن ينفخ الروح فيها صور وليس بنافخ ومعلوم أنه إذا كان ليس بنافخ وهو مستحيل فإنه يستحيل أن يرفع عنه العذاب إلا أن يشاء الله ومنها أن المصورين من أظلم الظالمين يقول الله تعالى ومن أظلم ممن

তাঁর প্রেরিত পুরুষগণ। এরপর তিনি ফিরে তাকালেন এবং তাঁর খাটের নিচে একটি কুকুরের ছানা দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, "এই কুকুরটি কখন প্রবেশ করল?" আমি বললাম, "আল্লাহর কসম, আমি এ সম্পর্কে কিছুই জানতাম না।" তখন তিনি সেটিকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তা বের করা হলো। এরপর জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) তাঁর কাছে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "আপনি আমাকে ওয়াদা দিয়েছিলেন, আমি আপনার অপেক্ষায় বসে ছিলাম কিন্তু আপনি আসলেন না।" তিনি বললেন, "আপনার ঘরে থাকা ওই কুকুরটি আমাকে বাধা দিয়েছে। নিশ্চয়ই আমরা এমন কোনো ঘরে প্রবেশ করি না যাতে কুকুর বা ছবি থাকে।" (মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)।

১৬৮৭ - আবি আত-তায়্যাহ হাইয়ান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আলী ইবনে আবু তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে বললেন, "আমি কি তোমাকে এমন এক কাজে পাঠাব না যার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে পাঠিয়েছিলেন? তা হলো—তুমি কোনো ছবি বা প্রতিকৃতি ছাড়বে না তা মিটিয়ে দেওয়া ছাড়া এবং কোনো উঁচু কবর ছাড়বে না তা সমান করে দেওয়া ছাড়া।" (মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক তাঁর 'রিয়াদুস সালেহীন' গ্রন্থে যে হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন, সেগুলো সবই প্রমাণ করে যে চিত্রাঙ্কন বা প্রতিকৃতি তৈরি করা কবিরাত্তা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। কারণ এতে অভিশাপের কঠোর হুঁশিয়ারি রয়েছে; আল্লাহ চিত্রকরদের ওপর লানত করেছেন—আর লানত হলো আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত ও দূর করে দেওয়া। এছাড়া কিয়ামতের দিন তাকে সে যা চিত্রিত করেছে তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে বাধ্য করা হবে, অথচ সে তা করতে সক্ষম হবে না।

আর এটি জানা কথা যে, যেহেতু সে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না—যা একটি অসম্ভব বিষয়—সেহেতু আল্লাহ না চাইলে তার ওপর থেকে এই শাস্তি তুলে নেওয়াও অসম্ভব হবে। এ থেকে আরও জানা যায় যে, চিত্রকররা সর্বাপেক্ষা বড় জালেমদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন, "তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে যে..."

(ص: 425) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ذهب يخلق كخلقي يعني لا أحد أظلم منه فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة يعني إن كانوا صادقين يريدون أن يضاعوا خلق الله فليخلقوا حبة من طعام ولتكن من البر لو اجتمع أهل الأرض كلهم بل وأهل السماء على أن يخلقوا حبة من حنطة فإنهم لا يستطيعون حتى لو صنعوا من العجين شيئاً على صورة الحبة تماماً فإنهم لا يستطيعون أن تكون حبة لو أنهم بذروها في الأرض ما نبتت لأنها ليست حبة فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يخلق الحبة أو الشعيرة أو الذرة وهو ما يضرب به المثل في القلة فما فوقها من باب أعظم وأولى وهذا دليل على أن هذا التصوير محرم أما اتخاذ الصور وإدخالها البيوت فهو أيضاً محرم لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ولا كلب وما ظنك ببيت لا تدخله الملائكة؟ إنه بيت سوء فإذا كان في البيت صورة أو به كلب فإن الملائكة لا تدخله لكن استثنى من الصور ما دعت الضرورة إليه مثل الصورة في الدرهم في الدينار مثل ما يوجد الآن في دراهمنا يوجد بها صور الملوك وهذا يخاطب به من وضع هذه الصورة أما عامة الناس فلا يخاطبون ماذا يصنعون يلقون دراهمهم ونفقاتهم لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ولكن الملائكة لا تمتنع من دخول البيت الذي به الدراهم ولو كان فيه صورة وكان في الأول النقود فيها صورة أعظم من الصورة الموجودة الآن لأن الصورة الموجودة الآن ما هي إلا

تلوين وقد عرفتم فيما سبق أن العلماء مختلفون في صورة التلوين هل هي تدخل
في الوعيد أم لا لكن

যে ব্যক্তি আমার সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করতে চায়, তার চেয়ে বড় জালেম আর কেউ নেই। অতএব তারা একটি শস্যদানা তৈরি করুক, অথবা একটি অণু তৈরি করুক, কিংবা একটি যব তৈরি করুক। অর্থাৎ তারা যদি সত্যবাদী হয় এবং আল্লাহর সৃষ্টির সমকক্ষতা দাবি করতে চায়, তবে তারা খাদ্যের একটি দানা তৈরি করুক, হোক তা গমের একটি দানা। যদি পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসী, এমনকি আকাশের অধিবাসীরাও একত্রিত হয়ে গমের একটি দানা সৃষ্টি করতে চায়, তবুও তারা সক্ষম হবে না। এমনকি তারা যদি আটা দিয়ে হুবহু শস্যদানার আকৃতিতে কিছু তৈরিও করে, তবুও তারা একে শস্যদানায় রূপান্তর করতে পারবে না। তারা যদি তা মাটিতে বপন করে, তবে তা অঙ্কুরিত হবে না; কারণ তা কোনো শস্যদানা নয়। সুতরাং মানুষ যখন শস্যদানা, যব বা অণু—যা ক্ষুদ্রতার উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়—তা সৃষ্টি করতে অক্ষম, তখন এর চেয়ে বড় কিছু সৃষ্টি করতে না পারা তো আরও স্বাভাবিক ও সুনিশ্চিত। আর এটিই প্রমাণ করে যে, চিত্রাঙ্কন বা প্রতিকৃতি নির্মাণ হারাম। আর ছবি রাখা এবং তা ঘরে নিয়ে আসা—উভয়ই হারাম। কারণ ফেরেশতারা এমন ঘরে প্রবেশ করেন না যাতে ছবি বা কুকুর থাকে। আর সেই ঘর সম্পর্কে আপনার ধারণা কী যাতে ফেরেশতারা প্রবেশ করেন না? নিশ্চয়ই তা একটি অকল্যাণকর ঘর। সুতরাং ঘরে যদি ছবি থাকে অথবা কুকুর থাকে, তবে ফেরেশতারা সেখানে প্রবেশ করবেন না। তবে সেসব ছবি এর ব্যতিক্রম যা প্রয়োজনের তাগিদে রাখা হয়, যেমন দিরহাম ও দিনারে বিদ্যমান ছবি। যেমন আমাদের বর্তমান মুদ্রাসমূহে রাজন্যবর্গের ছবি থাকে। এই বিধান মূলত তাদের জন্য যারা এই ছবিগুলো স্থাপন করেছে। সাধারণ মানুষের এতে করণীয় কিছু নেই; তারা কি তাদের অর্থ-সম্পদ ফেলে দেবে? আল্লাহ কোনো ব্যক্তির ওপর তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেন না। তবে মুদ্রার ছবি থাকা সত্ত্বেও ফেরেশতারা সেই ঘরে প্রবেশ করতে বাধা বোধ করেন না। পূর্বকালের মুদ্রাসমূহে বর্তমানের চেয়েও অধিক স্পষ্ট ছবি থাকত; কারণ বর্তমানের ছবিগুলো নিছক রঙের বিন্যাস মাত্র। আর আপনারা ইতিপূর্বে অবগত হয়েছেন যে, আলেমগণ রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত ছবির বিষয়ে মতভেদ করেছেন যে, তা শাস্তির হুমকির অন্তর্ভুক্ত হবে কি না। কিন্তু...

فيمّا سبق الصورة تمثال بمعنى أنّها ملبوسة الريال الفرنسي فيه صورة ملك من ملوك أوربا فيه أيضاً صورة طيور الجنيه الإفرنجي فيه أيضاً صورة رئيس من رؤساء بريطانيا فيه أيضاً صورة فرس ركبه خيال تلمس باليد فهي كالمجسمة لكن العلماء رحمهم الله لم ينهوا عن ذلك لأن هذا أمر ضروري لا يستطيع الناس أن يتخلصوا منه لأنهم لا يمكن أن يلقوا بدراهمهم في الأرض فهذا ضرورة ومن ذلك أيضاً البطاقة وحاوية النقود كل هذا مما دعت الضرورة إليه أو الحاجة الملحة ولا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وما جعل الله علينا في الدين من حرج هذه أيضاً لا تمنع دخول الملائكة الثالث ما لا يحترم أي ما يمتن ويُداس بالأرجل كالصور التي تكون في الفرش أو المبخدة فهذه أيضاً لا تمنع دخول الملائكة لأنها مباحة عند أكثر أهل العلم ولكن التنزه عنها أولى وأحسن لأنها فيها خلاف بعض الأئمة يقول إنها داخلية في التحريم ولو امتنعت وبعضهم يقول لا وهم الأكثر فمثلاً لو كان عند الإنسان بطانية فيها صورة أسد وجعلها تحته يفتريشها فلا شيء عليه أما إذا تخطأها فلا لأنه إذا تخطأها ما يوجد فيها امتهان الرابع الصور التي للصبيان الصور التي للصبيان يلعبون بها أيضاً مما يرخص فيه ولا تمتنع الملائكة من دخول البيت الذي فيه هذه الصور لأن عائشة رضي الله عنها كان لها صورة تلعب بها في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن ذلك لكن ينبغي أن لا تستعمل الصور البلاستيكية لأن الصور البلاستيكية صورة تامة فيها حتى رمش العين حتى إنهم يضعون خرزة تكون عيناً لها تتقلب بعضها يخطو خطوات بعضها يصوت هذه يخشى أن تكون داخلية في النهي وأن الملائكة لا تدخل البيت الذي هي فيه أما الصور الأخيرة التي بدعوا يستعملونها والحمد لله فهي صورة كأنها

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ছবি বলতে মূর্তিকে বোঝায়, যার অর্থ এটি স্পর্শযোগ্য। ফরাসি রিয়ালে ইউরোপের কোনো এক রাজার ছবি রয়েছে, তাতে পাখির ছবিও আছে। ইংরেজি পাউন্ডে ব্রিটিশ কোনো এক রাষ্ট্রপ্রধানের ছবি রয়েছে, আবার তাতে আরোহীসহ ঘোড়ার ছবিও আছে যা হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়, ফলে তা ভাস্কর্যের মতো। কিন্তু আলেমগণ (আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন) এ বিষয়ে নিষেধ করেননি; কারণ এটি একটি অনিবার্য বিষয় যা থেকে মানুষের পক্ষে নিস্তার পাওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু তারা তাদের অর্থকড়ি মাটিতে ফেলে দিতে পারে না, তাই এটি একটি বিশেষ প্রয়োজন (জরুরত)। পরিচয়পত্র এবং মানিব্যাগও এর অন্তর্ভুক্ত; এই সবকিছুই অনিবার্য আবশ্যিকতা বা জরুরি প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ কোনো সত্তাকে তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না এবং তিনি দ্বীনের বিষয়ে আমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি। এগুলো ফেরেশতাদের প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়। তৃতীয় প্রকার হলো সেই সকল ছবি যা সম্মানপ্রদর্শনযোগ্য নয়, অর্থাৎ যা অবমানিত হয় এবং পায়ের নিচে পিষ্ট হয়; যেমন কার্পেট বা বালিশে থাকা ছবি। এগুলোও ফেরেশতাদের প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে না, কারণ অধিকাংশ আলেমদের নিকট এটি বৈধ। তবে এগুলো থেকে বেঁচে থাকা অধিকতর উত্তম ও সুন্দর। কেননা এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে; কোনো কোনো ইমাম বলেন, অবমানিত হলেও এগুলো হারামের অন্তর্ভুক্ত হবে, আবার কেউ কেউ বলেন (এবং তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ) যে এগুলো হারাম নয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ব্যক্তির কাছে এমন কোনো কম্বল থাকে যাতে সিংহের ছবি আছে এবং সে তা নিচে বিছিয়ে ব্যবহার করে, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু সে যদি কেবল এটি ডিঙিয়ে যায়, তবে সেটি ভিন্ন কথা; কারণ ডিঙিয়ে যাওয়ার মধ্যে সেভাবে অবমাননা প্রকাশ পায় না। চতুর্থ প্রকার হলো শিশুদের খেলনা সামগ্রী। শিশুদের খেলনা হিসেবে ব্যবহৃত ছবিগুলোও মার্জনীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। যে ঘরে এই ধরনের ছবি থাকে সেখানে ফেরেশতাদের প্রবেশে কোনো বাধা নেই। কারণ আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর পুতুল ছিল যা দিয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঘরে খেলা করতেন এবং তিনি তাতে নিষেধ করেননি। তবে প্লাস্টিকের পুতুল বা খেলনা ব্যবহার না করাই উচিত। কারণ প্লাস্টিকের এসকল মূর্তিতে পূর্ণাঙ্গ অবয়ব থাকে, এমনকি চোখের পাপড়ি পর্যন্ত বিদ্যমান। এমনকি তারা চোখের স্থানে পুঁতি বসায় যা নড়াচড়া করে, কোনোটি হাঁটতে পারে আবার কোনোটি আওয়াজ করতে পারে। আশঙ্কা করা হয় যে, এগুলো নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে এবং ফেরেশতারা এমন ঘরে প্রবেশ করবে না যেখানে

এগুলি রয়েছে। আর ইদানীং যে ছবিগুলোর ব্যবহার শুরু হয়েছে—আলহামদুলিল্লাহ—সেগুলো এমন ছবি যেন...

(ص: 427) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ظل ليس لها وجه وليس لها عين وليس لها أنف وليس لها فم غاية الأمر أنها لها يداً ورجلان ورأس ممدود ولا فيها صورة هذه إن شاء الله ليس فيها شيء ولا تمتنع الملائكة من دخول البيت التي هي فيه وتستغني بها الطفلة عن غيرها والواجب على من شاهد صورة محرمة أن يطمسها لقول علي رضي الله عنه لأبي التياح الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمسها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته القبر المشرف يعني القبر المتميز عن القبور سواء كان بارتفاعه أو بارتفاع النصاب التي عليه يعني الأحجار التي عليه ولهذا يجب الحذر مما يفعله بعض الناس الآن يصبون صبة وربما كتبوا عليها آيات من القرآن أو ما أشبه ذلك هذه لا يجوز إقرارها لأنها من القبور المشرفة ومن رآها جزاه الله خيراً فليحفر لها وينزلها ويجعل الكتابة في الأسفل حتى تندفن بالتراب لأن القبور المشرفة هذه ربما يغالى بها في المستقبل بل تكون القبور كلها على وتيرة واحدة ليس فيها شيء يدل على التعظيم لأن البلاء كل البلاء بلاء الشرك من تعظيم القبور نسأل الله أن يحبينا وإياكم إنه على كل شيء قدير أما الجرائد التي فيها الصور إن كنت اشتريتها من أجل الصور فهي حرام أما من أجل الكلام الذي فيها فلا بأس

এমন একটি অবয়ব যার কোনো মুখমণ্ডল নেই, নেই কোনো চোখ, নাক কিংবা মুখ; বড়জোর এর দুটি হাত, দুটি পা এবং একটি প্রলম্বিত মাথা রয়েছে কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট প্রতিকৃতি নেই—

ইনশাআল্লাহ এতে কোনো সমস্যা নেই। ফেরেশতারা সেই ঘরে প্রবেশ করতে বাধাগ্রস্ত হবে না যাতে এটি রয়েছে এবং এর মাধ্যমে একটি শিশু অন্যান্য জিনিসের (নিষিদ্ধ পুতুল) বিকল্প খুঁজে পাবে। আর যে ব্যক্তি কোনো নিষিদ্ধ ছবি বা প্রতিকৃতি দেখবে, তার ওপর ওয়াজিব হলো তা মিটিয়ে ফেলা। কারণ আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবুল হাইয়্যাজ আল-আসাদিকে বলেছিলেন: "আমি কি তোমাকে এমন কোনো কাজে পাঠাব না, যে কাজে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে পাঠিয়েছিলেন? তা হলো—তুমি কোনো প্রতিকৃতি বা ছবি দেখলেই তা মিটিয়ে ফেলবে এবং কোনো উঁচু কবর দেখলেই তা সমান করে দেবে।" উঁচু কবর বলতে এমন কবরকে বোঝায় যা অন্যান্য সাধারণ কবর থেকে পৃথক বা স্বতন্ত্র, হোক তা এর উচ্চতার কারণে কিংবা এর ওপর স্থাপিত ফলক বা পাথরগুলোর উচ্চতার কারণে। এই কারণেই বর্তমানে কিছু লোক যা করছে তা থেকে সতর্ক থাকা আবশ্যিক; তারা কবরের ওপর ঢালাই দিচ্ছে এবং সম্ভবত তাতে কুরআনের আয়াত বা অনুরূপ কিছু লিখে রাখছে। এগুলো বহাল রাখা জায়েজ নয়, কারণ এগুলো উঁচু কবরের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি তা দেখবে—আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন—সে যেন তা খুঁড়ে নিচু করে দেয় এবং লেখাটিকে নিচের দিকে মুখ করে স্থাপন করে যেন তা মাটির নিচে ঢাকা পড়ে যায়। কারণ এই উঁচু কবরগুলোর ব্যাপারে ভবিষ্যতে অতিরঞ্জন করা বা অতিভক্তি প্রদর্শনের আশঙ্কা থাকে। বরং সমস্ত কবর একই পদ্ধতিতে হওয়া উচিত, যাতে অতি-সম্মান প্রদর্শক কোনো কিছু না থাকে। কারণ সমস্ত বিপদ ও ফিতনার মূল হলো কবরের প্রতি অতি-সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে শিরকের ফিতনা। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের রক্ষা করেন; নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আর যেসব সংবাদপত্রে ছবি থাকে, সেগুলো যদি আপনি ছবির উদ্দেশ্যে ক্রয় করেন তবে তা হারাম; কিন্তু যদি এর ভেতরের সংবাদ বা লেখার উদ্দেশ্যে কেনেন, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

(ص: 428) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع

1688 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان متفق عليه وفي رواية قيراط

1689 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلباً فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية متفق عليه وفي رواية لمسلم: من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لحرث أو صيد أو ماشية الكلب معلوم وهو ذو ألوان متعددة لكن يختص الأسود منه بأنه

শিকার, গবাদি পশু রক্ষা অথবা চাষাবাদ ব্যতীত কুকুর রাখার নিষিদ্ধতা বিষয়ক পরিচ্ছেদ
১৬৮৮ - ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি শিকারি কুকুর বা গবাদি পশু রক্ষাকারী কুকুর ব্যতীত অন্য কোনো কুকুর লালন-পালন করে, তার আমলনামা থেকে প্রতিদিন দুই কিরাত পরিমাণ সওয়াব হ্রাস পায়।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: "এক কিরাত।"

১৬৮৯ - আবু হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কুকুর রাখল, তার আমল থেকে প্রতিদিন এক কিরাত পরিমাণ সওয়াব কমে যায়; তবে যদি তা চাষাবাদ বা গবাদি পশু রক্ষার জন্য হয় (তবে ভিন্ন কথা)।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে: "যে ব্যক্তি শিকারি কুকুর, গবাদি পশু রক্ষাকারী কুকুর বা জমি পাহারার কুকুর ব্যতীত অন্য কোনো কুকুর লালন-পালন করে, তার সওয়াব থেকে প্রতিদিন দুই কিরাত করে হ্রাস পায়।"

[ব্যখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে বলেছেন: চাষাবাদ, শিকার বা গবাদি পশু রক্ষা ব্যতীত কুকুর পোষণের নিষিদ্ধতা বিষয়ক পরিচ্ছেদ। কুকুর একটি পরিচিত প্রাণী এবং এটি বিভিন্ন বর্ণের হয়ে থাকে, তবে কালো রঙের কুকুরের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে...

(ص: 429) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

شیطان کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین سئل ما بال کلب الأحمر من الأبیض من الأسود؟ قال کلب الأسود شیطان والکلب الأسود إذا مر بین یدی المصلي قطع صلاته ووجب علیہ أن یستأنفها من جدید وكذلك إذا مر بین المصلي وسترته فإنه یقطع الصلاة ویستأنفها من جدید والکلب الأسود لا یحل صیده عند أكثر العلماء حتی لو کان معلماً وأرسله صاحبه وسى علیہ فإنه لا یحل صیده لأنه شیطان وإذا کان الکفار من بني آدم لا یحل صيدهم ما عدا الیهود والنصارى فکذلك هذا الشیطان کلب لا یصح صیده وأما غیره من الکلاب ذات الألوان المتعددة فإنها لا تبطل الصلاة ویباح صيدها بالشروط المعروفة عند العلماء وأما اتخاذ کلب وكون الإنسان یقتنيه فإن هذا حرام بل هو من کبائر الذنوب والعیاذ بالله لأن الذی یقتني کلب إلا ما استثنى ینقص من أجره کل يوم قیراطان وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تبع الجنأزة حتی تدفن فله قیراطان قیل وما القیراطان؟ قال مثل الجبلین العظیمین أصغرهما مثل أحد فالذی یتخذ کلب بدون ما استثنى ینقص کل يوم من أجره مثل جبلي أحد قیراط بل قیراطان وهذا یدل علی أن اتخاذ الکلاب من کبائر الذنوب إلا ما استثنى الصيد والحرث والبأشیه فالصيد هو کلب المعلم الذی یصید به الإنسان فهذا یحل صیده إذا کان معلماً

بحيث يسترسل إذا أرسل ويقف إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل وأن يسيي الله عند
إرساله فهذا صيده حلال والإنسان يقتنيه لحاجة ومصلحة

সেটি শয়তান, যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, সাদা ও লাল কুকুরের তুলনায় কালো কুকুরের বৈশিষ্ট্য কী? তিনি বলেছিলেন: কালো কুকুর হলো শয়তান। কালো কুকুর যদি কোনো মুসল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রম করে, তবে তার সালাত বাতিল হয়ে যায় এবং তার ওপর তা পুনরায় শুরু করা ওয়াজিব হয়। অনুরূপভাবে, যদি তা মুসল্লি এবং তার সুতারার (প্রতিবন্ধক) মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করে, তবে তা সালাতকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং তাকে নতুন করে সালাত শুরু করতে হবে। অধিকাংশ আলিমের মতে কালো কুকুরের মাধ্যমে শিকার করা হালাল নয়, এমনকি সেটি যদি প্রশিক্ষিতও হয় এবং তার মালিক আল্লাহর নাম নিয়ে সেটিকে শিকারে পাঠায়, তবুও তার শিকার হালাল হবে না; কারণ সেটি শয়তান। আর আদম সন্তানদের মধ্যে ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টান ব্যতীত অন্যান্য কাফিরদের শিকার যেমন বৈধ নয়, তেমনি এই শয়তান কুকুরের শিকারও সঠিক হবে না। তবে অন্যান্য বিভিন্ন রঙের কুকুরদের ক্ষেত্রে, সেগুলো সালাত বাতিল করে না এবং আলিমদের নিকট সুপরিচিত শর্তানুসারে সেগুলোর মাধ্যমে শিকার করা বৈধ। আর কুকুর লালন-পালন করা এবং তা নিজের কাছে রাখা হারাম, বরং তা কবিরার গুনাহের অন্তর্ভুক্ত— আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। কেননা, ব্যতিক্রম ঘোষিত ক্ষেত্রসমূহ ছাড়া যে ব্যক্তি কুকুর পোষে, তার সওয়াব থেকে প্রতিদিন দুই কিরাত পরিমাণ নেকি হ্রাস পায়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি জানাজার অনুসরণ করে এবং তা দাফন করা পর্যন্ত অবস্থান করে, তার জন্য রয়েছে দুই কিরাত সওয়াব। জিজ্ঞেস করা হলো: দুই কিরাত কী? তিনি বললেন: দুটি বিশাল পাহাড়ের ন্যায়, যার ক্ষুদ্রতমটি ওহুদ পাহাড়ের সমান। সুতরাং যে ব্যক্তি ব্যতিক্রমী কারণসমূহ ছাড়াই কুকুর রাখে, তার আমলনামা থেকে প্রতিদিন ওহুদ পাহাড়ের সমান এক কিরাত নয় বরং দুই কিরাত পরিমাণ সওয়াব কমে যায়। এটি প্রমাণ করে যে, শিকার, চাষাবাদ এবং গবাদি পশু পাহারার ক্ষেত্র ব্যতীত কুকুর লালন-পালন করা কবিরার গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। শিকারের ক্ষেত্রে বিষয়টি হলো সেই প্রশিক্ষিত কুকুর যার মাধ্যমে মানুষ শিকার করে; এটি দিয়ে শিকার করা তখন হালাল হবে যখন সেটি এমনভাবে প্রশিক্ষিত হবে যে, তাকে পাঠালে সে যায়, বারণ করলে থেমে যায় এবং শিকার ধরার পর তা নিজে খেয়ে

ফেলে না; আর তাকে পাঠানোর সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে হবে। এমতাবস্থায় তার শিকার হালাল এবং মানুষ প্রয়োজন ও বিশেষ স্বার্থে তা নিজের কাছে রাখতে পারে।

(ص: 430) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

কذلك الحرث يتخذ الإنسان كلباً يحمي زرعهُ لئلا تأكله الماشية فتفسده والثالث الماشية يتخذ الإنسان كلباً لماشيته سواء كان من الإبل أو الغنم أو البقر لأنه يحببها من الذئب ويحببها من اللصوص إذ إنه إذا رأى من يستنكره نبج فانتبه صاحبه وكذلك لو فرض أن الإنسان يحتاج إلى حفظ مال كإنسان في مكان ناء وليس حوله رجال أمن فيتخذ الكلب فهذا لا بأس به لأن هذا حماية مال كالحرث وما عدا ذلك فإنه حرام ومن حكمة الله عز وجل أن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات يقال إن الكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين في الشرق والغرب كل واحد له كلب والعياذ بالله يتخذة معه وإذا اشترى اللحم أعطاه اللحم الجيد وأكل هو اللحم الرديء وكل يوم ينظفه بالصابون والمنظفات الأخرى مع أنه لو نظفه بماء البحار كلها وصابون العالم كله ما طهر لأنه نجاسته عينية والنجاسة العينية لا تطهر إلا بتلفها وزوالها بالكلية لكن هذه من حكمة الله حكمة الله عز وجل أن يألف هؤلاء الخبيثاء ما كان خبيثاً كما أنهم يألفون أيضاً وحي الشيطان لأن كفرهم هذا من وحي الشيطان ومن أمر الشيطان فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر ويأمر بالكفر والضلال فهم عبيد للشيطان وعبيد للأهواء وهم أيضاً خبيثاء يألفون الخبائث نسأل الله لنا ولهم الهداية المهم أن اتخاذ الكلب بلا سبب شرعي كبيرة من كبائر الذنوب ثم إن نجاسة الكلب أخبث النجاسات أخبث نجاسة في الحيوان نجاسة الكلب لأنه إذا ولغ في الإناء لا يطهر الإناء إلا إذا غسل سبع مرات إحداها

بالتراب غيره من النجاسات إذا زالت عين النجاسة طهر المحل أما هو فلا بد من
غسلها سبع مرات إحداها بالتراب والله الموفق

অনুরূপভাবে চাষাবাদের ক্ষেত্রেও মানুষ তার ফসল রক্ষার জন্য কুকুর লালন-পালন করতে পারে, যাতে গবাদি পশু তা খেয়ে নষ্ট করতে না পারে। তৃতীয়ত, গবাদি পশু রক্ষার ক্ষেত্রে মানুষ তার উট, ভেড়া বা গরুর পালের জন্য কুকুর ব্যবহার করে। কারণ এটি পশুগুলোকে নেকড়ে এবং চোরদের হাত থেকে রক্ষা করে। যখন সে অপরিচিত কাউকে দেখে, তখন ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে থাকে, ফলে মালিক সচেতন হয়ে যায়। একইভাবে, যদি ধরে নেওয়া হয় যে কোনো ব্যক্তির নির্জন স্থানে সম্পদ রক্ষার প্রয়োজন হয় এবং সেখানে কোনো নিরাপত্তা কর্মী না থাকে, তবে সে কুকুর লালন করতে পারে। এতে কোনো অসুবিধা নেই, কারণ এটি চাষাবাদ রক্ষার মতোই সম্পদ রক্ষার অন্তর্ভুক্ত। এ সকল কারণ ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কুকুর রাখা হারাম। মহান আল্লাহর প্রজ্ঞার অন্যতম দিক হলো— অপবিত্র বস্তুসমূহ অপবিত্র ব্যক্তিদের জন্য এবং অপবিত্র ব্যক্তিবর্গ অপবিত্র বস্তুসমূহের জন্য। কথিত আছে যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ইহুদি, খ্রিষ্টান ও কমিউনিস্টদের প্রত্যেকের সাথে একটি করে কুকুর থাকে— আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। সেটিকে সে নিজের সাথে রাখে; যখন সে গোশত কেনে, তখন কুকুরকে ভালো গোশত দেয় আর নিজে নিম্নমানের গোশত খায়। সে প্রতিদিন কুকুরটিকে সাবান ও অন্যান্য পরিষ্কারক সামগ্রী দিয়ে পরিষ্কার করে। অথচ যদি সে একে সারা বিশ্বের সমুদ্রের পানি এবং পৃথিবীর সমস্ত সাবান দিয়েও পরিষ্কার করে, তবুও তা পবিত্র হবে না। কারণ এর অপবিত্রতা সত্তাগত। আর সত্তাগত অপবিত্রতা সেই বস্তুটি ধ্বংস হওয়া বা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হওয়া ছাড়া পবিত্র হয় না। কিন্তু এটি মহান আল্লাহর প্রজ্ঞারই অংশ যে, এই অপবিত্র লোকেরা অপবিত্র জিনিসের সাথেই সখ্যতা গড়ে তোলে। ঠিক যেমন তারা শয়তানের কুমন্ত্রণার সাথেও অভ্যস্ত। কারণ তাদের এই কুফর হলো শয়তানের প্ররোচনা ও নির্দেশের ফল। শয়তান অশ্লীলতা, মন্দ কাজ, কুফর এবং গোমরাহীর আদেশ দেয়। তারা শয়তানের দাস এবং নফসের লালসার গোলাম। তারা অপবিত্র বিধায় অপবিত্রতাকেই পছন্দ করে। আমরা নিজেদের জন্য এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে হেদায়েত প্রার্থনা করি। মূল কথা হলো, শরয়ী কোনো কারণ ছাড়া কুকুর রাখা কবিরী গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তদুপরি, কুকুরের অপবিত্রতা হলো নিকৃষ্টতম অপবিত্রতা; প্রাণীদের মধ্যে কুকুরের অপবিত্রতাই সবচেয়ে জঘন্য। কারণ কুকুর যদি কোনো পাত্রে মুখ দেয়, তবে সাতবার ধৌত না করা পর্যন্ত তা পবিত্র হয় না, যার

একবার হতে হবে মাটি দিয়ে। অন্যান্য নাপাকির ক্ষেত্রে নাপাকির মূল উৎস দূর হয়ে গেলে স্থানটি পবিত্র হয়ে যায়। কিন্তু কুকুরের ক্ষেত্রে অবশ্যই সাতবার ধৌত করতে হবে, যার একবার হবে মাটি দিয়ে। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 431) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَاب كَرَاهِيَةِ تَعْلِيْقِ الْجَرَسِ فِي الْبَعِيرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الدَّوَابِّ وَكَرَاهِيَةِ اسْتِصْحَابِ الْكَلْبِ
وَالْجَرَسِ فِي السَّفَرِ

1690 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا
تَصْحَبِ الْمَلَائِكَةَ رَفَقَةً فِيهَا كُلُّ أَوْ جَرَسٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

1691 - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجَرَسُ مِنْ مَزَامِيرِ الشَّيْطَانِ رَوَاهُ
مُسْلِمٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ

[الشَّرْحُ]

قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ رِيَّاضُ الصَّالِحِينَ بَابُ كَرَاهِيَةِ تَعْلِيْقِ الْجَرَسِ
عَلَى الدَّوَابِّ وَشَبْهَهَا وَكَرَاهَةِ اسْتِصْحَابِ الْكَلْبِ وَالْجَرَسِ فِي السَّفَرِ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْجَرَسَ مَعْلُومٌ وَهُوَ هَذَا الَّذِي يَعْلَقُ عَلَى الدَّوَابِّ وَيَكُونُ لَهُ رَنَةٌ
مُعِينَةٌ تَجْلِبُ النَّشْوَى وَالطَّرَبَ وَالتَّمَتُّعَ بِصَوْتِهِ فَهَذَا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ بِالْتَّحْذِيرِ مِنْهُ حَيْثُ أَخْبَرَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَصْحَبُ رَفَقَةً فِيهَا جَرَسٌ
لَأَنَّهُ مَعَ مَشْيِ الدَّوَابِّ وَهَمْلَجَتِهَا يَكُونُ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْعَزْفِ وَالْمَوْسِيقَى وَمِنْ الْمَعْلُومِ
أَنَّ الْمَعَازِفَ حَرَامٌ

উট বা অন্যান্য পশুর গলায় ঘণ্টা বাঁধানো এবং সফরে কুকুর ও ঘণ্টা সঙ্গে রাখা অপছন্দনীয় হওয়া সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

১৬৯০ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "ফেরেশতারা এমন কোনো কাফেলার সঙ্গী হন না যাদের সাথে কুকুর অথবা ঘণ্টা থাকে।" (মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)

১৬৯১ - তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "ঘণ্টা হলো শয়তানের বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।" (মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন, আবু দাউদ এটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন)

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাহুল্লাহ তাআলা) তাঁর রিয়াদুস সলিহীন কিতাবে বলেছেন—পশুর গলায় ঘণ্টা বা এ জাতীয় কিছু লটকানো এবং সফরে কুকুর ও ঘণ্টা সাথে রাখার অপছন্দনীয়তা বিষয়ক পরিচ্ছেদ। অতঃপর তিনি আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। ঘণ্টা তো সর্বজনবিদিত, যা পশুর গলায় ঝোলানো হয় এবং এর একটি বিশেষ ঝংকার বা শব্দ থাকে যা প্রফুল্লতা ও সুরের আনন্দ দেয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ থেকে নিষেধ করেছেন এবং সতর্ক করে দিয়ে সংবাদ দিয়েছেন যে, ফেরেশতারা এমন কোনো কাফেলার সঙ্গী হন না যাদের সাথে ঘণ্টা থাকে। কারণ পশুর হাঁটা ও দ্রুত গতির সাথে এটিতে এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র বা সঙ্গীতের আবহ তৈরি হয়; আর এটি সুপরিচিত যে বাদ্যযন্ত্র হারাম।

(ص: 432) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

وَأَمَّا استصحاب الكلب فقد سبق أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب إلا الكلاب المستثناة كلب الحرث والماشية والصيد فهذا لا بأس به وأما ما يكون في المنبهات من الساعات وشبهها فلا يدخل في النهي لأنه لا يعلق على البهائم وإنما هو مؤقت بوقت معين للتنبيه وكذلك ما يكون عند الأبواب يستأذن به فإن بعض الأبواب

يكون عندها جرس لاستئذان هذا أيضاً لا بأس به ولا يدخل في النهي لأنه ليس
معلقاً على بهيمة وشبهها ولا يحصل به الطرب الذي يكون مما نهى عنه الرسول صلى
الله عليه وسلم ويوجد في بعض التليفونات عند الانتظار إذا رننت عليه ولم يكن
حاضراً قال انتظر ثم تسمع موسيقى هذا هو الحرام لأن الموسيقى من آلات العزف
وهي محرمة لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتصل بمن يريد إلا بهذا فالإثم
على من وضعه إلا أنه ينبغي لمن سيعه أن ينصح صاحب التليفون ويقول افصل هذا
الجرس واجعله يقول انتظر ويسكت حتى يكلمك المطلوب وأما ما يجعل في الانتظار
في الهاتف من قراءة القرآن أحياناً إذا اتصلت سمعت آيات من القرآن ثم يقول
انتظر ثم تسمع آيات من القرآن فهذا فيه ابتذال لكلام الله عز وجل حيث يجعل
كأداة يعلم بها الانتظار القرآن نزل لهما هو أشرف من هذا وأعظم نزل لإصلاح
القلوب والأعمال ما نزل

কুকুর সাথে রাখার বিষয়ের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ এমন গৃহে
প্রবেশ করেন না যাতে কুকুর থাকে; তবে ঐ সকল কুকুর ব্যতীত যেগুলোকে ব্যতিক্রম গণ্য
করা হয়েছে, যেমন: কৃষিকাজ, গবাদি পশু রক্ষা ও শিকারের জন্য রাখা কুকুর। সুতরাং এতে
কোনো অসুবিধা নেই। আর অ্যালার্ম ঘড়ি বা তদ্রূপ যন্ত্রপাতির শব্দের বিষয়টি নিষেধাজ্ঞার
অন্তর্ভুক্ত হবে না; কারণ তা গবাদি পশুর গলায় লটকানো হয় না, বরং তা কেবল সতর্ক করার
নিমিত্তে একটি নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ। একইভাবে দরজায় অনুমতি প্রার্থনার জন্য যে
কলিং বেল থাকে তার বিধানও অনুরূপ; কেননা কিছু দরজায় অনুমতি চাওয়ার জন্য ঘণ্টা
থাকে, এতেও কোনো দোষ নেই এবং তা নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ তা পশুর ওপর
লটকানো নয় এবং এর দ্বারা এমন বাদ্যময় সুর বা আমেজ সৃষ্টি হয় না যা থেকে রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। তবে কোনো কোনো টেলিফোনে অপেক্ষমান
অবস্থায় দেখা যায় যে, কল করার পর অপর পক্ষ উপস্থিত না থাকলে বলা হয় ‘অপেক্ষা করুন’,
অতঃপর সংগীত শোনা যায়; এটিই হলো হারাম। কারণ সংগীত বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং তা
নিষিদ্ধ। তবে মানুষ যদি তার কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করতে এই মাধ্যম ছাড়া অন্য
কোনো উপায় না পায়, তবে এর গুনাহ তার ওপর বর্তাবে যে এটি স্থাপন করেছে। অবশ্য যে

ব্যক্তি তা শুনবে, তার উচিত টেলিফোনের মালিককে উপদেশ দেওয়া এবং বলা যে, এই বেলটি বিচ্ছিন্ন করুন এবং একে কেবল ‘অপেক্ষা করুন’ বলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখুন অথবা কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি কথা বলা পর্যন্ত নীরব রাখুন। আর ফোনের ওয়েটিং টোনে কখনো কখনো কুরআনের তিলাওয়াত রাখা হয়—যেমন কল করলে কুরআনের আয়াত শোনা যায়, এরপর বলা হয় ‘অপেক্ষা করুন’ এবং পুনরায় কুরআনের আয়াত শোনা যায়—এতে মহান আল্লাহর বাণীর অবমাননা হয়। কেননা এখানে কুরআনকে অপেক্ষার সংকেত হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ কুরআন নাজিল হয়েছে এর চেয়ে অনেক বেশি মহৎ ও মহান উদ্দেশ্যে; এটি অবতীর্ণ হয়েছে অন্তর ও আমল সংশোধনের জন্য, [অপেক্ষা করানোর মতো কাজের জন্য] তা নাজিল হয়নি।

(ص: 433) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ليجعل وسيلة للانتظار في الهاتف وغيره ثم إنه قد يتصل عليك إنسان لا يعظم القرآن ولا يهتم به ويثقل عليه أن يسمع شيئاً من كتاب الله ثم قد يأذن عليك نصراني أو كافر أو يهودي فيسمع هذا القرآن فيظنه أغنية لأنه لا يعرفه قد لا يكون عربياً أيضاً فلا شك أن هذا ابتذال للقرآن وأن من وضع القرآن من أجل الانتظار ينصح ويقال له اتق الله كلام الله أشرف من أن يجعل أداة للانتظار أما إذا جعل في هذا الانتظار حكمة مأثورة أو حديثاً مأثوراً عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا بأس به مثل أن يجعل من حسن إسلام البرء تركه ما لا يعنيه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه اتبع الحسنة السيئة تبعوها خالط الناس بخلق حسن وما أشبه ذلك من الأشياء النافعة أو مثلاً من الحكم إذا لم يكن إلا الأسنه مركب فبما حيلة المضطر إلا ركوبها بهم الحكم واسعة كثيرة أما أن يجعل كلام رب العالمين الذي نزل لإصلاح القلوب والأعمال والأفراد والشعوب

يجعل آلة للانتظار على التليفون؟؟ سبحانه الله القرآن اشرف من أن يكون كذلك
والله الهادي إلى الصراط المستقيم

টেলিফোনে বা অন্য কোনো মাধ্যমে অপেক্ষমান সুর (ওয়েটিং টোন) হিসেবে কুরআনকে ব্যবহারের বিষয়ে বলা যায় যে, কখনো আপনার কাছে এমন কোনো ব্যক্তি ফোন করতে পারে যে কুরআনকে যথাযথ সম্মান করে না অথবা এর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে না, বরং আল্লাহর কিতাবের কোনো কিছু শোনা তার কাছে বোঝা মনে হতে পারে। আবার কোনো খ্রিষ্টান, কাফির কিংবা ইহুদিও আপনার কাছে ফোন করতে পারে; সে যখন এই কুরআন শুনবে, তখন সেটিকে গান মনে করতে পারে। কারণ সে এটি চেনে না এবং সম্ভবত সে আরবি ভাষাও জানে না। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি কুরআনের অবমাননা ও অমর্যাদা। যে ব্যক্তি অপেক্ষার মাধ্যম হিসেবে কুরআনকে নির্ধারণ করেছে, তাকে নসিহত করা হবে এবং বলা হবে—আপনি আল্লাহকে ভয় করুন; আল্লাহর কালাম অপেক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদাপূর্ণ। তবে যদি এই অপেক্ষার সময়ে কোনো চিরায়ত প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি (হিকমত) কিংবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত কোনো হাদিস রাখা হয়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। যেমন এই হাদিসগুলো রাখা যেতে পারে: 'ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্যের অন্যতম দিক হলো নিরর্থক বিষয় ত্যাগ করা', 'সন্দেহযুক্ত বিষয় ত্যাগ করে তা গ্রহণ করো যা তোমাকে সন্দেহে নিপতিত করে না', 'যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকল, সে নিজের দ্বীন ও সম্মান রক্ষা করল', 'মন্দের পর ভালো কাজ করো, যা মন্দকে মিটিয়ে দেবে', 'মানুষের সাথে উত্তম আচরণের মাধ্যমে মেলামেশা করো'—এবং এই জাতীয় অন্যান্য উপকারী বাণীসমূহ। অথবা প্রজ্ঞাপূর্ণ পণ্ডিত হতে পারে যেমন: 'যদি বর্ষার ফলক ছাড়া আর কোনো সওয়ারি না থাকে, তবে নিরুপায় ব্যক্তির জন্য তাতে আরোহণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।' মূল কথা হলো, হিকমত বা প্রজ্ঞাপূর্ণ কথার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। কিন্তু রব্বুল আলামীনের কালাম—যা অন্তর, আমল, ব্যক্তি এবং জাতির সংশোধনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে—তাকে কি টেলিফোনে অপেক্ষার যন্ত্র হিসেবে গণ্য করা হবে? সুবহানাল্লাহ! কুরআন এমন হীন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হওয়ার চেয়ে অনেক বেশি সুমহান। আল্লাহই সরল পথের দিশারী।

بَاب كراهة ركوب الجلالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العذرة فإن أكلت علفاً طأهراً
فطاب لحمها زالت الكراهة

1692 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
الجلالة في الإبل أن يركب عليها رواه أبو داود بإسناد صحيح

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن ركوب الجلالة الجلالة
هي التي تأكل الجلة أي العذرة يعني تأكل نجاسة الآدمي وروث الحمير وما أشبه ذلك
والعادة أنها إذا كانت تأكل هذا أن يتلوث شيء من بدنها أو قدمها أو ما أشبه ذلك
فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوبها وكذلك أكل لحمها ينهي عنه لو
كانت دجاجة مخلاة تأكل العذرة والنجاسات وتتغذى بها فإنها تكون جلالة ويكره
أكل لحمها إما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم وأما إذا كانت تأكل الطيب والقبيح
وأكثر علفها الطيب فإنها ليست جلالة بل هي مباحة ولا بأس ومن هذا ما يفعله
بعض أرباب الدواجن يعطونها

আল-জাল্লালা (অশুচিভোজী প্রাণী) আরোহণ করা মাকরুহ হওয়ার পরিচ্ছেদ ওটি হলো সেই
উট বা উষ্ট্রী যা মানুষের বিষ্ঠা ভক্ষণ করে। যদি সেটি পবিত্র খাদ্য ভক্ষণ করে এবং তার গোশত
পবিত্র হয়ে যায়, তবে সেই অপছন্দনীয়তা দূরীভূত হয়।

১৬৯২ - ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উটের মধ্যে ‘জাল্লালা’ বা অশুচিভোজী প্রাণীর ওপর আরোহণ করতে
নিষেধ করেছেন। আবু দাউদ এটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাক্য]

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) তাঁর ‘রিয়াদুস সালিহীন’ গ্রন্থে বলেছেন: ‘জাল্লালা আরোহণ নিষেধ হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ’। জাল্লালা হলো সেই প্রাণী যা বিষ্ঠা ভক্ষণ করে। অর্থাৎ যা মানুষের নাপাকি, গাধার মল এবং এই জাতীয় বস্তু ভক্ষণ করে। সাধারণত এটি যখন এসব ভক্ষণ করে, তখন এর শরীর বা পা অথবা এই জাতীয় কোনো কিছু অপবিত্র হয়ে যায়। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ওপর আরোহণ করতে নিষেধ করেছেন। একইভাবে এর গোশত ভক্ষণ করা থেকেও নিষেধ করা হয়। যদি কোনো মুক্ত মুরগি বিষ্ঠা ও নাপাকি ভক্ষণ করে এবং এর মাধ্যমেই পুষ্ট হয়, তবে সেটিও ‘জাল্লালা’ হিসেবে গণ্য হবে। আর এর গোশত খাওয়া মাকরুহ হবে—চাই তা মাকরুহে তানজিহী হোক বা মাকরুহে তাহরীমী। তবে যদি প্রাণীটি ভালো ও মন্দ উভয়ই ভক্ষণ করে এবং তার অধিকাংশ খাদ্য পবিত্র হয়, তবে সেটি ‘জাল্লালা’ নয়; বরং তা বৈধ এবং এতে কোনো অসুবিধা নেই। এরই অন্তর্ভুক্ত হলো পোল্ট্রি খামারিদের কেউ কেউ যা করেন, তারা সেগুলোকে খেতে দেয়...

(ص: 435) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

من الدم المسفوح لكنه ليس أكثر غذائها بل أكثر غذائها الطيب إلا أنهم يعطونها هذا من أجل تقويتها أو تنميتها فلا تحرم بهذا ولا تكره لأنه إذا كان الأكثر هو الطيب فالحكم للأكثر هذه هي الجلالة فالنهي فيها عن الركوب للتنزيه وأما عن الأكل فهو إما كراهة تنزيه وإما كراهة تحريم على خلاف بين العلماء في ذلك ولكن بشرط أن يكون أكثر علفها الشيء النجس أما إذا كان أقل من الطيب فلا بأس بها والله الموفق

প্রবাহিত রক্ত হতে; তবে এটি তার খাদ্যের অধিকাংশ নয়, বরং তার খাদ্যের অধিকাংশ হলো পবিত্র বস্তু। তবে তারা তাকে এটি প্রদান করে তার শক্তি বৃদ্ধি বা দৈহিক বর্ধনের জন্য। সুতরাং এর দ্বারা তা হারাম হবে না এবং মাকরুহও হবে না; কেননা যখন অধিকাংশ খাদ্য পবিত্র হয়, তখন বিধান অধিকাংশের ওপরই বর্তায়। এটিই হলো 'জাল্লালাহ' (নাপাকি ভক্ষণকারী প্রাণী)।

এর ওপর আরোহণ করার ক্ষেত্রে যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা 'তানজিহ' (অপছন্দনীয়তা) অর্থে। আর তা ভক্ষণের বিষয়টি হলো—হয় তা মাকরুহে তানজিহী অথবা মাকরুহে তাহরিমী; এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। তবে এটি এই শর্তে যে, তার অধিকাংশ খাদ্য হতে হবে নাপাক বস্তু। পক্ষান্তরে যদি তা পবিত্র খাদ্যের তুলনায় কম হয়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

(ص: 436) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ وَالْأَمْرُ بِإِزَالَتِهِ مِنْهُ إِذَا وَجَدَ فِيهِ وَالْأَمْرُ بِتَنْزِيهِهِ الْمَسْجِدَ عَنِ الْأَقْدَارِ

1693 - عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْإِبْرَادُ بِدَفْنِهَا إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ تَرَابًا أَوْ رَمْلًا وَنَحْوَهُ فَيُؤَارِيهَا تَحْتَ تَرَابِهِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرَّوْيَانِيُّ فِي كِتَابِهِ الْبَحْرُ وَقِيلَ الْإِبْرَادُ بِدَفْنِهَا إِخْرَاجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ مَبْلُطًا أَوْ مَجْصَصًا فَدَلَكُهَا عَلَيْهِ بِمِدَاسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْجُهَالِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِدَفْنٍ بَلْ زِيَادَةٌ فِي الْخَطِيئَةِ وَتَكْثِيرٌ لِلْقَذَرِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَنْ يَمْسَحَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِثَوْبِهِ أَوْ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ يَغْسِلَهُ

1694 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مَخَاطَأَ أَوْ بَزَاقًا أَوْ نَخَامَةً فَحَكَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

1695 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدُ لَا تَصْلَحُ لَشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[الشَّرْحُ]

هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين ليبين به وجوب تنزيه المساجد عن الأذى والقذر والنخامة والبصاق وما أشبه ذلك ثم ذكر حديث

মসজিদে থুতু ফেলা নিষেধ হওয়া, মসজিদে তা পাওয়া গেলে তা দূর করার নির্দেশ এবং মসজিদকে অপবিত্রতা থেকে পবিত্র রাখার নির্দেশ বিষয়ক অধ্যায়।

১৬৯৩ - আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "মসজিদে থুতু ফেলা একটি অপরাধ এবং এর প্রায়শ্চিত্ত হলো তা দাফন করা (মাটির নিচে চাপা দেওয়া)।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। দাফন করার উদ্দেশ্য হলো—যদি মসজিদ মাটির বা বালুর হয়, তবে তা মাটির নিচে লুকিয়ে ফেলা। আবু আল-মাহাসিন আল-রুয়ানি তাঁর 'আল-বাহর' গ্রন্থে বলেন: বর্ণিত আছে যে, দাফন করার অর্থ হলো মসজিদ থেকে তা বের করে দেওয়া। তবে মসজিদ যদি মোজাইক বা চুনকাম করা হয়, এমতাবস্থায় জুতা বা অন্য কিছু দিয়ে তা ঘষে দেওয়া—যেমনটি অনেক মূর্খ লোক করে থাকে—তা দাফন করা নয়, বরং তা অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি এবং মসজিদের নোংরামি বাড়ানোর শামিল। যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে, তাকে পরবর্তীতে তা কাপড়, হাত বা অন্য কিছু দিয়ে মুছে ফেলতে হবে অথবা ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

১৬৯৪ - আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিবলার দেয়ালে শ্লেষ্মা, থুতু বা কফ দেখতে পেলেন এবং তিনি তা খুঁটে পরিষ্কার করে দিলেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১৬৯৫ - আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই এই মসজিদসমূহ প্রস্রাব বা এই জাতীয় কোনো নোংরামির জন্য উপযুক্ত নয়; বরং এগুলো কেবল মহান আল্লাহর স্মরণ ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্য।" অথবা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেমনটি বলেছেন। (মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)।

[ব্যাক্ত্যা]

এই অধ্যায়টি লেখক (রহিমাল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সলিহীন' গ্রন্থে মসজিদকে কষ্টদায়ক বস্তু, অপবিত্রতা, কফ, খুতু এবং এই জাতীয় জিনিস থেকে মুক্ত রাখার আবশ্যিকতা বর্ণনা করার জন্য বিন্যস্ত করেছেন। এরপর তিনি হাদীস উল্লেখ করেছেন...

(ص: 437) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أنس وعائشة رضي الله عنهما حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البصاق في المسجد خطيئة يعني إثماً وكفارتها دفنها يعني إذا وقعت من الإنسان فإنه يدفنها ففي قوله صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة دليل على تحريم البصاق في المسجد أن يبصق الإنسان نخامة أو أن يتنخع في المسجد وما أشبه ذلك فهو خطيئة بسببين السبب الثاني أنه إيذاء للمصلين قد يسجد المصلي عليه وهو لا يشعر به وقد يتقزز إذا رآه وتكره نفسه لذلك فيتأذى بهذا والسبب الأول أن فيه إهانة لبيوت الله عز وجل الذي أمر تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه فلا يجوز للإنسان أن يبصق في المسجد لكن لو فرض أنه فعل فكفارتها دفنها إن كانت في الأرض وكفارتها حكها إن كانت على الجدار ونحوه لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة أو بصاقاً أو بزاقاً في قبة المسجد فحكه فصارت كفارة ذلك إن كانت على الأرض ففي دفنه إن كانت على الجدار فحكه حتى تزول أما مساجدنا الآن فكما ترون مفروشة كفارة ذلك أن يمسحها بمنديل حتى تزول لكننا نقول أصلاً لا يحل لك أن تتنخم في المسجد لكن إن وقع فهذه كفارته ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى البصاق

আনাস ও আয়েশা (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের ওপর সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণিত। আনাস (রা.)-এর হাদিসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “মসজিদে খুতু ফেলা একটি পাপ,”

অর্থাৎ এটি একটি অপরাধ এবং এর প্রায়শ্চিত্ত হলো তা দাফন করা বা মাটিচাপা দেওয়া। অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তির দ্বারা এটি ঘটে যায়, তবে সে যেন তা দাফন করে দেয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী “মসজিদে থুতু ফেলা একটি পাপ” থেকে মসজিদে থুতু ফেলার নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হয়; চাই তা শ্লেষ্মা হোক বা কফ অথবা অনুরূপ কিছু, তা দুটি কারণে পাপ হিসেবে গণ্য হয়। দ্বিতীয় কারণটি হলো, এটি মুসল্লিদের জন্য কষ্টদায়ক। অনেক সময় একজন মুসল্লি অজান্তেই তার ওপর সেজদা করতে পারে, অথবা তা দেখে তার মনে ঘৃণা ও অস্বস্তির সৃষ্টি হতে পারে, ফলে সে এর দ্বারা কষ্ট পায়। আর প্রথম কারণটি হলো, এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর ঘরের অবমাননা করা হয়, যে ঘরগুলোকে সমুন্নত রাখতে এবং যেখানে তাঁর নাম স্মরণ করতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং কোনো ব্যক্তির জন্য মসজিদে থুতু ফেলা বৈধ নয়। তবে যদি ধরে নেওয়া হয় যে কেউ এমনটি করে ফেলেছে, তবে মাটিতে হলে তার প্রায়শ্চিত্ত হলো তা দাফন করা, আর দেয়ালে বা অনুরূপ স্থানে হলে তার প্রায়শ্চিত্ত হলো তা ঘষে তুলে ফেলা। আয়েশা (রা.)-এর হাদিসে এসেছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদের সম্মুখভাগে শ্লেষ্মা বা থুতু দেখতে পেলেন এবং তিনি তা নিজ হাতে ঘষে পরিষ্কার করলেন। অতএব, এর প্রায়শ্চিত্ত হলো—মাটিতে হলে দাফন করা, আর দেয়ালে হলে তা ঘষে দূর করে দেওয়া। আমাদের বর্তমান সময়ের মসজিদগুলো যেমনটি আপনারা দেখছেন যে কার্পেট বিছানো, এক্ষেত্রে এর প্রায়শ্চিত্ত হলো টিস্যু বা রুমাল দিয়ে তা পুরোপুরি মুছে ফেলা। তবে আমরা বলি যে, মূলত মসজিদে থুতু বা শ্লেষ্মা ফেলা আপনার জন্য জায়েজ নয়; কিন্তু যদি তা ঘটে যায়, তবে এটিই তার প্রায়শ্চিত্ত। এরপর তিনি আয়েশা (রা.)-এর হাদিস উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থুতু দেখতে পেলেন।

(ص: 438) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

فحكه فدل ذلك على أن الإنسان إن رأى أذى أو قدرا في المسجد فإنه يزيله أما حديث أنس الثاني فهو في قصة الأعرابي الذي جاء إلى المسجد فبال في جهة منه جاهلا لأن الأعراب لا يعرفون غالبهم فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه

وسلم عن زجرة فلما قضى بوله قال صلى الله عليه وسلم للصحابة أريقوا على بوله سجلا من ماء ثم دعى الأعراي وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر إنما هي للصلاة والقرآن والذكر فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر فعلى المؤمن أن يحترم بيوت الله فلا يلق فيها الأذى ولا القذر ولا يرفع الصوت فيها وإنما يكون متأدبا لأن المساجد بيوت الله ومأوى الملائكة والله الموفق

অতঃপর তিনি তা ঘষে ফেললেন, যা প্রমাণ করে যে, কোনো ব্যক্তি যদি মসজিদে কোনো কষ্টদায়ক বস্তু বা ময়লা দেখতে পায়, তবে সে যেন তা অপসারণ করে। আর আনাস (রা.) বর্ণিত দ্বিতীয় হাদিসটি সেই মরুবাসী আরবের ঘটনা সম্পর্কে, যে মসজিদে এসে অজ্ঞতাবশত এর এক কোণে প্রস্রাব করে দিয়েছিল; কারণ অধিকাংশ মরুবাসী আরবই (শরীয়তের বিধিবিধান সম্পর্কে) অজ্ঞাত থাকে। তখন লোকজন তাকে ধমক দিলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে তা থেকে বারণ করলেন। যখন সে প্রস্রাব শেষ করল, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীগণকে বললেন, "তোমরা তার প্রস্রাবের ওপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও।" অতঃপর তিনি সেই মরুবাসী আরবকে ডেকে বললেন, "নিশ্চয়ই এই মসজিদসমূহ কোনো প্রকার কষ্টদায়ক বস্তু বা অপবিত্রতার জন্য উপযুক্ত নয়; এগুলো কেবল নামাজ, কোরআন তিলাওয়াত এবং আল্লাহর জিকিরের জন্য।" এভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্পষ্ট করে দিলেন যে, এই মসজিদসমূহ কোনো প্রকার কষ্টদায়ক বস্তু বা ময়লার জন্য সমীচীন নয়। অতএব, মুমিনের কর্তব্য হলো আল্লাহর ঘরসমূহের মর্যাদা রক্ষা করা। সেখানে যেন কোনো কষ্টদায়ক বস্তু বা অপবিত্রতা না ফেলে এবং সেখানে উচ্চৈঃস্বরে কথা না বলে; বরং অত্যন্ত আদব ও শিষ্টাচার বজায় রাখে। কারণ মসজিদসমূহ হলো আল্লাহর ঘর এবং ফেরেশতাদের আশ্রয়স্থল। আর আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

باب كراهية الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات

1696 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبين لهذا رواه مسلم

1697 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت من يبيع أو يبتاع في المسجد فقلوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيت من ينشد ضالة فقلوا لا ردها الله عليك رواه الترمذي وقال حديث حسن

1698 - وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلاً نشد في المسجد فقال من دعا إلي الجمل الأحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لها بنيت له رواه مسلم

1699 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة أو

মসজিদে ঝগড়া-বিবাদ করা, সেখানে উচ্চস্বরে কথা বলা, হারানো বস্তু খোঁজা এবং ক্রয় ও বিক্রয়, ইজারা ও অনুরূপ লেনদেন অপছন্দনীয় হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

১৬৯৬ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন: "যে ব্যক্তি কাউকে মসজিদে হারানো বস্তু খুঁজতে শুনবে, সে যেন বলে: আল্লাহ যেন তোমাকে তা ফিরিয়ে না দেন; কারণ মসজিদসমূহ এই কাজের জন্য নির্মিত হয়নি।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

১৬৯৭ - তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যখন তোমরা কাউকে মসজিদে বেচাকেনা করতে দেখবে, তখন বলো: আল্লাহ যেন তোমার ব্যবসায় লাভ না দেন। আর যখন কাউকে হারানো বস্তু খুঁজতে দেখবে, তখন বলো: আল্লাহ যেন তোমাকে তা ফিরিয়ে না দেন।" (তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন হাদীসটি হাসান)

১৬৯৮ - বুরাইদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি মসজিদে হারানো ঘোষণা দিয়ে বলল: "লাল উটের সন্ধান কে দেবে?" তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তুমি যেন তা খুঁজে না পাও। নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ সেই উদ্দেশ্যেই নির্মিত হয়েছে যার জন্য এটি নির্মিত হয়েছে (অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতের জন্য)।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

১৬৯৯ - আমরা ইবনে শুআইব তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং সেখানে হারানো বস্তু খুঁজতে নিষেধ করেছেন অথবা...

(ম: 440) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ينشد فيه شعر رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن
1700 - وعن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال: كنت في المسجد
فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اذهب فأتني بهذين
فجئته بهما فقال من أين أنتما فقالا من أهل الطائف فقال لو كنتما من أهل البلد
لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب كراهة رفع الأصوات في المساجد
وإنشاد الضالة والبيع والشراء ونحو ذلك المساجد أضافها الله تعالى إلى نفسه فقال
تعالى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَأضافها النبي صلى الله
عليه وسلم إلى ربه في قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبين
الله سبحانه وتعالى أن هذه المساجد بيوت يذكر فيها اسم الله عز وجل أذن الله أن

ترفع وأنها محل التسبيح {يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ
وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ}

সেখানে কবিতা আবৃত্তি করা হয় যা আবু দাউদ এবং তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে হাসান হাদীস বলেছেন।

১৭০০ - সাহাবী সাযিব ইবনে ইয়াযীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি মসজিদে ছিলাম, তখন জনৈক ব্যক্তি আমাকে একটি কাঁকর ছুড়ে মারলেন। আমি তাকিয়ে দেখলাম তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বললেন, যাও, এই দুই ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাদের নিয়ে আসলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? তারা বলল, আমরা তায়েফের অধিবাসী। তিনি বললেন, যদি তোমরা এই শহরের লোক হতে, তবে আমি তোমাদের কঠোর শাস্তি দিতাম; তোমরা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলছ! (বুখারী বর্ণনা করেছেন)

[ব্যাখ্যা]

ঐশ্ব্যকার রহিমাল্লাহ তাঁর রিয়াদুস সালিহীন কিতাবে মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলা, হারানো জিনিসের ঘোষণা দেওয়া, ক্রয়-বিক্রয় এবং এই জাতীয় বিষয়গুলো অপছন্দনীয় হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে বলেছেন— আল্লাহ তাআলা মসজিদসমূহকে নিজের সত্তার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন, “আর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয়?” এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একে তাঁর রবের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে বলেছেন, “তোমরা আল্লাহর দাসীদের আল্লাহর মসজিদে আসতে বাধা দিও না।” আল্লাহ সুবহানাছু ওয়া তাআলা বর্ণনা করেছেন যে, এই মসজিদগুলো এমন ঘর যেখানে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার নাম স্মরণ করা হয়। আল্লাহ সেগুলোকে উচ্চ মর্যাদা দান করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এগুলো তাসবীহ পাঠের স্থান। “সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এমন সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ, সালাত কায়েম এবং যাকাত প্রদান থেকে বিমুখ করতে পারে না।”

والمساجد بما أن الله أضافها إلى نفسه وأضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وأذن الله أن ترفع لها حرمة ولها أحكام واحترام وتعظيم ومن ذلك أنه لا يحل للجنب أن يمكث فيه إلا بوضوء لأن الجنب قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جنب مادام على جنابته فالملائكة لا تدخل بيته وكذلك في المسجد إذا كان جنباً وبقي فيه يؤذي الملائكة لأنه يمنعهم من دخوله أو يتأذون إذا دخلوا ولهذا نقول من عليه جنابة فلا يدخل المسجد إلا أن يتوضأ واستثنينا الوضوء لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون في المسجد فتصيب أحدهم الجنابة فيقوم ويتوضأ ويرجع فينام وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك ومنها أي من أحكام المساجد أن الإنسان إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لا يجلس حتى يصلي ركعتين في أي وقت دخل في الصباح في المساء في الليل في النهار عند طلوع الشمس عند غروبها في أي وقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد يجلس حتى يصلي ركعتين حتى إنه كان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال له هل صليت قال لا قال قم فصل ركعتين وتجوز

মসজিদসমূহ যেহেতু আল্লাহ তাআলা নিজের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেগুলোকে তাঁর রবের দিকে নিসবত করেছেন, আর আল্লাহ তাআলা এগুলোকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করার অনুমতি দিয়েছেন, তাই এর বিশেষ পবিত্রতা, বিধিবিধান, সম্মান ও মহিমা রয়েছে। এরই অন্তর্ভুক্ত হলো যে, ওজু করা ব্যতীত কোনো অপবিত্র (জুনুব) ব্যক্তির জন্য মসজিদে অবস্থান করা বৈধ নয়। কারণ, অপবিত্র ব্যক্তি সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, ফেরেশতারা এমন ঘরে প্রবেশ করেন না যেখানে কোনো অপবিত্র ব্যক্তি থাকে, যতক্ষণ সে অপবিত্র অবস্থায় থাকে। সুতরাং ফেরেশতারা

যেমন তার ঘরে প্রবেশ করেন না, তেমনি মসজিদের ক্ষেত্রেও যখন সে অপবিত্র হয় এবং সেখানে অবস্থান করে, তখন সে ফেরেশতাদের কষ্ট দেয়। কারণ, সে তাদের প্রবেশে বাধা দেয় অথবা তারা প্রবেশ করলে কষ্ট অনুভব করেন। এই কারণেই আমরা বলি যে, যার ওপর গোসল ফরজ হয়েছে, সে যেন ওজু করা ব্যতীত মসজিদে প্রবেশ না করে। আমরা ওজুকে এ জন্য ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করেছি যে, সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম মসজিদে ঘুমাতেন এবং তাঁদের কারো কারো জানাবাত (অপবিত্রতা) অর্জিত হতো; তখন তাঁরা উঠে ওজু করতেন এবং পুনরায় ফিরে এসে ঘুমাতেন। এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেই সংঘটিত হতো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের এই কাজের মৌন সম্মতি প্রদান করেছিলেন। মসজিদের বিধিবিধানের আরেকটি হলো এই যে, কোনো ব্যক্তি যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সে দুই রাকাত নামাজ আদায় না করা পর্যন্ত বসবে না। সে যেকোনো সময়েই প্রবেশ করুক না কেন—সকালে, বিকেলে, রাতে, দিনে, সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্তের সময়—যেকোনো সময়েই হোক না কেন, সে দুই রাকাত নামাজ না পড়ে বসবে না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন দুই রাকাত নামাজ আদায় না করা পর্যন্ত না বসে। এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিনে যখন মানুষকে খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে বসে পড়লেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খুতবা থামিয়ে তাকে বললেন: তুমি কি নামাজ পড়েছ? সে উত্তর দিল: না। তিনি বললেন: দাঁড়াও এবং সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকাত নামাজ আদায় করো।

(ص: 442) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

فيهما يعني أسرع من أجل أن يستمع إلى الخطبة وقد أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن تحية المسجد بالركعتين واجبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يصلي ركعتين ويشغل بهما عن سماع الخطبة وسماع الخطبة واجب ولا يشغل عن واجب إلا بما هو أوجب منه فلهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان

إذا دخل المسجد وهو على وضوء فجلس ولم يصل فهو آثم ونحن نقول هو عاص
لرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه إذا دخل وجلس وهو على وضوء فإنه عاص
لرسول صلى الله عليه وسلم لقوله لا يجلس حتى يصلي ركعتين ومن أحكام
المساجد أنه لا يجوز بها البيع والشراء سواء كان قليلاً أو كثيراً لا تباع شيئاً بقرش
واحد فإن ذلك حرام عليك والبيع فاسد لا ينتقل فيه الثمن للبائع ولا المبيع
للمشتري ويجب أن يرد كل واحد منهما للآخر ما أخذ منه سواء قل أو أكثر حتى لو
قال يا فلان عندك الحاجة الفلانية قال نعم قال أرسلني منها كذا وكذا إن قال له
عندك رز قال نعم قال أرسل لنا منه كيساً وهو في المسجد فهذا حرام لأن هذا بيع
وشراء فالبيع والشراء في المسجد بأي حال من الأحوال لا يجوز لو كانت معه عشرة
ريالات وقال لآخر معي عشرة أعطني بها ورقة ذات خمس يعني ورقتين

অর্থাৎ সেই দুই রাকাত সালাত দ্রুত সম্পন্ন করবে যেন সে খুতবা শুনতে পারে। কিছু আলেম
এই হাদিস থেকে এ মত গ্রহণ করেছেন যে, দুই রাকাত তাহিয়াতুল মাসজিদ আদায় করা
ওয়াজিব। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই ব্যক্তিকে দুই রাকাত সালাত
আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে তাকে খুতবা শ্রবণ থেকে বিরত রেখেছেন। আর
খুতবা শোনা ওয়াজিব; সুতরাং কোনো ওয়াজিব কাজ থেকে কেবল তখনই বিরত থাকা যায়
যখন তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কোনো ওয়াজিব পালনের আবশ্যিকতা দেখা দেয়। এই কারণেই
কোনো কোনো আলেম মনে করেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি অজু থাকা অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ
করে সালাত না পড়েই বসে পড়ে, তবে সে গুনাহগার হবে। আমরা বলি, সে রাসূলুল্লাহ
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অবাধ্য হওয়ার শামিল; এতে কোনো সন্দেহ নেই যে,
কোনো ব্যক্তি অজু অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করে সালাত না পড়ে বসে পড়লে সে রাসূলুল্লাহ
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশ লঙ্ঘন করল, কারণ তিনি বলেছেন: "সে যেন দুই
রাকাত সালাত আদায় না করে না বসে।" মসজিদের বিধানসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো
সেখানে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েজ নেই, চাই তা অল্প হোক বা বেশি। এক পয়সা মূল্যের
কোনো কিছুও বিক্রি করবেন না, কারণ তা আপনার জন্য হারাম এবং এই কেনাবেচা বাতিল
বলে গণ্য হবে; এতে মূল্য বিক্রেতার অধিকারে যাবে না এবং পণ্যও ক্রেতার অধিকারে আসবে

না। এমতাবস্থায় উভয়ের জন্য একে অপরের থেকে নেওয়া বস্তু ফেরত দেওয়া ওয়াজিব, তার পরিমাণ যাই হোক না কেন। এমনকি যদি কেউ বলে, "হে অমুক, তোমার কাছে কি অমুক জিনিসটি আছে?" সে উত্তর দিল, "হ্যাঁ।" তখন সে বলল, "আমার কাছে ওখান থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য পাঠিয়ে দিও।" যদি সে বলে, "তোমার কাছে কি চাল আছে?" সে বলল, "হ্যাঁ।" তখন সে বলল, "আমার জন্য এক বস্তা পাঠিয়ে দিও"—অথচ সে তখন মসজিদে অবস্থান করছে; তবে এটি হারাম হবে, কারণ এটি ক্রয়-বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই মসজিদে কেনাবেচা করা বৈধ নয়। যদি কারো কাছে দশ রিয়াল থাকে এবং সে অন্যকে বলে, "আমার কাছে দশ রিয়াল আছে, আমাকে এর বিনিময়ে দুটি পাঁচ রিয়ালের নোট দাও"—

(ص: 443) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

فهذا لا يجوز لكن بعض العلماء قال يجوز إذا كان هناك حاجة مثل أن يقف عليك فقير يشحذ وليس معك إلا عشرة ريالات فقلت هذه عشرة أعطني تسعة لكي تتصدق عليه بريال بعض العلماء رخص في هذا لأن هذا صدقة لا يتوصل إليها إلا بهذا العمل ولا قصد كل منهما البيع والشراء فالبيع والشراء في المسجد حرام هذا بالنسبة للبائع والمشتري لكن بالنسبة للذي يسمع إنساناً يبيع ويشترى ماذا عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا له لا أربح الله تجارتك ادعوا عليه بأن الله يخسره ولا يربحه بأن الله لا يربح تجارتك ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه فإن المساجد لم تبن لهذا يحتمل أن هذه الكلمة يضيفها القائل إلى قوله ويحتمل أنها تعليل للحكم من النبي صلى الله عليه وسلم وأنها لا تقال لكن إذا كان في قولك إياها تطيب لقلبه فهذا قولها حسن يعني تقول لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبن لهذا يعني للبيع والشراء ما بنيت للبيع والشراء بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن وطلب العلم وما أشبه هذا فإذا كان في قولك إن المساجد لم

تبين لهذا تطيب لقلبه فقلها حتى لا يغضب عليك أنا إذا دعوت عليك فقد دعوت عليك لأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم مطاع كأمر الله {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} فأقول لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبين لهذا حتى يطيب قلبه كذلك أيضاً إنشاد الضالة يجيء رجل ويقول ضاع مني كذا مثل محفظة الدراهم

এটি জায়েয নয়; তবে কিছু আলেম বলেছেন যে, যদি কোনো বিশেষ প্রয়োজন থাকে তবে তা জায়েয হতে পারে। যেমন আপনার সামনে কোনো অভাবী ব্যক্তি সাহায্য চাইতে দাঁড়ালো, আর আপনার কাছে দশ রিয়াল ছাড়া অন্য কিছু নেই; তখন আপনি বললেন, ‘এই নাও দশ রিয়াল, আমাকে নয় রিয়াল ফেরত দাও’, যাতে আপনি তাকে এক রিয়াল সদকা করতে পারেন। কিছু আলেম এতে শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন, কারণ এটি এমন এক সদকা যা এই পস্থা অবলম্বন ছাড়া সম্ভব নয় এবং তাদের কারোরই উদ্দেশ্য ক্রয়-বিক্রয় নয়। বস্তুত মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম; এটি বিক্রেতা এবং ক্রেতা উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। তবে যে ব্যক্তি কাউকে ক্রয়-বিক্রয় করতে শুনবে, তার কর্তব্য কী? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা তাকে বলো: ‘আল্লাহ তোমার ব্যবসায় লাভ না দিন।’ তার বিরুদ্ধে এই বলে দোয়া করো যেন আল্লাহ তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন এবং লাভবান না করেন, অর্থাৎ আল্লাহ যেন তার ব্যবসায় মুনাফা না দেন। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক্ষেত্রে বলেছেন: ‘নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ এই কাজের জন্য নির্মিত হয়নি।’ সম্ভাবনা রয়েছে যে, এ কথাটি বক্তা তার নিজের কথার সাথে যোগ করবেন; আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বিধানের কারণ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে এবং এটি মুখে উচ্চারণ করার প্রয়োজন নেই। তবে যদি এই কথাটি বললে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মনস্তৃষ্টি ঘটে, তবে তা বলা উত্তম। অর্থাৎ আপনি বলবেন: ‘আল্লাহ তোমার ব্যবসায় লাভ না দিন, কারণ মসজিদসমূহ এই কাজের জন্য নির্মিত হয়নি।’ অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য নয়; এগুলো ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য তৈরি করা হয়নি, বরং এগুলো সালাত, জিকির, কুরআন তিলাওয়াত, ইলম অর্জন এবং এই জাতীয় কাজের জন্য নির্মিত হয়েছে। সুতরাং আপনার এই কথা বলায়—যে ‘মসজিদসমূহ এই কাজের জন্য নির্মিত হয়নি’—যদি তার মন শান্ত হয়, তবে তা বলুন যাতে সে আপনার ওপর অসন্তুষ্ট না হয়। আমি যদি তোমার বিরুদ্ধে দোয়া করে থাকি, তবে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের নির্দেশের ভিত্তিতেই করেছি। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ আল্লাহর নির্দেশের ন্যায় আনুগত্যযোগ্য; যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: {তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো}। তাই আমি বলি, ‘আল্লাহ তোমার ব্যবসায় লাভ না দিন, কারণ মসজিদসমূহ এই কাজের জন্য নির্মিত হয়নি’, যাতে তার মন আশ্বস্ত থাকে। অনুরূপভাবে হারানো জিনিসের ঘোষণা দেওয়া; যেমন কোনো লোক এসে বলল যে আমার অমুক জিনিস হারিয়ে গেছে, যেমন দিরহামের থলি বা মানিব্যাগ।

(ص: 444) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

فهذا حرام لا يجوز حتى وإن غلب على أمرك أنه سرق في المسجد لا تقل هذا كيف أتوصل إلى هذا اجلس عند باب المسجد خارج المسجد وقل جزاكم الله خيراً ضاع مني كذا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سبعت من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك ندعو عليه بأن الله لا يردّها عليه ولا يعثر عليها لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبّن لهذا ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يقول من دعاً إلى الجمل الفلاني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت لا وجدت بمعنى لا رده الله عليك فدعى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يجد جملة لهاذا لأن المساجد لم تبّن لهذا فإن أراد الإنسان أن ينشد ضالة لصاحبها يعني ليس ضائعاً منه بل شيئاً وجده في المسجد وجد المفتاح قال من يريد هذه المفتاح فهل هذا نشد ضالة يعني طلبها أو نشد عن صاحبها نشد عن صاحبها هذا أجازة بعض العلماء وقال لا بأس به لأن هذا إحسان وبعض العلماء كرهه وقال حتى هذه الحال يكرهه ولكن إذا كان يريد أن يتمم إحسانه يجلس عند باب المسجد ويقول من ضاع له المفتاح من ضاع له نقود من ضاع له كذا وكذا فآلمهم أن المساجد يا إخواني

يجب أن تحترم ولما سمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رجلين يرفعان أصواتهما
في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة دعاها وقال من أين أنتما كأنه

এটি হারাম এবং নাজায়েজ, এমনকি আপনার যদি প্রবল ধারণা হয় যে তা মসজিদের ভেতরেই চুরি হয়েছে, তবুও আপনি এটি বলবেন না। (আপনি বলতে পারেন) আমি কীভাবে এটি ফিরে পাব? আপনি মসজিদের বাইরে দরজার নিকট বসুন এবং বলুন: আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন, আমার অমুক জিনিসটি হারিয়ে গেছে। এই কারণেই নবী (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) বলেছেন: যদি তোমরা কাউকে মসজিদে হারানো বস্তু খুঁজতে শোনো, তবে বলো: আল্লাহ যেন তা তোমাকে ফিরিয়ে না দেন। আমরা তার বিরুদ্ধে দুআ করি যেন আল্লাহ তাকে তা ফিরিয়ে না দেন এবং সে যেন তার হদিস না পায়; আল্লাহ তোমাকে তা ফিরিয়ে না দিন, কেননা মসজিদসমূহ এই কাজের জন্য নির্মাণ করা হয়নি। যখন নবী (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন যে, কে অমুক উটের সন্ধান দেবে? তখন নবী (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) বললেন: তুমি যেন তা খুঁজে না পাও, তুমি যেন তা খুঁজে না পাও; এর অর্থ হলো আল্লাহ যেন তা তোমাকে ফিরিয়ে না দেন। রাসূল (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) তার বিরুদ্ধে দুআ করেছেন যেন সে তার উটটি খুঁজে না পায়। কেন? কারণ মসজিদসমূহ এই কাজের জন্য নির্মাণ করা হয়নি।

যদি কোনো ব্যক্তি হারানো জিনিসের মালিকের সন্ধান করতে চায়, অর্থাৎ তার নিজের কিছু হারায়নি বরং সে মসজিদে কোনো কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসের মালিককে খুঁজছে—যেমন সে চাবি পেল এবং বলল: এই চাবিটি কার? এটি কি হারানো জিনিস খোঁজা নাকি মালিকের খোঁজ করা? এটি মূলত মালিকের খোঁজ করা। কোনো কোনো আলেম এটিকে বৈধ বলেছেন এবং বলেছেন এতে কোনো অসুবিধা নেই, কারণ এটি একটি সদাচরণ। আবার কোনো কোনো আলেম এটিকে অপছন্দ করেছেন এবং বলেছেন এই অবস্থাও অপছন্দনীয়। তবে যদি সে তার সদাচরণকে পূর্ণ করতে চায়, তবে সে মসজিদের দরজার সামনে বসবে এবং বলবে: কার চাবি হারিয়েছে? কার টাকা হারিয়েছে? কার অমুক জিনিস হারিয়েছে? মূল কথা হলো হে ভাইয়েরা, মসজিদের সম্মান রক্ষা করা অপরিহার্য। যখন আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাতাব (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হন) মদীনায় নবী (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক)-এর

মসজিদে দুই ব্যক্তিকে উচ্চস্বরে কথা বলতে শুনলেন, তিনি তাদের ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন: তোমরা কোথেকে এসেছ? যেন তিনি...

(ص: 445) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

استغرب ما رآه أنها غريبان قالا من أهل الطائف قال لو كنتم من أهل هذا البلد لأوجعتكما يعني أوجعتكما ضرباً يعني ضربتكما حتى يوجعكما الضرب ترفعان أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إنكار من عمر لكن هل قوله في مسجد النبي يعني احترام المسجد نفسه أو جميع المساجد الظاهر أن جميع المساجد مثل المسجد النبوي لأن هذا الاحترام احترام للمسجد من حيث هو مسجد وأما إنشاد الأشعار في المسجد الذي وردت الأحاديث النهي عنه والمراد بذلك الأشعار اللغو أو التي لا خير فيها أما الأشعار التي بها الخير فإنها جائزة كان حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولما سمعه ذات يوم عمر بن الخطاب كأنه أنكر عليه قال قد كنت أنشد في هذا المسجد وفيه من هو خير منك يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأشعار إن كان فيها خير ومصلحة فلا بأس بها كالأشعار التي تشجع على الطاعة وعلى الجهاد في سبيل الله إذا كان هناك جهاد وما أشبه ذلك فهذه تنشد وأما أشعار لا خير فيها فلا تنشد في المسجد والله أعلى وأعلم تنبيه إذا احتلم الإنسان وهو نائم في المسجد كفاه الوضوء لكن يغتسل إذا أراد أن يصلي

তিনি যা দেখলেন তাতে বিস্মিত হলেন যে তারা দুজনই আগন্তুক। তারা বলল, তারা তায়েফবাসী। তিনি বললেন, "তোমরা যদি এই শহরের অধিবাসী হতে তবে আমি তোমাদের ব্যথিত করতাম।" অর্থাৎ, আমি তোমাদের প্রহার করতাম যতক্ষণ না তোমরা সেই প্রহারের

বেদনা অনুভব করতে। তোমরা আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছ! এটি ওমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে একটি কঠোর সতর্কতা ছিল। তবে তাঁর এই কথা—"রাসূলের মসজিদে"—এর দ্বারা কি কেবল সেই মসজিদেরই সম্মান উদ্দেশ্য, নাকি সমস্ত মসজিদের? বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, সকল মসজিদই মসজিদে নববীর মতো; কারণ এই সম্মান প্রদর্শন মূলত মসজিদের শাস্ত্র মর্যাদার কারণে। আর মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করা সম্পর্কে যেসব হাদিসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অসার বা কল্যাণহীন কবিতা। পক্ষান্তরে যেসব কবিতায় কল্যাণ রয়েছে, তা আবৃত্তি করা বৈধ। হাসান বিন সাবিত (রা.) আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মসজিদে কবিতা পাঠ করতেন এবং আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা শুনতেন। একদিন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) তা শুনে যেন আপত্তি প্রকাশ করলেন। তখন তিনি বললেন, "আমি এই মসজিদে কবিতা পাঠ করেছি যখন এখানে আপনার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি (অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপস্থিত ছিলেন।" সুতরাং কবিতায় যদি কল্যাণ ও উপযোগিতা থাকে, তবে তাতে কোনো দোষ নেই; যেমন—আনুগত্য এবং আল্লাহর পথে জিহাদের (যখন জিহাদ বিদ্যমান থাকে) উৎসাহদানকারী কবিতা ও অনুরূপ বিষয়সমূহ। এ ধরনের কবিতা আবৃত্তি করা যাবে। কিন্তু যেসব কবিতায় কোনো কল্যাণ নেই, তা মসজিদে পাঠ করা যাবে না। আর আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত। সতর্কবার্তা: মসজিদে ঘুমানো অবস্থায় কারও স্বপ্নদোষ হলে তার জন্য ওয়ু করাই যথেষ্ট, তবে সালাত আদায় করতে চাইলে তাকে অবশ্যই গোসল করতে হবে।

(ص: 446) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَابُ نَهْيٍ مَنْ أَكَلَ ثَوْمًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كَرَاثًا أَوْ غَيْرَهُ مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ عَنْ دُخُولِ
الْمَسْجِدِ قَبْلَ زَوَالِ رَائِحَتِهِ إِلَّا لِحُضْرَةٍ

1701 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة - يعني الثوم - فلا يقربن مسجدنا متفق عليه وفي رواية لمسلم مساجدنا

1702 - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا متفق عليه

1703 - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا متفق عليه وفي رواية لمسلم من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم

যে ব্যক্তি রসুন, পেঁয়াজ, কুঁলি পেঁয়াজ অথবা এই জাতীয় দুর্গন্ধযুক্ত কোনো কিছু আহার করেছে, তার জন্য দুর্গন্ধ দূর হওয়ার পূর্বে মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ; তবে বিশেষ প্রয়োজন থাকলে ভিন্ন কথা

১৭০১ - ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি এই বৃক্ষ থেকে আহার করবে—অর্থাৎ রসুন—সে যেন অবশ্যই আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়।" (বুখারি ও মুসলিম)। মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে: "আমাদের মসজিদসমূহের।"

১৭০২ - আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি এই বৃক্ষ থেকে আহার করবে, সে যেন আমাদের নিকটবর্তী না হয় এবং আমাদের সাথে সালাত আদায় না করে।" (বুখারি ও মুসলিম)।

১৭০৩ - জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি রসুন বা পেঁয়াজ আহার করবে, সে যেন আমাদের থেকে পৃথক থাকে অথবা আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে।" (বুখারি ও মুসলিম)। মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: "যে ব্যক্তি পেঁয়াজ, রসুন এবং কুঁলি পেঁয়াজ আহার করবে, সে যেন অবশ্যই আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়; কেননা আদম সন্তান যে বিষয়ে কষ্ট পায়, ফেরেশতারাও সে বিষয়ে কষ্ট পায়।"

1704 - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليبتهما طبخاً رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين هو من الأحكام التي تتعلق بالمساجد وهو نهى من أكل بصلاً أو ثوماً أو كراثاً أو نحوه فلا يقرب المسجد ولا يدخل المسجد حتى يذهب ريحه ثم ذكر أحاديث منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس يوم الجمعة فقال إنكم تأكلون من هاتين الشجرتين البصل والثوم وما أراهما أو ما أراهما إلا خبيثتين في الرائحة وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل أحد وقد أكل منها أمر به فأخرج إلى البقيع والبقيع قريب من المسجد كما هو معروف قريب من المسجد النبوي لكن يبعده إلى البقيع تعذيراً له وإلا فيكفي أن يخرج من باب المسجد لكن من أجل التعذير كان يخرج إلى هذا المكان الذي هو بعيد نوعاً ما ولكن عمر رضي الله عنه قال من أكلها - يعني من أراد أن يأكلها - فليبتها طبخاً - يعني فليطبخها - فإنه إذا طبخها راحت الرائحة وحصلت الفائدة

১৭০৪ - উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তিনি জুমার দিন ভাষণ প্রদানকালে বলেন: "হে লোকসকল! তোমরা দুটি উদ্ভিদ ভক্ষণ করো যেগুলোকে আমি কেবল দুর্গন্ধযুক্তই মনে করি; তা হলো পেঁয়াজ ও রসুন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, যখন তিনি মসজিদে কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে এগুলোর গন্ধ

পেতেন, তখন তাকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিতেন এবং তাকে ‘বাকী’ পর্যন্ত বের করে দেওয়া হতো। অতএব, যে ব্যক্তি এ দুটি খেতে চায়, সে যেন রান্নার মাধ্যমে এগুলোর দুর্গন্ধ দূর করে নেয়।" (মুসলিম বর্ণিত)

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালাহীন' গ্রন্থে যে অধ্যায়টি উল্লেখ করেছেন, তা মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধানাবলির অন্তর্ভুক্ত। তা হলো: পেঁয়াজ, রসুন, কুরাছ (পিঁয়াজ জাতীয় উদ্ভিদ) বা এ জাতীয় কিছু খাওয়ার পর এর গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত মসজিদের নিকটবর্তী হওয়া বা মসজিদে প্রবেশ করার নিষেধাজ্ঞা। এরপর তিনি বেশ কিছু হাদীস উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসটি রয়েছে। তিনি জুমার দিন ভাষণ দেওয়ার সময় বলেছিলেন যে, তোমরা এই দুটি উদ্ভিদ অর্থাৎ পেঁয়াজ ও রসুন ভক্ষণ করো, যেগুলোকে আমি হ্রাণের দিক থেকে অত্যন্ত মন্দ বা দুর্গন্ধযুক্ত মনে করি। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে কেউ এগুলো খেয়ে মসজিদে প্রবেশ করলে তাকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হতো এবং তাকে ‘বাকী’ পর্যন্ত বের করে দেওয়া হতো। ‘বাকী’ এলাকাটি মসজিদের নিকটে অবস্থিত, যেমনটি সবার জানা যে এটি মসজিদে নববীর অতি নিকটে। তবে তাকে শাসন বা দণ্ড (তায়ীর) দেওয়ার উদ্দেশ্যে ‘বাকী’ পর্যন্ত দূরে সরিয়ে দেওয়া হতো। নতুবা কেবল মসজিদের দরজার বাইরে বের করে দেওয়াই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু শাসনের উদ্দেশ্যে তাকে এমন এক স্থানে বের করে দেওয়া হতো যা কিছুটা দূরে অবস্থিত। উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আরও বলেন: "যে ব্যক্তি এ দুটি খেতে চায়"—অর্থাৎ যে তা ভক্ষণ করার ইচ্ছা করে—"সে যেন রান্নার মাধ্যমে এগুলোর দুর্গন্ধ দূর করে দেয়"—অর্থাৎ সে যেন তা রান্না করে নেয়। কারণ তা রান্না করলে দুর্গন্ধ চলে যায় এবং এর উপকারিতা অর্জিত হয়।

يستفاد من هذا الحديث أن البصل والثوم ليسا حراماً يجوز للإنسان أن يأكلهما لكن إذا أكلهما فلا يدخل المسجد ولا يصلي مع جماعة ولا يحضر درس علم لأن الملائكة تتأذى منه برائحته الخبيثة وكذلك قال العلماء من كان به رائحة أسنان أو بخر في الفم أو رائحة كريهة أو ما أشبه ذلك فإنه لا يقرب المسجد حتى يزيل هذه الرائحة لأن العلة قائمة وهي تأذي الملائكة بالروائح الكريهة فإن قال قائل لو أن الإنسان استعمل شيئاً تذهب به الرائحة فهل يجوز أن يدخل نقول نعم يجوز إذا أكل ما يذهب الرائحة إذهاباً كاملاً ولا صار يخرج من المعدة رائحة فلا بأس لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فإن قال إنسان هل يجوز للإنسان أن يأكلهما لئلا يحضر المسجد قلنا لا حرام لا يجوز للإنسان أن يتوصل إلى إسقاط الفرض بأي سبب كان لكن لو أكلهما لأنه يشتهيها فإننا نقول الأكل مباح ولكن لا تقرب المسجد حتى تزول رائحتهما والله الموفق

এই হাদিস থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, পেঁয়াজ এবং রসুন হারাম নয়; বরং মানুষের জন্য এগুলো ভক্ষণ করা বৈধ। তবে যদি কেউ এগুলো খায়, তবে সে যেন মসজিদে প্রবেশ না করে, জামাতে সালাত আদায় না করে এবং কোনো ইলমি মজলিসে (জ্ঞান চর্চার আসর) উপস্থিত না হয়; কারণ ফিরিশতাগণ এর দুর্গন্ধের কারণে কষ্ট পেয়ে থাকেন। অনুরূপভাবে উলামায়ে কেরাম বলেছেন, যার দাঁতে দুর্গন্ধ রয়েছে অথবা মুখে দুর্গন্ধ (বখর) কিংবা কোনো কটু গন্ধ অথবা এই জাতীয় কিছু থাকে, তবে সে যেন এই দুর্গন্ধ দূর না করা পর্যন্ত মসজিদের নিকটবর্তী না হয়; কেননা এখানে সেই মূল কারণটি বিদ্যমান রয়েছে, আর তা হলো কটু গন্ধের মাধ্যমে ফিরিশতাদের কষ্ট হওয়া। যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি এমন কিছু ব্যবহার করে যা দ্বারা দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়, তবে কি তার জন্য মসজিদে প্রবেশ করা জায়েজ হবে? আমরা বলব—হ্যাঁ, এটি জায়েজ হবে। যদি সে এমন কিছু ব্যবহার করে যা দুর্গন্ধকে সম্পূর্ণরূপে দূর করে দেয় এবং পাকস্থলী থেকে আর কোনো দুর্গন্ধ বের না হয়, তবে তাতে কোনো বাধা নেই; কেননা বিধান বা হুকুম তার কারণের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির ওপরই আবর্তিত হয়। আর যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, মসজিদে উপস্থিত না হওয়ার অজুহাতে কি কারও জন্য এগুলো খাওয়া জায়েজ হবে? আমরা বলব—না, তা হারাম; কোনো প্রকার বাহানা অবলম্বন করে ফরজ বা

আবশ্যকীয় বিধান বর্জন করার অপচেষ্টা করা মানুষের জন্য বৈধ নয়। তবে যদি কেউ স্রেফ রুচির কারণে তা আহার করে, তবে আমরা বলব যে, তা আহার করা বৈধ, কিন্তু এর দুর্গন্ধ দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত সে যেন মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। আল্লাহই তাওফিক দানকারী।

(ص: 449) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَاب كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء

1705 - عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوّة يوم الجمعة والإمام يخطب رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى بَاب النهي عن الحبوّة يوم الجمعة والإمام يخطب الحبوّة أن يضم الإنسان فخديه إلى بطنه وساقيه إلى فخديه ويربط نفسه بسير أو عبامة أو نحوها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها والإمام يخطب يوم الجمعة لسببين الأول أنه ربما تكون هذه الحبوّة سبباً لجلب النوم إليه فينام عن سماع الخطبة والثاني أنه ربما لو تحرك لبدت عورته لأن غالب لباس الناس فيما سبق الأزر والأردية ولو تحرك أو انقلب لبدت عورته وأما إذا أمن ذلك فإنه لا بأس بها لأن النهي إذا كان لعله معقولة فزالت العلة فإنه يزول النهي

জুমার দিনে ইমামের খুতবা প্রদানের সময় ইহতিবা (দুই হাত দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে বসা) অপছন্দনীয় হওয়ার পরিচ্ছেদ; কেননা এটি তন্দ্রা ডেকে আনে, ফলে খুতবা শ্রবণ হাতছাড়া হয়ে যায় এবং অজু ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে

১৭০৫ - মুআয ইবনে আনাস আল-জুহানি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুমার দিনে ইমামের খুতবা চলাকালীন ‘হাবওয়াহ’ (পদ্ধতিতে বসতে) নিষেধ করেছেন। আবু দাউদ ও তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং তারা বলেছেন এটি হাসান হাদিস।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ তাআলা) বলেন, জুমার দিনে ইমামের খুতবা চলাকালীন হাবওয়াহ পদ্ধতিতে বসার নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। হাবওয়াহ হলো—মানুষ তার উরুদ্বয়কে পেটের সাথে এবং পায়ের নলাদ্বয়কে উরুর সাথে মিলিয়ে বসবে এবং নিজেকে কোনো ফিতা, পাগড়ি বা এই জাতীয় কিছু দিয়ে বেঁধে নেবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুমার দিনে খুতবা চলাকালীন এ থেকে দুটি কারণে নিষেধ করেছেন। প্রথমত: সম্ভবত এই হাবওয়াহ তন্দ্রা আসার কারণ হতে পারে, ফলে সে ঘুমিয়ে পড়বে এবং খুতবা শোনা থেকে বঞ্চিত হবে। দ্বিতীয়ত: সম্ভবত সে যদি নড়াচড়া করে তবে তার সতর বা লজ্জাস্থান প্রকাশ পেয়ে যেতে পারে; কেননা অতীতে মানুষের অধিকাংশ পোশাক ছিল ইযার (লুঙ্গি) ও রিদা (চাদর)। যদি সে নড়াচড়া করত বা দিক পরিবর্তন করত তবে তার সতর প্রকাশ পেয়ে যেত। আর যখন এই বিষয়গুলো থেকে নিরাপদ থাকা যাবে, তখন এটি করতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ নিষেধাজ্ঞা যখন কোনো যৌক্তিক কারণের ওপর ভিত্তি করে হয় এবং সেই কারণটি দূর হয়ে যায়, তখন নিষেধাজ্ঞাও দূর হয়ে যায়।

(ص: 450) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَابُ نَهْيٍ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يَضْحِيَ عَنْ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ أَظْفَرِهِ حَتَّى يَضْحِيَ

1706 - عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي رواه مسلم

أما الباب الذي بعده فهو نهى من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو ظفره شيئاً حتى يضحي وذلك فيه هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هل هلال ذي الحجة ولأحدكم ذبح فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئاً يعني حتى يضحي فإذا دخل العشر من ذي الحجة وأن تريد أن تضحي أضحية عن نفسك أو عن غيرك من مالك فلا تأخذ شيئاً من شعرك لا من الإبط ولا من العانة ولا من الشارب ولا من الرأس حتى تضحي وكذلك لا تأخذن شيئاً من الظفر ظفر القدم أو ظفر اليد حتى تضحي وزاد غير مسلم ولا من بشرته - يعني من جلده - لا يأخذ شيئاً حتى يضحي وذلك احترام للأضحية ولأجل أن ينال غير المحرمين ما ناله المحرمون من احترام الشعور لأن الإنسان إذا حج أو أعتمر فإنه لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله فأراد الله عز وجل أن يجعل لعباده الذين لم يحجوا ويعتَمروا نصيباً من شعائر النسك والله أعلم

যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন শুরু হওয়ার পর যার কুরবানী করার ইচ্ছা আছে, তার জন্য কুরবানী না করা পর্যন্ত চুল বা নখ কাটা নিষিদ্ধ হওয়ার অধ্যায়

১৭০৬ - উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যার নিকট জবেহ করার মতো পশু রয়েছে, সে যখন যিলহজ মাসের চাঁদ দেখতে পায়, তখন থেকে কুরবানী না করা পর্যন্ত সে যেন তার চুল ও নখ থেকে কিছুই না কাটে।" (মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)

পরবর্তী অধ্যায়টি হলো সেই ব্যক্তির জন্য চুল বা নখ কাটা নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে, যে কুরবানী করার ইচ্ছা পোষণ করে, যতক্ষণ না সে কুরবানী সম্পন্ন করে। এই বিষয়ে উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত এই হাদিসটি রয়েছে যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যখন যিলহজ মাসের চাঁদ উদিত হয় এবং তোমাদের কারো কুরবানী করার সংকল্প থাকে, তবে সে যেন তার চুল ও নখ থেকে কিছুই না কাটে।" অর্থাৎ কুরবানী করা পর্যন্ত।

সুতরাং যখন যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন প্রবেশ করে এবং আপনি নিজের পক্ষ থেকে অথবা নিজের সম্পদ দিয়ে অন্যের পক্ষ থেকে কুরবানী করার সংকল্প করেন, তবে কুরবানী না করা পর্যন্ত আপনার চুল—চাই তা বগলের চুল হোক, নাভির নিচের চুল হোক, মোচ হোক কিংবা মাথার চুল—কিছুই কাটবেন না। তদ্রূপ হাতের বা পায়ের নখও কাটবেন না যতক্ষণ না কুরবানী সম্পন্ন করেন। ইমাম মুসলিম ব্যতীত অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ "শরীরের চামড়া" শব্দটিও যোগ করেছেন; অর্থাৎ কুরবানী না করা পর্যন্ত চামড়া থেকেও কিছু কাটবে না। আর এটি মূলত কুরবানীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে এবং যাতে করে যারা ইহরাম অবস্থায় নেই, তারাও ইহরামকারীদের মতো চুলের সম্মান বজায় রাখার সওয়াবটুকু লাভ করতে পারে। কারণ মানুষ যখন হজ বা উমরাহ করে, তখন হাদির পশু যথাস্থানে না পৌঁছানো পর্যন্ত সে তার মাথা মুণ্ডন করে না। তাই মহান আল্লাহ চেয়েছেন তাঁর সেই সকল বান্দা যারা হজ বা উমরাহ করতে পারেনি, তারাও যেন ইবাদতের এই বিশেষ নিদর্শনসমূহের কিঞ্চিৎ অংশ লাভ করতে পারে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(ص: 451) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحَلْفِ بِمَخْلُوقٍ كَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْكَعْبَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْحَيَاةِ وَالرُّوحِ وَنِعْمَةِ السُّلْطَانِ وَتَرْبَةِ فُلَانٍ وَهِيَ مِنْ أَشَدِّهَا نَهْيًا

1707 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ اللَّهُ تَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَخْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصِيتَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحِ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللَّهِ أَوْ لَيْسَكَ

1708 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي وَلَا بِأَبَائِكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ الطَّوَاغِي جَمْعُ طَاغِيَةٍ وَهِيَ الْأَصْنَامُ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ هَذِهِ طَاغِيَةٌ دُوسَ أَي: صَنِيعُهُمْ وَمَعْبُودُهُمْ وَرَوَى فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ بِالطَّوَاغِيَتِ جَمْعُ طَاغُوتٍ وَهُوَ الشَّيْطَانُ وَالصَّنَمُ

1709 - وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), কাবা, ফেরেশতাগণ, জীবন, আত্মা, সুলতানের অনুগ্রহ এবং অমুকের কবরের শপথের মতো কোনো সৃষ্টিজীবের নামে শপথ করা নিষিদ্ধ হওয়ার পরিচ্ছেদ; আর এগুলোর মধ্যে শেষোক্তটি নিষেধাজ্ঞার দিক থেকে অত্যন্ত কঠোর।

1707 - ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষদের নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং যাকে শপথ করতে হয়, সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে অথবা চুপ থাকে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। সহীহ-এর অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: "যাকে শপথ করতে হয়, সে যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ না করে অথবা নীরব থাকে।"

1708 - আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "তোমরা তাওয়াগী (মূর্তিসমূহ) এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদের নামে শপথ করো না।" (মুসলিম)। 'তাওয়াগী' হলো 'তাগিয়াহ'-এর বহুবচন, যার অর্থ প্রতিমাসমূহ। এ থেকেই হাদিসে এসেছে: "এটি দাউস গোত্রের তাগিয়াহ," অর্থাৎ তাদের প্রতিমা ও উপাস্য। মুসলিম ব্যতিরেকে অন্য গ্রন্থে 'তাওয়াগীত' শব্দেও বর্ণিত হয়েছে, যা 'তাগুত'-এর বহুবচন; আর তা হলো শয়তান ও প্রতিমা।

1709 - বুরাইদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি শপথ করল..."

(ص: 452) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بالأمانة فليس منا حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح
1710 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذباً فهو كما قال وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً رواه أبو داود

1711 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلاً يقول لا والكعبة فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله فإنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وقال حديث حسن وفسر بعض العلماء قوله كفر أو أشرك على التغليظ كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرياء شرك

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي عن الحلف الحلف معناه تأكيد الشيء بذكر معظم والإنسان لا يحلف بشيء إلا لأنه عظيم في نفسه فكأنه يقول بقدر عظمة هذا المحلوف به أي صادق ولهذا كان الحلف بالله عز وجل احلف بالله أو بصفة من صفاته أو بأي اسم من

আমানত রক্ষার শপথ করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটি একটি সহীহ হাদীস, আবু দাউদ এটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

১৭১০ - তাঁর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি শপথ করে বলে যে, 'আমি ইসলাম থেকে মুক্ত', সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে সে যা বলেছে তেমনই হবে। আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে সে ইসলামের দিকে সহি-সালামতে ফিরে আসতে পারবে না।" আবু দাউদ এটি বর্ণনা করেছেন।

১৭১১ - ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, "না, কাবার শপথ।" তখন ইবনে উমর বললেন, "আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু শপথ করো না। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু শপথ করল, সে কুফরী করল অথবা শিরক করল'।" তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি হাসান হাদীস। কোনো কোনো আলেম 'কুফরী বা শিরক' কথাটিকে কঠোর সতর্কবাণী হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, যেমনটি বর্ণিত হয়েছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "লোকদেখানো ইবাদত (রিয়া) হলো শিরক।"

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) বলেছেন, শপথ করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত অধ্যায়। শপথ বা হলফ-এর অর্থ হলো কোনো মহান সত্তার নাম উল্লেখ করে কোনো বিষয়কে দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করা। মানুষ কোনো কিছুর শপথ তখনই করে যখন সেটি তার নিজের কাছে মহান হিসেবে বিবেচিত হয়; যেন সে বলছে—যার নামে শপথ করা হচ্ছে তার মাহাত্ম্যের কসম, আমি সত্য বলছি। আর এই কারণেই শপথ হতে হবে কেবল মহান আল্লাহর নামে; আল্লাহর শপথ অথবা তাঁর কোনো গুণের নামে কিংবা তাঁর যে কোনো নামের মাধ্যমে।

(ص: 453) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أَسْمَاءُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى {أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} فَإِذَا حَلَفْتَ بِالرَّحْمَنِ أَوْ بِالرَّحِيمِ أَوْ بِالسَّبِيحِ ...
أَوْ أَيُّ اسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ فَهَذَا جَائِزٌ وَحُرُوفُ الْقِسْمِ ثَلَاثَةُ الْوَاوِ وَالْبَاءِ وَالتَّاءِ الْوَاوِ مِثْلُ وَاللَّهُ لَا فَعْلَن كَذَا وَالْبَاءِ مِثْلُ بِاللَّهِ لَا فَعْلَن كَذَا وَالتَّاءِ تَاللَّهُ لَا فَعْلَن كَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} {يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُزْضَوْكُمْ} وَقَالَ تَعَالَى {تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُزْدِينَ} وَقَالَ تَعَالَى {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ} فَهَذِهِ حُرُوفُ الْقِسْمِ وَالْقِسْمُ بَغِيرِ اللَّهِ كَفَر أَوْ شَرِكٌ ثُمَّ قَدْ يَكُونُ كَفَرًا أَكْبَرُ وَقَدْ يَكُونُ كَفَرًا أَصْغَرُ وَكَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ شَرَكًا أَكْبَرُ وَقَدْ يَكُونُ شَرَكًا أَصْغَرُ فَإِذَا اعْتَقَدَ الْحَالِفُ فِي شَيْءٍ أَنَّ هَذَا الشَّيْءَ لَهُ مِنَ الْعِظَمَةِ مِثْلُ مَا لِلَّهِ فَإِنَّ هَذَا شَرِكٌ أَكْبَرُ وَإِنْ اعْتَقَدَ أَنَّ لَهُ عِظَمَةً دُونَ عِظَمَةِ اللَّهِ فَهُوَ شَرِكٌ أَصْغَرُ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ لِلْأَكْبَرِ وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَدْ اعْتَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا بِأَبَائِهِمْ فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَقَالَ لَا تَحْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ يَعْنِي وَلَا بِأَخْوَانِكُمْ وَلَا بِأَجْدَادِكُمْ وَلَا بِرُؤَسَائِكُمْ لَكِنْ خَصَّ الْأَبَاءَ بِالذِّكْرِ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الْمَعْتَادُ عِنْدَهُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لَيْسَ كَتَّ يَعْنِي إِمَّا لِيَحْلِفَ بِاللَّهِ أَوْ لَا يَحْلِفُ أَمَّا أَنْ يَحْلِفَ

بغير الله فلا ومن ذلك الحلف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أشرف البشر وسيد البشر لو قلت والنبي محمد كنت مشركاً أو كافراً الحلف بجبريل لو قلت وجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار أو غير هؤلاء فهذا شرك لو قلت والشمس والقمر والليل والنهار تحلف بها فهذا شرك إما أكبر وإما أصغر على حسب ما قسمنا وتحلف أيضاً بصفة من صفات الله مثل وعزة الله لأفعلن وحكمة الله لأفعلن كذا وكذا لا بأس به أما الحلف بغير الله فهو كما قلت كفر أو شرك إما أكبر وإما أصغر ثم ذكر المؤلف الحديث أن من قال هو بريء من دين الإسلام إن كان كذا وأن الإنسان لا يحل له أن يقول هذا وأنه إن قال هذا فإن كان كاذباً فهو كما قال يعني أنه بريء من الإسلام والعياذ بالله وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً يعني لا بد أن يآثم أو يكفر ومثله قول القائل هو يهودي إن حصل كذا وكذا هو نصراني إن حصل كذا وكذا هذا يقال له إن ذلك محرم عليك لأنك إن كنت كاذباً فأنت كما قلت يهودي أو نصراني وإن كنت صادقاً فلن ترجع إلى الإسلام سالماً مثال ذلك قال رجل إن فلاناً قدم اليوم وصل اليوم وكان مسافراً فقال له صاحبه لا ما وصل قال الأول هو يهودي إن كان لم يقدم فإن كان كاذباً وأنه لم يقدم يعني كاذباً فإنه يكن يهودياً لأنه قال هو يهودي إن كان لم يقدم وهو كاذب فيكون بذلك يهودياً وإن كان صادقاً أنه قدم فإنه لن يرجع إلى الإسلام سالماً كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم البهم إنك إذا أردت أن تحلف فأحلف بالله بأي اسم من أسماء الله أو بأي صفة من صفات الله قد يقول قائل أليس الله تعالى أقسم بالمخلوقات قال {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} وقال {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا} وقال {وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا} نقول إن الله تعالى له أن يحلف بما شاء من خلقه فهو إذا حلف بشيء كان ذلك دليلاً على عظمة الله لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق والله تعالى لا يحلف بشيء إلا بشيء عظيم وعظم المخلوق من عظم الخالق والله أن يحلف بما شاء من خلقه ولا أحد يحجر على الله يفعل ما يريد عز وجل فإن قال القائل نسمع بعض الناس تقول أقسم

بآيات الله هل هذا حلف بغير الله وهل هذا كفر أو شرك نقول ماذا يريد بآيات الله إن أراد بآيات الله الشمس والقمر والليل والنهار فهذا حلف بغير الله فيكون مشركاً أو كافراً لأن الله يقول {وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ} فإذا قال أنا أريد بآيات الله التي حلفت بها هذه الأشياء قلنا هذا حلف بغير الله فيكون مشركاً أو كافراً وإن قال أريد بآيات الله القرآن لأن القرآن آيات الله عز وجل فهذا ليس بمشرك لماذا لأن القرآن الكريم كلام الله وكلام الله تعالى من صفاته فإذا قال أقسم بآيات الله أقصد بذلك القرآن قلنا هذا قسم صحيح وليس فيه شيء وفي ظني أن العوام إذا قال أقسم بآيات الله في ظني أنهم يريدون القرآن فإذا كانوا يريدون القرآن فليس حراماً ولكن إن كانوا يريدون الآيات التي هي الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار وما أشبه ذلك هذا شرك أو كفر والله الموفق

তাঁর নামসমূহ। মহান আল্লাহ বলেছেন, "আর আল্লাহর জন্য সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, অতএব তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাকো।" আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন, "তোমরা যে নামেই আহ্বান করো না কেন, তাঁর জন্যই তো রয়েছে সকল সুন্দর নাম।" সুতরাং আপনি যদি পরম করুণাময় (আর-রাহমান), দয়ালু (আর-রাহীম) কিংবা সর্বশ্রোতা (আস-সামী).....

অথবা আল্লাহর নামসমূহের মধ্য হতে যেকোনো একটির শপথ করেন, তবে তা বৈধ। শপথের অক্ষর তিনটি: ওয়াও, বা এবং তা। 'ওয়াও' এর উদাহরণ যেমন—'ওয়াল্লাহি' (আল্লাহর শপথ) আমি অবশ্যই এমনটি করব। 'বা' এর উদাহরণ যেমন—'বিল্লাহি' আমি অবশ্যই এমনটি করব। এবং 'তা' এর উদাহরণ যেমন—'তাল্লাহি' আমি অবশ্যই এমনটি করব। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আর তারা আল্লাহর নামে তাদের কঠোর শপথ করে।" "তারা তোমাদের কাছে আল্লাহর নামে শপথ করে যাতে তোমাদের সন্তুষ্ট করতে পারে।" আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন, "আল্লাহর শপথ! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিলে।" আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন, "না, তোমার রবের শপথ! তারা ঈমানদার হবে না।" এগুলি হলো শপথের অক্ষর। আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ করা কুফর অথবা শিরক। এরপর তা কখনো বড় কুফর হতে পারে আবার কখনো ছোট কুফর হতে পারে; তেমনিভাবে কখনো তা বড় শিরক হতে পারে আবার কখনো ছোট শিরক হতে পারে। যদি শপথকারী শপথকৃত বস্তু

সম্পর্কে এমন বিশ্বাস পোষণ করে যে, আল্লাহর ন্যায় এরও কোনো মহানত্ব রয়েছে, তবে এটি বড় শিরক। আর যদি বিশ্বাস করে যে এর মহানত্ব আল্লাহর মহানত্বের চেয়ে কম, তবে তা ছোট শিরক; কারণ এটি বড় শিরকের মাধ্যম। জাহিলিয়াত যুগে তারা তাদের পিতৃপুরুষদের নামে শপথ করতে অভ্যস্ত ছিল, ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা থেকে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, "তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের নামে শপথ করো না।" অর্থাৎ তোমাদের ভাইদের নামেও নয়, তোমাদের পিতামহদের নামেও নয় এবং তোমাদের নেতাদের নামেও নয়। তবে পিতৃপুরুষদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ তাদের মধ্যে এটাই প্রচলিত ছিল। "যে ব্যক্তি শপথ করতে চায় সে যেন আল্লাহর নামেই শপথ করে অথবা চুপ থাকে।" অর্থাৎ হয় সে আল্লাহর নামে শপথ করবে নতুবা শপথ করা থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা যাবে না। এরই অন্তর্ভুক্ত হলো মানবজাতির শ্রেষ্ঠ এবং মানবজাতির সরদার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে শপথ করা। আপনি যদি বলেন 'নবীর শপথ', তবে আপনি মুশরিক বা কাফির হয়ে যাবেন। জিবরাঈলের নামে শপথ করা; যদি আপনি বলেন জিবরাঈল, মীকাঈল, ইসরাফীল ও জাহান্নামের প্রহরী মালিক বা তাদের অন্য কারো শপথ, তবে তা শিরক। যদি আপনি সূর্য, চন্দ্র, রাত ও দিনের শপথ করেন, তবে তা শিরক; যা আমাদের পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী বড় অথবা ছোট শিরক হতে পারে। আপনি আল্লাহর কোনো গুণের (সিফাত) নামেও শপথ করতে পারেন, যেমন: 'আল্লাহর ইজ্জতের শপথ' আমি অবশ্যই এটি করব, 'আল্লাহর প্রজ্ঞার (হিকমত) শপথ' আমি অমুক কাজ করব; এতে কোনো দোষ নেই। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু নামে শপথ করা যেমনটি বলেছি কুফর বা শিরক, যা বড় অথবা ছোট হতে পারে। অতঃপর লেখক সেই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, যে ব্যক্তি বলে—অমুক কাজ করলে সে ইসলাম ধর্ম থেকে মুক্ত, তবে মানুষের জন্য তা বলা বৈধ নয়। আর সে যদি তা বলে এবং মিথ্যাবাদী হয়, তবে সে যেমনটি বলেছে তেমনটিই হবে; অর্থাৎ সে ইসলাম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। আর সে যদি সত্যবাদীও হয়, তবে সে শান্তিতে বা নিরাপদে ইসলামে ফিরে আসতে পারবে না। অর্থাৎ তাকে অবশ্যই পাপে লিপ্ত হতে হবে অথবা সে কুফরিতে লিপ্ত হবে। অনুরূপ কোনো ব্যক্তির কথা যে—অমুক কাজ ঘটলে সে ইহুদি হয়ে যাবে বা অমুক কাজ ঘটলে সে নাসারা হয়ে যাবে। তাকে বলা হবে যে, এটি আপনার জন্য হারাম; কারণ আপনি যদি মিথ্যাবাদী হন তবে আপনি যেমনটি বলেছেন তেমনটিই (ইহুদি বা নাসারা) হয়ে যাবেন। আর যদি আপনি সত্যবাদী হন তবে আপনি নিরাপদে ইসলামে ফিরে আসতে পারবেন না। এর উদাহরণ হলো,

এক ব্যক্তি বলল যে, অমুক ব্যক্তি আজ এসেছে এবং সে সফরে ছিল। তার সাথী বলল, না সে আসেনি। তখন প্রথম ব্যক্তি বলল, সে যদি আজ না এসে থাকে তবে আমি ইহুদি। এখন সে যদি মিথ্যাবাদী হয় অর্থাৎ সে যদি প্রকৃতপক্ষে না এসে থাকে, তবে সে ইহুদি হয়ে যাবে। কারণ সে বলেছে যে সে ইহুদি হবে যদি সে না আসে এবং সে মিথ্যা বলেছে, ফলে সে এর মাধ্যমে ইহুদি হয়ে গেল। আর যদি সে সত্যবাদী হয় যে সে এসেছে, তবে সে শান্তিতে ইসলামে ফিরে আসবে না যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। মূল কথা হলো আপনি যখন শপথ করতে চাইবেন তখন আল্লাহর নামে শপথ করবেন—আল্লাহর নামসমূহের যেকোনো নাম দিয়ে অথবা আল্লাহর গুণাবলির যেকোনো গুণ দিয়ে। কেউ বলতে পারেন, আল্লাহ তাআলা কি সৃষ্টি জগতের শপথ করেননি? তিনি বলেছেন: "সূর্য ও তার কিরণের শপথ।" তিনি বলেছেন: "রাত্রির শপথ যখন তা আচ্ছন্ন হয়।" তিনি বলেছেন: "আকাশের শপথ এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন।" আমরা বলব যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির মধ্য হতে যা ইচ্ছা তার শপথ করার অধিকার রাখেন। তিনি যখন কোনো কিছু শপথ করেন তা আল্লাহর মহানত্বের প্রমাণ হয়, কারণ সৃষ্টির বিশালত্ব স্রষ্টার মহানত্বকেই নির্দেশ করে। আর আল্লাহ তাআলা কোনো মহান বস্তু ছাড়া শপথ করেন না, আর সৃষ্টির মহানত্ব তো স্রষ্টার মহানত্ব থেকেই উৎসারিত। আর আল্লাহর অধিকার রয়েছে তাঁর সৃষ্টির মধ্য হতে যা ইচ্ছা তার শপথ করার এবং আল্লাহর ওপর কারো কোনো কর্তৃত্ব নেই, তিনি যা ইচ্ছা করেন তা-ই করেন। কোনো ব্যক্তি যদি প্রশ্ন করে যে, আমরা কিছু মানুষকে বলতে শুনি 'আল্লাহর নিদর্শনাবলির (আয়াত) শপথ', এটি কি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ? এটি কি কুফর বা শিরক? আমরা বলব যে, সে 'আল্লাহর নিদর্শনাবলি' বলতে কী বুঝিয়েছে? যদি সে আল্লাহর নিদর্শনাবলি বলতে সূর্য, চন্দ্র, রাত ও দিন বুঝায় তবে এটি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ, যা শিরক বা কুফর হবে। কারণ আল্লাহ বলেন: "রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র তাঁরই নিদর্শনাবলির অন্তর্ভুক্ত।" সুতরাং সে যদি বলে যে আমি আল্লাহর নিদর্শন বলতে এই সৃষ্টি বস্তুগুলো বুঝিয়েছি, তবে আমরা বলব এটি আল্লাহ ছাড়া অন্যের শপথ, যা শিরক বা কুফর হবে। আর যদি সে বলে যে আমি আল্লাহর আয়াত বা নিদর্শন বলতে কুরআন বুঝিয়েছি, কারণ কুরআন আল্লাহর কালাম, তবে সে মুশরিক হবে না। কেন? কারণ কুরআন কারীম আল্লাহর কালাম বা বাণী, আর আল্লাহর কালাম তাঁর গুণের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সে যদি বলে 'আল্লাহর আয়াতের শপথ' এবং তা দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য নেয়, তবে আমরা বলব এটি সঠিক শপথ এবং এতে কোনো দোষ নেই। আমার ধারণা সাধারণ মানুষ যখন 'আল্লাহর আয়াতের শপথ' বলে তখন তারা কুরআনকেই উদ্দেশ্য করে। সুতরাং

তারা যদি কুরআন উদ্দেশ্য করে তবে তা হারাম নয়; কিন্তু যদি তারা সেই নিদর্শনসমূহ উদ্দেশ্য করে যা হলো সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, রাত, দিন ও এই জাতীয় বস্তু, তবে তা শিরক বা কুফর। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

(ص: 454) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَابُ تَغْلِيظِ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ عَمْدًا

1712 - عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان قال ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية متفق عليه

1713 - وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرّم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله قال وإن كان قضيباً من أراك رواه مسلم

1714 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس رواه البخاري

ইচ্ছাকৃত মিথ্যা শপথের কঠোর পরিণাম বিষয়ক পরিচ্ছেদ

১৭১২ - ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শপথ করে, সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে তিনি তার ওপর

অত্যন্ত রাগান্বিত থাকবেন।" তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সত্যতার প্রমাণস্বরূপ মহান আল্লাহর কিতাব থেকে তিলাওয়াত করলেন: {নিশ্চয় যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে...} আয়াতের শেষ পর্যন্ত। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

১৭১৩ - আবু উমামাহ ইয়াস ইবনে সা'লাবাহ আল-হারিসী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি শপথের মাধ্যমে কোনো মুসলিম ব্যক্তির হক নষ্ট করে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত করেন এবং জান্নাত তার জন্য হারাম করে দেন।" জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! যদি তা সামান্য কোনো বস্তুও হয়?" তিনি বললেন, "তা যদি আরাক (পিলু) গাছের একটি ডালও হয়।" (মুসলিম)

১৭১৪ - আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "কবিরাত গুনাহসমূহ হলো: আল্লাহর সাথে শিরক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, নরহত্যা করা এবং 'ইয়ামিনে গামূস' (ডুবিয়ে দেওয়া মিথ্যা শপথ)।" (বুখারি)

(ص: 455) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

وفي رواية له أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر قال: الإشراك بالله قال ثم ماذا قال اليمين الغموس قلت وما اليمين الغموس قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم يعني بيمين هو فيها كاذب

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب تغليظ اليمين الكاذبة التي يقتطع بها مال امرئ مسلم وذلك أن الإنسان يجب عليه إذا حلف بالله أن يكون

صَادَقًا سِوَاءَ حَلْفٍ عَلَى أَمْرٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَوْ عَلَى أَمْرٍ يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهِ فَإِنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا كَاذِبٌ فَإِنْ كَانَ يَقْتَضِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَلَوْ يَسِيرًا فَإِنَّهُ يَلْقَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانِ مِثَالُ ذَلِكَ إِنْسَانٌ ادَّعَى عَلَيْهِ شَخْصٌ قَالَ أَنَا أُعْطِيتُكَ أَلْفَ رِيَالٍ قَالَ لَا لَيْسَ لَكَ عِنْدِي شَيْءٌ وَالدَّعْيُ لَيْسَ عِنْدَهُ بَيْنَةٌ فَقَالَ الْقَاضِي لِلْمُنْكَرِ احْلِفْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ فَحَلَفَ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَهُ عِنْدِي شَيْءٌ الْقَاضِي سَيَحْكُمُ بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْبَيْنَةَ عَلَى مَنْ ادَّعَى وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

এবং তাঁর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, এক গ্রাম্য ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল: হে আল্লাহর রাসূল! কবিরী গুনাহসমূহ কী কী? তিনি বললেন: আল্লাহর সাথে শিরক করা। সে বলল: তারপর কোনটি? তিনি বললেন: আল-ইয়ামিনুল গামূস (ডুবিয়ে দেওয়া শপথ)। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আল-ইয়ামিনুল গামূস কী? তিনি বললেন: যা দ্বারা কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ আত্মসাৎ করা হয়, অর্থাৎ এমন শপথ যাতে সে মিথ্যাবাদী।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর রচিত 'রিয়াদুস সলিহীন' গ্রন্থে 'মিথ্যা শপথের ভয়াবহতা যার মাধ্যমে কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ আত্মসাৎ করা হয়' শীর্ষক পরিচ্ছেদে বলেছেন যে, মানুষের জন্য কর্তব্য হলো যখন সে আল্লাহর নামে শপথ করবে তখন যেন সত্যবাদী হয়, চাই সে নিজের সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে শপথ করুক কিংবা অন্য কারো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। যদি সে এমন কোনো শপথ করে যাতে সে মিথ্যাবাদী, আর এর মাধ্যমে যদি কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ আত্মসাৎ করা হয়—যদিও তা সামান্য হয়—তবে কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত থাকবেন। এর উদাহরণ হলো: কোনো ব্যক্তি অন্য একজনের বিরুদ্ধে দাবি করল যে, "আমি তোমাকে এক হাজার রিয়াল দিয়েছি।" সে বলল, "না, আমার কাছে তোমার কোনো পাওনা নেই।" আর বাদীর (দাবিকারীর) কাছে কোনো প্রমাণ নেই। তখন বিচারক অস্বীকারকারীকে বললেন, "তুমি শপথ করো যে তার কোনো পাওনা তোমার কাছে নেই।" তখন সে শপথ করে বলল, "আল্লাহর কসম, আমার কাছে তার কোনো পাওনা নেই।" এমতাবস্থায় বিচারক রায় দেবেন যে, তার

ওপর বাদীর কোনো অধিকার নেই; কারণ প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব বাদীর (দাবিকারীর) এবং শপথ করার দায়িত্ব অস্বীকারকারীর।

(ص: 456) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

فهذا الرجل الذي حلف وهو كاذب يلقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله ويحرم الله عليه الجنة ويدخله النار نسأل الله العافية حتى قالوا يا رسول الله وإن كان شيء يسيرا قال: وإن كان قضيبياً من أراك قضيبياً ما يملأ اليد من علف أو أعواد أو ما أشبه ذلك يعني حتى ولو كان كذلك أو إن القضيبي هو العود الواحد من الأراك يعني من المساويك حتى لو أن الإنسان حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم ولو عوداً من أراك فإنه يحصل على هذا الوعيد الشديد والعياذ بالله وأما ما يتعلق بنفسه مثل أن يقال له إنك فعلت كذا فقال والله ما فعلت وهو كاذب فهذا إذا كان كاذباً فإنه لا يستحق هذا الوعيد لكنه والعياذ بالله آثم جمع بين الكذب وبين الحلف بالله عز وجل كاذباً فتتضاعف عليه العقوبة فعلى المسلم أن يكون محترماً لله عز وجل معظماً له لا يكسر اليمين وإذا حلف فليكن صادقاً حتى يكون باراً بيمينه نسأل الله لنا ولكم التوفيق

অতএব, যে ব্যক্তি মিথ্যা জেনেও শপথ করে, সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তিনি তার ওপর রাগান্বিত থাকবেন—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি—এবং আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেবেন ও তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা কামনা করি। এমনকি সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি তা সামান্য কোনো বস্তুও হয়? তিনি বললেন: যদিও তা আরাক বৃক্ষের (মিসওয়াকের) একটি ডাল হয়। ‘কাদীব’ বলতে হাতের মুঠি পরিমাণ গবাদি পশুর খাদ্য বা কাষ্ঠখণ্ড অথবা অনুরূপ কিছুকে বোঝায়। অর্থাৎ বিষয়টি এমন হলেও, কিংবা যদি তা আরাক

বৃক্ষের একটিমাত্র কাষ্ঠখণ্ড বা মেসওয়াকও হয়। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি কোনো মুসলিমের সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে, চাই তা একটি মিসওয়াকও হোক না কেন, তবে সে এই কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হবে—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই। আর যা কেবল তার নিজের সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট, যেমন তাকে বলা হলো: ‘তুমি অমুক কাজ করেছ’, আর সে মিথ্যা জেনেও বলল: ‘আল্লাহর কসম, আমি তা করিনি’; তবে এক্ষেত্রে সে মিথ্যাবাদী হলে উক্ত শাস্তির (সম্পদ আত্মসাতের ন্যায়) উপযুক্ত হবে না ঠিকই, কিন্তু সে পাপিষ্ঠ হিসেবে গণ্য হবে—আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। কেননা সে এখানে মিথ্যার পাশাপাশি মহান আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথকেও যুক্ত করেছে, ফলে তার শাস্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। অতএব, একজন মুসলিমের কর্তব্য হলো মহান আল্লাহর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করা এবং অধিক পরিমাণে শপথ না করা। আর যদি শপথ করতেই হয়, তবে যেন সে সত্য কথা বলে, যাতে সে তার শপথে একনিষ্ঠ থাকতে পারে। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের ও আপনাদের জন্য তাওফীক কামনা করি।

(ص: 457) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَابُ نَدْبٍ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ الْبَحْلُوفَ عَلَيْهِ
ثُمَّ يَكْفُرُ عَنْ يَمِينِهِ

1715 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...

وَإِذَا حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكْفُرْ عَنْ يَمِينِكَ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

1716 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ
حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَكْفُرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ رَوَاهُ
مُسْلِمٌ

1717 - وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير متفق عليه

1718 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه متفق عليه قوله يلج بفتح اللام وتشديد الجيم أي يتبادى فيها ولا يكفر وقوله آثم بالثاء المثلثة أي أكثر إثماً

[الشَّرْحُ]

هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين يقول باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير

পরিচ্ছেদ: কেউ কোনো বিষয়ে শপথ করার পর যদি তার চেয়ে উত্তম অন্য কিছু দেখে, তবে সেই শপথকৃত কাজটি সম্পাদন করা এবং অতঃপর তার শপথের কাফফারা প্রদান করা মুস্তাহাব।

১৭১৫ - আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বলেছেন: ...

“আর যখন তুমি কোনো বিষয়ে শপথ করবে, অতঃপর তার চেয়ে উত্তম অন্য কিছু দেখবে, তবে তুমি সেই উত্তম কাজটিই করো এবং তোমার শপথের কাফফারা আদায় করো।” (বুখারি ও মুসলিম)

১৭১৬ - আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: “যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে শপথ করে, অতঃপর তার চেয়ে উত্তম অন্য কিছু দেখে, তবে সে যেন তার শপথের কাফফারা আদায় করে এবং সেই উত্তম কাজটিই সম্পাদন করে।” (মুসলিম)

১৭১৭ - আবু মুসা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: “আল্লাহর কসম, যদি আল্লাহ চান, আমি কোনো বিষয়ে শপথ করার পর যদি তার চেয়ে উত্তম অন্য কিছু দেখি, তবে

অবশ্যই আমি আমার শপথের কাফফারা আদায় করি এবং সেই উত্তম কাজটিই সম্পাদন করি।” (বুখারি ও মুসলিম)

১৭১৮ - আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: “তোমাদের কারো নিজ পরিবারের ব্যাপারে কৃত শপথের ওপর অটল থাকা আল্লাহর নিকট তার চেয়ে বেশি গুনাহের কাজ, যা আল্লাহ তার ওপর (শপথ ভঙ্গের ক্ষেত্রে) কাফফারা হিসেবে ফরজ করেছেন।” (বুখারি ও মুসলিম)। হাদিসে বর্ণিত 'ইয়ালিজ্জা' (লাম-এ জবর এবং জীম-এ তাশদীদসহ) অর্থ হলো—তাতে অটল থাকা এবং কাফফারা না দেওয়া। আর 'আসামু' (তিন নুজ্জাবিশিষ্ট সা দ্বারা) অর্থ হলো—অধিক গুনাহের কাজ।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) তার 'রিয়াদুস সালেহীন' গ্রন্থে এই পরিচ্ছেদটি রচনা করেছেন। তিনি বলেছেন: পরিচ্ছেদ—কেউ কোনো বিষয়ে শপথ করার পর যদি তার চেয়ে উত্তম অন্য কিছু দেখে, তবে তার শপথের কাফফারা প্রদান করা এবং সেই উত্তম কাজটি সম্পাদন করা মুস্তাহাব হওয়া প্রসঙ্গে।

(ص: 458) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

وذلك أن الإنسان إذا حلف على شيء فالأفضل ألا يحنث في يمينه أن يبقى على ما حلف عليه لكن إذا حلف على ترك واجب وجب عليه أن يحنث ويكفر مثل أن قال والله لا أصلي اليوم في جماعة هذا حرام عليه صلاة الجماعة واجبة وهذا ربما يقع ربما يقول مثلاً أبوه له يا ولد روح صلي يقول والله اليوم ما أصلي مع جماعة عنادا لكم هكذا يقول بعض السفهاء فإذا حلف قلنا هذا لا يجوز لازم تصلي مع جماعة وتكفر عن يمينك وإذا حلف فقال والله لا أكلم ابن عمي لسوء تفاهم بينهما مثلاً هذا أيضاً حرام لأنه قطيعة رحم وهجر لأخيه فيقال كلبه وكفر عن يمينك وإذا قال

عندما أمره أبوه مثلاً أن يصلي نافلة الظهر قال والله ما أصليها عناداً لك نقول هذا الأفضل أن يصلي ويكفر عن يمينه ولكن ليس بواجب لأن نافلة الظهر ما هي واجبة فالحاصل أن الإنسان إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير وهو بالخيار إن شاء فعل ثم كفر أو إن شاء كفر ثم فعل وذكر المؤلف أحاديث منها حديث عبد الرحمن بن سبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أما فعله فقال: والله إن شاء الله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير فثبت بذلك أي بالسنة القولية والفعلية أن الإنسان إذا حلف على شيء ورأى غيره خيراً منه فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير أما إذا لم يكن كذلك فالأفضل أن يبقى على يمينه وألا يحنث لقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم والله

الوفى

বস্তুত মানুষ যখন কোনো বিষয়ে শপথ করে, তখন উত্তম হলো শপথ ভঙ্গ না করা এবং যে বিষয়ের ওপর শপথ করেছে তার ওপর অটল থাকা। তবে সে যদি কোনো ওয়াজিব (আবশ্যিক) কাজ বর্জনের শপথ করে, তবে তার জন্য শপথ ভঙ্গ করা এবং কাফফারা প্রদান করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন কেউ যদি বলে, "আল্লাহর কসম, আজ আমি জামাতে সালাত আদায় করব না"—এটি তার জন্য হারাম; কেননা জামাতে সালাত আদায় করা ওয়াজিব। এমন ঘটনা মাঝেমধ্যেই ঘটে থাকে। যেমন—হয়তো তার পিতা তাকে বলল, "হে বৎস, সালাত আদায় করতে যাও," আর সে একগুঁয়েমি করে বলল, "আল্লাহর কসম, আজ আমি আপনাদের সাথে জামাতে সালাত পড়ব না।" নির্বোধ শ্রেণির কিছু মানুষ এমনটি বলে থাকে। সে যখন এমন শপথ করবে, তখন আমরা বলব: এটি বৈধ নয়। আপনার জন্য জামাতে সালাত আদায় করা এবং শপথের কাফফারা প্রদান করা আবশ্যিক। আর যদি কেউ শপথ করে বলে, "আল্লাহর কসম, আমি আমার চাচাতো ভাইয়ের সাথে কথা বলব না"—হয়তো তাদের মাঝে কোনো ভুল বোঝাবুঝির কারণে—তবে এটিও হারাম। কেননা এটি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা এবং নিজের ভাইকে বর্জন করার শামিল। এমতাবস্থায় তাকে বলা হবে: তার সাথে কথা বলুন

এবং আপনার শপথের কাফফারা দিন। আবার যদি এমন হয় যে, পিতা তাকে যোহরের নফল সালাত পড়ার আদেশ দিলেন, আর সে একগুঁয়েমি করে বলল, "আল্লাহর কসম, আমি এটি পড়ব না," তবে আমরা বলব—উত্তম হলো সালাতটি আদায় করা এবং শপথের কাফফারা দেওয়া; কিন্তু এটি ওয়াজিব নয়, কারণ যোহরের নফল সালাত ওয়াজিব পর্যায়ের নয়।

সারসংক্ষেপ হলো, মানুষ যখন কোনো শপথ করে এবং পরবর্তীতে অন্য কোনো কাজকে তার চেয়ে কল্যাণকর মনে করে, তবে তার উচিত শপথের কাফফারা দেওয়া এবং সেই কল্যাণকর কাজটি করা। এ ক্ষেত্রে সে ইচ্ছাধীন; চাইলে আগে কাজটি করে পরে কাফফারা দিতে পারে, অথবা আগে কাফফারা দিয়ে পরে কাজটি করতে পারে। গ্রন্থকার এ প্রসঙ্গে কিছু হাদিস উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা (রাঃ.) বর্ণিত হাদিস, যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তুমি যখন কোনো বিষয়ে শপথ করো এবং পরবর্তীতে অন্য কোনো কিছুকে তার চেয়ে উত্তম মনে করো, তবে তোমার শপথের কাফফারা দাও এবং যা উত্তম তাই করো।" এটি হলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উক্তি। আর তাঁর কর্মের প্রমাণ হলো তাঁর এই বাণী: "আল্লাহর কসম—ইনশাআল্লাহ—আমি যখনই কোনো বিষয়ে শপথ করি এবং পরে অন্য কোনো কাজকে তার চেয়ে কল্যাণকর মনে করি, তখনই আমি আমার শপথের কাফফারা আদায় করি এবং যা উত্তম তাই করি।" এর মাধ্যমে অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা ও কর্ম দ্বারা এটি সাব্যস্ত হলো যে, মানুষ যখন কোনো বিষয়ে শপথ করে এবং অন্য কিছুকে তার চেয়ে উত্তম মনে করে, তখন সে যেন শপথের কাফফারা দেয় এবং যা কল্যাণকর তাই করে। তবে যদি বিষয়টি এমন না হয়, তবে উত্তম হলো শপথের ওপর অটল থাকা এবং তা ভঙ্গ না করা; কারণ মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তোমরা তোমাদের শপথসমূহ রক্ষা করো।" আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 459) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَابُ الْعَفْوِ عَنْ لُغْوِ الْيَمِينِ وَأَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ وَهُوَ مَا يَجْرِي عَلَى اللِّسَانِ بِغَيْرِ قَصْدِ
الْيَمِينِ كَقَوْلِهِ عَلَى الْعَادَةِ لَا وَاللَّهِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}

1719 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} في قول الرجل لا والله وبلى والله رواه البخاري

[الشَّرْحُ]

قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ رِيَاضُ الصَّالِحِينَ بَابُ الْعَفْوِ عَنْ لُغْوِ الْيَمِينِ لُغْوُ الْيَمِينِ هِيَ الْيَمِينُ الَّتِي يَقُولُهَا الْإِنْسَانُ عَلَى لِسَانِهِ لَا يَقْصِدُهَا بِقَلْبِهِ وَقَدْ عَفَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ كَثِيرًا أَنْ يَقُولَ الْإِنْسَانُ لَا وَاللَّهِ مَا أَنَا ذَاهِبٌ لَا وَاللَّهِ مَا أَنَا فَاعِلٌ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَلَمَّا كَثُرَ هَذَا فِي أَلْسِنِ النَّاسِ عَفَا اللَّهُ

পরিচ্ছেদ: নিরর্থক শপথ ক্ষমা হওয়া এবং এতে কোনো কাফফারা না থাকা প্রসঙ্গে; আর এটি হলো সেই শপথ যা কোনো সংকল্প ছাড়াই অভ্যাসবশত জিহ্বায় উচ্চারিত হয়, যেমন মানুষের কথা: না, আল্লাহর কসম।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, {আল্লাহ তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য তোমাদের পাকড়াও করবেন না, কিন্তু তিনি তোমাদের সেই শপথের জন্য পাকড়াও করবেন যা তোমরা দৃঢ়ভাবে করেছ। সুতরাং এর কাফফারা হলো দশজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাবার খাওয়ানো যা তোমরা নিজ পরিবারকে খাইয়ে থাক, অথবা তাদের বস্ত্র প্রদান করা কিংবা একজন দাস মুক্ত করা। অতঃপর যে সামর্থ্য রাখবে না, সে তিন দিন রোজা রাখবে। এটিই তোমাদের শপথের কাফফারা যখন তোমরা শপথ করবে। আর তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করো।}

১৭১৯ - আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: এই আয়াত {আল্লাহ তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য তোমাদের পাকড়াও করবেন না} অবতীর্ণ হয়েছে মানুষের এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে: "না, আল্লাহর কসম" এবং "হ্যাঁ, আল্লাহর কসম।" (বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন)

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) তাঁর রিয়াদুস সালিহীন গ্রন্থে বলেন:
পরিচ্ছেদ—নিরর্থক শপথ ক্ষমা হওয়া প্রসঙ্গে। নিরর্থক শপথ হলো সেই শপথ যা মানুষ তার
জিহ্বা দিয়ে উচ্চারণ করে কিন্তু অন্তরে এর সংকল্প করে না। মহান আল্লাহ তা ক্ষমা করে
দিয়েছেন, কারণ মানুষের কথাবার্তায় এটি প্রায়শই ঘটে থাকে যে, সে বলে: না আল্লাহর কসম
আমি যাব না, না আল্লাহর কসম আমি এটা করব না এবং এই জাতীয় কথা। যখন মানুষের
মুখে এটি অতিমাত্রায় প্রচলিত হয়ে পড়ল, তখন আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিলেন।

(ম: 460) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

عنه قال الله تعالى لا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ فسرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنه قول الرجل لا والله وبلى والله في عرض الحديث ولا قصد اليمين هذا لا يُوَاخِذُ به لا يَأْثُم به ولا يحنث فيه ولا تجب فيه الكفارة أما إذا عقد الإنسان اليمين عقدا جازما قال والله لا أفعل كذا والله لأفعلن كذا ولم يفعل لزمته الكفارة وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم بدأ الله تعالى بالإطعام لأنه أهون الثلاثة قال {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} فإن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابة لا يفطر بينها وهذا من سعة رحمة الله تعالى أن هذا الأيمان التي تتكرر على الألسن ولا يقصدها الحالف ليس فيها إثم وليس فيها كفارة لأن ذلك يقع كثيرا ولكن مع ذلك يقول الله عز وجل {واحفظوا أيمانكم} يعني لا تكثروا من الأيمان ولا تتركوا الكفارة إذا حنثتم فيها بل احفظوها لأن اليمين أمرها عظيم ولهذا سى الله تعالى مخالفتها حنثا بل سبأها النبي صلى الله عليه وسلم حنثا لأنه لولا رحمة الله لكان الإنسان إذا حلف لزمه أن يوفي ولكن من نعمة الله أنه يسر أن الإنسان له

أَنْ يَخَالَفَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِثْبًا وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ الْإِطْعَامُ كَيْلُو لِلنَّفَرِ الْوَاحِدِ مِنَ
الْأَرْزُ يَكْفِي بَزِيَادَةِ

তাঁর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: “তোমাদের অনর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করবেন না।” উমুল মুমিনীন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, কথা প্রসঙ্গে কোনো দৃঢ় ইচ্ছা ব্যতিরেকে মানুষের “না, আল্লাহর কসম” বা “হ্যাঁ, আল্লাহর কসম” বলা। এর জন্য কোনো জবাবদিহি নেই, এতে কোনো গুনাহ নেই, শপথ ভঙ্গ হয় না এবং এতে কাফফারাও ওয়াজিব হয় না। পক্ষান্তরে, যদি কোনো ব্যক্তি দৃঢ় সংকল্পের সাথে শপথ করে—যেমন সে বলল: “আল্লাহর কসম, আমি এমনটি করব না” অথবা “আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই এমনটি করব”—এবং এরপর সে তা না করে, তবে তার ওপর কাফফারা আবশ্যিক হবে। আর সেই কাফফারা হলো: একজন দাস মুক্ত করা অথবা দশজন মিসকিনকে খাবার দান করা কিংবা তাদের পোশাক প্রদান করা। মহান আল্লাহ খাবারের আলোচনা দিয়ে শুরু করেছেন কারণ এই তিনটি বিকল্পের মধ্যে এটি সবচেয়ে সহজতর। তিনি ইরশাদ করেছেন: “এর কাফফারা হলো দশজন মিসকিনকে খাবার দান করা—তোমরা তোমাদের পরিবারকে যা আহার করাও তার মধ্যম মান হতে—অথবা তাদের পোশাক দান করা কিংবা একজন দাস মুক্ত করা।” যদি সে এর সামর্থ্য না রাখে, তবে সে বিরতিহীনভাবে তিন দিন রোজা রাখবে। এটি মহান আল্লাহর প্রশস্ত রহমতের বহিঃপ্রকাশ যে, যেসব শপথ মানুষের মুখে বারবার উচ্চারিত হয় কিন্তু শপথকারীর প্রকৃত উদ্দেশ্য থাকে না, তাতে কোনো গুনাহ বা কাফফারা নেই; কারণ এটি অহরহ ঘটে থাকে। তথাপি মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: “আর তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করো।” অর্থাৎ তোমরা অধিক হারে শপথ করো না এবং শপথ ভঙ্গ করলে কাফফারা আদায়ে অবহেলা করো না; বরং তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করো কারণ শপথের বিষয়টি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। এই কারণেই মহান আল্লাহ শপথের বিরুদ্ধাচরণকে ‘হানস’ (শপথ ভঙ্গ) হিসেবে অভিহিত করেছেন, এমনকি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-ও একে ‘হানস’ বলেছেন। কেননা আল্লাহর রহমত না হলে মানুষ যখনই শপথ করত, তখনই তা পূর্ণ করা তার জন্য বাধ্যতামূলক হতো। তবে এটি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি বিষয়টিকে সহজ করেছেন যাতে মানুষ তার শপথের বিপরীতটি করতে পারে যদি তাতে কোনো গুনাহ না থাকে। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা। খাদ্যদানের ক্ষেত্রে মাথাপিছু এক কেজি চাল প্রদান করা যথেষ্টর চেয়েও অধিক।

باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقاً

1720 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول الحلف منفقة للسلعة مباحة للكسب متفق عليه

1721 - وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحى رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقاً يعني معنى هذا أن الإنسان يكره أن يحلف عند البيع والشراء ولو كان صادقاً فمثلاً يكره أن يقول والله لقد اشتريتها بمائة ولو كان صادقاً فإن كان كاذباً صار ظمناً على ظلم والعياذ بالله لو قال والله لقد اشتريتها بمائة ولم يشتريها إلا بثمانين صار أشد لأنه يكون بذلك كاذباً حالفاً في البيع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأخبر كما في حديث أبي هريرة أنه منفقة للسلعة مباحة للكسب يعني أنها وإن زادت السلعة بالحلف فإن الله ينزع بركتها ويمحق كسبها لأن هذا الكسب مبني على

কেনাবেচায় কসম খাওয়া অপছন্দনীয় হওয়ার অধ্যায়, যদিও তা সত্য হয়

১৭২০ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "কসম পণ্যের কাটতি বাড়ায় কিন্তু উপার্জনকে (বরকতকে) ধ্বংস করে দেয়।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

১৭২১ - আবু কাতাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "কেনাবেচায় অতিরিক্ত কসম খাওয়া থেকে সাবধান থেকো; কেননা তা (পণ্য) বিক্রি তো করায়, কিন্তু পরবর্তীতে (বরকত) মিটিয়ে দেয়।" (মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সলিহীন' গ্রন্থে বলেছেন: "কেনাবেচায় কসম খাওয়া অপছন্দনীয় হওয়ার অধ্যায়, যদিও তা সত্য হয়।" এর অর্থ হলো, ক্রয়-বিক্রয়ের সময় মানুষের জন্য কসম খাওয়া অপছন্দনীয়, এমনকি সে সত্যবাদী হলেও। উদাহরণস্বরূপ, এটা বলা অপছন্দনীয় যে, "আল্লাহর কসম, আমি এটি একশ টাকায় কিনেছি", যদিও সে সত্য বলে থাকে। আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তা হবে অন্যায়ের ওপর অন্যায়—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই। যদি সে বলে, "আল্লাহর কসম, আমি এটি একশ টাকায় কিনেছি" অথচ সে মাত্র আশি টাকায় কিনেছে, তবে তা আরও গুরুতর হবে; কারণ এর ফলে সে কেনাবেচার ক্ষেত্রে মিথ্যা কসমকারী হিসেবে গণ্য হবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ থেকে নিষেধ করেছেন এবং আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিসে যেমন সংবাদ দিয়েছেন যে, এটি পণ্যের কাটতি বাড়ালেও উপার্জনকে ধ্বংস করে দেয়। অর্থাৎ, যদিও কসমের মাধ্যমে পণ্যের বিক্রি বৃদ্ধি পায়, তবুও আল্লাহ তা থেকে বরকত তুলে নেন এবং এর উপার্জনকে নিঃশেষ করে দেন। কারণ এই উপার্জন ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে...

(ص: 462) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

معصية الرسول صلى الله عليه وسلم ومعصية الرسول معصية لله وكثير من الناس يبتلى في هذا الأمر تجده مثلاً يقول للزبون والله إنه طيب والله إني اشتريته بكذا وكذا سواء كان صادقاً أو كاذباً فهو منهي عنه بيع واشتري بلا يمين إذا أردت أن الله يبارك لك في كسبك وكذلك حديث أبي قتادة فيه التحذير عن الحلف في البيع إياكم والحلف في البيع فإنه ينفق السلعة ويحق البركة والحديثان معناهما واحد كلاهما يدل على أن الإنسان ينهى عن الحلف في البيع وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكثر الحلف أو لا لكن لما كان الإنسان البائع والمشتري دائماً يحلف دائماً

يبيع ويشترى حمله بعض العلماء على الكثرة كثرة الحلف عند البيع والشراء
فإنسان إذا أراد الله له الرزق أتاه بدون يمين نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الرزق
الحلال

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অবাধ্যতা মূলত আল্লাহরই অবাধ্যতা। অনেক মানুষ এই বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়; আপনি তাকে দেখবেন সে ক্রেতাকে বলছে: "আল্লাহর কসম, এটি উৎকৃষ্ট" কিংবা "আল্লাহর কসম, আমি এটি এত দামে কিনেছি"—সে সত্য বলুক বা মিথ্যা, তা নিষিদ্ধ। আপনি যদি চান যে আল্লাহ আপনার উপার্জনে বরকত দান করুন, তবে কসম করা ছাড়াই ক্রয়-বিক্রয় করুন। একইভাবে আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসে ক্রয়-বিক্রয়ে কসম করার ব্যাপারে সতর্কতা এসেছে: "তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ে কসম করা থেকে সাবধান থাকো; কেননা এটি পণ্য সচল করলেও বরকতকে মিটিয়ে দেয়।" উভয় হাদিসের অর্থ একই; উভয়টিই নির্দেশ করে যে, ক্রয়-বিক্রয়ের সময় কসম করা নিষিদ্ধ। হাদিসের বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী, কসম বেশি করা বা কম করার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। তবে যেহেতু বিক্রেতা ও ক্রেতা সর্বদা ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেনে লিপ্ত থাকে, তাই কোনো কোনো আলিম একে ক্রয়-বিক্রয়ের সময় কসমের আধিক্যের ওপর গণ্য করেছেন। বস্তুত আল্লাহ যদি কারো জন্য রিজিক নির্ধারণ করেন, তবে তা কসম ছাড়াই তার কাছে পৌঁছাবে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের ও আপনাদের হালাল রিজিক দান করুন।

(ص: 463) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة وكراهة منع من سأل
بالله تعالى وتشفع به
1722 - عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل
بوجه الله إلا الجنة رواه أبو داود

1723 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله غير الجنة وجهه الله تعالى وصفه الله تعالى بأنه ذو الجلال والإكرام قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من على البسيطة فإنه فان زائل لكن يبقى وجه الله عز وجل {ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام} ولهذا قال بعض العلماء ينبغي أن يصل قوله {ويبقى وجه ربك} بما قبله حتى يتبين كمال الله عز وجل وأنه يستحيل عليه الفناء بل هو الباقي الذي لا يزول فوجه الله تعالى عظيم وأعظم ما يسأله البرء الجنة قال الله تعالى {فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز} نسأل الله أن يجعلنا منهم هذا الفوز الأعظم الذي لا يدانيه أي فوز {فمن زحزح عن النار

জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা করার সময় আল্লাহর চেহারার (সত্তার) উসিলা দেওয়া অপছন্দনীয় হওয়া এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে কিছু চায় বা সুপারিশ করে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া অপছন্দনীয় হওয়া সংক্রান্ত অধ্যায়

১৭২২ - জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহর চেহারার (সত্তার) উসিলায় কেবল জান্নাতই প্রার্থনা করা যাবে। (আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন)

১৭২৩ - ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে আশ্রয় প্রার্থনা করে তাকে আশ্রয় দাও; যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে কিছু সওয়াল করে (চায়) তাকে দান করো; যে তোমাদের দাওয়াত দেয় তার

দাওয়াত গ্রহণ করো; এবং যে তোমাদের সাথে সদাচরণ করে তোমরা তার বিনিময় (প্রতিদান) দাও। যদি তোমরা বিনিময় দেওয়ার মতো কিছু না পাও, তবে তার জন্য দোয়া করো—যতক্ষণ না তোমরা মনে করো যে তাকে তোমরা যথার্থ প্রতিদান দিয়েছ। (এটি একটি সহিহ হাদিস, আবু দাউদ ও নাসায়ি এটি সহিহাইন-এর সনদে বর্ণনা করেছেন)

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা করার সময় আল্লাহর চেহারার উসিলা দেওয়া অপছন্দনীয় হওয়া সংক্রান্ত অধ্যায়। মহান আল্লাহর চেহারা—আল্লাহ তাআলা স্বয়ং একে ‘মহিমা ও মহানুভবতার অধিকারী’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: "ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই নশ্বর। কেবল আপনার রবের মহিমাম্বিত ও মহানুভব সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে।" পৃথিবীর উপরিভাগে যা কিছু আছে সবই ধ্বংসশীল ও বিলীন হয়ে যাবে, কিন্তু মহান আল্লাহর সত্তা চিরস্থায়ী থাকবে। {এবং আপনার রবের মহিমাম্বিত ও মহানুভব সত্তা অবশিষ্ট থাকবে}। একারণেই কোনো কোনো আলেম বলেছেন: "এবং আপনার রবের সত্তা অবশিষ্ট থাকবে"—এই আয়াতাত্মকে তার পূর্ববর্তী অংশের সাথে মিলিয়ে পড়া উচিত, যাতে মহান আল্লাহর পূর্ণতা প্রকাশ পায় এবং এটি স্পষ্ট হয় যে, তাঁর ক্ষেত্রে বিনাশ অসম্ভব; বরং তিনিই চিরঞ্জীব যার কোনো অবসান নেই। সুতরাং মহান আল্লাহর সত্তা অত্যন্ত মহান, আর মানুষ যা কিছু প্রার্থনা করে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো জান্নাত। আল্লাহ তাআলা বলেন: {যাকে জাহান্নাম থেকে সরিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো, সে-ই সফলকাম হলো}। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। এটিই সেই মহাসাফল্য যার সমতুল্য কোনো সাফল্য নেই। {অতঃপর যাকে জাহান্নাম থেকে সরিয়ে...}

(ص: 464) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

وَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ { نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنْهُمْ فَلْيَا كَانَتْ الْجَنَّةُ أَعْظَمَ
مَسْئُولٍ يَعْنِي مَسْئُولٍ بِهِ يَعْنِي أَعْظَمَ مَا يَسْأَلُهُ الْإِنْسَانُ هُوَ الْجَنَّةُ صَارَ لَا يَسْأَلُ بَوَاجِهَ

الله إلا الجنة فلا تسأل بوجه الله شيء من أمور الدنيا لا تقبل الله أني أسألك بوجهك أن تعطيني بيتاً أسكنه أو سيارة أركبها أو ما أشبه ذلك لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به شيء من الدنيا الدنيا كلها دنيئة كلها فانية كلها لا خير فيها إلا ما يقرب إلى الله عز وجل وإلا فهي خسارة قال تعالى {والعصر إن الإنسان لفي خسر} العصر يعني الدهر وهو الدنيا أقسم بالعصر أن كل إنسان في خسر لا يستفيد من عصره إلا من جمع هذه الصفات الأربع {إلا الذين آمنوا} واحد {وعملوا الصالحات} اثنين {وتواصوا بالحق} ثالث يعني أوصى بعضهم بعضاً بالحق والرابع {وتواصوا بالصبر} أي بالصبر على الحق والدعوة إليه والصبر على أقدار الله وغير ذلك فإلهم لا تسأل بوجه الله إلا الجنة وكذلك ما يقرب إلى الجنة، فلك أن تسأل بوجه الله النجاة من النار اللهم إن أسألك بوجهك أن تنجني من النار لأنه إذا نجا الإنسان من النار لا بد أن يدخل الجنة ما في ثلاثة دور ما في إلا داران فقط دار الكفار وهي النار أعادنا الله وإياكم منها ودار المؤمنين المتقين وهي الجنة فإذا قلت أسألك بوجهك أن تجيرني من النار فلا بأس

{এবং যাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো, সে অবশ্যই সফলকাম হলো} আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের ও আপনাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। যেহেতু জান্নাত প্রার্থনার সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়—অর্থাৎ মানুষ আল্লাহর নিকট যা কিছু প্রার্থনা করে তার মধ্যে জান্নাতই শ্রেষ্ঠ—তাই আল্লাহর চেহারার অসিলায় জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা করা সমীচীন নয়। সুতরাং আল্লাহর চেহারার অসিলায় দুনিয়াবি কোনো বিষয় প্রার্থনা করবেন না। আল্লাহর নিকট এমন আবেদন করবেন না যে, "হে আল্লাহ, আমি আপনার চেহারার অসিলায় আপনার নিকট থাকার জন্য একটি বাড়ি অথবা চড়ার জন্য একটি গাড়ি কিংবা অনুরূপ কিছু প্রার্থনা করছি।" কেননা আল্লাহর সত্তা দুনিয়ার কোনো নগণ্য বস্তু প্রার্থনা করার চেয়ে অনেক বেশি মহান। সমগ্র দুনিয়া অতি নগণ্য এবং নশ্বর; এতে কোনো কল্যাণ নেই—কেবল তা ব্যতীত যা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করে। অন্যথায় এটি কেবলই লোকসান। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, {সময়ের কসম, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত}। 'আসর' অর্থ কাল বা যুগ, যা মূলত এই পার্থিব জীবন। সময়ের শপথ করে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষ লোকসানের মধ্যে

রয়েছে এবং সে তার আয়ুষ্কাল থেকে কোনো সুফল পাবে না—কেবল তারাই পাবে যারা এই চারটি গুণ অর্জন করেছে: {যারা ঈমান এনেছে} এক, {এবং সৎকর্ম করেছে} দুই, {এবং একে অপরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে} তিন—অর্থাৎ তারা পরস্পরকে সত্যের অসিয়ত করেছে, এবং চতুর্থটি হলো {একে অপরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে}। অর্থাৎ সত্যের ওপর অবিচল থাকা, সত্যের দাওয়াত দেওয়া এবং আল্লাহর নির্ধারিত ফয়সালার ওপর ধৈর্য ধারণ করা ইত্যাদি। মূল কথা হলো, আল্লাহর চেহারার অসিলায় জান্নাত এবং যা জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেয় তা ব্যতীত অন্য কিছু চাইবেন না। অনুরূপভাবে, আপনি আল্লাহর চেহারার অসিলায় জাহান্নাম থেকে মুক্তিও প্রার্থনা করতে পারেন: "হে আল্লাহ, আমি আপনার চেহারার অসিলায় আপনার নিকট জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রার্থনা করছি।" কারণ মানুষ যখন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পায়, তখন তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করতে হয়। পরকালে কোনো তৃতীয় আবাস নেই, আবাস মাত্র দুটি: কাফেরদের আবাস, যা হলো জাহান্নাম—আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের তা থেকে রক্ষা করুন—এবং মুমিন ও মুত্তাকিদের আবাস, যা হলো জান্নাত। সুতরাং আপনি যদি বলেন, "আমি আপনার চেহারার অসিলায় আপনার নিকট জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি," তবে তাতে কোনো দোষ নেই।

(ص: 465) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

لأن الله متى أجارك من النار أدخلك الجنة وهذا الحديث إسناده ضعيف ولكن معناه صحيح لا ينبغي أن تسأل بوجه الله العظيم إلا بشيء عظيم أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعاذ بالله فأعيذوه يعني معناه إذا قال أحد لك أعوذ بالله منك فأعذه وأتركه كما فعلت امرأة تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم فلما دنا منها قالت أعوذ بالله منك جأهلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عذتي ببعاذٍ إلحقي بأهلك وتركها لأنها استعاذت بالله منه فإذا استعاذ أحد بالله منك فأعذه إلا إذا استعاذ عن حق واجب فإن الله لا يعيذه لو أنه

كان مطلوباً لك فسألتته حَقَّكَ قلت أعطني حَقِّي فقال أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَهَذَا لَا تَعْزُهُ
لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَعْزِزُ عَاصِيًا لَكِنْ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ لَيْسَ مُحَرَّمًا فَاسْتَعَاذَ بِاللَّهِ مِنْكَ
فَأَعْزَهُ تَعْظِيماً لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطَهُ لَوْ سَأَلَكَ سَائِلٌ فَقَالَ أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ أَنْ
تَعْطِيَنِي كَذَا وَكَذَا أَعْطَهُ إِلَّا إِذَا سَأَلَكَ شَيْئاً مُحَرَّمًا فَلَا تَعْطِهِ مِثْلًا أَنْ يَسْأَلَكَ يَقُولُ لَكَ
أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ أَنْ تَخْبِرَنِي مَاذَا تَصْنَعُ مَعَ أَهْلِكَ مِثْلًا هَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ تَخْبِرَهُ بِلِ وَجْهِهِ
وَأَنْصَحَهُ وَقُلْ هَذَا تَدْخُلُ فِيهِ لَا يَعْنِيكَ وَقَدْ قَالَ

কারণ আল্লাহ যখনই আপনাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন, তখনই আপনাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এই হাদিসটির সনদ দুর্বল, তবে এর অর্থ সঠিক। মহান আল্লাহর সত্তার দোহাই দিয়ে কোনো মহান বিষয় ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা করা সংগত নয়। আর ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত হাদিসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর দোহাই দিয়ে আশ্রয় চায়, তাকে আশ্রয় দাও।" এর অর্থ হলো, যদি কেউ আপনাকে বলে, "আমি আপনার থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি", তবে তাকে আশ্রয় দিন এবং তাকে রেহাই দিন। যেমনটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক বিবাহিতা এক নারী করেছিলেন; যখন তিনি তাঁর নিকটবর্তী হলেন, তখন সেই নারী অজ্ঞতাবশত বলল, "আমি আপনার থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।" তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "তুমি এক মহান আশ্রয়দাতার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছ; সুতরাং তুমি তোমার পরিবারের কাছে ফিরে যাও।" এরপর তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন কারণ সে তাঁর থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চেয়েছিল। অতএব, কেউ যদি আপনার থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দিন; তবে যদি সে কোনো ওয়াজিব হক (আবশ্যিক পাওনা) থেকে রেহাই পেতে আশ্রয় চায়, তবে আল্লাহ তাকে আশ্রয় দেবেন না। যদি আপনি আপনার কোনো পাওনা আদায়ের জন্য কাউকে বলেন, "আমার হক বুঝিয়ে দিন", আর সে যদি বলে, "আমি আপনার থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি", তবে এক্ষেত্রে তাকে রেহাই দেবেন না; কারণ মহান আল্লাহ কোনো নাফরমানকে আশ্রয় দেন না। কিন্তু বিষয়টি যদি নিষিদ্ধ কিছু না হয় এবং সে আপনার থেকে আল্লাহর আশ্রয় চায়, তবে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার মহিমা ও সম্মানের খাতিরে তাকে আশ্রয় দিন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দোহাই দিয়ে কিছু চায়, তাকে তা দান করুন। যদি কোনো যাপ্গকারী আপনাকে বলে, "আমি আল্লাহর দোহাই দিয়ে

আপনার কাছে অমুক অমুক জিনিস চাচ্ছি", তবে তাকে তা দিন; যদি না সে কোনো হারাম বা নিষিদ্ধ কিছু প্রার্থনা করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ আপনাকে বলে, "আমি আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ব্যক্তিগতভাবে কী করেন তা আমাকে জানান", তবে এমন বিষয়ে তাকে জানানো জায়েজ নয়। বরং তাকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিন এবং নসিহত করে বলুন, "এটি এমন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা যা আপনার কোনো উপকারে আসবে না বা আপনার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।" আর তিনি বলেছেন...

(ম: 466) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام البرء تركه ما لا يعنيه وكذلك لو سأل محرماً ولو سألك بالله لا تعطه لو قال أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا ليشتري به دخاناً فلا تعطه لأنه سألك ليستعين به على شيء محرم فإلهم أن من سألك بالله فأعطه ما لم يكن على شيء محرم وكذلك ما لم يكن عليك ضرر فإن كان عليك ضرر فلا تعطه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه يعني إذا صنع إليك أحد معروفاً إما بمعونة في شيء أو باستخدامك إياه في شيء من الأشياء أو غير ذلك فكافئه أعطه ما تظن أنه يكافئ معروفيه فإن لم تجد ما تكافئه أو كان ممن لا يحسن مكافأته كالملك والوزير والرئيس وما أشبه ذلك فأدعوه حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه ومن دعاكم فأجيبوه من دعاك إلى بيته إلى وليمة قليلة أو كثيرة فأجبه لكن هذا مشروط بما إذا لم يكن عليك ضرر فإن كان عليك ضرر فلا تجبه أو كان هذا الرجل ممن يهجر فلا تجبه أيضاً أو كان هذا الرجل في ماله حرام ورأيت أنه من المصلحة ألا تجيبه لعله يقلع عن الحرام فلا تجبه أما في وليمة العرس فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجب فقد عصى الله ورسوله إذا دعاك الزوج لوليمة العرس فأجبه ما لم يكن عليك ضرر أو يكن هناك

منكر فإن كان عليك ضرر فلا يلزمك إجابتته وإن كان هناك منكر فإن كنت تستطيع أن تغيره فأجب وغير وإلا فلا تجب والله الموفق

নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "ব্যক্তির ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হলো নিরর্থক ও অনাবশ্যক বিষয় ত্যাগ করা।" তদ্রূপ কেউ যদি কোনো নিষিদ্ধ (হারাম) বিষয়ের প্রার্থনা করে, তবে সে আল্লাহর দোহাই দিয়ে চাইলেও তাকে তা দিবেন না। যদি কেউ বলে, "আমি আল্লাহর দোহাই দিয়ে আপনার নিকট অমুক অমুক জিনিস চাচ্ছি" যেন সে তা দিয়ে ধূমপানের সামগ্রী ক্রয় করতে পারে, তবে তাকে তা দিবেন না; কেননা সে আপনার নিকট এমন কিছু প্রার্থনা করেছে যা দ্বারা সে একটি নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হতে চায়। মূল কথা হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে আপনার নিকট কিছু প্রার্থনা করে, তাকে তা প্রদান করুন—যতক্ষণ না তা কোনো নিষিদ্ধ বিষয়ের ওপর হয় এবং তাতে আপনার কোনো ক্ষতি না হয়। যদি আপনার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাকে দিবেন না; কেননা নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "ক্ষতি করা যাবে না এবং ক্ষতিগ্রস্তও হওয়া যাবে না।" আর যে ব্যক্তি তোমাদের প্রতি কোনো সৌজন্য প্রদর্শন বা উপকার করে, তোমরা তার প্রতিদান দাও। অর্থাৎ কেউ যদি আপনার প্রতি কোনো ইহসান করে—হোক তা কোনো কাজে সাহায্য করা অথবা কোনো বিষয়ে তার সেবা গ্রহণ করা কিংবা অন্য কিছু—তবে তাকে তার প্রতিদান দিন। তাকে এমন কিছু প্রদান করুন যা আপনার দৃষ্টিতে তার উপকারের সমতুল্য প্রতিদান বলে গণ্য হয়। যদি প্রতিদান দেওয়ার মতো কিছু না পান, অথবা সে ব্যক্তি এমন স্তরের হয় যাকে (পার্থিব বস্তুর মাধ্যমে) প্রতিদান দেওয়া সমীচীন নয়—যেমন বাদশাহ, মন্ত্রী, রাষ্ট্রপ্রধান বা অনুরূপ কেউ—তবে তার জন্য দোয়া করুন; যতক্ষণ না আপনারা বুঝতে পারেন যে আপনারা তাকে যথাযথ প্রতিদান দিয়েছেন। আর যে ব্যক্তি তোমাদের দাওয়াত দেয়, তার ডাকে সাড়া দাও। যে ব্যক্তি আপনাকে তার বাড়িতে কোনো ভোজের—তা সামান্য হোক বা অধিক—দাওয়াত দেয়, তার দাওয়াত গ্রহণ করুন। তবে এটি এই শর্তের সাথে যুক্ত যে, এতে আপনার কোনো ক্ষতি হতে পারবে না। যদি এতে আপনার ক্ষতি হয়, তবে দাওয়াত কবুল করবেন না। অথবা ওই ব্যক্তি যদি এমন কেউ হয় যাকে বর্জন করা (হারাম) আবশ্যিক, তবে তার দাওয়াতও গ্রহণ করবেন না। অথবা ওই ব্যক্তির সম্পদে যদি হারামের সংমিশ্রণ থাকে এবং আপনি মনে করেন যে তার দাওয়াতে না যাওয়ার মাঝেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে—হয়তো এর ফলে সে হারাম বর্জন করবে—তবে তার দাওয়াত কবুল করবেন না। আর বিবাহের ওলিমার ব্যাপারে নবি (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি দাওয়াত রক্ষা করল না, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্য হলো।" স্বামী (বর) যখন আপনাকে ওলিয়ার দাওয়াত প্রদান করবে, তখন তা গ্রহণ করুন; যতক্ষণ না তাতে আপনার কোনো ক্ষতি থাকে অথবা সেখানে কোনো শরয়ি গর্হিত কাজ (মুনকার) বিদ্যমান থাকে। যদি আপনার ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তবে দাওয়াত রক্ষা করা আপনার জন্য আবশ্যিক নয়। আর যদি সেখানে কোনো গর্হিত কাজ থাকে এবং আপনি তা পরিবর্তন করার সক্ষমতা রাখেন, তবে দাওয়াতে অংশ নিন এবং তা পরিবর্তন করুন; অন্যথায় যাবেন না। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 467) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب كراهة سب الحى

1726 - عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزين؟ قالت الحى لا بآرك الله فيها فقال لا تسبي الحى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد رواه مسلم تزفزين أي تتحركين حركة سريعة ومعناه ترتعد وهو بضم التاء وبالزاي المكررة والفاء المكررة وروي أيضاً بالراء المكررة والقافين

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب كراهة سب الحى الحى هي السخونة وهي نوع من الأمراض وهي أنواع متعددة ولكنها تكون بقدر الله عز وجل فهو الذي يقدرها وقوعاً ويرفعها سبحانه وتعالى وكل شيء من أفعال الله فإنه لا يجوز للإنسان أن يسبه لأن سبه سباً لخالقه جل وعلا ولهذا قال النبي صلى الله

عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر وهنا حديث جابر رضي الله عنه أن
النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السيب أو

জ্বরকে গালি দেওয়ার অপছন্দনীয়তা বিষয়ক অধ্যায়

১৭২৬ - জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মু সাইব অথবা উম্মু মুসাইয়িবের নিকট প্রবেশ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "হে উম্মু সাইব অথবা উম্মু মুসাইয়িব! তোমার কী হয়েছে যে তুমি কাঁপছ?" তিনি বললেন, "জ্বর; আল্লাহ এতে বরকত না দিন।" তখন তিনি বললেন, "জ্বরকে গালি দিও না, কারণ তা আদম সন্তানের গুনাহসমূহকে সেভাবে দূর করে দেয়, যেভাবে কামারের হাপর লোহার মরিচা দূর করে দেয়।" এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন। 'তুজাফজিফীন' অর্থ তুমি দ্রুত নড়াচড়া করছ, যার অর্থ হলো কম্পিত হওয়া। এটি 'তা' বর্ণের পেশ এবং দ্বিত্ব 'যা' ও 'ফা' বর্ণ সহযোগে গঠিত। এটি দ্বিত্ব 'রা' ও 'কাফ' বর্ণ সহযোগেও বর্ণিত হয়েছে।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ তায়ালা) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে বলেছেন: জ্বরকে গালি দেওয়ার অপছন্দনীয়তা বিষয়ক অধ্যায়। জ্বর হলো শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা উষ্ণতা এবং এটি এক প্রকার রোগ। এর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে, তবে তা মহান আল্লাহর ফয়সালা ও তকদীর অনুযায়ীই হয়ে থাকে। তিনিই এর সংঘটন নির্ধারণ করেন এবং তিনিই তা দূর করেন, তিনি পবিত্র ও মহান। আল্লাহর কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত কোনো কিছুকেই গালি দেওয়া মানুষের জন্য বৈধ নয়, কারণ তা গালি দেওয়া মূলত এর স্রষ্টা মহান আল্লাহকেই গালি দেওয়ার নামান্তর। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা কাল বা সময়কে গালি দিও না, কারণ আল্লাহই হলেন কাল (অর্থাৎ সময়ের নিয়ন্ত্রক)।" এখানে জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মু মুসাইয়িব বা...

أمر السائب وهي تزف من الحى يعني نفسها قد ثار من الحى فقال ما لك
تزففين؟ قالت الحى لا بآرك الله فيها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبها
وعلى المرء إذا أصيب أن يصبر ويحتسب الأجر على الله عز وجل وأخبر أنها تذهب
بالخطايا كما يذهب الكير بخبث الحديد فإن الحديد إذا صهر على النار ذهب خبثه
وبقي صافياً كذلك الحى تفعل في الإنسان كذلك ولها أدوية علاجية منها الباء
البارد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحى من فيح جهنم وأمرنا أن
نطفئها بالباء البارد ولهذا أقر الأطباء في الوقت الحاضر بأن من أفضل علاج الحى
البرودة حتى إنهم يجعلون الإنسان إذا أصابته الحى حول المكيفات الباردة التي لا
تضره أن يجعلوا خرقة مبلولة بالباء يغطونه بها يغطون المريض لأن الحى يأذن
الله حرارة كما هو معروف وهذا الباء يبردها ويطردها وهو شيء أخبر به الرسول صلى
الله عليه وسلم وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق المهم أن الإنسان
يصبر ويحتسب على كل الأمراض لا يسبها

উম্মুস সাযিব জ্বরের কারণে থরথর করে কাঁপছিলেন; অর্থাৎ জ্বরের তীব্রতায় তাঁর মধ্যে
অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমার কী
হয়েছে যে তুমি এভাবে কাঁপছ?" তিনি উত্তর দিলেন, "জ্বর, আল্লাহ এতে বরকত না দিন!"
তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্বরকে গালি দিতে বা মন্দ বলতে নিষেধ করলেন।
কোনো ব্যক্তি যখন রোগাক্রান্ত হয়, তখন তার কর্তব্য হলো ধৈর্য ধারণ করা এবং মহান আল্লাহর
কাছে প্রতিদানের আশা করা। তিনি অবহিত করেছেন যে, জ্বর মানুষের পাপসমূহকে এমনভাবে
মিটিয়ে দেয় যেমন হাপর লোহার মরিচা দূর করে দেয়। কেননা লোহাকে যখন আগুনে গলানো
হয়, তখন তার খাদের অংশ বা ময়লা দূর হয়ে যায় এবং তা বিশুদ্ধ থাকে; মানুষের ক্ষেত্রে
জ্বরও অনুরূপ কাজ করে। জ্বরের নানাবিধ চিকিৎসা রয়েছে, যার মধ্যে একটি হলো শীতল
পানি। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, জ্বর হলো জাহান্নামের
উত্তাপের অংশ এবং তিনি আমাদের তা শীতল পানি দিয়ে প্রশমিত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এই কারণেই বর্তমান সময়ের চিকিৎসকগণও এই বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, জ্বরের সর্বোত্তম চিকিৎসার একটি হলো শীতলতা। এমনকি তারা জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিকে প্রয়োজনভেদে এমন শীতল পরিবেশে রাখেন যা তার কোনো ক্ষতি করে না, অথবা তারা কোনো ভেজা কাপড় দিয়ে রোগীর শরীর ঢেকে দেন। কারণ জ্বর হলো আল্লাহর ইচ্ছায় এক প্রকার তাপ যেমনটি সর্বজনবিদিত, আর এই পানি সেই তাপকে শীতল করে ও দূরীভূত করে। এটি এমন এক তথ্য যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদান করেছেন, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু সংবাদ দিয়েছেন তা ঠিক সত্য। মূল কথা হলো, মানুষ যেন সকল অসুস্থতায় ধৈর্য ধারণ করে এবং পুণ্য লাভের প্রত্যাশা রাখে, রোগ-ব্যাদিকে যেন গালি না দেয়।

(ম: 469) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها

1727 - عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح

1728 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعينوا بالله من شرها رواه أبو داود بإسناد حسن قوله صلى الله عليه وسلم من روح الله هو بفتح الراء أي رحمته بعبادة

1729 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به رواه مسلم

বায়ুকে গালি দেওয়া নিষেধ এবং তা প্রবাহিত হওয়ার সময় যা বলতে হয় তার বর্ণনা সংক্রান্ত অধ্যায়

১৭২৭ - উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা বায়ুকে গালি দিয়ো না। অতঃপর যখন তোমরা এমন কিছু দেখবে যা তোমরা অপছন্দ করো, তখন বলো: হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট এই বায়ুর কল্যাণ, এর ভেতরে বিদ্যমান কল্যাণ এবং এটি যে কাজের জন্য আদিষ্ট হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর আমরা আপনার নিকট এই বায়ুর অনিষ্ট, এর ভেতরে বিদ্যমান অনিষ্ট এবং এটি যে কাজের জন্য আদিষ্ট হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে এটি হাসান সহিহ হাদিস।

১৭২৮ - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "বায়ু আল্লাহর রহমতের অন্তর্ভুক্ত, যা রহমত নিয়ে আসে আবার আজাব নিয়েও আসে। সুতরাং যখন তোমরা তা দেখবে, তখন তাকে গালি দিয়ো না; বরং আল্লাহর নিকট এর কল্যাণ প্রার্থনা করো এবং এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও।" আবু দাউদ হাসান সনদে এটি বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী 'মিন রওহিল্লাহ' (রা-এর ওপর জবর সহকারে) এর অর্থ হলো বান্দাদের প্রতি তাঁর রহমত।

১৭২৯ - আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন প্রবল বাতাস প্রবাহিত হতো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এর কল্যাণ, এর ভেতরের কল্যাণ এবং যা নিয়ে এটি প্রেরিত হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর আমি আপনার নিকট এর অনিষ্ট, এর ভেতরের অনিষ্ট এবং যা নিয়ে এটি প্রেরিত হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب النهي عن سب الرياح
 وسبق فيما مضى النهي عن سب الحى الرياح من آيات الله عز وجل من آيات الله
 تعالى في تصرفها وفي إرسالها وفي كيفيتها إذ لا يقدر أحد على أن يصرف هذه
 الرياح إلا خالقها عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى إن في اختلاف الليل والنهار وما
 خلق الله السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون وقال الله تبارك وتعالى {وهو الذي
 يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته} وقال تعالى {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ
 مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ} والآيات في هذه كثيرة هذه الرياح التي خلقها الله
 عز وجل وصرفها تنقسم إلى قسمين قسم ريح عادية لا تخيف لا يسن لها ذكر
 معين وريح أخرى عاصفة هذه تخيف لأن عادا عذبهم الله تعالى بالريح العقيم
 والعياذ بالله فإذا عصفت الريح فإنه لا يجوز لك أن تسبها لأن الريح إنما أرسلها
 الله عز وجل فسبك إياها سب لله تبارك وتعالى ولكن قل كما قال النبي صلى الله عليه
 وسلم اللهم إني أسألك خير هذه الرياح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك
 من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وبهذا الدعاء يحصل لك خيرها ويزول
 عنك شرها

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করণ) তাঁর 'রিয়াদুস সাalihীন' গ্রন্থে বলেছেন: বাতাসকে
 গালি দেওয়া নিষেধ সম্পর্কিত অধ্যায়। ইতিপূর্বে জ্বরকে গালি দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে
 আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে। বাতাস মহান আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এর দিক
 পরিবর্তন, এর প্রেরণ এবং এর প্রকৃতির মধ্যে মহান আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন নিহিত রয়েছে;
 কেননা এর স্রষ্টা মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এই বাতাস পরিচালনা করতে সক্ষম নয়।
 যেমনটি বরকতময় ও সুমহান আল্লাহ বলেছেন: "নিশ্চয়ই রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে
 এবং আসমানসমূহ ও জমিনে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন, তাতে মুত্তাকী সম্প্রদায়ের জন্য
 নিদর্শনাবলি রয়েছে।" আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন: "আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি তাঁর
 রহমতের প্রাক্কালে বাতাসকে সুসংবাদবাহকরূপে প্রেরণ করেন।" তিনি আরও বলেছেন: "তাঁর
 নিদর্শনাবলির মধ্যে অন্যতম হলো এই যে, তিনি সুসংবাদবাহকরূপে বাতাস প্রেরণ করেন

যাতে তিনি তোমাদের তাঁর রহমতের স্বাদ আস্বাদন করান।" এই বিষয়ে আয়াতসমূহ অনেক। আল্লাহ তাআলা যে বাতাস সৃষ্টি করেছেন এবং পরিচালনা করেন তা দুই ভাগে বিভক্ত: প্রথমত, সাধারণ বাতাস যা ভয়ের কারণ নয় এবং এর জন্য বিশেষ কোনো যিকির নির্দিষ্ট নয়। দ্বিতীয়ত, প্রবল ঝোড়ো হাওয়া যা ভীতিপ্রদ; কারণ আল্লাহ তাআলা আদ জাতিকে বিধ্বংসী বায়ু দ্বারা শাস্তি দিয়েছিলেন—আমরা তা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। সুতরাং যখন প্রবল বাতাস প্রবাহিত হয়, তখন তাকে গালি দেওয়া তোমার জন্য বৈধ নয়। কারণ মহান আল্লাহই বাতাসকে প্রেরণ করেছেন, তাই বাতাসকে গালি দেওয়া মূলত আল্লাহ তাআলাকেই গালি দেওয়া। বরং তুমি তা-ই বলো যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এই বাতাসের কল্যাণ, এর অভ্যন্তরীণ কল্যাণ এবং এটি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর আমি আপনার নিকট এর অনিষ্ট, এর অভ্যন্তরীণ অনিষ্ট এবং এটি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" এই দোয়ার বরকতে তুমি বাতাসের কল্যাণ লাভ করবে এবং এর অনিষ্ট তোমার থেকে দূর হয়ে যাবে।

(ص: 471) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الرِّيحِ لِأَنَّ هَذِهِ الرِّيحَ قَدْ تَكُونُ عَاصِفَةً شَدِيدَةً تَقْلَعُ الْأَبْوَابَ وَتَجَثُّ الْأَشْجَارَ وَتَهْدِمُ الدِّيَارَ وَخَيْرٌ مَا فِيهَا مَا فِيهَا أَيْ مَا تَحْمِلُهُ مِنْ أُمُورٍ قَدْ تَكُونُ نَافِعَةً وَقَدْ تَكُونُ ضَارَّةً وَخَيْرٌ مَا أُرْسَلَتْ بِهِ لِأَنَّهَا تَارَةً تَرْسَلُ بِالْخَيْرِ وَتَارَةً تَرْسَلُ بِالْشَّرِّ فَتَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرَ مَا أُرْسَلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسَلَتْ بِهِ فَإِذَا اسْتَعَاذَ الْإِنْسَانُ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسَلَتْ بِهِ وَسَأَلَ اللَّهَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسَلَتْ بِهِ كَفَاهُ اللَّهُ شَرِّهَا وَاعْلَمْ أَنَّ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِالرِّيحِ فِي حَصُولِ الْمَطَرِ وَالْغَيْثِ وَالصَّحْوِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا مِنْ جَنْسِ الاسْتِسْقَاءِ بِالْأَنْوَاءِ الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَعْلُقُ رَجَاءَهُ بِالرِّيحِ الْجَنُوبِيِّ يَقُولُ إِذَا هَبَ الْجَنُوبُ حَصَلَ الْغَيْثُ وَتَجَدَّ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقًا بِهَا

وهذا لا يجوز لأنها قد تهب ريح الجنوب كثيرا ولا يأتي أمطار ولا غيوم وقد يكون بالعكس تأتي الأمطار والغيوم من الريح الشمالي فالأمر كله بيد الله عز وجل فعليك أن تعلق قلبك بربك تبارك وتعالى وألا تسب ما خلقه من الرياح واسأل الله خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به واستعذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به والله الموفق

আমি আপনার নিকট এই বাতাসের কল্যাণ প্রার্থনা করছি; কারণ এই বাতাস কখনও কখনও প্রচণ্ড ঝড়ে রূপ নিতে পারে যা দরজা উপড়ে ফেলে, গাছপালা সমূলে উৎপাটিত করে এবং ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দেয়। আর আমি প্রার্থনা করছি এর অভ্যন্তরীণ কল্যাণ—অর্থাৎ এটি যা কিছু বহন করে আনে, যা কখনও উপকারী হতে পারে আবার কখনও ক্ষতিকর হতে পারে। আমি প্রার্থনা করছি এটি যে উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছে তার কল্যাণ; কারণ কখনও এটি কল্যাণ নিয়ে প্রেরিত হয়, আবার কখনও অকল্যাণ নিয়ে। সুতরাং আপনি আল্লাহর নিকট এর কল্যাণ এবং এটি যে উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করবেন। আর আমি আপনার নিকট এর অনিষ্ট, এর অভ্যন্তরীণ অনিষ্ট এবং এটি যে অকল্যাণ নিয়ে প্রেরিত হয়েছে তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যখন কোনো মানুষ এর অনিষ্ট, এর ভেতরের অনিষ্ট এবং এটি যে অকল্যাণ নিয়ে প্রেরিত হয়েছে তা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চায় এবং এর কল্যাণ, এর ভেতরের কল্যাণ ও এটি যে উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ তাকে এর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন। জেনে রাখুন যে, বৃষ্টি, বারিপাত, আকাশ পরিষ্কার হওয়া বা এজাতীয় কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে বাতাসের ওপর নির্ভর করা মানুষের জন্য বৈধ নয়; কারণ এটি নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টি কামনার পর্যায়ভুক্ত, যা থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। অনেক মানুষ দক্ষিণা বাতাসের ওপর আশা বেঁধে রাখে এবং বলে যে, দক্ষিণা বাতাস প্রবাহিত হলে বৃষ্টি হবে; আপনি দেখবেন তার অন্তর সেই বাতাসের সাথেই জড়িয়ে আছে। অথচ এটি জায়েজ নয়; কারণ অনেক সময় দক্ষিণা বাতাস প্রবলভাবে প্রবাহিত হওয়া সত্ত্বেও কোনো বৃষ্টি বা মেঘের দেখা মেলে না। আবার কখনও এর বিপরীতও ঘটে; উত্তরা বাতাসের মাধ্যমেও বৃষ্টি ও মেঘ আসতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বিষয় একমাত্র আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লার হাতে। তাই আপনার উচিত আপনার অন্তরকে আপনার বরকতময় ও সুউচ্চ রবের সাথে সম্পৃক্ত করা। আর আল্লাহ যেসব বাতাস সৃষ্টি করেছেন সেগুলোকে গালি দেবেন না। বরং

আল্লাহর নিকট এর কল্যাণ, এর মধ্যকার কল্যাণ এবং এটি যে কল্যাণসহ প্রেরিত হয়েছে তা প্রার্থনা করুন। এবং এর অনিষ্ট, এর মধ্যকার অনিষ্ট ও এটি যে অকল্যাণসহ প্রেরিত হয়েছে তা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করুন। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 472) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب كراهة سب الديك

1730 - عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة رواه أبو داود بإسناد صحيح

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب النهي عن سب الديك والديك هو الذكر من الدجاج وله صوت يؤذن فيوقظ النائم وبعضها يؤذن على الأوقات عند أوقات الصلوات وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع صوت الديك أن يسأل الله من فضله إذا سمعت صوت الديك فقل أسأل الله من فضله فإنها رأت ملكا وبعض الديكة يكون أذانه على دخول الوقت أو قرب دخول الوقت فيوقظ الناس للصلاة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبه لهذه المزية التي تميز بها كما نهى عن قتل النملة لأنها كانت دلت أخواتها على النجاة من سليمان عليه الصلاة والسلام وهذا من تمام عدل الله عز وجل أن بعض الحيوانات التي يكون فيها مصلحة للعباد

মোরগকে গালি দেওয়ার অপছন্দনীয়তা বিষয়ক অধ্যায়

১৭৩০ - য়ায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমরা মোরগকে গালি দিও না, কারণ সে সালাতের জন্য জাগিয়ে দেয়। আবু দাউদ এটি একটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে বলেছেন: মোরগকে গালি দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক অধ্যায়। মোরগ হলো মুরগির পুরুষ প্রজাতি এবং এর এমন এক ডাক রয়েছে যা উচ্চস্বরে ঘোষিত হয়, ফলে তা ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগিয়ে দেয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ সালাতের ওয়াক্ত হওয়ার সময়গুলোতে নির্দিষ্ট সময়ে ডেকে থাকে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি মোরগের ডাক শুনবে সে যেন আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করে: "যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে, তখন বলো: 'আমি আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি', কারণ সে ফেরেশতা দেখেছে।" কোনো কোনো মোরগের ডাক ওয়াক্ত শুরু হওয়ার সময় বা ওয়াক্ত শুরু হওয়ার নিকটবর্তী সময়ে হয়ে থাকে, ফলে সে মানুষকে সালাতের জন্য জাগিয়ে দেয়। তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই বিশেষ গুণের কারণে তাকে গালি দিতে নিষেধ করেছেন যার দ্বারা সে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। যেমন পিঁপড়া হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে কারণ সে তার সঙ্গীদের সুলাইমান (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ দেখিয়েছিল। আর এটি মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ ন্যায়বিচারের অন্তর্ভুক্ত যে, কিছু প্রাণী বান্দাদের জন্য কল্যাণকর হয়।

(ص: 473) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

يكون لها مزية وفضل على غيرها سب الديك قد يقع من بعض الناس بفزع من صوته وهو نائم فيسبه ويشتمه وهذا منهى عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الديك وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتخذ ما يوقظه للصلاة وذلك مثل الساعات المنبهة فإن الإنسان ينبغي له أن يقتني من هذه

الساعات حتى تنبيهه للصلاة في الوقت الذي يدرك فيه الصلاة وكثير من الناس يتهاون في هذا الأمر ينأمر معتمداً على أنه سيقوم في الوقت الذي يريده ولكن يغلبه النوم فإذا علمت من نفسك هذا فأجعل لنفسك منبهاً ينبهك للصلاة لأن ما لا يتم البأمور إلا به فهو مأمور به وأنت مثاب على هذا

এর অন্য সবকিছুর ওপর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত রয়েছে। মোরগকে গালি দেওয়ার বিষয়টি কিছু মানুষের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে, যখন তারা ঘুমন্ত অবস্থায় এর ডাকে চমকে ওঠে এবং তাকে গালিগালাজ করে ও মন্দ কথা বলে। অথচ এটি নিষিদ্ধ, কারণ নবী (আল্লাহর সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) বলেছেন: "তোমরা মোরগকে গালি দিও না।" এই হাদীসে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, মানুষের জন্য এমন কোনো মাধ্যম গ্রহণ করা সমীচীন যা তাকে সালাতের জন্য জাগ্রত করবে, যেমন অ্যালার্ম ঘড়ি। মানুষের উচিত এ জাতীয় ঘড়ি সংগ্রহ করা যাতে তা তাকে সালাতের জন্য এমন সময়ে জাগিয়ে দেয় যখন সে সালাত (জামাতে বা সময়মতো) পেতে পারে। অনেক মানুষ এই বিষয়ে শিথিলতা প্রদর্শন করে; তারা এই আশায় ঘুমিয়ে পড়ে যে তারা তাদের কাজ্জিত সময়ে জেগে উঠবে, কিন্তু ঘুম তাদের ওপর প্রবল হয়ে যায়। আপনি যদি নিজের ক্ষেত্রে এমনটি অনুভব করেন, তবে সালাতের জন্য জাগতে নিজের জন্য কোনো অ্যালার্ম বা সতর্ককারীর ব্যবস্থা করুন। কারণ শরঈ নীতি অনুযায়ী, "যা ব্যতীত কোনো নির্দেশিত কাজ পূর্ণ হয় না, তাও সেই নির্দেশিত কাজেরই অংশ।" আর আপনি এই প্রচেষ্টার জন্য সওয়াব লাভ করবেন।

(ص: 474) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب النهي عن قول الإنسان مطرنا بنوء كذا
1731 - عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على

الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب متفق عليه والسماء هنا البطر

وأما الباب الثاني وهو تحريم قول الإنسان مطرنا بنوء كذا وكذا وهو أيضاً عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية والحديبية غزوة مشهورة معروفة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة معتبراً ومعه الإبل الهدى فلما وصل إلى الحديبية وهي أرض بين الحل والحرم منعتة قريش أن يدخل مكة وجرى بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو معروف من المصالحة لكن في إحدى الليالي صلى بهم النبي

মানুষের এই কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ যে, ‘অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের ওপর বৃষ্টি হয়েছে’

১৭৩১ - য়ায়েদ ইবনে খালিদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুদাইবিয়াহ নামক স্থানে রাতে হয়ে যাওয়া বৃষ্টির পর আমাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করে তিনি লোকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন এবং বললেন, “তোমরা কি জানো তোমাদের রব কী বলেছেন?” তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সবচেয়ে ভালো জানেন। তিনি বললেন, “আল্লাহ তাআলা বলেছেন: ‘আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাসী হয়ে এবং কেউ অবিশ্বাসী হয়ে ভোরে উপনীত হয়েছে। সুতরাং যে বলেছে—আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতে আমাদের ওপর বৃষ্টি হয়েছে—সে আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী। আর যে বলেছে—অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের ওপর বৃষ্টি হয়েছে—সে আমার প্রতি অবিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী’।” (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। আর এখানে ‘আস-সামা’ (আকাশ) বলতে বৃষ্টি বোঝানো হয়েছে।

আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি হলো—মানুষের এই কথা বলা হারাম হওয়া যে, ‘অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের ওপর বৃষ্টি হয়েছে’। এটিও য়ায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানি (রাদিয়াল্লাহু

আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে হুদাইবিয়াহ-তে ছিলেন। হুদাইবিয়াহ হলো একটি প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত যুদ্ধ বা অভিযান। ঘটনাটি ছিল এই যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উমরার উদ্দেশ্যে মক্কার পথে বের হয়েছিলেন এবং তাঁর সাথে হাদির (কোরবানির) উট ছিল। যখন তিনি হুদাইবিয়াহ-তে পৌঁছালেন—যা হিল ও হারামের মধ্যবর্তী একটি ভূমি—তখন কুরাইশরা তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করল। এরপর তাঁর ও তাদের মধ্যে সেই প্রসিদ্ধ সন্ধি বা সমঝোতা সম্পাদিত হলো যা সবার জানা। তবে এক রাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন...

(ص: 475) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إثر مطر فلما أنصرف من صلاته أقبل عليهم وقال هل تدرّون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم وإنما ألقى عليهم هذا السؤال من أجل أن ينتبهوا لأن إلقاء الأسئلة يوجب الانتباه قالوا الله ورسوله أعلم وهكذا كل إنسان يجب عليه إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية أما الأمور الكونية القدرية فهذا لا يقول ورسوله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب كما مثلاً لو قال قائل أظن المطر ينزل غدا تقول الله أعلم ولا تقل الله ورسوله أعلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم مثل هذه الأمور لكن لو قال لك هل هذا حرام أم حلال تقول الله ورسوله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم الشريعة المهم أنهم قالوا الله ورسوله أعلم وهذا من الأدب قال قال يعني أن الله قال عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي يعني في تلك الليلة قال الله عز وجل فيما أوحاه إلى نبيه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب

وَأَمَّا مَنْ قَالَ مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب والباء هنا
للسببية يعني معناه أنك إذا أضفت المطر إلى النوء فقلت هذا النجم نجم بركة
وخير يأتي بالمطر فهذا حرام عليك كفر بالله عز وجل وإضافة للشيء إلى سببه من
نسيان السبب وهو الله عز وجل وأما إذا قلت مطرنا بفضل الله ورحمته في هذا
النوء، فلا بأس لأن

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির পর ফজরের সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করার পর তিনি সাহাবীদের দিকে ফিরে বসলেন এবং বললেন: "তোমরা কি জানো তোমাদের রব কী বলেছেন?" তারা বললেন: "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" মূলত তিনি তাদের প্রতি এই প্রশ্নটি ছুড়ে দিয়েছিলেন যাতে তারা মনোযোগী হয়, কারণ প্রশ্ন উত্থাপন করা মনোযোগ আকর্ষণ করে। তারা বললেন: "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" এভাবেই প্রত্যেক মানুষের উচিত, যখন তাকে এমন কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় যা সে জানে না, তখন শরীয়তের বিষয়াবলীতে যেন সে বলে— "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" পক্ষান্তরে মহাজাগতিক ও তাকদীর সংক্রান্ত বিষয়ে "এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন" বলা উচিত নয়; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখতেন না। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে: "আপনি কি মনে করেন আগামীকাল বৃষ্টি হবে?" তখন আপনি বলবেন: "আল্লাহই ভালো জানেন", কিন্তু "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন" বলবেন না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জাতীয় বিষয়সমূহ জানতেন না। তবে কেউ যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করে— "এটি কি হারাম নাকি হালাল?" তখন আপনি বলতে পারেন: "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শরীয়তের জ্ঞান ছিল। মূল কথা হলো, তারা বলেছিলেন যে "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন" এবং এটি ছিল শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বললেন, অর্থাৎ মহান আল্লাহ বলেছেন: "আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাসী হিসেবে এবং কেউ আমার প্রতি অবিশ্বাসী হিসেবে প্রভাতে উপনীত হয়েছে।" অর্থাৎ সেই রাতে মহান আল্লাহ তাঁর নবীর প্রতি যা ওহী করেছিলেন তাতে বলেছেন: "আমার বান্দাদের মাঝে কেউ আমার প্রতি মুমিন এবং কেউ কাফির হয়ে সকালে উপনীত হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি বলেছে, আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণায় আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, সে

আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী। আর যে ব্যক্তি বলেছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের ওপর বৃষ্টি হয়েছে, সে আমার প্রতি অবিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী।" এখানে (আরবি বাক্যে ব্যবহৃত) 'বা' অব্যয়টি কারণ দর্শাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হলো, আপনি যদি বৃষ্টিকে নক্ষত্রের সাথে সম্পৃক্ত করেন এবং বলেন যে— এই নক্ষত্রটি বরকত ও কল্যাণের নক্ষত্র যা বৃষ্টি নিয়ে আসে, তবে তা আপনার জন্য হারাম এবং মহান আল্লাহর সাথে কুফরি। কারণ এটি মূল কারণদাতা আল্লাহকে ভুলে গিয়ে কোনো বস্তুকে কেবল তার বাহ্যিক কারণের দিকে সম্পৃক্ত করা। আর আপনি যদি বলেন যে, আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণায় এই নক্ষত্রের উদয়কালে আমাদের ওপর বৃষ্টি হয়েছে, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। কারণ...

(ص: 476) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

هذا اعتراف منك بأن المطر بفضل الله ولكنه صار في هذا بالنوع كثير من العامة عندنا يقولون مطرنا بالفصل مطرنا كذا وكذا ...
وليسوا يقصدون بهذا السببية وإنما يقصدون الظرفية أي أن المطر صار في هذا الوقت وهذا لا بأس به وأما إذا جعل الباء للسببية فهذا هو الذي كفر بالله وإيمان بالكواكب ثم إن اعتقد أن الكوكب هو الذي يأتي بالمطر فهذا كفر أكبر مخرج عن الملة وإن اعتقد أن الكوكب سبب وأن الخالق هو الله عز وجل فهذا كفر بنعمة الله وليس كفرا مخرجاً عن الملة وفي هذا الحديث نعرف أنه ينبغي للإنسان إذا جاء المطر أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته والله الموفق

এটি আপনার পক্ষ থেকে একটি স্বীকারোক্তি যে, বৃষ্টি আল্লাহর অনুগ্রহে হয়ে থাকে, তবে তা এই নক্ষত্রের সময়ে ঘটেছে। আমাদের অনেক সাধারণ মানুষ বলে থাকে যে, অমুক ঋতুতে আমাদের বৃষ্টি হয়েছে, আমাদের এমন এমন বৃষ্টি হয়েছে ...

তারা এর দ্বারা কারণবাচকতা উদ্দেশ্য করে না, বরং তারা কালবাচকতা উদ্দেশ্য করে; অর্থাৎ এই সময়ে বৃষ্টি হয়েছে। আর এতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু যদি 'বা' অব্যয়টি কারণবাচকতার জন্য ব্যবহার করা হয়, তবে এটিই আল্লাহর সাথে কুফরি এবং নক্ষত্রের প্রতি ঈমান। অতঃপর যদি কেউ বিশ্বাস করে যে নক্ষত্রই বৃষ্টি বর্ষণ করে, তবে এটি বড় কুফর যা ইসলাম থেকে বহিষ্কারকারী। আর যদি সে বিশ্বাস করে যে নক্ষত্র একটি মাধ্যম মাত্র এবং স্রষ্টা স্বয়ং মহান আল্লাহ, তবে এটি আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা, এটি ইসলাম থেকে বহিষ্কারকারী কুফর নয়। এই হাদিসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, বৃষ্টি বর্ষিত হলে মানুষের বলা উচিত: 'আমরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমতে বৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছি'। আর আল্লাহই তাওফিক দাতা।

(ص: 477) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَابُ تَحْرِيمِ قَوْلِهِ لِمُسْلِمٍ يَا كَافِرٌ

1732 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ

1733 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكَفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَّ عَلَيْهِ مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ حَارَّ رَجَعِ

[الشَّرْحُ]

قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ رِيَّاضُ الصَّالِحِينَ: بَابُ تَحْرِيمِ قَوْلِهِ لِمُسْلِمٍ يَا كَافِرَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرَ حَكَمَهُمَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَالَّذِي يَحْكُمُ بِالْكَفْرِ هُوَ اللَّهُ وَالَّذِي يَحْكُمُ بِالْإِسْلَامِ هُوَ اللَّهُ كَمَا أَنَّ الَّذِي يَحِلُّ وَيُحْرَمُ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ

نحلل ما حرم الله ولا أن نحرّم ما أحل الله ولا أن نكفر من ليس بكافر في حكم الله ولا أن نقول هذا مسلم وليس مسلماً عند الله ومسألة التكفير مسألة خطيرة جدا فتح بها أبواب شر كبيرة على الأمة

মুসলিম ব্যক্তিকে কাফির সম্বোধন করার নিষিদ্ধতা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

১৭৩২ - ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যখন কোনো ব্যক্তি তার ভাইকে 'হে কাফির' বলে সম্বোধন করে, তখন তাদের একজনের ওপর তা আপত্তি হয়। যদি সে তেমনই হয় যেমনটি সে বলেছে (তবে তো সত্য), অন্যথায় তা বক্তার ওপরই ফিরে আসে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

১৭৩৩ - আবু যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো লোককে কুফরি দ্বারা ডাকল কিংবা বলল 'আল্লাহর শত্রু', অথচ সে তেমন নয়, তবে তা বক্তার ওপরই ফিরে আসবে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। 'হার' শব্দের অর্থ ফিরে আসা।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে বলেছেন: মুসলিম ব্যক্তিকে কাফির বলার নিষেধাজ্ঞার পরিচ্ছেদ। মুসলিম ও কাফির হওয়ার বিধান মহান আল্লাহর ওপর ন্যস্ত। সুতরাং যিনি কুফরির ফয়সালা দেন তিনি আল্লাহ এবং যিনি ইসলামের ফয়সালা দেন তিনিও আল্লাহ; যেমনটি হালাল ও হারাম নির্ধারণকারী একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলা। সুতরাং আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করা কিংবা আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম করার অধিকার আমাদের নেই। তেমনি আল্লাহর বিধানে যে কাফির নয় তাকে কাফির বলা অথবা আল্লাহর নিকট যে মুসলিম নয় তাকে মুসলিম বলাও আমাদের জন্য সমীচীন নয়। আর তাকফিরের (কাফির সাব্যস্ত করার) বিষয়টি অত্যন্ত বিপজ্জনক বিষয়, যার মাধ্যমে উম্মাহর ওপর অকল্যাণের বিশাল দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

الإسلامية فإن أول من انتحل هذه النحلة الخبيثة وهي تكفير المسلمين هم الخوارج الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يبرقون من الإسلام كما يبرق السهم من الرمية وأنهم يقرأون القرآن لا يتجاوز حناجرهم وأنهم يصلون ويتصدقون ويقرأون القرآن حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة يحقر أحدهم صلاته عند صلاة هؤلاء لكنهم والعياذ بالله كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم ونساءهم نسأل الله العافية وما زال هذا الحكم موجودا إلى يومنا هذا فإن هناك شعبة ضالة مبتدعة خبيثة تكفر من لم يكفره الله ورسوله بأهوائهم هذا كافر هذا مبتدع هذا فاسق وما أشبه ذلك وماذا حصل من هؤلاء الخوارج المارقين من الإسلام حصل منهم أنهم اجتمعوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الرابع من الخلفاء الراشدين اجتمعوا معه على حرب أهل الشام واتفقوا على ذلك وجرت بينهم حروب عظيمة ودماء كثيرة ثم اصطلح علي رضي الله عنه مع أهل الشام وتصالحوا حقنا لدماء المسلمين فقالت الخوارج لعلي بن أبي طالب أنت كافر لماذا تصالحهم كفرت كما كفروا فخرجوا عليه وقَاتلوه لكن صارت العاقبة والحمد لله له قتلهم قتل عاد وإرم وقضى عليهم جميعا لكن ما زال فيهم ما زال هذا المذهب الخبيث موجودا في المسلمين يبيعوا دماء المسلمين مع احترامها وأموالهم مع احترامها ونساءهم مع احترام الأعراس فيقولون

ইসলামী পরিমণ্ডলে মুসলিমদের কাফির সাব্যস্ত করার (তাকফির) এই নিকৃষ্ট মতবাদের প্রথম প্রবক্তা ছিল খারিজিরা। এই খারিজিদের সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমনভাবে তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা সালাত আদায় করবে, সদকা দেবে এবং কুরআন পাঠ করবে; এমনকি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জানিয়েছেন যে, সাহাবীগণ তাদের সালাতের তুলনায় নিজেদের

সালাতকে তুচ্ছ মনে করবেন। কিন্তু (আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই) তারা মুসলিমদের কাফির সাব্যস্ত করেছে এবং তাদের রক্ত, সম্পদ ও নারীদের সম্ভ্রমকে বৈধ মনে করেছে। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। এই ধারা আজ অবধি বিদ্যমান রয়েছে। নিশ্চয়ই এমন এক পথভ্রষ্ট, বিদআতি ও নিকৃষ্ট গোষ্ঠী রয়েছে যারা নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো এমন ব্যক্তিদের কাফির সাব্যস্ত করে যাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কাফির বলেননি। তারা বলে— এ কাফির, ও বিদআতি, সে ফাসিক— এই জাতীয় আরও অনেক কিছু। ইসলাম থেকে বিচ্যুত এই খারিজিদের পক্ষ থেকে কী ঘটেছিল? তাদের পক্ষ থেকে যা ঘটেছিল তা হলো, তারা চতুর্থ খলিফা রাশেদ আলী ইবনে আবী তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে সিরিয়াবাসীদের (আহলুশ শাম) বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং তারা এই সিদ্ধান্তে একমত ছিল। ফলে তাদের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ ও ব্যাপক রক্তপাত ঘটেছিল। অতঃপর আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মুসলিমদের রক্ত রক্ষার তাগিদে সিরিয়াবাসীদের সাথে সন্ধি ও সমঝোতা করেন। তখন খারিজিরা আলী ইবনে আবী তালিবকে বলল, "আপনি কাফির হয়ে গেছেন! কেন আপনি তাদের সাথে সন্ধি করলেন? তারা যেমন কাফির হয়েছে, আপনিও তেমন কাফির হয়েছেন।" এরপর তারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল এবং তাঁর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলো। তবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, শেষ পরিণতি তাঁর (আলী রা.-এর) অনুকূলেই ছিল। তিনি আদ ও ইরাম জাতির ন্যায় তাদের সমূলে বিনাশ করেছিলেন এবং তাদের সবার অবসান ঘটিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও মুসলিমদের মধ্যে আজও এই নিকৃষ্ট মতবাদটি রয়ে গেছে। তারা মুসলিমদের রক্ত, সম্পদ ও নারীদের সম্ভ্রমকে বৈধ মনে করে, অথচ ইসলামে এগুলো অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ও সংরক্ষিত। তারা বলে থাকে—

(ص: 479) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

مثلا من زنى فهو كافر ومن سرق فهو كافر ومن شرب الخمر فهو كافر كل ذنب من كبائر الذنوب فهو عندهم كفر والعياذ بالله يخرج من الملة هؤلاء الذين يكفرون المسلمين لا شك أنهم هم الكفار لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل إذا

قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِر فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِهَا أَحَدَهُمَا لَا بَدَّ إِنَّ كَانَ كَافِرًا قَالَ كَافِرٌ فَهُوَ كَافِرٌ وَإِلَّا كَانَ
الكَافِرُ هُوَ الْقَائِلُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَلِهَذَا يَجِبُ أَنْ يَنْزِعَ الْإِنْسَانُ لِسَانَهُ وَقَلْبَهُ عَنْ تَكْفِيرِ
الْمُسْلِمِينَ لَا يَتَكَلَّمُ فَيَقُولُ هَذَا كَافِرٌ وَلَا يَعْتَقِدُ فِي قَلْبِهِ أَنَّ هَذَا كَافِرٌ لِمَجْرَدِ الْهَوَى
الْحَكْمُ بِالتَّكْفِيرِ لَيْسَ لَزِيدٌ وَلَا لَعَبْرٌ بَلْ هُوَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَنْ كَفَرَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهُوَ
كَافِرٌ وَإِنْ قُلْنَا إِنَّهُ مُسْلِمٌ وَمَنْ لَمْ يَكْفِرْهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهُوَ مُسْلِمٌ وَإِنْ قَالَ مَنْ قَالَ إِنَّهُ
كَافِرٌ لَذَلِكَ نَقُولُ لِمَنْ قَالَ لِمُسْلِمٍ يَا كَافِرٌ أَوْ يَا عَدُوَّ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ الْمَخَاطَبُ كَمَا قَالَ
فَهُوَ كَافِرٌ وَعَدُوُّ اللَّهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَالْقَائِلُ هُوَ الْكَافِرُ الْعَدُوُّ لِلَّهِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَعَلَى
هَذَا فَيَكُونُ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ كِبَائِرِ الذُّنُوبِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الَّذِي قِيلَ فِيهِ أَهْلًا لَهَا وَلِهَذَا
جَزَمَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي تَحْرِيمِ هَذَا أَيْ فِي تَحْرِيمِ الْقَوْلِ لِلْمُسْلِمِ يَا كَافِرٌ أَوْ يَا عَدُوَّ
اللَّهِ نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَحْيِيَ قُلُوبَنَا وَيَكْفِنَا مِنَ الْكَلَامِ مَا يَغْضِبُهُ وَيُضِرُّنَا إِنَّهُ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তিচার করল সে কাফির, যে চুরি করল সে কাফির এবং যে মদ্যপান করল সে কাফির। তাদের নিকট প্রতিটি কবিরী গুনাহই কুফর—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—যা তাকে দ্বীন বা ধর্মাদর্শ থেকে বের করে দেয়। অতএব যারা মুসলমানদের কাফির সাব্যস্ত করে, নিঃসন্দেহে তারাই কাফির; কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সংবাদ দিয়েছেন যে, কোনো ব্যক্তি যদি তার ভাইকে বলে, "হে কাফির", তবে তাদের দুজনের মধ্যে একজন অবশ্যই এর ভাগী হবে। যাকে বলা হয়েছে সে যদি সত্যিই তেমন হয় তবে সে কাফির, নতুবা যে বলেছে সেই কাফির হিসেবে গণ্য হবে—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই। এই কারণে মানুষের উচিত তার জিহ্বা ও অন্তরকে মুসলিমদের কাফির বলা থেকে পবিত্র রাখা। কেবল প্রবৃত্তি বা খেয়াল-খুশির বশবর্তী হয়ে সে মুখেও বলবে না যে "এ কাফির", আর অন্তরেও এমন বিশ্বাস পোষণ করবে না। কাউকে কাফির সাব্যস্ত করার বিধান জায়েদ কিংবা আমরের (সাধারণ কারো) হাতে নয়; বরং এটি কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অধিকার। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যাকে কাফির বলেছেন সে-ই কাফির, যদিও আমরা তাকে মুসলিম বলি। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যাকে কাফির বলেননি সে মুসলিম, যদিও কেউ তাকে কাফির বলে দাবি করে। তাই যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমকে "হে কাফির" অথবা "হে আল্লাহর শত্রু" বলে, তার ক্ষেত্রে আমরা

বলি: যদি সম্বোধিত ব্যক্তিটি প্রকৃতই তেমন হয় তবে সে কাফির ও আল্লাহর শত্রু, কিন্তু যদি সে তা না হয় তবে বক্তাই কাফির এবং আল্লাহর শত্রু হিসেবে গণ্য হবে—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই। সেই অনুযায়ী, যাকে বলা হয়েছে সে যদি এর যোগ্য না হয়, তবে এই কথা বলা কবির গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই লেখক (রহিমাল্লাহ) বিষয়টি হারাম হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন, অর্থাৎ কোনো মুসলিমকে "হে কাফির" বা "হে আল্লাহর শত্রু" বলা হারাম হওয়ার বিষয়ে। আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের অন্তরসমূহকে রক্ষা করেন এবং আমাদের এমন কথা বলা থেকে বিরত রাখেন যা তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ হয় এবং আমাদের ক্ষতি করে। নিশ্চয়ই তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

(ص: 480) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْفَحْشِ وَبِذَاءَةِ اللِّسَانِ

1734 - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء رواه الترمذي وقال حديث حسن

1735 - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شأنه وما كان الحياء في شيء إلا زانه رواه الترمذي وقال حديث حسن

অশ্লীলতা ও কটুভাষিতার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

1734 - ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মুমিন ব্যক্তি খোঁটা দানকারী, লানতকারী, অশ্লীল ও কটুভাষী হয় না। তিরমিজি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি হাসান হাদীস।

1735 - আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, অশ্লীলতা কোনো জিনিসের মধ্যে থাকলে তা তাকে কলঙ্কিত করে, আর লজ্জা কোনো জিনিসের মধ্যে থাকলে তা তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। তিরমিজি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি হাসান হাদীস।

(ص: 481) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَاب كراهة التعكير في الكلام والتشديق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال ودقائق اللغة في مخاطبة العوام ونحوهم

1736 - عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك

المتنطعون قائلها ثلاثة رواه مسلم المتنطعون الببالغون في الأمور

1737 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله

عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل

البقرة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن

1738 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً وإن

أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون

কথাবার্তায় কৃত্রিম গভীরতা প্রদর্শন, মুখ বাঁকিয়ে কথা বলা, বাগ্মিতার বাড়াবাড়ি এবং ভাষার সূক্ষ্ম ও জটিল দিকসমূহ সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলার সময় প্রয়োগের অপছন্দনীয়তা বিষয়ক অধ্যায়।

১৭৩৬ - ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা.) বলেছেন: "অতিরঞ্জনকারীরা ধ্বংস হয়েছে।" তিনি এ কথাটি তিনবার বললেন। (মুসলিম)। 'মুতানাক্বিউন' বা অতিরঞ্জনকারী তারা, যারা যেকোনো বিষয়ে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জিত সীমালঙ্ঘন করে।

১৭৩৭ - আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই বাগ্মী ব্যক্তিকে অপছন্দ করেন, যে তার জিহ্বা দ্বারা এমনভাবে নাড়াচাড়া করে যেমন গরু (ঘাস খাওয়ার সময়) জিহ্বা নাড়াচাড়া করে।" (আবু দাউদ ও তিরমিজি। তিরমিজি একে হাসান হাদীস বলেছেন)।

১৭৩৮ - জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন বসার ক্ষেত্রে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে সেই সকল ব্যক্তি যারা চরিত্রে শ্রেষ্ঠ। আর তোমাদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে অপ্রিয় এবং কিয়ামতের দিন আমার থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থানকারী হবে বাচাল ও যারা মুখ বাঁকিয়ে কৃত্রিমভাবে কথা বলে।"

(ص: 482) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

والمُتَفَيِّهُونَ رواه الترمذي وقال حديث حسن وقد سبق شرحه في باب حسن الخلق

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث كلها تتعلق بما ينطق به الإنسان وذلك أنه ينبغي بل يجب على الإنسان ألا يتكلم إلا بخير لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت والخير قد يكون خيرا لذاته وقد يكون خيرا لغيره فمن الخير لذاته أن يتكلم الإنسان بالقرآن بالذكر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبه ذلك وأما الخير لغيره أن يتكلم الإنسان بما ليس في ذاته أجر لكنه يريد أن يبسط إخوانه ويزيل عنهم الوحشة ويؤلف قلوبهم هذا من الخير حتى الكلام العام إذا قصد الإنسان في ذلك ما ذكرنا كان هذا من الخير ضد ذلك من كان بذيء اللسان والعياذ بالله طعانا لعانا طعانا يعني يطعن في الأنساب ويعيب

الناس ولعانا يكثر لعنهم وسبهم نسأل الله العافية فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن مثل هذا فقال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء فالؤمن رفيق هين لين كلامه سهل

এবং দাস্তিক বা বানোয়াট কথা বলে নিজেকে জাহিরকারী ব্যক্তিগণ। এটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে এটি একটি হাসান হাদীস। উত্তম চরিত্রের অধ্যায়ে ইতোমধ্যেই এর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদীসগুলোর প্রতিটিই মানুষের মুখ নিঃসৃত বাক্যের সাথে সম্পৃক্ত। আর বিষয়টি হলো এই যে, মানুষের জন্য উচিত বরং আবশ্যিক হলো কল্যাণকর কথা ব্যতীত অন্য কিছু না বলা। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা নীরব থাকে।” আর কল্যাণকর কথা কখনো স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কল্যাণকর হতে পারে, আবার কখনো অন্যের জন্য কল্যাণকর হতে পারে। স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কল্যাণকর বিষয় হলো মানুষের কুরআন তিলাওয়াত করা, যিকর করা, সৎ কাজের আদেশ দেওয়া, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা এবং এই জাতীয় বিষয়গুলো। আর অন্যের জন্য কল্যাণকর বিষয় হলো এমন কথা বলা যা হয়তো ইবাদত হিসেবে সরাসরি সাওয়াবযোগ্য নয়, কিন্তু এর দ্বারা সে তার ভাইদের প্রফুল্ল করতে চায়, তাদের একাকিত্ব দূর করতে চায় এবং তাদের হৃদয়ে মহব্বত সৃষ্টি করতে চায়; এটিও কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি সাধারণ কথাবার্তাও যদি কোনো ব্যক্তি উল্লিখিত উদ্দেশ্যে বলে, তবে তাও কল্যাণের পর্যায়ভুক্ত হবে। এর বিপরীত হলো সেই ব্যক্তি যে কটুভাষী—আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—যে মানুষের সম্মানহানি করে এবং অধিক অভিশাপ দেয়। সম্মানহানি বা বিদ্রকারী বলতে বোঝায় যে মানুষের বংশমর্যাদা নিয়ে কটুক্তি করে এবং মানুষের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ায়। আর অধিক লানতকারী বলতে বোঝায় যে মানুষকে অত্যধিক অভিশাপ দেয় ও গালিগালাজ করে। আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ব্যক্তির থেকে (পূর্ণাঙ্গ) ঈমান নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: “মুমিন ব্যক্তি বিদ্রপকারী, লানতকারী, অশ্লীল ভাষী কিংবা কটুভাষী হয় না।” সুতরাং মুমিন হলো দয়ালু, বিনয়ী ও কোমল স্বভাবের মানুষ এবং তার কথাবার্তাও সহজ ও সাবলীল।

ومن ذلك أيضاً من آفات اللسان التقعر في الكلام والتشدد حتى يتكلم الإنسان بملء شذقيه وحتى يتكلم عند العامة في غرائب اللغة العربية إما رياء ليقول الناس ما أعلمه باللغة العربية أو لغير ذلك فالإنسان ينبغي أن يكون كلامه كلام الناس الكلام الذي يفهم حتى وإن كان بالعامية مادام يخاطب العوام أما إذا كان يخاطب طلبة علم وفي مجلس التعلم فهنا ينبغي أن يكون كلامه بيا يقدر عليه من اللغة العربية وفي الباب الثاني الذي ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون هو المتنطع هو المتنطع في الكلام الذي يتنطع بكلامه أو بقوله أو بفعله أو برأيه أو بغير ذلك مما يعده الناس خروجاً عن المألوف وكل هذا من الآداب الحسنة التي جاء بها الإسلام والحمد لله رب العالمين

জিহ্বার আপদসমূহের মধ্যে আরও একটি হলো কথাবার্তায় কৃত্রিমতা ও আড়ষ্টতা অবলম্বন করা এবং বাগাড়ম্বর করা। এমনকী মানুষ আড়ম্বরপূর্ণ ভঙ্গিতে কথা বলে এবং সাধারণ মানুষের সামনে আরবি ভাষার অত্যন্ত জটিল ও বিরল শব্দাবলী ব্যবহার করে; এটি লোকদেখানো মনোবৃত্তি থেকে হতে পারে—যাতে মানুষ তার আরবি ভাষার পাণ্ডিত্য নিয়ে প্রশংসা করে—অথবা অন্য কোনো হীন উদ্দেশ্যে। বরং মানুষের উচিত হলো তার কথা যেন সাধারণ মানুষের কথার মতোই সহজবোধ্য হয়, যতক্ষণ সে সাধারণ জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেয়, এমনকি তা যদি চলিত ভাষায়ও হয়। তবে যখন সে ইলম অন্বেষণকারী বা কোনো শিক্ষা মজলিসে কথা বলবে, তখন তার সক্ষমতা অনুযায়ী মার্জিত আরবি ভাষা ব্যবহার করা উচিত। গ্রন্থকার বর্ণিত দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'সীমালঙ্ঘনকারী বা বাড়াবাড়িকারীরা ধ্বংস হয়েছে'—কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। 'মুতানাক্তি' বা বাড়াবাড়িকারী হলো সেই ব্যক্তি, যে তার কথা, কাজ, মতামত বা অন্য যেকোনো বিষয়ে আতিশয্য ও কৃত্রিমতা প্রকাশ করে, যা সাধারণ রীতিনীতির পরিপন্থী হিসেবে গণ্য হয়। এই সবকিছুই ইসলামের মহান শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

باب كراهة قوله خبثت نفسي

1739 - عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي متفق عليه قال العلماء معنى خبثت أي غثيت وهو معنى لقست ولكن كره لفظ الخبث

"আমার আত্মা কলুষিত হয়েছে" বলা অপছন্দনীয় হওয়া সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

১৭৩৯ - আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন: "তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই না বলে যে 'আমার আত্মা অপবিত্র বা কলুষিত হয়েছে', বরং সে যেন বলে 'আমার মনে অস্বস্তি বোধ হচ্ছে'।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। ওলামায়ে কেরাম বলেন, 'খাবুছাত' এর অর্থ হলো বমি বমি ভাব হওয়া বা অস্থিরতা অনুভব করা এবং 'লাকিসাত' এর অর্থও তাই; কিন্তু 'খুবছ' (অপবিত্রতা বা কলুষতা) শব্দটির ব্যবহারকে অপছন্দ করা হয়েছে।

باب كراهة تسمية العنب كرماً

1740 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب الكرماً فإن الكرماً المسلم متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية فإنما الكرماً قلب المؤمن وفي رواية للبخاري ومسلم يقولون الكرماً إنما قلب المؤمن

1741 - وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرماً ولكن قولوا العنب والحبلة رواه مسلم الحبلة بفتح الحاء والباء ويقال أيضاً بإسكان الباء

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب كراهة قول الرجل خبثت نفسي خبثت نفسي يعني لقست ومعنى لقست غثيت أحياناً يصيب الإنسان كتمة يسيبها الناس كتمة فتضيق عليه الدنيا بدون أن يعرف سبباً لذلك فيقول خبثت نفسي وخبثت يعني صارت خبيثة وهذه كلمة

আঙুরকে ‘কারম’ হিসেবে নামকরণ করার অপছন্দনীয়তা বিষয়ক অধ্যায়

১৭৪০ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, “তোমরা আঙুরকে ‘কারম’ বলো না, কারণ ‘কারম’ (প্রকৃত সম্মান ও মহানুভবতার আধার) তো হলো মুসলিম।” (বুখারী ও মুসলিম)। এটি ইমাম মুসলিমের শব্দাবলী। অন্য এক বর্ণনায় আছে, “নিশ্চয়ই ‘কারম’ হলো মুমিনের অন্তর।” বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, “লোকেরা বলে ‘কারম’, অথচ ‘কারম’ তো কেবল মুমিনের অন্তর।”

১৭৪১ - ওয়ায়িল ইবনে হুজর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “তোমরা ‘কারম’ বলো না, বরং ‘ইনাব’ (আঙুর) এবং ‘হাবালাহ’ (আঙুরলতা) বলো।” (ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)। ‘হাবালাহ’ শব্দটি ‘হা’ এবং ‘বা’ উভয় বর্ণে ফাতহা (যবর) যোগে পঠিত হয়; আবার ‘বা’ বর্ণে সুকুন (জযম) যোগেও উচ্চারণ করা হয়।

[ব্যাক্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) তাঁর ‘রিয়াদুস সালাহীন’ কিতাবে বলেছেন: ‘কোনো ব্যক্তির জন্য আমার নাফস অপবিত্র (খাবুছাত নাফসি) হয়ে গেছে বলা অপছন্দনীয় হওয়া বিষয়ক অধ্যায়।’ ‘খাবুছাত নাফসি’ অর্থাৎ ‘লাকিসাত’ (বমি বমি ভাব হওয়া)। ‘লাকিসাত’-এর অর্থ হলো মন ঘাবড়ে যাওয়া বা বমি বমি ভাব হওয়া। কখনো কখনো মানুষ এমন এক মানসিক সংকীর্ণতা অনুভব করে যাকে মানুষ দমবন্ধ হওয়া বলে থাকে, ফলে কোনো দৃশ্যমান কারণ ছাড়াই তার

কাছে দুনিয়াটা সংকীর্ণ হয়ে আসে। তখন সে বলে, ‘আমার নাফস অপবিত্র হয়ে গেছে।’
‘খাবুছাত’ মানে হলো তা খবীছ বা মন্দ হয়ে গেছে। আর এটি এমন একটি শব্দ...

(ص: 486) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

مكروهة ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل خبثت نفسي ولكن يقول لقست ولقست بمعنى خبثت ولكنها في اللفظ تخالفها فهي أهون منها وأيسر وفي هذا الحديث دليل على اجتناب الألفاظ المكروهة وإبدالها بألفاظ غير مكروهة وإن كان المعنى واحداً لأن اللفظ قد يكون سبباً للمعنى قد يقول خبثت نفسي بمعنى غثيت والخبث الغثيان ويأتي في بآله أنه من الخبث الذي هو ضد الطيب والنفوس الخبيثة هي نفوس الكفرة والعياذ بالله لقول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ولقوله تعالى {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ} ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد دخول الخلاء ليبول أو يتغوط يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث يعني الشياطين والشر فآلمهم أن الإنسان يكره له أن يطلق ألفاظاً مكروهة على معاني صحيحة بل يبدلها بألفاظ محبوبة للنفوس وأما الباب الثاني فهو النهي عن تسمية العنب كرماً والكرم كما قال

এটি অপছন্দনীয় (মাকরুহ), আর এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো ব্যক্তির জন্য এরূপ বলা নিষেধ করেছেন যে, ‘আমার আত্মা কলুষিত (খবীস) হয়ে গেছে’; বরং সে যেন বলে ‘আমার মেজাজ বিক্ষিপ্ত হয়েছে (লাকিসাত)’। ‘লাকিসাত’ শব্দটির অর্থ ‘খাবিছাত’-এর অনুরূপ হলেও শব্দগতভাবে এটি ভিন্ন; ফলে এটি উচ্চারণে অধিকতর সহজ ও মার্জিত। এই হাদীসে অপছন্দনীয় শব্দসমূহ বর্জন করে তার স্থলে—অর্থ অভিন্ন হওয়া

সত্ত্বেও—পছন্দনীয় শব্দ ব্যবহারের প্রমাণ রয়েছে। কারণ শব্দ অনেক সময় অর্থের উপলক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। হতে পারে কেউ ‘আমার আত্মা খবীস হয়েছে’ বলতে বমি বমি ভাব বা অস্থিরতা বুঝিয়েছে—কেননা ‘খুবস’ অর্থ বমি বমি ভাবও হয়—কিন্তু তার মনে এমন চিন্তার উদ্বেক হতে পারে যে এটি সেই ‘খুবস’ বা অপবিত্রতা যা ‘তৈয়িব’ বা পবিত্রতার বিপরীত। আর অপবিত্র বা খবীস আত্মা তো কাফেরদের আত্মা—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই। এর প্রমাণ মহান আল্লাহর বাণী: "হে মুমিনগণ, মুশরিকরা তো অপবিত্র; সুতরাং এই বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয়।" এবং আল্লাহর বাণী: "দুশ্চরিত্রা নারীরা দুশ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষরা দুশ্চরিত্রা নারীদের জন্য; আর পবিত্রা নারীরা পবিত্র পুরুষদের জন্য এবং পবিত্র পুরুষরা পবিত্রা নারীদের জন্য।" অধিকন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রস্রাব বা পায়খানার জন্য শৌচাগারে প্রবেশের ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন: "আমি আল্লাহর কাছে অপবিত্র পুরুষ ও নারী জিনদের থেকে—অর্থাৎ শয়তান ও অনিষ্ট থেকে—আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" সারকথা হলো, মানুষের জন্য সঠিক অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রেও অপছন্দনীয় শব্দ ব্যবহার করা মাকরুহ; বরং তার উচিত তা পরিবর্তন করে আত্মার কাছে প্রিয় এমন শব্দ ব্যবহার করা। আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি হলো আঙুরকে ‘করম’ হিসেবে নামকরণ করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে; আর ‘করম’ বলতে যা বোঝায়...

(ص: 487) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

النبي صلى الله عليه وسلم هو المؤمن أو قلب المؤمن لأنه مأخوذ من الكرم والكرم هو وصف محبوب يوصف به المؤمن ولاسيما إذا كان جواداً بأذلاً للخير بجاهه أو بماله أو علمه فإنه أحق بهذا الوصف من العنب وإنما يقال الحبة أو يقال العنب وأما أن تسميه كرماً فهذا لا وهذا والله أعلم له سبب وهو أن هذا العنب قد يتخذ شراباً خبيثاً محرماً لأن العنب ربما يتخذ منه الخمر نسأل الله العافية يعصر ويخمر فيكون خمرًا خبيثاً لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى العنب كرماً وما

يوجد في بعض الكتب المؤلفة في الزراعة ونحوها يقال شجر الكرم أو الكروم أو نحو ذلك داخل في هذا النهي فلا ينبغي أن يسمى العنب أو أشجار العنب بالكرم أو بالكروم بل يقال الأعناب والعنب والحبله وما أشبه ذلك والله الموفق

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষ্যমতে, ‘কারাম’ (মহানুভবতা) হলো মূলত মুমিন ব্যক্তি বা মুমিনের অন্তর। কারণ এই শব্দটি ‘কারাম’ বা আভিজাত্য থেকে উৎসারিত, যা মুমিনের একটি প্রশংসনীয় গুণ। বিশেষ করে যখন কোনো মুমিন তার পদমর্যাদা, সম্পদ কিংবা ইলম বা জ্ঞানের মাধ্যমে কল্যাণের তরে অকাতরে দান করেন, তখন তিনিই আঙুর অপেক্ষা এই ‘কারাম’ বিশেষণে ভূষিত হওয়ার অধিক যোগ্য। আঙুরকে কেবল ‘হাবলাহ’ (আঙুর লতা) বা ‘ইনাব’ (আঙুর) বলা হবে, একে ‘কারাম’ বলা যাবে না। আল্লাহই ভালো জানেন, এর সম্ভাব্য কারণ হলো—আঙুর থেকে এমন এক অপবিত্র ও হারাম পানীয় তৈরি হতে পারে যা অত্যন্ত ঘৃণ্য; অর্থাৎ তা থেকে মদ প্রস্তুত করা হয়। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামনা করছি। আঙুর নিংড়ে মদ্যপানে রূপান্তরিত করার অবকাশ থাকে বিধায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঙুরকে ‘কারাম’ হিসেবে নামকরণ করতে নিষেধ করেছেন। কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন কিতাবে আঙুর গাছকে ‘শাজারুল কারাম’ (কারাম গাছ) বা ‘কুরুম’ (আঙুর বাগান) হিসেবে উল্লেখ করার যে রীতি দেখা যায়, তা-ও এই নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত। অতএব, আঙুর বা আঙুর গাছকে ‘কারাম’ বা ‘কুরুম’ নামে ডাকা অনুচিত। বরং একে ‘আনা’ব’, ‘ইনাব’ বা ‘হাবলাহ’ এবং এই ধরনের নামে সম্বোধন করা বিধেয়। আল্লাহই সঠিক পথের দিশারি।

(ص: 488) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي
كنكاحها ونحوه

1742 - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبأشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها متفق عليه

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله: باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا لأمر شرعي كنهاها يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يصف امرأة لرجل فيقول صفتها كذا كالطول والحسن والبياض وما أشبه ذلك إلا إذا كان هناك موجب شرعي مثل أن يكون هذا الرجل يريد أن يتزوجها فيصفها له أخوها مثلاً من أجل أن يقدم أو يتزك لأن هذا لا بأس به كما أنه يجوز للخاطب إذا خطب امرأة أن ينظر إليها من أجل أن يكون هذا أدعى لقبوله أو رفضه ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصف المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها وهذا كما أنه محرم فهو من جهة الزوجة ضرر عليها وذلك لأنه إذا وصفت المرأة لزوجها فربما يرغب فيها ويتزوجها عليها ويقع بينهما مشاكل كما هي العادة

কোনো পুরুষের নিকট নারীর সৌন্দর্যের বর্ণনা দেওয়া নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত অধ্যায়; তবে বিয়ে বা অনুরূপ কোনো শরয়ি প্রয়োজন থাকলে তা বৈধ।

১৭৪২ - ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "কোনো নারী যেন অন্য নারীর দেহের সাথে দেহ না লাগায় (অর্থাৎ ঘনিষ্ঠভাবে না মেশে), অতঃপর তার স্বামীর কাছে সেই নারীর এমনভাবে বর্ণনা না দেয়, যেন স্বামী তাকে সশরীরে দেখছে।" (বুখারি ও মুসলিম)

[ব্যাক্য]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: কোনো পুরুষের কাছে নারীর সৌন্দর্যের বর্ণনা দেওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার অধ্যায়, তবে বিয়ের ন্যায় শরয়ি কোনো বিষয় থাকলে ভিন্ন কথা। এর অর্থ হলো, কোনো মানুষের জন্য কোনো পুরুষের নিকট কোনো নারীর গুণাগুণ বর্ণনা করে বলা জায়েজ নয় যে, তার গড়ন এমন, যেমন তার উচ্চতা, রূপ, গায়ের রঙ এবং এই জাতীয় অন্য কিছু।

তবে যদি কোনো শরয়ি কারণ থাকে, যেমন—এই ব্যক্তি তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণ করে, এমতাবস্থায় উদাহরণস্বরূপ তার ভাই যদি তার কাছে সেই নারীর বর্ণনা দেয় যাতে সে বিয়ে করার ব্যাপারে অগ্রসর হতে পারে অথবা বিরত থাকতে পারে, তবে এতে কোনো দোষ নেই। যেমনভাবে কোনো বিয়ের প্রস্তাবদানকারীর জন্য এটি জায়েজ যে, যখন সে কোনো নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে তখন সে তাকে দেখবে, যাতে এটি তাকে গ্রহণ বা বর্জন করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। আর এ কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোনো নারীকে তার স্বামীর কাছে অন্য নারীর এমতভাবে বর্ণনা দিতে নিষেধ করেছেন, যেন স্বামী তাকে সশরীরে দেখে। আর এটি যেমন হারাম, তেমনি এটি স্ত্রীর জন্যও ক্ষতিকর। কারণ, যখন কোনো নারীর বর্ণনা স্বামীর কাছে দেওয়া হয়, তখন হতে পারে সে তার প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়বে এবং তাকে বিয়ে করে স্ত্রীর সপত্নী হিসেবে নিয়ে আসবে, ফলে তাদের মধ্যে সচরাচর যেমন বিবাদ-বিসংবাদ হয়ে থাকে তেমন সমস্যার সৃষ্টি হবে।

(ص: 489) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ولا يعني هذا أن الإنسان يدع التعدد تعدد الزوجات خوفاً من ذلك لأن التعدد مشروع إذا قدر الإنسان على ذلك في بدنه وماله وعدله فإنه يشرع له أن يكثر الزوجات ليكثر النسل وتكثر الأمة الإسلامية لكن إذا كان يخشى ألا يعدل فقد قال الله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا والحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يصف المرأة لرجل أجنبي منها إلا إذا كان هناك موجب شرعي ومن ذلك ما يفعله بعض السفهاء بحيث يفتخر عند أصحابه وزملائه يقول امرأتي جميلة يعني يفتخر بجمال زوجته امرأتي جميلة ووجهاً كذا وعينها كذا وفيها كذا وما أشبه ذلك فإن هذا من المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه والله الموفق

এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ সেই ভয়ে বহুবিবাহ বর্জন করবে। কেননা, যদি কোনো ব্যক্তি শারীরিক, আর্থিক এবং ন্যায়বিচারের সক্ষমতা রাখে, তবে বহুবিবাহ তার জন্য শরীয়তসম্মত। এমতাবস্থায় বংশবৃদ্ধি এবং মুসলিম উম্মাহর সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তার জন্য একাধিক বিয়ে করা বিধেয়। কিন্তু যদি সে ন্যায়বিচার করতে না পারার আশঙ্কা করে, তবে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "অতঃপর তোমরা যদি ভয় করো যে তোমরা ন্যায়বিচার করতে পারবে না, তবে মাত্র একজনকে (বিয়ে করো) অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদের (গ্রহণ করো)। এটাই ভারসাম্য বজায় রাখার এবং অবিচার না করার নিকটতর পন্থা।" সারকথা হলো, কোনো ব্যক্তির জন্য কোনো পরপুরুষের নিকট কোনো নারীর দৈহিক বর্ণনা দেওয়া জায়েয নয়, যদি না সেখানে কোনো শরীয়তসিদ্ধ কারণ থাকে। আর এর অন্তর্ভুক্ত হলো সেই কাজ যা কিছু নির্বোধেরা করে থাকে; তারা তাদের বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীদের নিকট গর্ব করে বলে— "আমার স্ত্রী সুন্দরী"। অর্থাৎ সে তার স্ত্রীর সৌন্দর্যের বড়াই করে বলে— "আমার স্ত্রী অত্যন্ত রূপবতী, তার চেহারা এমন, চোখ এমন, মুখ এমন" ইত্যাদি। নিশ্চয়ই এটি হারামের অন্তর্ভুক্ত, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ থেকে নিষেধ করেছেন। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

(ص: 490) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَاب كَرَاهَةِ قَوْلِ الْإِنْسَانِ فِي الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ بَلْ يَجْزِمُ بِالطَّلَبِ
1743 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقُولُنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمَ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مَكْرَهَ لَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ وَلَكِنْ لِيُغْرَمَ وَلِيُعْظَمَ الرِّغْبَةُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ

1744 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ وَلَا يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرَهَ لَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[الشَّرْحُ]

قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ رِيَاضُ الصَّالِحِينَ: بَابُ كِرَاهَةِ قَوْلِ الْإِنْسَانِ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا مَلْجَأَ لَهُ
إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي طَلَبِ الْخَيْرِ

পরিচ্ছেদ: দোয়ায় মানুষের জন্য 'হে আল্লাহ, আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন' বলা
অপছন্দনীয় হওয়ার বর্ণনা, বরং প্রার্থনায় দৃঢ়তা অবলম্বন করতে হবে

১৭৪৩ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমাদের কেউ যেন কখনো না বলে, "হে আল্লাহ! আপনি
চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমার প্রতি দয়া করুন।" বরং সে যেন
প্রার্থনায় দৃঢ়তা প্রকাশ করে; কেননা তাঁকে বাধ্য করার মতো কেউ নেই। (বুখারী ও মুসলিম)।
মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: "বরং সে যেন দৃঢ় সংকল্পের সাথে প্রার্থনা করে এবং
আকাঙ্ক্ষাকে বড় করে, কারণ আল্লাহ তাআলা যা দান করেন তা তাঁর কাছে বড় কিছু নয়।"

১৭৪৪ - আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমাদের কেউ যখন দোয়া করবে, তখন সে যেন প্রার্থনায়
দৃঢ়তা অবলম্বন করে এবং কখনোই যেন না বলে, "হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে দিন।"
কারণ আল্লাহকে বাধ্য করার মতো কেউ নেই। (বুখারী ও মুসলিম)

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালেহীন' কিতাবে বলেছেন: দোয়ায় মানুষের জন্য "হে
আল্লাহ, আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ, আপনি চাইলে আমার প্রতি দয়া
করুন" বলা অপছন্দনীয় হওয়ার পরিচ্ছেদ। এটি সুপরিজ্ঞাত যে, কল্যাণ কামনার ক্ষেত্রে
আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা ব্যতীত মানুষের আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই।

ودفع الشر وإذا كان الله تعالى هو المقصود وهو الذي يريد العباد ويدجأون إليه ويعتمدون عليه فإنه لا ينبغي للإنسان أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت بل هذا حرام لأن قول القائل إن شئت كأنه يقول إن شئت اغفر لي وإلا ما يهمني كأنه يقول أنا في غنى عنك كما تقول لصاحبك إن شئت فزرني يعني وإن شئت فلا تزرني فأنا لست في حاجة إليك ولهذا كان قول القائل اللهم اغفر لي إن شئت حراماً فقول المؤلف كراهة قول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت يعني كراهة التحريم وكذلك لا يقول اللهم ارحمني إن شئت بل يعزم لأنه يسأل جواداً كريماً غنياً حميداً عز وجل ولأنه مفتقر إلى الله فليكن عازماً في الدعاء يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني بدون إن شئت وكذلك لا يقول اغفر لي إن شاء الله أو يقول الإنسان غفر الله لك إن شاء الله هداك الله إن شاء الله كل هذا لا يقال وإنما يجزم الإنسان ويعزم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن فيه محظورين الأول قال وليعزم المسألة فإن الله لا مكروه له يعني الله عز وجل إن غفر لك فمشيئته أو رحمتك فمشيئته لا أحد يكرهه على ذلك فهو يفعل ما يشاء ويختار عز وجل لا مكروه له حتى تقول إن شئت كذلك أيضاً يقول الإنسان إن شئت كأنه يتعاطم الشيء فيقول إن شئت فأنت به وإن شئت فلا تأت والله تعالى لا يتعاطفه شيء أعطاه مهما عظم الشيء فإن الله تعالى غني كريم يعطي الكثير عز وجل ويترك القليل

এবং মন্দ প্রতিহত করা। আর যেহেতু মহান আল্লাহই পরম উদ্দেশ্য এবং তিনিই সেই সত্তা যাঁর সম্ভৃষ্টি বান্দাগণ কামনা করে, যাঁর নিকট তারা আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং যাঁর ওপর তারা নির্ভর করে, তাই কোনো ব্যক্তির জন্য এরূপ বলা সমীচীন নয় যে, "হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমার প্রতি দয়া করুন"; বরং এটি হারাম। কারণ আহ্বানকারীর "যদি আপনি চান" কথাটি এমন যেন সে বলছে: "আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন, অন্যথায় এটি আমাকে ভাবায় না (বা এতে আমার কিছু যায় আসে না)।" সে যেন

বলছে যে, সে আপনার থেকে অমুখাপেক্ষী। যেমনটি আপনি আপনার সঙ্গীকে বলে থাকেন, "তুমি চাইলে আমার সাথে দেখা করো", অর্থাৎ "তুমি চাইলে দেখা করো আর না চাইলে করো না, আমি তোমার মুখাপেক্ষী নই।" এই কারণেই কোনো ব্যক্তির জন্য "হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন" বলা হারাম। সুতরাং লেখকের বক্তব্য—মানুষের জন্য "হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন যদি আপনি চান" বলা মাকরুহ—এর অর্থ হলো মাকরুহে তাহরীমী (নিষিদ্ধ)। অনুরূপভাবে সে বলবে না যে, "হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমার প্রতি রহম করুন", বরং সে দৃঢ়তার সাথে প্রার্থনা করবে। কেননা সে এক মহান দাতা, পরম দয়ালু, অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত সত্তার কাছে প্রার্থনা করছে। আর যেহেতু সে আল্লাহর মুখাপেক্ষী, তাই দোয়ার ক্ষেত্রে সে যেন দৃঢ়সংকল্প হয়; সে বলবে: "হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! আমার প্রতি দয়া করুন"—এতে "যদি আপনি চান" যুক্ত করবে না। তেমনিভাবে সে বলবে না, "ইনশাআল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন" অথবা কোনো মানুষকে বলবে না যে, "ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন" কিংবা "ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আপনাকে হেদায়েত দান করুন।" এসবের কিছুই বলা যাবে না, বরং মানুষ দোয়ায় দৃঢ়তা ও সংকল্প প্রকাশ করবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন, কারণ এতে দুটি নিষিদ্ধ বিষয় রয়েছে। প্রথমত, তিনি বলেছেন: "প্রার্থনার ক্ষেত্রে সে যেন দৃঢ়তা অবলম্বন করে, কারণ আল্লাহকে বাধ্য করার কেউ নেই।" অর্থাৎ মহান আল্লাহ যদি আপনাকে ক্ষমা করেন বা আপনার প্রতি দয়া করেন, তবে তা তাঁর নিজ ইচ্ছাতেই হবে; কেউ তাঁকে এ কাজে বাধ্য করতে পারে না। তিনি যা চান তা-ই করেন এবং যা ইচ্ছা চয়ন করেন; তাঁকে বাধ্য করার কেউ নেই যে আপনাকে "যদি আপনি চান" বলতে হবে। দ্বিতীয়ত, মানুষ যখন "যদি আপনি চান" বলে, তখন বিষয়টি যেন তার কাছে অনেক বড় মনে হয়, তাই সে বলে: "যদি সম্ভব হয় তবে তা প্রদান করুন, আর না হলে করবেন না।" অথচ মহান আল্লাহ যা-ই দান করেন না কেন, কোনো কিছুই তাঁর কাছে বড় নয়, সেই বস্তু যতই মহান হোক না কেন। কারণ মহান আল্লাহ অত্যন্ত অভাবমুক্ত ও পরম দাতা; তিনি অঢেল দান করেন এবং সামান্য বিষয় তিনি উপেক্ষা করেন (অথবা অল্পতে তাঁর কিছুই হ্রাস পায় না)।

والحاصل أنه لا يحل لك أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت اللهم أدخلني الجنة إن شئت اللهم ارزقني أولادا إن شئت اللهم ارزقني زوجة صالحة إن شئت كل هذا لا يجوز اعزم المسألة ولا تقل فيها المشيئة ومن ذلك أيضاً ما يقوله بعض الناس وأظنهم من الصوفية اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه فإن هذا حرام كيف لا تسأل الله رد القضاء وهل يرد القضاء إلا الدعاء كما جاء في الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء وكأنك إذا قلت اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه كأنك تقول يا ربي عذبني ولكن ارفق بي يا رب أهلك أحبائي ولكن ارفق وما أشبه ذلك كل هذه الأدعية يجب على الإنسان أن يتوخى فيها ما جاء في الكتاب والسنة وما كان بمعنى ذلك نقول بناء على حسن نغمة هذا الدعاء وسجعه فهذا لا يجوز فصار عندنا الآن مسألتان الأولى لا يقل اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت اللهم ارزقني إن شئت اللهم اهدني إن شئت قل الدعاء ولا تقل إن شئت والثانية لا تقل اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه ولكن قل اللهم ارفق بي اللهم اكفني الشر وما أشبه ذلك وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن وجده مريضاً لا بأس طهور إن شاء فهذا من باب الرجاء وهو خبر يعني أرجو أن يكون هذا طهوراً وأيضاً لم يكن بلفظ المخاطبة ما قال إن شئت قال إن شاء الله واللفظ بغير المخاطبة أهون وقعاً من اللفظ الذي يأتي بالمخاطبة والله أعلم

সারকথা এই যে, আপনার জন্য এটি বলা বৈধ নয় যে: হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমার প্রতি দয়া করুন, হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান, হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে সন্তান দান করুন, হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে একজন পুণ্যবতী স্ত্রী দান করুন। এসব বলা জায়েজ নয়; বরং প্রার্থনায় দৃঢ়তা অবলম্বন করুন এবং তাতে আল্লাহর ইচ্ছার শর্ত যুক্ত করবেন না। অনুরূপভাবে,

কিছু মানুষ যা বলে থাকে—আমার ধারণা তারা সুফিদের অন্তর্ভুক্ত—'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ফয়সালা পরিবর্তনের প্রার্থনা করছি না, বরং আমি আপনার নিকট সেই ফয়সালার মধ্যে কোমলতা প্রার্থনা করছি।' নিশ্চয়ই এটি হারাম। আপনি আল্লাহর কাছে কেন ফয়সালা বা তকদির পরিবর্তনের প্রার্থনা করবেন না? অথচ দুআ ব্যতীত কি কোনো কিছু তকদিরকে রদ করতে পারে? যেমনটি হাদিসে এসেছে: 'দুআ ব্যতীত কোনো কিছুই তকদিরকে পরিবর্তন করতে পারে না।' আপনি যখন বলেন: 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট তকদির পরিবর্তনের প্রার্থনা করছি না, বরং তকদিরে কোমলতা প্রার্থনা করছি', তখন যেন আপনি বলছেন: 'হে আমার রব! আপনি আমাকে শাস্তি দিন, তবে আমার প্রতি দয়া করুন; হে আমার রব! আপনি আমার প্রিয়জনদের ধ্বংস করুন, তবে দয়া প্রদর্শন করুন' অথবা এই জাতীয় কিছু। এসকল দুআর ক্ষেত্রে মানুষের উচিত কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত পদ্ধতি এবং তার অর্থের অনুগামী হওয়া। আমরা বলি, কেবল এই দুআর সুর বা ছন্দমাধুর্যের কারণে এটি পড়া জায়েজ হবে না। সুতরাং আমাদের সামনে এখন দুটি বিষয় স্পষ্ট হলো: প্রথমত, এটি বলা যাবে না যে: 'হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমার প্রতি দয়া করুন, হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে রিজিক দান করুন, হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে হিদায়াত দান করুন।' আপনি দুআ করবেন, কিন্তু 'যদি আপনি চান'—এরূপ বলবেন না। দ্বিতীয়ত, এটি বলবেন না যে: 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ফয়সালা পরিবর্তনের প্রার্থনা করছি না, বরং ফয়সালার মধ্যে কোমলতা প্রার্থনা করছি।' বরং বলুন: 'হে আল্লাহ! আমার প্রতি দয়া করুন, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন' এবং এই জাতীয় বাক্য। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখে যে বলতেন: 'কোনো সমস্যা নেই, আল্লাহ চাইলে এটি গুনাহ থেকে পবিত্রকারী'—এটি ছিল মূলত আশা প্রকাশ এবং সংবাদ প্রদানের অর্থে। অর্থাৎ: আমি আশা করছি এটি আপনার জন্য পবিত্রকারী হবে। তাছাড়া এটি সরাসরি সম্বোধনের শব্দও ছিল না; তিনি 'আপনি চাইলে' বলেননি, বরং বলেছেন 'যদি আল্লাহ চান'। আর পরোক্ষভাবে বলা শব্দ সরাসরি সম্বোধন করে বলার চেয়ে অধিকতর নমনীয়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

بَاب كَرَاهَةِ قَوْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ

1745 - عَنْ حَزِيفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ

[الشَّرْحُ]

قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ رِيَاضُ الصَّالِحِينَ: بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْإِنْسَانِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ وَالْكَرَاهَةُ هُنَا يَرَادُ بِهَا التَّحْرِيمُ يَعْنِي أَنَّكَ إِذَا تَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَذَلِكَ أَنَّ الْوَاوَ تَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ إِذَا قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ كَأَنَّكَ جَعَلْتَ فُلَانًا مَسَاوِيًّا لِلَّهِ عِزَّ وَجَلَّ فِي الْمَشِئَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى وَحْدَهُ لَهُ الْمَشِئَةُ التَّامَّةُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ وَلَكِنْ أُرْشِدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ أُرْشِدٌ إِلَى قَوْلٍ مَبَاحٍ فَقَالَ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ لِأَنَّ ثُمَّ تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ بِمُهْلَةٍ يَعْنِي أَنَّ مَشِئَةَ اللَّهِ فَوْقَ مَشِئَةِ فُلَانٍ وَكَذَلِكَ قَوْلُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ فَإِنْ رَجَلَا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ قَالَ أَجْعَلْتَنِي لِلَّهِ نَدَا يَنْكِرُ عَلَيْهِ بَلْ قُلْ مَا شَاءَ

‘আল্লাহ যা চেয়েছেন এবং অমুক যা চেয়েছেন’—এমন বাক্য বলা অপছন্দনীয় হওয়া সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ

১৭৪৫ - হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমরা বলো না ‘আল্লাহ যা চেয়েছেন এবং অমুক যা চেয়েছেন’, বরং তোমরা বলো ‘আল্লাহ যা চেয়েছেন, তারপর অমুক যা চেয়েছেন’। এটি আবু দাউদ সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) তাঁর ‘রিয়াদুস সালিহীন’ গ্রন্থে বলেছেন: মানুষের জন্য ‘আল্লাহ যা চেয়েছেন এবং অমুক যা চেয়েছেন’ বলা মাকরুহ হওয়া সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ। এখানে মাকরুহ বা অপছন্দনীয় হওয়া দ্বারা ‘হারাম’ বা নিষিদ্ধ হওয়া উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আপনি যখন বলেন ‘আল্লাহ যা চেয়েছেন এবং অমুক যা চেয়েছেন’ অথবা ‘আল্লাহ যা চেয়েছেন এবং আপনি যা চেয়েছেন’ কিংবা এই জাতীয় শব্দ ব্যবহার করেন, তা নিষিদ্ধ। কারণ ‘এবং’ (ওয়াও) অব্যয়টি সমতা বা অংশীদারিত্বের দাবি রাখে। যখন আপনি বলেন ‘আল্লাহ যা চেয়েছেন এবং অমুক যা চেয়েছেন’, তখন যেন আপনি সেই ব্যক্তিকে ইচ্ছার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করলেন। অথচ মহান আল্লাহ এককভাবে পূর্ণাঙ্গ ইচ্ছার অধিকারী, আল্লাহ যা চান তা-ই করেন। কিন্তু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন এই বাক্যটি বলতে নিষেধ করেছেন, তখন তিনি একটি বৈধ বাক্যের দিকেও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘বরং তোমরা বলো, আল্লাহ যা চেয়েছেন তারপর অমুক যা চেয়েছেন’। কারণ ‘তারপর’ (সুম্মা) অব্যয়টি বিরতিসহ পর্যায়ক্রমিক ক্রমধারা নির্দেশ করে। অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছা ওই ব্যক্তির ইচ্ছার উর্ধ্বে। একইভাবে ‘আল্লাহ যা চেয়েছেন এবং আপনি যা চেয়েছেন’ বলাও একই পর্যায়ের। এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলেছিলেন, ‘আল্লাহ যা চেয়েছেন এবং আপনি যা চেয়েছেন’। তিনি তার প্রতিবাদ করে বললেন, ‘তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে দিলে? বরং বলো, আল্লাহ যা...’

(ص: 494) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الله وحده فها هنا مراتب المرتبة الأولى أن يقول ما شاء الله وحده وهذه كلمة فيها تفويض الأمر إلى الله واتفق عليها المسلمون كل المسلمين يقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن الثانية يقول ما شاء الله ثم شاء فلان فهذه جائزة أجازها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها الثالثة أن يقول ما شاء الله و شاء فلان فهذه محرمة ولا تجوز وذلك لأن الإنسان جعل المخلوق مساوي للخالق عز وجل في

البشيئة الرابعة أن يقول ما شاء الله فشاء فلان بالفاء فهذه محل نظر لأن الترتيب فيها وارد بمعنى أنك إذا قلت فشاء فالفاء تدل على الترتيب لكنها ليس كـ ثم لأن ثم تدل على الترتيب بسهولة وهذه تدل على الترتيب بتعقيب ولهذا فهي محل نظر ولهذا لم يرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا ذكر للناس شيئاً لا يجوز فليبين لهم ما هو جائز لأنه قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان وهكذا ينبغي لمعلم الناس إذا ذكر لهم

একমাত্র আল্লাহ। এখানে কয়েকটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর হলো এটি বলা যে, 'একমাত্র আল্লাহ যা চেয়েছেন'। এটি এমন একটি বাক্য যাতে সমস্ত বিষয় আল্লাহর ওপর সোপর্দ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে সকল মুসলিম একমত পোষণ করেছেন। সকল মুসলিমই বলে থাকেন, 'আল্লাহ যা চেয়েছেন তা হয়েছে, আর যা তিনি চাননি তা হয়নি।' দ্বিতীয় স্তর হলো এটি বলা যে, 'আল্লাহ যা চেয়েছেন, অতঃপর অমুক যা চেয়েছে'। এটি বৈধ; নবী (আল্লাহর শান্তি ও আশীর্বাদ তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) এটি বৈধ করেছেন এবং এর প্রতি দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তৃতীয় স্তর হলো এটি বলা যে, 'আল্লাহ যা চেয়েছেন এবং অমুক যা চেয়েছে'। এটি হারাম এবং নাজায়েজ। এর কারণ হলো, এর মাধ্যমে মানুষ কোনো সৃষ্টিকে ইচ্ছার ক্ষেত্রে মহান পরাক্রমশালী স্রষ্টার সমতুল্য করে ফেলে। চতুর্থ স্তর হলো 'ফা' বর্ণ যোগে বলা যে, 'আল্লাহ যা চেয়েছেন, ফলে অমুক যা চেয়েছে'। এটি পর্যালোচনার দাবি রাখে। কারণ এতে ক্রমধারা বিদ্যমান, অর্থাৎ আপনি যখন 'ফা' যোগে বলবেন তখন তা ক্রমধারা বোঝাবে, কিন্তু এটি 'অতঃপর' শব্দের মতো নয়। কারণ 'অতঃপর' শব্দটি বিলম্বসহ ক্রমধারা বোঝায়, আর এই 'ফা' বর্ণটি তাৎক্ষণিক ক্রমধারা বোঝায়। এই কারণেই এটি পর্যালোচনার বিষয় এবং এজন্যই নবী (আল্লাহর শান্তি ও আশীর্বাদ তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) এর প্রতি দিকনির্দেশনা দেননি। এই হাদিসে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, মানুষ যখন মানুষের কাছে এমন কিছু উল্লেখ করে যা জায়েজ নয়, তখন তার উচিত তাদের সামনে যা জায়েজ তা-ও স্পষ্ট করে দেওয়া। কারণ তিনি বলেছেন, 'তোমরা বলো না: আল্লাহ যা চেয়েছেন এবং অমুক যা চেয়েছে, বরং বলো: আল্লাহ যা চেয়েছেন, অতঃপর অমুক যা চেয়েছে।' মানুষের শিক্ষকের জন্য এমনই হওয়া উচিত যখন তিনি তাদের কাছে কোনো বিষয় উল্লেখ করেন...

الأبواب الممنوعة فليفتح لهم الأبواب الجائزة حتى يخرج الناس من هذا إلى هذا بعض الناس يذكر الأشياء الممنوعة يقول هذا حرام هذا حرام ولا يبين لهم الأبواب الجائزة وهذا سد للأبواب أمامهم دون فتح للأبواب وانظر إلى لوط عليه الصلاة والسلام قال لقومه أتأتون الذكران من العالمين بعده {وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم} نهاهم عن الممنوع وأرشدهم إلى الجائز وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان بل انظر إلى قول الله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنّا} فنهاهم عن كلمة راعنا وأرشدهم إلى الكلمة الجائزة {وقولوا انظرنّا} ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب فقال أكل تمر خيبر هكذا قالوا لا لكننا نشترى الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بثلاثة قال لا بع التمر الرديء بالدرهم ثم اشترى بالدرهم تماً طيباً

নিষিদ্ধ দ্বারগুলো বন্ধ করার পাশাপাশি তাদের জন্য বৈধ দ্বারগুলো উন্মুক্ত করা উচিত, যাতে মানুষ নিষিদ্ধ পথ থেকে বৈধ পথের দিকে ফিরে আসতে পারে। কিছু মানুষ কেবল নিষিদ্ধ বিষয়গুলোই উল্লেখ করে থাকে; তারা বলে যে, এটি হারাম, ওটি হারাম—কিন্তু মানুষের সামনে বৈধ পথগুলো বর্ণনা করে না। এটি মানুষের জন্য কোনো বিকল্প পথ না রেখে কেবল তাদের সামনে দরজা বন্ধ করে দেওয়ার শামিল। লুত (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি লক্ষ্য করুন, তিনি তাঁর জাতিকে বলেছিলেন: "তোমরা কি বিশ্বজগতের পুরুষদের সাথে উপগত হও? এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে তোমাদের জন্য যা সৃষ্টি করেছেন তা বর্জন করো?" তিনি তাদের নিষিদ্ধ কাজ থেকে বারণ করেছেন এবং বৈধ কাজের পথ প্রদর্শন করেছেন। একইভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা এরূপ বলো না যে, আল্লাহ যা চেয়েছেন এবং অমুক যা চেয়েছে; বরং বলো, আল্লাহ যা চেয়েছেন অতঃপর অমুক যা চেয়েছে।" এমনকি মহান আল্লাহর এই বাণীর দিকে লক্ষ্য করুন: "হে মুমিনগণ, তোমরা 'রাযিনা' বলো না, বরং 'উনজুর্না' বলো।" এখানে তিনি তাদের 'রাযিনা' শব্দ ব্যবহার

করতে নিষেধ করেছেন এবং বৈধ শব্দ হিসেবে 'উনজুর্না' বলার নির্দেশ দিয়েছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট যখন উৎকৃষ্ট মানের খেজুর নিয়ে আসা হলো, তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "খায়বরের সব খেজুরই কি এমন?" তারা উত্তর দিল: "না, বরং আমরা উৎকৃষ্ট এক সা' খেজুর সাধারণ দুই সা' খেজুরের বিনিময়ে অথবা দুই সা' খেজুর তিন সা' খেজুরের বিনিময়ে ক্রয় করি।" তিনি বললেন: "এমন করো না; বরং নিম্নমানের খেজুরগুলো দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করো, অতঃপর সেই দিরহাম দিয়ে উৎকৃষ্ট খেজুর ক্রয় করো।"

(ص: 496) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَاب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة المراد به الحديث الذي يكون مباحاً في غير هذا الوقت وفعله وتركه سواء فأماً الحديث المحرم أو المكروه في غير هذا الوقت فهو في هذا الوقت أشد تحريماً وكراهة وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق والحديث مع الضيف ومع طالب حاجة ونحو ذلك فلا كراهة فيه بل هو مستحب وكذا الحديث لعذر وعارض لا كراهة فيه وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على كل ما ذكرته

1746 - عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يكره

النوم قبل العشاء والحديث بعدها متفق عليه

1747 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى

العشاء في آخر حياته فلما سلم قال أرايتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد متفق عليه

1748 - وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم

এশার সালাতের পর কথা বলা অপছন্দনীয় হওয়া সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ এর দ্বারা সেই সব কথাবার্তা উদ্দেশ্য যা অন্য সময়ে বৈধ এবং যা করা বা না করা সমান। তবে যে কথা অন্য সময়ে হারাম বা মাকরুহ, তা এই সময়ে আরও কঠোরভাবে হারাম ও মাকরুহ হিসেবে গণ্য হবে। আর ভালো কাজের আলোচনা, যেমন ইলমি মুজাকারা (জ্ঞানচর্চা), নেককারদের কাহিনী, উন্নত চরিত্র ও শিষ্টাচার বিষয়ক আলোচনা এবং মেহমান বা কোনো প্রয়োজনপ্রার্থীর সাথে কথা বলা—এসব ক্ষেত্রে কোনো অপছন্দনীয়তা নেই, বরং তা মুস্তাহাব। তদ্রূপ কোনো ওজর বা বিশেষ প্রয়োজনে কথা বলাতেও কোনো অপছন্দনীয়তা নেই। আমি যা উল্লেখ করেছি তার সমর্থনে বহু সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

১৭৪৬ - আবু বারযা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার সালাতের পূর্বে ঘুমানো এবং এশার পরে কথা বলা অপছন্দ করতেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

১৭৪৭ - ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের শেষ ভাগে এশার সালাত আদায় করলেন। যখন তিনি সালাম ফিরালেন, তখন বললেন, "তোমরা কি তোমাদের আজকের এই রাতটি দেখেছ? নিশ্চয়ই আজ থেকে একশ বছর পর বর্তমানে যারা পৃথিবীর পৃষ্ঠে বিচরণ করছে, তাদের মধ্যে একজনও অবশিষ্ট থাকবে না।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

১৭৪৮ - আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, অতঃপর তিনি তাঁদের নিকট আসলেন।

(ص: 497) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

قريباً من شطر الليل فصلى بهم يعني العشاء قال ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرت الصلاة رواه البخاري

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب كراهة الحديث بعد صلاة العشاء الآخرة ثم ذكر رحمه الله أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم مكروه محرّم وقسم مندوب إليه وقسم مباح أما المكروه والمحرّم فإنه يزداد كراهة وتحريماً إذا كان بعد صلاة العشاء وأما المباح فهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه بعد العشاء وأما المندوب فإنه مندوب ولا يضر ولو كان بعد صلاة العشاء فأما الأول فمثل الحديث في الغيبة والنبية وقول الزور والاستماع إلى اللهو والغناء ومشاهدة ما لا يحل مشاهدته فهذا حرام في كل وقت وحين ويزداد إثماً إذا كان بعد العشاء الآخرة لأنه في وقت يكره فيه الكلام المباح فكيف بالمحرّم والمكروه والقسم الثاني الكلام اللغو الذي ليس حراماً ولا مكروهاً ولا مندوباً وهو أكثر كلام الناس فهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه بعد صلاة العشاء وذلك لأنه إذا تحدث الإنسان بعد صلاة العشاء يطول به المجلس ثم يتأخر نومه فيكسل عن قيام الليل وعن صلاة الفجر وما أدى إلى تهاون في الأمر المشروع فإنه يكون مكروهاً

মধ্যরাতের কাছাকাছি সময়ে তিনি তাঁদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন, অর্থাৎ ইশার সালাত। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, "জেনে রেখো, লোকেরা সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে, আর তোমরা যতক্ষণ সালাতের অপেক্ষায় থাকবে, ততক্ষণ সালাতের মধ্যেই গণ্য হবে।" এটি ইমাম বুখারি বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর রিয়াদুস সালিহীন গ্রন্থে বলেছেন: ইশার সালাতের পর কথাবার্তা বলার অপছন্দনীয়তা বিষয়ক অধ্যায়। অতঃপর তিনি (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) উল্লেখ করেছেন যে, কথাবার্তা তিন ভাগে বিভক্ত: এক প্রকার হলো মাকরুহ ও হারাম, দ্বিতীয় প্রকার হলো মুস্তাহাব এবং তৃতীয় প্রকার হলো মুবাহ বা বৈধ। মাকরুহ ও হারাম কথাবার্তা ইশার সালাতের পর হলে তার অপছন্দনীয়তা ও নিষিদ্ধতা আরও বৃদ্ধি পায়। আর মুবাহ বা বৈধ কথা হলো সেটি যা নবী (আল্লাহর শান্তি ও আশীর্বাদ তাঁর ওপর বর্ষিত হোক)

ইশার পর অপছন্দ করতেন। আর মুস্তাহাব কথা সবসময়ই মুস্তাহাব, এমনকি ইশার সালাতের পর হলেও তাতে কোনো ক্ষতি নেই। প্রথম প্রকারের উদাহরণ হলো গীবত (পরনিন্দা), চোগলখুরি, মিথ্যা কথা বলা, অনর্থক আমোদ-প্রমোদ ও গান শোনা এবং যা দেখা বৈধ নয় তা দেখা। এগুলি সব সময়ের জন্যই হারাম, আর ইশার সালাতের পর এর গুনাহ আরও বৃদ্ধি পায়; কারণ এটি এমন এক সময় যখন বৈধ কথাবার্তাই অপছন্দনীয়, তাহলে হারাম ও মাকরুহ কথা কেমন হতে পারে! দ্বিতীয় প্রকার হলো অনর্থক কথা যা হারাম, মাকরুহ বা মুস্তাহাব কোনটিই নয় এবং এটিই মানুষের অধিকাংশ কথা। নবী (আল্লাহর শান্তি ও আশীর্বাদ তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) ইশার সালাতের পর এটি অপছন্দ করতেন। এর কারণ হলো, মানুষ যখন ইশার সালাতের পর কথা বলে তখন মজলিস দীর্ঘ হয়ে যায়, ফলে তার ঘুমাতে দেরি হয় এবং সে রাতের সালাত ও ফজরের সালাতের ব্যাপারে অলস হয়ে পড়ে। আর যা কিছু কোনো শরয়ি নির্দেশের প্রতি শিথিলতার কারণ হয়, তা মাকরুহ হিসেবে গণ্য।

(ص: 498) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

وَأَمَّا الْمُنْدُوبُ فَهُوَ التَّشَاغُلُ بِالْعِلْمِ مَطَالَعَةً أَوْ حِفْظًا أَوْ مَذَاكِرَةً وَالْحَدِيثَ مَعَ الضَّعِيفِ لِيُؤْنَسَ وَيَكْرَمَ بِحَدِيثِهِ وَالْحَدِيثَ مَعَ الْأَهْلِ لِتَأْلِيفِ قُلُوبِهِمْ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الْعَارِضُ الَّذِي لَيْسَ دَائِمًا كُلُّ هَذَا لَا يَضُرُّهُ بَلْ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ إِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ بِهِ حَصُولُ خَيْرٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُؤَلَّفُ أَحَادِيثَ حَدِيثِ أَبِي بَرَزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ يُوْدِي إِلَى الْكَسَلِ إِذَا قَامَ لِيُصَلِّيَ وَرَبَّمَا اسْتَغْرَقَ بِهِ النَّوْمُ حَتَّى آخِرَ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا فَلِذَلِكَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ نَشِيطًا وَأَمَّا النَّعَاسُ فَهَذَا لَيْسَ بِاخْتِيَارِ الْإِنْسَانِ وَلَا يَضُرُّهُ وَالشَّاهِدُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُهُ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا فَإِنَّ الْحَدِيثَ بَعْدَ الْعِشَاءِ كَرِهَهُ

النبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا كان في خير فإنه لا بأس به ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه بعد صلاة العشاء وينصحهم ويبين لهم عليه الصلاة والسلام فهذا لا بأس به والله الموفق

আর পছন্দনীয় বা মুস্তাহাব কাজ হলো জ্ঞানচর্চায় ব্যাপ্ত থাকা—তা অধ্যয়ন, মুখস্থকরণ কিংবা আলোচনার মাধ্যমেই হোক; এবং মেহমানকে সঙ্গ দিতে ও সম্মান প্রদর্শন করতে তার সাথে কথা বলা, এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে হৃদয়তা তৈরির লক্ষ্যে আলাপচারিতা করা এবং এ জাতীয় বিষয়সমূহ। অনুরূপভাবে এমন আকস্মিক কথাবার্তা যা নিয়মিত নয়; এগুলোর কোনোটিই ক্ষতিকর নয়, বরং যদি এর দ্বারা কল্যাণ অর্জন উদ্দেশ্য হয় তবে তা মুস্তাহাব। এরপর লেখক আবু বারযা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এশার আগে ঘুমানো এবং এশার পরে কথা বলা অপছন্দ করতেন। কারণ এশার আগে ঘুমাতে সালাতের জন্য ওঠার সময় আলস্য তৈরি হয়, এমনকি অনেক সময় ঘুমের ঘোরে সালাতের সময় অতিবাহিত হয়ে যেতে পারে। তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এশার সালাতের আগে ঘুমানো অপছন্দ করতেন যাতে মানুষ উদ্যমী থাকতে পারে। আর তন্দ্রার বিষয়টি মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, তাই তা ক্ষতিকর নয়। এই হাদিসের মূল প্রাসঙ্গিক অংশ হলো তাঁর এই উক্তি: "এবং এরপর কথাবার্তা বলা।" কারণ এশার পর কথা বলা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অপছন্দ করতেন। তবে যদি তা ভালো কোনো কাজে হয় তবে তাতে কোনো দোষ নেই। একারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এশার সালাতের পর তাঁর সাহাবীগণের সাথে কথা বলতেন, তাঁদের উপদেশ দিতেন এবং দ্বীনি বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করতেন। সুতরাং এতে কোনো দোষ নেই। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 499) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي

1749 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه وفي رواية حتى ترجع

পরিচ্ছেদ: স্বামীর আহ্বানে স্ত্রীর শয্যাগ্রহণে অস্বীকৃতি জানানোর হারাম হওয়া প্রসঙ্গে, যখন তার না থাকে কোনো শরীয়তসম্মত ওজর

১৭৪৯ - আবু হুরায়রা (রাঃ) আল্লাহ্ আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যখন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার শয্যায় আহ্বান করে আর সে তা অস্বীকার করে, অতঃপর স্বামী তার ওপর দ্রুত অবস্থায় রাত অতিবাহিত করে, তবে ফেরেশতারা সকাল হওয়া পর্যন্ত তার ওপর লানত বর্ষণ করতে থাকে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। অন্য বর্ণনায় রয়েছে: "যতক্ষণ না সে ফিরে আসে।"

(ص: 500) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب تحريم صوم المرأة تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه

1750 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه متفق عليه

[الشرح]

هذان البابان ذكرهما النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في بيان ما يجب على المسلم لأخيه والله سبحانه وتعالى أوصى بالجار ذي القرب والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب قيل إنه الزوج وقيل الصاحب بالجنب يعني في السفر فذكر الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته

إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح أو قال حتى ترجع وذلك أن الواجب عليها إذا دعاها الرجل إلى حاجته أن تجيبه إلا إذا كان هناك عذر شرعي كما لو كانت مريضة لا تستطيع معاشرته إياها أو كان عليها عذر يمنعها من الحضور إلى فراشه فهذا لا بأس وإلا فإنه يجب عليها أن تحضر وأن تجيبه وإذا كان هذا في حق الزوج على الزوجة فكذلك ينبغي للزوج إذا رأى من أهله أنهم يريدون التمتع فإنه ينبغي أن يجيبهم ليعاشرها كما تعاشره فإن الله تعالى قال وعاشروهن بالمعروف وأما الثاني فإنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه المسألة الأولى الصيام والصيام نوعان نوع واجب فلها أن تصوم بغير إذن زوجها ونوع تطوع فلا تصوم إذا كان شاهداً إلا بإذنه أما إذا

স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর নফল রোজা রাখা নিষিদ্ধ হওয়ার অধ্যায় ১৭৫০ - আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত কোনো স্ত্রীর জন্য রোজা রাখা বৈধ নয় এবং তার অনুমতি ছাড়া তার ঘরে কাউকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়াও বৈধ নয়।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রহ.) তাঁর রিয়াদুস সালিহীন কিতাবের এই দুটি অধ্যায়ে একজন মুমিনের প্রতি অন্য মুমিনের যা করণীয় তা বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহ নিকটাত্মীয় প্রতিবেশী, দূরবর্তী প্রতিবেশী এবং পার্শ্ববর্তী সঙ্গীর (আস-সাহিব বিল জাম্ম) ব্যাপারে অসিয়ত করেছেন। বলা হয়েছে যে, 'পার্শ্ববর্তী সঙ্গী' বলতে স্বামী বোঝায়, আবার কেউ কেউ বলেছেন এর অর্থ হলো সফরের সঙ্গী। প্রথম হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: যখন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে আর সে আসতে অস্বীকার করে, তবে ফেরেশতারা সকাল পর্যন্ত তাকে অভিশাপ দিতে থাকে, অথবা তিনি বলেছেন স্ত্রী ফিরে আসা পর্যন্ত। এর কারণ হলো, যখন কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে তার প্রয়োজনে ডাকে, তখন স্ত্রীর জন্য স্বামীর ডাকে সাড়া দেওয়া ওয়াজিব; তবে যদি কোনো শরয়ী ওজর থাকে, যেমন সে অসুস্থ হওয়ার কারণে সহবাসে অক্ষম হয় অথবা তার এমন কোনো ওজর থাকে যা তাকে বিছানায়

আসতে বাধা দেয়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। অন্যথায়, তার উপস্থিত হওয়া এবং স্বামীর ডাকে সাড়া দেওয়া ওয়াজিব। আর স্ত্রীর ওপর স্বামীর যেমন এই অধিকার রয়েছে, তেমনি স্বামীরও উচিত যখন সে তার স্ত্রীর মধ্যে মিলনের আকাঙ্ক্ষা দেখে, তখন তার ডাকে সাড়া দেওয়া, যেন সে স্ত্রীর সাথে তেমনি সদাচরণ করে যেমনটি স্ত্রী তার সাথে করে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো।" আর দ্বিতীয় হাদিসটির অর্থ হলো, স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর জন্য রোজা রাখা জায়েজ নয় এবং তার অনুমতি ছাড়া তার ঘরে কাউকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়াও বৈধ নয়। প্রথম মাসআলাটি হলো রোজা সংক্রান্ত। রোজা দুই প্রকার: এক প্রকার ওয়াজিব, সেক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়াই রোজা রাখতে পারে। অন্যটি হলো নফল বা ঐচ্ছিক রোজা, যা স্বামী উপস্থিত থাকলে তার অনুমতি ছাড়া রাখা যাবে না। তবে যদি স্বামী অনুপস্থিত থাকে তবে ভিন্ন কথা।

(ص: 501) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

كان غائباً فهي حرة لكن إذا كان شاهداً فلا تصم لأنه ربما يدعوها إلى حاجته وهي صائبة فيقع في حرج وتقع هي كذلك في حرج أما إذا كان في صوم الواجب كما لو كان عليها أيام من رمضان ولم يبق على رمضان الثاني إلا بقدر ما عليها فهنا يجب عليها أن تصوم سواء إذن أم لم يأذن فمثلاً إذا كانت المرأة عليها من رمضان عشرة أيام ولم يبق على رمضان الثاني إلا عشرة أيام فهنا تصوم سواء أذن أم لم يأذن بل لو منعها من الصوم فلها أن تصوم لأن هذا واجب أما إذا كان عليها عشرة أيام من رمضان وقد بقي على رمضان الثاني شهر أو شهران أو أكثر فله أن يمنعها من الصوم ولا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه وذلك أن الوقت واسع وإذا كان واسعاً فلا ينبغي لها أن تضيق على زوجها وإذا أذن لها وسامحها ووافق فإن كان الصوم واجباً حرم عليه أن يفسده بالجماع لأنه أذن فيه وقد شرعت في صوم الواجب فليزملها

إِتِّمَامُهُ وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَلَهُ أَنْ يَجَامِعَهَا فِيهِ وَلَوْ فَسَدَ الصَّوْمُ لِأَنْ التَّطَوُّعَ لَا يُلْزَمُ
إِتِّمَامُهُ لَكِنْ لَوْ قَالَتْ أَنْتَ أَذْنَتْ لِي وَهَذَا وَعَدَ مِنْكَ بِأَنْكَ لَا تَفْسُدُ صَوْمِي وَجِبَ عَلَيْهِ
الْوَفَاءُ وَحَرَمَ عَلَيْهِ أَنْ يَفْسُدَ صَوْمُهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ
مَسْئُولًا} وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَا تَأْذِنْ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْنِي لَا تَدْخُلْ أَحَدًا إِلَى الْبَيْتِ إِلَّا
بِإِذْنِهِ فَإِنْ مَنَعَهَا أَنْ تَدْخُلَ أَحَدًا مَعِينًا قَالَ فَلَانِ لَا يَدْخُلُ عَلَيَّ حَرَمٌ عَلَيْهَا أَنْ
تَدْخُلَ بَيْتَهُ لِأَنَّ الْبَيْتَ لَهُ وَأَمَّا إِذَا كَانَ رَجُلًا وَاسِعَ الصَّدْرِ لَا يَهْمُهُ أَنْ يَدْخُلَ إِلَى أَهْلِهِ
أَحَدٌ فَلَا يُلْزَمُهَا أَنْ تَسْتَأْذِنَهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَاللَّهُ الْبَاقِي

যদি স্বামী অনুপস্থিত থাকেন তবে স্ত্রী (রোজা রাখার ব্যাপারে) স্বাধীন, কিন্তু তিনি উপস্থিত থাকলে স্ত্রী যেন রোজা না রাখেন; কেননা হতে পারে স্বামী তাকে নিজের প্রয়োজনে ডাকবেন অথচ তিনি রোজাদার, ফলে স্বামী সংকটে পড়বেন এবং স্ত্রীও অনুরূপ সংকটে পড়বেন। তবে যদি তা ওয়াজিব রোজা হয়, যেমন তার জিম্মায় রমজানের কাজা রোজা বাকি আছে এবং দ্বিতীয় রমজান আসতে ঠিক ততটুকুই সময় বাকি আছে যতটা রোজা তার বাকি, তবে এক্ষেত্রে স্বামী অনুমতি দিন বা না দিন—তাকে রোজা রাখতেই হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো মহিলার রমজানের দশ দিনের রোজা বাকি থাকে এবং দ্বিতীয় রমজান আসতে মাত্র দশ দিন বাকি থাকে, তবে এক্ষেত্রে তিনি রোজা রাখবেন, চাই স্বামী অনুমতি দিন বা না দিন। এমনকি স্বামী যদি তাকে রোজা রাখতে নিষেধও করেন, তবুও তিনি রোজা রাখবেন, কারণ এটি ওয়াজিব। কিন্তু যদি তার জিম্মায় দশ দিনের রোজা বাকি থাকে আর দ্বিতীয় রমজান আসতে এক মাস, দুই মাস বা তার বেশি সময় বাকি থাকে, তবে স্বামীর অধিকার রয়েছে তাকে রোজা রাখা থেকে বাধা দেওয়ার। এক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার জন্য রোজা রাখা বৈধ নয়, কারণ সময় এখনো পর্যাপ্ত। আর যখন সময় পর্যাপ্ত থাকে, তখন স্বামীর জন্য সংকীর্ণতা সৃষ্টি করা স্ত্রীর উচিত নয়। আর স্বামী যদি তাকে অনুমতি দেন ও সম্মতি প্রকাশ করেন, তবে রোজাটি যদি ওয়াজিব হয়, সহবাসের মাধ্যমে তা নষ্ট করা স্বামীর জন্য হারাম। কারণ তিনি অনুমতি দিয়েছেন এবং স্ত্রী একটি ওয়াজিব রোজা শুরু করেছেন, তাই সেটি পূর্ণ করা স্ত্রীর জন্য আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। আর যদি তা নফল রোজা হয়, তবে স্বামীর অধিকার রয়েছে স্ত্রীর সাথে সহবাস করার, যদিও তাতে রোজা নষ্ট হয়ে যায়; কেননা নফল রোজা পূর্ণ করা আবশ্যক নয়। কিন্তু স্ত্রী যদি বলেন, "আপনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন এবং এটি আপনার পক্ষ থেকে

একটি প্রতিশ্রুতি যে আপনি আমার রোজা নষ্ট করবেন না", তবে স্বামীর জন্য সেই ওয়াদা পূরণ করা ওয়াজিব এবং স্ত্রীর রোজা নষ্ট করা হারাম। মহান আল্লাহর বাণীর কারণে: {আর তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করো; নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে}। আর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী "স্বামীর ঘরে তার অনুমতি ব্যতীত কাউকে প্রবেশের অনুমতি দেবে না" এর অর্থ হলো—স্বামীর অনুমতি ছাড়া কাউকে ঘরে প্রবেশ করা হবে না। যদি স্বামী নির্দিষ্ট কাউকে প্রবেশ করাতে নিষেধ করেন এবং বলেন যে, "অমুক ব্যক্তি আমার ঘরে প্রবেশ করবে না", তবে তাকে ঘরে প্রবেশ করানো স্ত্রীর জন্য হারাম হবে; কারণ ঘরটি স্বামীর। পক্ষান্তরে স্বামী যদি প্রশস্ত হৃদয়ের মানুষ হন এবং তার পরিবারের কাছে কারো প্রবেশ করাকে তিনি অক্ষিপ না করেন, তবে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য পৃথকভাবে স্বামীর অনুমতি নেওয়া স্ত্রীর ওপর আবশ্যিক নয়। আর আল্লাহই তাওফিক দাতা।

(ص: 502) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام
1751 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار متفق عليه

[الشَّرْحُ]

هذه أفعال بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمها فيما ساقه المؤلف من الأحاديث في كتابه رياض الصالحين فالأول تحريم رفع المأموم رأسه قبل إمامه في الركوع والسجود وذلك أن المأموم مأمور بأن يتابع الإمام فلا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه ولا يوافقه ولكن يتابعه فأما سبقه أي التقدم عليه فإن كان في تكبيرة الإحرام لم

تنعقد الصلاة يعني لو كبر في الإحرام قبل أن يكبر إمامه ولو كان ناسياً أو ساهياً فإن صلاته لا تنعقد وعليه أن يعيدها وإن كان في الركوع أو السجود يعني سبق الإمام في الركوع والسجود وهو متعمد يعلم أن ذلك حرام فصلاته باطلة تبطل صلاته لأنه فعل فعلاً محرماً في الصلاة فبطلت صلاته كما لو تكلم وأما الموافقة فإن يشرع من الإمام إذا شرع في الشيء مثلاً يركع مع ركوع الإمام يسجد مع سجوده يقوم مع قيامه فهذا إن كان في تكبيرة

ইমামের আগে রুকু বা সিজদাহ থেকে মুক্তাদীর মাথা উঠানো হারাম হওয়ার পরিচ্ছেদ
১৭৫১ - হযরত আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: তোমাদের কেউ কি এই ভয় করে না যে, যখন সে ইমামের আগে তার মাথা উঠাবে, তখন আল্লাহ তাআলা তার মাথাকে গাধার মাথায় পরিণত করে দেবেন অথবা তার আকৃতিকে গাধার আকৃতিতে পরিবর্তন করে দেবেন? (বুখারী ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এসকল কর্মের বিধান বর্ণনা করেছেন যা লেখক তাঁর ‘রিয়ায়ুস সালাহীন’ গ্রন্থে হাদীসসমূহের মাধ্যমে সংকলন করেছেন। এর প্রথমটি হলো রুকু ও সিজদাহতে ইমামের আগে মুক্তাদীর মাথা উঠানো হারাম হওয়া। আর তা এজন্য যে, মুক্তাদী ইমামের ইত্তিবা বা অনুসরণ করতে আদিষ্ট। সে ইমামের অগ্রবর্তী হবে না, অধিক বিলম্ব করবে না এবং ইমামের সাথে সাথেও করবে না, বরং সে ইমামের অনুগামী হবে। অগ্রবর্তী হওয়া বা আগে বেড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিধান হলো: যদি তা তাকবীরে তাহরীমার সময় হয়, তবে সালাত শুরুই হবে না। অর্থাৎ, যদি সে ইমামের তাকবীর বলার আগে তাকবীর বলে ফেলে, এমনকি যদি তা ভুলবশত বা অসাবধানতাবশতও হয়, তবুও তার সালাত শুরু হবে না এবং তাকে পুনরায় তা আদায় করতে হবে। আর যদি রুকু বা সিজদাহর ক্ষেত্রে ইমামের আগে বেড়ে যায় এবং সে তা জেনে-বুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে করে যে এটি হারাম, তবে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। তার সালাত বাতিল হবে একারণে যে, সে সালাতের মধ্যে একটি নিষিদ্ধ কাজ করেছে, ফলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে ঠিক যেমন কথা বললে সালাত বাতিল হয়ে

যায়। আর ইমামের সাথে সাথে করার (মুয়াফাকাত) অর্থ হলো ইমাম যখন কোনো রুকন শুরু করেন তখনই তা শুরু করা। যেমন ইমামের রুকু করার সাথে সাথে রুকু করা, সিজদাহর সাথে সাথে সিজদাহ করা, দাঁড়ানোর সাথে সাথে দাঁড়ানো। এটি যদি তাকবীরের ক্ষেত্রে হয়...

(ص: 503) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الإحرام لم تنعقد صلاته وإن كان في غيرها فهو منهي عنه قال بعضهم مكروه وقال بعضهم حرام وأما المسابقة بأن يأتي بالشيء قبل الإمام فسبق أنه في تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة أما في الركوع والسجود فقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع منها فقال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار وهذا وعيد يخشى أن الإنسان إذا رفع رأسه من الركوع قبل إمامه أو من السجود قبل إمامه أن يجعل الله صورته صورة حمار والعياذ بالله أو يحول رأسه إلى رأس حمار وإنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم الحمار دون سائر البهائم لأن الحمار أبعد ما يكون من البهائم أبعد البهائم الحمار ولهذا مثل به اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها فقال: كمثل الحمار يحمل أسفارا وهذا يدل على تحريم سبق الإمام في الرفع من الركوع والرفع من السجود وكذلك السبق إلى الركوع أو السجود حرام على المأموم وأما التأخر عن الإمام كما يفعله بعض الناس إذا سجد وقام الإمام من السجود تجده يبقى ساجدا يزعم أنه يدعو الله وأنه في خير ودعاء نقول نعم أنت في خير ودعاء لو كنت وحدك أما وأنت مع الإمام فإن تأخرك عن الإمام مخالف لهدى النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع فاركعوا والفاء تدل على الترتيب والتعقيب فالمشروع للإنسان أن يبادر وألا يتأخر ويأتي الكلام عن الحديثين إن شاء الله تعالى

তাকবীরে তাহরীমা যদি ইমামের আগে করা হয়, তবে সালাত শুরুই হবে না। আর অন্য কোনো ক্ষেত্রে যদি তা ইমামের আগে হয়, তবে তা নিষিদ্ধ; কেউ একে মাকরুহ বলেছেন এবং কেউ হারাম বলেছেন। আর ইমামের অগ্রগামী হওয়ার (মুসাবাক্বাহ) বিষয়ে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাকবীরে তাহরীমার ক্ষেত্রে ইমামের আগে বেড়ে গেলে সালাত হবে না। তবে রুকু ও সিজদা থেকে মাথা তোলার ক্ষেত্রে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশেষ সতর্কতা প্রদান করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন: “তোমাদের কেউ কি এ ভয় করে না যে, যখন সে ইমামের আগে তার মাথা উত্তোলন করে, তখন আল্লাহ তাআলা তার মাথাকে গাধার মাথায় রূপান্তরিত করে দেবেন কিংবা তার অবয়বকে গাধার অবয়বে পরিবর্তন করে দেবেন?” এটি একটি কঠোর হুঁশিয়ারি, যা থেকে আশঙ্কা করা হয় যে, কোনো মানুষ যদি তার ইমামের আগে রুকু কিংবা সিজদা থেকে মাথা তোলে, তবে আল্লাহ তাআলা তার অবয়বকে গাধার অবয়বে বদলে দেবেন—আল্লাহর নিকট এ থেকে পানাহ চাই—অথবা তার মাথাকে গাধার মাথায় পরিণত করবেন। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্য সব পশুর পরিবর্তে গাধাকেই নির্দিষ্ট করেছেন, কারণ গাধা হলো চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে সর্বাধিক নির্বোধ; পশুর মধ্যে গাধাই সর্বাপেক্ষা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন। একারণেই সেই সব ইয়াহুদীদের দৃষ্টান্ত গাধার সাথে দেওয়া হয়েছে, যাদেরকে তাওরাত দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তারা তা অনুসরণ করেনি। ইরশাদ হয়েছে: “তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধার মতো, যে পুস্তক বা কিতাব বহন করে।” এটি নির্দেশ করে যে, রুকু ও সিজদা থেকে মাথা তোলার ক্ষেত্রে ইমামের অগ্রগামী হওয়া হারাম। তদ্রূপ, মুক্তাদীর জন্য ইমামের আগে রুকু বা সিজদায় যাওয়াও হারাম। আর ইমামের চেয়ে পিছিয়ে থাকা—যেমনটি কিছু মানুষ করে থাকে যে, ইমাম সিজদা থেকে উঠে দাঁড়ালে সে সিজদাতেই পড়ে থাকে এবং দাবি করে যে সে আল্লাহর নিকট দোয়া করছে এবং সে কল্যাণ ও দোয়ার মধ্যেই আছে—তার উত্তরে আমরা বলব: হ্যাঁ, আপনি যদি একাকী থাকতেন তবে আপনি অবশ্যই কল্যাণ ও দোয়ার মধ্যে থাকতেন। কিন্তু আপনি যখন ইমামের সাথে আছেন, তখন ইমামের চেয়ে পিছিয়ে থাকা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশিত পদ্ধতির পরিপন্থী। কেননা তিনি বলেছেন: “অতঃপর যখন তিনি (ইমাম) রুকু করবেন, তখন তোমরাও রুকু করো।” এখানে ‘ফা’ (অব্যয়টি) ক্রমিকতা ও অনতিবিলম্বে সম্পাদনকে নির্দেশ করে। সুতরাং মানুষের জন্য শরীয়তসম্মত বিধান হলো দ্রুত অনুসরণ করা এবং বিলম্ব না করা। ইনশাআল্লাহ তাআলা, সামনের হাদীস দুটির বর্ণনায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة

1752 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة متفق عليه

সালাতে কোমরে হাত রাখা অপছন্দনীয় হওয়া বিষয়ক পরিচ্ছেদ

১৭৫২ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালাতে কোমরে হাত রাখতে নিষেধ করেছেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط

1753 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

قول المؤلف باب كراهة أن يصلي الرجل ويده على خاصرته الخاصرة ما بين الحقو وأسفل الأضلاع وذلك أن الإنسان مأمور إذا كان في صلاته أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى أو على الرسغ أي ما بين الكف والذراع ويرفعها على صدره هذه هي السنة يفعل ذلك في القيام قبل الركوع وبعد الركوع وأما وضعها على الخاصرة فإن

النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولها صورتان الصورة الأولى أن يضع اليد اليسرى أو اليمنى على الخاصرة والثانية أن يضع اليد اليمنى على اليسرى كما يفعله بعض الناس ويدعي أنه يفعل هذا يجعل اليدين على القلب وهذا غلط الشرع ليس له

খাবারের উপস্থিতিতে এবং যখন মন সেটির আকাঙ্ক্ষা করে, অথবা মল-মূত্রের বেগ নিয়ে সালাত আদায়ের অপছন্দনীয়তা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ

১৭৫৩ - আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "খাবারের উপস্থিতিতে কোনো সালাত নেই এবং ঐ ব্যক্তির জন্যও সালাত নেই যে মল-মূত্রের বেগকে প্রতিহত করছে।" (মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকারের উক্তি: "অনুচ্ছেদ: ব্যক্তির কোমরে হাত রেখে সালাত আদায়ের অপছন্দনীয়তা"। কোমর হলো নিতম্ব এবং পাঁজরের নিচের অংশের মধ্যবর্তী স্থান। বিষয়টি হলো, মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে সে যখন সালাতে থাকবে তখন যেন তার ডান হাত বাম বাহুর ওপর অথবা কবজির ওপর রাখে—অর্থাৎ হাতের তালু এবং বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে—এবং সে দুটিকে বুকের ওপর স্থাপন করবে। এটিই হলো সুন্নাত। রুকু পূর্বে এবং রুকু পরে কিয়াম অবস্থায় সে এরূপ করবে। আর কোমরে হাত রাখার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। এর দুটি রূপ আছে: প্রথমত, বাম বা ডান হাত সরাসরি কোমরের ওপর রাখা। দ্বিতীয়ত, ডান হাত বাম হাতের ওপর এমনভাবে রাখা যেমনটি কিছু লোক করে থাকে এবং দাবি করে যে সে এটি করছে হাত দুটিকে হৃদপিণ্ডের ওপর রাখার জন্য। এটি ভুল; শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই।

مدخل في العقل الشرع يتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضم يده اليمنى على اليسرى ثم يجعلها على الخاصرة بل هذا داخل في النهي وهذا النهي للكراهة كما قال المؤلف رحمه الله ثم ذكر المؤلف في الباب الثاني باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يشتهيهِ أو حال مدافعة الأخبثين فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان يعني إذا قدم الطعام للإنسان وهو يشتهيهِ فإنه لا يصلي حتى يقضي حاجته منه حتى ولو سمع الناس يصلون في المسجد فله أن يبقى ويأكل حتى يشبع فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع قراءة الإمام يصلي وهو يتعشى ولا يقوم حتى يفرغ وذلك لأن الإنسان إذا دخل في الصلاة وهو مشغول القلب فإنه لا يطمئن في صلاته ولا يخشع فيها يكون قلبه عند طعامه والإنسان ينبغي له أن يصلي وقد فرغ من كل شيء فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ولكنه لا ينبغي أن يجعل ذلك عادة له بحيث لا يقدم عشاء أو غداء إلا عند إقامة الصلاة الثاني لا يصلي وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط فإن هذا أيضاً يذهب الخشوع لأنه لا يدري الإنسان أيدافع البول والغائط الذي حصره

শরীয়ত অনুধাবনের ভূমিকা: শরীয়তের বিধান নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে গ্রহণ করা হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, তিনি বাম হাতের ওপর ডান হাত রেখে তা কোমরের ওপর স্থাপন করতেন। বরং এটি নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত এবং লেখক (রহিমাহুল্লাহ) যেমনটি বলেছেন, এই নিষেধাজ্ঞা মাকরুহ বা অপছন্দনীয় হওয়ার অর্থে। অতঃপর লেখক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আকাঙ্ক্ষিত খাদ্যের উপস্থিতিতে অথবা মল-মূত্রের বেগ থাকা অবস্থায় সালাত আদায় অপছন্দনীয় হওয়ার বিষয়ে পরিচ্ছেদ উল্লেখ করেছেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "খাবারের উপস্থিতিতে কোনো সালাত নেই এবং মল-মূত্রের বেগ থাকা অবস্থায়ও নয়।" এর অর্থ হলো, যখন কোনো ব্যক্তির সামনে খাবার উপস্থিত করা হয় এবং তার মনে সেই খাবারের প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকে, তখন সে তার প্রয়োজন পূরণ না করা পর্যন্ত সালাত আদায় করবে না। এমনকি সে যদি মসজিদে লোকদের সালাত আদায় করতেও শোনে, তবুও

তার জন্য সেখানে অবস্থান করে তৃপ্তি সহকারে আহার করার সুযোগ রয়েছে। ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) রাতের খাবার খাওয়ার সময় ইমামের কিরাত শুনতে পেতেন, কিন্তু তিনি আহার শেষ না করা পর্যন্ত উঠতেন না। এর কারণ হলো, মানুষ যখন বিক্ষিপ্ত হৃদয়ে সালাতে প্রবেশ করে, তখন তার সালাতে স্থিরতা ও বিনম্রতা (খুশু) আসে না; তার মন পড়ে থাকে খাবারের দিকে। মানুষের উচিত সমস্ত ব্যস্ততা থেকে অবসর হয়ে সালাত আদায় করা— "অতএব, আপনি যখনই অবসর পান, তখনই পরিশ্রমে লিপ্ত হোন এবং আপনার রবের দিকে মনোনিবেশ করুন।" তবে এটিকে অভ্যাসে পরিণত করা উচিত নয় যে, সালাতের ইকামত না হওয়া পর্যন্ত সে রাতের বা দুপুরের খাবার পরিবেশন করবে না। দ্বিতীয়ত, মল-মূত্রের বেগ থাকা অবস্থায় সালাত আদায় করবে না। কারণ এটিও খুশু বা একাগ্রতা দূর করে দেয়। কেননা তখন মানুষ বুঝতে পারে না যে সে কি সালাত পড়ছে নাকি মল-মূত্রের বেগ সামলাচ্ছে যা তাকে আটকে রেখেছে।

(ص: 507) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أمر يقبل على صلاته ولأن حبس البول أو الغائط يضر البدن فإن الله سبحانه وتعالى جعل البول والغائط أمكنه متى امتلأت فلا بد من إخراجها فكون الإنسان يحبس ذلك ضرر عليه فإذا قال قائل لو ذهبت أقضي الحاجة فأتتني الصلاة مع الجماعة قلنا لا بأس اذهب واقض حاجتك ولو فاتتك الصلاة ولو قال إذا ضاق الوقت وهو حصران في بول أو غائط هل يقضي حاجته ثم يصلي في ولو فات الوقت أو يصلي في الوقت ولو كان مشغول القلب ففي هذه خلاف بين العلماء ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه يقضي حاجته ولو خرج الوقت لأن هذا ضرورة وفيه ضرر على بدنه لو حبسه وقال أكثر العلماء لا يخرج الوقت من أجل ذلك بل يصلي ويخفف ولعله لا يتضرر بذلك

অথবা তিনি কি তার সালাতের প্রতি মনোনিবেশ করবেন? কারণ প্রস্রাব বা মল আটকে রাখা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রস্রাব ও মলের জন্য নির্দিষ্ট স্থানসমূহ নির্ধারণ করেছেন, যা পূর্ণ হয়ে গেলে তা নির্গত করা অপরিহার্য। তাই মানুষের পক্ষে তা আটকে রাখা নিজের জন্য ক্ষতিকর। যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, আমি যদি প্রয়োজন পূর্ণ করতে যাই তবে আমার জামাতে সালাত ছুটে যাবে, তবে আমরা বলব, এতে কোনো দোষ নেই; আপনি গিয়ে প্রয়োজন পূর্ণ করুন, যদিও আপনার সালাত ছুটে যায়। আর যদি প্রশ্ন করা হয় যে, যখন ওয়াক্ত সংকীর্ণ হয়ে আসে এবং ব্যক্তি প্রস্রাব বা মলের চাপে থাকে, তবে সে কি তার প্রয়োজন পূর্ণ করবে এবং ওয়াক্ত চলে গেলেও পরে সালাত আদায় করবে, নাকি মন বিক্ষিপ্ত থাকা সত্ত্বেও ওয়াক্তের মধ্যেই সালাত আদায় করবে? এ বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ) এই মত পোষণ করেছেন যে, সে তার প্রয়োজন পূর্ণ করবে যদিও সালাতের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়। কারণ এটি একটি অপরিহার্য বিষয় এবং তা আটকে রাখলে শরীরের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে অধিকাংশ আলিম মনে করেন যে, এর জন্য সালাতের ওয়াক্ত অতিবাহিত করা যাবে না; বরং সে সালাত আদায় করবে এবং তা সংক্ষেপ করবে, সম্ভবত এতে তার কোনো ক্ষতি হবে না।

(ص: 508) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة
1754 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ
لَيَنْتَهَنَ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفْنَ أَبْصَارُهُمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

[الشَّرْحُ]

روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يرفع الرجل بصره إلى السماء فقال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة يعني ما شأنهم لماذا يرفعون أبصارهم إلى السماء لينتھن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم وهذا وعيد يدل على أنه يحرم على الإنسان أن يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي وقد رأيت بعض الناس إذا رفع من الركوع قال سبغ الله لمن حمده رفع بصره ووجهه وهذا حرام عليه حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قال إن فعل بطلت صلاته لأنه ارتكب منهيًا عنه نهياً خاصاً في الصلاة والقاعدة الشرعية أن من ارتكب شيئاً منهيًا عنه في العبادة بخصوصه فإن عبادته تبطل ثم إن هؤلاء عللوا بعله ثانياً وقالوا إن هذا سوء أدب مع الله والمطلوب من المراء وهو يصلي أن يخشع ويطأ رأسه وقالوا أيضاً في التعليل إن الإنسان مأمور بأن يستقبل القبلة بجميع بدنه فإذا رفع بصره إلى

সালাতে আকাশের দিকে দৃষ্টি উত্তোলন করার নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক অধ্যায়

১৭৫৪ - আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "সেইসব লোকদের কী হলো যারা তাদের সালাতের মধ্যে আকাশের দিকে দৃষ্টি উত্তোলন করে?" এ বিষয়ে তাঁর কথা অত্যন্ত কঠোর হলো, এমনকি তিনি বললেন: "তারা যেন অবশ্যই এ থেকে বিরত থাকে, অন্যথায় তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেওয়া হবে।" (বুখারী বর্ণনা করেছেন)

[ব্যাখ্যা]

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কোনো ব্যক্তির আকাশের দিকে দৃষ্টি উত্তোলন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন: "সেইসব লোকদের কী হলো যারা তাদের সালাতের মধ্যে আকাশের দিকে দৃষ্টি উত্তোলন করে?" অর্থাৎ তাদের কী হয়েছে, কেন তারা আকাশের দিকে তাদের দৃষ্টি উত্তোলন করছে? "তারা যেন অবশ্যই এ থেকে বিরত থাকে, অন্যথায় তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেওয়া হবে।" এটি একটি কঠোর হুঁশিয়ারি যা প্রমাণ করে যে, সালাতরত অবস্থায় আকাশের দিকে দৃষ্টি উত্তোলন করা মানুষের জন্য হারাম। আমি কিছু মানুষকে দেখেছি যখন তারা রুকু থেকে মাথা

উঠিয়ে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে, তখন তারা তাদের দৃষ্টি ও মুখমণ্ডল উপরের দিকে উত্তোলন করে। এটি তাদের জন্য হারাম। এমনকি কোনো কোনো আলেম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন যে, যদি কেউ এটি করে তবে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে; কারণ সে এমন একটি কাজ করেছে যা সালাতের মধ্যে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। শরীয়তের মূলনীতি হলো, কেউ যদি কোনো ইবাদতের মধ্যে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ কোনো কাজ করে, তবে তার সেই ইবাদত বাতিল হয়ে যায়। অতঃপর তারা দ্বিতীয় আর একটি কারণ দর্শিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এটি আল্লাহর সাথে শিষ্টাচার পরিপন্থী কাজ। সালাতরত অবস্থায় ব্যক্তির নিকট যা কাম্য তা হলো সে বিনয়ানত থাকবে এবং মাথা নিচু করে রাখবে। তারা যুক্তিতে আরও বলেছেন যে, মানুষকে তার সমগ্র শরীর দিয়ে কিবলার দিকে মুখ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় সে যখন তার দৃষ্টি উত্তোলন করে...

(ص: 509) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

السماء صار وجهه إلى السماء لا إلى القبلة فتبطل صلاته فالمسألة على خطر ولهذا اشتد قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى قال لينتھن أو لتخطفن أبصارهم فإذا قال قائل إذا أين أضع بصري قلنا ضع بصرک حيث كان سجودک إلا في حال رفع السبابة في الدعاء في التشهد فانظر إلى السبابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين رفعها لا يتجاوز بصره إشارته واستثنى بعض العلماء رحمهم الله من ذلك النظر إلى الإمام ليقتردي به لاسيما إذا كان الإنسان لا يسع ولا يمكن إقتداؤه بإمامه إلا بالنظر فإنه ينظر إليه لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك وقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وجعل يصلي عليه وقال فعلت ذلك لتأتبوا بي ولتعلموا صلاتكم ولا يمكن أن يحصل تعليم الصلاة إلا وهم ينظرون إليه ولهذا كانوا يحكون اضطراب لحيته في الصلاة السرية مما يدل على أنهم كانوا ينظرون إلى إمامهم واستثنى بعض

العلماء إذا كان الإنسان في المسجد الحرام والكعبة أمامه فإنه يجعل بصره إلى الكعبة ولكن هذا الاستثناء ضعيف الصحيح أنه لا ينظر إلى الكعبة حال الصلاة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه يوجب التشويش حيث ينظر إلى الناس يطوفون ويذهبون ويجيئون ثم إن قول بعضهم إن النظر إلى الكعبة عبادة خطأ ليس بصحيح لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم حديث صحيح ولا ضعيف أن النظر إلى الكعبة عبادة

আকাশ (যখন কারো মুখ আকাশের দিকে ফেরে), তখন তার চেহারা আকাশের দিকে থাকে, কিবলার দিকে নয়; ফলে তার সালাত বাতিল হয়ে যায়। বিষয়টি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এই কারণেই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন, এমনকি তিনি বলেছেন: "তারা যেন অবশ্যই এটি পরিহার করে, নতুবা তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেওয়া হবে।" যদি কেউ প্রশ্ন করে, তবে আমি আমার দৃষ্টি কোথায় রাখব? আমরা বলব, আপনার সিজদার জায়গায় দৃষ্টি রাখুন। তবে তাশাহহুদের দোয়ায় তর্জনী আঙুল তোলার সময় তর্জনীর দিকে তাকান। কারণ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তর্জনী ইশারা করতেন, তখন তাঁর দৃষ্টি তাঁর ইশারার বাইরে যেত না। কোনো কোনো আলিম (আল্লাহ তাঁদের ওপর রহম করুন) ইমামের অনুসরণের উদ্দেশ্যে তাঁর দিকে তাকানোর বিষয়টিকে এর ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করেছেন। বিশেষ করে যখন কোনো ব্যক্তি ইমামের আওয়াজ শুনতে পায় না এবং তাকিয়ে থাকা ছাড়া তাঁর অনুসরণ করা সম্ভব হয় না, তখন সে ইমামের দিকে তাকাবে। কারণ সাহাবীগণ এরূপ করতেন। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিস্বরে আরোহণ করে তার ওপর সালাত আদায় করেছেন এবং বলেছেন, "আমি এটি করেছি যাতে তোমরা আমার অনুসরণ করতে পারো এবং আমার সালাত শিখতে পারো।" আর সালাত শিক্ষা করা তখনই সম্ভব যখন তারা তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকবেন। এই কারণেই তাঁরা নিরব সালাতেও তাঁর দাঁড়ির নড়াচড়া বর্ণনা করতেন, যা প্রমাণ করে যে তাঁরা তাঁদের ইমামের দিকে তাকাতেন। কোনো কোনো আলিম সেই ব্যক্তিকে এর ব্যতিক্রম বলেছেন, যে মসজিদে হারামে অবস্থান করছে এবং কাবার সামনে রয়েছে; অর্থাৎ সে কাবার দিকে তাকাবে। কিন্তু এই ব্যতিক্রমটি দুর্বল। সঠিক মত হলো—সালাত অবস্থায় কাবার দিকে তাকাবে না। কারণ এটি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়নি এবং এটি মনোযোগে বিঘ্ন ঘটায়, কারণ তখন মানুষ

তাওয়াফ করছে এবং যাতায়াত করছে—এমন দৃশ্য নজরে আসে। তাছাড়া কারো কারো এই কথা যে—কাবার দিকে তাকানো ইবাদত—তা ভুল এবং সঠিক নয়। আমাদের জানা মতে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো সহীহ কিংবা যরীফ হাদীস বর্ণিত হয়নি যে, কাবার দিকে তাকানো একটি ইবাদত।

(ص: 510) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَابُ كَرَاهَةِ الْالتَّفَافِ فِي الصَّلَاةِ لَغَيْرِ عَذَرٍ

1755 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفاف في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري

1756 - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: بَابُ كَرَاهَةِ الْالتَّفَافِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّهُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْتَفِتَ لَا بِقَلْبِهِ وَلَا بِوَجْهِهِ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَّا الْالتَّفَافُ فِي الْقَلْبِ فَهُوَ أَنْ الْإِنْسَانَ يَفْكُرُ فِي غَيْرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ مِثْلَ الْهُوَاجِسِ الَّتِي تَعْتَرِي كَثِيرًا مِنَ الْمُصَلِّينَ فَإِنْ هَذَا التَّفَافُ فِي الْقَلْبِ وَهُوَ أَشَدُّ إِخْلَالًا لِلصَّلَاةِ مِنَ الْالتَّفَافِ بِالْبَدَنِ لِأَنَّهُ يَنْقُصُ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى إِنْ الْإِنْسَانَ يَتَصَرَّفُ مِنْ صَلَاتِهِ مَا كَتَبَ لَهُ إِلَّا عَشْرَهَا أَوْ أَقَلَّ حَسَبَ حُضُورِ قَلْبِهِ

সালাতে অকারণে এদিক-ওদিক তাকানো মাকরুহ হওয়া সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ

১৭৫৫ - আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাতের মধ্যে এদিক-ওদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, "এটি হলো এক প্রকার ছিনতাই, যা শয়তান বান্দার সালাত থেকে ছিনিয়ে নেয়।" (বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন)

১৭৫৬ - আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, "সালাতে এদিক-ওদিক তাকানো থেকে সাবধান থেকো, কারণ সালাতে এদিক-ওদিক তাকানো হলো ধ্বংসের কারণ। যদি তা অনিবার্য হয়, তবে তা নফল সালাতে হতে পারে, ফরজ সালাতে নয়।" (তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন হাদীসটি হাসান সহীহ)

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে বলেছেন: অকারণে সালাতের মধ্যে এদিক-ওদিক তাকানো মাকরুহ হওয়া সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ। মানুষ যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন সে মহান আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান থাকে। তাই তার অন্তর বা চেহারা দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ব্যতিরেকে অন্য কিছু দিকে দ্রুত দৃষ্টি করা উচিত নয়। আর অন্তরের মাধ্যমে অন্য দিকে দ্রুত দৃষ্টি করা হলো—সালাত সংশ্লিষ্ট নয় এমন কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা করা, যেমন সেই সব কুমন্ত্রণা বা চিন্তা যা অনেক মুসল্লির মনে উদয় হয়। এটি হলো অন্তরের বিচ্যুতি, যা শারীরিক বিচ্যুতির চেয়ে সালাতের জন্য অধিক ক্ষতিকর। কারণ এটি সালাতের সওয়াব কমিয়ে দেয়, এমনকি মানুষ তার সালাত সমাপ্ত করে অথচ তার জন্য সালাতের মাত্র দশভাগের এক ভাগ বা তার চেয়েও কম সওয়াব লেখা হয়, যা তার অন্তরের উপস্থিতির ওপর নির্ভর করে।

وأما الالتفات بالوجه فهو أن يلتفت الإنسان بلي عنقه يلوي عنقه يميناً أو شمالاً وذلك لأن الإنسان مأمور في صلاته أن يكون وجهه تلقاء القبلة لا يميل يميناً ولا شمالاً فإن فعل فقد سألت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد والاختلاس أخذ الشيء بخفية يعني أن الشيطان يتسلط على الإنسان في صلاته فيؤدي إلى أن يلتفت يميناً أو شمالاً لأجل أن ينقص أجره فإن الله سبحانه وتعالى مقبل على العبد بوجهه فإذا أعرض الإنسان عن ربه فإنه يوشك أن يعرض الله عنه ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة كما في حديث أنس بن مالك وقال إن الالتفات في الصلاة هلكة ولكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس كما لو سبعت صوت حيوان يريد أن يعدو عليك والتفت فلا بأس أو إنساناً في حاجة مهمة والتفت فلا بأس بشرط أن يكون الالتفات بالرأس فقط وأما الالتفات بالبدن فإنه يبطل الصلاة لأنه انحراف عن القبلة ومن شروط الصلاة استقبال القبلة يوجد بعض الناس لا يلتفت بلى العنق ولكن يلتفت بالبصر تجده يجعل بصره يحوم يميناً وشمالاً إن قام أحد نظر إليه وإن تحرك نظر إليه وهذا لا شك ينقص أجر الصلاة فعلى الإنسان أن يكون بصره تلقاء وجهه أن ينظر إلى محل سجوده ولا ينظر يميناً ولا شمالاً والله الموفق

আর চেহারার মাধ্যমে এদিক-ওদিক তাকানো (ইলতিফাত) হলো মানুষের তার ঘাড় ঘুরিয়ে ডানে বা বামে তাকানো। আর তা এই জন্য যে, মানুষ তার সালাতে আদিষ্ট হয়েছে যেন তার চেহারা কিবলার সমুখে থাকে এবং ডানে বা বামে হেলে না যায়। যদি কেউ এমনটি করে, তবে আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাতে এদিক-ওদিক তাকানো থেকে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন: "এটি হলো একটি ছিনতাই, যা শয়তান বান্দার সালাত থেকে ছিনিয়ে নেয়।" আর ছিনতাই (ইখতিলাস) হলো কোনো কিছু গোপনে গ্রহণ করা। অর্থাৎ শয়তান মানুষের ওপর তার সালাতে প্রভাব বিস্তার করে, যার ফলে সে ডানে বা বামে তাকায়; আর শয়তান এটি করে যেন তার সওয়াব কমিয়ে দেওয়া যায়। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বান্দার দিকে স্বীয় চেহারা মুবারক দিয়ে অভিমুখ করে

থাকেন। সুতরাং বান্দা যখন তার রব থেকে বিমুখ হয়, তখন আশঙ্কা থাকে যে আল্লাহও তার থেকে বিমুখ হবেন। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাতে এদিক-ওদিক তাকানো থেকে নিষেধ করেছেন, যেমনটি আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়ালল্লাহু আনহু)-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে; তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই সালাতে এদিক-ওদিক তাকানো হলো ধ্বংসের কারণ।" তবে যদি কোনো বিশেষ প্রয়োজন থাকে তবে এতে কোনো দোষ নেই। যেমন আপনি যদি এমন কোনো প্রাণীর শব্দ শুনতে পান যা আপনার ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত, তখন যদি দৃষ্টি ফেরান তবে কোনো সমস্যা নেই; অথবা কোনো ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে থাকলে যদি তাকান তবে অসুবিধা নেই। তবে শর্ত হলো এই তাকানো যেন কেবল মাথার মাধ্যমে হয়। পক্ষান্তরে শরীরের মাধ্যমে ঘোরা সালাতকে বাতিল করে দেয়; কেননা এটি কিবলা থেকে বিচ্যুত হওয়া, আর কিবলার দিকে মুখ করা সালাতের অন্যতম শর্ত। কিছু মানুষকে দেখা যায় তারা ঘাড় ঘোরাই না, কিন্তু দৃষ্টির মাধ্যমে এদিক-ওদিক তাকায়। আপনি লক্ষ্য করবেন যে তাদের দৃষ্টি ডানে-বামে ঘুরপাক খাচ্ছে; কেউ দাঁড়ালে তারা তার দিকে তাকায়, কেউ নড়াচড়া করলে তার দিকে তাকায়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এটি সালাতের সওয়াব কমিয়ে দেয়। অতএব মানুষের উচিত তার দৃষ্টি চেহারার সামনে রাখা অর্থাৎ সিজদাহ করার স্থানের দিকে তাকিয়ে থাকা এবং ডানে বা বামে দৃষ্টিপাত না করা। আর আল্লাহই তাওফিক দানকারী।

(ص: 512) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة سواء كانت
النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها
1759 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله: باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد أن تقام الفريضة يعني أنه إذا أقيمت الصلاة فإنه لا يشرع المأموم في نافلة سواء كانت هذه النافلة تحية مسجد أو تطوعاً مطلقاً أو راتبة تلك الصلاة مثل أن تحضر لصلاة الفجر وتقام الصلاة فلا يجوز أن تصلي سنة الفجر لأنه أقيمت الصلاة ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فقله لا صلاة عام يشمل أي صلاة كانت حتى لو كان على الإنسان فريضة فائتة نسيها ولم يذكرها إلا حين أقيمت الصلاة فإنه لا يصليها ولكن يدخل مع الإمام بنية تلك

মুয়াজ্জিন সালাতের ইকামত শুরু করার পর মুক্তাদীর নফল সালাত শুরু করা মাকরুহ হওয়া বিষয়ক অধ্যায়; চাই সেই নফল উক্ত সালাতের সুন্নাত হোক কিংবা অন্য কোনো সালাত।
১৭৫৯ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যখন সালাতের ইকামত দেওয়া হয়, তখন ফরয সালাত ব্যতীত অন্য কোনো সালাত নেই।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) বলেছেন: ফরয সালাতের ইকামত হওয়ার পর মুক্তাদীর নফল সালাত শুরু করা অপছন্দনীয় হওয়া বিষয়ক অধ্যায়। অর্থাৎ যখন সালাতের ইকামত প্রদান করা হবে, তখন মুক্তাদী কোনো নফল সালাত শুরু করবে না; চাই সেই নফল তাহিয়াতুল মাসজিদ হোক, সাধারণ নফল হোক কিংবা সেই সালাতের সুন্নাত (সুন্নাত-ই-রাতিবাহ) হোক। যেমন, আপনি ফজরের সালাতের জন্য উপস্থিত হলেন এবং ইকামত শুরু হয়ে গেল, এমতাবস্থায় ফজরের সুন্নাত পড়া জায়েজ নয়; কারণ সালাতের ইকামত হয়ে গেছে। এর প্রমাণ হলো আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীস যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যখন সালাতের ইকামত দেওয়া হয়, তখন ফরয সালাত ব্যতীত অন্য কোনো সালাত নেই।" তাঁর বাণী "কোনো সালাত নেই" কথাটি ব্যাপক, যা যেকোনো সালাতকে অন্তর্ভুক্ত করে; এমনকি যদি কোনো ব্যক্তির ওপর কোনো ফরয সালাত কাজা থেকে থাকে যা সে ভুলে গিয়েছিল এবং

যখন ইকামত শুরু হলো কেবল তখনই তার সুরগে এল, তবে সে সেই সালাতও আদায় করবে না; বরং সেই সালাতের নিয়ত করে ইমামের সাথে शामिल হবে।

(ص: 513) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الفريضة التي فاتته ولا ينفرد عن الناس فمثلاً إذا أقيمت صلاة العصر ودخلت المسجد وأنت لم تصل الظهر فلا تصلي الظهر لأنه أقيمت صلاة العصر لكن ادخل معهم بنية الظهر ثم إذا فرغت من صلاتك فصل العصر ولكن إذا أقيمت وأنت قد شرعت في النافلة فهل تكملها أو تخرج منها في هذا للعلماء قولان القول الأول أنه إذا أقيمت الصلاة وأنت قد شرعت في النافلة فأقطعها ولا تكملها مطلقاً والقول الثاني كملها ولو فاتتك ركعة أو ركعتان أو كل الصلاة إلا مقدار تكبيرة الإحرام قبل السلام والصحيح أن نقول إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة فإن كنت في الركعة الأولى فأقطعها وإن كنت في الركعة الثانية فأتبها خفيفة وهذا هو الصحيح الذي يمكن أن تجتمع فيه الأدلة

যে ফরয নামাযটি তার ছুটে গেছে, আর সে জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। উদাহরণস্বরূপ, যখন আসরের নামাযের ইকামত হয়ে যায় আর আপনি মসজিদে প্রবেশ করেন এমতাবস্থায় যে আপনি জোহরের নামায পড়েননি, তবে আপনি একাকী জোহরের নামায পড়বেন না; কেননা আসরের নামাযের ইকামত হয়ে গেছে। বরং জোহরের নিয়ত করে তাদের সাথে শরীক হয়ে যান, অতঃপর যখন আপনার নামায শেষ হবে, তখন আসরের নামায আদায় করে নিন। কিন্তু যখন ইকামত হয়ে যায় আর আপনি নফল নামায শুরু করে দিয়েছেন, তবে কি আপনি তা পূর্ণ করবেন নাকি তা ছেড়ে দিবেন? এ বিষয়ে আলেমগণের দুটি মত রয়েছে। প্রথম মতটি হলো, যখন নামাযের ইকামত হয়ে যায় এবং আপনি নফল শুরু করে থাকেন, তবে তা ছেড়ে দিন এবং কোনোভাবেই তা পূর্ণ করবেন না। দ্বিতীয় মতটি হলো, তা পূর্ণ করুন; যদিও আপনার

করো না; তবে তোমাদের কেউ যদি নিয়মিত কোনো রোজা পালন করে থাকে (আর তা জুমার দিনে পড়ে যায়), তবে ভিন্ন কথা।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

১৭৬১ - তাঁর (আবু হুরায়রা) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "তোমাদের কেউ যেন জুমার দিনে রোজা না রাখে, যদি না সে তার একদিন আগে বা একদিন পরে রোজা রাখে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

১৭৬২ - মুহাম্মদ ইবনে আব্বাদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি জাবের (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি জুমার দিনে রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

১৭৬৩ - উম্মুল মুমিনীন জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জুমার দিনে তাঁর নিকট আসলেন, তখন তিনি রোজা ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি গতকাল রোজা রেখেছিলেন?"

(ص: 515) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

قالت لا قال تريدان أن تصومي غدا قالت لا قال فأفطري رواه البخاري
أما صوم يوم الجمعة فقد عقد المؤلف له باباً وهو كراهة تخصيص يوم الجمعة
بصيام وليلتها بقيام يوم الجمعة هو عيد الأسبوع ويتكرر في كل سبعة أيام يوماً
وهو الثامن ولما كان عيداً نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه لكنه ليس نهى
تحريم لأنه يتكرر كل عام أكثر من خمسين مرة وأما النهي عن صوم العيدين عيد
الأضحى والفطر فهو نهى تحريم لأنه لا يتكرر في السنة إلا مرة واحدة عيد الفطر
مرة وعيد الأضحى مرة أما الجمعة فيتكرر ولهذا كان النهي عنه أخص كان نهى كراهة
وتزول الكراهة إذا ضمت إليه يوماً قبله أو يوماً بعده ولهذا جاءت أحاديث أبي
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام

ولا ليلتها بقيام لكن إذا لم يكن تخصيصاً بأن كان الإنسان يقوم كل ليلة فلا بأس
أن يقوم ليلة الجمعة أو كان يصوم يوماً ويفطر يوماً فصادف يوم الجمعة يوم صومه
فلا بأس أن يصومه وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم عاشوراء فلا
بأس

তিনি (স্ত্রী) বললেন, "না।" তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, "তুমি কি আগামীকাল রোজা রাখার ইচ্ছা পোষণ করো?" তিনি বললেন, "না।" তিনি বললেন, "তবে তুমি রোজা ভেঙে ফেল।" এটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

জুমার দিনের রোজার ব্যাপারে লেখক একটি পরিচ্ছেদ নির্ধারণ করেছেন, যা হলো জুমার দিনকে রোজার জন্য এবং এর রাতকে কিয়ামের (ইবাদতের) জন্য নির্দিষ্ট করার অপছন্দনীয়তা। জুমার দিন হলো সাপ্তাহিক ঈদ, যা প্রতি সাত দিনে একবার আবর্তিত হয়। যেহেতু এটি ঈদ, তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দিনে রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন। তবে এটি হারাম বা নিষিদ্ধ হওয়ার পর্যায়ের নয়, কারণ এটি বছরে পঞ্চাশবারেরও বেশি ফিরে আসে। পক্ষান্তরে দুই ঈদ—ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিতরের রোজা রাখার নিষেধাজ্ঞা হলো হারামের পর্যায়ের, কারণ বছরে এগুলো কেবল একবার করেই আসে। যেহেতু জুমার দিন বারবার ফিরে আসে, তাই এর নিষেধাজ্ঞাটি বিশেষ ধরনের অর্থাৎ মাকরুহ বা অপছন্দনীয় পর্যায়ের। আর যদি জুমার দিনের সাথে এর আগের দিন অথবা পরের দিন যুক্ত করা হয়, তবে এই অপছন্দনীয়তা দূর হয়ে যায়। এই কারণেই আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা জুমার দিনকে রোজার জন্য এবং এর রাতকে ইবাদতের জন্য সুনির্দিষ্ট করো না।" তবে যদি বিষয়টি নির্দিষ্টকরণের উদ্দেশ্যে না হয়—যেমন কোনো ব্যক্তি প্রতি রাতেই ইবাদত করেন, তবে তার জন্য জুমার রাতে ইবাদত করাতে কোনো অসুবিধা নেই। অথবা কেউ যদি একদিন পর একদিন রোজা রাখেন এবং জুমার দিনটি তার রোজা রাখার দিনে পড়ে যায়, তবে সেদিন রোজা রাখাতে কোনো বাধা নেই। একইভাবে যদি জুমার দিনটি আরাফার দিন বা আশুরার দিনের সাথে মিলে যায়, তবে সেদিন রোজা রাখাতে কোনো অসুবিধা নেই।

أن يصومه لأن هذا الصيام ليس تخصيصاً ليوم الجمعة ولكنه تخصيص لليوم الذي صادف يوم الجمعة فإذا كان يوم الجمعة يوم عرفة فصمه ولا تبالي وإن لم تكن صائماً قبله وإذا صادف يوم عاشوراء فصم ولا تبالي لكن يوم عاشوراء ينبغي أن نخالف اليهود فيه فنصوم يوماً قبله أو يوماً بعده ولهذا قال في الحديث الآخر إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده أو إلا أن يكون في صوم يصومه الإنسان وفي حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وهي صائبة في يوم الجمعة أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا قال أصبت أمس قالت لا قال فأفطري فيه دليل على أن يوم الجمعة إذا صمت يوماً قبله أو يوماً بعده فلا بأس وفي قوله أتصومين غدا دليل على جواز صوم يوم السبت في النفل وأنه لا بأس به ولا كراهة إذا ضمت إليه الجمعة وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنه قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو أن يأخذ أحدكم لحاء عنب فيضيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكن هذا الحديث اختلف العلماء فيه فمنهم من قال إنه ضعيف لا يعمل به وقال ذلك شيخنا المحدث عبد العزيز بن باز قال هذا حديث النهي عن صوم يوم السبت ضعيف شاذ لا يعمل به ومنهم من قال إنه منسوخ ومنهم من قال إن

সেটি রোজা রাখা; কারণ এই রোজাটি জুমার দিনের জন্য বিশেষ কোনো বরাদ্দ নয়, বরং এটি সেই দিনের জন্য বরাদ্দ যা জুমার দিনে পতিত হয়েছে। সুতরাং যদি জুমার দিনটি আরাফার দিন হয়, তবে আপনি রোজা রাখুন এবং কোনো দ্বিধা করবেন না, যদিও আপনি তার আগের দিন রোজা না রেখে থাকেন। আর যদি তা আশুরার দিনের সাথে মিলে যায়, তবে রোজা রাখুন এবং কোনো দ্বিধা করবেন না; তবে আশুরার দিনে ইহুদিদের বিরোধিতা করা আমাদের জন্য উচিত, তাই আমরা তার একদিন আগে বা একদিন পরে রোজা রাখব। এই কারণেই অন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, "তবে যদি তার আগের দিন বা পরের দিন রোজা রাখা হয়" অথবা

"তবে যদি তা এমন রোজা হয় যা মানুষ নিয়মিত পালন করে থাকে।" উম্মুল মুমিনীন জুওয়াইরিয়াহ বিনতুল হারিস (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কাছে আসলেন যখন তিনি জুমার দিনে রোজা অবস্থায় ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি আগামীকাল রোজা রাখার ইচ্ছা রাখো?" তিনি বললেন, "না।" তিনি বললেন, "তুমি কি গতকাল রোজা রেখেছিলেন?" তিনি বললেন, "না।" তখন নবীজি বললেন, "তবে রোজা ভেঙে ফেলো।" এতে এই প্রমাণ মেলে যে, জুমার দিনের রোজার সাথে যদি তার আগের বা পরের একদিন যুক্ত করা হয়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। এবং তাঁর উক্তি "তুমি কি আগামীকাল রোজা রাখবে?"-এর মধ্যে নফল হিসেবে শনিবার রোজা রাখার বৈধতার দলিল রয়েছে এবং জুমার সাথে যুক্ত করলে এতে কোনো অসুবিধা বা কারাহাত (অপছন্দনীয়তা) নেই। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, "তোমরা শনিবার রোজা রেখো না, কেবল তোমাদের ওপর যা ফরজ করা হয়েছে তা ব্যতীত। এমনকি যদি তোমাদের কেউ আঙুরের লতা বা ছাল ছাড়া আর কিছু না পায়, তবে সে যেন তা চিবিয়ে নেয়।" অথবা যেমনটি তিনি (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বলেছেন। কিন্তু এই হাদিসটির ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন যে এটি দুর্বল (জয়ীফ), এর ওপর আমল করা হবে না। আমাদের শায়খ মুহাদ্দিস আব্দুল আজিজ বিন বাজ এমনটিই বলেছেন; তিনি বলেছেন যে, শনিবারের রোজা থেকে নিষেধকারী এই হাদিসটি দুর্বল ও শায (ব্যতিক্রমী), এর ওপর আমল করা যাবে না। আবার তাঁদের মধ্যে কেউ বলেছেন যে এটি মানসুখ (রহিত), আবার কেউ বলেছেন যে...

(ص: 517) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

النهي إنما هو عن إفراذه فقط وأما إذا صيم يوم الجمعة أو يوم الأحد فلا كراهة وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله وعلى كل حال لو صامه فإنه لا إثم عليه ولكن الأفضل ألا يصومه إلا مضموماً إليه يوم الجمعة أو يوم الأحد وحديث جويرية في صحيح البخاري وحديث محمد بن عباد في صحيح مسلم وكلاهما يدل على أن صوم

يوم السبت ليس محرماً وإنه يجوز إذا صام يوم الجمعة وهذا نعرف أنه ينبغي للإنسان ألا يكون إمعة يقلد غيره كلها ذكر غيره شيئاً قلده دون نظر في الأدلة وجمع بينهما لأن بعض العلماء ينظر إلى ظاهر الإسناد فيحكم بصحة الحديث دون النظر إلى متنه والنظر إلى المتن أمر مهم لأن خطأ الواحد من الناقلين أهون من الخطأ المخالف لقواعد الشريعة والمخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة الواضحة التي هي أقوى سنداً وأشدّ متناً لهذا ينبغي لطالب العلم ولاسيما طالب الحديث المعني به أن يتفطن له وألا يحكم بصحة الحديث بمجرد ظاهر الإسناد بل لابد من أن ينظر في المتن هل يخالف القواعد المعلومة من الشريعة هل يخالف الأحاديث التي رواها الثقات الأثبات في الحديث فليحكم بشذوذه ولا يقبله لأنه كما قلت لكم فخطأ واحد في النقل أهون من خطأ الأئمة الأثبات أو خطأ القواعد الشرعية المرعية في الشريعة على كل حال صوم يوم السبت تطوعاً ليس حراماً لكن ينبغي ألا يصومه إلا أن يصوم معه يوماً قبله أو يوماً بعده والله الموفق

নিষেধাজ্ঞা কেবল এককভাবে শনিবার রোজা রাখার ব্যাপারে; তবে যদি শুক্রবার বা রোববারের সাথে মিলিয়ে রোজা রাখা হয়, তবে তাতে কোনো অপছন্দনীয়তা নেই। ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) এই মতই গ্রহণ করেছেন। তবে যে কোনো পরিস্থিতিতে কেউ যদি এই দিন রোজা রাখে, তবে তার কোনো গুনাহ হবে না। কিন্তু উত্তম হলো শুক্রবার বা রোববারকে এর সাথে যুক্ত না করে কেবল এককভাবে শনিবার রোজা না রাখা। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত জুওয়াইরিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর হাদিস এবং সহীহ মুসলিমের মুহাম্মদ ইবনে আব্বাদ-এর হাদিস—উভয়টিই প্রমাণ করে যে, শনিবারের রোজা রাখা হারাম নয় এবং শুক্রবারের সাথে মিলিয়ে রোজা রাখা জায়েয। এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, একজন মানুষের জন্য 'ইম্মআ' (যুক্তিহীন অন্ধ অনুসারী) হওয়া উচিত নয়, যে অন্য কেউ কিছু বললেই দলিল-প্রমাণ বিচার না করে বা সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় না করে অন্ধভাবে অনুকরণ করে। কেননা কোনো কোনো আলেম হাদিসের বাহ্যিক সনদের দিকে দৃষ্টিপাত করে হাদিসটিকে সহীহ বলে রায় দেন, অথচ এর মতন বা মূল পাঠের দিকে লক্ষ্য করেন না। অথচ মতনের পর্যালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ একজন বর্ণনাকারীর ভুল হওয়া শরীয়তের সুপ্রতিষ্ঠিত মূলনীতি এবং

অধিকতর শক্তিশালী সনদ ও সুদৃঢ় মতনবিশিষ্ট সুস্পষ্ট সহীহ হাদিসসমূহের বিরোধী হওয়ার তুলনায় অনেক বেশি স্বাভাবিক। একারণেই ইলম অন্বেষী, বিশেষ করে হাদিস শাস্ত্রের শিক্ষার্থীদের জন্য এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন হওয়া উচিত। কেবল বাহ্যিক সনদের ওপর ভিত্তি করেই হাদিসের বিশুদ্ধতার হুকুম দেওয়া ঠিক নয়, বরং তাকে অবশ্যই মতনের দিকে তাকাতে হবে যে, তা শরীয়তের সুপরিচিত মূলনীতিমালার পরিপন্থী কি না, কিংবা হাদিস শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য ও সুদৃঢ় ইমামদের বর্ণিত হাদিসের বিপরীত কি না। যদি বিপরীত হয়, তবে সেটিকে 'শায' বা ত্রুটিযুক্ত হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং তা গ্রহণ করা যাবে না। কারণ আমি যেমনটি আপনাদের বলেছি—বর্ণনার ক্ষেত্রে একজনের ভুল হওয়া প্রথিতযশা ইমামদের সম্মিলিত বর্ণনা কিংবা শরীয়তের অনুসৃত মূলনীতিমালার পরিপন্থী হওয়ার তুলনায় অনেক বেশি সহজতর বিষয়। পরিশেষে, নফল হিসেবে শনিবারের রোজা রাখা হারাম নয়; তবে উচিত হলো এর আগে বা পরের একদিন মিলিয়ে রোজা রাখা। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 518) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَابُ تَحْرِيمِ الْوَصَالِ فِي الصَّوْمِ وَهُوَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ بَيْنَهُمَا

1764 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى

عَنِ الْوَصَالِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

1765 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ

الْوَصَالِ قَالُوا إِنَّكَ تَوَاصَلْتَ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَطْعَمُ وَأَسْقِي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ

الْبُخَارِيِّ

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم الوصال في الصوم ومعنى الوصال أن يقرن الإنسان بين يومين في الصيام فلا يفطر بينهما والله سبحانه وتعالى قد حدد الصيام في قوله فالآن بأشروهنَّ وابتغوا ما كتَبَ الله لكم وكُلُوا واشربُوا حتَّى يتَبَيَّنَ لكم الخيطُ الأبيضُ مِنَ الخيطِ الأسودِ مِنَ الفجرِ ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ قَالَ {ثم أتموا الصيام إلى الليل} فحدد الله ابتداء الصيام وانتهاءه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر هذا هو المشروع

সিয়ামের ক্ষেত্রে ‘বিসাল’ (একটানা রোজা রাখা) হারাম হওয়ার পরিচ্ছেদ; আর তা হলো দুই বা ততোধিক দিন রোজা রাখা এবং এর মধ্যবর্তী সময়ে কোনো কিছু পানাহার না করা।

১৭৬৪ - আবু হুরায়রা ও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘বিসাল’ (একটানা রোজা রাখা) থেকে নিষেধ করেছেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

১৭৬৫ - ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিসাল থেকে নিষেধ করেছেন। সাহাবীগণ বললেন, আপনি তো বিসাল করে থাকেন। তিনি বললেন: আমি তোমাদের মতো নই, আমাকে পানাহার করানো হয়। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, এটি বুখারীর শব্দ বিন্যাস)

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ‘রিয়াদুস সালিহীন’ গ্রন্থে বলেছেন: সিয়ামের ক্ষেত্রে বিসাল হারাম হওয়ার পরিচ্ছেদ। বিসালের অর্থ হলো মানুষ দুই দিনের সিয়ামকে একত্রে মিলিয়ে ফেলবে এবং এর মাঝে ইফতার করবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সিয়ামের সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়ে বলেছেন: “অতএব এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে রেখেছেন তা অবশেষণ করো। আর তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কালো রেখা থেকে তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ করো।” তিনি বলেছেন {অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ করো}, এভাবে আল্লাহ সিয়ামের শুরু ও শেষ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের ওপর থাকবে যতক্ষণ তারা দ্রুত ইফতার করবে।” এটিই হলো শরীয়তসম্মত বিধান।

(ص: 519) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أن الإنسان يبادر بالفطور ولا يتأخر ولا يحل له أن يواصل بين يومين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر فأذن صلى الله عليه وسلم بالمواصلة إلى السحر يعني وليتسحر في آخر الليل وبهذا تبين أن للصائم ثلاث حالات الحالة الأولى أن يبادر بالإفطار بعد غروب الشمس وهذه هي السنة والأفضل والأكمل والحالة الثانية أن يتأخر إلى السحر وهذا جائز لكنه خلاف الأولى والحالة الثالثة ألا يفطر بين يومين بل يواصل وهذه حرام على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهذا هو الأقرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فواصلوا رضي الله عنهم ظناً منهم أنه إنما نهى عنه من أجل الرفق بهم والشفقة عليهم وقالوا نحن نتحمل فواصلوا فتركهم ثم واصلوا وواصلوا حتى هل الشهر شهر شوال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على التحريم وذهب بعض العلماء إلى كراهة الوصال دون التحريم لأن العلة التي هي الإرفاق بالإنسان والإنسان أمير نفسه لكن الأقرب أن الوصال في نهى النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوماً ويوماً حتى رؤي الهلال وقال لو تأخر لزدتكم وما يفعله بعض السلف كما يروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يواصل خمسة عشر يوماً لا يفطر بينهما فهذا اجتهاد منه وتأويل ولكن الصواب ما دلت عليه السنة

নিশ্চয়ই মানুষ ইফতার ত্বরান্বিত করবে এবং তা বিলম্বিত করবে না। তার জন্য বিরতিহীনভাবে দুই দিন রোজা রাখা (বিসাল করা) বৈধ নয়; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা থেকে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন: “তোমাদের মধ্যে কেউ যদি বিরতিহীন রোজা রাখতে চায়, তবে সে যেন সাহরি পর্যন্ত তা করে।” সুতরাং তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহরি পর্যন্ত বিসাল বা বিরতিহীন রোজা রাখার অনুমতি দিয়েছেন, যার অর্থ হলো সে রাতের শেষ ভাগে সাহরি গ্রহণ করবে। এর মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হলো যে, রোজাদারের তিনটি অবস্থা হতে পারে। প্রথম অবস্থা: সূর্যাস্তের পরপরই দ্রুত ইফতার করা; এটিই সুন্নাহ, সর্বোত্তম এবং পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা। দ্বিতীয় অবস্থা: সাহরি পর্যন্ত ইফতার বিলম্বিত করা; এটি বৈধ কিন্তু উত্তম পদ্ধতির পরিপন্থী। তৃতীয় অবস্থা: দুই দিনের মাঝে ইফতার না করে একটানা রোজা রাখা; লেখক (রহিমাল্লাহ) যে মত পোষণ করেছেন সেই অনুযায়ী এটি হারাম বা নিষিদ্ধ। আর এটিই দালিলিক বিচারে অধিকতর শক্তিশালী মত; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিসাল করতে নিষেধ করেছেন। সাহাবিগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এই ধারণায় বিসাল করেছিলেন যে, তিনি কেবল তাদের প্রতি সদয় হতে এবং মমতা প্রদর্শন স্বরূপ তা নিষেধ করেছেন। তারা বললেন, ‘আমরা এটি সহ্য করতে পারব।’ অতঃপর তারা বিসাল করলেন, তাই তিনি তাদের নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিলেন। তারপর তারা বিসাল চালিয়ে গেলেন যতক্ষণ না শাওয়াল মাসের চাঁদ উদিত হলো। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের প্রতি বিরক্তি বা অসম্মতি প্রকাশ করে বললেন, “যদি চাঁদ উঠতে বিলম্ব হতো, তবে আমি তোমাদের জন্য বিসালের সময় আরও বৃদ্ধি করতাম।” এটি এই কাজের নিষিদ্ধতার ওপর প্রমাণ বহন করে। তবে কিছু আলেম বিসালকে হারাম না বলে মাকরুহ বা অপছন্দনীয় বলেছেন; কারণ তাদের মতে এর কারণ ছিল মানুষের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করা, আর মানুষ তার নিজের অবস্থার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। কিন্তু সঠিকতর বিষয় হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিষেধাজ্ঞার কারণে বিসাল করা নিষিদ্ধ। তিনি তাদের সাথে একদিন, দুই দিন করে বিসাল করেছিলেন যতক্ষণ না চাঁদ দেখা গেল এবং তিনি বললেন, “যদি বিলম্ব হতো তবে আমি আরও বাড়িয়ে দিতাম।” আর সালাফে সালাহীনদের কেউ কেউ যা করেছেন, যেমনটি আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি একটানা পনের দিন রোজা রাখতেন এবং এর মাঝে ইফতার করতেন না—তা ছিল তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদ এবং ব্যাখ্যা। কিন্তু সঠিক পথ সেটিই, যা সুন্নাহ দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে।

باب تحريم الجلوس على قبر

1766 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر رواه مسلم

কবরের ওপর বসা হারাম হওয়ার পরিচ্ছেদ

১৭৬৬ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের কারো জ্বলন্ত আগুনের অঙ্গারের ওপর বসা, যা তার কাপড় পুড়িয়ে চামড়া পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, তা তার জন্য কোনো কবরের ওপর বসার চেয়ে অনেক গুণ শ্রেয়।" (মুসলিম)

باب النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها

1767 - عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه مسلم

ثم ذكر المؤلف رحمه الله باب تحريم الجلوس على القبر لأن القبر فيه إنسان مسلم محترم وجلسك عليه إهانة له ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة لأن يجلس أحدكم على جرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على القبر وهذا يدل على التحريم وأنه لا يجوز للإنسان أن يجلس على قبر المسلم وإذا أراد أن يجلس فليجلس من وراء القبر يجعل القبر خلف ظهره أو

عن يمينه أو عن شماله وأما إن يجلس عليه فهذا حرام ومثل ذلك الغلو في القبر ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه لأن تجصيصه يعني تفخيمه وتعظيمه يؤدي إلى الشرك به وكذلك البناء عليه فالتجصيص حرام والبناء أشد حرمة والكتابة عليه فيها تفصيل

কবর চুনকাম করা এবং তার ওপর ইমারত নির্মাণ করার নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক অধ্যায়

১৭৬৭ - জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

কবর চুনকাম করতে, তার ওপর বসতে এবং তার ওপর ইমারত নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর লেখক (রহিমাহুল্লাহ) কবরের ওপর বসা হারাম হওয়া সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ উল্লেখ করেছেন; কেননা কবরের ভেতরে একজন সম্মানিত মুসলিম ব্যক্তি রয়েছেন এবং তার ওপর বসা তাকে অবমাননা করার শামিল। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণিত এক হাদিসে বলেছেন: তোমাদের কেউ আগুনের অঙ্গারের ওপর বসবে, যা তার কাপড় পুড়িয়ে চামড়া পর্যন্ত পৌঁছে যাবে—এটি তার জন্য কবরের ওপর বসার চেয়ে উত্তম। এটি এই কাজের নিষিদ্ধতার ওপর প্রমাণ বহন করে এবং কোনো ব্যক্তির জন্য মুসলিমের কবরের ওপর বসা বৈধ নয়। যদি কেউ বসতে চায়, তবে সে যেন কবরের পেছনে বসে; অর্থাৎ কবরকে তার পেছনে রাখবে অথবা নিজের ডানে কিংবা বামে রাখবে। আর কবরের ওপর সরাসরি বসা হারাম। কবরের ব্যাপারে অতিরঞ্জন করাও অনুরূপ। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবর চুনকাম করতে, তার ওপর ইমারত নির্মাণ করতে এবং তার ওপর কিছু লিখতে নিষেধ করেছেন। কারণ কবর চুনকাম করা—অর্থাৎ একে জাঁকজমকপূর্ণ ও মহিমাম্বিত করা—শিরকের দিকে ধাবিত করে। অনুরূপ বিধান কবরের ওপর ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুতরাং চুনকাম করা হারাম এবং ইমারত নির্মাণ করা আরও গুরুতর হারাম। আর কবরের ওপর লেখার বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

الكتابة التي لا يرد بها إلا إثبات الاسم للدلالة على القبر فهذه لا بأس بها وأما
الكتابة التي تشبه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية يكتب اسم الشخص ويكتب الثناء
عليه وأنه فعل كذا وكذا وغيره من المديح أو تكتب الأبيات..
فهذا حرام ومن هذا ما يفعله بعض الجهال أنه يكتب على الحجر الموضوع على
القبر سورة الفاتحة مثلاً..
أو غيرها من الآيات فكل هذا حرام وعلى من رآه في المقبرة أن يزيل هذا الحجر
لأن هذا من المنكر الذي يجب تغييره والله الموفق

যে লিখনের উদ্দেশ্য কেবল কবরের পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য নাম লিপিবদ্ধ করা, তাতে
কোনো দোষ নেই। তবে জাহেলিয়াত যুগে লোকেরা যা করত তার অনুরূপ লিখন—যেমন
ব্যক্তির নাম এবং তার প্রশংসা লিখে রাখা যে সে অমুক অমুক কাজ করেছে কিংবা অন্যান্য
স্তুতিবাক্য অথবা কবিতা লিখে রাখা..

এসবই হারাম। কিছু অজ্ঞ লোক যা করে থাকে তা-ও এর অন্তর্ভুক্ত, যেমন কবরের ওপর
স্থাপিত পাথরে সূরা ফাতিহা লিখে রাখা..

কিংবা অন্য কোনো আয়াত লিখে রাখা; এসবই হারাম। যে ব্যক্তি কবরস্থানে এমন কিছু দেখবে,
তার ওপর আবশ্যিক হলো এই পাথরটি অপসারণ করা, কারণ এটি এমন এক গর্হিত কাজ যা
পরিবর্তন করা ওয়াজিব। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 523) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده
1768 - عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها عبد
أبق فقد برئت منه الذمة رواه مسلم

1769 - وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة رواه مسلم وفي رواية فقد كفر

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تغليظ تحريم إبقاء العبد العبد يعني المملوك وإبقاه هربه من سيده وذلك أن العبد مملوك للسيد في ذاته ومنافعه فإذا هرب فقد فوت على سيده ذلك وقد ورد الوعيد في هذا بأنه يكون كافراً وأن الذمة بريئة منه وأنه لا تقبل صلاته فهذه ثلاث عقوبات والعياذ بالله الأولى أنه برئت منه الذمة كما في حديث جرير رضي الله عنه الثانية أنه كافر ولكنه ليس كافراً مخرجاً عن الملة الثالثة أنه لا تقبل صلاته فالعبد إذا أبق وهرب من سيده ثم صلى

মালিকের নিকট থেকে ক্রীতদাসের পলায়নের কঠোর নিষেধাজ্ঞার পরিচ্ছেদ

১৭৬৮ - জারীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে কোনো দাস (মালিকের নিকট থেকে) পালিয়ে যায়, তার ওপর থেকে (ইসলামের) নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ উঠে যায়।" (মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)

১৭৬৯ - তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যখন কোনো দাস পালিয়ে যায়, তখন তার সালাত কবুল করা হয় না।" (মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: "সে কুফরী করল।"

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহু) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে বলেছেন: মালিকের নিকট থেকে ক্রীতদাসের পলায়নের কঠোর নিষেধাজ্ঞার পরিচ্ছেদ। 'আল-আবদ' অর্থ হচ্ছে মালিকানাধীন দাস, আর 'ইবাক' হলো তার মালিকের নিকট থেকে পালিয়ে যাওয়া। এর কারণ হলো, দাস তার সত্তা এবং উপযোগিতার দিক থেকে মালিকের সম্পদ; সুতরাং সে যখন পালিয়ে যায়, তখন সে তার মালিককে তা থেকে বঞ্চিত করে। এই বিষয়ে এমন কঠোর হুঁশিয়ারি বর্ণিত

হয়েছে যে, সে কাফির হিসেবে গণ্য হবে, তার থেকে নিরাপত্তা ও দায়িত্ব তুলে নেওয়া হবে এবং তার সালাত কবুল করা হবে না। এগুলো হলো তিনটি শাস্তি—আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। প্রথমটি হলো: তার ওপর থেকে (ইসলামী রাষ্ট্রের) নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ উঠে যায়, যেমনটি জারীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিসে এসেছে। দ্বিতীয়টি হলো: সে কাফির হিসেবে গণ্য হয়, তবে এটি এমন কুফর নয় যা তাকে দীন থেকে বের করে দেয়। তৃতীয়টি হলো: তার সালাত কবুল করা হয় না। সুতরাং দাস যখন পালিয়ে যায় এবং তার মালিকের নিকট থেকে পলাতক থাকে, এরপর সে সালাত আদায় করে...

(ص: 524) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

فلا صلاة له واختلف العلماء رحمهم الله هل صلاته غير مقبولة لا الفريضة ولا النافلة أو أنها النافلة فقط فمن العلماء من قال صلاة الفريضة مقبولة لأن زمنها مستثنى شرعاً ولأنه سوف يصلي سواء كان عند سيده أو أبقاً منه ومنهم من قال إن الحديث عام ولا يمتنع أن يعاقب بذلك ويكون المراد بنفي القبول بالنسبة للنوافل نفي الصحة وبالنسبة للفرائض نفي الإثابة وهذا جمع حسن

সুতরাং তাঁর কোনো সালাত নেই। আর এ বিষয়ে উলামায়ে কেরাম (আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন) মতভেদ করেছেন যে, তাঁর সালাত কি কবুল হবে না—ফরজ কিংবা নফল কোনোটিই নয়, নাকি এটি কেবল নফল সালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? উলামাদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলেছেন যে, ফরজ সালাত কবুলযোগ্য; কেননা এর সময়টি শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে স্বতন্ত্র, আর সে তো সালাত আদায় করবেই—চাই সে তার মনিবের কাছে থাকুক কিংবা পলায়নরত অবস্থায় থাকুক। আবার তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন যে, হাদিসটি ব্যাপক এবং এর মাধ্যমে তাঁকে শাস্তি প্রদান অসম্ভব নয়। এমতাবস্থায় কবুল না হওয়ার উদ্দেশ্য নফল সালাতের ক্ষেত্রে 'শুদ্ধ না হওয়া' এবং ফরজ সালাতের ক্ষেত্রে 'সওয়াব বা প্রতিদান না পাওয়া'। আর এটি একটি চমৎকার সমন্বয়।

باب تحريم الشفاعة في الحدود

قال الله تعالى { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر }

1770 - وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أتهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلبه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله تعالى ثم قام فاختطب ثم قال إنبا أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها متفق عليه وفي رواية فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله قال أسامة استغفر لي يا رسول الله قال ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها

হুদূদ বা নির্ধারিত দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে সুপারিশ করার নিষিদ্ধতা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ
মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, {ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী—তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করো। আল্লাহর বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে তাদের প্রতি অনুকম্পা যেন তোমাদেরকে পেয়ে না বসে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো।}
১৭৭০ - আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, কুরাইশ বংশের নেতৃবৃন্দ মাখযূম গোত্রের সেই মহিলার বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ল যে চুরি করেছিল। তারা বলল, "এই বিষয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কে কথা বলতে পারে?" তারা পুনরায় বলল, "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র উসামা ইবনে যায়েদ ব্যতীত আর কার এত সাহস আছে?" অতঃপর উসামা এ বিষয়ে তাঁর সাথে কথা বললেন। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি কি আল্লাহর

নির্ধারিত দণ্ডসমূহের মধ্য হতে একটি দণ্ডের বিষয়ে সুপারিশ করছ?" অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তীগণ এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি ছুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত; আর যখন কোনো দুর্বল ব্যক্তি ছুরি করত, তখন তারা তার ওপর দণ্ড কার্যকর করত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও ছুরি করত, তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।" (বুখারি ও মুসলিম)। অপর এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চেহারার রঙ পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং তিনি বললেন, "তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ডবিধির বিষয়ে সুপারিশ করছ?" উসামা বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।" বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি সেই মহিলার ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করলেন এবং তার হাত কেটে ফেলা হলো।

(ص: 526) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أما الباب الثاني فهو تحريم الشفاعة في الحد أي في العقوبة المقررة شرعاً واعلم أن العقوبات على الذنوب تنقسم إلى قسمين عقوبات أخروية هذه أمرها إلى الله وقال الله تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} فكل ذنب سوى الشرك فإنه قابل أن يغفره الله عز وجل بفضلِهِ ورحمته وأما العقوبة الدنيوية فهي أقسام كثيرة منها أقسام معينة محددة في الشريعة فهذه لا يجوز تعديها فمثلاً السارق تقطع يده ولا يجوز أن تقطع رجله مع يده ولا أن تقلع عينه ولا أن تفجر أذنه لا يجوز أن يتعدى فيها ما حده الله ورسوله وهو قطع اليد كذلك أيضاً الزنا إذا كان الزاني لم يتزوج من قبل فحده مائة جلدة وتغريب عام أي طرده من البلد إلى بلد آخر لمدة سنة هذا أيضاً لا تجوز الزيادة فيه ولا النقص منه لأنه حد من الحدود ومثل البحار بين الله ورسوله الساعين في الأرض فساداً هؤلاء جزاؤهم أن

يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض هناك
عقوبات أخرى غير مقدرة هذه يرجع إلى رأي الحاكم يعني القاضي الشرعي أو من
له تنظيم وتقنين العقوبات هذه أمرها واسع تارة تكون العقوبة بالمال يغرم
الإنسان مالا وتارة تكون العقوبة بالعزل عن منصبه وتارة تكون بالحبس وتارة
تكون بالتشهير بأن

আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি হলো হদ বা শরয়িভাবে নির্ধারিত দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে সুপারিশ করার
নিষিদ্ধতা সম্পর্কে। জেনে রাখুন যে, পাপাচারের শাস্তি দুই ভাগে বিভক্ত: পরকালীন শাস্তি, যার
বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছাধীন। মহান আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর
সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করেন না, এছাড়া অন্য সবকিছু যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন।”
সুতরাং শিরক ব্যতীত প্রতিটি গুনাহ মহান আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ায় ক্ষমা করতে পারেন।
আর পার্থিব শাস্তি বহু প্রকারের; এর মধ্যে কিছু প্রকার শরয়িভাবে সুনির্দিষ্ট, যা অতিক্রম করা
বৈধ নয়। উদাহরণস্বরূপ, চোরের হাত কাটা হবে, কিন্তু তার হাতের সাথে পা কাটা, কিংবা তার
চোখ উপড়ে ফেলা অথবা কান বিদীর্ণ করা জায়েজ নয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যে সীমা নির্ধারণ
করে দিয়েছেন অর্থাৎ হাত কাটা—তা অতিক্রম করা বৈধ নয়। অনুরূপভাবে ব্যভিচারের
ক্ষেত্রেও, যদি ব্যভিচারী ইতিপূর্বে বিবাহিত না হয়, তবে তার দণ্ড হলো একশত বেত্রাঘাত এবং
এক বছরের জন্য নির্বাসন—অর্থাৎ এক বছর মেয়াদে তাকে এক দেশ থেকে অন্য দেশে
বহিস্কার করা। এতেও কোনো আধিক্য বা হ্রাস করা জায়েজ নয়, কেননা এটি আল্লাহর
নির্ধারিত দণ্ডসমূহের (হুদুদ) অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিতে লিপ্ত হয়, তাদের শাস্তি হলো—তাদের হত্যা করা হবে,
অথবা শূলে চড়ানো হবে, অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে,
কিংবা দেশ থেকে বহিস্কার করা হবে। এছাড়া এমন কিছু শাস্তি রয়েছে যা শরয়িভাবে নির্ধারিত
নয়; এগুলোর ভার শাসকের—অর্থাৎ শরয়ি বিচারক বা দণ্ডবিধি প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষের
বিবেচনার ওপর ন্যস্ত। এই বিষয়টি বেশ বিস্তৃত। কখনো শাস্তি হতে পারে আর্থিক জরিমানার
মাধ্যমে, কখনো পদচ্যুত করার মাধ্যমে, কখনো কারাদণ্ডের মাধ্যমে, আবার কখনো জনসমক্ষে
দোষ প্রচারের মাধ্যমে যে—

يعلن اسمه ومخالفته بين الناس وتارة تكون بالتقويم من المجلس حسب ما تقتضيه المصلحة والتأديب وتارة تكون بالجلد فأما العقوبات المحددة فإنه إذا بلغت السلطان فلا يجوز لأحد أن يشفع فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع له لعن طرد وإبعاد عن رحمة الله وقال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره والعياذ بالله وإن لم تصل إلى الحاكم فهنا قد يجوز الشفاعة والتوسط مثل لو أن أحد رأى شخصاً يزني وشاهده وعنده أربع شهود على ذلك ورأى أن من المصلحة أن يستتاب هذا الرجل فإذا تاب ستر عليه فلا بأس أما بعد أن تبلغ السلطان فلا يجوز ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها في باب تحريم الشفاعة في الحدود في قصة المرأة المخزومية

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله باب تحريم الشفاعة في الحدود والحدود هي العقوبات التي قدرها الله ورسوله على فاعل المعصية فمنها حد الزنا ومنها حد القذف وحد السرقة وحد الحراة وأما القتل بالردة فليس من الحدود لأن المرتد إذا تاب ولو بعد أن رفع إلى السلطان فإنه يسقط عنه القتل لكن هذه الحدود لا بد منها ولا تسقط إلا إذا تاب الإنسان قبل أن يقدر عليه لقول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم

মানুষের মাঝে তার নাম এবং তার অপরাধের কথা ঘোষণা করা হয়। কখনো কখনো জনস্বার্থ ও সংশোধনের প্রয়োজনে সভার মাধ্যমে শাসন করা হয়, আবার কখনো বেত্রাঘাতের মাধ্যমে। তবে নির্ধারিত দণ্ডবিধি (হুদুদ) যখন শাসকের কাছে পৌঁছে যায়, তখন তাতে সুপারিশ করা কারো জন্য বৈধ নয়। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন দণ্ডবিধি শাসকের নিকট পৌঁছে যায়, তখন সুপারিশকারী এবং যার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে উভয়ের ওপর আল্লাহর লানত। এই লানত বা অভিশাপ হলো আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়ন ও দূর করে দেওয়া। তিনি আরও বলেছেন, যার সুপারিশ আল্লাহর নির্ধারিত কোনো দণ্ডের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সে মূলত আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করল—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। আর যদি তা শাসকের নিকট না পৌঁছায়, তবে সুপারিশ বা মধ্যস্থতা করা বৈধ হতে পারে। যেমন কেউ যদি কাউকে ব্যভিচার করতে দেখে এবং তার কাছে এর চারজন সাক্ষীও থাকে, আর সে মনে করে যে লোকটিকে তওবা করানোই সমীচীন, তবে সে যদি তওবা করে এবং বিষয়টি গোপন রাখা হয়, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু শাসকের কাছে পৌঁছে যাওয়ার পর তা আর বৈধ নয়। এরপর লেখক মাখজুমী গোত্রের মহিলার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে সুপারিশ করা হারাম হওয়া প্রসঙ্গে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) বলেছেন, ‘দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে সুপারিশ করা হারাম হওয়া সম্পর্কিত অধ্যায়’। ‘হুদুদ’ বা দণ্ডবিধি হলো সেই সব শাস্তি যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো পাপাচারীর জন্য নির্ধারিত করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে ব্যভিচারের দণ্ড, অপবাদের দণ্ড, চুরির দণ্ড এবং ডাকাতি বা দস্যুতার দণ্ড। আর ধর্মত্যাগের কারণে মৃত্যুদণ্ড ‘হুদুদ’-এর অন্তর্ভুক্ত নয়; কারণ মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী ব্যক্তি যদি শাসকের কাছে সোপর্দ করার পরেও তওবা করে, তবে তার মৃত্যুদণ্ড রহিত হয়ে যায়। কিন্তু এই দণ্ডসমূহ কার্যকর করা অপরিহার্য এবং তা রহিত হয় না যতক্ষণ না অপরাধী গ্রেফতার হওয়ার আগে তওবা করে। কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন: "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং জনপদে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি হলো এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। এটি তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। তবে যারা

তোমাদের আয়ত্তে আসার আগে তওবা করবে তাদের ব্যতীত; জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ
পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

(ص: 528) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

وذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرت وقد
بينت السرقة بأنها تستعير المتاع وتجده يعني تأتي إلى الناس وتقول أعزني القدر
أعزني الدلو فيعيرونها إحساناً إليهم ثم تجحد العارية وتقول ما أعزتموني فجعل
النبي صلى الله عليه وسلم جحد العارية في منزلة السرقة لأن السارق يدخل البيوت
في خفية ويأخذ وهذه سرقت أموال الناس في خفية أخذتها منهم على أنها عارية
وأنها إحسان من أهلها أي من أهل الأموال ثم تجحد أمر النبي صلى الله عليه وسلم
أن تقطع يدها وكانت من بني مخزوم من أشرف قبائل قريش فأهملهم ذلك أي
لحقهم الهم في هذا كيف تقطع يد المخزومية فطلبوا من يشفع إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد ولم يذكر أبا بكر ولا
عمر ولا عثمان ولا من هو أعلى قدراً من أسامة بن زيد فإما أن يكونوا قد حاولوا
ذلك ولم يفلحوا وإما أن يكونوا من الأصل علموا أنهم لن يشفعوا في حد من حدود
الله المهم أنهم طلبوا من أسامة بن زيد رضي الله عنه وأسامة هو أسامة بن زيد بن
حارثة وزيد بن حارثة كان عبداً مملوكاً وهبته خديجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فأعتقه وكان يحبه ويحب ابنه أسامة تكلم أسامة مع النبي في شأن المرأة لعله يرفع
عنها القطع فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير لونه وقال له منكراً عليه
أتشفع في حد من حدود الله يعني ما كان ينبغي أن تشفع في حد من حدود الله

লেখক আয়িশা (রা.)-এর বর্ণিত সেই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যেখানে বনু মাখজুম গোত্রের এক নারী চুরি করেছিল। এখানে চুরির ধরনটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে যে, সে মানুষের কাছ থেকে আসবাবপত্র ধার নিত এবং পরে তা অস্বীকার করত। অর্থাৎ, সে মানুষের কাছে এসে বলত, ‘আমাকে একটি হাঁড়ি ধার দিন’ বা ‘আমাকে একটি বালতি ধার দিন’। লোকেরা দয়াপরবশ হয়ে তাকে তা ধার দিত, কিন্তু পরবর্তীতে সে তা অস্বীকার করে বলত, ‘আপনারা তো আমাকে কিছুই ধার দেননি’। ফলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ধার নেওয়া বস্তু অস্বীকার করাকে চুরির পর্যায়ভুক্ত করেছেন; কারণ চোর যেমন সংগোপনে অন্যের ঘরে প্রবেশ করে কোনো কিছু নিয়ে যায়, এই নারীও তেমনি মানুষের সম্পদ সংগোপনে হস্তগত করত। সে মানুষের সদাশয়তার সুযোগ নিয়ে ধার নেওয়ার ছলে তা গ্রহণ করত এবং পরে অস্বীকার করত। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার হাত কাটার নির্দেশ প্রদান করলেন। সে কুরাইশ বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গোত্র বনু মাখজুমের সদস্য হওয়ায় বিষয়টি তাদের অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন করে তুলল। তারা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল যে, কীভাবে একজন মাখজুমি নারীর হাত কাটা সম্ভব! তখন তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট সুপারিশ করার জন্য কাউকে খুঁজতে লাগল। তারা বলাবলি করল, ওসামা বিন যায়েদ ব্যতীত আর কার এত সাহস হতে পারে? তারা আবু বকর, উমর কিংবা উসমান (রা.)-এর মতো ওসামার চেয়েও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করেনি। এর কারণ হতে পারে যে, তারা হয়তো তাদের দিয়ে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল অথবা তারা আগে থেকেই জানত যে আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ডের (হদ) ব্যাপারে তারা কখনোই সুপারিশ করবেন না। মূল কথা হলো, তারা ওসামা বিন যায়েদ (রা.)-কে অনুরোধ করল। ওসামা ছিলেন যায়েদ বিন হারিসার পুত্র। যায়েদ বিন হারিসা ছিলেন একজন কৃতদাস যাকে খাদিজা (রা.) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে উপহার দিয়েছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে মুক্ত করে দেন এবং তাকে ও তার পুত্র ওসামাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। ওসামা ঐ নারীর দণ্ড মওকুফের আশায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে কথা বললেন। এতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল অর্থাৎ তাঁর চেহারার রঙ বদলে গেল এবং তিনি কঠোরভাবে এর প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন: ‘তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ডের (হদ) ব্যাপারে সুপারিশ করছ?’ অর্থাৎ আল্লাহর কোনো হদ বা দণ্ডবিধির ব্যাপারে সুপারিশ করা তোমার সমীচীন হয়নি।

ثم قام فاخطب أي خطب خطبة بليغة لأن اخطب أبلغ من خطب لزيادة الهزة والتاء وقد قال علماء اللغة العربية إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى يعني زيادة الحروف في الكلمة تدل على زيادة معناها المهم أن قوله اخطب يعني خطب خطبة بلغية ثم قال إنما أهلك من كان قبلكم يعني من الأمم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليهم الحد أهلكهم يعني بذنوبهم بالعذاب والعقوبات إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد فصارت إقامتهم لحدود الله على حسب أهوائهم وفي هذا دليل على أن من سبقنا كانوا يسرقون وأن السرقة كبيرة فيهم بين الغني والفقر والشريف والضعيف ثم أقسم عليه الصلاة والسلام وهو البار الصادق بدون قسم أقسم قال وايم الله أي أحلف بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها اللهم صلي وسلم عليه هكذا تنفذ حكم الله لا اتباع الهوى أقسم بأن فاطمة بنت محمد وهي أشرف من المخزومية حسبا ونسبا لأنها رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة أقسم أنها لو سرقت لقطع يدها وفي قوله لقطعت يدها قولان القول الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يباشر القطع وهذا أبلغ

অতঃপর তিনি দণ্ডায়মান হলেন এবং একটি প্রাঞ্জল ভাষণ প্রদান করলেন। এখানে 'ইখতাতাবা' শব্দটি 'খাতাবা' অপেক্ষা অধিক তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এতে অতিরিক্ত অক্ষর যুক্ত হয়েছে। আরবি ভাষাবিদগণ বলেন, শব্দের গঠনে বৃদ্ধি তার অর্থের গভীরতা বা ব্যাপকতা বৃদ্ধির পরিচায়ক; অর্থাৎ শব্দের অক্ষর বৃদ্ধি তার অর্থের পরিধিকেও বৃদ্ধি করে। মোদা কথা হলো, তাঁর 'ইখতাতাবা' বলার অর্থ হলো তিনি অত্যন্ত সাবলীল ও মর্মস্পর্শী একটি ভাষণ প্রদান করেছিলেন। এরপর তিনি বললেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ কেবল এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত; আর যখন কোনো দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তার ওপর দণ্ডবিধি কার্যকর

করত।" তাদের ধ্বংস হওয়া বলতে তাদের পাপের কারণে আপতিত আজাব ও শাস্তিকে বোঝানো হয়েছে। যখন তাদের মাঝে কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তাকে অব্যাহতি দিত; আর যখন কোনো অসহায় ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তার ওপর দণ্ড প্রয়োগ করত। ফলে আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ডবিধি কার্যকর করাটা তাদের প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ে পড়েছিল। এতে এই প্রমাণ মেলে যে, পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মধ্যেও চুরির ঘটনা ঘটত এবং ধনী-দরিদ্র ও উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে চুরি তাদের মাঝে এক গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য ছিল। অতঃপর তিনি (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শাস্তি বর্ষিত হোক) শপথ গ্রহণ করলেন—অথচ তিনি শপথ ছাড়াও পরম সত্যবাদী ও নেককার। তিনি বললেন, "আল্লাহর শপথ! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।" হে আল্লাহ! আপনি তাঁর ওপর রহমত ও শাস্তি বর্ষণ করুন। এটাই হলো প্রকৃত ইনসাফ বা ন্যায়বিচার এবং এভাবেই আল্লাহর বিধান কার্যকর করতে হয়, প্রবৃত্তির অনুসরণ করে নয়। তিনি শপথ করে বললেন যে, মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমা—যিনি বংশমর্যাদা ও আভিজাত্যের দিক থেকে সেই মাখজুমি নারী অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ, কেননা তিনি (রাজিয়াল্লাহু আনহা) জান্নাতী নারীদের নেত্রী—তিনিও যদি চুরি করতেন, তবে তিনি তাঁর হাত কেটে দিতেন। তাঁর এই উক্তি—'আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম'—প্রসঙ্গে দুটি অভিমত রয়েছে। প্রথম অভিমতটি হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই সরাসরি এই দণ্ড কার্যকর করতেন; আর এটিই অধিক জোরালো ও অর্থবহ।

(ص: 530) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الثاني أنه يأمر من يقطع يدها وأياً كان فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدرأ الحد عن أحد لشرفه ومكانته أبداً الحد حق الله عز وجل وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يد المرأة المخزومية فقطعت وهي امرأة من أشرف قريش ومع ذلك لم يسقط عنها

الحد وهكذا يجب على ولاية الأمر أن يكون الناس عندهم سواء في إقامة الحدود وألا يحابوا أحدا لقربه أو لغناه أو لشرفه في قبيلته أو غير ذلك الحد لله عز وجل تجب إقامته لله عز وجل انظر إلى قوله تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} ومن الرأفة الشفاعة لهم لا تشفع لأحد في حد أقبه ولا ترفق به ولا ترحمه ولا تقل هذا شريف هذا ضعيف هذا أبو أولاد أبدا لا يهلك يعني لو زنى إنسان وهو محصن وثبت عليه الحد وله أولاد صغار وزوجات سوف يكن أرمل بعده والأولاد أيتاما بعده لا تبالي بهذا أقم الحد عليه ارحمه حتى يموت ولا تقل هذا له أولاد صغار وزوجات لا يهلك هذا أقم الحد على كل من أتى بمعصية توجب الحد ولما كانت الأمة الإسلامية على هذه العدالة وعدم المبالاة وأنها لا تأخذها في الله لومة لائم كان لها العزة والقوة والنصر المبين ولما تخلت الأمة الإسلامية عن إقامة حدود الله وصارت المحسوبيات والوساطات تعمل عملها في إسقاط حدود الله عز وجل تدهورت الأمة الإسلامية إلى الحد الذي ترونه الآن، فنسأل الله تعالى أن يعيد للأمة الإسلامية مجدها وتمسكها بدينها إنه على كل شيء قدير

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, তিনি তাকে নির্দেশ প্রদান করেন যে মহিলার হাত কেটে দেবে। আর যাই হোক না কেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কারো আভিজাত্য বা মর্যাদার কারণে হদ বা নির্ধারিত দণ্ড রহিত করতে পারেন না। হদ হলো মহান আল্লাহর হুক। আল্লাহর কসম, যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তবে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাখযুমী গোত্রের সেই মহিলার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন এবং তার হাত কাটা হলো, অথচ তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশের এক অভিজাত নারী। তা সত্ত্বেও তার ওপর থেকে হদ বাতিল করা হয়নি। এভাবেই শাসকগোষ্ঠীর ওপর ওয়াজিব হলো যে, হদ কায়েমের ক্ষেত্রে তাদের কাছে সকল মানুষ সমান হবে। কোনো আত্মীয়তা, সম্পদ কিংবা গোত্রীয় আভিজাত্য বা অন্য কোনো কারণে কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা যাবে না। হদ হলো মহান আল্লাহর জন্য, আর আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তেই তা কায়েম করা ওয়াজিব। মহান আল্লাহর বাণীর প্রতি লক্ষ্য করুন: "ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী, তাদের

প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করো; আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে অভিভূত না করে।" আর এই দয়ার অন্তর্ভুক্ত হলো তাদের জন্য সুপারিশ করা। হদের বিষয়ে কারো জন্য সুপারিশ করবেন না, বরং তা কার্যকর করুন; কারো প্রতি নমনীয় হবেন না এবং করুণা প্রদর্শন করবেন না। কখনো বলবেন না যে— এ ব্যক্তি অত্যন্ত অভিজাত, এ ব্যক্তি দুর্বল, অথবা এ ব্যক্তি সন্তানদের পিতা; এমনটি মোটেও ভাববেন না। অর্থাৎ, যদি কোনো বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করে এবং তার ওপর হদ সাব্যস্ত হয়, আর তার যদি ছোট ছোট সন্তান এবং স্ত্রী থাকে যারা তার মৃত্যুর পর অনাথ ও বিধবা হবে— তবুও এ বিষয়ে ক্রক্ষেপ করবেন না। তার ওপর হদ কায়েম করুন, তাকে মৃত্যু পর্যন্ত পাথর নিক্ষেপ (রজম) করুন। বলবেন না যে তার ছোট ছোট সন্তান ও স্ত্রী রয়েছে; এ বিষয়ে বিচলিত হবেন না। যে ব্যক্তিই হদযোগ্য পাপে লিপ্ত হবে, তার ওপর হদ কায়েম করুন। মুসলিম উম্মাহ যতদিন এই ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং আল্লাহর বিধানে কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করত না, ততদিন তাদের জন্য ছিল সম্মান, শক্তি ও সুস্পষ্ট বিজয়। আর যখনই মুসলিম উম্মাহ আল্লাহর হদ কায়েম করা পরিত্যাগ করল এবং আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ড রহিত করার ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি ও সুপারিশের অনুপ্রবেশ ঘটল, তখনই মুসলিম উম্মাহ বর্তমানের এই শোচনীয় অবস্থায় পর্যবসিত হলো। আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন মুসলিম উম্মাহকে তাদের হারানো গৌরব ও দ্বীনের ওপর অবিচলতা ফিরিয়ে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

(ص: 531) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّغَوُّطِ فِي طَرِيقِ النَّاسِ وَظَلْهِمُ وَمَوَارِدِ الْمَاءِ وَنَحْوَهَا
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا
 بِهِتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا}

1771 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم رواه مسلم

মানুষের চলাচলের পথ, ছায়াযুক্ত স্থান, পানির উৎস এবং অনুরূপ স্থানসমূহে মলমূত্র ত্যাগ করার নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, "আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে তাদের কোনো কৃতকর্ম ছাড়াই কষ্ট দেয়, তারা নিশ্চিতভাবেই মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।"

১৭৭১ - আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "তোমরা অভিশাপ বয়ে আনা দুটি কাজ থেকে বেঁচে থাকো।" সাহাবীগণ আরজ করলেন, "অভিশাপ বয়ে আনা সেই কাজ দুটি কী?" তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি মানুষের চলাচলের পথে অথবা তাদের বিশ্রামের ছায়াযুক্ত স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করে।" (মুসলিম)

(ص: 532) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد
1772 - عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم التغوط في طريق الناس أو ظلهم أو نحو ذلك التغوط يعني إخراج البراز من الدبر ومثله التبول فلا يجوز للإنسان أن يتبول أو يتغوط في طريق الناس أو في ظلهم يعني المكان الذي يستظلون به وكذلك مشمسهم في الشتاء وكذلك مجالسهم فإن هذا من أذية

المؤمنين وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات} بالقول أو بالفعل فالأذية بالقول مثل التعيير والتوبيخ والسب وما أشبهه وبالفعل مثل أن يتبول في طريقه أو يتغوط أو ما أشبه ذلك وقوله {بغير ما اكتسبوا} يعني لا إذا كان السبب في ذلك هم الذين أذوا يعني أنهم تعرضوا لها حل بهم فهذا جنائيتهم بأيديهم ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا

আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব বা অনুরূপ কাজ করার নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক অধ্যায়

১৭৭২ - জাবির (রাতিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) তাঁর 'রিয়ায়ুস সালিহীন' গ্রন্থে বলেছেন: মানুষের চলাচলের পথ অথবা তাদের ছায়ায় কিংবা অনুরূপ জায়গায় মলত্যাগ করার নিষিদ্ধতা বিষয়ক অধ্যায়। 'তাগাওউত' অর্থ মলদ্বার দিয়ে মল নির্গত করা এবং প্রস্রাবও এরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং মানুষের চলাচলের পথে অথবা তাদের ছায়ায় অর্থাৎ যেখানে তারা আশ্রয় গ্রহণ করে, সেখানে কোনো ব্যক্তির প্রস্রাব বা মলত্যাগ করা বৈধ নয়। অনুরূপভাবে শীতকালে তাদের রোদ পোহানোর জায়গা এবং তাদের বসার মজলিস বা স্থানসমূহও (একই বিধানের অন্তর্ভুক্ত)। কেননা এটি মুমিনদের কষ্ট দেওয়ার শামিল। আর মহান আল্লাহ বলেছেন, "আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে তাদের কোনো অপরাধ ছাড়াই কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই অপবাদ এবং স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।" {আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের কষ্ট দেয়} তা কথার মাধ্যমে হতে পারে অথবা কাজের মাধ্যমে। কথার মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া হলো যেমন তিরস্কার করা, ভৎসনা করা, গালি দেওয়া এবং অনুরূপ কিছু। আর কাজের মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া হলো যেমন মানুষের চলাচলের পথে প্রস্রাব বা মলত্যাগ করা অথবা এ জাতীয় কিছু করা। আর তাঁর বাণী {তাদের কোনো অপরাধ ছাড়াই} অর্থাৎ এমন কোনো কারণ ছাড়াই যা তারা করেছে। অর্থাৎ যদি তারা নিজেরা কোনো কষ্টের কারণ ঘটাত তবে তা তাদের নিজেদের হাতের কামাই বলে

গণ্য হতো। এরপর তিনি আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমরা বেঁচে থাকো...

(ص: 533) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

اللاعنين قالوا وما اللاعنان قال الذين يتخلى في طريق الناس أو ظلمهم اللاعن اسم فاعل من اللعن وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لاعناً لأنه سبب في اللعن فالذي يتخلى في طريق الناس أو يتخلى في ظلمهم ملعون والعياذ بالله وأيضا من رأى بولا أو غائطاً في طريق الناس أو ظلمهم فله أن يقول اللهم اللعن من فعل هذا لأنه هو الذي عرض نفسه لذلك وكذلك أيضاً لا يجوز البول في الباء الراكد ونحوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في حديث جابر الذي رواه مسلم فلا يجوز للإنسان أن يبول في الباء الراكد مثل الغدير أو شبهه أما الباء الجاري فالجاري يشي ولا يتأثر إلا إذا كان جارياً نحو ساقية وتحت أناس يتطهرون في هذا الباء أو يشربون منه فهذا لا يجوز لأنه يؤذي من تحته والله الموفق

অভিশাপ উদ্বেককারী বিষয় দুটি সম্পর্কে তারা জিজ্ঞেস করলেন, "অভিশাপ উদ্বেককারী বিষয় দুটি কী?" তিনি বললেন, "যারা মানুষের চলাচলের পথে কিংবা তাদের বিশ্রামের ছায়ায় মলমূত্র ত্যাগ করে।" 'আল-লায়িন' শব্দটি অভিশাপ থেকে আগত একটি কর্তৃবাচক বিশেষ্য। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একে 'অভিশাপ উদ্বেককারী' হিসেবে অভিহিত করেছেন, কারণ এটি অভিশপ্ত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং, যে ব্যক্তি মানুষের চলাচলের পথে বা তাদের ছায়ায় মলমূত্র ত্যাগ করে, সে অভিশপ্ত—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। এছাড়া, যে ব্যক্তি মানুষের পথে বা ছায়ায় মল কিংবা মূত্র দেখে, তার এটি বলার অধিকার রয়েছে যে, "হে আল্লাহ, যে এটি করেছে তার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করুন," কারণ সে নিজেই নিজেকে এর সম্মুখীন করেছে। একইভাবে, বদ্ধ পানি বা এই জাতীয় স্থানে প্রস্রাব করা জায়েজ নয়; কারণ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ থেকে নিষেধ করেছেন, যেমনটি ইমাম মুসলিম বর্ণিত জাবির (রা.)-এর হাদিসে এসেছে। সুতরাং, কোনো মানুষের জন্য বন্ধ পানি যেমন ছোট জলাশয় বা অনুরূপ স্থানে প্রস্রাব করা বৈধ নয়। তবে প্রবহমান পানির ক্ষেত্রে কথা হলো, তা বহমান থাকে এবং সাধারণত আক্রান্ত হয় না; কিন্তু যদি সেই পানি কোনো খালের দিকে প্রবাহিত হয় এবং নিচে এমন মানুষ থাকে যারা সেই পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করে কিংবা তা পান করে, তবে এটি জায়েজ হবে না। কারণ এটি নিম্নপ্রবাহে থাকা মানুষদের কষ্ট বা ক্ষতির কারণ হবে। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 534) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَاب كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ الْوَالِدِ بَعْضَ أَوْلَادِهِ عَلَى بَعْضٍ فِي الْهَبَةِ
1773 - عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحت ابني هذا غلاماً كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحتته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم قال أكلهم وهبت له مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور وفي رواية لا تشهدني على جور وفي رواية أشهد على هذا غيري ثم قال أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذا متفق عليه

দান-উপহার প্রদানের ক্ষেত্রে সন্তানদের মাঝে একজনকে অন্যদের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার অপছন্দনীয়তা বিষয়ক পরিচ্ছেদ

১৭৭৩ - নুমান ইবনে বাশীর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা তাঁকে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট নিয়ে আসলেন এবং বললেন: "আমি আমার এই পুত্রকে একটি গোলাম দান করেছি যা আমার মালিকানাধীন ছিল।" তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "তুমি কি তোমার সকল সন্তানকেই অনুরূপ দান করেছ?" তিনি উত্তর দিলেন: "না।" তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "তবে তা ফেরত নাও।" অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "তুমি কি তোমার সকল সন্তানের ক্ষেত্রে এরূপ করেছ?" তিনি বললেন: "না।" তখন তিনি বললেন: "আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ কায়ম করো।" অতঃপর আমার পিতা ফিরে আসলেন এবং সেই দানটি ফিরিয়ে নিলেন। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "হে বাশীর! এই সন্তানটি ছাড়া কি তোমার আরও সন্তান আছে?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ।" তিনি বললেন: "তাদের সবাইকেও কি তুমি এর ন্যায় দান করেছ?" তিনি বললেন: "না।" তখন তিনি বললেন: "তাহলে আমাকে সাক্ষী রেখো না; কারণ আমি কোনো অন্যায়ের সাক্ষী হই না।" অন্য এক বর্ণনায় আছে: "অন্যায়ের ওপর আমাকে সাক্ষী বানিয়ে না।" অন্য আর এক বর্ণনায় এসেছে: "এ বিষয়ে আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে সাক্ষী করো।" অতঃপর তিনি বললেন: "তারা সবাই তোমার সাথে সমানভাবে সদাচরণ করুক—এটি কি তোমাকে আনন্দিত করে?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ।" তিনি বললেন: "তবে আর এমন করো না।" (বুখারী ও মুসলিম)

(ص: 535) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية الأولاد يشمل الذكور والإناث والمراد بالعطية التبرع المحض ليس النفقة يعطي كل إنسان ما يحتاج قليلا كان أو كثيرا فإذا قدر أن

أحدهم يطلب العلم ويحتاج إلى كتب والآخر ليس كذلك فأعطى الأول ما يحتاج إليه من الكتب فلا بأس وكذلك لو كان أحدهم يحتاج إلى ثياب والآخر لا يحتاج فيعطي من يحتاج إلى الثياب وكذلك لو مرض فاحتاج إلى دواء فأعطاه فلا بأس وكذلك لو بلغ أحدهم سن الزواج فزوجه فإنه يزوجه ولا بأس المهم ما كان لدفع الحاجة فالتسوية فيه أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه أما إذا كان تبرعاً محضاً فلا بد من التعديل بينهم واختلف العلماء هل التعديل أن يعطي الذكر والأنثى سواء فإذا أعطى الذكر مائة أعطى الأنثى مائة أم أن التعديل أن يعطيهم كما أعطاهم الله عز وجل في الميراث يعني للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا أعطى الذكر مائة أعطى الأنثى خمسين وهذا القول هو الراجح لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل فإذا أعطى كل واحد ما يحتاجه ثم تبرع تبرعاً محضاً فنقول إذا أعطيت الأنثى درهماً فأعطى الذكر درهين هذا هو التعديل فإن فعل يعني فضل بعض الأولاد على بعض فإنه يجب عليه أن يرد ما فضله به فإذا

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর 'রিয়াদুস সালাহীন' গ্রন্থে বলেছেন: সন্তানদের উপঢৌকন প্রদানের ক্ষেত্রে একজনকে অন্যজনের ওপর অগ্রাধিকার প্রদানের নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত অধ্যায়। সন্তান বলতে পুত্র ও কন্যা উভয়কেই বোঝায়। আর উপঢৌকন বলতে এখানে নিছক দান বা হাদিয়া উদ্দেশ্য, বাধ্যতামূলক ভরণ-পোষণ নয়। ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী প্রদান করা হবে, তা পরিমাণে কম হোক বা বেশি। যেমন যদি ধরে নেওয়া হয় যে, সন্তানদের একজন ইলম বা জ্ঞান অর্জন করছে এবং তার কিতাবাদি প্রয়োজন, কিন্তু অন্যজনের তা প্রয়োজন নেই; এমতাবস্থায় প্রথমজনকে তার প্রয়োজনীয় কিতাবাদি কিনে দিলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। তদ্রূপ যদি তাদের একজনের পোশাকের প্রয়োজন হয় এবং অন্যজনের না থাকে, তবে যার প্রয়োজন তাকে পোশাক প্রদান করা হবে। একইভাবে যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তার অর্থ ও ওষুধের প্রয়োজন হয়, তবে তাকে তা প্রদান করলে কোনো দোষ নেই। অনুরূপভাবে যদি তাদের কেউ বিয়ের বয়সে পৌঁছায় এবং অভিভাবক তাকে বিয়ে দেন, তবে তাকে বিয়ে করিয়ে দিলে কোনো সমস্যা নেই।

মূল কথা হলো, প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখার অর্থ হলো প্রত্যেককে তার চাহিদা অনুযায়ী প্রদান করা। কিন্তু যদি বিষয়টি নিছক উপহার বা স্বেচ্ছাধীন দান হয়, তবে তাদের মাঝে অবশ্যই ইনসাফ বা ন্যায়সংগত সমতা রক্ষা করতে হবে। আলেমগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন যে, এই ইনসাফ কি পুত্র ও কন্যাকে সমপরিমাণ প্রদান করা—অর্থাৎ পুত্রকে একশ দিলে কন্যাকেও একশ দেওয়া? নাকি ইনসাফ হলো তাদের সেভাবে প্রদান করা যেভাবে মহান আল্লাহ মিরাসের ক্ষেত্রে নির্ধারণ করেছেন; অর্থাৎ 'এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান'। ফলে পুত্রকে একশ দিলে কন্যাকে পঞ্চাশ দেওয়া হবে। এই দ্বিতীয় মতটিই অধিকতর সঠিক (রাজীহ); কারণ মহান আল্লাহর বণ্টনের চেয়ে অধিক ন্যায়সংগত কোনো বণ্টন হতে পারে না। অতএব, যখন প্রত্যেকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী পেয়ে যাবে এবং এরপর কেউ নিছক উপহার হিসেবে কিছু দিতে চায়, তখন আমরা বলব: আপনি যদি কন্যাকে এক দিরহাম দেন তবে পুত্রকে দুই দিরহাম দিন; এটাই হলো ইনসাফ। আর যদি কেউ তা করে ফেলে, অর্থাৎ সন্তানদের একজনকে অন্যজনের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করে, তবে যা দ্বারা সে অতিরিক্ত সুবিধা দিয়েছে তা ফিরিয়ে নেওয়া তার ওপর ওয়াজিব। অতঃপর যদি...

(ص: 536) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أعطى أحدهم مائة ولم يعط الآخرين وجب عليه أن يرد المائة أي يستردها أو يعطي الآخرين مثلاً أعطى الأول أو يستحلهم بشرط أن يحلوه عن رضا وقناعة لا عن حياء وخجل فصار طريق العدل فيمن فضل بعض أولاده عن بعض له طرق ثلاثة فالعدل له طرق ثلاثة الأول أن يرد ما فضله به الثاني أن يعطي الآخرين مثله للذكر مثل حظ الأنثيين الثالث أن يستحلهم بشرط أن يحلوه عن قناعة ورضا لا عن خجل وحياء ثم ذكر المؤلف حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه نحلة غلاماً وفي رواية حائطاً بستاناً ولعله أعطاه البستان والغلام من أجل أن يعمل في البستان فقالت أمه عمرة بنت

رواحة رضي الله عنها وهي فقيهة لا أَرْضَى أَنْ تُعْطِيَ ابْنِي هَذَا دُونَ إِخْوَانِهِ حَتَّى تُشْهَدَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ يُشْهِدُهُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ لَهُ أَلَمْ يَنْوِنِ
قَالَ نَعَمْ قَالَ أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ مَا أُعْطِيتَ النَّعْمَانِ قَالَ لَا قَالَ رَدِّ يَعْنِي رَدِّ مَا أُعْطِيتَ ثُمَّ
قَالَ أَشْهَدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي وَهَذَا تَبَرُّؤُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِإِبَاحَةٍ لَهُ عَلَى أَنْ يُشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ بَلْ

যদি কেউ তার সন্তানদের একজনকে একশত মুদ্রা প্রদান করে এবং অন্যদের না দেয়, তবে তার ওপর ওয়াজিব বা আবশ্যিক হলো সেই একশত মুদ্রা ফিরিয়ে নেওয়া অর্থাৎ তা ফেরত নেওয়া, অথবা অন্যদেরকেও প্রথমজনকে যা দেওয়া হয়েছে তার অনুরূপ প্রদান করা, কিংবা তাদের নিকট বিষয়টি ক্ষমা চেয়ে নেওয়া—এই শর্তে যে তারা যেন কেবল লোকলজ্জা বা সংকোচবশত নয়, বরং পূর্ণ সন্তুষ্টি ও আন্তরিকতার সাথে তাকে ক্ষমা করে দেয়। সুতরাং সন্তানদের মাঝে একজনকে অন্যের ওপর প্রাধান্য দানকারীর ক্ষেত্রে ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের পথ তিনটি। প্রথম পথ হলো, যাকে বেশি দেওয়া হয়েছে তার থেকে সেই অতিরিক্ত অংশ ফিরিয়ে নেওয়া। দ্বিতীয় পথ হলো, অন্যদেরকেও অনুরূপ প্রদান করা, যেখানে একজন পুত্রের অংশ দুজন কন্যার অংশের সমান হবে। তৃতীয় পথ হলো, তাদের নিকট ক্ষমা চেয়ে নেওয়া—এই শর্তে যে তারা যেন কোনো প্রকার সংকোচ ও লজ্জা ছাড়াই কেবল সন্তুষ্টি ও আন্তরিকতার সাথে তাকে দায়মুক্ত করে দেয়। এরপর লেখক নুমান ইবনে বশীর ইবনে সা’দ আল-আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে একটি গোলাম উপহার দিয়েছিলেন, আর অন্য এক বর্ণনায় এসেছে একটি বাগান। সম্ভবত তিনি তাকে বাগান এবং গোলাম উভয়ই দিয়েছিলেন যাতে গোলামটি সেই বাগানে কাজ করতে পারে। তখন তাঁর মাতা আমরা বিনতে রাওয়াহা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)—যিনি একজন বিজ্ঞ ফকীহ নারী ছিলেন—বললেন: ‘যতক্ষণ না আপনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এর ওপর সাক্ষী রাখছেন, ততক্ষণ আমি আমার এই পুত্রকে তার ভাইদের বাদ দিয়ে এই দান করায় সন্তুষ্ট নই।’ অতঃপর তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট গেলেন তাঁকে সাক্ষী রাখার জন্য। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: ‘তোমার কি আরও সন্তান আছে?’ তিনি বললেন: ‘হ্যাঁ’। নবীজী বললেন: ‘নুমানকে যা দিয়েছ, তাদের সকলকেও কি অনুরূপ দিয়েছ?’ তিনি বললেন: ‘না’। নবীজী বললেন: ‘তবে তা ফিরিয়ে নাও’, অর্থাৎ তুমি যা দিয়েছ তা ফেরত নাও। এরপর তিনি বললেন: ‘এটি প্রত্যক্ষ করার জন্য অন্য কাউকে সাক্ষী করো।’ এটি ছিল মূলত তাঁর পক্ষ থেকে বিষয়টির প্রতি

অনীহা বা প্রত্যাখ্যানের বহিঃপ্রকাশ, এটি অন্য কাউকে সাক্ষী রাখার অনুমতি প্রদান ছিল না, বরং...

(ص: 537) شرح رਿਆض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

هو تبرؤ منه ولهذا قال أشهد على هذا غيري فأني لا أشهد على جور ثم قال أتريد أن يكونوا إليك في البر سواء قال نعم يا رسول الله قال إذا سوي بينهم لأنك إذا فضلت أحدهم على الآخر صار في نفس المفضل عليه شيء وصار لا يبر والده ثم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فأمر عليه الصلاة والسلام أن نعدل بين الأولاد في العتية حتى لو تعطي أحدهم عشرة ريات فأعط الآخر مثله لا تقل هذا شيء زهيد ما يساوي شيئاً أبداً ولو ريال واحد ...

لا أعطهم كما أعطيت الثاني حتى كان السلف الصالح رضي الله عنهم إذا قبلوا أحد الأولاد قبل الثاني من شدة العدل بينهم وكذلك أيضاً في النظر إليهم لا تنظر إلى هذا نظرة غضب وإلى هذا نظرة رضا لا اعدل بينهم حتى في المواجهة وطلاقة الوجه إلا أن يفعل أحدهم ما يغضب فهذا له شأن أما بدون سبب اجعلهم سواء ولا تفضل أحداً على أحد وهنا مسألة وهي أن بعض الناس يزوج أولاده الكبار وله أولاد صغار فيوصي لهم بعد موته بمقدار المهر وهذا حرام ولا يحل لأن هؤلاء إنما أعطيتهم لحاجتهم حاجة لا يماثلهم إخوانهم الآخرون الصغار فلا يحل لك أن توصي لهم بشيء وإذا أوصى فالوصية باطلة ترد في التركة ويرثونها على قدر ميراثهم كذلك أيضاً بعض الناس يكون ولده يشتغل معه في تجارته في فلاحته

এটি তা থেকে সম্পর্কচ্ছেদের নামান্তর, আর এ কারণেই তিনি বলেছিলেন: "এ বিষয়ে অন্য কাউকে সাক্ষী রাখো, কেননা আমি কোনো অন্যায়ের ওপর সাক্ষী হতে পারি না।" অতঃপর

তিনি বললেন: "তুমি কি চাও তারা তোমার সাথে সদ্যবহারের ক্ষেত্রে সমান হোক?" তিনি উত্তর দিলেন: "হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল।" তিনি বললেন: "তবে তাদের মধ্যে সমতা বজায় রাখো।" কারণ তুমি যদি তাদের একজনকে অন্যজনের ওপর প্রাধান্য দাও, তবে যার ওপর প্রাধান্য দেওয়া হলো তার মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হবে এবং সে তার পিতার প্রতি সদ্যবহার থেকে বিমুখ হয়ে পড়বে। এরপর তিনি বললেন: "তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ করো।" সুতরাং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সন্তানদের উপহার প্রদানের ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন; এমনকি যদি তুমি একজনকে দশ রিয়াল প্রদান করো, তবে অন্যজনকেও তার অনুরূপ দাও। এমনটা বলো না যে, এটি অতি সামান্য বিষয় যার কোনো মূল্য নেই—তা যদি এক রিয়ালও হয়। ...

না, বরং তাদের সকলকেই প্রদান করো যেভাবে অন্যজনকে দিয়েছ। এমনকি সলফে সালেহীন (রাদিআল্লাহু আনহুম) তাঁদের সন্তানদের প্রতি ইনসাফের চূড়ান্ত রূপ হিসেবে যখন একজনকে চুম্বন করতেন, তখন অন্যজনকেও চুম্বন করতেন। একইভাবে তাদের দিকে তাকানোর ক্ষেত্রেও; একজনের দিকে রাগান্বিত দৃষ্টিতে আর অন্যজনের দিকে সন্তুষ্টচিত্তে তাকাতে না। না, বরং তাদের সঙ্গে কথা বলার সময় এবং হাস্যোজ্জ্বল চেহারার ক্ষেত্রেও সমতা বজায় রাখবে। অবশ্য যদি কেউ এমন কাজ করে যা ক্রোধের উদ্বেগ ঘটায়, তবে তার বিষয়টি ভিন্ন। কিন্তু কোনো কারণ ছাড়া তাদের সমান হিসেবে গণ্য করবে এবং কাউকে কারো ওপর প্রাধান্য দেবে না। এখানে একটি মাসয়ালা বা বিষয় রয়েছে; তা হলো কিছু মানুষ তাদের বড় সন্তানদের বিয়ে দেয় অথচ তাদের আরও ছোট সন্তান থাকে, এমতাবস্থায় তারা মৃত্যুর পর ছোট সন্তানদের জন্য বিয়ের মোহরানা সমপরিমাণ সম্পদের অসিয়ত করে যায়। এটি হারাম এবং বৈধ নয়। কারণ বড়দের তো তুমি দিয়েছ তাদের তৎকালীন প্রয়োজনের খাতিরে, যে প্রয়োজন ছোট ভাইদের এখন নেই। তাই তোমার জন্য তাদের জন্য কোনো কিছুর অসিয়ত করা বৈধ নয়। আর যদি কেউ অসিয়ত করেও থাকে, তবে সেই অসিয়ত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তা মূল ত্যাজ্য সম্পত্তিতে ফিরিয়ে আনা হবে এবং তারা তাদের মিরাসী স্বত্ব অনুযায়ী তা বণ্টন করে নেবে। একইভাবে কোনো কোনো মানুষের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে যে, তার সন্তান তার সাথে তার ব্যবসা বা কৃষিকাজে নিয়োজিত থাকে...

فيعطيه بريرة على إخوانه وهذا أيضاً لا يجوز لأن الولد إن كان قد تبرع بعمله مع أبيه فهذا بر وثوابه في الآخرة أعظم من ثوابه في الدنيا وإن كان لا يريد ذلك يريد أن يشتغل لأبيه بأجر فليفرض له أجره مثلاً لك كل شهر كذا وكذا كما يعطي الأجنبي أو يقول لك سهم من الربح وأما أن يخصه من بين أولاده مع أن الولد قد تبرع بعمله وجعل ذلك من البر فلا يجوز له ذلك وإن أعطى أحدهم لكونه طالب علم يحفظ القرآن فإن قال للآخرين من طلب منكم العلم أعطيته مثل أخيه أو من حفظ القرآن أعطيته مثل أخيه فطلب بعضهم وترك بعض فهؤلاء هم الذين تركوا الأمر بأنفسهم فلا حق لهم وأما إذا كان خص هذا دون أن يفتح الباب لإخوانه فهذا لا يجوز وعلم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أن غير الأولاد من الأقارب لا يجب العدل بينهم فلك أن تعطي بعض إخوانك أكثر من الآخرين أو تعطيهم وتحرم الآخرين لأن النص إنما ورد في الأولاد فقط وأما قول بعض العلماء رحيمهم الله إنه يجب عليه التعديل بين جميع الورثة بقدر ميراثهم فهذا قول لا دليل عليه التعديل إنما يجب بين الأولاد فقط والله

الوفق

ফলে সে তার অন্যান্য ভাইদের তুলনায় তাকে বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে কিছু দান করে, আর এটিও জায়েয নয়। কারণ সন্তান যদি তার পিতার সাথে স্বেচ্ছায় কাজ করে থাকে, তবে এটি সদ্যবহার ও পিতৃভক্তির অন্তর্ভুক্ত এবং এর প্রতিদান দুনিয়ার তুলনায় আখিরাতেই অধিকতর মহান। আর যদি সে সওয়াবের নিয়ত না করে বরং পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পিতার কাজ করতে চায়, তবে পিতা যেন তার জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে দেন; যেমন প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা, যেমনটি তিনি কোনো পর ব্যক্তিকে দিতেন। অথবা তিনি বলতে পারেন যে, লভ্যাংশের একটি নির্দিষ্ট অংশ তোমার জন্য থাকবে। কিন্তু সন্তান যেখানে স্বেচ্ছায় কাজ করেছে এবং সেটিকে পিতৃভক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, সেখানে তাকে অন্যান্য

সন্তানদের থেকে পৃথক করে বিশেষভাবে কিছু প্রদান করা পিতার জন্য জায়েয নয়। তবে যদি তিনি তাদের কাউকে ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থী কিংবা কুরআন হিফজ করার কারণে কিছু দান করেন এবং অন্যদের বলেন যে, 'তোমাদের মধ্যে যে ইলম অন্বেষণ করবে তাকেও তার ভাইয়ের মতো প্রদান করা হবে' অথবা 'যে কুরআন হিফজ করবে তাকেও তার ভাইয়ের মতো দেওয়া হবে', অতঃপর তাদের কেউ ইলম অন্বেষণ করল আর কেউ বিরত থাকল, তবে যারা বিরত থাকল তারা নিজেরাই বিষয়টি বর্জন করেছে, তাই তাদের কোনো দাবি থাকবে না। কিন্তু যদি তিনি অন্যদের জন্য সুযোগ উন্মুক্ত না করেই তাকে বিশেষভাবে দান করেন, তবে তা জায়েয হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী—"তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ করো"—থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, সন্তান ব্যতীত অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের মাঝে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব নয়। সুতরাং আপনি চাইলে আপনার কোনো কোনো ভাইকে অন্যদের চেয়ে বেশি দিতে পারেন অথবা কাউকে দিলেন আর কাউকে বঞ্চিত করলেন—তা বৈধ; কারণ শরয়ি নস বা দলীল কেবল সন্তানদের ক্ষেত্রেই এসেছে। আর কোনো কোনো আলিমের (রহিমাহুল্লাহ) এই বক্তব্য যে, সকল ওয়ারিশের মাঝে তাদের মিরাজের অংশ অনুপাতে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব—এটি এমন এক উক্তি যার কোনো দলিল নেই। সমতা রক্ষা করা কেবল সন্তানদের মাঝেই ওয়াজিব। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

(ص: 539) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَابُ تَحْرِيمِ إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى مِيتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةَ أَيَّامٍ

1774 - عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها قالت: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست

بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالٍ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها فدعت بطيب فمسّت منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا متفق عليه قال رحمه الله تعالى باب تحريم إحداث المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا

স্বামী ব্যতীত অন্য কোনো মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন করা হারাম হওয়ার পরিচ্ছেদ, তবে স্বামীর ক্ষেত্রে শোকের সময়সীমা চার মাস দশ দিন।

১৭৭৪ - যয়নব বিনতে আবি সালামা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহধর্মিণী উম্মে হাবীবা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট প্রবেশ করলাম যখন তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান ইবনে হারব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইন্তেকাল করলেন। তিনি পীত বর্ণের 'খালুক' মিশ্রিত বা অন্য কোনো সুগন্ধি আনালেন এবং তা থেকে এক বালিকাকে মাখিয়ে দিলেন। এরপর তিনি নিজের গালের দুই পাশে তা স্পর্শ করলেন। অতঃপর বললেন, "আল্লাহর কসম, সুগন্ধি ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন আমার ছিল না; কেবল একারণে যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মিস্বারের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি যে, 'আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোনো নারীর জন্য কোনো মৃতের উদ্দেশ্যে তিন রাতের অধিক শোক পালন করা বৈধ নয়; তবে স্বামীর ক্ষেত্রে চার মাস দশ দিন'।" যয়নব বলেন, "অতঃপর আমি যয়নব বিনতে জাহাশ (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট গেলাম যখন তাঁর ভাই ইন্তেকাল করলেন। তিনি সুগন্ধি আনালেন এবং তা থেকে ব্যবহার করলেন। এরপর বললেন, 'জেনে রেখো, আল্লাহর কসম, সুগন্ধি ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন আমার ছিল না; তবে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মিস্বারের ওপর বলতে শুনেছি যে, 'আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোনো নারীর জন্য কোনো মৃতের উদ্দেশ্যে তিন দিনের অধিক শোক পালন করা বৈধ নয়; তবে স্বামীর ক্ষেত্রে চার মাস দশ দিন'।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

তিনি (রহিমাল্লাহ তায়ালা) বলেন, স্বামী ব্যতীত অন্য কোনো মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক মহিলার শোক পালন হারাম হওয়ার পরিচ্ছেদ, তবে স্বামীর ক্ষেত্রে চার মাস দশ দিন।

(ص: 540) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الإحداد معناه ترك الزينة والطيب ونحوه مما يعد بهجة وسرورا وترفها وهو حرام وكانوا في الجاهلية إذا مات الإنسان وهو حبيب إليهم امتنعوا عن الطيب والتجمل وما أشبه ذلك إلى مدة حسب ما يقدرونها بأنفسهم فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه عنه زوجته أم حبيبة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما أنه لا يجوز الإحداد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في الإحداد لمدة ثلاثة أيام ولا يجوز أكثر من ذلك مثاله رجل مات ابنه فحزن عليه فالواجب الصبر والاحتساب وأن تجري الأمور على ما هي عليه يخرج إلى دكانه إذا كان صاحب دكان وإلى فلاحته إذا كان صاحب فلاحه وإلى مكتبه إذا كان موظفاً وإلى مدرسته إذا كان معلماً أو طالباً المهم ألا تتأثر أعماله بشيء هذا هو المشروع وهذا هو السنة وهذا هو الأوفق وهذا هو الأرفق بالشخص ألا يحد على أحد حتى على ابنه وأبيه وأمه وأخيه لا يحد عليهم الأمر لله عز وجل له الملك وله الحمد فهو البالك وهو المحمود على كل حال فلا حاجة إلى تحد اصبر واحتسب لا تقل لا تحزن كل إنسان له قلب حي سيحزن لكن نقول اصبر واحتسب وكأن شيئاً لم يكن لا تخرب شيئاً من أمور دنياك هذا هو الأفضل والأوفق والأرفق والأحسن لكن لما كانت النفوس قد لا تطيق هذا لاسيماً مع عظم المصائب

শোকপালন বা ইহদাদ-এর অর্থ হলো সাজসজ্জা, সুগন্ধি এবং এই জাতীয় আনন্দ ও বিলাসিতার উপকরণসমূহ বর্জন করা, যা মূলত নিষিদ্ধ। জাহেলি যুগে মানুষের কোনো প্রিয়জন

মারা গেলে তারা নিজেদের নির্ধারণ করা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুগন্ধি, সৌন্দর্য চর্চা ও এই জাতীয় বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই সহধর্মিণী উম্মে হাবিবা ও যয়নব বিনতে জাহশ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কর্তৃক বর্ণিত এই হাদিসে স্পষ্ট করেছেন যে, স্বামী ব্যতীত অন্য কোনো মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোকপালন করা বৈধ নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিন পর্যন্ত শোকপালনের অনুমতি দিয়েছেন এবং এর অতিরিক্ত সময় অতিবাহিত করা জায়েয নয়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তির পুত্র মারা গেলে সে ব্যথিত হয়; এমতাবস্থায় তার কর্তব্য হলো ধৈর্য ধারণ করা ও সওয়াবের আশা রাখা এবং জীবনের স্বাভাবিক কার্যাবলি যথানিয়মে চালিয়ে যাওয়া। সে যদি ব্যবসায়ী হয় তবে দোকানে যাবে, কৃষক হলে কৃষিকাজে যাবে, চাকুরিজীবী হলে অফিসে যাবে এবং শিক্ষক বা ছাত্র হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবে। মূল কথা হলো, কোনো কিছুই কারণে যেন তার কাজকর্ম প্রভাবিত না হয়। এটিই শরীয়তসম্মত পদ্ধতি, এটিই সুন্নাহ এবং এটিই মানুষের জন্য অধিকতর উপযোগী ও সহজতর যে, সে কারো জন্যই বিশেষ শোক পালন করবে না; এমনকি নিজের সন্তান, পিতা, মাতা কিংবা ভাইয়ের জন্যও নয়। যাবতীয় বিষয় মহান আল্লাহর ইচ্ছাধীন, রাজত্ব কেবল তাঁরই এবং সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। তিনিই প্রকৃত মালিক এবং সর্বাবস্থায় তিনিই প্রশংসিত। সুতরাং শোক পালনের কোনো প্রয়োজন নেই; ধৈর্য ধারণ করুন এবং সওয়াবের প্রত্যাশা করুন। আমরা 'ব্যথিত হবেন না' এ কথা বলছি না, কারণ সংবেদনশীল হৃদয়ের অধিকারী প্রতিটি মানুষই ব্যথিত হবে; তবে আমরা বলি ধৈর্য ধরুন এবং সওয়াবের আশা রাখুন যেন কিছুই ঘটেনি। আপনার পার্থিব কোনো কাজ ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না। এটিই সর্বোত্তম, অধিকতর সংগতিপূর্ণ, সহজতর এবং সুন্দর। তবে মানুষের মন অনেক সময় এটি সহ্য করতে পারে না, বিশেষ করে বিপদের তীব্রতা যখন অনেক বেশি হয়।

(ص: 541) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الإحداد لمدة ثلاثة أيام فقط يعني لا بأس مثلاً أن الإنسان إذا مات له صديق أو قريب وحزن حزناً شديداً لا يستطيع أن يقابل

الناس لا بأس أن يبقى في بيته لمدة ثلاثة أيام فأقل ولكن لابد من صلاة الجماعة هذا لا بأس به وكذلك بالنسبة للنساء لو مات ابنها أو أبوها أو أخوها أو أحد ممن تأثرت بهم تأثراً بالغاً فلا حرج عليها أن تحد لمدة ثلاثة أيام فأقل أما ما زاد فلا يجوز لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فالزوج له حق عظيم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها لكن السجود لا يكون إلا لرب العالمين الخالق عز وجل المهم أن الزوجة تحد أربعة أشهر وعشرا هذا إذا كانت غير حامل أما الحامل فتحد إلى وضع الحمل فقط زاد أو نقص فعلى هذا إذا مات عن زوجة زوجها فالمرأة تحد أربعة أشهر وعشرة أيام لقول الله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} حتى لو كان ما دخل عليها لو عقد عليها وهي في المدينة وهو في مكة ومات فإنها تحد عليه وإن لم يدخل عليها مادام العقد صحيحاً وإذا كانت حاملاً فألى وضع الحمل حتى لو وضعت قبل أن يغسل الزوج انتهت العدة وانتهى الإحداد يعني مثلاً امرأة توفي زوجها وهي في الطلق فلما خرجت روحه خرج الحمل يعني ما بين خروج روح زوجها وخروج حملها إلا دقائق معلومة فالآن انتهت العدة وانتهى

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র তিন দিনের জন্য শোক পালনের (ইহদাদ) অনুমতি দিয়েছেন। অর্থাৎ, উদাহরণস্বরূপ কোনো ব্যক্তির বন্ধু বা আত্মীয় মারা গেলে এবং সে যদি এতই শোকাতুর হয় যে মানুষের সাথে দেখা করতে অক্ষম হয়, তবে তার জন্য তিন দিন বা তার কম সময় ঘরে অবস্থান করাতে কোনো দোষ নেই; তবে জামায়াতে সালাত আদায় করা আবশ্যিক। এতে কোনো অসুবিধা নেই। একইভাবে নারীদের ক্ষেত্রেও, যদি তার সন্তান, পিতা, ভাই অথবা এমন কেউ মারা যায় যার মৃত্যু তাকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছে, তবে তার জন্য তিন দিন বা তার কম সময় শোক পালন করাতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু এর অতিরিক্ত সময় শোক পালন করা জায়েয নয়। আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী কোনো নারীর জন্য তার স্বামী ব্যতীত অন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক পালন করা বৈধ নয়। কেননা স্বামীর

অধিকার অত্যন্ত মহান; এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আমি যদি কাউকে অন্য কারো সামনে সিজদাহ করার নির্দেশ দিতাম, তবে স্ত্রীকে তার স্বামীর সামনে সিজদাহ করার নির্দেশ দিতাম,” স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকারের মাহাত্ম্যের কারণে। কিন্তু সিজদাহ কেবল বিশ্বজাহানের প্রতিপালক মহান স্রষ্টার জন্যই নির্ধারিত। মূল কথা হলো, স্ত্রী চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে যদি সে গর্ভবতী না হয়। আর গর্ভবতী হলে তার শোক পালনের সময়কাল কেবল সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত, সময় কম হোক বা বেশি। এ ভিত্তিতে, যদি কোনো স্ত্রীর স্বামী মারা যায়, তবে সেই নারী চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। মহান আল্লাহর বাণী: “আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রীদের রেখে যায়, তারা (স্ত্রীরা) নিজেদের চার মাস দশ দিন অপেক্ষায় রাখবে।” এমনকি যদি স্বামী তার সাথে নির্জনে বসবাস (সহবাস) নাও করে থাকে—যেমন তাদের বিবাহের আকদ সম্পন্ন হয়েছে এমতাবস্থায় যে স্ত্রী মদীনায় আর স্বামী মক্কায় ছিল এবং স্বামী মারা গেল—তবে তাকে অবশ্যই শোক পালন করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত বিবাহের আকদটি সহীহ বা বৈধ ছিল। আর যদি সে গর্ভবতী হয়, তবে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। এমনকি যদি স্বামীর গোসল সম্পন্ন হওয়ার আগেই সে সন্তান প্রসব করে ফেলে, তবে তার ইদত ও শোক পালনের সময় শেষ হয়ে যাবে। অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ, কোনো নারীর স্বামী মারা গেল যখন সে প্রসব বেদনায় ছিল, অতঃপর স্বামীর প্রাণ ত্যাগের পরপরই সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো—অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যু এবং সন্তান প্রসবের মাঝে কেবল কয়েক মিনিটের ব্যবধান ছিল—তবে এমতাবস্থায় তার ইদত ও শোক পালন সম্পন্ন হয়ে যাবে।

(ص: 542) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الإحْدَادُ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ يُمْكِنُ شَرْعًا أَنْ تَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَدْفَنَ هَذَا الزَّوْجُ لِأَنَّهَا وَضَعَتْ الْحَمْلَ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَهَذِهِ انْتَهَتْ عِدَّتُهَا وَالْإِحْدَادُ تَبِعَ الْعِدَّةَ وَلَكِنْ مَا هُوَ الْإِحْدَادُ الْإِحْدَادُ أَنْ تَجْتَنِبَ الْمَرْأَةُ الْأَشْيَاءَ التَّالِيَةَ

أولا لباس الزينة لا تلبس ثوباً يعد ثوب زينة أما الثياب العادية فلها أن تلبسها بأي لون كان أصفر أحمر أخضر ...

أي شيء إنما الذي يعد زينة بحيث يقال إن هذه البراءة تزينت وتجملت فإنه لا يحل لها أن تلبسه وهي محادة على الزوج الثاني الطيب بجميع أنواعه دهناً أو بخوراً أو شماً أو غير ذلك لا تتطيب إطلاقاً إلا إذا طهرت من الحيض فإنها تأخذ شيئاً يسيراً من الطيب تتطيب به أي تطيب محل الخبث حتى لا يكون لها رائحة الثالث الحلي بجميع أنواعه لا تلبس الحلي لا في القدمين ولا في الكفين ولا في الرقبة ولا في الأذنين ولا على الصدر أي نوع من أنواع الحلي ما تلبسه حتى لو كانت تلبس سناً من ذهب فإنها تخلعه إذا لم يكن عليها مضرة فإن كان عليها مضرة فلتحرص على أن تخفيه بأن تقلل الضحك حتى لا تظهر السن ويتبين للناس الرابع ألا تخرج من البيت أبداً إلا للضرورة أو حاجة لضرورة في الليل أو حاجة بالنهار وأما بدون حاجة ولا ضرورة فلا يجوز أن تخرج من بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فهي يجب عليها أن تبقى في البيت فلا تخرج إذا قالت أريد أن أخرج إلى جيراني استأنس عندهم في النهار وأول الليل وأرجع إلى بيتي نقول لا جيرانك يأتون إليك أما أنت لا تذهبي تبقيين في البيت الذي مات زوجك وأنت فيه فإذا قدرنا أنها سافرت مع

শোকপালন (বা ইহদাদ); এমতাবস্থায় সে বিবাহ করতে পারে। শরীয়ত অনুযায়ী তার পক্ষে এই স্বামী দাফন হওয়ার পূর্বেই বিবাহ করা সম্ভব, কারণ সে সন্তান প্রসব করেছে। আর গর্ভবতী নারীদের (ইদতের) সময়সীমা হলো তাদের সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। ফলে এই মহিলার ইদত সমাপ্ত হয়েছে, আর শোকপালন হলো ইদতের অনুগামী। তবে শোকপালন (বা ইহদাদ) বলতে কী বোঝায়? শোকপালন হলো কোনো মহিলার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বর্জন করা: প্রথমত, সাজসজ্জার পোশাক; সে এমন কোনো পোশাক পরিধান করবে না যা সৌন্দর্যমণ্ডিত বা সাজসজ্জার পোশাক হিসেবে গণ্য হয়। তবে সাধারণ পোশাকের ক্ষেত্রে সে যেকোনো রঙের কাপড় পরিধান করতে পারে—তা হলুদ, লাল কিংবা সবুজ যাই হোক না কেন ...

যেকোনো রঙই হোক না কেন। কেবল যা সাজসজ্জা হিসেবে গণ্য হয়—যাতে বলা হতে পারে যে এই মহিলাটি সেজেছে বা সৌন্দর্য বর্ধন করেছে—স্বামীর মৃত্যুতে শোকপালনকারিনী মহিলার জন্য তেমন পোশাক পরিধান করা বৈধ নয়। দ্বিতীয়ত, সকল প্রকার সুগন্ধি; চাই তা তেলজাতীয় হোক, ধূপ হোক, আত্মাণ নেওয়ার মতো হোক বা অন্য কিছু। সে একেবারেই সুগন্ধি ব্যবহার করবে না, তবে ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হওয়ার সময় ছাড়া। এমতাবস্থায় সে যৎসামান্য সুগন্ধি ব্যবহার করবে দুর্গন্ধ দূর করার জন্য, যাতে কোনো অপ্রীতিকর গন্ধ না থাকে। তৃতীয়ত, সকল প্রকার অলঙ্কার; সে কোনো অলঙ্কার পরিধান করবে না—পায়ে নয়, হাতে নয়, গলায় নয়, কানে নয় এবং বক্ষেও নয়। কোনো প্রকার অলঙ্কারই সে পরিধান করবে না। এমনকি যদি তার স্বর্ণের দাঁত থাকে, তবে ক্ষতির আশঙ্কা না থাকলে সেটি খুলে ফেলবে। আর যদি (খুলে ফেলা) ক্ষতিকর হয়, তবে সেটি গোপন রাখার চেষ্টা করবে; অর্থাৎ হাসি কমিয়ে দেবে যেন দাঁতটি প্রকাশ না পায় এবং মানুষের দৃষ্টিগোচর না হয়। চতুর্থত, প্রয়োজন বা জরুরি অবস্থা ছাড়া ঘর থেকে কখনোই বের হবে না; রাতে জরুরি অবস্থায় অথবা দিনে প্রয়োজনে (বের হতে পারে)। তবে প্রয়োজন বা জরুরি অবস্থা ছাড়া যে বাড়িতে স্বামী মারা গেছে এবং সে যেখানে অবস্থান করছে, সেই বাড়ি থেকে বের হওয়া তার জন্য জায়েজ নেই। তার ওপর সেই বাড়িতেই অবস্থান করা ওয়াজিব, সে বের হবে না। যদি সে বলে, "আমি দিনে এবং রাতের প্রথম ভাগে আমার প্রতিবেশীদের কাছে গিয়ে গল্পগুজব করতে চাই এবং পরে নিজ বাড়িতে ফিরে আসব", তবে আমরা বলব—না; বরং প্রতিবেশীরাই তোমার কাছে আসবে। কিন্তু তুমি যাবে না; তুমি সেই বাড়িতেই অবস্থান করবে যেখানে স্বামী মারা যাওয়ার সময় তুমি ছিলে। যদি মনে করা হয় যে সে সফর করছিল...

(ص: 543) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

زوجها إلى بلد للعلاج ومات زوجها بالبلد الذي هو غير بلدها نقول ارجعي إلى بلدك لأن هذا ليس مسكنك في الأصل الخامس التجميل والتكحل بالكحل وما أشبه ذلك حتى لو فرضنا أن عينها فيها مرض فلا تتكحل إلا بصبر أو شبهه مما لا لون له

تفعله بالليل وتمسحه بالنهار هذا إن احتاجت وإلا فلا ولهذا جاءت امرأة إلى النبي وقالت يا رسول الله إن ابنتي ماتت زوجها وقد اشتكت عينها يعني توجعها أفنكحلها قال لا مع أنها توجعها عينها فقال لا حتى قال ابن حزم رحمه الله لو فقدت عينها فإنها لا تكحلها بأي حال من الأحوال لأن النبي سئل عن هذه المريضة في عينها فأبى أن يرخص لهم في الكحل وكذلك التحمير والتجميل وما أشبه ذلك أما الصابون الذي ليس فيه طيب فلا بأس وكذلك تنظيف الرأس وكذلك تنظيف الجلد وما اشتهر عند العوام أن المرأة تغتسل من الجمعة إلى الجمعة يعني حمادة الحمادة فهذا لا أصل له كذلك أيضاً ما اشتهر عندهم أنها في الليل لا تخرج إلى الحوش بل تكون تحت السقف فهذا لا صحة له تخرج إلى ما شاءت كذلك ما اشتهر في العامة المحضة يقولون إن القبر رجل له عيون وأنف وفم فلا تخرج المرأة للقبر لأن القبر رجل يطلع عليها هذا غلط ما بصحيح تخرج في الليالي المقمرة وفي كل شيء لكن لا تخرج من البيت كذلك أيضاً ما اشتهر عند العوام أنها لا تكلم أحد إلا من محارمها وهذا غلط أيضاً تكلم من شاءت تكلم من يستأذن عند الباب وإلى من يتكلم في التليفون تكلمهم لا بأس تكلم من يدخل البيت من أقارب الزوج وأقاربها الذين ليسوا من محارمها تكلمهم ولا حرج ولا حرج يعني هي في الكلام كغيرها من النساء لا يحرم عليها الكلام لكنها كما قال الله عز وجل {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} والله الموفق

যদি কোনো নারী তার স্বামীর সাথে চিকিৎসার জন্য অন্য কোনো দেশে যান এবং সেখানে তার স্বামী মৃত্যুবরণ করেন—যা তার নিজ দেশ নয়—তবে আমরা বলব: তুমি তোমার নিজ দেশে ফিরে যাও, কারণ মূলত এটি তোমার আবাসন নয়। পঞ্চম (বিষয়): রূপচর্চা করা এবং চোখে সুরমা বা অনুরূপ কিছু লাগানো। এমনকি যদি আমরা ধরি যে তার চোখে রোগ রয়েছে, তবুও সে ‘সাবির’ (এক প্রকার তিক্ত উদ্ভিদ) বা এই জাতীয় বর্ণহীন বস্তু ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করবে না; তাও কেবল প্রয়োজন হলে রাতে লাগাবে এবং দিনে মুছে ফেলবে। নতুবা তাও করবে না। একারণেই এক নারী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে

বলেছিলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমার কন্যার স্বামী মারা গিয়েছে এবং তার চোখে অসুখ হয়েছে—অর্থাৎ ব্যথা করছে—আমরা কি তাকে সুরমা দেব? তিনি বললেন: না। অথচ তার চোখে ব্যথা ছিল, তবুও তিনি বললেন: না। এমনকি ইবনে হাজম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: যদি সে তার চোখও হারায়, তবুও সে কোনো অবস্থাতেই সুরমা ব্যবহার করবে না। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে চোখের এই রুগীর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি তাদের সুরমা ব্যবহারের অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছিলেন। অনুরূপভাবে লাল রঙ লাগানো, প্রসাধন এবং এই জাতীয় বিষয়গুলোও নিষিদ্ধ। তবে যে সাবানে সুগন্ধি নেই তা ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই। তেমনিভাবে মাথা পরিষ্কার রাখা এবং ত্বক পরিষ্কার রাখাও বৈধ। সাধারণ মানুষের মাঝে এটি প্রসিদ্ধ যে, শোক পালনকারী নারী এক জুমুআ থেকে অন্য জুমুআ পর্যন্ত কেবল একবার গোসল করবে—এর কোনো ভিত্তি নেই। তেমনিভাবে তাদের মাঝে এটিও প্রসিদ্ধ যে, সে রাতে খোলা আঙিনায় বের হবে না বরং ছাদের নিচে থাকবে—এর কোনো সত্যতা নেই; সে যেখানে ইচ্ছা বের হতে পারে। আবার একান্ত লোকজ ধারণায় বলা হয় যে—চাঁদ হলো একজন পুরুষ যার চোখ, নাক ও মুখ আছে, তাই নারী যেন চাঁদের আলোয় বের না হয়, কারণ চাঁদ একজন পুরুষ যে তাকে দেখে ফেলবে—এটি ভুল এবং সঠিক নয়। সে জোছনা রাতে এবং সব সময়ই বের হতে পারে, তবে তা যেন ঘর থেকে বের হওয়া না হয়। তেমনিভাবে সাধারণ মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ যে, সে তার মাহরাম ব্যতীত অন্য কারও সাথে কথা বলবে না—এটিও ভুল। সে যার সাথে ইচ্ছা কথা বলতে পারে। দরজায় কেউ অনুমতি চাইলে বা টেলিফোনে কথা বললে সে তাদের সাথে কথা বলতে পারে, এতে কোনো সমস্যা নেই। স্বামীর আত্মীয়স্বজন বা নিজের আত্মীয়স্বজন যারা তার মাহরাম নয়, তারা ঘরে প্রবেশ করলে তাদের সাথেও সে কথা বলতে পারে এবং এতে কোনো বাধা নেই। অর্থাৎ কথা বলার ক্ষেত্রে সে অন্যান্য নারীদের মতোই; তার জন্য কথা বলা হারাম নয়। তবে সে সেভাবেই বলবে যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: "তোমরা কথা বলায় নম্রতা অবলম্বন করো না, পাছে যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়।" আল্লাহই তৌফিকদাতা।

بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي وَتَلْقِي الرِّكْبَانِ وَالبَيْعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَالْخُطْبَةِ عَلَى خُطْبَتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ أَوْ يَرُدَّ

1775 - عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمَّهُ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ

1776 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَلَقُوا السِّلْعَ حَتَّى يَهْبِطَ بِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ

1777 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَتَلَقُوا الرِّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ فَقَالَ لَهُ طَاوُوسٌ مَا لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمَسَارًا مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ

[الشَّرْحُ]

هذه أمور ثلاثة عقد لها المؤلف رحمه الله تعالى بَابُ فِي كِتَابِ الصَّالِحِينَ مِنْهَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمِنْهَا تَلْقَى الرِّكْبَانَ وَمِنْهَا الْبَيْعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ أَمَّا بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي فَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ إِنْسَانٌ قَادِمٌ مِنَ الْبَادِيَةِ بَغْنَمِهِ أَوْ إِبِلِهِ أَوْ سَمْنِهِ أَوْ لَبْنِهِ أَوْ أَقْطَعِهِ لِيَبِيعَهُ فِي السُّوقِ فَيَأْتِيَ الْإِنْسَانَ إِلَيْهِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ

শহরবাসীর গ্রামবাসীর পণ্য বিক্রয় করা, পণ্যবাহী কাফেলার সাথে বাজারে পৌঁছার আগে পথে সাক্ষাৎ করা, অন্যের কেনাবেচার ওপর কেনাবেচা করা এবং অন্যের বিয়ের প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব দেওয়া নিষিদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ; তবে সে অনুমতি দিলে বা প্রস্তাব প্রত্যাহার করলে ভিন্ন কথা

১৭৭৫ - আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো শহরবাসীকে গ্রামবাসীর পণ্য বিক্রয় করে দিতে নিষেধ করেছেন, যদিও সে তার আপন সহোদর ভাই হয়। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

১৭৭৬ - ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমরা বিক্রয়যোগ্য পণ্যের সাথে (বাজারে পৌঁছার আগে) পথে সাক্ষাৎ করো না, যতক্ষণ না তা বাজারে নিয়ে আসা হয়। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

১৭৭৭ - ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমরা পণ্যবাহী কাফেলার সাথে পথে সাক্ষাৎ করো না এবং কোনো শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পণ্য বিক্রয় না করে। তাউস (রহিমাহুল্লাহ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: শহরবাসী গ্রামবাসীর পণ্য বিক্রয় না করার অর্থ কী? তিনি বললেন: সে যেন তার দালালি বা মধ্যস্থতা না করে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

[ব্যাখ্যা]

এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) রিয়াদুস সালিহীন কিতাবে এই অধ্যায়টি রচনা করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো শহরবাসীর গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় করা, দ্বিতীয়টি হলো পণ্যবাহী কাফেলার সাথে পথে সাক্ষাৎ করা এবং তৃতীয়টি হলো অন্য ভাইয়ের কেনাবেচার ওপর কেনাবেচা করা। শহরবাসীর গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় করার অর্থ হলো—মরুভূমি বা পল্লী অঞ্চল থেকে কোনো ব্যক্তি যখন তার বকরি, উট, ঘি, দুধ অথবা পনির নিয়ে বাজারে বিক্রি করার জন্য আসে, তখন শহরের কোনো অধিবাসী তার কাছে গিয়ে...

(ص: 545) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ويقول يا فلان أنا أبيع لك هذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض دع البدوي يبيع رباً يريد أن يبيع برخص لأنه يريد أن يرجع إلى أهله وأيضاً إذا باع البدوي فالعادة أن الحضري ينقده الثمن ولا يؤخره لأنه يعرف أنه صاحب بادية أن يرجع فيكون بذلك فائدة للبائع وهو

البدوي ينقد له الثمن وفائدة للمشتري وهو أن الغالب أن البدوي يبيع برخص لأنه عجل لا ينتظر الزيادة ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد واستدل العلماء رحمهم الله تعالى بالعلة على أنه إذا جاء البادي إلى الحاضر وقال يا فلان بع هذه السلعة لي فإنه لا بأس بذلك لأن البادي الآن يعلم أنه إذا باعه الحضري فهو غالباً أكثر ثمناً ولا يهمله أن يبقى يوماً أو يومين من أجل أن يأخذ الثمن ولكن ظاهر الحديث العموم وأن الحاضر لا يبيع للبادي وأنه إذا جاء إليه قال يا فلان خذ سلعتي بعها يقول لا بعها أنت كذلك أيضاً استنبط العلماء رحمهم الله من هذه العلة دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض أنه إذا كان السعر واحداً سواء باع الحاضر أو البادي فإنه لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي لأن السعر لن يتغير ومثال ذلك أن تكون الدولة قد قررت سعراً معيناً لهذا النوع لا يزيد ولا ينقص فهذا لا فرق بين أن يبيعه الحاضر أو البادي ليس للحاضر

এবং সে বলে, "হে অমুক! আমি তোমার হয়ে এটি বিক্রি করে দিচ্ছি"—এটি বৈধ নয়। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা মানুষদের তাদের অবস্থায় ছেড়ে দাও, আল্লাহ তাদের একজনকে অপরের মাধ্যমে রিযিক দান করবেন।" গ্রামবাসী বা মরুচারীকে নিজে বিক্রি করতে দাও; সম্ভবত সে সস্তায় বিক্রি করতে চাইবে, কারণ সে দ্রুত তার পরিবারের কাছে ফিরে যেতে চায়। এছাড়া, যখন মরুচারী নিজে বিক্রি করে, তখন সাধারণত নিয়ম হলো শহরবাসী তাকে নগদ মূল্য পরিশোধ করে এবং তা বিলম্বিত করে না; কারণ সে জানে যে সে মরু অঞ্চলের মানুষ এবং তাকে দ্রুত ফিরে যেতে হবে। এর ফলে বিক্রেতা অর্থাৎ মরুচারী উপকৃত হয় কারণ সে নগদ অর্থ পাচ্ছে, আর ক্রেতা উপকৃত হয় কারণ সাধারণত মরুচারী সস্তায় বিক্রি করে থাকে, যেহেতু সে তাড়াহুড়ো করে এবং দাম বৃদ্ধির প্রতীক্ষা করে না। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোনো শহরবাসীর জন্য মরুচারীর পক্ষ হয়ে পণ্য বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। উলামায়ে কেরাম (রহিমাহুমুল্লাহ) এই বিধানের কারণ (ইল্লাত)-এর ভিত্তিতে দলিল পেশ করেছেন যে, যদি মরুচারী নিজেই শহরবাসীর কাছে এসে বলে, "হে অমুক! আমার এই পণ্যটি বিক্রি করে দাও," তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ মরুচারী তখন অবগত থাকে যে, শহরবাসী যদি এটি বিক্রি করে

দেয় তবে তা সাধারণত অধিক মূল্যে বিক্রি হবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ পাওয়ার জন্য একদিন বা দুই দিন অপেক্ষা করতে তার কোনো আপত্তি থাকে না। কিন্তু হাদিসের বাহ্যিক অর্থ সাধারণ ও ব্যাপক; অর্থাৎ শহরবাসী যেন মরুচারীর হয়ে বিক্রি না করে। এমনকি সে যদি শহরবাসীর কাছে এসে বলে, "হে অমুক! আমার পণ্যটি নাও এবং এটি বিক্রি করে দাও," তবে শহরবাসী বলবে, "না, তুমি নিজেই এটি বিক্রি করো।" একইভাবে উলামায়ে কেরাম (রহিমাহুল্লুহ) "মানুষদের ছেড়ে দাও, আল্লাহ তাদের একজনকে অপরের মাধ্যমে রিযিক দান করবেন"— এই মূলনীতি থেকে এটিও উদ্ভাবন করেছেন যে, যদি বাজারমূল্য একই থাকে, চাই শহরবাসী বিক্রি করুক বা মরুচারী, তবে শহরবাসীর পক্ষে মরুচারীর পণ্য বিক্রি করে দেওয়াতে কোনো বাধা নেই। কারণ এতে মূল্যের কোনো পরিবর্তন হবে না। এর উদাহরণ হলো, রাষ্ট্র যদি এই জাতীয় পণ্যের জন্য এমন একটি সুনির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণ করে দেয় যা হ্রাস বা বৃদ্ধি পায় না; এক্ষেত্রে শহরবাসী বা মরুচারীর বিক্রির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

(ص: 546) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

مكسب وفائدة في ذلك فقالوا إذا كان السعر معلوماً فإنه لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي واستبط بعض العلماء من العلة أنه لا بد أن تكون السلعة هذه للناس بها حاجة يعني مما تتعلق به حوائج الناس وأما الشيء الذي لا يحتاجه الناس إلا نادراً فلا بأس لكن هذا الاستنباط ضعيف والصواب أنه لا فرق بين السلعة التي يحتاجها الناس والسلعة التي لا يحتاجونها إلا نادراً الأمر الثاني تلقي الركبان وذلك لأنهم كانوا فيما سبق يعرفون أن البادية تأتي بالسلع مثلاً في أول النهار يوم الجمعة فتجد بعض الناس يخرج من البلد إلى قريب منه ثم يتلقى الركبان ويشترى منهم قبل أن يصلوا إلى السوق فيقطع الرزق على أهل البلد الذين ينظرون الركبان وكذلك يغبن المتلقين بأن يغبن الركبان فيحصل بتلقي الركبان مضرتان الأولى على أهل

البلد الذين ينظرون قدوم الركبان من أجل أن يشتروا منهم برخص الثانية الضرر على الركبان لأن هذا الذي تلقاهم سيغبنهم ويشترى منهم بأقل من السوق ولم يصلوا إلى السوق حتى يعرفوا السعر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن تلقى فاشترى منه فأتي السوق فهو بالخيار يعني أن الجالب إذا تلقاه الإنسان خارج البلد واشترى منه ثم دخل البلد ووجد أنه مغبون فله أن يرد البيع لأنه قد غر وغبن

...

এক্ষেত্রে লাভ ও উপকারের বিষয়। তাই তারা বলেছেন, যদি মূল্য জানা থাকে, তবে শহরের লোকের পক্ষে গ্রামবাসীর পণ্য বিক্রি করে দেওয়াতে কোনো দোষ নেই। কিছু আলেম এই কারণ (ইল্লাত) থেকে এই বিধান উদ্ভাবন করেছেন যে, পণ্যটি এমন হতে হবে যার প্রতি মানুষের প্রয়োজন রয়েছে; অর্থাৎ যা মানুষের সাধারণ প্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর যে জিনিসের প্রতি মানুষের কদাচিৎ প্রয়োজন পড়ে, তাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এই ইস্তিহাত বা উদ্ভাবনটি দুর্বল। সঠিক মত হলো, মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য এবং যা কদাচিৎ প্রয়োজন পড়ে এমন পণ্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো 'তালাক্কির রুকবান' (পণ্যবাহী কাফেলাকে এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানানো)। এর কারণ হলো, অতীতে মানুষ জানত যে গ্রামবাসী পণ্য নিয়ে আসবে, উদাহরণস্বরূপ শুক্রবার দিনের শুরুতে। তখন দেখা যেত কিছু লোক শহর থেকে বের হয়ে কাছাকাছি কোথাও যেত, এরপর তারা পণ্যবাহী কাফেলার সাথে সাক্ষাৎ করত এবং বাজারে পৌঁছানোর আগেই তাদের কাছ থেকে পণ্য কিনে নিত। এর ফলে শহরের অধিবাসী—যারা ওই কাফেলার অপেক্ষায় থাকত—তাদের রিজিকে বাধা সৃষ্টি করা হতো। তেমনিভাবে ওই মধ্যস্বত্বভোগী কাফেলাকে ঠকানোর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত করত। সুতরাং 'তালাক্কির রুকবান'-এর ফলে দুটি ক্ষতি সাধিত হয়: প্রথমত, শহরের অধিবাসীদের ক্ষতি, যারা কাফেলার আগমনের অপেক্ষায় থাকে যাতে তাদের কাছ থেকে সুলভ মূল্যে পণ্য কিনতে পারে। দ্বিতীয়ত, পণ্যবাহী কাফেলার ক্ষতি; কারণ যে ব্যক্তি তাদের সাথে আগেভাগে সাক্ষাৎ করে, সে তাদের ঠকায় এবং বাজার দরের চেয়ে কম দামে তাদের পণ্য কিনে নেয়, অথচ তারা তখনো বাজারে পৌঁছেনি যে বাজার দর জানতে পারবে। একারণেই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: 'যে ব্যক্তি (কাফেলাকে) এগিয়ে গিয়ে গ্রহণ করল এবং তার থেকে পণ্য ক্রয় করল, এরপর সে (বিক্রেতা) বাজারে আসলো, তবে তার

(চুক্তি বহাল রাখা বা বাতিলের) ইখতিয়ার বা অধিকার থাকবে।' অর্থাৎ পণ্য আনয়নকারীকে যদি কোনো ব্যক্তি শহরের বাইরে গিয়ে অভ্যর্থনা জানায় এবং তার থেকে পণ্য ক্রয় করে, এরপর সে (বিক্রেতা) শহরে প্রবেশ করে দেখতে পায় যে সে প্রবঞ্চিত হয়েছে, তবে তার এই বিক্রয় চুক্তি বাতিল করার অধিকার থাকবে। কারণ তাকে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে এবং ঠকানো হয়েছে ...

(ص: 547) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

المسألة الثالثة يبيع المسلم على بيع أخيه وهي أيضاً حرام وخطبته على خطبته حرام يبيعه على بيعه أن يقول من اشتري سلعة بعشرة أنا أبيع مثلها بثمانية حرام لأن المشتري سوف يحاول أن يفسخ العقد من أجل أن يأخذ السلعة برخص وكذلك الخطبة على خطبة أخيه فمثلاً لو سمعت أن فلاناً خطب من أناس ابنتهم فذهبت وخطبت ابنتهم هذه فهذا حرام إلا إذا أذن الخاطب بمعنى أنك ذهبت إلى الخاطب وقلت يا فلان سمعت أنك خطبت فلانة وأنا لي بها حاجة أتأذن لي إذا قال نعم لا بأس الحق له أو يرد أي يرده أهل البنت عرفت أن فلان خطب من هؤلاء الجماعة وردوه فلا بأس أن تخطب لأنهم ردوه ليس له علاقة بالمرأة الآن فأما إذا سمعت أن فلاناً خطب من جماعة ولكنك لم تتأكد هل ردوه أم لا فإنه لا يحل لك أن تخطب لأنه قد يكونون على وشك أن يقبلوا فإذا خطبت منهم رفضوا فيكون في ذلك حرمان لهذا الخاطب من حقه في المخطوبة والله الموفق

তৃতীয় মাসআলা: এক মুসলিমের কেনাবেচার ওপর অন্য মুসলিমের কেনাবেচা করা; এটিও হারাম। অনুরূপভাবে অন্যের প্রস্তাবের ওপর বিয়ের প্রস্তাব দেওয়াও হারাম। অন্যের কেনাবেচার ওপর কেনাবেচা করার পদ্ধতি হলো, কেউ কোনো পণ্য দশ মুদ্রায় ক্রয় করার পর তাকে বলা যে, "আমি এই একই পণ্য আপনার কাছে আট মুদ্রায় বিক্রি করব।" এটি হারাম,

কারণ এর ফলে ক্রেতা পণ্যটি সস্তায় পাওয়ার উদ্দেশ্যে পূর্বের চুক্তিটি বাতিল করার চেষ্টা করবে। একইভাবে নিজের কোনো ভাইয়ের প্রস্তাবের ওপর বিয়ের প্রস্তাব দেওয়াও নিষিদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি শুনতে পান যে অমুক ব্যক্তি কোনো পরিবারের মেয়ের নিকট বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, অতঃপর আপনি গিয়ে সেই মেয়ের নিকট বিয়ের প্রস্তাব দিলেন, তবে তা হারাম। তবে যদি পূর্বের প্রস্তাবকারী অনুমতি প্রদান করে, তবে তা বৈধ। এর পদ্ধতি হলো, আপনি সেই প্রস্তাবকারীর নিকট গিয়ে বললেন, "হে অমুক, আমি শুনেছি আপনি অমুক মেয়ের নিকট বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন, আমারও তার প্রতি আগ্রহ রয়েছে; আপনি কি আমাকে অনুমতি দেবেন?" যদি সে বলে "হ্যাঁ", তবে কোনো অসুবিধা নেই, কারণ এটি তার অধিকার। অথবা যদি তাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়, অর্থাৎ মেয়ের পরিবার তাকে ফিরিয়ে দেয়। আপনি জানতে পারলেন যে অমুক ব্যক্তি এই পরিবারের নিকট প্রস্তাব দিয়েছিল এবং তারা তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে, তবে আপনার জন্য প্রস্তাব দেওয়াতে কোনো দোষ নেই। কারণ তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং সেই মহিলার সাথে এখন তার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু আপনি যদি শোনেন যে কোনো ব্যক্তি কোনো পরিবারে প্রস্তাব দিয়েছে, কিন্তু তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে কি না সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত নন, তবে আপনার জন্য সেখানে প্রস্তাব দেওয়া বৈধ হবে না। কারণ হতে পারে তারা তাকে গ্রহণ করার দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। এমতাবস্থায় আপনি যদি প্রস্তাব দেন, তবে তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এর ফলে উক্ত প্রস্তাবকারীকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 548) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب النهي عن إضاعة المال في غير وجهه التي أذن الشرع فيها
1781 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن
 الله تعالى يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به

شيئاً وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال رواه مسلم وتقدم شرحه

1782 - وعنه وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات وواد البنات ومنع وهات متفق عليه وسبق شرحه

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي عن إضاعة المال في غير

শরিয়ত অনুমোদিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য খাতে সম্পদ অপচয় করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

১৭৮১ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, “নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি বিষয়ে সন্তুষ্ট হন এবং তিনটি বিষয়ে অসন্তুষ্ট হন। তিনি তোমাদের জন্য এই বিষয়ে সন্তুষ্ট হন যে, তোমরা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না এবং তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করবে ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। আর তিনি তোমাদের জন্য ‘কথার পিঠে কথা’ (অহেতুক আলাপ-আলোচনা), অধিক হারে সওয়াল করা এবং সম্পদ নষ্ট করা অপছন্দ করেন।” (এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন এবং এর ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে)।

১৭৮২ - মুগিরা ইবনে শুবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর লেখক ওয়াররাদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মুগিরা ইবনে শুবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট প্রেরিত এক পত্রে আমাকে এটি লিখে নিতে বলেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক ফরয সালাতের শেষে বলতেন, “একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তাঁর কোনো

শরিক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই, আর তিনি সবকিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আপনি যা দান করেন তা রোধ করার কেউ নেই, আর আপনি যা রোধ করেন তা দান করার কেউ নেই। আর কোনো বিভ্রাটের অর্থ-সম্পদ আপনার পাকড়াও থেকে তাকে বাঁচাতে পারবে না।” তিনি মুয়াবিয়ার নিকট আরও লেখেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অহেতুক কথাবার্তা, সম্পদ অপচয় এবং অধিক যাচনা করা থেকে নিষেধ করতেন। আর তিনি মায়েদের অবাধ্য হওয়া, কন্যা সন্তানদের জীবন্ত সমাহিত করা এবং নিজের পাওনা আদায় করা ও অন্যের হক প্রদান না করা থেকে নিষেধ করতেন। (বুখারি ও মুসলিম এতে একমত হয়েছেন এবং এর ব্যাখ্যা আগে অতিক্রান্ত হয়েছে)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: শরিয়ত অনুমোদিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য খাতে সম্পদ অপচয় করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ...

(ص: 549) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

مَا أَذِنَ اللَّهُ فِيهِ الْمَالُ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قِيَامًا لِلنَّاسِ تَقُومَ بِهِ مَصَالِحُ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَلِهَذَا حَرَّمَ الْاِعْتِدَاءَ عَلَيْهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَتَّبَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَقْسِيمَ الْمَالِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ بِنَفْسِهِ جَلَّ وَعَلَا قَالَ {وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} وَقَالَ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} وَقَالَ تَعَالَى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ} وَغَيْرَهَا مِنْ آيَاتِ الْبُحَارِ كُلِّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى عَنَاقِيَةِ الشَّرْعِ بِالْمَالِ وَأَنَّهُ أَمْرٌ مَّهِمٌّ وَلِهَذَا كَانَ كَثِيرٌ مِنَ الدُّوَلِ الْآنَ إِنَّمَا تَقْوَى بِاِقْتِسَادِهَا وَنَبَاءِ مَالِهَا وَغَنَائِهَا فَالْمَالُ أَمْرٌ مَّهِمٌّ فَلَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَضِيعَهُ فِي غَيْرِ فَائِدَةٍ وَإِضَاعَتُهُ فِي

غير فائدة أنواع متعددة منها الإسراف في بذله فإن الإسراف محرم حتى في المأكَل
والمشرب والملابس والمراكب والمنازل متى تجاوز الإنسان الحد فإنه آثم لقوله
تعالى {كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} فمجاوزة الحد إسراف وهي
محرمة وعرضة لأن يكره الله تعالى فاعلمها وإذا قلنا إن الإسراف مجاوزة الحد تبين
لنا أن إنفاق المال يختلف فالغني مثلاً قد يؤسس بيته أو يشتري سيارة أو يلبس
الثياب التي لا

আল্লাহ যে সম্পদের অনুমতি দিয়েছেন, তাকে তিনি মানুষের জীবনযাত্রার ভিত্তি হিসেবে
নির্ধারণ করেছেন, যার মাধ্যমে তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ সাধিত হয়; যেমনটি মহান
আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: "আর তোমরা নির্বোধদের হাতে তোমাদের সেই সম্পদ অর্পণ করো
না, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য জীবন ধারণের মাধ্যম করেছেন।" এই কারণেই সম্পদের ওপর
অনধিকার চর্চা বা অন্যায় হস্তক্ষেপ হারাম করা হয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)
বলেছেন: "নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান তোমাদের জন্য
হারাম (পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়)।" মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানে নিজেই সম্পদের
বণ্টনের নীতিমালা সুবিন্যস্ত করেছেন। তিনি বলেছেন: "আর জেনে রেখো, তোমরা যুদ্ধে যা
কিছু গণীমত হিসেবে লাভ করো, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য।" তিনি আরও বলেছেন:
"নিশ্চয়ই সদকা (যাকাত) কেবল অভাবী, নিঃস্ব এবং যাকাত আদায়কারী কর্মচারীদের জন্য।"
মহান আল্লাহ আরও ইরশাদ করেছেন: "আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের (উত্তরাধিকার) সম্পর্কে
নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের অংশ দুই মেয়ের অংশের সমান।" উত্তরাধিকার সংক্রান্ত এ সকল
আয়াত একথাই প্রমাণ করে যে, শরীয়ত সম্পদের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে এবং এটি
একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই কারণেই বর্তমান বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র তাদের অর্থনীতি,
সম্পদের প্রবৃদ্ধি এবং সচ্ছলতার মাধ্যমেই শক্তিশালী হয়ে থাকে। সুতরাং সম্পদ একটি
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং কোনো মানুষের জন্যই তা নিরর্থক নষ্ট করা বৈধ নয়। নিরর্থক সম্পদ নষ্ট
করার বহুমুখী ধরন রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো অপচয়। পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ,
যানবাহন এবং ঘরবাড়ির ক্ষেত্রেও অপচয় নিষিদ্ধ। মানুষ যখনই সীমা লঙ্ঘন করে, তখনই সে
পাপিষ্ঠ হিসেবে গণ্য হয়; কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন: "তোমরা খাও এবং পান করো, কিন্তু
অপচয় করো না; নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।" সুতরাং সীমা অতিক্রম

করাই হলো অপচয় এবং এটি হারাম, যা মহান আল্লাহর বিরাগভাজন হওয়ার কারণ। আমরা যখন বলি যে অপচয় হলো সীমা লঙ্ঘন করা, তখন এটি স্পষ্ট হয় যে সম্পদ ব্যয়ের মানদণ্ড ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতে পারে। যেমন একজন ধনী ব্যক্তি তার ঘর সাজাতে পারেন কিংবা এমন গাড়ি কিনতে পারেন অথবা এমন পোশাক পরিধান করতে পারেন যা...

(ص: 550) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

تعد من حقه إسرافاً لأنه لم يتجاوز بها حد الغنى لكن لو أن فقيراً فعل مثل فعله قلنا إن هذا إسراف وإنه حرام ولهذا يغلط كثير من الناس الآن من الفقراء ومتوسطي الحال أن يلحقوا أنفسهم بالأغنياء هذا غلط وخطأ والإنسان كما قال العوام يمد رجله على قدر لحافه إذا كان اللحاف واسعاً مد رجله كلها وإذا كان ضيقاً فكف رجله أما أن تكون فقيراً وتريد أن تساوي الأغنياء في مأكلك ومشربك وملبسك ومنكحك ومركوبك ومسكنك فهذا من السفه وهو حرام أيضاً لا يحل للإنسان وقد غلط بعض الناس أكثر من هذا فذهب يستدين ويرهق نفسه بدين من أجل أن يؤسس بيته كما أسس جاره الغني بيته وهذا غلط أيضاً هذا مما حرم الله الإسراف هو مجاوزة الحد لأن الله لا يحب المسرفين وقد امتدح الله عباده الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكانوا بين ذلك قواماً ومن الإسراف تعدد الملابس بدون حاجة كثير من النساء الآن كلها ظهر شكل من أشكال اللباس ذهبت تشتريه حتى تملأ بيتها من الثياب بدون حاجة لكن ظهر شيء يختلف عن الأول بشيء بسيط تقول خلاص لا ألبسه وألبس الثوب الجديد ثم بعض النساء يلعب بعقول بعض الرجال فتجد المرأة هي التي توجه الرجل وتقول اشتري كذا اشتري كذا فصارت القوامه الآن للنساء على الرجال إلا من شاء الله والرجل يجب أن يكون

رجلا يمتنع زوجته من الإسراف سواء من ماله أو من ماله ومما لا يجوز بذل المال فيه أن يبذله في محرم كهؤلاء الذين يشتررون الدخان ...
بالمال فإن هذا حرام عليه وهو مما نهى الله عنه لأنه إضاعة للمال واضحة يبذل الإنسان ماله في شيء يحرقه لأن الدخان لا يشرب إلا إذا أحرق فكأنما الرجل أحرق الدراهم وأتلفها في أمر يضره أيضاً ليتته يسلم

এটি তার ক্ষেত্রে অপব্যয় হিসেবে গণ্য হবে না, কারণ এর দ্বারা সে ধনাঢ্যতার সীমা অতিক্রম করেনি। কিন্তু যদি কোনো দরিদ্র ব্যক্তি তার ন্যায় কাজ করে, তবে আমরা বলব যে এটি অপব্যয় এবং এটি হারাম। এ কারণেই বর্তমানে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির অনেক মানুষ ভুল করে যে তারা নিজেদেরকে ধনীদের সমপর্যায়ে নিয়ে যেতে চায়; এটি একটি বড় ভুল ও ত্রুটি। সাধারণ মানুষ যেমন বলে থাকে: মানুষের উচিত তার চাদর অনুযায়ী পা প্রসারিত করা। যদি চাদর প্রশস্ত হয় তবে পা পূর্ণ প্রসারিত করো, আর যদি তা সংকীর্ণ হয় তবে পা গুটিয়ে নাও। কিন্তু তুমি দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও যদি আহার, পানীয়, পোশাক, বিবাহ, বাহন ও বাসস্থানের ক্ষেত্রে ধনীদের সমান হতে চাও, তবে এটি নির্বুদ্ধিতা এবং এটি হারামও বটে; কোনো মানুষের জন্য এটি করা বৈধ নয়। কোনো কোনো মানুষ এর চেয়েও বড় ভুল করে থাকে; সে ঋণের আশ্রয় নেয় এবং ঋণের বোঝা দিয়ে নিজেকে জর্জরিত করে, যাতে তার ধনী প্রতিবেশীর মতো নিজের ঘর সাজাতে পারে। এটিও ভুল এবং এটি আল্লাহ যা হারাম করেছেন তার অন্তর্ভুক্ত। অপব্যয় হলো সীমা লঙ্ঘন করা, কারণ আল্লাহ অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেন না। আল্লাহ তাঁর সেইসব বান্দাদের প্রশংসা করেছেন যারা ব্যয় করার সময় অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না, বরং তাদের ব্যয় হয় এ দুইয়ের মাঝামাঝি ভারসাম্যপূর্ণ। প্রয়োজন ছাড়া পোশাকের আধিক্যও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে অনেক নারী এমন যে, যখনই কোনো নতুন শৈলীর পোশাকের প্রচলন হয়, তারা তা কিনতে যায় এবং প্রয়োজন ছাড়াই ঘর পোশাকে পূর্ণ করে ফেলে। আগের পোশাকের চেয়ে সামান্য ভিন্ন কিছু দেখা গেলেই তারা বলে, 'ব্যাস, এটি আর পরব না, এখন নতুনটি পরব'। এরপর কিছু নারী কিছু পুরুষের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে; ফলে দেখা যায় নারীই পুরুষকে পরিচালনা করছে এবং বলছে—এটা কেন, ওটা কেন। ফলে আল্লাহর বিশেষ রহমতপ্রাপ্তরা ব্যতীত বর্তমানে পুরুষদের ওপর নারীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। পুরুষের উচিত পুরুষত্ব বজায় রাখা এবং স্ত্রীকে অপব্যয় থেকে বাধা দেওয়া, চাই তা স্ত্রীর সম্পদ থেকে

হোক বা নিজের সম্পদ থেকে। আর যেসব ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় করা জায়েজ নয় তা হলো হারাস কাজে ব্যয় করা; যেমন যারা অর্থ দিয়ে ধূমপান বা তামাক ক্রয় করে ...

অর্থের বিনিময়ে। এটি তার জন্য হারাম এবং আল্লাহ যা থেকে নিষেধ করেছেন তার অন্তর্ভুক্ত। কারণ এটি সুস্পষ্টভাবে সম্পদের অপচয়। মানুষ তার সম্পদ এমন বস্তুতে ব্যয় করছে যা সে পুড়িয়ে ফেলে; কেননা তামাক তো পোড়ানো ছাড়া সেবন করা যায় না। সুতরাং ব্যক্তিটি যেন তার টাকা-পয়সা পুড়িয়ে ফেলল এবং এমন বিষয়ে তা বিনষ্ট করল যা তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আক্ষেপ, সে যদি তা থেকে নিরাপদ থাকত!

(ম: 551) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

من ضرره ولهذا اتفق الأطباء الآن على أنه ضار وأنه يجب على الإنسان أن يتجنبه حتى الدول الكافرة الآن الراقية الفاهمة تجددهم يمنعون الدخان ولا يمكن أن يشرب الدخان أما في المجالس العامة فممنوع قطعاً وأما في المجالس الخاصة فممنوع أيضاً إلا إذا استأذنوا أهل المجلس فأذنوا وإلا فيمنع لأنه ضار للشارب وللحاضر حتى إنهم يمنعون من شرب الدخان فوق الأجواء كما حدثني قائدوا الطائرات أنهم إذا دخلوا حدود بعض البلاد الكافرة امتنعوا من التدخين كل من الطائرة لا يدخن لا من أجل الدين لكن لأنه مضر واحتراماً لأجوائهم فيأ أسفاً أن يكون هذا من الكفار وأما من المسلمين اليوم فلا تجد الرجل لا يبالي بالناس يخرج السيجارة ويشربها ولا يبالي بأحد وهذا حرام عليه أولاً لنفسه والثاني لأذية المؤمنين الناس يتأذون بهذا وقد قال تعالى {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا} فهو يؤذيهم والدخان الذي يكون بينهم يدخل أيضاً إلى أجوافهم ويتضررون به هذا أيضاً من الحرام يحرم على الإنسان أن يشتري شيئاً يشربه من الدخان وهو بذلك آثم ومصر على معصية وتسقط عدالته بذلك وترتفع

ولايته عن من له ولاية عليه حتى إن كثيرا من العلماء يقول إنه لا يزوج ابنته إذا كان يشرب الدخان ابنته لا يزوجها لماذا لأنه خرج عن العدالة إلى الفسق والفسق لا ولاية له فالمسألة خطيرة من إضاعة المال أيضا أن يصرفه الإنسان في شيء لا فائدة منه في ألعاب وما أشبه ذلك ومن هذه الألعاب النارية

এর ক্ষতিকারক দিকগুলোর কারণেই বর্তমানে চিকিৎসকরা একমত হয়েছেন যে এটি অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং মানুষের জন্য এটি পরিহার করা আবশ্যিক। এমনকি বর্তমানের উন্নত ও প্রজ্ঞাবান অমুসলিম দেশগুলোতেও দেখা যায় যে তারা ধূমপান নিষিদ্ধ করে। সেখানে ধূমপান করার সুযোগ নেই; বিশেষ করে জনসমক্ষে এটি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আর ব্যক্তিগত মজলিস বা বৈঠকে এটি তখনই অনুমোদিত হয় যদি মজলিসের ব্যক্তিবর্গ অনুমতি প্রদান করেন, অন্যথায় এটি নিষিদ্ধ। কারণ এটি ধূমপায়ী এবং উপস্থিত ব্যক্তি—উভয়ের জন্যই সমান ক্ষতিকর। এমনকি আকাশসীমার ওপর থাকাকালীনও তারা ধূমপান করতে নিষেধ করে। যেমনটি বিমানচালকরা আমাকে জানিয়েছেন যে, যখন তারা কোনো অমুসলিম দেশের সীমানায় প্রবেশ করেন, তখন বিমানের সকলেই ধূমপান থেকে বিরত থাকেন। এটি তারা ধর্মের কারণে করে না, বরং এর ক্ষতিকারক প্রভাব এবং সংশ্লিষ্ট দেশের আকাশসীমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনস্বরূপ করে থাকে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, অমুসলিমদের মাঝে সচেতনতা থাকলেও বর্তমানের অনেক মুসলমানদের দেখা যায় যে, তারা মানুষের কোনো তোয়াক্কা না করে সিগারেট বের করে ধূমপান করে এবং কাউকেই পরোয়া করে না। এটি তার জন্য হারাম; প্রথমত নিজের ক্ষতির জন্য এবং দ্বিতীয়ত মুমিনদের কষ্ট দেওয়ার জন্য। মানুষ এর দ্বারা কষ্ট অনুভব করে, অথচ মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন: "আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে তাদের কৃত কোনো অপরাধ ছাড়াই কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই অপবাদ এবং সুস্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।" (সূরা আল-আহজাব: ৫৮)। সুতরাং সে অন্যদের কষ্ট দিচ্ছে এবং তাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়া ধোঁয়া অন্যের দেহেও প্রবেশ করছে, ফলে তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এটিও হারামের অন্তর্ভুক্ত। কোনো ব্যক্তির জন্য ধূমপানের কোনো বস্তু কেনা হারাম এবং এর দ্বারা সে পাপী ও গুনাহের ওপর অটল সাব্যস্ত হবে। এর ফলে তার চারিত্রিক বিশুদ্ধতা বা 'আদালাত' ক্ষুণ্ণ হয় এবং যাদের ওপর তার অভিভাবকত্ব ছিল, সেই অভিভাবকত্বের অধিকারও বিলুপ্ত হয়। এমনকি অনেক আলেম অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি ধূমপায়ী হলে সে তার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার অধিকার রাখে না। কেন সে বিয়ে

দিতে পারে না? কারণ সে বিশ্বস্ততা হারিয়ে পাপাচারের বা 'ফিসক'-এর পর্যায়ে পৌঁছেছে, আর ফাসেকের কোনো অভিভাবকত্ব (বিয়ের ক্ষেত্রে) কার্যকর হয় না। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। এটি সম্পদ অপচয়েরও অন্তর্ভুক্ত, কারণ মানুষ এমন বিষয়ে অর্থ ব্যয় করছে যাতে কোনো কল্যাণ নেই, যেমন বিভিন্ন অনর্থক খেলাধুলা এবং আতশবাজি ও এই জাতীয় বিষয়সমূহ।

(ص: 552) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

قیل وقال معناه أن يشتغل الإنسان بالكلام بنقله قال فلان وقيل كذا وقيل كذا كما يوجد في كثير من السرفين الآن الذين يعبرون مجالسهم بقولهم ماذا قيل اليوم وقال فلان وماذا تقول في فلان وما أشبه ذلك من الكلام الذي يضيع به الوقت كما نهى عن إضاعة المال الذي جعله الله قياماً للناس نهى عن إضاعة الوقت أيضاً فإضاعة الوقت في قيل وقال وكثرة السؤال هذا لا شك أشد ضرراً على الإنسان من إضاعة المال إضاعة المال ربما يخلف لكن إضاعة الوقت لا يمكن أن تخلف الوقت يذهب ولا يرجع لهذا يجب على الإنسان أن يتجنب الخوض في القيل والقال وما تقول في فلان وما أشبه ذلك كذلك كثرة السؤال وكثرة السؤال يحتمل أن يراد به سؤال الخلق يعني لا تسأل الناس لا تكثر من السؤال والسؤال إن كان سؤال مال فإنه حرام بل لا يزال الإنسان يسأل ويسأل حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مذعة لحم والعياذ بالله ويحتمل أن يراد به كثرة السؤال عن أحوال الناس بدون حاجة وبدون فائدة ماذا تقول في فلان هل هو غني فقير متعلم أم جاهل وما أشبه ذلك ويحتمل أن يراد به كثرة السؤال عن العلم الذي لا يحتاج إليه الإنسان ولا سيما في عهد النبوة لأنه يخشى أن يسأل الإنسان عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته أو عن شيء لم يجب فيوجب من أجل مسألته ولكن الأخير هذا يقيد

بِمَا إِذَا لَمْ يَحْتَاجُ الْإِنْسَانُ إِلَى السُّؤَالِ فَإِنْ كَانَ يَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ كَطَالِبِ الْعِلْمِ الَّذِي
يَسْأَلُ وَيَسْتَفْهَمُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْأَلَ وَيَسْتَفْهَمُ وَيُزِيلُ

'বলাবলি ও সমালোচনা' (ক্লিলা ওয়া ক্বলা) এর অর্থ হলো—মানুষ অন্যের কথা বা সংবাদের চর্চায় লিপ্ত হওয়া; যেমন সে বলবে, অমুক ব্যক্তি এটি বলেছে বা এমনটি বলা হয়েছে। বর্তমানে অনেক অপব্যয়কারীর মধ্যে এটি পরিলক্ষিত হয়, যারা তাদের মজলিসগুলোকে এই বলে অতিবাহিত করে যে—আজ কী বলা হয়েছে? অমুক ব্যক্তি কী বলেছে? অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী? এবং এ জাতীয় অহেতুক কথাবার্তা যার মাধ্যমে সময় নষ্ট হয়। মহান আল্লাহ সম্পদ নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন, যা তিনি মানুষের জীবন পরিচালনার মাধ্যম হিসেবে নির্ধারণ করেছেন; ঠিক তেমনিভাবে তিনি সময়ের অপচয় করতেও নিষেধ করেছেন। সুতরাং নিরর্থক বলাবলি ও অধিক প্রশ্ন করার মাধ্যমে সময়ের অপচয় করা নিঃসন্দেহে মানুষের জন্য সম্পদ নষ্ট করার চেয়েও অধিক ক্ষতিকর। সম্পদের অপচয় হয়তো পুনরায় পূরণ করা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু সময়ের অপচয় পূরণ করা অসম্ভব; সময় একবার চলে গেলে তা আর ফিরে আসে না। এ কারণে মানুষের উচিত অনর্থক বিতর্ক, 'অমুক সম্পর্কে আপনার ধারণা কী' এবং এই জাতীয় অহেতুক আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকা। একইভাবে 'অধিক প্রশ্ন করা' (কাশরাতুস সুওয়াল)—এর দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে সৃষ্টির কাছে কিছু যাচনা করা। অর্থাৎ মানুষের কাছে কিছু চাইবেন না এবং যাচনা করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করবেন না। আর এই চাওয়া যদি হয় সম্পদের জন্য, তবে তা হারাম। বরং মানুষ মানুষের কাছে অহেতুক চাইতে চাইতে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার চেহারায় এক টুকরো মাংসও অবশিষ্ট থাকবে না—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। আবার এর দ্বারা মানুষের অবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজন ও ফায়দা ছাড়া অধিক জিজ্ঞাসাবাদ করাও উদ্দেশ্য হতে পারে; যেমন—অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার কী অভিমত? সে কি ধনী নাকি দরিদ্র? সে কি শিক্ষিত নাকি মূর্খ? এবং এ জাতীয় বিষয়াবলি। আবার এর মাধ্যমে এমন জ্ঞান সম্পর্কে অধিক প্রশ্ন করাও উদ্দেশ্য হতে পারে যা মানুষের প্রয়োজন নেই; বিশেষ করে নবুওয়াতের যুগে এটি ছিল আশঙ্কাজনক। কারণ তখন ভয় ছিল যে, মানুষ হয়তো এমন কোনো বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করবে যা হারাম ছিল না, কিন্তু তার প্রশ্নের কারণে তা হারাম হয়ে যাবে; অথবা এমন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করবে যা ওয়াজিব ছিল না, কিন্তু তার প্রশ্নের কারণে তা ওয়াজিব করে দেওয়া হবে। তবে এই শেষোক্ত বিষয়টি তখনই প্রযোজ্য যখন মানুষের প্রশ্নের প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু যদি তার প্রয়োজন

থাকে—যেমন একজন ইলম অন্বেষণকারী শিক্ষার্থী যিনি জানার জন্য বা বোঝার জন্য প্রশ্ন করেন—তবে তার প্রশ্ন করা, বিষয়টির সমাধান অনুসন্ধান করা এবং অস্পষ্টতা দূর করায় কোনো দোষ নেই।

(ص: 553) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

اللبس عن نفسه وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن عقوق الأمهات يعني قطع الأمهات عن حقوقهن والأم لها حق عظيم على الولد من ذكر أو أنثى حتى أنها أحق من الأب سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحق بصحبتى قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أبوك فالأم لها حق كبير عظيم لأنها حملت ولدها كرها ووضعتة كرها وأرضعته كرها وأتعب ليلها ونهارها فلها حق عظيم وكذلك عقوق الأباء وهو أيضا من كبائر الذنوب لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوق الأمهات لأنه أشد وكان ينهى عن عقوق الأمهات وعن وأد البنات وأد البنات هو أن من عادة الجاهلية الحمقاء أن الإنسان إذا ولد له بنت دفنها والعياذ بالله وهي حية {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ} يعني يختفي عن الناس من سوء ما بشر به {أَيُّسِرُّهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ} أي يبقئها مع الإهانة وعدم الببالاة بها {أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ} أي يدفنه وهو حي حتى إن بعضهم والعياذ بالله كان يحفر حفرة لابنته فطار شيء من الغبار على لحيته وهو يريد أن يدفنها فنفضت لحيته عن التراب ودفنها والعياذ بالله إلى هذا الحد يعني قلوب أغلظ من الحجارة حتى البهائم لا تفعل بأولادها هكذا

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মায়েদের অবাধ্যতা করতে নিষেধ করতেন, যার অর্থ হলো মায়েদের প্রাপ্য অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা। পুত্র বা কন্যা—সন্তান নির্বিশেষে সন্তানের ওপর মায়ের এক বিশাল অধিকার রয়েছে, এমনকি তিনি পিতার চেয়েও অধিক হকের দাবিদার। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "মানুষের মধ্যে আমার সদাচরণের সবচেয়ে বেশি হকদার কে?" তিনি উত্তর দিলেন, "তোমার মা।" প্রশ্ন করা হলো, "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" পুনরায় প্রশ্ন করা হলো, "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" আবারও প্রশ্ন করা হলো, "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তারপর তোমার পিতা।" সুতরাং মায়ের এক সুবিশাল ও মহান অধিকার রয়েছে; কারণ তিনি অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছেন, অত্যন্ত কষ্টের সাথে তাকে প্রসব করেছেন এবং অবর্ণনীয় কষ্টের সাথে তাকে স্তন্যদান করেছেন। তিনি নিজ রাত ও দিনকে সন্তানের সেবায় ক্লান্ত করেছেন, তাই তাঁর অধিকার অপরিসীম। অনুরূপভাবে পিতাদের অবাধ্য হওয়াও কবির গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, তবে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিশেষত মায়েদের অবাধ্যতার কথা উল্লেখ করেছেন কারণ এটি অধিক গুরুতর। তিনি মায়েদের অবাধ্যতা এবং কন্যাসন্তানদের জীবন্ত প্রোথিত করা থেকে নিষেধ করতেন। কন্যাসন্তানদের জীবন্ত প্রোথিত করা ছিল মূর্খতা ও জাহেলিয়াত যুগের এক জঘন্য প্রথা; যখন কারও কন্যাসন্তান জন্মাত, সে তাকে জীবন্ত মাটি চাপা দিত—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। মহান আল্লাহ বলেন: "যখন তাদের কাউকে কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় থেকে আত্মগোপন করে।" অর্থাৎ, তাকে যে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে তার লজ্জায় সে মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে বেড়ায়। "সে কি লাঞ্ছনা সহ্য করে তাকে রেখে দেবে, নাকি তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে?" এর অর্থ হলো, সে কি তাকে অবজ্ঞা ও অবহেলার সাথে বাঁচিয়ে রাখবে, নাকি তাকে জীবন্ত অবস্থায় মাটিতে দাফন করে ফেলবে? এমনকি তাদের কেউ কেউ—আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি—নিজের মেয়ের জন্য গর্ত খুঁড়ত, আর যখন সে তাকে দাফন করতে উদ্যত হতো, তখন গর্তের কিছু ধূলিকণা তার দাড়িতে লাগত; তখন সেই নিষ্পাপ শিশুটি তার পিতার দাড়ি থেকে ধুলো ঝেড়ে দিত, অথচ সেই পাষাণ তাকে জীবন্ত দাফন করে ফেলত। নাউযুবিল্লাহ! এই পর্যায় পর্যন্ত তাদের অন্তর পাথরের চেয়েও কঠোর হয়ে গিয়েছিল; এমনকি চতুষ্পদ জন্তুরাও তাদের সন্তানদের সাথে এমন আচরণ করে না।

وهؤلاء والعياذ بالله يفعلون هذا يحفر لها ليدفنها وهي تنظف لحيته من التراب ثم يدفنها والعياذ بالله وكان بعضهم يحفر لابنته فإذا أحست به قامت تتوسل به يا أبت فيمسكها ويطرحها حتى يدفنها نعوذ بالله مع ما في كفالة البنات من الأجر العظيم ما من إنسان يكفل ثلاث بنات يحسن إليهن إلا كن حجاباً له من النار قالوا وابنتين يا رسول الله قال وابنتين قالوا وواحدة قال وواحدة وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا قيل له ولد لك بنت قال ولدت الإناث للأنبياء ولدت الإناث للأنبياء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يولد لهم بنات فهذا أشرف الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم له أربع بنات وله ثلاثة أولاد والذين بلغوا منهم الحلم هم البنات وأما الأولاد البنون فماتوا صغاراً أكبرهم إبراهيم توفي وله ستة عشر شهراً وأربعة أشهر رضيع وكان له مريض في الجنة لإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وأما البنات الأربع فثلاث منهن متن في حياته عليه الصلاة والسلام وهن زينب ورقية وأم كلثوم والرابعة فاطمة ماتت بعده بأشهر فالحاصل أن البنات إذا من الله على الإنسان بهن وكفلهن وأحسن إليهن كن له حجاباً من النار ومنع وهات أي وينهى عن منع وهات وهذا كناية عن الشح والبخل منع يعني يمنع ولا يعطي ولا يجد بالمال ولا بالنفس وهات يترك فهو والعياذ بالله بخيل شحيح لا يشفع ولا ينفع والله الموفق

তারা—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি—এমন জঘন্য কাজ করত যে, মেয়েকে জীবন্ত কবর দেওয়ার জন্য গর্ত খুঁড়ত; অথচ সেই কন্যাটিই তখন তার পিতার দাড়ি থেকে ধূলিবাণি ঝেড়ে পরিস্কার করে দিচ্ছিল। এরপর সে তাকে দাফন করে ফেলত—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। তাদের কেউ কেউ নিজের কন্যার জন্য গর্ত খুঁড়ত; কন্যা যখন বিষয়টি বুঝতে পারত, তখন সে দাঁড়িয়ে তার পিতার কাছে আকুতি জানাত, "হে আব্বাজান!" কিন্তু পিতা তাকে ধরে সেই গর্তে নিক্ষেপ করত এবং তাকে দাফন করে দিত। আমরা আল্লাহর কাছে

এ থেকে পানাহ চাই। অথচ কন্যাসন্তান লালন-পালনের মধ্যে রয়েছে সুমহান সওয়াব। যে ব্যক্তি তিনটি কন্যাসন্তান লালন-পালন করবে এবং তাদের প্রতি সদাচরণ করবে, তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে ঢাল হয়ে দাঁড়াবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! যদি দুইজন হয়?" তিনি বললেন, "দুইজন হলেও।" তারা জিজ্ঞেস করলেন, "আর যদি একজন হয়?" তিনি বললেন, "একজন হলেও।" ইমাম আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ)-কে যখন জানানো হতো যে তাঁর একটি কন্যাসন্তান জন্ম নিয়েছে, তখন তিনি বলতেন, "নবীদের ঘরেও কন্যাসন্তান জন্মাত, নবীদের ঘরেও কন্যাসন্তান জন্মাত।" নবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) কন্যাসন্তান জন্মাত। এই যে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁরও চারজন কন্যা ও তিনজন পুত্র ছিল। তাঁদের মধ্যে কেবল কন্যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছিলেন। আর পুত্ররা সবাই শৈশবেই ইন্তেকাল করেন। তাঁদের মধ্যে বড় ছিলেন ইব্রাহিম, যিনি মাত্র ষোলো মাস (এক বছর চার মাস) বয়সে দুগ্ধপোষ্য অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পুত্র ইব্রাহিমের জন্য জান্নাতে একজন দুগ্ধদানকারী ধাত্রী নিয়োজিত ছিলেন। আর চার কন্যার মধ্যে তিনজন তাঁর জীবদ্দশাতেই ইন্তেকাল করেন; তাঁরা হলেন যয়নব, রুকাইয়াহ এবং উম্মে কুলসুম। চতুর্থ কন্যা ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর ইন্তেকালের কয়েক মাস পর ইন্তেকাল করেন। সারকথা হলো, আল্লাহ যখন কোনো ব্যক্তিকে কন্যাসন্তান দান করেন এবং সে তাদের উত্তমরূপে লালন-পালন করে ও তাদের প্রতি সদ্যবহার করে, তখন তারা তার জন্য জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী পর্দা হয়ে দাঁড়ায়। আর "প্রদান না করা এবং প্রার্থনা করা" (মানা' ওয়া হাত) থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এটি মূলত অতিশয় কৃপণতা ও সংকীর্ণমনা হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত। "মানা'" অর্থ হলো সে অর্পিত হক প্রদান করে না, সম্পদ বা কায়িক শ্রম দিয়ে কাউকে সহযোগিতা করে না। আর "হাত" অর্থ হলো সে শুধু যাচনা করে এবং অন্যের সম্পদ চায়। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, এমন ব্যক্তি অতিশয় কৃপণ ও হীনমনা; সে কারও জন্য সুপারিশও করে না এবং কারও উপকারেও আসে না। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء أكان جادا أو مازحا والنهي عن تعاطي السيف مسلولا

1783 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار متفق عليه وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه قوله صلى الله عليه وسلم ينزع ضبط بالعين المبهمة مع كسر الزاي وبالغين المعجمة مع فتحها ومعناها متقارب، معناه بالمبهمة يرمي، وبالمعجمة أيضا يرمي ويفسد، وأصل النزع: الطعن والفساد.

1784 - وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا.

رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن.

কোনো মুসলিমের দিকে অস্ত্র বা অনুরূপ কিছু দিয়ে ইশারা করা—তা গুরুত্বের সাথে হোক বা তামাশা করে—নিষেধ এবং উন্মুক্ত তলোয়ার আদান-প্রদান করার নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

১৭৮৩ - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের দিকে অস্ত্র দিয়ে ইশারা না করে। কেননা সে জানে না, সম্ভবত শয়তান তার হাত থেকে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট (বা বিচ্যুত) করে দেবে, যার ফলে সে জাহান্নামের গর্তে পতিত হবে।" (বুখারি ও মুসলিম)। মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের দিকে লোহার কোনো অস্ত্র দিয়ে ইশারা করে, ফেরেশতারা তাকে অভিশাপ দিতে থাকে যতক্ষণ না সে তা ত্যাগ করে, যদিও সে তার আপন সহোদর ভাই হয়।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী 'ইয়ানজিউ' শব্দটি 'আইন' বর্ণ যোগে এবং 'যা' বর্ণের নিচে কাসরা (জের) দিয়ে, অথবা 'গাইন' বর্ণ যোগে এবং 'যা' বর্ণের উপরে ফাতহা (যবর) দিয়ে—উভয়ভাবেই পড়ার বিধান রয়েছে এবং উভয়টির অর্থই কাছাকাছি। 'আইন' বর্ণ যোগে এর অর্থ হলো

'নিষ্ক্ষেপ করা', আর 'গাইন' বর্ণ যোগেও এর অর্থ হলো 'নিষ্ক্ষেপ করা ও অনিষ্ট করা'। মূলত 'নাযউ' শব্দের অর্থ হলো আঘাত করা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা।

১৭৮৪ - জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোষমুক্ত বা উন্মুক্ত তলোয়ার আদান-প্রদান করতে নিষেধ করেছেন। আবু দাউদ ও তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিজি একে হাসান হাদিস বলেছেন।

(ম: 556) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

[الشَّرْحُ]

قال رحمه الله تعالى باب: النهي عن الإشارة بحديدة أو نحوها يعني: على أخيه سواء جادا أو هزلا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولا.

هاتان مسألتان: المسألة الأولى: أن يشير إلى أحد بسلاح أو حديدة أو حجر أو ما أشبه ذلك كأنه يريد أن يرميه به، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنه ربما يشير بها هكذا كأنه يريد أن يرميه بالحجر أو بالحديدة أو نحوها فينزع الشيطان في يده وتنطلق من يده، فيقع في حفرة من النار، والعياذ بالله.

وكذلك أيضا ما يفعله بعض السفهاء، يأتي بالسيارة مسرعا نحو شخص واقف أو جالس أو مضطجع يلعب عليه ثم يحركها بسرعة إذا قرب منه حتى لا يدهسه هذا أيضا ينهى عنه، كالإشارة بالحديدة لأنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فلا يتحكم في السيارة وحينئذ يقع في حفرة من النار، ومن ذلك أن يشري الكلب به، يكون الإنسان عنده كلب ويأتي إنسان آخر إليه زائرا أو نحو ذلك، فيشري الكلب به يعني يغريه به، فإنه ربما ينطلق الكلب ويأكل هذا الرجل، أو يجرحه ولا يتمكن من فضه بعد ذلك.

فألمهم أن جميع أسباب الهلاك ينهى الإنسان أن يفعلها سواء أكان جادا أم هزلا.
كما دل على ذلك حديث أبي هريرة.

[ব্যাখ্যা]

তিনি (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) বলেন: পরিচ্ছেদ: লোহার তৈরি কোনো বস্তু বা অনুরূপ কিছু দিয়ে ইশারা করার নিষেধাজ্ঞা। অর্থাৎ নিজের ভাইয়ের দিকে—তা গুরুত্বের সাথে হোক কিংবা কৌতুকবশত; এবং খাপমুক্ত তলোয়ার আদান-প্রদান করার নিষেধাজ্ঞা।

এখানে দুটি বিষয় রয়েছে: প্রথম বিষয়: কারো দিকে কোনো অস্ত্র, লোহার বস্তু, পাথর অথবা এই জাতীয় কোনো কিছু দিয়ে এমনভাবে ইশারা করা যেন সে তাকে তা দিয়ে আঘাত করতে চাচ্ছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটি করতে নিষেধ করেছেন। কারণ হতে পারে সে পাথর, লোহা বা অনুরূপ কিছু দিয়ে আঘাত করার মতো করে ইশারা করবে, এমতাবস্থায় শয়তান তার হাতে প্ররোচনা দেবে এবং তা তার হাত থেকে ফসকে যাবে, ফলে সে আগুনের গর্তে পতিত হবে। আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।

অনুরূপভাবে কিছু নির্বোধ ব্যক্তি যা করে থাকে—দাঁড়িয়ে থাকা, বসে থাকা বা শুয়ে থাকা কোনো ব্যক্তির দিকে খেলার ছলে দ্রুতগতিতে গাড়ি চালিয়ে আসে, এরপর তার নিকটবর্তী হয়ে দ্রুত গাড়িটি ঘুরিয়ে নেয় যাতে তাকে চাপা না দেয়; এটি করতেও নিষেধ করা হয়েছে। এটি লোহার বস্তু দিয়ে ইশারা করার মতোই; কেননা সে জানে না যে হয়তো শয়তান তার হাতের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে এবং সে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে, আর তখন সে আগুনের গর্তে পতিত হবে। এর অন্তর্ভুক্ত আরেকটি বিষয় হলো কারো দিকে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া। যেমন কোনো ব্যক্তির নিকট একটি কুকুর আছে এবং অন্য এক ব্যক্তি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে বা অন্য কোনো প্রয়োজনে সেখানে এসেছে, তখন সে ঐ ব্যক্তির দিকে কুকুরকে লেলিয়ে দেয় অর্থাৎ তাকে উত্তেজিত করে দেয়। এমতাবস্থায় হতে পারে কুকুরটি ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং লোকটিকে কামড়ে দেবে কিংবা আহত করবে, আর সে তখন কুকুরটিকে আর নিবৃত্ত করতে পারবে না।

সারকথা হলো, ধ্বংস বা বিপদের কারণ হতে পারে এমন সকল কাজ থেকে মানুষকে নিষেধ করা হয়েছে, তা গুরুত্বের সাথে করা হোক কিংবা কৌতুকবশত; যেমনটি আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

أما تعاطي السيف مسلولا فبثله أيضا ينهى عنه، لأنه ربما إذا مد يده لأخذ السيف وهو مسلول ربما تضطرب يد الإنسان فتقطع يد الآخر.

وكذلك السكين ونحوها لا تتعاطها وهي موجهة إلى صاحبك، إذا أردت أن تعطيه السكين فأمسك بالسكين من عندك، واجعل القبض نحو صاحبك لئلا تقع في المحذور، يعني ريشة السكين إذا أردت أن تعطيه لصاحبك فأجعلها مما يليك، واجعل القبض مما يلي صاحبك حتى لا يقع في زلة يد فتجرح يده.

ومن ذلك أيضا إذا كان معك عصي وأنت تمشي بين الناس فلا تحمله عرضا لأنك إذا حملته عرضا ربما يتعثر به من ورائك أو من أمامك ولكن أمسكه نصبا واقفا أو أن تتعزز عليه تمسكه واقفا حتى لا تؤذي من ورائك ومن أمامك كل هذا من باب الآداب الحميدة التي ينبغي للإنسان أن يسلكها في حياته حتى لا يقع في أمر يؤذي الناس أو يضرهم والله الموفق

উন্মুক্ত তরবারি লেনদেনের বিষয়টিও একইভাবে নিষিদ্ধ; কারণ, তরবারিটি যখন কোষমুক্ত থাকে এবং তা গ্রহণ করার জন্য কেউ হাত বাড়িয়ে দেয়, তখন কোনো কারণে হাত কেঁপে উঠতে পারে, যার ফলে অপর ব্যক্তির হাত কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

তদ্রূপ ছুরি বা এই জাতীয় কোনো বস্তু আপনার সঙ্গীর দিকে তাক করে লেনদেন করবেন না। আপনি যদি কাউকে ছুরি দিতে চান, তবে ছুরির ধারালো অংশটি নিজের দিকে রেখে বাঁটটি সঙ্গীর দিকে এগিয়ে দিন, যাতে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ না ঘটে। অর্থাৎ, আপনি যখন আপনার সঙ্গীকে ছুরি দেবেন, তখন এর ফলকটি নিজের দিকে রাখবেন এবং বাঁটটি তার দিকে রাখবেন, যাতে হাতের সামান্য বিচ্যুতিতে তার হাত রক্তাক্ত না হয়।

এর অন্তর্ভুক্ত আরও একটি বিষয় হলো—আপনার সাথে যদি কোনো লাঠি থাকে এবং আপনি মানুষের ভিড়ের মধ্যে হাঁটতে থাকেন, তবে তা আড়াআড়িভাবে বহন করবেন না; কারণ আড়াআড়িভাবে বহন করলে আপনার সামনে বা পেছনে থাকা পথচারী তাতে হোঁচট খেতে পারে। বরং তা খাড়াভাবে ধরুন অথবা লাঠির ওপর ভর দিয়ে চলুন, যাতে আপনার সামনে বা

পেছনের ব্যক্তিদের কোনো কষ্ট না হয়। এসবই হলো সেই উত্তম শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত যা একজন মানুষের জীবনে অনুসরণ করা উচিত, যাতে সে এমন কোনো কাজে লিপ্ত না হয় যা মানুষকে কষ্ট দেয় বা তাদের ক্ষতি করে। আর আল্লাহই তাওফীক দাতা।

(ص: 558) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَاب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا بعذر حتى يصلي المكتوبة
1785 - عن أبي الشعثاء قال: كنا قعوداً مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد
فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من
المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه
مسلم

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى بَاب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يؤدي
الصلاة المكتوبة وذلك أن المؤذن إذا أذن فإنه يقول للناس حي على الصلاة يعني
اقبلوا إليها والخروج من المسجد بعد ذلك معصية فإنه يقال أقبل ولكنه يدبر ثم
ذكر حديث أبي الشعثاء أنهم كانوا قعوداً مع أبي هريرة رضي الله عنه فقام رجل
يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى إذا خرج من المسجد قال أما هذا فقد عصى أبا
القاسم صلى الله عليه وسلم وإنما أتبعه بصره لينظر هل هو يمشي ليكون في جهة
أخرى من المسجد أم ماذا يريد فلما خرج

ওজর ব্যতীত আযান হওয়ার পর ফরয সালাত আদায় না করে মসজিদ থেকে বের হওয়া
অপছন্দনীয় হওয়া সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ

১৭৮৫ - আবুল শা'সা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে মসজিদে বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় মুয়াযযিন আযান দিলেন। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে মসজিদ থেকে হেঁটে চলে যেতে লাগল। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলেন যতক্ষণ না সে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল। এরপর আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: এই লোকটির ক্ষেত্রে বলা যায় যে, সে আবুল কাসিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অবাধ্যতা করেছে। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ওজর ব্যতীত আযান হওয়ার পর ফরয সালাত আদায় করার পূর্ব পর্যন্ত মসজিদ থেকে বের হওয়া অপছন্দনীয় হওয়া সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ। এর কারণ হলো, মুয়াযযিন যখন আযান দেয়, তখন সে মানুষকে বলে 'হাইয়া আলাস সালাহ' অর্থাৎ সালাতের দিকে এসো। এর পর মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া একটি অবাধ্যতা; কারণ তাকে আসার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে, অথচ সে পিঠ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে। এরপর তিনি আবুল শা'সার হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, তারা আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে বসা ছিলেন, তখন এক ব্যক্তি উঠে হাঁটতে শুরু করল। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলেন যতক্ষণ না সে মসজিদ থেকে বের হলো। এরপর তিনি বললেন: এই ব্যক্তিটি আবুল কাসিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অবাধ্যতা করেছে। তিনি কেবল এটি দেখার জন্য তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন যে, সে মসজিদের অন্য কোনো দিকে যাচ্ছে কি না অথবা সে আসলে কী চাচ্ছে। যখন সে বের হয়ে গেল...

(ص: 559) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

تبين له أنه أراد الخروج من المسجد قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا قال الصحابي لقد عصى أبا القاسم فهو في حكم المرفوع يعني كأنه يقول فقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدل

العلماء بهذا الحديث على أنه يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان لمن تلزمه الصلاة إلا لعذر فمن العذر أن يكون حاقناً يعني يحتاج إلى بول أو حاقداً يحتاج إلى غائط أو معه ريح محتبسة يحتاج إلى أن ينقض الوضوء أو أصابه مرض يحتاج إلى أن يخرج معه أو كان إماماً لمسجد آخر أو مؤذناً في مسجد آخر وأما إذا خرج من هذا المسجد ليصلي في مسجد آخر فهذا فيه توقف قد يقول قائل فالحديث عام وقد يقول قائل إن الحديث فيمن خرج لئلا يصلي مع جماعة وأما من خرج من مسجد ليصلي في آخر فهذا لم يفر من صلاة الجماعة ولكنه أراد أن يصلي في مسجد آخر وعلى كل لا ينبغي أن يخرج حتى وإن كان يريد أن يصلي في مسجد آخر إلا لسبب شرعي مثل أن يكون في المسجد الثاني جنازة يريد أن يصلي عليها أو يكون المسجد الثاني أحسن قراءة من المسجد الذي هو فيه أو ما أشبه ذلك من الأسباب الشرعية فهنا نقول لا بأس أن يخرج والله الموفق

তাঁর কাছে স্পষ্ট হলো যে, লোকটি মসজিদ থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছে। তখন তিনি বললেন, "এই ব্যক্তির ব্যাপারে বলতে হয় যে, সে আবুল কাসেমের অবাধ্যতা করেছে," আর এর মাধ্যমে তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝিয়েছেন। যখন কোনো সাহাবী বলেন, "সে আবুল কাসেমের অবাধ্যতা করেছে," তখন তা 'মারফু' হাদিসের হুকুমে গণ্য হয়; অর্থাৎ এটি এমন যেন তিনি বলছেন, "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ থেকে নিষেধ করেছেন।" আলিমগণ এই হাদিস থেকে দলিল পেশ করেছেন যে, যার ওপর সালাত ফরজ, তার জন্য আজানের পর কোনো সঙ্গত কারণ বা ওজর ব্যতীত মসজিদ থেকে বের হওয়া হারাম। ওজরসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলো—প্রস্রাব বা পায়খানার তীব্র চাপ থাকা, কিংবা বায়ু নির্গমনের চাপে অজু করার প্রয়োজন হওয়া, অথবা এমন কোনো অসুস্থতায় আক্রান্ত হওয়া যার কারণে বের হওয়া আবশ্যিক হয়ে পড়ে, কিংবা অন্য কোনো মসজিদের ইমাম বা মুয়াজ্জিন হওয়া। আর যদি কেউ এই মসজিদ থেকে অন্য কোনো মসজিদে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হয়, তবে এ বিষয়ে আলিমদের মাঝে কিছুটা সংশয় বা ভিন্নমত রয়েছে। কেউ বলতে পারেন যে হাদিসটি সাধারণ বা ব্যাপক অর্থবোধক, আবার কেউ বলতে পারেন যে হাদিসটি ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে জামাআতে সালাত আদায় না

করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছে; পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এক মসজিদ থেকে অন্য মসজিদে সালাত আদায়ের জন্য বের হয়, সে জামাআত থেকে পলায়ন করেনি, বরং অন্য মসজিদে সালাত আদায়ের ইচ্ছা পোষণ করেছে মাত্র। তবে সর্বাবস্থায়, অন্য মসজিদে সালাত আদায়ের ইচ্ছা থাকলেও কোনো বিশেষ শরয়ি কারণ ছাড়া বের হওয়া উচিত নয়। যেমন—দ্বিতীয় মসজিদে জানাজার সালাত হবে যাতে সে শরিক হতে চায়, অথবা দ্বিতীয় মসজিদের ইমামের তিলাওয়াত বর্তমান মসজিদের ইমামের তুলনায় অধিক সুন্দর হওয়া, কিংবা অনুরূপ কোনো শরয়ি কারণ থাকলে আমরা বলি যে, বের হওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 560) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب كراهة رد الريحان لغير عذر

1786 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من

عرض عليه ريحان فلا يردّه فإنه خفيف المحمل طيب الريح رواه مسلم

1787 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد

الطيب رواه البخاري

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى باب كراهة رد الريحان الريحان نوع من الطيب وهو كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم خفيف المحمل طيب الريح وقد أرشد النبي صلى الله

عليه وسلم إلى عدم رده وبين المؤلف رحمه الله فيما ساقه من حديث البخاري أن

النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب والطيب لا شك أنه يفتح النفس

ويشرح الصدر ويوسع القلب ويسر الجليس ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم

يعجبه الطيب حتى قال حبيب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة فينبغي للإنسان أن يستعمل

কোনো উপযুক্ত কারণ ছাড়া সুগন্ধি লতা (রায়হান) প্রত্যাখ্যান করা অপছন্দনীয় হওয়া সম্পর্কিত অধ্যায়

১৭৮৬ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যাকে সুগন্ধি লতা (রায়হান) প্রদান করা হয়, সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়; কেননা এটি বহন করা সহজ এবং এর দ্বারা অত্যন্ত চমৎকার।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

১৭৮৭ - আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুগন্ধি কখনো প্রত্যাখ্যান করতেন না। (বুখারী বর্ণনা করেছেন)

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, সুগন্ধি লতা ফেরত দেওয়া অপছন্দনীয় হওয়া সম্পর্কিত অধ্যায়। রায়হান হলো এক প্রকার সুগন্ধি এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেমনটি বর্ণনা করেছেন এটি বহনে অত্যন্ত সহজ এবং এর সুদ্বাণও চমৎকার। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটি ফেরত না দেওয়ার জন্য দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) ইমাম বুখারীর যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাতে স্পষ্ট করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুগন্ধি ফিরিয়ে দিতেন না। সুগন্ধি ব্যবহারে কোনো সন্দেহ নেই যে, তা মনকে প্রফুল্ল করে, বক্ষকে প্রশান্ত করে, অন্তরকে বিকশিত করে এবং সঙ্গীকে আনন্দিত করে। একারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুগন্ধি পছন্দ করতেন, এমনকি তিনি বলেছেন: "তোমাদের এই পৃথিবী থেকে সুগন্ধি ও নারীদের আমার কাছে প্রিয় করা হয়েছে এবং সালাতের মধ্যে আমার চক্ষু শীতল করা হয়েছে।" তাই মানুষের উচিত এটি ব্যবহার করা।

الطيب دائماً لأنه علامة على طيب العبد فإن الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً وإذا أهدى إليك الطيب فلا تردّه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب ولا سيماً إذا كان كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الريحان إذا كان خفيف المحمل طيب الريح لأنه لا يضرّك شيء لكن لو خفت أن هذا الذي أهدى إليك الطيب سيتكلم في المجالس أو أن يمن عليك في المستقبل ويقول أنا أهديت إليك كذا وهذا جزائي ويريد منك أن يستخدمك بـأهدى إليك فهنا لا تقبل الهدية لأن هذا يبطل أجره وثوابه بالسن والأذى أما إذا كان لا يضرّك منه شيء فإن الأفضل أن لا تردّه والله الموفق

সুগন্ধি সর্বদা পছন্দনীয়, কেননা এটি বান্দার পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার নিদর্শন। নিশ্চয়ই পবিত্র বিষয়সমূহ পবিত্র ব্যক্তিদের জন্য এবং পবিত্র ব্যক্তিগণ পবিত্র বিষয়সমূহের জন্য। আর মহান আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। যখন তোমাকে সুগন্ধি উপহার দেওয়া হয়, তখন তা প্রত্যাখ্যান করো না; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুগন্ধি ফিরিয়ে দিতেন না। বিশেষ করে সেটি যদি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক বর্ণিত রায়হানের মতো হয়—যা বহনে হালকা এবং সুগন্ধে চমৎকার। কারণ এতে তোমার কোনো ক্ষতি নেই। তবে তুমি যদি এই আশঙ্কা করো যে, যে ব্যক্তি তোমাকে সুগন্ধি উপহার দিয়েছে সে বিভিন্ন মজলিসে তা নিয়ে আলোচনা করবে অথবা ভবিষ্যতে তোমার ওপর অনুগ্রহের খোঁটা দেবে এবং বলবে যে, 'আমি তোমাকে অমুক বস্তু উপহার দিয়েছিলাম, আর এটিই কি তার প্রতিদান?' এবং সে চায় যে তার দেওয়া উপহারের বিনিময়ে সে তোমাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করবে—তবে এমতাবস্থায় উপহার গ্রহণ করো না। কারণ এটি (খোঁটা দেওয়া ও কষ্ট দান) তার নেকি ও প্রতিদানকে নষ্ট করে দেয়। পক্ষান্তরে যদি তার পক্ষ থেকে তোমার ক্ষতির কোনো আশঙ্কা না থাকে, তবে তা ফিরিয়ে না দেওয়াই উত্তম। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

بَاب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه وجوازه لمن
أمن ذلك في حقه

1788 - عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سبى النبي صلى الله عليه وسلم
رجلا يثنى على رجل ويطريه في المدحة فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل متفق
عليه والإطراء المبالغة في المدح

1789 - وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم
فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك
يقوله مرارا إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه
كذلك وحسببه الله ولا يزكي على الله أحد متفق عليه

1790 - وعن هبام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح
عثمان رضي الله عنه فعبد المقداد فجثا على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه الحصباء
فقال له عثمان ما شأنك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم
المداحين فاحثوا في وجوههم التراب رواه مسلم

যে ব্যক্তির আত্মতৃপ্তি বা এ জাতীয় কোনো ফিতনা বা ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তার মুখের ওপর
প্রশংসা করা অপছন্দনীয় বা মাকরূহ হওয়া এবং যার ব্যাপারে এমন কোনো আশঙ্কা নেই, তার
ক্ষেত্রে তা বৈধ হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

১৭৮৮ - আবু মুসা আল-আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে অন্য এক ব্যক্তির প্রশংসা করতে এবং প্রশংসায়
অতিশয়োক্তি করতে শুনলেন। তখন তিনি বললেন: "তোমরা লোকটিকে ধ্বংস করে দিলে"
অথবা "তোমরা লোকটির পিঠ ভেঙে দিলে।" (বুখারী ও মুসলিম)। 'আল-ইতরা' শব্দের অর্থ
হলো প্রশংসায় বাড়াবাড়ি বা অতিরঞ্জন করা।

১৭৮৯ - আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
নিকট এক ব্যক্তির আলোচনা করা হলো এবং এক ব্যক্তি তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলো। তখন
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "আফসোস তোমার জন্য! তুমি তো তোমার
সঙ্গীর গর্দান কেটে দিলে।" তিনি কথাটি কয়েকবার বললেন। (এরপর বললেন:) "যদি

তোমাদের কাউকে আবশ্যিকভাবে কারও প্রশংসা করতে হয়, তবে সে যেন বলে: 'আমি তাকে এমন এমন মনে করি'—যদি সে তাকে প্রকৃতপক্ষে তেমন মনে করে। আর তার প্রকৃত হিসাব গ্রহণকারী হলেন আল্লাহ। আল্লাহর ওপর বড়াই করে কেউ যেন কাউকে পবিত্র ও নিষ্পাপ ঘোষণা না করে।" (বুখারী ও মুসলিম)।

১৭৯০ - হাম্মাম ইবনুল হারিস থেকে বর্ণিত যে, মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সামনে এক ব্যক্তি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রশংসা করতে শুরু করল। মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন হাঁটু গেড়ে বসে প্রশংসাকারীর মুখে কঙ্কর ছুড়ে মারতে লাগলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন: "তোমার ব্যাপার কী?" তিনি বললেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'যখন তোমরা অত্যধিক প্রশংসাকারীদের দেখবে, তখন তাদের মুখে মাটি ছুড়ে মারো'।" (মুসলিম)

(ص: 563) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

فهذه الأحاديث في النهي وجاء في الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة قال العلماء وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقال إن كان السدوح عنده كمال إيمان و يقين ورياضة نفس ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن ولا يغتر بذلك ولا تلعب به نفسه فليس بحرام ولا مكروه وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور كره مدحه في وجهه كراهة شديدة وعلى هذا التفصيل تنزل الأحاديث المختلفة في ذلك ومما جاء في الإباحة قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه أرجو أن تكون منهم أي من الذين يدعون من جميع أبواب الجنة لدخولها وفي الحديث الآخر لست منهم أي لست من الذين يسبلون أزهرهم خيلاء وقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه ما رأيك الشيطان سالكا فجأ إلا سلك فجأ غير فجك والأحاديث في الإباحة كثيرة وقد ذكرت جملة من أطرافها في كتاب الأذكار

[الشَّرْحُ]

نقل المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في بيان مدح الإنسان هل ينبغي
للإنسان أن يمدح أخاه بها هو فيه أو لا وهذا له أحوال الحال الأولى أن يكون في
مدحه خير وتشجيع له على الأوصاف

এই হাদিসগুলো নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে, পক্ষান্তরে বৈধতা প্রসঙ্গেও অনেক সহিহ হাদিস এসেছে। আলেমগণ বলেন, হাদিসগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের পদ্ধতি হলো—যদি প্রশংসিত ব্যক্তির মধ্যে ঈমানের পূর্ণতা, দৃঢ় বিশ্বাস, আত্মিক সাধনা এবং পূর্ণ প্রজ্ঞা বিদ্যমান থাকে, যার ফলে তিনি ফেতনায় পড়বেন না, আত্মগৌরবে লিপ্ত হবেন না এবং তার নফস তাকে নিয়ে খেলা করবে না, তবে তার প্রশংসা করা হারাম বা মাকরুহ নয়। আর যদি তার ব্যাপারে এ জাতীয় কোনো বিষয়ের আশঙ্কা থাকে, তবে সরাসরি তার সামনে প্রশংসা করা অত্যন্ত মাকরুহ। এই বিশ্লেষণের আলোকেই এ বিষয়ক বিভিন্ন হাদিসগুলোকে প্রয়োগ করা হবে। বৈধতা প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেই বাণী উল্লেখযোগ্য যা তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেছিলেন: "আমি আশা করি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে" অর্থাৎ জান্নাতের সকল দরজা দিয়ে প্রবেশের জন্য যাদের আহ্বান করা হবে। অন্য একটি হাদিসে এসেছে: "তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও" অর্থাৎ যারা অহংকারবশত টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে রাখে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন: "শয়তান যখনই তোমাকে কোনো পথে চলতে দেখে, তখন সে তোমার পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে যায়।" বৈধতা সংক্রান্ত হাদিস অনেক রয়েছে, যেগুলোর একটি বড় অংশ আমি 'আল-আযকার' কিতাবে উল্লেখ করেছি।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমুল্লাহ) তার 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে মানুষের প্রশংসা করার বিবরণে উল্লেখ করেছেন যে, কোনো ব্যক্তির জন্য কি তার ভাইয়ের মধ্যে বিদ্যমান গুণাবলির জন্য তার প্রশংসা করা উচিত কি না? এর কয়েকটি অবস্থা রয়েছে। প্রথম অবস্থা হলো: তার প্রশংসা করার মধ্যে যদি কল্যাণ নিহিত থাকে এবং তা তাকে সদগুণাবলি অর্জনে উৎসাহিত করে।

الحبيدة والأخلاق الفاضلة فهذا لا بأس به لأنه تشجيع تشجيع لصاحبه فإذا رأيت من رجل الكرم والشجاعة وبذل النفس والإحسان إلى الغير فذكرته بها هو فيه أمامه من أجل أن تشجعه وتثبته حتى يستمر على ما هو عليه فهذا حسن وهو داخل في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى والثاني أن تمدحه لتبين فضله بين الناس وينتشر ويحترمه الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أما أبي بكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث ذات يوم قال من أصبح منكم صائماً فقال أبو بكر أنا فقال من تبع منكم جنازة قال أبو بكر أنا فقال من عاد اليوم مريضاً فقال أبو بكر أنا وذكر أشياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعن في امرأ إلا دخل الجنة وكذلك لما حدث أنه من جر ثوبه خيلاء لن ينظر الله إليه قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزارني يسترخي علي إلا أن أتعاوده فقال أنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء وقال لعمر إن الشيطان ما سلك فجاً إلا سلك فجاً غير فجك يعني إذا سلك طريقاً فإن الشيطان يهرب منه ويذهب إلى طريق آخر كل هذا لبيان فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما هذا لا بأس به الثالث أن يمدح غيره ويغلو في إطرئه ويصفه بها لا يستحق فهذا محرم وهو كذب وخداع مثل أن يذكر رجلاً أميراً أو وزيراً أو ما أشبه ذلك

প্রশংসনীয় গুণাবলী ও উত্তম চরিত্রের প্রশংসা করা হলে তাতে কোনো দোষ নেই; কারণ এটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য এক প্রকার উৎসাহ প্রদান। সুতরাং যদি আপনি কোনো ব্যক্তির মধ্যে উদারতা, সাহসিকতা, আত্মত্যাগ ও অন্যের প্রতি সদাচরণের মতো গুণাবলী দেখতে পান এবং তাকে উৎসাহিত ও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে তার সম্মুখেই তার এই গুণগুলোর কথা উল্লেখ করেন যেন সে তা অব্যাহত রাখে, তবে তা কল্যাণকর। এটি মহান আল্লাহর সেই বাণীর অন্তর্ভুক্ত: 'তোমরা নেক কাজ ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা করো'। দ্বিতীয় প্রকার হলো, মানুষের মাঝে কারো শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরার জন্য তার প্রশংসা করা, যাতে তার সুনাম

ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ তাকে সম্মান করে; যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু বকর ও উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর ক্ষেত্রে করেছিলেন। আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন কথা বলছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মধ্যে আজ কে রোজা রেখেছে?' আবু বকর বললেন, 'আমি'। তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কে আজ জানাজায় শরিক হয়েছে?' আবু বকর বললেন, 'আমি'। তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কে আজ কোনো রোগীকে দেখতে গিয়েছে?' আবু বকর বললেন, 'আমি'। এভাবে তিনি আরও কিছু বিষয়ের কথা উল্লেখ করলেন এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'যে ব্যক্তির মধ্যে এই সকল গুণাবলী একত্রিত হবে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে'। অনুরূপভাবে, যখন তিনি হাদীস বর্ণনা করলেন যে, 'যে ব্যক্তি অহংকারবশত কাপড় ঝুলিয়ে পড়বে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না', তখন আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার পরিধেয় বস্ত্রের এক পাশ ঝুলে যায় যদি না আমি তা বিশেষভাবে খেয়াল রাখি'। তখন তিনি বললেন, 'তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও যারা অহংকারবশত এমনটা করে'। আর উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, 'শয়তান তোমাকে যে পথে চলতে দেখে, সে পথ ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন করে'। অর্থাৎ, আপনি যখন কোনো পথে চলেন, তখন শয়তান সেখান থেকে পালিয়ে অন্য পথে চলে যায়। এসবই ছিল আবু বকর ও উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর মর্যাদা স্পষ্ট করার জন্য; আর এতে কোনো দোষ নেই। তৃতীয় প্রকার হলো, অন্যের প্রশংসা করতে গিয়ে অতিশয়োক্তি করা এবং তাকে এমন গুণাবলীতে ভূষিত করা যার যোগ্য সে নয়। এটি হারাম এবং এটি মিথ্যা ও প্রতারণার শামিল; যেমন কোনো ব্যক্তিকে আমির, উজির বা এই জাতীয় কোনো পদে না থাকা সত্ত্বেও তেমনটি হিসেবে বর্ণনা করা বা তার গুণগান করা।

(ص: 565) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ويطريه ويصفه بما ليس فيه من الصفات الحميدة فهذا حرام عليك وهو أيضاً ضرر على المدوح الرابع أن يمدحه بما هو فيه لكن يخشى أن الإنسان المدوح يغتر

بنفسه ويزهو بنفسه ويطرف على غيره فهذا أيضاً محرم لا يجوز وذكر المؤلف
أحاديث في ذلك أن رجلاً ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم آخر فأثنى عليه فقال
ويحك قطعت عنق صاحبك يعني كأنك ذبحته بسبب مدحك إياه لأن ذلك يوجب أن
هذا الممدوح يترفع ويتعالى وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحثي التراب في
وجوه المداحين يعني إن كان هذا الإنسان معروفاً ما جلس مجلساً أمام أحد له جاه
وشرف إلا امتدحه هذا مداح والمداح غير المدح؛ المدح هو الذي يسمع منه مرة
بعد أخرى لكن المداح كلما جلس عند إنسان كبيراً أو أميراً أو قاضياً أو عالماً أو ما
أشبه ذلك قام يمدحه هذا حقه أن يحثي في وجهه التراب لأن رجلاً امتدح عثمان
رضي الله عنه فقام المقداد وأخذ الحصباء ونفضها في وجه المداح فسأله عثمان لها
فعل ذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت المداحين فاحثوا في
وجوههم التراب وعلى كل حال فالذي ينبغي للإنسان ألا يتكلم إلا بخير لأن النبي
صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت
والله الموفق

এবং সে তার অতিশয়োক্তি করে এবং তার মধ্যে নেই এমন সব প্রশংসনীয় গুণাবলি দিয়ে
তাকে বিশেষিত করে; এটি আপনার জন্য হারাম এবং এটি প্রশংসিত ব্যক্তির জন্যও ক্ষতিকর।
চতুর্থ বিষয়টি হলো, প্রশংসিত ব্যক্তির মাঝে বিদ্যমান গুণাবলি দিয়েই তার প্রশংসা করা, তবে
আশঙ্কা থাকে যে এর ফলে উক্ত ব্যক্তি আত্মমুগ্ধতায় ভুগবে, অহংকারী হয়ে উঠবে এবং অন্যের
ওপর নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করবে; এটিও নিষিদ্ধ ও নাজায়েয। এ প্রসঙ্গে লেখক কিছু হাদীস
উল্লেখ করেছেন যে, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অন্য এক
ব্যক্তির প্রশংসা করলে তিনি বললেন, "তোমার ধ্বংস হোক! তুমি তো তোমার সঙ্গীর গর্দান
কেটে ফেলেছ।" অর্থাৎ, তোমার এই প্রশংসার কারণে তুমি যেন তাকে যবেহ করে ফেলেছ;
কারণ এর ফলে প্রশংসিত ব্যক্তির মনে অহংকার ও উচ্চমন্যতা সৃষ্টি হয়। নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতি-প্রশংসাকারীদের মুখে ধুলো ছুড়ে মারার নির্দেশ দিয়েছেন। এর অর্থ
হলো, যদি কোনো ব্যক্তি এমনভাবে পরিচিত হয় যে, সে যখনই কোনো উচ্চপদস্থ, সম্মানিত বা
মর্যাদাবান ব্যক্তির মজলিসে বসে, তখনই তার প্রশংসা শুরু করে দেয়—তবে সে হলো 'মাদ্হাহ'

(পেশাদার স্তাবক)। আর 'মাদ্দাহ' এবং 'মাদিহ' (সাধারণ প্রশংসাকারী) এক নয়। 'মাদিহ' হলো সেই ব্যক্তি যার থেকে মাঝেমধ্যে প্রশংসা শোনা যায়। কিন্তু 'মাদ্দাহ' হলো সে, যে যখনই কোনো বড় ব্যক্তিত্ব, আমীর, বিচারক, আলেম বা এই জাতীয় কারো কাছে বসে, তখনই দাঁড়িয়ে তার প্রশংসা করতে শুরু করে। এমন ব্যক্তির প্রাপ্য হলো তার মুখে ধুলো ছুড়ে দেওয়া। কেননা এক ব্যক্তি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রশংসা করলে মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে কিছু কঙ্কর নিলেন এবং তা সেই প্রশংসাকারীর মুখে ছুড়ে মারলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তিনি এমনটি করলেন? তিনি উত্তরে বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন তোমরা অতি-প্রশংসাকারীদের দেখবে, তখন তাদের মুখে ধুলো ছুড়ে মারো।" পরিশেষে, মানুষের উচিত কেবল কল্যাণের কথা বলা; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।" আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 566) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَاب كَرَاهَةِ الْخُرُوجِ مِنْ بَلَدٍ وَقَعَ فِيهَا الْوَبَاءُ فَرَارًا مِنْهُ وَكَرَاهَةِ الْقُدُومِ عَلَيْهِ
قَالَ تَعَالَى {أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ}
وَقَالَ تَعَالَى {وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}
1791 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج
إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه
فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام قال ابن عباس فقال لي عمر ادع لي المهاجرين
الأولين فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال
بعضهم خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس
وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال

ارتفعوا عني ثم قال ادع لي الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلخوا سبيل المهاجرين
واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني ثم قال ادع لي من كان هاهنا من مشيخة
قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان فقالوا نرى أن
ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنأدى عمر رضي الله عنه في الناس إني
مصباح على ظهر فأصبحوا عليه فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أفرارا من
قدر الله فقال عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة وكان عمر يكره خلافه
نعم نفر من قدر الله إلى قدر

মহামারি আক্রান্ত এলাকা থেকে পলায়নের উদ্দেশ্যে প্রস্থান এবং তাতে প্রবেশের

অনাকাঙ্ক্ষিততা বিষয়ক অধ্যায়

মহান আল্লাহ বলেন, {তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই; এমনকি
যদি তোমরা সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করো তবুও।}

মহান আল্লাহ আরও বলেন, {এবং তোমরা নিজেদের হাতে নিজেদের ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ
করো না।}

১৭৯১ - ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবনুল খাত্তাব

(রাযিয়াল্লাহু আনহু) সিরিয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন। যখন তিনি 'সারগ' নামক স্থানে পৌঁছালেন,
তখন তাঁর সাথে সেনাবাহিনীর প্রধানগণ—আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ ও তাঁর সাথীবর্গের
সাক্ষাৎ হলো। তাঁরা তাঁকে অবহিত করলেন যে, সিরিয়ায় মহামারি ছড়িয়ে পড়েছে। ইবনে
আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তখন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে বললেন, "আমার
নিকট প্রথম পর্যায়ের মুহাজিরদের ডেকে আনো।" আমি তাঁদের ডাকলাম। তিনি তাঁদের সাথে
পরামর্শ করলেন এবং তাঁদের জানালেন যে সিরিয়ায় মহামারি দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে তাঁদের
মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। কেউ কেউ বললেন, "আপনি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন,
তাই আমরা মনে করি না যে আপনি তা থেকে ফিরে যাবেন।" আবার কেউ কেউ বললেন,
"আপনার সাথে অবশিষ্ট লোকজন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর
সাহাবীগণ রয়েছেন; আমাদের অভিমত হলো আপনি তাঁদেরকে এই মহামারির মুখে ঠেলে
দেবেন না।" অতঃপর তিনি বললেন, "তোমরা আমার নিকট থেকে বিদায় নাও।" এরপর তিনি
বললেন, "আমার কাছে আনসারদের ডেকে আনো।" আমি তাঁদের ডাকলাম, তিনি তাঁদের

সাথে পরামর্শ করলেন। তাঁরাও মুহাজিরদের পথ অনুসরণ করলেন এবং তাঁদের মতোই মতভেদ করলেন। তিনি বললেন, "তোমরাও আমার নিকট থেকে বিদায় নাও।" এরপর তিনি বললেন, "মক্কা বিজয়ের সময়ের মুহাজির কুরাইশ প্রবীণদের মধ্যে যারা এখানে আছেন, তাঁদের আমার কাছে ডেকে আনো।" আমি তাঁদের ডাকলাম। তাঁদের মধ্যে কোনো দুইজনও দ্বিমত পোষণ করলেন না। তাঁরা বললেন, "আমাদের অভিমত হলো আপনি মানুষকে নিয়ে ফিরে যান এবং তাঁদেরকে এই মহামারির মুখে ঠেলে দেবেন না।" তখন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মানুষের মাঝে ঘোষণা করে দিলেন, "আমি আগামীকাল ভোরে সওয়ার হয়ে (প্রস্থানের জন্য) প্রস্তুত থাকব, তোমরাও ভোরে সওয়ার হয়ে প্রস্তুত থেকো।" তখন আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, "আপনি কি আল্লাহর তাকদীর থেকে পলায়ন করছেন?" উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, "হে আবু উবাইদাহ! তুমি ছাড়া অন্য কেউ যদি এ কথা বলত! (উমর তাঁর সাথে মতভেদ করা অপছন্দ করতেন)। হ্যাঁ, আমরা আল্লাহর এক তাকদীর থেকে তাঁর অন্য তাকদীরের দিকেই ধাবিত হচ্ছি।"

(ص: 567) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الله أرأيت لو كان لك إبل فهبطت وادياً له عدوتان إحداها خصبه والأخرى جدبة
أليس إن رعيت الخصبه رعيته بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيته بقدر الله قال
فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيباً في بعض حاجته فقال إن
عندي من هذا علماً سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض
فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه فحمد الله تعالى
عمر رضي الله عنه وانصرف متفق عليه والعدوة جانب الوادي
1792 - وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا
سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها
متفق عليه

[الشَّرْحُ]

هذا الباب باب عظيم عقده المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين وهو كراهة أن يقدم الإنسان على أرض نزل فيها البلاء وأن يخرج منها بعد نزول البلاء فرارا منه يعني إذا سمعت بوباء نازل في أرض فلا تقدم عليها وإذا وقع وأنت فيها فلا تخرج منها فرارا منه

আল্লাহর তকদির প্রসঙ্গে আপনার কী অভিমত—যদি আপনার কাছে কিছু উট থাকে যা এমন এক উপত্যকায় অবতরণ করে যার দুটি পাশ রয়েছে, যার একটি উর্বর আর অন্যটি শুষ্ক; আপনি যদি উর্বর অংশে চরান তবে কি তা আল্লাহর তকদির অনুযায়ী চরান না? আর যদি শুষ্ক অংশে চরান তবে কি তাও আল্লাহর তকদির অনুযায়ী চরান না? বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) আসলেন, তিনি তাঁর কোনো প্রয়োজনে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমার কাছে ইলম (জ্ঞান) রয়েছে; আমি আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি: "যখন তোমরা কোনো ভূখণ্ডে মহামারি সম্পর্কে শুনবে, তখন সেখানে প্রবেশ করো না। আর যদি কোনো ভূখণ্ডে তা আপতিত হয় এমতাবস্থায় যে তোমরা সেখানে আছ, তবে সেখান থেকে পলায়নের উদ্দেশ্যে বের হয়ো না।" তখন ওমর (রা.) আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং ফিরে গেলেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। আর 'আদওয়াহ' হলো উপত্যকার পাশ। 1792 - উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন: "যখন তোমরা কোনো ভূখণ্ডে প্লেগ বা মহামারি সম্পর্কে শুনবে, তখন সেখানে প্রবেশ করো না। আর যখন কোনো ভূখণ্ডে তা দেখা দেয় এমতাবস্থায় যে তোমরা সেখানে আছ, তখন সেখান থেকে বের হয়ো না।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাক্যা]

এই পরিচ্ছেদটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিচ্ছেদ যা লেখক (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে সংকলন করেছেন। এর বিষয়বস্তু হলো—মানুষের এমন কোনো ভূখণ্ডে প্রবেশ করা অপছন্দনীয় যেখানে মহামারি বা বাল্য-মসিবত আপতিত হয়েছে, এবং মহামারি দেখা দেওয়ার পর সেখান থেকে পলায়নের উদ্দেশ্যে বের হওয়াও অপছন্দনীয়। অর্থাৎ, যখন আপনি

কোনো জনপদে মহামারি ছড়িয়ে পড়ার কথা শুনবেন, তখন সেখানে অগ্রসর হবেন না; আর যদি আপনি সেখানে থাকা অবস্থায় মহামারি দেখা দেয়, তবে পলায়নের উদ্দেশ্যে সেখান থেকে বের হবেন না।

(ص: 568) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ثم استدل المؤلف رحمه الله بقول الله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة إشارة إلى قوله لا تخرجوا منها والله يقول {أينما تكونوا} وفي أي مكان وفي أي زمان {ولو كنتم في بروج مشيدة} يعني محصنة مطوية مليفة بالشيد يعني بالجص محكمة متقنة فإن الموت سوف يأتيكم {أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة} وفي آية أخرى أعظم من هذا وأبلغ {قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم} تفرون منه وهو لا يلحقك بل يلاقيك ويقابلك فلا فرار من الموت فكيف تخرج من أرض نزل فيها الوباء فرارا من الموت إنك لو فعلت فليس لك فرار من قدر الله عز وجل وقرأ قول الله تعالى {ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم} هؤلاء ألوف كثيرة مؤلفة نزل الوباء بأرض فخرجوا خوفاً من الموت فأراهم الله عز وجل الآية وأنه بكل شيء محيط وأنه مدرك ما أراد لا محالة فقال الله لهم {موتوا} قال ذلك قولا كونياً قدرياً فماتوا لأن الله إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون ماتوا وهم ألوف ثم أحياهم الله والله على كل شيء قدير لكن أراهم الله عز وجل أنه لا فرار من قدر الله عز وجل لا فرار ثم استدل المؤلف على كون الإنسان لا يقدم على أرض فيها الوباء بقول الله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} أي لا تفعلوا الشيء الذي يكون

فيه هلاككم ثم استدل أيضاً بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر
قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خرج من المدينة

এরপর লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) মহান আল্লাহর এই বাণীর মাধ্যমে দলিল পেশ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমনকি তোমরা সুদূর উচ্চ দুর্গের অভ্যন্তরে থাকলেও।" এটি তাঁর এই নির্দেশের প্রতি ইঙ্গিত যে, "তোমরা তা থেকে (মহামারী আক্রান্ত স্থান) বের হয়ো না।" আল্লাহ তাআলা বলছেন, {তোমরা যেখানেই থাকো না কেন}, অর্থাৎ যে কোনো স্থানে এবং যে কোনো সময়ে। {এমনকি তোমরা যদি সুউচ্চ সুদূর দুর্গে অবস্থান করো}, অর্থাৎ যা সুরক্ষিত, নিপুণভাবে নির্মিত এবং চুনকাম করা—অর্থাৎ যা চুন দ্বারা অত্যন্ত মজবুত ও সুসংহতভাবে তৈরি—তবুও মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের কাছে আসবে। {তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমনকি তোমরা সুউচ্চ সুদূর দুর্গের ভেতরে থাকলেও।} অন্য এক আয়াতে এর চেয়েও মহত্তর ও অধিক অলঙ্কারপূর্ণ কথা বলা হয়েছে: {বলুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়ন করছ, তা অবশ্যই তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে।} তুমি তা থেকে পালিয়ে যাচ্ছ অথচ সে তোমাকে পেছন থেকে তাড়া করছে না বরং সে তোমার সামনে এসে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করছে; সুতরাং মৃত্যু থেকে পালানোর কোনো পথ নেই। অতএব, মৃত্যুভয়ে মহামারী আক্রান্ত কোনো এলাকা থেকে তুমি কীভাবে বেরিয়ে যাবে? যদি তুমি তা করোও, তবুও আল্লাহর নির্ধারিত তকদির থেকে পলায়নের কোনো সাধ্য তোমার নেই। মহান আল্লাহর এই বাণীটি লক্ষ্য করুন: {আপনি কি তাদের দেখেননি যারা মৃত্যুভয়ে হাজার হাজার হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছিল? অতঃপর আল্লাহ তাদের বললেন, "তোমাদের মৃত্যু হোক।" এরপর তিনি তাদের পুনরায় জীবিত করলেন।} এরা ছিল সংখ্যায় হাজার হাজার; তাদের এলাকায় মহামারী দেখা দিলে তারা মৃত্যুভয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের নিজের কুদরতের নিদর্শন দেখালেন যে, তিনি সর্ববিষয়ে পরিবেষ্টনকারী এবং তিনি যা ইচ্ছা করেন তা অনিবার্যভাবেই বাস্তবায়ন করেন। আল্লাহ তাদের বললেন: {তোমাদের মৃত্যু হোক}। তিনি এই নির্দেশটি মহাজাগতিক ও তকদিরগতভাবে প্রদান করেছিলেন, ফলে তারা মৃত্যুবরণ করল। কারণ আল্লাহ যখন কোনো কিছু করতে চান, তখন তিনি কেবল বলেন "হও", অমনি তা হয়ে যায়। তারা হাজার হাজার মানুষ হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুবরণ করল, অতঃপর আল্লাহ তাদের জীবিত করলেন; আর আল্লাহ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তবে এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের দেখিয়ে

দিলেন যে, মহান আল্লাহর তকদির থেকে পলায়নের কোনো পথ নেই, কোনোই পথ নেই। এরপর মহামারী আক্রান্ত এলাকায় মানুষের প্রবেশ না করার বিষয়ে লেখক মহান আল্লাহর এই বাণীর মাধ্যমে দলিল দিয়েছেন: {তোমরা নিজেদের হাতে নিজেদের ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না।} অর্থাৎ এমন কোনো কাজ করো না যাতে তোমাদের ধ্বংস নিহিত রয়েছে। এরপর তিনি নবী (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) থেকে বর্ণিত হাদিসসমূহ দ্বারাও দলিল পেশ করেছেন এবং উমর ইবনুল খাত্তাব (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন)-এর সেই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন যখন তিনি মদিনা থেকে বের হয়েছিলেন।

(ص: 569) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

إلى الشام فذكر له الطاعون وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القدوم إلى أرض فيها الطاعون والطاعون وباء فتاك والعياذ بالله قال بعض أهل العلم إنه نوع خاص من الوباء وأنه عبارة عن جروح وتقرحات في البدن تصيب الإنسان وتجري جريان السيل حتى تقضي عليه وقيل إن الطاعون وخز في البطن يصيب الإنسان فيموت وقيل إن الطاعون اسم لكل وباء عام ينتشر بسرعة كالكوليرا وغيرها وهذا أقرب فإن هذا إن لم يكن داخلا في اللفظ فهو داخلا في المعنى كل وباء عام ينتشر بسرعة فإنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على البلد الذي حل فيها هذا الوباء وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها لأنكم تخرجون منها فرارا من قدر الله لو فررتم فإنكم مدركون لا محالة ولهذا قال لا تخرجون منها فرارا منه أما خروج الإنسان منها لا فرارا منه ولكن لأنه أتى إلى هذا البلد لحاجة ثم انقضت حاجته وأراد أن يرجع إلى بلده فلا بأس وفي الكلام على هذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنه أنه كان مع عمر حين خرج إلى الشام وذلك والله أعلم لفتح بيت المقدس فلما كان في

أثناء الطريق أتاه أمراء الأجناد يخبرونه أنه وقع في الشام طاعون والطاعون والعياذ
بالله وباء فتاك سريع الانتشار فتوقف عمر وأمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
أن يدعوا له المهاجرين فدعاهم وشاورهم فاختلفوا فمنهم من قال لا ترجع عما
أتيت إليه ومنهم من قال ارجع ثم قال ارتفعوا عني ثم أمر عبد الله بن عباس أن
يجمع الأنصار فجمعهم

সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা প্রসঙ্গে তাঁকে মহামারী (তাউন) সম্পর্কে অবহিত করা হলো। তাতে
বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যখন তোমরা কোনো ভূমিতে
মহামারীর কথা শুনবে, তখন সেখানে প্রবেশ করো না।" সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম মহামারী কবলিত কোনো স্থানে গমন করতে নিষেধ করেছেন। আর 'তাউন' হলো
একটি প্রাণঘাতী মহামারী—আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কোনো
কোনো আলিম বলেছেন, এটি এক বিশেষ ধরনের মহামারী, যা মূলত শরীরে ক্ষত ও ফোড়া
হিসেবে প্রকাশ পায় এবং তা প্রবাহের ন্যায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়।
আবার বলা হয়েছে যে, 'তাউন' হলো পেটের ভেতরে এক প্রকার তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা, যা মানুষকে
আক্রান্ত করে এবং সে মৃত্যুবরণ করে। কেউ কেউ বলেছেন, 'তাউন' হলো এমন প্রতিটি গণ-
মহামারীর নাম যা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, যেমন কলেরা বা অন্যান্য। এই মতটিই অধিকতর সঠিক;
কেননা এটি যদি শাব্দিকভাবে এর অন্তর্ভুক্ত নাও হয়, তবে অর্থগতভাবে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত।
দ্রুত বিস্তার লাভকারী প্রতিটি গণ-মহামারীর ক্ষেত্রে বিধান হলো, যে জনপদে এই মহামারী
দেখা দিয়েছে সেখানে কোনো ব্যক্তির জন্য প্রবেশ করা বৈধ নয়। আর যদি তোমরা সেখানে
থাকাকালীন তা মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে, তবে সেখান থেকে বের হয়ো না; কারণ
তোমরা সেখান থেকে আল্লাহর তাকদীর থেকে পলায়ন করার উদ্দেশ্যে বের হচ্ছে। তোমরা
পলায়ন করলেও মৃত্যু তোমাদের অবশ্যই পাকড়াও করবে। এই কারণেই তিনি বলেছেন যে,
মহামারী থেকে পলায়নের উদ্দেশ্যে সেখান থেকে বের হবে না। তবে যদি কোনো ব্যক্তি সেখান
থেকে পলায়নের উদ্দেশ্যে নয়, বরং নিজ প্রয়োজনে সেই জনপদে এসেছিল এবং প্রয়োজন
শেষে স্বদেশে ফিরে যেতে চায়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু
আনহু) বর্ণিত এই হাদিসের আলোচনায় এসেছে যে, উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন সিরিয়ার
উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর সাথে ছিলেন। আর আল্লাহই ভালো জানেন, সেই

যাত্রা ছিল সম্ভবত বায়তুল মাকদিস বিজয়ের উদ্দেশ্যে। পশ্চিমমুখী সেনাপতিগণ এসে তাঁকে সংবাদ দিলেন যে, সিরিয়ায় মহামারী (তাউন) দেখা দিয়েছে। আর 'তাউন' হলো—আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই—এক প্রাণঘাতী ও দ্রুত বিস্তারশীল মহামারী। সংবাদ শুনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেমে গেলেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে নির্দেশ দিলেন মুহাজিরদের ডেকে আনার জন্য। তিনি তাঁদের ডাকলেন এবং তাঁদের সাথে পরামর্শ করলেন; কিন্তু তাঁদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। তাঁদের কেউ বললেন, "আপনি যে উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন তা থেকে ফিরে যাবেন না", আবার কেউ বললেন, "আপনি ফিরে চলুন।" অতঃপর তিনি বললেন, "তোমরা এখন আমার নিকট থেকে বিদায় নাও।" তারপর তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে নির্দেশ দিলেন আনসারদের সমবেত করতে এবং তিনি তাঁদের সমবেত করলেন।

(ص: 570) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

واختلفوا كاختلاف المهاجرين ثم قال ارتفعوا عني ثم أمره أن يدعو مشيخة مهاجرة الفتح يعني كبار المهاجرين فدعاهم فلم يختلف عليه اثنان وقالوا ارجع فنأدى في الناس إني مصبح على ظهر يعني راجع فقال أبو عبيدة بن الجراح الذي سمى النبي صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة قال يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله يعني ترجع بالناس تفر من قدر الله قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة وكان يكره مخالفتها يعني لو أن غيرك قد قالها لكان أهون أما أنت فكيف تقول هذا ثم ضرب له مثلا مقنعا قال رأييت لو كان لك إبل فهبطت بها واديا له عدوتان يعني شعبتين إحداها مخصبة والثانية مجدبة فإن رعيتهما في المخصبة رعيتهما بقدر الله وإن رعيتهما في المجدبة رعيتهما بقدر الله ومعلوم أنك سوف تختار المخصبة على المجدبة وبين ما هم كذلك إذ جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان قد تغيب في

حاجة له فقال إن عندي من ذلك علماً يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تلا عليهم الحديث إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه فوافق هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله عمر على موافقته الصواب ففي هذا الحديث فوائد منها أن الخليفة يتولى الغزو بنفسه إذا دعت الحاجة إلى ذلك ومنها حسن سياسة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فإنه على ما عنده من الدين والعلم والعقل وإصابة الصواب لم يفت في هذا الأمر إلا بعد المشاورة والمراجعة

তাদের মধ্যেও মুহাজিরদের ন্যায় মতভেদ সৃষ্টি হলো। অতঃপর তিনি বললেন, "তোমরা আমার নিকট থেকে সরে যাও।" এরপর তিনি তাকে মক্কা বিজয়ের সময়ের মুহাজিরদের প্রবীণদের (অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ মুহাজিরদের) ডাকার নির্দেশ দিলেন। তিনি তাদের ডাকলেন এবং তাদের মধ্যে দু'জন ব্যক্তিও দ্বিমত পোষণ করল না; তারা সকলেই বললেন, "আপনি ফিরে যান।" অতঃপর তিনি লোকদের মাঝে ঘোষণা করলেন, "আমি ভোরে বাহনের পিঠে থাকব" অর্থাৎ ফিরে যাব। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে "এই উম্মতের আমানতদার" উপাধি দিয়েছিলেন, সেই আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.) বললেন, "হে আমিরুল মুমিনিন! আপনি কি আল্লাহর তাকদির থেকে পলায়ন করছেন?" অর্থাৎ আপনি কি মানুষদের নিয়ে ফিরে গিয়ে আল্লাহর ফয়সালা থেকে পালাচ্ছেন? তিনি বললেন, "হে আবু উবাইদাহ! তুমি ছাড়া অন্য কেউ যদি এ কথাটি বলত!" তিনি তার বিরোধিতা অপছন্দ করতেন। অর্থাৎ যদি অন্য কেউ এ কথা বলত, তবে তা সহনীয় হতো; কিন্তু তোমার মতো ব্যক্তি কীভাবে এ কথা বললে? অতঃপর তিনি তার সামনে একটি অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ উদাহরণ পেশ করলেন। তিনি বললেন, "তোমার কি মনে হয় না যে, তোমার যদি কিছু উট থাকে আর তুমি এমন এক উপত্যকায় অবতরণ করলে যার দুটি ঢাল রয়েছে; একটি শস্যশ্যামল আর অন্যটি উষ্ণ। যদি তুমি সেগুলোকে শস্যশ্যামল ভূমিতে চরাও, তবে তা আল্লাহর তাকদির অনুসারেই চরালে। আর যদি উষ্ণ ভূমিতে চরাও, তবে তাও আল্লাহর তাকদির অনুসারেই চরালে। আর এটি সর্বজনবিদিত যে, তুমি উষ্ণ ভূমির পরিবর্তে শস্যশ্যামল ভূমিকেই বেছে নেবে।" তারা যখন এই আলোচনাধীন ছিলেন, তখন আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেখানে উপস্থিত হলেন; তিনি ইতিপূর্বে নিজের কোনো প্রয়োজনে অনুপস্থিত ছিলেন।

তিনি বললেন, "এই বিষয়ে আমার নিকট নিশ্চিত জ্ঞান রয়েছে" অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান। অতঃপর তিনি তাদের নিকট হাদিসটি পাঠ করলেন— "যখন তোমরা কোনো ভূখণ্ডে মহামারী সম্পর্কে শুনবে, তখন সেখানে প্রবেশ করো না। আর যদি তোমরা যে স্থানে অবস্থান করছ সেখানে তা আপতিত হয়, তবে সেখান থেকে পলায়ন করে বেরিয়ে যেও না।" উমর (রা.)-এর সিদ্ধান্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুমের সাথে মিলে গেল, ফলে সঠিক সিদ্ধান্তের সাথে ঐকমত্য হওয়ায় তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন। এই হাদিসের মধ্যে বেশ কিছু শিক্ষা রয়েছে, যার একটি হলো—প্রয়োজন দেখা দিলে খলিফা নিজেই যুদ্ধের ময়দানে নেতৃত্ব দেবেন। আর অন্যটি হলো—আমিরুল মুমিনিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর চমৎকার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রজ্ঞা। কেননা, পর্যাপ্ত দীনদারি, অগাধ জ্ঞান, প্রখর বুদ্ধি এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অসামান্য যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তিনি বিস্তারিত পরামর্শ ও পর্যালোচনার পরেই কেবল এই গুরুতর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

(ص: 571) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ومنها أنه ينبغي أن يبدأ بالأفضل فالأفضل في المشاورة الأفضل في علمه وفي رأيه وفي لطفه يبدأ بالأفضل فالأفضل فإذا أشير عليه انتهى الموضوع ما حاجة لأن يأتي بالآخرين وإلا أتى بالآخرين الذين هم دونهم ومنها أن المشاورة من سمات المؤمنين كما قال الله تبارك وتعالى {وأمرهم شورى بينهم} فينبغي لمن ولاة الله أمرا وتردد في شيء من الأشياء ولم يتبين له الصواب أن يشاور غيره من ذوي العقل والدين والتجربة وكذلك إذا كان الأمر عاما يعم الناس كلهم فإنه ينبغي أن يشاور حتى يصدر عن رأي الجميع ومنها أنه يجوز للواحد من الرعية أن يراجع الإمام لكن بحضرته لأن أبا عبيدة راجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكن بحضرته وبشرط أن يكون المراجع ممن له علم ودين وعقل ليس ممن عنده غيره

عاصفة وعاطفة هوجاء فإن هذا لا يتكلم إنما يتكلم العقلاء هم الذين يتكلمون مع
ولاة الأمور ولكن لا يتكلمون من وراء ولي الأمر بل يتكلمون من بين يديه حتى
يحصل النقاش والإقناع ومنها ضرب الأمثال فإن ضرب الأمثال يقرب المعاني
للإنسان وذلك أن عمر رضي الله عنه ضرب مثلاً لأبي عبيدة إنسان هبط وادياً ومعه
إبل وله شعبتان إحداهما مخصبة فيها الأشجار وفيها الحشيش وفيها كل شيء ينفع
الإبل والثانية مجدبة بيضاء فمن المعلوم أن الإنسان لن يختار المجدبة سوف
يختار المخصبة فأختياره للمخصبة بقدر الله عز وجل وعدوله عن المجدبة بقدر
الله عز وجل ومنها الرد على القدرية المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان مستقل

এর একটি শিক্ষা হলো যে, পরামর্শের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি থেকে শুরু করা উচিত; অর্থাৎ যিনি জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং শিষ্টাচারের দিক থেকে অধিক শ্রেষ্ঠ, তাঁকে অগ্রাধিকার দেওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রথম স্তরের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের পরামর্শেই যদি বিষয়টি মীমাংসিত হয়ে যায়, তবে পরবর্তী স্তরের ব্যক্তিদের ডাকার প্রয়োজন নেই; অন্যথায় তাদের চেয়ে নিম্নতর স্তরের ব্যক্তিদের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে। আরেকটি দিক হলো, পারস্পরিক পরামর্শ মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যেমনটি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেছেন: "এবং তাদের কার্যাবলি তাদের মধ্যে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়।" সুতরাং, আল্লাহ যাকে কোনো বিষয়ের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তিনি যদি কোনো বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হন এবং সঠিক পথ তাঁর কাছে স্পষ্ট না হয়, তবে বুদ্ধিমান, ধর্মপ্রাণ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করা তাঁর কর্তব্য। অনুরূপভাবে, যদি বিষয়টি সর্বসাধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তবে সকলের মতামতের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত পরামর্শ চালিয়ে যাওয়া উচিত। এর থেকে আরও জানা যায় যে, সাধারণ প্রজাদের কেউ চাইলে ইমাম বা নেতার সিদ্ধান্তের পর্যালোচনা করতে পারেন, তবে তা হতে হবে সরাসরি তাঁর উপস্থিতিতে। কারণ আবু উবায়দাহ (রা.) উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর উপস্থিতিতেই তাঁর মতের পর্যালোচনা করেছিলেন। তবে শর্ত হলো, পর্যালোচনাকারীকে অবশ্যই জ্ঞান, দ্বীনদারী এবং প্রজ্ঞার অধিকারী হতে হবে; এমন কেউ হওয়া যাবে না যার মধ্যে কেবল উগ্র আত্মমর্যাদাবোধ বা অনিয়ন্ত্রিত আবেগ বিদ্যমান। কারণ এমন ব্যক্তির গঠনমূলক কথা বলতে সক্ষম নয়। বরং প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরাই শাসকদের সাথে কথা বলবেন; তবে তাঁরা শাসকের অগোচরে কিছু বলবেন না, বরং সরাসরি সম্মুখে কথা বলবেন

যেন আলোচনা ও যুক্তির মাধ্যমে কোনো বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়। অন্যতম আরেকটি বিষয় হলো দৃষ্টান্ত বা উপমা পেশ করা; কারণ দৃষ্টান্ত মানুষের কাছে কোনো সূক্ষ্ম অর্থকে সহজবোধ্য করে তোলে। এজন্যই উমর (রা.) আবু উবায়দাহ (রা.)-এর সামনে একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন: এক ব্যক্তি তার উটসহ একটি উপত্যকায় অবতরণ করল যার দুটি দিক ছিল—একদিকে ছিল উর্বর ভূমি যেখানে বৃক্ষলতা ও তৃণলতাসহ উটের জন্য উপকারী সব কিছু বিদ্যমান; আর অন্য দিকটি ছিল শুষ্ক ও অনুর্বর। এটা নিশ্চিত যে, কোনো মানুষই অনুর্বর ভূমি পছন্দ করবে না, বরং সে উর্বর ভূমিটিই বেছে নেবে। তার এই উর্বর ভূমি নির্বাচন করা যেমন আল্লাহর তকদির বা পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্তের অংশ, তেমনি অনুর্বর ভূমি বর্জন করাও আল্লাহর তকদিরের অন্তর্ভুক্ত। এর মাধ্যমে সেই সকল কাদারিয়া ও মুতাজিলাদের মতবাদ খণ্ডন করা হয়েছে, যারা মনে করে মানুষ তার কর্মকাণ্ডে আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র।

(ص: 572) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بعمله لا علاقة لله به والعياذ بالله ولهذا سبوا مجوس هذه الأمة لأنهم يشبهون
المجوس ولكن الإنسان يفعل الفعل بقدر الله عز وجل ومنها أنه قد يخفى العلم
الشرعي على كبراء الناس ويعلمه من دونهم فإنه لا شك أن عمر بن الخطاب رضي
الله عنه أعلم بكثير من عبد الرحمن بن عوف وكذلك كثير ممن معه عندهم من
العلم ما ليس عند عبد الرحمن بن عوف لكن قد يكون عند الصغير من العلم ما
ليس عند الكبير كما حصل هذا ومنها حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في أن
الإنسان لا يقدم على ما فيه الهلكة والضرر لأن الله تعالى قال {ولا تقتلوا
أنفسكم} وقال {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} فلا يجوز للإنسان أن يخاطر في
أمر يخشى منه الهلاك وإن كان كل شيء بقدر لكن الأسباب لها أثرها ومنها أنه إذا

وقع الوباء في الأرض فإنه لا يجوز للإنسان أن يخرج منها فرارا منه وأما إذا خرج
لحاجة فلا بأس ومنها أنه لا بأس أن يستعمل الإنسان من الأدوية والحبوب والإبر
ما يمنع الوباء لأن ذلك من الوقاية قبل نزول البلاء ولا بأس بها كما أن الإنسان
إذا نزل به وباء وعالجه فلا حرج عليه فكذا إذا أخذ وقاية منه فلا حرج عليه ولا
يعد ذلك من نقص التوكل بل هذا من التوكل لأن فعل الأسباب الواقية من الهلاك
والعذاب أمر مطلوب والذي يتوكل أو يدعي أنه متوكل ولا يأخذ بالأسباب ليس
بتوكل في الحقيقة بل إنه طاعن في حكمة الله عز وجل لأن حكمة الله تأتي أن يكون
الشيء إلا بالسبب الذي قدره الله تعالى له والله الموفق

তারা মনে করে মানুষের কাজের সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক নেই—আল্লাহ আমাদের রক্ষা
করেন। এ কারণেই তাদের এই উম্মতের ‘মাজুসি’ (অগ্নিউপাসক) বলা হয়; কারণ তারা
মাজুসিদের সদৃশ। অথচ মানুষ মহান আল্লাহর তকদির বা নির্ধারণ অনুসারেই কাজ করে
থাকে। এ থেকে আরও জানা যায় যে, শরিয়তের জ্ঞান কখনও কখনও বড় মাপের ব্যক্তিদের
কাছে অজানা থাকতে পারে, অথচ তাদের চেয়ে নিম্নস্তরের ব্যক্তিবর্গ তা জানতে পারেন। এতে
কোনো সন্দেহ নেই যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-এর
তুলনায় অনেক বেশি জ্ঞানী ছিলেন। তেমনি তাঁর সাথে থাকা অনেকের কাছেই এমন জ্ঞান ছিল
যা আব্দুর রহমান ইবনে আউফের কাছে ছিল না। কিন্তু কখনও কখনও বয়সে বা মর্যাদায়
ছোটদের কাছে এমন কিছু জ্ঞান থাকতে পারে যা বড়দের জানা থাকে না, যেমনটি এখানে
ঘটেছে।

এ থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হিকমত বা প্রজ্ঞার বিষয়টিও প্রতীয়মান হয়
যে, মানুষ যেন এমন কোনো কাজে অগ্রসর না হয় যাতে ধ্বংস ও ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।
কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, “তোমরা নিজেদের হত্যা করো না” এবং তিনি আরও
বলেছেন, “তোমরা নিজেদের হাতে নিজেদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না।” সুতরাং কোনো
মানুষের জন্য এমন কোনো বিষয়ে ঝুঁকি নেওয়া বৈধ নয় যেটিতে ধ্বংসের আশঙ্কা থাকে, যদিও
সবকিছুই তকদির অনুযায়ী ঘটে, কিন্তু উপকরণের নিজস্ব প্রভাব রয়েছে।

এ থেকে আরও জানা যায় যে, কোনো ভূখণ্ডে যদি মহামারি দেখা দেয়, তবে সেখান থেকে
পলায়নের উদ্দেশ্যে বের হওয়া বৈধ নয়। তবে যদি অন্য কোনো প্রয়োজনে বের হয়, তবে

তাতে কোনো দোষ নেই। এ থেকে আরও প্রতীয়মান হয় যে, মহামারি প্রতিরোধের জন্য ওষুধ, বড়ি কিংবা ইনজেকশন ব্যবহার করাতে কোনো বাধা নেই; কারণ এটি বিপদ নাযিল হওয়ার পূর্বেই সতর্কতা ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত, আর এতে কোনো দোষ নেই। যেমন কোনো মানুষ মহামারিতে আক্রান্ত হওয়ার পর তার চিকিৎসা করলে কোনো গুনাহ নেই, তেমনি তা থেকে বাঁচতে আগাম প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিলেও কোনো দোষ নেই। একে তাওয়াস্কুল বা আল্লাহর ওপর ভরসার অভাব মনে করা যাবে না, বরং এটিই হলো তাওয়াস্কুলের অংশ। কারণ ধ্বংস ও আযাব থেকে রক্ষাকারী উপায়-উপকরণগুলো গ্রহণ করা একটি কাম্য বিষয়। যে ব্যক্তি উপকরণের মাধ্যম গ্রহণ না করেই আল্লাহর ওপর ভরসা করার দাবি করে, সে প্রকৃতপক্ষে তাওয়াস্কুলকারী নয়; বরং সে মহান আল্লাহর হিকমত বা প্রজ্ঞাকেই প্রশ্নবিদ্ধকারী। কেননা আল্লাহর হিকমত এটাই দাবি করে যে, প্রতিটি বিষয় যেন সেই কারণ বা মাধ্যমের দ্বারাই সংঘটিত হয় যা আল্লাহ তাআলা তার জন্য নির্ধারণ করেছেন। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 573) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب التغليظ في تحريم السحر

قال الله تعالى {وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر} 1793 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه (رياض الصالحين) باب تغليظ تحريم السحر، السحر هو عبارة عن عقد وقراءات ونفثات يتوصل بها الساحر إلى الإضرار بالمسحور فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض ومنه ما يذهب العقل ومنه ما يوجب العقد يعني تعلق الإنسان بغيره تعلقاً شديداً ومنه ما يوجب الصرف يعني انصرافه عن غيره انصرافاً كاملاً فهو أنواع والعياذ بالله لكن كله محرم وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن سحر وسحر له ومنه ما يوصل إلى الكفر فإذا كان الساحر يتوصل إلى سحره بالأرواح الشيطانية يتقرب إليها ويتعبد لها حتى تطيعه فهذا كفر لا شك فيه وأما إذا لم يكن كذلك فإنه أذية ومحرم ومن كبائر الذنوب ويجب على ولي الأمر أن يقتل الساحر قتلاً بدون توبة بمعنى أن يقتله قتلاً وإن تاب لأنه إن تاب فأمره إلى الله عز وجل وإن لم فأمره إلى الله لكننا نقتله درءاً لمضرته ومفسدته وأما إذا لم يتب فهو من أهل النار إذا كان سحره مكفراً لأن السحر والعياذ بالله من أعظم الفساد في الأرض ومن أعظم الشرور لأنه يأتي الإنسان من غير أن يحترز منه ولكن هناك شيء يحبيك منه بإذن الله عز وجل

যাদু হারাম হওয়ার কঠোরতা বিষয়ক পরিচ্ছেদ

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, "সুলাইমান কুফরি করেননি, বরং শয়তানরাই কুফরি করেছিল; তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত।"

১৭৯৩ - আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

"তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বেঁচে থাক।" সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কী কী?" তিনি বললেন, "আল্লাহর সাথে শরীক করা, যাদু করা, আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা করা হারাম করেছেন সঙ্গত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা, রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং সতী-সাম্বী ও সরলমনা মুমিন নারীদের প্রতি অপবাদ দেওয়া।" (বুখারী ও মুসলিম)

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ তাআলা) তাঁর ‘রিয়াদুস সালিহীন’ গ্রন্থে ‘যাদু হারাম হওয়ার কঠোরতা’ শীর্ষক পরিচ্ছেদে বলেন: যাদু হলো মূলত কিছু গিরা, মন্ত্র পাঠ এবং ফুঁক দেওয়া, যার মাধ্যমে জাদুকর আক্রান্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে। এর মধ্যে এমন কিছু আছে যা মৃত্যু ঘটায়, কিছু অসুস্থ করে ফেলে, কিছু বিবেক-বুদ্ধি লোপ করে দেয়, আবার কিছু আছে যা কারো প্রতি প্রচণ্ড অনুরাগের সৃষ্টি করে এবং কিছু আছে যা কারো থেকে পুরোপুরি বিরাগের সৃষ্টি করে। এর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে এবং আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই—এসবই হারাম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ ব্যক্তির দায়িত্ব অস্বীকার করেছেন যে যাদু করে অথবা যার জন্য যাদু করা হয়। এর মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা কুফুর পর্যন্ত পৌঁছায়। যদি জাদুকর শয়তানি আত্মার নৈকট্য লাভের মাধ্যমে এবং তাদের ইবাদত করার মাধ্যমে যাদু করে যাতে তারা তার অনুগত হয়, তবে এটি নিঃসন্দেহে কুফরি। আর যদি বিষয়টি এমন না হয়, তবে এটি অত্যন্ত কষ্টদায়ক কাজ, হারাম এবং কবিরাত গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। শাসকের জন্য আবশ্যিক হলো জাদুকরকে তাওবা ছাড়াই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া। এর অর্থ হলো, সে (বাহ্যিকভাবে) তাওবা করলেও তাকে হত্যা করা হবে। কারণ সে যদি সত্যিই তাওবা করে থাকে তবে তার বিষয়টি আল্লাহর ওপর ন্যস্ত, আর যদি না করে তবেও তার বিচার আল্লাহর কাছে। কিন্তু আমরা তাকে হত্যা করব তার অনিষ্ট ও ফিতনা থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য। তবে সে যদি তাওবা না করে এবং তার যাদু কুফরি পর্যায়ের হয়ে থাকে, তবে সে জাহান্নামী হবে। কেননা যাদু—আল্লাহর নিকট পানাহ চাই—যমীনে অন্যতম বড় ফাসাদ এবং ভয়াবহ অনিষ্ট। কারণ এটি মানুষের ওপর এমনভাবে আসে যে সে তা থেকে আগে থেকে সতর্ক থাকতে পারে না। তবে মহান আল্লাহর ইচ্ছায় এমন কিছু আমল রয়েছে যা আপনাকে এটি থেকে সুরক্ষা দেবে।

(ص: 574) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

وهي قراءة الأوراد الشرعية مثل آية الكرسي قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وما أشبه ذلك مما جاء في الآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا أكبر واق يقي الإنسان من السحر ثم ذكر المؤلف رحمه الله

قول الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا أول الآية قوله {واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان} أي ما تتبعه على ملك سليمان وهو أن الشياطين علمت الناس السحر {وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر} سليمان عليه الصلاة والسلام ما كفر ولم يخلف سحرا وإنما خلف علم النبوة فإنه كان أحد الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام {ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر} وفي هذا دليل على أن السحر تعلمه من الشياطين كفر ولهذا قلنا قبل قليل إذا استعان الإنسان على سحره بالشياطين كان كافرا {وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت} وهذان ملكان بعثهما الله عز وجل إلى أرض بابل لكثرة السحرة فيها يعلمون الناس السحر ولكنها ينصحان الناس {وما يعلمان من أحد حتى يقولوا إنما نحن فتنه فلا تكفر} أرسلهما الله عز وجل يعلمان الناس السحر وهنا قد يسأل الإنسان كيف يرسل الله تعالى ملكين والملائكة كرام مكرمون عند الله عز وجل كيف يرسلهم يعلمون الناس السحر

এটি হলো শরীয়তসম্মত ওজিফাসমূহ পাঠ করা, যেমন: আয়াতুল কুরসী, ‘কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ’ (সূরা ইখলাস), ‘কুল আউজু বিরাক্বিল ফালাক’ (সূরা ফালাক), ‘কুল আউজু বিরাক্বিন নাস’ (সূরা নাস) এবং এ জাতীয় যা কিছু আয়াত ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে। কারণ এটি মানুষের জন্য জাদু থেকে বাঁচার সর্বশ্রেষ্ঠ সুরক্ষা। অতঃপর লেখক (রহিমাল্লাহ) মহান আল্লাহর এই বাণী উল্লেখ করেছেন: “সুলায়মান কুফরি করেননি, বরং শয়তানরাই কুফরি করেছিল...”। আয়াতের প্রথমাংশ হলো: {তারা ওই জিনিসের অনুসরণ করল যা শয়তানরা সুলায়মানের রাজত্বকালে পাঠ করত} অর্থাৎ সুলায়মানের রাজত্বকালে তারা যে বিষয়ের অনুসরণ করত। আর তা হলো শয়তানরা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত। {সুলায়মান কুফরি করেননি, বরং শয়তানরাই কুফরি করেছিল; তারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত} সুলায়মান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কুফরি করেননি এবং তিনি কোনো জাদু রেখে যাননি, বরং তিনি নবুওয়াতের জ্ঞান রেখে গিয়েছিলেন। কেননা তিনি ছিলেন সম্মানিত নবীদের (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম) অন্যতম একজন। {কিন্তু শয়তানরা কুফরি করেছিল, তারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত} এর মধ্যে এই মর্মে দলিল রয়েছে যে,

শয়তানদের থেকে জাদু শেখা কুফরি। এজন্যই আমরা কিছুক্ষণ আগে বলেছি যে, মানুষ যদি তার জাদুর কাজে শয়তানদের সাহায্য গ্রহণ করে তবে সে কাফিরে পরিণত হয়। {এবং যা বাবেলের (বাবিলন) দুই ফেরেশতা হারুত ও মারুতের ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছিল} এই দুজন ফেরেশতা, যাদেরকে মহান আল্লাহ বাবেল ভূমিতে পাঠিয়েছিলেন সেখানে জাদুকরদের সংখ্যাধিক্যের কারণে। তারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিতেন, তবে তারা মানুষকে এই বলে নসিহত করতেন: {তারা কাউকে তা শিক্ষা দিতেন না যতক্ষণ না এই কথা বলতেন যে, আমরা কেবল এক পরীক্ষা, কাজেই তুমি কুফরি করো না} মহান আল্লাহ তাদেরকে পাঠিয়েছিলেন যাতে তারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দেয়। এখানে কোনো মানুষ প্রশ্ন করতে পারে যে, কীভাবে মহান আল্লাহ দুজন ফেরেশতা পাঠালেন—অথচ ফেরেশতার আশ্রয় নিকট অত্যন্ত সম্মানিত ও মর্যাদাশীল—কীভাবে তিনি তাদেরকে মানুষকে জাদু শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠাতে পারেন?

(ص: 575) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

فيقال هذا فتنة من الله عز وجل ولهذا إذا علمنا الناس قالا {إنما نحن فتنة فلا تكفر} ينصحون الناس لكن الله عز وجل ابتلى الناس بهذا فجعلوا يتعلمون من المالكين يتعلمون منها ما يسى بالعقد والصرف وهو من أشد أنواع السحر {فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه} يأتي الساحر إلى رجل قد حسنت الحال بينه وبين أهله وقد طابت لهما الحياة فيفرق بين الرجل وزوجته والعياذ بالله تأخذ تصيح إذا قرب إليها وتبكي وتنفر منه وإذا أبعد عنها بكت على فراقه والعياذ بالله فيضرها من الناحيتين من ناحية الاجتماع ومن ناحية الافتراق وكذلك الزوج تجده في شوق عظيم لأهله فإذا أتى إلى أهله ضاق بهم ذرعاً وضاق صدره وتمنى أن يموت والعياذ بالله هذا من السحر العظيم قال الله تعالى {وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله} سبحانه الله العظيم من بيده ملكوت السماوات والأرض الله

عز وجل هؤلاء السحرة والشياطين مهماً اجتمعوا على أمر يريدون أن يضروك به والله تعالى لا يضرك فإنهم لن يضروك {وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله} تأمل هذا التركيب فإن الجملة هنا اسمية {وما هم بضارين به من أحد} والاسمية تفيد الثبوت والاستغراق ثم إن النفي يؤكد بالباء {وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله} يعني لا يمكن أبداً أن يضروا أحداً بسحرهم إلا بإذن الله إذا أذن الله بذلك قدراً فالله على كل شيء قدير وإذا شاء عز وجل منع منع كل شر لأنه هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وهو خالق الأسباب ومانع الأسباب وهو على كل شيء قدير {وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون} أي هؤلاء الناس الذي أرسل إليهم الملكان {ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم} يعني ما فيه الضرر المحض الذي لا نفع فيه إطلاقاً ولهذا قال {ما يضرهم ولا ينفعهم} هو ضرر محض في الدين والدنيا والعاقبة الوخيمة وكذلك الظلم الذي يحصل على المسحور

অতঃপর বলা হয় যে, এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা। এই কারণেই যখন তাঁরা মানুষকে শিক্ষা দিতেন, তখন তাঁরা বলতেন, “আমরা তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ, কাজেই তোমরা কুফরী করো না।” তাঁরা মানুষকে নসিহত করতেন, কিন্তু মহান আল্লাহ মানুষকে এর মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলেছেন। ফলে তারা সেই দুই ফেরেশতার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করল; তারা তাদের কাছ থেকে এমন কিছু শিখত যা ‘আল-আকদ’ (গিট দেওয়া) এবং ‘আস-সারফ’ (বিচ্ছেদ ঘটানো) নামে পরিচিত, আর এটি যাদুর অন্যতম কঠিন প্রকার। “অতঃপর তারা তাদের নিকট থেকে এমন যাদু শিখত, যার মাধ্যমে তারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত।” যাদুকর এমন এক ব্যক্তির কাছে আসে যার সাথে তার পরিবারের সম্পর্ক অত্যন্ত সুন্দর এবং তাদের জীবন ছিল সুখময়; অতঃপর সে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। অবস্থা এমন হয় যে, স্বামী যখন তার নিকটবর্তী হয়, তখন সে চিৎকার শুরু করে, কাঁদতে থাকে এবং তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। আবার স্বামী যখন দূরে চলে যায়, তখন সে তার বিচ্ছেদে ক্রন্দন করে—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। এভাবে সে তাকে উভয় দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে—মিলনের দিক থেকেও এবং বিচ্ছেদের দিক থেকেও। একইভাবে স্বামীর ক্ষেত্রে দেখা যায়, সে তার স্ত্রীর জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল

থাকে, কিন্তু যখনই সে স্ত্রীর কাছে আসে, তখনই তার প্রতি চরম বিরক্ত হয়ে ওঠে, তার অন্তর সংকুচিত হয়ে যায় এবং সে মৃত্যুর কামনা করতে থাকে—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। এটি এক ভয়াবহ যাদু। মহান আল্লাহ বলেন: “অথচ তারা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া এর মাধ্যমে কারো কোনো ক্ষতি করতে পারে না।” মহান আল্লাহ অতি পবিত্র, যাঁর হাতে আসমান ও যমীনের একচ্ছত্র রাজত্ব। এই যাদুকর ও শয়তানরা যে কোনো বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমার ক্ষতি করার ইচ্ছা পোষণ করুক না কেন, মহান আল্লাহ যদি না চান তবে তারা কখনোই তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। “অথচ তারা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া এর মাধ্যমে কারো কোনো ক্ষতি করতে পারে না।” এই বাক্যরীতিটি লক্ষ্য করুন, কারণ এখানে বাক্যটি একটি বিশেষ্যমূলক বাক্য (জুমলা ইসমিয়া): “তারা এর মাধ্যমে কারো কোনো ক্ষতি করতে সক্ষম নয়।” আর বিশেষ্যমূলক বাক্য স্থায়িত্ব ও ব্যাপকতা প্রকাশ করে। অধিকন্তু, এখানে ‘বা’ অক্ষরের মাধ্যমে নেতিবাচক অর্থকে আরও জোরালো করা হয়েছে। “তারা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া এর মাধ্যমে কারো কোনো ক্ষতি করতে পারে না।” অর্থাৎ, আল্লাহর তকদীরা অনুমতি ছাড়া তারা তাদের যাদুর মাধ্যমে কখনোই কারো ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না, কারণ আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। আর মহান আল্লাহ যদি চান, তবে তিনি সকল অনিষ্ট প্রতিরোধ করতে পারেন; কেননা আসমান ও যমীনের একচ্ছত্র রাজত্ব কেবল তাঁরই হাতে। তিনিই কার্যকারণের স্রষ্টা এবং তিনিই তা প্রতিহতকারী। তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। “এবং তারা শিখত”—অর্থাৎ সেই সব মানুষ যাদের কাছে দুই ফেরেশতাকে পাঠানো হয়েছিল—“তারা এমন বিষয় শিখত যা তাদের ক্ষতি করত এবং তাদের কোনো উপকারে আসত না।” অর্থাৎ এমন বিষয় যাতে কেবল নিরক্ষুশ ক্ষতিই রয়েছে, যাতে সামান্যতম কোনো উপকার নেই। এই কারণেই বলা হয়েছে: “যা তাদের ক্ষতি করত এবং তাদের কোনো উপকারে আসত না।” এটি দ্বীন, দুনিয়া এবং পরকালের পরিণতির ক্ষেত্রে এক চূড়ান্ত ক্ষতি। তদ্রূপ যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির ওপর যে জুলুম করা হয়, তাও এর অন্তর্ভুক্ত।

فإنه سوف يقضي له بحقه يوم القيامة لن يهمله الله عز وجل {ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق} أكد الله هذه الجملة بالقسم واللام وقد أي لقد علم هؤلاء الذين يتعلمون السحر أن الذي يتعلمه ما له في الآخرة من خلاق علموا من أين من قول الملكين {إنما نحن فتنة فلا تكفر} قد علموا وبأن لهم الأمر ولكنهم والعياذ بالله اختاروا ذلك ولهذا قال {لمن اشتراه} والشراء إنما يكون عن رغبة وطمع في المبيع ولهذا سى الله تعالى تعلمه اشتراء {ما له في الآخرة من خلاق} أي ما له نصيب في الآخرة وليس أحد من الناس ليس له نصيب في الآخرة على وجه الإطلاق إلا الكافر المؤمن له نصيب في الآخرة إما أن يدخل الجنة بلا حساب وإما أن يعذب على قدر ذنبه ثم يكون مآله الجنة لكن الكافر ليس له في الآخرة من خلاق أي من نصيب {ولبئس ما شروا به أنفسهم} شروا هنا بمعنى باعوا يعني أن الله ذم هذا الذي اختاروه وباعوا أنفسهم من أجله {لو كانوا يعلمون} يعني لو كانوا ذوي العلم لعلموا أن هذا شر محض والخلاصة أن السحر من كبائر الذنوب وقد يؤدي إلى الكفر وأن عقوبة الساحر أن يقتل سواء كفر بسحرة أم لم يكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف وفي لفظ ضربة بالسيف نسأل الله تعالى أن يقي المسلمين شرهم وأن يرد كيدهم في نحورهم وأن يعيننا وإياكم على تعلم الأوراد

নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তাঁর পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দেবেন; আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাকে কখনো উপেক্ষা করবেন না। "আর তারা নিশ্চিতভাবেই জানত যে, যে ব্যক্তি তা ক্রয় করেছে, পরকালে তার কোনো অংশ নেই।" মহান আল্লাহ এই বাক্যটিকে শপথ, 'লাম' এবং 'কাদ' অব্যয় যোগে সুনিশ্চিত করেছেন। অর্থাৎ যারা যাদু শিক্ষা করে তারা নিশ্চিতভাবেই জানত যে, যে ব্যক্তি এটি শিখবে পরকালে তার কোনো প্রাপ্য বা অংশ থাকবে না। তারা এই কথা কীভাবে জানল? ফেরেশতাদের সেই উক্তি থেকে— "আমরা তো কেবল এক পরীক্ষা, কাজেই তোমরা কুফরি করো না।" তারা বিষয়টি জানত এবং তাদের কাছে বিষয়টি সুস্পষ্ট ছিল, কিন্তু তারা—আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই—তাকেই বেছে নিয়েছে। এ

কারণেই আল্লাহ বলেছেন, "যে ব্যক্তি তা ক্রয় করেছে।" ক্রয় করার বিষয়টি মূলত পণ্যের প্রতি আসক্তি ও লালসা থেকেই উদ্ভূত হয়, তাই আল্লাহ তাআলা যাদু শিক্ষাকে 'ক্রয়' হিসেবে অভিহিত করেছেন। "পরকালে তার কোনো অংশ নেই" অর্থাৎ পরকালীন জীবনে তার কোনো প্রাপ্য বা হিস্যা নেই। কাফির ব্যতীত এমন কোনো মানুষ নেই যার পরকালে একেবারেই কোনো অংশ নেই। মুমিনের জন্য পরকালে অংশ রয়েছে—হয় সে হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে, নয়তো তার গুনাহ অনুপাতে শাস্তি ভোগ করার পর চূড়ান্ত গন্তব্য হিসেবে জান্নাত লাভ করবে। কিন্তু কাফিরের জন্য পরকালে কোনো 'খালাক' বা অংশ নেই। "আর তারা যার বিনিময়ে নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছে, তা কতই না মন্দ!" এখানে 'শারাও' শব্দের অর্থ হলো—বিক্রি করে দেওয়া। অর্থাৎ, তারা যা নির্বাচন করেছে এবং যার বিনিময়ে নিজেদের সত্তাকে বিলীন করে দিয়েছে, আল্লাহ তাআলা তার নিন্দা করেছেন। "যদি তারা জানত!" অর্থাৎ তারা যদি প্রকৃত জ্ঞানী হতো তবে অবশ্যই জানতে পারত যে এটি নিছক অকল্যাণ বৈ কিছু নয়। সারকথা হলো—যাদু কবির গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং এটি কুফরি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। আর জাদুকরের শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড, চাই সে তার যাদুর মাধ্যমে কুফরি করুক বা না করুক। কারণ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ হচ্ছে— "জাদুকরের শাস্তি হলো তলোয়ারের আঘাত।" অন্য বর্ণনায় এসেছে— "তলোয়ারের এক আঘাত।" আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি মুসলিমদের তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন, তাদের ষড়যন্ত্র তাদের দিকেই ফিরিয়ে দেন এবং আমাদের ও আপনাদেরকে নিয়মিত মাসনুন যিকির ও দুয়াসমূহ শিখতে ও পালনে সহায়তা করেন।

(ص: 577) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الشرعية التي يحتمي بها البرء من أعدائه من الشياطين والأنس والله الموفق
 1793 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا
 السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس

التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف
المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه

[الشَّرْحُ]

تقدم الكلام على أول هذا الحديث وعلى قوله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق
وذكرنا أن النفوس المحرمة أربعة أنواع المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن وأنه لا
يجوز قتل واحد منهم إلا بالحق وتكلمنا أيضاً عن العهد بين المسلمين وبين الكفار
وبينا أنه جائز إذا دعت الحاجة إليه أو المصلحة وأن العلماء اختلفوا رحمهم الله هل
يجوز العهد أكثر من عشر سنوات أو لا وهل يجوز العهد المطلق أو لا وذكرنا أنه أي
العهد ثلاثة أقسام:

শরীয়তসম্মত পন্থাসমূহ যা দ্বারা ব্যক্তি শয়তান এবং মানুষের অন্তর্ভুক্ত তার শত্রুদের থেকে
আত্মরক্ষা করে। আর আল্লাহ-ই তাওফীকদাতা।

১৭৯৩ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
বলেছেন: "তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বেঁচে থাকো।" তারা জিজ্ঞেস করলেন: "হে
আল্লাহর রাসূল, সেগুলো কী কী?" তিনি বললেন: "আল্লাহর সাথে শিরক করা, জাদু, ন্যায়সঙ্গত
কারণ ছাড়া আল্লাহ যে জীবনকে হারাম করেছেন তা হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের সম্পদ
ভক্ষণ করা, রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা এবং সচ্চরিত্রা সরলমনা মুমিন নারীদের প্রতি অপবাদ
দেওয়া।" (বুখারী ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদীসের প্রথমার্শ এবং তাঁর বাণী: "ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া আল্লাহ যে জীবনকে হারাম
করেছেন তা হত্যা করা" সংক্রান্ত আলোচনা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আমরা উল্লেখ করেছি
যে, সংরক্ষিত প্রাণ চার প্রকার: মুসলিম, যিম্মী, মুয়াহাদ এবং মুস্তা'মিন; এবং এদের কাউকেই
সঙ্গত কারণ ছাড়া হত্যা করা বৈধ নয়। আমরা মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যকার চুক্তি নিয়েও
আলোচনা করেছি এবং বর্ণনা করেছি যে, প্রয়োজন বা জনস্বার্থের প্রেক্ষিতে তা বৈধ। আলেমগণ

(রাহিমাহুমুল্লাহ) এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন যে, দশ বছরের অধিক সময়ের জন্য চুক্তি করা বৈধ কি না এবং নিঃশর্ত বা অনির্দিষ্টকালীন চুক্তি বৈধ কি না। আমরা উল্লেখ করেছি যে, চুক্তি হলো তিন প্রকার:

(ص: 578) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

عهد مؤبد وهذا لا يجوز وعهد مطلق وهذا جائز على القول الراجح وعهد مؤقت وهذا جائز ثم اختلف القائلون به هل يجوز أن يزيد على عشر سنوات أو لا والصحيح أنه جائز لأنه للحاجة ثم قال وأكل الربا أكل الربا أيضاً من الهبقات قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد ورد من الوعيد على أكل الربا ما لم يرد مثله على أي ذنب سوى الشرك فهو عظيم والعياذ بالله حتى إن الله قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فبين الله عز وجل أنه إذا لم يترك الإنسان الربا فإنه معلن للحرب على الله ورسوله {فأذنوا بحرب من الله ورسوله} وأنه إذا تاب فإنه يحرم عليه أن يأخذ أكثر من ماله {فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} وقد استحسن بعض الناس بعقولهم استحساناً مخالفاً لشرع الله عز وجل فقالوا إن الإنسان إذا أودع بل إذا جعل أمواله عند أهل الربا فإنه يجوز أن يأخذ الربا ثم يتصدق به تخلصاً منه وهذا القول مخالف للقرآن الكريم لأن الله عز وجل يقول {وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} يقولون في وجه استحسانهم إننا لو تركناه للبنوك لكانوا يستعينون به على بناء الكنائس وإعانة الكفار على قتال المسلمين وما أشبه ذلك من الأقوال التي يصادمون بها النص ونقول لهم أولاً إن هذا الربح ليس داخلاً

في ملكه حتى نقول إنه تبرع للبنك به فهو من الأصل لم يدخل في ملكه ماله الذي أودعه عند البنك ربها يشتري به الحاجات أو يدخل في مشروعات ويخسر فهذه الزيادة ليست نماء ملكه بل هي زيادة محضة يسلمها البنك لمن أعطى هذا المال وثانياً من يقول إنهم يستعينون بها يجعلونها في الكنائس والأسلحة ضد المسلمين من قال هذا وثالثاً أننا لو قلنا بذلك فهل إذا أخذنا منهم سوف يمسكون عن قتال المسلمين وعن إضلالهم عن دينهم رابعاً إذا قلنا بذلك ثم قلنا خذها وتصدق بها فمعنى ذلك أننا قلنا له تلطخ بالنجاسة ثم حاول أن تغسل يدك منها إذا ما الفائدة أن تأخذها ثم تتصدق بها لا فائدة اتركها من الأصل تسلم منها ثم إننا إذا قلنا بذلك فأخذها الإنسان فهل يضمن لنفسه أن يقوي نفسه على التصديق بها ولا سيما إذا كانت كثيرة قد يأخذها بهذه النية ثم تغلبه نفسه فلا يتصدق بها ويأكلها سواء حصل ذلك في أول مرة أو في ثاني مرة أو في ثالث مرة وأيضاً إذا قلنا خذها وتصدق بها فأخذها أمام الناس فمن الذي يعلم الناس أنه تصديق بها الناس لا يدرون وربما اتخذوا من فعله هذا قدوة وفعلوا مثل فعله وأكلوا الربا وأيضاً فإننا إذا قلنا بذلك استمرينا الدخول في الربا وسهل علينا وصرنا نأخذها لكن إذا قلنا بالمنع سلمنا من الربا من وجه واضطررنا إلى أن نجد سبيلاً إلى معاملات شرعية لا تخالف الدين بإنشاء البنوك الإسلامية التي ليست فيها ربا والمهم أن أول شيء نرد به على هذا القول المستحسن وليس بحسن هو أنه مصادم للنص {وإن تبتم فلکم رءوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون} ولا استحسان للعقول مع وجود النص وكل شيء تستحسنه بعقلك وهو مخالف للنص فهو ليس بحسن بل هو سيئ وعاقبته سيئة ولا تنظر إلى الشيء المستعجل انظر إلى العاقبة والعاقبة في كل ما خالف الشرع لا شك أنها عاقبة سيئة لأن الله يقول {إن العاقبة للمتقين} وهذا يدل على أنه من ليس بمتقي فليس له عاقبة محمودة ولا حسنة ولا يغرنك التحسين المبني على الوهم عليك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تتجاوزهما إن شئت البركة

والخير وأن ينمو جسدك على طاعة الله عز وجل المهم أن أكل الربا من الموبقات
والربا يكون في أصناف ستة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الذهب بالذهب
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير

চিরস্থায়ী চুক্তি, যা বৈধ নয়; এবং শর্তহীন চুক্তি, যা অগ্রগণ্য মতানুসারে বৈধ; আর নির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তি, যা বৈধ। অতঃপর যারা একে বৈধ বলেছেন তারা এর মেয়াদ দশ বছরের অধিক হওয়া জায়েজ কি না তা নিয়ে মতভেদ করেছেন। তবে সঠিক মত হলো এটি প্রয়োজন সাপেক্ষে বৈধ। অতঃপর তিনি বললেন: সুদ গ্রহণ করাও ধ্বংসাত্মক পাপসমূহের অন্তর্ভুক্ত। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, সুদের ব্যাপারে যে পরিমাণ কঠোর হুঁশিয়ারি এসেছে, শিরক ব্যতীত অন্য কোনো গুনাহর ক্ষেত্রে তেমনটি আসেনি। সুতরাং এটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয়, আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এমনকি আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে বলেছেন, {হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে তা বর্জন করো, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। আর যদি তোমরা তা না করো, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। আর যদি তোমরা তাওবা করো, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে; তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের ওপরও জুলুম করা হবে না।} আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, মানুষ যদি সুদ ত্যাগ না করে, তবে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী {তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও}। আর যদি সে তাওবা করে, তবে তার মূলধনের অতিরিক্ত গ্রহণ করা তার জন্য হারাম করা হয়েছে {তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে; তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের ওপরও জুলুম করা হবে না}। কিছু মানুষ তাদের নিজস্ব বুদ্ধি দিয়ে আল্লাহর শরীয়ত বিরোধী একটি বিষয়কে উত্তম মনে করেছে। তারা বলে, মানুষ যদি সুদি প্রতিষ্ঠানে টাকা জমা রাখে, তবে তার জন্য সেই সুদ গ্রহণ করে তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে সদকা করে দেওয়া জায়েজ। এই বক্তব্য পবিত্র কুরআনের পরিপন্থী, কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {যদি তোমরা তাওবা করো, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে; তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের ওপরও জুলুম করা হবে না}। তারা তাদের এই যুক্তির পক্ষে বলে যে, আমরা যদি এই অর্থ ব্যাংকের জন্য ছেড়ে দেই, তবে তারা তা গির্জা নির্মাণে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদের যুদ্ধে সাহায্য করতে ব্যবহার করবে। এগুলো এমন সব কথা যার মাধ্যমে তারা অকাট্য দলিলের (নস) বিরোধিতা করে।

আমরা তাদের বলব, প্রথমত: এই লভ্যাংশ ওই ব্যক্তির মালিকানায় প্রবেশই করেনি যে বলা হবে সে এটি ব্যাংকের অনুকূলে দান করে দিয়েছে। সে যে অর্থ ব্যাংকে জমা রেখেছে, তা দিয়ে ব্যাংক হয়তো কোনো পণ্য ক্রয় করেছে বা কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগ করে লোকসান করেছে। সুতরাং এই বাড়তি অংশটি তার মালিকানাধীন সম্পদের প্রবৃদ্ধি নয়, বরং এটি নিছক একটি অতিরিক্ত অংশ যা ব্যাংক আমানতকারীকে প্রদান করে। দ্বিতীয়ত: ব্যাংক এই অর্থ গির্জা নির্মাণে বা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে— একথার নিশ্চয়তা কে দিয়েছে? তৃতীয়ত: আমরা যদি তাদের থেকে এই অর্থ গ্রহণ করি, তবে কি তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বা তাদের দীন থেকে বিচ্যুত করার অপচেষ্টা বন্ধ রাখবে? চতুর্থত: যদি আমরা বলি যে এটি গ্রহণ করো এবং সদকা করে দাও, তবে এর অর্থ দাঁড়ায়— আমরা তাকে বললাম তুমি অপবিত্রতায় লিপ্ত হও এবং পরে তা ধৌত করার চেষ্টা করো। সুতরাং এটি গ্রহণ করে সদকা করার মধ্যে কোনো ফায়দা নেই; বরং মূল থেকেই এটি বর্জন করা উচিত যাতে পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত থাকা যায়। তদুপরি, মানুষ যদি এটি গ্রহণ করে, তবে সে কি গ্যারান্টি দিতে পারবে যে তার নফস তাকে এটি সদকা করতে দিবে? বিশেষ করে যদি অর্থের পরিমাণ অনেক বেশি হয়। হতে পারে সে এই নিয়তেই গ্রহণ করল কিন্তু পরে নফসের তাড়নায় তা সদকা না করে নিজেই আত্মসাৎ করল—চাই তা প্রথমবার হোক বা দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয়বার। এছাড়া জনসমক্ষে এটি গ্রহণ করলে মানুষ এর প্রকৃত উদ্দেশ্য জানবে না এবং তারা তার এই কাজকে আদর্শ মেনে সুদে লিপ্ত হওয়ার ধৃষ্টতা দেখাবে। আর আমরা যদি এটি গ্রহণ করতে থাকি তবে সুদের কারবারই সহজ হয়ে যাবে, কিন্তু যদি আমরা বর্জন করি তবে আমরা সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মতো শরীয়তসম্মত বিকল্প পথ খুঁজতে বাধ্য হব। মূল কথা হলো, এই যুক্তিটি অগ্রহণযোগ্য কারণ এটি সরাসরি অকাট্য দলিলের (নস) পরিপন্থী {যদি তোমরা তাওবা করো, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে; তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের ওপরও জুলুম করা হবে না}। দলিলের উপস্থিতিতে যুক্তির কোনো স্থান নেই। যা কিছু অকাট্য দলিলের বিরোধী, তা কখনোই ভালো হতে পারে না বরং তা মন্দ এবং তার পরিণামও অশুভ। তাৎক্ষণিক লাভের দিকে না তাকিয়ে পরিণামের দিকে তাকানো উচিত। আর শরীয়ত বিরোধী সবকিছুর পরিণাম নিশ্চিতভাবেই মন্দ, কারণ আল্লাহ বলেছেন {শুভ পরিণাম কেবল মুত্তাকীদের জন্য}। এটি প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তি মুত্তাকী নয় তার পরিণাম প্রশংসনীয় বা শুভ নয়। কাল্পনিক যুক্তিতে প্রলুব্ধ হবেন না; বরং আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরুন। যদি বরকত ও কল্যাণ চান এবং আপনার দেহকে আল্লাহর

আনুগত্যের ওপর গঠন করতে চান, তবে এই দুইয়ের সীমা অতিক্রম করবেন না। মূল কথা হলো, সুদ গ্রহণ করা ধ্বংসাত্মক পাপসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর সুদ ছয়টি বস্তুর মধ্যে হয়ে থাকে যা নবী (সা.) তাঁর বাণীতে বর্ণনা করেছেন: স্বর্ণের বদলে স্বর্ণ, রৌপ্যের বদলে রৌপ্য, গমের বদলে গম, যবের বদলে যব...

(ص: 579) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وغالب الربا الآن بين الناس النوعان الأولان الذهب والفضة لأن الأطعمة التبادل فيها قليل والربا فيها أيضاً قليل لكن الأكثر في الأموال والعلماء رحمهم الله لما ظهرت هذه الأوراق النقدية التي هي بدل عن الذهب والفضة اختلفوا فيها اختلافاً عظيماً حتى بلغ الخلاف إلى أكثر من ستة أقوال كل يقول برأى وأقرب الأقوال فيها أنه يجوز فيها ربا الفضل ولا يجوز ربا النسيئة بمعنى أنه يجوز فيها ربا الفضل دون ربا النسيئة إذا اختلفت الأجناس وعلى ذلك فيجوز أن أعطيك عشرة ريالات بالورق وأخذ منك تسعة ريالات بالحديد وما أشبه ذلك لأن الصفة مختلفة وقد جاء في الحديث إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم والقيمة وإن كانت متفقة حسب النظام وتقرير الحكومة لكن الكلام على الحقيقة الذاتية نجد أن الحديد يختلف عن القرطاس حتى في القيمة يختلف يعني لو فرضنا أن قطعة من حديد وورقة من الشارع أردت أن تساوي بينهما لم يكن بينهما سواء بل بينهما فرق فالجنس مختلف والقيمة مختلفة ولولا أن الحكومة جعلت هذه بمنزلة هذه في القيمة فما صارت مساوية لها في القيمة وعلى هذا تكون داخلة تحت قول الرسول

যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ—সমান সমান ও হাতে হাতে (নগদ)। তবে যখন এই শ্রেণিগুলো ভিন্ন হবে, তখন তোমরা যেভাবে ইচ্ছা বিক্রয় করো, যদি তা হাতে হাতে (নগদ) হয়। বর্তমানে মানুষের মধ্যে সুদের অধিকাংশ কারবার প্রথম দুই প্রকার অর্থাৎ সোনা ও রূপার মাধ্যমেই সংঘটিত হয়; কারণ খাদ্যসামগ্রীর পারস্পরিক বিনিময় এখন সীমিত এবং তাতে সুদের হারও নগণ্য। কিন্তু অর্থসম্পদের ক্ষেত্রে এর ব্যাপকতা সবচেয়ে বেশি। উলামায়ে কেরাম (রহিমাহুমুল্লাহ)—যখন এই কাগজের মুদ্রাগুলোর প্রচলন হলো যা সোনা ও রূপার বিকল্প হিসেবে গণ্য—তখন এ বিষয়ে ব্যাপক মতপার্থক্য করেছেন। এমনকি এই মতভেদ ছয়টিরও বেশি তত্ত্বে পৌঁছেছে, যেখানে প্রত্যেকে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন। এ বিষয়ে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত হলো—এতে 'রিবা আল-ফজল' (নগদ বিনিময়ে পরিমাণের কমবেশি) বৈধ, কিন্তু 'রিবা আন-নাসিয়া' (বিলম্বে পরিশোধজনিত সুদ) বৈধ নয়। অর্থাৎ, যখন মুদ্রার শ্রেণি ভিন্ন হবে, তখন রিবা আল-ফজল জায়েজ হলেও রিবা আন-নাসিয়া জায়েজ হবে না। এর ভিত্তিতে, আমি যদি আপনাকে কাগজের দশ রিয়াল দিই এবং আপনার কাছ থেকে ধাতব নয় রিয়াল গ্রহণ করি অথবা অনুরূপ কিছু করি, তবে তা বৈধ হবে; কারণ এদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে: "যখন এই শ্রেণিগুলো ভিন্ন হবে, তখন তোমরা যেভাবে ইচ্ছা বিক্রয় করো।" যদিও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও সরকারি প্রবিধান অনুযায়ী এগুলোর মূল্য সমান ধরা হয়, কিন্তু বস্তুগত প্রকৃত বিচারে আমরা দেখতে পাই যে, ধাতু ও কাগজের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান, এমনকি মূল্যের দিক থেকেও এদের মধ্যে তফাত আছে। অর্থাৎ, আমরা যদি ধরে নিই যে রাস্তার একটি লোহার টুকরো এবং একটি কাগজের টুকরোকে আপনি সমমান করতে চান, তবে সেগুলো কখনোই সমান হবে না; বরং তাদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য থাকবে। ফলে এদের শ্রেণি ভিন্ন এবং মূল্যও ভিন্ন। সরকার যদি আইনের মাধ্যমে একটিকে অন্যটির সমপর্যায়ে না আনত, তবে মূল্যের বিচারে এগুলো কখনোই সমান হতো না। আর এই কারণেই এটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণীর অন্তর্ভুক্ত হবে।

صلی اللہ علیہ وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا کیف شئتم إذا كان یداً بید
ثم إن الربا أصناف كثيرة بعضها أقبح من بعض أعظمه وأشدّه هو أن يأکل الربا
أضعافاً مضاعفة بحيث إذا حل الدین علی الفقیر وليس عنده مال یقول له أنذرک
لمدة سنة وأزیدک أزید الدین علیک مثل أن یحل دینه وهو عشر آلاف وليس عنده
شیء فیقول أنذرک إلى سنة ونجعله أحد عشر ألفاً هذا حرام ولا یجوز سواء جعل
ذلك صریحاً أو بحیلة بأن قال اشتر منی السلعة بأحد عشر ألفاً وبعها علی بعشرة
آلاف حتی یكون فی ذمته أحد عشر ألفاً یتحیل علی محارم الله والعیاذ بالله والحبیلة
علی محارم الله أقبح من إتیان المحرم صریحاً ولهذا تجد الذین یتحیلون علی
الربا ینطبق علیهم قول الله تعالی {الذین یأکلون الربا لا یقومون إلا کما یقوم
الذی یتخبطه الشیطان من السس} فإذا هذه الآیة فیها للعلماء قولان الأول أنهم
یقومون لأکل الربا وأخذة کالمجانین یعنی فی تصرفهم فی الدنیا یتصرف تصرف
المجنون الطائش یرید هذا المکسب الحرام نجد هؤلاء الذی یتحیلون علی الربا
یتصرفون تصرف المجانین بكل لهف وبكل شغف وبكل وسیلة وفی کل یوم لهم
حیلة والقول الثانی فی الآیة أنهم یقومون من قبورهم یوم القیامة کالذی یقوم
مصروعاً من الجن نسأل الله العافیة أمام العالم وشاهد ومشهود

আল্লাহর সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক। অতঃপর যখন এই শ্রেণিগুলো ভিন্ন ভিন্ন
হবে, তখন তোমরা যেভাবে ইচ্ছা ক্রয়-বিক্রয় করো, যদি তা হাতে হাতে (নগদ) হয়। এরপর
নিশ্চয়ই সুদের নানাবিধ প্রকার রয়েছে, যার কিছু অংশ অন্যগুলোর চেয়ে অধিকতর জঘন্য।
এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুতর ও কঠোর প্রকারটি হলো সুদকে চক্রবৃদ্ধি হারে ভক্ষণ করা; এর
পদ্ধতি হলো—যখন কোনো অভাবী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের সময় উপস্থিত হয় এবং তার
নিকট কোনো অর্থ থাকে না, তখন ঋণদাতা তাকে বলে: 'আমি তোমাকে এক বছরের অবকাশ
দিচ্ছি এবং তোমার ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে দিচ্ছি।' উদাহরণস্বরূপ, তার দশ হাজার টাকার
ঋণের মেয়াদ পূর্ণ হলো অথচ তার নিকট কিছুই নেই, তখন পাওনাদার বলে: 'আমি তোমাকে
এক বছর সময় দিচ্ছি এবং আমরা ঋণের পরিমাণ এগারো হাজার টাকা নির্ধারণ করছি।' এটি

হারাম এবং কোনোভাবেই বৈধ নয়; চাই তা স্পষ্টভাবে করা হোক কিংবা কোনো হিলা বা কৌশলের আশ্রয় নিয়ে। যেমন সে বলল: 'তুমি আমার নিকট থেকে এই পণ্যটি এগারো হাজার টাকায় ক্রয় করো এবং তা পুনরায় আমার নিকট দশ হাজার টাকায় বিক্রি করে দাও', যাতে তার জিম্মায় এগারো হাজার টাকা ঋণ হিসেবে সাব্যস্ত হয়। সে আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে প্রতারণার আশ্রয় নেয়—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি—আর আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়ে প্রতারণা করা সরাসরি নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার চেয়েও অধিক জঘন্য। এই কারণেই আপনি দেখবেন যে, যারা সুদের ক্ষেত্রে নানাবিধ কৌশলের আশ্রয় নেয়, তাদের ওপর মহান আল্লাহর এই বাণীটি আপতিত হয়: {যারা সুদ খায়, তারা (কিয়ামতের দিন) সেই ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে, যাকে শয়তান তার স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দিয়েছে}। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আলেমগণের দুটি অভিমত রয়েছে। প্রথমটি হলো: তারা সুদ ভক্ষণ ও তা গ্রহণের জন্য উন্মাদের ন্যায় লিপ্ত থাকে। অর্থাৎ দুনিয়ার কর্মকাণ্ডে তারা কাণ্ডজ্ঞানহীন উন্মাদের মতো আচরণ করে; তারা কেবল এই হারাম উপার্জনটুকুই চায়। আমরা দেখি যে, যারা সুদের জন্য হিলা-বাহানা করে, তারা অত্যন্ত ব্যগ্রতা, আসক্তি এবং নানাবিধ উপায়ে উন্মাদের মতো আচরণ করে এবং প্রতিদিন তাদের নতুন নতুন কৌশল থাকে। আর আয়াতের দ্বিতীয় অভিমতটি হলো: কিয়ামতের দিন তারা তাদের কবর থেকে এমনভাবে দণ্ডায়মান হবে যেমন কোনো ব্যক্তি জিনের আছর বা স্পর্শে উন্মাদগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা ও সুস্থতা প্রার্থনা করছি—সমগ্র বিশ্বজগত, সাক্ষী ও প্রত্যক্ষীভূত দিবসের সামনে।

(ص: 581) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

فعلى كل حال الربا محرم سواء كان صريحاً أو كان عن طريق المكر والخداع وما كان عن طريق المكر والخداع فهو أشد إثماً وأقرب إلى قسوة القلب والعياذ بالله {كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون} ولهذا تجدهم يفعلون هذه الحيل ويرون أنها حلال وأنه لا بأس بها ولا يكادون يقلعون عنها لكن من فعل المحرم على وجهه

الصريح خجل من الله وعرف أنه في معصية وربما ييسر الله له الأمر ويسن عليه بالتوبة وأكل مال اليتيم أيضاً من الموبقات واليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه واليتيم مسكين بمعنى أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه فيأتي من يسلط على ماله ويأكله هذا أيضاً من الموبقات والتولي يوم الزحف يعني القتال مع الكفار إذا تقابل المسلمون والكفار فإن المتولي يكون قد فعل موبقاً من موبقات الذنوب والعياذ بالله إلا فيما ذكر الله عز وجل {إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة} وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات يعني أن يرمي الإنسان المرأة الغافلة المؤمنة بالزنا فيقول إنها زنت هذا أيضاً من موبقات الذنوب ومثلها أيضاً الرجل المحصن قذفه من كبائر الذنوب والله الموفق

যা-ই হোক, সুদ হারাম; তা সরাসরি হোক কিংবা চাতুর্য ও প্রতারণার পন্থায় হোক। আর যা চাতুর্য ও প্রতারণার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়, তা পাপে অধিক গুরুতর এবং অন্তরের কঠোরতার অধিক নিকটবর্তী—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। "কখনোই নয়, বরং তারা যা অর্জন করত, তা-ই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।" এ কারণেই আপনি তাদের দেখবেন যে, তারা এসব কূটকৌশল অবলম্বন করে এবং মনে করে যে তা হালাল এবং এতে কোনো দোষ নেই, ফলে তারা তা থেকে বিরত হতে চায় না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি সরাসরি হারামে লিপ্ত হয়, সে আল্লাহর সামনে লজ্জিত থাকে এবং বুঝতে পারে যে সে পাপে লিপ্ত। সম্ভবত আল্লাহ তার বিষয়টি সহজ করে দেবেন এবং তাকে তাওবা করার অনুগ্রহ দান করবেন। আর এতিমের সম্পদ গ্রাস করাও ধ্বংসাত্মক গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এতিম হলো সেই শিশু যার পিতা তার সাবালক হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছে। এতিম হলো অসহায়, এই অর্থে যে সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না; ফলে এমন কেউ আসে যে তার সম্পদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং তা গ্রাস করে—এটিও ধ্বংসাত্মক পাপসমূহের অন্যতম। আর যুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা—অর্থাৎ কাফেরদের সাথে যুদ্ধের সময় যখন মুসলিম ও কাফেররা মুখোমুখি হয়, তখন পলায়নকারী ব্যক্তি ধ্বংসাত্মক গুনাহসমূহের একটি করল—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই—তবে মহান আল্লাহ যা উল্লেখ করেছেন তা ব্যতীত: "যুদ্ধকৌশল পরিবর্তনের জন্য কিংবা অন্য কোনো দলের সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যতীত।" আর সতী-সাপ্তী ও সরলমনা মুমিন নারীদের অপবাদ দেওয়া; অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি একজন উদাসীন (নিষ্পাপ

স্বভাবের) মুমিন নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়ে বলে যে সে ব্যভিচার করেছে—এটিও ধ্বংসাত্মক পাপসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে সতী-সাপ্তী পুরুষকে অপবাদ দেওয়াও কবির গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 582) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو
1794 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

هذان البابان ذكرهما المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين الأول في تحريم السفر بالمصحف إلى بلاد العدو يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يسافر بالمصحف إلى بلاد الكفار وذلك لأنه يخشى أن يقع في أيديهم فيسبتهوا به ويذلوه والقرآن أشرف وأعظم من أن يكون في أيدي العدو ولهذا ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو وهذا كما قال المؤلف رحمه الله إذا خيف عليه أما إذا لم يخف عليه كما في وقتنا الحاضر فلا بأس فيجوز للإنسان إذا سافر في تجارة أو دراسة في بلد الكفار أن يذهب معه المصحف ولا حرج عليه ولكن يجب أن يعلم أن السفر إلى بلاد الكفار للإقامة في دراسة أو شبهها أي مدة طويلة لا يجوز بشروط ثلاثة الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات وذلك

কাফিরদের ভূখণ্ডে শত্রুহস্তে পতনের আশঙ্কা থাকলে মুসহাফ নিয়ে সফর করার নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত অধ্যায়

১৭৯৪ - ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুর ভূখণ্ডে কুরআন নিয়ে সফর করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর রিয়াদুস সালিহীন গ্রন্থে এই দুটি অধ্যায় উল্লেখ করেছেন। এর প্রথমটি হলো শত্রুর ভূখণ্ডে মুসহাফ নিয়ে সফর করার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির জন্য কাফিরদের ভূখণ্ডে মুসহাফ নিয়ে সফর করা বৈধ নয়, কারণ এতে তা তাদের হাতে পড়ার এবং তাদের দ্বারা অবমানিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আর কুরআন শত্রুর হাতে থাকার চেয়ে অনেক বেশি সম্মানিত ও মহিমাম্বিত। একারণেই আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা উল্লেখ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুর ভূখণ্ডে মুসহাফ নিয়ে সফর করতে নিষেধ করেছেন। আর এটি গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) যেমনটি বলেছেন—যখন এর (অবমাননার) আশঙ্কা থাকে। তবে বর্তমান সময়ের মতো যদি কোনো আশঙ্কা না থাকে, তবে তাতে কোনো বাধা নেই। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি ব্যবসা বা পড়াশোনার উদ্দেশ্যে কাফিরদের দেশে সফর করে, তবে তার সাথে মুসহাফ নিয়ে যাওয়া জায়েয এবং এতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু এটি জেনে রাখা উচিত যে, পড়াশোনা বা অনুরূপ দীর্ঘকালীন অবস্থানের উদ্দেশ্যে কাফিরদের রাষ্ট্রে সফর করা তিনটি শর্ত ছাড়া জায়েয নয়। প্রথম শর্ত হলো, ব্যক্তির নিকট এমন পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে যা দিয়ে সে সকল সংশয় নিরসন করতে পারে। এবং তা হলো...

لأن الكفار أعداء يريدون أن يصدوا الناس عن دين الله فإذا قدم إليهم الشاب الساذج الذي ليس عنده علم أوردوا عليه من الشبهات والشكوك ما يخرجهم عن دينه من حيث لا يشعر فمن ليس عنده علم يدفع به الشبهات فإنه لا يحل له أن يذهب إلى بلاد الكفار مهما كان الأمر اللهم إلا للضرورة القصوى كالعلاج يكون معه من يصاحبه ويقويه من شر الناس الشرط الثاني أن يكون عنده دين يحميه من الشبهات وذلك لأن بلاد الكفر بلاد كفر ليس فيها مانع لا من وازع ديني ولا من وازع سلطاني الناس أحرار كما يقولون وهم أحرار في الهوى لكنهم عبيد للهوى في الواقع فإذا لم يكن عنده دين يحميه عن الشهوات فإنه يهلك لأنه سيجد النساء الكاسيات العاريات ويجد الخمر ويجد الشرور فإذا لم يكن عنده دين سقط في الهاوية والشرط الثالث أن يكون هناك ضرورة بأن يسافر لعلم لا يوجد في بلده ويحتاج الناس إليه فهذا لا بأس به فإذا تمت الشروط الثلاثة جاز للإنسان أن يسافر إلى أرض العدو وإلا فإنه لا يحل له هذا كان سيقوم مدة أما رجل سيذهب لتجارة ويشترى ويرجع فهذا أهون

কারণ কাফিররা হলো শত্রু, তারা মানুষকে আল্লাহর দীন থেকে বিচ্যুত করতে চায়। সুতরাং যখন তাদের কাছে এমন কোনো সরল-মতি যুবক উপস্থিত হয় যার পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই, তখন তারা তার সামনে এমন সব সংশয় ও সন্দেহ উপস্থাপন করে যা তাকে তার অজান্তেই দীন থেকে বের করে দেয়। অতএব যার কাছে এমন জ্ঞান নেই যা দিয়ে সে এই সংশয়গুলোকে প্রতিহত করতে পারে, তার জন্য কাফিরদের দেশে যাওয়া বৈধ নয়, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন। তবে একান্ত অপরিহার্য প্রয়োজনে যেমন চিকিৎসার জন্য যাওয়া যেতে পারে, তবে শর্ত হলো তার সাথে এমন কেউ থাকতে হবে যে তাকে সঙ্গ দেবে এবং মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবে। দ্বিতীয় শর্ত হলো, তার মাঝে এমন দ্বীনদারি থাকতে হবে যা তাকে সংশয় থেকে রক্ষা করবে। কারণ কুফরির দেশ হলো এমন এক স্থান যেখানে ধর্মীয় কিংবা রাষ্ট্রীয় কোনো শাসন বা নৈতিক বাধা নেই। তারা যেমনটা বলে যে মানুষ স্বাধীন—আসলে তারা খেয়াল-খুশিমতো চলায় স্বাধীন হলেও বাস্তবে তারা কুপ্রবৃত্তির দাস। সুতরাং যদি তার মাঝে এমন দৃঢ়তা না থাকে যা তাকে কুপ্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করবে, তবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ সেখানে সে এমন নারী

পাবে যারা পোশাক পরিধান করেও নগ্ন, সে সেখানে মদ ও নানা পাপাচার খুঁজে পাবে।
এমতাবস্থায় যদি তার মাঝে দ্বীন না থাকে, তবে সে ধ্বংসের অতল গহ্বরে পতিত হবে। আর
তৃতীয় শর্ত হলো, সেখানে যাওয়ার পেছনে প্রকৃত কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকতে হবে, যেমন
এমন কোনো বিদ্যা অর্জন করতে যাওয়া যা তার নিজ দেশে নেই অথচ মানুষের সেটি
প্রয়োজন; এমতাবস্থায় এতে কোনো দোষ নেই। যখন এই তিনটি শর্ত পূর্ণ হবে, তখন একজন
মানুষের জন্য শত্রুর ভূখণ্ডে সফর করা জায়েজ হবে, অন্যথায় তার জন্য এটি বৈধ নয়। এই
বিধানটি তাদের ক্ষেত্রে যারা সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থান করবে; কিন্তু যারা কেবল ব্যবসার
উদ্দেশ্যে পণ্য ক্রয় করে দ্রুত ফিরে আসবে, তাদের বিষয়টি অপেক্ষাকৃত শিথিল বা সহজতর।

(ص: 584) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَإِنَاءِ الْفِضَّةِ فِي الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ وَالطَّهَارَةِ وَسَائِرِ
وَجُوهِ الاسْتِعْمَالِ

1795 - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الَّذِي
يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يَجْرُجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ:
إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ

1796 - وَعَنْ حَذِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ
الْحَرِيرِ وَالذِّيبَاجِ وَالشَّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ: هُنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ
فِي الْآخِرَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ حَذِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الذِّيبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي
آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صَحَافِهَا.

আহার, পান, পবিত্রতা অর্জন এবং ব্যবহারের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে সোনা ও রূপার পাত্র
ব্যবহার হারাম হওয়ার অধ্যায় এবং ব্যবহারের অন্যান্য সকল দিক

১৭৯৫ - উম্মে সালামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে, সে মূলত তার পেটে জাহান্নামের আগুনের শব্দ টেনে আনে (অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন দ্বারা উদর পূর্ণ করে)।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে: "নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি সোনা ও রূপার পাত্রে আহার করে অথবা পান করে..."

১৭৯৬ - হুযাইফাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের রেশম ও দিবায (উন্নত মানের রেশমি বস্ত্র) পরিধান করতে এবং সোনা ও রূপার পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন: "এগুলো ইহকালে তাদের (কাফিরদের) জন্য এবং পরকালে তোমাদের জন্য।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। সহীহাইনের অন্য এক বর্ণনায় হুযাইফাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "তোমরা রেশম ও দিবায পরিধান করো না এবং সোনা ও রূপার পাত্রে পান করো না, আর এগুলোর থালা বা পেয়ালায় আহার করো না।"

(ص: 585) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

1797 - وعن أنس بن سيرين قال: كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه عند نفر من المجوس فجيء بفألودج على إناء من فضة فلم يأكله فقيّل له حوله فحوله على إناء من خلنج وجيء به فأكله رواه البيهقي بإسناد حسن.

أما الباب الثاني فهو الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة كلاهما معدن مما خلقه الله عز وجل في الأرض وخلق له لنا كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً فلنا أن ننتفع بالذهب والفضة على ما أردنا إلا ما جاء الشرع بتحريمه والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وأخبر أنها للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة وأخبر أن الذي يأكل ويشرب في آنية

الفضة إنما يجر جر في بطنه نأ جهنم والعياذ بالله والجرجرة هي صوت الماء إذا جرى في الحلق فهذا الرجل والعياذ بالله يسقى من نار جهنم نسأل الله العافية حتى يجر جر الصوت في بطنه كما جر جر في الدنيا وهذا يدل على أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب وأنه لا يحل للمؤمن أن يفعل ذلك أما استعمال الذهب والفضة في غير ذلك فهذا موضع خلاف بين العلماء جهور العلماء يقول لا يجوز أن يستعمل أواني الذهب والفضة في غير

১৭৯৭ - আনাস ইবনে সিরিন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে একদল অগ্নিউপাসকের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন রূপার তৈরি একটি পাত্রে ফালুজাজ (এক প্রকার মিষ্টি) নিয়ে আসা হলো, কিন্তু তিনি তা আহার করলেন না। তাঁকে বলা হলো, এটি অন্য পাত্রে স্থানান্তর করুন। অতঃপর তিনি তা কাঠের (খালঞ্জ) একটি পাত্রে স্থানান্তর করলেন এবং তা পুনরায় আনা হলে তিনি তা আহার করলেন। ইমাম বায়হাকী এটি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি হলো সোনা ও রূপার পাত্রে পানাহার করা প্রসঙ্গে। সোনা ও রূপা উভয়ই মহান আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক জমিনে সৃষ্ট খনিজ সম্পদ এবং তা তিনি আমাদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন, যেমনটি তিনি তায়ালা বলেছেন: "তিনিই সেই সত্তা যিনি জমিনে যা কিছু আছে তার সবকিছু তোমাদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।" সুতরাং সোনা ও রূপার মাধ্যমে আমাদের ইচ্ছামতো উপকৃত হওয়ার অধিকার রয়েছে, কেবল শরীয়ত যা নিষিদ্ধ করেছে তা ব্যতীত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সোনা ও রূপার পাত্রে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন এবং সংবাদ দিয়েছেন যে, এগুলো ইহকালে কাফেরদের জন্য এবং পরকালে আমাদের জন্য। তিনি আরও সংবাদ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পানাহার করে, সে মূলত তার পেটে জাহান্নামের আগুনই ঢোকাই (আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। আর 'জারজারা' হলো পানি যখন গলার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন যে শব্দের সৃষ্টি হয় তা। এই ব্যক্তিকে (আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি) জাহান্নামের আগুন পান করানো হবে—আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামনা করি—এমনকি তার পেটে সেই শব্দ হতে থাকবে যেমনটি দুনিয়াতে শব্দ হয়েছিল। এটি প্রমাণ করে যে, সোনা ও রূপার পাত্রে পানাহার করা কবিরী গুনাহের অন্তর্ভুক্ত এবং কোনো মুমিনের জন্য এটি করা বৈধ নয়। আর অন্য কোনো কাজে

সোনা ও রূপার ব্যবহারের বিষয়টি আলেমদের মাঝে মতভেদের বিষয়। অধিকাংশ আলেম বলেন যে, অন্য কোনো প্রয়োজনেও সোনা ও রূপার পাত্র ব্যবহার করা বৈধ নয়...

(ص: 586) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الأكل والشرب كما أنه لا يجوز في الأكل والشرب فلا يجوز أن تجعلها مستودعاً للدواء أو مستودعاً للدراهم أو للدنانير أو ما أشبه ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب فيها وما سوى ذلك فهو مثله ومن العلماء من أباح ذلك وقال إنما نقتصر على ما جاءنا به النص والباقي ليس حراماً لأن الأصل الحل ولهذا كانت أمر سلمة رضي الله عنها وهي ممن روى حديث النهي عن الأكل والشرب في آنية الفضة كانت عندها جلد من فضة وعاء البيبسي وشبهه جلد من فضة جعلت فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم يستشفى الناس بها إذا مرض الإنسان أتوا إليها وجعلت في هذا الجلد ماء وراجته في الشعر وشربه المريض فيشفى بإذن الله فهي رضي الله عنها تستعمل الفضة في غير الأكل والشرب وهذا أقرب إلى الصواب أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب جائز لكن الورع تركه احتياطاً لموافقة جمهور العلماء والله الموفق

আহার ও পান করা: যেভাবে আহার ও পান করার ক্ষেত্রে এগুলোর ব্যবহার বৈধ নয়, তেমনি এগুলোকে ঔষধের পাত্র অথবা দিরহাম, দিনার বা এই জাতীয় জিনিসের আধার বানানোও বৈধ নয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলোতে আহার ও পান করতে নিষেধ করেছেন এবং অন্য সকল ব্যবহারও এরই পর্যায়েভুক্ত। তবে আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ একে বৈধ বলেছেন এবং বলেছেন যে, আমরা কেবল সেই বিষয়ের ওপর সীমাবদ্ধ থাকব যা আমাদের কাছে অহি-র বাণীর মাধ্যমে পৌঁছেছে, আর অবশিষ্ট বিষয়গুলো হারাম নয়; কারণ কোনো জিনিসের মূল বিধান হলো তা বৈধ হওয়া। এই কারণেই উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু

আনহা) — যিনি রূপার পাত্রে আহার ও পান করার নিষেধাজ্ঞার হাদিস বর্ণনাকারীদের অন্যতম — তাঁর কাছে রূপার তৈরি একটি ছোট ঘণ্টি সদৃশ পাত্র ছিল (যা অনেকটা পেপসির ক্যান বা এই জাতীয়), যাতে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কেশমুবারক সংরক্ষিত রেখেছিলেন। মানুষ এর মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করত। যখন কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হতো, তখন তারা তাঁর কাছে আসত এবং তিনি এই রূপার পাত্রে পানি দিয়ে তা চুলের সাথে মিশিয়ে নাড়াচাড়া করতেন, অতঃপর অসুস্থ ব্যক্তি তা পান করত এবং আল্লাহর নির্দেশে আরোগ্য লাভ করত। সুতরাং তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আহার ও পান করা ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে রূপা ব্যবহার করতেন। আর এটাই সঠিক মতের অধিকতর নিকটবর্তী যে, আহার ও পান করা ছাড়া অন্য কাজে স্বর্ণ ও রূপার ব্যবহার বৈধ; তবে অধিকাংশ আলেমের মতের সাথে ঐক্য পোষণ করে সতর্কতা স্বরূপ তা পরিহার করাই পরহেযগারী বা তাকওয়ার পরিচায়ক। আর আল্লাহই তাওফিক দানকারী।

(ص: 587) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَابُ تَحْرِيمِ لِبَسِ الرَّجُلِ ثَوْبًا مَزْعُفَرًا

1798 - عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ مَتَفَقَّ عَلَيْهِ.

1799 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ ثَوْبَيْنِ مَعْصُفَرَيْنِ فَقَالَ: أَمَكَ أَمَرْتُكَ بِهَذَا؟ قُلْتَ اغْسَلْهُمَا قَالَ بَلْ أَحْرَقْهُمَا وَفِي رَوَايَةٍ فَقَالَ إِنْ هَذَا مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه (رياض الصالحين) بابين الأول نهى الرجل أن يلبس الثوب المزعفر يعني الذي صبغ بالعصفر وهو نوع من النباتات يشبه الزعفران وذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين أو ثوباً معصفراً فقال أمك أمرتك بهذا يعني ينكر عليه فدل ذلك على أنه يكره أو يحرم على الرجل أن يلبس مثل هذه الثياب الصفراء التي تميل إلى الحمرة قليلاً وكذلك الثوب الأحمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه وأخبر أن هذا من لباس الكفار وإذا كان لباس الكفار فإننا قد نهيناً أن نتشبه بهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم

পুরুষের জন্য জাফরানি রঙের পোশাক পরিধান হারাম হওয়ার অনুচ্ছেদ

১৭৯৮ - আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পুরুষদের জাফরান ব্যবহার করতে (অর্থাৎ জাফরানি রঙের পোশাক পরতে) নিষেধ করেছেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১৭৯৯ - আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার পরনে কুসুম ফুল দ্বারা রঞ্জিত দুটি কাপড় দেখে বললেন: "তোমার মা কি তোমাকে এটি পরিধানের আদেশ দিয়েছেন?" আমি বললাম, "আমি কি কাপড় দুটি ধুয়ে ফেলব?" তিনি বললেন, "বরং ও দুটি পুড়িয়ে ফেলো।" অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন: "নিশ্চয়ই এগুলো কাফিরদের পোশাক, সুতরাং তুমি তা পরিধান করো না।" (মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর কিতাব (রিয়াদুস সালিহীন)-এ দুটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করেছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদটি হলো পুরুষের জাফরানি রঙের পোশাক পরিধানের নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত,

অর্থাৎ যা 'উসফুর' (কুসুম ফুল) দ্বারা রঞ্জিত করা হয়েছে। এটি এক প্রকার উদ্ভিদ যা

জাফরানের সদৃশ। এতে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর

হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পরিধানে কুসুম

রঞ্জিত দুটি কাপড় বা একটি কাপড় দেখে বলেছিলেন, "তোমার মা কি তোমাকে এর আদেশ

দিয়েছেন?" অর্থাৎ তিনি তাঁর এই কাজের প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। এটি প্রমাণ করে যে, পুরুষের জন্য এ জাতীয় হলুদাভ পোশাক যা কিছুটা লাল বর্ণের দিকে ঝুঁকে থাকে, তা পরিধান করা মাকরুহ বা হারাম। একইভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লাল পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন এবং জানিয়েছেন যে এটি কাফিরদের পোশাক। আর যেহেতু এটি কাফিরদের পোশাক, সেহেতু আমাদের তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে নিষেধ করা হয়েছে; কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।" _ (আবু দাউদ)। বী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।" _ (আবু দাউদ)।

(ص: 588) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَابُ النَّهْيِ عَنْ صِمْتٍ يَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ

1800 - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَتِمُّ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَلَا صِمَاتٍ يَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ كَانَ مِنْ نَسَكِ الْجَاهِلِيَةِ الصِّمَاتُ فَنَهَوْا فِي الْإِسْلَامِ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرُوا بِالذِّكْرِ وَالْحَدِيثِ بِالْخَيْرِ.

1801 - وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْسَنٍ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ فَرَأَاهَا لَا تَتَكَلَّمُ فَقَالَ مَا لَهَا لَا تَتَكَلَّمُ فَقَالُوا حَجَّتْ مَصِيتَةً فَقَالَ لَهَا تَكَلَّمِي فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَةِ فَتَكَلَّمْتُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَأَمَّا الْبَابُ الثَّانِي فَهُوَ الصِّمْتُ إِلَى اللَّيْلِ وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَةِ

দিন থেকে রাত পর্যন্ত মৌনব্রত পালন করার নিষেধ সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

১৮০০ - আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে মুখস্থ রেখেছি যে, তিনি বলেছেন: "স্বপ্নদোষ হওয়ার পর (অর্থাৎ সাবালক হওয়ার পর) আর এতিমত্ব থাকে না এবং দিন থেকে রাত পর্যন্ত মৌনব্রত পালন করা যাবে না।" এটি ইমাম আবু দাউদ হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম খাত্তাবী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: মৌনব্রত পালন করা জাহেলী যুগের ইবাদতের একটি রীতি ছিল; ইসলামে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে এবং যিকর ও উত্তম কথা বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১৮০১ - কায়েস বিন আবি হাযিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবু বকর সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আহমাস গোত্রের যয়নাব নামক এক মহিলার নিকট প্রবেশ করলেন। তিনি তাকে কথা না বলতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন: "তার কী হয়েছে যে সে কথা বলছে না?" লোকেরা বলল: "সে মৌনব্রত পালন অবস্থায় হজ্জ করছে।" তিনি তাকে বললেন: "তুমি কথা বলো, কেননা এটি বৈধ নয়; এটি জাহেলী যুগের কর্মকাণ্ড।" অতঃপর সে কথা বলল। এটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি হলো রাত পর্যন্ত নিরব থাকা প্রসঙ্গে, যা তারা জাহেলী যুগে করত।

(ص: 589) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

يدينون لله عز وجل بالصمت إلى الليل يعني أن الإنسان يقوم من نومه في الليل ويسكت ولا يتكلم حتى تغيب الشمس فنهى المسلمون عن ذلك لأن هذا يؤدي إلى ترك التسبيح والتهليل والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن وغير ذلك وأيضاً هو من فعل الجاهلية فلذلك نهى عنه فلا يجوز للإنسان أن يصمت إلى الليل يعني يصمت ولا يتكلم إلى الليل وإذا قدر أن أحدا نذر هذا فإنه لا يفي بنذره فليحل النذر ويكفر كفارة يمين وإذا تكلم الإنسان فلا يتكلم إلا بخير لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت والله الموفق

তারা রাত পর্যন্ত মৌন থাকার মাধ্যমে মহান আল্লাহর ইবাদত করে; এর অর্থ হলো মানুষ রাতে ঘুম থেকে উঠে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত চুপ থাকে এবং কোনো কথা বলে না। মুসলমানদের জন্য এটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কারণ এটি তাসবীহ (আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা), তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ), তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ পাঠ), সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ, কুরআন তিলাওয়াত এবং অন্যান্য কল্যাণকর কাজ বর্জনের দিকে নিয়ে যায়। এছাড়া এটি জাহেলিয়াত বা অন্ধকার যুগের একটি রীতি ছিল, বিধায় এটি থেকে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব, কোনো ব্যক্তির জন্য রাত পর্যন্ত মৌন থাকা—অর্থাৎ কোনো কথা না বলে নিরব থাকা—বৈধ নয়। যদি কেউ এমন মানত করে থাকে, তবে সে যেন তা পূর্ণ না করে। বরং তার উচিত মানতটি ভেঙে ফেলা এবং কসমের কাফফারা আদায় করা। আর মানুষ যখন কথা বলবে, তখন যেন কেবল কল্যাণকর কথাই বলে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা নীরব থাকে।" আর আল্লাহই তাওফীক দাতা।

(ص: 590) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَابُ تَحْرِيمِ انْتِسَابِ الْإِنْسَانِ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَتَوَلِيهِ إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ
1802 - عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
 من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فآلجته عليه حرام متفق عليه.
1803 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا
 عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر متفق عليه.
1804 - وعن يزيد شريك بن طارق قال: رأيت علياً رضي الله عنه على المنبر
 يخطب فسمعته يقول لا والله ما عندنا من كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وما في هذه
 الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى

محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً
ولا عدلاً ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل

নিজের পিতা ব্যতীত অন্য কারো সাথে নিজেকে সম্পর্কিত করা এবং নিজের প্রকৃত আযাদকারী
মনিব ব্যতীত অন্যকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করার হারাম হওয়া সম্পর্কিত অধ্যায়

১৮০২ - সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি জেনেশুনে নিজেকে নিজের পিতা
ব্যতীত অন্য কারো সন্তান বলে দাবি করে, তার জন্য জান্নাত হারাম।" (বুখারী ও মুসলিম)।

১৮০৩ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা তোমাদের পিতাদের থেকে বিমুখ হয়ো না। কেননা যে ব্যক্তি
নিজের পিতা থেকে বিমুখ হয়, সে কুফরী করল।" (বুখারী ও মুসলিম)।

১৮০৪ - ইয়াযিদ শারীক ইবনে তারিক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আলী (রাদিয়াল্লাহু
আনহু)-কে মিস্বারের ওপর খুতবা দিতে দেখেছি এবং তাঁকে বলতে শুনেছি, "না, আল্লাহর
কসম! আমাদের কাছে পাঠ করার মতো আল্লাহর কিতাব এবং এই সহীফাটিতে যা আছে তা
ব্যতীত অন্য কোনো কিতাব নেই।" অতঃপর তিনি সেটি উন্মোচন করলেন, তাতে উটের বয়স
সংক্রান্ত বিষয় এবং যখমের দিয়ত বা রক্তপণ সংক্রান্ত বিষয়াদি ছিল। তাতে আরও ছিল যে,
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আইর থেকে সওর পর্বত পর্যন্ত মদিনা
হারাম (পবিত্র ও সংরক্ষিত এলাকা)। যে ব্যক্তি এতে কোনো নতুন অনিষ্টের (বিদআতের) উদ্ভব
ঘটাবে অথবা কোনো বিদআতীকে আশ্রয় দেবে, তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতাকুল এবং সকল
মানুষের লানত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কোনো ফরয বা নফল ইবাদত করুল করবেন
না। মুসলমানদের জিম্মা বা নিরাপত্তা প্রদানের অঙ্গীকার অভিন্ন, তাদের সাধারণ স্তরের কোনো
ব্যক্তিও তা প্রদানের অধিকার রাখে। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দেওয়া নিরাপত্তা বা
অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতাকুল এবং সকল মানুষের লানত। আল্লাহ
তার কোনো..."

الله منه يوم القيامة صرف ولا عدلا ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتفى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا متفق عليه ذمة المسلمين أي عهدهم وأمانتهم وأخفها نقض عهده والصرف التوبة وقيل الحلة والعدل الفداء.

1805 - وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه متفق عليه وهذا لفظ رواية مسلم.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه أو توليه غير مواليه ذكر رحمه الله شيئين كلاهما لحمية يلتحم الناس بعضهم ببعض به ويدنو بعضهم من بعض الأول: النسب

আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার পক্ষ থেকে কোনো ফরজ কিংবা নফল ইবাদত গ্রহণ করবেন না। আর যে ব্যক্তি নিজের পিতা ব্যতীত অন্য কাউকে পিতা বলে দাবি করল অথবা নিজের প্রকৃত মুনিব ছাড়া অন্য কারো সাথে সম্পর্ক জুড়ল, তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতাকুল এবং সকল মানুষের লানত। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার থেকে কোনো তওবা বা মুক্তিপণ কবুল করবেন না। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। 'জিম্মাতুল মুসলিমিন' অর্থাৎ তাদের অঙ্গীকার ও নিরাপত্তা। 'আখফারাহ্' অর্থ হলো তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। 'সারফ' অর্থ হলো তওবা, আবার বলা হয়েছে এর অর্থ হলো নফল ইবাদত। আর 'আদল' অর্থ হলো মুক্তিপণ।

১৮০৫ - আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন: যে ব্যক্তি জেনেগুনে নিজের পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে দাবি করে, সে কুফরি করল। আর যে ব্যক্তি

এমন কিছু দাবি করে যা তার নয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়; সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়। আর যে ব্যক্তি কাউকে ‘কাফের’ বলে ডাকল অথবা বলল ‘আল্লাহর শত্রু’, অথচ সে তা নয়, তবে সেই অপবাদ তার নিজের ওপরই ফিরে আসবে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। এটি মুসলিমের বর্ণনার শব্দ।

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (রহ.) তাঁর ‘রিয়াদুস সালাহীন’ কিতাবে ‘মানুষের নিজের পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে পরিচয় দেওয়া অথবা নিজের প্রকৃত মুনিব ছাড়া অন্য কাউকে মুনিব হিসেবে গ্রহণ করার হারামের বর্ণনা’ শীর্ষক অধ্যায়ে দুটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এই উভয় বিষয়ই হলো এমন এক বন্ধন যার মাধ্যমে মানুষ একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং একে অপরের নিকটবর্তী হয়। প্রথমটি হলো: বংশপরিচয়।

(ص: 592) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

والثاني الولاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب أما النسب فإن الإنسان يجب عليه أن ينتسب إلى أهله أبيه جده جد أبيه.. وما أشبه ذلك ولا يحل له أن ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه ليس بأبيه فمثلاً إذا كان أبوه من القبيلة الفلانية ورأى أن هذه القبيلة فيها نقص عن القبيلة الأخرى فانتسب إلى قبيلة ثانية أعلى حساباً لأجل أن يزيل عن نفسه عيب قبيلته فإن هذا والعياذ بالله ملعون عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً وأما إذا انتسب الإنسان إلى جده وأبي جده وهو مشهور ومعروف دون أن ينتفي من أبيه فلا بأس بهذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب أنا النبي ولا كذب مع أنه محمد بن عبد الله بن عبد

المطلب فعبد المطلب جده ولكنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك في غزوة حنين لأن عبد المطلب أشهر من أبيه عبد الله وهو عند قريش في المكانة العليا فلماذا قال أنا ابن عبد المطلب لكنه من المعلوم أنه محمد بن عبد الله ولم ينتف من أبيه وكذلك أيضاً الناس ينتسبون إلى اسم القبيلة فيقول مثلاً أحمد بن تيمية وما أشبه ذلك مما ينتسب إلى القبيلة لكن المهم الذي عليه الوعيد هو الذي ينتمي إلى غير أبيه لأنه غير راض بحسبه ونسبه فيريد أن يرفع نفسه ويدفع خسيسته بالانتباء

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো ‘ওয়ালা’ (অনুগত সম্পর্ক); নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ওয়ালা হলো বংশীয় সম্পর্কের ন্যায় একটি সুদৃঢ় বন্ধন।" আর বংশের বিষয়টি হলো, মানুষের জন্য তার পরিবার অর্থাৎ তার পিতা, দাদা ও প্রপিতামহের সাথে নিজেকে সম্পর্কিত করা আবশ্যিক।

এবং তদ্রূপ অন্যান্য আত্মীয়দের ক্ষেত্রেও। কোনো ব্যক্তির জন্য তার নিজ পিতা ব্যতীত অন্য কারো সাথে নিজেকে সম্পর্কিত করা বৈধ নয়, অথচ সে জানে যে ওই ব্যক্তি তার পিতা নয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি কারো পিতা একটি নির্দিষ্ট গোত্রের হয় এবং সে মনে করে যে এই গোত্রটি অন্য গোত্রের তুলনায় মর্যাদায় কম, ফলে সে নিজেকে অন্য এক উচ্চবংশীয় গোত্রের সাথে সম্পর্কিত করল যেন নিজের গোত্রের ত্রুটি দূর করতে পারে— তবে এই ব্যক্তি (আল্লাহর নিকট পানাহ চাই) অভিশপ্ত; তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতাকুল এবং সকল মানুষের লানত।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কোনো ফরজ বা নফল ইবাদত কবুল করবেন না। পক্ষান্তরে, যদি কোনো ব্যক্তি তার দাদা বা প্রপিতামহের পরিচয়ে পরিচিত হয় এবং তা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত হয়, এমতাবস্থায় যে সে তার পিতাকে অস্বীকার করেছে না, তবে এতে কোনো দোষ নেই। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং বলেছেন, "আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান; আমি নবী, এতে কোনো মিথ্যা নেই।" অথচ তিনি ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব। আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন তার দাদা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধে এমনটি বলেছিলেন কারণ তার পিতা আব্দুল্লাহর তুলনায় আব্দুল মুত্তালিব অধিক পরিচিত ছিলেন এবং কুরাইশদের নিকট তার সামাজিক মর্যাদা ছিল অতি উচ্চ। একারণেই তিনি বলেছিলেন, "আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান", কিন্তু এটি সর্বজনবিদিত যে তিনি আব্দুল্লাহর পুত্র এবং তিনি তার পিতাকে অস্বীকার করেননি। একইভাবে মানুষ গোত্রের নামেও পরিচিতি লাভ করে, যেমন

কেউ বলে ‘আহমদ ইবনে তাইমিয়াহ’ এবং এজাতীয় অন্যান্য নাম যা গোত্রের সাথে সম্পর্কিত। তবে মূল যে বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে তা হলো, যে ব্যক্তি নিজের পিতা ব্যতীত অন্য কারো সাথে নিজেকে সম্পর্কিত করে; কারণ সে তার নিজ বংশ ও মর্যাদা নিয়ে সন্তুষ্ট নয়, বরং সে অন্যের সাথে যুক্ত হয়ে নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে এবং নিজের হীনতা ঢাকতে চায়।

(ص: 593) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

إلى غير أبيه فهذا هو الذي عليه اللعنة والعياذ بالله يوجد والعياذ بالله من يفعل ذلك للدنيا ينتسبون إلى أعمامهم دون آبائهم للدنيا مثل ما يوجد الآن أناس لديهم جنسيتان ينتسب إلى عمه أو إلى خاله أو ما أشبه ذلك لينال بذلك شيئا من الدنيا هذا أيضا حرام عليه ولا يحل عليه ذلك والواجب على من كان كذلك أن يعدل تبعيته وجنسيته وكذلك بطاقته ولا يبقئها على ما هي عليه ومن اتقى الله جعل له من أمره يسرا ورزقه من حيث لا يحتسب والله الموفق أما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أعلن على المنبر وهو يخطب الناس أنه ليس عندهم شيء خصهم به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا كتاب الله وهذا عام لكل أحد والمراد بكتاب الله ما يقرأه المسلمون اليوم من أولهم إلى آخرهم صغارا وكبارا لم يزد فيه أحد ولم ينقص منه أحد وفي هذا رد على الرافضة الشيعة الذين يدعون أن القرآن الكريم قد حذف منه ثلثه وحذفت منه سورة الولاية وما أشبه ذلك فخرجوا عن إجماع المسلمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وفي قسم أمير المؤمنين رضي الله عنه وهو الخليفة الرابع وهو البار الصادق بدون قسم أن النبي صلى الله

عليه وسلم لم يخصصهم بشيء دليل على كذب الرافضة الشيعة الذين يقولون إن
النبي صلى الله عليه وسلم عهد بالخلافة إلى علي بن أبي طالب وأن أبا بكر وعمر
ظالمون معتدون كافرون منافقون هكذا

পিতার পরিবর্তে অন্যের সাথে নিজের বংশসূত্র সম্বন্ধযুক্ত করা অভিশপ্ত কাজ, আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে কেউ কেউ এমন কাজ করে থাকে; তারা তাদের পিতার পরিবর্তে নিজেদের চাচাদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে। যেমন বর্তমানে দেখা যায়, অনেক ব্যক্তির দ্বৈত নাগরিকত্ব রয়েছে এবং তারা পার্থিব কোনো সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় তাদের চাচা, মামা বা অন্য কারও নামে নিজেদের পরিচয় দেয়। এটি তার জন্য হারাম এবং কোনোভাবেই বৈধ নয়। যার অবস্থা এমন, তার ওপর ওয়াজিব হলো তার সম্বন্ধ, নাগরিকত্ব এবং পরিচয়পত্র সংশোধন করা এবং একে বর্তমান অবস্থায় রেখে না দেওয়া। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পথ সুগম করে দেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রিজিক দান করেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

আর আলী ইবনে আবি তালিব (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন)-এর হাদিসের ব্যাপারে বলা যায় যে, তিনি মিসরে খুতবা প্রদানকালে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে, আল্লাহর কিতাব ছাড়া এমন বিশেষ কিছু তাঁদের কাছে নেই যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেবল তাঁদের (আহলে বাইত) জন্যই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর এই কিতাব সবার জন্য সমান। আল্লাহর কিতাব বলতে সেই কুরআনকেই বোঝানো হয়েছে যা বর্তমানের মুসলমানগণ গুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছোট-বড় সবাই পাঠ করে থাকেন। এতে কেউ কিছু সংযোজন করেনি এবং কেউ কিছু বিয়োজনও করেনি। এর মাধ্যমে সেই রাফেজি শিয়াদের অপবাদের জবাব দেওয়া হয়েছে, যারা দাবি করে যে পবিত্র কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ বাদ দেওয়া হয়েছে এবং 'সূরা আল-বিলায়াহ' বা এই জাতীয় কিছু অংশ মুছে ফেলা হয়েছে। এর মাধ্যমে তারা মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য (ইজমা) থেকে বিচ্যুত হয়েছে। "আর যে ব্যক্তি তার কাছে হেদায়েত স্পষ্ট হওয়ার পর রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে সে পথেই ছেড়ে দেব যা সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, আর তা অত্যন্ত মন্দ আবাস।"

আমিরুল মুমিনীন (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন)—যিনি চতুর্থ খলিফা এবং একজন অত্যন্ত পুণ্যবান ও সত্যবাদী ব্যক্তি—শপথ করা ছাড়াই যে কথাটি বলেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের বিশেষ কিছু দিয়ে যাননি, তা সেই রাফেজি শিয়াদের মিথ্যার একটি অকাট্য প্রমাণ। তারা দাবি করে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলী ইবনে আবী তালিবকে খিলাফতের অসিয়ত করে গিয়েছিলেন এবং (তাদের দাবি অনুযায়ী) আবু বকর ও উমর (আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হন) জালেম, সীমালঙ্ঘনকারী, কাফের ও মুনাফেক ছিল—তারা এ ধরনের জঘন্য মিথ্যাচার করে থাকে।

(ص: 594) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

والعياذ بالله يصفون خير هذه الأمة بهذه الأوصاف نسأل الله العافية ونسأل الله أن يجازيهم بما يستحقون به من عدله إنه على كل شيء قدير فعلي بن أبي طالب إن كانوا صادقين في محبته وولايته وأنهم يتولونه وأنهم شيعته فليصدقوه بهذا اليمين الذي أقسم به على المنبر وهو يخطب الناس معلناً أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خصهم بشيء أبداً إلا كتاب الله الذي يقرؤه المسلمون صغارا وكبارا إلى يومنا هذا والحمد لله ثم نشرها وقرأ فيها شيئاً من أسنان الإبل في الزكاة والثياب والجراحات ولم تبين في هذا الحديث ولكنها بينت في مواضع أخرى وذكر فيها أن المدينة حرام ما بين عير إلى ثور فالمدينة لها حرم كحرم مكة لكنه دون حرم مكة في الأوكدية والفضيلة لأن حرم مكة لا يمكن لمؤمن يتم إيمانه إلا أن يقصده حاجاً ومعتبراً بخلاف حرم المدينة ثم إن المحرمات في المدينة أخف من المحرمات في مكة ولهذا يجب في حرم مكة في قتل الصيد الجزاء ولا يجب هذا في حرم المدينة وليس هذا موضوع ذكر الفروق بين الحرمين فهي حوالي ستة أو سبعة فروق معروفة وما بين عير إلى ثور معروف أيضاً فإن هذا الحرم مساحته يريد في يريد يعني

أربعة فراسخ في أربعة فراسخ هذا الحرم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث فيه حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أحدث حدثاً في أي شيء في العقيدة في المنهج في السلوك مخالفاً للمسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وكذلك من آوى محدثاً يعني أدخله المدينة وهو يعلم أنه صاحب حدث فأواه ونصره وأدخله في منزله وتستر عليه وما أشبه ذلك هذا يكون أيضاً مشاركاً له في الإثم عليه لعنة الله

আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তারা এই উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তিদের এমন সব মন্দ বিশেষণে বিশেষায়িত করে থাকে। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ভিক্ষা করি এবং প্রার্থনা করি যেন আল্লাহ তাদের সাথে তাঁর ন্যায়বিচার অনুযায়ী পাওনা প্রতিদান দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশালী। সুতরাং আলী ইবনে আবি তালিব—যদি তারা তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাকে এবং তারা যদি সত্যিই তাঁর অনুসারী হয়, তবে তারা যেন তাঁর এই শপথকে সত্য বলে স্বীকার করে নেয়, যা তিনি মিস্রেরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেওয়ার সময় প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের জন্য বিশেষ কোনো কিছু নির্দিষ্ট করে যাননি, কেবল আল্লাহর কিতাব ছাড়া—যা আজও ছোট-বড় সকল মুসলিম পাঠ করে আসছে। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। অতঃপর তিনি সেই সহীফাটি খুলে দেখালেন এবং তাতে যাকাতের ক্ষেত্রে উটের বয়সের বিবরণ, পোশাক এবং জখমের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত কিছু বিধান পাঠ করলেন। এই হাদীসে তা বিস্তারিত বর্ণিত হয়নি, তবে অন্য স্থানে তা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। তাতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মদীনার 'আইর' হতে 'সাওর' পাহাড় পর্যন্ত এলাকা হারাম বা পবিত্র। মক্কার ন্যায় মদীনারও হারাম এলাকা রয়েছে, তবে গুরুত্ব ও ফযীলতের বিচারে এটি মক্কার হারামের চেয়ে কিছুটা নিম্নতর। কেননা, ঈমান পূর্ণ হওয়ার জন্য কোনো মুমিনের পক্ষে হজ্জ বা উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কার হারামে গমন করা অপরিহার্য, যা মদীনার হারামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তদুপরি, মদীনার হারামে নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর বিধান মক্কার হারামের তুলনায় কিছুটা শিথিল। এ কারণেই মক্কার হারামে কোনো শিকারযোগ্য প্রাণী হত্যা করলে তার বিনিময় বা জরিমানা দেওয়া বাধ্যতামূলক হয়, যা মদীনার হারামের ক্ষেত্রে ওয়াজিব নয়। এটি মূলত দুই হারামের মধ্যকার পার্থক্যগুলো সবিস্তারে আলোচনার ক্ষেত্র নয়; এ সংক্রান্ত প্রায় ছয়

বা সাতটি সুবিদিত পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। আর 'আইর' হতে 'সাওর' পর্যন্ত এলাকাটিও সুপরিচিত। এই হারাম এলাকার আয়তন হলো এক 'বারীদ' দৈর্ঘ্য ও এক 'বারীদ' প্রস্থ, অর্থাৎ চার 'ফারসাখ' বাই চার 'ফারসাখ'। এই হারাম এলাকা সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি এখানে কোনো নতুন অনিষ্টের উদ্ভব ঘটাবে অথবা কোনো অপরাধীকে আশ্রয় প্রদান করবে, তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতাকুল এবং সকল মানুষের অভিষাপ বর্ষিত হোক।” কোনো বিষয়ে নতুন অনিষ্টের উদ্ভব ঘটানো—তা আকিদাগত, পদ্ধতিগত কিংবা মুসলিমদের পরিপন্থী কোনো আচরণগত বিষয়ই হোক না কেন—এরূপ ব্যক্তির ওপর আল্লাহ, ফেরেশতাকুল এবং সকল মানুষের অভিষাপ। একইভাবে, যে ব্যক্তি কোনো অপরাধীকে আশ্রয় দেবে—অর্থাৎ অপরাধী জেনেও তাকে মদীনার সীমানায় প্রবেশ করাবে, অতঃপর তাকে আশ্রয় ও সহযোগিতা দেবে, নিজের আবাসে স্থান দেবে এবং তাকে গোপন করে রাখবে বা এই জাতীয় কোনো কাজ করবে—সে ব্যক্তিও সেই পাপে অংশীদার হবে এবং তার ওপর আল্লাহর অভিষাপ আপতিত হবে।

(ص: 595) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

والملائكة والناس أجمعين الجملة الثانية أن ذمة المسلمين واحدة يعني عهدهم واحد إذا عاهد أحد من المسلمين ممن لهم ولايات العهد وخفر ذمة أحد فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فمثلاً إذا دخل كافر إلى البلد في أمان وعهد ممن لهم ولاية العهد أو غيرهم ممن له الأمان ثم خفّره أحد استحق اللعنة من الله والملائكة والناس أجمعين لو أن كافراً دخل بأمان وآواه رجل مؤمن آمن كافراً وقال له ادخل وأنت في أمان جاري رجل عادي من المؤمنين ثم جاء إنسان وقتل هذا الكافر وقال هذا كافر لا بد أن نقتله رغم أمانه من المسلم فعلى القاتل لعنة الله والملائكة والناس أجمعين نسأل الله العافية كيف إذا دخل بأمان من ولى الأمر على أنه مؤتمن وفي جوار وأمان الدولة ثم يأتي إنسان فيقتله هذا عليه لعنة الله

والملائكة والناس أجمعين وفي هذا دليل على حماية الدين الإسلامي لمن دخل بأمانه وجواره وأن الدين الإسلامي لا يعرف الغدر والاعتقال والجرائم الدينية الإسلامية دين صريح ما فيه إلا الصراحة إنسان آمنه مسلمون لا بد أن يكون آمناً ولا آمين الفائدة لا بد أن يكون آمناً وبهذا نعرف غلط من يغدرون بالذمم ويخونون ويغتالون أناساً لهم عهد وأمان وأن هؤلاء مستحقون لها أعلنه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والعياذ بالله نعم الحربي الذي يدخل بدون أمان لم يعطه أحد من المسلمين الأمان

এবং ফিরিশতা ও সকল মানুষের। দ্বিতীয় বাক্যটি হলো, মুসলিমদের নিরাপত্তা বা অঙ্গীকার অভিন্ন, অর্থাৎ তাদের প্রতিশ্রুতি এক ও অভিন্ন। যদি মুসলিমদের মধ্য থেকে চুক্তির অধিকারপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কাউকে অঙ্গীকার প্রদান করে এবং কেউ সেই অঙ্গীকার বা নিরাপত্তা ভঙ্গ করে, তবে তার ওপর আল্লাহর, ফিরিশতাদের এবং সকল মানুষের অভিশাপ। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো কাফির ব্যক্তি রাষ্ট্রপ্রধান বা চুক্তির অধিকারপ্রাপ্ত অন্য কারও কাছ থেকে নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে দেশে প্রবেশ করে, আর কেউ যদি সেই নিরাপত্তা ভঙ্গ করে, তবে সে আল্লাহর, ফিরিশতাদের এবং সকল মানুষের অভিশাপের যোগ্য হবে। যদি কোনো কাফির নিরাপত্তা নিয়ে প্রবেশ করে এবং কোনো মুমিন ব্যক্তি তাকে আশ্রয় দেয়— একজন সাধারণ মুমিন ব্যক্তি তাকে অভয় দিয়ে বলল, 'তুমি প্রবেশ করো, তুমি আমার নিরাপত্তায় ও আশ্রয়ে আছো'—অতঃপর অন্য কোনো ব্যক্তি এসে সেই কাফিরকে হত্যা করে এবং বলে যে, 'এ তো কাফির, মুসলিমের দেওয়া নিরাপত্তা সত্ত্বেও একে হত্যা করতেই হবে', তবে সেই হত্যাকারীর ওপর আল্লাহর, ফিরিশতাদের এবং সকল মানুষের অভিশাপ। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। আর যদি সে রাষ্ট্রপ্রধানের কাছ থেকে বিশ্বস্ত হিসেবে এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও আশ্রয়ে প্রবেশ করে থাকে, এরপর কেউ এসে তাকে হত্যা করে, তবে তার ওপর আল্লাহর, ফিরিশতাদের এবং সকল মানুষের অভিশাপ। এতে এ কথার প্রমাণ মেলে যে, ইসলাম ধর্ম ওই ব্যক্তির সুরক্ষা নিশ্চিত করে যে ইসলামের নিরাপত্তা ও আশ্রয়ে প্রবেশ করেছে। ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসঘাতকতা, গুপ্তহত্যা এবং অপরাধকে চেনে না। ইসলাম একটি সুস্পষ্ট ধর্ম, এতে কেবল স্বচ্ছতাই বিদ্যমান। কোনো ব্যক্তিকে যখন মুসলিমরা নিরাপত্তা দেয়, তখন তাকে অবশ্যই নিরাপদ থাকতে হবে। এর মাধ্যমে আমরা তাদের ভুল বুঝতে পারি যারা

অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং এমন সব মানুষদের গুপ্তহত্যা করে যাদের সাথে চুক্তি ও নিরাপত্তার অঙ্গীকার রয়েছে। এ ধরনের লোকেরা আমিরুল মুমিনীন আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ঘোষিত সেই শাস্তির যোগ্য, যা হলো তাদের ওপর আল্লাহর, ফিরিশতাদের এবং সকল মানুষের অভিশাপ। আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। হ্যাঁ, তবে যে যুদ্ধরত শত্রু (হারবি) কোনো নিরাপত্তা ছাড়াই প্রবেশ করে এবং কোনো মুসলিম তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেনি (সে এর অন্তর্ভুক্ত নয়)।

(ص: 596) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ویدخل مستخفياً ليكون جاسوساً للعدو أو مفسداً في الأرض هذا يقتل لأنه لا أمان له أما إنسان دخل بأمان من الدولة أو أمان من أي طرف من المسلمين فيخفر فهذا لا يقتل فهو نفس محترمة معصومة من غدر بها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وبهذا نعرف خطأ ما نسبته في بعض البلاد من الاعتداء على الآمنين الذين لهم عهد من الدولة تجدهم آمنين بعهد من الدولة ثم يأتي إنسان باسم الإسلام فيغدر لا فالإسلام لا يعرف الغدر يقول الله عز وجل {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها} ويقول الله عز وجل {ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة} العهد شيء عظيم والغدر به فظيع والعياذ بالله ليس من الإسلام في شيء لكن بعض الجهال يظنون أن يخفوا غيرتهم بما لا يطابق الكتاب والسنة وهذا خطأ المؤمن مقيد بما جاء به الشرع وليس الإسلام بالهوى {ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن} لكن الطرق معروفة مبينة واضحة والله أعلم

আর যে ব্যক্তি গোপনে প্রবেশ করে যেন সে শত্রুর গোয়েন্দা হতে পারে অথবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হতে পারে, তাকে হত্যা করা হবে; কারণ তার কোনো নিরাপত্তা নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা নিয়ে অথবা মুসলিমদের কোনো পক্ষের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা নিয়ে প্রবেশ করে এবং তাকে অভয় দেওয়া হয়, তবে তাকে হত্যা করা যাবে না। কেননা সে একজন সম্মানিত ব্যক্তি এবং তার প্রাণ সুরক্ষিত। যে ব্যক্তি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, তার ওপর আল্লাহর, ফেরেশতাদের এবং সকল মানুষের অভিশাপ। এর মাধ্যমেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, কোনো কোনো দেশে আমরা নিরাপদ ব্যক্তিদের ওপর যে আক্রমণের কথা শুনে থাকি—যারা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে চুক্তিবদ্ধ ও নিরাপদ—তা কতটা ভুল। দেখা যায় তারা রাষ্ট্রের চুক্তির অধীনে নিরাপদ রয়েছে, অথচ এরপর ইসলামের নাম ব্যবহার করে কেউ এসে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। না, ইসলাম কখনও বিশ্বাসঘাতকতা চেনে না। মহান আল্লাহ বলেন: “আর তোমরা যখন আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করো, তখন তা পূর্ণ করো এবং শপথসমূহ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না।” মহান আল্লাহ আরও বলেন: “তোমরা সেই নারীর মতো হয়ো না, যে তার সূতা মজবুত করে পাকানোর পর তা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। তোমরা তোমাদের শপথগুলোকে একে অপরের সাথে প্রবঞ্চনার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করো না যেন এক দল অন্য দল অপেক্ষা অধিক সুবিধাভোগী হতে পারে।” অঙ্গীকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা জঘন্য অপরাধ; আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। এটি ইসলামের কোনো অংশ নয়। কিন্তু কিছু মূর্খ লোক মনে করে যে তারা কিতাব ও সুন্নাহর পরিপন্থী কাজের মাধ্যমে তাদের ধর্মীয় আত্মমর্যাদা প্রকাশ করবে; এটি একটি ভুল ধারণা। মুমিন সর্বদা শরিয়ি বিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ, আর ইসলাম খেয়াল-খুশিমতো চলার নাম নয়। মহান আল্লাহ বলেন: “সত্য যদি তাদের খেয়াল-খুশির অনুগামী হতো, তবে আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এদের অন্তর্বর্তী সবকিছু বিপর্যস্ত হতো।” তবে সঠিক পথ সুবিদিত, সুস্পষ্ট ও সুপ্রকাশিত। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

بَاب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه
قال الله تعالى {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم
عذاب أليم} وقال تعالى {ويحذركم الله نفسه} وقال تعالى {إن بطش ربك
لشديد} وقال تعالى {وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم
شديد} .

1806 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله
تعالى يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه متفق عليه

[الشَّرْحُ]

قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بَاب التحذير من الوقوع فيما
نهى الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عنه يعني أن الإنسان يجب أن يكون
حذرا من الوقوع في المحرمات ولا

আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিষেধ করেছেন,
তা করার বিরুদ্ধে সতর্কীকরণ অধ্যায়

আল্লাহ তাআলা বলেন, {অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা যেন সতর্ক হয়
যে, তাদের ওপর কোনো বিপর্যয় আপতিত হতে পারে অথবা তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি
আসতে পারে।} আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, {আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সত্তা
সম্পর্কে সতর্ক করছেন।} আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, {নিশ্চয়ই আপনার রবের পাকড়াও
অত্যন্ত কঠোর।} আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, {আর আপনার রব যখন কোনো জনপদকে
তার যুলুমের কারণে পাকড়াও করেন, তখন তাঁর পাকড়াও এরূপই হয়ে থাকে। নিশ্চয়ই তাঁর
পাকড়াও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ও কঠোর।}

১৮০৬ - আবু হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আত্মমর্যাদাবোধ (গয়রত) পোষণ করেন; আর
আল্লাহর আত্মমর্যাদাবোধের দাবি হলো, কোনো ব্যক্তি যেন এমন কাজে লিপ্ত না হয় যা আল্লাহ
তার জন্য হারাম করেছেন। (বুখারি ও মুসলিম কর্তৃক ঐক্যমত পোষণকৃত)

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে বলেছেন: আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা নিষেধ করেছেন তাতে লিপ্ত হওয়ার বিরুদ্ধে সতর্কীকরণ অধ্যায়। অর্থাৎ, মানুষের উচিত হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকা এবং কোনোভাবেই...

(ম: 598) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

يتهاون ولا يغلبه الأمان من مكر الله عز وجل فإن بعض الناس يغره الشيطان يقول
افعل المعصية واستغفر الله افعل المعصية ورحمة الله تعالى سبقت غضبه افعل
المعصية فقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن
يشاء إلى غير ذلك من الأمان الكاذبة التي يغر بها الشيطان بني آدم {وما يعدهم
الشيطان إلا غرورا} فالواجب الحذر مما نهى الله ورسوله عنه ثم استدل المؤلف
رحمة الله بآيات من كتاب الله منها قول الله تعالى {فليحذر الذين يخالفون عن
أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} {فليحذر الذي يخالفون عن أمره}
أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى يخالفون عنه يخرجون عنه ولا
يبالون به ويرتكبونه ليحذروا {أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} فتنة في
قلوبهم والعياذ بالله يلقي في قلوبهم الفتنة من الشك فيما يجب اليقين فيه أو
الشهوة فيما يحرم تناوله ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة يعني في
قوله تعالى {أن تصيبهم فتنة} الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه
شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله فاحذر الفتنة احذر المخالفة عن أمر الله ورسوله
أن يصيبك فتنة {أو يصيبهم عذاب أليم} أي عذاب مؤلم إما في الدنيا وإما في

الآخرة وقال الله تعالى {يحذرکم الله نفسه} یعنی احذروا الله عز وجل فإنه شديد العقاب كما قال تعالى {نبئ عبادي أنا الغفور الرحيم وأن

তিনি যেন অবহেলা না করেন এবং আল্লাহর কৌশলের (মকর) ব্যাপারে নির্ভয়তা যেন তাঁকে পরাভূত না করে। কারণ কিছু মানুষকে শয়তান এই বলে প্রতারণা করে যে, 'তুমি পাপাচার করো এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো', 'পাপাচার করো, কেননা আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর ক্রোধের ওপর প্রাধান্য পেয়েছে', 'পাপাচার করো, কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না, তবে এ ছাড়া অন্য যেকোনো গুনাহ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন'—এমন আরও অনেক মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা দিয়ে শয়তান আদম সন্তানকে বিভ্রান্ত করে। "আর শয়তান তাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা কেবল প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।" সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা নিষেধ করেছেন তা থেকে সতর্ক থাকা ওয়াজিব। অতঃপর লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) আল্লাহর কিতাব থেকে কিছু আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর এই বাণী: "অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা যেন সতর্ক হয় যে, তাদের ওপর কোনো ফিতনা (বিপর্যয়) আপতিত হবে অথবা তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসবে।" "যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে" অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে। বিরুদ্ধাচরণ করার অর্থ হলো তাঁর নির্দেশ থেকে বিচ্যুত হওয়া, সেটির পরোয়া না করা এবং অবলীলায় তা অমান্য করা। তারা যেন সতর্ক হয় "তাদের ওপর কোনো ফিতনা আপতিত হওয়া অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসা" থেকে। ফিতনা হবে তাদের অন্তরে—আল্লাহর কাছে আমরা এ থেকে আশ্রয় চাই। তিনি তাদের অন্তরে এমন ফিতনা বা সংশয় নিক্ষেপ করবেন যা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখা আবশ্যিক এমন বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করবে, অথবা এমন কুপ্রবৃত্তি জাগ্রত করবেন যা হারাম বস্তু গ্রহণে প্রলুব্ধ করবে।

এই কারণেই ইমাম আহমাদ (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) বলেছেন: তুমি কি জানো 'ফিতনা' কী? অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার এই বাণীতে—"তাদের ওপর যেন কোনো ফিতনা আপতিত না হয়"—ফিতনা হলো শিরক। সম্ভবত যখন কেউ রাসূলের কোনো কথাকে প্রত্যাখ্যান করে, তখন তার অন্তরে কোনো বক্রতা সৃষ্টি হতে পারে, যার ফলে সে ধ্বংস হয়ে যায়—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। অতএব আল্লাহর নির্দেশ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশের বিরোধিতা করা থেকে এবং কোনো ফিতনায় পতিত হওয়া থেকে সাবধান থাকো। "অথবা

তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসবে" অর্থাৎ পীড়াদায়ক শাস্তি, তা দুনিয়াতে হোক কিংবা আখিরাতে।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন: "আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের ব্যাপারে সতর্ক করছেন।" অর্থাৎ তোমরা মহান আল্লাহকে ভয় করো, কারণ তিনি কঠোর শাস্তিদাতা, যেমনটি তিনি বলেছেন: "আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও যে, নিশ্চয়ই আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। আর আমার শাস্তিই হলো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

(ম: 599) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

عذابي هو العذاب الأليم { وقال تعالى {اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم} فبدأ بالعقاب وثنى بالمغفرة لئلا يغلب الأمن من مكر الله والإنسان إذا أمن من مكر الله أصابه البلاء والعذاب ولهذا قال الله تبارك وتعالى {أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون} الآمن من مكر الله هو البغالي وإنه يعمل ما يشاء من المعاصي ولا يخافه لكنه في الحقيقة خاسر لأن مآله العذاب والنكال نسأل الله العافية وقال تبارك وتعالى {وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد} فسرّها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله ليبلي للظالم يعني يبهله ويدعه يظلم نفسه حتى إذا أخذه لم يفلته وتلا قوله تعالى {وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد} فالحذر الحذر من التهاون بمعصية الله عز وجل حتى إن من أهل العلم من قال إن الرجل إذا فعل المعصية متهاونا بها ولو كانت صغيرة صارت كبيرة والعياذ بالله لها قام في قلبه من التهاون بها

...আমার আযাবই হচ্ছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" এবং মহান আল্লাহ বলেছেন: "তোমরা জেনে রাখো যে, আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা এবং আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" তিনি শাস্তির উল্লেখ দিয়ে শুরু করেছেন এবং ক্ষমার কথা পরে এনেছেন যাতে আল্লাহর কৌশল হতে নির্ভয় হওয়ার বিষয়টি প্রবল হয়ে না ওঠে। মানুষ যখন আল্লাহর কৌশল হতে নিজেকে নিরাপদ মনে করে, তখন সে বিপদ ও শাস্তির সম্মুখীন হয়। এই কারণেই বরকতময় ও সুমহান আল্লাহ বলেছেন: "তবে কি জনপদসমূহের অধিবাসীরা এ বিষয়ে নির্ভয় হয়ে গেছে যে, আমার আজাব তাদের ওপর রাতে আসবে যখন তারা থাকবে নিদ্রাভিত্ত? অথবা জনপদসমূহের অধিবাসীরা কি এ বিষয়ে নির্ভয় হয়ে গেছে যে, আমার আজাব তাদের ওপর আসবে দিনের বেলায় যখন তারা থাকবে খেলাধুলায় মত্ত? তবে কি তারা আল্লাহর কৌশলের ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে গেছে? অথচ ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া আর কেউই আল্লাহর কৌশল হতে নির্ভয় হয় না।" আল্লাহর কৌশল হতে নির্ভয় ব্যক্তি হলো সেই যে সীমালঙ্ঘনকারী এবং সে আপন ইচ্ছানুযায়ী পাপাচার করে যায় এবং আল্লাহকে ভয় করে না; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে ক্ষতিগ্রস্ত, কারণ তার পরিণাম হলো আজাব ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। বরকতময় ও সুমহান আল্লাহ আরও বলেছেন: "তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও এমনই হয়ে থাকে, যখন তিনি জনপদসমূহকে পাকড়াও করেন এমতাবস্থায় যে তারা জালেম। নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও যন্ত্রণাদায়ক ও অত্যন্ত কঠোর।" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেমকে অবকাশ দেন—অর্থাৎ তাকে সময় দেন এবং নিজের প্রতি জুলুম করতে ছেড়ে দেন—অবশেষে যখন তাকে পাকড়াও করেন, তখন আর তাকে রেহাই দেন না।" এরপর তিনি মহান আল্লাহর এই বাণী তিলাওয়াত করেন: "তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও এমনই হয়ে থাকে, যখন তিনি জনপদসমূহকে পাকড়াও করেন এমতাবস্থায় যে তারা জালেম। নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও যন্ত্রণাদায়ক ও অত্যন্ত কঠোর।" সুতরাং মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর অবাধ্যতাকে তুচ্ছজ্ঞান করার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকা কর্তব্য। এমনকি কোনো কোনো জালেম বলেছেন যে, কোনো ব্যক্তি যখন পাপাচারকে তুচ্ছ মনে করে তা সম্পাদন করে, যদিও তা ছোট গুনাহ হয়, তবুও তা বড় গুনাহে (কবির) পরিণত হয়—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—কারণ তার অন্তরে সেই পাপের প্রতি যে অবজ্ঞার সৃষ্টি হয়েছে তার কারণে।

نسأل الله أن يؤمننا وإياكم من أسباب عقابه وغضبه

[الشَّرْحُ]

سبق لنا الكلام على أنه لا يجوز للإنسان أن يغتر في إمهال الله تعالى له وأن يرتكب المعاصي بناء على أن الله لن يعالجه بالعقوبة وأن هذا من باب الأمن من مكر الله عز وجل وذكرنا أن الله تعالى يميل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتلا قول الله تعالى كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وكثير من الناس يتهاون في هذا الأمر يعصي الله فينهى عن ذلك ويترك الواجب فيؤمر بفعله ويقول {إن الله غفور رحيم} {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} وأنا لم أشرك بالله فيقال له إن الذي قال ذلك هو الذي قال {اعلموا أن الله شديد العقاب} وقال {نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم} ولا يجوز لك أن تغتر بإمهال الله لك رباً يمهل الله العبد على معاصيه ويستدرجه من حيث لا يعلم حتى إذا أخذه أخذته عزيز مقتدر والعياذ بالله فإياك أن تتهاون راقب الله عز وجل واعلم أن لكل داء دواء فإذا مسك طائف من الشيطان تذكر واتعظ وأقبل على الله وتب إلى الله عز وجل وكن كمن قال الله فيهم {والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون}

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের তাঁর শাস্তি ও ক্রোধের কারণসমূহ থেকে নিরাপত্তা দান করেন।

[ব্যাখ্যা]

পূর্বে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি যে, মানুষের জন্য জায়েজ নয় মহান আল্লাহর সুযোগ প্রদানে প্রতারণিত হওয়া এবং এই ধারণার ভিত্তিতে পাপাচার করা যে আল্লাহ তাকে দ্রুত শাস্তির মাধ্যমে পাকড়াও করবেন না। এটি মূলত আল্লাহর কৌশল থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করার অন্তর্ভুক্ত। আমরা উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ তাআলা জালিমকে অবকাশ দেন, কিন্তু যখন তিনি তাকে পাকড়াও করেন, তখন আর ছাড়েন না—যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন এবং মহান আল্লাহর এই বাণী তিলাওয়াত করেছেন: "তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও এমনই হয়ে থাকে, যখন তিনি জনপদসমূহকে তাদের জুলুমের কারণে পাকড়াও করেন; নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ও কঠোর।" অনেক মানুষ এ ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করে; তারা আল্লাহর অবাধ্যতা করে আর যখন তাদের তা থেকে নিষেধ করা হয়, কিংবা তারা ওয়াজিব কাজ বর্জন করে এবং যখন তাদের তা পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন তারা বলে: "নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু," "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করবেন না, তবে এছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন," আর আমি তো আল্লাহর সাথে শিরক করছি না। তখন তাদের বলা হবে: যিনি এ কথা বলেছেন, তিনিই আবার বলেছেন— "জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর।" তিনি আরও বলেছেন— "আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও যে, নিশ্চয়ই আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু, আর আমার আজাবই হচ্ছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব।" আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত অবকাশে তোমার প্রতারণিত হওয়া মোটেও উচিত নয়। হতে পারে আল্লাহ বান্দাকে তার পাপাচারের ওপর অবকাশ দিচ্ছেন এবং তাকে এমনভাবে ধাপে ধাপে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন যা সে উপলব্ধি করতে পারছে না; অবশেষে যখন তিনি তাকে পাকড়াও করবেন, তখন তা হবে এক মহাপরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমানের পাকড়াও। আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। সুতরাং খবরদার! শিথিলতা করো না; মহান আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রেখো যে, প্রতিটি রোগেরই প্রতিকার আছে। যদি শয়তানের কোনো কুমন্ত্রণা তোমাকে স্পর্শ করে, তবে আল্লাহকে স্মরণ করো, উপদেশ গ্রহণ করো, আল্লাহর অভিযুক্ত হও এবং মহান আল্লাহর কাছে তাওবা করো। তুমি তাদের মতো হও যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন: "আর যারা কোনো অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে; আর আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? এবং তারা যা করেছে জেনে-বুঝে তাতে অটল থাকে না।"

والتوبة لابد فيها من شروط خمسة: 1 - الإخلاص لله عز وجل بآلا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة أحد من الخلق ولا أن ينال بذلك جاهاً أو رئاسة بل يخلص النية لله عز وجل خوفاً من عقابه ورجاء لثوابه.

2 - الندم على ما فعل من الذنب بحيث لا يتساوى عنده الذنب وعدمه بل يندم على ما حصل منه ويتحسر في نفسه ويقول ليتني لم أفعل هذا لكنه يخضع لقضاء الله وقدره ويتوب إلى الله عز وجل.

3 - الإقلاع عن الذنب بترك المعصية إن كان الذنب معصية أو فعل الواجب إن كان الذنب بترك الواجب يمكن تداركه فأمّا أن يصبر على الذنب ويرجو التوبة فهذا خطأ وهذا من الأماني الكاذبة بعض الناس يقول أستغفر الله وأتوب إليه من الغيبة وهو يغتتاب الناس يقول أستغفر الله من الربا وهو يأكل الربا يقول أستغفر الله وأتوب إليه من حقوق الناس وهو يأكل حقوق الناس يبطل في الحق الذي عليه مع قدرته على وفائه وغير ذلك من الأمور التي يكذب بها الإنسان على نفسه في أنه تائب وهو لم يتب وإذا كان الذنب حقاً لآدمي فلا بد أن يوصله إليه أخذ مالا من شخص سرق منه مالا وجاء يسأل يقول إنه تاب نقول رد المال إلى صاحبه أما بدون أن ترده إلى صاحبه فالتوبة لم تتم كذلك توبته من أكل لحم الناس يغتتاب شخصاً يسبه في

এবং তওবার জন্য পাঁচটি শর্ত থাকা আবশ্যিক: ১. মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইখলাস (একনিষ্ঠতা) রাখা; অর্থাৎ মানুষ যেন কোনো সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করে অথবা পদমর্যাদা বা নেতৃত্ব লাভের উদ্দেশ্যে তওবা না করে, বরং মহান আল্লাহর শাস্তির ভয় এবং তাঁর সওয়াবের আশায় শুধুমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে নিজের নিয়তকে একনিষ্ঠ করে।

২ - কৃত গুনাহের জন্য লজ্জিত হওয়া; যেন তার নিকট গুনাহ করা এবং না করা সমান না হয়, বরং সে যা করেছে তার জন্য অনুতপ্ত হবে এবং মনে মনে আক্ষেপ করে বলবে: 'হায়, আমি

যদি এটি না করতাম!" তবে সে আল্লাহর ফয়সালা ও তকদীরের প্রতি অনুগত থাকবে এবং মহান আল্লাহর কাছে তওবা করবে।

৩ - গুনাহ বর্জন করা; যদি গুনাহটি কোনো পাপকর্মে লিপ্ত হওয়া হয় তবে তা ছেড়ে দেওয়া, আর যদি গুনাহটি কোনো ওয়াজিব কাজ বর্জন করার মাধ্যমে হয়ে থাকে (যা সংশোধন করা সম্ভব) তবে সেই ওয়াজিব কাজটি সম্পাদন করা। পক্ষান্তরে, গুনাহে অবিচল থেকে তওবার আশা করা একটি ভুল ধারণা এবং এটি মিথ্যা কামনার অন্তর্ভুক্ত। কিছু মানুষ বলে: 'আমি গীবত থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তওবা করছি', অথচ সে মানুষের গীবত করেই যাচ্ছে; কেউ বলে: 'আমি সুদ থেকে ইস্তিগফার করছি', অথচ সে সুদ খাচ্ছে; কেউ বলে: 'আমি মানুষের হকের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার ও তওবা করছি', অথচ সে মানুষের হক আত্মসাৎ করছে, পরিশোধের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রাপ্য আদায়ে গড়িমসি করছে—এমন আরও অনেক বিষয় রয়েছে যার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে তওবাকারী দাবি করে নিজের সাথেই মিথ্যা বলে, অথচ সে প্রকৃতপক্ষে তওবা করেনি। আর যদি গুনাহটি কোনো মানুষের হকের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তবে অবশ্যই তা তার কাছে পৌঁছে দিতে হবে। যেমন কেউ যদি কোনো ব্যক্তির মাল চুরি করে থাকে এবং এরপর এসে বলে যে সে তওবা করেছে, তবে আমরা বলব: 'মালটি তার মালিককে ফেরত দাও'। মালিককে তা ফেরত দেওয়া ব্যতীত তওবা পূর্ণ হবে না। অনুরূপভাবে মানুষের গোশত খাওয়ার (গীবত করা) থেকে তওবার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যদি সে কারও গীবত করে বা কাউকে গালি দেয়...

(ص: 602) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الجلال وقال إنه تاب إلى الله نقول له اذهب واطلب منه أن يحلك حتى تنفعك التوبة وإنما قيدنا هذا بما إذا كان قد علم أنك قد اغتبتة وإلا فلا حاجة أن تخبره أثن عليه بالخير في الجلالس التي كنت تسبه فيها ثم استغفر الله له.

4 - العزم على ألا يعود يعني لا يتوب إلى الله وهو عازم على أن يعود متى سنحت

الفرصة فإن هذه ليست توبة بل يجب أن يعزم على ألا يعود إلى الذنب.

5 - أن تكون التوبة في وقت القبول وذلك بأن يتوب قبل أن يحضره الموت أو قبل

أن تطلع الشمس من مغربها فإن لم يتب إلا إذا حضره الموت فإن التوبة لا تنفع.

ومن هذا نعرف أن التوبة واجبة على الفور بدون تأخير لأن الإنسان لا يدري متى

يفاجأ بالموت فيجب عليه أن يكون مستعداً نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم

وأن يتوفانا على الإيمان.

মজলিসসমূহে এবং সে বলে যে সে আল্লাহর নিকট তওবা করেছে, তবে আমরা তাকে বলি: যাও এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো যাতে তোমার তওবা ফলপ্রসূ হয়। আর আমরা এটিকে তখনই শর্তযুক্ত করি যখন সে জানতে পারে যে তুমি তার গীবত করেছ; অন্যথায় তাকে জানানোর প্রয়োজন নেই। বরং যেসব মজলিসে তুমি তার নিন্দা করতে, সেখানে তার প্রশংসা করো এবং তারপর তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।

8 - পুনরায় পাপ না করার দৃঢ় সংকল্প করা। অর্থাৎ, সে আল্লাহর কাছে তওবা করবে না এমন অবস্থায় যখন তার মনে সুযোগ পেলেই পুনরায় পাপে লিপ্ত হওয়ার সংকল্প থাকে; কেননা এটি তওবা নয়। বরং তাকে পুনরায় পাপে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প করতে হবে।

৫ - তওবা কবুল হওয়ার সময়ের মধ্যে হওয়া। আর তা হলো মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার পূর্বে অথবা পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে তওবা করা। যদি মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার আগে সে তওবা না করে, তবে সেই তওবা কোনো উপকারে আসবে না।

এ থেকে আমরা জানতে পারি যে, বিলম্ব না করে অবিলম্বে তওবা করা ওয়াজিব। কারণ মানুষ জানে না কখন তার মৃত্যু হঠাৎ চলে আসবে। তাই তার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা অপরিহার্য।

আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের ও আপনাদের তওবা কবুল করেন এবং ঈমানের সাথে আমাদের মৃত্যু দান করেন।

بَاب مَا يَقُولُهُ وَيَفْعَلُهُ مَنْ ارْتَكَبَ مِنْهَا مِنْهُ عَنِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَمَا يَنْزَغُنْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} وَقَالَ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِي اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ} وَقَالَ تَعَالَى {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جِزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ} وَقَالَ تَعَالَى {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

1807 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

قَالَ الْبُؤْلَفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ رِيَاضُ الصَّالِحِينَ بَابُ مَا يَقُولُهُ وَيَفْعَلُهُ مَنْ فَعَلَ مُحَرَّمًا وَذَلِكَ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَيْسَ مَعْصُومًا مِنَ الذَّنْبِ لَا بَدَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْ ذُنُوبٍ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ

নিষিদ্ধ কাজ করে ফেললে যা বলতে ও করতে হয় সেই পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তাআলা বলেন, {আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো।} এবং আল্লাহ তাআলা বলেন, {নিশ্চয়ই যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, যখন শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো কুমন্ত্রণা তাদেরকে স্পর্শ করে, তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে, ফলে তখনই তাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়।} এবং আল্লাহ তাআলা বলেন, {আর তারা সেই সব লোক, যারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারে? এবং তারা যা করে ফেলেছে তাতে

জেনেশুনে অটল থাকে না। এদেরই প্রতিদান হলো তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং জান্নাত, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর আমলকারীদের প্রতিদান কতই না চমৎকার!} এবং আল্লাহ তাআলা বলেন, {হে মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।}

১৮০৭ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি শপথ করে এবং তার শপথে 'লাত' ও 'উযযা'র কসম খায়, সে যেন (তৎক্ষণাৎ) বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই)। আর যে ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বলে 'এসো, আমরা জুয়া খেলি', সে যেন কিছু সদকা করে।" (বুখারি ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ তাআলা) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে বলেন: 'নিষিদ্ধ কাজ করে ফেললে যা বলতে ও করতে হয় সেই পরিচ্ছেদ'। এর কারণ হলো, মানুষ গুনাহ থেকে মুক্ত বা নিষ্পাপ নয়; প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই গুনাহ হওয়া অনিবার্য, যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে: "প্রত্যেক আদম সন্তানই অধিক ভুলকারী এবং ভুলকারীদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ যারা..."

(ص: 604) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

التوابون وقال صلى الله عليه وسلم لو لم تذنّبوا لذهب الله بكم ثم جاء بقوم يذنّبون فيستغفرون الله فيغفر لهم فلا بد للإنسان من ذنب ولكن ماذا يصنع يجب عليه إذا أذنب ذنباً أن يرجع إلى الله ويتوب إليه ويندم ويستغفر حتى ينمحي عنه ذلك الذنب قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله يعني إذا نزغك الشيطان وألقى في قلبك الزيع والمعصية فاستعذ بالله فإذا هبت بمعصية سواء

كَانَتْ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ اللَّهِ أَوْ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ الْمَخْلُوقِ فَقُلْ {فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعِينُكَ وَيَعِزُّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَيَعْصِمُكَ مِنْهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى {إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ} أَيَّ وَقَعَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ وَعَمِلُوا عَمَلًا سَيِّئًا تَذَكَّرُوا اعْتَبَرُوا {فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ} فَيَعْرِفُونَ أَنَّهُمْ فِي غِيٍّ وَحِينَئِذٍ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ تَعَالَى كَمَا قَالَ فِي الْآيَةِ الْآخَرَى الَّتِي سَاقَهَا الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَوْصَافِ الْمُتَّقِينَ {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ} {إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً} يَعْنِي سَيِّئَةً عَظِيمَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

بِأَ

তওবাকারীগণ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যদি পাপ না করতে, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে এমন এক জাতি নিয়ে আসতেন যারা পাপ করত এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত, আর তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন।" সুতরাং মানুষের পক্ষে পাপ সংঘটিত হওয়া অনিবার্য, কিন্তু এমতাবস্থায় সে কী করবে? তার জন্য আবশ্যিক হলো, যখনই সে কোনো পাপ করবে, তখনই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা, তাঁর নিকট তওবা করা, অনুতপ্ত হওয়া এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা, যাতে সেই পাপ তার থেকে মুছে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো।" অর্থাৎ শয়তান যখন তোমাকে প্ররোচিত করে এবং তোমার অন্তরে সত্যচ্যুতি ও পাপাচার নিক্ষেপ করে, তখন আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও। অতএব, তুমি যখনই কোনো পাপের সংকল্প করবে—চাই তা আল্লাহর হকের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক বা সৃষ্টির হকের সাথে—তখন বলো: {বিভাঙিত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি}। তুমি যদি একনিষ্ঠতার সাথে তা বলো, তবে আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন, অভিশপ্ত শয়তান থেকে আশ্রয় দেবেন এবং তার অনিষ্ট থেকে তোমাকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন: {নিশ্চয়ই যারা মুত্তাকী, যখন শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো কুমন্ত্রণা তাদের স্পর্শ করে, তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে, ফলে তখনই তাদের দিব্যদৃষ্টি খুলে যায়}। অর্থাৎ যখন তাদের অন্তরে বিভ্রান্তি দেখা দেয় এবং তারা কোনো মন্দ কাজ করে ফেলে, তখন তারা সতর্ক হয় ও শিক্ষা গ্রহণ করে, {ফলে তারা সত্য উপলব্ধি করতে পারে}। তখন তারা বুঝতে পারে যে তারা বিভ্রান্তিতে ছিল এবং সেই মুহূর্তেই তারা

মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। যেমনটি লেখক (রহিমাহুল্লাহ) মুত্তাকীদের গুণাবলী বর্ণনায় অন্য আয়াতে উল্লেখ করেছেন: {এবং তারা সেই সব লোক, যারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে}। {যখন তারা কোনো অশ্লীল কাজ করে} অর্থাৎ বড় কোনো মন্দ কাজ করে অথবা নিজেদের ওপর জুলুম করে যা দ্বারা...

(ص: 605) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

دون ذلك ذكروا الله بقلوبهم وألسنتهم {فاستغفروا لذنوبهم} سألوا الله تعالى أن يغفر لهم {ومن يغفر الذنوب إلا الله} يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا الله لو اجتمع أهل الأرض كلهم وأهل السماوات كلهم على أن يرفعوا عنك ذنباً واحداً ما استطاعوا أبداً كل الخلق لو أرادوا أن يمحوا عنك ذنباً واحداً ما استطاعوا لا يغفر الذنوب إلا الله {ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون} يعني لم يستمروا في معصيتهم وذنوبهم وهم يعلمون أنهم على ذنب أما لو أنهم فعلوا ذنباً وأصروا عليه وهم لا يعلمون أنه ذنب فإن الله تعالى لا يؤاخذهم لقوله تعالى {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} {أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين} يعني هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات هذا جزاؤهم عند الله وقال الله تعالى {وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون} توبوا إلى الله هذه ذكرها الله تعالى بعد الأمر بغض البصر وعدم إبداء الزينة من النساء قال بعد ذلك {وتوبوا إلى الله جميعاً} والتوبة إلى الله تعالى هي الرجوع إليه عز وجل من معصيته إلى طاعته ومن الإشراف به إلى توحيده ومن

البدعة إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرجع الإنسان إلى ربه فيندم على
ما فعل ويعزم على ألا يعود ويستغفر الله عز

এছাড়া তারা তাদের অন্তরে ও জিহ্বায় আল্লাহকে স্মরণ করে {অতঃপর তারা তাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে}। তারা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে যেন তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন। {আর আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবে?} অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না। যদি পৃথিবীর সকল অধিবাসী এবং আসমানের সকল অধিবাসী একত্রিত হয়ে তোমার একটি মাত্র পাপ মোচন করতে চায়, তবে তারা কখনোই তা পারবে না। সমস্ত সৃষ্টি যদি তোমার একটি পাপ মিটিয়ে দিতে চায়, তবে তারা সক্ষম হবে না। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ পাপ ক্ষমা করে না। {এবং তারা যা করেছে তাতে তারা অটল থাকে না, অথচ তারা জানে}। অর্থাৎ তারা তাদের অবাধ্যতা ও পাপে লিপ্ত থাকে না এমতাবস্থায় যে তারা জানে তারা পাপে লিপ্ত। পক্ষান্তরে যদি তারা কোনো পাপ করে এবং তাতে অবিচল থাকে অথচ তারা জানে না যে এটি পাপ, তবে মহান আল্লাহ তাদের পাকড়াও করবেন না; কারণ মহান আল্লাহর বাণী: {হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা বিস্মৃত হই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদের পাকড়াও করবেন না}। {তাদেরই প্রতিদান হলো তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে; আর সৎকর্মশীলদের প্রতিদান কতই না চমৎকার}। অর্থাৎ যারা এসকল গুণে গুণান্বিত, আল্লাহর নিকট এটাই তাদের প্রতিদান। এবং মহান আল্লাহ বলেন: {হে মুমিনগণ, তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো}। 'আল্লাহর নিকট তওবা করো'—এটি মহান আল্লাহ দৃষ্টি অবনত রাখা এবং নারীদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করার নির্দেশের পরে উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি বলেছেন: {এবং তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তওবা করো}। আর মহান আল্লাহর নিকট তওবা করা হলো অবাধ্যতা থেকে তাঁর আনুগত্যের দিকে, শিরক থেকে তাওহীদের দিকে এবং বিদআত থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণের দিকে মহান আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করা। অর্থাৎ মানুষ তার রবের দিকে ফিরে আসবে, যা করেছে তার জন্য অনুতপ্ত হবে, পুনরায় তা না করার দৃঢ় সংকল্প করবে এবং মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

وجل وقوله {لعلكم تفلحون} أي لأجل أن تفلحوا والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنحاة من المراهوب والتوبة واجبة من كل ذنب لا تنتهون في الذنوب لا تقل هذا سهل يغفره الله لأنه ربما تتراكم الذنوب على القلب والعياذ بالله فيصبح مظلماً وينسد عليه باب الخير كما قال الله تعالى {كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون} تب إلى الله من كل ذنب وفي الحديث الذي ساقه المؤلف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله اللات: صنم يعبدونه الجاهلون في الجاهلية وكذلك العزى كما قال تعالى: {أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى} كانوا يحلفون بهما كما يحلفون بالله فيقولون واللات أو العزى فإذا قال الإنسان واللات والعزى فهذا الشيء يداوى بماذا؟ بالإخلاص إذا حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله شرك يداوى بالإخلاص ولهذا قال فليقل لا إله إلا الله ليداوي الشيء بضده يداوي ومن قال تعال أقامرك فليتصدق هذا أيضاً من دواء الشيء بضده بالمخالفة على عوض التي يسمونها الناس الرهن أراهنك أن هذا كذا وكذا ويتراهنون على دراهم أو ما أشبه ذلك فمن قال هذا فقد قال قولاً حراماً فعليه أن يتوب ومن توبته أن يتصدق بدل ما يتوصوا أن يأخذ بهذه المقامرة فيكون هذا من باب دواء الشيء بضده وكذلك أيضاً يقال من فرط في واجب فإن دواءه أن يتوب إلى الله ويكثر من العمل الصالح حتى يكون دواء لذلك نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم ويوفقنا لما يحبه ويرضاه

باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهياً عنه

قال الله تعالى {وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله} وقال تعالى {إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون} وقال تعالى

{والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين}

এবং মহান আল্লাহর বাণী {যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো} অর্থাৎ তোমরা যেন সাফল্য লাভ করো। আর ফালাহ বা সাফল্য হলো কাজ্জিত বস্তু অর্জন করা এবং আশঙ্কাজনক বিষয় হতে পরিব্রাণ পাওয়া। প্রতিটি পাপ থেকে তওবা করা ওয়াজিব; পাপের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করো না। এমনটি বলো না যে এটি সামান্য বিষয়, আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন; কারণ সম্ভবত পাপসমূহ হৃদয়ে পুঞ্জীভূত হয়—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—ফলে তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং তার ওপর কল্যাণের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন:

{কখনোই না, বরং তারা যা অর্জন করত তা-ই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে}। প্রতিটি পাপ থেকে আল্লাহর কাছে তওবা করো। লেখক আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি লাত ও উযযার শপথ করে, সে যেন বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। লাত হলো একটি মূর্তির নাম যার ইবাদত জাহেলি যুগে মূর্খরা করত। উযযাও তদ্রূপ, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: {তোমরা কি লাত ও উযযা এবং তৃতীয় অপরটি মানাত সম্পর্কে ভেবে দেখেছো?} তারা এগুলোর নামে শপথ করত যেভাবে আল্লাহর নামে শপথ করা হয়। তারা বলত 'লাতের শপথ' বা 'উযযার শপথ'। যখন কোনো মানুষ লাত ও উযযার শপথ করে, তবে এই বিষয়ের প্রতিকার কী দিয়ে হবে? ইখলাস বা একনিষ্ঠতা দিয়ে। যদি কেউ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করে, তবে সে যেন বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। শিরকের প্রতিকার করা হয় ইখলাস দিয়ে। এজন্যই তিনি বলেছেন সে যেন বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', যাতে কোনো বিষয়ের চিকিৎসা তার বিপরীত বিষয়ের মাধ্যমে করা যায়। আর যে ব্যক্তি বলল 'এসো, তোমার সাথে জুয়া খেলি', সে যেন সদকা করে। এটিও কোনো বিষয়ের প্রতিকার তার বিপরীত বিষয়ের মাধ্যমে করার অন্তর্ভুক্ত। জুয়া (মুকামারাহ) হলো বিনিময়ের ভিত্তিতে এমন প্রতিযোগিতা যাকে মানুষ বাজি ধরা বলে থাকে। যেমন—আমি তোমার সাথে বাজি ধরলাম যে বিষয়টি এমন এমন হবে এবং তারা দিরহাম বা অনুরূপ কিছু ওপর বাজি ধরে। যে ব্যক্তি এটি বলল, সে একটি হারাম কথা বলল; সুতরাং তার ওপর তওবা করা ওয়াজিব। তার তওবার অংশ হলো সে যা জুয়ার মাধ্যমে গ্রহণ করতে চেয়েছিল তার পরিবর্তে সদকা করা। ফলে এটি কোনো বিষয়ের চিকিৎসা তার

বিপরীত বিষয়ের মাধ্যমে করার অন্তর্ভুক্ত হবে। একইভাবে বলা হয় যে, যদি কেউ কোনো ওয়াজিব পালনে অবহেলা করে, তবে তার প্রতিকার হলো আল্লাহর কাছে তওবা করা এবং অধিক পরিমাণে সৎকর্ম করা যাতে তা পূর্ববর্তী ত্রুটির প্রতিকার হয়। আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের তওবা কবুল করেন এবং আমাদের সেই তাওফিক দান করেন যা তিনি পছন্দ করেন ও যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন।

নিষিদ্ধ কোনো কাজে লিপ্ত হলে যা বলতে ও করতে হয় সেই বিষয়ক পরিচ্ছেদ
মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন: {আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো}। তিনি আরও বলেন: {নিশ্চয়ই যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, যখন শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো কুমন্ত্রণা তাদের স্পর্শ করে, তখন তারা (আল্লাহকে) স্মরণ করে, ফলে তৎক্ষণাৎ তারা সত্য উপলব্ধি করতে পারে}। তিনি আরও বলেন: {এবং যারা কোনো অশ্লীল কাজ করলে কিংবা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া কে পাপ ক্ষমা করতে পারে? আর তারা যা করে ফেলেছে জেনেবুঝে তাতে অটল থাকে না। তাদেরই প্রতিদান হলো তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং এমন জান্নাতসমূহ যার তলদেশ দিয়ে ঝরনাধারা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর আমলকারীদের প্রতিদান কতই না চমৎকার!}

(ص: 607) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

باب المنثورات والملح

باب: أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها

1808 - عن النواس بن سميان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه

وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه

عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئى حجيح نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافية كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يميناً وعاث شمالاً يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض قال أربعون يوماً يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفيناً فيه صلاة يوم قال لا اقدروا له قدره قلنا يا رسول الله وما إسرعه في الأرض قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتطر والأرض فتنبث فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأسبغه ضروعاً وأمدّه خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم

বিবিধ ও চিত্তাকর্ষক বর্ণনা অধ্যায়

পরিচ্ছেদ: দাজ্জাল, কিয়ামতের আলামত ও অন্যান্য বিষয়াবলি সম্পর্কিত হাদিসসমূহ

১৮০৮ - নাওয়াস ইবনে সামআন রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি তার বর্ণনায় কণ্ঠস্বর কখনও নিচু করলেন আবার কখনও উচ্চকিত করলেন, যার ফলে আমাদের মনে হলো যে সে হয়তো খেজুর বাগানের কোনো এক প্রান্তে অবস্থান করছে। অতঃপর যখন আমরা তাঁর নিকট গেলাম, তখন তিনি আমাদের (আতঙ্কিত) অবস্থা বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের কী হয়েছে?" আমরা আরজ করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সকালে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং কণ্ঠস্বর কখনও নিচু করেছেন আবার কখনও উচ্চ করেছেন, যার ফলে আমাদের মনে হচ্ছিল সে হয়তো খেজুর বাগানের পাশেই কোথাও আছে।" তিনি বললেন, "দাজ্জাল ছাড়া অন্য বিষয়সমূহ তোমাদের জন্য আমার কাছে অধিক আশঙ্কাজনক। যদি আমি তোমাদের মাঝে থাকাকালীন সে আত্মপ্রকাশ করে, তবে তোমাদের পরিবর্তে আমিই তার মোকাবিলা করব। আর যদি সে এমন সময় বের হয় যখন আমি

তোমাদের মাঝে থাকব না, তবে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই নিজের পক্ষ থেকে মোকাবিলা করবে; আর আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আমার স্থলাভিষিক্ত ও সাহায্যকারী। সে হবে অত্যন্ত কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট এক যুবক, যার চোখটি হবে আঙুরের মতো স্ফীত। আমি তাকে আব্দুল উজ্জা ইবনে কাতানের সাথে তুলনা করতে পারি। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাকে পাবে, সে যেন তার সামনে সূরা কাহাফের প্রাথমিক আয়াতগুলো পাঠ করে। সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী এক পথ দিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে এবং ডানে-বামে সর্বত্র বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা অটল থেকে।" আমরা জিজ্ঞেস করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! পৃথিবীতে সে কতদিন অবস্থান করবে?" তিনি বললেন, "চল্লিশ দিন। তার একদিন হবে এক বছরের সমান, একদিন হবে এক মাসের সমান, একদিন হবে এক সপ্তাহের সমান এবং তার বাকি দিনগুলো তোমাদের সাধারণ দিনগুলোর মতোই হবে।" আমরা আরজ করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, সেই দিনে কি আমাদের জন্য মাত্র এক দিনের নামাজ আদায় করাই যথেষ্ট হবে?" তিনি বললেন, "না, বরং তোমরা সেই দিনের সময়ের সঠিক পরিমাপ অনুযায়ী নামাজের সময় নির্ধারণ করে নেবে।" আমরা জিজ্ঞেস করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! পৃথিবীতে তার গতির তীব্রতা কেমন হবে?" তিনি বললেন, "বাতাস তাড়িত মেঘমালার মতো দ্রুতগামী হবে। সে কোনো এক কণার নিকট গিয়ে তাদের আহ্বান জানাবে, ফলে তারা তার ওপর ঈমান আনবে এবং তার ডাকে সাড়া দেবে। তখন সে আকাশকে নির্দেশ দেবে, ফলে বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং জমিনকে নির্দেশ দেবে, ফলে তা ঘাস ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করবে। সন্ধ্যায় তাদের গবাদি পশুগুলো যখন চারণভূমি থেকে ফিরে আসবে, তখন সেগুলোর কুঁজ হবে আগের চেয়ে অনেক উঁচু, ওলান হবে দুধে ভরপুর এবং পার্শ্বদেশ হবে সুফীত ও প্রসারিত। অতঃপর সে অন্য এক কণার নিকট গিয়ে তাদের আহ্বান জানাবে..."

ফিরদোন عليه قوله فيصرف عنهم فيصبحون محلين ليس بأيديهم شيء من
 أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيغاسيب النحل ثم
 يدعو رجلاً مبتلياً شاباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه
 فيقبل ويتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله تعالى المسيح ابن مريم
 صلى الله عليه وسلم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعاً
 كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا
 يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي إلى حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى
 يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتي عيسى صلى الله عليه وسلم قوماً قد عصهم الله منه
 فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله
 تعالى إلى عيسى صلى الله عليه وسلم أني قد أخرجت عبداً لي لا يدان لأحد بقتالهم
 فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر
 أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه
 مرة ماء ويحصر نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يكون رأس الثور
 لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى صلى الله عليه
 وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله تعالى فيرسل الله تعالى عليهم النخف في
 رقابهم فيصبحون فرسى كهوت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى صلى الله عليه
 وسلم

অতঃপর তারা তার কথা প্রত্যাখ্যান করবে, ফলে সে তাদের নিকট থেকে ফিরে যাবে। তখন
 তারা চরম অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়বে এবং তাদের হাতে তাদের সম্পদের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে
 না। সে একটি পরিত্যক্ত ধ্বংসস্তুপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে বলবে, ‘তোমার গুপ্তধন
 বের করে দাও।’ তখন তার গুপ্তধনসমূহ মৌমাছির দলের ন্যায় তার পিছু নেবে। অতঃপর সে
 পূর্ণ যৌবনদীপ্ত এক ব্যক্তিকে ডাকবে এবং তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করে লক্ষ্যভেদী তীরের
 দূরত্বের ন্যায় ব্যবধানে দুই খণ্ড করে ফেলবে। এরপর সে তাকে পুনরায় ডাকলে ওই ব্যক্তি
 হাস্যোজ্জ্বল মুখে এগিয়ে আসবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা মসীহ ইবনে মারইয়াম

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রেরণ করবেন। তিনি দামেস্কের পূর্ব প্রান্তের সাদা মিনারের নিকট হালকা হলুদ রঙের দু’টি পোশাক পরিহিত অবস্থায় দুই ফেরেশতার ডানার ওপর হাত রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মাথা নিচু করবেন তখন তা থেকে পানির ফোঁটা পড়বে এবং যখন মাথা উঁচু করবেন তখন তা থেকে মুক্তার মতো শুভ্র দানাসমূহ গড়িয়ে পড়বে। তাঁর নিঃশ্বাসের সুগন্ধি যে কাফিরের নাকে পৌঁছাবে তার মৃত্যু অবধারিত এবং তাঁর নিঃশ্বাস তাঁর দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছাবে। অতঃপর তিনি তাকে (দাজ্জালকে) তালাশ করবেন এবং ‘লুদ’ নামক ফটকের নিকট তাকে ধরে হত্যা করবেন। এরপর ঈসা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট আসবেন যাদের আল্লাহ তাআলা তার (দাজ্জালের) অনিষ্ট হতে রক্ষা করেছেন। তিনি তাদের চেহারা হাত বুলিয়ে দেবেন এবং জান্নাতে তাদের সুউচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত করবেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা ঈসা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করবেন যে, ‘আমি আমার এমন কিছু বান্দাকে বের করেছি যাদের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা কারো নেই; সুতরাং আপনি আমার (মুমিন) বান্দাদের নিয়ে ত্বর পাহাড়ে আশ্রয় নিন।’ অতঃপর আল্লাহ তাআলা ইয়াজুজ ও মাজুজকে প্রেরণ করবেন, যারা প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে দলে দলে ছুটে আসবে। তাদের প্রথম দলটি তাবারিয়াহ হ্রদ অতিক্রম করার সময় এর সমস্ত পানি পান করে ফেলবে এবং তাদের শেষ দলটি যখন সেখান দিয়ে যাবে তখন বলবে, ‘একসময় এখানে পানি ছিল।’ আল্লাহর নবী ঈসা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাথীবর্গ সেখানে অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন। তখন তাদের নিকট একটি ঘাঁড়ের মাথা তোমাদের বর্তমান সময়ের একশ দীনারের চেয়েও অধিক মূল্যবান বলে গণ্য হবে। তখন আল্লাহর নবী ঈসা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাথীবর্গ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবেন। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের (ইয়াজুজ-মাজুজের) ঘাড়ে ‘নাগাফ’ নামক একপ্রকার কীটের আক্রমণ পাঠাবেন, যার ফলে তারা সবাই একটি প্রাণের মৃত্যুর ন্যায় নিমিষেই ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহর নবী ঈসা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিচে অবতরণ করবেন।

وأصحابه رضي الله عنهم إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ومنتهم فيرغب نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله تعالى فيرسل الله تعالى طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله عز وجل مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزقة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردى بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفي من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس فبينما هم كذلك إذ بعث الله تعالى ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهاجرون فيها تهاج الحمر فعليهم تقوم الساعة رواه مسلم قوله خلة بين الشام والعراق أي طريقا بينهما وقوله عاث بالعين المهيلة والثاء البثلة والعيث أشد الفساد والذرى بضم الذال المعجمة وهو أعالي الأسنة وهو جمع ذروة بضم الذال وكسرها واليعاسيب ذكور النحل وجزلتين أي قطعتين والغرض الهدف الذي يرمى إليه بالنشاب أي يرميه رمية كرمي النشاب إلى الهدف والمهرودة بالدال المهيلة المعجمة وهي الثوب المصبوغ قوله لا

এবং তাঁর সহচরগণ (আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) জমিনে অবতরণ করবেন, কিন্তু তাঁরা সেখানে এক বিঘত পরিমাণ জায়গাও এমন পাবেন না যা তাদের (ইয়াজুজ-মাজুজের) চর্বি ও দুর্গন্ধ দ্বারা পূর্ণ নয়। তখন আল্লাহর নবী ঈসা (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) এবং তাঁর সহচরগণ (আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) মহান আল্লাহর নিকট বিনীত প্রার্থনা করবেন। ফলে মহান আল্লাহ ‘বুখত’ উটের ঘাড়ের ন্যায় দীর্ঘ ঘাড় বিশিষ্ট পাখি পাঠাবেন, যারা তাদের দেহগুলো বহন করে নিয়ে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী কোনো স্থানে নিক্ষেপ করবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এমন বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যা থেকে মাটির তৈরি ঘর কিংবা পশমের তৈরি তাবু কোনোটিই রক্ষা পাবে না। সেই বৃষ্টি জমিনকে ধুয়ে-মুছে এমন পরিষ্কার করে দেবে যেন তা একটি মসৃণ আয়না। এরপর জমিনকে বলা হবে, “তোমার ফল উৎপন্ন করো এবং তোমার

বরকত ফিরিয়ে দাও।” সেদিন একদল মানুষ একটি ডালিম থেকে আহার করবে এবং তার খোসার নিচে ছায়া গ্রহণ করবে। দুধবতী পশুতে এমন বরকত দেওয়া হবে যে, একটি উষ্ট্রীর দুধ এক বিশাল জনসমষ্টির জন্য যথেষ্ট হবে, একটি গাভীর দুধ একটি গোত্রের জন্য যথেষ্ট হবে এবং একটি বকরির দুধ একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে। তারা যখন এই সুখময় অবস্থায় থাকবে, তখন মহান আল্লাহ একটি পবিত্র বাতাস প্রবাহিত করবেন যা তাদের বগলের নিচ দিয়ে স্পর্শ করবে এবং প্রতিটি মুমিন ও মুসলিমের রুহ কবজ করে নেবে। এরপর কেবল নিকৃষ্ট মানুষেরাই অবশিষ্ট থাকবে, যারা গাধার ন্যায় প্রকাশ্য যৌনাচারে লিপ্ত হবে; আর তাদের ওপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে। (ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)। তাঁর বাণী ‘শাম ও ইরাকের মধ্যবর্তী পথ’ বলতে তাদের মধ্যকার রাস্তাকে বোঝানো হয়েছে। তাঁর শব্দ ‘আ-সা’ (নুকতাহীন ‘আইন’ এবং তিন নুকতাবিশিষ্ট ‘ছা’ বর্ণযোগে) এর অর্থ চরম বিপর্যয় বা ফাসাদ। ‘আয-যুরা’ (যাল বর্ণের পেশ সহকারে) অর্থ কুঁজের উপরিভাগ, এটি ‘যিরওয়াহ’ (যাল এর পেশ বা যের সহকারে) শব্দের বহুবচন। ‘আল-ইয়া’সীব’ অর্থ পুরুষ মৌমাছি। ‘জাযলাতাইন’ অর্থ দুই টুকরো। ‘আল-গারাদ’ অর্থ লক্ষ্যবস্তু যার দিকে তীর নিক্ষেপ করা হয়; অর্থাৎ তীরের লক্ষ্যবস্তুর মতো কোনো কিছু নিক্ষেপ করা। ‘আল-মাহরুদাহ’ (নুকতাহীন দাল বর্ণযোগে) অর্থ রঞ্জিত বা রঙ করা কাপড়। তাঁর বাণী: না...

(ص: 610) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

يدان أي لا طاقة والنخف دود وفرسى جمع فريس وهو القتل والزلفة بفتح الزاي واللام والقاف وروي الزلفة بضم الزاي وإسكان اللام وبالفاء وهي المرأة والعصابة الجماعة والرسل بكسر الراء اللين واللقحة اللبون والفئام بكسر الفاء وبعدها همزة الجماعة والفخذ من الناس دون القبيلة

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين كتاب المنثورات والبلح المنثورات يعني أنها من أبواب متفرقة ليست من باب واحد والبلح جمع ملحة وهي ما يستملح ويستعذب ثم ذكر الباب الأول باب الدجال وأشرط الساعة الدجال مبالغة من الدجل وهو الكذب والدجال يعني كثير الكذب الذي لا يتصف إلا بالكذب وأما أشرط الساعة فهي علامات قربها كما قال الله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها يعني علاماتها القريبة ثم ذكر حديث النواس بن سبعمان رضي الله عنه الطويل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال ذات غداة يعني ذات صبح في يوم من الأيام فخفض فيه ورفع يعني أنه تكلم بكلام طويل حتى ظنوا أنه في طائفة

দুই হাত অর্থাৎ কোনো শক্তি নেই; 'নাগাফ' হলো পোকা; আর 'ফারসা' হলো 'ফারিস'-এর বহুবচন যার অর্থ নিহত ব্যক্তি; এবং 'ঝালাফাহ' (ঝা, লাম ও কাফ-এর যবর সহকারে), আবার 'ঝুলফাহ' (ঝা-এর পেশ, লাম-এর সাকিন ও ফা সহ) রূপেও বর্ণিত হয়েছে যার অর্থ আয়না; আর 'ইসাবাহ' অর্থ দল; এবং 'রিসল' (রা-এর যের সহকারে) অর্থ দুধ; এবং 'লিকহাহ' অর্থ দুগ্ধবতী উট; আর 'ফিআম' (ফা-এর যের ও পরে হামযাহ সহ) অর্থ দল; আর 'ফাখিজ' হলো গোত্র অপেক্ষা ছোট জনসমষ্টি।

[ব্যাক্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) তাঁর রিয়াদুস সালাহীন গ্রন্থে 'বিবিধ এবং চিত্তাকর্ষক বিষয়ের অধ্যায়' শিরোনামে বলেছেন। 'মানসুরাত' অর্থ হলো এগুলো বিভিন্ন অধ্যায় থেকে চয়নকৃত যা কোনো একক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর 'মুলাহ' শব্দটি 'মুলহাহ'-এর বহুবচন, যার অর্থ এমন বিষয় যা চিত্তাকর্ষক এবং আনন্দদায়ক। অতঃপর তিনি প্রথম পরিচ্ছেদ হিসেবে দাজ্জাল এবং কিয়ামতের নিদর্শনাবলি উল্লেখ করেছেন। 'দাজ্জাল' শব্দটি 'দাজল' থেকে অতিশয়বোধক শব্দ হিসেবে এসেছে যার অর্থ মিথ্যা। অর্থাৎ দাজ্জাল হলো অতি বড় মিথ্যাবাদী যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হলো কেবল মিথ্যাচার। আর কিয়ামতের নিদর্শনাবলি বলতে কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার লক্ষণসমূহকে বোঝায়। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: 'তবে কি তারা কেবল সেই সময়ের প্রতীক্ষায় আছে যে, তা তাদের কাছে আকস্মিকভাবে এসে পড়বে?' অথচ তার

নিদর্শনসমূহ তো এসেই পড়েছে', অর্থাৎ কিয়ামতের নিকটবর্তী হওয়ার লক্ষণসমূহ। অতঃপর তিনি নাওয়াস ইবনে সামআন (রা.) বর্ণিত দীর্ঘ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। তাতে রয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন ভোরে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি সে বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করলেন এবং স্বর নিচু ও উঁচু করলেন, যার ফলে সাহাবীগণ মনে করলেন যে দাজ্জাল হয়তো কোনো একটি জনসমষ্টির মধ্যে রয়েছে।

(ص: 611) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

النخل يعني ظنوا أنه ذكر في المدينة وأنه قد جاء ولكن الأمر لم يكن كذلك ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك فيهم فسألهم فقالوا إنك ذكرت الدجال الغداة وخفضت فيه ورفعت فظننا أنه في النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم يعني أخاف عليكم شيئاً أشد من الدجال ومن ذلك الرياء حيث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء أن الإنسان يرائي في عبادته يصلي لأجل الناس يتصدق لأجل الناس يحسن الخلق لأجل الناس..

فهذا رياء والعياذ بالله والمراي حابط عمله والرياء من صفات المنافقين كما قال الله تبارك وتعالى {إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً} واعلم أيها المرائي أن الله سيفضحك عن قرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راعى راعى الله به يعني أظهر مراعاته وعيوبه عند الناس ومن سبغ سبغ الله به ثم قال صلى الله عليه وسلم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم يعني لو خرج الدجال وأنا موجود فأنا أكفيكم إياه وإن يخرج يعني وليس فيهم فامرؤ حجيغ نفسه يعني كل إنسان

يُحَاجُّ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مَوْمِنٍ فَاسْتَخْلَفَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَكُونَ مُؤَيِّدًا
لِلْمُؤْمِنِينَ وَاقِيًا لَهُمْ مِنْ فِتْنِ الدُّجَالِ الَّذِي لَيْسَ بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ وَقِيَامِ السَّاعَةِ فِتْنَةٌ
أَشَدَّ مِنْهَا نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَقِينَا وَإِيَّاكُمْ فِتْنَتَهُ وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ تَابِعِ الْحَدِيثَ السَّابِقَ.

খেজুর বাগান; অর্থাৎ তারা মনে করেছিলেন যে মদিনায় দাজ্জালের কথা আলোচিত হয়েছে এবং সে চলে এসেছে, কিন্তু বিষয়টি তেমন ছিল না। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মাঝে এই ধারণাটি টের পেলেন এবং তাদের জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বললেন, আপনি আজ সকালে দাজ্জালের কথা আলোচনা করেছেন এবং তা করতে গিয়ে আপনি কখনও কণ্ঠস্বর নিচু করেছেন আবার কখনও উচ্চকিত করেছেন, যার ফলে আমরা ধারণা করেছি যে সে হয়তো খেজুর বাগানের মধ্যেই অবস্থান করছে। এরপর তিনি বললেন, দাজ্জাল অপেক্ষা অন্য বিষয়ই তোমাদের ব্যাপারে আমার কাছে অধিক আশঙ্কাজনক। অর্থাৎ আমি তোমাদের জন্য দাজ্জালের চেয়েও ভয়ংকর কিছু আশঙ্কা করছি। আর তা হলো রিয়া (লোক-দেখানো ইবাদত)। যেহেতু তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে তিনি বলেছেন, তোমাদের ব্যাপারে আমি যা সবচেয়ে বেশি ভয় করি তা হলো ছোট শিরক। এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, তা হলো রিয়া; অর্থাৎ মানুষ তার ইবাদতে লোক-প্রদর্শন করে—সে মানুষের জন্য সালাত আদায় করে, মানুষের সম্ভৃষ্টির জন্য সদকা করে এবং মানুষের কাছে ভালো সাজার জন্য নিজের চরিত্র সুন্দর করে...

এটিই রিয়া, আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। লোক-প্রদর্শনকারীর আমল নিষ্ফল হয়ে যায়। রিয়া হলো মুনাফিকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যেমনটি আল্লাহ তাবারাকাতু ওয়া তায়ালা বলেছেন: "নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে, অথচ তিনিও তাদের সাথে কৌশলী মোকাবিলা করেন। আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায়, অলসভাবে দাঁড়ায়, তারা কেবল মানুষকে দেখায় এবং আল্লাহকে খুব সামান্যই স্মরণ করে।" হে লোক-প্রদর্শনকারী! জেনে রেখো যে, আল্লাহ শীঘ্রই তোমাকে লোকচক্ষুর সামনে উন্মোচিত ও লাঞ্ছিত করবেন। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি লোক-দেখানো কাজ করবে, আল্লাহ তার লোক-দেখানো মনোভাব মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেবেন; অর্থাৎ তার দোষ-ত্রুটি মানুষের সামনে ফুটিয়ে তুলবেন। আর যে ব্যক্তি মানুষের কাছে নিজের সুনাম প্রচার করতে চাইবে, আল্লাহ তাকে মানুষের কাছে অপদস্থ করবেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করে আর আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকি, তবে

তোমাদের পরিবর্তে আমিই তার মোকাবিলা করব। অর্থাৎ যদি দাজ্জাল বের হয় এবং আমি জীবিত থাকি, তবে তোমাদের পক্ষ থেকে আমিই তাকে মোকাবিলা করার জন্য যথেষ্ট হব। আর যদি সে এমন সময় বের হয় যখন আমি তোমাদের মাঝে থাকব না, তবে প্রতিটি মানুষ তার নিজের পক্ষ থেকে আত্মপক্ষ সমর্থন করবে। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই নিজের জন্য লড়বে। আর প্রতিটি মুমিনের জন্য আল্লাহই হবেন আমার স্ফুলাভিষিক্ত অভিভাবক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মহান রব্বকে প্রার্থনা করেছেন যেন তিনি মুমিনদের সাহায্যকারী হন এবং দাজ্জালের ফিতনা থেকে তাদের রক্ষা করেন। আদম সৃষ্টির সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের ফিতনার চেয়ে ভয়াবহ আর কোনো ফিতনা নেই। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের তার ফিতনা থেকে হেফাযত করেন। আর আল্লাহই তাওফিক দানকারী। পূর্ববর্তী হাদীসের অবশিষ্টাংশ।

(ص: 612) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

روى المؤلف رحمه الله تعالى عند سياق حديث النواس بن سبعان رضي الله عنه في كتابه رياض الصالحين قال عند سياق هذا الحديث في ذكر الدجال إنه شاب قطط عينه طافية شاب من بني آدم قطط يعني مجتمع الخلق عينه طافية يعني أنه لا يبصر بها كأنه عنبه طافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعور خبيث لكن الله عز وجل يرسله فتنة للناس فيأتي إليهم يدعوهم ويدعي أنه رب وقد مكن الله له فكان يأتي القوم يدعوهم فيستجيبون له ويؤمنون به فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت يشاهدون ذلك بأعينهم يقول أيتها السماء أمطري فتمطر أيتها الأرض أنبتي فتنبت لكن ليس بقدرته وقوته بل بإرادة الله عز وجل لكن الله مكن له ابتلاء وامتحاناً فيصبحون تروح عليهم سارحتهم يعني الغنم والإبل أكثر ما يكون ذروعا وأوفر ما تكون ذرى وأمدّها خواصر تمتلئ بطونها وتمتلئ ضروعها ويكون عليها

الشحم ويأتي القوم فيدعوهم فلا يستجيبون له يردونه فينصرف فيصيحون
محلين ليس لهم من أموالهم شيء الأرض خربت والسماء لا تطر والمال يبور
ولكن هؤلاء هم الذين لهم الأجر والثواب وعاقبتهم حميدة أما الأولون الذين آمنوا
به وأمطرت السماء وأنبتت الأرض فهم خاسرون وإن ظنوا أنهم رابحون ويأتي إلى
الخربة أرض خربة ما بها بناء وما بها أناس فيقول أيتها الأرض أخرجي كنوزك
فتخرج كنوزها وما بها من معادن من ذهب وفضة وغير ذلك فتتبعه كيحاسب
النحل ثم إنه يبقى في الأرض أربعين يوماً اليوم الأول طوله طول سنة كم شهراً اثنا
عشر شهراً 360 يوماً هذا اليوم الأول يوم والثاني مقداره شهر 30 يوماً والثالث
مقداره جمعة يعني أسبوعاً وباقي الأيام وهي سبعة وثلاثون

লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে নাওয়াস ইবনে সামআন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসের প্রেক্ষাপটে দাজ্জাল সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, সে কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট একজন যুবক এবং তার একটি চোখ হবে স্ফীত। সে আদম সন্তানদের মধ্য থেকে একজন যুবক; তার শারীরিক গঠন হবে সুসংবদ্ধ (বা চুল হবে অত্যন্ত কোঁকড়ানো), আর তার চোখ হবে জ্যোতিহীন ও স্ফীত, যা দিয়ে সে দেখতে পাবে না। তা দেখতে যেন একটি ভেসে থাকা আঙুরের মতো, যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বর্ণনা করেছেন। সে হবে একচক্ষুবিশিষ্ট এক পাপিষ্ঠ সত্তা, কিন্তু মহান আল্লাহ তাকে মানুষের জন্য পরীক্ষা হিসেবে পাঠাবেন। সে মানুষের কাছে এসে তাদের আহ্বান জানাবে এবং নিজেকে প্রতিপালক হিসেবে দাবি করবে। আল্লাহ তাকে অলৌকিক কিছু ক্ষমতা দেবেন; ফলে সে যখন কোনো সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে তাদের আহ্বান জানাবে এবং তারা তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার ওপর ঈমান আনবে, তখন সে আকাশকে নির্দেশ দেবে আর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে, জমিনকে নির্দেশ দেবে আর জমিন থেকে ফসল উৎপন্ন হবে। তারা সচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করবে। সে বলবে, 'হে আকাশ, বৃষ্টি বর্ষণ করো', তখন বৃষ্টি হবে; সে বলবে, 'হে জমিন, ফসল উৎপাদন করো', তখন ফসল উৎপন্ন হবে। তবে এটি তার নিজস্ব ক্ষমতা বা শক্তিতে নয়, বরং মহান আল্লাহর ইচ্ছায় ঘটবে। আল্লাহ কেবল মানুষের পরীক্ষা ও যাচাইয়ের নিমিত্তে তাকে এই সামর্থ্য দান করবেন। তখন সেই মুমিনদের গবাদি পশুগুলো (অর্থাৎ ভেড়া ও উট) যখন চারণভূমি থেকে ফিরে আসবে, তখন সেগুলোর ওলান হবে দুধে ভরপুর, কুঁজ হবে সুউচ্চ এবং পার্শ্বদেশ

হবে মাংসল ও প্রসারিত। সেগুলোর উদর পূর্ণ থাকবে, ওলান দুধে ভরে থাকবে এবং শরীরে প্রচুর চর্বি থাকবে।

অতঃপর সে অন্য এক সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে তাদের আহ্বান জানাবে, কিন্তু তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং তার ডাকে সাড়া দেবে না। তখন সে সেখান থেকে চলে যাবে, আর তারা চরম দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটনের সম্মুখীন হবে; তাদের ধন-সম্পদের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। জমি অনুর্বর হয়ে যাবে, আকাশ থেকে বৃষ্টি হবে না এবং সম্পদ বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু এই ব্যক্তিবর্গই হলেন তারা, যাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার ও সওয়াব এবং তাদের শেষ পরিণতি হবে অত্যন্ত শুভ। পক্ষান্তরে, প্রথমোক্ত দল যারা তার ওপর ঈমান এনেছিল এবং যাদের জন্য আকাশ বৃষ্টি দিয়েছিল ও জমিন ফসল ফলিয়েছিল, তারা মূলত ক্ষতিগ্রস্ত, যদিও তারা বাহ্যিকভাবে মনে করেছিল যে তারা লাভবান হয়েছে। এরপর সে একটি বিরাণ ভূমিতে পৌঁছাবে যেখানে কোনো দালানকোঠা বা জনবসতি নেই। সে বলবে, 'হে জমিন, তোমার গুপ্তধন বের করে দাও।' তখন জমিনের নিচে থাকা স্বর্ণ, রৌপ্য ও অন্যান্য খনিজ সম্পদগুলো মৌমাছির দলের মতো তার অনুগামী হবে। অতঃপর সে পৃথিবীতে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে। প্রথম দিনটি হবে এক বছরের সমান দীর্ঘ (অর্থাৎ বারো মাস বা ৩৬০ দিনের সমান)। দ্বিতীয় দিনটি হবে এক মাসের সমান (অর্থাৎ ৩০ দিন)। তৃতীয় দিনটি হবে এক সপ্তাহের সমান। আর বাকি সাইত্রিশটি দিন হবে সাধারণ দিনগুলোর মতো দীর্ঘ।

(ص: 613) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

يَوْمًا كَالْأَيَّامِ الْمَعْتَادَةِ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَبَهُ الصَّحَابَةَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَتْهُ تَكْفِينًا فِيهِ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَيَكُونُ عَلَيْهِمْ فِي الْيَوْمِ كَمُ خَمْسِ صَلَوَاتٍ قَالَ لَهُمْ لَا اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ يَعْنِي صَلُّوا صَلَاةَ السَّنَةِ كَامِلَةً فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَهَذَا مِمَّا يُؤْخَذُ بِهِ يَقَالُ إِنْسَانٌ وَجِبَ عَلَيْهِ صَلَاةُ سَنَةٍ كَامِلَةً فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَأَيْضًا يُؤْخَذُ بِهِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى وَجِبَتْ زَكَاةُ مَالِهِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَأَيْضًا فَيُقَالُ يَصُومُ رَمَضَانَ بَعْضُ يَوْمٍ يَعْنِي جُزْءًا مِنْ

اثنى عشر جزءاً من هذا اليوم نقول هذا يوم الدجال وسبحان الله الحكيم الذي أكمل لنا الدين قبل أن يموت سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أنطق الله الصحابة أن يسألوا عن هذا اليوم هل تكفي فيه صلاة واحدة أم لا يوجد الآن في الأرض من يومهم ستة أشهر وليلهم ستة أشهر عند المدار القطبي ستة أشهر والشمس عليهم وستة أخرى والشمس لا يرونها فكيف يصلي هؤلاء يصلون صلاة يوم وليل فقط أو يقدرّون لها قدرها نقول يقدرّون لها قدرها كيوم الدجال تماماً اليوم الثاني من أيام الدجال كشهر كيف تكون فيه الصلاة..

يصلون صلاة شهر واليوم الثالث يصلون صلاة أسبوع واليوم الرابع وما بقي كالعادي ثم سأله الصحابة رضي الله عنهم عن سيرة في الأرض هل هو كالسير المعتاد كسير الإبل أو سير الأرجل قال يسير كالغيث اجتذبتة الريح والله أعلم كيف كان إسرعه هل يحدث الله له آلات طائرات أو غيرها ما تدري لكنه هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون كالغيث سنة وشهر وأربعة وأربعون يوماً ثم ينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقتله والله الموفق تابع الحديث السابق ساق المؤلف رحمه الله في باب المنثورات والملح وأشرطة الساعة وغيرها حديث النواس بن سميان رضي الله عنه الذي حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أشرطة الساعة ومنها الدجال وسبق أن الدجال هو ذو الدجل والكذب والتمويه والتغريب وأنه كافر وأنه يخرج خلة بين الشام والعراق يعني يخرج من طريق بين الشام والعراق من قبل إيران ويتبعه من يهود أصفهان سبعون ألفاً وكأنهم والله أعلم يجتمعون هناك ليتبعوا الدجال لأن اليهود أهل دجل وكذب وغدر وخيانة لا يؤمنون وسبق أنه يأتي القوم ويدعوهم من أجابوه منهم حصل لهم القسط والرخاء ومن عصاه حصل لهم عكس وذلك ...

أنت ثم ذكر من فتنته أنه يأتيه شاب مبتلى شاباً من

দিনটি সাধারণ দিনগুলোর মতো, কিন্তু মহান আল্লাহ সাহাবীগণকে এ বিষয়ে সচেতন করেছিলেন। তাঁরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! যে দিনটি এক বছরের সমান দীর্ঘ হবে, সেই দিনে কি আমাদের জন্য কেবল এক দিনের নামাজই যথেষ্ট হবে?" ফলে সেই দিনে তাঁদের ওপর কয়টি নামাজ হবে—কেবল পাঁচটি? তিনি তাঁদের বললেন, "না, বরং তোমরা সেই দিনের কদর বা পরিমাণ নির্ধারণ করে নিবে।" অর্থাৎ, তোমরা সেই এক দিনের মধ্যেই পূর্ণ এক বছরের নামাজ আদায় করবে। এটি এমন একটি বিষয় যা থেকে শরঈ বিধান গ্রহণ করা হয়; বলা হয় যে, কোনো ব্যক্তির ওপর এক দিনেই পূর্ণ এক বছরের নামাজ ওয়াজিব হয়েছে। আবার অন্য দিক থেকেও এটি গ্রহণ করা হয় যে, তার সম্পদের জাকাতও এক দিনে ওয়াজিব হবে। আরও বলা হয় যে, সে এই দিনের কিছু অংশে রমজানের রোজা পালন করবে, অর্থাৎ এই দিনের বারো ভাগের এক ভাগ সময়। আমরা বলি, এটি হলো দাজ্জালের দিনের অবস্থা। পবিত্র ও মহান সেই প্রজ্ঞাময় আল্লাহ, যিনি রাসূলগণের সরদার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকালের পূর্বেই আমাদের জন্য দ্বীনকে পূর্ণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা সাহাবীগণকে কথা বলার তাওফিক দিয়েছিলেন যাতে তাঁরা এই দিনটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যে, এতে কি কেবল এক ওয়াক্ত নামাজই যথেষ্ট হবে কি না। বর্তমানে পৃথিবীতে এমন স্থান রয়েছে যেখানে তাদের দিন হয় ছয় মাস এবং রাত হয় ছয় মাস। মেরু অঞ্চলে ছয় মাস সূর্য তাদের মাথার ওপর থাকে এবং বাকি ছয় মাস তারা সূর্য দেখতে পায় না। তবে তারা কীভাবে নামাজ পড়বে? তারা কি কেবল এক দিন ও এক রাতের নামাজ পড়বে, নাকি এর জন্য সময় নির্ধারণ করবে? আমরা বলি, তারা দাজ্জালের দিনের মতোই এর সময় নির্ধারণ করবে। দাজ্জালের দ্বিতীয় দিনটি হবে এক মাসের সমান। তবে তাতে নামাজ কেমন হবে? তারা এক মাসের নামাজ পড়বে। আর তৃতীয় দিনটিতে তারা এক সপ্তাহের নামাজ পড়বে। চতুর্থ দিন এবং অবশিষ্ট দিনগুলো হবে সাধারণ দিনের মতো। এরপর সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম পৃথিবীতে তার চলার গতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তা কি সাধারণ গতির মতো হবে—যেমন উটের গতি বা মানুষের পায়ে হাঁটার গতি? তিনি বললেন, "সে সেই মেঘমালার মতো দ্রুত চলবে যাকে বাতাস তাড়িয়ে নিয়ে যায়।" আল্লাহই ভালো জানেন তার সেই ক্ষিপ্রতা কেমন হবে; আল্লাহ কি তার জন্য কোনো উড়োজাহাজ বা অন্য কোনো যান্ত্রিক মাধ্যম সৃষ্টি করবেন? তা তুমি জানো না। তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটিই সংবাদ দিয়েছেন যে, তার গতি হবে মেঘের মতো। সে এক বছর, এক মাস এবং চুয়াল্লিশ দিন অবস্থান করবে। এরপর ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম অবতীর্ণ হবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। আর

আল্লাহই তাওফিকদাতা। পূর্ববর্তী হাদিসের ধারাবাহিকতা: লেখক রাহিমাহুল্লাহ ‘বিবিধ ও আকর্ষণীয় বিষয়’ এবং ‘কিয়ামতের আলামতসমূহ’ অনুচ্ছেদে নাওয়াস ইবনে সামআন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদিসটি উল্লেখ করেছেন, যা তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কিয়ামতের কিছু আলামত সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন এবং তার একটি হলো দাজ্জাল। ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, দাজ্জাল হলো চরম প্রতারণা, মিথ্যাচার, বিভ্রান্তি ও প্রবঞ্চনার অধিকারী। সে কাফির এবং সে শাম (সিরিয়া) ও ইরাকের মধ্যবর্তী একটি পথ দিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। অর্থাৎ সে ইরানের দিক থেকে শাম ও ইরাকের মধ্যবর্তী পথ দিয়ে বের হবে এবং আসফাহানের সত্তর হাজার ইহুদি তার অনুসরণ করবে। আল্লাহই ভালো জানেন, মনে হয় তারা দাজ্জালের অনুসরণ করার জন্যই সেখানে সমবেত হবে। কারণ ইহুদিরা হলো প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী, গাদ্দার ও খিয়ানতকারী; তারা ঈমান আনে না। আরও অতিক্রান্ত হয়েছে যে, সে কোনো কওমের কাছে আসবে এবং তাদের দাওয়াত দেবে। তাদের মধ্যে যারা তার আহ্বানে সাড়া দেবে, তারা সচ্ছলতা ও প্রাচুর্য লাভ করবে, আর যারা তার অবাধ্য হবে তাদের অবস্থা হবে এর বিপরীত। আর তা হলো ...

তুমি... এরপর তার ফিতনার বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তার কাছে পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত এক যুবক আসবে যে...

(ص: 614) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

المسلمين فيقول له أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيقطعه نصفين بالسيف، ويجعل واحدة بعيدة عن الأخرى، ثم يدعوه بعد أن قطعه - يا فلان فيجتمع النصفين ببعضهم البعض ويقوم ويقبل على الدجال يتهلل وجهه وكأنه لم يفعل شيئاً، ثم يقول له: والله أشهد أنك أنت المسيح الدجال، والله ما ازددت فيك إلا بصيرة فيقتله للمرة الثانية ويقطعه نصفين ثم يدعوه فيأتي ووجهه يتهلل، ثم يأتي الثالثة فيعجز أن يقتله، هكذا من فتنة الدجال والإنسان

إذا رأى هذا يغتر بلا شك، ثم إن الله تعالى ينزل عيسى ابن مريم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يداه على أجنحة ملكين، لأن الملائكة أولو أجنحة، ينزلان به من السماء، لأن عيسى الآن حي في السماء، ينزل عند قيام الساعة ليقتل الدجال ينزل، وكأنه والله أعلم قد اغتسل بماء طيب، إذا طأطأ رأسه قطر ماء، وإذا رفعه تحدر منه مثل الجمان، فيحتمل أن هذا ماء ويحتمل أنه عرق والله أعلم، ثم إنه يطلبه أي يطلب الدجال الخبيث الباكر الأعور فلا يحل لكافر يجد ريح عيسى إلا مات - سبحانه الله - نفس عيسى يقتل الكافر ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه وهذا أيضاً من آيات الله يعني أنفاسنا نحن لا تعدو إلا شبراً أو نحوه لكن نفس عيسى ينتهي حيث ينتهي طرفه ومعنى ذلك أنه يقتل أناساً كثيرين من الكفار لأن هذا النفس يطير في الهواء ولا يحل لكافر يجد نفسه إلا مات ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا بد أن توجد عند نزول عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيبلغ الدجال فيدركه عند باب اللد واللد الآن في فلسطين استعمرها اليهود عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة استعمرها يدرك عيسى

মুসলমানদের মধ্য থেকে একজন ব্যক্তি তাকে বলবে, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তুমিই সেই দাজ্জাল, যার সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সংবাদ দিয়েছিলেন।" তখন দাজ্জাল তাকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে দুই খণ্ডে বিভক্ত করে ফেলবে এবং এক খণ্ডকে অন্যটি থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। এরপর তাকে কর্তন করার পর সে ডাক দেবে—"হে অমুক!" তখন খণ্ড দুটি একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে যাবে এবং সে উঠে দাঁড়াবে এবং হাস্যোজ্জ্বল মুখে দাজ্জালের দিকে এগিয়ে আসবে, যেন তার কিছুই হয়নি। তারপর সে তাকে বলবে: "আল্লাহর কসম! আমি এখন সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তুমিই মসীহ দাজ্জাল। আল্লাহর কসম, তোমার ব্যাপারে আমার চাক্ষুষ জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।" এরপর দাজ্জাল তাকে দ্বিতীয়বার হত্যা করতে চাইবে এবং দুই খণ্ডে বিভক্ত করবে, তারপর পুনরায় ডাকবে এবং সে হাস্যোজ্জ্বল মুখে ফিরে আসবে। এরপর সে তৃতীয়বার চেষ্টা করবে, কিন্তু তাকে হত্যা করতে সে

অক্ষম হয়ে পড়বে। দাজ্জালের ফিতনা এমনই ভয়াবহ হবে যে, মানুষ যখন এটি দেখবে তখন নিঃসন্দেহে বিভ্রান্তিতে পড়বে।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা আল্লাহর রাসূল ঈসা ইবনে মারিয়াম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবতরণ করাবেন। তিনি দুই ফেরেশতার ডানার ওপর হাত রেখে অবতরণ করবেন; কারণ ফেরেশতাগণ ডানাবিশিষ্ট হয়ে থাকেন। তারা তাকে নিয়ে আকাশ থেকে অবতরণ করবেন, কেননা ঈসা আলাইহিস সালাম বর্তমানে আকাশে জীবিত অবস্থায় আছেন। কিয়ামত নিকটবর্তী হলে তিনি দাজ্জালকে হত্যার জন্য অবতরণ করবেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ, মনে হবে যেন তিনি পবিত্র পানি দিয়ে গোসল করেছেন। যখন তিনি মাথা নিচু করবেন তখন টপটপ করে পানি ঝরবে, আর যখন মাথা উঁচু করবেন তখন তা থেকে মুক্তার মতো পানির দানা বা ঘাম ঝরবে। এটি পানিও হতে পারে আবার ঘামও হতে পারে, আল্লাহই ভালো জানেন। অতঃপর তিনি সেই পাপিষ্ঠ, চতুর ও কানা দাজ্জালকে খুঁজতে থাকবেন। এমন কোনো কাফের নেই যে ঈসা আলাইহিস সালামের নিঃশ্বাসের স্পর্শ পাবে অথচ মারা যাবে না—সুবহানাল্লাহ! ঈসা আলাইহিস সালামের নিঃশ্বাসই কাফেরকে হত্যা করবে এবং তার নিঃশ্বাস ততদূর পৌঁছাবে যতদূর তার দৃষ্টির শেষ সীমা। এটিও আল্লাহর একটি নিদর্শন। অর্থাৎ আমাদের নিঃশ্বাস তো এক বিঘত বা এর কাছাকাছি দূরত্বের বেশি যায় না, কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালামের নিঃশ্বাস তার দৃষ্টির শেষ সীমানা পর্যন্ত পৌঁছাবে। এর অর্থ হলো, তিনি এর মাধ্যমে বহু কাফেরকে হত্যা করবেন, কারণ এই নিঃশ্বাস বাতাসে ছড়িয়ে পড়বে এবং যে কাফেরই এই নিঃশ্বাসের স্পর্শ পাবে সে মারা যাবে।

তিনি দামেস্কের পূর্ব দিকের সাদা মিনারের কাছে অবতরণ করবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এভাবেই বর্ণনা করেছেন। ঈসা ইবনে মারিয়াম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবতরণের সময় এই মিনারটির অস্তিত্ব থাকা অনিবার্য। এরপর তিনি দাজ্জালের নাগাল পাবেন এবং তাকে 'লুদ' নামক ফটকের কাছে পাকড়াও করবেন। এই লুদ বর্তমানে ফিলিস্তিনে অবস্থিত, যা ইহুদিরা দখল করে রেখেছে—কিয়ামত পর্যন্ত তাদের ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক। তারা এটি উপনিবেশে পরিণত করেছে। সেখানে ঈসা আলাইহিস সালাম তাকে পাকড়াও করবেন।

المسيح الدجال فيقتله هناك وبهذا انتهى المسيح الدجال وبقي المسيح رسول الله عيسى صلى الله عليه وسلم والله الموفق ثم يأتي عيسى ابن مريم قوماً قد عصهم الله عز وجل من فتنة الدجال فيمسح على وجوههم ويبشرهم بمنأزلهم في الجنة فبينما هم كذلك يعني على حالهم إذا يوحى الله عز وجل إلى عيسى أني قد أخرجت عبداً لي لا يدان لأحد بقتالهم وهؤلاء العباد ليسوا عباد دين بل عباد قدر {إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبداً} هؤلاء العباد هم يأجوج ومأجوج من كل حذب ينسلون أي من كل مكان مرتفع ينسلون لأن الشعاب والأودية لا تسعهم فتجدهم يصعدون الجبال لينزلوا إلى الأرض من كثرتهم هؤلاء من بني آدم ليسوا جنّاً ولا جنساً ثالثاً بل هم من بني آدم ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول الله له أخرج من ذريتك بعثاً إلى النار أو قال بعث النار قال يا رب وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسع وتسعين من بني آدم كل هؤلاء في النار إلا واحداً في الألف من بني آدم من أهل الجنة فكبر ذلك على الصحابة وعظم عليهم وقالوا يا رسول الله أينما ذلك الواحد قال لهم صلى الله عليه وسلم أبشروا فإنك في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج منكم واحد من يأجوج ومأجوج ألفاً فاستبشر الصحابة بذلك ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع

মসীহ দাজ্জালকে তিনি সেখানে হত্যা করবেন। এর মাধ্যমেই মসীহ দাজ্জালের সমাপ্তি ঘটবে এবং আল্লাহর রাসূল মসীহ ঈসা (আলাইহিস সালাম) অবশিষ্ট থাকবেন। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা। অতঃপর মারইয়াম পুত্র ঈসা এমন এক কওমের কাছে আসবেন যাদের আল্লাহ তাআলা দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা করেছেন। তিনি তাদের মুখমণ্ডল মুছে দেবেন এবং জান্নাতে তাদের সুউচ্চ মাকাম সম্পর্কে সুসংবাদ দেবেন। তারা যখন এই অবস্থায় থাকবেন, অর্থাৎ তাদের নিজ অবস্থায়, তখন আল্লাহ তাআলা ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট ওহী

পাঠাবেন যে, 'আমি আমার এমন কিছু বান্দাকে বের করেছি যাদের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা কারো নেই।' আর এই বান্দাগণ দ্বীনের (আনুগত্যের) বান্দা নয়, বরং তারা তকদীরের (সৃষ্টিগত) বান্দা—{আসমান ও জমিনে এমন কেউ নেই যে পরম করুণাময়ের কাছে বান্দা হিসেবে উপস্থিত হবে না}। এই বান্দারা হলো ইয়াজুজ ও মাজুজ। তারা প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে দ্রুত নেমে আসবে; অর্থাৎ প্রতিটি উঁচু স্থান থেকে তারা ধাবিত হবে, কারণ সংকীর্ণ গিরিপথ ও উপত্যকাগুলোতে তাদের সংকুলান হবে না। সংখ্যাধিক্যের কারণে আপনি তাদের দেখবেন যে তারা পাহাড়ে আরোহণ করছে সমতলে নেমে আসার জন্য। এরা আদম সন্তান; এরা কোনো জিন নয় এবং তৃতীয় কোনো প্রজাতিও নয়, বরং এরা বনী আদমেরই অন্তর্ভুক্ত। এর দলিল হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বলবেন: 'হে আদম!' তিনি উত্তর দেবেন: 'আমি উপস্থিত, আপনার সেবায় সদা প্রস্তুত।' তখন আল্লাহ তাকে বলবেন: 'তোমার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান্নামের দলকে বের করে আনো।' তিনি বলবেন: 'হে প্রতিপালক, জাহান্নামের দল বলতে কাদের বুঝানো হচ্ছে?' আল্লাহ বলবেন: 'প্রতি এক হাজারের মধ্যে নয়শত নিরানব্বই জন।' এরা সকলেই জাহান্নামে যাবে, কেবল প্রতি হাজারে একজন হবে জান্নাতি। বিষয়টি সাহাবীদের কাছে অত্যন্ত কঠিন ও গুরুভার মনে হলো। তারা বললেন: 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে সেই একজন ব্যক্তি কে হবে?' তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের বললেন: 'তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। কেননা তোমরা এমন দুটি জাতির সাথে আছো যারা যার সঙ্গেই থাকে তার সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়—তারা হলো ইয়াজুজ ও মাজুজ। তোমাদের মধ্য থেকে একজন হলে ইয়াজুজ ও মাজুজের মধ্য থেকে হবে এক হাজার।' এতে সাহাবীরা আনন্দিত হলেন। অতঃপর তিনি বললেন: 'আমি আশা করি তোমরা জান্নাতিদের এক-চতুর্থাংশ হবে।'

(ص: 616) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أهل الجنة فكبر الصحابة فرحاً بنعمة الله عز وجل ثم قال أرجو أن تكونوا شطر
أهل الجنة فكبروا وفرحوا ثم قال أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة وهذه الثالثة

عندي فيها شك لكن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة مائة وعشرون صفاً منهم ثمانون من هذه الأمة المهم أن يأجوج ومأجوج من بني آدم شكلهم شكل بني آدم لا يختلفون عنهم أما ما ورد في بعض الآثار أن منهم القصير المفرط في القصر والطويل في الطول وأن بعضهم يفتش إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى كل هذا لا صحة له هم من بني آدم ومثلهم لكنهم أمم عظيمة كما قال تعالى {وهم من كل حذب ينسلون} أي من كل مرتفع لأن الأرض السهلة لا تسعهم من كثرتهم {ينسلون} أي يسرعون كأنهم مسلطون على بني آدم فيقول عز وجل لعيسى إني قد بعثت عبادة لا يدان لأحد بقتالهم يعني ما لأحد على قتالهم من قوة فحرز عبادي إلى الطور يعني احتزوا فيه والطور جبل معروف فيصعد عيسى صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى الطور ويحضرون فيه حتى إنهم يلحقهم من الجوع وشدة البؤنة ما يكون رأس الثور أحب إلى أحدهم من كذا وكذا من الدنانير وحينئذ يرغب عيسى وقومه إلى الله عز وجل يدعون الله تعالى أن يصرف عنهم هذه الأمم التي حاصرتهم في هذا الجبل فيرسل الله تعالى النغف وهو عبارة عن دودة في أعناقهم فيصبحون فرسى جمع فريسة يعني موتى كنفس واحدة كل

তারা হবেন জান্নাতবাসী; মহান আল্লাহর নেয়ামতে আনন্দিত হয়ে সাহাবীগণ তাকবীর পাঠ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "আমি আশা করি তোমরা জান্নাতবাসীদের অর্ধেক হবে।" তখন তাঁরা পুনরায় তাকবীর দিলেন এবং আনন্দিত হলেন। এরপর তিনি বললেন, "আমি আশা করি তোমরা জান্নাতবাসীদের দুই-তৃতীয়াংশ হবে।" এই তৃতীয় বিষয়টি সম্পর্কে আমার কাছে কিছুটা সংশয় রয়েছে, তবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, জান্নাতবাসীদের কাতার হবে একশ বিশটি, যার মধ্যে আশিটি কাতার হবে এই উম্মতের। মূল কথা হলো, ইয়াজুজ ও মাজুজ আদম সন্তানেরই অন্তর্ভুক্ত। তাদের শারীরিক গঠন মানুষের মতোই এবং তারা মানুষের থেকে ভিন্ন কিছু নয়। আর কিছু বর্ণনায় যা এসেছে যে, তাদের কেউ কেউ অতিমাত্রায় খাটো আবার কেউ কেউ অস্বাভাবিক লম্বা, কিংবা তাদের কেউ কেউ এক কান বিছিয়ে তার ওপর শয়ন করে এবং অন্য কান দিয়ে চাদরের মতো শরীর ঢেকে রাখে—এসব বর্ণনার কোনো ভিত্তি নেই। তারা বনী আদমেরই অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের মতোই, তবে তারা এক

বিশাল জনগোষ্ঠী। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন, "তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি হতে দ্রুত ছুটে আসবে।" অর্থাৎ প্রতিটি উঁচু স্থান থেকে; কেননা তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে সমতল ভূমি তাদের সংকুলান করতে পারবে না। "ইয়ানসিলুন" শব্দের অর্থ হলো তারা দ্রুত ধাবিত হবে, যেন তাদের আদম সন্তানদের ওপর লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তখন মহান আল্লাহ ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে বলবেন, "আমি এমন এক দল বান্দাকে উদগত করেছি যাদের সাথে লড়াই করার সাধ্য কারো নেই।" অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো শক্তি কারো নেই। "কাজেই আমার বান্দাদের ত্বর পাহাড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাও।" অর্থাৎ সেখানে আত্মরক্ষা করো। আর ত্বর একটি সুপরিচিত পাহাড়। ঈসা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাথীরা ত্বর পাহাড়ে আরোহণ করবেন এবং সেখানে অবস্থান করবেন। সেখানে তাঁরা ক্ষুধা ও অভাব-অনটনের এমন তীব্র সম্মুখীন হবেন যে, তাঁদের কাছে একটি ষাঁড়ের মাথা নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রার চেয়েও অধিক প্রিয় মনে হবে। সেই মুহূর্তে ঈসা (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর কওম আল্লাহর সমীপে আকুল আবেদন জানাবেন এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবেন যেন তিনি তাঁদেরকে এই পাহাড় অবরোধকারী জাতিগুলোর কবল থেকে মুক্তি দান করেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের ঘাড়ে "নাগাফ" (এক প্রকার কীট) প্রেরণ করবেন। ফলে তারা সকলেই শিকারের মতো প্রাণহীন হয়ে পড়ে থাকবে; অর্থাৎ তারা একযোগে মৃত্যুবরণ করবে।

(ص: 617) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

هذه الأمم التي لا يحصيها إلا الله تموت في ليلة واحدة لأن الأمر بيد الله عز وجل هذا النغف من حين ما يدخل في أعناقهم يموتون على الفور ثم ينزل عيسى ابن مريم وقومه إلى الأرض وإذا الأرض مبلوعة من هذه الجثث نتنا ورائحة خبيثة فيرغب عيسى وقومه إلى الله عز وجل أن يفكهم من هذا فيرسل الله تعالى طيوراً كأعناق البخت يعني مثل أعناق الإبل طيوراً كبيرة قوية تأخذ الواحد منهم وتلقيه في البحر ومعنى هذا أنها طيور عظيمة لا يعلم عددها إلا الله عز وجل كل هذا بقدرة

الله سبحانه وتعالى لأن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون لا تستغرب لا
تقل من أين جاءت الطيور وكيف توالدت والله على كل شيء قدير هذه الطيور مثل
أعناق الإبل تحمل الواحد وتلقيه في البحر ولا يبقى فيهم أحد..

...

لكن كما تعلمون لا بد أن يبقى في الأرض شيء من القدر والأذى والرائحة بعد هذه
الجثث فيرسل الله تعالى مطراً عظيماً يغسل الأرض لا يكن منه مدر ولا وبر كل
الأرض تمتلئ ماء حتى تكون كالزلفة تنظف تنظيفاً تاماً بإذن الله عز وجل ويأمر الله
الأرض أن تخرج بركاتها وثمراتها فيكون فيها الثمرات العظيمة والخير والبركة حتى
إن اللقحة من الإبل لتكفي فئاماً من الناس ومن البقر تكفي القبيلة من الناس
ومن الغنم تكفي الفخذ من الناس وهي واحدة لكن الله ينزل فيها البركة فتكفي
أمماً وتكثر الخيرات والبركات وكل هذا يدل على عظمة وقدرة الله عز وجل {فإن مع
العسر يسراً} إن مع العسر يسراً {بدلاً من حصرتهم في الطور لا يجدون شيئاً إذا
بالأرض تنبت وتنزل فيها البركة والثمار...
وغير ذلك كل هذا بأمر الله عز وجل والله البوق

এই সব জাতি যাদের আল্লাহ ছাড়া কেউ গণনা করতে পারে না, তারা এক রাতে মারা যাবে;
কারণ সমস্ত বিষয় মহামহিমাম্বিত আল্লাহর হাতে। এই পোকাগুলো যখনই তাদের ঘাড়ে প্রবেশ
করবে, তারা তৎক্ষণাৎ মারা যাবে। অতঃপর মারইয়াম-তনয় ঈসা ও তাঁর সঙ্গীরা পৃথিবীতে
অবতরণ করবেন এবং দেখবেন যে পৃথিবী এই মৃতদেহগুলোর পচা ও দুর্গন্ধময় গন্ধে পরিপূর্ণ।
তখন ঈসা ও তাঁর সাথীরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবেন যেন তিনি তাদের এই অবস্থা
থেকে মুক্তি দেন। তখন আল্লাহ তাআলা উটের ঘাড়ের মতো দীর্ঘ ঘাড় বিশিষ্ট পাখি পাঠাবেন;
অর্থাৎ উটের ঘাড়ের ন্যায় বড় ও শক্তিশালী পাখি, যারা তাদের একেকজনকে তুলে নিয়ে
সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। এর অর্থ হলো এগুলো বিশাল আকৃতির পাখি যাদের সংখ্যা আল্লাহ
ছাড়া আর কেউ জানে না। এই সবই মহান আল্লাহর কুদরতে হবে; কারণ তাঁর আদেশ হলো—
যখন তিনি কোনো কিছুই ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাকে বলেন ‘হও’, অমনি তা হয়ে যায়।
আপনি বিস্মিত হবেন না; বলবেন না যে এই পাখিগুলো কোথেকে এল বা কীভাবে তারা

বংশবৃদ্ধি করল, কেননা আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। এই পাখিগুলো উটের ঘাড়ের মতো বিশাল, তারা একেকজনকে বহন করে সমুদ্রে ফেলে দেবে এবং তাদের মধ্য থেকে একজনও অবশিষ্ট থাকবে না।

...

কিন্তু আপনারা যেমন জানেন যে, এই মৃতদেহগুলোর অবসানের পর পৃথিবীতে অবশ্যই কিছু নোংরামি, আবর্জনা ও দুর্গন্ধ অবশিষ্ট থাকবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা এক প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যা পৃথিবীকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেবে। কোনো মাটির ঘর বা পশমের তাঁবু তা থেকে রেহাই পাবে না। সমস্ত পৃথিবী পানিতে পূর্ণ হয়ে যাবে এমনকি তা আয়নার মতো স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হয়ে যাবে। আল্লাহর নির্দেশে পৃথিবী সম্পূর্ণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ জমিনকে নির্দেশ দেবেন যেন তা তার বরকত ও ফলমূল বের করে দেয়। তখন তাতে বিশাল ফলমূল, কল্যাণ ও বরকত দেখা দেবে। এমনকি একটি দুগ্ধবতী উটের দুধ এক বিশাল জনসমষ্টির জন্য যথেষ্ট হবে, একটি গরু এক গোত্র মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে এবং একটি ছাগল এক উপগোত্রের মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে। এটি মাত্র একটি হলেও আল্লাহ তাতে বরকত নাযিল করবেন, ফলে তা বহু জাতির জন্য পর্যাপ্ত হবে এবং কল্যাণ ও বরকত বৃদ্ধি পাবে। এই সবই মহান আল্লাহর মহিমা ও ক্ষমতার পরিচায়ক। {নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে, নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।} তুর পাহাড়ে তাদের অবরুদ্ধ থাকা অবস্থায় যখন তারা কিছুই পাচ্ছিল না, তার পরিবর্তে পৃথিবী শস্য উৎপন্ন করবে এবং তাতে বরকত ও ফলমূল নাযিল হবে। ...

এবং এ ছাড়াও যা কিছু আছে, এ সবই মহান আল্লাহর আদেশে সম্পন্ন হবে। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 618) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

1809 - وعن ربعي بن حراش قال: انطلقت مع أبي مسعود الأنصاري إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم فقال له أبو مسعود حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله

عليه وسلم في الدجال قال إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب فمن أدركه منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب فقال أبو مسعود وأنا قد سمعته متفق عليه.

1810 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمي فيبكت أربعين لا أدري أربعين يوماً أو أربعين شهراً أو أربعين عاماً فيبعث الله تعالى عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيطلبه فيهلكه ثم يبكت الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله عز وجل ريحاً باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون فما تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتأوى ورفع ليتأوى وأول

১৮০৯ - রিবঈ ইবনে হিরাশ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আবু মাসউদ আনসারীর সাথে হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর নিকট গেলাম। আবু মাসউদ তাঁকে বললেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দাজ্জাল সম্পর্কে আপনি যা শুনেছেন, তা আমাকে বর্ণনা করুন।" তিনি বললেন, "দাজ্জাল বের হবে এবং তার সাথে পানি ও আগুন থাকবে। মানুষ যা পানি হিসেবে দেখবে, তা আসলে দহনকারী আগুন। আর মানুষ যা আগুন হিসেবে দেখবে, তা আসলে সুশীতল মিষ্ট পানি। তোমাদের মধ্যে যে তাকে পাবে, সে যেন তাতে ঝাঁপ দেয় যাকে সে আগুন হিসেবে দেখছে; কারণ তা আসলে মিষ্ট ও সুপেয় পানি।" আবু মাসউদ বললেন, "আমিও এটি শুনেছি।" (বুখারী ও মুসলিম)।

১৮১০ - আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমার উম্মতের মধ্যে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে এবং সে চল্লিশ—আমি জানি না চল্লিশ দিন, নাকি চল্লিশ মাস, নাকি চল্লিশ

বছর—অবস্থান করবে। এরপর আল্লাহ তাআলা ঈসা ইবনে মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-কে পাঠাবেন। তিনি তাকে তালাশ করবেন এবং ধ্বংস করবেন। অতঃপর মানুষ সাত বছর এমনভাবে বসবাস করবে যে, দুজনের মধ্যে কোনো শত্রুতা থাকবে না। এরপর আল্লাহ তাআলা শাম দেশের দিক থেকে একটি শীতল বাতাস পাঠাবেন। ফলে যমীনের বুকে এমন কোনো ব্যক্তি অবশিষ্ট থাকবে না, যার অন্তরে অণু পরিমাণ কল্যাণ বা ঈমান আছে; বরং এই বাতাস তাকে কবজ করে নেবে। এমনকি তোমাদের কেউ যদি পাহাড়ের গভীর অভ্যন্তরেও প্রবেশ করে, তবে বাতাস সেখানেও প্রবেশ করে তাকে কবজ করবে। এরপর কেবল নিকৃষ্ট লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে, যারা ক্ষিপ্ততায় পাখির মতো এবং বুদ্ধিতে হিংস্র পশুর মতো হবে। তারা কোনো ভালো কাজকে ভালো বলে জানবে না এবং কোনো মন্দ কাজকে মন্দ বলে গণ্য করবে না। তখন শয়তান মানুষের রূপ ধরে তাদের সামনে উপস্থিত হবে এবং বলবে, 'তোমরা কি (আমার ডাকে) সাড়া দেবে না?' তারা বলবে, 'আপনি আমাদের কী আদেশ করছেন?' তখন সে তাদের মূর্তিপূজার নির্দেশ দেবে। এমতাবস্থায় তাদের রিযিক হবে প্রচুর এবং তাদের জীবন হবে সুখময়। এরপর শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে। যে ব্যক্তিই তা শুনবে, সে-ই ঘাড় কাত করে কান খাড়া করবে। আর সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি..."

(ص: 619) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

من يسمعه رجل يلو ط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس حوله ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم {وقوفهم إنهم مسؤولون} ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال من كم فيقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فذلك يوم يجعل ولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق رواه مسلم الليت صفحة العنق ومعناه يضع صفحة عنقه ويرفع صفحته الأخرى.

1811 - وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نقب من أنقابهما إلا عليه الملائكة صافين تحرسهما فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج الله منها كل كافر ومنافق رواه مسلم.

1812 - وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال

যে ব্যক্তি প্রথম তা শুনবে সে তার উটের পানির হাউজ মেরামত করতে থাকবে, তখন সে বেহুঁশ হয়ে পড়বে এবং তার চারপাশের লোকেরাও বেহুঁশ হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এমন বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যা ঘন কুয়াশা বা ছায়ার মতো হবে, যার ফলে মানুষের দেহগুলো উদ্ভিদের ন্যায় গজিয়ে উঠবে। এরপর দ্বিতীয়বার শিঙায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন তৎক্ষণাৎ তারা দাঁড়িয়ে দেখতে থাকবে। এরপর বলা হবে, 'হে মানুষ! তোমাদের রবের দিকে এগিয়ে এসো।' {তোমরা তাদেরকে থামাও, নিশ্চয়ই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে}। এরপর বলা হবে, 'জাহান্নামের বাহিনীকে বের করে আনো।' জিজ্ঞেস করা হবে, 'কতজন থেকে?' উত্তর দেওয়া হবে, 'প্রতি এক হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন।' সেটি এমন এক দিন যা শিশুদের বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে এবং যেদিন পায়ের গোছা উন্মোচিত হবে। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন। 'আল-লাইত' অর্থ হলো ঘাড়ের পার্শ্বদেশ; এর উদ্দেশ্য হলো সে তার ঘাড়ের একপাশ অবনত করবে এবং অপর পাশটি উন্নীত করবে।

১৮১১ - আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: মক্কা ও মদিনা ব্যতীত এমন কোনো জনপদ নেই যা দাজ্জাল পদদলিত করবে না। এই দুই শহরের প্রতিটি প্রবেশপথে ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে পাহারায় নিয়োজিত থাকবেন। অতঃপর দাজ্জাল লোনা মরুভূমিতে অবতরণ করবে, তখন মদিনা শহর তিনবার কেঁপে উঠবে, যার মাধ্যমে আল্লাহ সকল কাফির ও মুনাফিককে সেখান থেকে বের করে দেবেন। (মুসলিম)।

১৮১২ - তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, দাজ্জালের অনুসরণ করবে-

من يهود أصبهان سبعون ألفاً عليهم الطيالة رواه مسلم.

1813 - وعن أم شريك رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

لينفرن الناس من الدجال في الجبال رواه مسلم.

1814 - وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال رواه مسلم.

1815 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فيتلقاه المسالِح مسالِح الدجال فيقولون له إلى أين تعمد فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج فيقولون له أو ما تؤمن بربنا فيقول ما بربنا خفاء فيقولون اقتلوه فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحد دونه فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس إن هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمر الدجال به فيشبح فيقول خذوه وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضرباً فيقول أو ما تؤمن بي فيقول أنت المسيح الكذاب فيؤمر به فيؤثر بالمنشار من مفرقه

আসবাহানের সত্তর হাজার ইহুদি তার অনুসারী হবে, যাদের পরনে থাকবে সবুজ চাদর (তায়ালিসা)। ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

১৮১৩ - উম্মু শারিক (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন: "মানুষ অবশ্যই দাজ্জালের ভয়ে পাহাড়ে পালিয়ে যাবে।" ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

১৮১৪ - ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "আদম (আলাইহিস সালাম)-এর সৃষ্টি থেকে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দাজ্জালের ফিতনার চেয়ে বড় আর কোনো বিষয় নেই।" ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

১৮১৫ - আবু সাঈদ আল-খুদরি (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে, তখন মুমিনদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তার দিকে যাত্রা করবেন। পশ্চিমদিকে দাজ্জালের সশস্ত্র প্রহরীদের সাথে তার সাক্ষাৎ হবে। তারা তাকে বলবে,

'তুমি কোথায় যাওয়ার সংকল্প করেছ?' তিনি বলবেন, 'আমি এই যে আবির্ভূত হয়েছে (দাজ্জাল), তার কাছে যাওয়ার সংকল্প করেছি।' তখন তারা তাকে বলবে, 'তুমি কি আমাদের প্রভুর প্রতি ঈমান আনবে না?' তিনি বলবেন, 'আমাদের প্রভুর পরিচয় তো গোপন বা অস্পষ্ট নয়।' তখন তারা বলবে, 'একে হত্যা করো।' অতঃপর তারা একে অপরকে বলবে, 'তোমাদের প্রভু কি তার অনুমতি ছাড়া কাউকে হত্যা করতে তোমাদের নিষেধ করেননি?' তারপর তারা তাকে দাজ্জালের নিকট নিয়ে যাবে। মুমিন ব্যক্তিটি যখন তাকে দেখবেন, তখন বলবেন, 'হে লোকসকল! এ-ই সেই দাজ্জাল, যার কথা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উল্লেখ করেছিলেন।' তখন দাজ্জাল তার সম্পর্কে নির্দেশ দিবে এবং তাকে উপড় করে গুইয়ে দেওয়া হবে। সে বলবে, 'তাকে ধরো এবং প্রহার করো।' অতঃপর তার পিঠে ও পেটে প্রচুর মারধর করা হবে। এরপর দাজ্জাল বলবে, 'তুমি কি আমার প্রতি ঈমান আনবে না?' তিনি বলবেন, 'তুমি হলে সেই চরম মিথ্যাবাদী মসীহ।' তখন তার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তার মাথার সিঁথি থেকে করাত চালিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা হবে।"

(ص: 621) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

حتى يفرق بين رجليه ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائماً ثم يقول له أتؤمن بي فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل الله ما بين رقبته إلى ترقوته نحاساً فلا يستطيع إليه سبيلاً فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقى في الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين رواه مسلم وروى البخاري بعضه بمعناه المسالحي هم الخفراء والطلائع.

1816 - وعن البغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته وإنه قال لي ما يضرك قلت إنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء قال هو أهون على الله من ذلك متفق عليه.

1817 - وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أُنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم عز وجل

এমনকি সে তার দুই পায়ের মাঝখান দিয়ে যাতায়াত করবে। এরপর দাজ্জাল সেই দুই খণ্ডের মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাবে এবং তাকে বলবে, "দাঁড়াও", অমনি সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর সে তাকে বলবে, "তুমি কি আমার প্রতি ঈমান আনবে?" সে বলবে, "তোমার সম্পর্কে আমার অন্তর্দৃষ্টি কেবল আরও প্রখর হয়েছে (অর্থাৎ আমি নিশ্চিত হয়েছি যে তুমিই দাজ্জাল)।" এরপর সে বলবে, "হে লোকসকল! আমার পর সে মানুষের মধ্যে আর কারো সাথে এমন আচরণ করতে পারবে না।" তখন দাজ্জাল তাকে জবাই করার জন্য ধরবে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার ঘাড় থেকে কণ্ঠাস্থি পর্যন্ত অংশকে তামায় পরিণত করে দেবেন, ফলে সে তাকে হত্যা করার কোনো পথ পাবে না। তখন সে তার হাত ও পা ধরে তাকে নিক্ষেপ করবে। মানুষ মনে করবে যে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে, অথচ তাকে প্রকৃতপক্ষে জান্নাতে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের নিকট এই ব্যক্তি শাহাদাতের দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ।" এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন এবং বুখারী এর কিছু অংশ সমার্থে বর্ণনা করেছেন। 'আল-মাসালিহ' অর্থ হলো পাহারাদার ও অগ্রবর্তী সৈন্যদল।

১৮১৬ - মুগীরা ইবনে শু'বা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: দাজ্জাল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আমার চেয়ে বেশি আর কেউ জিজ্ঞাসা করেনি। তিনি আমাকে বললেন, "সে তোমার কী ক্ষতি করবে?" আমি বললাম, "লোকেরা বলে যে তার সাথে রুটির পাহাড় এবং পানির নদী থাকবে।" তিনি বললেন, "তা আল্লাহর নিকট এর চেয়েও তুচ্ছ।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১৮১৭ - আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "এমন কোনো নবী নেই যিনি তাঁর উম্মাতকে সেই একচক্ষু বিশিষ্ট চরম

মিথ্যাবাদী সম্পর্কে সতর্ক করেননি। সাবধান! সে একচক্ষু বিশিষ্ট, আর তোমাদের মহান প্রতিপালক মহিমাম্বিত ও গরীয়ান..."

(ص: 622) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ليس بأعور مكتوب بين عينيه ك ف ر متفق عليه.
1818 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم حديثاً عن الدجال ما حدث به نبي قومه إنه أعور وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار فالتى يقول إنها الجنة هي النار متفق عليه.
1819 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنة طافية متفق عليه.

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث الكثيرة التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الدجال هي جديرة بأن تساق وتذكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم

[তিনি] একচক্ষুবিশিষ্ট নন এবং তাঁর দুই চোখের মাঝখানে 'কা ফ রা' (কাফির) লেখা রয়েছে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১৮১৮ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আমি কি তোমাদের দাজ্জাল সম্পর্কে এমন কিছু বলব না, যা কোনো নবী তাঁর কওমকে বলেননি? নিশ্চয়ই সে একচক্ষুবিশিষ্ট এবং সে নিজের সাথে জান্নাত ও জাহান্নামের সদৃশ কিছু নিয়ে আসবে। অতঃপর সে যেটিকে জান্নাত বলবে মূলত সেটিই হবে জাহান্নাম।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১৮১৯ - ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লোকজনের মাঝে দাজ্জালের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বললেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ একচক্ষুবিশিষ্ট নন। জেনে রেখো, মসীহ দাজ্জাল ডান চোখে অন্ধ, তার চোখটি যেন একটি ভেসে থাকা আঙুর।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাখ্যা]

দাজ্জালের বর্ণনায় লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) যে বহুসংখ্যক হাদীস এখানে উপস্থাপন করেছেন, তা বর্ণনা করা ও স্মরণ করা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন যে, আদমের সৃষ্টি থেকে নিয়ে...

(ص: 623) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

وقيام الساعة أمر أكبر من الدجال ولذلك ما من نبي من الأنبياء إلا أنذر قومه به مع أنه لا يأتي إلا في آخر الزمان والله عز وجل يعلم أن محمدا خاتم الأنبياء ومع ذلك أنذر به الأنبياء السابقون والحكمة من هذا التنويه بفتنته وبيانها وأنها عظيمة وإن كان لن يأتي إلا في آخر الدنيا ففتنته عظيمة وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يدخل كل بلد يدعو الناس والعياذ بالله لعبادته إلا مكة والمدينة فإنه لا يدخلهما لأن عليهما الملائكة على كل باب منهما يزدودون عنهما عن مكة والمدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتبعه من يهود أصفهان سبعون ألفاً عليهم الطيالة وهو نوع رفيع من الثياب المعنى أنه يتبعه من أصفهان وهي معروفة من مدن إيران يتبعه منها سبعون ألفاً وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعور وأن الرب عز وجل ليس بأعور لأن العور نقص والله عز وجل منزّه عن كل نقص واستدل أهل السنة والجماعة من هذا الحديث على أن ربنا جل وعلا له عينان

لكنهما لا تشبهان أعين المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير
وذكر أيضاً في هذه الأحاديث أن رجلاً شاباً مسلماً يخرج إذا سمع به ليبين للناس
كذبه فيتلقاه حرس الدجال المتسلحون ويقولون أين تريد يقول أريد هذا الرجل
الذي خرج فيأخذونه ويقولون أتؤمن بربنا فيقول لا إنه الدجال فيريدون أن
يقتلوه ولكن بعضهم يقول لبعض أليس قد قال ربنا لا تقتلوا أحداً دوني فيتركونه
ثم يأتون به

কিয়ামত সংঘটিত হওয়া দাজ্জালের ফিতনার চেয়েও গুরুতর বিষয়, আর এ কারণেই প্রত্যেক নবীই নিজ কওমকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন, যদিও সে শেষ জামানা ব্যতিরেকে আত্মপ্রকাশ করবে না। মহান আল্লাহ সুনিশ্চিতভাবেই জানেন যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী, তা সত্ত্বেও পূর্ববর্তী নবীগণ দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্কবাণী প্রদান করেছেন। এই ফিতনা সম্পর্কে বারবার উল্লেখ করা এবং এর ভয়াবহতা স্পষ্ট করার হিকমত বা প্রজ্ঞা হলো এই যে, যদিও সে পৃথিবীর শেষলগ্নে আবির্ভূত হবে, তবুও তার ফিতনা হবে অত্যন্ত প্রলয়ঙ্করী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, দাজ্জাল প্রতিটি জনপদে প্রবেশ করবে এবং মানুষকে তার উপাসনা করার জন্য আহ্বান জানাবে—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি—মক্কা ও মদিনা ব্যতীত। সে এই দুই পবিত্র নগরীতে প্রবেশ করতে পারবে না, কারণ এগুলোর প্রতিটি প্রবেশপথে ফেরেশতারা পাহারায় নিয়োজিত থেকে মক্কা ও মদিনাকে রক্ষা করবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও সংবাদ দিয়েছেন যে, আসফাহানের সত্তর হাজার ইহুদি তার অনুসারী হবে, যাদের পরনে থাকবে ‘তায়ালিসা’ অর্থাৎ এক বিশেষ প্রকারের উন্নত মানের পোশাক। এর অর্থ হলো আসফাহান শহর—যা ইরানের একটি সুপরিচিত নগরী—সেখান থেকে সত্তর হাজার লোক তার অনুসরণ করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও জানিয়েছেন যে, দাজ্জাল হবে একচক্ষুবিশিষ্ট, অথচ মহান রব একচক্ষুবিশিষ্ট নন; কেননা একচক্ষু হওয়া একটি খুঁত বা অপূর্ণতা, আর মহান আল্লাহ সকল প্রকার অপূর্ণতা থেকে পবিত্র। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত এই হাদীস থেকে এ বিষয়ে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, আমাদের মহান প্রতিপালকের দু’টি চোখ রয়েছে, তবে তা কোনো সৃষ্টির চোখের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়; যেমনটি মহান আল্লাহর বাণী: "কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।" এই হাদীসসমূহে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে,

এক মুসলিম যুবক যখন দাজ্জালের খবর শুনতে পাবে, তখন সে মানুষের নিকট তার মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসবে। পশ্চিমধ্যে দাজ্জালের সশস্ত্র প্রহরীরা তার মুখোমুখি হবে এবং বলবে, "তুমি কোথায় যেতে চাও?" সে বলবে, "যে ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে, আমি তার কাছে যেতে চাই।" তখন তারা তাকে ধরে নিয়ে যাবে এবং বলবে, "তুমি কি আমাদের প্রভুর ওপর ঈমান আনবে না?" সে বলবে, "না, সে তো দাজ্জাল।" তখন তারা তাকে হত্যা করতে চাইবে, কিন্তু তাদের কেউ কেউ অন্যদের বলবে, "আমাদের প্রভু কি তাঁর বিনানুমতিতে কাউকে হত্যা করতে নিষেধ করেননি?" এরপর তারা তাকে ছেড়ে দেবে এবং তাকে দাজ্জালের সম্মুখে উপস্থিত করবে।

(ম: 624) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

إلى الدجال فيشهد هذا الرجل المسلم أنه هو الدجال الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيغضب عليه ويأمر بالإنشاز فينشر من رأسه إلى ما بين رجليه يعني شقه طولا ويجعل كل فرقة منه في جانب روية الغرر كما جاء في الحديث السابق ويمشي بينهما ثم يدعو فيخرج ويقوم يتהלل وهو يقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرة يفعل هذا مرتين أو ثلاثة ثم يريد أن يقتله ويعجز يجعل الله تعالى هذا الرجل حديدا لا يستطيع أن يقتله وهذا إما يكون حديدا حقا والله على كل شيء قدير وإما أن يكون صلبا لا تنفذ فيه السيوف هذه كلها صفات الدجال ومنها أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن معه نارا وجنة ولكن ناره جنة وجنته نار ولما سأل أبو هريرة رضي الله عنه إنهم يقولون إن معه جبلا من خبز قال إنه أهون على الله من ذلك يعني حتى لو كان معه هذا الشيء فإنه أهون على الله من ذلك أو أن المعنى أنه لا يكون معه هذا لكنه مبهمة.

وعلى كل حال فإننا نؤمن أنه سيكون في آخر الزمان رجل يخرج يسمى الدجال من أوصافه ما ذكر في هذا الباب وغيره ونستعين بالله منه في كل صلاة كل صلاة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير أن نستعين بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والميت وفتنة المسيح الدجال منه ومن فتنة المحيا والميت ومن عذاب القبر ومن عذاب النار.

1820 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا

দাজ্জালের কাছে (যাবে), তখন এই মুসলিম ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবেন যে এটিই সেই দাজ্জাল যার সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সংবাদ দিয়েছিলেন। এতে দাজ্জাল তার ওপর রাগান্বিত হবে এবং করাত আনার নির্দেশ দেবে। তখন তাকে মাথা থেকে দুই পায়ের মাঝখান পর্যন্ত চিরে ফেলা হবে; অর্থাৎ তাকে লম্বালম্বিভাবে দ্বিখণ্ডিত করা হবে এবং তার প্রতিটি অংশকে এক এক পাশে সরিয়ে রাখা হবে, যেমনটি পূর্ববর্তী হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর দাজ্জাল সেই খণ্ড দুটির মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাবে এবং তাকে ডাকবে। তখন সে প্রফুল্ল চিত্তে ও উজ্জ্বল চেহারা (জীবিত হয়ে) উঠে দাঁড়াবে এবং বলবে, "আল্লাহর কসম! তোমার ব্যাপারে আমার অন্তর্দৃষ্টি এখন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।" দাজ্জাল দুই বা তিনবার এরূপ করবে, এরপর তাকে পুনরায় হত্যা করতে চাইবে কিন্তু অক্ষম হবে। আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তিকে লোহার ন্যায় করে দেবেন, ফলে দাজ্জাল তাকে আর হত্যা করতে পারবে না। এটি হয়তো বাস্তবিকই লোহায় পরিণত হওয়া—আর আল্লাহ সবকিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান—অথবা সে শরীরগতভাবে এতোটা শক্ত হয়ে যাবে যে তলোয়ার তাতে কার্যকর হবে না। এগুলো সবই দাজ্জালের বৈশিষ্ট্য। এর মধ্যে আরও রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উল্লেখ করেছেন যে তার সাথে আগুন ও জান্নাত থাকবে, কিন্তু তার আগুন হবে জান্নাত এবং তার জান্নাত হবে আগুন। যখন আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন যে, লোকে বলে তার সাথে রুটির পাহাড় থাকবে, তখন তিনি (রাসূল) বললেন, এটি আল্লাহর কাছে তার চেয়েও তুচ্ছ। অর্থাৎ যদি তার সাথে এই বস্তুগুলো থাকেও, তবুও তা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত নগণ্য। অথবা এর অর্থ হলো, বাস্তবে তার সাথে এগুলো থাকবে না বরং তা হবে কেবল এক প্রকার প্রতারণা বা ভেঙ্কিবাজি।

যাই হোক, আমরা বিশ্বাস করি যে শেষ জামানায় দাজ্জাল নামক এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে, যার বৈশিষ্ট্যসমূহ এই অধ্যায়ে ও অন্যান্য স্থানে বর্ণিত হয়েছে। আমরা প্রতিটি সালাতেই তার থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের প্রতিটি সালাতে শেষ তাশাহুদে পর জাহান্নামের আজাব, কবরের আজাব, জীবন ও মরণের ফিতনা এবং মসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

১৮২০ - আবু হুরায়রা (রাঃ) (রাঃ) (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: না

(ম: 625) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود متفق عليه

1821 - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل بالقبر فيتبرغ عليه ويقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين وما به إلا البلاء متفق عليه

1822 - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون فيقول كل رجل منهم لعلني أن أكون أنا أنجو وفي رواية يوشك أن يحسر الفرات عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئاً متفق عليه

কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না মুসলিমরা ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং এমনকি ইহুদিরা পাথর ও গাছের আড়ালে আত্মগোপন করবে; তখন পাথর ও গাছ বলবে: হে মুসলিম,

এই যে আমার পেছনে ইহুদি, আসো এবং তাকে হত্যা করো। তবে 'গারকাদ' গাছ ব্যতীত, কেননা তা ইহুদিদের গাছ। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

1821 - এবং তাঁর (আবু হুরায়রা) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, দুনিয়া ততক্ষণ শেষ হবে না যতক্ষণ না কোনো ব্যক্তি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার ওপর গড়াগড়ি করবে এবং বলবে, হায়! আমি যদি এই কবরবাসীর স্থানে হতাম! অথচ দ্বীনি কারণে সে এমনটি বলবে না, বরং কেবল পার্থিব বিপদের কারণেই সে তা বলবে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

1822 - এবং তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না ফোরাত নদী থেকে একটি স্বর্ণের পাহাড় উন্মোচিত হবে। তা নিয়ে যুদ্ধ হবে এবং প্রতি একশ জনের মধ্যে নিরানব্বই জনই নিহত হবে। তাদের প্রত্যেকেই বলবে, 'হয়তো আমিই সেই ব্যক্তি যে বেঁচে যাবে।' অন্য এক বর্ণনায় আছে: অচিরেই ফোরাত নদী থেকে স্বর্ণের একটি খনি উন্মোচিত হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হবে, সে যেন তা থেকে কিছুই গ্রহণ না করে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

(ص: 626) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما ذكره من أشراف الساعة ما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا تقوم الساعة حتى يقتتل المسلمون واليهود المسلمون بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هم أتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأما قبل ذلك فالمسلم من اتبع الشريعة القائمة فقوم موسى في عهد موسى مسلمون والنصارى في عهد عيسى مسلمون ومن آمن من قوم نوح مسلمون وهكذا كل من كان مؤمناً برسول قائمة رسالته فهو مسلم لكن بعد بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ليس مسلماً إلا من آمن به صلى الله عليه وسلم وإلا فلا

يخفأكم أن الحواريين قالوا نحن أنصار الله وأن ملكة سبأ قالت إني ظلمت نفسي
وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وغير ذلك مما هو معروف باليهود هم اتباع
موسى سموا بذلك نسبة إلى جد هم يهوذا فهم ينتسبون إليه لكن مع التعريب صاروا
يهود بالبدال وهي أمة ملعونة غدارة خيانة مكارة واصفة لربها بالعيب والنقص قالوا
أي اليهود يد الله مغلولة وقالوا {إن الله فقير} وقالوا إن الله تعب حين خلق
السموات والأرض فاستراح يوم السبت..
إلى غير ذلك مما وصفوا الله تعالى به بالنقائص والعيوب أما الرسل فحدث ولا حرج
كفروا بالرسل وقتلوهم بغير حق وقتلوا المسيح عيسى ابن مريم بزعمهم {وما
قتلوه وما صلبوه} فهم

[ব্যাখ্যা]

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) তাঁর 'রিয়াদুস সালাহীন' গ্রন্থে কিয়ামতের
আলামত সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন, তাতে আবু হুরায়রা (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন)
থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না মুসলিম ও ইহুদিরা যুদ্ধে লিপ্ত
হবে। রাসূলুল্লাহ (তাঁর ওপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক)-এর প্রেরিত হওয়ার পর
'মুসলিম' হলেন তাঁরাই যাঁরা রাসূল মুহাম্মদ (তাঁর ওপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত
হোক)-এর অনুসরণ করেন। আর এর পূর্বে মুসলিম ছিলেন তাঁরাই যারা তৎকালীন বলবৎ
শরীয়তের অনুসরণ করতেন। সুতরাং মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর যুগে তাঁর কওম মুসলিম
ছিল, ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর যুগে নাসারারা (খ্রিস্টান) মুসলিম ছিল, নূহ (আলাইহিস
সালাম)-এর কওমের যারা ঈমান এনেছিল তারা মুসলিম ছিল। এভাবেই প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি
মুসলিম ছিলেন যিনি এমন কোনো রাসূলের ওপর ঈমান এনেছিলেন যাঁর রিসালাত তখন
কার্যকর ছিল। কিন্তু রাসূল মুহাম্মদ (তাঁর ওপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক)-এর
প্রেরিত হওয়ার পর তাঁর প্রতি ঈমান আনা ব্যতীত আর কেউ মুসলিম নয়। নতুবা আপনাদের
নিকট এটি গোপন নয় যে, হাওয়ারীগণ (ঈসা আ.-এর শিষ্যগণ) বলেছিলেন: "আমরা আল্লাহর
সাহায্যকারী", এবং সাবার রাণী বলেছিলেন: "আমি নিজের ওপর জুলুম করেছি এবং আমি
সুলায়মানের সাথে রাব্বুল আলামীন আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ (ইসলাম গ্রহণ) করলাম",
এছাড়া আরও অনেক পরিচিত উদাহরণ রয়েছে। ইহুদিরা হলো মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর

অনুসারী; তাদের পূর্বপুরুষ 'য়াহুদা'র দিকে সম্বন্ধ করে তাদের এই নামকরণ করা হয়েছে, তারা তাঁরই বংশধর; কিন্তু আরবিকরণের ফলে 'দাল' বর্ণের মাধ্যমে তারা 'য়াহুদ' (ইহুদি) হিসেবে পরিচিত হয়েছে। তারা হলো এক অভিশপ্ত, বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক ও চক্রান্তকারী জাতি, যারা তাদের প্রতিপালককে ত্রুটি ও অপূর্ণতার বিশেষণে বিশেষিত করে। তারা—অর্থাৎ ইহুদিরা—বলেছিল: "আল্লাহর হাত শৃঙ্খলিত", তারা বলেছিল: "নিশ্চয়ই আল্লাহ দরিদ্র", এবং তারা বলেছিল যে, আসমান ও যমীন সৃষ্টির পর আল্লাহ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাই তিনি শনিবার দিন বিশ্রাম নিয়েছিলেন...

আরও এমন অনেক বিষয়ের মাধ্যমে তারা আল্লাহ তাআলার ওপর দোষ ও ত্রুটি আরোপ করেছে। আর রাসূলদের প্রতি তাদের আচরণের কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না; তারা রাসূলদের অস্বীকার করেছে, তাঁদের অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে এবং তাদের দাবি অনুযায়ী তারা মাসীহ ঈসা ইবনে মারিয়ামকে হত্যা করেছে, অথচ "তারা তাঁকে হত্যা করেনি এবং ক্রুশবিদ্ধও করেনি"; বরং তারা...

(ص: 627) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أخبث أمة من الأمم وهم قوم خونة غدارة لا يوفون بعهد ولا ذمة ولا يؤتمنون على شيء قبل يوم القيامة يقاتلون المسلمين وتأمل كلمة المسلمين يقتتل المسلمون واليهود فينصر المسلمون عليهم نصرا عزيزا حتى إن اليهودي يختبئ بالحجر وبالشجر فيقول الشجر والحجر فينطق بأمر الله الذي أنطق كل شيء فيقولان يا مسلم هذا يهودي تحتي فأقتله أحجار تنطق وأشجار لماذا لأن القتال بين المسلمين وبين اليهود أما بين العرب واليهود فهذا الله أعلم من ينتصر لأن الذي يقاتل اليهود من أجل العروبة فقد قاتل حمية وعصبية ليس لله عز وجل ولا يمكن أن ينتصر ما دام قتاله من أجل العروبة لا من أجل الدين والإسلام إلا أن يشاء الله لكن إذا قاتلناهم - أي اليهود - من أجل الإسلام ونحن على الإسلام حقيقة فإننا

غالبون بإذن الله حتى الأحجار والأشجار تتكلم لصالحنا وضد اليهود أما ما دامت
السألة عصبية وعروبة وما أشبه ذلك فلا ضمان للنصر أبدا ولهذا لا يمكن أن
يقوم للعرب قائمة على هذا الأساس أي أساس العروبة والدليل على هذا الواقع فقد
طحنوا وخبزوا عليها ولم تستفد شيئا بل بالعكس صارت النكبات العظيمة من
اليهود على العرب شيئا عظيما احتلوا ديارهم وحاصروهم وأذوهم لكن لو كان القتال
من أجل الإسلام وباسم المسلمين ما قامت لليهود قائمة لكن من جهل العرب
صاروا يقاتلون اليهود

তারা জাতিসমূহের মধ্যে নিকৃষ্টতম জাতি এবং তারা একটি বিশ্বাসহীন ও প্রবঞ্চক গোষ্ঠী; তারা
কোনো প্রতিশ্রুতি বা নিরাপত্তা-চুক্তি রক্ষা করে না এবং কোনো বিষয়েই তাদের ওপর আস্থা
রাখা যায় না। কিয়ামতের পূর্বক্ষণে তারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে—এখানে 'মুসলিম'
শব্দটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন। তখন মুসলিম ও ইহুদিরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে
এবং মুসলিমরা তাদের ওপর এক সুমহান বিজয় লাভ করবে। এমনকি কোনো ইহুদি যদি
পাথর বা গাছের আড়ালে আত্মগোপন করে, তখন সেই গাছ ও পাথর কথা বলে উঠবে। তারা
আল্লাহর আদেশে কথা বলবে, যিনি প্রতিটি বস্তুকে বাকশক্তি দান করেছেন। তারা বলবে: হে
মুসলিম! এই যে আমার নিচে একজন ইহুদি লুকিয়ে আছে, তাকে হত্যা করো। কেন পাথর ও
গাছ কথা বলবে? কারণ, সেই যুদ্ধটি হবে মুসলিম ও ইহুদিদের মধ্যে। পক্ষান্তরে, আরব ও
ইহুদিদের মধ্যকার লড়াইয়ে কে বিজয়ী হবে, তা আল্লাহই ভালো জানেন। কারণ, যে ব্যক্তি
কেবল আরব জাতীয়তাবাদের (আরব্বা) কারণে ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, সে মূলত বংশীয়
অহমিকা ও জাতীয়তাবাদের টানেই লড়াই করছে, মহান আল্লাহর জন্য নয়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত
লড়াই দ্বীন ও ইসলামের জন্য না হয়ে কেবল আরব পরিচয়ের জন্য হবে, ততক্ষণ বিজয় লাভ
করা সম্ভব নয়, যদি না আল্লাহ বিশেষ ইচ্ছা করেন। কিন্তু আমরা যদি ইসলামের জন্য তাদের
অর্থাৎ ইহুদিদের বিরুদ্ধে লড়াই করি এবং আমরা যদি প্রকৃতপক্ষেই ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত
থাকি, তবে আল্লাহর অনুমতিতে আমরাই বিজয়ী হবো। এমনকি তখন পাথর ও বৃক্ষরাজিও
আমাদের পক্ষে এবং ইহুদিদের বিপক্ষে কথা বলবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত বিষয়টি
জাতীয়তাবাদ, আরব চেতনা কিংবা অনুরূপ বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে থাকবে, ততক্ষণ
বিজয়ের কোনো নিশ্চয়তা নেই। এই কারণে আরব জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আরবদের পক্ষে

পুনরায় মাথা তুলে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। বর্তমান বাস্তবতাই এর প্রমাণ; তারা এই জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করে অনেক চড়াই-উতরাই পার করেছে কিন্তু কোনো সুফল লাভ করেনি। বরং এর বিপরীতে ইহুদিদের পক্ষ থেকে আরবদের ওপর ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে এসেছে। তারা তাদের ঘরবাড়ি দখল করেছে, তাদের অবরুদ্ধ করেছে এবং তাদের নিদারুণ কষ্ট দিয়েছে। অথচ এই লড়াই যদি ইসলামের খাতিরে এবং মুসলিম পরিচয়ে হতো, তবে ইহুদিরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত না। কিন্তু আরবদের অজ্ঞতার কারণে তারা (জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই) ইহুদিদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে।

(ص: 628) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

من أجل العروبة ولذلك لم ينصروا عليهم حتى الآن الانتصار على اليهود حقيقة في الإسلام لا غيب ولن تقوم الساعة حتى يحصل ما أخبر به الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون وينتصرون عليهم ويظهرون عليهم وينادي الحجر والشجر الذي ليس من عادته أن ينطق يا مسلم هذا يهودي فاقتله كذلك أيضاً من أشراط الساعة والذي لا بد أن يكون أن الفرات وهو النهر المعروف في شرقي أقصى الجزيرة يحسر عن ذهب جبل من ذهب أو كنز من ذهب تحسر بمعنى أن الذهب يخرج جبلا والذهب معروف رأيت الناس قد ذهبوا ...

إلى من عنده ذهب

فالذهب يسلب العقول سوف يحسر هذا الماء النهر الجاري عن جبل من ذهب سبحان الله كل إنسان يقاتل غيره ويقول لعلي أنا الذي أنجو ويقاتل من أجل أن يحصل على الذهب..

البترو ل لأجل أن يحصل على البترول وصاروا يسمونه الذهب الأسود فألله أعلم بما أراد رسول الله لكننا إلى الآن لا نعرف الذهب إلا أنه ذلك المعدن الأصفر المعروف فنبقى على ما هو عليه ووراءنا أجيال فالدنيا لم تنته بعد حتى نوقف الحديث على الواقع الذي نحن فيه بل ننتظر ما أخبر به الصادق المصدوق ولا بد أن يقع ويقتتل الناس عليه وهذا من أشراط الساعة لكنه لم يأت بعد والله الموفق

আরববাদের কারণে, আর এই কারণেই তারা এ পর্যন্ত তাদের ওপর বিজয়ী হতে পারেনি। ইহুদিদের ওপর বিজয় ইসলামের একটি ধ্রুব সত্য, কোনো অদৃশ্যের বিষয় নয়। আর কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না সত্যবাদী ও সত্য প্রত্যাযনকারী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা সংবাদ দিয়েছেন তা বাস্তবায়িত হয়। মুসলমানরা ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, অতঃপর মুসলমানরা তাদের হত্যা করবে, তাদের ওপর বিজয়ী হবে এবং তাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে। এমনকি পাথর ও গাছ—যাদের কথা বলা স্বভাবজাত নয়—তারাও ডেকে বলবে, হে মুসলিম! এই তো এক ইহুদি, একে হত্যা করো। একইভাবে কিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন, যা অবশ্যই সংঘটিত হবে, তা হলো ফোরাত নদী—যা জাযিরাতুল আরবের সুদূর পূর্বাঞ্চলের একটি সুপরিচিত নদী—তা থেকে স্বর্গের পাহাড় বা স্বর্গের খনি উন্মোচিত হবে। উন্মোচিত হওয়ার অর্থ হলো স্বর্গ পাহাড়ের ন্যায় বেরিয়ে আসবে, আর স্বর্গ তো সর্বজনবিদিত।

আমি মানুষকে চলে যেতে দেখেছি ...

তারই দিকে যার নিকট স্বর্গ আছে

স্বর্গ মানুষের হিতাহিত জ্ঞান কেড়ে নেয়। এই প্রবাহমান নদীর পানি অচিরেই সরে গিয়ে স্বর্গের পাহাড় উন্মোচিত হবে। সুবহানাল্লাহ! প্রত্যেক মানুষ একে অপরের সাথে লড়াই করবে এবং বলবে, হয়তো আমিই মুক্তি পাব, আর সে স্বর্গ হস্তগত করার জন্য যুদ্ধ করবে...।

পেট্রোল—পেট্রোল পাওয়ার জন্য (লড়াই চলে), আর মানুষ এটাকে ‘কালো সোনা’ বলতে শুরু করেছে। আল্লাহই ভালো জানেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দ্বারা কী বুঝিয়েছেন। তবে আমরা এখন পর্যন্ত স্বর্গ বলতে সেই পরিচিত হলুদ ধাতুটিকেই বুঝি, তাই আমরা এই অর্থেই অটল থাকব। আমাদের পরে আরও প্রজন্ম আসবে; পৃথিবী এখনো শেষ হয়ে যায়নি যে, আমরা এই হাদিসটিকে কেবল আমাদের বর্তমান বাস্তবতার ওপর সীমাবদ্ধ

করে দেব। বরং সত্যবাদী ও সত্য প্রত্যায়নকারী যা সংবাদ দিয়েছেন আমরা তার অপেক্ষা করব; তা অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং মানুষ তা নিয়ে লড়াই করবে। এটি কিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন, তবে তা এখনো আসেনি। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

(ص: 629) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

- 1823 - وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاهما إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقدان بغنمها فيجدانها وحوشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما متفق عليه
- 1824 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحثو المال ولا يعده رواه مسلم
- 1825 - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب فلا يجد أحدا يأخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء رواه مسلم
- 1826 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب

১৮২৩ - তাঁর (আবু হুরায়রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "লোকেরা মদীনাকে তার সর্বোত্তম অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও বর্জন করবে, সেখানে কেবল বন্য হিংস্র পশু ও পাখি বিচরণ করবে। আর হাশরের ময়দানে সর্বশেষ যাদের একত্রিত করা হবে, তারা হলো মুযাইনা গোত্রের দুইজন রাখাল। তারা মদীনার উদ্দেশ্যে

তাদের মেঘপালকে হাঁকিয়ে নিয়ে চলবে, কিন্তু তারা সেখানে কেবল বন্য পশুদেরই দেখতে পাবে। অবশেষে যখন তারা সানিয়াতুল বিদা নামক স্থানে পৌঁছাবে, তখন তারা উপুড় হয়ে পড়ে যাবে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

১৮২৪ - আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "শেষ যুগে তোমাদের খলিফাদের মধ্যে এমন এক খলিফা হবেন যিনি দু'হাত ভরে সম্পদ বিলিয়ে দেবেন এবং তা গণনা করবেন না।" (মুসলিম)

১৮২৫ - আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মানুষের ওপর অবশ্যই এমন এক সময় আসবে যখন কোনো ব্যক্তি স্বর্গের সাদাকা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, কিন্তু তা গ্রহণ করার মতো কাউকে পাবে না। আর একজন পুরুষের পেছনে চল্লিশজন নারীকে দেখা যাবে যারা তার আশ্রয় গ্রহণ করবে, কারণ পুরুষের সংখ্যা অত্যন্ত কমে যাবে এবং নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।" (মুসলিম)

১৮২৬ - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির নিকট থেকে একখণ্ড জমি ক্রয় করল। অতঃপর ক্রেতা সেই জমিতে স্বর্ণভর্তি একটি কলস খুঁজে পেল।"

(ص: 630) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتِ الذهب
وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكماً إلى رجل فقال الذي
تحاكماً إليه ألكما ولد قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال أنكح الغلام
الجارية وأنفقاً على أنفسهما منه وتصدقاً متفق عليه

1827 - وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كانت
امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بأبن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب
بأبنك وقالت الأخرى إنما ذهب بأبنك فتحاكماً إلى داود صلى الله عليه وسلم فقضي

به للكبرى فخرجنا على سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال ائتوني
بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل رحمك الله هو ابنها فقضى به
للصغرى متفق عليه

[الشَّرْحُ]

في هذا الباب الذي عقده النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في المنثورات
والملح تقدم ما تقدم من ذكر الدجال ويأجوج ومأجوج وذكر أحاديث في هذا
المجلس تدل على أن المدينة النبوية زادها الله تشریفاً وتعظيماً أنه يخرج عنها

অতঃপর ভূসম্পত্তি ক্রেতা তাঁকে বললেন, "তোমার স্বর্ণ তুমি গ্রহণ করো, কারণ আমি তোমার
নিকট থেকে কেবল জমি ক্রয় করেছি, স্বর্ণ ক্রয় করিনি।" আর জমির মালিক বললেন, "আমি
তো তোমার নিকট জমি এবং তার ভেতরে যা আছে সব বিক্রয় করেছি।" অতঃপর তাঁরা
একজন ব্যক্তির নিকট বিচারপ্রার্থী হলেন। যাঁর নিকট তাঁরা বিচার চাইলেন তিনি জিজ্ঞেস
করলেন, "তোমাদের কি কোনো সন্তান আছে?" তাঁদের একজন বললেন, "আমার একটি পুত্র
আছে।" অন্যজন বললেন, "আমার একটি কন্যা আছে।" তিনি বললেন, "তবে পুত্রটির সাথে
কন্যাটির বিবাহ দাও এবং তারা এই সম্পদ থেকে নিজেদের জন্য ব্যয় করবে ও দান-সদকা
করবে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১৮২৭ - তাঁর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আল্লাহর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতে শুনেছেন: "দুইজন নারী ছিলেন যাদের সাথে তাঁদের দুই পুত্র
সন্তান ছিল। এমতাবস্থায় একটি নেকড়ে এসে তাদের একজনের পুত্রকে নিয়ে গেল। তখন
তিনি তাঁর সঙ্গিনীকে বললেন, 'নেকড়েটি তোমার পুত্রকেই নিয়ে গেছে।' অন্যজন বললেন, 'না,
বরং নেকড়েটি তোমার পুত্রকে নিয়ে গেছে।' অতঃপর তাঁরা দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর
নিকট বিচারপ্রার্থী হলেন। তিনি বড়জনের পক্ষে রায় দিলেন। এরপর তাঁরা সুলাইমান ইবনে
দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট আসলেন এবং তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলেন। তিনি
বললেন, 'আমার নিকট একটি ছুরি নিয়ে এসো, আমি শিশুটিকে তাঁদের দুইজনের মধ্যে
দ্বিখণ্ডিত করে দেব।' তখন ছোটজন বললেন, 'আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন, আপনি এমন

করবেন না, এটি তাঁরই সন্তান।' অতঃপর তিনি ছোটজনের অনুকূলে রায় প্রদান করলেন।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে বিবিধ ও আকর্ষণীয় বিষয়াবলি সংক্রান্ত যে অধ্যায়টি রচনা করেছেন, সেখানে ইতিপূর্বে দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ ও মাজুজের বিবরণ অতিক্রান্ত হয়েছে। এই মজলিসে এমন কিছু হাদিস আলোচিত হয়েছে যা প্রমাণ করে যে, মদিনাতুন্নবী—আল্লাহ যার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করুন—থেকে সে বের হয়ে যাবে।

(ম: 631) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أهلها ولا يبقى فيها إلا العوافي أي السباع والطيور ليس فيها أحد لكن هذا لم يأت بعد ولكن هذا لم يأت بعد ولكن ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فسوف يقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ومنها كثرة المال حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يقوم في آخر الزمان خليفة يحثو المال ولا يعده يعني أنه ينفق إنفاقاً بلا عدد لكثرة الأموال ومنها أيضاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهذا ليس من أشراط الساعة لكن من الملح أن رجلاً اشترى من رجل أرضاً فوجد فيها جرة من ذهب فذهب المشتري إلى البائع وقال خذ هذا فإننا اشتريت أرضاً ولم أشتري الذهب فقال البائع أنا بعت الأرض وما فيها هذا يدل على ورعها فكل واحد ورع يقول ليس لي هذا المال فتحاكباً إلى رجل فقال لأحدهما ألك ابن قال نعم وقال للثاني ألك جارية قال نعم فقال زوجاً لابن بالجارية واجعلاً هذا الذهب للمهر والنفقة ففعلوا ففي هذا دليل على أنه يوجد من الناس من هو ورع إلى هذا الحد أما حكم هذه المسألة فقال العلماء رحمهم الله إن الإنسان إذا باع أرضاً

على شخص ووجد المشتري فيها شيئاً مدفوناً فيها من ذهب أو غيره فإنه لا يملكه
بملك الأرض ولكنه للبائع وإذا كان البائع اشتراها من آخر فهي للأول لأن هذا
المدفون ليس من الأرض بخلاف المعادن لو اشترى أرضاً ووجد فيها معدناً من ذهب
أو فضة أو حديد أو غيره فإنه يتبع الأرض هذا من الملح

এর অধিবাসীগণ চলে যাবে এবং সেখানে হিংস্র পশু ও পাখি ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। সেখানে কোনো মানুষ থাকবে না। তবে এটি এখনও সংঘটিত হয়নি। কিন্তু সত্যবাদী ও যাঁর সত্যবাদিতা স্বীকৃত সেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা সংবাদ দিয়েছেন তা অবশ্যই ঘটবে; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের খেয়ালখুশি মতো কোনো কথা বলেন না। কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে একটি হলো সম্পদের প্রাচুর্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন যে, শেষ জামানায় এমন একজন খলিফার আগমন ঘটবে যিনি দুহাতে অকাতরে সম্পদ বিলিয়ে দেবেন এবং তা গণনা করবেন না। অর্থাৎ সম্পদের আধিক্যের কারণে তিনি হিসাব ছাড়াই তা দান করবেন। কিয়ামতের আলামতগুলোর মধ্যে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত একটি হাদিসও রয়েছে; যদিও এটি কিয়ামতের সরাসরি কোনো আলামত নয়, বরং একটি চমকপ্রদ ঘটনা। তা হলো: এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির কাছে থেকে জমি ক্রয় করলেন এবং তাতে স্বর্ণভর্তি একটি কলস পেলেন। ক্রেতা বিক্রেতার কাছে গিয়ে বললেন, "আপনি এটি নিয়ে নিন, কেননা আমি আপনার থেকে জমি কিনেছি, কিন্তু স্বর্ণ কিনিনি।" বিক্রেতা বললেন, "আমি জমি এবং তার ভেতরে যা কিছু আছে সবই বিক্রি করেছি।" এটি তাদের উভয়ের পরহেজগারিরই প্রমাণ দেয়; কেননা প্রত্যেকেই খোদাভীরু হওয়ার কারণে বলছিলেন যে, এই সম্পদ আমার নয়। অতঃপর তারা এক ব্যক্তির কাছে বিচার চাইলেন। তিনি তাঁদের একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার কি কোনো ছেলে আছে?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" অন্যজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার কি কোনো মেয়ে আছে?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" তখন তিনি বললেন, "ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে দিন এবং এই স্বর্ণ তাদের মোহরানা ও জীবনযাপনের জন্য ব্যয় করুন।" তাঁরা তাই করলেন। এর মধ্যে এ কথার দলিল রয়েছে যে, মানুষের মধ্যে এমন উচ্চপর্যায়ের পরহেজগার ব্যক্তিও পাওয়া যায়। এই মাসআলার বিধান সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম (রহিমাল্লামুল্লাহ) বলেছেন যে, কোনো ব্যক্তি যদি কারো কাছে জমি বিক্রি করে এবং ক্রেতা সেখানে মাটির নিচে পুঁতে রাখা স্বর্ণ বা অন্য কিছু পায়, তবে জমি কেনার মাধ্যমে সে তার মালিক হবে না; বরং এর মালিক

হবে বিক্রেতা। আর বিক্রেতা যদি তা অন্য কারো কাছ থেকে কিনে থাকেন, তবে তা প্রথম মালিকের প্রাপ্য হবে; কেননা এই পুঁতে রাখা সম্পদ জমির অংশ নয়। তবে খনিজ সম্পদের বিষয়টি ভিন্ন; যদি কেউ জমি কিনে তাতে স্বর্ণ, রূপা, লোহা বা অন্য কোনো খনিজ পায়, তবে তা জমির অংশ হিসেবেই গণ্য হবে। এটি একটি আকর্ষণীয় ও সূক্ষ্ম বিষয়।

(ص: 632) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ومنها أيضاً حديث أبي هريرة في قصة امرأتين خرجتا بأبنين لهما فأكل الذئب ابن واحدة منهما وبقي ابن الأخرى فقالت كل واحدة منهما إنه لي فتحاً كما إلى داود عليه السلام ففضى به للكبرى اجتهدا منه لأن الكبرى ربما تكون قد توقفت عن الإنجاب أما الصغرى شابة وربما تنجب غيره في المستقبل ثم خرجتا منه إلى سليمان ابنه فأخبرته بالخبر فدعا بالسكين وقال أشقه بينكما نصفين أما الكبرى فرحبت وأما الصغرى فأبت وقالت هو ابنها أدركتها الشفقة لأنه ابنها حقيقة هو للصغرى وليس للكبرى ولكن الكبرى لن تبال لأنه ابن غير هام لا يهمها أن يذهب كما ذهب ولدها الذي أكله الذئب لأنه ليس ولدها لكن الصغرى أدركتها الرحمة فقالت هو بنوها يا نبي الله ففضى به للصغرى بأي بينة القرينة لأن كونها ترحم هذا الولد وتقول هو للكبرى ويبقى حياً وإن كان سيكون عند غيرها لكن بقاءه حياً ولو كان عند غيرها أهون من شقه نصفين ففضى به للصغرى أخذ العلماء من هذا الحديث العمل بالقرائن وأنه يجوز للقاضي أن يحكم بالقرائن إذا كانت قوية ومن ذلك ما حصل بين امرأة العزيز ويوسف بن يعقوب عليهما الصلاة والسلام فمن المعلوم أن يوسف حبس في السجن وكان صلى الله عليه وسلم جميلاً جداً حتى إنه أعطى نصف الحسن فامراًة العزيز وهي امرأة ملكة لها حسب ولها

منزلة لكن عجزت أن تملك نفسها حتى مكرت به وكادت له وأدخلته في البيت وغلقت الأبواب ودعته إلى نفسها والعياذ بالله ولكنه

এর মধ্যে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত সেই হাদিসটিও রয়েছে যেখানে দু’জন নারীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, যারা নিজ নিজ সন্তানদের নিয়ে বেরিয়েছিল। অতঃপর নেকড়ে তাদের একজনের সন্তানকে খেয়ে ফেলে এবং অন্যজনের সন্তানটি বেঁচে থাকে। তখন তাদের প্রত্যেকেই দাবি করল যে, এই সন্তানটি তারই। তারা বিষয়টি ফয়সালার জন্য দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁর ইজতিহাদের ভিত্তিতে বড়জনের পক্ষে রায় প্রদান করলেন; কারণ সম্ভবত বড়জনের সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা রহিত হয়ে গিয়েছিল, পক্ষান্তরে ছোটজন ছিল যুবতী এবং ভবিষ্যতে তার আরও সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এরপর তারা সেখান থেকে তাঁর পুত্র সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট গেলে তারা তাঁকে বিষয়টি অবগত করল। তিনি একটি ছুরি আনতে বললেন এবং বললেন: “আমি একে তোমাদের দু’জনের মধ্যে দুই খণ্ড করে দেব।” তখন বড়জন এতে সম্মতি জানাল, কিন্তু ছোটজন অসম্মতি প্রকাশ করল এবং বলল: “এটি তারই সন্তান।” তার মধ্যে মমত্ববোধ জাগ্রত হলো, কারণ প্রকৃতপক্ষে সন্তানটি ছিল তারই। সন্তানটি ছোটজনেরই ছিল, বড়জনের নয়; কিন্তু বড়জন এ ব্যাপারে ভ্রক্ষেপ করল না, কারণ এই শিশুটি তার নিকট গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। নেকড়ে যেমন তার আপন সন্তানকে খেয়ে ফেলেছে, তেমনি এটিও যদি বিনষ্ট হয় তাতে তার কিছু যায় আসে না, কারণ এটি তার গর্ভজাত সন্তান নয়। কিন্তু ছোটজনের হৃদয়ে দয়ার উদ্বেক হলো এবং সে বলল: “হে আল্লাহর নবী! এটি তারই সন্তান।” অতঃপর তিনি ছোটজনের অনুকূলে রায় প্রদান করলেন। এটি কোন প্রমাণের ভিত্তিতে ছিল? এটি ছিল পারিপার্শ্বিক লক্ষণের (কারিনা) ভিত্তিতে। কারণ শিশুটির প্রতি তার এই দয়া প্রদর্শন এবং শিশুটি বেঁচে থাকার নিমিত্তে বড়জনের বলে স্বীকার করে নেওয়া—যদিও সে অন্য কারো কাছে লালিত-পালিত হবে—তার নিকট শিশুটিকে দ্বিখণ্ডিত করার চেয়ে অন্য কারো কাছে জীবিত থাকাই ছিল অধিকতর সহনীয়। তাই তিনি ছোটজনের পক্ষেই রায় দিলেন। আলেমগণ এই হাদিস থেকে পারিপার্শ্বিক প্রমাণের (কারাইন) ওপর আমল করার বিষয়টি গ্রহণ করেছেন এবং এটি সাব্যস্ত করেছেন যে, বিচারকের জন্য পারিপার্শ্বিক প্রমাণের ভিত্তিতে রায় প্রদান করা বৈধ যদি তা শক্তিশালী হয়। এরই একটি দৃষ্টান্ত হলো আজিজ-পত্নী এবং ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব (আলাইহিমাস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর মাঝে সংঘটিত ঘটনাটি। এটি সুবিদিত যে, ইউসুফ

(আলাইহিস সালাম) কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি (আলাইহিস সালাম) এতটাই রূপবান ছিলেন যে, তাঁকে সৌন্দর্যের অর্ধেক দান করা হয়েছিল। আজিজ-পত্নী ছিল একজন রাজকীয় নারী, যার ছিল সুউচ্চ বংশমর্যাদা ও সামাজিক অবস্থান; কিন্তু সে নিজ নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হলো। এমনকি সে তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করল এবং তাঁর প্রতি প্রলোভন দেখাল। সে তাঁকে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দরজাগুলো রুদ্ধ করে দিল এবং তাঁকে নিজের প্রতি আহ্বান জানাল—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই—কিন্তু তিনি...

(ম: 633) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

عصيه الله عز وجل فلحقته وأمكست بثوبه وانشق الثوب من الخلف ووجدا سيدها لدى الباب وألفياً سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم هذا حصل قبل السجن {قال هي راودتني عن نفسي} وهذا قبل أن يسجن ليس عنده بينة والمرأة قد لحقته وهو يريد الخروج ومن يصدق سوف يكون المصدق في هذه الحال امرأة العزيز لأنها ذات حسب وزوجة الملك فلا يمكن أن تذلل نفسها للخادم ولكن {قال هي راودتني عن نفسي} فحكم حاكم من أهل البيت قال انظروا إلى قبيصه ثوبه إن كان قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين لأنه إذا كان من قبل يعني أنه الطالب المراءود وأرادت التخلص منه فمزقت ثوبه وإن كان من دبر فهو قد هرب منها ولحقته {فلما رأى قبيصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم} وصار الصادق يوسف وليس معه بينة تشهد ولكن هناك قرينة وهذا لا شك أنه قاعدة جلييلة للقاضي ولمن جعل حكماً بين الناس.. والله الموفق

মহান আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করলেন। তিনি (নারীটি) তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলেন এবং তাঁর বস্ত্র টেনে ধরলেন, ফলে বস্ত্রটি পেছন থেকে ছিঁড়ে গেল। তারা দরজার কাছে তার স্বামীকে দেখতে পেলেন। সে বলল, "যে ব্যক্তি তোমার পরিবারের সাথে মন্দ কাজের ইচ্ছা করে, তাকে কারাগারে পাঠানো বা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া ছাড়া আর কী বিনিময় হতে পারে?" এটি কারাগারে যাওয়ার পূর্বের ঘটনা। তিনি (ইউসুফ) বললেন, "সেই-ই আমাকে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিল।" এটি কারাগারে যাওয়ার পূর্বের বিষয়, যখন তাঁর নিকট কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছিল না। নারীটি তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছিল আর তিনি বাইরে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় আজিজের স্ত্রীকেই সত্যবাদী মনে করার কথা, কারণ তিনি সম্ভ্রান্ত এবং রাজার স্ত্রী; এমতাবস্থায় তিনি কোনো ভূত্যের নিকট নিজেকে তুচ্ছ করবেন—এমনটি হতে পারে না। কিন্তু ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) বললেন, "সেই-ই আমাকে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিল।" তখন ওই পরিবারের একজন বিচারক ফয়সালা দিলেন। তিনি বললেন, "তোমরা তাঁর জামার দিকে তাকাও; যদি তা সামনের দিক থেকে ছেঁড়া হয় তবে নারীটি সত্য বলেছে এবং সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি তা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া হয় তবে নারীটি মিথ্যা বলেছে এবং সে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।" কারণ যদি সামনের দিক থেকে ছেঁড়া হয় তবে তার অর্থ হলো সে-ই ছিল প্রলুব্ধকারী এবং নারীটি তাকে প্রতিহত করতে গিয়ে জামা ছিঁড়ে ফেলেছে। আর যদি পেছন থেকে ছেঁড়া হয় তবে তার অর্থ হলো সে তার থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল এবং নারীটি তাকে পেছন থেকে ধরেছিল। "অতঃপর যখন সে দেখল যে তাঁর জামা পেছন থেকে ছেঁড়া হয়েছে, তখন সে বলল, নিশ্চয়ই এটি তোমাদের নারীদের ছলনা; তোমাদের ছলনা তো অতি ভয়াবহ।" এভাবে ইউসুফ সত্যবাদী প্রমাণিত হলেন অথচ তাঁর সপক্ষে কোনো প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিল না, কিন্তু সেখানে জোরালো পারিপার্শ্বিক প্রমাণ ছিল। নিঃসন্দেহে এটি বিচারকদের জন্য এবং যাদেরকে মানুষের মধ্যে মীমাংসার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য একটি মহান মূলনীতি।

আল্লাহই তাওফিকদাতা।

1828 - وعن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بآلا رواه البخاري

1829 - وعن رفاعه بن رافع الزرقى رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون أهل بدر فيكم قال من أفضل المسلمين أو كلبه نحوها قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة رواه البخاري

1830 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله تعالى بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم متفق عليه

[الشَّرْحُ]

هذه أيضاً من الأحاديث التي ذكرها النووي في آخر كتابه رياض الصالحين من الملح منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يذهب الصالحون الأول فالأول ثم يبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يبالي الله بهم بآلا يعني لا يبالي بهم ولا يرحمهم ولا ينزل عليهم الرحمة فالصالحون يذهبون الأول وهذا الحديث يشبه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حين جاء الناس إليه يشكونه ما وجدوا من الحجاج بن يوسف الثقفي

১৮২৮ - মিরদাস আল-আসলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নেককার লোকেরা একের পর এক বিদায় নেবেন এবং অবশিষ্ট থাকবে যব বা খেজুরের তুষের মতো নিকৃষ্ট অবশিষ্টাংশ, আল্লাহ যাদের কোনোই পরোয়া করবেন না।" (বুখারী বর্ণনা করেছেন)।

১৮২৯ - রিফা'আ বিন রাফি' আয-যুরাকী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: জিবরীল (আলাইহিস সালাম) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে বললেন: "আপনাদের মাঝে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের আপনারা কী মনে করেন?" তিনি বললেন:

"সর্বোত্তম মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত," অথবা অনুরূপ কোনো কথা। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) বললেন: "অনুরূপভাবে ফেরেশতাদের মধ্যে যারা বদরে উপস্থিত ছিলেন তারাও (সর্বোত্তম)।" (বুখারী বর্ণনা করেছেন)।

১৮৩০ - ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো জাতির ওপর আযাব অবতীর্ণ করেন, তখন আযাব তাদের মধ্যে উপস্থিত সকলের ওপরই পতিত হয়। অতঃপর তারা তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী পুনরুত্থিত হবে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাখ্যা]

এটিও ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) কর্তৃক তাঁর রিয়াদুস সালিহীন গ্রন্থের শেষে সংকলিত চমৎকার হাদীসগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সংবাদ দিয়েছেন যে, সৎকর্মশীল ব্যক্তির একের পর এক প্রস্থান করবেন এবং যব বা খেজুরের নিকৃষ্ট অবশিষ্টাংশ বা তুষের মতো একদল লোক অবশিষ্ট থাকবে, আল্লাহ যাদের কোনো তোয়াক্কা করবেন না। অর্থাৎ, তিনি তাদের প্রতি কোনো গুরুত্ব দেবেন না, তাদের করুণা করবেন না এবং তাদের ওপর রহমত নাযিল করবেন না। সুতরাং সৎ ব্যক্তির অগ্রগণ্য হিসেবে আগে চলে যাবেন। আর এই হাদীসটি আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীসের সদৃশ, যখন মানুষ তাঁর কাছে এসে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আস-সাকাফীর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত যুলুমের অভিযোগ করেছিল।

(ص: 635) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم فهذا الحديث يشبه الحديث الذي أشرنا إليه ولذلك تجد الناس يتردون كل عام عن العام الذي قبله يذهب الصالحون الأول فالأول فيما سبق تجد الناس يتعبدون في الليل يصومون في النهار يتصدقون من أقواتهم

يؤثرون على أنفسهم في اليوم تجد الناس تغيروا من سنة إلى أخرى إلى أَردى من قبل سهروا في الليل على غير طاعة الله ونوم في النهار أو لهو أو بيع وشراء يشتمل على الغش والكذب والخيانة والعياذ بالله فإلناس إلى أَرداً لكن مع ذلك في الناس خير لا شك يوجد أناس والله الحمد على دين الله مستقيبين على ما يبدو لكن العبرة بالعبوم والشمول ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الثالث الذي رواه البخاري أنه إذا أنزل بهم العذاب شمل الجميع كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب لكنهم يبعثون يوم القيامة على نياتهم كل على ما هو عليه ولذلك يجب الحذر من أن يكون الإنسان من الحثالة التي كحثة الشعير أو التمر وأن يحرص على أن يستقيم على أمر الله حتى لو كان الناس قد هلكوا فإنهم إن أصيبوا بالعذاب فإنه يبعث كل إنسان على نيته

সুতরাং তিনি তাদের সংবাদ দিলেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "মানুষের নিকট এমন কোনো কাল আসবে না যার পরবর্তী সময়টি তার চেয়ে মন্দ হবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে।" এই হাদিসটি সেই হাদিসের সদৃশ যার দিকে আমরা ইতঃপূর্বে ইঙ্গিত করেছি। আর এই কারণেই আপনি দেখতে পাবেন যে মানুষ প্রতি বছর তার আগের বছরের চেয়ে অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। নেককার ব্যক্তির একের পর এক বিদায় নিচ্ছেন। অতীতে আপনি দেখতে পেতেন যে মানুষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করত, দিনে রোজা রাখত, নিজেদের খাদ্য থেকে সদকা করত এবং নিজেদের অভাব সত্ত্বেও অন্যকে প্রাধান্য দিত। আর বর্তমানে আপনি দেখতে পাবেন যে মানুষ বছর বছর পরিবর্তিত হচ্ছে এবং পূর্বের চেয়ে নিকৃষ্টতর হচ্ছে; তারা আল্লাহর আনুগত্য বর্জিত কাজে রাত জাগরণ করে এবং দিনে নিদ্রামগ্ন থাকে অথবা খেল-তামাশায় মত্ত থাকে কিংবা এমন কেনাবেচায় লিপ্ত হয় যাতে প্রতারণা, মিথ্যা ও খিয়ানত বিদ্যমান থাকে—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ফলে মানুষ ক্রমেই নিকৃষ্ট অবস্থার দিকে যাচ্ছে, তবে তা সত্ত্বেও মানুষের মাঝে কল্যাণ বিদ্যমান রয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। সকল প্রশংসা আল্লাহর যে, এমন লোকও আছেন যারা দৃশ্যত আল্লাহর দ্বীনের ওপর অবিচল রয়েছেন। কিন্তু মূল ধর্তব্য বিষয় হলো সামগ্রিক ও

সাধারণ অবস্থা। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বুখারী শরীফে বর্ণিত তৃতীয় হাদিসে যেমনটি সংবাদ দিয়েছেন যে, যখন তাদের ওপর আজাব নাজিল হয়, তখন তা সকলকে পরিবেষ্টন করে নেয়। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "তোমরা এমন ফিতনাকে ভয় করো যা তোমাদের মধ্য থেকে কেবল যালিমদেরই বিশেষভাবে আক্রান্ত করবে না; আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর।" তবে কিয়ামতের দিন তাদেরকে তাদের নিয়ত অনুযায়ী পুনরুত্থিত করা হবে, প্রত্যেকে যে অবস্থায় ছিল সে অনুযায়ী। অতএব মানুষকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যেন সে যব বা খেজুরের তুষ বা আবর্জনার মতো তুচ্ছ বস্তুতে পরিণত না হয়। আর তার উচিত আল্লাহর নির্দেশের ওপর অবিচল থাকতে সচেষ্ট হওয়া, এমনকি যদি অন্য সকল মানুষ ধ্বংস হয়ে যায় তবুও। কেননা যদি তারা আজাবে আক্রান্ত হয়, তবে প্রত্যেক মানুষকে হাশরের ময়দানে তার নিজ নিজ নিয়ত অনুযায়ী পুনরুত্থিত করা হবে।

(ص: 636) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

كذلك أيضاً من الملح أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما تعدون أهل بدر فيكم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها قال وكذلك الملائكة الذين قاتلوا في بدر بدر اسم مكان بين مكة والمدينة معروف كان فيه وقعة بين المسلمين والمشركين سببها أن أبا سفيان صخر بن حرب كان رئيساً في أهل مكة وكان قدم من الشام بميرة غير فيها طعام لأهل مكة فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه قادم إلى مكة أخبر أصحابه بذلك وكان أهل مكة قد أخرجوا المسلمين من ديارهم وأموالهم واستباحوها فكان للمؤمنين أن يستبيحوا أموال الكفار جزاء وفاقاً فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ليخرجوا إلى هذه العير فقط فخرج معه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً يعني ما بين العشرة إلى العشرين يعني مائة وعشرون أو ثلاثمائة وعشرون ليس معهم سلاح ما معهم إلا سبعون

بعيرا يتعاقبونها وفرسان فقط لأنهم لم يخرجوا لقتال وإنهم خرجوا للعر
يأخذونها ويرجعون أبو سفيان كان رجلا محنكا ذكيا أرسل إلى أهل مكة وقال لهم
أنقذوا غيركم محمد وأصحابه سيخرجون إلينا ليأخذوها ثم سلك طريق البحر
بعيدا عن المدينة وقریش لها سعت بهذا أخذتها حمية الجاهلية فاستنفروا ونفروا
جميعا بكبرائهم وعظمائهم لحكمة أرادها الله عز وجل فلما خرجوا ظاهر مكة جاءهم
الخبر أن أبا سفيان سلم ونجا لأنه سلك طريق البحر بعيدا عن المدينة ولم
يدرکه الرسول وأصحابه فتشاوروا فيما بينهم قالوا ما دامت العير نجت فنرجع إلى
مكة وما لنا والحروب فقال كبرائهم كأبي جهل وغيره والله ما نرجع إلى مكة أبدا
حتى نصل إلى بدر وهي نقطة المفرق بين

একইভাবে একটি চমৎকার বিষয় হলো যে, জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) নবী (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাদের মাঝে বদর যুদ্ধে
অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদা আপনারা কেমন বিবেচনা করেন?" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম) বললেন, "তারা সর্বোত্তম মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত," অথবা অনুরূপ কোনো শব্দ।
তিনি (জিবরাঈল) বললেন, "অনুরূপভাবে ফেরেশতাদের মধ্যেও যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ
করেছিলেন (তারাও সর্বোত্তম)।" বদর হলো মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী একটি সুপরিচিত স্থানের
নাম, যেখানে মুসলিম ও মুশরিকদের মধ্যে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এর কারণ ছিল যে,
আবু সুফিয়ান সাখর ইবনে হারব মক্কাবাসীদের একজন নেতা ছিলেন এবং তিনি সিরিয়া থেকে
মক্কাবাসীদের জন্য খাদ্যসামগ্রীবাহী একটি বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে ফিরছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন জানতে পারলেন যে তিনি মক্কার দিকে আসছেন, তখন তিনি তাঁর
সাহাবীদের তা জানালেন। মক্কাবাসীরা ইতিপূর্বে মুসলিমদের তাদের ঘরবাড়ি ও ধন-সম্পদ
থেকে বিতাড়িত করেছিল এবং সেগুলো ভোগদখল করেছিল। তাই মুমিনদের জন্য কাফেরদের
সম্পদ গ্রহণ করা ছিল কর্মের উপযুক্ত প্রতিদান স্বরূপ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
তাঁর সাহাবীদের কেবল এই কাফেলাটি ধরার জন্যই বের হতে বললেন। ফলে তাঁর সাথে
তিনশ দশের অধিক (তিনশ তের থেকে উনিশ জন) মানুষ বের হলেন। অর্থাৎ দশ থেকে
বিশের মধ্যবর্তী কোনো সংখ্যা; তিনশ দশ বা তিনশ বিশের কাছাকাছি। তাদের সাথে কোনো
বিশেষ যুদ্ধাস্ত্র ছিল না; ছিল কেবল সত্তরটি উট, যা তারা পর্যায়ক্রমে আরোহণ করতেন এবং

মাত্র দুইজন অশ্বরোহী। কারণ তারা যুদ্ধের জন্য বের হননি, বরং কেবল কাফেলাটি পাকড়াও করে ফিরে আসার জন্য বের হয়েছিলেন। আবু সুফিয়ান ছিলেন একজন অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনি মক্কাবাসীদের কাছে বার্তা পাঠালেন এবং বললেন, "তোমাদের কাফেলা রক্ষা করো; মুহাম্মদ ও তাঁর সাহাবীরা এটি ধরার জন্য আমাদের দিকে বের হচ্ছে।" এরপর তিনি মদিনা থেকে দূরে সমুদ্র উপকূলীয় পথ অবলম্বন করলেন। কুরাইশরা যখন এ খবর শুনল, তখন জাহেলিয়াতের অহমিকা তাদের পেয়ে বসল। ফলে তারা তাদের নেতা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ সকলে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়ল। এটি ছিল মহান আল্লাহর এক বিশেষ হিকমত বা প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ। তারা যখন মক্কার সীমানার বাইরে পৌঁছাল, তখন তাদের কাছে খবর এলো যে আবু সুফিয়ান নিরাপদ রয়েছেন এবং রক্ষা পেয়েছেন; কারণ তিনি মদিনা থেকে দূরে সমুদ্রের পথ ধরে চলে গেছেন এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীরা তাকে ধরতে পারেননি। তখন তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল। কেউ কেউ বলল, "যেহেতু কাফেলা রক্ষা পেয়েছে, তাই আমরা মক্কায় ফিরে যাই, যুদ্ধের আমাদের কী প্রয়োজন?" কিন্তু আবু জাহেল ও অন্যদের মতো নেতারা বলল, "আল্লাহর কসম! আমরা কখনো মক্কায় ফিরে যাব না যতক্ষণ না আমরা বদরে পৌঁছাই।" আর বদর হলো সেই সংযোগস্থল যেখানে—

(ص: 637) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

مكة والمدينة والشام ننحر الجزور ونشرب الخمر نعوذ بالله وتعزف علينا القيان
فرحاً وطرباً وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبداً أعوذ بالله خرجوا كما قال
الله عز وجل {خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس} فصموا على أن يقابلوا الرسول
صلى الله عليه وسلم ويلتقوا في بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثلاثمائة
وبضعة عشر رجلاً وقریش تسعمائة رجلاً لكن قریشا مستعدة للحرب بعتادها
وقوتها والرسول صلى الله عليه وسلم ما استعد ولكن الله عز وجل جمع بينهما على
غير ميعاد لينفذ ما حكم وأراد عز وجل فالتقوا وفي هذا يقول الله عز وجل {إذ

يريكهم الله في منامك قليلا} فقد رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام قليلا ليتشجع على لقائهم {ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتهم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكهم إذ التقيتم في أعينكم} سبحانه الله هم يرون الصحابة قليلين والصحابة يرونهم قليلين حتى يتحفز كل واحد لمقابلة الآخر فالتقوا وحدثت معركة وقتل من أهل مكة سبعون وأسر سبعون وقتل من المسلمين سبعون رجلا سبحانه الله {وتلك الأيام نداولها بين الناس} المهم أنه حدثت الواقعة وقتلوا قتالا شديدا وقتل صنديد قريش ومنهم السبعة أو الثمانية الذين ألقوا سلا الجزور على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد تحت الكعبة في هذه القصة المشهورة والتي دعا فيها الرسول عليهم قائلًا اللهم عليك بقريش اللهم عليكم بقريش اللهم عليك بفلان وفلان وعددهم فقتلوا في بدر ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهؤلاء الصناديد الكبراء وألقوا في قليب بئر منتنة خبيثة وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم منصورا مظفرا في ذلك

মক্কা, মদীনা এবং শামে আমরা উট জবাই করব এবং মদ্যপান করব—আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—আর গায়িকারা আমাদের সামনে আনন্দ ও উল্লাসে বাদ্যযন্ত্র বাজাবে। আরবরা আমাদের কথা শুনবে, ফলে তারা সর্বদা আমাদের ভয় পাবে—আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তারা সেভাবেই বের হয়েছিল যেভাবে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেছেন: {তারা তাদের ঘর থেকে দস্তভরে ও লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল}। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোকাবিলা করতে এবং বদর প্রান্তরে একত্রিত হতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীবৃন্দ ছিলেন তিনশ তের জন আর কুরাইশরা ছিল নয়শ জন। কিন্তু কুরাইশরা তাদের রণসজ্জা ও শক্তি নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তদ্রূপ প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাঁর নির্ধারিত ফয়সালা ও ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য কোনো পূর্বনির্ধারিত সময় ছাড়াই উভয় দলকে একত্রিত করলেন। অতঃপর তারা পরস্পরের সম্মুখীন হলো এবং এ বিষয়ে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেন: {[স্মরণ করো] যখন আল্লাহ তোমাকে তোমার স্বপ্নে তাদের অল্প সংখ্যায় দেখিয়েছিলেন}। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে তাদের সংখ্যা অল্প দেখেছিলেন যাতে তাদের মোকাবিলা করতে তিনি উৎসাহিত হন। {আর তিনি যদি তোমাকে তাদের সংখ্যা বেশি দেখাতেন, তবে তোমরা সাহস হারাতে এবং যুদ্ধের বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত হতে; কিন্তু আল্লাহ তোমাদের রক্ষা করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। আর [স্মরণ করো] যখন তোমরা পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিলে, তখন তিনি তোমাদের চোখে তাদের সংখ্যা অল্প দেখিয়েছিলেন}। সুবহানাল্লাহ! তারা সাহাবীদের সংখ্যা অল্প দেখছিল এবং সাহাবীরাও তাদের সংখ্যা অল্প দেখছিলেন, যাতে প্রত্যেকেই অপরের মোকাবিলা করতে উদ্বীণ হয়। অতঃপর তাদের মধ্যে লড়াই হলো এবং যুদ্ধ সংঘটিত হলো; মক্কাবাসীদের সত্তর জন নিহত ও সত্তর জন বন্দী হলো এবং মুসলমানদের পক্ষ থেকে সত্তর জন লোক শহীদ হলো— সুবহানাল্লাহ! {আর সেই দিনসমূহকে আমি মানুষের মধ্যে আবর্তিত করি}। মূল কথা হলো, এই ঘটনাটি ঘটেছিল এবং তারা প্রচণ্ড যুদ্ধ করেছিল। কুরাইশদের শীর্ষ নেতারা নিহত হয়েছিল, যাদের মধ্যে সেই সাত বা আটজন ব্যক্তিও ছিল যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার নিচে সিজদাবনত থাকাবস্থায় তাঁর ওপর উটের ওঝাড়ি নিক্ষেপ করেছিল। এটি সেই প্রসিদ্ধ ঘটনা যেখানে রাসূলুল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে দুআ করে বলেছিলেন: হে আল্লাহ! আপনি কুরাইশদের পাকড়াও করুন, হে আল্লাহ! আপনি কুরাইশদের পাকড়াও করুন, হে আল্লাহ! আপনি অমুক অমুককে পাকড়াও করুন—এভাবে তিনি তাদের নাম গণনা করেছিলেন। ফলে তারা বদরে নিহত হলো। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দাস্তিক নেতাদের নির্দেশ দিলেন এবং তাদের একটি দুর্গন্ধময় ও অপবিত্র কূপে নিক্ষেপ করা হলো। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে সাহায্যপ্রাপ্ত ও বিজয়ী হিসেবে আসীন রইলেন।

(ص: 638) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

المكان ثلاثة أيام وكان من عادته إذا قاتل قوماً وانتصر عليهم أن يبقى في العرصة
ثلاثة أيام..

إلى آخر ما هو مشهور عن تلك القصة المهم أن الذين قاتلوا في بدر وهم ثلاثمائة وسبعة عشر رجلا هم من أفضل المسلمين أتدرون ماذا قال لهم ربهم عز وجل قال {اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم} كل ذنب يفعلوه واحد من أهل بدر مهما كان عظيمه فهو مغفور له لكنهم لم يكفروا وحصل هذا تطبيقا فإن أحدهم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى قريش في غزوة الفتح أرسل حاطب وهو ممن حضروا معه بدرا امرأة معها كتاب إلى قريش قال لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم سيغزوكم فانتبهوا فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك فأرسل رجلين أحدهما علي بن أبي طالب إلى هذه المرأة وأدركوها في روضة خاء وأمسكوا بها وقالوا لها إلى أين قالت إلى مكة وماذا معك قالت لا شيء قالوا لها إما أن تعطينا ما معك وإلا كشفنا عنك فأخرجته لهم وإذا هو كتاب من حاطب بن بلتعة رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا فجاءوا به للرسول صلى الله عليه وسلم وعرضوه عليه فدعاه قائلاً ما هذا يا حاطب كيف تخون كيف ترسل إلى قريش بأخبارنا وهذا يسيء عند الناس جاسوسا اعتذر بعذر قال عمر أو غيره من الصحابة يا رسول الله أنا أضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله قال صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ف وقعت هذه الفعلة القبيحة الشنيعة

তিনি সেই স্থানে তিন দিন অবস্থান করলেন। আর এটি তাঁর অভ্যাস ছিল যে, যখন তিনি কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন এবং বিজয়ী হতেন, তখন তিনি সেই রণক্ষেত্রে তিন দিন অবস্থান করতেন।

সেই কাহিনীর শেষ পর্যন্ত যা সুপ্রসিদ্ধ। মূল কথা হলো, যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন—যাঁদের সংখ্যা ছিল তিনশত সতের জন—তাঁরা মুসলমানদের মধ্যে সর্বোত্তমদের অন্তর্ভুক্ত। আপনারা কি জানেন তাঁদের সম্পর্কে তাঁদের মহান প্রতিপালক কী বলেছেন? তিনি বলেছেন, {তোমরা যা ইচ্ছা করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি}। বদরবাসীদের কেউ কোনো পাপ করলে, তা যতই গুরুতর হোক না কেন, তা ক্ষমাযোগ্য। তবে তাঁরা কুফরি করেননি এবং বাস্তবে এর প্রয়োগও দেখা গিয়েছিল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

যখন মক্কা বিজয়ের অভিযানে কুরাইশদের অভিমুখে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন হাতিব (রা.)—যিনি বদর যুদ্ধে তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন—জনৈক মহিলার মাধ্যমে কুরাইশদের নিকট একটি পত্র পাঠালেন। তিনি তাদের জানালেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের ওপর আক্রমণ করবেন, সুতরাং তোমরা সতর্ক হও। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে বিষয়টি অবগত করলেন। ফলে তিনি দু'জন ব্যক্তিকে পাঠালেন—যাঁদের একজন ছিলেন আলী ইবনে আবু তালিব (রা.)—সেই মহিলার পিছু নিতে। তাঁরা তাকে 'রাওয়াতু খাখ' নামক স্থানে ধরে ফেললেন এবং তাকে পাকড়াও করলেন। তাঁরা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কোথায় যাচ্ছ?" সে বলল, "মক্কায়।" তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কাছে কী আছে?" সে বলল, "কিছুই নেই।" তাঁরা তাকে বললেন, "হয় তোমার কাছে যা আছে তা আমাদের দাও, অন্যথায় আমরা তোমার তল্লাশি নেব।" তখন সে তা বের করে দিল। দেখা গেল যে, সেটি হাতিব ইবনে বালতাআ (রা.)-এর একটি পত্র, আর তিনিও বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সেটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে নিয়ে আসলেন এবং তাঁর সামনে পেশ করলেন। তিনি তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, "হে হাতিব, এটি কী? কেন তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করলে? কেন তুমি কুরাইশদের কাছে আমাদের সংবাদ পাঠালে?" মানুষের নিকট একে 'গোয়েন্দাগিরি' বলা হয়। তিনি একটি ওজর পেশ করলেন। উমর (রা.) বা অন্য কোনো সাহাবী বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই, কারণ সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তুমি কি জান না যে, আল্লাহ তাআলা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অবস্থা অবলোকন করেছেন এবং বলেছেন: {তোমরা যা ইচ্ছা করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি?} অথচ এই জঘন্য ও নিন্দনীয় কাজটি সংঘটিত হয়েছিল।

(ص: 639) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

وقعت موقع مغفرة لماذا لأن الرجل من أهل بدر فهم رضي الله عنهم وجمعنا وإياكم معهم في جنات النعيم فالذي منع الرسول أن يقتل هذا الرجل أنه شهد

বদরা ওয়ালী হুذا ইذا ووجدنا جاسوسا من المسلمين يخبر الكفار بأخبارنا وحب قتله
حتى لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وحب قتله بدون استثناء
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع من قتل حاطب إلا كونه من أهل بدر
وهي مزية لن تحصل إلى يوم القيامة وقد استدلل العلماء رحمهم الله بهذا الحديث
على أن الجاسوس يقتل سواء أكان مسلماً أم كافراً على كل حال لأنه يفضي بأخبارنا
إلى أعدائنا والله الموفق

1831 - وعن جابر رضي الله عنه قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه
وسلم يعني في الخطبة فلما وضع المنبر سبعا للجذع مثل صوت العشار حتى نزل
النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن وفي رواية: فلما كان يوم الجمعة
قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى
كادت أن تنشق وفي رواية: فصاحت صياح الصبي فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى
أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت قال

এটি ক্ষমার স্থল হিসেবে গণ্য হয়েছে। কেন? কারণ সেই ব্যক্তি বদর যুদ্ধের অংশগ্রহণকারীদের
অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং আমাদের ও আপনাদের তাঁদের সাথে
জান্নাতুন নাদীমে সমবেত করুন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে এই ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া থেকে যা
বিরত রেখেছিল তা হলো তাঁর বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ। এর ওপর ভিত্তি করে, যদি
মুসলমানদের মধ্যে এমন কোনো গোয়েন্দা পাওয়া যায় যে কাফেরদের নিকট আমাদের
সংবাদ আদান-প্রদান করে, তবে তাকে হত্যা করা আবশ্যিক হবে। এমনকি সে যদি সাক্ষ্য দেয়
যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল', তবুও কোনো ব্যতিক্রম
ছাড়াই তাকে হত্যা করা ওয়াজিব হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে হাতিবকে হত্যা করা থেকে
কেবল তাঁর বদরী হওয়ার বিশেষ মর্যাদাই বিরত রেখেছিল, যা কিয়ামত পর্যন্ত আর অর্জিত হবে
না। উলামায়ে কেরাম (রহ.) এই হাদিস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেছেন যে, গোয়েন্দাকে হত্যা করা
হবে, চাই সে মুসলিম হোক বা কাফের—সর্বাবস্থায়; যেহেতু সে আমাদের গোপনীয় সংবাদ
শত্রুদের নিকট ফাঁস করে দেয়। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১৮৩১ - জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একটি খেজুর গাছের কাণ্ড ছিল যার ওপর ভর দিয়ে নবী (সা.) খুতবা দিতেন। যখন মিস্রর স্থাপন করা হলো, তখন আমরা সেই কাণ্ডটি থেকে দশ মাসের গর্ভবতী উটনীর ন্যায় কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। অবশেষে নবী (সা.) মিস্রর থেকে নেমে এসে তার ওপর হাত রাখলেন, তখন সেটি শান্ত হলো। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: যখন জুমার দিন এলো, নবী (সা.) মিস্ররে বসলেন, তখন সেই খেজুর গাছটি চিৎকার করে উঠল যার নিকট তিনি খুতবা দিতেন, এমনকি সেটি বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম হলো। অপর এক বর্ণনায় আছে: সেটি শিশুর ন্যায় চিৎকার করে কেঁদে উঠল। তখন নবী (সা.) মিস্রর থেকে নেমে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। ফলে সেটি শান্ত হতে থাকা শিশুর ন্যায় ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল এবং পরিশেষে স্থির হলো। তিনি বললেন...

(ص: 640) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بكت على ما كانت تسمع من الذكر رواه البخاري

[الشُّرْحُ]

هذه الأحاديث المنثورة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في آخر كتابه رياض الصالحين حديث جابر وفيه آية من آيات الله عز وجل وآية لرسوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الله تعالى لم يبعث نبياً إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر لأنه لو أرسل رسولا بدون آية تدل على أنه رسول الله ما صدقه أحد ولكان للناس عذر في رد قوله ولكن الله تعالى بحكمته ورحمته ما أرسل رسولا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر الآيات يعني العلامات التي تدل على صدقه وآيات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ومن أراد الاستزادة منها فعليه بكتابين أحدهما الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح فقد ذكر رحمه الله شيخ الإسلام في هذا الكتاب في آخره من آيات

النبي صلى الله عليه وسلم الكونية والشرعية ما لم يحصل لغيره رحمه الله رحمة واسعة والثاني البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله فأيات الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة منها ما ذكره جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جزع نخلة فلما صنعت له امرأة من الأنصار منبرا يخطب عليه فإذا بالجزع يحن حنان العشار وأحياناً يبكي بكاء الصبي لفقد النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر جباد...
جزع..
يبكي لفقد الرسول صلى الله عليه وسلم

যিকির শোনার কারণে এটি ক্রন্দন করেছিল। এটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সলিহীন' কিতাবের শেষাংশে যে সকল বিবিধ হাদীস উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত এই হাদীসটিও রয়েছে। এতে মহান আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্য হতে একটি নিদর্শন এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সত্যতার একটি প্রমাণ বিদ্যমান। জেনে রাখুন যে, মহান আল্লাহ এমন কোনো নবী প্রেরণ করেননি যাকে এমন নিদর্শন দান করা হয়নি যার ফলে মানুষ ঈমান আনে। কারণ, তিনি যদি কোনো নিদর্শন ছাড়াই রাসূল প্রেরণ করতেন—যা প্রমাণ করে যে তিনি আল্লাহর রাসূল—তবে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করত না এবং মানুষের জন্য তাঁর বাণী প্রত্যাখ্যান করার ওয়র বা অজুহাত থেকে যেত। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর প্রজ্ঞা ও রহমতের দ্বারা এমন কোনো রাসূল প্রেরণ করেননি যাকে এমন নিদর্শন দান করেননি যা দেখে মানুষ ঈমান আনে। 'আয়াত' বা নিদর্শন মানে হলো এমন চিহ্ন যা তাঁর সত্যতার প্রমাণ দেয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিদর্শনসমূহ অসংখ্য। যে ব্যক্তি এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে চায়, তার জন্য দুটি কিতাব পাঠ করা আবশ্যিক; প্রথমটি হলো 'আল-জাওয়াবুস সহীহ লিমান বাদ্দালা দ্বীনালা মাসীহ'। শাইখুল ইসলাম (রহিমাল্লাহ) এই কিতাবের শেষাংশে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মহাজাগতিক ও শরীয়তগত নিদর্শনসমূহের এমন আলোচনা করেছেন যা অন্য কেউ করতে পারেননি, আল্লাহ তাঁকে প্রশস্ত রহমতে সিন্ত করুন। দ্বিতীয়টি

হলো ইবনু কাসীর (রহিমাল্লাহ) রচিত 'আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ'। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিদর্শনসমূহ প্রচুর, তন্মধ্যে একটি হলো যা জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উল্লেখ করেছেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জুমুআর দিনে একটি খজুর কাণ্ডের সাথে হেলান দিয়ে খুতবা দিতেন। যখন জনৈক আনসারী নারী তাঁর জন্য একটি মিশ্বর তৈরি করে দিলেন যাতে তিনি তার ওপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে পারেন, তখন সেই খজুর কাণ্ডটি গর্ভবতী উটনীর মতো হাহাকার করে আত্নাদ করতে লাগল এবং কখনও কখনও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিচ্ছেদে শিশুর মতো কাঁদতে লাগল। আল্লাহু আকবার! একটি জড় পদার্থ...

খজুর কাণ্ড...

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিচ্ছেদে ক্রন্দন করছে!

(ص: 641) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

والآن قم عظمة فقدت لا يبكي لها أحد أعاننا الله وإياكم على ذكره وشكره
وحسن عبادته نزل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يسكته كما تسكت الأم صبيًا
وهو جمد فسكت الجزع فكان في هذا آتيان 1 _ صياح الجزع لما فقد النبي صلى الله
عليه وسلم 2 _ سكوت الجزع لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم يسكته ونظيرها آية
وقعت لبوسى عليه السلام فقد آذاه بنو إسرائيل أذية عظيمة كما قال الله عز وجل
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا من جملة ما
قالوا فيه إنه أذر يعني كبير الخصيتين وهو عيب وكان صلى الله عليه وسلم يستتر
إذا اغتسل وكانوا هم يغتسلون عراة فقالوا إن موسى لا يستتر إلا لما فيه من عيب
فأراد الله عز وجل أن يريهم أنه لا عيب فيه بغير اختيار موسى نزل يغتسل مرة
ووضع ثوبه على حجر فلما كان يغتسل هرب الحجر ذهب يسعى يشتد فلحقه موسى

يقول ثوبي حجر ثوبي حجر يعني أعطني ثوبي يا حجر والحجر سائر حتى وصل إلى ملاً
من بني إسرائيل فشهدوا موسى بلا عيب والحمد لله ثم وقف الحجر فجعل موسى
يضربه لأنه فعل فعل ما يفعله العاقل فاستحق أن يؤدبه بالضرب مثل ذلك ما
تفعله الأمهات بأولادها الصغار إذا عثر الطفل أو ضربه شيء جعلت تضرب ما أعثره
لأجل أن تسكت الصبي وتطيب خاطره المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل
يسكت الجزع فسكت وهذه من آيات الله عز وجل والله أعلم

আর এখন এমন অনেক মহান উচ্চতা হারিয়ে গেছে যার জন্য কেউ ক্রন্দন করে না। আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের তাঁর জিকির, শোকর এবং উত্তম ইবাদত করার তাওফিক দান করুন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিস্রার থেকে নেমে এলেন এবং তাকে শান্ত করতে শুরু করলেন যেমন একজন মা তার শিশুকে শান্ত করেন, অথচ সেটি ছিল একটি প্রাণহীন কাষ্ঠখণ্ড; ফলে খেজুর গাছের সেই কাণ্ডটি শান্ত হলো। এতে দুটি নিদর্শন নিহিত ছিল: ১. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কাছে না পেয়ে কাণ্ডটির উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন। ২. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে শান্ত করতে নেমে আসায় তার নীরবতা অবলম্বন। এর অনুরূপ একটি নিদর্শন মুসা (আলাইহিস সালাম)-এর ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। বনী ইসরাঈল তাঁকে ভীষণ কষ্ট দিয়েছিল, যেমনটি আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেছেন: "হে মুমিনগণ, তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা মুসাকে কষ্ট দিয়েছিল, অতঃপর তারা যা বলেছিল তা থেকে আল্লাহ তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করেন।" তারা তাঁর সম্পর্কে যা যা বলেছিল, তার মধ্যে একটি ছিল এই যে— তিনি ‘আদার’ (অর্থাৎ তাঁর অণ্ডকোষ অস্বাভাবিক বড়), যা একটি শারীরিক ত্রুটি। মুসা (আলাইহিস সালাম) গোসলের সময় নিজেকে আবৃত রাখতেন, অথচ তারা নগ্ন হয়ে গোসল করত। তারা বলতে শুরু করল যে, মুসা কেবল কোনো শারীরিক ত্রুটির কারণেই নিজেকে এভাবে আবৃত রাখেন। তখন আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা মুসা (আলাইহিস সালাম)-এর ইচ্ছা ব্যতিরেকেই তাদের দেখিয়ে দিতে চাইলেন যে তাঁর মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই। একদিন তিনি গোসল করতে নামলেন এবং একটি পাথরের ওপর নিজের কাপড় রাখলেন। তিনি যখন গোসল করছিলেন, তখন পাথরটি কাপড় নিয়ে দৌড়াতে শুরু করল। মুসা (আলাইহিস সালাম) পাথরটির পেছনে ছুটে ছুটে বলতে লাগলেন: "হে পাথর, আমার কাপড়! হে পাথর, আমার কাপড়!" অর্থাৎ, হে পাথর, আমাকে আমার কাপড় দাও। পাথরটি চলতে চলতে বনী

ইসরাঈলের এক সমাবেশের সামনে গিয়ে পৌঁছাল। তখন তারা মুসা (আলাইহিস সালাম)-কে কোনো ঝুটি ছাড়াই দেখতে পেল, আলহামদুলিল্লাহ। এরপর পাথরটি থেমে গেল এবং মুসা তাকে প্রহার করতে লাগলেন; কারণ পাথরটি এমন কাজ করেছিল যা কোনো বিবেকবান সত্তা করে থাকে, তাই সে প্রহারের মাধ্যমে শাসনের যোগ্য হয়েছিল। এটি ঠিক তেমন, যেমনটি মায়েরা তাদের ছোট সন্তানদের সাথে করে থাকেন—যখন শিশু হোঁচট খায় বা কোনো কিছুর সাথে আঘাত পায়, তখন মা সেই বস্তুটিকে মারতে থাকেন যা তাকে হোঁচট খাইয়েছিল, যাতে শিশুটি শান্ত হয় এবং তার মন শান্ত হয়। মূল কথা হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিস্রার থেকে নেমে এসে গাছের কাণ্ডটিকে শান্ত করলেন এবং তা শান্ত হয়ে গেল। এটি আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার নিদর্শনসমূহের অন্যতম। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(ص: 642) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

1832 - وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث من أحاديث الملح المنثورة التي ذكرها النووي رحمه الله في آخر كتابه رياض الصالحين عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تبحثوا عنها هذه ثلاث جمل بينها النبي صلى الله عليه وسلم وبين حكمها أولا فرض الله فرائض وأعظم فرائض الله على عبادة التوحيد شهادة أن لا إله

إِلاَّ اللهَ وأنَّ محمداً رسولُ اللهَ ففي شهادة أن لا إله إلاَّ الله توحيد الله بالعبادة وألاَّ يعبد أحد سواه وفي شهادة أن محمداً رسول الله توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة بحيث لا يتابع أحد سواه هذه أفرض الفرائض ثم الصلوات والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الرحم وحسن الجوار والصدق والنصيحة ... أشياء كثيرة فرضها الله تعالى على عباده منها فرائض عينية على كل واحد ومنها فرائض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقيين فالصلوات الخمس فرض عين لا بد على كل مسلم أن يقوم بها والصلاة على الجنابة

১৮৩২ - আবু সা'লাবা আল-খুশানি জুরসুম বিন নাশির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ কতগুলো ফরজ (আবশ্যিক বিধান) নির্ধারণ করেছেন, তাই তোমরা সেগুলো বিনষ্ট করো না। তিনি কতগুলো সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাই তোমরা সেগুলো অতিক্রম করো না। তিনি কিছু জিনিস হারাম (নিষিদ্ধ) করেছেন, তাই তোমরা সেগুলো লঙ্ঘন করো না। আর তিনি কোনো প্রকার বিস্মৃতি ছাড়াই তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে কিছু বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছেন, সুতরাং তোমরা সেগুলো নিয়ে অনুসন্ধান বা ঘাটাঘাটি করো না।" এটি একটি হাসান হাদিস, যা দারা কুতনী ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসগুলো ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালেহীন' কিতাবের শেষে উল্লেখ করা বিভিন্ন চমৎকার ও বিক্ষিপ্ত হাদিসসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আবু সা'লাবা আল-খুশানি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ ফরজসমূহ নির্ধারণ করেছেন, তাই তোমরা সেগুলো বিনষ্ট করো না; তিনি সীমা নির্ধারণ করেছেন, তাই তোমরা সেগুলো লঙ্ঘন করো না; আর তিনি তোমাদের প্রতি দয়াবশত কিছু বিষয়ে নীরব থেকেছেন, তাই সেগুলো অনুসন্ধান করো না।" এখানে তিনটি বাক্য রয়েছে যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বর্ণনা করেছেন এবং সেগুলোর বিধান স্পষ্ট করেছেন। প্রথমত: আল্লাহ তাআলা কতগুলো ফরজ বিধান নির্ধারণ করেছেন। বান্দার ওপর আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ফরজ হলো তাওহীদ—অর্থাৎ এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য

উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সাক্ষ্য প্রদানের মধ্যে রয়েছে ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা এবং তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করা। আর 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' সাক্ষ্য প্রদানের মধ্যে রয়েছে অনুসরণের ক্ষেত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একত্ববাদ, যাতে তিনি ছাড়া অন্য কারো একান্ত অনুসরণ না করা হয়। এটিই হলো সবচেয়ে বড় ফরজ। এরপর রয়েছে সালাত, জাকাত, সিয়াম, হজ, পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার, সত্যবাদিতা এবং নসিহত বা সদুপদেশ ...

এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের ওপর ফরজ করেছেন। এগুলোর মধ্যে কিছু হলো 'ফরজে আইন' যা প্রত্যেকের ওপর ব্যক্তিগতভাবে পালন করা বাধ্যতামূলক, আবার কিছু হলো 'ফরজে কিফায়া', যা যদি পর্যাপ্ত সংখ্যক লোক আদায় করে তবে বাকিদের ওপর থেকে সে দায়িত্ব রহিত হয়ে যায়। সুতরাং পাঁচ ওয়াক্ত সালাত হলো ফরজে আইন, যা প্রত্যেক মুসলিমকে অবশ্যই আদায় করতে হবে এবং জানাজার সালাত (হল ফরজে কিফায়া)।

(ص: 643) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين وحد حدودا فلا تعتدوها في الفرائض قال لا تضيعوها ولكن احرصوا عليها وقوموا بها على الوجه المطلوب وحد حدودا فلا تعتدوها يعني جعل للأشياء حدا معيناً فالصلوات الخمسة مثلاً لها حد وهي أوقاتها الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال العصر من هذا الوقت إلى غروب الشمس والمغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذه حدود الصوم له حد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس الحج له حد أشهر معلومات في أماكن معينة إلخ حد حدودا فلا تعتدوها يعني لا تتجاوزوها قال تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه {ومن يتعد حدود الله

فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ { وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تبحثوا عنها سكت عن أشياء لم يوجبها علينا ولم يحرمها ولو شاء لأوجب علينا ما شاء وحرّم ما شاء لكنه سكت عن أشياء لولا رحمته لألزمنا بها وأضرب لكم مثلاً بالصلوات الخمس فأول ما فرضها الله على العباد خمسين صلاة في اليوم والليلّة ثم إن الله تعالى عفا وصارت خمسا في العمل خمسين في الثواب وأشياء كثيرة عفا الله عنها ولو شاء لألزمنا بها وفي قوله وسكت عن أشياء دليل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الله يتكلم بصوت مسبوع لأن السكوت ضد الكلام وهو

এটি ফরজে কিফায়া, যখন কিছু লোক তা পালন করে তখন বাকিদের ওপর থেকে গুনাহ রহিত হয়ে যায়। তিনি কিছু সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাই ফরজসমূহের ক্ষেত্রে তোমরা তা লঙ্ঘন করো না। তিনি বলেছেন, সেগুলোকে নষ্ট করো না, বরং সেগুলোর প্রতি যত্নবান হও এবং কাজ্জিত পন্থায় তা আদায় করো। তিনি সীমানা নির্ধারণ করেছেন—অর্থাৎ তোমরা তা অতিক্রম করো না। এর অর্থ হলো তিনি প্রতিটি বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে, আর তা হলো নামাজের ওয়াক্তসমূহ। জোহরের ওয়াক্ত সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে শুরু করে কোনো বস্তুর ছায়া (দুপুরের মূল ছায়া বাদে) তার সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্ত। আসরের ওয়াক্ত এই সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। মাগরিবের ওয়াক্ত সূর্যাস্ত থেকে লাল আভা অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত। এশার ওয়াক্ত লাল আভা অদৃশ্য হওয়ার পর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত। ফজরের ওয়াক্ত সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। এগুলোই হলো সীমানা। রোজারও একটি সীমা রয়েছে, যা সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। হজেরও সীমা রয়েছে, যা নির্দিষ্ট মাসে এবং নির্দিষ্ট স্থানে পালিত হয় ইত্যাদি। তিনি সীমানা নির্ধারণ করেছেন, তাই তা লঙ্ঘন করো না—অর্থাৎ তা অতিক্রম করো না। মহান আল্লাহ বলেন: "আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমালঙ্ঘন করে, সে মূলত নিজের ওপরই জুলুম করে।" "আর যারা আল্লাহর সীমালঙ্ঘন করে, তারাই হলো জালেম।" আর তিনি তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে কিছু বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছেন, সুতরাং তোমরা সেসব বিষয়ে অনর্থক অনুসন্ধান করো না। তিনি এমন কিছু বিষয়ে নীরব থেকেছেন যা আমাদের ওপর ওয়াজিবও করেননি এবং হারামও করেননি। তিনি চাইলে যা ইচ্ছা আমাদের ওপর ওয়াজিব করতে পারতেন এবং যা ইচ্ছা হারাম করতে পারতেন। কিন্তু তিনি কিছু বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছেন; যদি তাঁর

করণা না হতো তবে তিনি আমাদের ওপর তা আবশ্যিক করে দিতেন। আমি তোমাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের উদাহরণ দিচ্ছি; আল্লাহ তাআলা বান্দাদের ওপর প্রথমে দিন ও রাতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তা লাঘব করলেন এবং তা আমলে পাঁচ ওয়াক্তে পরিণত হলো, আর সওয়াবের ক্ষেত্রে তা পঞ্চাশেরই সমান রইল। এমন আরও অনেক বিষয় রয়েছে যা আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন; তিনি চাইলে তা আমাদের ওপর বাধ্যতামূলক করতে পারতেন। এবং তাঁর এই বাণীতে—“তিনি কিছু বিষয়ে নীরব থেকেছেন”—আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতাদর্শের দলিল রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা শ্রবণযোগ্য শব্দে কথা বলেন। কারণ নীরবতা হলো কথা বলার বিপরীত, আর তা হলো...

(ص: 644) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء لا نعلم كيف يتكلم ولا متى ولا بماذا يتكلم لكن نؤمن بأنه إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون ولهذا لا تحصى كلمات الله عز وجل قال الله تعالى {ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام} يعني لو كانت جميع أشجار الأرض أقلاماً يكتب بها {والبحر يمده من بعده سبعة أبحر} ما نفدت كلمات الله {وقال عز وجل {قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً}

1833 - وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى

الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد وفي رواية نأكل معه الجراد متفق عليه

1834 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ

المؤمن من جحر مرتين متفق عليه

আল্লাহ মহামহিম ও সুউচ্চ; তিনি যখন যা ইচ্ছা করেন এবং যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবেই কথা বলেন। তিনি কীভাবে কথা বলেন, কখন বলেন কিংবা কী বিষয়ে কথা বলেন—তা আমরা

জানি না। তবে আমরা বিশ্বাস করি যে, যখন তিনি কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাকে বলেন 'হও', আর অমনি তা হয়ে যায়। এই কারণে মহান আল্লাহর বাণীসমূহ গণনা করে শেষ করা যায় না। মহান আল্লাহ বলেন: "পৃথিবীতে যত গাছ আছে, তা যদি কলম হয়"— অর্থাৎ যদি পৃথিবীর সকল গাছ লেখার কলম হিসেবে ব্যবহৃত হয়—"আর সমুদ্রের সাথে যদি আরও সাতটি সমুদ্র যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহর বাণী শেষ হবে না।" মহান আল্লাহ আরও বলেন: "বলুন, যদি সমুদ্র আমার রবের বাণীর জন্য কালি হয়, তবে আমার রবের বাণী শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, যদিও আমি এর সাহায্যের জন্য অনুরূপ আরও সমুদ্র নিয়ে আসি।"

১৮৩৩ - আবদুল্লাহ ইবনে আবি আউফা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এবং সেখানে আমরা পঙ্গপাল খেতাম। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: আমরা তাঁর সাথে পঙ্গপাল খেতাম। (বুখারি ও মুসলিম)।

১৮৩৪ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: মুমিন একই গর্ত থেকে দুবার দংশিত হয় না। (বুখারি ও মুসলিম)।

(ص: 645) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ثم ذكر حديث عبد الله بن أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد معه الجراد معروف وهو من الحلال يأكله الإنسان حياً وميتاً قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان الميتتان الجراد والحوث ولهذا لا يحتاج إلى تزكية وهو صيد فإن كان في مكة حرم على الإنسان أن يصيده وأن يطيره من مكانه ويجب على من رأى من يصيده بالحرم أن يزره ويمنع لأنه صيد محرم لا يجوز صيده في مكة ولا أن تطيره وغيرها من الطيور وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بإقرار الرسول صلى الله عليه

وسلم يعني إن فعلوا شيئاً وأقرهم عليه فهو حلال وهو كذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع منعهم ولكن ما دام سكت دل ذلك على الجواز أما حديث أبي هريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين اللدغ هو لدغ الحية المؤمن كيس فطن محتز لا يلدغ من جحر مرتين بمعنى أنه إذا حدث له شيء من أي عمل يكون فإنه لا يعود إليه لأنه يحاذر وإذا لدغ من جحر تركه وعرف أنه لا فائدة منه فالمؤمن

অতঃপর তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আওফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেন, যেখানে তিনি বলেন: "আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এবং আমরা তাঁর সাথে পঙ্গপাল ভক্ষণ করেছি।" পঙ্গপাল সুপরিচিত এবং এটি হালাল বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত; মানুষ এটি জীবিত বা মৃত উভয় অবস্থায় ভক্ষণ করতে পারে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আমাদের জন্য দু'টি মৃত প্রাণী এবং দু'টি রক্ত হালাল করা হয়েছে; মৃত প্রাণী দু'টি হলো পঙ্গপাল ও মাছ।" একারণে এটি জবেহ করার (তাজকিয়াহ) প্রয়োজন পড়ে না। এটি একটি শিকারযোগ্য প্রাণী। সুতরাং এটি যদি মক্কায় থাকে, তবে কোনো ব্যক্তির জন্য একে শিকার করা অথবা নিজ স্থান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হারাম। হারাম এলাকায় কেউ একে শিকার করতে দেখলে তাকে বাধা দেওয়া এবং নিষেধ করা ওয়াজিব, কারণ এটি নিষিদ্ধ শিকার। মক্কায় এটি শিকার করা বৈধ নয় এবং একে কিংবা অন্য কোনো পাখিকে তাড়িয়ে দেওয়াও জায়েয নয়। এর মধ্যে এই দলীল বিদ্যমান যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মৌনসম্মতিকে (ইকরার) দলীল হিসেবে গ্রহণ করতেন। অর্থাৎ, তাঁরা যদি কোনো কাজ করতেন এবং তিনি তাতে সম্মতি দিতেন, তবে তা হালাল হিসেবে গণ্য হতো। বিষয়টি এমনই, কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চাইলে তাঁদেরকে নিষেধ করতে পারতেন, কিন্তু যেহেতু তিনি নিশ্চুপ থেকেছেন, তাই তা বৈধতার প্রমাণ বহন করে। আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসের ক্ষেত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "মুমিন এক গর্ত থেকে দুইবার দংশিত হয় না।" দংশন বলতে সাপের দংশনকে বোঝানো হয়েছে। মুমিন ব্যক্তি বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও সতর্ক; সে এক গর্ত থেকে দুইবার দংশিত হয় না। এর অর্থ হলো, যদি কোনো কর্মের কারণে তার কোনো ক্ষতি হয়, তবে সে পুনরায় তা করে না,

কারণ সে সতর্কতা অবলম্বন করে। যখন সে কোনো গর্ত থেকে দংশিত হয়, সে তা বর্জন করে এবং বুঝতে পারে যে এর মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। সুতরাং মুমিন...

(ص: 646) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

لا يلدغ من جحر مرتين لأنه حاذر فطن كيس فدل ذلك على أن الإنسان ينبغي له أن يكون فطناً وألا يعود لشيء أصابه منه ضرر بل يكون مؤمناً لأن هذا من كمال الإيمان والله الموفق

المنثورات والصلح (القسم الثاني)

1835 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنع من ابن السبيل ورجل بايع رجلاً سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنياً فإن أعطاه منها وفي وإن لم يعطه منها لم يف متفق عليه

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين كلها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ثلاثة يعني ثلاثة أصناف ليس المقصود ثلاثة رجال وإنما قد يكونون أمماً عظيمة اتصفوا بهذه الأوصاف أولهم رجل على فضل ماء في فلاة يمنع ابن السبيل يعني إنسان عنده ماء من مزرعة أو بئر أو غير ذلك في أرض فلاة خالية من السكان يمر الناس

একজন মুমিন একই গর্ত থেকে দুবার দংশিত হয় না, কারণ সে সতর্ক, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। এটি নির্দেশ করে যে, মানুষের জন্য উচিত বিচক্ষণ হওয়া এবং এমন কিছু দিকে পুনরায় ফিরে না যাওয়া যা থেকে সে ইতিপূর্বে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বরং তাকে প্রকৃত মুমিন হতে হবে, কেননা এটি ঈমানের পূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

বিবিধ বিষয় ও সরস আলোচনা (দ্বিতীয় অংশ)

১৮৩৫ - তাঁর (আবু হুরায়রা) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলা তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না; বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হলো: (১) এমন এক ব্যক্তি যার কাছে মরুভূমিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি আছে কিন্তু সে মুসাফিরকে তা থেকে বঞ্চিত করে; (২) এমন এক ব্যক্তি যে আসরের পর কোনো পণ্য বিক্রয়ের সময় আল্লাহর নামে শপথ করে বলল যে, সে এটি এত এত দামে কিনেছে, ফলে ক্রেতা তাকে সত্যবাদী মনে করল অথচ বিষয়টি মোটেও তেমন ছিল না; এবং (৩) এমন এক ব্যক্তি যে কোনো ইমাম বা নেতার হাতে কেবল পার্থিব স্বার্থে বায়আত গ্রহণ করে, যদি তিনি তাকে তা থেকে কিছু দেন তবে সে তা পূর্ণ করে, আর যদি না দেন তবে সে তা ভঙ্গ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

[ব্যাখ্যা]

এই হাদীসগুলো লেখক (রহিমাহুল্লাহ তাআলা) তাঁর রিয়াদুস সলিহীন কিতাবে উল্লেখ করেছেন। সবগুলোই আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না; আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। 'তিন ব্যক্তি' বলতে তিন শ্রেণির মানুষকে বোঝানো হয়েছে, নির্দিষ্ট মাত্র তিনজন ব্যক্তি নয়। বরং তারা হতে পারে বিশাল কোনো জনগোষ্ঠী যারা এসব বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তাদের প্রথমজন হলো এমন এক ব্যক্তি যার কাছে জনশূন্য মরু প্রান্তরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি রয়েছে অথচ সে মুসাফিরকে তা থেকে বাধা দেয়। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির কাছে তার খামার, কূপ বা অন্য কোনো উৎস থেকে পানি আছে এমন এক নির্জন স্থানে যেখানে কোনো জনবসতি নেই, আর সেখান দিয়ে মানুষ যাতায়াত করে...

من عنده ليشربوا فيمنعهم والعياذ بالله هذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم وما بالك بحال رجل هذا حاله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم يوم القيامة والثاني رجل باع سلعة بعد العصر فحلف للمشتري أنه أعطى كذا وكذا وهو كاذب فأشترها المشتري بناء على ما قاله البائع أنه صدق والأمر ليس كذلك فهذا أيضاً لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العصر لأن أفضل أوقات النهار ما بعد صلاة العصر وإلا فلو حلف الإنسان على سلعة في غير هذا الوقت أيضاً فإنه لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم ففي حديث أبي ذر الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قالها ثلاثاً فقال أبو ذر من هم يا رسول الله خابوا وخسروا قال المسبل يعني الذي يسبل ثوبه ينزله على الكعب حتى يجره على الأرض والثاني المنان الذي يمن على الناس إذا أعطاهم مالا أو عليهم أو أحسن إليهم بشيء جعل يمن عليهم والعياذ بالله والثالث المنفق سلعته بالحلف الكاذب يعني الذي يحلف وهو كاذب ليزيد ثمن السلعة فدل ذلك على أن ذكر وقت العصر في حديث أبي هريرة إنما هو لشدة العذاب والوعيد وإلا فكل من حلف على سلعة وهو كاذب من أجل أن يزيد ثمنها فإنه لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم

যার নিকট (প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি) রয়েছে যাতে অন্যরা তা পান করতে পারে, অথচ সে তাদের তা থেকে বিরত রাখে—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি—কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন না, তার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না, তাকে পবিত্র করবেন না এবং তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর সেই ব্যক্তির অবস্থা কতটা

ভয়াবহ হতে পারে যার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন না, তার দিকে তাকাবেন না, তাকে পবিত্র করবেন না এবং তার জন্য কিয়ামতের দিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে? দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো সেই লোক যে আসরের পর কোনো পণ্য বিক্রয় করল এবং ক্রেতার নিকট এই মর্মে শপথ করল যে, সে এই পণ্যের জন্য অমুক অমুক পরিমাণ মূল্য প্রদান করেছে (বা তাকে দেওয়া হয়েছে), অথচ সে মিথ্যা বলছে। ফলে ক্রেতা বিক্রেতার কথা সত্য মনে করে তা ক্রয় করল, যদিও বিষয়টি তেমন ছিল না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ এমন ব্যক্তির সাথেও কথা বলবেন না, তার দিকে তাকাবেন না, তাকে পবিত্র করবেন না এবং তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে আসরের সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন কারণ দিনের শ্রেষ্ঠ সময় হলো আসরের সালাতের পরবর্তী সময়। অন্যথা, কোনো ব্যক্তি যদি এই সময় ছাড়াও অন্য কোনো সময়ে কোনো পণ্যের ব্যাপারে (মিথ্যা) শপথ করে, তবে আল্লাহ তার সাথেও কথা বলবেন না, তার দিকে তাকাবেন না, তাকে পবিত্র করবেন না এবং তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে এসেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তিন প্রকার ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না; আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" তিনি কথাটি তিনবার বললেন। তখন আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? তারা তো ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে!" তিনি বললেন, "মুসবিল (অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার পোশাক টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে রাখে এবং তা মাটির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যায়), দ্বিতীয়জন হলো মান্নান (যে ব্যক্তি মানুষকে কিছু দান করলে, জ্ঞান দান করলে কিংবা কারো প্রতি কোনো উপকার করলে পরবর্তীতে তার খোটা দেয়—আমরা আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই) এবং তৃতীয়জন হলো সেই ব্যক্তি যে মিথ্যা শপথের মাধ্যমে তার পণ্য চালিয়ে দেয় (অর্থাৎ যে ব্যক্তি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য মিথ্যা শপথ করে)।" এটি প্রমাণ করে যে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে আসর সময়ের উল্লেখ মূলত শাস্তির কঠোরতা ও সতর্কবার্তার গুরুত্ব বুঝাতে; অন্যথা, যে ব্যক্তিই নিজের পণ্যের দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করবে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন না, তার দিকে তাকাবেন না, তাকে পবিত্র করবেন না এবং তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

والثالث في حديث أبي هريرة رجل بايع إماماً لا يبايعه إلا للدنيا إن أعطاه وفي له بالبيعة وإن لم يعطه لم يف بالبيعة هذا أيضاً من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذلك أن بيعة الإمام واجبة يجب على كل مسلم أن يكون له إمام سواء كان إماماً عاماً كما كان في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الخلفاء أو إماماً في منطقته كما هو الحال الآن ومنذ أزمنة بعيدة من زمن الأئمة الأربعة ومن بعدهم والمسلمون متفرقون كل جهة لها إمام وكل إمام مسبوع له ومطاع بإجماع المسلمين لم يقل أحد من المسلمين إنه لا تجب الطاعة إلا إذا كان الخليفة واحداً لجميع بلاد الإسلام ولا يمكن أن يقول أحد بذلك لأنه لو قيل بهذا ما بقي للمسلمين الآن إمام ولا أمير ولما ت الناس كلهم ميتة جاهلية لأن الإنسان إذا مات وليس له إمام فإنه يموت ميتة جاهلية يحشر مع أهل الجهل والعياذ بالله الذين كانوا قبل الرسالات فالإمام في مكان وفي كل منطقة بحسبها

তৃতীয়ত, আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে উল্লিখিত ব্যক্তি হলো সে, যে কেবল পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ইমামের নিকট আনুগত্যের শপথ (বাইআত) গ্রহণ করে। যদি তিনি (ইমাম) তাকে কিছু দান করেন তবে সে বাইআত রক্ষা করে, আর যদি না দেন তবে সে বাইআত রক্ষা করে না। এ ব্যক্তিও তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না; বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এর কারণ হলো, ইমামের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করা ওয়াজিব; প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একজন ইমাম থাকা আবশ্যিক—চাই তিনি খুলাফায়ে রাশিদীন ও পরবর্তী খলীফাদের যুগের মতো ‘ইমামে আম’ (সার্বজনীন নেতা) হোন, অথবা বর্তমান সময়ের মতো নিজ অঞ্চলের ইমাম হোন। চার ইমামের যুগ এবং তার পরবর্তী সুদীর্ঘকাল থেকেই মুসলমানরা বিভিন্ন ভূখণ্ডে বিভক্ত এবং প্রতিটি অঞ্চলের জন্য পৃথক পৃথক ইমাম

রয়েছেন। আর মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য (ইজমা) অনুযায়ী প্রত্যেক ইমামের নির্দেশ শ্রবণ করা ও তাঁর আনুগত্য করা অপরিহার্য। মুসলমানদের কেউ এমনটি বলেননি যে, সমগ্র মুসলিম জাহানের জন্য কেবল একজন খলীফা না হওয়া পর্যন্ত আনুগত্য ওয়াজিব হবে না। আর কারো পক্ষে এমনটি বলা সম্ভবও নয়; কারণ যদি এমনটি বলা হতো, তবে বর্তমানে মুসলমানদের কোনো ইমাম বা আমীর থাকত না এবং সকল মানুষ জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করত। কারণ মানুষ যখন ইমামবিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তখন সে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করে। আল্লাহ রক্ষা করুন, তাকে সেই জাহিলিয়াত যুগের লোকদের সাথে হাশর করা হবে যারা নবীদের দাওয়াত পৌঁছানোর পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক স্থান ও অঞ্চলের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ইমাম বিদ্যমান রয়েছেন।

(ص: 649) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

فهذا الرجل بايع الإمام لكنه بايعه للدنيا لا للدين ولا لطاعة رب العالمين إن أعطاه من المال وفي وإن منعه لم يف فيكون هذا الرجل والعياذ بالله متبعاً لهواه غير متبع لهواه ولا طاعة مولاه بل هو بنى بيعته على الهوى قد يقول قائل مثلاً نحن لم نبايع الإمام فليس كل واحد بايعه فيقال هذه شبهة شيطانية باطلة هل الصحابة رضي الله عنهم حين بايعوا أباً بكر هل كل واحد منهم بايع حتى العجوز في بيتها واليافع في سوقه أبداً المبايعة لأهل الحل والعقد ومتى بايعوا ثبتت الولاية على كل أهل هذه البلاد شاء أم أبي ولا أظن أحداً من المسلمين بل ولا من العقلاء يقول إنه لا بد أن يبايع كل إنسان ولو في جحر بيته ولو عجوزاً أو شيخاً كبيراً أو صبيّاً صغيراً ما قال أحد بهذا حتى الذين يدعون الديمقراطية في البلاد الغربية وغيرها لا يفعلون هذا وهم كاذبون حتى انتخاباتهم كلها مبنية على التزوير والكذب ولا يبالون أبداً إلا بأهوائهم فقط الدين الإسلامي متى اتفق أهل الحل

والعقد على مبايعة الإمام فهو الإمام شاء الناس أم أبوا فالأمر كله لأهل الحل
والعقد ولو جعل الأمر لعامة الناس حتى للصغار والكبار والعجائز والشيوخ وحتى
من ليس له رأي ويحتاج أن يولى عليه ما بقي للناس إمام لأنهم لا بد أن يختلفوا

এই ব্যক্তি ইমামের নিকট বায়আত গ্রহণ করেছে ঠিকই, কিন্তু সে এটি করেছে পার্থিব স্বার্থে, দ্বীনের জন্য নয় কিংবা রব্বুল আলামীনের আনুগত্যের নিমিত্তে নয়। যদি তাকে অর্থ-সম্পদ প্রদান করা হয় তবে সে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, আর যদি তাকে তা না দেওয়া হয় তবে সে তা ভঙ্গ করে। আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি—এমন ব্যক্তি স্রেফ নিজ প্রবৃত্তির অনুসারী হয়, সে হিদায়াত কিংবা তার মওলার আনুগত্য অনুসরণ করে না; বরং সে তার বায়আতের ভিত্তি স্থাপন করেছে প্রবৃত্তির ওপর। কেউ হয়তো উদাহরণস্বরূপ বলতে পারে, ‘আমরা তো ইমামের নিকট বায়আত হইনি, কারণ প্রত্যেকে তো তাঁর হাতে ব্যক্তিগতভাবে বায়আত গ্রহণ করেনি।’ এর উত্তরে বলা হবে, এটি একটি শয়তানি ও বাতিল সংশয়। সাহাবায়ে কিরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) যখন আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট বায়আত হয়েছিলেন, তখন কি তাঁদের প্রত্যেকেই বায়আত হয়েছিলেন? এমনকি গৃহকোণের বৃদ্ধা নারী কিংবা বাজারের তরুণটিও কি বায়আত হয়েছিল? কখনোই না। বায়আত গ্রহণ করার অধিকার হলো ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ’ (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ)-এর। যখন তারা বায়আত সম্পন্ন করেন, তখন সেই ভূখণ্ডের সকল অধিবাসীর ওপর শাসকের কর্তৃত্ব ও আনুগত্য সাব্যস্ত হয়ে যায়, তারা তা পছন্দ করুক বা না করুক। আমি মনে করি না যে কোনো মুসলিম, এমনকি কোনো হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও এ কথা বলবেন যে, প্রত্যেক মানুষকেই ব্যক্তিগতভাবে বায়আত হতে হবে—চাই সে স্বীয় গৃহকোণে অবস্থানরত বৃদ্ধা নারী হোক, কোনো অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি হোক কিংবা কোনো ক্ষুদ্র শিশু হোক। কেউ কখনো এমন কথা বলেনি। এমনকি যারা পশ্চিমা দেশগুলোতে বা অন্যান্য স্থানে গণতন্ত্রের দাবিদার, তারাও এমনটা করে না। অথচ তারা মিথ্যাবাদী; এমনকি তাদের নির্বাচন ব্যবস্থাও জালিয়াতি ও মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তারা কেবল নিজ প্রবৃত্তিরই পরোয়া করে। ইসলামি শরিয়তে যখন ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ’ কোনো ইমামের বায়আতের ব্যাপারে একমত হন, তখন তিনিই ইমাম হিসেবে গণ্য হন, মানুষ তা চাইুক বা না চাইুক। কেননা এই বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ’-এর ওপর ন্যস্ত। যদি এই দায়িত্ব সাধারণ মানুষের হাতে ছেড়ে দেওয়া হতো—এমনকি ছোট-বড়, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং যাদের কোনো নিজস্ব মতামত নেই কিংবা যাদের ওপর অভিভাবকত্ব

প্রয়োজন তাদের হাতেও—তবে জনগণের জন্য কোনো ইমামই অবশিষ্ট থাকতো না; কারণ তারা অনিবার্যভাবেই মতবিরোধে লিপ্ত হতো।

(ص: 650) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

المهم هذه ثلاثة أشياء إذا صارت في الإنسان فإن الله لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكّيه وله عذاب أليم وفي هذا الحديث دليل على ثبوت كلام الله عز وجل كما هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم كما شاء وبما شاء ومتى شاء لا أحد يعجزه ولا يمتنع عليه شيء إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون {وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليماً قديراً} فقله لا يكلمهم الله دليل على أنه يكلم غيرهم وهو كذلك وفيه أن الله ينظر نظرين الأول العام فإنه لا يخفى على نظره شيء جل وعلا يرى كل شيء والثاني الخاص وهو نظر الرحمة وهو المعنى في الحديث فإن الله لا ينظر إليهم نظر رحمة وفيه أيضاً دليل على أن الله هو المزكي للعباد كما قال الله تعالى {ولكن الله يزكي من يشاء} فالمزكي للأمر وللأشخاص وللأعمال هو رب العالمين عز وجل فأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن زكاه ربه إنه على كل شيء قدير

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য যখন কোনো মানুষের মাঝে পাওয়া যায়, তখন কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন না, তার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না এবং তাকে পবিত্র করবেন না; আর তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এই হাদিসটিতে মহান আল্লাহর 'কালাম' বা কথা বলার গুণ সাব্যস্ত হওয়ার প্রমাণ রয়েছে, যেমনটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অভিমত যে—আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা করেন, যা ইচ্ছা করেন এবং যখন ইচ্ছা করেন সেভাবেই কথা বলেন। কোনো কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে না এবং কোনো কিছুই তাঁর জন্য অসম্ভব নয়। তাঁর নির্দেশ তো কেবল এই যে, তিনি যখন কোনো

কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন তাকে বলেন 'হও', ফলে তা হয়ে যায়। "আর আল্লাহ এমন নন যে, আসমানসমূহ ও জমিনের কোনো কিছু তাঁকে অক্ষম করতে পারে; নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।" সুতরাং তাঁর এই বাণী যে "আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না", এটি এই বিষয়ের প্রমাণ যে তিনি অন্যদের সাথে কথা বলবেন এবং বিষয়টি তেমনই। এতে আরও প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর দৃষ্টি দুই প্রকার: প্রথমত সাধারণ দৃষ্টি, যার থেকে কোনো কিছুই গোপন থাকে না, তিনি মহিমাম্বিত ও সুউচ্চ এবং সবকিছুই দেখেন। দ্বিতীয়ত বিশেষ দৃষ্টি, যা হলো রহমতের দৃষ্টি; আর এই হাদিসে এটিই উদ্দেশ্য। কেননা আল্লাহ তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। এতে আরও প্রমাণ রয়েছে যে, আল্লাহই বান্দাদের পবিত্রকারী, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন।" সুতরাং বিষয়াদি, ব্যক্তি এবং কর্মসমূহকে পবিত্রকারী হলেন জগতসমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহ। অতএব, আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদেরকে এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করেন যাদেরকে তাদের প্রতিপালক পবিত্র করেছেন; নিশ্চয়ই তিনি সবকিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

(ص: 651) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

1836 - وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون يوماً قال أبيت قالوا أربعون سنة قال أبيت قالوا أربعون شهراً قال أبيت ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب فيه يركب الخلق ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل متفق عليه

1837 - وعنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر

الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة رواه البخاري

1838 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم رواه البخاري

1839 - وعنه رضي الله عنه {كنتم خير أمة أخرجت للناس} قال: خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في

১৮৩৬ - তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "দুই ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময় হলো চল্লিশ।" তারা জিজ্ঞেস করলেন, "হে আবু হুরায়রা! চল্লিশ দিন?" তিনি বললেন, "আমি তা নির্দিষ্ট করে বলতে অস্বীকার করছি।" তারা বললেন, "চল্লিশ বছর?" তিনি বললেন, "আমি অস্বীকার করছি।" তারা বললেন, "চল্লিশ মাস?" তিনি বললেন, "আমি অস্বীকার করছি। আর মানুষের শরীরের প্রতিটি অংশই পচে নিঃশেষ হয়ে যায় কেবল মেরুদণ্ডের শেষ হাড়টি ব্যতীত; তা থেকেই পুনরায় সৃষ্টি করা হবে। অতঃপর আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করবেন, ফলে তারা শাক-সবজি যেভাবে গজিয়ে ওঠে সেভাবে গজিয়ে উঠবে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

১৮৩৭ - তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি মজলিসে বসে লোকদের সাথে কথা বলছিলেন, এমতাবস্থায় এক গ্রাম্য লোক এসে জিজ্ঞেস করল, "কিয়ামত কখন হবে?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকলেন। উপস্থিত লোকদের কেউ কেউ বলল, "তিনি লোকটির কথা শুনেছেন কিন্তু কথাটি অপছন্দ করেছেন," আবার কেউ কেউ বলল, "বরং তিনি শুনতেই পাননি।" যখন তিনি তাঁর আলোচনা শেষ করলেন, তখন বললেন, "কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী ব্যক্তিটি কোথায়?" সে বলল, "আমি এখানে, হে আল্লাহর রাসূল!" তিনি বললেন, "যখন আমানত নষ্ট করা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো।" সে জিজ্ঞেস করল, "আমানত কীভাবে নষ্ট হবে?" তিনি বললেন, "যখন কোনো দায়িত্ব অযোগ্য ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো।" (বুখারী বর্ণনা করেছেন)

১৮৩৮ - তাঁর থেকেই বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তারা তোমাদের সালাতে ইমামতি করবে। যদি তারা সঠিকভাবে তা সম্পাদন করে তবে তার

সওয়াব তোমাদের এবং তাদের উভয়ের জন্যই হবে। আর যদি তারা ভুল করে তবে তোমাদের জন্য রয়েছে সওয়াব এবং তাদের ওপর বর্তাবে দায়।" (বুখারী বর্ণনা করেছেন)

১৮৩৯ - তাঁর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেই বর্ণিত, {তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ উম্মত যাদের মানুষের কল্যাণে বের করা হয়েছে} -এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন: "মানুষের জন্য মানুষের মধ্যে যারা সবচেয়ে কল্যাণকর; তারা অন্যদের গলায় শিকল পরিয়ে নিয়ে আসে যাতে তারা (ইসলামে) প্রবেশ করে।"

(ص: 652) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الإسلام

1840 - وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل رواهما البخاري معناها يؤسرون ويقيدون ثم يسلمون فيدخلون الجنة

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث من الملاح والمنثورات وسبق الكلام عن الكثير منها فهذه أحاديث أربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين النفختين أربعون يعني النفخ في الصور والصور موكل به ملك من الملائكة يسمى إسرافيل هذا الصور ينفخ فيه أول مرة فيفزع الناس لهوله وشدته ثم يصعقون كلهم أي يموتون كما قال الله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وقال تعالى {ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون} فالنفخة الأولى يكون بها الفرع والصعق يعني الموت والفناء والنفخة

الثانية يكون فيها القيامة {فإذا هم قيام ينظرون} قيام من قبورهم ينظرون ماذا حدث وذلك أن الله تعالى يرسل عليهم قبل ذلك مطرا غليظا كمني الرجال ثم ينبتون في قبورهم كما ينبت حتى السيل يعني حبة

ইসলাম

১৮৪০ - তাঁর থেকেই বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায়ের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করেন যারা শিকলবদ্ধ অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে।" ইমাম বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন। এর অর্থ হলো, তারা বন্দী ও শৃঙ্খলিত হবে, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদীসগুলো বিবিধ ও সুবিন্যস্ত বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত এবং এগুলোর অনেকগুলো সম্পর্কে ইতিপূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে। আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত এই চারটি হাদীসের একটিতে তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন যে, "দুই ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময় হলো চল্লিশ।" অর্থাৎ সূরে বা শিঙায় ফুৎকার দেওয়া। আর সূর বা শিঙা ফুঁক দেওয়ার দায়িত্বে ফিরিশতাদের মধ্য থেকে ইসরাফিল নামক একজন ফিরিশতা নিয়োজিত আছেন। এই শিঙায় যখন প্রথমবার ফুঁ দেওয়া হবে, তখন মানুষ এর ভয়াবহতা ও তীব্রতায় আতঙ্কিত হয়ে পড়বে, তারপর তারা সকলে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করবে, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: "আর যেদিন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে, সেদিন আসমান ও যমীনে যারা আছে তারা সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়বে, তবে আল্লাহ যাদের চাইবেন তারা ব্যতীত। আর সবাই তাঁর কাছে বিনীত হয়ে আসবে।" আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন: {আর শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে, ফলে আসমান ও যমীনে যারা আছে সবাই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে, তবে আল্লাহ যাদের ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত। অতঃপর পুনরায় যখন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দাঁড়িয়ে দেখতে থাকবে}। সুতরাং প্রথম ফুৎকারের মাধ্যমে আতঙ্ক ও মৃত্যু ঘটবে—অর্থাৎ ফানা বা বিনাশ হবে—এবং দ্বিতীয় ফুৎকারের মাধ্যমে পুনরুত্থান ঘটবে {তৎক্ষণাৎ তারা দাঁড়িয়ে দেখতে থাকবে} অর্থাৎ তারা তাদের কবর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দেখবে কী ঘটেছে। আর তা এভাবে হবে যে, আল্লাহ তাআলা তার আগে পুরুষদের বীর্যের

ন্যায় ঘন বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, ফলে তারা তাদের কবরে সেভাবে অংকুরিত হবে যেভাবে স্রোতের পলিতে বীজ অংকুরিত হয়।

(ص: 653) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

تَنْبَتُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ تَخْرُجُ وَهُمْ كَذَلِكَ يَنْبَتُونَ ثُمَّ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ النِّفْخَةُ الثَّانِيَةَ فَيَخْرُجُ مِنْ هَذَا الصُّورِ كُلُّ نَفْسٍ الْعَالَمِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَتَذْهَبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَى جَسَدِهَا الَّذِي كَانَتْ تَعْبُرُهُ فِي الدُّنْيَا لَا تَخْطِئُهُ..

سَبَّحَانَ اللَّهَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ قِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا قَالَ أَبَيْتَ يَعْنِي لَا يَدْرِي قَالُوا أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ أَبَيْتَ قَالُوا أَرْبَعُونَ شَهْرًا قَالَ أَبَيْتَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ فَنَقُولُ كَمَا قَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْمَهْمُ أَنْ هَذَا هُوَ النِّفْخُ فِي الصُّورِ ثُمَّ يَقُومُ النَّاسُ إِلَى يَوْمِ الْحِسَابِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَيَحَاسِبُهُمْ كُلُّ يَحَاسِبٍ بِذَنْبِهِ وَحِسَابُهُ عَزَّ وَجَلَّ دَائِرٌ مَا بَيْنَ الْفَضْلِ وَالْعَدْلِ لَا ظُلْمَ فِيهِ لِأَنَّ الْمَحَاسِبَةَ إِمَّا ظُلْمٌ أَوْ عَدْلٌ أَوْ فَضْلٌ وَحِسَابُهُ عَزَّ وَجَلَّ دَائِرٌ مَا بَيْنَ الْفَضْلِ وَالْعَدْلِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {فَالْيَوْمَ لَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} أَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي حَدِيثُ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَتَّى السَّاعَةِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَدَّثُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَمَضَى فِي حَدِيثِهِ لَمْ يَحِبْ أَنْ يَقْطَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَدِيثٌ مُتَوَاصِلٌ فَقَالَ قَوْمٌ سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَهُ وَالْإِنْسَانُ إِذَا كَرِهَ سُؤَالَ السَّائِلِ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ إِلَّا يَجِيبُهُ حَتَّى وَلَوْ سَمِعَهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ السَّائِلُ لَيْسَ عِنْدَهُ حِكْمَةٌ فَيَسْأَلُ سُؤَالَ غَيْرِ مُنَاسِبٍ فَلِلْمُجِيبِ أَنْ يَدْعَهُ وَلَا يَجِيبُ وَقَالَ آخَرُونَ لَعَلَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَهُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ

তারা মাটির ভেতরে অঙ্কুরিত হয় এবং এরপর বের হয়ে আসে; মানুষেরাও একইভাবে অঙ্কুরিত হবে। অতঃপর আল্লাহর অনুমতিক্রমে শিংঙ্গায় দ্বিতীয়বার ফুঁৎকার দেওয়া হবে এবং এই শিংঙ্গা থেকে জগতের সমস্ত আত্মা বের হয়ে আসবে। প্রতিটি আত্মা সেই দেহের দিকে চলে যাবে যাকে সে দুনিয়াতে আবাদ করত, সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না...

সুবহানাল্লাহ! উভয় ফুঁৎকারের মধ্যবর্তী সময় হলো চল্লিশ। আবু হুরায়রা (রাযি.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, চল্লিশ দিন? তিনি বললেন: আমি তা অস্বীকার করছি (অর্থাৎ আমি তা নিশ্চিতভাবে জানি না)। তারা বলল: চল্লিশ বছর? তিনি বললেন: আমি তা অস্বীকার করছি। তারা বলল: চল্লিশ মাস? তিনি বললেন: আমি তা অস্বীকার করছি। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: উভয়ের মাঝে ব্যবধান হলো চল্লিশ। সুতরাং আমরা তাই বলব যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন এবং আল্লাহই সর্বজ্ঞ। মূল বিষয় হলো, এটিই হলো শিংঙ্গায় ফুঁৎকার। অতঃপর মানুষ বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের সমীপে হিসাব দিবসের জন্য দণ্ডায়মান হবে। তিনি তাদের প্রত্যেকের হিসাব গ্রহণ করবেন, প্রত্যেককে তার অপরাধ অনুযায়ী বিচার করা হবে। মহান আল্লাহর এই হিসাব গ্রহণ অনুগ্রহ ও ইনসাফের মধ্যেই আবর্তিত হবে। এতে কোনো জুলুম নেই; কেননা হিসাব গ্রহণ হয় জুলুম, নয় ইনসাফ অথবা অনুগ্রহের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। আর মহান আল্লাহর হিসাব গ্রহণ কেবল অনুগ্রহ ও ইনসাফের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: {আজকের দিনে কোনো সত্তার ওপর সামান্যতম জুলুম করা হবে না এবং তোমরা যা আমল করতে কেবল তারই প্রতিদান তোমাদের দেওয়া হবে}। আর দ্বিতীয় হাদীসটি হলো সেই গ্রাম্য ব্যক্তির হাদীস, যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করেছিল, কিয়ামত কখন হবে? নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন তাঁর সাহাবীদের সাথে কথা বলছিলেন, তাই তিনি তাঁর আলোচনা চালিয়ে গেলেন; তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কথা ছিন্ন করা পছন্দ করেননি। আল্লাহই সর্বজ্ঞ, সম্ভবত তা ছিল একটি ধারাবাহিক আলোচনা। কিছু লোক বলল যে, তিনি তার কথা শুনেছেন কিন্তু তা অপছন্দ করেছেন। আর মানুষ যদি কোনো প্রশ্নকারীর প্রশ্ন অপছন্দ করে, তবে সেটির উত্তর না দেওয়াতে কোনো দোষ নেই, যদিও সে তা শুনে থাকে। কারণ হতে পারে প্রশ্নকারীর মধ্যে প্রজ্ঞার অভাব রয়েছে এবং সে অনুপযুক্ত প্রশ্ন করেছে; এমতাবস্থায় উত্তরদাতার অধিকার রয়েছে তাকে এড়িয়ে যাওয়ার এবং উত্তর না দেওয়ার। অন্যরা বললেন যে, সম্ভবত তিনি তা শোনেননি। অতঃপর যখন নবী করীম

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর আলোচনা শেষ করলেন, তখন বললেন: প্রশ্নকারী কোথায়? সে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমি এখানে।

(ص: 654) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة يعني إذا فسد الناس وكانت الأمور تسند إلى غير أهلها الفتوى تسند للجاهل والإمارة تسند للسفيه والإدارة تسند لمن لا علم عنده بالإدارة...

وهكذا والخلاصة أنه إذا فسد الناس فانتظر الساعة لأن الساعة تقوم على شرار الخلق ففي هذا التحذير من تضييع الأمانة وأنه يجب أن يولي المناصب الأهل فالأهل لأن هذا مقتضى الأمانة أما الحديث الثالث فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك أئمة يعني أمراء يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم وهذا وإن كان في الأمراء يشمل أيضاً أئمة المساجد يصلون لكم فإن أحسنوا في الصلاة وأتوا بها على ما ينبغي فذلك لكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم يعني ليس عليكم أنتم من إساءتهم من شيء وفي هذا إشارة إلى أنه يجب الصبر على ولاة الأمر وإن أساءوا في الصلاة وإن لم يصلوها على وقتها فإن الواجب ألا نشذ عنهم وأن نؤخر الصلاة كما يؤخرون وحينئذ يكون تأخيرنا للصلاة عن أول وقتها يكون تأخيراً بعذر لأجل موافقة الجماعة وعدم الشذوذ ويكون بالنسبة لنا كأننا صلينا في أول الوقت وفي هذا إشارة إلى أن الشذوذ عن الناس وعن ولاة الأمور والبعد عنهم وإثارة الناس عليهم ونشر مساوئهم كل هذا مجانب للدين الإسلامي فالدين

তিনি বলেছেন, যখন দায়িত্ব অযোগ্য লোকের ওপর ন্যস্ত করা হয়, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো। এর অর্থ হলো, যখন মানুষের মধ্যে নৈতিক বিপর্যয় দেখা দেবে এবং বিষয়াবলি অযোগ্যদের হাতে তুলে দেওয়া হবে—ফতোয়া প্রদানের ভার দেওয়া হবে মূর্খকে, শাসনভার অর্পণ করা হবে নির্বোধকে এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব ন্যস্ত করা হবে এমন ব্যক্তির ওপর যার প্রশাসনিক কোনো জ্ঞান নেই ...

এবং এভাবেই। সারকথা এই যে, যখন মানুষের অবস্থা কলুষিত হবে তখন কিয়ামতের প্রতীক্ষা করো, কারণ কিয়ামত কেবল নিকৃষ্টতম সৃষ্টিদের ওপরই সংঘটিত হবে। এতে আমানত খেয়ানত করার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী রয়েছে এবং এটিও স্পষ্ট হয় যে, প্রতিটি পদে যোগ্য ব্যক্তিদেরই নিয়োগ দেওয়া উচিত, কেননা এটাই আমানতদারিতার দাবি। আর তৃতীয় হাদিসটি হলো, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে এমন কিছু ইমাম অর্থাৎ প্রশাসক আসবে যারা তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করবে। তারা যদি তা যথাযথভাবে সম্পাদন করে তবে তা তোমাদের ও তাদের উভয়ের জন্যই কল্যাণকর হবে, আর যদি তারা ত্রুটি করে তবে তোমাদের জন্য সাওয়াব হবে আর তাদের ওপর তার দায়ভার বর্তাবে। এটি যদিও শাসকদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, তবে মসজিদের ইমামগণও এর অন্তর্ভুক্ত। তারা তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করবেন; যদি তারা সালাত সুন্দরভাবে এবং যথাযথ নিয়মে আদায় করেন তবে তা তোমাদের ও তাদের উভয়ের প্রাপ্য হবে, আর যদি তারা ত্রুটি করেন তবে তোমাদের জন্য নেকি এবং তাদের ওপর গুনাহ বর্তাবে। অর্থাৎ তাদের ত্রুটির কারণে তোমাদের ওপর কোনো দায় থাকবে না। এতে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, শাসনকর্তাদের বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করা কর্তব্য যদিও তারা সালাতে ত্রুটি করে কিংবা সময়মতো আদায় না করে। এমতাবস্থায় কর্তব্য হলো আমরা যেন তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন না হই এবং তারা বিলম্ব করলে আমরাও যেন বিলম্ব করি; এমতাবস্থায় জামাতের সাথে ঐকমত্য পোষণ এবং বিচ্ছিন্নতা পরিহারের উদ্দেশ্যে আমাদের এই বিলম্ব করাটা ওজর হিসেবে গণ্য হবে এবং আমাদের জন্য তা ওয়াত্তের শুরুতে সালাত আদায়ের সমতুল্য হবে। এতে আরও ইশারা রয়েছে যে, জনসমষ্টি ও শাসনকর্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, তাদের থেকে দূরে থাকা, তাদের বিরুদ্ধে জনগণকে উসকে দেওয়া এবং তাদের দোষ-ত্রুটি প্রচার করা—এসবই ইসলামি আদর্শের পরিপন্থী। কেননা দ্বীন...

يأمر بالخير والعدل وينهى عن الشر والفساد حتى إن الله قال {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء} إذا ذكرت سيئة فأذكر الحسنة أما أن تسعد بذكر السيئات وتجدد الحسنات فهذا جور وظلم والله عز وجل لا يحب الظلم {ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى} أي لا يحملكم بغض قوم على عدم العدل بل اعدلوا هو أقرب للتقوى فهؤلاء الذين يصلون ويؤخرون الصلاة عن وقتها نصلي معهم ويكون لنا الأجر وإن كان التأخير فيه وزر فعلى الآخرين أما الحديث الرابع لأبي هريرة عجب الله لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل وفسره المؤلف رحمه الله بأنهم قوم من الكفار يؤسرون ثم يسلمون فيكون هذا الأسر سبباً في إسلامهم ودخولهم الجنة والله الموفق

1841 - وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها رواه مسلم

1842 - وعن سليمان الفارسي رضي الله عنه من قوله: قال لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته..

رواه مسلم هكذا

তিনি কল্যাণ ও ন্যায়ের আদেশ দেন এবং মন্দ ও ফাসাদ থেকে নিষেধ করেন। এমনকি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো এবং সাক্ষ্যদাতা হও।} যখন কোনো মন্দের উল্লেখ করা হয়, তখন যেন ভালোরও উল্লেখ করা হয়। কিন্তু মন্দের চর্চায় আনন্দিত হওয়া এবং ভালোকে অস্বীকার করা হলো অবিচার ও জুলুম। আর আল্লাহ মহান জুলুম পছন্দ করেন না। {কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সুবিচার না করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করো, এটি তাকওয়ার নিকটতর।} অর্থাৎ কোনো জাতির প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ইনসাফ ত্যাগে বাধ্য না করে, বরং

ইনসাফ করো, এটিই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। সুতরাং যারা সালাত আদায় করে কিন্তু সালাতকে তার ওয়াক্ত থেকে বিলম্বিত করে, আমরা তাদের সাথে সালাত আদায় করব এবং আমাদের জন্য সওয়াব থাকবে; আর যদি বিলম্বের কারণে কোনো পাপ হয় তবে তা বিলম্বকারীদের ওপরই বর্তাবে। আর আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত চতুর্থ হাদিসটি হলো: 'আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায়ের প্রতি বিস্মিত হন যাদেরকে শিকল দিয়ে টেনে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়।' গ্রন্থকার (রহ.) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, তারা হলো কাফেরদের এমন এক দল যাদেরকে বন্দি করা হয় এবং পরবর্তীতে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে এই বন্দিত্বই তাদের ইসলাম গ্রহণ ও জান্নাতে প্রবেশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১৮৪১ - তাঁর (আবু হুরায়রা) থেকেই বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় স্থান হলো মসজিদসমূহ এবং আল্লাহর নিকট সবচেয়ে অপ্রিয় স্থান হলো বাজারসমূহ। (মুসলিম)

১৮৪২ - সালমান ফারসি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যদি তোমার সামর্থ্য থাকে তবে তুমি বাজারে প্রথম প্রবেশকারী হয়ো না এবং সেখান থেকে সবশেষে বের হওয়া ব্যক্তিও হয়ো না; কারণ তা শয়তানের রণক্ষেত্র এবং সেখানেই সে তার বিজয় নিশান উড়ায়...। মুসলিম এভাবেই বর্ণনা করেছেন।

(ص: 656) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

ورواه البرقاني في صحيحه عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فيأض الشيطان وفرخ
1843 - وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال قلت: لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله غفر الله لك قال ولك قال عاصم فقلت له استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك ثم تلا هذه الآية {واستغفر لذنبيك وللمؤمنين والمؤمنات} رواه مسلم

1844 - وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت رواه البخاري

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث من الأحاديث المنثورة التي ذكرها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها أو قال البلاد فالمساجد مساجد الله عز وجل ولهذا أضافها الله إلى نفسه فقال ومن أظلم ممن منع

বারকানী তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থে সালমান (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তুমি বাজারে প্রবেশকারী প্রথম ব্যক্তি হয়ো না এবং সেখান থেকে বের হওয়া সর্বশেষ ব্যক্তি হয়ো না; কেননা সেখানে শয়তান ডিম পাড়ে এবং বাচ্চা ফুটায়।

১৮৪৩ - আসিম আল-আহওয়াল থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। তিনি বললেন: “এবং তোমাকেও।” আসিম বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ, এবং তোমার জন্যও। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করলেন: {আপনার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের জন্যও}। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

১৮৪৪ - আবু মাসউদ আনসারী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “মানুষ পূর্ববর্তী নবুওয়াতের বাণী থেকে যা লাভ করেছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো—যদি তোমার লজ্জা না থাকে, তবে তুমি যা ইচ্ছা তা-ই করো।” এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদীসগুলো সেই সকল বিবিধ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত যা ইমাম নববী (রহিমাল্লাহু) তাঁর ‘রিয়াদুস সলিহীন’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এগুলোর মধ্যে আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণিত হাদীসটি রয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় স্থান হলো মসজিদসমূহ এবং আল্লাহর নিকট সর্বাধিক অপ্রিয় স্থান হলো বাজারসমূহ।” অথবা তিনি ‘জনপদ’ শব্দটি বলেছেন। বস্তুত মসজিদসমূহ মহান আল্লাহরই ঘর, আর একারণেই আল্লাহ এগুলোকে নিজের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন: {আর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে, যে বাধা প্রদান করে...}

(ص: 657) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وقال تعالى { في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال تلهمهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإتياء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار } فالمساجد أحب البقاع إلى الله لأنها محل ذكره وعبادته وقراءة شرعه وغير ذلك من مصالح الدنيا والدين ولهذا كان بذل المال فيها من أفضل أنواع البذل والبذل فيها من الصدقة الجارية وهي أفضل من أن يجعل الإنسان ماله في أضحية أو عشاء أو ما أشبه ذلك فإذا جعل ماله في بناء المساجد وعبارتها كان ذلك أفضل لأن المساجد صدقة جارية باقية عامة كل المسلمين ينتفعون بها المصلون والدارسون والمتعلمون والمعلمون والذين آوهم البرد أو الحر إلى المساجد إلى غير ذلك أما الأسواق فإنها مأوى الشياطين فيها باض الشيطان وفرخ والعياذ بالله ونصب رايته وخيمته لأن أسواق البيع والشراء الغالب فيها إلا ما شاء الله الكذب والغش والخيانة والحلف وما أشبه ذلك فلهذا كانت أبغض البلاد إلى الله عز وجل وفي هذا الحديث إثبات الحب والبغض لله عز وجل أي أن الله يحب ويبغض ومن أصول أهل السنة والجماعة أننا نؤمن

بذلك ونقول إن الله تعالى يحب ويبغض وهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وأنه لا يحب إلا ما فيه الخير والصلاح ولا يبغض إلا الشر والخبائث وينبغي أيضاً كما جاء في حديث سلمان ألا يكون أول من يدخلها ولا آخر من يخرج منها لأنها أبغض البلاد إلى الله ويحصل فيها اختلاط بين الرجال والنساء والنظرات المحرمة والكلام المحرم وما أشبه ذلك

আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম সুরণ করা এবং আল্লাহ তাআলা বলেন: "সেই সকল গৃহে যেগুলোকে উচ্চ মর্যাদা দান করার এবং সেখানে তাঁর নাম সুরণ করার আদেশ আল্লাহ দিয়েছেন। সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এমন ব্যক্তিবর্গ, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর সুরণ, সালাত কায়েম এবং জাকাত প্রদান হতে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টি উল্টে যাবে।" কাজেই মসজিদসমূহ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ভূখণ্ড, কারণ তা তাঁর সুরণ, ইবাদত, তাঁর শরিয়ত পাঠ এবং দুনিয়া ও দ্বীনের অন্যান্য কল্যাণ অর্জনের স্থান। এ কারণেই মসজিদে অর্থ ব্যয় করা ব্যয়ের সর্বোত্তম প্রকারসমূহের অন্তর্ভুক্ত। মসজিদে দান করা সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য, যা একজন মানুষের জন্য তার সম্পদ কুরবানি বা মেহমানদারি বা অনুরূপ কোনো কাজে ব্যয় করার চেয়েও উত্তম। সুতরাং যদি কেউ তার সম্পদ মসজিদ নির্মাণ ও আবাদ করার কাজে ব্যয় করে, তবে তা অধিকতর উত্তম; কারণ মসজিদ হচ্ছে একটি স্থায়ী ও সাধারণ সদকায়ে জারিয়া যা থেকে সকল মুসলিম উপকৃত হয়—সালাত আদায়কারী, গবেষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং প্রচণ্ড শীত বা গরমের কারণে যারা মসজিদে আশ্রয় নেয় তারা সহ আরও অনেকে। পক্ষান্তরে বাজার হলো শয়তানের আবাসস্থল; সেখানে শয়তান ডিম পাড়ে ও বাচ্চা ফোটায়—আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি—এবং সেখানে সে তার ঝাণ্ডা ও তাবু গেড়ে বসে। কারণ ক্রয়-বিক্রয়ের বাজারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে—আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত—মিথ্যা, প্রতারণা, খেয়ানত, কসম এবং এই জাতীয় বিষয়াবলির প্রাধান্য থাকে। এ কারণেই তা মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত স্থান। এই হাদিসে মহান আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও ঘৃণা সাব্যস্ত হয়েছে; অর্থাৎ আল্লাহ ভালোবাসেন এবং ঘৃণা করেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্যতম মূলনীতি হলো যে, আমরা এতে বিশ্বাস করি এবং বলি যে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন ও ঘৃণা করেন। তিনি সুবহানাছ ওয়া তাআলা সমস্ত নিখুঁত গুণের

অধিকারী। তিনি কেবল কল্যাণ ও নেক কাজকেই ভালোবাসেন এবং কেবল মন্দ ও অপবিত্রতাকেই ঘৃণা করেন। সালমান (রা.)-এর হাদিসে বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী আরও উচিত হলো যে, কেউ যেন বাজারে প্রবেশকারীদের মধ্যে প্রথম না হয় এবং সেখান থেকে প্রস্থানকারীদের মধ্যে সর্বশেষ না হয়। কারণ তা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে অপ্রিয় স্থান এবং সেখানে নারী-পুরুষের মেলামেশা, নিষিদ্ধ দৃষ্টিপাত, হারাম কথাবার্তা ও অনুরূপ বিষয়াদি সংঘটিত হয়।

(ص: 658) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أما حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه فهو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفر لي يا رسول الله فأجابه وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره أي يسأل منه الدعاء أن إنساناً يقول له يا رسول الله استغفر لي وهذا في حياته أما بعد موته فلا يجوز فمن سأل الرسول أن يستغفر له بعد وفاته فهو مشرك كافر أما في حياته فلا بأس وقد أمر الله نبيه أن {يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات} فقال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والمغفرة هي أن الله تعالى يستر العبد ولا يطلع الناس على ذنبه ويعفو عنه ويتجاوز عنه لأنها مأخوذة من الستر والوقاية وهو المغفرة 1845 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء متفق عليه

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث من الأحاديث المنشورة التي ذكرها النووي رحمه الله في آخر كتابه رياض الصالحين منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله

عليه وسلم قال أول ما يقض بين الناس يوم القيامة في الدماء وذلك أن الله تعالى
يفصل يوم القيامة بين العباد ويحكم بينهم أما فيما بينهم وبين الله فحكمه دائر
بين العدل والفضل إما أن

আব্দুল্লাহ ইবনে সারজিস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসটির মূল বিষয় হলো, তিনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার আরজি জানিয়েছিলেন এবং নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন," এবং নবীজী তাঁর জন্য তা করেছিলেন। এর মধ্যে এই প্রমাণ নিহিত রয়েছে যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্য কারো মতো নন; অর্থাৎ তাঁর কাছে দুআ চাওয়া যায়, যেমনটি কোনো ব্যক্তি তাঁকে বলতে পারেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।" এটি তাঁর জীবদ্দশার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে তাঁর ইন্তেকালের পর এটি আর জায়েয নেই। সুতরাং, তাঁর ইন্তেকালের পর যে ব্যক্তি রাসূলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন জানাবে, সে মুশরিক ও কাফির হিসেবে গণ্য হবে। আর তাঁর জীবদ্দশায় এতে কোনো দোষ নেই। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে নিজের এবং মুমিন নর-নারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "আর আপনি আপনার ত্রুটির জন্য এবং মুমিন নর-নারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।" 'মাগফিরাত' বা ক্ষমা মানে হলো আল্লাহ তাআলা বান্দার পাপ গোপন রাখবেন, মানুষের সামনে তা প্রকাশ করবেন না এবং তাকে মার্জনা ও ক্ষমা করে দেবেন। কেননা এটি 'সিতর' (আচ্ছাদন) ও 'ডিকায়াহ' (সুরক্ষা) শব্দ থেকে উদ্ভূত, আর এটিই হলো মাগফিরাত বা ক্ষমা।
১৮৪৫ - ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যে বিষয়ের ফয়সালা করা হবে, তা হলো রক্তপাত (সংক্রান্ত অপরাধসমূহ)। (বুখারী ও মুসলিম)।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদীসগুলো সেই বিবিধ হাদীসসমূহের অন্তর্ভুক্ত যা ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থের শেষে উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসটিও রয়েছে যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম রক্তের ফয়সালা করা হবে। এর কারণ

হলো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বান্দাদের পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসা করবেন এবং তাদের মাঝে বিচার করবেন। তবে বান্দা ও আল্লাহর মধ্যকার বিষয়ের ক্ষেত্রে তাঁর বিচার ইনসাফ ও অনুগ্রহের মাঝে আবর্তিত হবে; হয় তিনি...

(ص: 659) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

يجازي بالعدل وإما بالفضل وأما فيما بين الناس بعضهم مع بعض فيجازي بالعدل فكل إنسان منهم يعطى حقه بدون نقص ولا زيادة فأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة فإن كان أحسنها فقد أفلح وأنجح وإن كان قد ضيعها فهو لها سواها أضيع لأن من ضيع الصلاة فلا أمر له بالمعروف ولا ناهي له عن المنكر كما قال تعالى اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أما فيما بين العباد فأول ما يقضي بينهم في الدماء القتل ثم الأموال والأعراض والقتل تارة يكون بحق وتارة يكون بغير حق والمقصود بذلك القتل بغير حق فهذا هو أول ما يقض فيه بين الناس يوم القيامة وفي هذا الحديث إثبات القضاء يوم القيامة وأنه حق وأنه لا بد أن يعطي كل مظلوم مظلمته لكن هاهنا مسألة وهي يأتي إنسان إلى شخص يكون قد ظلمه بغيبة أو قذف أو ما أشبه ذلك ثم يطلب منه السماح بعد أن تاب إلى الله وندم فيقول لصاحب الحق اسح لي أنا مذنب وأنا الآن أستغفر الله وأتوب إليه فاسح لي ويعتذر ولكن صاحب الحق لا يقبل فهنا نقول إذا علم الله من العبد صحة التوبة فإن الله تعالى يتحمل عنه حق هذا الآدمي الذي أبي أن يسامحه ومثل ذلك أيضاً المال لو أن إنساناً كان بينك وبينه مشاجرة وحدث ماله

তিনি ন্যায়বিচার অথবা অনুগ্রহের মাধ্যমে প্রতিদান প্রদান করবেন। তবে মানুষের পারস্পরিক বিষয়ের ক্ষেত্রে তিনি ন্যায়বিচারের ভিত্তিতেই ফয়সালা করবেন; ফলে তাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে কোনো প্রকার হ্রাস বা বৃদ্ধি ছাড়াই তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা হবে। আল্লাহর হকের মধ্যে বান্দার নিকট থেকে সর্বপ্রথম যে বিষয়ের হিসাব নেওয়া হবে, তা হলো সালাত। যদি সে তা যথাযথভাবে সম্পাদন করে থাকে, তবে সে সফল ও সার্থক হবে। আর যদি সে তা বিনষ্ট করে থাকে, তবে অন্য আমলের ক্ষেত্রে সে আরও অধিক বিনষ্টকারী হিসেবে গণ্য হবে। কারণ যে ব্যক্তি সালাতকে বিনষ্ট করে, তার জন্য সৎকাজের কোনো আদেশদাতা এবং মন্দ কাজের কোনো নিষেধকারী থাকে না; যেমনটি মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: "আপনার প্রতি যে কিতাব ওহী করা হয়েছে তা পাঠ করুন এবং সালাত কায়েম করুন। নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।" পক্ষান্তরে বান্দাদের পারস্পরিক হকের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যে ফয়সালা করা হবে, তা হলো রক্তপাত বা হত্যা সংক্রান্ত বিষয়। এরপর সম্পদ ও মান-সম্মান। হত্যা কখনো ন্যায়সঙ্গত কারণে হয়, আবার কখনো অন্যায়ভাবে হয়; আর এখানে উদ্দেশ্য হলো অন্যায়ভাবে হত্যা। কিয়ামতের দিন মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম এ বিষয়েই ফয়সালা করা হবে। এই হাদিসে কিয়ামতের দিনের বিচার-ফয়সালা সাব্যস্ত হওয়ার প্রমাণ রয়েছে এবং এটি সত্য যে, প্রত্যেক মজলুমকে অবশ্যই তার পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া হবে। তবে এখানে একটি মাসআলা রয়েছে: যদি কোনো ব্যক্তি কারো প্রতি গিবত, অপবাদ বা অনুরূপ কোনো জুলুম করার পর আল্লাহর কাছে তওবা করে ও অনুতপ্ত হয় এবং এরপর ওই ব্যক্তির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, "আমাকে ক্ষমা করুন, আমি অপরাধী এবং আমি এখন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি ও তওবা করছি, তাই আপনি আমাকে মাফ করে দিন" এবং সে ওজর পেশ করে, কিন্তু পাওনাদার তা গ্রহণ না করে—এমতাবস্থায় আমরা বলি যে, আল্লাহ যদি বান্দার তওবার সত্যতা সম্পর্কে অবগত হন, তবে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং ওই ব্যক্তির পক্ষ থেকে সেই পাওনাদারের হকের ভার গ্রহণ করবেন, যে ক্ষমা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। সম্পদের ক্ষেত্রেও বিষয়টি একইরূপ; যেমন আপনার ও অন্য কোনো ব্যক্তির মাঝে বিবাদ হলো এবং আপনি তার সম্পদ অস্বীকার করলেন।

وكان في ذمتك له مال لكنك جحدته ثم بعد ذلك تبت إلى الله وأقررت به وذهبت
 إليه وقلت يا فلان أنا جحدتك حقك في الأول والآن أنا تأئب إلى الله ونادم خذ
 مالك ولكنه قال بيني وبينك يوم القيامة فهنا نقول إذا علم الله من نيتك أنك
 صادق في التوبة فإن الله يتحمل عنك الإثم يعني يرضي صاحبك لكن تصدق بهذا
 المال عنه حتى تبرأ ذمتك منه فمثلاً إذا كان حقه مائة ريال ثم جئت إليه بعد أن
 ندمت واستغفرت وقلت له خذ هذه الدراهم مائة ريال قال لا أريدها من عملك
 الصالح يوم القيامة وأبي فحينئذ نقول إذا علم الله من نيتك أنك صادق فإنك لا
 تأثم ويزول عنك الإثم لكن هذه المائة تصدق بها عن صاحبك تخلصاً منها
1846 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت
 الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم رواه
 مسلم

1847 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن
 رواه مسلم في جملة حديث طويل

যদি আপনার নিকট কারো কোনো পাওনা অর্থ থেকে থাকে যা আপনি অস্বীকার করেছিলেন,
 অতঃপর আল্লাহর কাছে তাওবা করে তা স্বীকার করেন এবং পাওনাদারের কাছে গিয়ে বলেন,
 "হে অমুক! ইতিপূর্বে আমি তোমার প্রাপ্য অধিকার অস্বীকার করেছিলাম, কিন্তু এখন আমি
 আল্লাহর কাছে তাওবা করছি এবং লজ্জিত; এই নাও তোমার পাওনা।" কিন্তু সে তা নিতে
 অস্বীকার করে বলে, "তোমার আর আমার মাঝে কিয়ামতের দিন ফয়সালা হবে।" এমতাবস্থায়
 আমরা বলি যে, আল্লাহ যদি আপনার অন্তরের নিয়ত সম্পর্কে জানেন যে আপনি তাওবার ক্ষেত্রে
 সত্যবাদী, তবে আল্লাহ আপনার পক্ষ থেকে সেই গুনাহের দায়ভার গ্রহণ করবেন; অর্থাৎ তিনি
 আপনার পাওনাদারকে সন্তুষ্ট করে দেবেন। তবে আপনার দায়মুক্তির জন্য এই অর্থটি তার পক্ষ
 থেকে সদকা করে দিন। উদাহরণস্বরূপ, যদি তার প্রাপ্য একশ রিয়াল হয় এবং আপনি অনুতপ্ত
 হয়ে ও ক্ষমা প্রার্থনা করে তার কাছে গিয়ে বলেন, "এই একশ রিয়াল নিন," আর সে ব্যক্তি

বলে, "আমি এগুলো চাই না, কিয়ামতের দিন তোমার নেক আমল থেকে তা আদায় করে নেব" এবং তা নিতে অস্বীকার করে, তবে এমতাবস্থায় আমরা বলি—যদি আল্লাহ আপনার নিয়তের সততা সম্পর্কে অবগত থাকেন, তবে আপনি আর গুনাহগার হবেন না এবং আপনার ওপর থেকে গুনাহ অপসারিত হবে। তবে এই অর্থ থেকে মুক্তি পেতে তা উক্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সদকা করে দিন।

১৮৪৬ - আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "ফেরেশতাদের নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, জিনদের সৃষ্টি করা হয়েছে আগুনের লেলিহান শিখা থেকে এবং আদমকে তা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে যা তোমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে।" (মুসলিম)

১৮৪৭ - তাঁর (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চরিত্র ছিল আল-কুরআন। (মুসলিম এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ হিসেবে বর্ণনা করেছেন)

(ص: 661) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

1848 - وعنہا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا رسول الله أكرهية الموت فكلنا نكره الموت قال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه رواه مسلم

أما الحديث الثاني فحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن بدء الخلق فذكر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة خلقوا من النور ولذلك كانوا كلهم خيرا لا يعصون الله ولا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون فالملائكة خلقوا من نور أما الشياطين الجن فقال إنهم

خلقوا من نار وفي هذا دليل على أن الجن هم ذرية الشيطان الأكبر الذي أبي أن
يسجد لآدم وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فالجن كلهم
مخلوقون من النار ولهذا كثير منهم الطيش والعبث والعدوان على كل من
يستطيعون العدوان عليه لكن اقرأ آية الكرسي في ليلك فلا يزال عليك من الله
حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح وخلق آدم مما ذكر لكم يعني خلق من طين
من تراب من

১৮৪৮ - তাঁর (আয়েশা রা.) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করতে ভালোবাসে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ ভালোবাসেন; আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।" আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এটি কি মৃত্যুকে অপছন্দ করা? কারণ আমরা তো সকলেই মৃত্যুকে অপছন্দ করি। তিনি বললেন: "বিষয়টি এমন নয়; বরং মুমিন ব্যক্তিকে যখন আল্লাহর রহমত, তাঁর সন্তুষ্টি এবং তাঁর জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করাকে ভালোবাসে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাৎ ভালোবাসেন। আর কাফের ব্যক্তিকে যখন আল্লাহর আজাব ও তাঁর ক্রোধের সংবাদ দেওয়া হয়, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাৎ অপছন্দ করে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

দ্বিতীয় হাদিসটি হলো আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদিস, যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উল্লেখ করেছেন যে, ফেরেশতাগণ নূর (আলো) থেকে সৃষ্টি হয়েছেন; আর এই কারণেই তাঁরা আপাদমস্তক কল্যাণময়, তাঁরা আল্লাহর অবাধ্য হন না, তাঁর ইবাদতে অহংকার প্রদর্শন করেন না এবং শ্রান্তও হন না। তাঁরা দিবা-রজনী তাঁর মহিমা ঘোষণা করেন এবং কোনো প্রকার শিথিলতা প্রদর্শন করেন না। সুতরাং ফেরেশতাগণ নূর থেকে সৃষ্ট। আর জিন-শয়তানদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, তারা অগ্নি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এতে এই প্রমাণ বিদ্যমান যে, জিনরা হলো সেই বড় শয়তানের (ইবলিস) বংশধর, যে আদমকে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল এবং বলেছিল: "আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।" অতএব, জিন সম্প্রদায় অগ্নি থেকে সৃষ্ট, আর একারণেই তাদের অনেকের মধ্যে অস্থিরতা, অসারতা এবং যাদের ওপর সম্ভব তাদের প্রতি

শত্রুতা করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তবে তুমি রাতে আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য সর্বদা একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবে এবং সকাল হওয়া পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটবর্তী হতে পারবে না। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা থেকে যা তোমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে কাদা মাটি থেকে, ধূলিকণা থেকে...

(ص: 662) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

صلصال كالْفَخَارِ لِأَنَّ التُّرَابَ صَارَ طِينًا ثُمَّ صَارَ فَخَارًا فَخُلِقَ مِنْهُ آدَمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى } وَحَدِيثُهَا الثَّانِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ خُلِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ يَعْنِي أَنَّهُ يَتَخَلَقُ بِأَخْلَاقِ الْقُرْآنِ مَا أَمَرَ بِهِ الْقُرْآنُ قَامَ بِهِ وَمَا نَهَى عَنْهُ الْقُرْآنَ اجْتَنَبَهُ سِوَاءَ كَانَ ذَلِكَ فِي عِبَادَاتِ اللَّهِ أَوْ فِي مُعَامَلَةِ عِبَادِ اللَّهِ فَخُلِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ وَفِي هَذَا إِشَارَةٌ مِنْ أَمْرِ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَتَخَلَقَ بِأَخْلَاقِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْلَيْنَا أَنْ نَتَخَلَقَ بِالْقُرْآنِ لِأَنَّ هَذَا هُوَ أَخْلَاقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُهَا الثَّالِثُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَكْرَاهِيَةِ الْمَوْتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكُنَّا يَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ كَذَلِكَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يُؤْمِنُ بِمَا أَعَدَّ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الثَّوَابِ الْجَزِيلِ وَالْعَطَاءِ الْعَمِيمِ الْوَاسِعِ فَيُحِبُّ ذَلِكَ وَتُرَخَّصُ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَلَا يَهْتَمُّ بِهَا لِأَنَّهُ سَوْفَ يَنْتَقِلُ إِلَى خَيْرٍ مِنْهَا فَحِينَئِذٍ يُحِبُّ لِقَاءَ اللَّهِ وَلَا سِيَّامًا عِنْدَ الْمَوْتِ إِذَا بَشَرَ بِالرِّضْوَانِ

والرحمة فإنه يحب لقاء الله عز وجل ويتشوق إليه فيحب الله لقاءه أما الكافر
والعياذ بالله فإنه إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاءه ولهذا
جاء في حديث المحتضر أن نفس الكافر إذا بشرت بالغضب والسخط تفرقت في
جسده وأبت أن تخرج ولهذا تنزع النفس

পোড়ামাটির ন্যায় শুষ্ক কাদা, কারণ মাটি প্রথমে পক্ষে এবং পরবর্তীতে পোড়ামাটির রূপ লাভ করে, যা থেকে আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে। একারণেই মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আমি তোমাদের এ মাটি থেকেই সৃষ্টি করেছি, এতেই তোমাদের ফিরিয়ে দেব এবং এ থেকেই পুনরায় তোমাদের বের করে আনব।" তাঁর (আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসটি হলো যে, তিনি বলেছেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র ছিল আল-কুরআন।" অর্থাৎ তিনি কুরআনের নৈতিকতা ও আদর্শে চরিত্রবান ছিলেন। কুরআন যা আদেশ করেছে তিনি তা পালন করতেন এবং কুরআন যা নিষেধ করেছে তা থেকে তিনি বিরত থাকতেন, চাই তা আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে হোক কিংবা আল্লাহর বান্দাদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে হোক। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রই ছিল আল-কুরআন। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এ বক্তব্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমরা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রে চরিত্রবান হতে চাই, তবে আমাদের কুরআনের আদর্শ গ্রহণ করতে হবে; কারণ এটিই ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাঁর বর্ণিত তৃতীয় হাদীসটি হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালোবাসে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালোবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ করা অপছন্দ করেন।" তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এটি কি মৃত্যুর প্রতি অনীহা? আমরা তো সবাই মৃত্যুকে অপছন্দ করি।" তিনি বললেন, "বিষয়টি তেমন নয়।" অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করলেন যে, মানুষ যখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালোবাসে, তখন আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালোবাসেন। এর কারণ হলো, মুমিন ব্যক্তি জান্নাতে বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর প্রস্তুতকৃত মহা প্রতিদান ও সুপ্রশস্ত অনুগ্রহের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। ফলে সে তা লাভের আকাঙ্ক্ষা করে এবং তার নিকট দুনিয়া তুচ্ছ হয়ে যায়। সে দুনিয়ার প্রতি আর আসক্ত থাকে না, কারণ সে জানে যে সে এর চেয়েও উত্তম কোনো স্থানে স্থানান্তরিত

হতে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালোবাসে, বিশেষ করে মৃত্যুর সময়ে যখন তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও করুণার সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন সে মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং আল্লাহও তখন তার সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালোবাসেন। পক্ষান্তরে কাফের—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন—যখন তাকে আল্লাহর শাস্তি ও ক্রোধের সংবাদ দেওয়া হয়, তখন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা অপছন্দ করে এবং আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ করা অপছন্দ করেন। একারণেই মুমূর্ষু ব্যক্তির বর্ণনায় এসেছে যে, কাফেরের প্রাণকে যখন আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির সংবাদ দেওয়া হয়, তখন তা তার দেহের যত্রতত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং বের হতে অস্বীকার করে। এ কারণেই তার প্রাণ অত্যন্ত কষ্টকরভাবে টেনে বের করা হয়।

(ص: 663) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

روح الكافر من جسده كما ينزع الشعر من السفود المبلول بمعنى أنه يكره على أن تخرج روحه وذلك لأنه يبشر والعياذ بالله بالشر ولهذا قال الله تعالى {ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم} فهم شحيحون بأنفسهم والعياذ بالله لا يريدون أن تخرج ولكن الملائكة تقول أخرجوا أنفسكم فإذا بشرت تفرقت في الجسد فينتزعها الملائكة كما ينتزع السفود من الصوف المبلول والعياذ بالله حتى تخرج المهم أن المؤمن يحب لقاء الله لأنه يحب الله عز وجل يحب ثوابه يحب جنته يحب النعيم فهو يحب لقاء الله ولا سيما عند الموت فيحب الله لقاءه اللهم اجعلنا ممن يحب لقاءك يا رب العالمين وأحسن لنا الختام إنك على كل شيء قدير

1849 - وعن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفاً فأتته أوزرة ليلاً فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبنى

فمر رجلاً من الأنصار رضي الله عنهما فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعاً فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقلّا سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن

কাফিরের রূহ তার দেহ থেকে এমনভাবে টেনে বের করা হয় যেমন ভেজা শিক থেকে চুল টেনে বের করা হয়। এর অর্থ হলো তাকে তার রূহ বের করতে বাধ্য করা হয়। আর তা একারণে যে, তাকে—আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই—অকল্যাণের সংবাদ দেওয়া হয়। একারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, {আর আপনি যদি দেখতেন যখন যালিমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন থাকে এবং ফেরেশতারা তাদের হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, তোমাদের প্রাণ বের করো।} তারা তাদের প্রাণের ব্যাপারে কৃপণতা করে—আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই—তারা তা বের করতে চায় না। কিন্তু ফেরেশতারা বলেন, তোমাদের প্রাণ বের করো। সুতরাং যখন তাকে (মন্দের) সংবাদ দেওয়া হয়, তখন তা দেহের ভেতর ছড়িয়ে পড়ে, ফলে ফেরেশতারা তা টেনে বের করেন যেমনটি ভেজা পশম থেকে লোহার শিক টেনে বের করা হয়—আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই—যতক্ষণ না তা বের হয়। মূল কথা হলো, মুমিন আল্লাহর সাক্ষাত পছন্দ করেন কারণ তিনি মহান আল্লাহকে ভালোবাসেন, তাঁর প্রতিদান ভালোবাসেন, তাঁর জালাত ও নেয়ামত ভালোবাসেন। সুতরাং তিনি আল্লাহর সাক্ষাত পছন্দ করেন, বিশেষ করে মৃত্যুর সময়, ফলে আল্লাহও তাঁর সাক্ষাত পছন্দ করেন। হে আল্লাহ! আমাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা আপনার সাক্ষাত পছন্দ করে, হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক! এবং আমাদের শেষ পরিণাম সুন্দর করুন, নিশ্চয়ই আপনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

১৮৪৯ - এবং উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইতিকাফরত ছিলেন। আমি রাতে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলাম এবং তাঁর সাথে কথা বললাম। এরপর আমি ফিরে যাওয়ার জন্য দাঁড়ালে তিনি আমাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমার সাথে উঠলেন। তখন আনসারদের দুজন লোক সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখলেন, তখন দ্রুত হাঁটতে শুরু করলেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তোমরা স্থির হও, ইনি সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই।" তারা বললেন, "সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহর রাসূল!" তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের রক্ত চলাচলের পথে বিচরণ করে। আর আমি আশঙ্কা করলাম যে..."

يقذف في قلوبكم شراً أو قال شيئاً متفق عليه

[الشَّرْحُ]

هذان الحديثان ذكرهما المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين الأول حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفاً في المسجد في رمضان ولا اعتكاف إلا في رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في غير رمضان إلا سنة واحدة فاتته العشر في رمضان فقضاها في شوال وما عدا ذلك فلم يشرع لأئمة صلى الله عليه وسلم أن يعتكفوا في غير رمضان وإنما كان الاعتكاف من أجل تحرى ليلة القدر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأول من رمضان رجاء ليلة القدر ثم الأوسط ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فواظب على الاعتكاف في العشر الأواخر وأما حديث عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أي عمر أن يعتكف ليلة أو ليلتين في المسجد الحرام فقال أوف بنذرک فهذا لا يدل على أن الاعتكاف مشروع وإنما يدل على وفاء النذر بالاعتكاف وأنه ليس ببعضية لو أوفى بنذره فيه لكن السنة أن الاعتكاف يكون في رمضان فقط وفي العشر الأواخر منه فقط اعتكف صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر والاعتكاف هو لزوم المسجد في طاعة الله ليتفرغ الإنسان للعبادة وليس لغير ذلك

শয়তান তোমাদের অন্তরে কোনো মন্দ অথবা কোনো কিছুর উদ্বেক না করে। এটি একটি মুত্তাফাকুন আলাইহি হাদিস।

[ব্যাখ্যা]

এই দুটি হাদিস লেখক (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সলিহীন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হলো উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদিস। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমজান মাসে মসজিদে ইতিকারত ছিলেন। আর রমজান ব্যতীত ইতিকার নেই; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক বছর ব্যতীত রমজান ছাড়া অন্য কোনো সময়ে ইতিকার করেননি, যখন তাঁর রমজানের দশ দিনের ইতিকার ছুটে যাওয়ায় তিনি শাওয়াল মাসে তা আদায় করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উম্মতের জন্য রমজান ব্যতীত অন্য সময়ে ইতিকার করার বিধান দেননি। মূলত লাইলাতুল কদর অনুসন্ধানের লক্ষ্যেই ইতিকারের বিধান। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লাইলাতুল কদরের আশায় রমজানের প্রথম দশকে ইতিকার করতেন, এরপর মাঝের দশকে। পরবর্তীতে যখন তাঁকে জানানো হলো যে এটি শেষ দশকে, তখন তিনি নিয়মিতভাবে শেষ দশকেই ইতিকার পালন করতেন। আর উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিসটি, যেখানে তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি মসজিদে হারামে এক বা দুই রাত ইতিকার করার মানত করেছেন, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন: "তোমার মানত পূর্ণ করো।" এটি দ্বারা রমজান ব্যতীত অন্য সময় ইতিকার সুন্নাত হওয়া প্রমাণিত হয় না, বরং ইতিকারের মাধ্যমে মানত পূরণ করা যে বৈধ এবং তা কোনো পাপ নয়, সেটিই প্রমাণিত হয়। তবে সুন্নাত হলো ইতিকার কেবল রমজানেই হবে এবং তা হবে এর শেষ দশকে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শেষ দশকেই ইতিকার করতেন। ইতিকার হলো আল্লাহর আনুগত্যের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করা, যাতে মানুষ ইবাদতের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট করতে পারে; অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়।

(ص: 665) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

جاءته صفية وهو معتكف لتتحدث إليه وهي امرأته ولا بأس للإنسان أن يتحدث إليه أهله وهو معتكف فذلك من الألفة والمحبة والبودة ثم قامت إلى بيتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس بأهله كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم

خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فقام معها يشيعها إلى بيته فإذا برجلين من الأنصار يمران فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم خجلا واستحييا فأسرعا في مشيهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما يعني لا تسرعا إنها صفية بنت حبي لئلا يظن أنها امرأة جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل محل السكن وإيواء البيوت فقالا سبحان الله تعجبا أن يقول الرسول هذا الكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فيصل إلى قلبه وإلى عروقه كما أن الدم يسير في جميع البدن كذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ومجرى هذا اسم مكان أي في مكان جريان الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا ففي هذا الحديث دليل على فوائد 1_ حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته أهله 2_ ومنها جواز زيارة المرأة زوجها في الاعتكاف وأن ذلك لا يبطل الاعتكاف حتى لو فرض أنه تلذذ بالنظر إليها وما أشبه ذلك فإنه لا يضر لأن الله إنما نهى عن مباشرة النساء في الاعتكاف

সাফিয়াহ (রা.) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসলেন যখন তিনি ইতিকাহে ছিলেন, তাঁর সাথে কথা বলতে; আর তিনি ছিলেন তাঁর স্ত্রী। ইতিকাহ অবস্থায় কোনো ব্যক্তির জন্য তার পরিবারের সাথে কথা বলায় কোনো দোষ নেই; বরং এটি সৌহার্দ্য, ভালোবাসা ও মমত্ববোধের পরিচায়ক। অতঃপর তিনি তাঁর গৃহের উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ালেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন তাঁর পরিবারের প্রতি মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম, যেমনটি তিনি বলেছিলেন: "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম; আর আমি আমার পরিবারের কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উত্তম।" তাই তিনি তাঁকে তাঁর ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে সাথে করে উঠে দাঁড়ালেন।

এমতাবস্থায় আনসারদের মধ্য থেকে দুইজন লোক পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা যখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দেখলেন, তখন তারা লজ্জিত ও সংকুচিত হলেন এবং দ্রুত হাঁটতে লাগলেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "তোমরা স্থির হও (তাড়াছড়ো করো না); ইনি সাফিয়াহ বিনতে হুয়াই।" অর্থাৎ তারা যেন এমনটি মনে না করেন যে, রাতের বেলা আবাসস্থলে কোনো পরনারী আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসেছে। তারা বিস্ময়ভরে বলে উঠলেন: "সুবহানাল্লাহ!" রাসূল কেন এমন কথা বলছেন—তাতে তারা আশ্চর্যান্বিত হলেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "শয়তান আদম সন্তানের শরীরে রক্ত চলাচলের মতো বিচরণ করে। সে তার অন্তরে এবং ধমনীতে পৌঁছে যায়। যেভাবে রক্ত সারা শরীরে প্রবাহিত হয়, তেমনি শয়তানও আদম সন্তানের রক্ত চলাচলের পথে বিচরণ করে।" এখানে 'মাজরা' শব্দটি একটি স্থানবাচক বিশেষ্য, যার অর্থ হলো রক্ত প্রবাহের স্থান। (তিনি আরও বললেন:) "আর আমি আশঙ্কা করেছি যে, সে তোমাদের অন্তরে কোনো মন্দ বিষয় (অথবা তিনি বললেন 'কিছু একটা') নিক্ষেপ করবে।"

এই হাদিসটিতে বেশ কিছু শিক্ষণীয় বিষয় ও উপকারের প্রমাণ রয়েছে:

১. নিজ পরিবারের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুমহান চরিত্রের প্রতিফলন।
২. ইতিকার অবস্থায় স্ত্রীর তার স্বামীকে দেখতে আসার বৈধতা এবং এতে ইতিকার নষ্ট হয় না। এমনকি যদি ধরে নেওয়া হয় যে, তিনি তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আনন্দ অনুভব করেছেন বা এই জাতীয় কিছু, তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। কারণ আল্লাহ তাআলা ইতিকার অবস্থায় শুধুমাত্র স্ত্রীদের সাথে সরাসরি শারীরিক সংসর্গ বা মিলনে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন।

(ص: 666) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

3_ ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يشيع أهله إذا انقلبوا من عنده إذا كان ذلك ليلاً أو في وقت يخاف فيه عليهم 4_ ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يزيل أسباب الوسواس من القلوب فمثلاً إذا خشي أن أحداً يظن به شراً فإنه يجب عليه أن يزيل ذلك عنه ويخبره بالواقع حتى لا يحدث في قلبه شيء 5_ ومنها أنه إذا حدث للإنسان ما يتعجب منه فليقل سبحانه الله كما قال ذلك الأنصاريان وأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم 6_ ومنها شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ودرء الشر عنهم أما

الحديث الثاني عن العباس رضي الله عنه فهو في قصة حنين وحنين هي اسم مكان غزا به النبي صلى الله عليه وسلم ثقيفاً وكان الصحابة رضي الله عنهم قد فتحو مكة في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة ومعهم عشرة آلاف من خارج مكة وألفان من أهل مكة فالجميع اثنا عشر ألفاً فجعل بعضهم يقول لبعض لن نغلب اليوم من قلة أعجبوا بكثرتهم ولكن الله تعالى أراهم أن النصر من عند الله وأن الكثرة والقوة لا تحولان بين قضاء الله وقدره قابلوا ثقيفاً وكانت ثقيف ثلاثة آلاف وخمسمائة نفر والمسلمون اثنا عشر ألفاً ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم فكملت لهم ثقيف في وادي حنين ومعلوم أنه إذا كمنوا لهم ثم تقدم بعضهم وتأخر آخرون سوف تحدث الهزيمة انهزم الصحابة رضي الله عنهم وولوا ولم يبق مع الرسول صلى الله عليه وسلم من اثني عشر ألفاً إلا نحو مائة رجل كما قال الله تعالى ثم وليتم مدبرين ولكن محمداً صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله تعالى الشجاعة العظيمة والإقدام في موضع الإقدام جعل يركض بغلته نحو العدو وهو يقول صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب يعلمهم عليه الصلاة والسلام وأمر العباس رضي الله عنه وكان رجلاً جهوري الصوت أمره أن ينادي الصحابة ليرجعوا فجعل ينادي يا أصحاب السيرة ...
يا أصحاب السيرة يا أصحاب السيرة أقبلوا..

هلموا والسيرة هي الشجرة التي بايع الصحابة عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية على ألا يفروا وهم فروا الآن فقال يا أصحاب السيرة يذكركم بهذه الببايعة وهذه السيرة شجرة بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها الصحابة على ألا يفروا أبداً وفيها يقول الله تعالى {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة} فأخبر الله تعالى أنه رضي عنهم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة بشرى عظيمة أنهم لا يدخلون النار لا قليلاً ولا كثيراً المهم أن العباس دعاهم بهذا يا أصحاب السيرة قالوا لبيك..

لبيك وأقبلوا كأنهم البقر على أولادها الصغار يعني مسرعين جدا فقاتلوا العدو وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصيات رمى بها وجوه القوم وقال انهزموا ورب محمد وصار الأمر كذلك انهزمت ثقيف وغنم منها النبي صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة كثيرة جدا ما بين إبل وغنم وأحوال فالحاصل أن هذا الحديث من آيات الله عز وجل حيث نصر الله المؤمنين بعد أن أراهم قوته وأن الأمر أمره جل وعلا ليس بالكثرة ولا بالقوة ولا بالعزيمة ولكن النصر من عند الله عز وجل قال الله تعالى {لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء} وفي هذا الحديث من الفوائد 1_ قوة شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم حيث تقدم إلى العدو بقوله وفعله أما فعله فإنه جعل يركض بغلته التي هو راكب عليها نحو العدو وأما قوله فأعلانه بصوته الرخيم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 2_ ومنها أنه يجب على الإنسان ألا يعجب بقوته ولا بكثرتة ولا بعلمه ولا بماله ولا بذكائه ولا بعقله والغالب أن الإنسان إذا أعجب فإنه يهزم بإذن الله إن أعجب بكثرتة هزم وإن أعجب بعلمه ضل وإن أعجب بعقله تاه لا تعجب بنفسك ولا بأي قوة من قواتك بل استعن بالله عز وجل وفوض الأمر إليه حتى يتم لك ما تريد 3_ ومنها جواز ركوب البغلة والبغل متولد من بين الحمار والفرس ينزو الحمار على الأنثى من الخيل فتلد البغل وهو نجس وحرام لكنه طاهر في ظاهره كالهرة طاهرة ولكن بولها وعذرتها نجسة وكذلك البغل فعرقه طاهر ومسحه حال ركوبه طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركبه وهو يعرق وقد يكون المطر ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترز منه فدل ذلك على أنه طاهر وهو القول الراجح 4_ ومنها أنه ينبغي للإنسان أن ينادي الناس بما يشجعهم لأن العباس لم يقل يا أيها المؤمنون يا أيها

الصحابه بل قال يا أصحاب السيرة لأن هذا يشجعهم ويذكرهم بالبيعة التي بايعوا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 5_ ومنها أن الله تعالى قد ينصر الفئة القليلة ولو على باطل على الفئة الكثيرة ولو على حق الفئة القليلة هنا من الكفار ثلاثة آلاف وخمسمائة الفئة الكثيرة الصحابة رضي الله عنهم ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يستفاد من هذا فائدة أيضاً أن العاقبة للمتقين حتى لو هزم المسلمون بكثرتهم فإن العاقبة لهم لأن الله تعالى يقول {فاصبر إن العاقبة للمتقين} والله الموفق

1850 - وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نفارقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء فلما التقى المسلمون والمشركون ولى المسلمون مدبرين فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة أن لا تسرع وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس ناد أصحاب السيرة قال العباس وكان رجلاً صيتاً فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السيرة فوالله لكان عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها فقالوا يا لبيك يا

৩_ এর মধ্য হতে একটি শিক্ষা এই যে, একজন মানুষের উচিত তার পরিবার যখন তার নিকট হতে ফিরে যায়, তখন তাদের এগিয়ে দেওয়া বা বিদায় জানানো, যদি তা রাতে হয় অথবা এমন কোনো সময়ে হয় যখন তাদের ব্যাপারে শঙ্কার কারণ থাকে। ৪_ এর মধ্য হতে আরেকটি শিক্ষা এই যে, মানুষের উচিত অন্তরের সংশয় বা কুধারণার কারণসমূহ দূর করা। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ আশঙ্কা করে যে অন্য কেউ তার সম্পর্কে কোনো মন্দ ধারণা পোষণ করছে, তবে তার ওপর ওয়াজিব হলো তার থেকে সেই সংশয় দূর করা এবং তাকে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা, যাতে তার মনে কোনো খটকা তৈরি না হয়। ৫_ এর মধ্য হতে আরেকটি শিক্ষা এই যে, মানুষের সাথে যদি এমন কোনো ঘটনা ঘটে যা তাকে আশ্চর্যান্বিত

করে, তবে তার বলা উচিত 'সুবহানাল্লাহ' (আল্লাহ অতি পবিত্র), যেমনটি সেই দুই আনসারী সাহাবী বলেছিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা সমর্থন করেছিলেন। ৬_ এর মধ্য হতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজ উম্মতের প্রতি দয়া এবং তাদের থেকে অনিষ্ট দূর করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। আর আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদিসটি হলো হুনায়েনের যুদ্ধের ঘটনা। হুনায়েন একটি জায়গার নাম যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাকীফ গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম হিজরি অষ্টম সনের রমজান মাসে মক্কা বিজয় করেছিলেন। তখন তাদের সাথে মক্কার বাইরে থেকে আগত দশ হাজার এবং মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে দুই হাজার—সর্বমোট বারো হাজার সৈন্য ছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ একে অপরকে বলতে লাগল, 'আজ আমরা সংখ্যাস্বল্পতার কারণে পরাজিত হব না।' তারা নিজেদের আধিক্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের দেখিয়ে দিলেন যে, সাহাব্য কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে এবং সংখ্যা বা শক্তি আল্লাহর ফয়সালা ও তকদিরের মাঝে অন্তরায় হতে পারে না। তারা সাকীফ গোত্রের মুখোমুখি হলো, অথচ সাকীফ গোত্র ছিল মাত্র সাড়ে তিন হাজার লোক, আর মুসলিমরা ছিল বারো হাজার এবং তাদের সাথে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন। সাকীফ গোত্র হুনায়েনের উপত্যকায় তাদের জন্য ওত পেতে বসে ছিল। এটা জানা কথা যে, যখন কেউ ওত পেতে থাকে এবং অতর্কিতে আক্রমণ করে, তখন একদল এগিয়ে যায় আর অন্যদল পিছিয়ে পড়ে, ফলে পরাজয় ঘটে। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম পরাজিত হয়ে পিছু হটলেন। সেই বারো হাজারের মধ্য থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মাত্র একশত জনের মতো লোক অবশিষ্ট রইল, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: 'অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করলে।' কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যাকে আল্লাহ তাআলা অসীম সাহস এবং সম্মুখপানে অগ্রসর হওয়ার হিম্মত দান করেছিলেন, তিনি তার খচ্চরটি নিয়ে শত্রুপক্ষের দিকে ধাবিত হচ্ছিলেন এবং বলছিলেন: 'আমি নবী, এতে কোনো মিথ্যা নেই; আমি আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর।' তিনি তাদের প্রকৃত অবস্থা জানাচ্ছিলেন। তিনি আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে—যিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠের অধিকারী—সাহাবীদের ডাক দেওয়ার আদেশ দিলেন যাতে তারা ফিরে আসে। তিনি উচ্চস্বরে ডাকতে লাগলেন, 'হে সামুরা বৃক্ষের সাথীরা! ... হে সামুরা বৃক্ষের সাথীরা! হে সামুরা বৃক্ষের সাথীরা! তোমরা এগিয়ে এসো..

তোমরা এদিকে এসো!' আর সামুরা হলো সেই গাছ যার নিচে হৃদয়বিয়ার সন্ধির সময় সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এই মর্মে বায়আত বা শপথ গ্রহণ করেছিলেন যে, তারা কখনো পলায়ন করবেন না। অথচ এখন তারা পলায়ন করেছিলেন। তাই তিনি 'হে সামুরা বৃক্ষের সাথীরা' বলে তাদের সেই শপথের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন। এই সামুরা গাছের নিচেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের থেকে আমৃত্যু লড়ে যাওয়ার বায়আত নিয়েছিলেন। এর প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তাআলা বলেন: {অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে বায়আত গ্রহণ করছিল}। আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, যারা এই গাছের নিচে বায়আত নিয়েছে তাদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। এটি একটি বিশাল সুসংবাদ যে তারা কখনো জাহান্নামে যাবে না। মূল কথা হলো, আব্বাস রা. যখন তাদের এই বলে ডাকলেন, তখন তারা বললেন, 'লাব্বাইক' (আমরা উপস্থিত)..
'লাব্বাইক' এবং তারা এমনভাবে ছুটে এলেন যেন গাভী তার বাছুরের দিকে ছুটে আসে; অর্থাৎ তারা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ফিরে এলেন। তারা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মুষ্টি কঙ্কর নিয়ে শত্রুপক্ষের মুখের দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, 'মুহাম্মাদের রবের কসম, ওরা পরাজিত হলো।' আর বাস্তবেও তাই ঘটল। সাকীফ গোত্র পরাজিত হলো এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের থেকে প্রচুর গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করলেন, যার মধ্যে ছিল অসংখ্য উট, বকরি ও অন্যান্য আসবাবপত্র। সারকথা হলো, এই হাদিসটি আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লার কুদরতের অন্যতম নিদর্শন, যেখানে আল্লাহ মুমিনদেরকে তাঁর শক্তি দেখানোর পর সাহায্য করেছিলেন এবং বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, ফয়সালা কেবল তাঁরই হাতে—তা সংখ্যাধিক্য, শক্তি বা দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে নয়, বরং সাহায্য কেবল আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লার পক্ষ থেকেই আসে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: {নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে অনেক ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন এবং হুনায়েনের দিনেও; যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে গর্বিত করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি এবং প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। তারপর আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের ওপর তাঁর প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং এমন এক সেনাবাহিনী (ফেরেশতা) পাঠালেন যা তোমরা দেখতে পাওনি এবং যারা কুফরি করেছিল তাদের শাস্তি দিলেন; আর এটাই হলো

কাফিরদের কর্মফল। এরপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাওবা করার তৌফিক দান করবেন}। এই হাদিসের শিক্ষাগুলোর মধ্যে রয়েছে: ১_ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বীরত্ব ও সাহসিকতা, কেননা তিনি কথা ও কাজের মাধ্যমে শত্রুর দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। কাজের মাধ্যমে এভাবে যে, তিনি তাঁর আরোহিত খচ্চরটিকে শত্রুর দিকে ছুটিয়ে দিচ্ছিলেন। আর কথার মাধ্যমে এভাবে যে, তিনি তাঁর সুগম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করছিলেন: 'আমি নবী, এতে কোনো মিথ্যা নেই; আমি আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর।' ২_ এর মধ্য হতে আরেকটি শিক্ষা এই যে, মানুষের উচিত নয় তার শক্তি, সংখ্যাধিক্য, জ্ঞান, সম্পদ, মেধা কিংবা বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে গর্ব করা। সাধারণত মানুষ যখন আত্মগর্বে মগ্ন হয়, তখন আল্লাহর ইচ্ছায় সে লাঞ্চিত হয়। যদি সে সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করে তবে পরাজিত হয়, জ্ঞান নিয়ে গর্ব করলে পথভ্রষ্ট হয়, আর বুদ্ধি নিয়ে গর্ব করলে বিভ্রান্ত হয়। নিজের সম্পর্কে কিংবা নিজের কোনো শক্তি সম্পর্কে আত্মতৃপ্তিতে ভুগবেন না; বরং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করুন এবং তাঁর ওপরই সবকিছু সোপর্দ করুন যাতে আপনি যা চান তা পূর্ণ হয়। ৩_ এর মধ্য হতে আরেকটি শিক্ষা হলো খচ্চরে আরোহণ করার বৈধতা। খচ্চর হলো গাধা ও ঘোড়ার সংমিশ্রণে জন্ম নেওয়া প্রাণী। যদি গাধা মাদী ঘোড়ার সাথে সংগত হয়, তবে খচ্চর জন্ম নেয়। এটি অপবিত্র ও হারাম হলেও বাহ্যিকভাবে বিড়ালের ন্যায় পবিত্র। বিড়ালের প্রস্রাব ও মল নাপাক হলেও শরীর পবিত্র; খচ্চরের ক্ষেত্রেও তাই। এর ঘাম পবিত্র এবং আরোহণ অবস্থায় এর স্পর্শ পবিত্র। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর আরোহণ করেছেন এমতাবস্থায় যে সেটি ঘামছিল, আবার বৃষ্টিও হতে পারত। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছেন বলে বর্ণিত হয়নি। এটিই প্রমাণ করে যে তা পবিত্র এবং এটিই বিশুদ্ধ মত। ৪_ এর মধ্য হতে আরেকটি শিক্ষা এই যে, মানুষকে এমন কিছু বলে ডাকা উচিত যা তাদের উৎসাহিত করে। কারণ আব্বাস রা. 'হে মুমিনগণ' বা 'হে সাহাবীগণ' বলেননি, বরং বলেছিলেন 'হে সামুরা বৃক্ষের সাথীরা'; কারণ এটি তাদের উৎসাহিত করেছিল এবং সেই শপথের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে করেছিলেন। ৫_ এর মধ্য হতে আরও শিক্ষা পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তাআলা কখনো কখনো স্বল্পসংখ্যক দলকে বিজয় দান করেন যদিও তারা বাতিলের ওপর থাকে, আর অধিকসংখ্যক দলকে সাময়িক পরাজয় দেন যদিও তারা হকের ওপর থাকে (পরীক্ষাস্বরূপ)। এখানে কাফিরদের স্বল্পসংখ্যক দল ছিল সাড়ে তিন হাজার, আর অধিকসংখ্যক দল ছিল সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম যাদের সাথে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন। তবে এখান থেকে আরেকটি

শিক্ষা পাওয়া যায় যে, শুভ পরিণাম কেবল মুত্তাকীদের জন্য। এমনকি মুসলিমরা যদি তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে (গর্ব করে) সাময়িকভাবে পরাজিতও হয়, শেষ পর্যন্ত বিজয় তাদেরই হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন: {অতএব ধৈর্য ধরুন, নিশ্চয়ই শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য}। আর আল্লাহই তৌফিকদাতা।

১৮৫০ - আবু আল-ফদল আল-আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি হুনায়েনের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে উপস্থিত ছিলাম। আমি এবং আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে ছিলাম এবং আমরা তাঁর থেকে পৃথক হইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁর একটি শ্বেতবর্ণের খচ্চরের ওপর আরোহিত ছিলেন। যখন মুসলিম ও মুশরিকদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হলো, তখন মুসলিমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করতে লাগল। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর খচ্চরটিকে কাফিরদের দিকে ছুটিয়ে দিতে লাগলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খচ্চরের লাগাম ধরেছিলাম এবং এটিকে মন্ত্রর করার চেষ্টা করছিলাম যাতে এটি খুব দ্রুত ধাবিত না হয়। আর আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাদানিতে হাত দিয়ে রেখেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে আব্বাস! সামুরা বৃক্ষের সাথীদের ডাক দাও।' আব্বাস রা. বললেন—তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠের অধিকারী—আমি আমার উচ্চকণ্ঠে বললাম, 'সামুরা বৃক্ষের সাথীরা কোথায়?' আল্লাহর কসম, আমার কণ্ঠ শোনার সাথে সাথে তাদের ফিরে আসাটা ছিল ঠিক তেমন, যেমন গাভী তার বাছুরের ডাকে ফিরে আসে। তারা বলতে লাগল, 'হে আমরা উপস্থিত, হে আমরা উপস্থিত!'

(ص: 667) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

لبيك فاقْتَتِلُواْ هُمُ الْكُفَّارَ وَالِدَعْوَةُ فِي الْاَنْصَارِ يَقُولُونَ يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ ثُمَّ قَصُرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال هذا حين حيي الوطيس
ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال
انهزموا ورب محمد فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى فوالله ما هو إلا أن
رماهم بحصياته فبازلت أرى حدهم قليلاً وأمرهم مدبراً رواه مسلم الوطيس التنور
ومعناه اشتدت الحرب وقوله حدهم هو بالحاء البهيملة أي بأسهم

আমি উপস্থিত! অতঃপর তারা এবং কাফিররা যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এবং আনসারদের মাঝে যুদ্ধের
আহ্বান করা হচ্ছিল। তারা বলছিলেন, 'হে আনসার সম্প্রদায়! হে আনসার সম্প্রদায়!' এরপর
এই ডাক বনী হারিস ইবনে খায়রাজ গোত্রের মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খচ্চরের পিঠে সওয়ার থাকা অবস্থায় গ্রীবা প্রসারিত করে
তাদের লড়াইয়ের দিকে তাকালেন এবং বললেন, 'এখন যুদ্ধ পূর্ণোদ্যমে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে।'।
এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু কঙ্কর হাতে নিলেন এবং কাফিরদের
মুখমণ্ডল লক্ষ্য করে তা নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, 'মুহাম্মাদের রবের কসম,
তারা পরাজিত হয়েছে।' আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, যুদ্ধ আমার দৃষ্টিতে পূর্বের ন্যায়ই চলছিল।
কিন্তু আল্লাহর কসম, তিনি কঙ্কর নিক্ষেপ করার পর থেকেই আমি তাদের তেজ নিস্তেজ হতে
এবং তাদের শৃঙ্খলা ভেঙে পিছু হটতে দেখলাম। এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।
'ওয়াতীস' অর্থ চুলা, যা দ্বারা যুদ্ধের তীব্রতা বোঝানো হয়েছে। আর তাঁর বাণী 'হাদুহুম'
নুকতাহীন 'হা' বর্ণ দ্বারা গঠিত, যার অর্থ হলো তাদের শক্তি বা বিক্রম।

(ص: 670) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

1851 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها
الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين
فقال تعالى {يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً} وقال تعالى {يا أيها

الذين آمنوا كلوا من طبيّات ما رزقناكم { ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر
يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام
وغذي بالحرام فأني يستجاب لذلك رواه مسلم
1852 - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا
يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزيكهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم

১৮৫১ - আবু হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, "হে লোকসকল! নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তু ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। আর আল্লাহ মুমিনদের সেই নির্দেশই দিয়েছেন যা তিনি রাসূলগণকে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু আহার করো এবং সৎকর্ম করো।' আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন: 'হে মুমিনগণ! আমি তোমাদের যে রিজিক দান করেছি তা থেকে পবিত্র বস্তুসমূহ আহার করো।' এরপর তিনি এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যে দীর্ঘ সফর করে যার চুল উস্কোখুস্কো ও দেহ ধূলিমলিন; সে আকাশের দিকে দুহাত প্রসারিত করে ডাকতে থাকে: 'হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক!' অথচ তার আহার হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম এবং সে হারাম দ্বারাই পুষ্ট হয়েছে; এমতাবস্থায় তার দোয়া কীভাবে কবুল হতে পারে?" (মুসলিম বর্ণিত)
১৮৫২ - তাঁর (আবু হুরাইরাহ) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, "তিন শ্রেণির লোকের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না এবং তাদের দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না; আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

(ص: 671) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر رواه مسلم العائل الفقير

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في آخر كتابه رياض الصالحين من الأحاديث المنثورة ما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزيكهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بلاغته وبيانه أنه يذكر أحياناً الأشياء مفصلة محددة حتى يسهل حفظها وفهها أحياناً يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة وأحياناً يقول اثنتان من أمتي ...

وأحياناً يقول سبعة يظلمهم الله يوم لا ظل إلا ظله وأشباه ذلك كثيرة لأن الشيء إذا فصل وحدد في العدد صار أضبط للإنسان وأقرب إلى الفهم ولا ينسى ثلاثة يعني ثلاثة أصناف وليس المراد ثلاثة أفراد بل ثلاثة أصناف من الناس لا يكلمهم الله يوم القيامة تكليم رضا وإلا فإنه عز وجل يتكلم تكليم غضب حتى يكلم أهل النار لما قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال لهم {اخشئوا فيها ولا تكلمون}

একজন ব্যভিচারী বৃদ্ধ, একজন মিথ্যাবাদী শাসক এবং জনৈক অহংকারী অভাবী। ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন। 'আল-আইল' অর্থ দরিদ্র।

[ব্যখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর 'রিয়াদুস সলিহীন' গ্রন্থের শেষাংশে বিবিধ হাদিস অধ্যায়ে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: “তিন প্রকার ব্যক্তি এমন রয়েছে যাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না; আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।” নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চিরাচরিত রীতি এবং তাঁর চমৎকার বাগ্মিতা ও প্রাজ্ঞ বর্ণনার অন্যতম দিক ছিল এই যে, তিনি মাঝে মাঝে বিষয়সমূহ বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট সংখ্যায় উল্লেখ করতেন যাতে

সেগুলো মুখস্থ করা ও হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হয়। কখনো তিনি বলতেন: “তিন ব্যক্তি যাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না...”, আবার কখনো বলতেন: “আমার উম্মতের মাঝে দুটি বিষয়...” ...

কখনো বলতেন: “সাত প্রকার ব্যক্তি যাদেরকে আল্লাহ তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না।” এ জাতীয় অনেক উদাহরণ রয়েছে। কারণ, কোনো বিষয় যখন সংখ্যা দিয়ে নির্দিষ্ট ও বিস্তারিত করা হয়, তখন তা মানুষের অধিকতর স্মৃতিবদ্ধ হয়, বুঝতে সহজ হয় এবং মানুষ তা ভুলে যায় না। ‘তিনজন’ অর্থ তিন শ্রেণীর মানুষ; এখানে কেবল তিনজন ব্যক্তি উদ্দেশ্য নয়, বরং মানুষের তিনটি শ্রেণী। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে সন্তুষ্টির স্বরে কথা বলবেন না; নতুবা মহান আল্লাহ তো ক্রোধের স্বরে কথা বলবেনই, এমনকি তিনি জাহান্নামীদের সাথেও কথা বলবেন। যখন তারা বলবে: “হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এখান থেকে বের করে দিন, এরপর যদি আমরা পুনরায় (অবাধ্যতায়) লিপ্ত হই তবে আমরা অবশ্যই জালিম হিসেবে গণ্য হব।” তখন তিনি তাদের বলবেন: “তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাকো এবং আমার সাথে কোনো কথা বলো না।”

(ص: 672) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

لكن المراد كلام الرحمة والرضا فهؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم أي نظر رحمة وإشفاق وإكرام وعزة بل يذلهم عز وجل ولا يزيكهم أي لا يجعل لهم زكاء بل هم في شقاء دائم والعياذ بالله الأول شيخ زان يعني كبير السن زان هذا والعياذ بالله زناه أشد من زنا الشاب لأن دواعي الشهوة فيه قليلة على عكس الشاب فدواعي الشهوة فيه قوية قد تغلبه على ما في قلبه من كراهة الزنا وبغضه لكن الشيخ ميت الشهوة فإذا زنا الشيخ والعياذ بالله وهو الكبير دل ذلك على

فساد طويته وأنه يحب الزنا لأنه زنا لا لقوة شهوة عنده الثاني ملك كذاب الملك هو حاكم له السلطة إذا قال فعل ولهذا قال ابن المواردي في لاميته المشهورة

جانب السلطان واحذر بطشه ...

لا تخاصم من إذا قال فعل

السلطان يقول وينفذ ويفعل ولا حاجة له إلى الكذب وإنما عامة الرعية ربما يحتاج الواحد منهم إلى الكذب لينقذ نفسه لكن السلطان الملك ليس له حاجة إلى الكذب فإذا كذب فهو من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكهم ولهم عذاب أليم والعياذ بالله الثالث عائل مستكبر عائل يعني فقير سبحانه الله فقير ويستكبر على الناس الغني ربما يستكبر لغناه كما قال عز وجل {كلا

তবে এখানে উদ্দেশ্য হলো করুণা ও সন্তুষ্টির কথা। এই তিন শ্রেণির ব্যক্তির সাথে মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেন না—অর্থাৎ দয়া, মায়া, সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে তাকাবেন না। বরং মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ তাদের লাঞ্ছিত করবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন না; অর্থাৎ তিনি তাদের জন্য কোনো পরিশুদ্ধি রাখবেন না, বরং তারা চিরস্থায়ী দুর্ভাগ্যের মধ্যে নিমজ্জিত থাকবে। আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। প্রথমজন হলেন বৃদ্ধ ব্যভিচারী। অর্থাৎ এমন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি যে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, তার এই ব্যভিচার যুবকের ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্য। কারণ বৃদ্ধের মাঝে কামভাব জাগ্রত হওয়ার উপকরণ বা কারণসমূহ খুবই কম থাকে, যা যুবকের ঠিক বিপরীত। যুবকের মাঝে কামভাবের তাড়না এতো প্রবল থাকে যে, তা কখনও কখনও ব্যভিচারের প্রতি তার অন্তরের ঘৃণা ও বিদ্বেষকেও পরাভূত করে ফেলে। কিন্তু বৃদ্ধের কামভাব মৃতপ্রায়।

এমতাবস্থায় কোনো বৃদ্ধ যখন ব্যভিচার করে—আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই—তখন তা তার অন্তরের চরম কলুষতাকেই প্রমাণ করে; অর্থাৎ সে মূলত ব্যভিচারকে ভালোবাসে বলেই তা করে, কামভাবের তীব্রতার কারণে নয়। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো মিথ্যাবাদী রাজা। রাজা হলেন এমন একজন শাসক যার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা রয়েছে; তিনি যা বলেন তা-ই কার্যকর করেন। এই কারণেই ইবনে আল-মাওয়াদি তার বিখ্যাত 'লামিয়াহ' কবিতায় বলেছেন:

সুলতানের সংশ্রব এড়িয়ে চলো এবং তার কঠোর পাকড়াও থেকে সতর্ক থাকো ...

এমন ব্যক্তির সাথে বিবাদে জড়িয়ো না, যে কোনো কথা বললে তা করে দেখায়।

সুলতান বা শাসক কোনো কথা বললে তা বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ করেন, তাই তার মিথ্যা বলার কোনো প্রয়োজন নেই। সাধারণ জনগণের মাঝে হয়তো কেউ নিজেকে বাঁচাতে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করতে পারে, কিন্তু শাসক বা রাজার মিথ্যা বলার কোনো প্রয়োজন নেই। অতএব তিনি যদি মিথ্যা বলেন, তবে তিনিও তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদের পবিত্র করবেন না; বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। তৃতীয় ব্যক্তি হলো অহংকারী দরিদ্র। 'আয়িল' মানে হলো দরিদ্র। সুবহানাল্লাহ! সে দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও মানুষের ওপর অহংকার করে। ধনী ব্যক্তি হয়তো তার ধন-সম্পদের কারণে অহংকার করতে পারে, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন, {কখনোই না...

(ص: 673) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

إن الإنسان ليطنغي أن رآه استغنى { لكن الفقير ليس له سبب يستكبر به على الناس فإذا استكبر دل ذلك على خبثه وخبث طويته وأنه رجل طبع على الكبرياء والعياذ بالله

1853 - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحان

وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة رواه مسلم

1854 - وعنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة

يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الإثنين وخلق المكروه

يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم

صلى الله عليه وسلم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من

النهار فيما بين العصر إلى الليل رواه مسلم

أما الحديث الثاني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيحون وجيحون والنيل والفرات كل من أنهار الجنة هذه أربعة أنهار في الدنيا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من أنهار

নিশ্চয়ই মানুষ সীমালঙ্ঘন করে যখন সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তির মানুষের ওপর অহংকার করার মতো কোনো কারণ থাকে না। অতএব সে যদি অহংকার করে, তবে তা তার নীচতা ও কলুষিত অন্তরেরই প্রমাণ দেয় এবং সে এমন এক ব্যক্তি যার প্রকৃতিতে অহংকার গেঁথে দেওয়া হয়েছে—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই।

১৮৫৩ - তাঁর (আবু হুরায়রা রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: সাযহান, জায়হান, ফোরাত ও নীল—এসবই জান্নাতের নদ-নদী।

(মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

১৮৫৪ - তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরলেন এবং বললেন: আল্লাহ তাআলা শনিবার মাটি সৃষ্টি করেছেন, তাতে রবিবার পাহাড়সমূহ সৃষ্টি করেছেন, সোমবার গাছপালা সৃষ্টি করেছেন, মঙ্গলবার অপছন্দনীয় বিষয়সমূহ সৃষ্টি করেছেন, বুধবার নূর সৃষ্টি করেছেন, বৃহস্পতিবার তাতে জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং জুমার দিন আসরের পর সৃষ্টির শেবাংশে দিনের শেষ সময়ে—অর্থাৎ আসর ও রাতের মধ্যবর্তী সময়ে আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন। (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

আর দ্বিতীয় হাদিসটি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: সাযহান, জায়হান, নীল ও ফোরাত—এগুলোর প্রতিটিই জান্নাতের নদী। এই চারটি দুনিয়ার নদী, যেগুলোকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের নদীসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলে বর্ণনা করেছেন।

الجنة فقال بعض أهل العلم إنها من أنهار الجنة حقيقة لكنها لما نزلت إلى الدنيا غلب عليها طابع أنهار الدنيا وصارت من أنهار الدنيا لأن أنهار الآخرة أربعة أنهار الجنة أربعة فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وهذه الأنهار الأربعة في الجنة لا نعلم كيفيتها ولا طعمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الجنة عن ربه عز وجل في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لكن سيحون وجيحون والنيل والفرات معلومة وهي تأسن تتغير مع طول البدة فللعلماء فيها تأويلات 1 - أنها من أنهار الجنة حقيقة لكن لما نزلت إلى الأرض صار لها حكم أنهار الدنيا 2 - أنها ليست من أنهار الجنة حقيقة لكنها أطيب الأنهار وأفضلها فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف لها من باب رفع شأنها والثناء عليها والله أعلم بما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم أما الحديث الثالث خلق الله التربة يوم السبت إلى آخر الحديث..

فهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله وقد أنكره العلماء عليه فهو حديث ليس بصحيح ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يخالف القرآن

জান্নাত প্রসঙ্গে কতিপয় আলিম বলেছেন যে, এগুলো প্রকৃতপক্ষে জান্নাতেরই নহর। তবে এগুলো যখন দুনিয়াতে অবতীর্ণ হয়েছে, তখন এগুলোর ওপর দুনিয়ার নদ-নদীর বৈশিষ্ট্য প্রবল হয়েছে এবং এগুলো দুনিয়ার নদীতে পরিণত হয়েছে। কেননা আখিরাতের নহরসমূহ চারটি, জান্নাতের নহরসমূহ চারটি—সেখানে রয়েছে পচনহীন নির্মল পানির নহর, এমন দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তিত থাকে, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু পানীয়ের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। জান্নাতের এই চারটি নহরের স্বরূপ বা স্বাদ আমাদের জানা নেই; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জান্নাত সম্পর্কে তাঁর মহান প্রতিপালকের পক্ষ থেকে হাদীসে কুদসীতে বলেছেন: ‘আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন কিছু প্রস্তুত করে রেখেছি যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো মানুষের হৃদয়ে তার কল্পনাও উদ্ভিত হয়নি।’ তবে সাইলুন, জাইলুন, নীল এবং ফোরাৎ নদীগুলো সুপরিচিত এবং এগুলো দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলে গুণাগুণ পরিবর্তিত ও দূষিত হয়। তাই আলিমগণের এ বিষয়ে কয়েকটি

ব্যাখ্যা রয়েছে: ১. এগুলো প্রকৃতপক্ষে জান্নাতের নহর, কিন্তু যখন জমিনে অবতীর্ণ হয়েছে তখন এগুলোর ওপর দুনিয়ার নদীর বিধান প্রযোজ্য হয়েছে। ২. এগুলো প্রকৃতপক্ষে জান্নাতের নহর নয়, বরং এগুলো দুনিয়ার নদীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ; তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এগুলোর মর্যাদা বৃদ্ধি ও প্রশংসাস্বরূপ এই বর্ণনা দিয়েছেন। আর আল্লাহই ভালো জানেন তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কী উদ্দেশ্য পোষণ করেছেন। আর তৃতীয় হাদীসটি—‘আল্লাহ শনিবারে মাটি সৃষ্টি করেছেন’ হাদীসের শেষ পর্যন্ত...

এই হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, তবে উলামায়ে কিরাম এটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। সুতরাং এটি সহীহ হাদীস নয় এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এটি প্রমাণিত নয়, কারণ এটি কুরআনের পরিপন্থী।

(ص: 675) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الكريم وكل ما خالف القرآن الكريم فهو باطل لأن الذين رواوا نقلة بشر يخطئون ويصيبون والقرآن ليس فيه خطأ كله صواب منقول بالتواتر فما خالفه من أي حديث كان فإنه يحكم بأنه غير صحيح وإن رواه من رواه لأن الرواة هؤلاء لا يتلقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة لكن بواسطة الإسناد حدثنا فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء قد يخطئون لكن القرآن ليس فيه خطأ فهذا الحديث مما أنكره أهل العلم رحمهم الله على الإمام مسلم ولا غرابة في ذلك لأن الإنسان بشر مسلم وغير مسلم كلهم بشر يخطئون ويصيبون فعلى هذا لا حاجة أن نتكلم عليه ما دام ضعيفاً فقد كفيناه والله الموفق

1855 - وعن أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية رواه البخاري

1856 - وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سيع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم واجتهد فأخطأ فله أجر متفق عليه

...কুরআনুল কারীম এবং যা কিছুই আল-কুরআনের পরিপন্থী তা বাতিল। কারণ যারা বর্ণনা করেছেন তারা মানুষ, তারা ভুলও করেন আবার সঠিকও বলেন, কিন্তু কুরআনের মধ্যে কোনো ভুল নেই; এর পুরোটাই নির্ভুল যা নিরবচ্ছিন্ন জনশ্রুতির (মুতাওয়াতির) মাধ্যমে বর্ণিত। সুতরাং যে কোনো হাদীস যদি এর বিরোধী হয়, তবে তা সঠিক নয় বলে গণ্য হবে—তা যার মাধ্যমেই বর্ণিত হোক না কেন। কেননা এই বর্ণনাকারীরা সরাসরি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে গ্রহণ করেন না, বরং তারা সূত্রের (সনদ) মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, অমুক আমাদের নিকট অমুক থেকে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর এদের ভুল হতে পারে কিন্তু কুরআনে কোনো ভুল নেই। এই হাদীসটি সেই সব হাদীসের অন্তর্ভুক্ত যা জ্ঞানতাপসগণ (আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন) ইমাম মুসলিমের বর্ণনার ক্ষেত্রে আপত্তি জানিয়েছেন। আর এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ মানুষ হিসেবে মুসলিম হোক বা অমুসলিম, সকলেই ভুল এবং শুদ্ধের ঊর্ধ্বে নয়। অতএব এটি যেহেতু দুর্বল সাব্যস্ত হয়েছে, তাই এর ওপর আলোচনার আর প্রয়োজন নেই, আমাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

১৮৫৫ - আবু সুলাইমান খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মুতার যুদ্ধের দিন আমার হাতে নয়টি তলোয়ার ভেঙে গিয়েছিল, ফলে আমার হাতে একটি ইয়ামানী ফলক (তলোয়ার) ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।

১৮৫৬ - আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন: বিচারক যখন বিচার করেন এবং সে ক্ষেত্রে গবেষণা (ইজতিহাদ) করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছান, তবে তার জন্য রয়েছে দুটি পুরস্কার। আর যদি তিনি বিচার করতে গিয়ে গবেষণা করেন এবং ভুল করেন, তবে তার জন্য রয়েছে একটি পুরস্কার। এটি বুখারী ও মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেছেন।

1857 - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحى من فيح جهنم فأبردوها بالماء متفق عليه

1857 - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه متفق عليه

[الشَّرْحُ]

والمختار جواز الصوم عن مات وعليه صوم لهذا الحديث والمراد بالولي القريب وارثا كان أو غير وارث هذه الأحاديث التي ذكرها النووي رحمه الله في آخر كتابه رياض الصالحين فمنها حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه انقطع في يده تسعة أسياف في غزوة مؤتة ولم يبق معه إلا صفيحة يمانية خالد بن الوليد رضي الله عنه من أشجع الناس ولكن هو كان في غزوة أحد في جيش قريش المشركين وهو ممن كروا على الصحابة رضي الله عنهم من خلف جبل أحد وقتلوا الصحابة وقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم هو وعكرمة بن أبي جهل ثم من الله عليهما بالإسلام فكانا من قواد المسلمين

১৮৫৭ - আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "জ্বর হলো জাহান্নামের উত্তাপের প্রবাহ থেকে উৎপন্ন, সুতরাং তোমরা তা পানি দিয়ে ঠাণ্ডা করো।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১৮৫৭ - তাঁর (আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতেই বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এমতাবস্থায় যে তার ওপর রোজা অবশিষ্ট ছিল, তবে তার পক্ষ হতে তার অভিভাবক রোজা রাখবে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাক্য]

এই হাদিসের ভিত্তিতে বিশুদ্ধ ও পছন্দনীয় মত হলো, মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে রোজা রাখা বৈধ যার ওপর রোজা কাযা ছিল। আর এখানে 'ওয়ালী' বা অভিভাবক বলতে নিকটাত্মীয়কে বোঝানো হয়েছে, চাই তিনি উত্তরাধিকারী হন বা না হন। ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'রিয়াযুস সালিহীন' গ্রন্থের শেষে যে হাদিসগুলো উল্লেখ করেছেন এগুলো তারই অন্তর্ভুক্ত। তার মধ্যে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সংক্রান্ত হাদিসটিও রয়েছে যে, মুতার যুদ্ধে তাঁর হাতে নয়টি তলোয়ার ভেঙে গিয়েছিল এবং তাঁর নিকট শুধুমাত্র একটি ইয়ামেনী তলোয়ার অবশিষ্ট ছিল। খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন শ্রেষ্ঠতম সাহসী ব্যক্তিদের একজন। তবে ওহুদ যুদ্ধে তিনি কুরাইশ মুশরিকদের বাহিনীতে ছিলেন এবং তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা ওহুদ পাহাড়ের পেছন দিক থেকে সাহাবীগণের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) ওপর আক্রমণ করেছিলেন এবং সাহাবীগণ ও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন—তিনি এবং ইকরিমা বিন আবি জাহল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁদের উভয়কে ইসলামের নিয়ামত দান করেন এবং পরবর্তীতে তাঁরা মুসলিমদের অন্যতম সেনাপতিতে পরিণত হন।

(ص: 677) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

وفي قصتها دليل على كمال قدرة الله عز وجل وأنه بيده أزمة الأمور وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء فكم من ضال هداه الله وكم من مهتد أضله الله والعياذ بالله وانظر إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها يعني الرجل يعمل حتى لا يبقى على أجله إلا ذراع أي مدة قريبة ثم يموت فيسبق عليه الكتاب وأما الحديث الثاني حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرُ الْمَرَادِ بِالْحَاكِمِ هُنَا الْقَاضِي وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَفْتِيَ مِثْلَهُ يَعْنِي أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اجْتَهَدَ فِي طَلَبِ الْحَقِّ وَتَبَيَّنَ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْحَقِّ ثُمَّ أَفْتَى بِهِ أَوْ حَكَمَ بِهِ فَهُوَ عَلَى خَيْرٍ إِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ وَلَا يُضَيِّعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اجْتَهَدَ وَتَحَرَّى الْحَقَّ وَبَذَلَ وَسْعَهُ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى يَثِيبُهُ عَلَى هَذَا إِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ الْأَجْرُ الْأَوَّلُ عَلَى إِصَابَةِ الْحَقِّ وَالثَّانِي عَلَى اجْتِهَادِهِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الْاجْتِهَادُ وَبَذَلَ الْوَسْعَ وَالطَّاقَةَ فِي طَلَبِ الْحَقِّ

তাদের উভয়ের কাহিনীতে মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার পূর্ণতার প্রমাণ রয়েছে। নিশ্চয়ই সকল বিষয়ের চাবিকাঠি তাঁরই হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন। কত পথভ্রষ্ট ব্যক্তিকে আল্লাহ হিদায়াত দিয়েছেন এবং কত হিদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেছেন—আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসটির দিকে লক্ষ করুন, যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি জান্নাতবাসীদের ন্যায় আমল করতে থাকে, এমনকি তার ও জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাতের ব্যবধান অবশিষ্ট থাকে; এমন সময় তার ওপর ভাগ্যলিপি প্রবল হয়ে যায় এবং সে জাহান্নামীদের ন্যায় আমল করতে শুরু করে, ফলে সে তাতে প্রবেশ করে। আবার কোনো ব্যক্তি জাহান্নামীদের ন্যায় আমল করতে থাকে, এমনকি তার ও জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাতের ব্যবধান অবশিষ্ট থাকে; এমন সময় তার ওপর ভাগ্যলিপি প্রবল হয়ে যায় এবং সে জান্নাতবাসীদের ন্যায় আমল করতে শুরু করে, ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে।" অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি আমল করতে থাকে যতক্ষণ না তার আয়ুর মাত্র এক হাত অর্থাৎ স্বল্প সময় অবশিষ্ট থাকে; এরপর তার মৃত্যু হয় এবং তার ওপর ভাগ্যলিপি প্রবল হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় হাদীসটি হলো আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীস, যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "বিচারক যখন বিচার করার সময় ইজতিহাদ (গবেষণা ও প্রচেষ্টা) করেন এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তখন তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব। আর যদি তিনি বিচার করতে গিয়ে ইজতিহাদ করেন এবং ভুল করেন, তবে তার জন্য রয়েছে একটি সওয়াব।" এখানে বিচারক বলতে কাযীকে

বোঝানো হয়েছে এবং স্পষ্টত মুফতী বা ফতোয়া প্রদানকারীও এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, কোনো মানুষ যদি সত্যের সন্ধানে ইজতিহাদ করে এবং তার কাছে সত্যের কোনো বিষয় স্পষ্ট হয়, অতঃপর সে অনুযায়ী ফতোয়া দেয় বা বিচার করে, তবে সে কল্যাণের ওপর রয়েছে। যদি সে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে তবে তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব, আর ভুল করলে একটি সওয়াব। বরকতময় ও মহান আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। এটি একথারই প্রমাণ দেয় যে, কোনো মানুষ যখন ইজতিহাদ করে, সত্য অনুসন্ধান করে এবং তাতে তার সাধ্যানুযায়ী প্রচেষ্টা ব্যয় করে, তখন আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা তাকে এর প্রতিদান দান করেন। যদি সে সঠিক হয় তবে তার জন্য দুটি প্রতিদান রয়েছে—প্রথমটি সত্যে উপনীত হওয়ার জন্য এবং দ্বিতীয়টি তার ইজতিহাদের জন্য। আর যদি সে ভুল করে তবে তার জন্য একটি প্রতিদান রয়েছে, যা হলো তার ইজতিহাদ তথা সত্য অনুসন্ধানে মেধা ও শ্রম ব্যয়ের প্রতিদান।

(ص: 678) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّلَاثُ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيهِ يَعْنِي إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ فَإِنَّهُ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيهِ سِوَاءَ كَانَ نَذْرًا أَوْ وَاجِبًا فِي أَصْلِ الشَّرْعِ فَإِذَا قَدَّرَ أَنْ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ ثُمَّ تَهَيَّأَ بَعْدَ رَمَضَانَ وَلَمْ يَقْضَ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُؤَخَّرَ الْقَضَاءُ إِلَى شَعْبَانَ وَلَكِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَإِنْ وَلِيَهُ أَيُّ وَارَثِهِ يَصُومُ عَنْهُ مِنْ أُمِّ أَوْ أَبٍ أَوْ ابْنٍ أَوْ بِنْتٍ أَوْ زَوْجَةٍ وَهَذَا لَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الْوَجُوبِ بَلِ الْإِسْتِحْبَابُ فَإِنْ لَمْ يَصُمْ وَلِيَهُ أَطْعَمَ عَنْهُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُسْكِينًا وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهَا فَإِنَّهُ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ فَإِنَّهُ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ يَطْعَمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُسْكِينًا وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ

رضي الله عنها وهو الحديث الرابع فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحى من فيح جهنم فأبردوها بالماء الحى هي المرض الذي يصيب الإنسان بالحرارة في جسمه هذه من فيح جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما كيف وصل فيح جهنم إلى بدن الإنسان فهذا أمره إلى الله ولا نعرفه ما ندري لكن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحى من فيح جهنم فأبردوها بالماء يعني صبوا على المريض ماء يبرده وهذا من أسباب الشفاء لمن أصيب بالحى وقد شهد الطب الحديث بذلك فكان من جملة علاجات الحى أنهم يأمرون أي الأطباء المريض أن يتحمم بالماء وكلما كان أبرد على وجه لا مضرة فيه فهو أحسن وبذلك تزول

তৃতীয় হাদিসটি হলো আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল অথচ তার ওপর রোজা (কাজা) রয়ে গেছে, তবে তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে রোজা রাখবে।" এর অর্থ হলো, যখন কোনো মানুষ মারা যায় এবং তার ওপর রোজার বাধ্যবাধকতা অবশিষ্ট থাকে, তখন তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে তা আদায় করবে; চাই তা মানতের রোজা হোক কিংবা শরিয়তের মূল বিধান অনুযায়ী ওয়াজিব রোজা হোক। উদাহরণস্বরূপ, যদি ধরা হয় যে কোনো ব্যক্তি মুসাফির হওয়ার কারণে রমজানে রোজা ভঙ্গ করেছিল, অতঃপর রমজানের পরে সে অবহেলা করল এবং কাজা আদায় করল না—যেহেতু শাবান মাস পর্যন্ত কাজা বিলম্বিত করা বৈধ—কিন্তু কাজা আদায়ের আগেই সে মারা গেল, তবে তার অভিভাবক অর্থাৎ তার উত্তরাধিকারী (যেমন মা, বাবা, ছেলে, মেয়ে বা স্ত্রী) তার পক্ষ থেকে রোজা রাখবে। এটি আবশ্যকীয় বা ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব বা পছন্দনীয়। যদি তার অভিভাবক রোজা না রাখে, তবে প্রতিটি রোজার পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাবার খাওয়াবে। একইভাবে, যদি তার ওপর কোনো কাফফারা ওয়াজিব থাকে এবং তা আদায়ের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আদায়ের আগেই সে মারা যায়, তবে তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে রোজা রাখবে। তদ্রূপ যদি কেউ তিন দিন রোজা রাখার মানত করে এবং রোজা রাখার আগেই মারা যায়, তবে তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে রোজা রাখবে। যদি সে তা না করে, তবে প্রতিদিনের বিনিময়ে একজন মিসকিনকে খাবার খাওয়াবে। আর আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত চতুর্থ হাদিসটি হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সংবাদ দিয়েছেন যে, জ্বর হলো জাহান্নামের উত্তাপের অংশবিশেষ, সুতরাং তোমরা পানি দিয়ে তা

শীতল করো। জ্বর হলো সেই ব্যাধি যা মানুষের শরীরে উচ্চ তাপমাত্রা সৃষ্টি করে; নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বর্ণনা অনুযায়ী এটি জাহান্নামের প্রকোপ থেকে উৎসারিত। জাহান্নামের এই উত্তাপ কীভাবে মানুষের শরীরে পৌঁছায়, সে বিষয়টি আল্লাহর নিকট ন্যস্ত; আমরা তা জানি না। তবে আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ভাষ্য অনুযায়ী বলি যে, 'জ্বর জাহান্নামের উত্তাপ থেকে, তাই তোমরা তা পানি দিয়ে শীতল করো।' অর্থাৎ, রোগীকে শীতল করার জন্য তার শরীরে পানি ঢালো। এটি জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির আরোগ্য লাভের অন্যতম উপায়। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানও এর সাক্ষ্য দিয়েছে। জ্বরের চিকিৎসার একটি অংশ হলো চিকিৎসকরা রোগীকে পানি দিয়ে গোসল করার নির্দেশ দেন। পানি যত বেশি শীতল হবে—যতক্ষণ না তা ক্ষতির কারণ হয়—ততই তা ফলপ্রসূ এবং এর মাধ্যমেই জ্বর দূরীভূত হয়।

(ص: 679) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الحى بإذن الله والله الموفق

1859 - وعن عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنها قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله تعالى عنها والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها قالت أهو قال هذا قالوا نعم قالت هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن محزمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وقال لهما أنشدكما الله لهما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها فإنها لا يحل لهما أن تنذر قطيعتي فأقبل به المسور وعبد الرحمن حتى استأذنا على عائشة فقالا السلام عليك ورحمة الله وبركاته أندخل قالت عائشة ادخلوا قالوا كلنا قالت نعم ادخلوا كلكم ولا تعلم أن معهما ابن

الزبير فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق
ينأشدها ويبكي وطفق المسور وعبد الرحمن ينأشدها إلا كلمته وقبلت منه
ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة ولا يحل
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج
طفقت تذكرها وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد فلم يزالا بها حتى كلمت ابن

আল্লাহর অনুমতিক্রমে জ্বর উপশম হবে এবং আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১৮৫৯ - আউফ বিন মালিক বিন তুফাইল থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনুল জুবায়ের (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) একটি ক্রয়-বিক্রয় অথবা দান সম্পর্কে যা আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) করেছিলেন, সে বিষয়ে বললেন, "আল্লাহর কসম! আয়েশা অবশ্যই এটি থেকে বিরত হবেন অথবা আমি অবশ্যই তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করব (তার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ করব)।" আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, "তিনি কি সত্যিই এটি বলেছেন?" তারা বললেন, "হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "আল্লাহর নামে আমার ওপর মানত রইল যে, আমি কখনোই ইবনুল জুবায়েরের সাথে কথা বলব না।" যখন তাদের এই কথোপকথন বন্ধ হওয়ার মেয়াদ দীর্ঘ হলো, তখন ইবনুল জুবায়ের তার কাছে সুপারিশ পাঠালেন। তিনি বললেন, "না, আল্লাহর কসম! আমি কখনোই তার ব্যাপারে কোনো সুপারিশ গ্রহণ করব না এবং আমার মানত ভঙ্গ করব না।" বিষয়টি যখন ইবনুল জুবায়েরের জন্য অসহনীয় হয়ে উঠল, তখন তিনি মিসওয়ার বিন মাখরামা এবং আবদুর রহমান বিন আল-আসওয়াদ বিন আবদু ইয়াগুস-এর সাথে কথা বললেন এবং তাদের দুজনকে বললেন, "আমি আপনাদের আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি যে, আপনারা আমাকে আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর কাছে নিয়ে যান; কেননা তার জন্য আমার সাথে সম্পর্ক ত্যাগের মানত করা বৈধ নয়।" অতঃপর মিসওয়ার ও আবদুর রহমান তাকে নিয়ে রওনা হলেন এবং আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তারা বললেন, "আপনার ওপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমরা কি প্রবেশ করতে পারি?" আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, "প্রবেশ করুন।" তারা বললেন, "আমরা সবাই?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আপনারা সবাই প্রবেশ করুন।" তিনি জানতেন না যে তাদের সাথে ইবনুল জুবায়েরও আছেন। তারা যখন ভেতরে প্রবেশ করলেন, ইবনুল জুবায়ের পর্দার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লেন এবং আয়েশা

(রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন। মিসওয়ার ও আবদুর রহমানও তাকে অনুরোধ করতে লাগলেন যেন তিনি তার সাথে কথা বলেন এবং তাকে ক্ষমা করেন। তারা বলছিলেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্ক ছিন্ন রাখা সম্পর্কে যা নিষেধ করেছেন তা আপনি অবগত আছেন; কোনো মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি কথা বন্ধ রাখা বৈধ নয়। যখন তারা আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কে ক্রমাগত নসিহত করতে লাগলেন এবং বিষয়টি তার জন্য অত্যন্ত কঠিন করে তুললেন, তখন তিনি কাঁদতে কাঁদতে তাদের বলতে লাগলেন, "আমি তো মানত করে ফেলেছি, আর মানতের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর।" তারা অনবরত অনুরোধ চালিয়ে যেতে থাকলেন যতক্ষণ না তিনি ইবনুল জুবায়েরের সাথে কথা বললেন...

(ص: 680) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الزبير وأعتقت في نذرهما أربعين رقبة وكانت تذكر نذرهما بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خبارها رواه البخاري

[الشَّرْحُ]

هذان حديثان عظيمان فيهما فوائد ذكرهما المؤلف رحمه الله في آخر كتابه رياض الصالحين في الأحاديث المنثورة الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وأفضل زوجاته بعد موته وكانت من كانت في العلم والعبادة والرأي والتدبير وكان عبد الله بن الزبير وهو ابن أختها أسماء بنت أبي بكر سمع عنها أنها تبرعت وأعطت عطايا كثيرة فاستكثر ذلك منها وقال لئن لم تنته لأحجرن عليها وهذه كلمة شديدة بالنسبة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأنها خالته وعندها من الرأي والعلم والحلم والحكمة ما لا ينبغي أن يقال فيها ذلك القول والحجر

عليها يعني منعها من التصرف في مالها أو التبرع الكبير من مالها فسمعت بذلك
وأخبرت به أخبرها بذلك الواشون الذين يشون بين الناس ويفسدون بينهم
بالنميمة والعياذ بالله والنميمة من كبائر الذنوب وقد حذر الله من النمائم وإن حلف
فقال ولا تطع كل حلاف مهين همار مشاء بنميم ومر النبي صلى الله عليه وسلم
بالمدينة على قبرين من قبور المسلمين فقال إنها ليعذبان في قبورهما وما يعذبان
في كبير يعني لا يعذبان في أمر

আয-যুবায়ের এবং তিনি তার মানতের কারণে চল্লিশজন দাস মুক্ত করেছিলেন। পরবর্তীতে
তিনি যখনই তার এই মানতের কথা স্মরণ করতেন, তখনই কাঁদতেন, এমনকি তার চোখের
পানিতে তার ওড়না ভিজে যেত। এটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

এই দুটি মহান হাদিস, যাতে রয়েছে অনেক শিক্ষা। লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) তার 'রিয়াদুস
সালিহীন' গ্রন্থের শেষাংশে বিবিধ হাদিসসমূহের অধ্যায়ে এগুলো উল্লেখ করেছেন। প্রথম
হাদিসটি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, যিনি নবী (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইলম, ইবাদত,
প্রজ্ঞা এবং দূরদর্শিতায় তার মর্যাদা ছিল অতুলনীয়। আবদুল্লাহ ইবনে আয-যুবায়ের (যিনি
ছিলেন আয়েশা রা.-এর বোন আসমা বিনতে আবু বকরের পুত্র) শুনতে পেলেন যে, আয়েশা
(রা.) প্রচুর দান-সদকা করছেন। তিনি এটিকে অতিরিক্ত মনে করলেন এবং বললেন: "যদি
তিনি বিরত না হন, তবে আমি অবশ্যই তার ওপর (সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে) বিধি-নিষেধ আরোপ
করব।" উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর শানে এটি ছিল অত্যন্ত কঠোর একটি
কথা। কারণ তিনি ছিলেন তার খালা এবং জ্ঞান, সহনশীলতা ও প্রজ্ঞায় আয়েশা (রা.) এমন
উচ্চপর্যায়ের ছিলেন যে, তার সম্পর্কে এ জাতীয় কথা বলা মোটেও সমীচীন ছিল না। 'হাজর' বা
বিধি-নিষেধ আরোপ করার অর্থ হলো—কাউকে তার নিজ সম্পদ ব্যয় বা বড় ধরনের দান-
সদকা করার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করা। আয়েশা (রা.) এ কথা শুনতে পেলেন এবং
চোগলখোররা তাকে এ সংবাদ পৌঁছে দিল—যারা মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং
চোগলখোরির মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করে। আমরা এ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই।

চোগলখোরি বা নামিমাহ কবির গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা চোগলখোর ব্যক্তি থেকে সতর্ক করেছেন, সে যতই শপথ করুক না কেন। তিনি বলেছেন: "আর আপনি অনুসরণ করবেন না এমন প্রত্যেকের, যে অধিক শপথকারী, লাঞ্চিত, পশ্চাতে নিন্দাকারী এবং যে চোগলখোরি করে বেড়ায়।" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদিনায় মুসলিমদের দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন: "নিশ্চয়ই এই দুই কবরবাসীকে আজাব দেওয়া হচ্ছে, আর তাদের আজাব কোনো বড় (কঠিন) বিষয়ের কারণে দেওয়া হচ্ছে না।" অর্থাৎ এমন কোনো বিষয় নয় যা পরিহার করা তাদের জন্য দুঃসাধ্য ছিল।

(ম: 681) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

شاق وأمر صعب بل يسهل بالنسبة للقيام به لا بالنسبة لعظمه عند الله أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول يعني لا يستنجي استنجاء تاماً وإذا أصاب البول ثوبه أو بدنه لا يبالي به وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة يأتي للناس فيخبر بما قال البعض في البعض الآخر من أجل أن يفرق بينهم والعياذ بالله فالنميمة من كبائر الذنوب يعذب عليها النمام في قبره ولا يدخل الجنة نمام نسأل الله العافية المهم أن هذه الكلمة وصلت إلى عائشة فنذرت رضي الله عنها ألا تكلمه أبداً وذلك لشدة ما حصل لها من الانفعال على ابن أختها وهجرته ومن المعلوم أن هجر أم المؤمنين رضي الله عنها لابن أختها سيكون شديداً عليه فحاول أن يسترضيها ولكنها صبت لأنها ترى أن النذر شديد فاستشفع إليها برجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلاً حيلة بأم المؤمنين لكنها حيلة حسنة لأنها أدت إلى مطلوب حسن وهو الإصلاح بين الناس والكذب في الإصلاح بين الناس باللسان جائز فكيف بالأفعال استأذنا على عائشة رضي الله عنها فسلماً عليها وهذه هي السنة عند الاستئذان أنك إذا قرعت الباب على شخص تقول السلام عليكم ثم استأذناها في

الدخول فقلنا ندخل قالت نعم قالوا قلنا قالت كلکم ولم تعلم أن عبد الله بن
الزبیر معها لكنها لم تقل هل معکم

এটি অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বা কঠিন কোনো বিষয় নয়, বরং আমল করার ক্ষেত্রে এটি সহজ, তবে আল্লাহর নিকট এর গুরুত্ব ও ভয়াবহতা অনেক বেশি। তাদের একজন প্রস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করত না, অর্থাৎ সে পরিপূর্ণভাবে ইস্তিঞ্জা করত না। যদি তার পোশাকে বা শরীরে প্রস্রাব লাগত, তবে সে তার পরোয়া করত না। আর অন্যজন চোগলখুরি করে বেড়াত; সে মানুষের কাছে গিয়ে একজনের কথা অন্যজনকে বলে দিত যাতে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়— আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। চোগলখুরি কবির গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যার কারণে চোগলখোরকে কবরে শাস্তি দেওয়া হয় এবং চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা ও সুস্থতা প্রার্থনা করছি। মূল কথা হলো, এই কথাটি আয়েশা (রা.)-এর কানে পৌঁছালে তিনি (রা.) মানত করলেন যে, তিনি কখনোই তার সাথে কথা বলবেন না। তার ভাগিনার প্রতি তার মনে যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাকে বর্জন করার যে সংকল্প করেছিলেন, এটি ছিল তারই বহিঃপ্রকাশ। এটি সর্বজনবিদিত যে, উম্মুল মুমিনীন (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্জন করা তার ভাগিনার জন্য অত্যন্ত কঠিন ও পীড়াদায়ক ছিল। তাই তিনি তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু আয়েশা (রা.) তার সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন; কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে তার মানতটি অত্যন্ত কঠোর ছিল। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীদের মধ্য থেকে দুইজন ব্যক্তির মাধ্যমে তার কাছে সুপারিশ পাঠালেন। তারা উম্মুল মুমিনীনের সাথে একটি কৌশল অবলম্বন করলেন, তবে এটি ছিল একটি উত্তম কৌশল; কারণ এটি একটি মহৎ উদ্দেশ্য অর্থাৎ মানুষের মধ্যে বিবাদ মিমাংসার দিকে ধাবিত করেছিল। মানুষের মাঝে সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে কথা বলার ক্ষেত্রে যদি মিথ্যা বলা বৈধ হয়, তবে কাজের মাধ্যমে এমন কৌশল অবলম্বন করা তো আরও যুক্তিযুক্ত। তারা আয়েশা (রা.)-এর কাছে আসার অনুমতি চাইলেন এবং তাকে সালাম দিলেন। আর অনুমতি চাওয়ার সুন্নত পদ্ধতি হলো, আপনি যখন কারও দরজায় করাঘাত করবেন, তখন বলবেন ‘আসসালামু আলাইকুম’। অতঃপর তারা প্রবেশের অনুমতি চেয়ে বললেন, "আমরা কি প্রবেশ করব?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" তারা বললেন, "আমরা সবাই কি?" তিনি বললেন, "তোমরা সবাই।" তিনি জানতেন না যে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর তাদের সাথে আছেন এবং তিনি এটিও জিজ্ঞাসা করেননি যে "তোমাদের সাথে আর কেউ আছে কি না?"

عبد الله بن الزبير فلم تستفصل وأتت بقول عام ادخلوا كلكم فدخلوا فلما دخلوا عليها وإذا عليها الحجاب حجاب أمهات المؤمنين وهو عبارة عن ستر تستتر به أمهات المؤمنين لا يراهن الناس وهو غير الحجاب الذي يكون لعامة النساء لأن الحجاب الذي لعامة النساء هو تغطية الوجه والبدن ولكن هذا حجاب يكون حاجباً وحائلاً بين أمهات المؤمنين والناس فلما دخلا البيت دخل عبد الله بن الزبير الحجاب لأنه ابن أختها فهي من محارمه فأكب عليها يقبلها ويبكي ويناشدها الله عز وجل ويحذرها من القطيعة ويبين لها أن هذا لا يجوز لكنها قالت النذر شديد ثم إن الرجلين أقنعاها بالعدول عما صبت عليه من الهجر وذكرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث حتى اقتنعت وبكت وكلمت عبد الله بن الزبير ولكن هذا الأمر أهمها شديداً فكانت كلما ذكرت بكت رضي الله عنها لأنه شديد وهذا قاعدة في كل إنسان يخاف الله كل من كان بالله أعرف كان منه أخوف كلما ذكرت هذا النذر وأنها انتهكت بكت رضي الله عنها ومع هذا أعتقت أربعين عبداً من أجل هذا النذر ليعتق الله تعالى رقبتها من النار وفي هذا دليل على شدة إيمان أمهات المؤمنين وحرصهن على العتق من النار والبراءة من عذاب الكفار ففي هذا الحديث دليل على فوائد 1_ أن الإنسان لا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ولا سيما إذا كان قريباً وأنه يجب عليه أن يحنث ويكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف

আবদুল্লাহ বিন আল-জুবায়েরের বিষয়ে তিনি কোনো বিস্তারিত অনুসন্ধান করলেন না এবং সাধারণভাবে বলে দিলেন, "তোমরা সবাই প্রবেশ করো।" অতঃপর তারা প্রবেশ করলেন। যখন তারা তাঁর নিকট প্রবেশ করলেন, তখন তিনি উম্মাহাতুল মুমিনীনের পর্দার আড়ালে ছিলেন। এই পর্দা হলো এমন একটি আবরণ যা দ্বারা উম্মাহাতুল মুমিনীন নিজেদের আবৃত

রাখতেন এবং সাধারণ মানুষ তাঁদের দেখতে পেত না। এটি সাধারণ নারীদের হিজাবের চেয়ে ভিন্ন; কারণ সাধারণ নারীদের হিজাব হলো মুখমণ্ডল ও শরীর ঢেকে রাখা, কিন্তু এই পর্দাটি ছিল উম্মাহাতুল মুমিনীন এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি আড়াল ও প্রতিবন্ধক। যখন তাঁরা ঘরে প্রবেশ করলেন, আবদুল্লাহ বিন আল-জুবায়ের পর্দার ভেতরে প্রবেশ করলেন; কারণ তিনি তাঁর বোনের ছেলে এবং তাঁর মাহরামদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাঁর ওপর ঝুঁকে পড়ে তাঁকে চুম্বন করতে লাগলেন, কাঁদতে লাগলেন এবং তাঁকে মহান আল্লাহর দোহাই দিয়ে সম্পর্ক ছিন্ন না করার জন্য অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন। তিনি তাঁকে সতর্ক করছিলেন এবং বোঝাচ্ছিলেন যে, এটি করা বৈধ নয়। কিন্তু তিনি বলছিলেন, "মানত অত্যন্ত কঠিন বিষয়।" অতঃপর ঐ দুই ব্যক্তি তাঁকে তাঁর দৃঢ় সংকল্পিত বর্জন থেকে ফিরে আসার জন্য সম্মত করলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিসটি স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, কোনো মুমিনের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখা বৈধ নয়। অবশেষে তিনি আশ্বস্ত হলেন, কাঁদলেন এবং আবদুল্লাহ বিন আল-জুবায়েরের সাথে কথা বললেন। কিন্তু এই বিষয়টি তাঁকে গভীরভাবে চিন্তিত করেছিল; ফলে যখনই তিনি এটি স্মরণ করতেন, তখনই কাঁদতেন (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। কারণ বিষয়টি ছিল অত্যন্ত গুরুতর। এটি আল্লাহভীতু প্রত্যেক মানুষের জন্য একটি সাধারণ নিয়ম—যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে যত বেশি জ্ঞান রাখেন, তিনি তাঁকে তত বেশি ভয় করেন। যখনই তিনি এই মানতের কথা এবং তা ভঙ্গ করার কথা স্মরণ করতেন, তখনই কাঁদতেন (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। এর সাথে সাথে তিনি এই মানতের কারণে চল্লিশজন দাস মুক্ত করেছিলেন, যেন মহান আল্লাহ তাঁকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দান করেন। এর মধ্যে উম্মাহাতুল মুমিনীনের সুদৃঢ় ঈমান এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি ও কাফিরদের আজাব থেকে পবিত্র থাকার ব্যাকুলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই হাদিসে বেশ কিছু উপকারিতা বা শিক্ষণীয় দিক রয়েছে: ১. কোনো মানুষের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখা বৈধ নয়, বিশেষ করে যদি সে নিকটাত্মীয় হয়। এমতাবস্থায় শপথ ভঙ্গ করা এবং কাফফারা আদায় করা আবশ্যিক, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীতে এসেছে: "যে ব্যক্তি শপথ করল..."

على يمين فرأى خيراً منها فليکفر عن يمينه وليأت الذي هو خير والله عز وجل غفور رحيم بالنسبة لليمين إذا کفرت عن يمينك وأتيت الذي هو خير كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم 2_ فضيلة الإصلاح بين الناس ومعلوم أن الإصلاح بين الناس من أفضل الأعمال قال الله تعالى {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً} 3_ جواز الحيل إذا لم تصل إلى شيء محرم لأن عائشة رضي الله عنها تحيل عليها الرجلان في الدخول عليها ومعها عبد الله بن الزبير 4_ رقة قلوب الصحابة وسرعة بكائهم رضي الله عنهم من خشية الله عز وجل وهذا دليل على لين القلب وخشيته لله وكما كان قلب الإنسان أقسى كان من البكاء أبعد والعياذ بالله ولذلك نرى الناس لما كانوا أقرب للآخرة من اليوم نجد فيهم الخشوع والبكاء وقيام الليل واللجوء إلى الله والصدقة وفعل الخير لكن لما قست القلوب صارت البواعظ تمر عليها مرور الباء على الصفا لا تنتفع به إطلاقاً نسأل الله لنا ولكم العافية

কেউ কোনো শপথ করার পর যদি তার চেয়ে উত্তম কিছু দেখে, তবে সে যেন তার শপথের কাফফারা আদায় করে এবং যা উত্তম তাই করে। আর মহান আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু; আপনি যখন আপনার শপথের কাফফারা দেবেন এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশানুযায়ী উত্তম কাজটি করবেন, তখন আল্লাহর রহমতই আপনার সাথী হবে। ২- মানুষের মাঝে বিবাদ মিটিয়ে দেওয়ার ফযীলত। এটি সর্বজনবিদিত যে, মানুষের মধ্যে সমঝোতা বা ইসলাহ করা সর্বোত্তম আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: {তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোনো কল্যাণ নেই, তবে যে ব্যক্তি সদকা, সৎকাজ কিংবা মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় (তার কথা ভিন্ন)। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা করবে, তাকে আমি অবশ্যই মহা পুরস্কার দান করব।} ৩- কোনো হারাম বিষয়ে উপনীত না হওয়া সাপেক্ষে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ বৈধ। কেননা আয়েশা

(রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট প্রবেশের জন্য দুজন ব্যক্তি একটি কৌশল অবলম্বন করেছিলেন এবং তাঁদের সাথে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন। ৪- সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর অন্তরের কোমলতা এবং মহান আল্লাহর ভয়ে তাঁদের দ্রুত ক্রন্দন। এটি অন্তরের নমনীয়তা ও খোদাভীতির প্রমাণ। মানুষের অন্তর যত কঠোর হয়, ক্রন্দন থেকে সে তত দূরে সরে যায়—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। এই কারণেই আমরা দেখতে পাই, মানুষ যখন বর্তমান কালের তুলনায় আখিরাতের অধিক নিকটবর্তী ছিল, তখন তাদের মধ্যে বিনয়, রোনাজারি, তাহাজ্জুদ, আল্লাহর দরবারে আকুতি, দান-সদকা ও নেক আমলের গভীরতা ছিল। কিন্তু যখন অন্তরগুলো পাষাণ হয়ে গেল, তখন নসিহতগুলো তার ওপর দিয়ে এমনভাবে বয়ে যায় যেমন মসৃণ পাথরের ওপর দিয়ে পানি বয়ে যায়, যা বিন্দুমাত্র কোনো উপকারে আসে না। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের ও আপনাদের জন্য আফিয়াত প্রার্থনা করছি।

(ص: 684) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

1860 - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتلى أحد فصلى عليهم بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع إلى المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وفي رواية ولكنني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم قال عقبة فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وفي رواية قال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن

تَشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتَنَافَسُوا فِيهَا وَالْمِرَادُ بِالصَّلَاةِ عَلَى قَتْلِ أَحَدٍ
الدُّعَاءُ لَهُمْ لَا الصَّلَاةَ الْمَعْرُوفَةَ

১৮৬০ - হযরত উকবা ইবনে আমির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওহূদের শহীদদের কবরের উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং আট বছর পর তাঁদের ওপর সালাত আদায় করলেন, যেন তিনি জীবিত ও মৃতদের নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করছেন। অতঃপর তিনি মিস্বারে আরোহণ করলেন এবং বললেন, “আমি তোমাদের অগ্রগামী এবং আমি তোমাদের ওপর সাক্ষী। তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাতের নির্ধারিত স্থান হলো হাউজ (কাউসার), আর আমি আমার এই অবস্থান থেকেই তা দেখতে পাচ্ছি। আমি তোমাদের ব্যাপারে এই আশঙ্কা করি না যে তোমরা শিরক করবে, বরং আমি তোমাদের ব্যাপারে পার্থিব জগতের মোহ নিয়ে আশঙ্কা করছি যে তোমরা তা নিয়ে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করবে।” বর্ণনাকারী বলেন, এটিই ছিল আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি আমার শেষ দৃষ্টি। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, “তবে আমি তোমাদের ব্যাপারে দুনিয়া নিয়ে এই আশঙ্কা করছি যে তোমরা তা নিয়ে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে এবং হানাহানি করবে, ফলে তোমরা সেভাবেই ধ্বংস হয়ে যাবে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছিল।” উকবা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে মিস্বারের ওপর দেখা ছিল আমার পক্ষ হতে শেষ দেখা। অন্য একটি বর্ণনায় তিনি বলেন, “আমি তোমাদের অগ্রগামী এবং আমি তোমাদের ওপর সাক্ষী। আল্লাহর কসম! আমি এই মুহূর্তে আমার হাউজ দেখতে পাচ্ছি। আমাকে পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের চাবিকাঠি অথবা পৃথিবীর চাবিকাঠি প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমার পরে তোমরা শিরক করবে বলে আমি ভয় করি না, বরং আমি ভয় করি যে তোমরা দুনিয়া নিয়ে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করবে।” আর ওহূদের শহীদদের ওপর ‘সালাত’ আদায়ের অর্থ হলো তাঁদের জন্য দোয়া করা, প্রচলিত জানাজা নামাজ নয়।

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في آخر أبوابه في الأحاديث المنثورة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فصلى على الشهداء هناك أي دعا لهم وليس المراد الصلاة المعروفة كما قال المؤلف رحمه الله لأن صلاة الجنازة المعروفة إنما تكون قبل الدفن لا بعده إلا من فاتته الصلاة عليه قبل الدفن يصلي عليه بعده لكن هذه الصلاة الدعاء كما في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم يعني ادع لهم ثم صعد المنبر صلى الله عليه وسلم وخطب الناس كالمودع وأخبر أنه يرى حوضه مأواه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك رائحة وأنيته كنجوم السماء في الكثرة والنور هذا الحوض يرده الناس وهم عطاش من طول البقار يوم القيامة ويشرب منه المؤمنون جعلنا الله وإياكم ممن يشربون منه بينه وكرمه ويزاد عنه الكافرون فمن شرب من شريعته في الدنيا واهتدى بسنته واتبع آثاره فليبشر أنه سيشرب من حوضه يوم القيامة ومن لم يكن كذلك حرم إياه والعياذ بالله كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه ينظر إلى حوضه الآن كشف له عنه في الدنيا كما كشف عنه حين رأى الجنة والنار في صلاة الكسوف وهذه أمور غيبية لا نعرف كيف كذلك ولكن الله ورسوله أعلم المهم علينا أن نؤمن ونصدق فهذا الحوض يرده الناس يوم القيامة ويشربون منه إلا من طغى

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসটি লেখক (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর ‘রিয়াদুস সালাহীন’ গ্রন্থের শেষ দিকের বিবিধ হাদিসসমূহের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, যা উকবা বিন আমির (রাডিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উহুদ অভিযুখে বের হলেন এবং সেখানে শহীদদের জন্য সালাত আদায় করলেন, অর্থাৎ তাঁদের জন্য দোয়া করলেন। এখানে সালাত বলতে প্রচলিত জানাজা নামাজ উদ্দেশ্য নয়, যেমনটি লেখক (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) উল্লেখ করেছেন। কারণ প্রচলিত জানাজা নামাজ দাফনের পূর্বেই অনুষ্ঠিত হয়, দাফনের

পর নয়; তবে দাফনের পূর্বে যার জানাজা ছুটে যায়, সে দাফনের পর জানাজা পড়তে পারে। কিন্তু এখানে সালাত অর্থ হলো দোয়া, যেমনটি মহান আল্লাহর বাণীতে এসেছে: ‘আপনি তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, যার মাধ্যমে আপনি তাদের পবিত্র করবেন ও পরিশোধিত করবেন এবং আপনি তাদের জন্য সালাত (দোয়া) করুন।’ অর্থাৎ তাদের জন্য দোয়া করুন। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিসরে আরোহণ করলেন এবং বিদায় গ্রহণকারীর ন্যায় মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি সংবাদ দিলেন যে, তিনি তাঁর ‘হাওজ’ (তৃষ্ণা নিবারক জলাধার) দেখতে পাচ্ছেন, যার পানি দুধের চেয়েও সাদা, মধুর চেয়েও মিষ্টি এবং সুঘ্রাণে কস্তুরীর চেয়েও উত্তম। আর এর পানপাত্রগুলো সংখ্যা ও জ্যোতিতে আকাশের নক্ষত্ররাজির ন্যায়। কিয়ামতের দিবসে দীর্ঘ অবস্থানের কারণে মানুষ যখন অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত থাকবে, তখন তারা এই হাওজের নিকট উপস্থিত হবে এবং মুমিনগণ তা থেকে পান করবে— আল্লাহ তাআলা তাঁর অনুগ্রহ ও দাক্ষিণ্যে আমাদের এবং আপনাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা তা থেকে পান করবে। আর কাফিরদের সেখান থেকে বিতাড়িত করা হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়ায় তাঁর আনীত শরয়ি বিধান অনুসরণ করেছে, তাঁর সুল্লাহর মাধ্যমে হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে, সে যেন এই সুসংবাদ গ্রহণ করে যে, কিয়ামতের দিন সে তাঁর হাওজ থেকে পান করতে পারবে। আর যে ব্যক্তি এমনটি করবে না, সে তা থেকে বঞ্চিত হবে—আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলছিলেন যে, তিনি এখনই তাঁর হাওজ প্রত্যক্ষ করছেন। দুনিয়াতেই তাঁর সামনে এটি উন্মোচিত করে দেওয়া হয়েছিল, যেমনটি সূর্যগ্রহণের নামাজের সময় তাঁর সামনে জান্নাত ও জাহান্নাম উন্মোচিত করা হয়েছিল। এগুলো হলো গায়বি বা অদৃশ্য জগতের বিষয়, যার প্রকৃত স্বরূপ আমাদের জানা নেই; তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমাদের বিশ্বাস স্থাপন ও সত্যায়ন করা। সুতরাং কিয়ামতের দিন মানুষ এই হাওজের নিকট আসবে এবং তা থেকে পান করবে, কেবল তারাই ব্যতীত যারা সীমালঙ্ঘন করেছে।

واستكبر والعياذ بالله وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يخشى على أمته الشرك لأن البلاد والله الحمد فتحت وصار أهلها إلى التوحيد ولم يقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقع الشرك بعد ذلك لكن لا يفهم من هذا أي من كونه لا يخاف الشرك على أمته ألا يقع فإن الشرك وقع الآن فهو موجود الآن من المسلمين من يقول إنه مسلم وهو يطوف بالقبور ويسأل المقبورين ويذبح لهم وينذر لهم فهو موجود والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إنكم لن تشرکوا حتى نقول إن ما وقع ليس بشرك لأن الرسول نفى أن يكون الشرك وهو لا ينطق عن الهوى لكن قال إني لا أخاف وهذا بناء على وقوع الدعوة في عهده صلى الله عليه وسلم وبيان التوحيد وتمسك الناس به لكن لا يلزم من هذا أن يستمر ذلك إلى يوم القيامة ويدل لهذا أنه صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمته الأوثان أي جماعات كبيرة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة لا يخشى على أمته الشرك لكن خشي شيئاً آخر الناس أسرع إليه وهو أن تفتح الدنيا على الأمة فيتنافسوها ويتقاتلوا عليها فتهلكهم كما أهلكت من قبلهم وهذا هو الذي وقع الآن فقد فتحت الدنيا وجاءتنا من كل جانب وصار فيها ما لا يخطر على البال مما سبق ولو أن أحداً حدث به لم يصدق لكن وقع فصار الناس الآن يتنافسون فيها ويتقاتلون عليها فأهلكتهم كما أهلكت من كان قبلهم والذين لم يقاتلوا

তিনি অহংকার প্রদর্শন করেছিলেন—আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর উম্মতের ব্যাপারে শিরকের আশঙ্কা করেন না। কেননা দেশসমূহ আল্লাহর অনুগ্রহে বিজিত হয়েছে এবং এর অধিবাসীগণ তাওহীদের অনুসারী হয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অন্তরে এমন কোনো ধারণার উদয় হয়নি যে, এরপর আর শিরক সংঘটিত হবে। তবে উম্মতের ব্যাপারে শিরকের আশঙ্কা না করার এই বক্তব্য থেকে এটি বুঝে নেওয়া সমীচীন হবে না যে, শিরক মোটেও সংঘটিত হবে না। প্রকৃতপক্ষে শিরক বর্তমানে সংঘটিত হয়েছে এবং তা মুসলিমদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা নিজেদের মুসলিম

দাবি করা সত্ত্বেও কবরের তাওয়াফ করে, কবরস্থ ব্যক্তিদের নিকট প্রার্থনা করে, তাদের উদ্দেশ্যে পশু জবেহ করে এবং মানত পেশ করে; সুতরাং শিরক বিদ্যমান। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন কথা বলেননি যে, তোমরা কখনোই শিরক করবে না—যাতে আমরা বলতে পারি যে যা ঘটছে তা শিরক নয়। কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিরকের অস্তিত্বকে সরাসরি অস্বীকার করেননি এবং তিনি খেয়াল-খুশিমতো কোনো কথা বলেন না। বরং তিনি বলেছেন, 'আমি আশঙ্কা করি না'; যা তাঁর যুগে দাওয়াতের ব্যাপক প্রসার, তাওহীদের সুস্পষ্ট বয়ান এবং মানুষের তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার অবস্থার ওপর ভিত্তি করে বলা হয়েছিল। তবে এর অর্থ এই নয় যে, কিয়ামত পর্যন্ত এই অবস্থা নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত থাকবে। এর প্রমাণ হলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে: "ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না আমার উম্মতের একটি বড় দল মূর্তিপূজা করবে"। তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই মুহূর্তে তাঁর উম্মতের জন্য শিরকের চেয়ে অন্য একটি বিষয়ের অধিক আশঙ্কা করেছিলেন যার প্রতি মানুষ দ্রুত ধাবিত হয়; আর তা হলো উম্মতের সামনে পার্থিব প্রাচুর্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে, ফলে তারা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে এবং তা নিয়ে হানাহানি করবে, পরিশেষে এটি তাদের ধ্বংস করে দেবে যেমন তাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছিল। আর বর্তমানে ঠিক এটিই ঘটেছে। দুনিয়ার দুয়ার উন্মুক্ত হয়েছে এবং আমাদের নিকট সবদিক থেকে এর প্রাচুর্য এসেছে। এতে এমন সব বিষয় প্রকাশ পেয়েছে যা আগে কল্পনাও করা যেত না; যদি ইতিপূর্বে কেউ এসব বিষয়ে বলত তবে তা বিশ্বাসযোগ্য হতো না, কিন্তু এখন তা বাস্তবে রূপ নিয়েছে। ফলে মানুষ এখন দুনিয়া নিয়ে প্রতিযোগিতায় মত্ত হয়েছে এবং দ্বন্দ্ব লিপ্ত হয়েছে, যা তাদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে যেমন তাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছিল, এমনকি যারা সরাসরি দ্বন্দ্ব লিপ্ত হয়নি তাদেরও।

عليها صارت قلوبهم للدنيا والعياذ بالله الدنيا همهم في المنام واليقظة والقيود والقيام والليل والنهار حتى أصبح المثل المشهور واقعاً على كثير من الناس وهو الحلال ما حل باليد من حرام أو حلال وحتى صدق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل أخذ المال من حلال أو حرام والعياذ بالله أصبح الناس الآن يتقائلون على الدنيا - على الدنيا - والعجب أن الإنسان يسعى وراء الدنيا التي خلقت له فيكون كأنه هو الذي خلق لها والعياذ بالله يخدمها خدمة عظيمة يرهق فيها بدنه وعقله وفكره وراحته والأنس بأهله ثم ماذا قد يفقدها في لحظة يخرج من بيته ولا يرجع إليه ينام على فراشه ولا يستيقظ وهذا مشاهد والعجب أن هذه الآيات نشاهدها نشاهد من عقد على امرأة ولم يدخل عليها...

مات مع شدة شوقه إليها وبعد أمله ولكن حال دونه المنون نجد أناساً معهم بطاقات دعوة زواجهم ثم يموتون وهي في سياراتهم إذن فما فائدة الدنيا وهي إلى هذا الحد في الغرور لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بالؤمنين الرءوف بهم الشفيق عليهم إنما يخشى علينا أن تفتح الدنيا فتنافس فيها وهذا هو الواقع فأحذر يا أخي لا تغرنك الحياة الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور أنت

এরই প্রভাবে তাদের অন্তরসমূহ জাগতিক মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে—আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। শয়নে-জাগরণে, উপবেশনে-উত্থানে এবং দিবা-রাত্রিতে দুনিয়াই তাদের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞানে পরিণত হয়েছে। এমনকি একটি সুপ্রসিদ্ধ প্রবাদ আজ বহু মানুষের ক্ষেত্রে বাস্তবে রূপ নিয়েছে, তা হলো: ‘হস্তগত হওয়া মাত্রই তা হালাল, চাই তা হারাম উপায়ে হোক কিংবা হালাল উপায়ে।’ এমনকি তাদের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে: “মানুষের ওপর এমন এক সময় আসবে, যখন ব্যক্তি সম্পদের উৎস নিয়ে কোনো ভ্রক্ষেপ করবে না যে, তা সে হালাল থেকে গ্রহণ করল নাকি হারাম থেকে।” আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই। বর্তমানে মানুষ দুনিয়ার জন্য—হ্যাঁ, কেবল দুনিয়ার জন্যই—একে অপরের সাথে বিবাদে লিপ্ত হচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে,

মানুষ সেই দুনিয়ার পেছনে হন্যে হয়ে ছুটছে যা তার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে, ফলে সে এমন আচরণ করছে যেন সে নিজেই দুনিয়ার সেবার জন্য সৃষ্টি হয়েছে—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। সে এর পেছনে এমন কঠোর পরিশ্রম করছে যে, তাতে সে তার দেহ, মস্তিষ্ক, চিন্তা, স্বস্তি এবং পরিবারের সান্নিধ্যকেও বিলীন করে দিচ্ছে। অতঃপর ফলাফল কী? নিমিষেই সে সব হারিয়ে ফেলতে পারে; সে ঘর থেকে বের হয় কিন্তু আর ফিরে আসে না; নিজ শয্যায় শয়ন করে কিন্তু আর জাগ্রত হয় না। আর এটি এক চাক্ষুষ বাস্তবতা। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, আমরা প্রতিনিয়ত এমন নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করছি; আমরা দেখি কোনো ব্যক্তি এক নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে কিন্তু তার সান্নিধ্য লাভ করতে পারেনি ...

তার প্রতি তীব্র ব্যাকুলতা এবং সুদূরপ্রসারী আশা থাকা সত্ত্বেও সে মৃত্যুবরণ করল, মৃত্যু তার ও তার কামনার মাঝে যবনিকাপাত ঘটাল। আমরা এমন অনেক মানুষকে দেখি যাদের কাছে তাদের বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র থাকা অবস্থায় তারা মৃত্যুবরণ করে, অথচ সেই পত্রগুলো তখনো তাদের গাড়িতেই পড়ে থাকে। তবে এই নশ্বর দুনিয়ার সার্থকতা কী, যা এই পরিমাণ প্রতারণাপূর্ণ? একারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—যিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু, অত্যন্ত করুণাময় ও পরম হিতৈষী—আমাদের অবহিত করেছেন যে, তিনি আমাদের ব্যাপারে কেবল এই আশঙ্কা করেন যে আমাদের সামনে পার্থিব ভোগবিলাস উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে এবং আমরা তা নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হব; আর এটিই বর্তমানের প্রকৃত বাস্তবতা। অতএব হে আমার ভাই, আপনি সতর্ক হোন! পার্থিব জীবন যেন আপনাকে প্রবঞ্চিত না করে এবং সেই মহাপ্রতারক যেন আল্লাহ সম্পর্কে আপনাকে বিভ্রান্তিতে না ফেলে।

(ص: 688) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

إِنَّ وَسْعَ اللَّهِ عَلَيْكَ الرِّزْقَ وَشَكَرْتَهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ وَإِنْ ضَيَّقَ عَلَيْكَ وَشَكَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ
أَمَّا أَنْ تَجْعَلَ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَيْكٍ وَمَبْلَغَ عِلْمِكَ فَهَذَا خَسَارٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَعَاذَنَا اللَّهُ
وَإِيَّاكُمْ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

1861 - وعن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطب حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فأخبرنا ما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا رواه مسلم

1862 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث من الأحاديث التي ذكرها المؤلف في كتابه (رياض الصالحين) من الأحاديث المنتهية التي لا تختص بباب دون باب فمنها هذا الحديث الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطب الناس وأن الله

আল্লাহ যদি আপনার জন্য রিজিক প্রশস্ত করেন এবং আপনি তাঁর শুকরিয়া আদায় করেন, তবে তা আপনার জন্য কল্যাণকর। আর যদি তিনি আপনার রিজিক সংকুচিত করেন এবং আপনি ধৈর্য ও শুকরিয়া করেন, তবে তাও আপনার জন্য কল্যাণকর। কিন্তু আপনি যদি দুনিয়াকে আপনার জীবনের প্রধান চিন্তার বিষয় এবং আপনার জ্ঞানের লক্ষ্যবস্তু বানান, তবে এটি দুনিয়া ও আখিরাতে চরম ক্ষতি। আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদের প্রকাশ্য ও গোপন সকল ফিতনা থেকে রক্ষা করুন।

১৮৬১ - আবু যাইদ আমর ইবনুল আখতাব আল-আনসারি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন এবং মিসরে আরোহণ করলেন। এরপর তিনি যোহরের ওয়াক্ত হওয়া পর্যন্ত আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। অতঃপর তিনি মিসর থেকে নেমে সালাত আদায় করলেন। তারপর আবার মিসরে আরোহণ করলেন এবং আসরের ওয়াক্ত আসা পর্যন্ত ভাষণ দিলেন। এরপর নেমে সালাত আদায় করলেন। পুনরায় মিসরে আরোহণ করলেন এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত ভাষণ দিলেন। সেই ভাষণে তিনি আমাদের কাছে যা ঘটে গেছে এবং যা ঘটবে তার সংবাদ

প্রদান করেছেন। আমাদের মধ্যে যার মুখস্থ রাখার ক্ষমতা যত বেশি ছিল, সে তত বেশি জ্ঞাত। (মুসলিম)।

১৮৬২ - আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মানত করে, সে যেন তাঁর আনুগত্য করে (অর্থাৎ মানত পূর্ণ করে)। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার মানত করে, সে যেন তাঁর অবাধ্য না হয়।" (বুখারি)।

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসগুলো সেই সকল বিবিধ হাদিসের অন্তর্ভুক্ত যা লেখক তাঁর 'রিয়াদুস সালেহীন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যা কোনো নির্দিষ্ট অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তন্মধ্যে এই হাদিসটি প্রমাণ করে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাগ্মী এবং আল্লাহ তাআলা...

(ص: 689) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

تعالى أعطاه قوة لم يعطها أحدا غيره فقد صلى الفجر صلى الله عليه وسلم ذات يوم وصعد المنبر وخطب الناس حتى أذن الظهر ثم نزل فصلى الظهر ثم عاد فصعد المنبر وخطب حتى أذن العصر فنزل وصلى العصر ثم صعد المنبر فخطب حتى غابت الشمس يعني يوماً كاملاً من صلاة الفجر إلى غروب الشمس وهو صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يذكر أنه خرج إلى البيت ليتغدى أو نحو ذلك فإما أن يكون صائماً وإما أن يكون قد انشغل بما هو أهم وكذلك أيضاً لم يذكر أنه صلى راتبة الظهر فيكون هنا اشتغل عن الراتبة بما هو أهم لأن موعظة الناس وتعليم الناس أهم من الراتبة فإن دار الأمر بين أداء الراتبة والتعليم فالتعليم أفضل قال وأخبرنا بما كان وما يكون يعني مما أطلع الله عليه وليس يعلم الغيب إلا من أطلع الله عليه فقط

فأعلمه الله عز وجل في ذلك اليوم شيئاً من علوم الغيب الماضية ومن الغيوب
المستقبلية وأخبر بها صلى الله عليه وسلم فأعلمنا أحفظنا يعني منا من علم وحفظ
وبقى ذلك في ذهنه ومنا من لم يحفظ ففي هذا دليل على قوة النبي صلى الله عليه
وسلم ونشاطه وحرصه على إبلاغ الرسالة حتى قام يوماً كاملاً وأما الحديث الثاني فهو
حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن
نذر أن يعصيه فلا يعصه النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه شيئاً لله عز وجل مثل
أن يقول لله علي نذر أن أقوم أن أصوم أن أصلي أن أقرأ القرآن أن أتصدق..
..

ألخ والنذر إما حرام وإما مكروه فبعض العلماء

মহান আল্লাহ তাঁকে এমন শক্তি দান করেছিলেন যা অন্য কাউকে দেননি। নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ফজরের সালাত আদায় করলেন এবং মিস্বারে আরোহণ করে
যোহরের আজান পর্যন্ত মানুষের সামনে ভাষণ দিলেন। অতপর তিনি নিচে নেমে যোহরের
সালাত আদায় করলেন এবং পুনরায় মিস্বারে আরোহণ করে আসরের আজান পর্যন্ত ভাষণ
দিলেন। এরপর তিনি নিচে নেমে আসরের সালাত আদায় করলেন এবং পুনরায় মিস্বারে
আরোহণ করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ভাষণ দিলেন। অর্থাৎ ফজর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পুরো একটি দিন
তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দানরত ছিলেন। সেখানে এমন কোনো উল্লেখ
পাওয়া যায় না যে তিনি মধ্যাহ্নভোজ বা এই জাতীয় কোনো প্রয়োজনে ঘরে গিয়েছিলেন; হয়
তিনি রোজা রেখেছিলেন অথবা এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজে ব্যাপ্ত ছিলেন।
অনুরূপভাবে সেখানে এটিও উল্লেখ করা হয়নি যে তিনি যোহরের সুন্নতে রাতিবা সালাত আদায়
করেছিলেন। এখানে তিনি সুন্নাত সালাতের পরিবর্তে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত ছিলেন,
কারণ মানুষকে উপদেশ প্রদান ও শিক্ষা দান সুন্নাত সালাত আদায়ের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। যদি
সুন্নাত সালাত এবং শিক্ষা দানের মধ্যে কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয় আসে, তবে
শিক্ষা দানই উত্তম। তিনি বলেন, তিনি আমাদের যা অতীতে ঘটেছিল এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে
সে সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন—অর্থাৎ আল্লাহ তাঁকে যা অবগত করেছেন। আল্লাহ যাকে
অবগত করেন তিনি ব্যতীত আর কেউ অদৃশ্যের সংবাদ (গায়েব) জানেন না। মহান আল্লাহ
সেদিন তাঁকে অতীতের কিছু অদৃশ্যের জ্ঞান এবং ভবিষ্যতের অনেক বিষয় শিক্ষা দিয়েছিলেন

এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো বর্ণনা করেছিলেন। আমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি মুখস্থ রাখতে পেরেছে সেই অধিক জ্ঞানী ছিল। অর্থাৎ আমাদের মাঝে কেউ বিষয়টি জেনেছেন ও মুখস্থ রেখেছেন এবং তা তাঁর স্মৃতিতে সংরক্ষিত ছিল, আবার কেউ হয়তো তা মুখস্থ রাখতে পারেননি। এর মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শক্তি, উদ্যম এবং রিসালাত বা আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর প্রবল একাগ্রতার প্রমাণ পাওয়া যায় যে তিনি পুরো একটি দিন দাঁড়িয়ে অতিবাহিত করেছেন। আর দ্বিতীয় হাদিসটি হলো আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মানত করে সে যেন তাঁর আনুগত্য করে; আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার মানত করে সে যেন তাঁর অবাধ্য না হয়।" মানত (নাযর) হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মানুষ কর্তৃক নিজের ওপর কোনো বিষয়কে আবশ্যক করে নেওয়া। যেমন—আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমি মানত করছি যে আমি নফল সালাত পড়ব, রোজা রাখব, সালাত আদায় করব, কুরআন তিলাওয়াত করব কিংবা দান-সদকা করব...

..

ইত্যাদি। মানত করা হয় হারাম নতুবা মকরুহ; এ বিষয়ে কোনো কোনো আলেম...

(ص: 690) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

يرى أن النذر حرام وأنه لا يحل للإنسان أن يندر لأنه يكلف نفسه ما هو في غنى عنه وكم من إنسان نذر ولم يوف وكم من إنسان نذر وتعب في الوفاء وكم من إنسان نذر وذهب إلى أبواب العلماء يستفتيهم لعله يجد رخصة المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر واختلف علماء المسلمين في هذا النهي فمنهم من قال إنه للتحريم ومنهم من قال إنه للكرهية ولكن إذا نذر أن يطيع الله وجب عليه أن يطيع الله وجوباً فإذا قال الله علي نذر أن أصوم كل يوم اثنين من كل أسبوع وجب

عليه ذلك ولا يحل له أن يخلف إلا لعذر كمرض ونحوه وإذا نذر أن يصلي كل يوم ركعتي الضحى وجب عليه أن يصلي ركعتين ...

إلخ مع أنه كان في حل من ذلك إن شاء صام وإن شاء لم يصم وإن شاء صلى وإن شاء لم يصل ...

إلخ في غير فرائض الله فهو في حل وسعة فيذهب فيضييق على نفسه والعجب أن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية إذا كان مريضاً قال الله علي نذر إن عافاني الله لأفعلن كذا وكذا سبحان الله لا يعافيك إلا إذا أعطيت الشرط ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فقال إن النذر لا يرد قضاء إذا أراد الله أمراً سواء نذرت أو لم تنذر سيتم وقال إنه لا يأتي بخير وصدق صلى الله عليه وسلم النذر ما فيه خير وأعلم أنك إذا نذرت على شرط فلم توف إذا حصل الشرط فإنك

তিনি মনে করেন যে মানত করা হারাম এবং মানুষের জন্য মানত করা বৈধ নয়; কারণ এর মাধ্যমে মানুষ নিজেকে এমন বিষয়ে দায়বদ্ধ করে ফেলে যা থেকে সে মুক্ত ছিল। কত মানুষই তো মানত করেছে কিন্তু তা পূর্ণ করেনি, আবার কত মানুষ মানত করে তা পূর্ণ করতে গিয়ে চরম কষ্টের শিকার হয়েছে। কত মানুষ মানত করার পর আলেমদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন এই আশায় যে, হয়তো তারা কোনো সহজ পথ বা শিথিলতার ফতোয়া দেবেন। মূল কথা হলো, নবী (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন) মানত করতে নিষেধ করেছেন। এই নিষেধের ব্যাপারে মুসলিম উলামাগণ মতভেদ করেছেন; তাঁদের মধ্যে কেউ বলেছেন এটি হারামের (নিষিদ্ধ) জন্য, আবার কেউ বলেছেন এটি মাকরুহের (অপছন্দনীয়) জন্য। তবে কেউ যদি আল্লাহর আনুগত্য করার মানত করে, তবে তার ওপর সেই আনুগত্য করা ওয়াজিব বা আবশ্যিক হয়ে যায়। সুতরাং সে যদি বলে, "আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমার ওপর মানত রইল যে আমি প্রতি সপ্তাহের প্রতি সোমবার রোজা রাখব", তবে তা পালন করা তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে। অসুস্থতা বা এ জাতীয় কোনো সঙ্গত কারণ ব্যতীত তা ভঙ্গ করা তার জন্য বৈধ নয়। আর যদি সে মানত করে যে প্রতিদিন দুই রাকাত চাশতের নামাজ পড়বে, তবে তার ওপর দুই রাকাত নামাজ পড়া ওয়াজিব হয়ে যাবে ...

ইত্যাদি। অথচ ইতিপূর্বে সে এ ব্যাপারে স্বাধীন ছিল; চাইলে রোজা রাখত, না চাইলে রাখত না; চাইলে নামাজ পড়ত, না চাইলে পড়ত না ...

ইত্যাদি। আল্লাহর নির্ধারিত ফরজ ইবাদতসমূহ ব্যতীত অন্য সব ক্ষেত্রে সে স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রশস্ততার মাঝেই ছিল, কিন্তু সে নিজেই নিজের ওপর সংকীর্ণতা চাপিয়ে দিল। আশ্চর্যের বিষয় হলো, কিছু মানুষ—আল্লাহ আমাদের ও তাদেরকে হেদায়েত দান করুন—অসুস্থ হলে বলে, "আল্লাহ যদি আমাকে সুস্থ করেন, তবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমার ওপর মানত রইল যে আমি অমুক অমুক কাজ করব।" সুবহানাল্লাহ! আপনি শর্ত দিলেই কি কেবল আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করবেন? এই উদ্দেশ্যেই নবী (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন) ইঙ্গিত করে বলেছেন যে, মানত তাকদিরকে রুখতে পারে না; আল্লাহ যদি কোনো বিষয়ের ফয়সালা করেন, তবে আপনি মানত করুন বা না করুন, তা কার্যকর হবেই। তিনি আরও বলেছেন যে, "মানত কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না।" নবী (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন) সত্যই বলেছেন, মানতের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। জেনে রাখুন, আপনি যদি কোনো শর্তের ওপর মানত করেন এবং শর্তটি পূর্ণ হওয়ার পর মানত পূর্ণ না করেন, তবে আপনি...

(ص: 691) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

مهديد بأمر عظيم مهديد بنفاق يجعله الله في قلبك حتى تموت قال الله عز وجل
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين عاهدوا
الله إن أعطانا مالا لنصدق منه ونقوم بطاعة الله {فلما آتاهم من فضله} وتم
لهم مطلوبهم {بخلوا به وتولوا} ما وفوا بآعاهدوا الله عليه {فأعقبهم نفاقا في
قلوبهم إلى يوم يلقونه} نفاق دائم لا يوفقون إلى التوبة منه ولا تنسلخ قلوبهم
منه بل يبقى في قلوبهم إلى أن يموتوا والعياذ بالله على النفاق فآلهم يا أخي
المسلم احذر النذر وحذر إخوانك المسلمين وقل للمريض إن أراد الله لك شفاء
شفاك بدون نذر وقل للتلميذ إن أراد الله أن تنجح نجت بدون نذر وقل لمن

ضَاعَ مِنْهُ شَيْءٌ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ آتَاكَ بِهِ مِنْ غَيْرِ نَذْرٍ وَاصْدَقَ اللَّهُ فِي نَفْسِكَ إِذَا حَصَلَ ذَلِكَ الشَّيْءُ فَحِينَئِذٍ أَشْكُرَ اللَّهُ تَصَدَّقْ بِمَا شِئْتَ صُمْ صِلْ أَمَا أَنْ تَنْذِرَ وَكَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَأْتِي إِلَّا إِذَا شَرَطَ لَهُ شَرَطَ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ وَلِهَذَا فَالْقَوْلُ بِالتَّحْرِيمِ قَوْلٌ قَوِيٌّ وَإِلَيْهِ مَالُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَمَا مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِيهِ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ مِثْلًا حَرَّمَ عَلَيْهِ شَرْبَهَا وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ بِالنَّذْرِ لَا يَقُولُ أَنَا نَذَرْتُ وَأَوْفِي بِنَذْرِي نَقُولُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ لَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَدِيَ عَلَى شَخْصٍ لَا يَحِلُّ أَنْ يَعْتَدِيَ عَلَيْهِ وَلَوْ نَذَرَ لَوْ

আপনি এক গুরুতর বিষয়ের হুমকির সম্মুখীন, এমন এক নিফাকের (কপটতা) হুমকির সম্মুখীন যা আল্লাহ আপনার অন্তরে মৃত্যু পর্যন্ত গেঁথে দেবেন। মহান আল্লাহ বলেন: "আর তাদের মধ্যে এমনও রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তিনি যদি তাঁর অনুগ্রহ থেকে আমাদের দান করেন তবে আমরা অবশ্যই সদকা করব এবং অবশ্যই নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হব।" তারা আল্লাহর সাথে এই অঙ্গীকার করেছিল যে, তিনি যদি আমাদের সম্পদ দান করেন তবে আমরা তা থেকে দান-খয়রাত করব এবং আল্লাহর আনুগত্য করব। "অতঃপর যখন তিনি তাঁর অনুগ্রহ থেকে তাদের দান করলেন" এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো, "তখন তারা তাতে কার্পণ্য করল এবং বিমুখ হয়ে ফিরে গেল।" তারা আল্লাহর সাথে করা অঙ্গীকার পূর্ণ করল না। "ফলস্বরূপ তিনি তাদের অন্তরে সেই দিন পর্যন্ত নিফাক গেঁথে দিলেন যেদিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে।" এটি এমন এক স্থায়ী নিফাক যে তারা তা থেকে তওবা করার তাওফিক লাভ করে না এবং তাদের অন্তর থেকেও তা দূরীভূত হয় না; বরং মৃত্যু পর্যন্ত তা তাদের অন্তরে বিদ্যমান থাকে—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—অর্থাৎ তারা নিফাকের ওপরই মৃত্যুবরণ করে।

সুতরাং হে আমার মুসলিম ভাই, আপনি মানত করার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন এবং আপনার মুসলিম ভাইদেরও সতর্ক করুন। কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে বলুন, আল্লাহ যদি আপনার আরোগ্য চান তবে মানত ছাড়াই তিনি আপনাকে সুস্থ করবেন। ছাত্রকে বলুন, আল্লাহ যদি আপনার সাফল্য চান তবে মানত ছাড়াই আপনি সফল হবেন। যার কোনো কিছু হারিয়ে গেছে তাকে বলুন, আল্লাহ যদি চান তবে মানত ছাড়াই তিনি তা আপনাকে ফিরিয়ে দেবেন। আপনি নিজের অন্তরে আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হোন; যখন সেই কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি অর্জিত হবে, তখন আল্লাহর

শুকরিয়া জ্ঞাপন করুন, যা ইচ্ছা সদকা করুন, রোজা রাখুন বা নামাজ পড়ুন। কিন্তু এমনভাবে মানত করা যেন মহান আল্লাহ কোনো শর্তারোপ করা ছাড়া কিছুই দেবেন না—আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি।

এই কারণেই মানত করা হারাম হওয়ার অভিমতটি অত্যন্ত জোরালো এবং শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) এই মতের প্রতিই ঝুঁকেছেন। তবে কেউ যদি আল্লাহর অবাধ্যতা বা পাপাচারের মানত করে, তবে সে যেন আল্লাহর সেই নাফরমানি না করে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি মদ পান করার মানত করে, তবে তার জন্য মদ পান করা হারাম। মানত করেছে বলেই তার জন্য মদ পান করা বৈধ হয়ে যাবে না। সে যেন এ কথা না বলে যে, "আমি মানত করেছি এবং আমি আমার মানত পূর্ণ করব।" আমরা বলি: আল্লাহর নাফরমানির কাজে মানত পূর্ণ করার কোনো বিধান নেই। যদি কেউ কারো ওপর অন্যায়ভাবে চড়াও হওয়ার মানত করে, তবে তার জন্য সেই সীমালঙ্ঘন করা বৈধ নয়, এমনকি সে যদি মানত করে থাকে তবুও...

(ص: 692) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

نذر أن يغتَاب شخصاً فلا يحل له أن يغتَابَه ولو نذر أن يقاطع قريبه لم يحل له أن يقاطع قريبه لو نذر أن يعق والديه لم يحل له أن يعق والديه لأن ذلك معصية ومن نذر أن يعصي الله فلا يعص ولكن ماذا يفعل قال أهل العلم إنه لا يعصى الله ويكفر كفارة يمين يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتالية لحديث ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم 1863 - وعن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ وقال كان ينفخ على إبراهيم متفق عليه
أما الحديث الثالث فهو قتل الوزغ والوزغ سام أبرص هذا الذي يأتي في البيوت يبيض ويفرخ ويؤذي الناس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وكان عند عائشة

رضي الله عنها ربح بها تتبع الأوزاغ وتقتلها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتله في أول مرة فله كذا وكذا من الأجر وفي الثانية أقل وفي الثالثة أقل... كل ذلك تحريضا للمسلمين على المبادرة لقتله وأن يكون قتله بقوة ليثبت في أول مرة وسماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا وأخبر أنه كان ينفخ النار على إبراهيم والعياذ بالله حين ألقاه أعداؤه في النار جعل هذا الخبيث الوزغ ينفخ النار على إبراهيم من أجل أن يشتد لهبها مما يدل على عدواته التامة لأهل التوحيد والإخلاص ولذلك ينبغي للإنسان أن يتتبع الأوزاغ في بيته في السوق في المسجد ويقتلها والله الموفق

1864 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة وفي رواية من قتل وزغا في أول ضربة كتب له مائة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك رواه مسلم

কেউ যদি কোনো ব্যক্তির গীবত (পরনিন্দা) করার মানত করে, তবে তার জন্য সেই ব্যক্তির গীবত করা বৈধ নয়। যদি কেউ তার আত্মীয়র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার মানত করে, তবে তার জন্য আত্মীয়র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা বৈধ নয়। যদি কেউ তার পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার মানত করে, তবে তার জন্য পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া বৈধ নয়; কারণ এটি একটি পাপাচার। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার মানত করে, সে যেন তাঁর নাফরমানি না করে। তবে এমতাবস্থায় সে কী করবে? আলেমগণ বলেছেন যে, সে আল্লাহর অবাধ্যতা করবে না এবং শপথের কাফফারা আদায় করবে। কাফফারা হলো দশজন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো অথবা তাদের বস্ত্র দান করা কিংবা একজন ক্রীতদাস মুক্ত করা। যদি সে এর সামর্থ্য না রাখে, তবে তাকে টানা তিন দিন রোজা রাখতে হবে; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ বিষয়ে হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

১৮৬৩ - উম্মে শারীক রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে টিকটিকি হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন: এটি ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর আগুনের ওপর ফুঁ দিচ্ছিল। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

তৃতীয় হাদিসটি হলো টিকটিকি হত্যা সংক্রান্ত। টিকটিকি বা গিরগিটি হলো বিষাক্ত ও ক্ষতিকারক প্রাণী যা ঘরে বাস করে, ডিম পাড়ে, বংশবিস্তার করে এবং মানুষকে কষ্ট দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট একটি বর্শা ছিল যা দিয়ে তিনি টিকটিকি খুঁজে বেড়াতেন এবং সেগুলো হত্যা করতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই একে হত্যা করবে তার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ সওয়াব রয়েছে, দ্বিতীয় আঘাতে তার চেয়ে কম এবং তৃতীয় আঘাতে তার চেয়েও কম...

এসবের উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের এটি দ্রুত হত্যা উৎসাহিত করা এবং যেন প্রথম আঘাতেই তা মারা যায় সেজন্য সজোরে আঘাত করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে 'ফুওয়াইসিক' (ক্ষতিকারক প্রাণী) হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং জানিয়েছেন যে, শত্রুরা যখন ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আগুনে নিক্ষেপ করেছিল, তখন এই খবর প্রাণীটি আগুনের ওপর ফুঁ দিচ্ছিল—আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। সে ইবরাহীমের আগুনের শিখা তীব্র করার জন্য ফুঁ দিচ্ছিল, যা তাওহীদ ও ইখলাসপন্থীদের প্রতি এর চরম শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ। তাই মানুষের উচিত ঘরে, বাজারে ও মসজিদে টিকটিকি বা গিরগিটি অনুসন্ধান করা এবং সেগুলোকে হত্যা করা। আর আল্লাহই তৌফিকদাতা।

১৮৬৪ - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই টিকটিকি হত্যা করবে তার জন্য এত এত সওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় আঘাতে তা হত্যা করবে তার জন্য প্রথমটির চেয়ে কম সওয়াব রয়েছে। আর যদি তৃতীয় আঘাতে তা হত্যা করে তবে তার জন্য আরও কম সওয়াব রয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় আছে: যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই টিকটিকি হত্যা করবে তার জন্য একশ সওয়াব লেখা হবে, দ্বিতীয় আঘাতে তার চেয়ে কম এবং তৃতীয় আঘাতে তার চেয়েও কম। (বর্ণনায়: মুসলিম)।

قال أهل اللغة الوزغ العظام من سام أبرص

ভাষাবিদগণ বলেছেন যে, 'ওয়াজাগ' হলো বড় আকৃতির 'সাম আবরাস' (এক বিশেষ প্রজাতির বিষাক্ত টিকটিকি)।

1865 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقة وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه

[الشَّرْحُ]

أما حديث أبي هريرة الثاني فهو في قصة الرجل الذي خرج ليتصدق ومعروف أن الصدقة على الفقراء والمساكين فوَقعت صدقته في يد سارق فأصبح الناس يتحدثون

تصدق الليلة على سارق والسارق ينبغي أن يعاقب لا أن يعطى وينى ماله فقال هذا
الرجل المتصدق الحمد لله حمد الله لأن الله تعالى محمود على كل حال وكان من
هدى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أصابه ما

১৮৬৫ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: এক ব্যক্তি বলল, "আমি অবশ্যই কিছু সদকা করব।" সে তার সদকা নিয়ে বের হলো এবং তা একজন চোরের হাতে অর্পণ করল। সকালে লোকজন বলাবলি করতে লাগল, "গতরাতে এক চোরকে সদকা দেওয়া হয়েছে।" তখন সে বলল, "হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য। আমি পুনরায় অবশ্যই সদকা করব।" অতঃপর সে তার সদকা নিয়ে বের হলো এবং তা একজন ব্যভিচারিণীর হাতে প্রদান করল। সকালে মানুষ আলোচনা করতে লাগল, "গতরাতে এক ব্যভিচারিণীকে সদকা দেওয়া হয়েছে।" তখন সে বলল, "হে আল্লাহ! ব্যভিচারিণীর হাতে সদকা পড়ার জন্য আপনারই প্রশংসা। আমি অবশ্যই পুনরায় সদকা করব।" এরপর সে পুনরায় সদকা নিয়ে বের হলো এবং তা একজন ধনী ব্যক্তির হাতে দিয়ে দিল। সকালে লোকজন বলাবলি করতে লাগল, "আজ রাতে এক ধনী ব্যক্তিকে সদকা দেওয়া হয়েছে।" তখন সে বলল, "হে আল্লাহ! চোর, ব্যভিচারিণী ও ধনীর হাতে সদকা পড়ার জন্য আপনারই সকল প্রশংসা।" অতঃপর তাকে (স্বপ্নে বা ইলহামের মাধ্যমে) বলা হলো, "চোরের হাতে তোমার সদকা পড়ার কারণ সম্ভবত এই যে, সে যেন চুরির পথ থেকে বিরত থাকে। আর ব্যভিচারিণীর হাতে সদকা পড়ার কারণ সম্ভবত এই যে, সে যেন ব্যভিচার থেকে বিরত হয়ে পবিত্রতা অবলম্বন করে। আর ধনীর হাতে সদকা পড়ার কারণ সম্ভবত এই যে, সে যেন এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং আল্লাহ তাকে যা দান করেছেন তা থেকে সে ব্যয় করতে শুরু করে।" ইমাম বুখারি এটি তাঁর নিজস্ব শব্দে এবং ইমাম মুসলিম এর ভাবার্থ বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাখ্যা]

আবু হুরায়রার বর্ণিত দ্বিতীয় হাদিসটি সেই ব্যক্তির কাহিনী প্রসঙ্গে যে সদকা করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল। আর এটি সুপরিচিত যে, সদকা সাধারণত দরিদ্র ও মিসকিনদের প্রদান করা হয়। কিন্তু তার সদকাটি একজন চোরের হাতে গিয়ে পড়ে। ফলে সকালে মানুষ আলোচনা করতে থাকে যে, গতরাতে জনৈক চোরকে সদকা দেওয়া হয়েছে। অথচ চোরকে শাস্তি প্রদান

করা সংগত, তাকে দান করা বা তার সম্পদ বৃদ্ধি করা সমীচীন নয়। তখন সেই সদকাকারী ব্যক্তি বলল, "আলহামদুলিল্লাহ" (আল্লাহর প্রশংসা)। সে আল্লাহর প্রশংসা এ জন্য করল যে, আল্লাহ তাআলা সর্বাবস্থায় প্রশংসিত। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শ ছিল এই যে, যখন তাঁর নিকট এমন কিছু পৌঁছাত যা...

(ص: 695) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

يسره قال الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات وإذا أصابه خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال هذا هدى النبي صلى الله عليه وسلم وأما ما يقوله بعض الناس الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فهذه عبارة لا ينبغي أن تقال لأن كلمة على مكروه تنبئ عن كراهتك لهذا الشيء وأن هذا فيه نوع من الجزع ولكن قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله على كل حال والإنسان لا شك في أنه في هذه الدنيا يوماً يأتيه ما يسره ويوماً يأتيه ما لا يسره فإن الدنيا ليست بأقية على حال وليست صافية من كل وجه بل صفوها مشوب بالكدر نسأل الله أن يكتب لنا ولكم بها نصيباً للأخرة لكن إذا أتاك ما يسرك فقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وما يسوءك فقل الحمد لله على كل حال ثم إنه خرج هذا الرجل فقال لأتصدقن الليلة فوقع صدقته في يد زانية امرأة بغى تمكن الناس من الزنا بها فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية وهذا شيء لا يقبله العقل ولا الفطرة فقال الحمد لله ثم قال لأتصدقن الليلة وكأنه رأى أن صدقته الأولى والثانية لم تقبل فتصدق فوقع في يد غني والغني ليس من أهل الصدقة بل من أهل الهدية والهبة وما أشبه ذلك فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني فقال الحمد لله

যখন তিনি আনন্দিত হতেন তখন বলতেন, “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যাঁর অনুগ্রহে সকল কল্যাণকর কাজ সুসম্পন্ন হয়।” আর যখন তাঁর কাছে এর বিপরীত কিছু পৌঁছাত, তখন তিনি বলতেন, “সর্বাবস্থায় আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা।” এটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ। আর কিছু মানুষ যা বলে থাকে যে, “সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি ব্যতীত অপছন্দনীয় বিষয়ের ওপর আর কারো প্রশংসা করা হয় না”—এটি এমন একটি বাক্য যা বলা সমীচীন নয়। কারণ “অপছন্দনীয় বিষয়ের ওপর” কথাটি ওই বিষয়ের প্রতি আপনার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং এতে এক প্রকার অস্থিরতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বরং আপনি সেভাবেই বলুন যেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “সর্বাবস্থায় আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা।” এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মানুষ এই দুনিয়ায় একদিন এমন বিষয়ের সম্মুখীন হয় যা তাকে আনন্দ দেয়, আবার অন্যদিন এমন কিছুর সম্মুখীন হয় যা তাকে ব্যথিত করে। কারণ দুনিয়া এক অবস্থায় স্থির থাকে না এবং এটি সর্বতোভাবে নির্মলও নয়; বরং এর নির্মলতা পঙ্কিলতা মিশ্রিত। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এর বিনিময়ে আমাদের ও আপনাদের জন্য পরকালের পাথেয় লিখে দেন। তবে আপনার নিকট যখন আনন্দদায়ক কিছু আসবে, তখন বলবেন: “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যাঁর অনুগ্রহে সকল পুণ্যকর্ম পূর্ণতা পায়।” আর যা আপনাকে ব্যথিত করে, তখন বলবেন: “সর্বাবস্থায় আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা।” অতঃপর সেই ব্যক্তি বের হলেন এবং বললেন, “আজ রাতে আমি অবশ্যই দান করব।” কিন্তু তাঁর দানটি একজন ব্যভিচারিণী নারীর হাতে গিয়ে পড়ল—এমন এক নারী যে মানুষকে ব্যভিচারের সুযোগ দিত। পরদিন সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, গত রাতে জনৈক ব্যক্তি এক ব্যভিচারিণীকে সদকা করেছে। এটি এমন একটি বিষয় যা সাধারণ বিবেক ও স্বভাবজাত প্রবৃত্তি গ্রহণ করে না। তখন তিনি বললেন, “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই।” এরপর তিনি পুনরায় বললেন, “আজ রাতে আমি অবশ্যই দান করব।” যেন তাঁর মনে হয়েছিল যে তাঁর পূর্ববর্তী সদকাগুলো কবুল হয়নি। এরপর তিনি পুনরায় দান করলেন এবং তা এক সম্পদশালী ব্যক্তির হাতে গিয়ে পড়ল। অথচ সম্পদশালী ব্যক্তি সদকা গ্রহণের উপযুক্ত নন, বরং তিনি উপহার বা উপঢৌকনের উপযুক্ত। পরদিন সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, গত রাতে এক ধর্মীর ওপর সদকা করা হয়েছে। তখন তিনি বললেন, “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই।”

على سارق وزانية وغني وقد كان يريد أن تقع صدقته في يد فقير متعفف نزيه لكن كان أمر الله قدرا مقدورا فقليل له إن صدقتك قد قبلت لأنه مخلص قد نوى خيرا لكنه لم يتيسر له وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر هذا مجتهد ولم يتيسر له ما يريد فقليل له أما صدقتك فقد قبلت وأما السارق فلعله أن يستعف عن السرقة ربما يقول هذا مال يكفيني وما البغي فلعلها أن تستعف عن الزنا لأنها ربما كانت تزني والعياذ بالله ابتغاء المال وقد حصل لها ما يكفها عن الزنا وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما آتاه الله هكذا النية الطيبة يحصل بها الثمرات الطيبة وكل هذا الذي ذكر متوقع وربما يكون يستعف السارق عن السرقة والبغي عن الزنا والغني يعتبر ففي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا نوى الخير وسعى فيه وأخطأ فإنه يكتب له ولا يضره ولهذا قال العلماء رحمهم الله إذا أعطى زكاته من يظنه من أهل الزكاة فتبين أنه ليس من أهلها فإنها تجزئة مثلا رأيت رجلا عليه ثياب رثة تحسبه فقيرا فأعطيته الزكاة ثم تحدث الناس أنه غني عنده أموال كثيرة فهل تجزئك الزكاة الجواب نعم تجزئه الزكاة لأنه قيل لهذا الرجل أما صدقتك فقد قبلت وكذلك إذا أعطيتها غيره ممن ظننته مستحقا ولم يكن كذلك فإنها تجزئك والله الموفق

একজন চোর, একজন ব্যাভিচারিণী এবং একজন ধনীর হাতে। তিনি চেয়েছিলেন তার সদকা যেন এমন একজন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির হাতে পড়ে যে আত্মমর্যাদাশীল ও নিষ্কলুষ; কিন্তু আল্লাহর ফয়সালা সুনির্ধারিত ছিল। অতঃপর তাকে বলা হলো, আপনার সদকা কবুল হয়েছে; কেননা তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং কল্যাণের নিয়ত করেছিলেন, যদিও তিনি যা চেয়েছিলেন তা সহজসাধ্য হয়নি। এই প্রসঙ্গে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন কোনো বিচারক বিচার করতে গিয়ে ইজতিহাদ (গবেষণা) করেন এবং ভুল করেন, তবুও তার জন্য একটি সওয়াব রয়েছে।" এই ব্যক্তিও ছিলেন একজন ইজতিহাদকারী, কিন্তু তিনি যা

চেয়েছিলেন তা তার জন্য সহজ হয়নি। তাকে বলা হলো, "আপনার সদকা তো কবুল হয়েছে।" আর চোরের বিষয়টি হলো—সম্ভবত সে চুরির পথ থেকে বিরত থাকবে, সে হয়তো ভাববে যে এই সম্পদই তার জন্য যথেষ্ট। আর ব্যভিচারিণীর বিষয়টি হলো—সম্ভবত সে ব্যভিচার থেকে বিরত থাকবে, কেননা সে হয়তো কেবল সম্পদের লালসায়—আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই—ব্যভিচারে লিপ্ত হতো, আর এখন সে এমন কিছু পেয়েছে যা তাকে ব্যভিচার থেকে বিরত রাখতে যথেষ্ট। আর ধনীর বিষয়টি হলো—সম্ভবত সে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং আল্লাহ তাকে যা দান করেছেন তা থেকে সে ব্যয় করবে। এভাবেই সৎ নিয়তের মাধ্যমে উত্তম ফলাফল অর্জিত হয়। উল্লিখিত এই বিষয়গুলোর প্রতিটিই ঘটনা সম্ভব; হয়তো চোর চুরি থেকে বিরত থাকবে, ব্যভিচারিণী ব্যভিচার ত্যাগ করবে এবং ধনী ব্যক্তি শিক্ষা লাভ করবে। এই হাদিসে এ কথার দলিল রয়েছে যে, মানুষ যখন কল্যাণের নিয়ত করে এবং সেই লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালায়, এরপরও যদি সে ভুল করে ফেলে, তবে তার জন্য সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয় এবং এই ভুল তার কোনো ক্ষতি করে না। এই কারণেই উলামায়ে কেরাম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, যদি কেউ এমন ব্যক্তিকে জাকাত প্রদান করে যাকে সে জাকাত পাওয়ার যোগ্য মনে করেছিল, কিন্তু পরে প্রকাশ পেল যে সে ব্যক্তি জাকাত পাওয়ার যোগ্য নয়, তবে তা জাকাত হিসেবে আদায় হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি জীর্ণ পোশাকে আবৃত এক ব্যক্তিকে দেখলেন এবং তাকে অভাবী মনে করে জাকাত দিলেন। পরবর্তীতে মানুষ বলাবলি শুরু করল যে সে ধনী এবং তার প্রচুর সম্পদ রয়েছে। এমতাবস্থায় আপনার জাকাত কি আদায় হবে? উত্তর হলো—হ্যাঁ, তার জাকাত আদায় হয়ে যাবে। কেননা সেই ব্যক্তিকে বলা হয়েছিল, "আপনার সদকা কবুল হয়েছে।" একইভাবে যদি আপনি অন্য কাউকে হকদার মনে করে জাকাত দেন কিন্তু সে আসলে তেমন ছিল না, তবে আপনার পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

1866 - وعنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون مم ذاك يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فينظرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم ويأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا فقال إن ربي غضب غضباً لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحاً فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سبأك الله عبداً شكوراً ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك فيقول إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل

১৮৬৬ - তাঁর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে একটি দাওয়াতে ছিলাম। তাঁর নিকট (বকরির) সামনের নলার গোশত পেশ করা হলো, যা তিনি খুব পছন্দ করতেন। তিনি সেখান থেকে এক লোকমা খেলেন এবং বললেন, "আমি কিয়ামতের দিন সকল মানুষের নেতা হব। তোমরা কি জানো তা কেন? আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে এক বিশাল সমতলে একত্রিত করবেন, যেখানে একজন দর্শক তাদের সবাইকে দেখতে পাবে এবং একজন আহ্বানকারীর ডাক সবার নিকট পৌঁছাবে। সূর্য তাদের অতি নিকটে চলে আসবে, ফলে মানুষ এমন অসহ্য দুঃখ ও কষ্টে নিপতিত হবে যা সহ্য করার ক্ষমতা বা ধৈর্য তাদের থাকবে না। তখন মানুষ একে অপরকে বলবে, তোমরা কি দেখছ না তোমাদের কী দশা হয়েছে এবং তোমরা কোন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছ? তোমরা কি

এমন কাউকে খুঁজে দেখবে না যে তোমাদের রবের নিকট তোমাদের জন্য সুপারিশ করবে? তখন কিছু লোক একে অপরকে বলবে, তোমাদের পিতা আদমের কাছে চলো। অতঃপর তারা আদমের নিকট এসে বলবে, হে আদম! আপনি মানবজাতির পিতা। আল্লাহ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, আপনার মধ্যে তাঁর পক্ষ থেকে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন, ফেরেশতাদের নির্দেশ প্রদান করেছেন ফলে তারা আপনাকে সিজদা করেছে এবং আপনাকে জান্নাতে বসবাস করতে দিয়েছেন। আপনি কি আপনার রবের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন না? আপনি কি দেখছেন না আমরা কী অবস্থায় আছি এবং আমাদের কষ্ট কতদূর পৌঁছেছে? তখন আদম (আলাইহিস সালাম) বলবেন, আজ আমার রব এমন রাগান্বিত হয়েছেন যে ইতিপূর্বে তিনি কখনো এমন রাগান্বিত হননি এবং ভবিষ্যতেও কখনো এমন রাগান্বিত হবেন না। তিনি আমাকে সেই বৃক্ষটি (ভক্ষণ করতে) নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আমি অবাধ্যতা করেছিলাম। আজ আমার নিজেরই চিন্তা, নিজেরই চিন্তা, নিজেরই চিন্তা। তোমরা অন্য কারো কাছে যাও, তোমরা নূহের কাছে যাও। তখন তারা নূহের কাছে আসবে এবং বলবে, হে নূহ! আপনি পৃথিবীবাসীর প্রতি প্রেরিত প্রথম রাসূল এবং আল্লাহ আপনাকে 'পরম কৃতজ্ঞ বান্দা' হিসেবে অভিহিত করেছেন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কী অবস্থায় আছি? আপনি কি দেখছেন না আমাদের কষ্ট কতদূর পৌঁছেছে? আপনি কি আপনার রবের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন না? তিনি বলবেন, আজ আমার রব এমন রাগান্বিত হয়েছেন যে ইতিপূর্বে তিনি কখনো এমন রাগান্বিত হননি এবং ভবিষ্যতেও কখনো এমন রাগান্বিত হবেন না। আমার একটি বিশেষ দুআ করার অধিকার ছিল যা আমি আমার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই করে ফেলেছিলাম। আজ আমার নিজেরই চিন্তা, নিজেরই চিন্তা, নিজেরই চিন্তা। তোমরা অন্য কারো কাছে যাও, তোমরা ইব্রাহীমের কাছে যাও। অতঃপর তারা ইব্রাহীমের নিকট আসবে এবং বলবে, হে ইব্রাহীম! আপনি আল্লাহর নবী এবং পৃথিবীবাসীর মধ্যে তাঁর খলীল (অকৃত্রিম বন্ধু)...

الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني كنت كذبت ثلاث كذبات نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفساً لم أؤمر بقتلها نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنباً نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون محمداً صلى الله عليه وسلم وفي رواية فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجداً لربي ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتح على أحد قبلي ثم

...পৃথিবীবাসী বলবে, আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করুন; আপনি কি দেখছেন না আমরা কী অবস্থার মধ্যে রয়েছি? তখন তিনি তাঁদের বলবেন, ‘নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আজ এমন রাগান্বিত হয়েছেন যার সদৃশ তিনি ইতিপূর্বে কখনো হননি এবং ভবিষ্যতেও কখনো হবেন না। আর আমি তিনটি মিথ্যা বলেছিলাম। হায় আমার নফস! আমার নফস! আমার নফস! তোমরা অন্য কারো কাছে যাও, তোমরা মূসার কাছে যাও।’ অতঃপর তাঁরা মূসার নিকট আসবেন এবং বলবেন, ‘হে মূসা! আপনি আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ আপনাকে তাঁর রিসালাত ও তাঁর কালামের মাধ্যমে মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করুন; আপনি কি দেখছেন না আমরা কী কঠিন অবস্থার মধ্যে রয়েছি?’ তখন তিনি বলবেন, ‘নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আজ এমন রাগান্বিত হয়েছেন যার সদৃশ তিনি ইতিপূর্বে কখনো হননি এবং ভবিষ্যতেও কখনো হবেন না। আর আমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলাম যাকে হত্যা করার নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়নি।

হায় আমার নফস! আমার নফস! আমার নফস! তোমরা অন্য কারো কাছে যাও, তোমরা ঈসার কাছে যাও।’ অতঃপর তাঁরা ঈসার নিকট আসবেন এবং বলবেন, ‘হে ঈসা! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সেই বাণী যা তিনি মারইয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে আসা এক রুহ; আপনি দোলনায় থাকা অবস্থায় মানুষের সাথে কথা বলেছিলেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করুন; আপনি কি দেখছেন না আমরা কী অবস্থার মধ্যে রয়েছি?’ তখন তিনি বলবেন, ‘নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আজ এমন রাগান্বিত হয়েছেন যার সদৃশ তিনি ইতিপূর্বে কখনো হননি এবং ভবিষ্যতেও কখনো হবেন না।’ তিনি নিজের কোনো গুনাহর কথা উল্লেখ করবেন না এবং বলবেন, ‘হায় আমার নফস! আমার নফস! আমার নফস! তোমরা অন্য কারো কাছে যাও, তোমরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে যাও।’ অতঃপর তাঁরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসবেন—অন্য এক বর্ণনায় আছে: অতঃপর তাঁরা আমার নিকট আসবেন—এবং বলবেন, ‘হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী; আল্লাহ আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করুন; আপনি কি দেখছেন না আমরা কী অবস্থার মধ্যে রয়েছি?’ তখন আমি রওয়ানা হব এবং আরশের নিচে এসে আমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হব। অতঃপর আল্লাহ আমার ওপর তাঁর এমন কিছু প্রশংসা ও গুণগান উন্মুক্ত করবেন যা ইতিপূর্বে আর কারো নিকট উন্মুক্ত করেননি। এরপর...

(ص: 699) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمّتي يا رب
أمّتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمّتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن
من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي

بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى متفق عليه

[الشَّرْحُ]

هذا الحديث الطويل الذي ساقه المؤلف رحمه الله في آخر كتابه (رياض الصالحين) عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فقدمت إليه الذراع فنهس منها نهسة وكانت تعجبه الذراع يعني ذراع الشاة وكانت تعجب النبي صلى الله عليه وسلم لأن لحمها أطيب ما في الجسم من لحم لين وسريع الهضم ومفيد وكانت تعجب النبي صلى الله عليه وسلم فنهس منها نهسة ثم حدثهم هذا الحديث العجيب الطويل فقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأشرف بني الإنسان عند الله تبارك وتعالى أتدرون مم ذاك قالوا لا يا رسول الله فساق لهم بيان شرفه وفضله صلى الله عليه وسلم على جميع بني

বলা হবে: হে মুহাম্মদ! আপনার মাথা উত্তোলন করুন, যা চাইবেন আপনাকে তা-ই দেওয়া হবে এবং সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ কবুল করা হবে। তখন আমি আমার মাথা উঠাব এবং বলব: হে আমার রব! আমার উম্মত, হে আমার রব! আমার উম্মত। তখন বলা হবে: হে মুহাম্মদ! আপনার উম্মতের মধ্য থেকে যাদের কোনো হিসাব নেই, তাদেরকে জান্নাতের দরজাগুলোর ডান দিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিন; আর তারা অন্যান্য দরজায় সাধারণ মানুষের সাথে সমান অংশীদার হবে। অতঃপর তিনি বললেন: সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! জান্নাতের কপাটের দুই পাশের মধ্যবর্তী দূরত্ব মক্কা ও হাজর অথবা মক্কা ও বসরার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

[ব্যাখ্যা]

এই দীর্ঘ হাদীসটি যা লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর গ্রন্থ 'রিয়াদুস সালেহীন'-এর শেষে আবু হুরায়রা (রাডিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে একটি দাওয়াতে উপস্থিত ছিলেন। তখন তাঁর সামনে (ছাগলের) সামনের পা পেশ করা হলো এবং তিনি তা থেকে এক কামড় দিলেন। ছাগলের সামনের পা তাঁর নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট পছন্দনীয় হওয়ার কারণ হলো, এর মাংস ছিল দেহের অন্যান্য অংশের মাংসের তুলনায় অধিক সুস্বাদু, নরম, দ্রুত হজমযোগ্য এবং উপকারী। এটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পছন্দনীয় ছিল বিধায় তিনি তা থেকে এক কামড় দিলেন। অতঃপর তিনি তাঁদের নিকট এই বিস্ময়কর দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণনা করলেন এবং বললেন: আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের সরদার হব। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদম সন্তানের সরদার এবং আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার নিকট মানবজাতির মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত। তোমরা কি জানো তা কেন? তাঁরা বললেন: না, হে আল্লাহর রাসূল! অতঃপর তিনি তাঁদের নিকট সকল মানুষের ওপর তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ প্রদান করলেন...

(ص: 700) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

آدم ذكر أن الناس يحشرون يوم القيامة في صعيد واحد أولهم وآخرهم كما قال عز وجل قل إن الأولين والآخرين ليجمعون إلى ميقات يوم معلوم يجمعون في صعيد واحد والأرض يومئذ ممدودة ليست كهيئتها اليوم كروية لا ترى إذا مدت بصرك لا ترى إلا ما يواجهك من ظهرها فقط أما يوم القيامة فإن الأرض تمدد الجلد وليس فيها جبال ولا أودية ولا أنهار ولا بحار تمدد مدا واحدا والعالم فيها يسمعهم الداعي وينفذهم البصر يعني لو تكلم الإنسان يسمعهم آخر واحد والبصر ينفذهم يراهم لأنه ليس بها تكور حتى يغيب بعض عن بعض ولكن كلهم في صعيد واحد في ذلك اليوم تدنو الشمس من الخلائق على قدر ميل ويلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فتضيق بهم الأرض ويطلبون الشفاعة لعل

أحدا يشفع فيهم عند الله جل وعلا ينقذهم من هذا الموقف العظيم على الأقل
يلهمهم الله عز وجل أن يأتوا إلى آدم أبي البشر فيأتون إليه ويبينون فضله، لعله
يشفع لهم عند الله عز وجل يقولون له: أنت آدم أبو البشر كل البشر من بني آدم
الذكور والإناث إلى يوم القيامة خلقك الله بيده كما قال تعالى منكرا على إبليس {ما
منعك أن تسجد لبا خلقت بيدي} خلقه الله بيده وخلق بقية البشر بكلمة كن
فيكون أما آدم فخلق جل وعلا بيده يقولون خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته
قال الله تعالى {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم

আদম (আ.) উল্লেখ করেছেন যে, কিয়ামতের দিন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষকে
একটি বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তরে সমবেত করা হবে, যেমনটি পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ ইরশাদ
করেছেন: “বলুন, নিশ্চয়ই পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণকে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্ধারিত সময়ে
অবশ্যই সমবেত করা হবে।” তারা সকলেই একটি সমতল প্রান্তরে সমবেত হবে। সেদিন
যমীনকে সম্প্রসারিত করে দেওয়া হবে; এটি বর্তমানের মতো গোলাকার থাকবে না। বর্তমানে
দৃষ্টি প্রসারিত করলে এর বক্রতার কারণে উপরিভাগের কেবল সামনের অংশটুকুই দৃষ্টিগোচর
হয়। কিন্তু কিয়ামতের দিন যমীনকে চামড়া প্রসারিত করার মতো টেনে বিছিয়ে দেওয়া হবে।
সেখানে কোনো পাহাড়, উপত্যকা, নদী কিংবা সাগর থাকবে না; একে সমান্তরালভাবে সুদীর্ঘ
করা হবে। সেখানে সৃষ্টির সকল মানুষকে একজন আহ্বানকারী ডাকলে সবাই তা শুনতে পাবে
এবং দৃষ্টির পরিসীমা সকলকে পরিবেষ্টন করবে। অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি কথা বললে সর্বশেষে
অবস্থানকারী ব্যক্তিও তা শুনতে পাবে এবং দৃষ্টিও সবাইকে দেখতে পাবে। কারণ সেখানে
কোনো বক্রতা থাকবে না যে একজন অন্যের আড়ালে পড়ে যাবে, বরং তারা সবাই একই
সমতলে অবস্থান করবে। সেদিন সূর্য সৃষ্টির অতি নিকটে—এক মাইলের ব্যবধানে চলে
আসবে। তখন তারা এমন চরম দুঃখ-দুর্দশা ও সংকটের সম্মুখীন হবে, যা সহ্য করা বা বহন
করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে। তখন যমীন তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যাবে এবং তারা
সুপারিশ বা শাফায়াত অন্বেষণ করবে, যাতে মহান আল্লাহর দরবারে কেউ তাদের জন্য
সুপারিশ করেন এবং তাদের এই ভয়াবহ অবস্থান থেকে নিষ্কৃতি দেন। অবশেষে মহান আল্লাহ
তাদের অন্তরে এই অনুপ্রেরণা জাগ্রত করবেন যে, তারা যেন মানবজাতির পিতা আদমের (আ.)
নিকট গমন করে। অতঃপর তারা তাঁর কাছে আসবে এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করবে,

যাতে তিনি মহান আল্লাহর কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করেন। তারা তাঁকে বলবে: “আপনি আদম, মানবজাতির পিতা; কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল নারী ও পুরুষ আপনারই সন্তান। আল্লাহ আপনাকে নিজ কুদরতি হাতে সৃষ্টি করেছেন, যেমনটি তিনি ইবলিসকে তিরস্কার করে বলেছিলেন: ‘আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সিজদাবনত হতে তোমাকে কিসে বাধা দিল?’” আল্লাহ তাঁকে নিজ কুদরতি হাতে সৃষ্টি করেছেন, অথচ অন্য সকল মানুষকে ‘কুন’ (হও) শব্দের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আদমের (আ.) বৈশিষ্ট্য হলো, মহান আল্লাহ তাঁকে সরাসরি স্বীয় কুদরতি হাতে সৃষ্টি করেছেন। তারা বলবে: “আল্লাহ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার সম্মানে ফেরেশতাদের সিজদা করতে নির্দেশ দিয়েছেন।” যেমন মহান আল্লাহ বলেন: “আর স্মরণ করো, যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমের প্রতি সিজদাবনত হও...”

(ص: 701) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

فسجدوا {وعلمك أسماء كل شيء قال الله تعالى {وعلم آدم الأسماء كلها} ونفخ فيك من روحه قال الله تعالى {فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين} كل هذا يعلمه الخلق ولا سيما أمة محمد الذين أعطاهم الله تعالى من العلوم ما لم يعط أحدا من الأمم فيعتذر ويقول إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب مثله ولن يغضب مثله قط ثم يذكر خطيئته أن الله سبحانه وتعالى نهاه أن يأكل من شجرة فأكل قال الله تعالى {ولا تقرباً هذه الشجرة فتكونا من الظالمين} شجرة في الجنة لا ندري ما هذه الشجرة ولا نوعها ولا كبرها ولا صغرها شجرة أبهها الله فعلينا أن نؤمن بها مبهمه نهى آدم أن يأكل منها وبين له أنه إذا أكل منها هو وزوجه فإنهما يكونان من الظالمين ولكن عدوهما الشيطان دلاهما بغرور ووسوس لهما وقاسهما إني لكما لمن الناصحين فغرها ونسى آدم ما عهده إلى الله عز وجل {وعصى آدم ربه

فغوى { نسى وأكل من الشجرة فعوقب بأن أخرج من الجنة إلى الأرض لحكمة
يريدها الله عز وجل فيذكر معصيته ويقول نفسي نفسي يعني عسى أن أنقذ نفسي
ويؤكد ذلك ويكرره ثلاث مرات اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح ونوح هو الأب الثاني
لل البشرية لأن الله أغرق جميع أهل الأرض الذين كذبوا نوحاً {وما آمن معه إلا
قليل} وكان نوح هو

অতঃপর তারা সিজদাবনত হলো} এবং তিনি আপনাকে প্রতিটি বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন;
মহান আল্লাহ বলেছেন: {আর তিনি আদমকে সমস্ত নাম শিক্ষা দিলেন} এবং আপনার মধ্যে
তাঁর পক্ষ থেকে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন; মহান আল্লাহ বলেছেন: {অতঃপর যখন আমি তাকে
সুঠাম করব এবং তার মধ্যে আমার রুহ থেকে ফুঁক দেব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত
হয়ে পড়ো}। এই সমস্ত বিষয় সৃষ্টিজগত জানে, বিশেষ করে উম্মতে মুহাম্মদী, যাদেরকে মহান
আল্লাহ এমন জ্ঞান দান করেছেন যা অন্য কোনো উম্মতকে দান করেননি। অতঃপর তিনি ওজর
পেশ করবেন এবং বলবেন: নিশ্চয়ই আমার রব আজ এমন রাগান্বিত হয়েছেন যে, ইতিপূর্বে
কখনো এমন রাগান্বিত হননি এবং ভবিষ্যতেও কখনো এমন রাগান্বিত হবেন না। এরপর তিনি
নিজের সেই ভুলের কথা উল্লেখ করবেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে একটি বৃক্ষ
থেকে খেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তা খেয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেছেন: {আর
তোমরা এই বৃক্ষটির নিকটবর্তী হয়ো না, অন্যথায় তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে}। এটি
জান্নাতের একটি বৃক্ষ, আমরা জানি না এই বৃক্ষটি কী ছিল, এর ধরন কেমন ছিল কিংবা এটি
বড় ছিল না কি ছোট ছিল। এটি এমন একটি বৃক্ষ যা আল্লাহ অস্পষ্ট রেখেছেন, তাই আমাদের
উচিত একে অস্পষ্ট রেখেই বিশ্বাস করা। তিনি আদমকে তা থেকে খেতে নিষেধ করেছিলেন
এবং তাঁর নিকট বর্ণনা করেছিলেন যে, যদি তিনি এবং তাঁর স্ত্রী তা থেকে ভক্ষণ করেন তবে
তারা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। কিন্তু তাদের উভয়ের শত্রু শয়তান প্রতারণার মাধ্যমে তাদের
পদস্খলন ঘটাল এবং তাদের কুমন্ত্রণা দিল। আর সে তাদের নিকট কসম খেয়ে বলল: নিশ্চয়ই
আমি তোমাদের উভয়ের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন। এভাবে সে তাদের প্রতারিত করল
এবং আদম মহান আল্লাহর নিকট কৃত অঙ্গীকার ভুলে গেলেন। {আর আদম তাঁর রবের অবাধ্য
হলেন, ফলে তিনি লক্ষ্যচ্যুত হলেন}। তিনি ভুলে গেলেন এবং বৃক্ষটি থেকে ভক্ষণ করলেন;
ফলে তাঁকে শাস্তি স্বরূপ জান্নাত থেকে জমিনে বের করে দেওয়া হলো এমন এক হিকমতের

কারণে যা মহান আল্লাহ চেয়েছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর অবাধ্যতার কথা স্মরণ করবেন এবং বলবেন: "নাফসি নাফসি" (আমার কী হবে, আমার কী হবে), অর্থাৎ সম্ভবত আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারব। তিনি এই কথাটি নিশ্চিত করবেন এবং তিনবার এর পুনরাবৃত্তি করবেন: তোমরা অন্য কারো কাছে যাও, তোমরা নূহের কাছে যাও। আর নূহ হলেন মানবজাতির দ্বিতীয় পিতা, কেননা যারা নূহকে অস্বীকার করেছিল আল্লাহ জমিনের সেই সকল অধিবাসীকে নিমজ্জিত করেছিলেন। {আর তাঁর সাথে অল্প কয়েকজন ব্যতীত কেউ ঈমান আনেনি}। আর নূহ ছিলেন...

(ম: 702) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الأب الثاني للبشر اذهبوا إلى نوح فيأتون إلى نوح لأنهم في شدة وضيق فيأتونه ويذكرون نعم الله عليه وأنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض وأن الله سمى عبدا شكورا ولكنه يقول كما قال آدم في غضب الله عز وجل إن ري غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله ثم ذكر دعوته التي دعا بها على قومه {رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا} وفي رواية أنه يذكر دعوته التي دعا بها لابنه {فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين} قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلدين {يذكر ذنبه والشافع لا يشفع إلا إذا كان ليس بينه وبين المشفوع عنده ما يوجب الوحشة والمعصية بين العبد وربّه توجب الوحشة بينهما وخجله منه فيذكر معصيته فيقول نفسي نفسي نفسي ويحيلهم إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيأتي الناس إليه ويقولون أنت خليل الله في الأرض ويذكرون من صفاته ويطلبون منه أن يشفع لهم عند ربّه فيعتذر ويقول إنه كذب ثلاث كذبات ويقول نفسي نفسي نفسي والكذبات هي قوله إني سقيم وهو ليس بسقيم

لكنه قال متحدياً لقومه الذين يعبدون الكواكب والثانية قوله للملك الكافر هذه
أختي يعني زوجته ليسلم من شره وهي ليست كذلك والثالثة قوله: {بل فعله
كبيرهم هذا} أي الأصنام لأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أصنامهم
وكسرها فلما

মানবজাতির দ্বিতীয় পিতা; (বলা হবে) তোমরা নূহের কাছে যাও। তখন তারা অত্যন্ত বিপদ ও সংকটাপন্ন অবস্থায় নূহের কাছে আসবে। তারা তাঁর কাছে এসে তাঁর ওপর আল্লাহর অনুগ্রহসমূহের কথা উল্লেখ করবে—যে তিনি পৃথিবীতে প্রেরিত আল্লাহর প্রথম রাসূল এবং আল্লাহ তাঁকে 'পরম কৃতজ্ঞ বান্দা' হিসেবে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তিনিও আদমের ন্যায় আল্লাহর ক্রোধ সম্পর্কে বলবেন: আজ আমার রব এমন ক্রোধান্বিত হয়েছেন যার দৃষ্টান্ত পূর্বে কখনও ছিল না এবং ভবিষ্যতেও হবে না। অতঃপর তিনি তাঁর কওমের বিরুদ্ধে কৃত সেই দোয়ার কথা উল্লেখ করবেন: "হে আমার রব! আপনি যমীনে কাফিরদের কোনো গৃহবাসীকে অবশিষ্ট রাখবেন না।" অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি তাঁর পুত্রের জন্য কৃত সেই দোয়ার কথা উল্লেখ করবেন: "অতঃপর তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত এবং আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য; আর আপনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক। আল্লাহ বললেন, হে নূহ! নিশ্চয়ই সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়, কারণ তার আমল সৎ ছিল না; সুতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে আমার কাছে প্রার্থনা করো না; আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি যেন অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হও।" তিনি নিজের ত্রুটির কথা উল্লেখ করবেন। সুপারিশকারী ততক্ষণ সুপারিশ করতে পারেন না যতক্ষণ না তাঁর ও যাঁর কাছে সুপারিশ করা হবে তাঁর মাঝে এমন কোনো বিষয় থাকে যা সংকোচ বা দূরত্বের সৃষ্টি করে। আর বান্দা ও রবের মধ্যকার পাপাচার উভয়ের মধ্যে দূরত্বের সৃষ্টি করে। আল্লাহর প্রতি লজ্জাবোধ থেকে তিনি স্বীয় ত্রুটির কথা স্মরণ করবেন এবং বলবেন—"আমার নাফস! আমার নাফস! আমার নাফস!" অতঃপর তিনি তাদেরকে ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে পাঠিয়ে দেবেন। লোকেরা তাঁর কাছে আসবে এবং বলবে, আপনি যমীনে আল্লাহর খলীল (অকৃত্রিম বন্ধু)। তারা তাঁর গুণাবলি উল্লেখ করবে এবং তাঁর রবের কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করার অনুরোধ জানাবে। তখন তিনি ওজর পেশ করবেন এবং বলবেন যে, তিনি তিনটি মিথ্যা বলেছিলেন। তিনি বলবেন—"আমার নাফস! আমার নাফস! আমার নাফস!" সেই তিনটি কথা হলো—প্রথমত, তাঁর এই উক্তি: "নিশ্চয়ই আমি অসুস্থ"; যদিও তিনি অসুস্থ ছিলেন না, বরং

নক্ষত্রপূজারী কওমের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জস্বরূপ তিনি তা বলেছিলেন। দ্বিতীয়ত, জালিম বাদশাহর কাছে তাঁর এই উক্তি: "এ আমার বোন"—অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী, যেন তিনি তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পান; যদিও বাস্তবে বিষয়টি তেমন ছিল না। এবং তৃতীয়ত, তাঁর এই উক্তি: "বরং তাদের এই বড়টিই এ কাজ করেছে"—অর্থাৎ প্রতিমাগুলো; কারণ ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) তাদের প্রতিমাগুলোর কাছে গিয়ে সেগুলো ভেঙে ফেলেছিলেন। অতঃপর যখন...

(ص: 703) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

رجعوا وجدوها مكسرة قالوا {من فعل هذا بالهتنا} فقالوا فعله فتى يقال له إبراهيم وجرى بينهم وبين إبراهيم ما جرى وقال لهم {بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون} وهو ما فعل وإنما الذي فعله هو إبراهيم صلى الله عليه وسلم لكن ذكر ذلك على سبيل التحدي لهؤلاء الذين يعبدون الأوثان هذه كذبات في ظاهر الأمر لكنها في الحقيقة وبمناسبة تأويله صلى الله عليه وسلم لم تكن كذبات لكنه لشدة ورعه وحيائه من الله تبارك وتعالى اعتذر لهذا الإثم ويقول نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون إلى موسى ويذكرون من صفاته وأن الله تعالى كلمه تكليماً واصطفاه على أهل الأرض برسالاته وكلامه فيذكر ذنباً ويعتذر يذكر أنه قتل نفساً قبل أن يؤذن له في قتلها وهو القبطي الذي كان في خصام مع رجل من بني إسرائيل وموسى من بني إسرائيل صلى الله عليه وسلم والقبطي من أهل فرعون {فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه} دون أن يؤمر بقتله فرأى صلى الله عليه وسلم أن هذا يحول مما يحول بينه وبين الشفاعة للخلق حيث قتل نفساً لم يؤمر بقتلها وقال نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون إلى عيسى ويذكرون

منه منة الله عليه أنه نفخ فيه من روحه وأنه كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه لأنه
عيسى خلق بلا أب

তারা ফিরে এসে মূর্তিগুলোকে চূর্ণবিচূর্ণ অবস্থায় দেখতে পেল। তারা বলল, "আমাদের উপাস্যদের সাথে এমন কাজ কে করল?" তখন তারা বলল, ইব্রাহিম নামক এক যুবক এটি করেছে। অতঃপর তাদের ও ইব্রাহিমের মধ্যে যা ঘটল তা ঘটল। তিনি তাদের বললেন, "বরং তাদের এই বড় মূর্তিটিই এটি করেছে, তোমরা তাদেরকেই জিজ্ঞেস করো যদি তারা কথা বলতে পারে।" অথচ সেটি বড় মূর্তিটি করেনি, বরং ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম)-ই তা করেছিলেন। তবে তিনি এই কথাটি বলেছিলেন মূর্তিপূজকদের চ্যালেঞ্জ করার জন্য। এগুলো বাহ্যিকভাবে মিথ্যা মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এবং তাঁর ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে মিথ্যা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার প্রতি তাঁর গভীর পরহেজগারি ও লজ্জাবোধের কারণে তিনি এই কাজের জন্য ওজর পেশ করবেন এবং বলবেন, "আমার নাফস, আমার নাফস, আমার নাফস; তোমরা অন্য কারও কাছে যাও, তোমরা মুসার কাছে যাও।" অতঃপর তারা মুসার নিকট আসবে এবং তাঁর গুণাবলির কথা উল্লেখ করবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে সরাসরি কথা বলেছেন এবং তাঁর রিসালাত ও বাণীর মাধ্যমে তাঁকে পৃথিবীবাসীদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তখন তিনি একটি গুনাহের কথা স্মরণ করবেন এবং ওজর পেশ করবেন। তিনি উল্লেখ করবেন যে, তিনি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন যাকে হত্যার অনুমতি তাঁকে দেওয়া হয়নি। সে ছিল এক কিবতি ব্যক্তি যে বনি ইসরাইলের এক লোকের সাথে বিবাদে লিপ্ত ছিল। মুসা (আলাইহিস সালাম) ছিলেন বনি ইসরাইল বংশীয় আর কিবতি ছিল ফেরাউনের সম্প্রদায়ের লোক। "অতঃপর তাঁর নিজ দলের লোকটি তাঁর শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য চাইল, তখন মুসা তাকে এক ঘুষি মারলেন এবং তাতেই তার মৃত্যু হলো।" তাঁকে এটি হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তাই তিনি (আলাইহিস সালাম) মনে করবেন যে, এটি তাঁর ও মাখলুকের জন্য সুপারিশ করার মাঝে অন্তরায় হবে, যেহেতু তিনি এমন এক প্রাণ সংহার করেছেন যার আদেশ তাঁকে দেওয়া হয়নি। তিনি বলবেন, "আমার নাফস, আমার নাফস, আমার নাফস; তোমরা অন্য কারও কাছে যাও, তোমরা ঈসার কাছে যাও।" অতঃপর তারা ঈসার নিকট আসবে এবং তাঁর ওপর আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাঁর মধ্যে তাঁর পক্ষ হতে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং তিনি আল্লাহর 'কালিমা' (বাণী) যা তিনি মারইয়ামের নিকট প্রেরণ

করেছিলেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি রুহ; কেননা ঈসা (আলাইহিস সালাম) কোনো পিতা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছিলেন।

(ص: 704) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

فلا يذكر ذنباً ولكنه يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهذا شرف عظيم
لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان أربعة من الأنبياء يعتذرون بذكر ما
فعلوه وواحد لا يعتذر بشيء ولكن يرى أن محمداً صلى الله عليه وسلم أولى منه
فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبل ذلك ويجلس تحت العرش ويفتح
الله عليه من المحامد والثناء على الله ما لم يفتحه على أحد غيره ثم يقال له ارفع
رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فيشفع صلى الله عليه وسلم يقول يا رب
أمّتي أمّتي فيقبل الله شفاعته ويقال له أدخل أمّتك من الباب الأيمن من الجنة
وهم شركاء مع الناس في بقية الأبواب وهذه فيها دلالة ظاهرة على أن النبي صلى الله
عليه وسلم أشرف الرسل والرسل هم أفضل الخلق كما قال عز وجل {ومن يطع الله
والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء
والصالحين} هؤلاء هم الأصناف الأربعة الذين هم أفضل الخلق والنبي صلى الله
عليه وسلم أفضلهم والله الموفق

1865 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأمر

إسماعيل وبأبنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند درجة فوق
زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعها هناك ووضع
عندها جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء

তিনি কোনো পাপের কথা উল্লেখ করেন না, বরং তিনি তাদেরকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দিকে পাঠিয়ে দেন। এটি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য এক মহান মর্যাদা; কেননা যেখানে চারজন নবী নিজেদের কৃত কোনো কাজের কথা উল্লেখ করে ওজর পেশ করবেন, সেখানে একজন কোনো কিছু ওজর পেশ না করেই মনে করবেন যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর চেয়ে অধিক হকের দাবিদার। অতঃপর তারা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসবে এবং তিনি তা গ্রহণ করবেন। তিনি আরশের নিচে অবস্থান করবেন এবং আল্লাহ তাঁর নিকট এমন সব প্রশংসা ও স্তুতি উন্মোচন করবেন যা ইতিপূর্বে অন্য কারো নিকট করেননি। এরপর তাঁকে বলা হবে, "আপনার মাথা তুলুন, বলুন—আপনার কথা শোনা হবে, প্রার্থনা করুন—আপনাকে প্রদান করা হবে এবং সুপারিশ করুন—আপনার সুপারিশ কবুল করা হবে।" তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুপারিশ করবেন এবং বলবেন, "হে আমার রব! আমার উম্মত, আমার উম্মত!" আল্লাহ তাঁর সুপারিশ কবুল করবেন এবং তাঁকে বলা হবে, "আপনার উম্মতকে জান্নাতের ডানদিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করান।" আর তারা জান্নাতের অন্যান্য দরজায় সাধারণ মানুষের সাথে অংশীদার হবে। এটি স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাসূলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, আর রাসূলগণ হলেন সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম; যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: {আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, তারা তাদের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; অর্থাৎ নবীগণ, সত্যনিষ্ঠগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মশীলগণ}। এই চার শ্রেণির মানুষই সৃষ্টির সেরা এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১৮৬৫ - ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ইসমাইলের মাতা এবং তাঁর শিশুপুত্র ইসমাইলকে নিয়ে আসলেন, যখন মাতা তাঁকে দুধ পান করাচ্ছিলেন। অবশেষে তিনি তাঁদেরকে বাইতুল্লাহর নিকট মসজিদের উপরিভাগে যমযমের উপরে একটি উঁচু স্থানে রেখে আসলেন। তখন মক্কায় কোনো মানুষ ছিল না এবং সেখানে কোনো পানিও ছিল না। তিনি তাঁদেরকে সেখানেই রেখে দিলেন এবং তাঁদের নিকট একটি চামড়ার থলিতে কিছু খেজুর ও একটি মশকে কিছু পানি রেখে দিলেন।

ثم قفي إبراهيم منطلقاً فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا
هذا الوادي ليس فيه أنيس ولا شيء فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها
قالت له الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذا لا يضيعنا ثم رجعت فانطلق إبراهيم
صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت
ثم دعا بهؤلاء الدعوات فرفع يديه فقال {ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي
زرع} حتى بلغ {يشكرون} وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك
الماء حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال
يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها
فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم تر أحدا فهبطت من
الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى
جاوزت الوادي ثم أتت البروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم تر أحدا
ففعلت ذلك سبع مرات قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه
وسلم فذلك سعي الناس بينها فلما أشرفت على البروة سبعت صوتا فقال صه تريد
نفسها ثم تسبعت فسبعت أيضا فقالت قد أسبعت إن كان عندك غواث فأغث فإذا
هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه

অতঃপর ইব্রাহিম প্রশ্ন করার জন্য পিঠ ফিরালেন, তখন ইসমাইলের মাতা তাঁর পিছু নিলেন
এবং বললেন, "হে ইব্রাহিম! আপনি আমাদের এমন এক উপত্যকায় রেখে কোথায় চলে
যাচ্ছেন যেখানে কোনো সঙ্গী-সাথি নেই এবং অন্য কিছুই নেই?" তিনি তাঁকে বারবার এ কথা
বললেন, কিন্তু ইব্রাহিম তাঁর দিকে ফিরে তাকাচ্ছিলেন না। তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,
"আল্লাহ কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ।" তখন তিনি
(হাজেরা) বললেন, "তাহলে তিনি আমাদের ধ্বংস হতে দেবেন না।" অতঃপর তিনি ফিরে
গেলেন এবং ইব্রাহিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এগিয়ে চললেন। যখন তিনি গিরিপথের

এমন এক স্থানে পৌঁছলেন যেখানে তাঁরা তাঁকে আর দেখতে পাচ্ছিলেন না, তখন তিনি কাবার দিকে মুখ ফেরালেন এবং দুই হাত তুলে এই বলে প্রার্থনা করলেন, {হে আমাদের পালনকর্তা! আমি আমার বংশধরদের একাংশকে আপনার পবিত্র গৃহের নিকট এক শস্যহীন উপত্যকায় বসবাস করালাম...} {যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে} আয়াত পর্যন্ত। ইসমাইলের মাতা শিশুকে স্তন্যপান করাতে লাগলেন এবং সেই পানি পান করতে লাগলেন। অবশেষে মশকের পানি যখন ফুরিয়ে গেল, তখন তিনি তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লেন এবং তাঁর শিশুটিও তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ল। তিনি তৃষ্ণায় কাতর শিশুটির দিকে তাকাচ্ছিলেন যে সে ছটফট করছে (কিংবা বর্ণনাকারী বলেন: গড়াগড়ি দিচ্ছে)। শিশুটির এই অবস্থা সহ্য করতে না পেরে তিনি সরে গেলেন এবং তাঁর নিকটতম পাহাড় হিসেবে সাফাকে পেলেন। তিনি তার ওপর দাঁড়িয়ে উপত্যকার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন কাউকে দেখা যায় কি না, কিন্তু তিনি কাউকেই দেখতে পেলেন না। অতঃপর তিনি সাফা থেকে নামলেন এবং উপত্যকায় পৌঁছে তাঁর পরিধেয় বস্ত্রের এক প্রান্ত তুলে একজন ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত মানুষের ন্যায় দ্রুত দৌড়াতে লাগলেন এবং উপত্যকাটি অতিক্রম করলেন। এরপর তিনি মারওয়া পাহাড়ে আরোহণ করলেন এবং দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন কাউকে দেখা যায় কি না, কিন্তু তিনি কাউকেই দেখতে পেলেন না। এভাবে তিনি সাতবার প্রদক্ষিণ করলেন। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "এই কারণেই মানুষ এই দুই পাহাড়ের মাঝে সাঈ করে থাকে।" যখন তিনি (শেষবার) মারওয়ার ওপর উঠলেন, তখন একটি শব্দ শুনতে পেলেন এবং নিজেকেই বললেন, "চুপ থাকো।" তিনি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পুনরায় সেই শব্দ শুনলেন এবং বললেন, "আমি তোমার শব্দ শুনেছি; যদি তোমার কাছে কোনো ত্রাণকর্তা থাকে তবে আমাদের সাহায্য করো।" হঠাৎ তিনি জমজমের স্থানে একজন ফেরেশতা দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর গোড়ালি দিয়ে (অথবা বর্ণনাকারী বলেন: ডানা দিয়ে) মাটি খুঁড়ছিলেন।

حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف وفي رواية بقدر ما تغرف قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أمر إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عيناً معيناً قال فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا تخافوا الضيعة فإن ههنا بيتاً لله بينه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائراً عائفاً فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فأرسلوا جرياً أو جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم فأقبلوا وأمر إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا نعم قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألقى ذلك أمر إسماعيل وهي تحب الأنس فنزلوا فأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كانوا بها أهل أبيات وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجة امرأة منهم وماتت أمر إسماعيل

অবশেষে পানি প্রকাশিত হলো এবং তিনি এর চারপাশে বাঁধ দিতে লাগলেন এবং হাত দিয়ে এভাবে ইশারা করতে থাকলেন। তিনি অঞ্জলি ভরে পানি তুলে তাঁর মশকে ভরছিলেন, অথচ পানি তুলে নেওয়ার পর তা পুনরায় উথলে উঠছিল। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: তিনি যতটুকু পানি তুলছিলেন, ঠিক ততটুকুই পুনরায় উথলে উঠছিল। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আল্লাহ ইসমাঈলের জননীর ওপর রহম করুন; যদি তিনি যমযমকে (বাঁধ না দিয়ে) ছেড়ে দিতেন—অথবা তিনি বলেছিলেন: যদি তিনি অঞ্জলি ভরে পানি না তুলতেন—তবে যমযম একটি প্রবহমান ঝরনায় পরিণত হতো।" বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি পানি পান করলেন এবং তাঁর সন্তানকে দুধ পান করালেন। তখন ফিরিশতা তাঁকে বললেন, "আপনারা ধ্বংস হওয়ার ভয় করবেন না; কারণ এখানেই আল্লাহর একটি ঘর রয়েছে, যা এই বালক এবং তাঁর পিতা নির্মাণ করবেন। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর পরিজনদের ধ্বংস করেন না।" ঘরটি (বাইতুল্লাহর স্থানটি) ভূমি থেকে

টিলার মতো উঁচু অবস্থায় ছিল; বন্যার পানি এলে এর ডানে ও বামে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলে যেত। তাঁরা এভাবেই সেখানে অবস্থান করছিলেন, অবশেষে জুরহুম গোত্রের একদল মুসাফির—অথবা জুরহুম পরিবারের একদল লোক—কাদা নামক পথ দিয়ে আসার সময় তাঁদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করল। তারা মক্কার নিচু এলাকায় তারু গাড়ল এবং একটি পাখিকে কোনো এক স্থানের ওপর চক্কর দিতে দেখল। তারা বলল, "এই পাখিটি নিশ্চয়ই পানির ওপর চক্কর দিচ্ছে, অথচ আমাদের জানামতে এই উপত্যকায় কোনো পানি নেই।" অতঃপর তারা একজন বা দুইজন লোক পাঠাল এবং তারা সেখানে পানি দেখতে পেল। তারা ফিরে গিয়ে সবাইকে সংবাদ দিল এবং সবাই সেখানে উপস্থিত হলো। ইসমাইলের জননী তখন পানির কাছেই অবস্থান করছিলেন। তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি আমাদের আপনার নিকট অবস্থানের অনুমতি দেবেন?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তবে এই পানির ওপর তোমাদের কোনো মালিকানা থাকবে না।" তারা বলল, "আমরা তাতে রাজি।" ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "এই প্রস্তাবটি ইসমাইলের জননীকে আশ্বস্ত ও আনন্দিত করল, কারণ তিনি মানুষের সাহচর্য পছন্দ করতেন।" অতঃপর তারা সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং তাদের পরিবার-পরিজনের কাছেও সংবাদ পাঠাল; তারাও এসে তাদের সাথে বসবাস শুরু করল। একপর্যায়ে সেখানে অনেকগুলো পরিবারের জনবসতি গড়ে উঠল। এদিকে বালকটি (ইসমাইল) বড় হতে লাগলেন এবং তাদের কাছ থেকে আরবি ভাষা শিখলেন। তিনি যৌবনে পদার্পণ করলে তাদের নিকট অত্যন্ত প্রিয় ও বরণীয় হয়ে উঠলেন। অতঃপর যখন তিনি পূর্ণ যুবক হলেন, তখন তারা তাদের মধ্য থেকেই এক নারীর সাথে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন করল। ইতিমধ্যে ইসমাইলের জননী ইন্তেকাল করেন।

(ص: 707) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسحاق يطلع تركته فلم يجد إسحاق فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا وفي رواية يصيد لنا ثم سألها عن عيشتهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة وشكت إليه قال فإذا جاء زوجك أقرئي عليه

السلام وقولي له يغير عتبة بابه فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئاً فقال هل جاءكم من أحد قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا في جهد وشدة قال فهل أوصاك بشيء قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك فطلقها وتزوج منهم أخرى فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فسأل عنه قالت خرج يبتغي لنا قال كيف أنتم وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله تعالى فقال ما طعامكم قالت اللحم قال فما شرابكم قالت الباء قال اللهم بارك لهم في اللحم والباء قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه وفي رواية فجاء فقال أين إسماعيل فقالت امرأته ذهب يصيد فقالت امرأته ألا تنزل فتطعم وتشرب قال وما طعامكم وما شرابكم قالت طعامنا اللحم وشرابنا الباء قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة دعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال

ইসমাইল (আলাইহিস সালাম)-এর বিবাহের পর ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম) তাঁর রেখে যাওয়া পরিবারের অবস্থা দেখতে আসলেন। তিনি সেখানে ইসমাইল (আলাইহিস সালাম)-কে পেলেন না। তাঁর স্ত্রীর নিকট তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, ‘তিনি আমাদের জন্য জীবিকার সন্ধানে বের হয়েছেন’—অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে—‘তিনি আমাদের জন্য শিকারে গিয়েছেন।’ অতঃপর ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম) তাদের জীবনযাত্রা ও অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে স্ত্রী বললেন, ‘আমরা অত্যন্ত কষ্টে, সংকীর্ণতায় ও অভাব-অনটনের মাঝে আছি’ এবং তিনি তাঁর কাছে অভিযোগ করলেন। ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম) বললেন, ‘তোমার স্বামী যখন আসবে, তাকে আমার সালাম দিয়ো এবং তাকে বলো যেন সে তার ঘরের দরজার চৌকাঠ পরিবর্তন করে ফেলে।’ ইসমাইল (আলাইহিস সালাম) যখন ফিরে আসলেন, তখন তিনি যেন কোনো কিছুই আভাস অনুভব করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমাদের কাছে কি কেউ এসেছিল?’ স্ত্রী বললেন, ‘হ্যাঁ, এমন এমন আকৃতির একজন বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন

এবং আপনার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন। আমি তাঁকে আপনার খবর দিয়েছি। এরপর তিনি আমাদের জীবনযাপন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমি তাঁকে জানিয়েছি যে, আমরা অত্যন্ত কষ্ট ও সংকটের মধ্যে রয়েছি।’ ইসমাইল (আলাইহিস সালাম) জিজ্ঞেস করলেন, ‘তিনি কি তোমাকে কোনো নির্দেশ দিয়েছেন?’ স্ত্রী বললেন, ‘হ্যাঁ, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আপনাকে সালাম পৌঁছাতে এবং বলতে যে, আপনি যেন আপনার ঘরের দরজার চৌকাঠ পরিবর্তন করেন।’ ইসমাইল (আলাইহিস সালাম) বললেন, ‘তিনি আমার পিতা। তিনি আমাকে তোমাকে ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। অতএব তুমি তোমার পরিবারের কাছে চলে যাও।’ অতঃপর তিনি তাকে তালাক দিলেন এবং তাদের মধ্য থেকে অন্য একজনকে বিবাহ করলেন। ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম) আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী কিছুদিন তাদের থেকে দূরে থাকলেন। এরপর পুনরায় তাদের দেখতে আসলেন, কিন্তু এবারও ইসমাইল (আলাইহিস সালাম)-কে পেলেন না। তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে গিয়ে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, ‘তিনি আমাদের জন্য জীবিকার অন্বেষণে বের হয়েছেন।’ তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমরা কেমন আছো?’ এবং তাদের জীবনযাত্রা ও অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। স্ত্রী বললেন, ‘আমরা অত্যন্ত ভালো ও সচ্ছল অবস্থায় আছি’ এবং তিনি মহান আল্লাহর প্রশংসা করলেন। ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম) জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমাদের খাবার কী?’ স্ত্রী বললেন, ‘গোশত।’ তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমাদের পানীয় কী?’ তিনি বললেন, ‘পানি।’ তখন ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম) দোয়া করলেন, ‘হে আল্লাহ! আপনি তাদের গোশত ও পানিতে বরকত দান করুন।’ নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘সে সময় তাদের কোনো শস্যদানা ছিল না; যদি থাকত, তবে তিনি সেটির জন্যও বরকতের দোয়া করতেন।’ তিনি বলেন, মক্কার বাইরে অন্য কোনো স্থানে কেউ কেবল এ দুটি জিনিসের ওপর জীবনধারণ করলে তা তার স্বাস্থ্যের অনুকূল হয় না। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম) এসে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ইসমাইল কোথায়?’ তাঁর স্ত্রী বললেন, ‘তিনি শিকারে গিয়েছেন।’ এরপর স্ত্রী বললেন, ‘আপনি কি একটু মেহমান হবেন না? কিছু আহার ও পান করবেন না?’ তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমাদের আহার্য ও পানীয় কী?’ স্ত্রী বললেন, ‘আমাদের আহার্য গোশত এবং পানীয় পানি।’ তখন তিনি দোয়া করলেন, ‘হে আল্লাহ! আপনি তাদের আহার ও পানীয়ে বরকত দান করুন।’ আবুল কাসেম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, এটি ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর দোয়ারই বরকত।

فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير قال فأوصاك بشيء قالت نعم يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك قال ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال فاصنع ما أمرك ربك قال وتعينني قال وأعينك قال فإن الله أمرني أن أبني بيتا ههنا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وفي رواية إن إبراهيم خرج بإسماعيل وأم إسماعيل معهم شنة فيها ماء فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه يا إبراهيم إلى من تتركنا قال إلى الله قالت رضيت بالله فرجعت وجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما

অতঃপর যখন তোমার স্বামী আসবে, তখন তাকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানিও এবং তাকে তার দরজার চৌকাঠটি বহাল রাখার নির্দেশ দিও। অতঃপর যখন ইসমাইল আসলেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের নিকট কি কেউ এসেছিল?" স্ত্রী বললেন, "হ্যাঁ, আমাদের নিকট সুন্দর অবয়বের একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি এসেছিলেন" এবং তিনি তাঁর প্রশংসা করলেন। এরপর তিনি বললেন, "তিনি আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন এবং আমি তাঁকে তা জানিয়েছি। অতঃপর তিনি আমাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন এবং আমি তাঁকে

জানিয়েছি যে, আমরা ভালো আছি।" ইসমাইল জিজ্ঞেস করলেন, "তিনি কি তোমাকে কোনো উপদেশ দিয়েছেন?" স্ত্রী বললেন, "হ্যাঁ, তিনি আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং আপনাকে আপনার দরজার চৌকাঠটি বহাল রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।" তিনি বললেন, "তিনি ছিলেন আমার পিতা, আর তুমিই হলে সেই চৌকাঠ; তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি তোমাকে নিজ দাম্পত্যে বজায় রাখি।" অতঃপর আল্লাহ যতদিন চাইলেন তিনি তাদের থেকে দূরে অবস্থান করলেন। এরপর তিনি পুনরায় আসলেন যখন ইসমাইল জমজমের নিকটবর্তী একটি বিশাল বৃক্ষের নিচে বসে তাঁর তীর মেরামত করছিলেন। যখন তিনি তাঁকে দেখলেন, তখন তিনি তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তাঁরা একে অপরের সাথে সেরূপ আচরণ করলেন যে রূপ পিতা সন্তানের সাথে এবং সন্তান পিতার সাথে করে থাকে। তিনি বললেন, "হে ইসমাইল! আল্লাহ আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন।" তিনি বললেন, "আপনার পালনকর্তা আপনাকে যা নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করুন।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?" ইসমাইল উত্তর দিলেন, "আমি আপনাকে সাহায্য করব।" তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে এখানে একটি ঘর নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়েছেন" এবং তিনি পার্শ্ববর্তী ভূমি থেকে উঁচু একটি ঢিবির দিকে ইঙ্গিত করলেন। সেই সময়ে তাঁরা ঘরের ভিত্তি স্থাপন করলেন। ইসমাইল পাথর নিয়ে আসতেন এবং ইব্রাহিম তা দিয়ে নির্মাণ কাজ করতেন। যখন নির্মাণ কাজ উঁচুতে উঠে গেল, তখন তিনি এই পাথরটি নিয়ে আসলেন এবং সেটি তাঁর জন্য স্থাপন করলেন। তিনি এর ওপর দাঁড়িয়ে নির্মাণ কাজ করতেন এবং ইসমাইল তাঁকে পাথর এগিয়ে দিতেন; আর তাঁরা উভয়ে বলছিলেন— "হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের পক্ষ থেকে এটি কবুল করুন, নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, ইব্রাহিম ইসমাইল ও ইসমাইলের মাতাকে সাথে নিয়ে বের হলেন। তাঁদের নিকট একটি পুরনো চামড়ার মশক ছিল যাতে পানি ছিল। ইসমাইলের মাতা সেই মশক থেকে পানি পান করতেন এবং ফলে তাঁর স্তনে শিশুর জন্য দুধ বৃদ্ধি পেত। অবশেষে যখন তিনি মক্কায় পৌঁছালেন, তখন তাঁদের একটি বিশাল বৃক্ষের নিচে রেখে ইব্রাহিম পুনরায় তাঁর পরিবারের কাছে ফিরে যাচ্ছিলেন। তখন ইসমাইলের মাতা তাঁর অনুসরণ করলেন এবং যখন তাঁরা কাদা নামক স্থানে পৌঁছালেন, তখন তিনি পেছন থেকে তাঁকে ডেকে বললেন, "হে ইব্রাহিম! আপনি আমাদের কার কাছে রেখে যাচ্ছেন?" তিনি বললেন, "আল্লাহর কাছে।" তিনি বললেন, "আমি আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট হলাম।" অতঃপর তিনি ফিরে আসলেন এবং মশক থেকে পানি পান করতে লাগলেন এবং তাঁর স্তনে শিশুর জন্য দুধ প্রবাহিত হতে লাগল, যতক্ষণ না...

فنى الباء قالت لو ذهبت فنظرت لعلني أحس أحدا قال فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا فلم تحس أحدا فلما بلغت الوادي سعت وأتت المروة وفعلت ذلك أشواطاً ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي فذهبت ونظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت فلم تقرها نفسها فقالت لو ذهبت فنظرت لعلني أحس أحدا فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتت سبعا ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل فإذا هي بصوت فقالت أغث إن كان عندك خير فإذا جبريل صلى الله عليه وسلم فقال بعقبه هكذا وغمز بعقبه على الأرض فانبثق الباء فدهشت أم إسما عيل فجعلت تحفن ...

وذكر الحديث بطوله.

رواه البخاري بهذه الروايات كلها الدوحة الشجرة الكبيرة قوله قف أي ولي والجري الرسول وألفي معناه وجد قوله ينشغ أي يشهق

1866 - وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين متفق عليه

পানি শেষ হয়ে গেল। তিনি বললেন, আমি যদি গিয়ে দেখতাম, তবে হয়তো কাউকে অনুভব করতে পারতাম। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি গেলেন এবং সাফা পাহাড়ে আরোহণ করলেন। তিনি বারবার দৃষ্টিপাত করলেন কাউকে দেখতে পান কি না, কিন্তু তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না। যখন তিনি উপত্যকায় পৌঁছালেন, তখন তিনি দৌড়ালেন এবং মারওয়া পাহাড়ে এলেন। তিনি এভাবে কয়েক চক্র দিলেন। তারপর তিনি বললেন, আমি যদি গিয়ে দেখে আসতাম শিশুটি কী করছে। তিনি গিয়ে দেখলেন সে মুমূর্ষু অবস্থায় ছটফট করছে, যেন সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে। এতে তাঁর প্রাণ স্থির হলো না। তিনি পুনরায় বললেন, আমি যদি গিয়ে দেখতাম, হয়তো কাউকে দেখতে পেতাম। তিনি গিয়ে সাফা পাহাড়ে আরোহণ করলেন এবং লক্ষ্য করলেন, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। এভাবে তিনি সাত চক্র পূর্ণ করলেন।

এরপর তিনি মনে মনে বললেন, যদি আমি গিয়ে দেখে আসতাম তার কী অবস্থা। হঠাৎ তিনি একটি শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি বললেন, তোমার নিকট যদি কোনো কল্যাণ থাকে তবে আমাদের সাহায্য করো। তখন সেখানে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-কে দেখা গেল। তিনি তাঁর গোড়ালি দিয়ে এভাবে ইশারা করলেন এবং মাটির ওপর তাঁর গোড়ালি দিয়ে আঘাত করলেন, ফলে পানি নির্গত হলো। ইসমাইলের মাতা এতে বিস্মিত হলেন এবং অঞ্জলি ভরে পানি নিতে শুরু করলেন ...

এবং তিনি হাদিসটি পূর্ণাঙ্গভাবে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম বুখারী এই সকল বর্ণনাসহ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ‘আদ-দাওহা’ অর্থ বিশাল বৃক্ষ। তাঁর উক্তি ‘ক্বাফ’ অর্থ সে ফিরে গেল বা প্রশ্ন করল। ‘আল-জারি’ অর্থ বার্তাবাহক এবং ‘আলফাই’ শব্দের অর্থ হলো সে পেল। তাঁর উক্তি ‘ইয়ানশাগু’ অর্থ মুমূর্ষু অবস্থায় হাঁপানো বা প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়া।

১৮৬৬ - সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: ‘কামআহ’ (মাশরুফ জাতীয় ছত্রাক) হলো ‘মান্ন’-এর অন্তর্ভুক্ত এবং এর নির্যাস চোখের জন্য আরোগ্যস্বরূপ। (বুখারী ও মুসলিম)।

(ص: 710) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين الكمأة هي التي تعرف عند الناس بالفجع تنبت من كثرة الأمطار ولاسيما الأمطار الموسمية وهي معروفة لذيدة الطعم تنبت على الأرض وإذا كبرت يأخذها الناس بدون كلفة وبدون مشقة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من المن أي مما من الله به على عباده بيسر

وسهولة وماءؤها شفاء للعين يعني أن الماء الذي يستخرج منها إذا مرضت العين بسبب الرطوبة فإن هذه تشفيه بإذن الله عز وجل لأن ماءها ناشف وإن كان سائلاً ينشف العين ويزيل عنها الرطوبات ولهذا قال وماءؤها شفاء للعين يعني ليس من كل مرض بل من الأمراض التي أسبابها الرطوبة فإنها تشفى بإذن الله عز وجل ولكن كيف يستخرج ماءها قيل إنها تصهر على النار ثم تعصر لأنها إذا صهرت على النار لانت ثم تعصر وقيل إنها تقطع قطعاً صغيرة ثم تعصر عصراً شديداً فيخرج منها الماء ولكنه قليل.

والله الموفق

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) সাঈদ ইবনে য়ায়েদ (রাতিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে সে প্রসঙ্গে বলেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আল-কামআহ (এক প্রকার ছত্রাক বা মাশরুম) হলো 'মান্না'র অন্তর্ভুক্ত এবং এর নির্যাস চোখের জন্য আরোগ্য।" আল-কামআহ হলো সেই উদ্ভিদ যা মানুষের কাছে 'ফাগ' নামে পরিচিত। এটি প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে জন্মে, বিশেষ করে মৌসুমী বৃষ্টিপাতে। এটি অত্যন্ত পরিচিত এবং সুস্বাদু একটি খাবার যা মাটির উপরে জন্মে। যখন এটি বড় হয়, তখন মানুষ কোনো প্রকার শ্রম বা কষ্ট ছাড়াই এটি সংগ্রহ করতে পারে। একারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন যে এটি 'মান্না'র অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ এটি এমন এক নিয়ামত যা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য অত্যন্ত সহজলভ্য ও অনায়াসলব্ধ করেছেন। "এর নির্যাস চোখের জন্য আরোগ্য"—এর অর্থ হলো, এই উদ্ভিদ থেকে যে নির্যাস বের করা হয়, আর্দ্রতা বা জলীয়ভাবজনিত কারণে চোখে কোনো রোগ হলে এটি আল্লাহর ইচ্ছায় তা নিরাময় করে। কারণ এর নির্যাস শুষ্ককারী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন; তরল হওয়া সত্ত্বেও এটি চোখের অতিরিক্ত আর্দ্রতা শুকিয়ে ফেলে এবং তা দূর করে দেয়। একারণেই তিনি বলেছেন যে এর নির্যাস চোখের জন্য আরোগ্য; অর্থাৎ এটি সকল রোগের জন্য নয়, বরং কেবল সেই সকল রোগের জন্য যা অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে সৃষ্টি হয়; আল্লাহর ইচ্ছায় সেসব ক্ষেত্রে এটি আরোগ্য দান করে। তবে এর নির্যাস কীভাবে বের করা হবে? বলা হয়েছে যে, এগুলো আগুনের তাপে গরম করা হয় এবং এরপর নিংড়ানো হয়, কারণ আগুনের তাপে এগুলো নরম হয়ে যায় এবং তখন রস বের করা সহজ হয়। আবার কেউ কেউ

বলেছেন যে, এগুলোকে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে সজোরে নিংড়ানো হয়, ফলে তা থেকে নির্যাস বের হয়ে আসে, তবে তা পরিমাণে সামান্য হয়ে থাকে।

আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(ص: 711) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

كتاب الاستغفار

قال الله تعالى {واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات} وقال تعالى {واستغفر الله إن الله كان عفورا رحيمًا} وقال تعالى {فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابًا} وقال تعالى {للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها} إلى قوله عز وجل {والمستغفرين بالأسحار} وقال تعالى {ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله عفورا رحيمًا} وقال تعالى {وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون} وقال تعالى {والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون} والآيات في الباب كثيرة معلومة

[الشَّرْحُ]

ختم المؤلف رحمه الله كتابه بالاستغفار والتوبة لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فقال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তিগফার) অধ্যায়

আল্লাহ তাআলা বলেন, {এবং আপনার ঋণটির জন্য এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন} এবং আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, {এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন; নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু} এবং আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, {অতএব আপনি আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন; নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী} এবং আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, {যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে} মহান আল্লাহর এই বাণী পর্যন্ত {এবং শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারীগণ} এবং আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, {যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে কিংবা নিজের প্রতি জুলুম করবে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু হিসেবে পাবে} এবং আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, {আল্লাহ কখনোই তাদের ওপর আজাব নাজিল করবেন না যতক্ষণ আপনি তাদের মধ্যে অবস্থান করবেন এবং আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন না যতক্ষণ তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে} এবং আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, {এবং যারা কোনো অশীল কাজ করলে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে; আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করতে পারে? এবং তারা যা করেছে তাতে জেনে-বুঝে অবিচল থাকে না}। এই অধ্যায়ে এ বিষয়ক আয়াতসমূহ অসংখ্য ও সুপরিচিত।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর গ্রন্থটি ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তিগফার) ও তওবার মাধ্যমে সমাপ্ত করেছেন, কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর নবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর জীবনের শেষলগ্নে আদেশ দিয়ে বলেছিলেন: "যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।"

إنه كان تواباً فالمؤلف رحمه الله حتم هذا الكتاب العظيم النافع الذي ينتفع به المسلمون في أقطار الدنيا كلها العامة وطلبة العلم بالاستغفار وهذا الكتاب رياض الصالحين من أبرك ما رأيت من الكتب في انتفاع الناس به مما يدل على حسن نية مؤلفه رحمة الله عليه الاستغفار هو طلب المغفرة وما من إنسان إلا وهو خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون والخطأ الذي يصدر من بني آدم إما تقصير في واجب أو فعل لمحرّم ولا يخلو الإنسان من ذلك ولكن دواء الذنوب الاستغفار والحمد لله وفي الأثر أن الشيطان يقول أهلكك بني آدم يعني بالخطايا والذنوب وأهلكوني ب لا إله إلا الله والاستغفار فاستغفار سبب للمغفرة ولذا أمر الله تعالى به في آيات كثيرة من القرآن ساق منها المؤلف جملة صالحة منها قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم {فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك} فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم بأنه لا معبود حقاً إلا الله وأمره أن يستغفره قال استغفر لذنبك هذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أمر أن يستغفر لذنبه وقال تعالى {واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات} وكذلك

নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী। তাই লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) এই মহান ও উপকারী কিতাবটি—যা দ্বারা সারা বিশ্বের সাধারণ মুসলিম ও ইলম অন্বেষণকারী সকলেই উপকৃত হন—ক্ষমা প্রার্থনা বা ইস্তিগফারের আলোচনার মাধ্যমে সমাপ্ত করেছেন। আর এই কিতাবটি অর্থাৎ ‘রিয়াদুস সালিহীন’ মানুষের উপকারের দিক থেকে আমার দেখা অন্যতম বরকতময় কিতাব, যা এর লেখকের (আল্লাহর রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) নিয়তের বিশুদ্ধতারই প্রমাণ দেয়।

ইস্তিগফার হলো ক্ষমা প্রার্থনা করা। প্রত্যেক মানুষই ভুলকারী, যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আদম সন্তান মাত্রই ভুলকারী, আর ভুলকারীদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম যারা তওবা করে।" বনী আদমের পক্ষ থেকে সংঘটিত ভুলগুলো হয় কোনো

ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় ইবাদত পালনে অবহেলা অথবা কোনো নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়া। কোনো মানুষই এ থেকে মুক্ত নয়। তবে গুনাহের ওষুধ হলো ইস্তিগফার, আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। একটি বর্ণনায় এসেছে যে শয়তান বলে: "আমি বনী আদমকে গুনাহ ও পাপাচারের মাধ্যমে ধ্বংস করেছি, আর তারা আমাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং ইস্তিগফারের মাধ্যমে ধ্বংস করেছে।"

সুতরাং ইস্তিগফার হলো ক্ষমা লাভের মাধ্যম। এজন্যই আল্লাহ তাআলা কুরআনের অনেক আয়াতে এর নির্দেশ দিয়েছেন, যার মধ্য থেকে লেখক একগুচ্ছ আয়াত এখানে উপস্থাপন করেছেন। তন্মধ্যে একটি হলো মহান আল্লাহর বাণী যা তিনি তাঁর নবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদ্দেশ্য করে বলেছেন: {অতএব জেনে রাখুন যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই এবং আপনার ঋটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন}। এখানে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই নির্দেশ দিয়েছেন যেন তিনি জানেন যে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাবুদ নেই এবং তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: 'আপনার ঋটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন'—অথচ তিনি হলেন সেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যার পূর্বের ও পরের সকল গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, তবুও তাঁকে স্বীয় ঋটির জন্য ইস্তিগফার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন: {আর আপনার গুনাহের জন্য এবং মুমিন নারী ও পুরুষদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন}। এবং এভাবেই...

(ص: 713) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أثني الله تعالى على المستغفرين في آيات كثيرة ومنها {والمستغفرين بالأَسْحار}
وهم الذين يستغفرون الله في آخر الليل قال العلماء وذلك أنهم يتعبدون
ويعبدون الله ويرون أنهم مقصرون فيسألون الله المغفرة هذا مع أنهم مجتهدون

قائمون الليل ومع ذلك يستغفرون خوفاً من التقصير فينبغي للإنسان أن يكثّر من استغفار الله عز وجل

1869 - وعن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة رواه مسلم

1870 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة رواه البخاري
1871 - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنّبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنّبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم رواه مسلم

1872 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنّا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم

وسلم

মহান আল্লাহ বহু আয়াতে ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের প্রশংসা করেছেন, যার মধ্যে একটি হলো {এবং যারা শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনা করে}। তারা হলো সেই সব ব্যক্তি যারা রাতের শেষাংশে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। উলামাগণ বলেন, তারা তাহাজ্জুদ পড়ে এবং আল্লাহর ইবাদত করে, তবুও তারা নিজেদের ত্রুটিপূর্ণ মনে করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এটি সত্ত্বেও যে তারা কঠোর পরিশ্রমী এবং রাত জেগে ইবাদতকারী, তবুও তারা ত্রুটির ভয়ে ইবাদতের পর ক্ষমা চায়। সুতরাং মানুষের উচিত মহান আল্লাহর কাছে অধিক পরিমাণে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

১৮৬৯ - আগারর আল-মুযানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আমার অন্তরের ওপর আবরণ পড়ে এবং আমি প্রতিদিন একশত বার আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।" (মুসলিম)

১৮৭০ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আমি দিনে সত্তর বারেরও বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর নিকট তওবা করি।" (বুখারী)

১৮৭১ - তাঁর (আবু হুরায়রা) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "সেই সত্তর শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা যদি পাপ না করতে,

তবে আল্লাহ তাআলা তোমাদের বিদায় করে দিতেন এবং এমন এক সম্প্রদায় নিয়ে আসতেন যারা পাপ করত এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত, অতঃপর তিনি তাদের ক্ষমা করে দিতেন।" (মুসলিম)

১৮৭২ - ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য গণনা করতাম...

(ص: 714) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

في المجلس الواحد مائة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح

1873 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب رواه أبو داود

1874 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف رواه أبو داود والترمذي والحاكم وقال حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم

[الشَّرْحُ]

سبقت الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه (رياض الصالحين) التي فيها الحث على الاستغفار والثناء على أهله ثم ذكر المؤلف أحاديث متعددة في ذلك منها قوله عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما

تَأْخِرَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا رَوَاهُ عَنْهُ الْأَغَرُ الْمِزْنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّهُ لِيَغَانِ
عَلَى قَلْبِي يَعْنِي

একই মজলিসে একশত বার (বলতেন): "হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবা কবুল করুন; নিশ্চয়ই আপনি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।" এটি আবু দাউদ ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিজি একে সহিহ হাদিস বলেছেন।

১৮৭৩ - ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তিগফার করবে, আল্লাহ তার প্রতিটি সংকটে উত্তরণের পথ তৈরি করে দেবেন, প্রতিটি দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করবেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রিজিক দান করবেন যা সে কল্পনাও করতে পারেনি।" এটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন।

১৮৭৪ - ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি বলে—'আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, যিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক, এবং আমি তাঁরই কাছে তাওবা করছি'—তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, যদিও সে রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে থাকে।" এটি আবু দাউদ, তিরমিজি ও হাকেম বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম হাকেম একে বুখারি ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহিহ হাদিস বলেছেন।

[ব্যাখ্যা]

লেখক (রহিমাল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে ইতিপূর্বে সেই আয়াতগুলো উল্লেখ করেছেন যাতে ইস্তিগফারের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং ইস্তিগফারকারীদের প্রশংসা করা হয়েছে। অতঃপর লেখক এ বিষয়ে একাধিক হাদিস উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদিস রয়েছে—যাঁর পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন—তিনি আগার আল-মুজানি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসে বলেছেন: "নিশ্চয়ই আমার অন্তরে এক প্রকার আবরণ পড়ে যায়", অর্থাৎ...

يحدث له شيء من الكتمة والغم وما أشبه ذلك وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة يقول أستغفر الله في اليوم مائة مرة هذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكيف بنا ولكن قلوبنا قاسية ميتة لا يغان عليها بكثرة الذنوب ولا يهتم الواحد منا بما فعل ولذلك تجد الإنسان غير مبال بمثل هذا وقليل الاستغفار والذي ينبغي للإنسان أن يكون له أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الاستغفار كما قال ابن عمر إننا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مائة مرة أو أكثر رب اغفر لي وارحمني وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن من نعمة الله على العباد أنه إذا ابتلاهم بالذنوب فاستغفروا الله غفر لهم وأنه لو لم تذنّبوا لذهب الله تعالى بكم ثم جاء بقوم يذنّبون فيستغفرون الله فيغفر لهم وهذا حث على أن يستغفر الإنسان ربه ويكثر من الاستغفار لأنه ينال بذلك درجة المستغفرين الله عز وجل وكذلك أخبر فيما رواه أبو داود أن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب ومن لزم الاستغفار يعني داوم عليه وأكثر منه فإنه يفرج عنه الكرب وتوسع له الضيقات ويوسع له في رزقه ورزقه من حيث لا يحتسب والأحاديث في فضل الاستغفار والثناء على أهله والحث عليه كثيرة

তাঁর মাঝে কিছুটা সংকোচন ও দুশ্চিন্তা বা অনুরূপ কিছু অনুভব হতো, আর (তিনি বলতেন) আমি দিনে একশত বার আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। তিনি বলতেন, আমি দিনে একশত বার ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করি। এটি স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, যাঁর পূর্বের ও পরের সকল ত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে; তাহলে আমাদের অবস্থা কী হবে? কিন্তু আমাদের অন্তরগুলো কঠোর ও মৃতপ্রায়; পাপের আধিক্যের কারণে তাতে আর কোনো আস্তরণ বা আবিলতা অনুভূত হয় না এবং আমাদের কেউই নিজের কৃতকর্ম সম্পর্কে ভ্রক্ষেপ করে না। এই কারণেই আপনি মানুষকে এ বিষয়ে উদাসীন এবং খুব অল্পই ইস্তিগফার করতে

দেখেন। অথচ মানুষের জন্য উচিত হলো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে নিজের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ গ্রহণ করা এবং অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করা; যেমনটি ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "আমরা এক মজলিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একশত বার বা তারও বেশি বার এটি গণনা করতাম: হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার ওপর দয়া করুন।" অনুরূপভাবে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন যে, বান্দাদের ওপর আল্লাহর অন্যতম নেয়ামত হলো, যখন তিনি তাদেরকে পাপের দ্বারা পরীক্ষায় ফেলেন এবং তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, তখন তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন। আর তোমরা যদি পাপ না করতে, তবে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সরিয়ে দিয়ে এমন এক জাতিকে নিয়ে আসতেন যারা পাপ করত এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত, ফলে তিনি তাদের ক্ষমা করে দিতেন। এটি মানুষকে তার রবের কাছে ক্ষমা চাইতে এবং অধিক ইস্তিগফার করতে উৎসাহিত করে, কারণ এর মাধ্যমে সে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনাকারীদের মর্যাদা লাভ করে। ঠিক একইভাবে আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে তিনি জানিয়েছেন যে, "যে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তিগফার করবে, আল্লাহ তার প্রতিটি সংকটে প্রস্থানের পথ এবং প্রতিটি দুশ্চিন্তায় মুক্তির উপায় করে দেবেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রিজিক দান করবেন যা সে কল্পনাও করেনি।" আর 'যে ইস্তিগফার আঁকড়ে ধরল' অর্থাৎ যে এটি সর্বদা পালন করল এবং অধিক পরিমাণে করল, তবে তার সকল বিপদ-আপদ দূর হবে, সকল সংকীর্ণতা প্রশস্ত হবে এবং তার রিজিক বৃদ্ধি পাবে এমন উৎস থেকে যা সে ধারণাও করতে পারবে না। ইস্তিগফারের ফজিলত, ইস্তিগফারকারীদের প্রশংসা এবং এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদানকারী হাদিসসমূহ অত্যন্ত বহু ও বিস্তারিত।

(ص: 716) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

فعليك يا أخي بكثرة الاستغفار أكثر من قول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني استغفر
الله وأتوب إليه وما أشبه ذلك لعلك تصادف ساعة إجابة من الله عز وجل فيغفر لك
فيها...

والله الموفق

1875 - وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة رواه البخاري أبوء بباء مضومة ثم واو وهمزة مضومة ومعناه أقر وأعترف

1876 - وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثاً وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام قيل للأوزاعي وهو أحد رواة كيف الاستغفار قال يقول أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رواه مسلم

অতএব হে আমার ভাই, আপনার উচিত অধিক হারে ইস্তিগফার করা। আপনি ‘হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন’, ‘হে আল্লাহ, আমার প্রতি দয়া করুন’, ‘আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁরই নিকট তওবা করছি’—এই জাতীয় দুআগুলো বেশি বেশি পাঠ করুন। হতে পারে আপনি মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন এক কবুলিয়তের মুহূর্ত পেয়ে যাবেন, যাতে তিনি আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন ...

আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১৮৭৫ - শাদ্দাদ বিন আওস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "সাইয়িদুল ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দুআ) হলো বান্দার এটি বলা—‘হে আল্লাহ! আপনিই আমার রব, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আপনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনারই বান্দা। আমি আমার সাধ্যানুযায়ী আপনার অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির ওপর অটল রয়েছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমার ওপর আপনার যে নেয়ামত রয়েছে তা আমি স্বীকার করছি এবং আমি আমার পাপাচারও স্বীকার করছি। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন, কারণ আপনি ছাড়া

আর কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না।’ যে ব্যক্তি দিনের বেলা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এটি পাঠ করবে এবং সন্ধ্যার পূর্বেই ঐ দিনে মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি রাতের বেলা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এটি পাঠ করবে এবং সকাল হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।” এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন। ‘আবুউ’ শব্দটিতে বা-এর ওপর পেশ, এরপর ওয়াও এবং হামযাহর ওপর পেশ রয়েছে; এর অর্থ হলো: আমি স্বীকার ও ঘোষণা করছি।

১৮৭৬ - সাওবান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সালাত শেষ করতেন, তখন তিনবার আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং বলতেন—‘হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি এবং আপনার থেকেই শান্তি আসে। হে মহিমময় ও মহানুভব! আপনি বরকতময়।’ এই হাদিসের অন্যতম বর্ণনাকারী আওযাঈকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইস্তিগফার কীভাবে করতে হয়? তিনি বললেন, তিনি বলতেন— ‘আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ’ (আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি)। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

(ص: 717) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

1877 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثّر أن يقول قبل موته سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه متفق عليه

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله تعالى في كتابه (رياض الصالحين) في باب الاستغفار منها حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار يعني أشرف الاستغفار وأفضله أن تقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي

وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ مِنْ قَالِهَا حِينَ يَصْبَحُ مَوْقِنًا بِهَا
ثُمَّ مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يَمْسِيَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ قَالِهَا حِينَ يَمْسِي مَوْقِنًا بِهَا ثُمَّ
مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصْبَحَ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَقُولُ سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا
عَبْدُكَ فَتَقَرُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِلسَانِكَ وَبِقَلْبِكَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ رَبُّكَ الْمَالِكُ لَكَ الْمُدَبِّرُ لِأَمْرِكَ
الْمُبْتَغْنِي بِحَالِكَ وَأَنْتَ عَبْدُهُ كَوْنًا وَشَرعًا عَبْدُهُ كَوْنًا يَفْعَلُ بِكَ مَا يَشَاءُ إِنْ شَاءَ
أَمْرُضُكَ وَإِنْ شَاءَ أَصْحَبُكَ وَإِنْ شَاءَ أَغْنَاكَ وَإِنْ شَاءَ أَفْقِرُكَ وَإِنْ شَاءَ أَضِلُّكَ وَإِنْ شَاءَ
هُدَاكَ حَسْبًا تَقْتَضِيهِ حِكْمَتُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكَذَلِكَ أَنْتَ عَبْدُهُ شَرعًا تَتَعَبَّدُ لَهُ بِمَا أَمَرَ
تَقُومُ بِأَوَامِرِهِ وَتَنْتَهِي عَنْ نَوَاهِيهِ تَقَرُّ بِذَلِكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا
عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ تَقَرُّ بِأَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ هُوَ الَّذِي أَوْجَدَكَ مِنَ الْعَدَمِ وَأَنَّكَ
عَلَى عَهْدِهِ وَوَعْدِهِ مَا اسْتَطَعْتُ عَلَى عَهْدِهِ لِأَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ قَدْ عَاهَدَ اللَّهَ أَنْ يَعْمَلَ بِمَا
عَلَّمَ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

১৮৭৭ - আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে অধিক পরিমাণে এই দোয়াটি পাঠ করতেন: "আল্লাহ পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য; আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর নিকট তওবা করছি।" (বুখারি ও মুসলিম)

[ব্যাখ্যা]

ইমাম নববী রাহিমাল্লাহু তাঁর 'রিয়াদুস সালাহীন' গ্রন্থের 'ক্ষমা প্রার্থনা' (ইস্তিগফার) অধ্যায়ে এই হাদিসগুলো সংকলন করেছেন। তার মধ্যে শাদ্দাদ ইবনে আউস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত একটি হাদিস রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: সায়্যিদুল ইস্তিগফার— অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম বাক্য—হলো তোমার এই বলা: "হে আল্লাহ! আপনিই আমার প্রতিপালক, আমি আপনার বান্দা। আপনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার বান্দা। আমি আমার সাধ্যমতো আপনার দেওয়া অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির ওপর অবিচল আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। আমার ওপর আপনার যে নেয়ামত রয়েছে তা আমি স্বীকার করছি এবং আমি আমার গুনাহও স্বীকার করছি। অতএব

আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন, কেননা আপনি ছাড়া আর কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না।" যে ব্যক্তি দিনের বেলা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এটি পাঠ করবে এবং সন্ধ্যার আগেই মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি রাতের বেলা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এটি পাঠ করবে এবং সকাল হওয়ার আগেই মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি 'সায়্যিদুল ইস্তিগফার' বলতে বুঝিয়েছেন তোমার এই বলা: "হে আল্লাহ! আপনিই আমার প্রতিপালক এবং আমি আপনার বান্দা।" এর মাধ্যমে আপনি আপনার জিহ্বা ও অন্তরের দ্বারা মহান আল্লাহর নিকট এই স্বীকৃতি প্রদান করেন যে, আল্লাহই আপনার প্রতিপালক, আপনার মালিক, আপনার বিষয়াদির পরিচালক এবং আপনার অবস্থার দেখাশোনাকারী। আর আপনি সৃষ্টিগতভাবে এবং শরীয়তগতভাবে তাঁরই বান্দা। সৃষ্টিগতভাবে বান্দা হওয়ার অর্থ হলো, তিনি আপনার ব্যাপারে যা ইচ্ছা তা-ই করেন। তিনি চাইলে আপনাকে অসুস্থ করেন, চাইলে সুস্থ করেন, চাইলে ধনী করেন, চাইলে দরিদ্র করেন, চাইলে পথভ্রষ্ট করেন এবং চাইলে হিদায়াত দান করেন—যেভাবে তাঁর হিকমত বা প্রজ্ঞা দাবি করে। একইভাবে আপনি শরীয়তগতভাবেও তাঁর বান্দা, অর্থাৎ তিনি যা আদেশ করেছেন তার মাধ্যমে আপনি তাঁর ইবাদত করেন, তাঁর নির্দেশনাবলী পালন করেন এবং তাঁর নিষেধকৃত বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকেন। আপনি এই স্বীকৃতির মাধ্যমে বলেন: "হে আল্লাহ! আপনিই আমার প্রতিপালক এবং আমি আপনার বান্দা, আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির ওপর সাধ্যমতো অটল আছি।" আপনি স্বীকার করছেন যে আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আপনাকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। আর আপনি আপনার সাধ্যমতো তাঁর অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির ওপর রয়েছেন। 'তাঁর অঙ্গীকারের ওপর থাকা'র অর্থ হলো, প্রত্যেক মানুষ আল্লাহর সাথে এই অঙ্গীকার করেছে যে সে যা জানবে সে অনুযায়ী আমল করবে। আর যখন আল্লাহ কিতাবধারীদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন...

لتبيينه للناس ولا تكتبونه فمقي أعطاك الله علماً فإنه قد عهد إليك أن تعمل به
وعلى وعدك أي تطبيق وعدك ما وعدت أهل الخير من الخير وما وعدت أهل الشر
من الشر ولكن أنا على وعدك أي في الخير لأنك في هذه الكلمات تتوسل إلى الله عز
وجل أعوذ بك من شر ما صنعت يعني أنت تعوذ بالله من شر ما صنعت لأن الإنسان
يصنع خير فيثاب ويصنع شراً فيعاقب ويصنع الشر فيكون سبباً لضلاله كما قال الله
تعالى {فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم} فأنت تتعوذ
بالله من شر ما صنعت ثم أبوء لك بنعمتك علي يعني أعترف بنعمتك العظيمة
الكبيرة التي لا أحصيها وأبوء بذنبي أعترف به فأغفر لي هذا الذنب إنك أنت الغفور
الرحيم فأحرص على حفظ هذا الدعاء وحافظ عليه صباحاً ومساءً إن مت من يومك
فأنت من أهل الجنة وإن مت من ليلتك فأنت من أهل الجنة ثم ذكر أحاديث
أخرى منها حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا
انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا
ذا الجلال والإكرام إذا انصرف يعني إذا سلم أول ما تبدأ بعد أن تسلم من
الفريضة تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات كيف تقول أستغفر
الله وأنت صليت أديت طاعة لأن طاعتك هذه لا تخلو من نقص وخلل فتستغفر الله
تعالى مما حصل فيها من خلل ونظير ذلك أن المجتهدين المتجهدين في الليل إذا
فرغوا

যাতে তোমরা তা মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করো এবং তা গোপন না করো। সুতরাং
আল্লাহ যখনই তোমাকে কোনো জ্ঞান দান করেন, তখন তিনি তোমার কাছ থেকে এই অঙ্গীকার
গ্রহণ করেন যে, তুমি সে অনুযায়ী আমল করবে। আর 'আপনার প্রতিশ্রুতির ওপর (আছি)'
অর্থাৎ আপনার প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নের ওপর; আপনি নেককারদের যে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি
দিয়েছেন এবং পাপাচারীদের যে অকল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে আমি আপনার
প্রতিশ্রুতির ওপর আছি অর্থাৎ কেবল কল্যাণের ক্ষেত্রে; কারণ আপনি এই বাক্যগুলোর মাধ্যমে
মহান আল্লাহর নিকট উসিলা গ্রহণ করছেন। 'আমি আপনার নিকট আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট

হতে আশ্রয় চাই'—অর্থাৎ আপনি আপনার কৃতকর্মের মন্দ ফলাফল থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছেন। কেননা মানুষ যখন ভালো কাজ করে তখন সে পুরস্কৃত হয়, আর যখন মন্দ কাজ করে তখন সে দণ্ডিত হয়। আর মন্দ কাজ মানুষের পথভ্রষ্টতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: "অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রেখো যে, আল্লাহ কেবল তাদের কিছু পাপের কারণে তাদের বিপদগ্রস্ত করতে চান।" সুতরাং আপনি আপনার কৃতকর্মের অনিষ্ট হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছেন। এরপর 'আমি আপনার নিকট আপনার প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ স্বীকার করছি', অর্থাৎ আমি আপনার সেই মহান ও বিশাল নিয়ামতসমূহ স্বীকার করছি যা আমি গণনা করে শেষ করতে পারব না। 'এবং আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি', আমি তা স্বীকার করছি। অতএব আপনি আমার এই পাপ ক্ষমা করে দিন, নিশ্চয়ই আপনি পরম ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু। সুতরাং এই দু'আটি মুখস্থ করার ব্যাপারে যত্নবান হোন এবং সকাল-সন্ধ্যায় তা নিয়মিত পাঠ করুন। যদি আপনি সেই দিনে মৃত্যুবরণ করেন তবে আপনি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন, আর যদি সেই রাতে মৃত্যুবরণ করেন তবে আপনি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। এরপর তিনি আরও কিছু হাদিস উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসটি অন্যতম যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তাঁর সালাত শেষ করতেন তখন তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং বলতেন: হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি এবং আপনার থেকেই শান্তি আসে, আপনি বরকতময়, হে মহিমাময় ও মহানুভব। 'যখন তিনি ফিরে আসতেন' অর্থাৎ যখন তিনি সালাম ফিরাতেন। ফরয সালাতের সালাম ফিরানোর পর আপনি প্রথমেই তিনবার বলবেন: 'আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি'। আপনি কেন 'আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি' বলবেন অথচ আপনি তো সালাত আদায় করেছেন এবং একটি আনুগত্যের কাজ সম্পাদন করেছেন? কারণ আপনার এই ইবাদত ত্রুটি ও বিচ্যুতিমুক্ত নয়; তাই ইবাদতের মধ্যে যে ত্রুটি সংঘটিত হয়েছে তার জন্য আপনি মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। এর দৃষ্টান্ত হলো সেই কঠোর পরিশ্রমী তাহাজ্জুদগুজার বান্দাগণ, যারা রাতের শেষ প্রহরে যখন ইবাদত থেকে অবসর হন...

من تهجدهم استغفروا كما قال تعالى {والمستغفرين بالأسحار} وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام أنت السلام يعني السالم من كل نقص وعيب ومنك السلام يعني منك السلامة لولا الله عز وجل ما سلمنا ولا عملنا ولا قمنا ولا قاتلنا تباركت يا ذا الجلال والإكرام وليس فيها وتعاليت ولكن في أحاديث أخرى فيها يا ذا الجلال والإكرام أي عظمت خيراتك وبركاتك ونعمك على عبادك فينبغي للإنسان أن يستغفر بعد الصلاة الفريضة ثلاث مرات ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام

1878 - وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن عنان السماء بفتح العين قيل هو السحاب وقيل هو ما عن لك منها أي ظهر وقراب الأرض بضم القاف وروي بكسرها والضم

তাদের তাহাজ্জুদ পালন শেষে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: {এবং যারা শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনা করে}। আর তুমি বলবে: হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি (আস-সালাম) এবং আপনার থেকেই শান্তি আসে। 'আপনিই আস-সালাম' অর্থ—যিনি সকল ত্রুটি ও দোষ থেকে মুক্ত। 'আপনার থেকেই শান্তি' অর্থ—আপনার পক্ষ থেকেই নিরাপত্তা ও শান্তি আসে; মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ না থাকলে আমরা নিরাপদ থাকতাম না, কোনো কাজ করতে পারতাম না, ইবাদতে দাঁড়াতে পারতাম না এবং লড়াইও করতে পারতাম না। আপনি বরকতময়, হে মহিমা ও সম্মানের অধিকারী। এই নির্দিষ্ট পাঠে 'এবং আপনি সুউচ্চ' (ওয়া তাআলাইতা) শব্দটুকু নেই, তবে অন্যান্য হাদিসে তা এসেছে। 'হে মহিমা ও সম্মানের অধিকারী' এর অর্থ হলো—আপনার কল্যাণ, বরকত এবং বান্দাদের ওপর আপনার নেয়ামতসমূহ অত্যন্ত মহান ও ব্যাপক। অতএব, মানুষের উচিত ফরজ নামাজের পর তিনবার

ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করা এবং বলা: হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি এবং আপনার পক্ষ থেকেই শান্তি আসে, আপনি বরকতময়, হে মহিমা ও সম্মানের অধিকারী।

১৮৭৮ - আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: আল্লাহ তাআলা বলেন: "হে আদম সন্তান! তুমি যতক্ষণ আমাকে ডাকবে এবং আমার কাছে প্রত্যাশা রাখবে, তোমার থেকে যা-ই ঘটুক না কেন আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, আমি পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আকাশের মেঘমালা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, অতঃপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, আমি পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী পূর্ণ গুনাহ নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হও, আর আমার সাথে কাউকে শরিক না করো, তবে আমি তোমার কাছে সমপরিমাণ ক্ষমা নিয়ে উপস্থিত হব।" তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি হাসান হাদিস। 'আনানাস সামা' (আইন অক্ষরে জবর যোগে) এর অর্থ বলা হয়েছে মেঘমালা, আবার কেউ বলেছেন আকাশের যা তোমার দৃষ্টিগোচর হয়। আর 'কুরাবাল আরদ' (কাফ অক্ষরে পেশ যোগে), এটি জের যোগেও বর্ণিত হয়েছে, তবে পেশই অধিক প্রচলিত।

(ص: 720) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أشهر وهو ما يقارب ملئها

1879 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار قالت امرأة منهن ما لنا أكثر أهل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن قالت ما نقصان العقل والدين قال شهادة امرأتين بشهادة رجل وتمكث الأيام لا تصلي رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

نقل النووي رحمه الله أحاديث كثيرة في كتابه (رياض الصالحين) حول الاستغفار والحث عليه منها أن الله سبحانه تعالى قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك يعني مهما دعوتني ورجوتني فأني أغفر لك لأن الله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به كما ثبت ذلك عنه تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أن الله تعالى قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه

মাসসমূহ এবং এটি পূর্ণ হওয়ার কাছাকাছি

১৮৭৯ - ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "হে নারী জাতি! তোমরা সদকা করো এবং বেশি বেশি ইস্তিগফার করো; কারণ আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী হিসেবে দেখেছি।" তাদের মধ্যে একজন নারী জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাদের কী হয়েছে যে আমরা জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী?" তিনি বললেন, "তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশাপ দাও এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞতা করো। বুদ্ধি ও দ্বীনের ক্ষেত্রে অপূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধিমান ব্যক্তির ওপর তোমাদের চেয়ে বেশি প্রভাবশালী আমি আর কাউকে দেখিনি।" সেই নারী জিজ্ঞাসা করলেন, "বুদ্ধি ও দ্বীনের অপূর্ণতা কী?" তিনি বললেন, "দুজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান হওয়া এবং (ঋতুকালীন) দিনগুলোতে সালাত আদায় না করে অতিবাহিত করা।" ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

[ব্যাক্থ্যা]

ইমাম নববী (রহিমাল্লাহু) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থে ইস্তিগফার এবং এর প্রতি উৎসাহ প্রদান সম্পর্কে অনেক হাদিস উদ্ধৃত করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন: "হে আদম সন্তান! যতক্ষণ তুমি আমাকে ডাকবে এবং আমার কাছে প্রত্যাশা রাখবে, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব।" অর্থাৎ, তুমি যেভাবে আমাকে ডাকবে এবং আমার প্রতি যে রূপ আশা রাখবে, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব; কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর বান্দার ধারণার অনুরূপ হন। যেমনটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হাদিসে

কুদসিতে প্রমাণিত হয়েছে, যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর রব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: "আমার বান্দা আমার প্রতি যেকোন ধারণা পোষণ করে, আমি তার সাথে সেরূপ আচরণ করি। আর সে যখন আমাকে স্মরণ করে, আমি তার সাথেই থাকি। সে যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। আর সে যদি কোনো সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমি তাদের চেয়ে উত্তম এক সমাবেশে (ফেরেশতাদের মাঝে) তাকে স্মরণ করি।"

(ম: 721) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

وفيه أيضاً أن الله سبحانه وتعالى قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني لغفرت لك فهذا يدل على أن الإنسان مهما عمل من الذنوب إذا استغفر الله تعالى ورجع إليه فإن الله تعالى يغفر له وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يكثرن من الصدقة والاستغفار حيث رآهن أكثر أهل النار فدل هذا على أن الاستغفار من موانع دخول النار فعليك يا أخي بكثرة الاستغفار أكثر من قول أستغفر الله اللهم اغفر لي وارحمني ... وما أشبه ذلك وهو كلام يسير لا يضررك ولا يشق عليك

এতে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "হে আদমসন্তান! তুমি যদি পৃথিবী সমান পাপ নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হও, অতঃপর আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব।" এটি নির্দেশ করে যে, মানুষ যত গুনাহই করুক না কেন, সে যদি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তবে মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। একইভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নারীদেরকে অধিক পরিমাণে দান-সদকা ও ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন, যেহেতু তিনি তাদেরকে জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী হিসেবে দেখেছেন। এটি প্রমাণ করে যে, ক্ষমা প্রার্থনা

জাহান্নামে প্রবেশ রোধকারী বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। অতএব হে আমার ভাই, আপনি অধিক পরিমাণে ক্ষমা প্রার্থনা করুন; বিশেষ করে বলুন: "আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি", "হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি দয়া করুন" ...

এবং এ জাতীয় অন্যান্য বাক্য। এগুলো অত্যন্ত সহজ কথা যা আপনার কোনো ক্ষতি করবে না এবং আপনার জন্য কোনো কষ্টসাধ্যও হবে না।

(ص: 722) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

بَابُ بَيَانِ مَا أَعَدَّ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمَنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يُبْسَهُمْ فِيهَا نَسَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ} وَقَالَ تَعَالَى {الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ} وَقَالَ تَعَالَى {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمَنِينَ لَا يَذُقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا} وَقَالَ تَعَالَى {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خَتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنَ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ} والآيات في الباب كثيرة معلومة

ثم ختم المؤلف رحمه الله كتابه (رياض الصالحين) ببيان ما أعدّه الله للمؤمنين من النعيم المقيم جعلني الله إياكم منهم وهذا نرجو أن يكون تفاعلاً حسناً وأن الله يختم لنا ولكم بعمل أهل الجنة وأن يكون قد غفر لمؤلف الكتاب وختم له بعمل أهل الجنة ذكر الله تعالى في كتابه العظيم آيات كثيرة فيها بيان ما أعد الله لأهل الجنة ومن أجمع الآيات قول الله تبارك وتعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلاً من غفور رحيم كل ما يشتهي الإنسان من نعيم فإنه في الجنة كل ما يطلب فإنه في الجنة بل أكثر من ذلك قال الله تعالى {لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد} وقال جل ذكره {فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون} يعني أنه لا يمكن للإنسان أن يحيط علماً بحقيقة ما أعد الله لأهل الجنة فيها لأنه فوق ما يتصور الإنسان ما يوجد من نعيم الدنيا فإنه نموذج لا ينسب لشيء من نعيم الآخرة لكن الله تعالى أرى عبادة شيئاً من النعيم وشيئاً من العذاب في الدنيا حتى يعتبروا به فقط وإلا فبين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة فرق لا يمكن إدراكه والجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه المتقين وقد بدأ المؤلف بقول الله تبارك وتعالى {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ} يعني يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين من كل شيء من كل آفة من كل مرض من الهرم من الموت من كل شيء {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ} يعني أنهم إذا دخلوا الجنة نزع الله تعالى ما في صدورهم من غل وذلك أنهم يوقفون قبل دخول الجنة على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض حتى إذا هذبوا ونقوا وبقيت قلوبهم صافية ليس فيها غل دخلوا الجنة بعد أن ينزع الله ما في قلوبهم من غل وقوله {على سرر متقابلين} السرر جمع سرير وهو معروف ما يجلس عليه وقوله {متقابلين} يعني أنهم على جانب من الأدب العظيم في جلوسهم لا يستدبر بعضهم بعضاً ولكنهم متقابلون قال بعض العلماء لأنهم يجلس بعضهم إلى بعض على حلقة واسعة والحلقة لا يتدابر فيها الجالسون كل واحد مقابل للآخر

{ لا يسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين } يعني لا يسهم تعب وإعياء ولا يخرجون منها بل هم ساكنوها أبد الأبدین الآیة الثانیة { یا عباد لا خوف علیکم الیوم } ینادی الله عز وجل عباده المؤمنین یوم القیامة إذا دخلوا الجنة یقول { یا عباد لا خوف علیکم الیوم ولا أنتم تحزنون } الخوف مما یتقبل والحزن من الماضي ذلك لأنهم نالوا کمال النعم فلا یخافون من مستقبل ولا یحزنون علی ماض لأنه کمل لهم النعم { الذین آمنوا بآیاتنا وكانوا مسلمین } آمنوا بقلوبهم وكانوا مسلمین بجوارحهم منقادین لأمر الله عز وجل لا یعصون الله لا بفعل محرم ولا بترك واجب { ادخلوا الجنة أنتم وأزواجکم تحبرون } یعنی تنعمون وأزواجکم هم الحور العین وزوجاتهم فی الدنیا ایضا لقول الله تبارک وتعالی { وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ } فهم وأزواجهم یحبرون أي فی مکان حبر أي أنهم منعون مترفون وفيها ما تشتهیه الأنفس وتلذ الأعین { يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَكْتَدُ الْأَعْيُنُ } ولم یبین الله تعالی من یطوف علیهم فی هذه الآیة لكن بینها فی آیات أخرى فقال { یَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ } الآیة الثالثة قوله تعالی { إن المتقین فی مقام أمین } أي فی مکان إقامة آمین كما سبق آمین من كل شیء { یلبسون من سندس وإستبرق متقابلین } هذا لباسهم وهو أعلى أنواع الحریر وقال تعالی { إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ یَنْظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خَتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلِیتَنافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنَ تَسْنِيمٍ عَيْنًا

জান্নাতে মুমিনদের জন্য মহান আল্লাহ যা প্রস্তুত রেখেছেন তার বর্ণনা সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ মহান আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতসমূহ ও প্রস্রবণসমূহে। (তাদের বলা হবে,) 'তোমরা সেখানে শান্তিতে ও নিরাপদে প্রবেশ করো।' আর আমি তাদের অন্তরে যে বিদ্যে

ছিল তা দূর করে দেব; তারা ভাই-ভাই হয়ে একে অপরের মুখোমুখি হয়ে আসনে অবস্থান করবে। সেখানে তাদের কোনো ক্লান্তি স্পর্শ করবে না এবং সেখান থেকে তারা কখনো বহিস্কৃত হবে না।" মহান আল্লাহ আরও বলেন, "যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করেছিল এবং যারা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) ছিল, (তাদের বলা হবে,) 'তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ করো।' তাদের নিকট স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে প্রদক্ষিণ করা হবে; সেখানে মন যা চায় এবং চোখ যাতে তৃপ্ত হয় তা-ই থাকবে; আর সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। এটাই সেই জান্নাত, তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ যার উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছে। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল, যা থেকে তোমরা খাবে।" মহান আল্লাহ আরও বলেন, "নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা নিরাপদ স্থানে থাকবে— জান্নাতসমূহ ও প্রস্রবণসমূহে। তারা পরিধান করবে পাতলা ও পুরু রেশমি বস্ত্র এবং একে অপরের মুখোমুখি হয়ে বসবে। এরূপই হবে; আর আমি তাদের ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হৃদয়ের সাথে বিবাহ দেব। সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে সব ধরনের ফলমূলের ফরমায়েশ দেবে। প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আশ্বাদন করবে না এবং তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করবেন। এটা তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ; এটাই তো মহাসাফল্য।" মহান আল্লাহ আরও বলেন, "নিশ্চয়ই পুণ্যবানরা থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে; তারা সুসজ্জিত আসনে বসে অবলোকন করবে। তুমি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের উজ্জ্বলতা দেখতে পাবে। তাদের মোহরকৃত বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে, যার মোহর হবে কস্তুরীর। অতএব, প্রতিযোগীরা এই বিষয়েই প্রতিযোগিতা করুক। আর তার মিশ্রণ হবে তাসনীমের— এমন এক প্রস্রবণ, যা থেকে নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির পান করবে।" এই পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কিত আয়াত অনেক এবং সুপরিচিত।

অতঃপর গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থটি মুমিনদের জন্য মহান আল্লাহর প্রস্তুত রাখা চিরস্থায়ী নিয়ামতের বর্ণনার মাধ্যমে সমাপ্ত করেছেন। আল্লাহ আমাকে এবং আপনাদেরকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমরা আশা করি এটি একটি উত্তম শুভলক্ষণ হবে যে, আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদের জীবনের সমাপ্তি জান্নাতবাসীদের আমলের মাধ্যমে করবেন। আর গ্রন্থকারকেও যেন আল্লাহ ক্ষমা করেন এবং জান্নাতবাসীদের আমলের মাধ্যমে তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাঁর সুমহান গ্রন্থে অনেক আয়াত উল্লেখ করেছেন যাতে জান্নাতবাসীদের জন্য প্রস্তুতকৃত নিয়ামতের বর্ণনা রয়েছে। এই আয়াতগুলোর মধ্যে অন্যতম সারগর্ভ আয়াত হলো মহান আল্লাহর বাণী: "তোমাদের জন্য সেখানে তা-ই রয়েছে যা তোমাদের মন চায় এবং তোমাদের জন্য সেখানে তা-ই রয়েছে যার তোমরা

ফরমায়েশ দাও। এটা পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে আতিথেয়তাস্বরূপ।" মানুষ যে নিয়ামত কামনা করে তা জান্নাতে বিদ্যমান। সে যা চাইবে তা জান্নাতে পাবে, বরং তার চেয়েও বেশি পাবে। মহান আল্লাহ বলেন: "তারা সেখানে যা চাইবে তা-ই পাবে এবং আমার নিকট রয়েছে আরও অধিক।" মহান আল্লাহ আরও বলেন: "কেউ জানে না তাদের জন্য তাদের চোখ জুড়ানো কী কী নিয়ামত লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ।" অর্থাৎ, জান্নাতবাসীদের জন্য আল্লাহ যা প্রস্তুত রেখেছেন, কোনো মানুষের পক্ষে তার প্রকৃত রূপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। কারণ এটি মানুষের কল্পনাতীত। দুনিয়ার যে নেয়ামতসমূহ বিদ্যমান তা কেবল একটি নমুনা মাত্র, যা আখিরাতের নিয়ামতের সাথে তুলনীয় নয়। তবে আল্লাহ দুনিয়াতে তাঁর বান্দাদের কিছু নেয়ামত ও কিছু আজাব প্রত্যক্ষ করিয়েছেন কেবল শিক্ষা গ্রহণের জন্য। অন্যথায় দুনিয়ার নেয়ামত ও আখিরাতের নেয়ামতের মাঝে এমন ব্যবধান রয়েছে যা অনুধাবন করা অসম্ভব। জান্নাত হলো সেই ঘর যা মহান আল্লাহ তাঁর মুত্তাকী বন্ধুদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন। গ্রন্থকার মহান আল্লাহর এই বাণী দিয়ে শুরু করেছেন: "নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতসমূহ ও প্রস্রবণসমূহে। তোমরা সেখানে শান্তিতে ও নিরাপদে প্রবেশ করো।" অর্থাৎ তাদের বলা হবে: তোমরা সেখানে প্রশান্তি ও নিরাপত্তার সাথে প্রবেশ করো— যাবতীয় অনিষ্ট, রোগবালাই, বার্ধক্য ও মৃত্যু থেকে নিরাপদ হয়ে। "আর আমি তাদের অন্তরে যে বিদ্বেষ ছিল তা দূর করে দেব।" অর্থাৎ তারা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, আল্লাহ তাদের অন্তরের যাবতীয় বিদ্বেষ দূর করে দেবেন। জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝামাঝি একটি সেতুতে (কানতারা) তাদের থামানো হবে এবং সেখানে একে অপরের পাওনা বা অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হবে। এভাবে যখন তারা পরিশীলিত ও পবিত্র হবে এবং তাদের অন্তর স্বচ্ছ ও বিদ্বেষমুক্ত হবে, তখন আল্লাহ তাদের অন্তরের বিদ্বেষ দূর করার পর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহর বাণী: "একে অপরের মুখোমুখি হয়ে আসনে অবস্থান করবে"— 'সুরুত' হলো 'সারীর' এর বহুবচন, যার অর্থ পরিচিত আসন বা পালঙ্ক। আর 'মুখোমুখি' হওয়ার অর্থ হলো তারা তাদের বসার ক্ষেত্রে অত্যন্ত শিষ্টাচার বজায় রাখবে; কেউ কারো পিঠের দিকে থাকবে না, বরং সবাই সবার মুখোমুখি থাকবে। কোনো কোনো আলেম বলেন যে, তারা এক বিশাল চক্রাকারে পরস্পরের পাশে বসবে, আর গোল হয়ে বসলে কেউ কারো পেছনে থাকে না, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মুখোমুখি থাকে। "সেখানে তাদের কোনো ক্লান্তি স্পর্শ করবে না এবং সেখান থেকে তারা কখনো বহিস্কৃত হবে না।" অর্থাৎ কোনো শ্রম বা ক্লান্তি তাদের স্পর্শ করবে না এবং তারা সেখান থেকে বের হবে না, বরং চিরকাল সেখানে বসবাস

করবে। দ্বিতীয় আয়াতটি হলো: "হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই।" কিয়ামতের দিন মুমিন বান্দারা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন মহান আল্লাহ তাদের ডেকে বলবেন: "হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না।" ভয় হলো ভবিষ্যৎ নিয়ে আর দুঃখ হলো অতীত নিয়ে। যেহেতু তারা পূর্ণাঙ্গ নেয়ামত লাভ করেছে, তাই ভবিষ্যতে তাদের হারানোর কোনো ভয় নেই এবং অতীতের কোনো কিছুই জন্য আক্ষেপ বা দুঃখ নেই। কারণ তাদের জন্য নেয়ামত পূর্ণ করা হয়েছে। "যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করেছিল এবং যারা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) ছিল।" অর্থাৎ তারা অন্তরে বিশ্বাস করেছিল এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আল্লাহর আদেশের অনুগত ছিল; কোনো হারাম কাজ লিপ্ত হয়ে বা ওয়াজিব ত্যাগ করে তারা আল্লাহর অবাধ্য হয়নি। "তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ করো।" অর্থাৎ তোমরা এবং তোমাদের হুর রূপী স্ত্রীগণ এবং দুনিয়ার নেয়ামতপ্রাপ্ত স্ত্রীগণও নেয়ামত ভোগ করবে। মহান আল্লাহর বাণী অনুযায়ী: "যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানের সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের সাথে তাদের সন্তানদের একত্রিত করে দেব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্র হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তিই তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী।" তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ 'হুরুর' বা আনন্দ-উৎফুল্ল অবস্থায় থাকবে, অর্থাৎ তারা নিয়ামত ও বিলাসিতায় থাকবে। "সেখানে মন যা চায় এবং চোখ যাতে তৃপ্ত হয় তা-ই থাকবে।" "তাদের নিকট স্বর্গের থালা ও পানপাত্র নিয়ে প্রদক্ষিণ করা হবে; সেখানে মন যা চায় এবং চোখ যাতে তৃপ্ত হয় তা-ই থাকবে।" এই আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট করেননি কারা তাদের চারপাশে প্রদক্ষিণ করবে, তবে অন্য আয়াতে তা পরিষ্কার করেছেন: "তাদের চারপাশ প্রদক্ষিণ করবে চিরকিশোরেরা— পানপাত্র, জগ ও বিশুদ্ধ পানিপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে, যা পান করলে তাদের শিরঃপীড়া হবে না এবং তারা জ্ঞান হারাবে না।" তৃতীয় আয়াতটি হলো আল্লাহর বাণী: "নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা নিরাপদ স্থানে থাকবে।" অর্থাৎ বসবাসের এমন এক স্থানে যেখানে তারা সবকিছু থেকে নিরাপদ থাকবে, যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। "তারা পরিধান করবে পাতলা ও পুরু রেশমি বস্ত্র এবং একে অপরের মুখোমুখি হয়ে বসবে।" এটিই হবে তাদের পরিধেয় বস্ত্র, যা রেশমের সর্বোত্তম প্রকার। মহান আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয়ই পুণ্যবানরা থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে; তারা সুসজ্জিত আসনে বসে অবলোকন করবে। তুমি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের উজ্জ্বলতা দেখতে পাবে। তাদের মোহরকৃত বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে, যার মোহর হবে কস্তুরীর। অতএব, প্রতিযোগীরা এই বিষয়েই প্রতিযোগিতা

করুক। আর তার মিশ্রণ হবে তাসনীমের— এমন এক প্রস্রবণ, যা থেকে নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির পান করবে।"

(ص: 723) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ}

নৈকট্যভাজন ব্যক্তিগণ তা হতে পান করবেন।

(ص: 726) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الأبرار هم الذين فعلوا الخيرات وتركوا المحرمات مأخوذة من البر وهو القيام بطاعة الله {إن الأبرار لفي نعيم} يعني أنهم في نعيم في القلب وفي نعيم في البدن فهم في أسر ما يكون جعلنا الله وإياكم منهم {على الأرائك ينظرون} الأرائك جمع أريكة وهي السقف المغطاة المزخرفة المزينة وينظرون ما أعد الله لهم من النعيم في هذه الجنات ويشمل ذلك النظر إلى وجه الله عز وجل {تعرف في وجوههم نضرة النعيم} أي أنك إذا رأيتهم عرفت أنهم منعون لأن وجوههم نضرة حسنة جميلة {يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خَتَامُهُ مِسْكٌ} وفي ذلك فليتنافس المتنافسون {أي يشربون من خير الشراب مختوم يعني له خاتمة وهي رائحة طيبة مسك وفي هذا الثواب والأجر والنعيم فليتسابق المتسابقون والله الموفق

1880 - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يبتخطون ولا يبولون ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك يلهون التسبيح والتكبير كما يلهون النفس رواه مسلم

পুণ্যবান বা আবরার হলেন তারা যারা সৎকর্ম সম্পাদন করেছেন এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বর্জন করেছেন। এটি 'বির' (পুণ্য) শব্দ থেকে উদ্ভূত যার অর্থ আল্লাহর আনুগত্যে দণ্ডায়মান হওয়া। {নিশ্চয়ই পুণ্যবানরা থাকবে পরম সুখে} অর্থাৎ তারা অন্তরের সুখে এবং শরীরের প্রশান্তিতে অবস্থান করবে, তারা অত্যন্ত আনন্দময় অবস্থায় থাকবে। আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। {তারা সুসজ্জিত আসনে বসে অবলোকন করবে} 'আরাইক' হলো 'আরিকাহ' শব্দের বহুবচন, যা হলো কারুকার্যমণ্ডিত ও সুশোভিত আচ্ছাদনযুক্ত সিংহাসন। জান্নাতে আল্লাহ তাদের জন্য যে নেয়ামত প্রস্তুত রেখেছেন তারা তা অবলোকন করবে এবং এর অন্তর্ভুক্ত হলো মহান আল্লাহর পবিত্র সত্তার দিদার লাভ করা। {তুমি তাদের চেহারায়ে নেয়ামতের উজ্জ্বলতা প্রত্যক্ষ করবে} অর্থাৎ আপনি যখন তাদের দেখবেন তখন চিনতে পারবেন যে তারা নেয়ামতপ্রাপ্ত, কারণ তাদের চেহারা হবে উজ্জ্বল, সজীব ও সুন্দর। {তাদের মোহরকৃত বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে, যার মোহর হবে কস্তুরীর। আর এই নেয়ামত লাভের জন্যই প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত} অর্থাৎ তারা সর্বোত্তম পানীয় পান করবে। মোহরকৃত অর্থ হলো যার সমাপ্তি হবে সুগন্ধিযুক্ত কস্তুরীর দ্বায়ে। এই প্রতিদান, সওয়াব ও নেয়ামত লাভের জন্যই প্রতিযোগীদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া উচিত। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১৮৮০ - জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: জান্নাতবাসীরা জান্নাতে পানাহার করবে, কিন্তু তারা মলত্যাগ করবে না, নাক ঝাড়বে না এবং প্রস্রাবও করবে না। বরং তাদের সেই খাদ্যের পরিণতি হবে কস্তুরীর সুগন্ধিযুক্ত ঢেকুর। তাদের তাসবিহ ও তাকবির পাঠের জন্য তেমনভাবে অনুপ্রাণিত (ইলহাম) করা হবে যেমনভাবে তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়। (মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)

1881 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرؤوا إن شئتم {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} متفق عليه

1883 - وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة عود الطيب أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء متفق عليه وفي رواية للبخاري ومسلم أنيتهم فيها الذهب ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشيا

১৮৮১ - আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, মহান আল্লাহ বলেন: "আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন সব নেয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছি যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি, কোনো কান কখনো শোনেনি এবং কোনো মানুষের হৃদয়ে কখনো যার কল্পনাও উদ্ভিত হয়নি।" তোমরা চাইলে আল্লাহর এই বাণীটি পাঠ করতে পার: {কেউ জানে না তাদের জন্য তাদের কৃতকর্মের বিনিময়স্বরূপ নয়নপ্রীতিকর কী নেয়ামত লুকিয়ে রাখা হয়েছে} (সূরা আস-সাজদাহ: ১৭)। (বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক একযোগে বর্ণিত)

১৮৮৩ - তাঁর (আবু হুরায়রা) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম দলটি পূর্ণিমার চাঁদের আকৃতিতে থাকবে। এরপর যারা প্রবেশ করবে তারা আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের ন্যায় দীপ্তিমান হবে।

তারা সেখানে প্রস্রাব-পায়খানা করবে না, থুথু ফেলবে না এবং তাদের নাক দিয়ে শ্লেষ্মাও নির্গত হবে না। তাদের চিরুনি হবে স্বর্ণের, তাদের গায়ের ঘাম হবে কস্তুরীর মতো সুগন্ধিময় এবং তাদের সুগন্ধিদানীতে জ্বালানো হবে উৎকৃষ্ট আগর কাঠ। তাদের স্ত্রীগণ হবে ডাগরচোখা হুর। তারা সবাই এক অভিন্ন মানব-প্রকৃতির হবে, তাদের পিতা আদমের আকৃতিতে; যারা উচ্চতায় আকাশের দিকে ষাট হাত দীর্ঘ হবে। (বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক একযোগে বর্ণিত)। বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: সেখানে তাদের পাত্রসমূহ হবে স্বর্ণের এবং তাদের গায়ের ঘাম হবে কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধযুক্ত। তাদের প্রত্যেকের দুইজন করে এমন স্ত্রী থাকবে যাদের সৌন্দর্যের আতিশয্যে মাংসের ওপর দিয়েই তাদের নলার হাড়ের মজ্জা দেখা যাবে। তাদের মাঝে কোনো বিভেদ বা পারস্পরিক বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সবার অন্তর হবে একজন মানুষের অন্তরের ন্যায় সুসংহত। তারা সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে।

(ص: 728) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

قوله على خلق رجل واحد رواه بعضهم بفتح الخاء وإسكان اللام وبعضهم بضمها وكلاهما صحيح

1884 - وعن البغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة قال هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله فيقول في الخامسة رضيت رب فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتئت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت رب قال رب فأعلاهم منزلة قال أولئك الذين أردت غرست

كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر
رواه مسلم

1885 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني
لأعلم آخر أهل النار خروجاً منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يخرج من
النار حبوا فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى
فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى يقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة
فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقول الله عز
وجل له اذهب

তাঁর কথা "এক ব্যক্তির প্রকৃতির ওপর"—কেউ কেউ এটি 'খা' বর্ণে ফাতহা এবং 'লাম' বর্ণে
সুকুন সহকারে বর্ণনা করেছেন, আবার কেউ কেউ উভয় বর্ণে দম্মা সহকারে পড়েছেন;
উভয়টিই সঠিক।

১৮৮৪ - মুগীরা ইবনে শু'বা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: মূসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর রবের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন,
জান্নাতবাসীদের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে সর্বনিম্ন কে হবে? আল্লাহ বললেন: সে এমন এক
ব্যক্তি যে জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর আসবে। তাকে বলা হবে, জান্নাতে প্রবেশ
করো। সে বলবে, হে আমার রব! কীভাবে? অথচ মানুষ তো তাদের নিজ নিজ স্থানে অবস্থান
নিিয়েছে এবং তাদের প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করেছে। তখন তাকে বলা হবে, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট যে,
দুনিয়ার রাজাদের মধ্য থেকে কোনো এক রাজার রাজত্বের সমপরিমাণ তোমার হবে? সে
বলবে, হে আমার রব! আমি সন্তুষ্ট। তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার জন্য এটি রইল এবং এর
সমপরিমাণ, আরও সমপরিমাণ, আরও সমপরিমাণ এবং আরও সমপরিমাণ। পঞ্চমবারে সে
বলবে, হে আমার রব! আমি সন্তুষ্ট। তখন আল্লাহ বলবেন, এটি তোমার জন্য এবং এর দশ গুণ;
আর তোমার জন্য সেখানে রয়েছে যা তোমার মন কামনা করে এবং যা তোমার চোখ তৃপ্ত
করে। তখন সে বলবে, হে আমার রব! আমি সন্তুষ্ট। মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, হে
আমার রব! তবে তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী কারা? আল্লাহ বললেন, তারা হলো
সেই সব লোক যাদের আমি মনোনীত করেছি; আমি নিজ হাতে তাদের সম্মানের বৃক্ষ রোপণ

করেছি এবং তাতে মোহর মেরে দিয়েছি। সুতরাং কোনো চোখ তা দেখেনি, কোনো কান তা শোনেনি এবং কোনো মানুষের অন্তরে তা কখনো কল্পনায় আসেনি। (সহীহ মুসলিম)

১৮৮৫ - ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: আমি অবশ্যই জানি জাহান্নাম থেকে সর্বশেষে নির্গত হওয়া ব্যক্তি এবং জান্নাতে সর্বশেষে প্রবেশকারী ব্যক্তি সম্পর্কে। সে এমন এক ব্যক্তি, যে হামাগুড়ি দিয়ে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে। তখন মহান আল্লাহ তাকে বলবেন, যাও, জান্নাতে প্রবেশ করো। সে জান্নাতের কাছে আসবে, কিন্তু তার কাছে মনে হবে যে তা পূর্ণ হয়ে আছে। তখন সে ফিরে এসে বলবে, হে রব! আমি তো তাকে পূর্ণ দেখতে পেলাম। আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, যাও, জান্নাতে প্রবেশ করো। সে জান্নাতের কাছে আসবে, কিন্তু আবারও তার মনে হবে যে তা পূর্ণ হয়ে আছে। তখন সে ফিরে এসে বলবে, হে রব! আমি তো তাকে পূর্ণ দেখতে পেলাম। আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে বলবেন, যাও...

(ص: 729) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشْرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا
فَيَقُولُ أَتَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ تَضْحَكُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ضَحَكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَكَانَ يَقُولُ ذَلِكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[الشَّرْحُ]

هذه أحاديث كثيرة ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه (رياض الصالحين) في بيان
نعيم أهل الجنة فمنها أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وهذه
أول زمرة وهي أفضل الزمر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول أهل
الجنة دخولا هم هذه الأمة ثم الذين يلونهم على ألمع كوكب دري في السماء يعني

مثل أضواء نجم في السماء ثم الذين يلونهم على حسب مراتبهم وفيه أيضاً أن
أهل الجنة يأكلون ويشربون لكنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخضون لأن جميع
فضلاتهم ليست كفضلات أهل الدنيا إنما فضلاتهم تخرج رشحاً يعني كالعرق أطيب
من ريح المسك وجشاء أطيب من رائحة المسك لأنهم في نعيم مقيم ثم ذكر أيضاً
أدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم وكلها تدل على فضل هذا النعيم نسأل الله أن
يجعلنا وإياكم من أهله أما أهل النار والعياذ بالله فهم أسفل من ذلك وحق لعين
ترجوا الجنة ألا تنام وحق لعين تخشى النار ألا

অতঃপর জান্নাতে প্রবেশ করো; কেননা তোমার জন্য রয়েছে দুনিয়ার সমপরিমাণ এবং তার
আরও দশ গুণ, অথবা তোমার জন্য দুনিয়ার দশ গুণের সমান রয়েছে। তখন সে বলবে,
'আপনি কি আমার সাথে উপহাস করছেন অথবা আপনি কি আমাকে নিয়ে হাসছেন, অথচ
আপনি তো রাজাধিরাজ?' বর্ণনাকারী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামকে হাসতে দেখেছি, এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁত উন্মোচিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি
বলতেন, এটিই হলো জান্নাতবাসীর সর্বনিম্ন মর্যাদা। (সর্বসম্মত হাদীস)

[ব্যাখ্যা]

এগুলো হলো সেই বহুসংখ্যক হাদীস যা লেখক (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর 'রিয়াদুস
সালেহীন' গ্রন্থে জান্নাতবাসীদের সুখ-স্বাস্থ্যের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটি
হলো, জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম দলটি পূর্ণিমার চাঁদের আকৃতিতে প্রবেশ করবে। এটিই প্রথম
দল এবং তারা শ্রেষ্ঠতম দল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সুসাব্যস্ত হয়েছে যে,
জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশকারী হবে এই উম্মত। অতঃপর তাদের পরবর্তীগণ আকাশের
সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় দ্যুতিময় হবে। অর্থাৎ আকাশের তারকারাজির মতো
আলোকোজ্জ্বল। অতঃপর তাদের পরবর্তীগণ নিজ নিজ মর্যাদা অনুযায়ী হবে। এতে আরও
রয়েছে যে, জান্নাতবাসীরা পানাহার করবে, কিন্তু তারা প্রস্রাব করবে না, মলত্যাগ করবে না
এবং সর্দি ঝাড়বে না। কারণ তাদের শরীরের সকল বর্জ্য দুনিয়াবাসীদের বর্জ্যের মতো হবে
না। বরং তাদের বর্জ্য নির্গত হবে ঘামের মতো, যা কস্তুরীর সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধময়।
আর তাদের ঢেকুরও হবে কস্তুরীর সুগন্ধিযুক্ত। কারণ তারা চিরস্থায়ী নেয়ামতের মধ্যে থাকবে।

অতঃপর লেখক জান্নাতবাসীদের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ স্তরের কথাও উল্লেখ করেছেন। এর প্রতিটিই এই নেয়ামতের মাহাত্ম্য নির্দেশ করে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের এই নেয়ামতের অন্তর্ভুক্ত করেন। পক্ষান্তরে জাহান্নামবাসীদের অবস্থা—আমরা তা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি—তা এর অনেক নিচে। যে চোখ জান্নাতের প্রত্যাশা করে তার জন্য ঘুমিয়ে থাকা সমীচীন নয় এবং যে চোখ জাহান্নামকে ভয় করে তার জন্য...

(ম: 730) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

تنام لأن متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولكن حكمة من الله عز وجل وابتلاء وامتحان أن الناس في هذه الدنيا كأن لم يكن إلا الدنيا عند كثير من الناس كأنها خلقوا لها مع أن الدنيا هي التي خلقت لهم إن الإنسان إنما خلق للآخرة فهي الدار الباقية التي لا تغنى فإما في جحيم وسعير والعياذ بالله وإما في نعيم مقيم نسأل الله لنا ولكم أن نكون من الصالحين الذين أعد الله لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

1885 - وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن

في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء ستون ميلاً للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضاً متفق عليه الميلاً ستة آلاف ذراع

1886 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن

في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة سنة ما يقطعها متفق

عليه وروياه في الصحيحين أيضاً من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال

পার্বিৰ জগতের ভোগসামগ্রী অতি সামান্য এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য পরকালই শ্রেষ্ঠ। তবে এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক প্রজ্ঞা ও পরীক্ষা যে, অনেক মানুষের নিকট এই দুনিয়া যেন এমন যে এটি ব্যতীত আর কিছুই নেই; যেন তারা এর জন্যই সৃজিত হয়েছে, অথচ এই দুনিয়াই তাদের (ব্যবহারের) জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। নিশ্চয়ই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে পরকালের জন্য, আর সেটিই হলো চিরস্থায়ী নিবাস যা কখনো লয় হবে না। হয় সেটি হবে জাহান্নাম ও প্রজ্বলিত অগ্নি—আল্লাহর নিকট আমরা এ থেকে আশ্রয় চাই—অথবা হবে চিরস্থায়ী নেয়ামত। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের ও আপনাদের জন্য প্রার্থনা করি যেন আমরা সেই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হই যাদের জন্য আল্লাহ এমন সব নেয়ামত প্রস্তুত রেখেছেন যা কোনো চক্ষু কখনো দেখেনি, কোনো কর্ণ কখনো শ্রবণ করেনি এবং কোনো মানুষের হৃদয়ে যার কল্পনাও কখনো উদ্ভূত হয়নি।

১৮৮৫ - আবু মুসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন: “নিশ্চয়ই জান্নাতে মুমিনের জন্য একটি অতি বৃহৎ ও শূন্যগর্ভ মুক্তার তাবু থাকবে, যার উচ্চতা আকাশের দিকে ষাট মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। জান্নাতে মুমিনের সেখানে পরিবারবর্গ থাকবে, মুমিন তাদের নিকট যাতায়াত করবে কিন্তু তাদের একজন অন্যজনকে দেখতে পাবে না।” (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। এক মাইল হলো ছয় হাজার হাত।

১৮৮৬ - আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন: “নিশ্চয়ই জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ রয়েছে যার ছায়াতলে একজন সুশিক্ষিত ও দ্রুতগামী অশ্বারোহী একশত বছর ভ্রমণ করলেও তা অতিক্রম করতে পারবে না।” (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। সহীহাইন-এ (বুখারী ও মুসলিম) আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সূত্রেও এটি বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন:

(ص: 731) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

يسير الراكب في ظلها مائة سنة ما يقطعها

1887 - وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل

الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدرّي الغابر في الأفق من المشرق أو
المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم
قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين متفق عليه
1888 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقاب
قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب متفق عليه

1889 - وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة
سوقاً يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون
حسنًا وجبالًا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنًا وجبالًا فيقول لهم أهلوهم
والله لقد ازددتم حسنًا وجبالًا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا وجبالًا
رواه مسلم

একজন আরোহী এর ছায়ায় একশ বছর পথ চললেও তা অতিক্রম করতে পারবে না।

১৮৮৭ - তাঁর থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই
জান্নাতবাসীরা তাদের উপরের তলার কক্ষবাসীদের এমনভাবে দেখবে, যেমন তোমরা পূর্ব বা
পশ্চিম দিগন্তে উজ্জ্বল অস্তগামী নক্ষত্র দেখতে পাও; এটি হবে তাদের মর্যাদার পার্থক্যের
কারণে।" তাঁরা বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! ওগুলো কি নবীদের মর্যাদা যা অন্য কেউ লাভ
করতে পারবে না?" তিনি বললেন: "অবশ্যই পারবে, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ!
তারা হলো সেই সব লোক যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং রাসূলগণকে সত্য বলে
বিশ্বাস করেছে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

১৮৮৮ - আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "জান্নাতে একটি ধনুকের সমান জায়গাও ঐ সমস্ত জিনিসের
চেয়ে উত্তম, যার ওপর সূর্য উদিত হয় বা অস্ত যায়।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

১৮৮৯ - আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "জান্নাতে একটি বাজার আছে যেখানে জান্নাতবাসীরা প্রতি জুমাবারে
উপস্থিত হবে। তখন উত্তরদিকের বায়ু প্রবাহিত হয়ে তাদের মুখমণ্ডল ও পোশাকে সুগন্ধি

ছিটিয়ে দেবে, ফলে তাদের সৌন্দর্য ও লাভণ্য আরও বৃদ্ধি পাবে। এরপর তারা তাদের পরিবারের কাছে এমন অবস্থায় ফিরে যাবে যে, তাদের রূপ-সৌন্দর্য অনেক বেড়ে গেছে। তখন তাদের পরিবারের লোকেরা বলবে, 'আল্লাহর কসম! আমাদের কাছ থেকে যাওয়ার পর তোমাদের সৌন্দর্য ও লাভণ্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।' তারাও বলবে, 'আল্লাহর কসম! তোমাদের সৌন্দর্য ও লাভণ্যও আমাদের অনুপস্থিতিতে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।' (মুসলিম)

(ص: 732) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

1890 - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء متفق عليه

1891 - وعنه رضي الله عنه قال: شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلساً وصف فيه الجنة حتى انتهى ثم قال في آخر حديثه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قرأ {تتجأ في جنوبهم عن المضاجع} إلى قوله تعالى {فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين} رواه البخاري

1892 - وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً إن لكم أن تنعموا فلا تبؤسوا أبداً رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث في بيان تفصيل ما لأهل الجنة من النعيم فيها فمنها أن

১৮৯০ - সহল ইবনে সাদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই জান্নাতবাসীরা জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষসমূহকে একে অপরের ওপর থেকে এমনভাবে দেখবে, যেমনভাবে তোমরা আকাশের দিগন্তে উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহ দেখে থাকো।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

১৮৯১ - তাঁর (সহল ইবনে সাদ) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একটি মজলিসে উপস্থিত ছিলাম যেখানে তিনি জান্নাতের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। বর্ণনার শেষে তিনি বললেন: 'তাতে এমন সব নেয়ামত রয়েছে যা কোনো চক্ষু দেখেনি, কোনো কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং কোনো মানুষের হৃদয়ে তার কল্পনাও উদ্ভূত হয়নি।' অতঃপর তিনি পাঠ করলেন: {তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে আলাদা থাকে} মহান আল্লাহর বাণী {কোনো প্রাণই জানে না তাদের জন্য তাদের চক্ষু শীতলকারী কী নেয়ামত লুক্কায়িত রাখা হয়েছে} পর্যন্ত। (বুখারী)

১৮৯২ - আবু সাঈদ এবং আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "জান্নাতবাসীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন: 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য এখন চিরঞ্জীব হওয়ার সুযোগ এসেছে, তোমরা আর কখনও মৃত্যুবরণ করবে না। তোমাদের জন্য সুস্থ থাকার সুযোগ এসেছে, তোমরা আর কখনও অসুস্থ হবে না। তোমাদের জন্য চিরকাল যুবক থাকার সুযোগ এসেছে, তোমরা আর কখনও বার্ধক্যে উপনীত হবে না। এবং তোমাদের জন্য পরম সুখে থাকার সুযোগ এসেছে, তোমরা আর কখনও দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হবে না।' (মুসলিম)

[ব্যাখ্যা]

এই হাদিসগুলো জান্নাতবাসীদের জন্য সেখানে প্রস্তুতকৃত নেয়ামতরাজির বিস্তারিত বর্ণনার ক্ষেত্রে উপস্থাপিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে একটি হলো যে-

النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء ستون ميلاً وأن له فيها أهليين لا يرى بعضهم بعضاً وذلك والله أعلم لسعتها وحسن غرفها وسترها ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أهل الجنة ينادي فيهم مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً وذكر الحديث أي أنهم في نعيم دائم لا يخافون الموت ولا السقم ولا انقطاع ما هم فيه من النعيم كما قال تعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وأن لهم سوقاً كل يوم جمعة يعيني في مقدار ذلك وإلا فالجنة ليس فيها صلاة ولا جمعة ولا غيرها وأنها تهب ريح الشمال فتزيدهم حسناً وجمالاً والمراد ريح تشبه ريح الشمال في برودتها ولذا ذلتها وكل هذا المذكور في هذه الأحاديث توجب للإنسان الرغبة في العمل الصالح الذي يتوصل به إلى هذه الدار جعلنا الله وإياكم من أهله وأحسن ما فيها وأنعم ما فيها أنهم ينظرون إلى الله عز وجل نظراً حقيقياً كما قال الله تعالى {وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة} وقال تعالى {على الأرائك ينظرون} وقال تعالى {للذين أحسنوا الحسنى وزيادة} والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أهلها

1893 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمن فيتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت فيقول نعم فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه رواه مسلم

1894 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করেছেন যে, জান্নাতে মুমিনের জন্য একটি ফাঁপা মুক্তার তাবু থাকবে, আকাশে যার উচ্চতা হবে ষাট মাইল। সেখানে তার পরিবারবর্গ থাকবে, যাদের একে অপরকে দেখতে পাবে না; আর আল্লাহই ভালো জানেন, এটি সম্ভবত এর প্রশস্ততা, কামরাঙুলোর সৌন্দর্য এবং আবরণের কারণে হবে। এর মধ্যে আরও রয়েছে যে, নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, জান্নাতবাসীদের মধ্যে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন: "তোমাদের জন্য এখন এটাই নির্ধারিত যে তোমরা চিরকাল জীবিত থাকবে, কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। তোমরা সর্বদা সুস্থ থাকবে, কখনো অসুস্থ হবে না।" তিনি হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ তারা এমন এক চিরস্থায়ী নিআমতের মধ্যে থাকবে যেখানে মৃত্যু, ব্যাধি বা নিআমত বন্ধ হয়ে যাওয়ার কোনো ভয় থাকবে না। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: "আর প্রচুর ফলমূল, যা শেষ হবে না এবং যা নিষিদ্ধও হবে না।" তাদের জন্য প্রতি জুমআর দিনে (অর্থাৎ সেই সময়ের পরিমাণ অনুযায়ী, অন্যথায় জান্নাতে কোনো নামাজ, জুমআ বা অন্য কিছু নেই) একটি বাজার থাকবে। তখন উত্তর দিকের বাতাস প্রবাহিত হবে, যা তাদের সৌন্দর্য ও লাভণ্য বৃদ্ধি করে দেবে। এখানে উত্তর দিকের বায়ু বলতে এমন বায়ু বোঝানো হয়েছে যা শীতলতা ও আরামদায়ক হওয়ার দিক থেকে উত্তর দিকের বাতাসের সদৃশ। এই হাদীসগুলোতে বর্ণিত এই সব বিষয় মানুষের মনে নেক আমলের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে, যার মাধ্যমে এই আবাসে পৌঁছানো যায়। আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদের জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। জান্নাতের সবচেয়ে সুন্দর ও সর্বশ্রেষ্ঠ নিআমত হলো এই যে, তারা মহান আল্লাহ তায়ালা দিকে সরাসরি তাকাবে। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: {সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে} এবং তিনি আরও বলেছেন: {সুসজ্জিত আসনে বসে তারা অবলোকন করবে} এবং তিনি আরও বলেছেন: {যারা কল্যাণকর কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং আরও অতিরিক্ত}। আর 'অতিরিক্ত' বলতে মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র চেহারার দিকে তাকানোকে বোঝানো হয়েছে। আমি মহান আরশের অধিপতি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাকে এবং আপনাদের জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

১৮৯৩ - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: জান্নাতে তোমাদের কারো সর্বনিম্ন অবস্থান হবে এই যে, তাকে বলা হবে, 'তুমি আকাজ্জা করো।' তখন সে আকাজ্জা করতে থাকবে এবং আকাজ্জা করবে। এরপর তাকে বলা হবে, 'তুমি কি আকাজ্জা করেছ?' সে বলবে, 'হ্যাঁ।' তখন তাকে বলা হবে, 'তোমার জন্য রয়েছে যা তুমি আকাজ্জা করেছ এবং তার সাথে আরও সমপরিমাণ।' (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

১৮৯৪ - আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ জান্নাতবাসীদের বলবেন, 'হে জান্নাতবাসী!' তখন তারা উত্তর দেবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার দরবারে হাজির।'।

وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطينا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا متفق عليه

1895 - وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القبر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القبر لا تضامون في رؤيته متفق عليه

1896 - وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم رواه مسلم قال تعالى {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دَعَوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعَوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}

...আপনার সন্তুষ্টি লাভে ধন্য এবং সকল কল্যাণ আপনারই কুদরতি হাতে। অতঃপর তিনি বলবেন, "তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ?" তারা বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের কী হয়েছে যে আমরা সন্তুষ্ট হব না, অথচ আপনি আমাদের এমন কিছু দান করেছেন যা আপনার সৃষ্টির আর কাউকে দান করেননি?" তখন তিনি বলবেন, "আমি কি তোমাদের এর চেয়েও উত্তম কিছু দেব না?" তারা বলবে, "এর চেয়ে উত্তম আর কী হতে পারে?" তিনি বলবেন, "আমি তোমাদের ওপর আমার সন্তুষ্টি অবধারিত করে দিচ্ছি, এরপর আমি আর কখনো তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হব না।" (বুখারী ও মুসলিম)

১৮৯৫ - জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার রাতে

চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে চাক্ষুষ দেখতে পাবে, যেমন তোমরা এই চাঁদকে দেখছ। তাঁকে দেখার ব্যাপারে তোমরা কোনো ভিড়ের বা বাধার সম্মুখীন হবে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

১৮৯৬ - সুহাইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, "জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন মহান আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা কি চাও যে আমি তোমাদের জন্য আরও কিছু বাড়িয়ে দিই?' তারা বলবে, 'আপনি কি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করে দেননি? আপনি কি আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি?' অতঃপর আল্লাহ পর্দার অন্তরাল উন্মোচন করবেন, তখন তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকানোর চেয়ে প্রিয়তর আর কোনো কিছু তাদের প্রদান করা হবে না।" (মুসলিম)। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, {নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের প্রতিপালক তাদের ঈমানের কারণে তাদের পথপ্রদর্শন করবেন। নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে তাদের তলদেশ দিয়ে বরনাদারা প্রবাহিত হবে। সেখানে তাদের প্রার্থনা হবে—"হে আল্লাহ! আপনি পরম পবিত্র", এবং সেখানে তাদের অভিবাদন হবে "সালাম" (শান্তি) আর তাদের শেষ প্রার্থনা হবে—"সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য"।।}

(ص: 735) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال مؤلفه يحيى النووي غفر الله له فرغت منه يوم الاثنين رابع عشر شهر رمضان سنة سبعين وستمائة بدمشق

[الشَّرْحُ]

ذكر المؤلف في سياق الأحاديث الواردة في نعيم أهل الجنة في كتابه (رياض الصالحين) الذي ختم به الكتاب رحمه الله ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا فألاً طيباً فيدخله وإياناً جنة النعيم ذكر حديثين في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة وذكر أن الله تعالى يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعد ذلك أبداً ورؤية المؤمنين لربهم في الجنة ثابتة بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة وأئمة الأمة ولم ينكرها إلا من أعصى الله قلبه والعياذ بالله ولهذا كانت هذه الأحاديث من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ويقول سبحانه وتعالى {للذين أحسنوا الحسنى وزيادة} وقد فسر أعلم الخلق بكتاب الله محمد رسول الله الزيادة أنها النظر إلى وجه الله وقال الله تبارك وتعالى {على الأرائك ينظرون} أي ينظرون ما

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের এই পথের দিশা দিয়েছেন; আল্লাহ আমাদের পথ না দেখালে আমরা পথ প্রদর্শন পেতাম না। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের নেতা মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদের বংশধরদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন, যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছিলেন ইবরাহিম ও ইবরাহিমের বংশধরদের ওপর। আর আপনি মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের বংশধরদের ওপর বরকত নাযিল করুন, যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছিলেন ইবরাহিম ও ইবরাহিমের বংশধরদের ওপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত ও মহিমাম্বিত। এর রচয়িতা ইয়াহইয়া আন-নববী (আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন) বলেন: আমি দামেস্কে ৬৭০ হিজরি সনের ১৪ই রমজান সোমবার এটি সমাপ্ত করেছি।

[ব্যাক্যা]

লেখক তাঁর ‘রিয়াদুস সালিহীন’ গ্রন্থে জান্নাতবাসীদের নিয়ামত সম্পর্কিত হাদিসগুলোর বর্ণনাক্রমে এগুলো উল্লেখ করেছেন এবং এর মাধ্যমেই তিনি কিতাবটি সমাপ্ত করেছেন— আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি একে একটি উত্তম শুভলক্ষণ হিসেবে কবুল করেন এবং তাঁকে ও আমাদের সকলকে জান্নাতুন নাদীমে

প্রবেশ করান। তিনি কিয়ামতের দিন জান্নাতে মুমিনদের তাদের প্রতিপালককে দেখার বিষয়ে দুটি হাদিস উল্লেখ করেছেন এবং এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর তাঁর সন্তুষ্টি অবতীর্ণ করবেন, ফলে এরপর তিনি আর কখনোই তাদের ওপর অসন্তুষ্টি হবেন না। জান্নাতে মুমিনদের নিজ প্রতিপালককে দেখার বিষয়টি আল্লাহর কিতাব, তাঁর রাসূলের সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরাম ও উম্মাহর ইমামগণের ঐকমত্য দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ যার অন্তর অন্ধ করে দিয়েছেন সে ব্যতীত আর কেউ এটি অস্বীকার করে না—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আর একারণেই এই হাদিসগুলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত ‘মুতাওয়াতির’ হাদিসসমূহের অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ বলেন: “সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।” মহান আল্লাহ আরও বলেন: “যারা সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত এবং আরও অতিরিক্ত।” আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে সৃষ্টির সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ব্যক্তি মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই ‘অতিরিক্ত’ অংশের ব্যাখ্যা করেছেন যে, এটি হলো আল্লাহর চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করা। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা আরও বলেন: “তারা সুসজ্জিত আসনে বসে অবলোকন করবে।” অর্থাৎ তারা অবলোকন করবে যা...

(ص: 736) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

أعد الله لهم من النعيم وأعلاه النظر إلى وجه الله وقال تعالى {لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد} والمزيد هو الزيادة التي قال الله تعالى فيها {للذين أحسنوا الحسنى وزيادة} والتي فسرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه الله تعالى وقال تعالى {لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير} فقلوه {لا تدركه الأبصار} يدل على أن الأبصار تراه ولكنها لا تدركه لأنه جل وعلا أعظم من أن تدركه الأبصار فهذه خمس آيات في كتاب الله كلها تدل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ولا ينكر هذا إلا ظالم فنسأل الله تعالى أن يهديه إلى الحق أو أن

يحرمه لذة النظر إلى وجهه لأنه لا ينكر هذا إلا معاند إذ إن الآيات واضحة أما الأحاديث فإنها متواترة كما قال الناظم

مما تواتر حديث من كذب ... ومن بنى لله بيتاً واحتسب

ورؤية وشفاعة والحوض ... ومسح خفين وهذه بعض

رؤية يعني رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته وقال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحب والأحاديث كثيرة جدا من أحب أن يطلع عليها فليرجع إلى كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم رحمه الله

আল্লাহ তাদের জন্য যে সকল নেয়ামত প্রস্তুত রেখেছেন, তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো আল্লাহর চেহারা মোবারক দর্শন। মহান আল্লাহ বলেন, {সেখানে তাদের জন্য তা-ই থাকবে যা তারা চাইবে এবং আমাদের নিকট রয়েছে অতিরিক্ত}। আর 'অতিরিক্ত' হলো সেই বৃদ্ধি যার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, {যারা উত্তম কাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত এবং আরও অতিরিক্ত}। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর চেহারা মোবারক দর্শনের মাধ্যমে। মহান আল্লাহ আরও বলেন, {দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না, অথচ তিনি দৃষ্টিসমূহকে আয়ত্ত করেন এবং তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত}। সুতরাং তাঁর বাণী {দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না} একথাই প্রমাণ করে যে, দৃষ্টিসমূহ তাঁকে দেখবে কিন্তু আয়ত্ত করতে পারবে না। কারণ তিনি মহান ও শ্রেষ্ঠ বিধায় দৃষ্টির দ্বারা তাঁকে পরিবেষ্টন করা সম্ভব নয়। আল্লাহর কিতাবে এই পাঁচটি আয়াত রয়েছে যার প্রতিটি একথাই প্রমাণ করে যে, মুমিনগণ কিয়ামতের দিন তাঁদের প্রতিপালককে দর্শন করবেন। কোনো জালিম ব্যতীত কেউ এটি অস্বীকার করে না। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তাকে সত্যের পথে হেদায়েত দান করেন অথবা তাকে তাঁর চেহারা দর্শনের তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত করেন; কেননা কোনো হঠকারী ব্যক্তি ছাড়া এটি কেউ অস্বীকার করে না, যেহেতু আয়াতসমূহ অত্যন্ত স্পষ্ট। আর হাদিসসমূহ তো মুতাওয়াতির (সর্বজনবিদিত ও অবিচ্ছিন্ন) পর্যায়ে, যেমনটি কাব্যকার বলেছেন:

মুতাওয়াতির হাদিসসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলো—যে ব্যক্তি (আমার ওপর) মিথ্যা আরোপ করবে ... আর যে ব্যক্তি আল্লাহর (সন্তুষ্টির) আশায় ঘর নির্মাণ করবে এবং (আল্লাহর) দিদার, শাফায়াত ও হাউজ ... আর মোজার ওপর মাসেহ করা; এগুলো হলো তার কিয়দাংশ

দিদার বা দর্শন অর্থ হলো কিয়ামতের দিন মুমিনদের নিজ প্রতিপালককে দেখা। এরই প্রেক্ষিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে যেমন তোমরা পূর্ণিমার রাতের চাঁদ দেখতে পাও, তাঁকে দেখার ব্যাপারে তোমরা কোনো ভিড়ের বা কষ্টের সম্মুখীন হবে না।" তিনি আরও বলেছেন, "নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে যেমন তোমরা মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশে সূর্য দেখতে পাও।" এ বিষয়ক হাদিসসমূহ সংখ্যায় অনেক। যদি কেউ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চায়, তবে সে যেন ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বিরচিত 'হাদিল আরওয়াহ ইলা বিলাদিল আফরাহ' গ্রন্থটি অধ্যয়ন করে।

(ص: 737) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ج 6

نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم إنه على كل شيء قدير والله الموفق

আমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের এবং আপনাদের নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে তাঁর মহান সত্তার দিদার লাভের সৌভাগ্য দান করেন; নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।